পবিত্র বাইবেল - জুবিলী বাইবেল

পাঠ্য : পুরাতন নিয়মের হিব্রু ও গ্রীক পাঠ্য এবং নূতন নিয়মের গ্রীক পাঠ্য।

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2018-2023

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : March 21, 2018

Version 1.2.8 (September 14, 2023)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

পবিত্র বাইবেল

জুবিলী বাইবেল

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র ও সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

পঞ্চপুস্তক

আদিপুস্তক (আদি)
যাত্রাপুস্তক (যাত্রা)
লেবীয় পুস্তক (লেবীয়)
গণনাপুস্তক (গণনা)
দ্বিতীয় বিবরণ (দ্বিঃবিঃ)

ঐতিহাসিক পুস্তকগুলি

যোশুয়া
বিচারকগণ (বিচারক)
রুথ
শামুয়েল—১ম পুস্তক (১ শামু)
শামুয়েল—২য় পুস্তক (২ শামু)
রাজাবালি—১ম পুস্তক (১ রাজা)
রাজাবলি—২য় পুস্তক (২ রাজা)
বংশাবলি—১ম পুস্তক (১ বংশ)
বংশাবলি—২য় পুস্তক (২ বংশ)
এজরা
নেহেমিয়া (নেহে)
তোবিত
যুদিথ
এস্থার
মাকাবীয় বংশচরিত—১ম পুস্তক (১ মাকা)

মাকাবীয় বংশচরিত—২য় পুস্তক (২ মাকা)

প্রজ্ঞাধর্মী পুস্তকগুলি

যোব

সামসঙ্গীত মালা (সাম)

প্রবচনমালা (প্রবচন)

উপদেশক (উপ)

পরম গীত

প্রজ্ঞা পুস্তক (প্রজ্ঞা)

বেন-সিরা (সিরা)

নবী-পুস্তকগুলি

ইশাইয়া (ইশা)

যেরেমিয়া (যেরে)

বিলাপ-গাথা (বিলাপ)

বারুক ও যেরেমিয়ার পত্র

এজেকিয়েল (এজে)

দানিয়েল (দা)

হোশেয়া (হো)

যোয়েল

আমোস

ওবাদিয়া

যোনা

মিখা

নাহুম

হাবাকুক (হাবা)

জেফানিয়া (জেফা)

হগয়

জাখারিয়া (জাখা)

মালাখি (মালা)

নূতন নিয়ম

মথি

মার্ক

লুক

যোহন

প্রেরিতদের কার্যবিবরণী (প্রেরিত)

প্রেরিতদূত পলের পত্রাবলি

রোমীয় (রো)

১ করিন্থীয় (১ করি)

২ করিন্থীয় (২ করি)

গালাতীয় (গা)

এফেসীয় (এফে)

ফিলিপ্পীয় (ফিলি)

কলসীয় (কল)

১ থেসালোনিকীয় (১ থে)

২ থেসালোনিকীয় (২ থে)

১ তিমথি (১ তি)

২ তিমথি (২ তি)

তীত

ফিলেমন

হিব্রু

কাথলিক (বা বিশ্বজনীন) সপ্তপত্র

যাকোব

১ পিতর (১ পি)
২ পিতর (২ পি)
১ যোহন
২ যোহন
৩ যোহন
যুদা
ঐশপ্রকাশ (প্রকাশ)

পরিশিষ্ট

ঐশতাত্ত্বিক শব্দকোষ
নামসূচী
কালানুক্রমিক ঘটনাসূচী
পুরাতন নিয়মে মাসের নাম
পরিমাপ ও অর্থ

মানচিত্র ও ছবি

পুরাতন নিয়ম

পুরাতন নিয়মের হিব্রু ও গ্রীক পাঠ্যদ্বয়

নূতন নিয়মের উদ্ভবের প্রাক্কালে বাইবেল বলতে পুরাতন নিয়মই বোঝাত। সেসময় পুরাতন নিয়মের দু'টো পাঠ্য প্রচলিত ছিল, তথা হিব্রু পাঠ্য ও গ্রীক পাঠ্য যা আজকালে সাধারণত হিব্রু বাইবেল ও গ্রীক বাইবেল বলে পরিচিত।

উভয় বাইবেলের পুস্তক-তালিকা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে স্মরণ করা উচিত যে, সেসময় বহু ধর্মীয় লেখা প্রচলিত ছিল, ও সেগুলোর মধ্যে যেগুলো অধিক সম্মাননীয় বলে গণ্য ছিল, সেগুলোই হিব্রু ও গ্রীক বাইবেল দু'টোতে স্থান পেল।

আনুমানিক ৩০০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি, **হিব্রু বাইবেলের** পুস্তকগুলো তিন ভাগে বিভক্ত ; ও সেই পুস্তকগুলো কেবলমাত্র হিব্রু বা আরামীয় ভাষায় লেখা :

১। **תורה** (তোরাহ্) অর্থাৎ **শিক্ষা** বা **বিধান**: আদি, যাত্রা, লেবীয়, গণনা, দ্বিতীয় বিবরণ। মোট ৫টা পুস্তক।

[প্রকৃতপক্ষে হিব্রু বাইবেলে এই ৫টা পুস্তকের নাম প্রতিটি পুস্তকের প্রথম শব্দ দ্বারা চিহ্নিত। সেই অনুসারে : **בְּרֵאשִׁית** (বেরেশিৎ, 'আদিতে যখন', **שְׁמוֹת** (শেমোৎ, 'তাঁদের নাম'), **וַיִּקְרָא** (বাইক্রা, 'আর তিনি বললেন'), **בְּמִדְבַּר** (বেমিদ্‌বার, '(সিনাই) মরুপ্রান্তরে'), **דְּבָרִים** (দেবারিম, '(এই সমস্ত) কথা')]।

২। **נְבִיאִים** (নেবিইম) অর্থাৎ **নবীগণ**:

ক। **পূর্বকালীন নবীগণ**: যোশুয়া, বিচারকগণ পুস্তক, শামুয়েল (১ ও ২), রাজাবলি (১ ও ২)। মোট ৬টা লেখা যা ৪টে পুস্তক বলে গণিত।

খ। **পরবর্তীকালীন নবীগণ**: ইশাইয়া, যেরেমিয়া, এজেকিয়েল, ২য় শ্রেণিভুক্ত ১২জন নবী (হোশেয়া, যোয়েল, আমোস, ওবাদিয়া, যোনা, মিখা, নাহুম, হাবাকুক, জেফানিয়া, হগয়, জাখারিয়া, মালাখি)। মোট ১৫টা লেখা যা ৪টে পুস্তক বলে গণিত।

৩। **כְּתוּבִים** (কেতুবিম) অর্থাৎ **লেখাসমূহ**: সামসঙ্গীত-মালা, যোব, প্রবচনমালা, রুথ, পরম গীত, উপদেশক, বিলাপ-গাথা, এস্থার, দানিয়েল, এজরা-নেহেমিয়া, বংশাবলি (১ ও ২)। সামসঙ্গীত-মালা 'লেখাসমূহ' -এর প্রথম পুস্তক

হওয়ায়, পুরো লেখাসমূহ ‘সামসঙ্গীত-মালা’ বলেও অভিহিত (লুক ২৪:৪৪ দ্রঃ)। মোট ১৩টা লেখা যা ১১টা পুস্তক বলে গণিত।

সুতরাং, হিব্রু বাইবেলের পুস্তকগুলোর সর্বমোট সংখ্যা ৩৯টা লেখা যা ২৪টা পুস্তক বলে গণিত, ও এমনভাবে সাজানো যা আজকালের সাজানো (পঞ্চপুস্তক, ঐতিহাসিক পুস্তকগুলি ইত্যাদি) থেকে ভিন্ন (নিচে দ্রঃ)।

তথাপি স্মরণ করা উচিত যে, খ্রিঃপূঃ শতাব্দীগুলোতে হিব্রু বাইবেলে হয় তো অন্য অন্য পুস্তকও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক্ষেত্রে শেষ কথা: আমরা যা ‘হিব্রু বাইবেল’ বলে থাকি, হিব্রু ভাষায় সেটার নাম উপরোল্লিখিত ৩ ভাগের প্রথম অক্ষর দিয়ে গঠিত, তথা תנך (তানাক্: “তা” = তো-রাহ্, “না” = নে-বিইম, ও “ক” = কে-তুবিম), বা מקרא (মিক্রা) বলেও অভিহিত, যার অর্থ হলো ‘পাঠ’।

অন্যদিকে, খ্রিঃপূঃ ৩য় ও ২য় শতাব্দীতে অনূদিত **গ্রীক বাইবেল** ৪ ভাগে বিভক্ত ও তার মধ্যে ৫২টা পুস্তক গৃহীত। অর্থাৎ, হিব্রু বাইবেলের উপরোল্লিখিত পুস্তকগুলো ছাড়া এই বাইবেলে অতিরিক্ত এ ১৩টা পুস্তকও অন্তর্ভুক্ত: মানাশের প্রার্থনা, ১ম এজরা (যা হিব্রু বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত এজরা পুস্তক থেকে ভিন্ন), তোবিত, যুদিথ, মাকাবীয় বংশচরিত (১, ২, ৩, ৪), সাম ১৫১, শলোমনের প্রজ্ঞা, বেন-সিরার প্রজ্ঞা, বারুক, যেরেমিয়ার পত্র (যা ৬ষ্ঠ অধ্যায় হিসাবে বারুক পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত), শলোমনের সামসঙ্গীত-মালা। তাছাড়া, দানিয়েল পুস্তক ও এস্থার পুস্তকের নানা অংশ কেবল গ্রীক বাইবেলেরই অংশ-বিশেষ।

“আরিস্তেয়ার পত্র” নামক খ্রিঃপূঃ ৩য় বা ২য় শতাব্দীর একটা দলিলের বর্ণনা অনুসারে (১-৫০, ৩০১-৩২১ পদ), বাহাত্তরজন ইহুদী পণ্ডিত মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া শহরের নিকটবর্তী এক দ্বীপে সমবেত হয়ে বাহাত্তর দিনে ‘বিধান’ পঞ্চপুস্তক অনুবাদ করেন। এ ভক্তিমূলক লেখার ভিত্তিতে গ্রীক বাইবেল ‘সত্তরী’ বাইবেল বলেও অভিহিত। এক্ষেত্রে স্মরণ করা উচিত যে ‘বাইবেল’ প্রচলিত শব্দটা গ্রীক ভাষার βιβλία (বিব্লিয়া) থেকে আগত শব্দ যার অর্থ ‘পুস্তকাদি’।

খ্রিষ্টীয় বাইবেলের পুস্তকগুলোর কানুন অনুযায়ী তালিকা

আদিমণ্ডলীকালীন পরিবেশ বেশির ভাগ গ্রীকভাষী পরিবেশ ছিল বলে গ্রীক বাইবেলই ছিল তাদের মধ্যে পচলিত বাইবেল। আর যখন তারা দেখল, সেই ১৩টা গ্রীক লেখায় নূতন নিয়মের বেশ কয়েকটা ধারণা ধ্বনিত ছিল তখন আপনা আপনিই সেগুলো বাইবেলের প্রকৃত অংশ বলে গণ্য হল ও তাই বলে উপাসনায়ও ব্যবহৃত হল।

কালক্রমে, আনুমানিক ৪০০ খ্রিষ্টাব্দে, যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিল, লাতিন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদক সাধু যেরোম, এউসেবিউস ও অন্যান্য ব্যক্তিত্ব প্রশ্ন উত্থাপন করেন, হিব্রু বাইবেলে তালিকাভুক্ত না হওয়ায় সেই ১৩টা গ্রীক লেখা খ্রিষ্টীয় বাইবেলে তালিকাভুক্ত রাখা উচিত কিনা।

কিন্তু এবিষয়ে উত্তর আফ্রিকার হিপ্পো রেগিউস-এ উদ্‌যাপিত আঞ্চলিক মহাসভা ইতিমধ্যে, ৩৯৩ সনে, বাইবেলের পুস্তকগুলোর কানুন অনুযায়ী তালিকা স্থির করেছিল, যা কালক্রমে অন্যান্য লাতিন মণ্ডলীগুলোও মেনে নিল।

তালিকাটা, পুরাতন নিয়মের জন্য মোটামুটি গ্রীক বাইবেলের বিন্যাস-ব্যবস্থা অনুসরণ ক'রে ও গ্রীক বাইবেলের সেই উপরোল্লিখিত ১৩টা পুস্তকের মধ্য থেকে কেবল ৭টা সন্নিবিষ্ট ক'রে এভাবে বিন্যস্ত ছিল (বিন্যাস-ব্যবস্থাটা সূচীপত্রে দেওয়া তালিকার সদৃশ) :

১। **বিধান :** আদি, যাত্রা, লেবীয়, গণনা, দ্বিতীয় বিবরণ। মোট ৫টা পুস্তক (পঞ্চপুস্তক)।

২। **ঐতিহাসিক পুস্তকগুলো :** যোশুয়া, বিচারকগণ, রুথ, শামুয়েল (১ ও ২), রাজাবলি (১ ও ২), বংশাবলি (১ ও ২), এজরা, নেহেমিয়া, তোবিত, যুদিথ, এস্থার, মাকাবীয় বংশচরিত (১ ও ২)। মোট ১৬টা পুস্তক।

৩। **কাব্য (প্রজ্ঞাধর্মী পুস্তকগুলো) :** সামসঙ্গীত-মালা, যোব, প্রবচনমালা, উপদেশক, পরম গীত, প্রজ্ঞা, বেন-সিরা। মোট ৭টা পুস্তক।

৪। **নবীগণ :** ইশাইয়া, যেরেমিয়া, বিলাপ-গাথা, বারুক, এজেকিয়েল, দানিয়েল, হোশেয়া, যোয়েল, আমোস, ওবাদিয়া, যোনা, মিখা, নাহুম, হাবাকুক, জেফানিয়া, হগয়, জাখারিয়া, মালাখি। মোট ১৮টা পুস্তক।

ফলে লাতিন মণ্ডলীগুলোর পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর মোট সংখ্যা ছিল ৪৬।

অন্যদিকে, গ্রীক অর্থডক্স মণ্ডলীর জন্য পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর সংখ্যা ৫২ হয়ে থাকল, কেননা তারা নিজ বাইবেলে উপরোল্লিখিত সেই ১৩টা পুস্তক গ্রহণ করেছিল।

১৬শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার বাইবেল জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন; তখন তিনি গ্রীক বাইবেলের সেই ১৩টা লেখা বাইবেলের প্রকৃত অংশ বলে সমর্থন না করলেও তবু তাঁর অনূদিত বাইবেলে সেগুলো ভক্তিপুস্তক হিসাবে গ্রহণ করেন।

আজকালের অবস্থা

- **গ্রীক অর্থডক্স মণ্ডলী** আজও গ্রীক বাইবেলের পুরাতন নিয়ম পালন ক'রে সেই ১৩টা পুস্তকের মধ্য থেকে ৯টা বা পুরো ১৩টাই গ্রহণ করে থাকে। নূতন নিয়মের ২৭টা পুস্তক-সহ তাদের বাইবেলের পুস্তকগুলোর মোট সংখ্যা ৭৫ থেকে ৭৯ পর্যন্ত হতে পারে।
- **কাথলিক মণ্ডলী** হিব্রু বাইবেলের পুরাতন নিয়ম পালন ক'রে গ্রীক বাইবেলের সেই ১৩টা পুস্তকের মধ্য থেকে কেবল ৭টা পুস্তক গ্রহণ করে থাকে। নূতন নিয়মের ২৭টা পুস্তক-সহ তাদের বাইবেলের পুস্তকগুলোর মোট সংখ্যা ৭৩। অতএব এই জুবিলী বাইবেলেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৭৩টা পুস্তক।
- **অন্যান্য মণ্ডলীগুলো** হিব্রু বাইবেলের পুরাতন নিয়ম পালন ক'রে যে যার অভিমত অনুসারে গ্রীক বাইবেলের সেই ১৩টা পুস্তক নিজ নিজ বাইবেলে স্থান দেয় বা দেয় না; আর সেই অনুসারে নূতন নিয়মের ২৭টা পুস্তক-সহ তাদের বাইবেলের পুস্তকগুলোর মোট সংখ্যা ৭৩ বা ৬৬। আর যে যে মণ্ডলী মার্টিন লুথারের অভিমত অনুসারে হিব্রু, যাকোব, যুদা ও ঐশপ্রকাশ পুস্তকচতুষ্টয় অপ্রামাণিক বলে গণ্য করে, তাদের বাইবেলের পুস্তকগুলোর মোট সংখ্যা ৭৩ বা ৬২ হতে পারে।

যারা গ্রীক বাইবেলের সেই ৭টা (বা ১৩টা) পুস্তক বাইবেলের প্রকৃত অংশ বলে মান্য করে, তাদের কাছে পুস্তকগুলো 'দ্বিতীয় কানুন অনুযায়ী' পুস্তকগুলো বলে অভিহিত; অন্যান্যদের কাছে পুস্তকগুলো 'গুপ্ত পুস্তকগুলো' (অর্থাৎ অপ্রামাণিক পুস্তকগুলো) বলে অভিহিত। যাই হোক, গ্রীক বাইবেলের গুরুত্ব সকলের দ্বারা স্বীকৃত, কেননা যখন নূতন নিয়ম পুরাতন নিয়মকে উল্লেখ করে (কমপক্ষে ৩০০ বার), তখন তিন ভাগের দুই ভাগ গ্রীক বাইবেলই অনুযায়ী পাঠ্য উল্লেখ করে।

অবশেষে, গত শতাব্দী থেকে একটি ক্রমবর্ধমান সচেতনতা এগিয়ে চলছে যে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর জন্য প্রকৃতপক্ষে হিব্রু বাইবেলের বিন্যাস-ব্যবস্থাই অনুসরণ করা উচিত (যেভাবে উপরে দেখানো হয়েছে)। আসলে আজকাল বেশ কিছু বাইবেল হিব্রু পুরাতন নিয়মের শেষ পুস্তকের পরে গ্রীক বাইবেলের সেই ৭টা বা ১৩টা পুস্তক যোগ ক'রে এই নবীন ধারা অনুসরণ করে।

আদিপুস্তক

হিব্রু বাইবেলের প্রথম অংশের নাম תורה (তোরাহ্) অর্থাৎ 'শিক্ষা' বা 'বিধান' (গ্রীক ভাষায় অনূদিত বাইবেলের এই প্রথম অংশের নাম 'পঞ্চপুস্তক')। ঈশ্বর বিধান দান করেছিলেন যেন সন্ধির প্রতি বিশ্বস্ততা দেখিয়ে ইস্রায়েল তাঁর নানা প্রতিশ্রুতি ও আশীর্বাদের পাত্র হতে পারে। কিন্তু বিধান দেবার আগে ঈশ্বর অন্যান্য আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন যেগুলো আদিপুস্তকের আলোচ্য বিষয়: ঈশ্বরের সৃষ্টি তাঁর আশিসে পূর্ণ। মানুষের অবিশ্বস্ততা সত্ত্বেও তিনি তাঁর উচ্চারিত আশীর্বাদ রক্ষা করে থাকেন। একথা ইস্রায়েলকে মনোনয়নের সূত্রপাত তথা আব্রাহামকে আহ্বানেই বিশেষভাবে প্রমাণিত।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর

১ [১] আদিতে, যখন পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকাজ শুরু করলেন,
[২] যখন পৃথিবী নিরাকার ও শূন্যময় ছিল, অতল গহ্বরের উপর অন্ধকার বিরাজ
করত, এবং ঐশ্বরিক এক বায়ু জলরাশির উপরে বইত, [৩] তখন পরমেশ্বর বললেন,
'আলো হোক;' আর আলো হল। [৪] পরমেশ্বর দেখলেন, আলো মঙ্গলময়; পরমেশ্বর
অন্ধকার থেকে আলো পৃথক করে দিলেন; [৫] আর পরমেশ্বর আলোর নাম দিন
রাখলেন, ও অন্ধকারের নাম রাখলেন রাত। সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—প্রথম দিন।
[৬] পরমেশ্বর বললেন, 'জলরাশি দু'ভাগে পৃথক করার জন্য জলরাশির মাঝখানে
একটা ফাঁপা শক্ত পরদা হোক।' [৭] তেমন পরদা তৈরি করে পরমেশ্বর পরদার নিচের

জলরাশি থেকে পরদার উপরের জলরাশি পৃথক করে দিলেন; আর সেইমতই হল। [৮] পরমেশ্বর পরদার নাম আকাশ রাখলেন। সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—দ্বিতীয় দিন।

[৯] পরমেশ্বর বললেন, 'আকাশের নিচের জলরাশি একস্থানেই মিলিত হোক, ও শুকনো স্থান দেখা দিক।' আর সেইমতই হল। [১০] পরমেশ্বর শুকনো স্থানের নাম ভূমি রাখলেন, ও জলরাশির নাম রাখলেন সমুদ্র; আর পরমেশ্বর দেখলেন, তা মঙ্গলময়।

[১১] পরমেশ্বর বললেন, 'ভূমি সবুজ ঘাস উৎপন্ন করুক, এমন উদ্ভিদও উৎপন্ন করুক যা বীজ বহন করে, এবং পৃথিবী জুড়ে এমন ফল-উৎপাদক গাছও উৎপন্ন করুক যাদের ফলের মধ্যে থাকবে নিজ নিজ জাত অনুযায়ী বীজ।' আর সেইমতই হল। [১২] ভূমি ঘাস উৎপন্ন করল, এমন উদ্ভিদও উৎপন্ন করল যা নিজ নিজ জাত অনুযায়ী বীজ বহন করে, এবং এমন ফল-উৎপাদক গাছও উৎপন্ন করল যাদের ফলের মধ্যে রয়েছে নিজ নিজ জাত অনুযায়ী বীজ। পরমেশ্বর দেখলেন, তা মঙ্গলময়। [১৩] সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—তৃতীয় দিন।

[১৪] পরমেশ্বর বললেন, 'রাত্রি ও দিন পৃথক করার জন্য আকাশপরদায় নানা বাতি হোক; সেগুলি ঋতু, দিন ও বছর নির্দেশ করুক, [১৫] এবং পৃথিবীর উপরে আলো ছড়াবার জন্য বাতি হিসাবেই আকাশপরদায় থাকুক।' আর সেইমতই হল: [১৬] পরমেশ্বর বড় সেই দু'টো বাতি তৈরি করলেন: বড়টা দিন নিয়ন্ত্রণের জন্য, আর তার চেয়ে ছোটটা রাত্রি নিয়ন্ত্রণের জন্য; তিনি তারানক্ষত্রও তৈরি করলেন। [১৭] পরমেশ্বর সেগুলোকে আকাশপরদায় বসালেন, যেন পৃথিবীর উপরে আলো ছড়ায়, [১৮] দিন ও রাত্রি নিয়ন্ত্রণ করে, এবং অন্ধকার থেকে আলো পৃথক করে। পরমেশ্বর দেখলেন, তা মঙ্গলময়। [১৯] সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—চতুর্থ দিন।

[২০] পরমেশ্বর বললেন, 'জলরাশি অসংখ্য প্রাণীতে ভরে উঠুক, এবং পৃথিবীর উপরে আকাশপরদা জুড়ে পাখি উড়ুক।' [২১] পরমেশ্বর সেই বিরাট বিরাট সমুদ্র-দানব ও সেই সমস্ত অসংখ্য প্রাণী নিজ নিজ জাত অনুসারে সৃষ্টি করলেন যেগুলো জলরাশিতে চলাফেরা করে; তিনি নিজ নিজ জাত অনুসারে সমস্ত উড়ন্ত পাখিও সৃষ্টি করলেন। পরমেশ্বর দেখলেন, তা মঙ্গলময়। [২২] সেই সমস্ত কিছু পরমেশ্বর এই বলে আশীর্বাদ

করলেন: 'তোমরা ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, সমুদ্রের জলরাশি ভরিয়ে তোল; পাখিরা স্থলভূমিতে বংশবৃদ্ধি করুক।' [২৩] সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—পঞ্চম দিন।

[২৪] পরমেশ্বর বললেন, 'পৃথিবী নিজ নিজ জাত অনুযায়ী গবাদি পশু, সরিসৃপ ও বন্যজন্তু—নিজ নিজ জাত অনুযায়ী সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন করুক।' আর সেইমতই হল। [২৫] পরমেশ্বর নিজ নিজ জাত অনুযায়ী বন্যজন্তু, নিজ নিজ জাত অনুযায়ী গবাদি পশু, ও নিজ নিজ জাত অনুযায়ী ভূমির সমস্ত সরিসৃপও তৈরি করলেন। পরমেশ্বর দেখলেন, তা মঙ্গলময়।

[২৬] পরমেশ্বর বললেন, 'এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি: তারা সমুদ্রের মাছের উপরে, আকাশের পাখিদের উপরে, গবাদি পশুদের উপরে, গোটা পৃথিবীর উপরে, ও মাটির বুকে চরে যত সরিসৃপের উপরে প্রভুত্ব করুক।'

[২৭] পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন;
পরমেশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করলেন:
পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন।
[২৮] পরমেশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন;
পরমেশ্বর তাদের বললেন,
'ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর,
পৃথিবী ভরিয়ে তোল, তা বশীভূত কর;
সমুদ্রের মাছের উপরে,
আকাশের পাখিদের উপরে,
ও ভূমির যত সরিসৃপের উপরে প্রভুত্ব কর।'

[২৯] পরমেশ্বর বললেন, 'দেখ, সারা পৃথিবী জুড়ে যত উদ্ভিদ বীজ বহন করে, ও ফল-উৎপাদক যত গাছ ফলের মধ্যে বীজ বহন করে, তা সবই আমি তোমাদের দিচ্ছি; তা হবে তোমাদের খাদ্য। [৩০] সমস্ত বন্যজন্তু, আকাশের সমস্ত পাখি ও মাটির বুকে চলাচল করে সমস্ত জীব—এই সকল প্রাণীকে আমি খাদ্যরূপে সবুজ যত উদ্ভিদ দিচ্ছি।' আর সেইমতই হল। [৩১] পরমেশ্বর তাঁর তৈরি করা সমস্ত কিছুর দিকে তাকিয়ে

দেখলেন; আর সত্যি, সেই সমস্ত কিছু খুবই মঙ্গলময়। সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—ষষ্ঠ দিন।

২ [১] এইভাবে আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের যত বাহিনীর সৃষ্টিকাজ শেষ হল। [২] পরমেশ্বর যে সমস্ত কাজ সাধন করে আসছিলেন, তা সপ্তম দিনে শেষ করলেন; যে সমস্ত কাজ সাধন করে আসছিলেন, তা তিনি সপ্তম দিনে শেষ করে বিশ্রাম নিলেন। [৩] পরমেশ্বর সেই সপ্তম দিন আশীর্বাদ করলেন, তা পবিত্র করলেন, কেননা সৃষ্টিকাজে সেই সমস্ত কিছু সাধন করার পর পরমেশ্বর সেই দিনেই বিশ্রাম নিলেন।

এদেন বাগান

[৪] আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্নে এ হল আকাশ ও পৃথিবীর জন্মকাহিনী।

যেদিন প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবী ও আকাশ নির্মাণ করলেন, — [৫] পৃথিবীতে তখন বন্য কোন ঝোপঝাড় ছিল না, বন্য কোন উদ্ভিদও তখনও উৎপন্ন হয়নি কেননা প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর উপরে বৃষ্টির জল তখনও বর্ষণ করেননি ও মাটি চাষ করবে কোন মানুষও তখনও ছিল না, [৬] কিন্তু একটা কুয়াশা পৃথিবী-গর্ভ থেকে উৎসারিত হয়ে সমস্ত স্থলভূমি জলসিক্ত করছিল, — [৭] সেদিন প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মানুষকে গড়লেন, এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন; আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল।

[৮] প্রভু পরমেশ্বর প্রাচ্যদেশে—এদেনে—একটি বাগান করলেন, আর সেখানে তাঁর গড়া সেই মানুষকে রাখলেন। [৯] প্রভু পরমেশ্বর ভূমি থেকে এমন সব গাছ উৎপন্ন করলেন, যা দেখতে সুন্দর ও খেতে সুস্বাদু; বাগানটির মাঝখানে উৎপন্ন করলেন জীবনবৃক্ষ; মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষও উৎপন্ন করলেন। [১০] এদেন থেকে এক নদী প্রবাহিত ছিল, যা বাগানটিকে জলসিক্ত করত, এবং সেখান থেকে আলাদা আলাদা হয়ে চতুর্মুখী হত। [১১] প্রথম নদীর নাম পিশোন: নদীটা সেই সমস্ত হাবিলা দেশ ঘিরে রাখে যেখানে সোনা পাওয়া যায়; [১২] সেই দেশের সোনা উত্তম; সেই দেশে সুরভি মলম ও বৈদূর্যমণিও পাওয়া যায়। [১৩] দ্বিতীয় নদীর নাম গিহোন: নদীটা সমস্ত কুশ

দেশ ঘিরে রাখে। [১৪] তৃতীয় নদীর নাম দজলা: নদীটা আশুরের পুবদিকে বয়। চতুর্থ নদী ফোরাত।

[১৫] প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে নিয়ে এদেন বাগানে রাখলেন, যেন সে মাটি চাষ করে ও বাগানের দেখাশোনা করে। [১৬] তখন প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'তুমি এই বাগানের সমস্ত গাছের ফল খুশি-স্বচ্ছন্দেই খাও; [১৭] কিন্তু মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবে না, কেননা যেদিন তার ফল খাবে, সেদিন তুমি মরবেই মরবে।'

[১৮] প্রভু পরমেশ্বর বললেন, 'মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়; তার জন্য আমি তার মত একজন সহায়ক নির্মাণ করব।' [১৯] তখন প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে সমস্ত বন্যজন্তু ও আকাশের সমস্ত পাখি গড়ে মানুষের কাছে আনলেন; দেখতে চাচ্ছিলেন, মানুষ তাদের কী কী নাম রাখবে; মানুষ যা কিছুর নাম রাখল, সেই সবকিছুর নাম ছিল 'সজীব প্রাণী': [২০] মানুষ সমস্ত গবাদি পশুর, আকাশের সমস্ত পাখির, ও সমস্ত বন্যজন্তুর নাম রাখল, কিন্তু তবু মানুষের জন্য উপযোগী কোন সহায়ক পাওয়া গেল না। [২১] তখন প্রভু পরমেশ্বর মানুষের উপর এমন গভীর নিদ্রা নামিয়ে আনলেন যে, সে ঘুমিয়ে পড়ল। তিনি তার একটা পাঁজর তুলে নিয়ে জায়গাটি মাংস দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। [২২] মানুষ থেকে তুলে নেওয়া সেই পাঁজর দিয়ে প্রভু পরমেশ্বর এক নারী গড়লেন ও তাকে মানুষের কাছে আনলেন। [২৩] আর মানুষ বলল,

'এবার এ-ই হল আমার হাড়ের হাড়
ও আমার মাংসের মাংস!
এর নাম নারী হবে,
কেননা নর থেকেই তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে।'

[২৪] এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে।

এদেন বাগান থেকে বহিষ্কার

[২৫] সেসময় মানুষ ও তার স্ত্রী দু’জনেই উলঙ্গ ছিল, এতে কিন্তু তারা কোন লজ্জা বোধ করত না।

৩ [১] প্রভু পরমেশ্বর যে সমস্ত বন্যজন্তু নির্মাণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে সাপই ছিল সবচেয়ে ধূর্ত। সে সেই নারীকে বলল, ‘পরমেশ্বর নাকি তোমাদের বলেছেন, তোমরা এই বাগানের কোন গাছের ফল খাবে না।’ [২] নারী সাপকে উত্তরে বলল, ‘আমরা বাগানের গাছগুলোর ফল খেতে পারি; [৩] কিন্তু বাগানের মাঝখানে যে গাছ রয়েছে, তার ফল সম্বন্ধে পরমেশ্বর বলেছেন, তোমরা তা খাবে না, স্পর্শও করবে না, করলে তোমরা মরবে।’ [৪] তখন সাপ নারীকে বলল, ‘তোমরা মোটেই মরবে না! [৫] এমনকি পরমেশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা তা খাবে, সেদিন তোমাদের চোখ খুলে যাবে আর তোমরা পরমেশ্বরের মত হয়ে মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞান লাভ করবে।’ [৬] নারী দেখল, গাছটির ফল খেতে ভাল, চোখেও আকর্ষণীয়, এবং জ্ঞানদায়ী গাছ বিধায় আকাঙ্ক্ষণীয়; তাই সে তার কয়েকটা ফল পেড়ে নিজে খেল, ও তার সঙ্গে উপস্থিত তার স্বামীকেও দিল; সেও খেল। [৭] তখন তাদের দু’জনেরই চোখ খুলে গেল, তারা এও বুঝতে পারল যে, তারা উলঙ্গ; তাই ডুমুরগাছের কয়েকটা পাতা সেলাই করে কোমরের জন্য এক প্রকার আবরণ তৈরি করল।

[৮] পরে মানুষ ও তার স্ত্রী প্রভু পরমেশ্বরের চলাচলের সাড়া পেল, তিনি দিনের স্নিগ্ধ বাতাসে বাগানের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন; তখন প্রভু পরমেশ্বরের সামনে থেকে তারা বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদের লুকাল। [৯] কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে ডাকলেন; তাকে বললেন, ‘তুমি কোথায় আছ?’ [১০] সে উত্তরে বলল, ‘বাগানে তোমার সাড়া পেয়ে আমি ভয় পেলাম, কারণ আমি উলঙ্গ; তাই নিজেকে লুকিয়েছি।’ [১১] তিনি বললেন, ‘তুমি যে উলঙ্গ, একথা কে তোমাকে বলল? যে গাছের ফল খেতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল খেয়েছ?’ [১২] মানুষ উত্তরে বলল, ‘আমার সঙ্গিনী করে যাকে তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নারীই আমাকে সেই গাছের ফল দিয়েছে, আর আমি তা খেয়েছি।’ [১৩] প্রভু

পরমেশ্বর নারীকে বললেন, ‘তুমি এ কী করলে?’ নারী উত্তরে বলল, ‘সাপ-ই আমাকে ভুলিয়েছে, আর আমি খেয়েছি।’

[১৪] তখন প্রভু পরমেশ্বর সাপকে বললেন, ‘এই কাজ করেছ বিধায় অভিশপ্তই তুমি সমস্ত গবাদি পশু ও সমস্ত বন্যজন্তুর চেয়ে! তোমাকে বুকেই হাঁটতে হবে, ও তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে ধুলো খেতে হবে। [১৫] আমি তোমার ও নারীর মধ্যে, তোমার বংশ ও তার বংশের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা জাগিয়ে তুলব; তার বংশ তোমার মাথা পিষে মারবে, আর তুমি তার পায়ের গোড়ালিতে ছোবল মারবে।’

[১৬] নারীকে তিনি বললেন, ‘আমি তোমার প্রসবযন্ত্রণা তীব্র করে তুলব, যন্ত্রণার মধ্যেই তুমি সন্তান প্রসব করবে; তোমার আকাঙ্ক্ষা হবে স্বামীর প্রতি, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব চালাবে।’

[১৭] আদমকে তিনি বললেন, ‘যে গাছের ফল সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি তা খাবে না, তোমার স্ত্রীর কথা শুনে তুমি তার ফল খেয়েছ বিধায় তোমার কারণে ভূমি অভিশপ্ত হোক! তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তুমি ক্লেশেই তা থেকে খাবার যোগাবে। [১৮] এই ভূমি তোমার জন্য কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা ফলাবে, মাঠের উদ্ভিদ হবে তোমার খাদ্য। [১৯] তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই আহার করবে—যতদিন না তুমি মাটিতে ফিরে যাও, যেহেতু মাটি থেকেই তোমাকে তুলে নেওয়া হয়েছে: কেননা তুমি ধুলো, আর ধুলোতেই আবার ফিরে যাবে।’

[২০] সেই মানুষ নিজের স্ত্রীর নাম হবা রাখল, কেননা সে সকল জীবিতের জননী হল। [২১] কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর মানুষ ও তার স্ত্রীর জন্য চামড়ার পোশাক প্রস্তুত করে তাদের পরালেন। [২২] তখন প্রভু পরমেশ্বর বললেন, ‘দেখ, মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞান সম্বন্ধে মানুষ আমাদের একজনের মত হয়ে উঠল; এখন কিন্তু সে যেন হাত বাড়িয়ে জীবনবৃক্ষের ফলও পেড়ে না খায় ও চিরজীবী হয়!’ [২৩] তাই প্রভু পরমেশ্বর তাকে এদেন বাগান থেকে বের করে দিলেন, যেন সে সেই মাটি চাষ করে যা থেকে তাকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। [২৪] তিনি মানুষকে তাড়িয়ে দিলেন, এবং জীবনবৃক্ষের দিকের পথ রক্ষা করার জন্য এদেন বাগানের পুবদিকে খেরুবদের মোতায়েন করলেন, সেই অগ্নিময় খড়্গাও রাখলেন, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে যার ঝলক।

কাইন ও আবেল

৪ [১] আদম নিজের স্ত্রী হবাকে জানলেন, ও হবা গর্ভবতী হয়ে কাইনকে প্রসব
করলেন; তিনি বললেন, ‘প্রভুর সহায়তায় একটি মানুষকে পেয়েছি।’ [২] তিনি
কাইনের ভাই আবেলকেও প্রসব করলেন। আবেল পালক হয়ে মেষ পালন করত, কাইন
মাটি চাষ করত। [৩] এভাবে সময় কাটতে লাগল; একদিন কাইন ভূমির ফল প্রভুর
কাছে অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করল। [৪] আবেলও নিজের পশুপালের প্রথমজাত কয়েকটা
শাবককে ও তাদের চর্বি উৎসর্গ করল। প্রভু আবেলের প্রতি ও তার অর্ঘ্যের প্রতি মুখ
তুলে চাইলেন, [৫] কিন্তু কাইন ও তার অর্ঘ্যের প্রতি মুখ তুলে চাইলেন না; তাতে
কাইন অধিক রেগে উঠল, তার মুখ বিষণ্ণ হল। [৬] প্রভু কাইনকে বললেন, ‘তোমার
এই রাগ কেন? তোমার মুখ বিষণ্ণ কেন? [৭] সদ্ব্যবহার করলে তুমি কি মুখ উচ্চ করে
রাখবে না? কিন্তু সদ্ব্যবহার না করলে পাপ-ই তোমার দ্বারে ওত পেতে বসে রয়েছে;
তোমার জন্য সেই পাপ লোলুপ বটে, কিন্তু তা দমন করা তোমার উপরই নির্ভর করবে!’

[৮] কাইন ভাই আবেলের সঙ্গে কথা বলল, আর তারা মাঠে গেলে কাইন তাঁর ভাই
আবেলকে আক্রমণ করে হত্যা করল। [৯] প্রভু কাইনকে বললেন, ‘তোমার ভাই
আবেল কোথায়?’ সে উত্তরে বলল, ‘জানি না; আমি কি আমার ভাইয়ের
রক্ষক?’ [১০] তিনি বললেন, ‘তুমি কী করেছ? শোন! তোমার ভাইয়ের রক্ত মাটি
থেকে আমার কাছে চিৎকার করছে। [১১] আর এখন, অভিশপ্ত তুমি! বিচ্যুত হও সেই
মাটি থেকে যা তোমার হাতের কর্মের ফলে তোমার ভাইয়ের রক্ত গ্রহণ করতে মুখ
খুলেছে! [১২] তুমি মাটি যতই চাষ কর না কেন, মাটি তোমাকে তার নিজের শক্তি আর
দেবে না; তুমি পৃথিবীতে উদ্দেশবিহীন পলাতক হবে!’ [১৩] তখন কাইন প্রভুকে
বলল, ‘না! আমার দণ্ডের ভার অসহনীয়! [১৪] দেখ, তুমি আজ পৃথিবীর বুক থেকে
আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, তাই আমাকে তোমার সম্মুখ থেকে নিজেকে লুকোতে হবে;
পৃথিবীতে আমাকে উদ্দেশবিহীন পলাতক হতে হবে; কেননা যে কেউ আমার দেখা
পাবে, সে আমাকে হত্যাই করবে।’ [১৫] প্রভু তাকে বললেন, ‘কিন্তু তবু যে কেউ
কাইনকে হত্যা করবে, তাকে সাতগুণ বেশি প্রতিফল পেতে হবে।’ তাই প্রভু কাইনের
জন্য একটা চিহ্ন রাখলেন, তার দেখা পেয়ে কেউই যেন তাকে মেরে না ফেলে।

[১৬] কাইন প্রভুর সাক্ষাৎ থেকে বিদায় নিয়ে এদেনের পুবদিকে নোদ দেশে গিয়ে বসতি করল।

কাইন থেকে এনোশ পর্যন্ত

[১৭] কাইন নিজের স্ত্রীকে জানলেন, ও তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে এনোখকে প্রসব করল; পরে কাইন একটা নগরের স্থাপনকর্তা হল যার নাম নিজের সন্তানের নাম অনুসারে এনোখ রাখল। [১৮] এনোখের ঘরে ইরাদের জন্ম হল, আর ইরাদ হলেন মেহুয়ায়েলের পিতা, মেহুয়ায়েল হলেন মেথুশায়েলের পিতা, আর মেথুশায়েল হলেন লামেখের পিতা। [১৯] লামেখ দু'টো স্ত্রী নিলেন, একজনের নাম আদা, আর একজনের নাম জিল্লা। [২০] আদা যাবালকে প্রসব করলেন, তিনি হলেন তাঁবুবাসী পশুপালকদের আদিপুরুষ; [২১] তাঁর ভাইয়ের নাম যুবাল, তিনি হলেন বীণা ও বাঁশি বাদকদের আদিপুরুষ। [২২] এদিকে জিল্লা তুবালকাইনকে প্রসব করলেন, এই তুবালকাইন তাদেরই আদিপুরুষ হলেন যারা ব্রঞ্জ ও লোহার যন্ত্রপাতি বানায়; তুবালকাইনের বোনের নাম নাআমা।

[২৩] লামেখ তার স্ত্রী দু'জনকে বললেন,
'আদা, জিল্লা, তোমরা আমার এই কথা শোন;
লামেখের বধূ দু'জন, আমার কথন কান পেতে শোন;
আঘাতের কারণে আমি একটা মানুষকে,
প্রহারের কারণে একটা যুবককে হত্যা করেছি।
[২৪] কাইনের জন্য সাতগুণ প্রতিশোধ,
কিন্তু লামেখের জন্য সাতাত্তর গুণ প্রতিশোধ!'

[২৫] আদম নিজের স্ত্রীকে পুনরায় জানলেন, ও তাঁর স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন ও তার নাম সেথ রাখলেন, 'কেননা পরমেশ্বর আবেলের স্থানে আর একটি পুত্রসন্তানকে আমার ঘরে স্থান দিলেন, যেহেতু কাইন তাকে হত্যা করেছে।' [২৬] সেথের ঘরেও একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হল, আর তিনি তার নাম এনোশ রাখলেন। সেসময়েই মানুষ প্রভুর নাম করতে আরম্ভ করল।

নোয়া পর্যন্ত আদমের বংশতালিকা

৫ [১] আদমের বংশাবলি-পুস্তক এ। যেদিন পরমেশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করলেন, সেদিনে পরমেশ্বরের সাদৃশ্যেই তাকে নির্মাণ করলেন— [২] পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন এবং তাদের তিনি আশীর্বাদ করলেন; তারা সৃষ্ট হলে পর তিনি তাদের নাম 'মানুষ' রাখলেন।

[৩] পরে আদম একশ' ত্রিশ বছর বয়সে নিজের সাদৃশ্যে, নিজের প্রতিমূর্তি অনুসারে একটি পুত্রসন্তানের পিতা হয়ে তার নাম সেথ রাখলেন। [৪] সেথের পিতা হওয়ার পর আদম আটশ' বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন। [৫] সবসমেত আদমের বয়স হল ন'শো ত্রিশ বছর; পরে তাঁর মৃত্যু হল।

[৬] সেথ একশ' পাঁচ বছর বয়সে এনোশের পিতা হলেন; [৭] এনোশের পিতা হওয়ার পর সেথ আটশ' সাত বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন। [৮] সবসমেত সেথের বয়স হল ন'শো বারো বছর; পরে তাঁর মৃত্যু হল।

[৯] এনোশ নব্বই বছর বয়সে কেনানের পিতা হলেন; [১০] কেনানের পিতা হওয়ার পর এনোশ আটশ' পনেরো বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন। [১১] সবসমেত এনোশের বয়স হল ন'শো পাঁচ বছর; পরে তাঁর মৃত্যু হল।

[১২] কেনান সত্তর বছর বয়সে মাহালালেলের পিতা হলেন; [১৩] মাহালালেলের পিতা হওয়ার পর কেনান আটশ' চল্লিশ বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন। [১৪] সবসমেত কেনানের বয়স হল ন'শো দশ বছর; পরে তাঁর মৃত্যু হল।

[১৫] মাহালালেল পঁয়ষট্টি বছর বয়সে যারেদের পিতা হলেন; [১৬] যারেদের পিতা হওয়ার পর মাহালালেল আটশ' ত্রিশ বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন। [১৭] সবসমেত মাহালালেলের বয়স হল আটশ' পঁচানব্বই বছর; পরে তাঁর মৃত্যু হল।

[১৮] যারেদ একশ' বাষট্টি বছর বয়সে এনোখের পিতা হলেন; [১৯] এনোখের পিতা হওয়ার পর যারেদ আটশ' বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন। [২০] সবসমেত যারেদের বয়স হল ন'শো বাষট্টি বছর; পরে তাঁর মৃত্যু হল।

[২১] এনোখ পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মেথুশেলাহ্‌র পিতা হলেন; [২২] এনোখ পরমেশ্বরের সঙ্গে চললেন; মেথুশেলাহ্‌র পিতা হওয়ার পর তিনি তিনশ’ বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন। [২৩] সবসমেত এনোখের বয়স হল তিনশ’ পঁয়ষট্টি বছর। [২৪] এনোখ পরমেশ্বরের সঙ্গে চললেন; পরে তিনি আর রইলেন না, কেননা পরমেশ্বর তাঁকে নিয়ে নিলেন।

[২৫] মেথুশেলাহ্‌ একশ’ সাতাশি বছর বয়সে লামেখের পিতা হলেন; [২৬] লামেখের পিতা হওয়ার পর মেথুশেলাহ্‌ সাতশ’ বিরাশি বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন। [২৭] সবসমেত মেথুশেলাহ্‌র বয়স হল ন’শো ঊনসত্তর বছর; পরে তাঁর মৃত্যু হল।

[২৮] লামেখ একশ’ বিরাশি বছর বয়সে একটি পুত্রসন্তানের পিতা হয়ে [২৯] তাঁর নাম নোয়া রাখলেন, কেননা তিনি বললেন, ‘প্রভু যে ভূমি অভিশপ্ত করেছেন, সেই ভূমির কারণে আমাদের যে শ্রম ও হাতের ক্লেশ হচ্ছে, সেই ব্যাপারে এ আমাদের সান্ত্বনা দেবে।’ [৩০] নোয়ার পিতা হওয়ার পর লামেখ পাঁচশ’ পঁচানব্বই বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন। [৩১] সবসমেত লামেখের বয়স হল সাতশ’ সাতাত্তর বছর; পরে তাঁর মৃত্যু হল।

[৩২] নোয়া পাঁচশ’ বছর বয়সে শেম, হাম ও যাফেথের পিতা হলেন।

জলপ্লাবন

৬ [১] যখন পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল ও তাদের বহু কন্যার জন্ম হল, [২] তখন ঈশ্বরসন্তানেরা দেখল, আদম-কন্যারা কতই না সুন্দরী ছিল, এবং তাদের মধ্য থেকে যতজন খুশিই ততজনকে বিবাহ করল। [৩] প্রভু বললেন, ‘মানুষের ভুলভ্রান্তির কারণে আমার আত্মা তাকে সবসময়ের মত চালিত করবেন না, সে তো মাংসমাত্র; তার আয়ু বরং হবে একশ’ কুড়ি বছর।’ [৪] সেকালে—এবং পরবর্তীকালেও—পৃথিবীতে মহাবীরেরা ছিল; ঠিক সেসময়ই ঈশ্বরসন্তানেরা আদম-কন্যাদের সঙ্গে মিলিত হল ও তাদের মধ্য দিয়ে তাদের পুত্রসন্তান হল: এরাই সেকালের নামকরা বীর।

[৫] প্রভু দেখলেন, পৃথিবীতে মানুষের ধূর্ততা বড়, তার অন্তর সারাদিন ধরে কেবল অধর্মেরই চিন্তা আঁটছে। [৬] পৃথিবীতে যে তিনি মানুষকে নির্মাণ করলেন, তার জন্য প্রভুর দুঃখ হল, তিনি মনঃক্ষুণ্ন হলেন। [৭] প্রভু বললেন, 'আমি যে মানুষকে সৃষ্টি করেছি, তাকে পৃথিবীর বুক থেকে উচ্ছেদ করব—মানুষের সঙ্গে যত পশু, সরিসৃপ ও আকাশের পাখিদেরও উচ্ছেদ করব; কেননা আমি যে তাদের নির্মাণ করেছি, তার জন্য আমি দুঃখিত।' [৮] কিন্তু নোয়া প্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হলেন।

[৯] নোয়ার বংশ-কাহিনী এ: নোয়া সেযুগের মানুষদের মধ্যে ধার্মিক ও ত্রুটিহীন ছিলেন, তিনি পরমেশ্বরের সঙ্গে চলতেন। [১০] নোয়ার তিন পুত্রসন্তান হল, তাদের নাম শেম, হাম ও যাফেথ। [১১] কিন্তু পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে পৃথিবী নষ্ট হয়েছিল, ছিল অধর্মেই পরিপূর্ণ। [১২] পরমেশ্বর পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করলেন, আর দেখ, পৃথিবী নষ্ট হয়েছে, কেননা পৃথিবী জুড়ে সমস্ত প্রাণীর চলাফেরা নষ্টই ছিল। [১৩] তখন পরমেশ্বর নোয়াকে বললেন,

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি:
সমস্ত প্রাণীর শেষকাল উপস্থিত,
কেননা তাদের কারণে পৃথিবী অধর্মে পরিপূর্ণ;
আমি পৃথিবী সমেত তাদের নষ্ট করতে যাচ্ছি।

[১৪] তুমি গোফর কাঠের একটা জাহাজ তৈরি কর; বেণূ-বাঁশ দিয়েই তা তৈরি কর, ও তার ভিতরে ও বাইরে আলকাতরা লেপন কর। [১৫] তুমি এইভাবে তা তৈরি করবে: জাহাজটা দৈর্ঘ্যে হবে তিনশ' হাত, বিস্তারে পঞ্চাশ হাত, উচ্চতায় ত্রিশ হাত। [১৬] জাহাজের এক হাত উপরে তার একটা ছাদ তৈরি করবে; দরজাটা জাহাজের এক পাশে দেবে; জাহাজটাকে তিন তালায় তৈরী হতে হবে: নিচ তালা, মধ্য তালা, উপর তালা।

[১৭] আর আমি, আকাশের নিচে যত জীবজন্তুর মধ্যে প্রাণবায়ু রয়েছে, সেই সকলকে বিনষ্ট করার জন্য এখন পৃথিবীর উপরে জলপ্লাবন ডেকে আনছি: পৃথিবীর সবকিছুই প্রাণত্যাগ করবে। [১৮] কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি আমার সন্ধি স্থাপন করব: তুমি তোমার ছেলেদের, নিজ বধূ ও তোমার ছেলেদের বধূদের সঙ্গে নিয়ে সেই জাহাজে

প্রবেশ করবে। [১৯] মদ্দা ও মাদী মিলিয়ে এক জোড়া করে যত জীবজন্তু, যত প্রাণী নিয়ে তাদের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের সঙ্গে সেই জাহাজে প্রবেশ করাবে; [২০] সব জাতের পাখি ও সব জাতের পশু ও ভূমির সব জাতের সরিসৃপ জোড়া জোড়া করে প্রাণরক্ষার জন্য তোমার সঙ্গে যাবে। [২১] আর তুমি, তোমার নিজের জন্য ও তাদের জন্য খাদ্য হিসাবে সব রকম খাদ্য-সামগ্রী যুগিয়ে নিজের কাছে জমিয়ে রাখ।' [২২] নোয়া এই সবকিছু করলেন; পরমেশ্বর তাঁকে যেমন আজ্ঞা দিলেন, তিনি সেই অনুসারে সবকিছু করলেন।

৭ [১] প্রভু নোয়াকে বললেন, 'তোমার ঘরের সকলের সঙ্গে জাহাজে প্রবেশ কর, কেননা আমি দেখেছি, এই প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে আমার সামনে তুমিই ধার্মিক। [২] তুমি তোমার সঙ্গে নাও মদ্দা ও মাদী মিলিয়ে প্রত্যেক জাতের সাত জোড়া করে শুচি পশু, ও মদ্দা ও মাদী মিলিয়ে প্রত্যেক জাতের সাত জোড়া করে অশুচি পশু; [৩] মদ্দা ও মাদী মিলিয়ে প্রত্যেক জাতের সাত জোড়া আকাশের পাখিও নাও, যেন সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের বংশ রক্ষা পায়; [৪] কেননা সাত দিন পরে আমি পৃথিবীতে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত ধরে বৃষ্টি নামিয়ে আনব: যত প্রাণীকে আমি নির্মাণ করেছি, তাদের সকলকেই পৃথিবীর বুক থেকে উচ্ছেদ করব।' [৫] প্রভু তাঁকে যেমন আজ্ঞা দিলেন, নোয়া সেই অনুসারে সবকিছু করলেন।

[৬] জলপ্লাবনের সময়ে, যখন জলরাশি পৃথিবীকে ঢেকে দিল, তখন নোয়ার বয়স ছিল ছ'শো বছর।

[৭] প্লাবনের জলরাশি এড়াবার জন্য নোয়া, তাঁর ছেলেরা, তাঁর বধূ ও তাঁর ছেলেদের বধূরা জাহাজে প্রবেশ করলেন। [৮] শুচি অশুচি পশু, পাখি ও মাটির বুকে চরে যত সরিসৃপ, [৯] এগুলি মদ্দা ও মাদী মিলে জোড়া জোড়া করে জাহাজে নোয়ার সঙ্গে প্রবেশ করল—পরমেশ্বর নোয়াকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে। [১০] সাত দিন পরে পৃথিবীর উপরে প্লাবনের জলরাশি দেখা গেল।

[১১] নোয়ার বয়স যখন ছ'শো বছর, দু'মাস, সাত দিন, তখন, ঠিক সেই দিনেই, মহা অতল গহ্বরের সমস্ত উৎস-দ্বার ভেঙে গেল, এবং আকাশের সমস্ত জলকপাট খুলে গেল, [১২] আর চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত ধরে পৃথিবীর উপরে মহাবৃষ্টি নামতে থাকল।

[১৩] ঠিক সেদিনই নোয়া, নোয়ার ছেলেরা শেম, হাম ও যাফেথ, এবং তাঁদের সঙ্গে নোয়ার বধূ ও তিন ছেলের বধূরা জাহাজে প্রবেশ করলেন; [১৪] আর তাঁদের সঙ্গে প্রবেশ করল সব জাতের বন্যজন্তু, সব জাতের গবাদি পশু, মাটির বুকে চরে সব জাতের সরিসৃপ প্রাণী ও সব জাতের পাখি—যত প্রাণী ওড়ে, যত প্রাণীর পাখা আছে, সেই সব। [১৫] যত প্রাণীর প্রাণবায়ু আছে, জোড়া জোড়া করে সবাই নোয়ার সঙ্গে জাহাজে প্রবেশ করল; [১৬] আর যারা জাহাজে প্রবেশ করল, তারা ছিল মদ্দা ও মাদী মিলে সমস্ত প্রাণী—পরমেশ্বর তাঁকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে। তখন প্রভু বাইরে থেকে তাঁর জন্য দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

[১৭] চল্লিশ দিন ধরেই পৃথিবীতে জলপ্লাবন হল: বাড়তে বাড়তে জল জাহাজটাকে ভাসিয়ে নিল, যে পর্যন্ত জাহাজটা ভূমি ছেড়ে উঠল। [১৮] জলরাশি প্রবল হল, ভূমির উপরে খুবই বাড়তে লাগল, এবং জাহাজটা জলের উপর দিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। [১৯] জলরাশি ভূমির উপরে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল, যে পর্যন্ত আকাশমণ্ডলের নিচের যত পাহাড়পর্বত সেই জলরাশিতে নিমজ্জিত হল। [২০] যত পাহাড়পর্বত জলে নিমজ্জিত হয়েছিল, তার উপরে জলরাশি আরও পনেরো হাত বেড়ে উঠল। [২১] আর তখন পৃথিবীর যত প্রাণী—পাখি, গবাদি পশু ও বন্যজন্তু, মাটির বুকে চরে যত সরিসৃপ এবং সমস্ত মানুষ মরল। [২২] যত প্রাণীর নাকে প্রাণবায়ুর সঞ্চার ছিল, স্থলভূমির সেই সকল প্রাণী মরল। [২৩] তাতে পৃথিবী-নিবাসী সমস্ত প্রাণী—মানুষ, পশু, সরিসৃপ ও আকাশের পাখি সবই উচ্ছিন্ন হল: তারা পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন হল, কেবল নোয়া রেহাই পেলেন, সেই সকলেও রেহাই পেল, যারা তাঁর সঙ্গে জাহাজে ছিল। [২৪] জলরাশি একশ' পঞ্চাশ দিন ধরেই পৃথিবীর উপরে উচ্চ থাকল।

৮ [১] কিন্তু নোয়ার কথা, ও তাঁর সঙ্গে জাহাজে থাকা সেই গৃহপালিত প্রাণীদের কথা পরমেশ্বরের স্মরণে ছিল। পরমেশ্বর পৃথিবীর উপরে এমন বাতাস বহালেন যার ফলে জল নামতে লাগল। [২] অতল গহ্বরের সমস্ত উৎস-দ্বার ও আকাশের সমস্ত জলকপাট বন্ধ করা হল এবং আকাশের মহাবৃষ্টি থামানো হল। [৩] জল ক্রমে ক্রমে স্থলভূমির উপর থেকে সরতে লাগল। একশ' পঞ্চাশ দিন পর তা নেমে গেল; [৪] এবং সপ্তম মাসে, সপ্তদশ দিনে জাহাজটা আরারাতের পর্বতশ্রেণির উপরে লেগে রইল।

[৫] দশম মাস পর্যন্ত জল ক্রমে ক্রমে সরে যেতে যেতে কমে গেল। সেই দশম মাসের প্রথম দিনে পর্বতমালার চূড়া দেখা গেল।

[৬] চল্লিশ দিন কেটে যাওয়ার পর নোয়া জাহাজে নিজের তৈরী জানালা খুলে [৭] একটা দাঁড়কাক ছেড়ে দিলেন; আর পৃথিবীর উপরে জল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়কাকটা উড়ে উড়ে যাতায়াত করতে থাকল। [৮] স্থলের উপরে জল কমেছে কিনা, তা জানবার জন্য তিনি একটা কপোত ছেড়ে দিলেন। [৯] কিন্তু সমস্ত পৃথিবী জলে আবৃত থাকায় কপোতটা পা দেওয়ার মত স্থান পেল না, তাই জাহাজে তাঁর কাছে ফিরে এল। তিনি হাত বাড়িয়ে কপোতটাকে ধরে নিজের কাছে জাহাজের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। [১০] আরও সাত দিন অপেক্ষা করার পর তিনি জাহাজ থেকে সেই কপোতটাকে আবার ছেড়ে দিলেন, [১১] কপোতটা সন্ধ্যাবেলায় তাঁর কাছে ফিরে এল; আর দেখ, তার ঠোঁটে জলপাইগাছের একটা কচি পাতা রয়েছে; তখন নোয়া বুঝলেন, স্থলের উপর থেকে জল সরে গেছে। [১২] আরও সাত দিন অপেক্ষা করার পর তিনি কপোতটাকে ছেড়ে দিলেন; এবার তা তাঁর কাছে আর ফিরে এল না।

[১৩] নোয়ার বয়স তখন ছ'শো এক বছর; সেই বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে পৃথিবীর উপরে জল শুকোতে লাগল; নোয়া জাহাজের ছাদ খুলে বাইরে তাকালেন, আর দেখ, স্থলভূমি সম্পূর্ণরূপে শুকনো। [১৪] দ্বিতীয় মাসের সপ্তবিংশ দিনে স্থলভূমি শুকনো ছিল। [১৫] তখন পরমেশ্বর নোয়াকে বললেন, [১৬] 'তুমি তোমার বধূ, ছেলেদের ও ছেলেদের বধূদের সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে বেরিয়ে যাও। [১৭] যত পশু, পাখি, ও মাটির বুকে চরে যত সরিসৃপ ইত্যাদি সমস্ত জীবজন্তু তোমার সঙ্গে রয়েছে, তাদের সকলকে তোমার সঙ্গে বাইরে নিয়ে যাও, তারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক, যেন পৃথিবীতে ফলবান হয় ও বংশবৃদ্ধি করে।' [১৮] নোয়া নিজের ছেলেদের এবং নিজের বধূ ও ছেলেদের বধূদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। [১৯] আর নিজ নিজ জাত অনুসারে প্রত্যেক পশু, সরিসৃপ ও পাখি, স্থলভূমির সমস্ত প্রাণী জাহাজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

[২০] তখন নোয়া প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, এবং সব ধরনের শুচি পশুর ও সব ধরনের শুচি পাখির মধ্য থেকে কয়েকটা নিয়ে বেদির উপরে আহুতি

দিলেন। [২১] প্রভু সেই সবকিছুর সৌরভের ঘ্রাণ নিলেন; তখন প্রভু মনে মনে বললেন, 'আমি মানুষের কারণে পৃথিবীকে আর কখনও অভিশাপ দেব না, কারণ ছেলেবেলা থেকেই মানুষের মন অধর্মে প্রবণ; আমি এবার যেমন করলাম, সকল প্রাণীকে তেমন আঘাতে আর কখনও আঘাত করব না।

[২২] পৃথিবী যতদিন থাকবে,
ততদিন বীজ বোনা ও ফসল কাটা,
শীত ও উত্তাপ,
গ্রীষ্মকাল ও হেমন্তকাল,
দিন ও রাত্রি,
এই সবের আর কখনও নিবৃত্তি হবে না।'

মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধি

৯ [১] পরমেশ্বর নোয়াকে ও তাঁর ছেলেদের এই বলে আশীর্বাদ করলেন, 'ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোল। [২] পৃথিবীর সকল জন্তু, আকাশের সকল পাখি, স্থলের সমস্ত প্রাণী ও সমুদ্রের সমস্ত মাছ তোমাদের সামনে ভীত ও সন্ত্রাসিত হোক; এসব কিছু তোমাদের হাতে সমর্পিত! [৩] যত প্রাণী চরে বেড়ায়, তা তোমাদের জন্য হবে খাদ্য; সেই সবুজ উদ্ভিদ যেমন, তেমনি এসমস্ত কিছুও আমি তোমাদের দিচ্ছি। [৪] কিন্তু তোমরা প্রাণের সঙ্গে মাংস, অর্থাৎ রক্তসমেত মাংস খাবে না। [৫] এমনকি তোমাদের কাছ থেকে আমি তোমাদের রক্তের, অর্থাৎ তোমাদের প্রাণের হিসাব আদায় করব; প্রতিটি পশুর কাছ থেকেও তারই হিসাব আদায় করব; মানুষের কাছ থেকেও মানুষের প্রাণের হিসাব, তার ভাই-মানুষেরই প্রাণের হিসাব আদায় করব।

[৬] যে কেউ মানুষের রক্ত ঝরাবে,
মানুষ দ্বারাই তার রক্ত ঝরানো হবে;
কেননা পরমেশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তিনি মানুষকে নির্মাণ করেছেন।
[৭] তোমরা ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর,

পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়,
পৃথিবী বশীভূত কর।’

[৮] পরমেশ্বর নোয়াকে ও তাঁর পাশে তাঁর যে ছেলেরা ছিলেন, তাঁদের সকলকে বললেন, [৯] ‘আমার পক্ষ থেকে, দেখ, তোমাদের ও তোমাদের ভাবী বংশের সঙ্গে, [১০] তোমাদের সঙ্গে যত প্রাণী রয়েছে—যত পাখি, গবাদি পশু ও বন্যজন্তু তোমাদের সঙ্গে রয়েছে, পৃথিবীর যত প্রাণী জাহাজ থেকে বের হয়েছে—তাদের সকলের সঙ্গে আমি আমার সন্ধি স্থাপন করছি। [১১] তোমাদের সঙ্গে আমার সন্ধি আমি স্থিতমূল রাখব: জলপ্লাবন দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে আর কখনও উচ্ছেদ করা হবে না, পৃথিবীর বিনাশের জন্য জলপ্লাবন আর কখনও দেখা দেবে না।’

[১২] পরমেশ্বর আরও বললেন, ‘এই হবে সেই সন্ধির চিহ্ন, যে সন্ধি আমি নিজের মধ্যে এবং তোমাদের ও তোমাদের সঙ্গী সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সকল ভাবীযুগের জন্য স্থাপন করছি: [১৩] আমি মেঘের মধ্যে আমার নিজের ধনু স্থাপন করছি, সেটিই হবে আমার মধ্যে ও পৃথিবীর মধ্যে আমার সন্ধির চিহ্ন। [১৪] যখন আমি পৃথিবীর ঊর্ধ্বে মেঘ জমিয়ে রাখব, ও মেঘের মধ্যে সেই ধনু দেখা দেবে, [১৫] তখন আমার মধ্যে এবং তোমাদের ও মর্ত-প্রাণীকুলের মধ্যে আমার যে সন্ধি আছে, তা আমি স্মরণ করব, এবং জলরাশি সকল প্রাণীর বিনাশের জন্য আর কখনও জলপ্লাবনের কারণ হবে না। [১৬] ধনু মেঘের মধ্যে থাকবে আর আমি তার দিকে চেয়ে দেখব, তখন যত মর্ত-প্রাণী পৃথিবীতে আছে, তাদের মধ্যে ও পরমেশ্বরের মধ্যে চিরস্থায়ী যে সন্ধি, তা আমি স্মরণ করব।’

[১৭] পরমেশ্বর নোয়াকে বললেন, ‘এই হবে সেই সন্ধির চিহ্ন, যে সন্ধি আমি আমার মধ্যে ও পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মধ্যে স্থাপন করেছি।’

নোয়া থেকে আব্রাহাম পর্যন্ত

[১৮] নোয়ার যে ছেলেরা জাহাজ থেকে বেরিয়ে গেছিলেন, তাঁরা ছিলেন শেম, হাম ও যাফেথ; সেই হাম হলেন কানানের পিতা। [১৯] এই তিনজন হলেন নোয়ার ছেলে; এঁদেরই বংশ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

[২০] সেই নোয়াই হলেন প্রথম কৃষক, বস্তুত তিনি একটা আঙুরখেত করতে শুরু করলেন। [২১] আঙুররস পান করে তিনি মাতাল হলেন, এবং বস্ত্রহীন অবস্থায় তাঁবুর মধ্যে শুয়ে পড়লেন। [২২] তখন কানানের পিতা হাম নিজের পিতার উলঙ্গতা দেখে আপন দুই ভাইকে কথাটা বললেন; তাঁরা বাইরে ছিলেন। [২৩] শেম ও যাফেথ একটা কাপড় তুলে নিয়ে নিজেদের কাঁধে দিলেন, ও পিছু হেঁটে হেঁটে পিতার উলঙ্গতা ঢেকে দিলেন; তাঁদের মুখ পিছন দিকে ফেরানো থাকায় তাঁরা পিতার উলঙ্গতা দেখলেন না। [২৪] যখন নোয়া আঙুররসজনিত ঘুম থেকে জাগলেন, তখন নিজের প্রতি কনিষ্ঠ পুত্রের ব্যবহার জানতে পারলেন; [২৫] তিনি বললেন,

‘কানান অভিশপ্ত হোক,
সে নিজের ভাইদের দাসানুদাস হবে।’
[২৬] তিনি আরও বললেন,
‘ধন্য প্রভু, শেমের পরমেশ্বর!
কানান তার দাস হোক!
[২৭] পরমেশ্বর যাফেথকে বিস্তৃত করুন
ও শেমের তাঁবুতে বাস করুন;
আর কানান তার দাস হোক!’

[২৮] জলপ্লাবনের পরে নোয়া আরও তিনশ’ পঞ্চাশ বছর জীবনযাপন করলেন। [২৯] সবসমেত নোয়ার বয়স হল ন’শো পঞ্চাশ বছর; পরে তাঁর মৃত্যু হল।

১০ [১] নোয়ার সন্তান শেম, হাম ও যাফেথের বংশতালিকা এ: জলপ্লাবনের পরে তাঁদের পুত্রসন্তানদের জন্ম হল।

[২] যাফেথের সন্তানেরা: গোমের, মাগোগ, মাদায়, যাবান, তুবাল, মেশেক ও তিরাস। [৩] গোমেরের সন্তানেরা: আস্কেনাজ, রিফাথ ও তোগার্মা। [৪] যাবানের সন্তানেরা: এলিশা, তার্শিশ, কিত্তিমীয়েরা ও রোদানীমেরা।

[৫] এদের মধ্য থেকে জাতিগুলির দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা নিজ নিজ দেশে নিজ নিজ ভাষা অনুসারে নিজ নিজ জাতির নানা গোত্রে ছড়িয়ে পড়ল।

[৬] হামের সন্তানেরা : কুশ, মিস্রাইম, পুৎ ও কানান।

[৭] কুশের সন্তানেরা : সেবা, হাবিলা, সাব্তা, রাআমা ও সাব্তেকা।

রাআমার সন্তানেরা : শেবা ও দেদান।

[৮] কুশ নিম্রোদের পিতা ; এই নিম্রোদই পৃথিবীতে প্রথম বীরযোদ্ধা হলেন। [৯] তিনি প্রভুর সামনে পরাক্রান্ত শিকারী হলেন, এজন্য লোকে বলে : প্রভুর সামনে পরাক্রান্ত শিকারী সেই নিম্রোদের মত। [১০] তাঁর রাজ্যের প্রথম অংশ হল শিনারের দেশে বাবেল, উরুখ, আক্কাদ, কাল্নে। [১১] সেই দেশ ছেড়ে তিনি আশুরে গিয়ে নিনেভে, রেকোবোথ-ইর, কালাহ্, [১২] এবং নিনেভে ও কালাহ্র মাঝখানে অবস্থিত সেই রেসেন নির্মাণ করলেন, যা মহানগরী।

[১৩] মিস্রাইম সেই সকলের পিতা হলেন, যারা লুদ, আনাম, লেহাব, নাফ্তুহ্, [১৪] পাথ্রোস, কাসলুহ্ এবং কাপ্তোরের অধিবাসী ; এই কাপ্তোর থেকেই ফিলিস্তিনিদের উৎপত্তি হয়।

[১৫] কানানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদোন ; তারপর : হেথ, [১৬] যেবুসীয়, আমোরীয়, গির্গাশীয়, [১৭] হিব্বীয়, আর্কীয়, সীনীয়, [১৮] আর্বাদীয়, শেমারীয় ও হামাথীয়। পরবর্তীকালে কানানীয়দের গোত্রগুলো ছড়িয়ে পড়ল। [১৯] কানানীয়দের চতুঃসীমানা ছিল সিদোন থেকে গেরারের দিকে গাজা পর্যন্ত, এবং সদোম, গমোরা, আদ্মা ও জেবোইমের দিকে লেশা পর্যন্ত। [২০] নিজ নিজ গোত্র, ভাষা, দেশ ও জাতি অনুসারে এরাই ছিল হামের সন্তান।

[২১] এবেরের সকল সন্তানের যিনি আদিপুরুষ ও যাফেথের জ্যেষ্ঠ ভাই, সেই শেমও পুত্রসন্তানদের পিতা ছিলেন। [২২] শেমের সন্তানেরা : এলাম, আশুর, আর্পাক্সাদ, লুদ ও আরাম।

[২৩] আরামের সন্তানেরা : উজ, হূল, গেথের ও মাশ।

[২৪] আর্পাক্সাদ শেলাহ্র পিতা হলেন, ও শেলাহ্ এবেরের পিতা হলেন। [২৫] এবেরের ঘরে দু'টো সন্তানের জন্ম হয়, একজনের নাম পেলেগ, কেননা সেইকালে পৃথিবী বিভক্ত হল ; এবং তাঁর ভাইয়ের নাম যক্তান।

[২৬] যক্তান হলেন আলমোদাদ, শেলেফ, হাৎসার্মাবেথ, যেরাহ্, [২৭] হাদোরাম, উজাল, দিক্লা, [২৮] ওবাল, আবিমায়েল, শেবা, [২৯] ওফির, হাবিলা ও যোবাবের পিতা। এরা সকলে যক্তানের সন্তান; [৩০] তাদের বসতি ছিল মেশা থেকে পুবদিকের সেফার পর্বতমালা পর্যন্ত।

[৩১] নিজ নিজ গোত্র, ভাষা, দেশ ও জাতি অনুসারে এরা সকলে শেমের সন্তান।

[৩২] নিজ নিজ বংশ ও জাতি অনুসারে এরাই নোয়ার সন্তানদের গোত্র। জলপ্লাবনের পরে এদের মধ্য থেকেই নানা জাতি পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

১১ [১] সারা পৃথিবী জুড়ে একই ভাষা, একই শব্দ চলত। [২] পুবদিকে এগিয়ে যেতে যেতে মানুষ শিনার দেশে এক সমতল জায়গা পেয়ে সেখানে বসতি করল। [৩] তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, 'এসো, আমরা ইট তৈরি করে আগুনে পোড়াই।' এভাবে ইট হল তাদের পাথর, ও আলকাতরা হল তাদের গাঁথনির মসলা। [৪] পরে তারা বলল, 'এসো, আমরা নিজেদের জন্য একটা শহর নির্মাণ করি, একটা মিনারও তৈরি করি, যার চূড়া আকাশ স্পর্শ করে; নিজেদের জন্য সুনাম অর্জন করি, পাছে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ি।' [৫] কিন্তু আদমসন্তানেরা যে শহর ও মিনার নির্মাণ করছিল, তা দেখবার জন্য প্রভু নেমে এলেন। [৬] প্রভু বললেন, 'আচ্ছা, তারা এক জাতি, তারা এক ভাষার মানুষ; এটি হল শুধু তাদের কর্মের সূত্রপাতমাত্র! এখন তারা যা কিছু করবে বলে সঙ্কল্প করবে, তাদের পক্ষে তা অসাধ্য হবে না। [৭] এসো, আমরা নিচে গিয়ে সেই জায়গায় তাদের ভাষা এলোমেলো করে দিই, যেন তারা একে অন্যের ভাষা আর বুঝতে না পারে।' [৮] সেখান থেকে প্রভু সারা পৃথিবী জুড়েই তাদের ছড়িয়ে দিলেন, আর তারা সেই শহর-নির্মাণকাজ ছেড়ে দিল। [৯] এজন্যই সেই শহরের নাম বাবেল রাখা হল, কেননা সেখানে প্রভু সারা পৃথিবীর ভাষা এলোমেলো করে দিয়েছিলেন, এবং সেখান থেকে প্রভু সারা পৃথিবী জুড়েই তাদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

[১০] শেমের বংশতালিকা এই: শেম একশ' বছর বয়সে, জলপ্লাবনের দু'বছর পরে, আর্পাক্সাদের পিতা হলেন; [১১] আর্পাক্সাদের পিতা হওয়ার পর শেম পাঁচশ' বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

[১২] আর্পাক্সাদ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে শেলাহ্‌র পিতা হলেন; [১৩] শেলাহ্‌র পিতা হওয়ার পর আর্পাক্সাদ চারশ' তিন বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন। [১৪] শেলাহ্‌ ত্রিশ বছর বয়সে এবেরের পিতা হলেন; [১৫] এবেরের পিতা হওয়ার পর শেলাহ্‌ চারশ' তিন বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

[১৬] এবের চৌত্রিশ বছর বয়সে পেলেগের পিতা হলেন; [১৭] পেলেগের পিতা হওয়ার পর এবের চারশ' ত্রিশ বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

[১৮] পেলেগ ত্রিশ বছর বয়সে রেউয়ের পিতা হলেন; [১৯] রেউয়ের পিতা হওয়ার পর পেলেগ দু'শো নয় বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

[২০] রেউ বত্রিশ বছর বয়সে সেরুগের পিতা হলেন; [২১] সেরুগের পিতা হওয়ার পর রেউ দু'শো সাত বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

[২২] সেরুগ ত্রিশ বছর বয়সে নাহোরের পিতা হলেন; [২৩] নাহোরের পিতা হওয়ার পর সেরুগ দু'শো বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

[২৪] নাহোর ঊনত্রিশ বছর বয়সে তেরাহ্‌র পিতা হলেন; [২৫] তেরাহ্‌র পিতা হওয়ার পর নাহোর একশ' উনিশ বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

[২৬] তেরাহ্‌ সত্তর বছর বয়সে আব্রাম, নাহোর ও হারানের পিতা হলেন।

[২৭] তেরাহ্‌র বংশতালিকা এই: তেরাহ্‌ আব্রাম, নাহোর ও হারানের পিতা হলেন; হারান লোটের পিতা হলেন। [২৮] পরে হারান নিজের পিতা তেরাহ্‌র সামনে নিজের জন্মস্থান কাল্দীয়দের উরে প্রাণত্যাগ করলেন। [২৯] আব্রাম ও নাহোর দু'জনেই বিবাহ করলেন; আব্রামের স্ত্রীর নাম সারাই, ও নাহোরের স্ত্রীর নাম মিল্কা—এই স্ত্রী হারানের কন্যা; হারান মিল্কার ও ইস্কার পিতা। [৩০] সারাই বন্ধ্যা ছিলেন, তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

[৩১] তেরাহ্‌ নিজের ছেলে আব্রামকে ও হারানের ছেলে, অর্থাৎ নিজের ছেলের ছেলে লোটকে এবং আব্রামের বধূ সারাই নামে নিজের ছেলের বধূকে সঙ্গে নিলেন, আর তাঁরাও তাঁদের সঙ্গে কানান দেশে যাবার উদ্দেশ্যে কাল্দীয়দের উর্‌ থেকে বেরিয়ে গেলেন; তাঁরা হারান পর্যন্ত গিয়ে সেখানে বসতি করলেন। [৩২] তেরাহ্‌র বয়স হল দু'শো পাঁচ বছর; পরে সেই হারানে তাঁর মৃত্যু হল।

আব্রাহামের কাহিনী

আব্রাহামকে আহ্বান

১২ [১] প্রভু আব্রামকে বললেন,

‘তোমার দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও,
সেই দেশের দিকেই যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব।
[২] আমি তোমাকে এক মহাজাতি করে তুলব,
তোমাকে আশীর্বাদ করব ও তোমার নাম মহৎ করব;
তুমি নিজেই হবে আশীর্বাদ স্বরূপ!
[৩] যারা তোমাকে আশীর্বাদ করে, আমি তাদের আশীর্বাদ করব;
যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেয়, আমি তাকে অভিশাপ দেব;
এবং পৃথিবীর সকল গোত্র
তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে।’

[৪] তখন আব্রাম প্রভুর সেই বাণী অনুসারে রওনা হলেন, এবং লোটও তাঁর সঙ্গে গেলেন। আব্রাম যখন হারান ছেড়ে চলে যান, তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর বছর।
[৫] আব্রাম নিজের স্ত্রী সারাইকে ও ভাইপো লোটকে এবং হারানে সঞ্চয় করা তাঁদের সমস্ত ধনসম্পদ ও পাওয়া সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে কানান দেশের দিকে রওনা হলেন, আর কানান দেশে গিয়ে পৌঁছলেন।

[৬] আব্রাম সেই দেশের মধ্য দিয়ে শিখেম স্থান পর্যন্ত, মোরের ওক্ গাছের কাছে
গেলেন। সেসময়ে সেই দেশে কানানীয়েরাই ছিল। [৭] আব্রামকে দেখা দিয়ে প্রভু তাঁকে
বললেন, ‘আমি এই দেশ তোমার বংশকে দেব।’ তখন আব্রাম সেই জায়গায় প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, যিনি তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। [৮] সেখান থেকে
তিনি বেথেলের পুব দিকের পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে তাঁবু খাটালেন—এর পশ্চিমে ছিল বেথেল, ও পুবে ছিল আই। তিনি সেখানে প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, ও

প্রভুর নাম করলেন। [৯] পরে আব্রাম নানা জায়গা হয়ে নেগেবের দিকে এগিয়ে চললেন।

মিশর দেশে আব্রাহাম

[১০] দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, আর আব্রাম কিছুকালের মত মিশরে থাকবার জন্য সেখানে গেলেন, কেননা দেশে দুর্ভিক্ষ ভারীই ছিল। [১১] কিন্তু মিশরে প্রবেশ করছেন, এমন সময় আব্রাম নিজের স্ত্রী সারাইকে বললেন, 'দেখ, আমি জানি, দেখতে তুমি সুন্দরী এক নারী; [১২] মিশরীয়েরা যখন তোমাকে দেখবে, তখন বলবে: "এ তার স্ত্রী," তাই আমাকে হত্যা করবে আর তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। [১৩] আমার অনুরোধ, তুমি বরং একথা বল যে, তুমি আমার বোন, যেন তোমার দোহাই তারা আমার প্রতি কুশল ব্যবহার করে, ও তোমার খাতিরে আমার প্রাণ বাঁচে।' [১৪] সত্যি, আব্রাম মিশরে প্রবেশ করলে মিশরীয়েরা দেখল, নারীটি সত্যি খুবই সুন্দরী। [১৫] তাঁকে লক্ষ করে ফারাওর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ফারাওর সামনে তাঁর প্রশংসা করলেন, আর নারীটিকে ফারাওর বাড়িতে আনা হল। [১৬] আর তাঁর খাতিরে তিনি আব্রামের প্রতি কুশল ব্যবহার করলেন, ফলে আব্রাম পেলেন মেষ-ছাগের পাল, গবাদি পশু, গাধা, দাসদাসী, গাধী ও উট। [১৭] কিন্তু আব্রামের স্ত্রী সারাইয়ের ব্যাপারে প্রভু ফারাও ও তাঁর ঘরের সকলের উপর ভারী ভারী আঘাত হানলেন; [১৮] তাই ফারাও আব্রামকে ডাকিয়ে বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে এ কেমন ব্যবহার করলেন? আমাকে কেন বলেননি, উনি আপনার স্ত্রী? [১৯] কেনই বা বললেন, "উনি আমার বোন," যার ফলে আমি ওঁকে আমার বধূ হবার জন্য নিলাম? এই যে আপনার স্ত্রী; তাঁকে নিয়ে চলে যান।' [২০] তখন ফারাও তাঁর বিষয়ে নানা লোককে আজ্ঞা দিলেন, আর তারা তাঁর সম্পত্তি ও তাঁর স্ত্রী সহ তাঁকে বিদায় দিল।

১৩ [১] মিশর থেকে আব্রাম ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নেগেবে ফিরে গেলেন; তাঁর সঙ্গে লোটও ছিলেন।

আব্রাহাম ও লোট

[২] আব্রাম খুবই ধনী ছিলেন: তাঁর যথেষ্ট গবাদি পশু ও সোনা-রুপো ছিল। [৩] নানা জায়গা হয়ে তিনি নেগেব থেকে বেথেলের দিকে এগিয়ে চলতে চলতে, বেথেল ও আইয়ের মাঝখানে যেখানে আগে তাঁর তাঁবু ফেলানো ছিল, [৪] সেই স্থানেই, তাঁর আগেকার গাঁথা যজ্ঞবেদির কাছে গিয়ে পৌঁছলেন; সেখানে আব্রাম প্রভুর নাম করলেন। [৫] কিন্তু সেই লোটও, যিনি আব্রামের সঙ্গে যাত্রা করছিলেন, তাঁরও অনেক অনেক মেষ-ছাগ, গবাদি পশু ও তাঁবু ছিল, [৬] আর সেই অঞ্চলে পাশাপাশি হয়ে বসতি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেননা তাঁদের প্রচুর সম্পত্তি থাকায় তাঁরা একসঙ্গে বাস করতে পারছিলেন না। [৭] একারণে আব্রামের রাখালদের ও লোটের রাখালদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। (সেসময়ে সেই দেশে কানানীয়েরা ও পেরিজ্জীয়েরা বসবাস করছিল।) [৮] আব্রাম লোটকে বললেন, 'আমার অনুরোধ, তোমার ও আমার মধ্যে, ও তোমার রাখালদের ও আমার রাখালদের মধ্যে যেন কোন ঝগড়া না হয়, আমরা তো জ্ঞাতি! [৯] তোমার সামনে কি সারা দেশ পড়ে আছে না? তাই আমা থেকে বিপরীত জায়গায়ই যাও: তুমি বাঁ দিকে গেলে আমি ডান দিকে যাব, তুমি ডান দিকে গেলে আমি বাঁ দিকে যাব।'

[১০] তখন লোট চোখ তুলে দেখলেন, যর্দনের গোটা সমভূমি-অঞ্চলটা সবই জলসিক্ত, (প্রভু তখনও সদোম ও গমোরা ধ্বংস করেননি); তা ছিল প্রভুর উদ্যানের মত, মিশর দেশের মত; তা জোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [১১] তাই লোট নিজের জন্য যর্দনের গোটা অঞ্চলটা বেছে নিয়ে পুবদিকে রওনা হলেন; এইভাবে তাঁরা আলাদা হলেন। [১২] আব্রাম কানান দেশে বসতি করলেন, এবং লোট সমভূমি-অঞ্চলের শহরগুলিতে বসতি করে সদোমের কাছাকাছি পর্যন্ত তাঁবু খাটাতে লাগলেন। [১৩] সদোমের লোকেরা কিন্তু খারাপ ছিল, প্রভুর বিরুদ্ধে বড়ই পাপী ছিল।

[১৪] আব্রামের কাছ থেকে লোট আলাদা হওয়ার পর প্রভু আব্রামকে বললেন, 'চোখ তুলে এই যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থান থেকে উত্তর দক্ষিণ ও পুব পশ্চিমের দিকে চেয়ে দেখ, [১৫] কেননা এই যে সমস্ত অঞ্চল তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা আমি তোমাকে ও চিরকাল ধরে তোমার বংশকে দেব। [১৬] আমি তোমার বংশকে পৃথিবীর ধূলিকণার

মত করে তুলব—কেউ যদি পৃথিবীর ধূলিকণা গুনতে পারে, সে তোমার বংশধরদেরও গুনতে পারবে! [১৭] ওঠ, দেশটির চারদিকেই ঘুরে এসো, কেননা আমি তা তোমাকেই দেব।’ [১৮] তাই আব্রাম তাঁবুগুলি তুলে মাম্রের ওক্ কুঞ্জে গিয়ে বসতি করলেন, (এই মাম্রে হেব্রোনে অবস্থিত), এবং সেখানে প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন।

আব্রাহাম, চার রাজা ও মেল্কিসেদেক

১৪ [১] শিনারের আম্রাফেল রাজা, এল্লাসারের আরিওক রাজা, এলামের কেদর্লায়োমের রাজা এবং গোয়িমের তিদাল রাজার আমলে [২] এই রাজারা সদোমের রাজা বেরা, গমোরার রাজা বির্শা, আদ্মার রাজা শিনাব, জেবোইমের রাজা শেমেবের ও বেলার অর্থাৎ জোয়ারের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। [৩] এঁরা সকলে সিদ্দিম নিম্নভূমিতে অর্থাৎ লবণ-সাগরে একত্র হলেন। [৪] এঁরা বারো বছর ধরে কেদর্লায়োমেরের জোয়ালের অধীনে থেকে এই ত্রয়োদশ বর্ষে বিদ্রোহ করেন। [৫] চতুর্দশ বর্ষে কেদর্লায়োমের ও তাঁর মিত্র রাজারা এসে আশ্তারোথ-কার্নাইমে রেফাইমদের, হামে জুজীমদের, শাবে-কিরিয়াথাইমে এমীমদের [৬] ও প্রান্তরের কাছাকাছি সেই এল্-পারান পর্যন্ত সেইর পার্বত্য অঞ্চলে সেখানকার হোরীয়দের পরাভূত করলেন। [৭] সেখান থেকে ফিরে এন্-মিস্পাতে অর্থাৎ কাদেশে গিয়ে আমালেকীয়দের সমস্ত দেশ ও হাৎসাসন-তামার নিবাসী আমোরীয়দের পরাভূত করলেন। [৮] তখন সদোমের রাজা, গমোরার রাজা, আদ্মার রাজা, জেবোইমের রাজা ও বেলার রাজা অর্থাৎ জোয়ারের রাজা বেরিয়ে পড়ে [৯] এলামের কেদর্লায়োমের রাজার, গোয়িমের তিদাল রাজার, শিনারের আম্রাফেল রাজার ও এল্লাসারের আরিওক রাজার বিরুদ্ধে—পাঁচজন রাজা চারজন রাজার বিরুদ্ধে—যুদ্ধের জন্য সিদ্দিম নিম্নভূমিতে সৈন্যদের শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিন্যস্ত করলেন। [১০] এই সিদ্দিম নিম্নভূমিতে আলকাতরার অনেক কুয়ো ছিল; আর সদোম ও গমোরার রাজারা পালাতে পালাতে তাঁদের সৈন্যরা কেউ কেউ সেই কুয়োগুলোর মধ্যে পড়ে গেল আর বাকি সবাই পর্বতে আশ্রয় নিল। [১১] শত্রুরা সদোম ও গমোরার সমস্ত সম্পত্তি ও খাদ্য দ্রব্য লুট করে চলে গেল। [১২] তারা আব্রামের ভাইপো লোটকে ও তাঁর সম্পত্তিও নিয়ে গেল; তিনি সেই সদোমেই বাস করছিলেন।

[১৩] হিব্রু আব্রামকে একজন পলাতক খবর দিল; সেসময়ে তিনি এস্কোলের ভাই ও আনেরের ভাই সেই আমোরীয় মাম্রের ওক্ কুঞ্জে বাস করছিলেন, এবং তাঁরা আব্রামের মিত্র ছিলেন। [১৪] যখন আব্রাম শুনলেন, তাঁর ভাইপোকে বন্দি করা হয়েছে, তখন তিনি তাঁর গৃহজাত দাসদের মধ্য থেকে তিনশ' আঠারজন রণনিপুণ লোক জড় করে দান পর্যন্ত তাঁদের পিছনে ধাওয়া করলেন। [১৫] রাত্রিকালে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এবং তিনি ও তাঁর সেই লোকেরা তাদের পরাভূত করে দামাস্কের উত্তরে সেই হোবা পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করে চললেন। [১৬] এভাবে তিনি সমস্ত সম্পত্তি, আর তাঁর ভাইপো লোট ও তাঁর সম্পত্তি এবং সকল স্ত্রীলোক ও লোকজনকে পুনরুদ্ধার করলেন।

[১৭] আব্রাম কেদর্লায়োমের ও তাঁর সঙ্গী রাজাদের পরাজিত করে ফিরে আসার পর সদোমের রাজা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শাবে উপত্যকায় (অর্থাৎ রাজার উপত্যকায়) গেলেন। [১৮] সেই সময়ে শালেম-রাজ মেল্কিসেদেক রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করলেন: তিনি ছিলেন পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক। [১৯] তিনি এই বলে আব্রামকে আশীর্বাদ করলেন:

'আব্রাম স্বর্গমর্তের জনক পরাৎপর ঈশ্বর দ্বারা আশিসধন্য হোন!
[২০] আর ধন্য সেই পরাৎপর ঈশ্বর,
যিনি তোমার শত্রুদের তোমার হাতে তুলে দিয়েছেন!'
আর আব্রাম সমস্ত কিছুর দশমাংশ তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

[২১] সদোমের রাজা আব্রামকে বললেন, 'সকল লোকজনকে আমাকে দিন, সম্পত্তি নিজের জন্য নিয়ে যান।' [২২] কিন্তু আব্রাম সদোমের রাজাকে উত্তরে বললেন, 'স্বর্গমর্তের জনক পরাৎপর ঈশ্বর প্রভুর উদ্দেশে হাত তুলে আমি বলছি, [২৩] আমি কিছুই নেব না, এক গাছি সুতোও নয়, পাদুকার এক বন্ধনীও নয়, পাছে আপনি বলেন, আমি আব্রামকে ধনবান করেছি। [২৪] না, নিজের জন্য কিছুই নেব না, কেবল তাই নেব, যোদ্ধারা যা খেয়েছে; আর যাঁরা আমার সঙ্গে এসেছেন, সেই এস্কোল, আনের ও মাম্রে, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের প্রাপ্য নিন।'

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও সন্ধি

১৫ [১] এই সমস্ত ঘটনার পর প্রভুর বাণী দর্শনযোগে আব্রামের কাছে এসে উপস্থিত
হয়ে বলল: ‘আব্রাম, ভয় করো না, আমিই তোমার ঢাল; তোমার পুরস্কার অত্যন্ত মহান
হবে!’ [২] আব্রাম উত্তরে বললেন, ‘হে আমার প্রভু পরমেশ্বর, তুমি আমাকে কী দেবে?
আমি তো নিঃসন্তান হয়ে চলে যাচ্ছি, আর দামাস্কের সেই এলিয়েজের আমার বাড়ির
উত্তরাধিকারী।’ [৩] আব্রাম বলে চললেন, ‘তুমি যখন আমাকে কোন বংশধর দিলে না,
তখন আমার বাড়ির লোকজনের একজন হবে আমার উত্তরাধিকারী।’ [৪] তখন দেখ,
প্রভুর বাণী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ‘ওই লোকটা তোমার উত্তরাধিকারী
হবে না; না, তোমার ঔরসজাত একজনই হবে তোমার উত্তরাধিকারী।’ [৫] তাঁকে
বাইরে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, ‘আকাশের দিকে তাকাও, আর যদি পার,
তারানক্ষত্রের সংখ্যা গুনে নাও।’ তিনি বলে চললেন, ‘তোমার বংশ সেইমত
হবে!’ [৬] তিনি প্রভুতে বিশ্বাস রাখলেন, আর প্রভু তাঁর পক্ষে তা ধর্মময়তা বলে
পরিগণিত করলেন। [৭] তখন তিনি তাঁকে বললেন, ‘আমিই সেই প্রভু, যিনি এই দেশ
তোমার অধিকারে দেবার জন্য কাল্দীয়দের উর্ থেকে তোমাকে বের করে
এনেছি।’ [৮] তিনি বললেন, ‘হে আমার প্রভু পরমেশ্বর, আমি যে তার অধিকারী হব,
তা কেমন করে জানব?’ [৯] তিনি তাঁকে বললেন, ‘তুমি তিন বছরের একটা বকনা,
তিন বছরের একটা মাদী ছাগল, তিন বছরের একটা ভেড়া এবং একটা ঘুঘু ও একটা
পায়রা আমার কাছে নিয়ে এসো।’ [১০] তিনি ওইসব তাঁর কাছে নিয়ে এলেন, এবং
সেগুলিকে কেটে দু’টুকরো করে এক একটা ভাগ অন্য অন্য ভাগের সামনাসামনি
রাখলেন, কিন্তু পাখিদের দু’টুকরো করলেন না। [১১] শিকারী পাখিরা সেই মৃত
পশুদের উপরে নেমে পড়ছিল, কিন্তু আব্রাম তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। [১২] সূর্য
অস্তগমন করছে, এমন সময় আব্রামের উপর গভীর নিদ্রা নেমে এল, আর দেখ, তিনি
অন্ধকারময় আতঙ্কে আক্রান্ত হলেন। [১৩] তখন প্রভু আব্রামকে বললেন, ‘জেনে রাখ,
তোমার সন্তানেরা এমন দেশে প্রবাসী হয়ে থাকবে, যা তাদের আপন দেশ নয়; তারা
দাসত্ব-অবস্থায় পড়বে ও চারশ’ বছর ধরে অত্যাচারিত হবে। [১৪] কিন্তু তারা যে
জাতির দাস হবে, আমিই সেই জাতির বিচার করব; তারপর তারা যথেষ্ট সম্পত্তি নিয়ে

বেরিয়ে যাবে। [১৫] আর তুমি, তুমি তো শান্তিতে তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যাবে, ও শুভ বার্ধক্যের পরে তোমাকে সমাধি দেওয়া হবে। [১৬] তোমার বংশের চতুর্থ পুরুষ এই দেশে ফিরে আসবে, কেননা আমোরীয়দের শঠতা এখনও পূর্ণ হয়নি।'

[১৭] সূর্য অস্তগমন করেছিল ও অন্ধকার নেমে এসেছিল এমন সময় দেখা গেল, ধূমায়মান এক চুল্লি ও জ্বলন্ত এক মশাল সেই সারি-বাঁধা টুকরোগুলির মাঝখান দিয়ে চলে গেল। [১৮] সেদিন প্রভু আব্রামের সঙ্গে এক সন্ধি স্থাপন করে বললেন,

'আমি মিশরের নদী থেকে
[ফোরাত] মহানদী পর্যন্ত
এই দেশ তোমার বংশকে দিচ্ছি—

[১৯] সেই দেশ পর্যন্ত যেখানে কেনীয়েরা, কেনিজীয়েরা, কাদমোনীয়েরা, [২০] হিত্তীয়েরা, পেরিজীয়েরা, রেফাইমরা, [২১] আমোরীয়েরা, কানানীয়েরা, গির্গাশীয়েরা ও যেবুসীয়েরা বাস করে।'

আব্রাহাম, সারা ও ইশ্মায়েল

১৬ [১] আব্রামের স্ত্রী সারাই আব্রামের ঘরে কোন পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে পারেননি, কিন্তু আগার নামে তাঁর একটি মিশরীয় দাসী থাকায় [২] সারাই আব্রামকে বললেন, 'দেখ, প্রভু আমাকে নিঃসন্তান রেখেছেন, তাই তুমি আমার দাসীর কাছেই যাও; হয় তো তার দ্বারা আমি সন্তান পেতে পারব।' আব্রাম সারাইয়ের কথায় সম্মত হলেন। [৩] এইভাবে কানান দেশে আব্রাম দশ বছর বসবাস করার পর আব্রামের স্ত্রী সারাই নিজের দাসী সেই মিশরীয় আগারকে এনে নিজের স্বামী আব্রামের হাতে স্ত্রীরূপে তুলে দিলেন। [৪] তিনি আগারের কাছে গেলেন আর সে গর্ভবতী হল। কিন্তু সে যখন দেখল, সে গর্ভবতী হয়েছে, তখন তার গৃহিণী তার চোখে তাচ্ছিল্যের বস্তু হলেন। [৫] তাতে সারাই আব্রামকে বললেন, 'আমার প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছে, তা তোমার উপরেই পড়ুক; আমার নিজের দাসীকে আমিই তোমার আলিঙ্গনে দিয়েছিলাম, কিন্তু সে যখন দেখল, সে গর্ভবতী হয়েছে, সেসময় থেকে আমি তার চোখে তাচ্ছিল্যের বস্তু হলাম।

প্রভুই আমার ও তোমার মধ্যে বিচার করুন!' [৬] আব্রাম সারাইকে বললেন, 'আচ্ছা, তোমার দাসী তোমারই হাতে; তুমি যা ভাল মনে কর, তার প্রতি সেইমত ব্যবহার কর।' তখন সারাই আগারের প্রতি এমনভাবেই দুর্ব্যবহার করতে লাগলেন যে, সে তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে গেল। [৭] প্রভুর দূত মরুপ্রান্তরের মধ্যে এক জলের উৎসের ধারে —শুরের পথে যে উৎসটা আছে, তারই ধারে তাকে পেলেন; [৮] তাকে বললেন, 'সারাইয়ের দাসী আগার, তুমি কোথা থেকে এলে? আবার কোথায় যাবে?' সে উত্তরে বলল, 'আমি আমার গৃহিণী সারাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি।' [৯] প্রভুর দূত তাকে বললেন, 'তুমি এবার তোমার গৃহিণীর কাছে ফিরে যাও, আর তার অধীন থাক।' [১০] প্রভুর দূত তাকে আরও বললেন, 'আমি তোমার বংশের এমন বৃদ্ধি ঘটাব যে, তার বহুসংখ্যার জন্য তা গণনা করা সম্ভব হবে না।' [১১] প্রভুর দূত আরও বললেন,

'দেখ, তুমি এখন গর্ভবতী,
তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
তার নাম ইশ্মায়েল রাখবে,
কেননা প্রভু তোমার লাঞ্ছনার চিৎকার শুনেছেন।
[১২] সে হয়ে উঠবে যেন বন্য গাধার মত;
সে হাত বাড়াবে সকলের বিরুদ্ধে
ও সকলে হাত বাড়াবে তার বিরুদ্ধে;
সে তার সকল ভাইয়ের সামনাসামনিই বাস করবে।'

[১৩] যিনি তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আগার সেই প্রভুর এই নাম রাখল: তুমি এল্-রোই; কেননা সে বলছিল, 'আমার এই দেখার পর আমি সত্যিই কি এখনও দেখতে পাচ্ছি?' [১৪] এজন্য সেই কুয়োর নাম লাহাই-রোই কুয়ো হল; কুয়োটা কাদেশ ও বেরেদের মাঝখানে রয়েছে। [১৫] পরে আগার আব্রামের ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল; আর আব্রাম আগারের গর্ভজাত তাঁর সেই সন্তানের নাম ইশ্মায়েল রাখলেন।

সন্ধি ও পরিচ্ছেদন

[১৬] আগার যখন আব্রামের ঘরে ইশ্মায়েলকে প্রসব করে, তখন আব্রামের বয়স ছিয়াশি বছর।

১৭ [১] আব্রামের বয়স যখন নিরানব্বই বছর, তখন প্রভু তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে চল, হও ত্রুটিহীন; [২] তবে আমার ও তোমার মধ্যে আমি এক সন্ধি স্থাপন করব, আমি অধিক পরিমাণেই তোমার বংশবৃদ্ধি করব।' [৩] আব্রাম ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, আর পরমেশ্বর এইভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, [৪] 'দেখ, আমার পক্ষ থেকে, এই হল তোমার সঙ্গে আমার সন্ধি: তুমি বহুজাতির পিতা হবে। [৫] তোমার নাম আর আব্রাম হবে না, তোমার নাম বরং হবে আব্রাহাম, কেননা আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করলাম। [৬] আমি তোমাকে খুবই ফলবান করব: তোমাকে আমি বহুজাতিই করে তুলব, তোমা থেকে বহু রাজা উৎপন্ন হবে। [৭] আমার ও তোমার মধ্যে এবং পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশধরদের মধ্যে আমার এই যে সন্ধি, তা আমি চিরন্তন সন্ধি রূপেই স্থাপন করব, যেন আমি তোমার ও তোমার ভাবী বংশধরদের পরমেশ্বর হই। [৮] তুমি এই যে দেশে প্রবাসী হয়ে আছ, সেই সমগ্র কানান দেশ আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশধরদের চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দান করব: আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর।'

[৯] পরমেশ্বর আব্রাহামকে আরও বললেন, 'তোমার পক্ষ থেকে, তোমাকে আমার এই সন্ধি পালন করতে হবে; পুরুষানুক্রমেই তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশধরদের তা পালন করতে হবে। [১০] এই হল আমার সেই সন্ধি যা তোমাদের পালন করতে হবে—আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে এবং তোমার ভাবী বংশধরদের মধ্যে যে সন্ধি: তোমাদের প্রত্যেক পুরুষমানুষকে পরিচ্ছেদিত হতে হবে। [১১] তোমাদের লিঙ্গের অগ্রচর্ম ছেদন করতে হবে, এই হবে আমার ও তোমাদের মধ্যে সন্ধির চিহ্ন। [১২] পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্রসন্তানের বয়স যখন আট দিন, তখন তাকে পরিচ্ছেদিত হতে হবে—তোমাদের ঘরে জন্ম নিয়েছে কিংবা তোমার বংশের নয় এমন বিদেশীর কাছ থেকে মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে প্রত্যেক দাসকেও পরিচ্ছেদিত হতে হবে। [১৩] তোমার ঘরে জন্ম নিয়েছে কিংবা মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে এমন মানুষের

পরিচ্ছেদন অবশ্যকর্তব্য; তবেই আমার সন্ধি চিরন্তন সন্ধি রূপে তোমাদের মাংসে বিদ্যমান হবে। [১৪] কিন্তু যার লিঙ্গের অগ্রচর্ম ছেদিত হবে না, এমন অপরিচ্ছেদিত পুরুষমানুষকে নিজের লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হোক: সে আমার সন্ধি ভঙ্গ করেছে!'

[১৫] পরমেশ্বর আব্রাহামকে আরও বললেন, 'তোমার স্ত্রী সারাইয়ের বিষয়: তাকে তুমি আর সারাই বলে ডাকবে না, তার নাম হবে সারা। [১৬] আমি তাকে আশীর্বাদ করব, এবং তার দ্বারা আমি একটি পুত্রসন্তানও তোমাকে দেব; আমি তাকে আশীর্বাদ করব: সে বহুজাতিই হয়ে উঠবে, সারা থেকে নানা দেশের রাজা উৎপন্ন হবে।' [১৭] তখন আব্রাহাম ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়লেন; তিনি হাসলেন, মনে মনে বললেন, 'যার বয়স একশ' বছর, তেমন পুরুষের কি সন্তান হতে পারে? আর এই সারা নব্বই বছর বয়সে কি প্রসব করতে পারবে?' [১৮] আব্রাহাম পরমেশ্বরকে বললেন, 'আহা, ইশ্মায়েলই যদি তোমার সামনে বেঁচে থাকে, তাই যথেষ্ট!' [১৯] কিন্তু পরমেশ্বর বললেন, 'না, তোমার স্ত্রী সারা তোমার ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেই, এবং তুমি তার নাম ইসহাক রাখবে। আমি তার সঙ্গে আমার সন্ধি স্থাপন করব, এমন সন্ধি, যা চিরস্থায়ী সন্ধি, যেন আমি তার আপন পরমেশ্বর ও তার ভাবী বংশধরদের পরমেশ্বর হই। [২০] ইশ্মায়েলের বিষয়েও আমি তোমার প্রার্থনায় সাড়া দিচ্ছি; অতএব আমি তাকে আশীর্বাদ করছি; এবং তাকে ফলবান করব ও অধিক পরিমাণে তার বংশবৃদ্ধি করব; সে বারোজন গোষ্ঠীপতির পিতা হবে, আর তাকে আমি বড় এক জাতি করে তুলব। [২১] কিন্তু আমার সন্ধি আমি স্থাপন করব ইসহাকের সঙ্গে, যাকে সারা তোমার জন্য আগামী বছরে ঠিক এসময়ে প্রসব করবে।' [২২] তাঁর সঙ্গে এসমস্ত কথা শেষ করার পর পরমেশ্বর আব্রাহামকে ছেড়ে আবার ঊর্ধ্বে চলে গেলেন।

[২৩] তখন আব্রাহাম তাঁর ছেলে ইশ্মায়েলকে ও তাঁর ঘরে যারা জন্ম নিয়েছিল ও মূল্য দিয়ে যাদের কেনা হয়েছিল, সেই সকল লোককে—আব্রাহামের ঘরে যত পুরুষমানুষ ছিল, তাদের সকলকেই নিয়ে তিনি পরমেশ্বরের কথামত সেদিনেই তাদের লিঙ্গের অগ্রচর্ম ছেদন করলেন। [২৪] আব্রাহামের লিঙ্গের অগ্রচর্ম যখন ছেদন করা হয়, তখন তাঁর বয়স নিরানব্বই বছর। [২৫] তাঁর ছেলে ইশ্মায়েলের লিঙ্গের অগ্রচর্ম যখন

ছেদন করা হয়, তখন তার বয়স তেরো বছর। [২৬] সেই একই দিনেই আব্রাহাম ও তাঁর ছেলে ইশ্মায়েল, দু'জনের পরিচ্ছেদন হল। [২৭] আর তাঁর ঘরে যারা জন্ম নিয়েছিল এবং বিদেশীদের কাছ থেকে যাদের মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছিল, তাঁর ঘরের সকল পুরুষমানুষেরও তাঁর সঙ্গে পরিচ্ছেদন হল।

মাম্রেতে ঈশ্বরের দর্শনদান

১৮ [১] পরে প্রভু মাম্রের ওক্ কুঞ্জে তাঁকে দেখা দিলেন; তিনি দিনের সবচেয়ে গরম সময়ে তাঁবুর প্রবেশদ্বারে বসে ছিলেন। [২] চোখ তুলে তিনি দেখতে পেলেন, কারা তিনজন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখামাত্র তিনি স্বাগত জানাবার জন্য তাঁবুর প্রবেশদ্বার থেকে তাঁদের কাছে ছুটে এগিয়ে গিয়ে মাটিতে প্রণত হলেন, [৩] বললেন, 'প্রভু আমার, যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, আপনার এই দাসের কাছে কিছুক্ষণ না থেমে এগিয়ে যাবেন না। [৪] আমি এখন কিছুটা জল আনতে বলি, আপনারা পা ধুয়ে নিয়ে এই গাছের তলায় বিশ্রাম নিন; [৫] আমি কিছুটা খাবার নিয়ে আসি, আপনারা পথে এগিয়ে যাবার আগে আপনাদের প্রাণ জুড়িয়ে যান, এই কারণেই তো আপনারা আপনাদের এই দাসের এই পথ দিয়ে চলেছেন।' তাঁরা বললেন, 'আচ্ছা, যা বলেছ, তাই কর।'

[৬] তাই আব্রাহাম তাড়াতাড়ি তাঁবুতে সারার কাছে গিয়ে বললেন, 'শীঘ্রই তিন ধামা সেরা ময়দা মেখে পিঠা বানাও।' [৭] তাঁর গবাদি পশু যেখানে ছিল, সেখানে তিনি নিজেই ছুটে গিয়ে উত্তম নধর বাছুর বেছে এনে তা চাকরকে দিলেন, আর সে সঙ্গে সঙ্গে তা প্রস্তুত করতে লাগল। [৮] তিনি তখন দই, দুধ আর সেই রান্না করা বাছুরের মাংস এনে তাঁদের সামনে সাজিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি তাঁদের কাছে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করলেন। [৯] তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার স্ত্রী সারা কোথায়?' তিনি উত্তরে বললেন, 'ওই যে, সে ওখানে, তাঁবুর ভিতরেই, আছে।' [১০] তখন তাঁর অতিথি একজন বললেন, 'এক বছর পরে এই সময়ে আমি তোমার কাছে আবার আসবই আসব; তখন তোমার স্ত্রী সারার একটি পুত্রসন্তান হবে।' এর মধ্যে, তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে, সারা শুনছিলেন; তিনি তো সেই

ব্যক্তির পিছনেই ছিলেন। [১১] সেসময় আব্রাহাম ও সারা বৃদ্ধ ছিলেন; দু'জনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছিল; সারার মাসিকও তখন আর হত না। [১২] তাই সারা মনে মনে হেসে বললেন, 'আমার এই জীর্ণ অবস্থায় আমার কি আর তেমন সুখ হবে? আমার প্রভুও তো বৃদ্ধ!' [১৩] প্রভু আব্রাহামকে বললেন, 'সারা কেন হাসল? কেন বলল, "এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কি সত্যি মা হব?" [১৪] প্রভুর পক্ষে কি অসাধ্য কিছু আছে? নির্ধারিত সময়ে এই একই দিনে আমি আবার আসব, আর তখন সারার একটি পুত্রসন্তান হবে।' [১৫] সারা ব্যাপারটা অস্বীকার করলেন, বললেন, 'কৈ, আমি তো হাসিনি!' তিনি তো ভয় পেয়েছিলেন; কিন্তু তবু তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি হেসেইছিলে বটে!'

সদোমের জন্য আব্রাহামের মিনতি

[১৬] সেই ব্যক্তিরা সেখান থেকে উঠে সদোমের দিকে রওনা হলেন; আব্রাহাম তাঁদের কিছুটা এগিয়ে দেবার জন্য তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। [১৭] প্রভু বলছিলেন, 'আমি যা করতে যাচ্ছি, তা কি আব্রাহামের কাছে গোপন রাখব? [১৮] আব্রাহামেরই তো মহান ও বলবান এক জাতি হওয়ার কথা, আব্রাহামেই তো পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশিসপ্রাপ্ত হওয়ার কথা! [১৯] কেননা আমি তাকেই বেছে নিয়েছি সে যেন তার সন্তানদের ও ভাবী বংশধরদের ধর্মময়তা ও ন্যায় পালন ক'রে প্রভুর পথে চলতে আজ্ঞা করে, এর ফলে প্রভু আব্রাহামকে যে কথা দিয়েছেন, তা যেন সফল করেন।' [২০] তখন প্রভু বললেন, 'সদোম ও গমোরার বিরুদ্ধে মানুষের চিৎকার অধিক তীব্র হয়ে উঠেছে, তাদের পাপও এত ভারী হয়ে উঠেছে যে, [২১] আমি নিজে নিচে গিয়ে দেখব, আমার কানে যে চিৎকার এল, সেই অনুসারে তারা সত্যিই এমন অধর্ম করেছে কিনা। হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমি জানতে চাই!'

[২২] সেই তিনজন সেখান থেকে রওনা হয়ে সদোমের দিকে গেলেন, কিন্তু আব্রাহাম তখনও প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। [২৩] আব্রাহাম এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি কি সত্যি দুর্জনের সঙ্গে ধার্মিককেও বিলুপ্ত করবে? [২৪] শহরটার মধ্যে হয় তো পঞ্চাশজন ধার্মিক মানুষ আছে; তবে তুমি কি সত্যিই জায়গাটা বিলুপ্ত করবে? ওখানকার ওই পঞ্চাশজন ধার্মিকের খাতিরে তুমি কি বরং জায়গাটাকে রেহাই দেবে না? [২৫] দুর্জনের সঙ্গে ধার্মিককেও বিনাশ করা, এমন কাজ করার চিন্তাটুকুও তোমাকে

করতে নেই; ধার্মিককেও যে দুর্জনের সমান প্রতিফল পেতে হবে, তা দূরের কথা! সারা পৃথিবীর বিচারকর্তা কি ন্যায়বিচার করবেন না?' [২৬] প্রভু বললেন, 'আমি যদি সদোমের মধ্যে পঞ্চাশজন ধার্মিককে পাই, তবে তাদের খাতিরে সেই সমস্ত জায়গাটাকে রেহাই দেব।'

[২৭] আব্রাহাম বলে চললেন, 'দেখ, ধুলো ও ছাইমাত্র যে আমি, আমি সাহস করে আমার প্রভুর সঙ্গে কথা বলব; [২৮] হয় তো সেখানে পঞ্চাশজন ধার্মিকের জায়গায় পাঁচজন কম হয়েছে; তাহলে এই পাঁচজন না থাকার ফলে তুমি কি গোটা শহর বিনাশ করবে?' তিনি বললেন, 'না, সেই জায়গায় পঁয়তাল্লিশজনকে পেলে আমি তা বিনাশ করব না।' [২৯] তিনি তাঁকে আবার বললেন, 'হয় তো সেই জায়গায় চল্লিশজনকে পাওয়া যাবে।' তিনি বললেন, 'সেই চল্লিশজনের খাতিরে তা করব না।' [৩০] আবার তিনি বললেন, 'আমার প্রভু যেন বিরক্ত না হন, আমি তো আরও বলি; হয় তো সেখানে ত্রিশজনকে পাওয়া যাবে।' তিনি বললেন, 'সেখানে ত্রিশজনকে পেলে আমি তা করব না।' [৩১] তিনি বললেন, 'দেখ, আমি সাহস করে আমার প্রভুর কাছে পুনরায় কথা বলি, হয় তো সেখানে কুড়িজনকে পাওয়া যাবে।' তিনি বললেন, 'সেই কুড়িজনের খাতিরে আমি তা বিনাশ করব না।' [৩২] তিনি বললেন, 'আমার প্রভু যেন ক্রুদ্ধ না হন, আমি কেবল আর একবার কথা বলি: হয় তো সেখানে দশজনকে পাওয়া যাবে।' তিনি বললেন, 'সেই দশজনের খাতিরে তা বিনাশ করব না।' [৩৩] আর তখন, আব্রাহামের সঙ্গে তাঁর এই সমস্ত কথা শেষ করে প্রভু চলে গেলেন, এবং আব্রাহাম নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

লোট ও সদোম

১৯ [১] সেই দু'জন স্বর্গদূত যখন সন্ধ্যাবেলায় সদোমে এসে পৌঁছলেন, সেসময়ে লোট সদোম-নগরদ্বারে বসে ছিলেন। তাঁদের দেখামাত্র তিনি উঠে তাঁদের স্বাগত জানাবার জন্য এগিয়ে গেলেন, ও ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন; [২] বললেন, 'প্রভুগণ আমার, আপনাদের অনুরোধ করি, আপনাদের এই দাসের গৃহে পদধূলি দিন; এইখানে রাত্রিযাপন করুন ও পা ধুয়ে নিন। পরে, প্রত্যূষে উঠে, পথে এগিয়ে যাবেন।' তাঁরা

বললেন, ‘না, আমরা রাস্তায় থেকে রাত্রিযাপন করব।’ [৩] কিন্তু লোট এমন সাধাসাধি করলেন যে, তাঁরা তাঁর সঙ্গে গেলেন ও তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁদের জন্য একটা ভোজের আয়োজন করলেন, খামিরবিহীন রুটি পাক করালেন, আর তাঁরা ভোজে বসলেন। [৪] তাঁরা শুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় শহরের পুরুষলোকেরা অর্থাৎ সদোমবাসীরা যুবা-বৃদ্ধ সকলেই এসে ভিড় করে তাঁর ঘরের চারদিকে জমতে লাগল; [৫] লোটকে ডেকে তারা তাঁকে বলল, ‘আজ রাতে যে দু’জন তোমার ঘরে এল, তারা কোথায়? তাদের বাইরে পাঠাও, আমাদের কাছেই আন যেন তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারি।’ [৬] লোট ঘরের দরজার বাইরে তাদের কাছে গিয়ে নিজের পিছনে কবাট বন্ধ করে বললেন, [৭] ‘ভাইয়েরা, অনুরোধ করি, এমন কুব্যবহার করো না! [৮] দেখ, আমার দু’টো মেয়ে আছে যারা এখনও কোন পুরুষকে জানেনি; আমি তোমাদের কাছে এদেরই এনে দিই; তাদের নিয়ে তোমরা যা খুশি কর, কিন্তু এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিছুই করো না, কেননা তাঁরা আমার ঘরের ছায়ায়ই আশ্রয় নিয়েছেন।’ [৯] কিন্তু তারা উত্তরে বলল, ‘সরে যাও!’ আরও বলল, ‘এ প্রবাসী হয়ে এখানে এল, আর এখন নাকি বিচারকর্তা হতে চায়! এবার তাদের চেয়ে তোমার প্রতি আরও খারাপ ব্যবহার করব।’ একথা বলে তারা লোটের গায়ে ভারী ধাক্কা দিয়ে কবাট ভাঙবার জন্য এগিয়ে গেল। [১০] তখন সেই দু’জন ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে লোটকে ঘরের মধ্যে নিজেদের কাছে টেনে নিয়ে কবাট বন্ধ করে দিলেন, [১১] এবং ঘরের দরজার কাছে যত লোক ছিল, ছোট-বড় সকলকেই এমন তীব্র আলোক-ঝলকে ধাঁধিয়ে দিলেন যে, তারা দরজাটা আর খুঁজে পেতে পারছিল না। [১২] তখন সেই ব্যক্তিরা লোটকে বললেন, ‘এখানে তোমার আর কে কে আছে? তোমার জামাই ও মেয়ে যতজন এই শহরে আছে, তাদের সকলকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও, [১৩] কেননা আমরা এই জায়গাটাকে উচ্ছেদ করতে যাচ্ছি: প্রভুর সামনে এদের বিরুদ্ধে যে চিৎকার উঠেছে, তা এতই তীব্র হয়েছে যে, প্রভু আমাদের এই জায়গাটা উচ্ছেদ করতে পাঠিয়েছেন।’ [১৪] তাই লোট বাইরে গিয়ে, যারা তাঁর মেয়েদের বিবাহ করার কথা, তাঁর সেই জামাইদের বললেন, ‘ওঠ, এই জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে যাও, কেননা প্রভু এই শহর উচ্ছেদ করতে যাচ্ছেন।’ কিন্তু তাঁর জামাইদের মনে হচ্ছিল, তিনি উপহাস করছেন।

[১৫] ভোরের আলো ফুটতেই সেই স্বর্গদূতেরা লোটকে তাড়া দিয়ে বলতে
লাগলেন, 'ওঠ, তোমার স্ত্রীকে আর এই যে মেয়ে দু'টো এখানে আছে, এদের নিয়ে যাও,
পাছে শহরের শাস্তিতে তোমাদেরও বিনাশ হয়।' [১৬] তিনি তখনও দেরি করছিলেন
বিধায় সেই দু'জন তাঁর প্রতি প্রভুর মহাকরুণার দোহাই দিয়ে তাঁর হাত ও তাঁর স্ত্রীর ও
মেয়ে দু'টোর হাত ধরে তাঁদের বাইরে এনে শহরের বাইরে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন।
[১৭] এভাবে তাঁদের বের করে নিয়ে তাঁদের একজন লোটকে বললেন, 'প্রাণ বাঁচাও,
পালিয়ে যাও। পিছনের দিকে তাকিয়ো না; এই সমভূমির কোন জায়গায়ও দাঁড়িয়ো না;
পর্বতেই পালিয়ে যাও, পাছে তোমার বিনাশ হয়।' [১৮] কিন্তু লোট তাঁকে বললেন, 'না
না, প্রভু আমার! [১৯] দেখুন, আপনার দাস আপনার অনুগ্রহের পাত্র হয়েছে; আমার
প্রাণ রক্ষা করায় আপনি আমার প্রতি আপনার মহাকৃপা দেখিয়েছেন; কিন্তু আমি পালিয়ে
পর্বতে পৌঁছতে পারব না, কেননা তার আগেই সেই সর্বনাশ আমাকে ধরে ফেলবে, তখন
আমিও মরব। [২০] ওই যে দেখুন, ওই শহর যথেষ্টই কাছাকাছি আমি যেন ওখানে
পালাতে পারি, তাছাড়া শহরটা ছোট; আমাকে বরং সেখানেই যেতে দিন—আসলে
জায়গাটা খুবই ছোট, তাই না?—তাহলে আমার প্রাণ বাঁচবে।' [২১] তিনি বললেন,
'আচ্ছা, আমি এই ব্যাপারেও তোমার প্রতি অনুগ্রহ দেখাব: ওই যে শহরের কথা তুমি
বলছ, তা উৎপাটন করব না। [২২] শীঘ্রই ওখানে পালাও, কেননা তুমি ওখানে না
পৌঁছা পর্যন্ত আমি কিছুই করতে পারি না।' এজন্যই সেই জায়গার নাম জোয়ার হল।

[২৩] লোট যখন জোয়ারে এসে প্রবেশ করছেন, তখন দেশের উপরে সূর্য উঠছে;
[২৪] এমন সময় প্রভু আকাশ থেকে, নিজেরই কাছ থেকে, সদোম ও গমোরার উপরে
গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করলেন। [২৫] তিনি ওই শহর দু'টোকে উৎপাটন করলেন, আর
সেইসঙ্গে সমস্ত সমভূমি, শহরবাসী ও মাটির যত সবুজ বস্তু উৎপাটন করলেন।
[২৬] তখন এমনটি ঘটল যে, লোটের স্ত্রী পিছনের দিকে তাকাল, আর তখনই সে
একটা লবণস্তম্ভ হয়ে গেল।

[২৭] পরদিন আব্রাহাম খুব সকালে উঠে, যেখানে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন,
সেখানে গেলেন; [২৮] সদোম ও গমোরার দিকে ও সেই সমভূমির সারা অঞ্চলের
দিকে তাকিয়ে দেখলেন; দেখলেন, মাটি থেকে ধূম উঠছে, যেন কোন ভাটার ধূম!

[২৯] তাই এমনটি হল যে, পরমেশ্বর যখন সেই সমভূমির সমস্ত শহর বিনাশ করলেন, তখন আব্রাহামকে স্মরণ করলেন, এবং লোট যে যে শহরে বাস করছিলেন, সেই শহরগুলির উৎপাটনের দিনে লোটকে তিনি সেই উৎপাটনের হাত থেকে উদ্ধার করলেন।

[৩০] পরে লোট ও তাঁর মেয়ে দু'টো জোয়ার ছেড়ে পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে সেখানে বসতি করলেন, কেননা তিনি জোয়ারে বাস করতে ভয় করছিলেন; নিজের মেয়ে দু'টোর সঙ্গে তিনি একটা গুহাতে বাস করতে লাগলেন। [৩১] একদিন বড় মেয়েটি ছোটজনকে বলল, 'বাবা বৃদ্ধ, এবং এই দেশে আর এমন কোন পুরুষলোক নেই যে জগৎসংসারের সাধারণ ব্যবহার অনুসারে আমাদের বিয়ে করবে; [৩২] এসো, আমরা বাবাকে আঙুররস পান করিয়ে তাঁর সঙ্গে শুই, এভাবে বাবার মধ্য দিয়ে বংশ রক্ষা করব।' [৩৩] সেই রাতে তারা তাদের পিতাকে আঙুররস পান করাল, পরে বড় মেয়েটি পিতার সঙ্গে শুতে গেল; কিন্তু সে যে কখন তাঁর সঙ্গে শুতে এল ও কখন উঠে গেল, তা তিনি কিছুই টের পেলেন না। [৩৪] পরদিন বড়জন ছোটজনকে বলল, 'গতরাতে আমিই বাবার সঙ্গে শুয়েছিলাম; এসো, আমরা আজ রাতেও বাবাকে আঙুররস পান করাই; পরে তুমিই তাঁর সঙ্গে শুতে যাও, এভাবে বাবার মধ্য দিয়ে বংশ রক্ষা করব।' [৩৫] তারা সেই রাতেও পিতাকে আঙুররস পান করাল; পরে ছোটজন তাঁর সঙ্গে শুতে গেল; কিন্তু সে যে কখন তাঁর সঙ্গে শুতে এল ও কখন উঠে গেল, তা তিনি কিছুই টের পেলেন না। [৩৬] এভাবে লোটের মেয়ে দু'টোই তাদের পিতার মধ্য দিয়ে গর্ভবতী হল। [৩৭] বড়জন একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে তার নাম মোয়াব রাখল: সে আজকালের মোয়াবীয়দের আদিপিতা। [৩৮] ছোটজনও একটা পুত্রসন্তান প্রসব করল, তার নাম বেন্-আম্মি রাখল: সে আজকালের আমোনীয়দের আদিপিতা।

নেগেব অঞ্চলে আব্রাহাম

২০ [১] আব্রাহাম সেখান থেকে নেগেব অঞ্চলের দিকে রওনা হয়ে কাদেশ ও শুরের মধ্যবর্তী জায়গায় বসতি করলেন। কিছু দিনের মত গেরারে থাকাকালে [২] আব্রাহাম নিজ স্ত্রী সারা সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'এ আমার বোন', সেজন্য গেরারের রাজা আবিমেলেখ

লোক পাঠিয়ে সারাকে নিজের কাছে আনলেন। [৩] কিন্তু রাতে পরমেশ্বর স্বপ্নে আবিমেলেখের কাছে এসে বললেন, 'দেখ, যে নারীকে নিয়েছ, তার জন্য তোমার মৃত্যু অবধারিত, কেননা সে বিবাহিতা নারী।' [৪] আবিমেলেখ তখনও তাঁর কাছে যাননি, তাই তিনি বললেন, 'প্রভু, নির্দোষী যে মানুষ, তাকেও কি আপনি বধ করবেন? [৫] লোকটি কি নিজে আমাকে বলেনি, "এ আমার বোন?" এবং স্ত্রীলোকটি নিজেও কি বলেনি, "এ আমার ভাই?" আমি যা কিছু করেছি, তা সরল অন্তরে ও নির্দোষ হাতেই করেছি।' [৬] পরমেশ্বর স্বপ্নে তাঁকে বললেন, 'তুমি সরল অন্তরে একাজ করেছ, একথা আমিও জানি; এমনকি, আমার বিরুদ্ধে পাছে তুমি পাপ কর আমি তোমাকে বাধাও দিলাম; এজন্য তোমাকে তাকে স্পর্শ করতে দিলাম না। [৭] এখন সেই লোকের স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে দাও, কেননা সে নবী; তোমার জন্য সে-ই প্রার্থনা করুক, আর তুমি বাঁচবে; কিন্তু তাকে ফিরিয়ে না দিলে তবে জেনে রাখ, তোমার ও তোমার সকল লোকের নিশ্চিত মৃত্যু হবে।'

[৮] খুব সকালে উঠে আবিমেলেখ তাঁর সকল দাস ডেকে এনে ওই সমস্ত ব্যাপার তাদের জানালেন; আর তারা ভীষণ ভয় পেল। [৯] পরে আবিমেলেখ আব্রাহামকে ডাকিয়ে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে আপনি এ কেমন ব্যবহার করলেন? আমি আপনার কাছে কী দোষ করেছি যে, আপনি আমাকে ও আমার রাজ্যকে এমন মহাপাপের সম্মুখীন করলেন? আপনি আমার প্রতি অনুচিত কাজ করলেন।' [১০] আবিমেলেখ আব্রাহামকে আরও বললেন, 'তেমন কাজ করার আপনার কী লক্ষ্য ছিল?' [১১] আব্রাহাম উত্তরে বললেন, 'আমি ভাবছিলাম, এই স্থানে অবশ্যই ঈশ্বরভীতি নেই, তাই এরা আমার স্ত্রীর লোভে আমাকে বধ করবে। [১২] যাই হোক, সে সত্যিই আমার বোন, কেননা আমার মাতার কন্যা না হলেও সে কিন্তু আমার পিতার কন্যা, এবং পরে আমার স্ত্রী হল। [১৩] যখন পরমেশ্বর আমাকে পিতৃগৃহ থেকে দূরে যাত্রা করিয়েছিলেন, তখন আমি তাকে বলেছিলাম, আমার প্রতি তুমি এই সহৃদয়তা দেখাও: আমরা যে যে স্থানে যাব, সেই সকল স্থানে তুমি আমার বিষয়ে বলবে, এ আমার ভাই।' [১৪] আবিমেলেখ মেষ ও পশুপাল এবং দাসদাসী আনিয়ে আব্রাহামকে দান করলেন এবং তাঁর স্ত্রী সারাকেও ফিরিয়ে দিলেন। [১৫] তাছাড়া আবিমেলেখ বললেন, 'এই যে, আমার দেশ আপনার

সামনে: আপনার যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে গিয়ে বসতি করুন।’ [১৬] সারাকে তিনি বললেন, ‘দেখুন, আমি আপনার ভাইকে এক হাজার রুপোর শেকেল দিলাম; দেখুন, আপনার সঙ্গীদের সাক্ষাতে তা আপনার অপমানের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ; সবদিক দিয়ে আপনার বিচারের পুরো নিষ্পত্তি হল।’

[১৭] আব্রাহাম তাঁর হয়ে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, এবং পরমেশ্বর আবিমেলেখকে, তাঁর স্ত্রীকে ও তাঁর দাসীদের নিরাময় করলেন; আর তারা আবার প্রসব করতে সক্ষম হল; [১৮] কেননা আব্রাহামের স্ত্রী সারার ব্যাপারে প্রভু আবিমেলেখের ঘরের সমস্ত স্ত্রীলোক অনুর্বর করেছিলেন।

ইসহাক ও ইশ্মায়েল

২১ [১] প্রভু নিজের কথা অনুসারে সারাকে দেখতে গেলেন; প্রভু যে কথা দিয়েছিলেন, সারার প্রতি তাই করলেন: [২] সারা গর্ভবতী হয়ে পরমেশ্বরের প্রতিশ্রুত সেই নির্ধারিত সময়ে আব্রাহামের বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। [৩] আব্রাহাম সারার গর্ভজাত তাঁর সেই সন্তানের নাম ইসহাক রাখলেন। [৪] তাঁর সেই সন্তান ইসহাকের বয়স আট দিন হলে আব্রাহাম পরমেশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে তাকে পরিচ্ছেদিত করলেন। [৫] আব্রাহামের সন্তান ইসহাকের যখন জন্ম হয়, তখন আব্রাহামের বয়স একশ’ বছর। [৬] তখন সারা বললেন, ‘পরমেশ্বর এমনটি করলেন যেন আমার মুখে হাসি ফোটে; যে কেউ একথা শুনবে, সে আমার সঙ্গে হাসবে।’ [৭] তিনি আরও বললেন, ‘সারা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবে, এমন কথা আব্রাহামকে কেইবা বলতে পারত? অথচ আমি তাঁর বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছি।’

[৮] শিশুটি বড় হতে লাগল, তাকে মায়ের দুধ ছাড়ানো হল, এবং যেদিন ইসহাক দুধছাড়া হল, সেদিন আব্রাহাম মহাভোজের আয়োজন করলেন। [৯] কিন্তু সারা দেখলেন, মিশরীয় সেই আগার আব্রাহামের ঘরে যে সন্তান প্রসব করেছিল, সে হাসছিল। [১০] তাই তিনি আব্রাহামকে বললেন, ‘ওই দাসীকে ও তার ছেলেকে দূর করে দাও, কেননা আমার ছেলে ইসহাকের সঙ্গে দাসীর ওই ছেলেকে উত্তরাধিকারী হতে

নেই।’ [১১] নিজের ছেলের কথা ভেবে আব্রাহাম সেই কথায় খুবই দুঃখ পেলেন। [১২] কিন্তু পরমেশ্বর আব্রাহামকে বললেন, ‘ছেলেটির ও তোমার দাসীর কথা ভেবে দুঃখ করো না; সারা তোমাকে যা বলছে, তার সেই কথা শোন, কারণ ইসহাকের মধ্য দিয়েই তোমার নামে একটা বংশের উদ্ভব হবে। [১৩] কিন্তু তবু দাসীর ওই ছেলেকেও আমি এক জাতি করে তুলব, কারণ সেও তোমার বংশীয়।’ [১৪] খুব সকালে উঠে আব্রাহাম রুটি ও জলের একটা পাত্র নিয়ে তা আগারকে দিলেন, এবং তার কাঁধে ছেলেটিকে তুলে দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন। সেখান থেকে চলে গিয়ে সে বের্শেবা মরুপ্রান্তরে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। [১৫] পাত্রের জল ফুরিয়ে গেলে সে ছেলেটিকে একটা ঝোপের নিচে ফেলে রেখে [১৬] তার কাছ থেকে কিছুটা দূরে—অনুমান এক তীর দূরে গিয়ে বসে পড়ল, কারণ সে বলছিল, ‘ছেলেটির মৃত্যু আমি দেখতে চাই না!’ সে তার কাছ থেকে কিছু দূরে বসলে ছেলেটি চিৎকার করে কাঁদতে লাগল; [১৭] কিন্তু পরমেশ্বর ছেলেটির কণ্ঠস্বর শুনলেন, এবং পরমেশ্বরের এক দূত স্বর্গ থেকে ডেকে আগারকে বললেন, ‘আগার, তোমার কী হচ্ছে? ভয় করো না, কারণ ছেলেটির তেমন দুরবস্থায় পরমেশ্বর তার চিৎকার শুনলেন; [১৮] ওঠ, ছেলেটিকে তুলে নিয়ে তাকে তোমার হাতে ধর, কেননা আমি তাকে এক মহাজাতি করে তুলব।’ [১৯] তখন পরমেশ্বর তার চোখ খুলে দিলেন, আর সে সামনে একটা কুয়ো দেখতে পেল; ওখানে গিয়ে জলের পাত্রটা ভরে নিয়ে ছেলেটিকে জল খাওয়াল। [২০] আর পরমেশ্বর ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন; সে বড় হয়ে উঠল, মরুপ্রান্তরে বসতি করল, ও তীরন্দাজ হয়ে উঠল। [২১] সে পারান মরুপ্রান্তরে বসতি করল; আর তার বিবাহের জন্য তার মা মিশর থেকে একটা মেয়ে আনল।

বেরশেবায় সন্ধি

[২২] সেসময়ে আবিমেলেখ এবং তাঁর সেনাপতি ফিকোল আব্রাহামকে বললেন, ‘আপনি যা কিছু করেন, তাতে পরমেশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন। [২৩] সুতরাং আপনি এখন এইখানে পরমেশ্বরের দিব্যি দিয়ে শপথ করে আমাকে বলুন, আপনি আমার প্রতি, আমার সন্তানদের প্রতি ও আমার বংশধরদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মত কিছুই করবেন না; বরং আমি আপনার প্রতি যেভাবে কুশল ব্যবহার করেছি, আপনিও আমার প্রতি ও

এই দেশের প্রতি—আপনি যেখানে প্রবাসী আছেন—সেভাবে কুশল ব্যবহার করবেন।’ [২৪] আব্রাহাম বললেন, ‘শপথ করছি।’ [২৫] পরে আব্রাহাম আবিমেলেখকে এবিষয়ে অনুযোগ করলেন যে, তাঁর দাসেরা জোর করে একটা কুয়ো দখল করেছিল। [২৬] আবিমেলেখ বললেন, ‘তেমন কাজ কে করেছে, তা আমি জানি না; আপনিও আমাকে কখনও জানাননি, আমিও কেবল আজ ব্যাপারটা শুনলাম।’

[২৭] তখন আব্রাহাম কয়েকটা মেষ ও বলদ নিয়ে তা আবিমেলেখকে দিলেন, এবং দু’জনে নিজেদের মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপন করলেন। [২৮] আব্রাহাম পাল থেকে সাতটা মেষশাবক আলাদা করে রাখলেন। [২৯] আবিমেলেখ আব্রাহামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি এই যে সাতটা মেষশাবক আলাদা করে রাখলেন, তার অর্থ কী?’ [৩০] তিনি বললেন, ‘আপনাকে আমার হাত থেকে এই সাতটা মেষশাবক গ্রহণ করে নিতে হবে, যেন প্রমাণিত হয় যে, আমিই এই কুয়োটাকে খুঁড়েছি।’ [৩১] এজন্য জায়গাটার নাম বের্শেবা হল, কেননা সেই জায়গায় তাঁরা দু’জনে শপথ নিয়েছিলেন। [৩২] তাঁরা বের্শেবায় সন্ধি স্থাপন করার পর আবিমেলেখ ও তাঁর সেনাপতি ফিকোল উঠে ফিলিস্তিনিদের দেশে ফিরে গেলেন।

[৩৩] আব্রাহাম বের্শেবায় একটা ঝাউগাছ পুঁতে সেখানে অনাদি অনন্ত ঈশ্বর প্রভুর নাম করলেন। [৩৪] আব্রাহাম ফিলিস্তিনিদের দেশে অনেক দিন প্রবাসী হয়ে থাকলেন।

আব্রাহামের বলিদান

২২ [১] এই সমস্ত ঘটনার পর পরমেশ্বর আব্রাহামকে যাচাই করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, ‘আব্রাহাম, আব্রাহাম!’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘এই যে আমি।’ [২] তিনি বলে চললেন, ‘তোমার সন্তানকে, তোমার সেই একমাত্র সন্তানকে যাকে তুমি ভালবাস, সেই ইসহাককে নাও ও মোরিয়া দেশে যাও, আর সেখানে যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলব, তার উপরে তাকে আহুতিরূপে বলিদান কর।’ [৩] আব্রাহাম খুব সকালে উঠে গাধা সাজিয়ে দু’জন দাস ও তাঁর ছেলে ইসহাককে সঙ্গে নিলেন, আহুতির জন্য কাঠ কাটলেন, এবং সেই জায়গার দিকে যাত্রা করলেন, যার কথা পরমেশ্বর তাঁকে বলেছিলেন। [৪] তৃতীয় দিনে আব্রাহাম চোখ তুলে দূর থেকে জায়গাটা দেখতে

পেলেন। [৫] তখন আব্রাহাম দাসদের বললেন, 'তোমরা গাধার সঙ্গে এইখানে দাঁড়াও ;
আমি ও ছেলেটি, আমরা ওখানে গিয়ে পূজা করে আসি ; তারপর তোমাদের কাছে ফিরে
আসব।' [৬] আব্রাহাম আহুতির জন্য কাঠ তুলে তাঁর ছেলে ইসহাকের মাথায় দিলেন,
এবং নিজে আগুন ও খড়্গা হাতে নিলেন ; পরে দু'জনে একসঙ্গে এগিয়ে গেলেন।
[৭] তখন ইসহাক তাঁর পিতা আব্রাহামকে বললেন, 'পিতা আমার!' তিনি বললেন,
'এই যে আমি, সন্তান আমার!' ইসহাক বলে চললেন, 'আগুন ও কাঠ তো এখানে
রয়েছে, কিন্তু আহুতির জন্য মেষশাবক কোথায়?' [৮] আব্রাহাম বললেন, 'সন্তান
আমার, আহুতির জন্য মেষশাবকের ব্যাপারে পরমেশ্বর নিজেই দেখবেন।' তাঁরা
একসঙ্গে আরও এগিয়ে চললেন, [৯] আর যখন সেই জায়গায় এসে পৌঁছলেন, যার
কথা পরমেশ্বর তাঁকে বলেছিলেন, তখন আব্রাহাম একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, কাঠ
সাজালেন, এবং তাঁর ছেলে ইসহাককে বেঁধে বেদিতে কাঠের উপরে রাখলেন।
[১০] পরে আব্রাহাম হাত বাড়িয়ে নিজের ছেলেকে বধ করার জন্য খড়্গা তুলে নিলেন,
[১১] কিন্তু স্বর্গ থেকে প্রভুর দূত তাঁকে ডাকলেন, বললেন, 'আব্রাহাম, আব্রাহাম!' তিনি
উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি!' [১২] দূত বললেন, 'ছেলেটির উপর হাত বাড়িয়ো না,
তার কোন ক্ষতি করো না, কেননা এখন আমি জানি, তুমি পরমেশ্বরকে ভয় কর ; তুমি
আমাকে তোমার সন্তানকে, তোমার একমাত্র সন্তানকে দিতেও অস্বীকার
করনি।' [১৩] তখন আব্রাহাম চোখ তুলে দেখতে পেলেন, পাশে একটা ভেড়া, তার
শিং একটা ঝোপের মধ্যে জড়ানো। আব্রাহাম গিয়ে সেই ভেড়াটা নিলেন ও নিজের
ছেলের বদলে আহুতি রূপে তা বলিদান করলেন। [১৪] আব্রাহাম সেই জায়গার নাম
রাখলেন 'প্রভু নিজেই দেখেন', এজন্য আজ লোকে বলে, 'পর্বতে প্রভু নিজেই দেখেন।'

[১৫] প্রভুর দূত দ্বিতীয়বারের মত স্বর্গ থেকে আব্রাহামকে ডাকলেন,
[১৬] বললেন, 'প্রভুর উক্তি! নিজের দিব্যি দিয়েই বলছি, তুমি এই কাজ করেছ বলে—
তোমার সন্তানকে, তোমার একমাত্র সন্তানকেও আমাকে দিতে অস্বীকার করনি বলে
[১৭] আমি তোমাকে অশেষ আশীর্বাদে ধন্য করব, এবং তোমার বংশের সংখ্যা
আকাশের তারানক্ষত্রের মত ও সমুদ্রতীরের বালুকণার মত করব ; তোমার বংশধরেরা

শত্রুদের নগরদ্বার দখল করবে। [১৮] তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে, কারণ তুমি আমার প্রতি বাধ্যতা দেখিয়েছ।’

[১৯] পরে আব্রাহাম নিজের দাসদের কাছে ফিরে গেলেন, আর সকলে মিলে বের্শেবার দিকে রওনা হলেন; এবং আব্রাহাম সেই বের্শেবায়ই বসতি করলেন।

রেবেকার জন্ম

[২০] এই সমস্ত ঘটনার পর আব্রাহামের কাছে এই খবর আনা হল: ‘দেখুন, মিল্কাও আপনার ভাই নাহোরের ঘরে নানা পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন;’ [২১] তাঁর বড় ছেলে উজ ও তার ভাই বুজ ও আরামের পিতা কামুয়েল, [২২] এবং কেসেদ, হাজো, পিল্দাশ, যিদ্‌লাফ ও বেথুয়েল। [২৩] (এই বেথুয়েল-ই রেবেকার পিতা)। মিল্কা আব্রাহামের ভাই নাহোরের ঘরে এই আটজনকে প্রসব করলেন। [২৪] তাঁর উপপত্নী রেউমাও সন্তানদের প্রসব করল, তারা হল তেবাহ্‌, গাহাম, তাহাশ ও মাআখা।

পিতৃকুলপতিদের সমাধিস্থান

২৩ [১] সারার বয়স হল একশ’ সাতাশ বছর; সারার জীবনকাল এত বছর। [২] সারা কানান দেশে কিরিয়াথ-আর্বাতে অর্থাৎ হেব্রোনে মরলেন, আর আব্রাহাম সারার জন্য শোকপালন করতে ও কাঁদতে এলেন। [৩] পরে আব্রাহাম তাঁর মৃতদেহের সামনে থেকে উঠে হিত্তীয়দের একথা বললেন, [৪] ‘আমি আপনাদের মধ্যে বিদেশী ও প্রবাসী; আপনাদের এখানে আমাকে সমাধিস্থানের অধিকার দিন, আমি যেন এই মৃতদেহকে তুলে নিয়ে সমাধি দিতে পারি।’ [৫] হিত্তীয়েরা উত্তরে আব্রাহামকে বললেন, [৬] ‘প্রভু, আপনিই বরং আমাদের কথা শুনুন: আপনি তো আমাদের মধ্যে যেন পরমেশ্বরের এক রাজপুরুষ; আমাদের সমাধিস্থানগুলোর মধ্যে আপনার সবচেয়ে পছন্দমত সমাধিগুহাতেই আপনার মৃতজনকে রাখুন। আপনার মৃতজনকে সমাধি দেওয়ার ব্যাপারে আমরা কেউই নিজেদের সমাধিগুহা আপনাকে দিতে অস্বীকার করব না।’ [৭] তখন আব্রাহাম উঠে সেই দেশের লোকদের সামনে অর্থাৎ হিত্তীয়দের সামনে প্রণিপাত করলেন [৮] এবং তাঁদের সামনে একথা বললেন: ‘যদি আপনারা সম্মত

আছেন যেন আমি আমার মৃতজনকে তুলে নিয়ে সমাধিস্থানে রাখি, তবে আমার কথা শুনুন, ও আমার জন্য যোহারের সন্তান এফ্রোনের কাছে আমার হয়ে অনুরোধ রাখুন, [৯] তাঁর সেই একখণ্ড জমির প্রান্তে, মাখপেলায়, তাঁর যে গুহা আছে, তা যেন আমাকে দেন। আপনাদের সাক্ষাতে তিনি পুরো মূল্যেই তা আমাকে আমার নিজস্ব সমাধিস্থান হিসাবে দিন।' [১০] সেসময় এফ্রোন হিত্তীয়দের মধ্যে বসে ছিলেন; আর যত হিত্তীয়দের তাঁর নগরদ্বারে প্রবেশাধিকার ছিল, তাঁদের কর্ণগোচরে সেই হিত্তীয় এফ্রোন উত্তরে আব্রাহামকে বললেন, [১১] 'প্রভু আমার, তা হবে না; আপনি বরং আমার কথা শুনুন: আমি সেই একখণ্ড জমি ও সেখানকার গুহাটা আপনাকে দিয়ে দিলাম; আমার স্বজাতির সন্তানদের সাক্ষাতেই আমি আপনাকে তা দিয়ে দিলাম; আপনি আপনার মৃতজনকে সমাধি দিন।' [১২] তখন আব্রাহাম সেই দেশের লোকদের সামনে প্রণিপাত করলেন, [১৩] এবং সেই দেশের সকলের কর্ণগোচরে এফ্রোনকে বললেন, 'আপনার দোহাই, সদিচ্ছা দেখিয়ে আমার কথা শুনুন। আমি সেই একখণ্ড জমির মূল্য দেব, আপনি আমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে নিন; তবেই আমি আমার মৃতজনকে সেখানে সমাধি দেব।' [১৪] এফ্রোন উত্তরে আব্রাহামকে বললেন, [১৫] 'প্রভু আমার, আপনিই বরং আমার কথা শুনুন; সেই একখণ্ড জমির মূল্য চারশ' শেকেল রুপোমাত্র, এতে আপনার ও আমার কি আসে যায়? আপনার মৃতজনকে সমাধি দিন।' [১৬] আব্রাহাম এফ্রোনের দাবি মেনে নিলেন; এবং এফ্রোন হিত্তীয়দের কর্ণগোচরে যে টাকার কথা বলেছিলেন, আব্রাহাম তা—অর্থাৎ বণিকদের মধ্যে প্রচলিত চারশ' শেকেল রুপো ওজন করে এফ্রোনকে দিলেন।

[১৭] তাই মাম্রের সামনে মাখপেলায় এফ্রোনের যে একখণ্ড জমি ছিল, সেই জমি, সেখানকার গুহা ও সেই জমির অভ্যন্তরে ও তার চতুঃসীমানায় যত গাছ ছিল, [১৮] হিত্তীয়দের সাক্ষাতে—তাঁর নগরদ্বারে যাদের প্রবেশাধিকার ছিল, সেই সকলেরই সাক্ষাতে আব্রাহামের স্বত্বাধিকার স্থির করা হল। [১৯] এরপর আব্রাহাম কানান দেশের সেই মাম্রের অর্থাৎ হেব্রোনের সামনে মাখপেলার একখণ্ড জমিতে অবস্থিত গুহাতে তাঁর আপন স্ত্রী সারাকে সমাধি দিলেন। [২০] এইভাবে সেই একখণ্ড জমি ও সেখানকার গুহাটা নিজস্ব সমাধিস্থান হিসাবে হিত্তীয়দের কাছ থেকে আব্রাহামের অধিকারে গেল।

ইসহাকের বিবাহ

২৪ [১] আব্রাহাম তখন বৃদ্ধ, তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে; প্রভু আব্রাহামকে সব দিক
দিয়েই আশীর্বাদ করেছিলেন। [২] আব্রাহাম, তাঁর সমস্ত কিছুর উপরে যার ভার ছিল,
তাঁর ঘরের সেই সবচেয়ে প্রাচীন কর্মচারীকে বললেন, 'আমার উরুতের নিচে হাত দাও:
[৩] আমি চাই, তুমি স্বর্গের পরমেশ্বর ও মর্তের পরমেশ্বর সেই প্রভুর নামে শপথ করবে
যে, আমি যে কানানীয়দের মধ্যে বাস করছি, তুমি তাদের মেয়েদের মধ্য থেকে কোন
মেয়েকে আমার ছেলের বধূরূপে নেবে না, [৪] কিন্তু আমার দেশে আমার জ্ঞাতিভাইদের
কাছে গিয়ে আমার ছেলে ইসহাকের জন্য একটি বধূ আনবে।' [৫] কর্মচারী তাঁকে
বলল, 'মেয়েটি হয় তো আমার সঙ্গে এই দেশে আসতে রাজি নাও হতে পারে; তবে
আপনি যে দেশ ছেড়ে এসেছেন, আপনার ছেলেকে কি আবার সেই দেশে নিয়ে
যাব?' [৬] আব্রাহাম তাকে বললেন, 'সাবধান, কোন মতেই আমার ছেলেকে আবার
সেখানে নিয়ে যেয়ো না। [৭] স্বর্গের পরমেশ্বর ও মর্তের পরমেশ্বর সেই প্রভু, যিনি
আমাকে আমার পিতৃগৃহ থেকে ও আমার জন্মভূমি থেকে তুলে এনেছেন, যিনি আমাকে
শপথ করে বলেছেন "আমি এই দেশ তোমার বংশকে দেব," তিনিই তোমার আগে
আগে তাঁর দূত পাঠাবেন, যেন তুমি আমার ছেলের জন্য সেখান থেকে একটি মেয়ে
আনতে পার। [৮] মেয়েটি তোমার সঙ্গে আসতে রাজি না হলে, তবে তুমি আমার প্রতি
এই শপথ থেকে মুক্ত হবে; কিন্তু কোন মতেই আমার ছেলেকে আবার সেই দেশে ফিরিয়ে
নিয়ে যেয়ো না।' [৯] সেই কর্মচারী আপন মনিব আব্রাহামের উরুতের নিচে হাত দিয়ে
এবিষয়ে শপথ করল।

[১০] সেই কর্মচারী তার মনিবের উটদের মধ্য থেকে দশটা উট ও তার মনিবের
মূল্যবান যত জিনিস সঙ্গে করে রওনা হয়ে আরাম-নাহারাইম দেশে নাহোর শহরের
দিকে যাত্রা করল। [১১] সন্ধ্যাবেলায় যে সময়ে স্ত্রীলোকেরা জল তুলতে বেরিয়ে যায়,
ঠিক সেসময়ে সে উটগুলোকে শহরের বাইরে কুয়োর কাছাকাছি বসিয়ে রাখল;
[১২] সে বলল, 'আমার মনিব আব্রাহামের পরমেশ্বর হে প্রভু, এমনটি হতে দাও, যেন
আজ কৃতকার্য হতে পারি; আমার মনিব আব্রাহামের প্রতি কৃপা দেখাও। [১৩] দেখ,
আমি এই উৎসের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, এবং এই শহরবাসীদের মেয়েরা জল তুলতে

বেরিয়ে আসছে; [১৪] তাই যে মেয়েকে আমি বলব, তোমার কলসি নামিয়ে আমাকে জল খেতে দাও, সে যদি বলে, “জল খাও, আমি তোমার উটগুলোকেও জল খাওয়াব,” তাহলে সে-ই হোক তোমার দাস ইসহাকের জন্য তোমার নিরূপিত মেয়ে; এতে আমি বুঝব যে, তুমি আমার মনিবের প্রতি কৃপা দেখিয়েছ।’

[১৫] একথা বলতে না বলতে, দেখ, রেবেকা কলসি কাঁধে করে বেরিয়ে এলেন; তিনি আব্রাহামের ভাই নাহোরের স্ত্রী মিল্কার সন্তান বেথুয়েলের কন্যা। [১৬] মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দরী, যুবতী এক কুমারী; তিনি কোন পুরুষকে তখনও জানেননি। তিনি উৎসের ধারে নেমে গিয়ে কলসি ভরে আবার উঠে আসছিলেন, [১৭] এমন সময় সেই কর্মচারী তার দিকে ছুটে গিয়ে তাঁকে বলল, ‘আপনার কলসি থেকে আমাকে কিছুটা জল খেতে দিন।’ [১৮] তিনি বললেন, ‘মহাশয়, খান!’ তা বলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কলসি হাতের বাহুতে নামিয়ে তাকে জল খেতে দিলেন। [১৯] তাকে জল খেতে দেওয়ার পর বললেন, ‘আপনার উটগুলোর জল খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদেরও জন্য জল তুলব।’ [২০] তিনি শীঘ্রই গড়ায় কলসির জল ঢেলে আবার জল তুলতে কুয়োর কাছে ছুটে গিয়ে তার সকল উটের জন্য জল তুলে আনলেন। [২১] এর মধ্যে সেই মানুষ নীরবে তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, প্রভু তার যাত্রা সফল করেছেন কিনা, তা জানবার অপেক্ষা করছিল। [২২] উটগুলো জল খাওয়ার পর সেই মানুষ তাঁর নাকে একটা সোনার নথ পরিয়ে দিল, যার ওজন আধ তোলা, এবং তাঁর হাতে পরিয়ে দিল দু’টো সোনার বালা, যার ওজন দশ তোলা; [২৩] পরে বলল, ‘আপনি কার কন্যা? আমাকে বলুন, আপনার পিতার বাড়িতে কি আমাদের রাত্রিযাপনের জন্য জায়গা আছে?’ [২৪] তিনি উত্তরে বললেন, ‘আমি সেই বেথুয়েলের কন্যা, যিনি মিল্কার সন্তান, যাঁকে তিনি নাহোরের ঘরে প্রসব করেছিলেন।’ [২৫] তিনি বলে চললেন, ‘খড় ও কলাই আমাদের কাছে যথেষ্ট আছে, রাত্রিযাপনের জন্য জায়গাও আছে।’

[২৬] তখন লোকটি মাথা নত করে প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করল; [২৭] বলল, ‘আমার মনিব আব্রাহামের পরমেশ্বর সেই প্রভু ধন্য! কারণ তিনি আমার মনিবের প্রতি কৃপা ও বিশ্বস্ততা দেখাতে ক্ষান্ত হননি; প্রভু আমার মনিবের ভাইদের বাড়ি পর্যন্ত আমার পথ চালনা করলেন।’ [২৮] মেয়েটি দৌড় দিয়ে তাঁর মায়ের ঘরে গিয়ে সকলের কাছে

এই সমস্ত ঘটনা জানালেন। [২৯] এদিকে রেবেকার এক ভাই ছিলেন, তাঁর নাম লাবান; সেই লাবান বের হয়ে কুয়োর ধারে সেই লোকের কাছে দৌড়ে গেলেন। [৩০] আসলে সেই নথ ও বোনের হাতে সেই বালা দেখামাত্র, এবং 'লোকটি আমাকে এই এই কথা বললেন,' বোন রেবেকার মুখে একথা শোনামাত্র তিনি সেই লোকের কাছে গেলেন; সে তখনও উটগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। [৩১] লাবান বললেন, 'হে প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র, আসুন; কেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন? আমি তো ঘর এবং উটদের জন্যও জায়গা প্রস্তুত করেছি।' [৩২] লোকটি বাড়িতে প্রবেশ করলে লাবান উটদের সজ্জা খুলে দিলেন, তাদের জন্য খড় ও কলাই যুগিয়ে দিলেন, এবং লোকটির ও তার সঙ্গী যত লোকের পা ধোয়ার জন্য জল দিলেন। [৩৩] পরে তার সামনে খাবার পরিবেশন করা হল, কিন্তু সে বলল, 'আমার যা বলার, তা না বলা পর্যন্ত আমি খাব না।' লাবান বললেন, 'বলুন!'

[৩৪] সে বলল, 'আমি আব্রাহামের কর্মচারী; [৩৫] প্রভু আমার মনিবকে অশেষ আশীর্বাদে ধন্য করেছেন, আর তিনি এখন প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন। প্রভু তাঁকে দান করেছেন মেষ ও গবাদি পশুপাল, সোনা-রুপো, দাসদাসী, উট ও গাধা। [৩৬] আমার মনিবের বধূ সারা বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন, তাঁকেই তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়েছেন। [৩৭] আমার মনিব আমাকে শপথ করিয়ে বললেন, "আমি যে কানানীয়দের দেশে বাস করছি, তুমি তাদের মেয়েদের মধ্য থেকে কোন মেয়েকে আমার ছেলের বধূরূপে নেবে না; [৩৮] কিন্তু আমার পিতৃকুল ও আমার গোত্রের কাছে গিয়ে আমার ছেলের জন্য বধূ আনবে।" [৩৯] আমার মনিবকে আমি বললাম, হয় তো মেয়েটি আমার সঙ্গে আসতে রাজি নাও হতে পারে। [৪০] তিনি আমাকে বললেন, "আমি যাঁর সাক্ষাতে চলি, সেই প্রভু তোমার সঙ্গে তাঁর দূত পাঠিয়ে তোমার যাত্রা সফল করবেন, যেন তুমি আমার গোত্র ও আমার পিতৃকুল থেকেই আমার ছেলের জন্য মেয়ে আনতে পার; [৪১] তবেই তুমি আমার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। আমার গোত্রের কাছে গেলে যদি তারা মেয়ে না দেয়, তবে তুমি আমার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে।" [৪২] আর আজ ওই কুয়োর ধারে এসে পৌঁছে আমি বললাম, আমার মনিব আব্রাহামের পরমেশ্বর হে প্রভু, তুমি যদি আমার এই যাত্রা সফল করতে যাচ্ছ,

[৪৩] তবে দেখ, আমি এই উৎসের ধারে দাঁড়িয়ে আছি; তাই জল তোলার জন্য আসছে যে মেয়েকে আমি বলব, আপনার কলসি থেকে আমাকে কিছুটা জল খেতে দিন, [৪৪] তিনি যদি বলেন, "তুমিও খাও, এবং তোমার উটগুলোর জন্যও আমি জল তুলে দেব;" তবে তিনিই সেই মেয়ে হোন, যাঁকে প্রভু আমার মনিবের ছেলের জন্য নিরূপণ করেছেন। [৪৫] একথা আমি মনে মনে বলতে না বলতে, দেখ, রেবেকা কলসি কাঁধে করে বেরিয়ে এলেন; উৎসের ধারে নেমে তিনি জল তুললে আমি বললাম, আমাকে জল খেতে দিন। [৪৬] তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে কলসি নামিয়ে বললেন, "খান, আমি আপনার উটগুলোকেও জল দেব।" আমি জল খেলাম, আর তিনি উটগুলোকেও জল দিলেন। [৪৭] আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কার্ কন্যা? তিনি উত্তরে বললেন, "আমি সেই বেথুয়েলের কন্যা, যিনি নাহোরের সন্তান, যাঁকে মিল্কা তাঁর ঘরে প্রসব করেছিলেন।" তখন আমি তাঁর নাকে নথ ও হাতে বালা পরিয়ে দিলাম; [৪৮] এবং মাথা নত করে প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করলাম; এবং আমি যেন আমার মনিবের ছেলের স্ত্রীরূপে তাঁর ভাইয়ের মেয়েকে নিতে পারি, এই উদ্দেশ্যে যিনি আমাকে সঠিক পথে চালনা করেছিলেন, আমার মনিব আব্রাহামের পরমেশ্বর সেই প্রভুকে ধন্যবাদ জানালাম। [৪৯] এখন আপনাদের যদি আমার মনিবের প্রতি কৃপা ও বিশ্বস্ততা দেখাবার মত হয়, তাহলে আমাকে জানান; আর যদি না হয়, তাও আমাকে জানান, যেন আমি বুঝতে পারি আমার কোন পথ বেছে নিতে হবে।'

[৫০] লাবান ও বেথুয়েল উত্তরে বললেন, 'যা কিছু ঘটেছে, তাতে প্রভুর হাত রয়েছে; আমাদের মতামত দেওয়ার প্রশ্ন ওঠেই না। [৫১] এই যে, রেবেকা তোমার সামনে আছে, তাকে নিয়ে যাও; প্রভু যেমন বলেছেন, সেইমত সে তোমার মনিবের ছেলের বধূ হোক।' [৫২] তাঁদের কথা শোনামাত্র আব্রাহামের কর্মচারী প্রভুর উদ্দেশে মাটিতে মুখ করে প্রণিপাত করল। [৫৩] পরে সেই কর্মচারী সোনা-রুপোর ভূষণ ও বস্ত্র বের করে রেবেকাকে দিল; তাঁর ভাইকে ও মাকেও মূল্যবান উপহার দিল। [৫৪] তারপর সে ও তার সঙ্গীরা খাওয়া-দাওয়া করে সেখানে রাত্রিযাপন করল।

তারা সকালে উঠলে সে বলল, 'আমাকে বিদায় দিন, যেন আমার মনিবের কাছে যেতে পারি।' [৫৫] রেবেকার ভাই ও মা বললেন, 'মেয়েটি কিছু দিনের মত, কমপক্ষে

দশ দিনের মত আমাদের কাছে থাকুক, পরে যেতে পারবে।’ [৫৬] কিন্তু সে উত্তরে তাঁদের বলল, ‘প্রভু এতক্ষণে আমার যাত্রা সফল করলেন, আপনারা আমাকে দেরি করাবেন না; আমাকে বিদায় দিন, যেন আমার মনিবের কাছে ফিরে যেতে পারি।’ [৫৭] তাঁরা বললেন, ‘এসো, মেয়েটিকে ডাকি, ওকেই জিজ্ঞাসা করি।’ [৫৮] তাঁরা রেবেকাকে ডেকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কি এই লোকের সঙ্গে যাবে?’ তিনি বললেন, ‘যাব।’ [৫৯] তখন তাঁরা তাঁদের বোন রেবেকাকে ও তাঁর ধাইমাকে এবং আব্রাহামের কর্মচারীকে ও তাঁর লোকজনদের বিদায় দিলেন। [৬০] রেবেকাকে আশীর্বাদ করে তাঁরা বললেন,

‘তুমি, হে আমাদের বোন,
কোটি কোটি মানুষের মা হও,
এবং তোমার বংশধরেরা
শত্রুদের নগরদ্বার দখল করুক।’

[৬১] রেবেকা ও তাঁর দাসীরা উঠে দাঁড়ালেন এবং উটের পিঠে চড়ে লোকটির পিছু পিছু চললেন। এভাবে সেই কর্মচারী রেবেকাকে নিয়ে চলে গেল।

[৬২] সূর্যাস্তের সময়ে ইসহাক লাহাই-রোই কুয়োর দিকে ফিরে আসছিলেন (তিনি তো নেগেব অঞ্চলে বাস করছিলেন); [৬৩] সন্ধ্যাবেলায় বেরিয়ে তিনি খোলা মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলেন, এমন সময় চোখ তুলে দেখলেন, উটগুলো আসছে। [৬৪] রেবেকাও চোখ তুললেন: ইসহাককে দেখেই তিনি উট থেকে নামলেন, [৬৫] এবং সেই কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মাঠের মধ্য দিয়ে যে লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন, তিনি কে?’ কর্মচারী উত্তরে বলল, ‘তিনি আমার মনিব।’ তখন রেবেকা উড়নাটা দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন। [৬৬] সেই কর্মচারী যা কিছু করেছিল, তা ইসহাককে জানাল। [৬৭] তখন ইসহাক রেবেকাকে মা সারার তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বধূরূপে গ্রহণ করলেন, আর এভাবে রেবেকা তাঁর বধূ হয়ে উঠলেন। আর ইসহাক তাঁকে এতই ভালবাসলেন যে, তাতেই তাঁর মাতৃশোকে সান্ত্বনা পেলেন।

আব্রাহামের মৃত্যু ও তাঁর বংশধারা

২৫ [১] আব্রাহাম কেতুরা নামে আর একজন স্ত্রী নিলেন। [২] তিনি তাঁর ঘরে জিম্রান, যক্‌শান, মেদান, মিদিয়ান, ইশ্‌বাক ও শুয়াহ্‌, এই সকলকে প্রসব করলেন। [৩] যক্‌শান থেকে শেবা ও দেদান জন্ম নেয়; আশুরীয়, লেতুশীয় ও লেউম্মীয়েরা দেদানের সন্তান। [৪] এবং মিদিয়ানের সন্তান হল এফা, এফের, হানোখ, আবিদা ও এল্দায়া; এরা সকলে কেতুরার সন্তান।

[৫] আব্রাহাম তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ইসহাককে দিলেন। [৬] তাঁর উপপত্নীদের সন্তানদের আব্রাহাম নানা উপহার দিলেন, এবং নিজে জীবিত থাকতেই তাঁর সন্তান ইসহাকের কাছ থেকে দূরে, পুবদিকে, সেই প্রাচ্যদেশেই তাদের পাঠিয়ে দিলেন।

[৭] আব্রাহামের জীবনকাল হল একশ' পঁচাত্তর বছর; [৮] পরে তিনি বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে শুভ বার্ধক্যে প্রাণত্যাগ করে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন। [৯] তাঁর দু'সন্তান ইসহাক ও ইশ্মায়েল মাম্রের সামনে হিত্তীয় যোহারের সন্তান এফ্রোনের জমিতে মাখপেলার গুহাতে তাঁকে সমাধি দিলেন। [১০] এ হল সেই একখণ্ড জমি যা আব্রাহাম হিত্তীয়দের কাছ থেকে কিনেছিলেন; সেখানে আব্রাহামকে ও তাঁর স্ত্রী সারাকে সমাধি দেওয়া হল। [১১] আব্রাহামের মৃত্যুর পরে পরমেশ্বর তাঁর সন্তান ইসহাককে আশীর্বাদ করলেন; ইসহাক লাহাই-রোই কুয়োর কাছে বসতি করলেন।

[১২] আব্রাহামের সন্তান ইশ্মায়েলের বংশতালিকা এ: সারার দাসী সেই মিশরীয় আগার আব্রাহামের ঘরে তাঁকে প্রসব করেছিল। [১৩] নিজ নিজ নাম ও গোষ্ঠী অনুসারে ইশ্মায়েলের সন্তানদের নাম এ: ইশ্মায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নেবায়োথ; পরে কেদার, আব্দেয়েল, মিব্‌সাম, [১৪] মিশ্মা, দুমা, মাস্‌সা, [১৫] হাদাদ, তেমা, যেতুর, নাফিশ ও কেদ্মা। [১৬] এঁরা সকলে ইশ্মায়েল-সন্তান, এবং তাঁদের বসতি ও শিবির অনুসারে এ-ই তাদের নাম। তাঁরা ছিলেন নিজ নিজ গোষ্ঠীর বারোজন গোষ্ঠীপতি। [১৭] ইশ্মায়েলের জীবনকাল হল একশ' সাঁইত্রিশ বছর; পরে তিনি প্রাণত্যাগ করে আপন পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন। [১৮] তিনি হাবিলা থেকে আশুরের দিকে মিশরের সামনে অবস্থিত সেই শুর পর্যন্ত বাস করলেন; তিনি তাঁর সকল ভাইয়ের সামনেই বসতি করেছিলেন।

এসৌ ও যাকোবের কাহিনী

এসৌ ও যাকোবের জন্ম

২৫ [১৯] আব্রাহামের সন্তান ইসহাকের বংশতালিকা এ: আব্রাহাম ইসহাকের পিতা হলেন। [২০] চল্লিশ বছর বয়সে ইসহাক আরামীয় বেথুয়েলের কন্যা আরামীয় লাবানের বোন রেবেকাকে পাদ্দান-আরাম থেকে এনে বিবাহ করেন। [২১] ইসহাকের স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ায় তিনি তাঁর জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রভু তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিলেন, আর তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হলেন। [২২] এক সময়ে কিন্তু তাঁর গর্ভে শিশুরা এমন জড়াজড়ি করছিল যে, তিনি বললেন, 'এমনটি হলে, তবে আমি কেন বেঁচে আছি?' তিনি প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে গেলেন। [২৩] প্রভু তাঁকে বললেন,

'তোমার গর্ভে রয়েছে দু'টো জাতি,
ও দু'টো বংশ তোমার উদর থেকে পৃথক হবে;
এক বংশ অন্য বংশের চেয়ে বলবান হবে,
এবং জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের দাস হবে।'

[২৪] যখন তাঁর প্রসবকাল পূর্ণ হল, তখন তাঁর গর্ভে সত্যিই যমজ সন্তান। [২৫] যে প্রথমে ভূমিষ্ঠ হল, সে রক্তবর্ণ, ও তার সর্বাঙ্গ ঘন লোমের পোশাকের মত, এজন্যই তার নাম এসৌ রাখা হল। [২৬] পরপরেই তার ভাই ভূমিষ্ঠ হল; তার হাত এসৌয়ের পাদমূল ধরে রাখছিল, এজন্যই তার নাম রাখা হল যাকোব; যখন ইসহাকের এই যমজ সন্তানের জন্ম হয়, তখন তাঁর বয়স ষাট বছর।

[২৭] ছেলেরা বড় হলে এসৌ নিপুণ শিকারী হলেন, তিনি ছিলেন বনপ্রান্তরের মানুষ। অপরদিকে যাকোব শান্ত ছিলেন, তিনি তাঁবুগুলির আড়ালে বাস করতেন। [২৮] ইসহাকের কাছে এসৌ প্রিয় ছিলেন, কেননা শিকার-করা পশুর মাংস তাঁর খুবই রুচিকর লাগত; অপরদিকে রেবেকার কাছে যাকোবই প্রিয় ছিলেন। [২৯] একদিন এমনটি ঘটল যে, যাকোব ডাল পাক করছিলেন, এমন সময় এসৌ ক্লান্ত অবস্থায় বনপ্রান্তর থেকে এসে [৩০] যাকোবকে বললেন, 'আমি একেবারে ক্লান্ত; আমাকে ওই

রাঙ্গা জিনিসের একটু খেতে দাও' (এজন্যই তাঁকে এদোম—রাঙ্গা—ব'লে ডাকা হল)। [৩১] যাকোব বললেন, 'তার বদলে তুমি আগে তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমাকে দাও।' [৩২] এসৌ উত্তরে বললেন, 'দেখ, আমি মৃতপ্রায়! জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কী লাভ?' [৩৩] যাকোব বললেন, 'তুমি এক্ষণি আমার কাছে শপথ কর।' আর তিনি তাঁর কাছে শপথ করলেন, এবং নিজের জ্যেষ্ঠাধিকার যাকোবের কাছে বিক্রি করে দিলেন। [৩৪] তখন যাকোব এসৌকে রুটি ও রাঁধা মসূরের ডাল দিলেন, আর তিনি খাওয়া-দাওয়া করলেন; পরে উঠে চলে গেলেন—নিজের জ্যেষ্ঠাধিকারকে এসৌ এতই মূল্য দিলেন!

গেরারে ইসহাক

২৬ [১] আব্রাহামের সময়ে পূর্বকালীন যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাছাড়া দেশে আর এক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন ইসহাক গেরারে ফিলিস্তিনিদের রাজা আবিমেলেখের কাছে গেলেন। [২] প্রভু তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'তুমি মিশর দেশে নেমে যেয়ো না, আমি তোমাকে যে দেশের কথা বলব, সেইখানে থাক। [৩] কিছু দিনের মত তুমি এই দেশে থাক; আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব ও তোমাকে আশীর্বাদ করব, কেননা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে এই সমস্ত দেশ দেব, এবং তোমার পিতা আব্রাহামের কাছে দিব্যি দিয়ে যে শপথ করেছিলাম, তা পূরণ করব। [৪] আমি তোমার বংশের সংখ্যা আকাশের তারানক্ষত্রের মত করব, এই সকল দেশ তোমার বংশকেই দেব, এবং তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে; [৫] কারণ আব্রাহাম আমার প্রতি বাধ্য হয়ে আমার আদেশ, আমার আজ্ঞা, আমার বিধিনিয়ম ও আমার বিধান সকল পালন করেছে।'

[৬] তাই ইসহাক গেরারে থাকলেন। [৭] সেখানকার লোকেরা যখন তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করল, তখন তিনি বললেন, 'উনি আমার বোন'; বস্তুত, 'এ আমার স্ত্রী' একথা বলতে তাঁর ভয় ছিল; তিনি ভাবছিলেন, 'কি জানি এখানকার লোকেরা রেবেকার জন্য আমাকে হত্যা করবে, যেহেতু সে দেখতে সুন্দরী।'

[৮] তিনি কিছু দিন সেখানে থাকার পর ফিলিস্তিনিদের রাজা আবিমেলেখ জানালা দিয়ে দৃষ্টিপাত করলেন, আর দেখ, ইসহাক তাঁর স্ত্রী রেবেকার সঙ্গে আমোদপ্রমোদে

সময় কাটাচ্ছেন। [৯] আবিমেলেখ ইসহাককে ডাকিয়ে আনলেন; তাঁকে বললেন: ‘স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়ই আপনার বধূ; তবে আপনি কেন বোন বলে তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন?’ ইসহাক উত্তরে বললেন, ‘আমি ভাবছিলাম, কি জানি তাঁর জন্য আমার মৃত্যু হবে।’ [১০] আবিমেলেখ বলে চললেন, ‘আমাদের প্রতি আপনি এ কেমন ব্যবহার করলেন? কোন লোক আপনার স্ত্রীর সঙ্গে শুতেও পারত, তাতে আপনি আমাদের উপরে দোষ ডেকে আনতেন!’ [১১] পরে আবিমেলেখ সকল লোককে এই আজ্ঞা দিলেন, ‘যে কেউ এই ব্যক্তিকে কিংবা এঁর স্ত্রীকে স্পর্শ করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে।’

[১২] ইসহাক সেই দেশের মাটিতে বীজ বুনে সেই বছর শত গুণে শস্য পেলেন। প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করলেন [১৩] আর তিনি ধনবান হয়ে উঠলেন এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেন যে পর্যন্ত অধিক ধনবান হলেন; [১৪] তাঁর এত মেষ ও পশুপাল এবং দাসদাসী ছিল যে, ফিলিস্তিনিরা তাঁর প্রতি ঈর্ষা বোধ করতে লাগল।

বেরশেবায় ইসহাককে ঈশ্বরের দর্শনদান

[১৫] তাঁর পিতার দাসেরা যে সমস্ত কুয়ো তাঁর পিতা আব্রাহামের সময়ে খুঁড়েছিল, ফিলিস্তিনিরা সেগুলো সবই মাটি দিয়ে ভরাট করে বুজিয়ে ফেলল। [১৬] তখন আবিমেলেখ ইসহাককে বললেন, ‘আমাদের ছেড়ে চলে যান, কেননা আপনি আমাদের চেয়ে বেশি প্রতাপশালী হয়েছেন।’ [১৭] তাই ইসহাক সেখান থেকে চলে গেলেন, এবং গেরারের উপত্যকায় তাঁবু গেড়ে সেইখানে বাস করতে লাগলেন। [১৮] আর যত কুয়ো তাঁর পিতা আব্রাহামের সময়ে খোঁড়া হয়েছিল ও আব্রাহামের মৃত্যুর পরে ফিলিস্তিনিরা বুজিয়ে ফেলেছিল, ইসহাক সেগুলো সবই আবার খুঁড়লেন, এবং তাঁর পিতা সেগুলোর যে যে নাম রেখেছিলেন, তিনিও সেই একই একই নাম রাখলেন।

[১৯] কিন্তু ইসহাকের দাসেরা সেই উপত্যকায় খুঁড়তে খুঁড়তে যখন এমন এক কুয়ো পেল যার জল বিশুদ্ধ, [২০] তখন গেরারের রাখালেরা ইসহাকের রাখালদের সঙ্গে বিবাদ করতে লাগল; তারা বলছিল, ‘এই জল আমাদের!’ তাই তিনি সেই কুয়োর নাম এসেক রাখলেন, কারণ তারা তাঁর সঙ্গে বিবাদ করেছিল। [২১] তাঁর দাসেরা আর একটা কুয়ো খুঁড়লে তারা সেটার জন্যও বিবাদ করল; তাই তিনি সেটার নাম সিত্না রাখলেন। [২২] পরে সেই জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে তিনি অন্য একটা কুয়ো

খুঁড়লেন, আর যেহেতু এটার জন্য তারা বিবাদ করল না, সেজন্য তিনি সেটার নাম রেহোবোথ রাখলেন; তিনি বললেন, ‘এবার প্রভু আমাদের উন্মুক্ত স্থান দিলেন যেন দেশে আমাদের সমৃদ্ধি হয়।’ [২৩] সেখান থেকে তিনি বের্শেবায় গেলেন। [২৪] সেই রাতে প্রভু তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন,

‘আমি তোমার পিতা আব্রাহামের পরমেশ্বর;
ভয় করো না,
কেননা আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি;
আমার আপন দাস আব্রাহামের খাতিরে
আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব
ও তোমার বংশবৃদ্ধি করব।’

[২৫] সেখানে ইসহাক একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন ও প্রভুর নাম করলেন। সেখানে তিনি তাঁবু গাড়লেন, আর সেখানে ইসহাকের দাসেরা একটা কুয়ো খুঁড়ল।

[২৬] ইতিমধ্যে আবিমেলেখ তাঁর ব্যক্তিগত মন্ত্রী আহুজ্জাথকে ও সেনাপতি ফিকোলকে সঙ্গে করে গেরার থেকে ইসহাকের কাছে গিয়েছিলেন। [২৭] ইসহাক তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনারা কেন আমার কাছে এসেছেন? আপনারা তো আমাকে ঘৃণাই করেন, আপনাদের মধ্য থেকে আমাকে দূরও করে দিলেন।’ [২৮] উত্তরে তাঁরা বললেন, ‘আমরা স্পষ্টই দেখতে পেলাম, প্রভু আপনার সঙ্গে আছেন, তাই বললাম, আমাদের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের ও আপনার মধ্যে এক শপথ হোক; তবে আসুন, আপনার সঙ্গে সন্ধি স্থির করি: [২৯] আমরা যেমন আপনাকে স্পর্শ করিনি ও আপনার মঙ্গল ছাড়া আর কিছুই করিনি, বরং শান্তিতেই আপনাকে বিদায় দিয়েছিলাম, তেমনি আপনিও আমাদের কোন অমঙ্গল ঘটাবেন না। এখন আপনিই প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র!’ [৩০] তখন ইসহাক তাঁদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করলে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করলেন। [৩১] পরদিন খুব সকালে উঠে তাঁরা দিব্যি দিয়ে পরস্পরের মধ্যে শপথ বিনিময় করলেন; পরে ইসহাক তাঁদের বিদায় দিলে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে শান্তিতে চলে গেলেন।

[৩২] ঠিক সেদিন ইসহাকের দাসেরা এসে তাদের খোঁড়া কুয়ো সম্বন্ধে খবর দিয়ে তাঁকে বলল, ‘জল পেয়েছি।’ [৩৩] তাই তিনি সেটার নাম শিবেয়া রাখলেন; এজন্য আজ পর্যন্ত সেই শহরের নাম বের্শেবা রয়েছে।

এসৌয়ের বিবাহ

[৩৪] চল্লিশ বছর বয়সে এসৌ হিত্তীয় বেয়েরির যুদিথ নামে কন্যাকে এবং হিত্তীয় এলোনের বাসেমাথ নামে কন্যাকে বিবাহ করলেন। [৩৫] এরা ইসহাকের ও রেবেকার মনঃপীড়ার কারণ হল।

এসৌ প্রবঞ্চিত

২৭ [১] ইসহাক তখন বৃদ্ধ; তাঁর চোখ এতই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল যে, তিনি আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি তাঁর বড় ছেলে এসৌকে ডাকলেন; বললেন, ‘সন্তান!’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘এই যে আমি!’ [২] ইসহাক বলে চললেন, ‘দেখ, আমি বৃদ্ধ হয়েছি; কোন্ দিন আমার মৃত্যু হয়, তা জানি না। [৩] তাই তোমার শিকারের যত অস্ত্র, তোমার তূণ ও ধনুক নিয়ে বনপ্রান্তরে বেরিয়ে যাও, আমার জন্য কিছু পশুটশু শিকার করে আন। [৪] তারপর আমার রুচিমত একটা ভাল রান্না প্রস্তুত করে তা আমার কাছে নিয়ে এসো, যেন আমি তা খেয়ে মৃত্যুর আগে তোমাকে আমার প্রাণের আশীর্বাদ দান করি।’

[৫] ইসহাক যখন তাঁর ছেলে এসৌকে এই কথা বলছিলেন, তখন রেবেকা শুনছিলেন; তাই এসৌ যখন তাঁর পিতার জন্য পশু শিকার করতে বনপ্রান্তরে বেরিয়ে গেলেন, [৬] তখন রেবেকা তাঁর ছেলে যাকোবকে বললেন, ‘দেখ, তোমার ভাই এসৌয়ের কাছে তোমার পিতাকে একথা বলতে শুনেছি: [৭] “আমার জন্য পশু শিকার করে এনে একটা ভাল রান্না প্রস্তুত কর; তবে আমি তা খেয়ে মৃত্যুর আগে প্রভুর সাক্ষাতে তোমাকে আশীর্বাদ করব।” [৮] এখন, সন্তান আমার, আমাকে শোন; আমি তোমাকে যেমন আজ্ঞা করছি, সেইমত কর। [৯] পশুপাল যেখানে রয়েছে, সেখানে গিয়ে ভাল ভাল দু’টো ছাগলছানা নিয়ে এসো; আমি তোমার পিতার রুচিমত একটা

ভাল রান্না প্রস্তুত করব; [১০] তুমি তোমার পিতার কাছে তা নিয়ে যাবে আর তিনি তা খাবেন; তাহলে মৃত্যুর আগে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।' [১১] উত্তরে যাকোব তাঁর মা রেবেকাকে বললেন, 'দেখ, আমার ভাই এসৌয়ের গায়ে ঘন লোম রয়েছে, কিন্তু আমার চামড়া মসৃণ। [১২] কি জানি, পিতা আমাকে স্পর্শ করে বুঝবেন যে, আমি তাঁকে প্রবঞ্চনা করছি; তাহলে আমি আশীর্বাদের চেয়ে অভিশাপই আমার উপর ডেকে আনব।' [১৩] কিন্তু তাঁর মা বললেন, 'সন্তান, সেই অভিশাপ আমার উপরেই পড়ুক; তুমি শুধু আমাকে শোন: সেই ছাগলছানা নিয়ে এসো।' [১৪] তাই যাকোব সেই ছাগলছানা দু'টো আনতে গেলেন ও মায়ের কাছে তা এনে দিলেন, আর তাঁর মা তাঁর পিতার রুচিমত একটা ভাল রান্না প্রস্তুত করলেন। [১৫] পরে ঘরে নিজের কাছে বড় ছেলে এসৌয়ের যে সবচেয়ে ভাল জামাকাপড় ছিল, রেবেকা তা নিয়ে এসে ছোট ছেলে যাকোবকে পরিয়ে দিলেন। [১৬] ওই দু'টো ছাগলছানার চামড়া দিয়ে তিনি যাকোবের হাত ও গলার মসৃণ জায়গা জড়িয়ে দিলেন; [১৭] তারপর, তিনি যে ভাল রান্না ও রুটি প্রস্তুত করেছিলেন, তা তাঁর ছেলে যাকোবের হাতে তুলে দিলেন।

[১৮] তিনি পিতার কাছে এসে বললেন, 'পিতা!' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি! বৎস, তুমি কে?' [১৯] যাকোব তাঁর পিতাকে বললেন, 'আমি এসৌ, আপনার প্রথমজাত পুত্র; আপনি আমাকে যেমন করতে বলেছিলেন, আমি সেইমত করেছি। দয়া করে আপনি উঠে বসুন, আমার শিকারের কিছুটা মাংস খান, তারপর আমাকে আপনার প্রাণের আশীর্বাদ দান করুন।' [২০] ইসহাক তাঁর ছেলেকে বললেন, 'বৎস, তা এত শীঘ্রই পেয়েছ কি করে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আপনার পরমেশ্বর প্রভু এমনটি করলেন যেন তা আমার সামনেই এসে পড়ে।' [২১] ইসহাক যাকোবকে বললেন, 'বৎস, একটু কাছে এসো; তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখি, তুমি সত্যি আমার ছেলে এসৌ কিনা।' [২২] যাকোব তাঁর পিতা ইসহাকের কাছাকাছি গেলে তিনি তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'গলা তো যাকোবেরই গলা, কিন্তু হাত এসৌয়ের হাত!' [২৩] আসলে তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন না, যেহেতু ভাই এসৌয়ের মত তাঁর হাতেও ঘন লোম ছিল; তাই তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন; [২৪] তিনি বললেন, 'তুমি কি সত্যিই আমার ছেলে এসৌ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, সত্যি।' [২৫] ইসহাক

বললেন, ‘তবে তা আমার কাছে আন, আমি যেন আমার ছেলের শিকারের কিছুটা মাংস খাওয়ার পর তোমাকে আমার প্রাণের আশীর্বাদ দান করি।’ তিনি মাংস পরিবেশন করলেন আর ইসহাক খেলেন; আঙুররসও পরিবেশন করলেন, আর তিনি পান করলেন। [২৬] তাঁর পিতা ইসহাক তাঁকে বললেন, ‘বৎস, কাছে এসে আমাকে চুম্বন কর।’ [২৭] তিনি কাছে গিয়ে তাঁকে চুম্বন করলেন, আর ইসহাক তাঁর জামাকাপড়ের গন্ধ পেয়ে তাঁকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন,

‘আহা, আমার ছেলের সুগন্ধ,
যা প্রভুর আশিসমণ্ডিত মাঠের সুগন্ধের মত।
[২৮] পরমেশ্বর আকাশের শিশির ও মাটির উর্বরতা
তোমাকে মঞ্জুর করুন;
মঞ্জুর করুন প্রচুর শস্য ও আঙুররস।
[২৯] জাতিগুলি তোমার দাসত্ব করুক,
দেশগুলি তোমার সামনে প্রণিপাত করুক;
তুমি তোমার ভাইদের উপর প্রভুত্ব কর,
তোমার মায়ের সন্তানেরা তোমার সামনে প্রণিপাত করুক।
যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হোক;
যে কেউ তোমাকে আশীর্বাদ করে, সে আশীর্বাদের পাত্র হোক।’

[৩০] ইসহাক যাকোবকে আশীর্বাদ শেষ করতে না করতে ও যাকোব তাঁর পিতা ইসহাকের কাছ থেকে বিদায় নিতে না নিতেই তাঁর ভাই এসৌ শিকার থেকে এসে পড়লেন। [৩১] তিনিও একটা ভাল রান্না প্রস্তুত করে পিতার কাছে তা নিয়ে এলেন; বললেন, ‘পিতা, উঠে বসুন, আপনার ছেলের শিকারের কিছুটা মাংস খান, তারপর আমাকে আপনার প্রাণের আশীর্বাদ দান করুন।’ [৩২] তাঁর পিতা ইসহাক বললেন, ‘তুমি কে?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘আমি তো এসৌ, আপনার প্রথমজাত পুত্র।’ [৩৩] এতে ইসহাক ভীষণভাবেই কম্পিত হলেন, বললেন, ‘তবে সে কে, যে শিকার করে আমার কাছে মাংস নিয়ে এসেছিল? আমি তোমার আসবার আগেই তো তা খেয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছি, আর সে আশীর্বাদের পাত্র হয়ে থাকবেই।’ [৩৪] পিতার

এই কথা শোনামাত্র এসৌ অধিক ব্যাকুল ও তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করতে লাগলেন, পিতাকে বললেন, 'পিতা, আমাকে, আমাকেও আশীর্বাদ করুন!' [৩৫] ইসহাক বললেন, 'তোমার ভাই চালাকি করে এসে তোমার আশীর্বাদ কেড়ে নিয়েছে।' [৩৬] এসৌ বললেন, 'তার নাম ঠিকই যাকোব—প্রবঞ্চক; বাস্তবিকই সে দু'বার আমাকে প্রবঞ্চনা করেছে! সে আমার জ্যেষ্ঠাধিকার কেড়ে নিয়েছিল, আর দেখুন, এখন আমার আশীর্বাদও কেড়ে নিয়েছে।' তিনি বলে চললেন, 'আপনি কি আমার জন্য কোন আশীর্বাদ রাখেননি?' [৩৭] উত্তরে ইসহাক এসৌকে বললেন, 'ইতিমধ্যে আমি তাকে তোমার প্রভু করেছি, তার ভাইদেরও তাকে তারই দাসরূপে দিয়েছি; তার জন্য শস্য ও আঙুররসও ব্যবস্থা করেছি; বৎস, এখন তোমার জন্য আর কীবা করতে পারি?' [৩৮] এসৌ আবার পিতাকে বললেন, 'পিতা, আপনি কি কেবল একবারই আশীর্বাদ করতে পারেন? পিতা, আমাকে, আমাকেও আশীর্বাদ করুন!' ইসহাক নীরব থাকলেন, আর এসৌ জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন। [৩৯] তখন তাঁর পিতা ইসহাক আবার কথা বললেন, তিনি বললেন:

'দেখ, তোমার বসতি উর্বর মাটি থেকে দূর হবে,
ঊর্ধ্বাকাশের শিশির থেকেও দূর হবে।
[৪০] তুমি খড়্গের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করবে,
হবে তোমার ভাইয়ের দাস;
কিন্তু যখন তুমি আবার জেগে উঠবে,
তখন নিজের ঘাড় থেকে তার জোয়াল ভেঙে দেবে।'

[৪১] যাকোব পিতার কাছ থেকে আশীর্বাদ পেয়েছিলেন বিধায় এসৌ যাকোবকে ঘৃণা করতে লাগলেন। এসৌ মনে মনে বললেন, 'আমার পিতৃশোকের সময় কাছে আসছে, তখন আমার ভাই যাকোবকে হত্যাই করব।' [৪২] বড় ছেলে এসৌয়ের একথা রেবেকার কাছে শোনানো হলে তিনি লোক পাঠিয়ে ছোট ছেলে যাকোবকে ডাকিয়ে আনলেন; তাঁকে বললেন, 'দেখ, তোমার ভাই এসৌ তোমাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবার অভিপ্রায় করছে। [৪৩] এখন, বৎস, আমাকে শোন; সঙ্গে সঙ্গেই হারান শহরে আমার ভাই লাবানের কাছে গিয়ে আশ্রয় নাও; [৪৪] সেখানে কিছু দিন থাক, যতদিন

তোমার ভাইয়ের রোষ প্রশমিত না হয়। [৪৫] তোমার উপর থেকে ভাইয়ের ক্রোধ একবার চলে গেলে, এবং তুমি তার প্রতি যা করেছ, সে তা ভুলে গেলে আমি লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে তোমাকে ফিরিয়ে আনব। আমাকে কেন এক দিনেই তোমাদের দু'জনকেই হারাতে হবে?'

লাবানের কাছে যাকোবকে প্রেরণ

[৪৬] রেবেকা ইসহাককে বললেন, 'এই হিত্তীয় মেয়েদের কারণে আমার কাছে জীবন একেবারে ঘৃণ্যই হয়ে গেছে; যদি যাকোবও এদের মত কোন হিত্তীয় মেয়েকে, এই স্থানীয় মেয়েদের মধ্য থেকেই কোন মেয়েকে বধূরূপে নেয়, তবে বেঁচে থাকায় আমার কী লাভ?'

২৮ [১] তখন ইসহাক যাকোবকে ডাকলেন, তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, এবং তাঁকে এই আজ্ঞা দিয়ে বললেন, 'তোমাকে কানানীয় কোন মেয়েকে বধূরূপে নিতে হবে না। [২] ওঠ, পাদ্দান-আরামে তোমার মাতার পিতা বেথুয়েলের বাড়িতে গিয়ে সেখানে তোমার মামা লাবানের মেয়েদের মধ্য থেকে বধূ বেছে নাও।

[৩] সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন,
তোমাকে ফলবান করুন,
তোমার বংশবৃদ্ধি করুন,
যেন তুমি এক জাতিসমাজ হয়ে ওঠ।
[৪] তিনি আব্রাহামের আশীর্বাদ তোমাকে
ও তোমার সঙ্গে তোমার বংশধরদেরও দান করুন,
যেন যে দেশ পরমেশ্বর আব্রাহামকে দিয়েছেন,
সেই যে দেশে তুমি প্রবাসী হয়ে ছিলে,
সেই দেশের অধিকার তুমি পেতে পার।'

[৫] এভাবে ইসহাক যাকোবকে বিদায় দিলেন, আর যাকোব পাদ্দান-আরামে আরামীয় বেথুয়েলের সন্তান সেই লাবানের কাছে যাত্রা করলেন, যিনি যাকোবের ও এসৌয়ের মা রেবেকার ভাই।

[৬] এসৌ যখন দেখলেন, ইসহাক যাকোবকে আশীর্বাদ করে বধূ নেবার জন্য পাদ্দান-আরামে পাঠিয়েছেন, এবং আশীর্বাদের সময়ে তাঁকে এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন, 'তোমাকে কানানীয় কোন মেয়েকে বধূরূপে নিতে হবে না,' [৭] এবং যাকোব মাতাপিতার প্রতি বাধ্য হয়ে পাদ্দান-আরামের দিকে রওনা হয়েছিলেন, [৮] তখন এসৌ বুঝলেন যে, কানানীয় মেয়েরা তাঁর পিতা ইসহাকের কাছে গ্রহণীয় নয়; [৯] তাই ইশ্মায়েলের কাছে গিয়ে তিনি তাঁর দু'জন স্ত্রী ছাড়া আব্রাহামের ছেলে ইশ্মায়েলের মেয়ে নেবায়োথের বোন সেই মাহালাথকেও বধূরূপে গ্রহণ করলেন।

যাকোবের স্বপ্ন

[১০] যাকোব বের্শেবা ছেড়ে হারানের দিকে রওনা হলেন। [১১] এক জায়গায় এসে তিনি, সূর্য অস্ত গেছে ব'লে সেখানে রাত কাটালেন; সেই জায়গার একটা পাথর নিয়ে মাথার নিচে বালিশ হিসাবে রেখে তিনি সেখানে শুয়ে পড়লেন। [১২] তিনি স্বপ্ন দেখলেন, একটা সিঁড়ি, যার এক মাথা পৃথিবীতে স্থাপিত আর এক মাথা স্বর্গ স্পর্শ করে। আর দেখ, তা বেয়ে পরমেশ্বরের দূতেরা ওঠা-নামা করছেন। [১৩] আর দেখ, প্রভু তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি বললেন, 'আমি প্রভু, তোমার পিতা আব্রাহামের পরমেশ্বর ও ইসহাকের পরমেশ্বর; এই যে দেশের মাটিতে তুমি শুয়ে আছ, তা আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরদের দেব। [১৪] তোমার বংশ হবে পৃথিবীর বালুকণার মত, এবং তুমি পশ্চিম ও পুবে, উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তার লাভ করবে; এবং তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীর সকল গোত্র আশিসপ্রাপ্ত হবে। [১৫] দেখ, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তুমি যেইখানে যাবে, সেইখানে তোমাকে রক্ষা করব; পরে আমি তোমাকে এই দেশে আবার ফিরিয়ে আনব, কেননা তোমাকে যা কিছু বললাম, তা না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ত্যাগ করব না।'

[১৬] তখন তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে যাকোব বললেন, 'নিশ্চয়ই প্রভু এখানে আছেন, আর আমি তা জানতাম না!' [১৭] ভয়ে অভিভূত হয়ে তিনি বললেন, 'এই স্থান কেমন

ভয়ঙ্কর! এ তো পরমেশ্বরের গৃহ ছাড়া আর কিছুই নয়, এ তো স্বর্গের দ্বার!' [১৮] খুব সকালে উঠে যাকোব, যে পাথর মাথার নিচে বালিশ হিসাবে রেখেছিলেন, তা একটা স্মৃতিস্তম্ভরূপে দাঁড় করিয়ে তার উপরে তেল ঢেলে দিলেন। [১৯] তিনি জায়গাটার নাম বেথেল রাখলেন, কিন্তু আগে শহরটার নাম ছিল লুজ। [২০] যাকোব এই বলে মানত করলেন, 'পরমেশ্বর যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, এবং এই যে যাত্রা করছি, তিনি যদি সেই যাত্রাপথে আমাকে রক্ষা করেন, তিনি যদি আমাকে আহারের জন্য খাদ্য ও পরনের জন্য বস্ত্র দান করেন, [২১] আর আমি যদি সুষ্ঠুভাবে পিতৃগৃহে ফিরে আসতে পারি, তবে প্রভু হবেন আমার আপন পরমেশ্বর। [২২] এই যে পাথর আমি স্মৃতিস্তম্ভরূপে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, তা পরমেশ্বরের একটি গৃহ হবে; আর তুমি আমাকে যা কিছু দেবে, আমি বিশ্বস্তভাবে তার দশমাংশ তোমাকে অর্পণ করব।'

যাকোব ও রাখেলের সাক্ষাৎ

২৯ [১] যাকোব পথে পা বাড়িয়ে পুব-বাসীদের দেশে গেলেন। [২] সেখানে দেখলেন, খোলা মাঠে একটা কুয়ো রয়েছে, আর দেখ, সেটার ধারে মেষের তিনটে পাল শুয়ে রয়েছে, কেননা রাখালেরা সেই কুয়োতে মেষপালগুলোকে জল খাওয়াত; কিন্তু সেই কুয়োর মুখে যে পাথর ছিল, তা খুবই বড় ছিল। [৩] পালগুলো সবই মিলে সেই জায়গায় একবার জড় হলে রাখালেরা কুয়োর মুখ থেকে পাথরটা সরিয়ে দিয়ে মেষগুলোকে জল খাওয়াত, পরে আবার কুয়োর মুখে ঠিক জায়গায় পাথরটা বসিয়ে দিত। [৪] যাকোব তাদের বললেন, 'ভাই, তোমরা কোন্ জায়গার মানুষ?' তারা উত্তরে বলল, 'আমরা হারানের মানুষ।' [৫] তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি নাহোরের সন্তান লাবানকে চেন?' তারা উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, চিনি।' [৬] তিনি আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কি ভাল আছেন?' তারা উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, ভাল আছেন। দেখুন, তাঁর মেয়ে রাখেল মেষপাল নিয়ে আসছেন।' [৭] তখন তিনি বললেন, 'কিন্তু এখনও অনেক বেলা আছে; পশুপাল জড় করার সময় এখনও হয়নি; তোমরা মেষগুলোকে জল খাওয়াও, তারপর আবার চরাতে নিয়ে যাও।' [৮] তারা বলল, 'সকল পাল জড় না করা

পর্যন্ত ও কুয়োর মুখ থেকে পাথরখানা সরানো না হওয়া পর্যন্ত আমরা তা করতে পারি না; তখনই আমরা মেষগুলোকে জল খাওয়াব।’

[৯] তিনি তাদের সঙ্গে তখনও কথা বলছেন, এমন সময় রাখেল তাঁর পিতার মেষপাল নিয়ে এসে পৌঁছলেন, কেননা তিনি মেষপালিকা ছিলেন। [১০] যাকোব তাঁর মামা লাবানের মেয়ে রাখেলকে ও তাঁর মামার মেষপালকে দেখামাত্র কাছে এগিয়ে গেলেন, ও কুয়োর মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে দিয়ে তাঁর মামা লাবানের মেষপালকে জল খাওয়ালেন। [১১] পরে যাকোব রাখেলকে চুম্বন করে জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন। [১২] তিনি নিজে যে তাঁর পিতার জ্ঞাতি ও রেবেকার ছেলে, যাকোব রাখেলকে এই পরিচয় দিলে রাখেল দৌড়ে গিয়ে পিতাকে একথা জানিয়ে দিলেন। [১৩] নিজের ভাগনে যাকোবের কথা শুনতে পেয়ে লাবান ছুটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করলেন, ও নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন; আর তিনি লাবানকে সমস্ত ঘটনার কথা বর্ণনা করলেন। [১৪] তখন লাবান বললেন, ‘তুমি সত্যিই আমার নিজের হাড় ও আমার নিজের মাংস!’

যাকোবের বিবাহ

যাকোব তাঁর ঘরে এক মাস থাকবার পর [১৫] লাবান যাকোবকে বললেন, ‘আমার জ্ঞাতি বলে তোমাকে কি বিনামূল্যেই আমার জন্য কাজ করতে হবে? আমাকে বল, তোমার মজুরি কেমন হওয়া উচিত?’ [১৬] এখন, লাবানের দুই মেয়ে ছিলেন; জ্যেষ্ঠজনের নাম লিয়া ও কনিষ্ঠজনের নাম রাখেল। [১৭] লিয়ার চোখ কোমল ছিল, কিন্তু রাখেলের গঠন খুবই সুন্দর ছিল, আর তাঁর চেহারা আকর্ষণীয়; [১৮] তাছাড়া যাকোব রাখেলকেই ভালবাসতেন, তাই তিনি উত্তরে বললেন, ‘আপনার কনিষ্ঠা কন্যা রাখেলের বিনিময়ে আমি সাত বছর আপনার জন্য কাজ করব।’ [১৯] লাবান বললেন, ‘আমার পক্ষে তাকে অচেনা পাত্রকে দান করার চেয়ে তোমাকেই দান করা ভাল; আমার কাছে থাক।’ [২০] আর যাকোব রাখেলের জন্য সাত বছর কাজ করলেন; রাখেলের প্রতি তাঁর আসক্তি এমন ছিল যে, এক এক বছর তাঁর কাছে এক এক দিন মনে হল। [২১] পরে যাকোব লাবানকে বললেন, ‘এবার আমার কনে আমাকে দিন, কারণ আমার কাল পূর্ণ হয়েছে আর আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে ইচ্ছা করি।’

[২২] লাবান স্থানীয় সকল লোককে একত্র করে একটা ভোজসভার আয়োজন করলেন। [২৩] কিন্তু সন্ধ্যা হলে তিনি তাঁর মেয়ে লিয়াকে নিয়ে তাঁর কাছে এনে দিলেন, আর যাকোব তাঁরই সঙ্গে শুইলেন। [২৪] আপন মেয়ে লিয়াকে লাবান দাসী হিসাবে তাঁর আপন দাসী সিল্পাকে দিলেন। [২৫] সকাল হলে, দেখ, তিনি লিয়া! তখন যাকোব লাবানকে বললেন, 'আমার সঙ্গে আপনি এ কেমন ব্যবহার করলেন? আমি রাখেলেরই বিনিময়ে কি আপনার জন্য কাজ করিনি? আমাকে কেন প্রবঞ্চনা করলেন?' [২৬] লাবান উত্তরে বললেন, 'জ্যেষ্ঠজনের আগে কনিষ্ঠজনকে দেওয়া আমাদের এখানকার প্রথা নয়। [২৭] তুমি এই বিবাহ-সপ্তাহ পূর্ণ কর, পরে আরও সাত বছর আমার প্রতি তোমার কাজের বিনিময়ে আমি ওকেও তোমাকে দেব।' [২৮] যাকোব সেইমত করলেন: তাঁর বিবাহ-সপ্তাহ পূর্ণ করলেন, পরে লাবান তাঁর সঙ্গে আপন মেয়ে রাখেলের বিবাহ দিলেন। [২৯] রাখেলকে লাবান দাসী হিসাবে তাঁর আপন দাসী বিল্‌হাকে দিলেন। [৩০] যাকোব রাখেলের সঙ্গেও শুইলেন, এবং লিয়ার চেয়ে রাখেলকেই তিনি বেশি ভালবাসলেন। তিনি আরও সাত বছর লাবানের জন্য কাজ করলেন।

যাকোবের সন্তানদের জন্ম

[৩১] যখন প্রভু দেখলেন যে লিয়া অবজ্ঞার পাত্রী, তখন তাঁর গর্ভ উর্বর করলেন, কিন্তু রাখেল বন্ধ্যা হয়ে থাকলেন। [৩২] লিয়া গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন, ও তাঁর নাম রূবেন রাখলেন, কেননা তিনি বললেন, 'প্রভু আমার অবমাননা দেখেছেন; এখন আমার স্বামী নিশ্চয়ই আমাকে ভালবাসবেন।' [৩৩] তিনি আবার গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে বললেন, 'প্রভু শুনেছেন যে আমি অবজ্ঞার পাত্রী, তাই আমাকে এই সন্তানকেও দিলেন;' আর তাঁর নাম শিমেয়োন রাখলেন। [৩৪] আবার গর্ভবতী হয়ে তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে বললেন, 'এবার আমার স্বামী নিশ্চয়ই আমার প্রতি আসক্ত হবেন, কারণ আমি তাঁর ঘরে তিন সন্তান প্রসব করেছি;' এজন্য তাঁর নাম লেবি রাখা হল। [৩৫] পরে তিনি আবার গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে বললেন, 'এবার আমি প্রভুর স্তবগান করব।' এজন্য তিনি তাঁর নাম যুদা রাখলেন। এরপরে তাঁর আর গর্ভ হল না।

৩০ [১] রাখেল যখন দেখলেন, যাকোবের ঘরে তাঁকে পুত্রসন্তান জন্মাতে দেওয়া হয় না, তখন বোনের প্রতি ঈর্ষা বোধ করলেন, ও যাকোবকে বললেন, 'আমাকে সন্তান দাও, নতুবা আমি মরব।' [২] তাতে রাখেলের উপরে যাকোব ক্রোধে জ্বলে উঠলেন; তিনি বললেন, 'আমি কি পরমেশ্বরের স্থান দখল করছি? তিনিই তো তোমাকে তোমার মাতৃত্ব দিতে অস্বীকার করেছেন!' [৩] তখন রাখেল বললেন, 'এই যে আমার দাসী বিল্‌হা, ওর সঙ্গে শোও, ও প্রসব করলে পুত্র যেন আমার হাঁটুতেই ভূমিষ্ঠ হয়, আর ওর মধ্য দিয়ে আমিও যেন পুত্রবতী হই।' [৪] তাই তিনি তাঁকে তাঁর নিজের দাসী বিল্‌হাকে স্ত্রীরূপে দিলেন ও যাকোব তার সঙ্গে শুইলেন। [৫] বিল্‌হা গর্ভবতী হয়ে যাকোবের ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। [৬] তখন রাখেল বললেন, 'এবার পরমেশ্বর আমার পক্ষে বিচার করলেন; হ্যাঁ, তিনি সাড়া দিয়ে আমাকে একটি পুত্রসন্তান দান করলেন।' এজন্য তিনি তার নাম দান রাখলেন। [৭] রাখেলের দাসী বিল্‌হা আবার গর্ভবতী হয়ে যাকোবের ঘরে দ্বিতীয় এক পুত্রসন্তান প্রসব করল। [৮] তখন রাখেল বললেন, 'আমি আমার বোনের সঙ্গে অতি কঠিন লড়াই করে জয়লাভ করলাম।' তাই তিনি তার নাম নেফ্তালি রাখলেন।

[৯] লিয়া যখন বুঝলেন, তাঁর গর্ভনিবৃত্তি হয়েছে, তখন নিজ দাসী সিল্পাকে নিয়ে যাকোবকে স্ত্রীরূপে দিলেন। [১০] আর লিয়ার দাসী সিল্পা যাকোবের ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। [১১] তখন লিয়া বলে উঠলেন, 'কেমন সৌভাগ্য!' তাই তার নাম গাদ রাখলেন। [১২] লিয়ার দাসী সিল্পা যাকোবের ঘরে দ্বিতীয় এক পুত্রসন্তান প্রসব করল। [১৩] তখন লিয়া বললেন, 'আহা, আমার কেমন সুখ! নারীকুল আমাকে সুখী বলবে।' তাই তিনি তার নাম আশের রাখলেন।

[১৪] গম কাটার সময়ে রূবেন একদিন বেরিয়ে গিয়ে মাঠে প্রেমফল পেয়ে তাঁর মা লিয়াকে এনে দিল; রাখেল লিয়াকে বললেন, 'তোমার ছেলের কিছুটা প্রেমফল আমাকে দাও না!' [১৫] লিয়া বললেন, 'তুমি আমার স্বামীকে কেড়ে নিয়েছ, এ কি এত সামান্য ব্যাপার যে, আমার ছেলের প্রেমফলও কেড়ে নিতে চাও?' তখন রাখেল বললেন, 'আচ্ছা, তোমার ছেলের প্রেমফলের পরিবর্তে তিনি আজ রাতে তোমার সঙ্গে শয়ন করুন।' [১৬] সন্ধ্যাবেলায় যাকোব যখন মাঠ থেকে ফিরে এলেন, তখন লিয়া তাঁর

সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হয়ে তাঁকে বললেন, ‘আমারই কাছে আসতে হবে, কারণ আমি আমার ছেলের প্রেমফলের মূল্যে তোমাকে পাবার অধিকার কিনেছি।’ তাই সেই রাতে তিনি তাঁর সঙ্গে শুইলেন। [১৭] পরমেশ্বর লিয়াকে সাড়া দিলেন, আর তিনি গর্ভবতী হয়ে যাকোবের ঘরে পঞ্চম এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। [১৮] তখন লিয়া বললেন, ‘স্বামীকে আমি আমার নিজের দাসী দিয়েছিলাম বিধায় পরমেশ্বর আমাকে এর মজুরি দিলেন।’ তাই তিনি তার নাম ইসাখার রাখলেন। [১৯] লিয়া আবার গর্ভবতী হয়ে যাকোবের ঘরে ষষ্ঠ এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন; [২০] লিয়া বললেন, ‘পরমেশ্বর আমাকে উত্তম পুরস্কার দিলেন; এবার আমার স্বামী আমার উপর যথেষ্ট সম্মান আরোপ করবেন, কারণ আমি তাঁর ঘরে ছয়টি পুত্রসন্তান প্রসব করেছি।’ তাই তিনি তার নাম জাবুলোন রাখলেন। [২১] তারপর তিনি এক কন্যা প্রসব করলেন, আর তার নাম দীণা রাখলেন।

[২২] পরমেশ্বর রাখেলকেও স্মরণ করলেন; পরমেশ্বর তাঁকে সাড়া দিয়ে তাঁর গর্ভ উন্মুক্ত করলেন। [২৩] গর্ভবতী হয়ে রাখেল একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে বললেন, ‘পরমেশ্বর আমার দুর্নাম দূর করে দিয়েছেন।’ [২৪] তিনি তার নাম যোসেফ রাখলেন; তিনি বললেন, ‘প্রভু আমাকে আর একটি পুত্রসন্তান দিন!’

যাকোব ও লাবান

[২৫] রাখেল যোসেফকে জন্ম দেওয়ার পর যাকোব লাবানকে বললেন, ‘এবার আমাকে বিদায় দিন, যেন আমি নিজ ঘরে, নিজ দেশে ফিরে যেতে পারি। [২৬] যাদের বিনিময়ে আমি আপনার জন্য কাজ করেছি, আমার সেই বধূদের, এবং আমার সন্তানদেরও আমার হাতে তুলে দিয়ে আমাকে যেতে দিন। আপনি তো জানেন, আপনার জন্য আমি কেমন পরিশ্রম করেছি।’ [২৭] লাবান তাঁকে বললেন, ‘আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, তবে থাক; আমি তো দৈববাণী দ্বারা জানতে পেরেছি যে, তোমার খাতিরেই প্রভু আমাকে আশীর্বাদ করলেন।’ [২৮] তিনি আরও বললেন, ‘তোমার মজুরি স্থির করে আমাকে বল, আমি দেবই।’ [২৯] উত্তরে যাকোব বললেন, ‘আপনি নিজেই জানেন, আমি আপনার জন্য কেমন পরিশ্রম করেছি ও আমার কাজের ফলে আপনার সম্পদের কেমন বাড়তি হয়েছে; [৩০] কেননা আমার আসবার আগে

আপনার যে অল্প সম্পত্তি ছিল, তা বৃদ্ধি পেয়ে এখন প্রচুর মাত্রায় বেড়েছে; আর আমি যেখানে পা বাড়িয়েছি, সেখানে প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করেছেন। কিন্তু আমি আমার নিজের পরিবারের জন্য কবে কাজ করব?' [৩১] লাবান বললেন, 'আমি তোমাকে কী দেব?' উত্তরে যাকোব বললেন, 'আমাকে কিছুই দেবেন না; কিন্তু আপনি যদি আমার জন্য এইটুকু কাজ করেন, তবে আমি আপনার পশুপাল আবার চরাব ও পালন করব। [৩২] আজ আমাকে আপনার সমস্ত পশুগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে দিন, আর আপনি মেষগুলির মধ্যে বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রবিচিত্র ও কৃষ্ণবর্ণগুলোকে, এবং ছাগদের মধ্যে চিত্রবিচিত্র ও বিন্দুচিহ্নিতগুলোকে পৃথক করে রাখবেন; সেগুলিই হবে আমার মজুরি। [৩৩] পরবর্তীকালে আমার নিজের সততাই আমার পক্ষে জবাবদিহি করবে: যখন আপনি আমার মজুরি পরীক্ষা করতে আসবেন, তখন ছাগদের মধ্যে বিন্দুচিহ্নিত বা চিত্রবিচিত্র নয় ও মেষদের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ নয় যা কিছু থাকবে, তা আমার চুরি করা বলে গণ্য হবে।' [৩৪] লাবান বললেন, 'বেশ, তোমার কথা অনুসারে হোক!' [৩৫] সেদিন তিনি রেখাঙ্কিত ও চিত্রবিচিত্র যত ছাগ এবং বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রবিচিত্র যত ছাগীকে—যেগুলোর সামান্য সাদা রঙ ছিল, সেগুলোকেও এবং কৃষ্ণবর্ণ মেষগুলোকে তিনি পৃথক করে তাঁর ছেলেদের হাতে তুলে দিলেন, [৩৬] এবং নিজের ও যাকোবের মধ্যে তিন দিনের পথ ব্যবধান রাখলেন। এদিকে যাকোব লাবানের বাকি পশুপাল চরাচ্ছিলেন।

[৩৭] কিন্তু যাকোব ঝাউগাছ, বাদাম ও সাধারণ গাছের সরস শাখা কেটে তার ছাল খুলে কাঠের সাদা রেখা বের করলেন ও শাখার সাদা অংশ অনাবৃত রাখলেন। [৩৮] পরে পশুপাল জল খাবার জন্য যেখানে আসে, সেখানে পালের চোখের সামনে গড়ার মধ্যে ছাল খোলা ওই শাখাগুলো দিলেন। যেহেতু জল খাবার সময়ে পশুগুলো মিলিত হল, [৩৯] সেজন্য সেই শাখার সামনেই পশুগুলো মিলিত হল, এবং সেই ছাগীগুলো রেখাঙ্কিত, বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রবিচিত্র বাচ্চা জন্ম দিল। [৪০] মেষগুলিকে কিন্তু যাকোব আলাদা করে রাখলেন, এবং এমনটি করলেন, যেন মেষীগুলি লাবানের রেখাঙ্কিত ও কৃষ্ণবর্ণ মেষের দিকে দৃষ্টি রাখে; আর যত পাল তিনি এইভাবে গঠন করলেন, সেই সমস্ত পাল লাবানের পালের সঙ্গে রাখলেন না। [৪১] আর যতবার বলবান পশুগুলো মিলিত হচ্ছিল, ততবার যাকোব গড়ার মধ্যে পশুদের চোখের সামনে

ওই শাখা রাখছিলেন, তারা যেন ওই শাখার সামনেই বাচ্চা দেয়; [৪২] কিন্তু দুর্বল পশুগুলোর চোখের সামনে রাখছিলেন না; ফলে দুর্বল পশুগুলো ছিল লাবানের জন্য ও বলবানগুলো ছিল যাকোবের জন্য। [৪৩] যাকোব অতি মাত্রায় ধনবান হয়ে উঠলেন, এবং যথেষ্ট পশু ও দাসদাসী এবং উট ও গাধার মালিক হলেন।

যাকোবের পলায়ন

৩১ [১] যাকোব জানতে পারলেন যে, লাবানের ছেলেরা একথা বলছিল, 'আমাদের পিতার যা কিছু ছিল, তা যাকোব কেড়ে নিয়েছে; আমাদের পিতার যা কিছু ছিল, তা নিয়েই তার এই সমস্ত ঐশ্বর্য হয়েছে।' [২] যাকোব লাবানের মুখও লক্ষ করলেন; আর দেখ, তা তাঁর প্রতি আর আগেকার মত নয়। [৩] প্রভু যাকোবকে বললেন, 'তোমার পিতৃপুরুষদের দেশে, তোমার মাতৃভূমিতে ফিরে যাও, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।' [৪] তাই লোক পাঠিয়ে যাকোব রাখেল ও লিয়াকে মাঠে তাঁর পশুপালদের কাছে ডাকিয়ে এনে তাঁদের বললেন, [৫] 'আমি তোমাদের পিতার মুখ লক্ষ করে বুঝতে পেরেছি, তা আমার প্রতি আর আগেকার মত নয়, কিন্তু তবু আমার পিতার পরমেশ্বর আমার সঙ্গে থাকলেন। [৬] তোমরা নিজেরা তো জান, আমি সমস্ত শক্তি দিয়েই তোমাদের পিতার জন্য কাজ করেছি, [৭] অথচ তোমাদের পিতা আমাকে প্রবঞ্চনা করে দশবার আমার মজুরি পাল্টিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু পরমেশ্বর তাঁকে আমার ক্ষতি করতে দেননি। [৮] হ্যাঁ, তিনি যদি বলতেন, "বিন্দুচিহ্নিত পশুগুলোই হবে তোমার মজুরি," সমস্ত পাল বিন্দুচিহ্নিত বাচ্চা দিত; যদি বলতেন, "রেখাঙ্কিত পশুগুলোই হবে তোমার মজুরি," সমস্ত মেষিকা রেখাঙ্কিত বাচ্চা দিত। [৯] এইভাবে পরমেশ্বর তোমাদের পিতার কাছ থেকে পশু নিয়ে তা আমাকে দিয়েছেন। [১০] পশুদের গর্ভধারণ-কালে আমি একদিন স্বপ্নে চোখ তুলে চাইলাম, আর দেখ, পালের মধ্যে মাদী পশুদের উপরে যত মদ্দা পশু উঠছে, সবগুলিই রেখাঙ্কিত, বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রবিচিত্র। [১১] পরমেশ্বরের দূত স্বপ্নে আমাকে বললেন, "যাকোব!" আমি উত্তরে বললাম, এই যে আমি! [১২] তিনি বলে চললেন, "চোখ তুলে চাও, মাদী পশুদের উপরে যত মদ্দা পশু উঠছে, সবগুলিই রেখাঙ্কিত, বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রবিচিত্র, কেননা লাবান তোমার প্রতি যা কিছু

করে এসেছে, আমি তা সবই দেখলাম। [১৩] আমি সেই ঈশ্বর যাঁর জন্য তুমি বেথেলে একটা স্মৃতিস্তম্ভ তেল দিয়ে অভিষিক্ত করেছিলে, সেখানে আমার কাছে মানতও করেছিলে। এখন ওঠ, এই দেশ ছেড়ে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যাও।”’

[১৪] তখন রাখেল ও লিয়া উত্তরে তাঁকে বললেন, ‘পিতার বাড়িতে আমাদের কি আর কিছু অংশ ও অধিকার আছে? [১৫] আমরা তাঁর কাছে কি বিদেশিনী বলে গণ্য নই? তিনি তো আমাদের বিক্রি করেছেন, আর আমাদের রুপো নিজেই খেয়ে ফেলেছেন! [১৬] পরমেশ্বর আমাদের পিতার কাছ থেকে যা কিছু ধন কেড়ে নিয়েছেন, তা সবই আমাদের ও আমাদের সন্তানদের। সুতরাং পরমেশ্বর তোমাকে যা কিছু বলেছেন, তুমি তা কর।’

[১৭] তখন যাকোব উঠে, কানান দেশে নিজের পিতা ইসহাকের কাছে ফিরে যাবার জন্য, নিজের সন্তানদের ও বধূদের উটের পিঠে চড়িয়ে [১৮] নিজের সঞ্চয় করা যত পশু ও ধন—পাদ্দান-আরামে যে পশু ও যে সম্পত্তি সঞ্চয় করেছিলেন—তা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

[১৯] সেসময়ে লাবান মেষলোম কাটতে গিয়েছিলেন; তখন রাখেল, তাঁর পিতার যে ঠাকুরগুলো ছিল, সেগুলো কেড়ে নিলেন। [২০] তাছাড়া যাকোব নিজের পলায়নের কোন সংবাদ না দিয়ে আরামীয় লাবানের মনোযোগ এড়ালেন; [২১] ফলে তিনি নিজের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে পালাতে পারলেন। তাই তিনি উঠে নদী পার হয়ে গিলেয়াদ পর্বতমালার দিকে রওনা হলেন। [২২] তিন দিন পরে লাবানকে সংবাদ দেওয়া হল যে, যাকোব পালিয়ে গেছেন; [২৩] নিজের ভাইদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সাত দিন ধরে তাঁর পিছনে ধাওয়া করলেন এবং গিলেয়াদ পর্বতমালায় তাঁর নাগাল পেলেন।

লাবান ও যাকোবের মধ্যে আপস-মীমাংসা

[২৪] কিন্তু পরমেশ্বর রাত্রিকালীন স্বপ্নে আরামীয় লাবানের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, ‘সাবধান, যাকোবকে তুমি মঙ্গলকর কি অমঙ্গলকর কিছুই বলবে না!’ [২৫] তাই লাবান যখন যাকোবের কাছে এসে পৌঁছলেন, তখন যাকোব পাহাড়ের উপরে তাঁবু গেড়েছিলেন; তাই লাবান নিজ ভাইদের সঙ্গে গিলেয়াদ পর্বতমালার উপরে তাঁবু গাড়লেন। [২৬] লাবান যাকোবকে বললেন, ‘তুমি কেমন ব্যবহার করলে? আমার

মনোযোগ এড়িয়ে তুমি তো আমার মেয়েদের যুদ্ধ-বন্দিদের মতই নিয়ে এলে! [২৭] আমাকে বঞ্চনা করে তুমি কেন গোপনে পালিয়ে এলে ও আমাকে কোন সংবাদ দিলে না? দিলে আমি উৎসব ও সঙ্গীতে এবং খঞ্জনি ও বীণার সুরে সুরেই তোমাকে বিদায় দিতাম। [২৮] আমার আপন ছেলেমেয়েদেরও তুমি আমাকে চুম্বন করতে দিলে না! সত্যি তুমি নির্বোধের মতই ব্যবহার করেছ। [২৯] তোমার অমঙ্গল করতে আমার হাতের সামর্থ্য আছে, কিন্তু গত রাতে তোমাদের পৈতৃক ঈশ্বর আমাকে বললেন, "সাবধান, যাকোবকে তুমি মঙ্গলকর কি অমঙ্গলকর কিছুই বলবে না!" [৩০] এখন পিতৃগৃহে যাবার আকাঙ্ক্ষায় মায়া বোধ করায় তুমি রওনা হলে বটে, কিন্তু আমার দেবতাদের কেন চুরি করলে?' [৩১] উত্তরে যাকোব লাবানকে বললেন, 'আমার ভয় হয়েছিল; ভাবছিলাম, কি জানি আপনার মেয়েদের আপনি জোর করেই আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। [৩২] যাই হোক, এখন আপনি যার কাছে আপনার দেবতাদের পাবেন, সে বাঁচবে না। আমাদের ভাইদের সাক্ষাতে খুঁজে আমার কাছে আপনারই যা কিছু থাকতে পারে, তা নিন।' আসলে যাকোব জানতেন না যে, রাখেল-ই সেগুলো চুরি করেছিলেন।

[৩৩] তখন লাবান যাকোবের তাঁবুতে এবং পরে লিয়ার তাঁবুতে ও দুই দাসীর তাঁবুতে ঢুকলেন, কিন্তু কিছুই পেলেন না। তারপর লিয়ার তাঁবু থেকে তিনি রাখেলের তাঁবুতে ঢুকলেন। [৩৪] রাখেল সেই ঠাকুরগুলোকে নিয়ে উটের একটা গদির ভিতরে রেখে সেগুলোর উপরে বসে ছিলেন; লাবান তাঁর তাঁবুর সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করলেও সেগুলোকে পেলেন না। [৩৫] তখন তিনি পিতাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'প্রভু আমার, আপনার সামনে আমি যে উঠতে পারলাম না, এতে ক্ষুব্ধ হবেন না, কেননা আমি ঋতু অবস্থায় আছি।' ফলে লাবান খোঁজ করলেও সেই ঠাকুরগুলোকে পেলেন না।

[৩৬] তখন যাকোব ক্রুদ্ধ হয়ে লাবানের সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগলেন; তাঁকে বললেন, 'আমার অপরাধ কী, আমার পাপও কী যে, জ্বলে উঠে আপনি আমার পিছু পিছু ধাওয়া করেছেন? [৩৭] আমার সব দ্রব্য-সামগ্রী খোঁজাখুঁজি করে আপনি এখন আপনার বাড়ির কোন্ জিনিস পেলেন? আমার ও আপনার ভাইদের সামনে তা রাখুন, এঁরাই দু'পক্ষের বিচার করুন। [৩৮] এই কুড়ি বছর আমি আপনার কাছে কাটিয়েছি; আপনার

মেষীদের বা ছাগীদের গর্ভপাত হয়নি, আর আমি আপনার পালের ভেড়া কখনও খাইনি।
[৩৯] বন্য পশুর মুখে বিদীর্ণ কোন মেষও আপনার কাছে কখনও আনিনি: এর ক্ষতি
নিজেই বহন করতাম, এবং দিনে বা রাতে যা চুরি হত, তার বিনিময় আপনি আমার
কাছ থেকেই নিতেন। [৪০] আমার এমন দশা ছিল যে, দিনমানে উত্তাপ ও রাত্রিবেলায়
শীত আমাকে গ্রাস করত; ঘুম আমার চোখ থেকে দূরে পালিয়ে যেত। [৪১] এই কুড়ি
বছর আমি আপনার বাড়িতে ছিলাম; আপনার দুই মেয়ের জন্য চৌদ্দ বছর, ও আপনার
পশুপালের জন্য ছ'বছর কাজ করেছি, আর আপনি এর মধ্যে দশ বারই আমার মজুরি
পাল্টিয়েছেন। [৪২] আমার পিতার পরমেশ্বর, আব্রাহামের পরমেশ্বর ও ইসহাকের সেই
ভীতিপ্রদ যদি আমার পক্ষে না থাকতেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি এখন আমাকে খালি
হাতে বিদায় দিতেন! কিন্তু পরমেশ্বর আমার মনঃপীড়া ও আমার হাতের শ্রম দেখেছেন,
এজন্য গত রাতে বিচারের নিষ্পত্তি করলেন।'

[৪৩] তখন লাবান যাকোবকে উত্তরে বললেন, 'এই মেয়েরা আমারই মেয়ে, এই
ছেলেরা আমারই ছেলে, আর এই পশুপাল আমারই পশুপাল; তুমি যা কিছু দেখছ, এ
সবই আমার। এখন আমার এই মেয়েদের এবং যাদের এরা প্রসব করেছে, তাদের সেই
ছেলেদের আমি কি করব? [৪৪] এসো, আমি ও তুমি নিজেদের মধ্যে একটা সন্ধি স্থির
করি, আমার ও তোমার মধ্যে তা সাক্ষীরূপে দাঁড়াক।' [৪৫] তখন যাকোব একটা পাথর
নিয়ে স্তম্ভরূপে দাঁড় করালেন, [৪৬] যাকোব তাঁর জ্ঞাতিভাইদের বললেন, 'আপনারাও
পাথর কুড়িয়ে নিন।' তাই তাঁরা পাথর জড় করে এক শিলাস্তূপ করলেন, এবং সেই
জায়গায় ওই স্তূপের কাছে খাওয়া-দাওয়া করলেন। [৪৭] লাবান তার নাম যেগার-
সাহাদুথা রাখলেন, অপরদিকে যাকোব তার নাম রাখলেন গাল্-এদ।

[৪৮] লাবান বললেন, 'এই স্তূপ আজ তোমার ও আমার মধ্যে সাক্ষী হোক।' এজন্য
তার নাম গাল্-এদ [৪৯] ও মিস্পাও রাখা হল, কেননা তিনি বললেন, 'আমরা একে
অন্যের কাছে অদৃশ্য থাকলেও প্রভুই আমার ও তোমার মধ্যে প্রহরী থাকবেন।
[৫০] তুমি যদি আমার মেয়েদের প্রতি দুর্ব্যবহার কর, আর যদি আমার এই মেয়েদের
ছাড়া অন্য স্ত্রীকে বিবাহ কর, তবে কোন মানুষ আমাদের মধ্যে থাকবে না বটে, কিন্তু
স্বয়ং পরমেশ্বর আমার ও তোমার মধ্যে সাক্ষী হবেন।' [৫১] লাবান যাকোবকে আরও

বললেন, ‘এই স্তূপ দেখ, এই স্তম্ভও দেখ যা আমি আমার ও তোমার মধ্যে দাঁড় করালাম।
[৫২] আমিও এই রাশি পার হয়ে তোমার দিকে যাব না, তুমিও এই রাশি আর এই স্তম্ভ
পার হয়ে আমার দিকে আসবে না, অন্যথা অমঙ্গল ঘটবে—এর সাক্ষী এই রাশি, আর
এর সাক্ষী এই স্তম্ভ। [৫৩] আব্রাহামের পরমেশ্বর ও নাহোরের পরমেশ্বর—তিনি তো
ছিলেন তাঁদের পিতার পরমেশ্বর—আমাদের মধ্যে বিচার করবেন।’ তখন যাকোব তাঁর
পিতা ইসহাকের সেই ভীতিপ্রদের দিব্যি দিয়ে শপথ করলেন। [৫৪] যাকোব সেই
পর্বতে বলি উৎসর্গ করে খাওয়া-দাওয়া করতে তাঁর জ্ঞাতিভাইদের নিমন্ত্রণ করলেন;
আর তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করে সেই পর্বতে রাত কাটালেন।

৩২ [১] পরদিন খুব সকালে উঠে লাবান নিজের পুত্রকন্যাদের চুম্বন করে তাদের
আশীর্বাদ করলেন। পরে লাবান রওনা হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

এসৌয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাকোবের প্রস্তুতি

[২] যাকোব নিজের পথে যেতে যেতে পরমেশ্বরের দূতেরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ
করলেন; [৩] তাঁদের দেখে যাকোব বললেন, ‘এ পরমেশ্বরের সেনা-শিবির,’ আর সেই
জায়গার নাম মাহানাইম রাখলেন।

[৪] যাকোব নিজের আগে আগে সেইর দেশের এদোমের খোলা মাঠে তাঁর ভাই
এসৌয়ের কাছে দূতদের পাঠালেন; [৫] তিনি তাদের এই আদেশ দিলেন, ‘তোমরা
আমার প্রভু এসৌকে বলবে, আপনার দাস যাকোব একথা বলছে, আমি লাবানের কাছে
বেশ কিছু দিন ছিলাম, আজ পর্যন্তই সেখানে ছিলাম। [৬] আমার এখন গবাদি পশু,
গাধা, মেষপাল ও দাসদাসী আছে। আমি আমার প্রভুর কাছে এই সংবাদ পাঠিয়েছি, যেন
তাঁর দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হতে পারি।’ [৭] দূতেরা যাকোবের কাছে ফিরে এসে
বলল, ‘আমরা আপনার ভাই এসৌয়ের কাছে গিয়েছি; তিনি নিজেই আপনার সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে আসছেন, সঙ্গে করে চারশ’ লোক নিয়ে আসছেন।’ [৮] যাকোব ভীষণ
ভয় পেলেন, উদ্বিগ্নও হয়ে উঠলেন। যে সকল লোক তাঁর সঙ্গে ছিল, তাদের ও গবাদি
পশু, মেষপাল ও উটদের বিভক্ত করে দু’টো শিবির করলেন; [৯] কেননা তিনি
ভাবছিলেন, ‘এসৌ এসে এক শিবির আক্রমণ করলেও তবু অপর শিবির রেহাই পাবে।’

[১০] যাকোব বললেন, 'হে আমার পিতা আব্রাহামের পরমেশ্বর ও আমার পিতা ইসহাকের পরমেশ্বর, হে প্রভু, তুমি যে নিজে আমাকে বলেছিলে, তোমার দেশে, তোমার মাতৃভূমিতে ফিরে যাও, আর আমি তোমার মঙ্গল করব, [১১] তুমি এখন এই দাসের প্রতি যে সমস্ত কৃপা ও যে সমস্ত বিশ্বস্ততা দেখিয়েছ, আমি তার কিছুরই যোগ্য নই। আমি কেবল নিজের লাঠি নিয়েই এই যর্দন পার হয়েছিলাম, আর এখন দুই শিবির হয়ে উঠেছি। [১২] বিনয় করি: আমার ভাই এসৌয়ের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর, কেননা আমি তাকে ভয় করি, পাছে সে এসে আমাকে আক্রমণ করে, ছেলেদের সঙ্গে মায়েদেরও আক্রমণ করে। [১৩] তুমিই তো বলেছ, আমি নিশ্চয় তোমার মঙ্গল করব, এবং তোমার বংশকে সমুদ্রতীরের বালুকণারই মত করব, যা তার বহুসংখ্যার জন্য গণনার অতীত।' [১৪] যাকোব সেই জায়গায় থেকেই রাত কাটালেন।

তাঁর কাছে যা কিছু ছিল, তার মধ্য থেকে কতগুলো জিনিস নিয়ে তাঁর ভাই এসৌয়ের জন্য এই উপহার প্রস্তুত করলেন: [১৫] দু'শো ছাগী ও কুড়িটা ছাগ, দু'শো মেষী ও কুড়িটা মেষ, [১৬] শাবক সমেত দুগ্ধবতী ত্রিশটা উট, চল্লিশটা গাভী ও দশটা বৃষ, এবং কুড়িটা গাধী ও দশটা গাধার বাচ্চা। [১৭] তিনি তাঁর এক এক দাসের হাতে এক এক পাল আলাদা করে তুলে দিয়ে সেই দাসদের বললেন, 'তোমরা আমার আগে আগে এগিয়ে যাও, এবং এক এক পালের মধ্যে কিছুটা জায়গা রাখ।' [১৮] অগ্রগামী যে দাস, তাকে তিনি এই আজ্ঞা দিলেন, 'তুমি আমার ভাই এসৌয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি যখন জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কার লোক? কোথায় যাচ্ছ? এই যে পশুপাল তোমার আগে আগে চলছে, তা কার? [১৯] তখন উত্তরে তুমি বলবে, এই সমস্ত কিছু আপনার দাস যাকোবের; তিনি উপহার রূপে এই সমস্ত পশু আমার প্রভু এসৌয়ের জন্য পাঠালেন; আর দেখুন, তিনি নিজেই আমাদের পিছু পিছু আসছেন।' [২০]দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি যারা নানা পালের পিছু পিছু যাওয়ার কথা, তাদের সকলকেও তিনি এই আজ্ঞা দিয়ে বললেন, 'এসৌয়ের দেখা পেলে তোমরা এই এই ধরনের কথা বলবে; [২১] তোমরা আরও বলবে, দেখুন, আপনার দাস যাকোব নিজেই আমাদের পিছু পিছু আসছেন।' কেননা তিনি ভাবছিলেন, 'আমি আগে আগে উপহার পাঠিয়ে তাকে প্রশমিত করব, তারপর তার সামনে এসে উপস্থিত হব; হয় তো সে আমার প্রতি প্রসন্নতা

দেখাবে।’ [২২] এভাবে তাঁর আগে আগে উপহার এগিয়ে গেল, কিন্তু তিনি সেই রাত শিবিরেই কাটালেন।

ঈশ্বরের সঙ্গে যাকোবের লড়াই

[২৩] সেই রাতে তিনি উঠে তাঁর দুই স্ত্রী, দুই দাসী ও এগারো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাব্বোক নদী যেখানে হেঁটে পার হওয়া যায়, সেখান দিয়ে পার হলেন। [২৪] ওদের এনে তিনি নদীর ওপারে পাঠিয়ে দিলেন, তাঁর যা কিছু ছিল, তাও পাঠিয়ে দিলেন। [২৫] যাকোব একা রইলেন, এবং কে যেন একজন ভোর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ধুলায় গড়াগড়ি করলেন; [২৬] যখন দেখলেন, তিনি তাঁর উপর জয়ী হতে পারেন না, তখন যাকোবের কোমরের পাশে আঘাত হানলেন, আর তাঁর সঙ্গে এভাবে লড়াই করার ফলে যাকোবের কোমরের হাড়টা জায়গা থেকে সরে গেল। [২৭] তখন তিনি বললেন, ‘আমাকে যেতে দাও, কেননা ভোর হয়ে আসছে।’ যাকোব উত্তরে বললেন, ‘আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করলে আমি আপনাকে যেতে দেব না।’ [২৮] তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার নাম কী?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমার নাম যাকোব।’ [২৯] তিনি বলে চললেন, ‘তোমাকে আর যাকোব বলে ডাকা হবে না, তোমার নাম হবে ইস্রায়েল, কারণ তুমি পরমেশ্বরের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে লড়াই করেছ ও জয়ীও হয়েছ!’ [৩০] তখন যাকোব জিজ্ঞাসা করলেন, ‘দয়া করে, আমাকে আপনার নিজের নাম বলুন।’ তিনি তাঁকে উত্তরে বললেন, ‘কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করছ?’ আর সেইখানে তিনি যাকোবকে আশীর্বাদ করলেন। [৩১] যাকোব সেই জায়গার নাম পেনুয়েল রাখলেন; তিনি বললেন, ‘আমি তো পরমেশ্বরকে মুখোমুখিই দেখেছি, অথচ আমার প্রাণ বেঁচে থাকল।’

[৩২] তিনি যখন পেনুয়েল ছেড়ে এগিয়ে গেলেন, তখন সূর্য উঠছে; তাঁর কোমরের জন্য তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। [৩৩] এজন্যই ইস্রায়েল সন্তানেরা আজ পর্যন্ত কোমরের উপরের উরুতসন্ধির শিরা খায় না, কেননা তিনি যাকোবের কোমরের পাশে অর্থাৎ তাঁর উরুতসন্ধির শিরায় আঘাত হেনেছিলেন।

এসৌয়ের সঙ্গে যাকোবের সাক্ষাৎ

৩৩ [১] যাকোব চোখ তুলে চাইলেন, আর দেখ, এসৌ আসছেন, ও তাঁর সঙ্গে চারশ' লোক। তিনি তখন লিয়া, রাখেল ও দুই দাসীর মধ্যে সন্তানদের ভাগ ভাগ করে দিলেন; [২] সকলের আগে তিনি দুই দাসীকে ও তাদের সন্তানদের, এদের পিছনে লিয়াকে ও তাঁর সন্তানদের, এবং সকলের পিছনে রাখেলকে ও যোসেফকে রাখলেন। [৩] তিনি নিজে সকলের আগে আগে গেলেন, ও সাত বার মাটিতে মুখ করে প্রণিপাত করতে করতে তাঁর ভাই এসৌয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। [৪] কিন্তু এসৌ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দৌড়ে এসে তাঁর গলা ধরে আলিঙ্গন ও চুম্বন করলেন, এবং দু'জনেই কাঁদতে লাগলেন। [৫] পরে এসৌ চোখ তুলে স্ত্রীলোকদের ও ছেলেদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা তোমার কে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'এরা সেই সন্তান, পরমেশ্বর অনুগ্রহ দেখিয়ে যাদের আপনার এই দাসকে দান করেছেন।' [৬] তখন দাসীরা ও তাদের সন্তানেরা এগিয়ে এসে প্রণিপাত করল; [৭] লিয়া ও তাঁর সন্তানেরাও এগিয়ে এসে প্রণিপাত করলেন; শেষে যোসেফ ও রাখেল এগিয়ে এসে প্রণিপাত করলেন।

[৮] তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যে বড় যাত্রীদলের দেখা পেলাম, তার উদ্দেশ্য কী?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার প্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হবার জন্য।' [৯] এসৌ বললেন, 'আমার যথেষ্ট আছে, ভাই। তোমার যা, তা তোমারই থাকুক।' [১০] যাকোব বললেন, 'তা হবে না। আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, তবে আমার হাত থেকে আমার উপহার গ্রহণ করুন; কেননা আমার পক্ষে আপনার মুখ দর্শন করা পরমেশ্বরেরই শ্রীমুখ দর্শন করার মত, যেহেতু আপনি এখন আমাকে প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। [১১] আমার অনুরোধ, আপনার কাছে যে উপহার আনা হয়েছে, তা গ্রহণ করে নিন; কেননা পরমেশ্বর আমার প্রতি সদয় হয়েছেন, আর আমার সবকিছু আছে।' যাকোব এইভাবে সাধাসাধি করলে এসৌ তা গ্রহণ করে নিলেন।

[১২] এসৌ বললেন, 'এসো, এবার রওনা হই; আমি তোমার পাশে পাশে চলব।' [১৩] তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার প্রভু জানেন, ছেলেরা নরম, তাছাড়া দুগ্ধবতী মেষী ও গাভীগুলোও আমাকে বহন করতে হচ্ছে; এক দিন মাত্রও জোরে

চালালে সমস্ত পালই মরবে। [১৪] প্রভু আমার, আপনার দোহাই, আপনি আপনার দাসের আগে আগে যান; আর আমি, এই যে পশুপাল আমার আগে আগে চলছে, তারই শক্তি অনুসারে এবং ছেলেদের চলবার শক্তি অনুসারে ধীরে ধীরে চলব, যে পর্যন্ত সেইরে আমার প্রভুর কাছে এসে পৌঁছব।' [১৫] এসৌ বললেন, 'কমপক্ষে আমার সঙ্গী কয়েকজন লোক তোমার কাছে রেখে যাই!' তিনি বললেন, 'কিসের জন্য? আমার প্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হলেই হল!' [১৬] তাই সেই একই দিনে এসৌ সেইরের দিকে ফিরে গেলেন। [১৭] কিন্তু যাকোব সুক্কোথে গিয়ে নিজের জন্য ঘর ও পশুদের জন্য কয়েকটা পর্ণকুটির তৈরী করলেন; এজন্য সেই স্থান সুক্কোথ নামে অভিহিত।

কানান দেশে যাকোব

[১৮] যাকোব পাদ্দান-আরাম থেকে ফিরে আসার পথে কানান দেশে শিখেমের শহরে নিরাপদে পৌঁছলেন; তিনি নগরদ্বারের বাইরে তাঁবু গাড়লেন। [১৯] পরে শিখেমের পিতা যে হামোর, তাঁর সন্তানদের একশ' রুপোর টাকা দিয়ে তিনি সেইখানে একখণ্ড জমি কিনলেন যেখানে তাঁবু গেড়েছিলেন। [২০] সেখানে একটি যজ্ঞবেদি স্থাপন করে তার নাম এল্-এলোহে-ইস্রায়েল রাখলেন।

শিখেমে নানা হিংসাত্মক ঘটনা

৩৪ [১] যে মেয়েকে লিয়া যাকোবের ঘরে প্রসব করেছিলেন, সেই দীণা সেই দেশের মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে বাইরে গেল। [২] কিন্তু দেশাধিপতি হিব্বীয় হামোরের ছেলে শিখেম তাকে দেখতে পেলেন, এবং তাকে ছিনতাই করে তার সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য করলেন। [৩] যাকোবের মেয়ে দীণার প্রতি তাঁর প্রাণ আসক্ত হল, তিনি সেই যুবতীকে ভালবাসলেন ও তাকে মধুর কথা শোনালেন। [৪] পরে তিনি নিজ পিতা হামোরকে বললেন, 'আমার স্ত্রী হবার জন্য এই মেয়েকে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

[৫] ইতিমধ্যে যাকোব শুনতে পেয়েছিলেন যে, তাঁর আপন মেয়ে দীণা কলঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর ছেলেরা পশুপালের সঙ্গে মাঠে ছিল বলে তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত যাকোব চুপ করে থাকলেন। [৬] পরে শিখেমের পিতা হামোর যাকোবের সঙ্গে এই

ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে এসে উপস্থিত হলেন। [৭] যাকোবের ছেলেরা মাঠ থেকে ফিরে এসে যখন ব্যাপারটা শুনল, তখন ক্ষুব্ধ ও অধিক ক্রোধান্বিত হল, কারণ যাকোবের মেয়ের সঙ্গে শুয়ে শিখেম ইস্রায়েলের মধ্যে ঘৃণ্য কাজ করেছিলেন: তেমন ব্যবহার নিতান্তই অনুচিত! [৮] হামোর তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বললেন, 'আপনাদের এই মেয়ের প্রতি আমার ছেলে শিখেমের প্রাণ আসক্ত হয়েছে; আপনাদের দোহাই, আমার ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ দিন। [৯] এমনকি, আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করুন: আপনারা আপনাদের মেয়েদের আমাদের দেবেন ও আমাদের মেয়েদের নেবেন। [১০] আপনারা আমাদের সঙ্গে বাস করবেন, দেশ আপনাদের জন্য খোলাই রয়েছে; এখানে বসতি করুন, অবাধে যাতায়াত করুন, সম্পদ সঞ্চয় করুন।'

[১১] আর শিখেম দীণার পিতাকে ও ভাইদের এই কথাও বললেন, 'আহা, আমি যেন আপনাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হতে পারি! আপনারা যা বলবেন, আমি তা আপনাদের দেব। [১২] যৌতুক ও উপহার খুশিমত বাড়ান, আপনাদের কথা অনুসারে আমি তা দেব, কিন্তু আমার সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দিন।' [১৩] কিন্তু তিনি তাদের বোন দীণাকে কলঙ্কিত করেছিলেন বিধায় যাকোবের ছেলেরা ছলনার সঙ্গেই কথাবার্তা বলে শিখেমকে ও তাঁর পিতা হামোরকে উত্তর দিল; [১৪] তারা তাঁদের বলল, 'অপরিচ্ছেদিত মানুষকে আমাদের বোন দেব, এমন কাজ আমরা করতে পারি না; করলে আমাদের দুর্নাম হবে। [১৫] কেবল এই শর্তেই আমরা আপনাদের কথায় সম্মত হব, অর্থাৎ আপনাদের প্রতিটি পুরুষলোককে পরিচ্ছেদিত করে যদি আপনারা আমাদের মত হন, [১৬] তবে আমরা আপনাদের কাছে আমাদের মেয়েদের দেব ও আপনাদের মেয়েদের নিজেরা নেব, এবং আপনাদের সঙ্গে বাস করে এক জাতি হব। [১৭] কিন্তু পরিচ্ছেদনের ব্যাপারে আপনারা যদি আমাদের কথা না শোনেন, তাহলে আমরা আমাদের ওই মেয়েকে নিয়ে চলে যাব।' [১৮] তাদের এই কথায় হামোর ও তাঁর ছেলে শিখেম সন্তুষ্ট হলেন; [১৯] যুবকটা ইতস্তত না করে তেমনটি করলেন, কেননা যাকোবের মেয়েকে তিনি খুবই ভালবাসতেন; আবার তিনি তাঁর পিতৃকুলে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন।

[২০] তাই হামোর ও তাঁর ছেলে শিখেম তাঁদের নগরদ্বারে এসে নগরবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন; তাঁরা বললেন, [২১] 'সেই লোকেরা শান্ত প্রকৃতির মানুষ; সুতরাং তারা এই দেশে বসতি করুক ও অবাধে যাতায়াত করুক; দেশে তাদের জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে। এসো, আমরা তাদের মেয়েদের নিই ও আমাদের মেয়েদের তাদের দিই। [২২] কিন্তু তাদের কেবল এই শর্ত রয়েছে, আমাদের মধ্যে প্রতিটি পুরুষলোক যদি তাদের মত পরিচ্ছেদিত হয়, তবেই তারা আমাদের সঙ্গে বাস করে এক জাতি হতে সম্মত আছে। [২৩] তখন তাদের ধন, সম্পত্তি ও পশুগুলো কি আমাদেরই হবে না? তাই এসো, তাদের কথায় সম্মতি জানাই, যেন তারা আমাদের মধ্যে বসতি করতে পারে!' [২৪] তখন যত লোকের সেই নগরদ্বারে প্রবেশাধিকার ছিল, তারা সকলে হামোরের ও তাঁর ছেলে শিখেমের কথায় সম্মত হল: যত লোকের সেই নগরদ্বারে প্রবেশাধিকার ছিল, সেই সকল পুরুষলোক পরিচ্ছেদন গ্রহণ করল।

[২৫] কিন্তু তৃতীয় দিনে তারা যখন পীড়ায় ভুগছিল, তখন দীণার সহোদর শিমেয়োন ও লেবি, যাকোবের এই দুই ছেলে নিজ নিজ খড়্গ তুলে নিয়ে অবাধে শহরে ঢুকে সকল পুরুষলোককে বধ করল। [২৬] এইভাবে হামোর ও তাঁর ছেলে শিখেমকে খড়্গের আঘাতে বধ করে তারা শিখেমের বাড়ি থেকে দীণাকে নিয়ে চলে এল। [২৭] তাঁরা তাদের বোনকে কলঙ্কিত করেছিলেন বিধায় যাকোবের ছেলেরা মৃতদেহগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শহর লুট করল। [২৮] তারা ওদের সকলের মেষ-ছাগ, গবাদি পশু ও গাধাগুলোকে এবং শহরে ও মাঠে যা কিছু ছিল সবই কেড়ে নিল; [২৯] ওদের শিশু ও স্ত্রীলোকদের বন্দি করে তাঁদের সমস্ত ধন ও বাড়ির মধ্যে যা কিছু ছিল, তা সব লুট করে নিল। [৩০] তখন যাকোব শিমেয়োন ও লেবিকে বললেন, 'তোমরা দেশবাসীদের কাছে, এই কানানীয় ও পেরিজীয়দের কাছে আমাকে ঘৃণার পাত্র করে কুটিল সমস্যার মধ্যেই ফেলেছ, অথচ আমার লোকজন অল্প। তারা আমার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে আমার উপর জয়ী হবে আর পরিবার সহ আমার বিনাশ ঘটবে।' [৩১] উত্তরে তারা বলল, 'তবে আমাদের বোন যে একটা বেশ্যার মত ব্যবহৃত হবে, এমনটি কি হতে পারে?'

মাম্রেতে যাকোবের গমন

৩৫ [১] পরমেশ্বর যাকোবকে বললেন, ‘ওঠ, বেথেলে গিয়ে সেইখানে বসতি কর; এবং তোমার ভাই এসৌয়ের কাছ থেকে তুমি যখন পালিয়ে যাচ্ছিলে, তখন যিনি তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন, সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে সেখানে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথ।’ [২] যাকোব তাঁর ঘরের পরিজন ও তাঁর সঙ্গী সকলকে বললেন, ‘তোমাদের কাছে যত বিদেশী দেবতা আছে, তাদের দূর করে দাও; নিজেদের শুচিশুদ্ধ করে পোশাক বদলি কর। [৩] পরে এসো, আমরা বেথেলে চলে যাই; সেখানে আমি সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথব, যিনি আমার সঙ্কটের দিনে আমার ডাকে সাড়া দিলেন এবং আমার যাত্রাপথে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন।’ [৪] তারা তখন তাদের কাছে যে সব দেবতা ও তাদের কানে যত মাকড়ি ছিল, তা যাকোবের হাতে তুলে দিল, এবং তিনি শিখেমের কাছে যে ওক্ গাছটা ছিল তার তলায় সেই সবকিছু মাটিতে পুঁতে রাখলেন। [৫] পরে তারা সেখান থেকে রওনা হল। তখন ঐশ্বরিক এমন সন্ত্রাস চারদিকের শহরগুলোকে আঘাত করল যে, সেখানকার লোকেরা কেউই যাকোবের সন্তানদের পিছনে ধাওয়া করল না।

[৬] যখন যাকোব ও তাঁর সঙ্গীরা সকলে কানান দেশের সেই লুজে, অর্থাৎ বেথেলে এসে পৌঁছলেন, [৭] তখন তিনি সেখানে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন আর জায়গাটার নাম এল্-বেথেল রাখলেন; কারণ তিনি যখন ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পরমেশ্বর সেইখানে তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। [৮] সেসময়েই রেবেকার ধাইমা দেবোরার মৃত্যু হল; তাকে বেথেলের নিচের জায়গায় সেই ওক্ গাছের তলায় সমাধি দেওয়া হল; আর এজন্যই জায়গাটার নাম কান্নার ওক্ রাখা হল।

[৯] পরমেশ্বর যাকোবের কাছে আর একবার দেখা দিলেন—সেসময়ে যাকোব পাদ্দান-আরাম থেকে ফিরে আসছিলেন—আর তাঁকে আশীর্বাদ করলেন; [১০] পরমেশ্বর তাঁকে বললেন,

‘তোমার নাম যাকোব;
তোমাকে আর যাকোব বলে ডাকা হবে না,

তোমার নাম বরং হবে ইস্রায়েল।’

তাই তাঁকে ইস্রায়েল বলে ডাকা হল। [১১] পরমেশ্বর তাঁকে আরও বললেন,

‘আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,
ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর ;
তোমা থেকে এক জাতি, এমনকি এক জাতিসমাজেরই উদ্ভব হবে ;
তোমার কটিদেশ থেকে নানা রাজা উৎপন্ন হবে।
[১২] যে দেশ আমি আব্রাহামকে ও ইসহাককে দিয়েছি,
সেই দেশ তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে দেব।’

[১৩] পরমেশ্বর যে স্থানে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেই স্থানে তাঁকে ছেড়ে ঊর্ধ্বে চলে গেলেন। [১৪] তিনি যে স্থানে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেই স্থানে যাকোব একটা স্মৃতিস্তম্ভ, পাথরেরই একটা স্তম্ভ দাঁড় করিয়ে তার উপরে পানীয়-নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন ও তেল ঢেলে দিলেন। [১৫] পরমেশ্বর যে স্থানে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, যাকোব সেই স্থানের নাম বেথেল রাখলেন।

[১৬] পরে তাঁরা বেথেল ছেড়ে চলে গেলেন। এফ্রাথায় পৌঁছবার অল্প পথ বাকি থাকতে রাখেলের প্রসব-বেদনা হল, এবং তাঁর প্রসব করতে বড় কষ্ট হল। [১৭] প্রসবযন্ত্রণা তীব্রতম হওয়ার সময়ে ধাত্রী তাঁকে বলল, ‘ভয় করো না, এবারও তোমার একটি পুত্রসন্তান হবে।’ [১৮] প্রাণত্যাগের সময়ে—তিনি আসলে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন—তিনি সন্তানের নাম বেনোনি রাখলেন, কিন্তু তাঁর পিতা তার নাম বেঞ্জামিন রাখলেন। [১৯] এইভাবে রাখেলের মৃত্যু হল; তাঁকে এফ্রাথার (অর্থাৎ বেথলেহেমের) পথের ধারে সমাধি দেওয়া হল। [২০] যাকোব তাঁর কবরের উপরে একটা স্মৃতিস্তম্ভ দাঁড় করালেন ; রাখেলের কবরের এই স্মৃতিস্তম্ভ আজও আছে।

[২১] পরে ইস্রায়েল সেখান থেকে রওনা হলেন, এবং মিগ্দাল-এদেরের ওপাশে তাঁবু খাটালেন। [২২] ইস্রায়েল সেই দেশে বাস করার সময়ে রূবেন তাঁর পিতার উপপত্নী বিল্‌হার সঙ্গে শুতে গেলেন ; ব্যাপারটা ইস্রায়েল জানতে পারলেন।

সেসময় যাকোবের সন্তানেরা বারোজন ছিলেন। [২৩] লিয়ার সন্তানেরা: যাকোবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেন এবং শিমেয়োন, পরে লেবি, যুদা, ইসাখার ও জাবুলোন; [২৪] রাখেলের সন্তানেরা: যোসেফ ও বেঞ্জামিন। [২৫] রাখেলের দাসী বিল্‌হার সন্তানেরা: দান ও নেফ্তালি। [২৬] লিয়ার দাসী সিল্পার সন্তানেরা: গাদ ও আশের। এরা যাকোবের সন্তানেরা; পাদ্দান-আরামেই তাদের জন্ম।

[২৭] যাকোব তাঁর পিতা ইসহাকের কাছে মাম্রেতে, কিরিয়াথ-আর্বায় অর্থাৎ সেই হেব্রোনে এলেন, যেখানে আব্রাহাম ও ইসহাক বেশ কিছু দিন বাস করেছিলেন। [২৮] ইসহাকের বয়স একশ' বছর হয়েছিল। [২৯] পরে ইসহাক বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে প্রাণত্যাগ করে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর সন্তান এসৌ ও যাকোব তাঁকে সমাধি দিলেন।

এদোমে এসৌ

৩৬ [১] এসৌয়ের অর্থাৎ এদোমের বংশতালিকা এ: [২] এসৌ কানানীয়দের মেয়েদের মধ্য থেকেই স্ত্রী নিলেন: তারা ছিল হিত্তীয় এলোনের কন্যা আদা ও হোরীয় জিবেয়োনের পৌত্রী আনার কন্যা অহলিবামা; [৩] এবং নেবায়োথের বোন অর্থাৎ ইশ্মায়েলের কন্যা বাসেমাথ। [৪] এসৌয়ের ঘরে আদা এলিফাজকে, ও বাসেমাথ রেউয়েলকে প্রসব করে, [৫] এবং অহলিবামা যেয়ুশ, যালাম ও কোরাহ্‌-কে প্রসব করে; এরা এসৌয়ের সন্তান, কানান দেশে তাদের জন্ম।

[৬] পরে এসৌ তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যাদের ও বাড়ির অন্য সকল লোককে, তাঁর সমস্ত মেষপাল, পশুপাল ও সমস্ত ধন, এবং কানান দেশে সঞ্চয় করা সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে ভাই যাকোব থেকে বেশ দূরে, সেইর দেশেই চলে গেলেন, [৭] কেননা তাঁদের প্রচুর সম্পত্তি থাকায় একত্রে বাস করা তাঁদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না, এবং যে দেশে তাঁরা সেসময় বাস করছিলেন, তাঁদের পশুধনের কারণে সেই দেশে স্থান কুলাতে পারছিল না। [৮] এইভাবে এসৌ অর্থাৎ এদোম সেইরের পার্বত্য অঞ্চলে বসতি করলেন।

[৯] সেইরের পার্বত্য অঞ্চলে এদোমীয়দের পূর্বপুরুষ এসৌয়ের বংশতালিকা এ। [১০] এসৌয়ের সন্তানদের নাম এ: এসৌয়ের স্ত্রী আদার সন্তান এলিফাজ; এসৌয়ের

স্ত্রী বাসেমাথের সন্তান রেউয়েল। [১১] এলিফাজের সন্তানেরা: তেমান, ওমার, জেফো, গাতাম ও কেনাজ। [১২] এসৌয়ের সন্তান এলিফাজের ছিল তিম্না নামে এক উপপত্নী, সে এলিফাজের ঘরে আমালেককে প্রসব করে। এরাই এসৌয়ের স্ত্রী আদার সন্তান। [১৩] রেউয়েলের সন্তানেরা: নাহাথ, জেরাহ্, শাম্মা ও মিজ্জা; এরাই এসৌয়ের স্ত্রী বাসেমাথের সন্তান। [১৪] জিবেয়োনের পৌত্রী আনার কন্যা যে অহলিবামা এসৌয়ের স্ত্রী ছিল, এরাই তার সন্তান: যেয়ুশ, যালাম ও কোরাহ্।

[১৫] এসৌয়ের সন্তানদের দলপতিরা এই। এসৌয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে এলিফাজ, তাঁর সন্তানেরা: দলপতি তেমান, দলপতি ওমার, দলপতি জেফো, দলপতি কেনাজ, [১৬] দলপতি কোরাহ্, দলপতি গাতাম ও দলপতি আমালেক; এদোম দেশের এলিফাজ বংশীয় এই দলপতিরা আদার সন্তান।

[১৭] এসৌয়ের সন্তান রেউয়েলের সন্তানেরা: দলপতি নাহাথ, দলপতি জেরাহ্, দলপতি শাম্মা ও দলপতি মিজ্জা; এদোম দেশের রেউয়েল বংশীয় এই দলপতিরা এসৌয়ের স্ত্রী বাসেমাথের সন্তান।

[১৮] এসৌয়ের স্ত্রী অহলিবামার সন্তানেরা: দলপতি যেয়ুশ, দলপতি যালাম ও দলপতি কোরাহ্; আনার কন্যা যে অহলিবামা এসৌয়ের স্ত্রী ছিল, এই দলপতিরা তার সন্তান। [১৯] এঁরাই এসৌয়ের অর্থাৎ এদোমের সন্তান, এঁরাই তাদের দলপতি।

[২০] দেশবাসী হোরীয় সেইরের সন্তানেরা এই: লোতান, শোবাল, জিবেয়োন, আনা, [২১] দিশোন, এৎসের ও দিশান; সেইরের এই সন্তানেরা ছিলেন এদোম দেশে হোরীয় বংশের দলপতি। [২২] লোতানের সন্তানেরা: হোরী ও হেমাম, এবং তিম্না ছিল লোতানের বোন। [২৩] শোবালের সন্তানেরা: আল্বান, মানাহাথ, এবাল, শেফো ও ওনাম। [২৪] জিবেয়োনের সন্তানেরা: আয়া ও আনা; এই আনাই তার নিজের পিতা জিবেয়োনের গাধার পাল চরাবার সময়ে প্রান্তরে উষ্ণ জলের উৎস আবিষ্কার করেছিল। [২৫] আনার সন্তান দিশোন, ও আনার কন্যা অহলিবামা। [২৬] দিশোনের সন্তানেরা: হেম্দান, এসবান, ইত্রান ও কেরান। [২৭] এৎসেরের সন্তানেরা: বিল্হান, জাআবান ও আকান। [২৮] দিশানের সন্তানেরা: উজ ও আরান।

[২৯] হোরীয় বংশের দলপতিরা এই: দলপতি লোতান, দলপতি শোবাল, দলপতি জিবেয়োন, দলপতি আনা, [৩০] দলপতি দিশোন, দলপতি এৎসের ও দলপতি দিশান। গোষ্ঠী অনুসারে এঁরাই সেইর দেশে হোরীয়দের দলপতি।

[৩১] ইস্রায়েল সন্তানদের উপরে কোন রাজা রাজত্ব করার আগে এঁরাই এদোম দেশে রাজা ছিলেন: [৩২] বেয়োরের সন্তান বেলা এদোম দেশে রাজত্ব করেন, তাঁর রাজধানীর নাম দিন্‌হাবা। [৩৩] বেলার মৃত্যুর পরে তাঁর পদে বস্রা-নিবাসী জেরাহ্‌র সন্তান যোবাব রাজত্ব করেন। [৩৪] যোবাবের মৃত্যুর পরে তেমান দেশীয় হুশাম তাঁর পদে রাজত্ব করেন। [৩৫] হুশামের মৃত্যুর পরে বেদাদের সন্তান যে হাদাদ মোয়াব অঞ্চলে মিদিয়ানকে আঘাত করেছিলেন, তিনি তাঁর পদে রাজত্ব করেন; তাঁর রাজধানীর নাম আবিথ। [৩৬] হাদাদের মৃত্যুর পরে মাস্রেকা-নিবাসী সাম্লা তাঁর পদে রাজত্ব করেন। [৩৭] সাম্লার মৃত্যুর পরে রেহোবোথ-নাহার-নিবাসী শৌল তাঁর পদে রাজত্ব করেন। [৩৮] শৌলের মৃত্যুর পরে আকবোরের সন্তান বায়াল-হানান তাঁর পদে রাজত্ব করেন। [৩৯] আকবোরের সন্তান বায়াল-হানানের মৃত্যুর পরে হাদাদ তাঁর পদে রাজত্ব করেন; তাঁর রাজধানীর নাম পাউ, ও তাঁর স্ত্রীর নাম মেহেতাবেল: সে মে-জাহাব দেশীয় মাত্রেদের কন্যা।

[৪০] গোত্র, স্থান ও নাম অনুসারে এসৌয়ের যে দলপতিরা, তাঁদের নাম এই: দলপতি তিম্না, দলপতি আল্বাহ্, দলপতি যেথেথ, [৪১] দলপতি অহলিবামা, দলপতি এলাহ্, দলপতি পিনোন, [৪২] দলপতি কেনাজ, দলপতি তেমান, দলপতি মিব্‌সার, [৪৩] দলপতি মাগ্দিয়েল ও দলপতি ইরাম। এঁরাই নিজ নিজ অধিকৃত দেশে নিজ নিজ বসতিস্থান অনুসারে এদোমের দলপতি। ঠিক এই এসৌই এদোমীয়দের আদিপুরুষ।

৩৭ [১] যাকোব সেই কানান দেশে বসতি করলেন, যে দেশে তাঁর পিতা বেশ কিছু দিন ধরে থেকেছিলেন। [২] যাকোবের বংশকাহিনী এ।

যোসেফের কাহিনী

যোসেফের স্বপ্ন

৩৭ [২খ] যোসেফের বয়স তখন সতের বছর। ছোট হওয়ায় সে তার ভাইদের সঙ্গে, তার পিতার বধূ বিল্‌হা ও সিল্পার সন্তানদের সঙ্গে পশুপাল চরাত। একদিন যোসেফ তাদের সম্বন্ধে পিতার কাছে অসন্তোষজনক কথা পেশ করল। [৩] যোসেফ বার্ধক্যের সন্তান হওয়ায় ইস্রায়েল সকল সন্তানের চেয়ে তাকেই বেশি ভালবাসতেন; তার জন্য তিনি চমকপ্রদ একটা লম্বা-হাতা জোব্বা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। [৪] পিতা তার সকল ভাইয়ের চেয়ে তাকেই বেশি ভালবাসতেন দেখে তার ভাইয়েরা তাকে এতই ঘৃণা করত যে, তার সঙ্গে কুশল আলাপও করতে পারত না। [৫] যোসেফ একদিন একটা স্বপ্ন দেখল, আর সেই কথা ভাইদের জানালে তারা তাকে আরও বেশি ঘৃণা করল। [৬] সে তাদের বলল, 'তোমরা একটু শোন আমি কেমন স্বপ্ন দেখেছি। [৭] দেখ, আমরা মাঠে আঁটি বাঁধছিলাম, আর হঠাৎ আমার আঁটি উঠে দাঁড়িয়ে রইল; এবং দেখ, তোমাদের আঁটিগুলো আমার আঁটিকে চারপাশে ঘিরে তার সামনে প্রণিপাত করল!' [৮] তার ভাইয়েরা তাকে বলল, 'তুমি কি হয় তো আমাদের রাজা হবে? আমাদের উপরে হয় তো কর্তৃত্ব করবে?' তার স্বপ্ন ও তার কথার জন্য তারা তাকে আরও ঘৃণা করল।

[৯] সে আর একটা স্বপ্ন দেখল, তাও ভাইদের কাছে বর্ণনা করল। সে বলল, 'দেখ, আমি আর একটা স্বপ্ন দেখেছি; দেখ, সূর্য, চাঁদ ও এগারোটা তারা আমার উদ্দেশে প্রণিপাত করল।' [১০] সে তার পিতা ও ভাইদের কাছে এর বর্ণনা দিলে তার পিতা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি এ কেমন স্বপ্ন দেখলে? আমি, তোমার মা ও তোমার ভাইয়েরা, আমরা সকলে কি হয় তো তোমার কাছে এসে মাটিতে মুখ করে প্রণিপাত করব?' [১১] তার প্রতি তার ভাইদের হিংসা আরও বেড়ে গেল, কিন্তু পিতা মনে মনে কথাটা ভাবতে লাগলেন।

[১২] তার ভাইয়েরা পিতার পশুপাল চরাতে শিখেমে গিয়েছিল। [১৩] তখন ইস্রায়েল যোসেফকে বললেন, 'তোমার ভাইয়েরা শিখেমে পশুপাল চরাচ্ছে, তাই না?

এসো, আমি তোমাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিই।’ [১৪] সে উত্তরে বলল, ‘আমি প্রস্তুত!’ তিনি তাকে বললেন, ‘তুমি গিয়ে তোমার ভাইদের অবস্থা ও পশুপালের অবস্থা জেনে নাও; তারপর ফিরে এসে আমাকে জানাও।’ তিনি হেব্রোনের নিম্নভূমি থেকে তাকে পাঠিয়ে দিলেন, আর সে শিখেমে গিয়ে পৌঁছল। [১৫] সে বনপ্রান্তরে ঘুরছে, এমন সময় একটা লোক তার দেখা পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কী খোঁজ করছ?’ [১৬] সে উত্তরে বলল, ‘আমার ভাইদের খোঁজ করছি; অনুগ্রহ করে আমাকে বল, তারা কোথায় পাল চরাচ্ছে।’ [১৭] লোকটা বলল, ‘তারা এই জায়গা ছেড়ে অন্য দিকে চলে গেছে; নিজেই তো শুনেছি, তারা বলছিল, চল, দোথানে যাই।’ তাই যোসেফ তার ভাইদের খোঁজে রওনা হয়ে দোথানে তাদের খুঁজে পেল। [১৮] তারা দূর থেকে তাকে দেখতে পেল, এবং সে কাছে আসবার আগে তাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করল। [১৯] তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, ‘ওই দেখ, স্বপ্নদর্শীটা আসছে! [২০] তবে এসো, আমরা ওকে হত্যা করে কোন একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিই; পরে বলব, কোন বন্যজন্তু ওকে গ্রাস করেছে। তবে দেখতে পারব, ওর সমস্ত স্বপ্নের কী হয়!’ [২১] কিন্তু রূবেন কথাটা শুনলেন, এবং তাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন; তিনি বললেন, ‘না, আমরা ওকে প্রাণে মারব না।’ [২২] তাদের আরও বললেন, ‘রক্তপাত করো না; ওকে প্রান্তরের এই কুয়োর মধ্যে ফেলে দাও, কিন্তু ওর উপরে হাত বাড়িয়ো না।’ তাঁর অভিপ্রায় ছিল, তিনি তাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার ক’রে পিতার কাছে ফিরিয়ে আনবেন।

[২৩] যোসেফ যখন ভাইদের কাছে এসে পৌঁছল, তখন তার গায়ে সেই যে চমকপ্রদ লম্বা-হাতা জোব্বাটা পরা ছিল, তারা তা খুলে নিল; [২৪] এবং তাকে ধরে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল; কুয়োটা শূন্য ছিল, তার মধ্যে জল ছিল না। [২৫] পরে তারা খেতে বসেছে, এমন সময় চোখ তুলে চাইল, আর দেখ, গিলেয়াদ থেকে এক দল ইশ্মায়েলীয় মরুযাত্রী এগিয়ে আসছে; তাদের উটের পিঠে রয়েছে দামী গঁদ, সুরভি মলম ও গন্ধনির্যাসের বোঝা, যা তারা মিশর দেশে নিয়ে যাচ্ছে। [২৬] তখন যুদা তার ভাইদের বললেন, ‘আমাদের ভাইকে হত্যা করে তার রক্ত ঢেকে রাখলে আমাদের কী লাভ? [২৭] এসো, আমরা ওই ইশ্মায়েলীয়দের কাছে ওকে বিক্রি করে দিই, আমরা ওর

উপর হাত তুলব না; ও তো আমাদের ভাই, আমাদের মাংস!' এতে তার ভাইয়েরা রাজি হল।

[২৮] কয়েকজন মিদিয়ানীয় বণিক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল; তারা যোসেফকে কুয়ো থেকে তুলে নিয়ে ইশ্মায়েলীয়দের কাছে কুড়িটা রুপোর টাকায় বিক্রি করে দিল। এভাবে যোসেফকে মিশর দেশে নিয়ে যাওয়া হল। [২৯] যখন রুবেন কুয়োর কাছে ফিরে গেলেন, তখন দেখ, যোসেফ সেখানে নেই; নিজের পোশাক ছিঁড়ে তিনি ভাইদের কাছে ফিরে এসে বললেন, [৩০] 'ছেলেটি আর নেই; এখন আমি, আমি কোথায় যাব?' [৩১] তারা যোসেফের জামাকাপড় নিল, ও একটা ছাগ মেরে তার রক্তে তা ডুবিয়ে দিল। [৩২] তারপর সেই চমকপ্রদ লম্বা-হাতা জোব্বা পিতার কাছে পাঠিয়ে এই বলে তাঁর সামনে হাজির করাল: 'আমরা তা এইমাত্র পেলাম; ভাল করে দেখুন, এ আপনার সন্তানের জোব্বা কিনা।' [৩৩] তিনি তা চিনতে পেরে বললেন, 'এ তো আমার সন্তানের জোব্বা; কোন বন্যজন্তু তাকে গ্রাস করেছে। যোসেফ টুকরো টুকরো হয়েছে!' [৩৪] যাকোব নিজের পোশাক ছিঁড়ে কোমরে চটের কাপড় পরে সন্তানটির জন্য বহুদিন ধরে শোক করলেন। [৩৫] তাঁর সমস্ত পুত্রকন্যারা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এলেও তিনি কোন সান্ত্বনা মেনে নিলেন না; বললেন, 'না, আমি শোক করতে করতে আমার সন্তানের কাছে পাতালে নেমে যেতে চাই!' আর তার পিতা তার জন্য কাঁদলেন।

[৩৬] এদিকে সেই মিদিয়ানীয়েরা যোসেফকে মিশরে নিয়ে গিয়ে ফারাওর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও প্রধান গৃহাধ্যক্ষ পোতিফারের কাছে বিক্রি করল।

যুদা ও তাঁর সন্তানেরা

৩৮ [১] সেসময়ে যুদা তাঁর ভাইদের ছেড়ে আদুল্লামীয় একটা লোকের কাছে থাকতে গেলেন যার নাম হিরা। [২] সেখানে শুয়া নামে এক কানানীয় লোকের মেয়েকে দেখে যুদা তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে তার সঙ্গে মিলিত হলেন। [৩] সে গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে তার নাম এর্ রাখল। [৪] আবার গর্ভবতী হয়ে সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে তার নাম ওনান রাখল। [৫] আর একবার গর্ভবতী হয়ে সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে তার নাম শেলা রাখল; এর প্রসবকালে সে খেজিবে ছিল।

[৬] যুদা একটি মেয়েকে এনে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র এরের সঙ্গে বিবাহ দিলেন; মেয়েটির নাম তামার; [৭] কিন্তু যুদার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেই এর প্রভুর দৃষ্টিতে দুষ্ট হওয়ায় প্রভু তার মৃত্যু ঘটালেন। [৮] তখন যুদা ওনানকে বললেন, 'তুমি তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হও, ও দেবর হিসাবে যা কর্তব্য তার প্রতি তা সাধন করে তোমার আপন ভাইয়ের জন্য বংশ রক্ষা কর।' [৯] কিন্তু ওই বংশ তার নিজেরই বলে গণ্য হবে না জেনে ওনান, ভ্রাতৃবংশ উৎপন্ন করার অনিচ্ছায়, ভ্রাতৃজায়ার কাছে যতবার যেত, ততবার মাটিতে রেতঃপাত করত। [১০] তেমন কাজ প্রভুর দৃষ্টিতে অন্যায় হওয়ায় তিনি তারও মৃত্যু ঘটালেন। [১১] তখন যুদা পুত্রবধূ তামারকে বললেন, 'যে পর্যন্ত আমার ছেলে শেলা বড় না হয়, সেপর্যন্ত তুমি তোমার আপন পিতৃগৃহে গিয়ে বিধবাই থাক।' কেননা তিনি ভাবছিলেন, 'পাছে ভাইদের মত সেও মরে।' তাই তামার পিতৃগৃহে চলে গেল।

[১২] বহুদিন কেটে গেল, আর শুয়ার মেয়ে যুদার স্ত্রী মারা গেল। শোকপালনের সময় শেষ হলে যুদা তাঁর বন্ধু আদুল্লামীয় হিরার সঙ্গে তিম্নায় তাদের কাছে চললেন, যারা তার মেষগুলোর লোম কাটছিল। [১৩] যখন তামারকে এই খবর দেওয়া হল, 'দেখ, তোমার শ্বশুর তাঁর মেষগুলোর লোম কাটতে তিম্নায় যাচ্ছেন,' [১৪] তখন সে বিধবার কাপড় খুলে নিজের চেহারা গোপন করার জন্য গায়ে একটা আবরণ জড়িয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে তিম্নার পথে অবস্থিত এনাইমের প্রবেশদ্বারে বসে রইল; কেননা সে দেখতে পেয়েছিল যে, শেলা বড় হলেও তার সঙ্গে তার বিবাহ হল না। [১৫] যুদা তাকে দেখে সেবাদাসী মনে করলেন, কেননা তার মুখ ঢাকা ছিল; [১৬] তাই তিনি সেই পথ ধরে তার কাছে গিয়ে বললেন, 'আমাকে তোমার কাছে আসতে দাও।' তিনি তো জানতেন না যে, সে তাঁর পুত্রবধূ। তামার বলল, 'আমার কাছে আসবার জন্য আমাকে কী দেবে?' [১৭] তিনি বললেন, 'পাল থেকে একটা ছাগলছানা পাঠিয়ে দেব।' তামার বলল, 'যতক্ষণ তা না পাঠাও, ততক্ষণ আমার কাছে কি কিছু বন্ধক রাখবে?' [১৮] তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বন্ধক রাখব?' তামার উত্তরে বলল, 'তোমার সীলমোহর, তোমার সুতা ও তোমার হাতের ওই লাঠি।' তখন তিনি তাকে সেগুলি দিয়ে তার কাছে গেলেন। আর তামার গর্ভবতী হল। [১৯] পরে সে উঠে চলে গেল, এবং আবরণটা খুলে আবার নিজের বিধবার কাপড় পরল। [২০] যুদা সেই

স্ত্রীলোকের কাছ থেকে বন্ধকটা ফিরে নেবার জন্য তাঁর আদুল্লামীয় বন্ধুর হাতে ছাগলছানাটা পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু সে তাকে পেল না। [২১] তখন সে সেখানকার লোকদের জিজ্ঞাসা করল, 'এনাইমের পথের ধারে যে সেবাদাসী ছিল, সে কোথায়?' তারা উত্তরে বলল, 'এখানে কোন সেবাদাসী আসেইনি।' [২২] তাই সে যুদার কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'আমি তাকে পেলাম না, এমনকি সেখানকার লোকেরাও বলল, এখানে কোন সেবাদাসী আসেইনি।' [২৩] তখন যুদা বললেন, 'তার কাছে যা আছে, তা সেই রাখুক, নতুবা আমরা বিদ্রূপের বস্তু হব। তুমি তো দেখছ, আমি এই ছাগলছানাটা পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তাকে পেলে না।'

[২৪] প্রায় তিন মাস পরে যুদাকে এই খবর দেওয়া হল, 'আপনার পুত্রবধূ তামার বেশ্যাচার করেছে; এমনকি, তার বেশ্যাচারের ফলে তার গর্ভ হয়েছে।' যুদা বললেন, 'তাকে বাইরে এনে পুড়িয়ে দেওয়া হোক!' [২৫] তাকে বাইরে আনা হচ্ছিল, এমন সময় সে শ্বশুরকে বলে পাঠাল, 'এই সমস্ত জিনিস যার, সেই পুরুষ দ্বারাই আমার গর্ভ হয়েছে।' সে আরও বলল, 'এই সীলমোহর, সুতা ও লাঠি কার? চিনে দেখুন!' [২৬] সেগুলি চিনে যুদা বললেন, 'আমার চেয়ে সে-ই বেশি ধার্মিক, যেহেতু আমি তাকে আমার ছেলে শেলাকে দিইনি।' তার সঙ্গে যুদার আর কোন দৈহিক সম্পর্ক হল না।

[২৭] তামারের প্রসবকাল উপস্থিত হলে, দেখ, তার উদরে যমজ সন্তান। [২৮] প্রসবকালে একটা শিশু হাত বের করল, আর ধাত্রী তার সেই হাত ধরে লাল সুতা বেঁধে বলল, 'এই প্রথম ভূমিষ্ঠ হল।' [২৯] কিন্তু সে হাত ফিরিয়ে নিলে, দেখ, তার ভাইই ভূমিষ্ঠ হল; তখন ধাত্রী বলল, 'তুমি কেমন করে নিজের জন্য জায়গা খুলে দিলে?' তাই তার নাম পেরেস হল। [৩০] পরে তার ভাই ভূমিষ্ঠ হল, তার হাতে বাঁধা ছিল সেই লাল সুতা, তাই তার নাম জেরাহ্ হল।

পোতিফারের বাড়িতে যোসেফ

৩৯ [১] যোসেফকে মিশরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং ফারাওর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও প্রধান গৃহাধ্যক্ষ সেই মিশরীয় পোতিফার তাঁকে সেই ইশ্মায়েলীয়দের কাছ থেকে

কিনেছিলেন, যারা তাঁকে সেখানে নিয়ে গেছিল। [২] প্রভু যোসেফের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, আর তিনি যাই কিছু করতেন, তাতে সফল হতেন। তিনি তাঁর মিশরীয় মনিবের ঘরে থাকতেন, [৩] আর যখন তাঁর মনিব দেখতে পেলেন যে, প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এবং তিনি যা কিছু করেন, প্রভু তাঁর হাতে তা সফল করছেন, [৪] তখন যোসেফ তাঁর দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হলেন ও তাঁর ভারপ্রাপ্ত মানুষ হয়ে উঠলেন; এমনকি তিনি যোসেফকে নিজের ব্যক্তিগত প্রধান অধ্যক্ষ করে তাঁর হাতে তাঁর সবকিছুর ভার তুলে দিলেন। [৫] আর যে সময় তিনি যোসেফকে নিজের বাড়ির ও সবকিছুর অধ্যক্ষ করলেন, সে সময় থেকে প্রভু যোসেফের খাতিরে সেই মিশরীয়ের বাড়ি আশীর্বাদ করলেন; বাড়িতে ও মাঠে তাঁর যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল, সেই সবকিছুর উপরে প্রভুর আশীর্বাদ বিরাজ করল। [৬] তাই তিনি যোসেফের হাতে তাঁর সবকিছুর ভার তুলে দিলেন; নিজে যা খেতেন, তাছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাইতেন না।

এদিকে যোসেফের গঠন খুবই সুন্দর ছিল, আর তাঁর চেহারা আকর্ষণীয়। [৭] এই সমস্ত ঘটনার পর এমনটি ঘটল যে, যোসেফের উপর তাঁর মনিবের স্ত্রীর খুব চোখ পড়ল; তাঁকে বলল, 'আমার সঙ্গে শোও।' [৮] কিন্তু তিনি রাজি হলেন না, আর তাঁর মনিবের স্ত্রীকে বললেন, 'দেখুন, তাঁর বাড়িতে যা কিছু আছে, আমার মনিব আমার কাছ থেকে তার কৈফিয়ত চান না; আমারই হাতে সবকিছু রেখেছেন; [৯] এই বাড়িতে তিনি নিজেই আমার চেয়ে বড় নন! তিনি সবকিছুর মধ্যে কেবল আপনাকেই আমার অধীন করেননি, কারণ আপনি তাঁর বধূ। তাই আমি কেমন করে তেমন বড় অন্যায় করতে ও পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে পারি?' [১০] আর সে দিনের পর দিন যোসেফকে একথা বলতে থাকলেও তবু তিনি তার সঙ্গে শুতে কিংবা তার সঙ্গে থাকতে কখনও রাজি হলেন না।

[১১] একদিন যোসেফ নিজের কাজ করার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকলেন; বাড়ির লোকজনেরা কেউই ভিতরে ছিল না; তখন সে যোসেফের পোশাক ধরে বলল, 'আমার সঙ্গে শোও।' [১২] কিন্তু যোসেফ তার হাতে তাঁর পোশাক ফেলে রেখে বাইরে পালিয়ে গেলেন। [১৩] সে যখন দেখল, যোসেফ তার হাতে পোশাক ফেলে রেখে বাইরে পালিয়ে গেলেন, [১৪] তখন নিজের দাসদের ডেকে বলল, 'দেখ, আমাদের নিয়ে ঠাট্টা

করার জন্য একটা হিব্রুকেই তিনি এখানে নিয়ে এসেছেন! সে আমার সঙ্গে শোবার জন্য আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু আমি জোর গলায় চিৎকার করলাম। [১৫] আমার চিৎকার শুনে সে আমার কাছে তার পোশাক ফেলে রেখে বাইরে পালিয়ে গেল।' [১৬] স্ত্রীলোকটি তাঁর পোশাক নিজেরই কাছে রাখল, যে পর্যন্ত মনিব ঘরে না এলেন; [১৭] তখন সে তাঁকে সেই একই কথা বলল: 'তুমি যে হিব্রু দাসকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছ, সে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে আমার কাছে এসেছিল; [১৮] কিন্তু আমি যখন চিৎকার করলাম, সে তখন আমার কাছে তার পোশাক ফেলে রেখে বাইরে পালিয়ে গেল।'

[১৯] মনিব যখন শুনলেন যে, তাঁর স্ত্রী বলছে, 'তোমার দাস আমার প্রতি তেমন ব্যবহার করেছে,' তখন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। [২০] যোসেফের মনিব তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়ে দুর্গে দিলেন—সেখানে রাজার বন্দিরা কারারুদ্ধ ছিল।

কারাগারে যোসেফ

তাই তিনি সেখানে, সেই দুর্গে থাকলেন। [২১] কিন্তু প্রভু যোসেফের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তাঁর প্রতি কৃপা দেখালেন, ও তাঁকে কারারক্ষকের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র করলেন। [২২] তাই কারারক্ষক সকল বন্দির ভার যোসেফের হাতে তুলে দিলেন, এবং সেখানে যা কিছু করা দরকার ছিল, তার দায়িত্ব যোসেফকেই দিল। [২৩] তাঁর দায়িত্বে যা কিছু দেওয়া হত, সেদিকে কারারক্ষক কিছুই লক্ষ রাখত না, কেননা প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, এবং তিনি যা কিছু করতেন, প্রভু তা সফল করতেন।

৪০ [১] এই সমস্ত ঘটনার পরে মিশর-রাজের পাত্রবাহক ও মিষ্টি-প্রস্তুতকারক তাদের প্রভু মিশর-রাজের বিরুদ্ধে অপরাধ করল। [২] তখন ফারাও তাঁর সেই দুই কর্মচারীর উপর—ওই প্রধান পাত্রবাহক ও প্রধান মিষ্টি-প্রস্তুতকারকের উপর কুপিত হলেন [৩] এবং প্রধান গৃহাধ্যক্ষের বাড়িতে, সেই দুর্গে যেখানে যোসেফ কারারুদ্ধ ছিলেন, সেই দুর্গেই তাদের কারারুদ্ধ করে রাখলেন। [৪] প্রধান গৃহাধ্যক্ষ তাদের কাছে যোসেফকে নিযুক্ত করলেন, তিনি যেন তাদের পরিচর্যা করেন। তাই তারা কিছু দিন কারাগারে রইল।

পাত্রবাহক ও মিষ্টি-প্রস্তুতকারকের স্বপ্ন

[৫] একদিন এমনটি ঘটল যে, মিশর-রাজের পাত্রবাহক ও মিষ্টি-প্রস্তুতকারক, যারা কারারুদ্ধ হয়েছিল, সেই দু'জনে একই রাতে ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন দেখল—এক একজনের স্বপ্ন অন্যের স্বপ্ন থেকে ভিন্ন অর্থ বহন করত। [৬] সকালে যোসেফ তাদের কাছে এলেন, আর দেখ, তাদের মুখ বিষণ্ন। [৭] তখন তাঁর সঙ্গে ফারাওর ওই যে দুই কর্মচারী তাঁর মনিবের বাড়িতে কারারুদ্ধ ছিল, তাদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ আপনাদের মুখ বিষণ্ন কেন?' [৮] তারা উত্তরে বলল, 'আমরা স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু তার অর্থ বুঝিয়ে দেবে এমন কেউ নেই।' যোসেফ তাদের বললেন, 'অর্থ দেওয়ার শক্তি কি ঈশ্বর থেকে আসে না? আমার অনুরোধ, স্বপ্নের বিবরণ দিন।'

[৯] তখন প্রধান পাত্রবাহক যোসেফকে তার স্বপ্নের বিবরণ দিল, তাঁকে বলল, 'আমার স্বপ্নে, দেখ, আমার সামনে এক আঙুরলতা। [১০] আঙুরলতার তিন শাখা; তাতে কুঁড়ি ধরতে না ধরতেই ফুল দেখা দিল এবং গুচ্ছে গুচ্ছে ফল হয়ে তা পেকে গেল। [১১] তখন আমার হাতে ফারাওর পানপাত্র ছিল, আর আমি সেই ফলগুলি নিয়ে ফারাওর পাত্রে নিঙড়িয়ে ফারাওর হাতে পাত্রটা দিলাম।' [১২] যোসেফ তাকে বললেন, 'এর অর্থ এই: ওই তিন শাখায় তিন দিন বোঝায়। [১৩] তিন দিনের মধ্যে ফারাও আপনাকে আগেকার পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে আপনার মাথা উচ্চ করবেন, আর আপনি ফারাওর হাতে পানপাত্র আবার তুলে দেবেন, যেভাবে তাঁকে দিচ্ছিলেন যখন পাত্রবাহক ছিলেন। [১৪] কিন্তু আপনার দোহাই, যখন আপনার মঙ্গল হবে, তখন আমাকে স্মরণ করবেন, এবং আমার প্রতি সহৃদয়তা দেখিয়ে ফারাওর কাছে আমার কথা বলে আমাকে এই বাড়ি থেকে বের করে নেবেন। [১৫] কেননা হিব্রুদের দেশ থেকে আমাকে জোর প্রয়োগেই কেড়ে নেওয়া হয়েছে; এখানেও আমি এমন কিছুই করিনি যার জন্য আমাকে এই কারাকুয়োতে রাখা হচ্ছে।'

[১৬] প্রধান মিষ্টি-প্রস্তুতকারক যখন দেখল, অর্থ মঙ্গলজনক, তখন যোসেফকে বলল, 'আমিও স্বপ্ন দেখেছি; দেখ, আমার মাথার উপরে সাদা রুটির তিনটে ডালা। [১৭] তার উপরের ডালায় ফারাওর জন্য সকল প্রকার মিষ্টান্ন ছিল; কিন্তু আমার মাথার উপরে যে ডালা, তা থেকে পাখিরা তা খেয়ে ফেলল।' [১৮] যোসেফ তাঁকে উদ্দেশ করে

বললেন, ‘এর অর্থ এই: সেই তিন ডালায় তিন দিন বোঝায়। [১৯] তিন দিনের মধ্যে ফারাও আপনাকে একটা কড়িকাঠে ঝুলিয়ে আপনার দেহ থেকে মাথা উচ্চ করবেন, এবং পাখিরা আপনার দেহ থেকে মাংস খেয়ে ফেলবে।’

[২০] আর ঠিক তৃতীয় দিনেই—সেদিন ছিল ফারাওর জন্মদিন—তিনি তাঁর সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারীর জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করলেন, এবং তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে প্রধান পাত্রবাহকের ও প্রধান মিষ্টি-প্রস্তুতকারকের মাথা উচ্চ করলেন। [২১] হ্যাঁ, তিনি প্রধান পাত্রবাহককে তার সেই পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, আর সে ফারাওর হাতে আবার পানপাত্র দিতে লাগল; [২২] কিন্তু তিনি প্রধান মিষ্টি-প্রস্তুতকারককে ঝুলিয়ে দিলেন; যেমনটি যোসেফ তাদের কাছে বলে দিয়েছিলেন। [২৩] তবু প্রধান পাত্রবাহক যোসেফের কথা স্মরণ করলেন না, তাঁকে ভুলেই গেল।

ফারাওর স্বপ্ন

৪১ [১] দু’বছর পরে ফারাও একটা স্বপ্ন দেখলেন। দেখ, তিনি নদীকূলে দাঁড়িয়ে আছেন; [২] আর দেখ, নদী থেকে সাতটা সুশ্রী ও মোটা-সোটা গাভী উঠে এল, ও খাগড়া বনে চরতে লাগল। [৩] সেগুলির পরে, দেখ, আর সাতটা কুশ্রী ও রুগ্ন গাভী নদী থেকে উঠে এল, ও নদীর কূলে ওই গাভীদের কাছে দাঁড়াল। [৪] কিন্তু সেই কুশ্রী ও রুগ্ন গাভীগুলো ওই সাতটা সুশ্রী ও মোটা-সোটা গাভীকে খেয়ে ফেলল। তখন ফারাওর ঘুম ভেঙে গেল।

[৫] তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন ও দ্বিতীয়বারের মত স্বপ্ন দেখলেন; দেখ, এক বৃন্তে সাতটা বড় বড় ভাল ভাল শিষ ধরল। [৬] সেগুলোর পরে, দেখ, পুববাতাসে দগ্ধ অন্য সাতটা ক্ষীণ শিষও ধরল। [৭] আর এই ক্ষীণ শিষগুলো ওই সাতটা বড় বড় পূর্ণাঙ্গ শিষ গ্রাস করল। ফারাওর ঘুম ভেঙে গেল: আর দেখ, এসব স্বপ্নমাত্র!

[৮] সকালে তাঁর মন অস্থির ছিল, তাই তিনি লোক পাঠিয়ে মিশরের সকল মন্ত্রজালিক ও সেখানকার সকল জ্ঞানীগুণীকে ডাকিয়ে আনলেন। ফারাও তাদের কাছে স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই ফারাওকে স্বপ্নের অর্থ বলতে পারল না। [৯] তখন প্রধান পাত্রবাহক ফারাওকে উদ্দেশ করে বলল, ‘আজ আমার মনে পড়ছে যে,

আমি দোষী হলাম: [১০] সেসময় ফারাও তাঁর দুই দাসের উপর, আমার ও প্রধান মিষ্টি-প্রস্তুতকারকের উপর, কুপিত হয়ে আমাদের প্রধান গৃহাধ্যক্ষের বাড়িতে কারারুদ্ধ করেছিলেন। [১১] সে ও আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম; কিন্তু দু'জনের স্বপ্নের অর্থ ভিন্ন ছিল। [১২] তখন সেখানে হিব্রু এক যুবক আমাদের সঙ্গে ছিল, সে ছিল প্রধান গৃহাধ্যক্ষের দাস; আমরা তার কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করলে সে আমাদের তার অর্থ বলল; এক একজনকেই নিজ নিজ স্বপ্নের অর্থ বলল। [১৩] আর সে আমাদের যেমন অর্থ বলেছিল, ঠিক তেমনি ঘটল: আমাকে আমার আগেকার পদে ফিরিয়ে নেওয়া হল, আর অপরকে ফাঁসি দেওয়া হল।'

[১৪] তখন ফারাও যোসেফকে ডেকে পাঠালেন। তারা কারাকুয়ো থেকে তাঁকে শীঘ্রই বের করে আনল; তিনি দাড়ি কাটলেন, পোশাক বদলি করলেন, ও ফারাওর সামনে এসে উপস্থিত হলেন। [১৫] ফারাও যোসেফকে বললেন, 'আমি এক স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু এমন কেউ নেই যে তার অর্থ বলতে পারে। তোমার সম্বন্ধে আমি শুনেছি যে, তুমি স্বপ্ন শুনলেই তার অর্থ বলতে পার।' [১৬] যোসেফ ফারাওকে উত্তরে বললেন, 'আমি নয়, পরমেশ্বরই ফারাওর মঙ্গলের জন্য উত্তর দেবেন!' [১৭] তখন ফারাও যোসেফকে বললেন, 'দেখ, আমি স্বপ্নে নদীকূলে দাঁড়িয়ে ছিলাম; [১৮] আর দেখ, নদী থেকে সাতটা সুশ্রী ও মোটা-সোটা গাভী উঠে এল, ও খাগড়া বনে চরতে লাগল। [১৯] সেগুলির পরে, দেখ, অন্য সাতটা দুর্বল, কুশ্রী ও রুগ্ন গাভী উঠে এল; সারা মিশর দেশ জুড়ে তেমন কুশ্রী গাভী আমি কখনও দেখিনি। [২০] আর এই রুগ্ন ও কুশ্রী গাভীগুলো সেই আগেকার মোটা-সোটা সাতটা গাভীকে খেয়ে ফেলল। [২১] এগুলো সেগুলোর দেহে ঢুকল ঠিকই, কিন্তু এমনটি বোঝা যাচ্ছিল না যে, সেগুলোর দেহে ঢুকেছে, কেননা সেগুলো আগেকার মত কুশ্রীই রইল। [২২] তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল। পরে আমি আর এক স্বপ্ন দেখেছি; আর দেখ, এক বৃন্তে বড় বড় ভাল ভাল সাতটা শিষ ধরল। [২৩] আর দেখ, সেগুলোর পরে ম্লান, ক্ষীণ ও পুববাতাসে দগ্ধ সাতটা শিষও ধরল। [২৪] আর এই ক্ষীণ শিষগুলো সেই ভাল সাতটা শিষকে গ্রাস করল। এই স্বপ্ন আমি মন্ত্রজালিকদের বললাম, কিন্তু কেউই তার অর্থ আমাকে বলতে পারল না।'

[২৫] তখন যোসেফ ফারাওকে বললেন, ‘ফারাওর স্বপ্ন আসলে এক; পরমেশ্বর যা করতে যাচ্ছেন, তা-ই ফারাওর কাছে জানিয়ে দিয়েছেন। [২৬] ওই সাতটা ভাল গাভী সাত বছর, এবং ওই সাতটা ভাল শিষও সাত বছর: স্বপ্ন এক! [২৭] সেগুলোর পরে যে সাতটা রুগ্ন ও কুশ্রী গাভী উঠে এল, তারাও সাত বছর; এবং পুববাতাসে দগ্ধ যে সাতটা রুগ্ন শিষ ধরল, তাও সাত বছর: দুর্ভিক্ষেরই সাত বছর হবে। [২৮] আমি ফারাওকে ঠিক তাই বললাম: পরমেশ্বর যা করতে যাচ্ছেন, তা ফারাওকে দেখিয়েছেন। [২৯] দেখুন, এমন সাত বছর আসছে, যখন সারা মিশর দেশে অধিক শস্য-প্রাচুর্য হবে; [৩০] কিন্তু সেগুলোর পরে দুর্ভিক্ষেরই এমন সাত বছর আসবে, যখন মিশর দেশে সমস্ত শস্য-প্রাচুর্যের কথা ভুলে যাওয়া হবে, এবং সেই দুর্ভিক্ষ দেশকে নিঃশেষ করে ফেলবে। [৩১] পরবর্তীকালীন যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, তা এতই কষ্টকর হবে যে, দেশে আগেকার শস্য-প্রাচুর্যের কথা আর মনে পড়বে না। [৩২] ফারাওর কাছে দু'বার স্বপ্ন দেখাবার কারণ এই: পরমেশ্বর এই সমস্ত কিছু স্থির করেছেন, এবং পরমেশ্বর তা শীঘ্রই ঘটাবেন। [৩৩] সুতরাং এখন ফারাও একজন বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান মানুষকে পাবার কথা চিন্তা করুন, এবং তাঁকে মিশর দেশের উপরে নিযুক্ত করুন। [৩৪] তাছাড়া ফারাও এও করুন: দেশে নানা অধ্যক্ষ নিযুক্ত ক'রে, যে সাত বছর শস্য-প্রাচুর্য হবে, সে সময়ে মিশর দেশ থেকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ শস্য কর হিসাবে আদায় করুন। [৩৫] তাঁরা সেই আগামী শুভ বছরগুলোর খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করুন, ও ফারাওর নিজের অধীনে শহরে শহরে খাদ্যের জন্য শস্য জমিয়ে রাখুন ও রক্ষা করুন। [৩৬] এভাবে মিশর দেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, সেই সাত বছর দুর্ভিক্ষের জন্য সেই খাদ্য দেশের জন্য মজুত হিসাবে রাখা হবে, তাতে দুর্ভিক্ষে দেশের বিনাশ ঘটবে না।’

উচ্চপদে যোসেফ

[৩৭] ফারাওর ও তাঁর সকল পরিষদের দৃষ্টিতে কথাটা উত্তম মনে হল। [৩৮] ফারাও তাঁর পরিষদদের বললেন, ‘এঁর মত মানুষ যাঁর অন্তরে পরমেশ্বরের আত্মা আছেন, আমরা এমন আর কাকে পাব?’ [৩৯] ফারাও যোসেফকে বললেন, ‘যেহেতু পরমেশ্বর তোমাকে এই সমস্ত কিছু জানিয়ে দিয়েছেন, সেজন্য তোমার মত বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান কেউই নেই। [৪০] তুমিই আমার প্রধান অধ্যক্ষ হবে; আমার সকল প্রজা

তোমার বাণীর পক্ষে দাঁড়াবে; কেবল সিংহাসনে আমি তোমার চেয়ে বড় থাকব।' [৪১] ফারাও যোসেফকে একথাও বললেন, 'দেখ, আমি তোমাকে সমস্ত মিশর দেশের উপরে নিযুক্ত করলাম।' [৪২] ফারাও হাত থেকে নিজের আঙটি খুলে যোসেফের হাতে দিলেন, তাঁকে রেশমী কাপড়ের শুভ্র পোশাক পরালেন, এবং তাঁর গলায় সোনার হার দিলেন। [৪৩] তাঁকে তাঁর নিজের দ্বিতীয় রথে উঠতে দিলেন, এবং তাঁর আগে আগে লোকে ঘোষণা করে বলত, 'হাঁটু পাত!'

এইভাবে তিনি সমস্ত মিশর দেশের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হলেন। [৪৪] পরে ফারাও যোসেফকে বললেন, 'আমি ফারাও বটে, কিন্তু তোমার হুকুম ছাড়া সারা মিশর দেশে কেউই হাত কি পা নাড়াতে পারবে না।' [৪৫] ফারাও যোসেফের নাম সাফেনাথ-পানেয়াহ্ রাখলেন, এবং তাঁর সঙ্গে ওন শহরের যাজক পোতিফেরার কন্যা আসেনাথের বিবাহ দিলেন। আর যোসেফ মিশর দেশ জুড়ে যাতায়াত করতে লাগলেন।

[৪৬] যোসেফ যখন মিশর-রাজ ফারাওর সামনে দাঁড়ান, তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর। ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর যোসেফ মিশর দেশের সমস্ত জায়গায় ঘুরতে লাগলেন। [৪৭] আর সেই শস্য-প্রাচুর্যের সাত বছর ধরে ভূমি অপর্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন করল। [৪৮] মিশর দেশে যে সাত বছর শস্য-প্রাচুর্য দেখা দিল, সেই সাত বছরের সমস্ত শস্য সংগ্রহ করে তিনি শহরে শহরে জমিয়ে রাখলেন; অর্থাৎ প্রতিটি শহরের চারপাশের মাঠে যে শস্য হল, সেই শহরেই তা জমিয়ে রাখলেন। [৪৯] এইভাবে যোসেফ সমুদ্রের বালুকণার মত এমন প্রচুর শস্য সংগ্রহ করলেন যে, তা আর মাপা হল না, কেননা তা পরিমাপের অতীত ছিল।

[৫০] দুর্ভিক্ষ-বর্ষকালের আগে যোসেফের ঘরে দু'টো ছেলের জন্ম হল: ওন-নিবাসী পোতিফেরা যাজকের কন্যা আসেনাথ তাঁর ঘরে এদের প্রসব করলেন। [৫১] যোসেফ বড়জনের নাম মানাশে রাখলেন: তিনি বললেন, 'পরমেশ্বর এমনটি ঘটিয়েছেন, যেন আমি আমার সমস্ত ক্লেশের ও আমার সমস্ত পিতৃকুলের কথা ভুলে যাই।' [৫২] দ্বিতীয়জনের নাম এফ্রাইম রাখলেন: তিনি বললেন, 'আমার দুঃখভোগের দেশে পরমেশ্বর আমাকে ফলবান করেছেন।'

[৫৩] তখন মিশর দেশে শস্য-প্রাচুর্যের সাত বছর শেষ হল, [৫৪] ও সাত বছর-দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হল—ঠিক যেমনটি যোসেফ বলেছিলেন। সকল দেশেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, কিন্তু সারা মিশর দেশে খাদ্য ছিল। [৫৫] কিন্তু যখন সারা মিশর দেশেও ক্ষুধা দেখা দিল, আর প্রজারা ফারাওর কাছে খাদ্যের জন্য চিৎকার করল, তখন ফারাও মিশরীয় সকলকে বললেন, 'যোসেফের কাছে যাও; তিনি তোমাদের যা বলবেন, তাই কর।' [৫৬] সেসময়ে দুর্ভিক্ষ সারা পৃথিবী জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন যোসেফ সব গোলাঘর খুলে মিশরীয়দের কাছে শস্য বিক্রি করতে লাগলেন; এমনকি মিশর দেশেও দুর্ভিক্ষ প্রবল হতে চলল। [৫৭] লোকে সমগ্র পৃথিবী থেকেই মিশর দেশে যোসেফের কাছে শস্য কিনতে আসছিল, কেননা সারা পৃথিবী জুড়েই দুর্ভিক্ষ প্রবল হয়ে উঠেছিল।

ভাইদের সঙ্গে যোসেফের প্রথম সাক্ষাৎ

৪২ [১] যাকোব জানতে পারলেন, মিশর দেশে শস্য পাওয়া যায়; তাই তাঁর ছেলেদের বললেন, 'তোমরা একে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে অনর্থক বলাবলি করছ কেন?' [২] তিনি বলে চললেন, 'দেখ, আমি শুনলাম, মিশরে শস্য আছে। তোমরা সেইখানে যাও, আমাদের জন্য শস্য কিনে নিয়ে এসো, তাহলেই আমরা বাঁচব, মরব না।' [৩] তখন যোসেফের ভাইদের মধ্যে দশজন শস্য কিনবার জন্য মিশরে গেলেন; [৪] কিন্তু যাকোব যোসেফের সহোদর বেঞ্জামিনকে ভাইদের সঙ্গে পাঠালেন না; তিনি ভাবছিলেন, 'পাছে তার কোন অমঙ্গল ঘটে!' [৫] সুতরাং যারা সেখানে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে ইস্রায়েলের ছেলেরাও শস্য কিনবার জন্য গেলেন, কেননা কানান দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল।

[৬] দেশের উপরে অধিকারপ্রাপ্ত মানুষ হওয়ায় যোসেফই দেশের সমস্ত লোকের কাছে শস্য বিক্রি করতেন; তাই যোসেফের ভাইয়েরা তাঁর কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা নত করে প্রণিপাত করলেন। [৭] যোসেফ তাঁর ভাইদের দেখামাত্র তাঁদের চিনতে পারলেন, কিন্তু তাঁদের কাছে অপরিচিতের মতই ব্যবহার করলেন; তাঁদের সঙ্গে রুক্ষভাবেই কথা বললেন; তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোথা থেকে আসছ?' তাঁরা উত্তরে বললেন, 'কানান দেশ থেকে খাদ্য কিনতে এসেছি।' [৮] তাই যখন

যোসেফ ভাইদের চিনতে পারলেন কিন্তু তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন না, [৯] তখন যোসেফের সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ল, যা তিনি তাঁর ভাইদের সম্বন্ধে দেখেছিলেন; তাঁদের বললেন, 'তোমরা গুপ্তচর! তোমরা দেশের দুর্বল জায়গা দেখতে এসেছ।' [১০] তাঁরা বললেন, 'না, প্রভু, আপনার এই দাসেরা খাদ্য কিনতেই এসেছে; [১১] আমরা সকলে এক পিতার সন্তান; আমরা তো সৎলোক, আপনার এই দাসেরা গুপ্তচর নয়।' [১২] কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'না, না, তোমরা দেশের দুর্বল জায়গা দেখতে এসেছ!' [১৩] তাঁরা বললেন, 'আপনার এই দাসেরা বারো ভাই, কানান দেশনিবাসী একজনেরই সন্তান। দেখুন, আমাদের ছোট ভাই বর্তমানে পিতার কাছে রয়েছে, আর একজন আর নেই।' [১৪] তখন যোসেফ তাঁদের বললেন, 'আমি তোমাদের যা বলেছি, আসলে ঠিক তাই: তোমরা গুপ্তচর! [১৫] তোমাদের এইভাবেই যাচাই করা হবে: আমি ফারাওর প্রাণের দিব্যি দিয়ে বলছি, তোমাদের ছোট ভাই এখানে না আসা পর্যন্ত তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না। [১৬] তোমাদের একজনকে পাঠিয়ে তোমাদের সেই ভাইকে নিয়ে এসো; তোমরা বন্দি অবস্থায় থাকবে। এইভাবে তোমাদের কথা যাচাই করা হোক, যেন জানা যেতে পারে তোমরা সত্যবাদী কিনা। নইলে, আমি ফারাওর প্রাণের দিব্যি দিয়ে বলছি, তোমরা নিশ্চয়ই গুপ্তচর!' [১৭] আর তিনি তাঁদের কারাগারে তিন দিন রাখলেন।

[১৮] তৃতীয় দিনে যোসেফ তাঁদের বললেন, 'তোমরা এই কাজ কর, তবেই বাঁচবে; আমি তো পরমেশ্বরকে ভয় করি। [১৯] তোমরা যদি সৎলোক হও, তবে তোমাদের এক ভাই তোমাদের সেই কারাগারে বন্দি অবস্থায় থাকুক; আর তোমরা তোমাদের নিজ নিজ বাড়ির খাদ্য-অভাবের জন্য শস্য নিয়ে যাও; [২০] পরে তোমাদের ছোট ভাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবে; তোমরা যা কিছু বলেছ, তা এইভাবে প্রমাণিত হবে, আর তোমাদের মরতে হবে না।' তাঁরা সম্মত হলেন। [২১] তখন তাঁরা একে অন্যকে বললেন, 'নিশ্চয় আমাদের ভাইয়ের বিষয়ে আমাদের অপরাধের জন্য আমাদের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে, কেননা সে আমাদের কাছে মিনতি করলে আমরা তাঁর প্রাণের দুর্দশা দেখেও তাকে শুনিনি; এজন্য আমাদের উপর এই দুর্দশা নেমে পড়েছে।' [২২] রূবেন তাঁদের উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'আমি কি

তোমাদের বলেছিলাম না, ছেলেটির বিরুদ্ধে তোমরা পাপ করো না? কিন্তু তোমরা শোননি; এই যে, এখন আমাদের কাছ থেকে তার রক্তের হিসাব নেওয়া হচ্ছে!' [২৩] তাঁরা জানতেন না যে, যোসেফ তাঁদের এই কথা বুঝতে পারছিলেন, কেননা দু'পক্ষের মধ্যে সব কথাবার্তা দোভাষীর মাধ্যমেই হচ্ছিল। [২৪] তাঁদের কাছ থেকে সরে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন। পরে ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন; ও তাঁদের মধ্য থেকে শিমেয়োনকে বেছে নিয়ে তাঁদের সামনেই দড়ি দিয়ে তাঁকে বাঁধবার হুকুম দিলেন।

ভাইদের প্রত্যাগমন

[২৫] যোসেফ তাঁদের বস্তায় শস্য ভরে দিতে, প্রত্যেকজনের বস্তায় টাকা ফিরিয়ে দিতে, ও তাঁদের যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী দিতে হুকুম দিলেন; তাঁদের জন্য সেইমত করা হল।

[২৬] তাঁদের নিজ নিজ গাধার পিঠে শস্য চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা সেখান থেকে চলে গেলেন। [২৭] তাঁরা এক জায়গায় রাত কাটাচ্ছেন, এমন সময় তাঁদের একজন নিজের গাধাকে খাবার দিতে গিয়ে বস্তা খুলে দিলেন, তখন নিজের টাকা দেখতে পেলেন, আর দেখ, বস্তার মুখেই সেই টাকা! [২৮] তিনি ভাইদের বললেন, 'টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে! দেখ, আমার বস্তাতেই রয়েছে।' তাঁদের প্রাণ একেবারে উড়ে গেল, সকলে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, একে অন্যকে বললেন, 'পরমেশ্বর আমাদের কীবা করলেন?'

[২৯] কানান দেশে তাঁদের পিতা যাকোবের কাছে ফিরে এসে তাঁরা তাঁদের যা কিছু ঘটেছিল, সেই সমস্ত কথা তাঁকে জানালেন; [৩০] বললেন, 'যে লোক সেই দেশের প্রভু, তিনি আমাদের সঙ্গে রুক্ষভাবেই কথা বললেন, আর দেশের গুপ্তচর বলে আমাদের অভিযুক্ত করলেন। [৩১] আমরা তাঁকে বললাম, আমরা সৎলোক, গুপ্তচর নই; [৩২] আমরা বারো ভাই, সকলেই এক পিতার সন্তান; কিন্তু একজন আর নেই, এবং ছোটজন বর্তমানে কানান দেশে পিতার কাছে রয়েছে। [৩৩] কিন্তু সেই লোক, সেই দেশের প্রভু আমাদের বললেন, আমি এতেই জানতে পারব যে, তোমরা সৎলোক: তোমাদের এক ভাইকে আমার কাছে রেখে তোমাদের বাড়ির খাদ্য-অভাবের জন্য শস্য নিয়ে যাও; [৩৪] পরে তোমাদের সেই ছোট ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো;

তাহলেই আমি বুঝতে পারব যে, তোমরা গুপ্তচর নও, তোমরা সৎলোক। তখন আমি তোমাদের ভাইকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেব, এবং তোমরা অবাধে দেশে যাতায়াত করতে পারবে।’

[৩৫] তাঁরা বস্তা থেকে শস্য ঢেলে দিলে, দেখ, প্রত্যেকে নিজ নিজ বস্তায় নিজ নিজ টাকার থলি পেলেন। সেই সমস্ত টাকার থলি দেখে তাঁরা ও তাঁদের পিতা ভয় পেলেন। [৩৬] তখন তাঁদের পিতা যাকোব বললেন, ‘তোমরা আমাকে সন্তান-বঞ্চিত করছ! যোসেফ আর নেই, শিমেয়োন আর নেই, আবার বেঞ্জামিনকেও নিয়ে যেতে চাচ্ছ। এই সবকিছু আমার মাথায় এসে পড়ছে!’ [৩৭] তখন রুবেন তাঁর পিতাকে বললেন, ‘আমি যদি তোমার কাছে তাকে ফিরিয়ে না আনি, তবে আমার দুই ছেলেকে হত্যা করবে; তাকে আমার হাতে তুলে দাও; আমি তাকে তোমার কাছে আবার ফিরিয়ে আনব।’ [৩৮] কিন্তু তিনি বললেন, ‘আমার ছেলেটি তোমাদের সঙ্গে যাবেই না, কারণ তার সহোদর মারা গেছে, সে একা রয়েছে। তোমরা যে যাত্রা করতে যাচ্ছ, সেই যাত্রাপথে যদি তার কোন অমঙ্গল ঘটে, তবে তোমরা আমার এই পাকা চুল শোকে পাতালে নামিয়ে দেবে।’

বেঞ্জামিনকে পাঠানোতে যাকোবের সম্মতি

৪৩ [১] কিন্তু দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়তে থাকল। [২] তাঁরা মিশর থেকে যে শস্য নিয়ে এসেছিলেন, তা খেতে খেতে ফুরিয়ে গেলে তাঁদের পিতা তাঁদের বললেন, ‘তোমরা আবার যাও, আমাদের জন্য কিছু খাদ্য কিনে নিয়ে এসো।’ [৩] তখন যুদা তাঁকে বললেন, ‘কিন্তু সেই লোক আমাদের স্পষ্টই বলেছেন, তোমাদের ভাই তোমাদের সঙ্গে না থাকলে তোমরা আমার মুখ দেখতে পাবে না। [৪] তুমি আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাইকে পাঠাতে সম্মত হলে আমরা গিয়ে তোমার জন্য খাদ্য কিনে নিয়ে আসব; [৫] কিন্তু তাকে পাঠাতে সম্মত না হলে আমরা যাব না, কারণ লোকটি আমাদের বলেছেন, তোমাদের ভাই তোমাদের সঙ্গে না থাকলে তোমরা আমার মুখ দেখতে পাবে না।’

[৬] তখন ইস্রায়েল বললেন, ‘তোমাদের আর এক ভাই আছে, তেমন কথা ওই লোকটাকে বলে তোমরা আমার উপর কেন এমন দুর্দশা এনেছ?’ [৭] তাঁরা উত্তরে বললেন, ‘তিনি আমাদের ও আমাদের পরিবার সম্বন্ধে ঘন ঘন জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, বললেন, তোমাদের পিতা কি এখনও বেঁচে আছেন? তোমাদের কি আরও ভাই আছে? আর আমরা সেই প্রশ্ন অনুসারে উত্তর দিয়েছিলাম। কেমন করে জানতে পারতাম যে, তিনি বলবেন, তোমাদের ভাইকে এখানে নিয়ে এসো?’ [৮] যুদা তাঁর পিতা ইস্রায়েলকে বললেন, ‘ছেলেটিকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও; আমরা সঙ্গে সঙ্গে রওনা হব, যেন তুমি ও আমাদের ছেলেরা ও আমরা বাঁচতে পারি, কেউ যেন না মরে। [৯] আমিই তার জামিন হলাম, আমারই হাত থেকে তাকে দাবি করবে। যদি আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে না আনি ও তোমার সামনে উপস্থিত না করি, তবে আমি আজীবন তোমার কাছে অপরাধী থাকব। [১০] এত দেরি না করলে আমরা ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বারের মত ফিরে আসতে পারতাম!’

[১১] তখন তাঁদের পিতা ইস্রায়েল তাঁদের বললেন, ‘যদি তেমনটি হতে হয়, তবে একাজ কর: তোমরা নিজ নিজ পাত্রে এই দেশের সেরা দ্রব্য—সুরভি মলম, মধু, দামী গঁদ, গন্ধনির্যাস, পেস্তা ও বাদাম কিছু কিছু নিয়ে গিয়ে সেই লোককে উপহার রূপে দান কর। [১২] হাতে তোমরা দ্বিগুণ টাকা নাও, এবং তোমাদের বস্তার মুখে যে টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাও হাতে করে আবার নিয়ে যাও; হয় তো বা একটা ভুল ঘটেছিল। [১৩] তোমাদের ভাইকেও নিয়ে যাও; এবার রওনা হও, আবার সেই লোকের কাছে যাও। [১৪] সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই লোকের কাছে তোমাদের করুণার পাত্র করুন, যেন তিনি তোমাদের সেই অন্য ভাইকে ও বেঞ্জামিনকে মুক্ত করে দেন। আমাকে যদি সন্তান-বঞ্চিত হতে হয়, সন্তান-বঞ্চিত হবই!’

যোসেফের সঙ্গে ভাইদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ

[১৫] তাঁরা সেই উপহার নিলেন, আর সেইসঙ্গে দ্বিগুণ টাকা ও বেঞ্জামিনকে নিয়ে রওনা হলেন, এবং মিশরে পৌঁছে যোসেফের সামনে দাঁড়ালেন। [১৬] তাঁদের সঙ্গে বেঞ্জামিনকে দেখে যোসেফ তাঁর গৃহের প্রধান কর্মচারীকে বললেন, ‘এই কয়েকটি লোককে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাও, ও একটা পশু মেরে তা প্রস্তুত কর, কারণ দুপুরে

এঁরা আমার সঙ্গে বসে খাবেন।' [১৭] যোসেফ যেমন বললেন, কর্মচারী সেইমত করলেন: তাঁদের যোসেফের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। [১৮] যোসেফের বাড়িতে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এতে তাঁরা ভয় পেলেন; একে অন্যকে বললেন, 'আগে আমাদের বস্তায় যে টাকা ফেরানো হয়েছিল, তারই জন্য আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে: হ্যাঁ, আমাদের আক্রমণ করে তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ও আমাদের তাদের দাস করবে; আমাদের গাধাগুলিও কেড়ে নেবে।' [১৯] তাই তাঁরা যোসেফের প্রধান কর্মচারীর কাছে গিয়ে বাড়ির প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন; [২০] তাঁরা বললেন, 'মহাশয়, আমরা আগে একবার খাদ্য কিনতে এসেছিলাম; [২১] পরে এমন জায়গায় গিয়ে যেখানে রাত কাটাব আমরা নিজ নিজ বস্তা খুলে দিলাম, আর দেখুন, প্রত্যেকজনের টাকা তার বস্তার মুখে—ঠিক পরিমাণ টাকা; কিন্তু তা আমরা আবার হাতে করে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি, [২২] এবং খাদ্য কিনবার জন্য আরও টাকা নিয়ে এসেছি; আর আমরা তো জানি না, কেইবা আমাদের সেই টাকা আমাদের বস্তায় দিয়েছে।' [২৩] লোকটি বললেন, 'শান্ত হোন, ভয় করবেন না; আপনাদের পরমেশ্বর, আপনাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর আপনাদের বস্তায় আপনাদের জন্য ধন দিয়েছেন; আমি আপনাদের টাকা পেয়েছি।' আর শিমেয়োনকে বের করে তাঁকে তাঁদের কাছে আনলেন।

[২৪] পরে সে তাঁদের যোসেফের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে জল দিল, আর তাঁরা পা ধুয়ে নিলেন, এবং সে তাঁদের গাধাগুলোকে খাবার দিল। [২৫] দুপুরে যোসেফ আসবেন বিধায় তাঁরা উপহারটা সাজালেন, কেননা তাঁরা শুনেছিলেন যে, সেইখানে তাঁদের খাওয়া-দাওয়া করতে হবে।

[২৬] যোসেফ ঘরে এলে তাঁরা তাঁদের সঙ্গে যে উপহার ছিল, তা তাঁর কাছে নিবেদন করলেন, ও তাঁর সামনে মাটিতে মুখ করে প্রণিপাত করলেন। [২৭] তাঁরা কেমন আছেন তা জিজ্ঞাসা করে তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা যে বৃদ্ধের কথা বলেছিলে, তোমাদের সেই পিতা কেমন আছেন? তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন?' [২৮] তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আপনার দাস আমাদের পিতা ভালই আছেন, তিনি এখনও বেঁচে আছেন।' আর তাঁরা মাথা নত করে প্রণিপাত করলেন।

[২৯] যোসেফ চোখ তুলে তাঁর ভাই বেঞ্জামিনকে, তাঁর আপন সহোদরকে দেখে বললেন, 'তোমাদের যে ছোট ভাইয়ের কথা আমাকে বলেছিলে, সে কি এই?' আর বলে চললেন, 'বৎস, পরমেশ্বর তোমার প্রতি সদয় হোন!' [৩০] তখন যোসেফ তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলেন, কারণ তাঁর ভাইয়ের প্রতি এমন মায়া অনুভব করছিলেন যে, তিনি কাঁদতে চাচ্ছিলেন: নিজের ঘরে গিয়ে সেখানে কেঁদে ফেললেন।

[৩১] পরে মুখ ধুয়ে তিনি বাইরে এলেন, ও নিজেকে সংবরণ করে হুকুম দিলেন: 'খাদ্য পরিবেশন করা হোক!' [৩২] তা তাঁর জন্য আলাদাভাবে পরিবেশন করা হল, তাঁর ভাইদেরও জন্য ও তাঁর মিশরীয় পরিজনদেরও জন্য আলাদাভাবে পরিবেশন করা হল, কারণ মিশরীয়েরা হিব্রুদের সঙ্গে খেতে বসে না, মিশরীয়দের পক্ষে তা করা জঘন্যই কর্ম। [৩৩] তাঁরা যোসেফের সামনে নিজ নিজ আসন নিলেন—বড়জন থেকে ছোটজন পর্যন্ত নিজ নিজ বয়স অনুসারেই আসন নিলেন, এবং বিস্মিত হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছিলেন। [৩৪] তিনি নিজেরই অংশ থেকে খাদ্যের অংশ তুলে তাঁদের পরিবেশন করালেন; কিন্তু বেঞ্জামিনের অংশ সকলের অংশের চেয়ে পাঁচগুণ বড় ছিল। আর তাঁরা তাঁর সঙ্গে ফুর্তি করে পান করলেন।

বেঞ্জামিনের বস্তায় যোসেফের সেই বাটি

৪৪ [১] পরে তিনি তাঁর প্রধান কর্মচারীকে এই হুকুম দিলেন, 'এই লোকদের বস্তায় যত শস্য ধরে, তা ভরে দাও, এবং প্রত্যেকজনের টাকা তার বস্তার মুখে রাখ। [২] ছোটজনের বস্তার মুখে তার কেনা শস্যের টাকার সঙ্গে আমার বাটি, আমার রুপোর যে বাটি, তাও রাখ।' সে যোসেফের হুকুম অনুসারে কাজ করল। [৩] সকাল হলে তাঁরা গাধাগুলোর সঙ্গে রওনা হলেন। [৪] তাঁরা শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু দূরে যেতে না যেতেই যোসেফ তাঁর বাড়ির প্রধান কর্মচারীকে বললেন, 'শীঘ্রই, ওই লোকদের পিছনে দৌড়ে যাও। তাঁদের নাগাল পেয়ে তাঁদের বল, উপকারের বিনিময়ে তোমরা অপকার করেছ কেন? [৫] এ কি সেই বাটি নয়, যা থেকে আমার প্রভু পান করেন ও যার মধ্য দিয়ে দৈব গণনা করেন? তেমন কাজ করায় তোমরা অন্যায় করেছ।'

[৬] তাই সে যখন তাঁদের নাগাল পেল, তখন সেই কথাই বলল। [৭] তাঁরা তাকে বললেন, ‘আমার প্রভু কেন এই কথা বলছেন? আপনার দাসেরা যে তেমন কাজ করবে, তা দূরের কথা! [৮] দেখুন, আমরা নিজ নিজ বস্তার মুখে যে টাকা পেয়েছিলাম, তা কানান দেশ থেকে আবার আপনার কাছে ফিরিয়ে এনেছি; আমরা কেমন করে আপনার প্রভুর বাড়ি থেকে সোনা-রুপো চুরি করব? [৯] আপনার দাসদের মধ্যে যার কাছে তা পাওয়া যাবে, সে মরবে; আর আমরা আমার প্রভুর দাস হব।’ [১০] সে বলল, ‘আচ্ছা, তোমরা যেমন বলেছ, সেইমত হোক; যার কাছে তা পাওয়া যাবে, সে আমার দাস হবে, আর বাকি সকলে নির্দোষী হবে।’ [১১] তাঁরা শীঘ্রই নিজেদের বস্তাগুলো মাটিতে নামিয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ বস্তার মুখ খুলে দিলেন; [১২] আর সে বড়জন থেকে শুরু করে ছোটজনের বস্তা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করল: বাটিটা বেঞ্জামিনের বস্তায়ই পাওয়া গেল! [১৩] তখন তাঁরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়লেন, ও নিজ নিজ গাধার পিঠে বস্তা চাপিয়ে দিয়ে শহরে ফিরে গেলেন।

[১৪] যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা যখন যোসেফের বাড়িতে এলেন, তিনি তখনও সেখানে ছিলেন; তাই তাঁরা তাঁর সম্মুখে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। [১৫] যোসেফ তাঁদের বললেন, ‘তোমরা এ কেমন কাজ করেছ? তোমরা কি একথা জানতে না যে, আমার মত মানুষ দৈব গণনা করে?’ [১৬] যুদা বললেন, ‘আমরা আমার প্রভুকে কী উত্তর দেব? কী কথা বলব? কেমন করে নিজেদের নির্দোষী বলে সাব্যস্ত করব? পরমেশ্বর নিজেই আপনার দাসদের অপরাধ উদ্ঘাটন করেছেন; এই যে, আমরা ও যার কাছে বাটিটা পাওয়া গেছে, সকলেই প্রভুর দাস হলাম!’ [১৭] যোসেফ বললেন, ‘আমি যে এমন কাজ করব, তা দূরের কথা! বাটিটা যার কাছে পাওয়া গেছে, সে-ই আমার দাস হবে; তোমাদের দিক থেকে, তোমরা শান্ত মনে তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যেতে পার।’

[১৮] তখন যুদা এগিয়ে গেলেন, বললেন, ‘প্রভু আমার, আপনার এই দাসকে অনুমতি দেওয়া হোক, সে যেন আমার প্রভুর কাছে ব্যক্তিগত ভাবেই একটা কথা বলতে পারে; এই দাসের উপরে আপনার ক্রোধ জ্বলে না উঠুক, কারণ আপনি ফারাওর সমান! [১৯] আমার প্রভু এই দাসদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমাদের কি পিতা বা অন্য ভাই

আছে? [২০] উত্তরে আমরা আমার প্রভুকে বলেছিলাম, আমাদের বৃদ্ধ পিতা আছেন, এবং তাঁর বৃদ্ধ বয়সের ছোট এক ছেলে আছে; তার সহোদরের মৃত্যু হয়েছে; তাই সে তার মাতার সন্তানদের মধ্যে এখন একাই রয়েছে, এবং তার পিতা তাকে স্নেহ করেন। [২১] আপনি আপনার দাসদের বলেছিলেন, তোমরা আমার কাছে তাকে নিয়ে এসো, যেন আমি তাকে নিজের চোখেই দেখতে পাই। [২২] আমরা আমার প্রভুকে বলেছিলাম, ছেলেটি পিতাকে ছেড়ে আসতে পারবে না, সে পিতাকে ছেড়ে এলে পিতা মারা যাবেন। [২৩] কিন্তু আপনি এই দাসদের বলেছিলেন, সেই ছোট ভাই তোমাদের সঙ্গে না এলে তোমরা আমার মুখ পুনরায় দেখতে পাবে না।

[২৪] সুতরাং আপনার দাস যে আমার পিতা, তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে আমরা তাঁকে আমার প্রভুর সেই সমস্ত কথা বললাম। [২৫] আর যখন আমাদের পিতা বললেন, তোমরা আবার যাও, আমাদের জন্য কিছু খাদ্য কিনে নিয়ে এসো, [২৬] তখন আমরা বললাম, না, সেখানে যেতে পারব না; আমাদের সঙ্গে যদি ছোট ভাই থাকে, তবে যাব; কেননা ছোট ভাইটি সঙ্গে না থাকলে আমরা সেই লোকের মুখ দেখতে পাব না। [২৭] তাই আপনার দাস আমার পিতা বললেন, তোমরা তো জান, আমার সেই স্ত্রীর গর্ভে কেবল দু'টো ছেলের জন্ম হয়েছে; [২৮] যখন তাদের মধ্যে একজন আমাকে ছেড়ে চলে গেল, তখন আমি ভাবলাম, তাকে নিশ্চয় টুকরো টুকরো করা হয়েছে! আর সেসময় থেকে আমি তাকে আর দেখতে পাইনি। [২৯] এখন আমার কাছ থেকে একেও নিয়ে গেলে যদি তার কোন অমঙ্গল ঘটে, তোমরা এই পাকা চুল শোকে পাতালে নামিয়ে দেবে। [৩০] তাই আপনার দাস যে আমার পিতা, আমি তাঁর কাছে ফিরে গেলে আমাদের সঙ্গে যদি এই ছেলে না থাকে, তবে ছেলেটিকে আমাদের সঙ্গে না দেখলে তিনি মারা পড়বেন, কেননা তাঁর প্রাণ এই ছেলের প্রাণের সঙ্গে বাঁধা; [৩১] আর এইভাবে আপনার এই দাসেরা আপনার দাস আমাদের পিতার পাকা চুল শোকে পাতালে নামিয়ে দেবেই। [৩২] আরও, আপনার দাস আমি আমার পিতার কাছে এই ছেলের জামিন হয়ে বলেছিলাম, আমি যদি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে না আনি, তবে আজীবন পিতার কাছে অপরাধী থাকব। [৩৩] সুতরাং অনুনয় করি, এই ছেলের বিনিময়ে আপনার দাস আমিই যেন আমার প্রভুর দাস হয়ে থাকি, কিন্তু ছেলেটিকে আপনি তার

ভাইদের সঙ্গে যেতে দিন; [৩৪] কেননা ছেলেটি আমার সঙ্গে না থাকলে আমি কেমন করে আমার পিতার কাছে যেতে পারি? না, আমার পিতার মাথায় যে দুর্দশা এসে পড়বে, আমি তা দেখে সহ্য করতে পারব না!'

৪৫ [১] তখন যোসেফ কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের সামনে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না; তিনি বলে উঠলেন, 'আমার সামনে থেকে সব লোককে বের করে দাও।' তাই যোসেফ যখন তাঁর ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন, তখন সেখানে কেউই ছিল না। [২] কিন্তু তিনি এত জোরেই কেঁদে উঠলেন যে, মিশরীয়েরা সকলেই তাঁর চিৎকার শুনতে পেল ও কথাটা ফারাওর প্রাসাদেও জানা হল।

যোসেফের আত্মপরিচয় দান

[৩] যোসেফ তাঁর ভাইদের বললেন, 'আমি যোসেফ; আমার পিতা কি এখনও বেঁচে আছেন?' কিন্তু তাঁর উপস্থিতির জন্য বিহ্বল হয়ে তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে কোন উত্তর দিতে পারছিলেন না। [৪] তখন যোসেফ তাঁর ভাইদের বললেন, 'এসো, আমার কাছে কাছেই এসো!' তাঁরা কাছে গেলে তিনি বললেন, 'আমি যোসেফ, তোমাদের ভাই, যাকে তোমরা মিশরের জন্য বিক্রি করেছিলে। [৫] কিন্তু তোমরা যে আমাকে এখানে বিক্রি করেছ, এর জন্য দুঃখ করো না, শোক করো না; কেননা তোমাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই পরমেশ্বর তোমাদের আগে আগে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। [৬] কেননা এ দু'বছর হল যে দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে; আর আরও পাঁচ বছর ধরেই কোন চাষ বা ফসল হবে না। [৭] পরমেশ্বর পৃথিবীতে তোমাদের বংশ রক্ষা করার জন্য ও মহা উদ্ধারের মধ্য দিয়ে তোমাদের বাঁচাবার জন্যই তোমাদের আগে আগে আমাকে পাঠিয়েছেন। [৮] তাই তোমরাই যে আমাকে এখানে পাঠিয়েছ, এমন নয়, পরমেশ্বরই পাঠিয়েছেন, এবং আমাকে ফারাওর পিতারূপে, তাঁর সমস্ত বাড়ির প্রভু ও সারা মিশর দেশের উপরে শাসনকর্তা করেছেন। [৯] তোমরা শীঘ্রই আমার পিতার কাছে ফিরে যাও, তাঁকে বল, "তোমার ছেলে যোসেফ একথা বলছে, পরমেশ্বর আমাকে সারা মিশর দেশের কর্তা করেছেন। তুমি আমার কাছে চলে এসো, দেরি করো না। [১০] তুমি গোশেন অঞ্চলে বাস করবে, সেখানে তুমি, তোমার সন্তানেরা, তোমার সন্তানদের সন্তানসন্ততিরা,

তোমার পশুপাল ও তোমার সর্বস্ব আমার কাছে কাছে থাকবে। [১১] সেখানে আমি তোমার অন্নসংস্থানের জন্য ব্যবস্থা করব, কেননা দুর্ভিক্ষ আর পাঁচ বছর থাকবে; তবে তোমাকে ও তোমার পরিজনদের ও তোমার সকল লোককে কোন দুরবস্থা ভোগ করতে হবে না।” [১২] তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছ, আমার সহোদর বেঞ্জামিনও স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে: আমার নিজের মুখই তো তোমাদের কাছে কথা বলছে! [১৩] তোমরা এই মিশর দেশে আমার গৌরবের কথা, এবং তোমরা যা কিছু দেখেছ, সেই সমস্ত কথা আমার পিতাকে জানাও। আর শীঘ্রই আমার পিতাকে এখানে নিয়ে এসো।’

[১৪] তখন তিনি ভাই বেঞ্জামিনের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, বেঞ্জামিনও তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। [১৫] তিনি তাঁর সকল ভাইকে চুম্বন করলেন, ও তাঁদের বুকে টেনে আলিঙ্গন করে কেঁদে ফেললেন। তারপর তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন।

যাকোবের কাছে ফারাওর আমন্ত্রণ

[১৬] ইতিমধ্যে ফারাওর বাড়িতেও কথা রটিয়ে পড়েছিল যে, যোসেফের ভাইয়েরা এসেছে; এতে ফারাও ও তাঁর পরিষদেরা সকলেই খুশি হলেন। [১৭] ফারাও যোসেফকে বললেন, ‘তোমার ভাইদের বল, তোমরা একাজ কর: তোমাদের বাহনদের পিঠে শস্য চাপিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কানান দেশের দিকে রওনা হও; [১৮] পরে তোমাদের পিতাকে ও নিজ নিজ পরিবারকে তুলে নিয়ে আমার কাছে ফিরে এসো; আমি তোমাদের কাছে মিশর দেশের সর্বোত্তম জায়গা দেব, আর তোমরা দেশের সেরা ফল ভোগ করবে। [১৯] এখন তুমি তাদের এই আজ্ঞা দাও: তোমরা একাজ কর: তোমরা নিজ নিজ ছেলেমেয়ে ও বধূদের জন্য মিশর দেশ থেকে গাড়ি নিয়ে গিয়ে তাদের ও তোমাদের পিতাকে নিয়ে এসো। [২০] তোমাদের দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য অযথা দুঃখ করো না, কেননা সারা মিশর দেশের সর্বোত্তম অংশ তোমাদেরই হবে।’

[২১] ইস্রায়েলের ছেলেরা সেইমত করলেন। যোসেফ ফারাওর আজ্ঞা অনুসারে তাঁদের গাড়ি দিলেন, যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যও দিলেন। [২২] তিনি প্রত্যেকজনকে এক এক জোড়া করে জামাকাপড় দিলেন, কিন্তু বেঞ্জামিনকে তিনশ’ রুপোর টাকা ও পাঁচ জোড়া জামাকাপড় দিলেন। [২৩] পিতার জন্য তিনি এই সমস্ত

জিনিস পাঠালেন: দশটা গাধার পিঠে চাপিয়ে মিশরের সর্বোত্তম দ্রব্য, এবং পিতার যাত্রার জন্য দশটা গাধীর পিঠে চাপিয়ে শস্য, রুটি ও প্রভৃতি খাদ্য-সামগ্রী। [২৪] এইভাবে তিনি ভাইদের বিদায় দিলে তাঁরা রওনা হলেন; তিনি তাঁদের বলে দিলেন, 'পথে নিরাশ হয়ো না!'

[২৫] তাই তাঁরা মিশর ছেড়ে কানান দেশে তাঁদের পিতা যাকোবের কাছে এসে পৌঁছলেন; [২৬] তাঁকে বললেন, 'যোসেফ এখনও বেঁচে আছে, এমনকি সারা মিশর দেশের উপরে সে-ই শাসনকর্তা হয়েছে।' কিন্তু তাঁর হৃদয় শীতল থাকল, কারণ তিনি তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। [২৭] কিন্তু যোসেফ তাঁদের যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, তাঁরা যখন তা তাঁকে বললেন, এবং তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য যোসেফ যে সকল গাড়ি পাঠিয়েছিলেন, তাও যখন তিনি দেখলেন, তখন তাঁদের পিতা যাকোবের আত্মায় নতুন জীবন জেগে উঠল। [২৮] ইস্রায়েল বললেন, 'যথেষ্ট! আমার ছেলে যোসেফ এখনও বেঁচে আছে। মরবার আগে আমাকে গিয়ে তাকে দেখতে হবে!'

যাকোব যোসেফকে আবার খুঁজে পান

৪৬ [১] তাই ইস্রায়েল, তাঁর যা কিছু ছিল, তা নিয়ে রওনা হলেন। বের্শেবায় এসে তিনি তাঁর পিতা ইসহাকের পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করলেন। [২] পরমেশ্বর রাত্রিকালীন দর্শনে ইস্রায়েলকে বললেন, 'যাকোব, যাকোব!' তিনি বললেন, 'এই যে আমি!' [৩] তিনি বলে চললেন, 'আমি ঈশ্বর, তোমার পিতার পরমেশ্বর। তুমি মিশরে যেতে ভয় পেয়ো না, কেননা আমি তোমাকে সেখানে এক মহা জাতি করে তুলব। [৪] আমিই তোমার সঙ্গে মিশরে যাব, আমিই সেখান থেকে তোমাকে ফিরিয়েও আনব। যোসেফের হাত তোমার চোখের পাতা বন্ধ করবে।'

[৫] তাই যাকোব বের্শেবা থেকে রওনা হলেন, আর ইস্রায়েলের সন্তানেরা তাঁদের পিতা যাকোবকে ও নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের ও বধূদের সেই সব গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন, যা ফারাও তাঁকে বহন করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। [৬] পশুপাল ও ধনসম্পদ, যা কিছু তারা কানান দেশে সঞ্চয় করেছিল, সবকিছু সঙ্গে নিয়ে তারা মিশরে চলে এল: যাকোব নিজে এলেন, ও তাঁর সঙ্গে তাঁর গোটা বংশ এল; [৭] তাঁর সন্তানেরা ও তাঁর

সন্তানদের সন্তানেরা, তাঁর কন্যারা ও তাঁর কন্যাদের কন্যারা, তাঁর বংশের এই সকলকেই তিনি সঙ্গে করে মিশরে নিয়ে গেলেন।

[৮] যে ইস্রায়েল সন্তানেরা (যাকোব ও তাঁর সন্তানেরা) মিশরে গেলেন, তাদের নাম এই: যাকোবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুবেন।

[৯] রুবেনের সন্তানেরা: হানোখ, পাল্লু, হেস্রোন ও কার্মি।

[১০] শিমেয়োনের সন্তানেরা: যেমুয়েল, যামিন, ওহাদ, যাখিন, জোহার ও কানানীয় স্ত্রীজাত সন্তান শৌল।

[১১] লেবির সন্তানেরা: গের্শোন, কেহাথ ও মেরারি।

[১২] যুদার সন্তানেরা: এর, ওনান, শেলা, পেরেস ও জেরাহ্ (কিন্তু এর ও ওনান কানান দেশেই মরল)। পেরেসের সন্তানেরা: হেস্রোন ও হামুল।

[১৩] ইসাখারের সন্তানেরা: তোলা, পুয়া, যোব ও শিম্রোন।

[১৪] জাবুলোনের সন্তানেরা: সেরেদ, এলোন ও যাহ্লেল।

[১৫] এঁরা লিয়ার পুত্রসন্তান; তিনি পাদ্দান-আরামে যাকোবের ঘরে এঁদের ও তাঁর কন্যা দীণাকে প্রসব করেন। যাকোবের এই পুত্রকন্যারা সবসমেত তেত্রিশজন।

[১৬] গাদের সন্তানেরা: জিফিয়োন, হাগ্গি, শুনি, এজবোন, এরি, আরোদি ও আরেলি।

[১৭] আশেরের সন্তানেরা: ইম্না, ইশ্‌ভা, ইশ্‌ভি, বেরিয়া ও তাদের বোন সেরাহ্। বেরিয়ার সন্তানেরা: হেবের ও মাল্কিয়েল।

[১৮] এঁরা সেই সিল্পার সন্তান, যাকে লাবান তাঁর কন্যা লিয়াকে দিয়েছিলেন; সে যাকোবের ঘরে এঁদের প্রসব করেছিল। এরা ষোলজন।

[১৯] যাকোবের স্ত্রী রাখেলের সন্তানেরা: যোসেফ ও বেঞ্জামিন। [২০] যোসেফের সন্তানেরা মানাশে ও এফ্রাইম মিশর দেশে জন্মেছিল; ওন শহরের পোতিফেরা যাজকের কন্যা আসেনাথ তাঁর ঘরে তাদের প্রসব করেছিলেন। [২১] বেঞ্জামিনের সন্তানেরা: বেলা, বেখের, আশবেল, গেরা, নামান, এহি, রোশ, মুপ্পিম, হুপ্পিম ও আর্দ্। [২২] এঁরা রাখেলের সন্তান; তিনি যাকোবের ঘরে এঁদের প্রসব করেন। এরা সবসমেত চৌদ্দজন।

[২৩] দানের সন্তান: হুশিম।

[২৪] নেপ্তালির সন্তানেরা: যাহ্‌ৎসিয়েল, গুনি, যেসের ও শিল্লেম। [২৫] এঁরা সেই বিহ্লার সন্তান, যাকে লাবান তাঁর কন্যা রাখেলকে দিয়েছিলেন; সে যাকোবের ঘরে এঁদের প্রসব করেছিল। এরা সবসমেত সাতজন।

[২৬] যাকোবের কটি থেকে উৎপন্ন যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে মিশরে প্রবেশ করল, যাকোবের পুত্রবধূ ছাড়া তারা সবসমেত ছেষট্টিজন। [২৭] মিশরে যোসেফের যে সন্তানেরা জন্মেছিল, তারা দু'জন। এদের ধরে যাকোবের পরিজন, যারা মিশরে প্রবেশ করল, তারা সবসমেত সত্তরজন।

[২৮] যুদা যেন গোশেনে আগেই এসে উপস্থিত হন, এই উদ্দেশ্যে যাকোব তাঁর আগে আগে যুদাকে যোসেফের কাছে পাঠিয়েছিলেন; তাই যখন তাঁরা গোশেন প্রদেশে এসে পৌঁছলেন, [২৯] তখন যোসেফ তাঁর নিজের রথ সাজিয়ে গোশেনে তাঁর আপন পিতা ইস্রায়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তাঁকে দেখামাত্র তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করে তাঁর গলা ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। [৩০] ইস্রায়েল যোসেফকে বললেন, 'তোমার মুখ দেখবার পর এবার আমি মরতে পারি, কেননা তুমি এখনও বেঁচে আছ।'

[৩১] তখন যোসেফ তাঁর ভাইদের ও পিতার পরিজনদের বললেন, 'আমি গিয়ে ফারাওকে সংবাদ দেব; তাঁকে বলব, আমার ভাইয়েরা ও পিতার সমস্ত পরিজন, যাঁরা কানান দেশে ছিলেন, আমার কাছে এসেছেন; [৩২] তাঁরা পশুপালক, তাঁরা পশুপাল পালন করেন; তাঁরা তাঁদের মেষপাল, পশুপাল ও সবকিছুই এনেছেন। [৩৩] তাই ফারাও তোমাদের ডেকে যখন জিজ্ঞাসা করবেন, "তোমাদের পেশা কি?" [৩৪] তখন তোমাদের বলতে হবে: "আপনার এই দাসেরা পিতৃপুরুষানুক্রমে বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত পশুপাল পালন করে।" একথা কেন, যেন তোমরা গোশেন প্রদেশে বাস করতে পার; কেননা যত পশুপালক মিশরীয়দের ঘৃণার পাত্র।'

৪৭ [১] যোসেফ গিয়ে ফারাওকে সংবাদ দিয়ে বললেন, 'আমার পিতা ও ভাইয়েরা তাঁদের মেষপাল, পশুপাল ও সবকিছুই কানান দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন; আপাতত তাঁরা গোশেন প্রদেশে আছেন।' [২] ইতিমধ্যে তিনি তাঁর ভাইদের দল থেকে পাঁচজনকে নিয়ে তাঁদের ফারাওর সাক্ষাতে উপস্থিত করেছিলেন। [৩] ফারাও যোসেফের ভাইদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের পেশা কি?' উত্তরে তাঁরা ফারাওকে

বললেন, ‘আপনার এই দাসেরা পিতৃপুরুষানুক্রমে পশুপালক।’ [৪] তাঁরা ফারাওকে আরও বললেন, ‘আমরা এই দেশে কিছু দিনের মত বাস করতে এসেছি, কারণ আপনার এই দাসদের পশুপালের চরাণী হয় না, যেহেতু কানান দেশে অধিক ভারী দুর্ভিক্ষ হয়েছে; তাই আপনার দোহাই, আপনার এই দাসদের গোশেন প্রদেশে বাস করতে দিন।’ [৫] ফারাও যোসেফকে বললেন, ‘তোমার পিতা ও ভাইয়েরা তোমার কাছে এসেছে। [৬] বেশ, তোমার সামনে মিশর দেশ রয়েছে! দেশের সর্বোত্তম জায়গায় তোমার পিতা ও ভাইদের বাস করাও; তারা গোশেন প্রদেশে বাস করুক। আর যদি তাদের মধ্যে কার্যদক্ষ বলে কাউকে কাউকে জান, তাহলে তাদের উপরে আমার নিজের পশুপাল দেখাশোনার ভার আরোপ কর।’

[৭] এরপর যোসেফ তাঁর পিতা যাকোবকে আনিয়ে ফারাওর সাক্ষাতে উপস্থিত করলেন, আর যাকোব ফারাওকে আশীর্বাদ করলেন। [৮] ফারাও যাকোবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনার বয়স কত?’ [৯] যাকোব ফারাওকে উত্তর দিয়ে বললেন, ‘প্রবাসী জীবন যাপন করে আমার বয়স একশ’ ত্রিশ বছর হয়েছে; আমার আয়ুর দিনগুলি অল্প ও কষ্টকর হয়েছে; না, আমার আয়ুর দিনগুলি আমার সেই পিতৃপুরুষদের আয়ুর মত হয়নি, যাঁরা প্রবাসী জীবন যাপন করলেন।’ [১০] যাকোব ফারাওকে আশীর্বাদ করে তাঁর সম্মুখ থেকে বিদায় নিলেন।

[১১] তখন যোসেফ ফারাওর আজ্ঞামত মিশর দেশে, সর্বোত্তম অঞ্চলে, সেই রাম্‌সেস প্রদেশেই তাঁর পিতা ও ভাইদের বসিয়ে দিলেন; অধিকার রূপে তাঁদের জমিজমাও দিলেন। [১২] যোসেফ তাঁর পিতা, ভাইদের ও পিতার সমস্ত পরিজনের জন্য, তাঁদের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা অনুসারে, অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করলেন।

মিশর দেশে যোসেফের নানা ব্যবস্থা গ্রহণ

[১৩] সেসময় সমগ্র দেশ জুড়ে আর খাদ্য-সামগ্রী ছিল না, কারণ দুর্ভিক্ষ অতি ভারী হয়ে উঠেছিল; দুর্ভিক্ষের কারণে মিশর দেশ ও কানান দেশ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। [১৪] মিশর দেশে ও কানান দেশে যত রুপো ছিল, যোসেফ শস্য বিতরণের বিনিময়ে তা সংগ্রহ করে ফারাওর প্রাসাদে বুঝিয়ে দিলেন।

[১৫] মিশর দেশে ও কানান দেশে একবার টাকা ফুরিয়ে গেলে মিশরীয়েরা সকলে যোসেফের কাছে এসে বলল, 'আমাদের খাদ্য দিন, আমাদের টাকা ফুরিয়ে গেছে বলে আমরা কি আপনার চোখের সামনে মরব?' [১৬] যোসেফ উত্তরে বললেন, 'তোমাদের পশুদের দিয়ে দাও; যদি টাকা ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, তবে তোমাদের পশুর বিনিময়ে তোমাদের খাদ্য দেব।' [১৭] আর তারা যোসেফের কাছে নিজ নিজ পশু আনলে যোসেফ ঘোড়া, মেষপাল, পশুপাল ও গাধাগুলোর বিনিময়ে তাদের খাদ্য দিতে লাগলেন; এভাবে যোসেফ সেই বছরের মত তাদের সমস্ত পশুর বিনিময়ে খাদ্য দিয়ে তাদের চালিয়ে দিলেন।

[১৮] সেই বছর অতিবাহিত হলে তারা পরবর্তী বছরে তাঁর কাছে এসে বলল, 'আমরা আমার প্রভুর কাছে একথা গোপন রাখতে পারি না যে, আমাদের সমস্ত টাকা ফুরিয়ে গেছে, পশুধনও আমার প্রভুরই হয়েছে; এখন আমাদের শরীর ও জমি ছাড়া আমার প্রভুর জন্য আর কিছুই বাকি নেই। [১৯] আমরা ও আমাদের জমি কেন একইসঙ্গে আপনার চোখের সামনে মরব? আপনি খাদ্যের বিনিময়ে আমাদের ও আমাদের জমি কিনে নিন; আমরা নিজ নিজ জমির সঙ্গে ফারাওর দাস হব। কিন্তু আমাদের বীজ দিন, তাহলে আমরা বাঁচব, মারা পড়ব না, আমাদের জমিও মরুভূমি হবে না।' [২০] তখন যোসেফ মিশরের সমস্ত জমি ফারাওর জন্য কিনলেন, কেননা তাদের পক্ষে দুর্ভিক্ষ অসহ্য হওয়ায় মিশরীয়েরা প্রত্যেকে নিজ নিজ চাষের জমি বিক্রি করল। এর ফলে গোটা দেশ ফারাওর অধিকার হল। [২১] আর তিনি মিশরের এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্যন্ত প্রজা সকলকে শহরে শহরে স্থানান্তর করলেন। [২২] তিনি কেবল যাজকদের জমি কিনলেন না, কারণ ফারাও যাজকদের ভাতা দিতেন, তাই তারা ফারাওর দেওয়া ভাতা ভোগ করত; এজন্য তারা নিজেদের জমি বিক্রি করল না।

[২৩] যোসেফ লোকদের বললেন, 'দেখ, আমি আজ তোমাদের ও তোমাদের জমি ফারাওর জন্য কিনলাম। এই যে তোমাদের বীজ! তোমরা এখন এই বীজ বোন। [২৪] কিন্তু যা যা উৎপন্ন হবে, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ ফারাওকে দিতে হবে, বাকি চার ভাগ খেতের বীজের জন্য এবং তোমাদের ও পরিজনদের খাদ্যের জন্য এবং ছেলেমেয়েদের খাদ্যের জন্য তোমাদেরই থাকবে।' [২৫] তারা বলল, 'আপনি আমাদের

প্রাণ বাঁচালেন! আমার প্রভুর অনুগ্রহের পাত্র হওয়া, এটুকু আমাদের দেওয়া হোক, আর আমরা ফারাওর দাস হব।' [২৬] আর তেমন ব্যবস্থা যোসেফ বিধিরূপেই জারি করলেন, আর মিশরের জমি সম্বন্ধে এই বিধি আজ পর্যন্তই চলছে, যা অনুসারে পাঁচ ভাগের এক ভাগ ফারাওকে দিতে হয়। কেবল যাজকদের জমিই ফারাওর হয়নি।

যাকোবের শেষ ইচ্ছা

[২৭] এদিকে ইস্রায়েল মিশর দেশে, সেই গোশেন অঞ্চলে, বসতি করলেন; তারা সেখানে জমিজমা অধিকার করে ফলবান হল এবং তাদের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধিশীল হয়ে উঠল।

[২৮] মিশর দেশে যাকোব সতের বছর জীবনযাপন করলেন; যাকোবের পুরো আয়ু হল একশ' সাতচল্লিশ বছর। [২৯] ইস্রায়েলের মৃত্যুর দিন যখন কাছে এল, তখন তিনি তাঁর ছেলে যোসেফকে ডাকিয়ে তাঁকে বললেন, 'আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, তবে তোমার দোহাই, তুমি আমার জঙ্ঘার নিচে হাত রাখ, এবং আমার প্রতি কৃপা ও বিশ্বস্ততা দেখাও: মিশরে আমাকে সমাধি দিয়ো না! [৩০] আমি যখন আমার পিতৃপুরুষদের কাছে শয়ন করব, তখন তুমি আমাকে মিশর থেকে বের করে নিয়ে তাঁদের সমাধিস্থানে সমাধি দাও।' যোসেফ বললেন, 'আপনি যা বললেন, তাই করব।' [৩১] কিন্তু যাকোব আরও বললেন, 'দিব্যি দিয়ে শপথ কর!' আর তিনি তাঁর কাছে দিব্যি দিয়ে শপথ করলেন। তখন ইস্রায়েল খাটের মাথায় শুয়ে পড়লেন।

যোসেফের দুই ছেলের উপরে যাকোবের আশীর্বাদ

৪৮ [১] এই সমস্ত ঘটনার পর যোসেফকে এই সংবাদ দেওয়া হল: 'দেখুন, আপনার পিতা অসুস্থ।' তাই তিনি তাঁর দুই ছেলে মানাশে ও এফ্রাইমকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। [২] কথাটা যাকোবকে জানানো হল: 'দেখুন, আপনার ছেলে যোসেফ এসেছেন।' তখন ইস্রায়েল বাকিটুকু শক্তি সঞ্চয় করে খাটে উঠে বসলেন।

[৩] যাকোব যোসেফকে বললেন, 'কানান দেশে, সেই লুজে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে দেখা দিয়েছিলেন, এবং আমাকে আশীর্বাদ করে [৪] বলেছিলেন, "দেখ, আমি তোমাকে ফলবান করব, তোমার বংশবৃদ্ধি করব, আর তোমাকে এক জাতিসমাজ করে তুলব, এবং তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে এই দেশ দেব।" [৫] এখন শোন, মিশরে তোমার কাছে আমার আসবার আগে তোমার যে দুই ছেলে মিশর দেশে জন্মেছে, তারা আমারই হবে: হ্যাঁ, রুবেন ও শিমেয়োনের মত এফ্রাইম ও মানাশেও আমারই হবে। [৬] কিন্তু এদের পরে তোমার ঘরে যারা জন্মাবে, তোমার সেই ছেলেরা তোমারই হবে, এবং এই দুই ভাইয়ের নামে এদেরই উত্তরাধিকারে তারা পরিচিত হবে। [৭] আরও, পাদ্দান থেকে আমার আসবার সময়ে, কানান দেশে তোমার মা রাখেল এফ্রাথায় পৌঁছবার অল্প পথ বাকি থাকতেই পথিমধ্যে মরলেন; তাই আমি সেখানে, এফ্রাথার (অর্থাৎ বেথলেহেমের) পথের ধারে তাঁকে সমাধি দিলাম।'

[৮] পরে ইস্রায়েল যোসেফের দুই ছেলেকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা কে?' [৯] যোসেফ পিতাকে বললেন, 'এরা আমার সেই ছেলে, যাদের পরমেশ্বর এদেশে আমাকে দিয়েছেন।' তখন তিনি বললেন, 'তোমার দোহাই, এদের আমার কাছে আন, আমি যেন এদের আশীর্বাদ করি।' [১০] বার্ধক্যের জন্য ইস্রায়েলের চোখ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, তিনি ভাল মত আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাই যোসেফ তাদের তাঁর কাছে এগিয়ে দিলেন আর তিনি তাদের চুম্বন ও আলিঙ্গন করলেন। [১১] ইস্রায়েল যোসেফকে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম, তোমার মুখ আর দেখতে পাব না; কিন্তু দেখ, পরমেশ্বর আমাকে তোমার বংশকেও দেখতে দিলেন!' [১২] তখন যোসেফ তাঁর দুই হাঁটুর মধ্য থেকে তাদের সরিয়ে দিলেন, ও মাটিতে মুখ করে প্রণিপাত করলেন। [১৩] পরে যোসেফ দু'জনকে নিয়ে তাঁর ডান হাত দিয়ে এফ্রাইমকে ধরে ইস্রায়েলের বাঁদিকে, ও বাঁ হাত দিয়ে মানাশেকে ধরে ইস্রায়েলের ডানদিকে তাঁর কাছে কাছে এগিয়ে দিলেন। [১৪] কিন্তু ইস্রায়েল ভুলবশত ডান হাত বাড়িয়ে তা এফ্রাইমের মাথায় দিলেন—অথচ এ কনিষ্ঠই ছিল—এবং বাঁ হাত মানাশের মাথায় রাখলেন—অথচ এ জ্যেষ্ঠই ছিল।

[১৫] পরে তিনি এ বলেই যোসেফকে আশীর্বাদ করলেন:

‘সেই পরমেশ্বর,
যাঁর সাক্ষাতে আমার পিতৃপুরুষ আব্রাহাম ও ইসহাক হেঁটে চলছিলেন
—সেই পরমেশ্বর, যিনি প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আমার পালক হয়ে আসছেন—
[১৬] সেই দূত, যিনি আমাকে সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন
—তিনিই এই বালক দু’টিকে আশীর্বাদ করুন,
যেন এদের দ্বারা আমার নাম
ও আমার পিতৃপুরুষ আব্রাহাম ও ইসহাকের নাম স্মরণ করা হয়,
এবং দেশ জুড়ে এদের বহু বহু বংশবৃদ্ধি হয়।’

[১৭] এফ্রাইমের মাথায়ই যে পিতা ডান হাত দিয়েছেন, তা লক্ষ করে যোসেফ অসন্তুষ্ট হলেন; তাই তিনি এফ্রাইমের মাথা থেকে মানাশের মাথায় রাখবার জন্য পিতার হাত তুলে ধরলেন। [১৮] পিতাকে তিনি বললেন, ‘পিতা, এমন নয়; এ-ই জ্যেষ্ঠজন, এরই মাথায় ডান হাত দিন।’ [১৯] কিন্তু তাঁর পিতা অসম্মত হলেন, বললেন, ‘সন্তান, তা আমি জানি, আমি জানি; এও এক জাতি হয়ে উঠবে, এও মহান হবে! তবু এর কনিষ্ঠ ভাই এর চেয়ে মহান হবে, ও তার বংশ জাতিসমাজ হয়ে উঠবে।’ [২০] তাই সেদিন তিনি এই বলে তাদের আশীর্বাদ করলেন,

‘তোমাদের দ্বারাই ইস্রায়েল আশীর্বাদ করবে, তারা বলবে:
পরমেশ্বর তোমাকে এফ্রাইম ও মানাশের মতই করুন।’

এভাবে তিনি মানাশের আগে এফ্রাইমকেই প্রাধান্য দিলেন।

[২১] পরে ইস্রায়েল যোসেফকে বললেন, ‘আমি এবার মরতে বসেছি; কিন্তু পরমেশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন ও তোমাদের তোমাদের পিতৃপুরুষদের দেশে ফিরিয়ে নেবেন। [২২] তোমার ভাইদের চেয়ে তোমাকে আমি শিখেম অর্থাৎ একটা অংশ বেশি দিচ্ছি; তা নিজের খড়্গ ও ধনুক দ্বারা আমোরীয়দের হাত থেকে নিয়েছিলাম।’

নিজ সন্তানদের উপরে যাকোবের আশীর্বাদ

৪৯ [১] যাকোব তাঁর ছেলেদের কাছে ডেকে বললেন, ‘একত্র হও, যেন ভাবীকালে তোমাদের প্রতি যা ঘটবে, তা তোমাদের বলতে পারি।

[২] যাকোবের সন্তানেরা, একত্র হও, শোন;
তোমাদের পিতা ইস্রায়েলের কথা শোন।

[৩] রুবেন, তুমি আমার প্রথমজাত;
তুমি আমার প্রাণশক্তি, এবং আমার পুরুষত্বের প্রথমফল;
তুমি মহিমায় প্রধান, শক্তিতে প্রধান।
[৪] তুমি ফুটন্ত জলরাশির মত; তোমার প্রাধান্য থাকবে না;
কেননা তুমি তোমার পিতার বাসর দখল করেছিলে,
আমার মিলন-শয্যায় উঠে তা কলুষিত করেছিলে।

[৫] শিমেয়োন ও লেবি দুই সহোদর;
তাদের খড়্গা দৌরাত্ম্যের অস্ত্র;
[৬] তাদের মন্ত্রণাসভায় যেন না ঢোকে আমার প্রাণ!
তাদের আসরে যেন যোগ না দেয় আমার হৃদয়!
কেননা তাদের ক্রোধে তারা নরহত্যা করল,
নিজেদের ইচ্ছার বশেই বৃষের শিরা ছিন্ন করল।
[৭] তাদের ক্রোধ অভিশপ্ত হোক, কেননা তা প্রচণ্ড;
তাদের কোপ অভিশপ্ত হোক, কেননা তা নিষ্ঠুর।
আমি তাদের যাকোবে বিভক্ত করব,
ইস্রায়েলে তাদের বিক্ষিপ্ত করব।

[৮] যুদা, তোমার ভাইয়েরা তোমারই স্তব করবে;
তোমার হাত তোমার শত্রুদের ঘাড় চেপে ধরবে;
তোমার পিতার সন্তানেরা তোমার সামনে প্রণিপাত করবে।

[৯] যুদা একটা যুবসিংহ ;
বৎস, নিহত শিকার ফেলে রেখে তুমি উঠে এলে।
সে পা গুটিয়ে বসে আছে একটা সিংহের মত,
একটা সিংহীরই মত—তাকে ওঠাবে, এমন সাহস কার ?
[১০] যুদা থেকে রাজদণ্ড যাবে না,
তার দু' পায়ের মাঝখান থেকে বিচারদণ্ড যাবে না,
যতদিন না তিনি আসেন রাজদণ্ড যাঁর অধিকার,
জাতিসকল যাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে।
[১১] সে আঙুরলতায় বাঁধে নিজের গাধা,
সেরা আঙুরলতায় নিজের গাধীর বাচ্চা ;
সে আঙুররসে ধুয়ে নেয় নিজের পোশাক,
আঙুরের রক্তে নিজের কাপড়।
[১২] তার চোখ আঙুররসে রক্তবর্ণ,
তার দাঁত দুধে শ্বেতবর্ণ।
[১৩] জাবুলোন সমুদ্রতীরে বাস করবে,
হবে যত জাহাজের আশ্রয়স্থল,
সিদোনমুখীই তার পাশ।
[১৪] ইসাখার একটা বলবান গাধা
যা মেষপালের মধ্যে শায়িত ;

[১৫] সে যখন দেখল, বিশ্রামস্থান কেমন উত্তম,
যখন দেখল, দেশটি কেমন মনোরম,
তখন ভার বইতে কাঁধ পেতে দিল
ও মেহনতি কাজের দাস হল।

[১৬] দান নিজের প্রজাদের বিচার করবে
ইস্রায়েলের অন্য সকল গোষ্ঠীর মত।
[১৭] দান পথের একটা সাপ হোক,

হোক রাস্তার এমন চন্দ্রবোড়া,
যা অশ্বের পায়ে কামড় দেয়,
ফলে অশ্বারোহী পিছনে পড়ে যায়।

[১৮] প্রভু, আমি তোমার পরিত্রাণের প্রত্যাশায় আছি!

[১৯] গাদকে সৈন্যদল আক্রমণ করবে,
কিন্তু সে পিছন থেকে তাদের উপর আঘাত হানবে।

[২০] আশের থেকে উত্তম খাদ্য উৎপন্ন হবে;
সে রাজারই উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করবে।

[২১] নেফ্তালি একটা দ্রুত হরিণী,
যা মনোরম শাবক প্রসব করে।

[২২] যোসেফ একটি উর্বর তরু-পল্লব,
সে উৎসের ধারে উর্বর তরু-পল্লব,
যার শাখাগুলো প্রাচীরের উপরে ছড়িয়ে পড়ে।
[২৩] তীরন্দাজেরা তাকে কঠোর ক্লেশ দিল,
তীরের আঘাতে তাকে উৎপীড়ন করল;
[২৪] কিন্তু তার ধনুক অক্ষুণ্ণ থাকল,
তার বাহু বলবান রইল
যাকোবের সেই শক্তিমানের বাহু দ্বারা,
সেই পালকের নামে, যিনি ইস্রায়েলের শৈল,
[২৫] তোমার পিতার সেই ঈশ্বর দ্বারা, যিনি তোমার সহায়,
সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর দ্বারা, যিনি তোমাকে আশীর্বাদ করেন:
ঊর্ধ্ব থেকে স্বর্গীয় আশীর্বাদ,
অধোলোকে গহ্বরের আশীর্বাদ,
বুক ও গর্ভের আশীর্বাদ।
[২৬] প্রাচীন পর্বতমালার আশীর্বাদের চেয়ে,

চিরন্তন গিরিমালার আকর্ষণের চেয়ে
তোমার পিতার আশীর্বাদই প্রাচুর্যময়।
তেমন আশীর্বাদ নেমে আসুক যোসেফের মাথায়,
তারই শিরে, ভাইদের মধ্যে যে নিবেদিতজন!

[২৭] বেঞ্জামিন একটা নেকড়ের মত যা দীর্ণ-বিদীর্ণ করে;
প্রভাতে, সে নিজের শিকার গ্রাস করে,
সন্ধ্যায়, লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ করে নেয়।'

[২৮] এঁরা সকলে ইস্রায়েলের গোষ্ঠী, সংখ্যায় বারো; এঁদের পিতা আশীর্বাদ করার সময়ে একথা বললেন; এঁদের প্রত্যেকজনের উপরে বিশেষ বিশেষ আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন।

যাকোবের মৃত্যু

[২৯] পরে যাকোব তাঁদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'আমি আমার জাতির সঙ্গে মিলিত হতে চলেছি। হিত্তীয় এফ্রোনের সেই একখণ্ড জমিতে যে গুহা রয়েছে, সেই গুহাতে আমার পিতৃপুরুষদের সঙ্গে আমাকে সমাধি দাও; [৩০] সেই গুহা কানান দেশে মাম্রের সামনে মাখপেলার সেই একখণ্ড জমিতে রয়েছে; আব্রাহাম জমি সমেত গুহাটা হিত্তীয় এফ্রোনের কাছ থেকে সমাধিস্থান হিসাবে কিনেছিলেন। [৩১] সেইখানে আব্রাহামকে ও তাঁর স্ত্রী সারাকে সমাধি দেওয়া হয়েছে, সেইখানে ইসহাককে ও তাঁর স্ত্রী রেবেকাকে সমাধি দেওয়া হয়েছে, এবং সেইখানে আমি নিজে লিয়াকে সমাধি দিয়েছি; [৩২] সেই একখণ্ড জমি ও জমির গুহাটা হিত্তীয়দের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল।' [৩৩] ছেলেদের কাছে এই আজ্ঞা দেওয়া শেষ করার পর যাকোব বিছানায় পা দু'টো তুলে নিলেন, এবং প্রাণত্যাগ করে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

যাকোবের মৃত্যু উপলক্ষে শোকপালন

৫০ [১] তখন যোসেফ তাঁর পিতার মুখের উপর পড়লেন, তাঁর উপরে কাঁদলেন ও তাঁকে চুম্বন করলেন। [২] পরে যোসেফ তাঁর চিকিৎসকদের তাঁর পিতার দেহে ক্ষয়-

নিবারক দ্রব্য দিতে আজ্ঞা দিলেন; চিকিৎসকেরা ইস্রায়েলের দেহে ক্ষয়-নিবারক দ্রব্য দিল। [৩] সেই কাজে তাদের চল্লিশ দিন লাগল, কেননা ক্ষয়-নিবারক দ্রব্য দিতে তত দিন লাগে। মিশরীয়েরা তাঁর জন্য সত্তর দিন ধরে শোকপালন করল। [৪] শোকপালনের দিনগুলি অতীত হলে যোসেফ ফারাওর পরিজনদের বললেন, 'যদি আমি আপনাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, তবে ফারাওর কর্ণগোচরে এই কথা দিন যে, [৫] আমার পিতা আমাকে দিব্যি দিয়ে শপথ করিয়ে বলেছেন: "আমি এবার মরতে বসেছি; কানান দেশে নিজের জন্য যে সমাধিগুহা খুঁড়েছি, তুমি আমাকে সেই সমাধিগুহায় রাখ।" সুতরাং আমার অনুরোধ, আমাকে যেতে দিন; আমি পিতাকে সমাধি দিয়ে আবার আসব।' [৬] ফারাও বললেন, 'যাও, তোমার পিতা তোমাকে দিব্যি দিয়ে যে শপথ করিয়েছেন, তুমি সেই অনুসারে তাঁকে সমাধি দাও।'

[৭] তাই যোসেফ তাঁর পিতাকে সমাধি দিতে রওনা হলেন; আর তাঁর সঙ্গে গেলেন ফারাওর উচ্চপদস্থ কর্মচারী সকলেই—তাঁর গৃহের প্রাচীনেরা ও মিশর দেশের প্রাচীনেরা সকলে— [৮] এবং যোসেফের গোটা পরিবার, তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর পিতৃকুল। তাঁরা গোশেন প্রদেশে কেবল তাঁদের ছেলেমেয়ে, মেষপাল ও পশুপাল রেখে গেলেন। [৯] আবার তাঁর সঙ্গে চলল যুদ্ধরথ ও অশ্বারোহী দল—এ ছিল বিরাট এক সমারোহ!

[১০] যর্দনের ওপারে আটাদের খামারে এসে পৌঁছে তাঁরা মহা ও গম্ভীর বিলাপ-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করলেন; সেখানে যোসেফ পিতার উদ্দেশে সাত দিন শোকপালন উদ্‌যাপন করলেন। [১১] আটাদের খামারে তেমন শোকপালন দেখে সেই দেশনিবাসী কানানীয়েরা বলল, 'মিশরীয়দের জন্য এ মহা শোকপালন!' এজন্য যর্দনের ওপারে সেই জায়গা আবেল-মিস্রাইম নামে অভিহিত হল।

[১২] যাকোব তাঁর ছেলেদের যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তাঁরা সেইমত তাঁর সৎকার করলেন। [১৩] তাই তাঁর ছেলেরা তাঁকে কানান দেশে নিয়ে গেলেন, এবং মাম্রের সামনে মাখপেলার সেই একখণ্ড জমিতে যে গুহা রয়েছে—যা আব্রাহাম নিজস্ব সমাধিস্থান হিসাবে হিত্তীয় এফ্রোনের কাছ থেকে কিনেছিলেন—সেই গুহাতে তাঁকে সমাধি দিলেন। [১৪] পিতাকে সমাধি দেওয়ার পর যোসেফ, তাঁর ভাইয়েরা ও যত লোক তাঁর পিতাকে সমাধি দিতে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন, সকলে মিশরে ফিরে এলেন।

[১৫] পিতার মৃত্যু হল দেখে যোসেফের ভাইয়েরা বললেন, 'এবার কী হবে, যদি যোসেফ আমাদের প্রতি অসন্তোষ রাখে, আর আমরা তার প্রতি যে অন্যায় করেছি, তার পুরো প্রতিফল আমাদের দেয়?' [১৬] তাই তাঁরা যোসেফের কাছে একথা বলে পাঠালেন: 'তোমার পিতা মৃত্যুর আগে এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন, [১৭] "তোমরা যোসেফকে একথা বল: তোমার ভাইয়েরা তোমার প্রতি অন্যায় করেছে, কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি তাদের সেই অপকর্ম ও পাপ ক্ষমাই কর।" তাই এখন আমরা বিনয় করি, তোমার পিতার পরমেশ্বরের এই দাসদের অপকর্ম ক্ষমা কর।' তাঁদের এই কথায় যোসেফ কেঁদে ফেললেন।

[১৮] তখন তাঁর ভাইয়েরা নিজেরা গিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললেন, 'এই যে, আমরা তোমার দাস।' [১৯] কিন্তু যোসেফ তাঁদের বললেন, 'ভয় করো না, আমি কি পরমেশ্বরের স্থান দখল করব? [২০] তোমরা আমার বিরুদ্ধে অমঙ্গলকর পরিকল্পনা খাটিয়েছিলে বটে, কিন্তু পরমেশ্বর তা মঙ্গলকর পরিকল্পনা করেছেন, যেন তা-ই সাধন করতে পারেন যা তোমরা আজ দেখতে পাচ্ছ, তথা যেন বহুলোকের প্রাণ রক্ষা পায়। [২১] তাই ভয় করার তোমাদের কিছুই নেই, আমিই তোমাদের ও তোমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু ব্যবস্থা করব।' এইভাবে তিনি তাঁদের আশ্বাস দিলেন ও তাঁদের অন্তরে সাহস সঞ্চার করলেন।

[২২] যোসেফ ও তাঁর পিতার পিতৃকুল মিশরে বাস করতে লাগলেন; এবং যোসেফ একশ' দশ বছর বাঁচলেন। [২৩] যোসেফ এফ্রাইমের তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত দেখলেন; মানাশের সন্তান মাখিরের শিশুসন্তানেরাও তাঁর দুই হাঁটুর উপরে ভূমিষ্ঠ হল। [২৪] পরে যোসেফ তাঁর ভাইদের বললেন, 'আমি মরতে বসেছি, কিন্তু পরমেশ্বর নিশ্চয়ই তোমাদের দেখতে আসবেন, এবং আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের কাছে যে দেশ দেবেন বলে দিব্যি দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তোমাদের এই দেশ থেকে বের করে সেই দেশে নিয়ে যাবেন।' [২৫] যোসেফ ইস্রায়েলের সন্তানদের এই শপথ করালেন, বললেন, 'পরমেশ্বর নিশ্চয় তোমাদের দেখতে আসবেন, তখন তোমরা এখান থেকে আমার হাড় নিয়ে যাবে।' [২৬] যোসেফ একশ' দশ বছর বয়সে মরলেন; তাঁর

দেহে ক্ষয়-নিবারক দ্রব্য দেওয়া হল, এবং তাঁকে মিশরে এক শবাধারের মধ্যে রাখা হল।

---

১ [১–২:৩] বাইবেলে 'সৃষ্টি' শব্দটা কেবল ঈশ্বরের বেলায় ব্যবহৃত; অর্থাৎ কোন মানুষ কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, কেবল ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্তা: মানুষ কিছুটা তৈরি বা নির্মাণ করতে পারে বইকি, কিন্তু সৃষ্টিশক্তি তার নেই যেহেতু সৃষ্টি বলতে জীবনমণ্ডিত করাই বোঝায়, আর মানুষের নির্মিত বস্তু জীবনমণ্ডিত নয়। অতএব স্রষ্টা বলে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট বস্তুকে জীবনমণ্ডিত করে তার যত্নও নেন পাছে সৃষ্টবস্তুর মৃত্যু ঘটে। একথা ছাড়া বাইবেল এ সত্যও স্মরণ করায় যে, স্রষ্টা হওয়ায় কেবল ঈশ্বরই আরাধনার যোগ্য, কোন সৃষ্টবস্তু আরাধনার যোগ্য নয়। পুরাতন নিয়মের পরবর্তীকালীন পুস্তকগুলোতে আমরা দেখি যে ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞা বা বাণী দ্বারাই নিখিল সৃষ্টি করলেন। খ্রিষ্টই সেই স্রষ্টা-বাণী; আরও, পুনরুত্থান করে তিনিই নবসৃষ্টির আদর্শ (যেরে ১৮:৬; সাম ১০৪; প্রবচন ৮:২২; যোহন ১:৩; কল ১:১৫-১৮)।
• ঈশ্বর এক সপ্তাহে সৃষ্টিকর্ম সাধন করলেন: বর্ণনার উদ্দেশ্য এ, মানুষ সপ্তাহের প্রত্যেক দিন স্রষ্টাকে স্মরণ করে দিনটাকে তাঁর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করবে; কালও ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাই মানুষ যেন কাল বা রাশির পূজা না করে।

[১-২] যিশুর সময়কালীন ব্যাখ্যামূলক পাঠ্য: 'আদিতে প্রভুর বাণী আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, ··· এবং স্নেহময় এক আত্মা প্রভুর সম্মুখ থেকে জলরাশির উপরে বইত' (নেওফিতি তারগুম)। সাধু যোহনের লেখায় এই ধারণা ধ্বনিত।

[৩] এপদে এবং অন্যত্রও আলো হল স্রষ্টার শুভ প্রভাবের প্রথম ফল যা অশুভ প্রভাবের উপর জয়ী হয়ে জীবন দান করে (ইশা ৯:১; ৬০:১৯-২০)। ঠিক এই অর্থে যিশুও বলেছিলেন: আমিই জগতের আলো (যোহন ৮:১২)।

[২৬-২৭] প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য:
(ক) সৃষ্টিকর্মের মধ্যে মানুষকে হতে হবে ঈশ্বরের জীবন্তই এক প্রতিমূর্তি। 'প্রতিমূর্তি' কথাটি সঠিকভাবে বুঝবার জন্য সেকালের মধ্যপ্রাচ্যের ধারণার উপর আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয়: 'প্রতিমূর্তি' এমন স্থান যেখান থেকে ঈশ্বর নিজ প্রভাব বিস্তার করেন; তাই প্রতিমূর্তি এমন এক দেহের মত যার মধ্যে অদৃশ্যমান ঈশ্বর প্রবেশ করেন যাতে সেই দেহ থেকে জগতের কাছে ইন্দ্রিয়গোচর ও ক্রিয়াশীল হতে পারেন। এ ধারণা অনুসারে, স্রষ্টা ঈশ্বরের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হিসাবে মানুষকে হতে হবে জগতে ঐশজীবনী শক্তির মাধ্যম; ফলত অন্য মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মানুষ স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করবে, ভাই-মানুষকে ভালবেসে ঈশ্বরকে ভালবাসবে, মানুষকে সম্মান দেখিয়ে ঈশ্বরকে সম্মান দেখাবে, মানুষকে সাহায্য করে মানুষের কাছে ঈশ্বরের সাহায্য অর্পণ করবে। অতএব, মানুষ এই অর্থেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, যাতে অদৃশ্যমান ঈশ্বরকে একপ্রকারে ইন্দ্রিয়গোচর করতে পারে: ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে এ-ই হল মানবস্বরূপের মর্যাদা। তাতে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, ঐশমর্যাদামণ্ডিত তেমন

মানবসমাজের মধ্যে লিঙ্গ বা বর্ণের ভেদাভেদ স্থান পেতে পারে না, সকলেই সমান কেননা সকলেই ঈশ্বরবাহক। সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা অনুসারে, নিজের বা পরের ঐশসাদৃশ্য ও প্রতিমূর্তি যে অস্বীকার করে সে পশু ও সাধারণ পদার্থের পর্যায়ে ফিরে যায়।
(খ) ঈশ্বরের 'সাদৃশ্য অনুসারে' সৃষ্ট বলে মানুষ স্রষ্টা ঈশ্বরের অনুকরণে সৃষ্টিকর্মকে রক্ষা করবে ও তার উন্নয়নের জন্য যত্নবান থাকবে।

২ [১] 'বাহিনী', অর্থাৎ আকাশমন্ডলের গ্রহ-উপগ্রহ-তারকারাজি।

[৪] 'জন্মকাহিনী', আক্ষরিক অনুবাদ: বংশতালিকা। ৫:১, টীকা দ্রঃ।

[৯] যেমন মানুষের জীবন, তেমনি মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গলও মানুষের নয় ঈশ্বরেরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

[২৪] বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতা বাইবেলের শুরুতেই ঘোষিত; স্রষ্টা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পুরুষ-নারী অবিচ্ছেদ্য মিলন-বন্ধনেই জীবনযাপন করবে; সন্তানোৎপাদনের মধ্য দিয়ে মানুষ স্বয়ং স্রষ্টার সৃষ্টিকাজে অংশ নেয়। পুরাতন নিয়মের নানা স্থানে বিশ্বস্ত দাম্পত্য-জীবনের সৌন্দর্য কীর্তিত (আদি ১:২৮; মালা ২:১৪-১৬; প্রবচন ৫:১৫-২০; ১৮:২২; ৩১:১০-৩১; উপ ৯:৯)। সুসমাচারও অবিচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধনের কথা তুলে ধরে (মথি ১৯:১-৯; ৫:৩২)।

৩ [১-২৪] পাপ ও ব্যর্থতা বিষয়ে সচেতনতা ইস্রায়েলকে চিহ্নিত করে; কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করার ফলে মানুষ সবসময়ই ঈশ্বরের ক্ষমার উপর নির্ভর করতে পারে; অপরদিকে, যতক্ষণ মানুষ নিজের দোষ স্বীকার না করে সে ততক্ষণ পরের উপর দোষারোপ করে ও ঈশ্বরের ক্ষমা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে; এবিষয়ে আদম-হবার দৃষ্টান্ত অধিক স্পষ্ট। সাধু পলের ঐশতত্ত্বে, আদমের পাপের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে পাপ সকল মানুষের উপরে রাজত্ব করে এসেছিল; বিশ্বাস দ্বারা খ্রিষ্টের আত্মোৎসর্গের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে মানুষ প্রাচীন পাপ জয় করতে পারে (আদি ৩; সাম ৩২:৫; ৫১; বারুক ১:১৫-২২; রো ১:১৮—৩:২০; ৫:৮-১১; ৬:১৭-২৩)।

৫ [১] বংশতালিকায় নানা ঐশতাত্ত্বিক ধারণা নিহিত:
(ক) বংশতালিকা দেখায় যে ঈশ্বর মানবজীবনধারা কখনও ছিন্ন করেননি, বরং শাস্তি দেওয়ার পরেও তিনি মানবজীবনের রক্ষার লক্ষ্যে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন (আদি ৪:১৭-২২; ৫:১-৩২; ১০:১-৩২; ১১:৩২);
(খ) পুরাতন নিয়ম বরাবর যত বংশতালিকা রয়েছে এবং নূতন নিয়মের শুরুতে যিশুর যে বংশতালিকা দেওয়া আছে, সেগুলোর মাধ্যমে নিয়ম দু'টোর মধ্যকার অবিচ্ছেদ্যই এক ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত।
(গ) মানুষের বংশতালিকা ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীরও একটা বংশতালিকা ('জন্মকাহিনী') আছে (আদি ২:৪): মানব-ইতিহাস ও বিশ্বজগতের ইতিহাস দু'টোই ঈশ্বরের অনন্য পরিকল্পনার পাত্র, মানুষের নিয়তি ও জগতের নিয়তি এক (রো ৮:১৯…)।

১০ [৬] দেশ হিসাবে 'কুশ' ও 'মিস্রাইম' ইথিওপিয়া ও মিশর দেশ দু'টোকে নির্দেশ করে (১২:১০ ইত্যাদি দ্রঃ)।

১২ [৩] 'তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে'; কিংবা: 'তোমাতে একে অপরকে আশীর্বাদ করবে।'

১৬ [১৩] 'এল্-রোই' এর অর্থ: সেই ঈশ্বর যিনি দেখেন। • 'আমার এই দেখার পর…' অনুবাদান্তরে: 'আমি কি সত্যিই [ঈশ্বরকে] দেখেছি ও আমার এই দেখার পর এখনও [জীবিত] আছি?' যাত্রা ৩৩:২০ অনুসারে, কোন মানুষ ঈশ্বরকে দেখলে জীবিত থাকতে পারে না।

২১ [১৭] হিব্রু ঐতিহ্যে 'প্রভুর দূত' জগতে ঈশ্বরের নিজের সক্রিয়তা প্রকাশ করে; সম্মানের খাতিরে 'ঈশ্বর' নামটি সরাসরিই উচ্চারণ করতে চাইতেন না বিধায় তাঁরা 'প্রভুর দূত' বলতেন। আরও, যখন ঈশ্বরকে দৃশ্যগতভাবে উপস্থিত বলে বর্ণনা করা হয়, তখনও 'প্রভুর দূত' কথাটা ব্যবহৃত, কেউই যেন না বলতে পারে সে ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে (যাত্রা ১৪:১৯; ২৩:২০-২১)।

২২ [১-১৯] এই অনুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে বাইবেল শেখায় যে, ঈশ্বরের কাছে সন্তানদের বলিদান করতে নেই, তেমন বলিদানে ঈশ্বর প্রীত নন; উপরন্তু আব্রাহামের বিশ্বাস ও বাধ্যতা প্রশংসিত (প্রজ্ঞা ১০:৫; সিরা ৪৪:২০; হিব্রু ১১:১৭; যাকোব ২:২১)। খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ ইসহাকের বলিদান খ্রিষ্টের আত্মবলিদানের প্রতীক বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

৩২ [২৩-৩৩] এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত রহস্যময় ঘটনার সম্ভাব্য অর্থ এ: যাকোব ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরে থাকেন, এবং তাঁর কাছ থেকে একটি আশীর্বাদ জয় করেন; যারা যাকোবের এই নতুন নাম বহন করবে, সেই ইস্রায়েলীয়েরাও সেই আশীর্বাদের সহভাগী হবে। মণ্ডলীর পিতৃগণের ব্যাখ্যায়, ঈশ্বর-রহস্যের সামনে বিশ্বাসী মানুষ বারবার আধ্যাত্মিক সংগ্রামে লড়াই করতে বাধ্য।

৪৮ [৭] 'তোমার মা' কথাটি হিব্রু পাণ্ডুলিপিতে নেই; কিন্তু প্রাচীনতম গ্রীক ও সিরীয় পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত।

যাত্রাপুস্তক

ইস্রায়েলের (অর্থাৎ যাকোবের) বারোজন সন্তানের কথা উল্লেখ করায় যাত্রাপুস্তক আদিপুস্তকের সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। ইস্রায়েল সন্তানেরা অত্যাচারিত। কিন্তু প্রভু তাদের মুক্তি আদায় করেন। তারা হবে তাঁর মনোনীত জনগণ। উপাসকই এক জনমণ্ডলী, এবং ঈশ্বর তাদের মাঝে বাস করবেন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০

ইস্রায়েল সন্তানদের সমৃদ্ধি

১ [১] ইস্রায়েলের সন্তানেরা, এক একজন সপরিবারে যাঁরা যাকোবের সঙ্গে মিশর দেশে গিয়েছিলেন, তাঁদের নাম এই: [২] রূবেন, শিমেয়োন, লেবি ও যুদা, [৩] ইসাখার, জাবুলোন ও বেঞ্জামিন, [৪] দান ও নেফ্তালি, গাদ ও আশের। [৫] সবসমেত যাকোবের বংশধর ছিল সত্তরজন; যোসেফ আগে থেকেই মিশরে ছিলেন। [৬] পরে যোসেফের মৃত্যু হল, তাঁর ভাইয়েরা ও সেই যুগের সমস্ত মানুষেরও মৃত্যু হল। [৭] কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানেরা ফলবান ছিল ও বহুবৃদ্ধি লাভ করল, এবং সংখ্যায় এতই বেড়ে উঠল ও এতই প্রভাবশালী হল যে, তাদের উপস্থিতিতে সমস্ত দেশ পূর্ণ হল।

ইস্রায়েল সন্তানদের উপরে অত্যাচার

[৮] একসময় মিশরে এমন এক নতুন রাজা আসন গ্রহণ করলেন, যিনি যোসেফের কথা কখনও শোনেননি। [৯] তিনি তাঁর জনগণকে বললেন, 'দেখ, আমাদের চেয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের জাতির সংখ্যা ও শক্তি বেশি। [১০] এসো, আমরা ওদের বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করে এমন ব্যবস্থা নিই, যেন ওদের লোকসংখ্যা আর বাড়তে না পারে;

নইলে যুদ্ধ বাধলে ওরা শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আর অবশেষে এই দেশ ছেড়ে চলে যাবে।' [১১] সেই অনুসারে তাদের উপরে এমন মেহনতি কাজের সরদারদের নিযুক্ত করা হল, যারা তাদের উপর কঠোর পরিশ্রমের ভার চাপিয়ে দিল; আর তারা ফারাওর জন্য পিথোন ও রাম্‌সেস এই দু'টো ভাণ্ডার-নগর নির্মাণ করল। [১২] কিন্তু তাদের উপর যত বেশি অত্যাচার চালানো হল, তারা সংখ্যায় তত বেশি বেড়ে চলতে ও ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ফলে মিশরীয়েরা ইস্রায়েল সন্তানদের ব্যাপারে ভয় পেতে লাগল। [১৩] তাই মিশরীয়েরা নির্মম ভাবে ইস্রায়েল সন্তানদের দাসত্ব-কাজে বশীভূত করল; [১৪] কঠোর দাসত্ব দ্বারা তারা তাদের জীবন তিক্তই করে তুলল: তাদের দ্বারা গাঁথনির মসলা তৈরি করাল, ইট প্রস্তুত করাল, মাঠে-খামারে নানা রকম কাজ করাল: এ ধরনেরই সমস্ত দাসত্বের কাজ তাদের উপরে নির্মম ভাবে চাপিয়ে দিল।

[১৫] পরে মিশরের রাজা শিফ্রা ও পুয়া নামে দুই হিব্রু ধাত্রীকে বলে দিলেন, [১৬] 'তোমরা যখন হিব্রু স্ত্রীলোকদের ধাত্রীকাজ কর, তখন প্রসবাধারের পাথর দু'টোর দিকে লক্ষ রাখ, ছেলে হলে তাকে মেরে ফেল, মেয়ে হলে তাকে বাঁচতে দাও।' [১৭] কিন্তু ওই ধাত্রীরা পরমেশ্বরকে ভয় করত, তাই মিশর-রাজের আজ্ঞা মেনে না নিয়ে বরং ছেলেদের বাঁচতে দিত। [১৮] অতএব মিশর-রাজ তাদের ডাকিয়ে বললেন, 'তেমনটি করে তোমরা কেন ছেলেদের বাঁচতে দিয়েছ?' [১৯] ধাত্রীরা ফারাওকে উত্তরে বলল: 'হিব্রু স্ত্রীলোকেরা মিশরীয় স্ত্রীলোকদের মত নয়; তারা তো বলবতী, ধাত্রী তাদের কাছে পৌঁছবার আগেই তাদের প্রসব হয়ে যায়!' [২০] এজন্য পরমেশ্বর সেই ধাত্রীদের মঙ্গল করলেন; এবং লোকেরা সংখ্যায় বেড়ে উঠল ও খুবই প্রভাবশালী হল; [২১] আর সেই ধাত্রীরা পরমেশ্বরকে ভয় করত বিধায় তিনি তাদের একটা বংশ দিলেন। [২২] তখন ফারাও তাঁর সকল লোককে এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা নবজাত প্রতিটি ছেলেকে নদীতে ফেলে দেবে, কিন্তু মেয়েদের বাঁচতে দেবে।'

মোশির জীবন—প্রথম পর্ব

২ [১] লেবিকুলের একজন লোক গিয়ে লেবির মেয়েকে বিয়ে করল। [২] স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল; আর যখন দেখল শিশুটি কতই না সুন্দর ছিল, তখন তিন মাস ধরে তাকে লুকিয়ে রাখল। [৩] পরে তাকে আর লুকিয়ে রাখতে না পারায় সে নলখাগড়ার তৈরী একটা ঝাঁপি নিয়ে তার গায়ে মেটে তেল ও আলকাতরা মাখিয়ে তার মধ্যে শিশুটিকে রাখল ও ঝাঁপিটা নদীর কূলে ঘন নলখাগড়ার মধ্যে রাখল। [৪] আর শিশুটির কী হয়, তা দেখবার জন্য তার বোন দূরে দাঁড়িয়ে রইল। [৫] আর এমনটি ঘটল যে, ফারাওর কন্যা নদীতে স্নান করতে এলেন,—তাঁর অনুচারিণী যুবতীরা নদীর তীরে পায়চারি করছিল। তিনি নলখাগড়ার মধ্যে ঝাঁপিটা দেখে দাসীকে তা আনতে পাঠালেন; [৬] ঝাঁপিটা খুলে দেখলেন, শিশুটি—একটি ছেলে—কাঁদছে; তার প্রতি তাঁর মায়া হল, তিনি বললেন, 'এ অবশ্যই একটি হিব্রু শিশু।' [৭] তখন তার বোন ফারাওর কন্যাকে বলল, 'আমি গিয়ে কি কোন হিব্রু ধাইকে আপনার জন্য ডেকে আনব? সে আপনার হয়ে শিশুটিকে দুধ খাওয়াবে।' ফারাওর কন্যা সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, যাও।' [৮] তাই মেয়েটি গিয়ে শিশুর মাকে ডেকে আনল। [৯] ফারাওর কন্যা তাকে বললেন, 'তুমি এই শিশুকে নিয়ে যাও ও আমার হয়ে তাকে দুধ খাওয়াও; আমি তোমার প্রাপ্য মজুরি দেব।' তখন স্ত্রীলোকটি শিশুটিকে নিয়ে গিয়ে দুধ খাওয়াতে লাগল। [১০] পরে শিশুটি বড় হলে সে তাকে নিয়ে ফারাওর কন্যাকে দিল; আর তিনি ছেলেটিকে নিজ সন্তান বলে গ্রহণ করলেন; তিনি তার নাম মোশি রাখলেন, কেননা তিনি বললেন, 'আমি তাকে জল থেকে টেনে তুলেছি।'

[১১] সময় অতিবাহিত হতে হতে মোশি বড় হলেন; একদিন তাঁর ভাইদের কাছে গিয়ে তিনি তাদের কঠোর পরিশ্রম লক্ষ করলেন; আবার দেখতে পেলেন, একজন মিশরীয় একজন হিব্রুকে—তাঁরই ভাইদের একজনকে মারছে। [১২] এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনি যখন দেখলেন, সেখানে কেউই নেই, তখন ওই মিশরীয়কে মেরে ফেলে বালুর নিচে ঢেকে দিলেন। [১৩] পরদিন তিনি আবার বাইরে গেলেন, আর দেখ, দু'জন হিব্রুর মধ্যে হাতাহাতি হচ্ছে; যে দোষী, তাকে তিনি বললেন, 'তোমার নিজের

আপনজনকে কেন মারছ?’ [১৪] প্রতিবাদ করে সে বলল, ‘কে তোমাকে আমাদের উপরে নেতা ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে? তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে হত্যা করেছ, তেমনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও?’ তখন মোশি ভয় পেলেন, ভাবলেন, ‘ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে পড়েছে।’ [১৫] ফারাও যখন একথা জানতে পারলেন, তখন মোশিকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মোশি ফারাওর কাছ থেকে পালিয়ে মিদিয়ান দেশে বসবাস করতে গেলেন; সেখানে গিয়ে একটা কুয়োর কাছে বসলেন।

[১৬] মিদিয়ানের যাজকের সাত মেয়ে ছিল; তারা সেই জায়গায় এসে পিতার মেষপালকে জল খাওয়াবার জন্য জল তুলে গড়াগুলো ভরে দিল। [১৭] কিন্তু কয়েকজন রাখাল এসে তাদের তাড়িয়ে দিল; তখন মোশি তাদের রক্ষায় উঠে দাঁড়ালেন ও তাদের মেষপালকে জল খাওয়ালেন। [১৮] তারা পিতা রেউয়েলের কাছে ফিরে গেলে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কেমন করে তোমরা আজ এত শীঘ্রই ফিরে এসেছ?’ [১৯] তারা উত্তরে বলল, ‘একজন মিশরীয় রাখালদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন, এমনকি আমাদের জন্য তিনি যথেষ্ট জল তুলে মেষপালকেও খাওয়ালেন।’ [২০] তিনি তাঁর মেয়েদের বললেন, ‘তবে লোকটি কোথায়? তোমরা তাঁকে কেন একা ফেলে রেখে এসেছ? আমাদের সঙ্গে কিছুটা খেতে তাঁকে নিমন্ত্রণ কর।’ [২১] মোশি সেই লোকের সঙ্গে থাকতে সম্মত হলেন, আর তিনি মোশির সঙ্গে তাঁর মেয়ে সেফোরার বিবাহ দিলেন। [২২] সেফোরা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন, আর মোশি তার নাম গের্শোম রাখলেন, কেননা তিনি বললেন, ‘আমি বিদেশে প্রবাসী।’

মোশির আহ্বান ও প্রেরণ

[২৩] এই দীর্ঘ দিনগুলির পর মিশর-রাজের মৃত্যু হল। ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের দাসত্বের কারণে আর্তনাদ ও হাহাকার করল; এবং সেই দাসত্ব থেকে তাদের চিৎকার পরমেশ্বরের কাছে ঊর্ধ্বে গেল। [২৪] পরমেশ্বর তাদের বিলাপের সুর শুনলেন, এবং আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা স্মরণ করলেন। [২৫] পরমেশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের দিকে তাকালেন; পরমেশ্বর এই ব্যাপারে মনোযোগ দিলেন।

৩ [১] মোশি মিদিয়ানের যাজক তাঁর শ্বশুর যেথ্রোর মেষপাল চরাচ্ছিলেন; তিনি
মেষপাল মরুপ্রান্তরের ওপারে নিয়ে গিয়ে পরমেশ্বরের পর্বত সেই হোরেবে এসে
পৌঁছলেন। [২] প্রভুর দূত একটা ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা অগ্নিশিখায় তাঁকে
দেখা দিলেন; তিনি তাকালেন, আর দেখ, ঝোপটা আগুনের মধ্যে জ্বলছে, অথচ পুড়ে
যাচ্ছে না। [৩] মোশি ভাবলেন, 'আমি এক পাশ দিয়ে এই অসাধারণ দৃশ্য দেখতে
চাই; আবার দেখতে চাই ঝোপটা পুড়ে যাচ্ছে না কেন।' [৪] প্রভু যখন দেখলেন যে,
তিনি দেখবার জন্য পথ ছেড়ে এগিয়ে আসছেন, তখন ঝোপের মধ্য থেকে পরমেশ্বর এই
বলে তাঁকে ডাকলেন, 'মোশি, মোশি!' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি।' [৫] তিনি
বললেন, 'আর এগিয়ো না, পা থেকে জুতো খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে
আছ, তা পবিত্র ভূমি।' [৬] তিনি বলে চললেন, 'আমি তোমার পিতার পরমেশ্বর,
আব্রাহামের পরমেশ্বর, ইসহাকের পরমেশ্বর, যাকোবের পরমেশ্বর।' তখন মোশি নিজের
মুখ ঢেকে নিলেন, কেননা পরমেশ্বরের দিকে তাকাতে তাঁর ভয় হচ্ছিল। [৭] প্রভু
বললেন, 'মিশরে আমার জনগণের দুর্দশা আমি দেখেইছি; তাদের মেহনতি কাজের
সরদারদের কারণে তাদের হাহাকারও শুনেছি; তাদের দুঃখকষ্টের কথা আমি সত্যিই
জানি! [৮] মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য, এবং সেই দেশ থেকে
উত্তম ও বিশাল এক দেশে, দুধ ও মধু-প্রবাহী এক দেশেই তাদের আনার জন্য আমি
নেমে এসেছি—সেই দেশে কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও
যেবুসীয়েরা বসতি করছে। [৯] হ্যাঁ, ইস্রায়েল সন্তানদের হাহাকার আমার কানে এসে
পৌঁছেছে; মিশরীয়েরা তাদের উপর কী নিপীড়ন চালাচ্ছে, তাও আমি দেখেছি।
[১০] সুতরাং এখন এসো, আমি তোমাকে ফারাওর কাছে প্রেরণ করব যেন তুমি আমার
আপন জনগণকে, সেই ইস্রায়েল সন্তানদের, মিশর থেকে বের করে আন।' [১১] মোশি
পরমেশ্বরকে বললেন, 'আমি কে যে ফারাওর কাছে যাব ও মিশর থেকে ইস্রায়েল
সন্তানদের বের করে আনব?' [১২] তিনি বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।
আমিই যে তোমাকে প্রেরণ করেছি, তোমার কাছে এই হবে তার চিহ্ন: তুমি মিশর থেকে
সেই জনগণকে বের করে আনবার পর তোমরা এই পর্বতে পরমেশ্বরের সেবা করবে।'

[১৩] তখন মোশি পরমেশ্বরকে বললেন, 'দেখ, আমি যদি ইস্রায়েল সন্তানদের গিয়ে বলি, তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর তারা জিজ্ঞাসা করে, তাঁর নাম কী, তবে তাদের কী উত্তর দেব?' [১৪] পরমেশ্বর মোশিকে বললেন, 'আমি সেই আছি যিনি আছেন।' তিনি বলে চললেন, 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: আমি আছি আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন।' [১৫] পরমেশ্বর মোশিকে আরও বললেন, 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: যিনি তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর, আব্রাহামের পরমেশ্বর, ইসহাকের পরমেশ্বর ও যাকোবের পরমেশ্বর, সেই প্রভু তোমাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করেছেন। এ আমার নাম চিরকালের মত; আর এটিই পুরুষে পুরুষে হবে আমার স্মৃতিচিহ্ন। [১৬] তুমি যাও, ইস্রায়েলের প্রবীণদের সমবেত করে তাদের একথা বল, তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর, আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের পরমেশ্বর স্বয়ং প্রভু আমাকে দেখা দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের দেখতে এসেছি, আর মিশরে তোমাদের প্রতি যা কিছু করা হচ্ছে, তাও দেখতে এসেছি। [১৭] আর আমি বলেছি: মিশরের দুর্দশা থেকে তোমাদের বের করে আমি কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়দের দেশে, দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশেই তোমাদের নিয়ে যাব। [১৮] তারা তোমার কথা মানবে; তখন তুমি ও ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গ মিশরের রাজাকে গিয়ে বলবে: হিব্রুদের পরমেশ্বর সেই প্রভু আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এখন আপনি অনুমতি দিন, যেন আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করার জন্য মরুপ্রান্তরে তিন দিনের পথ যেতে পারি। [১৯] আমি তো ভালই জানি যে, মিশরের রাজা তোমাদের যেতে দেবে না; কেবল পরাক্রান্ত হাতের চাপেই যেতে দেবে। [২০] তাই আমি হাত বাড়াব, এবং দেশে বহু আশ্চর্য কর্মকীর্তি ঘটিয়ে মিশরকে এমনভাবেই আঘাত করব যে, তারপরে রাজা তোমাদের যেতে দেবে। [২১] আমি এই জনগণকে মিশরীয়দের দৃষ্টিতে এমন অনুগ্রহের পাত্র করব যে, তোমরা যখন চলে যাবে, তখন খালি হাতে যাবে না; [২২] বরং প্রত্যেক স্ত্রীলোক নিজ নিজ প্রতিবেশী স্ত্রীলোকের কাছ থেকে সোনা-রুপোর জিনিসপত্র ও যত পোশাক চাইবে। সেই সবে

তোমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদেরই তোমরা পরিবৃত করবে, আর এইভাবে মিশরীয়দের সম্পদ লুট করে নেবে।'

৪ [১] তখন মোশি এভাবে উত্তর দিলেন, 'দেখ, তারা আমাকে কখনও বিশ্বাস করবে না, আমার কথায়ও কান দেবে না, বরং আমাকে বলবে, প্রভু তোমাকে দেখা দেননি।' [২] প্রভু তাঁকে বললেন, 'তোমার হাতে ওটা কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'একটা লাঠি।' [৩] তিনি বলে চললেন, 'ওটা মাটিতে ফেল।' তিনি মাটিতে ফেললেই তা সাপ হল, আর মোশি তার সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন। [৪] প্রভু মোশিকে বললেন, 'হাত বাড়িয়ে ওর লেজ ধর;' আর তিনি হাত বাড়িয়ে তা ধরলে সাপটা তাঁর হাতে আবার লাঠি হয়ে গেল। [৫] 'এ যেন তারা বিশ্বাস করে যে, প্রভু, তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর, আব্রাহামের পরমেশ্বর, ইসহাকের পরমেশ্বর ও যাকোবের পরমেশ্বর তোমাকে দেখা দিয়েছেন।' [৬] প্রভু তাঁকে আরও বললেন, 'পোশাকের ভিতর দিয়ে বুকে হাত দাও।' তিনি পোশাকের ভিতর দিয়ে বুকে হাত দিলেন, আবার হাত বের করলেন, আর দেখ, তাঁর হাত অসুস্থ ছিল, তুষারের মত সাদা। [৭] তিনি বললেন, 'আবার পোশাকের ভিতর দিয়ে বুকে হাত দাও।' তিনি আবার পোশাকের ভিতর দিয়ে বুকে হাত দিলেন; আবার হাত বের করলেন, আর দেখ, হাত তাঁর সমস্ত মাংসের মত সুস্থ ছিল। [৮] 'সুতরাং, তারা যদি তোমাকে বিশ্বাস না করে ও সেই প্রথম চিহ্নও না মানে, তবে দ্বিতীয় চিহ্নে বিশ্বাস করবে; [৯] আর এই দুই চিহ্নেও যদি বিশ্বাস না করে ও তোমার কথা শুনতে সম্মত না হয়, তবে তুমি নদীর কিছুটা জল নিয়ে শুকনা মাটির উপরে ঢেলে দাও; এভাবে তুমি নদী থেকে যে জল তুলবে, তা শুকনা মাটিতে রক্ত হয়ে যাবে।'

[১০] মোশি প্রভুকে বললেন, 'হায় প্রভু আমার! আমি তো বাক্‌পটু নই; এর আগেও কখনও ছিলাম না, এই দাসের সঙ্গে তোমার কথা বলবার পরেও নই; আমি বরং জড়মুখ ও জড়জিভ।' [১১] প্রভু তাঁকে বললেন, 'মানুষকে কে জিহ্বা দিয়েছে? কিংবা তাকে কে বোবা, বধির, দর্শী বা অন্ধ করে? আমি সেই প্রভু, তাই না? [১২] এখন তুমি যাও; আমি তোমার মুখের সঙ্গে সঙ্গে থাকব ও কী বলতে হবে তোমাকে শেখাব।'

[১৩] মোশি বললেন, ‘প্রভু আমার, দোহাই তোমার, অন্য যাকে পাঠাতে চাও, পাঠাও!’ [১৪] তখন মোশির উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল; তিনি বললেন, ‘তোমার ভাই সেই লেবীয় আরোন কি আছে না? আমি তো জানি, সে সুবক্তা; এমনকি, সে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছে। তোমাকে দেখে অন্তরে খুশি হবে। [১৫] তুমি তার প্রতি কথা বলবে ও তার মুখে আমার বাণী দেবে, আর আমি তোমার মুখ ও তার মুখের সঙ্গে সঙ্গে থাকব, ও কি করতে হবে তোমাদের শেখাব। [১৬] তোমার হয়ে সে-ই লোকদের কাছে বক্তা হবে; ফলে তোমার জন্য সে মুখস্বরূপ হবে ও তার জন্য তুমি ঈশ্বরের ভূমিকা পালন করবে। [১৭] এবার এই লাঠি হাতে কর, এ দ্বারাই তোমাকে সেই সমস্ত চিহ্ন দেখাতে হবে।’

মোশির প্রত্যাগমন

[১৮] মোশি তাঁর শ্বশুর যেথ্রোর কাছে ফিরে গেলেন। তাঁকে বললেন, ‘আপনার দোহাই, মিশরে রয়েছে যারা, আমার সেই ভাইদের কাছে আমাকে ফিরে যেতে দিন, যেন দেখতে পাই, তারা এখনও জীবিত আছে কিনা।’ যেথ্রো মোশিকে বললেন, ‘শান্তিতে যাও।’ [১৯] মিদিয়ানে প্রভু মোশিকে বললেন, ‘এবার মিশরে ফিরে যাও, কেননা যারা তোমার প্রাণনাশের চেষ্টায় ছিল, সেই লোকেরা সকলে মারা গেছে।’ [২০] তাই মোশি নিজের স্ত্রী ও ছেলেদের গাধায় চড়িয়ে মিশর দেশে ফিরে গেলেন। মোশি পরমেশ্বরের সেই লাঠিও হাতে নিলেন।

[২১] প্রভু মোশিকে বললেন, ‘এবার মিশরে ফিরে গিয়ে ভেবে দেখ যে, ফারাওর সামনে তোমাকে সেই সকল অলৌকিক কাজ সাধন করতে হবে, যা আমি তোমাকে সাধন করার অধিকার দিয়েছি। আমি নিজেই কিন্তু তার হৃদয় কঠিন করব, আর সে আমার জনগণকে যেতে দেবে না। [২২] তখন তুমি ফারাওকে বলবে, প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েল আমার প্রথমজাত পুত্রসন্তান। [২৩] আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমার সন্তানকে যেতে দাও, সে যেন আমার সেবা করে; কিন্তু তুমি তাকে যেতে দিতে সম্মত না হলে আমি তোমার প্রথমজাত পুত্রসন্তানকে বধ করব!’

[২৪] পথে যেতে যেতে, রাত কাটাবার জন্য তিনি যেখানে থেমেছিলেন, সেখানে প্রভু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মৃত্যু ঘটাতে চেষ্টা করলেন। [২৫] তখন সেফোরা

একটা চকমকি পাথরের ছুরি নিয়ে তাঁর ছেলের ত্বক্ ছেদন করলেন ও তা দিয়ে তাঁর পা স্পর্শ করে বললেন, ‘আমার পক্ষে তুমি রক্ত-বর।’ [২৬] তাতে পরমেশ্বর তাঁকে ছেড়ে দিলেন। পরিচ্ছেদন সম্বন্ধেই সেফোরা সেসময় বলেছিলেন, ‘আমার পক্ষে তুমি রক্ত-বর।’

[২৭] প্রভু আরোনকে বললেন, ‘মোশির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মরুপ্রান্তরে বেরিয়ে পড়।’ তাই তিনি গিয়ে পরমেশ্বরের পর্বতে তাঁর দেখা পেলেন ও তাঁকে চুম্বন করলেন। [২৮] তখন মোশি আরোনকে সেই সমস্ত কথা জানালেন, যা প্রভু প্রেরণ করার সময়ে তাঁকে বলেছিলেন; সেই সমস্ত চিহ্নকর্মের কথাও জানালেন, যা তিনি তাঁকে সাধন করতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[২৯] তখন মোশি ও আরোন গিয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রবীণবর্গকে সমবেত করলেন, [৩০] এবং আরোন জনগণকে জানালেন সেই সমস্ত কথা যা প্রভু মোশিকে বলেছিলেন, এবং জনগণের চোখের সামনে সেই সমস্ত চিহ্নও দেখিয়ে দিলেন। [৩১] লোকদের বিশ্বাস হল, আর যখন তারা অনুভব করল যে, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের দেখতে এসেছিলেন ও তাদের হীনাবস্থা দেখেছিলেন; তখন মাথা নত করে প্রণিপাত করল।

ফারাওর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ

৫ [১] তারপর মোশি ও আরোন ফারাওকে গিয়ে বললেন, ‘প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা মরুপ্রান্তরে আমার উদ্দেশে পর্বোৎসব পালন করতে পারে।’ [২] কিন্তু ফারাও বললেন, ‘সেই প্রভু কে যে আমি তার প্রতি বাধ্য হয়ে ইস্রায়েলকে যেতে দেব? আমি সেই প্রভুকে জানি না, আর ইস্রায়েলকে যেতে দেবই না।’ [৩] তাঁরা বললেন, ‘হিব্রুদের পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন; তাই আপনি অনুমতি দিন, যেন আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করার জন্য মরুপ্রান্তরে তিন দিনের পথ যেতে পারি, পাছে তিনি মহামারী বা খড়্গ দ্বারা আমাদের আঘাত করেন।’ [৪] কিন্তু মিশর-রাজ তাঁদের বললেন, ‘হে মোশি ও আরোন, তাদের কাজ থেকে লোকদের মন সরিয়ে দেওয়ায়

তোমাদের উদ্দেশ্য কী? যাও, তোমাদের কাজে ফিরে যাও!’ [৫] ফারাও এও বললেন, ‘দেখ, দেশে লোকসংখ্যা এত বেড়েছে, আর তোমরা নাকি চাচ্ছ, তারা তাদের কাজ বন্ধ করবে!’

[৬] ফারাও সেদিন লোকদের সরদার ও শাস্ত্রীদের এই আদেশ দিলেন, [৭] ‘ইট তৈরি করার জন্য তোমরা আগের মত ওই লোকদের কাছে আর খড়কুটো সরবরাহ করবে না; ওরা গিয়ে নিজেরাই নিজেদের খড়কুটো জড় করুক। [৮] কিন্তু আগে ওদের যতখানি ইট তৈরি করার নিয়ম ছিল, এখনও ততখানি ইট দাবি কর; ইটের সংখ্যা কোন মতে কমাবে না; কেননা ওরা অলস; এজন্যই চিৎকার করে বলছে, যেতে চাই! আমরা আমাদের পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করতে চাই! [৯] সেই লোকদের উপরে কাজ আরও কঠোর হোক, ওরা তাতেই ব্যস্ত থাকুক, এবং অসার কথায় কান না দিক!’ [১০] তাই লোকদের সরদাররা ও শাস্ত্রীরা বাইরে গিয়ে লোকদের বলল, ‘ফারাও একথা বলছেন, আমি তোমাদের কাছে খড়কুটো আর সরবরাহ করব না। [১১] নিজেরা যেখানে পাও, সেখানে গিয়ে নিজেরাই খড়কুটো জড় কর; কিন্তু তোমাদের কাজের যেন ঘাটতি না পড়ে।’

[১২] লোকেরা খড়কুটোর জন্য খড়ের আঁটি যোগাড় করতে সারা মিশর দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, [১৩] আর সেইখানে সরদাররা তাদের উপর চাপ দিয়ে বলছিল, ‘তোমরা যখন খড়কুটো পেতে তখন যেমন করতে, সেই দৈনিক পরিমাণ অনুসারে এখনও তোমাদের কাজ সমাধা কর।’ [১৪] ফারাওর সরদাররা ইস্রায়েল সন্তানদের উপরে যে অধ্যক্ষদের বসিয়েছিল, তাদেরও কশাঘাত করা হল; তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, ‘তোমরা আগের মত ইটের নির্ধারিত সংখ্যা আজ কেন পূরণ করনি?’

[১৫] তখন ইস্রায়েল সন্তানদের নেতারা ফারাওকে গিয়ে এই বলে নালিশ করল, ‘আপনার দাসদের প্রতি আপনি এমন ব্যবহার করছেন কেন? [১৬] আপনার দাসদের কাছে কোন খড়কুটো সরবরাহ করা হচ্ছে না, অথচ আমাদের শুধু শোনানো হচ্ছে, ইট তৈরি কর। আর দেখুন, আপনার এই দাসদের লাঠি দিয়ে মারা হচ্ছে, কিন্তু দোষ আপনারই লোকদের!’ [১৭] ফারাও বললেন, ‘তোমরা অলস, একেবারে অলস! এজন্যই বলছ, আমরা যেতে চাই! আমরা প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করতে চাই।

[১৮] এখন যাও, কাজ কর, তোমাদের কাছে খড়কুটো সরবরাহ করা হবে না, তথাপি ইটের পুরা সংখ্যা দিতেই হবে।’ [১৯] ইস্রায়েল সন্তানদের নেতারা দেখল, তারা বিপদে পড়েছে, কেননা তাদের বলা হয়েছিল, ‘তোমরা ইটের দৈনিক সংখ্যা কোন মতে কমাতে পারবে না।’ [২০] ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে তারা মোশি ও আরোনের দেখা পেল, তাঁরা তাদের অপেক্ষায় ছিলেন। [২১] তারা তাঁদের বলল, ‘প্রভু আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে বিচার করুন, কেননা আপনারাই ফারাওর দৃষ্টিতে ও তাঁর পরিষদদের দৃষ্টিতেও আমাদের ঘৃণার পাত্র করেছেন; আমাদের প্রাণ বিনাশ করার জন্য তাঁদের হাতে খড়্গ দিয়েছেন!’

[২২] তখন মোশি প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, ‘প্রভু, কেন এই লোকদের উপরে এত অমঙ্গল এনেছ? কেনই বা আমাকে প্রেরণ করেছ? [২৩] যে সময় আমি তোমার নামে কথা বলতে ফারাওর সামনে এসেছি, সেসময় থেকে তিনি এই লোকদের পীড়ন করছেন, আর তুমি তোমার নিজের জনগণের উদ্ধারের ব্যাপারে কিছুই করনি!’

৬ [১] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ‘আমি ফারাওর প্রতি যা করব, তা তুমি এখন দেখবে, কেননা এক পরাক্রান্ত হাতের কারণে সে তাদের যেতে দেবে; এমনকি, এক পরাক্রান্ত হাতের কারণে নিজের দেশ থেকে তাদের তাড়িয়েই দেবে!’

মোশির আহ্বান ও প্রেরণ—অন্য এক বিবরণী

[২] পরমেশ্বর মোশির কাছে কথা বললেন; তাঁকে বললেন, ‘আমিই প্রভু! [৩] আমি আব্রাহামকে, ইসহাককে ও যাকোবকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে দেখা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার প্রভু নাম দ্বারা তাদের কাছে নিজেকে জ্ঞাত করিনি। [৪] তাদের সঙ্গে আমার সন্ধিও স্থির করেছিলাম: তারা যে দেশে প্রবাসী হয়ে বসবাস করছিল, আমি সেই কানান দেশ তাদেরই দেব। [৫] তাছাড়া মিশরীয়দের হাতে দাস অবস্থায় পড়ে থাকা ইস্রায়েল সন্তানদের আর্তনাদ শুনে আমি আমার সেই সন্ধি স্মরণ করলাম। [৬] সুতরাং ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি বল: আমিই প্রভু! আমি মিশরীয়দের অত্যাচার থেকে তোমাদের বের করে আনব, তাদের দাসত্ব থেকে তোমাদের উদ্ধার করব, এবং প্রসারিত বাহুতে ও মহা বিচারকর্ম সাধনে তোমাদের মুক্তি আদায় করব।

[৭] আমি তোমাদের আমার আপন জনগণরূপে গ্রহণ করব, ও তোমাদের আপন পরমেশ্বর হব; এতে তোমরা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর, যিনি মিশরীয়দের অত্যাচার থেকে তোমাদের বের করে আনলেন। [৮] আমি আব্রাহামকে, ইসহাককে ও যাকোবকে যে দেশ দেব বলে হাত তুলে শপথ করেছিলাম, সেই দেশে তোমাদের চালিত করব, আর সেই দেশ তোমাদের উত্তরাধিকার-রূপে দান করব: আমিই প্রভু!'

[৯] কিন্তু মোশি যখন ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে সেই অনুসারে কথা বললেন, তখন তারা তাঁর কথা মানল না, কারণ তাদের কঠিন দাসত্বের চাপে তারা উদাসীন হয়ে পড়েছিল।

[১০] প্রভু মোশিকে বললেন, [১১] 'যাও, মিশর-রাজ ফারাওকে বল, সে যেন তার দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের যেতে দেয়।' [১২] কিন্তু প্রভুর সাক্ষাতে মোশি বললেন, 'ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন আমার কথায় আদৌ কান দিল না, তখন ফারাও কেমন করে সেই কথায় কান দেবেন? আমি তো বাক্‌পটু নই।' [১৩] প্রভু মোশি ও আরোনের কাছে কথা বললেন, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের ও মিশর-রাজ ফারাওর ব্যাপারে তাঁদের এই আদেশ দিলেন, যেন তাঁরা ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর দেশ থেকে বের করে আনেন।

[১৪] এঁরাই নিজ নিজ পিতৃকুলের পতি: ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুবেনের সন্তানেরা: হানোখ, পাল্লু, হেস্রোন ও কার্মি; এগুলো রুবেনের গোত্র।

[১৫] শিমেয়োনের সন্তানেরা: যেমুয়েল, যামিন, ওহাদ, যাখিন, জোহার ও কানানীয় স্ত্রীজাত সন্তান শৌল; এগুলো শিমেয়োনের গোত্র।

[১৬] বংশতালিকা অনুসারে লেবির সন্তানদের নাম এই: গের্শোন, কেহাথ ও মেরারি। লেবির বয়স হয়েছিল একশ' সাঁইত্রিশ বছর।

[১৭] গোত্র অনুসারে গের্শোনের সন্তানেরা: লিব্নি ও শিমেই।

[১৮] কেহাথের সন্তানেরা: আম্রাম, ইস্‌হার, হেব্রোন ও উজ্জিয়েল; কেহাথের বয়স হয়েছিল একশ' তেত্রিশ বছর।

[১৯] মেরারির সন্তানেরা: মাহ্লি ও মুশি; বংশতালিকা অনুসারে এগুলো লেবির গোত্র।

[২০] আম্রাম তাঁর পিসি যোকেবেদকে বিবাহ করলেন, আর ইনি তাঁর ঘরে আরোন ও মোশিকে প্রসব করলেন। আম্রামের বয়স হয়েছিল একশ' সাঁইত্রিশ বছর।

[২১] ইস্হারের সন্তানেরা: কোরাহ্, নেফেগ ও জিখ্রি।

[২২] উজ্জিয়েলের সন্তানেরা: মিশায়েল, এল্সাফান ও সিথ্রি।

[২৩] আরোন আম্মিনাদাবের মেয়ে নাহ্শোনের বোন এলিশেবাকে বিবাহ করলেন, আর ইনি তাঁর ঘরে নাদাব, আবিহু, এলেয়াজার ও ইথামারকে প্রসব করলেন।

[২৪] কোরাহ্র সন্তানেরা: আসির, এল্কানা ও আবিয়াসাফ; এগুলো কোরাহ্-বংশীয়দের গোত্র।

[২৫] আরোনের ছেলে এলেয়াজার পুতিয়েলের এক মেয়েকে বিবাহ করলে তিনি তাঁর ঘরে ফিনেয়াসকে প্রসব করলেন; গোত্র অনুসারে এঁরা লেবীয়দের পিতৃকুলপতি।

[২৬] এই যে আরোন ও মোশি, এঁদেরই কাছে প্রভু বললেন, 'তোমরা ইস্রায়েল
সন্তানদের তাদের সৈন্যশ্রেণি-ক্রমে মিশর দেশ থেকে বের করে আন।' [২৭] এঁরাই
ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর থেকে বের করে আনবার ব্যাপারে মিশর-রাজ ফারাওর কাছে কথা বললেন। এঁরা সেই মোশি ও আরোন।

[২৮] এই সমস্ত কিছু সেইদিন ঘটল, যেদিন প্রভু মিশর দেশে মোশির সঙ্গে কথা
বললেন; [২৯] প্রভু মোশিকে বললেন, 'আমিই প্রভু, আমি তোমাকে যা কিছু বলতে
যাচ্ছি, সেই সমস্ত কথা তুমি মিশর-রাজ ফারাওকে বল।' [৩০] কিন্তু প্রভুর সাক্ষাতে
মোশি বললেন, 'দেখ, আমি বাক্‌পটু নই; ফারাও কেমন করে আমার কথায় কান দেবেন?'

৭ [১] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'দেখ, ফারাওর কাছে আমি তোমাকে ঈশ্বর
যেনই করব, আর তোমার ভাই আরোন হবে তোমার নবী। [২] আমি তোমাকে যা কিছু
আজ্ঞা করব, তা তুমি তাকে বলবে, আর তোমার ভাই আরোন ফারাওকে বলবে যেন সে
ইস্রায়েল সন্তানদের তার দেশ থেকে যেতে দেয়। [৩] কিন্তু আমি নিজে ফারাওর হৃদয়
কঠিন করব, এবং মিশর দেশে আমার বহু বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখাব।

[৪] কিন্তু, যেহেতু ফারাও তোমাদের কথা মানবে না, সেজন্য আমি মিশরে আমার হাত রাখব ও মহা মহা বিচারকর্ম সাধন করে মিশর দেশ থেকে আমার আপন সেনাবাহিনীকে, আমার আপন জনগণ সেই ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে আনব।
[৫] মিশরের উপরে হাত বাড়িয়ে আমি যখন মিশরীয়দের মধ্য থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে আনব, তখন তারা জানবে, আমিই প্রভু!' [৬] মোশি ও আরোন সেইমত করলেন; প্রভুর আজ্ঞামত কাজ করলেন। [৭] ফারাওর সঙ্গে কথা বলার সময়ে মোশির বয়স ছিল আশি বছর, ও আরোনের বয়স ছিল তিরাশি বছর।

মিশরের আঘাত

[৮] প্রভু মোশি ও আরোনকে বললেন, [৯] 'ফারাও যখন তোমাদের বলবে, তোমরা নিজেদের পক্ষে কোন একটা অলৌকিক লক্ষণ দেখাও, তখন তুমি আরোনকে বলবে, তোমার লাঠি হাতে নাও, ফারাওর সামনে তা ফেলে দাও; আর সেই লাঠি একটা নাগদানব হবে।' [১০] তখন মোশি ও আরোন ফারাওর কাছে গিয়ে প্রভুর আজ্ঞামত কাজ করলেন; আরোন ফারাওর ও তাঁর পরিষদদের সামনে তাঁর লাঠি ফেলে দিলেন, আর তা একটা নাগদানব হল। [১১] তখন ফারাও তাঁর জ্ঞানীগুণীদের ও গণকদের ডাকলেন, আর মিশরের সেই মন্ত্রজালিকেরাও তাদের জাদুবলে সেইভাবে করল।
[১২] তারা এক একজন নিজ নিজ লাঠি ফেলে দিলে সেগুলো নাগদানব হল, কিন্তু আরোনের লাঠি তাদের সকল লাঠিকে গ্রাস করল। [১৩] তবু ফারাওর হৃদয় কঠিন হল, তিনি তাঁদের কথা মানলেন না, ঠিক যেমন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন।

প্রথম আঘাত—জল রক্তে পরিণত

[১৪] প্রভু মোশিকে বললেন, 'ফারাওর হৃদয় কেমন ভারী! সে জনগণকে যেতে দিতে অসম্মত। [১৫] তুমি সকালে ফারাওর কাছে যাও; সেসময় সে নদীর দিকে যাবে। তুমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য নদীকূলে দাঁড়াও, তোমার হাতে থাকবে সেই লাঠি যা সাপে পরিণত হয়েছিল। [১৬] তাকে বলবে, প্রভু, হিব্রুদের পরমেশ্বর, আমার মধ্য দিয়ে আপনাকে বলে পাঠিয়েছেন, তুমি আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা মরুপ্রান্তরে আমার সেবা করে; কিন্তু তুমি এতক্ষণে কথাটা মানলে না। [১৭] প্রভু

একথা বলছেন, আমিই যে প্রভু, তা তুমি এতেই জানবে; দেখ, আমার হাতে এই যে লাঠি রয়েছে, তা দিয়ে আমি নদীর জলে আঘাত হানব, তাতে জল রক্ত হয়ে যাবে। [১৮] নদীতে যত মাছ আছে, সেগুলো মারা যাবে, এবং নদীতে এমন দুর্গন্ধ হবে যে, নদীর জল খেতে মিশরীয়দের ঘৃণা লাগবে।'

[১৯] প্রভু মোশিকে বললেন, 'আরোনকে বল, তোমার লাঠি হাতে নাও, ও মিশরের জলের উপরে, দেশের যত নদী, খাল, বিল ও সমস্ত জলাশয়ের উপরে হাত বাড়াও; আর সেই সমস্ত জল রক্ত হবে, সারা মিশর দেশ জুড়েই তা রক্ত হবে—তাদের কাঠ ও পাথরের পাত্রেও রক্ত হবে!' [২০] মোশি ও আরোন প্রভুর আজ্ঞামত সেইভাবে করলেন: তিনি লাঠি উচ্চ করে ফারাওর ও তাঁর পরিষদদের সামনে নদীর জলে আঘাত হানলেন; আর নদীর সমস্ত জল রক্ত হল। [২১] তখন নদীর মাছগুলো মরল, ও নদীতে এমন দুর্গন্ধ হল যে, মিশরীয়েরা নদীর জল খেতে পারছিল না; সারা মিশর দেশ জুড়েই রক্ত হল। [২২] কিন্তু মিশরীয় মন্ত্রজালিকেরাও তাদের জাদুবলে একই কাজ সাধন করল। ফারাওর হৃদয় কঠিন হল, এবং তিনি তাঁদের কথা মানলেন না, ঠিক যেমন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন। [২৩] ফারাও পিঠ ফিরিয়ে নিজ প্রাসাদে চলে গেলেন; এতেও মনোযোগ দিলেন না। [২৪] নদীর জল খেতে না পারায় সকল মিশরীয়েরা খাবার জলের খোঁজে নদীর আশেপাশে চারদিকেই খুঁড়তে লাগল। [২৫] প্রভু নদীতে আঘাত হানবার পর সাত দিন কেটে গেল।

দ্বিতীয় আঘাত—বেঙ

[২৬] প্রভু মোশিকে বললেন, 'ফারাওকে গিয়ে বল, প্রভু একথা বলছেন, আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা আমার সেবা করতে পারে। [২৭] তাদের যেতে দিতে যদি সম্মত না হও, তবে দেখ, আমি বেঙ দ্বারা তোমার সমস্ত অঞ্চলকে আঘাত করব: [২৮] নদী বেঙে ভরে উঠবে; সেগুলো উঠে তোমার প্রাসাদে, শোয়ার ঘরে ও খাটে, এবং তোমার পরিষদদের ও তোমার জনগণের ঘরে, তোমার তন্দুরে ও তোমার আটা ছানবার কাঠুয়াতে ঢুকবে। [২৯] হ্যাঁ, তোমার, তোমার জনগণ ও তোমার পরিষদদের গায়ে সেই বেঙগুলো উঠবে!'

৮ [১] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ‘আরোনকে বল, তোমার লাঠি দিয়ে যত নদী, খাল, বিলের উপরে হাত বাড়িয়ে মিশর দেশের উপরে বেঙ আনাও।’ [২] আর আরোন মিশরের সমস্ত জলাশয়ের উপরে তাঁর হাত বাড়ালে বেঙ উঠে এসে মিশর দেশ আচ্ছন্ন করল। [৩] কিন্তু মন্ত্রজালিকেরাও তাদের জাদুবলে একই কাজ সাধন করে মিশর দেশের উপরে বেঙ আনাল।

[৪] ফারাও তখন মোশি ও আরোনকে ডাকিয়ে বললেন, ‘প্রভুর কাছে মিনতি কর, যেন তিনি আমা থেকে ও আমার প্রজাদের মধ্য থেকে এই সমস্ত বেঙ দূর করে দেন; তাহলে আমি জনগণকে যেতে দেব, তারা যেন প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পারে।’ [৫] মোশি ফারাওকে বললেন, ‘আপনার সুবিধা অনুসারে আপনিই বলুন, কবে আপনার, আপনার পরিষদদের ও প্রজাদের জন্য আমাকে মিনতি করতে হবে যেন আপনি ও আপনার সমস্ত ঘর বেঙ থেকে মুক্তি পান ও বেঙ যেন কেবল নদীতেই থাকে।’ [৬] তিনি উত্তর দিলেন, ‘আগামী দিনের জন্য।’ তখন মোশি বলে চললেন, ‘আপনার কথামত হোক, যেন আপনি জানতে পারেন যে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর মত কেউই নেই। [৭] হ্যাঁ, বেঙগুলো আপনার কাছ থেকে ও আপনার ঘর থেকে, আপনার পরিষদ ও প্রজাদের মধ্য থেকে দূরে চলে যাবে, কেবল নদীতেই থাকবে।’ [৮] মোশি ও আরোন ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে গেলেন, এবং প্রভু ফারাওর উপরে যে সমস্ত বেঙ এনেছিলেন, সেগুলোর বিষয়ে মোশি প্রভুর কাছে অনুরোধ রাখলেন; [৯] প্রভু মোশির অনুরোধ অনুসারে কাজ করলেন, আর সকল বেঙ ঘর, প্রাঙ্গণ ও মাঠের বাইরে মরল। [১০] লোকে সেগুলোকে কুড়িয়ে বহু ঢিবি করলে দেশে দুর্গন্ধ হল। [১১] কিন্তু ফারাও যখন দেখলেন, একটু স্বস্তি হল, তখন নিজের হৃদয় ভারী করলেন, তাঁদের কথা মানলেন না, ঠিক যেমন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন।

তৃতীয় আঘাত—মশা

[১২] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ‘আরোনকে বল, তোমার লাঠি বাড়িয়ে মাটির ধুলায় আঘাত হান, তাতে সেই ধুলা সমগ্র মিশর দেশে মশা হবে।’ [১৩] তাঁরা তাই করলেন: আরোন তাঁর লাঠি দিয়ে হাত বাড়িয়ে মাটির ধুলায় আঘাত হানলেন, আর মশা

মানুষ ও পশুর গায়ে এসে পড়ল; মিশর দেশের সব জায়গায়ই মাটির ধুলা মশা হয়ে গেল। [১৪] মন্ত্রজালিকেরা তাদের জাদুবলে মশা উৎপন্ন করার জন্য চেষ্টা করল বটে, কিন্তু অকৃতকার্য হল; ফলে মশা মানুষ ও পশুর গায়ে এসে পড়ল। [১৫] তখন মন্ত্রজালিকেরা ফারাওকে বলল, ‘এ ঈশ্বরের আঙুল!’ কিন্তু তবুও ফারাওর হৃদয় কঠিন হল, তিনি তাঁদের কথা মানলেন না, ঠিক যেমন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন।

চতুর্থ আঘাত—ডাঁশ

[১৬] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ‘তুমি খুব সকালে উঠে, ফারাও যখন জলের কাছে যাবে, তখন তার সামনে দাঁড়াও। তাকে বল: প্রভু একথা বলছেন: আমার জনগণকে যেতে দাও, তারা যেন আমার সেবা করে! [১৭] যদি আমার জনগণকে যেতে না দাও, তবে দেখ, আমি তোমাতে, তোমার সকল পরিষদে, তোমার জনগণে ও তোমার ঘরগুলোতে ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঁশ পাঠাব: মিশরীয়দের ঘরগুলো, এমনকি তাদের বাসভূমিও ডাঁশে ভরে উঠবে। [১৮] কিন্তু সেদিন আমি, আমার জনগণ যেখানে বাস করছে, সেই গোশেন প্রদেশ পৃথক রাখব: সেখানে ডাঁশ হবে না, যেন তুমি জানতে পার যে, এদেশের মধ্যে আমিই প্রভু। [১৯] আমার জনগণ ও তোমার জনগণের মধ্যে আমি মুক্তিদায়ী এক চিহ্ন রাখব। আগামীকালই এই চিহ্ন হবে।’ [২০] প্রভু ঠিক তাই করলেন: ফারাওর প্রাসাদে ও তাঁর পরিষদদের ঘরে ও সমস্ত মিশর দেশে ডাঁশের বড় বড় ঝাঁক এসে পড়ল: ডাঁশের ঝাঁকের কারণে অঞ্চলটা উৎসন্ন হল।

[২১] ফারাও তখন মোশি ও আরোনকে ডাকিয়ে বললেন, ‘তোমরা যাও, দেশের মধ্যেই তোমাদের পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ কর।’ [২২] কিন্তু মোশি উত্তর দিলেন, ‘তেমনটি করা উপযুক্ত নয়, কেননা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে বলিরূপে যা উৎসর্গ করি, তা মিশরীয়দের কাছে জঘন্য। দেখুন, মিশরীয়দের কাছে যা জঘন্য, তাদের চোখের সামনেই তা উৎসর্গ করলে তারা কি পাথর ছুড়ে আমাদের বধ করবে না? [২৩] আমরা তিন দিনের পথ মরুপ্রান্তরে গিয়ে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যেমন আজ্ঞা দেবেন, সেইমত তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করব।’ [২৪] ফারাও বললেন, ‘আমি তোমাদের যেতে দিচ্ছি, তোমরা মরুপ্রান্তরে গিয়ে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ কর। কিন্তু বহুদূরে যেয়ো না! এবং আমার হয়ে মিনতি কর।’ [২৫] মোশি

উত্তরে বললেন, 'আপনার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি প্রভুর কাছে মিনতি করব, যেন ফারাও, তাঁর পরিষদ ও তাঁর জনগণ থেকে আগামীকাল যত ডাঁশের ঝাঁক দূরে যায়। কিন্তু প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করার জন্য লোকদের যেতে দেওয়ার ব্যাপারে ফারাও যেন আবার প্রবঞ্চনা না করেন!' [২৬] মোশি ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর কাছে মিনতি করলেন; [২৭] আর প্রভু মোশির অনুরোধ অনুসারে কাজ করলেন; তিনি ফারাও, তাঁর পরিষদ ও সমগ্র জনগণ থেকে সমস্ত ডাঁশের ঝাঁক দূর করলেন: একটাও বাকি রইল না। [২৮] কিন্তু এবারও ফারাও নিজের হৃদয় ভারী করলেন, জনগণকে যেতে দিলেন না।

পঞ্চম আঘাত—পশুধনের মৃত্যু

৯ [১] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'ফারাওকে গিয়ে বল: প্রভু, হিব্রুদের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা আমার সেবা করতে পারে। [২] কেননা তুমি যদি তাদের যেতে দিতে সম্মত না হও, যদি এখনও বাধা দাও, [৩] তবে দেখ, মাঠে মাঠে তোমার যত পশু রয়েছে, সেই ঘোড়া, গাধা, উট, পশুপাল ও মেষপালের উপরে প্রভুর হাত রয়েছে: ভীষণ মহামারী হবে! [৪] কিন্তু প্রভু ইস্রায়েলের পশু ও মিশরের পশুদের মধ্যে পার্থক্য রাখবেন, যেন ইস্রায়েল সন্তানদের কোন পশুই না মরে। [৫] প্রভু সময় নির্ধারিত করে বললেন: আগামীকাল প্রভু দেশে একাজ সাধন করবেন।' [৬] পরদিন প্রভু ঠিক তাই করলেন, ফলে মিশরের সমস্ত পশু মরল, কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের পশুদের মধ্যে একটাও মরল না। [৭] ফারাও অনুসন্ধান করতে লোক পাঠালে দেখা গেল যে, ইস্রায়েলের একটা পশুও মরেনি! তবু ফারাওর হৃদয় ভারী হল এবং তিনি জনগণকে যেতে দিলেন না।

ষষ্ঠ আঘাত—ফোড়া

[৮] প্রভু তখন মোশি ও আরোনকে বললেন, 'তোমরা এক মুঠো চুল্লির ছাই নাও: মোশি ফারাওর চোখের সামনে তা আকাশের দিকে ছড়িয়ে দেবে। [৯] তা সমগ্র মিশর দেশ জুড়ে সূক্ষ্ম ধুলা হয়ে মিশর দেশের সর্বত্র মানুষ ও পশুদের গায়ে ক্ষতযুক্ত ঘা

ওঠাবে।’ [১০] তাই তাঁরা চুল্লির ছাই নিয়ে ফারাওর সামনে দাঁড়ালেন; মোশি আকাশের দিকে তা ছড়িয়ে দিলে তা মানুষ ও পশুদের গায়ে ক্ষতযুক্ত ঘা ফোটাল। [১১] সেই ঘায়ের কারণে মন্ত্রজালিকেরা মোশির সামনে দাঁড়াতে পারছিল না, কারণ সমস্ত মিশরীয়দের মত মন্ত্রজালিকদের গায়েও ঘা ফুটে উঠেছিল। [১২] কিন্তু প্রভু ফারাওর হৃদয় কঠিন করলেন; তিনি তাঁদের কথা মানলেন না, ঠিক যেমন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন।

সপ্তম আঘাত—শিলাবৃষ্টি

[১৩] প্রভু মোশিকে বললেন, ‘খুব সকালে উঠে ফারাওর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে একথা বল: প্রভু, হিব্রুদের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা আমার সেবা করতে পারে; [১৪] কেননা এবার আমি তোমার হৃদয়ের বিরুদ্ধে এবং তোমার পরিষদদের ও জনগণের মধ্যে আমার সব ধরনের মারাত্মক আঘাত প্রেরণ করব, যেন তুমি জানতে পার যে, সমস্ত পৃথিবীতে আমার মত কেউই নেই। [১৫] এতদিন আমি আমার হাত বাড়িয়ে মহামারী দ্বারা তোমাকে ও তোমার জনগণকে আঘাত করতে পারতাম, তবে তুমি পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্নই হতে! [১৬] কিন্তু তবুও আমি এই কারণেই তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছি, যেন আমার প্রভাব তোমাকে দেখাই ও সমস্ত পৃথিবীতে আমার সুনাম কীর্তিত হয়। [১৭] অথচ তুমি এখনও দর্প দেখিয়ে আমার জনগণকে যেতে দিতে চাচ্ছ না! [১৮] আচ্ছা, আগামীকাল ঠিক এই সময়ে এমন তীব্রতম শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করব, যা মিশরের স্থাপনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কখনও হয়নি। [১৯] তুমি এখনই লোক পাঠিয়ে মাঠে তোমার পশু ও যা কিছু আছে, সমস্তই আশ্রয়ে আনিয়ে রাখ। যত মানুষ ও পশু ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে না এনে বরং মাঠে ফেলে রাখা হবে, তাদের উপরে শিলাবৃষ্টি হবে, আর তারা মরবে।’ [২০] তখন ফারাওর পরিষদদের মধ্যে যারা প্রভুর বাণী মানল, তারা শীঘ্রই তাদের দাস ও পশুদের ঘরের মধ্যে আনল; [২১] কিন্তু যারা প্রভুর বাণী মানল না, তারা তাদের দাস ও পশুদের মাঠে ফেলে রাখল।

[২২] প্রভু মোশিকে বললেন, ‘আকাশের দিকে হাত বাড়াও, যেন মিশর দেশের সর্বত্রই—মিশর দেশের মানুষ, পশু ও মাঠের সমস্ত উদ্ভিদের উপরে শিলাবৃষ্টি

হয়।’ [২৩] মোশি লাঠি আকাশের দিকে বাড়ালে প্রভু বজ্রধ্বনি শোনালেন ও শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করলেন, এবং আগুন ভূমির উপরে বেগে এসে পড়ল; এইভাবে প্রভু মিশর দেশের উপরে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করলেন। [২৪] শিলা ও শিলার সঙ্গে মেশানো এমন তীব্রতম অগ্নিবৃষ্টিও হল, যা মিশর দেশে রাজ্য স্থাপনকাল থেকে কখনও হয়নি। [২৫] সমস্ত মিশর দেশ জুড়ে মাঠে যত মানুষ ও পশু ছিল, সকলেই শিলার আঘাতে আহত হল, মাঠের সমস্ত উদ্ভিদও শিলাবৃষ্টির আঘাতে আহত হল, আর মাঠের সমস্ত গাছপালা ভেঙে গেল; [২৬] কেবল ইস্রায়েল সন্তানদের বাসস্থান সেই গোশেন প্রদেশেই শিলাবৃষ্টি হল না।

[২৭] তখন ফারাও লোক পাঠিয়ে মোশি ও আরোনকে ডাকিয়ে বললেন, ‘এবার আমি পাপ করেছি! প্রভু ধর্মময়, আমি ও আমার জনগণই দোষী। [২৮] তোমরা প্রভুর কাছে মিনতি কর, কেননা যথেষ্ট বজ্রধ্বনি ও শিলাবৃষ্টি হয়েছে; আর নয়! আমি তোমাদের যেতে দেব, তোমাদের আর দেরি করার প্রয়োজন নেই।’ [২৯] মোশি তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, ‘শহর থেকে বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি প্রভুর দিকে হাত বাড়াব; তাতে বজ্রধ্বনি বন্ধ হবে, শিলাবৃষ্টিও আর হবে না, যেন আপনি জানতে পারেন যে, পৃথিবী প্রভুরই। [৩০] কিন্তু আমি জানি, আপনি ও আপনার পরিষদেরা, আপনারা এখনও প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় পান না।’

[৩১] সেসময়ে ক্ষোম ও যব সবই আহত হয়েছিল, কেননা যবে শিষ ও ক্ষোমে ফুল ছিল। [৩২] কিন্তু গম ও যব বড় না হওয়ায় আহত হল না। [৩৩] তাই মোশি ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরের বাইরে গিয়ে প্রভুর দিকে হাত বাড়ালেন, আর বজ্রধ্বনি ও শিলাবৃষ্টি বন্ধ হল, এবং ভূমিতে আর জলবর্ষণ হল না। [৩৪] কিন্তু ফারাও যখন দেখলেন যে, জলবর্ষণ, শিলাবৃষ্টি ও বজ্রধ্বনি বন্ধ হয়েছে, তখন আবার পাপ করলেন: তিনি ও তাঁর পরিষদেরা হৃদয় ভারী করলেন। [৩৫] ফারাওর হৃদয় কঠিন হওয়ায় তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের যেতে দিলেন না, ঠিক যেমন প্রভু মোশির মধ্য দিয়ে আগে থেকে বলেছিলেন।

অষ্টম আঘাত—পঙ্গপাল

১০ [১] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ‘ফারাওর কাছে যাও, কেননা আমি তার ও
তার পরিষদদের হৃদয় ভারী করলাম, যেন আমি তাদের মাঝে আমার এই সকল চিহ্ন
দেখাতে পারি, [২] এবং আমি যে মিশরীয়দের তাচ্ছিল্যের বস্তু করেছি, ও তাদের মাঝে
আমার যে সমস্ত চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছি, তা যেন তুমি তোমার পুত্র ও পৌত্রের কাছে বর্ণনা
করতে পার, ফলত তোমরা যেন জানতে পার যে, আমিই প্রভু!’ [৩] মোশি ও আরোন
ফারাওকে গিয়ে বললেন, ‘প্রভু, হিব্রুদের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তুমি আমার
সামনে নিজেকে নমিত করতে আর কতকাল অস্বীকার করে যাবে? আমার জনগণকে
যেতে দাও, যেন তারা আমার সেবা করতে পারে। [৪] অন্যথা, তুমি যদি আমার
জনগণকে যেতে দিতে সম্মত না হও, আমি আগামীকাল তোমার অঞ্চলে পঙ্গপাল
আনব। [৫] সেগুলো মাটির বুক এমনভাবে আচ্ছন্ন করবে যে, কেউই ভূমি দেখতে পাবে
না; এবং শিলাবৃষ্টি থেকে রেহাই পেয়েছে ও বাকি রয়েছে তোমাদের এমন যা কিছু
আছে, সেগুলো তা খেয়ে ফেলবে এবং মাঠে উৎপন্ন তোমাদের যত গাছপালাও গ্রাস
করবে। [৬] আর তোমার ঘর ও তোমার সমস্ত পরিষদদের ঘর ও সমস্ত মিশরীয়দের
ঘর সেগুলোতে ভরে যাবে। তা এমন কিছু, যা তোমার পিতৃপুরুষদের ও তাদের
পিতৃপুরুষদের জন্মদিন থেকে আজ পর্যন্ত এদেশভূমিতে কখনও দেখা যায়নি।’ এরপর
তিনি মুখ ফিরিয়ে ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।
[৭] ফারাওর পরিষদেরা তাঁকে বললেন, ‘লোকটা আর কতকাল আমাদের মধ্যে
ফাঁদ হয়ে থাকবে? এই জনগণকে যেতে দিন, তারা তাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা
করুক। আপনি কি এখনও বুঝছেন না যে, মিশর দেশ ছারখার হয়ে যাচ্ছে?’ [৮] তাই
মোশি ও আরোনকে আবার ফারাওর সামনে আনা হল; তাঁদের তিনি বললেন, ‘যাও,
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করতে যাও! কিন্তু এরা যারা যাবে, তারা কে
কে?’ [৯] মোশি উত্তর দিলেন, ‘আমরা আমাদের যুবক ও বৃদ্ধদের, আমাদের
ছেলেমেয়েদের, আমাদের মেষপাল ও গবাদি পশুও সঙ্গে করে নিয়ে যাব, কেননা প্রভুর
উদ্দেশে উৎসব করতে হবে।’ [১০] তখন ফারাও তাঁদের বললেন, ‘তাই আমাকে
তোমাদের ছাড়া তোমাদের যুবকদেরও যেতে দিতে হবে! প্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকুন!

তোমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই অমঙ্গলকর। [১১] তা হবে না! তোমাদের পুরুষেরাই গিয়ে প্রভুর সেবা করুক; কারণ তোমরা তো তা-ই প্রথমে চেয়েছিলে।' আর ফারাওর সামনে থেকে তাঁদের দূর করা হল।

[১২] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'পঙ্গপাল ডেকে আনবার জন্য মিশর দেশের উপরে হাত বাড়াও, যেন সেগুলো মিশর দেশে এসে ভূমির সমস্ত উদ্ভিদ গ্রাস করে, ও শিলাবৃষ্টি যা কিছু রেখে গেছে, তা সবই যেন গ্রাস করে।' [১৩] মোশি মিশর দেশের উপরে লাঠি বাড়ালেন, আর প্রভু সারাদিন ও সারারাত দেশে পুববাতাস বয়ে দিলেন; সকাল হলে পুববাতাস পঙ্গপাল উঠিয়ে আনল। [১৪] পঙ্গপাল সমগ্র মিশর দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, মিশরের সকল স্থান দখল করল,—বিশাল এক পঙ্গপাল! তেমন পঙ্গপাল আগে কখনও হয়নি, পরেও কখনও হয়নি। [১৫] সেগুলো সমস্ত মাটির বুক আচ্ছন্ন করল, যতক্ষণ না দেশ অন্ধকার হল, এবং ভূমির যে উদ্ভিদ ও গাছপালার যে ফল শিলাবৃষ্টি থেকে রেহাই পেয়েছিল, সেই সমস্ত কিছু সেগুলো গ্রাস করল: সমস্ত মিশর দেশ জুড়ে গাছপালা বা মাঠের উদ্ভিদ, সবুজ কিছুই রইল না।

[১৬] ফারাও শীঘ্রই মোশি ও আরোনকে ডাকিয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে ও তোমাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছি। [১৭] দোহাই তোমাদের, এবারও আমার পাপ ক্ষমা কর; তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে মিনতি কর, তিনি যেন আমা থেকে এই মরণ দূর করে দেন।' [১৮] তিনি ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর কাছে মিনতি করলেন; [১৯] আর প্রভু অধিক প্রবল বাতাস পশ্চিম থেকে আনলেন; তা পঙ্গপালগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে লোহিত সাগরে তাড়িয়ে দিল; মিশরের কোন জায়গায় একটা পঙ্গপালও থাকল না। [২০] কিন্তু প্রভু ফারাওর হৃদয় কঠিন করলেন, আর তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের যেতে দিলেন না।

নবম আঘাত—অন্ধকার

[২১] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'আকাশের দিকে হাত বাড়াও: মিশর দেশে অন্ধকার নেমে আসবে, এমন অন্ধকার যা স্পর্শও করা যাবে।' [২২] মোশি আকাশের দিকে হাত বাড়ালেই তিন দিন ধরে সারা মিশর দেশে ঘন অন্ধকার নেমে এল। [২৩] তারা একে অন্যের মুখ আর দেখতে পাচ্ছিল না, আর তিন দিন ধরে কেউই

নিজের জায়গা থেকে কোথাও যেতে পারল না। কিন্তু সকল ইস্রায়েল সন্তানের জন্য তাদের বাসস্থানে আলো ছিল।

[২৪] তখন ফারাও মোশিকে ডাকিয়ে বললেন, ‘যাও, প্রভুর সেবা করতে যাও! তোমাদের শিশুরাও তোমাদের সঙ্গে যেতে পারবে; কেবল তোমাদের মেষপাল ও পশুপাল এখানে থাকবে।’ [২৫] মোশি উত্তরে বললেন, ‘কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করার মত যজ্ঞ ও আহুতির প্রয়োজনীয় জিনিসও আমাদের জন্য যোগাড় করতে হবে। [২৬] আমাদের সঙ্গে আমাদের পশুরাও যাবে, একটা নখ পর্যন্তও এখানে থাকবে না; কেননা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করার জন্য সেগুলোরই মধ্য থেকে আমাদের বলি নিতে হবে, আর সেই জায়গায় গিয়ে না পৌঁছা পর্যন্ত আমরা তো জানি না, আমরা কী কী দিয়ে প্রভুর সেবা করব।’ [২৭] কিন্তু প্রভু ফারাওর হৃদয় কঠিন করলেন; তিনি তাদের যেতে দিতে সম্মত হলেন না। [২৮] ফারাও তাঁকে বললেন, ‘আমার সম্মুখ থেকে দূর হও। সাবধান, আমার সামনে আর কখনও আসবে না, কেননা যেদিন তুমি আমার মুখ দেখবে, সেদিন মরবে!’ [২৯] তখন মোশি বললেন, ‘আপনার কথা ঠিক! আমি আপনার মুখ আর কখনও দেখব না।’

প্রথমজাতদের মৃত্যুর পূর্বঘোষণা

১১ [১] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ‘আমি ফারাও ও মিশরের উপরে আর একটা আঘাত প্রেরণ করব; তারপরে সে এখান থেকে তোমাদের যেতে দেবে। সে যখন তোমাদের যেতে দেবে, তখন আসলে তোমাদের এখান থেকে তাড়িয়েই দেবে! [২] তুমি লোকদের স্পষ্টই বল, যেন প্রত্যেক পুরুষ নিজ নিজ প্রতিবেশীর কাছ থেকে, ও প্রত্যেক স্ত্রীলোক নিজ নিজ প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে সোনা-রুপোর জিনিসপত্র চেয়ে নেয়।’ [৩] আর প্রভু এমনটি করলেন, যেন লোকেরা মিশরীয়দের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়। তাছাড়া মোশি মিশর দেশে ফারাওর পরিষদ ও জনগণের দৃষ্টিতে গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে গণ্য ছিলেন।

[৪] তাই মোশি বলে দিলেন, ‘প্রভু একথা বলছেন, আমি মাঝরাতে মিশরের মধ্য দিয়ে যাব। [৫] সিংহাসনে আসীন ফারাওর প্রথমজাত থেকে জাঁতা ঘোরায় এমন দাসীর

প্রথমজাত পর্যন্তই মিশর দেশে সকল প্রথমজাত মরবে; পশুদের সমস্ত প্রথমজাতও মরবে! [৬] সারা মিশর দেশ জুড়ে এমন তীব্র হাহাকার হবে, যার মত কখনও হয়নি, হবেও না। [৭] কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মানুষ বা পশুর বিরুদ্ধে একটা কুকুরও জিহ্বা দোলাবে না, যেন আপনারা জানতে পারেন যে, প্রভু মিশরীয় ও ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে পার্থক্য রাখেন। [৮] আপনার এই সকল দাস আমার কাছে নেমে আসবে, ও আমার কাছে প্রণিপাত করে বলবে, তুমি ও যে জনগণ তোমার অনুসরণ করছে, তোমরা সকলে বেরিয়ে যাও। এরপরেই আমি বের হব!' আর তিনি মহা ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

[৯] আসলে প্রভু মোশিকে বলেছিলেন, 'ফারাও তোমার কথা মানবে না, যেন মিশর দেশে আমার আরও আরও অলৌকিক লক্ষণ দেখানো হয়।' [১০] মোশি ও আরোন ফারাওর সামনে এই সকল অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছিলেন; কিন্তু প্রভু ফারাওর হৃদয় কঠিন করেছিলেন, আর তিনি তাঁর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের যেতে দিলেন না।

পাস্কাপর্ব

১২ [১] মিশর দেশে প্রভু মোশি ও আরোনকে বললেন, [২] ‘এই মাস তোমাদের
কাছে হবে সমস্ত মাসের আদি মাস, তোমাদের কাছে হবে বছরের প্রথম মাস।
[৩] তোমরা গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর কাছে কথা বল; তাদের বল, এই মাসের দশম
দিনে প্রত্যেকে এক একটা পরিবারের জন্য, এক একটা ঘরের জন্য একটা করে শাবক
যোগাড় করে নেবে। [৪] গোটা শাবকটাকে খাওয়ার পক্ষে যদি পরিবার বেশি ছোট হয়,
তবে সেই পরিবার লোকসংখ্যা অনুসারে তার সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীর সঙ্গে যোগ
দেবে। কে কতটা খেতে পারে, সেই হিসাবেই তোমরা উপযুক্ত শাবক বেছে নেবে।
[৫] শাবকটাকে খুঁতবিহীন হতে হবে, হতে হবে এক বছরের একটা পুংশাবক। তোমরা
মেষপালের বা ছাগপালের মধ্য থেকে তা বেছে নিতে পারবে, [৬] আর এই মাসের
চতুর্দশ দিন পর্যন্ত তা বাঁচিয়ে রাখবে; তখনই ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর গোটা জনসমাবেশ
সন্ধ্যাবেলায় সেই শাবক জবাই করবে। [৭] তার একটু রক্ত নিয়ে, যে সব ঘরে
শাবকটাকে খাওয়া হয়, তার দরজার দুই বাজুতে ও কপালিতে তা লেপে দেওয়া হবে।

[৮] সেই রাতেই তার মাংস খেতে হবে: আগুনে ঝলসে নিয়ে খামিরবিহীন রুটি ও
তেতো শাকের সঙ্গে তা খেতে হবে। [৯] তার মাংসের একটুকুও কাঁচা অবস্থায় বা জলে
সিদ্ধ করে খাবে না; বরং মাথা, পা, অন্ত্ররাজি সমেত তা আগুনে ঝলসেই খাবে।
[১০] সকাল পর্যন্ত তোমরা তার মাংসের কিছুই রাখবে না, সকাল পর্যন্ত যা কিছু বাকি
থাকে, তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। [১১] তোমরা তা এইভাবে খাবে: কোমরে
বন্ধনী বাঁধা থাকবে, পায়ে থাকবে জুতো, হাতে লাঠি; আর তাড়াতাড়িই তা খেতে হবে।
এ প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা! [১২] সেই রাতে আমি মিশর দেশের মধ্য দিয়ে যাব, এবং
মিশর দেশে মানুষ ও পশুর সমস্ত প্রথমজাতকের উপরে মারণ-আঘাত হানব; আমি
মিশরের সমস্ত দেবতার যোগ্য দণ্ড দেব: আমিই প্রভু।

[১৩] যে সব বাড়িতে তোমরা থাক, তাতে লাগানো রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে
চিহ্নস্বরূপ: সেই রক্ত দেখে আমি তোমাদের ছেড়ে এগিয়ে যাব, আর আমি যখন মিশর
দেশ আঘাত করব, তখন সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

[১৪] এই দিনটি তোমাদের কাছে এক স্মরণদিবস হয়ে দাঁড়াবে: তোমরা এই দিনটিকে প্রভুর উদ্দেশে উৎসব বলে পালন করবে, পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধিরূপেই তা পালন করবে।

[১৫] তোমরা সাত দিন ধরেই খামিরবিহীন রুটি খাবে: প্রথম দিনে তোমাদের ঘর থেকে খামির দূর করবে, কেননা যে কেউ প্রথম দিন থেকে সপ্তম দিন পর্যন্ত খামিরযুক্ত কিছু খাবে, তাকে ইস্রায়েলের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

[১৬] প্রথম দিনে তোমাদের এক পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে, এবং সপ্তম দিনে তোমাদের এক পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে; উভয় দিনে কোন কাজ করা যাবে না; তা-ই মাত্র প্রস্তুত করা হবে, যা প্রত্যেকের খাদ্যের জন্য দরকার। [১৭] তোমরা খামিরবিহীন রুটি পর্ব পালন করবে, কেননা এই দিনেই আমি তোমাদের সেনাবাহিনীকে মিশর দেশ থেকে বের করে আনলাম: তোমরা পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধি বলেই এই দিন পালন করবে।

[১৮] প্রথম মাসে, সেই মাসের চতুর্দশ দিনের সন্ধ্যাবেলা থেকে একবিংশ দিনের সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে। [১৯] সাত দিন ধরে তোমাদের ঘরে যেন খামিরের লেশমাত্র না থাকে, কেননা প্রবাসী হোক বা দেশজাত হোক যে কেউ খামিরযুক্ত কিছু খাবে, তাকে ইস্রায়েল জনমণ্ডলী থেকে উচ্ছেদ করা হবে। [২০] তোমরা খামিরযুক্ত কিছুই খাবে না; তোমাদের সমস্ত বাসস্থানে তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে।'

[২১] মোশি ইস্রায়েলের গোটা প্রবীণবর্গকে ডাকিয়ে বললেন, 'তোমরা গিয়ে যে যার গোত্রের জন্য একটা করে ছাগ বা মেষের শাবক বেছে নাও, এবং পাস্কাবলি জবাই কর। [২২] আর গামলায় যে রক্ত রাখা হবে, এক গোছা হিসোপগাছ নিয়ে সেই রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে দরজার কপালিতে ও দুই বাজুতে গামলার রক্তের কিছুটা ছিটিয়ে দেবে। সকাল পর্যন্ত তোমরা কেউই ঘরের দরজার বাইরে পা দেবে না। [২৩] কেননা যখন প্রভু মিশরীয়দের আঘাত করার জন্য দেশের মধ্য দিয়ে যাবেন, তখন তোমাদের দরজার কপালিতে ও দুই বাজুতে সেই রক্ত দেখলে প্রভু সেই দরজা ছেড়ে এগিয়ে যাবেন; সংহারককে তিনি তোমাদের ঘরে ঢুকে আঘাত হানতে দেবেন না।

[২৪] তোমরা তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের জন্য চিরকালের মত নিরূপিত বিধিরূপেই তেমনটি পালন করবে।

[২৫] তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রভু যে দেশ তোমাদের দেবেন, তোমরা যখন সেই দেশে প্রবেশ করবে, তখন এই যজ্ঞ-রীতি পালন করবে। [২৬] আর যখন তোমাদের ছেলেরা তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের এই যজ্ঞ-রীতির অর্থ কী? [২৭] তখন তোমরা বলবে: এ হল পাস্কার যজ্ঞানুষ্ঠান সেই প্রভুর উদ্দেশে, যিনি মিশরে ইস্রায়েল সন্তানদের ঘরগুলো ছেড়ে এগিয়ে গেছিলেন: সেসময়ে তিনি মিশরীয়দের আঘাত করেছিলেন, কিন্তু আমাদের ঘরগুলোকে রেহাই দিয়েছিলেন।' তখন জনগণ মাথা নত করে প্রণিপাত করল। [২৮] পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা গিয়ে, প্রভু মোশি ও আরোনকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, সেইমত করল।

[২৯] মাঝরাতে প্রভু সিংহাসনে আসীন ফারাওর প্রথমজাত সন্তান থেকে শুরু করে কারাকুয়োতে থাকা বন্দির প্রথমজাত সন্তান পর্যন্ত মিশর দেশে সমস্ত প্রথমজাত সন্তানের উপর ও পশুদের প্রথমজাত শাবকদের উপরে মারণ-আঘাত হানলেন। [৩০] ফারাও ও তাঁর সমস্ত পরিষদ এবং সমস্ত মিশরীয় লোক রাতে উঠল: মিশরে মহা হাহাকার হল, কেননা এমন ঘর ছিল না, যেখানে কেউ না কেউ মরেনি! [৩১] তখন ফারাও রাত্রিকালে মোশি ও আরোনকে কাছে ডাকিয়ে এনে তাঁদের বললেন, 'ওঠ, ইস্রায়েল সন্তানদের নিয়ে তোমরা আমার জনগণের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাও; যাও, তোমাদের কথামত প্রভুর সেবা করতে যাও। [৩২] তোমাদের কথামত মেষপাল ও গবাদি পশু সবই সঙ্গে নিয়ে চলে যাও। আমাকেও একটু আশীর্বাদ কর!' [৩৩] মিশরীয়েরা লোকদের চাপ দিল, দেশ থেকে তাদের বিদায় দিতে ব্যস্তই ছিল; তারা নাকি বলছিল, 'আমরা সকলেই মারা পড়লাম!' [৩৪] তাতে ময়দার তালে খামির মেশাবার আগে লোকেরা তা নিয়ে কাঠুয়াগুলো কাপড়ে বেঁধে কাঁধে করল। [৩৫] ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশির কথামত কাজ করে মিশরীয়দের কাছ থেকে সোনা-রুপোর জিনিসপত্র ও যত পোশাক চেয়ে নিল। [৩৬] প্রভু এমনটি করলেন, যেন তারা মিশরীয়দের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়, ফলে তারা যা কিছু চাইল, মিশরীয়েরা তাদের তা দিয়ে দিল। এভাবে তারা মিশরীয়দের ধন লুট করে নিল।

[৩৭] ইস্রায়েল সন্তানেরা রাম্‌সেস থেকে সুক্কোথের দিকে রওনা হল: তাদের পরিবারের লোকজনের কথা বাদে প্রায় ছ'লক্ষ পুরুষ পায়ে হেঁটে রওনা হল। [৩৮] তাছাড়া নানা জাতের আরও আরও লোক এবং বহু বহু মেষ ও গবাদি পশু তাদের সঙ্গে চলল। [৩৯] তারা মিশর থেকে আনা ময়দার তাল দিয়ে খামিরবিহীন পিঠা তৈরি করে তা সেকে নিল, কেননা সেই ময়দার মধ্যে খামির ছিল না, যেহেতু মিশর থেকে তাদের এমনভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, একটু দেরি করতেও পারেনি, এমনকি পথের জন্য খাবারও প্রস্তুত করতে পারেনি।

[৪০] ইস্রায়েল সন্তানেরা চারশ' ত্রিশ বছর মিশরে বসবাস করেছিল। [৪১] সেই চারশ' ত্রিশ বছর শেষে, ঠিক সেই দিনেই, প্রভুর সমস্ত সেনাবাহিনী মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে গেল। [৪২] মিশর দেশ থেকে তাদের বের করে আনার জন্য, প্রভুর পক্ষে এ রাত্রি হল জাগরণ-রাত্রি। এই রাত্রি প্রভুরই রাত্রি, এমন রাত্রি যা সকল ইস্রায়েল সন্তানদের পক্ষে পুরুষানুক্রমেই জাগরণ-রাত্রি।

[৪৩] প্রভু মোশি ও আরোনকে বললেন, 'এ পাস্কার যজ্ঞ-রীতি: অন্য জাতির কোন মানুষ তা খেতে পারবে না। [৪৪] কিন্তু যে কোন দাস টাকার বিনিময়ে কেনা হয়েছে, সে একবার পরিচ্ছেদিত হলে তা খেতে পারবে। [৪৫] প্রবাসী বা বেতনজীবী কেউই তা খেতে পারবে না। [৪৬] তা কেবল এক ঘরের মধ্যেই খাওয়া হবে; তোমরা ঘরের বাইরে তার মাংসের কিছুই নিয়ে যাবে না; তার কোন হাড়ও তোমরা ভাঙবে না। [৪৭] গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলীই তা উদ্‌যাপন করবে। [৪৮] তোমাদের সঙ্গে প্রবাসী কোন বিদেশী লোক যদি প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করতে চায়, তার পরিবারের প্রতিটি পুরুষলোক পরিচ্ছেদিত হোক; তবেই সে তা পালন করতে এগিয়ে আসবে; সে দেশজাত মানুষের মত হবে। কিন্তু অপরিচ্ছেদিত কোন লোক তা খেতে পারবে না। [৪৯] দেশজাত লোকের জন্য ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসী যে কোন বিদেশী লোকের জন্য একই বিধান থাকবে।'

[৫০] সমস্ত ইস্রায়েল সন্তান সেই অনুসারে করল; প্রভু মোশি ও আরোনকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, তারা সেইমত করল। [৫১] ঠিক সেই দিনেই প্রভু তাদের সৈন্যশ্রেণি-ক্রমে ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর দেশ থেকে বের করে আনলেন।

১৩ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] ‘সমস্ত প্রথমজাতককে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত কর: মানুষ হোক বা পশু হোক, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মাতৃগর্ভের প্রথমফল আমারই!’

[৩] মোশি জনগণকে বললেন, ‘এই দিনটির কথা স্মরণ কর, যে দিনটিতে তোমরা মিশর থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের হয়েছ, কারণ প্রভু তাঁর হাতের পরাক্রম দ্বারাই সেখান থেকে তোমাদের বের করে আনলেন: খামিরযুক্ত কিছু যেন খাওয়া না হয়। [৪] আবিব মাসের এই দিনেই তোমরা বেরিয়ে যাচ্ছ। [৫] কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়দের যে দেশ তোমাকে দেবেন বলে প্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন, দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশে যখন তিনি তোমাকে আনবেন, তখন তুমি এই মাসে এই যজ্ঞ-রীতি পালন করবে। [৬] সাত দিন ধরে তুমি খামিরবিহীন রুটি খাবে, ও সপ্তম দিনে প্রভুর উদ্দেশে উৎসব পালন করা হবে। [৭] সেই সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি খেতে হবে, তোমার কাছে খামিরযুক্ত কিছুই যেন না দেখা যায়, তোমার সমস্ত চতুঃসীমানার মধ্যেও খামিরের লেশমাত্র যেন না দেখা যায়। [৮] সেই দিনে তুমি একথা বলে তোমার ছেলেকে উদ্বুদ্ধ করবে: মিশর থেকে আমার বের হওয়ার সময়ে প্রভু আমার প্রতি যা করলেন, এ সেইজন্য! [৯] এ থাকবে তোমার হাতে চিহ্নস্বরূপ ও তোমার চোখ দু’টোর মাঝখানে স্মরণস্বরূপ, যেন প্রভুর বিধান তোমার ওষ্ঠে থাকে, কেননা প্রভু পরাক্রান্ত হাতে মিশর থেকে তোমাকে বের করেছেন। [১০] সুতরাং তুমি বছরে বছরে ঠিক সময়ে এই বিধি পালন করবে।

[১১] প্রভু তোমার কাছে ও তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন, সেই অনুসারে যখন কানানীয়দের দেশে প্রবেশ করিয়ে তোমাকে সেই দেশ দেবেন, [১২] তখন তুমি মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমফল প্রভুর উদ্দেশে আলাদা করে রাখবে; তোমার পশুদের সকল প্রথম গর্ভফলের মধ্যে পুংশাবক প্রভুর অধিকার। [১৩] কিন্তু গাধার প্রত্যেক প্রথমফলের মুক্তির জন্য তার বিনিময়ে মেষ বা ছাগের একটা শাবক দেবে; যদি বিনিময় দ্বারা মুক্ত না কর, তার গলা ভাঙবে; তোমার সন্তানদের মধ্যে মুক্তিমূল্য দিয়েই সমস্ত মানব-প্রথমজাতককে মুক্ত করতে হবে।

[১৪] আর তোমার ছেলে আগামীকালে যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, এ কী? তুমি বলবে: প্রভু তাঁর হাতের পরাক্রম দ্বারাই মিশর থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে আমাদের বের করলেন। [১৫] যখন ফারাও আমাদের যেতে দেওয়ার ব্যাপারে জেদি ছিলেন, তখন প্রভু মিশর দেশে সমস্ত প্রথমজাত ফলকে, মানুষের প্রথমজাত ও পশুর প্রথমজাত সমস্ত ফল হত্যা করলেন। এইজন্য আমি মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমজাত পুংসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে বলিরূপে উৎসর্গ করি, কিন্তু আমার প্রথমজাত পুত্রসন্তানকে মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্তই করি। [১৬] এ থাকবে তোমার হাতে চিহ্নস্বরূপ ও তোমার চোখ দু'টোর মাঝখানে ভূষণস্বরূপ, কেননা প্রভু তাঁর হাতের পরাক্রম দ্বারা মিশর দেশ থেকে আমাদের বের করে আনলেন।'

লোহিত সাগর পার

[১৭] ফারাও লোকদের যেতে দেওয়ার পর, ফিলিস্তিনিদের দেশ দিয়ে সোজা পথ থাকলেও পরমেশ্বর সেই পথে তাদের চালিত করলেন না, কেননা পরমেশ্বর ভাবছিলেন, 'কি জানি, সামনে যুদ্ধ দেখলে লোকেরা হয় তো মন পাল্টিয়ে মিশরে ফিরে যায়!' [১৮] তাই পরমেশ্বর মরুপ্রান্তরের পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরেই জনগণকে লোহিত সাগরের দিকে চালিত করলেন; ইস্রায়েল সন্তানেরা অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে মিশর দেশ থেকে যাত্রা করল। [১৯] মোশি যোসেফের হাড় সঙ্গে করে নিলেন, কেননা তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের গাম্ভীর্যের সঙ্গে শপথ করিয়ে বলেছিলেন, 'পরমেশ্বর নিশ্চয় তোমাদের দেখতে আসবেন; তখন তোমরা আমার হাড় এখান থেকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

[২০] তারা সুক্কোথ থেকে রওনা হয়ে মরুপ্রান্তরের প্রান্তে এথামে শিবির বসাল। [২১] প্রভু তাদের আগে আগে চলতেন: দিনের বেলায় পথ দেখাবার জন্য একটা মেঘস্তম্ভে থাকতেন, এবং রাত্রিবেলায় আলো দেবার জন্য থাকতেন একটা অগ্নিস্তম্ভে, তারা যেন দিনরাত সবসময়েই পথে এগিয়ে চলতে পারে। [২২] দিনের বেলায় সেই মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিবেলায় সেই অগ্নিস্তম্ভ জনগণের সামনে থেকে কখনও সরে যেত না।

১৪]১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] ‘ইস্রায়েল সন্তানদের বল, যেন তারা ফিরে গিয়ে পি-হাহিরোথের সামনে মিগ্দোল ও সমুদ্রের মধ্যস্থানে বায়াল-সেফোনের আগে শিবির বসায়; তোমরা তার সামনে সমুদ্রের কাছেই শিবির বসাবে। [৩] তাতে ফারাও ইস্রায়েল সন্তানদের বিষয়ে ভাববে, তারা দেশে উদ্দেশবিহীন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরছে, মরুপ্রান্তর তাদের পথ রুদ্ধ করল। [৪] তখন আমি ফারাওর হৃদয় কঠিন করব, যেন সে তোমাদের পিছনে ধাওয়া করে; এইভাবে আমি ফারাও ও তার সমস্ত সৈন্যদলের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হব, এবং মিশরীয়েরা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু।’ তারা সেইমত করল।

[৫] যখন মিশর-রাজকে জানানো হল যে, লোকেরা পালিয়ে গেছে, তখন লোকদের প্রতি ফারাওর ও তাঁর পরিষদদের মনোভাব পাল্টে গেল; তাঁরা বললেন, ‘আমরা এ কী করলাম? হায়, আমরা আমাদের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েলকে যেতে দিলাম!’ [৬] তাই তিনি যুদ্ধরথ প্রস্তুত করালেন ও সেনাদলকে সঙ্গে নিলেন; [৭] আরও নিলেন বাছাই করা ছ’শো রথ ও মিশরের বাকি যত রথ—সমস্ত রথ ছিল উচ্চপদস্থ সৈন্যদের অধীনে। [৮] প্রভু তখন মিশর-রাজ ফারাওর হৃদয় কঠিন করলেন, তাই তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের পিছনে ধাওয়া করলেন, সেই যে ইস্রায়েল সন্তানেরা ইতিমধ্যে উত্তোলিত হাতে যাত্রা করছিল। [৯] মিশরীয়েরা—ফারাওর সমস্ত অশ্ব, রথ, অশ্বারোহী ও সৈন্যদল—তাদের পিছনে ধাওয়া করল, এবং, ইস্রায়েল সন্তানেরা পি-হাহিরোথের কাছে সমুদ্রের ধারে বায়াল-সেফোনের আগে যেখানে শিবির বসিয়েছিল, তারা সেইখানে তাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছল।

[১০] ফারাও কাছাকাছি এলেই ইস্রায়েল সন্তানেরা চোখ তুলে চাইল, আর দেখ, তাদের পিছনে মিশরীয়েরা ধাওয়া করছে! ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে ইস্রায়েল সন্তানেরা চিৎকার করে প্রভুকে ডাকতে লাগল। [১১] তারা মোশিকে বলল, ‘মিশরে কবর ছিল না বিধায়ই তুমি কি আমাদের এই মরুপ্রান্তরে মরতে নিয়ে এসেছ? মিশর থেকে আমাদের বের করে নেওয়ায় তুমি আমাদের কী করলে? [১২] আমরা কি মিশর দেশে তোমাকে ঠিক একথা বলছিলাম না? আমরা তো বলেছিলাম, আমাদের ছেড়ে চলে যাও! আমরা মিশরীয়দের অধীনে দাসত্ব করব, কেননা মরুপ্রান্তরে মরার চেয়ে মিশরের

দাসত্বই ভাল।' [১৩] কিন্তু মোশি লোকদের বললেন, 'ভয় করো না, স্থির হয়ে দাঁড়াও; তবেই দেখতে পাবে, প্রভু তোমাদের জন্য আজ কেমন পরিত্রাণ সাধন করবেন। কেননা এই যে মিশরীয়দের আজ দেখতে পাচ্ছ, এদের তোমরা আর কখনও দেখবে না। [১৪] প্রভুই তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন; তোমরা শুধু শান্ত থাক।'

[১৫] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'আমার কাছে কেন চিৎকার করছ? ইস্রায়েল সন্তানদের এগিয়ে যেতে বল। [১৬] আর তুমি লাঠি তুলে সমুদ্রের উপরে হাত বাড়াও, সমুদ্রকে দু'ভাগ করে ফেল, যেন ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটির উপর দিয়েই সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে। [১৭] এদিকে আমি মিশরীয়দের হৃদয় কঠিন করব, যেন তারা এদের পিছনে ধাওয়া করে, আর এইভাবে আমি ফারাও, তার সকল সৈন্য, তার সমস্ত রথ ও তার অশ্বারোহীদের উপরে গৌরবান্বিত হব। [১৮] হ্যাঁ, ফারাও ও তার সমস্ত রথ ও তার অশ্বারোহীদের উপরে আমি যখন আমার গৌরব প্রকাশ করব, তখন মিশরীয়েরা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু!'

[১৯] তখন পরমেশ্বরের যে দূত ইস্রায়েল-বাহিনীর পুরোভাগে চলছিলেন, তিনি সরে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ভাগে গেলেন, মেঘস্তম্ভটিও তাদের পুরোভাগ থেকে সরে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ভাগে স্থান নিল; [২০] স্তম্ভটি মিশরের শিবির ও ইস্রায়েলের শিবিরের মাঝখানেই চলে এল। সেই মেঘও ছিল, সেই অন্ধকারও ছিল, অথচ তাতে রাত্রি আলোকিত হল, কিন্তু সারারাত ধরে এক দল অন্য দলের কাছে এল না। [২১] তখন মোশি সমুদ্রের উপরে হাত বাড়ালেন, এবং প্রভু সারারাত ধরে প্রবল পুববাতাস দ্বারা সমুদ্রকে সরিয়ে দিয়ে তা শুষ্ক ভূমি করলেন; তাতে জল দু'ভাগ হল, [২২] এবং ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটির উপর দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল—তাদের ডান ও বাঁ পাশে জলরাশি দেওয়ালস্বরূপ ছিল। [২৩] ফারাওর সকল অশ্ব ও রথ এবং অশ্বারোহী, মিশরীয়েরা সকলেই ধাওয়া করে তাদের পিছু পিছু সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল।

[২৪] রাত্রির শেষ প্রহরে প্রভু সেই অগ্নিময় মেঘস্তম্ভ থেকে মিশরীয়দের সৈন্যদলের উপর দৃষ্টিপাত করে তাদের বিভ্রান্ত করে দিলেন। [২৫] তিনি তাদের রথের চাকা আটকে দিলেন, ফলে তাদের পক্ষে রথ চালানোটা কষ্টকর হল। তখন মিশরীয়েরা

বলল, ‘চল, আমরা ইস্রায়েলের সামনে থেকে পালাই, কারণ প্রভু তাদের পক্ষেই মিশরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন।’
[২৬] প্রভু তখনই মোশিকে বললেন, ‘সমুদ্রের উপরে হাত বাড়াও: জলরাশি ফিরে মিশরীয়দের উপরে ও তাদের রথের উপরে ও অশ্বারোহীদের উপরে এসে পড়ুক।’
[২৭] তাই মোশি সমুদ্রের উপরে হাত বাড়ালেন, আর সকাল হতে না হতেই সমুদ্র আবার তার সাধারণ গতিপথে ফিরে এল, আর মিশরীয়েরা ঠিক তার আগে আগে পালাতে পালাতেই প্রভু সমুদ্রের মধ্যেই তাদের উল্টিয়ে দিলেন।
[২৮] ফারাওর সমস্ত সৈন্যদলের যত রথ ও অশ্বারোহী, যারা ইস্রায়েল সন্তানদের পিছু পিছু সমুদ্রে প্রবেশ করেছিল, জলরাশি ফিরে এসে তাদের নিমজ্জিত করল: তাদের একজনও রক্ষা পেল না।
[২৯] কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটিতেই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলল—তাদের ডান ও বাঁ পাশে জলরাশি দেওয়ালস্বরূপ ছিল।

[৩০] এইভাবেই প্রভু সেদিন মিশরীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করলেন, ও ইস্রায়েল সমুদ্রের ধারে মিশরীয়দের মৃতদেহ দেখল;
[৩১] মিশরীয়দের বিরুদ্ধে প্রভু যে মহাকর্ম সাধন করেছিলেন, ইস্রায়েল যখন তা দেখতে পেল, তখন জনগণ প্রভুকে ভয় করল এবং প্রভুতে ও তাঁর দাস মোশিতে বিশ্বাস রাখল।

মোশির সঙ্গীত

১৫ [১] তখন মোশি ও ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর উদ্দেশে এই সঙ্গীত গান করলেন; তাঁরা বললেন:

‘আমি প্রভুর উদ্দেশে গান গাইব, কারণ তিনি মহাবিজয়ী হলেন—
তিনি অশ্ব অশ্বারোহীকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন।
[২] প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।
তিনি আমার ঈশ্বর—
আমি তাঁর গুণগান করব;
তিনি আমার পিতার পরমেশ্বর—
আমি তাঁর বন্দনা করব।

[৩] প্রভু মহাযোদ্ধা,
প্রভুই তো তাঁর নাম ;
[৪] তিনি ফারাওর সমস্ত রথ ও সেনাদল
সমুদ্রে ঠেলে দিলেন,
তার যত সেরা বীরযোদ্ধা
লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হল।
[৫] অতলদেশ তাদের ঢেকে দিল,
তলিয়ে গেল তারা পাথরের মত।

[৬] প্রভু, তোমার ডান হাত প্রতাপে মহীয়ান,
প্রভু, তোমার ডান হাত শত্রুদের করে চূর্ণ ;
[৭] তুমি নিজ মহিমার মহত্ত্বে
তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিপাত কর ;
তুমি নিজ কোপ ছেড়ে দাও,
সেই কোপ তাদের খড়ের মতই গ্রাস করে।
[৮] তোমার নাকের ফুৎকারে
পুঞ্জিভূত হল জলরাশি,
বাঁধের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল জলস্রোত,
সাগর-গর্ভে জমাট হয়ে গেল অতলের জল।

[৯] শত্রু বলেছিল : ধাওয়া করে তাদের ধরব,
লুণ্ঠিত সবকিছু ভাগ করে নেব,
তাদের নিয়ে পরিপূর্ণ হবে আমার প্রাণ ;
আমার খড়্গা বের করব,
আমার হাত তাদের বিনাশ করবে।
[১০] তুমি যেই ফুৎকার দিলে
সাগর তাদের ঢেকে দিল,
সীসার মতই তারা তলিয়ে গেল

প্রবল জলরাশির মধ্যে।

[১১] দেবতাদের মধ্যে কেবা তোমার মত, প্রভু?
কেইবা তোমার মত পবিত্রতায় মহামহিম,
গৌরবে ভয়ঙ্কর,
আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক?

[১২] তুমি যেই বাড়িয়ে দিলে ডান হাত,
ভূমি তাদের করল গ্রাস।
[১৩] যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলে,
তোমার কৃপায়
তুমি সেই জনগণকে চালিত করলে,
তোমার প্রতাপে
তাদের পৌঁছিয়ে দিলে তোমার পবিত্র বাসস্থানে।
[১৪] তা শুনে জাতি সকল কম্পান্বিত,
যন্ত্রণায় আক্রান্ত ফিলিস্তিয়ার অধিবাসী সকল।
[১৫] এদোমের নেতারা ভয়ে অভিভূত,
শিহরণে আক্রান্ত মোয়াবের নেতৃবৃন্দ,
কানান-নিবাসী সকলে বিচলিত।
[১৬] সন্ত্রাস, বিভীষিকা এসে পড়ছে তাদের উপর,
তোমার বাহুবলে তারা পাথরেরই মত ততক্ষণ স্তব্ধ,
যতক্ষণ, প্রভু, তোমার আপন জনগণ না পার হয়ে যায়,
যতক্ষণ না পার হয়ে যায় এ জনগণ
যাদের তুমি নিজেরই জন্য কিনলে।
[১৭] তাদের এনে তুমি তোমার উত্তরাধিকার-পর্বতে রোপণ করবে,
সেই স্থান, প্রভু, যা তুমি করলে তোমার আপন আবাস,
সেই পবিত্রধাম, প্রভু, যা তোমার দু'হাতই স্থাপন করল।
[১৮] প্রভু রাজত্ব করবেন

চিরদিন চিরকাল।’

[১৯] কেননা ফারাওর অশ্বগুলো, তাঁর সমস্ত রথ ও অশ্বারোহী যখন সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল, তখন প্রভু সমুদ্রের জলরাশি তাদের উপরে ফিরিয়ে আনলেন; কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটিতেই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল। [২০] তখন আরোনের বোন নবী মরিয়ম হাতে খঞ্জনি নিলেন, এবং অন্য স্ত্রীলোকেরা সকলে খঞ্জনি হাতে করে নাচতে নাচতে তাঁর পিছু পিছু গেল। [২১] মরিয়ম তাদের এই ধুয়ো গান করালেন:

‘তোমরা প্রভুর উদ্দেশে গান গাও;
কারণ তিনি মহাবিজয়ী হলেন—
তিনি অশ্ব অশ্বারোহীকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন।’

মারার জল

[২২] মোশির পরিচালনায় ইস্রায়েল শিবির তুলে লোহিত সাগর ছেড়ে শুর মরুপ্রান্তরের দিকে এগিয়ে চলল। তিন দিন ধরেই তারা মরুপ্রান্তরে যেতে যেতে একটুও জল পেল না। [২৩] তারা মারাতে এসে পৌঁছল, কিন্তু মারার জল খেতে পারল না, কারণ সেই জল তেতো ছিল; এজন্যই সেই স্থানের নাম মারা রাখা হল। [২৪] তাই জনগণ মোশির বিরুদ্ধে এই বলে গজগজ করতে লাগল, ‘আমরা কী পান করব?’ [২৫] তিনি চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলেন, আর প্রভু তাঁকে বিশেষ এক ধরনের গাছ দেখালেন। তিনি তার এক টুকরো জলে ফেলে দিলেই জল মিষ্টি হল। সেই স্থানে তিনি ইস্রায়েলের জন্য একটা বিধি ও একটা নিয়ম জারি করলেন, এবং সেখানে তাদের পরীক্ষা করলেন। [২৬] তিনি বললেন, ‘তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, তাঁর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই কর, তাঁর আজ্ঞার প্রতি কান দাও, ও তাঁর বিধিগুলো পালন কর, তবে আমি মিশরীয়দের যে সমস্ত রোগে আক্রান্ত করলাম, সেই সমস্ত কিছুতে তোমাকে আক্রান্ত হতে দেব না, কারণ আমি প্রভু তোমার আরোগ্যদাতা।’

[২৭] পরে তারা এলিমে এসে পৌঁছল; সেখানে ছিল জলের বারোটা উৎস ও সত্তরটা খেজুরগাছ। তারা সেইখানে, জলের ধারে, শিবির বসাল।

মান্না

১৬ [১] তারা এলিম থেকে শিবির তুলল, এবং মিশর দেশ থেকে তাদের চলে
যাওয়ার পর দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিনে ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী সীন
মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছল, তা এলিম ও সিনাইয়ের মাঝখানেই রয়েছে। [২] মরুপ্রান্তরে
ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী মোশি ও আরোনের বিরুদ্ধে গজগজ করল।
[৩] ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁদের বলল, ‘হায়, আমরা কেন মিশর দেশে প্রভুর হাতে
মরিনি? তখন মাংসের হাঁড়ির কাছেই বসতাম, তৃপ্তির সঙ্গেই রুটি খেতাম। আর এখন
তোমরা আমাদের বের করে এই উদ্দেশ্যেই এই মরুপ্রান্তরে এনেছ, যেন এই গোটা
জনসমাবেশের সকলেই ক্ষুধায় মারা যায়!’

[৪] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ‘আমি তোমাদের জন্য স্বর্গ থেকে রুটি বর্ষণ
করতে যাচ্ছি; লোকেরা বাইরে গিয়ে প্রতিদিন দিনের খাবার কুড়াবে, যেন আমি তাদের
যাচাই করে দেখতে পারি, তারা আমার বিধানমতে চলে কিনা। [৫] ষষ্ঠ দিনে তারা যা
ঘরে আনবে, তা যখন প্রস্তুত করবে, তখন অন্যান্য দিনে তারা যতটা কুড়িয়ে আনে,
তার দ্বিগুণ হবে।’ [৬] তাই মোশি ও আরোন সকল ইস্রায়েল সন্তানকে বললেন, ‘আজ
সন্ধ্যায় তোমরা জানবে যে, প্রভু তোমাদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন;
[৭] আর আগামীকাল সকালে তোমরা প্রভুর গৌরব দেখতে পাবে, কেননা প্রভুর বিরুদ্ধে
গজগজ করে তোমরা যা বলেছ, তা তিনি শুনেছেন। আসলে আমরা কে যে তোমরা
আমাদের বিরুদ্ধে গজগজ কর?’ [৮] মোশির একথার অর্থ এ ছিল: ‘প্রভু সন্ধ্যাবেলায়
তোমাদের মাংস খেতে দেবেন, ও সকালে তোমাদের তৃপ্তিমতই রুটি দেবেন, কারণ
প্রভুর বিরুদ্ধে গজগজ করে তোমরা যা বলেছ, তা তিনি শুনেছেন। আমরা কে?
তোমাদের গজগজানি আমাদের বিরুদ্ধে নয়, প্রভুরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে।’

[৯] তখন মোশি আরোনকে বললেন, ‘ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে বল,
প্রভুর সামনে এগিয়ে এসো, কারণ তিনি তোমাদের গজগজানি শুনেছেন।’ [১০] তখন
এমনটি ঘটল যে, আরোন ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে একথা বলছিলেন,
এমন সময় তারা মরুপ্রান্তরের দিকে মুখ ফেরাল; আর দেখ, মেঘটির মধ্যে প্রভুর
গৌরব দেখা দিল।

[১১] প্রভু মোশিকে বললেন, [১২] 'আমি ইস্রায়েল সন্তানদের গজগজানি শুনেছি; তুমি তাদের বল, সূর্যাস্তের সময়ে তোমরা মাংস খাবে, ও সকালে তৃপ্তি সহকারে রুটি খাবে; তখন জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর।' [১৩] সন্ধ্যাবেলায় ভারুই পাখি উড়ে এসে গোটা শিবির ঢেকে দিল, এবং সকালে শিবিরের চারদিকে জমাট শিশির পড়ে ছিল। [১৪] পরে সেই জমাট শিশির উবে গেলে, সেখানে, মরুভূমির বুকেই কী যেন একটা পাতলা ঝুরোঝুরো জিনিস পড়ে রইল—মাটির উপরে তুষারকণার মত পাতলা কোন কিছু। [১৫] তা দেখে ইস্রায়েল সন্তানেরা একে অন্যকে বলল, 'ওটা কী?' কারণ তারা জানত না, জিনিসটা কি। তখন মোশি বললেন, 'ওটা সেই রুটি, যা প্রভু তোমাদের খাবার জন্য দিয়েছেন। [১৬] এবিষয়ে প্রভুর আজ্ঞা এ: তোমরা প্রত্যেকজন যে যতটা খেতে পার, সেই অনুসারে তা কুড়িয়ে নাও; তোমরা প্রত্যেকজন নিজ নিজ তাঁবুর লোকসংখ্যা অনুসারে এক একজনের জন্য এক হোমর পরিমাণে তা কুড়িয়ে নাও।' [১৭] ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইমত করল: কেউ বেশি, কেউ অল্প কুড়িয়ে নিল। [১৮] কিন্তু যখন তা হোমরে মাপা হল, তখন যে বেশি জড় করে নিয়েছিল, তার অতিরিক্ত হল না, এবং যে অল্প জড় করেছিল, তার কম পড়ল না: তারা প্রত্যেকে যে যতটা খেতে পারত, সেই অনুসারে কুড়িয়ে নিয়েছিল।

[১৯] তখন মোশি বললেন, 'তোমরা কেউ যেন সকাল পর্যন্ত এর কিছুই না রাখ।' [২০] কিন্তু তারা কেউ কেউ মোশির কথা না মেনে সকালের জন্য খানিকটা রাখল, তাতে কীট জন্মাল ও দুর্গন্ধ হল। ওদের প্রতি মোশি ক্রুদ্ধ হলেন।

[২১] তাই তারা যতটা খেতে পারত, সেই অনুসারে প্রতিদিন সকালে তা কুড়িয়ে নিত; আর রোদ প্রখর হলে তা গলে যেত।

[২২] ষষ্ঠ দিনে তারা সেই রুটির দ্বিগুণ পরিমাণ—প্রত্যেকজনের জন্য দুই হোমর, কুড়িয়ে নিল; যখন জনমণ্ডলীর নেতারা সকলে এসে মোশির কাছে ব্যাপারটা জানালেন, [২৩] তখন তিনি তাঁদের বললেন, 'প্রভু ঠিক তাই বলেছিলেন: আগামীকাল পুরো বিশ্রামের দিন, প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র শাব্বাৎ; তোমাদের যা ভাজবার ভাজ, ও যা রাঁধবার রাঁধ; অতিরিক্ত সব কিছু সকালের জন্য তুলে রাখ।' [২৪] তাই তারা মোশির আজ্ঞামত সকাল পর্যন্ত তা তুলে রাখল, আর তাতে দুর্গন্ধ হল না, কীটও জন্মাল না।

[২৫] মোশি বললেন, 'আজ এটা খাও, কেননা আজ প্রভুর উদ্দেশে শাব্বাৎ; আজ মাঠে তা পাবে না। [২৬] তোমরা ছ' দিন তা কুড়িয়ে নেবে, কিন্তু সপ্তম দিন শাব্বাৎ, সেদিন তা মিলবে না।' [২৭] সপ্তম দিনে লোকদের মধ্যে কেউ কেউ তা কুড়িয়ে নিতে বাইরে গেল, কিন্তু কিছুই পেল না। [২৮] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'তোমরা আমার আজ্ঞা ও বিধিবিধান পালন করতে আর কতকাল অস্বীকার করবে? [২৯] দেখ, প্রভু তোমাদের শাব্বাৎ দিয়েছেন, এজন্যই তিনি ষষ্ঠ দিনে দুই দিনের রুটি তোমাদের দিয়ে থাকেন। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় থাক; সপ্তম দিনে কেউই যেন তার জায়গা ছেড়ে বাইরে না যায়!' [৩০] তাই লোকেরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম করল।

[৩১] ইস্রায়েলকুল ওই খাদ্যের নাম মান্না রাখল; তা ছিল ধনে বীজের মত, সাদা; ও তার স্বাদ মধু-মেশানো পিঠার মত।

[৩২] মোশি বললেন, 'প্রভু এই আজ্ঞা দিয়েছেন, তোমরা পুরুষপরম্পরার জন্য ওটার এক হোমর পরিমাণ তুলে রাখ, আমি মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে আনার সময়ে মরুপ্রান্তরের মধ্যে যে রুটি খাওয়াতাম, তারা যেন তা দেখতে পায়।' [৩৩] মোশি আরোনকে বললেন, 'একটা পাত্র নিয়ে পুরো এক হোমর পরিমাণ মান্না প্রভুর সাক্ষাতে রাখ; তা তোমাদের পুরুষপরম্পরার জন্যই তুলে রাখা হবে।' [৩৪] প্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেইমত আরোন সাক্ষ্যলিপির সামনে রাখবার জন্য তা তুলে রাখলেন।

[৩৫] ইস্রায়েল সন্তানেরা চল্লিশ বছর—যতদিন না বসতি করার মত এক দেশে এসে পৌঁছল, ততদিন সেই মান্না খেল; কানান দেশের প্রান্তসীমায় এসে না পৌঁছা পর্যন্ত তারা মান্না খেল। [৩৬] এক হোমর হচ্ছে এফার দশ ভাগের এক ভাগ।

মাসসা ও মেরিবার জল

১৭ [১] ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী সীন মরুপ্রান্তর থেকে শিবির তুলে প্রভুর আজ্ঞামত নানা স্থান হয়ে এগিয়ে চলল, আর রেফিদিমে গিয়ে শিবির বসাল; কিন্তু সেখানে লোকদের জন্য খাবার জল ছিল না। [২] লোকেরা মোশির সঙ্গে ঝগড়া করল; তারা বলছিল, 'আমাদের জল খেতে দাও!' মোশি তাদের বললেন, 'কেন আমার সঙ্গে

ঝগড়া করছ? কেন প্রভুকে পরীক্ষা করছ?’ [৩] কিন্তু জনগণ সেই জায়গায় তেষ্টার জ্বালায় অস্থির হয়ে মোশির বিরুদ্ধে গজগজ করল; তারা বলল ‘তুমি কেন আমাদের মিশর দেশের বাইরে নিয়ে এলে? এখন আমরা, আমাদের সন্তানেরা, ও আমাদের পশুরা তেষ্টার জ্বালায় মরতে বসেছি।’ [৪] মোশি চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলেন, ‘এই লোকদের নিয়ে আমি কী করব? আর একটু পরে এরা আমাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে।’ [৫] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ‘তুমি লোকদের আগে আগে এগিয়ে যাও, ইস্রায়েলের কয়েকজন প্রবীণকেও সঙ্গে নাও; আর সেই যে লাঠি দিয়ে তুমি নদীতে আঘাত হেনেছিলে, তা হাতে করে এগিয়ে চল। [৬] দেখ, আমি হোরেবে সেই শৈলের উপরে তোমার সামনে দাঁড়াব; সেই শৈলে আঘাত হান, আর তা থেকে জল বেরিয়ে আসবে আর জনগণ তা খেতে পারবে।’ মোশি ইস্রায়েলের প্রবীণদের চোখের সামনে সেইমত করলেন। [৭] তিনি সেই জায়গার নাম মাস্‌সা ও মেরিবা রাখলেন, কারণ ইস্রায়েল সন্তানেরা ঝগড়া করেছিল ও প্রভুকে এই বলে পরীক্ষা করেছিল: ‘প্রভু কি আমাদের মধ্যে আছেন, না কি নেই?’

আমালেকের সঙ্গে ইস্রায়েলের যুদ্ধ

[৮] তখন আমালেকীয়েরা এসে রেফিদিমে ইস্রায়েলকে আক্রমণ করল। [৯] মোশি যোশুয়াকে বললেন, ‘তুমি আমাদের জন্য লোক বেছে নিয়ে আমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়। আগামীকাল আমি পরমেশ্বরের লাঠি হাতে করে পর্বতচূড়ায় দাঁড়াব।’ [১০] যোশুয়া মোশির কথামত কাজ করলেন, তিনি আমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, আর একই সময়ে মোশি, আরোন ও হুর পর্বতচূড়ায় গিয়ে উঠলেন। [১১] তখন এমনটি ঘটল যে, মোশি যখন হাত তুলে রাখতেন, তখন ইস্রায়েল জয়ী হত, কিন্তু মোশি হাত নামালে আমালেক জয়ী হত। [১২] কিন্তু মোশির হাত ভারী হতে লাগল, তাই ওঁরা একটা পাথর এনে তাঁর নিচে রাখলেন, আর তিনি তার উপরে বসলেন; একই সময়ে আরোন ও হুর একজন এক পাশে ও অন্যজন অন্য পাশে তাঁর হাত উচ্চ করে ধরে রাখলেন; এভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁর হাত দু’টো স্থির থাকল। [১৩] যোশুয়া খড়্গের আঘাতে আমালেক ও তার লোকদের পরাজিত করলেন।

[১৪] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ‘এর স্মরণার্থে তুমি একথা এক পুস্তকে লিখে রাখ, এবং যোশুয়ার কানে শোনাও, কারণ আমি আকাশের নিচ থেকে আমালেকের নাম নিঃশেষে মুছে ফেলব।’ [১৫] মোশি একটি বেদি গেঁথে তার নাম প্রভুই-আমার-জয়ধ্বজা রাখলেন। [১৬] তিনি বললেন, ‘প্রভুর জয়ধ্বজা হাতে ধর! আমালেকের বিরুদ্ধে প্রভুর যুদ্ধ পুরুষানুক্রমেই চলবে।’

যেথ্রোর সঙ্গে মোশির সাক্ষাৎ

১৮ [১] মোশির পক্ষে ও তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের পক্ষে পরমেশ্বর যে সমস্ত কাজ সাধন করেছিলেন, কেমন করেই প্রভু ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন, এই সমস্ত কথা মোশির শ্বশুর মিদিয়ানের যাজক যেথ্রো জানতে পারলেন। [২] তখন মোশির শ্বশুর যেথ্রো মোশির স্ত্রীকে, পিতৃগৃহে ফিরিয়ে দেওয়া সেই সেফোরাকে, [৩] ও তাঁর দুই ছেলেকে সঙ্গে নিলেন। ওই দুই ছেলের মধ্যে একজনের নাম গের্শোম, কেননা তিনি বলেছিলেন, ‘আমি পরদেশে প্রবাসী;’ [৪] আর একজনের নাম এলিয়েজের, কেননা তিনি বলেছিলেন, ‘আমার পিতার পরমেশ্বর আমার সহায়তায় এসে ফারাওর খড়্গা থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন।’ [৫] মোশির শ্বশুর যেথ্রো তাঁর দুই ছেলে ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মরুপ্রান্তরে মোশির কাছে, পরমেশ্বরের সেই পর্বতে যেখানে তিনি শিবির স্থাপন করেছিলেন, সেইখানে এলেন। [৬] তিনি মোশিকে বলে পাঠালেন ‘তোমার শ্বশুর যেথ্রো আমি, এবং তোমার স্ত্রী ও তাঁর সঙ্গে তাঁর দুই ছেলে, আমরা তোমার কাছে আসছি।’ [৭] মোশি তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে গেলেন, ও প্রণিপাত করে তাঁকে চুম্বন করলেন; পরে পরস্পর মঙ্গল জিজ্ঞাসা করে দু’জনে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন।

[৮] ইস্রায়েলের জন্য প্রভু ফারাওর প্রতি ও মিশরীয়দের প্রতি যা কিছু করেছিলেন, এবং যাত্রাপথে তাদের যত ক্লেশ ঘটেছিল, ও প্রভু কেমন ভাবে তাদের উদ্ধার করেছিলেন, সেই সমস্ত বিবরণ মোশি তাঁর শ্বশুরকে দিলেন। [৯] মিশরীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করার সময়ে প্রভু তাদের যে সমস্ত উপকার করেছিলেন, এসব কিছুর জন্য যেথ্রো আনন্দিত হলেন। [১০] যেথ্রো বললেন, ‘ধন্য প্রভু, যিনি মিশরীয়দের

হাত থেকে ও ফারাওর হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছেন। [১১] এখন আমি জানি, প্রভু সকল দেবতার চেয়ে মহান, কারণ তিনি মিশরের হাতের অধীন থেকে এই জনগণকে কেড়ে নিলেন যখন ওরা তাদের প্রতি উদ্ধতভাবে ব্যবহার করল!’ [১২] মোশির শ্বশুর যেথ্রো পরমেশ্বরের কাছে আহুতি ও নানা যজ্ঞবলি আনলেন, এবং আরোন ও ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণবর্গ এসে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে মোশির শ্বশুরের সঙ্গে ভোজসভায় বসলেন।

[১৩] পরদিন মোশি লোকদের মধ্যে বিচার সম্পাদন করতে আসন নিলেন, আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জনগণ মোশির কাছে দাঁড়িয়ে রইল। [১৪] কিন্তু, লোকদের প্রতি মোশি যা যা করেছিলেন, তা দেখে তাঁর শ্বশুর বললেন, ‘লোকদের প্রতি তুমি এ কী করছ? কেন তুমি একাকী আসন নিয়ে থাক, আর সমস্ত লোক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে?’ [১৫] মোশি উত্তরে তাঁর শ্বশুরকে বললেন, ‘জনগণ তো পরমেশ্বরের অভিমত অনুসন্ধান করার জন্য আমার কাছে আসে; [১৬] তাদের কোন ঝগড়া-বিবাদ হলে তারা আমার কাছে আসে, আর আমি বাদী বিবাদীর মধ্যে বিচার সম্পাদন করি ও পরমেশ্বরের সমস্ত বিধিবিধান বিষয়ে তাদের অবগত করি।’ [১৭] মোশির শ্বশুর তাঁকে বললেন, ‘না, তুমি যেভাবে করছ, তা ভাল না। [১৮] শেষ মুহূর্তে তুমি ও তোমার সঙ্গে রয়েছে এই যে লোকেরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কারণ এই কাজ তোমার পক্ষে গুরুতর; তা একাকী সম্পন্ন করা তোমার অসাধ্য। [১৯] এখন আমার কথা শোন: আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে যাচ্ছি, আর পরমেশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন! তুমি পরমেশ্বরের সামনে জনগণের পক্ষে দাঁড়াও ও পরমেশ্বরের কাছে তাদের সমস্যা উপস্থাপন কর, [২০] তাদের তুমি সমস্ত বিধিবিধান বুঝিয়ে দাও, এবং তাদের গন্তব্য পথ ও কর্তব্য কাজ দেখাও। [২১] উপরন্তু তুমি গোটা জনগণের মধ্য থেকে এমন কার্যক্ষম ও ঈশ্বরভীরু মানুষ বেছে নাও, যাঁরা ন্যায়বান ও উৎকোচ-বিরোধী; তাঁদেরই তুমি লোকদের উপরে সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশপতি ও দশপতি করে নিযুক্ত কর। [২২] তাঁরাই সবসময় লোকদের জন্য বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করুন: বড় বড় সমস্যা হলে তা তাঁরা তোমারই কাছে উপস্থাপন করুন, কিন্তু ক্ষুদ্রতর সমস্যাগুলো তাঁরাই মিটিয়ে দিন; তোমার ভার লঘুতর হোক, আর তাঁরা

তোমার সঙ্গে সেই ভার বহন করুন। [২৩] তুমি এভাবে করলে ও পরমেশ্বর তেমন আজ্ঞা তোমাকে দিলে, তবে তুমি সহ্য করতে পারবে, এবং এই সকল লোকেও সন্তুষ্ট মনে ঘরে ফিরে যাবে।’

[২৪] মোশি তাঁর শ্বশুরের পরামর্শ মেনে নিলেন; তিনি যা কিছু বলেছিলেন, সেইমত কাজ করলেন। [২৫] তাই মোশি গোটা ইস্রায়েলের মধ্য থেকে কার্যক্ষম মানুষ বেছে নিয়ে লোকদের উপরে তাঁদের সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশপতি ও দশপতি করে নিযুক্ত করলেন। [২৬] তাঁরা সবসময় লোকদের জন্য বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করতেন: কঠিন সমস্যাগুলো মোশির কাছে উপস্থাপন করতেন, কিন্তু ক্ষুদ্রতর সমস্যাগুলোর বিচার নিজেরাই করতেন। [২৭] পরে মোশি তাঁর শ্বশুরকে বিদায় দিলেন, আর তিনি নিজের দেশে ফিরে গেলেন।

সিনাই পর্বতে সন্ধি

সন্ধি প্রস্তাব

১৯ [১] মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বেরিয়ে আসার পর তৃতীয় অমাবস্যায়, ঠিক সেই দিনেই, তারা সিনাই মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছল। [২] তারা রেফিদিম থেকে শিবির তুলে সিনাই মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছলে সেই মরুপ্রান্তরে শিবির বসাল ; ইস্রায়েল পর্বতের ঠিক সামনেই শিবির বসাল।

[৩] তখন মোশি পরমেশ্বরের কাছে উঠে গেলেন, আর প্রভু পর্বত থেকে তাঁকে ডেকে বললেন, 'তুমি যাকোবকুলকে একথা বলবে, ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে একথা ঘোষণা করবে : [৪] আমি মিশরীয়দের প্রতি যা করেছি, তা তোমরা নিজেরাই দেখেছ ; এও দেখেছ, কীভাবে আমি ঈগলের পাখায়ই তোমাদের বহন করে আমার কাছে নিয়ে এসেছি। [৫] এখন, তোমরা যদি আমার প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে আমার সন্ধি পালন কর, তবে সকল জাতির মধ্যে তোমরাই হবে আমার নিজস্ব অধিকার, কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার! [৬] আর আমার কাছে তোমরা হবে এক যাজকীয় রাজ্য, এক পবিত্র জনগণ। এই সমস্ত কথা তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের বলবে।'

[৭] তখন মোশি এসে জনগণের প্রবীণবর্গকে আহ্বান করলেন, ও প্রভু তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করেছিলেন, সেই সকল কথা তাদের জানিয়ে দিলেন। [৮] লোকেরা সবাই মিলে উত্তর দিল : 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সমস্তই করব।' মোশি প্রভুর কাছে লোকদের কথা জানিয়ে দিলেন। [৯] তখন প্রভু মোশিকে বললেন : 'দেখ, আমি নিবিড় মেঘে তোমার কাছে আসছি, তোমার সঙ্গে যখন কথা বলব, তখন লোকেরা যেন শুনতে পায়, এবং চিরকাল ধরে তোমাতে বিশ্বাস রাখতে পারে।' মোশি প্রভুর কাছে লোকদের কথা জানিয়ে দিলেন।

[১০] প্রভু মোশিকে বললেন, 'লোকদের কাছে যাও, আজ ও আগামীকাল তারা নিজেদের পবিত্রিত করুক, নিজ নিজ পোশাক ধুয়ে নিক [১১] আর তৃতীয় দিনের জন্য সকলে প্রস্তুত হোক ; কেননা তৃতীয় দিনে প্রভু সকল লোকের দৃষ্টিগোচরে সিনাই পর্বতের উপরে নেমে আসবেন। [১২] তুমি লোকদের চারপাশে সীমা স্থির করে একথা

বলবে, সাবধান, তোমরা পর্বতে আরোহণ করো না বা তার সীমা পর্যন্তও স্পর্শ করো না; যে কেউ পর্বত স্পর্শ করবে, তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। [১৩] কোন হাত তাকে স্পর্শ করবে না: তাকে পাথরাঘাতে মরতে হবে বা তীরের আঘাতে বিদ্ধ হতে হবে; পশু হোক বা মানুষ হোক, সে বাঁচবে না! যখন তুরি দীর্ঘধ্বনি দেবে, তখন তারা পর্বতে উঠবে।' [১৪] মোশি পর্বত থেকে নেমে লোকদের কাছে এসে সকলকে নিজেদের পবিত্রিত করতে বললেন, এবং তারা নিজ নিজ পোশাক ধুয়ে নিল। [১৫] পরে তিনি লোকদের বললেন, 'তৃতীয় দিনের জন্য প্রস্তুত হও; কোন স্ত্রীলোকের কাছে যেয়ো না।'

ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ

[১৬] তৃতীয় দিনে ভোর হতেই শোনা গেল বজ্রধ্বনি, দেখা গেল বিদ্যুৎ-ঝলক, পর্বতের উপরে নিবিড় মেঘ উপস্থিত হল, বেজে উঠল দীর্ঘতম তুরিধ্বনি: শিবিরের সমস্ত লোক কাঁপতে লাগল। [১৭] মোশি লোক সকলকে শিবিরের মধ্য থেকে পরমেশ্বরের দিকে নিয়ে গেলেন, আর তারা পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে রইল। [১৮] সিনাই পর্বত সম্পূর্ণই ধূমময় ছিল, কেননা প্রভু তার উপরে আগুনের মধ্যেই নেমে এসেছিলেন, আর তার ধূম অগ্নিকুণ্ডের ধূমের মত ঊর্ধ্বে উঠছিল আর সমস্ত পর্বত প্রচণ্ড ভাবে কাঁপছিল। [১৯] তুরিধ্বনির শব্দ তীব্রতম হতে হতে মোশি কথা বলছিলেন ও পরমেশ্বর এক কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে উত্তর দিচ্ছিলেন।

[২০] প্রভু সিনাই পর্বতের উপরে, পর্বতচূড়ায়, নেমে এলেন, এবং প্রভু মোশিকে সেই পর্বতচূড়ায় ডাকলেন; আর মোশি আরোহণ করলেন। [২১] প্রভু মোশিকে বললেন, 'নেমে যাও, ও লোকদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাও, দেখবার জন্য তারা যেন সীমা লঙ্ঘন করে প্রভুর দিকে না ছুটে আসে, পাছে বহুলোকের বিনাশ ঘটে। [২২] যাজকেরা, যারা প্রভুর কাছে এগিয়ে আসে, তারাও নিজেদের পবিত্রিত করুক, পাছে প্রভু তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।' [২৩] মোশি প্রভুকে বললেন, 'জনগণ সিনাই পর্বতে উঠে আসতে পারে না, কারণ তুমি নিজেই তো কড়া আদেশ দিয়ে আমাদের বলেছিলে, পর্বতের সীমা স্থির কর, ও তা পবিত্র বলে ঘোষণা কর।' [২৪] প্রভু তাঁকে বললেন, 'যাও, এবার নেমে যাও; পরে আরোনকে সঙ্গে করে আবার উঠে এসো; কিন্তু

যাজকেরা ও জনগণ প্রভুর কাছে উঠে আসবার জন্য যেন সীমা লঙ্ঘন না করে, পাছে তিনি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।’ [২৫] মোশি লোকদের কাছে নেমে গিয়ে কথা বললেন।

দশ আজ্ঞা—এই দশ বাণীতে সমস্ত আজ্ঞা নিহিত

২০ [১] তখন পরমেশ্বর এই সমস্ত কথা বললেন, [২] ‘আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন: [৩] আমার প্রতিপক্ষ কোন দেবতা যেন তোমার না থাকে!

[৪] তুমি তোমার জন্য খোদাই করা কোন প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না; উপরে সেই আকাশে, নিচে এই পৃথিবীতে, ও পৃথিবীর নিচে জলরাশির মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার সাদৃশ্যেও কোন কিছুই তৈরি করবে না। [৫] তুমি তেমন বস্তুগুলির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, সেগুলির সেবাও করবে না; কেননা আমি, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, আমি এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন না; যারা আমাকে ঘৃণা করে, তাদের বেলায় আমি পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের উপরে ডেকে আনি—তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত; [৬] কিন্তু যারা আমাকে ভালবাসে ও আমার আজ্ঞাগুলি পালন করে, আমি সহস্র পুরুষ পর্যন্তই তাদের প্রতি কৃপা দেখাই।

[৭] তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নাম তুমি অযথা নেবে না, কারণ যে কেউ তাঁর নাম অযথা নেয়, প্রভু তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন না।

[৮] শাব্বাৎ দিনের কথা এমনভাবে স্মরণ করবে, যেন তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখ। [৯] পরিশ্রম করার জন্য ও তোমার যাবতীয় কাজ করার জন্য তোমার ছ’ দিন আছে; [১০] কিন্তু সপ্তম দিনটি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে শাব্বাৎ: সেদিন তুমি কোন কাজ করবে না—তুমিও নয়, তোমার ছেলেমেয়েও নয়, তোমার দাসদাসীও নয়, তোমার পশুও নয়, তোমার সঙ্গে বাস করে এমন প্রবাসী মানুষও নয়; [১১] কেননা প্রভু ছ’দিনে আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্র এবং সেগুলির মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্তই নির্মাণ করেছেন, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছেন; এজন্য প্রভু শাব্বাৎকে আশীর্বাদ করেছেন ও পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন।

[১২] তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে গৌরব আরোপ করবে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশভূমি দিচ্ছেন, সেই দেশভূমিতে তুমি যেন দীর্ঘজীবী হও।

[১৩] নরহত্যা করবে না।

[১৪] ব্যভিচার করবে না।

[১৫] অপহরণ করবে না।

[১৬] তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

[১৭] তোমার প্রতিবেশীর ঘরের প্রতি লোভ করবে না। প্রতিবেশীর স্ত্রী, তার দাসদাসী, তার বলদ-গাধা, তার কোন কিছুরই প্রতি লোভ করবে না।'

[১৮] গোটা জনগণ সেই বজ্রনাদ, বিদ্যুৎ-ঝলক, তুরিধ্বনি ও ধূমময় পর্বত দেখতে পাচ্ছিল। তা দেখে জনগণ সন্ত্রাসিত হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। [১৯] তারা মোশিকে বলল, 'তুমিই বরং আমাদের সঙ্গে কথা বল, আমরা শুনব; কিন্তু পরমেশ্বর যেন আমাদের সঙ্গে কথা না বলেন, নইলে আমরা মারা পড়ব।' [২০] মোশি তাদের বললেন, 'ভয় করো না, কারণ পরমেশ্বর তোমাদের যাচাই করতে এসেছেন, যেন তাঁর ভয় সবসময়ই তোমাদের সামনে থাকলে তা পাপ থেকে তোমাদের দূরে রাখে।' [২১] তাই জনগণ দূরে দাঁড়িয়ে রইল, আর এর মধ্যে মোশি সেই ঘোর অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেলেন যেখানে স্বয়ং পরমেশ্বর ছিলেন।

সন্ধি পুস্তক

[২২] প্রভু মোশিকে বললেন, 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: তোমরা নিজেরাই দেখেছ, আমি কেমন করে আকাশ থেকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছি। [২৩] তোমরা আমার প্রতিপক্ষ কোন রুপোর দেবতাকে তৈরি করবে না; নিজেদের জন্য কোন সোনার দেবতাকেও তৈরি করবে না।

[২৪] আমার জন্য তুমি মাটির একটি বেদি তৈরি করবে, এবং তার উপরে তোমার আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি, তোমার মেষ ও তোমার বলদ উৎসর্গ করবে। আমি যে যে স্থানে আমার নাম প্রকাশ করব, সেই সকল স্থানেই তোমার কাছে এসে তোমাকে আশীর্বাদ করব। [২৫] কিন্তু তুমি যদি আমার জন্য পাথরের বেদি তৈরি কর, তবে খোদাই করা পাথর দিয়ে তা গাঁথবে না, কারণ তার উপরে বাটালি ব্যবহার করলে তুমি

তা অপবিত্র করবে। [২৬] আমার বেদির উপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠবে না, পাছে তার উপরে তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত হয়।’

২১ [১] ‘তুমি যে নিয়মনীতি তাদের কাছে উপস্থাপন করবে, সেগুলি এ এ :

[২] তুমি হিব্রু দাস কিনলে সে ছ’বছর তোমার সেবা করে যাবে, পরে, সপ্তম বছরে, বিনামূল্যে মুক্ত হয়ে চলে যাবে। [৩] সে যদি একাকী আসে, তবে সে একাকী যাবে; যদি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আসে, তবে তার স্ত্রীও তার সঙ্গে যাবে। [৪] যদি তার মনিব তার বিবাহ দেয়, এবং সেই স্ত্রী তার ঘরে ছেলে বা মেয়ে প্রসব করে, তবে সেই স্ত্রী ও তার সন্তানদের উপরে তার মনিবের স্বত্ব থাকবে, সে একাকী চলে যাবে। [৫] ওই দাস যদি স্পষ্টভাবে বলে: আমি আমার মনিবকে এবং আমার স্ত্রী ও সন্তানদের ভালবাসি, মুক্তি পেতে চাই না, [৬] তাহলে তার মনিব তাকে পরমেশ্বরের সামনে নিয়ে যাবে, এবং তাকে দরজার পাল্লার বা বাজুর কাছে এগিয়ে দেবে; সেখানে তার মনিব একটা সুচ দিয়ে তার কান বিঁধিয়ে দেবে; আর সে সবসময়ের মত সেই মনিবের দাস হয়ে থাকবে।

[৭] কেউ যদি নিজের মেয়েকে দাসীরূপে বিক্রি করে, তবে দাসেরা যেভাবে চলে যায়, সে সেইভাবে চলে যাবে না। [৮] তার মনিব তাকে নিজের জন্য [উপপত্নী বলে] বেছে নিলেও যদি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তবে সে তাকে সুযোগ দেবে যেন মূল্য দিয়ে তাকে মুক্ত করা হয়; তার প্রতি সত্যলঙ্ঘন করেছে বিধায় অন্য জাতির মানুষের কাছে তাকে বিক্রি করার অধিকার তার হবে না। [৯] যদি সে তার নিজের ছেলের জন্য তাকে বেছে নেয়, তবে সে তার প্রতি মেয়েদের সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করবে। [১০] যদি সে অন্য স্ত্রীর সঙ্গে তাকে স্ত্রীরূপে নেয়, তবে প্রথমার খাদ্য, কাপড় ও সহবাসের বিষয়ে ত্রুটি করতে পারবে না। [১১] যদি সে তার প্রতি এই তিনটে কর্তব্য পালন না করে, তবে সেই স্ত্রীলোক অমনি মুক্ত হয়ে চলে যাবে; মুক্তিমূল্য লাগবে না।

[১২] কেউ যদি কোন মানুষকে এমনভাবে আঘাত করে যে, তার মৃত্যু হয়, তার প্রাণদণ্ড হবে। [১৩] কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে তা করে না থাকে, বরং পরমেশ্বর থেকেই তা ঘটে থাকে, তবে আমি তোমার জন্য এমন স্থান নিরূপণ করব, যেখানে গিয়ে সে আশ্রয় নিতে পারবে। [১৪] কিন্তু যদি কেউ দুঃসাহসের সঙ্গে নিজের প্রতিবেশীকে

বধ করতে দৃঢ় মতলব করে, তবে তেমন লোকের প্রাণদণ্ড দেবার জন্য আমার বেদির সামনে থেকেও তুমি তাকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

[১৫] যে কেউ নিজ পিতাকে বা নিজ মাতাকে আঘাত করে, তার প্রাণদণ্ড হবে।

[১৬] কেউ যদি কোন মানুষকে অপহরণ করে—ওই মানুষকে সে বিক্রি করে থাকুক বা ওই মানুষ তখনও তার হাতে থাকুক—তার প্রাণদণ্ড হবে।

[১৭] যে কেউ নিজ পিতাকে বা নিজ মাতাকে অভিশাপ দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে।

[১৮] মানুষেরা ঝগড়া ক'রে একজন অন্যকে পাথর ছুড়ে বা ঘুষি মারলে সে যদি না মরে এমনি শয্যা গ্রহণ করে, [১৯] এবং পরে উঠে লাঠিতে ভর দিয়ে বাইরে বেড়ায়, তবে যে মেরেছিল সে দণ্ডের যোগ্য হবে না; কেবল কর্ম-বিরতির ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসার খরচই তাকে বহন করতে হবে।

[২০] কেউ নিজের দাসকে বা দাসীকে লাঠি দিয়ে মারলে সে যদি তার হাতে মরে, তবে প্রতিশোধ নিতে হবে; [২১] কিন্তু লোকটি যদি দু' এক দিন বাঁচে, তবে তার মনিবের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া হবে না, কেননা সে তার টাকায় কেনা।

[২২] পুরুষেরা ঝগড়া ক'রে কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোককে মারলে যদি তার গর্ভপাত হয়, কিন্তু পরে আর কোন বিপদ না ঘটে, তবে ওই স্ত্রীলোকটির স্বামীর দাবি অনুসারে তার অর্থদণ্ড হবে, ও সে বিচারকদের বিচারমতে অর্থ দেবে। [২৩] কিন্তু যদি কোন বিপদ ঘটে, তবে তোমাকে এধরনের পরিশোধ আদায় করতে হবে: প্রাণের বদলে প্রাণ, [২৪] চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা, [২৫] দাহের বদলে দাহ, ক্ষতের বদলে ক্ষত, কশাঘাতের বদলে কশাঘাত।

[২৬] কেউ নিজের দাস বা দাসীর চোখে আঘাত করলে যদি তা নষ্ট হয়, তবে তার চোখ-নাশের ক্ষতিপূরণ হিসাবে সে তাকে মুক্তি দেবে। [২৭] আঘাতের ফলে নিজের দাস বা দাসীর দাঁত ভেঙে ফেললে ওই দাঁতের ক্ষতিপূরণ হিসাবে সে তাকে মুক্তি দেবে।

[২৮] বলদ কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে শিং দিয়ে গুঁতো দিলে সে যদি মরে, তবে ওই বলদকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হবে, এবং তার মাংস খাওয়া যাবে না; তবু বলদটার মনিব দণ্ডের যোগ্য হবে না। [২৯] কিন্তু ওই বলদটা যদি আগেও শিং দিয়ে

গুঁতো দিত এবং তার মনিবকে একথা বললেও সে পশুটাকে সাবধানে না রাখায় বলদটা যদি কোন পুরুষকে বা স্ত্রীলোককে বধ করে, তবে সেই বলদকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হবে, এবং তার মনিবও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে। [৩০] অপরদিকে যদি তার জন্য অর্থদণ্ড নিরূপিত হয়, তবে সে প্রাণমুক্তির জন্য নিরূপিত সমস্ত মূল্য দেবে। [৩১] তার বলদ যদি কোন ছেলেকে বা মেয়েকে শিং দিয়ে গোঁতায়, তবে তার প্রতি উপরের ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে। [৩২] বলদটা যদি কারও দাস বা দাসীকে শিং দিয়ে গোঁতায়, সে তার মনিবকে ত্রিশ শেকেল পরিমাণ রুপো দেবে, এবং বলদটাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হবে।

[৩৩] কেউ যদি কোন কুয়ো খোলা অবস্থায় রাখে, কিংবা কুয়ো খুঁড়ে তা বন্ধ না করে, তবে তার মধ্যে কোন বলদ বা গাধা পড়লে [৩৪] সেই কুয়োর মনিব ক্ষতিপূরণ দেবে: পশুটার মনিবকে সে টাকা দেবে, কিন্তু মৃত পশুটা তারই হবে।

[৩৫] আরও, একজনের বলদ অন্যজনের বলদকে গোঁতালে সেটা যদি মরে, তবে তারা জীবিত বলদ বিক্রি করে নিজেদের মধ্যে তার মূল্য ভাগ করবে, এবং মৃত বলদটাকেও ভাগ করবে। [৩৬] কিন্তু যদি সকলেরই জানা কথা যে, সেই বলদ আগেও গোঁতাত, ও তার মনিব তা সাবধানে রাখেনি, তবে সে বলদের বিনিময়ে অন্য বলদ দেবে, কিন্তু মৃত বলদটা তারই হবে।

[৩৭] যে কেউ একটা বলদ বা ভেড়া চুরি ক'রে জবাই করে বা বিক্রি করে, সে একটা বলদের বদলে পাঁচটা বলদ, ও একটা ভেড়ার বদলে চারটে ভেড়া ফিরিয়ে দেবে।

২২ [১] কোন চোর যদি সিঁধ কাটবার সময়ে ধরা পড়ে ও আহত হয়ে মারা যায়, এর জন্য রক্তপাতের অপরাধ হবে না। [২] কিন্তু তা যদি সূর্যোদয়ের পরেই ঘটে, তবে রক্তপাতের অপরাধ হবে: ক্ষতিপূরণ করা চোরের কর্তব্য; যদি তার কিছু না থাকে, তবে চুরি করা বস্তুর ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাকে বিক্রি করা হবে। [৩] বলদ, গাধা বা ভেড়া, চুরির কোন বস্তু যদি চোরের হাতে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে সে তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবে।

[৪] কেউ যদি মাঠে বা আঙুরখেতে পশু চরায়, আর তার পশু ছেড়ে দিলে যদি তা অন্যের খেতে চরে, তবে সেই লোক তার খেতের সেরা শস্য বা তার আঙুরখেতের সেরা ফল দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবে।

[৫] আগুন ধরে উঠে কাঁটাঝোপে লাগলে যদি কারও শস্যরাশি বা শস্যের ঝাড় বা মাঠ পুড়ে যায়, তবে যে আগুন লাগিয়েছে, সে ক্ষতিপূরণ দেবে।

[৬] কেউ টাকা বা জিনিসপত্র নিজের প্রতিবেশীর কাছে গচ্ছিত রাখলে যদি তার ঘর থেকে কেউ তা চুরি করে এবং সেই চোর ধরা পড়ে, তবে চোর তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবে। [৭] যদি চোর ধরা না পড়ে, তবে ঘরের মালিককে পরমেশ্বরের সামনে আনা হবে, যেন দিব্যি দিয়ে শপথ করে যে, প্রতিবেশীর দ্রব্যে সে হাত দেয়নি। [৮] চালাকির বস্তু যাই হোক না কেন—বলদ বা গাধা বা ভেড়া বা কাপড় হোক, সেই বিষয়ে, কিংবা কোন হারানো বস্তুর বিষয়ে যদি কেউ বলে: এ তো সেই দ্রব্য, তবে উভয় পক্ষের বিবাদ পরমেশ্বরের কাছেই উপস্থাপন করা হবে; পরমেশ্বর যাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করবেন, সে তার প্রতিবেশীকে তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবে।

[৯] কেউ যদি তার নিজের গাধা বা বলদ বা ভেড়া বা কোন পশু পালনের জন্য প্রতিবেশীর কাছে রাখে, এবং লোকের অগোচরে সেই পশু মারা যায় বা তার কোন হাড় ভেঙে যায় কিংবা সাক্ষী না থাকলে পশুটা কেড়ে নেওয়া হয়, [১০] তবে দুই পক্ষের মধ্যে প্রভুর দিব্যি দিয়ে একটা শপথ করা হবে, যেন ঘোষণা করা হয় যে, পশুটা যার কাছে ছিল, সে তার প্রতিবেশীর দ্রব্যের উপরে হাত বাড়ায়নি। পশুর মালিক সেই শপথ গ্রহণ করবে আর অপরজন ক্ষতিপূরণ দেবে না। [১১] কিন্তু যদি পশুটা তার কাছে থাকতেই চুরি হয়, তবে সে তার মালিকের কাছে ক্ষতিপূরণ দেবে। [১২] যদি পশুটা বন্যজন্তুর কবলে পড়ে বিদীর্ণ হয়, তবে সে প্রমাণস্বরূপ তা উপস্থিত করুক; সেই বিদীর্ণ পশুর জন্য সে ক্ষতিপূরণ দেবে না।

[১৩] কেউ যদি তার প্রতিবেশীর পশু চেয়ে নেয়, ও তার মালিক তার সঙ্গে না থাকার সময়ে পশুটার কোন হাড় ভেঙে যায় কিংবা পশুটা মরে, তবে সে ক্ষতিপূরণ দেবে। [১৪] যদি তার মালিক তার কাছে থাকে, তবে সে ক্ষতিপূরণ দেবে না; তা যদি ভাড়া নেওয়া পশু হয়, তবে তার ভাড়াতেই শোধ হবে।

[১৫] বাগ্‌দত্তা নয় এমন কুমারীকে ভুলিয়ে কেউ যদি তার সঙ্গে মিলিত হয়, তবে সে কনেপণ দিয়ে তাকে বিবাহ করবে। [১৬] যদি সেই লোকটির সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ দিতে পিতা নিতান্ত অসম্মত হয়, তবে কুমারী কনেপণের ব্যবস্থামত তাকে অর্থ দিতে হবে।

[১৭] জাদু অনুশীলন করে এমন স্ত্রীলোককে তুমি জীবিত রাখবে না।

[১৮] পশুর সঙ্গে যার মিলন হয়, তার প্রাণদণ্ড হবে।

[১৯] যে একমাত্র প্রভুর কাছে ছাড়া অন্য দেবতার কাছেও বলি উৎসর্গ করে, সে বিনাশ-মানতের বস্তু হবে।

[২০] তুমি কোন প্রবাসীর প্রতি অন্যায় করবে না, তাকে অত্যাচারও করবে না, কেননা তোমরা নিজেরাই মিশর দেশে প্রবাসী ছিলে। [২১] তোমরা কোন বিধবা বা কোন এতিমের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে না; [২২] তুমি যদি তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার কর আর তারা চিৎকার করে আমাকে ডাকে, আমি তাদের ডাকে সাড়া দেবই, [২৩] আর আমার ক্রোধ জ্বলে উঠবে এবং আমি খড়্গের আঘাতে তোমাদের হত্যা করব; তখন তোমাদের স্ত্রীই হবে বিধবা, তোমাদের সন্তানেরাই হবে এতিম।

[২৪] তুমি যদি আমার আপন জনগণের কোন মানুষের কাছে, তোমার প্রতিবেশী কোন গরিবের কাছে টাকা ধার দাও, মহাজনের মত ব্যবহার করবে না; না, তার কাছ থেকে কোন সুদ আদায় করবে না। [২৫] তুমি যদি তোমার কোন প্রতিবেশীর চাদর বন্ধক রাখ, সূর্যাস্তের আগেই তা ফিরিয়ে দেবে, [২৬] কেননা নিজেকে ঢেকে রাখার মত তা ছাড়া তার আর কিছু নেই, গায়ের জন্য তা তার একমাত্র আবরণ: গায়ে কী জড়িয়ে সে শুতে পারবে? আর সে যদি চিৎকার করে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবই, কারণ আমি দয়াময়।

[২৭] তুমি ঈশ্বরনিন্দা করবে না, এবং তোমার জনগণের সেই জনপ্রধানকে অভিশাপ দেবে না।

[২৮] তোমার গমের প্রাচুর্য ও আঙুররসের বাড়তি অংশ অন্য দেবতাদের কাছে নিবেদন করবে না; তোমার সন্তানদের প্রথমজাত পুত্রকে আমাকে দেবে। [২৯] তোমার

বলদ ও মেষ সম্বন্ধেও সেইমত করবে; তা সাত দিন মায়ের সঙ্গে থাকবে, অষ্টম দিনে তুমি তা আমাকে দেবে।

[৩০] তোমরা এমন মানুষ হবে, যারা আমার উদ্দেশে পবিত্র; মাঠে কোন পশু বন্যজন্তুর কবলে বিদীর্ণ হলে, তোমরা তার মাংস খাবে না; তা কুকুরদের কাছে ফেলে দেবে।

২৩ [১] তুমি কুৎসা রটিয়ে বেড়াবে না; মিথ্যা সাক্ষী হয়ে দুর্জনের পক্ষ সমর্থন করবে না। [২] তুমি দুষ্কর্ম করতে সংখ্যাগরিষ্ঠের পিছনে যাবে না, এবং বিচারে অন্যায় করতে সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ হয়ে সাক্ষ্য দিতে যাবে না। [৩] গরিবের বিচারে তারও পক্ষপাত করবে না।

[৪] তোমার শত্রুর হারানো বলদ বা গাধাকে দেখলে তুমি অবশ্যই তার কাছে তা ফিরিয়ে আনবে। [৫] তুমি তোমার শত্রুর গাধাকে বোঝার ভারে পড়তে দেখলে তাকে একা ফেলে না রেখে বরং তার সঙ্গে তাকে সাহায্য করতেই এগিয়ে যাবে।

[৬] নিঃস্ব প্রতিবেশীর মামলায় তার বিরুদ্ধে অন্যায় বিচার করবে না। [৭] সমস্ত মিথ্যা থেকে দূরে থাকবে। নির্দোষী বা ধার্মিকের প্রাণনাশ করবে না, কারণ আমি অপরাধীকে রেহাই দেব না। [৮] তুমি উৎকোচ গ্রহণ করবে না, কারণ উৎকোচ গ্রহণ তাদেরও অন্ধ করে, যারা ঠিকমত দেখতে পায়, এবং ধার্মিকের কথাকেও উল্টিয়ে দেয়।

[৯] প্রবাসীকে অত্যাচার করবে না; তোমরা তো প্রবাসীর মন জান, কেননা তোমরা মিশর দেশে প্রবাসী ছিলে।

[১০] তুমি তোমার জমিতে ছ'বছর ধরে বীজ বুনবে ও তার উৎপন্ন ফসল সংগ্রহ করবে। [১১] কিন্তু সপ্তম বছরে জমিকে বিশ্রাম দেবে, এমনি ফেলে রাখবে; এভাবে তোমার স্বজাতীয় নিঃস্ব মানুষেরা খেতে পারবে, আর তারা যা বাকি রাখবে, তা বন্যজন্তু খাবে। তোমার আঙুরখেত ও জলপাই বাগানের বেলায়ও তেমনি করবে। [১২] তুমি ছ' দিন তোমার কর্ম করে যাবে, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করবে, যেন তোমার বলদ ও গাধা বিশ্রাম পায়, এবং তোমার দাসীর সন্তানেরা ও প্রবাসী মানুষও প্রাণ জুড়ায়।

[১৩] আমি তোমাদের যা কিছু বললাম, সেই সকল বিষয়ে মনোযোগ দেবে: অন্য দেবতাদের নাম উল্লেখ করবে না, তোমাদের মুখে যেন তা শোনা না যায়।

[১৪] তুমি বছরে তিনবার আমার উদ্দেশে উৎসব করবে। [১৫] খামিরবিহীন রুটি উৎসব পালন করবে; আবিব মাসে নির্ধারিত সময়ে তুমি সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি খাবে, যেমনটি তোমাকে আজ্ঞা করেছি; কেননা সেই আবিব মাসেই তুমি মিশর থেকে বেরিয়ে এসেছিলে। কেউই খালি হাতে আমার সম্মুখে হাজির না হয়।

[১৬] তুমি ফসল-কাটা উৎসব, অর্থাৎ খেতে যা কিছু বুনেছ, তার প্রথমফসল উৎসব পালন করবে। বছর শেষে খেত থেকে ফসল সংগ্রহ করার সময়ে ফলসঞ্চয় উৎসব পালন করবে।

[১৭] বছরে তিনবার তোমার সমস্ত পুরুষলোক প্রভু পরমেশ্বরের শ্রীমুখের সামনে হাজির হবে।

[১৮] তুমি তোমার বলির রক্ত খামিরযুক্ত রুটির সঙ্গে উৎসর্গ করবে না; আমার উৎসবের বলির চর্বি সকাল পর্যন্ত রাখা হবে না। [১৯] তুমি তোমার ভূমির সেরা ফলের প্রথমাংশ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর গৃহে নিয়ে আসবে।

তুমি ছাগের শাবককে তার মায়ের দুধে সিদ্ধ করবে না।'

কানান দেশে প্রবেশ বিষয়ক বাণী

[২০] 'দেখ, আমি তোমার সামনে এক দূত প্রেরণ করছি, তিনি যেন পথে তোমাকে রক্ষা করেন ও তোমাকে নিয়ে যান সেই স্থানে যা আমি প্রস্তুত করেছি। [২১] তাঁর উপস্থিতি সম্ভ্রম কর, তাঁর প্রতি বাধ্য হও; তাঁর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করো না; কেননা তিনি তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করবেন না, কারণ তাঁর অন্তরে বিরাজ করে আমার নাম। [২২] কিন্তু তুমি যদি তাঁর প্রতি বাধ্য হও, এবং আমি যা কিছু বলি তুমি সেইমত কর, তবে আমি হব তোমার শত্রুদের শত্রু, তোমার বিপক্ষদের বিপক্ষ। [২৩] তবেই আমার দূত তোমার আগে আগে চলবেন, এবং আমোরীয়, হিত্তীয়, পেরিজীয়, কানানীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়দের দেশে তোমাকে প্রবেশ করাবেন; আর আমি তাদের উচ্ছেদ করব। [২৪] তুমি তাদের দেবতাদের সামনে প্রণিপাত করবে না, তাদের সেবাও করবে না, ও তাদের কর্মের মত কর্ম করবে না; বরং তাদের সমূলেই উৎপাটন করবে, এবং তাদের স্তম্ভগুলো ভেঙে ফেলবে। [২৫] তোমরা তোমাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করবে; তিনি তোমার রুটি ও তোমার জল আশীর্বাদ করবেন, এবং আমি তোমার মধ্য থেকে

যত রোগ-ব্যাধি দূরে রাখব। [২৬] তোমার সেই দেশে কোন গর্ভপাত হবে না, আবার কেউই বন্ধ্যা হবে না; আমি তোমার আয়ুর পূর্ণ মাত্রায় তোমাকে চালিত করব। [২৭] আমি তোমার আগে আগে আমার বিভীষিকা প্রেরণ করব; এবং তুমি যে সকল জাতির মধ্যে এসে উপস্থিত হবে, আমি তাদের পলায়ন ঘটাব; হ্যাঁ, আমি তোমার শত্রুদের তোমার সামনে পিঠ ফেরাতে বাধ্য করব। [২৮] আমি তোমার আগে আগে ভিমরুলের ঝাঁক পাঠাব; সেগুলো হিব্বীয়, কানানীয় ও হিত্তীয়কে তোমার সামনে থেকে তাড়িয়ে দেবে। [২৯] কিন্তু তবু আমি এক বছরেই তোমার সামনে থেকে তাদের তাড়িয়ে দেব এমন নয়, পাছে দেশটি প্রান্তর হয় ও তোমার বিরুদ্ধে বন্যজন্তুর সংখ্যা বাড়ে। [৩০] আমি তোমার সামনে থেকে তাদের ক্রমে ক্রমেই তাড়িয়ে দেব, যতদিন না তোমার সন্তানদের সংখ্যা এমন বৃদ্ধি পায় যে, তুমি নিজে দেশ দখল করতে পার। [৩১] আমি তোমার চতুঃসীমানা লোহিত সাগর থেকে ফিলিস্তিনিদের সমুদ্র পর্যন্ত, এবং মরুপ্রান্তর থেকে মহানদী পর্যন্ত স্থির করব; কেননা আমি সেই দেশগুলোর অধিবাসীদের তোমার হাতে তুলে দেব, এবং তুমি তোমার সামনে থেকে তাদের তাড়িয়ে দেবে। [৩২] তাদের সঙ্গে বা তাদের দেবতাদের সঙ্গে তুমি কোন সন্ধি স্থির করবে না। [৩৩] তারা তোমার দেশে আর কখনও বাস করবে না, পাছে তারা আমার বিরুদ্ধে পাপ করতে তোমাকে প্ররোচিত করে; অর্থাৎ, তুমি যদি তাদের দেবতাদের সেবা কর, তবে তোমার পক্ষে তা ফাঁদস্বরূপ হবেই।’

সন্ধি সম্পাদন

২৪ [১] পরে তিনি মোশিকে বললেন, ‘তুমি ও আরোন, নাদাব ও আবিহু এবং ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের মধ্য থেকে সত্তরজন, তোমরা মিলে প্রভুর কাছে উঠে এসো, আর দূরে থেকে প্রণিপাত কর। [২] কেবল মোশিই প্রভুর কাছে এগিয়ে আসবে; ওরা কাছে এগিয়ে আসবে না, জনগণও তার সঙ্গে আরোহণ করবে না।’

[৩] মোশি গিয়ে জনগণের কাছে প্রভুর সমস্ত বাণী ও সমস্ত বিধিনিয়ম জানিয়ে দিলেন; সমস্ত লোক একসুরে উত্তরে বলল, ‘প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সবই পালন করব।’ [৪] তাই মোশি প্রভুর সমস্ত বাণী লিখে রাখলেন, এবং খুব সকালে উঠে

পর্বতের পাদদেশে একটি যজ্ঞবেদি ও ইস্রায়েলের বারোটি গোষ্ঠী অনুসারে বারোটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করলেন। [৫] তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কয়েকজন যুবককে নির্দেশ দিলেন, যেন তারা প্রভুর উদ্দেশে আহুতির ও মিলন-যজ্ঞের বলিরূপে বৃষ উৎসর্গ করে। [৬] মোশি সেগুলোর অর্ধেকটা রক্ত নিয়ে কয়েকটা পাত্রে রাখলেন, বাকি অর্ধেক রক্ত বেদির উপরে ছিটিয়ে দিলেন। [৭] পরে সন্ধির পুস্তকটি নিয়ে জনগণের সামনে পাঠ করে শোনালেন; তারা বলল, 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সবই পালন করব, সবই মেনে চলব।' [৮] তখন মোশি সেই রক্ত নিয়ে জনগণের উপরে এই বলে তা ছিটিয়ে দিলেন, 'দেখ, এ সেই সন্ধির রক্ত, যা প্রভু তোমাদের সঙ্গে এই সকল বাণীর ভিত্তিতে সম্পাদন করেছেন।'

[৯] পরে মোশি ও আরোন, নাদাব ও আবিহু, এবং ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের মধ্য থেকে সত্তরজন আরোহণ করলেন। [১০] তাঁরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে দেখলেন: তাঁর পদতলের স্থান নীলকান্তমণিতে তৈরী এমন শিলাস্তরের কাজের মত, যার শুচিশুভ্রতা আকাশেরই মত। [১১] তিনি কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের এই প্রধানদের বিরুদ্ধে হাত বাড়ালেন না; না, তাঁরা পরমেশ্বরকে দেখলেন, তথাপি খাওয়া-দাওয়া করতে পারলেন।

[১২] পরে প্রভু মোশিকে বললেন, 'পর্বতের উপরে আমার কাছে এসে ওইখানে অপেক্ষা কর; আমি তোমাকে সেই পাথরফলকগুলো এবং সেই বিধান ও আজ্ঞাগুলি দেব, যা আমি তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য লিখেছি।' [১৩] তাই মোশি ও তাঁর সহকর্মী যোশুয়া উঠে পড়লেন, আর মোশি পরমেশ্বরের পর্বতে গিয়ে উঠলেন। [১৪] তিনি প্রবীণদের বলেছিলেন, 'যতদিন না আমরা তোমাদের কাছে ফিরে আসি, ততদিন তোমরা এখানে আমাদের অপেক্ষায় থাক। দেখ, তোমাদের সঙ্গে আরোন ও হুর রইল; কারও কোন সমস্যা হলে, সে তাদের কাছে যেতে পারবে।'

[১৫] তখন মোশি পর্বতে গিয়ে উঠলেন, আর মেঘটি পর্বতকে ঢেকে ফেলল। [১৬] প্রভুর গৌরব সিনাই পর্বতের উপরে অধিষ্ঠান করল, আর ছ' দিন ধরে মেঘটি তা ঢেকে রাখল। সপ্তম দিনে তিনি মেঘের মধ্য থেকে মোশিকে ডাকলেন। [১৭] ইস্রায়েল সন্তানদের চোখে প্রভুর গৌরব পর্বতচূড়ায় গ্রাসকারী আগুনের মত প্রকাশ পাচ্ছিল।

[১৮] আর মোশি মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে পর্বতে গিয়ে উঠলেন। মোশি চল্লিশদিন চল্লিশরাত পর্বতের উপরে থাকলেন।

উপাসনা-রীতি বিষয়ক বাণী

২৫ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] 'ইস্রায়েল সন্তানদের বল, যেন তারা আমার জন্য একটা অনুদান আলাদা করে রাখে; হৃদয়ের ইচ্ছায় যে নিবেদন করে, তার কাছ থেকেই তোমরা আমার জন্য সেই অনুদান গ্রহণ করে নেবে। [৩] তাদের কাছ থেকে তোমরা যা গ্রহণ করে নেবে, তা এ: সোনা, রুপো ও ব্রঞ্জ; [৪] নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো, এবং শুভ্র ক্ষোম-সুতো ও ছাগলোম; [৫] রক্তলাল করা ভেড়ার চামড়া, সিন্ধুঘোটকের চামড়া ও বাবলা কাঠ; [৬] দীপাধারের জন্য তেল, এবং অভিষেকের তেলের ও সুগন্ধি ধূপের জন্য গন্ধদ্রব্য; [৭] এফোদ ও বুকপাটার জন্য বৈদূর্য মণি ইত্যাদি পাথর, যা খচিত হবে। [৮] তারা আমার জন্য একটা পবিত্রধাম নির্মাণ করবে যেন আমি তাদের মাঝে বসবাস করতে পারি। [৯] আবাসের ও তার সমস্ত দ্রব্যের যে নমুনা আমি তোমাকে দেখাব, সেই অনুসারেই তোমরা সবই করবে।'

আবাসের ভিতর—মঞ্জুষা, মেজ ও প্রদীপ

[১০] 'তুমি বাবলা কাঠের একটা মঞ্জুষা তৈরি করবে; তা আড়াই হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া ও দেড় হাত উঁচু হবে; [১১] তুমি ভিতর ও বাইরের দিকটা খাঁটি সোনায় মুড়ে দেবে, এবং তার চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে দেবে। [১২] তার চার পায়ার জন্য সোনার চারটে কড়া ঢালাই দেবে; তার এক পাশে দু'টো কড়া ও অন্য পাশে দু'টো কড়া থাকবে। [১৩] তুমি বাবলা কাঠের দু'টো বহনদণ্ড করে তা সোনায় মুড়ে দেবে, [১৪] এবং মঞ্জুষা বইবার জন্য ওই বহনদণ্ড মঞ্জুষার দু'পাশের কড়াতে ঢোকাবে। [১৫] সেই বহনদণ্ড মঞ্জুষার কড়াতে থাকবে, তা থেকে বের করা হবে না। [১৬] আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যলিপি দেব, তা ওই মঞ্জুষাতেই রাখবে।

[১৭] তুমি খাঁটি সোনা দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসন প্রস্তুত করবে: তা আড়াই হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া করা হবে। [১৮] পিটানো সোনা দিয়ে দু'টো খেরুব তৈরি করে

প্রায়শ্চিত্তাসনের দুই মুড়াতে দেবে। [১৯] তার এক মুড়াতে এক খেরুব ও অন্য মুড়াতে অন্য খেরুব, প্রায়শ্চিত্তাসনের দুই মুড়াতে তার সঙ্গে অখণ্ড দুই খেরুব দেবে। [২০] সেই দুই খেরুব পাখা ঊর্ধ্বে মেলে ওই পাখা দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসন ঢেকে রাখবে, এবং তাদের মুখমণ্ডল পরস্পরমুখী হবে; খেরুবদের মুখমণ্ডল প্রায়শ্চিত্তাসনমুখী হবে। [২১] তুমি এই প্রায়শ্চিত্তাসন সেই মঞ্জুষার উপরে বসাবে, এবং আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যলিপি দেব, তা ওই মঞ্জুষার মধ্যে রাখবে। [২২] আমি সেইখানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, এবং প্রায়শ্চিত্তাসনের উপরের অংশ থেকে, সাক্ষ্য-মঞ্জুষার উপরে বসানো দুই খেরুবের মধ্য থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলে ইস্রায়েল সন্তানদের বিষয়ে আমার সমস্ত আজ্ঞা তোমাকে জানাব।

[২৩] তুমি বাবলা কাঠের একটা ভোজনপাট তৈরি করবে; তা দুই হাত লম্বা, এক হাত চওড়া ও দেড় হাত উঁচু হবে। [২৪] খাঁটি সোনায় তা মুড়ে দেবে, এবং তার চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে দেবে। [২৫] তার চারদিকে চার আঙুল চওড়া একটা বেড় দেবে, এবং বেড়ের চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে দেবে। [২৬] সোনার চারটে কড়া করে চার পায়ার চার কোণে লাগাবে। [২৭] ভোজনপাট যেন বহন করা যেতে পারে, সেজন্য বহনদণ্ডের ঘর হবার জন্য ওই কড়া বেড়ের কাছে থাকবে। [২৮] ওই ভোজনপাট বইবার জন্য বাবলা কাঠের দুই বহনদণ্ড তৈরি করে তা সোনায় মুড়ে দেবে। [২৯] ভোজনপাটের থালা, বাটি, কলস ও ঢালবার জন্য সেকপাত্র গড়বে; এই সবকিছু খাঁটি সোনা দিয়েই গড়বে। [৩০] তুমি সেই ভোজনপাটের উপরে আমার সামনে নিত্য-ভোগ-রুটি রাখবে।

[৩১] তুমি খাঁটি সোনার একটা দীপাধার তৈরি করবে; দীপাধার পিটানো সূক্ষ্ম কাজেই তৈরী হবে; তার কাণ্ড, শাখা, গোলাধার, কলিকা ও ফুল সবই অখণ্ড হবে। [৩২] তার দুই পাশ থেকে ছ'টা শাখা নির্গত হবে: দীপাধারের এক পাশ থেকে তিনটে শাখা ও দীপাধারের অন্য পাশ থেকে তিনটে শাখা। [৩৩] এক শাখায় থাকবে বাদামফুলের মত তিনটে গোলাধার, একটা কলিকা ও একটা ফুল; এবং অন্য শাখায় থাকবে বাদামফুলের মত তিনটে গোলাধার, একটা কলিকা ও একটা ফুল: দীপাধার থেকে নির্গত ছ'টা শাখায় এইরূপ হবে। [৩৪] দীপাধারে থাকবে বাদামফুলের মত

চারটে গোলাধার, ও সেগুলোর কলিকা ও ফুল। [৩৫] দীপাধারের যে ছ'টা শাখা নির্গত হবে, সেগুলোর প্রতিটি জোড়া শাখার নিচে তার একটা কলিকা, অন্য জোড়া শাখার নিচে তার একটা কলিকা, ও উপরের জোড়া শাখার নিচে তার একটা কলিকা থাকবে। [৩৬] কলিকা ও তার শাখাগুলো সবই অখণ্ড হবে; সমস্তই পিটানো খাঁটি সোনার এক-বস্তুই হবে। [৩৭] তুমি তার সাতটা প্রদীপ তৈরি করবে; সেগুলো উপরেই রাখবে, যেন সামনের জায়গা আলোকিত হয়। [৩৮] তার চিমটে ও ছাইধানীগুলো খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী হবে। [৩৯] এই দীপাধার আর ওই সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী এক বাট খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী হবে। [৪০] লক্ষ রাখ, এই সবগুলোর যে নমুনা তোমাকে পর্বতে দেখানো হয়েছে, এই সবকিছু তুমি যেন সেই অনুসারেই কর।'

আবাসের বিবরণ

২৬ [১] 'আবাসটি তুমি পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতো ও নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতোর দশটা কাপড়ে প্রস্তুত করবে; সেই কাপড়গুলোতে খেরুবদের প্রতিকৃতি আঁকা থাকবে, তা শিল্পীরই কারুকাজ হওয়া চাই। [২] প্রতিটি কাপড় আটাশ হাত লম্বা ও চার হাত চওড়া হবে; সকল কাপড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একই হবে। [৩] পাঁচটা কাপড় পরস্পর সংযুক্ত থাকবে, এবং অন্য পাঁচটা কাপড় পরস্পর সংযুক্ত থাকবে। [৪] জোড়ের অন্ত-স্থানে প্রথম কাপড়ের মুড়াতে নীল সুতোর ঘুণ্টিঘরা করে দেবে, এবং দ্বিতীয় জোড়ের অন্ত-স্থানে কাপড়ের মুড়াতেও সেইরকম করবে। [৫] প্রথম কাপড়ে পঞ্চাশটা ঘুণ্টিঘরা করে দেবে, এবং দ্বিতীয় জোড়ের অন্ত-স্থানে কাপড়ের মুড়াতেও পঞ্চাশটা ঘুণ্টিঘরা করে দেবে; সেই দু'টো ঘুণ্টিঘরাশ্রেণি পরস্পরমুখী হবে। [৬] পঞ্চাশটা ঘুণ্টিঘরা গড়ে ঘুণ্টিতে কাপড়গুলো পরস্পরের মধ্যে বেঁধে রাখবে; ফলে তা একটামাত্র আবাস হয়ে দাঁড়াবে।

[৭] তুমি আবাসের উপরে তাঁবু দেবার জন্য ছাগলোম-জাতীয় কাপড়গুলো প্রস্তুত করবে। [৮] প্রতিটি কাপড় ত্রিশ হাত লম্বা ও প্রতিটি কাপড় চার হাত চওড়া হবে; এই এগারোটা কাপড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একই হবে। [৯] পরে পাঁচটা কাপড় পরস্পর জোড়া দিয়ে পৃথক রাখবে, অন্য ছ'টা কাপড়ও পৃথক রাখবে, এবং এগুলোর ষষ্ঠ কাপড় দোহারা করে তাঁবুর সামনে রাখবে। [১০] জোড়ের অন্ত-স্থানে প্রথম কাপড়ের মুড়াতে

পঞ্চাশটা ঘুণ্টিঘরা করে দেবে, এবং দ্বিতীয় জোড়ের অন্ত-স্থানে কাপড়ের মুড়াতেও পঞ্চাশটা ঘুণ্টিঘরা করে দেবে। [১১] ব্রঞ্জের পঞ্চাশটা ঘুণ্টি গড়ে সেই ঘুণ্টিঘরাতে তা ঢুকিয়ে তাঁবু সংযুক্ত করবে; ফলে তা একটামাত্র তাঁবু হয়ে দাঁড়াবে। [১২] তাঁবুর কাপড়ের অতিরিক্ত অংশটা, অর্থাৎ যে আধ-কাপড় অতিরিক্ত থাকবে, তা আবাসের পশ্চাদ্ভাগে ঝুলে থাকবে। [১৩] তাঁবুর কাপড়ের দৈর্ঘ্যের যে অংশ এপাশে এক হাত, ওপাশে এক হাত অতিরিক্ত থাকবে, তা আবাসের উপরে এপাশে ওপাশে ঝুলে থাকবে যেন তাঁবুটাকে ঢেকে রাখে। [১৪] তুমি আচ্ছাদন-বস্ত্রের জন্য রক্তলাল করা ভেড়ার চামড়ার এক চাঁদোয়া প্রস্তুত করবে, আবার তার উপরে সিন্ধুঘোটকের চামড়ার এক চাঁদোয়া প্রস্তুত করবে।

[১৫] তুমি আবাসের জন্য বাবলা কাঠের দাঁড় করানো বাতা প্রস্তুত করবে। [১৬] প্রতিটি বাতা দশ হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া হবে। [১৭] প্রতিটি বাতায় পরস্পর সংযুক্ত দুই দুই পায়া থাকবে; এইভাবে আবাসের সকল বাতার জন্যই করবে। [১৮] আবাসের জন্য বাতা প্রস্তুত করবে, দক্ষিণদিকে ডান পাশের জন্য কুড়িটা বাতা। [১৯] সেই কুড়িটা বাতার নিচে চল্লিশটা রুপোর চুঙি গড়ে দেবে; এক বাতার নিচে তার দুই পায়ার জন্য দুই দুই চুঙি, এবং বাকি সকল বাতার নিচেও তাদের দুই দুই পায়ার জন্য দুই দুই চুঙি হবে। [২০] আবাসের দ্বিতীয় পাশের জন্য উত্তরদিকে কুড়িটা বাতা; [২১] আর সেগুলোর জন্য রুপোর চল্লিশটা চুঙি; এক বাতার নিচেও দুই চুঙি ও বাকি সকল বাতার নিচেও দুই দুই চুঙি; [২২] আর আবাসের পশ্চিমদিকের পশ্চাদ্ভাগের জন্য ছ'খানা বাতা করবে। [২৩] আবাসের সেই পশ্চাদ্ভাগের দুই কোণের জন্য দু'খানা বাতা করবে। [২৪] সেই দুই বাতার নিচে জোড় হবে, এবং সেইভাবে মাথাতেও প্রথম কড়ার কাছে জোড় হবে; এরূপ দু'টোতেই হবে; তা দুই কোণের জন্য হবে। [২৫] বাতা আটখানা হবে, ও সেগুলোর রুপোর চুঙি ষোলটা হবে; এক বাতার নিচে থাকবে দুই চুঙি, অন্য বাতার নিচেও দুই চুঙি।

[২৬] তুমি বাবলা কাঠের আড়কাট প্রস্তুত করবে, [২৭] আবাসের এক পাশের বাতা দেবে পাঁচটা আড়কাট, আবাসের অন্য পাশের বাতাও পাঁচটা আড়কাট, এবং আবাসের পশ্চিমদিকের পশ্চাদ্ভাগের বাতা পাঁচটা আড়কাট। [২৮] মধ্যবর্তী আড়কাটটা

বাতাগুলির মধ্যস্থান দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাবে। [২৯] আর ওই বাতাগুলি সোনায় মুড়ে দেবে, এবং আড়কাটের ঘর হবার জন্য সোনার কড়া গড়বে, এবং আড়কাটগুলো সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে। [৩০] আবাসের যে নমুনা পর্বতে তোমাকে দেখানো হয়েছে, সেই অনুসারে তা স্থাপন করবে।

[৩১] তুমি নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো এবং পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে একটা পরদা প্রস্তুত করবে; তাতে খেরুবদের প্রতিকৃতি আঁকা থাকবে, তা নিপুণ শিল্পীরই কারুকাজ হওয়া চাই। [৩২] তুমি তা সোনায় মোড়া বাবলা কাঠের চারটে স্তম্ভের উপরে খাটাবে; সেগুলির আঁকড়া সোনার হবে, এবং সেগুলি রুপোর চারটে চুঙির উপরে বসবে। [৩৩] ঘুণ্টিগুলোর নিচে পরদা খাটিয়ে দেবে, এবং সেখানে পরদার ভিতরে সাক্ষ্য-মঞ্জুষা আনবে; এবং সেই পরদা পবিত্রস্থান ও পরম পবিত্রস্থানের মধ্যে তোমাদের জন্য পার্থক্য রাখবে। [৩৪] পরম পবিত্রস্থানে সাক্ষ্য-মঞ্জুষার উপরে প্রায়শ্চিত্তাসন বসাবে। [৩৫] ভোজনপাটটা পরদার বাইরেই রাখবে, ও ভোজনপাটের সামনে আবাসের পাশে, দক্ষিণদিকে দীপাধার রাখবে; এবং উত্তরদিকে ভোজনপাট রাখবে। [৩৬] তাঁবুর দরজার জন্য নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোয় কাটা একটা পরদা প্রস্তুত করবে—পরদাটা নকশিশিল্পে নিপুণ শিল্পীরই কারুকাজ হওয়া চাই। [৩৭] সেই পরদার জন্য বাবলা কাঠের পাঁচটা স্তম্ভ তৈরি করে সোনায় মুড়ে দেবে, তার আঁকড়াও সোনা দিয়ে প্রস্তুত করবে, এবং তার জন্য ব্রঞ্জের পাঁচটা চুঙি ঢালাই করবে।’

আবাসের বাহির দিক—যজ্ঞবেদি ও প্রাঙ্গণ

২৭ [১] ‘তুমি বাবলা কাঠ দিয়ে পাঁচ হাত লম্বা ও পাঁচ হাত চওড়া একটি বেদি তৈরি করবে, অর্থাৎ বেদিটি হবে চতুষ্কোণ এবং তার উচ্চতা হবে তিন হাত। [২] তার চার কোণের উপরে শিং তৈরি করবে, বেদিটির শিংগুলো তার সঙ্গে অখণ্ড হবে; তুমি সেগুলিকে ব্রঞ্জে মুড়ে দেবে। [৩] তার ছাই সংগ্রহ করার জন্য হাঁড়ি প্রস্তুত করবে, এবং তার হাতা, বাটি, ত্রিশূল ও অঙ্গারধানী গড়বে; তার সমস্ত পাত্র ব্রঞ্জ দিয়ে গড়বে। [৪] জালের মত ব্রঞ্জের একটা ঝাঁজরি গড়বে, এবং সেই ঝাঁজরির উপরে চার কোণে

ব্রঞ্জের চারটে কড়া প্রস্তুত করবে। [৫] এই ঝাঁজরি নিম্নভাগে বেদির বাতার নিচে রাখবে, এবং ঝাঁজরিটা বেদির মধ্যভাগ পর্যন্ত থাকবে। [৬] বেদির জন্য বাবলা কাঠের বহনদণ্ড তৈরি করবে, ও তা ব্রঞ্জে মুড়ে দেবে। [৭] কড়ার মধ্যে ওই বহনদণ্ড ঢুকিয়ে দেবে; বেদি বইবার সময়ে তার দু'পাশে সেই বহনদণ্ড থাকবে। [৮] তুমি ফাঁপা রেখে তক্তা দিয়ে তা গড়বে; পর্বতে তোমাকে যেরূপ দেখানো হয়েছে, সেইরূপ তা করা হবে।

[৯] তুমি আবাসের প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করবে; দক্ষিণ পাশে, দক্ষিণদিকে, পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোয় কাটা নানা কাপড় থাকবে; সেগুলোর এক পাশ একশ' হাত লম্বা হবে। [১০] তার কুড়িটা স্তম্ভ ও কুড়িটা চুঙি ব্রঞ্জের হবে, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকাগুলো রুপোর হবে। [১১] তেমনিভাবে উত্তরদিকে একশ' হাত লম্বা একটা কাপড় থাকবে, আর তার কুড়িটা স্তম্ভ ও কুড়িটা চুঙি ব্রঞ্জের হবে; এই স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকাগুলো রুপোর হবে। [১২] প্রাঙ্গণ পশ্চিমদিকে যতখানি চওড়া, তার পঞ্চাশ হাত কাপড় ও তার দশটা স্তম্ভ ও দশটা চুঙি হবে। [১৩] পুব পাশে পুবদিকে প্রাঙ্গণ পঞ্চাশ হাত চওড়া হবে: [১৪] এক পাশের জন্য পনেরো হাত কাপড়, তিনটে স্তম্ভ ও তিনটে চুঙি; [১৫] আর অন্য পাশের জন্যও পনেরো হাত কাপড়, তিনটে স্তম্ভ ও তিনটে চুঙি। [১৬] প্রাঙ্গণের দরজার জন্য নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও পাকানো ক্ষোম-সুতোয় কাটা কুড়ি হাত একটা কাপড় ও তার চারটে স্তম্ভ ও চারটে চুঙি হবে—পরদাটা নকশিশিল্পে নিপুণ শিল্পীরই কারুকাজ হওয়া চাই। [১৭] প্রাঙ্গণের চারদিকের স্তম্ভগুলো রুপোর শলাকাতে বাঁধা থাকবে, সেগুলির আঁকড়া রুপোর, ও চুঙি ব্রঞ্জের হবে।

[১৮] প্রাঙ্গণ হবে একশ' হাত লম্বা, সবদিকে পঞ্চাশ হাত চওড়া, এবং পাঁচ হাত উঁচু: কাপড়গুলো সবই পাকানো ক্ষোম-সুতোতে করা হবে, ও তার চুঙি ব্রঞ্জের হবে। [১৯] আবাসের যাবতীয় কাজ সংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী ও গোঁজ এবং প্রাঙ্গণের সকল গোঁজ ব্রঞ্জের হবে।'

প্রদীপের জন্য তেল

[২০] 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের এই আজ্ঞা দেবে, যেন তারা আলোর জন্য হামানে প্রস্তুত করা খাঁটি জলপাই-তেল তোমার জন্য সরবরাহ করে থাকে, যেন নিয়তই প্রদীপ জ্বালানো থাকে। [২১] সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সাক্ষ্য-মঞ্জুষার সামনে যে পরদা রয়েছে, তার

বাইরে আরোন ও তার সন্তানেরা সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত প্রভুর সামনে প্রদীপটা সাজিয়ে রাখবে: এ চিরস্থায়ী বিধি, যা ইস্রায়েল সন্তানদের পক্ষে পুরুষানুক্রমে পালনীয়।'

যাজকদের পোশাক

২৮ [১] 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে তোমার ভাই আরোনকে ও তার সঙ্গে তার সন্তানদের তোমার কাছে এগিয়ে নিয়ে এসো, যেন তারা আমার উদ্দেশে যাজক হয়: আরোন এবং আরোনের সন্তান নাদাব, আবিহু, এলেয়াজার ও ইথামারকে এগিয়ে নিয়ে এসো। [২] তোমার ভাই আরোনের জন্য এমন পবিত্র পোশাক প্রস্তুত করবে, যাতে গৌরব ও শোভা প্রকাশ পায়। [৩] আমি প্রজ্ঞার আত্মায় যাদের পূর্ণ করেছি, সেই সকল প্রজ্ঞাবানদের কাছে তুমি কথা বলবে, যেন আমার উদ্দেশে যাজকত্ব অনুশীলনের জন্য আরোনকে পবিত্রীকৃত করতে তারা তার পোশাক প্রস্তুত করে। [৪] তারা এই সকল পোশাক প্রস্তুত করবে: বুকপাটা, এফোদ, কাপড়, চিত্রিত অঙ্গরক্ষক বস্ত্র, পাগড়ি ও কটিবন্ধনী; তারা আমার উদ্দেশে যাজকত্ব অনুশীলনের জন্য তোমার ভাই আরোনের ও তার সন্তানদের জন্য পবিত্র পোশাক প্রস্তুত করবে। [৫] তারা সোনা, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো এবং শুভ্র ক্ষোম-সুতো নেবে।

[৬] তারা সোনায়, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতোতে, ও পাকানো ক্ষোম-সুতোতে এফোদ প্রস্তুত করবে—তা শিল্পীরই কারুকাজ হওয়া চাই। [৭] তার দুই মুড়াতে পরস্পর সংযুক্ত দুই স্কন্ধপটি থাকবে; এইভাবে তা যুক্ত হবে; [৮] এবং তা বাঁধবার জন্য বুনানি করা যে বন্ধনী তার উপরে থাকবে, তা তার সঙ্গে অখণ্ড এবং সেই পোশাকের মত হবে, অর্থাৎ সোনায় ও নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতোতে, ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোতে হবে। [৯] তুমি দুই বৈদূর্য মণি নিয়ে তার উপরে ইস্রায়েলের সন্তানদের নাম খোদাই করবে। [১০] তাদের জন্মক্রম অনুসারে ছয় নাম এক মণিমুক্তার উপরে, ও বাকি ছয় নাম অন্য মণিমুক্তার উপরে খোদাই করবে। [১১] সীলমোহর খোদাই করার জন্য খোদকারের শিল্পকর্ম অনুসরণ করেই তুমি সেই দুই মণিমুক্তার উপরে ইস্রায়েলের সন্তানদের নাম খোদাই করবে, এবং তা দুই

স্বর্ণস্থালীতে বাঁধবে। [১২] ইস্রায়েল সন্তানদের স্মারক মণিমুক্তাস্বরূপে তুমি সেই দুই মণিমুক্তা এফোদের দুই স্কন্ধপটিতে দেবে; তাই আরোন তার নিজের কাঁধে প্রভুর সামনে স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ তাদের নাম বইবে। [১৩] তুমি দুই স্বর্ণস্থালীও করবে, [১৪] এবং খাঁটি সোনা দিয়ে সূক্ষ্ম দুই মালার মত শেকল ক'রে সেই সূক্ষ্ম শেকল সেই দুই স্থালীতে বাঁধবে।

[১৫] তুমি বিচারের বুকপাটা প্রস্তুত করবে—তা শিল্পীরই কারুকাজ হওয়া চাই; এফোদের কারুকাজ অনুসারেই তা করবে: সোনা, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও পাকানো ক্ষোম-সুতো দিয়ে তা প্রস্তুত করবে। [১৬] তা চতুষ্কোণ ও দোহারা হবে; তা এক বিঘত লম্বা ও এক বিঘত চওড়া হবে। [১৭] আবার তা চার সারি মণিমুক্তায় খচিত হবে; তার প্রথম সারিতে রুধিরাখ্য, পোখরাজ ও মরকত; [১৮] দ্বিতীয় সারিতে ফিরোজা, নীলকান্ত ও হীরক; [১৯] তৃতীয় সারিতে গোমেদ, অকীক ও রাজাবর্ত; [২০] এবং চতুর্থ সারিতে হেমকান্তি, বৈদূর্য ও সূর্যকান্ত: এই সবগুলো নিজ নিজ সারিতে সোনায় আঁটা হবে। [২১] এই মণিমুক্তা ইস্রায়েলের সন্তানদের নাম অনুযায়ী হবে, তাদের নাম অনুসারে বারোটা হবে; মোহরের মত খোদাই করা প্রত্যেক মণিমুক্তায় ওই বারোটা গোষ্ঠীর জন্য এক এক সন্তানের নাম থাকবে। [২২] তুমি খাঁটি সোনা দিয়ে বুকপাটার উপরে মালার মত সূক্ষ্ম দুই শেকল তৈরি করে দেবে। [২৩] বুকপাটার উপরে সোনার দু'টো কড়া গড়ে দেবে, এবং বুকপাটার দু'প্রান্তে ওই দু'টো কড়া বাঁধবে। [২৪] বুকপাটার দুই প্রান্তে দুই কড়ার মধ্যে সোনার ওই দু'টো সূক্ষ্ম শেকল রাখবে। [২৫] আর সূক্ষ্ম শেকলের দু'টো মুড়া সেই দু'টো স্থালীতে বেঁধে দিয়ে এফোদের সামনে দুই স্কন্ধপটির উপরে রাখবে। [২৬] তুমি সোনার দু'টো কড়া গড়ে বুকপাটার দুই প্রান্তে এফোদের সামনের ভিতরভাগে রাখবে। [২৭] আরও দু'টো সোনার কড়া গড়ে এফোদের দুই স্কন্ধপটির নিচে তার সম্মুখভাগে জোড়স্থানে এফোদের বুনানি করা বন্ধনীর উপরে তা রাখবে। [২৮] তাই বুকপাটা যেন এফোদ থেকে খসে না পড়ে বরং এফোদের বুনানি করা বন্ধনীর উপরে থাকে, এজন্য তারা কড়াতে নীল সুতো দিয়ে এফোদের কড়ার সঙ্গে বুকপাটা বাঁধবে। [২৯] যে সময়ে

আরোন পবিত্রস্থানে প্রবেশ করবে, সেসময়ে প্রভুর সম্মুখে নিয়তই স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপে সেই বিচারের বুকপাটাতে ইস্রায়েলের সন্তানদের নাম তার হৃদয়ের উপরে বইবে।

[৩০] বিচারের সেই বুকপাটায় তুমি উরিম ও তুম্মিম লাগাবে; তাই আরোন যে সময়ে প্রভুর সামনে প্রবেশ করবে, সেসময়ে আরোনের হৃদয়ের উপরে তা থাকবে, এবং আরোন প্রভুর সামনে ইস্রায়েল সন্তানদের বিচার নিয়তই তার হৃদয়ের উপরে বইবে।

[৩১] তুমি এফোদের গোটা আবরণ নীল রঙের করবে; [৩২] তার মধ্যস্থলে মাথা ঢোকানোর জন্য এক ছিদ্র থাকবে; সেই ছিদ্রের চারদিকে যে ধারি থাকবে, তা নিপুণ তাঁতীরই কারুকাজ হওয়া চাই—এমন বর্মের গলার মত, যে বর্ম ছিঁড়বে না। [৩৩] তুমি তার আঁচলে চারদিকে নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল ডালিম করবে, এবং চারদিকে তার মধ্যে মধ্যে সোনার কিঙ্কিণি থাকবে। [৩৪] ওই আবরণের আঁচলে চারদিকে একটা স্বর্ণকিঙ্কিণি ও একটা ডালিম, আবার একটা স্বর্ণকিঙ্কিণি ও একটা করে ডালিম থাকবে। [৩৫] আরোন যাজকীয় সেবা করার জন্য তা পরবে; তাই সে যখন প্রভুর সামনে পবিত্রস্থানে প্রবেশ করবে, ও সেখান থেকে যখন বেরিয়ে আসবে, তখন কিঙ্কিণির শব্দ শোনা যাবে, আর সে মরবে না।

[৩৬] তুমি খাঁটি সোনার একটা পাত প্রস্তুত করে মোহরের মত তার উপরে 'প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র' একথা খোদাই করে লিখবে। [৩৭] তুমি তা নীল সুতোতে বাঁধবে; তা পাগড়ির উপরে থাকবে, পাগড়ির সম্মুখভাগেই। [৩৮] তা আরোনের কপালের উপরে থাকবে, তাই ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের সমস্ত পবিত্র দানে যে সকল পবিত্র দ্রব্য পবিত্রীকৃত করবে, আরোন সেই সকল পবিত্র দ্রব্য-দান সংক্রান্ত ত্রুটি বহন করবে। তা নিয়তই আরোনের কপালের উপরে থাকবে, যেন তারা প্রভুর প্রসন্নতার পাত্র হতে পারে।

[৩৯] তুমি চিত্রিত শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে অঙ্গরক্ষিণী বুনবে, পাগড়িও শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে প্রস্তুত করবে; এবং কটিবন্ধনী হবে নকশি দ্বারা পরিশোভিত কাজ।

[৪০] আরোনের সন্তানদের জন্য অঙ্গরক্ষক বস্ত্র ও কটিবন্ধনী প্রস্তুত করবে, এবং গৌরব ও শোভার জন্য টুপিও করে দেবে। [৪১] তোমার ভাই আরোনের ও তার সন্তানদের দেহে সেই সমস্ত পরাবে, এবং তাদের তৈলাভিষিক্ত ও নিযুক্ত করে পবিত্রীকৃত

করবে, যেন তারা আমার উদ্দেশে যাজকত্ব অনুশীলন করে। [৪২] তুমি তাদের উলঙ্গতা আবৃত করার জন্য কটি থেকে জঙ্ঘা পর্যন্ত ক্ষোমের জাঙাল প্রস্তুত করবে। [৪৩] যখন আরোন ও তার সন্তানেরা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করবে, কিংবা পবিত্রস্থানে উপাসনা চালাবার জন্য বেদির কাছে এগিয়ে যাবে, তখন তারা এই পোশাক পরবে, পাছে এমন অপরাধ করে যা তাদের মৃত্যু ঘটায়। এই বিধি এমন, যা আরোন ও তার ভাবী বংশের জন্য চিরস্থায়ী।'

যাজকদের পবিত্রীকরণ

২৯ [১] 'আমার যাজকত্বের উদ্দেশে তাদের পবিত্রীকৃত করার জন্য তুমি তাদের উপর এই অনুষ্ঠান-রীতি পালন করবে: খুঁতবিহীন একটা বাছুর ও দু'টো ভেড়া নেবে; [২] পরে, খামিরবিহীন রুটি, তেল-মেশানো খামিরবিহীন পিঠা ও তৈলাক্ত খামিরবিহীন চাপাটি সেরা গমের ময়দা দিয়ে প্রস্তুত করবে। [৩] সেগুলি এক ডালায় রাখবে, আর সেই ডালায় করে তা নিবেদন করবে, একই সময়ে ওই বাছুর ও দুই ভেড়াও নিবেদন করবে।

[৪] তুমি আরোনকে ও তার সন্তানদের সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে এনে জলে স্নান করাবে। [৫] সেই সমস্ত পোশাক নিয়ে আরোনকে অঙ্গরক্ষিণী, এফোদের আবরণ, এফোদ ও বুকপাটা পরাবে, এবং এফোদের বুনানি করা বন্ধনী তার কোমরে বাঁধবে। [৬] তার মাথায় পাগড়ি দেবে, ও পাগড়ির উপরে পবিত্র মুকুট দেবে। [৭] পরে অভিষেকের তেল নিয়ে তা তার মাথার উপরে ঢেলে তাকে অভিষিক্ত করবে। [৮] তুমি তার সন্তানদের এনে অঙ্গরক্ষক বস্ত্র পরাবে। [৯] আর আরোনকে ও তার সন্তানদের কোমরে বন্ধনী দেবে, ও তাদের মাথায় টুপিটা বেঁধে দেবে; এভাবে যাজকত্ব-পদ চিরস্থায়ী বিধির জোরে তাদের অধিকারে থাকবে। এইভাবেই তুমি আরোনকে ও তার সন্তানদের নিযুক্ত করবে।

[১০] পরে তুমি সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে সেই বাছুরকে আনাবে, এবং আরোন ও তার সন্তানেরা বাছুরটার মাথায় হাত রাখবে। [১১] তখন তুমি সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর সামনে ওই বাছুরকে জবাই করবে। [১২] বাছুরের খানিকটা রক্ত নিয়ে আঙুল

দিয়ে বেদির শিংগুলো ভিজিয়ে দেবে, এবং বেদির পাদদেশে বাকি সমস্ত রক্ত ঢেলে দেবে। [১৩] তার অন্ত্ররাজিতে লাগানো চর্বি ও যকৃতে লাগানো অন্ত্রাপ্লাবক ও দুই মেটে ও তার উপরের যত চর্বি নিয়ে বেদিতে পুড়িয়ে দেবে; [১৪] কিন্তু বাছুরটাকে তার চামড়া, মাংস ও গোবর সমেত নিয়ে গিয়ে শিবিরের বাইরে আগুনে পুড়িয়ে দেবে; কেননা এ পাপার্থে বলিদান।

[১৫] পরে তুমি প্রথম ভেড়াটা আনবে, এবং আরোন ও তার সন্তানেরা সেই ভেড়ার মাথায় হাত রাখবে। [১৬] তুমি সেই ভেড়া জবাই করে তার রক্ত নিয়ে বেদির উপরে চারদিকে ছিটিয়ে দেবে। [১৭] পরে ভেড়াটাকে টুকরো টুকরো করবে, তার অন্ত্ররাজি ও পা ধুয়ে দেবে, আর ওই টুকরোগুলোর ও মাথার উপরে তা রাখবে। [১৮] পরে গোটা ভেড়াটা বেদিতে পুড়িয়ে দেবে; তা প্রভুর উদ্দেশে আহুতি, গ্রহণীয় সৌরভ, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য।

[১৯] পরে তুমি দ্বিতীয় ভেড়াটাকে নেবে, এবং আরোন ও তার সন্তানেরা ওই ভেড়ার মাথায় হাত রাখবে। [২০] তুমি সেই ভেড়া জবাই করে তার খানিকটা রক্ত নিয়ে আরোনের ডান কানের প্রান্ত ও তার সন্তানদের ডান কানের প্রান্ত ও তাদের ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙুল ভিজিয়ে দেবে; পরে বেদির উপরে চারদিকে রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে। [২১] বেদির উপরের এই রক্তের খানিকটা ও অভিষেকের তেলের খানিকটা নিয়ে আরোনের উপরে ও তার পোশাকের উপরে এবং তার সঙ্গে তার সন্তানদের উপরে ও তাদের পোশাকের উপরে ছিটিয়ে দেবে; এভাবে সে ও তার পোশাক এবং তার সঙ্গে তার সন্তানেরা ও তাদের পোশাক পবিত্র হবে। [২২] তুমি সেই ভেড়ার চর্বি, লেজ ও অন্ত্ররাজিতে লাগানো চর্বি ও যকৃতে লাগানো অন্ত্রাপ্লাবক ও দুই মেটে ও তাতে লাগানো চর্বি ও ডান জঙ্ঘা নেবে, কেননা সেটা নিয়োগ-রীতির ভেড়া। [২৩] তুমি প্রভুর সামনে যে খামিরবিহীন রুটির ডালা রয়েছে, তা থেকে একটা রুটি ও তেল-মেশানো একটা পিঠা ও একটা চাপাটিও নেবে; [২৪] এবং আরোনের হাতে ও তার সন্তানদের হাতে সেইসব কিছু দিয়ে প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি পালন করবে। [২৫] তুমি তাদের হাত থেকে তা ফিরিয়ে নিয়ে প্রভুর সামনে গ্রহণীয়

সৌরভরূপে, বেদিতে, আহুতিবলির উপরে পুড়িয়ে দেবে: তা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য।

[২৬] তুমি নিয়োগ-রীতির ভেড়ার বুকটা নিয়ে দোলনীয় অর্ঘ্যরূপে প্রভুর সামনে দোলাবে; তা হবে তোমার অংশ। [২৭] আরোনের ও তার সন্তানদের নিয়োগ-রীতির ভেড়ার দোলনীয় অর্ঘ্যরূপে যে বুক দোলায়িত হয়েছে ও বাঁচিয়ে রাখা অংশরূপে যে জঙ্ঘা বাঁচিয়ে রাখা হল, তা তুমি পবিত্রীকৃত করবে। [২৮] চিরস্থায়ী বিধির জোরে তা হবে সেই অংশ যা আরোন ও তার সন্তানেরা ইস্রায়েল সন্তানদের কাছ থেকে পাবে, কেননা তা বাঁচিয়ে রাখা অংশ, অর্থাৎ সেই অংশ যা ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের মিলন-যজ্ঞ থেকে প্রভুর জন্য বাঁচিয়ে রাখল; তা-ই প্রভুর জন্য বাঁচিয়ে রাখা অংশ।

[২৯] আরোনের পরে তার পবিত্র পোশাকগুলো তার সন্তানদের হবে; অভিষেক ও নিয়োগ-রীতির সময়ে তারা তা পরিধান করবে। [৩০] তার সন্তানদের মধ্যে যে তার পদে যাজক হয়ে পবিত্রস্থানে উপাসনা করতে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করবে, সে সেই পোশাক সাত দিন পরবে।

[৩১] তুমি সেই নিয়োগ-রীতির ভেড়ার মাংস নিয়ে কোন এক পবিত্র স্থানে রান্না করবে, [৩২] এবং আরোন ও তার সন্তানেরা সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে সেই ভেড়ার মাংস ও ডালার সেই রুটি খাবে। [৩৩] তাদের নিয়োগ-রীতি ও পবিত্রীকরণের সময়ে যা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করা হল, তা তারা খাবে; কিন্তু অপর কোন লোক তা খাবে না, কারণ সেই সবকিছু পবিত্র। [৩৪] নিয়োগ-রীতির ওই ভেড়ার মাংস ও রুটি থেকে যদি সকাল পর্যন্ত কিছু বাকি থাকে, তবে সেই বাকি অংশটা তুমি আগুনে পুড়িয়ে দেবে; কেউই তা খাবে না, কারণ তা পবিত্র। [৩৫] আমি তোমাকে এই যে সকল আজ্ঞা দিয়েছি, সেইমত আরোনের প্রতি ও তার সন্তানদের প্রতি করবে; সাত দিন ধরে এই নিয়োগ-রীতি করে যাবে। [৩৬] তুমি প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রতিদিন পাপার্থে বলিরূপে একটা করে বাছুর উৎসর্গ করবে, এবং প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করে বেদিকে পাপমুক্ত করবে, আর তা পবিত্রীকৃত করার জন্য তেল দিয়ে অভিষিক্ত করবে। [৩৭] তুমি বেদির জন্য সাত দিন প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করে তা পবিত্রীকৃত করবে; এভাবে বেদি পরমপবিত্র হবে, আর যা কিছু বেদির স্পর্শে আসবে, তা পবিত্র হয়ে উঠবে।’

দৈহিক বলিদান দু'টো

[৩৮] 'সেই বেদির উপরে তুমি যা বলিরূপে উৎসর্গ করবে, তা এই: [৩৯] প্রতিদিন এক বছরের দু'টো মেষশাবক—চিরকাল ধরে। একটা মেষশাবক সকালে, ও অন্যটা সন্ধ্যায় উৎসর্গ করবে। [৪০] প্রথম মেষশাবকের সঙ্গে হামানে প্রস্তুত করা চার ভাগের এক ভাগ হিন পরিমাণ জলপাই-তেলে মেশানো দশ ভাগের এক ভাগ এফা পরিমাণ ময়দা, এবং পানীয় নৈবেদ্যরূপে চার ভাগের এক ভাগ হিন পরিমাণ আঙুররস নিবেদন করবে। [৪১] দ্বিতীয় মেষশাবকটা সন্ধ্যায় উৎসর্গ করবে, এবং সকালের রীতি অনুসারে খাদ্য ও পানীয় নৈবেদ্যের সঙ্গে তাও উৎসর্গ করবে: তা গ্রহণীয় সৌরভ, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য। [৪২] এ হল তোমাদের পুরুষানুক্রমে চিরপালনীয় আহুতি: সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর সামনে, যে স্থানে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, সেইখানে তা করণীয়। [৪৩] সেখানে, আমার গৌরব দ্বারা পবিত্রীকৃত সেই স্থানেই, আমি ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। [৪৪] আমি সাক্ষাৎ-তাঁবু ও বেদি পবিত্রীকৃত করব, এবং আমার উদ্দেশে যাজকত্ব অনুশীলন করার জন্য আরোনকে ও তার সন্তানদের পবিত্রীকৃত করব। [৪৫] আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মাঝে বসবাস করব, আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। [৪৬] আর তারা জানবে যে, আমিই প্রভু, তাদের আপন পরমেশ্বর, যিনি তাদের মাঝে বসবাস করার জন্য মিশর দেশ থেকে তাদের বের করে এনেছেন। আমিই প্রভু, তাদের আপন পরমেশ্বর!'

ধূপবেদি

৩০ [১] 'তুমি ধূপ জ্বালাবার জন্য একটি বেদি তৈরি করবে; বাবলা কাঠ দিয়েই তা তৈরি করবে। [২] তা এক হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া হবে, অর্থাৎ চতুষ্কোণ হবে; আরও, তা দুই হাত উঁচু হবে, ও তার শিংগুলো তার সঙ্গে অখণ্ড হবে। [৩] তুমি সেই বেদির পাট, তার চারটে পাশ ও শিং খাঁটি সোনায় মুড়ে দেবে, এবং তার চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে দেবে। [৪] তার নিকালের নিচে দুই কোণের কাছে সোনার দুই দুই কড়া গড়ে দেবে, দুই পাশে গড়ে দেবে; তা বেদি বইবার জন্য বহনদণ্ডের ঘর হবে।

[৫] ওই বহনদণ্ডগুলো বাবলা কাঠ দিয়ে প্রস্তুত করে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে।
[৬] সাক্ষ্য-মঞ্জুষার কাছে যে পরদা, তার অগ্রদিকে, সাক্ষ্য-মঞ্জুষার উপরে বসানো
প্রায়শ্চিত্তাসনের সামনে তা রাখবে, সেইখানে আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।
[৭] আরোন তার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাবে; প্রতি সকালে প্রদীপ পরিষ্কার করার সময়ে
সে ওই ধূপ জ্বালাবে; [৮] সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালাবার সময়েও আরোন ধূপ জ্বালাবে:
তোমাদের পুরুষানুক্রমে তা হবে প্রভুর সামনে নিয়ত ধূপদাহ। [৯] তোমরা তার উপরে
অনুমোদিত নয় এমন ধূপ বা আহুতি বা শস্য-নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে না; তার উপরে
পানীয়-নৈবেদ্যও ঢেলে দেবে না। [১০] বছরে একবার আরোন তার শিঙের জন্য
প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; তোমাদের পুরুষানুক্রমে বছরে একবার প্রায়শ্চিত্তের জন্য
তোমরা পাপার্থে বলির রক্ত দিয়ে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে। এই বেদি
প্রভুর উদ্দেশে পরমপবিত্র।'

পবিত্রধামের জন্য কর

[১১] প্রভু মোশিকে একথা বললেন: [১২] 'তুমি যখন ইস্রায়েল সন্তানদের
লোকগণনা করার জন্য তাদের গণনা করবে, তখন তারা প্রত্যেকে গণনাকালে নিজ নিজ
প্রাণের মুক্তিমূল্য দেবে, পাছে গণনাকালে তারা কোন আঘাতে আঘাতগ্রস্ত হয়।
[১৩] মুক্তিমূল্য হিসাবে যা দিতে হবে, তা এই: যে কেউ লোকগণনায় অংশ নেবার
যোগ্য, সে পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে আধ শেকেল দেবে; কুড়ি গেরাতে এক
শেকেল হয়; সেই আধ শেকেলই হবে প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্য। [১৪] কুড়ি বছর বা তার
ঊর্ধ্ব বয়সের যে কেউ লোকগণনায় অংশ নেবার যোগ্য, সে প্রভুকে সেই অর্ঘ্য দেবে।
[১৫] তোমাদের প্রাণের মুক্তিমূল্যের জন্য প্রভুকে সেই অর্ঘ্য দেবার সময়ে ধনীরাও আধ
শেকেলের বেশি দেবে না, গরিবেরাও তার কম দেবে না। [১৬] তুমি ইস্রায়েল
সন্তানদের কাছ থেকে সেই মুক্তিমূল্যের টাকা নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাজের জন্য ব্যবহার
করবে; তোমাদের প্রাণের মুক্তিমূল্যের জন্য তা ইস্রায়েল সন্তানদের স্মরণার্থে প্রভুর
সামনে থাকবে।'

ব্রঞ্জের প্রক্ষালনপাত্র

[১৭] প্রভু মোশিকে বললেন, [১৮] 'তুমি প্রক্ষালন কাজের জন্য ব্রঞ্জের একটা প্রক্ষালনপাত্র ও তার ব্রঞ্জের খুরা প্রস্তুত করবে; তা সাক্ষাৎ-তাঁবু ও বেদির মাঝখানে রাখবে ও তার মধ্যে জল দেবে। [১৯] আরোন ও তার সন্তানেরা তার মধ্যে তাদের হাত ও পা ধুয়ে নেবে। [২০] তারা যেন না মরে, এজন্য সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশকালে জলে নিজেদের ধুয়ে নেবে; কিংবা উপাসনা করার জন্য, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য পুড়িয়ে দেবার জন্য বেদির কাছে আসবার সময়ে [২১] হাত ও পা ধুয়ে নেবে, তাহলে মরবে না। এ চিরস্থায়ী বিধি, যা আরোন ও তার বংশের পক্ষে পুরুষানুক্রমে পালনীয়।'

অভিষেকের তেল

[২২] প্রভু মোশিকে বললেন, [২৩] 'উত্তম উত্তম গন্ধদ্রব্য ব্যবস্থা কর: পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে পাঁচশ' শেকেল খাঁটি গন্ধরস, তার অর্ধেক অর্থাৎ আড়াইশ' শেকেল সুগন্ধি দারুচিনি, আড়াইশ' শেকেল সুগন্ধি বচ, [২৪] পাঁচশ' শেকেল সূক্ষ্ম দারুচিনি ও এক হিন জলপাই-তেল। [২৫] এই সবকিছু দিয়ে তুমি পবিত্র অভিষেকের তেল, সুগন্ধি-প্রস্তুতকারকের প্রক্রিয়া অনুসারেই করা তেল, প্রস্তুত করবে; এ হবে পবিত্র অভিষেকের তেল। [২৬] তা দিয়ে তুমি সাক্ষাৎ-তাঁবু, সাক্ষ্য-মঞ্জুষা, [২৭] ভোজনপাট ও তার সকল পাত্র, দীপাধার ও তার সকল পাত্র, ধূপবেদি, [২৮] আহুতি-বেদি ও তার সকল পাত্র, এবং প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা অভিষিক্ত করবে। [২৯] এইসব কিছু পবিত্রীকৃত করবে, আর তা পরমপবিত্র হবে; যা কিছু তার স্পর্শে আসবে, তা পবিত্র হয়ে উঠবে। [৩০] তুমি আরোনকে ও তার সন্তানদেরও আমার উদ্দেশে যাজকত্ব অনুশীলন করার জন্য তৈলাভিষিক্ত করে পবিত্রীকৃত করবে। [৩১] ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি বলবে: তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার জন্য এ হবে পবিত্র অভিষেকের তেল। [৩২] মানুষের গায়ে এ ঢালা যাবে না; এবং এটার মত আর কোন তেল প্রস্তুত করা যাবে না: এ পবিত্র, এবং তোমরা এ পবিত্র বলেই গণ্য করবে। [৩৩] যে কেউ এটার মত তেল প্রস্তুত করবে, ও যে কেউ পরের গায়ে এর খানিকটা দেবে, তাকে তার জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।'

[৩৪] প্রভু মোশিকে বললেন, ‘নানা গন্ধদ্রব্য, গুগ্‌গুলু, নখী ও কুন্দুরু সংগ্রহ কর। এই সকল গন্ধদ্রব্যের ও খাঁটি ধূপধুনোর প্রত্যেকটা সমান সমান ভাগ করে নেবে। [৩৫] এগুলি দিয়ে সুগন্ধি-প্রস্তুতকারকের প্রক্রিয়া অনুসারেই করা ও লবণ-মেশানো এক খাঁটি পবিত্র সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত করবে। [৩৬] তার খানিকটা গুঁড়ো করে, যে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, তার মধ্যে সাক্ষ্য-মঞ্জুষার সামনে তা রাখবে; তোমাদের কাছে এ পরমপবিত্র বলেই গণ্য করা হবে। [৩৭] তুমি যে সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত করবে, তার প্রক্রিয়া অনুসারে তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য কোন গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করবে না: তোমার কাছে এ প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বলেই গণ্য করা হবে। [৩৮] যে কেউ তার গন্ধ ঘ্রাণ করার জন্য এটার মত ধূপ প্রস্তুত করবে, তাকে তার জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।’

পবিত্রধামের শিল্পীরা

৩১ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] ‘দেখ, আমি যুদা-গোষ্ঠীর হুরের পৌত্র উরির সন্তান বেজালেলকে বিশেষভাবেই বেছে নিলাম; [৩] তাকে পরমেশ্বরের আত্মায় পরিপূর্ণ করলাম, যেন সবরকম শিল্পকর্মে তার প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বিদ্যা থাকে, [৪] যেন সে কারুকার্য কল্পনা করতে, সোনা, রুপো ও ব্রঞ্জের কারুকার্য করতে, [৫] খচিত হবার মণিমুক্তা কাটতে, কাঠ খোদাই করতে ও সবরকম নিপুণ শিল্পকর্ম করতে পারে। [৬] দেখ, আমি দান-গোষ্ঠীর আহিসামাকের সন্তান অহলিয়াবকে তার সহকারী করে দিলাম, এবং প্রত্যেক শিল্পীর হৃদয়ে প্রজ্ঞা সঞ্চার করলাম, আমি তোমাকে যা যা আজ্ঞা করেছি, তারা যেন তা তৈরি করতে পারে, যথা: [৭] সাক্ষাৎ-তাঁবু, সাক্ষ্য-মঞ্জুষা, তার উপরে বসানো প্রায়শ্চিত্তাসন, তাঁবুর সমস্ত পাত্র, [৮] ভোজনপাট ও তার পাত্রগুলো, খাঁটি দীপাধার ও তার পাত্রগুলো, ধূপবেদি [৯] এবং আহুতি-বেদি ও তার সমস্ত পাত্র, প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা, [১০] উপাসনার জন্য পোশাকগুলো, যাজকত্ব অনুশীলনের জন্য আরোন যাজকের পবিত্র পোশাক ও তার সন্তানদের পোশাক; [১১] অভিষেকের তেল ও পবিত্রস্থানের জন্য সুগন্ধি ধূপ। আমি তোমাকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছি, সেই অনুসারে তারা সমস্তই করবে।’

শাব্বাতীয় বিশ্রাম

[১২] প্রভু মোশিকে বললেন, [১৩] ‘তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের এই কথাও বল: তোমরা উপযুক্ত ভাবেই আমার শাব্বাৎ পালন করবে, কেননা তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার ও তোমাদের মধ্যে শাব্বাৎ একটি চিহ্ন, যেন তোমরা জানতে পার যে, স্বয়ং প্রভু আমিই তোমাদের পবিত্র করি। [১৪] তাই তোমরা শাব্বাৎ পালন করবে; কেননা তোমাদের জন্য সেই দিনটি পবিত্র; যে কেউ তেমন দিন অপবিত্র করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে; হ্যাঁ, যে কেউ সেই দিনে কাজ করবে, তাকে তার জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। [১৫] ছ' দিন ধরে কাজ করা হোক, কিন্তু সপ্তম দিনে এমন পুরো বিশ্রাম উদ্‌যাপিত হবে, যে বিশ্রাম প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র। যে কেউ শাব্বাৎ দিনে কাজ করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। [১৬] ইস্রায়েল সন্তানেরা চিরস্থায়ী সন্ধিরূপেই পুরুষানুক্রমে শাব্বাৎ মান্য করার জন্য শাব্বাৎ দিন পালন করবে। [১৭] আমার ও ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে এ চিরস্থায়ী চিহ্ন, কেননা প্রভু ছ'দিনেই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়ে প্রাণ জুড়িয়েছিলেন।'

[১৮] যখন প্রভু সিনাই পর্বতে মোশির সঙ্গে কথা বলা শেষ করলেন, তখন সাক্ষ্যের সেই দুই ফলক, পরমেশ্বরের আপন আঙুল দিয়ে লেখা সেই দুই পাথরফলক, তাঁকে দিলেন।

সন্ধি-ভঙ্গন ও নবায়ন

সেই সোনার বাছুর

৩২ [১] পর্বত থেকে নেমে আসতে মোশির দেরি হচ্ছে দেখে লোকেরা আরোনের কাছে একত্রে সমবেত হয়ে তাঁকে বলল, 'ওঠ, আমাদের পুরোভাগে চলবেন এমন দেবতাকে আমাদের জন্য তৈরি কর, কেননা ওই যে মোশি মিশর দেশ থেকে আমাদের এখানে এনেছে, তার যে কী হল, তা আমরা জানি না।' [২] আরোন তাদের বললেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কানের সোনার দুল খুলে আমার কাছে নিয়ে এসো।' [৩] তাই সমস্ত লোক কান থেকে সোনার দুল খুলে আরোনের কাছে নিয়ে গেল। [৪] তাদের হাত থেকে সেইসব নিয়ে তিনি খোদকারের একটা যন্ত্র দিয়ে নকশা গঠন করে ঢালাই করা একটা বাছুর তৈরি করলেন; তখন লোকেরা বলে উঠল, 'ইস্রায়েল, এ-ই তোমার পরমেশ্বর, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাকে এখানে এনেছেন!' [৫] তা দেখে আরোন তার সামনে একটি বেদি তৈরি করে ঘোষণা করলেন, 'আগামীকাল প্রভুর উদ্দেশে উৎসব হবে।' [৬] পরদিন খুব সকালে উঠে জনগণ আহুতি দিল ও মিলন-যজ্ঞবলি নিয়ে এল। জনগণ খাওয়া-দাওয়া করতে বসল, তারপর উঠে ফুর্তি করতে লাগল।

[৭] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'এখনই নেমে যাও, কারণ তোমার সেই জনগণ, যাদের তুমি মিশর দেশ থেকে এখানে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে। [৮] আমি তাদের যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছি, সেই পথ ত্যাগ করতে তাদের তত দেরি হয়নি! তারা নিজেদের জন্য একটা ছাঁচে ঢালাই করা বাছুর তৈরি করে তার সামনে প্রণিপাত করেছে, তার উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করেছে, এবং বলেছে, ইস্রায়েল, এ-ই তোমার পরমেশ্বর, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাকে এখানে এনেছেন।' [৯] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, 'আমি এই জাতিকে লক্ষ করলাম; তারা সত্যি কঠিনমনা এক জাতি! [১০] এখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, যেন আমার ক্রোধ তাদের উপরে জ্বলে ওঠে ও আমি তাদের সংহার করি! আমি তোমাকেই এক মহান জাতি করব।'

[১১] মোশি তাঁর পরমেশ্বর প্রভুকে এই বলে প্রশমিত করতে চেষ্টা করলেন, 'প্রভু, তোমার যে জনগণকে তুমি মহাপরাক্রম ও শক্তিশালী হাত দ্বারা মিশর দেশ থেকে বের করেছ, তাদের উপরে তোমার ক্রোধ কেন জ্বলে উঠবে? [১২] মিশরীয়েরা কেন বলবে: পার্বত্য অঞ্চলে তাদের বিনাশ করার জন্য ও পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত করার জন্যই তিনি অমঙ্গলকর অভিপ্রায়ে তাদের বের করে এনেছেন! তুমি তোমার প্রচণ্ড ক্রোধ সংবরণ কর; তুমি যে তোমার আপন জনগণের অমঙ্গল ঘটাতে চাও, তেমন সঙ্কল্প ছেড়ে দাও। [১৩] তোমার আপন দাস আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের কথা স্মরণ কর, যাঁদের কাছে নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করে বলেছিলে, আমি আকাশের তারানক্ষত্রের মত তোমাদের বংশবৃদ্ধি করব, এবং এই যে সমস্ত দেশের কথা বলেছি, তা তোমাদের বংশধরদের দেব; আর তারা চিরকালের মতই তা অধিকার করবে।' [১৪] তাই প্রভু তাঁর আপন জনগণের অমঙ্গল ঘটাবার সঙ্কল্প ছেড়ে দিলেন।

[১৫] তখন মোশি ফিরে পর্বত থেকে নেমে গেলেন, তাঁর হাতে ছিল সাক্ষ্যের সেই দুই পাথরফলক; সেই ফলকের এপিঠে ওপিঠে, দু'পিঠেই লেখা ছিল। [১৬] পাথরফলক দু'টো পরমেশ্বরেরই নির্মাণকাজ, সেই লেখাও পরমেশ্বরেরই আপন লেখা—ফলকে খোদাই করে লেখা। [১৭] যোশুয়া লোকদের হইচই শুনে মোশিকে বললেন, 'শিবিরে কেমন যেন যুদ্ধের আওয়াজ হচ্ছে।' [১৮] কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন,

'এ তো জয়ধ্বনির সুর নয়,
এ তো পরাজয়ধ্বনিরও সুর নয়;
পালাগানেরই সুর আমি শুনতে পাচ্ছি!'

[১৯] শিবিরের কাছাকাছি হয়ে যেই দেখলেন সেই বাছুর ও সেই নাচ, ক্রোধে জ্বলে উঠে মোশি নিজের হাত থেকে সেই পাথরফলক দু'টোকে নিক্ষেপ করে পর্বতের পাদতলে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললেন। [২০] তারপর তাদের তৈরি করা সেই বাছুর নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন, তা টুকরো টুকরো করে গুঁড়ো করলেন, এবং তার গুঁড়ো জলের উপরে ছড়িয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের সেই জল জোর করে খাওয়ালেন।

[২১] পরে মোশি আরোনকে বললেন, 'এই লোকেরা তোমার কী করল যে, তুমি এদের উপরে এমন মহাপাপ ডেকে আনলে?' [২২] আরোন উত্তরে বললেন, 'আমার

প্রভুর ক্রোধ জ্বলে না উঠুক! আপনি তো জানেন যে, এই জনগণ অমঙ্গলের প্রতি প্রবণ। [২৩] তারা আমাকে বলল, আমাদের পুরোভাগে চলবেন এমন দেবতাকে আমাদের জন্য তৈরি কর, কেননা ওই যে মোশি মিশর দেশ থেকে আমাদের এখানে এনেছে, তার যে কী হল, তা আমরা জানি না।' [২৪] আর আমি তাদের বললাম, 'তোমাদের মধ্যে যার যে সোনা আছে, সে তা খুলে দিক। আর তারা তা আমাকে দিলে আমি তা আগুনে ফেললাম আর এই বাছুরটা বেরিয়ে এল।'

[২৫] যখন মোশি দেখলেন, জনগণ আর কোন বাধা মানছে না, যেহেতু আরোন তাদের যে কোন বাধা সরিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে তারা তাদের শত্রুদের বিদ্রূপের বস্তু হয়েছিল, [২৬] তখন মোশি শিবিরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, 'প্রভুর পক্ষে কে? সে আমার দিকে এগিয়ে আসুক।' আর লেবি-সন্তানেরা সকলে তাঁর দিকে একত্রে ছুটে এল। [২৭] তিনি চিৎকার করে তাদের বললেন, 'প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমরা প্রত্যেকজন নিজ নিজ উরুতে খড়্গ বাঁধ, ও শিবিরের মধ্য দিয়ে এক দরজা থেকে অন্য দরজা পর্যন্ত যাতায়াত কর; প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাই, বন্ধু ও প্রতিবেশীকে বধ কর।' [২৮] মোশির কথামত লেবি-সন্তানেরা তেমনি করল, আর সেদিন জনগণের মধ্যে কমপক্ষে তিন হাজার লোক মারা পড়ল। [২৯] তখন মোশি বললেন, 'আজ তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সন্তান বা ভাইয়ের মূল্যে প্রভুর উদ্দেশে নিজেদের নিযুক্ত করেছ; এজন্য তিনি এদিনে তোমাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করছেন।'

[৩০] পরদিন মোশি জনগণকে বললেন, 'তোমরা মহাপাপ করেছ; এখন আমি প্রভুর কাছে উঠে যাচ্ছি। কি জানি, হয় তো তোমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব।' [৩১] তাই মোশি প্রভুর কাছে ফিরে গেলেন; বললেন, 'হায় হায়! এই জনগণ মহাপাপ করেছে; নিজেদের জন্য সোনার একটা দেবতা তৈরি করেছে। [৩২] আহা! এখন যদি এদের পাপ ক্ষমা কর ··· ! না করলে, তবে, দোহাই তোমার, তোমার লেখা পুস্তক থেকে আমার নাম মুছে দাও।' [৩৩] কিন্তু প্রভু মোশিকে বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে যে পাপ করেছে, তারই নাম আমি আমার পুস্তক থেকে মুছে দেব। [৩৪] তুমি এবার যাও, আমি যে দেশের কথা তোমাকে বলেছি, সেই দেশে এই জনগণকে চালনা কর। দেখ, আমার দূত তোমার আগে আগে চলবে, কিন্তু আমার আগমনের দিনে আমি

তাদের পাপের শাস্তি দেবই।’ [৩৫] প্রভু জনগণকে আঘাত করলেন, কেননা সেই লোকেরা আরোনের তৈরী সেই বাছুর গড়েছিল।

সন্ধি নবায়ন

৩৩ [১] আর প্রভু মোশিকে বললেন, ‘ওঠ, তুমি মিশর দেশ থেকে যে জনগণকে এখানে এনেছিলে, তাদের নিয়ে এই জায়গা ছেড়ে চলে যাও, এবং আমি আব্রাহামের, ইসহাকের ও যাকোবের কাছে শপথ করে যে দেশ তাদের বংশধরদের দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই দেশে চল। [২] আমি তোমার আগে আগে এক দূত প্রেরণ করব, এবং কানানীয়, আমোরীয়, হিত্তীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়দের তাড়িয়ে দেব। [৩] দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশের দিকে তুমি এগিয়ে চল। কিন্তু আমি তোমাদের মাঝে আসব না, পাছে পথিমধ্যে তোমাদের সংহার করি, কেননা তোমরা কঠিনমনা এক জাতি!’

[৪] তেমন কড়া কথা শুনে লোকেরা দুঃখ করল, কেউই গায়ে আর অলঙ্কার দিল না। [৫] প্রভু মোশিকে বললেন, ‘ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বল, তোমরা কঠিনমনা জাতি; এক নিমেষের জন্যও যদি তোমাদের মধ্যে যেতাম, আমি তোমাদের একেবারে সংহার করতাম। তোমরা এখন তোমাদের গা থেকে যত অলঙ্কার খোল, তবেই জানতে পারব, তোমাদের নিয়ে আমার কী করা উচিত।’ [৬] এজন্য ইস্রায়েল সন্তানেরা হোরেব পর্বতের সময় থেকে শুরু করে সবসময়ের মত তাদের যত অলঙ্কার খুলে রাখল।

[৭] মোশি সাধারণত তাঁবুটি তুলে নিয়ে শিবিরের বাইরে—শিবির থেকে বেশ কিছু দূরেই, তা বসাতেন; সেই তাঁবুর নাম সাক্ষাৎ-তাঁবু রেখেছিলেন; আর যারা কোন ব্যাপারে প্রভুর অভিমত যাচনা করতে চাইত, তারা প্রত্যেকে শিবিরের বাইরে বসানো সেই সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাছে যেত। [৮] আর যখন মোশি বেরিয়ে তাঁবুটির দিকে যেতেন, তখন সমস্ত লোক উঠে প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়াত, এবং যতক্ষণ মোশি ওই তাঁবুতে প্রবেশ না করতেন, ততক্ষণ তারা তাঁর দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে তাঁকে যেতে দেখত। [৯] যখন মোশি তাঁবুতে প্রবেশ করতেন, তখন মেঘস্তম্ভ নেমে এসে তাঁবুর প্রবেশদ্বারে অবস্থান করত: সেসময় প্রভু মোশির সঙ্গে কথা বলতেন।

[১০] সমস্ত লোক যখন তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়ানো মেঘস্তম্ভটি দেখত, তখন তারা উঠে প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুর প্রবেশদ্বারে থেকে প্রণিপাত করত। [১১] মোশির সঙ্গে প্রভু মুখোমুখি কথা বলতেন—একজন লোক বন্ধুর সঙ্গে যেভাবে কথা বলে, ঠিক সেইভাবে। তারপর তিনি শিবিরে ফিরে আসতেন, কিন্তু তাঁর তরুণ সহকর্মী নূনের সন্তান সেই যোশুয়া তাঁবুর ভিতর থেকে কখনও বাইরে যেতেন না।

[১২] মোশি প্রভুকে বললেন, 'দেখ, তুমি নিজে আমাকে বলছ, এই লোকদের এগিয়ে নিয়ে যাও, কিন্তু আমার সঙ্গী করে কাকে প্রেরণ করবে, তা আমাকে জানাওনি; তাছাড়া তুমি বলছ, আমি তোমাকে নাম দ্বারা জানি, এমনকি তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়েছ। [১৩] আচ্ছা, আমি যদি সত্যিই তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, তবে দোহাই তোমার, আমাকে পথ দেখাও, যেন তোমাকে জানতে পারি ও তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হতে পারি; একথাও বিবেচনা কর যে, এই জনগণ তোমারই লোক!' [১৪] তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার শ্রীমুখ কি তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলবে? আমি নিজেই কি তোমাকে বিশ্রাম দেব?' [১৫] মোশি বলে চললেন, 'তোমার শ্রীমুখ নিজেই যদি সঙ্গে না যায়, তবে এখান থেকে আমাদের কোথাও নিয়ে যেয়ো না; [১৬] কারণ আমি ও তোমার এই জনগণ যে তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়েছি, তা কিসেতে জানা যাবে? আমাদের সঙ্গে তোমার চলা দ্বারা কি নয়? এতেই আমি ও তোমার জনগণ পৃথিবীর বুকের সকল জাতি থেকে আলাদা হব।' [১৭] প্রভু মোশিকে বললেন, 'এই যে কথা তুমি বলেছ, আমি তাও সিদ্ধ করব, কারণ তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়েছ, এবং আমি তোমাকে নাম দ্বারাই জানি।'

[১৮] তিনি তাঁকে বললেন, 'দোহাই তোমার, আমাকে তোমার গৌরব দেখাও!' [১৯] তিনি বললেন, 'আমি এমনটি করব, যেন আমার সমস্ত মঙ্গলময়তা তোমার সামনে দিয়ে যায়, এবং তোমার সামনে আমার আপন নাম ঘোষণা করব: প্রভু! আমি যাকে দয়া করতে চাই, তাকে দয়া করব; আর যার প্রতি করুণা দেখাতে চাই, তার প্রতি করুণা দেখাব।' [২০] তিনি আরও বললেন, 'তুমি কিন্তু আমার মুখমণ্ডল দেখতে পাবে না, কারণ কোন মানুষ আমাকে দেখলে জীবিত থাকতে পারে না।' [২১] প্রভু বলে চললেন, 'দেখ, আমার কাছাকাছি এই এক জায়গা আছে; তুমি ওই

শৈলের উপরে দাঁড়াও; [২২] আর আমার গৌরব যখন তোমার সামনে দিয়ে যাবে, আমি তোমাকে শৈলের এক ফাটলে রাখব ও আমার যাওয়াটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার হাত দিয়ে তোমাকে ঢেকে রাখব। [২৩] পরে আমি হাত উঠিয়ে নেব, আর তুমি আমার পিঠ দেখতে পাবে। কিন্তু আমার মুখমণ্ডল, না, তা দেখা যাবে না।'

৩৪ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, 'আগেকার মত দু'টো পাথরফলক কেটে নাও; প্রথম যে ফলক দু'টো তুমি ভেঙে ফেলেছ, সেগুলোতে যা কিছু লেখা ছিল, সেই সকল কথা আমি এই দু'টো ফলকে লিখব। [২] তুমি কাল সকালে প্রস্তুত হও: কাল সকালে সিনাই পর্বতে উঠে এসো, এবং সেখানে, পর্বতচূড়ায়, আমার জন্য অপেক্ষা করে থাক। [৩] কিন্তু তোমার সঙ্গে কেউই যেন উপরে না আসে, এই পর্বতের কোন জায়গায়ও কেউই যেন না থাকে, কোন গবাদি পশু বা মেষের পালও যেন এই পর্বতের সামনে না চরে।'

[৪] তাই মোশি দু'টো পাথরফলক কেটে নিলেন যা প্রথম পাথরগুলোর মত, এবং প্রভুর আজ্ঞামত সকালে উঠে সিনাই পর্বতের উপরে গেলেন, তাঁর হাতে ছিল সেই পাথরফলক দু'টো। [৫] তখন প্রভু মেঘে নেমে এসে সেইখানে তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে 'প্রভু' নাম ঘোষণা করলেন। [৬] প্রভু তাঁর সামনে দিয়ে যেতে যেতে ঘোষণা করলেন: 'প্রভু, প্রভু, স্নেহশীল, দয়াবান ঈশ্বর; ক্রোধে ধীর, কৃপা ও বিশ্বস্ততায় ধনবান। [৭] তিনি সহস্র সহস্র পুরুষ ধরে কৃপা রক্ষা করেন; অপরাধ, অন্যায় ও পাপ ক্ষমা করেন; কিন্তু শাস্তি থেকে আদৌ রেহাই দেন না; পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের ও সন্তানদের সন্তানসন্ততিদের উপরে ডেকে আনেন তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত।' [৮] মোশি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মাথা নত করে প্রণিপাত করলেন; [৯] বললেন, 'প্রভু, আমি যদি সত্যিই তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, দোহাই তোমার, প্রভু, আমাদের মাঝখানে থেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল। হ্যাঁ, এরা তো কঠিনমনা এক জাতি; কিন্তু তুমি আমাদের শঠতা ও পাপ ক্ষমা কর: আমাদের তোমার আপন উত্তরাধিকার-রূপে গ্রহণ কর।'

[১০] প্রভু বললেন, 'দেখ, আমি এক সন্ধি স্থাপন করি: তোমার গোটা জনগণের সামনে আমি এমন কতগুলো আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করব, যার মত কোন দেশ বা

কোন জাতির মধ্যে কখনও সাধন করা হয়নি; যে সমস্ত লোকের মাঝে তুমি বসবাস করছ, তারা দেখবে প্রভু কিনা সাধন করতে পারেন, কেননা তোমার সঙ্গে আমি যা করতে যাচ্ছি, তা ভয়ঙ্কর! [১১] আমি আজ তোমাকে যা আজ্ঞা করি, তাতে বাধ্য হও। দেখ, আমি আমোরীয়, কানানীয়, হিত্তীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়কে তোমার সামনে থেকে তাড়িয়ে দেব। [১২] সাবধান, যে দেশে তুমি প্রবেশ করতে যাচ্ছ, তার অধিবাসীদের সঙ্গে কোন সন্ধি স্থাপন করো না, পাছে সেই লোকেরা তোমার মধ্যে ফাঁদস্বরূপ হয়। [১৩] তোমরা বরং তাদের বেদিগুলো ভেঙে ফেলবে, তাদের স্মৃতিস্তম্ভগুলো টুকরো টুকরো করবে, ও সেখানকার যত পবিত্র দণ্ড কেটে ফেলবে। [১৪] তুমি অন্য দেবতার উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, কারণ প্রভুর নাম ঈর্ষাভিমানী: তিনি এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষ সহ্য করেন না। [১৫] সেই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করবে না, নইলে তারা যখন তাদের দেবতাদের অনুগমনে ব্যভিচার করবে ও তাদের দেবতাদের কাছে বলি দেবে, তখন তোমাকে ডাকবে আর তুমি তাদের প্রসাদ খাবে; [১৬] আর তুমি যদি তোমার ছেলেদের জন্য তাদের মেয়েদের বধূরূপে নাও, তাহলে তারা যখন তাদের দেবতাদের অনুগমনে ব্যভিচার করবে, তখন তোমার ছেলেদেরও তাদের দেবতাদের অনুগামী করে ব্যভিচার করাবে। [১৭] তুমি নিজের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা কোন দেবতা তৈরি করবে না।

[১৮] তুমি খামিরবিহীন রুটি উৎসব পালন করবে। আবিব মাসের নির্ধারিত সময়ে তুমি সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি খাবে, যেমনটি তোমাকে আজ্ঞা করেছি; কেননা সেই আবিব মাসেই তুমি মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিলে। [১৯] মাতৃগর্ভের যত প্রথমফল আমারই: তাই সেই প্রথমজাত পুংশাবক গবাদি পশুরই হোক বা মেষেরই হোক, প্রতিটি পালের মধ্যে তোমার পক্ষে একটা স্মরণ-চিহ্ন থাকবেই। [২০] কিন্তু গাধার প্রথমফলের মুক্তির জন্য তার বিনিময়ে মেষ বা ছাগের একটা শাবক দেবে; যদি বিনিময় দ্বারা মুক্ত না কর, তবে তার গলা ভাঙবে। তোমার প্রথমজাত সন্তানদের তুমি মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্ত করবে; কেউই যেন খালি হাতে আমার সম্মুখে হাজির না হয়।

[২১] তুমি ছ' দিন পরিশ্রম করবে, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করবে; চাষ ও ফসল কাটার সময়েও বিশ্রাম করবে।

[২২] তুমি সপ্ত সপ্তাহ উৎসব, অর্থাৎ গমের প্রথমফসল-কাটা উৎসব ও বছর শেষে ফসল কাটা উৎসব পালন করবে।

[২৩] বছরে তিনবার তোমাদের সমস্ত পুরুষলোক ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু পরমেশ্বরের শ্রীমুখদর্শন করতে হাজির হবে; [২৪] কারণ আমি তোমার সামনে থেকে জাতিগুলিকে তাড়িয়ে দেব, ও তোমার চতুঃসীমানা বিস্তার করব; তাই যখন তুমি বছরে তিনবার তোমার পরমেশ্বর প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে যাত্রা করবে, তখন কেউই তোমার দেশ দখল করার ইচ্ছা পোষণ করবে না।

[২৫] তুমি আমার বলির রক্ত খামিরযুক্ত কোন কিছুর সঙ্গে উৎসর্গ করবে না; পাস্কা উৎসবের বলি সকাল পর্যন্ত রাখা হবে না। [২৬] তুমি তোমার ভূমির সেরা ফলের প্রথমাংশ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর গৃহে আনবে।

তুমি ছাগের শাবককে তার মায়ের দুধে সিদ্ধ করবে না।'

[২৭] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, 'তুমি এই সকল বাণী লিখে রাখ, কারণ আমি এই সকল বাণী অনুসারে তোমার ও ইস্রায়েলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছি।' [২৮] সেসময়ে মোশি চল্লিশদিন চল্লিশরাত সেখানে প্রভুর সঙ্গে থাকলেন—রুটি খেলেন না, জল পান করলেন না। তিনি সেই দু'টো পাথরে সন্ধির বাণীগুলো অর্থাৎ দশ বাণী লিখে রাখলেন।

[২৯] যখন মোশি পর্বত থেকে নেমে এলেন—তিনি পর্বত থেকে নেমে আসার সময়ে তাঁর হাতে সেই দু'টো সাক্ষ্যপ্রস্তর ছিল—তখন প্রভুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন বিধায় তাঁর মুখের চামড়া যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এবিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। [৩০] কিন্তু আরোন ও সমস্ত ইস্রায়েল সন্তান যখন মোশিকে দেখতে পেলেন, তখন তাঁর মুখের চামড়া উজ্জ্বল দেখে তারা তাঁর কাছে এগিয়ে আসতে ভয় পেল। [৩১] কিন্তু মোশি তাদের ডাকলেন, আর আরোন ও জনমণ্ডলীর প্রধানেরা সকলে মিলে তাঁর কাছে ফিরে এলেন, এবং মোশি তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন। [৩২] তারপর ইস্রায়েল সন্তানেরা সকলেও তাঁর কাছে এগিয়ে এল, এবং সিনাই পর্বতে প্রভু তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করেছিলেন, তা তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন। [৩৩] তাদের সঙ্গে কথা বলা শেষ করার পর মোশি মুখের উপরে একটা কাপড় দিলেন। [৩৪] যখন মোশি প্রভুর সঙ্গে কথা

বলার জন্য ভিতরে তাঁর সামনে যেতেন, তখন বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত সেই কাপড় খুলে রাখতেন; পরে যে সকল আজ্ঞা পেতেন, বেরিয়ে গিয়ে তা ইস্রায়েল সন্তানদের জানাতেন, [৩৫] আর মোশির মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে ইস্রায়েল সন্তানেরা দেখতে পেত তাঁর মুখের চামড়া কেমন উজ্জ্বল; পরে, প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি নিজ মুখের উপরে আবার সেই কাপড় রাখতেন।

শাব্বাতীয় বিশ্রাম

৩৫ [১] মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে আহ্বান করে তাদের বললেন, 'প্রভু তোমাদের যা যা পালন করতে আজ্ঞা করেছেন, তা এই: [২] ছ' দিন কাজ করা যাবে, কিন্তু সপ্তম দিনটি তোমাদের পক্ষে পবিত্র দিন হবে; তা প্রভুর উদ্দেশে পুরো বিশ্রামেরই এক দিন হবে। যে কেউ সেদিনে কাজ করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। [৩] তোমরা শাব্বাৎ দিনে তোমাদের কোন বাসস্থানে আগুন জ্বালাবে না।'

জনগণের দানশীলতা ও শিল্পীদের কার্যক্ষমতা

[৪] মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে বললেন, 'প্রভু এই আজ্ঞা দিয়েছেন: [৫] তোমাদের যা কিছু আছে, তা থেকে প্রভুর জন্য একটা অনুদান আলাদা করে রাখ। যে কেউ হৃদয়ে ইচ্ছুক, সে প্রভুর জন্য স্বেচ্ছাকৃত অনুদানস্বরূপ এই সকল জিনিস আনবে: সোনা, রুপো ও ব্রঞ্জ, [৬] এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো, শুভ্র ক্ষোম-সুতো ও ছাগলোম, [৭] রক্তলাল করা ভেড়ার চামড়া, সিন্ধুঘোটকের চামড়া ও বাবলা কাঠ; [৮] দীপাধারের জন্য তেল, এবং অভিষেকের তেলের ও সুগন্ধি ধূপের জন্য গন্ধদ্রব্য; [৯] এফোদ ও বুকপাটার জন্য বৈদূর্য মণি ইত্যাদি পাথর, যা খচিত হবে। [১০] তোমাদের প্রত্যেক শিল্পী এসে প্রভুর আদিষ্ট সকল বস্তু তৈরি করুক: [১১] আবাস, ও তার তাঁবু, ঘুণ্টি, বাতা, আড়কাট, স্তম্ভ ও চুঙি; [১২] মঞ্জুষা, ও তার বহনদণ্ড, প্রায়শ্চিত্তাসন ও আড়াল-পরদা; [১৩] ভোজনপাট, ও তার বহনদণ্ড, তার সমস্ত পাত্র ও ভোগ-রুটি; [১৪] দীপ্তিদানের জন্য দীপাধার, ও তার পাত্রগুলো, প্রদীপ ও দীপ্তিদানের জন্য তেল; [১৫] ধূপবেদি ও তার বহনদণ্ড, এবং অভিষেকের তেল ও

সুগন্ধি ধূপ, আবাসের প্রবেশদ্বারের পরদা; [১৬] আহুতি-বেদি, ও তার ব্রঞ্জের ঝাঁজরি, বহনদণ্ড ও সমস্ত পাত্র, এবং প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা; [১৭] প্রাঙ্গণের সেই কাপড়গুলো, ও তার স্তম্ভ ও চুঙি এবং প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের পরদা; [১৮] দড়ি সমেত আবাসের গোঁজ ও প্রাঙ্গণের গোঁজ; [১৯] পবিত্রধামে উপাসনা করার জন্য পোশাকগুলো: যাজকত্ব অনুশীলন করার জন্য আরোন যাজকের জন্য পবিত্র পোশাক ও তার সন্তানদের পোশাক।'

[২০] তখন ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী মোশির কাছ থেকে বিদায় নিল। [২১] যাদের অন্তরে প্রেরণা ও হৃদয়ে ইচ্ছার উদয় হল, তারা সকলে সাক্ষাৎ-তাঁবু নির্মাণের জন্য এবং তা সংক্রান্ত সমস্ত কাজের ও পবিত্র পোশাকগুলোর জন্য প্রভুর উদ্দেশে অনুদান আনল। [২২] পুরুষ ও মহিলা যত লোক হৃদয়ে ইচ্ছুক হল, তারা সকলে এসে বলয়, দুল, আঙটি ও হার, সোনার সবধরনের অলঙ্কার আনল। যে কেউ প্রভুর উদ্দেশে সোনার উপহার আনতে চাইল, সে আনল। [২৩] আর যাদের কাছে নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও শুভ্র ক্ষোম-সুতো, ছাগলোম, রক্তলাল করা ভেড়ার চামড়া ও সিন্ধুঘোটকের চামড়া ছিল, তারা প্রত্যেকে তা এনে দিল। [২৪] রুপো ও ব্রঞ্জের উপহার দেওয়ার মত যার সামর্থ্য ছিল, সে প্রভুর উদ্দেশে সেই উপহার এনে দিল; এবং যার কাছে নির্মাণকাজে প্রয়োগের জন্য বাবলা কাঠ ছিল, সে তা এনে দিল। [২৫] নিপুণ স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ হাতে সুতো কেটে, তাদের কাটা নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও শুভ্র ক্ষোম-সুতো এনে দিল। [২৬] আর যে সকল স্ত্রীলোকের হৃদয় দানশীলতার প্রেরণায় চালিত ছিল, তারা ছাগলোমের সুতো কাটল। [২৭] জননেতারা এফোদ ও বুকপাটার জন্য বৈদূর্য মণি ইত্যাদি পাথর আনলেন যা খচিত হওয়ার কথা, [২৮] এবং প্রদীপের, অভিষেকের তেলের ও সুগন্ধি ধূপের জন্য গন্ধদ্রব্য ও তেল আনলেন। [২৯] ইস্রায়েল সন্তানেরা স্বেচ্ছাকৃত ভাবে প্রভুর উদ্দেশে উপহার আনল, প্রভু মোশির মধ্য দিয়ে যা যা করতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তার কোন প্রকার কাজ করার জন্য যে পুরুষ ও মহিলাদের হৃদয়ে ইচ্ছার উদয় হল, তারা প্রত্যেকে উপহার এনে দিল।

[৩০] মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের বললেন, 'দেখ, প্রভু যুদা-গোষ্ঠীর হুরের পৌত্র উরির সন্তান বেজালেলকে বিশেষভাবে বেছে নিলেন; [৩১] তাঁকে পরমেশ্বরের আত্মায় পরিপূর্ণ করলেন, যেন সবরকম শিল্পকর্মে তাঁর প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বিদ্যা থাকে, [৩২] যেন তিনি কারুকাজ কল্পনা করতে, সোনা, রুপো ও ব্রঞ্জের কারুকার্য করতে, [৩৩] খচিত হবার মণিমুক্তা কাটতে, কাঠ খোদাই করতে ও সবরকম নিপুণ শিল্পকর্ম করতে পারেন। [৩৪] তিনি তাঁর হৃদয়ে শিক্ষা দিতে প্রেরণা দিলেন, দান-গোষ্ঠীর আহিসামাকের সন্তান অহলিয়াবের হৃদয়েও একই প্রেরণা দিলেন। [৩৫] তিনি খোদাই করতে ও শিল্পকর্ম করতে এবং নীল, বেগুনি, সিঁদুরে-লাল সুতোতে ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোতে সূচিকর্ম করতে ও তাঁতকর্ম করতে, এককথায় সবরকম শিল্পকর্ম ও চিত্রকর্ম করতে তাঁদের হৃদয় প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ করলেন।

৩৬ [১] তাই পবিত্রধাম-নির্মাণ সংক্রান্ত কাজগুলো কীরূপে করতে হবে, তা জানতে প্রভু যাঁদের প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন, বেজালেল ও অহলিয়াবের সঙ্গে সেই সকল প্রজ্ঞাবান শিল্পী প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সেইসব কাজ করবেন।'

[২] পরে মোশি সেই বেজালেল ও অহলিয়াবকে এবং প্রভু যাঁদের হৃদয়ে প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই অন্য সকল শিল্পীদের ডাকলেন, অর্থাৎ সেই কাজ করার জন্য এগিয়ে আসতে যাঁদের মনে প্রেরণার উদয় হয়েছিল, তাঁদের ডাকলেন। [৩] তাই ইস্রায়েল সন্তানেরা পবিত্রধাম-নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে সমস্ত অনুদান এনেছিল, তাঁরা মোশির হাত থেকে তা গ্রহণ করলেন। এমনকি, লোকেরা তখনও প্রতি সকালে স্বেচ্ছাকৃত আরও উপহার আনছিল। [৪] তখন পবিত্রধাম-নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্ত কাজে নিযুক্ত শিল্পীরা নিজ নিজ কাজ ছেড়ে [৫] মোশির কাছে এসে বললেন, 'প্রভু যা যা রচনা করতে আজ্ঞা দিয়েছেন, লোকেরা তার জন্য অতিরিক্ত বেশি জিনিস আনছে।' [৬] তাই মোশি আজ্ঞা দিয়ে শিবিরের সর্বত্র একথা ঘোষণা করে দিলেন যে, পুরুষ বা মহিলা যেন পবিত্রধামের জন্য আর কোন উপহার না আনে। এইভাবে অন্য উপহার আনতে লোকদের বাধা দেওয়া হল, [৭] কেননা লোকেরা ইতিমধ্যে যা যা দান করেছিল, সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য তা যথেষ্ট, এমনকি প্রয়োজনের অতিরিক্তই ছিল।

আবাস নির্মাণকাজ

[৮] কাজে নিযুক্ত সকল শিল্পীর মধ্যে সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান যাঁরা, তাঁরা আবাস নির্মাণ করলেন: বেজালেল পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতো, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতোয় কাটা দশটা কাপড় দিয়ে তা করলেন; সেই কাপড়গুলিতে খেরুবদের প্রতিকৃতি আঁকা ছিল—সত্যি শিল্পীরই কারুকাজ! [৯] প্রতিটি কাপড় আটাশ হাত লম্বা ও চার হাত চওড়া—সমস্ত কাপড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একই ছিল। [১০] তিনি তার পাঁচটা কাপড় একসঙ্গে যোগ করলেন, এবং অন্য পাঁচটা কাপড়ও একসঙ্গে যোগ করলেন। [১১] জোড়ের অন্ত-স্থানে প্রথম কাপড়ের মুড়াতে নীল রঙ ঘুণ্টিঘরা করলেন, এবং দ্বিতীয় জোড়ের অন্ত-স্থানে কাপড়ের মুড়াতেও তেমনি করলেন। [১২] প্রথম কাপড়ে পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করলেন, এবং দ্বিতীয় জোড়ের অন্ত-স্থানে কাপড়ের মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করলেন; সেই দুই ঘুণ্টিঘরাশ্রেণি পরস্পরমুখী হল। [১৩] তিনি সোনার পঞ্চাশটা ঘুণ্টি গড়ে সেই ঘুণ্টিতে কাপড়গুলো পরস্পর জোড়া দিলেন; ফলে তা একটামাত্র আবাস হয়ে দাঁড়াল।

[১৪] পরে তিনি আবাসের উপরে তাঁবু দেবার জন্য ছাগলোম-জাতীয় কাপড়গুলো প্রস্তুত করলেন: এগারোটা কাপড় প্রস্তুত করলেন। [১৫] তার প্রতিটি কাপড় ত্রিশ হাত লম্বা ও চার হাত চওড়া: এগারোটা কাপড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একই ছিল। [১৬] তিনি পাঁচটা কাপড় পৃথক করে জোড়া দিলেন, ও আরও ছ'টা কাপড় পৃথক করে জোড়া দিলেন; [১৭] জোড়ের অন্ত-স্থানে প্রথম কাপড়ের মুড়াতে পঞ্চাশটা ঘুণ্টিঘরা করলেন, এবং দ্বিতীয় জোড়ের অন্ত-স্থানে কাপড়ের মুড়াতেও পঞ্চাশটা ঘুণ্টিঘরা করলেন। [১৮] জোড় দিয়ে একটামাত্র তাঁবু করার জন্য ব্রঞ্জের পঞ্চাশটা ঘুণ্টি গড়লেন। [১৯] আচ্ছাদন-বস্ত্রের জন্য রক্তলাল করা ভেড়ার চামড়ার এক চাঁদোয়া, আবার তার উপরে সিন্ধুঘোটকের চামড়ার এক চাঁদোয়া প্রস্তুত করলেন।

[২০] পরে তিনি আবাসের জন্য বাবলা কাঠের দাঁড় করানো বাতাগুলো তৈরি করলেন। [২১] এক একটা বাতা দশ হাত লম্বা ও প্রত্যেকটা বাতা দেড় হাত চওড়া। [২২] প্রতিটি বাতায় পরস্পর সংযুক্ত দুই দুই পায়া ছিল; এইভাবে তিনি আবাসের সকল বাতা প্রস্তুত করলেন। [২৩] তাই তিনি আবাসের জন্য বাতাগুলো প্রস্তুত করলেন:

দক্ষিণদিকে দক্ষিণ পাশের জন্য কুড়িটা বাতা, [২৪] আর সেই কুড়িটা বাতার নিচে রুপোর চল্লিশটা চুঙি গড়লেন, এক বাতার নিচে তার দুই পায়ার জন্য দুই চুঙি, এবং অন্য অন্য বাতার নিচেও তাদের দুই দুই পায়ার জন্য দুই দুই চুঙি গড়লেন। [২৫] আবাসের দ্বিতীয় পাশের জন্য উত্তরদিকে কুড়িটা বাতা; [২৬] আর সেগুলোর জন্য রুপোর চল্লিশটা চুঙি গড়ে দিলেন; এক বাতার নিচেও দুই দুই চুঙি ও বাকি সকল বাতার নিচেও দুই দুই চুঙি হল; [২৭] আর পশ্চিমদিকে আবাসের পশ্চাদ্ভাগের জন্য ছ'খানা বাতা প্রস্তুত করলেন। [২৮] আবাসের সেই পশ্চাদ্ভাগের দুই কোণের জন্য দু'খানা বাতা রাখলেন। [২৯] সেই দুই বাতার নিচে দোহারা ছিল, এবং সেইভাবে মাথাতেও প্রথম কড়ার কাছে অখন্ড ছিল; এইভাবে তিনি দুই কোণের বাতা বেঁধে দিলেন। [৩০] তাতে আটখানা বাতা, ও সেগুলোর রুপোর ষোলটা চুঙি হল; এক এক বাতার নিচে দুই দুই চুঙি হল।

[৩১] পরে তিনি বাবলা কাঠের আড়কাট প্রস্তুত করলেন, আবাসের এক পাশের বাতার জন্য দিলেন পাঁচটা আড়কাট, আবাসের অন্য পাশের বাতার জন্যও পাঁচটা আড়কাট, [৩২] এবং পশ্চিমদিকে আবাসের পশ্চাদ্ভাগের বাতার জন্য পাঁচটা আড়কাট। [৩৩] মধ্যবর্তী আড়কাটকে বাতাগুলির মধ্যস্থান দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার করলেন। [৩৪] তিনি ওই বাতাগুলি সোনায় মুড়ে দিলেন, এবং আড়কাটের ঘর হবার জন্য সোনার কড়া গড়ে আড়কাটটাও সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন।

[৩৫] পরে তিনি নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো এবং পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে একটা পরদা প্রস্তুত করলেন; তাতে খেরুবদের প্রতিকৃতি এঁকে দিলেন—সত্যি শিল্পীরই কারুকাজ! [৩৬] তার জন্য তিনি বাবলা কাঠের চারটে স্তম্ভ তৈরি করে সোনায় মুড়ে দিলেন; এবং সেগুলির আঁকড়াও সোনার করলেন, এবং তার জন্য রুপোর চারটে চুঙি ঢালাই করলেন।

[৩৭] পরে তিনি তাঁবুর দরজার জন্য নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে নকশি দ্বারা পরিশোভিত একটা পরদা প্রস্তুত করলেন। [৩৮] সেই পরদার জন্য পাঁচটা স্তম্ভ ও সেগুলির আঁকড়া করলেন, এবং ওগুলোর মাথলা ও শলাকা সোনায় মুড়ে দিলেন, কিন্তু সেগুলির পাঁচটা চুঙি ব্রঞ্জ দিয়ে গড়লেন।

আবাসের ভিতর—মঞ্জুষা, মেজ, প্রদীপ ও ধূপবেদি

৩৭ [১] বেজালেল মঞ্জুষাটি বাবলা কাঠ দিয়ে তৈরি করলেন: তা আড়াই হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া ও দেড় হাত উঁচু করা হল; [২] ভিতর ও বাইরের দিকটা খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন, এবং তার চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে দিলেন। [৩] তার চার পায়ার জন্য সোনার চারটে কড়া ঢালাই দিলেন; তার এক পাশে দু'টো কড়া ও অন্য পাশে দু'টো কড়া দিলেন। [৪] তিনি বাবলা কাঠের দু'টো বহনদণ্ড করে তা সোনায় মুড়ে দিলেন, [৫] এবং মঞ্জুষা বইবার জন্য ওই বহনদণ্ড মঞ্জুষার দু'পাশের কড়াতে ঢোকালেন।

[৬] তিনি খাঁটি সোনা দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসন প্রস্তুত করলেন: তা আড়াই হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া করা হল। [৭] পিটানো সোনা দিয়ে দু'টো খেরুব তৈরি করে প্রায়শ্চিত্তাসনের দুই মুড়াতে দিলেন। [৮] তার এক মুড়াতে এক খেরুব ও অন্য মুড়াতে অন্য খেরুব, প্রায়শ্চিত্তাসনের দুই মুড়াতে তার সঙ্গে অখণ্ড দুই খেরুব দিলেন। [৯] সেই দুই খেরুব পাখা ঊর্ধ্বে মেলে ওই পাখা দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসন ঢেকে রাখত, এবং তাদের মুখমণ্ডল পরস্পরমুখী রইল; খেরুবদের মুখমণ্ডল প্রায়শ্চিত্তাসনমুখী রইল।

[১০] পরে তিনি বাবলা কাঠের একটা ভোজনপাট তৈরি করলেন; তা দুই হাত লম্বা, এক হাত চওড়া ও দেড় হাত উঁচু করা হল। [১১] তা তিনি খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন, এবং তার চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে দিলেন। [১২] তিনি তার জন্য চারদিকে চার আঙুল চওড়া একটা বেড় দিলেন, এবং বেড়ের চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে দিলেন। [১৩] তার জন্য সোনার চারটে কড়া ঢালাই করে তার চারটে পায়ার চার কোণে রাখলেন। [১৪] ভোজনপাট যেন বহন করা যেতে পারে, সেজন্য বহনদণ্ডের ঘর হবার জন্য ওই কড়া বেড়ের কাছে ছিল। [১৫] তিনি ওই ভোজনপাট বইবার জন্য বাবলা কাঠ দিয়ে দুই বহনদণ্ড তৈরি করে সোনায় মুড়ে দিলেন। [১৬] ভোজনপাটের থালা, বাটি, কলস ও ঢালবার জন্য সেকপাত্র গড়লেন; এই সবকিছু খাঁটি সোনা দিয়ে গড়লেন।

[১৭] পরে তিনি খাঁটি সোনার দীপাধারটি তৈরি করলেন; দীপাধার পিটানো সূক্ষ্ম কাজেই তৈরী ছিল; তার কাণ্ড, শাখা, গোলাধার, কলিকা ও ফুল সবই অখণ্ড ছিল।

[১৮] দীপাধারের দুই পাশ থেকে ছ'টা শাখা নির্গত হল: দীপাধারের এক পাশ থেকে তিনটে শাখা ও দীপাধারের অন্য পাশ থেকে তিনটে শাখা। [১৯] এক শাখায় ছিল বাদামফুলের মত তিনটে গোলাধার, একটা কলিকা ও একটা ফুল; এবং অন্য শাখায় ছিল বাদামফুলের মত তিনটে গোলাধার, একটা কলিকা ও একটা ফুল: দীপাধার থেকে নির্গত ছ'টা শাখায় এইরূপ ছিল। [২০] দীপাধারে ছিল বাদামফুলের মত চারটে গোলাধার, ও তাদের কলিকা ও ফুল। [২১] দীপাধারের যে ছ'টা শাখা নির্গত হল, সেগুলির প্রতিটি জোড়া শাখার নিচে তার একটা কলিকা, অন্য জোড়া শাখার নিচে তার একটা কলিকা, ও উপরের জোড়া শাখার নিচে তার একটা কলিকা ছিল। [২২] কলিকা ও তার শাখাগুলো সবই অখণ্ড ছিল; সমস্তই পিটানো খাঁটি সোনার অখণ্ড এক বস্তুই ছিল। [২৩] তিনি তার সাতটা প্রদীপ এবং তার চিমটে ও ছাইধানীগুলো খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি করলেন। [২৪] তিনি এই দীপাধার আর ওই সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী এক বাট খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি করলেন।

[২৫] পরে তিনি বাবলা কাঠ দিয়ে ধূপবেদি তৈরি করলেন; তা এক হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া ছিল, অর্থাৎ চতুষ্কোণ ছিল; আরও, তা দুই হাত উঁচু ছিল, ও তার শিংগুলো তার সঙ্গে অখণ্ড ছিল। [২৬] তিনি সেই বেদির পাট, তার চারটে পাশ ও শিং খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন, এবং তার চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে দিলেন। [২৭] বেদি বইবার জন্য বহনদণ্ডের ঘর করে দিতে তার নিকালের নিচে দুই পাশের দুই কোণের কাছে সোনার দুই দুই কড়া গড়ে দিলেন। [২৮] ওই বহনদণ্ড তিনি বাবলা কাঠ দিয়ে প্রস্তুত করে সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন।

[২৯] পরে তিনি সুগন্ধি-প্রস্তুতকারকের প্রক্রিয়া অনুসারে পবিত্র অভিষেকের তেল ও গন্ধদ্রব্যের খাঁটি ধূপ প্রস্তুত করলেন।

আবাসের বাহির দিক—বেদি, ব্রঞ্জের প্রক্ষালনপাত্র ও প্রাঙ্গণ

৩৮ [১] তিনি বাবলা কাঠ দিয়ে পাঁচ হাত লম্বা ও পাঁচ হাত চওড়া আহুতি-বেদিটি তৈরি করলেন, অর্থাৎ বেদিটি ছিল চতুষ্কোণ এবং তার উচ্চতা ছিল তিন হাত। [২] তার চার কোণের উপরে শিং তৈরি করলেন, বেদিটির শিংগুলো তার সঙ্গে অখণ্ড ছিল; তিনি

সেগুলিকে ব্রঞ্জে মুড়ে দিলেন। [৩] তিনি বেদির সমস্ত পাত্র, অর্থাৎ: ছাই সংগ্রহ করার জন্য হাঁড়ি, হাতা, বাটি, ত্রিশূল ও অঙ্গারধানী গড়লেন; এই সমস্ত পাত্র ব্রঞ্জ দিয়ে গড়লেন। [৪] জালের মত ব্রঞ্জের একটা ঝাঁজরি গড়লেন, তা তিনি নিম্নভাগে বেদির বাতার নিচে রাখলেন; ঝাঁজরিটা বেদির মধ্যভাগে ছিল। [৫] তিনি বহনদণ্ডের ঘর করে দিতে সেই ব্রঞ্জের ঝাঁজরির চার কোণে চারটে কড়া ঢালাই করলেন। [৬] বাবলা কাঠের বহনদণ্ডও তৈরি করে তা ব্রঞ্জে মুড়ে দিলেন। [৭] বেদির দু'পাশে কড়ার মধ্যে ওই বহনদণ্ড ঢুকিয়ে দিলেন; সেই বহনদণ্ড বেদি বইবার জন্যই ছিল। তিনি ফাঁপা রেখে তক্তা দিয়ে বেদিটি গড়লেন।

[৮] যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে সেবার জন্য শ্রেণিভূত হত, সেই শ্রেণিভূত স্ত্রীলোকদের দ্বারা ব্রঞ্জের তৈরী আয়না দিয়ে তিনি প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা তৈরি করলেন।

[৯] তিনি প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করলেন; প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পাশে, দক্ষিণদিকে, পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোয় কাটা একটা কাপড় ছিল; তার এক পাশ একশ' হাত লম্বা ছিল। [১০] তার কুড়িটা স্তম্ভ ও কুড়িটা চুঙি ব্রঞ্জের ছিল, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকাগুলো রুপোর ছিল। [১১] তেমনিভাবে উত্তরদিকের কাপড় একশ' হাত লম্বা ছিল, আর তার কুড়িটা স্তম্ভ ও কুড়িটা চুঙি ব্রঞ্জের ছিল; এই স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকাগুলো রুপোর ছিল। [১২] প্রাঙ্গণ পশ্চিম পাশে যতখানি চওড়া, তার পঞ্চাশ হাত কাপড় ও তার দশটা স্তম্ভ ও দশটা চুঙি ছিল; [১৩] স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকাগুলো রুপোর ছিল। পুব পাশে পুবদিকে প্রাঙ্গণ পঞ্চাশ হাত চওড়া ছিল: [১৪] এক পাশের জন্য পনেরো হাত কাপড়, তিনটে স্তম্ভ ও তিনটে চুঙি; [১৫] আর অন্য পাশের জন্যও সেইরূপ: প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের এদিক ওদিক পনেরো হাত কাপড়, তিনটে স্তম্ভ ও তিনটে চুঙি ছিল। [১৬] প্রাঙ্গণের চারদিকের সকল কাপড় পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোতে তৈরী ছিল। [১৭] স্তম্ভের চুঙিগুলো ব্রঞ্জে, স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকাগুলো রুপোতে, ও তার মাথলা রুপোতে মোড়া ছিল, এবং প্রাঙ্গণের সকল স্তম্ভ রুপোর শলাকায় সংযুক্ত ছিল। [১৮] প্রাঙ্গণের দরজার পরদা নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতোতে ও পাকানো ক্ষোম-সুতোতে তৈরী ছিল—নকশিশিল্পে নিপুণ শিল্পীরই কারুকাজ; তার দৈর্ঘ্য ছিল কুড়ি হাত,

আর প্রাঙ্গণের পরদার মত তার উচ্চতা, অর্থাৎ প্রস্থ পাঁচ হাত। [১৯] তার চারটে স্তম্ভ ও চারটে চুঙি ব্রঞ্জে ও আঁকড়া রুপোতে, এবং তার মাথলা রুপোতে মোড়া ও শলাকা রুপোতে। [২০] আবাসের প্রাঙ্গণের চারদিকের গোঁজগুলো ব্রঞ্জের ছিল।

[২১] মোশির আজ্ঞা অনুসারে আবাসের, সাক্ষ্যের আবাসের, দ্রব্য-সংখ্যার যে বিবরণ প্রস্তুত করা হল, এবং লেবীয়দের কাজ বলে আরোন যাজকের সন্তান ইথামার দ্বারা করা হল, তা এই। [২২] প্রভু মোশিকে যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে যুদা-গোষ্ঠীর হুরের পৌত্র উরির সন্তান বেজালেল সমস্তই তৈরি করেছিলেন। [২৩] দান-গোষ্ঠীর আহিসামাকের সন্তান অহলিয়াব তাঁর সহকারী ছিলেন; তিনি ছিলেন খোদাই ও শিল্পকলায় বিজ্ঞ, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোর নকশিশিল্পী।

[২৪] পবিত্র আবাস নির্মাণের সমস্ত কর্মে এই সকল সোনা লাগল—এ সেই সমস্ত সোনা যা অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়েছিল: পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে ঊনত্রিশ বাট সাতশ' ত্রিশ শেকেল। [২৫] জনমণ্ডলীর লোকগণনা উপলক্ষে যে রুপো সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ' বাট এক হাজার সাতশ' পঁচাত্তর শেকেল ছিল। [২৬] গণিত প্রত্যেক লোকের জন্য, অর্থাৎ যাদের বয়স কুড়ি বছর বা তার চেয়ে বেশি ছিল, সেই ছ'লক্ষ তিন হাজার সাড়ে পাঁচশ' লোকের মধ্যে প্রত্যেকজনের জন্য এক এক বেকা, অর্থাৎ পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে আধ আধ শেকেল দিতে হয়েছিল। [২৭] সেই একশ' বাট রুপোতে পবিত্রধামের চুঙি ও পরদার চুঙি ঢালাই করা হয়েছিল; একশ' চুঙির জন্য একশ' বাট, এক এক চুঙির জন্য এক এক বাট ব্যয় হয়েছিল। [২৮] ওই এক হাজার সাতশ' পঁচাত্তর শেকেলে তিনি স্তম্ভগুলোর জন্য আঁকড়া তৈরি করেছিলেন, ও সেগুলোর মাথলা মুড়ে দিয়েছিলেন ও শলাকায় সংযুক্ত করেছিলেন। [২৯] অনুদান হিসাবে দেওয়া ব্রঞ্জ সত্তর বাট দু'হাজার চারশ' শেকেল ছিল। [৩০] তা দিয়ে তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবুর দরজার চুঙি, ব্রঞ্জের বেদি ও তার ব্রঞ্জের ঝাঁজরি ও বেদির সকল পাত্র, [৩১] এবং প্রাঙ্গণের চারদিকের চুঙি ও প্রাঙ্গণের দরজার চুঙি ও আবাসের সকল গোঁজ ও প্রাঙ্গণের চারদিকের গোঁজ তৈরি করেছিলেন।

যাজকদের পোশাক

৩৯ [১] শিল্পীরা নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো দিয়ে পবিত্রধামে উপাসনা করার জন্য নকশিশিল্প অনুসারে পোশাকগুলো প্রস্তুত করলেন, বিশেষভাবে আরোনের জন্য পবিত্র পোশাক প্রস্তুত করলেন, যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। [২] তিনি সোনায়, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতোতে ও পাকানো ক্ষোম-সুতোতে এফোদ প্রস্তুত করলেন। [৩] ফলত তাঁরা সোনা পিটিয়ে পাত করে নকশিশিল্পের নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল ও শুভ্র ক্ষোম-সুতোর মধ্যে বুনবার জন্য তা কেটে তা প্রস্তুত করলেন। [৪] তাঁরা জোড়া দেবার জন্য তার দুই স্কন্ধপটি প্রস্তুত করলেন; দুই মুড়াতে পরস্পর জোড়া দেওয়া হল; [৫] তা বাঁধবার জন্য নকশিশিল্পে বোনা যে বন্ধনী তার উপরে ছিল, তা তার সঙ্গে অখণ্ড, এবং সেই পোশাকের মত ছিল, অর্থাৎ সোনা দিয়ে ও নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে প্রস্তুত হল, যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। [৬] তাঁরা খোদাই করা মোহরের মত ইস্রায়েলের সন্তানদের নামে খোদাই করা সোনার স্থালীতে খচিত দুই বৈদূর্য মণি খোদাই করলেন। [৭] এফোদের দুই স্কন্ধপটির উপরে ইস্রায়েলের সন্তানদের স্মারক মণিমুক্তাস্বরূপে তা বসালেন; যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[৮] এফোদের কারুকাজ অনুসারে তিনি সোনা, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও পাকানো ক্ষোম-সুতো দিয়ে বুকপাটা প্রস্তুত করলেন। [৯] তা চতুষ্কোণ; তাঁরা সেই বুকপাটা দোহারা করলেন; তা এক বিঘত লম্বা ও এক বিঘত চওড়া করলেন। [১০] আবার তা চার সারি মণিমুক্তায় খচিত করলেন; তার প্রথম সারিতে রুধিরাখ্য, পোখরাজ ও মরকত; [১১] দ্বিতীয় সারিতে ফিরোজা, নীলকান্ত ও হীরক; [১২] তৃতীয় সারিতে গোমেদ, অকীক ও রাজাবর্ত; [১৩] এবং চতুর্থ সারিতে হেমকান্তি, বৈদূর্য ও সূর্যকান্ত ছিল: স্বর্ণস্থালী এই সকল মণিমুক্তায় খচিত ছিল। [১৪] এই সকল মণিমুক্তা ইস্রায়েলের সন্তানদের নাম অনুযায়ী ছিল, তাঁদের নাম অনুসারে বারোটা হল; মোহরের মত খোদাই করা প্রত্যেক মণিমুক্তায় ওই বারোটা গোষ্ঠীর জন্য এক এক সন্তানের নাম হল। [১৫] তাঁরা খাঁটি সোনা দিয়ে বুকপাটার উপরে মালার মত সূক্ষ্ম দুই শেকল তৈরি করলেন। [১৬] সোনার দু'টো স্থালী ও সোনার দু'টো কড়া তৈরি করে

বুকপাটার দু'প্রান্তে ওই দু'টো কড়া বাঁধলেন। [১৭] বুকপাটার দুই প্রান্তে দুই কড়ার মধ্যে সোনার ওই দু'টো সূক্ষ্ম শেকল রাখলেন। [১৮] আর সূক্ষ্ম শেকলের দু'টো মুড়া সেই দু'টো স্থালীতে বেঁধে দিয়ে এফোদের সামনে দুই স্কন্ধপটির উপরে রাখলেন। [১৯] সোনার দু'টো কড়া গড়ে বুকপাটার দুই প্রান্তে ভিতরভাগে এফোদের সামনের মুড়াতে রাখলেন। [২০] এবং সোনার দু'টো কড়া গড়ে এফোদের দুই স্কন্ধপটির নিচে তার সম্মুখভাগে তার জোড়স্থানে এফোদের বুনানি করা বন্ধনীর উপরে তা রাখলেন। [২১] তাই বুকপাটা যেন এফোদ থেকে খসে না পড়ে বরং এফোদের বুনানি করা বন্ধনীর উপরে থাকে, এজন্য তাঁরা কড়াতে নীল সুতো দিয়ে এফোদের কড়ার সঙ্গে বুকপাটা বাঁধলেন; যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[২২] তিনি এফোদের আবরণ বুনলেন: তা তাঁতীর কারুকাজ, সবই নীল রঙের। [২৩] সেই আবরণের গলা তার মধ্যস্থানে ছিল; তা বর্মের গলার মত; তা যেন ছিঁড়ে না যায়, এজন্য সেই গলার চারদিকে ধারি ছিল। [২৪] তাঁরা ওই আবরণের আঁচলে চারদিকে নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল পাকানো সুতোতে ডালিম তৈরি করলেন; [২৫] তাঁরা খাঁটি সোনার কিঙ্কিণি গড়লেন ও সেই কিঙ্কিণিগুলো আবরণের আঁচলের চারদিকে ডালিমের মধ্যে মধ্যে দিলেন। [২৬] উপাসনা চালাবার জন্য আবরণের আঁচলে চারদিকে একটা কিঙ্কিণি ও একটা ডালিম, আবার একটা কিঙ্কিণি ও একটা ডালিম, এইরূপেই করলেন; যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[২৭] পরে তাঁরা আরোনের জন্য ও তাঁর সন্তানদের জন্য চিত্রিত শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে অঙ্গরক্ষিণী বুনলেন—সত্যি নিপুণ তাঁতীর কারুকাজ; [২৮] পাগড়িও শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে প্রস্তুত করলেন, এবং শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে টুপি ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে বোনা সাদা জাঙাল। [২৯] পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোতে, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতোতে নকশিশিল্প অনুসারে একটা বন্ধনী প্রস্তুত করলেন; যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[৩০] তাঁরা খাঁটি সোনা দিয়ে পবিত্র মুকুটের পাত প্রস্তুত করলেন, এবং খোদাই করা মোহরের মত তার উপরে খোদাই করে লিখলেন 'প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র'।

[৩১] তারপর ঊর্ধ্বে পাগড়ির উপরে রাখবার জন্য তা নীল সুতো দিয়ে বাঁধলেন; যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[৩২] এইভাবে আবাসের, অর্থাৎ সাক্ষাৎ-তাঁবুর জন্য সমস্ত কাজ সমাপ্ত হল। মোশির কাছে প্রভুর আজ্ঞামতই ইস্রায়েল সন্তানেরা সমস্ত কাজ সম্পন্ন করল।

মোশির কাছে সমাপ্ত কর্ম প্রদর্শন

[৩৩] তাই তারা ওই আবাস, তাঁবু ও তা সংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী মোশির কাছে আনল: ঘুণ্টি, বাতা, আড়কাট, স্তম্ভ ও চুঙি; [৩৪] রক্তলাল করা ভেড়ার চামড়ায় তৈরী আচ্ছাদন-বস্ত্র, সিন্ধুঘোটকের চামড়ায় তৈরী চাঁদোয়া ও আড়াল-পরদা; [৩৫] সাক্ষ্য-মঞ্জুষা, তার বহনদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তাসন [৩৬] এবং ভোজনপাট, তার সমস্ত পাত্র ও ভোগ-রুটি; [৩৭] খাঁটি সোনার দীপাধার, তার প্রদীপগুলো অর্থাৎ সেই প্রদীপগুলো যা তার উপরে বসানোর কথা, তার সমস্ত পাত্র ও দীপ্তিদানের জন্য তেল; [৩৮] সোনার বেদি, অভিষেকের তেল, ধূপের জন্য গন্ধদ্রব্য ও তাঁবুর প্রবেশদ্বারের পরদা; [৩৯] ব্রঞ্জের বেদি, তার ব্রঞ্জের ঝাঁজরি, তার বহনদণ্ড ও সমস্ত পাত্র, প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা; [৪০] প্রাঙ্গণের সেই কাপড়গুলো, তার স্তম্ভ ও চুঙি এবং প্রাঙ্গণের দরজার পরদা, ও তার দড়ি, গোঁজ ও সাক্ষাৎ-তাঁবুর জন্য আবাসের সেবাকাজের সমস্ত পাত্র; [৪১] পবিত্রধামে উপাসনা চালাবার জন্য উপাসনা-উপযুক্ত পোশাক, আরোন যাজকের পবিত্র পোশাক ও যাজকত্ব অনুশীলন করার জন্য তাঁর সন্তানদের পোশাক। [৪২] প্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে ইস্রায়েল সন্তানেরা সমস্তই সম্পন্ন করল। [৪৩] মোশি এই সমস্ত কাজ লক্ষ করলেন; সত্যিই, প্রভু যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তারা ঠিক সেইমতই এই সব করেছে। তখন মোশি তাদের আশীর্বাদ করলেন।

পবিত্রধাম—তার প্রতিষ্ঠা ও পবিত্রীকরণ

৪০ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] ‘তুমি প্রথম মাসের প্রথম দিনে আবাসটি, অর্থাৎ সাক্ষাৎ-তাঁবু স্থাপন করবে। [৩] তার মধ্যে সাক্ষ্য-মঞ্জুষা রেখে পরদা টাঙিয়ে মঞ্জুষাটি

আড়াল করে দেবে। [৪] ভোজনপাট ভিতরে এনে তার উপরে যা সাজাবার তা সাজিয়ে রাখবে, এবং দীপাধার ভিতরে এনে তার প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে দেবে। [৫] সোনার ধূপবেদি সাক্ষ্য-মঞ্জুষার সামনে রাখবে, এবং আবাসের প্রবেশদ্বারে পরদা টাঙিয়ে দেবে। [৬] আবাসের দ্বারের সামনে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারের সামনে আহুতি-বেদি রাখবে। [৭] সাক্ষাৎ-তাঁবু ও বেদির মাঝখানে প্রক্ষালনপাত্র বসিয়ে তার মধ্যে জল দেবে। [৮] চারদিকের প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করবে, ও প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারে পরদা টাঙিয়ে দেবে। [৯] অভিষেকের তেল নিয়ে আবাস ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সবই অভিষিক্ত করে আবাস ও আবাস-সংক্রান্ত সবকিছু পবিত্রীকৃত করবে। [১০] তুমি আহুতি-বেদি ও তা সংক্রান্ত সমস্ত পাত্র তেল দিয়ে অভিষিক্ত করে আহুতি-বেদি পবিত্রীকৃত করবে: এভাবে সেই বেদি অধিক পবিত্র হবে। [১১] তুমি প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা তেল দিয়ে তেল দিয়ে অভিষিক্ত করে পবিত্রীকৃত করবে।

[১২] পরে তুমি আরোনকে ও তার সন্তানদের সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে এনে জলে স্নান করাবে। [১৩] আরোনকে পবিত্র পোশাকগুলো পরিধান করাবে এবং তাকে তৈলাভিষিক্ত করে পবিত্রীকৃত করবে; এভাবে সে আমার উদ্দেশে যাজকত্ব অনুশীলন করবে। [১৪] তার সন্তানদেরও এনে অঙ্গরক্ষিণী পরিধান করাবে। [১৫] তাদের পিতাকে যেমন তৈলাভিষিক্ত করেছ, সেইমত তাদেরও তৈলাভিষিক্ত করবে; এভাবে তারা আমার উদ্দেশে যাজকত্ব অনুশীলন করবে। সেই অভিষেক পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী যাজকত্বে তাদের নিযুক্ত করবে।'

[১৬] প্রভু তাঁকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, মোশি সেই অনুসারে সবকিছু করলেন: [১৭] দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে আবাসটি স্থাপিত হল। [১৮] মোশি নিজেই আবাসটি স্থাপন করলেন, তার ভিত্তি-ফলক বসালেন, বাতাগুলো ঠিক জায়গায় দিলেন, আড়কাটগুলো স্থির করলেন ও তার স্তম্ভগুলো দাঁড় করালেন। [১৯] পরে আবাসটির উপরে আচ্ছাদন-বস্ত্র পেতে দিলেন, এবং আচ্ছাদন-বস্ত্রের উপরে চাঁদোয়া দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। [২০] তিনি সাক্ষ্যলিপি নিয়ে তা মঞ্জুষার মধ্যে রাখলেন, মঞ্জুষাতে বহনদণ্ড লাগালেন, এবং মঞ্জুষার উপরে প্রায়শ্চিত্তাসন রাখলেন; [২১] পরে আবাসের মধ্যে মঞ্জুষা আনলেন ও আড়াল-পরদাটা টাঙিয়ে

সাক্ষ্য-মঞ্জুষা আড়াল করে দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। [২২] তিনি আবাসের ডান পাশে পরদার বাইরে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে ভোজনপাট বসালেন, [২৩] এবং তার উপরে প্রভুর সামনে রুটি সাজিয়ে রাখলেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। [২৪] উপরন্তু তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবুতে ভোজনপাটের সামনে আবাসের পাশে দক্ষিণ দিকে দীপাধার রাখলেন, [২৫] এবং প্রভুর সামনে প্রদীপগুলো জ্বালালেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। [২৬] পরে তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবুতে পরদার সামনে স্বর্ণবেদি রাখলেন, [২৭] এবং তার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালালেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। [২৮] শেষে তিনি আবাসের প্রবেশদ্বারে পরদা টাঙিয়ে দিলেন। [২৯] তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবু, অর্থাৎ আবাসের প্রবেশদ্বারে আহুতি-বেদি রেখে তার উপরে আহুতিবলি ও অর্ঘ্যটি উৎসর্গ করলেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। [৩০] পরে তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবু ও বেদির মাঝখানে প্রক্ষালনপাত্র রেখে তার মধ্যে প্রক্ষালনের জন্য জল দিলেন। [৩১] তা থেকে মোশি, আরোন ও তাঁর সন্তানেরা নিজ নিজ হাত-পা ধুয়ে নিতেন: [৩২] তাঁরা যখন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করতেন, কিংবা বেদির কাছে এগিয়ে যেতেন, সেসময়েই ধুয়ে নিতেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। [৩৩] অবশেষে তিনি আবাস ও বেদির চারদিকে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করলেন, এবং প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের পরদা টাঙিয়ে দিলেন। এইভাবে মোশি কাজ সমাপ্ত করলেন।

[৩৪] তখন মেঘটি সাক্ষাৎ-তাঁবু ঢেকে দিল, এবং আবাসটি প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল। [৩৫] মোশি সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করতে পারলেন না, কারণ মেঘটি তার উপরে অধিষ্ঠিত ছিল, এবং আবাসটি প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ ছিল। [৩৬] ইস্রায়েল সন্তানেরা যাত্রাপথে যে যে জায়গায় গিয়ে থামত, সেখান থেকে তখনই আবার রওনা হত, যখন মেঘ আবাসের উপর থেকে সরে যেত। [৩৭] যদি মেঘ ঊর্ধ্বে না যেত, তাহলে ঊর্ধ্বে না যাওয়া পর্যন্ত তারা রওনা হত না। [৩৮] কেননা তাদের সমস্ত যাত্রাপথে গোটা ইস্রায়েলকুলের দৃষ্টিগোচরে দিনের বেলায় প্রভুর মেঘ আবাসটির উপরে অধিষ্ঠিত থাকত এবং রাত্রিবেলায় একটি আগুন তার মধ্যে জ্বলত।

২ [১০] মোশি নামের অর্থ দেওয়ায় বাইবেল দেখাতে চায়, মোশিই প্রথম পরিত্রাণকৃত মানুষ। সাম ১৮:১৭ পদে (২ শামু ২২:১৭) ‘টেনে তোলা’ শব্দটা একই অর্থ অনুসারে ব্যবহৃত।

৩ [১] পরমেশ্বরের পর্বত: পরমেশ্বর এই পর্বতেই প্রথমে মোশির কাছে, ও পরবর্তীতে সমগ্র জনগণের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন বিধায় পর্বতটা ‘পরমেশ্বরের পর্বত’ বলে অভিহিত (যাত্রা ৪:২৭; ১৮:৫; ২৪:১৩; ১ রাজা ১৯:৮)।

[২] হিব্রু ঐতিহ্যে ‘প্রভুর দূত’ জগতে ঈশ্বরের নিজের সক্রিয়তা প্রকাশ করে; সম্মানের খাতিরে ‘ঈশ্বর’ নামটি সরাসরিই উচ্চারণ করতে চাইতেন না বিধায় তাঁরা ‘প্রভুর দূত’ বলতেন। আরও, যখন ঈশ্বরকে দৃশ্যগতভাবে উপস্থিত বলে বর্ণনা করা হয়, তখনও ‘প্রভুর দূত’ কথাটা ব্যবহৃত, কেউই যেন না বলতে পারে সে ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে (যাত্রা ১৪:১৯; ২৩:২০-২১)। • ‘অগ্নিশিখা’: আগুন হল ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতীক; আগুন যেমন অগম্য, ঈশ্বরের পবিত্রতাও তেমনি ঈশ্বরকে অগম্য করে।

[১২] ফারাওর সেবা-দাসত্ব থেকে ঈশ্বরেরই সেবা-দাসত্বে উত্তরণ, এটিই যাত্রাপুস্তকের সারকথা (মথি ৬:২৪; গা ৫:১৩; রো ৬:১৩; ১ পি ২:১৬)।

[১৪] ‘আমি সেই আছি যিনি আছেন’: এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ রহস্যময়; ১৫ পদে দেওয়া নামের অর্থও (‘প্রভু’) হিব্রু ভাষায় রহস্যময়। সম্ভবত ঈশ্বর বোঝাতে চান যে, কোন নাম তাঁর নিজের রহস্যময়তা প্রকাশ করতে পারে না। সম্ভাব্য ব্যাখ্যা অনুসারে বলতে পারি:
(ক) হিব্রু ভাষায় ‘হওয়া’ কথাটা ‘কাজ করা বা সক্রিয় হওয়ার’ শামিল; সুতরাং নামটির অর্থ ঈশ্বরের সক্রিয়তার সঙ্গে জড়িত;
(খ) হিব্রু ভাষায় বাক্যটা ভবিষ্যৎকালীন অর্থও বহন করতে পারে: ‘আমি সেই আছি যিনি (তোমাদের সঙ্গে) থাকবেন’। উভয় অর্থ অনুসারে, ঈশ্বর ইতিহাসের বর্তমান ও ভাবী ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষকে ত্রাণ করায়ই নিজেকে প্রকাশ করবেন।

[১৫] ‘প্রভু’: ঈশ্বরের পবিত্রতম এই নাম চার অক্ষর-বিশিষ্ট (יהוה যার সম্ভাব্য উচ্চারণ ইয়াভে বা ইয়াভো); তেমন নাম কেবল বছরে একবার, প্রায়শ্চিত্ত-দিবসে, মহাযাজক উচ্চারণ করতে পারতেন। কিন্তু এমন সময় এল যখন তার পবিত্রতার খাতিরে সেই নাম আর কেউই উচ্চারণ করতে সাহস করল না। যিশু নিজে জীবনকালে নামটা উচ্চারণ করেননি। প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করে এই অনুবাদে তেমন নাম ‘প্রভু’ নাম দ্বারা অনূদিত।

[১৯] হিব্রু মূলপাঠ্য অস্পষ্ট; এখানে দেওয়া অনুবাদ সামারীয় ও গ্রীক পাঠ্য অনুযায়ী।

৬ [৬] পুরাতন নিয়মে, জ্ঞাতি-সম্পর্কের জোরে মুক্তিসাধক যে কর্ম সাধন করতে বাধ্য, তা-ই মুক্তিকর্ম বলে (রুথ পুস্তক দ্রঃ)। মিশর থেকে ইস্রায়েলের মুক্তি এই ধারণা অনুসারেই বর্ণিত। নবসন্ধিতে খ্রিষ্ট নব-ইস্রায়েলের মুক্তিকর্ম সাধন করে প্রাচীন বিধানের জোয়াল থেকে ও পাপ থেকেই মানুষকে মুক্ত করেন। মানবজাতির তেমন মুক্তিকর্ম সাধন করায় যিশু দেখান তিনি সকল মানুষের ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি (দ্বিঃবিঃ ৭:৬-৮; যেরে ৩১:১১; সাম ৪৪:২৭; মার্ক ১০:৪৫; লুক ১:৬৮; রো ৩:২৪; ১ করি ৬:২০; কল ১:১৩; ১ পি ১:১৮)।

১০ [২১-২৩] আলো যখন মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতীক, তখন অন্ধকার হল এমন অমঙ্গলের প্রতীক যেখানে ঈশ্বর নেই।

১২ [১–১৩:১৬] মিশর থেকে চলে যাওয়াটার বাহ্যিক বর্ণনার চেয়ে বাইবেল স্মরণোৎসব হিসাবে পাস্কাপর্বই বর্ণনা করে: ইস্রায়েলের নানা ধর্মীয় পর্ব ও সামাজিক প্রথা সেই মহাদিবসে যা যা ঘটেছিল তা-ই তুলে ধরে। খ্রিষ্টমণ্ডলীরও উপাসনা (সাক্রামেন্তসমূহ) ও উপাসনা-বর্ষ পাস্কা-রহস্যে কেন্দ্রীভূত।

[১১] 'পাস্কা' শব্দের সম্ভাব্য অর্থই পাশ কাটিয়ে যাওয়া, ডিঙিয়ে যাওয়া, পার হওয়া, উত্তরণ। ইস্রায়েলীয়দের কাছে পাস্কাপর্ব এমন মহাঘটনার স্মরণদিবস হয়ে উঠল, যখন তারা ঈশ্বরের সাধিত মুক্তিকর্মের অভিজ্ঞতা করে দাসত্ব থেকে মুক্তিতে ও মৃত্যু থেকে জীবনেই উত্তীর্ণ হয়েছিল। পাস্কার এই তাৎপর্য খ্রিষ্টে পূর্ণতা লাভ করল: তিনিই 'আমাদের পাস্কা'।

[৪২] 'জাগরণ-রাত্রি': যিশুর সময়ে প্রচলিত ব্যাখ্যা (তারগুম) অনুসারে, ইস্রায়েল জাতির উদ্ভব চার রাত্রিতে সাধিত হয়েছিল: সৃষ্টির রাত্রি, আব্রাহামের কাছে ইসহাকের জন্ম-প্রতিশ্রুতির রাত্রি, মিশর থেকে মুক্তিলাভের রাত্রি, ভাবী পূর্ণমুক্তির রাত্রি। বস্তুতপক্ষে তাঁরা পাস্কাপর্বটি প্রত্যাশায়ই পালন করতেন; তাঁরা বলতেন, মশীহ সেই রাত্রিতেই আসবেন। খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পক্ষে পূর্ণমুক্তি মশীহ-যিশুর পাস্কা-রহস্যেই সিদ্ধিলাভ করেছে।

১৩ [১২] এতে মানুষ স্বীকার করে, সে কিছুরই প্রকৃত মালিক নয়, সবই প্রভুর।

[১৩] উদাহরণস্বরূপ, লেবীয় বিধান অনুসারে (যাত্রা ১৮:২১) গাধা অশুচি পশু হওয়ায় বলিরূপে উৎসর্গীকৃত হবার যোগ্য নয়।

১৪ [১৬] 'শুকনা মাটির উপর দিয়ে': আদি ১:৯ এর মত এখানেও জলরাশি পিছটান দিয়ে শুকনা মাটিকে যায়গা দেয়; মুক্তিকর্ম (সমুদ্র পার) নবসৃষ্টি বলেই পরিলক্ষিত। প্রাচীন ঐতিহ্যে, সমুদ্র ছিল অসৃষ্ট যত বস্তু ও মৃত্যুর প্রতীক (আদি ১:২; সাম ১৮:৫-৬)। ইস্রায়েল জাতির কাছে এই সমুদ্র-পার চিরস্মরণীয় ঘটনা ও সর্বোত্তম আশ্চর্য কাজ বলে পরিগণিত (সাম ৭৭:১৭-২০; ১০৬:৯)।

১৫ [৩] ন্যায্যতা ও মুক্তির উদ্দেশে যত যুদ্ধ-সংগ্রামে ঈশ্বর মানুষের পাশাপাশি উপস্থিত থাকেন।

[২৪] যাত্রাপুস্তকে মরুপ্রান্তর হল পরীক্ষা ও গজগজ করার স্থান (যাত্রা ১৪:১১; ১৫:২৪; ১৬:৩; ১৭:১-৭; ৩২; গণনা ১১:১-৪; ১২:১; ১৪:১-৪; ১৬:৩,১৪; ২০:২-৫; ২১:৫)। তেমন অশুভ পরিবেশ থেকে মানুষ কেবল বিশ্বাস ও প্রত্যাশা হাতিয়ার করেই বিজয়ী হয়ে বের হতে পারে (সাম ৭৮; হিব্রু ৩:৭-১৯)। অপর দিকে দ্বিতীয় বিবরণ (দ্বিঃবিঃ ৩২), হোশেয়া (হো ২:১৬-১৭) ও যেরেমিয়া (যেরে ২:২) মনে করেন, ঈশ্বরের জনগণের পক্ষে প্রান্তরের চেয়ে প্রাচুর্যময় পরিবেশই অধিকতর বিপজ্জনক পরীক্ষার কারণ হতে পারে।

১৭ [১১] প্রার্থনাকালে হাত তুলে রাখা বিষয়ে তিনটে অর্থ দেওয়া যেতে পারে:

(ক) হাত উত্তোলন করে প্রার্থী ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে;
(খ) হাত উত্তোলন করায় প্রার্থী নিজের আত্মোৎসর্গ বোঝায় (সাম ১৪১:২);
(গ) পরের হয়ে প্রার্থনা করে প্রার্থী হাত তুলে রেখে স্বর্গে আসীন ঈশ্বরকেই ধরতে চায়, এবং প্রার্থনা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাকে (যাত্রা ১৭:১১-১২): এই পর্যায়ে, ঈশ্বরের সঙ্গে প্রার্থীর ঘনিষ্ঠতা লক্ষণীয়। যিশুর নামে প্রার্থনা করে খ্রিষ্টভক্ত এবিষয়ে নিশ্চিত যে, ক্রুশের উপরে বাহু প্রসারিত করে ও পিতার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে যিশু স্বর্গ ও মর্ত পুনর্মিলিত করলেন।

১৯ [৫] সন্ধির মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের ঐক্য-বন্ধন অনুভব করে। তেমন সন্ধিতে ঈশ্বর নিজের পক্ষ থেকে ইস্রায়েলের প্রতি রক্ষাকারী বিশ্বস্ততা দেখাবেন, এবং ইস্রায়েল নিজের পক্ষ থেকে বাধ্যতা দেখাবে; এ বাধ্যতা এমন যা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদস্তুতিতেই ব্যক্ত হওয়ার কথা, যেহেতু ঈশ্বরই সন্ধি স্থির করার প্রথম পদক্ষেপ নিলেন।

[৯] 'মেঘ' হল ঈশ্বরের আগমনের চিহ্ন, এমন আগমন যা আবৃত হয়েও তবু সক্রিয় (যাত্রা ১৩:২১-২২; ৪০:৩৪-৩৮; ১ রাজা ৮:১০; সাম ১৮:১০; ৯৭:২)। সুসমাচারে, দিব্য রূপান্তরের দিনে, মেঘটি দেখায় যিশুতে ঈশ্বর উপস্থিত (মথি ১৭:৫)।

২০ [২…] দশ আজ্ঞা হল ঐশবিধানের ভিত্তি; ইহুদী ঐতিহ্যে দশ আজ্ঞা ছিল জীবন-বাণীর শামিল। যিশু এই শিক্ষা দিলেন যে, প্রধান আজ্ঞা হল ঈশ্বরকে ভালবাসা ও প্রতিবেশী মানুষকেও ভালবাসা। সাধু যোহনের লেখায়ই বিশেষভাবে ভালবাসা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলোর প্রতি বাধ্যতার ভিত্তি বলে উপস্থাপিত (দ্বিঃবিঃ ৮:৩; মার্ক ১২:২৮-৩৪; যোহন ১৩:৩৪; ১ যোহন ২:৮)।

[৭] মন্ত্রতন্ত্রের মত কুসংস্কার সাধনের জন্য নয়, বরং ঈশ্বরের নামকীর্তন করা ও সেই নাম সকল জাতির কাছে জ্ঞাত করার জন্যই ইস্রায়েল ঈশ্বরের নাম জানবার গৌরব পেয়েছে।

[১২] সাধারণত 'গৌরব' ঈশ্বরকেই আরোপণীয়। জীবনদানে জীবনেশ্বরের মাধ্যমস্বরূপ বলে পিতামাতাও গৌরবের যোগ্য। বার্ধক্যকালে তাঁদের দেখাশোনা করায়ই তেমন গৌরব বিশেষভাবে আরোপণীয়। তাছাড়া জনগণের সমৃদ্ধি ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

২০ [১৫] দাসত্বের লক্ষ্যে ব্যক্তি-ছিনতাই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হলেও আজ্ঞাটা সকল অর্থে চুরি করাও লক্ষ করে।

২১ [২২…] প্রাচীন ইস্রায়েলের মত এমন দেশে যেখানে আইন-আদালতের মত কিছুই ছিল না, সেখানে প্রতিশোধ বলতে এমন ব্যবস্থা বোঝাত যাতে ক্ষতির বদলে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি না রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'দাঁতের বদলে দাঁত' উক্তির অর্থই, যেন এক দাঁতের বদলে এক দাঁতের চেয়ে বেশিই দাবি করা না হয়। যিশু জোরের সঙ্গে পারস্পরিক ক্ষমাদানের কথাই প্রচার করলেন (মথি ৫:৩৮-৪২)।

২৩ [১২] প্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত সাপ্তাহিক বিশ্রামবারে (শাব্বাৎ) মানুষ অন্য যে কোন কর্ম বা সামাজিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত; শাব্বাৎ দিনের এই পবিত্রতার উদ্দেশ্য, মানুষ যেন নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত করতে পারে (আদি ২:২; নেহে ১৩:১৫; মথি ১২:১)।

৩৩ [১৮] মোশি ঈশ্বরের গৌরব অর্থাৎ ঈশ্বরকে তাঁর আপন স্বরূপেই দেখতে চান। এক্ষেত্রে বাইবেল একথা বলে:
(ক) ঈশ্বরের গৌরব (অর্থাৎ তাঁর আপন স্বরূপ) দেখা সম্ভব নয়, কেবল তাঁর মঙ্গলময়তা, দয়া ও মাতৃস্নেহেরই অভিজ্ঞতা করা যেতে পারে (যাত্রা ৩৩:১৯);
(খ) যতদিন মানুষ এমর্তে থাকে, ততদিন সে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে চিনতে পারে না (যাত্রা ৩৩:২০);
(গ) মানুষ কেবল ঈশ্বরের পিঠ দেখতে পারে, অর্থাৎ ঈশ্বর গেলে পরেই সে তাঁর গৌরবের চিহ্ন মানবেতিহাসে ও সৃষ্টিকর্মে দেখতে পারে; কিন্তু তাঁর মুখমন্ডল দেখা সম্ভব নয়, কেননা ঈশ্বর যখন কোন কর্মসাধনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি একা, অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীন হয়েই থাকতে চান; তেমন সময়ে তাঁকে দেখলে মানুষ কেমন যেন ঈশ্বরের স্বাধীনতাই খর্ব করে—এ হল তাঁর 'মুখমন্ডল দেখার' শেষ অর্থ (যাত্রা ৩৩:২১-২৩)।

৪০ [৩৪-৩৮]) মেঘের আগমনের মধ্য দিয়ে প্রভু দেখান, জনগণ তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী যে আবাস-গৃহ নির্মাণ করেছে, তা সত্যি উপযুক্ত। আবাসটি অস্থায়ীই বটে, কিন্তু প্রতিশ্রুত দেশ পর্যন্ত যাত্রা পথে জনগণকে চালনা করার লক্ষ্যে ঈশ্বর এই আবাসের মধ্য দিয়েই ইতিমধ্যে তাদের মাঝে উপস্থিত।

লেবীয় পুস্তক

যাত্রাপুস্তকের শেষ অংশ উপাসনা-কর্মের বাহ্যিক বিষয় তুলে ধরে, যেমন যাজকদের পোশাক ও নানা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। লেবীয় পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ও উপাসনা, কিন্তু এর আন্তর দিকও তুলে ধরা হয়, যেমন উপাসকের পবিত্রতা। পবিত্রতা গুরুত্বপূর্ণই এক বিষয়, যেহেতু যাঁর আরাধনা করা হয়, তিনি পরমপবিত্র, আর তিনি পবিত্র উপাসকই দাবি করেন। আরও, ইস্রায়েল জাতির উপাসনা-কর্ম কেবল আবাসে প্রকাশ পাবার কথা নয়, জনগণের সমগ্র সামাজিক জীবনও উপাসনা-কর্ম, ফলে ইস্রায়েল সর্ববিষয়েই পবিত্র হতে আহূত।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭

আহুতি

১ [১] প্রভু মোশিকে ডাকলেন, এবং সাক্ষাৎ-তাঁবু থেকে তাঁকে একথা বললেন,
[২] 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: তোমাদের কেউ যখন প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করবে, তখন গবাদি পশু বা মেষ-ছাগের পাল থেকেই সে তার সেই অর্ঘ্য নিবেদন করবে।

[৩] যদি তার অর্ঘ্য এমন আহুতি হয় যা গবাদি পশুপাল থেকে নেওয়া, তবে খুঁতবিহীন একটা পুংশাবক নিবেদন করবে; তা যেন প্রভুর কাছে গ্রাহ্য হয়, সে সাক্ষাৎ-
তাঁবুর প্রবেশদ্বারেই তা নিবেদন করবে। [৪] সে বলির মাথায় হাত রাখবে, আর তা
তার প্রায়শ্চিত্তরূপে তার পক্ষে গ্রাহ্য হবে। [৫] পরে সে প্রভুর সামনে সেই বাছুর জবাই
করবে, এবং আরোন-বংশীয় যাজকেরা তার রক্ত নিবেদন করবে ও সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে যে বেদি রয়েছে, তার চারপাশে সেই রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে।
[৬] পরে সে বলির চামড়া খুলে বলিটাকে টুকরো টুকরো করবে। [৭] আরোন

যাজকের সন্তানেরা বেদির উপরে আগুন রাখবে, ও আগুনের উপরে কাঠ সাজাবে। [৮] আরোন-বংশীয় যাজকেরা বেদির উপরে রাখা আগুন ও কাঠের উপরে বলির টুকরোগুলো এবং তার মাথা ও চর্বি রাখবে। [৯] সে তার অন্ত্ররাজি ও পা জলে ধুয়ে দেবে, এবং যাজক বেদির উপরে সেই সব কিছু আহুতিরূপে পুড়িয়ে দেবে; তা গ্রহণীয় সৌরভ, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য।

[১০] যদি তার অর্ঘ্য এমন আহুতি হয় যা মেষের বা ছাগের পাল থেকে নেওয়া, তবে খুঁতবিহীন একটা পুংশাবক নিবেদন করবে। [১১] তা বেদির পাশে উত্তরদিকে প্রভুর সামনে জবাই করবে, এবং আরোন-বংশীয় যাজকেরা বেদির চারপাশে তার রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে। [১২] সে বলিটাকে টুকরো টুকরো করবে, আর যাজক মাথা ও চর্বি সমেত তা বেদির উপরে রাখা আগুন ও কাঠের উপরে সাজাবে। [১৩] সে তার অন্ত্ররাজি ও পা জলে ধুয়ে দেবে, এবং যাজক সেই সব কিছু এনে বেদির উপরে আহুতিরূপে পুড়িয়ে দেবে; তা গ্রহণীয় সৌরভ, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য।

[১৪] যদি প্রভুর উদ্দেশে তার অর্ঘ্য এমন আহুতি হয় যা পাখিগুলো থেকে নেওয়া, তবে ঘুঘু বা পায়রার ছানা অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করবে। [১৫] যাজক তা বেদিতে নিবেদন করবে, ও তার মাথা মুচড়িয়ে তা বেদির উপরে পুড়িয়ে দেবে; তার রক্ত বেদি-পাশের উপরে নিংড়ানো হবে। [১৬] পরে সে তার ময়লা সমেত তার খাবার থলি নিয়ে বেদির পুব পাশে ছাই ফেলানোর জায়গায় ফেলে দেবে। [১৭] সে তার পাখা ধরে পাখিটা দু'ভাগ করবে, কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে ছিঁড়ে ফেলবে না; তখন যাজক বেদির উপরে, আগুনের উপরে রাখা কাঠের উপরে তা আহুতিরূপে পুড়িয়ে দেবে; তা গ্রহণীয় সৌরভ, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য।'

শস্য-নৈবেদ্য

২ [১] 'কেউ যখন প্রভুর উদ্দেশে শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করে, তখন সেরা ময়দাই তার অর্ঘ্য হবে, এবং সে তার উপরে তেল ঢালবে ও কুন্দুরু দেবে। [২] সে আরোন-বংশীয় যাজকদের কাছে তা আনবে; যাজক তা থেকে এক মুঠো সেরা ময়দা ও তেল এবং সমস্ত কুন্দুরু তুলে নিয়ে সেই নৈবেদ্যের স্মরণ-চিহ্নরূপে তা বেদির উপরে পুড়িয়ে

দেবে; তা অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, প্রভুর উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভ। [৩] এই শস্য-নৈবেদ্যের বাকি অংশটা আরোনের ও তার সন্তানদের হবে; প্রভুর অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য বলে এ পরমপবিত্র।

[৪] যদি তুমি তন্দুরে সিদ্ধ করা শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন কর, তবে তা হবে তেল-মেশানো খামিরবিহীন সেরা ময়দার পিঠা বা তৈলাক্ত খামিরবিহীন চাপাটি। [৫] তোমার শস্য-নৈবেদ্য যদি ঝাঁজরিতে রাঁধা, তবে তেল-মেশানো সেই সেরা ময়দায় খামির থাকবে না। [৬] তুমি তা টুকরো টুকরো করে তার উপরে তেল ঢালবে; এ শস্য-নৈবেদ্য।

[৭] তোমার শস্য-নৈবেদ্য যদি হাঁড়িতে রাঁধা, তবে সেরা ময়দা তেলেই প্রস্তুত করা হবে। [৮] এইভাবে প্রস্তুত করা শস্য-নৈবেদ্যটি তুমি প্রভুর কাছে এনে তা যাজককে দেবে; সে তা বেদির উপরে নিবেদন করবে। [৯] যাজক সেই শস্য-নৈবেদ্য থেকে স্মরণ-চিহ্নটা নিয়ে বেদিতে পুড়িয়ে দেবে; তা অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, প্রভুর উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভ। [১০] সেই শস্য-নৈবেদ্যের বাকি অংশ আরোনের ও তার সন্তানদের হবে; প্রভুর অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য বলে তা পরমপবিত্র।

[১১] তোমরা প্রভুর উদ্দেশে যে কোন শস্য-নৈবেদ্য আনবে, তা খামিরে প্রস্তুত হবে না, কেননা তোমরা খামির কি মধু, এর কিছুই প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য বলে পুড়িয়ে দেবে না। [১২] তোমরা প্রথমাংশের অর্ঘ্যরূপে তা প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করতে পার, কিন্তু সৌরভরূপে তা বেদির উপরে রাখা যাবে না। [১৩] তুমি তোমার শস্য-নৈবেদ্যের প্রতিটি অর্ঘ্য লবণাক্ত করবে; তোমার শস্য-নৈবেদ্যে তোমার পরমেশ্বরের সন্ধির লবণ দিতে ত্রুটি করবে না; তোমার যাবতীয় অর্ঘ্যের সঙ্গে লবণও দেবে।

[১৪] যদি তুমি প্রভুর উদ্দেশে প্রথমফলেরই শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন কর, তবে তোমার প্রথমফলের শস্য-নৈবেদ্যরূপে আগুনে ঝলসানো শিষ বা মাড়ানো নতুন গমের দানা নিবেদন করবে। [১৫] তার উপরে তেল ঢালবে ও কুন্দুরু দেবে; এ শস্য-নৈবেদ্য। [১৬] যাজক স্মরণ-চিহ্নরূপে কিছুটা মাড়ানো শস্য, কিছুটা তেল ও সমস্ত কুন্দুরু পুড়িয়ে দেবে; এ প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য।’

মিলন-যজ্ঞ

৩ [১] ‘তার অর্ঘ্য যদি মিলন-যজ্ঞ হয়, এবং সে গবাদি পশুপাল থেকে মদ্দা বা মাদী কোন পশু নিবেদন করে, সে প্রভুর উদ্দেশে খুঁতবিহীন পশুই নিবেদন করবে। [২] সে তার বলির মাথায় হাত রাখবে, ও সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তা জবাই করবে; আরোন-বংশীয় যাজকেরা তার রক্ত বেদির চারপাশে ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে। [৩] সে সেই মিলন-যজ্ঞ থেকে প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে তার অন্ত্ররাজিতে লাগানো যে চর্বি ও অন্ত্ররাজির উপরে যা কিছু আছে তা উৎসর্গ করবে; [৪] সেইসঙ্গে উৎসর্গ করবে দুই মেটে, তার উপরে লাগানো চর্বি, এবং যকৃতে লাগানো ও মেটে থেকে ছাড়ানো অন্ত্রাপ্লাবক। [৫] আরোনের সন্তানেরা বেদির উপরে সাজানো আগুন, কাঠ ও আহুতিবলির উপরে তা পুড়িয়ে দেবে; তা অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, প্রভুর উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভ।

[৬] যদি সে প্রভুর উদ্দেশে মিলন-যজ্ঞরূপে মেষ-ছাগের পাল থেকে কোন পশু নিবেদন করে, তবে সে খুঁতবিহীন মদ্দা বা মাদী একটা পশু নিবেদন করবে। [৭] সে যদি অর্ঘ্যরূপে একটা মেষশাবক আনে, তা প্রভুর সামনেই নিবেদন করবে; [৮] তার সেই বলির মাথায় হাত রাখবে, ও সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে তা জবাই করবে; আরোনের সন্তানেরা বেদির চারপাশে তার রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে। [৯] এই মিলন-যজ্ঞ থেকে কিছুটা নিয়ে তা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করবে, যথা: চর্বি ও মেরুদণ্ডের প্রান্ত থেকে ছাড়ানো সমস্ত লেজ, অন্ত্ররাজিতে লাগানো চর্বি ও অন্ত্ররাজির উপরে যা কিছু আছে, [১০] দুই মেটে ও তার উপরে লাগানো চর্বি, এবং যকৃতে লাগানো ও মেটে থেকে ছাড়ানো অন্ত্রাপ্লাবক। [১১] যাজক তা বেদির উপরে পুড়িয়ে দেবে; এ প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ খাদ্য।

[১২] যদি তার অর্ঘ্য একটা ছাগল হয়, সে তা প্রভুর কাছে নিবেদন করবে; [১৩] সে তার মাথায় হাত রাখবে, ও সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে তা জবাই করবে; আরোনের সন্তানেরা বেদির চারপাশে তার রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে। [১৪] তার এই অর্ঘ্য থেকে কিছুটা নিয়ে তা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করবে, যথা: অন্ত্ররাজিতে লাগানো চর্বি ও অন্ত্ররাজির উপরে যা কিছু আছে, [১৫] দুই মেটে ও তার উপরে লাগানো চর্বি, এবং যকৃতে লাগানো ও মেটে থেকে ছাড়ানো অন্ত্রাপ্লাবক।

[১৬] যাজক সেই সব কিছু বেদির উপরে পুড়িয়ে দেবে; এ গ্রহণীয় সৌরভ, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ খাদ্য।

সমস্ত চর্বি প্রভুরই। [১৭] এ তোমাদের পুরুষানুক্রমে তোমাদের সকল বাসস্থানে পালনীয় বিধি; তোমরা চর্বি ও রক্ত কিছুই খাবে না।'

পাপার্থে বলিদান

৪ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বল: কেউ যখন পূর্ণ সচেতন না হয়ে প্রভুর কোন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ করে বা সেগুলোর কোন একটা লঙ্ঘন করে, [৩] তখন তৈলাভিষেকপ্রাপ্ত যাজকই যদি এমন পাপ করে যাতে জনগণের উপরে দোষ ডেকে আনে, তবে সে যে পাপ করেছে, তার জন্য প্রভুর উদ্দেশে খুঁতবিহীন একটা বাছুর পাপার্থে বলিরূপে নিবেদন করবে। [৪] সে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর সামনে সেই বাছুরটা আনবে; তার মাথায় হাত রাখবে, ও প্রভুর সামনে তা জবাই করবে। [৫] সেই তৈলাভিষেকপ্রাপ্ত যাজক সেই বাছুরের খানিকটা রক্ত নিয়ে তা সাক্ষাৎ-তাঁবুর ভিতরে আনবে। [৬] যাজক সেই রক্তে তার নিজের আঙুল ডুবিয়ে পবিত্রধামের পরদার অগ্রভাগে প্রভুর সামনে সাতবার তার খানিকটা রক্ত ছিটিয়ে দেবে। [৭] যাজক সেই রক্তের খানিকটা নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর মধ্যে প্রভুর সামনে যে সুগন্ধি ধূপের বেদি রয়েছে, তার শিংগুলো ভিজিয়ে দেবে, পরে বাছুরের সমস্ত রক্ত নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে যে আহুতি-বেদি রয়েছে, তার পাদদেশে তা ঢেলে দেবে। [৮] সে পাপার্থে বলিদানের বাছুরের সমস্ত চর্বি ছাড়িয়ে নেবে, অর্থাৎ অন্ত্ররাজিতে লাগানো চর্বি ও অন্ত্ররাজির উপরে যা কিছু আছে, [৯] দুই মেটে ও তার উপরে লাগানো চর্বি, এবং যকৃতে লাগানো ও মেটে থেকে ছাড়ানো অন্ত্রাপ্লাবক। [১০] মিলন-যজ্ঞের বাছুর থেকে যেমন নিতে হয়, সে সেইমত নেবে; এবং যাজক আহুতিবলির উপরে তা পুড়িয়ে দেবে। [১১] কিন্তু তার চামড়া, সমস্ত মাংস ও মাথা, এবং পা, অন্ত্ররাজি ও গোবর, [১২] অর্থাৎ সবসুদ্ধ বাছুরটাকেই সে শিবিরের বাইরে কোন শুচি স্থানে নিয়ে গিয়ে কাঠের আগুনে পুড়িয়ে দেবে; ছাই ফেলে দেবার স্থানেই তা পোড়াতে হবে।

[১৩] গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলী যদি পূর্ণ সচেতন না হয়ে পাপ করে, এবং গোটা জনসমাবেশের অজান্তে প্রভুর কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে দোষী হয়, [১৪] তবে সেই পাপ যখন জানা হবে, তখন জনসমাবেশ পাপার্থে বলিরূপে গবাদি পশুপালের মধ্য থেকে খুঁতবিহীন একটা বাছুর আনবে। তারা সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে সেই বাছুর আনবে; [১৫] জনমণ্ডলীর প্রবীণবর্গ প্রভুর সামনে সেই বাছুরের মাথায় হাত রাখবে, এবং প্রভুর সামনে তা জবাই করা হবে। [১৬] তৈলাভিষেকপ্রাপ্ত যাজক সেই বাছুরের খানিকটা রক্ত সাক্ষাৎ-তাঁবুর ভিতরে আনবে; [১৭] যাজক সেই রক্তে আঙুল ডুবিয়ে তার খানিকটা পরদার অগ্রভাগে প্রভুর সামনে সাতবার ছিটিয়ে দেবে; [১৮] এবং সেই রক্তের খানিকটা নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর ভিতরে প্রভুর সামনে যে বেদি রয়েছে, তার শিংগুলো ভিজিয়ে দেবে; সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে যে আহুতি-বেদি রয়েছে, তার পাদদেশে বাকি সমস্ত রক্ত ঢেলে দেবে। [১৯] বলি থেকে তার সমস্ত চর্বি নিয়ে বেদির উপরে তা পুড়িয়ে দেবে। [২০] সে ওই পাপার্থে বলিদানের বাছুরের প্রতি যেমন করল, এর প্রতিও তেমনি করবে; এই যজ্ঞ-রীতি অনুসারেই সবকিছু করা হবে। পরে যাজক তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তাই তাদের পাপের ক্ষমা হবে। [২১] পরে সে বাছুরকে শিবিরের বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রথম বাছুরটাকে যেমন পুড়িয়েছিল, তেমনি এটাকেও পুড়িয়ে দেবে; এ জনসমাবেশের পাপার্থে বলিদান।

[২২] যদি কোন জনপ্রধান পাপ করে, অর্থাৎ পূর্ণ সচেতন না হয়ে তার আপন পরমেশ্বর প্রভুর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে দোষী হয়, [২৩] তবে সে যে পাপ করেছে, যখন তা তার কাছে জ্ঞাত হবে, তখন নিজের অর্ঘ্য বলে খুঁতবিহীন একটা মদ্দা ছাগল আনবে। [২৪] সে ওই ছাগের মাথায় হাত রাখবে, ও আহুতিবলি জবাই করার জায়গায় প্রভুর সামনে ছাগলটাকে জবাই করবে; এ পাপার্থে বলিদান। [২৫] যাজক আঙুল দিয়ে সেই পাপার্থে বলির খানিকটা রক্ত নিয়ে আহুতি-বেদির শিংগুলো ভিজিয়ে দেবে, এবং বাকি সমস্ত রক্ত আহুতি-বেদির পাদদেশে ঢেলে দেবে। [২৬] মিলন-যজ্ঞের চর্বির মত এই সমস্ত চর্বিও বেদির উপরে পুড়িয়ে দেবে; যাজক এইভাবেই তার কৃত পাপের বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তার পাপের ক্ষমা হবে।

[২৭] জনগণের মধ্যে যদি কেউ পূর্ণ সচেতন না হয়ে প্রভুর কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে পাপ করে দোষী হয়, [২৮] তবে সে যে পাপ করেছে, যখন তা তার কাছে জ্ঞাত হবে, তখন নিজের অর্ঘ্য বলে পালের মধ্য থেকে খুঁতবিহীন একটা ছাগী আনবে। [২৯] সে ওই পাপার্থে বলির মাথায় হাত রাখবে, ও আহুতির জায়গায় ওই পাপার্থে বলি জবাই করবে। [৩০] যাজক আঙুল দিয়ে তার খানিকটা রক্ত নিয়ে আহুতি-বেদির শিংগুলো ভিজিয়ে দেবে, এবং বাকি সমস্ত রক্ত বেদির পাদদেশে ঢেলে দেবে। [৩১] মিলন-যজ্ঞবলি থেকে যেমন চর্বি ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, ঠিক সেইভাবে এর সমস্ত চর্বি ছাড়িয়ে নেবে; যাজক প্রভুর উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভরূপে তা বেদির উপরে পুড়িয়ে দেবে; যাজক এভাবেই তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তার পাপের ক্ষমা হবে।

[৩২] যদি সে পাপার্থে বলিদানের অর্ঘ্যরূপে একটা মেষশাবক আনে, তবে খুঁতবিহীন একটা মাদী আনবে। [৩৩] সে ওই পাপার্থে বলির মাথায় হাত রাখবে, ও আহুতিবলি জবাই করার জায়গায় তা পাপার্থে বলিরূপেই জবাই করবে। [৩৪] যাজক আঙুল দিয়ে ওই পাপার্থে বলির খানিকটা রক্ত নিয়ে আহুতি-বেদির শিংগুলো ভিজিয়ে দেবে, ও বাকি সমস্ত রক্ত বেদির পাদদেশে ঢেলে দেবে। [৩৫] মিলন-যজ্ঞের যে মেষশাবক, তার চর্বি যেমন ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, ঠিক সেইভাবে যাজক এর সমস্ত চর্বি ছাড়িয়ে নেবে, এবং প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যের রীতি অনুসারে তা বেদির উপরে পুড়িয়ে দেবে; যাজক এইভাবেই সেই লোকের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তার পাপের ক্ষমা হবে।’

পাপার্থে বলিদান সংক্রান্ত নানা উদাহরণ

৫ [১] ‘যদি কেউ এধরনের পাপ করে তথা, সাক্ষী হয়ে দিব্যি করাবার কথা শুনলেও সে যা দেখেছে বা জানে, যদি তা প্রকাশ না করে, তবে সে তার নিজের অপরাধের দণ্ড নিজে বহন করবে। [২] কিংবা যদি কেউ পূর্ণ সচেতন না হয়ে কোন অশুচি দ্রব্য স্পর্শ করে, অশুচি জন্তুর লাশ হোক, বা অশুচি গৃহপালিত পশুর লাশ হোক, বা সরিসৃপের লাশ হোক, তবে সে নিজেই অশুচি ও দোষী হবে। [৩] কিংবা যদি কেউ

পূর্ণ সচেতন না হয়ে মানবীয় কোন অশুচিতা, অর্থাৎ যা দিয়ে মানুষ অশুচি হয় এমন কিছু যদি কেউ স্পর্শ করে, তবে তা জানতে পেরে দোষী হবে। [৪] কিংবা গুরুত্ব না দিয়েই যে কোন বিষয়ে শপথ করুক না কেন, যদি কেউ পূর্ণ সচেতন না হয়ে নিজের ওষ্ঠে ভাল বা মন্দ কাজ করব বলে শপথ করে, তবে তা জানতে পারলে সেবিষয়ে দোষী হবে। [৫] উপরোল্লিখিত কোন বিষয়ে দোষী হলে সে নিজের পাপ স্বীকার করবে; [৬] পাপার্থে বলিদানরূপে সে প্রভুর কাছে পালের মধ্য থেকে একটা মেষের কিংবা ছাগের বাচ্চা নিয়ে তার কৃত পাপের উপযুক্ত সংস্কার-বলিরূপে আনবে; যাজক তার কৃত পাপের বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে।

[৭] তার যদি মেষের বা ছাগের বাচ্চা যোগাবার সামর্থ্য না থাকে, তবে সে যে পাপ করেছে, সেই পাপের সংস্কার-বলিরূপে দু'টো ঘুঘু বা দু'টো পায়রার ছানা প্রভুর কাছে আনবে: একটা পাপার্থে বলিরূপে, আর একটা আহুতিরূপে। [৮] সে সেগুলোকে যাজকের কাছে আনবে, ও যাজক আগে পাপার্থে বলি উৎসর্গ করে তার গলা মোচড়াবে, কিন্তু ছিঁড়ে ফেলবে না; [৯] পাপার্থে বলির খানিকটা রক্ত নিয়ে তা বেদির গায়ে ছিটিয়ে দেবে, এবং বাকি সমস্ত রক্ত বেদির পাদদেশে ঢেলে দেওয়া হবে; এ পাপার্থে বলিদান। [১০] সে বিধিমতে দ্বিতীয়টা আহুতিরূপে উৎসর্গ করবে; এইভাবে সে যে পাপ করেছে, সেই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তার পাপের ক্ষমা হবে।

[১১] তার যদি সেই দুই ঘুঘু বা দুই পায়রার ছানাও যোগাবার সামর্থ্য না থাকে, তবে সে যে পাপ করেছে, সেই পাপের জন্য তার অর্ঘ্যরূপে এফার দশ ভাগের এক ভাগ সেরা ময়দা পাপার্থে বলিরূপে আনবে; তার উপরে তেল দেবে না, কুন্দুরুও রাখবে না, কেননা এ পাপার্থে বলিদান। [১২] সে তা যাজকের কাছে আনলে যাজক তার স্মরণ-চিহ্ন বলে তা থেকে এক মুঠো নিয়ে প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যের রীতি অনুসারে বেদিতে পুড়িয়ে দেবে; এ পাপার্থে বলিদান। [১৩] উপরোল্লিখিত যে কোন বিষয়ে সে যে পাপ করেছে, তার সেই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তার পাপের ক্ষমা হবে; আহুতিতে যেমনটি হয়, তেমনি [এক্ষেত্রেও] বাকি সমস্ত কিছু যাজকেরই হবে।'

সংস্কার-বলিদান

[১৪] প্রভু মোশিকে এ কথাও বললেন, [১৫] ‘যদি কেউ ত্রুটি ক’রে প্রভুর পবিত্র বস্তুর বিষয়ে ভুলবশত পাপ করে, তবে সংস্কার-বলিরূপে সে প্রভুর কাছে পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে তোমার নিরূপিত পরিমাণে রুপো দিয়ে পাল থেকে খুঁতবিহীন একটা ভেড়া আনবে। [১৬] সে পবিত্র বস্তুর বিষয়ে যে পাপ করেছে, তা পরিশোধ করবে, উপরন্তু পাঁচ ভাগের এক ভাগও দেবে, এবং তা যাজককে দেবে; যাজক সেই প্রায়শ্চিত্ত-ভেড়া-বলি দিয়ে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তার পাপের ক্ষমা হবে।

[১৭] যদি কেউ প্রভুর কোন নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে পাপ করে, তবে সে তা না জানলেও দোষী ও তার নিজের অপরাধের দণ্ড নিজে বহন করবে। [১৮] সে তোমার নিরূপিত মূল্য অনুসারে পাল থেকে খুঁতবিহীন একটা ভেড়া প্রায়শ্চিত্ত-বলিরূপে যাজকের কাছে আনবে, এবং সে ভুলবশত অজ্ঞতাবশে যে দোষ করেছে, যাজক তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তার পাপের ক্ষমা হবে। [১৯] এ সংস্কার-বলিদান, সেই ব্যক্তি প্রভুর কাছে অবশ্যই দোষী ছিল।’

[২০] প্রভু মোশিকে বললেন, [২১] ‘কেউ যদি গচ্ছিত বা বন্ধকরূপে দেওয়া বা চালাকি ক’রে অপহৃত বস্তুর বিষয়ে স্বজাতীয়ের কাছে মিথ্যা কথা ব’লে তেমন পাপ ক’রে প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়, [২২] কিংবা হারানো কিছু না কিছু পেয়ে সেবিষয়ে মিথ্যা কথা বলে আর যে বিষয়ে মানুষ পাপ করতে পারে সেবিষয়ে সে মিথ্যা শপথ করে, [২৩] যদি সে তেমন পাপ ক’রে দোষী হয়ে থাকে, তবে সে যা জোর করে কেড়ে নিয়েছে, বা চালাকি প্রয়োগে পেয়েছে, বা যে গচ্ছিত বস্তু তার কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে, বা সে যে হারানো বস্তু পেয়ে রেখেছে, [২৪] বা যে কোন বিষয়ে সে মিথ্যা শপথ করেছে, সেই বস্তু সম্পূর্ণই ফিরিয়ে দেবে; উপরন্তু তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেশি ফিরিয়ে দেবে; তার দোষ প্রকাশের দিনে সে দ্রব্যের মালিককে তা দেবে। [২৫] সে প্রভুর কাছে সংস্কার-বলিরূপে তোমার নিরূপিত মূল্য অনুসারে পাল থেকে খুঁতবিহীন একটা ভেড়া যাজকের কাছে আনবে; [২৬] যাজক প্রভুর সামনে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; আর তাই যে কোন কাজ করে সে দোষী হয়েছে, তার পাপের ক্ষমা হবে।’

যাজকত্ব ও বলিদান

৬ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] 'তুমি আরোন ও তার সন্তানদের এই আজ্ঞা দাও। আহুতির অনুষ্ঠান-রীতি এই: আহুতিবলি সকাল পর্যন্ত সারারাত বেদির অগ্নিকুণ্ডের উপরে থাকবে; বেদির আগুন জ্বালিয়ে রাখা হবে। [৩] যাজক ক্ষোম-কাপড়ের অঙ্গরক্ষিণী ও ক্ষোম-কাপড়ের জাঙাল পরিধান করবে, এবং বেদির উপরে অগ্নিদগ্ধ আহুতির যে ছাই আছে, তা তুলে বেদির পাশে রাখবে। [৪] পরে সে পোশাক খুলে অন্য পোশাক পরিধান ক'রে শিবিরের বাইরে কোন শুচি স্থানে সেই ছাই নিয়ে যাবে। [৫] বেদির উপরে যে আগুন রয়েছে, তা জ্বেলে রাখতে হবে, নিভে যেতে দেওয়া হবে না; যাজক প্রতিদিন সকালে কাঠ সাজিয়ে তার উপরে আহুতিবলি দেবে ও মিলন-যজ্ঞবলির চর্বি তাতে পুড়িয়ে দেবে; [৬] বেদির উপরে সেই আগুন সবসময় জ্বেলে রাখতে হবে, নিভে যেতে দেওয়া হবে না।

[৭] শস্য-নৈবেদ্যের অনুষ্ঠান-রীতি এই: আরোনের সন্তানেরা বেদির অগ্রভাগে প্রভুর সামনে তা আনবে। [৮] যাজক নৈবেদ্যের উপরে রাখা সমস্ত তেল ও কুন্দুরু সমেত সেরা ময়দার এক মুঠো তুলে নিয়ে তার স্মরণ-চিহ্ন বেদির উপরে প্রভুর উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভরূপে পুড়িয়ে দেবে। [৯] আরোন ও তার সন্তানেরা তার বাকি অংশটা খাবে; বিনা খামিরে, সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রাঙ্গণে, কোন এক পবিত্র স্থানে তা খেতে হবে। [১০] খামিরের সঙ্গে তা রাঁধা হবে না। আমি আমার অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য থেকে তাদের প্রাপ্য অংশ বলে তা দিলাম; পাপার্থে বলির ও সংস্কার-বলির মত তা পরমপবিত্র। [১১] আরোনের সন্তানদের মধ্যে সমস্ত পুরুষ তা খেতে পারবে; প্রভুর অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য থেকে এ পুরুষানুক্রমে তোমাদের চিরকালীন অধিকার। যা কিছু তার স্পর্শে আসবে, তা পবিত্র হয়ে উঠবে।'

[১২] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [১৩] 'অভিষেক গ্রহণের দিনে আরোন ও তার সন্তানেরা প্রভুর উদ্দেশে যে অর্ঘ্য নিবেদন করবে, তা এই: নিত্য শস্য-নৈবেদ্যরূপে এফার দশ ভাগের এক ভাগ সেরা ময়দা—সকালে অর্ধেক ও সন্ধ্যায় অর্ধেক। [১৪] তা ঝাঁজরিতে ভাজা হবে, তার সঙ্গে তেল মেশানো থাকবে; তা একবার তৈলসিক্ত হলে তুমি তা টুকরো টুকরো করে শস্য-নৈবেদ্যরূপে প্রভুর উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভরূপে

নিবেদন করবে। [১৫] আরোনের সন্তানদের মধ্যে যে তার পদে যাজকরূপে তৈলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছে, সেও এই অর্ঘ্য নিবেদন করবে; এ চিরস্থায়ী বিধি: তা প্রভুর উদ্দেশে সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে দেওয়া হবে। [১৬] যাজকের প্রতিটি শস্য-নৈবেদ্য পূর্ণাহুতিই হওয়া চাই; তার কিছুই খেতে হবে না।’

[১৭] প্রভু মোশিকে বললেন, [১৮] ‘তুমি আরোন ও তার সন্তানদের বল, পাপার্থে বলিদানের অনুষ্ঠান-রীতি এই: যেখানে আহুতিবলি জবাই করা হয়, সেইখানে প্রভুর সামনে পাপার্থে বলিও জবাই করা হবে; তা পরমপবিত্র। [১৯] যে যাজক পাপার্থে তা উৎসর্গ করে, সে তা খাবে; সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রাঙ্গণে কোন এক পবিত্র স্থানে তা খেতে হবে। [২০] যা কিছু তার মাংসের স্পর্শে আসবে, তা পবিত্র হয়ে উঠবে; তার রক্তের ছিটা যদি কোন পোশাকে লাগে, তবে তুমি, যে স্থানে সেই রক্ত লাগে, তা পবিত্র এক স্থানে ধুয়ে দেবে। [২১] যে মাটির পাত্রে তা রাঁধা হয়, তা ভেঙে ফেলতে হবে; যদি ব্রঞ্জের পাত্রে তা রাঁধা হয়, তবে পাত্রটা ঘষে ঘষে জল দিয়ে ভালভাবেই ধুয়ে নিতে হবে। [২২] যাজকীয় বংশের যে কোন পুরুষ তা খেতে পারবে; তা পরমপবিত্র। [২৩] কিন্তু পবিত্রধামে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য যে কোন পাপার্থে বলির রক্ত সাক্ষাৎ-তাঁবুর ভিতরে আনা হবে, তা খেতে হবে না; তা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে।

৭ [১] সংস্কার-বলিদানের অনুষ্ঠান-রীতি এই: তা পরমপবিত্র। [২] যেখানে আহুতিবলি জবাই করা হয়, সেইখানে সংস্কার-বলি জবাই করা হবে; যাজক বেদির চারপাশে তার রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে; [৩] বলির সমস্ত চর্বি উৎসর্গ করবে, তথা: লেজ, আঁতড়িতে লাগানো চর্বি, [৪] দুই মেটে ও তার উপরে লাগানো চর্বি, এবং যকৃতে লাগানো ও মেটে থেকে ছাড়ানো অন্ত্রাপ্লাবক। [৫] যাজক প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে বেদির উপরে এই সবকিছু পুড়িয়ে দেবে; এ সংস্কার-বলিদান। [৬] যাজকীয় বংশের যে কোন পুরুষ তা খেতে পারবে, কোন এক পবিত্র স্থানে তা খেতে হবে: তা পরমপবিত্র। [৭] পাপার্থে বলিদান যেরূপ, সংস্কার-বলিদানও সেইরূপ; দু’টোর বিধান একই: যে যাজক তা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করে, তা তারই হবে। [৮] যে যাজক কারও আহুতিবলি উৎসর্গ করে, সেই যাজক তার উৎসর্গ করা আহুতিবলির চামড়া পাবে; [৯] তন্দুরে বা কড়াইতে বা ঝাঁজরিতে রাঁধা যত শস্য-নৈবেদ্য, সেইসব কিছুও

সেই যাজকেরই হবে যে তা উৎসর্গ করে; [১০] তেল-মেশানো বা শুষ্ক শস্য-নৈবেদ্যগুলো সমানভাবে আরোনের সকল সন্তানের হবে।

[১১] প্রভুর উদ্দেশে যে মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করতে হবে, তার অনুষ্ঠান-রীতি এই: [১২] কেউ যদি তা স্তুতিসূচকই যজ্ঞরূপে নিবেদন করে, তবে সে স্তুতিসূচক সেই যজ্ঞের সঙ্গে তেল-মেশানো খামিরবিহীন রুটি, তৈলাক্ত খামিরবিহীন চাপাটি, তৈলসিক্ত সেরা ময়দা ও তৈলসিক্ত পিঠাও নিবেদন করবে। [১৩] স্তুতিসূচক যজ্ঞবলির সঙ্গে সে অর্ঘ্যরূপে উপরোল্লিখিত পিঠাগুলো ছাড়া খামিরযুক্ত রুটির পিঠাও নিবেদন করবে; [১৪] সে তা থেকে, অর্থাৎ প্রতিটি অর্ঘ্য থেকে, একখানি পিঠা নিয়ে প্রভুর উদ্দেশে বাঁচিয়ে রাখা অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করবে; যে যাজক মিলন-যজ্ঞবলির রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে, তা তারই হবে। [১৫] বলির মাংস উৎসর্গের দিনেই খেতে হবে; তার কিছুই সকাল পর্যন্ত রাখতে হবে না।

[১৬] যজ্ঞটা যদি মানত বা স্বেচ্ছাকৃত যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা হয়, তবে উৎসর্গের দিনেই বলি খেতে হবে, ও তার বাকি অংশ পরদিনে খেতে হবে। [১৭] কিন্তু তৃতীয় দিনে বলির বাকি মাংস আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে।'

নানা সাধারণ বিধি

[১৮] 'যদি কোন মিলন-যজ্ঞবলির মাংস তৃতীয় দিনে খাওয়া হয়, তবে তা গ্রাহ্য হবে না, সেই যজ্ঞ যে উৎসর্গ করে, তা তার পক্ষে গণ্য হবে না, তা জঘন্য কাজ হবে; এবং তা যে খাবে, সে নিজের অপরাধের দণ্ড নিজে বহন করবে। [১৯] যে মাংস কোন অশুচি বস্তুর স্পর্শে এসেছে, তা খেতে হবে না, আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে। [২০] মাংস বিষয়ে নিয়ম এই: যে কেউ শুচি, সে মাংস খেতে পারে। কিন্তু অশুচি যে কেউ প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করা মিলন-যজ্ঞবলির মাংস খায়, তাকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। [২১] যদি কেউ কোন অশুচি বস্তু, অর্থাৎ মানব-অশুচি বস্তু বা অশুচি পশু বা কোন অশুচি জঘন্য বস্তু স্পর্শ করে প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করা বলির মাংস খায়, তবে তাকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।'

[২২] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২৩] 'ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি একথা বল: তোমরা কোন চর্বি খাবে না, বলদেরও নয়, মেষেরও নয়, ছাগেরও নয়। [২৪] এমনি

মরেছে বা পশুর কবলে পড়ে বিদীর্ণ হয়েছে এমন পশুর চর্বি অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু তোমরা কোন মতে তা খাবে না; [২৫] কেননা যে কোন পশু যা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করা যেতে পারে, তার চর্বি যে কেউ খাবে, তাকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে; [২৬] যেইখানে বাস কর না কেন তোমরা কোন পশু বা পাখির রক্ত খাবে না; [২৭] যে কেউ কোন প্রকার রক্ত খাবে, তাকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।'

[২৮] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২৯] 'ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি একথা বল: যে কেউ প্রভুর উদ্দেশে মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করে, সে সেই মিলন-যজ্ঞ থেকেই প্রভুর কাছে অর্ঘ্য এনে দেবে: [৩০] প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে যা উৎসর্গ করতে হবে, সে নিজেরই হাতে তা, অর্থাৎ বুকের সঙ্গে চর্বি এনে দেবে; বুকটা দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারেই প্রভুর সামনে দোলায়িত হবে। [৩১] যাজক বেদির উপরে সেই চর্বি পুড়িয়ে দেবে, কিন্তু বুকটা আরোনের ও তার সন্তানদেরই হবে। [৩২] তোমরা নিজ নিজ মিলন-যজ্ঞবলির ডান জঙ্ঘা বাঁচিয়ে রেখে তা কর হিসাবে যাজককে দেবে; [৩৩] আরোনের সন্তানদের মধ্যে যে কেউ মিলন-যজ্ঞবলির রক্ত ও চর্বি উৎসর্গ করে, ডান জঙ্ঘা হবে তার প্রাপ্য। [৩৪] কেননা ইস্রায়েল সন্তানদের কাছ থেকে আমি মিলন-যজ্ঞের দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে উৎসর্গীকৃত বুক ও উত্তোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে উৎসর্গীকৃত জঙ্ঘা নিজেরই জন্য দাবি করি, এবং তা চিরস্থায়ী বিধিরূপে আরোন যাজককে ও তার সন্তানদের দিলাম।'

[৩৫] যেদিনে আরোন ও তাঁর সন্তানেরা প্রভুর যাজকত্ব অনুশীলন করতে নিযুক্ত হলেন, সেদিন থেকে প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য থেকে এটিই তাঁদের প্রাপ্য অংশ। [৩৬] তাঁদের অভিষেকের দিনে প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের তাঁদের এ-ই দিতে আজ্ঞা করলেন: এ তাদের পক্ষে পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধি।

[৩৭] এটিই আহুতি, শস্য-নৈবেদ্য, পাপার্থে বলিদান, সংস্কার-বলিদান, নিয়োগ-রীতি ও মিলন-যজ্ঞ সংক্রান্ত ব্যবস্থা; [৩৮] এমন ব্যবস্থা, যা প্রভু সিনাই পর্বতে মোশির সামনে সেদিন জারি করলেন, যেদিন তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের, সিনাই মরুপ্রান্তরে, প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করতে আজ্ঞা দিলেন।

আরোন ও তাঁর সন্তানদের পবিত্রীকরণ

৮ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] 'তুমি আরোনকে ও তার সঙ্গে তার সন্তানদের, এবং পোশাকগুলোকে, অভিষেকের তেল ও পাপার্থে বলিদানের বাছুরকে, ভেড়া দু'টোকে ও খামিরবিহীন রুটির ডালা সঙ্গে নাও, [৩] আর সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত কর।' [৪] মোশি প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সেইমত করলেন; এবং জনমণ্ডলী সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে একত্রে সমবেত হল। [৫] তখন মোশি জনমণ্ডলীকে বললেন, 'প্রভু তা-ই করতে আজ্ঞা করেছেন।' [৬] মোশি আরোন ও তাঁর সন্তানদের কাছে এনে জলে স্নান করালেন; [৭] পরে আরোনকে অঙ্গরক্ষিণী পরালেন, তাঁর কোমরে বন্ধনী দিলেন, তাঁর গায়ে চাদর ও এফোদও দিলেন, এবং এফোদের বুনানি করা বাঁধনে গা বেষ্টন করে তার সঙ্গে এফোদটিকে বেঁধে দিলেন। [৮] তাঁর বুকে বুকপাটা দিলেন, এবং বুকপাটায় উরিম ও তুম্মিম লাগালেন। [৯] পরে তাঁর মাথায় পাগড়ি দিলেন, ও তাঁর কপালে পাগড়ির উপরে সোনার পাতের পবিত্র মুকুট দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[১০] পরে মোশি অভিষেকের তেল নিয়ে আবাসটি ও তার মধ্যে যা কিছু ছিল, সেই সমস্তই অভিষিক্ত করে পবিত্রীকৃত করলেন। [১১] তিনি সাতবার বেদির উপরে জল ছিটিয়ে দিলেন, এবং বেদি ও বেদি-সংক্রান্ত সকল পাত্র, প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা পবিত্রীকৃত করার জন্য তেল দিয়ে অভিষিক্ত করলেন। [১২] অভিষেকের তেলের খানিকটা আরোনের মাথায় ঢেলে তাঁকে পবিত্রীকৃত করার জন্য অভিষিক্ত করলেন।

[১৩] পরে আরোনের সন্তানদের কাছে এনে তাদেরও অঙ্গরক্ষিণী পরালেন, তাদের কোমরে বন্ধনী দিলেন, ও তাদের মাথায় শিরোভূষণ বেঁধে দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[১৪] পরে মোশি পাপার্থে বলিদানের বাছুরটা কাছে আনালেন, এবং আরোন ও তাঁর সন্তানেরা পাপার্থে বলিদানের বাছুরের মাথায় হাত রাখলেন। [১৫] মোশি তা জবাই করলেন; পরে মোশি তার খানিকটা রক্ত নিয়ে, আঙুল দিয়ে বেদির চার কোণে শিংগুলো ভিজিয়ে বেদিকে পাপমুক্ত করলেন, এবং বেদির পাদদেশে বাকি সমস্ত রক্ত ঢেলে দিলেন, ও তার উপরে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি সম্পাদন করার জন্য তা পবিত্রীকৃত

করলেন। [১৬] পরে তিনি অন্ত্ররাজিতে লাগানো চর্বি, ও যকৃতের অন্ত্রাপ্লাবক এবং দুই মেটে ও তার চর্বি নিলেন, এবং মোশি তা বেদির উপরে পুড়িয়ে দিলেন। [১৭] কিন্তু তিনি বাছুরটাকে তার চামড়া, মাংস ও গোবর সমেত শিবিরের বাইরে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[১৮] পরে তিনি আহুতির ভেড়াটা কাছে আনালেন, এবং আরোন ও তাঁর সন্তানেরা সেই ভেড়ার মাথায় হাত রাখলেন। [১৯] মোশি তা জবাই করলেন; পরে বেদির চারপাশে তার রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিলেন; [২০] পরে ভেড়াটা টুকরো টুকরো করলেন, এবং তার মাথা, মাংসের টুকরোগুলো ও চর্বি পুড়িয়ে দিলেন। [২১] তার অন্ত্ররাজি ও পা জলে ধুয়ে দেওয়ার পর মোশি গোটা ভেড়াটা বেদির উপরে পুড়িয়ে দিলেন; এ সুরভিত আহুতি; এ প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, যেমন প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[২২] পরে তিনি দ্বিতীয় ভেড়া, অর্থাৎ নিয়োগ-রীতির ভেড়াটা কাছে আনালেন, এবং আরোন ও তাঁর সন্তানেরা ওই ভেড়ার মাথায় হাত রাখলেন। [২৩] মোশি তা জবাই করলেন; পরে তার খানিকটা রক্ত নিয়ে আরোনের ডান কানের প্রান্ত, ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙুল ভিজিয়ে দিলেন। [২৪] মোশি আরোনের সন্তানদের কাছে আনলেন, ও সেই রক্তের খানিকটা নিয়ে তাদের ডান কানের প্রান্ত, ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙুল ভিজিয়ে দিলেন; বাকি রক্ত তিনি বেদির চারপাশে ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিলেন; [২৫] পরে চর্বি ও লেজ এবং অন্ত্ররাজিতে লাগানো সমস্ত চর্বি, যকৃতে লাগানো অন্ত্রাপ্লাবক, চর্বি-সহ দুই মেটে ও ডান জঙ্ঘা নিলেন। [২৬] প্রভুর সামনে রাখা খামিরবিহীন রুটির ডালা থেকে একখানি খামিরবিহীন পিঠা, তেলে ভাজা ময়দার একখানি পিঠা ও একখানি চাপাটি নিয়ে ওই চর্বি ও ডান জঙ্ঘার উপরে রাখলেন। [২৭] তিনি আরোনের ও তাঁর সন্তানদের হাতে সেই সমস্ত দিয়ে প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে দোলালেন। [২৮] পরে মোশি তাঁদের হাত থেকে সেই সমস্ত নিয়ে তা বেদিতে আহুতিবলির উপরে পুড়িয়ে দিলেন; এ গ্রহণীয় সৌরভ, নিয়োগ-রীতির নৈবেদ্য; এ প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য। [২৯] পরে মোশি

বুকটা নিয়ে প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে দোলালেন; এ নিয়োগ-রীতির ভেড়া থেকে মোশির অংশ, যেমন প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[৩০] পরে মোশি অভিষেকের তেল থেকে ও বেদির উপরে রাখা রক্ত থেকে খানিকটা নিয়ে তা আরোনের ও তাঁর পোশাকের উপরে, এবং সেইসঙ্গে তাঁর সন্তানদের ও তাঁদের পোশাকের উপরে ছিটিয়ে দিয়ে আরোনকে ও তাঁর সমস্ত পোশাক এবং সেইসঙ্গে তাঁর সন্তানদের ও তাঁদের সমস্ত পোশাক পবিত্রীকৃত করলেন।

[৩১] মোশি আরোনকে ও তাঁর সন্তানদের বললেন, 'তোমরা সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে মাংসটা সিদ্ধ কর; এবং "আরোন ও তাঁর সন্তানেরা তা খাবে" আমার কাছে দেওয়া এই আজ্ঞা অনুসারে তোমরা সেখানে তা খাও, নিয়োগ-রীতির ডালায় রাখা রুটিও খাও। [৩২] মাংসের ও রুটির যা কিছু বাকি থাকবে, তা আগুনে পুড়িয়ে দাও। [৩৩] তোমরা সাত দিন, অর্থাৎ তোমাদের নিয়োগ-রীতির শেষদিন পর্যন্ত সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বার ছেড়ে বাইরে যাবে না, কারণ তোমাদের নিয়োগ-রীতি সাত দিন ধরেই চলবে। [৩৪] আজ যেমন করা হয়েছে, প্রভু আজ্ঞা দিয়েছেন, তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য তেমনি করা হবে। [৩৫] অতএব, পাছে তোমাদের মৃত্যু ঘটে, তোমরা সাত দিন ধরে দিবারাত্রই সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে থেকে প্রভুর আদেশ রক্ষা করবে; কেননা আমি তেমন আজ্ঞাই পেয়েছি।' [৩৬] প্রভু মোশির মধ্য দিয়ে যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, আরোন ও তাঁর সন্তানেরা সেই সমস্ত পালন করলেন।

যাজকদের অর্পিত প্রথম বলিদান

৯ [১] অষ্টম দিনে মোশি আরোনকে ও তাঁর সন্তানদের এবং ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গকে ডাকলেন। [২] তিনি আরোনকে বললেন, 'তুমি পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা মদ্দা বাছুরকে, ও আহুতির জন্য একটা ভেড়া নিয়ে প্রভুর কাছে নিবেদন কর: বাছুর ও ভেড়া দু'টোরই দেহে কোথাও খুঁত থাকবে না। [৩] ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি বলবে: প্রভুর সামনে জবাই করার জন্য তোমরা পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, আহুতির জন্য এক বছরের খুঁতবিহীন একটা বাছুর ও একটা মেষশাবক, [৪] মিলন-

যজ্ঞের জন্য একটা বৃষ ও একটা ভেড়া, এবং তেল-মেশানো শস্য-নৈবেদ্য নেবে, কেননা আজ প্রভু তোমাদের দেখা দেবেন।’

[৫] মোশির আজ্ঞামত তারা এই সবকিছু সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে আনল, আর গোটা জনমণ্ডলী এগিয়ে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়াল। [৬] তখন মোশি বললেন, ‘প্রভু তোমাদের একাজ করতে আজ্ঞা করেছেন, এ করলে তোমাদের কাছে প্রভুর গৌরব প্রকাশ পাবে।’ [৭] মোশি আরোনকে বললেন, ‘বেদির কাছে এগিয়ে যাও, তোমার পাপার্থে বলি ও আহুতিবলি উৎসর্গ কর, তোমার নিজের জন্য ও তোমার কুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন কর; জনগণের অর্ঘ্যও নিবেদন কর, ও তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন কর; যেমন প্রভু আজ্ঞা দিয়েছেন।’

[৮] তাই আরোন বেদির কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজের জন্য পাপার্থে বলিদানের বাছুর জবাই করলেন। [৯] তাঁর সন্তানেরা তাঁর কাছে বাছুরের রক্ত আনলেন, তিনি আঙুল রক্তে ডুবিয়ে বেদির শিংগুলো ভিজিয়ে দিলেন, এবং বাকি সমস্ত রক্ত বেদির পাদদেশে ঢেলে দিলেন; [১০] কিন্তু পাপার্থে বলির চর্বি, মেটে ও যকৃতে লাগানো অন্ত্রাপ্লাবক বেদির উপরে পুড়িয়ে দিলেন, যেমন প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। [১১] তার মাংস ও চামড়া তিনি শিবিরের বাইরে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। [১২] পরে তিনি আহুতিবলি জবাই করলেন, এবং তাঁর সন্তানেরা তাঁর কাছে তার রক্ত আনলে তিনি বেদির চারপাশে তা ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিলেন। [১৩] তাঁরা আহুতিবলির মাংসের টুকরোগুলো ও মাথাও তাঁর কাছে আনলেন, আর তিনি সেই সবকিছু বেদির উপরে পুড়িয়ে দিলেন। [১৪] পরে তিনি তার অন্ত্ররাজি ও পা ধুয়ে দিয়ে বেদিতে আহুতিবলির উপরে পুড়িয়ে দিলেন।

[১৫] পরে তিনি জনগণের অর্ঘ্য নিবেদন করলেন, এবং জনগণের জন্য পাপার্থে বলিদানের ছাগ নিয়ে তা প্রথমটার মত জবাই করে একটা পাপার্থে বলিদান উৎসর্গ করলেন। [১৬] পরে তিনি আহুতিবলি আনিয়ে তা বিধিমতে উৎসর্গ করলেন। [১৭] এরপর, সকালের আহুতি ছাড়া, তিনি শস্য-নৈবেদ্য আনিয়ে তার এক মুঠো নিয়ে তা বেদির উপরে পুড়িয়ে দিলেন। [১৮] তিনি জনগণের জন্য মিলন-যজ্ঞরূপে ওই বৃষ ও ভেড়া জবাই করলেন, এবং তাঁর সন্তানেরা তাঁর কাছে তার রক্ত আনলে তিনি বেদির

চারপাশে তা ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিলেন। [১৯] বৃষের চর্বি ও ভেড়ার লেজ এবং অন্ত্ররাজিতে ও মেটেতে লাগানো চর্বি ও যকৃতে লাগানো অন্ত্রাপ্লাবক, [২০] এই সমস্ত চর্বি তাঁরা দুই বুকের উপরে রাখলেন, আর তিনি সেই সমস্ত কিছু বেদির উপরে পুড়িয়ে দিলেন। [২১] আরোন প্রভুর সামনে দুই বুক ও ডান জঙ্ঘা দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে দোলালেন; যেমন মোশি আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[২২] পরে আরোন জনগণের দিকে দু'হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করলেন; আর তিনি পাপার্থে বলিদান, আহুতি ও মিলন-যজ্ঞ সমাধা করে নেমে এলেন।

[২৩] মোশি ও আরোন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করলেন, পরে দু'জনে বেরিয়ে এসে জনগণকে আশীর্বাদ করলেন; তখন সমস্ত জনগণের কাছে প্রভুর গৌরব প্রকাশ পেল। [২৪] প্রভুর সামনে থেকে আগুন নির্গত হয়ে বেদির উপরের সেই আহুতিবলি ও চর্বি গ্রাস করল: তা দেখে গোটা জনগণ আনন্দধ্বনি তুলে উপুড় হয়ে পড়ল।

বিবিধ বিধি

১০ [১] তখন এমনটি ঘটল যে, আরোনের সন্তান নাদাব ও আবিহু এক একজন একটা ধূপদানি নিয়ে তাতে আগুন দিলেন, ও তার উপরে ধূপ দিয়ে প্রভুর সামনে তাঁর আজ্ঞার বিপরীতে এমন আগুন উৎসর্গ করলেন যা বিধেয় নয়। [২] কিন্তু প্রভুর সামনে থেকে একটা আগুন নির্গত হয়ে তাঁদের গ্রাস করল, আর তাঁরা প্রভুর সামনে মারা পড়লেন। [৩] তখন মোশি আরোনকে বললেন, 'প্রভু ঠিক এবিষয়েই কথা বলেছিলেন, যখন বলেছিলেন: যারা আমার কাছে এগিয়ে আসে, আমি তাদের মাঝে নিজেকে পবিত্র বলে প্রকাশ করব, ও গোটা জনগণের সামনে গৌরবান্বিত হব।' আরোন চুপ করে থাকলেন। [৪] মোশি আরোনের জেঠা মশায় উজ্জিয়েলের সন্তান মিশায়েল ও এল্সাফানকে ডেকে তাদের বললেন, 'এগিয়ে এসো, তোমাদের ওই দু'জন ভাইকে তুলে পবিত্রধামের সামনে থেকে শিবিরের বাইরে নিয়ে যাও।' [৫] তারা এগিয়ে এসে অঙ্গরক্ষিণী সমেত তাদের তুলে শিবিরের বাইরে নিয়ে গেল, যেমন মোশি বলেছিলেন।

[৬] আরোনকে ও তাঁর দুই সন্তান এলেয়াজার ও ইথামারকে মোশি বললেন, 'তোমরা এমনভাবে মাথার চুল উস্কখুস্ক করো না, তোমাদের পোশাকও ছিঁড়ে ফেলো না,

পাছে তোমাদের মৃত্যু ঘটে ও গোটা জনমণ্ডলীর উপরে তাঁর ক্রোধ জ্বলে ওঠে; বরং তোমাদের ভাইয়েরা, অর্থাৎ গোটা ইস্রায়েলকুল, প্রভু যে আকস্মিক মৃত্যু ঘটালেন, তার জন্য শোক পালন করুক। [৭] তোমরা সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বার ছেড়ে দূরে যেয়ো না, পাছে তোমাদের মৃত্যু ঘটে, কেননা তোমাদের গায়ে প্রভুর অভিষেকের তেল রয়েছে!' তাই তাঁরা মোশির কথামত ব্যবহার করলেন।

[৮] প্রভু আরোনকে বললেন, [৯] 'তুমি বা তোমার সন্তানেরা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করার সময়ে আঙুররস বা উগ্র পানীয় খেয়ো না, পাছে তোমাদের মৃত্যু ঘটে: এ চিরস্থায়ী বিধি, যা পুরুষানুক্রমে তোমাদের পক্ষে পালনীয়। [১০] এভাবে তোমরা পবিত্র ও অপবিত্র, এবং শুচি ও অশুচির মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করতে পারবে, [১১] এবং প্রভু মোশির মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের যে সকল বিধি দিয়েছেন, তা তাদের শেখাতে পারবে।'

[১২] পরে মোশি আরোনকে ও তাঁর বেঁচে যাওয়া দুই সন্তান এলেয়াজার ও ইথামারকে বললেন, 'প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যের বাকি যে শস্য-নৈবেদ্য রয়েছে, তা নিয়ে তোমরা বেদির পাশে বিনা খামিরে খাও, কেননা তা পরমপবিত্র। [১৩] পবিত্র কোন এক স্থানে তা খাবে, কেননা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যের মধ্যে তা-ই তোমার ও তোমার সন্তানদের প্রাপ্য অংশ। কারণ আমি এই আজ্ঞা পেয়েছি। [১৪] যা দোলাতে হবে, সেই বুক, ও যা উত্তোলন করতে হবে, সেই জঙ্ঘা তুমি ও তোমার ছেলেমেয়েরা শুচি কোন এক স্থানে খাবে, কেননা ইস্রায়েল সন্তানদের মিলন-যজ্ঞ থেকেই তা তোমার ও তোমার সন্তানদের প্রাপ্য অংশ বলে দেওয়া হয়েছে। [১৫] তারা চর্বিওয়ালা যত অংশের সঙ্গে উত্তোলনীয় জঙ্ঘা ও দোলনীয় বুক দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে প্রভুর সামনে দোলাবার জন্য আনবে; তা চিরস্থায়ী অধিকার রূপে তোমার ও তোমার সন্তানদের প্রাপ্য অংশ হবে; যেমন প্রভু আজ্ঞা করেছিলেন।'

[১৬] পরে মোশি যত্ন সহকারে পাপার্থে বলিদানের ছাগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, আর আবিষ্কার করলেন যে, তা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; তাই তিনি আরোনের বেঁচে যাওয়া দুই সন্তান এলেয়াজার ও ইথামারের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, [১৭] 'সেই পাপার্থে বলি তোমরা পবিত্রধামের এলাকার মধ্যে খাওনি কেন? তা তো পরমপবিত্র!

এবং প্রভু তা তোমাদের দিয়েছেন, তা যেন জনমণ্ডলীর অপরাধের দণ্ড বহন করে, যাতে তার উপরে তোমরা প্রভুর সামনে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন কর। [১৮] দেখ, পবিত্রস্থানের ভিতরে তার রক্ত আনা হয়নি; আমার আজ্ঞা অনুসারে পবিত্রধামের এলাকার মধ্যেই তোমাদের তা খাওয়া উচিত ছিল!' [১৯] তখন আরোন মোশিকে বললেন, 'দেখ, ওরা আজ প্রভুর উদ্দেশে নিজ নিজ পাপার্থে বলি ও নিজ নিজ আহুতিবলি উৎসর্গ করেছে, আর আমার উপর এই সমস্ত কিছু পড়েছে। আমি যদি আজ পাপার্থে বলি খেতাম, তবে প্রভু এ কি ভাল মনে করতেন?' [২০] তেমন কথা শুনে মোশি সন্তুষ্ট হলেন।

শুচি-অশুচি সংক্রান্ত ব্যবস্থা

শুচি-অশুচি পশু

১১ [১] প্রভু মোশি ও আরোনকে বললেন, [২] ‘তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের বল: স্থলভূমিতে যত জন্তু রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যে সকল পশু তোমরা খেতে পারবে, সেগুলো এই: [৩] চতুষ্পদ পশুদের মধ্যে যে কোন পশুর খুর সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড, এবং জাবর কাটে, সেই পশুকে তোমরা খেতে পারবে; [৪] কিন্তু যেগুলো জাবর কাটে ও যেগুলোর খুর দ্বিখণ্ড, সেগুলোর মধ্যে তোমরা এই এই পশু খাবে না: উট, সে তো জাবর কাটে বটে, কিন্তু তার খুর দ্বিখণ্ড নয়, তাই উট তোমাদের পক্ষে অশুচি হবে; [৫] শাফন, সে তো জাবর কাটে বটে, কিন্তু তার খুর দ্বিখণ্ড নয়, তাই শাফন তোমাদের পক্ষে অশুচি হবে; [৬] খরগোশ, সে তো জাবর কাটে বটে, কিন্তু তার খুর দ্বিখণ্ড নয়, তাই খরগোশ তোমাদের পক্ষে অশুচি হবে; [৭] শূকর, তার খুর সম্পূর্ণরূপে দ্বিখণ্ড বটে, কিন্তু জাবর কাটে না, তাই শূকর তোমাদের পক্ষে অশুচি হবে। [৮] তোমরা এগুলোর মাংস খাবে না, এবং এগুলোর লাশও স্পর্শ করবে না; এগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি।

[৯] জলচর প্রাণীর মধ্যে যে সকল জন্তু তোমরা খেতে পারবে, সেগুলো এই: জলাশয়ে, অর্থাৎ সমুদ্রে বা নদীতে চরে এমন জন্তুর মধ্যে যেগুলোর পাখা ও আঁশ আছে, সেগুলো তোমরা খেতে পারবে। [১০] কিন্তু সমুদ্রে বা নদীতে চরে বা বাস করে এমন জন্তুগুলোর মধ্যে যেগুলোর পাখা ও আঁশ নেই, সেগুলো তোমাদের পক্ষে জঘন্য বলে গণ্য হবে। [১১] সেগুলো তোমাদের পক্ষে জঘন্য হবে; তোমরা সেগুলোর মাংস খাবে না ও সেগুলোর লাশ জঘন্য বলে গণ্য করবে। [১২] জলজন্তুর মধ্যে যেগুলোর পাখা ও আঁশ নেই, সেই সবগুলো তোমাদের পক্ষে জঘন্য হবে।

[১৩] পাখিদের মধ্যে এই সবগুলো তোমাদের পক্ষে জঘন্য হবে, এই সবগুলো তোমরা খাবে না, কেননা জঘন্য, যথা: ঈগল, হাড়গিলে ও কুরল, [১৪] চিল ও যে কোন প্রকার গৃধ্র, [১৫] যে কোন প্রকার কাক, [১৬] উটপাখি, রাত্রিশ্যেন, গাঙচিল ও যে কোন প্রকার শ্যেন, [১৭] পেচক, মাছরাঙা ও মহাপেচক, [১৮] দীর্ঘগল হাঁস, গগনভেলা ও শকুন, [১৯] সারস ও যে কোন প্রকার বক, টিটিভ ও বাদুড়।

[২০] চার পায়ে চরে এমন পাখাবিশিষ্ট পোকা তোমাদের পক্ষে জঘন্য হবে। [২১] তথাপি চার পায়ে চরে এমন পাখাবিশিষ্ট পোকার মধ্যে মাটিতে লাফ দেওয়ার জন্য যেগুলোর পায়ের নলি লম্বা, সেগুলো তোমরা খেতে পারবে। [২২] তাই যে কোন প্রকার পঙ্গপাল, যে কোন প্রকার বাঘাফড়িং, যে কোন প্রকার ঝিঁঝি ও যে কোন প্রকার অন্য ফড়িং—এই সবগুলো তোমরা খেতে পারবে। [২৩] বাকি এমন সব চতুষ্পদ পোকার পাখা আছে, সেগুলো তোমাদের পক্ষে জঘন্য হবে।

[২৪] উল্লিখিত এই সকল পশুর কারণে তোমরা অশুচি হবে: যে কেউ সেগুলোর লাশ স্পর্শ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; [২৫] আর যে কেউ সেগুলোর লাশ বইবে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [২৬] সেই সকল জন্তু যেগুলোর খুর থাকলেও তা দ্বিখণ্ড নয়, এবং জাবর কাটে না, সেগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি; যে কেউ সেগুলোকে স্পর্শ করে, সে অশুচি হবে। [২৭] সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে যে যে জন্তু থাবা দিয়ে চলে, সেগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি; যে কেউ সেগুলোর লাশ স্পর্শ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; [২৮] যে কেউ সেগুলোর লাশ বইবে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; সেগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি।

[২৯] মাটির বুকে চরে এমন সরিসৃপের মধ্যে এই সবগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি বলে গণ্য করা হবে: যে কোন প্রকার বেজি, ইঁদুর ও টিকটিকি, [৩০] গোসাপ, নীল টিকটিকি, মেটে গিড়গিড়ি, সবুজ টিকটিকি ও কাঁকলাশ। [৩১] সরিসৃপের মধ্যে এই সবগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি হবে; এই সবগুলো মরলে যে কেউ সেগুলোকে স্পর্শ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; [৩২] সেগুলোর মধ্যে কারও লাশ যে জিনিসের উপরে পড়বে, তাও অশুচি হবে; কাঠের পাত্র বা বস্ত্র বা চামড়া বা ছালা, কর্মযোগ্য যে কোন পাত্র হোক, তা জলে ডোবাতে হবে, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তা অশুচি থাকবে, পরে শুচি হবে; [৩৩] মাটির কোন পাত্রের মধ্যে সেগুলোর লাশ পড়লে তার মধ্যে যা কিছু আছে তা অশুচি হবে, ও তোমরা সেই পাত্র ভেঙে ফেলবে; [৩৪] যে কোন খাদ্য সামগ্রীর উপরে সেই জল পড়বে, তা অশুচি হবে; এই ধরনের সকল পাত্রে সবধরনের পানীয় দ্রব্য অশুচি হবে; [৩৫] যে কোন জিনিসের উপরে সেগুলোর লাশের খানিকটা পড়ে, তা

অশুচি হবে; এবং যদি তন্দুরে বা চুল্লিতে পড়ে, তবে তা ভেঙে ফেলতে হবে; তা অশুচি, তোমাদের পক্ষে অশুচি বলে গণ্য করা হবে; [৩৬] কেবল জলের উৎস বা কুয়ো, অর্থাৎ যে কোন জলকুন্ড, শুচি হবে; কিন্তু যে কেউ তার মধ্যে সেগুলোর লাশ স্পর্শ করবে, সে অশুচি হবে; [৩৭] সেগুলোর লাশের খানিকটা যদি এমন বীজের উপরে পড়ে যা বুনতে হবে, তবে তা শুচি থাকবে; [৩৮] কিন্তু বীজের উপরে জল থাকলে যদি সেগুলোর লাশের খানিকটা তার উপরে পড়ে, তবে তা তোমাদের পক্ষে অশুচি বলে গণ্য হবে।

[৩৯] যে কোন পশু তোমরা খেতে পার, সেই পশু মরলে, যে কেউ তার লাশ স্পর্শ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; [৪০] যে কেউ তার লাশের মাংস খাবে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; আর যে কেউ সেই লাশ বইবে, সেও তার পোশাক ধুয়ে নেবে, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে।

[৪১] ভূচর প্রতিটি প্রাণী জঘন্য, তা অখাদ্য হবে। [৪২] উরোগামী হোক কিংবা চার পায়ে বা এর চেয়ে বেশি পায়ে চলুক, যে কোন ভূচর প্রাণী হোক, তোমরা তা খাবে না, তা জঘন্য। [৪৩] কোন উরোগামী প্রাণী দ্বারা তোমরা নিজেদের জঘন্য করবে না, ও সেই সবগুলো দ্বারা নিজেদের অশুচি করবে না, পাছে এর ফলে কলুষিত হও; [৪৪] কেননা আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর; সুতরাং তোমরা নিজেদের পবিত্রিত কর, নিজেরাই পবিত্র হও, কেননা আমি নিজে পবিত্র; তোমরা ভূমির উপরে চরে যে কোন প্রকার উরোগামী জীব দ্বারা নিজেদের কলুষিত করবে না; [৪৫] কেননা আমিই প্রভু তোমাদের আপন পরমেশ্বর হবার জন্য মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছি; সুতরাং তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র। [৪৬] পশু, পাখি, জলচর সমস্ত প্রাণী ও উরোগামী ভূচর সমস্ত প্রাণীর বিষয়ে নির্দেশ এই, [৪৭] যেন তোমরা শুচি অশুচি জিনিসের ও খাদ্য অখাদ্য প্রাণীর প্রভেদ জানতে পার।'

প্রসবের পরে স্ত্রীলোকের শুচীকরণ

১২ [১] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২] 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের বল, যে স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করে ছেলে প্রসব করে, সে সাত দিন অশুচি থাকবে, যেমন ঋতুজনিত

অশুচিতাকালে, তেমনি সে অশুচি থাকবে। [৩] অষ্টম দিনে শিশুটির লিঙ্গের অগ্রচর্ম পরিচ্ছেদিত হবে। [৪] সেই স্ত্রীলোক তার রক্তস্রাব শুচীকরণের জন্য তেত্রিশ দিন অপেক্ষা করবে; যেপর্যন্ত শুচীকরণের দিনগুলি পূর্ণ না হয়, সেপর্যন্ত সে কোন পবিত্রীকৃত বস্তু স্পর্শ করবে না, এবং পবিত্রধামে ঢুকবে না। [৫] যদি সে মেয়ে প্রসব করে, তবে যেমন অশুচিতাকালে, তেমনি দুই সপ্তাহ অশুচি থাকবে; পরে সে তার রক্তস্রাব শুচীকরণের জন্য ছেষট্টি দিন অপেক্ষা করবে। [৬] পরে ছেলে বা মেয়ে প্রসবের শুচীকরণের দিনগুলি সম্পূর্ণ হলে সে আহুতির জন্য এক বছরের একটা মেষশাবক, এবং পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা পায়রার ছানা বা একটা ঘুঘু সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে যাজকের কাছে আনবে। [৭] যাজক প্রভুর সামনে তা উৎসর্গ করে সেই স্ত্রীলোকের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; তখন সে তার রক্তস্রাব থেকে শুচি হবে।

ছেলে বা মেয়ে প্রসব করে এমন স্ত্রীলোকের জন্য নির্দেশ এই।

[৮] তার যদি মেষশাবক যোগাবার সামর্থ্য না থাকে, তবে দু'টো ঘুঘু কিংবা দু'টো পায়রার ছানা আনবে: একটা আহুতির জন্য, অন্যটা পাপার্থে বলিদানের জন্য। যাজক তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর সে শুচি হবে।'

বিবিধ চর্মরোগ

১৩ [১] প্রভু মোশি ও আরোনকে আরও বললেন, [২] 'যদি কোন মানুষের শরীরের চামড়ায় এমন ফোলা বা মামড়ি বা চিক্কণ চিহ্ন পড়ে, যা সংক্রামক চর্মরোগের ঘায়ে পরিণত হতে পারে, তবে তাকে আরোন যাজকের কাছে বা তার বংশীয় যাজকদের মধ্যে কারও কাছে আনা হবে। [৩] যাজক তার শরীরের চামড়ায় সেই ঘা পরীক্ষা করবে; যদি ঘায়ের লোম সাদা হয়ে থাকে, এবং ঘা যদি দেখতে শরীরের চামড়ার চেয়ে নিম্ন মনে হয়, তবে তা সংক্রামক চর্মরোগের ঘা; তা পরীক্ষা করে যাজক তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে। [৪] কিন্তু চিক্কণ চিহ্নটা তার শরীরের চামড়ায় সাদা হলেও যদি দেখতে চামড়ার চেয়ে নিম্ন নয়, এবং তার লোম সাদা হয়ে না থাকে, তবে যার ঘা হয়েছে, যাজক তাকে সাত দিন আটকিয়ে রাখবে; [৫] সপ্তম দিনে যাজক তাকে পরীক্ষা করবে; আর পরীক্ষা করে সে যদি দেখতে পায় যে, চামড়ায় ছড়িয়ে না পড়লেও

তবু ঘা থেকে যাচ্ছে, তবে যাজক তাকে আরও সাত দিন আটকিয়ে রাখবে; [৬] সপ্তম দিনে যাজক তাকে আবার পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, ঘা মলিন হয়ে রয়েছে ও চামড়ায় ছড়িয়ে পড়েনি, তবে যাজক তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে: তা মামড়িমাত্র। লোকটি তার পোশাক ধুয়ে নিয়ে শুচি হবে। [৭] কিন্তু শুচিতা ঘোষণার জন্য যাজককে দেখানো হলে পর যদি তার মামড়ি চামড়ায় ছড়িয়ে পড়ে, তবে আবার যাজককে দেখাতে হবে; [৮] যাজক পরীক্ষা করবে, আর যদি সে দেখতে পায় যে, তার মামড়ি চামড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, তবে যাজক তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে: তা সংক্রামক চর্মরোগ।

[৯] কোন মানুষের দেহে সংক্রামক চর্মরোগের ঘা হলে তাকে যাজকের কাছে আনা হবে। [১০] যাজক পরীক্ষা করবে: যদি তার চামড়ায় সাদা ফোলা থাকে, এবং তার লোম সাদা হয়ে থাকে, ও ফোলাতে কাঁচা মাংস থাকে, [১১] তবে তা তার শরীরের চামড়ায় পুরাতন চর্মরোগ, আর যাজক তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে; আটকিয়ে রাখবে না, কেননা সে অশুচি। [১২] চামড়ার সর্বত্র চর্মরোগ ছড়িয়ে পড়লে যদি যাজকের দৃষ্টিগোচরে ঘা-আক্রান্ত লোকটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত চামড়া চর্মরোগে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, [১৩] তবে যাজক তা পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, তার সমস্ত দেহ চর্মরোগে আচ্ছন্ন হয়েছে, তবে যাজক, যার ঘা হয়েছে, তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে; তার সমস্ত দেহ সাদা হওয়ায় সে শুচি। [১৪] কিন্তু যখন তার শরীরে কাঁচা মাংস দেখা দেয়, তখন সে অশুচি হবে। [১৫] যাজক তার কাঁচা মাংস দেখে তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে; সেই কাঁচা মাংস অশুচি: তা সংক্রামক চর্মরোগ। [১৬] সেই কাঁচা মাংস যদি আবার সাদা হয়, তবে সে যাজকের কাছে যাবে, আর যাজক তাকে পরীক্ষা করবে, [১৭] আর যদি সে দেখতে পায় যে, তার ঘা সাদা হয়ে গেছে, তবে যাজক, যার ঘা হয়েছে, তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে: সে শুচি।

[১৮] শরীরের চামড়ায় ফোড়া নিরাময় হওয়ার পর, [১৯] যদি সেই ফোড়ার জায়গায় সাদা ফোলা বা সাদা ও কিছুটা রক্তলাল চিক্কণ চিহ্ন হয়, তবে যাজকের কাছে তা দেখাতে হবে। [২০] যাজক তা পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, তার চোখে তা চামড়ার চেয়ে নিম্ন মনে হয়, ও তার লোম সাদা হয়ে গেছে, তবে যাজক তাকে

অশুচি বলে ঘোষণা করবে: তা ফোড়ার উৎপন্ন সংক্রামক চর্মরোগের ঘা। [২১] কিন্তু যদি যাজক তাতে সাদা লোম না দেখে, এবং তা চামড়ার চেয়ে নিম্ন মনে না হয়, ও মলিন হয়, তবে যাজক তাকে সাত দিন আটকিয়ে রাখবে। [২২] পরে তা যদি চামড়ায় ছড়িয়ে পড়ে, তবে যাজক তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে: তা সংক্রামক ঘা; [২৩] কিন্তু যদি চিক্কণ চিহ্নটা তার সেই জায়গায় থাকে, ও না বাড়ে, তবে তা ফোড়ার দাগ: যাজক তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে।

[২৪] যদি শরীরের চামড়ায় অগ্নিদাহ হয়, ও সেই দাহের কাঁচা স্থানে কিছুটা রক্ত-মেশানো সাদা বা কেবল সাদা চিক্কণ চিহ্ন হয়, তবে যাজক তা পরীক্ষা করবে, [২৫] আর যদি সে দেখতে পায় যে, চিক্কণ চিহ্নে যে লোম, তা সাদা হয়ে গেছে, ও তার চোখে তা চামড়ার চেয়ে নিম্ন মনে হয়, তবে তা অগ্নিদাহে উৎপন্ন সংক্রামক চর্মরোগ, তাই যাজক তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে: তা সংক্রামক চর্মরোগের ঘা। [২৬] কিন্তু যদি যাজক দেখে, চিক্কণ চিহ্নে যে লোম, তা সাদা নয়, ও চিহ্ন চামড়ার চেয়ে নিম্ন নয়, কিন্তু মলিন, তবে যাজক তাকে সাত দিন আটকিয়ে রাখবে; [২৭] সপ্তম দিনে যাজক তাকে পরীক্ষা করবে; যদি চামড়ায় ওই রোগ ছড়িয়ে পড়ে থাকে, তবে যাজক তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে: তা সংক্রামক চর্মরোগের ঘা। [২৮] যদি চিক্কণ চিহ্নটা তার জায়গায় থাকে ও চামড়ায় বৃদ্ধি না পায়, কিন্তু মলিন হয়, তবে তা পুড়ে যাওয়া স্থানের ফোলামাত্র; যাজক তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে, কেননা তা আগুনজনিত ক্ষতের চিহ্নমাত্র।

[২৯] পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মাথায় বা চিবুকে ঘা হলে [৩০] যাজক সেই ঘা পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, তার চোখে তা চামড়ার চেয়ে নিম্ন মনে হয়, ও হলুদ সূক্ষ্ম লোম আছে, তবে যাজক তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে: তা ছুলি, তা মাথার বা চিবুকের সংক্রামক চর্মরোগ। [৩১] যাজক যদি ছুলির ঘা পরীক্ষা করে, আর যদি সে দেখতে পায় যে, তার চোখে তা চামড়ার চেয়ে নিম্ন নয়, ও তাতে কালো লোম নেই, তবে যাজক সেই ছুলির ঘা-আক্রান্ত লোকটিকে সাত দিন আটকিয়ে রাখবে। [৩২] সপ্তম দিনে যাজক ঘা পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, সেই ছুলি বাড়েনি, তাতে হলুদ লোমও হয়নি, এবং দেখতে চামড়ার চেয়ে ছুলি নিম্ন মনে হয় না,

[৩৩] তবে লোকটি মুণ্ডিত হবে, কিন্তু ছুলির জায়গা মুণ্ডন করা হবে না; পরে যাজক ওই ছুলি-আক্রান্ত লোকটিকে আরও সাত দিন আটকিয়ে রাখবে; [৩৪] সপ্তম দিনে যাজক সেই ছুলি পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, সেই ছুলি চামড়ায় বাড়েনি, ও দেখতে চামড়ার চেয়ে নিম্ন হয়নি, তবে যাজক তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে, আর লোকটি তার পোশাক ধুয়ে নিয়ে শুচি হবে। [৩৫] শুচি হওয়ার পর যদি তার চামড়ায় ছুলি ছড়িয়ে পড়ে, [৩৬] তবে যাজক তাকে পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, তার চামড়ায় ছুলি বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে যাজক পরীক্ষা করে দেখবে না লোমটা হলুদ কিনা; সে অশুচি; [৩৭] কিন্তু তার দৃষ্টিতে যদি ছুলি না বেড়ে থাকে, ও তাতে কালো লোম উঠে থাকে, তবে সেই ছুলি নিরাময় হয়েছে, লোকটি শুচি, আর যাজক তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে।

[৩৮] যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের শরীরের চামড়ায় স্থানে স্থানে চিক্কণ চিহ্ন, সাদাই চিক্কণ চিহ্ন হয়, [৩৯] তবে যাজক তা পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, তার চামড়া থেকে নির্গত চিক্কণ চিহ্নটা মলিন সাদা, তবে তা চামড়ায় উৎপন্ন সাধারণ ফোড়া: লোকটি শুচি। [৪০] যে মানুষের চুল মাথা থেকে খসে পড়ে, সে নেড়া, কিন্তু শুচি। [৪১] যার চুল মাথার প্রান্ত থেকে খসে পড়ে, সে কপালে নেড়া, কিন্তু শুচি; [৪২] কিন্তু যদি নেড়া মাথায় কি নেড়া কপালে কিছুটা রক্ত-মেশানো সাদা ঘা হয়, তবে তা তার নেড়া মাথায় বা নেড়া কপালে উৎপন্ন সংক্রামক চর্মরোগ; [৪৩] যাজক তাকে পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, নেড়া মাথায় বা নেড়া কপালে এমন কিছুটা রক্ত-মেশানো সাদা ঘা হয়েছে যা শরীরের চামড়ায় সংক্রামক চর্মরোগের মত, [৪৪] তবে লোকটি সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত; সে অশুচি; যাজক তাকে নিশ্চয় অশুচি বলে ঘোষণা করবে; তার মাথায় সংক্রামক চর্মরোগের ঘা রয়েছে।

[৪৫] যার সংক্রামক চর্মরোগের ঘা হয়েছে, তার পোশাক ছেঁড়া থাকবে, তার মাথার চুল উস্কখুস্ক থাকবে, সে চিবুক কাপড় দিয়ে ঢেকে "অশুচি, অশুচি" বলে চিৎকার করে বেড়াবে। [৪৬] যতদিন তার গায়ে ঘা থাকবে, ততদিন সে অশুচি থাকবে; সে অশুচি, সে একাকী বাস করবে, তার বাসস্থান শিবিরের বাইরেই হবে।

[৪৭] পশমের বা ক্ষোম কাপড়ে যদি কোন কলুষের দাগ হয়, [৪৮] পশমের বা ক্ষোমের তানাতে বা বুনানিতে যদি হয়, কিংবা চামড়া-জাতীয় বা চামড়ার তৈরী কোন জিনিসে যদি হয়, [৪৯] এবং কাপড়ে বা চামড়া-জাতীয় জিনিসে বা তানাতে বা বুনানিতে বা চামড়ার তৈরী কোন জিনিসে যদি কিছুটা সবুজ বা কিছুটা লাল দাগ হয়, তবে তা কোন একটা কলুষের দাগ; তা যাজককে দেখাতে হবে; [৫০] যাজক ওই দাগ পরীক্ষা ক'রে যে বস্তুতে দাগ দেখা দিয়েছে, তা সাত দিন আটকিয়ে রাখবে; [৫১] সপ্তম দিনে যাজক ওই দাগ পরীক্ষা করবে, যদি কাপড়ে বা তানাতে বা বুনানিতে বা চামড়া-জাতীয় বা চামড়ার তৈরী জিনিসে সেই দাগ বেড়ে থাকে, তবে তা সংক্রামক রোগ; বস্তুটা অশুচি; [৫২] তাই কাপড় বা পশমের তৈরী বা ক্ষোমের তৈরী তানা বা বুনানি বা চামড়ার তৈরী জিনিস, যা-ই কিছুতে সেই দাগ হয়, তা যাজক পুড়িয়ে দেবে, কারণ তা সংক্রামক রোগ, তা আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে। [৫৩] কিন্তু যাজক পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, সেই দাগ কাপড়ে বা তানাতে বা বুনানিতে বা চামড়া-জাতীয় কোন জিনিসে বেড়ে ওঠেনি, [৫৪] তবে যাজক, যে জিনিসে দাগ হয়েছে, তা ধুয়ে দিতে আজ্ঞা দেবে, এবং সাত দিন তা আটকিয়ে রাখবে। [৫৫] তা ধৌত হওয়ার পর যাজক সেই দাগ পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, সেই দাগ না বাড়লেও তবু অন্য রঙ ধারণ করেনি, তবে তা অশুচি, তুমি তা আগুনে পুড়িয়ে দেবে; তা ভিতরে-বাইরে সংক্রমণ-ক্ষত। [৫৬] কিন্তু যদি যাজক পরীক্ষা করে, আর যদি সে দেখতে পায় যে, ধুয়ে দেওয়ার পর সেই দাগ তার দৃষ্টিতে মলিন হয়েছে, তবে সে ওই কাপড় থেকে বা চামড়া-জাতীয় জিনিস থেকে বা তানা বা বুনানি থেকে তা ছিঁড়ে ফেলবে। [৫৭] তথাপি যদি সেই কাপড়ে বা তানাতে বা বুনানিতে বা চামড়ার তৈরী কোন জিনিসে তা আবার দেখা দেয়, তবে সেই সংক্রামক রোগ গতিশীল; যা কিছুতে সেই দাগ থাকে, তা তুমি আগুনে পুড়িয়ে দেবে; [৫৮] আর যে কাপড় বা কাপড়ের তানা বা বুনানি বা চামড়া-জাতীয় যে কোন জিনিস ধুয়ে দেবে, তা থেকে যদি সেই দাগ উঠে যায়, তবে আর একবার তা ধুয়ে দেবে; তখন তা শুচি হবে। [৫৯] শুচি বা অশুচি বলার জন্য পশমের বা ক্ষোমের কাপড়ে বা তানাতে বা বুনানিতে বা চামড়ার তৈরী

কোন পাত্রে রোগের দাগ দেখা দিলে, সেগুলোকে শুচি বা অশুচি বলার ব্যাপারে নির্দেশ এই।'

চর্মরোগীর শুচীকরণ

১৪ [১] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২] 'সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত লোকের শুচীকরণের দিনে তার পক্ষে বিধান এই: তাকে যাজকের কাছে আনা হবে। [৩] যাজক শিবিরের বাইরে গিয়ে পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, লোকটির রোগের ঘা নিরাময় হয়েছে, [৪] তবে যাজক, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোকের জন্য জীবন্ত দু'টো শুচি পাখি, এরসকাঠ, লাল পশম ও হিসোপ—এই সব কিছু আনতে আজ্ঞা করবে। [৫] যাজক একটা মাটির পাত্রে স্রোত-জলের উপরে একটা পাখি জবাই করতে আজ্ঞা করবে; [৬] পরে সে ওই জীবিত পাখি, এরসকাঠ, লাল পশম ও হিসোপ নিয়ে ওই স্রোত-জলের উপরে জবাই করা পাখির রক্তে জীবিত পাখির সঙ্গে সেই সব ডোবাবে, [৭] এবং চর্মরোগ থেকে যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোকের উপরে সাতবার জল ছিটিয়ে তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে, এবং ওই জীবিত পাখিকে খোলা মাঠের দিকে ছেড়ে দেবে। [৮] তখন যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোক তার পোশাক ধুয়ে নিয়ে ও সমস্ত চুল খেউরি করে জলে স্নান করবে, আর এইভাবে সে শুচি হবে; তারপরে সে শিবিরে ঢুকতে পারবে, কিন্তু সাত দিন তাঁবুর বাইরে থাকবে। [৯] সপ্তম দিনে সে তার মাথার চুল, দাড়ি, ভ্রূ ও গোটা দেহের লোম খেউরি করবে, এবং তার পোশাক ধুয়ে নিয়ে নিজে জলে স্নান করে শুচি হবে। [১০] অষ্টম দিনে সে খুঁতবিহীন দু'টো মেষশাবক ও সেই ধরনের এক বছরের একটা মাদী মেষশাবক এবং শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দার দশ ভাগের তিন ভাগ ও এক লোগ তেল আনবে; [১১] পরে শুচীকরণে নিযুক্ত যাজক, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোককে ও ওই সবকিছু নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর সামনে দাঁড় করাবে; [১২] যাজক একটা মেষশাবক নিয়ে তা সংস্কার-বলিরূপে উৎসর্গ করবে, এবং তা ও সেই এক লোগ তেল দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে প্রভুর সামনে দোলাবে। [১৩] যেখানে পাপার্থে বলি ও আহুতিবলি জবাই করা হয়, সেই পবিত্র স্থানে মেষশাবকটাকে জবাই করবে, কেননা

যাজকের পক্ষে সংস্কার-বলি পাপার্থে বলির মত; তা পরমপবিত্র। [১৪] যাজক ওই সংস্কার-বলির খানিকটা রক্ত নিয়ে, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোকের ডান কানের প্রান্ত, ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙুল ভিজিয়ে দেবে। [১৫] যাজক সেই এক লোগ তেলের কিছুটা অংশ নিয়ে নিজ বাঁ হাতের তালুতে ঢেলে দেবে। [১৬] তার বাঁ হাতে যে তেল রয়েছে, যাজক সেই তেলে নিজ ডান হাতের আঙুল চুবিয়ে আঙুল দিয়ে সেই তেল থেকে কিছুটা কিছুটা সাতবার প্রভুর সামনে ছিটিয়ে দেবে। [১৭] তার হাতে যে তেল, তার কিছুটা নিয়ে যাজক, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোকের ডান কানের প্রান্ত, ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙুল ভিজিয়ে দেবে—সংস্কার-বলির রক্ত যেখানে দেওয়া হয়েছিল, তার উপরেও। [১৮] তার হাতে বাকি যে তেল, তা নিয়ে যাজক, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোকের মাথায় তা ঢেলে দেবে; সে এইভাবেই প্রভুর সামনে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে। [১৯] পরে যাজক পাপার্থে বলিদান উৎসর্গ করবে, এবং যাকে শুচীকৃত করতে হয়, তার শুচীকরণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, এরপর আহুতিবলি জবাই করবে। [২০] আহুতি ও শস্য-নৈবেদ্য বেদিতে উৎসর্গ করে যাজক তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর এইভাবে সে শুচি হবে।

[২১] লোকটি যদি গরিব হয় ও এত যোগাবার সামর্থ্য তার না থাকে, তবে সে নিজের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করাবার উদ্দেশ্যে সংস্কার-বলির জন্য একটা মেষশাবক, ও শস্য-নৈবেদ্য ও তেল-মেশানো সেরা ময়দার দশ ভাগের এক ভাগ ও এক লোগ তেল দোলনীয় রীতি অনুসারে নিবেদন করবে। [২২] তার সামর্থ্য অনুসারে সে দু'টো ঘুঘু বা দু'টো পায়রার ছানাও আনবে: তার একটা হবে পাপার্থে বলিদানের জন্য, অন্যটা হবে আহুতির জন্য। [২৩] অষ্টম দিনে সে তার শুচীকরণের জন্য সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর সামনে যাজকের কাছে সেগুলো আনবে। [২৪] যাজক সংস্কার-বলিদানের মেষশাবক ও উল্লিখিত সেই এক লোগ তেল নিয়ে প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে তা দোলাবে। [২৫] পরে সে সংস্কার-বলিদানের মেষশাবক জবাই করবে, এবং যাজক সংস্কার-বলির খানিকটা রক্ত নিয়ে, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোকের ডান কানের প্রান্ত, ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙুল

ভিজিয়ে দেবে। [২৬] সেই তেল থেকে খানিকটা নিয়ে নিজ বাঁ হাতের তালুতে ঢেলে দেবে; [২৭] যাজক ডান হাতের আঙুল দিয়ে, বাঁ হাতে যে তেল আছে, তা থেকে কিছুটা কিছুটা সাতবার প্রভুর সামনে ছিটিয়ে দেবে। [২৮] তার হাতে যে তেল, তার কিছুটা নিয়ে যাজক, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোকের ডান কানের প্রান্ত, ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙুল ভিজিয়ে দেবে—সংস্কার-বলির রক্ত যেখানে দেওয়া হয়েছিল, তার উপরেও। [২৯] তার হাতে বাকি যে তেল, তা নিয়ে যাজক, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোকের মাথায় তা ঢেলে দেবে; সে এইভাবেই প্রভুর সামনে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে। [৩০] পরে সে তার সামর্থ্য অনুসারে আনা দু'টো ঘুঘুর বা দু'টো পায়রার ছানার মধ্যে একটা উৎসর্গ করবে; [৩১] অর্থাৎ তার সামর্থ্য অনুসারে শস্য-নৈবেদ্যের সঙ্গে একটা পাপার্থে বলিরূপে, অন্যটা আহুতিবলিরূপে উৎসর্গ করবে, এবং যাজক, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, তার জন্য প্রভুর সামনে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে। [৩২] সংক্রামক চর্মরোগের ঘা-আক্রান্ত যে লোকটি নিজের শুচীকরণ ব্যাপারে অসমর্থ, তার জন্য নির্দেশ এই।'

[৩৩] প্রভু মোশি ও আরোনকে আরও বললেন, [৩৪] 'আমি যে দেশ অধিকাররূপে তোমাদের দিচ্ছি, সেই কানান দেশে তোমরা প্রবেশ করার পর যদি আমি তোমাদের সেই অধিকৃত দেশের কোন ঘরে সংক্রামক চর্মরোগের জীবানুর উদ্ভব ঘটাই, [৩৫] তবে সেই ঘরের মালিক এসে যাজককে একথা জানাবে, "আমার মনে হয়, আমার ঘরে চর্মরোগের দাগের মত দাগ দেখা দিচ্ছে।" [৩৬] তখন যাজক আজ্ঞা দেবে, ওই দাগ দেখবার জন্য সেই ঘরে তার ঢোকবার আগে যেন ঘরটা শূন্য করা হয়, পাছে ঘরের সমস্ত বস্তু অশুচি হয়; পরে যাজক ঘর দেখবার জন্য ঢুকবে। [৩৭] যাজক সেই দাগ পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, ঘরের দেওয়ালে দাগ নিম্ন ও কিছুটা সবুজ বা লাল হয়েছে, এবং তার দৃষ্টিতে দেওয়ালের গায়ের চেয়ে তা নিম্ন মনে হয়, [৩৮] তবে যাজক ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে সাত দিন ওই ঘর রুদ্ধ করে রাখবে; [৩৯] সপ্তম দিনে যাজক আবার এসে পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, ঘরের দেওয়ালে সেই দাগ বেড়েছে, [৪০] তবে সে আজ্ঞা করবে, যেন আক্রান্ত পাথরগুলো উৎপাটন করে লোকেরা শহরের বাইরে অশুচি এক জায়গায় তা ফেলে দেয়।

[৪১] পরে যাজক ঘরের ভিতরটা চারদিকে ঘষে পরিষ্কার করবে, ও তারা সেই ঘর্ষণের ধুলা শহরের বাইরে অশুচি এক জায়গায় ফেলে দেবে। [৪২] তারা সেই পাথরের জায়গায় অন্য পাথর বসাবে, ও অন্য প্রলেপ দিয়ে ঘর লেপে দেবে। [৪৩] এইভাবে পাথর উৎপাটন করলে, ঘর ঘষলে ও লেপন করলে পর যদি আবার দাগ জন্মে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে, তবে যাজক এসে পরীক্ষা করবে; [৪৪] আর যদি সে দেখতে পায় যে, ওই ঘরে দাগ বেড়েছে, তবে সেই ঘরে সংক্রামক রোগ আছে: সেই ঘর অশুচি। [৪৫] লোকেরা ওই ঘর ভেঙে ফেলবে, এবং ঘরের পাথর, কাঠ ও প্রলেপ সবই শহরের বাইরে অশুচি এক জায়গায় নিয়ে যাবে। [৪৬] ওই ঘর যতদিন রুদ্ধ থাকে, ততদিন যে কেউ তার ভিতরে যায়, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; [৪৭] আর যে কেউ সেই ঘরে শোয়, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে; এবং যে কেউ সেই ঘরে খায়, সেও তার পোশাক ধুয়ে নেবে।

[৪৮] কিন্তু যাজক ঢুকে যদি দেখে যে, সেই ঘর লেপনের পর দাগ আর বাড়েনি, তবে সে সেই ঘর শুচি বলে ঘোষণা করবে, কেননা দাগ নিরাময় হয়েছে। [৪৯] সে সেই ঘর পাপমুক্ত করার জন্য দু'টো পাখি, এরসকাঠ, লাল পশম ও হিসোপ নেবে, [৫০] এবং একটা মাটির পাত্রে স্রোত-জলের উপরে একটা পাখি জবাই করবে; [৫১] পরে সে ওই এরসকাঠ, হিসোপ, লাল পশম ও জীবিত পাখি, এই সবকিছু নিয়ে জবাই করা পাখির রক্তে ও স্রোত-জলে ডুবিয়ে সাতবার ঘরে ছিটিয়ে দেবে। [৫২] এইভাবে পাখির রক্ত, স্রোত-জল, জীবিত পাখি, এরসকাঠ, হিসোপ ও লাল পশম, এই সবকিছু দিয়ে সেই ঘর পাপমুক্ত করবে। [৫৩] পরে ওই জীবিত পাখি শহরের বাইরে খোলা মাঠের দিকে ছেড়ে দেবে, এবং ঘরের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; তখন ঘর শুচি হবে।

[৫৪] এই নির্দেশ সবধরনের চর্মরোগ ও ছুলি, [৫৫] কাপড় ও ঘরের রোগ, [৫৬] ফোলা, মামড়ি ও চিক্কণ চিহ্ন সংক্রান্ত, [৫৭] যেন জানা যেতে পারে এই সমস্ত কখন্ অশুচি ও কখন্ শুচি। এ হল চর্মরোগ সংক্রান্ত নির্দেশ।'

বিবিধ প্রকার যৌন অশুচিতা

১৫ [১] প্রভু মোশি ও আরোনকে আরও বললেন, [২] ‘তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: পুরুষের শরীরে প্রমেহ হলে, তার সেই প্রমেহ তার পক্ষে অশুচিতাজনক। [৩] প্রমেহের জন্য তার অশুচিতার অবস্থা এই: প্রমেহ শরীর থেকে ক্ষরুক বা শরীরে বদ্ধ হোক, এ হল তার অশুচিতা। [৪] প্রমেহ-আক্রান্ত লোক যে কোন বিছানায় শোয়, তা অশুচি হবে; যা কিছুর উপরে সে বসে, তাও অশুচি হবে; [৫] যে কেউ তার বিছানা স্পর্শ করে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; [৬] যে কোন বস্তুর উপরে প্রমেহী বসে, তার উপরে যদি কেউ বসে, তবে সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; [৭] যে কেউ প্রমেহীর দেহ স্পর্শ করে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [৮] প্রমেহী যদি শুচি কোন লোকের গায়ে থুথু ফেলে, তবে সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; [৯] প্রমেহী যে কোন পশুর গদির উপরে উঠে বসে, তা অশুচি হবে। [১০] যে কেউ তার নিচে থাকা কোন জিনিস স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; যে কেউ সেই জিনিস তোলে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [১১] প্রমেহী হাত জলে ধুয়ে না নিয়ে যাকে স্পর্শ করে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [১২] প্রমেহী যে কোন মাটির পাত্র স্পর্শ করে, তা ভেঙে ফেলতে হবে, ও কাঠের সমস্ত পাত্র জলে ধুতে হবে। [১৩] প্রমেহী যখন নিজ প্রমেহ থেকে নিরাময় হবে, তখন সে তার শুচীকরণের জন্য সাত দিন গুনবে, এবং নিজের পোশাক ধুয়ে নেবে ও স্রোত-জলে স্নান করবে; পরে শুচি হবে। [১৪] অষ্টম দিনে সে নিজের জন্য দু’টো ঘুঘু বা দু’টো পায়রার ছানা নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর সামনে এসে সেগুলোকে যাজকের হাতে দেবে; [১৫] যাজক তার একটা পাপার্থে বলিরূপে, অন্যটা আহুতিবলিরূপে উৎসর্গ করবে; যাজক এইভাবেই তার প্রমেহের কারণে তার জন্য প্রভুর সামনে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে।

[১৬] যদি কোন পুরুষের রেতঃপাত হয়, তবে সে সর্বাঙ্গীণ জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [১৭] যে কোন পোশাক বা চামড়ার উপর রেতঃপাত হয়, তা জলে ধুতে হবে, এবং তা সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [১৮] স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে মিলন হলে তারা দু'জনে জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে।

[১৯] যে স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হয়, অর্থাৎ তার শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হলে তার অশুচি অবস্থা সাত দিন থাকবে, এবং যে কেউ তাকে স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [২০] অশুচিতাকালে সে যে কোন বিছানায় শোবে তা অশুচি হবে; যা কিছুর উপরে বসবে, তাও অশুচি হবে। [২১] যে কেউ তার বিছানা স্পর্শ করবে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [২২] যে কেউ এমন আসন স্পর্শ করে যার উপরে সে বসেছে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [২৩] তার বিছানা বা আসনের উপরে কোন কিছু থাকলে যে কেউ তা স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [২৪] অশুচিতাকালে যে পুরুষ তার সঙ্গে মিলিত হয়, তার অশুচিতা তাকে কলুষিত করবে, আর সে সাত দিন অশুচি থাকবে; যে কোন বিছানায় সে শোয়, তাও অশুচি হবে।

[২৫] ঋতুকালের বাইরে যদি কোন স্ত্রীলোকের বহুদিন ধরে রক্তস্রাব হয়, কিংবা তার ঋতুকাল যদি বেশি দিনের হয়, তবে যতদিন তার রক্তস্রাব হয়, ততদিন ধরে সে ঋতুকালের মত অশুচি থাকবে; [২৬] সেই রক্তস্রাবের পুরা কাল যে কোন বিছানায় সে শোবে, তা তার পক্ষে ঋতুকালের বিছানার মত হবে; যে কোন আসনের উপরে সে বসবে, তাও ঋতুকালের মত অশুচি হবে। [২৭] যে কেউ সেই সবকিছু স্পর্শ করবে, সে অশুচি হবে; পোশাক ধুয়ে জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [২৮] সেই স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব নিরাময় হলে সে সাত দিন গুনবে, তারপর সে শুচি হবে; [২৯] অষ্টম দিনে সে নিজের জন্য দু'টো ঘুঘু বা দু'টো পায়রার ছানা নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তা যাজকের কাছে আনবে; [৩০] যাজক তার একটা পাপার্থে বলিরূপে, ও অন্যটা আহুতিবলিরূপে উৎসর্গ করবে, তার সেই অশুচিতাজনক রক্তস্রাবের কারণে যাজক প্রভুর সামনে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে।

[৩১] তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের সেই সবকিছু থেকে দূরে রাখবে যা তাদের অশুচি করতে পারে, পাছে তাদের মাঝে অবস্থিত আমার আবাস কলুষিত করলে তারা তাদের অশুচি অবস্থার কারণে মারা পড়ে। [৩২] প্রমেহী ও রেতঃপাতে অশুচি লোক, [৩৩] এবং ঋতুতে অশুচি স্ত্রীলোক, স্রাব-আক্রান্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোক এবং অশুচি স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে পুরুষ মিলিত হয়, এই সকলের জন্য নির্দেশ এই।'

মহাপ্রায়শ্চিত্ত দিবস

১৬ [১] আরোনের দুই সন্তান প্রভুর কাছে একটি অর্ঘ্য নিবেদন করতে করতে মারা পড়ার পর, প্রভু মোশির সঙ্গে কথা বললেন। [২] প্রভু মোশিকে একথা বললেন, 'তোমার ভাই আরোনকে বল, যেন সে পবিত্রস্থানে পরদার ভিতরে, মঞ্জুষার উপরে বসানো প্রায়শ্চিত্তাসনের সামনে যখন তখন প্রবেশ না করে, পাছে তার মৃত্যু হয়; কেননা আমি প্রায়শ্চিত্তাসনের উপরেই একটি মেঘে দেখা দিই। [৩] আরোন পবিত্রধামে এইভাবে প্রবেশ করবে: পাপার্থে বলিদানের জন্য সে একটা বাছুর ও আহুতির জন্য একটা ভেড়া সঙ্গে নিয়ে যাবে। [৪] সে ক্ষোম-কাপড়ের পবিত্র অঙ্গরক্ষিণী পরিধান করবে, ক্ষোমের জাঙাল পরিধান করবে, কোমরে ক্ষোম-বন্ধনী দেবে, এবং মাথায় ক্ষোমের পাগড়ি দেবে: এগুলিই সেই পবিত্র পোশাক, যা সর্বাঙ্গীণ জলে স্নান করার পর সে পরিধান করবে। [৫] ইস্রায়েল সন্তানদের জনমণ্ডলীর কাছ থেকে সে পাপার্থে বলিদানের জন্য দু'টো ছাগ ও আহুতির জন্য একটা ভেড়া গ্রহণ করে নেবে।

[৬] আরোন নিজের জন্য পাপার্থে বলিদানের বাছুরটাকে উৎসর্গ করে নিজের জন্য ও নিজের কুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার পর [৭] সেই দু'টো ছাগ নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তা প্রভুর সামনে দাঁড় করাবে; [৮] এবং ওই দু'টো ছাগের মধ্যে কোন্‌টা প্রভুর জন্য ও কোন্‌টা আজাজেলের জন্য, তা জানবার জন্য আরোন গুলিবাঁট করবে। [৯] গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ প্রভুর জন্য হয়, আরোন তা নিয়ে পাপার্থে বলিরূপে উৎসর্গ করবে; [১০] কিন্তু গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ আজাজেলের জন্য হয়, সেটাকে জীবিত অবস্থায় প্রভুর সামনে দাঁড় করানো হবে, যেন সেটাকে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করা হয় ও পরে সেটাকে মরুপ্রান্তরে আজাজেলের কাছে পাঠানো হয়।

[১১] নিজের জন্য পাপার্থে বলিরূপে বাছুরটাকে উৎসর্গ করে, ও নিজের জন্য ও নিজের কুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করে আরোন নিজের জন্য পাপার্থে বলিরূপে সেই বাছুরটাকে জবাই করার পর [১২] প্রভুর সামনে থেকে, বেদির উপর থেকেই নেওয়া জ্বলন্ত অঙ্গারে পূর্ণ ধূপদানি ও এক মুঠো গুঁড়ো করা সুগন্ধি ধূপ নিয়ে পরদার ভিতরে যাবে। [১৩] সেই ধূপ প্রভুর সামনে জ্বালানো আগুনে দেবে, যেন সাক্ষ্যলিপির উপরে বসানো প্রায়শ্চিত্তাসন ধূপের ধূম-মেঘে ঢাকা পড়ে আর সে যেন না মরে। [১৪] পরে সে ওই বাছুরটার খানিকটা রক্ত নিয়ে তা প্রায়শ্চিত্তাসনের পুবপাশে আঙুল দিয়ে ছিটিয়ে দেবে, এবং আঙুল দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসনের সামনে ওই রক্ত সাতবার ছিটিয়ে দেবে।

[১৫] পরে সে জনগণের জন্য পাপার্থে বলিরূপে ছাগটা জবাই করে তার রক্ত পরদার ভিতরে এনে যেমন বাছুরের রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিল, এর রক্ত নিয়েও তেমনি করবে—প্রায়শ্চিত্তাসনের উপরে ও প্রায়শ্চিত্তাসনের সামনে তা ছিটিয়ে দেবে। [১৬] ইস্রায়েল সন্তানদের নানা ধরনের অশুচিতা, অন্যায় ও সমস্ত পাপের কারণে সে এইভাবেই পবিত্রস্থানের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; একই প্রকারে সে তা করবে সেই সাক্ষাৎ-তাঁবুর জন্য, যা তাদের নানা ধরনের অশুচিতার মধ্যে তাদের সঙ্গে অবস্থিত। [১৭] প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য পবিত্রস্থানে প্রবেশ করার সময় থেকে যতক্ষণ না সে বেরিয়ে আসে, যতক্ষণ নিজের জন্য, নিজের কুলের জন্য, ও গোটা ইস্রায়েল জনসমাবেশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি শেষ না করে, ততক্ষণ ধরে কেউই যেন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে না থাকে। [১৮] তাই একবার বেরিয়ে এসে, প্রভুর সামনে যে বেদি রয়েছে, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, এবং সেই বাছুরের খানিকটা রক্ত ও ছাগের খানিকটা রক্ত নিয়ে বেদির চার কোণে শিংগুলোর উপরে দেবে। [১৯] সে বাকিটুকু রক্ত নিয়ে নিজের আঙুল দিয়ে তা বেদির উপরে সাতবার ছিটিয়ে দেবে: এভাবে তা শুচি করবে, ও ইস্রায়েল সন্তানদের অশুচিতা থেকে তা পবিত্রীকৃত করবে।

[২০] পবিত্রস্থান, সাক্ষাৎ-তাঁবু ও বেদির জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি সমাধা হওয়ার পর সে সেই জীবিত ছাগটাকে আনবে। [২১] আরোন সেই জীবিত ছাগের মাথায় তাঁর

দু'হাত রাখবে, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত শঠতা, তাদের সমস্ত অন্যায় ও তাদের নানা ধরনের পাপ তার উপরে স্বীকার করবে; সেইসব ওই ছাগের মাথায় রাখার পর সে একাজে নিযুক্ত একটি লোকের হাত দিয়ে ছাগটা মরুপ্রান্তরে পাঠিয়ে দেবে। [২২] ওই ছাগ নিজের উপরে তাদের সমস্ত শঠতা তুলে জনশূন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাবে। ছাগটাকে মরুপ্রান্তরে ছেড়ে দেওয়ার পর [২৩] আরোন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করবে, এবং পবিত্রস্থানে প্রবেশ করার সময়ে যে সকল ক্ষোম-পোশাক পরিধান করেছিল, তা খুলে সেই জায়গায় ফেলে রাখবে। [২৪] সে পবিত্র একটি স্থানে জলে স্নান করে নিজের পোশাক পরিধান করে বাইরে আসবে, এবং নিজের আহুতি ও জনগণের আহুতিবলি উৎসর্গ করে নিজের জন্য ও জনগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, [২৫] এবং পাপার্থে বলির চর্বি বেদিতে পুড়িয়ে দেবে।

[২৬] যে লোকটি আজাজেলের কাছে ছাগটাকে ছেড়ে দিয়েছিল, সে নিজের জামাকাপড় ধুয়ে নেবে, ও নিজে জলে স্নান করে নেবে; পরেই শিবিরে ফিরে আসবে। [২৭] পাপার্থে বলিদানের বাছুর ও পাপার্থে বলিদানের ছাগ—যাদের রক্ত প্রায়শ্চিত্তের জন্য পবিত্রস্থানে নেওয়া হয়েছিল—দু'টোকেই শিবিরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে, এবং তাদের চামড়া, মাংস ও গোবর পুড়িয়ে দেওয়া হবে। [২৮] যে লোক সেইসব পুড়িয়ে দেবে, সে নিজের জামাকাপড় ধুয়ে নেবে, ও নিজে জলে স্নান করে নেবে; পরেই শিবিরে ফিরে আসবে।

[২৯] তোমাদের জন্য এ হবে চিরস্থায়ী বিধি; সপ্তম মাসে, সেই মাসের দশম দিনে স্বদেশীয় লোক ও এমন বিদেশী লোকও যে তোমাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে, তোমরা সকলেই তোমাদের প্রাণ অবনমিত করবে ও যে কোন কর্ম থেকে বিরত থাকবে। [৩০] কেননা সেই দিন তোমাদের শুচি করার উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালিত হবে; তোমরা প্রভুর সামনে তোমাদের সকল পাপ থেকে শুচীকৃত হবে। [৩১] তোমাদের পক্ষে তা হবে শাব্বাতীয় বিশ্রাম, এবং তোমরা তোমাদের প্রাণ অবনমিত করবে: এ চিরস্থায়ী বিধি।

[৩২] পিতার পদে যাজকত্ব অনুশীলন করতে যাকে অভিষেক ও নিয়োগ-রীতি দ্বারা নিযুক্ত করা হবে, সেই যাজক প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; সে ক্ষোমের পোশাক অর্থাৎ

পবিত্র পোশাকগুলো পরিধান করবে। [৩৩] সে পরম পবিত্রস্থানের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, সাক্ষাৎ-তাঁবুর ও বেদির জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, এবং যাজকদের ও জনসমাবেশের সকল জনগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে।

[৩৪] ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য তাদের সমস্ত পাপের কারণে বছরে একবার প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করা তোমাদের পক্ষে চিরস্থায়ী বিধি হবে।'

আর প্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেইমত করা হল।

রক্তের প্রতি সম্মান

১৭ [১] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২] 'তুমি আরোনকে, তার সন্তানদের ও সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: প্রভু এই আজ্ঞা দিয়েছেন: [৩] ইস্রায়েলকুলের মধ্যে কোন লোক শিবিরের মধ্যে বা শিবিরের বাইরে একটা বলদ বা একটা ভেড়া বা একটা ছাগ জবাই করে, [৪] কিন্তু প্রভুর আবাসের সামনে প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করার জন্য তা সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে আনে না, সেই লোককে রক্তপাত-অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে; সে রক্তপাত করেছে, সেই লোককে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। [৫] সুতরাং ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের যজ্ঞীয় পশু খোলা মাঠেই বলিদান না ক'রে—যেইভাবে করে থাকে! —সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারেই বরং যাজকের কাছে এনে সেই সমস্ত পশু প্রভুর উদ্দেশে মিলন-যজ্ঞরূপে বলিদান করুক। [৬] যাজক সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর বেদির উপরে সেগুলোর রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে, এবং চর্বি প্রভুর উদ্দেশে সৌরভরূপে পুড়িয়ে দেবে। [৭] তবে তারা, যে লোমওয়ালাদের পিছু পিছু গিয়ে ব্যভিচার করে, তাদের উদ্দেশে আর বলিদান করবে না। এ চিরস্থায়ী বিধি, যা পুরুষানুক্রমে তাদের পক্ষে পালনীয়।

[৮] তাদের তুমি আরও বল: ইস্রায়েলকুলের মধ্যে কোন লোক বা তাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে এমন কোন বিদেশী লোক যদি আহুতি বা যজ্ঞবলি নিবেদন করে, [৯] কিন্তু প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করার জন্য তা সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে না আনে, তবে তাকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

[১০] ইস্রায়েলকুলের মধ্যে কোন লোক, বা তাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে এমন কোন বিদেশী লোক যদি কোন প্রকার রক্ত খায়, তবে যে লোকটা রক্ত খায়, তার প্রতি আমি বিমুখ হব ও তার আপন জনগণের মধ্য থেকে তাকে উচ্ছেদ করব। [১১] কেননা দেহের প্রাণ রক্তেই থাকে; আর এজন্যই আমি তোমাদের এমনটি দিয়েছি, তোমরা যেন তোমাদের প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার উদ্দেশ্যে তা বেদির উপরে রাখ; কেননা প্রাণ হওয়ায় রক্তই প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে। [১২] এজন্যই আমি ইস্রায়েল সন্তানদের বললাম: তোমাদের মধ্যে কেউই রক্ত খাবে না, তোমাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে এমন বিদেশী লোকও রক্ত খাবে না।

[১৩] ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে কোন লোক বা তাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে এমন কোন বিদেশী লোক যদি শিকার করে এমন কোন পশু বা পাখি ধরে যা খাওয়া বিধেয়, তবে সে তার রক্ত ঢেলে দিয়ে মাটিতে ঢেকে দেবে। [১৪] কেননা প্রতিটি প্রাণীর রক্তই তার প্রাণ, আর সেই প্রাণ তার রক্তেই থাকে; এজন্যই আমি ইস্রায়েল সন্তানদের বললাম: তোমরা কোন প্রাণীর রক্ত খাবে না, কেননা প্রতিটি প্রাণীর রক্তই তার প্রাণ; যে কেউ তা খাবে, তাকে উচ্ছেদ করা হবে।

[১৫] এমনি মারা গেছে কিংবা অন্য পশুর কবলে পড়ে বিদীর্ণ হয়েছে এমন পশুর মাংস স্বদেশী বা বিদেশীদের মধ্যে যে কেউ খায়, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান করবে, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; পরে শুচি হবে। [১৬] কিন্তু যদি পোশাক ধুয়ে না নেয় ও স্নান না করে, তবে সে তার নিজের অপরাধের দণ্ড নিজে বহন করবে।'

দাম্পত্য-মিলনের প্রতি সম্মান

১৮ [১] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২] 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর! [৩] তোমরা যেখানে বাস করেছ, সেই মিশর দেশের আচার-আচরণ অনুযায়ী আচরণ করবে না; যে কানান দেশে আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি, সেখানকার আচার-আচরণ অনুযায়ী আচরণও করবে না ও তাদের বিধি অনুসারেও চলবে না। [৪] তোমরা আমারই নিয়মনীতি মেনে চলবে, আমারই বিধিগুলো পালন করবে ও সেই পথে চলবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

[৫] সুতরাং তোমরা আমার বিধিগুলো ও আমার নিয়মনীতি পালন করবে; যে কেউ সেগুলো পালন করবে, সে সেগুলিতে জীবন পাবে। আমিই প্রভু!

[৬] তোমরা কেউই কোন আত্মীয়ার উলঙ্গতা অনাবৃত করার জন্য তার কাছে যাবে না। আমিই প্রভু! [৭] তুমি তোমার মাতার উলঙ্গতা অনাবৃত করে তোমার পিতারই উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না: সে তোমার আপন মাতা, তার উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না। [৮] তোমার পিতার বধূর উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না: তা তোমার আপন পিতারই উলঙ্গতা [৯] তোমার বোন—তোমার পিতার কন্যা বা মাতার কন্যা, গৃহজাতা হোক বা অন্যত্র জাতা হোক, তাদের উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না। [১০] তোমার পৌত্রীর বা দৌহিত্রীর উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না, কেননা তা তোমারই উলঙ্গতা। [১১] তোমার পিতার বধূর কন্যা যে তোমার পিতার ঘরে জন্মেছে, তার উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না: সে তোমার বোন। [১২] তোমার পিসির উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না: সে তোমার পিতার আপন মাংস। [১৩] তোমার মাসীর উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না: সে তোমার মাতার আপন মাংস। [১৪] তোমার জেঠার উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না, অর্থাৎ তার বধূর কাছে যাবে না: সে তোমার জেঠীমা। [১৫] তোমার পুত্রবধূর উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না: সে তোমার ছেলের স্ত্রী; তার উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না। [১৬] তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না: তা তোমার ভাইয়ের উলঙ্গতা। [১৭] কোন স্ত্রীলোক ও তার মেয়ের উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না; উলঙ্গতা অনাবৃত করার জন্য তার পৌত্রীকে বা দৌহিত্রীকে নেবে না: তারা পরস্পর আত্মীয়; এ জঘন্য কাজ। [১৮] স্ত্রী জীবিত থাকতে স্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী হবার জন্য উলঙ্গতা অনাবৃত করার জন্য তার বোনকে বিবাহ করবে না। [১৯] কোন স্ত্রীলোকের ঋতুজনিত অশুচিতাকালে তার উলঙ্গতা অনাবৃত করতে তার কাছে যাবে না। [২০] তুমি তোমার স্বজাতীয়ের স্ত্রীর কাছে গিয়ে নিজেকে কলুষিত করবে না। [২১] তোমার বংশজাত কাউকেও মোলখ দেবের উদ্দেশে আগুনের মধ্য দিয়ে যেতে দেবে না ও তোমার পরমেশ্বরের নাম অপবিত্র করবে না। আমিই প্রভু! [২২] স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে মিলন, পুরুষলোকের সঙ্গে তেমন মিলনে মিলিত হবে না, তা জঘন্য কাজ। [২৩] তুমি কোন পশুর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেকে

অশুচি করবে না; কোন স্ত্রীলোক কোন পশুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তার সামনে দাঁড়াবে না; এ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ।

[২৪] তোমরা এই সমস্ত দিয়ে নিজেদের অশুচি করবে না, কেননা যে জাতিগুলোকে আমি তোমাদের সামনে থেকে দেশছাড়া করতে যাচ্ছি, তারা এই সমস্ত দিয়েই নিজেদের অশুচি করেছে; [২৫] দেশও অশুচি হয়েছে, তাই আমি তার অপরাধের দণ্ড দিতে যাচ্ছি ও দেশ তার আপন অধিবাসীদের উদ্গিরণ করল। [২৬] সুতরাং তোমরা আমার বিধি ও আমার নিয়মনীতি পালন করবে, ওই সকল জঘন্য কাজের কোন কাজ করবে না; স্বদেশীয় হোক, কিংবা সেই বিদেশীয় হোক যে তোমাদের মাঝে প্রবাসী হয়ে বাস করে, কেউই তা করবে না। [২৭] কেননা তোমাদের আগে যারা সেখানে ছিল, ওই দেশের সেই জনগণ তেমন জঘন্য কাজ করায় দেশ অশুচি হয়েছে। [২৮] সাবধান, সেই দেশ যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী ওই জাতিকে উদ্গিরণ করল, তেমনি যেন তোমাদের দ্বারা অশুচি হয়ে তোমাদেরও উদ্গিরণ না করে! [২৯] কেননা যে কেউ ওই সকল জঘন্য কাজের মধ্যে কোন কাজ করবে, তাকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। [৩০] সুতরাং তোমরা আমার আদেশ পালন করবে, তোমাদের আগে যে সকল জঘন্য কাজ প্রচলিত ছিল, তার কিছুই তোমরা করবে না, তা করে নিজেদের অশুচিও করবে না। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!’

সৃষ্টজীব স্রষ্টার পবিত্রতার অংশী হতে আহূত

১৯ [১] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২] ‘ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর কাছে কথা বল; তাদের বল: তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর, আমি নিজেই পবিত্র।

[৩] তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন মাতাকে ও আপন আপন পিতাকে ভয় করবে, এবং আমার শাব্বাৎ সকল পালন করবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

[৪] তোমরা অসার সেই প্রতিমাগুলোর প্রতি মুখ ফেরাবে না, নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা দেবতাও তৈরি করবে না। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

[৫] যখন তোমরা প্রভুর উদ্দেশে মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ কর, তখন বলিটা এমনভাবেই উৎসর্গ কর, যেন গ্রহণীয় হয়। [৬] তোমাদের যজ্ঞের দিনে ও তারপর দিনেই তা খেতে হবে; তৃতীয় দিন পর্যন্ত যা কিছু বাকি থাকে, তা আগুনে পোড়াতে হবে। [৭] তৃতীয় দিনে খেলে, তবে তা জঘন্য ব্যাপার; বলিটা গ্রহণীয় হবে না; [৮] যে কেউ তা খায়, তাকে তার নিজের অপরাধের দণ্ড নিজেকেই বহন করতে হবে; কেননা সে প্রভুর পবিত্র বস্তু অপবিত্র করেছে; সেই লোকটাকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

[৯] তোমরা যখন তোমাদের ভূমির ফসল কাট, তখন জমির শেষ কোণ পর্যন্ত ফসল নিঃশেষেই কাটবে না, জমিতে পড়ে থাকা শস্যও কুড়োবে না; [১০] আর তোমার আঙুরখেতের ফল তুমি দু'বার জড় করবে না, খেতে পড়ে থাকা আঙুরফলও কুড়োবে না। তা গরিব ও প্রবাসীর জন্যই ফেলে রাখবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

[১১] তোমরা চুরি করবে না; একে অন্যের প্রতি প্রবঞ্চনা বা মিথ্যা কিছুই খাটাবে না। [১২] ছলনার উদ্দেশ্যে তোমরা আমার নাম নিয়ে শপথ করবে না, করলে তুমি তোমার পরমেশ্বরের নাম অপবিত্র করবে। আমিই প্রভু! [১৩] তোমার প্রতিবেশীকে তুমি শোষণ করবে না, তার কোন কিছুও অপহরণ করবে না; দিনমজুরের প্রাপ্য সকাল পর্যন্ত সারারাত ধরে কাছে রাখবে না।

[১৪] তুমি বধিরকে অভিশাপ দেবে না, অন্ধের পায়ের সামনে কোন বাধাও রাখবে না; বরং তোমার পরমেশ্বরকে ভয় করবে। আমিই প্রভু!

[১৫] তোমরা বিচার সম্পাদনে অন্যায় করবে না; তুমি গরিবেরও পক্ষপাত করবে না, ক্ষমতাশালীরও সুবিধা করবে না: তুমি ন্যায্যতা বজায় রেখেই স্বজাতীয়ের বিচার নিষ্পন্ন করবে। [১৬] তুমি তোমার জনগণের মধ্যে কুৎসা রটিয়ে বেড়াবে না; তোমার প্রতিবেশীর রক্তপাতে সহযোগিতা দেবে না। আমিই প্রভু!

[১৭] তুমি হৃদয়ের মধ্যে তোমার ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা রাখবে না; তুমি তোমার স্বজাতীয়কে মুক্তকণ্ঠেই তিরস্কার করবে, তবে তোমাকে তার পাপ বহন করতে হবে না।

[১৮] তুমি প্রতিশোধ নেবে না; তোমার আপন জাতির সন্তানদের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করবে না, বরং তোমার প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসবে। আমিই প্রভু!

[১৯] তোমরা আমার বিধিগুলো পালন করবে। তুমি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পশুর সঙ্গে তোমার পশুদের মিলন ঘটাবে না; তোমার এক জমিতে দুই প্রকার বীজ বুনবে না, ও দুই প্রকার সুতোতে-মেশানো পোশাক গায়ে দেবে না।

[২০] মূল্য দিয়ে কিংবা অন্যভাবে বিমুক্তা হয়নি, অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহিতা এমন দাসীর সঙ্গে যে কেউ মিলিত হয়, তারা দণ্ডনীয় হবে; তবু তাদের প্রাণদণ্ড হবে না, কেননা সে বিমুক্তা নারী নয়। [২১] সেই পুরুষ সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর উদ্দেশে তার নিজের সংস্কার-বলি অর্থাৎ সংস্কার-বলিদানের ভেড়া আনবে; [২২] যাজক প্রভুর সামনে সেই সংস্কার-বলিদানের ভেড়া দিয়ে তার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; তাই সেই পুরুষ যে পাপ করেছে, তার সেই পাপের ক্ষমা হবে।

[২৩] তোমরা একবার দেশে প্রবেশ করলে যখন সব প্রকার ফলের গাছ পুঁতবে, তখন তার ফল অপরিচ্ছেদিত বলেই গণ্য করবে; তিন বছর ধরে তা তোমরা অপরিচ্ছেদিত বলে গণ্য করবে: তা খাবে না; [২৪] চতুর্থ বছরে তার সমস্ত ফল পর্বীয় অর্ঘ্যরূপে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত হবে। [২৫] পঞ্চম বছরে তোমরা তার ফল খাবে; এইভাবে গাছগুলো তোমাদের জন্য প্রচুর ফল উৎপন্ন করে যাবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

[২৬] রক্ত সমেত তোমরা কিছুই খাবে না; গণকের বা জাদুকরের বিদ্যা অনুশীলন করবে না। [২৭] তোমরা মাথার চারপাশে চুল মণ্ডলাকার করবে না, দাড়ির কোণ মুণ্ডন করবে না। [২৮] মৃতলোকের জন্য নিজেদের দেহে কাটাকাটি করবে না, শরীরে উলকি এঁকে দেবে না। আমিই প্রভু! [২৯] তুমি তোমার আপন মেয়েকে বেশ্যা হতে দিয়ে কলুষিত করবে না, পাছে দেশ ব্যভিচারী হয়ে পড়ে ও কুকাজে ভরে ওঠে।

[৩০] তোমরা আমার শাব্বাৎগুলো পালন করবে, ও আমার পবিত্রধামের প্রতি সম্মান দেখাবে। আমিই প্রভু!

[৩১] তোমরা ভূতের ওঝাদের ও গণকদের উপর নির্ভর করবে না; তাদের কাছে দৈববাণী জানতে যাবে না, নইলে তাদের দ্বারা নিজেদের কলুষিত করবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

[৩২] তুমি চুল পাকা লোকের সামনে উঠে দাঁড়াবে, বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সম্মান করবে, তোমার আপন পরমেশ্বরকে ভয় করবে। আমিই প্রভু!

[৩৩] কোন বিদেশী লোক যদি তোমাদের দেশে তোমাদের মাঝে প্রবাসী হয়ে বাস করে, তোমরা তাকে অত্যাচার করবে না। [৩৪] তোমাদের কাছে তোমাদের স্বদেশীয় লোক যেমন, তোমাদের মাঝে প্রবাসী এমন বিদেশী লোকও তেমনি হবে; তুমি তাকে নিজেরই মত ভালবাসবে; কারণ মিশর দেশে তোমরাও প্রবাসী ছিলে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

[৩৫] তোমরা বিচার, মাপামাপি, ওজন ও ধারণ, এসমস্ত বিষয়ে অন্যায় করবে না। [৩৬] তোমরা ন্যায্য দাঁড়ি, ন্যায্য বাটখারা, ন্যায্য এফা ও ন্যায্য হিন ব্যবহার করবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছেন।

[৩৭] অতএব তোমরা আমার সমস্ত বিধি ও আমার সমস্ত নিয়মনীতি পালন করবে, সেগুলিকে মেনে চলবে। আমিই প্রভু!’

বিবিধ দণ্ড

২০ [১] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২] ‘ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি একথা বলবে: ইস্রায়েল সন্তানদের কোন লোক কিংবা ইস্রায়েলের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে বিদেশী এমন কোন লোক যদি তার বংশের কাউকেও মোলখ দেবের উদ্দেশে উৎসর্গ করে, তবে তার প্রাণদণ্ড হবে, দেশের লোকেরা তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করবে। [৩] আমিও সেই লোকের প্রতি বিমুখ হয়ে তার জনগণের মধ্য থেকে তাকে উচ্ছেদ করব, কেননা তার ছেলেদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে মোলখ দেবকে দেওয়ায় সে আমার পবিত্রধাম কলুষিত করেছে ও আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করেছে। [৪] আর যখন সেই লোক তার ছেলেদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে মোলখ দেবকে দেয়, তখন যদি দেশের জনগণ

চোখ বন্ধ রাখে, তাকে হত্যা করে না, [৫] তবে আমি নিজেই সেই লোকের প্রতি ও তার গোত্রের প্রতি বিমুখ হয়ে তাকে ও মোলখ দেবের সঙ্গে ব্যভিচার করার জন্য তার অনুগামী ব্যভিচারী সকলকেই তাদের জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করব। [৬] যে কেউ ভূতের ওঝা বা গণকদের পিছু পিছু গিয়ে ব্যভিচার করবার জন্য তাদের উপর নির্ভর করে, আমি সেই লোকের প্রতি বিমুখ হয়ে তার জনগণের মধ্য থেকে তাকে উচ্ছেদ করব। [৭] তাই তোমরা নিজেদের পবিত্রিত কর, নিজেরাই পবিত্র হও, কেননা আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

[৮] তোমরা আমার বিধিবিধান মেনে চল ও পালন কর। স্বয়ং প্রভু আমিই তোমাদের পবিত্র করি। [৯] যে কেউ তার পিতাকে বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে; পিতামাতাকে অভিশাপ দেওয়ায় তার রক্ত তার উপরেই পড়বে। [১০] যে লোক পরের বধূর সঙ্গে ব্যভিচার করে, যে লোক প্রতিবেশীর বধূর সঙ্গে ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও সেই ব্যভিচারিণী দু'জনেরই প্রাণদণ্ড হবে। [১১] যে লোক তার পিতার বধূর সঙ্গে মিলিত হয়, সে তার আপন পিতার উলঙ্গতা অনাবৃত করে; তাদের দু'জনেরই প্রাণদণ্ড হবে, তাদের রক্ত তাদের উপরেই পড়বে। [১২] যদি কেউ নিজ পুত্রবধূর সঙ্গে মিলিত হয়, তাদের দু'জনেরই প্রাণদণ্ড হবে; তারা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ করেছে; তাদের রক্ত তাদের উপরেই পড়বে। [১৩] স্ত্রীলোকের সঙ্গে যেমন মিলন, যদি কোন পুরুষলোক পুরুষলোকের সঙ্গে তেমন মিলনে মিলিত হয়, তবে তারা দু'জনেই জঘন্য কাজ করে; তাদের প্রাণদণ্ড হবে; তাদের রক্ত তাদের উপরেই পড়বে। [১৪] যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে ও তার মেয়েকেও বধূরূপে রাখে, তবে তা কুকর্ম; তাদের আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে, তাকে ও সেই দু'জনকেও দিতে হবে, যেন তোমাদের মধ্যে তেমন কুকর্ম না হয়। [১৫] যে কেউ কোন পশুর সঙ্গে মিলিত হয়, তার প্রাণদণ্ড হবে; তোমরা সেই পশুকেও মেরে ফেলবে। [১৬] কোন স্ত্রীলোক যদি পশুর কাছে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিতা হয়, তুমি সেই স্ত্রীলোককে ও সেই পশুকে হত্যা করবে; তাদের প্রাণদণ্ড হবে, তাদের রক্ত তাদের উপরেই পড়বে। [১৭] যদি কেউ তার আপন বোনকে —পিতার কন্যাকে বা মাতার কন্যাকে—গ্রহণ করে এবং দু'জনে দু'জনের উলঙ্গতা দেখে, তবে তা লজ্জাকর ব্যাপার; তাদের তাদের আপন জাতির সন্তানদের মধ্য থেকে

উচ্ছেদ করা হবে; নিজের বোনের উলঙ্গতা অনাবৃত করায় সে নিজের অপরাধের দণ্ড বহন করবে। [১৮] যদি কেউ কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার ঋতুকালে মিলিত হয় ও তার উলঙ্গতা অনাবৃত করে, তবে সেই পুরুষলোক তার রক্তের উৎস প্রকাশ করায়, ও সেই স্ত্রীলোক নিজের রক্তের উৎস অনাবৃত করায় দু'জনকেই তাদের আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। [১৯] তুমি তোমার মাসীর বা পিসির উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না; তা করলে তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার উলঙ্গতা অনাবৃত করা হয়, তারা দু'জনেই নিজ নিজ অপরাধের দণ্ড বহন করবে। [২০] যদি কেউ তার জেঠার বধূর সঙ্গে মিলিত হয়, তবে তার জেঠার উলঙ্গতা অনাবৃত করে; তারা তাদের পাপের দণ্ড বহন করবে, নিঃসন্তান হয়ে মরবে। [২১] যদি কেউ তার আপন ভাইয়ের বধূকে গ্রহণ করে, তা অশুচি কাজ; তার আপন ভাইয়ের বধূর উলঙ্গতা অনাবৃত করায় তারা নিঃসন্তান হয়ে থাকবে।

[২২] তোমরা আমার সমস্ত বিধি ও আমার সমস্ত নিয়মনীতি মেনে চলবে ও পালন করবে, আমি তোমাদের বসাবার জন্য যে দেশে নিয়ে যাচ্ছি, সেই দেশ যেন তোমাদের উদ্গিরণ না করে। [২৩] আমি তোমাদের সামনে থেকে যে জাতিকে দেশছাড়া করতে যাচ্ছি, তার আচার-আচরণ অনুযায়ী আচরণ করবে না, কেননা তারা ওই সকল কাজ করছিল বিধায় আমার কাছে জঘন্য হল। [২৪] কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: তোমরাই তাদের দেশভূমি অধিকার করবে, আমি নিজেই সেই দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশ তোমাদের অধিকারে দেব। আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর, যিনি এই জাতিগুলির মধ্য থেকে তোমাদের পৃথক করেছেন। [২৫] তাই তোমরা শুচি অশুচি পশুর ও শুচি অশুচি পাখির প্রভেদ করবে; আমি তোমাদের পক্ষে যে যে পশু, পাখি ও ভূচর প্রাণীগুলোকে অশুচি বলে পৃথক করলাম, সেই সবগুলো খেয়ে তোমরা নিজেদের জঘন্য করবে না। [২৬] তোমরা আমার উদ্দেশে পবিত্র হও, কেননা আমি, প্রভু, আমি নিজে পবিত্র, এবং আমি এই জাতিগুলির মধ্য থেকে তোমাদের পৃথক করেছি, যেন তোমরা আমারই হও।

[২৭] পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মধ্যে যে কেউ প্রেতসাধক বা গণক হয়, তার প্রাণদণ্ড হবে; লোকে তাদের পাথর ছুড়ে হত্যা করবে; তাদের রক্ত তাদের উপরেই পড়বে।'

যাজকদের পবিত্রতা

২১ [১] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, ‘তুমি আরোন-বংশীয় যাজকদের কাছে কথা বল; তাদের বল: স্বজাতীয় মৃতজনের স্পর্শে তাদের কেউই নিজেকে অশুচি করবে না; [২] কেবল তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মরলে সে অশুচি হতে পারবে, তথা: তার আপন মা, বাবা, ছেলে, মেয়ে বা ভাই, [৩] এবং এমন অবিবাহিতা বোন যে তার ঘরে থাকে; এর মৃত্যুতে সে অশুচি হতে পারবে। [৪] আপন আত্মীয়দের মধ্যে প্রধান বলে সে নিজেকে কলুষিত ক'রে যেন নিজেকে অশুচি না করে।

[৫] তারা মাথার চুল খেউরি করবে না, দাড়ির কোণও মুণ্ডন করবে না, নিজেদের দেহে কাটাকাটি করবে না; [৬] তারা তাদের আপন পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হবে, ও তাদের আপন পরমেশ্বরের নাম অপবিত্র করবে না, কেননা তারা প্রভুর অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য উৎসর্গ করে, তাদের আপন পরমেশ্বরের খাদ্য-নৈবেদ্য উৎসর্গ করে; তাই তারা পবিত্র হবে। [৭] তারা বেশ্যা বা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে না, স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীলোককেও বিবাহ করবে না, কেননা যাজক তার আপন পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র। [৮] তাই তুমি তাকে পবিত্র বলে গণ্য করবে, কারণ সে তোমার পরমেশ্বরের খাদ্য উৎসর্গ করে; সে তোমার কাছে পবিত্র হবে, কেননা স্বয়ং প্রভু এই আমি, তোমাদের পবিত্র করি যিনি, আমি নিজেই পবিত্র।

[৯] কোন যাজকের মেয়ে যদি বেশ্যাগিরি করে নিজেকে অপবিত্রা করে, তবে সে তার আপন পিতাকে অপবিত্র করে; তাকে আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে।

[১০] ভাইদের মধ্যে প্রধান যাজক, যার মাথায় অভিষেকের তেল ঢালা হয়েছে, যে নিয়োগ-রীতি দ্বারা পবিত্র পোশাক পরিধান করবার অধিকার পেয়েছে, সে নিজের মাথা উস্কখুস্ক করবে না ও নিজের পোশাক ছিঁড়বে না। [১১] সে কোন লাশের কাছে যাবে না, নিজের পিতা বা মাতার জন্যও সে নিজেকে অশুচি করবে না, [১২] পবিত্রধাম ছেড়ে বেরিয়ে যাবে না, তার আপন পরমেশ্বরের পবিত্রধাম অপবিত্র করবে না, কেননা তার পরমেশ্বরের অভিষেকের তেলের পবিত্রীকরণ তার উপরে রয়েছে। আমিই প্রভু! [১৩] সে কেবল কুমারী এক নারীকেই স্ত্রীরূপে নিতে পারবে। [১৪] বিধবা, পরিত্যক্তা, ভ্রষ্টা, বেশ্যা—এদের কাউকে সে বিবাহ করবে না; সে তার আপন জনগণের মধ্যে

একটি কুমারীকে বিবাহ করবে। [১৫] সে তার আপন জনগণের মধ্যে তার বংশ অপবিত্র করবে না, কেননা স্বয়ং প্রভু আমিই তাকে পবিত্র করি।’

[১৬] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [১৭] ‘তুমি আরোনকে বল: পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের মধ্যে দেহে যার দোষ থাকে, সে যেন তার পরমেশ্বরের খাদ্য উৎসর্গ করতে এগিয়ে না আসে; [১৮] কেননা দেহে যে কোন লোকের দোষ আছে, সে এগিয়ে আসতে পারে না: অন্ধ বা খোঁড়া, চেপটা নাক বা বিকৃত অঙ্গ, [১৯] ভগ্নপদ বা ভগ্নহস্ত মানুষ নয়, [২০] কুব্জ, বাহন, ছানিপড়া, পাঁচড়া বা মামড়ি-আক্রান্ত মানুষ ও ভগ্ন-অণ্ডকোষ মানুষও নয়। [২১] কোন দৈহিক দোষ-আক্রান্ত যে পুরুষ আরোন যাজকের বংশের মধ্যে আছে, সে প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য উৎসর্গ করতে যেন এগিয়ে না আসে; দেহে তার দোষ আছে, সে তার আপন পরমেশ্বরের খাদ্য উৎসর্গ করতে যেন এগিয়ে না যায়। [২২] সে তার পরমেশ্বরের খাদ্য, পরমপবিত্র বস্তু ও পবিত্র বস্তু খেতে পারবে, [২৩] কিন্তু পরদার কাছে এগিয়ে আসতে পারবে না, বেদির কাছেও এগিয়ে যেতে পারবে না, কেননা দেহে তার দোষ আছে; সে আমার পবিত্র স্থানগুলি অপবিত্র করবে না, কেননা স্বয়ং প্রভু আমিই সেই স্থানগুলি পবিত্র করি।’

[২৪] মোশি আরোনকে, তাঁর সন্তানদের ও সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের এই সমস্ত কথা বললেন।

২২ [১] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২] ‘তুমি আরোন ও তার সন্তানদের বল: ইস্রায়েল সন্তানেরা আমার উদ্দেশে যা কিছু পবিত্রীকৃত করে, তাদের সেই পবিত্রীকৃত বস্তুগুলো বিষয়ে ওরা যেন সতর্ক থাকে ও আমার পবিত্র নাম যেন অপবিত্র না করে। আমিই প্রভু! [৩] ওদের বল: পুরুষানুক্রমে তোমাদের বংশের মধ্যে যে কেউ অশুচি হয়ে পবিত্রীকৃত বস্তুর কাছে, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর উদ্দেশে যা কিছু পবিত্রীকৃত করেছে, তার কাছে যাবে, সেই লোককে আমার সামনে থেকে উচ্ছেদ করা হবে। আমিই প্রভু! [৪] আরোন বংশের যে কেউ সংক্রামক চর্মরোগ-আক্রান্ত বা প্রমেহী হয়, সে শুচি না হওয়া পর্যন্ত পবিত্র কিছুই খাবে না; [৫] যে কেউ মৃতদেহের স্পর্শে অশুচি হওয়া কোন বস্তু স্পর্শ করেছে, বা যার রেতঃপাত হয় তাকে স্পর্শ করেছে, কিংবা যে কেউ সরিসৃপ স্পর্শ করে নিজেকে অশুচি করেছে, বা এমন মানুষকে স্পর্শ করেছে যে তাকে

কোন প্রকার অশুচিতায় কলুষিত করেছে, [৬] যে স্পর্শ করেছে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে, জলে তার দেহ ধুয়ে না নিলে পবিত্র কিছুই খেতে পারবে না। [৭] সূর্যাস্ত হলে সে শুচি হবে; পরেই সে পবিত্র বস্তু খাবে, কেননা এ তার খাদ্য। [৮] এমনি মারা গেছে কিংবা অন্য পশুর কবলে পড়ে বিদীর্ণ হয়েছে এমন পশুর মাংস যাজক খাবে না; তা করলে সে নিজেকে অশুচি করবে। আমিই প্রভু! [৯] তাই তারা আমার আদেশ পালন করুক, না করলে তারা তাদের পাপের দণ্ড বহন করবে, এবং পবিত্র বস্তু অপবিত্র করেছে বিধায় তাদের মৃত্যু হবে। স্বয়ং প্রভু আমিই তাদের পবিত্র করি।

[১০] অন্য বংশীয় কোন লোক পবিত্র কিছুই খাবে না; যাজকের ঘরে অতিথি বা মজুর কেউই পবিত্র কিছুই খাবে না; [১১] কিন্তু যাজক নিজের টাকায় যে কোন লোককে কিনবে, সে তা খেতে পারবে; তার ঘরে জন্মেছে এমন লোকেরাও তার খাবার খেতে পারবে। [১২] যাজকের মেয়ে যদি অন্য বংশীয় লোকের সঙ্গে বিবাহিতা হয়, তবে যে পবিত্র বস্তু উত্তোলন-রীতি অনুসারে উত্তোলন করা হয়েছে, সে সেই অর্ঘ্য খেতে পারবে না; [১৩] কিন্তু যাজকের মেয়ে যদি বিধবা বা পরিত্যক্তা হয় ও তার ছেলে না থাকে, এবং সে ফিরে এসে বাল্যকালের অবস্থার মত পিতৃগৃহে বাস করে, তবে সে পিতার খাবার খেতে পারবে, কিন্তু অন্য বংশের কোন লোক তা খেতে পারবে না। [১৪] যদি কেউ পূর্ণ সচেতন না হয়ে পবিত্র কিছু খায়, তবে সে সেই ধরনের পবিত্র বস্তু ও তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেশি করে যাজককে দেবে। [১৫] ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের যে যে পবিত্র অর্ঘ্য প্রভুর উদ্দেশে বাঁচিয়ে রাখল, যাজকেরা তা অপবিত্র করবে না; [১৬] তাদের পবিত্র বস্তু খাওয়ায় তারা এমন অপরাধে ওদের ভারগ্রস্ত করবে, যার জন্য সংস্কার-বলিদান প্রয়োজন হবে; কেননা স্বয়ং প্রভু আমিই এই বস্তুকে পবিত্র করি।'

বলি সংক্রান্ত নানা বিধি

[১৭] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [১৮] 'তুমি আরোনের কাছে, তার সন্তানদের ও সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: ইস্রায়েল জাতি বা ইস্রায়েলের মধ্যে প্রবাসী হিসাবে বাস করে যে কেউ কোন মানত পূরণের উদ্দেশ্যে বা স্বেচ্ছাকৃত দান হিসাবে নিজের অর্ঘ্য এনে তা প্রভুর উদ্দেশে আহুতিরূপে উৎসর্গ করে, [১৯] তা যেন গ্রাহ্য হতে পারে তাকে উৎসর্গ করতে হবে বলদ, মেষ বা ছাগের মধ্য

থেকে এমন মদ্দা পশু যা খুঁতবিহীন। [২০] তোমরা এমন কিছু উৎসর্গ করবে না, যার দেহে কোথাও খুঁত আছে, কেননা তা তোমাদের পক্ষে গ্রাহ্য হবে না। [২১] কোন লোক যদি মানত পূরণ করার জন্য বা স্বেচ্ছাকৃত অর্ঘ্যরূপে গবাদি পশুপাল থেকে মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করে, তবে গ্রাহ্য হবার জন্য তা নিখুঁত হতে হবে, তার দেহে কোথাও কোন খুঁত থাকবে না। [২২] অন্ধ, ভগ্ন, ক্ষতবিক্ষত, আব বা পাঁচড়া বা মামড়ি-আক্রান্ত কোন বলিকে তোমরা প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করবে না; সেগুলোর কোন অংশই প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে বেদির উপরে রাখবে না। [২৩] তুমি অধিকাঙ্গ কি হীনাঙ্গ বলদ বা ভেড়া স্বেচ্ছাকৃত অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করতে পারবে, কিন্তু মানতের বেলায় তা গ্রাহ্য হবে না। [২৪] অণ্ডকোষ চূর্ণ, পিষিত, ভগ্ন বা ছিন্ন কোন বলিকেও প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করবে না; তোমাদের দেশে তেমন কাজ করবে না; [২৫] প্রভুর খাদ্যরূপে উৎসর্গ করার জন্য বিদেশীর হাত থেকেও তেমন পশুদের মধ্য থেকে কিছুই গ্রহণ করে নেবে না, কেননা তাদের দেহে খুঁত রয়েছে; সেগুলো তোমাদের তাঁর গ্রহণযোগ্য করবে না।'

[২৬] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২৭] 'বলদ, মেষ বা ছাগল জন্ম নেওয়ার পর সাত দিন মাতার সঙ্গে থাকবে; অষ্টম দিন থেকে তা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে গ্রাহ্য হবে; [২৮] গাভী বা মেষী হোক, তা ও তার বাচ্চাকে একই দিনে জবাই করবে না।

[২৯] যখন তোমরা প্রভুর উদ্দেশে স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করবে, তখন তা এমনভাবে উৎসর্গ কর যাতে গ্রাহ্য হয়; [৩০] তা সেই দিনেই খেতে হবে; তোমরা পরদিন সকাল পর্যন্ত তার কিছুই বাকি রাখবে না। আমিই প্রভু! [৩১] সুতরাং তোমরা আমার আজ্ঞাগুলো মেনে চলবে ও পালন করবে। আমিই প্রভু! [৩২] তোমরা আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করবে না, যেন আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে নিজেকে পবিত্র বলে প্রকাশ করি। স্বয়ং প্রভু আমিই তোমাদের পবিত্র করি; [৩৩] আমিই তোমাদের আপন পরমেশ্বর হবার জন্য মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছি। আমিই প্রভু!'

বার্ষিক পর্বগুলো

২৩ [১] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২] 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: তোমরা প্রভুর যে সকল পর্ব পবিত্র সভা বলে ঘোষণা করবে, আমার সেই সকল পর্ব এই:

[৩] ছ' দিন কাজ করবে, কিন্তু সপ্তম দিন শাব্বাৎ, অর্থাৎ পুরো বিশ্রাম ও পবিত্র সভার দিন। সেদিনে তোমরা কোন কাজ করবে না। তোমাদের সকল বাসস্থানে এ প্রভুর উদ্দেশে শাব্বাৎ।

[৪] নির্দিষ্ট সময়ে তোমরা যে সকল পবিত্র সভা ঘোষণা করবে, প্রভুর সেই সকল পর্ব এই: [৫] প্রথম মাসে, সেই মাসের চতুর্দশ দিন সন্ধ্যাবেলায় প্রভুর পাস্কা হবে। [৬] তারপর সেই মাসের পঞ্চদশ দিন হবে প্রভুর উদ্দেশে খামিরবিহীন রুটি পর্ব। তখন সাত দিন ধরে তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে। [৭] প্রথম দিনে একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে; সেদিন তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না; [৮] সাত দিন তোমরা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য নিবেদন করবে; সপ্তম দিনে একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে; তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না'

[৯] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [১০] 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: আমি তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছি, সেই দেশে প্রবেশ করে তোমরা যখন সেখানে উৎপন্ন শস্য কাটবে, তখন তোমাদের কাটা শস্যের প্রথমাংশ বলে এক আঁটি যাজকের কাছে আনবে; [১১] সে প্রভুর সামনে ওই আঁটি দোলাবে, যেন তোমাদের জন্য তা গ্রাহ্য হয়; শাব্বাতের পরদিন যাজক তা দোলাবে। [১২] যেদিন তোমরা ওই আঁটি দোলাবে, সেদিন প্রভুর উদ্দেশে আহুতিরূপে এক বছরের এমন মেষশাবক উৎসর্গ করবে, যা খুঁতবিহীন। [১৩] তার সঙ্গে যে শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করা হবে, তা এফার দশ ভাগের দুই ভাগ তেল-মেশানো সেরা ময়দা হবে, অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যস্বরূপ হবে, প্রভুর উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভ; পানীয়-নৈবেদ্য এক হিনের চার ভাগের এক ভাগ আঙুররস হবে। [১৪] তোমরা যতদিন পরমেশ্বরের কাছে এই অর্ঘ্য না আন, সেদিন পর্যন্ত রুটি, ভাজা শস্য বা তাজা শিষ খাবে না; এ চিরস্থায়ী বিধি, যা তোমাদের সকল বাসস্থানে পুরুষানুক্রমে পালনীয়।

[১৫] শাব্বাতের পরদিন থেকে, দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে সেই আঁটি আনবার দিন থেকে, তোমরা পুরা সাত শাব্বাৎ গুনবে; [১৬] সপ্তম শাব্বাতের পরদিন পর্যন্ত তোমরা পঞ্চাশ দিন গুনে প্রভুর উদ্দেশে নতুন শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করবে। [১৭] তোমরা তোমাদের যত বাসস্থান থেকে দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে এক এফার দশ ভাগের দুই ভাগের দু'টো রুটি আনবে: সেরা ময়দা দিয়েই তা প্রস্তুত করবে ও খামিরযুক্তই ভাজবে; তা প্রভুর উদ্দেশে প্রথমাংশ। [১৮] তোমরা সেই রুটির সঙ্গে এক বছরের সাতটা খুঁতবিহীন মেষশাবক, একটা যুবা বৃষ ও দু'টো ভেড়া উৎসর্গ করবে; তা প্রভুর উদ্দেশে আহুতি হবে, এবং সেইসঙ্গে নিয়মিত শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্যও উৎসর্গ করবে; তা হবে গ্রহণীয় সৌরভ, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য। [১৯] তোমরা পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগের বাচ্চা, ও মিলন-যজ্ঞরূপে এক বছরের দু'টো মেষশাবকও নিবেদন করবে। [২০] যাজক ওই প্রথমাংশের রুটির সঙ্গে ও দু'টো মেষশাবকের সঙ্গে প্রভুর উদ্দেশে দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে সেগুলোকে দোলাবে; রুটি ও মেষশাবক দু'টো প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র, তা যাজকেরই হবে। [২১] সেইদিনেই তোমরা একটা উৎসব ঘোষণা করবে, একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে। কোন ভারী কাজ করবে না। এ চিরস্থায়ী বিধি, যা তোমাদের সকল বাসস্থানে পুরুষানুক্রমে পালনীয়।

[২২] তোমরা যখন তোমাদের ভূমির ফসল কাট, তখন জমির শেষ কোণ পর্যন্ত ফসল নিঃশেষেই কাটবে না, জমিতে পড়ে থাকা শস্যও কুড়োবে না। তা গরিব ও প্রবাসীর জন্যই ফেলে রাখবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!'

[২৩] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২৪] 'ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি একথা বল: সপ্তম মাসে, সেই মাসের প্রথম দিন তোমাদের পক্ষে হবে সম্পূর্ণ বিশ্রামস্বরূপ, জয়ধ্বনি-সহ স্মরণদিবস, এক পবিত্র সভা। [২৫] তখন তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না, বরং প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য উৎসর্গ করবে।'

[২৬] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২৭] 'কিন্তু সেই সপ্তম মাসের দশম দিন প্রায়শ্চিত্ত-দিবস হবে; সেই দিনে তোমাদের একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে: তোমরা তোমাদের প্রাণ অবনমিত করবে ও প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য উৎসর্গ করবে। [২৮] সেইদিন তোমরা কোন কাজ করবে না, কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে

নিজেদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালনের উদ্দেশ্যেই তা প্রায়শ্চিত্ত-দিবস। [২৯] সেইদিন যে কেউ নিজ প্রাণকে অবনমিত না করে, তাকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। [৩০] সেদিন যে কেউ যে কোন কাজ করে না কেন, তাকে আমি তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করব। [৩১] তোমরা কোন কাজ করবে না। এ চিরস্থায়ী বিধি, যা তোমাদের সকল বাসস্থানে পুরুষানুক্রমে পালনীয়। [৩২] সেইদিন তোমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্রামের শাব্বাৎ হবে; তোমরা তোমাদের প্রাণকে অবনমিত করবে; মাসের নবম দিনে সন্ধ্যাবেলায়—এক সন্ধ্যা থেকে অপর সন্ধ্যা পর্যন্ত—তোমরা তোমাদের শাব্বাৎ পালন করবে।'

[৩৩] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [৩৪] 'ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি একথা বল: ওই সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিন থেকে সাত দিনব্যাপী প্রভুর উদ্দেশে পর্ণকুটির-পর্ব হবে। [৩৫] প্রথম দিনে একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে; তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না। [৩৬] সাত দিন তোমরা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য উৎসর্গ করবে; অষ্টম দিনে তোমাদের একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে। তোমরা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য উৎসর্গ করবে: এ পর্বসভা। তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না।

[৩৭] এগুলোই প্রভুর পর্ব। এই সকল পর্বদিনে তোমরা পবিত্র সভা ঘোষণা করবে, যেন নির্দিষ্ট দিনের কর্তব্য অনুসারে তোমরা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, আহুতি, শস্য-নৈবেদ্য, বলি ও পানীয়-নৈবেদ্য উৎসর্গ কর; [৩৮] তাছাড়া প্রভুর শাব্বাতে যা করণীয়, তাও পালন করবে; ও তোমাদের সমস্ত মানত ও তোমাদের স্বেচ্ছাকৃত সমস্ত নৈবেদ্যও পূরণ করে চলবে।

[৩৯] কিন্তু সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিনে ভূমির ফল সংগ্রহ করার পর তোমরা সাত দিন প্রভুর পর্ব পালন করবে; প্রথম দিন হবে পুরো বিশ্রামের দিন, অষ্টম দিনও তাই। [৪০] প্রথম দিনে তোমরা সেরা গাছের ফল, খেজুরপাতা, জড়ানো গাছের শাখা ও নদীতীরে পোঁতা ঝাউগাছ নিয়ে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে সাত দিন আনন্দ করবে। [৪১] তোমরা প্রতিবছর সাত দিন ধরে প্রভুর উদ্দেশে এই পর্ব পালন করবে; এ চিরস্থায়ী বিধি, যা তোমাদের পক্ষে পুরুষানুক্রমে পালনীয়। তোমরা এই পর্ব সপ্তম মাসেই পালন করবে। [৪২] তোমরা সাত দিন কুটিরে বাস করবে; ইস্রায়েল-বংশজাত

সকলেই কুটিরে বাস করবে। [৪৩] এতে তোমাদের ভাবী বংশ জানতে পারবে যে, আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর দেশ থেকে বের করে আনার সময়ে কুটিরে বাস করিয়েছিলাম। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!'

[৪৪] তখন মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে প্রভুর পর্বগুলো সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করলেন।

পবিত্রধাম সংক্রান্ত অতিরিক্ত বিধি

২৪ [১] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২] 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের এই আজ্ঞা দাও: তারা আলোর জন্য তোমার কাছে হামানে প্রস্তুত করা খাঁটি জলপাই-তেল আনবে, যেন নিয়ত প্রদীপ জ্বালানো থাকে। [৩] সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সাক্ষ্য-মঞ্জুষার সামনে যে পরদা রয়েছে, তার বাইরে আরোন সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত প্রভুর সামনে নিয়ত তা সাজিয়ে রাখবে; এ চিরস্থায়ী বিধি, যা তোমাদের পক্ষে পুরুষানুক্রমে পালনীয়। [৪] সে খাঁটি দীপাধারের উপরে প্রভুর সামনে নিয়ত ওই প্রদীপগুলো সাজিয়ে রাখবে।

[৫] তুমি সেরা ময়দা নিয়ে বারোখানা পিঠা ভাজবে; প্রতিটি পিঠা এক এফার দশ ভাগের দুই ভাগ হবে; [৬] তুমি এক এক সারিতে ছয় ছয়খানা, এইরূপে দুই সারি করে প্রভুর সামনে শুচি ভোজনপাটের উপরে তা রাখবে। [৭] প্রতিটি সারির উপরে বিশুদ্ধ কুন্দুরু দেবে; তা হবে সেই রুটির স্মরণ-চিহ্নরূপে, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে। [৮] যাজক নিয়ত প্রতি শাব্বাতে প্রভুর সামনে তা সাজিয়ে রাখবে, তা ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বারা সরবরাহ করা হবে: এ চিরস্থায়ী সন্ধি। [৯] তা আরোনের ও তার সন্তানদের হবে; তারা কোন পবিত্র স্থানে তা খাবে, কেননা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যের মধ্যে তা তাদের পক্ষে পরমপবিত্র; এ চিরস্থায়ী বিধি।'

প্রতিশোধ বিধি

[১০] তখন এমনটি ঘটল যে, ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীলোকের, কিন্তু মিশরীয় পুরুষের এক ছেলে ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে বেরিয়ে গেল; আর শিবিরের মধ্যে সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীলোকের ছেলে ও ইস্রায়েলের কোন একটি পুরুষ বিবাদ করল; [১১] তখন সেই

ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীলোকের ছেলে পুণ্যনাম নিন্দা করে অভিশাপ দিল, তাতে তাকে মোশির কাছে আনা হল। তার মায়ের নাম শেলোমিথ, সে ছিল দান-বংশীয় দিব্রির মেয়ে। [১২] লোকেরা প্রভুর মুখে স্পষ্ট আদেশ পাবার অপেক্ষায় তাকে আটকিয়ে রাখল।

[১৩] প্রভু মোশিকে বললেন, [১৪] 'ওই যে লোকটা ঈশ্বরনিন্দা করেছে, ওকে তুমি শিবিরের বাইরে নিয়ে যাও; পরে যারা তার কথা শুনেছে, তারা সকলে তার মাথায় হাত রাখবে ও গোটা জনমণ্ডলী তাকে পাথর ছুড়ে মারবে। [১৫] আর ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি একথা বল: যে কেউ তার আপন পরমেশ্বরকে অভিশাপ দেয়, সে তার আপন পাপের দণ্ড বহন করবে। [১৬] প্রভুর নাম যে নিন্দা করে, তার প্রাণদণ্ড হবে; গোটা জনমণ্ডলী তাকে পাথর ছুড়ে মারবে; বিদেশীয় হোক বা স্বদেশীয় হোক, সে যদি এই নাম নিন্দা করে, তার প্রাণদণ্ড হবে। [১৭] যে কেউ কোন মানুষকে এমনভাবে আঘাত করে যে তার মৃত্যু ঘটায়, তার প্রাণদণ্ড হবে; [১৮] যে কেউ কোন পশুকে এমনভাবে আঘাত করে যে তার মৃত্যু ঘটায়, সে তার জন্য টাকা দেবে: প্রাণের বদলে প্রাণ। [১৯] যদি কেউ স্বজাতীয়ের দেহে ক্ষত করে, তবে সে যেমন করেছে, তার প্রতি তেমনি করা হবে। [২০] ভঙ্গের বদলে ভঙ্গ, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত; মানুষের যে যেমন ক্ষত করে, তার প্রতি তেমনি করা হবে। [২১] যে কেউ কোন পশু মেরে ফেলে, সে তার টাকা দেবে; কিন্তু যে কেউ মানুষকেই মেরে ফেলে, তার প্রাণদণ্ড হবে। [২২] তোমাদের স্বদেশীয় ও বিদেশীয় দু'জনেরই জন্য একই বিচার হবে, কেননা আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর।'

[২৩] মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের এই কথা জানালেন, তখন তারা, যে লোকটা ঈশ্বরনিন্দা করেছিল, তাকে শিবিরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুড়ে মারল। এইভাবে ইস্রায়েল সন্তানেরা সেই আজ্ঞা পালন করল, যা প্রভু মোশিকে দিয়েছিলেন।

পবিত্র বর্ষগুলো—শাব্বাৎ-বর্ষ

২৫ [১] প্রভু সিনাই পর্বতে মোশিকে বললেন, [২] 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: আমি তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছি, তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করার পর ভূমি প্রভুর উদ্দেশে শাব্বাতের বিশ্রাম ভোগ করবে। [৩] ছ'বছর ধরে তুমি

তোমার জমিতে বীজ বুনবে, ছ'বছর ধরে তোমার আঙুরলতা ছেঁটে দেবে ও তার ফল সংগ্রহ করবে; [৪] কিন্তু সপ্তম বছরে ভূমি শাব্বাতীয় বিশ্রাম ভোগ করবে—প্রভুর উদ্দেশে শাব্বাৎ: তুমি তোমার জমিতে বীজ বুনবে না, তোমার আঙুরলতাও ছেঁটে দেবে না; [৫] তুমি তোমার জমির স্বতঃউৎপন্ন শস্য কাটবে না, ও ছেঁটে না দেওয়া আঙুরলতার ফল সংগ্রহ করবে না; ভূমির জন্য তা হবে সম্পূর্ণ বিশ্রাম-বর্ষ। [৬] ভূমির এই শাব্বাৎকালে ভূমির স্বতঃউৎপন্ন শস্য তোমার, তোমার দাস ও দাসীর, তোমার বেতনভোগী ভৃত্যের ও তোমার মাঝে প্রবাসী হয়ে আছে সেই বিদেশীর খাদ্য হবে; [৭] ভূমির সমস্ত কিছু তোমার পশুর ও তোমার দেশের বন্যজন্তুদেরও খাদ্যের জন্য হবে।'

পবিত্র বর্ষগুলো—জুবিলী-বর্ষ

[৮] 'তুমি সাত বছরের সাতটা চক্র, অর্থাৎ সাত গুণ সাত বছর গুনবে; এই সাত বছরের সাতটা চক্র ঊনপঞ্চাশ বছর হবে। [৯] তখন সপ্তম মাসের দশম দিনে তুমি জয়ধ্বনির তুরি বাজাবে; প্রায়শ্চিত্ত-দিবসে তোমাদের সমস্ত দেশে তুরি বাজাবে। [১০] তোমরা পঞ্চাশত্তম বর্ষকে পবিত্র বলে ঘোষণা করবে, এবং সারা দেশ জুড়ে দেশের সমস্ত অধিবাসীর জন্য মুক্তি ঘোষণা করবে: তোমাদের পক্ষে সেই বর্ষ জুবিলী বলে গণ্য হবে: তোমরা প্রত্যেকে যে যার অধিকারে ফিরে যাবে, ও প্রত্যেকে যে যার গোত্রের কাছে ফিরে যাবে। [১১] তোমাদের জন্য পঞ্চাশত্তম বর্ষ জুবিলী হবে: তোমরা বীজ বুনবে না, স্বতঃউৎপন্ন ফসল কাটবে না, ছেঁটে না দেওয়া আঙুরলতার ফল সংগ্রহ করবে না; [১২] কেননা এ জুবিলী, এ তোমাদের পক্ষে পবিত্র হবে; তোমরা জমিতে উৎপন্ন সমস্ত কিছু খেতে পারবে। [১৩] সেই জুবিলী-বর্ষে তোমরা প্রত্যেকে যে যার অধিকারে ফিরে যাবে।

[১৪] যখন প্রতিবেশীর কাছে কোন জিনিস বিক্রি কর বা তার কাছ থেকে কেন, তখন তোমরা যেন একে অন্যের প্রতি অন্যায়-ব্যবহার না কর; [১৫] জুবিলীর পর থেকে ক'বছর কেটেছে, সেই বছর-সংখ্যার ভিত্তিতে তুমি প্রতিবেশীর কাছ থেকে কিনবে, এবং সে ফলভোগের বছর-সংখ্যার ভিত্তিতে তোমার কাছে বিক্রি করবে। [১৬] বছরের সংখ্যা যতখানি বেশি হবে, তুমি তার মূল্য ততখানি বাড়াবে; আবার,

বছরের সংখ্যা যতখানি কম হবে, তুমি মূল্য ততখানি কমাবে; কেননা সে তোমার কাছে ফলভোগ-কালের মোট সংখ্যা অনুসারেই বিক্রি করে। [১৭] তোমরা তোমাদের ভাইদের প্রতি যেন অন্যায় না কর; তোমরা বরং পরমেশ্বরকে ভয় কর, কেননা আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর। [১৮] তোমরা আমার বিধি অনুসারে আচরণ করবে, আমার নিয়মনীতি মেনে চলবে ও পালন করবে; তাতে দেশে ভরসাভরে বাস করবে; [১৯] ভূমি উৎপন্ন করবে তার আপন ফসল, তাতে তোমরা তৃপ্তির সঙ্গে খাবে এবং সেখানে ভরসাভরে বাস করবে।

[২০] যদি তোমরা জিজ্ঞাসা কর: জমিতে বীজ না বুনলে ও ফসল সংগ্রহ না করলে এই সপ্তম বছরে আমরা কী খাব? [২১] আমি আমার আশীর্বাদকে আজ্ঞা দেব যেন ষষ্ঠ বছরে তা তোমাদের উপরে এসে পড়ে, ফলে তিন বছরেরই জন্য শস্য উৎপন্ন হবে। [২২] অষ্টম বছরে তোমরা বীজ বুনবে, ও নবম বছর পর্যন্ত পুরাতন ফসল ভোগ করবে: যতদিন ফসল না হয়, ততদিন তোমরা পুরাতন ফসল ভোগ করবেই।

[২৩] ভূমি চিরকালের জন্য বিক্রি করা যাবে না, কেননা ভূমি আমারই; আর তোমরা আমার কাছে বিদেশী ও কিছুদিনের বাসিন্দার মত। [২৪] সুতরাং, যে সমস্ত দেশ অধিকাররূপে তোমাদের হবে, সেই দেশের সর্বত্রই ভূমিকে মুক্তিমূল্য দ্বারা মুক্ত হওয়ার অধিকার দেবে। [২৫] তোমার ভাই যদি গরিব হয়ে তার আপন অধিকারের কিছুটা বিক্রি করে, তবে মূল্য দিয়ে মুক্ত করার যার অধিকার আছে—অর্থাৎ তার ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি—সে এসে তার আপন ভাইয়ের বিক্রীত ভূমি মুক্ত করে নেবে। [২৬] যার তেমন মুক্তিসাধক নেই, সে যদি অর্থ সংগ্রহ করে নিজেই তা মুক্ত করতে পারে, [২৭] তবে সে তার বিক্রয়কালের পরবর্তী যত বছর গুনে সেই অনুসারে অতিরিক্ত মূল্য ক্রেতাকে ফিরিয়ে দেবে; এইভাবে সে তার নিজের অধিকারে ফিরে যাবে। [২৮] কিন্তু যদি সে ফিরিয়ে দেওয়ার মত অর্থ পেতে অসমর্থ, তবে সেই বিক্রীত অধিকার জুবিলী-বর্ষ পর্যন্ত ক্রেতার হাতে থাকবে; জুবিলী উপলক্ষে ক্রেতা তা ছাড়বে, এবং সে তার নিজের অধিকারে ফিরে যাবে।

[২৯] যদি কেউ প্রাচীরে ঘেরা শহরের মধ্যে ঘর বিক্রি করে, তবে সে বিক্রয়-বর্ষের শেষ পর্যন্ত তা মুক্ত করতে পারবে, পুরো এক বছরের মধ্যে তা মুক্ত করার অধিকার তার

থাকবে। [৩০] কিন্তু যদি পুরো এক বর্ষ-কালের মধ্যে তা মুক্ত না হয়, তবে প্রাচীরে ঘেরা শহরে স্থিত সেই ঘর পুরুষপরম্পরায় ক্রেতার চিরস্থায়ী অধিকার হবে; জুবিলী উপলক্ষেও সে তা ছাড়বে না। [৩১] কিন্তু প্রাচীরে ঘেরা নয় এমন গ্রামে স্থিত যে যে ঘর, সেগুলো চারণভূমিতে স্থিত বলে পরিগণিত হবে; সেগুলো মুক্ত করা যেতে পারে, এবং জুবিলী-বর্ষে ক্রেতা সেগুলো ছাড়তে বাধ্য হবে।

[৩২] লেবীয় শহরগুলোর ব্যবস্থা এই: তাদের অধিকৃত শহরের ঘরগুলো মুক্ত করার অধিকার লেবীয়দের সবসময়ই থাকবে। [৩৩] মূল্য দিয়ে যে মুক্ত করে, সে যদি লেবীয়, তবে ক্রেতা জুবিলী উপলক্ষে লেবীয় শহরে স্থিত সেই বিক্রীত ঘর ছাড়বে, কেননা ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে লেবীয় শহরে স্থিত যে ঘরগুলো, সেগুলো তাদেরই অধিকার। [৩৪] তাদের শহরের চারণভূমি বিক্রি হবে না, কেননা তা তাদের চিরস্থায়ী অধিকার।

[৩৫] তোমার ভাই যদি গরিব অবস্থায় পড়ে ও তার কোন সামর্থ্য না থাকে, তবে তুমি বিদেশী ও কিছুদিনের বাসিন্দাকে যেমন উপকার কর, তাকেও উপকার করবে, সে যেন তোমার কাছে জীবনধারণ করতে পারে। [৩৬] তার কাছ থেকে তুমি সুদ বা বৃদ্ধি আদায় করবে না; বরং তোমার পরমেশ্বরকে ভয় করবে ও তোমার ভাইকে তোমার কাছে জীবনধারণ করতে দেবে। [৩৭] তুমি সুদ পাবার চিন্তায় তাকে টাকা দেবে না, বৃদ্ধি পাবার চিন্তায় তাকে খাদ্য দেবে না। [৩৮] আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর, যিনি তোমাদের কানান দেশ দেবার জন্য ও তোমাদের আপন পরমেশ্বর হবার জন্য তোমাদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন।

[৩৯] তোমার সঙ্গে থাকতে তোমার ভাই যদি গরিব অবস্থায় পড়ে ও তোমার কাছে নিজেকে বিক্রি করে, তবে তুমি তাকে ক্রীতদাসের মত কাজ করাবে না; [৪০] তোমার কাছে সে হোক মজুরি ও কিছুদিনের বাসিন্দার মত। সে জুবিলী পর্যন্ত তোমার জন্য কাজ করবে; [৪১] তখন সে তার ছেলেদের সঙ্গে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার আপন গোত্রে ফিরে যাবে ও তার আপন পিতৃ-অধিকারে আবার প্রবেশ করবে। [৪২] কেননা তারা আমারই দাস, যাদের আমি মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছি;

ক্রীতদাসদের যেমন বিক্রি করা হয়, তাদের সেইমত বিক্রি করা চলবে না। [৪৩] তুমি তার প্রতি কঠোরভাবে ব্যবহার করবে না, বরং তোমার আপন পরমেশ্বরকে ভয় করবে।

[৪৪] তোমার যে দাস ও দাসী আছে, তোমাদের চারপাশে যে জাতিগুলো রয়েছে তাদের মধ্য থেকেই তোমরা তাদের নেবে; তাদেরই কাছ থেকে তোমরা দাস ও দাসী কিনবে। [৪৫] তোমাদের মধ্যে যে বিদেশীরা বাস করে, তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে, তোমাদের কাছে থাকা তাদের গোত্র থেকে, ও তোমাদের দেশে জাত তাদের সন্তানদের মধ্য থেকেও দাস ও দাসী নিতে পারবে; তারা তোমাদের অধিকার হবে। [৪৬] তোমরা তোমাদের ভাবী সন্তানদের অধিকার-রূপে তাদের রেখে যেতে পারবে, এবং তাদের তোমরা নিত্য ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে; কিন্তু তোমাদের ভাই ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে তোমরা কেউই কারও প্রতি কঠোর ব্যবহার করবে না।

[৪৭] যদি তোমাদের মধ্যে বাসিন্দারূপে বাস করে এমন কোন বিদেশী ধনী হয়, এবং তোমার ভাই তার কাছে অত্যন্ত ঋণী হয়ে তার কাছে বা তার গোত্রের কারও কাছে নিজেকে বিক্রি করে, [৪৮] তবে বিক্রীত হবার পরে মূল্য দিয়ে মুক্ত করার অধিকার তার থাকবে; তার ভাইদের মধ্যে কেউ মূল্য দিয়ে তাকে মুক্ত করতে পারবে: [৪৯] কিংবা তার জেঠা মশায়, তার জেঠার ছেলে, বা তার গোত্রের কোন জ্ঞাতিও মূল্য দিয়ে তাকে মুক্ত করতে পারবে; কিংবা তার সামর্থ্য থাকলে সে নিজেই মূল্য দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। [৫০] ক্রেতার সঙ্গে সে তার বিক্রয়-বর্ষ থেকে জুবিলী-বর্ষ পর্যন্ত হিসাব করবে; তার মুক্তিমূল্য হবে বছরগুলোর সংখ্যা অনুসারে, এবং তার থাকবার সময় মজুরির দিনের ভিত্তিতে গণ্য হবে। [৫১] জুবিলী-বর্ষের আগে যদি অনেক বছর বাকি থাকে, তবে সেই অনুসারে সে ক্রয়-মূল্য থেকে নিজের মুক্তিমূল্য ফিরিয়ে দেবে; [৫২] জুবিলী-বর্ষের আগে যদি অল্প বছর থাকে, তবে সে তার সঙ্গে হিসাব করে সেই কয়েক বছর অনুসারে নিজের মুক্তিমূল্য ফিরিয়ে দেবে। [৫৩] সে তার কাছে বাৎসরিক মজুরের মতই থাকবে; তোমার চোখের সামনে সে তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবে না। [৫৪] ওই সকল উপায়ের মধ্য দিয়েও সে যদি মুক্তিমূল্য না পায়, তবে জুবিলী-বর্ষে তার আপন সন্তানদের সঙ্গে মুক্ত হয়ে চলে যাবে; [৫৫] কেননা

ইস্রায়েল সন্তানেরা আমারই দাস; হ্যাঁ, তারা আমার দাস, যাদের আমি মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছি। আমিই প্রভু তোমাদের আপন পরমেশ্বর!’

আশীর্বাদ

২৬ [১] ‘তোমরা নিজেদের জন্য অসার কোন প্রতিমা তৈরি করবে না, খোদাই করা কোন মূর্তি কিংবা স্মৃতিস্তম্ভ দাঁড় করাবে না, তার সামনে প্রণিপাত করার জন্য তোমাদের দেশে খোদাই করা কোন পাথর রাখবে না; কেননা আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর। [২] তোমরা আমার শাব্বাৎ সকল পালন করবে, আমার পবিত্রধামের প্রতি সম্মান দেখাবে। আমিই প্রভু!’

[৩] ‘যদি তোমরা আমার বিধিপথে চল, আমার আজ্ঞাগুলি মেনে চল ও সেই সমস্ত পালন কর, [৪] তবে আমি ঠিক সময়ে তোমাদের বৃষ্টি দান করব, ভূমি ফসল উৎপন্ন করবে, ও মাঠের গাছপালা আপন আপন ফল দেবে, [৫] তোমাদের ফসল কাটার কাল আঙুরফল সংগ্রহের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, ও আঙুরফল সংগ্রহের কাল বীজবপনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে; এবং তোমরা অপর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পাবে ও তোমাদের দেশে ভরসাভরে বাস করবে।

[৬] আমি দেশে শান্তি মঞ্জুর করব; তোমরা ঘুমাতে যাবে আর কেউই তোমাদের ভয় দেখাবে না; এবং আমি তোমাদের দেশ থেকে বন্য জন্তুগুলোকে দূর করে দেব, ও তোমাদের দেশে খড়্গা এসে দেখা দেবে না। [৭] তোমরা তোমাদের শত্রুদের তাড়িয়ে দেবে, ও তারা তোমাদের সামনে খড়্গের আঘাতে পড়বে। [৮] তোমাদের পাঁচজন তাদের একশ’জনকে তাড়িয়ে দেবে, তোমাদের একশ’জন দশ হাজার লোককে তাড়িয়ে দেবে, এবং তোমাদের শত্রুরা তোমাদের সামনে খড়্গের আঘাতে পড়বে।

[৯] আমি তোমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইব, তোমাদের ফলবান করব, তোমাদের বংশবৃদ্ধি করব, ও তোমাদের সঙ্গে আমার সন্ধি স্থির করব। [১০] তোমরা তোমাদের সঞ্চয় করা পুরাতন ফসল খাবে, ও নতুনটার জন্য জায়গা দেবার জন্য পুরাতনটাকে সরিয়ে দেবে। [১১] আমি তোমাদের মাঝে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, আমার প্রাণ তোমাদের কখনও ফিরিয়ে দেবে না। [১২] আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব

তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ। [১৩] আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর; আমিই মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছি তোমরা যেন আর তাদের দাস না হও; আমিই তোমাদের জোয়াল-কাঠ ভেঙে দিলাম; এমনটি করলাম, তোমরা যেন মাথা উচ্চ করে হেঁটে চল।’

অভিশাপ

[১৪] ‘কিন্তু যদি তোমরা আমার প্রতি বাধ্য না হও, আমার এই সকল আজ্ঞা পালন না কর, [১৫] যদি আমার বিধিগুলো তুচ্ছ কর, ও তোমাদের প্রাণ আমার নিয়মনীতি প্রত্যাখ্যান করে, এবং তাই করে তোমরা আমার আজ্ঞা পালন না করে আমার সন্ধি ভঙ্গ কর, [১৬] তবে তোমাদের সঙ্গে আমার ব্যবহার এই হবে: তোমাদের বিরুদ্ধে বিভীষিকা, যক্ষ্মা ও কম্পজ্বর প্রেরণ করব, তখন তোমাদের চোখ ক্ষীণ হয়ে পড়বে ও তোমাদের প্রাণ যন্ত্রণা ভোগ করবে। তোমাদের বীজবপন বৃথা হবে, কারণ তোমাদের শত্রুরাই তা খাবে। [১৭] আমি তোমাদের প্রতি বিমুখ হব, তখন তোমরা তোমাদের শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হবে; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তারা তোমাদের উপর প্রভুত্ব চালাবে, এবং তোমাদের পিছনে কেউই ধাওয়া না করলেও তোমরা পালাতে থাকবে!

[১৮] তা সত্ত্বেও যদি তোমরা আমার প্রতি বাধ্য না হও, তবে আমি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের সাত গুণ বেশি শাস্তি দেব। [১৯] আমি তোমাদের বলের গর্ব খর্ব করব, এবং তোমাদের আকাশ লোহার মত ও তোমাদের ভূমি ব্রঞ্জের মত করব। [২০] তখন তোমাদের বল বৃথাই নিঃশেষিত হবে, কেননা তোমাদের ভূমি শস্য ফলাবে না ও মাঠের গাছপালা ফল দেবে না।

[২১] যদি তোমরা আমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ কর ও আমার প্রতি বাধ্য হতে সম্মত না হও, তবে আমি তোমাদের পাপের অনুপাতে তোমাদের আরও সাত গুণ আঘাত করব। [২২] তোমাদের মধ্যে বন্যজন্তু পাঠাব, আর তারা তোমাদের ছেলেকে ছিনিয়ে নেবে, তোমাদের পশুপাল বিনাশ করবে, তোমাদের জনসংখ্যা কমাবে: তখন তোমাদের রাস্তা-ঘাট জনশূন্য হবে।

[২৩] তা সত্ত্বেও যদি তোমরা আমার কাছে ফেরার জন্য নিজেদের সংস্কার না কর, বরং আমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ কর, [২৪] তবে আমিও তোমাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ

করব ও তোমাদের পাপের জন্য আমি নিজে তোমাদের আরও সাত গুণ বেশি আঘাত করব। [২৫] আমি আমার সন্ধির প্রতিফলতাদাস্বরূপ আমার খড়্গ তোমাদের উপরে আনব, তোমরা যে যার শহরের মধ্যে নিজেদের একত্রিত করবে, কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে মহামারী পাঠাব আর শত্রুদের হাতে তোমাদের তুলে দেওয়া হবে। [২৬] আমি তোমাদের খাদ্যভাণ্ডার ছিন্ন করলে দশজন স্ত্রীলোক এক তন্দুরে তোমাদের রুটি তৈরি করবে, ও তোমাদের রুটি ওজন হিসাবে তোমাদের ফিরিয়ে দেবে; কিন্তু তা খেয়ে তোমরা তৃপ্তি পাবে না।

[২৭] তা সত্ত্বেও যদি তোমরা আমার প্রতি বাধ্য না হও ও আমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ কর, [২৮] তবে আমি রুষ্ট হয়ে তোমাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করব, এবং তোমাদের পাপের জন্য আমি নিজে তোমাদের সাত গুণ শাস্তি দেব। [২৯] তখন তোমরা তোমাদের আপন ছেলেদের মাংস খাবে ও তোমাদের আপন মেয়েদের মাংস খাবে। [৩০] আমি তোমাদের উচ্চস্থানগুলি ভেঙে দেব, তোমাদের সূর্যপ্রতিমাগুলো বিনাশ করব, তোমাদের পুতুলগুলোর লাশের উপরে তোমাদের লাশ ফেলে দেব আর তোমরা আমার কাছে হবে জঘন্য। [৩১] আমি তোমাদের শহরগুলো উৎসন্ন করব, তোমাদের পবিত্রধামগুলো ধ্বংস করব ও তোমাদের সৌরভের ঘ্রাণ নেব না। [৩২] আমি নিজেই তোমাদের দেশ ধ্বংস করে দেব ও তোমাদের সেই শত্রুরা, যারা তা দখল করবে, তারা তাতে বিস্মিত হবে। [৩৩] তোমাদের আমি জাতিগুলোর মধ্যে বিক্ষিপ্ত করব ও খড়্গ কোষমুক্ত করে তোমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করব, তখন তোমাদের দেশ ধ্বংসস্থান হবে ও তোমাদের শহরগুলো জনশূন্য হবে।

[৩৪] তখন, যতদিন দেশ ধ্বংসস্থান হয়ে থাকবে ও তোমরা শত্রুদেশে বাস করবে, ততদিন ভূমি তার আপন শাব্বাৎ ভোগ করবে; হ্যাঁ, তখন ভূমি বিশ্রাম পাবে ও তার আপন শাব্বাৎ ভোগ করবে। [৩৫] যতদিন দেশ ধ্বংসস্থান হয়ে থাকবে, ততদিন তা তার সেই বিশ্রাম পাবে যা তোমরা সেখানে থাকতে তোমাদের শাব্বাৎগুলিতে তাকে ভোগ করতে দাওনি।

[৩৬] তোমাদের মধ্যে যাদের বাঁচিয়ে রাখা হবে, আমি শত্রুদেশে তাদের হৃদয়ে বিষণ্ণতা সঞ্চার করব; আলোড়িত পাতার শব্দমাত্রই তাদের পলায়ন ঘটাবার জন্য

যথেষ্ট হবে; লোকে যেমন খড়্গের মুখ থেকে পালায়, তারা তেমনি পালাবে, এমনকি তাদের পিছনে কেউ ধাওয়া না করলেও তাদের পতন হবে। [৩৭] তাদের পিছনে কেউ ধাওয়া না করলেও তারা ঠিক যেন খড়্গের সামনেই একজন অন্যের উপরে পড়বে। না, তোমাদের শত্রুদের সামনে তোমাদের দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকবে না।

[৩৮] তোমরা জাতিগুলির মধ্যে বিনষ্ট হবে: তোমাদের শত্রুদের দেশ তোমাদের গ্রাস করবে। [৩৯] তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের শত্রুদের দেশে রক্ষা পাবে, তারা তাদের শঠতার কারণে ক্ষয় পাবে; তাদের পিতৃপুরুষদেরও শঠতার কারণে তাদের সঙ্গে ক্ষয় পাবে।

[৪০] তারা যে আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে ও আমার বিপক্ষে আচরণ করেছে, এবিষয়ে তারা যদি তাদের নিজেদের শঠতা ও তাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্বীকার করে— [৪১] কেননা এজন্যই আমিও তাদের বিপক্ষে আচরণ করেছি ও শত্রুদেশে তাদের নিয়ে গেছি—তাহলে যখন তাদের অপরিচ্ছেদিত হৃদয় নম্রতা স্বীকার করবে, ও তারা তাদের শঠতার ঋণ শোধ করবে, [৪২] তখন আমি যাকোবের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি স্মরণ করব, ইসহাকের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি ও আব্রাহামের সঙ্গে আমার সেই সন্ধিও স্মরণ করব, দেশের কথাও স্মরণ করব। [৪৩] তাই যখন দেশ তাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে নিজের শাব্বাৎগুলো ভোগ করবে, ও তাদের অনুপস্থিতিতে জনশূন্য হবে, তখন তারা তাদের শঠতার ঋণ শোধ করবে—এই কারণে যে, তারা আমার নিয়মনীতি তুচ্ছ করেছে ও তাদের প্রাণ আমার বিধিগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে। [৪৪] কিন্তু তবুও তারা যখন শত্রুদেশে থাকবে, তখন আমি তাদের একেবারে ফিরিয়ে দেব না, তাদের নিয়ে এত ক্ষান্তও হব না যে, তাদের নিঃশেষেই বিনাশ করব ও তাদের সঙ্গে আমার সন্ধি ভঙ্গ করব; কেননা আমিই প্রভু তাদের পরমেশ্বর! [৪৫] আমি তাদের আপন পরমেশ্বর হবার জন্য জাতিগুলির চোখের সামনে মিশর দেশ থেকে যাদের বের করে এনেছি, তাদের সেই পিতৃপুরুষদের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি আমি তাদের খাতিরে স্মরণ করব। আমিই প্রভু!’

[৪৬] সিনাই পর্বতে প্রভু মোশির হাত দ্বারা নিজের ও ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে এই সকল বিধি, নিয়মনীতি ও বিধান স্থির করলেন।

পরিশিষ্ট—মানত সংক্রান্ত বিধি

২৭ [১] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২] ‘ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: যদি কেউ প্রভুর উদ্দেশে কোন ব্যক্তির মূল্য মানত করে, তবে সেই নিবেদিত ব্যক্তির জন্য মূল্য নিরূপণ করার জন্য [৩] তোমার পক্ষে সেই নিরূপণীয় মূল্য এরূপ হবে: কুড়ি বছর থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষ হলে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে পঞ্চাশ শেকেল রুপো; [৪] কিন্তু স্ত্রীলোক হলে নিরূপণীয় মূল্য ত্রিশ শেকেল হবে। [৫] যদি পাঁচ বছর থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে কুড়ি শেকেল ও স্ত্রীলোকের পক্ষে দশ শেকেল। [৬] যদি এক মাস থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে পাঁচ শেকেল রুপো ও তোমার নিরূপণীয় মূল্য মেয়ের পক্ষে তিন শেকেল রুপো হবে। [৭] যদি ষাট বছর কিংবা তার বেশি বয়স হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে পনেরো শেকেল ও স্ত্রীলোকের পক্ষে দশ শেকেল হবে; [৮] কিন্তু যে মানত করেছে, সে যদি দরিদ্রতার জন্য তোমার নিরূপণীয় মূল্য দিতে অক্ষম হয়, তবে তাকে যাজকের কাছে আনা হবে, এবং যাজক তার মূল্য নিরূপণ করবে; যে মানত করেছে, যাজক তার সঙ্গতি অনুসারে মূল্য নিরূপণ করবে।

[৯] মানতের বস্তু যদি এমন পশু হয় যা প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করা যেতে পারে, তবে প্রভুর উদ্দেশে দেওয়া তেমন পশু পবিত্র বস্তু হবে। [১০] তেমন পশুকে বদলি করা যাবে না; মন্দের বদলে ভাল, বা ভালোর বদলে মন্দ এমন বদলিও করা যাবে না; যদি কেউ কোন প্রকারে পশুর সঙ্গে পশুর বদলি করতে চায়, তবে তা ও তার বদলি দু’টোই পবিত্র হবে। [১১] কিন্তু তা যদি এমন অশুচি পশু হয় যা প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করা যায় না, তবে সেই পশুকে যাজকের সামনে আনা হবে। [১২] পশুটার ভাল কি মন্দ অবস্থা অনুসারেই যাজক তার মূল্য নিরূপণ করবে, এবং যাজকের নিরূপণ অনুসারেই মূল্য হবে। [১৩] কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি কোন প্রকারে মূল্য দিয়ে তা মুক্ত করতে চায়, তবে সে নিরূপিত মূল্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেশি দেবে।

[১৪] যদি কোন লোক প্রভুর উদ্দেশে নিজের ঘর পবিত্রীকৃত করে, তবে তার ভাল কি মন্দ অবস্থা অনুসারেই যাজক মূল্য নিরূপণ করবে; এবং যাজকের নিরূপণ

অনুসারেই মূল্য হবে। [১৫] যে তা পবিত্রীকৃত করেছে, সে যদি তার ঘর মূল্য দিয়ে আবার মুক্ত করতে চায়, তবে সে নিরূপিত মূল্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেশি দেবে; আর ঘর আবার তারই হবে। [১৬] যদি কেউ নিজের অধিকৃত জমির কোন অংশ প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে, তবে তার বপনের বীজ অনুসারে তার মূল্য নিরূপণ করা হবে: প্রতি এক এক হোমর যবের বীজের জন্য পঞ্চাশ পঞ্চাশ রুপোর শেকেল ক'রে। [১৭] যদি সে জুবিলী-বর্ষেই নিজের জমি পবিত্রীকৃত করে, তবে তার মূল্য এই নিরূপণীয় মূল্য অনুসারে স্থির করা হবে; [১৮] কিন্তু সে যদি জুবিলীর পরেই তা পবিত্রীকৃত করে, তবে যাজক আগামী জুবিলী পর্যন্ত বাকি বছরগুলোর সংখ্যা অনুসারে তার দেয় মূল্য গণনা করবে, এবং নিরূপণীয় মূল্যের চেয়ে কম মূল্য স্থির করা হবে। [১৯] যে তা পবিত্রীকৃত করেছে, সে যদি কোন প্রকারে নিজের জমি মূল্য দিয়ে আবার মুক্ত করতে চায়, তবে সে নিরূপণীয় রুপোর পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেশি দিলে তা তারই হবে; [২০] কিন্তু যদি সে মূল্য দিয়ে সেই জমি মুক্ত না করে অন্য কারও কাছে তা বিক্রি করে, তবে তা মুক্ত করার অধিকার আর থাকবে না; [২১] কিন্তু জুবিলী-বর্ষে যখন সেই জমির ক্রেতা তা ছাড়বে, তখন তা এমন জমিরই মত প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত হবে যা বিনাশ-মানতের বস্তু করা হয়েছে, এবং সেই জমি যাজকেরই অধিকার হবে। [২২] যদি কেউ নিজের পৈতৃক জমি ছাড়া নিজের কেনা জমি প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে, [২৩] তবে যাজক নিরূপণীয় মূল্য অনুসারে জুবিলী-বর্ষ পর্যন্ত তার দেয় রুপো গণনা করবে, আর সেইদিনে সে নিরূপিত মূল্য দেবে, যেহেতু তা প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত। [২৪] জুবিলী-বর্ষে সেই জমি বিক্রেতার হাতে ফিরে যাবে, অর্থাৎ সেই জমি যার পৈতৃক অধিকার, তারই হাতে ফিরে যাবে। [২৫] তোমার নিরূপণীয় সমস্ত মূল্য পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে হবে: কুড়ি গেরাতে এক শেকেল হয়।

[২৬] পশুর প্রথমজাত বাচ্চাগুলো প্রভুর উদ্দেশে কেউই পবিত্রীকৃত করতে পারবে না, কেননা প্রথমজাত হওয়ায় সেগুলি প্রভুরই! গবাদি পশুর বাচ্চা হোক, মেষ-ছাগের বাচ্চা হোক, তা প্রভুরই। [২৭] কিন্তু সেই পশু যদি অশুচি হয়, তবে নিরূপণীয় মূল্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেশি দিয়ে তা মুক্ত করা যাবে, মুক্ত করা না হলে তা তোমার নিরূপণীয় মূল্যে বিক্রি করা হবে।

[২৮] তবু যখন কোন লোক নিজের সর্বস্ব থেকে—মানুষ, পশু বা পৈতৃক অধিকারের এক খণ্ড জমি থেকে—কোন কিছু প্রভুর উদ্দেশে বিনাশ-মানতরূপে নিবেদন করবে, তখন তা বিক্রি বা মুক্ত করা যাবে না: যা কিছু বিনাশ-মানতের বস্তু করা হয়েছে, তা প্রভুরই সম্পদ: তা পরমপবিত্র। [২৯] যে কোন মানুষকে বিনাশ-মানতের বস্তু করা হয়েছে, তাকে মূল্য দিয়ে আর মুক্ত করা যাবে না; তাকে মেরে ফেলতে হবে।

[৩০] ভূমির শস্য বা গাছের ফল হোক, ভূমির যত ফলের দশমাংশ প্রভুরই; তা প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত। [৩১] যদি কেউ মূল্য দিয়ে তার আপন দশমাংশ থেকে কিছুটা মুক্ত করতে চায়, তবে সে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেশি দেবে। [৩২] গবাদি পশুর বা মেষ-ছাগের দশমাংশ, অর্থাৎ পাচনির নিচ দিয়ে যা কিছু যায়, তার মধ্যে প্রত্যেক দশম পশু প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত হবে। [৩৩] তা ভাল কি মন্দ, এর কোন অনুসন্ধান করা হবে না, তার পরিবর্তনও করা হবে না; কিন্তু যদি কোন প্রকার পরিবর্তন করা হয়, তবে তা ও তার বিনিময় দু'টোই পবিত্র হবে; তা আর মুক্ত করা যাবে না।'

[৩৪] এগুলোই সেই সকল আজ্ঞা, যা প্রভু সিনাই পর্বতে ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য মোশিকে দিলেন।

---

২ [২] স্মরণ-চিহ্নের উদ্দেশ্যই ঈশ্বরের মনোযোগ আকর্ষণ করা, তিনি যেন উপাসকের উপর প্রসন্নতার চোখে তাকান; আরও, তার মধ্য দিয়ে উপাসক স্মরণ করবে যে, তার নৈবেদ্য আংশিক নয়, বরং 'অগ্নিদগ্ধই' অর্থাৎ পূর্ণই আত্মোৎসর্গ।

৪ [২] ইস্রায়েল সমাজ একটা দেহের মত। দেহের একটা অঙ্গ অসুস্থ হলে যেমন গোটা দেহই সেই অসুস্থতায় ভোগে, তেমনি 'পূর্ণ সচেতন না হয়ে' যে পাপ করে, সেও গোটা সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এজন্য এর সংস্কার চাই।

[৪] বলির মাথার উপরে এক হাত রাখার অর্থ বলির উপরে মানুষের অপরাধ হস্তান্তর করাই নয়; অর্থ তেমনটি হলে তবে সেই পাপপূর্ণ বলিকে ঈশ্বরের কাছে আর উৎসর্গ করা যেতে পারত না। অর্থ বরং এ: উপাসক বলির সঙ্গে নিজের একাত্মতা ব্যক্ত করে: বলির মধ্য দিয়ে সে নিজেকেই ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করে।

৫ [২১] ইস্রায়েলীয় সকলে ঈশ্বর প্রভুরই জনগণ; তাদের একজনের প্রতি দুর্ব্যবহার করাই স্বয়ং প্রভুর রাজ-অধিকারের প্রতি বিপ্লবের শামিল।

৭ [৩০] দোলনীয় নৈবেদ্য-রীতির মধ্য দিয়ে বস্তুটা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা হত, এবং ঈশ্বর জনগণের মধ্যে তাঁর প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত যাজককে তা ফিরিয়ে দিতেন।

৯ [৬খ] 'গৌরব' হল সেই ঈশ্বরের দৃষ্টিগোচর উপস্থিতির চিহ্ন যাঁকে দেখে মানুষ আর বাঁচতে পারে না (বিচারক ১৩:২২ দ্রঃ)। যাত্রাপুস্তক থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত প্রভু কেমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ক্রমোন্নতি অবলম্বন করে নিজের সান্নিধ্য প্রকাশ করেন, তা লক্ষ করার বিষয়: প্রথমবারের মত প্রভুর গৌরব দূর থেকে এক মেঘেই আত্মপ্রকাশ করে (যাত্রা ১৬:১০); পরবর্তীতে তিনি সিনাই পর্বতে দাঁড়ান, এবং মোশি তাঁর কাছে এগিয়ে যান (যাত্রা ২৪:১৬); তারপর তিনি আবাসটি নিজের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ করেন (যাত্রা ৪০:৩৪-৩৮); এবং অবশেষে, এই পদে, তিনি তাঁর পূর্ণ গৌরবেই গোটা জনগণের কাছে দেখা দেন (লেবীয় ৯:৬-২৩)।

[২৪] প্রভু থেকে আগত আগুন সমস্ত কিছু গ্রাস করে, এর অর্থই বলি গ্রাহ্য হয়েছে, এবং যাজক আরোনের এই প্রথম যজ্ঞ যখন গ্রাহ্য হয়েছে, তখন আরোন-বংশীয় যাজকদের পরবর্তীকালীন যত যজ্ঞও গ্রাহ্য হবে—এই অনুচ্ছেদটা এর নিশ্চয়তা প্রকাশ করে।

১১ [১ ···] কোন কোন পশুর মাংস খাওয়া-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য স্বাস্থ্য রক্ষা বা পরধর্মের কোন প্রথা রোধ করাই শুধু নয়; সম্ভাব্য কারণটা এ হতে পারে যে, তেমন পশুগুলো ছিল অমঙ্গলকর কোন প্রভাবের প্রতীক।

১২ [১ ···] অশুচিতা পাপ-অবস্থার শামিল নয়। পাপ নৈতিক ব্যাপার, অশুচিতা সামাজিক ব্যাপার। সন্তান-প্রসব এই কারণ দু'টোর জন্যই অশুচিতাজনক ছিল যে, প্রসবকালে অনৈচ্ছিক রক্তক্ষরণ ঘটে, এবং নবজাত সন্তানকে সমাজে গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাতে নতুন এক ব্যক্তির আগমনে সেই সমাজে এক পরিবর্তন ঘটে।

১৫ [১৮] দাম্পত্য-মিলন পাপময় নয়; অশুচিতা সামাজিক ব্যাপার, অপরদিকে পাপ নৈতিক ব্যাপার।

[১৯] স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব অনিচ্ছাকৃতভাবেই হয়; যা কিছু অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে তা প্রাচীনতম ঐতিহ্যের মানুষের কাছে রহস্যময় ও ভয়ঙ্কর, ফলত অশুচিতাজনক।

১৬ [১ ···] ইস্রায়েল জাতি নিজের পাপময়তা ও ঈশ্বরের ক্ষমাশীলতা বিষয়ে অধিক সচেতন। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমা আপনা আপনি ঘটে না; তা লাভের জন্য প্রকৃত মনোভাব চাই। যিশুর সময়কালীন মিশ্না পুস্তক এবিষয়ে বলে: যে কেউ বলে, 'পাপ করব, যেহেতু মহাপ্রায়শ্চিত্ত দিবসই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করবে,' সেই দিবস তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদৌ সাধন করবে না। আর মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে কৃত যে যে অপরাধ, মহাপ্রায়শ্চিত্ত দিবস সেগুলোর প্রায়শ্চিত্ত সাধন করবে, কিন্তু মানুষ ও তার সদৃশ মানুষের মধ্যে কৃত যে যে অপরাধ, মানুষ পরের সঙ্গে পুনর্মিলিত না হলে মহাপ্রায়শ্চিত্ত দিবস সেগুলোর প্রায়শ্চিত্ত সাধন করবে না (মিশ্না, ইওমা ৮:৯)।

[৪] এবিষয় লক্ষণীয় যে, এ দিবস উপলক্ষে মহাযাজক অন্যান্য গৌরবময় পোশাক বর্জন করে কেবল ক্ষোমের পোশাক পরেন।

[১০] পাপী মানুষের যত অশুচিতা ও পাপ একটা পশুর উপরে হস্তান্তরিত হয় যেন পশুটাকে বিনাশের দিকে পাঠানো হলে তার সঙ্গে সেই অশুচিতা ও পাপও বিনষ্ট হয়।

[১৩] ধূপের ধূম-মেঘ সেই মেঘের কথা স্মরণ করায় যা দ্বারা ঈশ্বর নিজেকে উপস্থিত বলে প্রকাশ করেন ও একাধারে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন (যাত্রা ১৯:৯); ধূপের কথাও ঈশ্বরের উপস্থিতি নিশ্চিত বলে ঘোষণা করে (তিনি উপস্থিত না থাকলে উপাসনার কোন অর্থই থাকত না), এবং একাধারে ঈশ্বরকে আবৃতই রাখে, পাছে তাঁকে দেখে মানুষ মরে।

[২১] ছাগের মাথার উপরে দু'হাত রাখলে জনগণের যত পাপ ছাগের উপর হস্তান্তরিত হয়; পাপপূর্ণ পশু হওয়ায় তেমন পশু বলিরূপে উৎসর্গীকৃত হবার আর যোগ্য নয়; এজন্য ছাগটাকে অপদূতদের বাসস্থান সেই প্রান্তরেই পাঠানো হয় (একটা পশুর উপর শুধু একটা হাত রাখা অন্য অর্থ বহন করে: ৪:৪, টীকা দ্রঃ)।

১৯ [১ ...] হিব্রু ঐতিহ্যে, অন্য সবকিছু থেকে যা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও পৃথক, তা-ই পবিত্র। ঈশ্বরের পবিত্রতা এমন যে মানুষ তাঁকে দেখলে আর বাঁচতে পারে না। কিন্তু, যেহেতু ইস্রায়েল পবিত্র ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই এক জনগণ, সেজন্য তেমন পবিত্রীকরণ তাঁর সমস্ত জীবনে প্রকাশ পাবার কথা; ঠিক এই ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়াই এই সমস্ত বিধিনিয়মের উদ্দেশ্য।

২১ [১ ...] ইস্রায়েলে যাজকদের কর্তব্যই ঈশ্বরের সঙ্গে জনগণকে সম্পর্কযুক্ত করা; তেমন ঈশ্বর জীবনময় বিধায়ই যাজকেরা মৃত যত বস্তু থেকে নিজেদের পৃথক রাখবে।

২২ [২৪] জীবন-হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলো অক্ষুণ্ণ না হলে পশুটা জীবনেশ্বরের গ্রহণীয় হবার যোগ্য নয়।

২৩ [১ ...] ইস্রায়েলে শাব্বাৎ দিনের দু'টো অর্থ রয়েছে:
(ক) সেই দিনে সকলেই মিশর থেকে প্রত্যাগমনের ফলে পাওয়া মুক্তির অভিজ্ঞতা করবে (যাত্রা ২৩:১২; দ্বিঃবিঃ ৫:১২-১৫);
(খ) শাব্বাৎ দিন ঈশ্বরেরই চরম শাব্বাতে (বিশ্রামে) প্রবেশের পূর্বাস্বাদনের দিন (আদি ২:২; যাত্রা ২০:৮-১১; ৩১:১৭)

[৫] 'পাস্কা' শব্দের সম্ভাব্য অর্থই পাশ কাটিয়ে যাওয়া, ডিঙিয়ে যাওয়া, পার হওয়া, উত্তরণ। ইস্রায়েলীয়দের কাছে পাস্কাপর্ব এমন মহাঘটনার স্মরণদিবস হয়ে উঠল, যখন তারা ঈশ্বরের সাধিত মুক্তিকর্মের অভিজ্ঞতা করে দাসত্ব থেকে মুক্তিতে ও মৃত্যু থেকে জীবনেই উত্তীর্ণ হয়েছিল। পাস্কার এই তাৎপর্য খ্রিষ্টে পূর্ণতা লাভ করল: তিনিই 'আমাদের পাস্কা'।

২৫ [১-৭] সপ্তাহ-চক্রে মানুষের শ্রম-বিশ্রামের যে নিয়ম আছে, তা ভূমির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য : তেমন নিয়মের উদ্দেশ্যই যেন মানুষ ঈশ্বরকে নিজের আস্থাসপূর্ণ সেবা-মনোভাব দেখাতে পারে, এ কথাও যেন স্মরণে রাখে যে, বিশ্রামবার ভোগ করা সকল মানুষের অধিকার।

[৮-৫৪] জুবিলী-বর্ষের আধ্যাত্মিকতা দ্বিমুখী :
(ক) মিশর থেকে প্রত্যাগমনের ফল যে মুক্তি, তা যেন সকল ইস্রায়েলীয়েরাই ভোগ করে ;
(খ) ঈশ্বর নিজে প্রতিটি মানুষের জন্য যা যা বণ্টন করেছেন, কোন মানবীয় চুক্তি তা চিরকালের মত বাতিল করতে পারে না। যিশু নাজারেথে (লুক ৪:২১) ঠিক এই সুসমাচারই ঘোষণা করেছিলেন : তাঁর আগমনে মানুষ তাঁর প্রাপ্য অধিকার ও মুক্তি ফিরে পেয়েছে!

[২৩] এই পদ এবং ২৫:৫৫ পদের উক্তির উপরেই এই অধ্যায়ের সমস্ত নির্দেশগুলো ভর করে আছে।

[৫৫] এই পদ এবং ২৫:২৩ পদের উক্তির উপরেই এই অধ্যায়ের সমস্ত নির্দেশগুলো ভর করে আছে।

গণনাপুস্তক

প্রতিশ্রুত দেশের দিকে (যাত্রাপুস্তকে শুরু করা) মনোনীত জাতির যাত্রার নানা ধাপ, এবং সেই যাত্রাপথে তারা কেমন করে চলবে, এ হল গণনাপুস্তকের আলোচ্য বিষয়।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬

প্রথম লোকগণনা

১ [১] মিশর দেশ থেকে জনগণ বেরিয়ে আসবার পর দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয়
মাসের প্রথম দিনে, প্রভু সিনাই মরুপ্রান্তরে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে মোশিকে বললেন:
[২] 'তোমরা প্রত্যেক পুরুষেরই মাথা অনুসারে তাদের নাম গুনে লোকদের গোত্র ও
পিতৃকুল অনুসারে ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর লোকগণনা কর।
[৩] ইস্রায়েলে কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যত পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার
যোগ্য, তাদের সৈন্যশ্রেণি অনুসারে তুমি ও আরোন তাদের লোকগণনা কর।
[৪] প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে এক একজন, নিজ নিজ পিতৃকুলেরই প্রধান ব্যক্তি, তোমাদের
সহকারী হবে। [৫] যারা তোমাদের সহকারী হবে, সেই লোকদের নাম এই। রূবেনের
পক্ষে: শেদেউরের সন্তান এলিসুর; [৬] শিমেয়োনের পক্ষে: সুরিশাদ্দাইয়ের সন্তান
শেলুমিয়েল; [৭] যুদার পক্ষে: আম্মিনাদাবের সন্তান নাহ্শোন; [৮] ইসাখারের পক্ষে:
সুয়ারের সন্তান নেথানেয়েল; [৯] জাবুলোনের পক্ষে: হেলোনের সন্তান এলিয়াব;
[১০] যোসেফের সন্তানদের মধ্যে এফ্রাইমের পক্ষে: আম্মিহুদের সন্তান এলিশামা;
মানাশের পক্ষে: পেদাহ্সুরের সন্তান গামালিয়েল; [১১] বেঞ্জামিনের পক্ষে:
গিদিয়োনির সন্তান আবিদান; [১২] দানের পক্ষে: আম্মিশাদ্দাইয়ের সন্তান
আহিয়েজের; [১৩] আশেরের পক্ষে: অক্রানের সন্তান পাগিয়েল; [১৪] গাদের পক্ষে:
রেউয়েলের সন্তান এলিয়াসাফ; [১৫] নেফ্তালির পক্ষে: এনানের সন্তান

আহিরা।’ [১৬] এঁরা জনমণ্ডলীর প্রতিনিধি, যে যার পিতৃগোষ্ঠীর নেতা; এঁরা ইস্রায়েলের সহস্রপতি ছিলেন। [১৭] যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল, মোশি ও আরোন সেই লোকদের সঙ্গে নিলেন, [১৮] এবং দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিনে গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করে মাথার সংখ্যা অনুসারে কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের লোকদের নাম-সংখ্যা অনুসারে তাদের গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে তাদের বংশতালিকা লিপিবদ্ধ করলেন। [১৯] প্রভু যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, মোশি সেইমত সিনাই মরুপ্রান্তরে তাদের লোকগণনা করলেন।

[২০] ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেনের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত হল। [২১] রূবেন গোষ্ঠীর গণিত লোক ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশ’।

[২২] শিমেয়োনের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত হল। [২৩] শিমেয়োন গোষ্ঠীর গণিত লোক ঊনষাট হাজার তিনশ’।

[২৪] গাদের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত হল। [২৫] গাদ গোষ্ঠীর গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ হাজার ছ’শো পঞ্চাশ।

[২৬] যুদার বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত হল। [২৭] যুদা গোষ্ঠীর গণিত লোক চুয়াত্তর হাজার ছ’শো।

[২৮] ইসাখারের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও

নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত হল। [২৯] ইসাখার গোষ্ঠীর গণিত লোক চুয়ান্ন হাজার চারশ'।

[৩০] জাবুলোনের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত হল। [৩১] জাবুলোন গোষ্ঠীর গণিত লোক সাতান্ন হাজার চারশ'।

[৩২] যোসেফের সন্তানদের মধ্যে এফ্রাইমের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত হল। [৩৩] এফ্রাইম গোষ্ঠীর গণিত লোক চল্লিশ হাজার পাঁচশ'।

[৩৪] মানাশের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত হল। [৩৫] মানাশে গোষ্ঠীর গণিত লোক বত্রিশ হাজার দু'শো।

[৩৬] বেঞ্জামিনের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত হল। [৩৭] বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর গণিত লোক পঁয়ত্রিশ হাজার চারশ'।

[৩৮] দানের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত হল। [৩৯] দান গোষ্ঠীর গণিত লোক বাষট্টি হাজার সাতশ'।

[৪০] আশেরের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত হল। [৪১] আশের গোষ্ঠীর গণিত লোক একচল্লিশ হাজার পাঁচশ'।

[৪২] নেফ্তালির বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত হল। [৪৩] নেফ্তালি গোষ্ঠীর গণিত লোক তিপ্পান্ন হাজার চারশ’।

শিবির বিন্যাস

[৪৪] মোশি ও আরোন, এবং ইস্রায়েলের বারোজন নেতা—নিজ নিজ পিতৃকুলের এক একজন নেতা—এই সকল লোকদের গণনা করলেন। [৪৫] নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের ইস্রায়েল সন্তানদের, অর্থাৎ ইস্রায়েলে যারা সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, [৪৬] সেই সমস্ত পুরুষদেরই গণনা করা হলে, তালিকাভুক্ত লোকদের সংখ্যা দাঁড়াল ছ’লক্ষ তিন হাজার পাঁচশ’ পঞ্চাশজন।

[৪৭] কিন্তু লেবীয়েরা তাদের পিতৃকুল অনুসারে অন্যান্যদের সঙ্গে তালিকাভুক্ত হল না। [৪৮] প্রভু মোশিকে বলেছিলেন, [৪৯] ‘তুমি লেবি গোষ্ঠীর লোকগণনা করবে না, ও তাদের সংখ্যা ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যায় যোগ দেবে না; [৫০] বরং তুমি নিজে সাক্ষ্যের আবাস, তার সমস্ত দ্রব্য ও তা সংক্রান্ত সবকিছুর তত্ত্বাবধানে লেবীয়দের নিযুক্ত কর: তারা আবাসটি ও তার সমস্ত দ্রব্য বইবে, তার তত্ত্বাবধান করবে ও আবাসের চারদিকে শিবির বসাবে। [৫১] যতবার আবাস তুলে নিতে হবে, লেবীয়েরাই তা খুলে দেবে; আবার যতবার আবাস বসাতে হবে, লেবীয়েরাই তা বসাবে; অন্য গোষ্ঠীর মানুষ তার কাছে গেলে তার প্রাণদণ্ড হবে।

[৫২] ইস্রায়েল সন্তানেরা যে যার সৈন্যশ্রেণি অনুসারে যে যার শিবিরে নিজ নিজ নিশানের কাছে তাঁবু গাড়বে। [৫৩] কিন্তু লেবীয়েরা সাক্ষ্যের আবাসের চারদিকে তাদের তাঁবু গাড়বে; তাতে ইস্রায়েল সন্তানদের জনমণ্ডলীর উপরে আমার ক্রোধ জ্বলবে না। লেবীয়েরাই সাক্ষ্যের আবাসের তত্ত্বাবধান করবে।’

[৫৪] প্রভু মোশিকে যা কিছু আজ্ঞা করেছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা ঠিক সেইমত করল; তারা সেই অনুসারে কাজ করল।

২ [১] প্রভু মোশি ও আরোনকে আরও বললেন, [২] ‘ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের পিতৃকুলের প্রতীকের সঙ্গে নিজ নিজ নিশানের নিচে শিবির বসাবে; তারা সাক্ষাৎ-তাঁবু থেকে কিছু দূরে, তার চারপাশেই, শিবির বসাবে।

[৩] পুব পাশে পুবদিকে নিজ সৈন্যশ্রেণি অনুসারে যুদার শিবিরের নিশান শিবির বসাবে: [৪] যুদা-সন্তানদের নেতা আম্মিনাদাবের সন্তান নাহ্শোন; তার সৈন্যদল চুয়াত্তর হাজার ছ'শো তালিকাভুক্ত লোক। [৫] তার পাশে শিবির বসাবে ইসাখার গোষ্ঠী: ইসাখার-সন্তানদের নেতা সুয়ারের সন্তান নেথানেয়েল; [৬] তার সৈন্যদল চুয়ান্ন হাজার চারশ' তালিকাভুক্ত লোক। [৭] তারপর জাবুলোন গোষ্ঠী: জাবুলোন-সন্তানদের নেতা হেলোনের সন্তান এলিয়াব; [৮] তার সৈন্যদল সাতান্ন হাজার চারশ' তালিকাভুক্ত লোক। [৯] যুদার শিবিরের তালিকাভুক্ত লোকেরা নিজ নিজ সৈন্যশ্রেণি অনুসারে সবসমেত এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশ' লোক। তারা প্রথম দল হয়ে যাত্রাপথে রওনা হবে।

[১০] দক্ষিণ পাশে নিজ সৈন্যশ্রেণি অনুসারে রূবেনের শিবিরের নিশান থাকবে: রূবেন-সন্তানদের নেতা শেদেউরের সন্তান এলিসুর, [১১] তার সৈন্যদল ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশ' তালিকাভুক্ত লোক। [১২] তার পাশে শিবির বসাবে শিমেয়োন গোষ্ঠী: শিমেয়োন-সন্তানদের নেতা সুরিশাদ্দাইয়ের সন্তান শেলুমিয়েল, [১৩] তার সৈন্যদল ঊনষাট হাজার তিনশ' তালিকাভুক্ত লোক। [১৪] তারপর গাদ গোষ্ঠী: গাদ-সন্তানদের নেতা রেউয়েলের সন্তান এলিয়াসাফ, [১৫] তার সৈন্যদল পঁয়তাল্লিশ হাজার ছ'শো পঞ্চাশজন তালিকাভুক্ত লোক। [১৬] রূবেনের শিবিরের তালিকাভুক্ত লোকেরা নিজ নিজ সৈন্যশ্রেণি অনুসারে সবসমেত এক লক্ষ একান্ন হাজার চারশ' পঞ্চাশজন লোক। তারা দ্বিতীয় দল হয়ে যাত্রাপথে রওনা হবে।

[১৭] তারপর সাক্ষাৎ-তাঁবু লেবীয়দের শিবিরের সঙ্গে সমস্ত শিবিরের মাঝখান হয়ে যাত্রাপথে রওনা হবে; তারা যে অনুক্রম অনুসারে শিবিরে নিজ নিজ তাঁবু খাটিয়েছিল, সেই অনুসারে যে যার শ্রেণিতে যে যার নিশানের পাশে পাশে থেকে চলবে।

[১৮] পশ্চিম পাশে নিজ সৈন্যশ্রেণি অনুসারে এফ্রাইমের শিবিরের নিশান থাকবে: এফ্রাইম-সন্তানদের নেতা আম্মিহুদের সন্তান এলিশামা, [১৯] তার সৈন্যদল চল্লিশ

হাজার পাঁচশ’ তালিকাভুক্ত লোক। [২০] তাদের পাশে মানাশে গোষ্ঠী থাকবে: মানাশে-সন্তানদের নেতা পেদাহ্‌সুরের সন্তান গামালিয়েল, [২১] তার সৈন্যদল বত্রিশ হাজার দু’শো তালিকাভুক্ত লোক। [২২] তারপর বেঞ্জামিন গোষ্ঠী: বেঞ্জামিন-সন্তানদের নেতা গিদিয়োনির সন্তান আবিদান, [২৩] তার সৈন্যদল পঁয়ত্রিশ হাজার চারশ’ তালিকাভুক্ত লোক। [২৪] এফ্রাইমের শিবিরের তালিকাভুক্ত লোকেরা নিজ নিজ সৈন্যশ্রেণি অনুসারে সবসমেত এক লক্ষ আট হাজার একশ’ লোক। তারা তৃতীয় দল হয়ে যাত্রাপথে রওনা হবে।

[২৫] উত্তর পাশে নিজ সৈন্যশ্রেণি অনুসারে দানের শিবিরের নিশান থাকবে: দান-সন্তানদের নেতা আম্মিশাদ্দাইয়ের সন্তান আহিয়েজের, [২৬] তার সৈন্যদল বাষট্টি হাজার সাতশ’ তালিকাভুক্ত লোক। [২৭] তাদের পাশে আশের গোষ্ঠী থাকবে: আশের-সন্তানদের নেতা অক্রানের সন্তান পাগিয়েল, [২৮] তার সৈন্যদল একচল্লিশ হাজার পাঁচশ’ তালিকাভুক্ত লোক। [২৯] তারপর নেফ্তালি গোষ্ঠী: নেফ্তালি-সন্তানদের নেতা এনানের সন্তান আহিরা, [৩০] তার সৈন্যদল তিপ্পান্ন হাজার চারশ’ তালিকাভুক্ত লোক। [৩১] দানের শিবিরের তালিকাভুক্ত লোকেরা নিজ নিজ সৈন্যশ্রেণি অনুসারে সবসমেত এক লক্ষ সাতান্ন হাজার ছ’শো লোক। তারা নিজ নিজ নিশান নিয়ে সকলের শেষে যাত্রাপথে রওনা হবে।’

[৩২] এরা ইস্রায়েল সন্তানদের পিতৃকুল অনুসারে তালিকাভুক্ত লোক; সৈন্যদল অনুসারে শিবিরের গণিত লোক সবসমেত ছ’লক্ষ তিন হাজার সাড়ে পাঁচশ’। [৩৩] কিন্তু লেবীয়েরা ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হল না, যেমন প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। [৩৪] প্রভু মোশিকে যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইমত কাজ করল; তাই তারা নিজ নিজ গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে নিজ নিজ নিশানের কাছে শিবির বসাত ও যাত্রাপথে রওনা হত।

লেবীয়দের জন্য বিধিবিধান

৩ [১] সিনাই পর্বতে যেদিন প্রভু মোশির সঙ্গে কথা বললেন, সেদিন আরোনের ও মোশির বংশতালিকা এ।

[২] আরোনের সন্তানদের নাম এ: জ্যেষ্ঠ পুত্র নাদাব, পরে আবিহু, এলেয়াজার ও ইথামার। [৩] এ হল আরোনের সেই সন্তানদের নাম যাঁরা যাজক বলে তৈলাভিষিক্ত ও যাজকত্ব অনুশীলনে নিযুক্ত। [৪] নাদাব ও আবিহু সিনাই মরুপ্রান্তরে প্রভুর উদ্দেশে অনুমোদিত নয় এমন আগুন নিবেদন করায় প্রভুর সামনে মারা পড়েছিলেন। তাঁদের কোন পুত্রসন্তান ছিল না; আর এলেয়াজার ও ইথামার তাঁদের পিতা আরোনের জীবনকালে যাজকত্ব অনুশীলন করলেন।

[৫] প্রভু মোশিকে বললেন, [৬] 'তুমি লেবি গোষ্ঠী জড় করে আরোন যাজকের সামনে উপস্থিত কর, যেন তারা তার সেবায় থাকে। [৭] তারা আবাসের সেবাকর্ম পালন ক'রে সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে আরোনকে ও গোটা জনমণ্ডলীকে দেওয়া দায়িত্ব রক্ষা করে যাবে। [৮] আবাসের সেবাকর্ম পালন ক'রে তারা সাক্ষাৎ-তাঁবুর সমস্ত দ্রব্য ও ইস্রায়েল সন্তানদের দেওয়া দায়িত্ব রক্ষা করে যাবে। [৯] তুমি লেবীয়দের সম্পূর্ণ নিবেদিত ব্যক্তি হিসাবে আরোনের ও তার সন্তানদের হাতে দেবে; ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে তারাই তার হাতে নিবেদিত। [১০] তুমি আরোন ও তার সন্তানদের যজনকর্ম পালনের জন্য নিযুক্ত করবে। অন্য গোষ্ঠীর যে কেউ কাছে আসবে, তার প্রাণদণ্ড হবে।'

[১১] প্রভু মোশিকে বললেন, [১২] 'দেখ, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমফলের বিনিময়ে আমি নিজেই ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে লেবীয়দের বেছে নিয়েছি; তাই তারা আমারই, [১৩] কারণ প্রথমজাত সকলে আমার। যেদিন আমি মিশর দেশে সমস্ত প্রথমজাতককে আঘাত করলাম, সেদিন মানুষ থেকে পশু পর্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত প্রথমজাতককে আমারই উদ্দেশে স্বতন্ত্র করে রেখেছি; তারা আমারই হবে। আমি প্রভু!'

[১৪] সিনাই মরুপ্রান্তরে প্রভু মোশিকে বললেন, [১৫] 'তুমি লেবির সন্তানদের তাদের পিতৃকুল ও গোত্র অনুসারে লোকগণনা কর; এক মাস ও তার বেশি বয়সের সমস্ত পুরুষকেই গণনা করবে।' [১৬] মোশি প্রভুর কথামত তাদের লোকগণনা করলেন, যেভাবে প্রভু আজ্ঞা করেছিলেন। [১৭] লেবির সন্তানদের নাম এ: গের্শোন, কেহাথ ও মেরারি। [১৮] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে গের্শোনের সন্তানদের নাম এ: লিব্নি

ও শিমেই। [১৯] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে কেহাথের সন্তানেরা: আম্রাম, ইস্হার, হেব্রোন ও উজ্জিয়েল। [২০] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে মেরারির সন্তানেরা: মাহ্লি ও মুশি। নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে এরাই লেবীয়দের গোত্র।

[২১] গের্শোন থেকে লিব্নি-গোত্রের ও শিমেই-গোত্রের উদ্ভব হয়; এরা গের্শোনীয়দের গোত্র। [২২] এক মাস ও তার বেশি বয়সের সমস্ত পুরুষকে গণনা করলে এদের তালিকাভুক্ত লোকসংখ্যা হল সাত হাজার পাঁচশ'জন। [২৩] গের্শোনীয়দের গোত্রগুলোর শিবির ছিল পশ্চিমদিকে আবাসের পশ্চাদ্ভাগে। [২৪] লায়েলের সন্তান এলিয়াসাফ ছিলেন গের্শোনীয়দের পিতৃকুল-নেতা। [২৫] সাক্ষাৎ-তাঁবুর ব্যাপারে গের্শোনের এই সকল সন্তানদের দায়িত্ব ছিল আবাস, তাঁবু, তাঁবুর আচ্ছাদন-বস্ত্র, সাক্ষাৎ-তাঁবু-দ্বারের পরদা, [২৬] প্রাঙ্গণের জন্য কাপড়গুলো, আবাসের ও বেদির চারদিকের প্রাঙ্গণ-দ্বারের পরদা ও সমস্ত কাজের প্রয়োজনীয় দড়ি রক্ষা করা।

[২৭] কেহাথ থেকে আম্রামীয় গোত্রের, ইস্হারীয় গোত্রের, হেব্রোনীয় গোত্রের ও উজ্জিয়েলীয় গোত্রের উদ্ভব হয়; এরা কেহাথীয়দের গোত্র। [২৮] এক মাস ও তার বেশি বয়সের সমস্ত পুরুষকে গণনা করলে এদের সংখ্যা ছিল আট হাজার ছ'শোজন; এদের দায়িত্ব ছিল পবিত্রধাম রক্ষা করা। [২৯] কেহাথের সন্তানদের গোত্রগুলোর শিবির ছিল দক্ষিণদিকে আবাসের পাশে। [৩০] উজ্জিয়েলের সন্তান এলিসাফান ছিলেন কেহাথীয় গোত্রগুলোর পিতৃকুল-নেতা। [৩১] তাদের দায়িত্ব ছিল মঞ্জুষা, ভোজনপাট, দীপাধার, দুই বেদি, পবিত্রধামের উপাসনার জন্য সমস্ত পাত্র, সেই নানা কাপড়গুলো ও তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস রক্ষা করা। [৩২] আরোন যাজকের সন্তান এলেয়াজার ছিলেন লেবীয় নেতাদের নেতা; পবিত্রধাম রক্ষা করা যাদের দায়িত্ব ছিল, তিনি সেই সকলের উপরে নিযুক্ত ছিলেন।

[৩৩] মেরারি থেকে মাহ্লীয়দের গোত্রের ও মুশীয়দের গোত্রের উদ্ভব হয়; এরা মেরারীয়দের গোত্র। [৩৪] এক মাস ও তার বেশি বয়সের সমস্ত পুরুষকে গণনা করলে এদের তালিকাভুক্ত লোকসংখ্যা হল ছ'হাজার দু'শোজন। [৩৫] আবিহাইলের সন্তান সুরিয়েল ছিলেন মেরারীয় গোত্রগুলোর পিতৃকুল-নেতা। তাদের শিবির ছিল আবাসের

উত্তরদিকে। [৩৬] মেরারির সন্তানেরা যে দায়িত্বে নিযুক্ত হল, তা ছিল আবাসের বাতা, আঁকড়া, স্তম্ভ, চুঙি ও তার সমস্ত দ্রব্য, এবং তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস; [৩৭] প্রাঙ্গণের চারদিকের স্তম্ভগুলো ও তাদের চুঙি, গোঁজ ও দড়ি রক্ষা করা। [৩৮] মোশির, আরোনের ও তাঁর সন্তানদের শিবির ছিল সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে, পুব পাশে, পুবদিকে; তাঁদের দায়িত্ব ছিল ইস্রায়েল সন্তানদের হয়ে পবিত্রধাম রক্ষা করা; অন্য গোষ্ঠীর যে কোন মানুষ তার কাছে এলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হত।

[৩৯] প্রভুর আজ্ঞাক্রমে মোশি ও আরোন যে লেবীয়দের নিজ নিজ গোত্র অনুসারে লোকগণনা করেছিলেন, এক মাস ও তার বেশি বয়সের সেই সকল পুরুষ সবসমেত বাইশ হাজার ছিল।

[৪০] প্রভু মোশিকে বললেন, 'ইস্রায়েলের মধ্যে এক মাস ও তার বেশি বয়সের প্রথমজাত সমস্ত পুরুষের লোকগণনা কর ও তাদের নামের সংখ্যা অনুসারে একটা তালিকা কর। [৪১] আমি প্রভু! আমারই স্বত্বাধিকার বলে তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রথমজাতকদের পরিবর্তে লেবীয়দের নেবে, একই প্রকারে ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রথমজাত পশুদের পরিবর্তেও লেবীয়দের পশুধন নেবে।' [৪২] মোশি প্রভুর আজ্ঞামত ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রথমজাতককে গণনা করলেন; [৪৩] তাদের এক মাস ও তার বেশি বয়সের সমস্ত প্রথমজাত পুরুষ নাম-সংখ্যা অনুসারে বাইশ হাজার দু'শো তিয়াত্তরজন তালিকাভুক্ত হল।

[৪৪] প্রভু মোশিকে বললেন, [৪৫] 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রথমজাতকদের পরিবর্তে লেবীয়দের নাও, ও তাদের পশুধনের পরিবর্তে লেবীয়দের পশুধন নাও: লেবীয়েরা আমারই হবে। আমি প্রভু! [৪৬] ইস্রায়েল সন্তানদের প্রথমজাতকদের মধ্যে লেবীয়দের সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত যে দু'শো তিয়াত্তরজন মুক্তিমূল্যের যোগ্য মানুষ, [৪৭] তাদের এক একজনের জন্য পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে পাঁচ পাঁচ শেকেল নেবে: কুড়ি গেরাতে এক শেকেল হয়। [৪৮] তাদের সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত সেই মানুষদের মুক্তিমূল্য তুমি আরোনকে ও তার সন্তানদের দেবে।' [৪৯] তাই লেবীয়দের দ্বারা মুক্ত লোক ছাড়া যারা বাকি থাকল, মোশি তাদের মুক্তির মূল্য নিলেন। [৫০] তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের প্রথমজাত মানুষদের কাছ থেকে

পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে এক হাজার তিনশ’ পঁয়ষট্টি শেকেল রুপো নিলেন।
[৫১] প্রভুর কথামত মোশি সেই মুক্ত মানুষদের রুপো নিয়ে আরোনকে ও তাঁর
সন্তানদের দিলেন, যেমন প্রভু মোশিকে আজ্ঞা করেছিলেন।

লেবীয়দের বিবিধ কর্তব্য কাজ

৪ [১] প্রভু মোশি ও আরোনকে আরও বললেন, [২] ‘তোমরা লেবির সন্তানদের
মধ্যে নিজ নিজ গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে কেহাথের সন্তানদের লোকগণনা কর;
[৩] ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজের
জন্য তালিকাভুক্ত, তাদের গণনা কর। [৪] সাক্ষাৎ-তাঁবুতে কেহাথের সন্তানদের
সেবাকাজ, পরমপবিত্র বস্তু-সংক্রান্ত তাদের সেবাকাজ এই: [৫] যখন যাত্রার জন্য
শিবির তুলতে হবে, তখন আরোন ও তার সন্তানেরা ভিতরে যাবে, এবং আড়াল-পরদা
নামিয়ে তা দিয়ে সাক্ষ্য-মঞ্জুষা ঢাকবে, [৬] তার উপরে সিন্ধুঘোটক-চামড়ার একটা
চাঁদোয়া দেবে, ও তার উপরে সম্পূর্ণই নীল রঙের একটা কাপড় পাতবে, পরে তার
বহনদণ্ড ঠিক জায়গায় দেবে। [৭] ভোগ-রুটির ভোজনপাটের উপরে একটা নীল কাপড়
পাতবে, ও তার উপরে থালা, বাটি, কলস ও ঢালবার জন্য সেকপাত্রগুলো রাখবে, তার
উপরে নিত্য-ভোগ-রুটিও থাকবে; [৮] সেইসব কিছুর উপরে তারা একটা লাল কাপড়
পাতবে ও সিন্ধুঘোটক-চামড়ার একটা চাঁদোয়া দিয়ে তা ঢাকবে, পরে তার বহনদণ্ড ঠিক
জায়গায় দেবে। [৯] একটা নীল কাপড় নিয়ে তারা দীপাধার ও তার প্রদীপগুলো,
চিমটে, ছাইধানী ও তার সেবাকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তেলের পাত্র ঢেকে দেবে;
[১০] তা ও তা সংক্রান্ত সমস্ত পাত্র সিন্ধুঘোটক-চামড়ার একটা চাঁদোয়ায় রেখে দণ্ডের
উপরে রাখবে। [১১] তারা সোনার বেদির উপরে একটা নীল কাপড় পেতে তার উপরে
সিন্ধুঘোটক-চামড়ার একটা চাঁদোয়া দেবে ও তার বহনদণ্ড ঠিক জায়গায় দেবে।
[১২] পরে তারা পবিত্রধামের সেবাকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পাত্র নিয়ে তা একটা
নীল কাপড়ের মধ্যে রাখবে, ও সিন্ধুঘোটক-চামড়া দিয়ে তা ঢেকে দণ্ডের উপরে রাখবে।
[১৩] বেদি থেকে ছাই ফেলে তার উপরে একটা বেগুনি রঙের কাপড় পাতবে;
[১৪] তার উপরে তার সেবাকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পাত্র, অঙ্গারধানী, ত্রিশূল,

হাতা, বাটি, বেদির সমস্ত পাত্র রাখবে, ও তার উপরে সিন্ধুঘোটক-চামড়ার একটা চাঁদোয়া পাতবে, পরে বহনদণ্ড ঠিক জায়গায় দেবে। [১৫] এইভাবে শিবির তোলার সময়ে আরোন ও তার সন্তানেরা পবিত্র বস্তুগুলো ও সেগুলোর সমস্ত পাত্র ঢাকবার ব্যাপার সমাধা করার পর কেহাথের সন্তানেরা তা বইতে আসবে; কিন্তু তারা পবিত্র বস্তুগুলো স্পর্শ করবে না, পাছে তাদের মৃত্যু হয়। এইসব কিছু করার ভার সাক্ষাৎ-তাঁবুতে কেহাথের সন্তানদেরই। [১৬] আরোনের সন্তান এলেয়াজার যাজকের দায়িত্ব হবে আলো দেবার জন্য তেল ও ধূপ জ্বালাবার জন্য গন্ধদ্রব্যের, নিত্য শস্য-নৈবেদ্য ও অভিষেকের জন্য তেলের, সমস্ত আবাস ও যা কিছু তার মধ্যে আছে, পবিত্র বস্তুগুলো ও সেগুলোর সমস্ত পাত্র তত্ত্বাবধান করা।'

[১৭] প্রভু মোশি ও আরোনকে বললেন, [১৮] 'সাবধান, যেন কেহাথীয় গোত্রগুলোর বংশ লেবীয়দের মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়; [১৯] কিন্তু যখন তারা পরমপবিত্র বস্তুর দিকে এগিয়ে যায়, তখন তারা যেন বেঁচে থাকে, মারা না পড়ে, এই লক্ষ্যে তোমরা তাদের প্রতি এরূপ কর: আরোন ও তার সন্তানেরা ভিতরে গিয়ে ওদের প্রত্যেকজনকে যে যার সেবাকাজে ও ভার-বহনে নিযুক্ত করবে। [২০] ওরা নিজেরা কিন্তু এক নিমেষের জন্যও যেন পবিত্র বস্তু দেখতে ভিতরে না যায়, পাছে মারা পড়ে।'

[২১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২২] 'তুমি গের্শোন-সন্তানদের পিতৃকুল ও গোত্র অনুসারে তাদেরও লোকগণনা কর। [২৩] ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজের জন্য তালিকাভুক্ত, তাদের গণনা করবে। [২৪] গের্শোনীয় গোত্রগুলোর দায়িত্ব, তাদের ভূমিকা ও ভার এই: [২৫] তারা আবাসের ও বেদির কাপড়গুলো ও সাক্ষাৎ-তাঁবু, তাঁবুর আচ্ছাদন-বস্ত্র, তার উপরে থাকা সিন্ধুঘোটক-চামড়ার চাঁদোয়া ও সাক্ষাৎ-তাঁবুদ্বারের পরদা; [২৬] প্রাঙ্গণের জন্য কাপড়গুলো, আবাস ও বেদির চারদিকে থাকা প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের পরদা, তার দড়ি ও উপাসনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য বইবে; এইসব কিছু সম্বন্ধে যা করণীয়, তাও করবে। [২৭] গের্শোনীয় গোত্রগুলোর সমস্ত দায়িত্ব—তাদের ভূমিকা ও তাদের কাজ—আরোনের ও তার সন্তানদের তত্ত্বাবধানে চালিয়ে যাওয়া হবে: তাদের যা যা বইতে হবে, তোমরা তাদের দায়িত্ব হিসাবে তাতে তাদের নিযুক্ত করবে। [২৮] এ হল সাক্ষাৎ-

তাঁবুতে গের্শোন-সন্তানদের গোত্রগুলোর দায়িত্ব; তাদের উপরে দায়িত্ব আরোন যাজকের সন্তান ইথামারের হাতে থাকবে।

[২৯] তুমি মেরারি-সন্তানদের গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে তাদের লোকগণনা করবে। [৩০] ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজের জন্য তালিকাভুক্ত, তাদের গণনা করবে। [৩১] তাদের দায়িত্ব ও সাক্ষাৎ-তাঁবু সংক্রান্ত সেবাকাজ হিসাবে তাদের যা যা বইতে হবে, তা এই: আবাসের বাতাগুলো, সেগুলোর আঁকড়া, স্তম্ভ ও চুঙি, [৩২] প্রাঙ্গণের চারদিকে থাকা স্তম্ভগুলো, সেগুলোর চুঙি, গোঁজ, দড়ি ও তা সংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্য ও কাজ। তাদের যা যা বইতে হবে, তাদের দায়িত্বে দেওয়া সেই সমস্ত দ্রব্যের তোমরা একটা তালিকা করবে। [৩৩] এ হল মেরারি-সন্তানদের গোত্রগুলোর দায়িত্ব। সাক্ষাৎ-তাঁবুতে তাদের সমস্ত সেবাকাজ আরোন যাজকের সন্তান ইথামারের অধীনে পালন করা হবে।'

লেবীয়দের লোকগণনা

[৩৪] মোশি, আরোন ও জনমণ্ডলীর নেতারা কেহাথীয় সন্তানদের গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে [৩৫] ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজের জন্য তালিকাভুক্ত, তাদের লোকগণনা করলেন। [৩৬] গোত্র অনুসারে যারা গণিত হল, তারা ছিল দু'হাজার সাতশ' পঞ্চাশজন লোক। [৩৭] এরা কেহাথীয় গোত্রগুলোর গণিত ও সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজে নিযুক্ত মানুষ; মোশির মধ্য দিয়ে প্রভু যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেইমত মোশি ও আরোন এদের লোকগণনা করলেন।

[৩৮] গের্শোন-সন্তানদের মধ্যে নিজ নিজ গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে যাদের লোকগণনা করা হল, [৩৯] ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজের জন্য তালিকাভুক্ত, [৪০] তারা নিজ নিজ গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে গণিত হলে দু'হাজার ছ'শো ত্রিশজন হল। [৪১] এরা গের্শোন-সন্তানদের গোত্রগুলোর গণিত ও সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজে নিযুক্ত মানুষ; প্রভুর আজ্ঞামত মোশি ও আরোন এদের লোকগণনা করলেন।

[৪২] মেরারি-সন্তানদের মধ্যে নিজ নিজ গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে যাদের লোকগণনা করা হল, [৪৩] ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা

সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজের জন্য তালিকাভুক্ত, [৪৪] তারা নিজ নিজ গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে গণিত হলে তিন হাজার দু'শোজন হল। [৪৫] এরা মেরারি-সন্তানদের গোত্রগুলোর গণিত মানুষ; মোশির মধ্য দিয়ে প্রভু যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেইমত মোশি ও আরোন এদের লোকগণনা করলেন।

[৪৬] এইভাবে মোশি, আরোন ও ইস্রায়েলের নেতাদের দ্বারা যে লেবীয়েরা নিজ নিজ গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে গণিত হল, [৪৭] ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজ করতে ও ভার বইতে প্রবেশ করত, [৪৮] তারা গণিত হলে আট হাজার পাঁচশ' আশিজন হল। [৪৯] মোশির মধ্য দিয়ে প্রভুর আজ্ঞামত তাদের প্রত্যেককে বলা হল, তারা কি কি সেবাকাজ করবে ও কি কি ভার বইবে। এইভাবে মোশির কাছে প্রভু যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেইমত তাদের লোকগণনা করা হল।

বিবিধ নিয়ম-বিধি

৫ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের আজ্ঞা কর, যেন তারা সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত প্রত্যেক মানুষকে, প্রত্যেক প্রমেহীকে ও মৃতদেহের স্পর্শে অশুচি হওয়া প্রত্যেক মানুষকে শিবির থেকে বের করে দেয়। [৩] পুরুষ কি স্ত্রীলোক হোক, তাদের তোমরা বের করে দেবে, শিবিরে প্রবেশ করতে তাদের নিষেধ করবে, তাদের যে শিবিরের মধ্যে আমি নিজে বাস করি, তারা যেন তা অশুচি না করে।' [৪] ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইমত কাজ করল, শিবির থেকে তাদের বের করে দিল। প্রভু মোশিকে যেমন বলেছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইমত করল।

[৫] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [৬] 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের বল: পুরুষ বা স্ত্রীলোক হোক, যখন কেউ মানুষদের মধ্যে প্রচলিত কোন পাপ ক'রে প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়, তখন সেই মানুষ দণ্ডের যোগ্য। [৭] সে যে পাপ করেছে, তা স্বীকার করবে ও ফেরত-দ্রব্য ফিরিয়ে দেবে; সে যাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, দ্রব্যটার পাঁচ ভাগের এক ভাগও তাকে বেশি দেবে। [৮] কিন্তু যাকে দ্রব্যটা ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এমন মুক্তিসাধক আত্মীয় যদি সেই লোকের না থাকে, তবে ফেরত-দ্রব্যটা প্রভুরই হবে, অর্থাৎ যাজককেই

দিতে হবে, তাছাড়া যা দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত হয়, সেই প্রায়শ্চিত্ত-ভেড়াও দিতে হবে। [৯] কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের পবিত্র বস্তুর মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা যত অর্ঘ্য যাজকের কাছে আনে, সেই সমস্ত তারই হবে; [১০] যে পবিত্র বস্তু যার দ্বারা উৎসর্গীকৃত, তা তারই হবে; কিন্তু কোন মানুষ যা কিছু যাজককে দেয়, তা যাজকের হবে।'

[১১] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [১২] 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: কোন স্ত্রীলোক যদি ভ্রষ্টা হয়ে স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্তা হয়, [১৩] সে যদি স্বামীর চোখের আড়ালে কোন পুরুষের সঙ্গে মিলিতা হয়ে নিজেকে গোপনে অশুচি করে, ও ধরা না পড়ার ফলে তার বিপক্ষে কোন সাক্ষী না থাকে, [১৪] সেই স্ত্রীলোক অশুচি হলে যদি স্বামী অন্তর্জ্বালার আত্মার আবেশে তার প্রতি অন্তর্জ্বালায় জ্বলে ওঠে, অথবা স্ত্রীলোকটি অশুচি না হলেও যদি স্বামী অন্তর্জ্বালার আত্মার আবেশে তার প্রতি অন্তর্জ্বালায় জ্বলে ওঠে, [১৫] তবে সেই স্বামী তার স্ত্রীকে যাজকের কাছে আনবে ও তার হয়ে তার নিজের অর্ঘ্য, অর্থাৎ এক এফার দশ ভাগের এক ভাগ যবের ময়দা আনবে, কিন্তু তার উপরে তেল ঢালবে না, কুন্দুরুও দেবে না; কেননা তা অন্তর্জ্বালার শস্য-নৈবেদ্য, অপরাধ স্মরণ করার জন্য স্মরণার্থক শস্য-নৈবেদ্য। [১৬] যাজক সেই স্ত্রীলোককে নিয়ে প্রভুর সাক্ষাতে এনে দাঁড় করাবে, [১৭] এবং একটা মাটির পাত্রে পবিত্র জল রেখে আবাসের মেঝে থেকে কিছুটা ধুলা নিয়ে সেই জলে দেবে। [১৮] ওই স্ত্রীলোককে প্রভুর সাক্ষাতে এনে দাঁড় করাবার পর যাজক, তার মাথার চুল খুলে দিয়ে ওই স্মরণার্থক শস্য-নৈবেদ্য, অর্থাৎ অন্তর্জ্বালার শস্য-নৈবেদ্য, তার হাতে দেবে; এই সময়ে যাজকের হাতে অভিশাপজনক তিক্ত জল থাকবে। [১৯] তখন যাজক ওই স্ত্রীলোককে শপথ করিয়ে তাকে বলবে: অন্য কোন পুরুষ যদি তোমার সঙ্গে মিলন না করে থাকে ও তুমি তোমার স্বামীর অধীনে থাকাকালে যদি ভ্রষ্টা না হয়ে নিজেকে অশুচি না করে থাক, তবে অভিশাপজনক এই তিক্ত জল তোমাতে নিষ্ফল হোক। [২০] কিন্তু তোমার স্বামীর অধীনে থাকাকালে যদি ভ্রষ্টা হয়ে নিজেকে অশুচি করে থাক, এবং তোমার স্বামী নয় এমন অন্য কোন পুরুষ যদি তোমার সঙ্গে মিলন করে থাকে [২১] —তবে যাজক অভিশাপজনক শপথ দ্বারা সেই স্ত্রীলোককে শপথ করিয়ে তাকে বলবে: প্রভু তোমার

উরুত অবশ করে ও তোমার পেট ফাঁপিয়ে তুলে তোমার জনগণের মধ্যে তোমাকে অভিশাপের ও অভিশাপজনক শপথের বস্তু করুন; [২২] এই অভিশাপজনক জল তোমার পেটে ঢুকে তোমার পেট ফাঁপিয়ে তুলুক ও তোমার উরুত অবশ করুক! আর সেই স্ত্রীলোক উত্তরে বলবে: আমেন, আমেন! [২৩] সেই অভিশাপের কথা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে ওই তিক্ত জলে তা মুছে ফেলে [২৪] যাজক ওই স্ত্রীলোককে সেই অভিশাপজনক তিক্ত জল পান করাবে; আর সেই অভিশাপজনক জল তিক্ততা দেবার জন্য তার মধ্যে ঢুকবে। [২৫] যাজক ওই স্ত্রীলোকের হাত থেকে সেই অন্তর্জ্বালার শস্য-নৈবেদ্য নেবে, ও সেই শস্য-নৈবেদ্য প্রভুর সামনে দুলিয়ে বেদির উপরে নিবেদন করবে। [২৬] যাজক স্ত্রীলোকটির স্মরণ-চিহ্নরূপে সেই শস্য-নৈবেদ্যের এক মুঠো নিয়ে বেদির উপরে তা পুড়িয়ে দেবে, তারপর ওই স্ত্রীলোককে সেই জল পান করাবে। [২৭] ওই স্ত্রীলোককে জল পান করাবার পর সে যদি সত্যি তার স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্তা হয়ে নিজেকে অশুচি করে থাকে, তবে সেই অভিশাপজনক জল তিক্ততা দেবার জন্য তার মধ্যে ঢুকবে, এবং তার পেট ফুলে ফেঁপে উঠবে ও তার উরুত অবশ হয়ে পড়বে; এইভাবে ওই স্ত্রীলোক তার আপন জনগণের মধ্যে অভিশাপের পাত্রী হবে। [২৮] যদি সেই স্ত্রীলোক নিজেকে অশুচি না করে থাকে বরং শুচি অবস্থায় থাকে, তবে সে মুক্তা হবে ও গর্ভধারণ করবে।

[২৯] এ হল অন্তর্জ্বালা সংক্রান্ত ব্যবস্থা: স্ত্রীলোক স্বামীর অধীনে থাকাকালে ভ্রষ্টা হলে ও নিজেকে অশুচি করলে, [৩০] কিংবা স্বামী অন্তর্জ্বালার আত্মার আবেশে তার স্ত্রীর প্রতি অন্তর্জ্বালায় জ্বলে উঠলে সে সেই স্ত্রীলোককে প্রভুর সাক্ষাতে এনে দাঁড় করাবে, এবং যাজক সেই বিষয়ে এই ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করবে। [৩১] স্বামী নিরপরাধী হবে, কিন্তু স্ত্রীলোকটি নিজের অপরাধের দণ্ড নিজে বহন করবে।'

নাজিরিত্ব

৬ [১] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২] 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক যখন প্রভুর উদ্দেশে বিশেষ ব্রতে—নাজিরিত্ব ব্রতেই—নিজেকে আবদ্ধ করবে, [৩] তখন সে আঙুররস ও উগ্র পানীয় থেকে বিরত

থাকবে, আঙুররসের সির্কা বা উগ্র পানীয়ের সির্কা পান করবে না, এবং আঙুরফল দিয়ে তৈরী কোন পানীয় পান করবে না, আর কাঁচা কি শুষ্ক আঙুরফল খাবে না। [৪] তার সমস্ত নাজিরিত্ব-কাল ধরে সে বীজ থেকে খোসা পর্যন্ত আঙুরফলে প্রস্তুত করা কিছুই খাবে না। [৫] তার নাজিরিত্ব-ব্রতের পুরা কাল ধরে তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে না; প্রভুর উদ্দেশে তার নাজিরিত্বের দিন-সংখ্যা যে পর্যন্ত পূর্ণ না হয়, সেপর্যন্ত সে পবিত্রীকৃত থাকবে আর নিজের চুল অবাধে বাড়তে দেবে। [৬] যতদিন প্রভুর উদ্দেশে সে নাজিরীয় থাকে, সেপর্যন্ত কোন লাশের কাছে যাবে না। [৭] যদিও তার পিতা বা মাতা বা ভাই বা বোন মরে, সে তাদের জন্য নিজেকে অশুচি করবে না; কেননা নিজের মাথায় সে তার পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরিত্বের চিহ্ন বহন করে। [৮] তার নাজিরিত্বের পুরা কাল ধরে সে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত ব্যক্তি। [৯] যদি কোন মানুষ হঠাৎ তার সান্নিধ্যে মরে, যার ফলে তার নাজিরিত্ব-বিশিষ্ট চুল অশুচি হয়, তবে সে শুচি হবার দিনে নিজের মাথা মুণ্ডন করবে, সপ্তম দিনেই তা মুণ্ডন করবে। [১০] অষ্টম দিনে সে দু'টো ঘুঘু বা দু'টো পায়রার ছানা সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে যাজকের কাছে আনবে। [১১] যাজক সেগুলোর একটা পাপার্থে বলিদানরূপে, অন্যটা আহুতিরূপে নিবেদন ক'রে সেই মৃতদেহের কারণে তার ঘটিত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; একই দিনে সেই নাজিরীয় তার মাথা পবিত্রীকৃত করবে। [১২] আবার সে তার নাজিরিত্ব-কাল প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করবে ও সংস্কার-বলিরূপে এক বছরের একটা মেষশাবক নিবেদন করবে; তার নাজিরিত্ব অবস্থা অশুচি হওয়ায় তার আগেকার দিনগুলো গণিত হবে না।

[১৩] নাজিরীয় সংক্রান্ত ব্যবস্থা এই: নাজিরিত্বের দিনগুলো পূর্ণ হওয়ার পর তাকে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে আনা হবে; [১৪] সে প্রভুর কাছে তার অর্ঘ্য আনবে: আহুতিরূপে এক বছরের খুঁতবিহীন একটা মেষশাবক, পাপার্থে বলিদানরূপে এক বছরের মাদী খুঁতবিহীন একটা মেষশাবক, মিলন-যজ্ঞরূপে খুঁতবিহীন একটা ভেড়া, [১৫] তাছাড়া এক চুপড়ি খামিরবিহীন রুটি, তেল-মেশানো সেরা ময়দার পিঠা, খামিরবিহীন তৈলাক্ত চাপাটি, আর সেইসঙ্গে নিয়মিত শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য —এই সমস্ত আনবে। [১৬] যাজক প্রভুর সামনে এই সবকিছু এনে উপস্থিত করে তার

পাপার্থে বলি ও আহুতিবলি উৎসর্গ করবে। [১৭] পরে খামিরবিহীন রুটির চুপড়ির সঙ্গে মিলন-যজ্ঞীয় ভেড়া-বলি প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করবে; যাজক নিয়মিত শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্যও নিবেদন করবে। [১৮] তখন সেই নাজিরীয় সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তার নাজিরিত্বের চিহ্নস্বরূপে মাথার চুল খেউরি করবে, ও তার নাজিরিত্বের চিহ্ন তার সেই মাথার চুল নিয়ে মিলন-যজ্ঞীয় বলির নিচে থাকা আগুনে রাখবে। [১৯] নাজিরীয় নাজিরীয়-করা মাথার চুল খেউরি করার পর যাজক ওই ভেড়ার জলে-সিদ্ধ কাঁধ ও চুপড়ি থেকে একখানা খামিরবিহীন পিঠা ও একখানা খামিরবিহীন চাপাটি নিয়ে তার হাতে দেবে। [২০] যাজক সেইসব দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে প্রভুর সামনে দোলাবে; আর দোলনীয় বুক ও উত্তোলনীয় জঙ্ঘা সমেত তা যাজকের জন্য পবিত্র হবে; এরপর সেই নাজিরীয় আঙুররস পান করতে পারবে। [২১] যে কেউ নাজিরিত্ব-ব্রত নিয়েছে, তার জন্য ব্যবস্থা এই, তার নাজিরিত্বের জন্য প্রভুর কাছে তার অর্ঘ্য এই; এছাড়া সে তার নিজের সঙ্গতি অনুসারেও কিছু না কিছু দেবে। যা কিছু দিতে মানত করেছে, তার নাজিরিত্বের ব্যবস্থা অনুসারেই তা দেবে।’

আশীর্বাদ করার নিয়ম

[২২] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২৩] ‘তুমি আরোনকে ও তার সন্তানদের বল: তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের এইভাবে আশীর্বাদ করবে; তোমরা বলবে:

[২৪] প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করুন, তোমাকে রক্ষা করুন।

[২৫] প্রভু তোমার উপর আপন শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তুলুন, তোমার প্রতি সদয় হোন।

[২৬] প্রভু তোমার প্রতি মুখ তুলে চান, তোমাকে শান্তি মঞ্জুর করুন।

[২৭] এইভাবে তারা ইস্রায়েল সন্তানদের উপরে আমার নাম স্থাপন করবে, আর আমি তাদের আশীর্বাদ করব।’

পবিত্রধামের উৎসর্গ-দিবস উপলক্ষে জনগণের অর্ঘ্য

৭ [১] যেদিন মোশি আবাস স্থাপনের কাজ শেষ করলেন, সেদিন তিনি তা ও তা
সংক্রান্ত যত দ্রব্য-সামগ্রী, বেদি ও তা সংক্রান্ত যত দ্রব্য-সামগ্রীও তেল দিয়ে অভিষিক্ত
ও পবিত্রীকৃত করলেন। তিনি এই সমস্ত কিছু অভিষিক্ত ও পবিত্রীকৃত করলে
[২] ইস্রায়েলের নেতারা—অর্থাৎ গোষ্ঠীগুলোর নেতা সেই পিতৃকুলপতিরা যাঁরা
লোকগণনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন—তাঁরা অর্ঘ্য এনে [৩] প্রভুর কাছে তা নিবেদন
করলেন, যথা: ছ'টা ঢাকা গরুর গাড়ি ও বারোটা বলদ, দু' দু'জন নেতা একটা করে
গাড়ি ও এক একজন একটা করে বলদ এনে আবাসের সামনে উপস্থিত করলেন।
[৪] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, [৫] 'সেই সমস্ত কিছু তুমি ওদের কাছ থেকে
গ্রহণ করে নাও, তা যেন সাক্ষাৎ-তাঁবুর সেবাকাজে ব্যবহৃত হয়; তুমি সেই সমস্ত কিছু
লেবীয়দের দেবে: এক একজনকে তার নিজ নিজ সেবাকাজ অনুসারে দেবে।' [৬] তাই
মোশি সেই সমস্ত গাড়ি ও বলদ গ্রহণ করে লেবীয়দের দিলেন। [৭] গের্শোনের
সন্তানদের কাছে তাদের সেবাকাজ অনুসারে তিনি দু'টো গাড়ি ও চারটে বলদ দিলেন,
[৮] এবং মেরারির সন্তানদের কাছে তাদের সেবাকাজ অনুসারে চারটে গাড়ি ও আটটা
বলদ দিলেন—এসব কিছু আরোন যাজকের সন্তান ইথামারের পরিচালনায় করা হল।
[৯] কিন্তু কেহাথের সন্তানদের তিনি কিছু দিলেন না, কেননা তাদের সেবাকাজ ছিল
পবিত্র বস্তুগুলো-সংক্রান্ত, ও তা তাদের কাঁধে করেই বইবার কথা ছিল।
[১০] বেদি যেদিন অভিষিক্ত হল, সেদিন নেতারা বেদি-উৎসর্গীকরণের লক্ষ্যে অর্ঘ্য
আনলেন; নেতারা বেদির সামনে নিজ নিজ অর্ঘ্য আনলে [১১] প্রভু মোশিকে বললেন,
'এক একজন নেতা এক এক দিন বেদি-উৎসর্গীকরণের লক্ষ্যে নিজ নিজ অর্ঘ্য আনবে।'
[১২] প্রথম দিনে যিনি নিজের অর্ঘ্য আনলেন, তিনি হলেন যুদা-গোষ্ঠীর
আম্মিনাদাবের সন্তান নাহ্‌শোন; [১৩] তাঁর অর্ঘ্য পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ'
ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু'টো
শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ, [১৪] ধূপে ভরা দশ শেকেল
সোনার একটা পাত্র, [১৫] আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক বছরের
একটা মেষশাবক, [১৬] পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, [১৭] মিলন-যজ্ঞের

জন্য দু’টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল আম্মিনাদাবের সন্তান নাহ্শোনের অর্ঘ্য।

[১৮] দ্বিতীয় দিনে ইসাখারের নেতা সুয়ারের সন্তান নেথানেয়েল অর্ঘ্য আনলেন; [১৯] তিনি নিজ অর্ঘ্য হিসাবে আনলেন পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ’ ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু’টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ, [২০] ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, [২১] আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক বছরের একটা মেষশাবক, [২২] পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, [২৩] মিলন-যজ্ঞের জন্য দু’টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল সুয়ারের সন্তান নেথানেয়েলের অর্ঘ্য।

[২৪] তৃতীয় দিনে জাবুলোন-সন্তানদের নেতা হেলোনের সন্তান এলিয়াব অর্ঘ্য আনলেন; [২৫] তাঁর অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ’ ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু’টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ, [২৬] ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, [২৭] আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক বছরের একটা মেষশাবক, [২৮] পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, [২৯] মিলন-যজ্ঞের জন্য দু’টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল হেলোনের সন্তান এলিয়াবের অর্ঘ্য।

[৩০] চতুর্থ দিনে রুবেন-সন্তানদের নেতা শেদেউরের সন্তান এলিসুর অর্ঘ্য আনলেন; [৩১] তাঁর অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ’ ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু’টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ, [৩২] ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, [৩৩] আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক বছরের একটা মেষশাবক, [৩৪] পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, [৩৫] মিলন-যজ্ঞের জন্য দু’টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল শেদেউরের সন্তান এলিসুরের অর্ঘ্য।

[৩৬] পঞ্চম দিনে শিমেয়োন-সন্তানদের নেতা সুরিশাদ্দাইয়ের সন্তান শেলুমিয়েল অর্ঘ্য আনলেন; [৩৭] তাঁর অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ' ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু'টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ, [৩৮] ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, [৩৯] আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক বছরের একটা মেষশাবক, [৪০] পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, [৪১] মিলন-যজ্ঞের জন্য দু'টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল সুরিশাদ্দাইয়ের সন্তান শেলুমিয়েলের অর্ঘ্য।

[৪২] ষষ্ঠ দিনে গাদ-সন্তানদের নেতা রেউয়েলের সন্তান এলিয়াসাফ অর্ঘ্য আনলেন; [৪৩] তাঁর অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ' ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু'টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ, [৪৪] ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, [৪৫] আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক বছরের একটা মেষশাবক, [৪৬] পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, [৪৭] মিলন-যজ্ঞের জন্য দু'টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল রেউয়েলের সন্তান এলিয়াসাফের অর্ঘ্য।

[৪৮] সপ্তম দিনে এফ্রাইম-সন্তানদের নেতা আম্মিহুদের সন্তান এলিশামা অর্ঘ্য আনলেন; [৪৯] তাঁর অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ' ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু'টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ, [৫০] ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, [৫১] আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক বছরের একটা মেষশাবক, [৫২] পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, [৫৩] মিলন-যজ্ঞের জন্য দু'টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল আম্মিহুদের সন্তান এলিশামার অর্ঘ্য।

[৫৪] অষ্টম দিনে মানাশে-সন্তানদের নেতা পেদাহ্সুরের সন্তান গামালিয়েল অর্ঘ্য আনলেন; [৫৫] তাঁর অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ' ত্রিশ শেকেল

রুপোর একটা থালা, ও সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু'টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ, [৫৬] ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, [৫৭] আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক বছরের একটা মেষশাবক, [৫৮] পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, [৫৯] মিলন-যজ্ঞের জন্য দু'টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল পেদাহ্‌সুরের সন্তান গামালিয়েলের অর্ঘ্য।

[৬০] নবম দিনে বেঞ্জামিন-সন্তানদের নেতা গিদিয়োনির সন্তান আবিদান অর্ঘ্য আনলেন; [৬১] তাঁর অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ' ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু'টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ, [৬২] ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, [৬৩] আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক বছরের একটা মেষশাবক, [৬৪] পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, [৬৫] মিলন-যজ্ঞের জন্য দু'টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল গিদিয়োনির সন্তান আবিদানের অর্ঘ্য।

[৬৬] দশম দিনে দান-সন্তানদের নেতা আম্মিশাদ্দাইয়ের সন্তান আহিয়েজের অর্ঘ্য আনলেন; [৬৭] তাঁর অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ' ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু'টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ, [৬৮] ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, [৬৯] আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক বছরের একটা মেষশাবক, [৭০] পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, [৭১] মিলন-যজ্ঞের জন্য দু'টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল আম্মিশাদ্দাইয়ের সন্তান আহিয়েজেরের অর্ঘ্য।

[৭২] একাদশ দিনে আশের-সন্তানদের নেতা অক্রানের সন্তান পাগিয়েল অর্ঘ্য আনলেন; [৭৩] তাঁর অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ' ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু'টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ, [৭৪] ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা

পাত্র, [৭৫] আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক বছরের একটা মেষশাবক, [৭৬] পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, [৭৭] মিলন-যজ্ঞের জন্য দু'টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল অক্রানের সন্তান পাগিয়েলের অর্ঘ্য।

[৭৮] দ্বাদশ দিনে নেফ্তালি-সন্তানদের নেতা এনানের সন্তান আহিরা অর্ঘ্য আনলেন; [৭৯] তাঁর অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ' ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু'টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ, [৮০] ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, [৮১] আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক বছরের একটা মেষশাবক, [৮২] পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, [৮৩] মিলন-যজ্ঞের জন্য দু'টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল এনানের সন্তান আহিরার অর্ঘ্য।

[৮৪] বেদি যেদিন অভিষিক্ত হল, সেদিন বেদি-উৎসর্গীকরণের জন্য ইস্রায়েলের নেতাদের দ্বারা এই এই অর্ঘ্য দেওয়া হল: রুপোর বারোটা থালা, রুপোর বারোটা বাটি, রুপোর বারোটা পাত্র; [৮৫] তার প্রত্যেকটা থালা একশ' ত্রিশ শেকেল, প্রত্যেকটা বাটি সত্তর শেকেল: সবসমেত এই সমস্ত পাত্রের রুপো পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে দু'হাজার চারশ' শেকেল; [৮৬] ধূপে ভরা সোনার বারোটা পাত্র: প্রত্যেকটা পাত্র পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে দশ শেকেল: সবসমেত এই সমস্ত পাত্রের সোনা একশ' কুড়ি শেকেল; [৮৭] আহুতির জন্য সমস্ত পশু: বারোটা বলদ, বারোটা ভেড়া, এক বছরের বারোটা বাছুর তাদের শস্য-নৈবেদ্য-সহ এবং পাপার্থে বলিদানের জন্য বারোটা ছাগ; [৮৮] মিলন-যজ্ঞের জন্য সবসমেত চব্বিশটা বলদ, ষাটটা ভেড়া, ষাটটা ছাগ, এক বছরের ষাটটা মেষশাবক। বেদি অভিষিক্ত হওয়ার পর এই হল বেদি-উৎসর্গীকরণের লক্ষ্যে অর্ঘ্য।

[৮৯] যখন মোশি পরমেশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি সেই কণ্ঠস্বর শুনতেন যা সাক্ষ্য-মঞ্জুষার উপরে ও দুই খেরুবের মধ্যে থাকা প্রায়শ্চিত্তাসন থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলত; তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন।

পবিত্রধামের দীপাধার

৮ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] ‘তুমি আরোনের সঙ্গে কথা বল; তাকে বল: তুমি যখন প্রদীপগুলো সাজাবে, তখন সেই সাত-প্রদীপ যেন দীপাধারের সামনের দিকেই আলো ছড়ায়।’ [৩] আরোন সেইমত করলেন: প্রদীপগুলো এমনভাবে সাজালেন, যেন দীপাধারের সামনের দিকেই আলো ছড়ায়, যেমন প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। [৪] দীপাধারটির গঠন এরূপ: তা ছিল পিটানো সোনায় তৈরী, কাণ্ড থেকে ফুল পর্যন্তই পিটানো অখণ্ড কারুকাজ ছিল। প্রভু মোশিকে যে নমুনা দেখিয়েছিলেন, তিনি সেই অনুসারে দীপাধারটিকে তৈরি করেছিলেন।

লেবীয়েরা ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত

[৫] প্রভু মোশিকে বললেন, [৬] ‘তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে লেবীয়দের নিয়ে তাদের শুচীকৃত কর। [৭] তুমি এইভাবে তাদের শুচীকৃত করবে: তাদের উপরে শুদ্ধিকরণ-জল ছিটিয়ে দেবে; তারা তাদের সমস্ত গায়ে ক্ষুর বুলিয়ে পোশাক ধুয়ে নেবে। তখন তারা শুচি হবে। [৮] পরে তারা একটা বাছুর ও তার সঙ্গে তেল-মেশানো সেরা ময়দার নিয়মিত নৈবেদ্য এনে দেবে, আর তুমি পাপার্থে বলির জন্য আর একটা বাছুর নেবে। [৯] সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে লেবীয়দের এগিয়ে আনবে, ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করবে। [১০] তুমি লেবীয়দের প্রভুর সামনে আনলে ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের উপরে হাত রাখবে। [১১] ইস্রায়েল সন্তানদের হয়ে আরোন প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি পালন করে লেবীয়দের নিবেদন করবে, তখন তারা প্রভুর সেবাকর্মে নিযুক্ত হবে।

[১২] পরে লেবীয়েরা ওই দু’টো বাছুরের মাথায় হাত রাখবে, আর তুমি লেবীয়দের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য প্রভুর উদ্দেশে একটা বাছুর পাপার্থে বলিরূপে ও অন্যটা আহুতিবলিরূপে উৎসর্গ করবে। [১৩] আরোনের ও তার সন্তানদের সামনে লেবীয়দের দাঁড় করিয়ে প্রভুর উদ্দেশে দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে তাদের নিবেদন করবে। [১৪] এইভাবে তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের থেকে লেবীয়দের পৃথক করবে, আর এভাবে লেবীয়েরা আমারই হবে। [১৫] পরে লেবীয়েরা সাক্ষাৎ-তাঁবুর সেবাকাজ করতে এগিয়ে

আসবে; এইভাবে তুমি তাদের শুচীকৃত করে দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করবে; [১৬] কেননা তারা নিবেদিত, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে তারাই আমার কাছে নিবেদিত; আমি নিজে, যা কিছু মাতৃগর্ভ থেকে উদ্গত, তা থেকে, সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের প্রথমজাতকদেরই পরিবর্তে আমার নিজেরই বলে তাদের নিয়েছি। [১৭] কেননা মানুষ হোক বা পশু হোক, ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রথমজাত আমারই; যেদিনে আমি মিশর দেশের সমস্ত প্রথমজাতককে আঘাত করেছিলাম, সেদিনে নিজেরই উদ্দেশে তাদের পবিত্রীকৃত করেছিলাম। [১৮] আমি ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রথমজাতের পরিবর্তে লেবীয়দেরই নিয়েছি। [১৯] আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে আরোনের কাছে ও তার সন্তানদের কাছে নিবেদিত ব্যক্তি হিসাবে লেবীয়দের দিলাম, তারা যেন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে ইস্রায়েল সন্তানদের হয়ে সেবাকাজ অনুশীলন করে ও ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করে, পাছে ইস্রায়েল সন্তানেরা পবিত্রধামের কাছে এগিয়ে এলে কোন আঘাত ইস্রায়েল সন্তানদের উপরে নেমে পড়ে।’

[২০] মোশি, আরোন ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী লেবীয়দের প্রতি সেইমত করল; লেবীয়দের বিষয়ে প্রভু যে সমস্ত আজ্ঞা মোশিকে দিয়েছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের প্রতি সেইমত করল। [২১] তাই লেবীয়েরা নিজেদের পাপমুক্ত করল ও যে যার পোশাক ধুয়ে নিল; আরোন প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে তাদের নিবেদন করলেন, আর আরোন তাদের শুচীকৃত করার উদ্দেশে তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করলেন। [২২] পরে লেবীয়েরা আরোনের সাক্ষাতে ও তাঁর সন্তানদের সাক্ষাতে যে যার সেবাকাজ অনুশীলন করার জন্য সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করল। লেবীয়দের বিষয়ে প্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তাদের প্রতি সেইমত করা হল।

[২৩] প্রভু মোশিকে বললেন, [২৪] ‘লেবীয়দের বিষয়ে ব্যবস্থা এই: পঁচিশ বছর ও তার বেশি বয়সের লেবীয়েরা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজ অনুশীলন করার জন্য শ্রেণিভুক্ত হবে; [২৫] পঞ্চাশ বছর বয়স হলে পর তারা সেই সেবকদের শ্রেণি ত্যাগ করবে আর কখনও সেবাকাজ অনুশীলন করবে না। [২৬] তাদের দায়িত্বে যা ন্যস্ত, তারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেই সেবাকাজ অনুশীলনে তাদের ভাইদের সহকারী হবে; কিন্তু আসল

সেবাকাজ তারা আর কখনও করবে না। তুমি তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব অনুসারে লেবীয়দের প্রতি এই ব্যবস্থা পালন করবে।'

পাস্কা পর্বের তারিখ

৯ [১] ইস্রায়েল মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে আসবার পর দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসে
সিনাই মরুপ্রান্তরে প্রভু মোশিকে বললেন, [২] 'ইস্রায়েল সন্তানেরা নির্দিষ্ট সময়েই
পাস্কা পালন করবে। [৩] তোমরা নির্দিষ্ট সময়েই—এই মাসের চতুর্দশ দিনে
সন্ধ্যাকালে তা পালন করবে, পর্বের সমস্ত বিধি ও সমস্ত নিয়মনীতি অনুসারে তা পালন
করবে।' [৪] তখন মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের পাস্কা পালন করতে নির্দেশ দিলেন।
[৫] তাই তারা, সিনাই মরুপ্রান্তরে, প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে সন্ধ্যাকালে পাস্কা পালন
করল; প্রভু মোশিকে যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইমত করল।
[৬] কিন্তু এমনটি ঘটল যে, কয়েকজন লোক ছিল, যারা একটা মৃতদেহ স্পর্শ করায়
অশুচি হওয়ার ফলে সেইদিন পাস্কা পালন করতে পারল না; তাই তারা সেইদিন মোশির
ও আরোনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে [৭] মোশিকে বলল, 'আমরা একটা মৃতদেহ স্পর্শ
করে অশুচি হয়েছি, তবে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্য
নিবেদন করতে কেন আমাদের বাধা থাকবে?' [৮] মোশি উত্তরে তাদের বললেন:
'দাঁড়াও, আমি শুনি তোমাদের বিষয়ে প্রভু কী আজ্ঞা করেন।' [৯] প্রভু মোশিকে
বললেন, [১০] 'ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি একথা বল: তোমাদের মধ্যে বা তোমাদের
ভাবী সন্তানদের মধ্যে যদিও কেউ কোন মৃতদেহ স্পর্শ করে অশুচি হয় কিংবা যাত্রাপথে
দূরে থাকে, তবুও সে প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করতে পারবে। [১১] দ্বিতীয় মাসে
চতুর্দশ দিনে সন্ধ্যাকালে তারা তা পালন করবে; তারা খামিরবিহীন রুটি ও তেতো
শাকের সঙ্গে শাবকটা খাবে; [১২] সকাল পর্যন্ত তার কিছুই বাকি রাখবে না, তার
কোন হাড়ও ভাঙবে না; পাস্কার সমস্ত বিধি অনুসারেই তারা তা পালন করবে।
[১৩] কিন্তু যে কেউ শুচি, বা যাত্রাপথে না থাকে, সে যদি পাস্কা পালন না করে, তবে
তেমন ব্যক্তিকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে; কারণ নির্দিষ্ট সময়ে
প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্য না আনায় সে তার নিজের পাপের দণ্ড বহন করবে। [১৪] আর

তোমাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে এমন বিদেশী লোক যদি প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করে, সে পাস্কার বিধিমতে ও পর্বের নিয়মনীতি অনুসারেই তা পালন করবে; বিদেশী বা স্বদেশী দু'জনেরই জন্য তোমাদের পক্ষে একটিমাত্র বিধি থাকবে।'

আবাসের উপরে মেঘের অবতরণ

[১৫] যেদিন আবাসটি স্থাপিত হল, সেদিন মেঘটি আবাসটিকে অর্থাৎ সাক্ষাৎ-তাঁবুটিকে ঢেকে দিল: সন্ধ্যাবেলায় মেঘটি আবাসের উপরে দেখতে আগুনের মত ছিল, এমন আগুন যা সকাল পর্যন্ত থাকত। [১৬] তেমনটি সবসময়ই ঘটত: মেঘটি আবাস ঢেকে দিত, আর রাত্রে আগুনের মত দেখা যেত। [১৭] যে কোন সময় মেঘ তাঁবুর উপর থেকে ঊর্ধ্বে সরে যেত, তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হত; এবং মেঘ যেখানে থামত, ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইখানে শিবির বসাত। [১৮] প্রভুর আজ্ঞা অনুসারেই ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হত, আবার প্রভুর আজ্ঞা অনুসারেই শিবির বসাত: মেঘটি যতদিন আবাসের উপরে বসে থাকত, ততদিন তারা শিবিরে থাকত। [১৯] মেঘ যখন আবাসের উপরে বেশি দিন থাকত, তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর আদেশ মেনে চলে রওনা হত না। [২০] কিন্তু যদি মেঘ অল্প দিন আবাসের উপরে থাকত, তাহলে যেমন প্রভুর আজ্ঞায় তারা শিবির বসিয়েছিল, তেমনি প্রভুর আজ্ঞায় আবার রওনা হত। [২১] যদি মেঘ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বসে থাকত, তাহলে মেঘটি সকালবেলায় ঊর্ধ্বে সরে গেলে তারা রওনা হত; অথবা মেঘটি যদি পুরো এক দিন ও পুরো এক রাত বসে থাকত, তা ঊর্ধ্বে সরে গেলেই তারা রওনা হত। [২২] দু' দিন বা এক মাস বা এক বছর হোক, আবাসের উপরে মেঘ যতদিন বসে থাকত, ইস্রায়েল সন্তানেরাও ততদিন শিবিরে বাস করত, রওনা হত না; কিন্তু মেঘটি ঊর্ধ্বে সরে গেলেই তারা রওনা হত। [২৩] প্রভুর আজ্ঞায়ই তারা শিবির বসাত, প্রভুর আজ্ঞায়ই রওনা হত; মোশির মধ্য দিয়ে দেওয়া প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে তারা প্রভুর আদেশ পালন করত।

রুপোর তুরি দু'টো

১০ [১] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [২] 'তুমি দু'টো রুপোর তুরি তৈরি কর; পিটানো রুপোরই তৈরি কর। তুমি তা জনমণ্ডলীকে আহ্বান করার জন্য ও শিবির ওঠাবার জন্য ব্যবহার করবে। [৩] সেই তুরি দু'টো বাজলে গোটা জনমণ্ডলী সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তোমার কাছে সমবেত হবে। [৪] কিন্তু কেবল একটা তুরি বাজলে তবে কেবল নেতারা, ইস্রায়েলের সেই সহস্রপতিরাই তোমার কাছে সমবেত হবে। [৫] তোমরা রণধ্বনি সহ তুরি বাজালে পুবদিকের শিবিরের লোকেরা শিবির ওঠাবে। [৬] তোমরা দ্বিতীয়বার রণধ্বনি সহ তুরি বাজালে দক্ষিণ দিকের শিবিরের লোকেরা শিবির ওঠাবে; যখন তাদের রওনা হতে হবে তখন রণধ্বনি সহ তুরি বাজাতে হবে। [৭] কিন্তু যখন জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করতে হবে, তখন তোমরা তুরি বাজাবে, কিন্তু রণধ্বনি সহ নয়। [৮] আরোনের সন্তান সেই যাজকেরাই সেই তুরি বাজাবে; তোমাদের ও তোমাদের বংশধরদের জন্য এ হবে চিরস্থায়ী বিধি।

[৯] যখন তোমরা তোমাদের দেশে তোমাদের আক্রমণকারী বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে, তখন রণধ্বনি সহ তুরি বাজাবে; তাতে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে তোমাদের স্মরণ করা হবে, ও তোমরা তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে রেহাই পাবে। [১০] তেমনিভাবে তোমাদের আনন্দের দিনে, পর্বদিনে ও মাসের শুরুতে তোমাদের আহুতির ও তোমাদের মিলন-যজ্ঞের উপরে তোমরা সেই তুরি বাজাবে; তা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে তোমাদের কথা স্মরণ করাবে। আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর।'

যাত্রাপথে জনগণ বিন্যাস

[১১] দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসে, সেই মাসের বিংশ দিনে মেঘটি সাক্ষ্যের আবাসের উপর থেকে ঊর্ধ্বে সরে গেল, [১২] আর ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের যাত্রা-অনুক্রম অনুসারে সিনাই মরুপ্রান্তর থেকে রওনা হল; মেঘটি পারান মরুপ্রান্তরে থামল। [১৩] তাই মোশির মধ্য দিয়ে দেওয়া প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে তারা প্রথমবারের মত রওনা হল। [১৪] প্রথম হয়ে নিজ সৈন্যশ্রেণি অনুসারে যুদা-সন্তানদের শিবিরের নিশান চলল: তাদের সেনাপতি ছিলেন আম্মিনাদাবের সন্তান নাহ্‌শোন; [১৫] ইসাখার গোষ্ঠীর

সেনাপতি ছিলেন সুয়ারের সন্তান নেথানেয়েল; [১৬] জাবুলোন গোষ্ঠীর সেনাপতি ছিলেন হেলোনের সন্তান এলিয়াব। [১৭] তখন আবাসটি খুলে দেওয়া হল, এবং গের্শোনের সন্তানেরা ও মেরারির সন্তানেরা আবাসটি বহন করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগল।

[১৮] তারপর নিজ সৈন্যশ্রেণি অনুসারে রূবেনের শিবিরের নিশান চলল: তাদের সেনাপতি ছিলেন শেদেউরের সন্তান এলিসুর; [১৯] শিমেয়োন গোষ্ঠীর সেনাপতি ছিলেন সুরিশাদ্দাইয়ের সন্তান শেলুমিয়েল; [২০] গাদ গোষ্ঠীর সেনাপতি ছিলেন রেউয়েলের সন্তান এলিয়াসাফ। [২১] পরে কেহাথীয়েরা পবিত্রধাম বহন করতে করতে রওনা হল; ওরা গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছবার আগেই অন্যদের আবাস স্থাপন করার কথা ছিল। [২২] তারপর নিজ সৈন্যশ্রেণি অনুসারে এফ্রাইম-সন্তানদের শিবিরের নিশান চলল: তাদের সেনাপতি ছিলেন আম্মিহুদের সন্তান এলিশামা; [২৩] মানাশে গোষ্ঠীর সেনাপতি ছিলেন পেদাহ্‌সুরের সন্তান গামালিয়েল; [২৪] বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর সেনাপতি ছিলেন গিদিয়োনির সন্তান আবিদান। [২৫] তারপর সমস্ত শিবিরের পিছনে নিজ সৈন্যশ্রেণি অনুসারে দান-সন্তানদের শিবিরের নিশান চলল: তাদের সেনাপতি ছিলেন আম্মিশাদ্দাইয়ের সন্তান আহিয়েজের; [২৬] আশের গোষ্ঠীর সেনাপতি ছিলেন অক্রানের সন্তান পাগিয়েল; [২৭] নেফ্তালি গোষ্ঠীর সেনাপতি ছিলেন এনানের সন্তান আহিরা। [২৮] তাদের সৈন্যশ্রেণি অনুসারে ইস্রায়েল সন্তানদের যাত্রা-অনুক্রম এই ছিল; এইভাবে তারা রওনা হল।

[২৯] মোশি তাঁর শ্বশুর মিদিয়ানীয় রুয়েলের সন্তান হোবাবকে বললেন, 'আমরা সেই স্থানেরই দিকে রওনা হচ্ছি, যে স্থানের বিষয়ে প্রভু বলেছেন: আমি তা তোমাদের অধিকারে দেব। তুমিও আমাদের সঙ্গে এসো, আমরা তোমার মঙ্গল করব, কেননা প্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে মঙ্গল করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' [৩০] তিনি তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আমি যাব না, আমি আমার আপন দেশে ও আপন ভাইদের কাছে ফিরে যাব।' [৩১] মোশি বললেন, 'অনুরোধ করছি, আমাদের ছেড়ে যেয়ো না, কেননা তুমিই জান মরুপ্রান্তরের মধ্যে আমাদের কোথায় শিবির বসানো উচিত, এতে তুমি আমাদের

পক্ষে চোখস্বরূপ হবে। [৩২] তুমি যদি আমাদের সঙ্গে চল, তবে প্রভু আমাদের প্রতি যে মঙ্গল করবেন, আমরা তোমার প্রতি তাই করব।'

[৩৩] তাই তারা প্রভুর পর্বত থেকে তিন দিন ধরে হেঁটে চলল; প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষাও তাদের জন্য বিশ্রামস্থানের খোঁজে সেই তিন দিন ধরে তাদের আগে আগে চলল। [৩৪] শিবির থেকে রওনা হওয়ার সময় থেকে প্রভুর মেঘ দিনের বেলায় তাদের উপরে থাকত। [৩৫] যখন মঞ্জুষা এগিয়ে যেত, তখন মোশি বলতেন: 'প্রভু, উত্থিত হও, তোমার শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হোক, তোমার বিদ্বেষীরা তোমার সম্মুখ থেকে পালিয়ে যাক।' [৩৬] যখন মঞ্জুষাটি থামত, তখন তিনি বলতেন: 'প্রভু, সহস্র সহস্র কোটি কোটি ইস্রায়েলীয়দের কাছে ফিরে এসো।'

মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রা

১১ [১] তখন এমনটি ঘটল যে, জনগণ অসন্তোষে গজগজ করে কথা বলে বসল, এমন কথা যা প্রভু দুঃখের সঙ্গেই শুনলেন; আর যখন প্রভু শুনলেন, তখন তাঁর ক্রোধ জেগে উঠল, আর তাদের মধ্যে প্রভুর আগুন জ্বলে উঠে শিবিরের এক প্রান্তভাগ গ্রাস করল। [২] লোকেরা মোশির কাছে হাহাকার করল; তাই মোশি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলে সেই আগুন নিভে গেল। [৩] তিনি ওই জায়গার নাম তাবেরা রাখলেন, কেননা প্রভুর আগুন তাদের মধ্যে জ্বলেছিল।

জনগণের গজগজানি

[৪] তাদের মধ্যে নানা জাতের যে লোকেরা ছিল, তারা অন্য ধরনের খাদ্যের লোভে আক্রান্ত হয়ে উঠল, আর ইস্রায়েল সন্তানেরা আবার হাহাকার করতে লাগল; বলল, 'কে আমাদের মাংস খেতে দেবে? [৫] হায় হায়, আমাদের মনে পড়ছে সেই মাছের কথা, যা মিশর দেশে আমরা বিনামূল্যে খেতাম; সেই সশা, তরমুজ, নীলশাক, পিঁয়াজ ও রসুনের কথাই মনে পড়ছে! [৬] এখন আমাদের প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে; এখানে আর কিছু নেই; আমাদের চোখের সামনে এই মান্না ছাড়া আর কিছুই নেই!'

[৭] মান্নাটা ছিল ধনে বীজের মত, আর দেখতে সুরভি মলমের মত। [৮] লোকেরা এদিক ওদিক গিয়ে তা কুড়োত, এবং জাঁতায় পিষে বা হামানে গুঁড়ো করে কড়াইতে সিদ্ধ করত বা পিঠা তৈরি করত; তার স্বাদ ছিল তৈলাক্ত পিঠার মত। [৯] রাতে শিবিরের উপরে শিশির পড়লে ওই মান্নাও তার উপরে পড়ত।

[১০] মোশি লোকদের হাহাকার শুনতে পেলেন, প্রতিটি পরিবারের লোকেরা নিজ নিজ তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। তখন প্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ জ্বলে উঠল; ব্যাপারটার জন্য মোশিরও অসন্তোষ হল। [১১] মোশি প্রভুকে বললেন, 'তুমি কেন তোমার এই দাসের প্রতি এত দুর্ব্যবহার করছ? কেনই বা আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইনি, যার ফলে তুমি এই সকল লোকের ভার আমার মাথায় চেপে দিয়েছ? [১২] আমি কি এই সমস্ত লোককে নিজেরই গর্ভে ধারণ করেছি? আমিই কি এদের জন্ম দিয়েছি যে, তুমি আমাকে বলবে: ধাইমা যেমন দুধের শিশুকে বয়, তেমনি তুমি কোলে করে এদের বয়ে নিয়ে যাও সেই দেশভূমি পর্যন্ত, যা আমি এদের পূর্বপুরুষদের কাছে দেব বলে শপথ করেছিলাম? [১৩] এই সমস্ত লোককে খেতে দেবার মত মাংস আমি কোথায় পাব? এরা তো আমার কাছে হাহাকার করে শুধু বলছে, আমাদের মাংস খেতে দাও! [১৪] একাকী হয়ে এত লোকের ভার সহ্য করা আমার অসাধ্য; হ্যাঁ, তেমন ভার আমার পক্ষে অতিরিক্ত। [১৫] তোমাকে যদি এইভাবে আমার প্রতি ব্যবহার করতে হয়, তবে দোহাই তোমার, আমাকে একেবারে হত্যা কর। তোমার দৃষ্টিতে যদি অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তাহলে আমি যেন আমার নিজের দুর্গতি না দেখি!'

[১৬] প্রভু মোশিকে বললেন, 'যাদের তুমি লোকদের প্রবীণ ও শাস্ত্রী বলে জান, ইস্রায়েলের এমন সত্তরজন প্রবীণ লোককে আমার কাছে সংগ্রহ কর; তাদের সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাছে নিয়ে এসো; তারা তোমার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হোক। [১৭] আমি নেমে এসে সেখানে তোমার সঙ্গে কথা বলব, এবং তোমার উপরে যে আত্মা অধিষ্ঠিত, তাঁর কিছুটা অংশ নিয়ে তাদের উপরে অধিষ্ঠান করাব, যেন তারা তোমার সঙ্গে লোকদের ভার বয় আর তোমাকে একাকীই লোকদের ভার না বইতে হয়। [১৮] তুমি লোকদের বলবে: আগামীকালের জন্য নিজেদের শুচীকৃত কর, আর মাংস খেতে পারবে, কেননা তোমরা প্রভুর কানে হাহাকার করেছ, বলেছ, কেইবা আমাদের মাংস খেতে দেবে? হায়

হায়, মিশরে আমাদের কতই না মঙ্গল ছিল! আচ্ছা, প্রভু তোমাদের মাংস দেবেন, আর তোমরা তা খাবে: [১৯] একদিন বা দু' দিন বা পাঁচ দিন বা দশ দিন বা কুড়ি দিন তা খাবে এমন নয়; [২০] পুরা এক মাস ধরেই খাবে; যতদিন না তা তোমাদের নাক থেকে বের হয় ও তোমাদের কাছে ঘৃণ্য হয়, ততদিন খাবে, কারণ তোমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত, সেই প্রভুকে তোমরা অগ্রাহ্য করেছ, এবং তাঁর সামনে হাহাকার করে একথা বলেছ: আমরা কেনই বা মিশর থেকে বের হয়ে এসেছি?' [২১] মোশি বললেন, 'যাদের মধ্যে আমি রয়েছি, তাদের বয়স্কদের সংখ্যা ছ'লক্ষ! আর তুমি নাকি বলছ, আমি তাদের মাংস দেব, আর তারা পুরা এক মাস মাংস খাবে? [২২] মেষ-ছাগের ও গবাদি পশুর পাল মারলেও কি তাদের পক্ষে তা যথেষ্ট হবে? সমুদ্রের সমস্ত মাছ জড় করলেও কি তাদের পক্ষে তা যথেষ্ট হবে?' [২৩] প্রভু মোশিকে বললেন, 'প্রভুর হাত কি খাটো হয়ে পড়েছে? এখন দেখবে, তোমার কাছে আমার এই বাণী সার্থক হবে কিনা!'

সত্তরজন প্রবীণের উপরে আত্মা প্রদান

[২৪] মোশি বাইরে গিয়ে প্রভুর বাণী লোকদের জানিয়ে দিলেন; এবং লোকদের প্রবীণদের মধ্যে সত্তরজনকে সংগ্রহ করে তাঁবুর চারপাশে তাঁদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। [২৫] তখন প্রভু মেঘে নেমে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, এবং যে আত্মা তাঁর উপরে ছিল, তার কিছুটা অংশ নিয়ে সেই সত্তরজন প্রবীণের উপরে অধিষ্ঠান করালেন। আত্মা তাঁদের উপরে অধিষ্ঠান করলেই তাঁরা নবীর মতই বাণী দিতে লাগলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে আর দিলেন না। [২৬] এদিকে শিবিরের মধ্যে দু'জন লোক থেকে গেছিলেন, একজনের নাম এল্দাদ, আর একজনের নাম মেদাদ; সেই আত্মা তাঁদের উপরে অধিষ্ঠান করল; তাঁবুর কাছে যাবার জন্য বাইরে না গেলেও তাঁরা ওই লোকদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হলেন। তাঁরা শিবিরের মধ্যে নবীয় বাণী দিতে লাগলেন। [২৭] তখন একটি যুবক দৌড়ে গিয়ে মোশিকে বলল, 'এল্দাদ ও মেদাদ শিবিরে নবীয় বাণী দিচ্ছেন।' [২৮] তখন নূনের সন্তান যোশুয়া, যিনি যৌবনকাল থেকে মোশির সেবায় ছিলেন, তিনি বললেন, 'হে আমার প্রভু মোশি, তাঁদের বারণ করুন!' [২৯] মোশি উত্তরে তাঁকে বললেন, 'আমার পক্ষে কি তোমার ঈর্ষা হচ্ছে?

আহা, এমনটিই যদি হত যে, প্রভুর গোটা জনগণই নবী হত ও প্রভু তাদের সকলের উপরে তাঁর আপন আত্মা অধিষ্ঠান করাতেন!' [৩০] পরে মোশি ও ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গ শিবিরে ফিরে গেলেন।

ভারুই পাখি

[৩১] ইতিমধ্যে প্রভু দ্বারা প্রেরিত এমন বাতাস বইতে লাগল, যা সমুদ্র থেকে ভারুই পাখি এনে শিবিরের উপরে ফেলল: শিবিরের চারদিকে এপাশে এক দিনের যত পথ, ওপাশে এক দিনের যত পথ, তত পথ পর্যন্তই ফেলল, সেগুলো মাটির উপরে দু'হাত উচ্চ হয়ে রইল। [৩২] লোকেরা সারাদিন ও সারারাত এবং পরদিন আবার সারাদিন ধরে ভারুই পাখি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত থাকল; তাদের মধ্যে কেউই দশ হোমরের নিচে সংগ্রহ করল না; পরে সেগুলোকে তারা শিবিরের চারদিকে ছড়িয়ে রাখল। [৩৩] মাংস তখনও তাদের দাঁতের মধ্যে ছিল, তারা তখনও তা চিবাচ্ছিল, এমন সময় প্রভুর ক্রোধ জনগণের উপরে জ্বলে উঠল: প্রভু ভারী মহামারী দ্বারা জনগণকে আঘাত করলেন। [৩৪] মোশি সেই জায়গার নাম কিব্রোথ-হাত্তাবা রাখলেন, কেননা যারা অন্য ধরনের খাদ্যের লোভে পড়েছিল, সেই লোকদের তারা সেই জায়গায় সমাধি দিল। [৩৫] কিব্রোথ-হাত্তাবা থেকে জনগণ হাজেরোথের দিকে রওনা হল আর সেই হাজেরোথে থামল।

মোশিই একমাত্র মধ্যস্থ

১২ [১] যে কুশীয় স্ত্রীলোককে মোশি বিবাহ করেছিলেন, তাকে কেন্দ্র করে মরিয়ম ও আরোন মোশির বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলেন; তিনি আসলে কুশীয় একটি মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। [২] তাঁরা বললেন, 'প্রভু কি কেবল মোশির মধ্য দিয়েই কথা বলেছেন? আমাদেরও মধ্য দিয়ে কি বলেননি?' প্রভু একথা শুনলেন। [৩] মোশি ছিলেন নম্র মানুষ, পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নম্র মানুষ। [৪] প্রভু সঙ্গে সঙ্গেই মোশি, আরোন ও মরিয়মকে বললেন, 'তোমরা তিনজনে বের হয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাছে এসো।' তাঁরা তিনজনে বেরিয়ে এলেন। [৫] তখন প্রভু এক মেঘস্তম্ভে নেমে এসে তাঁবুর

প্রবেশদ্বারে দাঁড়ালেন, এবং আরোন ও মরিয়মকে ডাকলেন; তাঁরা দু'জনে এগিয়ে এলেন। [৬] তিনি বললেন, 'তোমরা আমার বাণী শোন! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ নবী হয়, তবে আমি প্রভু তার কাছে দর্শনযোগে নিজেকে প্রকাশ করি, স্বপ্নে তার সঙ্গে কথা বলি। [৭] আমার দাস মোশির ব্যাপারে তেমন নয়, আমার সমস্ত গৃহের মধ্যে সে-ই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি; [৮] তার সঙ্গে আমি মুখোমুখি হয়ে কথা বলি—নিগূঢ় ভাষার আশ্রয়ে নয়, প্রকাশ্যেই; এবং সে প্রভুর রূপ দেখতে পায়। তাই তোমরা আমার দাস এই মোশির বিরুদ্ধে কথা বলতে কেমন করে ভীত হওনি?' [৯] তাঁদের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তিনি চলে গেলেন; [১০] আর তাঁবুর উপর থেকে মেঘটি সরে গেলে দেখা গেল যে, মরিয়ম সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁর সারা গা তুষারের মত সাদা; আরোন মরিয়মের দিকে ফিরে তাকালেন, আর দেখ, তিনি সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত! [১১] আরোন মোশিকে বললেন, 'হায়, প্রভু আমার, দোহাই তোমার, নির্বোধের মত আমরা এই যে পাপ করে ফেলেছি, তেমন পাপের ফল আমাদের আরোপ করো না। [১২] মরা অবস্থায় যে শিশুর জন্ম, মাতৃগর্ভ থেকে বের হওয়ার সময়ে যার অর্ধেক শরীর পচা থাকে, মরিয়মের অবস্থা যেন তেমন না হয়!' [১৩] মোশি চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলেন, 'ঈশ্বর, দোহাই তোমার, একে নিরাময় কর!' [১৪] প্রভু মোশিকে বললেন, 'তার পিতা যদি তার মুখে থুথু দিত, তাহলে সে কি সাত দিন তার লজ্জা ভোগ করত না? সে সাত দিন ধরে শিবিরের বাইরে পৃথক থাকুক; তারপরে তাকে আবার ভিতরে আনা হোক।' [১৫] তাই মরিয়মকে সাত দিন শিবিরের বাইরে পৃথক করে রাখা হল, আর যতদিন মরিয়মকে ভিতরে আনা না হল, ততদিন জনগণ রওনা হল না। [১৬] পরে জনগণ হাজেরোথ থেকে রওনা হয়ে পারান মরুপ্রান্তরে শিবির বসাল।

কানান দেশ পরিদর্শন

১৩ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] 'আমি ইস্রায়েল সন্তানদের যে কানান দেশ দিতে চলেছি, তা পরিদর্শন করতে তুমি লোক পাঠাও—প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে একজন করে লোক সেখানে পাঠাও; তাদের প্রত্যেককে হতে হবে তাদের গোষ্ঠীর নেতাদের

মধ্যে একজন।’ [৩] প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে মোশি পারান মরুপ্রান্তর থেকে তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন; তাঁরা সকলে ইস্রায়েল সন্তানদের নেতা ছিলেন।

[৪] তাঁদের নাম এই: রূবেন গোষ্ঠীর জন্য জাক্কুরের সন্তান শাম্মুয়া; [৫] শিমেয়োন গোষ্ঠীর জন্য হোরীর সন্তান শাফাৎ; [৬] যুদা গোষ্ঠীর জন্য যেফুন্নির সন্তান কালেব; [৭] ইসাখার গোষ্ঠীর জন্য যোসেফের সন্তান ইগাল; [৮] এফ্রাইম গোষ্ঠীর জন্য নূনের সন্তান হোশেয়া; [৯] বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর জন্য রাফুর সন্তান পাল্তি; [১০] জাবুলোন গোষ্ঠীর জন্য সোদির সন্তান গাদ্দিয়েল; [১১] যোসেফ গোষ্ঠীর অর্থাৎ মানাশে গোষ্ঠীর জন্য সুসির সন্তান গাদ্দি; [১২] দান গোষ্ঠীর জন্য গেমাল্লির সন্তান আম্মিয়েল; [১৩] আশের গোষ্ঠীর জন্য মিখায়েলের সন্তান সেথুর; [১৪] নেফ্তালি গোষ্ঠীর জন্য বপ্সির সন্তান নাহ্‌বি; [১৫] গাদ গোষ্ঠীর জন্য মাখির সন্তান গেউয়েল। [১৬] যাঁদের মোশি দেশ পরিদর্শন করতে পাঠালেন, সেই লোকদের নাম এই। মোশি নূনের সন্তান হোশেয়ার নাম যোশুয়া রাখলেন।

[১৭] কানান দেশ পরিদর্শনে পাঠানোর সময়ে মোশি তাঁদের বললেন, ‘তোমরা নেগেবের মধ্য দিয়ে সেখানে যাও, পরে পার্বত্য অঞ্চলের পথ ধরে [১৮] দেখ সেই দেশ কেমন, সেখানকার অধিবাসীরা শক্তিশালী কি দুর্বল, সংখ্যায় অল্প কি অনেক; [১৯] তারা যে অঞ্চলে বাস করে তা কেমন, ভাল কি মন্দ, ও যে শহরগুলোতে তারা বাস করে, সেগুলো কী ধরনের: সেগুলো উন্মুক্ত কি প্রাচীরে ঘেরা, [২০] ভূমি কি ধরনের, উর্বর কি অনুর্বর, গাছপালা আছে কিনা। তোমরা সাহসী হও, সেই দেশের কিছু ফল সঙ্গে নিয়ে এসো।’ তখন আঙুরফল পাকার সময় ছিল।

[২১] তাঁরা রওনা হয়ে সীন মরুপ্রান্তর থেকে রেহোব পর্যন্ত লেবো-হামাথের কাছে সমস্ত দেশ পরিদর্শন করলেন। [২২] তাঁরা নেগেবের মধ্য দিয়ে পথ ধরে হেব্রোন পর্যন্ত গেলেন, সেখানে আনাকের তিন সন্তান আহিমান, শেশাই ও তাল্মাই ছিল। মিশরে তানিস স্থাপনের সাত বছর আগেই হেব্রোন স্থাপিত হয়েছিল। [২৩] তাঁরা এস্কোল উপত্যকায় এসে পৌঁছে সেখানে আঙুরগুচ্ছ সহ আঙুরলতার এক শাখা কেটে তাদের মধ্যে দু’জন তা দণ্ডে করে বয়ে আনলেন; তাঁরা কতগুলো ডালিম ও ডুমুরফলও সঙ্গে আনলেন। [২৪] ইস্রায়েল সন্তানেরা সেখানে সেই আঙুরগুচ্ছ কেটেছিলেন বিধায় সেই

উপত্যকা এস্কোল নামে অভিহিত হল। [২৫] তাঁরা দেশ পরিদর্শন করে চল্লিশদিন পরে ফিরে এলেন।

[২৬] তাঁরা পারান মরুপ্রান্তরের কাদেশ নামে জায়গায় মোশি, আরোন ও ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, ও তাঁদের কাছে ও গোটা জনমণ্ডলীর কাছে তাঁদের যাত্রার একটা বিবরণ দিলেন, এবং সেই দেশের ফল তাদের দেখালেন। [২৭] তাঁরা বর্ণনা করে বললেন, 'আপনি যে দেশে আমাদের পাঠিয়েছেন, আমরা সেখানে গিয়েছি: দেশটি দুধ ও মধু-প্রবাহী বটে; এই দেখুন, এগুলো তার ফল! [২৮] যাই হোক, সেখানকার অধিবাসীরা প্রতাপশালী, সেখানকার শহরগুলো প্রাচীরে ঘেরা ও খুবই বড়; এবং সেখানে আমরা আনাকের সন্তানদেরও দেখেছি। [২৯] নেগেব অঞ্চল আমালেকীয়দের বাসস্থান; পার্বত্য অঞ্চল হিত্তীয়, যেবুসীয় ও আমোরীয়দের বাসস্থান; এবং সমুদ্রের কাছে ও যর্দনের ধারে কানানীয়দের বাসস্থান।' [৩০] কালেব মোশির চারপাশের লোকদের শান্ত করে বললেন, 'এসো, আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে দেশটিকে দখল করি, কেননা তা জয় করার ক্ষমতা আমাদের নিশ্চয়ই আছে।' [৩১] কিন্তু যে লোকেরা তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁরা বললেন, 'সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাব, তেমন ক্ষমতা আমাদের নেই, কেননা তারা আমাদের চেয়ে শক্তিশালী।' [৩২] যে দেশ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে তাঁরা সেই দেশ অবজ্ঞা করতে লাগলেন, বললেন, 'আমরা যে দেশ পরিদর্শন করতে জায়গায় জায়গায় গিয়েছিলাম, সেই দেশ তার আপন অধিবাসীদের গ্রাস করে ফেলে! সেই দেশে আমরা যত লোক দেখেছি, তারা সকলে বিরাট লম্বা! [৩৩] সেখানে আমরা আনাকের বংশধর দৈত্যজাতের সেই দৈত্যদেরও দেখেছি, যাদের কাছে—আমাদের মনে হচ্ছিল—আমরা যেন ফড়িংগের মত; আর তাদের চোখেও আমরা ঠিক তাই ছিলাম।'

ইস্রায়েলীয়দের বিদ্রোহ

১৪ [১] তখন গোটা জনমণ্ডলী হইচই করে চিৎকার করতে লাগল, আর সেইদিন লোকেরা সারারাত ধরে হাহাকার করল। [২] ইস্রায়েল সন্তানেরা সকলে মোশির বিরুদ্ধে

ও আরোনের বিরুদ্ধে গজগজ করল, ও গোটা জনমণ্ডলী তাঁদের বলল, ‘হায় হায়, আমরা যদি মিশর দেশে মরে যেতাম! যদি এই মরুপ্রান্তরেই মরে যেতাম! [৩] প্রভু আমাদের খড়্গের আঘাতে ধরাশায়ী হতে কেন আমাদের এই দেশে চালনা করছেন? আমাদের বধূ ও ছেলেরা লুটের বস্তু হয়ে যাবে! আমাদের পক্ষে কি মিশরে ফিরে যাওয়াই ভাল নয়?’ [৪] তারা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল: ‘এসো, আমরা একজনকে নেতা করে মিশরে ফিরে যাই!’

[৫] এতে মোশি ও আরোন ইস্রায়েল সন্তানদের সমবেত গোটা জনমণ্ডলীর সামনে উপুড় হয়ে পড়লেন। [৬] যাঁরা দেশ পরিদর্শন করে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নূনের সন্তান যোশুয়া ও যেফুন্নির সন্তান কালেব নিজ পোশাক ছিঁড়লেন, [৭] এবং ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে একথা বললেন, ‘আমরা যে দেশ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম, তা একেবারে উত্তম দেশ। [৮] প্রভু যদি আমাদের প্রতি প্রীত হন, তবে তিনি আমাদের সেই দেশে প্রবেশ করিয়ে তা আমাদের দেবেন; সেই তো দুধ ও মধু-প্রবাহী এক দেশ! [৯] কিন্তু তোমরা যেন কোন মতে প্রভুর প্রতি বিদ্রোহী না হও, সেই দেশের লোকদেরও যেন ভয় না কর, কারণ তারা আমাদের কাছে রুটির মত! এবং তাদের রক্ষাকারী দেবতারা তাদের ছেড়ে গেছে, কিন্তু প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন; তাদের বিষয়ে ভয় করো না!’

প্রভুর ক্রোধ ও মোশির মধ্যস্থতা

[১০] গোটা জনমণ্ডলী সেই দু’জনকে পাথর ছুড়ে মারার কথা বলছিল, এমন সময় সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রভুর গৌরব সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে দেখা দিল। [১১] প্রভু মোশিকে বললেন, ‘এই লোকেরা আর কতকাল আমাকে অবজ্ঞা করে যাবে? এবং আমি এদের মধ্যে যে সকল চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছি, তা দেখেও এরা আর কতকাল আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে থাকবে? [১২] আমি মহামারী দ্বারা এদের আঘাত করব, আমার আপন জাতি বলে এদের অস্বীকার করব, এবং তোমাকেই এদের চেয়ে বিরাট ও শক্তিশালী জাতি করব।’

[১৩] মোশি প্রভুকে বললেন, ‘কিন্তু মিশরীয়েরা জানতে পেরেছে যে, তোমার আপন শক্তি দ্বারা তুমি এই জনগণকে তাদের মধ্য থেকে বের করে এনেছ, [১৪] একথা

তারা এই দেশের অধিবাসীদের কাছেও বলে দিল। তারা এও শুনতে পেয়েছে যে, তুমি, প্রভু, এই জনগণের মধ্যে আছ; তুমি, প্রভু, এদের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে দেখাও; তোমার মেঘ এদের উপরে অধিষ্ঠিত, এবং তুমি দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভে ও রাত্রিবেলায় অগ্নিস্তম্ভে থেকে এদের আগে আগে হেঁটে চল। [১৫] তুমি যদি এখন এই জনগণকে ঠিক একটা মানুষই মাত্র যেন মেরে ফেল, তবে ওই যে জাতিগুলো তোমার সুখ্যাতি শুনেছে, তারা বলবে: [১৬] প্রভু এই জনগণকে যে দেশ দেবেন বলে শপথ করেছিলেন, সেই দেশে তাদের প্রবেশ করাতে সক্ষম হননি বলে মরুপ্রান্তরে তাদের সংহার করেছেন। [১৭] এখন বরং আমার প্রভুর মহাপ্রতাপ-ই প্রকাশিত হোক, যেহেতু তুমি নিজেই বলেছিলে: [১৮] প্রভু ক্রোধে ধীর ও কৃপায় ধনবান; অপরাধ ও অন্যায় ক্ষমা করেন; কিন্তু শাস্তি থেকে রেহাই দেন না; পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের উপরে ডেকে আনেন তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত। [১৯] দোহাই তোমার, তোমার কৃপার মহত্ত্ব অনুসারে, এবং মিশর দেশ থেকে এই পর্যন্ত এই জনগণকে যেমন ক্ষমা করে এসেছ, সেই অনুসারে এই জনগণের অপরাধ ক্ষমা কর।' [২০] প্রভু বললেন, 'তোমার অনুরোধ অনুসারে আমি ক্ষমা করলাম! [২১] তবু, যেমন সত্যি আমি জীবন্ত, যেমন সত্যি সমস্ত পৃথিবী প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ, [২২] তেমনি যত লোক আমার গৌরব এবং মিশরে ও মরুপ্রান্তরে সাধিত আমার চিহ্নগুলো দেখেও এই দশবার আমাকে পরীক্ষা করেছে ও আমার কথা মানেনি, [২৩] আমি যে দেশ সম্বন্ধে তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলাম, তারা কেউই সেই দেশ দেখতে পাবে না; যারা আমাকে অবজ্ঞা করেছে, তাদের মধ্যে কেউই তা দেখতে পাবে না। [২৪] তথাপি, যেহেতু আমার দাস কালেব অন্য আত্মার মানুষ, ও পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার অনুসরণ করেছে, সে যে দেশে গিয়েছে, আমি সেই দেশে তাকে প্রবেশ করাব, এবং তার বংশ হবে সেই দেশের অধিকারী। [২৫] (সমভূমি হল আমালেকীয় ও কানানীয়দের বাসস্থান।) আগামীকাল তোমরা পিছন ফিরে লোহিত সাগরের পথ দিয়ে মরুপ্রান্তরের দিকে রওনা হও।'

[২৬] প্রভু মোশি ও আরোনকে আরও বললেন, [২৭] 'আমার বিরুদ্ধে গজগজ করছে এই ধূর্ত জনমণ্ডলীকে আমি আর কতকাল সহ্য করব? ইস্রায়েল সন্তানেরা গজগজ করে আমার বিরুদ্ধে যে কথা বলে, তা আমি শুনেছি। [২৮] তুমি তাদের বল:

আমার জীবনের দিব্যি!—প্রভুর উক্তি—আমার কর্ণগোচরে তোমরা যা বলেছ, আমি তা তোমাদের প্রতি করবই করব! [২৯] এই মরুপ্রান্তরে তোমাদের মৃতদেহ পড়ে থাকবে; কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের তোমরা সকলে যারা তালিকাভুক্ত হয়েছিলে ও গজগজ করে আমার বিরুদ্ধে কথা বলেছ, [৩০] আমি তোমাদের যে দেশে বাস করাব বলে শপথ করেছিলাম, সেই দেশে তোমরা কেউই ঢুকবে না, কেবল যেফুন্নির সন্তান কালেব ও নূনের সন্তান যোশুয়াই ঢুকবে। [৩১] তোমরা তোমাদের যে ছেলেদের বিষয়ে বলেছ, "এরা লুটের বস্তু হবে," তাদেরই আমি সেখানে প্রবেশ করাব: যে দেশ তোমরা তুচ্ছ করেছ, তারাই তার পরিচয় পাবে। [৩২] কিন্তু তোমাদের মৃতদেহ এই মরুপ্রান্তরেই পড়ে থাকবে। [৩৩] তোমাদের ছেলেরা চল্লিশ বছর এই মরুপ্রান্তরে উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াবে, এবং এই মরুপ্রান্তরে তোমাদের মৃতদেহের সংখ্যা যতদিন পূর্ণ না হয়, ততদিন তারা তোমাদের ব্যভিচারের ফল ভোগ করবে। [৩৪] তোমরা যে চল্লিশ দিন দেশটি পরিদর্শন করেছ, সেই দিনের সংখ্যা অনুসারে চল্লিশ বছর—এক এক দিনের জন্য এক এক বছর—তোমরা তোমাদের অপরাধ বহন করবে; হ্যাঁ, আমার বিপক্ষতা কেমন, তা তোমরা জানতে পারবে। [৩৫] আমি, প্রভু, কথা বলেছি! এই যে জনমণ্ডলী আমার বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে, এই সমগ্র ধূর্ত জনমণ্ডলীর প্রতি আমি তা করবই: এই মরুপ্রান্তরে তারা নিশ্চিহ্ন হবে, এইখানে তারা মরবে।'

[৩৬] দেশ পরিদর্শন করতে মোশি যে লোকদের পাঠিয়েছিলেন, যাঁরা ফিরে এসে ওই দেশের দুর্নাম রটিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে গোটা জনমণ্ডলীকে গজগজ করিয়েছিলেন, [৩৭] যাঁরা দেশের দুর্নাম রটিয়েছিলেন, সেই লোকেরা প্রভুর সামনে মারণ-আঘাতে মারা পড়লেন। [৩৮] যে লোকেরা দেশ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেবল নূনের সন্তান যোশুয়া ও যেফুন্নির সন্তান কালেব বেঁচে থাকলেন।

লোকদের দুঃসাহস

[৩৯] যখন মোশি সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানকে সেই কথা জানালেন, তখন জনগণ খুবই অবসন্ন হল। [৪০] ভোরে উঠে তারা পর্বতের চূড়ার দিকে রওনা হয়ে বলছিল: 'দেখ, সেই স্থানের দিকে রওনা হই, যে স্থান থেকে প্রভু বলেছেন যে, আমরা পাপ করেছি।' [৪১] এতে মোশি বললেন, 'এখন তোমরা প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করছ কেন?

তোমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবেই। [৪২] তোমরা যেয়ো না, কারণ প্রভু তোমাদের মধ্যে নেই; গেলে তোমরা শত্রু দ্বারা পরাজিত হবে। [৪৩] কেননা তোমাদের সামনে সেই আমালেকীয়েরা ও কানানীয়েরা রয়েছে; খড়্গের আঘাতে তোমাদের পতন হবে, তোমরা প্রভুকে ছেড়ে সরে গেছ বলে প্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন না।' [৪৪] তথাপি তারা দুঃসাহসের সঙ্গে পর্বতচূড়ায় উঠতে লাগল; কিন্তু প্রভুর সাক্ষ্য-মঞ্জুষা ও মোশি শিবির থেকে নড়লেন না। [৪৫] তখন পর্বতবাসী সেই আমালেকীয়েরা ও কানানীয়েরা নেমে এসে তাদের আঘাত করল ও হর্মা পর্যন্ত তাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করল।

নানা বিধি-নিয়ম

১৫ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: আমি তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছি, তোমাদের বসতির জন্য সেই দেশে প্রবেশ করার পর [৩] তোমরা যখন তোমাদের মানত পূরণ করার জন্য বা স্বেচ্ছাকৃত নৈবেদ্যের জন্য বা তোমাদের নিরূপিত উৎসবে গবাদি পশুপাল বা মেষ-ছাগের পাল থেকে প্রভুর উদ্দেশে সৌরভ ছড়াবার জন্য প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে আহুতি বা যজ্ঞবলি উৎসর্গ করবে, [৪] তখন যে লোক অর্ঘ্য উৎসর্গ করে, সে প্রভুর কাছে এক হিনের চার ভাগের এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দার এক এফার দশ ভাগের এক ভাগ শস্য-নৈবেদ্য আনবে। [৫] তুমি আহুতিবলি কিংবা যজ্ঞবলির জন্য প্রত্যেকটি মেষশাবক ছাড়া পানীয় নৈবেদ্যরূপে এক হিনের চার ভাগের এক ভাগ আঙুররসও নিবেদন করবে। [৬] একটা ভেড়ার জন্য তুমি শস্য-নৈবেদ্যরূপে এক হিনের তিন ভাগের এক ভাগ তেল-মেশানো সেরা ময়দার এক এফার দু'ভাগের এক ভাগ নিবেদন করবে [৭] এবং পানীয়-নৈবেদ্যের জন্য এক হিনের তিন ভাগের এক ভাগ আঙুররস প্রভুর উদ্দেশে সুরভিত অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করবে। [৮] যদি তুমি প্রভুর উদ্দেশে আহুতির জন্য বা মানত পূরণ করার জন্য বলিদানের উদ্দেশ্যে বা মিলন-যজ্ঞবলির জন্য গবাদি পশু উৎসর্গ কর, [৯] তবে সেই পশুকে ছাড়া শস্য-নৈবেদ্যরূপে তুমি আধ হিন তেলে মেশানো এক এফার তিন দশমাংশ ময়দা নিবেদন করবে [১০] এবং পানীয়-নৈবেদ্যরূপে আধ হিন আঙুররস নিবেদন করবে: এ অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, প্রভুর উদ্দেশে সৌরভ। [১১] এক একটা

বলদ, ভেড়া, মেষশাবক ও ছাগের বাচ্চার জন্য এইভাবে করতে হবে। [১২] তোমরা যত পশু উৎসর্গ করবে, সেগুলোর সংখ্যা অনুসারে প্রত্যেকটির জন্য এইভাবে করবে। [১৩] স্বদেশী যত মানুষ অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য—প্রভুর উদ্দেশে সৌরভই নিবেদন করার সময়ে এই নিয়ম অনুসারেই এই সমস্ত কিছু করবে। [১৪] তোমাদের মাঝে কিছু দিনের মত বাস করে যে বিদেশী, কিংবা তোমাদের মধ্যে ভাবীকালে বাস করবে যে কোন লোক যদি অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য—প্রভুর উদ্দেশে সৌরভই নিবেদন করতে চায়, সেও তেমনি করবে। [১৫] গোটা জনমণ্ডলীর জন্য তোমরা এবং তোমাদের মধ্যে কিছু দিনের মত বাস করে সকল বিদেশী লোক, উভয়েরই জন্য বিধান একই হবে; এ চিরস্থায়ী বিধি, যা তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয়; প্রভুর সামনে তোমরা যেমন, বিদেশীরাও তেমনি হবে। [১৬] তোমাদের ও তোমাদের মধ্যে কিছু দিনের মত বাস করে যত বিদেশীদের জন্য বিধান একই হবে, নিয়ম একই হবে।’

[১৭] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [১৮] ‘ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: আমি তোমাদের যে দেশে নিয়ে যাচ্ছি, সেই দেশে প্রবেশ করার পর [১৯] তোমরা যখন সেই দেশের রুটি খাবে, তখন তা থেকে প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করার জন্য একটা অংশ বাঁচিয়ে রাখবে। [২০] তোমাদের ছানা ময়দার অগ্রিমাংশ রূপে তোমরা একটা পিঠা বাঁচিয়ে রাখবে; যেমন খামারের উত্তোলনীয় অর্ঘ্য বাঁচিয়ে রাখ, এও তেমনিভাবে বাঁচিয়ে রাখবে। [২১] তোমরা পুরুষানুক্রমে তোমাদের ছানা ময়দার অগ্রিমাংশ থেকে একটা অংশ প্রভুর উদ্দেশে বাঁচিয়ে রাখবে।

[২২] তোমরা যদি পূর্ণ সচেতন না হয়ে পাপ কর, মোশির কাছে প্রভু এই যে সকল আজ্ঞা দিয়েছেন, তা যদি পালন না কর, [২৩] এমনকি, প্রভু যেদিনে তোমাদের কাছে আজ্ঞা দিয়েছেন, সেদিন থেকে তোমাদের পুরুষপরম্পরার জন্য প্রভু মোশির হাতে তোমাদের যত আজ্ঞা দিয়েছেন, সেই সমস্ত আজ্ঞা যদি পালন না কর, [২৪] তেমন পাপ যদি জনমণ্ডলীর অজান্তে অসচেতনতার ফলেই হয়ে থাকে, তবে গোটা জনমণ্ডলী প্রভুর উদ্দেশে সুরভিত আহুতিরূপে একটা বাছুর ও বিধিমতে তার নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য, এবং পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে। [২৫] যাজক ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, তখন তাদের ক্ষমা করা

হবে, কেননা সেই পাপ অসচেতনতায়ই কৃত পাপ, এবং তারা তাদের অসচেতনতার জন্য তাদের অর্ঘ্যরূপে প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য ও প্রভুর সামনে পাপার্থে বলি আনল। [২৬] ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে ও তাদের মধ্যে কিছু দিনের মত বাস করে সেই বিদেশীদেরও ক্ষমা করা হবে, কেননা সকলে পূর্ণ সচেতন না হয়েই পাপ করেছিল। [২৭] যদি কোন লোক পূর্ণ সচেতন না হয়ে পাপ করে, তবে সে পাপার্থে বলিরূপে এক বছরের একটা ছাগী আনবে। [২৮] যাজক প্রভুর সামনে সেই অসচেতন লোকের জন্য তার অসচেতনতায় কৃত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; একবার তার প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালিত হলে তার পাপের ক্ষমা হবে। [২৯] ইস্রায়েল সন্তানদের স্বজাতীয় হোক বা তাদের মধ্যে কিছুদিনের মত বাস করে এমন বিদেশী হোক, পূর্ণ সচেতন না হয়ে যে পাপ করে, তার জন্য তোমাদের বিধান একই হবে। [৩০] কিন্তু স্বজাতীয় বা বিদেশী যে লোক পূর্ণ সচেতনতায়ই পাপ করে, সে তো প্রভুনিন্দাই করে; তেমন লোককে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। [৩১] যেহেতু সে প্রভুর বাণী অবজ্ঞা করল ও তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করল, তেমন লোককে একেবারে উচ্ছেদ করা হবে, তার অপরাধের ফল সে নিজে ভোগ করবে।’

[৩২] ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন মরুপ্রান্তরে ছিল, তখন একজনকে পেল যে শাব্বাৎ দিনে কাঠ জড় করছিল। [৩৩] যারা তাকে কাঠ জড় করতে দেখল, তারা মোশির, আরোনের ও গোটা জনমণ্ডলীর কাছে তাকে আনল। [৩৪] তারা তাকে আটকিয়ে রাখল, কেননা তার প্রতি কী করণীয়, তা তখনও নিরূপিত হয়নি। [৩৫] প্রভু মোশিকে বললেন, ‘সেই লোকের প্রাণদণ্ড হবে; গোটা জনমণ্ডলীই তাকে শিবিরের বাইরে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে।’ [৩৬] তাই গোটা জনমণ্ডলী লোকটিকে শিবিরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলল, যেমন প্রভু মোশিকে আজ্ঞা করেছিলেন।

[৩৭] প্রভু মোশিকে আরও বললেন, [৩৮] ‘ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: তারা পুরুষানুক্রমে তাদের পোশাকের কোণে থোপ দিক, ও প্রতিটি কোণের থোপে নীল সুতো বেঁধে দিক। [৩৯] তোমাদের জন্য সেই থোপ থাকবে, তা দেখে তোমরা প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা স্মরণ করবে, তা পালন করবে; তবেই তোমাদের হৃদয় ও চোখের পিছু পিছু গিয়ে তোমরা যে ব্যভিচার করে থাক, সেইমত তাদের পিছনে আর

যাবে না। [৪০] এভাবে তোমরা আমার সমস্ত আজ্ঞা স্মরণ করবে, তা পালন করবে, ও তোমাদের পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হবে। [৪১] আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর, যিনি তোমাদের আপন পরমেশ্বর হবার জন্য মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছেন। আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!'

কোরাহ্‌, দাথান ও আবিরামের বিদ্রোহ

১৬ [১] লেবীয় কেহাথের পৌত্র ইস্‌হারের ছেলে যে কোরাহ্‌, সে বিদ্রোহ করল; আর রূবেন-সন্তানদের মধ্যে এলিয়াবের ছেলে দাথান ও আবিরাম, এবং পেলেথের ছেলে ওন মোশির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল; [২] ইস্রায়েল সন্তানদের দু'শো পঞ্চাশজন লোকও তেমনি করল: এরা সকলে ছিল জনমণ্ডলীর নেতা, সমাজের সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তি। [৩] তারা মোশি ও আরোনের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তাঁদের বলল, 'আর নয়! গোটা জনমণ্ডলী ও তার প্রত্যেকজনেই পবিত্র, এবং প্রভু তাদের মাঝে উপস্থিত; তবে তোমরা কেন প্রভুর জনসমাবেশের উপরে নিজেদের উন্নীত করছ?'

[৪] একথা শুনে মোশি উপুড় হয়ে পড়লেন। [৫] তিনি কোরাহ্‌-কে ও তার দলের সকলকে বললেন, 'কে প্রভুরই, কে পবিত্র, কাকে তিনি নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দেন, তা প্রভু আগামীকাল সকালে জানাবেন; তিনি যাকে বেছে নেবেন, তাকেই নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দেবেন। [৬] তোমরা একাজ কর: তোমরা কোরাহ্‌র ধূপদানি নাও, তার দলের যত লোককেও নাও; [৭] আগামীকাল তাতে আগুন দিয়ে প্রভুর সামনে তার উপরে ধূপ দাও; প্রভু যাকে বেছে নেবেন, সে-ই পবিত্র হবে। হে লেবি-সন্তানেরা, আর নয়!'

[৮] পরে মোশি কোরাহ্‌-কে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে লেবি-সন্তানেরা, অনুরোধ করছি, আমার কথা শোন। [৯] এ কি তোমাদের কাছে সামান্য ব্যাপার যে, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর তোমাদেরই ইস্রায়েল জনমণ্ডলী থেকে পৃথক করে প্রভুর আবাসের সেবাকর্ম করার জন্য ও জনমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে তার সেবাকর্ম অনুশীলন করার জন্য নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দিয়েছেন? [১০] তিনি তোমাকে ও তোমার সঙ্গে তোমার সমস্ত ভাই সেই লেবি-সন্তানদের নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দিয়েছেন, আর এখন তোমরা

কি যাজকত্বও দাবি করছ? [১১] এজন্যই তুমি ও তোমার সমস্ত দল প্রভুরই বিপক্ষে একজোট হয়েছ! আর আরোন কে যে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে গজগজ করবে?'

[১২] মোশি লোক পাঠিয়ে এলিয়াবের সন্তান দাথান ও আবিরামকে ডাকলেন, কিন্তু তারা বলল, 'আমরা যাব না! [১৩] এ কি এত সামান্য ব্যাপার যে, মরুপ্রান্তরে বধ করার জন্য তুমি দুধ ও মধু-প্রবাহী এক দেশ থেকে আমাদের এইখানে এনেছে যেন আমাদের উপর একাই প্রভুত্ব করতে পার? [১৪] দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশেও আমাদের আননি, শস্যখেতের ও আঙুরখেতের অধিকারও দাওনি! তুমি কি মনে কর, এই লোকদের চোখে ধুলা দেবে? না, আমরা যাব না।' [১৫] মোশি খুবই ক্রুদ্ধ হলেন, প্রভুকে তিনি বললেন, 'ওদের নৈবেদ্য গ্রাহ্য করো না। আমি ওদের কাছ থেকে একটা গাধা পর্যন্তও নিইনি, ওদের একজনেরও ক্ষতি করিনি।'

[১৬] মোশি কোরাহ্-কে বললেন, 'তুমি ও তোমার সমস্ত দলের সকলে, তোমরা আগামীকাল আরোনের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাতে এসো; [১৭] প্রত্যেকজন ধূপদানি নিয়ে তার উপরে ধূপ দিয়ে প্রভুর সামনে নিজ নিজ ধূপদানি এগিয়ে দেবে; দু'শো পঞ্চাশটা ধূপদানি এগিয়ে দেবে; তুমি ও আরোনও নিজ নিজ ধূপদানি নেবে।' [১৮] তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ধূপদানি নিয়ে তাতে আগুন সাজিয়ে ধূপ দিয়ে মোশি ও আরোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়াল।

[১৯] কোরাহ্ সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তাঁদের বিপক্ষে গোটা জনমণ্ডলীকে সমবেত করেছিল, এমন সময় প্রভুর গৌরব গোটা জনমণ্ডলীর কাছে দেখা দিল। [২০] প্রভু মোশি ও আরোনকে বললেন, [২১] 'তোমরা এই জনমণ্ডলীর মধ্য থেকে সরে যাও, আমি এক নিমেষে এদের সংহার করতে যাচ্ছি।' [২২] কিন্তু তাঁরা উপুড় হয়ে পড়লেন, বললেন, 'হে ঈশ্বর, হে সমস্ত প্রাণীর আত্মাদের পরমেশ্বর, একজন পাপ করলে তুমি কি গোটা জনমণ্ডলীর প্রতি কোপ দেখাবে?' [২৩] উত্তরে প্রভু মোশিকে বললেন, [২৪] 'তুমি জনমণ্ডলীর কাছে কথা বলে এই আদেশ দাও: তোমরা কোরাহ্‌র, দাথানের ও আবিরামের আবাসের চারদিক থেকে দূরে সরে যাও।'

[২৫] মোশি উঠে দাথানের ও আবিরামের কাছে গেলেন; প্রবীণবর্গও তাঁর পিছু পিছু গেলেন। [২৬] তিনি জনমণ্ডলীকে বললেন, 'তোমরা এই ধূর্ত লোকদের তাঁবু থেকে

দূরে যাও, এদের কিছুই স্পর্শ করো না, পাছে এদের সমস্ত পাপের কারণে তোমাদেরও বিনাশ ঘটে।’ [২৭] তাই তারা কোরাহ্‌র, দাথানের ও আবিরামের আবাসের চারদিক থেকে দূরে গেল। দাথান ও আবিরাম বের হয়ে তাদের স্ত্রী, বালক ও দুধের শিশুদের সঙ্গে যে যার তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে রইল।

[২৮] মোশি বললেন, ‘প্রভুই যে আমাকে এই সমস্ত কাজ করতে পাঠিয়েছেন, আমি যে নিজের ইচ্ছামতই তা করিনি, তা তোমরা এতেই জানতে পারবে। [২৯] যদি এই লোকদের সাধারণ মানুষের মৃত্যুর মত মৃত্যু হয়, কিংবা সাধারণ লোকের শাস্তির মত শাস্তি হয়, তবে প্রভু আমাকে পাঠাননি। [৩০] কিন্তু প্রভু যদি অঘটন ঘটান এবং ভূমি নিজের মুখ হা করে এদের ও এদের সবকিছু গ্রাস করে ফেলে, আর এরা জিয়ন্তই পাতালে নেমে যায়, তবে তোমরা জানতে পারবে, এরা প্রভুকে অবজ্ঞা করেছে।’ [৩১] মোশি এই সমস্ত কথা বলা শেষ করামাত্র তাদের পায়ের নিচের মাটি তলিয়ে গেল, [৩২] আর ভূমি তার নিজের মুখ হা করে তাদের, তাদের পরিবারের সকলকে ও কোরাহ্‌র স্বপক্ষের সমস্ত লোককে এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলল। [৩৩] তাদের সমস্ত সম্পত্তিসহ তারা জীয়ন্তই পাতালে নেমে গেল, এবং ভূমি তাদের উপরে চেপে পড়ল; এইভাবে জনসমাবেশের মধ্য থেকে তারা বিলুপ্ত হল। [৩৪] তাদের চিৎকারে চারদিকের গোটা ইস্রায়েল পালিয়ে গেল; তারা বলছিল: ‘পাছে ভূমি আমাদেরও গ্রাস করে ফেলে।’ [৩৫] প্রভুর কাছ থেকে আগুন নির্গত হয়ে, যারা ধূপ নিবেদন করছিল, সেই দু’শো পঞ্চাশজন লোককে গ্রাস করে ফেলল।

কোরাহ পন্থীদের ও জনগণের শাস্তি

১৭ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] ‘তুমি আরোন যাজকের সন্তান এলেয়াজারকে বল, সে যেন অগ্নিদাহ থেকে ওই সকল ধূপদানি উঠিয়ে নেয় ও সেগুলোর আগুন এখান থেকে দূরে ঝেড়ে ফেলে, কেননা সেই সকল ধূপদানি পবিত্র। [৩] ওই যে পাপীরা পাপ করে নিজেদের প্রাণের সর্বনাশ ঘটিয়েছিল, তাদের ধূপদানিগুলো পিটিয়ে যজ্ঞবেদিতে মুড়ে দেবার জন্য পাত প্রস্তুত করা হোক, কেননা সেই সবগুলো প্রভুর সামনে নিবেদন করা হয়েছিল বলে পবিত্রীকৃতই হয়েছে; সেই সবগুলো ইস্রায়েল সন্তানদের পক্ষে

সাবধান-চিহ্ন হবে।’ [৪] তাই যারা পুড়ে মরল, তারা ব্রঞ্জের যে যে ধূপদানি নিবেদন করেছিল, এলেয়াজার যাজক সেই সবগুলো নিলেন; তা পিটিয়ে যজ্ঞবেদিতে মুড়ে দেবার জন্য পাত প্রস্তুত করা হল, [৫] যেমন প্রভু মোশির মধ্য দিয়ে তাঁকে আজ্ঞা করেছিলেন। ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য তা স্মরণ-চিহ্ন: হ্যাঁ, আরোন-বংশজাত নয় অন্য বংশের এমন কোন মানুষ যেন প্রভুর সামনে ধূপ জ্বালাতে এগিয়ে না যায় এবং কোরাহ্‌র ও তার দলের মত দশা তারও যেন না হয়।

[৬] পরদিন ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী মোশির ও আরোনের বিরুদ্ধে গজগজ করে একথা বলল: ‘তোমরাই প্রভুর জনগণের মৃত্যু ঘটালে!’ [৭] জনমণ্ডলী মোশির ও আরোনের বিরুদ্ধে একজোট হলে লোকেরা সাক্ষাৎ-তাঁবুর দিকে মুখ ফেরাল, আর দেখ, মেঘটি তা ঢেকে দিয়েছে ও প্রভুর গৌরব দেখা দিয়েছে। [৮] তখন মোশি ও আরোন সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে এগিয়ে এলেন। [৯] প্রভু মোশিকে বললেন, [১০] ‘তোমরা এই জনমণ্ডলীর মধ্য থেকে দূরে যাও, আমি এক নিমেষেই এদের সংহার করব!’ তাঁরা উপুড় হয়ে পড়লেন; [১১] তখন মোশি আরোনকে বললেন, ‘একটা ধূপদানি নাও, যজ্ঞবেদির উপর থেকে আগুন নিয়ে তার মধ্যে দাও, ও তার মধ্যে ধূপ দিয়ে তাড়াতাড়ি জনমণ্ডলীর কাছে গিয়ে তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন কর; কেননা প্রভুর সামনে থেকে ক্রোধ নির্গত হল, মড়ক শুরু হয়ে গেল। [১২] মোশির কথামত আরোন তৎক্ষণাৎ ধূপদানি হাতে নিয়ে জনসমাবেশের মাঝখানে দৌড়ে গেলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে জনগণের মধ্যে মড়ক শুরু হয়েছিল; তাই তিনি ধূপ দিয়ে জনগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করলেন। [১৩] তিনি মৃত ও জীবিত লোকদের মধ্যে দাঁড়ালেন আর মড়ক থেমে গেল। [১৪] যারা কোরাহ্‌র ব্যাপারে মারা পড়েছিল, তারা ছাড়া আরও চৌদ্দ হাজার সাতশ’ লোক ওই মড়কের আঘাতে মারা পড়ল। [১৫] আরোন সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে মোশির কাছে ফিরে গেলেন, আর মড়ক থামানো হল।

আরোনের লাঠি

[১৬] প্রভু মোশিকে বললেন, [১৭] ‘ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল, ও তাদের পিতৃকুল অনুসারে সমস্ত নেতাদের পক্ষ থেকে এক এক পিতৃকুলের জন্য এক

একটা লাঠি, মোট বারোটা লাঠি নাও; প্রতিটি লাঠিতে তার নাম লিখবে: [১৮] লেবির লাঠিতে আরোনের নাম লিখবে, কেননা তাদের এক একজন পিতৃকুলপতির জন্য এক একটা লাঠি হবে। [১৯] সাক্ষাৎ-তাঁবুতে যে স্থানে আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, সেইখানে সাক্ষ্য-মঞ্জুষার সামনে সেই লাঠিগুলো রাখবে। [২০] যে লোক আমার মনোনীত, তার লাঠিতে কচি-ফুল ধরবে, তাতে ইস্রায়েল সন্তানেরা গজগজ করে তোমাদের বিরুদ্ধে যে কথা বলে, তা আমি নিজের সামনে থেকেও বন্ধ করে দেব।'

[২১] মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের এই সমস্ত কথা বললে তাদের নেতারা সকলে তাদের পিতৃকুল অনুসারে এক একজন নেতার জন্য এক একটা লাঠি—মোট বারোটা লাঠি—তাঁকে দিলেন; আরোনের লাঠি সবগুলোর মধ্যে ছিল। [২২] মোশি ওই সকল লাঠি নিয়ে সাক্ষ্য-তাঁবুতে প্রভুর সামনে রাখলেন। [২৩] পরদিন মোশি সাক্ষ্য-তাঁবুতে ঢুকলেন, আর দেখ, লেবি গোষ্ঠীর পক্ষে আরোনের লাঠিতে অঙ্কুর ধরেছে: হ্যাঁ, তাতে কচি-ফুল ধরেছে, ও পুষ্পিত হয়ে বাদাম ফল ধরেছে। [২৪] তখন মোশি প্রভুর সামনে থেকে ওই সকল লাঠি বের করে সমগ্র ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে আনলেন; তাঁরা তা দেখে প্রত্যেকে নিজ নিজ লাঠি নিলেন।

[২৫] প্রভু মোশিকে বললেন, 'আরোনের লাঠি আবার সাক্ষ্য-মঞ্জুষার সামনে রাখ, তা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাবধান-চিহ্ন হবে, এতে আমার বিরুদ্ধে এদের গজগজানিও বন্ধ হবে, যেন এরা না মরে।' [২৬] প্রভু তাঁকে যেমন বলেছিলেন, মোশি সেইমত করলেন; তিনি ঠিক তাই করলেন। [২৭] ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশিকে বলল, 'এই যে, আমরা মরতে বসেছি, আমাদের বিনাশ ঘটছে, আমাদের সকলেরই বিনাশ ঘটছে! [২৮] যে কেউ প্রভুর আবাসের কাছে কখনও এগিয়ে যায়, সে মরে; তবে আমরা কি সকলেই মারা পড়ব?'

যাজক ও লেবীয়দের ভূমিকা

১৮ [১] প্রভু আরোনকে বললেন, 'তুমি, এবং তোমার সঙ্গে তোমার সন্তানেরা ও তোমার পিতৃকুল, পবিত্রধামে যত অপরাধ ঘটবে, তোমরাই সেগুলোর দণ্ড বহন করবে; তুমি ও তোমার সঙ্গে তোমার সন্তানেরা, তোমাদের যাজকত্ব অনুশীলনে যত অপরাধ

ঘটবে, সেগুলোর দণ্ড তোমরাই বহন করবে। [২] তোমার ভাইয়েরা—লেবি গোষ্ঠী তোমারই সেই পিতৃবংশ—তাদেরও তোমার কাছে এগিয়ে আনাবে, যখন তুমি ও তোমার সঙ্গে তোমার সন্তানেরা সাক্ষ্য-তাঁবুর সামনে থাকবে, তখন তারা যেন তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে তোমার সেবায় রত থাকে। [৩] তারা তোমার সেবায় ও সমস্ত তাঁবুর সেবায় দাঁড়াবে; কিন্তু পবিত্র পাত্রের ও বেদির কাছে এগিয়ে যাবে না, পাছে তাদের ও তোমাদের মৃত্যু ঘটে। [৪] তারা তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁবুর সমস্ত সেবাকাজের জন্য সাক্ষাৎ-তাঁবুর দায়িত্ব পালন করবে; অন্য গোষ্ঠীর কেউই তোমাদের কাছে এগিয়ে যাবে না। [৫] তোমরা পবিত্রধাম ও বেদির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হবে, তবেই ইস্রায়েল সন্তানদের উপর ক্রোধ আর কখনও এসে পড়বে না। [৬] আর আমি, দেখ, আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে তোমার ভাইদের, সেই লেবীয়দের, নিলাম; প্রভুর কাছে তাদের দেওয়া হয়েছে, আবার দানরূপে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন তারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজ অনুশীলন করে। [৭] তুমি ও তোমার সঙ্গে তোমার সন্তানেরা, তোমরা বেদি-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ও পরদার ভিতরের যত বিষয়ে তোমাদের যাজকত্ব অনুশীলন করবে; তোমরা তোমাদের সেবাকাজ পালন করবে। আমি দানরূপেই যাজকত্ব তোমাদের দিলাম; অন্য গোষ্ঠীর যে কোন লোক কাছে এগিয়ে যাবে, তার প্রাণদণ্ড হবে।’

যাজকদের প্রাপ্য অংশ

[৮] প্রভু আরোনকে আরও বললেন, ‘দেখ, ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বারা সমস্ত পবিত্রীকৃত জিনিসের ভার, অর্থাৎ আমার উদ্দেশে উত্তোলনীয় অর্ঘ্যের ভার আমি নিজেই তোমাকে দিলাম; অভিষেকের চিরস্থায়ী অধিকার-রূপেই এই সমস্ত কিছু তোমাকে ও তোমার সন্তানদের দিলাম। [৯] পরমপবিত্র বস্তুর মধ্যে, অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যের মধ্যে এ তোমারই হবে, তথা: আমার উদ্দেশে নিবেদিত প্রতিটি শস্য-নৈবেদ্য, প্রতিটি পাপার্থে বলি ও সংস্কার-বলিগুলো; এগুলো সবই পরমপবিত্র: তা তোমার ও তোমার সন্তানদের হবে। [১০] তুমি পরমপবিত্র এক স্থানে তা খাবে, প্রত্যেক পুরুষলোক তা খাবে; তা তুমি পরমপবিত্র বলেই গণ্য করবে। [১১] তাছাড়া এই সমস্তও তোমার হবে, তথা, ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত উত্তোলনীয় অর্ঘ্য ও দোলনীয় অর্ঘ্য; আমি চিরস্থায়ী অধিকার-

রূপে সেই সমস্ত কিছু তোমাকে, তোমার ছেলেদের, ও তোমার মেয়েদের দিলাম: তোমার ঘরে শুচি প্রত্যেকেই তা খেতে পারবে। [১২] তাছাড়া প্রভুর উদ্দেশে তারা তাদের সকল সেরা তেল, আঙুররস ও গম ইত্যাদি বস্তুর যে অগ্রিমাংশ উৎসর্গ করে, তাও আমি তোমাকে দিলাম। [১৩] তাদের দেশে উৎপন্ন সর্বপ্রকার ফলের যে প্রথমাংশ তারা প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করবে, তা তোমার হবে; তোমার ঘরে শুচি প্রত্যেকেই তা খেতে পারবে। [১৪] ইস্রায়েলের মধ্যে যা কিছু বিনাশ-মানতের বস্তু, তাও তোমার হবে। [১৫] মানুষ হোক কি পশু হোক, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যা কিছু মাতৃগর্ভ থেকে প্রথমজাত হয়ে উদ্গত হয় ও প্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত হয়, তা তোমার হবে; কিন্তু মানুষের প্রথমজাতককে তুমি নিশ্চয় মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্ত করাবে, অশুচি পশুর প্রথমজাতককেও মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্ত করাবে। [১৬] যাকে মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্ত করতে হবে, তাকে তুমি তার এক মাস বয়সেই মুক্ত করাবে—নিরূপণীয় মূল্য অনুসারে, অর্থাৎ পবিত্রধামের কুড়ি গেরা পরিমিত শেকেল অনুসারে পাঁচ শেকেল রুপো। [১৭] কিন্তু গরুর প্রথমজাতকে বা মেষের প্রথমজাতকে বা ছাগের প্রথমজাতকে তুমি মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্ত করাবে না: সেগুলো পবিত্র; তুমি বেদির উপরে তাদের রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়াবে, এবং সেগুলোর চর্বি অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে, প্রভুর উদ্দেশে সৌরভরূপে পুড়িয়ে দেবে; [১৮] দোলনীয় বুকটা ও ডান জঙ্ঘা যেমন তোমার, তেমনি সেগুলোর মাংসও তোমার হবে। [১৯] ইস্রায়েল সন্তানেরা সমস্ত পবিত্র বস্তু থেকে যা কিছু প্রভুর উদ্দেশে বাঁচিয়ে রাখে, সেইসব কিছু আমি চিরস্থায়ী অধিকার-রূপে তোমাকে, আর তোমার ছেলেদের ও মেয়েদের দিলাম: তোমার ও তোমার বংশের পক্ষে এ হল প্রভুর সামনে চিরস্থায়ী ও অলঙ্ঘনীয় সন্ধি।'

[২০] প্রভু আরোনকে বললেন, 'তাদের দেশে তোমার কোন উত্তরাধিকার থাকবে না, ও তাদের মধ্যে তোমার কোন অংশ থাকবে না; ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে আমিই তোমার অংশ ও উত্তরাধিকার।'

লেবীয়দের প্রাপ্য অংশ

[২১] 'দেখ, লেবির সন্তানেরা যে সেবাকাজ সম্পাদন করছে, সাক্ষাৎ-তাঁবু সংক্রান্ত তাদের সেই সেবাকাজের প্রতিদানে আমি তাদের অধিকারে ইস্রায়েলের মধ্যে সমস্ত

দশমাংশ দিলাম। [২২] ইস্রায়েল সন্তানেরা সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাছে আর এগিয়ে আসবে না, পাছে এমন পাপের দণ্ড বহন করে যা মৃত্যুজনক। [২৩] বরং লেবীয়েরাই সাক্ষাৎ-তাঁবু সংক্রান্ত সেবাকাজ অনুশীলন করবে; তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধের দণ্ড বহন করবে; এ তোমাদের পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধি: ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে তারা উত্তরাধিকার বলে কিছুই পাবে না। [২৪] কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর উদ্দেশে যে দশমাংশ পৃথক করে রাখে, তা-ই সেই উত্তরাধিকার যা আমি লেবীয়দের দিলাম; এজন্য তাদের বিষয়ে আমি বলছি: ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে তারা উত্তরাধিকার বলে কিছুই পাবে না।'

[২৫] প্রভু মোশিকে বললেন, [২৬] 'তুমি লেবীয়দের কাছে আবার কথা বলবে; তাদের বলবে: তোমাদের উত্তরাধিকার-রূপে ইস্রায়েল সন্তানদের কাছ থেকে যে দশমাংশ আমি তোমাদের দিলাম, তা যখন তোমরা তাদের কাছ থেকে নেবে, তখন প্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় অর্ঘ্যরূপে সেই দশমাংশের দশ ভাগের এক ভাগ বাঁচিয়ে রাখবে। [২৭] তোমাদের বাঁচিয়ে রাখা অর্ঘ্য তোমাদের জন্য খামারের গমের মত ও পেষাইযন্ত্র থেকে নির্গত নতুন আঙুররসের মতই নিরূপিত হবে। [২৮] এইভাবে তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের কাছ থেকে যে সমস্ত দশমাংশ নেবে, তা থেকে তোমরাও প্রভুর উদ্দেশে একটা অংশ বাঁচিয়ে রাখবে, ও প্রভুর উদ্দেশে যে অর্ঘ্য বাঁচিয়ে রাখবে, তা আরোন যাজককে দেবে। [২৯] তোমাদের যে সমস্ত দান মঞ্জুর করা হবে, তা থেকে তোমরা প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্য বাঁচিয়ে রাখবে; তার সমস্ত উত্তম বস্তু থেকে তোমরা ততটুকু বাঁচিয়ে রাখবে, যতটুকু পবিত্রীকৃত করতে হবে। [৩০] তুমি তাদের বলবে: তোমরা যখন তা থেকে উত্তম বস্তু বাঁচিয়ে রাখবে, তখন তা লেবীয়দের পক্ষে খামারের উৎপন্ন দ্রব্যের মত ও পেষাইযন্ত্র থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের মত নিরূপিত হবে। [৩১] তোমরা ও তোমাদের পরিবার-পরিজন যে কোন স্থানেই তা খেতে পারবে, কেননা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে তোমরা যে সেবাকাজ কর, তা সেই কাজের বিনিময়ে তোমাদের মজুরিস্বরূপ। [৩২] এইভাবে, যেহেতু তোমরা নিজেদের জন্য উত্তম অংশ বাঁচিয়ে রাখবে না, সেজন্য কোন পাপেও পাপী হবে না; তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের পবিত্র বস্তু অপবিত্র করবে না, ফলে মারা পড়বে না।'

লাল গাভীর ছাই

১৯ [১] প্রভু মোশি ও আরোনকে আরও বললেন, [২] ‘এ হল বিধানের এমন বিধি,
যা স্বয়ং প্রভু জারি করেছেন। তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের বল, তারা দেহে কোথাও কলঙ্ক
ও খুঁত নেই, জোয়াল কখনও বহন করেনি, এমন একটা লাল গাভী তোমার কাছে
আনুক। [৩] তোমরা এলেয়াজার যাজককে সেই গাভী দেবে, এবং সে তা শিবিরের
বাইরে নিয়ে যাবে ও তার নিজের সাক্ষাতে তা জবাই করাবে। [৪] এলেয়াজার যাজক
তার আঙুল দিয়ে কিছুটা রক্ত নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে সাতবার সেই রক্ত ছিটিয়ে
দেবে। [৫] গাভীটাকে তার চোখের সামনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে; গোবর সমেত চামড়া,
মাংস ও রক্তও পুড়িয়ে দেওয়া হবে। [৬] যাজক এরসকাঠ, হিসোপ ও লাল পশম নিয়ে
তা সেই আগুনে ফেলে দেবে যার মধ্যে গাভীটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। [৭] যাজক
তার নিজের পোশাক ধুয়ে নেবে ও নিজেই জলে স্নান করবে; এরপর শিবিরে ফিরে
যাবে; তবু যাজক সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [৮] আর যে লোক গাভীটাকে পুড়িয়ে
দিল, সেও নিজের পোশাক জলে ধুয়ে নেবে ও নিজেও জলে স্নান করবে, এবং সন্ধ্যা
পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [৯] শুচি একজন লোক গাভীটার ছাই জড় করে শিবিরের বাইরে
শুচি কোন জায়গায় রাখবে; তা ইস্রায়েল সন্তানদের জনমণ্ডলীর জন্য, শুচীকরণ-রীতির
জলের জন্যই রাখা হবে: এ পাপার্থে বলিদান। [১০] আর যে লোক গাভীটার ছাই জড়
করেছে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে: এ এমন চিরস্থায়ী
বিধি, যা ইস্রায়েল সন্তানদের ও তাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে সমস্ত বিদেশীর
পক্ষে পালনীয়।’

অশুচিতা বিষয়ক নানা উদাহরণ

[১১] ‘যে কেউ কোন মানুষের মৃতদেহ স্পর্শ করে, সে সাত দিন অশুচি থাকবে;
[১২] তৃতীয় ও সপ্তম দিনে ওই জল দিয়ে নিজেকে পাপমুক্ত করার পর সে শুচি হবে;
কিন্তু যদি তৃতীয় দিনে ও সপ্তম দিনে নিজেকে পাপমুক্ত না করে, তবে সে শুচি হবে না।
[১৩] যে কেউ কোন মৃত মানুষের লাশ স্পর্শ করে, সে প্রভুর আবাস কলুষিত করে;

তাকে ইস্রায়েলের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে; তার উপরে শুচীকরণের জল ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়নি বিধায় সে অশুচি; অশুচিতা এখনও তার গায়ে রয়েছে।

[১৪] কোন মানুষ তাঁবুর মধ্যে মরলে, এই পরিপ্রেক্ষিতে বিধান এই: যে কেউ সেই তাঁবুতে ঢুকবে ও যে কেউ সেই তাঁবুতে থাকবে, তারা সকলে সাত দিন অশুচি থাকবে। [১৫] খোলা যত পাত্র—এমন পাত্র যার উপরে ঢাকনা বা বাঁধন নেই—তা অশুচি হবে। [১৬] যে কেউ খোলা মাঠে খড়্গের আঘাতে মেরে ফেলা বা এমনিই মরা কোন মানুষের মৃতদেহ কিংবা মানুষের কোন হাড় বা কবর স্পর্শ করে, সে সাত দিন অশুচি থাকবে। [১৭] সেই অশুচি লোকের জন্য পাপার্থে বলি পুড়িয়ে দেবার জন্য খানিকটা ছাই নিয়ে তা একটা পাত্রে রেখে তার উপরে স্রোত-জল ঢেলে দেওয়া হবে। [১৮] পরে কোন শুচি লোক হিসোপ নিয়ে সেই জলে চুবিয়ে ওই তাঁবুর উপরে ও সেই জায়গার সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রীর ও সমস্ত প্রাণীর উপরে, এবং হাড়ের উপরে ও মেরে ফেলা বা এমনি মৃতলোকের দেহ বা কবর যে স্পর্শ করেছিল তার উপরে তা ছিটিয়ে দেবে। [১৯] সেই শুচি লোক তৃতীয় দিনে ও সপ্তম দিনে অশুচি লোকটার উপরে সেই জল ছিটিয়ে দেবে; সপ্তম দিনে সে তাকে পাপমুক্ত করবে; পরে যে লোক অশুচি ছিল, সে নিজের পোশাক ধুয়ে নেবে ও জলে স্নান করবে; পরে সন্ধ্যায় শুচি হবে। [২০] কিন্তু যে লোক অশুচি হয়ে নিজেকে পাপমুক্ত করে না, তাকে জনসমাবেশের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে, কেননা সে প্রভুর পবিত্রধাম অশুচি করেছে ও শুচীকরণের জল তার উপরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়নি; সে অশুচি। [২১] এ এমন চিরস্থায়ী বিধি, যা তাদের পক্ষে পালনীয়; যে লোক সেই শুচীকরণের জল ছিটিয়ে দেয়, সে নিজের পোশাক ধুয়ে নেবে; এবং সেই শুচীকরণের জল যাকে স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [২২] অশুচি লোক যা কিছু স্পর্শ করে, তা অশুচি হবে; আর যে কেউ তাকে স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে।’

কাদেশ থেকে মোয়াব পর্যন্ত

মেরিবার জল

২০ [১] ইস্রায়েল সন্তানেরা, গোটা জনমণ্ডলীই, বছরের প্রথম মাসে সীন মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছল; জনগণ কিছুকালের মত কাদেশে থামল; সেইখানে মরিয়মের মৃত্যু হল আর সেইখানে তাঁর সমাধি দেওয়া হল।

[২] সেখানে জনমণ্ডলীর জন্য জল ছিল না, তাই লোকেরা মোশি ও আরোনের বিরুদ্ধে একজোট হল। [৩] তারা মোশির সঙ্গে বিবাদ করে বলল, 'আহা, আমাদের ভাইয়েরা যখন প্রভুর সামনে মারা গেল, তখন যদি আমাদেরও মৃত্যু হত! [৪] তোমরা আমাদের ও আমাদের পশুদের মৃত্যু ঘটাবার জন্য কেনই বা প্রভুর জনমণ্ডলীকে এই মরুপ্রান্তরে নিয়ে এসেছ? [৫] তেমন অলক্ষুণে জায়গায় আনবার জন্য তোমরা কেন মিশর থেকে আমাদের বের করে এনেছ? এ তো চাষ করার মত জায়গা নয়; এখানে ডুমুর বা আঙুর বা ডালিমও নেই; এমনকি খাবার জলও নেই!'

[৬] মোশি ও আরোন জনসমাবেশ ছেড়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন, এবং প্রভুর গৌরব তাঁদের দেখা দিল। [৭] তখন প্রভু মোশিকে বললেন, [৮] 'লাঠি নাও, এবং তুমি ও তোমার ভাই আরোন জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করে তাদের সাক্ষাতে ওই শৈলকে উদ্দেশ করে কথা বল, আর তা জল দেবে; তুমি তাদের জন্য শৈল থেকে জল বের করে জনমণ্ডলীকে ও তাদের পশুদের পান করাবে।' [৯] মোশি প্রভুর আজ্ঞামত তাঁর সামনে থেকে লাঠিটা নিলেন। [১০] পরে মোশি ও আরোন সেই শৈলের সামনে জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করে তাদের বললেন, 'হে বিদ্রোহীর দল, শোন! আমরা তোমাদের জন্য কি এই শৈল থেকে জল বের করব?' [১১] মোশি তাঁর হাত তুলে ওই লাঠি দিয়ে শৈলে দু'বার আঘাত করলেন, তখন প্রচুর জল বের হল, এবং জনমণ্ডলী ও তাদের পশুরা জল খেল। [১২] কিন্তু প্রভু মোশি ও আরোনকে বললেন, 'ইস্রায়েল সন্তানদের চোখে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য তোমরা আমাতে আস্থা রাখনি বলে আমি তাদের যে দেশ দিতে চলেছি, সেই দেশে তোমরা এই জনমণ্ডলীকে প্রবেশ করাবে না!' [১৩] এ হল মেরিবার জল: সেখানে

ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর সঙ্গে বিবাদ করল, আর সেখানে তিনি তাদের মাঝে নিজেকে পবিত্র বলে প্রকাশ করলেন।

যাত্রাপথ দিতে এদোমের অস্বীকার

[১৪] মোশি কাদেশ থেকে এদোমের রাজার কাছে দূতের মাধ্যমে বলে পাঠালেন: 'তোমার ভাই ইস্রায়েল একথা বলছে, তুমি তো জান, আমাদের কষ্টকর কত কিছুই না ঘটেছে: [১৫] আমাদের পিতৃপুরুষেরা মিশরে নেমে গেছিলেন, আর আমরা সেই মিশরে বহুদিন বাস করলাম এবং মিশরীয়েরা আমাদের প্রতি ও আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি দুর্ব্যবহার করল। [১৬] তখন আমরা চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলাম, আর তিনি আমাদের চিৎকার শুনলেন, এবং দূত পাঠিয়ে মিশর থেকে আমাদের বের করে আনলেন; এই যে আমরা এখন এই কাদেশে আছি, যা তোমার দেশের প্রান্তে অবস্থিত এক শহর। [১৭] আমাদের অনুরোধ, তুমি তোমার দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে দাও; আমরা শস্যখেত বা আঙুরখেত দিয়ে যাব না, কোন কুয়োর জলও পান করব না; কেবল সোজা রাস্তা দিয়েই যাব; যে পর্যন্ত তোমার এলাকা পার না হই, সেপর্যন্ত ডানে কি বাঁয়ে কোথাও পথ ছাড়ব না।' [১৮] কিন্তু এদোম তাঁকে উত্তরে বললেন, 'তুমি আমার দেশের মধ্য দিয়ে যেতে পারবে না, গেলে আমি খড়্গ নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়ব!' [১৯] ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁকে বলল, 'আমরা তো সোজা রাস্তা দিয়েই যাব; আমি বা আমার পশুরা, আমরা যদি তোমার জল পান করি, তবে আমি তার দাম দেব; আমাকে শুধু পায়ে হেঁটে যেতে দাও, আর কিছুই চাই না।' [২০] কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, 'তুমি যেতে পারবে না!' আর এদোম বহু লোক সঙ্গে নিয়ে ও শক্তিশালী হাতে তাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়লেন। [২১] যখন এদোম ইস্রায়েলকে তাঁর আপন এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে দিতে রাজি হলেন না, তখন ইস্রায়েল তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে গেল।

আরোনের মৃত্যু

[২২] ইস্রায়েল সন্তানেরা, গোটা জনমণ্ডলীই, কাদেশ থেকে শিবির তুলে হোর পর্বতে গিয়ে পৌঁছল। [২৩] এদোম দেশের সীমানার কাছে যে হোর পর্বত, সেই পর্বতে

প্রভু মোশি ও আরোনকে বললেন, [২৪] ‘আরোন তার আপন পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে; আমি যে দেশ ইস্রায়েল সন্তানদের দিয়েছি, সেই দেশে সে প্রবেশ করবে না; কারণ মেরিবার জলের ধারে তোমরা আমার আজ্ঞার প্রতি বিদ্রোহ করেছিলে। [২৫] তুমি আরোনকে ও তার সন্তান এলেয়াজারকে হোর পর্বতের উপরে নিয়ে যাও। [২৬] পরে আরোনকে তার পোশাক ত্যাগ করিয়ে তার সন্তান এলেয়াজারকে তা পরিয়ে দাও; আরোন সেইখানে তার আপন পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হবে, সেইখানে সে মরবে।’ [২৭] মোশি প্রভুর আজ্ঞামত কাজ করলেন; তাঁরা গোটা জনমণ্ডলীর চোখের সামনে হোর পর্বতে উঠলেন। [২৮] মোশি আরোনকে তাঁর পোশাক ত্যাগ করিয়ে তাঁর সন্তান এলেয়াজারকে তা পরালেন; আরোন সেখানে, সেই পর্বতচূড়ায়, প্রাণত্যাগ করলেন। পরে মোশি ও এলেয়াজার পর্বত থেকে নেমে এলেন। [২৯] যখন গোটা জনমণ্ডলী দেখল যে, আরোন প্রাণত্যাগ করেছেন, তখন গোটা ইস্রায়েলকুল আরোনের জন্য ত্রিশ দিন শোকপালন করল।

কানানীয়দের উপরে প্রথম জয়লাভ

২১ [১] নেগেব-নিবাসী কানান-বংশীয় আরাদের রাজা যেইমাত্র শুনতে পেলেন, ইস্রায়েল আথারিমের পথ দিয়ে আসছে, তখনই ইস্রায়েলকে আক্রমণ করলেন ও তাদের কয়েকজনকে বন্দি করলেন। [২] তখন ইস্রায়েল এই বলে প্রভুর উদ্দেশে মানত করল: ‘তুমি যদি এই লোকদের আমার হাতে তুলে দাও, তবে আমি তাদের শহরগুলো বিনাশ-মানতের বস্তু করব।’ [৩] প্রভু ইস্রায়েলের কণ্ঠে কান দিয়ে সেই কানানীয়দের তাদের হাতে তুলে দিলেন, আর ইস্রায়েল তাদের ও তাদের সমস্ত শহর বিনাশ-মানতের বস্তু করল, এবং সেই জায়গার নাম হর্মা রাখল।

[৪] তারা হোর পর্বত থেকে রওনা হয়ে এদোম অঞ্চলের পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য লোহিত সাগরের দিকে যাত্রা করল; কিন্তু পথ চলতে চলতে তারা ধৈর্যহারা হয়ে পড়ল। [৫] তারা পরমেশ্বর ও মোশির বিরুদ্ধে বলতে লাগল: ‘এই মরুপ্রান্তরে আমাদের মৃত্যু ঘটাবার জন্য তোমরা কেন মিশর থেকে আমাদের বের করে এনেছ? এখানে রুটিও নেই, জলও নেই; আর এই হালকা খাবারের প্রতি আমাদের একেবারে বিতৃষ্ণা হয়েছে।’

[৬] তখন প্রভু লোকদের মধ্যে বিষাক্ত সাপ পাঠালেন: এগুলো লোকদের কামড় দিলে
ইস্রায়েলের অনেকে মারা পড়ল। [৭] লোকেরা মোশিকে এসে বলল, ‘প্রভুর বিরুদ্ধে ও
তোমার বিরুদ্ধে কথা বলে আমরা পাপ করেছি। তুমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি
আমাদের কাছ থেকে এই সকল সাপ দূর করে দেন।’ মোশি লোকদের হয়ে প্রার্থনা
করলেন, [৮] এবং প্রভু মোশিকে বললেন, ‘তুমি একটা সাপ তৈরি করে তা একটা
পতাকাদণ্ডের মাথায় লাগাও; যাকে সাপে কামড়িয়েছে, সে এই সাপের দিকে তাকালে
বাঁচবে।’ [৯] মোশি ব্রঞ্জের একটা সাপ তৈরি করে তা পতাকাদণ্ডের মাথায় লাগালেন;
আর সাপে কোন মানুষকে কামড়ালে সে যদি ওই ব্রঞ্জের সাপের দিকে তাকাত, তাহলে
বাঁচত।

সিহোন ও ওগের উপরে জয়লাভ

[১০] পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হয়ে ওবোথে শিবির বসাল; [১১] ওবোথ
থেকে রওনা হয়ে, সূর্যোদয়ের দিকে মোয়াবের সামনে যে মরুপ্রান্তর রয়েছে, সেই
প্রান্তরে ইয়ে-আবারিমে শিবির বসাল। [১২] সেখান থেকে রওনা হয়ে জেরেদ
উপত্যকায় শিবির বসাল। [১৩] তারপর সেখান থেকে রওনা হয়ে আর্নোনের ওপারে
শিবির বসাল: এই আর্নোন নদী মরুপ্রান্তরে বয়, তার উৎস আমোরীয়দের এলাকা থেকে
নির্গত; আসলে আর্নোন মোয়াবের ও আমোরীয়দের মধ্যে মোয়াবের সীমানা।
[১৪] এজন্য প্রভুর যুদ্ধপুস্তকে বলা আছে:

‘সুফাতে বাহেব ও তার যত খরস্রোত,
আর্নোন [১৫] ও যত খরস্রোতের পার্শ্ব-ভূমি,
যা আর্ লোকালয়ের দিকে বয়ে যায়
ও মোয়াবের সীমানায় ভর করে।’

[১৬] সেখান থেকে তারা বের নামে জায়গায় এল: এই কুয়োর বিষয়েই প্রভু মোশিকে
বলেছিলেন, ‘তুমি জনগণকে সমবেত কর, আমি তাদের জল দেব।’ [১৭] সেসময়ই
ইস্রায়েল এই সঙ্গীত গান করল:

‘হে কুয়ো, তোমা থেকে জল নির্গত হোক;
তোমরা কুয়োটার উদ্দেশে গান কর!
[১৮] এ সেই কুয়ো, যা নেতাদের দ্বারা খোঁড়া হয়েছে,
যা রাজদণ্ড ও তাদের যষ্টি দিয়ে
জনগণের প্রধানেরা খুঁড়েছেন।’

মরুপ্রান্তর থেকে তারা মাত্তানায়, [১৯] মাত্তানা থেকে নাহালিয়েলে, নাহালিয়েল থেকে বামোথে, [২০] ও বামোথ থেকে সেই উপত্যকায় গেল, যা রয়েছে মোয়াবের নিম্নভূমিতে সেই পিস্গার চূড়ার কাছে যা মরুপ্রান্তরের সম্মুখীন।

[২১] ইস্রায়েল দূত পাঠিয়ে আমোরীয়দের রাজা সিহোনকে বলল: [২২] ‘তোমার দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে দাও; আমরা পথ ছেড়ে শস্যখেতে বা আঙুরখেতে ঢুকব না, কুয়োর জলও পান করব না; যে পর্যন্ত তোমার এলাকা পার না হই, সেপর্যন্ত সোজা রাস্তা দিয়ে চলব।’ [২৩] কিন্তু সিহোন তাঁর এলাকার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলকে যেতে দিলেন না; বরং তাঁর সমস্ত জনগণকে জড় করে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে মরুপ্রান্তরে বেরিয়ে পড়লেন, এবং যাহাসে এসে পৌঁছে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। [২৪] ইস্রায়েল খড়্গের আঘাতে তাঁকে প্রাণে মেরে পরাস্ত করল ও আর্নোন থেকে যাব্বোক পর্যন্ত অর্থাৎ আম্মোনীয়দের কাছ পর্যন্ত তাঁর দেশ জয় করে নিল; কারণ আম্মোনীয়দের সীমানা শক্তিশালী ছিল। [২৫] ইস্রায়েল সেই সমস্ত শহর কেড়ে নিল, এবং ইস্রায়েল আমোরীয়দের সকল শহরে, হেশবোনে ও সেখানকার সমস্ত উপনগরে বাস করতে লাগল; [২৬] বস্তুতপক্ষে হেশবোন ছিল আমোরীয়দের রাজা সিহোনের রাজধানী; তিনি মোয়াবের আগেকার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁর হাত থেকে আর্নোন পর্যন্ত তাঁর সমস্ত দেশ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। [২৭] এজন্য কবিরা বলেন:

‘তোমরা হেশবোনে এসো,
সিহোনের শহর শক্ত করেই নির্মিত ও স্থাপিত!
[২৮] কেননা হেশবোন থেকে আগুন নির্গত হল,
সিহোনের শহর থেকে অগ্নিশিখা নির্গত হয়ে আর্-মোয়াবকে গ্রাস করল,
আর্নোনের উচ্চস্থানগুলোর নেতৃবৃন্দকে গ্রাস করল।

[২৯] হে মোয়াব, ধিক্‌ তোমাকে!
হে কামোশের প্রজাবৃন্দ, তোমাদের বিনাশ হল।
সে তার আপন সন্তানদের করল পলাতক,
তার আপন কন্যাদের তুলে দিল বন্দিদশায়
আমোরীয়দের রাজা সিহোনের হাতে।
[৩০] কিন্তু আমরা তাদের বিঁধিয়ে ফেলেছি!
হেশবোন এবার দিবোন পর্যন্ত ধ্বংসিত;
আমরা নোফাহ্‌ পর্যন্ত সব ধ্বংস করেছি,
যা মেদেবার কাছে অবস্থিত।'

[৩১] তাই ইস্রায়েল আমোরীয়দের দেশে বসতি করল। [৩২] মোশি যাসের পরিদর্শন
করতে লোক পাঠালেন, আর ইস্রায়েল সন্তানেরা সেখানকার শহরগুলো কেড়ে নিল ও
সেখানে যে আমোরীয়েরা ছিল, তাদের দেশছাড়া করল। [৩৩] পরে তারা অন্য দিকে
ফিরে বাশানের দিকের পথে গিয়ে উঠল। বাশানের রাজা ওগ ও তাঁর সমস্ত জনগণ
বেরিয়ে পড়ে তাদের বিরুদ্ধে এদ্রেইতে যুদ্ধ করতে গেলেন। [৩৪] প্রভু মোশিকে
বললেন, 'তুমি একে ভয় পেয়ো না, কেননা আমি একে, এর সমস্ত জনগণকে ও এর
দেশ তোমার হাতে তুলে দিলাম। তুমি এর প্রতি সেইমত ব্যবহার কর, হেশবোনে বাস
করত আমোরীয়দের রাজা সেই সিহোনের প্রতি যেভাবে ব্যবহার
করেছিলে।' [৩৫] ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁকে, তাঁর সন্তানদের ও তাঁর সমস্ত লোককে
এমন আঘাত হানল যে, তাঁর কেউই বেঁচে থাকল না। তারা তাঁর দেশ অধিকার করে
নিল।

বালায়ামের কাছে বালাকের সাহায্য-প্রার্থনা

২২ [১] ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হয়ে যেরিখোর দিকে যর্দনের ওপারে মোয়াবের
তলভূমিতে শিবির বসাল।

[২] ইস্রায়েল আমোরীয়দের প্রতি যা কিছু করেছিল, সিপ্পোরের সন্তান বালাক তা
সবই দেখেছিলেন; [৩] আর এত বড় লোকসংখ্যার কারণে মোয়াব তাদের কারণে

ভীষণ ভয় পেল; ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে মোয়াব আতঙ্কিত হল। [৪] তাই মোয়াব মিদিয়ানের প্রবীণদের বলল, 'বলদ যেমন মাঠের ঘাস চেটে খায়, তেমনি এই লোকারণ্য আমাদের চারদিকে যা কিছু আছে তা সবই চেটে খাবে।' সেসময় সিপ্পোরের সন্তান বালাক মোয়াবের রাজা ছিলেন। [৫] তিনি বেয়োরের সন্তান বালায়ামকে ডেকে আনতে আমাউ-সন্তানদের দেশে নদীর কূলে অবস্থিত পেথোর শহরে দূত পাঠিয়ে তাকে বললেন, 'দেখুন, মিশর থেকে এক জাতি বেরিয়ে এসেছে; দেখুন, তারা পৃথিবী আচ্ছন্ন করে আমার সামনাসামনিই বসেছে। [৬] এখন আমার অনুরোধ, আপনি এসে আমার জন্য সেই লোকদের অভিশাপ দিন, কারণ তারা আমার চেয়ে শক্তিশালী। হয় তো আমি তাদের আঘাত করে দেশ থেকে দূর করে দিতে পারব, কেননা আমি জানি, আপনি যাকে আশীর্বাদ করেন, সে আশিসপ্রাপ্ত হয়, ও যাকে অভিশাপ দেন, সে অভিশপ্ত হয়।'

[৭] মোয়াবের প্রবীণেরা ও মিদিয়ানের প্রবীণেরা মন্ত্রের জন্য মজুরি সঙ্গে করে রওনা হল, এবং বালায়ামের কাছে এসে পৌঁছে তাকে বালাকের কথা জানাল। [৮] সে তাদের বলল, 'তোমরা এখানে রাত কাটাও; আর প্রভু আমাকে যা বলবেন, সেই অনুসারে আমি তোমাদের উত্তর দেব।' তাই মোয়াবের নেতারা বালায়ামের কাছে রাত কাটাল। [৯] তখন এমনটি ঘটল যে, পরমেশ্বর বালায়ামকে এসে বললেন, 'তোমার কাছে আছে এই যে লোকেরা, তারা কে?' [১০] উত্তরে বালায়াম পরমেশ্বরকে বলল, 'মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের সন্তান বালাক আমার কাছে বলে পাঠালেন: [১১] দেখ, মিশর থেকে ওই যে জাতি বেরিয়ে এসেছে, তারা পৃথিবী আচ্ছন্ন করছে। এখন তুমি এসে আমার জন্য তাদের অভিশাপ দাও; হয় তো আমি তাদের পরাজিত করে দূর করে দিতে পারব।' [১২] পরমেশ্বর বালায়ামকে বললেন, 'তুমি এদের সঙ্গে যাবে না, সেই জাতিকে অভিশাপ দেবে না, কেননা তারা আশীর্বাদমণ্ডিত।' [১৩] বালায়াম সকালে উঠে বালাকের নেতাদের বলল, 'তোমরা তোমাদের দেশে চলে যাও, কেননা আমি তোমাদের সঙ্গে যাব, এতে প্রভু বারণ দিলেন।' [১৪] তাই মোয়াবের নেতারা উঠে বালাককে গিয়ে বলল, 'বালায়াম আমাদের সঙ্গে আসতে রাজি হলেন না।'

[১৫] তখন বালাক আবার তাদের চেয়ে বহুসংখ্যক ও সম্ভ্রান্ত নেতাদের পাঠালেন। [১৬] তারা বালায়ামের কাছে এসে তাকে বলল, 'সিপ্পোরের সন্তান বালাক একথা

বলছেন: আপনার দোহাই, আমার কাছে আসবার জন্য কিছুই যেন আপনাকে বাধা না দেয়; [১৭] কেননা আমি আপনাকে মহা সম্মান দেখাব। আপনি আমাকে যা কিছু বলবেন, আমি তা সবই করব; অতএব, আপনার দোহাই, আপনি এসে আমার জন্য সেই জনগণকে অভিশাপ দেন।' [১৮] বালায়াম বালাকের দূতদের এই উত্তর দিল: 'যদিও বালাক রুপো ও সোনায় ভরা তার নিজের গৃহ আমাকে দেন, তবুও আমি অল্প বা বেশি কিছু করার জন্য আমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারব না। [১৯] কিন্তু তবুও তোমরাও এখানে রাত কাটাও, প্রভু আমাকে আর কী বলবেন, তা যেন আমি জানতে পারি।' [২০] রাত্রিকালে পরমেশ্বর বালায়ামের কাছে এসে তাকে বললেন, 'ওই লোকেরা যখন তোমাকে ডাকতে এসেছে, তখন তুমি ওঠ, তাদের সঙ্গে যাও; কিন্তু আমি তোমাকে যা করতে বলব, তুমি শুধু তা-ই করবে।' [২১] বালায়াম সকালে উঠে তার গাধী সাজিয়ে মোয়াবের নেতাদের সঙ্গে রওনা হল।

বালায়ামের গাধী

[২২] কিন্তু তার যাওয়ায় পরমেশ্বরের ক্রোধ জ্বলে উঠল, এবং প্রভুর দূত তাকে বাধা দেবার জন্য পথে দাঁড়ালেন। সে তার আপন গাধীর পিঠে চড়ে যাচ্ছিল, আর তার দুই দাস তার সঙ্গে ছিল। [২৩] গাধীটা দেখল, প্রভুর দূত নিষ্কোষিত খড়্গ হাতে করে পথে দাঁড়িয়ে আছেন, তাই গাধীটা পথ ছেড়ে মাঠে যেতে লাগল; তাতে বালায়াম গাধীকে পথে আনবার জন্য তাকে মারল। [২৪] তখন প্রভুর দূত দুই আঙুরখেতের এমন গলি-পথে দাঁড়ালেন, যার এপাশেও প্রাচীর ছিল, ওপাশেও প্রাচীর ছিল। [২৫] গাধীটা প্রভুর দূত দেখে প্রাচীরের গা ঘেঁষে গেল, আর প্রাচীরে বালায়ামের পায়ে ঘষা লাগল; তাতে সে আবার তাকে মারল। [২৬] প্রভুর দূত আর একটু এগিয়ে গিয়ে ডানে বা বামে ফেরার পথ নেই এমন এক চাপা জায়গায় দাঁড়ালেন। [২৭] গাধীটা প্রভুর দূত দেখে বালায়ামের নিচে মাটিতে বসে পড়ল; ক্রোধে জ্বলে উঠে বালায়াম গাধীকে লাঠি দিয়ে মারল। [২৮] তখন প্রভু গাধীটার মুখ খুলে দিলেন, এবং সে বালায়ামকে বলল, 'আমি তোমাকে এমন কী করেছি যে, তুমি এই তিনবার আমাকে মেরেছ?' [২৯] বালায়াম উত্তরে গাধীকে বলল, 'তুমি তো আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছ! আমার হাতে যদি খড়্গ থাকত আমি এখনই তোমাকে মেরে ফেলতাম।' [৩০] গাধীটা

বালায়ামকে বলল, ‘তুমি জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যার পিঠে চড়ে থাক, আমি কি তোমার সেই গাধী নই? আমি তোমার প্রতি কি এইভাবে কখনও ব্যবহার করেছি?’ সে উত্তর দিল, ‘না।’ [৩১] তখন প্রভু বালায়ামের চোখ খুলে দিলেন, আর সে দেখল, প্রভুর দূত নিষ্কোষিত খড়্গ হাতে করে পথে দাঁড়িয়ে আছেন; তখন সে মাথা নত করে উপুড় হয়ে পড়ল। [৩২] প্রভুর দূত তাকে বললেন, ‘তুমি এই তিনবার তোমার গাধীকে কেন মেরেছ? দেখ, আমি নিজেই তোমার পথে বাধা দেবার জন্য বেরিয়েছি; আমি যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ তোমার পথ রুদ্ধ। [৩৩] গাধী আমাকে দেখে এই তিনবার আমার সামনে থেকে অন্য দিকে ঘুরে গেল; সে যদি আমার সামনে থেকে অন্য দিকে ঘুরে না যেত, তবে আমি নিশ্চয় তোমাকে বধ করতাম আর একে বাঁচিয়ে রাখতাম।’ [৩৪] বালায়াম প্রভুর দূতকে বলল, ‘আমি পাপ করেছি! আমি তো জানতাম না যে, আমার যাওয়াটা বন্ধ করার জন্য আপনি পথে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমার এই কাজে যদি আপনার অসন্তোষ হয়, তবে আমি ফিরে যাব।’ [৩৫] প্রভুর দূত বালায়ামকে বললেন, ‘ওই লোকদের সঙ্গে যাও, কিন্তু আমি তোমাকে যা বলব, তুমি শুধু তা-ই বলবে।’ তাই বালায়াম বালাকের নেতাদের সঙ্গে গেল।

[৩৬] বালায়াম আসছে শুনে বালাক তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইর-মোয়াবে গেলেন; তা দেশের সীমানার প্রান্তে, আর্নোনের সীমানায় অবস্থিত শহর। [৩৭] বালাক বালায়ামকে বললেন, ‘আমি আপনাকে ডাকিয়ে আনবার জন্য কি লোক পাঠিয়ে সাধাসাধি করিনি? আপনি আমার কাছে কেন আসেননি? আমি কি আপনাকে সম্মান দেখাতে অসমর্থ?’ [৩৮] বালায়াম বালাককে বলল, ‘এই যে, আমি আপনার কাছে এলাম; কিন্তু যে কোন কথা বলার ক্ষমতা আমার এখন আছে কি? পরমেশ্বর আমার মুখে যে বাণী দেন, তা-ই বলব।’ [৩৯] বালায়াম বালাকের সঙ্গে গেল, আর তাঁরা কিরিয়াথ-হুসোতে গিয়ে পৌঁছলেন। [৪০] বালাক কতগুলো বলদ ও ভেড়া বলিদান করে সেগুলোর মাংস বালায়ামের কাছে ও সেই নেতাদেরও কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যারা তার সঙ্গে ছিল।

[৪১] সকালে বালাক বালায়ামকে নিলেন, ও তাঁকে বামোথ-বায়ালে আনলেন; সেখান থেকে জনগণের শিবিরের প্রান্তভাগ দেখা যেত।

২৩ [১] বালায়াম বালাককে বলল, ‘এখানে আমার জন্য সাতটা বেদি গাঁথুন, ও এখানে আমার জন্য সাতটা বাছুর ও সাতটা ভেড়ার আয়োজন করুন।’ [২] বালাক বালায়ামের কথামত ঠিক তাই করলেন; এবং বালাক ও বালায়াম এক একটা বেদিতে একটা করে বাছুর ও একটা করে ভেড়া উৎসর্গ করলেন। [৩] পরে বালায়াম বালাককে বলল, ‘আপনার আহুতিবলির কাছে দাঁড়িয়ে থাকুন; আমি যাব; হয় তো প্রভু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন; তিনি আমাকে যা দেখাবেন, তা আমি আপনাকে বলব।’ সে শুষ্ক একটা পাহাড়ে গিয়ে উঠল।

বালায়ামের বিবিধ দৈবোক্তি

[৪] পরমেশ্বর বালায়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, আর সে তাঁকে বলল: ‘আমি সেই সাতটা বেদি প্রস্তুত করেছি, আর এক একটা বেদিতে একটা করে বাছুর ও একটা করে ভেড়া উৎসর্গ করেছি।’ [৫] তখন প্রভু বালায়ামের মুখে একটি বাণী দিলেন ও তাকে বললেন, ‘বালাকের কাছে ফিরে গিয়ে এইভাবে কথা বল।’ [৬] তাই সে তাঁর কাছে ফিরে গেল; বালাক তখনও মোয়াবের নেতাদের সঙ্গে তাঁর আহুতিবলির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। [৭] তখন বালায়াম এই বলে তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:

‘আরাম থেকেই বালাক আমাকে আনালেন,
প্রাচ্য পর্বতমালা থেকেই মোয়াব-রাজ আমাকে আনালেন;
এসো, আমার জন্য যাকোবকে অভিশাপ দাও;
এসো, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আন।
[৮] ঈশ্বর অভিশাপ না দিলে কেমন করে আমি অভিশাপ দেব?
প্রভু অভিযোগ না আনলে কেমন করে আমি অভিযোগ আনব?
[৯] হ্যাঁ, আমি শৈলের চূড়া থেকে তাকে দেখতে পাচ্ছি;
দেখ, গিরিমালা থেকে তাকে প্রত্যক্ষ করছি;
দেখ, এমন জনগণ, যারা স্বতন্ত্রই বাস করে,
জাতিগুলির মধ্যে যারা গণ্য নয়।
[১০] যাকোবের ধূলিকণা কে গণনা করতে পারে?

ইস্রায়েলের বালুকণা কে গুনতে পারে?
ধার্মিকের মৃত্যুর মতই হোক আমার মৃত্যু,
তাদের পরিণামের মতই হোক আমার পরিণাম।'

[১১] তখন বালাক বালায়ামকে বললেন, 'আমার প্রতি আপনি এ কি করলেন? আমার শত্রুদের অভিশাপ দেবার জন্যই আমি আপনাকে আনিয়েছিলাম; অথচ দেখুন, আপনি তাদের আশীর্বাদই করলেন!' [১২] সে উত্তরে বলল, 'প্রভু আমার মুখে যে কথা দেন, সতর্ক হয়ে তা-ই উচ্চারণ করা কি আমার উচিত নয়?' [১৩] বালাক বললেন, 'আপনার দোহাই, আমার সঙ্গে অন্য এমন জায়গায় আসুন, যেখান থেকে তাদের দেখতে পাবেন; এখানে আপনি কেবল তাদের প্রান্তভাগ দেখতে পাচ্ছেন, সবই দেখতে পাচ্ছেন না; সেই জায়গা থেকেই আমার জন্য তাদের অভিশাপ দেন।'

[১৪] বালাক তাকে পিস্গার চূড়ায়, সোফিমের মাঠে নিয়ে গিয়ে সেখানে সাতটা বেদি গাঁথলেন, এবং এক একটা বেদিতে একটা করে বাছুর ও একটা করে ভেড়া উৎসর্গ করলেন। [১৫] বালায়াম তাঁকে বলল, 'যতক্ষণ সেই জায়গায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না ঘটে, ততক্ষণ আপনি এখানে আপনার আহুতিবলির কাছে দাঁড়িয়ে থাকুন।' [১৬] প্রভু বালায়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে তার মুখে একটি বাণী দিলেন ও তাকে বললেন, 'বালাকের কাছে ফিরে গিয়ে এইভাবে কথা বল।' [১৭] তাই সে তাঁর কাছে ফিরে গেল; বালাক তখনও মোয়াবের নেতাদের সঙ্গে তাঁর আহুতিবলির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বালাক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু কী বললেন? [১৮] তখন বালায়াম এই বলে তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:

'ওঠ, বালাক, এবার শোন;
হে সিপ্পোরের সন্তান, আমার কথায় কান দাও;
[১৯] ঈশ্বর তো মানুষ নন যে মিথ্যা বলবেন!
তিনি তো আদমসন্তান নন যে নিজের মন পাল্টাবেন;
তিনিই কি ব'লে তা সাধন করেন না?
তিনিই কি ব'লে তার সিদ্ধি ঘটান না?
[২০] দেখ, আমি আশীর্বাদ করতেই আজ্ঞা পেলাম,

তিনি আশীর্বাদ করেছেন, আমি তা ফেরাতে অক্ষম।
[২১] যাকোবে কোন শঠতা দেখা যাচ্ছে না,
ইস্রায়েলে কোন অপরাধ ধরা পড়ছে না;
তার পরমেশ্বর প্রভু তার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন,
রাজার জয়ধ্বনি তারই মাঝে রয়েছে।
[২২] ঈশ্বর মিশর থেকে তাকে বের করে এনেছেন;
তাতে সে বৃষের শক্তির অধিকারী!
[২৩] কেননা যাকোবে কোন মায়াবল নেই,
ইস্রায়েলে কোন মন্ত্র নেই:
যথাসময় যাকোবের ও ইস্রায়েলের বিষয়ে বলা হবে:
পরমেশ্বর কী না সাধন করেছেন!
[২৪] দেখ, এমন জনগণ, যারা সিংহীর মত উঠছে,
তারা সিংহের মত নিজেদের উত্তোলন করছে;
তারা শুয়ে পড়ে না, যতক্ষণ তাদের শিকার গ্রাস না করে,
যতক্ষণ নিহতদের রক্ত পান না করে।’

[২৫] বালাক বালায়ামকে বললেন, ‘আপনি যখন ওদের মোটেই অভিশাপ দিচ্ছেন না, তখন কমপক্ষে ওদের যেন আশীর্বাদ না করেন!’ [২৬] বালায়াম উত্তরে বালাককে বলল, ‘আমি কি আপনাকে বলিনি যে, প্রভু আমাকে যা কিছু বলবেন, আমি তা-ই বলব?’

[২৭] বালাক বালায়ামকে বললেন, ‘আপনার দোহাই, আমি আপনাকে অন্য এক জায়গায় নিয়ে যাই; হয় তো পরমেশ্বর এতে প্রীত হবেন যে, সেখান থেকেই আপনি আমার জন্য তাদের অভিশাপ দেবেন।’ [২৮] তাই বালাক বালায়ামকে পেওর-চূড়ায় নিয়ে গেলেন; জায়গাটি মরুভূমির সামনে অবস্থিত। [২৯] বালায়াম বালাককে বলল, ‘এখানে আমার জন্য সাতটা বেদি গাঁথুন, ও এখানে আমার জন্য সাতটা বাছুর ও সাতটা ভেড়ার আয়োজন করুন।’ [৩০] বালাক বালায়ামের কথামত ঠিক তাই করলেন; এবং এক একটা বেদিতে একটা করে বাছুর ও একটা করে ভেড়া উৎসর্গ করলেন।

২৪ [১] বালায়াম তখন দেখল, ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ করায়ই প্রভু প্রীত। আগের মত
সে জাদুমন্ত্রের দিকে আর না ফিরে মরুপ্রান্তরের দিকেই বরং মুখ ফেরাল। [২] বালায়াম
চোখ তুলে দেখল, ইস্রায়েলের গোষ্ঠী অনুসারে তাঁবুগুলো খাটানো রয়েছে; আর তখন
পরমেশ্বরের আত্মা তার উপর নেমে এল। [৩] সে এই বলে তার দৈববাণী দিতে শুরু
করল:

'বেয়োরের সন্তান বালায়ামের উক্তি,
তীক্ষ্ণ চোখ-মানুষের উক্তি;
[৪] ঈশ্বরের বাণী-শ্রোতার উক্তি:
সে সর্বশক্তিমানের দর্শনের দর্শক,
সমাধিমগ্ন হলে তার চোখের আবরণ সরে যায়।
[৫] যাকোব, তোমার তাঁবুগুলো,
ইস্রায়েল, তোমার আবাসগুলো কেমন মনোরম।
[৬] সেগুলো প্রসারিত উপত্যকার মত,
নদীর কূলে উদ্যানের মত,
প্রভুর রোপিত অগুরুগাছের মত,
জলাশয়ের ধারে এরসগাছের মত।
[৭] তার কলস থেকে উথলে পড়বে জল,
অপর্যাপ্ত জলে সিক্ত হবে তার বীজ,
তার রাজা আগাগের চেয়েও শক্তিশালী হবেন,
তার রাজ্য সঙ্কীর্তিত হবে।
[৮] ঈশ্বর তাকে মিশর থেকে বের করে এনেছেন,
সে একটা বৃষের মত শক্তিশালী;
সে আপন বিপক্ষ জাতিগুলোকে গ্রাস করে,
তাদের অস্থি চূর্ণবিচূর্ণ করে,
আপন তীর দিয়ে তাদের ভেদ করে।

[৯] সে শুয়ে প'ড়ে পা গুটিয়ে বসল একটা সিংহের মত,
একটা সিংহীরই মত—তাকে ওঠাবে, এমন সাহস কার?
যে তোমাকে আশীর্বাদ করে, সে আশিসপ্রাপ্ত হোক,
যে তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হোক।'

[১০] তখন বালায়ামের উপরে বালাকের ক্রোধ জ্বলে উঠল; তিনি হাতে হাত ঘষে বালায়ামকে বললেন, 'আমার শত্রুদের অভিশাপ দেবার জন্যই আমি আপনাকে নিয়ে এসেছিলাম, আর দেখুন, এই তিন তিনবারই আপনি সবদিক দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছেন। [১১] এখন আপনার অঞ্চলে চলেই যান! আমি বলেছিলাম, আপনাকে বহু বহু গৌরব দান করব, কিন্তু দেখুন, প্রভু আপনাকে সেই গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছেন।' [১২] উত্তরে বালায়াম বালাককে বলল, 'আমি কি আপনার পাঠানো দূতদের সামনেই বলিনি যে, [১৩] যদিও বালাক সোনা-রুপোয় ভরা তাঁর নিজের গৃহ আমাকে দেন, তবু আমি নিজের ইচ্ছামতই ভাল কি মন্দের জন্য প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারি না: প্রভু যা বলবেন, আমি তা-ই বলব? [১৪] এখন দেখুন, আমি আমার স্বজাতীয়দের কাছে ফিরে যাচ্ছি; তাই আসুন, এই জাতি ভাবীকালে আপনার জাতির প্রতি যে কী করবে, তা আপনাকে জানিয়ে দিই।' [১৫] সে এই বলে তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:

'বেয়োরের সন্তান বালায়ামের উক্তি,
তীক্ষ্ণ চোখ-মানুষের উক্তি;
[১৬] ঈশ্বরের বাণী-শ্রোতার উক্তি,
পরাৎপরের জ্ঞানের অংশীদারের উক্তি:
সে সর্বশক্তিমানের দর্শনের দর্শক,
সমাধিমগ্ন হলে তার চোখের আবরণ সরে যায়।
[১৭] আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু এখন নয়,
আমি তাঁর দর্শন পাচ্ছি—কিন্তু কাছাকাছি নয়;
যাকোব থেকে একটি তারা উদিত হচ্ছে,
ইস্রায়েল থেকে একটি রাজদণ্ড উৎপন্ন হচ্ছে,

তা মোয়াবের কপালের দুই পাশ ভেঙে দেবে,
সেথ-সন্তানদের খুলি চূর্ণ করবে।
[১৮] এদোম হবে তাঁর জয়ের অধিকার,
তাঁর শত্রু সেইরও হবে তাঁর জয়ের অধিকার,
যখন ইস্রায়েল আপন বীর্য দেখাবে!
[১৯] যাকোবের কে যেন একজন আপন শত্রুদের উপর প্রভুত্ব করবেন
এবং আরে যারা রক্ষা পেয়েছে, তাদের বিনাশ করবেন।’

[২০] পরে সে আমালেককে দেখতে পেয়ে তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:
‘আমালেক জাতিগুলির মধ্যে প্রথমই ছিল,
কিন্তু এর শেষ দশা হবে বিনাশ!’

[২১] পরে সে কেনীয়দের দেখতে পেয়ে তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:
‘হে কাইন, তোমার নিবাস নিরাপদ বটে,
তোমার নীড়ও শৈলে স্থাপিত,
[২২] অথচ তা অবক্ষয়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে,
আর শেষে আশুর তোমাকে বন্দি করে নিয়ে যাবে।’

[২৩] সে আবার তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:
‘হায় হায়! প্রভু তেমনটি করলে পর কে বেঁচে থাকবে?
[২৪] কিত্তিমের তীর থেকে জাহাজ আসবে,
তারা আশুরকে অত্যাচার করবে, এবেরকেও অত্যাচার করবে,
কিন্তু তারও বিনাশ ঘটবে।’

[২৫] পরে বালায়াম উঠে তার নিজের অঞ্চলে ফিরে গেল, বালাকও তাঁর নিজের পথে চলে গেলেন।

পেওরে ইস্রায়েলের বিশ্বাসঘাতকতা

২৫ [১] ইস্রায়েল শিত্তিমে বসতি করল, আর লোকেরা মোয়াবীয় মেয়েদের সঙ্গে
অবৈধ ভাবে আচরণ করতে শুরু করল। [২] সেই মেয়েরা জনগণকে তাদের
দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বলিদানে নিমন্ত্রণ করল, আর লোকেরা প্রসাদ গ্রহণ
করল ও তাদের দেবতাদের সামনে প্রণিপাত করল। [৩] ইস্রায়েল বায়াল-পেওরের
প্রতি আসক্ত হতে লাগল আর তখন ইস্রায়েলের উপর পরমেশ্বরের ক্রোধ জ্বলে উঠল।
[৪] প্রভু মোশিকে বললেন, 'জনগণের সমস্ত নেতাদের সঙ্গে নিয়ে প্রভুর উদ্দেশে
রোদের নিচে ওদের ঝুলাও, যেন প্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ ইস্রায়েল থেকে সরে
যায়।' [৫] মোশি ইস্রায়েলের বিচারকদের বললেন, 'তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের
লোকদের মধ্যে যারা বায়াল-পেওরের প্রতি আসক্ত, তাদের বধ কর।'

[৬] মোশি ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে
হাহাকার করছিলেন এমন সময় তাঁদের চোখের সামনে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে একটি
পুরুষলোক তার ভাইদের কাছে মিদিয়ানীয়া একটি স্ত্রীলোককে আনছিল। [৭] তা দেখে
আরোন যাজকের পৌত্র এলেয়াজারের সন্তান ফিনেয়াস জনমণ্ডলীর মধ্য থেকে উঠে
হাতে বর্শা নিলেন, [৮] ও সেই ইস্রায়েলীয় লোকের পিছু পিছু কুটিরে ঢুকে ওই দু'জনের
—সেই ইস্রায়েলীয় পুরুষলোকের ও সেই স্ত্রীলোকের পেটে বিঁধিয়ে দিলেন; তখন
ইস্রায়েলের মধ্যে মড়ক থেমে গেল। [৯] যারা ওই মড়কের আঘাতে মারা পড়েছিল,
তাদের সংখ্যা চব্বিশ হাজার।

[১০] প্রভু মোশিকে বললেন, [১১] 'জনগণের মধ্যে আমার পক্ষে ধর্মাগ্রহ প্রকাশ
করেছে বিধায় আরোন যাজকের পৌত্র এলেয়াজারের সন্তান ফিনেয়াস ইস্রায়েল
সন্তানদের মধ্য থেকে আমার ক্রোধ সরিয়ে দিয়েছে; এজন্য আমি অন্তর্জ্বালায় ইস্রায়েল
সন্তানদের সংহার করলাম না। [১২] সুতরাং তুমি একথা বল: দেখ, আমি তার সঙ্গে
আমার শান্তি-সন্ধি স্থাপন করছি, [১৩] তা তার পক্ষে ও তার ভাবী বংশের পক্ষে
চিরস্থায়ী যাজকত্বেরই সন্ধি হবে; কেননা সে তার আপন পরমেশ্বরের পক্ষে ধর্মাগ্রহ
প্রকাশ করেছে ও ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন
করেছে।' [১৪] ইস্রায়েলীয় যে পুরুষলোককে মিদিয়ানীয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে বধ করা

হয়েছিল, তার নাম ছিল জিম্রি, সে ছিল সালুর ছেলে; সে শিমেয়োনীয়দের এক পিতৃকুলের জনপ্রধান ছিল। [১৫] আর যে স্ত্রীলোককে বধ করা হয়েছিল, সেই মিদিয়ানীয়ার নাম ছিল কজ্‌বি, সে ছিল সূরের মেয়ে; ওই সূর মিদিয়ানের মধ্যে কোন এক কুলের লোকদের জনপ্রধান ছিল।

[১৬] প্রভু মোশিকে বললেন, [১৭] 'মিদিয়ানীয়দের তুমি শত্রু মনে কর, তাদের মেরে ফেল, [১৮] কারণ পেওরের ব্যাপারে ও কজ্‌বির ব্যাপারে ছলনায়ই তোমাদের প্রবঞ্চনা করে তারা শত্রুর মতই তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। হ্যাঁ, সেই কজ্‌বি, সে তো ছিল তাদের বোন, মিদিয়ানীয় একজন জনপ্রধানের মেয়ে; তাকে মড়কের দিনে বধ করা হয়েছে, আর সেই মড়ক ঘটেছিল পেওরের ব্যাপারের জন্য!'

দ্বিতীয় লোকগণনা

২৬ [১] সেই মড়কের পরে প্রভু মোশিকে ও আরোনের সন্তান এলেয়াজার যাজককে বললেন, [২] 'ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর মধ্যে নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে, ইস্রায়েলে কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যত পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তাদের গণনা কর।' [৩] তাই মোশি ও এলেয়াজার যাজক যেরিখোর এলাকায় যর্দনের ধারে মোয়াবের নিম্নভূমিতে তাদের বললেন, [৪] 'কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের লোকদের গণনা করা হোক, যেমন প্রভু মোশি ও ইস্রায়েলীয়দের আজ্ঞা করেছিলেন যখন তারা মিশর দেশ ছেড়ে চলে এসেছিল।'

যে ইস্রায়েল সন্তানেরা মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তারা এ:

[৫] রুবেন ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র; রুবেনের সন্তানেরা: হানোখ থেকে হানোখীয় গোত্র; পাল্লু থেকে পাল্লুয়ীয় গোত্র; [৬] হেস্রোন থেকে হেস্রোনীয় গোত্র; কার্মি থেকে কার্মীয় গোত্র। [৭] এরা রুবেনীয় গোত্র; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক তেতাল্লিশ হাজার সাতশ' ত্রিশজন।

[৮] পাল্লুর সন্তান এলিয়াব; [৯] এলিয়াবের সন্তানেরা: নামুয়েল, দাথান ও আবিরাম; এরা জনমণ্ডলীর সভাসদ সেই দাথান ও আবিরাম, যারা, যখন কোরাহ্‌র দল প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, তখন সেই দলের সঙ্গে মোশির ও আরোনের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করল। [১০] ভূমি মুখ খুলে তাদের ও কোরাহ্‌-কে গ্রাস করল, যখন সেই দল মারা পড়ল ও আগুন দু'শো পঞ্চাশজন মানুষকে গ্রাস করল; তারা এমন মানুষ, যারা চিহ্ন স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। [১১] কিন্তু কোরাহ্‌র ছেলেরা সেসময়ে মরেনি।

[১২] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে শিমেয়োনের সন্তানেরা: নেমুয়েল থেকে নেমুয়েলীয় গোত্র; যামিন থেকে যামিনীয় গোত্র; যাখিন থেকে যাখিনীয় গোত্র; [১৩] জেরাহ্‌ থেকে জেরাহীয় গোত্র; শৌল থেকে শৌলীয় গোত্র। [১৪] এরা শিমেয়োনীয় গোত্র; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক বাইশ হাজার দু'শো জন।

[১৫] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে গাদের সন্তানেরা: সেফোন থেকে সেফোনীয় গোত্র; হাগ্গি থেকে হাগ্গীয় গোত্র; শুনি থেকে শুনীয় গোত্র; [১৬] ওজ্‌নি থেকে ওজ্‌নীয় গোত্র; এরি থেকে এরীয় গোত্র; [১৭] আরোদ থেকে আরোদীয় গোত্র; আরেলি থেকে আরেলীয় গোত্র। [১৮] এরা গাদীয় গোত্র; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক চল্লিশ হাজার পাঁচশ'জন।

[১৯] যুদার সন্তানেরা: এর ও ওনান। এর ও ওনান কানান দেশে মরেছিল। [২০] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এরা যুদার সন্তানেরা: শেলা থেকে শেলায়ীয় গোত্র; পেরেস থেকে পেরেসীয় গোত্র; জেরাহ্‌ থেকে জেরাহীয় গোত্র। [২১] পেরেসের সন্তানেরা ছিল হেস্রোন থেকে হেস্রোনীয় গোত্র; হামুল থেকে হামুলীয় গোত্র। [২২] এরা যুদার গোত্র; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশ'জন।

[২৩] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে ইসাখারের সন্তানেরা: তোলা থেকে তোলায়ীয় গোত্র; পুবা থেকে পুবায়ীয় গোত্র; [২৪] যাশুব থেকে যাশুবীয় গোত্র; শিম্রোন থেকে শিম্রোনীয় গোত্র। [২৫] এরা ইসাখারের গোত্র; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক চৌষট্টি হাজার তিনশ'জন।

[২৬] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে জাবুলোনের সন্তানেরা: সেরেদ থেকে সেরেদীয় গোত্র; এলোন থেকে এলোনীয় গোত্র; যাহ্লেল থেকে যাহ্লেলীয় গোত্র। [২৭] এরা জাবুলোনের গোত্র; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক ষাট হাজার পাঁচশ'জন।

[২৮] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে যোসেফের সন্তান: মানাশে ও এফ্রাইম। [২৯] মানাশের সন্তানেরা: মাখির থেকে মাখিরীয় গোত্র; মাখির গিলেয়াদের পিতা;

গিলেয়াদ থেকে গিলেয়াদীয় গোত্র। [৩০] এরা গিলেয়াদের সন্তানেরা: ইয়েজের থেকে ইয়েজেরীয় গোত্র; হেলেক থেকে হেলেকীয় গোত্র; [৩১] আস্রিয়েল থেকে আস্রিয়েলীয় গোত্র; শিখেম থেকে শিখেমীয় গোত্র; [৩২] শেমিদা থেকে শেমিদায়ীয় গোত্র; হেফের থেকে হেফেরীয় গোত্র। [৩৩] হেফেরের সন্তান যে সেলোফ্‌হাদ, তার কোন ছেলে ছিল না, কেবল মেয়ে ছিল; সেই সেলোফ্‌হাদের মেয়েদের নাম মাহ্লা, নোয়া, হগ্লা, মিল্কা ও তির্সা। [৩৪] এরা মানাশের গোত্র; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক বাহান্ন হাজার সাতশ'জন।

[৩৫] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এরা এফ্রাইমের সন্তানেরা: শুথেলাহ্ থেকে শুথেলাহীয় গোত্র; বেখের থেকে বেখেরীয় গোত্র; তাহান থেকে তাহানীয় গোত্র। [৩৬] এরা শুথেলাহ্‌র সন্তান: এরান থেকে এরানীয় গোত্র। [৩৭] এরা এফ্রাইমের গোত্র; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক বত্রিশ হাজার পাঁচশ'জন; নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এরা যোসেফের সন্তান।

[৩৮] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে বেঞ্জামিনের সন্তানেরা: বেলা থেকে বেলায়ীয় গোত্র; আশবেল থেকে আশবেলীয় গোত্র; আহিরাম থেকে আহিরামীয় গোত্র; [৩৯] শেফুফাম থেকে শেফুফামীয় গোত্র; হুফাম থেকে হুফামীয় গোত্র। [৪০] বেলার সন্তানেরা ছিল আর্দ্ ও নামান: আর্দ্ থেকে আর্দীয় গোত্র; নামান থেকে নামানীয় গোত্র। [৪১] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এরা বেঞ্জামিনের সন্তান; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক পঁয়তাল্লিশ হাজার ছ'শো জন।

[৪২] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এরা দানের সন্তানেরা: শুহাম থেকে শুহামীয় গোত্র; নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এরা দানের গোত্র। [৪৩] শুহামীয় সমস্ত গোত্রের তালিকাভুক্ত লোক চৌষট্টি হাজার চারশ'জন।

[৪৪] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে আশেরের সন্তানেরা: ইম্না থেকে ইম্নায়ীয় গোত্র; ইশ্‌ভি থেকে ইশ্‌ভীয় গোত্র; বেরিয়া থেকে বেরিয়ায়ীয় গোত্র। [৪৫] বেরিয়ার সন্তানদের থেকে: হেবের থেকে হেবেরীয় গোত্র; মাল্কিয়েল থেকে মাল্কিয়েলীয় গোত্র। [৪৬] আশেরের মেয়ের নাম সেরাহ্। [৪৭] এরা আশেরের গোত্র: এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক তিপ্পান্ন হাজার চারশ'জন।

[৪৮] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে নেফ্তালির সন্তানেরা: যাহ্‌ৎসিয়েল থেকে যাহ্‌ৎসিয়েলীয় গোত্র; গুনি থেকে গুনীয় গোত্র; [৪৯] যেসের থেকে যেসেরীয় গোত্র; শিল্লেম থেকে শিল্লেমীয় গোত্র। [৫০] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এরা নেফ্তালির গোত্র; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক পঁয়তাল্লিশ হাজার চারশ'জন।

[৫১] ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে তালিকাভুক্ত এই সকল লোকের সংখ্যা ছ'লক্ষ এক হাজার সাতশ' ত্রিশ।

[৫২] প্রভু মোশিকে বললেন, [৫৩] 'নাম-সংখ্যা অনুসারে তাদের আপন উত্তরাধিকার হবার জন্য দেশ বিভক্ত হোক। [৫৪] যার লোক বেশি, তুমি তাকে উত্তরাধিকার রূপে বেশি দেবে, ও যার লোক অল্প, তাকে উত্তরাধিকার রূপে অল্প দেবে: লোকগণনা অনুসারেই যাকে যার উত্তরাধিকার দেওয়া হোক। [৫৫] কিন্তু তবুও দেশ গুলিবাঁট ক্রমেই বিভক্ত হবে; তারা নিজ নিজ পিতৃবংশের নাম অনুসারে উত্তরাধিকার পাবে। [৫৬] উত্তরাধিকার গুলিবাঁট ক্রমে ছোট বড় সকল গোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত হবে।'

লেবীয়দের দ্বিতীয় লোকগণনা

[৫৭] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে লেবীয়দের মধ্যে গণিত লোক এ: গের্শোন থেকে গের্শোনীয় গোত্র; কেহাথ থেকে কেহাথীয় গোত্র; মেরারি থেকে মেরারীয় গোত্র। [৫৮] এরা লেবির গোত্রগুলো: লিব্নীয় গোত্র, হেব্রোনীয় গোত্র, মাহ্লীয় গোত্র, মুশীয় গোত্র, কোরাহ্‌র গোত্র। কেহাথ আম্রামের পিতা; [৫৯] আম্রামের স্ত্রীর নাম যোকেবেদ: তিনি লেবির মেয়ে, মিশরে লেবির ঔরসে তাঁর জন্ম হয়; তিনি আম্রামের ঘরে আরোন, মোশি ও তাঁদের বোন মরিয়মকে প্রসব করলেন। [৬০] আরোন ছিলেন নাদাব ও আবিহুর, এবং এলেয়াজার ও ইথামারের পিতা। [৬১] কিন্তু প্রভুর সামনে অবৈধ আগুন নিবেদন করায় নাদাব ও আবিহু মারা পড়েন। [৬২] সবসমেত তালিকাভুক্ত লোকদের সংখ্যা হল তেইশ হাজার: এরা সকলে পুরুষলোক, এদের বয়স ছিল এক মাস ও তার উর্ধ্বে। ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে তাদের কোনও স্বত্বাধিকার না দেওয়ায় তারা ইস্রায়েল সন্তানদের লোকগণনার মধ্যে গণিত হয়নি।

[৬৩] এই সকল লোক মোশি ও এলেয়াজার যাজক দ্বারা তালিকাভুক্ত হল। তাঁরা যেরিখোর এলাকায় যর্দনের ধারে মোয়াবের নিম্নভূমিতে ইস্রায়েল সন্তানদের লোকগণনা

করলেন। [৬৪] মোশি ও আরোন যাজক যখন সিনাই মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েল সন্তানদের লোকগণনা করেছিলেন, তখন যারা তাঁদের দ্বারা তালিকাভুক্ত হয়েছিল, তাদের একজনও এদের মধ্যে ছিল না; [৬৫] কেননা প্রভু তাদের বিষয়ে বলেছিলেন: 'তারা মরুপ্রান্তরে মরবেই মরবে!' তাদের মধ্যে যেফুন্নির সন্তান কালেব ও নূনের সন্তান যোশুয়া ছাড়া একজনও বেঁচে থাকল না।

স্ত্রীলোকদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার

২৭ [১] যোসেফের সন্তান মানাশের গোষ্ঠীভুক্ত সেলোফ্‌হাদের মেয়েরা এগিয়ে এল: সেলোফ্‌হাদ হেফেরের সন্তান, হেফের গিলেয়াদের সন্তান, গিলেয়াদ মাখিরের সন্তান, মাখির মানাশের সন্তান। সেই মেয়েদের নাম এই: মাহ্লা, নোয়া, হগ্লা, মিল্কা ও তির্সা। [২] তারা মোশির সামনে ও এলেয়াজার যাজকের সামনে এবং নেতাদের ও গোটা জনমণ্ডলীর সামনে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে একথা বলল: [৩] 'আমাদের পিতা মরুপ্রান্তরে মরেছেন; প্রভুর বিরুদ্ধে যারা একজোট হয়েছিল, তাদের দলের লোক ছিলেন না; না, তিনি কোরাহ্‌র সেই দলের লোক ছিলেন না; তাঁর নিজের পাপের কারণেই তিনি পুত্রসন্তান-বিহীন হয়ে মরলেন। [৪] আমাদের পিতার কোন ছেলে হয়নি বিধায় তাঁর গোত্র থেকে তাঁর নাম কেন বিলুপ্ত হবে? আমাদের পিতৃকুলের ভাইদের মধ্যে স্বত্বাধিকার বলে কিছু জমি দিন।'

[৫] মোশি প্রভুর সামনে তাদের ব্যাপার এনে উপস্থিত করলেন, [৬] আর প্রভু মোশিকে বললেন, [৭] 'সেলোফ্‌হাদের মেয়েরা ঠিকই বলছে; তুমি ওদের পিতৃকুলের ভাইদের মধ্যে নিশ্চয় উত্তরাধিকার বলে ওদের কিছু দেবে, ও ওদের পিতার উত্তরাধিকার ওদেরই হাতে হস্তান্তর করবে। [৮] তাছাড়া তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: কেউ যদি কোন ছেলে না রেখে মরে, তবে তোমরা তার উত্তরাধিকার তার মেয়েকেই দেবে। [৯] যদি তার কোন মেয়ে না থাকে, তবে তার উত্তরাধিকার তার ভাইদের দেবে। [১০] যদি তার কোন ভাই না থাকে, তবে তার উত্তরাধিকার জেঠা মশায়দের দেবে; [১১] যদি কোন জেঠা না থাকে, তবে তার উত্তরাধিকার তার গোত্রের মধ্যে

ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কেই দেবে, সে-ই তার অধিকারী হবে। ইস্রায়েল সন্তানদের পক্ষে এ হবে বিচার-বিধি, যেমন প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিলেন।'

জনগণের পরিচালনা-পদে যোশুয়া

[১২] প্রভু মোশিকে বললেন, 'তুমি আবারিমের এই পর্বতে ওঠ ও যে দেশ আমি ইস্রায়েল সন্তানদের দিতে যাচ্ছি, তা দেখ। [১৩] তা দেখলে পর তুমিও তোমার ভাই আরোনের মত তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হবে; [১৪] কেননা সীন মরুপ্রান্তরে যখন জলের ব্যাপারে জনমণ্ডলী আমার সঙ্গে বিবাদ করল ও তোমরা জনগণের চোখে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করনি, তখন তোমরা দু'জনেই আমার প্রতি বিদ্রোহ করলে।' এ হল সীন মরুপ্রান্তরে কাদেশ অঞ্চলে মেরিবার সেই জল।

[১৫] মোশি প্রভুকে বললেন, [১৬] 'সকল প্রাণীর আত্মাদের পরমেশ্বর যিনি, সেই প্রভু জনমণ্ডলীর উপরে এমন একজনকে নিযুক্ত করুন, [১৭] যে তাদের আগে আগে বাইরে যায়, আবার তাদের আগে আগে ভিতরে আসে, এবং তাদের বাইরে নিয়ে যায়, আবার ভিতরে নিয়ে আসে, যেন প্রভুর জনমণ্ডলী পালকবিহীন মেষপালের মত না হয়।' [১৮] প্রভু মোশিকে বললেন, 'তুমি নূনের সন্তান যোশুয়াকে নাও; সে এমন মানুষ, যার অন্তর আত্মার অধিকারী; তুমি তার মাথায় হাত রাখবে, [১৯] এলেয়াজার যাজকের ও গোটা জনমণ্ডলীর সামনে তাকে এনে দাঁড় করাবে, তাদের সাক্ষাতে তাকে তোমার আদেশগুলি দেবে, [২০] এবং তাকে তোমার নিজের কর্তৃত্বের একটা অংশ দেবে, যেন ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী তার প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করে। [২১] সে এলেয়াজার যাজকের সামনে এসে দাঁড়াবে, এবং এলেয়াজার তার জন্য প্রভুর সামনে উরিমের বিচার জিজ্ঞাসা করবে; এরপর সে ও তার সঙ্গে সমস্ত ইস্রায়েল সন্তান ও গোটা জনমণ্ডলী এলেয়াজারের আজ্ঞায় বেরিয়ে যাবে, আবার তার আজ্ঞায় ভিতরে আসবে।' [২২] মোশি প্রভুর আজ্ঞামত কাজ করলেন: তিনি যোশুয়াকে নিয়ে এলেয়াজার যাজকের সামনে ও গোটা জনমণ্ডলীর সামনে এনে দাঁড় করালেন; [২৩] তাঁর মাথায় হাত রাখলেন ও তাঁকে তাঁর সমস্ত আদেশ দিলেন, যেমন প্রভু মোশির মধ্য দিয়ে বলেছিলেন।

বলিদান সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম

২৮ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] ‘তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের এই আজ্ঞা দাও; তাদের বল: তোমরা সতর্ক থাক, যেন অর্ঘ্য, আমার উদ্দেশে সৌরভরূপে আমার অগ্নিদগ্ধ নৈবেদ্যের সেই খাদ্য ঠিক সময়েই আমার কাছে আনা হয়। [৩] তুমি তাদের একথা বলবে: প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে এই সমস্ত কিছু নিবেদন করবে: প্রতিদিন নিত্যাহুতিরূপে এক বছরের দু'টো খুঁতবিহীন মেষশাবক: [৪] প্রথম মেষশাবক সকালে উৎসর্গ করবে, দ্বিতীয় মেষশাবক সন্ধ্যায় উৎসর্গ করবে। [৫] শস্য-নৈবেদ্য রূপে হিনের চার ভাগের এক ভাগ হামানে প্রস্তুত করা তেলে মেশানো এফার দশ ভাগের এক ভাগ ময়দা দেবে। [৬] এ নিত্যাহুতি, যা সিনাই পর্বতে নিবেদিত হয়েছিল: এ অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, প্রভুর উদ্দেশে সৌরভ। [৭] প্রথম মেষশাবকের জন্য পানীয়-নৈবেদ্য হবে হিনের চার ভাগের এক ভাগ; পানীয়-নৈবেদ্যটি তুমি পবিত্রধামের ভিতরেই ঢেলে দেবে: তা প্রভুর উদ্দেশে পরিণত আঙুররস। [৮] দ্বিতীয় মেষশাবক সন্ধ্যায় উৎসর্গ করবে; সেইসঙ্গে এমন নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে, যা সকালের শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্যের মত: এ অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, প্রভুর উদ্দেশে সৌরভ।

[৯] শাব্বাৎ দিনে তুমি এক বছরের দু'টো খুঁতবিহীন মেষশাবক ও শস্য-নৈবেদ্যরূপে তেলে মেশানো এক এফার দশ ভাগের দুই ভাগ ময়দা আর সেইসঙ্গে নিয়মিত পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করবে। [১০] নিত্যাহুতি ও তা সংক্রান্ত পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া এ হল প্রতিটি শাব্বাৎ দিনের শাব্বাৎ-আহুতি।

[১১] তোমাদের প্রতিটি মাসের শুরুতে তোমরা প্রভুর উদ্দেশে আহুতিরূপে খুঁতবিহীন দু'টো বাছুর, একটা ভেড়া ও এক বছরের সাতটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে: [১২] এক একটা বাছুরের জন্য শস্য-নৈবেদ্যরূপে দশ ভাগের তিন তিন ভাগ তেল-মেশানো ময়দা, ভেড়াটার জন্য শস্য-নৈবেদ্যরূপে দশ ভাগের এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দা, [১৩] এবং এক একটা মেষশাবকের জন্য শস্য-নৈবেদ্যরূপে দশ ভাগের এক এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দা নিবেদন করা হবে। এ সুরভিত আহুতি, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য। [১৪] পানীয়-নৈবেদ্যরূপে এক একটা বাছুরের জন্য হিনের অর্ধেক, ভেড়াটার জন্য হিনের তিন ভাগের এক ভাগ, ও এক একটা মেষশাবকের জন্য হিনের

চার ভাগের এক এক ভাগ আঙুররস নিবেদন করা হবে। এ হল বছরের প্রতিটি মাসের মাসিক আহুতি। [১৫] নিত্যাহুতি ও তার পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া, পাপার্থে বলিদান রূপে প্রভুর উদ্দেশে একটা ছাগ নিবেদন করতে হবে।

[১৬] প্রথম মাসে, সেই মাসের চতুর্দশ দিন প্রভুর পাস্কা হবে। [১৭] এই মাসের পঞ্চদশ দিনে উৎসব পালিত হবে; সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি খেতে হবে। [১৮] প্রথম দিনে একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে: তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না; [১৯] তোমরা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে আহুতির জন্য দু'টো বাছুর, একটা ভেড়া ও এক বছরের সাতটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে: সেগুলো খুঁতবিহীন হওয়া চাই; [২০] শস্য-নৈবেদ্যরূপে এক একটা বাছুরের জন্য দশ ভাগের তিন তিন ভাগ, ভেড়াটার জন্য দশ ভাগের দু'ভাগ, [২১] ও সাতটা মেষশাবকের মধ্যে এক একটার জন্য দশ ভাগের এক এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দা নিবেদন করবে, [২২] এবং তোমাদের নিজেদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ নিবেদন করবে। [২৩] সকালের আহুতি ছাড়া—সে তো নিত্যাহুতি—তোমরা এই সমস্ত কিছু নিবেদন করবে। [২৪] তা তোমরা সাত দিন ধরে, প্রত্যেক দিন, উৎসর্গ করবে: এ অগ্নিদগ্ধ নৈবেদ্যীয় খাদ্য, প্রভুর উদ্দেশে সৌরভ। নিত্যাহুতি ও তার পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া এ নিবেদিত হবে। [২৫] সপ্তম দিনে তোমাদের একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে: তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না।

[২৬] প্রথমাংশের দিনে, যখন তোমরা তোমাদের সপ্ত সপ্তাহ উৎসবে প্রভুর উদ্দেশে নতুন শস্য-নৈবেদ্য আনবে, তখন তোমাদের একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে: তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না। [২৭] সুরভিত আহুতিরূপে তোমরা প্রভুর উদ্দেশে দু'টো বাছুর, একটা ভেড়া ও এক বছরের সাতটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে; [২৮] তাদের শস্য-নৈবেদ্যরূপে তোমরা এক একটা বাছুরের জন্য দশ ভাগের তিন তিন ভাগ, ভেড়াটার জন্য দশ ভাগের দু'ভাগ, [২৯] ও সাতটা মেষশাবকের মধ্যে এক একটার জন্য দশ ভাগের এক এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দা নিবেদন করবে; [৩০] তোমাদের নিজেদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য একটা ছাগ নিবেদন করবে। [৩১] নিত্যাহুতি ও তার শস্য-নৈবেদ্য ছাড়া তোমরা এই সমস্ত কিছু নিবেদন করবে।

খুঁতবিহীন পশুগুলোকেই তোমরা বেছে নেবে, আর সেইসঙ্গে তাদের নিয়মিত পানীয়-নৈবেদ্যেরও ব্যবস্থা করবে।

২৯ [১] সপ্তম মাসে, সেই মাসের প্রথম দিনে তোমাদের একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে; তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না; সেই দিন তোমাদের জন্য হবে জয়ধ্বনির দিন। [২] তোমরা প্রভুর উদ্দেশে সুরভিত আহুতিরূপে খুঁতবিহীন একটা বাছুর, একটা ভেড়া ও এক বছরের সাতটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে, [৩] এবং সেইসঙ্গে নিয়মিত শস্য-নৈবেদ্যরূপে বাছুরটার জন্য দশ ভাগের তিন ভাগ, ভেড়াটার জন্য দশ ভাগের দু'ভাগ, [৪] ও সাতটা মেষশাবকের মধ্যে এক একটার জন্য দশ ভাগের এক এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দা নিবেদন করবে; [৫] এবং তোমাদের নিজেদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে। [৬] অমাবস্যার আহুতি ও সেইসঙ্গে তার শস্য-নৈবেদ্য, নিত্যাহুতি ও সেইসঙ্গে তার শস্য-নৈবেদ্য, এবং বিধিমতে উভয়ের পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়াই এই সবকিছু নিবেদন করবে। এ হবে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, প্রভুর উদ্দেশে সৌরভ।

[৭] সেই সপ্তম মাসের দশম দিনে তোমাদের একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে: তোমরা তোমাদের প্রাণ অবনমিত করবে; কোন ভারী কাজ করবে না, [৮] বরং প্রভুর উদ্দেশে সুরভিত আহুতিরূপে তোমরা একটা বাছুর, একটা ভেড়া ও এক বছরের সাতটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে: সেগুলো খুঁতবিহীন হওয়া চাই; [৯] এবং সেগুলোর সঙ্গে নিয়মিত শস্য-নৈবেদ্যরূপে বাছুরটার জন্য দশ ভাগের তিন ভাগ, ভেড়াটার জন্য দশ ভাগের দু'ভাগ, [১০] ও সাতটা মেষশাবকের মধ্যে এক একটার জন্য দশ ভাগের এক এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দা নিবেদন করবে; [১১] এবং পাপার্থে প্রায়শ্চিত্ত-বলিদান, নিত্যাহুতি ও তার শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।

[১২] সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিনে তোমাদের একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে; তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না; বরং সাত দিন ধরে প্রভুর উদ্দেশে উৎসব পালন করবে। [১৩] প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে ও সৌরভরূপে তোমরা আহুতিতে তেরোটা বাছুর, দু'টো ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে: সেগুলি

খুঁতবিহীন হওয়া চাই; [১৪] এবং সেগুলোর সঙ্গে নিয়মিত শস্য-নৈবেদ্যরূপে তেরোটা বাছুরের মধ্যে প্রত্যেকটার জন্য দশ ভাগের তিন তিন ভাগ, দু'টো ভেড়ার এক একটার জন্য দশ ভাগের দু' দু'ভাগ, [১৫] ও চৌদ্দটা মেষশাবকের মধ্যে এক একটার জন্য দশ ভাগের এক এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দা নিবেদন করবে; [১৬] এবং নিত্যাহুতি এবং তার শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।

[১৭] দ্বিতীয় দিনে তোমরা খুঁতবিহীন বারোটা বাছুর, দু'টো ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে, [১৮] আর সেইসঙ্গে বাছুরের, ভেড়ার ও মেষশাবকের জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে বিধিমতে তাদের নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করবে, [১৯] এবং নিত্যাহুতি ও তার শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।

[২০] তৃতীয় দিনে তোমরা খুঁতবিহীন এগারোটা বাছুর, দু'টো ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে, [২১] আর সেইসঙ্গে বাছুরের, ভেড়ার ও মেষশাবকের জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে বিধিমতে তাদের নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করবে, [২২] এবং নিত্যাহুতি ও তার শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।

[২৩] চতুর্থ দিনে তোমরা খুঁতবিহীন দশটা বাছুর, দু'টো ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে, [২৪] আর সেইসঙ্গে বাছুরের, ভেড়ার ও মেষশাবকের জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে বিধিমতে তাদের নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করবে, [২৫] এবং নিত্যাহুতি ও তার শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।

[২৬] পঞ্চম দিনে তোমরা খুঁতবিহীন ন'টা বাছুর, দু'টো ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে, [২৭] আর সেইসঙ্গে বাছুরের, ভেড়ার ও মেষশাবকের জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে বিধিমতে তাদের নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করবে, [২৮] এবং নিত্যাহুতি ও তার শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।

[২৯] ষষ্ঠ দিনে তোমরা খুঁতবিহীন আটটা বাছুর, দু'টো ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে, [৩০] আর সেইসঙ্গে বাছুরের, ভেড়ার ও মেষশাবকের জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে বিধিমতে তাদের নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করবে, [৩১] এবং নিত্যাহুতি ও তার শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।

[৩২] সপ্তম দিনে তোমরা খুঁতবিহীন সাতটা বাছুর, দু'টো ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে, [৩৩] আর সেইসঙ্গে বাছুরের, ভেড়ার ও মেষশাবকের জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে বিধিমতে তাদের নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করবে, [৩৪] এবং নিত্যাহুতি ও তার শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।

[৩৫] অষ্টম দিনে তোমাদের মহোৎসব হবে; তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না; [৩৬] বরং প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে ও সৌরভরূপে তোমরা আহুতিতে খুঁতবিহীন একটা বাছুর, একটা ভেড়া ও এক বছরের সাতটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে, [৩৭] আর সেইসঙ্গে বাছুরের, ভেড়ার ও মেষশাবকের জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে বিধিমতে তাদের নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করবে, [৩৮] এবং নিত্যাহুতি ও তার শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।

[৩৯] তোমাদের আহুতি, শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ও মিলন-যজ্ঞের সঙ্গে যে মানত ও স্বেচ্ছায় দেওয়া অর্ঘ্য ছাড়া তোমরা তোমাদের নিরূপিত পর্বগুলিতে প্রভুর উদ্দেশে এই সমস্ত কিছু উৎসর্গ করবে।'

৩০ [১] মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে সেই সমস্ত কথা জানালেন, যা প্রভু তাঁর কাছে আজ্ঞা করেছিলেন।

মানত সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম

[২] মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের গোষ্ঠীগুলোর নেতাদের বললেন: 'প্রভু এই আজ্ঞা দিয়েছেন: [৩] কোন পুরুষ যদি প্রভুর উদ্দেশে মানত করে, বা শপথ করে ব্রতবন্ধনে

নিজেকে আবদ্ধ করে, তবে সে নিজের কথা লঙ্ঘন না করুক, নিজের মুখ থেকে যে সমস্ত কথা নির্গত হল, সেই অনুসারে ব্যবহার করুক। [৪] কোন স্ত্রীলোক যদি যৌবনকালে নিজের পিতৃগৃহে বাস করার সময়ে প্রভুর উদ্দেশে মানত করে ও ব্রতবন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করে, [৫] এবং তার পিতা যদি তার মানত, ও যা দিয়ে সে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই ব্রতবন্ধনের কথা শুনে তাকে কিছু না বলে, তবে তার সকল মানত বলবৎ থাকবে, এবং যা দিয়ে সে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই ব্রতবন্ধন বলবৎ থাকবে। [৬] কিন্তু তার পিতা সেই সবকিছু শুনবার সময়ে যদি আপত্তি করে, তবে কোনও মানত, ও যা দিয়ে সে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই ব্রতবন্ধন বলবৎ থাকবে না; তার পিতার আপত্তির ভিত্তিতে প্রভু তাকে ক্ষমা করবেন। [৭] যদি সে মানতের অধীন হয়ে, বা যা দিয়ে সে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, এমনি মুখেই অধীন হয়ে কোন পুরুষের স্ত্রী হয়, [৮] এবং যদি তার স্বামী তা শুনতে পেলেও শুনবার সময়ে তাকে কিছু না বলে, তবে তার মানত বলবৎ থাকবে, এবং যা দিয়ে সে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই ব্রতবন্ধন বলবৎ থাকবে। [৯] কিন্তু শুনবার সময়ে যদি তার স্বামী আপত্তি করে, তবে যে মানত করেছে, ও এমনি মুখেই যা দিয়ে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, স্বামী তা অকার্যকর করবে, আর প্রভু তাকে ক্ষমা করবেন। [১০] কিন্তু বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীলোক যা দিয়ে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই ব্রতের সমস্ত কথা তার জন্য বলবৎ থাকবে। [১১] সে যদি স্বামীর ঘরে থাকাকালে মানত করে থাকে, বা শপথ করে নিজেকে ব্রতবন্ধনে আবদ্ধ করে থাকে, [১২] এবং তার স্বামী তা শুনে আপত্তি না করে নিশ্চুপ হয়ে থাকে, তবে তার সমস্ত মানত বলবৎ থাকবে, এবং যা দিয়ে সে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই সমস্ত ব্রতবন্ধন বলবৎ থাকবে। [১৩] কিন্তু শুনবার সময়ে স্বামী যদি সেই সমস্ত অকার্যকর করে থাকে, তবে তার মানত ব্যাপারে ও তার ব্রতবন্ধন ব্যাপারে তার ওষ্ঠ থেকে যে কথা নির্গত হয়েছিল, তা বলবৎ থাকবে না; তার স্বামী তা অকার্যকর করেছে, আর প্রভু সেই স্ত্রীলোককে ক্ষমা করবেন। [১৪] স্ত্রীর প্রতিটি মানত ও প্রাণকে অবনমিত করার প্রতিশ্রুতির উদ্দেশ্যে প্রতিটি শপথ তার স্বামী অকার্যকর করতেও পারে। [১৫] তার স্বামী যদি পরদিন পর্যন্ত এবিষয়ে কিছুই না বলে, তবে সে তার সমস্ত মানত বা সমস্ত ব্রতবন্ধন বলবৎ করে; শুনবার সময়ে নিশ্চুপ থাকাতেই সে তা বলবৎ করেছে।

[১৬] কিন্তু তা শুনবার পর যদি কোন প্রকারে স্বামী তা অকার্যকর করে, তবে স্ত্রীর অপরাধের দণ্ড সে-ই বহন করবে।’ [১৭] পুরুষ ও স্ত্রী সংক্রান্ত, এবং পিতা ও যৌবনকালে পিতৃগৃহে থাকা মেয়ে সংক্রান্ত এই সমস্ত বিধিই প্রভু মোশিকে আজ্ঞা করলেন।

মিদিয়ানকে আক্রমণ

৩১ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] ‘তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের পক্ষে মিদিয়ানীয়দের প্রতিফল দাও; এরপর তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হবে।’ [৩] মোশি জনগণকে বললেন, ‘তোমাদের কয়েকজন লোক যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করুক, ও মিদিয়ানকে প্রভুর প্রতিফল দেবার জন্য মিদিয়ানের বিরুদ্ধে রণযাত্রা করুক। [৪] তোমরা ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলোর প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে এক এক হাজার লোক যুদ্ধে পাঠাবে।’ [৫] এইভাবে ইস্রায়েলের সহস্র সহস্রজনের মধ্যে এক একটি গোষ্ঠী থেকে এক এক হাজার লোক মনোনীত হলে যুদ্ধের জন্য বারো হাজার লোক অস্ত্রসজ্জিত হল। [৬] মোশি এক একটি গোষ্ঠীর এক এক হাজার লোককে যুদ্ধে পাঠালেন, আর তাদের সঙ্গে পাঠালেন এলেয়াজার যাজকের সন্তান ফিনেয়াসকে: তিনি পবিত্র দ্রব্যগুলো বইতেন ও তাঁর হাতে রণধ্বনির জন্য তুরিগুলোও ছিল। [৭] তাই তারা মিদিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল—প্রভু যেমন মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন—এবং তাদের সকল পুরুষকে বধ করল। [৮] এমনকি, মিদিয়ানের রাজাদেরও বধ করল: এবি, রেকেম, সূর, হুর ও রেবা, মিদিয়ানের এই পাঁচ রাজাকে বধ করল; বেয়োরের সন্তান বালায়ামকেও তারা খড়্গের আঘাতে বধ করল। [৯] ইস্রায়েল সন্তানেরা মিদিয়ানের সকল স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের বন্দি করে নিয়ে গেল, এবং তাদের সমস্ত গবাদি পশু, সমস্ত মেষ-ছাগের পাল ও সমস্ত সম্পত্তি লুট করে নিল; [১০] মিদিয়ানীয়েরা যে যে শহরে ও যে যে শিবিরে বাস করত, সেই সমস্ত তারা পুড়িয়ে দিল; [১১] পরে লুটের মাল, এবং মানুষ কি পশু, কেড়ে নেওয়া সমস্ত প্রাণী সঙ্গে করে [১২] তারা যেরিখোর এলাকায় যর্দনের ধারে মোয়াবের নিম্নভূমিতে মোশির, এলেয়াজার যাজকের ও ইস্রায়েল

সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর কাছে, শিবিরে, বন্দিদের, যুদ্ধে কেড়ে নেওয়া সমস্ত প্রাণীকে ও যত লুটের মাল নিয়ে গেল।

[১৩] মোশি, এলেয়াজার যাজক ও জনমণ্ডলীর সমস্ত নেতারা তাদের সঙ্গে দেখা করতে শিবিরের বাইরে গেলেন। [১৪] যুদ্ধযাত্রা থেকে যে সেনাপতিরা ফিরে এসেছিল, তাদের উপরে, অর্থাৎ সহস্রপতিদের ও শতপতিদের প্রতি মোশি ক্রুদ্ধ হলেন। [১৫] মোশি তাদের বললেন, 'তোমরা কি সকল স্ত্রীলোককে বাঁচিয়ে রেখেছ? [১৬] দেখ, বালায়ামের উসকানিতে তারাই পেওর দেবের ব্যাপারে ইস্রায়েল সন্তানদের প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ততা শিখিয়েছিল, যার ফলে প্রভুর জনমণ্ডলীতে মড়ক দেখা দিয়েছিল। [১৭] তাই তোমরা এখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমস্ত ছেলেদের বধ কর, এবং পুরুষের সঙ্গে যত মেয়ে মিলিত হয়েছে, সেই সকলকেও বধ কর; [১৮] কিন্তু পুরুষের সঙ্গে যে মেয়েরা কখনও মিলিত হয়নি, তাদের তোমাদের নিজেদের জন্য বাঁচিয়ে রাখ। [১৯] পরে তোমরা সাত দিন শিবিরের বাইরে ছাউনি দিয়ে থাক, তোমাদের মধ্যে যে কেউ মানুষকে হত্যা করেছে ও কোন মানুষের লাশ স্পর্শ করেছে, সকলে তৃতীয় ও সপ্তম দিনে নিজেদের ও নিজ নিজ বন্দিদের পাপমুক্ত কর; [২০] যাবতীয় পোশাক, চামড়ার তৈরী যাবতীয় বস্তু, ছাগলোমের তৈরী যাবতীয় বস্তু ও কাঠের তৈরী যাবতীয় বস্তুও পাপমুক্ত কর।'

[২১] যারা যুদ্ধে গিয়েছিল, এলেয়াজার যাজক তাদের বললেন: 'এ হল বিধানের এমন বিধি, যা স্বয়ং প্রভু মোশিকে আজ্ঞা করেছেন: [২২] সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ, লোহা, রাং ও সীসা [২৩] ইত্যাদি যে সকল দ্রব্য আগুনে নষ্ট হয় না, সেইসব আগুনের ভিতর দিয়ে চালাবে, আর তা শুচি হবে; তবু শুচীকরণের জলেও তা পাপমুক্ত করতে হবে; আর যা কিছু আগুনে নষ্ট হয়, তা তোমরা জলের ভিতর দিয়ে চালাবে; [২৪] সপ্তম দিনে তোমরা তোমাদের পোশাক ধুয়ে নেবে, তখন শুচি হবে; পরে শিবিরে প্রবেশ করতে পারবে।'

[২৫] প্রভু মোশিকে বললেন, [২৬] 'তুমি ও এলেয়াজার যাজক এবং জনমণ্ডলীর পিতৃকুলপতিরা যুদ্ধে কেড়ে নেওয়া প্রাণীদের, অর্থাৎ বন্দি মানুষ ও পশুর সংখ্যা গণনা কর। [২৭] যুদ্ধে কেড়ে নেওয়া সেই প্রাণীদের দুই অংশ করে, যে যোদ্ধারা যুদ্ধে

গিয়েছিল, তাদের ও সমস্ত জনমণ্ডলীর মধ্যে তা ভাগ ভাগ কর। [২৮] যে যোদ্ধারা যুদ্ধে গিয়েছে, তাদের কাছ থেকেই প্রভুর জন্য একটা অংশ নেবে: অর্থাৎ মানুষ, গবাদি পশু, গাধা ও মেষ-ছাগ, এই সবগুলোর মধ্যে প্রতি পাঁচ পাঁচশ' প্রাণীর জন্য একটা করে প্রাণী নেবে; [২৯] তাদের প্রাপ্য এই অর্ধেক অংশ থেকে নিয়ে তা প্রভুর জন্য বাঁচিয়ে রাখা অংশরূপে এলেয়াজার যাজককে দেবে। [৩০] তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের প্রাপ্য অর্ধেক অংশের মধ্য থেকে মানুষ, গবাদি পশু, গাধা ও মেষ-ছাগ সমস্ত পশুর মধ্য থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশটা প্রাণীর জন্য একটা করে প্রাণী নেবে, এবং প্রভুর আবাসের দায়িত্ব পালন করে যারা, তা সেই লেবীয়দের দেবে।' [৩১] মোশিকে প্রভু যেমন আজ্ঞা দিলেন, মোশি ও এলেয়াজার যাজক তেমনি করলেন। [৩২] যোদ্ধারা যত লুটের মাল নিয়েছিল, সেইসব ছাড়া সেই কেড়ে নেওয়া প্রাণীগুলোর সংখ্যা ছিল ছ'লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মেষ-ছাগ, [৩৩] বাহাত্তর হাজার গবাদি পশু, [৩৪] একষট্টি হাজার গাধা, [৩৫] এবং বত্রিশ হাজার মানুষ, অর্থাৎ এমন মেয়ে-মানুষ যারা পুরুষের সঙ্গে কখনও মিলিত হয়নি। [৩৬] তাই যারা যুদ্ধযাত্রায় গিয়েছিল, তাদের প্রাপ্য অর্ধেক অংশের সংখ্যা হল তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশ'টা মেষ-ছাগ; [৩৭] সেই মেষ-ছাগ থেকে প্রভুর দেয় অংশ হল ছ'শো পঁচাত্তরটা মেষ-ছাগ; [৩৮] গবাদি পশু ছিল ছত্রিশ হাজার, সেগুলোর মধ্যে প্রভুর অংশ হল বাহাত্তরটা; [৩৯] গাধা ছিল ত্রিশ হাজার পাঁচশ'টা, সেগুলোর মধ্যে প্রভুর অংশ হল একষট্টিটা; [৪০] মানুষ ছিল ষোল হাজার, তাদের মধ্যে প্রভুর অংশ হল বত্রিশজন। [৪১] প্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা দিলেন, সেই অনুসারে মোশি সেই অংশ, অর্থাৎ প্রভুর জন্য বাঁচিয়ে রাখা অংশটা এলেয়াজার যাজককে দিলেন। [৪২] আর মোশি যে অর্ধেক অংশ যোদ্ধাদের সঙ্গে ভাগ ভাগ করে ইস্রায়েল সন্তানদের দিয়েছিলেন, [৪৩] জনমণ্ডলীর সেই অর্ধেক অংশ সংখ্যায় ছিল তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশ'টা মেষ-ছাগ, [৪৪] ছত্রিশ হাজার গবাদি পশু, [৪৫] ত্রিশ হাজার পাঁচশ'টা গাধা [৪৬] ও ষোল হাজার মানুষ। [৪৭] মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের প্রাপ্য সেই অর্ধেক অংশ থেকে মানুষের ও পশুর মধ্যে পঞ্চাশ পঞ্চাশটা প্রাণীর জন্য একটা করে প্রাণী নিয়ে, প্রভুর আবাসের দায়িত্ব পালন করে যারা, তা সেই লেবীয়দের দিলেন, যেমন প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[৪৮] সহস্র সহস্র সৈন্যের উপরে যাঁদের কর্তৃত্ব ছিল, সেই সহস্রপতিরা ও শতপতিরা মোশির কাছে এগিয়ে এলেন; [৪৯] তাঁরা মোশিকে বললেন, 'আমাদের অধীনে যত যোদ্ধারা ছিল, আপনার এই দাসেরা তাদের সংখ্যা গণনা করেছি, তাদের মধ্যে একজনও অনুপস্থিত নয়। [৫০] এজন্য আমরা প্রত্যেকে সোনার যত অলঙ্কার পেয়েছি, তা থেকে নূপুর, আঙটি, মাকড়ি, হার, সবই প্রভুর সামনে আমাদের নিজেদের প্রায়শ্চিত্ত-রীতির জন্য প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্যরূপে এনেছি।' [৫১] মোশি ও এলেয়াজার যাজক তাঁদের কাছ থেকে সেই সোনা, শিল্পকর্মে তৈরী সেই অলঙ্কার নিলেন। [৫২] সহস্রপতিদের ও শতপতিদের বাঁচিয়ে রাখা সেই সমস্ত সোনা—যা তাঁরা প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করেছিলেন—তা হল ষোল হাজার সাতশ' পঞ্চাশ শেকেল। [৫৩] প্রতিটি যোদ্ধা নিজ নিজ লুটের মাল নিজেই রাখল। [৫৪] কিন্তু মোশি ও এলেয়াজার যাজক সহস্রপতিদের ও শতপতিদের কাছ থেকে যে সোনা নিলেন, তা প্রভুর সামনে ইস্রায়েল সন্তানদের স্মৃতিচিহ্নরূপে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে আনলেন।

যর্দনের পুব পারে দেশ-বণ্টন

৩২ [১] রূবেন-সন্তানদের ও গাদ-সন্তানদের পশুধনের পরিমাণ অনেকই ছিল; তারা যখন দেখল, যাসের দেশ ও গিলেয়াদ দেশ পশুপালনেরই উপযুক্ত স্থান, [২] তখন গাদ-সন্তানেরা ও রূবেন-সন্তানেরা এগিয়ে এসে মোশিকে, এলেয়াজার যাজককে ও জনমণ্ডলীর নেতাদের বলল, [৩] 'আতারোথ, দিবোন, যাসের, নিম্রা, হেশবোন, এলেয়ালে, সেবাম, নেবো ও বেয়োন, [৪] এই যে দেশগুলো প্রভু ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর চোখের সামনে জয় করেছেন, পশুপালনের জন্য সেগুলো উপযুক্ত দেশ, আর আপনার এই দাসেরা পশুপালনেরই মানুষ।' [৫] তারা আরও বলল, 'আমরা যদি আপনার অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, তবে আপনার দাসদের অধিকার-রূপে এই দেশ দেওয়া হোক; যর্দনের ওপারে আমাদের নিয়ে যাবেন না।' [৬] মোশি গাদ-সন্তানদের ও রূবেন-সন্তানদের বললেন, 'তবে কি তোমাদের ভাইয়েরা যুদ্ধ করতে যাবে, আর তোমরা এই জায়গায় বসে থাকবে? [৭] প্রভুর দেওয়া দেশে পার হয়ে যেতে ইস্রায়েল সন্তানদের তোমরা কেন নিরাশ করছ? [৮] আমি যখন দেশ পরিদর্শন করতে কাদেশ-

বার্নেয়া থেকে তোমাদের পিতাদের পাঠিয়েছিলাম, তখন তারা ঠিক তাই করেছিল;
[৯] তারা এস্কোল উপত্যকা পর্যন্ত গিয়ে দেশ পরিদর্শন করে প্রভুর দেওয়া দেশে যেতে
ইস্রায়েল সন্তানদের নিরাশ করেছিল। [১০] সেদিন প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠলে তিনি
শপথ করে বলেছিলেন: [১১] "আমি আব্রাহামকে, ইসহাককে ও যাকোবকে যে
দেশভূমি দেব বলে শপথ করেছি, মিশর থেকে আসা পুরুষদের মধ্যে কুড়ি বছর ও তার
বেশি বয়সের কেউই সেই দেশভূমি দেখতে পাবে না, কেননা তারা পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে
আমার অনুসরণ করেনি; [১২] কেবল কেনিজীয় যেফুন্নির সন্তান কালেব ও নূনের
সন্তান যোশুয়া তা দেখতে পাবে, কারণ তারাই পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রভুর অনুসরণ
করেছে।" [১৩] তখন ইস্রায়েলের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল: তিনি এমনটি
করলেন যে, প্রভুর দৃষ্টিতে যারা কুকর্ম করেছিল, সেই প্রজন্মের সকল মানুষ মিলিয়ে না
যাওয়া পর্যন্ত ইস্রায়েল চল্লিশ বছর ধরে মরুপ্রান্তরে উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াল।
[১৪] আর দেখ, ইস্রায়েলের উপরে প্রভুর ভয়ঙ্কর ক্রোধ আরও বাড়াবার জন্য, পাপিষ্ঠ
জনগণের বংশ যে তোমরা, তোমরা এখন তোমাদের পিতাদের জায়গায় উঠেছ!
[১৫] কেননা তাঁকে আর অনুসরণ না করে যদি তোমরা সরেই যাও, তবে তিনি আবার
ইস্রায়েলকে মরুপ্রান্তরে ফেলে রাখবেন, তখন তোমরা এই সমস্ত জনগণের বিনাশ
ঘটাবে।'

[১৬] কিন্তু তারা এগিয়ে এসে তাঁকে বলল, 'আমরা এইখানে আমাদের পশুদের
জন্য ঘেরি ও আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য শহর নির্মাণ করব। [১৭] তবু আমরা যে
পর্যন্ত ইস্রায়েল সন্তানদের তাদের নিরূপিত স্থানে না নিয়ে যাই, সেপর্যন্ত অস্ত্রসজ্জিত হয়ে
তাদের আগে আগে চলব; এর মধ্যে আমাদের ছেলেমেয়েরা দেশের অধিবাসীদের ভয়ে
প্রাচীর-ঘেরা নগরে থাকবে। [১৮] ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রত্যেকেই যে পর্যন্ত নিজ নিজ
উত্তরাধিকার দখল না করে, সেপর্যন্ত আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে আসব না।
[১৯] যর্দনের ওপারে বা তার ওদিকে ওদের সঙ্গে আমাদের কোন উত্তরাধিকার থাকবে
না, কারণ যর্দনের এই পুবপারেই আমাদের উত্তরাধিকার মিলেছে।' [২০] মোশি তাদের
উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা যদি তেমনিই কর, যদি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রভুর সামনে
যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যাও, [২১] তিনি যে পর্যন্ত তাঁর শত্রুদের নিজের সামনে থেকে

দেশছাড়া না করেন, সেপর্যন্ত যদি তোমরা প্রত্যেকেই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রভুর সামনে যর্দন পার হও, [২২] এবং দেশটি প্রভুর বশীভূত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা যদি ফিরে না আস, তবে প্রভুর ও ইস্রায়েলের কাছে নির্দোষ হবে এবং প্রভুর সামনে এই দেশ তোমাদের অধিকারে থাকবে। [২৩] কিন্তু যদি তেমনি না কর, তবে দেখ, তোমরা প্রভুর কাছে পাপ করবে; জেনে রেখ, তোমাদের পাপ তোমাদের ধরবেই। [২৪] তাই তোমরা নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের জন্য শহর, ও মেষ-ছাগের জন্য ঘেরি নির্মাণ কর, কিন্তু নিজেদের মুখে যা প্রতিশ্রুত হয়েছ, সেইমত কর।'

[২৫] গাদ-সন্তানেরা ও রূবেন-সন্তানেরা মোশিকে বলল, 'আমার প্রভু যা আজ্ঞা করলেন, আপনার দাস আমরা তাই করব। [২৬] আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমাদের স্ত্রী, আমাদের যত মেষ-ছাগ ও আমাদের সমস্ত গবাদি পশু এইখানে এই গিলেয়াদের শহরগুলিতে থাকবে। [২৭] তবু আমার প্রভুর কথামত আপনার এই দাসেরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রত্যেকে প্রভুর সামনে যুদ্ধ করতে যাবে।'

[২৮] তখন মোশি তাদের বিষয়ে এলেয়াজার যাজককে, নূনের সন্তান যোশুয়াকে ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোষ্ঠীগুলোর পিতৃকুলপতিদের আজ্ঞা দিলেন। [২৯] মোশি তাঁদের বললেন, 'গাদ-সন্তানেরা ও রূবেন-সন্তানেরা যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রত্যেকে যদি তোমাদের সঙ্গে প্রভুর সামনে যর্দন পার হয়, তবে দেশটি তোমাদের কাছে বশীভূত হওয়ার পর তোমরা গিলেয়াদ দেশ তাদের অধিকার-রূপে দেবে। [৩০] কিন্তু যদি তারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তোমাদের সঙ্গে পার না হয়, তবে তারা তোমাদের মধ্যে কানান দেশেই অধিকার পাবে।' [৩১] গাদ-সন্তানেরা ও রূবেন-সন্তানেরা উত্তরে বলল: 'প্রভু আপনার দাসদের যা বলেছেন, আমরা তাই করব: [৩২] আমরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রভুর সামনে কানান দেশে পার হয়ে যাব, কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকারের স্বত্ব যেন যর্দনের পুবপারেই স্থির থাকে।'

[৩৩] তাই মোশি তাদের, অর্থাৎ গাদ-সন্তানদের, রূবেন-সন্তানদের ও যোসেফের সন্তান মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীকে আমোরীয়দের রাজা সিহোনের রাজ্য ও বাশানের রাজা ওগের রাজ্য, সেই দেশ, পরিসীমা সমেত সেখানকার যত শহর অর্থাৎ দেশের চতুর্দিকে অবস্থিত যত শহর দিলেন। [৩৪] গাদ-সন্তানেরা দিবোন, আতারোথ, আরোয়ের,

[৩৫] আতারোথ-সোফান, যাসের, যগ্‌বেহা, [৩৬] বেথ্‌-নিম্রা ও বেথ্‌-হারান, এই সকল শহরকে প্রাচীর-ঘেরা করল ও পশুপালের জন্য ঘেরি তৈরি করল। [৩৭] রূবেন-সন্তানেরা হেশবোন, এলেয়ালে, কিরিয়াথাইম, [৩৮] নেবো ও বায়াল-মেয়োন—এ শহরগুলোর নাম বদলি হল—এবং সিব্‌মা, এই সকল শহর নির্মাণ করে তাদের পুনর্নির্মিত শহরগুলির জন্য অন্য নাম রাখল।

[৩৯] মানাশের সন্তান মাখিরের সন্তানেরা গিলেয়াদে গিয়ে তা দখল করল, এবং সেখানকার অধিবাসী আমোরীয়দের দেশছাড়া করল। [৪০] মোশি মানাশের সন্তান মাখিরকে গিলেয়াদ দিলেন, আর সে সেখানে বাস করল। [৪১] মানাশের সন্তান যায়িরও গিয়ে সেখানকার গ্রামগুলো দখল করল, ও সেগুলোর নাম 'যায়িরের শিবির' রাখল। [৪২] নোবাহ্‌ গিয়ে পল্লিগুলো সহ কেনাথ দখল করল, ও নিজের নাম অনুসারে তার নাম নোবাহ্‌ রাখল।

মিশর থেকে যর্দন পর্যন্ত যাত্রার ধাপগুলি

৩৩ [১] ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন মোশি ও আরোনের পরিচালনায় নিজ নিজ সৈন্যশ্রেণি-ক্রমে মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এল, তখন তাদের যাত্রার ধাপগুলির বিবরণ এই। [২] মোশি প্রভুর আজ্ঞায় তাদের যাত্রার ধাপে ধাপে রওনা-স্থানগুলির বিবরণ লিখলেন; রওনা-স্থান ক্রমে তাদের যাত্রার ধাপগুলির বিবরণ এই।

[৩] তারা প্রথম মাসে, প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিনে রাম্‌সেস থেকে রওনা হল: পাস্কার পরদিন ইস্রায়েল সন্তানেরা মিশরীয়দের চোখের সামনে উত্তোলিত হাতে বের হল; [৪] একই সময়ে মিশরীয়েরা, তাদের মধ্যে প্রভু যাদের আঘাত করেছিলেন, তাদের সেই প্রথমজাতদের কবর দিচ্ছিল; প্রভু তাদের দেবতাদের উপরেও যোগ্য শাস্তি ডেকে এনেছিলেন।

[৫] ইস্রায়েল সন্তানেরা রাম্‌সেস থেকে রওনা হয়ে সুক্কোথে শিবির বসাল। [৬] সুক্কোথ থেকে রওনা হয়ে এথামে শিবির বসাল, যা মরুপ্রান্তরের প্রান্তসীমায় অবস্থিত। [৭] এথাম থেকে রওনা হয়ে পি-হাহিরোথের দিকে ফিরল, যা বায়াল-সেফোনের সামনে, এবং মিগ্দোলের সামনে শিবির বসাল। [৮] পি-হাহিরোথ থেকে

রওনা হয়ে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে মরুপ্রান্তরে প্রবেশ করল, এবং এথাম প্রান্তরে তিন দিনের পথ এগিয়ে গিয়ে মারায় শিবির বসাল। [৯] মারা থেকে রওনা হয়ে এলিমে এসে পৌঁছল; এলিমে বারোটা জলের উৎস ও সত্তরটা খেজুরগাছ ছিল; তারা সেইখানে শিবির বসাল। [১০] এলিম থেকে রওনা হয়ে লোহিত সাগরের ধারে শিবির বসাল। [১১] লোহিত সাগর থেকে রওনা হয়ে সীন মরুপ্রান্তরে শিবির বসাল। [১২] সীন মরুপ্রান্তর থেকে রওনা হয়ে দপ্কাতে শিবির বসাল। [১৩] দপ্কা থেকে রওনা হয়ে আলুসে শিবির বসাল। [১৪] আলুস থেকে রওনা হয়ে রেফিদিমে শিবির বসাল; সেখানে লোকদের জন্য খাবার জল ছিল না। [১৫] রেফিদিম থেকে রওনা হয়ে সিনাই মরুপ্রান্তরে শিবির বসাল। [১৬] সিনাই মরুপ্রান্তর থেকে রওনা হয়ে কিব্রোথ-হাত্তাবাতে শিবির বসাল। [১৭] কিব্রোথ-হাত্তাবা থেকে রওনা হয়ে হাজেরোথে শিবির বসাল। [১৮] হাজেরোথ থেকে রওনা হয়ে রিথ্মাতে শিবির বসাল। [১৯] রিথ্মা থেকে রওনা হয়ে রিম্মোন-পেরেসে শিবির বসাল। [২০] রিম্মোন-পেরেস থেকে রওনা হয়ে লিব্নাতে শিবির বসাল। [২১] লিব্না থেকে রওনা হয়ে রিস্সাতে শিবির বসাল। [২২] রিস্সা থেকে রওনা হয়ে কেহেলাথায় শিবির বসাল। [২৩] কেহেলাথা থেকে রওনা হয়ে শেফের পর্বতে শিবির বসাল। [২৪] শেফের পর্বত থেকে রওনা হয়ে হারাদাতে শিবির বসাল। [২৫] হারাদা থেকে রওনা হয়ে মাখেলোথে শিবির বসাল। [২৬] মাখেলোথ থেকে রওনা হয়ে তাহাথে শিবির বসাল। [২৭] তাহাথ থেকে রওনা হয়ে তেরাহ্-তে শিবির বসাল। [২৮] তেরাহ্ থেকে রওনা হয়ে মিথ্কাতে শিবির বসাল। [২৯] মিথ্কা থেকে রওনা হয়ে হাশ্মোনাতে শিবির বসাল। [৩০] হাশ্মোনা থেকে রওনা হয়ে মোসেরোথে শিবির বসাল। [৩১] মোসেরোথ থেকে রওনা হয়ে বেনে-ইয়াকানে শিবির বসাল। [৩২] বেনে-ইয়াকান থেকে রওনা হয়ে হোর-গিদ্‌গাদে শিবির বসাল। [৩৩] হোর-গিদ্‌গাদ থেকে রওনা হয়ে যৎবাথায় শিবির বসাল। [৩৪] যৎবাথা থেকে রওনা হয়ে আব্রোনায় শিবির বসাল। [৩৫] আব্রোনা থেকে রওনা হয়ে এৎসিয়োন-গেবেরে শিবির বসাল।

[৩৬] এৎসিয়োন-গেবের থেকে রওনা হয়ে সীন মরুপ্রান্তরে অর্থাৎ কাদেশে শিবির বসাল। [৩৭] কাদেশ থেকে রওনা হয়ে এদোম দেশের প্রান্তে অবস্থিত হোর পর্বতে

শিবির বসাল। [৩৮] আরোন যাজক প্রভুর আজ্ঞামত হোর পর্বতে গিয়ে উঠলেন; মিশর থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বেরিয়ে আসার চত্বারিংশ বছরের পঞ্চম মাসে, সেই মাসের প্রথম দিনে তিনি সেইখানে মরলেন। [৩৯] হোর পর্বতে যখন আরোনের মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বয়স একশ' তেইশ বছর। [৪০] কানান দেশে নেগেব-নিবাসী কানান-বংশীয় আরাদের রাজা সংবাদ পেলেন যে, ইস্রায়েল সন্তানেরা আসছে।

[৪১] তারা হোর পর্বত থেকে রওনা হয়ে সাল্‌মোনায় শিবির বসাল। [৪২] সাল্‌মোনা থেকে রওনা হয়ে পুনোনে শিবির বসাল। [৪৩] পুনোন থেকে রওনা হয়ে ওবোথে শিবির বসাল। [৪৪] ওবোথ থেকে রওনা হয়ে মোয়াবের এলাকায় অবস্থিত ইয়ে-আবারিমে শিবির বসাল। [৪৫] ইয়ে থেকে রওনা হয়ে দিবোন-গাদে শিবির বসাল। [৪৬] দিবোন-গাদ থেকে রওনা হয়ে আলমোন-দিব্লাথাইমে শিবির বসাল। [৪৭] আলমোন-দিব্লাথাইম থেকে রওনা হয়ে নেবোর সামনে সেই আবারিম পর্বতমালায় শিবির বসাল। [৪৮] আবারিম পর্বতমালা থেকে রওনা হয়ে যেরিখোর এলাকায় যর্দনের ধারে মোয়াবের নিম্নভূমিতে শিবির বসাল। [৪৯] আর সেখানে, যর্দনের কাছে, বেথ্‌-যেশিমোথ থেকে আবেল-শিত্তিম পর্যন্ত, মোয়াবের নিম্নভূমিতে শিবির বসিয়ে রইল।

[৫০] যেরিখোর এলাকায় যর্দনের ধারে সেই মোয়াবের নিম্নভূমিতে প্রভু মোশিকে বললেন, [৫১] 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: তোমরা যখন যর্দন পার হয়ে কানান দেশে এসে উপস্থিত হবে, [৫২] তখন তোমাদের সামনে থেকে সেই দেশ-অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেবে, তাদের সমস্ত প্রতিমা ভেঙে দেবে, ছাঁচে ঢালাই করা তাদের সমস্ত দেবমূর্তি বিনাশ করবে, ও তাদের সমস্ত উচ্চস্থান উচ্ছেদ করবে। [৫৩] তোমরা সেই দেশ অধিকার করে তারই মধ্যে বসতি করবে, কেননা আমি সেই দেশ তোমাদের নিজেদের অধিকার-রূপে দিয়েছি। [৫৪] তোমরা গুলিবাঁট ক্রমে নিজ নিজ গোত্র অনুসারে দেশটি ভাগ ভাগ করে নেবে; বড় গোত্রকে বড় উত্তরাধিকার দেবে, ছোট গোত্রকে ছোট উত্তরাধিকার দেবে; যার অংশ যে স্থানে পড়ে, তার অংশ সেই স্থানে হবে; তোমরা তোমাদের পিতৃগোষ্ঠী অনুসারে উত্তরাধিকার পাবে। [৫৫] কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের সামনে থেকে সেই দেশ-অধিবাসীদের তাড়িয়ে না দাও, তবে যাদের

তোমরা থাকতে দেবে তারা তোমাদের পক্ষে কাঁটা ও তোমাদের পাশে হুল স্বরূপ হয়ে থাকবে, এবং তোমাদের সেই বসতির দেশে তোমাদের যন্ত্রণা দেবে। [৫৬] আমি তাদের প্রতি যা করতে সঙ্কল্প করেছি, তা তোমাদেরই প্রতি করব।'

দেশের সীমানা

৩৪ [১] প্রভু মোশিকে বললেন, [২] 'ইস্রায়েল সন্তানদের এই আজ্ঞা দাও, তাদের বল: যখন তোমরা কানান দেশে প্রবেশ করবে, তখন এই দেশ-ই উত্তরাধিকার-রূপে পাবে। যে দেশ পেতে যাচ্ছ, তার চতুঃসীমানা অনুসারে সেই কানান দেশ এই: [৩] এদোমের কাছে অবস্থিত সীন মরুপ্রান্তর থেকে তোমাদের দক্ষিণ অঞ্চল শুরু হবে; পুবদিকে লবণ-সাগরের প্রান্ত থেকেই তোমাদের দক্ষিণ সীমানা শুরু হবে। [৪] তোমাদের সীমানা আক্রাব্বিম আরোহণ-পথের দক্ষিণদিকে ফিরে সীন পর্যন্ত যাবে, ও সেখান থেকে কাদেশ-বার্নেয়ার দক্ষিণদিকে যাবে, এবং হাৎসার-আদারে এসে আস্মোন পর্যন্ত যাবে। [৫] ওই সীমানা আস্মোন থেকে মিশরের নদীর দিকে ফিরে যাবে, এবং সমুদ্র পর্যন্ত গিয়ে শেষ হবে। [৬] তোমাদের পশ্চিম সীমানা হিসাবে মহাসমুদ্রই রইল, এটিই তোমাদের পশ্চিম সীমানা। [৭] তোমাদের উত্তর সীমানা এই: তোমরা মহাসমুদ্র থেকে হোর পর্বত পর্যন্ত একটা রেখা টানবে, [৮] এবং হোর পর্বত থেকে হামাথের প্রবেশস্থান পর্যন্ত একটা রেখা টানবে; সেখান থেকে সেই সীমানা সেদাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। [৯] সেই সীমানা জিফ্রোন পর্যন্ত যাবে, ও হাৎসার-এনান পর্যন্ত বিস্তৃত হবে: এটিই তোমাদের উত্তর সীমানা। [১০] পুব সীমানার জন্য তোমরা হাৎসার-এনান থেকে শেফাম পর্যন্ত একটা রেখা টানবে। [১১] সেই সীমানা শেফাম থেকে আইন-এর পুবদিক হয়ে রিব্লা পর্যন্ত নেমে যাবে; সেই সীমানা নেমে পুবদিকে কিন্নেরেথ সাগরের তীর পর্যন্ত যাবে। [১২] সেই সীমানা যর্দন দিয়ে যাবে, এবং লবণ-সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে; তার চতুঃসীমানা অনুসারে এই হবে তোমাদের দেশ।'

গোষ্ঠীদের মধ্যে দেশ-বণ্টন

[১৩] মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের এই আজ্ঞা জানিয়ে বললেন, 'যে দেশ তোমরা গুলিবাঁট ক্রমে অধিকার করে নেবে, প্রভু সাড়ে নয় গোষ্ঠীকে যে দেশ দিতে আজ্ঞা করেছেন, এ সেই দেশ। [১৪] কেননা নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে রূবেন-সন্তানদের গোষ্ঠী, নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে গাদ-সন্তানদের গোষ্ঠী তাদের আপন উত্তরাধিকার পেয়ে গেছে, ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীও পেয়ে গেছে। [১৫] যেরিখোর এলাকায় যর্দনের পুবপারে সূর্যোদয়ের দিকে সেই আড়াই গোষ্ঠী নিজ নিজ উত্তরাধিকার পেয়েছে।'

[১৬] প্রভু মোশিকে বললেন, [১৭] 'যারা তোমাদের মধ্যে দেশ ভাগ ভাগ করে দেবে, তাদের নাম এই: এলেয়াজার যাজক ও নূনের সন্তান যোশুয়া; [১৮] তোমরা প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে এক একজন নেতাকেও দেশ বিভাগ করার জন্য নেবে। [১৯] তাদের নাম এই: যুদা গোষ্ঠীর পক্ষে যেফুন্নির সন্তান কালেব; [২০] শিমেয়োন-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে আম্মিহুদের সন্তান শামুয়েল; [২১] বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর পক্ষে কিস্লোনের সন্তান এলিদাদ; [২২] দান-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে যগ্লির সন্তান নেতা বুক্কি; [২৩] যোসেফের সন্তানদের পক্ষে: মানাশে-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে এফোদের সন্তান নেতা হান্নিয়েল; [২৪] এফ্রাইম-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে শিপ্তানের সন্তান নেতা কেমুয়েল; [২৫] জাবুলোন-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে পার্নাকের সন্তান নেতা এলিসাফান; [২৬] ইসাখার-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে আজ্জানের সন্তান নেতা পাল্তিয়েল; [২৭] আশের-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে শেলোমির সন্তান নেতা আহিহুদ; [২৮] নেফ্তালি-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে আম্মিহুদের সন্তান নেতা পেদাহেল।' [২৯] এরাই সেই ব্যক্তি, কানান দেশ ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে নানা উত্তরাধিকারে ভাগ ভাগ করে দিতে প্রভু যাদের আজ্ঞা করলেন।

লেবীয়দের প্রাপ্য শহরগুলো

৩৫ [১] প্রভু মোয়াবের নিম্নভূমিতে যেরিখোর এলাকায় যর্দনের কাছে মোশিকে আরও বললেন, [২] 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের আজ্ঞা দেবে, যেন তারা নিজ নিজ অধিকৃত অংশ থেকে বাস করার জন্য কতগুলো শহর লেবীয়দের দেয়; সকল শহরের

সঙ্গে তোমরা চারদিকের চারণভূমিও লেবীয়দের দেবে। [৩] সেই সকল শহর হবে আবাস-স্থান, এবং শহরগুলোর চারণভূমি হবে তাদের পশু, সম্পত্তি ও সমস্ত প্রাণীদের জন্য। [৪] তোমরা শহরগুলোর যে সকল চারণভূমি লেবীয়দের দেবে, তার পরিমাপ হবে নগরপ্রাচীর থেকে চতুর্দিকে এক হাজার হাত। [৫] তোমরা শহরের বাইরে তার পুব সীমানা দু'হাজার হাত, দক্ষিণ সীমানা দু'হাজার হাত, পশ্চিম সীমানা দু'হাজার হাত ও উত্তর সীমানা দু'হাজার হাত পরিমাপ করবে; মধ্যস্থলে শহরটি থাকবে। তাদের জন্য সেটিই হবে তাদের শহরগুলির চারণভূমি। [৬] তোমরা লেবীয়দের যে যে শহর দেবে, সেগুলোর মধ্যে ছ'টা হবে আশ্রয়-নগর; সেগুলো তোমরা নিরূপণ করবে, যেন সেইখানে গিয়ে নরঘাতক রক্ষা পেতে পারে; এই শহরগুলো ছাড়া তোমরা আরও বিয়াল্লিশটা শহর লেবীয়দের দেবে। [৭] সবসমেত আটচল্লিশটা শহর ও সেগুলোর চারণভূমি লেবীয়দের দেবে। [৮] ইস্রায়েল সন্তানদের অধিকার থেকে সেই সকল শহর দিতে গিয়ে তোমরা যাদের বেশি শহর আছে তাদের কাছ থেকে বেশি শহর নেবে, ও যাদের কম শহর আছে, তাদের কাছ থেকে কম শহর নেবে; প্রতিটি গোষ্ঠী তার পাওয়া উত্তরাধিকার অনুপাতেই কতগুলো শহর লেবীয়দের দেবে।'

নরঘাতকদের জন্য আশ্রয়নগর

[৯] প্রভু মোশিকে বললেন, [১০] 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: যখন যর্দন পার হয়ে কানান দেশে এসে উপস্থিত হবে, [১১] তখন কয়েকটা শহর নিরূপণ করবে, যেন সেগুলো তোমাদের আশ্রয়-নগর হয়; যে কেউ পূর্ণ সচেতন না হয়ে কারও প্রাণনাশ করে, এমন নরঘাতক যেন সেখানে গিয়ে রক্ষা পেতে পারে। [১২] তাই সেই সকল শহর রক্তের প্রতিফলদাতার হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে তোমাদের আশ্রয়স্থান হবে, যেন নরঘাতক বিচারের জন্য জনমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত হওয়ার আগে মারা না পড়ে। [১৩] তাই তোমরা যে যে শহর দেবে, সেগুলোর মধ্যে ছ'টা হবে আশ্রয়-নগর। [১৪] যর্দনের পুবপারে তোমরা তিনটে শহর ও কানান দেশে তিনটে শহর দেবে: সেগুলো আশ্রয়-শহর হবে।

[১৫] ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য, এবং তাদের মধ্যে প্রবাসী ও বিদেশীর জন্য এই ছ'টা শহর আশ্রয়-নগর হবে, যেন কেউ পূর্ণ সচেতন না হয়ে মানুষকে হত্যা করলে

সেখানে গিয়ে রক্ষা পেতে পারে। [১৬] কিন্তু যদি কেউ লোহার অস্ত্র দিয়েই কাউকে এমন আঘাত করে যে, তার ফলে তার মৃত্যু ঘটে, তবে সেই লোক নরঘাতক: নরঘাতকের প্রাণদণ্ড হবেই। [১৭] যা দিয়ে মৃত্যু ঘটানো যায়, এমন পাথর হাতে নিয়ে যদি সে কাউকে আঘাত করে, ও তার ফলে তার মৃত্যু হয়, তবে সে নরঘাতক: নরঘাতকের প্রাণদণ্ড হবেই। [১৮] কিংবা যা দিয়ে মৃত্যু ঘটানো যায়, এমন কোন কাঠের বস্তু হাতে নিয়ে যদি সে কাউকে আঘাত করে, আর তার ফলে তার মৃত্যু হয়, তবে সে নরঘাতক: নরঘাতকের প্রাণদণ্ড হবেই। [১৯] রক্তের প্রতিফলদাতাই নরঘাতকের মৃত্যু ঘটাবে; তার দেখা পেলেই তাকে বধ করবে।

[২০] যদি হিংসার বশে কেউ কাউকে ধাক্কা দেয়, কিংবা পূর্বসঙ্কল্প নিয়ে তার উপর অস্ত্র ছোড়ে ও তার ফলে তার মৃত্যু হয়; [২১] কিংবা শত্রুতা করে যদি কেউ কাউকে নিজের হাতে আঘাত করে ও তার ফলে তার মৃত্যু হয়, তবে যে তাকে আঘাত করেছে, তার প্রাণদণ্ড হবেই; সে নরঘাতক: রক্তের প্রতিফলদাতা তার দেখা পেলেই সেই নরঘাতককে বধ করবে। [২২] কিন্তু যদি শত্রুতা ছাড়া হঠাৎ কেউ কাউকে ধাক্কা দেয়, কিংবা পূর্বসঙ্কল্প না করে তার গায়ে অস্ত্র ছোড়ে, [২৩] কিংবা যা দিয়ে মৃত্যু ঘটানো যায়, এমন পাথর কারও উপরে না দেখে ফেলে, আর তার ফলেই তার মৃত্যু হয়, অথচ সে তার শত্রু ছিল না, তার অমঙ্গলও ঘটাবার চেষ্টায় ছিল না, [২৪] তবে জনমণ্ডলী সেই নরঘাতক ও প্রতিফলদাতার ব্যাপারে এই সকল বিচারমতে বিচার করবে: [২৫] জনমণ্ডলী রক্তের প্রতিফলদাতার হাত থেকে সেই নরঘাতককে উদ্ধার করবে, এবং সে যেখানে গিয়ে রক্ষা পেয়েছিল, তার সেই আশ্রয়-নগরে জনমণ্ডলী তাকে আবার পৌঁছিয়ে দেবে, আর যে পর্যন্ত পবিত্র তেলে অভিষেকপ্রাপ্ত মহাযাজকের মৃত্যু না হয়, সেপর্যন্ত সে সেই শহরে থাকবে। [২৬] কিন্তু সেই নরঘাতক যে আশ্রয়-নগরে গিয়ে রক্ষা পেয়েছিল, কোন সময়ে যদি তার সীমার বাইরে যায়, [২৭] এবং রক্তের প্রতিফলদাতা আশ্রয়-নগরের সীমার বাইরে তাকে পায়, তবে সেই রক্তের প্রতিফলদাতা তাকে বধ করলেও রক্তপাতের অপরাধে অপরাধী হবে না; [২৮] কেননা মহাযাজকের মৃত্যু পর্যন্ত নিজের আশ্রয়-নগরে থাকাই তার উচিত ছিল; কিন্তু মহাযাজকের মৃত্যু হলে পর সেই

নরঘাতক নিজের অধিকার-ভূমিতে ফিরে যেতে পারবে। [২৯] তোমাদের পুরুষানুক্রমে তোমাদের সকল বাসস্থানে এই সমস্ত তোমাদের পক্ষে বিচার-বিধি হবে।

[৩০] যে ব্যক্তি কোন লোককে হত্যা করে, সেই নরঘাতককে সাক্ষীদের কথার ভিত্তিতেই হত্যা করা হবে; কিন্তু কোন লোকের বিরুদ্ধে একজনমাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রাণদণ্ডের জন্য গ্রাহ্য হবে না। [৩১] প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নরঘাতকের প্রাণের জন্য তোমরা কোন মুক্তিমূল্য গ্রহণ করবে না, কেননা তার প্রাণদণ্ড আবশ্যক। [৩২] যে কেউ নিজের আশ্রয়-নগরে গিয়ে রক্ষা পেয়েছে, সে যেন যাজকের মৃত্যুর আগে আবার দেশে ফিরে গিয়ে বাস করতে পারে, এজন্য তোমরা তার জন্যও কোন মুক্তিমূল্য গ্রহণ করবে না। [৩৩] তোমরা তোমাদের বসতির দেশ অপবিত্র করবে না, কেননা রক্ত দেশকে অপবিত্র করে, এবং সেখানে যে রক্তপাত করে, তার জন্য রক্তপাতীর রক্তপাত ছাড়া দেশের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না। [৩৪] তোমরা যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ ও যার মধ্যে আমি নিজে বাস করব, তোমরা তা অশুচি করবে না; কেননা আমি প্রভু, যিনি ইস্রায়েল সন্তানদের মাঝে বসবাস করেন।'

স্ত্রীর প্রাপ্য উত্তরাধিকার

৩৬ [১] যোসেফ-সন্তানদের গোত্রগুলোর মধ্যে মানাশের পৌত্র মাখিরের পুত্র গিলেয়াদের সন্তানদের গোত্রের পিতৃকুলপতিরা এসে মোশি ও নেতাদের সামনে, ইস্রায়েল সন্তানদের পিতৃকুলপতিদের সামনে, কথা বললেন। [২] এঁরা বললেন, 'প্রভু গুলিবাঁট ক্রমে উত্তরাধিকার-রূপে ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে দেশ দিতে আমার প্রভুকে আজ্ঞা করেছেন, এবং আপনি প্রভুর কাছ থেকে আজ্ঞা পেয়েছেন, যেন আমাদের ভাই সেলোফ্‌হাদের উত্তরাধিকার তাঁর মেয়েদের দেওয়া হয়। [৩] কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের অন্য কোন গোষ্ঠীর মধ্যে কারও সঙ্গে যদি তাদের বিবাহ হয়, তবে আমাদের পৈতৃক উত্তরাধিকার থেকে তাদের উত্তরাধিকার কাটা হবে, ও যে গোষ্ঠীতে তাদের গ্রহণ করা হবে, সেই গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারে তা যুক্ত হবে; এইভাবে তা আমাদের উত্তরাধিকারের অংশ থেকে কাটা হবে। [৪] আর যখন ইস্রায়েল সন্তানদের জুবিলী-বর্ষ উপস্থিত হবে, সেসময়ে যাদের মধ্যে তাদের গ্রহণ করা হয়েছে, সেই গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারে তাদের

উত্তরাধিকার যুক্ত হবে; এইভাবে আমাদের পিতৃগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার থেকে তাদের উত্তরাধিকার কাটা হবে।’ [৫] মোশি প্রভুর কথা অনুসারে ইস্রায়েল সন্তানদের এই আজ্ঞা দিলেন; তিনি বললেন: যোসেফ-সন্তানদের গোষ্ঠী ঠিকই বলছে। [৬] প্রভু সেলোফ্‌হাদের মেয়েদের ব্যাপারে এই আজ্ঞা করছেন, তারা যাকে বেছে নেবে, তাকে বিবাহ করতে পারবে; কিন্তু কেবল নিজেদের পিতৃগোষ্ঠীর কোন গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করবে। [৭] এইভাবে ইস্রায়েল সন্তানদের উত্তরাধিকার এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর হাতে যাবে না; ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রত্যেকে যে যার পিতৃগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার-ভুক্ত থাকবে। [৮] ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ পৈতৃক উত্তরাধিকার ভোগ করে, এজন্যই ইস্রায়েল সন্তানদের কোন গোষ্ঠীর মধ্যে অধিকারিণী প্রত্যেকটি মেয়ে নিজ পিতৃগোষ্ঠীয় গোত্রের মধ্যে কোন এক পুরুষের স্ত্রী হবে। [৯] এইভাবে উত্তরাধিকার এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর হাতে যাবে না, কারণ ইস্রায়েল সন্তানদের প্রত্যেকটি গোষ্ঠী যে যার উত্তরাধিকার-ভুক্ত থাকবে।’

[১০] প্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা দিলেন, সেলোফ্‌হাদের মেয়েরা তেমনি কাজ করল; [১১] তাই মাহ্লা, তির্সা, হগ্লা, মিল্কা ও নোয়া, সেলোফ্‌হাদের এই মেয়েরা তাদের পিতার ভাইদের ছেলেদের সঙ্গে বিবাহিতা হল। [১২] যোসেফের ছেলে মানাশের ছেলেদের গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের বিবাহ হল, আর তাই তাদের উত্তরাধিকার তাদের পিতৃগোষ্ঠীর গোত্রে থাকল।

[১৩] এই হল সেই সকল আজ্ঞা ও বিচার-আদেশ, যা প্রভু যেরিখোর এলাকায় যর্দনের ধারে মোয়াবের নিম্নভূমিতে মোশির মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের দিলেন।

---

১ [২] ঈশ্বর নিজেই আপন জনগণের লোকগণনা করার আজ্ঞা দেন। তাঁর জনগণের লোকগণনা করা কোন মানুষের সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করতে পারে না; যে কেউ তা করতে দুঃসাহস করে, সে কেমন যেন বলে, এ ঈশ্বরের নয়, আমারই জনগণ, আর তেমন পাপের জন্য সে দণ্ডনীয় (২ শামু ২৪)।

[৫৩] আপন জনগণের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি একদিকে রক্ষা, অপরদিকে বিপদেরও উৎস; নিজ পাপাবস্থার কারণে জনগণ তাঁর কাছ থেকে একটা ব্যবধান রাখবে (গণনা ২:২; ১৭:২৮); ঠিক এই উদ্দেশ্যেই লেবীয়েরা একপ্রকার ঢালস্বরূপ মনোনীত হয়েছে।

৫ [৬] এ বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণই একটি কথা: মানুষের প্রতি পাপ ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ততার শামিল। মানব-সম্পর্ক ক্ষেত্রে যে ন্যায্যতা বিরাজ করার কথা, ঈশ্বর নিজেই তার জামিনদার, এজন্যই যে কোন প্রকার অন্যায্যতা ঈশ্বরের প্রতি অপরাধ।

[২৬] স্মরণ-চিহ্নের উদ্দেশ্যই ঈশ্বরের মনোযোগ আকর্ষণ করা, তিনি যেন উপাসকের উপর প্রসন্নতার চোখে তাকান; আরও, তার মধ্য দিয়ে উপাসক স্মরণ করবে যে, তার নৈবেদ্য আংশিক নয়, বরং 'অগ্নিদগ্ধই' অর্থাৎ পূর্ণই আত্মোৎসর্গ।

৬ [২৭] জনগণ যে তাদের আপন ঈশ্বরের সম্পদ, এর চিহ্ন হিসাবে যাজকেরা প্রভুর নাম স্থাপন করে (ঈশা ৪৪:৫; এজে ৯:৪; প্রকাশ ৭:৩)। ইস্রায়েলের ধারণায়, তারা ঈশ্বরের সম্পদ বলেই তত আশীর্বাদের পাত্র হল। এই আশীর্বাদ-অনুষ্ঠান এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপরে স্থাপিত যে, বাণী ফলদায়ী। সন্ধির ঈশ্বরের নাম তিনবার উচ্চারণ করা সন্ধি-নবায়নের শামিল।

৮ [১০] লেবীয়দের উপরে হাত রাখার অর্থই তাদের সঙ্গে নিজ একত্ব ঘোষণা করা: লেবীয়দের উপর হাত রেখে জনগণ ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত ব্যক্তি বলে নিজেদের ঘোষণা করে।

৯ [১৫] কোন মন্দির নির্মিত হবার আগে 'মেঘ' ও 'আগুন'ই ছিল ঈশ্বরের উপস্থিতির চিহ্ন (যাত্রা ২৪:১৫-১৮) ও প্রান্তরে যাত্রাকালে জনগণের পথদিশারী (যাত্রা ১৩:২১; গণনা ১৪:৪)। এই পদে, মেঘটি আবাসের উপরে অধিষ্ঠান করে: ঈশ্বর নিজ পবিত্রধাম দখল করেন (১ রাজা ৮:১০)।

১১ [১] মানুষের পাপ ও অবিশ্বস্ততার সামনে ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়াকেই 'প্রভুর ক্রোধ' বলে। তেমন ক্রোধ নানা ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক ঘটনায় এবং অপরাধীদের শাস্তিদানেই প্রকাশ পায়। প্রভুর ক্রোধ বিশেষভাবে শেষ বিচারের দিনেই ব্যক্ত হবে (১ রাজা ১৪:১৫; ঈশা ৯:১১–১০:৪; নাহুম ১; প্রকাশ ১৬:১)।

[১৭] হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় 'আত্মা' শব্দ নানা অর্থ বহন করে যেমন নিশ্বাস, বাতাস, প্রাণবায়ু, আত্মা, আত্মিক প্রেরণা, ঈশ্বরের দেওয়া বা ফিরিয়ে নেওয়া জীবনী-শক্তি ও প্রাণ-শক্তি। নবীগণ ও কোন কোন জননায়ক বিশিষ্ট ভূমিকা অনুশীলনের জন্য ঈশ্বরের আত্মাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন। (আদি ১:২; বিচারক ৩:১০; ৬:৩৪)।

[৩৩] মাংস খাওয়ার এত অদম্য বাসনাই ঈশ্বরের দান সেই মান্না হেয়জ্ঞান করার শামিল; ঈশ্বরের দান অগ্রাহ্য করে মানুষ ঈশ্বরের ব্যবস্থাই অগ্রাহ্য করে।

১৪ [১৩] ইস্রায়েলের ইতিহাসে নেতৃত্ব নেওয়ায় প্রভু সেই জনগণের ইতিহাসের সঙ্গে নিজেকে চির-আবদ্ধ করেছেন, আর তেমন শপথ ভঙ্গ করা ঈশ্বরকে মানায় না: ইস্রায়েলের পক্ষে ক্ষমালাভের উদ্দেশ্যে এ হল মোশির সাধারণ যুক্তি।

[২১] প্রভুর 'গৌরব' হল প্রকৃতিতে ও মানবেতিহাসে তাঁর নিজের ক্ষমতা ও অস্তিত্বের প্রকাশ: এই অর্থেই পৃথিবী স্রষ্টার মহত্ত্ব প্রচার করে; আবার একই অর্থেই বলা হয় (ইশা ৬:৩; সাম ৫৭:৬; রো ১:২০), 'পৃথিবী প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ' (অর্থাৎ, পৃথিবীতে প্রভুর পূর্ণ গৌরব, ক্ষমতা ও অস্তিত্ব প্রকাশিত)। এজন্যই ইস্রায়েল নিজের ইতিহাসের ঘটনাসমূহের মধ্যে নিজ প্রভুর গৌরব আবিষ্কার করতে পেরেছে (গণনা ১৪:২২)।

১৫ [২৪] ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন না করা আপনা আপনি একটা অভিশাপ ডেকে আনে, কেননা প্রভুর বিধান থেকে সরে যাওয়াই জীবনের উৎস থেকে সরে যাওয়ার শামিল। অসচেতনতার ফলে কৃত হলেও একটা অপরাধ সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাই সমাজ যেন আবার সুস্থতা পায় তার জন্য উপযুক্ত প্রতিকার চাই।

১৮ [১৯] 'চিরস্থায়ী', আক্ষরিক অনুবাদ: 'লবণে সাধিত' সন্ধি: যেমন মাছে লবণ দিয়ে রাখলে তা স্থায়ী হয়।

২১ [২] 'বিনাশ-মানত': পুরাতন নিয়মকালে, ইস্রায়েল যুদ্ধে জয়ী হলে সকল বন্দিকে ও সমস্ত লুটের মাল বিনাশ করা হত, যাতে এ সত্য প্রকাশ পায় যে, ঈশ্বরই বিজয় দান করেছেন, ফলে শত্রুপক্ষের সমস্ত কিছু ঈশ্বরেরই প্রাপ্য ও তাঁর কাছে বলিরূপে উৎসর্গ করা দরকার (যোশুয়া ৬:১৬-২১; দ্বিঃবিঃ ৭:২; ১ শামু ১৫)।

২৩ [২৩] আপন জনগণের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বর কোন মায়াবল বা যাদুমন্ত্রের উপর নির্ভর করেন না; তিনি নিজের বাণী একটি মানুষের মাধ্যমে ঘোষণা করেন (দ্বিঃবিঃ ১৮:১৪-১৮)।

২৪ [১৭খ] প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্যে, 'তারা' ছিল দেবতা ও রাজাদের প্রতীক (মথি ২:২) দৈববাণীটা দাউদকে লক্ষ করে যিনি মোয়াবের উপর বিজয়ী হলেন (২ শামু ৮:২), কিন্তু দাউদের মধ্য দিয়ে তাঁর বংশজাত মশীহকেও লক্ষ করে। • 'রাজদণ্ডের' স্থানে গ্রীক পাঠ্য মশীহমুখী অর্থে বলে 'একটি পুরুষের উদ্ভব হচ্ছে।'

২৭ [১৮] এখানে 'আত্মা' বলতে প্রভুর দেওয়া সমস্ত গুণাবলি বোঝায়। হস্তার্পণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার হস্তান্তর শুধু নয়, মোশি যে আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত (দ্বিঃবিঃ ৩৪:৯) তারও হস্তান্তর ঘটে।

৩৫ [১২] নিহত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতির দায়িত্বই নরঘাতকের প্রাণ নেওয়া; ক্ষমার কথা তখনও তত বোধগম্য ছিল না। 'প্রতিফলদাতা' হিব্রু শব্দটা অন্য স্থানে 'মুক্তিসাধক' অর্থ বহন করে (লেবীয় ২৫:২৫, ইত্যাদি)।

৩৬ [৪] জুবিলী-বর্ষের আধ্যাত্মিকতা দ্বিমুখী:

(ক) মিশর থেকে প্রত্যাগমনের ফল যে মুক্তি, তা যেন সকল ইস্রায়েলীয়েরাই ভোগ করে;

(খ) ঈশ্বর নিজে প্রতিটি মানুষের জন্য যা যা বণ্টন করেছেন, কোন মানবীয় চুক্তি তা চিরকালের মত বাতিল করতে পারে না। যিশু নাজারেথে (লুক ৪:২১) ঠিক এই সুসমাচারই ঘোষণা করেছিলেন : তাঁর আগমনে মানুষ তাঁর প্রাপ্য অধিকার ও মুক্তি ফিরে পেয়েছে!

দ্বিতীয় বিবরণ

পুস্তকটি ‘বিধানের’ পঞ্চপুস্তকের উপসংহার বলে গণনা করা যায়: আদিপুস্তক থেকে গণনাপুস্তক পর্যন্ত ঈশ্বর যা যা সাধন করে এসেছেন, দ্বিতীয় বিবরণ তার সময়োপযোগী একটা ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন অর্পণ করে। আরও, দ্বিতীয় বিবরণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেননা অধিকাংশ পরবর্তী পুস্তকগুলো তার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা চিহ্নিত।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

মোশির প্রথম উপদেশ

১ [১] যর্দনের পুবপারে, মরুপ্রান্তরে, সূফের ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত আরাবা নিম্নভূমিতে, পারান, তোফেল, লাবান, হাজেরোথ ও দিজাহাবের মাঝখান জায়গায় মোশি গোটা ইস্রায়েলকে এই সমস্ত কথা বললেন। [২] সেইর পর্বতের পথ দিয়ে হোরেব থেকে কাদেশ-বার্নেয়া পর্যন্ত এগারো দিনের যাত্রাপথ। [৩] প্রভু যে সমস্ত কথা ইস্রায়েল সন্তানদের বলতে মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে মোশি চত্বারিংশ বছরের একাদশ মাসে, সেই মাসের প্রথম দিনে তাদের কাছে কথা বলতে লাগলেন। [৪] হেশবোন-নিবাসী আমোরীয়দের রাজা সিহোনকে, এবং এদ্রেই ও আশ্তারোথ-নিবাসী বাশানের রাজা ওগকে আঘাত করার পর, [৫] যর্দনের পুবপারে, মোয়াব দেশে, মোশি এই বিধান ব্যাখ্যা করতে লাগলেন; তিনি বললেন:

হোরেবে শেষ নির্দেশবাণী

[৬] ‘আমাদের পরমেশ্বর প্রভু হোরেবে আমাদের বলেছিলেন: তোমরা এই পর্বতে যথেষ্ট দিন থেকেছ; [৭] এখন এগিয়ে যাও, রওনা হও, আমোরীয়দের পার্বত্য অঞ্চল ও সেখানকার সমস্ত জায়গার দিকে তথা আরাবা নিম্নভূমি, পাহাড়িয়া অঞ্চল, শেফেলা,

নেগেব, সমুদ্রতীরের দিকে গিয়ে মহানদী [অর্থাৎ] ফোরাত নদী পর্যন্ত কানানীয়দের দেশে ও লেবাননে প্রবেশ কর। [৮] দেখ, আমি এই দেশ তোমাদের সামনেই রেখেছি; তোমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবকে এবং তাদের পরে তাদের বংশধরদের যে দেশ দেবেন বলে প্রভু শপথ করেছিলেন, তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার কর।

[৯] সেসময় আমি তোমাদের একথা বলেছিলাম: একাকী তোমাদের ভার বওয়া আমার অসাধ্য। [১০] তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের সংখ্যা এমনই বৃদ্ধি করেছেন যে, তোমরা আজ আকাশের তারানক্ষত্রের মত বহুসংখ্যক হয়েছ। [১১] তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু এর চেয়ে তোমাদের সংখ্যা আরও সহস্র গুণে বৃদ্ধি করুন, এবং তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনি তোমাদের আশীর্বাদ করুন। [১২] একাকী আমি কেমন করে তোমাদের বোঝা, তোমাদের ভার ও তোমাদের যত ঝগড়া-বিবাদ সহ্য করতে পারি? [১৩] তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিসম্পন্ন ও সুনাম-করা লোকদের বেছে নাও, আমি তাদের তোমাদের নেতারূপে নিযুক্ত করব। [১৪] তোমরা আমাকে উত্তর দিয়েছিলে: তোমার প্রস্তাব ভাল। [১৫] তাই আমি তোমাদের গোষ্ঠীগুলির নেতাদের, অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান ও সুনাম-করা সেই লোকদের নিয়ে তোমাদের উপরে সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশপতি, দশপতি, এবং তোমাদের গোষ্ঠীগুলির জন্য শাস্ত্রী করে নিযুক্ত করেছিলাম। [১৬] সেসময় আমি তোমাদের বিচারকদের এই আজ্ঞা দিয়েছিলাম: তোমরা তোমাদের ভাইদের কথা শুনে বাদী ও তার ভাইয়ের বা সহবাসী বিদেশীর মধ্যে বিচার সম্পাদন কর। [১৭] বিচারে কারও পক্ষপাত না করে তোমরা ছোট বড় উভয়েরই কথা শুনবে; মানুষের মুখ দেখে তোমরা ভয় করবে না, কেননা পরমেশ্বরেরই তো বিচার। এবং যত সমস্যা তোমাদের পক্ষে কঠিন, তা আমার কাছে উপস্থাপন করবে, আমি তা শুনব। [১৮] সেসময় তোমাদের সমস্ত কর্তব্য কাজ সম্বন্ধে আমি আজ্ঞা করেছিলাম।

জনগণের প্রথম অবিশ্বস্ততা

[১৯] আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত আমরা হোরেব থেকে রওনা হলাম, এবং আমোরীয়দের পার্বত্য অঞ্চলে যাবার পথে তোমরা সেই যে বিরাট ও ভয়ঙ্কর মরুপ্রান্তর

দেখেছ, তার মধ্য দিয়ে যাত্রা করে আমরা কাদেশ-বার্নেয়ায় গিয়ে পৌঁছলাম। [২০] তখন আমি তোমাদের বললাম: আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ আমাদের দিতে যাচ্ছেন, আমোরীয়দের সেই পার্বত্য অঞ্চলে তোমরা এসে উপস্থিত হলে। [২১] দেখ, তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেই দেশ তোমার সামনেই রেখেছেন; প্রবেশ কর, তা অধিকার কর, যেমন তোমার পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে বলেছেন: ভীত হয়ো না, নিরাশ হয়ো না।

[২২] তখন তোমরা সকলে আমার কাছে এসে বললে: এসো, আগে আমরা সেই জায়গায় লোক পাঠাই; তারা আমাদের জন্য দেশ পরিদর্শন করুক ও আমাদের জানিয়ে দিক, আমাদের কোন্ পথ দিয়ে উঠে যেতে হবে ও কোন্ কোন্ শহরে ঢুকতে হবে। [২৩] সেই কথায় সন্তুষ্ট হয়ে আমি তোমাদের প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্য থেকে এক একজন করে বারোজনকে বেছে নিলাম। [২৪] তারা পথে নেমে পর্বতে উঠল ও এস্কোল উপত্যকায় পৌঁছে দেশ পরিদর্শন করল। [২৫] সেই দেশের কয়েকটা ফল সংগ্রহ করে তা আমাদের কাছে নিয়ে এল; এবং আমাদের কাছে সবকিছুর বিবরণ দিয়ে বলল: আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ আমাদের দিতে যাচ্ছেন, তা উত্তম দেশ। [২৬] কিন্তু তবুও তোমরা সেখানে যেতে অস্বীকার করলে, ও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞার প্রতি বিদ্রোহ করলে; [২৭] হ্যাঁ, নিজ নিজ তাঁবুতে গজগজ করে তোমরা বললে, প্রভু আমাদের ঘৃণা করছেন, এজন্যই তিনি আমোরীয়দের হাতে আমাদের তুলে দেবার জন্য ও আমাদের বিনাশ করার জন্য মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন। [২৮] আমরা কোন্ ধরনের জায়গার দিকেই বা যাচ্ছি? আমাদের ভাইয়েরা আমাদের মন ভেঙে দেবার জন্য বলল, আমাদের চেয়ে সেই জাতির মানুষ বিরাট ও লম্বা, শহরগুলিও খুবই বিরাট ও আকাশছোঁয়া প্রাচীরে ঘেরা; আরও, সেখানে আমরা আনাকীয়দের সন্তানদেরও দেখেছি। [২৯] তখন আমি তোমাদের বললাম, উদ্বিগ্ন হয়ো না, তাদের বিষয়ে ভীত হয়ো না। [৩০] তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু, যিনি তোমাদের আগে আগে চলছেন, তিনি নিজেই তোমাদের পক্ষে সংগ্রাম করবেন, যেমনটি তোমাদের চোখের সামনে মিশরে বহুবার করেছিলেন [৩১] ও মরুপ্রান্তরেও করেছেন; এই মরুপ্রান্তরে তুমি তো দেখেছ: পিতা যেমন নিজ সন্তানকে বহন করে, তেমনি যে যে পথ ধরে তোমরা এসেছ, এই স্থানে

না আসা পর্যন্ত সেই সমস্ত পথ ধরে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে বহন করে এসেছেন। [৩২] তা সত্ত্বেও তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে বিশ্বাস রাখলে না; [৩৩] অথচ তিনি তোমাদের শিবির বসাবার স্থান খোঁজ করার জন্য যাত্রাকালে তোমাদের আগে আগে চ'লে রাত্রিতে আগুন দ্বারা ও দিনে মেঘ দ্বারা তোমাদের যাওয়ার পথ দেখাতেন।

[৩৪] তোমাদের সেই সমস্ত কথা শুনে সেদিন প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে শপথ করে বললেন: [৩৫] আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দেব বলে শপথ করেছি, এই ধূর্ত বংশের মানুষদের মধ্যে কেউই সেই উত্তম দেশ দেখতে পাবে না, [৩৬] কেবল যেফুন্নির সন্তান কালেব তা দেখতে পাবে; এবং সে যে ভূমিতে পা বাড়িয়ে এসেছে, সেই ভূমি আমি তাকে ও তার সন্তানদের দেব, কেননা সে পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রভুর অনুসরণ করেছে। [৩৭] তোমাদের কারণে আমার প্রতিও প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন, তিনি আমাকে বললেন, তুমিও সেখানে প্রবেশ করবে না; [৩৮] তোমার সহকারী নূনের সন্তান যে যোশুয়া, সে-ই সেই দেশে প্রবেশ করবে; তার অন্তরে সাহস যোগাও, কেননা সে ইস্রায়েলকে দেশটির অধিকারী করবে। [৩৯] আর তোমাদের এই ছেলেমেয়েরা যাদের বিষয়ে তোমরা বললে, এরা লুটের বস্তু হবে! হ্যাঁ, তোমাদের এই ছেলেরা যাদের মঙ্গল-অমঙ্গল-জ্ঞান আজও হয়নি, তারাই সেখানে প্রবেশ করবে, তাদেরই কাছে আমি সেই দেশ দেব আর তারাই তা অধিকার করবে। [৪০] কিন্তু তোমরা ফের, লোহিত সাগরের পথ দিয়ে মরুপ্রান্তরে চলে যাও।

[৪১] তখন তোমরা উত্তরে আমাকে বললে, আমরা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি; আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা অনুসারে উঠে গিয়ে যুদ্ধ করব। তোমরা প্রত্যেকে অস্ত্রসজ্জিত হলে ও পর্বতে ওঠা সামান্য ব্যাপার মনে করলে। [৪২] কিন্তু প্রভু আমাকে বললেন, তুমি তাদের বল: তোমরা উঠো না, যুদ্ধও করো না, কেননা আমি তোমাদের মধ্যে নেই; তোমরা তোমাদের শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হবেই। [৪৩] আমি সেই কথা তোমাদের বললাম, কিন্তু তাতে তোমরা কান দিলে না, বরং প্রভুর আজ্ঞার প্রতি বিদ্রোহ করে ও দুঃসাহস দেখিয়ে পর্বতে উঠেছিলে। [৪৪] পর্বতবাসী সেই

আমোরীয়েরা তোমাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে প’ড়ে, মৌমাছি যেমন করে, তেমনি তোমাদের ধাওয়া করল ও হর্মা পর্যন্ত সেইরে তোমাদের আঘাত করল।

[৪৫] ফিরে এসে তোমরা প্রভুর সাক্ষাতে হাহাকার করলে; কিন্তু প্রভু তোমাদের কণ্ঠে মনোযোগ দিলেন না, তোমাদের কথায় কান দিলেন না। [৪৬] এজন্যই তোমরা কাদেশে বহুদিন থাকলে—ততদিন, যতদিন নিরূপিত ছিল।

২ [১] তখন, প্রভু আমাকে যেভাবে বলেছিলেন, সেই অনুসারে আমরা ফিরে লোহিত সাগরের পথে মরুপ্রান্তরের দিকে রওনা হলাম, এবং বহুদিন ধরে সেইর পর্বতের গায়ের চারপাশ দিয়ে ঘুরতে থাকলাম।’

কাদেশ থেকে আর্নোন পর্যন্ত যাত্রা

[২] ‘প্রভু আমাকে বললেন: [৩] তোমরা এই পর্বতের গায়ের চারপাশ দিয়ে যথেষ্ট দিন ঘুরেছ; এবার উত্তরদিকে ফের। [৪] তুমি জনগণকে এই আজ্ঞা দাও, সেইরে তোমাদের যে ভাইয়েরা বাস করে, সেই এসৌ-সন্তানদের এলাকা তোমরা পার হতে যাচ্ছ; তারা তোমাদের ভয় করবে; তাতে তোমরা যথেষ্ট রক্ষা পাবে। [৫] যুদ্ধ করতে তাদের প্ররোচিত করো না, কেননা আমি তাদের দেশের কোন অংশ তোমাকে দেব না, এক পা যতটুকু ভূমি মাড়াতে পারে, ততটুকুও দেব না; কেননা সেইর পর্বত আমি অধিকার-রূপে এসৌকে দিয়েছি। [৬] তোমরা টাকার বিনিময়েই তাদের কাছ থেকে খাবার কিনে খাবে, টাকার বিনিময়েই জলও কিনে পান করবে; [৭] কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার হাতের সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন; এই বিরাট মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে তোমার যাত্রায় তিনি তোমার পিছু পিছু চললেন; এই চল্লিশ বছর তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন আর তোমার কোন কিছুর অভাব হল না। [৮] তাই আমরা আরাবা নিম্নভূমির পথ দিয়ে, এলাথ ও এৎসিয়োন-গেবেরের মধ্য দিয়ে, সেইর-নিবাসী আমাদের ভাই সেই এসৌ-সন্তানদের পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে গেলাম। পরে ফিরে মোয়াবের মরুপ্রান্তরের পথ দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

[৯] প্রভু আমাকে বললেন, তুমি মোয়াবীয়দের আক্রমণ করো না, যুদ্ধ করতেও তাদের প্ররোচিত করো না; কারণ আমি তাদের দেশের কোন অংশ তোমার অধিকার-

রূপে তোমাকে দেব না, কেননা আমি আর্ শহর লোটের সন্তানদের অধিকার-রূপে দিয়েছি। [১০] (আগে ওই স্থানে এমীমেরা বাস করত, তারা আনাকীয়দের মত বিরাট, বহুসংখ্যক ও লম্বা জাতির মানুষ। [১১] আনাকীয়দের মত তারাও রেফাইমদের মধ্যে গণিত, কিন্তু মোয়াবীয়েরা তাদের এমীম বলে। [১২] আগে হোরীয়েরাও সেইরে বাস করত, কিন্তু এসৌর সন্তানেরা তাদের দেশছাড়া করে ও একেবারে বিনাশ করে তাদের জায়গায় বসতি করল—যেমন ইস্রায়েল তার সেই নিজের অধিকার-ভূমিতে করল, যা প্রভু তাকে দিলেন।) [১৩] তাই তোমরা এখন ওঠ ও জেরেদ নদী পার হও! আর আমরা জেরেদ নদী পার হলাম। [১৪] কাদেশ-বার্নেয়া থেকে জেরেদ নদী পার হওয়া পর্যন্ত আমাদের যাত্রাকাল হল আটত্রিশ বছর; অর্থাৎ সেদিন পর্যন্ত যেদিন সেকালের যোদ্ধারা সকলেই শিবিরের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হল, যেমন প্রভু তাদের কাছে শপথ করে বলেছিলেন। [১৫] শিবিরের মধ্য থেকে তাদের নিঃশেষে বিলুপ্ত করার জন্য প্রভুর হাতও তাদের বিরুদ্ধে ছিল।

[১৬] যুদ্ধে নামবার যোগ্য সমস্ত লোক মৃত্যু-তালিকায় যাওয়ার পর [১৭] প্রভু আমাকে বললেন: [১৮] আজ তুমি মোয়াবের এলাকা, অর্থাৎ আর্ পার হতে যাচ্ছ; [১৯] তুমি আম্মোন-সন্তানদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। তাদের আক্রমণ করো না, যুদ্ধ করতেও তাদের প্ররোচিত করো না, কারণ আমি তাদের দেশের কোন অংশ তোমার অধিকার-রূপে তোমাকে দেব না, কেননা আমি আর্ শহর লোটের সন্তানদের অধিকার-রূপে দিয়েছি। [২০] (সেই দেশও রেফাইমদের দেশ বলে গণ্য ছিল; রেফাইমেরা আগে সেখানে বাস করত; কিন্তু আম্মোনীয়েরা তাদের জাম্‌জুম্মিম বলে। [২১] তারা আনাকীয়দের মত ছিল বিরাট, বহুসংখ্যক ও লম্বা জাতির মানুষ, কিন্তু যে আম্মোনীয়েরা তাদের দেশছাড়া করে তাদের জায়গায় বসতি করেছিল, প্রভু সেই আম্মোনীয়দের জন্য তাদের একেবারে বিনাশ করলেন, [২২] যেইভাবে তিনি সেইর-নিবাসী সেই এসৌ-সন্তানদের জন্যও করেছিলেন, যারা হোরীয়দের একেবারে বিনাশ করে তাদের দেশছাড়া করেছিল, আর আজ পর্যন্তও তাদের জায়গায় বাস করছে। [২৩] সেই আব্বীয়েরা, যারা গাজা পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বাস করত, তারাও কাপ্তোর থেকে আসা কাপ্তোরীয়দের দ্বারা বিনষ্ট হল, আর কাপ্তোরীয়েরা তাদের জায়গায় বাস করল।)’

সিহোনের রাজ্য-দখল

[২৪] 'তবে ওঠ, রওনা হও, আর্নোন উপত্যকা পার হও। দেখ, আমি হেশবোনের রাজা আমোরীয় সিহোনকে ও তার দেশ তোমার হাতে তুলে দিলাম; তুমি সেই দেশ অধিকার করতে আরম্ভ কর, ও যুদ্ধ করতে তাকে আহ্বান কর। [২৫] আজই আমি গোটা আকাশমণ্ডলের নিচে থাকা জাতিগুলির অন্তরে তোমার বিষয়ে আশঙ্কা ও ভয় সঞ্চার করতে আরম্ভ করব, যেন তারা তোমার সুখ্যাতির কথা শুনে তোমার সামনে কম্পিত ও আতঙ্কিত হয়।

[২৬] তখন আমি কেদেমোথ মরুপ্রান্তর থেকে হেশবোনের রাজা সিহোনের কাছে দূত দ্বারা এই শান্তির বাণী বলে পাঠালাম: [২৭] তোমার দেশের মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে দাও, আমি সোজা রাস্তা ধরেই যাব, ডানে কি বাঁয়ে কোথাও পথ ছাড়ব না। [২৮] আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, যর্দন পার হয়ে আমরা যে পর্যন্ত সেই দেশে না গিয়ে পৌঁছি, সেপর্যন্ত তুমি টাকার বিনিময়ে খাবার জন্য আমাকে খাদ্য দেবে, ও টাকার বিনিময়ে পান করার জন্য জল দেবে; আমাকে শুধু যাওয়ার অধিকার দাও, [২৯] সেইর-নিবাসী সেই এসৌ-সন্তানেরা ও আর্-নিবাসী সেই আমোরীয়েরাও আমাকে যেমন অধিকার দিয়েছে। [৩০] কিন্তু হেশবোনের রাজা সিহোন তাঁর দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে দিতে রাজি হলেন না, কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আত্মা কঠিন করেছিলেন ও তাঁর হৃদয় কঠিন করেছিলেন, যেন তাঁকে তোমার হাতে তুলে দেন—যেমন আজও তিনি আমাদের হাতে আছেন! [৩১] প্রভু আমাকে বললেন: দেখ, আমি সিহোনকে ও তার দেশ তোমার হাতে দিতে আরম্ভ করলাম; তুমিও তার দেশ দখল করায় তোমার জয়যাত্রা আরম্ভ কর। [৩২] তখন সিহোন ও তাঁর গোটা জনগণ আমাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে যাহাসে যুদ্ধ করতে এলেন। [৩৩] আমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁকে আমাদের হাতে তুলে দিলেন, আর আমরা তাঁকে, তাঁর সন্তানদের ও গোটা জনগণকে পরাজিত করলাম।

[৩৪] সেসময় আমরা তাঁর সমস্ত শহর দখল করলাম, এবং স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে সমেত সমস্ত বসতি-নগরকে বিনাশ-মানতের বস্তু করলাম; কাউকে জীবিত রাখলাম না; [৩৫] কেবল পশুগুলোকে ও যে যে শহরকে দখল করেছিলাম, সেই সেই শহরের

সমস্ত কিছু লুটের মাল হিসাবে নিজেদের জন্য নিলাম। [৩৬] আর্নোন উপত্যকার সীমায় অবস্থিত আরোয়ের থেকে ও উপত্যকার মধ্যে যে শহর রয়েছে, তা থেকে গিলেয়াদ পর্যন্ত একটা শহরও আমাদের অজেয় রইল না; আমাদের পরমেশ্বর প্রভু সেই সমস্ত আমাদের অধিকারে দিলেন। [৩৭] কেবল আম্মোন-সন্তানদের দেশ, যাব্বোক নদীর পাশে অবস্থিত শহরগুলো, এবং যে কোন স্থানের বিষয়ে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু নিষেধ করেছিলেন, কেবল সেই সমস্ত স্থানের কাছেই তুমি গেলে না।'

ওগের রাজ্য-দখল

৩ [১] 'পরে আমরা অন্য দিকে ফিরে বাশানের দিকের পথে গিয়ে উঠলাম। বাশানের রাজা ওগ ও তাঁর সমস্ত জনগণ বেরিয়ে পড়ে আমাদের বিরুদ্ধে এদ্রেইতে যুদ্ধ করতে এলেন।

[২] প্রভু আমাকে বললেন: একে ভয় পেয়ো না, কেননা আমি একে, এর সমস্ত জনগণকে ও এর দেশ তোমার হাতে তুলে দিলাম; তুমি এর প্রতি সেইমত ব্যবহার কর, হেশবোনে বাস করত আমোরীয়দের রাজা সেই সিহোনের প্রতি যেইভাবে ব্যবহার করেছিলে। [৩] এইভাবে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু বাশানের রাজা ওগকে ও তাঁর সমস্ত জনগণকে আমাদের হাতে তুলে দিলেন; আমরা তাঁকে এমন আঘাত হানলাম যে, তাঁর কেউই বেঁচে থাকল না। [৪] সেসময় আমরা তাঁর সমস্ত শহর দখল করলাম; এমন একটা শহরও থাকল না, যা তাদের কাছ থেকে নিইনি: ষাটটা শহর, আর্গোবের সমস্ত অঞ্চল, বাশানে ওগের রাজ্যই নিলাম। [৫] সেই সমস্ত শহর ছিল প্রাচীরে ঘেরা ও দ্বার ও অর্গল দিয়ে সুরক্ষিত; প্রাচীরে না ঘেরা এমন বহু শহরও ছিল। [৬] আমরা হেশবোনের রাজা সিহোনের প্রতি যেমন করেছিলাম, তেমনি তাদেরও বিনাশ-মানতের বস্তু করলাম: স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে সমেত তাদের সমস্ত বসতি-নগর বিনাশ-মানতের বস্তু করলাম। [৭] কিন্তু তাদের সমস্ত পশু ও শহরের সমস্ত কিছু লুটের মাল হিসাবে কেড়ে নিলাম।'

যর্দনের পুব পারে দেশ-বণ্টন

[৮] ‘সেসময় আমরা আমোরীয়দের দুই রাজার হাত থেকে যর্দনের ওপারে অবস্থিত আর্নোন উপত্যকা থেকে হার্মোন পর্বত পর্যন্ত গোটা দেশ দখল করলাম। [৯] সিদোনীয়েরা সেই হার্মোনকে সিরিয়োন বলে, এবং আমোরীয়েরা তা সেনির বলে। [১০] আমরা সমভূমির সমস্ত শহর, সাল্‌খা পর্যন্ত ও বাশানে ওগ-রাজ্যের নগরী সেই এদ্রেই পর্যন্ত সমস্ত গিলেয়াদ ও সমস্ত বাশান দখল করলাম। [১১] কেননা রেফাইমদের মধ্যে কেবল বাশানের রাজা ওগ বেঁচে গেছিলেন। তাঁর খাট, লোহার সেই খাট কি আজও আম্মোন-সন্তানদের রাব্বা শহরে দেখা যায় না? মানুষের হাতের পরিমাপ অনুসারে সেই খাট নয় হাত লম্বা ও চার হাত চওড়া।

[১২] সেসময় আমরা আর্নোন নদীতীরে অবস্থিত আরোয়ের থেকে এই দেশ দখল করলাম; গিলেয়াদের পার্বত্য দেশের অর্ধেক ও সেখানকার শহরগুলো আমি রূবেনীয়দের ও গাদীয়দের দিলাম। [১৩] মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীকে আমি গিলেয়াদের বাকি অংশ ও সমস্ত বাশান, অর্থাৎ ওগের রাজ্য দিলাম। (সমস্ত বাশানের সঙ্গে আর্গোবের সেই গোটা অঞ্চল দিলাম, যা রেফাইমীয় দেশ বলে পরিচিত। [১৪] মানাশের সন্তান যায়ির গেশুরীয়দের ও মাআখাথীয়দের সীমানা পর্যন্ত আর্গোবের গোটা অঞ্চল দখল করে নিজ নাম অনুসারে বাশান দেশের সেই সকল জায়গার নাম যায়িরের শিবির রাখল; আজ পর্যন্ত সেই নাম প্রচলিত।) [১৫] আমি মাখিরকে গিলেয়াদ দিলাম। [১৬] গিলেয়াদ থেকে আর্নোন খাদনদী পর্যন্ত, উপত্যকার সেই মধ্যস্থান পর্যন্ত যা সীমানা হিসাবে পরিগণিত, এবং আম্মোন-সন্তানদের সীমানা যাব্বোক খাদনদী পর্যন্ত যে অঞ্চল, তা রূবেনীয়দের ও গাদীয়দের দিলাম। [১৭] আরাবা ও যর্দন কিন্নেরেথ থেকে আরাবার সাগর অর্থাৎ পুবদিকে পিস্গার পাদদেশের নিচে লবণ-সাগর পর্যন্ত সীমানা হিসাবে পরিগণিত।

[১৮] সেসময় আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিলাম: তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের অধিকারে এই দেশ তোমাদের দিয়েছেন। যোদ্ধা যে তোমরা, অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তোমাদের ভাইদের অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের আগে আগে পার হয়ে যাবে। [১৯] আমি তোমাদের যে সকল শহর দিলাম, তোমাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও পশুধন—আমি তো

জানি, তোমাদের বহু পশু আছে—কেবল তারাই তোমাদের সেই সকল শহরে থাকবে, [২০] যতদিন না প্রভু তোমাদের মত তোমাদের ভাইদেরও বিশ্রাম দেন আর তাই যর্দনের ওপারে যে দেশ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাদের দিচ্ছেন, তারাও সেই দেশ অধিকার করে। তারপর তোমরা প্রত্যেকে সেই অধিকার-ভূমিতে ফিরে যাবে, যা আমি তোমাদের দিলাম।

[২১] সেসময় আমি যোশুয়াকে এই আজ্ঞা দিলাম: তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু সেই দুই রাজার প্রতি যা করেছেন, তা তুমি নিজের চোখে দেখেছ; তুমি যে যে রাজ্যে পার হয়ে যাবে, সেই সমস্ত রাজ্যের প্রতি প্রভু তেমনি করবেন। [২২] তোমরা তাদের ভয় করো না, কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু নিজেই তোমাদের জন্য সংগ্রাম করছেন।'

মোশির মিনতি

[২৩] 'সেসময় আমি প্রভুকে এই বলে একান্তই মিনতি জানালাম: [২৪] হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তোমার আপন দাসের কাছে তোমার মহিমা ও শক্তিশালী হাত প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছ; তোমার কাজের মত কাজ ও তোমার পরাক্রান্ত কর্মের মত পরাক্রান্ত কর্ম সাধন করতে পারে, স্বর্গে বা মর্তে এমন ঈশ্বর কে আছে? [২৫] দোহাই তোমার, আমাকে ওপারে যেতে দাও, যর্দনের ওপারে অবস্থিত সেই উত্তম দেশ, সেই সুন্দর গিরিপ্রদেশ ও লেবানন আমাকে দেখতে দাও।

[২৬] কিন্তু প্রভু তোমাদের কারণে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ায় আমার যাচনায় সাড়া দিলেন না; প্রভু আমাকে বললেন: আর নয়! এবিষয়ে আর কোন কথা আমার কাছে উত্থাপন করো না। [২৭] তুমি পিস্‌গার চূড়ায় ওঠ, এবং পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও পুব দিকে চেয়ে দেখ, ভাল করে লক্ষ কর, কেননা তুমি এই যর্দন পার হতে পারবে না। [২৮] যোশুয়াকে তোমার যত আজ্ঞা হস্তান্তর কর, তার অন্তরে সাহস যোগাও, তাকে বীরপুরুষ করে তোল, কেননা সে-ই এই জনগণের আগে আগে পার হবে; যে দেশ তুমি দেখবে, সে-ই তাদের সেই দেশের অধিকারী করবে।

[২৯] তাই বেথ্-পেওরের সামনে যে উপত্যকা, আমরা সেই উপত্যকায় থামলাম।'

ঐশবিধান মহা একটা দান

৪ [১] ‘আর এখন, ইস্রায়েল, মনোযোগ দিয়ে শোন সেই সমস্ত বিধি ও নিয়মনীতি যা আমি তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি, যেন তা পালন করে তোমরা বাঁচতে পার, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তোমাদের দিচ্ছেন, তোমরা যেন সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করতে পার। [২] আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা করি, সেই বাণীতে তোমরা আর কিছুই যোগ করবে না, কিছুই বাদও দেবে না। আমি তোমাদের জন্য যে সমস্ত আদেশ জারি করছি, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেই সকল আজ্ঞা পালন করবে।

[৩] বায়াল-পেওরের ব্যাপারে প্রভু যা করেছিলেন, তা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ: হ্যাঁ, তোমার মধ্য থেকে যারা বায়াল-পেওরের অনুগামী হয়েছিল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাদের প্রত্যেককেই বিনাশ করেছিলেন; [৪] কিন্তু তোমরা যত লোক তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থেকেছিলে, সকলেই আজ জীবিত আছ।

[৫] দেখ, আমার পরমেশ্বর প্রভু আমাকে যেমন আজ্ঞা করেছেন, আমি তোমাদের তেমন বিধি ও নিয়মনীতি শিখিয়েছি, যেন অধিকার করার জন্য তোমরা যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, সেই দেশে সেগুলো পালন কর। [৬] সুতরাং তোমরা সেগুলোকে মেনে চলবে ও পালন করবে, কেননা জাতিগুলোর সামনে তা-ই হবে তোমাদের প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির পরিচয়; এই সমস্ত বিধির কথা শুনে তারা বলবে: এই মহাজাতির মানুষই একমাত্র প্রজ্ঞাবান ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক। [৭] আসলে, এমন কোন্ বড় দেশ আছে, যার দেব-দেবীরা তার তত নিকটবর্তী, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের যত নিকটবর্তী যখনই আমরা তাঁকে ডাকি? [৮] আর আমি আজ তোমাদের সামনে যে সমস্ত বিধান তুলে ধরলাম, এমন কোন্ বড় দেশ আছে, যার বিধি ও নিয়মনীতি তেমনি ধর্মসম্মত? [৯] কিন্তু তুমি নিজের বিষয়ে সাবধান, অতি সাবধান থাক, পাছে যে সকল ব্যাপার তুমি নিজের চোখে দেখেছ, তা ভুলে যাও: না, তা যেন তোমার সমস্ত জীবনকালে তোমার হৃদয় থেকে চলে না যায়। তুমি তোমার সন্তানদের কাছে ও তোমার সন্তানদের সন্তানসন্ততিদেরও কাছে তা শিখিয়ে দেবে।’

হোরেবে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ

[১০] ‘সেই দিনটির কথা স্মরণ কর, যেদিন তুমি হোরেবে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়িয়েছিলে; সেদিন প্রভু আমাকে বলেছিলেন: তুমি আমার কাছে জনগণকে একত্রে সমবেত কর, আমি আমার বাণীগুলো তাদের শোনাব, তারা পৃথিবীতে যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন যেন আমাকে ভয় করতে শেখে ও তাদের সন্তানদেরও সেই বাণী শেখায়। [১১] তোমরা কাছে এগিয়ে গিয়ে পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়েছিলে, এবং সেই পর্বত আকাশের অভ্যন্তর পর্যন্তই আগুনে জ্বলছিল, অন্ধকার, মেঘ ও ঘোর তমসা ব্যাপ্ত ছিল। [১২] প্রভু আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কথা বললেন; তোমরা কথার সুর শুনছিলে, কিন্তু মূর্তিমান কিছুই দেখতে পাচ্ছিলে না; কেবল একটি সুর ছিল। [১৩] তিনি তোমাদের কাছে তাঁর আপন সন্ধি প্রকাশ করলেন ও তা পালন করতে তোমাদের আজ্ঞা দিলেন, অর্থাৎ সেই দশ বাণী যা তিনি দু’খানা পাথরফলকে লিপিবদ্ধ করলেন। [১৪] সেসময়ে তিনি আমাকে বিধি ও নিয়মনীতি তোমাদের শেখাতে আজ্ঞা করলেন, যে দেশ তোমরা অধিকার করতে পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে তা যেন পালন কর।’

মূর্তিপূজা বিষয়ে সাবধান বাণী

[১৫] ‘তাই, যেদিন প্রভু হোরেবে আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যেহেতু সেদিন তোমরা মূর্তিমান কিছু দেখনি, সেজন্য তোমাদের নিজেদের বিষয়ে খুবই সাবধান হও, [১৬] পাছে ভ্রষ্ট হয়ে তোমরা নিজেদের জন্য কোন দেবতার খোদাই করা মূর্তি তৈরি কর—তা পুরুষলোকের বা স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্তি হোক, [১৭] পৃথিবীর কোন পশুর প্রতিমূর্তি বা আকাশে উড়ন্ত কোন পাখির প্রতিমূর্তি হোক, [১৮] ভূচর কোন সরিসৃপের প্রতিমূর্তি বা ভূমির নিচে জলচর কোন প্রাণীর প্রতিমূর্তি হোক না কেন! [১৯] আরও, আকাশের দিকে চোখ তুলে সূর্য, চন্দ্র ও তারানক্ষত্র, আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনী দেখলে তোমরা পাছে ভ্রষ্ট হয়ে সেগুলোর উদ্দেশে প্রণিপাত কর ও সেগুলোর সেবা কর—সেইসব এমন কিছু, যা তোমার পরমেশ্বর প্রভু গোটা আকাশমন্ডলের নিচে থাকা সকল জাতির কাছে তাদেরই প্রাপ্য বলে ফেলে

রেখেছেন। [২০] কিন্তু প্রভু তোমাদেরই নিয়েছেন, লোহা ঢালবার হাপর থেকে, সেই মিশর থেকে তোমাদেরই বের করে এনেছেন, যেন তোমরা তাঁর আপন অধিকাররূপে তাঁরই জনগণ হও, যেমনটি আজ আছ।

[২১] তোমাদের কারণে প্রভু আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে শপথ করেছেন যে, তিনি আমাকে যর্দন পার হতে দেবেন না, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশ উত্তরাধিকার-রূপে দিতে যাচ্ছেন, সেই উত্তম দেশে আমাকে প্রবেশ করতে দেবেন না। [২২] হ্যাঁ, যর্দন পার না হয়ে আমাকে এই দেশেই মরতে হবে; তোমরাই পার হয়ে সেই উত্তম দেশের অধিকারী হবে। [২৩] তোমরা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাক, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছেন, তা ভুলে যেয়ো না, কোন জিনিসের মূর্তিও তৈরি করো না, কারণ তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেই ব্যাপারে তোমাকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। [২৪] কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু সর্বগ্রাসী আগুনস্বরূপ; তিনি এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন না।

[২৫] সেই দেশে পুত্র পৌত্রদের জন্ম দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছবার পর যদি তোমরা ভ্রষ্ট হও, যদি কোন বস্তুর মূর্তি তৈরি কর, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করে যদি তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোল, [২৬] তবে আমি আজ তোমাদের বিরুদ্ধে স্বর্গমর্তকে সাক্ষী মেনে বলছি: তোমরা যে দেশ অধিকার করতে যর্দন পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশ থেকে নিশ্চয়ই এক নিমেষে বিলুপ্ত হবে; সেখানে বহুকাল থাকতে পারবে না, বরং সকলে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন হবে। [২৭] প্রভু জাতিগুলোর মধ্যে তোমাদের বিক্ষিপ্ত করবেন; যে জাতিগুলোর মধ্যে প্রভু তোমাদের নিয়ে যাবেন, তাদের মধ্যে তোমরা কেবল অল্পসংখ্যক হয়েই অবশিষ্ট থাকবে। [২৮] সেখানে তোমরা মানুষের হাতে তৈরী দেবতাদের—কাঠ ও পাথরের তৈরী এমন দেবতাদেরই সেবা করবে, যারা দেখে না, শোনে না, খায় না, ঘ্রাণও নেয় না।

[২৯] কিন্তু সেখানে থেকে যদি তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ কর, তবে তাঁকে পাবে—সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর সন্ধান করলেই পাবে। [৩০] সঙ্কটের মধ্যে থেকে যখন এই সমস্ত তোমার প্রতি ঘটবে, তখন, সেই চরম দিনগুলিতে, তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরবে ও তাঁর প্রতি বাধ্য হবে,

[৩১] কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু স্নেহশীল ঈশ্বর ; তিনি তোমাকে ত্যাগ করবেন না, এবং শপথ করে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে সন্ধি করেছেন, তা ভুলে যাবেন না।’

ঈশ্বরের বেছে নেওয়া জনগণ হওয়ার গৌরব

[৩২] ‘পরমেশ্বর যেদিন পৃথিবীর বুকে মানুষকে সৃষ্টি করলেন, সেদিন থেকে যত যুগ কেটেছে, তোমার পূর্ববর্তী সেই যুগগুলিকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এর মত মহান কিছু কি কখনও ঘটেছে? এর মত কোন কথা কি কখনও শোনা হয়েছে? [৩৩] তোমার মত কি আর কোন জাতি পরমেশ্বরের কণ্ঠস্বর আগুনের মধ্য থেকে কথা বলতে শুনেছে আর তবুও প্রাণে বেঁচেছে? [৩৪] তোমার পরমেশ্বর প্রভু যেমন মিশরে তোমাদের চোখের সামনে মহা মহা কাজ সাধন করেছেন, কোন দেবতা তেমনি কি নানা কঠোর পরীক্ষা, চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণে, যুদ্ধ-সংগ্রামে, শক্তিশালী হাতে ও প্রসারিত বাহুতে, নানা ভয়ঙ্কর বিভীষিকার মধ্য দিয়ে অন্য জাতির মধ্য থেকে নিজের জন্য এক জাতিকে তুলে আনতে নিজেই কখনও গিয়েছে? [৩৫] তোমাকেই ওই সবকিছুর দর্শক করা হয়েছে, যেন তুমি জানতে পার যে, প্রভুই পরমেশ্বর, তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই। [৩৬] তোমাকে জ্ঞানশিক্ষা দেবার জন্য তিনি স্বর্গ থেকে তোমাকে তাঁর আপন কণ্ঠস্বর শোনালেন, মর্তে তোমাকে তাঁর আপন মহা আগুন দেখালেন, এবং তুমি আগুনের মধ্য থেকে তাঁর আপন বাণী শুনতে পেলে। [৩৭] তিনি তোমার পিতৃপুরুষদের ভালবাসলেন ও তাঁদের পরে তাঁদের বংশধরদের বেছে নিলেন বলেই তাঁর আপন শ্রীমুখ ও মহাপরাক্রম দ্বারা তোমাকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন, [৩৮] যেন তোমার চেয়ে মহান ও পরাক্রমী দেশের মানুষকে তোমার সামনে থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের দেশে তোমাকেই প্রবেশ করান ও তার অধিকার তোমাকেই দান করেন—ঠিক যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।

[৩৯] সুতরাং আজ জেনে নাও, হৃদয়ে এই কথা গেঁথে রাখ যে, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গে ও নিম্নে এই মর্তে প্রভুই তো পরমেশ্বর, অন্য কেউ নয়। [৪০] তাই আমি আজ তাঁর যে সকল বিধি ও আজ্ঞা তোমাকে দিলাম, তা পালন কর, যেন তোমার মঙ্গল হয়, তোমার পরে তোমার সন্তানদেরও মঙ্গল হয়, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশভূমি চিরকালের মত তোমাকে দিচ্ছেন, সেখানে যেন তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে বাস করতে পার।’

নরঘাতকদের জন্য আশ্রয়নগর

[৪১] সেসময় মোশি যর্দনের ওপারে, সূর্যোদয়ের দিকে, তিনটে শহর বেছে নিলেন, [৪২] যে কেউ তার প্রতিবেশীকে আগে থেকে ঘৃণা না করে পূর্ণ সচেতন না হয়ে বধ করে, তেমন নরঘাতক যেন সেখানে গিয়ে আশ্রয় পেতে পারে; এই সবগুলোর মধ্যে কোন একটা শহরে গেলে সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে। [৪৩] শহর তিনটে এই: রূবেনীয়দের জন্য সমভূমিতে মরুপ্রান্তরে অবস্থিত বেৎসের, গাদীয়দের জন্য গিলেয়াদে অবস্থিত রামোথ, এবং মানাশীয়দের জন্য বাশানে অবস্থিত গোলান।

মোশির দ্বিতীয় উপদেশ

[৪৪] মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে যে বিধান ব্যক্ত করলেন, সেই বিধান এ। [৪৫] ইস্রায়েল সন্তানেরা মিশর থেকে বেরিয়ে আসবার পর মোশি যর্দনের পুবপারে, বেথ্‌-পেওরের সামনে অবস্থিত উপত্যকায়, হেশবোন-নিবাসী আমোরীয় রাজা সিহোনের দেশে তাদের কাছে এই সকল নির্দেশবাণী, বিধি ও নিয়মনীতি দিলেন। [৪৬] মিশর থেকে বেরিয়ে এলে মোশি ও ইস্রায়েল সন্তানেরা সেই রাজাকে আঘাত করেছিলেন, [৪৭] এবং তাঁর দেশ ও বাশানের রাজা ওগের দেশ—যর্দনের পুবপারে সূর্যোদয়ের দিকে আমোরীয়দের এই দুই রাজার দেশ, [৪৮] আর্নোন উপত্যকার সীমায় অবস্থিত আরোয়ের থেকে সিরিয়োন পর্বত পর্যন্ত, অর্থাৎ হার্মোন পর্যন্ত গোটা দেশ, [৪৯] এবং পিস্গার পাদদেশে অবস্থিত আরাবার সাগর পর্যন্ত যর্দনের পুবপারে অবস্থিত সমস্ত আরাবা নিম্নভূমি অধিকার করে নিয়েছিলেন।

দশ আজ্ঞা—এই দশ বাণীতে সমস্ত আজ্ঞা নিহিত

৫ [১] মোশি গোটা ইস্রায়েলকে আহ্বান করে তাদের বললেন, ‘শোন, ইস্রায়েল, সেই সকল বিধি ও নিয়মনীতি যা আমি আজ তোমার সামনে ঘোষণা করছি; তোমরা তা শেখ ও সযত্নে পালন কর। [২] আমাদের পরমেশ্বর প্রভু হোরেবে আমাদের সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করেছেন। [৩] আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তো প্রভু সেই সন্ধি করেননি, কিন্তু আজ এইখানে সকলে জীবিত আছি যে আমরা, এই আমাদেরই সঙ্গে করেছেন।

[৪] প্রভু পর্বতে আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা বললেন। [৫] সেসময় আমিই প্রভুর বাণী তোমাদের জানিয়ে দেবার জন্য প্রভুর ও তোমাদের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম, যেহেতু আগুনের সামনে ভয় পেয়ে তোমরা পর্বতে ওঠনি। তিনি বললেন:

[৬] আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন: [৭] আমার প্রতিপক্ষ কোন দেবতা যেন তোমার না থাকে!

[৮] তুমি তোমার জন্য কোন মূর্তি তৈরি করবে না: অর্থাৎ, উপরে সেই আকাশে, নিচে এই পৃথিবীতে, ও পৃথিবীর নিচে জলরাশির মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার সাদৃশ্যে কোন কিছুই তৈরি করবে না। [৯] তুমি তেমন বস্তুগুলির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, সেগুলির সেবাও করবে না; কেননা আমি, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, আমি এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন না; যারা আমাকে ঘৃণা করে, তাদের বেলায় আমি পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের উপরে ডেকে আনি—তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত; [১০] কিন্তু যারা আমাকে ভালবাসে ও আমার আজ্ঞাগুলি পালন করে, আমি সহস্র পুরুষ পর্যন্তই তাদের প্রতি কৃপা দেখাই।

[১১] তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নাম তুমি অযথা নেবে না, কারণ যে কেউ তাঁর নাম অযথা নেয়, প্রভু তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন না।

[১২] তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত শাব্বাৎ দিন এমনভাবে পালন করবে, যেন তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখ। [১৩] পরিশ্রম করার জন্য ও তোমার যাবতীয় কাজ করার জন্য তোমার ছ' দিন আছে; [১৪] কিন্তু সপ্তম দিনটি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে শাব্বাৎ: সেদিন তুমি কোন কাজ করবে না—তুমিও নয়, তোমার ছেলেমেয়েও নয়, তোমার দাসদাসীও নয়, তোমার বলদ-গাধাও নয়, অন্য কোন পশুও নয়, তোমার সঙ্গে বাস করে এমন প্রবাসী মানুষও নয়; যেন তোমার দাসদাসী তোমার মত বিশ্রাম পেতে পারে। [১৫] মনে রেখ, মিশর দেশে তুমি দাস ছিলে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু শক্তিশালী হাতে ও প্রসারিত বাহুতে সেখান থেকে তোমাকে বের করে আনলেন; এজন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু শাব্বাৎ দিন পালন করতে তোমাকে আজ্ঞা করেছেন।

[১৬] তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে গৌরব আরোপ করবে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশভূমি দিচ্ছেন, সেই দেশভূমিতে যেন দীর্ঘজীবী হও ও তোমার মঙ্গল হয়।

[১৭] নরহত্যা করবে না।

[১৮] ব্যভিচার করবে না।

[১৯] অপহরণ করবে না।

[২০] তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

[২১] তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি লোভ করবে না; প্রতিবেশীর ঘর, তার জমি, তার দাসদাসী, তার বলদ-গাধা, তার কোন কিছুরই প্রতি লোভ করবে না।

[২২] প্রভু পর্বতে আগুন, মেঘ ও ঘোর অন্ধকারের মধ্য থেকে তোমাদের গোটা জনসমাবেশের কাছে এই সমস্ত বাণী উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, আর অন্য কিছুই বলেননি। তিনি এই সমস্ত কথা দু'টো পাথরফলকে লিপিবদ্ধ করে আমাকে দিলেন।'

ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ মোশি

[২৩] 'যখন তোমরা অন্ধকারের মধ্য থেকে সেই কণ্ঠ শুনতে পেলে—আর ইতিমধ্যে গোটা পর্বতটাই আগুনে জ্বলছিল—তখন তোমাদের গোষ্ঠী-নেতারা ও প্রবীণবর্গ সকলে আমার কাছে এসে [২৪] বলল, এই যে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের কাছে তাঁর গৌরব ও মহত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন আর আমরা আগুনের মধ্য থেকে তাঁর কণ্ঠ শুনতে পেলাম: মানুষের সঙ্গে পরমেশ্বর কথা বললেও মানুষ বাঁচতে পারে, এ আমরা আজ দেখলাম। [২৫] কিন্তু আমরা এখন কেন মরব? সেই মহা আগুন তো আমাদের গ্রাস করবে; আমরা যদি আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কণ্ঠ শুনতে থাকি, তবে মারা পড়ব। [২৬] কেননা মরণশীলদের মধ্যে এমন কে আছে যে, আমাদের মত আগুনের মধ্য থেকে জীবনময় পরমেশ্বরের কণ্ঠ কথা বলতে শুনে বেঁচেছে? [২৭] তুমিই এগিয়ে গিয়ে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যে সমস্ত কথা বলবেন, তা শোন; আমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যা কিছু বলবেন, সেই সমস্ত কথা তুমি আমাদের জানাও; আমরা তা শুনব ও পালন করব।

[২৮] তোমরা আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রভু তোমাদের এই কথা শুনলেন, তখন প্রভু আমাকে বললেন, এই জনগণ তোমাকে যা কিছু বলেছে, তাদের সেই সমস্ত কথা আমি শুনলাম; ওরা যা বলেছে, তা ঠিক। [২৯] ওদের ও ওদের সন্তানদের যেন চিরস্থায়ী মঙ্গল হয়, আহা, আমাকে ভয় করতে ও আমার আজ্ঞাগুলি পালন করতে যদি ওদের তেমন মন সবসময়ই থাকত! [৩০] তুমি যাও, ওদের বল, নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যাও; কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে এখানে থাক, [৩১] তুমি ওদের যা কিছু শিক্ষা দেবে, আমি তোমাকে সেই সমস্ত আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি বলে দেব, আমি যে দেশ ওদের অধিকারে দিতে যাচ্ছি, সেই দেশে ওরা যেন তা পালন করে।

[৩২] তাই তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের যেমন আজ্ঞা করেছেন, তা সযত্নেই পালন করবে, তার ডানে বা বাঁয়ে সরে যাবে না। [৩৩] তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের যে যে পথে চলবার আজ্ঞা দিলেন, সেই সমস্ত পথে চলবে, যেন তোমরা বাঁচতে পার ও তোমাদের মঙ্গল হয়, এবং যে দেশের তোমরা অধিকারী হতে যাচ্ছ, সেখানে যেন তোমাদের দীর্ঘ পরমায়ু হয়।'

প্রভুকে ভালবাসাই বিধানের সার

৬ [১] 'তোমাদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাকে এই এই আজ্ঞা, এই এই বিধি ও নিয়মনীতি আদেশ করেছিলেন, তোমরা যে দেশ অধিকার করতে পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে যেন সেই সমস্ত পালন কর, [২] যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করে তুমি, তোমার সন্তান ও তোমার সন্তানের সন্তান আজীবন তাঁর সেই আজ্ঞা ও বিধিগুলি পালন কর যা আমি তোমাকে দিচ্ছি, আর এর ফলে যেন তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়। [৩] সুতরাং শোন, ইস্রায়েল! সযত্নেই এই সমস্ত পালন কর, যেন তোমার পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যেমন বলেছেন, সেই অনুসারে দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশে তোমার মঙ্গল হয় ও তোমাদের খুবই বংশবৃদ্ধি হয়।

[৪] শোন, ইস্রায়েল! প্রভু যিনি, তিনিই আমাদের পরমেশ্বর, অদ্বিতীয়ই সেই প্রভু। [৫] তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে। [৬] এই যে সকল বাণী আমি আজ তোমার জন্য

জারি করি, তা তোমার হৃদয়ে স্থির থাকুক। [৭] তা তুমি তোমার সন্তানদের বারবার বলবে, এবং ঘরে বসে থাকার সময়ে, পথে চলার সময়ে, শোয়ার সময়ে ও ওঠার সময়ে এ সম্বন্ধে কথা বলবে। [৮] তা তুমি তোমার হাতে চিহ্নরূপে বেঁধে রাখবে, তা তোমার চোখ দু'টোর মাঝখানে ভূষণস্বরূপে থাকবে, [৯] আর তোমার ঘরের দুই বাজুতে ও তোমার নগরদ্বারেও তা লিখে রাখবে।

[১০] তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ দেবেন বলে তোমার পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের কাছে শপথ করেছেন, তিনি যখন তোমাকে সেই দেশে নিয়ে যাবেন, যেখানে রয়েছে এমন বিরাট বিরাট, সুন্দর সুন্দর শহর যা তুমি নির্মাণ করনি, [১১] এমন বাড়ি-ঘর যা তোমার দ্বারা সঞ্চয় করা নয় এমন ভাল ভাল জিনিসে পরিপূর্ণ, খোঁড়া এমন সব কুয়ো যা তুমি খুঁড়ে তৈরি করনি, এমন সব আঙুরখেত ও জলপাই বাগান যা তুমি প্রস্তুত করনি, তুমি যখন তা খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে, [১২] তখন নিজের বিষয়ে সাবধান থাক, যিনি তোমাকে মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন, সেই প্রভুকে তুমি যেন ভুলে না যাও। [১৩] তোমার পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি ভয় করবে, তাঁরই সেবা করবে, তাঁরই নামে শপথ করবে। [১৪] তোমরা অন্য দেবতাদের, তোমাদের চারদিকের জাতিগুলোর সেই দেবতাদেরই অনুগামী হবে না, [১৫] কেননা তোমার মধ্যে রয়েছেন যিনি, তোমার সেই পরমেশ্বর প্রভু কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন না। সাবধান, পাছে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর ক্রোধ তোমার উপরে জ্বলে ওঠে, আর তিনি পৃথিবীর বুক থেকে তোমাকে উচ্ছেদ করেন। [১৬] তোমরা মাস্সাতে যেভাবে করেছিলেন, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে সেইভাবে পরীক্ষা করবে না!

[১৭] তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যা কিছু আজ্ঞা, নির্দেশবাণী ও বিধি জারি করেছেন, তোমরা তা সযত্নে পালন করবে; [১৮] এবং প্রভুর দৃষ্টিতে যা কিছু ন্যায্য ও মঙ্গলময়, তা-ই করবে, যেন তোমার মঙ্গল হয়, এবং প্রভু যে দেশ দেবেন বলে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন, সেই উত্তম দেশে প্রবেশ করে তুমি যেন তা অধিকার করতে পার; [১৯] এর আগে তিনি অবশ্যই তোমার সামনে থেকে তোমার সকল শত্রুকে তাড়িয়ে দেবেন, যেমনটি স্বয়ং প্রভু কথা দিয়েছেন।

[২০] ভবিষ্যতে যখন তোমার ছেলে জিজ্ঞাসা করবে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের যে সকল নির্দেশবাণী, বিধি ও নিয়মনীতি দিয়েছেন, এই সমস্ত কিছুর অর্থ কী? [২১] তখন তুমি তোমার ছেলেকে এই উত্তর দেবে: আমরা মিশর দেশে ফারাওর দাস ছিলাম, আর প্রভু শক্তিশালী হাত দ্বারা মিশর থেকে আমাদের বের করে আনলেন; [২২] আমাদের চোখের সামনে প্রভু মিশরের বিরুদ্ধে, ফারাও ও তাঁর সমস্ত বংশের বিরুদ্ধে মহৎ ও ভয়ঙ্কর নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়ে দিলেন। [২৩] তিনি আমাদের সেখান থেকে বের করে আনলেন, যে দেশ আমাদের দেবেন বলে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন, সেই দেশে যেন আমাদের নিয়ে যেতে পারেন। [২৪] সেসময় প্রভু আমাদের এই সকল বিধি পালন করতে ও আমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করতে আজ্ঞা করলেন, যেন আজীবন আমাদের মঙ্গল হয় আর আমরা বেঁচে থাকি—ঠিক যেমনটি আজ বেঁচে আছি। [২৫] আমাদের কাছে ধর্মময়তা এ: আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে এই সমস্ত বিধি সযত্নে পালন করা, যেমনটি তিনি আমাদের আজ্ঞা করেছেন।'

ইস্রায়েল পৃথক করা-ই এক জাতি

৭ [১] 'অধিকার করার জন্য তুমি যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যখন সেই দেশে তোমাকে নিয়ে যাবেন, ও তোমার সামনে থেকে বহু জাতিকে—হিত্তীয়, গির্গাশীয়, আমোরীয়, কানানীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয়, ও যেবুসীয়, তোমার চেয়ে বিরাট ও শক্তিশালী এই সাত জাতিকে দূর করবেন, [২] আর তোমার পরমেশ্বর প্রভু যখন তোমার হাতে তাদের তুলে দেবেন আর তুমি তাদের পরাজিত করবে, তখন তাদের তুমি বিনাশ-মানতের বস্তুই করবে; তাদের সঙ্গে কোন সন্ধি করবে না, তাদের প্রতি দয়াও দেখাবে না। [৩] তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করবে না, তুমি তার ছেলেকে তোমার মেয়েকে দেবে না, ও তোমার ছেলের জন্য তার মেয়ে নেবে না। [৪] কেননা সে তোমার ছেলেকে আমার অনুসরণ করা থেকে সরিয়ে দেবে তারা যেন অন্য দেবতাদের সেবা করে; এতে তোমাদের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠবে আর তিনি তোমাকে এক নিমেষেই বিনাশ করবেন। [৫] তোমরা বরং তাদের প্রতি এভাবেই ব্যবহার করবে:

তাদের যত যজ্ঞবেদি উৎপাটন করবে, তাদের যত স্মৃতিস্তম্ভ টুকরো টুকরো করবে, তাদের যত পবিত্র দণ্ড কেটে ফেলবে ও তাদের যত দেবমূর্তি আগুনে পুড়িয়ে দেবে।
[৬] কেননা তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই এক জাতি: পৃথিবীর বুকে যত জাতি রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর নিজস্ব অধিকার হবার জন্য তোমাকেই বেছে নিয়েছেন। [৭] সকল জাতির চেয়ে তোমরা সংখ্যায় বড়, এজন্যই যে প্রভু তোমাদের প্রতি আসক্ত হয়েছেন ও তোমাদের বেছে নিয়েছেন, তা নয় —প্রকৃতপক্ষে সকল জাতির মধ্যে তোমরা সংখ্যায় ছোট— [৮] বরং প্রভু তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন তা তিনি রক্ষা করেন বলেই প্রভু শক্ত হাতে তোমাদের বের করে এনেছেন এবং দাসত্ব-অবস্থা থেকে, সেই মিশর-রাজ ফারাওর হাত থেকে তোমাদের পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন।
[৯] সুতরাং জেনে রেখ: তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই পরমেশ্বর; তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর; যারা তাঁকে ভালবাসে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে, সহস্র পুরুষ ধরেই তিনি তাদের সঙ্গে আপন সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করেন। [১০] কিন্তু যারা তাঁকে ঘৃণা করে, তাদের, সেই ব্যক্তিদেরই সংহার করায় তাদের প্রতিফল দেন; যে কেউ তাঁকে ঘৃণা করে, দেরি না করেই তিনি তাকে, সেই ব্যক্তিকেই প্রতিফল দেন। [১১] তাই আমি আজ তোমার জন্য যে সমস্ত আজ্ঞা, বিধি ও বিধান জারি করছি, তুমি সেই সমস্ত সযত্নে পালন করবে।

[১২] তোমরা এই সকল নিয়মনীতি শোন, এই সমস্ত কিছু মেনে চল ও পালন কর, তবেই তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে সন্ধি ও কৃপার কথা তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তোমার ক্ষেত্রে তা রক্ষা করবেন; [১৩] হ্যাঁ, তিনি তোমাকে ভালবাসবেন, আশীর্বাদ করবেন, তোমার বংশের বৃদ্ধি ঘটাবেন: তিনি যে দেশভূমি তোমাকে দেবেন বলে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন, সেই দেশভূমিতে তোমার গর্ভের ফল, তোমার ভূমির ফল, তোমার গম, তোমার নতুন আঙুররস, তোমার তেল, তোমার গবাদি পশুর বাচ্চা ও তোমার মেষের শাবক, এই সকলকেই আশিসমণ্ডিত করবেন। [১৪] সকল জাতির মধ্যে তুমি আশিসধন্য হবে, তোমার মধ্যে কোন পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোক অনুর্বর হবে না, তোমার পশুদের মধ্যেও নয়। [১৫] প্রভু

তোমা থেকে সমস্ত রোগ-ব্যাধি দূর করে দেবেন, এবং মিশরীয়দের যে সকল ঘৃণ্য রোগের কথা তুমি জান, তা তোমার উপরে ডেকে আনবেন না, কিন্তু যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তাদের সকলের উপরেই তা ডেকে আনবেন। [১৬] তাই তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার হাতে যে সমস্ত জাতিকে তুলে দিচ্ছেন, তুমি তাদের গ্রাস করবে; তোমার চোখ তাদের প্রতি যেন দয়া না দেখায়; তাদের দেবতাদের সেবা করো না, কেননা তোমার পক্ষে তা ফাঁদস্বরূপ।

[১৭] কি জানি, হয় তো তুমি মনে মনে বল, এই জাতিগুলো যখন আমার চেয়ে বহুসংখ্যক, তখন আমি কেমন করে এদের দেশছাড়া করব? [১৮] তুমি তাদের বিষয়ে ভীত হয়ো না; তোমার পরমেশ্বর প্রভু ফারাওর ও গোটা মিশরের প্রতি যা করেছেন, তা স্মরণ কর; [১৯] স্মরণ কর সেই মহা মহা পরীক্ষা যা তুমি নিজের চোখেই দেখেছ; এবং সেই সকল চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ আর সেই শক্তিশালী হাত ও বিস্তারিত বাহু যা দ্বারা তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে বের করে এনেছেন; তুমি যাদের ভয় করছ, সেই সমস্ত জাতির প্রতি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তেমনি করবেন। [২০] তাছাড়া, তুমি যেতে যেতে যারা নিজেদের বাঁচাতে বা লুকোতে পারবে, তারা যতদিন বিনষ্ট না হয়, ততদিন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাদের মধ্যে ভিমরুলের ঝাঁক প্রেরণ করবেন। [২১] তুমি তাদের কারণে সন্ত্রাসিত হয়ো না, কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার মাঝেই বিরাজ করছেন, তিনি মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর! [২২] তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সামনে থেকে ওই জাতিগুলোকে আস্তে আস্তে দূর করবেন; তুমি তো তাদের দ্রুতই বিনাশ করতে পারবে না, পাছে বন্যজন্তুদের সংখ্যা বাড়ে আর তাতে তুমি ক্ষতিগ্রস্তই হবে। [২৩] কিন্তু তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাদের তোমার হাতে তুলে দেবেন, এবং যে পর্যন্ত তারা বিনষ্ট না হয়, সেপর্যন্ত তিনি তাদের অন্তরে বিরাট আতঙ্ক সঞ্চার করবেন। [২৪] তিনি তাদের রাজাদের তোমার হাতে তুলে দেবেন, আর তুমি আকাশমণ্ডলের নিচ থেকে তাদের নাম বিলুপ্ত করবে; তোমার সামনে কেউই দাঁড়াতে পারবে না—যতদিন না তুমি তাদের বিনাশ করবে। [২৫] তুমি তাদের খোদাই করা দেবমূর্তিগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেবে, সেগুলোর গায়ে মোড়ানো সোনা-রুপোর প্রতি লোভ করবে না ও নিজের জন্য তা নেবে না, নিলে তা তোমার পক্ষে ফাঁদস্বরূপ হবে, কেননা তোমার

পরমেশ্বর প্রভুর কাছে তা জঘন্য বস্তু; [২৬] তেমন জঘন্য বস্তু তুমি তোমার ঘরে
আনবে না, পাছে সেগুলোর মত তুমিও বিনাশ-মানতের বস্তু হও; কিন্তু সেইসব তুমি
ঘৃণ্য ও জঘন্য বস্তু বলে গণ্য করবে, যেহেতু তা বিনাশ-মানতের বস্তু।'

মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েলের শিক্ষালাভ

৮ [১] 'আমি আজ তোমাদের যে সকল আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা তা সযত্নে পালন
করবে, যেন বাঁচতে পার, বৃদ্ধিলাভ কর, এবং প্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশ
দেবেন বলে শপথ করেছেন, সেই দেশে প্রবেশ করে যেন তা অধিকার কর। [২] সেই
দীর্ঘ যাত্রাপথের কথাই স্মরণ কর, যে পথ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে নমিত
করার জন্য, তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য, এবং তোমার অন্তঃস্থলে কি কি আছে ও তুমি
তাঁর আজ্ঞা পালন করবে কিনা তা জানবার জন্য এই চল্লিশ বছর ধরে তোমাকে চালনা
করেছেন। [৩] হ্যাঁ, তিনি তোমাকে নমিত করলেন, তোমাকে ক্ষুধার জ্বালা ভোগ
করালেন, পরে তোমাকে সেই মান্নায় পরিপুষ্ট করলেন, যা তোমার অজানা ছিল, তোমার
পিতৃপুরুষদেরও অজানা ছিল, যেন তিনি তোমাকে বোঝাতে পারেন যে, মানুষ কেবল
রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু প্রভুর মুখ থেকে যা কিছু নির্গত হয়, তাতেই মানুষ বাঁচে।
[৪] এই চল্লিশ বছরে তোমার গায়ে কোন পোশাক জীর্ণ হয়নি, তোমার পাও ফোলেনি।
[৫] তাই মনে মনে স্বীকার কর যে, যেমন পিতা তার আপন ছেলেকে শাসন করেন,
তেমনি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে শাসন করেন।'

প্রতিশ্রুত দেশ ও তার প্রলোভন

[৬] 'তাঁর সমস্ত পথে চ'লে ও তাঁকে ভয় ক'রেই তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর
আজ্ঞা পালন কর, [৭] কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু উত্তম এক দেশে তোমাকে নিয়ে
যাচ্ছেন—উপত্যকা ও পর্বত থেকে নির্গত জলস্রোত, জলের উৎসধারা ও গভীর
জলাশয়েরই এক দেশ! [৮] আবার, এমন দেশ, যা গম, যব, আঙুরলতা, ডুমুরগাছ ও
ডালিমের দেশ; তেলদায়ী জলপাই ও মধুর দেশ; [৯] এমন দেশ, যেখানে অনটনের
কোন চাপ অনুভব না করেই তুমি খেতে পারবে, যেখানে তোমার কোন বস্তুর অভাব হবে

না; এমন দেশ, যার পাথর লোহা, ও সেখানকার পর্বত খুঁড়ে তুমি তামা বের করবে। [১০] তাই তুমি তৃপ্তির সঙ্গে খাবে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ধন্যবাদ জানাবে, কারণ তিনিই তোমাকে সেই উত্তম দেশ দিলেন।

[১১] সাবধান, তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভুলে যেয়ো না; আমি আজ তাঁর যে সকল আজ্ঞা, নিয়মনীতি ও বিধি তোমাকে দিচ্ছি, এই সমস্ত কিছু পালন করায় ত্রুটি করো না। [১২] তুমি যখন খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে, যখন বাস করার জন্য উত্তম ঘর তৈরি করবে, [১৩] যখন দেখবে তোমার গবাদি পশু ও মেষ-ছাগের পাল বৃদ্ধি পেল, তোমার সোনা-রুপো বাড়ল ও তোমার সমস্ত সম্পত্তি বৃদ্ধি পেল, [১৪] তখন তোমার হৃদয় যেন গর্বে এমন স্ফীত না হয় যে, তুমি তোমার পরমেশ্বর সেই প্রভুকে ভুলে যাবে, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকেই তোমাকে বের করে এনেছেন, [১৫] যিনি সেই ভয়ঙ্কর ও বিরাট মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে, জ্বালাদায়ী বিষাক্ত সাপ ও বিছেতে ভরা জলহীন মরুভূমির মধ্য দিয়ে তোমাকে চালনা করলেন এবং অধিক কঠিন পাথরময় শৈল থেকে তোমার জন্য জল বের করলেন, [১৬] যিনি তোমাকে নমিত করার জন্য, তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য, ও তোমার ভাবীকালে তোমার মঙ্গল করার জন্য তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে অজানা সেই মান্না দিয়ে মরুপ্রান্তরে তোমাকে পরিপুষ্ট করলেন। [১৭] আর মনে মনে একথা বলো না, আমারই শক্তিতে ও বাহুবলে আমি এই সব ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছি! [১৮] বরং তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে স্মরণ করবে, কেননা ঐশ্বর্য পাবার শক্তি তিনিই তোমাকে দিচ্ছেন, তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যা শপথ করেছিলেন, তাঁর সেই সন্ধি যেন রক্ষা করতে পারেন, যেমনটি আজও করছেন।

[১৯] কিন্তু যদি তুমি কোন প্রকারে তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভুলে যাও, অন্য দেবতাদের অনুগামী হও, তাদের সেবা কর, ও তাদের সামনে প্রণিপাত কর, তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আজ এই সাক্ষ্য দিচ্ছি: তোমার বিনাশ অনিবার্য! [২০] তোমাদের সামনে প্রভু যে জাতিগুলিকে বিনাশ করছেন, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য না হওয়ায় তাদেরই মত তোমাদেরও বিনাশ হবে।’

জাতিগুলোর চেয়ে ইস্রায়েল অধিক ধর্মময় নয়

৯ [১] ‘শোন, ইস্রায়েল! আজ তুমি তোমার চেয়ে মহান ও শক্তিশালী জাতিগুলিকে ও আকাশছোঁয়া প্রাচীরে ঘেরা বিরাট নগরগুলিকে দখল করার জন্য যর্দন পার হতে যাচ্ছ; [২] এমন জাতির মানুষকে তাড়াতে যাচ্ছ, যারা বিরাট ও লম্বা—তারা সেই আনাকীয়দের সন্তান, তাদের তুমি জান; তাদের বিষয়ে একথাও শুনেছ যে, আনাক-সন্তানদের সামনে কেইবা দাঁড়াতে পারে? [৩] তবে আজ তুমি জেনে রাখ যে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু নিজে সর্বগ্রাসী আগুনের মত তোমার আগে আগে যাবেন, তাদের সংহার করবেন, তোমার সামনে তাদের নত করবেন; তুমি তাদের দেশছাড়া করবে ও দ্রুতই বিনাশ করবে, যেমন প্রভু তোমাকে কথা দিয়েছেন।

[৪] তোমার পরমেশ্বর প্রভু যখন তোমার সামনে থেকে তাদের তাড়িয়ে দেবেন, তখন মনে মনে ভেবো না যে, আমার ধর্মময়তার জন্যই প্রভু আমাকে এই দেশ অধিকার করতে এনেছেন; বাস্তবিক সেই জাতিগুলোর ধূর্ততার জন্যই প্রভু তোমার সামনে থেকে তাদের দেশছাড়া করবেন। [৫] না, তোমার ধর্মময়তা বা তোমার হৃদয়ের সরলতার জন্যই যে তুমি তাদের দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ, তা নয়; কিন্তু সেই জাতিগুলোর ধূর্ততার জন্য, এবং তোমার পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের কাছে শপথ করে তিনি যে কথা দিয়েছিলেন, তাঁর সেই কথা রক্ষা করার জন্যই তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার চোখের সামনে তাদের দেশছাড়া করবেন। [৬] সুতরাং জেনে নাও যে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে তোমার ধর্মময়তার জন্যই সেই উত্তম দেশ তোমার অধিকারে দিচ্ছেন, তা নয়; কেননা তুমি প্রকৃতপক্ষে কঠিনমনা জাতিমাত্র!’

হোরেবে ইস্রায়েলের দুরাচার ও মোশির মিনতি

[৭] ‘মনে রেখ, ভুলে যেয়ো না, প্রান্তরে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে কেমন অতিষ্ঠ করেছিলে! মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে আসার দিনটি থেকে এখানে এসে পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছ। [৮] তোমরা হোরেবেও প্রভুকে অতিষ্ঠ করেছিলে; তখন প্রভু তোমাদের উপরে এতই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে তোমাদের বিনাশ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন। [৯] যখন আমি সেই পাথরফলক দু’টোকে, তোমাদের

সঙ্গে প্রভু যে সন্ধি স্থির করতে যাচ্ছিলেন সেই সন্ধির পাথরফলক দু'টোকেই নেবার জন্য পর্বতে উঠেছিলাম, তখন চল্লিশদিন চল্লিশরাত পর্বতে থেকেছিলাম, রুটিও খাইনি, জলও পান করিনি; [১০] প্রভু আমাকে পরমেশ্বরের আঙুল দিয়ে লেখা সেই পাথরফলক দু'টো দিয়েছিলেন, যার উপরে ছিল সেই সকল বাণী যা প্রভু জনসমাবেশের দিনে পর্বতের উপরে আগুনের মধ্যে থেকে তোমাদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন। [১১] সেই চল্লিশদিন চল্লিশরাত শেষে প্রভু ওই পাথরফলক দু'টোকে, সন্ধির সেই লিপিফলক দু'টোকে আমাকে দেবার পর [১২] প্রভু আমাকে বললেন: ওঠ, এখান থেকে শীঘ্রই নেমে যাও, কারণ তোমার সেই জনগণ, যাদের তুমি মিশর থেকে বের করে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে; আমি তাদের যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছি, সেই পথ ত্যাগ করতে তাদের তত দেরি হয়নি! তারা নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই-করা একটা প্রতিমা তৈরি করেছে। [১৩] প্রভু আমাকে আরও বললেন: আমি এই জাতিকে লক্ষ করলাম; তারা সত্যিই কঠিনমনা এক জাতি। [১৪] তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, আমি এদের বিনাশ করব, আকাশের নিচ থেকে এদের নাম মুছে ফেলব, এবং তোমাকে এদের চেয়ে শক্তিশালী ও মহান এক জাতি করব। [১৫] তখন আমি মুখ ফিরিয়ে পর্বত থেকে নেমে এলাম—সেই যে পর্বত আগুনে জ্বলছিল—আর আমার দু'হাতে সন্ধির সেই লিপিফলক দু'টো ছিল। [১৬] তখন আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছিলে, নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা একটা বাছুর তৈরি করেছিলে, প্রভু যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই পথ ত্যাগ করতে তোমাদের তত দেরি হয়নি। [১৭] আমি সেই পাথরফলক দু'টো ধরে আমার নিজের দু'হাত দিয়ে ফেলে দিলাম ও তোমাদের চোখের সামনে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললাম।

[১৮] পরে আমি প্রভুর সামনে উপুড় হয়ে রইলাম, ঠিক যেমনটি আগে করেছিলাম —চল্লিশদিন চল্লিশরাত ধরে: রুটিও খাইনি, জলও পান করিনি, কেননা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই ক'রে ও তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলে তোমরা বড়ই পাপ করেছিলে। [১৯] আমার তখন ভীষণ ভয় ছিল, কারণ তোমাদের উপরে প্রভুর ক্রোধ ও আক্রোশ এমন ছিল যে, তিনি তোমাদের একেবারে বিনাশ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন। কিন্তু এবারেও প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রহণ করলেন। [২০] আরোনের উপরেও প্রভু এমন প্রচন্ড

ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন যে, তাকে বিনাশ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন; কিন্তু সেসময় আমি আরোনের জন্যও প্রার্থনা করলাম। [২১] পরে তোমাদের পাপের বস্তু, সেই যে বাছুর তোমরা তৈরি করেছিলে, তা নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলাম, ও তা গুঁড়োর মত টুকরো টুকরো না হওয়া পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ করলাম, এবং শেষে, পর্বত থেকে যে জলস্রোত প্রবাহিত, তার মধ্যে তার গুঁড়ো ফেলে দিলাম।

[২২] তোমরা তাবেরায়, মাস্‌সায় ও কিব্রোথ-হাত্তাবাতেও প্রভুকে ক্ষুব্ধ করলে। [২৩] যখন প্রভু কাদেশ-বার্নেয়া থেকে তোমাদের এগোবার জন্য বললেন, তোমরা উঠে যাও, আমি তোমাদের যে দেশ দিয়েছি, তা অধিকার কর, তখন তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলে না, ও তাঁর প্রতি বাধ্যতাও স্বীকার করলে না। [২৪] যে সময় থেকে আমি তোমাদের চিনি, সেই সময় থেকে তোমরা প্রভুর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে আসছ।

[২৫] তাই আমি চল্লিশদিন চল্লিশরাত ধরে প্রভুর সামনে উপুড় হয়ে রইলাম, কারণ প্রভু তোমাদের বিনাশ করার কথা বলেছিলেন। [২৬] প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে আমি বললাম: আমার প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তোমার আপন উত্তরাধিকার-রূপে যে জনগণের পক্ষে তোমার মহত্ত্বে মুক্তিকর্ম সাধন করেছ ও শক্তিশালী হাত দ্বারা মিশর থেকে বের করে এনেছ, তাদের বিনাশ করো না! [২৭] তোমার দাস সেই আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবকে মনে রেখ; এই জনগণের জেদ, ধূর্ততা ও পাপের দিকে তাকিয়ো না; [২৮] পাছে তুমি আমাদের যে দেশ থেকে বের করে এনেছ, সেই দেশের লোকেরা একথা বলে: প্রভু ওদের যে দেশ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই দেশে নিয়ে যেতে পারলেন না; ওদের ঘৃণা করছিলেন বিধায় তিনি মরুপ্রান্তরে বধ করার জন্যই ওদের বের করে এনেছেন। [২৯] না, এরা বরং তোমার আপন জনগণ ও তোমার আপন উত্তরাধিকার; এদের তুমি তোমার আপন মহাশক্তি দেখিয়ে ও বিস্তারিত বাহুতে বের করে এনেছ।’

সন্ধি-মঞ্জুষা ও লেবি-গোষ্ঠীকে মনোনয়ন

১০ [১] ‘সেসময় প্রভু আমাকে বললেন, তুমি প্রথমগুলোর মত দু’খানা পাথরফলক কেটে আমার কাছে পর্বতে উঠে এসো, এবং কাঠের একটি মঞ্জুষা তৈরি কর। [২] যে প্রথম পাথরগুলো তুমি ভেঙে দিলে, সেগুলোতে যে যে বাণী লেখা ছিল, তা আমি এই দুই পাথরফলকে লিখব, পরে তুমি তা সেই মঞ্জুষাতে রাখবে।

[৩] তাই আমি বাবলা কাঠের একটি মঞ্জুষা তৈরি করলাম, এবং প্রথমগুলোর মত দু’খানা পাথরফলক কেটে সেই দু’খানা পাথরফলক হাতে করে পর্বতে উঠলাম। [৪] প্রভু জনসমাবেশের দিনে পর্বতে আগুনের মধ্য থেকে যে দশ বাণী তোমাদের জন্য জারি করেছিলেন, তিনি ওই দু’খানা পাথরফলকে, আগে যা লিখেছিলেন, তা লিখলেন। পরে তা আমাকে দিলেন। [৫] আমি মুখ ফিরিয়ে পর্বত থেকে নেমে সেই দু’খানা পাথরফলক আমার তৈরি করা সেই মঞ্জুষাতে রাখলাম, আর সেসময় থেকে তা সেইখানে রয়েছে—যেমন প্রভু আমাকে আজ্ঞা দিলেন।

[৬] ইস্রায়েল সন্তানেরা ইয়াকান-সন্তানদের কুয়ো থেকে মোসেরাথের দিকে রওনা হল। সেখানে আরোনের মৃত্যু হয়, সেইখানে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়; তাঁর পদে তাঁর সন্তান এলেয়াজার যাজক হলেন। [৭] সেখান থেকে তারা গুদ্‌গোদার দিকে রওনা হল, এবং গুদ্‌গোদা থেকে যৎবাথার দিকে রওনা হল, এ এমন দেশ, যা জলস্রোতেরই দেশ।

[৮] সেসময় প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা বইবার জন্য, প্রভুর সেবায় তাঁর সাক্ষাতে দাঁড়াবার জন্য ও তাঁর নামে আশীর্বাদ করার জন্য প্রভু লেবি গোষ্ঠীকে বেছে নিলেন, আর আজ পর্যন্তই সেরূপ চলে আসছে। [৯] এজন্য নিজ ভাইদের মধ্যে লেবীয়দের কোন অংশ বা উত্তরাধিকার হয়নি; প্রভু নিজেই তাদের উত্তরাধিকার, যেমন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাকে বলেছিলেন।

[১০] আমি প্রথমবারের মত চল্লিশদিন চল্লিশরাত পর্বতে থাকলাম, এবং সেই বারেও প্রভু আমাকে সাড়া দিলেন: প্রভু তোমাকে বিনাশ করতে সম্মত হলেন না। [১১] পরে প্রভু আমাকে বললেন, ওঠ, তুমি জনগণের আগে আগে রওনা হও: আমি তাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দেব বলে শপথ করেছি, এবার তারা সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করুক।’

ভালবাসা ও বাধ্যতার বিধান

[১২] 'এখন, হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন? শুধু এই, তুমি যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় কর, তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁকে ভালবাস, তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর, [১৩] এবং আজ আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুর এই যে সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিচ্ছি, তা যেন পালন কর।

[১৪] দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্তই তোমার পরমেশ্বর প্রভুর! [১৫] কিন্তু প্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের প্রতি ভালবাসার খাতিরে কেবল তাদেরই প্রতি আসক্ত হলেন, আর তাদের পরে তিনি তাদের বংশধর এই তোমাদেরই সকল জাতির মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন—ঠিক আজকের মত। [১৬] তাই তোমরা তোমাদের হৃদয়কেই পরিচ্ছেদিত কর; আর কঠিনমনা হয়ো না; [১৭] কারণ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুই তো দেবতাদের দেবতা ও প্রভুদের প্রভু, তিনিই সেই মহামহিম, প্রতাপশালী ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, যিনি কারও পক্ষপাত করেন না ও অন্যায়-উপহার নেন না; [১৮] তিনি বরং লক্ষ রাখেন যেন এতিম ও বিধবার সুবিচার হয়, তিনি প্রবাসী মানুষকে ভালবাসেন ও তাকে খাদ্য ও বস্ত্র দান করেন। [১৯] তাই তোমরা প্রবাসী মানুষকে ভালবাস, কারণ মিশর দেশে তোমরাও প্রবাসী ছিলে। [২০] তোমার পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি ভয় করবে ও সেবা করবে, তাঁকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে, ও তাঁরই নামে শপথ করবে। [২১] তিনি তোমার প্রশংসাবাদের পাত্র, তিনি তোমার পরমেশ্বর; তুমি যা স্বচক্ষে দেখেছ, সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর কাজগুলো তিনি তোমারই জন্য সাধন করলেন। [২২] তোমার পিতৃপুরুষেরা যখন মিশরে যান, তখন সংখ্যায় কেবল সত্তরজনই ছিলেন, কিন্তু এখন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আকাশের তারানক্ষত্রের মত অগণন করে তুলেছেন।'

১১ [১] 'তাই তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে, এবং তাঁর সমস্ত আদেশ, বিধি, নিয়মনীতি ও আজ্ঞাগুলো নিত্যই পালন করবে।'

ঈশ্বরের কর্মকীর্তি উপলব্ধি করা চাই

[২] 'আজ তোমরাই উদ্বুদ্ধ হও, যেহেতু তোমাদের সেই ছেলেদের কাছে আমি কথা বলছি না, যারা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর শিক্ষার অভিজ্ঞতা করেনি, তা দেখেওনি। না, তারা তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর শক্তিশালী হাত ও প্রসারিত বাহু, [৩] তাঁর সমস্ত চিহ্ন ও মিশরের মধ্যে মিশর-রাজ ফারাওর বিরুদ্ধে ও তাঁর সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে তাঁর সাধিত যত কর্ম; [৪] মিশরীয় সেনাদল, অশ্ব ও যুদ্ধরথের বিরুদ্ধে তাঁর সাধিত যত কর্ম, তথা, তারা যখন তোমাদের পিছনে ধাওয়া করছিল, তখন তিনি কেমন করে লোহিত সাগরের জল তাদের উপরে বইয়ে দিলেন ও চিরকালের মত তাদের বিনাশ করলেন; [৫] সেই সবকিছু যা তিনি তোমাদের জন্য—এইখানে তোমাদের আসা পর্যন্ত—মরুপ্রান্তরে সাধন করলেন; [৬] সেই সবকিছু যা তিনি রূবেনের পৌত্র এলিয়াবের ছেলে দাথান ও আবিরামের প্রতি করলেন, তথা, ভূমি কেমন করে তার আপন মুখ হা করে গোটা ইস্রায়েল চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকতেই সেই লোকদের, তাদের পরিবার-পরিজনদের, তাদের তাঁবু ও তাদের নিজস্ব যত সম্পদ গ্রাস করে ফেলল—এই সমস্ত শিক্ষার অভিজ্ঞতাও তোমার ছেলেরা করেনি, তা দেখেওনি। [৭] প্রভুর সাধিত এই সমস্ত মহাকীর্তি তোমরা তো স্বচক্ষেই দেখেছ।'

নানা প্রতিশ্রুতি ও সাবধান-বাণী

[৮] 'তাই আজ আমি তোমাদের যে সকল আজ্ঞা দিচ্ছি, সেই সকল আজ্ঞা পালন কর, যেন তোমরা শক্তিশালী হয়ে উঠে, যে দেশ অধিকার করতে পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে প্রবেশ করে তা জয় করতে পার, [৯] এর ফলে, প্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের ও তাঁদের বংশধরদের যে দেশভূমি দেবেন বলে শপথ করেছিলেন, দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশভূমিতে তোমরা যেন দীর্ঘকাল থাকতে পার। [১০] কারণ তোমরা যে মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছ, সেই দেশে তুমি বীজ বুনে শাকের খেতের মত পা দিয়েই জল সিঞ্চন করতে; কিন্তু অধিকার করার জন্য তুমি যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, তা সেরূপ নয়। [১১] না, তোমরা যে দেশ অধিকার করতে পার হয়ে যাচ্ছ, তা পর্বত ও উপত্যকারই দেশ, এবং আকাশের বৃষ্টির জল পান করে; [১২] সেই দেশের প্রতি

তোমার পরমেশ্বর প্রভু খুবই যত্নশীল: বছরের আরম্ভ থেকে বছরের শেষ পর্যন্ত তার প্রতি অনুক্ষণ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টি থাকে। [১৩] আমি আজ তোমাদের যে সকল আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা যদি তোমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবেসে ও তাঁর সেবা করে সেই সমস্ত আজ্ঞা সযত্নেই শোন, [১৪] তবে আমি ঠিক সময়ে অর্থাৎ প্রথম ও শেষ বর্ষাকালে তোমাদের দেশে বৃষ্টি দেব, যেন তুমি তোমার গম, নতুন আঙুররস ও তেল সংগ্রহ করতে পার। [১৫] আমি তোমার পশুগুলোর জন্য তোমার মাঠে ঘাস দেব, এবং তুমি তৃপ্তির সঙ্গেই খাবে।

[১৬] তোমাদের নিজেদের বিষয়ে সাবধান, পাছে তোমাদের হৃদয় ভ্রষ্ট হয়! তোমরা যদি পথ ছেড়ে অন্য দেবতাদের সেবা কর ও তাদের সামনে প্রণিপাত কর, [১৭] তাহলে তোমাদের উপর প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠবে এবং তিনি আকাশ রুদ্ধ করবেন, তাতে আর বৃষ্টি হবে না, ভূমিও তার আপন ফসল দেবে না, এবং প্রভু তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেই উত্তম দেশ থেকে তোমরা শীঘ্রই বিলুপ্ত হবে।

[১৮] সুতরাং তোমরা আমার এই সকল বাণী তোমাদের হৃদয়ে ও প্রাণে গেঁথে রাখবে, তা চিহ্নরূপে তোমাদের হাতে বেঁধে রাখবে, তা তোমাদের চোখ দু'টোর মাঝখানে ভূষণস্বরূপে থাকবে; [১৯] ঘরে বসে থাকার সময়ে, পথে চলার সময়ে, শোয়ার সময়ে ও ওঠার সময়ে এ সম্বন্ধে কথা বলে তা তোমাদের ছেলেদের শেখাবে; [২০] তোমার ঘরের দুই বাজুতে ও তোমার নগরদ্বারেও তা লিখে রাখবে, [২১] যেন প্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশভূমি দেবেন বলে শপথ করেছেন, সেই দেশভূমিতে তোমাদের আয়ু ও তোমাদের ছেলেদের আয়ু ভূমণ্ডলের উপরের আকাশমণ্ডলের আয়ুর মত সুদীর্ঘ হয়।

[২২] এই যে সমস্ত আজ্ঞা আমি তোমাদের দিচ্ছি, তোমরা যদি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবেসে, তাঁর সমস্ত পথে চলে ও তাঁকে আঁকড়ে ধরে তা সযত্নে মেনে চল ও পালন কর, [২৩] তবে প্রভু তোমাদের সামনে থেকে এই সমস্ত জাতিকে দেশছাড়া করবেন, এবং তোমরা তোমাদের চেয়ে মহান ও শক্তিশালী জাতিগুলোকে জয় করবে। [২৪] তোমরা যেইখানে পা বাড়াবে, সেই জায়গা তোমাদের হবে; মরুপ্রান্তর ও

লেবানন থেকে, নদী অর্থাৎ ফোরাত নদী থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্তই তোমাদের এলাকা হবে। [২৫] তোমাদের সামনে কেউই দাঁড়াতে পারবে না; তোমরা যে দেশে পা দেবে, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর কথামত সেই দেশের সর্বত্রই তোমাদের বিষয়ে ভয় ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেবেন।'

আশীর্বাদ ও অভিশাপ

[২৬] 'দেখ, আজ আমি একটা আশীর্বাদ ও একটা অভিশাপ তোমাদের সামনে রাখলাম। [২৭] আজ আমি তোমাদের যে সকল আজ্ঞা জানিয়ে দিলাম, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেই সকল আজ্ঞা যদি মেনে চল, তবে সেই আশীর্বাদের পাত্র হবে। [২৮] আর যদি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা মেনে না চল, এবং আমি আজ এই যে পথে তোমাদের চলতে বললাম, সেই পথ ছেড়ে যদি বিদেশী এমন কোন দেবতারই অনুগামী হও যাদের বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, তবে সেই অভিশাপের পাত্র হবে।

[২৯] অধিকার করার জন্য তুমি যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যখন সেই দেশে তোমাকে প্রবেশ করাবেন, তখন তুমি গারিজিম পর্বতে সেই আশীর্বাদ, এবং এবাল পর্বতে সেই অভিশাপ রাখবে; [৩০] তোমরা তো জান, এই পর্বত দু'টো যর্দনের ওপারে, সূর্যাস্তের দিকে, আরাবা নিম্নভূমি-নিবাসী কানানীয়দের দেশে, গিল্গালের সামনে, মোরের ওক্‌কুঞ্জের কাছে অবস্থিত।

[৩১] কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করার জন্য তোমরা যর্দন পার হতে যাচ্ছ; হ্যাঁ, তোমরা সেই দেশ অধিকার করবে ও সেখানে বাস করবে। [৩২] আমি আজ তোমাদের সামনে যে সকল বিধি ও নিয়মনীতি রাখলাম, তা তোমরা সযত্নেই পালন করবে।'

প্রভুর বিধান

১২ [১] ‘এগুলোই সেই বিধি ও নিয়মনীতি, যা তোমরা যতদিন পৃথিবীতে জীবিত থাকবে ততদিন সেই দেশভূমিতে সযত্নে পালন করবে, যে দেশভূমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের অধিকার রূপে দিতে যাচ্ছেন।’

মাত্র একটা উপাসনার স্থান

[২] ‘তোমরা যে যে জাতিকে দেশছাড়া করতে যাচ্ছ, তারা উচ্চ পর্বতের উপরে, উপপর্বতের উপরে ও সবুজ যত গাছের তলায় যে যে জায়গায় তাদের দেবতাদের সেবা করে, সেই সকল জায়গা একেবারে বিলুপ্ত করবে। [৩] তোমরা তাদের যত যজ্ঞবেদি উৎপাটন করবে, তাদের যত স্মৃতিস্তম্ভ টুকরো টুকরো করবে, তাদের যত পবিত্র দণ্ড আগুনে পুড়িয়ে দেবে, তাদের যত দেবমূর্তি ছিন্ন করবে, ও সেই সকল জায়গা থেকে তাদের নাম মুছে দেবে। [৪] তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি তোমরা তেমনটি করবে না, [৫] বরং তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নাম স্থাপন করার জন্য তোমাদের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে স্থান বেছে নেবেন, তাঁর সেই আবাস-স্থানেই তাঁর অন্বেষণ করবে; সেইখানে তোমরা যাবে। [৬] সেইখানে তোমরা তোমাদের আহুতি, যজ্ঞবলি, দশমাংশ, স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান, মানতের অর্ঘ্য, স্বেচ্ছাকৃত নৈবেদ্য এবং গবাদি পশুর ও মেষপালের প্রথমজাতদের নিয়ে যাবে; [৭] সেইখানে তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে খাবে, এবং তোমরা যা কিছুতে হাত দেবে ও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যা কিছুতে তোমাদের আশীর্বাদ করবেন, তাতেই তোমরা ও তোমাদের পরিবার আনন্দ করবে।

[৮] এখানে আমরা এখন প্রত্যেকে যা ভাল মনে করি তা-ই যেভাবে করছি, তোমরা তেমনি করবে না, [৯] যেহেতু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যে বিশ্রামস্থান ও উত্তরাধিকার তোমাদের দিচ্ছেন, সেখানে তোমরা এখনও এসে পৌঁছনি। [১০] কিন্তু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ উত্তরাধিকার-রূপে তোমাদের দিচ্ছেন, যখন তোমরা যর্দন পার হয়ে সেই দেশে বাস করবে, এবং চারদিকের সমস্ত শত্রু থেকে তিনি তোমাদের

নিরাপদে রাখলে তোমরা যখন নির্ভয়ে বাস করবে, [১১] তখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তোমরা তা-ই নিয়ে যাবে যা আমি তোমাদের আজ্ঞা করছি, তথা: তোমাদের আহুতি, যজ্ঞবলি, দশমাংশ, স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান, এবং প্রভুর উদ্দেশে প্রতিশ্রুত মানতের উৎকৃষ্ট অর্ঘ্য; [১২] আর সেইখানে তোমরা, তোমাদের ছেলেমেয়ে ও তোমাদের দাসদাসী, আর তোমাদের নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয় তোমাদের মধ্যে যার কোন অংশ ও উত্তরাধিকার নেই, এই তোমরা সকলে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে আনন্দ করবে। [১৩] সাবধান, যে কোন জায়গা দেখ, সেখানে তোমার আহুতিবলি উৎসর্গ করবে না! [১৪] কিন্তু তোমার কোন এক গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে স্থান প্রভু বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি তোমার আহুতিবলি উৎসর্গ করবে ও সেইখানে সেই সমস্ত কিছু করবে, যা আমি তোমাকে আজ্ঞা করলাম। [১৫] কিন্তু তবুও যখন খুশি তখন তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দেওয়া আশীর্বাদ অনুসারে তোমার সমস্ত নগরদ্বারের ভিতরে পশু জবাই করে মাংস খেতে পারবে; অশুচি কি শুচি নির্বিশেষে সকলেই কৃষ্ণসারের ও হরিণের মাংসের মত তা খেতে পারবে; [১৬] কেবল তাদের রক্তই তোমরা খাবে না; রক্ত তুমি জলের মত মাটিতে ঢেলে দেবে।

[১৭] তোমার গম, নতুন আঙুররস ও তেলের দশমাংশ, গবাদি পশুর বা মেষ-ছাগের প্রথমজাত, এবং যা মানত করবে, সেই মানত-দ্রব্য, স্বেচ্ছাকৃত নৈবেদ্য ও তোমার স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান, সেই অর্ঘ্য—এই সমস্ত কিছু তুমি তোমার নগরদ্বারের মধ্যে খেতে পারবে না; [১৮] কিন্তু তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে তুমি, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার দাসদাসী, ও তোমাদের নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয়, তোমরা সকলে তা খাবে, এবং তুমি যা কিছুতে হাত দেবে, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে তাতেই আনন্দ করবে। [১৯] সাবধান, তোমার দেশভূমিতে যতদিন জীবিত থাকবে, লেবীয়দের একা ফেলে রাখবে না।

[২০] তোমার পরমেশ্বর প্রভু যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই অনুসারে যখন তোমার চতুঃসীমানা বিস্তার করবেন, ও মাংস খেতে ইচ্ছা করলে যখন তুমি বলবে:

মাংস খেতে আমার ইচ্ছা হয়, তখন তোমার ইচ্ছামতই মাংস খেতে পারবে। [২১] তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নাম স্থাপন করার জন্য যে স্থান বেছে নেবেন, তা যদি তোমার কাছ থেকে বেশি দূর হয়, তবে আমি যেমন বলেছি, সেইমত তুমি প্রভুর দেওয়া গবাদি পশুপাল থেকে ও মেষ-ছাগের পাল থেকে পশু নিয়ে জবাই করবে, ও তোমার ইচ্ছামত নগরদ্বারের ভিতরে খেতে পারবে। [২২] শুধু একথা: কৃষ্ণসার ও হরিণ যেমন খাওয়া হয়, তেমনিই তা খাবে; অশুচি কি শুচি সকলেই তা খেতে পারবে; [২৩] কেবল রক্ত খাওয়া থেকে সাবধান থাক, কেননা রক্তই প্রাণ; তুমি মাংসের সঙ্গে প্রাণ খাবে না; [২৪] তুমি তা খাবেই না, বরং জলের মত মাটিতে ঢেলে দেবে। [২৫] তা খাবে না, যেন প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তা করলে তোমার ও তোমার ভাবী সন্তানদেরও মঙ্গল হয়।

[২৬] কিন্তু, যা কিছু তুমি পবিত্রীকৃত করেছ বা মানতের বস্তু করেছ, সেই সমস্ত কিছু নিয়ে প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে গিয়ে [২৭] তোমার পরমেশ্বর প্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে তোমার আহুতি অর্থাৎ মাংস ও রক্ত উৎসর্গ করবে; কিন্তু অন্য ধরনের বলিগুলোর রক্ত তোমার পরমেশ্বর প্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে ঢালা হবে, আর তুমি সেগুলোর মাংস খেতে পারবে।

[২৮] সাবধান, এই যে সমস্ত কিছু আমি আজ্ঞা করছি, তা তুমি মেনে চল, যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময় ও ন্যায্য তা করলে তোমার ও চিরকাল ধরে তোমার ভাবী সন্তানদের মঙ্গল হয়।'

কানানীয়দের উপাসনা-প্রথা সম্বন্ধে সাবধান বাণী

[২৯] 'তোমার সম্মুখীন যে জাতিগুলোকে তুমি দেশছাড়া করতে যাচ্ছ, যখন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সামনে থেকে তাদের উচ্ছেদ করবেন, ও তুমি তাদের দেশছাড়া করে তাদের দেশে বসতি করবে, [৩০] তখন সাবধান থাক, পাছে তোমার জন্য তারা বিনষ্ট হওয়ার পরে তুমি তাদের আদর্শ অনুসরণ করে ফাঁদে পড়; আরও, পাছে তাদের দেবতাদের অন্বেষণ করে বল: এই জাতিগুলো তাদের দেবতাদের কেমন সেবা করছিল? আমিও সেইরকম করতে চাই! [৩১] না, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি তেমন ব্যবহার চলবে না, কেননা তারা তাদের দেবতাদের উদ্দেশে তা-ই করছিল, যা প্রভুর

কাছে জঘন্য ও তাঁর ঘৃণার বস্তু; এমনকি, সেই দেবতাদের উদ্দেশে তারা তাদের ছেলেমেয়েদেরও আগুনে পুড়িয়ে দিত।’

১৩ [১] ‘আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা করি, তা তোমরা সযত্নেই পালন করবে; তুমি তাতে আর কিছু যোগ করবে না, তা থেকে কিছু বাদও দেবে না।

[২] তোমার মধ্যে কোন নবী বা স্বপ্নদর্শক উঠে যদি তোমার জন্য কোন চিহ্ন বা অলৌকিক লক্ষণ উত্থাপন করে, [৩] এবং প্রস্তাবিত সেই চিহ্ন বা অলৌকিক লক্ষণ সফল হলে সে তোমাকে বলে, এসো, যে সকল দেবতা আজ পর্যন্ত তোমার অজ্ঞাতই ছিল, সেই অন্য দেবতাদের অনুগামী হয়ে তাদেরই সেবা করি, [৪] তবে তুমি সেই নবী বা স্বপ্নদর্শকের কথায় কান দেবে না, কেননা তোমরা তোমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস কিনা, তা জানবার জন্যই তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের পরীক্ষা করেন। [৫] তোমরা, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তাঁরই অনুগামী হবে, তাঁকেই ভয় করবে: হ্যাঁ, তাঁরই আজ্ঞা পালন করবে, তাঁরই প্রতি বাধ্য হবে, তাঁরই সেবা করবে, তাঁকেই আঁকড়িয়ে ধরবে। [৬] আর সেই নবী বা সেই স্বপ্নদর্শক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে, কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছেন ও সেই দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন, তাঁকে ত্যাগের কথাই সে প্রস্তাব করেছে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে পথে চলতে তোমাকে আজ্ঞা করেছেন, তা থেকে যেন তোমাকে ভ্রষ্ট করতে পারে। এভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে।

[৭] তোমার ভাই, তোমার সহোদর বা তোমার ছেলে বা মেয়ে কিংবা তোমার প্রিয়তমা বধূ বা তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু যদি গোপনে তোমাকে উসকানি দিয়ে বলে, এসো, আমরা গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা করি, তোমার অজানা ও তোমার পিতৃপুরুষদের অজানা দেবতা, [৮] তোমার চারপাশে অবস্থিত কিংবা নিকটবর্তী বা তোমা থেকে দূরবর্তী, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে কোন জাতির দেবতা হোক, তেমন দেবতার বিষয়ে যদি এই কথা বলে, [৯] তবে তুমি তার প্রস্তাবে সম্মত হয়ো না, তার কথায় কান দিয়ো না; তোমার চোখ তার প্রতি যেন দয়া না দেখায়; তুমি তাকে রেহাই দিয়ো না, তার অপরাধ লুক্কায়িত করো না। [১০] বরং তাকে বধ করবেই;

তাকে বধ করার জন্য প্রথমে তুমিই তোমার নিজের হাত বাড়াবে, তারপর গোটা জনগণ হাত বাড়াবে। [১১] তুমি তাকে পাথর ছুড়ে মারবে, সে মরুক, কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে, তোমাকে বের করে এনেছেন, তাঁর অনুগমনের ব্যাপারে সে তোমাকে ভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করেছে। [১২] একথা শুনে গোটা ইস্রায়েল ভয় পাবে, ও তোমার মধ্যে কেউই তেমন অপকর্ম আর করবে না।

[১৩] তোমার পরমেশ্বর প্রভু বসবাসের জন্য যে যে শহর দিতে যাচ্ছেন, তার কোন শহর সম্বন্ধে তুমি যদি শুনতে পাও যে, [১৪] কয়েকজন পাষণ্ড লোক তোমার মধ্য থেকে নির্গত হয়ে তার শহরবাসীদের এই কথা ব'লে ভ্রষ্ট করেছে: এসো, আমরা গিয়ে এমন অন্য দেবতাদের সেবা করি, যাদের কথা আজ পর্যন্ত তোমাদের অজানাই ছিল, [১৫] তবে তুমি তদন্ত করবে, অনুসন্ধান করবে, ও সযত্নে জিজ্ঞাসাবাদ করবে; আর যদি দেখা যায় যে তোমার মধ্যে তেমন ব্যাপার সত্যি ঘটেছে, ঘটনাটা সত্য, সেই ধরনের জঘন্য কাজ সত্যিকারে ঘটেছে, [১৬] তবে তুমি খড়্গের আঘাতে সেই শহরের অধিবাসীদের মেরে ফেলবে, এবং শহরটা ও তার মধ্যে যা কিছু আছে বিনাশ-মানতের বস্তু করবে ও তার যত পশু খড়্গের আঘাতে মেরে ফেলবে। [১৭] পরে তার লুটের যত মাল শহরের ময়দানে জড় করে শহরটা ও সেই সমস্ত মাল তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পূর্ণাহুতিরূপে পুড়িয়ে দেবে; সেই শহর চিরকালীন ঢিবি হয়ে থাকবে, তা আর কখনও পুনর্নির্মিত হবে না। [১৮] বিনাশ-মানতের বস্তুর কোন কিছুই তোমার হাতে লেগে না থাকুক, যেন প্রভু নিজের প্রচণ্ড ক্রোধ দেখাতে ক্ষান্ত হন, এবং তিনি তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন, সেই অনুসারে তোমাকে দয়া করেন, স্নেহ দেখান ও তোমার বংশবৃদ্ধি করেন; [১৯] অবশ্যই, আমি আজ তোমাকে যে যে আজ্ঞা দিচ্ছি, তুমি যদি তাঁর সেই সমস্ত আজ্ঞা পালন করায় ও তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তা-ই করায় তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি তোমার বাধ্যতা দেখাও।'

নানা পৌত্তলিক প্রথার বিরুদ্ধে সাবধান বাণী

১৪ [১] 'তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সন্তান! তোমরা মৃতলোকদের জন্য নিজেদের দেহে কাটাকাটি করবে না ও ভ্রূর মধ্যস্থলে ক্ষুর চালাবে না; [২] কেননা তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই এক জাতি: পৃথিবীর বুকে যত জাতি রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে প্রভু তাঁর নিজস্ব অধিকার হবার জন্য তোমাকেই বেছে নিয়েছেন।'

শুচি-অশুচি পশুর মাংস

[৩] 'তুমি জঘন্য কোন কিছুই খাবে না।

[৪] যে সকল পশু তুমি খেতে পারবে, সেগুলো এই: বলদ, মেষ ও ছাগল, [৫] হরিণ, কৃষ্ণসার, ক্ষুদ্র হরিণ, বন্য ছাগল, বাতপ্রমী, মহিষ ও পাহাড়িয়া ছাগ। [৬] আর পশুদের মধ্যে যত পশুর খুর সম্পূর্ণ দ্বিখন্ড, এবং জাবর কাটে, সেই সকল পশুকে তোমরা খেতে পারবে; [৭] কিন্তু যেগুলো জাবর কাটে ও যেগুলোর খুর দ্বিখন্ড, সেগুলোর মধ্যে তোমরা এই এই পশু খাবে না: উট, খরগোশ ও শাফন; কেননা এগুলো জাবর কাটে বটে, কিন্তু তাদের খুর দ্বিখন্ড নয়; তাই এগুলো তোমার পক্ষে অশুচি; [৮] শূকরের খুর সম্পূর্ণরূপে দ্বিখন্ড বটে, কিন্তু সে জাবর কাটে না, তাই শূকর তোমাদের পক্ষে অশুচি। তোমরা এগুলোর মাংস খাবে না, এগুলোর লাশও স্পর্শ করবে না।

[৯] জলচর প্রাণীর মধ্যে যে সকল জন্তু তোমরা খেতে পারবে, সেগুলো এই: যেগুলোর পাখা ও আঁশ আছে, সেগুলো খেতে পারবে; [১০] কিন্তু যেগুলোর পাখা ও আঁশ নেই, সেগুলো খেতে পারবে না; সেগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি।

[১১] তোমরা সবপ্রকার শুচি পাখি খেতে পারবে; [১২] কিন্তু এগুলি খাবে না: [১৩] ঈগল, হাড়গিলে ও কুরস, চিল ও যে কোন প্রকার গৃধ্র, [১৪] যে কোন প্রকার কাক, [১৫] উটপাখি, রাত্রিশ্যেন, গাঙচিল ও যে কোন প্রকার শ্যেন, [১৬] পেচক, মহাপেচক ও দীর্ঘগল হাঁস, [১৭] ক্ষুদ্র গগনভেলা, শকুন ও মাছরাঙা, [১৮] সারস ও যে কোন প্রকার বক, টিটিভ ও বাদুড়। [১৯] যে কোন পোকার পাখা আছে, তাও

তোমাদের পক্ষে অশুচি; তা তোমরা খাবে না। [২০] তোমরা যাবতীয় শুচি পাখি খেতে পারবে।

[২১] এমনি মারা গেছে তেমন পশুর মাংস তোমরা খাবে না; তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে কোন বিদেশীকে তা খাবারের মত দিতে পারবে, কিংবা বিজাতীয় লোকের কাছে তা বিক্রি করতে পারবে, কেননা তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই এক জাতি। তুমি ছাগলের বাচ্চা তার মায়ের দুধে সিদ্ধ করবে না।'

একবার্ষিক ও ত্রিবার্ষিক কর

[২২] 'তুমি তোমার বীজ থেকে উৎপন্ন যাবতীয় শস্যের, বছরে বছরে যা মাঠে উৎপন্ন হয়, তার দশমাংশ আলাদা করে রাখবে। [২৩] তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি তোমার গম, নতুন আঙুররস ও তেলের দশমাংশ, এবং গবাদি পশুপাল ও মেষ-ছাগের পালের প্রথমজাতদের তাঁর সাক্ষাতে খাবে; এইভাবে তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করতে শিখবে। [২৪] কিন্তু সেই যাত্রাপথ যদি তোমার পক্ষে বেশি দীর্ঘ হয়, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, তার দূরত্বের জন্য যদি তুমি তোমার এই সমস্ত দশমাংশ—তোমার পরমেশ্বর প্রভু তো তোমাকে আশীর্বাদই করেছেন!—সেখানে নিয়ে যেতে না পার, [২৫] তবে সেই সমস্ত কিছু টাকায় পরিবর্তন করে সেই টাকা হাতের মুঠোয় করে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে যাবে। [২৬] সেই টাকা দিয়ে তোমার ইচ্ছামত বলদ বা মেষ বা আঙুররস বা উগ্র পানীয় বা যে কোন জিনিসে তোমার রুচি হয়, তা কিনে সেইখানে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে খেয়ে তোমার পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে আনন্দ করবে। [২৭] তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয়কে একা ফেলে রাখবে না, কেননা তোমার সঙ্গে তার কোন অংশ বা উত্তরাধিকার নেই।

[২৮] প্রতি তৃতীয় বছর শেষে তুমি সেই বছরে উৎপন্ন তোমার শস্যের যাবতীয় দশমাংশ বের করে এনে তোমার নগরদ্বারের ভিতরে সঞ্চয় করে রাখবে; [২৯] তোমার সঙ্গে যার কোন অংশ বা উত্তরাধিকার নেই, সেই লেবীয়, এবং বিদেশী, এতিম ও বিধবা, তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে এই সকল লোক এসে তৃপ্তির সঙ্গেই খাওয়া-

দাওয়া করবে; তবেই যত কাজে তুমি হাত দিয়েছ, সেই সকল কাজে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।’

শাব্বাৎ-বর্ষে ঋণ-ক্ষমাদান

১৫ [১] ‘তুমি প্রতি সাত বছর শেষে সমস্ত ঋণ ক্ষমা করে দেবে। [২] তেমন ঋণক্ষমার ব্যবস্থা এ: যে কোন পাওনাদার ধারের বিনিময়ে তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে যে পাওনার দাবি রাখে, তা থেকে তাকে মুক্ত করে দেবে; প্রভুর উদ্দেশে ঋণক্ষমা-বর্ষ একবার ঘোষণা করা হলে, সে তার প্রতিবেশী বা ভাইয়ের কাছ থেকে তা আদায় করবে না। [৩] তুমি বিজাতীয়ের কাছেই তা আদায় করতে পারবে, কিন্তু তোমার ভাইয়ের কাছে তোমার যে দাবি আছে, তা তুমি ছেড়ে দেবে। [৪] আসলে, তোমাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত কেউ থাকবে, তা উপযুক্ত নয়, কারণ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার উত্তরাধিকার-রূপে যে দেশ দিচ্ছেন, সেই দেশে প্রভু তোমাকে নিশ্চয়ই আশীর্বাদ মঞ্জুর করবেন— [৫] অবশ্যই তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়ে এই সকল আজ্ঞা সযত্নে পালন কর, যা আমি আজ তোমাকে দিলাম। [৬] হ্যাঁ, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যেমন তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তেমনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন; আর তুমি বহু বহু দেশকে ঋণ দেবে, কিন্তু নিজেই ঋণ নেবে না; বহু বহু জাতির উপরে কর্তৃত্বও করবে, কিন্তু তারা তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে না।

[৭] তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশ দিচ্ছেন, সেখানকার কোন একটা শহরে তোমার কোন ভাই নিঃস্ব হলে তুমি হৃদয় কঠিন করবে না, নিঃস্ব ভাইয়ের প্রতি হাত রুদ্ধ করবে না। [৮] তুমি বরং মুক্তহস্ত হয়ে তার অভাবের জন্য প্রয়োজনমত তাকে ঋণ দেবে। [৯] সাবধান, সপ্তম বছর, সেই ঋণক্ষমা-বর্ষ কাছে এসে গেছে, একথা ব’লে তোমার হৃদয়ে এই কুচিন্তার উদয় হলে যেন এমনটি না হয় যে, তোমার গরিব ভাইয়ের প্রতি অশুভ চোখে তাকিয়ে তাকে কিছু দেবে না; সে তোমার বিরুদ্ধে প্রভুর কাছে চিৎকার করবে, আর তখন তোমার বড়ই পাপ হবে। [১০] তুমি তাকে মুক্তহস্তে দান করবে, এবং দেওয়ার সময়ে তোমার হৃদয় যেন দুঃখিত না হয়, কারণ এই কাজের জন্য

তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত কাজে, এবং তুমি যা কিছুতে হাত দিয়েছ, সেই সমস্ত কিছুতে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

[১১] কেননা তোমার দেশের মধ্যে নিঃস্বদের কখনও অভাব হবে না; এজন্যই আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিয়ে বলছি: তুমি তোমার দেশে তোমার ভাইয়ের প্রতি, এবং যে কোন দুঃখী ও নিঃস্বের প্রতি মুক্তহস্ত হবে!’

শাব্বাৎ-বর্ষে ক্রীতদাসদের মুক্তিদান

[১২] ‘তোমার হিব্রু কোন ভাই বা হিব্রু কোন স্ত্রীলোক যদি তোমার কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেয়, সে ছ’বছর ধরে তোমার সেবা করে যাবে, কিন্তু সপ্তম বছরে তুমি তাকে মুক্ত অবস্থায়ই তোমার কাছ থেকে বিদায় দেবে। [১৩] আর মুক্ত অবস্থায় তোমার কাছ থেকে বিদায় দেওয়ার সময়ে তুমি তাকে খালি হাতে বিদায় দেবে না; [১৪] তুমি তোমার পাল, খামার ও পেষাইযন্ত্র থেকে যথেষ্ট কিছু তুলে তার মাথায় চাপিয়ে দেবে; যেমন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন, সেই অনুসারে তোমাকেও তাকে দিতে হবে; [১৫] মনে রাখবে, তুমি মিশর দেশে দাস ছিলে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন; এজন্যই আমি আজ তোমাকে এই আজ্ঞা দিচ্ছি।

[১৬] কিন্তু তোমার কাছে সুখে থাকায় সে তোমাকে ও তোমার পরিজনদের ভালবাসে বিধায় যদি বলে, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না, [১৭] তবে তুমি একটা সুচ দিয়ে দরজায় তার কান বিঁধিয়ে দেবে, আর সে সবসময়ের মত তোমার দাস হয়ে থাকবে; দাসীর ক্ষেত্রেও তাই করবে। [১৮] মুক্ত অবস্থায় তাকে বিদায় দেওয়াটি যেন তোমার মনে কঠিন না লাগে, কারণ ছ’বছর ধরেই সে তোমার সেবা করে এসেছে, ও তোমার কাছে দিনমজুরের মজুরির চেয়ে সে দ্বিগুণ যোগ্য; আর এভাবে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।’

প্রভুর উদ্দেশে প্রথমজাতদের পবিত্রীকরণ

[১৯] ‘তুমি তোমার গবাদি পশুপালের বা মেষ-ছাগের পালের সমস্ত প্রথমজাত মদ্দা পশুকে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করবে; তুমি গরুর

প্রথমজাতকে কোন কাজে লাগাবে না, এবং তোমার প্রথমজাত মেষের লোম কাটবে না।
[২০] প্রভু যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে তুমি ও
তোমার পরিজন সকলে মিলে প্রতিবছর তা খাবে। [২১] যদি সেই পশুর দেহে কোথাও
খুঁত থাকে, অর্থাৎ পশুটা যদি খোঁড়া বা অন্ধ হয়, কিংবা তার দেহে কোন প্রকার গুরুতর
খুঁত থাকে, তবে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে তা বলিদান করবে না।
[২২] তোমার নগরদ্বারের ভিতরে তা খাবে; অশুচি বা শুচি নির্বিশেষে সকলেই কৃষ্ণসার
বা হরিণের মত তা খেতে পারবে। [২৩] তুমি কেবল তার রক্ত খাবে না; তা জলের
মত মাটিতে ঢেলে দেবে।'

তিন পর্ব পালন

১৬ [১] 'তুমি আবিব মাস পালন করবে ও তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা
উদ্‌যাপন করবে, কারণ আবিব মাসেই তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে রাত্রিকালে
মিশর থেকে বের করে এনেছেন। [২] প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে
নেবেন, সেইখানে তুমি মেষ-ছাগের ও গবাদি পশুর পালের একটা পশু তোমার
পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কারূপে বলিদান করবে। [৩] তুমি তার সঙ্গে খামিরযুক্ত রুটি
খাবে না: সাত দিন ধরে তার সঙ্গে খামিরবিহীন রুটি, দুঃখাবস্থারই রুটি খাবে, কারণ
তুমি তাড়াতাড়ি করেই মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিলে; আর এইভাবে তোমার
জীবনের সমস্ত দিন ধরে মিশর দেশ থেকে তোমার যাওয়ার দিন তোমার স্মরণে
থাকবে। [৪] সাত দিন ধরে তোমার চতুঃসীমানার মধ্যে খামিরের লেশমাত্র যেন না
দেখা যায়; প্রথম দিনের সন্ধ্যাকালে তুমি যা বলিদান করবে, তার মাংসের কিছুই যেন
সকাল পর্যন্ত বাকি না থাকে। [৫] তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে সকল শহর দিতে
যাচ্ছেন, তার কোন নগরদ্বারের ভিতরে পাস্কাবলি দিতে পারবে না; [৬] কিন্তু তোমার
পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি
মিশর দেশ থেকে তোমার সেই বেরিয়ে আসার ক্ষণে, অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে, সূর্যাস্তের সময়ে
পাস্কাবলি দেবে। [৭] তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে তা রান্না করে
খাবে; আর সকালে নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যেতে পারবে। [৮] ছ' দিন ধরে তুমি

খামিরবিহীন রুটি খাবে, এবং সপ্তম দিনে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পর্বসভা অনুষ্ঠিত হবে: তুমি কোন কাজ করবে না।

[৯] তুমি সাত সপ্তাহ গুনবে; মাঠের ফসলে প্রথম কাস্তে দেওয়ার সময় থেকেই সাত সপ্তাহ গুনতে শুরু করবে; [১০] পরে তোমার দানশীলতার অনুপাতে ও তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করে যা কিছু তোমাকে দিয়েছেন, সেই আশীর্বাদের প্রতিদানে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে সপ্ত সপ্তাহ উৎসব উদ্‌যাপন করবে। [১১] তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার দাসদাসী, তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয় ও তোমার মধ্যে বাস করে সেই প্রবাসী, এতিম ও বিধবা, এই তোমরা সকলে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে আনন্দ করবে। [১২] মনে রাখবে যে, তুমি মিশর দেশে দাস ছিলে, এবং এই সমস্ত বিধি সযত্নে মেনে চলবে।

[১৩] তোমার খামার ও পেষাইযন্ত্র থেকে যা সংগ্রহ করার, তা সংগ্রহ করার সময়ে তুমি সাত দিন পর্ণকুটির পর্ব উদ্‌যাপন করবে; [১৪] তোমার এই পর্বে তুমি, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার দাসদাসী ও তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয়, প্রবাসী, এতিম ও বিধবা, এই তোমরা সকলে আনন্দ করবে। [১৫] প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে সাত দিন পর্ব উদ্‌যাপন করবে; কারণ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত ফসলে ও তোমার হাতের সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন, আর তাই তোমার আনন্দ করার যথেষ্ট কারণ থাকবেই।

[১৬] তোমার প্রত্যেক পুরুষ বছরে তিনবার করে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে তাঁর বেছে নেওয়া স্থানে হাজির হবে, তথা: খামিরবিহীন রুটি পর্বে, সপ্ত সপ্তাহ পর্বে ও পর্ণকুটির পর্বে; কেউই খালি হাতে প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে হাজির হবে না। [১৭] প্রত্যেকে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দেওয়া আশীর্বাদ অনুসারে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী অর্ঘ্য দেবে।'

বিচারকেরা

[১৮] 'তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে সমস্ত শহর দেবেন, সেই সকল শহরে প্রতিটি গোষ্ঠীর জন্য তুমি বিচারক ও শাস্ত্রী নিযুক্ত করবে: তারা ন্যায়বিচারে জনগণের

বিচার করবে। [১৯] তুমি অন্যায়-বিচার করবে না, কারও পক্ষপাত করবে না, অন্যায়-উপহারও নেবে না, কেননা অন্যায়-উপহার প্রজ্ঞাবান মানুষদের চোখ অন্ধ করে ও ধার্মিকদের কথা বিকৃত করে; [২০] তুমি ন্যায্যতার, কেবল ন্যায্যতারই অনুগামী হবে, যেন জীবিত থেকে সেই দেশ অধিকার করতে পার, যা তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে দিতে যাচ্ছেন।'

নানা নিষিদ্ধ উপাসনা-ক্রিয়া

[২১] 'তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে যে যজ্ঞবেদি তৈরি করবে, তার কাছাকাছি কোন পবিত্র দণ্ড স্থাপন করবে না। [২২] কোন স্মৃতিস্তম্ভও দাঁড় করাবে না, কেননা তা তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ঘৃণার বস্তু।'

১৭ [১] 'তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে এমন বলদ বা মেষ বলিদান করবে না, যার দেহে কোথাও কোন খুঁত বা কলঙ্ক আছে, কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভুর চোখে তা জঘন্য কাজ।

[২] তোমার মধ্যে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে যে শহর দিতে যাচ্ছেন, তার কোন শহরের মধ্যে যদি এমন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক থাকে, যে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি লঙ্ঘন করায় তাঁর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করে, [৩] এবং গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা করে ও আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে তাদের কাছে বা সূর্যের বা চাঁদের বা আকাশের তারকা-বাহিনীর কারও উদ্দেশে প্রণিপাত করে, [৪] যখন তোমাকে একথা বলা হবে বা ব্যাপারটা তুমি নিজে শুনবে, তখন সযত্নে তদন্ত কর; আর যদি দেখা যায় যে, তা সত্যি ঘটেছে, ব্যাপারটা সত্য, ও ইস্রায়েলের মধ্যে তেমন জঘন্য কাজ ঘটেইছে, [৫] তবে তুমি অপকর্মা সেই পুরুষ বা স্ত্রীলোককে বের করে তোমার নগরদ্বারের বাইরে আনবে; পুরুষ হোক কি স্ত্রীলোক হোক, তাকে তুমি পাথর ছুড়ে মারবে যেন সে মরে। [৬] প্রাণদণ্ডের যোগ্য ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর প্রমাণেই হবে; একজনমাত্র সাক্ষীর প্রমাণে প্রাণদণ্ড হবেই না। [৭] সেই ব্যক্তিকে বধ করার জন্য প্রথমে সাক্ষীরা, পরে সমস্ত জনগণ তার উপরে হাত বাড়াবে; এইভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে।'

লেবীয় বিচারকবর্গ

[৮] ‘রক্তপাত, পরস্পর বিরোধিতা, আঘাত, এমনকি তোমার শহরের বিচারালয়ে যে কোন ব্যাপারে বিবাদ ঘটলে যদি তোমার বিচার তোমার পক্ষে বেশি কঠিন হয়, তবে তুমি উঠে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে গিয়ে [৯] লেবীয় যাজকদের ও সেই সময়ে কার্যরত বিচারকের কাছে যাবে: তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে, আর তারা তোমাকে উপযুক্ত বিচারাজ্ঞা জানাবে; [১০] প্রভুর বেছে নেওয়া সেই স্থানে তারা যে রায় তোমাকে জানাবে, তুমি সেই রায়ের উপর ভিত্তি করে ব্যবহার করবে; তারা তোমাকে যে নির্দেশবাণী দেবে, তা সযত্নেই তুমি পালন করবে। [১১] তারা তোমাকে যে নির্দেশবাণী শেখাবে, তার উপর ভিত্তি করে ও তোমাকে যে রায় জানাবে, তার উপর ভিত্তি করে তুমি ব্যবহার করবে; তারা যে বাণী তোমার কাছে ব্যক্ত করবে, তুমি তার ডানে কি বাঁয়ে সরবে না। [১২] যে কেউ দুঃসাহসের সঙ্গে ব্যবহার করে, অর্থাৎ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করতে সেই স্থানে থাকা যাজক বা বিচারকের কথায় কান না দেয়, সেই মানুষকে মরতেই হবে; এতে তুমি ইস্রায়েলের মধ্য থেকে তেমন অপকর্ম উচ্ছেদ করবে; [১৩] গোটা জনগণ একথা শুনে ভয় পাবে, ও দুঃসাহসের সঙ্গে আর ব্যবহার করবে না।’

রাজাদের প্রতি আদেশ

[১৪] ‘তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, তুমি যখন সেখানে গিয়ে দেশ অধিকার করবে ও সেখানে বাস করবে, তখন যদি বল: আমার চারদিকের সকল জাতির মত আমিও আমার উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করব, [১৫] তবে তোমার পরমেশ্বর প্রভু যাকে বেছে নেবেন, তাকেই তোমার উপরে রাজা নিযুক্ত করবে; তোমার ভাইদের মধ্য থেকেই তুমি তোমার রাজা নিযুক্ত করবে; যে তোমার ভাই নয়, এমন বিজাতীয় মানুষকে তুমি কোন মতে তোমার উপরে রাজা পদে নিযুক্ত করবে না। [১৬] তবু সেই রাজাকে নিজের জন্য অনেক ঘোড়া রাখতে হবে না; বহু বহু ঘোড়া পাবার চেষ্টায় তাকে জনগণকে আবার মিশর দেশে পাঠাতে হবে না, কেননা প্রভু তোমাদের বলেছেন: তোমরা সেই পথে আর কখনও ফিরে যাবে না। [১৭] আরও,

তাকে বহু স্ত্রী নিতে হবে না, পাছে তার হৃদয় ভ্রষ্ট হয়; বেশি পরিমাণ সোনা-রুপোও সে যেন সঞ্চয় না করে। [১৮] রাজাসনে বসার দিনে সে নিজের জন্য একটি পুস্তকে লেবীয় যাজকদের হাতে থাকা মূলপুস্তক অনুসারে এই বিধানের অনুলিপি লিখবে; [১৯] তা তার কাছে থাকবে, এবং সে তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তা পাঠ করে থাকবে, যেন সে তার পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করতে শেখে, এই বিধানের সমস্ত বাণী ও সকল বিধিও যেন পালন করতে শেখে, [২০] এর ফলে সে যেন তার ভাইদের উপরে গর্বোদ্ধত না হয়, এবং সেই আজ্ঞার ডানে বা বাঁয়ে না সরে; আর এইভাবে যেন ইস্রায়েলের মধ্যে সে ও তার সন্তানেরা রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী করে।'

লেবীয় যাজকত্ব

১৮ [১] 'লেবীয় যাজকেরা—গোটা সেই লেবি-গোষ্ঠী—ইস্রায়েলে নিজস্ব কোন অংশ বা উত্তরাধিকার পাবে না; তারা প্রভুর উদ্দেশে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া নৈবেদ্যের উপরে নির্ভর করবে। [২] তারা তাদের ভাইদের মধ্যে নিজস্ব কোন উত্তরাধিকার পাবে না; প্রভুই তাদের উত্তরাধিকার, যেমনটি তিনি তাদের কথা দিয়েছেন।

[৩] জনগণের কাছ থেকে যাজকদের বিধিসম্মত প্রাপ্য এ: যারা গবাদি পশু বা মেষ-ছাগপালের পশু বলিদান করে, তারা বলির কাঁধ, দুই চপেট ও পাকস্থলী যাজককে দেবে। [৪] তুমি তোমার গম, নতুন আঙুররস ও তেলের প্রথমাংশ, এবং মেষলোমের প্রথমাংশ তাকে দেবে; [৫] কারণ প্রভুর নামে সেবাকর্ম অনুশীলনে নিবিষ্ট হবার জন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সকল গোষ্ঠীর মধ্য থেকে তাকে ও তার সন্তানদেরই সবসময়ের জন্য বেছে নিয়েছেন।

[৬] যে লেবীয় সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে তোমার কোন নগরদ্বারে এসে বাস করে, সে যদি তার প্রাণের গভীর বাসনায় সেই শহর থেকে প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে আসে, [৭] তাহলে সে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা তার লেবীয় ভাইদের মত তার পরমেশ্বর প্রভুর নামে সেবাকর্ম করে যাবে; [৮] তারা খাদ্য হিসাবে অন্যান্যদের মত একই অংশ পাবে; একইসঙ্গে সে তার নিজের পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয়ের মূল্যও ভোগ করবে।'

প্রকৃত ও নকল নবী

[৯] 'তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেই দেশে এসে পৌঁছলে তুমি সেখানকার জাতিগুলোর জঘন্য কাজের মত কাজ করতে শিখবে না। [১০] তোমার মধ্যে যেন এমন কোন লোক পাওয়া না যায়, যে ছেলে বা মেয়েকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার করিয়ে বলি দেয়, যে তন্ত্রমন্ত্র ব্যবহার করে, বা যে নিজেই গণক বা জাদুকর বা মায়াবী [১১] বা ইন্দ্রজালিক, বা ভূতের ওঝা বা গণক বা প্রেতসাধক। [১২] কেননা যারা তেমন কাজ করে, তারা সকলে প্রভুর দৃষ্টিতে জঘন্য; আর তেমন জঘন্য কাজের জন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সামনে থেকে এই জাতিগুলোকে দেশছাড়া করছেন। [১৩] তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে অনিন্দ্য হবে, [১৪] কারণ তুমি যে জাতিগুলোকে দেশছাড়া করতে যাচ্ছ, তারা গণক ও মন্ত্রজালিকদের কথায় কান দেয়; কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে তেমন কাজ করতে নিষেধ করছেন।

[১৫] তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার জন্য তোমার মধ্য থেকে, তোমার ভাইদেরই মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন; তাঁরই কথায় তোমরা কান দেবে; [১৬] কেননা হোরেবে জনসমাবেশের দিনে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ঠিক তাই যাচনা করেছিলে; তখন বলেছিলে, আমাকে যেন আমার পরমেশ্বর প্রভুর কণ্ঠস্বর আবার শুনতে না হয়, যেন এই প্রচণ্ড আগুন আর দেখতে না হয়, নইলে আমি মারা পড়ব। [১৭] তখন প্রভু আমাকে বললেন, ওরা ঠিক কথাই বলেছে। [১৮] আমি ওদের জন্য ওদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাব, ও তার মুখে আমার বাণী রেখে দেব; আমি তাকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা সে তাদের বলবে। [১৯] আর আমার নামে সে আমার যে সকল বাণী বলবে, সেই বাণীতে কেউ যদি কান না দেয়, তবে তার কাছ থেকে আমি জবাবদিহি চাইব। [২০] কিন্তু আমি যে বাণী দিতে আজ্ঞা করিনি, যদি কোন নবী দুঃসাহসের সঙ্গে তা আমার নামে বলে, বা যদি কেউ অন্য দেবতাদের নামে কথা বলে, তবে সেই নবীকে মরতেই হবে।

[২১] তুমি মনে মনে যদি বল, প্রভু কোন্ বাণী বলেননি, তা আমরা কেমন করে বুঝব? [২২] আচ্ছা, কোন নবী প্রভুর নামে কথা বললে যদি সেই বাণী পরবর্তীতে

সিদ্ধিলাভ না করে ও সফল না হয়, তবে প্রভু সেই বাণী বলেননি; সেই নবী দুঃসাহসের সঙ্গেই কথা বলেছে: তার কাছ থেকে তোমার ভয় করার কিছু নেই।'

নরঘাতকদের জন্য আশ্রয়নগর

১৯ [১] 'তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে জাতিগুলোর দেশ তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, তিনি তাদের উচ্ছেদ করার পর তুমি যখন তাদের দেশছাড়া করে তাদের শহরে ও ঘরে বাস করবে, [২] তখন, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার আপন অধিকার রূপে যে দেশ তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, তোমার সেই দেশের মধ্যে তুমি তিনটে শহর বেছে নেবে। [৩] তুমি সেগুলোর দিকে যাওয়ার পথ সরল করে রাখবে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু উত্তরাধিকার-রূপে যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন, তোমার সেই দেশের ভূমি তিন ভাগে বিভক্ত করবে, যেন যে কোন নরঘাতক সেই শহরে গিয়ে আশ্রয় পেতে পারে। [৪] নরঘাতক সেখানে আশ্রয় পেয়ে কেমন করে নিজেকে বাঁচাতে পারে, তার কয়েকটা উদাহরণ এই: কেউ যদি আগে প্রতিবেশীকে ঘৃণা না করে পূর্ণ সচেতন না হয়ে তাকে বধ করে, [৫] অর্থাৎ এমন একজনের মত, যে প্রতিবেশীর সঙ্গে কাঠ কাটতে বনে যায়, এবং গাছ কাটবার জন্য কুড়াল তুললে ফলক বাঁট থেকে খসে প্রতিবেশীর গায়ে এমন ভাবে লাগে যে, তাতেই সে মারা পড়ে; তবে সে গিয়ে ওই তিনটের মধ্যে কোন একটা নগরে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারবে; [৬] নতুবা প্রতিফলদাতা অন্তরে উত্তপ্ত হওয়ায় নরঘাতকের পিছনে ধাওয়া করবে, এবং পথ দীর্ঘ হলে তাকে ধরতেও পারবে ও তার উপর মারাত্মক আঘাত হানবে, যদিও সেই লোক প্রাণদণ্ডের যোগ্য নয়, যেহেতু সে আগে তার সেই প্রতিবেশীকে ঘৃণা করত না। [৭] তাই আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিচ্ছি: তুমি তিনটে শহর বেছে নাও।

[৮-৯] আমি আজ যে সকল আজ্ঞা তোমাকে দিচ্ছি, তুমি তা পালন করে তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাসলে ও আজীবন তাঁর সমস্ত পথে চললে যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া শপথ অনুসারে তোমার চতুঃসীমানা বিস্তার করেন ও তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে প্রতিশ্রুত সেই সমস্ত দেশ তোমাকে দেন, তবে তুমি সেই তিন শহর ছাড়া আরও তিনটে শহর চিহ্নিত করবে। [১০] এভাবে তোমার

পরমেশ্বর প্রভু উত্তরাধিকার-রূপে যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন, তোমার সেই দেশের মধ্যে নিরপরাধীর রক্তপাত হবে না। অন্যথা তুমি নিজে তেমন রক্তপাতের জন্য দায়ী হবে।

[১১] কিন্তু যদি কেউ তার প্রতিবেশীকে ঘৃণাই ক'রে তার জন্য ওত পেতে থাকে ও তাকে আক্রমণ ক'রে এমন আঘাত হানে যা তার মৃত্যু ঘটায়, পরে সেই লোক যদি সেই সকল শহরের মধ্যে কোন একটা শহরে গিয়ে আশ্রয় নেয়, [১২] তবে যে শহরে সে বাস করে, সেই শহরের প্রবীণবর্গ লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে তাকে আনাবে ও তাকে বধ করার জন্য রক্তের প্রতিফলদাতার হাতে তুলে দেবে। [১৩] তোমার চোখ তার প্রতি যেন দয়া না দেখায়, বরং তুমি ইস্রায়েলের মধ্য থেকে নিরপরাধীর রক্তপাতের দোষ দূর করবে আর এতে তোমার মঙ্গল হবে।'

সীমানা-চিহ্ন

[১৪] 'তোমার পরমেশ্বর প্রভু উত্তরাধিকার-রূপে যে দেশ তোমার অধিকারে দিচ্ছেন, সেই দেশে তোমার প্রাপ্য ভূমিতে আগেকার লোকেরা যে সীমানা-চিহ্ন নির্ধারণ করেছে, তোমার প্রতিবেশীর সেই চিহ্ন স্থানান্তর করবে না।'

সাক্ষীর কর্তব্য

[১৫] 'অপরাধ বা পাপ যে কোন প্রকার হোক না কেন, কারও বিরুদ্ধে একজনমাত্র সাক্ষী দাঁড়াতে পারবে না; সে যেই প্রকার পাপ করেছে না কেন, দুই বা তিনজন সাক্ষীর প্রমাণেই বিচার নিষ্পন্ন হবে।

[১৬] কোন ধূর্ত সাক্ষী যদি কারও বিরুদ্ধে উঠে তার ধর্মত্যাগের বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, [১৭] তবে সেই বাদী প্রতিবাদী দু'জনে প্রভুর সামনে, সেকালের যাজকদের ও বিচারকদের সামনে দাঁড়াবে। [১৮] কিচারকেরা সযত্নে তদন্ত করবে, আর যদি দেখা যায় যে, সেই সাক্ষী আসলে মিথ্যাসাক্ষী, ও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে সে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছে, [১৯] তবে সে তার ভাইয়ের প্রতি যেমন ব্যবহার করতে মতলব করেছিল, তার প্রতি তোমরা তেমনি ব্যবহার করবে; এইভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে তেমন অপকর্ম উচ্ছেদ করবে; [২০] অন্যেরা তা শুনে ভয় পাবে, ও তোমার মধ্যে তেমন

অপকর্ম আর করবে না। [২১] তোমার চোখ যেন দয়া না দেখায়: প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা!'

যুদ্ধ

২০ [১] 'তুমি তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে যখন তোমার চেয়ে বেশি ঘোড়া, রথ ও লোক দেখবে, তখন ভীত হয়ো না, কেননা তোমার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরমেশ্বর প্রভুই আছেন, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন। [২] তোমরা সংগ্রামের সম্মুখীন হলে যাজক এগিয়ে এসে জনগণকে উদ্দেশ করে কথা বলবে, [৩] তাদের বলবে: শোন, ইস্রায়েল! তোমরা আজ তোমাদের শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে সম্মুখীন হচ্ছ; তোমাদের হৃদয় দুর্বল না হোক; ভয় করো না, দিশেহারা হয়ো না, ওদের কারণে সন্ত্রাসিত হয়ো না; [৪] কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুই তোমাদের ত্রাণ করার জন্য তোমাদের পক্ষে তোমাদের শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলছেন।

[৫] শাস্ত্রীরা জনগণকে এই কথা বলবে: তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে নতুন ঘর তৈরি করে এখনও তা [ঈশ্বরের উদ্দেশে] উৎসর্গ করেনি? সে ঘরে ফিরে যাক, পাছে সে যুদ্ধক্ষেত্রে মরলে অন্য কেউ তা উৎসর্গ করে। [৬] কে আছে, যে আঙুরখেত প্রস্তুত করে তার প্রথম ফল এখনও ভোগ করেনি? সে ঘরে ফিরে যাক, পাছে সে যুদ্ধক্ষেত্রে মরলে অন্য কেউ তার প্রথম ফল ভোগ করে। [৭] কে আছে, যার বাগবিবাহ হয়েছে কিন্তু পাক্কা বিবাহ এখনও হয়নি? সে ঘরে ফিরে যাক, পাছে সে যুদ্ধক্ষেত্রে মরলে অন্য কেউ সেই কনেকে নেয়। [৮] শাস্ত্রীরা জনগণের কাছে আরও কথা বলবে; তারা বলবে: ভীত ও দুর্বলহৃদয় কে আছে? সে ঘরে ফিরে যাক, পাছে সে তার ভাইদেরও দুর্বলহৃদয় করে। [৯] জনগণের কাছে কথা বলা শেষ করার পর শাস্ত্রীরা জনগণের উপরে সেনাপতি নিযুক্ত করবে।

[১০] যখন তুমি কোন শহর আক্রমণ করার জন্য তার দিকে এগিয়ে যাবে, তখন তার কাছে আগে শান্তির প্রস্তাব করবে। [১১] যদি সেই শহর বলে "শান্তি!" ও তোমার জন্য দ্বার খুলে দেয়, তবে সেই শহরে যত মানুষ পাওয়া যায়, তারা তোমাকে কর দেবে

ও তোমার সেবা করবে। [১২] কিন্তু যদি শহরটা তোমার শান্তির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে যুদ্ধই চায়, তবে তুমি সেই শহর অবরোধ করবে। [১৩] তোমার পরমেশ্বর প্রভু তা তোমার হাতে তুলে দিলে পর তুমি তার সমস্ত পুরুষলোককে খড়্গের আঘাতে মেরে ফেলবে, [১৪] কিন্তু স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে ও পশুরা ইত্যাদি শহরের সবকিছু, সমস্ত লুটের মাল তুমি তোমার জন্য লুণ্ঠিত সম্পদরূপে কেড়ে নেবে, আর তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে শত্রুদের লুটের মাল তোমাকে দেবেন, তাদের সেই লুটের মাল তুমি ভোগ করবে। [১৫] এই নিকটবর্তী জাতিগুলোর শহর ছাড়া যে সকল শহর তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে আছে, সেগুলোর প্রতিও তেমনি করবে।

[১৬] কিন্তু এই জাতিগুলোর যে সকল শহর তোমার পরমেশ্বর প্রভু উত্তরাধিকার-রূপে তোমাকে দিচ্ছেন, সেই সবগুলোর মধ্যে তুমি একটা প্রাণীকেও জীবিত রাখবে না; [১৭] তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত তাদের—হিত্তীয়, আমোরীয়, কানানীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়দের বিনাশ-মানতের বস্তু করবে, [১৮] পাছে তারা তাদের দেবতাদের উদ্দেশে যে সমস্ত জঘন্য কাজ করে, তেমনি করতে তোমাদেরও শেখায়; তেমনটি করলে তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করবে।

[১৯] যখন তুমি কোন শহর দখল ও জয় করার জন্য বহুদিন ধরে তা অবরোধ কর, তখন কুড়াল দিয়ে সেখানকার গাছপালা কেটে ধ্বংস করবে না; তুমি তার ফল খাবে, কিন্তু গাছটা কাটবে না, কেননা মাঠের গাছ কি একটা মানুষ যে তাও তোমার অবরোধের বস্তু হবে? [২০] কিন্তু যে যে গাছ তুমি জান ফলদায়ী গাছ নয়, সেগুলোকে ধ্বংস করতে ও কাটতে পারবে, যেন, যে শহর তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তার পতন না হওয়া পর্যন্ত সেই শহরের বিরুদ্ধে জাঙাল বাঁধতে পার।’

নানা বিধি-নিয়ম

২১ [১] ‘তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশভূমি তোমার অধিকারে দিতে যাচ্ছেন, তার মধ্যে যদি খোলা মাঠে পড়ে থাকা অবস্থায় নিহত কোন লোক পাওয়া যায়, এবং তাকে কে বধ করেছে, তা জানা না যায়, [২] তবে তোমার প্রবীণবর্গ ও বিচারকেরা বের হয়ে চারদিকের শহরগুলি ও সেই নিহত মানুষের মধ্যকার দূরত্ব মাপবে। [৩] তখন যে শহর

ওই নিহত লোকের সবচেয়ে নিকটবর্তী, সেখানকার প্রবীণবর্গ পাল থেকে এমন একটা বকনা নেবে, যা দিয়ে কখনও কোন কাজ করা হয়নি, যা জোয়াল কখনও বয়নি; [৪] পরে সেই শহরের প্রবীণবর্গ বকনাটাকে এমন কোন একটা খরস্রোতের কাছে আনবে, যেখানে জল নিত্য বয়, এমন জায়গায় যেখানে চাষ বা বীজবপন কখনও হয়নি, আর সেখানে, সেই খরস্রোতের ধারে তার ঘাড় ভেঙে ফেলবে। [৫] পরে লেবি-সন্তান যাজকেরা এগিয়ে আসবে, কেননা তাদেরই তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর নিজের সেবার জন্য ও প্রভুর নামে আশীর্বাদ করার জন্য বেছে নিয়েছেন, এবং তাদেরই কথামত প্রত্যেক বিবাদ ও আঘাতের বিচার হওয়ার কথা। [৬] পরে মৃতদেহের সবচেয়ে নিকটবর্তী শহরের সমস্ত প্রবীণ সেই বকনার উপরে হাত ধুয়ে নেবে, যার ঘাড় খরস্রোতে ভেঙে ফেলা হল; [৭] তারা এই কথা উচ্চারণ করবে: আমাদের হাত এই রক্তপাত করেনি, আমাদের চোখ কিছুই দেখেনি; [৮] হে প্রভু, তোমার জনগণ যে ইস্রায়েলের পক্ষে তুমি মুক্তিকর্ম সাধন করেছ, তাকে ক্ষমা কর; এমনটি হতে দিয়ো না যে, তোমার জনগণ ইস্রায়েলের মধ্যে নিরপরাধীর রক্তপাত করা হয়; এই রক্তপাতের জন্য তাদের ক্ষমা কর। [৯] এইভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে নিরপরাধীর রক্তপাতের দোষ উচ্ছেদ করবে, যেহেতু প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায্য, তা-ই তুমি করবে।'

[১০] 'তুমি তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাদের তোমার হাতে তুলে দেন ও তুমি তাদের কাউকে বন্দি করে নিয়ে যাও; [১১] এবং সেই বন্দিদের মধ্যে সুন্দরী কোন স্ত্রীলোককে দেখে প্রেমে পড়ে যদি তুমি তাকে নিজের স্ত্রী করতে চাও, তবে তাকে তোমার ঘরে আনবে। [১২] সে নিজের মাথার চুল খেউরি করবে, নখ কাটবে, [১৩] বন্দিদশার কাপড় ত্যাগ করবে, তোমার ঘরে বাস করবে ও তার পিতামাতার জন্য পুরো এক মাস বিলাপ করবে; তারপরে তুমি তার কাছে যেতে পারবে ও স্বামীর মত তার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারবে, আর সে তোমার স্ত্রী হবে। [১৪] যদি পরবর্তীকালে তুমি তার প্রতি আর প্রীত নও, তবে যেখানে তার ইচ্ছা, সেখানে তাকে যেতে দেবে; কিন্তু কোন প্রকারে টাকার বিনিময়ে তাকে বিক্রি করবে না; তাকে দাসীর মতও ব্যবহার করবে না, কেননা তুমি তার মান ভ্রষ্ট করেছ।'

[১৫] ‘যদি কোন পুরুষের ভালবাসা ও ঘৃণার পাত্রী দুই স্ত্রী থাকে, এবং ভালবাসা ও ঘৃণার পাত্রী দু’জনেই তার ঘরে ছেলে প্রসব করে, আর জ্যেষ্ঠজন ঘৃণার পাত্রীর ছেলে হয়, [১৬] তবে ছেলেদের কাছে সম্পত্তির অধিকার দেওয়ার সময়ে ঘৃণার পাত্রীজাত জ্যেষ্ঠজন থাকতে সেই পুরুষ ভালবাসার পাত্রীজাত ছেলেকে জ্যেষ্ঠাধিকার দিতে পারবে না; [১৭] কিন্তু ঘৃণার পাত্রীর ছেলেকে জ্যেষ্ঠরূপে স্বীকার করে সে তার সম্পত্তির দ্বিগুণ অংশ তাকে দেবে; কারণ সে তার শক্তির প্রথম ফল, তাই জ্যেষ্ঠাধিকার তারই।’

[১৮] ‘যদি কারও ছেলে জেদি ও বিদ্রোহী হয়, পিতামাতার কথা না শোনে ও শাসন করলেও তাদের অমান্য করে, [১৯] তবে তার পিতামাতা তাকে ধরে শহরের প্রবীণবর্গের কাছে, ছেলেটি যেখানে বাস করে, সেই নগরদ্বারেই নিয়ে যাবে; [২০] তারা শহরের প্রবীণদের বলবে: আমাদের এই ছেলে জেদি ও বিদ্রোহী, আমাদের কথা শোনে না, সে অপব্যয়ী ও মাতলামি-প্রিয়। [২১] সেই শহরের সমস্ত পুরুষলোক তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে; এইভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে, আর গোটা ইস্রায়েল শুনে ভয় পাবে।’

[২২] ‘যদি কোন মানুষ এমন পাপ করে যা প্রাণদণ্ডের যোগ্য আর তার প্রাণদণ্ড হয়, এবং তুমি তাকে গাছে ঝুলিয়ে দাও, [২৩] তবে তার মৃতদেহ রাতে গাছের উপরে থাকতে দেবে না, সেই দিনেই নিশ্চয় তাকে কবর দেবে; কেননা যাকে ঝুলানো হয়, সে পরমেশ্বরের অভিশাপের অধীন; তোমার পরমেশ্বর প্রভু উত্তরাধিকার-রূপে যে দেশভূমি তোমাকে দিচ্ছেন, তুমি তোমার সেই দেশভূমি কলুষিত করবে না।’

২২ [১] ‘তোমার কোন কোন ভাইয়ের বলদ বা মেষকে পথহারা হতে দেখলে তুমি সেগুলোকে না দেখবার ভান করবে না, অবশ্যই তোমার ভাইয়ের কাছে সেগুলোকে ফিরিয়ে আনবে। [২] যদি তোমার সেই ভাইয়ের ঘর তোমার কাছাকাছি না হয় বা সে যদি তোমার অপরিচিত হয়, তবে সেই ভাই তার সন্ধান না করা পর্যন্ত পশুটাকে নিজের কাছে রাখবে, আর তখন তা তাকে ফিরিয়ে দেবে। [৩] তুমি তোমার ভাইয়ের গাধা, তার কাপড়, বা তোমার ভাইয়ের হারানো যে কোন জিনিস পেলেও তেমনি করবে; তা না দেখবার ভান করা তোমার উচিত নয়।

[৪] তোমার ভাইয়ের গাধা বা বলদ পথে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখলে তাদের না দেখার ভান করবে না; অবশ্যই তুমি তাকে সেগুলোকে তুলে দিতে সাহায্য করবে।

[৫] স্ত্রীলোক পুরুষ-উচিত পোশাক বা পুরুষ স্ত্রীলোক-উচিত পোশাক পরবে না, কেননা যে কেউ তা করে, সে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর চোখে জঘন্য।

[৬] পথে চলতে চলতে যখন কোন গাছের উপরে বা মাটিতে এমন কোন পাখির বাসা দেখতে পাও যার মধ্যে বাচ্চা বা ডিম আছে, এবং সেই বাচ্চা বা ডিমের উপরে পাখিরা তা দিচ্ছে, তবে তুমি বাচ্চাদের সঙ্গে পাখিকে ধরবে না। [৭] তুমি সেই বাচ্চাগুলোকে নিজের জন্য নিতে পারবে, কিন্তু পাখিকে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে, যেন তোমার মঙ্গল ও দীর্ঘ পরমায়ু হয়।

[৮] নতুন ঘর প্রস্তুত করলে তার ছাদে কোন প্রকার প্রাচীর দেবে, পাছে তার উপর থেকে কোন মানুষ পড়লে তুমি তোমার ঘরের উপরে রক্তপাতের দণ্ড ডেকে আন।

[৯] তোমার আঙুরখেতে ভিন্ন ধরনের কোন গাছের বীজ বুনবে না, নতুবা সমস্ত ফসল—তোমার সেই বোনা বীজের ও আঙুরখেতের ফসল সবই পবিত্রীকৃত বস্তু হবে। [১০] বলদ ও গাধা একসঙ্গে জুড়ে চাষ করবে না। [১১] পশম ও ক্ষোমে মেশানো সুতো-তৈরী পোশাক পরবে না।

[১২] যা দিয়ে নিজেকে জড়াও, সেই আলোয়ানের চার কোণে থোপ দেবে।'

[১৩] 'কোন পুরুষ যদি বিবাহ করে এবং স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করার পর তাকে ঘৃণা করে, [১৪] তার নামে অপবাদ দেয় ও তার দুর্নাম রটিয়ে বলে: আমি এই স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছি বটে, কিন্তু তার কাছে গিয়ে এর কুমারীত্বের চিহ্ন পেলাম না, [১৫] তবে সেই কনের পিতামাতা তার কুমারীত্বের চিহ্ন নিয়ে শহরের প্রবীণবর্গের কাছে নগরদ্বারে যাবে: [১৬] কনের পিতা প্রবীণদের বলবে, আমি এই লোকের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলাম, কিন্তু এ তাকে ঘৃণা করে; [১৭] আর এখন এ অপবাদ দিয়ে বলে, আমি তোমার মেয়ের কুমারীত্বের চিহ্ন পাইনি। কিন্তু এই যে, আমার মেয়ের কুমারীত্বের চিহ্ন! এবং তারা শহরের প্রবীণবর্গের সামনে সেই কাপড় দেখাবে। [১৮] তখন শহরের প্রবীণবর্গ সেই পুরুষকে গ্রেপ্তার করিয়ে শাস্তি দেবে, [১৯] এবং তাকে একশ' শেকেল রুপো অর্থদণ্ড দিয়ে তা মেয়ের পিতাকে দেবে, কেননা লোকটা ইস্রায়েলীয় এক কুমারীর

বিষয়ে দুর্নাম রটিয়েছে। সে তার স্ত্রী হয়ে থাকবে, সেই পুরুষ আজীবন তাকে ত্যাগ করতে পারবে না। [২০] কিন্তু কথাটা যদি সত্য হয়, মেয়ের কুমারীত্বের চিহ্ন যদি না পাওয়া যায়, [২১] তবে তারা সেই মেয়েকে বের করে তার পিতার ঘরের প্রবেশদ্বারে আনবে, এবং সেই মেয়ের শহরের পুরুষেরা তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে; কেননা পিতৃগৃহে ব্যভিচার করায় সে ইস্রায়েলের মধ্যে নিতান্ত লজ্জাকর কাজ করেছে; এইভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে।

[২২] কোন পুরুষলোক যদি পরস্ত্রীর সঙ্গে মিলিত অবস্থায় ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সঙ্গে যার মিলন হয়েছে, তাকে ও সেই স্ত্রীলোককে দু'জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে; এইভাবে তুমি ইস্রায়েলের মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে।

[২৩] যদি কেউ কোন পুরুষের প্রতি বাগ্‌দত্তা কোন কুমারীকে শহরের মধ্যে পেয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়, [২৪] তবে তোমরা সেই দু'জনকে বের করে নগরদ্বারে এনে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে: মেয়েটিকে মেরে ফেলবে, কেননা শহরের মধ্যে থাকলেও সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করেনি, পুরুষটাকে মেরে ফেলবে, কেননা সে তার প্রতিবেশীর বাগ্‌দত্তা স্ত্রীর মান ভ্রষ্ট করেছে; এইভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে।

[২৫] কিন্তু যদি কোন পুরুষলোক বাগ্‌দত্তা কোন মেয়েকে খোলা মাঠে পেয়ে জোর প্রয়োগে তার সঙ্গে মিলিত হয়, তবে তার সঙ্গে যার মিলন হয়েছে, সেই পুরুষকেই মাত্র মেরে ফেলা হবে; [২৬] কিন্তু মেয়েটির প্রতি তুমি কিছুই করবে না; সেই মেয়ের মধ্যে প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন পাপ নেই, তাই যেমন কোন মানুষ তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে উঠে তাকে প্রাণে মারে, এই ব্যাপারও সেইরূপ, [২৭] কেননা সেই পুরুষ খোলা মাঠেই তাকে পেয়েছিল, বাগ্‌দত্তা মেয়েটি সাহায্যের জন্য চিৎকার করলেও তাকে নিস্তার করার মত কেউ ছিল না।

[২৮] বাগ্‌দত্তা নয় কোন কুমারী মেয়েকে পেয়ে যদি কেউ তাকে ধরে তার সঙ্গে মিলিত হয় [২৯] ও তারা ধরা পড়ে, তবে তার সঙ্গে যার মিলন হয়েছে, সেই পুরুষ মেয়ের পিতাকে পঞ্চাশ শেকেল রুপো দেবে, এবং তার মান ভ্রষ্ট করেছে বিধায় মেয়েটি তার স্ত্রী হবে; সেই পুরুষ তাকে আজীবন ত্যাগ করতে পারবে না।'

২৩ [১] ‘কোন পুরুষ তার আপন পিতার কোন স্ত্রীকে নিজের স্ত্রীরূপে নেবে না, ও নিজের পিতার আবরণের প্রান্ত উচ্চ করবে না।’

সাধারণ উপাসনায় অংশগ্রহণ

[২] ‘যার অণ্ডকোষ চূর্ণ বা যার লিঙ্গ ছিন্ন, তেমন মানুষ প্রভুর জনসমাবেশে প্রবেশাধিকার পাবে না।

[৩] জারজ ব্যক্তি প্রভুর জনসমাবেশে প্রবেশাধিকার পাবে না; দশম পুরুষ পর্যন্তও তার বংশের কেউই প্রভুর জনসমাবেশে প্রবেশাধিকার পাবে না।

[৪] আম্মোনীয় বা মোয়াবীয় কেউই প্রভুর জনসমাবেশে প্রবেশাধিকার পাবে না; দশম পুরুষ পর্যন্তও তাদের বংশের কেউই প্রভুর জনসমাবেশে প্রবেশাধিকার পাবে না; তারা কখনও প্রবেশাধিকার পাবে না, [৫] কেননা মিশর থেকে তোমাদের আসবার সময়ে তারা পথে খাবার ও জল নিয়ে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেনি; এমনকি তোমাকে অভিশাপ দেবার জন্য তোমার বিরুদ্ধে দুই নদীর অঞ্চলে পেথোর-নিবাসী বেয়োরের সন্তান বালায়ামকে উৎকোচ দিয়েছিল। [৬] কিন্তু তোমার পরমেশ্বর প্রভু বালায়ামের কথায় কান দিতে সম্মত হলেন না, বরং তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেই অভিশাপ তোমার পক্ষে আশীর্বাদেই পরিণত করলেন, কারণ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে ভালবাসেন। [৭] তুমি আজীবন কখনও তাদের শান্তি বা মঙ্গলের অন্বেষণ করবে না।

[৮] তোমার কাছে এদোমীয় জঘন্য হবে না, কেননা সে তোমার ভাই; তোমার কাছে মিশরীয় জঘন্য হবে না, কেননা তুমি তার দেশে প্রবাসী ছিলে। [৯] তাদের ঘরে যে সন্তানেরা জন্ম নেবে, তারা তৃতীয় পুরুষে প্রভুর জনসমাবেশে প্রবেশাধিকার পেতে পারবে।’

শিবিরে পবিত্রতা বজায় রাখার বিষয়ে বিধি

[১০] ‘তুমি যখন তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে গিয়ে শিবির বসাবে, তখন মন্দ যে কোন বিষয়ে সাবধান থাকবে।

[১১] তোমার মধ্যে যদি কোন লোক রাত্রিঘটিত কোন অশুচিতায় অশুচি হয়, তবে সে শিবির ছেড়ে বাইরে যাবে, শিবিরের মধ্যে ফিরবে না; [১২] সন্ধ্যার দিকে সে জলে স্নান করবে, ও সূর্যাস্তের পরে শিবিরে ফিরে আসতে পারবে।

[১৩] তুমি শৌচাগারের জন্য শিবিরের বাইরে এক জায়গা নির্ধারণ করে সেইখানে যাবে; [১৪] তোমার অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে একটা কর্ণিক থাকবে; শৌচাগার ছেড়ে যাওয়ার সময়ে তুমি তা দিয়ে একটা গর্ত করে তোমার ময়লা ঢেকে ফেলবে; [১৫] কেননা তোমাকে রক্ষা করতে ও তোমার শত্রুদের তোমার হাতে তুলে দিতে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার শিবিরের মধ্যে যাতায়াত করেন; সুতরাং তোমার শিবির পবিত্র এক স্থান হোক, পাছে সেখানে কোন দৃষ্টিকটু কিছু দেখলে তিনি তোমাকে একা ফেলে রেখে যান।'

বহুবিধ বিধি-নিয়ম

[১৬] 'যে ক্রীতদাস তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে তোমার কাছে আসে, তুমি তাকে তার মনিবের হাতে তুলে দেবে না। [১৭] সে তোমার শহরগুলির মধ্যে তার পছন্দমত কোন এক শহরে তার বেছে নেওয়া জায়গায় তোমার সঙ্গে তোমার দেশে বাস করবে; তুমি তাকে অত্যাচার করবে না।

[১৮] ইস্রায়েল-কন্যাদের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক সেবাদাসী হবে না, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে কোন পুরুষও সেবাদাস হবে না: [১৯] তোমার মানত যাই হোক না কেন, তুমি তেমন বেশ্যার মজুরি বা কুকুরের বেতন তোমার পরমেশ্বর প্রভুর গৃহে আনবে না, কেননা দু'টোই তোমার পরমেশ্বর প্রভুর চোখে জঘন্য।

[২০] টাকার সুদ হোক, খাদ্য-সামগ্রীর সুদ হোক, বা যে কোন জিনিস যার উপর সুদ নেওয়া যেতে পারে, তুমি তোমার ভাইকে সুদে ঋণ দেবে না। [২১] তুমি বিদেশীকে সুদে ঋণ দিতে পারবে, কিন্তু তোমার ভাইকে নয়, যেন অধিকার করার জন্য তুমি যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, সেই দেশে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত হাতের কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করেন।

[২২] তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে কিছু মানত করলে তা পূরণ করতে দেরি করবে না, কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু অবশ্য তোমার কাছ থেকে তা আদায় করবেন আর তোমার নিজের পাপ হবে। [২৩] কিন্তু যদি কোন মানত না কর, তবে

এতে তোমার পাপ হবে না। [২৪] তোমার মুখনিঃসৃত কথা তুমি রক্ষা করবে; এবং তোমার মুখ যা প্রতিজ্ঞা করবে, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে স্বেচ্ছাকৃত তোমার সেই মানত তুমি পূরণ করবে।

[২৫] প্রতিবেশীর আঙুরখেতে গেলে তুমি তোমার ইচ্ছামত তৃপ্তি সহকারে আঙুরফল খেতে পারবে, কিন্তু ডালায় করে কিছুই নেবে না।

[২৬] প্রতিবেশীর শস্যখেতে গেলে তুমি তোমার হাত দ্বারা শিষ ছিঁড়তে পারবে, কিন্তু তোমার প্রতিবেশীর শস্যখেতে কাস্তে চালাবে না।'

বিবাহ বিচ্ছেদ

২৪ [১] 'কোন পুরুষ একটি স্ত্রীকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে ঘর করার পর যদি এমনটি হয় যে, সেই স্ত্রীর ব্যবহারে লজ্জাকর কিছু পাওয়ার ফলে স্ত্রী তার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয় না, তবে সেই পুরুষ তার জন্য ত্যাগপত্র লিখে তার হাতে দিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাকে বিদায় দিক। [২] সেই স্ত্রীলোক তার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর গিয়ে অন্য পুরুষের স্ত্রী হলে, [৩] এই পুরুষ যদি তাকে নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়, এবং তার জন্য ত্যাগপত্র লিখে তার হাতে দিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাকে বিদায় দেয়, বা এই নতুন স্বামী যদি মরে যায়, [৪] তবে যে প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করেছিল, সে সেই স্ত্রী কলঙ্কিতা হওয়ার পর তাকে আবার স্ত্রীরূপে নিতে পারবে না; কেননা তেমন কাজ প্রভুর দৃষ্টিতে জঘন্য। তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ উত্তরাধিকার-রূপে তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, তুমি তা পাপে কলুষিত করবে না।'

ব্যক্তি-অধিকার রক্ষা করার বিষয়ে বিধি

[৫] 'নব-বিবাহিত কোন পুরুষলোক যুদ্ধে যাবে না, ঘরেও তার উপর কোন ভার চাপা হবে না; সে তার ঘরের চিন্তা করার জন্য এক বছরের মত স্বাধীন থাকবে, যেন সে যে স্ত্রীকে নিয়েছে তাকে খুশি করতে পারে।

[৬] কেউ কারও জাঁতা বা তার উপরের পাট বন্ধক রাখবে না; কেননা তা করা ঠিক যেন প্রাণ বন্ধক রাখা।

[৭] এমন কোন মানুষকে যদি পাওয়া যায়, যে তার আপন ভাইদের—ইস্রায়েল সন্তানদেরই—মধ্যে কাউকে অপহরণ করেছে, এবং তাকে দাসের মত ব্যবহার করেছে বা বিক্রি করেছে, তেমন অপহারক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে; এভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে।

[৮] সংক্রামক চর্মরোগের ব্যাপারে তুমি সাবধান হয়ে, লেবীয় যাজকেরা যে সমস্ত নির্দেশ দেবে, অধিক যত্নের সঙ্গে সেগুলো পালন করবে ও সেই অনুসারে ব্যবহার করবে; আমি তাদের যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছি, তা পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। [৯] মিশর থেকে তোমাদের বেরিয়ে আসার সময়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভু যাত্রাপথে মরিয়মের প্রতি যা করেছিলেন, তা মনে রাখবে।

[১০] তোমার প্রতিবেশীর কোন কিছু বন্ধক রেখে ধার দিলে তুমি বন্ধকী মাল নেবার জন্য তার ঘরে প্রবেশ করবে না। [১১] তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, এবং যাকে ধার দিয়েছ, সে নিজেই বন্ধকী মাল বের করে তোমার হাতে তুলে দেবে। [১২] সে গরিব হলে তুমি তার বন্ধকী মাল কাছে রেখে ঘুমাতে যাবে না। [১৩] সূর্যাস্তের সময়ে তার বন্ধকী মাল তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেবে, যেন সে তার নিজের কাপড়ে শুয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করে; তেমন ব্যবহার তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে তোমার ধর্মময়তা বলে গণ্য হবে।

[১৪] তোমার ভাই হোক, কিংবা তোমার দেশের নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই প্রবাসী মানুষ হোক, গরিব ও নিঃস্ব দিনমজুরকে শোষণ করবে না। [১৫] কাজের দিনে, সূর্যাস্তের আগেই তার মজুরি তাকে দেবে; কেননা সে গরিব, আর সেই মজুরির উপর তার মন পড়ে থাকে; এভাবে সে তোমার বিরুদ্ধে প্রভুর কাছে চিৎকার করবে না, তোমারও পাপ হবে না।

[১৬] ছেলের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য ছেলের প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে না; এক একজন নিজ নিজ পাপের জন্য প্রাণদণ্ড ভোগ করবে।

[১৭] প্রবাসী বা এতিমের বিচারে অন্যায় করবে না, এবং বিধবার কাপড় বন্ধক রাখবে না। [১৮] মনে রেখ, তুমি মিশরে দাস ছিলে, কিন্তু তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেই

অবস্থা থেকে তোমার মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন; এজন্যই আমি তোমাকে তেমন কাজ করতে আজ্ঞা দিচ্ছি।

[১৯] ফসল কাটার সময়ে তুমি যদি তোমার জমিতে ভুলে এক আঁটি মাঠে ফেলে রাখ, তবে তা ফিরিয়ে আনতে যাবে না; তা প্রবাসী, এতিম ও বিধবার জন্য থাকবে, যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত হাতের কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করেন।

[২০] যখন তোমার জলপাই পাড়, তখন শাখায় বাকি ফল দ্বিতীয়বারের মত খোঁজ করবে না; তা প্রবাসী, এতিম ও বিধবার জন্য থাকবে। [২১] যখন তোমার আঙুরখেতের ফল সংগ্রহ কর, তখন তা সংগ্রহ করার পর দ্বিতীয়বারের মত কুড়োবে না; তা প্রবাসী, এতিম ও বিধবাদের জন্য থাকবে। [২২] মনে রেখ, তুমি মিশর দেশে দাস ছিলে; এজন্যই আমি তোমাকে তেমন কাজ করতে আজ্ঞা দিচ্ছি।’

২৫ [১] ‘মানুষদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বেধে গেলে ওরা যদি বিচারকের কাছে যায়, যারা বিচার করে তারা নির্দোষীকে নির্দোষী বলে ঘোষণা করবে ও দোষীকে দোষী বলে ঘোষণা করবে। [২] যে দোষী, সে যদি প্রহারের যোগ্য, বিচারক তাকে শুইয়ে তার অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে আঘাতের সংখ্যা নির্ধারণ করে নিজের সাক্ষাতে তাকে প্রহার করাবে। [৩] সে চল্লিশটা আঘাত নির্ধারণ করতে পারবে, তার বেশি নয়; নইলে এর বেশি আঘাত দিলে তার দেহে গুরুতর ক্ষত হতে পারবে আর তোমার ভাই তোমার সামনে অবনমিত হবে।

[৪] গম মাড়াই করার সময়ে বলদের মুখে জালতি বাঁধবে না।’

নানা বিধি

[৫] ‘যদি ভাইয়েরা একত্রে বাস করে এবং তাদের মধ্যে একজন নিঃসন্তান হয়ে মরে, তবে সেই মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বাইরের অন্য গোত্রের পুরুষকে বিবাহ করবে না; তার দেবর তার কাছে যাবে ও তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে: এইভাবে তার প্রতি দেবরের কর্তব্য পালন করবে। [৬] সেই স্ত্রীলোক যে প্রথম পুত্রসন্তান প্রসব করবে, সে ওই মৃত ভাইয়ের নামে উত্তরাধিকারী হবে, এভাবে ইস্রায়েল থেকে তার নাম লুপ্ত হবে না। [৭] কিন্তু সেই পুরুষ যদি তার ভাইয়ের স্ত্রীকে নিতে সম্মত না হয়, তবে সেই স্ত্রীলোক

নগরদ্বারে প্রবীণদের গিয়ে বলবে: আমার দেবর ইস্রায়েলের মধ্যে তার ভাইয়ের নাম রক্ষা করতে সম্মত নয়, সে আমার প্রতি দেবরের কর্তব্য পালন করতে ইচ্ছুক নয়। [৮] তখন তার শহরের প্রবীণবর্গ তাকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলবে; সে যদি তার সেই ইচ্ছায় স্থির থাকে ও বলে: ওকে নিতে চাই না, [৯] তবে তার ভাইয়ের সেই স্ত্রী প্রবীণবর্গের সাক্ষাতে তার কাছে এগিয়ে এসে তার পা থেকে পাদুকা খুলবে, তার মুখে থুথু দেবে ও স্পষ্টভাবে তাকে বলবে: যে কেউ নিজ ভাইয়ের কুল রক্ষা না করে, তার প্রতি তেমনি করা হবে। [১০] ইস্রায়েলের মধ্যে তার নাম হবে: খোলা-পাদুকা-কুল।'

[১১] 'পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করলে তাদের একজনের স্ত্রী যদি প্রহারকের হাত থেকে তার স্বামীকে মুক্ত করতে এসে হাত বাড়িয়ে প্রহারকের পুরুষাঙ্গ ধরে, [১২] তবে তুমি তার হাত কেটে ফেলবে; তোমার চোখ করুণা দেখাবে না।'

[১৩] 'তোমার থলিতে ছোট বড় দুই প্রকার বাটখারা থাকবে না। [১৪] তোমার ঘরে ছোট বড় দুই প্রকার পরিমাণপাত্র থাকবে না। [১৫] তুমি যথার্থ ও ন্যায্য বাটখারা রাখবে, যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশভূমি দিচ্ছেন, সেই দেশভূমিতে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়। [১৬] কেননা যে কেউ সেপ্রকার কাজ করে, যে কেউ অসৎ কাজ করে, সে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর চোখে জঘন্য।'

আমালেকীয়দের প্রতি দণ্ডবিধান

[১৭] 'স্মরণ কর, তোমরা মিশর থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে যাত্রাপথে তোমাদের প্রতি আমালেক কি করল, [১৮] তোমার শ্রান্তি ও ক্লান্তির সময়ে সে কি প্রকারে যাত্রাপথে তোমার বিরুদ্ধে ছুটে এসে তোমার পশ্চাদ্ভাগের দুর্বল লোকদের আক্রমণ করল; সে তো পরমেশ্বরকে ভয় করল না! [১৯] তাই তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার উত্তরাধিকার-রূপে দখল করার জন্য যে দেশ তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, সেই দেশে তোমার পরমেশ্বর প্রভু চারদিকের সকল শত্রু থেকে তোমাকে স্বস্তি দেওয়ার পর তুমি আকাশমণ্ডলের নিচ থেকে আমালেকের স্মৃতি উচ্ছেদ করবে: একথা ভুলে যেয়ো না!'

প্রথমফসল

২৬ [১] 'তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ উত্তরাধিকার-রূপে তোমাকে দিতে যাচ্ছেন,
তুমি যখন সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করবে ও সেখানে বাস করবে,
[২] তখন, প্রভু যে দেশ তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, তুমি সেই দেশে উৎপন্ন সকল ভূমির
ফলের প্রথমাংশ থেকে কিছু কিছু নিয়ে ঝুড়িতে করে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন
নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে যাবে। [৩] তুমি সেই সময়ে
কার্যরত যাজকের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাকে বলবে: আমি আজ তোমার
পরমেশ্বর প্রভুর কাছে স্বীকার করি যে, প্রভু যে দেশ আমাদের দেবেন বলে আমাদের
পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন, আমি সেই দেশে প্রবেশ করেছি। [৪] তখন
যাজক তোমার হাত থেকে সেই ঝুড়ি তুলে নিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর যজ্ঞবেদির
সামনে রাখবে, [৫] আর তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে এই কথা বলবে:
আমার পিতা একজন ভবঘুরে আরামীয় ছিলেন; তিনি মিশরে গিয়ে সেখানে স্বল্প
লোকদের সঙ্গে প্রবাসী হয়ে থাকলেন, এবং সেখানে মহৎ, পরাক্রমী ও বহুসংখ্যক জাতি
হয়ে উঠলেন। [৬] মিশরীয়েরা আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করল, আমাদের অবনমিত
করল ও আমাদের মাথায় কঠোর দাসত্বের ভার চেপে দিল; [৭] তখন আমরা চিৎকার
করে আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে ডাকলাম, আর প্রভু আমাদের ডাক
শুনলেন, তিনি দেখলেন আমাদের কষ্ট, আমাদের পরিশ্রম ও আমাদের অত্যাচার।
[৮] প্রভু শক্তিশালী হাতে, প্রসারিত বাহুতে ও ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দেখিয়ে এবং নানা চিহ্ন
ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়ে মিশর থেকে আমাদের বের করে আনলেন। [৯] তিনি
আমাদের এই স্থানে নিয়ে এসেছেন, এবং এই দেশ, দুধ ও মধু-প্রবাহী এই দেশ
আমাদের দিয়েছেন। [১০] আর এখন, প্রভু, দেখ, তুমি আমাকে যে ভূমি দিয়েছ, তার
ফলের প্রথমাংশ আমি আনছি। পরে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সামনে তা রেখে
তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে প্রণিপাত করবে; [১১] তোমার পরমেশ্বর প্রভু
তোমাকে ও তোমার ঘরের সকলকে যা কিছু মঙ্গল দান করেছেন, সেই সব কিছুতে
তুমি, সেই লেবীয় ও তোমার মধ্যে বাস করে সেই প্রবাসী, এই তোমরা সকলেই আনন্দ
করবে।'

ত্রিবার্ষিক কর

[১২] ‘তৃতীয় বছরে, অর্থাৎ দশমাংশ-বর্ষে, তোমার আয়ের সমস্ত দশমাংশ তুলে নেওয়া শেষ করার পর তুমি যখন লেবীয়কে, প্রবাসীকে, এতিমকে ও বিধবাকে তা দেবে যেন তারা তোমার নগরদ্বারের মধ্যে তা খেয়ে তৃপ্তি পায়, [১৩] তখন তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে একথা বলবে: তুমি যে সমস্ত আজ্ঞা আমাকে দিয়েছ, সেই অনুসারে আমার ঘরে পবিত্রীকৃত যা কিছু ছিল, তা আমি আমার ঘর থেকে বের করে লেবীয়কে, প্রবাসীকে, এতিমকে ও বিধবাকে দিয়েছি; তোমার কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিনি ও ভুলে যাইনি। [১৪] আমার শোকের দিনে আমি তার কিছুই খাইনি, অশুচি অবস্থায় তার কিছুই তুলে নিইনি, এবং মৃতলোকের উদ্দেশে তার কিছুই দিইনি; আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়েছি; তুমি আমাকে যেমন আজ্ঞা করেছ, আমি সেই অনুসারে ব্যবহার করেছি। [১৫] তুমি তোমার পবিত্র আবাস থেকে, সেই স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ, তোমার জনগণ ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ কর, এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে তোমার শপথ অনুসারে যে দেশভূমি আমাদের দিয়েছ, দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশকেও আশীর্বাদ কর।’

শেষ উপদেশ

মোশির দ্বিতীয় উপদেশের সমাপ্তি—ইস্রায়েল প্রভুর আপন জনগণ

২৬ [১৬] ‘আজ তোমার পরমেশ্বর প্রভু এই সকল বিধি ও নিয়মনীতি পালন করতে তোমাকে আজ্ঞা করছেন; তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে এই সমস্ত কথা সযত্নে মেনে চল ও পালন কর।

[১৭] আজ তুমি প্রভুর কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা পেয়েছ যে, তিনি হবেন তোমার পরমেশ্বর; অবশ্যই, তুমি যদি তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁর বিধি, তাঁর আজ্ঞা ও তাঁর নিয়মনীতি সবই পালন কর, এবং তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাও।

[১৮] আজ প্রভু তোমার কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা পেয়েছেন যে, তাঁর কথামত তুমি হবে তাঁরই নিজস্ব জনগণ; অবশ্যই, তুমি যদি তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালন কর; [১৯] তবে প্রশংসা, সুনাম ও মর্যাদা ক্ষেত্রে, তিনি তাঁর গড়া সমস্ত জাতির চেয়ে তোমাকেই ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এবং তিনি যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই অনুসারে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই এক জাতি হবে।’

শিখেমে পালিত উপাসনা-অনুষ্ঠান

২৭ [১] মোশি ও ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গ জনগণকে এই আজ্ঞা দিলেন: ‘আজ আমি তোমাদের যে সকল আজ্ঞা দিই, তোমরা তা পালন কর। [২] তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন, সেই দেশে প্রবেশ করার জন্য তুমি যখন যর্দন পার হবে, তখন বড় বড় পাথর দাঁড় করাবে ও তা চুন দিয়ে লেপন করবে। [৩] তোমার পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যেমন কথা দিয়েছেন, সেই অনুসারে তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন, দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশে প্রবেশ করার জন্য তুমি যখন যর্দন পার হবে, তখন সেই পাথরগুলোর উপরে এই বিধানের সমস্ত কথা লিখবে। [৪] আমি আজ যে পাথরগুলোর বিষয়ে তোমাদের আজ্ঞা দিলাম, তোমরা যর্দন পার হওয়ার পর এবাল পর্বতে সেই সমস্ত পাথর দাঁড় করাবে ও চুন দিয়ে তা লেপন করবে। [৫] সেখানে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথবে—যজ্ঞবেদিটি এমন পাথর

দিয়েই গাঁথা হবে, যে পাথরের উপরে লৌহজাতীয় কোন যন্ত্র কখনও ব্যবহার হয়নি।
[৬] তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেই বেদি অক্ষুণ্ণ পাথর দিয়ে গাঁথবে, এবং তার
উপরে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে আহুতিবলি উৎসর্গ করবে; [৭] তুমি মিলন-
যজ্ঞবলি দান করবে আর সেইখানে তা খাবে ও তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে আনন্দ
করবে। [৮] সেই পাথরগুলোর উপরে এই বিধানের সমস্ত বাণী খুবই স্পষ্ট অক্ষরে
লিখবে।'

[৯] মোশি ও লেবীয় যাজকেরা গোটা ইস্রায়েলকে বললেন, 'ইস্রায়েল, চুপ কর,
শোন! আজ তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে এক জাতি হলে। [১০] তাই তুমি
তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হবে, এবং আজ আমি তোমাদের জন্য তাঁর যে
সকল আজ্ঞা ও বিধি জারি করলাম, তা পালন করবে।'

[১১] সেদিনে মোশি জনগণকে এই আজ্ঞা দিলেন: [১২] 'তোমরা যর্দন পার
হওয়ার পর শিমেয়োন, লেবি, যুদা, ইসাখার, যোসেফ ও বেঞ্জামিন, এরা জনগণকে
আশীর্বাদ করার জন্য গারিজিম পর্বতে দাঁড়াবে। [১৩] আর রূবেন, গাদ, আশের,
জাবুলোন, দান ও নেফ্তালি, এরা অভিশাপ দেবার জন্য এবাল পর্বতে দাঁড়াবে।

[১৪] লেবীয়েরা কথা বলতে শুরু করবে, ইস্রায়েলের গোটা জনগণকে তারা
উচ্চকণ্ঠে বলবে:

[১৫] অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে খোদাই করা বা ছাঁচে ঢালাই করা কোন দেবমূর্তি—
প্রভুর কাছে তেমন জঘন্য বস্তু—শিল্পীর হাতে গড়া বস্তু তৈরি ক'রে গোপন জায়গায়
স্থাপন করে! গোটা জনগণ উত্তরে বলবে: আমেন!

[১৬] অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে নিজের পিতা বা মাতাকে তুচ্ছ করে! গোটা জনগণ
বলবে: আমেন!

[১৭] অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে তার প্রতিবেশীর ভূমির সীমানা-চিহ্ন স্থানান্তর করে!
গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

[১৮] অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে অন্ধকে পথভ্রষ্ট করে! গোটা জনগণ বলবে:
আমেন!

[১৯] অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে বিদেশী, এতিম ও বিধবার অধিকার লঙ্ঘন করে! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

[২০] অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে নিজের পিতার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, কেননা সে নিজের পিতার আবরণের প্রান্ত অনাবৃত করে! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

[২১] অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে-কোন প্রকার পশুর সঙ্গে যার মিলন হয়! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

[২২] অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে নিজের বোনের সঙ্গে, অর্থাৎ পিতার মেয়ের বা মাতার মেয়ের সঙ্গে মিলিত হয়! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

[২৩] অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে নিজের শাশুড়ীর সঙ্গে মিলিত হয়! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

[২৪] অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে নিজের প্রতিবেশীকে গোপনে হত্যা করে! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

[২৫] অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে নিরপরাধীকে হত্যা করার জন্য উৎকোচ নেয়! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

[২৬] অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে এই বিধানের সমস্ত বাণী পালন করার জন্য তার সমর্থনে দাঁড়ায় না! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!’

প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ

২৮ [১] ‘আমি আজ যে সকল আজ্ঞা তোমার জন্য জারি করি, তা সযত্নেই পালন করার জন্য যদি তুমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, তবে তোমার পরমেশ্বর প্রভু পৃথিবীর সমস্ত জাতির চেয়ে তোমাকেই ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন, [২] কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়েছ বিধায় এই সমস্ত আশীর্বাদ তোমার উপরে বর্ষিত হয়ে তোমার কাছে পৌঁছবে।

[৩] তুমি নগরে আশীর্বাদের পাত্র হবে, মাঠেও আশীর্বাদের পাত্র হবে।

[৪] তোমার দেহের ফল, তোমার ভূমির ফল, তোমার পশুর ফল, তোমার গাভীদের বাচ্চা ও তোমার মেষীদের বাচ্চা আশীর্বাদের পাত্র হবে।

[৫] তোমার চুপড়ি ও তোমার ময়দার কাঠুয়া আশীর্বাদের পাত্র হবে।

[৬] ঘরে আসবার সময়ে তুমি আশীর্বাদের পাত্র হবে, বাইরে যাওয়ার সময়েও তুমি আশীর্বাদের পাত্র হবে।

[৭] তোমার যে শত্রুরা তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, প্রভু তাদের তোমার চোখের সামনেই পরাস্ত করবেন: তারা এক পথ দিয়ে তোমার বিরুদ্ধে আসবে, কিন্তু সাত পথ দিয়ে তোমার সামনে থেকে পালাবে।

[৮] প্রভু আশীর্বাদকে আজ্ঞা দেবেন, তা যেন তোমার গোলাঘরের উপর, ও তুমি যে কোন কাজে হাত দেবে, তার উপরে বিরাজ করে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন, সেখানে তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। [৯] তাঁর শপথ অনুসারে প্রভু তোমা থেকে তাঁর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত এক জাতির উদ্ভব ঘটাবেন; অবশ্যই, তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা পালন কর ও তাঁর সমস্ত পথে চল। [১০] তুমি যে প্রভুর আপন নাম বহন কর, তা দেখে পৃথিবীর সকল জাতি তোমার বিষয়ে ভীত হবে।

[১১] প্রভু যে দেশভূমি তোমাকে দেবেন বলে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন, সেই দেশভূমিতে তিনি মঙ্গলার্থেই তোমার দেহের ফলে, তোমার পশুর বাচ্চায় ও তোমার ভূমির ফলে তোমাকে ঐশ্বর্যশালী করবেন। [১২] ঠিক সময়ে তোমার ভূমির জন্য বৃষ্টি দিতে ও তোমার হাতের সমস্ত কাজে আশীর্বাদ করতে প্রভু তাঁর মঙ্গল-ভাণ্ডার সেই আকাশ খুলে দেবেন, তাই তুমি বহু বহু দেশকে ঋণ দেবে, কিন্তু নিজে ঋণ নেবে না। [১৩] প্রভু তোমাকে অগ্রভাগে রাখবেন, পশ্চাদ্ভাগে রাখবেন না; তুমি সবসময় উপরেই থাকবে, নিচে কখনও থাকবে না; অবশ্যই, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর এই যে সকল আজ্ঞা আমি আজ তোমার জন্য জারি করি, সেগুলোর প্রতি তুমি যদি বাধ্য হয়ে তা সযত্নেই মেনে চল ও পালন কর, [১৪] এবং যে সকল বাণী আমি আজ তোমার জন্য জারি করি, তুমি যদি অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য, তাদের অনুগামী হবার জন্য সেই সকল কথার ডানে বা বাঁয়ে না সরে যাও।’

অভিশাপ

[১৫] ‘কিন্তু তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য না হও, আমি আজ তাঁর যে সকল আজ্ঞা ও বিধি তোমার জন্য জারি করি, তুমি যদি সেই সমস্ত কিছু সযত্নেই

পালন না কর, তবে তোমার উপরে এই সমস্ত অভিশাপ বর্ষিত হয়ে তোমার কাছে পৌঁছবে:

[১৬] তুমি নগরে অভিশাপের পাত্র হবে, মাঠেও অভিশাপের পাত্র হবে।

[১৭] তোমার চুপড়ি ও তোমার ময়দার কাঠুয়া অভিশাপের পাত্র হবে।

[১৮] তোমার দেহের ফল, তোমার ভূমির ফল, তোমার গাভীদের বাচ্চা ও তোমার মেষীদের বাচ্চা অভিশাপের পাত্র হবে।

[১৯] ঘরে আসবার সময়ে তুমি অভিশাপের পাত্র হবে, বাইরে যাওয়ার সময়েও তুমি অভিশাপের পাত্র হবে।

[২০] যে পর্যন্ত তোমার সংহার ও আকস্মিক বিনাশ না হয়, সেপর্যন্ত যে কোন কাজে তুমি হাত দাও, সেই কাজে প্রভু তোমার উপরে অভিশাপ, বিষণ্ণতা ও শাসানি নিক্ষেপ করবেন; এর কারণ তোমার কুব্যবহার, যা দ্বারা তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ।

[২১] অধিকার করার জন্য তুমি যে দেশভূমিতে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, সেই দেশভূমি থেকে যতদিন উচ্ছিন্ন না হও, ততদিন প্রভু তোমার উপর মহামারী ডেকে আনবেন। [২২] প্রভু ক্ষয়রোগ, জ্বর, জ্বালা, প্রচন্ড উত্তাপ ও দুর্ভিক্ষ এবং শস্যের শোষ ও ম্লানি দ্বারা তোমাকে আঘাত করবেন: সেই সব কিছু তোমাকে উৎপীড়ন করবে, যেপর্যন্ত তোমার বিনাশ না হয়।

[২৩] তোমার মাথার উপরে যে আকাশ, তা পিতল, ও নিম্নে যে ভূমি, তা লোহাই হবে। [২৪] প্রভু তোমার দেশে জলের স্থানে ধুলা ও বালি বর্ষণ করবেন: তা আকাশ থেকে নেমে তোমার উপরে পড়বে, যেপর্যন্ত তোমার বিনাশ না হয়। [২৫] প্রভু এমনটি করবেন যে, তুমি তোমার শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হবে; তুমি এক পথ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যাবে, কিন্তু সাত পথ দিয়ে তাদের সামনে থেকে পালাবে; হ্যাঁ, তুমি পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের কাছে বিতৃষ্ণার বস্তু হবে। [২৬] তোমার মৃতদেহ আকাশের পাখিদের ও বন্যজন্তুদের খাদ্য হবে; কেউই তাদের তাড়িয়ে দেবে না।

[২৭] প্রভু মিশরের নালী-ঘা, এবং ফোড়া, মামড়ি ও পাঁচড়া—এই সব রোগ দ্বারা তোমাকে এমন আঘাত করবেন যে, তুমি নিরাময় হতে পারবে না। [২৮] প্রভু উন্মাদনা,

অন্ধতা ও ক্ষিপ্ততা দ্বারা তোমাকে এমন আঘাত করবেন যে, [২৯] অন্ধ যেমন অন্ধকারে হাঁতড়ে বেড়ায়, তেমনি তুমি মধ্যাহ্নেই হাঁতড়ে বেড়াবে। তোমার কোন পথে তুমি সফল হবে না, প্রতিদিন হবে অত্যাচারিত ও লুণ্ঠিত, আর কেউই তোমাকে ত্রাণ করবে না।

[৩০] তোমার সঙ্গে কনের বাগ্‌দান হবে, কিন্তু অন্য পুরুষ তাকে ভোগ করবে; তুমি ঘর তৈরি করবে, কিন্তু তার মধ্যে বাস করতে পারবে না; আঙুরখেত প্রস্তুত করবে, কিন্তু তার ফল কুড়োবে না। [৩১] তোমার বলদকে তোমার চোখের সামনে বধ করা হবে, আর তুমি তার মাংসের কিছুই খেতে পারবে না; তোমার গাধাকে তোমার সাক্ষাতে জোর প্রয়োগে কেড়ে নেওয়া হবে আর তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না; তোমার মেষপাল তোমার শত্রুদের দেওয়া হবে আর তোমার পক্ষে ত্রাণকর্তা কেউ থাকবে না। [৩২] তোমার ছেলেমেয়েদের অন্য জাতির মানুষকে দেওয়া হবে, সমস্ত দিন তাদের অপেক্ষায় তাকাতে তাকাতে তোমার চোখ ক্ষীণ হয়ে যাবে, ও তোমার হাত সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যাবে। [৩৩] তোমার অজানা এক জাতি তোমার ভূমির ফল ও তোমার শ্রমের ফল ভোগ করবে আর তুমি সবসময় কেবল অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত হবে; [৩৪] স্বচক্ষে তোমাকে যা দেখতে হবে, তার কারণে তুমি পাগল হবে। [৩৫] প্রভু তোমার হাঁটু ও জঙ্ঘা এমন নালী-ঘা দ্বারা আঘাত করবেন যা কখনও নিরাময় হবে না; পায়ের তলা থেকে মাথার তালু পর্যন্তই তিনি তোমাকে আঘাত করবেন।

[৩৬] প্রভু তোমাকে এবং যে রাজাকে তুমি তোমার উপরে নিযুক্ত করবে, তাকে তোমার অজানা ও তোমার পিতৃপুরুষদের অজানা এক জাতির কাছে পাঠিয়ে দেবেন; সেখানে তুমি অন্য দেবতাদের—কাঠ ও পাথরেরই দেবতাদের সেবা করবে। [৩৭] প্রভু তোমাকে যে সকল জাতির মধ্যে নিয়ে যাবেন, তাদের কাছে তুমি বিস্ময়, ঠাট্টা ও উপহাসের বস্তু হবে।

[৩৮] তুমি বহু বীজ বয়ে মাঠে নিয়ে যাবে, কিন্তু অল্প ফসল পাবে, কেননা পঙ্গপাল তা নষ্ট করবে। [৩৯] তুমি আঙুরখেত প্রস্তুত করে তা চাষ করবে, কিন্তু আঙুররস পান করতে বা আঙুরফল জড় করতে পারবে না, কেননা পোকে তা গ্রাস করবে। [৪০] তোমার সমস্ত এলাকায় জলপাই বাগান হবে বটে, কিন্তু তুমি সেগুলোর তেল নিজের গায়ে মাখতে পারবে না, কেননা তোমার জলপাই গাছ থেকে কাঁচাই ঝরে

পড়বে। [৪১] তুমি ছেলেমেয়েদের পিতা হবে, কিন্তু তারা তোমার হবে না, কেননা তারা বন্দিদশায় চলে যাবে। [৪২] তোমার সমস্ত গাছ ও ভূমির ফল হবে পোকার শিকার।

[৪৩] তোমার মধ্যে বাস করে যে বিদেশী, সে তোমার উপরে উত্তরোত্তর উন্নীত হবে, ও তুমি উত্তরোত্তর অবনত হবে। [৪৪] সে তোমাকে ঋণ দেবে, কিন্তু তুমি তাকে ঋণ দেবে না; সে মাথায় থাকবে, তুমি থাকবে পিছনেই।

[৪৫] এই সমস্ত অভিশাপ তোমার উপরে এসে পড়বে, তোমাকে ধাওয়া করবে, তোমার নাগাল পাবেই—যেপর্যন্ত তোমার বিনাশ না হয়, কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে সকল আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিয়েছেন, তা পালন করার জন্য তুমি তাঁর প্রতি বাধ্য হলে না। [৪৬] এই সমস্ত কিছু তোমার উপরে ও যুগে যুগে তোমার বংশধরদের উপরে চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণস্বরূপ হয়ে থাকবে।

[৪৭] যেহেতু সব ধরনের ঐশ্বর্যের মহাপ্রাচুর্যের মধ্যে তুমি আনন্দিত মনে ও প্রফুল্লচিত্তে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করনি, [৪৮] এজন্য প্রভু তোমার বিরুদ্ধে যে শত্রুদের পাঠাবেন, তুমি ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, উলঙ্গতায় ও সবকিছুর অভাব ভোগ করতে করতে তাদের সেবা করবে; তারা তোমার ঘাড়ে লোহার জোয়াল চাপিয়ে রাখবে, যেপর্যন্ত তোমাকে বিনাশ না করে। [৪৯] প্রভু তোমার বিরুদ্ধে বহু দূর থেকে, পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই এমন এক জাতিকে আনবেন, যা ঈগলের মত উড়ে আসবে; সেই জাতি এমন, যার ভাষা তুমি বুঝতে পারবে না, [৫০] যার চেহারা হিংস্র, যা বৃদ্ধের প্রতি মমতা অনুভব করবে না ও বালকের প্রতি করুণা দেখাবে না, [৫১] যা তুমি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত তোমার পশুর বাচ্চা ও তোমার ভূমির ফল গ্রাস করবে, যা তোমাকে বিনাশ না করা পর্যন্ত তোমার জন্য গম, নতুন আঙুররস বা তেল, তোমার গাভীর বাচ্চা বা তোমার মেষীর বাচ্চা কিছুই বাকি রাখবে না। [৫২] তোমার সমস্ত দেশে যে সকল উচ্চ ও দৃঢ় প্রাচীরে তুমি আস্থা রাখতে, সেইসব ভূমিসাৎ না হওয়া পর্যন্ত সেই জাতি তোমার সমস্ত শহরগুলির মধ্যে তোমাকে অবরোধ করবে; তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তোমাকে দেবেন, তোমার সেই দেশ জুড়ে সমস্ত শহরগুলির মধ্যে সে তোমাকে অবরোধ করবে। [৫৩] অবরোধের সময়ে তোমার শত্রুরা তোমার উপরে যে কষ্ট নিক্ষেপ করবে,

তার জন্য তোমার দেহের ফল, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দেওয়া নিজ ছেলেমেয়েদেরই মাংস খাবে। [৫৪] তোমার মধ্যে যে পুরুষ সবচেয়ে ভোগবিলাসী ও সবচেয়ে কোমল, তার ভাইয়ের উপরে, তার নিজেরই স্ত্রীর উপরে ও বেঁচে যাওয়া ছেলেদের উপরে তার চোখ টাটাবে, [৫৫] যেন সে, নিজের ছেলেদের যে মাংস খাবে, তাদের কাউকে সেই মাংসের কিছুই না দেয়; কেননা তোমার সকল শহরের অবরোধের সময়ে তোমার শত্রুরা তোমার উপরে যে কষ্ট নিক্ষেপ করবে, তার জন্য তার কিছুমাত্র বাকি থাকবে না। [৫৬] যে স্ত্রীলোক ভোগবিলাসিতা ও কোমলতার জন্য নিজ পা পর্যন্তও মাটিতে রাখতে সাহস করত না, তোমার মধ্যে সবচেয়ে ভোগবিলাসিনী ও সবচেয়ে কোমলা সেই স্ত্রীলোকের চোখ তার নিজের স্বামীর উপরে, নিজের ছেলেমেয়েদের উপরে, [৫৭] এমনকি, তার নিজের দুই পায়ের মধ্য থেকে নির্গত গর্ভফলের ও নিজের প্রসব করা শিশুদের উপরে টাটাবে; কেননা অবরোধের সময়ে এবং তোমার সকল শহরগুলির মধ্যে তোমার শত্রুরা তোমার উপরে যে কষ্ট নিক্ষেপ করবে, সেই কষ্টের সময়ে সবকিছুর অভাবের কারণে সে এদের গোপনে খেয়ে ফেলতে বাধ্য হবে!

[৫৮] তুমি যদি "তোমার পরমেশ্বর প্রভু" এই গৌরবপূর্ণ ও ভয়ঙ্কর নামকে ভয় না করে এই পুস্তকে লেখা এই বিধানের সমস্ত বাণী সযত্নে পালন না কর, [৫৯] তবে প্রভু তোমাকে ও তোমার বংশধরদের আশ্চর্য আঘাতে আঘাত করবেন: হ্যাঁ, ভারী ও দীর্ঘকালস্থায়ী আঘাত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যথাজনক রোগ দ্বারা তোমাকে আঘাত করবেন। [৬০] তুমি যে পীড়া তত ভয় করতে, মিশরীয় সেই সমস্ত পীড়া আবার তোমার উপরে ফিরিয়ে আনবেন, আর সেগুলো তোমার গায়ে লেগে থাকবে। [৬১] আরও, যা এই বিধান-পুস্তকে লেখা নেই, এমন প্রতিটি রোগ ও আঘাত প্রভু তোমার উপরে আনবেন, যেপর্যন্ত তোমার বিনাশ না হয়। [৬২] আকাশের তারানক্ষত্রের মত বহুসংখ্যক ছিলে যে তোমরা, তোমরা অল্পসংখ্যক হয়ে অবশিষ্ট থাকবে, কেননা তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হলে না। [৬৩] যেমন তোমাদের মঙ্গল ও বংশবৃদ্ধি করায় প্রভু আনন্দ করতেন, তেমনি তোমাদের বিনাশ ও বিলোপ ঘটানোতে প্রভু আনন্দ করবেন; এবং অধিকার করার জন্য তুমি যে দেশভূমিতে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, সেই ভূমি থেকে তোমাদের উপড়ে ফেলা হবে।

[৬৪] প্রভু তোমাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত জাতির মধ্যে বিক্ষিপ্ত করবেন; সেখানে তুমি তোমার অজানা ও তোমার পিতৃপুরুষদেরও অজানা অন্য দেবতাদের—কাঠ ও পাথরেরই দেবতাদের সেবা করবে। [৬৫] তুমি সেই জাতিগুলোর মধ্যে একটুও স্বস্তি পাবে না, ও তোমার পায়ের জন্য বিশ্রামস্থান থাকবে না, প্রভু সেই জায়গায় তোমাকে হৃৎকম্প, চোখের ক্ষীণতা ও প্রাণের শুষ্কতা দেবেন। [৬৬] তোমার জীবন তোমার চোখের সামনে হবে যেন সুতোয় ঝুলানো, দিবারাত্র তুমি শঙ্কার মধ্যে থাকবে, ও তোমার জীবনের বিষয়ে তোমার আর নিশ্চয়তা থাকবে না। [৬৭] যে শঙ্কায় তোমার হৃদয়ে আলোড়িত হবে ও নিজের চোখে যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য তোমাকে দেখতে হবে, সেসব কিছুর কারণে তুমি সকালে বলবে: হায় হায়! কখন সন্ধ্যা হবে? এবং সন্ধ্যায় বলবে: হায় হায়! কখন সকাল হবে?

[৬৮] যে পথের বিষয়ে আমি তোমাকে বলেছিলাম: তুমি সেই পথ আর দেখবে না, প্রভু মিশর দেশে জাহাজে করে সেই পথ দিয়েই তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন, এবং সেখানে তোমাদের শত্রুদের কাছে তোমরা নিজেরা দাসদাসীরূপে বিক্রীত হতে চাইবে—কিন্তু কেউই তোমাদের কিনবে না!’

মোশির তৃতীয় উপদেশ

[৬৯] প্রভু হোরেবে ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলেন, সেই সন্ধি ছাড়া মোয়াব দেশে তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করতে মোশিকে আজ্ঞা করলেন, এই সমস্তই সেই সন্ধির বাণী।

ঐতিহাসিক ভূমিকা

২৯ [১] মোশি গোটা ইস্রায়েলকে আহ্বান করলেন, এবং তাদের বললেন, ‘প্রভু মিশর দেশে ফারাওর, তাঁর সকল পরিষদের ও সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে তোমাদের চোখের সামনে যা কিছু করেছেন, তা তোমরা দেখেছ— [২] সেই মহা মহা পরীক্ষা যা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ, সেই সকল চিহ্ন ও সেই সকল অলৌকিক লক্ষণ! [৩] কিন্তু তবুও প্রভু আজ পর্যন্ত বুঝবার হৃদয়, দেখবার চোখ ও শুনবার কান তোমাদের দেননি। [৪] আমি

চল্লিশ বছর মরুপ্রান্তরে তোমাদের চালনা করে আসছি; তোমাদের গায়ে তোমাদের পোশাক জীর্ণ হয়নি, তোমাদের পায়ে তোমাদের জুতোও জীর্ণ হয়নি; [৫] তোমরা রুটি খাওনি, আঙুররস বা উগ্র পানীয়ও পান করনি, যেন তোমরা জানতে পারতে যে, আমিই, প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর। [৬] তোমরা যখন এই স্থানে এসে পৌঁছেছ, তখন হেশবোনের রাজা সিহোন ও বাশানের রাজা ওগ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়লে আমরা তাঁদের পরাজিত করলাম; [৭] তাঁদের দেশ জয় করে নিয়ে তা অধিকাররূপে রুবেনীয়দের ও গাদীয়দের, এবং মানাশীয়দের অর্ধেক গোষ্ঠীকে দিলাম। [৮] তাই তোমরা এই সন্ধির বাণীগুলো পালন কর ও মেনে চল; তবেই যা কিছু করবে তাতে সফল হবে।’

মোয়াবে সম্পাদিত সন্ধি

[৯] ‘তোমরা আজ সকলে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছ—তোমাদের জননেতারা, তোমাদের গোষ্ঠীগুলো, তোমাদের প্রবীণগণ, তোমাদের অধ্যক্ষেরা, ইস্রায়েলের সকল পুরুষ, [১০] তোমাদের ছেলেমেয়েরা, তোমাদের বধূরা, এবং তোমার শিবিরে নিবাসী যত বিদেশী, কাঠ কাটে যারা তাদের থেকে শুরু ক’রে জল বয়ে আনে যারা তাদের পর্যন্ত—সকলেই আছ, [১১] যেন তুমি অভিশাপের দিব্যি দিয়ে শপথ করা তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেই সন্ধিতে প্রবেশ কর, যা তোমার পরমেশ্বর প্রভু আজ তোমার সঙ্গে এজন্যই স্থাপন করছেন, [১২] যেন তিনি আজ তোমাকে তাঁর নিজের উদ্দেশে এক জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন ও নিজেই তোমার পরমেশ্বর হন—যেমনটি তিনি তোমাকে বলেছেন, আর যেমনটি তিনি তোমার পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের কাছে শপথ করেছিলেন। [১৩] আমি এই সন্ধি ও এই অভিশাপ শুধু তোমাদেরই কাছে জারি করছি, তা নয়; [১৪] যারা আমাদের সঙ্গে আজ এখানে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরই কাছে শুধু নয়, কিন্তু যারা আমাদের সঙ্গে আজ নেই, তাদেরও কাছে তা জারি করছি।

[১৫] কেননা আমরা মিশর দেশে কেমন বাস করেছি, এবং যে জাতিগুলির মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছি, তাদের মধ্য দিয়ে কেমন পার হয়ে এসেছি, তা তোমরা জান; [১৬] তোমরা তো তাদের যত ঘৃণ্য বস্তু, তাদের মাঝে কাঠ, পাথর, রুপো ও সোনার

সেই সব পুতুল দেখেছ। [১৭] সুতরাং, এই জাতিগুলোর দেবতাদের সেবা করতে যাবার জন্য আজ তার আপন হৃদয়কে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছ থেকে দূরে ফেরায়, এমন কোন পুরুষলোক, বা স্ত্রীলোক, বা গোত্র বা গোষ্ঠী তোমাদের মধ্যে যেন না থাকে; বিষ বা সোমরাজ-জনক কোন শিকড় যেন তোমাদের মধ্যে না থাকে। [১৮] এই অভিশাপের কথা শুনে কেউ যদি নিজেকে ভুলিয়ে মনে মনে বলে, আমার নিজের হৃদয়ের জেদ অনুসারে চললেও আমার সমৃদ্ধি হবে, হ্যাঁ, "মাটি একবার জলসিক্ত হলে আর তৃষ্ণার্ত হয় না," [১৯] তবে প্রভু তাকে ক্ষমা করবেন না, এমনকি তেমন মানুষের উপরে প্রভুর ক্রোধ ও তাঁর ঈর্ষা জ্বলে উঠবে, এবং এই পুস্তকে লেখা সমস্ত অভিশাপ তার মাথায় এসে বসবে, এবং প্রভু আকাশের নিচ থেকে তার নাম মুছে দেবেন। [২০] এই বিধান-পুস্তকে লেখা সন্ধির সমস্ত অভিশাপ অনুসারে প্রভু ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠী থেকে তাকে পৃথক করে তার সর্বনাশ ঘটাবেন।'

নির্বাসনের কথা পূর্বকথিত

[২১] 'প্রভু সেই দেশের উপরে যে সমস্ত আঘাত ও রোগ ডেকে আনবেন, যখন ভাবী যুগের মানুষ, তোমাদের পরে উৎপন্ন তোমাদের সেই ছেলেরা, এবং দূরদেশ থেকে আগত বিদেশী তা দেখবে,— [২২] প্রভু তাঁর আপন ক্রোধে ও আক্রোশে যে সদোম, গমোরা, আদ্মা ও জেবোইম শহর উৎপাটন করেছিলেন, তার মত এই দেশের সমস্ত ভূমি গন্ধক, লবণ ও দহনে ভরা হয়েছে, সেই ভূমিতে কিছুই বোনা যাবে না, সেই ভূমি কোন ফল দেবে না, সেই ভূমিতে কোন ঘাস হবে না—তারা এইসব কিছু দেখে যখন বলবে, [২৩] এমনকি সকল দেশ যখন বলবে: প্রভু এই দেশের বিরুদ্ধে কেন এমনটি করলেন? এমন মহাক্রোশ জ্বলে ওঠার কারণ কী? [২৪] তখন উত্তরে বলা হবে: কারণটা এই, তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু মিশর দেশ থেকে তাদের বের করে আনবার সময়ে তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলেন, তারা সেই সন্ধি ত্যাগ করেছে; [২৫] আরও, তারা গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা করেছে, ও তাদের সামনে প্রণিপাত করেছে: এমন দেবতা যাদের তারা জানত না, এমন দেবতা যাদের তিনি তাদের জন্য ভাগ্যরূপে নিরূপণ করেননি; [২৬] এজন্যই এই দেশের উপরে প্রভুর ক্রোধ এতই জ্বলে উঠল যে, এই পুস্তকে লেখা সমস্ত অভিশাপ দেশের উপরে আনা হল; [২৭] প্রভু

ক্রোধে, রোষে, মহাক্রোশে তাদের ভূমি থেকে তাদের উৎখাত করে অন্য দেশে ফেলে দিয়েছেন—ঠিক যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।

[২৮] রহস্যাবৃত বিষয়গুলো আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর অধিকার, কিন্তু প্রকাশিত বিষয়গুলো আমাদের ও যুগ যুগ ধরে আমাদের ছেলেদের অধিকার, আমরা যেন এই বিধানের সমস্ত বাণী পালন করতে পারি।’

প্রভুর কাছে ফিরে যাওয়া

৩০ [১] ‘আমি এই যে সমস্ত বাণী, অর্থাৎ যে আশীর্বাদ ও অভিশাপ, তোমার সামনে রাখলাম, তা যখন তোমার উপরে সিদ্ধিলাভ করবে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে সকল জাতির মধ্যে তোমাকে তাড়িয়ে দেবেন, সেখানে যখন তুমি তা মনে মনে ভাববে, [২] তখন তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফের এবং তোমার সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাও, যেইভাবে আমি আজ তোমাকে আজ্ঞা দিচ্ছি—তোমাকে এবং তোমার ছেলেদের কাছে— [৩] তবে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার বন্দিদের ফিরিয়ে আনবেন, তোমাকে স্নেহ করবেন, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে সকল জাতির মধ্যে তোমাকে বিক্ষিপ্ত করেছেন, সেখান থেকে আবার তোমাকে সংগ্রহ করবেন। [৪] তোমার নির্বাসিত জনগণ আকাশের এক প্রান্তে থাকলেও তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেখান থেকে তোমাকে সংগ্রহ করবেন, সেখানে গিয়ে তোমাকে আদায় করবেন। [৫] হ্যাঁ, যে দেশ তোমার পিতৃপুরুষদের অধিকার ছিল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেই দেশে তোমাকে ফিরিয়ে আনবেন, যেন তুমিও তা অধিকার কর: তিনি তোমার মঙ্গল করবেন, ও তোমার পিতৃপুরুষদের চেয়েও তোমার সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি করবেন।

[৬] তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার ও তোমার বংশধরদের হৃদয় পরিচ্ছেদিত করবেন, যেন তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস, আর তাতে বাঁচ। [৭] তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার শত্রুদের উপরে, ও যারা তোমাকে ঘৃণা করবে ও নির্যাতন করবে, তাদের উপরেই এই সমস্ত অভিশাপ ফিরিয়ে দেবেন। [৮] তুমি মন ফেরাবে, প্রভুর প্রতি বাধ্য হবে, এবং আমি আজ তোমাকে তাঁর যে সমস্ত আজ্ঞা দিচ্ছি, তুমি তা পালন করবে। [৯] তোমার

পরমেশ্বর প্রভু তোমার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তোমার সমস্ত হাতের কাজ, তোমার দেহের ফল, তোমার পশুর বাচ্চা ও তোমার ভূমির ফল বিষয়ে তোমাকে অধিক ঐশ্বর্যশালী করে তুলবেন, কেননা প্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের নিয়ে যেমন আনন্দ করতেন, তেমনি তোমার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিনি পুনরায় তোমাকে নিয়ে আনন্দ করবেন— [১০] অবশ্য, তুমি যদি এই বিধান-পুস্তকে লেখা তাঁর আজ্ঞাগুলো ও তাঁর বিধিগুলো পালনের জন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, যদি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দিকে ফের।

[১১] কেননা আমি আজ এই যে আজ্ঞা তোমার জন্য জারি করছি, তা তোমার পক্ষে দুরূহও নয়, তোমার আয়ত্তের অতীতও নয়। [১২] তা স্বর্গে নয় যে তুমি বলবে, আমাদের জন্য কে স্বর্গে গিয়ে উঠে তা আমাদের কাছে এনে শোনাবে যেন তা পালন করতে পারি; [১৩] তা সমুদ্রের ওপারেও নয় যে তুমি বলবে, আমাদের জন্য কে সমুদ্র পার হয়ে তা আমাদের কাছে এনে শোনাবে যেন তা পালন করতে পারি। [১৪] না, এই বাণী বরং তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়েই রয়েছে, তুমি যেন তা পালন কর।’

উপদেশের সমাপ্তি—জীবন বেছে নাও!

[১৫] ‘দেখ, আমি আজ জীবন ও মঙ্গল এবং মৃত্যু ও অমঙ্গল তোমার সামনে রাখলাম; [১৬] কেননা আমি আজ তোমাকে তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাসতে, তাঁর সমস্ত পথে চলতে এবং তাঁর আজ্ঞা, তাঁর বিধি ও তাঁর নিয়মনীতি পালন করতে আজ্ঞা দিচ্ছি, তবেই তুমি বাঁচবে, বৃদ্ধি লাভ করবে, এবং অধিকার করার জন্য যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, সেই দেশে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। [১৭] কিন্তু যদি তোমার হৃদয় পিছনে ফেরে, তুমি যদি কথা না শোন, ও অন্য দেবতাদের সামনে প্রণিপাত করতে ও তাদের সেবা করতে যদি নিজেকে পথভ্রষ্ট হতে দাও, [১৮] তবে আজ আমি তোমাদের স্পষ্টই বলছি, তোমাদের বিনাশ নিশ্চিত হবে, তোমরা অধিকার করার জন্য যে দেশভূমিতে প্রবেশ করতে যর্দন পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশভূমিতে তোমরা দীর্ঘায়ু হবে না। [১৯] আমি আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করে বলছি যে: আমি জীবন ও মৃত্যু, আশীর্বাদ ও অভিশাপ তোমার

সামনে রাখলাম। তাই জীবন বেছে নাও, যেন তুমি ও তোমার বংশ বাঁচতে পার:
[২০] তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস, তাঁর প্রতি বাধ্য হও, ও তাঁকে আঁকড়ে ধরে
থাক, কেননা তিনিই তোমার জীবন, তিনিই তোমার পরমায়ু, যেন প্রভু যে দেশভূমি
তোমার পিতৃপুরুষদের, সেই আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবকে দেবেন বলে তাঁদের কাছে
শপথ করেছিলেন, সেই দেশভূমিতে তুমি বাস করতে পার।'

জনগণের পরিচালনায় নিযুক্ত যোশুয়া

৩১ [১] মোশি গিয়ে গোটা ইস্রায়েলকে একথা বললেন; তিনি তাদের বললেন,
[২] 'আজ আমার বয়স একশ' কুড়ি বছর, আমি আর বাইরে যেতে ও ভিতরে আসতে
পারছি না; তাছাড়া প্রভু আমাকে বলেছেন, তুমি এই যর্দন পার হবে না। [৩] তোমার
পরমেশ্বর প্রভু নিজেই তোমার আগে আগে পার হয়ে যাবেন; তিনি তোমার সম্মুখীন
সেই জাতিগুলিকে বিনাশ করবেন আর তুমি তাদের অধিকার দখল করবে; যোশুয়াও
তোমার আগে আগে পার হবে, যেমনটি প্রভু বলেছেন। [৪] প্রভু আমোরীয়দের রাজা
সিহোন ও ওগ্-কে বিনাশ করে তাদের বিরুদ্ধে ও তাদের দেশের বিরুদ্ধে যেমন
করেছেন, ওই জাতিগুলির বিরুদ্ধেও তেমনি করবেন। [৫] প্রভু তোমাদের হাতেই
তাদের তুলে দেবেন, আর আমি যে সমস্ত আজ্ঞা তোমাদের দিয়েছি, সেই অনুসারেই
তোমরা তাদের প্রতি ব্যবহার করবে। [৬] তোমরা বলবান হও, সাহস ধর, ভয় করো
না, তাদের জন্য সন্ত্রাসিত হয়ো না, কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু নিজেই তোমাদের
সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন; তিনি তোমাদের ছাড়বেন না, তোমাদের ত্যাগ করবেন না।'

[৭] পরে মোশি যোশুয়াকে ডেকে গোটা ইস্রায়েলের সামনে তাঁকে বললেন,
'বলবান হও, সাহস ধর, কেননা প্রভু এদের যে দেশ দেবেন বলে এদের পিতৃপুরুষদের
কাছে শপথ করেছেন, সেই দেশে এই জনগণের সঙ্গে তুমিই প্রবেশ করবে, এবং তুমিই
সেই দেশ এদের অধিকারে এনে দেবে। [৮] প্রভু নিজেই তোমার আগে আগে পথ
চলবেন; তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; তিনি তোমাকে ছাড়বেন না, তোমাকে
ত্যাগ করবেন না; ভয় করো না, নিরাশ হয়ো না।'

[৯] মোশি এই বিধান লিপিবদ্ধ করলেন, এবং লেবি-সন্তান যাজকেরা, যারা প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা বহন করত, তাদের ও ইস্রায়েলের সকল প্রবীণদের হাতে তা দিলেন। [১০] মোশি তাদের এই আজ্ঞা দিলেন: 'সাত সাত বছরের পরে, ক্ষমা-বর্ষের সময়ে, পর্ণকুটির পর্বে, [১১] যখন গোটা ইস্রায়েল তোমার পরমেশ্বর প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে হাজির হবার জন্য তাঁর বেছে নেওয়া স্থানে যাবে, সেসময় তুমি গোটা ইস্রায়েলের সামনে সকলেরই কাছে এই বিধান পাঠ করে শোনাবে। [১২] তুমি গোটা জনগণকে—পুরুষলোক, স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে ও তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে যত প্রবাসীকে একত্রে সমবেত করবে, যেন তারা শুনে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করতে শেখে, এবং এই বিধানের সমস্ত বাণী সযত্নে পালন করে। [১৩] তাদের ছেলেরা—যারা এখনও তা জানে না—তারা তা শুনবে, এবং যে দেশভূমি অধিকার করতে তোমরা যর্দন পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশভূমিতে যতদিন জীবনযাপন করবে, ততদিন তারা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করতে শিখবে।'

[১৪] প্রভু মোশিকে বললেন, 'তোমার মৃত্যুর দিন এবার কাছে আসছে; যোশুয়াকে ডাক, এবং তোমরা দু'জনে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে এসে উপস্থিত হও, যেন আমি তাকে আমার আজ্ঞা দিতে পারি।' মোশি ও যোশুয়া গিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে উপস্থিত হলেন। [১৫] প্রভু সেই তাঁবুতে এক মেঘস্তম্ভে দেখা দিলেন, আর মেঘস্তম্ভটি তাঁবুর প্রবেশদ্বারে স্থির থাকল।

[১৬] প্রভু মোশিকে বললেন, 'তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তোমার নিদ্রা যাওয়ার সময় এবার আসছে; আর এই জনগণ উঠবে, এবং যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, সেই দেশের বিজাতীয় দেবতাদের অনুগমনে ব্যভিচার করবে; আমাকে ত্যাগ করবে ও তাদের সঙ্গে যে সন্ধি আমি স্থির করেছি, তা ভঙ্গ করবে। [১৭] সেদিন তাদের উপরে আমার ক্রোধ জ্বলে উঠবে, আমি তাদের ত্যাগ করব, তাদের কাছ থেকে আমার মুখ লুকিয়ে রাখব; তখন তারা কবলিত হবে এবং তাদের উপরে নানা অমঙ্গল ও সঙ্কট ঘটবে; সেদিন তারা বলবে: আমার উপরে এই সমস্ত অমঙ্গল ঘটেছে, এর কারণ কি এই নয় যে, আমার পরমেশ্বর আর আমার মাঝে নেই? [১৮] হ্যাঁ, তারা অন্য দেবতাদের দিকে ফিরে যে সমস্ত অন্যায় করবে, সেই কারণেই আমি সেদিন তাদের কাছ থেকে আমার মুখ লুকিয়ে রাখব। [১৯] এখন তোমরা তোমাদের ব্যবহারের জন্য এই

সঙ্গীত লিপিবদ্ধ কর, এবং তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের তা শেখাও; তাদের মুখস্থই করাও, যেন এই সঙ্গীত ইস্রায়েল সন্তানদের বিরুদ্ধে আমার পক্ষে সাক্ষী হয়। [২০] কেননা আমি যে দেশভূমি তাকে দেব বলে তার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছি, দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশভূমিতে তাকে নিয়ে যাবার পর যখন সে খেয়ে পরিতৃপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হবে, যখন অন্য দেবতাদের দিকে ফিরবে ও তাদের সেবা করবে, আমাকে অবজ্ঞা করবে ও আমার সন্ধি ভঙ্গ করবে, [২১] যখন তার উপরে নানা অমঙ্গল ও সঙ্কট ঘটবে, তখন এই সঙ্গীত সাক্ষীই যেন তার সামনে সাক্ষ্য দেবে; কেননা তাদের বংশধরেরা তা ভুলবে না। হ্যাঁ, আমি যে দেশের বিষয়ে শপথ করেছি, সেই দেশে তাদের আনবার আগেও, এই আজই আমি জানি তারা মনে মনে কী কী পরিকল্পনা করছে।' [২২] মোশি সেদিন ওই সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করে তা ইস্রায়েল সন্তানদের শেখালেন।

[২৩] পরে প্রভু নূনের সন্তান যোশুয়াকে তাঁর নিজের আজ্ঞা জানালেন ও তাঁকে বললেন, 'বলবান হও, সাহস ধর; কেননা আমি ইস্রায়েল সন্তানদের যে দেশ দেব বলে শপথ করেছি, সেই দেশে তুমিই তাদের নিয়ে যাবে; আর আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।'

[২৪] মোশি আগাগোড়াই এই বিধানের সমস্ত বাণী পুস্তকে লিখবার পর
[২৫] প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই লেবীয়দের এই আজ্ঞা দিলেন: [২৬] 'তোমরা এই বিধান-পুস্তক নিয়ে তা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার পাশে রাখ; তা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে সেখানে থাকবে; [২৭] কেননা তোমার বিদ্রোহী ভাব আমি জানি, আবার জানি যে তুমি কঠিনমনা। তোমাদের মধ্যে আমি জীবিত থাকতে, এই আজই, যখন তোমরা প্রভুর বিদ্রোহী হলে, তখন আমার মৃত্যুর পরে কিনা করবে?
[২৮] তোমরা নিজ নিজ গোষ্ঠীর প্রবীণদের ও শাস্ত্রীদের একত্রে সমবেত কর; আমি এই সমস্ত বাণী তাদের শোনাব ও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে ডাকব; [২৯] কেননা আমি জানি, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা নিশ্চয়ই একেবারে ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে, আর আমি যে পথে চলতে তোমাদের আজ্ঞা করেছি, তোমরা সেই পথ থেকে সরেই যাবে; চরম দিনগুলিতে তোমাদের অমঙ্গল ঘটবে, কারণ প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করে তোমরা তোমাদের ব্যবহার দ্বারা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলবে।'

মোশির সঙ্গীত

[৩০] মোশি ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশের কর্ণগোচরে এই সঙ্গীতের বাণীগুলো শেষাংশ পর্যন্ত বলতে লাগলেন:

৩২ [১] 'কান দাও, আকাশমণ্ডল, আর আমি কথা বলব,
শোন, পৃথিবী, আমার মুখের কথা।
[২] আমার শিক্ষা ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ুক বৃষ্টির মত,
আমার কথন ফোঁটায় ফোঁটায় অবতীর্ণ হোক শিশিরের মত,
ধারাপতনের মত নবীন ঘাসের উপর,
চারাগাছের উপর জলধারার মত।
[৩] আমি প্রভুর নাম ঘোষণা করব,
তোমরা আমাদের পরমেশ্বরকে মহত্ত্ব আরোপ কর;
[৪] তিনি তো শৈল, নিখুঁত তাঁর কাজ,
ন্যায্যই তাঁর সকল পথ,
তিনি বিশ্বস্ত ও ত্রুটিহীন ঈশ্বর,
তিনি ধর্মময়, ন্যায়শীল।
[৫] খুঁতবিহীন সন্তান বলে যাদের তিনি পিতা হলেন,
তাঁর প্রতি তারা অন্যায় করল;
কুটিল ও বাঁকা মনের বংশ তারা!
[৬] এভাবেই নাকি তুমি প্রভুকে প্রতিদান দাও,
হে নির্বোধ ও প্রজ্ঞাহীন জাতি?
ইনিই কি তোমার সেই পিতা নন, যিনি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন,
যিনি তোমাকে গড়লেন, করলেন গঠন?

[৭] বিগত দিনগুলির কথা স্মরণ কর,
চিন্তা কর অতীত যুগের বছরগুলির কথা—
তোমার পিতার কাছে জিজ্ঞাসা কর, সে জানিয়ে দেবে,

তোমার প্রবীণদের কাছে, তারা বলবে।
[৮] সেই পরাৎপর যখন প্রতিটি দেশকে দিতেন যার যার আপন অংশ,
যখন আদমসন্তানদের পৃথক পৃথক করতেন,
তখন ঈশ্বরের সন্তানদের সংখ্যা অনুসারে
তিনি স্থির করেছিলেন জাতিগুলির সীমারেখা ;
[৯] কিন্তু প্রভুর স্বত্বাংশ ছিল তাঁর আপন জাতি,
যাকোবই ছিল তাঁর নির্ধারিত উত্তরাধিকার।

[১০] প্রান্তরেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাকে,
জনশূন্য ও গর্জনধ্বনির মরুদেশে ;
তাকে ঘিরে ধরেই লালন করলেন,
আপন চোখের মণির মতই তাকে রক্ষা করলেন।
[১১] ঈগল যেমন ক'রে নীড়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে,
শাবকদের উপর যেমন ক'রে ডানা মেলে উড়তে থাকে,
তিনি তেমনি ক'রে ডানা মেলে তাকে ধরলেন,
আপন পালকের উপরেই তাকে তুলে বহন করলেন।

[১২] প্রভু একাই তাকে চালনা করলেন,
তাঁর সঙ্গে বিদেশী কোন দেবতা ছিল না।
[১৩] তিনি পৃথিবীর উচ্চস্থানগুলির উপরে চড়ালেন তাকে,
মাঠের উৎপন্ন ফসলে তাকে পরিপুষ্ট করলেন ;
তাকে পান করালেন পাথর থেকে নির্গত মধু,
চকমকি শৈল থেকে উদ্গত তেল ;
[১৪] তিনি তাকে দিলেন গাভীর দুধের ননি ও মেষীর দুধ,
মেষশাবকের চর্বি সহ,
বাশান-দেশজাত ভেড়া ও ছাগ,
সেরা গমের গোধুম,
আর সেই আঙুরের রক্ত, যা ফেনাময়ই তুমি খেতে।

[১৫] যেশুরুন হৃষ্টপুষ্ট হল আর লাথি মারল;
—হ্যাঁ, তুমি হৃষ্টপুষ্ট, স্থূল ও তৃপ্ত হলে—
সে তাঁকেই ত্যাগ করল, তাকে যিনি নির্মাণ করলেন,
তার আপন পরিত্রাণ সেই শৈলকে অবজ্ঞা করল।
[১৬] তারা বিজাতীয় দেবতাদের দ্বারা তাঁর অন্তর্জ্বালা জাগাল,
জঘন্য বস্তু দ্বারা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলল।
[১৭] তারা বলিদান করল এমন অপদেবতাদের উদ্দেশে, যারা ঈশ্বর নয়,
এমন দেবতাদের উদ্দেশে, যাদের তারা জানত না,
এমন দেবতাদের উদ্দেশে, যারা কিছু দিন আগেই মাত্র আবির্ভূত,
তোমার পিতৃপুরুষেরা যাদের কখনও ভয় করেনি।
[১৮] তোমাকে জন্ম দিয়েছে যে শৈল, তার প্রতি তুমি উদাসীন হলে,
তোমার জন্মদাতা যিনি, সেই ঈশ্বরকে ভুলে গেলে।
[১৯] প্রভু দেখলেন, তাদের ত্যাগ করলেন,
তাঁর সেই পুত্রকন্যাদের প্রতি তিনি যে ক্ষুব্ধই হলেন।
[২০] তিনি বললেন: আমি ওদের কাছ থেকে নিজের মুখ লুকিয়ে নেব;
ওদের শেষ দশা কি হবে দেখব;
কেননা ওরা ধূর্তই এক বংশের মানুষ,
ওরা অবিশ্বস্ত সন্তান।
[২১] যা ঈশ্বর নয়, তা দ্বারাই ওরা আমার অন্তর্জ্বালা জন্মাল,
নিজ নিজ অসার বস্তুগুলো দ্বারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলল;
আমিও যা জাতি নয় তা দ্বারাই ওদের অন্তর্জ্বালা জন্মাব,
মূর্খ এক জাতি দ্বারা ওদের ক্ষুব্ধ করে তুলব।
[২২] কেননা আমার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল,
তা সেই গভীর পাতাল পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে,
পৃথিবী ও তার মধ্যে যত বস্তু গ্রাস করবে,
পাহাড়পর্বতের শিকড়ে শিকড়ে আগুন লাগাবে।

[২৩] আমি তাদের উপরে রাশি রাশি অমঙ্গল জমা করব,
তাদের উপর ছুড়ব আমার যত তীর।
[২৪] তারা ক্ষুধায় ক্ষীণ হবে,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ ও তিক্ত তীর দ্বারা কবলিত হবে;
আমি তাদের কাছে বন্যজন্তুদের দাঁত পাঠাব,
ধুলায় উরোগামীদের বিষও সেইসঙ্গে পাঠাব।
[২৫] রাস্তা-ঘাটে খড়্গ ওদের নিঃসন্তান করবে,
ঘরের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করবে;
যুবক ও কুমারী, দুধের শিশু ও শুক্লকেশ বৃদ্ধ
—সকলেরই বিনাশ হবে।
[২৬] আমি বললাম: তাদের উড়িয়ে দেব,
মানুষদের মধ্য থেকে তাদের স্মৃতি মুছে ফেলব।
[২৭] কিন্তু ভয় করি, পাছে শত্রু স্পর্ধা করে,
পাছে তাদের বিরোধীরা বিপরীত বিচার করে,
পাছে তারা বলে, আমাদেরই হাত উত্তোলিত,
এই সকল কাজ প্রভুই সাধন করেছেন এমন নয়!
[২৮] কেননা ওরা বুদ্ধিহীন জাতি,
ওদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি নেই।
[২৯] আহা! প্রজ্ঞাবান হলে তারা বুঝত,
নিজেদের শেষ দশার কথা ভাবত।
[৩০] একজনমাত্র কেমন করে হাজার মানুষকে তাড়িয়ে দিল?
দু'জনমাত্র কেমন করে দশ হাজারকে পলাতক করল?
এর কারণ কি এ নয় যে, তাদের শৈলই তাদের বিক্রি করলেন?
প্রভু নিজেই তাদের তুলে দিলেন?
[৩১] কেননা ওদের শৈল আমাদের শৈলের মত নয়,
আমাদের শত্রুরা নিজেরাই এর সাক্ষী!

[৩২] কারণ তাদের আঙুরলতা সদোমের মূলকাণ্ড থেকেই উৎপন্ন,
গমোরার খেত থেকেই উৎপন্ন;
তাদের আঙুরফল বিষময়,
তাদের গুচ্ছ তিত।
[৩৩] তাদের আঙুররস নাগদের গরল,
তা কালসাপের উৎকট বিষ।
[৩৪] এ কি আমার কাছে লুক্কায়িত নয়?
আমার ধনভাণ্ডারে মুদ্রাঙ্কন দ্বারা রক্ষিত নয়?
[৩৫] প্রতিশোধ নেওয়া ও প্রতিফল দেওয়া হবে আমারই কাজ
যে সময়ে তাদের পা পিছলে যাবে;
কেননা তাদের বিপদের দিন সন্নিকট,
তাদের জন্য যা কিছু নিরূপিত, তা শীঘ্রই হবে উপস্থিত!
[৩৬] কারণ প্রভু তাঁর আপন জনগণের পক্ষ সমর্থন করবেন,
তার আপন দাসদের উপরে করুণা দেখাবেন;
যেহেতু তিনি দেখবেন যে তাদের শক্তি গেল,
এবং ক্রীতদাস কি স্বাধীন মানুষ আর কেউই নেই।
[৩৭] তিনি বলবেন: তাদের সেই দেবতারা কোথায়?
কোথায় সেই শৈল, যার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল,
[৩৮] যা তাদের বলির চর্বি খেত,
যা তাদের পানীয়-নৈবেদ্যের আঙুররস পান করত?
তারাই উঠে তোমাদের সাহায্য করুক!
তারাই হোক তোমাদের আশ্রয়স্থল!
[৩৯] এখন দেখ: আমি, আমিই সে!
আমার পাশে আর কোন ঈশ্বর নেই;
আমিই মৃত্যু ঘটাই, আবার জীবন দান করি,
আমিই আঘাত হানি, আবার নিরাময় করি,

আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে এমন কেউই নেই।

[৪০] আমি আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বলি:
আমার জীবনের দিব্যি—চিরকাল—
[৪১] আমি যখন আমার খড়্গা-বজ্র শাণিত করব,
যখন বিচার-সাধনে হাত দেব,
তখন আমার বিরোধীদের প্রতিশোধ নেব,
আমার শত্রুদের প্রতিফল দেব।
[৪২] আমি আমার যত তীর মত্ত করব রক্তপানে,
আমার খড়্গা যত মাংস গ্রাস করবে,
নিহত ও বন্দি মানুষদেরই রক্ত পান করবে;
শত্রু-নেতাদের মাথা খেয়ে ফেলবে।
[৪৩] আকাশমন্ডল, তাঁর সঙ্গে আনন্দে চিৎকার কর!
ঈশ্বরের সকল সন্তান তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করুক!
জাতিসকল, তাঁর জনগণের সঙ্গে আনন্দে চিৎকার কর!
ঈশ্বরের সকল দূত তাঁর শক্তির কথা প্রচার করুন!
কেননা তিনি তাঁর আপন দাসদের রক্তের বিষয়ে প্রতিশোধ নেবেন,
তাঁর আপন বিরোধীদের উপরেই প্রতিফল ফিরিয়ে দেবেন,
যারা তাঁকে ঘৃণা করে, তিনি তাদের যোগ্য মজুরি দেবেন
তাঁর আপন জনগণের দেশভূমি শোধন করবেন।’

[৪৪] মোশি ও নূনের সন্তান যোশুয়া এসে জনগণের কর্ণগোচরে এই সঙ্গীতের সমস্ত বাণী আবৃত্তি করলেন। [৪৫] গোটা ইস্রায়েলের কাছে এই সমস্ত কথা বলা শেষ করার পর [৪৬] মোশি তাদের বললেন, ‘আমি আজ তোমাদের কাছে সাক্ষ্যরূপে যা কিছু বললাম, তোমরা সেই সমস্ত বাণীতে মনোযোগ দাও। তোমরা তোমাদের ছেলেদের আজ্ঞা দেবে, যেন তারা এই বিধানের সকল বাণী পালন করতে যত্নবান হয়। [৪৭] কেননা এ তোমাদের পক্ষে মূল্যহীন বাণী নয়, এ বরং তোমাদের জীবন, এবং

তোমরা যে দেশভূমি অধিকার করতে যর্দন পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশভূমিতে এই বাণী দ্বারাই দীর্ঘজীবী হবে।’

মোশির মৃত্যুর কথা পূর্বঘোষিত

[৪৮] একই দিনে প্রভু মোশিকে বললেন, [৪৯] ‘তুমি আবারিমের এই পর্বতে, মোয়াব দেশের এই নেবো পর্বতে ওঠ, যা যেরিখোর ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত; এবং আমি ইস্রায়েল সন্তানদের অধিকাররূপে যে দেশ দিতে যাচ্ছি, সেই কানান দেশের দিকে চেয়ে দেখ। [৫০] তোমার ভাই আরোন যেমন হোর পর্বতে মরল ও তার আপন লোকদের সঙ্গে মিলিত হল, তেমনি তুমি যে পর্বতে উঠবে, তুমি সেখানে মরবে ও তোমার আপন লোকদের সঙ্গে মিলিত হবে; [৫১] কেননা সীন মরুপ্রান্তরে কাদেশের সেই মেরিবার জলাশয়ের ধারে তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছিলে, কারণ ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করনি। [৫২] তুমি বাইরে থেকেই দেশটি দেখবে, কিন্তু আমি ইস্রায়েল সন্তানদের যে দেশ দিতে যাচ্ছি, সেখানে তুমি প্রবেশ করতে পারবে না।’

বারো গোষ্ঠীর উপরে আশীর্বাদ

৩৩ [১] পরমেশ্বরের মানুষ মোশি মৃত্যুর আগে ইস্রায়েল সন্তানদের যে আশীর্বাদে আশীর্বাদ করলেন, তা এই। [২] তিনি বললেন:

‘প্রভু সিনাই থেকে এলেন,
সেইর থেকে তাদের জন্য উদিত হলেন,
পারান পর্বত থেকে আবির্ভূত হলেন;
মেরিবা থেকে কাদেশে এলেন,
—তার দক্ষিণদিক থেকে তার পাদদেশ পর্যন্ত।

[৩] তুমি তো সকল জাতিকে ভালবাস,
তোমার পবিত্রজন সকলে তোমারই হাতে;
আর তারা তোমার চরণে শিবির বসিয়ে

গ্রহণ করে তোমার বাণীসকল।

[৪] মোশি এক বিধান আমাদের জন্য জারি করলেন ;
যাকোবের জনসমাবেশ উত্তরাধিকার স্বরূপ।
[৫] যখন জননেতারা সমবেত হল,
ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলো যখন সকলে একত্র হল,
তখন যেশুরুনে এক রাজা ছিলেন।
[৬] রুবেন বেঁচে থাকুক, তার মৃত্যু না হোক,
—যদিও তার লোক অল্পসংখ্যক।'

[৭] যুদার বিষয়ে তিনি বললেন :
'প্রভু, যুদার কণ্ঠস্বর শোন,
তার লোকদের কাছে তাকে ফিরিয়ে আন ;
তার হাত তাদের পক্ষ সমর্থন করবে,
আর তুমি তার বিপক্ষদের বিরুদ্ধে হবে তার সহায়।'

[৮] লেবির বিষয়ে তিনি বললেন :
'তোমার সেই তুম্মিম ও উরিম
রেখে যাও তোমার সেই বিশ্বস্তজনের কাছে,
যাকে তুমি মাস্‌সায় পরীক্ষা করলে,
যার সঙ্গে মেরিবার জলাশয়ে বিবাদ করলে।
[৯] তার আপন পিতামাতার বিষয়ে সে বলল :
আমি তাদের দেখিনি,
সে তার আপন ভাইদের স্বীকার করল না,
তার আপন সন্তানদেরও চিনল না।
তারা তোমার সমস্ত বচন পালন করেছে,
ও তোমার সন্ধি রক্ষা করে।
[১০] তারা যাকোবকে তোমার নিয়মনীতি,

ইস্রায়েলকে তোমার বিধান শেখায়;
তোমার সামনে ধূপ রাখে,
তোমার বেদির উপরে পূর্ণাহুতিবলি রাখে।
[১১] প্রভু, তার যত গুণ আশীর্বাদ কর,
তার হাতের কাজ প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রাহ্য কর;
তাদের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়ায়, কটিদেশে তাদের আঘাত কর;
যারা তাকে ঘৃণা করে, তারা যেন আর উঠতে না পারে।'

[১২] বেঞ্জামিনের বিষয়ে তিনি বললেন:
'প্রভুর সেই প্রিয়জন তাঁর কাছে ভরসার সঙ্গে বাস করবে;
তিনি সমস্ত দিন তাকে ঢেকে রাখেন,
সে তাঁর উপপর্বতগুলিতে বিশ্রাম করে।'

[১৩] যোসেফের বিষয়ে তিনি বললেন:
'তার দেশ প্রভুর আশিসে ধন্য,
শিশির থেকে আকাশের উত্তম উত্তম দ্রব্য গ্রহণ করুক,
নিচে বিস্তৃত মহাগহ্বর থেকেও তাই;
[১৪] গ্রহণ করুক সূর্যের দিনে উৎপন্ন দ্রব্যের উত্তম উত্তম অংশ,
মাসে মাসে নতুন চাঁদে উৎপন্ন উত্তম উত্তম দ্রব্য;
[১৫] প্রাচীন পাহাড়পর্বতের প্রথমফসল গ্রহণ করুক,
চিরন্তন গিরিমালারও উত্তম উত্তম দ্রব্য;
[১৬] ভূমির উত্তম উত্তম দ্রব্য ও তার পূর্ণতা গ্রহণ করুক।
যিনি বাস করছিলেন সেই ঝোপে,
তাঁর প্রসন্নতা নেমে আসুক যোসেফের মাথায়,
ভাইদের মধ্যে যে প্রধান, তারই মাথায়।
[১৭] বৃষের প্রথমজাত বলে সে দেখতে মহিমময়,
তার শিং মহিষের শিং;
তা দিয়ে সে জাতিগুলোকে গোঁতাবে,

হ্যাঁ, সেই জাতি সকলকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত।
তেমনিই এফ্রাইমের কোটি কোটি লোক,
তেমনিই মানাশের লক্ষ লক্ষ লোক।'

[১৮] জাবুলোনের বিষয়ে তিনি বললেন :
'জাবুলোন! তুমি তোমার যাত্রায় আনন্দ কর;
ইসাখার! তুমি তোমার তাঁবুতে আনন্দ কর।
[১৯] এরা গোষ্ঠীগুলোকে পর্বতে আহ্বান করে,
আর সেখানে যথার্থ যজ্ঞ উৎসর্গ করবে,
কেননা এরা চুষে খায় সমুদ্রের ঐশ্বর্য,
বালুকণায় গুপ্ত যত ধন।'

[২০] গাদের বিষয়ে তিনি বললেন :
'ধন্য যিনি গাদের অধিকার বিস্তার করেন;
সিংহীর মত তার একটা বাসস্থান আছে,
সে একটা বাহু ও মাথার তালুও বিদীর্ণ করল,
[২১] পরে সে নিজের জন্য প্রথমাংশ বেছে নিল,
কেননা সেইখানে রক্ষিত ছিল অধিপতির অধিকার।
সে জনগণের অগ্রভাগেই এল,
প্রভুর ধর্মময়তা সিদ্ধ করল,
ইস্রায়েল সম্বন্ধে তাঁর নিয়মনীতি সিদ্ধ করল।'

[২২] দানের বিষয়ে তিনি বললেন :
'দান একটা যুবসিংহ,
যে বাশান থেকে লাফ দিতে দিতে আসে।'

[২৩] নেফ্তালির বিষয়ে তিনি বললেন :
'নেফ্তালি প্রসন্নতায় তৃপ্ত, প্রভুর আশিসে পরিপূর্ণ;
সমুদ্র ও দক্ষিণ তার অধিকার।'

[২৪] আশেরের বিষয়ে তিনি বললেন :
'সন্তানদের মধ্যে আশের আশিসধন্য!
তার ভাইদের মধ্যে সে-ই প্রসন্নতার পাত্র হোক,
সে নিজ চরণ তেলে ডুবিয়ে দিক।
[২৫] তোমার যত অর্গল লোহা ও ব্রঞ্জের হোক,
তোমার যেমন দিন, তেমনি হোক তোমার তেজ।

[২৬] যেশুরুনের সেই ঈশ্বরের মত কেউ নেই,
যিনি তোমার সাহায্যে আকাশরথে চড়েন,
নিজ মহিমায় মেঘরথে চড়েন।
[২৭] অনাদি পরমেশ্বর দৃঢ় আশ্রয়,
এই নিম্নে তাঁর সনাতন বাহুও তাই;
তিনি তোমার সামনে থেকে শত্রুদের দূর করে দিলেন,
এবং আদেশ করলেন : বিনাশ কর!
[২৮] তাই ইস্রায়েল ভরসার সঙ্গে বাস করে,
যাকোবের উৎস পৃথক স্থানে থাকে,
এমন দেশেই সে বাস করে, যা গম ও নতুন আঙুররসের দেশ,
এমন দেশে, যার আকাশ থেকে শিশির ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে।
[২৯] আহা ইস্রায়েল, তুমি কেমন সুখী! কেইবা তোমার মত?
তুমি তো প্রভুর দ্বারাই পরিত্রাণকৃত জাতি!
তিনি তোমার রক্ষার ঢাল, তোমার জয়লাভের খড়্গ।
তোমার শত্রুরা তোমার তোষামোদ করতে চেষ্টা করবে,
কিন্তু তুমি তাদের পিঠ মাড়াই করবে।'

মোশির মৃত্যু

৩৪ [১] মোশি মোয়াবের সমতল ভূমি ছেড়ে পিস্গা পর্বতশ্রেণির সেই নেবো পর্বতে গিয়ে উঠলেন, যা যেরিখোর ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত। প্রভু তাঁকে সমস্ত দেশ, দান

পর্যন্ত গিলেয়াদ, [২] এবং সমস্ত নেফ্তালি, এফ্রাইম ও মানাশের অঞ্চলটি, এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত যুদার সমস্ত অঞ্চলটি, [৩] এবং নেগেব অঞ্চলটি, ও জোয়ার পর্যন্ত খেজুরপুর সেই যেরিখো-উপত্যকার অঞ্চলটি দেখালেন। [৪] প্রভু তাঁকে বললেন, 'এ সেই দেশ, যে দেশের বিষয়ে আমি আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের কাছে শপথ করে বলেছিলাম: আমি এই দেশ তোমার বংশকে দেব। এখন আমি তোমাকে তোমার নিজের চোখেই তা দেখবার সুযোগ দিলাম, কিন্তু তুমি নদী পার হয়ে সেখানে প্রবেশ করবে না।'

[৫] প্রভুর আদেশ অনুসারে প্রভুর দাস মোশি সেইখানে, সেই মোয়াব দেশেই মরলেন; [৬] [প্রভু] তাঁকে মোয়াব দেশের সেই উপত্যকায় সমাধি দিলেন, যা বেথ্-পেওরের ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত: কিন্তু তাঁর সমাধিস্থান কোথায়, আজ পর্যন্ত কেউই তা জানে না। [৭] মোশির যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বয়স একশ' কুড়ি বছর; তাঁর চোখ তখনও ক্ষীণ হয়নি, তাঁর তেজও তখনও হ্রাস পায়নি।

[৮] ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশির জন্য মোয়াবের সমতল ভূমিতে ত্রিশ দিন বিলাপ করল; এইভাবে মোশির মৃত্যুশোকের জন্য তাদের নির্ধারিত বিলাপের দিনগুলি পূর্ণ হল।

[৯] নূনের সন্তান যোশুয়া প্রজ্ঞার আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, কারণ মোশি তাঁর উপরে হাত রেখেছিলেন; ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁর প্রতি বাধ্য হয়ে মোশিকে দেওয়া প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে ব্যবহার করল।

[১০] মোশির মত কোন নবী ইস্রায়েলের মধ্যে আর কখনও আবির্ভূত হননি; হ্যাঁ, তিনি প্রভুকে মুখোমুখিই চিনতেন; [১১] প্রভু তাঁকে মিশর দেশে ফারাওর বিরুদ্ধে, তাঁর সকল পরিষদ ও তাঁর সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে কেমন চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখাতে পাঠিয়েছিলেন! [১২] সত্যি, মোশি পরাক্রান্ত হাতের অধিকারী ছিলেন, ছিলেন গোটা ইস্রায়েলের চোখে মহা আতঙ্কের পাত্র।

---

১ [১০] দ্বিতীয় বিবরণে বারবার 'আজ' কথাটা উল্লিখিত (দ্বিঃবিঃ ৪:৪,৮,৩৯; ৫:১; ৬:৬; ৭:১১; ৮:১; ১১:২৬; ২৬:১৭,১৮; ৩০:১৫)। 'আজ' হল সেই বিশেষ দিন যেদিনে মোশি প্রতিশ্রুত দেশের সীমান্তে ইস্রায়েলের কাছে উপদেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু একাধারে 'আজ' হল সেই দিনটি, যেদিন প্রভু এ পুস্তকের পাঠক-পাঠিকাকে আহ্বান করেন। এইভাবে মোশির বাণী

সর্বকালের মানুষের কাছে এসে প্রভুর সাধিত অসংখ্য কর্মের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে ও নির্দ্বিধায়ই তাঁর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে আমন্ত্রণ জানায়।

[২৫] দ্বিতীয় বিবরণ বারবার ঘোষণা করে যে, প্রভুর দেওয়া দেশ উত্তমই এক দেশ (দ্বিঃবিঃ ১:৩৫; ৩:২৫; ৪:২১,২২; ৬:১৮; ৮:৭,১০; ৯:৬; ১১:১৭)। প্রভুর বদান্যতা দেখে ইস্রায়েল সবসময় বিস্ময় দেখাতে আমন্ত্রিত যেন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বাধ্যতা দেখাতে পারে; কেননা যাঁর কাছ থেকে তেমন উত্তম দেশ পেয়েছে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর সেবা করায়ই ইস্রায়েল সেই উত্তম দেশ ভোগ করতে পারবে।

২ [১২] ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক ঈশ্বর অন্যান্য জাতির মঙ্গলের জন্যও চিন্তিত (দ্বিঃবিঃ ২:৫,১২,১৯,২২)।

৩ [২৭] মোশি প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ না করেই মরলেন, বাইবেলের নানা স্থান এবিষয়ে নানা কথা সমর্থন করে যেমন: তা ঘটল ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুসারে (দ্বিঃবিঃ ৩১:২; ৩৪:৪), কারণ যে জনগণ প্রান্তরে বিদ্রোহ করেছিল, মোশি সেই প্রজন্মের মানুষদের একজন: তিনি নিজের কোন দোষের ফল নয়, জনগণের সহভাগী হওয়ায় তাদের দোষেরও ফল ভোগ করেন (দ্বিঃবিঃ ১:৩৭; ৪:২১; সাম ১০৬:৩২)। অন্য স্থানে একথা ব্যক্ত যে, মেরিবা-জলাশয়ে (গণনা ২০:১২) অবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন বিধায় তিনি দণ্ডিত হলেন (গণনা ৩৫:২১)।

৪ [৭] দ্বিতীয় বিবরণ বারবার এবিষয়ে জোর দেয় যে, প্রভু ও তাঁর বাণী ইস্রায়েলের নিকটবর্তী (দ্বিঃবিঃ ৩০:১৪), এবং ঈশ্বর আপন জনগণের মাঝে বিরাজমান (দ্বিঃবিঃ ৬:১৫; ৭:২১)।

[৯] দ্বিতীয় বিবরণ একাধিকবার প্রভুকে এবং হোরেব পর্বত ও প্রান্তরের ঘটনাগুলো ভুলে যাওয়ার বিপদ তুলে ধরে (দ্বিঃবিঃ ৪:৯,২৩; ৬:১২; ৮:১১,১৪,১৯; ৯:৭; ২৬:১৩; ৩২:১৮)। আবার এই বিষয়ের উপরেও জোর দেয় যে, প্রভুকে, দাসত্ব থেকে মুক্তি ও প্রান্তরে যাত্রাকালে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করা দরকার (দ্বিঃবিঃ ৫:১৫; ৭:১৮-১৯; ৮:২,১৮; ৯:৭; ১৫:১৫; ১৬:৩; ২৪:৯,১৮; ২৫:১৭; ৩২:৭)। 'ভুলে যেয়ো না' ও 'স্মরণ কর': এর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিবরণ শেখাতে চায় যে, মুক্তিলাভের সময়ে সেই যাত্রাকালে যা যা ঘটেছিল, তা অতীতের ব্যাপার নয়, বরং সেকালে ঈশ্বর যা যা ঘটিয়েছিলেন, তা একবার চিরকালের মতই ঘটিয়েছিলেন। সুতরাং সেই সমস্ত ঘটনা ভুলে না গিয়ে বরং স্মরণ করে মানুষকে জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে সেই কালের অভিজ্ঞতার আলোয় চলতে হবে।

[১৩] যা আমরা সাধারণত 'দশ আজ্ঞা' বলি, তা বাইবেলের ভাষায় হল 'দশ বাণী' (দ্বিঃবিঃ ১০:৪; যাত্রা ৩৪:২৮)।

[৩০-৩১] সেই পিতৃপুরুষদের ভালবাসলেন বলেই ঈশ্বর ইস্রায়েল জনগণকেও মনোনীত ও মুক্ত করেছেন (দ্বিঃবিঃ ৪:৩৭; ৭:৮), তাদের সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ করেছেন (দ্বিঃবিঃ ১০:১৫) ও তাদের সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করেছেন (দ্বিঃবিঃ ৭:১২)।

[৩২] ইস্রায়েলীয়েরা প্রভুকে সর্বপ্রথমে তাদের ইতিহাসে উপস্থিত ঈশ্বর বলেই চিনতে পেরেছিল; পরবর্তীকালীন গবেষণার ফলে তাঁকে মানবজাতি ও প্রতিটি সৃষ্টবস্তুর স্রষ্টা বলেও স্বীকার করল।

[৩৬] প্রভুর 'কণ্ঠস্বর' হল বজ্রনাদ, এবং তাঁর 'বাণী' হল মোশির প্রচারিত দশ আজ্ঞা।

৫ [৬-২১] দশ আজ্ঞা হল ঐশবিধানের ভিত্তি; ইহুদী ঐতিহ্যে দশ আজ্ঞা ছিল জীবন-বাণীর শামিল। যিশু এই শিক্ষা দিলেন যে, প্রধান আজ্ঞা হল ঈশ্বরকে ভালবাসা ও প্রতিবেশী মানুষকেও ভালবাসা। সাধু যোহনের লেখায়ই বিশেষভাবে ভালবাসা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলোর প্রতি বাধ্যতার ভিত্তি বলে উপস্থাপিত (দ্বিঃবিঃ ৮:৩; মার্ক ১২:২৮-৩৪; যোহন ১৩:৩৪; ১ যোহন ২:৮)।

[১১] মন্ত্রতন্ত্রের মত কুসংস্কার সাধনের জন্য নয়, বরং ঈশ্বরের নামকীর্তন করা ও সেই নাম সকল জাতির কাছে জ্ঞাত করার জন্যই ইস্রায়েল ঈশ্বরের নাম জানবার গৌরব পেয়েছে।

[১৬] সাধারণত 'গৌরব' ঈশ্বরকেই আরোপণীয়। জীবনদানে জীবনেশ্বরের মাধ্যমস্বরূপ বলে পিতামাতাও গৌরবের যোগ্য। বার্ধক্যকালে তাঁদের দেখাশোনা করায়ই তেমন গৌরব বিশেষভাবে আরোপণীয়। তাছাড়া জনগণের সমৃদ্ধি ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

[১৯] দাসত্বের লক্ষ্যে ব্যক্তি-ছিনতাই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হলেও আজ্ঞাটা সকল অর্থে চুরি করাও লক্ষ করে।

[২২] 'জনসমাবেশ' শব্দের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিবরণ হোরেব পর্বতের পাদতলে সম্মিলিত জনগণের কথা চিহ্নিত করে; এ এমন উপাসকই জনসমাবেশ যা ইস্রায়েলকে প্রভুর আপন জনগণ করে তোলে (দ্বিঃবিঃ ২৩:২-৯; যোশুয়া ৮:৩৫; ১ রাজা ৮:২২); অন্যত্র 'জনসমাবেশের' স্থানে 'জনমন্ডলী' শব্দই ব্যবহৃত (লেবীয় ৮:৪; গণনা ১:২,৫৩; …)। আদি খ্রিষ্টমন্ডলী ঠিক 'মন্ডলী' শব্দ দ্বারাই নবসন্ধির জনগণ বলে নিজেকে চিহ্নিত করল।

৬ [৪] এই পদের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য হিব্রু পাণ্ডুলিপিতে তা বড় অক্ষরে লিখিত। 'অদ্বিতীয়ই সেই প্রভু' কথা দ্বারা এই সত্য ঘোষিত যে, ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে বিভক্ত করা যায় না, অর্থাৎ তাঁকে নানা স্থানে নয়, এক স্থানেই আরাধনা করতে হবে (দ্বিঃবিঃ ১২:৫); তিনি যে একমাত্র প্রভু, এই অর্থও বর্তমান। অনুবাদান্তরে: আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই একমাত্র প্রভু।

[৫] প্রভু তাঁর আপন জনগণকে ভালবাসেন; কিন্তু তাঁর সেই জনগণ তাঁকে শুধু ভয় নয়, ভালবাসাও অর্পণ করবে। এই ভালবাসা নানা মনোভাব ও কাজে বাস্তবায়িত হওয়া চাই: ঈশ্বর-অন্বেষণ (দ্বিঃবিঃ ৪:২৯), সেবা (দ্বিঃবিঃ ১০:১২) আজ্ঞাগুলো মেনে চলা ও পালন করা (দ্বিঃবিঃ ২৬:১৬), বাধ্যতা (দ্বিঃবিঃ ৩০:২) ও তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া (দ্বিঃবিঃ ৩০:২,১০)।

৭ [৬] জনগণ প্রভুর নিজস্ব অধিকার বিধায়ই পবিত্রীকৃত এক জাতি (দ্বিঃবিঃ ১৪:২,২১; ২৬:১৯); ঈশ্বর যেমন তাদের বেছে নিয়েছেন, জনগণ তেমনি অন্যান্য জাতির মত ব্যবহার করবে না, বরং আপন প্রভুর ইচ্ছামতই ব্যবহার করবে।

৮ [৩] ঈশ্বরের মুখ থেকে যা নির্গত হয়, তা হল তাঁর বাণী; মান্না তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিশ্রুত হয়েছিল, সুতরাং তা সেই বাণীর কার্যক্ষমতা ও বিশ্বস্ততার চিহ্ন।

১৩ [৩] নবীর বাণী প্রায়ই একটা অলৌকিক লক্ষণের সঙ্গে জড়িত যাতে এর দ্বারা তাঁর বাণী ঐশবাণী বলে গৃহীত হয়; তেমনটি ঘটেছিল মোশি (যাত্রা ৪:৩০), এলিয় (১ রাজা ১৮:৩৬), ইশাইয়া (ইশা ৭:১৪) ও অন্যান্য নবীর বেলায়। যিশুর সাধিত আশ্চর্য কাজের ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটেছিল (মথি ৯:৬; যোহন ১০:৩৭)। কিন্তু নকল নবীও সেধরনের অলৌকিক লক্ষণ দেখাতে সক্ষম (যাত্রা ৭:১১; মথি ২৪:২৪; প্রকাশ ১৩:১৩)। এজন্য দ্বিতীয় বিবরণ জনগণকে অলৌকিক লক্ষণের চেয়ে ঘোষিত বাণীকেই অধিক সূক্ষ্মতর পরীক্ষার বিষয় বলে সাবধান থাকতে বলে।

[১০] পাথর ছুড়ে মারা প্রথা দু' ধরনের লক্ষ্য অর্জন করতে চায়:
(ক) যে মানুষ পবিত্র কিছুর বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তাকে স্পর্শ না করেই দণ্ডিত করা দরকার;
(খ) প্রথাটার মধ্য দিয়ে জনগণের সকলেই পাথর ছুড়ে মারতে অংশ নেওয়ায় অপরাধীর পাপ থেকে প্রকাশ্যেই নিজেদের পৃথক করতে বাধ্য। যিশু এই প্রথার সমালোচনা করলেন: সকল মানুষই পাপীর অপরাধে কম-বেশি সহভাগী; তাছাড়া তিনি পাপিষ্ঠা নারীর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটালেন (যোহন ৮:২-১১)।

১৬ [১] 'পাস্কা' শব্দের সম্ভাব্য অর্থই পাশ কাটিয়ে যাওয়া, ডিঙিয়ে যাওয়া, পার হওয়া, উত্তরণ। ইস্রায়েলীয়দের কাছে পাস্কাপর্ব এমন মহাঘটনার স্মরণদিবস হয়ে উঠল, যখন তারা ঈশ্বরের সাধিত মুক্তিকর্মের অভিজ্ঞতা করে দাসত্ব থেকে মুক্তিতে ও মৃত্যু থেকে জীবনেই উত্তীর্ণ হয়েছিল। পাস্কার এই তাৎপর্য খ্রিষ্টে পূর্ণতা লাভ করল: তিনিই 'আমাদের পাস্কা'।

১৮ [১৫] এখানে মোশি প্রথম নবী বলে উপস্থাপিত। তাঁর পরে ঈশ্বর আরও নবীদের উদ্ভব ঘটাবেন যাঁরা তাঁর বাণী জনগণের কাছে উপস্থিত করবেন; তবু এমনটি হতে পারে যে, তাঁরাও তাঁর প্রতি অবাধ্য হবেন। পরবর্তীকালীন ব্যাখ্যা একথা সমর্থন করে যে, এখানে এমন নবীর আগমন-সংবাদ দেওয়া হচ্ছে যিনি শ্রেষ্ঠই এক নবী হবেন, এমনকি তিনি নিজে হবেন সেই মশীহ যাঁর আসার কথা আছে (যোহন ১:২১; ৬:১৪; ৭:৪০)। প্রেরিতদের কার্যবিবরণী স্পষ্টই বলে: দ্বিতীয় বিবরণে পূর্বঘোষিত যে নবী, তিনি স্বয়ং যিশু (প্রেরিত ৩:২২; ৭:৩৭)।

১৯ [২১] প্রাচীন ইস্রায়েলের মত এমন দেশে যেখানে আইন-আদালতের মত কিছুই ছিল না, সেখানে প্রতিশোধ বলতে এমন ব্যবস্থা বোঝাত যাতে ক্ষতির বদলে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি না রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'দাঁতের বদলে দাঁত' উক্তির অর্থই, যেন এক দাঁতের বদলে এক দাঁতের চেয়ে বেশিই দাবি করা না হয়।

২০ [১৭] পুরাতন নিয়মকালে, ইস্রায়েল যুদ্ধে জয়ী হলে সকল বন্দিকে ও সমস্ত লুটের মাল বিনাশ করা হত, যাতে এ সত্য প্রকাশ পায় যে, ঈশ্বরই বিজয় দান করেছেন, ফলে শত্রুপক্ষের সমস্ত কিছু ঈশ্বরেরই প্রাপ্য (যোশুয়া ৬; বিচারক ৭:১-৮; ১ শামু ৭:১০; ২ বংশ ২০:২০)।

২১ [১৫] এখানে ভালবাসা বলতে পরের মঙ্গলকামী হওয়া, এবং ঘৃণা বলতে পরকে একা ফেলে রাখা বোঝায়।

২৭ [১৫] 'আমেন' হিব্রু একটা শব্দ 'সত্য' থেকে যার উৎপত্তি; 'আমেন' বলে মানুষ প্রার্থনা বা শপথে নিজ পূর্ণ সম্মতি জানায়, কিংবা কোন ঘোষণায় নিজ পক্ষসমর্থন ব্যক্ত করে। যিশু হলেন পিতার 'আমেন' যেহেতু যিশুতেই পিতার সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করল। (সাম ৪১:১৪; নেহে ৮:৬; ২ করি ১:২০; প্রকাশ ৩:১৪)।

২৮ [২] দ্বিতীয় বিবরণের ধারণায়, ইস্রায়েলের কাছে এই সমস্ত আশীর্বাদ জীবন্ত প্রাণীই যেন আসবে। আশীর্বাদ নিতান্ত বাক্য মাত্র নয়, বরং এমন জীবন্ত বাস্তবতা যা একবার উচ্চারিত হলে আর সামলানো যায় না (অভিশাপ ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য) (আদি ২৭:৩৩-৪০)।

৩২ [১৫] 'যেশুরুন': যাকোবের আর এক নাম।

[৪৩] এখানে মরুসাগরের পাকানো পুঁথির মূলপাঠ্য দেওয়া আছে। হিব্রু মূলপাঠ্য: 'জাতিসকল, তাঁর জনগণের জন্য আনন্দধ্বনি তোল, কেননা তিনি তাঁর আপন দাসদের রক্তের বিষয়ে প্রতিশোধ নেবেন, তাঁর আপন বিরোধীদের উপরেই প্রতিফল ফিরিয়ে দেবেন, এবং তাঁর আপন দেশভূমি ও জনগণকে শোধন করবেন।'

যোশুয়া

যোশুয়া পুস্তক হিব্রু বাইবেলের נביאים (নেবিইম) অর্থাৎ 'নবীগণ' নামক দ্বিতীয় অংশের প্রথম পুস্তক। পঞ্চপুস্তকের বিষয়বস্তু ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও নানা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা: তা ইস্রায়েলকে মনোনয়ন ও বিধান দানেই সাধিত হয়েছিল। এবার আসছে সেই পরিকল্পনা ও নানা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সময়: প্রতিশ্রুত দেশ এখন বাস্তবই এক দেশ যা ইস্রায়েল ভোগ করে—ঈশ্বর আপন কথা রক্ষা করেছেন, তিনি সত্যি বিশ্বস্ত ঈশ্বর। কিন্তু ইস্রায়েলকেও ঈশ্বরের সঙ্গে সেই সন্ধির প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাতে হবে, বিধান পালনেই নিজের বিশ্বস্ততা দেখাবে। তেমন কাজে নবীদের ভূমিকা অপরিহার্য: তাঁরাই ইস্রায়েলকে শেখাবেন কেমন বাধ্যতা দেখিয়ে বিধান পালন করা দরকার। যোশুয়াই প্রথম এই ভূমিকা অনুশীলন করেন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪

জনগণের পরিচালনায় নিযুক্ত যোশুয়া

১ [১] প্রভুর দাস মোশির মৃত্যুর পর প্রভু মোশির সহকর্মী নূনের সন্তান যোশুয়াকে
বললেন, [২] 'আমার দাস মোশির মৃত্যু হয়েছে। এখন ওঠ, তুমি আর এই গোটা
জনগণ এই যর্দন পার হও, এবং যে দেশ আমি তাদের—ইস্রায়েল সন্তানদেরই—দিতে
যাচ্ছি, সেই দেশের দিকে রওনা হও। [৩] যে সকল জায়গায় তোমরা পা বাড়াবে, আমি
সেই সকল জায়গা তোমাদের দিয়েছি—যেমনটি মোশিকে বলেছিলাম। [৪] মরুপ্রান্তর
ও লেবানন থেকে মহানদী সেই ফোরাত পর্যন্ত হিত্তীয়দের সমস্ত দেশ, এবং পশ্চিমদিকে
মহাসমুদ্র পর্যন্তই তোমাদের এলাকা হবে। [৫] তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে কেউ
তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না; আমি যেমন মোশির সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম, তেমনি
তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব; আমি তোমাকে ছাড়ব না, তোমাকে ত্যাগ করব না।

[৬] বলবান হও, সাহস ধর; কেননা আমি যে দেশ দেব বলে এদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছি, তা তুমিই এই জনগণের অধিকারে এনে দেবে। [৭] তুমি শুধু বলবান হও ও অধিক সাহস ধর; আমার দাস মোশি তোমার জন্য যে বিধান জারি করেছে, তুমি সেই সমস্ত বিধান সযত্নে পালন কর; তা থেকে ডানে বা বামে সরো না, তবেই তুমি যেইখানে যাও না কেন, সেখানে সফল হবে। [৮] এই বিধান-পুস্তক তোমার মুখ থেকে দূরে না যাক; তুমি দিনরাত তা জপ করে চল, তার মধ্যে যা লেখা রয়েছে, তা যেন সযত্নে পালন করতে পার; তবেই তোমার সমস্ত পথে কৃতকার্য হবে, তবেই সফল হবে। [৯] আমি কি তোমাকে এই আজ্ঞা দিইনি: তুমি বলবান হও ও সাহস ধর? তাহলে তত ভয় করো না, নিরাশ হয়ো না; কেননা যেইখানে তুমি যাও না কেন, সেখানে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।'

যর্দন নদী পার প্রস্তুতি

[১০] তখন যোশুয়া জনগণের শাস্ত্রীদের আজ্ঞা করলেন, [১১] 'তোমরা শিবিরের মধ্য দিয়ে গিয়ে লোকদের এই আজ্ঞা দাও: খাবার যোগাও, কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের অধিকারে যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে তা অধিকার করার জন্য তিন দিনের মধ্যে তোমাদের এই যর্দন পার হয়ে যেতে হবে।'

[১২] পরে যোশুয়া রূবেনীয়দের, গাদীয়দের ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীকে বললেন, [১৩] 'প্রভুর দাস মোশি তোমাদের যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা মনে রেখ; তিনি বলেছিলেন, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের বিশ্রাম দিচ্ছেন, তিনি এই দেশ তোমাদের দান করছেন। [১৪] মোশি যর্দনের ওপারে তোমাদের জন্য যে দেশ নির্ধারণ করেছেন, তোমাদের বধূরা, ছেলেমেয়ে ও পশুপাল সেই দেশে থাকবে; কিন্তু তোমরা, বলবান বীরযোদ্ধা যারা, তোমরা সকলে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তোমাদের ভাইদের আগে আগে পার হয়ে যাবে ও তাদের ততদিন সাহায্য করবে, [১৫] যতদিন না প্রভু তোমাদের মত তোমাদের ভাইদেরও বিশ্রাম দেন, আর পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তাদের দিচ্ছেন, তারাও সেই দেশ অধিকার করে নেয়। তবেই তোমরা, যর্দনের ওপারে সূর্যোদয়ের দিকে প্রভুর দাস মোশি যে দেশ তোমাদের অধিকারে দিয়েছেন, সেখানে ফিরে এসে তা দখল করবে।' [১৬] তারা উত্তরে যোশুয়াকে বলল, 'তুমি আমাদের যা

কিছু আজ্ঞা করেছ, আমরা সেই সবই করব; তুমি যেইখানে আমাদের পাঠাবে, সেইখানে আমরা যাব। [১৭] আমরা যেমন মোশির প্রতি সবকিছুতে বাধ্য ছিলাম, তেমনি তোমার প্রতি বাধ্য থাকব; শুধু একটা কথা, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যেমন মোশির সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তেমনি তোমারও সঙ্গে সঙ্গে থাকুন। [১৮] যে কেউ তোমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করবে, এবং তুমি যা আজ্ঞা করবে তাতে বাধ্যতা দেখাবে না, তার প্রাণদণ্ড হবে। তুমি শুধু বলবান হও ও সাহস ধর।'

যেরিখোতে প্রেরিত গুপ্তচর

২ [১] পরে নূনের সন্তান যোশুয়া শিত্তিম থেকে পরিদর্শনের জন্য দু'জন লোককে গোপনে পাঠালেন; তাদের বললেন, 'ওই অঞ্চল ও যেরিখোতে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে এসো।' তারা গিয়ে রাহাব নামে এক বেশ্যার ঘরে ঢুকে সেখানে রাত কাটাল। [২] কিন্তু যেরিখোর রাজাকে বলা হল, 'দেখুন, অঞ্চল পরিদর্শন করতে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে কয়েকটা লোক আজ রাতে এখানে এসেছে।' [৩] তখন যেরিখোর রাজা রাহাবকে একথা বলে পাঠালেন: 'যে লোকেরা তোমার কাছে এসে তোমার ঘরে ঢুকেছে, তাদের বের করে দাও, কারণ তারা সমস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করতে এসেছে।' [৪] তখন সেই স্ত্রীলোক ওই দু'জনকে নিয়ে লুকিয়ে রাখার পর বলল, 'হ্যাঁ, সেই লোকেরা আমার কাছে এসেছিল বটে; কিন্তু তারা কোথাকার লোক, তা আমি জানতাম না। [৫] অন্ধকার হলে নগরদ্বার বন্ধ করার একটু আগে সেই লোকেরা চলে গেল; তারা কোথায় গেল, আমি জানি না। আপনারা তাদের পিছনে সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করুন, তবে তাদের ধরতে পারবেন।'

[৬] কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাদের ছাদের উপরে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার জমিয়ে রাখা মসিনার ডাঁটার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। [৭] ওই লোকেরা যর্দনের পথে পারঘাটের দিকে তাদের পিছনে ধাওয়া করল; আর যারা তাদের পিছনে ধাওয়া করতে গেল, সেই লোকেরা বের হওয়ামাত্র নগরদ্বার বন্ধ করা হল। [৮] সেই দু'জন গুপ্তচর তখনও শোয়নি, এমন সময় ওই স্ত্রীলোক ছাদের উপরে তাদের কাছে গেল; [৯] তাদের বলল, 'আমি জানি, প্রভু এই দেশ তোমাদেরই দিয়েছেন; এও জানি যে, তোমরা যে

মহাবিভীষিকা ছড়িয়ে দিয়েছ, তা আমাদের উপরে এসে পড়েছে, ও তোমাদের আগমনে এই দেশের অধিবাসী সমস্ত লোক বিচলিত হয়েছে; [১০] কেননা মিশর থেকে তোমরা বেরিয়ে আসার সময়ে প্রভু তোমাদের সামনে কেমন করে লোহিত সাগরের জল শুষ্ক করেছিলেন, এবং তোমরা যর্দনের ওপারের সেই সিহোন ও ওগ নামে আমোরীয়দের দুই রাজার বিরুদ্ধে যা করেছ, তাদের যে বিনাশ-মানতের বস্তু করেছ, এই সমস্ত কথা আমরা শুনলাম। [১১] আর শোনামাত্র আমাদের হৃদয় বিচলিত হল, আর এখন তোমাদের সামনে দাঁড়াবে, এমন সাহস কারও নেই, কারণ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যিনি, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গে ও নিচে এই মর্তে তিনিই পরমেশ্বর। [১২] এখন তোমরা আমার কাছে প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ কর যে, আমি যেমন তোমাদের প্রতি সহৃদয়তা দেখালাম, তেমনি তোমরাও আমার পিতৃকুলের প্রতি সহৃদয়তা দেখাবে; তাই আমাকে একটা নিশ্চিত চিহ্ন দাও যে [১৩] তোমরা আমার পিতামাতা, ভাইবোন ও তাদের সমস্ত সম্পদ বাঁচাবে ও মৃত্যু থেকে আমাদের রেহাই দেবে।' [১৪] সেই দু'জন লোক তাকে বলল, 'তোমরা যদি আমাদের এই কাজের কথা প্রকাশ না কর, তোমাদের বিনিময়ে আমাদের প্রাণ যাক! আর যখন প্রভু এই দেশ আমাদের দেবেন, তখন আমরা তোমার প্রতি সহৃদয়তা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করব।'

[১৫] তখন সে জানালা দিয়ে একটা দড়ি দিয়ে তাদের নামিয়ে দিল, কেননা তার ঘর নগরপ্রাচীরের গায়ে ছিল; আসলে সে নগরপ্রাচীরের উপরেই বাস করত। [১৬] সে তাদের বলল, 'যারা তোমাদের পিছনে ধাওয়া করতে গেল, তোমরা যেন ঠিক তাদের সামনেই না পড়, এজন্য পর্বতের দিকে যাও; যারা তোমাদের পিছনে ধাওয়া করতে গেল, তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা সেখানে তিন দিন লুকিয়ে থাক; পরে তোমাদের পথে চলে যাও।' [১৭] সেই লোকেরা তাকে বলল, 'তুমি আমাদের যে শপথ করিয়েছ, আমরা তা এইভাবে পূরণ করব: [১৮] শোন, তুমি যে জানালা দিয়ে আমাদের নামিয়ে দিলে, আমরা এই দেশে আসবার সময়ে তুমি সেই জানালায় এই সিঁদুরে-লাল সুতোর দড়ি বেঁধে রাখবে, এবং তোমার পিতামাতাকে ও ভাইদের এবং তোমার সমস্ত পিতৃকুলকে তোমার এই ঘরে সংগ্রহ করে আনবে। [১৯] যে কেউ তোমার ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে রাস্তায় পা বাড়াবে, তার রক্তপাতের দণ্ড তারই

মাথায় নেমে পড়বে, আমরা নির্দোষ হব; কিন্তু যে কেউ তোমার সঙ্গে ঘরের মধ্যে থাকে, তার উপরে যদি কেউ হাত বাড়ায়, তবে তার রক্তপাতের দণ্ড আমাদেরই মাথায় নেমে পড়বে। [২০] কিন্তু তুমি যদি আমাদের কাজের কথা প্রকাশ কর, তবে আমাদের যে শপথ করিয়েছ, আমরা তা থেকে মুক্ত হব।' [২১] সে বলল, 'তোমরা যেমন বলেছ, সেইমত হোক।' সে তাদের বিদায় দিলে তারা রওনা হল, এবং সে ওই সিঁদুরে-লাল দড়ি জানালায় বেঁধে দিল।

[২২] তারা গিয়ে পর্বতে এসে পৌঁছল, আর যারা তাদের পিছনে ধাওয়া করতে গিয়েছিল, তাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা তিন দিন সেখানে থাকল। তাদের পিছনে যারা ধাওয়া করতে গিয়েছিল, তারা সবদিকেই তাদের খোঁজ করেছিল, কিন্তু তাদের পায়নি। [২৩] তখন সেই দু'জন লোক আবার পর্বত থেকে নেমে এল, ও যর্দন পার হয়ে নূনের সন্তান যোশুয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, এবং তাদের যা যা ঘটেছিল, তাঁকে তার বিবরণ দিল। [২৪] তারা যোশুয়াকে বলল, 'সত্যিই প্রভু এই সমস্ত দেশ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন; হ্যাঁ, দেশের অধিবাসীরা আমাদের আগমনে বিচলিত!'

যর্দন নদী পার

৩ [১] খুব সকালে উঠে যোশুয়া সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে শিত্তিম থেকে রওনা হয়ে যর্দনের ধারে এসে পৌঁছলেন; পার হওয়ার আগে তারা সেইখানে শিবির বসাল। [২] তিন দিন পর অধ্যক্ষেরা শিবিরের মধ্য দিয়ে গেলেন; [৩] তাঁরা লোকদের এই আজ্ঞা দিলেন: 'তোমরা যখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা ও লেবীয় যাজকদের তা বইতে দেখবে, তখন তোমাদের জায়গা ছেড়ে তার পিছু পিছু যাবে; [৪] এভাবে তোমাদের যে কোন্ পথে যেতে হবে, তা জানতে পারবে, কেননা এর আগে তোমরা এই পথ দিয়ে কখনও যাওনি; তথাপি মঞ্জুষাটির ও তোমাদের মধ্যে আনুমানিক দু'হাজার হাত ফাঁক রাখতে হবে: তার কাছাকাছি যাবেই না।'

[৫] জনগণকে যোশুয়া বললেন, 'নিজেদের পবিত্রিত কর, কারণ আগামীকাল প্রভু তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করবেন।' [৬] যাজকদের যোশুয়া বললেন,

‘সন্ধি-মঞ্জুষা তুলে নিয়ে জনগণের আগে আগে পার হও।’ তারা সন্ধি-মঞ্জুষাটিকে তুলে নিয়ে জনগণের পুরোভাগে গেল।

[৭] তখন প্রভু যোশুয়াকে বললেন, ‘আজই আমি গোটা ইস্রায়েলের চোখে তোমাকে মহান করতে আরম্ভ করব, যেন তারা জানতে পারে যে, আমি যেমন মোশির সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম, তেমনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। [৮] যে যাজকেরা সন্ধি-মঞ্জুষা বয়, তাদের তুমি এই আজ্ঞা দেবে: যর্দনের জলের ধারে এসে পৌঁছলে তোমরা যর্দনে দাঁড়িয়ে থাকবে।’ [৯] আর ইস্রায়েল সন্তানদের যোশুয়া বললেন, ‘এগিয়ে এসো, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আদেশবাণী শোন।’ [১০] যোশুয়া বলে চললেন, ‘জীবনময় ঈশ্বর যে তোমাদের মধ্যে উপস্থিত, এবং কানানীয়, হিত্তীয়, হিব্বীয়, পেরিজীয়, গির্গাশীয়, আমোরীয় ও যেবুসীয়দের তোমাদের সামনে থেকে নিশ্চয়ই দেশছাড়া করবেন, তা তোমরা এ দ্বারা জানতে পারবে। [১১] দেখ, সারা পৃথিবীর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তোমাদের সামনে যর্দনে যাচ্ছে! [১২] এখন তোমরা ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলির মধ্য থেকে, এক এক গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই এক একজন করে, বারোজন লোককে বেছে নাও। [১৩] সারা পৃথিবীর পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকদের পদতল যর্দনের জল স্পর্শ করামাত্র যর্দনের জল দু’ভাগ হয়ে যাবে: উপর থেকে যে জলস্রোত নিচের দিকে বয়ে আসছে, তা এক রাশি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।’

[১৪] যখন জনগণ যর্দন পার হবার জন্য নিজ নিজ তাঁবু থেকে রওনা হল, তখন যারা সন্ধি-মঞ্জুষা বইছিল, সেই যাজকেরা জনগণের আগে আগে চলছিল। [১৫] মঞ্জুষার বাহকেরা যখন যর্দনের কাছে এসে পৌঁছল ও মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকদের পা জলের মাত্রা পর্যন্ত নেমে গেল,—বাস্তবিক ফসল কাটার সমস্ত সময় ধরে যর্দনের জল দু’তীরের সমস্ত কিছুর উপরেই ফুলে ওঠে,— [১৬] তখন উপর থেকে বয়ে আসা সমস্ত জলস্রোত দাঁড়াল ও বেশ জায়গা জুড়ে, সার্তানের নিকটবর্তী আদামা শহরের কাছেই, এক রাশি হয়ে স্থির হয়ে থাকল; অপরদিকে, যে জলস্রোত আরাবার সাগরে অর্থাৎ লবণ-সাগরে নেমে যাচ্ছিল, তা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল, আর জনগণ যেরিখোর সামনেই পার হল।

[১৭] গোটা ইস্রায়েল শুকনা মাটির উপর দিয়ে পার হতে হতে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকেরা যর্দনের মাঝখানে শুকনা মাটিতে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, যতক্ষণ না গোটা জনগণ, শেষজন পর্যন্তই, যর্দন পার হয়ে গেল।

যর্দন পারের স্মারক চিহ্নরূপে বারোটা পাথর স্থাপন

৪ [১] গোটা জাতির মানুষের যর্দন পার শেষ হওয়ার পর প্রভু যোশুয়াকে বললেন, [২] 'তোমরা জনগণের মধ্য থেকে, এক একটা গোষ্ঠীর মধ্য থেকে এক একজন করে, বারোজন লোককে বেছে নাও, [৩] তাদের এই আজ্ঞা দাও: তোমরা এখান থেকে, যর্দনের এই মাঝখান থেকে—যাজকদের পা যেখানে স্থির আছে, সেইখান থেকে বারোটা পাথর তুলে তোমাদের সঙ্গে পারে নিয়ে যাও, আজ রাতে যেখানে শিবির বসাবে, সেইখানে সেই পাথরগুলো দাঁড় করাও।' [৪] যোশুয়া ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে এক একজন করে যে বারোজনকে বেছে নিয়েছিলেন, কাছে ডেকে [৫] তাদের বললেন, 'তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে যর্দনের মধ্য দিয়ে যাও, ইস্রায়েল সন্তানদের গোষ্ঠী-সংখ্যা অনুসারে প্রত্যেকজন এক একটা পাথর কাঁধে তুলে নাও, [৬] যেন সেগুলো তোমাদের মধ্যে চিহ্ন হিসাবে থাকতে পারে। ভাবীকালে যখন তোমাদের ছেলেরা জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের কাছে এই পাথরগুলোর অর্থ কি? [৭] তখন তোমরা তাদের বলবে: প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার সামনে যর্দনের জলরাশি দু'ভাগ হয়েছিল; মঞ্জুষা যখন যর্দন পার হচ্ছিল, সেসময় যর্দনের জলরাশি দু'ভাগ হয়েছিল; এই পাথরগুলো চিরকাল ধরেই ইস্রায়েল সন্তানদের পক্ষে স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ হয়ে থাকবে।' [৮] ইস্রায়েল সন্তানেরা যোশুয়ার আজ্ঞামত কাজ করল: প্রভু যোশুয়াকে যেমন বলেছিলেন, তেমনি ইস্রায়েল সন্তানদের গোষ্ঠী-সংখ্যা অনুসারে তারা যর্দনের মধ্য থেকে বারোটা পাথর তুলে নিল, এবং নিজেদের সঙ্গে শিবিরের দিকে নিয়ে গিয়ে সেখানে বসাল।

[৯] যে জায়গায় সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকদের পা স্থির হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গায়ই যর্দনের মাঝখানে যোশুয়া আরও বারোটা পাথর দাঁড় করালেন; সেগুলো আজ পর্যন্তই সেখানে রয়েছে।

[১০] যোশুয়ার কাছে মোশির দেওয়া সমস্ত আজ্ঞা অনুসারে, এবং প্রভু যোশুয়াকে যে সমস্ত নির্দেশ জনগণকে বলতে আজ্ঞা করেছিলেন, তা সমাধা না হওয়া পর্যন্ত মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকেরা যর্দনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল। জনগণ শীঘ্রই পার হতে লাগল।

[১১] গোটা জনগণের নদী পার শেষ হওয়ার পর প্রভুর মঞ্জুষা ও যাজকেরা জনগণের সামনে পার হয়ে গেল। [১২] রূবেন-সন্তানেরা, গাদ-সন্তানেরা ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠী তাদের প্রতি মোশির বাণীমত অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের আগে আগে পার হয়ে গেল: [১৩] যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আনুমানিক চল্লিশ হাজার লোক সংগ্রামের জন্য, প্রভুর সাক্ষাতে যেরিখোর নিম্নভূমির দিকে পার হল।

[১৪] সেদিন প্রভু গোটা ইস্রায়েলের চোখে যোশুয়াকে মহান করলেন; তখন জনগণ যেমন মোশিকে তাঁর জীবনের সমস্ত দিন ধরে ভয় করেছিল, তেমনি যোশুয়াকেও ভয় করতে লাগল।

[১৫] প্রভু যোশুয়াকে বললেন, [১৬] 'সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকদের যর্দন থেকে উঠে আসতে আজ্ঞা কর।' [১৭] যোশুয়া যাজকদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'যর্দন থেকে উঠে এসো।' [১৮] প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক যাজকেরা যর্দনের মধ্য থেকে উঠে আসামাত্র যাজকদের পদতল যখন শুকনা মাটি স্পর্শ করল, তখনই যর্দনের জলস্রোত তার সাধারণ গতিপথে ফিরে এসে আগের মত সমস্ত কূল ছাপিয়ে গেল। [১৯] জনগণ বর্ষের প্রথম মাসে, মাসের দশম দিনে যর্দন থেকে উঠে এসে যেরিখোর পুবদিকে, গিল্গালে শিবির বসাল।

[২০] সেই যে পাথরগুলো তারা যর্দন থেকে এনেছিল, সেগুলোকে যোশুয়া গিল্গালে দাঁড় করালেন। [২১] পরে তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের উদ্দেশ করে বললেন, 'ভাবীকালে যখন তোমাদের ছেলেরা নিজ নিজ পিতাকে জিজ্ঞাসা করবে: এই পাথরগুলো কি? [২২] তখন তোমরা নিজ নিজ ছেলেদের একথা বুঝিয়ে দেবে: ইস্রায়েল শুকনা মাটির উপর দিয়েই এই যর্দন পার হয়ে এল, [২৩] কারণ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু লোহিত সাগরের প্রতি যেমন রেখেছিলেন, আমরা পার না হওয়া পর্যন্ত যেমন আমাদের সামনে তা শুষ্ক করেছিলেন, তেমনি তোমরা পার না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু

তোমাদের সামনে যর্দনের জলরাশি শুষ্ক রাখলেন; [২৪] যেন পৃথিবীর সকল জাতি জানতে পারে, প্রভুর হাত কেমন শক্তিশালী, এবং তোমরাও যেন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় কর—চিরদিন ধরে!’

গিলগালে ইস্রায়েলীয়দের পরিচ্ছেদন

৫ [১] যর্দনের পশ্চিমপারে থাকা আমোরীয়দের সকল রাজা ও সমুদ্রের কাছে থাকা কানানীয়দের সকল রাজা যখন শুনতে পেলেন যে, আমরা পার না হওয়া পর্যন্ত প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে যর্দনের জল শুষ্ক রাখলেন, তখন তাঁদের হৃদয় চুপসে গেল ও ইস্রায়েল সন্তানদের সম্মুখীন হতে তাঁদের আর সাহস রইল না।

[২] সেসময় প্রভু যোশুয়াকে বললেন, ‘চকমকি পাথরের কয়েকটা ছুরি প্রস্তুত করে ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বিতীয় বারের মত পরিচ্ছেদিত কর।’ [৩] যোশুয়া চকমকি পাথরের ছুরি প্রস্তুত করে আরালোথ পর্বতের কাছে ইস্রায়েল সন্তানদের পরিচ্ছেদিত করলেন। [৪] যোশুয়া যে পরিচ্ছেদন-রীতি পালন করলেন, তার কারণ এই: মিশর থেকে যে সমস্ত পুরুষলোক, যুদ্ধের যোগ্য যত লোক বের হয়ে এসেছিল, তারা মিশর থেকে বেরিয়ে আসার যাত্রাপথে মরুপ্রান্তরে মরেছিল। [৫] যারা বেরিয়ে এসেছিল, সেই গোটা জনগণ সকলেই পরিচ্ছেদিত হয়েছিল বটে, কিন্তু মিশর থেকে বেরিয়ে আসার পর যে সকল লোক যাত্রাপথে মরুপ্রান্তরে জন্মেছিল, তারা কেউই পরিচ্ছেদিত হয়নি। [৬] বস্তুতপক্ষে, যে গোটা জনগণ, অর্থাৎ যুদ্ধের যোগ্য যে লোকেরা মিশর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তারা সকলে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত ইস্রায়েল সন্তানেরা চল্লিশ বছর মরুপ্রান্তরে হেঁটে চলেছিল, যেহেতু তারা প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়নি, এবং দুধ ও মধু-প্রবাহী যে দেশ আমাদের দেবেন বলে প্রভু তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন, প্রভু তাদের কাছে এমন শপথ করেছিলেন যে, তারা সেই দেশ দেখতে পাবে না। [৭] বরং তাদের স্থানে তাদের যে ছেলেদের উদ্ভব প্রভু ঘটালেন, যোশুয়া তাদেরই পরিচ্ছেদিত করলেন; তারা পরিচ্ছেদিত ছিল না, যেহেতু যাত্রাপথে তাদের পরিচ্ছেদিত করা হয়নি। [৮] গোটা জাতির মানুষের পরিচ্ছেদন শেষ হওয়ার পর তারা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত শিবিরে নিজ নিজ জায়গায় থাকল। [৯] তখন প্রভু যোশুয়াকে বললেন, ‘আজ আমি

তোমাদের কাছ থেকে মিশরের দুর্নাম দূর করে দিলাম।' তাই আজ পর্যন্ত সেই জায়গা গিল্গাল বলে পরিচিত হয়েছে।

কানান দেশে প্রথম পাস্কাপর্ব উদ্‌যাপন

[১০] ইস্রায়েল সন্তানেরা গিল্গালে শিবির বসাল, আর সেই মাসের চতুর্দশ দিনের সন্ধ্যাবেলায় যেরিখোর নিম্নভূমিতে পাস্কা পালন করল। [১১] পাস্কার পরদিনে তারা সেই অঞ্চলের উৎপন্ন ফল খেতে লাগল; ঠিক সেদিনেই খামিরবিহীন রুটি ও গম ঝলসে খেল। [১২] পরদিনেই, তারা সেই অঞ্চলের উৎপন্ন ফল খাবার পরেই, মান্না আর নেমে এল না; তখন থেকেই ইস্রায়েল সন্তানেরা আর মান্না পেল না। সেই বছরেই তারা কানান দেশের ফল খেতে লাগল।

প্রভুর বাহিনীর সেনাপতির আত্মপ্রকাশ

[১৩] যেরিখোর কাছাকাছি থাকার সময়ে যোশুয়া চোখ তুলে চাইলেন, আর দেখ, এক পুরুষ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতে একটা নিষ্কোষিত খড়্গ; যোশুয়া তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আমাদের পক্ষে, না আমাদের শত্রুদের পক্ষে?' [১৪] তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি কারও পক্ষে নই; আমি প্রভুর বাহিনীর সেনাপতি; এইমাত্র এলাম।' যোশুয়া মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে প্রণিপাত করলেন, ও তাঁকে বললেন, 'আমার প্রভু তাঁর এই দাসকে কী আজ্ঞা দিচ্ছেন?' [১৫] প্রভুর বাহিনীর সেনাপতি যোশুয়াকে উত্তরে বললেন, 'পা থেকে জুতো খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, সেই স্থান পবিত্র।' যোশুয়া সেইমত করলেন।

যেরিখো হস্তগত

৬ [১] সেই যেরিখো ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে রুদ্ধ ও আটকানো ছিল: কেউই বাইরে যেত না, কেউই ভিতরে আসত না। [২] তখন প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'দেখ, আমি যেরিখো, তার রাজাকে ও তার বলবান যোদ্ধাদের তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। [৩] যোদ্ধা যে তোমরা, সকলেই শহরটার চারপাশ প্রদক্ষিণ করবে; তোমরা একবার

করে শহরটাকে প্রদক্ষিণ করবে; আর এইভাবে ছ' দিন করবে। [৪] সাতজন যাজক সন্ধি-মঞ্জুষার আগে আগে ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরী সাতটা তুরি বইবে; পরে সপ্তম দিনে তোমরা সাতবার শহরটাকে প্রদক্ষিণ করবে ও যাজকেরা তুরি বাজাবে। [৫] যখন শিঙা বাজবে, তখন তোমরা সেই তুরিধ্বনি শোনামাত্র গোটা জনগণ তীব্র রণধ্বনি তুলবে; তখন নগরপ্রাচীর খসে পড়বে এবং লোকেরা প্রত্যেকেই সরাসরি প্রবেশ করবে।'

[৬] নূনের সন্তান যোশুয়া যাজকদের কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা সন্ধি-মঞ্জুষাটিকে তোল, এবং সাতজন যাজক প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরী সাতটা তুরি বয়ে নিক।' [৭] জনগণকে তিনি বললেন, 'এগিয়ে গিয়ে শহরটাকে ঘিরে রাখ, এবং পুরোভাগে সেনাদল প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে চলুক।' [৮] জনগণের কাছে যোশুয়ার কথা শেষ হলে সেই সাতজন যাজক যারা প্রভুর আগে আগে ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরী সাতটা তুরি বইত, তারা তুরি বাজাতে বাজাতে চলতে লাগল, ও প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তাদের পিছু পিছু চলল। [৯] পুরোভাগের সেনাদল তুরিবাদক যাজকদের আগে আগে চলছিল, এবং পশ্চাদ্ভাগের সেনাদল মঞ্জুষার পিছু পিছু চলছিল: তুরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সকলে এগিয়ে চলছিল।

[১০] জনগণকে যোশুয়া এই বলে আজ্ঞা করেছিলেন, 'কোন রণধ্বনি তুলো না, তোমাদের গলার শব্দও শুনতে দিয়ো না, তোমাদের মুখ থেকে কোন কথা যেন না বের হয়, যেপর্যন্ত আমি না বলি: রণধ্বনি তোল; তখনই তোমাদের রণধ্বনি তুলতে হবে।'

[১১] এইভাবে তিনি প্রভুর মঞ্জুষাটিকে শহরের চারপাশ একবার করে প্রদক্ষিণ করালেন; পরে তারা শিবিরে ফিরে এসে সেখানে রাত কাটাল। [১২] যোশুয়া খুব সকালে উঠলেন, এবং যাজকেরা প্রভুর মঞ্জুষা তুলে নিল। [১৩] ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরী সাতটা তুরি বইতে বইতে সেই সাতজন যাজক প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে চলছিল, চলতে চলতে তারা তুরি বাজাচ্ছিল; একই সময়ে পুরোভাগের সেনাদল তাদের আগে আগে চলছিল, এবং পশ্চাদ্ভাগের সেনাদল প্রভুর মঞ্জুষার পিছু পিছু চলছিল: তুরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সকলে এগিয়ে চলছিল। [১৪] তারা দ্বিতীয় দিনে শহর একবার করে প্রদক্ষিণ করে শিবিরে ফিরে এল। তারা ছ' দিন ধরে সেইমত করল। [১৫] সপ্তম দিনে তারা ভোরে অরুণোদয়ের সময়ে উঠে সাতবার সেইমত শহর প্রদক্ষিণ করল: কেবল

সেই দিনেই তারা সাতবার শহর প্রদক্ষিণ করল। [১৬] সপ্তম বারে যাজকেরা তুরি বাজালে যোশুয়া লোকদের বললেন, ‘রণধ্বনি তোল! কেননা প্রভু শহরটাকে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। [১৭] শহরটা ও সেখানকার সমস্ত বস্তু প্রভুর উদ্দেশে বিনাশ-মানতের বস্তু হবে; কেবল রাহাব বেশ্যা ও যারা তার সঙ্গে ঘরে আছে, তারাই বাঁচবে, কারণ সে আমাদের পাঠানো দূতদের লুকিয়ে রেখেছিল। [১৮] শুধু একটি কথা: যা কিছু বিনাশ-মানতের বস্তু, সেই বিষয়ে সাবধান থাক, পাছে বিনাশ-মানত পূরণ করতে করতে তোমরা বিনাশ-মানতের বস্তু থেকে কিছুটা নিলে ইস্রায়েলের শিবিরকেই বিনাশ-মানতের বস্তু করে ফেল ও তার দুর্দশা ঘটাও। [১৯] রুপো, সোনা, ব্রঞ্জ ও লোহার যত পাত্র প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত; সেই সমস্ত কিছু প্রভুর ধনভাণ্ডারে যাবে।’

[২০] তখন লোকেরা রণধ্বনি তুলল ও তুরি বাজল। তুরিধ্বনি শুনে লোকেরা তীব্র রণধ্বনি তোলার সঙ্গে সঙ্গে নগরপ্রাচীর খসে পড়ল; তখন লোকেরা প্রত্যেকে সরাসরি শহরে উঠে গিয়ে শহরটাকে হস্তগত করল। [২১] তারা শহরের সকলকেই বিনাশ-মানতের বস্তু করল: যুবা থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত নর-নারী সকলকে, এমনকি বলদ, ভেড়া ও গাধা সবই খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারল।

রাহাবের পরিবার-পরিজনদের রেহাই

[২২] যে দু’জন লোক অঞ্চলটা পরিদর্শন করেছিল, যোশুয়া তাদের বললেন, ‘সেই বেশ্যার ঘরে যাও, এবং তার কাছে যে শপথ করেছ, সেই অনুসারে সেই স্ত্রীলোককে ও তার সমস্ত সম্পদ বের করে আন।’ [২৩] সেই দুই যুবা গুপ্তচর ঢুকে রাহাবকে এবং তার পিতামাতাকে ও ভাইদের এবং তার সমস্ত সম্পদ বের করে আনল; তার গোটা গোত্রের মানুষকেও বের করে এনে ইস্রায়েলের শিবিরের বাইরে বিশেষ এক জায়গায় রাখল। [২৪] পরে লোকেরা শহর ও সেখানকার সবকিছু আগুনে পুড়িয়ে দিল; শুধু রুপো ও সোনা, এবং ব্রঞ্জের ও লোহার পাত্রগুলো প্রভুর গৃহের ধনভাণ্ডারে রাখল। [২৫] কিন্তু যোশুয়া রাহাব বেশ্যাকে, তার পিতৃকুলকে ও তার সমস্ত সম্পদ বাঁচিয়ে রাখলেন; আর সে আজ পর্যন্ত ইস্রায়েলের মধ্যে বাস করে আসছে; কারণ যেরিখো পরিদর্শন করার জন্য যোশুয়া যে দুই দূত পাঠিয়েছিলেন, সে তাদের লুকিয়ে রেখেছিল।

[২৬] সেসময় যোশুয়া লোকদের এই শপথ করালেন: ‘যে কেউ উঠে এই যেরিখো শহর পুনঃস্থাপন করবে, সে প্রভুর সামনে অভিশপ্ত হোক; তার নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরেই সে শহরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে; তার নিজের কনিষ্ঠ পুত্রের উপরেই নগরদ্বার বসাবে!’

[২৭] তাই প্রভু যোশুয়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন, আর তাঁর খ্যাতি সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

আখানের অবিশ্বস্ততা ও আই দ্বারা পরাজয়

৭ [১] ইস্রায়েল সন্তানেরা বিনাশ-মানতের বস্তুর ব্যাপারে অবিশ্বস্ত হল: যুদা গোষ্ঠীর আখান—আখান কার্মির সন্তান, কার্মি জাব্দির সন্তান, জাব্দি জেরাহ্‌র সন্তান—বিনাশ-মানতের বস্তুর কিছু কেড়ে নিল, আর তাই ইস্রায়েল সন্তানদের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল।

[২] যোশুয়া যেরিখো থেকে বেথেলের পুবে অবস্থিত বেথ্-আবেনের নিকটবর্তী সেই আইতে লোক পাঠালেন; তাদের বললেন, ‘তোমরা উঠে গিয়ে অঞ্চলটা পরিদর্শন কর।’ সেই লোকেরা উঠে গিয়ে আই পরিদর্শন করতে গেল। [৩] পরে যোশুয়ার কাছে ফিরে এসে তারা বলল, ‘সেখানে গোটা জনগণ না গেলেও হয়, দু’ তিন হাজার লোক গিয়ে আই জয় করে নিক; গোটা জনগণকে না লাগালেও হয়, কেননা সেখানকার লোক অল্প।’

[৪] তখন জনগণের মধ্য থেকে প্রায় তিন হাজার লোক আইকে আক্রমণ করতে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু আইয়ের লোকদের সামনে থেকে তারা পালিয়ে গেল। [৫] আইয়ের লোকেরা তাদের মধ্যে প্রায় ছত্রিশজনকে মেরে ফেলল; নগরদ্বার থেকে শেবারিম পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে অবরোহণ-পথে তাদের আঘাত করল; তখন জনগণের হৃদয় গলে গিয়ে জলের মত হল।

[৬] যোশুয়া নিজের পোশাক ছিঁড়ে প্রভুর মঞ্জুষার সামনে অধোমুখ হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটিতে পড়ে থাকলেন; তাঁর সঙ্গে ইস্রায়েলের প্রবীণেরাও সেইমত করলেন ও মাথায় ধুলা ছড়ালেন। [৭] যোশুয়া বলে উঠলেন, ‘হায় হায়, প্রভু পরমেশ্বর, আমোরীয়দের হাতে আমাদের তুলে দিয়ে আমাদের বিনাশ করার জন্য তুমি কেন এই জনগণকে যর্দন

পার করে আনলে? হায় হায়, আমরা যদি যর্দনের ওপারেই থাকতে সন্তুষ্ট হতাম!
[৮] আমাকে ক্ষমা কর, প্রভু; কিন্তু ইস্রায়েল তার নিজের শত্রুদের সামনে থেকে হটে
যাওয়ার পর আমি আর কী বলব? [৯] কানানীয়েরা আর এই দেশের অধিবাসী সকল
লোক এই কথা শুনবে; পৃথিবী থেকে আমাদের নাম মুছে দেবার জন্য তারা এখন
আমাদের ঘিরবে। তখন তোমার মহানামের জন্য তুমি আর কী করবে?'

[১০] প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'ওঠ, কেন তুমি অধোমুখে পড়ে আছ?
[১১] ইস্রায়েল তো পাপ করেছে, এমনকি আমি যে সন্ধি তাদের জন্য জারি করেছিলাম,
তারা তা লঙ্ঘন করেছে; যা ছিল বিনাশ-মানতের বস্তু, তা থেকে তারা কিছু নিয়েছে:
হ্যাঁ, তারা চুরি করেছে, এমনকি চালাকিই করেছে, নিজেদের বস্তায় তা রেখেছে!
[১২] ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের শত্রুদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না, শত্রুদের সামনে
থেকে হটে যাবে, কারণ তারা নিজেরাই বিনাশ-মানতের বস্তু হয়েছে। যা ছিল বিনাশ-মানতের বস্তু, তা তোমাদের মধ্য থেকে বর্জন না করলে আমি আর তোমাদের সঙ্গে
থাকব না। [১৩] ওঠ, জনগণকে পবিত্রিত কর; বল: আগামীকালের জন্য নিজেদের
পবিত্রিত কর, কারণ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েল, যা ছিল
বিনাশ-মানতের বস্তু, তা তোমার মধ্য থেকে দূর না করে দেওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার
শত্রুদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। [১৪] সুতরাং আগামীকাল সকালবেলায়
তোমাদের গোষ্ঠী অনুসারে তোমরা কাছে এগিয়ে আসবে; পরে প্রভু যে গোষ্ঠীকে
গুলিবাঁট ক্রমে বাছাই করবেন, সেই গোষ্ঠীর এক এক গোত্র এগিয়ে আসবে; এবং প্রভু
যে গোত্রকে গুলিবাঁট ক্রমে বাছাই করবেন, তার এক এক কুল এগিয়ে আসবে; এবং
প্রভু যে কুলকে গুলিবাঁট ক্রমে বাছাই করবেন, তার এক এক পুরুষ এগিয়ে আসবে।
[১৫] আর বিনাশ-মানতের বস্তুর ব্যাপারে যে লোকের উপরে গুলি পড়বে, তাকে ও
তার সম্পদ সবই আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে, কারণ সে প্রভুর সন্ধি লঙ্ঘন করেছে ও
ইস্রায়েলের মধ্যে জঘন্য কাজ করেছে।'

[১৬] যোশুয়া সকালে উঠে ইস্রায়েলকে তার নানা গোষ্ঠী অনুসারে কাছে আনালেন,
এবং যুদা গোষ্ঠীর উপরে গুলি পড়ল। [১৭] তিনি যুদা-গোত্রের সকলকে কাছে আনালে
জেরাহ্-গোত্রের উপরে গুলি পড়ল; তিনি জেরাহ্-গোত্রকে কুলের পর কুল আনালে

জাব্দির উপরে গুলি পড়ল; [১৮] তিনি তার কুলকে পুরুষের পর পুরুষ আনালে যুদা-গোষ্ঠীয় জেরাহ্‌র প্রপৌত্র জাব্দির পৌত্র কার্মির সন্তান আখানের উপরে গুলি পড়ল। [১৯] তখন যোশুয়া আখানকে বললেন, 'সন্তান আমার, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর গৌরব স্বীকার কর, তাঁর স্তুতিবাদ কর; এবং তুমি যা করেছ, তা আমাকে বল, আমার কাছ থেকে তার কিছুই গোপন রেখো না।' [২০] আখান যোশুয়াকে উদ্দেশ করে বলল: 'সত্যি, আমিই ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি; আমি যা যা করেছি, তা এ: [২১] আমি লুণ্ঠিত সম্পদের মধ্যে খুবই সুন্দর একটা শিনারীয় শাল, দু'শো শেকেল রুপো ও এক বাট সোনা যার ওজন পঞ্চাশ শেকেল, এ সবই দেখে লোভে পড়ে কেড়ে নিয়েছি; আর দেখুন, সেই সবকিছু আমার তাঁবুর মধ্যে মাটিতে লুকোনো রয়েছে, আর নিচে রুপো আছে।' [২২] তখন যোশুয়া দূত পাঠালেন, আর তারা তার তাঁবুতে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেল যে, সত্যি, তার তাঁবুর মধ্যে সেই সমস্ত কিছু লুকোনো রয়েছে, আর নিচে রয়েছে রুপো! [২৩] তারা তাঁবু থেকে সেই সবকিছু তুলে যোশুয়ার ও সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে নিয়ে গেল, এবং প্রভুর সামনে তা রেখে দিল।

[২৪] তখন যোশুয়া জেরাহ্‌র সন্তান আখানকে ও সেই রুপো, শাল, সোনার বাট ও তার ছেলেমেয়ে এবং তার যত বলদ, গাধা, মেষ, ছাগ ও তাঁবু, এবং তার যা কিছু ছিল, সবই নিলেন, ও আখোর উপত্যকায় নিয়ে গেলেন; তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল গেল। [২৫] যোশুয়া বললেন, 'তুমি কেন আমাদের উপর দুর্দশা ডেকে আনলে? আজ প্রভু তোমার উপরেই দুর্দশা ডেকে আনুন!' আর গোটা ইস্রায়েল তাকে পাথর ছুড়ে মারল; তারা তাকে আগুনে পুড়িয়ে দিল ও পাথর ছুড়ে মারল। [২৬] পরে তারা তার উপরে পাথরের এক বিরাট রাশি করল, তা আজও রয়েছে। এভাবে প্রভু ক্ষান্ত হলেন, তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ ত্যাগ করলেন। এইজন্য সেই স্থান আজও আখোর উপত্যকা বলে অভিহিত।

আই শহর হস্তগত

৮ [১] প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'ভয় করো না, নিরাশ হয়ো না! সমস্ত যোদ্ধাকে সঙ্গে করে নাও। ওঠ, আই আক্রমণ করতে বেরিয়ে পড়; দেখ, আমি আইয়ের রাজাকে,

তার জনগণকে, তার শহর ও তার দেশ তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। [২] তুমি যেরিখোর ও সেখানকার রাজার প্রতি যেমন করলে, আইয়ের ও সেখানকার রাজার প্রতিও তেমনি করবে; তথাপি লুটের মাল ও পশু তোমরা নিজেদের জন্য নেবে। তুমি শহরের বিরুদ্ধে, তার পিছনে, ওত পেতে থাক।'

[৩] তাই যোশুয়া ও জনগণের মধ্যে যুদ্ধের যোগ্য সকল লোক উঠে আই আক্রমণ করতে রওনা হলেন; যোশুয়া ত্রিশ হাজার বলবান বীরযোদ্ধা বাছাই করে রাতে তাদের পাঠিয়ে দিলেন; [৪] তাদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'সতর্ক হও, তোমরা শহরের পিছনে তার বিরুদ্ধে ওত পেতে থাক; শহর থেকে বেশি দূরে যেয়ো না, সকলেই প্রস্তুত থাক। [৫] পরে আমি ও আমার সঙ্গী সমস্ত লোক শহরের কাছে এগিয়ে যাব; আর যখন তারা আগের মত আমাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়বে, তখন আমরা তাদের সামনে থেকে পালিয়ে যাব। [৬] তারা আমাদের পিছনে ধাওয়া করতে বেরিয়ে আসবে যে পর্যন্ত আমরা শহর থেকে দূরেই তাদের টেনে আনব, কেননা তারা বলবে: এরা প্রথমবারের মত আমাদের সামনে থেকে পালাচ্ছে! আর আমরা তাদের সামনে থেকে পালাতে পালাতেই [৭] তোমরা গুপ্ত স্থান থেকে উঠে শহরটাকে হস্তগত করবে; হ্যাঁ, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু শহরটাকে তোমাদের হাতে তুলে দেবেন। [৮] শহরটাকে হস্তগত করামাত্র তোমরা শহরে আগুন লাগিয়ে দেবে: তোমরা প্রভুর আজ্ঞামতই কাজ করবে। সাবধান! এ আমার আজ্ঞা।' [৯] তখন যোশুয়া তাদের পাঠিয়ে দিলেন, আর তারা ওত পেতে থাকার জায়গায় গিয়ে আইয়ের পশ্চিমে বেথেল ও আইয়ের মধ্যস্থানে অবস্থান নিল; এদিকে যোশুয়া জনগণের মধ্যে রাত কাটালেন।

[১০] ভোরে উঠে যোশুয়া লোক জড় করলেন, এবং তিনি ও ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গ লোকদের আগে আগে আইয়ের দিকে রওনা হলেন। [১১] জনগণের মধ্যে যুদ্ধের যোগ্য যত লোক তাঁর সঙ্গে ছিল, তারা সকলে এগিয়ে চলল, এবং শহরের সামনে এসে পৌঁছে আইয়ের উত্তরদিকে শিবির বসাল। যোশুয়া ও আইয়ের মধ্যে একটা উপত্যকা ছিল। [১২] তিনি আনুমানিক পাঁচ হাজার লোক নিয়ে শহরের পশ্চিমদিকে বেথেল ও আইয়ের মধ্যস্থানে তাদের গোপন জায়গায় মোতায়েন করলেন। [১৩] এইভাবে জনগণ শহরের উত্তরদিকে শিবির বসাল ও তাদের পশ্চাদ্ভাগ শহরের পশ্চিমদিকে ওত পেতে থাকল;

সেই রাতে যোশুয়া উপত্যকার মধ্যে গেলেন। [১৪] আইয়ের রাজা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেই শহরের সকল লোক, রাজা ও তাঁর গোটা জনগণ, শীঘ্রই ভোরে উঠে ইস্রায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে, আরাবা নিম্নভূমির সামনে যে ঢালু স্থান রয়েছে, তার দিকে গেলেন; কিন্তু শহরের পিছনে যে তাঁর জন্য সৈন্য ওত পেতে ছিল, তা তিনি জানতেন না। [১৫] যোশুয়া ও গোটা ইস্রায়েল তাদের দ্বারা পরাজিত হওয়ার ভান করে মরুপ্রান্তরের পথ দিয়ে পালাতে লাগলেন; [১৬] তখন শহরের মধ্যে থাকা সকল লোক তাদের পিছনে ধাওয়া করতে যোগ দিল, আর যোশুয়ার পিছনে ধাওয়া করতে করতে শহর থেকে দূরেই টানা পড়ল। [১৭] বের হয়ে ইস্রায়েলের পিছনে গেল না, এমন একজনও আইতে বা বেথেলে বাকি রইল না; ইস্রায়েলের পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে তারা নগরদ্বার খোলাই রাখল।

[১৮] তখন প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'তোমার হাতে যে বর্শা, তা আইয়ের দিকে বাড়াও, কেননা আমি শহরটাকে তোমার হাতে দিচ্ছি।' যোশুয়া তাঁর হাতে যে বর্শা ছিল, তা শহরের দিকে বাড়ালেন। [১৯] তিনি হাত বাড়ানো মাত্রই ওত পেতে থাকা লোকেরা তাদের জায়গা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দৌড় দিয়ে শহরে ঢুকে তা হস্তগত করল ও দেরি না করে শহরে আগুন লাগাল।

[২০] আইয়ের লোকেরা পিছনে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ দেখল, শহরের ধূম আকাশে উঠছে; কিন্তু সেসময়ে এদিকে কি ওদিকে কোনও দিকেই তাদের আর পালাবার উপায় রইল না; আর যে লোকেরা মরুপ্রান্তরের দিকে পালাচ্ছিল, তারা তাদের পিছনে যারা ছুটছিল, তাদেরই দিকে ফিরে আক্রমণ করল। [২১] কেননা যোশুয়া ও গোটা ইস্রায়েল যখন দেখতে পেলেন যে, যারা ওত পেতে ছিল, তারা ইতিমধ্যে শহর হস্তগত করেছে, এবং শহরের ধূম উঠছে, তখন তাঁরা ফিরে আইয়ের লোকদের আক্রমণ করতে লাগলেন। [২২] অন্যেরাও শহর থেকে তাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে এল, ফলে তারা ইস্রায়েলের মধ্যে পড়ল—কতজন এপাশে কতজন ওপাশে। ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের এমন ভাবে আঘাত করল যে, তাদের বেঁচে থাকা বা পলাতক কেউই রইল না। [২৩] কিন্তু আইয়ের রাজাকে তারা জীবিতই ধরল এবং যোশুয়ার কাছে আনল।

[২৪] যখন ইস্রায়েল তাদের সকলকে খোলা মাঠে, মরুপ্রান্তরে, অর্থাৎ আইয়ের লোকেরা যেখানে তাদের পিছনে ধাওয়া করেছিল, সেইখানে তাদের সংহার করা শেষ করল, আর তারা সকলেই খড়্গের আঘাতে মারা পড়ল, তখন গোটা ইস্রায়েল ফিরে আইতে এসে সেখানকার লোকদেরও খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারল। [২৫] সেদিন স্ত্রী-পুরুষ সবসমেত বারো হাজার লোক মারা পড়ল—সকলেই আইয়ের লোক। [২৬] যোশুয়া যে হাতে বর্শা ধরছিলেন, তাঁর সেই হাত ফেরালেন না, যতক্ষণ না তারা আইয়ের সকল অধিবাসীকে বিনাশ-মানতের বস্তু করল। [২৭] যোশুয়ার কাছে প্রভুর দেওয়া আজ্ঞামত ইস্রায়েল কেবল ওই শহরের পশু ও লুণ্ঠিত সম্পদ নিজেদের জন্য রাখল। [২৮] পরে যোশুয়া আই পুড়িয়ে দিয়ে তা চিরস্থায়ী ঢিবি করলেন, এমন উৎসন্ন স্থান করলেন, যা আজ পর্যন্ত সেইভাবে আছে। [২৯] তিনি আইয়ের রাজাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন, পরে সূর্যাস্তের সময়ে যোশুয়া আজ্ঞা করলেন যেন তাঁর লাশ গাছ থেকে নামানো হয়; তারা লাশটা নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে ফেলে তার উপরে পাথরের এক বিরাট ঢিবি করল: তা আজও রয়েছে।

যজ্ঞবেদি-নির্মাণ

এবাল পর্বতে বিধান-পাঠ

[৩০] সেই উপলক্ষে যোশুয়া এবাল পর্বতে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন। [৩১] প্রভুর দাস মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, তেমনি তারা মোশির বিধান-পুস্তকে লেখা আদেশ অনুসারে অক্ষুণ্ণ পাথর দিয়ে, যার উপরে লৌহজাতীয় কোন যন্ত্র কখনও ব্যবহার হয়নি, এমন পাথর দিয়ে ওই যজ্ঞবেদি গাঁথল; তার উপরে তারা প্রভুর উদ্দেশে আহুতি দিল; মিলন-যজ্ঞবলিও উৎসর্গ করল। [৩২] সেই জায়গায় পাথরগুলোর উপরে তিনি মোশির সেই বিধানের এক অনুলিপি লিখলেন, যা মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে লিখেছিলেন। [৩৩] ইস্রায়েল জাতিকে আশীর্বাদ করার জন্য, প্রভুর দাস মোশি যেমন আগে আজ্ঞা করেছিলেন, সেইমত গোটা ইস্রায়েল, তাদের প্রবীণেরা, শাস্ত্রীরা, বিচারকেরা, স্বজাতীয় বা প্রবাসী সমস্ত লোক মঞ্জুষার দু'পাশে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই লেবীয় যাজকদের সামনে

দাঁড়াল—তাদের অর্ধেক অংশ গারিজিম পর্বতের সামনে, আর অর্ধেক অংশ এবাল পর্বতের সামনে। [৩৪] বিধান-পুস্তকে যা কিছু লেখা আছে, ঠিক সেই অনুসারে যোশুয়া বিধানের সমস্ত কথা, আশীর্বাদের ও অভিশাপের সেই কথাই পাঠ করে শোনালেন। [৩৫] মোশি যা কিছু আজ্ঞা করেছিলেন, যোশুয়া গোটা ইস্রায়েল জনসমাবেশের সামনে—স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে, তাদের মধ্যে বাস করছিল যত বিদেশী—সকলেরই সামনে সেই সমস্ত কথা পাঠ করে শোনালেন; সেগুলোর একটামাত্র কথাও বাদ দিয়ে ত্রুটি করলেন না।

গিবেয়োনীয়দের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন

৯ [১] যর্দনের এপারের সকল রাজা—পার্বত্য অঞ্চলে, শেফেলায় ও লেবাননের দিকে মহাসমুদ্রের সমস্ত তীরে নিবাসী হিত্তীয়, আমোরীয়, কানানীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয় রাজারা একথা শুনতে পেয়ে [২] একজোট হয়ে যোশুয়া ও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সন্ধিবদ্ধ হলেন।

[৩] অন্যদিকে গিবেয়োন-অধিবাসীরা যখন শুনল, যেরিখো ও আইয়ের প্রতি যোশুয়া কিনা করেছিলেন, [৪] তখন চতুরতা হাতিয়ার করেই কাজ করল: তারা ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজ নিজ গাধার উপরে পুরাতন বস্তা ও আঙুররসের পুরাতন, জীর্ণ ও কোন রকমে তালি-দেওয়া ভিস্তি চাপাল, [৫] পায়ে পুরাতন ও কোন রকমে তালি-দেওয়া জুতো ও গায়ে জীর্ণ-শীর্ণ জামাকাপড় দিল; যাত্রাপথের জন্য তাদের রুটি সবই শুষ্ক ও ছাতাপড়া ছিল; [৬] পরে তারা গিল্গালের শিবিরে যোশুয়ার কাছে গিয়ে তাঁকে ও ইস্রায়েলীয়দের বলল, 'আমরা দূরদেশ থেকে আসছি, আপনারা আমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থির করুন।' [৭] ইস্রায়েলীয়েরা উত্তরে সেই হিব্বীয়দের বলল, 'কি জানি, হয় তো তোমরা আমাদের কাছাকাছিই বাস করছ, তাহলে আমরা কেমন করে তোমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থির করতে পারি?' [৮] তারা যোশুয়াকে বলল, 'আমরা আপনার দাস!' আর যোশুয়া তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কারা? কোথা থেকে এলে?' [৯] তারা উত্তরে বলল, 'আপনার দাস আমরা আপনার পরমেশ্বর প্রভুর খ্যাতির খাতিরে অতিদূর দেশ থেকে এলাম, কেননা আমরা তাঁর কীর্তির কথা শুনেছি; হ্যাঁ, তিনি মিশর দেশে যে কী কাজ না

করেছেন, [১০] যর্দনের ওপারে নিবাসী সেই দুই আমোরীয় রাজার প্রতি, হেশবোনের রাজা সেই সিহোনের ও বাশানের রাজা আস্তারোথ-নিবাসী সেই ওগের প্রতি যে কী কাজ না করেছেন, তা সবকিছুই আমরা শুনেছি। [১১] এজন্য আমাদের প্রবীণেরা ও দেশের সকল অধিবাসী আমাদের বলল, যাত্রাপথের জন্য খাবার যোগাড় করে তোমরা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাও; তাদের বল: আমরা আপনাদের দাস, তাই আপনারা আমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থির করুন। [১২] এই যে আমাদের রুটি: আপনাদের কাছে আসবার জন্য যেদিন রওনা হই, সেদিন আমরা বাড়ি থেকে তা যাত্রাপথের জন্য নিলাম, তখন গরমই ছিল; এবার দেখুন, তা এখন শুষ্ক ও ছাতাপড়া; [১৩] আর আঙুররসের এই সকল ভিস্তি আমরা যখন আঙুররসে ভরিয়ে তুলি, তখন নতুন ছিল, এবার দেখুন, সবগুলো ছিঁড়ে গেছে; আবার, অতিদীর্ঘ যাত্রাপথের ফলে আমাদের এই সমস্ত জামাকাপড় ও জুতোও জীর্ণ-শীর্ণ হয়েছে।’

[১৪] তখন ইস্রায়েলীয়েরা প্রভুর অভিমত যাচনা না করেই তাদের খাদ্য-সামগ্রী নিল। [১৫] যোশুয়া তাদের সঙ্গে শান্তি স্থির করে এই সন্ধিও স্থাপন করলেন যে, তাদের বাঁচতে দেবেন; জনমণ্ডলীর নেতারা এসমস্ত ব্যাপারে শপথ করে তা বহাল করল।

[১৬] তখন এমনটি ঘটল যে, তাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করার তিন দিন পর ইস্রায়েলীয়েরা শুনতে পেল, ওরা আসলে তাদের নিকটবর্তী ও তাদের অঞ্চলেই বাস করছে। [১৭] তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হয়ে তৃতীয় দিনে তাদের শহরগুলোতে গিয়ে পৌঁছল; তাদের শহরগুলোর নাম গিবেয়োন, কেফিরা, বেয়েরোথ ও কিরিয়াথ-যেয়ারিম। [১৮] জনমণ্ডলীর নেতারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামে তাদের কাছে শপথ করেছিলেন বিধায় ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের মেরে ফেলল না, কিন্তু গোটা জনমণ্ডলী নেতাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষে গজগজ করল।

[১৯] তথাপি গোটা জনমণ্ডলীর সকল নেতা বলল, ‘আমরা তো ওদের কাছে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর দিব্যি দিয়েই শপথ করেছি, তাই এখন ওদের স্পর্শ করতে পারি না; [২০] আমরা ওদের প্রতি এ করব: ওদের বাঁচতে দেব, ওদের কাছে যে শপথ করেছি, তার জন্য যেন আমাদের উপরে ক্রোধ এসে না পড়ে।’ [২১] নেতারা বলে চলল, ‘ওরা বেঁচে থাকুক, কিন্তু গোটা জনমণ্ডলীর জন্য ওরা কাঠকাটিয়ে ও

জলবাহক হোক।’ নেতারা কথা বললেই [২২] যোশুয়া গিবেয়োনীয়দের ডেকে বললেন:
‘তোমরা যখন আমাদের মধ্যেই বাস করছ, তখন আমাদের প্রবঞ্চনা করে কেন একথা
বললে যে, আমরা তোমাদের কাছ থেকে বহুদূরে বাস করি? [২৩] অতএব তোমরা
অভিশপ্ত, এবং আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের জন্য কাঠকাটিয়ে ও জলবাহক হয়ে
আমাদের দাসকর্ম করা থেকে কখনও মুক্তি পাবে না।’ [২৪] তারা যোশুয়াকে উত্তরে
বলল, ‘আপনার দাস আমরা এই খবর পেয়েছিলাম যে, আপনার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর
দাস মোশিকে এই সমস্ত দেশ আপনাদের দিতে ও আপনাদের সামনে থেকে এই দেশের
সকল অধিবাসীকে বিনাশ করতে আজ্ঞা করেছিলেন; তাছাড়া আমরা আপনাদের কারণে
আমাদের নিজেদের প্রাণের জন্যও খুবই ভীত হয়ে পড়েছিলাম, আর তাই তেমন কাজ
করেছি। [২৫] এখন দেখুন, আমরা আপনারই হাতে: আমাদের প্রতি যা করা আপনার
ভাল ও ন্যায্য মনে হয়, তাই করুন।’ [২৬] কাজেই তিনি তাদের প্রতি এইভাবে
ব্যবহার করলেন: ইস্রায়েল সন্তানদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করলেন, আর তারা
তাদের বধ করল না; [২৭] কিন্তু সেদিনে যোশুয়া প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে জনমণ্ডলীর
ও প্রভুর যজ্ঞবেদির জন্য কাঠ-কাটা ও জলবহন কাজে তাদের নিযুক্ত করলেন; তারা
আজ পর্যন্ত তা করে আসছে।

গিবেয়োন ও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সন্ধিবদ্ধ নানা দেশ

১০ [১] তখন এমনটি ঘটল যে, যেরুশালেমের রাজা আদোনি-সেদেক একথা
শুনলেন যে, যোশুয়া আইকে জয় করে বিনাশ-মানতের বস্তু করে ফেলেছিলেন, এবং
যেরিখো ও সেখানকার রাজার প্রতি যেমন করেছিলেন, আইয়ের ও সেখানকার রাজার
প্রতিও তেমন করেছিলেন; তাছাড়া এও শুনলেন যে, গিবেয়োন-অধিবাসীরা ইস্রায়েলের
সঙ্গে সন্ধি করে তাদের মধ্যে বাস করছিল। [২] তখন লোকেরা ভীষণ ভয় পেল,
যেহেতু সমস্ত রাজধানীর মধ্যে গিবেয়োন ছিল বিরাট এক শহর ও আইয়ের চেয়েও বড়,
আর সেখানকার সমস্ত লোক বীরযোদ্ধা ছিল। [৩] ফলে যেরুশালেমের রাজা আদোনি-
সেদেক দূত পাঠিয়ে হেব্রোনের রাজা হোহাম, যার্মুথের রাজা পিরেয়াম, লাখিশের রাজা
যাফিয়া ও এগ্লোনের রাজা দেবিরকে বললেন, [৪] ‘আমার কাছে আসুন, আমাকে

সাহায্য করুন। চলুন, আমরা গিবেয়োনীয়দের আক্রমণ করি, কারণ তারা যোশুয়া ও ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্থির করেছে।' [৫] তাই আমোরীয়দের ওই পাঁচ রাজা, তথা যেরুশালেমের রাজা, হেব্রোনের রাজা, যার্মুথের রাজা, লাখিশের রাজা ও এগ্লোনের রাজা একত্র হয়ে তাঁদের সেনাদলের সঙ্গে এগিয়ে গেলেন, এবং গিবেয়োনের সামনে শিবির বসিয়ে তাদের আক্রমণ করলেন।

[৬] তখন গিবেয়োনীয়েরা গিল্গালের শিবিরে যোশুয়ার কাছে দূত পাঠিয়ে বলল, 'আপনার এই দাসদের আপনার সাহায্য থেকে বঞ্চিত করবেন না; শীঘ্রই আসুন; আমাদের ত্রাণ করুন, আমাদের সাহায্য করুন, কারণ পাহাড়িয়া অঞ্চলের অধিবাসী সেই আমোরীয়দের সকল রাজা আমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছেন।' [৭] তখন যোশুয়া সমস্ত যোদ্ধা ও সমস্ত বলবান বীরপুরুষ সঙ্গে নিয়ে গিল্গাল ছেড়ে রওনা হলেন।

[৮] প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'তাদের ভয় করো না, কারণ আমি তাদের তোমার হাতে তুলে দিয়েছি, তারা কেউই তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না।' [৯] যোশুয়া গিল্গাল ছেড়ে সারারাত ধরে যাত্রা করে হঠাৎ তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। [১০] প্রভু ইস্রায়েলের সামনে তাদের বিহ্বল করে ফেললেন, গিবেয়োনে মহা পরাজয়ে তাদের পরাভূত করলেন; এমনকি বেথ্-হোরোনের অবরোহণ-পথ দিয়ে তাদের ধাওয়া করলেন, এবং আজেকা ও মাক্কেদা পর্যন্ত তাদের আঘাত করলেন।

[১১] তারা ইস্রায়েলের সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছে ও বেথ্-হোরোনের অবরোহণ-পথে পৌঁছে আসছে, এমন সময় প্রভু তাদের উপরে আজেকা পর্যন্ত আকাশ থেকে বড় বড় শিলার মত কী যেন বর্ষণ করলেন; তখন তাদের অনেকে মারা পড়ল। ইস্রায়েল সন্তানেরা যাদের খড়্গের আঘাতে বধ করল, তাদের চেয়ে বেশি লোক সেই শিলাপতনে মরল। [১২] যেদিন প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের হাতে আমোরীয়দের তুলে দিলেন, সেদিন যোশুয়া ইস্রায়েলের সামনে প্রভুর সাক্ষাতে একথা বললেন:

'সূর্য, গিবেয়োনে থাম!
তুমিও, চন্দ্র, আয়ালোন উপত্যকায় স্থগিত হও!'
[১৩] তখন সূর্য থামল,
চন্দ্রও স্থির থাকল,

যতক্ষণ না জনগণ শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিল।

ন্যায়বানের পুস্তকে একথা কি লেখা নেই, ‘সূর্য আকাশের মধ্যস্থানে স্থির থাকল, আর অস্তগমন করতে প্রায় পুরো এক দিন দেরি করল? [১৪] তার আগে বা পরে এমন আর কোন দিন হয়নি, কেননা প্রভু একটি মানুষের প্রতি বাধ্য হলেন, যেহেতু প্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন।’

[১৫] পরে যোশুয়া গোটা ইস্রায়েলের সঙ্গে গিল্গালের শিবিরে ফিরে গেলেন।

মাক্কেদার গুহায় পাঁচ রাজা

[১৬] আর ওই পাঁচ রাজা পালিয়ে গিয়ে মাক্কেদার গুহায় লুকিয়েছিলেন। [১৭] যোশুয়াকে এই খবর দেওয়া হল, ‘সেই পাঁচ রাজাকে পাওয়া গেছে, ওরা মাক্কেদার গুহায় লুক্কায়িত।’ [১৮] যোশুয়া বললেন, ‘তোমরা সেই গুহার মুখে কয়েকটা বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে ওদের উপর লক্ষ রাখতে সেখানে লোক মোতায়েন কর; [১৯] কিন্তু তোমরা দাঁড়িয়ে থেকো না, শত্রুদের পিছনে ধাওয়া কর, সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগেই তাদের আক্রমণ কর, এবং তাদের নিজ নিজ শহরগুলিতে ঢুকতে দিয়ো না, কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাদের তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।’ [২০] যোশুয়া ও ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের সর্বনাশ না ঘটানো পর্যন্তই মহাসংহারে তাদের সংহার করার পর এবং যারা বেঁচে রয়েছিল, তারা তাদের হাত থেকে পালিয়ে প্রাচীর-ঘেরা শহরগুলিতে ঢোকবার পর [২১] গোটা জনগণ মাক্কেদায় যোশুয়ার কাছে শিবিরে ফিরে এল। আর ইস্রায়েল সন্তানদের বিরুদ্ধে আর কেউই জিহ্বা নাড়াল না!

[২২] তখন যোশুয়া বললেন, ‘গুহাটার মুখ খোল ও সেখান থেকে ওই পাঁচ রাজাকে বের করে আমার কাছে আন।’ [২৩] তারা সেইমত করল, যেরুশালেমের রাজা, হেব্রোনের রাজা, যার্মুথের রাজা, লাখিশের রাজা ও এগ্লোনের রাজা, এই পাঁচ রাজাকে গুহা থেকে বের করে তাঁর কাছে আনল। [২৪] ওই পাঁচ রাজাকে যোশুয়ার কাছে আনা হলে তিনি ইস্রায়েলের সকল পুরুষকে কাছে ডাকলেন, এবং যারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, তাদের নেতাদের বললেন, ‘এগিয়ে এসো, এই রাজাদের ঘাড়ে পা দাও।’ তারা এগিয়ে এসে তাঁদের ঘাড়ে পা দিল। [২৫] যোশুয়া বলে চললেন, ‘ভয় করো না,

নিরাশ হয়ো না! বলবান হও ও সাহস ধর, কেননা তোমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেই সকল শত্রুদের প্রতি প্রভু তেমনিই করবেন।' [২৬] তাই বলে যোশুয়া সেই পাঁচ রাজাকে আঘাত করে প্রাণে মারলেন ও পাঁচটা গাছে ঝুলিয়ে দিলেন; তাঁরা সন্ধ্যা পর্যন্ত গাছে ঝুলানো রইলেন। [২৭] সূর্যাস্তের সময়ে তারা যোশুয়ার আজ্ঞায় তাঁদের গাছ থেকে নামিয়ে, যে গুহাতে তাঁরা লুকিয়েছিলেন, সেই গুহায় ফেলে দিল ও গুহাটার মুখে কয়েকটা বড় বড় পাথর দিয়ে রাখল; পাথরগুলি আজ পর্যন্তই সেখানে রয়েছে।

দক্ষিণ শহরগুলো হস্তগত

[২৮] সেদিনে যোশুয়া মাক্কেদা হস্তগত করলেন, এবং মাক্কেদা ও সেখানকার রাজাকে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারলেন ও সেখানকার সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন; কাউকে বাঁচিয়ে রাখলেন না; যেরিখোর রাজার প্রতি যেমন করেছিলেন, মাক্কেদার রাজার প্রতিও তেমনি করলেন।

[২৯] পরে যোশুয়া ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল মাক্কেদা থেকে লিব্নায় গিয়ে লিব্নার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। [৩০] প্রভু লিব্না ও সেখানকার রাজাকেও ইস্রায়েলের হাতে তুলে দিলেন, আর ইস্রায়েলীয়েরা লিব্না ও সেখানকার সমস্ত প্রাণীকে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারল। তার মধ্যে কাউকে বাঁচিয়ে রাখল না; যেরিখোর রাজার প্রতি যেমন করেছিল, সেখানকার রাজার প্রতিও তেমনি করল।

[৩১] পরে যোশুয়া ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল লিব্না থেকে লাখিশে গিয়ে তার বিরুদ্ধে শিবির বসিয়ে যুদ্ধ করলেন। [৩২] প্রভু লাখিশকে ইস্রায়েলের হাতে তুলে দিলেন, আর ইস্রায়েলীয়েরা দ্বিতীয় দিনে তা হস্তগত করে লিব্নার প্রতি যেমন করেছিল, তেমনি লাখিশ ও সেখানকার সমস্ত প্রাণীকেও খড়্গের আঘাতে আঘাত করল। [৩৩] সেসময় গেজেরের রাজা হোরাম লাখিশকে সাহায্য করতে এসেছিলেন, আর যোশুয়া তাঁকে ও তাঁর লোকদের আঘাত করলেন; তাঁর কাউকে বাঁচিয়ে রাখলেন না।

[৩৪] পরে যোশুয়া ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল লাখিশ থেকে এগ্লোনে গেলেন, আর ইস্রায়েলীয়েরা সেই জায়গার সামনে শিবির বসিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। [৩৫] সেদিন তা হস্তগত করে, তারা লাখিশের প্রতি যেমন করেছিল, তেমনি খড়্গের আঘাতে তা আঘাত করে সেদিন সেখানকার সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ-মানতের বস্তু করল।

[৩৬] পরে যোশুয়া ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল এগ্লোন থেকে হেব্রোনে গেলেন, আর ইস্রায়েলীয়েরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। [৩৭] তারা তা হস্তগত করে সেই শহর, তার রাজাকে, তার যত উপনগর ও সমস্ত প্রাণীকে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারল; এগ্লোনের প্রতি তিনি যেমন করেছিলেন, তেমনি এখানেও কাউকে বাঁচিয়ে রাখলেন না; হেব্রোন ও সেখানকার সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ-মানতের বস্তুই করলেন।

[৩৮] পরে যোশুয়া ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল ফিরে দেবিরের দিকে এসে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। [৩৯] ইস্রায়েলীয়েরা শহরটা, তার রাজাকে, তার যত উপনগর হস্তগত করল, এবং তারা খড়্গের আঘাতে মেরে সেখানকার সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ-মানতের বস্তু করল। তিনি কাউকে বাঁচিয়ে রাখলেন না। হেব্রোনের প্রতি ও লিব্নার ও সেখানকার রাজার প্রতি যেমন করেছিলেন, দেবিরের ও সেখানকার রাজার প্রতি তেমনি করলেন।

[৪০] এইভাবে যোশুয়া সমস্ত দেশ, পার্বত্য অঞ্চল, নেগেব, শেফেলা ও পর্বতের পাদদেশ, এবং গোটা এলাকার সমস্ত রাজাকে বশীভূত করলেন, কাউকে বাঁচিয়ে রাখলেন না; সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন, যেমনটি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু আজ্ঞা করেছিলেন। [৪১] যোশুয়া কাদেশ-বার্নেয়া থেকে গাজা পর্যন্ত তাদের আঘাত করলেন, এবং গিবেয়োন পর্যন্ত গোশেনের সমস্ত অঞ্চলকেও আঘাত করলেন। [৪২] যোশুয়া এই সমস্ত রাজা ও তাঁদের এলাকা এককালেই ধরলেন, কারণ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। [৪৩] পরে যোশুয়া ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল গিল্গালের শিবিরে ফিরে গেলেন।

মেরোম জলাশয়ের ধারে জয়লাভ

১১ [১] যখন হাৎসোরের রাজা যাবিন এই সমস্ত কিছুর খবর পেলেন, তখন তিনি মাদোনের রাজা যোবাবের, শিম্রোনের ও আক্সাফের রাজার কাছে, [২] এবং উত্তরে, পার্বত্য অঞ্চলে, কিন্নেরেথের দক্ষিণে অবস্থিত আরাবায়, শেফেলায় ও সাগরের দিকে অবস্থিত দোর-উপপর্বতমালার রাজাদের কাছে দূত পাঠালেন। [৩] পুবে ও পশ্চিমে কানানীয়েরা ছিল, পার্বত্য অঞ্চলে ছিল আমোরীয়েরা, হিত্তীয়েরা, পেরিজীয়েরা ও

যেবুসীয়েরা, এবং হার্মোনের নিচে অবস্থিত মিস্পা এলাকায় হিব্বীয়েরা ছিল। [৪] তাঁরা নিজ নিজ গোটা সৈন্যদল নিয়ে বের হলেন: তারা ছিল সমুদ্রের বালুকণার মতই অসংখ্য লোক; তাদের সঙ্গে ছিল বহু বহু ঘোড়া ও যুদ্ধরথ। [৫] এই রাজারা সকলে একজোট হয়ে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মেরোম জলাশয়ের কাছে এসে একত্রে শিবির বসালেন।

[৬] তখন প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'ওদের ভয় করো না, কেননা আগামীকাল এই সময়েই আমি ইস্রায়েলের সামনে ওদের সকলকে বিদ্ধই দেখাব। তুমি ওদের ঘোড়ার পায়ের শিরা কাটবে ও রথগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেবে।' [৭] যোশুয়া গোটা সৈন্যদল সঙ্গে নিয়ে মেরোম জলাশয়ের কাছে হঠাৎ তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। [৮] প্রভু তাদের ইস্রায়েলের হাতে তুলে দিলেন, আর ইস্রায়েলীয়েরা তাদের পরাভূত করে মহাসিদোন ও মিস্রেফোথ-মাইম পর্যন্ত ও পুবদিকে মিস্পার উপত্যকা পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করল; তাদের আঘাত করল যেপর্যন্ত তাদের কাউকে বাঁচিয়ে রাখল না। [৯] প্রভু যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, যোশুয়া তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার করলেন: তিনি তাদের ঘোড়ার পায়ের শিরা কাটলেন ও তাদের রথগুলো আগুনে পুড়িয়ে দিলেন।

হাৎসোর হস্তগত

[১০] সেসময় যোশুয়া ফিরে এসে হাৎসোর হস্তগত করলেন, ও খড়্গের আঘাতে সেখানকার রাজাকে প্রাণে মারলেন, কেননা আগে সেই হাৎসোর সেই সকল রাজ্যের রাজধানী হয়েছিল। [১১] তিনি সেখানকার সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ-মানতের বস্তু করে খড়্গের আঘাতে মেরে ফেললেন; তার মধ্যে একটা প্রাণীকেও বাঁচিয়ে রাখলেন না, এবং শেষে হাৎসোর আগুনে পুড়িয়ে দিলেন।

[১২] যোশুয়া ওই রাজনগরগুলো ও সেখানকার সমস্ত রাজাকে হস্তগত করে খড়্গের আঘাতে তাঁদের প্রাণে মারলেন; তাঁদের তিনি বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন, যেমনটি প্রভুর দাস মোশি আজ্ঞা করেছিলেন। [১৩] তথাপি যে সকল শহর নানা পর্বতচূড়ায় স্থাপিত ছিল, ইস্রায়েল সেগুলোর একটাও পোড়াল না; তারা কেবল হাৎসোর বাকি রাখল, তা যোশুয়া নিজেই পুড়িয়ে দিলেন। [১৪] ইস্রায়েল সন্তানেরা সেই সকল

শহরের সবকিছু ও পশুধন নিজেদের জন্য লুটের মাল হিসাবে নিল, কিন্তু প্রত্যেক মানুষকে খড়্গের আঘাতে মেরে সংহার করল; তাদের মধ্যে কোন প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখল না।

মোশির সমস্ত আজ্ঞা পালিত

[১৫] প্রভু তাঁর দাস মোশিকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, মোশিও যোশুয়াকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, যোশুয়া সেইমত ব্যবহার করলেন: প্রভু মোশিকে যে যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, যোশুয়া সেগুলোর একটাও অবহেলা করলেন না। [১৬] এইভাবে যোশুয়া সেই সমস্ত অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, সমস্ত নেগেব অঞ্চল, সমস্ত গোশেন দেশ, শেফেলা, আরাবা নিম্নভূমি, ইস্রায়েলের পার্বত্য অঞ্চল ও তার নিম্নভূমি দখল করলেন; [১৭] সেইরের দিকে উঠে গেছে সেই হালাক পর্বত থেকে হার্মোন পর্বতের পাদদেশে লেবাননের উপত্যকায় অবস্থিত বায়াল-গাদ পর্যন্ত তিনি তাদের সমস্ত রাজাকে ধরলেন, আঘাত করলেন, বধ করলেন। [১৮] যোশুয়া বহুদিন ধরে সেই রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। [১৯] গিবেয়োন-নিবাসী হিব্বীয়েরা ছাড়া এমন আর কোন শহর ছিল না যা ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করল; বাকি সমস্ত কিছু তারা যুদ্ধ-সংগ্রামেই হস্তগত করল। [২০] কেননা প্রভুরই সঙ্কল্প এ ছিল যে, তাদের হৃদয় ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জেদি হবে, যেন তারা বিনাশ-মানতের বস্তু হয় ও তিনি তাদের প্রতি দয়া না দেখিয়ে বরং তাদের সংহারই করেন; যেমন প্রভু মোশিকে আজ্ঞা করেছিলেন।

আনাকীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ

[২১] সেসময় যোশুয়া গিয়ে পার্বত্য অঞ্চল থেকে—হেব্রোন, দেবির ও আনাব থেকে, যুদার সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল থেকে ও ইস্রায়েলের সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল থেকে আনাকীয়দের উচ্ছেদ করলেন; যোশুয়া তাদের ও তাদের শহরগুলো বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন। [২২] ইস্রায়েল সন্তানদের এলাকায় আনাকীয়দের কেউই বেঁচে থাকল না; কেবল গাজায়, গাথে ও আসদোদে কয়েকজন রেহাই পেল। [২৩] মোশির কাছে প্রভুর দেওয়া সমস্ত বাণী অনুসারে যোশুয়া সমস্ত দেশ হস্তগত করলেন; তিনি প্রতিটি গোষ্ঠী

অনুযায়ী বিভাগ অনুসারে তা ইস্রায়েলের উত্তরাধিকার রূপে দিলেন। আর দেশ যুদ্ধ থেকে স্বস্তি পেল।

ইস্রায়েলের সমস্ত জয়লাভের তালিকা

১২ [১] যর্দনের ওপারে সূর্যাস্তের দিকে ইস্রায়েল সন্তানেরা দেশের যে যে রাজাকে পরাজিত করে তাঁদের দেশ অর্থাৎ আর্নোন উপত্যকা থেকে হার্মোন পর্বত পর্যন্ত ও পুবদিকে সমস্ত আরাবা নিম্নভূমি হস্তগত করেছিল, সেই সেই রাজা এই:

[২] হেশবোন-নিবাসী আমোরীয়দের রাজা সিহোন: তাঁর কর্তৃত্ব ছিল আর্নোন খাদনদীর সীমায় অবস্থিত আরোয়েরের উপত্যকার মধ্যবর্তী শহর থেকে, ও অর্ধেক গিলেয়াদ, আম্মোন-সন্তানদের সীমানা যাব্বোক নদী পর্যন্ত [৩] এবং কিন্নেরেথ সাগর পর্যন্ত আরাবা নিম্নভূমিতে, পুবদিকে, ও বেথ্-যেশিমোথের পথে আরাবার সাগর অর্থাৎ লবণ-সাগর পর্যন্ত, পুবদিকে, এবং পিস্গা-পাদদেশের নিচে দক্ষিণ দেশে। [৪] উপরন্তু বাশানের রাজা সেই ওগ, রেফাইম-বংশের একটা অবশিষ্টাংশ থেকে যাঁর উদ্ভব ও আস্তারোথে ও এদ্রেইতে যাঁর বাসস্থান; [৫] তিনি হার্মোন পর্বতে সাল্খাতে ও গেশুরীয়দের ও মাআখাথীয়দের সীমানা পর্যন্ত গোটা বাশান দেশে, এবং হেশবোনের সিহোন রাজার সীমানা পর্যন্ত অর্ধেক গিলেয়াদ দেশে কর্তৃত্ব করছিলেন। [৬] প্রভুর দাস মোশি ও ইস্রায়েল সন্তানেরা এঁদের পরাজিত করেছিলেন, এবং প্রভুর দাস মোশি সেই দেশের অধিকার রূবেনীয় ও গাদীয়দের এবং মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীকে দিয়েছিলেন।

[৭] যর্দনের এপারে, পশ্চিমদিকে, লেবাননের নিম্নভূমিতে অবস্থিত বায়াল-গাদ থেকে সেইরগামী হালাক পর্বত পর্যন্ত যোশুয়া ও ইস্রায়েল সন্তানেরা দেশের যে যে রাজাকে পরাজিত করলেন, ও যোশুয়া যাঁদের দেশের অধিকার নিজ নিজ বিভাগ অনুসারে ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলোকে দিলেন, সেই সকল রাজা, [৮] অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চল, শেফেলা, আরাবা নিম্নভূমি, পর্বতমালার পাদদেশ, মরুপ্রান্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে নিবাসী হিত্তীয়, আমোরীয়, কানানীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয় সকল রাজা এই:

[৯] যেরিখোর রাজা: একজন;

বেথেলের নিকটবর্তী আইয়ের রাজা: একজন;

[১০] যেরুশালেমের রাজা : একজন ;

হেব্রোনের রাজা : একজন ;

[১১] যার্মুথের রাজা : একজন ;

লাখিশের রাজা : একজন ;

[১২] এগ্লোনের রাজা : একজন ;

গেজেরের রাজা : একজন ;

[১৩] দেবিরের রাজা : একজন ;

গেদেরের রাজা : একজন ;

[১৪] হর্মার রাজা : একজন ;

আরাদের রাজা : একজন ;

[১৫] লিব্নার রাজা : একজন ;

আদুল্লামের রাজা : একজন ;

[১৬] মাক্কেদার রাজা : একজন ;

বেথেলের রাজা : একজন ;

[১৭] তাপ্পুয়াহ্‌র রাজা : একজন ;

হেফেরের রাজা : একজন ;

[১৮] আফেকের রাজা : একজন ;

শারোনের রাজা : একজন ;

[১৯] মাদোনের রাজা : একজন ;

হাৎসোরের রাজা : একজন ;

[২০] শিম্রোন-মেরোনের রাজা : একজন ;

আক্সাফের রাজা : একজন ;

[২১] তানাখের রাজা : একজন ;

মেগিদ্দোর রাজা : একজন ;

[২২] কাদেশের রাজা : একজন ;

কার্মেলে অবস্থিত যক্নেয়ামের রাজা : একজন ;

[২৩] দোরের উপপর্বতে অবস্থিত দোরের রাজা : একজন ;

গিল্গালের জাতিগুলোর রাজা : একজন ;

[২৪] তির্সার রাজা : একজন।

সবসমেত একত্রিশজন রাজা।

গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ভূমি-বণ্টন

জয় করার বাকি এলাকা

১৩ [১] এর মধ্যে যোশুয়া বৃদ্ধ হয়েছিলেন; তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল; তখন প্রভু
তাঁকে বললেন: ‘তুমি বৃদ্ধ হলে, তোমার যথেষ্ট বয়স হল; কিন্তু অধিকার করার মত
এখনও বিস্তর এলাকা বাকি রয়েছে। [২] এখনও বাকি রইল যে এলাকা, তা এ এ:
ফিলিস্তিনিদের সকল প্রদেশ ও গেশুরীয়দের সমস্ত অঞ্চল; [৩] মিশরের পুবে যে
শিহোর নদী, তা থেকে এক্রোনের উত্তর সীমানা পর্যন্ত, যা কানানীয় এলাকা বলে গণ্য;
গাজাতীয়, আসদোদীয়, আস্কেলোনীয়, গাথীয় ও এক্রোনীয়—ফিলিস্তিনিদের এই পাঁচ
স্বৈরপতির দেশ; [৪] দক্ষিণদিকে অবস্থিত আব্বীয়দের দেশ; কানানীয়দের গোটা
অঞ্চল ও আমোরীয়দের এলাকায় অবস্থিত আফেকা পর্যন্ত সিদোনীয়দের অধীন আরা;
[৫] গেবালীয়দের দেশ ও হার্মোন পর্বতের তলে অবস্থিত বায়াল-গাদ থেকে হামাথের
প্রবেশস্থান পর্যন্ত, সূর্যোদয়ের দিকে সমস্ত লেবানন; [৬] লেবানন থেকে মিস্রেফোথ-
মাইম পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী সিদোনীয়দের সমস্ত দেশ। আমি নিজেই
ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে তাদের দেশছাড়া করব; কিন্তু তুমি তা ইস্রায়েলের
উত্তরাধিকার-রূপেই বণ্টন কর, যেমনটি আমি তোমাকে আজ্ঞা করলাম। [৭] এখন তুমি
উত্তরাধিকার-রূপে ন'টি গোষ্ঠীর ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীর মধ্যে এই দেশ ভাগ ভাগ
করে দাও।’

[৮] মানাশের সঙ্গে রূবেনীয়েরা ও গাদীয়েরা যর্দনের পুবপারে মোশির দেওয়া
উত্তরাধিকারের অংশ পেয়েছিল, যেমনটি প্রভুর দাস মোশি তাদের মঞ্জুর করেছিলেন;
[৯] অর্থাৎ আর্নোন উপত্যকার সীমায় অবস্থিত আরোয়ের ও উপত্যকার মধ্যবর্তী শহর
থেকে, এবং দিবোন পর্যন্ত মেদেবার সমস্ত সমতল ভূমি; [১০] আম্মোন-সন্তানদের
সীমানা পর্যন্ত আমোরীয়দের রাজা সিহোনের সকল শহর: তিনি হেশবোনে রাজত্ব
করেছিলেন; [১১] তাছাড়া গিলেয়াদ ও গেশুরীয়দের ও মাআখাথীয়দের অঞ্চল ও সমস্ত
হার্মোন পর্বত এবং সাল্‌খা পর্যন্ত সমস্ত বাশান, [১২] অর্থাৎ বাশানে সেই ওগের সমস্ত
রাজ্য, যিনি আস্তারোথে ও এদ্রেইতে রাজত্ব করেছিলেন ও ছিলেন রেফাইমদের মধ্যে

শেষ অবশিষ্ট মানুষ; মোশি এঁদের আঘাত করে দেশছাড়া করেছিলেন। [১৩] তথাপি ইস্রায়েল সন্তানেরা গেশুরীয়দের ও মাআখাথীয়দের দেশছাড়া করেনি; তাই গেশুরীয় ও মাআখাথীয় আজ পর্যন্ত ইস্রায়েলের মধ্যে বাস করে আসছে।

[১৪] কেবল লেবি গোষ্ঠীকে মোশি কোন উত্তরাধিকার দেননি; ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে যে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, তা-ই তার উত্তরাধিকার, যেমনটি তিনি মোশিকে বলেছিলেন।

[১৫] মোশি তাদের গোত্র অনুসারে রুবেন-সন্তানদের গোষ্ঠীকে একটা স্বত্বাংশ দিয়েছিলেন: [১৬] তাদের এলাকা ছিল আর্নোন উপত্যকার সীমায় অবস্থিত আরোয়ের থেকে ও উপত্যকার মধ্যবর্তী শহর ও মেদেবার নিকটবর্তী সমস্ত সমতল ভূমি; [১৭] হেশবোন ও সমতল ভূমিতে অবস্থিত তার সকল শহর, দিবোন, বামোথ-বায়াল, বেথ্-বায়াল-মেয়োন, [১৮] যাহাস, কেদেমোথ ও মেফায়াথ, [১৯] কিরিয়াথাইম, সিব্‌মা ও উপত্যকার পর্বতমালায় অবস্থিত সেরেথ-শাহার, [২০] বেথ্-পেওর, পিস্‌গার পাদদেশ ও বেথ্-যেশিমোথ; [২১] সমতল ভূমিতে অবস্থিত সকল শহর ও আমোরীয়দের রাজা সেই সিহোনের সমস্ত রাজ্য, যিনি হেশবোনে রাজত্ব করেছিলেন; মোশি তাঁকে এবং মিদিয়ানের নেতাদের, অর্থাৎ সেই দেশনিবাসী এবি, রেকেম, সুর, হুর ও রেবা নামে সিহোনের সামন্তরাজদের পরাজিত করেছিলেন। [২২] ইস্রায়েল সন্তানেরা খড়্গের আঘাতে যাদের প্রাণে মেরেছিল, তাদের মধ্যে বেয়োরের সন্তান মন্ত্রজালিক সেই বালায়ামকেও প্রাণে মেরেছিল। [২৩] যর্দন ও তার অঞ্চল ছিল রুবেন-সন্তানদের সীমানা; রুবেন-সন্তানদের গোত্র অনুসারে নিজ নিজ গ্রাম সমেত এই সকল শহর হল তাদের উত্তরাধিকার।

[২৪] মোশি গাদ-সন্তানদের গোত্র অনুসারে গাদ গোষ্ঠীকে একটা স্বত্বাংশ দিয়েছিলেন: [২৫] তারা পেল যাসের দেশ ও গিলেয়াদের সকল শহর ও রাব্বার সামনে অবস্থিত আরোয়ের পর্যন্ত আম্মোনীয়দের অর্ধেক অঞ্চল; [২৬] হেশবোন থেকে রামাথ-মিস্পে ও বেতোনিম পর্যন্ত এবং মাহানাইম থেকে লদেবারের এলাকা পর্যন্ত; [২৭] উপত্যকায় তারা পেল বেথ্-হারাম ও বেথ্-নিম্রা, সুক্কোথ, জাফোন, হেশবোনের রাজা সিহোনের বাকি রাজ্য এবং যর্দনের পুবে অর্থাৎ কিন্নেরেথ সাগরের প্রান্ত পর্যন্ত

যর্দন ও তার অঞ্চল। [২৮] গাদ-সন্তানদের গোত্র অনুসারে নিজ নিজ গ্রাম সমেত এই সকল শহর হল তাদের উত্তরাধিকার।

[২৯] মোশি তাদের গোত্র অনুসারে মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীকে একটা স্বত্বাংশ দিয়েছিলেন: [৩০] তাদের এলাকা মাহানাইম থেকে সমস্ত বাশান, বাশানের রাজা ওগের সমস্ত রাজ্য ও বাশানে অবস্থিত যায়িরের সকল শহর, অর্থাৎ ষাটটা শহর। [৩১] অর্ধেক গিলেয়াদ, আশ্তারোথ ও এদ্রেই, বাশানে ওগের এই রাজনগরগুলি মানাশের সন্তান মাখিরের সন্তানদের, অর্থাৎ গোত্র অনুসারে মাখিরের সন্তানদের অর্ধেক সংখ্যার উত্তরাধিকার-রূপে দেওয়া হল।

[৩২] যেরিখোর কাছে যর্দনের পুবপারে মোয়াবের নিম্নভূমিতে মোশি এই সমস্ত এলাকা বণ্টন করেছিলেন; [৩৩] কিন্তু লেবি-গোষ্ঠীকে মোশি কোন উত্তরাধিকার দিলেন না: ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুই তাদের উত্তরাধিকার, যেমনটি তিনি তাদের বলেছিলেন।

কানান দেশে ইস্রায়েলের এলাকা

১৪ [১] কানান দেশে ইস্রায়েল সন্তানেরা উত্তরাধিকার-রূপে এই সমস্তই পেল; এলেয়াজার যাজক, নূনের সন্তান যোশুয়া ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোষ্ঠীগুলোর পিতৃকুলপতিরা এই সমস্ত কিছু তাদের উত্তরাধিকার বলে নিরূপণ করলেন; [২] সাড়ে নয় গোষ্ঠী সম্বন্ধে প্রভু মোশির মধ্য দিয়ে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, সেই অনুসারে তাদের উত্তরাধিকার গুলিবাঁট ক্রমেই নিরূপণ করা হল। [৩] কেননা যর্দনের ওপারে মোশি নিজেই আড়াই গোষ্ঠীকে তার নিজ নিজ উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে লেবীয়দের উত্তরাধিকার দেননি; [৪] বাস্তবিকই যোসেফ-সন্তানেরা দুই গোষ্ঠী হল: মানাশে ও এফ্রাইম; আর লেবীয়দের কাছে [প্রতিশ্রুত] দেশে কোন স্বত্বাংশ দেওয়া হল না, কেবল কয়েকটা শহর দেওয়া হল যেখানে তারা বাস করতে পারে; তাদের পশুপাল ও সম্পত্তির জন্য সেই সকল শহরের চারণভূমিও দেওয়া হল। [৫] প্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইমত কাজ করে নিজেদের মধ্যে দেশ ভাগ করে নিল।

[৬] তখন এমনটি ঘটল যে, যুদা-সন্তানেরা গিল্গালে যোশুয়ার কাছে এল, আর কেনিজীয় যেফুন্নির সন্তান কালেব তাঁকে বললেন, ‘প্রভু কাদেশ-বার্নেয়াতে পরমেশ্বরের মানুষ মোশিকে আমার ও তোমার বিষয়ে যে কথা বলেছিলেন, তা তুমি জান। [৭] আমার বয়স যখন চল্লিশ বছর, তখন প্রভুর দাস মোশি দেশ পরিদর্শন করতে কাদেশ-বার্নেয়া থেকে আমাকে পাঠিয়েছিলেন, আর আমি ফিরে এসে তাঁর কাছে আমার মনের কথা স্পষ্টই জানিয়েছিলাম। [৮] আমার যে ভাইয়েরা আমার সঙ্গে গিয়েছিল, তারা জনগণের মন ভেঙে দিয়েছিল, কিন্তু আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা দেখিয়েছিলাম। [৯] মোশি সেদিন এই বলে শপথ করেছিলেন, যে ভূমির উপরে পা বাড়িয়েছ, সেই ভূমি তোমার ও চিরকাল ধরে তোমার সন্তানদের উত্তরাধিকারে থাকবে; কেননা তুমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা দেখিয়েছ। [১০] এখন, দেখ, মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েলের চলাকালে যে সময়ে প্রভু মোশিকে সেই কথা বলেছিলেন, সেসময় থেকে প্রভু তাঁর বাণী অনুসারে এই পঁয়তাল্লিশ বছর আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন; আর আজ, দেখ, আমার বয়স পঁচাশি বছর। [১১] মোশি যেদিন আমাকে পাঠান, সেদিন আমি যেমন বলিষ্ঠ ছিলাম, আজও তেমনি আছি; যুদ্ধের জন্য এবং বাইরে যাবার ও ভিতরে আসবার জন্য আমার তখন যেমন বল ছিল, এখনও তেমন বল আছে। [১২] তাই সেদিন প্রভু এই যে পর্বতের কথা উল্লেখ করেছিলেন, এবার এই পর্বত আমাকে দাও, কেননা তুমি সেদিন জানতে পেরেছিলে যে, সেখানে আনাকীয়েরা আছে, বিরাট ও প্রাচীরে ঘেরা কতগুলো নগরও আছে; আমার আশা: প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, আর আমি প্রভুর সেই বাণী অনুসারে তাদের দেশছাড়া করব।’ [১৩] তখন যোশুয়া তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, এবং যেফুন্নির সন্তান কালেবকে উত্তরাধিকার-রূপে হেব্রোন দিলেন। [১৪] এজন্য আজ পর্যন্ত হেব্রোনে কেনিজীয় যেফুন্নির সন্তান কালেবের উত্তরাধিকার রয়েছে, কেননা তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা দেখিয়েছিলেন। [১৫] পুরাকালে হেব্রোনের নাম কিরিয়াথ-আর্বা ছিল: ওই আর্বা আনাকীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বড় লোক ছিলেন। আর দেশ যুদ্ধ থেকে স্বস্তি পেল।

যুদা গোষ্ঠীর স্বত্বাংশ

১৫ [১] গুলিবাঁট ক্রমে নিজ নিজ গোত্র অনুসারে যুদা-সন্তানদের গোষ্ঠীর যে স্বত্বাংশ নিরূপিত হল, তা এদোমের সীমানায় অবস্থিত, অর্থাৎ নেগেবের দিকে, সর্বদক্ষিণ প্রান্তে সীন মরুপ্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। [২] লবণ-সাগরের প্রান্ত থেকে অর্থাৎ নেগেবমুখী জিহ্বা-ভূমি থেকেই তাদের দক্ষিণ সীমানার আরম্ভ; [৩] আর তা দক্ষিণদিকে আক্রাব্বিম আরোহণ-পথ দিয়ে সীন পর্যন্ত গেল, এবং কাদেশ-বার্নেয়ার দক্ষিণদিক হয়ে ঊর্ধ্বের দিকে গেল; পরে হেস্রোনে গিয়ে আদ্দারের দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়ে কার্কা পর্যন্ত ঘুরে গেল। [৪] পরে আস্মোন হয়ে মিশরের খরস্রোত পর্যন্ত বের হয়ে গেল; আর ওই সীমানার শেষ প্রান্ত সমুদ্রে ছিল: এ হবে তোমাদের দক্ষিণ সীমানা। [৫] পুব সীমানা ছিল যর্দনের মোহনা পর্যন্ত লবণ-সাগর। উত্তরদিকের সীমানা যর্দনের মোহনায় সমুদ্রের জিহ্বা-ভূমি থেকে শুরু করে বেথ্-হগ্লায় ঊর্ধ্বে গিয়ে [৬] বেথ্-আরাবার উত্তরদিক হয়ে গেল, পরে রূবেন-সন্তান বোহানের পাথর পর্যন্ত উঠে গেল। [৭] আবার, সেই সীমানা আখোর উপত্যকা থেকে দেবিরের দিকে গেল; পরে খরস্রোতের দক্ষিণ পারে অবস্থিত আদুম্মিম আরোহণ-পথের সামনে অবস্থিত গিল্গালের দিকে মুখ করে উত্তরদিকে গেল, ও এন্-শেমেশ নামে জলাশয়ের দিকে চলে গেল, আর তার শেষ প্রান্ত এন্-রোগেলে ছিল। [৮] সেই সীমানা বেন্-হিন্নোম উপত্যকা দিয়ে উঠে যেবুসের অর্থাৎ যেরুশালেমের দক্ষিণ পাশ দিয়ে গেল, এবং পশ্চিমে হিন্নোম উপত্যকার সামনে ও রেফাইম সমতল ভূমির উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত পর্বতচূড়া পর্যন্ত গেল। [৯] পরে সেই সীমানা ওই পর্বতচূড়া থেকে নেফ্তোয়াহ্র জলাশয়ের উৎস পর্যন্ত বিস্তৃত হল, এবং এফ্রোন পর্বতের কাছে অবস্থিত শহরগুলি পর্যন্ত বের হয়ে গেল; পরে বায়ালা অর্থাৎ কিরিয়াথ-যেয়ারিম পর্যন্ত গেল; [১০] পরে বায়ালা থেকে সেইর পর্বত পর্যন্ত পশ্চিমদিকে ঘুরে যেয়ারিম পর্বতের উত্তর পাশে অর্থাৎ কেসালোন পর্যন্ত গেল; পরে বেথ্-শেমেশে নিচের দিকে গিয়ে তিম্নার মধ্য দিয়ে গেল। [১১] পরে সেই সীমানা এক্রোনের উত্তর পাশ পর্যন্ত গেল, শিক্কারোন পর্যন্ত বিস্তৃত হল ও বালা পর্বত হয়ে যাব্নেয়েলে গিয়ে তার শেষ প্রান্ত সমুদ্রে পড়ল। [১২] পশ্চিম সীমানা ছিল মহাসমুদ্র ও তার অঞ্চল। নিজ নিজ গোত্র অনুসারে যুদা-সন্তানদের চতুঃসীমানা এই।

[১৩] যোশুয়ার কাছে প্রভুর দেওয়া আজ্ঞা অনুসারে যেফুন্নির সন্তান কালেবকে যুদা-সন্তানদের মধ্যেই স্বত্বাংশ দেওয়া হল: তাঁকে দেওয়া হল কিরিয়াথ-আর্বা, অর্থাৎ হেব্রোন; ওই আর্বা আনাকের পিতা। [১৪] কালেব সেখান থেকে আনাকের তিন সন্তান শেশাই, আহিমান ও তাল্মাইকে তাড়িয়ে দিলেন; তারা ছিল আনাকের বংশধর। [১৫] সেখান থেকে তিনি দেবিরের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন; আগে দেবিরের নাম ছিল কিরিয়াথ-সেফের। [১৬] কালেব বললেন, 'যে কেউ কিরিয়াথ-সেফের আক্রমণ করে হস্তগত করবে, তার সঙ্গে আমি আমার মেয়ে আক্সার বিবাহ দেব।' [১৭] কালেবের ভাই কেনাজের সন্তান অথ্নিয়েল শহরটা হস্তগত করলে তিনি তাঁর সঙ্গে তাঁর আপন মেয়ে আক্সার বিবাহ দিলেন। [১৮] ওই মেয়ে স্বামীর ঘরে এলে স্বামী তার মনে এই চিন্তা ঢোকালেন, সে যেন পিতার কাছে একটা মাঠ চায়। কিন্তু সে গাধা থেকে নামলে কালেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা কি?' [১৯] উত্তরে সে বলল, 'একটি আশীর্বাদ দান করুন: যেহেতু আপনি আমাকে নেগেব অঞ্চলটা দিয়েছেন, সেজন্য জলের উৎসগুলিও আমাকে দিন।' তাই তিনি তাকে উপরের উৎসগুলো ও নিচের উৎসগুলো দিলেন।

[২০] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে যুদা-সন্তানদের গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার এই: [২১] নেগেবে এদোমের সীমানার কাছে যুদা-সন্তানদের গোষ্ঠীর প্রান্তে অবস্থিত শহরগুলো এ এ: কাব্‌সেল, এদের, যাগুর, [২২] কিনা, দিমোনা, আদাদা, [২৩] কেদেশ, হাৎসোর, ইথ্নান, [২৪] জিফ, তেলেম, বেয়ালোথ, [২৫] হাৎসোর-হাদাত্তা, কেরিয়োথ-হেস্রোন অর্থাৎ হাৎসোর, [২৬] আমাম, শেমা, মোলাদা, [২৭] হাৎসার-গাদ্দা, হেশ্মোন, বেথ্-পেলেৎ, [২৮] হাৎসার-শুয়াল, বের্শেবা ও তার যত উপনগর, [২৯] বায়ালা, ইম, এৎসেম, [৩০] এল্তোলাদ, কেসিল, হর্মা, [৩১] সিক্লাগ, মাদ্মান্না ও সান্‌সান্না, [৩২] লেবায়োথ, শিল্‌হিম ও আইন-রিম্মোন: নিজ নিজ গ্রাম সমেত ঊনত্রিশটা শহর।

[৩৩] শেফেলায়:

এশ্তায়োল, জরা, আস্না, [৩৪] জানোয়াহ্, এন্-গান্নিম, তাপ্পুয়াহ্, এনাম, [৩৫] যার্মুথ, আদুল্লাম, সোখো, আজেকা, [৩৬] শায়ারাইম, আদিথাইম, গেদেরা ও গেদেরোথাইম : নিজ নিজ গ্রাম সমেত সবসুদ্ধ চৌদ্দটা শহর ;

[৩৭] সেনান, হাদাশা, মিগ্দাল-গাদ, [৩৮] দিলেয়ান, মিস্পে, যক্থেল, [৩৯] লাখিশ, বৎস্কাথ, এগ্লোন, [৪০] কাব্বোন, লাহ্মাস, কিৎলিশ, [৪১] গেদেরোথ, বেথ্-দাগোন, নাআমা, মাক্কেদা : নিজ নিজ গ্রাম সমেত ষোলটা শহর ;

[৪২] লিব্না, এথের, আশান, [৪৩] ইপ্তা, আস্না, নেৎসিব, [৪৪] কেইলা, আক্জিব ও মারেশা : নিজ নিজ গ্রাম সমেত ন'টা শহর ;

[৪৫] এক্রোন ও তার উপনগর ও গ্রামসকল ; [৪৬] এক্রোন থেকে সমুদ্র পর্যন্ত আসদোদের নিকটবর্তী সমস্ত জায়গা ও গ্রামগুলো ;

[৪৭] আসদোদ ও তার উপনগর ও গ্রামসকল ; গাজা ও তার উপনগর ও গ্রামসকল মিশরের খরস্রোত পর্যন্ত, মহাসমুদ্র ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।

[৪৮] পার্বত্য অঞ্চলে :

শামির, যাত্থির, সোখো, [৪৯] দান্না, কিরিয়াথ-সান্না অর্থাৎ দেবির, [৫০] আনাব, এশ্তেমোয়া, আনিম, [৫১] গোশেন, হোলোন ও গিলো : নিজ নিজ গ্রাম সমেত এগারোটা শহর ;

[৫২] আরাব, দুমা, এশেয়ান, [৫৩] যানুম, বেথ্-তাপ্পুয়াহ্, আফেকা, [৫৪] হুম্তা, কিরিয়াথ-আর্বা অর্থাৎ হেব্রোন ও সিয়োর : নিজ নিজ গ্রাম সমেত ন'টা শহর ;

[৫৫] মাওন, কার্মেল, জিফ, যুত্তা, [৫৬] যেস্রেয়েল, যক্দেয়াম, সানোয়াহ্, [৫৭] কাইন, গিবেয়া ও তিম্না : নিজ নিজ গ্রাম সমেত দশটা শহর ;

[৫৮] হাল্হুল, বেথ্-সুর, গেদোর, [৫৯] মাআরাথ, বেথ্-হানোথ ও এল্তেকোন : নিজ নিজ গ্রাম সমেত ছ'টা শহর।

[৬০] কিরিয়াথ-বায়াল অর্থাৎ কিরিয়াথ-যেয়ারিম ও রাব্বা : নিজ নিজ গ্রাম সমেত দু'টো শহর।

[৬১] মরুপ্রান্তরে :

বেথ্‌-আরাবা, মিদ্দিন, সেকাখা, [৬২] নিব্‌শান, লবণ-নগর ও এন্‌-গেদি: নিজ নিজ গ্রাম সমেত ছ'টা শহর।

[৬৩] যুদা-সন্তানেরা যেরুশালেম-নিবাসী যেবুসীয়দের দেশছাড়া করতে পারল না; তাই যেবুসীয়েরা আজ পর্যন্ত যুদা-সন্তানদের সঙ্গে যেরুশালেমে বাস করে আসছে।

এফ্রাইম ও মানাশে গোষ্ঠীর স্বত্বাংশ

১৬ [১] গুলিবাঁট ক্রমে যোসেফ-সন্তানদের স্বত্বাংশ যেরিখোর কাছে যর্দন থেকে—অর্থাৎ পুবে অবস্থিত যেরিখোর জলাশয় থেকে—পার্বত্য অঞ্চলে যেরিখো থেকে ঊর্ধ্বগামী মরুপ্রান্তর বেয়ে বেথেলে গেল; [২] পরে বেথেল থেকে লুজায় এগিয়ে গেল, এবং সেই স্থান হয়ে আর্কীয়দের সীমানা পর্যন্ত আতারোথে এগিয়ে গেল; [৩] আর পশ্চিমদিকে যাফ্লেতীয়দের সীমানার দিকে নিচের বেথ্‌-হোরোনের সীমানা পর্যন্ত, গেজের পর্যন্তও এগিয়ে গেল, ও তার সীমানার শেষ প্রান্ত সমুদ্রে ছিল। [৪] এইভাবেই যোসেফ-সন্তান মানাশে ও এফ্রাইম নিজ নিজ উত্তরাধিকার পেল।

[৫] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এফ্রাইম-সন্তানদের এলাকা এই: পুবদিকে উপরের বেথ্‌-হোরোন পর্যন্ত আতারোথ-আদ্দার হল তাদের উত্তরাধিকারের সীমানা; [৬] পরে ওই সীমানা পশ্চিমদিকে মিখ্‌মেথাথের উত্তরে নির্গত হল; পরে পুবদিকে ঘুরে তায়ানাথ-শীলো পর্যন্ত গিয়ে তার কাছ দিয়ে যানোয়াহ্‌র পুবদিকে গেল। [৭] পরে যানোয়াহ্‌ থেকে আতারোথ ও নাআরা হয়ে যেরিখো পর্যন্ত গিয়ে যর্দনে নির্গত হল। [৮] পরে সেই সীমানা তাপ্পুয়াহ্‌ থেকে পশ্চিমদিক হয়ে কান্না খরস্রোতে গেল, ও তার সীমানার শেষ প্রান্ত সমুদ্রে ছিল। নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এ ছিল এফ্রাইম-সন্তানদের গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার। [৯] এছাড়া মানাশে-সন্তানদের উত্তরাধিকারের মধ্যে এফ্রাইম-সন্তানদের জন্য আলাদা করে রাখা নানা শহর ও সেগুলোর গ্রাম ছিল।

[১০] তারা গেজের-নিবাসী কানানীয়দের দেশছাড়া করতে পারল না; কানানীয়েরা আজ পর্যন্ত এফ্রাইমের মধ্যে বাস করে আসছে, কিন্তু তাদের উপরে মেহনতি কাজ চাপিয়ে দেওয়া আছে।

১৭ [১] গুলিবাঁট ক্রমে মানাশে গোষ্ঠীর যে স্বত্বাংশ নিরূপিত হল, তা এই, কেননা তিনি ছিলেন যোসেফের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু গিলেয়াদের পিতা অর্থাৎ মানাশের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাখির যোদ্ধা হওয়ায় গিলেয়াদ ও বাশান পেয়েছিলেন। [২] তাই নিজ নিজ গোত্র অনুসারে মানাশের অন্যান্য সন্তানদের, যথা আবিয়েজেরের সন্তানদের, হেলেকের সন্তানদের, আস্রিয়েলের সন্তানদের, শিখেমের সন্তানদের, হেফেরের সন্তানদের ও শেমিদার সন্তানদের নিজ নিজ স্বত্বাংশ দেওয়া হল; নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এরাই যোসেফের সন্তান মানাশের পুত্রসন্তান।

[৩] কিন্তু সেলোফ্‌হাদ—মানাশের সন্তান মাখির, মাখিরের সন্তান গিলেয়াদ, গিলেয়াদের সন্তান হেফের—এই হেফেরের সন্তান সেলোফ্‌হাদের কোন ছেলে ছিল না; কেবল কয়েকটি মেয়ে ছিল, যাদের নাম এই: মাহ্লা, নোয়া, হগ্লা, মিল্কা ও তির্সা। [৪] এরা এলেয়াজার যাজকের, নূনের সন্তান যোশুয়ার ও জননেতাদের সামনে এসে বলল, 'প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, যেন আমাদের ভাইদের মধ্যে আমাদের একটা উত্তরাধিকার দেওয়া হয়।' তাই প্রভুর আজ্ঞামত তিনি তাদের পিতার ভাইদের মধ্যে তাদের একটা উত্তরাধিকার দিলেন। [৫] তাতে যর্দনের ওপারে, সেই গিলেয়াদ ও বাশান দেশ ছাড়া মানাশের হাতে দশ ভাগ পড়ল, [৬] কারণ মানাশের সন্তানদের মধ্যে তার কন্যারাও উত্তরাধিকার পেল; আর মানাশের অন্য সন্তানেরা গিলেয়াদ অঞ্চল পেল।

[৭] মানাশের সীমানা আশের দিক থেকে শিখেমের সামনে অবস্থিত মিখ্‌মেথাথ ছিল; পরে ওই সীমানা ডান পাশে তাপ্পুয়াহ্‌র জলের উৎসের কাছে অবস্থিত যাশিব পর্যন্ত গেল। [৮] মানাশে তাপ্পুয়াহ্‌ অঞ্চল পেল, কিন্তু মানাশের সীমানায় সেই তাপ্পুয়াহ্‌ এফ্রাইম-সন্তানদেরই ছিল; [৯] ওই সীমানা কান্না খরস্রোত পর্যন্ত, খরস্রোতের দক্ষিণ তীরে নেমে গেল; মানাশের শহরগুলোর মধ্যে অবস্থিত এই সকল শহর এফ্রাইমেরই ছিল; মানাশের সীমানা খরস্রোতের উত্তরদিকে ছিল, এবং তার সীমানার শেষ প্রান্ত সমুদ্রে ছিল। [১০] দক্ষিণদিকের অঞ্চল ছিল এফ্রাইমের, ও উত্তরদিকের অঞ্চল ছিল মানাশের; এবং সমুদ্রই ছিল তার সীমানা; তারা উত্তরদিকে আশেরের ও পুবদিকে ইসাখারের পার্শ্ববর্তী ছিল। [১১] উপরন্তু ইসাখারের ও আশেরের মধ্যে নিজ গ্রামগুলির সঙ্গে বেথ্‌-সেয়ান, নিজ গ্রামগুলির সঙ্গে ইব্লেয়াম, নিজ গ্রামগুলির সঙ্গে দোরের

অধিবাসীরা, নিজ গ্রামগুলির সঙ্গে এন্-দোরের অধিবাসীরা, নিজ গ্রামগুলির সঙ্গে তায়ানাখের অধিবাসীরা, নিজ গ্রামগুলির সঙ্গে মেগিদ্দোর অধিবাসীরা এবং পার্বত্য অঞ্চলের তিন চূড়া মানাশেরই ছিল। [১২] কিন্তু মানাশের সন্তানেরা সেই সমস্ত শহরবাসীকে দেশছাড়া করতে পারল না, আর কানানীয়েরা সেই অঞ্চলে বাস করতে থাকল। [১৩] পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন প্রবল হল, তখন কানানীয়দের উপরে মেহনতি কাজ চাপিয়ে দিল; কিন্তু তবুও তাদের কখনও সম্পূর্ণরূপে দেশছাড়া করল না।

[১৪] যোসেফ-সন্তানেরা যোশুয়াকে বলল, 'আপনি কেন আমাকে উত্তরাধিকার-রূপে কেবল এক অংশ, কেবল এক ভাগ দিলেন? প্রভু আমাকে এমন প্রচুর আশিসে ধন্য করেছেন যে আমি বহুসংখ্যক এক জাতি হয়েছি।' [১৫] যোশুয়া উত্তর দিলেন, 'তুমি যখন এত বহুসংখ্যক এক জাতি, তখন সেই বনে উঠে যাও ও সেখানে পেরিজীয়দের ও রেফাইমদের এলাকায় তোমার ইচ্ছামত বন কেটে ফেল—যেহেতু এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চল তোমার পক্ষে সঙ্কীর্ণ।' [১৬] যোসেফ-সন্তানেরা বলল, 'পার্বত্য অঞ্চল আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়; তাছাড়া উপত্যকায় যে সমস্ত কানানীয় বাস করে—বিশেষভাবে যারা বেথ্-সেয়ানে ও সেখানকার উপনগরগুলোতে এবং যেস্রেয়েল সমতল ভূমিতে বাস করে, তাদের লোহার রথ আছে।' [১৭] যোশুয়া যোসেফকুলকে অর্থাৎ এফ্রাইম ও মানাশেকে বললেন, 'তুমি বহুসংখ্যক এক জাতি, তোমার পরাক্রমও মহান; তুমি কেবল এক অংশের অধিকারী হবে না, [১৮] কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলও তোমার হবে। তা বন বটে, কিন্তু সেই গাছগুলো কেটে ফেললে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তা তোমার হবে; কেননা কানানীয়দের লোহার রথ ও পরাক্রম থাকলেও তুমি তাদের দেশছাড়া করবেই।'

বাকি গোষ্ঠীগুলোর স্বত্বাংশ বণ্টনের জন্য গুলিবাঁট

১৮ [১] ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী শীলোতে এসে একত্রে সমবেত হয়ে সেখানে সাক্ষাৎ-তাঁবু স্থাপন করল। দেশকে তাদের বশীভূত করা হয়েছিল। [২] নিজ নিজ উত্তরাধিকার তখনও পায়নি, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে এমন সাত গোষ্ঠী বাকি ছিল। [৩] তখন যোশুয়া ইস্রায়েল সন্তানদের বললেন, 'তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের যে দেশ দিয়েছেন, সেই দেশে গিয়ে তা অধিকার করতে

তোমরা আর কত সময় নষ্ট করবে? [৪] তোমরা তোমাদের এক এক গোষ্ঠীর তিন তিনজনকে বেছে নাও। আমি তাদের প্রেরণ করব, আর তারা উঠে অঞ্চলের সর্বত্র ঘুরে তাদের উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য ক'রে ভূমি জরিপ করবে ও আমার কাছে ফিরে আসবে। [৫] তারা তা সাত ভাগে বিভক্ত করবে: দক্ষিণদিকে তার নিজের এলাকায় যুদা থাকবে, এবং উত্তরদিকে তার নিজের এলাকায় যোসেফকুল থাকবে। [৬] তোমরা দেশটি সাত অংশ অনুসারে জরিপ করে তার লিখিত বর্ণনা আমার কাছে আনবে আর আমি এখানে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে তোমাদের জন্য গুলিবাঁট করব; [৭] তথাপি তোমাদের মধ্যে লেবীয়দের জন্য কোন অংশ থাকবে না, যেহেতু প্রভুর যাজকত্ব-পদই তাদের আপন উত্তরাধিকার; আর গাদ, রূবেন ও মানাশের অর্ধেক অংশ যর্দনের পুবপারেই নিজ নিজ উত্তরাধিকার পেয়েছে, যেভাবে প্রভুর দাস মোশি তাদের মঞ্জুর করেছিলেন।'

[৮] তাই সেই লোকেরা উঠে রওনা হল। যারা সেই দেশ জরিপ করতে যাচ্ছিল, যোশুয়া তাদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা গিয়ে অঞ্চলের সর্বত্র ঘুরে তার ভূমি জরিপ করে আমার কাছে ফিরে এসো, আর আমি এখানে, এই শীলোতে, প্রভুর সাক্ষাতে তোমাদের জন্য গুলিবাঁট করব।' [৯] সেই লোকেরা গিয়ে অঞ্চলের সর্বত্র ঘুরল, এবং শহর অনুসারে ভূমির সাত অংশ জরিপ করে একটা পুস্তকে তার বর্ণনা লিখে শীলোতে অবস্থিত শিবিরে যোশুয়ার কাছে ফিরে এল। [১০] তখন যোশুয়া শীলোতে প্রভুর সাক্ষাতে তাদের জন্য গুলিবাঁট করলেন, এবং যোশুয়া সেখানে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে তাদের বিভাগ অনুসারে দেশ ভাগ করে দিলেন।

[১১] গুলিবাঁট ক্রমে এক অংশ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে বেঞ্জামিন-সন্তানদের গোষ্ঠীর নামে উঠল। গুলিবাঁটে তাদের যে অংশ পড়ল, তার এলাকা ছিল যুদা-সন্তানদের ও যোসেফ-সন্তানদের মধ্যে। [১২] তাদের উত্তর পাশের সীমানা যর্দন থেকে যেরিখোর উত্তর পাশ দিয়ে গেল, পরে পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পশ্চিমদিকে বেথ্-আবেনের মরুপ্রান্তর পর্যন্ত গেল। [১৩] সেখান থেকে সেই সীমানা লুজে, দক্ষিণদিকে লুজের অর্থাৎ বেথেলের পাশ পর্যন্ত গেল, এবং নিচের বেথ্-হোরোনের দক্ষিণে অবস্থিত পর্বত দিয়ে আতারোথ-আদ্দারের দিকে নেমে গেল। [১৪] সেখান থেকে সেই সীমানা ফিরে

পশ্চিম পাশে, বেথ্-হোরোনের দক্ষিণে অবস্থিত পর্বত থেকে দক্ষিণদিকে গেল; আর কিরিয়াথ-বায়াল অর্থাৎ কিরিয়াথ-য়েয়ারিম নামে যুদা-সন্তানদের এই শহর পর্যন্ত গেল: এ পশ্চিম পাশ। [১৫] দক্ষিণ পাশ এ: কিরিয়াথ-য়েয়ারিমের প্রান্ত থেকেই তার আরম্ভ; পরে সেই সীমানা পশ্চিমদিকে নির্গত হয়ে নেফ্তোয়াহ্র জলের উৎস পর্যন্ত এগিয়ে গেল; [১৬] আর বেন্-হিন্নোম উপত্যকার সামনে ও রেফাইম উপত্যকার উত্তরদিকের পর্বতের প্রান্ত পর্যন্ত নেমে গেল, এবং হিন্নোম উপত্যকায়, যেবুসীয়দের দক্ষিণ পাশে নেমে এসে এন্-রোগেলে গেল। [১৭] পরে উত্তরদিকে ফিরে এন্-শেমেশে এগিয়ে গেল, এবং আদুম্মিম আরোহণ-পথের সামনে যে পাথর, তার দিকে নির্গত হয়ে রুবেন-সন্তান বোহানের পাথর পর্যন্ত নেমে গেল। [১৮] আর উত্তরদিকে আরাবা নিম্নভূমির সামনের পাশে গিয়ে আরাবা নিম্নভূমিতে নেমে গেল। [১৯] সীমানাটা উত্তরদিকে বেথ্-হগ্লার পাশ পর্যন্ত গেল; যর্দনের দক্ষিণ প্রান্তে যে লবণ-সাগর, তার উত্তর খাড়ি ছিল সেই সীমানার শেষ প্রান্ত: এ দক্ষিণ সীমানা। [২০] পুব পাশে যর্দনই ছিল তার সীমানা। এ ছিল তার চতুঃসীমানা অনুসারে, নিজ নিজ গোত্র অনুসারে বেঞ্জামিন-সন্তানদের উত্তরাধিকার।

[২১] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে বেঞ্জামিন-সন্তানদের গোষ্ঠীর শহরগুলো এ: যেরিখো, বেথ্-হগ্লা, এমেক-কেসিস, [২২] বেথ্-আরাবা, সেমারাইম, বেথেল, [২৩] আব্বিম, পারা, অফ্রা, [২৪] কেফার-আম্মোনাই, অফ্নি ও গেবা: নিজ নিজ গ্রাম সমেত বারোটা শহর; [২৫] গিবেয়োন, রামা, বেয়েরোথ, [২৬] মিস্পে, কেফিরা, মোৎসা, [২৭] রেকেম, ইর্পেয়েল, তারেয়ালা, [২৮] সেলা-এলেফ, যেবুস অর্থাৎ যেরুশালেম, গিবেয়া ও কিরিয়াথ: নিজ নিজ গ্রাম সমেত চৌদ্দটা শহর। এ হল নিজ নিজ গোত্র অনুসারে বেঞ্জামিন-সন্তানদের উত্তরাধিকার।

১৯ [১] গুলিবাঁট ক্রমে দ্বিতীয় অংশ শিমেয়োনের নামে—নিজ নিজ গোত্র অনুসারে শিমেয়োন-সন্তানদের গোষ্ঠীর নামে উঠল। তাদের উত্তরাধিকার হল যুদা-সন্তানদের উত্তরাধিকারের মাঝখানে। [২] তাদের এলাকায় তারা এই এই শহর পেল: বের্শেবা, শেবা, মোলাদা, [৩] হাৎসার-শুয়াল, বালা, এৎসেম, [৪] এল্তোলাদ, বেথুল, হর্মা, [৫] সিক্লাগ, বেথ্-মার্কাবোথ, হাৎসার-সুসা, [৬] বেথ্-লেবায়োথ ও শারুহেন: নিজ

নিজ গ্রাম সমেত তেরোটা শহর; [৭] আইন, রিম্মোন, এথের ও আশান: নিজ নিজ গ্রাম সমেত চারটে শহর; [৮] এবং বায়ালাথ-বেয়ের ও রামাথ-নেগেব পর্যন্ত ওই শহরগুলোর চারপাশের সমস্ত গ্রাম।

এ হল নিজ নিজ গোত্র অনুসারে শিমেয়োন-সন্তানদের গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার। [৯] শিমেয়োন-সন্তানদের উত্তরাধিকার ছিল যুদা-সন্তানদের স্বত্বাধিকারের এক ভাগ, কেননা যুদা-সন্তানদের স্বত্বাংশ তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ছিল; তাই শিমেয়োন-সন্তানেরা তাদের উত্তরাধিকারের মধ্যে উত্তরাধিকার পেল।

[১০] গুলিবাঁট ক্রমে তৃতীয় অংশ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে জাবুলোন-সন্তানদের নামে উঠল। তাদের উত্তরাধিকারের এলাকা সারিদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [১১] তাদের সীমানা পশ্চিমদিকে অর্থাৎ মারেয়ালায় উঠে গেল, এবং দাব্বেশেথ পর্যন্ত গেল, যক্নেয়ামের সামনে যে খরস্রোত, সেই খরস্রোত পর্যন্ত গেল। [১২] আর সারিদ থেকে পুবদিকে, সূর্যোদয়েরই দিকে ফিরে কিস্লোথ-তাবরের সীমানা পর্যন্ত গেল; পরে দাবেরাথের দিকে নির্গত হয়ে যাফিয়াতে উঠে গেল। [১৩] আর সেখান থেকে পুবদিক, সূর্যোদয়েরই দিক হয়ে গাথ-হেফের দিয়ে এথ্-কাৎসিন পর্যন্ত গেল, এবং নেয়া পর্যন্ত ঘুরে রিম্মোন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [১৪] আর সেই সীমানা উত্তরদিকে হান্নাথনের দিকে বাঁকা হয়ে ইপ্তা-এল্ উপত্যকা পর্যন্ত গেল। [১৫] তাছাড়া কাত্তাথ, নাহালাল, শিম্রোন, ইদেয়ালা ও বেথলেহেম—এ শহরগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল: নিজ নিজ গ্রাম সমেত বারোটা শহর। [১৬] এ হল নিজ নিজ গোত্র অনুসারে জাবুলোন-সন্তানদের উত্তরাধিকার: নিজ নিজ গ্রাম সমেত এই সকল শহর।

[১৭] গুলিবাঁট ক্রমে চতুর্থ অংশ ইসাখারের নামে—নিজ নিজ গোত্র অনুসারে ইসাখার-সন্তানদের নামে উঠল। [১৮] তাদের এলাকায় এই এই শহর অন্তর্ভুক্ত ছিল: যেস্রেয়েল, কেসুল্লোথ, শুনেম, [১৯] হাফারাইম, শিয়োন, আনাহারাথ, [২০] রাব্বিথ, কিশিয়োন, আবেস, [২১] রেমেথ, এন্-গান্নিম, এন্-হাদ্দা ও বেথ্-পাৎসেস। [২২] আর সেই সীমানা তাবর, শাহাসিম ও বেথ্-শেমেশ পর্যন্ত গেল, আর যর্দন ছিল তাদের সীমানার শেষ প্রান্ত: নিজ নিজ গ্রাম সমেত ষোলটা শহর। [২৩] এ হল নিজ নিজ গোত্র

অনুসারে ইসাখার-সন্তানদের গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার: নিজ নিজ গ্রাম সমেত এই সকল শহর।

[২৪] গুলিবাঁট ক্রমে পঞ্চম অংশ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে আশের-সন্তানদের নামে উঠল। [২৫] তাদের এলাকায় এই এই শহর অন্তর্ভুক্ত ছিল: হেল্কাথ, হালি, বেতেন, আক্সাফ, [২৬] আলাম্মেলেখ, আমেয়াদ, মিশাল। তাদের সীমানা পশ্চিমদিকে কার্মেল ও শিহোর-লিব্নাথ পর্যন্ত গেল। [২৭] আর সূর্যোদয়ের দিকে বেথ্-দাগোনের দিকে ঘুরে জাবুলোন ও উত্তরদিকে ইপ্তা-এল্ উপত্যকা, বেথ্-এমেক ও নেইয়েল পর্যন্ত গেল, পরে বাঁদিকে কাবুলের দিকে [২৮] এবং আব্দোন, রেহোব, হাম্মোন ও কানার দিকে মহাসিদোন পর্যন্ত গেল। [২৯] পরে সেই সীমানা ঘুরে রামায় ও প্রাচীর-ঘেরা তুরস শহরে গেল, পরে সেই সীমানা ঘুরে হোসাতে গেল এবং মেহেবেল, আক্জিব, [৩০] উমা, আফেক ও রেহোব ঘিরে সমুদ্র পর্যন্ত গেল: নিজ নিজ গ্রাম সমেত বাইশটা শহর। [৩১] এ হল নিজ নিজ গোত্র অনুসারে আশের-সন্তানদের গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার: নিজ নিজ গ্রাম সমেত এই সকল শহর।

[৩২] গুলিবাঁট ক্রমে ষষ্ঠ অংশ নেফ্তালি-সন্তানদের নামে—নিজ নিজ গোত্র অনুসারে নেফ্তালি-সন্তানদের নামে উঠল। [৩৩] তাদের সীমানা হেলেফ থেকে, জায়ানান্নাইমে যে ওক্ গাছ, সেই গাছ থেকে, আদামি-নেগেব ও যাব্নেয়েল দিয়ে লাক্কুম পর্যন্ত গেল, ও তার শেষ প্রান্ত যর্দনে ছিল। [৩৪] আর সেই সীমানা পশ্চিমদিকে ফিরে আজ্নোথ-তাবর পর্যন্ত গেল, এবং সেখান থেকে হুক্কোক পর্যন্ত গেল; আর দক্ষিণে জাবুলোন পর্যন্ত, পশ্চিমে আশের পর্যন্ত, ও সূর্যোদয়ের দিকে যর্দনের কাছে যে যুদা, তা পর্যন্ত গেল। [৩৫] প্রাচীর-ঘেরা নগরগুলো এই ছিল: সিদ্দিম, জের, হাম্মাথ, রাক্কাথ, কিন্নেরেথ, [৩৬] আদামা, রামা, হাৎসোর, [৩৭] কেদেশ, এদ্রেই, এন্-হাৎসোর, [৩৮] ইরোন, মিগ্দাল-এল্, হোরেম, বেথ্-হানাথ ও বেথ্-শেমেশ: নিজ নিজ গ্রাম সমেত উনিশটা শহর। [৩৯] এ হল নিজ নিজ গোত্র অনুসারে নেফ্তালি-সন্তানদের গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার: নিজ নিজ গ্রাম সমেত এই সকল শহর।

[৪০] গুলিবাঁট ক্রমে সপ্তম অংশ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে দান-সন্তানদের গোষ্ঠীর নামে উঠল। [৪১] তাদের উত্তরাধিকারের এলাকায় এই এই শহর অন্তর্ভুক্ত ছিল: জরা,

এশ্তায়োল, ইর-শেমেশ, [৪২] শায়ালাব্বিন, আয়ালোন, ইথ্লা, [৪৩] এলোন, তিম্না, এক্রোন, [৪৪] এল্তেকে, গিব্বেথোন, বায়ালাথ, [৪৫] যেহুদ, বেনে-বেরাক, গাথ-রিম্মোন, [৪৬] মে-যার্কোন, রাক্কোন ও যাফার সামনে অবস্থিত অঞ্চল। [৪৭] কিন্তু দান-সন্তানদের এলাকা তাদের হাতছাড়া হল, ফলে দান-সন্তানেরা লেশেম শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল, এবং তা হস্তগত করে খড়্গের আঘাতে আঘাত করল। তা অধিকার করে নিয়ে তারা সেইখানে বসতি করল, ও তাদের পিতৃপুরুষ দানের নাম অনুসারে শহরের নাম দান রাখল। [৪৮] এ হল নিজ নিজ গোত্র অনুসারে দান-সন্তানদের গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার: নিজ নিজ গ্রাম সমেত এই সকল শহর।

[৪৯] নিজ নিজ সীমানা অনুসারে দেশ-বিভাগ শেষ করার পর ইস্রায়েল সন্তানেরা নিজেদের মধ্যে নূনের সন্তান যোশুয়াকে এক উত্তরাধিকার দিল। [৫০] তারা প্রভুর বাণী অনুসারে তাঁকে সেই শহর দিল, যা তিনি নিজে বেছে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁকে এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত তিম্নাথ-সেরাহ্ দিল। তিনি সেই শহর পুনর্নির্মাণ করে সেইখানে বসতি করলেন।

[৫১] এই হল সেই সকল উত্তরাধিকার, যা এলেয়াজার যাজক, নূনের সন্তান যোশুয়া ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোষ্ঠীগুলোর পিতৃকুলপতিরা শীলোতে প্রভুর সাক্ষাতে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে গুলিবাঁট ক্রমে বণ্টন করলেন। এইভাবে তাঁরা দেশ-বিভাগ কর্ম সমাধা করলেন।

নরঘাতকদের জন্য আশ্রয়নগর

২০ [১] পরে প্রভু যোশুয়াকে বললেন, [২] 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: তোমরা তোমাদের জন্য সেই সকল আশ্রয়-নগর নিরূপণ কর, যার কথা আমি মোশির মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে বলেছিলাম, [৩] যেন যে লোক ভুলবশত বা পূর্ণ সচেতন না হয়ে কাউকে বধ করে, সেই নরঘাতক সেখানে গিয়ে আশ্রয় পেতে পারে; সেই শহরগুলো রক্তের প্রতিফলদাতার হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে তোমার আশ্রয়-স্থান হবে। [৪] সেই নরঘাতক এই শহরগুলোর যে কোন একটার মধ্যে পালাবে ও নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে দাঁড়িয়ে শহরের প্রবীণবর্গের কাছে তার ব্যাপার ব্যক্ত করবে;

তারা শহরের মধ্যে তাকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাস করার মত জায়গা ব্যবস্থা করবে। [৫] রক্তের প্রতিফলদাতা তার পিছনে ধাওয়া করলে তারা সেই নরঘাতককে তার হাতে তুলে দেবে না, যেহেতু সে পূর্ণ সচেতন না হয়েই তার প্রতিবেশীকে আঘাত করেছিল, আগে সে তাকে ঘৃণা করেনি। [৬] তাই যে পর্যন্ত সে বিচারের জন্য জনমণ্ডলীর সামনে না দাঁড়ায় ও সেকালে কর্মরত মহাযাজকের মৃত্যু না হয়, সেপর্যন্ত সে সেই শহরে থাকবে; পরে সেই নরঘাতক, যে শহর থেকে পালিয়ে এসেছিল, তার সেই শহরে ও বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে।'

[৭] এই উদ্দেশ্যে তারা নেপ্তালির পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত গালিলেয়ার কেদেশ, এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত শিখেম ও যুদার পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত কিরিয়াথ-আর্বা অর্থাৎ হেব্রোন আলাদা করে রাখল। [৮] আর যেরিখোর কাছে যর্দনের পুবপারে তারা রুবেন গোষ্ঠীর এলাকা থেকে মরুপ্রান্তরের সমভূমিতে অবস্থিত বেৎসের, গাদ গোষ্ঠীর এলাকা থেকে গিলেয়াদে অবস্থিত রামোথ ও মানাশে গোষ্ঠীর এলাকা থেকে বাশানে অবস্থিত গোলান স্থির করল। [৯] এই সকল শহর সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য ও তাদের মাঝে বাস করে সেই বিদেশীদের জন্য স্থির করা হল, কেউ পূর্ণ সচেতন না হয়ে নরহত্যা করলে যতদিন জনমণ্ডলীর সামনে না দাঁড়ায়, ততদিন সে যেন সেই জায়গায় গিয়ে আশ্রয় পেতে পারে ও রক্তের প্রতিফলদাতার হাতে না মরে।

লেবীয়দের শহরগুলো

২১ [১] লেবীয়দের পিতৃকুলপতিরা এলেয়াজার যাজকের, নূনের সন্তান যোশুয়ার ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোষ্ঠীগুলোর পিতৃকুলপতিদের কাছে এলেন— [২] সেসময় তাঁরা কানান দেশে, শীলোতে ছিলেন। তাঁরা তাঁদের বললেন: 'প্রভু মোশির মধ্য দিয়ে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, যেন বসবাসের জন্য আমাদের নানা শহর, ও পশুগুলোর জন্য চারণভূমি দেওয়া হয়।' [৩] তাই প্রভুর আজ্ঞামত ইস্রায়েল সন্তানেরা নিজ নিজ উত্তরাধিকার থেকে এই এই শহর ও সেগুলির চারণভূমি লেবীয়দের দিল।

[৪] কেহাথীয় গোত্রগুলির নামে গুলি উঠল: লেবীয়দের মধ্যে আরোন যাজকের সন্তানেরা গুলিবাঁট দ্বারা যুদা গোষ্ঠী, শিমেয়োনীয়দের গোষ্ঠী ও বেঞ্জামিন গোষ্ঠী থেকে

তেরোটা শহর পেল। [৫] কেহাথের বাকি সন্তানেরা গুলিবাঁট দ্বারা এফ্রাইম গোষ্ঠীর গোত্রগুলো থেকে ও দান গোষ্ঠী ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠী থেকে দশটা শহর পেল। [৬] গের্শোন-সন্তানেরা গুলিবাঁট দ্বারা ইসাখার গোষ্ঠীর গোত্রগুলো থেকে ও আশের গোষ্ঠী, নেফ্তালি গোষ্ঠী ও বাশানে অবস্থিত মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠী থেকে তেরোটা শহর পেল। [৭] মেরারি-সন্তানেরা নিজ নিজ গোত্র অনুসারে রূবেন গোষ্ঠী, গাদ গোষ্ঠী ও জাবুলোন গোষ্ঠী থেকে বারোটা শহর পেল। [৮] এইভাবে ইস্রায়েল সন্তানেরা গুলিবাঁট ক্রমে এই সকল শহর ও সেগুলির চারণভূমি লেবীয়দের দিল, যেমন প্রভু মোশির মধ্য দিয়ে আজ্ঞা করেছিলেন।

[৯] তারা যুদা-সন্তানদের গোষ্ঠীর ও শিমেয়োন-সন্তানদের গোষ্ঠীর এলাকা থেকে এখানে উল্লিখিত শহরগুলো দিল। [১০] লেবি-সন্তান কেহাথীয় গোত্রগুলোর মধ্যে এই সকল শহর আরোন-সন্তানদেরই হল, কেননা তাদেরই নামে প্রথম গুলি উঠল; [১১] ফলে কিরিয়াথ-আর্বা অর্থাৎ যুদার পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত হেব্রোন ও তার চারদিকের চারণভূমি তাদেরই দিল—আর্বা ছিলেন আনাকের পিতা। [১২] কিন্তু সেই শহরের যত মাঠ ও গ্রাম তারা স্বত্বাধিকার-রূপে যেফুন্নির সন্তান কালেবকে দিল। [১৩] তারা আরোন যাজকের সন্তানদের চারণভূমি সমেত নরঘাতকের আশ্রয়-নগর হেব্রোন দিল; আবার দিল চারণভূমি সমেত লিব্না, [১৪] চারণভূমি সমেত যাথির, চারণভূমি সমেত এশ্তেমোয়া, [১৫] চারণভূমি সমেত হোলোন, চারণভূমি সমেত দেবির, [১৬] চারণভূমি সমেত আইন, চারণভূমি সমেত যুত্তা, চারণভূমি সমেত বেথ্-শেমেশ: ওই দুই গোষ্ঠীর এলাকা থেকে এই ন'টা শহর দিল। [১৭] বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর এলাকা থেকে দিল চারণভূমি সমেত গিবেয়োন, চারণভূমি সমেত গেবা, [১৮] চারণভূমি সমেত আনাথোথ, চারণভূমি সমেত আলমোন: চারটে শহর। [১৯] আরোন-সন্তান যাজকদের দেওয়া মোট শহর: চারণভূমি সমেত তেরোটা শহর।

[২০] কেহাথের বাকি সন্তানেরা অর্থাৎ কেহাথ-সন্তান লেবীয়দের গোত্রগুলো পেল এফ্রাইম গোষ্ঠীর এলাকা থেকে কয়েকটা শহর। [২১] নরঘাতকের আশ্রয়-নগর হিসাবে তাদের দেওয়া হল এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত শিখেম ও তার চারণভূমি; তাছাড়া চারণভূমি সমেত গেজের, [২২] চারণভূমি সমেত কিব্সাইম ও চারণভূমি

সমেত বেথ্-হোরোন: চারটে শহর। [২৩] দান গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত এল্তেকে, চারণভূমি সমেত গিব্বেথোন, [২৪] চারণভূমি সমেত আয়ালোন ও চারণভূমি সমেত গাথ-রিম্মোন: চারটে শহর। [২৫] মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত তানাখ ও চারণভূমি সমেত গাথ-রিম্মোন: দু'টো শহর। [২৬] কেহাথের বাকি সন্তানদের গোত্রগুলোকে দেওয়া শহর: চারণভূমি সমেত সর্বমোট দশটা শহর।

[২৭] লেবীয়দের গোত্রগুলোর মধ্যে গের্শোনের সন্তানদের এই এই শহর দেওয়া হল: মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত নরঘাতকের আশ্রয়-নগর বাশানে অবস্থিত গোলান এবং চারণভূমি সমেত বে-আশ্তারোথ: দু'টো শহর; [২৮] ইসাখার গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত কিশিয়োন, চারণভূমি সমেত দাবেরাথ, [২৯] চারণভূমি সমেত যার্মুথ ও চারণভূমি সমেত এন্-গান্নিম: চারটে শহর; [৩০] আশের গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত মিশাল, চারণভূমি সমেত আব্দোন, [৩১] চারণভূমি সমেত হেল্কাথ ও চারণভূমি সমেত রেহোব: চারটে শহর; [৩২] নেফ্তালি গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত নরঘাতকের আশ্রয়-নগর গালিলেয়াতে অবস্থিত কেদেশ, এবং চারণভূমি সমেত হাম্মোৎ-দোর ও চারণভূমি সমেত কার্তান: তিনটে শহর। [৩৩] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে গের্শোনীয়দের দেওয়া মোট শহর: চারণভূমি সমেত তেরোটা শহর।

[৩৪] মেরারি-সন্তানদের গোত্রগুলোকে অর্থাৎ বাকি লেবীয়দের এই এই শহর দেওয়া হল: জাবুলোন গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত যক্নেয়াম, চারণভূমি সমেত কার্তা, [৩৫] চারণভূমি সমেত দিম্না ও চারণভূমি সমেত নাহালাল: চারটে শহর; [৩৬] রুবেন গোষ্ঠীর এলাকা থেকে নরঘাতকের আশ্রয়-নগর হিসাবে চারণভূমি সমেত বেৎসের, চারণভূমি সমেত যাহাস, [৩৭] চারণভূমি সমেত কেদেমোথ ও চারণভূমি সমেত মেফায়াথ: চারটে শহর; [৩৮] গাদ গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত নরঘাতকের আশ্রয়-নগর গিলেয়াদে অবস্থিত রামোথ, চারণভূমি সমেত মাহানাইম, [৩৯] চারণভূমি সমেত হেশবোন ও চারণভূমি সমেত যাসের: সবসুদ্ধ

চারটে শহর। [৪০] লেবীয়দের বাকি গোত্রগুলোকে অর্থাৎ নিজ নিজ গোত্রগুলো অনুসারে মেরারি-সন্তানদের কাছে গুলিবাঁট অনুযায়ী দেওয়া মোট শহর: বারোটা শহর।

[৪১] এইভাবে ইস্রায়েল সন্তানদের এলাকার মধ্যে লেবীয়দের দেওয়া সর্বমোট শহর: চারণভূমি সমেত সবসুদ্ধ আটচল্লিশটা শহর। [৪২] সেই সকল শহরের মধ্যে প্রতিটি শহরের চারদিকে চারণভূমি ছিল; তেমনি ছিল সেই সকল শহরের ক্ষেত্রে।

[৪৩] তাই প্রভু জনগণের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দেবেন বলে শপথ করেছিলেন, সেই গোটা দেশ ইস্রায়েলকে দিলেন, আর তারা তা অধিকার করে সেখানে বসতি করল। [৪৪] প্রভু চারদিকে তাদের বিশ্রাম দিলেন, যেমনটি তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন; তাদের সমস্ত শত্রুদের মধ্যে কেউই তাদের সামনে দাঁড়াতে পারল না; প্রভু তাদের সমস্ত শত্রুকে তাদের হাতে তুলে দিলেন। [৪৫] প্রভু ইস্রায়েলকুলের কাছে যে সকল মঙ্গলবাণী বলেছিলেন, তার মধ্যে একটি বাণীও ব্যর্থ হল না: সবই সিদ্ধিলাভ করল।

যর্দনের পুবপারের গোষ্ঠীগুলোর প্রত্যাগমন

২২ [১] তখন যোশুয়া রূবেনীয়দের, গাদীয়দের ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীকে ডেকে [২] বললেন: 'প্রভুর দাস মোশি যে সকল আজ্ঞা তোমাদের দিয়েছেন, সেই সমস্তই তোমরা পালন করেছ, এবং আমি যা কিছু তোমাদের আজ্ঞা করেছি, তাতে তোমরা আমার প্রতি বাধ্যতা দেখিয়েছ। [৩] বহুদিন থেকে আজ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের ভাইদের ছেড়ে যাওনি, বরং তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা পালন করে এসেছ। [৪] এখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতিমত তোমাদের ভাইদের বিশ্রাম দিয়েছেন, তাই এখন তোমরা তোমাদের তাঁবুতে, তোমাদের সেই অধিকার-দেশে ফিরে যাও, যা প্রভুর দাস মোশি যর্দনের ওপারে তোমাদের জন্য স্থির করেছেন। [৫] কেবল এই বিষয়ে খুব যত্নবান থাক: প্রভুর দাস মোশি যে আজ্ঞাগুলি ও বিধান তোমাদের দিয়েছেন, তা পালন কর; হ্যাঁ, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস, তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন কর, তাঁকে আঁকড়িয়ে ধর, এবং সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা কর।' [৬] যোশুয়া তাদের আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন আর তারা

নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেল। [৭] মোশি মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীকে বাশানে একটা এলাকা দিয়েছিলেন, এবং যোশুয়া তার বাকি অর্ধেক গোষ্ঠীকে যর্দনের পশ্চিমপারে তাদের ভাইদের মধ্যে একটা এলাকা দিলেন। তাদের নিজ নিজ তাঁবুতে বিদায় দেবার সময়ে যোশুয়া তাদের আশীর্বাদ করলেন, [৮] এবং এই কথাও বললেন: 'তোমরা প্রচুর সম্পত্তি, বহু বহু পশুধন, রুপো, সোনা, ব্রঞ্জ, লোহা ও অনেক পোশাক সঙ্গে নিয়ে নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছ; তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে নেওয়া লুণ্ঠিত সম্পদ তোমাদের ভাইদের সঙ্গেই ভাগ ভাগ করে নাও।'

যর্দনের ধারে এক যজ্ঞবেদি নির্মাণ

[৯] তাই রূবেন-সন্তানেরা, গাদ-সন্তানেরা ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠী কানান দেশে সেই শীলোতে ইস্রায়েল সন্তানদের রেখে বাড়ি ফিরে গেল, এবং তাদের অধিকার-দেশের দিকে, সেই গিলেয়াদের দিকে রওনা হল, যা মোশির মধ্য দিয়ে দেওয়া প্রভুর আজ্ঞাবলে স্বত্বাধিকার-রূপে পেয়েছিল।

[১০] কানান দেশে যর্দনের ধারে অবস্থিত গুয়েলিলোতে এসে পৌঁছলে রূবেন-সন্তানেরা, গাদ-সন্তানেরা ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠী সেখানে যর্দনের ধারে একটা যজ্ঞবেদি গাঁথল: দেখতে সেই বেদি বিরাট। [১১] যখন ইস্রায়েল সন্তানেরা একথা শুনল, 'দেখ, রূবেন-সন্তানেরা, গাদ-সন্তানেরা ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠী কানান দেশের উল্টো দিকে, যর্দনের ধারে অবস্থিত সেই গুয়েলিলোতে, ইস্রায়েল সন্তানদের পারে একটা যজ্ঞবেদি গেঁথেছে,' [১২] তখন একথা শুনে ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত জনমণ্ডলী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করার জন্য শীলোতে সমবেত হল। [১৩] ইস্রায়েল সন্তানেরা রূবেন-সন্তানদের, গাদ-সন্তানদের ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীর কাছে গিলেয়াদ দেশে এলেয়াজার যাজকের সন্তান ফিনেয়াসকে [১৪] ও তাঁর সঙ্গে দশজন জননেতাকে—ইস্রায়েলের প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে এক একজন পিতৃকুলপতিকে পাঠাল; তাঁরা এক একজন ইস্রায়েলের সহস্র সহস্রজনের মধ্যে নিজ নিজ পিতৃকুলের জননেতা ছিলেন। [১৫] তাঁরা গিলেয়াদ দেশে রূবেন-সন্তানদের, গাদ-সন্তানদের ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীর কাছে এসে তাদের একথা বললেন, [১৬] 'প্রভুর গোটা জনমণ্ডলী একথা বলছে: আজ প্রভুর প্রতি বিদ্রোহ করার জন্য একটা যজ্ঞবেদি গাঁথায়, হ্যাঁ, আজ প্রভুর

অনুসরণেই পিছটান দেওয়ায় তোমরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের প্রতি এই যে অবিশ্বস্ততা দেখালে, এ কি? [১৭] যে শঠতা প্রভুর জনমণ্ডলীর উপরে মড়ক ডেকে এনেছিল, এবং যা থেকে আমরা আজ পর্যন্তও শুচিতা ফিরে পাইনি, পেওর-সংক্রান্ত সেই শঠতা কি আমাদের পক্ষে এত সামান্য ব্যাপার? [১৮] তোমরা তো আজ প্রভুর অনুসরণে পিছটান দিয়েছ! কারণ আজ তোমরা প্রভুর প্রতি বিদ্রোহী হয়েছ আর তিনি আগামীকাল গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর প্রতিই ক্রুদ্ধ হবেন। [১৯] যাই হোক, যে দেশে তোমরা বসতি করেছ, তা যদি তোমরা অশুচি বোধ কর, তবে প্রভু যেখানে বসতি করেছেন, যেখানে প্রভুর আবাস রয়েছে, সেইখানে পার হয়ে আমাদের মধ্যে বসতি কর; কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর যজ্ঞবেদি ছাড়া নিজেদের জন্য অন্য যজ্ঞবেদি গাঁথায় প্রভুর প্রতি বিদ্রোহী হয়ো না, আমাদেরও বিদ্রোহী করো না। [২০] জেরাহ্‌র সন্তান আখান যখন বিনাশ-মানতের বস্তু সম্বন্ধে অবিশ্বস্ততা দেখিয়েছিল, তখন সে একজনমাত্র হলেও তবু পরমেশ্বরের ক্রোধ কি গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর উপরে নেমে আসেনি? তার নিজের অপরাধের জন্য তাকে কি মরতে হল না?’

[২১] তখন রূবেন-সন্তানেরা, গাদ-সন্তানেরা ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠী ইস্রায়েলের সেই সহস্রপতিদের উত্তরে বলল: [২২] ‘ঈশ্বর পরমেশ্বর প্রভু! ঈশ্বর পরমেশ্বর প্রভু! তিনিই জানেন; ইস্রায়েলও জেনে নিক। যদি আমরা প্রভুর প্রতি বিদ্রোহের মনোভাবে বা অবিশ্বস্ততার মনোভাবে একাজ করে থাকি, তবে আজ তিনি যেন আমাদের রেহাই না দেন! [২৩] যদি আমরা প্রভুর অনুসরণে পিছটান দেওয়ার অভিপ্রায়ে, কিংবা তার উপরে আহুতিবলি বা শস্য-নৈবেদ্য উৎসর্গ করা বা মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করার অভিপ্রায়েই একটা যজ্ঞবেদি গেঁথে থাকি, তবে প্রভু নিজেই আমাদের কাছ থেকে জবাবদিহি চেয়ে নিন! [২৪] না! আমরা বরং একাজ করেছি এই ভয়ে যে, কি জানি, ভাবীকালে তোমাদের ছেলেরা আমাদের ছেলেদের একথা বলবে: ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কী? [২৫] রূবেন-সন্তান ও গাদ-সন্তান যে তোমরা, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে প্রভু কি যর্দনকে সীমানা করে রাখেননি? প্রভুতে তোমাদের কোন সহভাগিতা নেই! আর এইভাবে তোমাদের ছেলেরা আমাদের ছেলেদের প্রভুকে ভয় করা থেকে পিছটান দেওয়াবে। [২৬] তাই এই উদ্দেশ্যেই আমরা বললাম: এসো, আমরা

একটা বেদি গাঁথতে তৈরি হই—আহুতির জন্যও নয়, যজ্ঞের জন্যও নয়; [২৭] বরং তা যেন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে, আমাদের বংশধরদের ও তোমাদের বংশধরদের মধ্যে সাক্ষীরূপে দাঁড়ায়, এবং এই প্রমাণ দিতে পারে যে, আমাদের আহুতি, আমাদের বলি ও আমাদের মিলন-যজ্ঞ দিয়ে প্রভুর সাক্ষাতে তাঁর সেবা করার অধিকার আমাদের আছেই; ফলে ভাবীকালে তোমাদের ছেলেরা আমাদের ছেলেদের বলতে পারবে না যে, প্রভুতে তোমাদের কোন সহভাগিতা নেই। [২৮] আমরা আরও বললাম: কোন কালে যদি এমনটি ঘটে যে তারা আমাদের বা আমাদের বংশধরদের একথা বলে, তবে আমরা প্রত্যুত্তরে বলব: তোমরা প্রভুর যজ্ঞবেদির ওই প্রতিরূপ লক্ষ কর, আমাদের পিতৃপুরুষেরাই তা গেঁথেছে—আহুতি বা যজ্ঞের জন্য নয়, বরং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে। [২৯] আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আবাসের সামনে যে যজ্ঞবেদি রয়েছে, তা ছাড়া আমরা যে আহুতি, শস্য-নৈবেদ্য বা যজ্ঞের জন্য অন্য একটা বেদি গাঁথায় প্রভুর প্রতি বিদ্রোহী হব, কিংবা আমরা আজ যে প্রভুর অনুসরণে পিছটান দেব, তা দূরে থাকুক!'

[৩০] তখন ফিনেয়াস যাজক, তাঁর সঙ্গী জনমণ্ডলীর নেতারা ও ইস্রায়েলের সহস্রপতিরা রূবেন-সন্তানদের, গাদ-সন্তানদের ও মানাশে-সন্তানদের একথা শুনে সন্তুষ্ট হলেন। [৩১] এলেয়াজার যাজকের সন্তান ফিনেয়াস রূবেন-সন্তানদের, গাদ-সন্তানদের ও মানাশে-সন্তানদের বললেন, 'আজ আমরা জানতে পারলাম যে, প্রভু আমাদের মধ্যে আছেন, কেননা তোমরা এই ব্যাপারে প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হওনি; এইভাবে তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের প্রভুর হাত থেকে উদ্ধার করেছ।'

[৩২] এলেয়াজার যাজকের সন্তান ফিনেয়াস ও সেই জননেতারা রূবেন-সন্তানদের ও গাদ-সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিলেয়াদ দেশ থেকে কানান দেশে ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে ফিরে এসে তাদের কাছে ব্যাপারটা জানালেন। [৩৩] এতে ইস্রায়েল সন্তানেরা সন্তুষ্ট হল, তাই ইস্রায়েল সন্তানেরা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল, এবং রূবেন-সন্তানেরা ও গাদ-সন্তানেরা যেখানে বাস করছিল, সেই দেশ বিনাশ করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আর কিছুই বলল না। [৩৪] রূবেন-সন্তানেরা ও

গাদ-সন্তানেরা সেই বেদির নাম সাক্ষী রাখল, কেননা বলল, ‘এ আমাদের মধ্যে সাক্ষী যে, প্রভুই পরমেশ্বর।’

যোশুয়ার শেষ বাণী

২৩ [১] বহুদিন পরে, যখন প্রভু ইস্রায়েলকে তাদের চারদিকের সমস্ত শত্রু থেকে স্বস্তি দিলেন—এর মধ্যে যোশুয়া বৃদ্ধ হয়েছিলেন ও তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল—[২] তখন যোশুয়া গোটা ইস্রায়েলকে, তাদের প্রবীণদের, জননেতাদের, বিচারকদের ও শাস্ত্রীদের ডেকে সমবেত করে বললেন, ‘আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। [৩] তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের খাতিরে এই সকল জাতিকে দেশছাড়া করায় তাদের প্রতি যত কর্ম সাধন করেছেন, তা তোমরা দেখেছ; বাস্তবিক তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু নিজেই তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। [৪] দেখ, যে যে জাতি এখনও বাকি রয়েছে, এবং যর্দন থেকে পশ্চিমদিকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত যে সকল জাতিকে আমি উচ্ছেদ করেছি, তাদের দেশ আমি তোমাদের বংশধরদের উত্তরাধিকার-রূপে গুলিবাঁট ক্রমে ভাগ ভাগ করে দিয়েছি। [৫] তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু নিজেই তোমাদের সামনে থেকে তাদের ঠেলে ফেলে দেবেন; তিনি তোমাদের সামনে থেকে তাদের দেশছাড়া করবেন, আর তোমরা তাদের দেশ অধিকার করবে, যেমন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু বলেছিলেন। [৬] সুতরাং তোমরা মোশির বিধান-পুস্তকে লেখা সমস্ত বাণী পালন করায় ও রক্ষা করায় অধিক বলবান হও: তার ডানে বা বামে সরে যেয়ো না; [৭] অর্থাৎ, এই জাতিগুলোর যে বাকি লোক তোমাদের মধ্যে রইল, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করো না, তাদের দেবতাদের নাম করো না, তাদের নামে শপথ করো না, এবং তাদের সেবা করো না ও তাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করো না; [৮] বরং তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকেই আঁকড়ে ধরে থাক—যেমন আজ পর্যন্ত করে আসছ। [৯] কেননা প্রভু তোমাদের সামনে থেকে মহান ও শক্তিশালী জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছেন; আর আজ পর্যন্ত তোমাদের সামনে কেউই দাঁড়াতে পারল না। [১০] তোমাদের একজনমাত্র হাজার মানুষকেই তাড়িয়ে দিচ্ছিল, যেহেতু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু নিজেই তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন, যেমন তিনি কথা দিয়েছিলেন। [১১] তাই তোমাদের নিজেদের প্রাণের

খাতিরে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাসতে অধিক যত্নবান হও; [১২] কেননা যদি কোন প্রকারে তোমাদের আবার পতন হয় এবং তোমাদের মধ্যে এখনও থাকা এই জাতিগুলির বাকি অংশের সাথে যোগ দাও, তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা কর এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা কর, [১৩] তবে জেনে নাও: তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের সামনে থেকে এই জাতিগুলোকে আর দেশছাড়া করবেন না, বরং তারা তোমাদের পক্ষে জাল ও ফাঁদ এবং তোমাদের কোমরে আঘাত ও তোমাদের চোখে কাঁটাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে, যতদিন না তোমরা সেই উত্তম দেশভূমি থেকে বিলুপ্ত হও—এই যে দেশভূমি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের দিয়েছেন! [১৪] দেখ, আমি আজ সেই পথে যাচ্ছি, সকল জগদ্বাসীদেরই যে পথ; তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে একথা স্বীকার কর যে, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের বিষয়ে যত মঙ্গলবাণী বলেছিলেন, তার মধ্যে একটাও ব্যর্থ হয়নি; তোমাদের পক্ষে সবগুলোই সিদ্ধিলাভ করেছে; একটাও ব্যর্থ হয়নি। [১৫] কিন্তু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের কাছে যে সকল মঙ্গলবাণী বলেছিলেন, তা যেমন তোমাদের পক্ষে সিদ্ধিলাভ করল, তেমনি প্রভু তোমাদের প্রতি সমস্ত অমঙ্গলবাণীরও সিদ্ধি ঘটাবেন, যতদিন না তিনি তোমাদের এই উত্তম ভূমি থেকে বিনাশ করেন—এই যে ভূমি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের দিয়েছেন। [১৬] তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের জন্য যে সন্ধি জারি করলেন, তোমরা যদি তা লঙ্ঘন কর, যদি গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা কর ও তাদের উদ্দেশে প্রণিপাত কর, তবে তোমাদের উপর প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠবে, এবং এই যে উত্তম দেশ তিনি দিয়েছেন, তা থেকে তোমরা শীঘ্রই বিলুপ্ত হবে।'

শিখেমে সন্ধি স্থাপন

২৪ [১] যোশুয়া ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীকে শিখেমে সংগ্রহ করলেন; পরে তিনি ইস্রায়েলের প্রবীণদের, জননেতাদের, বিচারকদের ও শাস্ত্রীদের কাছে আহ্বান করলেন; আর তাঁরা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে এসে উপস্থিত হলেন। [২] তখন যোশুয়া সকল লোককে বললেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: পুরাকালে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা—আব্রাহামের পিতা ও নাহোরের পিতা তেরাহ্—নদীর ওপারে বাস

করত; তারা অন্য দেবতাদের সেবা করত। [৩] আমি তোমাদের পিতা আব্রাহামকে সেই নদীর ওপার থেকে এনে কানান দেশের সর্বত্রই চালনা করলাম; তার বংশ বৃদ্ধি করলাম আর তাকে ইসহাককে দিলাম। [৪] ইসহাককে আমি যাকোব ও এসৌকে দিলাম; আর এসৌকে সেইরের পার্বত্য অঞ্চল স্বত্বাধিকার-রূপে দিলাম; অন্যদিকে যাকোব ও তার সন্তানেরা মিশরে গেল। [৫] পরে আমি মোশি ও আরোনকে প্রেরণ করলাম, এবং মিশরের মধ্যে যে যে আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করলাম, সেগুলো দ্বারা সেই দেশকে আঘাত করলাম; তারপর তোমাদের বের করে আনলাম। [৬] আমি মিশর থেকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার পর তোমরা সমুদ্রের কাছে এসে পৌঁছলে; তখন মিশরীয়েরা বহু বহু রথ ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে লোহিত সাগর পর্যন্ত তোমাদের পিতৃপুরুষদের পিছনে ধাওয়া করে এল। [৭] তারা প্রভুর কাছে হাহাকার করল, আর তিনি মিশরীয়দের ও তোমাদের মধ্যস্থলে অন্ধকার দাঁড় করালেন, এবং ওদের উপরে সমুদ্রকে এনে ওদের নিমজ্জিত করলেন। আমি মিশরে যে কি না করেছি, তা তোমরা নিজেদের চোখেই দেখেছ। পরে তোমরা বহুদিন মরুপ্রান্তরে বাস করলে।

[৮] পরে আমি যর্দনের ওপারে নিবাসী সেই আমোরীয়দের দেশে তোমাদের চালনা করলাম; তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, কিন্তু আমি তাদের তোমাদের হাতে তুলে দিলাম, আর তোমরা তাদের দেশ অধিকার করে নিলে, যেহেতু আমি তোমাদের চোখের সামনে তাদের ধ্বংস করলাম। [৯] তারপর সিপ্পোরের সন্তান মোয়াব-রাজ বালাক উঠে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, এবং লোক পাঠিয়ে তোমাদের অভিশাপ দেবার জন্য বেয়োরের সন্তান বালায়ামকে ডাকিয়ে আনল। [১০] কিন্তু আমি বালায়ামের কথায় কান দিতে রাজি হলাম না, ফলে সে তোমাদের আশীর্বাদই করতে বাধ্য হল; এইভাবে আমি তার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করলাম। [১১] পরে তোমরা যর্দন পার হয়ে যেরিখোতে এসে পৌঁছলে, কিন্তু যেরিখোর লোকেরা—আমোরীয়, পেরিজীয়, কানানীয়, হিত্তীয়, গির্গাশীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়েরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, আর আমি তাদের তোমাদের হাতে তুলে দিলাম। [১২] তোমাদের আগে আগে আমি ভিমরুল প্রেরণ করলাম; সেগুলো সেই জনগণকে এবং আমোরীয়দের সেই দুই রাজাকেও তোমাদের সামনে থেকে দূর করে দিল: তোমাদের খড়্গ বা ধনুকের বলে তা ঘটল না!

[১৩] আমি তোমাদের এমন এক দেশ দিলাম, যেখানে তোমরা পরিশ্রম করনি; এমন শহরগুলোতে বাস করছ, যা তোমরা গাঁথনি; এমন আঙুরলতা ও জলপাইগাছের ফল ভোগ করছ, যা তোমরা পোঁতনি।

[১৪] সুতরাং এখন তোমরা প্রভুকে ভয় কর, সততা ও বিশ্বস্ততায় তাঁর সেবা কর, আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা নদীর ওপারে ও মিশরে যে দেবতাদের সেবা করত, তাদের তোমরা দূর করে দাও; প্রভুরই সেবা কর! [১৫] কিন্তু যদি প্রভুর সেবা করায় তোমাদের অসন্তোষ হয়, তাহলে যার সেবা করতে চাও, তাকে আজই বেছে নাও: নদীর ওপারে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের সেবা করত, সেই দেবতারাই হোক, কিংবা যাদের দেশে তোমরা বাস করছ, সেই আমোরীয়দের দেবতারাই হোক; কিন্তু আমার ও আমার পরিবার-পরিজনদের ক্ষেত্রে—আমরা প্রভুরই সেবা করব।'

[১৬] জনগণ উত্তরে বলল, 'আমরা যে প্রভুকে ত্যাগ করে অন্য দেবতাদের সেবা করব, তা দূরে থাকুক! [১৭] কেননা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুই আমাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন, আমাদের চোখের সামনে সেই সকল মহা মহা চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছেন, এবং আমরা যে পথে এসেছি, সেই সকল পথে, ও যত জাতির মধ্য দিয়ে এসেছি, তাদের মধ্যে তিনিই আমাদের রক্ষা করেছেন। [১৮] প্রভু এই দেশের অধিবাসী সেই আমোরীয় ইত্যাদি সকল জাতিকে আমাদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমরাও প্রভুরই সেবা করব, কারণ তিনিই আমাদের পরমেশ্বর!'

[১৯] তখন যোশুয়া জনগণকে বললেন, 'তোমরা প্রভুর সেবা করতে পার না, কারণ তিনি পবিত্রই পরমেশ্বর; তিনি এমন ঈশ্বর, যিনি তাঁর প্রতিপক্ষ কোন দেবতাকে সহ্য করেন না; তিনি তোমাদের অন্যায় ও পাপ ক্ষমা করবেন না। [২০] তোমরা যদি প্রভুকে ত্যাগ করে বিজাতীয়দের দেবতাদের সেবা কর, তবে তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে ফিরে দাঁড়াবেন, এবং তোমাদের তত মঙ্গল করার পর তোমাদের অমঙ্গল করবেন ও তোমাদের সংহার করবেন।' [২১] জনগণ যোশুয়াকে বলল, 'না! আমরা প্রভুরই সেবা করব!' [২২] তখন যোশুয়া জনগণকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষী হলে যে, তোমরা প্রভুর সেবা করার জন্য তাঁকেই বেছে নিয়েছ।' তারা উত্তর দিল:

‘সাক্ষী হলাম!’ [২৩] তিনি বলে চললেন, ‘তবে এখন তোমাদের মধ্যে যত বিজাতীয় দেবতা রয়েছে, তাদের দূর করে দাও, ও তোমাদের হৃদয় ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর দিকে ফেরাও।’ [২৪] জনগণ উত্তরে যোশুয়াকে বলল, ‘আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুরই সেবা করব, ও তাঁরই প্রতি বাধ্য হব।’

[২৫] সেদিন যোশুয়া জনগণের জন্য একটা সন্ধি স্থির করলেন, এবং শিখেমে তাদের জন্য একটা বিধি ও একটা নিয়ম জারি করলেন। [২৬] যোশুয়া এই সমস্ত কথা পরমেশ্বরের বিধান-পুস্তকে লিখলেন, এবং বড় একটা পাথর নিয়ে, প্রভুর পবিত্রধামের কাছাকাছি স্থানে যে ওক্ গাছ ছিল, তারই তলায় তা দাঁড় করালেন। [২৭] পরে যোশুয়া সকল লোককে বললেন, ‘দেখ, এই পাথরটা আমাদের বিষয়ে সাক্ষী হবে, যেহেতু প্রভু আমাদের যা কিছু বললেন, তাঁর সেই সকল বাণী পাথরটা শুনল; তাই পাথরটা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে, পাছে তোমরা তোমাদের পরমেশ্বরকে অস্বীকার কর।’

[২৮] এরপর যোশুয়া যে যার এলাকায় ফিরে যেতে লোকদের বিদায় দিলেন।

যোশুয়ার মৃত্যু

[২৯] এই সমস্ত ঘটনার পর নূনের সন্তান প্রভুর দাস যোশুয়া মরলেন; তাঁর বয়স ছিল একশ’ বছর। [৩০] তাঁকে গাশ পর্বতের উত্তরে এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত তিম্নাথ-সেরাহে তাঁর নিজের উত্তরাধিকারের এলাকায় সমাধি দেওয়া হল। [৩১] যোশুয়ার সমস্ত জীবনকালে, এবং যোশুয়ার মৃত্যুর পরে যে প্রবীণেরা বেঁচে থাকলেন ও ইস্রায়েলের খাতিরে প্রভুর সাধিত সকল কর্মকীর্তির কথা জানতেন, তাঁদেরও সমস্ত জীবনকালে ইস্রায়েল প্রভুর সেবা করে চলল। [৩২] ইস্রায়েল সন্তানেরা যোসেফের হাড়, যা মিশর থেকে এনেছিল, তা শিখেমে সেই একখণ্ড জমিতেই পুঁতল, যা যাকোব একশ’ রুপোর টাকায় শিখেমের পিতা হামোরের সন্তানদের কাছ থেকে কিনেছিলেন; যোসেফ-সন্তানেরাই তা উত্তরাধিকার-রূপে পেয়েছিল।

[৩৩] পরে আরোনের সন্তান এলেয়াজারেরও মৃত্যু হল; আর লোকেরা তাঁকে তাঁর সন্তান ফিনেয়াসের সেই পাহাড়ে সমাধি দিল, যা এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে ফিনেয়াসকে দেওয়া হয়েছিল।

---

২ [১-২৪] এই সমস্ত অধ্যায় ঐতিহাসিক শুধু নয়, ঐশতাত্ত্বিকই এক দৃষ্টিকোণ অনুসারে পড়া উচিত: গুপ্তচরেরা ফিরে এসে একথা ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বর সত্যিই দেশ মঞ্জুর করেছেন। তেমন ঘোষণা জনগণকে ঈশ্বরের কাজে বিশ্বাস রাখতে প্রেরণা দেয়।

[১] তাঁর বিশ্বাস ও আত্মনিবেদনের জন্য রাহাব যুগ যুগ ধরে প্রশংসিতা হবেন, এমনকি তিনি মশীহের বংশতালিকায় স্থান পাবার যোগ্য হলেন (মথি ১:৫)।

৩ [৩] যাজকদের ও মঞ্জুষার উল্লেখের মধ্য দিয়ে, যর্দন নদী-পার প্রকৃতই এক উপাসনা-অনুষ্ঠান বলে উপস্থাপিত।

[১৩] যর্দন নদী-পার লোহিত সাগর-পারের মতই বর্ণিত: এই নদী-পারও ঈশ্বরের মুক্তিদায়ী এক কর্মকীর্তি।

৫ [১২] ইস্রায়েলীয়েরা মান্না আর পেল না, তার কারণ, প্রান্তরে যাত্রাকাল শেষ হয়েছে, কানান দেশে তাদের এক নতুন জীবন-পর্ব শুরু হল।

৬ [১৭] সেকালের ধারণায়, পবিত্র যুদ্ধ প্রভুরই যুদ্ধ, তিনিই একমাত্র বিজয়ী, সুতরাং জনগণ নিজেদের জন্য কিছুই রাখতে পারে না, সবই তাঁর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত (অর্থাৎ অগ্নিদগ্ধ বা বিনষ্ট) করা দরকার।

২২ [২০] ইস্রায়েল সমাজ এমন একদেহের মত যার এক একটা অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গগুলোর সহভাগী; একটা অঙ্গ কলুষিত হলে তা বাকি সব অঙ্গগুলোকেও কলুষিত করে; এজন্য উপযুক্ত প্রতিকার চাই।

২৩ [৫] ঈশ্বর ইতিহাসের প্রভু, অর্থাৎ ইতিহাসের যত ঘটনা তাঁরই হাতে, সুতরাং ভাবী ঘটনাগুলোও তাঁর প্রতিশ্রুতিতে ইতিমধ্যেই উপস্থিত, সময় মত সেগুলো ঘটবেই। এ ইস্রায়েলীয়দের বিশ্বাসের প্রথম সূত্র (যাত্রা ২৩:২৭-৩১; ৩৪:১১; গণনা ৩৩:৫৩; দ্বিঃবিঃ ১১:২৩)।

[১৩] 'উত্তম দেশ' এমন উপহার যার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইস্রায়েল বিশ্বস্ততা দেখাবে। কানানীয়দের মত ব্যবহার করলে ইস্রায়েল উত্তম দেশ থেকে বঞ্চিত হবে (যাত্রা ২৩:৩২-৩৩; দ্বিঃবিঃ ৮:১৯-২০; ১১:১৩-১৭,২৮); জনগণ ও ঈশ্বরের মধ্যকার যে সম্পর্ক, তার মধ্যে যাদু বা মন্ত্র-তন্ত্রের মত কিছুই থাকতে পারে না।

২৪ [১৪] মোশির বিধান এখানে দু'টো কথার উপর ভর করে আছে, ভয় ও সেবা: ঈশ্বরের কাছে মানুষ সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে নিবেদন করবে।

[১৫] যেমন ঈশ্বর মানুষকে বেছে নিয়েছিলেন, তেমনি মানুষও এখন হয় ঈশ্বরকে না হয় দেবতাদের বেছে নিতে বাধ্য।

[১৬] জনগণ ভালই বুঝেছে যে, দুই প্রভুর সেবায় থাকা চলবে না।

[২৩] বাইবেলের ভাষায় হৃদয় হল মানুষের যত চিন্তা, অনুভূতি, সিদ্ধান্ত ও ধর্মীয় সচেতনতার উৎস; সুতরাং মানুষ হৃদয়গভীরেই ঈশ্বরকে অনুভব ও অন্বেষণ করে, তাঁর বাণী শোনে, তাঁর প্রশংসা করে ও তাঁকে ভালবাসে।

বিচারকগণ

যোশুয়া পুস্তক দেখিয়েছিল, বাধ্যতার ফলে ইস্রায়েল প্রতিশ্রুত দেশ দখল করতে কৃতকার্য হয়েছিল; অপরদিকে বিচারকগণ পুস্তক দেখায় যে, ঈশ্বর নানা উদ্ধারকর্তা প্রেরণ করা সত্ত্বেও অবাধ্যতার ফলে ইস্রায়েল প্রতিশ্রুত দেশ থেকে কানানীয়দের বঞ্চিত করতে অকৃতকার্য।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১

কানান দেশে গোষ্ঠীগুলোর বসতি স্থাপনের বিবরণ

১ [১] যোশুয়ার মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা এই বলে প্রভুর অভিমত যাচনা
করল: ‘কানানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের মধ্যে কে প্রথম
যাবে?’ [২] প্রভু উত্তর দিলেন: ‘যুদা যাবে: দেখ, আমি দেশ তার হাতে তুলে দিয়েছি।’
[৩] তখন যুদা তার ভাই শিমেয়োনকে বলল, ‘গুলিবাঁট দ্বারা আমার জন্য যে এলাকা
বণ্টন করা হয়েছে, আমার সঙ্গে আমার সেই এলাকায় এসো; আমরা কানানীয়দের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব; পরে, গুলিবাঁট দ্বারা তোমার জন্য যে এলাকা বণ্টন করা হয়েছে,
আমি তোমার সঙ্গে তোমার সেই এলাকায় যাব।’ শিমেয়োন তার সঙ্গে গেল। [৪] তাই
যুদা রওনা হল, আর প্রভু কানানীয়দের ও পেরিজীয়দের তাদের হাতে তুলে দিলেন;
তারা বেসেকে তাদের দশ হাজার লোককে পরাভূত করল; [৫] বেসেকে তারা
আদোনি-বেসেককে পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল ও কানানীয় ও পেরিজীয়দের পরাভূত
করল। [৬] আদোনি-বেসেক পালিয়ে গেলেন, কিন্তু তারা তাঁর পিছনে ধাওয়া করে
তাঁকে ধরল ও তাঁর হাত-পায়ের বৃদ্ধাঙুল কেটে দিল। [৭] আদোনি-বেসেক বললেন,
‘হাত-পায়ের বৃদ্ধাঙুল ছিন্ন করা এমন সত্তরজন রাজাই আমার টেবিলের নিচে পড়া
খাবারের টুকরোগুলো কুড়োতেন: পরমেশ্বর আমাকে সেইমত প্রতিফল দিয়েছেন!’
তারা তাঁকে যেরুশালেমে আনল আর সেখানে তাঁর মৃত্যু হল।

[৮] যুদা-সন্তানেরা যেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে তা হস্তগত করল ও খড়্গের আঘাতে তাদের প্রাণে মারল; পরে আগুন ধরিয়ে শহর পুড়িয়ে দিল। [৯] তারপর তারা পার্বত্য অঞ্চলে, নেগেবে ও শেফেলায় যত কানানীয় বাস করছিল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল।

[১০] যে কানানীয়েরা হেব্রোনে বাস করছিল, যুদা তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করে শেশাই, আহিমান ও তাল্মাইকে আঘাত করল: আগে ওই হেব্রোনের নাম কিরিয়াথ-আর্বা ছিল। [১১] সেখান থেকে সে দেবির-অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল: আগে দেবিরের নাম ছিল কিরিয়াথ-সেফের। [১২] তখন কালেব বললেন, 'যে কেউ কিরিয়াথ-সেফের আক্রমণ করে হস্তগত করবে, তার সঙ্গে আমি আমার মেয়ে আক্সার বিবাহ দেব।' [১৩] কালেবের কনিষ্ঠ ভাই কেনাজের সন্তান অথ্‌নিয়েল শহরটা হস্তগত করলে তিনি তাঁর সঙ্গে তাঁর আপন মেয়ে আক্সার বিবাহ দিলেন। [১৪] ওই মেয়ে স্বামীর ঘরে আসার সময় থেকেই স্বামী তার মনে এই চিন্তা ঢোকালেন, সে যেন পিতার কাছে একটা মাঠ চায়। কিন্তু সে গাধা থেকে নামলে কালেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা কি?' [১৫] উত্তরে সে বলল, 'একটি আশীর্বাদ দান করুন: যেহেতু আপনি আমাকে নেগেব অঞ্চলটা দিয়েছেন, সেজন্য জলের উৎসগুলিও আমাকে দিন।' তাই তিনি তাকে উপরের উৎসগুলো ও নিচের উৎসগুলো দিলেন।

[১৬] মোশির কেনীয় শ্বশুরের সন্তানেরা যুদা-সন্তানদের সঙ্গে খেজুরপুর থেকে আরাদের দক্ষিণদিকে অবস্থিত যুদা-মরুপ্রান্তরে উঠে গেল; তারা গিয়ে জনগণের মধ্যে বসতি করল।

[১৭] পরে যুদা তার ভাই শিমেয়োনের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করলে, সেফাথে যে কানানীয়েরা বাস করছিল, তাদের আঘাত করে শহরটাকে বিনাশ-মানতের বস্তু করল; এজন্য শহরটার নাম হর্মা হল। [১৮] যুদা অঞ্চল সমেত গাজা, অঞ্চল সমেত আস্কেলোন ও অঞ্চল সমেত এক্রোনও হস্তগত করল। [১৯] প্রভু যুদার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, আর সে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের দেশছাড়া করল; কিন্তু নিম্নভূমির অধিবাসীদের সে দেশছাড়া করতে পারল না, যেহেতু তাদের লোহার রথ ছিল।

[২০] মোশি যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেইমত হেব্রোন কালেবকে দেওয়া হল, আর তিনি সেখান থেকে আনাকের তিন সন্তানকে তাড়িয়ে দিলেন। [২১] বেঞ্জামিন-সন্তানেরা যেরুশালেম-নিবাসী যেবুসীয়দের দেশছাড়া করতে পারল না; তাই যেবুসীয়েরা আজ পর্যন্ত বেঞ্জামিন-সন্তানদের সঙ্গে যেরুশালেমে বাস করে আসছে।

[২২] একই প্রকারে যোসেফকুল বেথেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল, এবং প্রভু তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। [২৩] যোসেফকুল বেথেল পরিদর্শন করতে লোক পাঠাল; আগে শহরটার নাম লুজ ছিল। [২৪] চরেরা ওই শহর থেকে একজনকে বাইরে আসতে দেখে তাকে বলল, 'শহরে প্রবেশের জন্য এক পথ আমাকে দেখিয়ে দাও, আর আমরা তোমার প্রতি সহৃদয়তা দেখাব।' [২৫] সে শহরে প্রবেশের জন্য এক পথ তাদের দেখিয়ে দিল, আর তারা খড়্গের আঘাতে সেই শহরবাসীদের প্রাণে মারল, কিন্তু ওই লোক ও তার গোটা গোত্রকে তারা ছেড়ে দিল। [২৬] লোকটি হিত্তীয়দের অঞ্চলে গিয়ে একটা নগর স্থাপন করে তার নাম লুজ রাখল: নগরটা আজ পর্যন্ত সেই নামে পরিচিত।

[২৭] মানাশে উপনগরের সঙ্গে বেথ্-সেয়ান, উপনগরের সঙ্গে তানাখ, উপনগরের সঙ্গে দোর, উপনগরের সঙ্গে ইব্লেয়াম ও উপনগরের সঙ্গে মেগিদ্দো, এই সকল নগরের অধিবাসীকে দেশছাড়া করল না; কানানীয়েরা সেই অঞ্চলে বাস করতে থাকল। [২৮] কিন্তু পরবর্তীকালে ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন প্রবল হল, তখন কানানীয়দের উপরে মেহনতি কাজ চাপিয়ে দিল; কিন্তু তবুও তাদের সম্পূর্ণরূপে দেশছাড়া করল না।

[২৯] এফ্রাইমও গেজের-অধিবাসী সেই কানানীয়দের দেশছাড়া করল না; তাই কানানীয়েরা গেজেরে তাদের মধ্যে বাস করতে থাকল।

[৩০] জাবুলোন কিত্রোন ও নাহালোল-অধিবাসীদের দেশছাড়া করল না; কানানীয়েরা তাদের মধ্যে বাস করতে থাকল কিন্তু তাদের উপরে মেহনতি কাজ চাপিয়ে দেওয়া হল।

[৩১] আশের আক্কো-অধিবাসীদের দেশছাড়া করল না; সিদোন, আহ্লাব, আক্জিব, হেল্বা, আফেক ও রেহোব-অধিবাসীদেরও নয়; [৩২] তাই আশেরীয়েরা দেশ-অধিবাসী সেই কানানীয়দের মধ্যে বাস করল, যেহেতু তারা তাদের দেশছাড়া করেনি।

[৩৩] নেফ্তালি বেথ্-শেমেশ ও বেথ্-আনাথের অধিবাসীদের দেশছাড়া করল না; তারা দেশ-অধিবাসী সেই কানানীয়দের মধ্যে বসতি করল, কিন্তু বেথ্-শেমেশের ও বেথ্-আনাথের অধিবাসীদের উপরে মেহনতি কাজ চাপিয়ে দেওয়া হল।

[৩৪] আমোরীয়েরা দানের সন্তানদের আবার পার্বত্য অঞ্চলে তাড়িয়ে দিল, সমতল ভূমিতে তাদের নেমে আসতে দিল না; [৩৫] আমোরীয়েরা হেরেস পর্বতে, আয়ালোনে ও শায়াল্‌বিমে বাস করতে থাকল; কিন্তু যোসেফকুলের হাত তাদের উপর উত্তরোত্তর ভারী হল, তাই তাদের মেহনতি কাজে বাধ্য করা হল। [৩৬] আমোরীয়দের এলাকা আক্রাব্বিম আরোহণ-স্থান থেকে, সেলা থেকেই উপরের দিকে বিস্তৃত ছিল।

ইস্রায়েলের আচরণ বিষয়ক দৈববাণী

২ [১] প্রভুর দূত গিল্গাল থেকে বোখিমে উঠে গেলেন; তিনি বললেন: 'আমি মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছি; যে দেশ দেব বলে তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্যি দিয়ে শপথ করেছিলাম, সেই দেশে তোমাদের চালনা করেছি। আমি এই কথাও বলেছিলাম: তোমাদের সঙ্গে আমার সন্ধি আমি কখনও ভঙ্গ করব না; [২] তোমরা কিন্তু এই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে কোন সন্ধি স্থির করবে না, তাদের যজ্ঞবেদিগুলো তোমরা ভেঙে ফেলবে। কিন্তু তোমরা আমার প্রতি বাধ্য হলে না। কেন এমন কাজ করেছ? [৩] তাই আমিও এখন বলছি: তোমাদের সামনে থেকে আমি এই লোকদের তাড়িয়ে দেব না; তারা তোমাদের পাশে কাঁটাস্বরূপ, ও তাদের দেবতারা তোমাদের ফাঁদস্বরূপ হয়ে থাকবে।'

[৪] প্রভুর দূত ইস্রায়েল সন্তান সকলকে একথা বলামাত্র জনগণ জোর গলায় কাঁদতে লাগল। [৫] তারা সেই জায়গার নাম বোখিম রাখল, আর সেখানে প্রভুর উদ্দেশে বলিদান করল।

যোশুয়ার মৃত্যু

[৬] যোশুয়া লোকদের বিদায় দেওয়ার পর ইস্রায়েল সন্তানেরা দেশ অধিকার করার জন্য প্রত্যেকে যে যার এলাকায় গেল। [৭] যোশুয়ার সমস্ত জীবনকালে, এবং যোশুয়ার

মৃত্যুর পরে যে প্রবীণেরা বেঁচে থাকলেন ও ইস্রায়েলের খাতিরে প্রভুর সাধিত সকল মহাকীর্তি দেখেছিলেন, তাঁদেরও সমস্ত জীবনকালে লোকেরা প্রভুর সেবা করে চলল। [৮] নূনের সন্তান প্রভুর দাস যোশুয়ার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বয়স একশ' দশ বছর; [৯] তাঁকে গাশ পর্বতের উত্তরে এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত তিম্নাথ-সেরাহে তাঁর নিজের উত্তরাধিকারের এলাকায় সমাধি দেওয়া হল। [১০] আর সেই প্রজন্মের অন্য সকল লোক যখন তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হল, তখন তাদের পরে এমন নতুন প্রজন্মের উদ্ভব হল, যারা প্রভুকেও জানত না, ইস্রায়েলের খাতিরে তাঁর সাধিত সকল কাজের কথাও জানত না।

ঈশ্বরকে পরিত্যাগ ও এর শাস্তি

[১১] ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করল, বায়াল দেবদেরই সেবা করল। [১২] মিশর দেশ থেকে যিনি তাদের বের করে এনেছিলেন, তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর সেই প্রভুকে ত্যাগ করে তারা আশেপাশের জাতিগুলোর দেবতাদের মধ্য থেকে কয়েকটা দেবতার অনুগামী হল: তাদের সামনে প্রণিপাত করল, প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলল, [১৩] প্রভুকে ত্যাগ করে সেই বায়াল ও আস্তার্তীস দেব-দেবীর সেবা করল। [১৪] তখন ইস্রায়েলের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তাদের তিনি এমন লুটেরার হাতে তুলে দিলেন, যারা তাদের সবকিছু লুট করে নিল; তিনি তাদের আশেপাশের শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিলেন, তখন তারা তাদের শত্রুদের সামনে আর দাঁড়াতে পারল না। [১৫] প্রভু যেমন বলেছিলেন, ও তাদের কাছে যেমন শপথ করেছিলেন, সেই অনুসারে তারা যুদ্ধযাত্রায় যেইখানে যেত, তাদের অমঙ্গলের জন্য প্রভুর হাত সেইখানে তাদের বিরোধী ছিল; ফলে তারা চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়ল।

[১৬] তখন প্রভু বিচারকদের উদ্ভব ঘটালেন, আর তাঁরা যত লুটেরার হাত থেকে তাদের ত্রাণ করলেন; [১৭] কিন্তু তবুও তারা তাদের বিচারকদের কথায়ও কান দিত না, এমনকি অন্য দেবতাদের অনুগামী হয়ে ব্যভিচার করত ও তাদের সামনে প্রণিপাত করত। তাদের পিতৃপুরুষেরা প্রভুর আজ্ঞাগুলির প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে যে পথে চলেছিলেন, তারা সেই অনুসারে ব্যবহার না করে সেই পথ দেরি না করেই ছেড়ে দিল। [১৮] আর প্রভু যখন তাদের জন্য বিচারকদের উদ্ভব ঘটাতেন, তখন প্রভুই বিচারকের

সঙ্গে সঙ্গে থেকে বিচারকের সমস্ত জীবনকালে শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ করতেন, যেহেতু তাদের নির্যাতনকারী ও অত্যাচারীদের অধীনে তাদের কাতর কণ্ঠে প্রভু করুণায় বিগলিত হতেন। [১৯] কিন্তু সেই বিচারক মরলেই তারা পুনরায় তাদের পিতৃপুরুষদের চেয়ে আরও ভ্রষ্ট হয়ে পড়ত, অন্য দেবতাদের অনুগামী হয়ে তাদের সেবা করত, ও তাদের সামনে প্রণিপাত করত; তাদের পিতৃপুরুষদের যত কাজ ও জেদি আচরণ কোন মতেই ত্যাগ করল না।

[২০] তখন ইস্রায়েলের উপর প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল; তিনি বললেন, 'আমি এদের পিতৃপুরুষদের জন্য যে সন্ধি জারি করেছিলাম, এই জাতি তা লঙ্ঘন করেছে ও আমার কণ্ঠে কান দেয়নি বিধায় [২১] যোশুয়া মৃত্যুকালে যে যে জাতিকে অবশিষ্ট রেখেছিল, আমিও এদের সামনে থেকে সেই জাতিগুলোকে দেশছাড়া করব না। [২২] এভাবে আমি তাদের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলকে পরীক্ষা করব, যেন দেখতে পারি, তাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন প্রভুর পথে চলত, এরাও তেমনি সেই পথে চলবে কিনা।' [২৩] এজন্য প্রভু সেই জাতিগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে দেশছাড়া না করে তাদের থাকতে দিলেন, ও যোশুয়ার হাতে তাদের তুলে দিলেন না।

৩ [১] ইস্রায়েলের মধ্যে যারা কানানের যত যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই জানত না, সেই লোকদের পরীক্ষা করার জন্য প্রভু যে জাতিগুলোকে অবশিষ্ট রেখেছিলেন, তারা এ [২] (এমনটি ঘটল ইস্রায়েল সন্তানদের নতুন বংশকে শিক্ষা দেবার জন্য—অর্থাৎ যারা আগে কোন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা করেনি, তাদের রণশিক্ষা দেবার জন্য): [৩] ফিলিস্তিনিদের পাঁচ নেতা, সকল কানানীয় আর সেই সিদোনীয় ও সেই হিব্বীয়েরা, যারা বায়াল-হার্মোন পর্বত থেকে হামাথের প্রবেশপথ পর্যন্ত বাস করত। [৪] এরা ইস্রায়েলের পরীক্ষার জন্যই অবশিষ্ট রইল, অর্থাৎ প্রভু মোশির মধ্য দিয়ে তাদের পিতৃপুরুষদের যে সকল আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই সব কিছুতে তারা বাধ্য হবে কিনা, তা দেখবার জন্যই এরা অবশিষ্ট রইল। [৫] ফলে ইস্রায়েল সন্তানেরা কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়দের মধ্যে বসবাস করল; [৬] তারা তাদের মেয়েদের বিবাহ করল, তাদের ছেলেদের সঙ্গে তাদের নিজেদের মেয়েদের বিবাহ দিল ও তাদের দেবতাদের সেবা করল।

বিচারকগণ বিষয়ক ইতিহাস

ক - অথ্নিয়েল

[৭] ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করল; তারা তাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভুলে গিয়ে বায়াল-দেবতাদের ও আশেরা-দেবীদের সেবা করল। [৮] তাই ইস্রায়েলের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল: তিনি দুই নদীর সেই আরাম দেশের রাজা কুশান-রিশাথাইমের কাছে তাদের বিক্রি করে দিলেন, আর ইস্রায়েল সন্তানেরা আট বছর ধরে কুশান-রিশাথাইমের দাস হল। [৯] পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর কাছে হাহাকার করল, আর প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য এক ত্রাণকর্তার—কালেবের কনিষ্ঠ ভাই কেনাজের সন্তান অথ্নিয়েলের উদ্ভব ঘটালেন; তিনি তাদের ত্রাণ করলেন। [১০] প্রভুর আত্মা তাঁর উপরে নেমে অধিষ্ঠান করল, আর তিনি ইস্রায়েলের বিচারক হলেন ও যুদ্ধ করতে বেরিয়ে গেলেন: প্রভু আরাম-রাজ কুশান-রিশাথাইমকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন, তাই কুশান-রিশাথাইমের উপরে তাঁর হাত প্রবল হল। [১১] চল্লিশ বছর ধরে দেশ স্বস্তি পেল; পরে কেনাজের সন্তান অথ্নিয়েলের মৃত্যু হল।

খ - এহুদ

[১২] ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আবার তেমন কাজই করল; প্রভু ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে মোয়াব-রাজ এগ্লোনকে শক্তিশালী করলেন, যেহেতু তাঁর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তারা তেমন কাজই করছিল। [১৩] এগ্লোন আম্মোনীয়দের ও আমালেকীয়দের নিজের কাছে জড় করলেন এবং যুদ্ধযাত্রা করে ইস্রায়েলকে আঘাত করলেন ও খেজুরপুর হস্তগত করলেন। [১৪] ইস্রায়েল সন্তানেরা আঠার বছর ধরে মোয়াব-রাজ এগ্লোনের দাস হল। [১৫] পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর কাছে হাহাকার করল, আর প্রভু তাদের জন্য এক ত্রাণকর্তার—বেঞ্জামিন গোষ্ঠীয় গেরার সন্তান এহুদের উদ্ভব ঘটালেন; তিনি বাঁ-হাতি ছিলেন। তাঁর মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল সন্তানেরা মোয়াব-রাজ এগ্লোনের কাছে কর পাঠাল। [১৬] এহুদ নিজের জন্য এক হাত লম্বা একটা দুধারী খড়্গ তৈরি করলেন, তা তাঁর ডান উরুতে পোশাকের নিচে বেঁধে রাখলেন। [১৭] পরে মোয়াব-রাজ এগ্লোনের কাছে কর নিয়ে গেলেন; সেই এগ্লোন বিরাট মোটা এক মানুষ

ছিলেন। [১৮] কর-নিবেদন সমাধা হলে এহুদ তাঁর সঙ্গী কর-বাহকদের সঙ্গে বিদায় নিলেন; [১৯] কিন্তু গিল্গালে, দেব-প্রস্তর জায়গায় এসে পৌঁছে তিনি আবার ফিরে গিয়ে বললেন, 'হে রাজন্, আপনার কাছে আমার গোপন কথা আছে।' রাজা বললেন, 'চুপ, চুপ!' আর তখন যারা তাঁর চারপাশে ছিল, তারা সকলে বাইরে গেল। [২০] এহুদ তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন; রাজা উপরতলায় কেবল তাঁর নিজেরই জন্য সংরক্ষিত ঠাণ্ডা ঘরে বসে ছিলেন; এহুদ বললেন, 'আপনার জন্য পরমেশ্বরের পক্ষ থেকে আমার একটি বাণী আছে।' রাজা সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন। [২১] তখন এহুদ তাঁর বাঁ হাত বাড়িয়ে ডান উরুত থেকে খড়্গটা বের করে তাঁর পেটে বিঁধিয়ে দিলেন; [২২] খড়্গের সঙ্গে বঁটিও পেটে ঢুকল, এবং সেই মেদে খড়্গ আটকে গেল, তাই তিনি পেট থেকে তা বের না করে বরং দেরি না করে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। [২৩] বের হয়ে এহুদ বারান্দায় এলেন, এবং উপরতলার কবাট বন্ধ করে তালা মেরে দিলেন। [২৪] তিনি বের হয়ে গেলে রাজার দাসেরা এল: তারা চেয়ে দেখল, আর দেখ, উপরতলার কবাট বন্ধ; তারা বলল, 'রাজা অবশ্য ঠাণ্ডা ঘরের শৌচাগারের মধ্যে আছেন।' [২৫] তারা অপেক্ষা করে থাকল যেপর্যন্ত বিহ্বল হল, কিন্তু রাজা উপরতলার কবাট খুলে দিচ্ছিলেন না। অবশেষে তারা চাবি নিয়ে দরজা খুলল, আর দেখ, তাদের প্রভু মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন। [২৬] এদিকে—তারা অপেক্ষা করতে করতে—এহুদ পালিয়ে গেছিলেন, আর সেই দেব-প্রস্তর পেরিয়ে গিয়ে সেইরায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। [২৭] একবার সেখানে এসে পৌঁছেই তিনি এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে তুরি বাজালেন, আর ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁর সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চল থেকে নেমে গেল আর তিনি তাদের অগ্রগামী হয়ে চললেন। [২৮] তিনি তাদের বললেন, 'আমার অনুসরণ কর, কেননা প্রভু তোমাদের শত্রু সেই মোয়াবীয়দের তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।' তাই তারা তাঁর অনুসরণ করে মোয়াবের বিরুদ্ধে যর্দনের পারঘাটাগুলো দখল করল—এক প্রাণীকেও পার হতে দিল না। [২৯] সেসময় তারা মোয়াবের আনুমানিক দশ হাজার লোককে আঘাত করল; তারা সকলে ছিল বলবান ও বীরপুরুষ, কিন্তু তাদের কেউই নিষ্কৃতি পেল না। [৩০] সেদিন মোয়াবকে ইস্রায়েলের হাতের অধীনে অবনমিত করা হল, আর আশি বছর ধরে দেশ স্বস্তি পেল।

গ - শামগার

[৩১] তাঁর পরে আনাথের সন্তান শাম্‌গার এলেন: তিনি একটা হুল দিয়ে ফিলিস্তিনিদের ছ'শো লোককে পরাভূত করলেন; তিনিও ইস্রায়েলকে ত্রাণ করলেন।

ঘ - দেবোরা ও বারাক

৪ [১] এহুদের মৃত্যু হলে ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আবার তেমন কাজই করতে লাগল। [২] হাৎসোরে যিনি রাজত্ব করতেন, প্রভু কানান-রাজ সেই যাবিনের হাতে তাদের ছেড়ে দিলেন। তাঁর সেনাপতি ছিলেন সিসেরা, যিনি হারোশেথ-গোইমের অধিবাসী। [৩] ইস্রায়েল সন্তানেরা চিৎকার করে প্রভুকে ডাকল, কারণ যাবিনের ন'শটা লৌহরথ ছিল, এবং তিনি কুড়ি বছর ধরেই ইস্রায়েলকে কঠোরভাবে অত্যাচার করেছিলেন।

[৪] সেসময় লাপ্পিদোথের স্ত্রী দেবোরা ইস্রায়েলে বিচার সম্পাদন করতেন, তিনি ছিলেন একজন নবী। [৫] তিনি এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে সেই দেবোরার খেজুরগাছের তলায় আসন নিতেন, যা রামার ও বেথেলের মাঝখানে অবস্থিত; এবং ইস্রায়েল সন্তানেরা বিচারের জন্য তাঁরই কাছে আসত। [৬] তিনি লোক পাঠিয়ে কেদেশ-নেফ্তালি থেকে আবিনোয়ামের সন্তান বারাককে কাছে ডেকে বললেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে এই আজ্ঞা দিচ্ছেন: যাও, তাবর পর্বতে যুদ্ধযাত্রা কর, নেফ্তালি-সন্তানদের ও জাবুলোন-সন্তানদের দশ হাজার লোক সঙ্গে করে নাও। [৭] আমি যাবিনের সৈন্যদলের সেনাপতি সিসেরাকে এবং তার যত রথ ও লোকগুলোকে কিশোন খাদনদীর ধারে তোমার কাছে আকর্ষণ করে তাকে তোমার হাতে তুলে দেব।' [৮] বারাক তাঁকে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে গেলে আমি যাব; কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি যাব না।' [৯] দেবোরা বললেন, 'আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে যাব, কিন্তু তুমি এব্যাপারে যে পথ নিয়েছ, তাতে তোমার খ্যাতি হবে না; কারণ প্রভু সিসেরাকে একটি স্ত্রীলোকের হাতে তুলে দেবেন।' তখন দেবোরা উঠে বারাকের সঙ্গে কেদেশে গেলেন। [১০] বারাক কেদেশে জাবুলোন ও নেফ্তালিকে কাছে ডাকলেন; তাঁর পিছু পিছু দশ হাজার লোক যাত্রা করল; দেবোরাও তাঁর সঙ্গে গেলেন।

[১১] সেসময় কেনীয় হেবের কেনীয়দের কাছ থেকে ও মোশির শ্বশুর হোবাবের বংশধরদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে সেই জায়ানান্নাইমের ওক্ গাছের কাছে তাঁবু খাটিয়েছিলেন; জায়গাটা কেদেশ থেকে বেশি দূরে নয়। [১২] সিসেরাকে বলে দেওয়া হল যে, আবিনোয়ামের সন্তান বারাক তাবর পর্বতে উঠেছে। [১৩] তবে সিসেরা তাঁর সমস্ত রথ, অর্থাৎ ন'শো লৌহরথ এবং তাঁর সঙ্গে যত লোক ছিল, তাদের সকলকে জড় করলেন—হারোশেথ-গোইম থেকে কিশোন খাদনদীর ধারে পর্যন্ত। [১৪] দেবোরা বারাককে বললেন, 'এবার ওঠ, কারণ আজই প্রভু সিসেরাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছেন; প্রভু কি তোমার আগে আগে রণযাত্রায় চলছেন না?' তখন বারাক তাবর পর্বত থেকে নেমে এলেন, তাঁর পিছু পিছু সেই দশ হাজার লোকও নেমে এল। [১৫] প্রভু বারাকের সামনে সিসেরাকে এবং তাঁর যত রথ ও সমস্ত সৈন্যকে খড়্গের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করলেন; সিসেরা নিজেই রথ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পায়ে হেঁটে পালাতে লাগলেন। [১৬] বারাক হারোশেথ-গোইম পর্যন্ত তাঁর রথগুলোর ও সৈন্যদের পিছনে ধাওয়া করলেন; খড়্গের আঘাতে সিসেরার সমস্ত সৈন্যদলের পতন হল, একজনও রক্ষা পেল না।

[১৭] এদিকে সিসেরা পায়ে হেঁটে পালিয়ে কেনীয় হেবেরের স্ত্রী যায়েলের তাঁবুর দিকে গিয়েছিলেন, কেননা হাৎসোরের রাজা যাবিনের ও কেনীয় হেবেরের কুলের মধ্যে তখন শান্তি ছিল। [১৮] সিসেরার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে যায়েল তাঁকে বললেন, 'প্রভু আমার, থামুন, আমার এইখানে থামুন; ভয় করবেন না।' তিনি তাঁর সঙ্গে তাঁর তাঁবুর মধ্যে গেলেন, আর সেই স্ত্রীলোক একটা কম্বল দিয়ে তাঁকে ঢেকে রাখলেন। [১৯] সিসেরা তাঁকে বললেন, 'আমাকে একটু খাবার জল দাও না, আমার পিপাসা পেয়েছে।' তিনি দুধ রাখার চামড়ার থলি খুলে পান করতে দিলেন ও তাঁকে আবার ঢেকে রাখলেন। [২০] সিসেরা তাঁকে বললেন, 'তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে থাক; যদি কেউ এসে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলে, এখানে কি কোন পুরুষলোক আছে? তবে তুমি বল, না, কেউই নেই।' [২১] কিন্তু হেবেরের স্ত্রী যায়েল তাঁবুর এক গোঁজ নিলেন, ও হাতুড়ি হাতে করে আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কপালের এক পাশে গোঁজটা এমনভাবে বিঁধিয়ে দিলেন যে, তা মাটিতে ঢুকল; পরিশ্রান্ত বলে তিনি তো গভীরেই

ঘুমোচ্ছিলেন; আর এইভাবে তাঁর মৃত্যু হল। [২২] আর সেসময় বারাক সিসেরার পিছনে ধাওয়া করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন; তখন যায়েল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'এসো, যাকে খোঁজ করে বেড়াচ্ছ, সেই লোককে তোমাকে দেখাব।' তিনি তাঁর তাঁবুতে ঢুকলেন, আর দেখ, সিসেরা মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন; তাঁর কপালের এক পাশে গোঁজটা বিদ্ধ রয়েছে।

[২৩] এভাবে প্রভু সেদিন কানান-রাজ যাবিনকে ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে অবনমিত করলেন। [২৪] কানান-রাজ যাবিনের মাথায় ইস্রায়েল সন্তানদের হাত উত্তরোত্তর ভারী হয়ে উঠল, যেপর্যন্ত কানান-রাজ যাবিন একেবারে বিধ্বস্ত না হলেন।

দেবোরার সঙ্গীত

৫ [১] সেদিন দেবোরা ও আবিনোয়ামের সন্তান বারাক এই সঙ্গীত গাইলেন:

[২] 'ইস্রায়েলে যখন বীরযোদ্ধারা মাথার চুল খুলে দেয়,
যখন লোকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে,
তখন প্রভুকে বল ধন্য!
[৩] শোন, রাজা সকল; কান দাও, রাজপুরুষ সকল;
আমি, আমিই প্রভুর উদ্দেশে গান গাইব,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান করব!

[৪] প্রভু, তুমি যখন সেইর থেকে বেরিয়ে আসছিলে,
এদোম-সমভূমি থেকে যখন এগিয়ে আসছিলে,
তখন ভূমি কেঁপে উঠল, আকাশও আলোড়িত হল,
মেঘমালা জলবর্ষণে গলে গেল।
[৫] সেই সিনাইয়ের প্রভুর সামনে,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই প্রভুর সামনে পাহাড়পর্বত বিগলিত হল।

[৬] আনাথের সন্তান শাম্গারের সেই দিনগুলিতে,
যায়েলের সেই দিনগুলিতে রাস্তা জনশূন্য ছিল,

পথযাত্রীরা বাঁকা পথ দিয়েই চলছিল।

[৭] জননায়কেরা কেউই আর ছিলেন না,
ইস্রায়েলে কেউই আর ছিলেন না,
যতদিন না আমি দেবোরা উঠলাম,
ইস্রায়েলের মধ্যে মাতারূপে উঠলাম।
[৮] সবাই বিজাতীয় দেবতাদের নিয়েই প্রীত ছিল,
আর তখন নগরদ্বারে যুদ্ধ উপস্থিত হল;
কিন্তু ইস্রায়েলের সেই চল্লিশ হাজার লোকের মধ্যে
একটা ঢাল কি একটা বর্শাও দেখা যাচ্ছিল না।

[৯] আমার হৃদয় ইস্রায়েলের নেতাদের সঙ্গে,
সেই লোকদেরই সঙ্গে যারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল;
প্রভুকে বল ধন্য!

[১০] তোমরা যারা সাদা গাধীর পিঠে চড়ে থাক,
যারা গাধীর গদিতে আসীন থাক,
তোমরাও যারা পায়ে হেঁটে চল, তোমরাই বর্ণনা কর;
[১১] জল তোলার স্থানে রাখালদের জয়ধ্বনিতে যোগ দাও,
সেইখানে কীর্তিত হচ্ছে প্রভুর সমস্ত জয়লাভ,
ইস্রায়েলে তাঁর শাসনের জয়লাভ;
(তখন প্রভুর লোকেরা নগরদ্বারে নেমে গেছিল।)

[১২] জেগে ওঠ, দেবোরা, জেগে ওঠ;
জেগে ওঠ, জেগে ওঠ, গেয়ে ওঠ গান!
ওঠ, বারাক; হে আবিনোয়ামের সন্তান,
তোমার বন্দিদের বন্দি করে নাও!

[১৩] তখন ইস্রায়েল নগরদ্বারে নেমে এল;
বীরযোদ্ধার মত প্রভুর লোকেরা তাঁর জন্য যুদ্ধ করতে নেমে এল।

[১৪] এফ্রাইমের জননায়কেরা আমালেকে আছেন,
তোমার পিছু পিছু হয়ে বেঞ্জামিন তোমার লোকদের মধ্যে রয়েছে;
মাখিরের মূলবংশ থেকে নেতারা নেমে এলেন,
রণদণ্ড যাঁদের হাতে, জাবুলোনের মূলবংশ থেকে তাঁরাও নেমে এলেন।
[১৫] ইসাখারের প্রধানেরা দেবোরার সঙ্গে ছিলেন,
তাঁর পিছু পিছু বারাক সমতল ভূমিতে ছুটে গেলেন।
রূবেনের খরস্রোতের ধারে
গুরু মনশ্চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছিল:
[১৬] তুমি কেন মেষঘেরির মধ্যে বসে ছিলে?
কি রাখালদের বাঁশি শোনার জন্য?
রূবেনের খরস্রোতের ধারে
গুরু মনশ্চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছিল।

[১৭] গিলেয়াদ যর্দনের ওপারে বসে থাকল,
আর দান কেন বিজাতিই যেন জাহাজে রইল?
আশের মহাসাগরের তীরে বসে থাকল,
তার বন্দরের ধারে ধারে বসে থাকল।

[১৮] জাবুলোন এমন জাতি যে প্রাণ তুচ্ছ করল মৃত্যু পর্যন্ত,
নেফ্তালিও সেইরূপ, সে মাঠের উচ্চস্থানগুলিতে ছিল।

[১৯] রাজারা এলেন, যুদ্ধ করলেন,
কেমন যুদ্ধ করলেন সেই কানানের রাজা সকল!
মেগিদ্দোর জলাশয়ের ধারে সেই তানাখে যুদ্ধ করলেন,
কিন্তু একটু রুপোও লুট করে নিতে পারলেন না।

[২০] আকাশ থেকে তারানক্ষত্র যুদ্ধ করল,
যে যার কক্ষ থেকেই সিসেরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল।

[২১] কিশোন খাদনদী তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল :
প্রাচীন নদীই সেই কিশোন খাদনদী !
প্রাণ আমার, বলবান হয়ে এগিয়ে চল !

[২২] তখন অশ্বগুলোর খুর মাটি পিষে মারল,
ধাওয়া করছিল, ধাওয়া করছিল দ্রুতগামী সেই ঘোড়া সকল।

[২৩] প্রভুর দূত বলেন : মেরোজকে অভিশাপ দাও,
অভিশাপ দাও, তার অধিবাসীদের অভিশাপ দাও,
তারা যে আসল না প্রভুর সাহায্যের জন্য,
প্রভুর সাহায্যের জন্য, বীরযোদ্ধাদের মাঝে।

[২৪] নারীকুলে ধন্যা সেই যায়েল,
কেনীয় হেবেরের পত্নী যে যায়েল !
তাঁবুতে বাস করে যত নারী, তাদের সকলের মধ্যে তিনি ধন্যা !

[২৫] সে জল চাইল, তিনি তাকে দিলেন দুধ ;
রাজোপযোগী পাত্রেই ক্ষীর এনে দিলেন।
[২৬] গোঁজের দিকে হাত বাড়িয়ে,
কর্মকারের হাতুড়ির দিকে ডান হাত বাড়িয়ে
তিনি সিসেরাকে হাতুড়ি মারলেন, তার মাথা চূর্ণ করলেন,
তার কপাল বিঁধিয়ে ভেঙে দিলেন।
[২৭] সে তাঁর দু'পায়ের মধ্যে হেঁট হয়ে পড়ল, আর নড়ল না ;
তাঁর দু'পায়ের মধ্যে হেঁট হয়ে পড়ল ;
যেখানে হেঁট হল, সেখানে সে নিঃশেষিত হয়ে পড়ল।

[২৮] সিসেরার মাতা জাফরি দিয়ে,
জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখে :
তার রথ আসতে তত দেরি কেন ?
তার রথগুলো তত আস্তে আস্তে চলে কেন ?

[২৯] তার সবচেয়ে প্রজ্ঞাবতী সহচরীরা উত্তর দেয়,
আর সে নিজেও নিজেকে বারবার বলে :
[৩০] তারা কি লুটের মাল নিচ্ছে না?
লুটের মাল তারা কি ভাগ ভাগ করে নিচ্ছে না?
প্রত্যেক পুরুষ একটি তরুণী, দু'টোই তরুণী,
সিসেরার জন্য লুটের ভাগ চিত্রিত বস্ত্র,
খচিত চিত্রিত একটা বস্ত্র তার জন্য,
কণ্ঠদেশের জন্য চিত্রিত দুই ধারি বাঁধা বস্ত্রই আমার জন্য লুটের ভাগ!

[৩১] প্রভু, তোমার সকল শত্রুর তেমনই বিনাশ হোক!
কিন্তু তোমাকে ভালবাসে যারা,
তারা সপ্রতাপে উদীয়মান সূর্যেরই মত হোক!'

আর চল্লিশ বছর ধরে দেশ স্বস্তি পেল।

ঙ - গিদিয়োন ও আবিমেলেখ—ইস্রায়েল অত্যাচারিত

৬ [১] ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করল, আর প্রভু
তাদের সাত বছর ধরে মিদিয়ানের হাতে তুলে দিলেন। [২] ইস্রায়েলের উপরে
মিদিয়ানের হাত ভারী ছিল, তাই ইস্রায়েল সন্তানেরা মিদিয়ানের হাত থেকে রেহাই
পাবার জন্য পর্বতের গহ্বরে, গুহাতে ও দুর্গম জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিল। [৩] ইস্রায়েল
যখনই বীজ বুনত, মিদিয়ানীয়েরা ও আমালেকীয়েরা এবং পুবদেশের লোকেরা আসত,
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করত, [৪] এবং তাদের এলাকায় শিবির বসিয়ে গাজা শহরের
প্রবেশদ্বার পর্যন্ত ভূমির ফসল বিনষ্ট করত। ইস্রায়েল যাতে বাঁচতে পারে, তেমন কিছুও
তারা রাখত না : মেষও নয়, বলদ বা গাধাও নয়; [৫] কেননা পঙ্গপালের মত তারা
নিজেদের পশুপাল ও তাঁবু সঙ্গে করে অসংখ্যই আসত; তারা ও তাদের উট অগণ্যই
ছিল; দেশ উচ্ছিন্ন করার জন্যই তারা আসত। [৬] মিদিয়ানের কারণে ইস্রায়েল ভীষণ
দুর্দশায় পড়ল, আর ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর কাছে হাহাকার করল।

[৭] মিদিয়ানের কারণে যখন ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর কাছে হাহাকার করল, [৮] তখন প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে একজন নবী প্রেরণ করলেন; তিনি তাদের বললেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: আমিই মিশর থেকে তোমাদের এখানে এনেছি, দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে এনেছি, [৯] এবং মিশরীয়দের হাত থেকে ও যারা তোমাদের অত্যাচার করছিল, তাদের সকলের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছি; হ্যাঁ, আমি তোমাদের সামনে থেকে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের দেশ তোমাদের দিয়েছি। [১০] আর আমি তোমাদের বলেছি: আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর! তোমরা যে আমোরীয়দের দেশে বাস করছ, তাদের দেবতাদের ভয় করো না। কিন্তু তোমরা আমার কণ্ঠে কান দাওনি।'

গিদিয়োনকে আহ্বান

[১১] প্রভুর দূত এসে অফ্রা শহরের তার্পিনগাছের তলায় বসলেন—গাছটা ছিল আবিয়েজীয় যোয়াশের সম্পত্তি; তাঁর ছেলে গিদিয়োন মিদিয়ানীয়দের কাছ থেকে গম লুকাবার জন্য আঙুরমাড়াইকুণ্ডের ভিতরে তা মাড়াই করছিলেন। [১২] তখন প্রভুর দূত তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'হে বলবান বীর, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন!' [১৩] গিদিয়োন তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'প্রভু আমার, দোহাই তোমার, প্রভু আমার সঙ্গে থাকলে তবে আমাদের এই সবকিছু ঘটছে কেন? আর আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁর যে সমস্ত আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা আমাদের জানাচ্ছিলেন, সেই সমস্ত কিছু এখন কোথায়? তাঁরা বলতেন: প্রভু কি মিশর থেকে আমাদের এখানে আনেননি? কিন্তু এখন প্রভু আমাদের ত্যাগ করেছেন, মিদিয়ানের হাতে আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন।' [১৪] প্রভু তাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি যাও, তোমার যে শক্তি আছে, সেই শক্তিতেই এগিয়ে যাও; তুমিই মিদিয়ানের হাত থেকে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করবে; আমি নিজেই কি তোমাকে প্রেরণ করছি না?' [১৫] তিনি উত্তরে তাঁকে বললেন, 'ক্ষমা চাই, প্রভু, কিন্তু আমি ইস্রায়েলকে কেমন করে ত্রাণ করব? দেখ, মানাশের মধ্যে আমার গোত্রই তো সবচেয়ে দুর্বল, আর আমার পিতার বাড়িতে আমি সবচেয়ে নগণ্য।' [১৬] প্রভু তাঁকে বললেন, 'আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব, আর তুমি মিদিয়ানীয়দের আঘাত করবে, তারা ঠিক যেন একটা মানুষমাত্র!' [১৭] তিনি বললেন,

‘আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তবে তুমিই যে আমার সঙ্গে কথা বলছ, তার কোন চিহ্ন আমাকে দেখাও। [১৮] কিন্তু দোহাই তোমার, যতক্ষণ আমি তোমার কাছে ফিরে না আসি, আমার নৈবেদ্য এনে তোমার সামনে না রাখি, ততক্ষণ তুমি এখান থেকে যেয়ো না।’ তিনি বললেন, ‘তুমি না ফিরে আসা পর্যন্ত আমি এখানে থাকব।’

[১৯] গিদিয়োন ঘরে গিয়ে একটা ছাগের বাচ্চা রান্না করলেন, আর এক এফা ময়দা নিয়ে খামিরবিহীন পিঠা তৈরি করলেন; মাংস এক ডালায় রেখে ও তার সমস্ত ঝোল একটা হাঁড়িতে ঢেলে তিনি বাইরে সেই তার্পিনগাছের তলায় এই সমস্ত কিছু তাঁর সামনে এনে দিলেন; তিনি এগিয়ে যেতে যেতে [২০] পরমেশ্বরের দূত তাঁকে বললেন, ‘মাংস ও খামিরবিহীন পিঠাগুলো নিয়ে এই পাথরের উপরে রাখ, আর ঝোলটা তার উপরে ঢেলে দাও।’ তিনি সেইমত করলেন। [২১] তখন প্রভুর দূত, তাঁর হাতে যে লাঠি ছিল, তার ডগা দিয়ে সেই মাংস ও পিঠাগুলো স্পর্শ করলেন; তখন পাথর থেকে আগুন জ্বলে উঠে সেই মাংস ও খামিরবিহীন পিঠাগুলো গ্রাস করল, আর প্রভুর দূত তাঁর চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেন। [২২] গিদিয়োন তখন দেখলেন যে, তিনি প্রভুর দূত; তিনি বললেন, ‘হায় হায়, আমার প্রভু পরমেশ্বর! আমি তো মুখোমুখি হয়ে প্রভুর দূতকে দেখেছি!’ [২৩] প্রভু উত্তরে বললেন, ‘তোমার শান্তি হোক, ভয় করো না; তুমি মরবে না।’ [২৪] গিদিয়োন সেই জায়গায় প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, ও তার নাম প্রভু-শান্তি রাখলেন। তা আবিয়েজীয়দের অফ্রাতে আজ পর্যন্ত আছে।

বায়াল-দেবের বিপক্ষে গিদিয়োন

[২৫] একই রাতে প্রভু তাঁকে বললেন, ‘তুমি তোমার পিতার দ্বিতীয় বৃষ, সাত বছরের সেই বৃষটা নাও, এবং বায়াল-দেবের যে যজ্ঞবেদি তোমার পিতা গেঁথেছে, তা ভেঙে ফেল, তার পাশে যে পবিত্র দণ্ড, তাও কেটে ফেল। [২৬] পরে এই শৈলের চূড়ায় তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে উপযুক্তই একটা বেদি গাঁথ; পরে সেই দ্বিতীয় বৃষ নাও, এবং যে পবিত্র দণ্ড কেটে ফেলেছ, তারই কাঠ দিয়ে তা আহুতিরূপে উৎসর্গ কর।’ [২৭] তখন গিদিয়োন তাঁর দাসদের মধ্যে দশজনকে সঙ্গে নিয়ে, প্রভু তাঁকে যেমন বলেছিলেন সেইমত করলেন; কিন্তু তাঁর আত্মীয়দের ও শহরবাসীদের ভয়ে তিনি দিনের বেলায় তা না করে রাতেই করলেন। [২৮] পরদিন সকালে শহরের লোকেরা

জেগে উঠে হঠাৎ দেখতে পেল, বায়াল-দেবের যজ্ঞবেদি ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তার পাশে যে পবিত্র দণ্ড, তা কাটা হয়েছে, ও নতুন একটা যজ্ঞবেদির উপরে সেই দ্বিতীয় বৃষ আহুতিরূপে উৎসর্গ করা হয়েছে। [২৯] তারা পরস্পর-পরস্পরকে বলল, 'তেমন কাজ কে করল?' তারা তদন্ত করল, জিজ্ঞাসাবাদ করল, আর শেষে বলল, 'যোয়াশের ছেলে গিদিয়োন তেমন কাজ করেছে।' [৩০] তাই শহরের লোকেরা যোয়াশকে বলল: 'তোমার ছেলেকে বাইরে নিয়ে এসো, তাকে মেরে ফেলা হোক, কেননা সে বায়ালের যজ্ঞবেদি ভেঙে ফেলেছে ও তার পাশে যে পবিত্র দণ্ড, তা কেটে ফেলেছে।' [৩১] তখন যোয়াশ, তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছিল যে সকল লোক, তাদের বললেন, 'বায়াল-দেবের পক্ষ সমর্থন করা কি তোমাদেরই ব্যাপার? তাকে বাঁচানো কি তোমাদেরই কাজ?' যে কেউ তার পক্ষ সমর্থন করে, তার প্রাণদণ্ড হবে—হ্যাঁ, আগামীকাল ভোরে! বায়াল যদি দেবতাই হয়, তবে সে নিজের পক্ষ নিজেই সমর্থন করুক, কেননা যে বেদি ভেঙে ফেলা হল, তা তারই।' [৩২] সেদিন গিদিয়োন যেরুব-বায়াল বলে অভিহিত হলেন, কেননা লোকে বলল, 'বায়াল তার বিরুদ্ধে নিজের পক্ষ সমর্থন করুক, কারণ সে-ই তার বেদি ভেঙে ফেলেছে।'

যুদ্ধ প্রস্তুতি

[৩৩] সেসময় সকল মিদিয়ানীয়, আমালেকীয় ও পুবদেশের লোকেরা একজোট হল, এবং যর্দন পার হয়ে যেস্রেয়েল সমতল ভূমিতে শিবির বসাল; [৩৪] আর প্রভুর আত্মা গিদিয়োনকে ঘিরে আবিষ্ট করল; তিনি তুরি বাজালেন, আর তাঁর অনুসরণ করার জন্য আবিয়েজীয়দের আহ্বান করা হল। [৩৫] তিনি মানাশে অঞ্চলের সর্বত্রও দূত পাঠালেন, আর তারাও তাঁর অনুসরণ করতে আহূত হল; আশের, জাবুলোন ও নেফ্তালির কাছেও তিনি দূত পাঠালেন, আর অন্যান্যদের সঙ্গে তারাও যোগ দিতে এল।

[৩৬] গিদিয়োন পরমেশ্বরকে বললেন, 'তুমি যেইভাবে বলেছিলে, যদি আমার হাত দ্বারাই ইস্রায়েলকে ত্রাণ করতে যাচ্ছ, [৩৭] তবে দেখ, আমি খামারে পশমসহ ভেড়ার চামড়া রাখব: যদি শুধু সেই পশমের উপরে শিশির পড়ে, এবং সমস্ত মাটি শুকনো থাকে, তবে আমি জানব যে, তুমি আমার হাত দ্বারা ইস্রায়েলকে ত্রাণ করবে, যেইভাবে বলেছিলে।' [৩৮] আর তেমনিই ঘটল: পরদিন তিনি খুব সকালে উঠে সেই পশম

নিঙড়িয়ে তা থেকে শিশির বের করলেন, তাতে পুরো এক বাটি জল হল। [৩৯] গিদিয়োন পরমেশ্বরকে বললেন, ‘তোমার ক্রোধ যেন আমার উপর না জ্বলে ওঠে, আমি শুধু আর একবারই কথা বলব। সেই পশম দিয়ে আমাকে আর একবার পরীক্ষা নিতে দাও। এবার কেবল পশমটা শুকনো থাকুক, আর সমস্ত মাটির উপরে শিশির পড়ুক।’ [৪০] সেই রাতে পরমেশ্বর সেইমত করলেন: পশমটা শুকনো থাকল, আর সমস্ত মাটির উপরে শিশির পড়ল।

যর্দনের ওপারে গিদিয়োনের যুদ্ধযাত্রা

৭ [১] যেরুব-বায়াল (অর্থাৎ গিদিয়োন) ও তাঁর সঙ্গে যত লোক ছিল, তারা খুব সকালে উঠে এন্-হারোদে শিবির বসাল; মিদিয়ানের শিবির তাদের উত্তরদিকে মোরে পর্বতের দিকে সমতল ভূমিতে ছিল।

[২] প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, ‘তোমার সঙ্গে যে লোকেরা আছে, তাদের সংখ্যা অতিরিক্ত হয়েছে, যাতে আমি মিদিয়ানীয়দের তাদের হাতে তুলে দিই; হ্যাঁ, ইস্রায়েল আমার সামনে গর্ব করে বলতে পারবে: আমারই হাত আমার পরিত্রাণ সাধন করেছে!
[৩] তাই তুমি এক্ষণই লোকদের সামনে একথা ঘোষণা কর: যে কেউ ভীত ও সন্ত্রাসিত, সে ফিরে যাক, গিলবোয়া পর্বত থেকে ব্যাপারটা দেখুক।’ তাই লোকদের মধ্য থেকে বাইশ হাজার লোক ফিরে গেল, দশ হাজার লোক থেকে গেল।

[৪] প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, ‘লোকসংখ্যা এখনও বেশি; তুমি তাদের ওই জলাশয়ের কাছে নিয়ে যাও; সেখানে আমি তোমার জন্য তাদের পরীক্ষা করব। যার বিষয়ে আমি তোমাকে বলব, এ তোমার সঙ্গে যাবে, সে তোমার সঙ্গে যাবে; এবং যার বিষয়ে তোমাকে বলব, এ তোমার সঙ্গে যাবে না, সে যাবে না।’ [৫] তাই গিদিয়োন লোকদের জলাশয়ের কাছে নিয়ে গেলেন, আর প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, ‘কুকুরে যেভাবে জল চেটে খায়, যে কেউ সেইভাবে জিহ্বা দিয়ে জল চেটে খাবে, তাকে এক পাশে সরিয়ে রাখবে; আর যে কেউ জল খাবার জন্য হাঁটুর উপরে উপুড় হয়, তাকে আর এক পাশে সরিয়ে রাখবে।’ [৬] যারা হাতে জল তুলে তা মুখে দিয়ে চেটে খেল, তাদের সংখ্যা হল তিনশ’ লোক; বাকি সকল লোক জল খাবার জন্য হাঁটুর উপরে

উপুড় হল। [৭] তখন প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, 'এই যে তিনশ' লোক জল চেটে খেল, এদের দিয়ে আমি তোমাদের ত্রাণ করব, ও মিদিয়ানীয়দের তোমার হাতে তুলে দেব; বাকি সকল লোক যে যার এলাকায় চলে যাক।' [৮] তাই তারা লোকদের খাদ্য-সামগ্রী ও তুরি নিল, আর তিনি ইস্রায়েলের বাকি সকল লোককে যে যার তাঁবুতে বিদায় দিয়ে কেবল সেই তিনশ' লোককে রাখলেন। মিদিয়ানের শিবির তাঁর নিচে, সেই সমতল ভূমিতে ছিল।

[৯] তখন এমনটি হল যে, সেই একই রাতে প্রভু তাঁকে বললেন, 'ওঠ, শিবিরের মধ্যে নেমে পড়; আমি তা তোমার হাতে তুলে দিলাম। [১০] কিন্তু তুমি যদি যেতে ভয় কর, তবে তোমার চাকর পুরাকে সঙ্গে নিয়ে নেমে যাও, [১১] এবং ওরা যা বলে, তা শোন; তখন শিবিরে নামবার জন্য তোমার সাহস হবে।' তাই তিনি তাঁর চাকর পুরাকে সঙ্গে করে শিবিরের প্রান্তভাগ পর্যন্ত নেমে গেলেন। [১২] মিদিয়ানীয়েরা, আমালেকীয়েরা ও পুবদেশের সমস্ত লোক সমতল ভূমিতে ছড়ানো ছিল, এবং তাদের উট সমুদ্রতীরের বালুকণার মতই অসংখ্য ছিল। [১৩] গিদিয়োন সেখানে গেলেন, আর দেখ, তাদের মধ্যে একটি লোক তার সাথীকে তার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করছিল; সে বলছিল: 'আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, আর দেখ, যেন যবের একখানা রুটি মিদিয়ানের শিবিরের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে এল, এবং তাঁবুর কাছে এসে পৌঁছে আঘাত হানল ও তাঁবুটা উল্টিয়ে দিল, তাতে তাঁবু পড়ে গেল।' [১৪] তার সাথী উত্তরে বলল, 'এ সেই ইস্রায়েলীয় যোয়াশের ছেলে গিদিয়োনের খড়্গ ছাড়া আর কিছু নয়! পরমেশ্বর মিদিয়ানকে ও সমস্ত শিবিরকে তার হাতে তুলে দিয়েছেন।' [১৫] ওই স্বপ্নের বিবরণ ও তার অর্থ শুনে গিদিয়োন প্রণিপাত করলেন; পরে ইস্রায়েলের শিবিরে ফিরে এসে বললেন, 'ওঠ, কেননা প্রভু মিদিয়ানের শিবির তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।'

[১৬] তিনি সেই তিনশ' লোককে তিন দলে বিভক্ত করে প্রত্যেকের হাতে দিলেন এক একটা তুরি, এক একটা শূন্য ঘট, ও ঘটের মধ্যে মশাল। [১৭] তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা আমার দিকে তাকাও, আমি যেমন করব তোমরাও সেইমত করবে; দেখ, আমি শিবিরের প্রান্তভাগে এসে পৌঁছলে যা-ই কিছু করব, তোমরাও ঠিক তাই

করবে। [১৮] আমি ও আমার সঙ্গীরা সকলে তুরি বাজালে তোমরাও সমস্ত শিবিরের
চারদিক থেকে তুরি বাজাবে ও চিৎকার করে বলবে: প্রভুর জন্য ও গিদিয়োনের জন্য!'
[১৯] মধ্যরাতের প্রহরের শুরুতে নতুন প্রহরীদল এইমাত্র মোতায়েন হয়েছে, এমন
সময় গিদিয়োন ও তাঁর সঙ্গী একশ' লোক শিবিরের প্রান্তভাগে এসে পৌঁছলেন; তিনি
তুরি বাজালেন, ও তাঁর হাতে থাকা ঘটটা ভেঙে ফেললেন। [২০] তখন সেই তিন
দলেই তুরি বাজাল ও ঘট ভেঙে ফেলল, এবং বাঁ হাতে মশাল ও ডান হাতে বাজাবার
তুরি ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'প্রভুর জন্য ও গিদিয়োনের জন্যই
খড়্গ!' [২১] শিবিরের চারদিকে তারা প্রত্যেকে যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে রইল, তাতে
শিবিরের সমস্ত লোক দৌড়াদৌড়ি করে চিৎকার করতে করতে পালাতে লাগল।
[২২] ওরা তিনশ'টা তুরি বাজাতে বাজাতে প্রভু এমনটি করলেন যেন সমস্ত শিবির
জুড়ে প্রত্যেকজন তার সাথীর বিরুদ্ধেই খড়্গ চালায়। সমগ্র সেনাদল জারেতানের দিকে
বেথ্-শিট্টা পর্যন্ত, সেই আবেল-মেহোলার পার পর্যন্ত পালিয়ে গেল, যা তাব্বাথের উল্টো
দিকে অবস্থিত।
[২৩] নেফ্তালি, আশের ও সমস্ত মানাশে থেকে ইস্রায়েলের লোকেরা জড় হয়ে
মিদিয়ানের পিছনে ধাওয়া করল। [২৪] ইতিমধ্যে গিদিয়োন এফ্রাইমের পার্বত্য
অঞ্চলের সর্বত্রই দূত পাঠিয়ে একথা বললেন, 'মিদিয়ানের বিরুদ্ধে নেমে এসো, এবং
বেথ্-বারা ও যর্দন পর্যন্ত তাদের আগেই পারঘাটাগুলো দখল কর।' এফ্রাইমের সমস্ত
লোক জড় হয়ে বেথ্-বারা ও যর্দন পর্যন্ত সমস্ত পারঘাটা দখল করল। [২৫] তারা
ওরেব ও জেয়েব মিদিয়ানের এই দুই নেতাকে ধরল; ওরেবকে তারা বধ করল ওরেব
নামে শৈলে, আর জেয়েবকে জেয়েব নামে আঙুরপেষাইখানার কাছে। তারা
মিদিয়ানীয়দের পিছনে ধাওয়া করল এবং ওরেব ও জেয়েবের মাথা যর্দনের ওপারে
গিদিয়োনের কাছে নিয়ে গেল।

৮ [১] কিন্তু এফ্রাইমের লোকেরা তাঁকে বলল, 'আমাদের প্রতি তুমি এ কেমন
ব্যবহার করলে? তুমি তো যখন মিদিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে, তখন আমাদের
ডাকনি!' তারা তাঁর সঙ্গে বড়ই বিবাদ বাধাল। [২] তিনি উত্তরে তাদের বললেন,
'তোমাদের তুলনায় আমি কী করেছি? আবিয়েজেরের আঙুর-সংগ্রহের চেয়ে এফ্রাইমের

পড়ে থাকা আঙুরফল কুড়ানো কি ভাল নয়? [৩] ওরেব ও জেয়েব, মিদিয়ানের এই দুই রাজাকে পরমেশ্বর তোমাদেরই হাতে তুলে দিয়েছেন; তাই তোমরা যা করেছ, তার তুলনায় আমি কী করতে পেরেছি?' তাঁর এই কথায় তাঁর প্রতি তাদের ক্রোধ নিঃশেষ হল।

যর্দনের পুবপারে গিদিয়োনের যুদ্ধযাত্রা

[৪] গিদিয়োন যর্দনে এসে পার হলেন, কিন্তু তিনি ও তাঁর সঙ্গী সেই তিনশ' লোক সেই ধাওয়ার কারণে শ্রান্তই ছিলেন। [৫] তাই তিনি সুক্কোথের লোকদের বললেন, 'তোমাদের দোহাই, আমার সঙ্গে যে লোক আসছে, তাদের কিছুটা রুটি দাও, কেননা তারা শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, আর আমি জেবা ও সাল্‌মুন্নার—মিদিয়ানের এই দুই রাজার পিছনে ধাওয়া করছি।' [৬] কিন্তু সুক্কোথের জননেতারা বলল, 'জেবা ও সাল্‌মুন্নার হাত কি তোমার নিজেরই হাতে ধরা পড়েছে যে, আমরা তোমার সৈন্যদলকে রুটি দেব?' [৭] গিদিয়োন বললেন, 'আচ্ছা, যখন প্রভু জেবা ও সাল্‌মুন্নাকে আমার হাতে তুলে দেবেন, তখন আমি মরুপ্রান্তরের কাঁটা ও কাঁটাঝোপ দিয়ে তোমাদের মাংস ছিঁড়ব!' [৮] সেখান থেকে তিনি পেনুয়েলে উঠে গিয়ে সেখানকার লোকদের কাছেও একই কথা বললেন, কিন্তু সুক্কোথের লোকেরা যেরূপ উত্তর দিয়েছিল, পেনুয়েলের লোকেরাও তাঁকে সেরূপ উত্তর দিল। [৯] তিনি পেনুয়েলের লোকদেরও বললেন, 'আমি যখন বিজয়ী হয়ে ফিরব, তখন এই দুর্গমিনার ভেঙে ফেলব।'

[১০] জেবা ও সাল্‌মুন্না কার্কোরে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গী সৈন্য ছিল আনুমানিক পনেরো হাজার লোক: পুবদেশের লোকদের সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কেবল এরাই বেঁচে রয়েছিল; খড়্গধারী এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোক মারা পড়েছিল। [১১] গিদিয়োন নোবাহ্ ও যগ্‌বেহার পুবদিকে তাঁবু-নিবাসীদের পথ দিয়ে এগিয়ে এসে সেই সৈন্যদের ঠিক তখনই আঘাত করলেন যখন তারা মনে করছিল, নিরাপদেই আছি। [১২] জেবা ও সাল্‌মুন্না পালিয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের পিছনে ধাওয়া করলেন, এবং মিদিয়ানের দুই রাজাকে—সেই জেবা ও সাল্‌মুন্নাকে—বন্দি করে সমস্ত সৈন্যদলের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিলেন।

[১৩] পরে যোয়াশের ছেলে গিদিয়োন হেরেসের আরোহণ-পথ দিয়ে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন, [১৪] এমন সময় সুক্কোথ-নিবাসীদের এক যুবককে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন; সে সুক্কোথের জননেতাদের ও সেখানকার প্রবীণদের সাতাত্তরজনের নাম লিখিয়ে দিল। [১৫] এরপর তিনি সুক্কোথের লোকদের কাছে এসে পৌঁছে বললেন, ‘এই যে, জেবা ও সাল্‌মুন্নাকে দেখ! এদেরই বিষয়ে তোমরা নাকি আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিলে: জেবা ও সাল্‌মুন্নার হাত কি তোমার নিজেরই হাতে ধরা পড়েছে যে, আমরা তোমার শ্রান্ত লোকদের রুটি দেব?’ [১৬] তিনি শহরের প্রবীণদের ধরলেন, এবং মরুপ্রান্তরের কাঁটা ও কাঁটাঝোপ দিয়ে সুক্কোথের লোকদের শিক্ষামূলক শাস্তি দিলেন। [১৭] তিনি পেনুয়েলের দুর্গমিনার ভেঙে ফেললেন ও শহরের পুরুষলোকদের বধ করলেন।

[১৮] পরে তিনি জেবা ও সাল্‌মুন্নাকে বললেন, ‘তোমরা তাবরে যে লোকদের বধ করেছিলে, তারা দেখতে কেমন?’ তাঁরা উত্তরে বললেন, ‘তারা আপনারই মত: প্রত্যেকে দেখতে রাজপুত্রেরই মত ছিল।’ [১৯] তিনি বললেন: ‘তারা ছিল আমার ভাই, আমারই সহোদর! জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি, তোমরা যদি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে, আমি তোমাদের বধ করতাম না।’ [২০] আর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যেথেরকে তিনি বললেন, ‘ওঠ, এদের বধ কর!’ কিন্তু ছেলেটি খড়্গ বের করল না, সে তো ভীতই ছিল, যেহেতু তখনও সে ছোট মানুষ। [২১] জেবা ও সাল্‌মুন্না বললেন, ‘আপনিই উঠে আমাদের আঘাত করুন, কেননা যে যেমন পুরুষ, তার তেমনি বীরত্ব!’ তখন গিদিয়োন উঠে জেবা ও সাল্‌মুন্নাকে বধ করলেন ও তাঁদের উটগুলোর গলার যত চন্দ্রহার নিলেন।

গিদিয়োনের শেষ দিনের কথা

[২২] ইস্রায়েলীয়েরা গিদিয়োনকে বলল, ‘তুমি ও তোমার বংশধরেরাই আমাদের শাসনভার গ্রহণ কর, কারণ তুমিই মিদিয়ানের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করেছ।’ [২৩] গিদিয়োন উত্তরে বললেন, ‘আমি তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করব না, আমার ছেলেও তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করবে না; প্রভুই তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করবেন।’

[২৪] তথাপি তাদের উদ্দেশ করে গিদিয়োন বলে চললেন, ‘তোমাদের কাছে আমাদের একটি নিবেদন রয়েছে: তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ লুটের মাল থেকে একটা করে কানের দুল আমাকে দাও।’ কেননা ইশ্মায়েলীয় হওয়ায় শত্রুদের কানে সোনার দুল ছিল। [২৫] তারা বলল: ‘খুশি মনেই তা দেব।’ তখন তিনি চাদর পাতলে প্রত্যেকে নিজ নিজ লুটের মাল থেকে একটা করে কানের দুল ফেলল। [২৬] তিনি যে কানের দুল চেয়েছিলেন, তার পরিমাণ হল এক হাজার সাতশ’ শেকেল সোনা। তাছাড়া ছিল চন্দ্রহার, ঝুমকা ও বেগুনি রঙের পোশাক যা মিদিয়ানীয় রাজারা পরছিলেন; আবার উটের গলার হারও ছিল। [২৭] গিদিয়োন তা দিয়ে একটা এফোদ তৈরি করে তা তাঁর নিজের শহর অফ্রাতে রাখলেন; তখন গোটা ইস্রায়েল সেখানে সেই এফোদের পূজা করায় ব্যভিচারী হল, আর তা গিদিয়োনের ও তাঁর কুলের ফাঁদস্বরূপ হল।

[২৮] তাই মিদিয়ান ইস্রায়েলের সামনে অবনমিত হল আর কখনও মাথা উচ্চ করতে পারল না। গিদিয়োনের জীবনকালে চল্লিশ বছর ধরে দেশ স্বস্তি পেল।

[২৯] যোয়াশের ছেলে যেরুব-বায়াল নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে সেখানে বাস করলেন। [৩০] গিদিয়োনের ঘরে সত্তরটি পুত্রসন্তানের জন্ম হল, কেননা তাঁর বহু স্ত্রী বাস করছিল। [৩১] শিখেমে তাঁর যে উপপত্নী ছিল, সেও তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, আর তিনি তার নাম আবিমেলেখ রাখলেন। [৩২] যোয়াশের ছেলে গিদিয়োন শুভ বার্ধক্যকালে প্রাণত্যাগ করলেন, আর আবিয়েজীয়দের অফ্রাতে তাঁর পিতা যোয়াশের সমাধিমন্দিরে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।

[৩৩] গিদিয়োনের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা আবার বায়াল-দেবতাদের অনুগমনে ব্যভিচারী হতে লাগল এবং বায়াল-বেরিথ্‌কে নিজেদের ইষ্ট দেবতা করল। [৩৪] ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের পরমেশ্বর প্রভুকে আর স্মরণ করল না, যিনি চারদিকের সমস্ত শত্রুদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করেছিলেন; [৩৫] যেরুব-বায়াল—অর্থাৎ গিদিয়োন—ইস্রায়েলের প্রতি যত মঙ্গল করেছিলেন, তারা তাঁর কুলের প্রতি তত সহৃদয়তা দেখাল না।

আবিমেলেখের রাজ্য

৯ [১] যেরুব-বায়ালের ছেলে আবিমেলেখ শিখেমে তার মায়ের ভাইদের কাছে গিয়ে তাদের এবং তার মায়ের পিতৃকুলের গোটা গোত্রকে এই কথা বলল, [২] 'আমার অনুরোধ, তোমরা শিখেমের সকল সমাজনেতার কাছে এই প্রশ্ন রাখ: তোমাদের পক্ষে ভাল কী? তোমাদের উপরে যেরুব-বায়ালের সকল ছেলেদের অর্থাৎ সত্তরজনের শাসন ভাল, না একজনেরই শাসন ভাল? এই কথাও মনে রেখ, আমি তোমাদের নিজেদেরই হাড় ও তোমাদের নিজেদেরই মাংস।' [৩] তার মায়ের ভাইয়েরা তার পক্ষ থেকে শিখেমের সকল সমাজনেতার কাছে এই সমস্ত কথা বলল, আর সেই সকলের মন আবিমেলেখের দিকে আকর্ষিত হল; তারা ভাবছিল, 'সে তো আমাদের ভাই।' [৪] তাই তারা বায়াল-বেরিথের মন্দির থেকে তাকে সত্তর রুপোর শেকেল দিল; আর আবিমেলেখ নিষ্কর্মা ও দুঃসাহসী লোকদের সেই টাকা মজুরি দিলে তারা তার অনুগামী হল। [৫] পরে সে অফ্রায় পিতার বাড়িতে গিয়ে তার ভাইদের অর্থাৎ যেরুব-বায়ালের সত্তরজন ছেলেকে এক পাথরের উপরে বধ করল; কেবল যেরুব-বায়ালের কনিষ্ঠ পুত্র যোথাম লুকিয়ে থাকায় রক্ষা পেল। [৬] তখন শিখেমের সকল সমাজনেতা ও গোটা বেথ্-মিল্লো সমবেত হয়ে, শিখেমে যেখানে ওক্ গাছের স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে, সেইখানে গিয়ে আবিমেলেখকে রাজা বলে ঘোষণা করল।

[৭] কিন্তু যোথানকে যখন ব্যাপারটা জানানো হল, তখন সে গিয়ে গারিজিম পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় চিৎকার করে বলল,

'হে শিখেমের সমাজনেতা সকল, আমার কথায় কান দাও,
তবে পরমেশ্বর তোমাদের কথায় কান দেবেন:

[৮] একদিন যত গাছপালা নিজেদের উপরে এক রাজা তৈলাভিষিক্ত করার জন্য
তেমন রাজার খোঁজে যাত্রা করল।
তারা জলপাইগাছকে বলল,
আমাদের উপরে রাজত্ব কর।

[৯] জলপাইগাছ উত্তরে বলল,
আমার যে তেল দিয়ে দেবতা ও মানুষের প্রতি সম্মান দেখানো হয়, তা ছেড়ে দিয়ে
আমি কি আমার শাখা দুলিয়ে সমস্ত গাছের উপরে থাকতে যাব?

[১০] গাছগুলো ডুমুরগাছকে বলল,
এসো, আমাদের উপরে রাজত্ব কর।

[১১] ডুমুরগাছ উত্তরে বলল,
আমার মিষ্টতা ও শ্রেষ্ঠ ফল ছেড়ে দিয়ে
আমি কি আমার শাখা দুলিয়ে সমস্ত গাছের উপরে থাকতে যাব?

[১২] গাছগুলো আঙুরলতাকে বলল,
এসো, আমাদের উপরে রাজত্ব কর।

[১৩] আঙুরলতা উত্তরে বলল,
আমার যে রস দেবতা ও মানুষকে আনন্দিত করে তোলে, তা ছেড়ে দিয়ে
আমি কি আমার শাখা দুলিয়ে সমস্ত গাছের উপরে থাকতে যাব?

[১৪] সমস্ত গাছ কাঁটাগাছকে বলল,
এসো, আমাদের উপরে রাজত্ব কর।

[১৫] কাঁটাগাছ উত্তরে সেই গাছগুলোকে বলল,
তোমরা যদি তোমাদের উপরে সত্যিই আমাকে রাজা বলে তৈলাভিষিক্ত কর,
তবে এসো, আমার ছায়ায় আশ্রয় নাও;
তোমরা না এলে, তবে এই কাঁটাঝোপ থেকে আগুন জ্বলে উঠুক,
ও লেবাননের সমস্ত এরসগাছ গ্রাস করুক।

[১৬] আচ্ছা, আবিমেলেখকে রাজা করায় তোমরা যদি বিশ্বস্ততা ও সততার সঙ্গে কাজ করে থাক, এবং যদি যেরুব-বায়ালের ও তাঁর কুলের প্রতি সদ্ব্যবহার করে থাক, ও তাঁর হাতের সাধিত যত উপকার অনুসারে তাঁর প্রতি ব্যবহার করে থাক—
[১৭] কেননা আমার পিতা তোমাদের জন্য যুদ্ধ করে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই

মিদিয়ানের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছিলেন; [১৮] অথচ তোমরা আজ আমার পিতৃকুলের বিরুদ্ধে উঠে এক পাথরের উপরে তাঁর সত্তরজন ছেলেকে বধ করেছ, ও তাঁর দাসীর ছেলে আবিমেলেখকে তোমাদের ভাই বলে শিখেমের সমাজনেতাদের উপরে রাজা করেছ— [১৯] আজ যদি তোমরা যেরুব-বায়ালের ও তাঁর কুলের প্রতি বিশ্বস্ততা ও সততার সঙ্গে আচরণ করে থাক, তবে সেই আবিমেলেখকে নিয়ে আনন্দিত হও, সেও তোমাদের নিয়ে আনন্দিত হোক। [২০] কিন্তু তা যদি না হয়, তবে আবিমেলেখ থেকে আগুন জ্বলে উঠে শিখেমের সমাজনেতাদের ও বেথ্-মিল্লোর লোকদের গ্রাস করুক; আবার শিখেমের সমাজনেতাদের কাছ থেকে ও বেথ্-মিল্লোর লোকদের কাছ থেকে আগুন জ্বলে উঠে আবিমেলেখকে গ্রাস করুক।'

[২১] যোথাম দৌড়ে পালিয়ে গেল, নিজেকে বাঁচাল, এবং তার ভাই আবিমেলেখ থেকে দূরেই, বেয়েরে, বসতি করল। [২২] আবিমেলেখ ইস্রায়েলের উপরে তিন বছর কর্তৃত্ব করল। [২৩] পরে পরমেশ্বর আবিমেলেখের ও শিখেমের সমাজনেতাদের মধ্যে অমঙ্গলকর এক আত্মা প্রেরণ করলেন আর শিখেমের সমাজনেতারা আবিমেলেখের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। [২৪] এমনটি ঘটল, যেন যেরুব-বায়ালের সত্তরজন ছেলের প্রতি যে কুকাজ সাধন করা হয়েছিল, তার প্রতিফল ঘটে, এবং তাদের ভাই আবিমেলেখ, যে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছিল, তার উপরে, এবং ভাইদের হত্যাকাণ্ডে যারা তার হাত সবল করেছিল, শিখেমের সেই সমাজনেতাদের উপরেও ওই রক্তপাত-অপরাধের দণ্ড পড়ে। [২৫] শিখেমের সমাজনেতারা তার জন্য নানা পর্বতচূড়ায় লোক ওত পেতে রাখল, আর যত লোক সেই পথের কাছ দিয়ে পথ চলছিল, তারা তাদের সবকিছু লুট করে নিত। ব্যাপারটা আবিমেলেখের কাছে জানানো হল।

[২৬] পরে এবেদের ছেলে গাল তার ভাইদের সঙ্গে নিয়ে শিখেমে বাস করতে এল, আর শিখেমের সমাজনেতারা তার উপরেই আস্থা রাখল। [২৭] তারা মাঠে বের হয়ে আঙুরখেতে ফল জড় করল; পরে তা মাড়াই করে উৎসব করল এবং তাদের দেবতার মন্দিরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে আবিমেলেখকে অভিশাপ দিল। [২৮] এবেদের ছেলে গাল বলল: 'আবিমেলেখ কে, শিখেম কে যে আমরা তার দাস হব? এ কি বরং উচিত নয় যে, যেরুব-বায়ালের ছেলে আর তার সেনাপতি জেবুল শিখেমের পিতা সেই

হামোরের লোকদেরই দাস হবে? আমরা তার দাস হব কেন? [২৯] আহা, এই গোটা জনগণ আমার হাতে থাকলে আমিই আবিমেলেখকে তাড়িয়ে দিতাম, তাকে বলতাম: তোমার সৈন্যদল আরও বড় করে বের হয়ে এসো দেখি!'

[৩০] তখন এমনটি ঘটল যে, এবেদের ছেলে গালের সেই কথা শহরের শাসনকর্তা জেবুলের কানে এলে তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। [৩১] তিনি ছদ্মবেশে আবিমেলেখের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, 'দেখুন, এবেদের ছেলে গাল ও তার ভাইয়েরা শিখেমে এসেছে; আর দেখুন, তারা আপনার বিরুদ্ধে নগর ক্ষেপিয়ে তুলছে। [৩২] তাই আপনি ও আপনার সঙ্গে যে লোক আছে, আপনারা রাতে উঠে খোলা মাঠে লুকিয়ে থাকুন; [৩৩] সকালে সূর্যোদয় হলেই আপনি উঠে শহরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন; সে ও তার লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে বেরিয়ে গেলে আপনার হাত যা করতে চাইবে, আপনি সেইমত করবেন।'

[৩৪] আবিমেলেখ ও তার পক্ষের সমস্ত লোক রাতে উঠে চার দল হয়ে শিখেমের বিরুদ্ধে ওত পেতে থাকল। [৩৫] এবেদের ছেলে গাল বাইরে গিয়ে নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে দাঁড়িয়েছিল, এমন সময় আবিমেলেখ ও তার লোকেরা গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এল। [৩৬] সেই লোকদের দেখে গাল জেবুলকে বলল: 'দেখ, পর্বতচূড়া থেকে বহু লোক নেমে আসছে।' জেবুল তাকে বলল, 'তুমি পর্বতের ছায়া দেখে তা মানুষ মনে করছ।' [৩৭] কিন্তু গাল জোর করে বলে চলল, 'দেখ, "অঞ্চলের নাভি" থেকে বহু লোক নেমে আসছে, আর গণকদের ওক্ গাছের পথ দিয়ে আর এক দল আসছে!' [৩৮] তখন জেবুল বলল, 'কোথায় এখন তোমার সেই মুখ, যে মুখে তুমি বলেছিলে: আবিমেলেখ কে যে আমরা তার দাস হব? যাদের তুমি অবজ্ঞা করেছিলে, ওরা কি সেই লোক নয়? এখন যাও, বের হয়ে ওর সঙ্গে সংগ্রাম কর!' [৩৯] গাল শিখেমের সমাজনেতাদের আগে আগে বেরিয়ে গিয়ে আবিমেলেখের সঙ্গে যুদ্ধ করল। [৪০] আবিমেলেখ তাকে ধাওয়া করল, ও সে তার সামনে থেকে পালিয়ে গেল; নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে পৌঁছবার আগে বহু বহু লোক মারা পড়ল। [৪১] আবিমেলেখ আরুমায় ফিরে গেল, আর জেবুল গালকে ও তার ভাইদের তাড়িয়ে দিল; তারা আর শিখেমে থাকতে পারল না।

[৪২] পরদিন জনগণ বেরিয়ে খোলা মাঠে গেল, আর কথাটা আবিমেলেখকে জানানো হল। [৪৩] তার নিজের লোকজন নিয়ে সে তিন দল করে মাঠে ওত পেতে থাকল; যখন দেখল, লোকেরা শহর থেকে বের হয়ে আসছে, তখন সে তাদের বিরুদ্ধে উঠে তাদের মেরে ফেলল। [৪৪] আবিমেলেখ ও তার সঙ্গী দল হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে গিয়ে থামল, আর সেইসঙ্গে অন্য দুই দল, মাঠে যারা ছিল, তাদের উপরে নেমে পড়ে তাদের মেরে ফেলল। [৪৫] আবিমেলেখ সেই সমস্ত দিন ওই নগর আক্রমণ করল, এবং নগরটাকে দখল করে সেখানকার লোকদের বধ করল; পরে নগরটাকে ভূমিসাৎ করে তার উপরে লবণ ছড়িয়ে দিল। [৪৬] শিখেমের দুর্গের সমাজনেতারা সকলে একথা শুনে এল্-বেরিথের মন্দিরের নিম্নকক্ষে ঢুকে আশ্রয় নিল। [৪৭] আবিমেলেখকে যখন একথা জানানো হল যে, শিখেমের দুর্গের সকল সমাজনেতা একত্র হয়েছে, [৪৮] সে ও তার সঙ্গী দল তখনই সাল্মোন পর্বতে উঠল; হাতে একটা কুড়াল নিয়ে সে একটা গাছের ডাল কেটে কাঁধে নিল, ও তার সঙ্গী লোকদের বলল, 'তোমরা আমাকে যা করতে দেখলে, শীঘ্রই সেইমত কর!'

[৪৯] তাই সমস্ত লোক প্রত্যেকে এক একটা ডাল কেটে নিয়ে আবিমেলেখের পিছু পিছু চলল; সেই সব ডাল নিম্নকক্ষের গায়ে বসিয়ে সেই ঘরে ও তার মধ্যে যত লোক ছিল, সবকিছুতেই আগুন লাগিয়ে দিল; আর শিখেমের দুর্গের সকল লোক মরল: স্ত্রীলোক ও পুরুষলোক আনুমানিক এক হাজার লোক ছিল।

আবিমেলেখের মৃত্যু

[৫০] পরে আবিমেলেখ তেবেসে গেল, এবং অবরোধ করার পর তা দখল করল। [৫১] নগরটার মাঝখানে একটা দৃঢ়দুর্গ ছিল, সেইখানে গিয়ে সমস্ত পুরুষলোক ও স্ত্রীলোক এবং শহরের সকল সমাজনেতা আশ্রয় নিল ও দরজা বন্ধ করে দুর্গের ছাদের উপরে উঠল। [৫২] দুর্গের কাছে পৌঁছে আবিমেলেখ তা আক্রমণ করল। আগুন ধরাবার জন্য সে দুর্গের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, [৫৩] এমন সময় একটি স্ত্রীলোক একটা জাঁতার উপরের পাট নিয়ে আবিমেলেখের মাথার উপরে তা ফেলে দিয়ে তার মাথার খুলি ভেঙে ফেলল। [৫৪] আবিমেলেখ সঙ্গে সঙ্গে তার অস্ত্রবাহক যুবককে ডেকে বলল, 'খড়্গ খুলে আমাকে বধ কর, পাছে লোকে আমার বিষয়ে বলে, একটা স্ত্রীলোকই ওকে

বধ করেছে!’ যুবকটি তাকে বিঁধিয়ে দিলে সে মারা গেল। [৫৫] আবিমেলেখ মরেছে দেখে ইস্রায়েলীয়েরা প্রত্যেকে যে যার বাড়িতে চলে গেল।

[৫৬] এইভাবে আবিমেলেখ তার সত্তরজন ভাইকে বধ করে তার পিতার বিরুদ্ধে যে অপকর্ম করেছিল, পরমেশ্বর সেই অপকর্ম তার মাথায় ফিরিয়ে আনলেন; [৫৭] শিখেমের লোকদের মাথার উপরেও পরমেশ্বর তাদের সমস্ত অপকর্ম ফিরিয়ে আনলেন; এভাবে যেরুব-বায়ালের ছেলে যোথামের অভিশাপ তাদের বিষয়ে খেটে গেল।

চ - তোলা

১০ [১] আবিমেলেখের পরে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করার জন্য তোলার উদ্ভব হল: তিনি ইসাখার গোষ্ঠীয় দোদোর পৌত্র পুয়ার সন্তান; তিনি এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত শামিরে বাস করতেন। [২] তিনি তেইশ বছর ইস্রায়েলের বিচারক হলেন; পরে তাঁর মৃত্যু হল ও তাঁকে শামিরে সমাধি দেওয়া হল।

ছ - যায়ির

[৩] তাঁর পরে গিলেয়াদীয় যায়িরের উদ্ভব হল; তিনি বাইশ বছর ইস্রায়েলের বিচারক হলেন। [৪] তাঁর ত্রিশজন ছেলে ছিল, তারা ত্রিশটা গাধা চড়ে বেড়াত; তাদের ত্রিশটা শহরও ছিল, যেগুলোর নাম আজ পর্যন্তও যায়িরের শিবির; শহরগুলো গিলেয়াদ অঞ্চলে অবস্থিত। [৫] পরে যায়িরের মৃত্যু হল ও তাঁকে কামোনে সমাধি দেওয়া হল।

জ - যেফথা—ইস্রায়েল অত্যাচারিত

[৬] ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আবার তেমন কাজই করতে লাগল ও বায়াল-দেবদের, আস্তার্তীস দেবীদের, আরামের দেবতাদের, সিদোনের দেবতাদের, মোয়াবের দেবতাদের, আম্মোনীয়দের দেবতাদের ও ফিলিস্তিনিদের দেবতাদের সেবা করল; তারা প্রভুকে ত্যাগ করল, তাঁর সেবা আর করল না। [৭] তখন ইস্রায়েলের উপর প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল: তিনি ফিলিস্তিনিদের হাতে ও আম্মোনীয়দের হাতে তাদের বিক্রি করে দিলেন। [৮] আর এরা সেই বছর থেকে

ইস্রায়েল সন্তানদের চূর্ণবিচূর্ণ করল ও আঠারো বছর ধরে ইস্রায়েল সন্তানদের অত্যাচার করল—হ্যাঁ, সেই সকল ইস্রায়েলীয়দের অত্যাচার করল, যারা যর্দনের ওপারে, আমোরীয়দের অঞ্চলে, সেই গিলেয়াদে বাস করত। [৯] পরে আম্মোনীয়েরা যুদা ও বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে ও এফ্রাইমকুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যর্দন পার হয়ে এল: ইস্রায়েল বড় সঙ্কটের মধ্যে পড়ল।

[১০] তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা এই বলে প্রভুর কাছে হাহাকার করল, 'আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি, কেননা আমাদের পরমেশ্বরকে ত্যাগ করে বায়াল দেবতাদেরই সেবা করেছি।' [১১] আর প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের বললেন, 'আমি কি মিশরীয়দের, আমোরীয়দের, আম্মোনীয়দের ও ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে তোমাদের মুক্ত করিনি? [১২] সেই সিদোনীয়েরা, আমালেকীয়েরা ও মিদিয়ানীয়েরা যখন তোমাদের অত্যাচার করছিল ও তোমরা চিৎকার করে আমাকে ডাকলে, তখন আমি কি তাদের হাত থেকে তোমাদের ত্রাণ করিনি? [১৩] অথচ তোমরা আমাকে ত্যাগ করে অন্য দেবতাদের সেবা করলে; তাই আমি তোমাদের আর ত্রাণ করব না। [১৪] যাও! তোমরা যে দেবতাদের বেছে নিয়েছ, তাদেরই কাছে গিয়ে হাহাকার কর; সঙ্কটের দিনে তারাই তোমাদের ত্রাণ করুক!' [১৫] তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুকে বলল, 'আমরা পাপ করেছি! আমাদের নিয়ে যা খুশি তাই কর, কিন্তু আজকের মত আমাদের উদ্ধার কর!' [১৬] তারা তাদের মধ্য থেকে বিজাতীয় যত দেবতাকে দূর করে দিয়ে প্রভুরই সেবা করল, আর তাঁর প্রাণ ইস্রায়েলের ক্লেশ আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না।

[১৭] সেসময় আম্মোনীয়েরা জড় হয়ে গিলেয়াদে শিবির বসাল, ইস্রায়েল সন্তানেরাও সমবেত হয়ে মিস্পাতে শিবির বসাল। [১৮] তখন জনগণ, গিলেয়াদের নেতারা, একে অন্যকে বলল, 'কে আম্মোনীয়দের আক্রমণ করতে শুরু করবে? সে-ই হবে গিলেয়াদ-নিবাসী সমস্ত লোকের প্রধান।'

১১ [১] গিলেয়াদীয় যেফ্তা বলবান এক বীরপুরুষ ছিলেন; তিনি এক বেশ্যার ছেলে; গিলেয়াদ ছিলেন তাঁর পিতা। [২] গিলেয়াদের স্ত্রী তাঁর ঘরে কয়েকটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, যারা একবার বড় হলে যেফ্তাকে তাড়িয়ে দিল; তারা বলল, 'আমাদের পিতৃকুলের মধ্যে তুমি উত্তরাধিকার পাবে না, কারণ তুমি অপর একটা স্ত্রীর ছেলে।' [৩] যেফ্তা তাঁর

আপন ভাইদের কাছ থেকে পালিয়ে তোব অঞ্চলে গিয়ে বসতি করলেন। যেপ্তার কাছে বেশ কয়েকটা দুঃসাহসী লোক জড় হল, তারা তাঁর সঙ্গে বাইরে এটা সেটা লুট করে নিত।

[৪] কিছুকাল পরে আম্মোনীয়েরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। [৫] যখন আম্মোনীয়েরা ইস্রায়েলকে আক্রমণ করল, তখন গিলেয়াদের প্রবীণেরা যেপ্তাকে তোব অঞ্চল থেকে আনতে গেলেন। [৬] তাঁরা যেপ্তাকে বললেন, 'এসো, আমাদের নেতা হও, তবে আমরা আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারব।' [৭] যেপ্তা গিলেয়াদের প্রবীণদের উত্তরে বললেন, 'আপনারাই কি আমাকে ঘৃণা করে আমার পিতার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেননি? এখন বিপদে পড়েছেন বলে আমার কাছে কেন এসেছেন?' [৮] গিলেয়াদের প্রবীণেরা যেপ্তাকে বললেন, 'ঠিক এজন্যই আমরা এখন তোমার দিকে ফিরেছি; এসো, আমাদের সঙ্গে আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, এবং আমাদের অর্থাৎ গিলেয়াদ-অধিবাসী সকল লোকের প্রধান হও।' [৯] তখন যেপ্তা গিলেয়াদের প্রবীণদের বললেন, 'আপনারা যদি আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে আবার স্বদেশে নিয়ে যান, আর প্রভু যদি আমার হাতে তাদের তুলে দেন, তবে আমি কী আপনাদের প্রধান হব?' [১০] গিলেয়াদের প্রবীণেরা যেপ্তাকে বললেন, 'আমাদের মধ্যে প্রভুই সাক্ষী! আমরা অবশ্য তোমার কথামত কাজ করব।' [১১] তাই যেপ্তা গিলেয়াদের প্রবীণদের সঙ্গে গেলেন: জনগণ তাঁকে তাদের প্রধান ও অগ্রনেতা নিযুক্ত করল, আর যেপ্তা মিস্পাতে প্রভুর সাক্ষাতে পুনরায় তাঁর সেই সমস্ত কথা বললেন।

আম্মোনীয়দের সঙ্গে যেফথার আপস-মীমাংসা চেষ্টা

[১২] পরে যেপ্তা আম্মোনীয়দের রাজার কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, 'আমার ও আপনার মধ্যে ব্যাপারটা কি যে আপনি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমার দেশে এলেন?' [১৩] আম্মোনীয়দের রাজা যেপ্তার দূতদের বললেন, 'কারণটা এই: ইস্রায়েল যখন মিশর থেকে আসে, তখন, আর্নোন থেকে যাব্বোক ও যর্দন পর্যন্ত আমার ভূমি কেড়ে নিয়েছিল; সুতরাং এখন তোমরা তা স্বেচ্ছায়ই ফিরিয়ে দাও।'

[১৪] যেপ্তা আম্মোনীয়দের রাজার কাছে আবার দূত পাঠালেন; তাঁকে বললেন, [১৫] 'যেপ্তা একথা বলছেন: মোয়াবের ভূমি বা আম্মোনীয়দের ভূমি ইস্রায়েল কেড়ে

নেয়নি। [১৬] মিশর থেকে আসবার সময়ে ইস্রায়েল লোহিত সাগর পর্যন্ত মরুপ্রান্তরের মধ্যে চলতে চলতে যখন কাদেশে এসে পৌঁছে, [১৭] তখন এদোমের রাজার কাছে দূত পাঠিয়ে বলেছিল: আপনার দোহাই, আপনি আপনার দেশের মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে দিন; কিন্তু এদোমের রাজা সেই কথায় কান দিলেন না; সেইভাবে মোয়াবের রাজার কাছে বলে পাঠালে তিনিও রাজি হলেন না, ফলে ইস্রায়েল কাদেশে রইল। [১৮] পরে তারা মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে এদোম দেশ ও মোয়াব দেশের পাশ কাটিয়ে মোয়াব দেশের পুবদিক দিয়ে এসে আর্নোনের ওপারে শিবির বসাল, মোয়াবের এলাকার মধ্যে তারা তো ঢুকল না, কেননা আর্নোন মোয়াবের সীমানা। [১৯] পরে ইস্রায়েল হেশবোনের রাজা, আমোরীয়দের রাজা, সেই সিহোনের কাছে দূত পাঠাল; ইস্রায়েল তাঁকে বলল: আপনার দোহাই, আপনি আপনার দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের গন্তব্য স্থানে আমাদের যেতে দিন। [২০] কিন্তু ইস্রায়েল যে তাঁর এলাকার মধ্য দিয়ে যাবে, তিনি তা বিশ্বাস করলেন না; এমনকি, তাঁর সমস্ত লোক জড় করে যাহাসে শিবির বসালেন ও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। [২১] ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু সিহোনকে ও তাঁর সমস্ত লোককে ইস্রায়েলের হাতে তুলে দিলেন, আর তারা তাদের পরাজিত করল: এইভাবে ইস্রায়েল সেই দেশের অধিবাসী আমোরীয়দের সমস্ত দেশ অধিকার করে নিল। [২২] তারা আর্নোন থেকে যাব্বোক পর্যন্ত ও মরুপ্রান্তর থেকে যর্দন পর্যন্ত আমোরীয়দের সমস্ত অঞ্চল অধিকার করে নিল। [২৩] আর এখন যে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন জাতি ইস্রায়েলের সামনে আমোরীয়দের দেশছাড়া করলেন, আপনি কি তাদের দেশ অধিকার করে নেবেন? [২৪] আপনার কামোশ দেব আপনার স্বত্বাধিকার-রূপে যা-কিছু দিয়েছে, আপনি কি তারই অধিকারী নন? তাই আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের সামনে যাদের দেশছাড়া করেছেন, আমরাও তাদের সমস্ত দেশের অধিকারী! [২৫] বলুন দেখি, আপনি কি মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের সন্তান বালাকের চেয়েও ভাল? তিনি কি ইস্রায়েলের সঙ্গে বিবাদ করলেন বা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন? [২৬] হেশবোনে ও তার উপনগরগুলোতে, আরোয়েরে ও তার উপনগরগুলোতে, ও আর্নোনের তীর জুড়ে সমস্ত শহরে তিনশ' বছর হল যে ইস্রায়েল সেখানে বাস করছে! এত দিনের মধ্যে আপনারা কেন সেই সমস্ত দেশ ফিরিয়ে নেননি?

[২৭] আমি আপনাদের কোন অপকার করিনি, কিন্তু আমার সঙ্গে যুদ্ধ করায় আপনিই আমার প্রতি অন্যায় করছেন; বিচারকর্তা প্রভু আজ ইস্রায়েল সন্তানদের ও আম্মোন-সন্তানদের মধ্যে বিচার করুন!' [২৮] কিন্তু যেফ্তা এই যে সকল কথা বলে পাঠালেন, তাতে আম্মোনীয়দের রাজা কান দিলেন না।

যেফথার মানত

[২৯] তখন প্রভুর আত্মা যেফ্তার উপরে নেমে অধিষ্ঠান করল, আর তিনি গিলেয়াদ ও মানাশে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিলেয়াদে মিস্পা শহরে গেলেন ও গিলেয়াদের মিস্পা থেকে আম্মোনীয়দের কাছে এসে পৌঁছলেন। [৩০] যেফ্তা এই বলে প্রভুর কাছে মানত করলেন, 'তুমি যদি আম্মোনীয়দের আমার হাতে তুলে দাও, [৩১] তবে আমি যখন আম্মোনীয়দের কাছ থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসব, তখন আমার বাড়ির দরজা থেকে যেই কেউ প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে আসবে, সে নিশ্চয়ই প্রভুরই হবে, আর আমি তাকে আহুতি রূপে উৎসর্গ করব।'

[৩২] যেফ্তা আম্মোনীয়দের আক্রমণ করার জন্য তাদের এলাকায় গেলে প্রভু তাদের তাঁর হাতে তুলে দিলেন। [৩৩] তিনি কুড়িটা শহর দখল করে আরোয়ের থেকে মিন্নিথের প্রান্তসীমা পর্যন্ত আবেল-কেরামিম পর্যন্ত তাদের পরাস্ত করলেন। এইভাবে আম্মোনীয়দের ইস্রায়েলের সামনে অবনমিত করা হল।

[৩৪] পরে যেফ্তা মিস্পায় তাঁর আপন বাড়িতে ফিরে আসছেন, এমন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর মেয়ে খঞ্জনি হাতে করে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল। সে তাঁর একমাত্র মেয়ে, সে ছাড়া তাঁর অন্য ছেলে বা মেয়ে ছিল না। [৩৫] তাকে দেখামাত্র তিনি পোশাক ছিঁড়ে বলে উঠলেন, 'হায় হায়, মেয়ে আমার, আমার উপরে কেমন দুর্দশা এনেছ! যারা আমার জীবনে দুর্দশা আনে, তুমিও তাদের মধ্যে একজন! কিন্তু আমি প্রভুকে কথা দিয়েছি, আর তা ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না।' [৩৬] মেয়েটি বলল, 'পিতা আমার, তুমি যখন প্রভুকে কথা দিয়েছ, তখন তোমার মুখ দিয়ে যে কথা নিঃসৃত হয়েছে, সেই অনুসারে আমার প্রতি ব্যবহার কর; কেননা প্রভু তোমার শত্রু সেই আম্মোনীয়দের উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ তোমাকে মঞ্জুর করেছেন।' [৩৭] পরে সে পিতাকে বলল, 'আমাকে শুধু এটুকু মঞ্জুর করা হোক: দু'মাসের জন্য আমাকে যেতে

দাও, যেন আমি গিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে আমার সখীদের সঙ্গে আমার কুমারী অবস্থার জন্য বিলাপ করি।' [৩৮] তিনি বললেন, 'যাও!' আর তাকে দু'মাসের জন্য যেতে দিলেন; তাই মেয়েটি তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে তার কুমারী অবস্থার জন্য বিলাপ করল। [৩৯] সেই দু'মাস কেটে গেলে মেয়েটি পিতার কাছে ফিরে এল; পিতা যে মানত করেছিলেন, তাকে দিয়ে তা পূরণ করল। মেয়েটি কোন পুরুষের সঙ্গে কখনও মিলিত হয়নি; এ থেকে ইস্রায়েলের মধ্যে এই প্রথার উদ্ভব হল যে, [৪০] বছরে বছরে ইস্রায়েলীয় তরুণীরা বাড়ি ছেড়ে চার দিন গিলেয়াদীয় যেফ্তার মেয়ের জন্য শোকপালন করে।

গিলেয়াদ ও এফ্রাইমের মধ্যে যুদ্ধ এবং যেফথার মৃত্যু

১২ [১] এফ্রাইমের লোকেরা জড় হয়ে সাফোনের দিকে নদী পার হল; তারা যেফ্তাকে বলল: 'আমাদের না ডেকে তুমি কেন আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে? আমরা তোমার বাড়ি সমেত তোমাকে পুড়িয়ে দেব।' [২] যেফ্তা উত্তরে তাদের বললেন, 'আম্মোনীয়দের সঙ্গে আমার ও আমার লোকদের বড়ই বিরোধিতা ছিল; আমি তখন আমাকে সাহায্য করতে তোমাদের ডাকলাম, কিন্তু তোমরা তাদের হাত থেকে আমাকে ত্রাণ করতে আসনি। [৩] যখন দেখলাম, আমাকে ত্রাণ করার মত এমন কেউই নেই, তখন আমি নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে রণযাত্রা করলাম, আর প্রভু তাদের আমার হাতে তুলে দিলেন; তাই তোমরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য কেন আজ আমার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছ?' [৪] যেফ্তা গিলেয়াদের সমস্ত লোককে জড় করে এফ্রাইমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন; গিলেয়াদের লোকেরা এফ্রাইমের লোকদের পরাজিত করল, কেননা এরা বলছিল: 'রে গিলেয়াদীয়েরা! তোমরা এফ্রাইমের মধ্যে ও মানাশের মধ্যে এফ্রাইমের পলাতকমাত্র।' [৫] পরে গিলেয়াদীয়েরা এফ্রাইমীয়দের হাত থেকে যর্দনের পারঘাটাগুলো কেড়ে নিল; আর এফ্রাইমের কোন পলাতক যখন বলত: 'আমাকে পার হতে দাও,' তখন গিলেয়াদের লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করত, 'তুমি কি এফ্রাইমীয়?' [৬] সে যদি বলত, 'না,' তবে তারা বলত, 'আচ্ছা, শিব্বোলেট বল দেখি;' আর সে—যেহেতু কথাটা শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করতে পারত না—যদি বলত

‘শিব্বোলেৎ,’ তাহলে তারা তাকে ধরে নিয়ে যর্দনের পারঘাটায় বধ করত। সেসময় এফ্রাইমের বিয়াল্লিশ হাজার লোক মারা পড়ল।

[৭] যেফ্তা ছয় বছর ইস্রায়েলের বিচারক হলেন; পরে গিলেয়াদীয় যেফ্তার মৃত্যু হল ও তাঁর নিজের শহর গিলেয়াদে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।

ঝ - ইব্সান

[৮] তাঁর পরে বেথলেহেমীয় ইব্সান ইস্রায়েলের বিচারক হলেন: [৯] তাঁর ত্রিশজন ছেলে ছিল, আবার ত্রিশজন মেয়ের বিবাহ দিলেন, ও তাঁর ছেলেদের জন্য বাইরে থেকে ত্রিশজন মেয়ে আনালেন; তিনি সাত বছর ইস্রায়েলের বিচারক হলেন। [১০] পরে ইব্সানের মৃত্যু হল ও বেথলেহেমে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।

ঞ - এলোন

[১১] তাঁর পরে জাবুলোনীয় এলোন ইস্রায়েলের বিচারক হলেন: তিনি দশ বছর ইস্রায়েলের বিচারক হলেন। [১২] পরে জাবুলোনীয় এলোনের মৃত্যু হল ও জাবুলোন অঞ্চলে অবস্থিত আয়ালোনে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।

ট - আব্দোন

[১৩] তাঁর পরে পিরাথোনীয় হিল্লেলের সন্তান আব্দোন ইস্রায়েলের বিচারক হলেন: [১৪] তাঁর চল্লিশজন ছেলে ও ত্রিশজন পৌত্র হল; তারা সত্তরটা গাধা চড়ে বেড়াত; তিনি আট বছর ইস্রায়েলের বিচারক হলেন। [১৫] পরে পিরাথোনীয় হিল্লেলের সন্তান আব্দোনের মৃত্যু হল ও এফ্রাইমের এলাকায়, আমালেকীয়দের পার্বত্য অঞ্চলে, পিরাথোনেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।

শামশোন

ঠ - শামশোন—তাঁর জন্মসংবাদ

১৩ [১] ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আবার তেমন কাজই করতে
লাগল; আর প্রভু চল্লিশ বছর তাদের ফিলিস্তিনিদের হাতে তুলে দিলেন।

[২] সেসময় দান-গোষ্ঠীয় জরা নিবাসী একজন লোক ছিলেন যাঁর নাম মানোয়া;
তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন, তাঁর কখনও সন্তান হয়নি। [৩] প্রভুর দূত সেই স্ত্রীলোককে দেখা
দিয়ে বললেন, 'দেখ, তুমি বন্ধ্যা, তোমার কখনও সন্তান হয়নি, কিন্তু গর্ভধারণ করে
তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে। [৪] সাবধান, এখন থেকে আঙুররস বা উগ্র পানীয়
পান করো না, অশুচি কোন কিছুও খেয়ো না; [৫] কেননা দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি
একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে; তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে না, কেননা ছেলেটি গর্ভ
থেকেই পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয় হবে; সে ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ইস্রায়েলকে
ত্রাণ করতে শুরু করবে।' [৬] স্ত্রীলোকটি গিয়ে স্বামীকে বললেন, 'পরমেশ্বরের একজন
লোক আমার কাছে এসেছেন: তাঁর চেহারা পরমেশ্বরের দূতের মত,—ভয়ঙ্কর চেহারা!
তিনি কোথা থেকে এলেন, তা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি, আর তিনি আমাকে তাঁর
নাম বলেননি। [৭] তবু তিনি আমাকে বললেন: দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি
পুত্রসন্তান প্রসব করবে; এখন থেকে আঙুররস বা উগ্র কোন পানীয় পান করো না,
অশুচি কোন কিছুও খেয়ো না, কেননা ছেলেটি গর্ভ থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পরমেশ্বরের
উদ্দেশে নাজিরীয় হবে।'

[৮] তখন মানোয়া এই বলে প্রভুর কাছে মিনতি জানালেন, 'প্রভু, পরমেশ্বরের যে
লোককে তুমি আমাদের কাছে পাঠিয়েছ, তাঁকে আবার আমাদের কাছে আসতে দাও,
এবং যে ছেলেটির জন্মাবার কথা, তার প্রতি আমাদের কী করণীয়, তা আমাদের বুঝিয়ে
দাও।' [৯] পরমেশ্বর মানোয়ার কণ্ঠে কান দিলেন, এবং পরমেশ্বরের সেই দূত আবার
স্ত্রীলোকটির কাছে এলেন; সেসময় তিনি মাঠে ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বামী মানোয়া তাঁর
সঙ্গে ছিলেন না। [১০] স্ত্রীলোকটি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে স্বামীকে সংবাদ দিলেন,
তাঁকে বললেন, 'দেখ, সেদিন যে লোকটি আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আমাকে দেখা

দিয়েছেন।’ [১১] মানোয়া উঠে স্ত্রীর পিছু পিছু গেলেন, এবং সেই লোকের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: ‘এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে যিনি কথা বলেছিলেন, আপনি কি সেই লোক?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমিই সে।’ [১২] মানোয়া বলে চললেন, ‘আপনার বাণী যখন সফল হবে, তখন ছেলেটির ব্যাপারে কী নিয়ম পালন করতে হবে? তার জন্য কী করতে হবে?’ [১৩] প্রভুর দূত মানোয়াকে বললেন, ‘আমি এই স্ত্রীলোককে যা কিছু বলেছি, সেই সমস্ত ব্যাপারে সে সাবধান থাকুক। [১৪] সে যেন আঙুরলতা-জাত কোন কিছু না খায়, আঙুররস বা কোন উগ্র পানীয় পান না করে, অশুচি কোন কিছু না খায়; আর আমি তাকে যা কিছু আজ্ঞা করেছি, সে তা পালন করুক।’ [১৫] মানোয়া পরমেশ্বরের দূতকে বললেন, ‘দোহাই আপনার! কিছুক্ষণ এখানে থাকুন, আমরা আপনার জন্য একটা ছাগের বাচ্চা রান্না করব।’ [১৬] প্রভুর দূত মানোয়াকে বললেন, ‘তুমি আমাকে দেরি করালেও আমি তোমার খাদ্য খাব না; তবু তুমি যদি একটা আহুতিবলি উৎসর্গ করতে ইচ্ছা কর, তবে প্রভুর উদ্দেশেই তা উৎসর্গ কর।’ আসলে তিনি যে প্রভুর দূত, একথা মানোয়া জানতেন না। [১৭] তখন মানোয়া প্রভুর দূতকে বললেন, ‘আপনার নাম কী? যেন আপনার বাণী সফল হলে আমরা আপনাকে সম্মান দেখাতে পারি!’ [১৮] প্রভুর দূত বললেন, ‘কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করছ? তা তো আশ্চর্যময়।’ [১৯] তাই মানোয়া সেই ছাগের বাচ্চা ও নৈবেদ্য নিয়ে সেই প্রভুর উদ্দেশে পাথরের উপরে আহুতিরূপে উৎসর্গ করলেন, যিনি আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক। মানোয়া ও তাঁর স্ত্রী তাকাতে তাকাতে, [২০] অগ্নিশিখা বেদি থেকে আকাশের দিকে উঠতে উঠতে প্রভুর দূত সেই বেদির শিখার মধ্যে মানোয়া ও তাঁর স্ত্রীর চোখের সামনে ঊর্ধ্বে গেলেন, আর তাঁরা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন। [২১] পরে প্রভুর দূত মানোয়াকে ও তাঁর স্ত্রীকে আর কখনও দেখা দিলেন না, কিন্তু তবুও মানোয়া বুঝতে পারলেন, তিনি প্রভুর দূত। [২২] তাই মানোয়া স্ত্রীকে বললেন, ‘আমাদের মৃত্যু এখন নিশ্চিত, কারণ আমরা পরমেশ্বরকে দেখেছি!’ [২৩] কিন্তু তাঁর স্ত্রী বললেন, ‘প্রভু যদি আমাদের মৃত্যু ঘটাতে চাইতেন, তবে আমাদের হাত থেকে আহুতি ও নৈবেদ্য গ্রহণ করে নিতেন না; এই সমস্ত কিছুও আমাদের দেখাতেন না, আর একই সময়ে আমাদের এমন সকল কথাও শোনাতেন না।’

[২৪] স্ত্রীলোকটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে তাঁর নাম শামশোন রাখলেন। ছেলেটি বড় হতে লাগলেন, ও প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। [২৫] প্রভুর আত্মা প্রথমে জরা ও এশ্তায়োলের মধ্যস্থানে, মাহানে-দানে, তাঁকে উদ্দীপিত করতে লাগল।

শামশোনের বিবাহ

১৪ [১] শামশোন তিম্নায় নেমে গেলেন এবং তিম্নায় ফিলিস্তিনিদের মেয়েদের মধ্যে একটি যুবতীকে লক্ষ করলেন। [২] বাড়ি ফিরে এসে তাঁর পিতামাতাকে ব্যাপারটা খুলে বললেন; বললেন, 'তিম্নায় আমি ফিলিস্তিনিদের মেয়েদের একটি যুবতীকে লক্ষ করেছি; তোমরা তাকে আমার স্ত্রী হবার জন্য নিয়ে এসো।' [৩] তাঁর পিতামাতা তাঁকে বললেন, 'তোমার ভাইদের মধ্যে ও আমাদের গোটা জাতির মধ্যে কি মেয়ে নেই যে তুমি অপরিচ্ছেদিত ফিলিস্তিনিদের মেয়ে বিয়ে করতে যাবে?' কিন্তু শামশোন পিতাকে বললেন, 'আমার জন্য তাকে আনাও, তাকেই আমি পছন্দ করি।' [৪] বস্তুত তাঁর পিতামাতা জানতেন না যে, এসব কিছু প্রভু থেকেই হচ্ছিল, কারণ তিনি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে বিবাদ করার একটা সুযোগ খুঁজছিলেন, যেহেতু সেসময় ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েলের উপরে কর্তৃত্ব করত।

[৫] শামশোন ও তাঁর পিতামাতা তিম্নায় নেমে গেলেন; তাঁরা তিম্নার আঙুরখেতে এসে পৌঁছলে, দেখ, এক যুবসিংহ শামশোনের সামনে গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে। [৬] প্রভুর আত্মা তাঁর উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল, আর তাঁর হাতে কিছু না থাকলেও তিনি সেই সিংহ যেন একটা ছাগের ছানার মতই ছিঁড়ে ফেললেন; কিন্তু যে কী করলেন, তা পিতামাতাকে বললেন না। [৭] পরে তিনি গিয়ে সেই মেয়ের সঙ্গে আলাপ করলেন, আর তাঁর পছন্দ হল।

[৮] কিছুদিন পরে তিনি তাকে বিবাহ করতে সেখানে ফিরে গেলেন, এবং সেই সিংহের লাশ দেখবার জন্য পথ ছেড়ে গেলেন; আর দেখ, সিংহের দেহে এক ঝাঁক মৌমাছি ও মধুর চাক রয়েছে। [৯] তিনি কিছুটা মধু হাতে নিয়ে খেতে খেতে এগিয়ে চললেন; পিতামাতার কাছে ফিরে এসে তাঁদেরও খানিকটা দিলেন আর তাঁরা তা

খেলেন; কিন্তু সেই মধু যে সিংহের দেহ থেকেই নিয়েছিলেন, একথা তিনি তাঁদের বললেন না।

শামশোনের ধাঁধা

[১০] তাই তাঁর পিতা সেই যুবতীর কাছে গেলে শামশোন সেখানে একটা ভোজের আয়োজন করলেন, কেননা তেমনটি ছিল যুবকদের প্রথা। [১১] তাঁকে দেখে ফিলিস্তিনিরা ত্রিশজন সাথীকে আনল, তারা যেন তাঁর পাশে থাকে। [১২] শামশোন তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের কাছে একটা ধাঁধা দিই, যদি তোমরা এই উৎসবের সাত দিনের মধ্যে তার অর্থ বুঝে আমাকে বলে দিতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রিশটা জামা ও ত্রিশ জোড়া কাপড় দেব। [১৩] কিন্তু যদি আমাকে তার অর্থ বলতে না পার, তবে তোমরাই আমাকে ত্রিশটা জামা ও ত্রিশ জোড়া কাপড় দেবে।' [১৪] তারা বলল, 'ধাঁধাটা বল, আমরা শুনি।' তিনি তাদের বললেন:

'খাদক থেকে নির্গত হল খাদ্য,
শক্তিশালী থেকে নির্গত হল মিষ্টান্ন।'

তিন দিন গেল, কিন্তু তারা ধাঁধাটার অর্থ বুঝতে পারল না; [১৫] চতুর্থ দিনে তারা শামশোনের স্ত্রীকে বলল, 'তোমার স্বামীকে ফুসলাও, যেন তিনি সেই ধাঁধার অর্থ আমাদের বলেন, নইলে আমরা তোমাকে ও তোমার পিতৃকুলকে সবাইকেই আগুনে পুড়িয়ে মারব। তোমরা কি আমাদের নিঃস্ব করার জন্যই এখানে নিমন্ত্রণ করেছ?' [১৬] তাই শামশোনের স্ত্রী স্বামীর কাছে কাঁদতে লাগল; তাঁকে বলল, 'তুমি আমাকে কেবল ঘৃণাই করছ, ভালবাস না; আমার স্বজাতীয়দের একটা ধাঁধা বললে আর তার অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দিলে না!' তিনি তাকে বললেন, 'দেখ, আমার পিতামাতাকেও যখন তা বুঝিয়ে দিইনি, তখন কি তোমাকেই বোঝাব?' [১৭] উৎসব-সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছে কাঁদতে থাকল, আর তাঁকে এত পীড়াপীড়ি করল যে, সপ্তম দিনে তিনি তাকে তার অর্থ বলে দিলেন; আর সে তার স্বজাতীয়দের কাছে ধাঁধার অর্থ বলে দিল। [১৮] তাই সপ্তম দিনে, তিনি মিলন-কক্ষে ঢোকবার আগে, শহরের লোকেরা শামশোনকে বলল:

‘মধুর চেয়ে মিষ্টি কী?
সিংহের চেয়ে শক্তিশালী কি?’

তিনি উত্তরে তাদের বললেন,

‘তোমরা যদি আমার গাভী দিয়ে চাষ না করতে,
আমার ধাঁধার অর্থ কখনও খুঁজে পেতে না।’

[১৯] তখন প্রভুর আত্মা তাঁর উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল, আর তিনি আস্কেলোনে নেমে গিয়ে সেখানকার ত্রিশজন মানুষকে মেরে ফেলে তাদের পোশাক নিলেন, আর ধাঁধার অর্থ যারা বলে দিয়েছিল, তাদের তিনি জোড়া জোড়া কাপড় দিলেন। এবং ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে পিতার বাড়িতে ফিরে গেলেন। [২০] পরে শামশোনের যে সাথী তাঁর বিবাহের সঙ্গী হয়েছিল, শামশোনের স্ত্রীকে তাকেই দেওয়া হল।

শামশোনের প্রতিশোধ

১৫ [১] কিছু দিন পরে, গম কাটার সময়ে, শামশোন একটা ছাগের ছানা সঙ্গে নিয়ে তাঁর স্ত্রীকে দেখতে গেলেন। তিনি বললেন, ‘আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলন-কক্ষে যাব।’ কিন্তু স্ত্রীর পিতা তাঁকে ভিতরে যেতে দিলেন না; [২] তিনি তাঁকে বললেন, ‘তুমি তাকে যে নিতান্তই ঘৃণা কর, এবিষয়ে আমার এমন নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, তাকে তোমার সাথীকেই দিয়েছি; তার ছোট বোন কি তার চেয়ে সুন্দরী নয়? আমার অনুরোধ: এর বদলে তাকেই নাও।’ [৩] শামশোন তাঁকে বললেন, ‘এবার ফিলিস্তিনিদের অনিষ্ট করলেও তাদের কাছে দোষী হব না।’

[৪] শামশোন গিয়ে তিনশ’টা শিয়াল ধরলেন; পরে নানা মশাল নিয়ে লেজে লেজে তাদের যোগ করে দুই দুই লেজে এক এক মশাল বাঁধলেন, [৫] ও সেই মশালে আগুন ধরিয়ে ফিলিস্তিনিদের শস্যখেতে ছেড়ে দিলেন; এভাবে বাঁধা আঁটি, খাঁড়া শস্য, আঙুরখেত ও জলপাইবাগান সবই পুড়িয়ে দিলেন। [৬] ফিলিস্তিনিরা জিজ্ঞাসা করল, ‘একাজ কে করেছে?’ লোকে উত্তরে বলল, ‘তিম্নায়ীয়ের জামাই সেই শামশোন করেছে;

কারণ তার শ্বশুর তার স্ত্রীকে নিয়ে তার সাথীকে দিয়েছে।’ তাই ফিলিস্তিনিরা গিয়ে সেই স্ত্রীলোককে ও তার পিতাকে আগুনে পুড়িয়ে মারল। [৭] শামশোন তাদের বললেন, ‘তোমরা যখন এভাবে ব্যবহার কর, তখন আমি তোমাদের উপর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না।’ [৮] তিনি মায়া না করেই তাদের আঘাত করে বিরাট হত্যাকাণ্ড ঘটালেন। পরে নেমে গিয়ে এতাম-শৈলের গুহায় বাস করলেন।

শামশোন ও সেই গাধার হনু

[৯] ফিলিস্তিনিরা উঠে গিয়ে যুদা এলাকায় শিবির বসিয়ে লেহি পর্যন্ত লুট করে বেড়াল। [১০] যুদার লোকেরা তাদের বলল, ‘তোমরা কেন আমাদের আক্রমণ করছ?’ তারা উত্তরে বলল, ‘শামশোনকে বাঁধতে এসেছি। সে আমাদের প্রতি যেমন করেছে, আমরাও তার প্রতি তেমনি করছি।’ [১১] তখন যুদার তিন হাজার লোক এতাম-শৈলের গুহায় নেমে গিয়ে শামশোনকে বলল, ‘ফিলিস্তিনিরা যে আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করছে, তুমি কি তা জান না? তবে আমাদের প্রতি তুমি এ কী করলে?’ তিনি বললেন, ‘তারা আমার প্রতি যেমন করেছে, আমিও তাদের প্রতি তেমনি করেছি।’ [১২] তারা তাঁকে বলল, ‘আমরা ফিলিস্তিনিদের হাতে তুলে দেবার জন্য তোমাকে বাঁধতে এসেছি।’ শামশোন বললেন, ‘তোমরা নিজেরাই আমাকে মেরে ফেলবে না, আমার কাছে এই শপথ কর।’ [১৩] উত্তরে তারা বলল, ‘আমরা শুধু তোমাকে বেঁধে তাদের হাতে তুলে দিতে চাই; কিন্তু আমরা যে তোমাকে হত্যা করব, তা নিশ্চয় নয়।’ তাই তারা দুই গাছা নতুন দড়ি দিয়ে তাঁকে বেঁধে সেই শৈল থেকে নিয়ে গেল। [১৪] তিনি লেহিতে এসে পৌঁছচ্ছেন আর ফিলিস্তিনিরা আনন্দে চিৎকার করতে করতে তাঁর দিকে ছুটে আসছে, এমন সময় প্রভুর আত্মা তাঁর উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল; তাঁর দুই বাহুতে যে দু’টো দড়ি ছিল, তা আগুনে আধপোড়া ক্ষোম-সুতোর মত হল ও তাঁর দু’হাত থেকে বাঁধন খসে পড়ল। [১৫] তিনি তখন এক গাধার কাঁচা হনু দেখতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে তা তুলে নিলেন ও তা দিয়ে এক হাজার লোককে প্রাণে মারলেন। [১৬] শামশোন বললেন,

‘গাধার হনু দিয়ে ওদের আমি রাশি রাশি করলাম,
গাধার হনু দিয়ে সহস্রজনকে হানলাম।’

[১৭] একথা বলা শেষ করে তিনি হনুটা ফেলে দিলেন; এজন্য সেই জায়গার নাম রামাথ-লেহি রাখা হল। [১৮] পরে তাঁর খুবই পিপাসা লাগল বিধায় তিনি প্রভুকে ডেকে বললেন, ‘তোমার দাসের হাত দিয়ে তুমি নিজেই এই মহাবিজয় মঞ্জুর করেছ; এখন পিপাসার জন্য আমাকে কি মরতে হবে ও সেই অপরিচ্ছেদিতদের হাতে পড়তে হবে?’ [১৯] তখন, লেহিতে শূন্যগর্ভ যে শৈল, পরমেশ্বর তা ছিন্ন করলেন, আর তা থেকে জল নির্গত হল। শামশোন জল খেলে তাঁর প্রাণ ফিরে এল আর তিনি সঞ্জীবিত হলেন; এজন্য সেই জলের উৎসের নাম এন্-হাক্কোরে রাখা হল; তা আজ পর্যন্ত লেহিতে আছে। [২০] ফিলিস্তিনিদের সময়ে তিনি কুড়ি বছর ইস্রায়েলের বিচারক হলেন।

শামশোনের আর এক কর্মকীর্তি

১৬ [১] শামশোন গাজায় গেলেন; সেখানে একটি বেশ্যাকে দেখে তার কাছে গেলেন। [২] ‘শামশোন এসেছে!’ একথা শুনে গাজার লোকেরা তাঁকে ঘিরে সারারাত ধরে নগরদ্বারে তাঁর জন্য ওত পেতে থাকল; তারা সারারাত চুপ করে রইল; বলছিল: ‘এসো, ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করি; তখন তাকে বধ করব।’ [৩] শামশোন মাঝরাত পর্যন্ত শুয়ে থাকলেন; মাঝরাতে উঠে তিনি নগরদ্বারের অর্গল সমেত দুই কবাট ও দুই বাজু ধরে উপড়িয়ে দিলেন ও কাঁধে করে হেব্রোনের সামনে যে পর্বত, সেই পর্বত-চূড়ায় নিয়ে গেলেন।

শামশোন ও দালিলা

[৪] পরে তিনি সোরেক উপত্যকার দালিলা নামে একটি স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়লেন। [৫] ফিলিস্তিনিদের নেতারা সেই স্ত্রীলোককে এসে বললেন, ‘তাকে ফুসলিয়ে একটু দেখ, তার এমন মহাবল কোথা থেকে আসে, ও কেমন করে আমরা তার উপর জয়ী হতে পারি, যেন তাকে বেঁধে দমন করতে পারি। আমরা প্রত্যেকে তোমাকে

এগারোশ' রুপোর শেকেল দেব।' [৬] দালিলা শামশোনকে বলল, 'আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও, তোমার এমন মহাবল কোথা থেকে আসে, ও তোমাকে দমন করার জন্য বাঁধবার উপায় কি।' [৭] শামশোন তাকে বললেন, 'শুষ্ক হয়নি এমন সাত গাছা কাঁচা তাঁত দিয়ে যদি আমাকে বাঁধা হয়, তবে আমি দুর্বল হয়ে অন্য সকল মানুষের মত হব।' [৮] ফিলিস্তিনিদের নেতারা শুষ্ক নয় এমন সাত গাছা কাঁচা তাঁত এনে সেই স্ত্রীলোককে দিলেন, আর সে তা দিয়ে তাঁকে বাঁধল। [৯] লোকেরা বাড়ির মধ্যে একটা কক্ষেই ওত পেতে ছিল। স্ত্রীলোকটি তাঁর দিকে চিৎকার করে বলল, 'শামশোন, ফিলিস্তিনিরা তোমাকে ধরে ফেলেছে!' তখন আগুনের গন্ধে শণসুতো যেমন ছিন্ন হয়, সেইমত তিনি ওই তাঁতগুলো ছিঁড়ে ফেললেন, ফলে তাঁর বলের রহস্য জানা গেল না।

[১০] পরে দালিলা শামশোনকে বলল, 'তুমি আমাকে নিয়ে তামাশাই করলে, আমাকে মিথ্যা কথা বললে; এখন আমাকে বল, তোমাকে বাঁধবার জন্য কি দরকার।' [১১] তিনি তাকে বললেন, 'কখনও ব্যবহার করা হয়নি এমন কয়েকটা গাছা নতুন দড়ি দিয়ে যদি আমাকে বাঁধা হয়, তবে আমি দুর্বল হয়ে অন্য সকল মানুষের মত হব।' [১২] তাই দালিলা নতুন দড়ি নিয়ে তা দিয়ে তাঁকে বাঁধল, পরে তাঁর দিকে চিৎকার করে বলল, 'শামশোন, ফিলিস্তিনিরা তোমাকে ধরে ফেলেছে!' লোকেরা বাড়ির মধ্যে একটা কক্ষেই ওত পেতে ছিল; কিন্তু তিনি বাহু থেকে সুতোর মতই ওই সকল দড়ি ছিঁড়ে ফেললেন।

[১৩] পরে দালিলা শামশোনকে বলল, 'তুমি আবার আমাকে নিয়ে তামাশাই করলে, আবার আমাকে মিথ্যা কথা বললে; আমাকে বল, তোমাকে বাঁধবার জন্য কি দরকার।' তিনি বললেন, 'তুমি যদি আমার মাথার সাত গুচ্ছ চুল তাঁতের তানায় বুনে গোঁজের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধ, তবে হতে পারে।' [১৪] তাই সে তাঁকে ঘুম পাড়াল, এবং তাঁর মাথার সাত গুচ্ছ চুল তাঁতের তানায় বুনে গোঁজের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে তাঁর দিকে চিৎকার করে বলল, 'শামশোন, ফিলিস্তিনিরা তোমাকে ধরে ফেলেছে!' কিন্তু তিনি ঘুম থেকে জেগে তানা সমেত তাঁতের গোঁজ উপড়িয়ে ফেললেন।

[১৫] পরে দালিলা তাঁকে বলল, 'কেমন করে বলতে পার যে তুমি আমাকে ভালবাস যখন তোমার হৃদয় আমার সঙ্গে নয়? এই তিন তিন বার তুমি আমাকে নিয়ে

তামাশাই করলে; তোমার এমন মহাবল কোথা থেকে আসে, তা আমাকে বললে না।’ [১৬] এইভাবে সে দিনের পর দিন সেই কথা বলে তাঁকে পীড়াপীড়ি করে এমন নির্যাতন করল যে, শেষে প্রাণপণেই তাঁর বিরক্তি লাগল। [১৭] তাই তিনি মনের সমস্ত কথা খুলে বললেন; তাকে বললেন, ‘আমার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়েনি, কেননা মায়ের গর্ভ থেকেই আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয়। খেউরি হলে আমার বল আমাকে ছেড়ে যাবে, এবং আমি দুর্বল হয়ে অন্য সকল মানুষের মত হব।’ [১৮] তখন দালিলা বুঝল, এবার তিনি তাকে তাঁর মনের সমস্ত কথা খুলে বলেছেন, তাই লোক পাঠিয়ে ফিলিস্তিনিদের নেতাদের কাছে ডেকে বলল, ‘শুধু আর একবার আসুন, কেননা সে আমাকে তার মনের সমস্ত কথা খুলে বলেছে।’ ফিলিস্তিনিদের নেতারা এলেন; তাঁদের হাতে টাকা ছিল। [১৯] পরে সে নিজের হাঁটুর উপরে তাঁকে ঘুম পাড়াল, এবং উপযুক্ত একটি লোককে ডেকে তাঁর মাথার সাত গুচ্ছ চুল খেউরি করাল; এইভাবে তিনি দুর্বল হতে লাগলেন, আর তাঁর বল তাঁকে ছেড়ে গেল। [২০] তখন সে চিৎকার করে বলল, ‘শামশোন, ফিলিস্তিনিরা তোমাকে ধরে ফেলেছে!’ তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে ভাবলেন, ‘অন্যান্য সময়ের মত আমি মুক্ত হয়ে বের হব, গা ঝাড়া দেব।’ কিন্তু প্রভু যে তাঁকে ত্যাগ করেছেন, তা তিনি জানতেন না। [২১] তখন ফিলিস্তিনিরা তাঁকে ধরে তাঁর দু’চোখ উপড়ে ফেলল; এবং তাঁকে গাজায় এনে ব্রঞ্জের শেকলে বেঁধে দিল, আর তাঁকে কারাগারে জাঁতা ঘোরাতে হল। [২২] কিন্তু খেউরি হবার পর তাঁর মাথার চুল আবার বাড়তে লাগল।

শামশোনের শেষ প্রতিশোধ ও তাঁর মৃত্যু

[২৩] ফিলিস্তিনিদের নেতারা তাঁদের দেবতা দাগোনের উদ্দেশে মহাযজ্ঞ উৎসর্গ করতে সমবেত হলেন; আনন্দ-ফুর্তির মধ্যে ভাবছিলেন, ‘আমাদের দেবতা আমাদের শত্রু সেই শামশোনকে আমাদের হাতে দিয়েছেন!’ [২৪] তাঁকে দেখে লোকেরা তাদের দেবতার প্রশংসা করতে লাগল, বলল: ‘এই যে লোকটা আমাদের শত্রু ও আমাদের দেশের বিনাশী, যে আমাদের অনেক লোক বধ করেছে, একে আমাদের দেবতা আমাদের হাতে দিয়েছেন।’ [২৫] তাদের অন্তরের সেই মহা আনন্দে তারা চিৎকার করে বলল, ‘আমাদের ফুর্তি দিতে শামশোনকে ডেকে আন!’ তাই কারাবাস থেকে

শামশোনকে ডেকে আনা হল, আর তিনি তাদের সামনে নানা খেলা দেখাতে লাগলেন। পরে তাঁকে স্তম্ভগুলোর মধ্যে দাঁড় করানো হল। [২৬] যে ছেলে হাত দিয়ে শামশোনকে চালনা করত, তিনি তাকে বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও, যে দুই স্তম্ভের উপরে গৃহ ভর করে আছে, তা আমাকে স্পর্শ করতে দাও, আমি এতে হেলান দিয়ে দাঁড়াব।' [২৭] গৃহটা পুরুষ ও স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ ছিল; ফিলিস্তিনিদের সকল নেতা সেখানে ছিলেন, এবং ছাদের উপরে স্ত্রী-পুরুষ প্রায় তিন হাজার লোক শামশোনের সেই খেলা দেখছিল। [২৮] তখন শামশোন প্রভুকে ডাকলেন, বললেন, 'প্রভু পরমেশ্বর, দোহাই তোমার, আমাকে স্মরণ কর; হে পরমেশ্বর, দোহাই তোমার, কেবল এই একবার আমাকে বল দাও, আর আমি আমার দুই চোখের জন্য এক আঘাতেই ফিলিস্তিনিদের উপর প্রতিশোধ নেব!' [২৯] আর শামশোন, মধ্যকার যে দু'টো স্তম্ভের উপরে গৃহ ভর করে ছিল, তাতে হাত বুলিয়ে দিলেন, তার একটার উপরে ডান বাহু দিয়ে, অন্যটার উপরে বাঁ বাহু দিয়ে ভর করলেন, [৩০] এবং 'ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আমার প্রাণ যাক!' একথা বলে শামশোন তাঁর সমস্ত বলে নিচু হয়ে পড়লেন, আর সেই গৃহ নেতাদের উপরে ও যত লোক ভিতরে ছিল, তাদের সকলের উপরে ভেঙে পড়ল; এইভাবে তিনি জীবনকালে যত লোক বধ করেছিলেন, মৃত্যুকালে তার চেয়ে বেশি লোককে বধ করলেন। [৩১] পরে তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর সমস্ত পিতৃকুল এসে তাঁকে নিয়ে জরা ও এশ্তায়োলের মধ্যস্থানে তাঁর পিতা মানোয়ার সমাধিমন্দিরে সমাধি দিল। তিনি কুড়ি বছর ইস্রায়েলের বিচারক হয়েছিলেন।

মিখার দৈবস্তম্ভ

১৭ [১] এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে মিখাযেহু নামে একজন লোক ছিল। [২] সে মাকে বলল, 'যে এগারোশ' রুপোর শেকেল তোমার কাছ থেকে চুরি হয়েছিল, যে বিষয়ে তুমি অভিশাপ দিয়েছিলে, এমনকি আমার সামনেই তা উচ্চারণ করেছিলে, দেখ, সেই টাকা আমার কাছে আছে; আমিই তা নিয়েছিলাম।' তার মা বলল, 'আমার ছেলে প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হোক!' [৩] সে ওই এগারোশ' রুপোর শেকেল মাকে ফিরিয়ে দিলে তার মা বলল, 'আমি এই টাকা নিজেরই হাতে আমার ছেলের মঙ্গলার্থে প্রভুর উদ্দেশে

পবিত্রীকৃত করছি, যেন তা দিয়ে খোদাই করা একটা দেবমূর্তি ও ছাঁচে ঢালাই করা একটা প্রতিমা তৈরি করা হয়।' [৪] সে মাকে ওই টাকা ফিরিয়ে দিলে তার মা দু'শো রুপোর শেকেল নিয়ে স্বর্ণকারকে দিল, আর সে খোদাই করা একটা দেবমূর্তি ও ছাঁচে ঢালাই করা একটা প্রতিমা তৈরি করলে তা মিখাযেহুর ঘরে রাখা হল। [৫] ওই মিখার একটা দৈবস্তম্ভ ছিল, আর সে একটা এফোদ ও কয়েকটা তেরাফিম তৈরি করল, এবং তার নিজের ছেলেদের একজনকে নিযুক্ত করলে সে তার যাজক হল। [৬] সেসময় ইস্রায়েলে কোন রাজা ছিলেন না; যে যার খুশিমত ব্যবহার করত।

[৭] যুদা-গোষ্ঠীর বেথলেহেম-যুদার একজন লোক ছিল, সে লেবীয়, ও অস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে সেখানে বাস করছিল। [৮] যেখানেই হোক না কেন এমন স্থানেরই সন্ধানে লোকটি বেথলেহেম-যুদা থেকে রওনা হয়েছিল, যেখানে বসতি করতে পারে। পথে যেতে যেতে সে এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে ওই মিখার বাড়িতে এসে পৌঁছল। [৯] মিখা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথা থেকে আসছ?' উত্তরে সে তাকে বলল, 'আমি বেথলেহেম-যুদার একজন লেবীয়, আর যেইখানে হোক না কেন এমন স্থানেরই সন্ধানে যাচ্ছি যেখানে বসতি করতে পারি।' [১০] মিখা তাকে বলল, 'আমার এইখানে থাক, আমার পিতা ও যাজক হও, আর আমি বছরে তোমাকে দশটা রুপোর শেকেল, এক জোড়া পোশাক ও খাবার দেব।' সেই লেবীয় ভিতরে গেল। [১১] তাই সেই লেবীয় তার সেখানে থাকতে রাজি হল, আর সেই যুবক তার এক সন্তানেরই মত হল। [১২] মিখা সেই লেবীয়কে নিযুক্ত করল, আর সেই যুবক মিখার যাজক হয়ে তার বাড়িতে থাকল। [১৩] মিখা বলল, 'এখন আমি জানলাম যে, প্রভু আমার মঙ্গল করবেন, যেহেতু একজন লেবীয়কে নিজের যাজক বলে পেয়েছি।'

এলাকার অনুসন্ধানে দান গোষ্ঠীর লোকেরা

১৮ [১] সেসময় ইস্রায়েলে কোন রাজা ছিলেন না। আর সেসময় দানের গোষ্ঠী বাসস্থান হিসাবে একটা এলাকার সন্ধান করছিল, কেননা সেই দিনগুলো পর্যন্ত ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তারা কোন এলাকা পায়নি। [২] তাই দান-সন্তানেরা তাদের গোত্রের পাঁচজন বীরপুরুষকে দেশের খোঁজখবর নিতে ও পরিদর্শন করতে জরা ও এশ্তায়োল

থেকে পাঠিয়ে দিল; তাদের বলল, 'যাও, দেশ পরিদর্শন কর।' তারা এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে মিখার বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে সেখানে রাত কাটাল। [৩] মিখার বাড়ির কাছাকাছি থাকতে থাকতে তারা সেই লেবীয় যুবকের সুর চিনে কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কে তোমাকে এনেছে? এখানে তুমি কি করছ? তোমার এখানে কী আছে?' [৪] উত্তরে সে তাদের বলল, 'মিখা আমার জন্য এক প্রকার ব্যবস্থা করেছেন, তিনি আমাকে মজুরি দিচ্ছেন, আর আমি তাঁর যাজক হিসাবে কাজ করছি।' [৫] তারা তাকে বলল, 'পরমেশ্বরের অভিমত যাচনা কর, যেন আমরা জানতে পারি, এই যে যাত্রায় পা বাড়িয়েছি, তা সফল হবে কিনা।' [৬] যাজক তাদের বলল, 'শান্তিতে যাও, প্রভু তোমাদের যাত্রার উপর দৃষ্টি রাখছেন।'

[৭] সেই পাঁচজন যাত্রায় এগিয়ে গিয়ে লাইশে এসে পৌঁছল। তারা দেখল, সেখানকার লোকেরা সিদোনীয়দের চলাফেরা অনুসারে শান্তশিষ্ট ও নিরুদ্বিগ্ন হয়ে নিরাপদে বাস করছে; সেই এলাকায় এমন কেউই নেই যে কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে কোন ব্যাপারে অপ্রতিভ কিছু করতে পারে। তাছাড়া সিদোনীয়দের থেকে তারা বেশ দূরেই ছিল, এবং অন্য কারও সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল না। [৮] পরে ওরা জরা ও এশ্তায়োলে নিজেদের ভাইদের কাছে ফিরে গেল; তাদের ভাইয়েরা জিজ্ঞাসা করল, 'খবর কী?' [৯] তারা বলল, 'এসো, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাই, কেননা আমরা সেই দেশ দেখেছি, হ্যাঁ, তা অধিক উত্তম দেশ। আর তোমরা কি নিষ্ক্রিয় বসে থাকবে? সেই দেশ অধিকার করে নেবার জন্য সেখানে যেতে ইতস্তত করো না! [১০] একবার সেখানে গিয়ে তোমরা এমন লোকদের পাবে, যারা কিছুই সন্দেহ করে না। দেশটি প্রশস্ত; পরমেশ্বর তোমাদের হাতে তা তুলে দিয়েছেন; তা এমন জায়গা, যেখানে পৃথিবীর কোন বস্তুর অভাব নেই।'

[১১] তখন দানীয় গোষ্ঠীর ছ'শো লোক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সেখান থেকে, জরা ও এশ্তায়োল থেকেই রওনা হল। [১২] তারা যুদার কিরিয়াথ-যেয়ারিমে উঠে গিয়ে সেখানে শিবির বসাল। এইজন্যই সেই জায়গা—যা কিরিয়াথ-যেয়ারিমের পশ্চিমে অবস্থিত—দানের শিবির বলে অভিহিত হয়েছে আর এখনও, আজ পর্যন্তও, তাই বলে অভিহিত। [১৩] সেখান থেকে তারা এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে মিখার বাড়িতে এসে

পৌঁছল। [১৪] যে পাঁচজন লাইশ প্রদেশ পরিদর্শন করতে এসেছিল, তারা তাদের ভাইদের বলল, ‘তোমরা কি একথা জান যে, এই বাড়িতে একটা এফোদ, কয়েকটা তেরাফিম, খোদাই করা একটা দেবমূর্তি ও ছাঁচে ঢালাই করা একটা প্রতিমা আছে? সুতরাং, এখন তোমাদের যা করা দরকার, তা বিবেচনা করে দেখ!’ [১৫] তারা সেই দিকে ফিরে মিখার বাড়িতে ওই লেবীয় যুবকের ঘরে এসে তাকে মঙ্গলবাদ জানাল। [১৬] দান-সন্তানদের মধ্যে অস্ত্রসজ্জিত সেই ছ’শো লোক প্রবেশদ্বারের সামনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে [১৭] দেশ পরিদর্শন করতে যারা গিয়েছিল, সেই পাঁচজন উঠে গেল, এবং বাড়িতে ঢুকে খোদাই করা ওই দেবমূর্তি, এফোদ, তেরাফিম ও ছাঁচে ঢালাই করা প্রতিমা তুলে নিল; ওই যাজক ততক্ষণ অস্ত্রসজ্জিত ওই ছ’শো লোকদের সঙ্গে প্রবেশদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। [১৮] ওরা মিখার বাড়িতে ঢুকে খোদাই করা সেই দেবমূর্তি, এফোদ, তেরাফিম ও ছাঁচে ঢালাই করা প্রতিমা তুলে নিলে যাজক তাদের বলল, ‘তোমরা কি করছ?’ [১৯] উত্তরে তারা বলল, ‘চুপ কর, মুখে হাত দাও! এবার এসো, আমাদেরই পিতা ও যাজক হও। তোমার পক্ষে কোনটা ভাল, একজনের কুলের যাজক হওয়া, না ইস্রায়েলের এক গোষ্ঠী ও গোত্রের যাজক হওয়া?’ [২০] যাজক মনে মনে উৎফুল্ল হল: সে সেই এফোদ, তেরাফিম ও খোদাই করা দেবমূর্তি নিয়ে সেই লোকদের সঙ্গে যোগ দিল।

[২১] তখন ছেলেমেয়ে, পশু ও দ্রব্য সামগ্রী সামনে রেখে তারা আবার রওনা হল। [২২] তারা মিখার বাড়ি থেকে কিছু দূরে গিয়েছিল, এমন সময় মিখার বাড়ির নিকটবর্তী যত বাড়ির লোকেরা অস্ত্র ধারণ করে দান-সন্তানদের নাগাল পেল; [২৩] তারা দান-সন্তানদের ডাকতে লাগল, আর এরা মুখ ফিরিয়ে মিখাকে বলল, ‘ব্যাপারটা কি যে তুমি এত লোককে লড়াই করতে নিয়ে আসছ?’ [২৪] সে বলল, ‘তোমরা আমার তৈরী দেবতাদের ও আমার যাজককেও চুরি করেছ! এখন তোমরা চলে যাচ্ছ, আর আমার কী থেকে যাচ্ছে? সুতরাং কেমন করে আমাকে বলতে পার “তোমার ব্যাপারটা কী”?’ [২৫] দান-সন্তানেরা তাকে বলল, ‘আমাদের পিছনে তোমার গলা যেন আর শোনা না যায়, পাছে উত্তেজিত লোকেরা তোমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে; তখন তুমি ও তোমার পরিবার-পরিজনেরা প্রাণ হারাবে!’ [২৬] দান-সন্তানেরা তাদের যাত্রায় এগিয়ে

চলল, আর মিখা তাদের নিজের চেয়ে বেশি শক্তিশালী দেখে পিছন ফিরে নিজের বাড়িতে ফিরে এল।

লাইশ হস্তগত—দান শহর ও দৈবস্তম্ভ স্থাপন

[২৭] তাই তারা মিখার তৈরী সমস্ত জিনিস ও তার যাজক সঙ্গে নিয়ে লাইশে সেই শান্তশিষ্ট ও নিরুদ্বিগ্ন জনগণের কাছে গিয়ে পৌঁছে খড়্গের আঘাতে তাদের মারল ও শহর আগুনে পুড়িয়ে দিল। [২৮] উদ্ধার করার মত কেউ ছিল না, কেননা শহরটা সিদোন থেকে দূরে ছিল ও অন্য কারও সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। শহরটা বেথ্-রেহোবের নিকটবর্তী উপত্যকায় ছিল। [২৯] পরে দান-সন্তানেরা ওই শহর পুনর্নির্মাণ করে সেখানে বসতি করল। তাদের পিতৃপুরুষ যে দান ইস্রায়েলের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন, তাঁর নাম অনুসারে সেই শহরের নাম দান রাখল; কিন্তু আগে শহরটার নাম লাইশ ছিল। [৩০] দান-সন্তানেরা খোদাই করা সেই দেবমূর্তি নিজেদের জন্য বসাল, এবং সেদেশের লোকদের বন্দিত্ব-কাল পর্যন্ত মোশির পৌত্র গের্শোনের সন্তান যোনাথান ও তার ছেলেরা দানীয় গোষ্ঠীর যাজক হল। [৩১] যতদিন পরমেশ্বরের গৃহ শীলোতে থাকল, তারা ততদিন মিখার তৈরী ওই খোদাই করা দেবমূর্তি নিজেদের জন্য বসিয়ে রাখল।

গিবেয়ায় সাধিত জঘন্য অপরাধ

১৯ [১] সেসময়, যখন ইস্রায়েলে কোন রাজা ছিলেন না, তখন এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলের প্রান্তভাগে একজন লেবীয় বাস করত; সে বেথলেহেম-যুদা থেকে এক উপপত্নী ঘরে নিয়েছিল। [২] কিন্তু সেই উপপত্নী তার প্রতি অবিশ্বস্ত হল, এবং তাকে ত্যাগ করে বেথলেহেম-যুদায় তার পিতার বাড়িতে গিয়ে চার মাস সেখানে থাকল। [৩] তার স্বামী উঠে তার হৃদয়ের কাছে কথা বলার জন্য ও তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য তার কাছে গেল; তার সঙ্গে ছিল তার চাকর ও দু'টো গাধা। তার উপপত্নী তাকে পিতার বাড়িতে নিয়ে গেলে সেই যুবতীর পিতা তাকে দেখে সানন্দেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রওনা হল। [৪] তার শ্বশুর—ওই যুবতীর পিতা—আগ্রহ দেখিয়ে তাকে সেখানে রাখল, তাই

সে তার সঙ্গে তিন দিন থাকল; তারা সেখানে খাওয়া-দাওয়া করল ও রাত কাটাল। [৫] চতুর্থ দিনে তারা ভোরে উঠল; লেবীয় লোকটি যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় যুবতীর পিতা জামাইকে বলল, 'খানিকটা খেয়ে প্রাণ জুড়াও, একটু পরেও রওনা দিতে পার।' [৬] তাই তারা দু'জনে একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করল, পরে যুবতীর পিতা লোকটিকে বলল, 'আমার অনুরোধ: রাজি হও, এই রাত্রিটুকু দেরি কর, তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হোক!' [৭] লোকটি যাবার জন্য উঠল, কিন্তু তার শ্বশুর এমন সাধাসাধি করল যে, সে সেই রাতও সেখানে কাটাল। [৮] পঞ্চম দিনে সে যাবার জন্য ভোরে উঠল, আর যুবতীর পিতা তাকে বলল, 'আমার অনুরোধ: প্রাণ জুড়াও, তোমরা বিকাল পর্যন্ত দেরি কর।' তাই তারা দু'জনে খাওয়া-দাওয়া করল। [৯] লোকটি তার উপপত্নী ও চাকরকে সঙ্গে করে যাবার জন্য উঠলে তার শ্বশুর—ওই যুবতীর পিতা—তাকে বলল, 'দেখ, দিন প্রায় শেষ হয়েছে; আমার অনুরোধ: তোমরা এই রাত্রিটুকু দেরি কর; দেখ, বেলা শেষ হয়েছে; তুমি এইখানে রাত কাটাও, তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হোক; কাল তোমরা ভোরে রওনা হবে আর তুমি তোমার তাঁবুতে ফিরে যেতে পারবে।' [১০] কিন্তু লোকটি সেই রাত সেইখানে দেরি করতে রাজি হল না, সে বরং উঠে রওনা হয়ে যেবুসের অর্থাৎ যেরুশালেমের সামনে এসে পৌঁছল; তার সঙ্গে গদি-সজ্জিত তার সেই দু'টো গাধা ছিল, তার উপপত্নী ও দাসও সঙ্গে ছিল।

[১১] তারা যেবুসের কাছে এসে পৌঁছলে দিনের আলো দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছিল; চাকরটি মনিবকে বলল, 'আসুন, আমরা যেবুসীয়দের এই শহরে থেমে এইখানে রাত কাটাই।' [১২] কিন্তু তার মনিব তাকে বলল, 'ইস্রায়েল সন্তান নয় এমন বিজাতীয়দের শহরে আমরা ঢুকব না; আমরা এগিয়ে গিবেয়াতে যাব।' [১৩] চাকরটিকে সে আরও বলল, 'এসো, আমরা এই অঞ্চলের কোন একটা জায়গায় যাই; গিবেয়াতে বা রামায় গিয়ে রাত কাটাই।' [১৪] তাই তারা জায়গাটা রেখে এগিয়ে চলল; তারা বেঞ্জামিনের এলাকায় অবস্থিত গিবেয়ার কাছে এসে পৌঁছলে সূর্যাস্ত হচ্ছিল। তাই গিবেয়াতে রাত কাটাবার জন্য তারা সেদিকে ফিরল। [১৫] একবার প্রবেশ করে তারা নগর-চত্বরে বসে রইল, কিন্তু রাত কাটানোর জন্য নিজের ঘরে তাদের আশ্রয় দেবে এমন কেউ ছিল না।

[১৬] তখন এমনটি ঘটল যে হঠাৎ একজন বৃদ্ধ সন্ধ্যাকালে মাঠ থেকে কাজ করে আসছিলেন; লোকটিও এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ যদিও অস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিবেয়াতে বাস করছিলেন; কিন্তু শহরের লোকেরা বেঞ্জামিনীয় ছিল। [১৭] চোখ তুলে তিনি নগর-চত্বরে ওই পথিককে দেখলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ? কোথা থেকে আসছ?' [১৮] উত্তরে সে বলল, 'আমরা বেথলেহেম-যুদা থেকে এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলের শেষ প্রান্তে যাচ্ছি; আমি সেখানকার মানুষ; বেথলেহেম-যুদায় গিয়েছিলাম; এখন বাড়ি যাচ্ছি, কিন্তু নিজের ঘরে আমাকে আশ্রয় দেবে এমন কেউ নেই। [১৯] অথচ আমাদের সঙ্গে গাধাগুলোর জন্য পোয়াল ও কলাই, এবং আমার জন্য, আপনার ওই দাসীর জন্য ও আপনার দাসদাসীর সঙ্গী এই যুবকের জন্য রুটি ও আঙুররস আছে; আমাদের কোনও কিছুর অভাব নেই।' [২০] বৃদ্ধ বললেন, 'তোমার শান্তি হোক, তোমার যা কিছু প্রয়োজন, তার ভার আমার উপরেই থাকুক; তোমাকে এই চত্বরে রাত কাটাতে হবেই না।' [২১] তাই বৃদ্ধ তাকে তার নিজের বাড়িতে এনে গাধাগুলোকে ঘাস দিলেন, আর তারা পা ধুয়ে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করল।

[২২] তারা প্রাণ জুড়াচ্ছে, এমন সময়, দেখ, শহরের লোকেরা—পাষণ্ডই কয়েকজন—সেই বাড়ির চারপাশ ঘিরে কবাটে আঘাত করতে লাগল, এবং বাড়ির কর্তাকে—ওই বৃদ্ধকে—বলল, 'তোমার বাড়িতে যে পুরুষলোক আসছে, তাকে বের করে আন; আমরা তার সঙ্গে মিলিত হতে চাই।' [২৩] বাড়ির কর্তা বের হয়ে তাদের গিয়ে বললেন, 'ভাই আমার, না, না; তোমাদের দোহাই, এমন কুকাজ করো না; লোকটি আমার বাড়িতে এসেছে, তাই এমন দুষ্কর্ম করো না। [২৪] এই যে আমার মেয়ে, সে কুমারী: তাকেই আমি বের করে আনি; তারই প্রতি তোমরা দুর্ব্যবহার কর ও তাকে নিয়ে যাই খুশি কর; কিন্তু সেই লোকের প্রতি এমন দুষ্কর্ম করো না।' [২৫] কিন্তু তারা তাঁর কথা শুনতে চাইল না। তাই লোকটি তার উপপত্নীকে ধরে তাদের কাছে বের করে আনল। তারা তার সঙ্গে মিলিত হল ও সারারাত ধরে সকাল পর্যন্ত তার প্রতি দুর্ব্যবহার করল; কেবল আলো হয়ে এলেই তাকে ছেড়ে দিল। [২৬] তখন রাত পোহালে স্ত্রীলোকটি, তার পতি যার অতিথি ছিল, সেই বৃদ্ধের বাড়ির প্রবেশদ্বারে এসে সূর্যোদয় পর্যন্ত পড়ে রইল। [২৭] একবার সকাল হলে তার পতি উঠে রওনা হবার জন্য

ঘরের কবাট খুলে বের হল, আর দেখ, সেই স্ত্রীলোক—তার উপপত্নী—ঘরের প্রবেশদ্বারের সামনে চৌকাটের নিম্ন অংশের উপরে হাত রেখে পড়ে রয়েছে। [২৮] সে তাকে বলল, 'ওঠ, আমাদের যেতে হচ্ছে,' কিন্তু কোন সাড়া পেল না। তখন সে তাকে গাধার পিঠে তুলে নিল ও বাড়ির দিকে রওনা হল। [২৯] বাড়িতে এসে সে একটা ছুরি নিয়ে তার উপপত্নীকে ধরে অঙ্গ অনুসারে বারোটা টুকরো করে ইস্রায়েলের সারা অঞ্চলে পাঠিয়ে দিল। [৩০] যাদের সে পাঠাল, তাদের এই নির্দেশবাণী দিল: 'ইস্রায়েলের প্রতিটি মানুষকে তোমরা একথা বলবে: মিশর থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের হয়ে আসবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত এমন কাজ কি কখনও হয়েছে? ব্যাপারটা বিবেচনা কর! নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা কর! তোমাদের রায় ব্যক্ত কর!' যারা তা দেখল, তারা সকলেই বলল, 'মিশর থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের হয়ে আসবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত এমন কাজ কখনও হয়নি, দেখাও যায়নি।'

বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

২০ [১] তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা সকলেই দান থেকে বের্শেবা পর্যন্ত ও গিলেয়াদ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে পড়ল, ও গোটা জনমণ্ডলী এক মানুষের মতই মিস্পাতে প্রভুর কাছে একত্রে সমবেত হল। [২] পরমেশ্বরের জনগণের সেই জনসমাবেশে ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠী ও গোটা জনগণের নেতারা এসে উপস্থিত ছিল—খড়্গধারী পদাতিকদের সংখ্যা ছিল চার লক্ষ। [৩] আর বেঞ্জামিন-সন্তানেরা জানতে পারল যে, ইস্রায়েল সন্তানেরা মিস্পাতে উঠে গেছে।

ইস্রায়েল সন্তানেরা বলল, 'বল, তেমন দুষ্কর্ম কেমন ভাবে ঘটেছে? [৪] নিহতা স্ত্রীলোকের স্বামী সেই লেবীয় উত্তর দিয়ে বলল, 'আমি ও আমার উপপত্নী রাত কাটাবার জন্য বেঞ্জামিনের স্বত্বাধিকারে অবস্থিত গিবেয়াতে ঢুকেছিলাম। [৫] আর গিবেয়ার অধিবাসীরা আমার বিরুদ্ধে উঠে রাতের বেলায় আমার জন্য ঘরের চারপাশ ঘিরল; তারা আমাকে বধ করার জন্য মতলব করছিল, আর আমার উপপত্নীর প্রতি এমন দুর্ব্যবহার করল যে, সে মারা গেল। [৬] পরে আমি আমার উপপত্নীকে তুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ইস্রায়েলের উত্তরাধিকারের গোটা এলাকায়, সব জায়গায়ই,

পাঠালাম, কেননা এরা ইস্রায়েলের মধ্যে কুকর্ম ও জঘন্য কাজ করেছে। [৭] এই যে, তোমরা সকলেই ইস্রায়েল সন্তান; সুতরাং এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করে এইখানে তোমাদের রায় ব্যক্ত কর।' [৮] সকল লোক এক মানুষের মত উঠে চিৎকার করে বলল, 'আমরা কেউই নিজ নিজ তাঁবুতে যাব না, কেউই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাব না। [৯] আর গিবেয়ার প্রতি আমরা এখন এভাবে ব্যবহার করব: গুলিবাঁট ক্রমে [১০] আমরা ইস্রায়েল গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রতি একশ'জনের মধ্য থেকে দশজন, প্রতি এক হাজারের মধ্য থেকে একশ'জন, ও প্রতি দশ হাজারের মধ্য থেকে এক হাজার লোক জড় করব; তারা খাদ্য-সামগ্রীর সন্ধানে যাবে, যেন সৈন্যেরা একবার বেঞ্জামিনের গিবেয়াতে গিয়ে পৌঁছে ইস্রায়েলের মধ্যে সাধিত সমস্ত জঘন্য কাজ অনুসারেই তাদের প্রতিফল দিতে পারে।' [১১] এইভাবে ইস্রায়েলের গোটা জনগণ একজন মানুষ হয়েই যেন মিলিত হয়ে ওই শহরের বিরুদ্ধে জড় হল।

[১২] ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলো বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর সব জায়গায় লোক পাঠিয়ে বলল, 'তোমাদের মধ্যে এ কেমন দুষ্কর্ম হয়েছে? [১৩] সুতরাং তোমরা এখন ওই লোকদের, গিবেয়ার অধিবাসী ওই পাষণ্ড লোকদের তুলে দাও, তাদের বধ করে আমরা যেন ইস্রায়েল থেকে দুরাচার মুছে দিই।' কিন্তু বেঞ্জামিনীয়েরা তাদের ভাইদের অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের কথা শুনতে রাজি হল না।

[১৪] বেঞ্জামিন-সন্তানেরা ইস্রায়েল সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদের শহর ছেড়ে গিবেয়াতে গিয়ে জড় হল। [১৫] সেসময় নানা শহর থেকে আসা বেঞ্জামিন-সন্তানদের সংখ্যা গণনা করা হল: গিবেয়ার অধিবাসীদের সংখ্যা বাদে, খড়্গধারী যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ হাজার। [১৬] আবার এই সকল লোকদের মধ্যে সাতশ'জন সেরা বাঁ-হাতি যোদ্ধা ছিল: এরা প্রত্যেকে একগাছি চুল লক্ষ্য করে ফিঙের পাথর মারতে পারত, কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না। [১৭] বেঞ্জামিন বাদে ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা গণনা করা হল: লোকদের সংখ্যা ছিল চার লক্ষ—সকলেই খড়্গধারী যোদ্ধা। [১৮] তারা রওনা হয়ে পরমেশ্বরের অভিমত যাচনা করার জন্য বেথেলে গেল; ইস্রায়েল সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করল, 'বেঞ্জামিন-সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাদের মধ্যে কে প্রথম যাবে?' প্রভু বললেন, 'প্রথমে যুদা যাবে।'

[১৯] পরদিন সকালে ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হয়ে গিবেয়ার সামনে শিবির বসাল। [২০] ইস্রায়েল সন্তানেরা বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হয়ে গেল ও গিবেয়ার সামনাসামনি সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করল। [২১] তখন বেঞ্জামিন-সন্তানেরা গিবেয়া থেকে বের হয়ে সেদিনে ইস্রায়েলের মধ্যে বাইশ হাজার লোককে সংহার করে একেবারে শেষ করে ফেলল। [২২] কিন্তু ইস্রায়েলীয়েরা নতুন সাহস যোগাড় করে আবার সেই একই জায়গায় সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করল, যেখানে প্রথম দিনে বিন্যাস করেছিল। [২৩] ইস্রায়েল সন্তানেরা গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রভুর সামনে কাঁদতে লাগল; পরে এই বলে প্রভুর অভিমত যাচনা করল, 'আমার ভাই বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কি আবার যাব?' প্রভু বললেন, 'তাদের বিরুদ্ধে যাও।' [২৪] ইস্রায়েল সন্তানেরা দ্বিতীয়বারের মত বেঞ্জামিন-সন্তানদের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেল; [২৫] আর বেঞ্জামিন-সন্তানেরা দ্বিতীয়বারের মত তাদের বিরুদ্ধে গিবেয়া থেকে বের হয়ে আবার ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে আঠার হাজার লোককে সংহার করে একেবারে শেষ করে ফেলল—এরা সকলে ছিল উত্তম খড়্গাধারী যোদ্ধা। [২৬] সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানেরা ও গোটা জনগণ বেথেলে গেল; সেখানে কাঁদল, ও প্রভুর সাক্ষাতে, মাটিতে বসে থাকল; সারাদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস পালন করে তারা প্রভুর সামনে আহুতি দিল ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করল। [২৭] ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর অভিমত জিজ্ঞাসা করল—সেসময় পরমেশ্বরের সন্ধি-মঞ্জুষা সেইখানে ছিল, [২৮] ও আরোনের পৌত্র এলেয়াজারের সন্তান ফিনেয়াস তার সামনে উপাসনা চালাতেন। তারা বলল, 'আমার ভাই বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কি এবারও যাব? না পিছটান দেব?' প্রভু বললেন, 'যাও, কেননা আগামীকাল তাদের আমি তোমাদের হাতে তুলে দেব।'

[২৯] ইস্রায়েল গিবেয়ার চারদিকে ওত পেতে থাকল; [৩০] তৃতীয় দিনে ইস্রায়েল সন্তানেরা বেঞ্জামিন-সন্তানদের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যান্য সময়ের মত গিবেয়ার সামনে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করল। [৩১] বেঞ্জামিন-সন্তানেরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে বের হল, এবং শহর থেকে দূরে টানা পড়ে প্রথমবারের মত ইস্রায়েল সন্তানদের কয়েকজনকে আঘাত ও বধ করতে লাগল, বিশেষভাবে বেথেলে যাওয়ার পথে ও খোলা মাঠে গিবেয়াতে যাওয়ার পথে, এই দুই রাস্তায় আনুমানিক ত্রিশজনকে বধ করল।

[৩২] বেঞ্জামিন-সন্তানেরা ভাবল, 'এই যে, আগের মত ওরা আমাদের দ্বারা পরাস্ত হচ্ছে।' কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানেরা বলল, 'এসো, আমরা পালিয়ে শহর থেকে রাস্তায়ই ওদের টেনে নিই।' [৩৩] তাই ইস্রায়েলীয়েরা সকলে নিজ নিজ স্থান ছেড়ে বায়াল-তামারে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করল, এবং একই সময়ে, যে ইস্রায়েলীয়েরা ওত পেতে ছিল, তারা তাদের স্থান থেকে অর্থাৎ গিবেয়ার পশ্চিম থেকে বেরিয়ে পড়ল; [৩৪] ইস্রায়েলের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া দশ হাজার সেরা লোক গিবেয়ার সামনে এসে পৌঁছল। সংগ্রাম এত তীব্র হল যে, ওরা বুঝতে পারল না, এবার সর্বনাশ তাদের উপরে নেমে পড়ছে। [৩৫] প্রভু ইস্রায়েলের সামনে বেঞ্জামিনকে পরাভূত করলেন, আর সেদিন ইস্রায়েল সন্তানেরা বেঞ্জামিনের পঁচিশ হাজার একশ' লোককে সংহার করল—সকলেই উত্তম খড়্গধারী যোদ্ধা। [৩৬] তখন বেঞ্জামিন-সন্তানেরা দেখল যে, তারা পরাজিত হয়েছে।

ইস্রায়েলীয়েরা বেঞ্জামিনের সামনে থেকে হটে গেছিল, যেহেতু তারা তাদের উপরেই নির্ভর করছিল, যারা গিবেয়ার কাছে ওত পেতে ছিল। [৩৭] আর আসলে যারা ওত পেতে ছিল, তারা হঠাৎ গিবেয়ার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ও সোজা হয়ে প্রবেশ করে খড়্গের আঘাতে গোটা নগরকে আঘাত করল। [৩৮] ইস্রায়েলীয়দের ও ওত পেতে থাকা লোকদের মধ্যে এই সঙ্কেত স্থির করা হয়েছিল যে, ওত পেতে থাকা লোকেরা শহর থেকে ধূমস্তম্ভ ওঠাবে। [৩৯] তাই ইস্রায়েলীয়েরা সংগ্রাম করতে করতে পিঠ ফিরিয়েছিল, আর বেঞ্জামিন তাদের আনুমানিক ত্রিশজনকে আঘাত ও বধ করেছিল, কেননা তারা ভাবছিল, 'প্রথম যুদ্ধের মত এবারেও ওরা আমাদের দ্বারা পরাস্ত হল।' [৪০] কিন্তু যখন শহর থেকে সেই সঙ্কেত অর্থাৎ সেই ধূমস্তম্ভ উঠতে লাগল, এবং বেঞ্জামিন পিছন ফিরে তাকাল, আর দেখল যে, গোটা নগর আগুন হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে, [৪১] তখন ইস্রায়েলীয়েরা মুখ ফেরাল আর বেঞ্জামিনীয়েরা নিজেদের উপরে সর্বনাশ নেমে পড়েছে দেখে সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ল। [৪২] তারা ইস্রায়েলীয়দের সামনে থেকে পিঠ ফিরিয়ে মরুপ্রান্তরের পথ ধরল, কিন্তু যোদ্ধারা তাদের তাড়া দিচ্ছিল, আর যারা শহর থেকে আসছিল, তারা তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সংহার করল। [৪৩] তারা বেঞ্জামিনকে চারপাশে ঘিরে বিরামহীনভাবেই তাদের ধাওয়া করতে লাগল ও পুবদিকে গিবেয়ার সামনে তাদের নাগাল পেল। [৪৪] বেঞ্জামিনের আঠার হাজার

লোক মারা পড়ল—সকলেই বীরপুরুষ। [৪৫] যারা বেঁচে থাকল, তারা পিঠ ফিরিয়ে মরুপ্রান্তরের দিকে, রিম্মোন শৈলের দিকে পালাতে লাগল, আর ইস্রায়েলীয়েরা তাদের আরও পাঁচ হাজার লোককে কুড়িয়ে নিয়ে বধ করল; তারা গিদিয়োন পর্যন্ত বেঞ্জামিনের পিছনে ধাওয়া করতে থাকল ও আরও দু'হাজার লোককে আঘাত করল।

[৪৬] এইভাবে সেদিন বেঞ্জামিনের মধ্যে সবসমেত পঁচিশ হাজার লোক মারা পড়ল—তারা ছিল খড়্গধারী যোদ্ধা, সকলেই বীরপুরুষ। [৪৭] কিন্তু ছ'শো লোক পিঠ ফিরিয়ে মরুপ্রান্তরের দিকে, রিম্মোন শৈলের দিকে পালিয়ে গিয়ে সেই রিম্মোন শৈলে চার মাস থাকল। [৪৮] ইতিমধ্যে ইস্রায়েলীয়েরা বেঞ্জামিন-সন্তানদের বিরুদ্ধে ফিরে গেল, এবং শহরে যত মানুষ ও পশু ইত্যাদি যা কিছু পাওয়া গেল, সবই খড়্গের আঘাতে মারল; আর জড়িত যত শহর, সেগুলোকেও তারা আগুনে পুড়িয়ে দিল।

বেঞ্জামিন গোষ্ঠীকে ক্ষমাদান

২১ [১] মিস্পাতে ইস্রায়েলীয়েরা এই বলে শপথ করেছিল: 'আমরা কেউই বেঞ্জামিনের মধ্যে কারও সঙ্গে নিজেদের মেয়ে বিবাহ দেব না।' [২] পরে জনগণ বেথেলে গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে পরমেশ্বরের সামনে বসে জোর গলায় অঝোরে কাঁদতে লাগল। [৩] তারা বলল, 'হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের মধ্যে কেমন করে এমনটি ঘটল যে, আজ ইস্রায়েলের মধ্যে এক গোষ্ঠী বিলুপ্ত হল?' [৪] পরদিন লোকেরা ভোরে উঠে সেখানে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথল এবং আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করল। [৫] পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা বলল, 'এই জনসমাবেশে প্রভুর কাছে আসেনি, ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে এমন কে আছে?' কেননা যে কেউ মিস্পাতে প্রভুর কাছে আসবে না, তাদের বিষয়ে তারা মহাদিব্যি দিয়ে শপথ করেছিল যে, তার প্রাণদণ্ড হবেই। [৬] ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের ভাই বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে যা করেছিল, তার জন্য দুঃখই ভোগ করছিল; তারা বলছিল, 'আজ ইস্রায়েলের মধ্য থেকে এক গোষ্ঠী উচ্ছিন্ন হল। [৭] যারা বেঁচে থাকল, তাদের জন্য স্ত্রী ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আমরা এখন কী করব? আমরা তো প্রভুর দিব্যি দিয়ে এই শপথ করেছি যে, আমরা তাদের সঙ্গে আমাদের কোন মেয়ে বিবাহ দেব না।'

[৮] তাই তারা বলল, 'মিস্পাতে প্রভুর কাছে আসেনি, ইস্রায়েলের এমন কোন গোষ্ঠী কি আছে?' তখন দেখা গেল যে, জনসমাবেশ যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই শিবিরে যাবেশ-গিলেয়াদ থেকে কেউ আসেনি; [৯] কেননা যখন জনগণকে গণনা করা হয়েছিল, তখন দেখা গিয়েছিল যে, যাবেশ-গিলেয়াদের অধিবাসীদের একজনও সেখানে নেই। [১০] তাই জনমণ্ডলী বীরপুরুষদের মধ্য থেকে বারো হাজার লোককে সেখানে পাঠাল; তাদের এই আজ্ঞা দিল: 'যাও, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে সমেত যাবেশ-গিলেয়াদের অধিবাসীদের খড়্গের আঘাতে প্রাণে মার। [১১] তোমরা এভাবে ব্যবহার করবে: প্রত্যেক পুরুষকে ও পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে প্রত্যেক স্ত্রীলোককে শেষ করে ফেলবে; কিন্তু কুমারীদের তোমরা বাঁচিয়ে রাখবে।' [১২] তারা যাবেশ-গিলেয়াদের অধিবাসীদের মধ্যে এমন চারশ'জন কুমারী পেল যারা কোন পুরুষের সঙ্গে কখনও মিলিত হয়নি; তারা কানান দেশে অবস্থিত শীলোর শিবিরে তাদের আনল।

[১৩] তখন গোটা জনমণ্ডলী লোক পাঠিয়ে রিম্মোন শৈলে থাকা বেঞ্জামিন-সন্তানদের সঙ্গে কথাবার্তা করল ও তাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব করল। [১৪] তাই বেঞ্জামিনের লোকেরা ফিরে এল, আর ইস্রায়েলীয়েরা, যাবেশ-গিলেয়াদের মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই মেয়েদের সঙ্গে তাদের বিবাহ দিল; কিন্তু তবুও সকলের জন্য তারা যথেষ্ট ছিল না।

[১৫] ইস্রায়েলীয়েরা বেঞ্জামিনের ব্যাপারে দুঃখ ভোগ করল, কেননা প্রভু ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ফাটল ধরিয়েছিলেন। [১৬] পরে জনমণ্ডলীর প্রবীণেরা বললেন, 'বেঞ্জামিন থেকে যখন নারীকুল উচ্ছিন্ন হয়েছে, তখন বেঁচে থাকা লোকদের জন্য কেমন করে স্ত্রী ব্যবস্থা করতে পারি?' [১৭] তাঁরা আরও বললেন, 'পাছে ইস্রায়েলের মধ্যে এক গোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়, আমরা কেমন করে বেঞ্জামিনের জন্য একটা অবশিষ্টাংশ বাঁচিয়ে রাখতে পারি? [১৮] কিন্তু আমরা ওদের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের বিবাহ দিতে পারি না, কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা এই বলে শপথ করেছে যে: যে কেউ বেঞ্জামিনকে মেয়ে দেবে, সে অভিশপ্ত হবে।' [১৯] শেষে তাঁরা এই কথাও বললেন, 'দেখ, শীলোতে প্রতিবছর প্রভুর উদ্দেশে এক উৎসব পালিত হয়ে থাকে।' (এই শীলো বেথেলের উত্তরদিকে, বেথেল থেকে যে সোজা রাস্তা শিখেমের দিকে গেছে, তার পুবদিকে, এবং

লেবোনার দক্ষিণদিকে অবস্থিত)। [২০] তাই তাঁরা বেঞ্জামিনকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'যাও, আঙুরখেতে ওত পেতে থেকে [২১] চেয়ে দেখ: শীলোর মেয়েরা যখন দলবদ্ধ হয়ে নাচবার জন্য বের হয়ে আসবে, তখন তোমরা আঙুরখেত থেকে বের হয়ে প্রত্যেকে শীলোর মেয়েদের মধ্য থেকে নিজেদের জন্য এক একটি স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে বেঞ্জামিন এলাকায় চলে যাও। [২২] আর তাদের পিতা বা ভাইয়েরা যদি তোমাদের বিষয়ে বিবাদ করতে আসে, তাহলে আমরা তাদের বলব: এদের সাহায্য করায় আমাদের প্রতি সদয় হোন, কেননা যুদ্ধের সময়ে আমরা প্রত্যেকজনের জন্য স্ত্রী পেতে পারিনি; তোমরাও দিতে পারতে না, দিলে নিজেরাই দোষী হতে।' [২৩] বেঞ্জামিন-সন্তানেরা সেইমত করল: যে মেয়েরা নাচছিল, তাদের মধ্য থেকে নিজেদের সংখ্যা অনুসারে স্ত্রী ধরে নিল; পরে রওনা হয়ে তাদের উত্তরাধিকারে ফিরে গেল ও নগরগুলো পুনর্নির্মাণ করে সেগুলোতে বসতি করল।

[২৪] একই সময়ে ইস্রায়েল সন্তানেরা সেখান থেকে প্রত্যেকে যে যার গোষ্ঠী ও গোত্রের কাছে ফিরে গেল; তারা প্রত্যেকে সেই স্থান ছেড়ে যে যার উত্তরাধিকারের দিকে রওনা হল। [২৫] সেসময় ইস্রায়েলে কোন রাজা ছিলেন না; যে যার খুশিমত ব্যবহার করত।

---

২ [১৬] বিচারক এমন ব্যক্তি যাঁর ভূমিকা বিচার করা শুধু নয়, জনগণকে বিপদমুক্ত করতেই তিনি ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত।

৩ [১০] বিচারকের উদ্দীপনাপূর্ণ ভূমিকা ঈশ্বরের আত্মার আগমন দ্বারাই চিহ্নিত (বিচারক ৬:৩৪; ১১:২৯; ১৩:২৫; ১৪:৬,১৯); এখানে 'আত্মা' বলতে ঈশ্বরের আত্মিক শক্তি বা প্রেরণা বোঝায়।

৪ [৪] দেবোরার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল-রাজ্যে নবীয় আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রভাব প্রকাশিত।

[১৪] 'বারাক' নামের অর্থই বিদ্যুৎ-ঝলক, অথচ তাঁর সুন্দর নাম সত্ত্বেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত; অপরদিকে নবী হওয়ায় দেবোরা দেখান, ঈশ্বরের সহায়তায় দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তিনি আদৌ ইতস্তত করেন না।

৫ [৪গ] 'তখন ভূমি কেঁপে উঠল…': প্রকৃতির উপরে নিজের প্রভাব দেখিয়ে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন; প্রকৃতির মধ্য দিয়েও ঈশ্বর আপন জনগণকে ত্রাণ করেন; ২০ পদ দ্রঃ।

৬ [৭] নবী জনগণের অবিশ্বস্ততার পাশাপাশি জনগণের মঙ্গলার্থে ঈশ্বরের ঐতিহাসিক সহায়তা তুলে ধরেন, যেমন মিশর থেকে মুক্তি ও প্রতিশ্রুত দেশ দান। পরবর্তীকালীন নবীরাও একই কথা প্রচার করবেন (আমোস ২:৬-১৬; ৩:১-২; হো ২:৪-১৫; ইশা ১:২-৩; ৫:১-৫, ইত্যাদি)।

[১১] হিব্রু ঐতিহ্যে 'প্রভুর দূত' জগতে ঈশ্বরের নিজের সক্রিয়তা প্রকাশ করে; সম্মানের খাতিরে 'ঈশ্বর' নামটি সরাসরিই উচ্চারণ করতে চাইতেন না বিধায় তাঁরা 'প্রভুর দূত' বলতেন। আরও, যখন ঈশ্বরকে দৃশ্যগতভাবে উপস্থিত বলে বর্ণনা করা হয়, তখনও 'প্রভুর দূত' কথাটা ব্যবহৃত, কেউই যেন না বলতে পারে সে ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে (আদি ২১:১৭; যাত্রা ১৪:১৯; ২৩:২০-২১)। সুতরাং এই পদে স্বয়ং ঈশ্বর দূতের আকারে গিদিয়োনকে দেখা দেন। কাহিনী-শেষেই গিদিয়োন দূতের আসল পরিচয় বুঝতে পারেন।

[১২] 'প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন' বাক্যটা শালীনতাপূর্ণ মঙ্গলবাদ নয়, তা বরং একটা বাস্তবতাই ব্যক্ত করে; প্রকৃতপক্ষে প্রভু তাঁর সঙ্গে সবসময়ই থাকবেন (বিচারক ৬:১৬)।

[১৫] ঈশ্বরের কর্ম-পদ্ধতি মানুষের কর্মপদ্ধতি থেকে ভিন্ন: তিনি দুর্বলকে ও শেষজাতককেই নিজের কাজের জন্য বেছে নেন, যেমন ইসহাক, যাকোব, যোসেফ, শৌল, দাউদ, ইত্যাদি।

[২১] খাদ্য আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে প্রভুর দূত গিদিয়োনের অর্ঘ্য পূর্ণাহুতিতে পরিণত করেন—অর্ঘ্য গ্রহণযোগ্য হল। আকস্মিক আগুনও ঈশ্বরের উপস্থিতির চিহ্ন।

[২৪] বেদিকে প্রভু-শান্তি নাম দেওয়ায় গিদিয়োন প্রভুর উক্তিতে (বিচারক ৬:২৩) নিজ বিশ্বাস ঘোষণা করেন।

৭ [৩] 'ভয়' হল অবিশ্বাসের চিহ্ন। ভীরু মানুষকে বিদায় দেওয়া দরকার পাছে বাকি সৈন্যদের বিশ্বাসও হ্রাস পায়।

১১ [৩৭] সেই সময় অবিবাহিতা ও নিঃসন্তান হয়ে মরাই ছিল নারীর অসম্মানের বিষয়।

১৩ [৫] 'তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে না' অর্থাৎ ছেলে নাজিরীয় হবে; নাজিরীয় বলে ছেলেটি ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত। এই পবিত্রীকরণের উদ্দেশ্যই ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে জনগণকে ত্রাণ করা।

১৪ [৬] প্রভুর আত্মা, অর্থাৎ প্রভুর প্রেরণাই শামশোনের অসাধারণ শক্তির উৎস; কিন্তু তিনি কেবল জীবন-শেষেই তা বুঝতে পারবেন।

১৭ [১–২১ অধ্যায় পর্যন্ত] এই অধ্যায়গুলোর লক্ষ্যই রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আগে জনগণের মধ্যে বিরাজমান অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখানো; তাতে বিচারকগণ পুস্তক ও শামুয়েল-পুস্তক দু'টোর মধ্যে সংযোজন ঘটে।

১৭ [২] ছেলেকে আশীর্বাদ করে মা আগেকার উচ্চারিত অভিশাপ বাতিল করতে অভিপ্রায় করে।

২১ [২২] বেঞ্জামিন-সন্তানেরা স্ত্রীধন না দিয়েই মেয়েদের নিয়েছে বিধায় পিতা ও ভাইয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হল।

রুথ

ক্ষুদ্র এক পরিবারের প্রতি ঈশ্বরের যত্নে সমগ্র ইস্রায়েল জাতির প্রতি তাঁর যত্ন প্রকাশ পায় যেহেতু রুথের ভাবী বংশধর হয়ে দাউদের উদ্ভব হবে। 'মুক্তিকর্ম' সাধন প্রসঙ্গও লক্ষণীয়।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪

রুথ ও নয়েমি

১ [১] বিচারকদের আমলে দেশে একসময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন যুদার বেথলেহেমের একজন লোক তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মোয়াবের সমতল ভূমিতে বসবাস করতে গেলেন। [২] লোকটির নাম এলিমেলেখ, তাঁর স্ত্রীর নাম নয়েমি, ও তাঁর দুই ছেলের নাম মাহ্লোন ও কিলিওন; তাঁরা ছিলেন যুদার বেথলেহেম-নিবাসী এফ্রাথীয়। মোয়াবের সমতল ভূমিতে গিয়ে তাঁরা সেইখানে বসতি করলেন। [৩] পরে নয়েমির স্বামী এলিমেলেখের মৃত্যু হল, আর নয়েমি ও তাঁর দুই ছেলে একাই হয়ে রইলেন। [৪] এই দু'জন মোয়াবীয়া মেয়েদের বিবাহ করলেন: একজনের নাম অর্পা, আর একজনের নাম রুথ। তাঁরা সকলে সেই জায়গায় দশ বছরের মত বাস করলেন। [৫] পরে মাহ্লোন ও কিলিওন এই দু'জনেরও মৃত্যু হল, তাই নয়েমি স্বামী ও পুত্র-বঞ্চিতা হয়ে একাই রইলেন।

[৬] তখন তিনি তাঁর দুই পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে ফিরে যাবেন বলে স্থির করলেন, কারণ মোয়াবের সমতল ভূমিতে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে, প্রভু তাঁর আপন জনগণকে দেখতে এসে তাদের জন্য খাদ্য যুগিয়ে দিয়েছেন। [৭] তাই তিনি যেখানে থাকতেন, তাঁর দুই পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে সেই জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, এবং যুদা অঞ্চলে ফিরে যাবার জন্য রওনা হলেন। [৮] নয়েমি দুই পুত্রবধূকে বললেন, 'তোমরা যাও, নিজ নিজ মায়ের বাড়িতে ফিরে যাও; সেই

মৃতজনদের প্রতি ও আমার প্রতি তোমরা যেমন সহৃদয়তা দেখিয়েছ, প্রভু যেন তোমাদের প্রতি তেমন সহৃদয়তা দেখান। [৯] প্রভু তোমাদের এমনটি মঞ্জুর করুন, তোমরা দু'জনে যেন কোন এক স্বামীর বাড়িতে আশ্রয় পেতে পার।' তিনি তাঁদের চুম্বন করলেন, কিন্তু তাঁরা জোরে কাঁদতে লাগলেন; [১০] বলছিলেন, 'না, আমরা তোমারই সঙ্গে তোমার লোকদের কাছে ফিরে যাব।' [১১] নয়েমি বললেন, 'মেয়েরা আমার, ফিরে যাও; আমার সঙ্গে কেন যাবে? আমার গর্ভে কি এখনও সন্তান আছে যে তোমাদের স্বামী হতে পারবে? [১২] মেয়েরা আমার, ফের, চলে যাও; কারণ আমি এখন বৃদ্ধা, আবার বিবাহ করা আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়। যদিও বলতাম, আমার আশা আছে: আজ রাতেই বিবাহ করব ও পুত্রসন্তান প্রসব করব, [১৩] তবু তোমরা কি তাদের বয়স না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? এজন্যই কি তোমরা বিবাহ না করে থাকবে? না, মেয়েরা আমার, তা হবে না; প্রভুর হাত যে আমার বিরুদ্ধে বাড়ানো রয়েছে, তাতে তোমাদের জন্য আমার হৃদয় তিক্ত।'

[১৪] তখন পুত্রবধূরা আবার জোরে কাঁদতে লাগলেন; পরে অর্পা তাঁর শাশুড়ীকে চুম্বন করে বিদায় নিলেন, কিন্তু রুথ তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন। [১৫] তখন নয়েমি তাঁকে বললেন, 'দেখ, তোমার বড় জা তার নিজের লোকদের ও তার নিজের দেবতার কাছে ফিরে গেল, তুমিও তোমার বড় জার পিছু পিছু ফিরে যাও।' [১৬] কিন্তু রুথ উত্তরে বললেন, 'তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে, তোমাকে ফেলে রেখে একা ফিরে যেতে, একথা আমাকে বারবার বলো না, কেননা

তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব;
তুমি যেখানে রাত কাটাবে, আমিও সেখানে রাত কাটাব;
তোমার জাতির মানুষ হবে আমার জাতির মানুষ;
তোমার পরমেশ্বর হবেন আমার আপন পরমেশ্বর;
[১৭] তুমি যেখানে মরবে, আমিও সেখানে মরব,
সেইখানে আমাকে সমাধি দেওয়া হবে;
কেবল মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুই
যদি তোমা থেকে আমাকে পৃথক করতে পারে,

তবে প্রভু আমার উপর বড় শাস্তির সঙ্গে
আরও বড় শাস্তিও এনে দিন।'

[১৮] নয়েমি যখন দেখলেন, রুথ তাঁর সঙ্গে যেতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ, তখন তাঁকে আর কিছু বললেন না।

[১৯] তাই তাঁরা দু'জনে পথ চলতে চলতে শেষে বেথলেহেমে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা বেথলেহেমে এসে পৌঁছলে পর সমস্ত শহর তাঁদের বিষয়ে অস্থির হয়ে উঠল; স্ত্রীলোকেরা বলছিল, 'এ কি নয়েমি?' [২০] তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা আমাকে নয়েমি আর বলো না, মারা-ই বরং বলে ডাক, কারণ সর্বশক্তিমান আমার জীবন তিক্ত করেছেন।

[২১] আমি পরিপূর্ণা হয়ে রওনা হয়েছিলাম,
এখন প্রভু আমাকে শূন্যা করে ফিরিয়ে আনলেন।
তোমরা আমাকে কেন নয়েমি বলে ডাকবে,
যখন প্রভু আমার বিপক্ষেই দাঁড়িয়েছেন,
ও সর্বশক্তিমান আমাকে দুঃখক্লিষ্টা করেছেন?'

[২২] এইভাবে নয়েমি ফিরে এলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর মোয়াবীয়া পুত্রবধূ রুথও মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে এলেন। যবের ফসল কাটার সময়ের আরম্ভেই তাঁরা বেথলেহেমে এসে পৌঁছলেন।

বোয়াজের মাঠে রুথ

২ [১] স্বামীর দিক থেকে এলিমেলেখের গোত্রে নয়েমির একজন জ্ঞাতি ছিলেন, তিনি যথেষ্ট অবস্থাপন্ন লোক, তাঁর নাম বোয়াজ। [২] মোয়াবীয়া রুথ নয়েমিকে বললেন, 'আমাকে মাঠে যেতে দাও; যে মাঠে ফসল তোলা হচ্ছে, সেখানে গিয়ে আমি মাটিতে পড়া শিষগুলো এমন একজনের পিছু পিছু কুড়োই, যার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই।' নয়েমি বললেন, 'মেয়ে আমার, যাও।' [৩] তিনি গিয়ে মাঠে শস্যকাটিয়েদের পিছু পিছু মাটিতে পড়া শিষ কুড়োতে লাগলেন; দৈবাৎ তিনি এলিমেলেখের গোত্রের ওই

বোয়াজের জমিতেই গিয়ে পড়লেন। [৪] আর দেখ, বোয়াজ বেথলেহেম থেকে এসে কাটিয়েদের বললেন, 'প্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকুন।' তারা উত্তরে বলল, 'প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করুন।' [৫] কাটিয়েদের উপরে তাঁর যে কর্মচারী নিযুক্ত ছিল, তাকে বোয়াজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ যুবতী মেয়ে কার্?' [৬] কাটিয়েদের উপরে নিযুক্ত কর্মচারী উত্তরে বলল, 'এ সেই মোয়াবীয়া যুবতী, যে নয়েমির সঙ্গে মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে এসেছিল; [৭] সে বলল: দয়া করে আমাকে কাটিয়েদের পিছু পিছু আঁটিগুলোর মধ্যে মাটিতে পড়া শিষ কুড়িয়ে সংগ্রহ করতে দাও। তাই সে এসে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত এখানে রয়েছে: ঘর নয়, এ-ই তো তার বাসস্থান!' [৮] তখন বোয়াজ রুথকে বললেন, 'মেয়ে আমার, একটু শোন; কুড়োতে তুমি অন্য মাঠে যেয়ো না; এখান থেকে চলে যেয়োও না; এখানে আমার যুবতী দাসীদের সঙ্গে সঙ্গে থাক। [৯] কাটিয়েরা যে মাঠের ফসল কাটবে, সেদিকে নজর রেখে তুমি দাসীদের পিছনে যাও; আমি কি আমার যুবকদের তোমাকে বিরক্ত করতে নিষেধ করিনি? আর তোমার তেষ্টা পেলে তুমি পাত্রের ধারে গিয়ে, যুবকেরা যে জল তুলেছে, তা থেকে খাও।' [১০] তখন রুথ উপুড় হয়ে ভূমিতে প্রণিপাত করলেন; তাঁকে বললেন, 'আমি কেন আপনার দৃষ্টিতে এমন অনুগ্রহের পাত্র হয়েছি যে, বিদেশিনী এই আমার প্রতি আপনি মুখ তুলে চাইলেন?' [১১] বোয়াজ উত্তরে বললেন, 'আমাকে বলা হয়েছে, তোমার স্বামীর মৃত্যুর পরে তুমি তোমার শাশুড়ীর প্রতি কেমন ব্যবহার করেছ; এও শুনেছি যে, তোমার পিতামাতা ও জন্মভূমি ছেড়ে তুমি আগে যাদের জানতে না, এমন লোকদেরই কাছে এসেছ। [১২] প্রভু তোমার তেমন ব্যবহারের যোগ্য মজুরি দিন; ইস্রায়েলের পরমেশ্বর যে প্রভুর ডানার নিচে তুমি আশ্রয় নিয়েছ, তিনি তোমাকে পুরো মজুরি দিন।' [১৩] রুথ বললেন, 'প্রভু আমার, আমি যেন আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হতে পারি! আমি আপনার একটা দাসীর সমান না হলেও আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, আপনার এই দাসীর হৃদয় জুড়িয়ে দিয়েছেন!' [১৪] খাওয়া-দাওয়ার সময়ে বোয়াজ তাঁকে বললেন, 'এখানে এসে রুটি খাও, তোমার রুটির টুকরোটা সির্কায় ভিজিয়ে নাও।' তাই তিনি কাটিয়েদের পাশে পাশে বসলেন, আর বোয়াজ তাঁকে ভাজা গম দিলেন; রুথ তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন, আর বাকি কিছুটা বাঁচিয়ে রাখলেন। [১৫] পরে তিনি উঠে যখন কুড়োতে

যাচ্ছিলেন, তখন বোয়াজ তাঁর কর্মচারীদের আজ্ঞা দিলেন: 'ওকে আঁটিগুলোর মধ্যেও কুড়োতে দাও, ওকে বিরক্ত করবে না। [১৬] এমনকি, ওর জন্য বাঁধা আঁটি থেকে ইচ্ছা করেই কিছুটা শিষ মাটিতে পড়তে দাও; সেগুলো রেখে যাও, ও যেন তা কুড়োতে পারে; ওকে ধমক দেবে না!'

[১৭] তাই রুথ সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই মাঠে কুড়োলেন; পরে তিনি কুড়িয়ে নেওয়া শিষগুলো মাড়াই করালে তাতে প্রায় এক মণ যব হল। [১৮] তা তুলে নিয়ে তিনি শহরে ফিরে গেলেন, এবং শাশুড়ী তাঁর কুড়িয়ে নেওয়া শিষগুলো দেখলেন। পরে রুথ যে খাবারটুকু বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তা বের করে তাঁকে দিলেন। [১৯] শাশুড়ী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আজ কোথায় কুড়িয়েছ? কোথায় কাজ করেছ? যিনি তোমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন, তিনি ধন্য হোন!' তখন রুথ কার্ মাঠে কাজ করেছিলেন, তা শাশুড়ীকে জানিয়ে দিলেন; বললেন, 'যাঁর কাছে আজ কাজ করেছি, তাঁর নাম বোয়াজ।' [২০] নয়েমি পুত্রবধূকে বললেন, 'তিনি প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হোন! তিনি জীবিত ও মৃতদের প্রতি সহৃদয়তা দেখাতে ক্ষান্ত হননি।' নয়েমি বলে চললেন, 'এই লোকের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি-সম্পর্ক আছে; মূল্য দিয়ে আমাদের মুক্তিসাধনের অধিকার যাঁদের আছে, সেই জ্ঞাতিদের মধ্যে তিনি একজন।' [২১] মোয়াবীয়া রুথ বললেন, 'তিনি আমাকে একথাও বললেন, আমার সমস্ত ফসল-কাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে থাক।' [২২] তখন নয়েমি পুত্রবধূ রুথকে বললেন, 'মেয়ে আমার, ভাল কথাই যে তুমি তাঁর দাসীদের সঙ্গে যাবে, এবং অন্য কোন মাঠে তোমাকে দুর্ব্যবহার সহ্য করতে যেতে হবে না।' [২৩] তাই যব ও গম কাটা শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি কুড়োবার জন্য বোয়াজের দাসীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন; পরে শাশুড়ীর সঙ্গে বসবাস করলেন।

খামারে যাপিত রাত

৩ [১] তাঁর শাশুড়ী নয়েমি তাঁকে বললেন, 'মেয়ে আমার, তোমার জন্য আমাকে কি এমন স্থায়ী ব্যবস্থা খোঁজ করতে হবে না, যেন তোমার সুখ হয়? [২] যাঁর দাসীদের সঙ্গে তুমি সম্প্রতি ছিলে, সেই বোয়াজ কি আমাদের জ্ঞাতি নন? দেখ, তিনি আজ রাতে

খামারে যব ঝাড়বেন। [৩] তাই তুমি এখন স্নান কর, গায়ে তেল মাখ, গায়ে আলোয়ান জড়াও, এবং সেই খামারে নেমে যাও; তিনি খাওয়া-দাওয়া শেষ করার আগে তুমি তাঁকে নিজেকে চিনতে দিয়ো না। [৪] তিনি যখন শুতে যাবেন, তখন তুমি তাঁর শোয়ার জায়গা লক্ষ কর, পরে গিয়ে তাঁর পায়ের দিকে কম্বল খুলে সেখানে শোও; তোমাকে যে কী করতে হবে, তা তিনি নিজেই তোমাকে বলবেন।' [৫] রুথ বললেন, 'তুমি যা বলেছ, আমি তা সবই করব।'

[৬] তাই তিনি সেই খামারে গিয়ে তাঁর শাশুড়ী যা কিছু আদেশ করেছিলেন, তা সবই করলেন। [৭] বোয়াজ খাওয়া-দাওয়া করলেন ও হৃদয়ে আনন্দকে স্থান দিলেন; পরে যবের রাশির ধারে শুতে গেলেন। তখন রুথ আস্তে আস্তে এসে তাঁর পায়ের দিকে কম্বল খুলে সেখানে শুইলেন। [৮] মাঝরাতের দিকে লোকটি চকিত হয়ে জেগে উঠে চারদিকে তাকালেন; আর দেখ, একটি স্ত্রীলোক তাঁর পায়ের ধারে শুয়ে আছে। [৯] তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আবার কে?' রুথ উত্তর দিলেন, 'আমি আপনার দাসী রুথ; আপনার এই দাসীর উপরে আপনি আপনার ডানা মেলে দিন, কারণ জ্ঞাতি বলে আপনারই তো মূল্য দিয়ে মুক্তিসাধনের অধিকার আছে।' [১০] তিনি বললেন, 'মেয়ে আমার, তুমি যেন প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হতে পার, কারণ তুমি ধনী বা গরিব কোন যুবা পুরুষের খোঁজে না যাওয়ায় আগেরটার চেয়ে তোমার এই দ্বিতীয় সৎকাজই শ্রেয়। [১১] মেয়ে আমার, ভয় করো না, তুমি যা বলবে, আমি তোমার জন্য তা সবই করব; কারণ তুমি যে সদ্‌গুণবতী, একথা আমার সহনাগরিকেরা সকলেই জানে। [১২] আর আমি যে জ্ঞাতি বলে মূল্য দিয়ে তোমার পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকারী, একথা সত্য; কিন্তু আমার চেয়েও আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আর একজন জ্ঞাতি আছে। [১৩] আজ রাতে এখানে থাক, সকালে সে যদি তোমার পক্ষে তার নিজের অধিকার অনুশীলন করতে ইচ্ছুক, তবে ভাল, সে-ই মূল্য দিয়ে তোমার পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধন করুক; কিন্তু যদি তা করতে তার ইচ্ছা না হয়, তবে জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আমিই মূল্য দিয়ে তোমাকে মুক্ত করব। তুমি সকাল পর্যন্ত শুয়ে থাক!'

[১৪] তাই রুথ সকাল পর্যন্ত তাঁর পায়ের ধারে শুয়ে রইলেন, কিন্তু, কেউ অন্য কাউকে চিনতে পারে এমন সময়ের আগে তিনি উঠলেন। আর বোয়াজ ভাবছিলেন, 'এই

স্ত্রীলোক যে খামারে এসেছে, একথা লোকে যেন না জানতে পারে।’ [১৫] পরে তিনি বললেন, ‘তোমার গায়ে যে আলোয়ান আছে, তা নিয়ে এসো, পেতে ধর।’ রুথ তা পেতে ধরলে তিনি ছয় দাঁড়ি যব তার মাথায় দিলেন; তখন রুথ শহরে চলে গেলেন; [১৬] রুথ শাশুড়ীর কাছে এলে তাঁর শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মেয়ে আমার, তবে কী হল?’ আর রুথ তাঁর জন্য সেই লোক যে কী করেছিলেন, তা সবই তাঁকে জানিয়ে দিলেন। [১৭] আরও বললেন, ‘শাশুড়ীর কাছে খালি হাতে যেয়ো না; আর তাই বলে তিনি আমাকে এই ছয় দাঁড়ি যব দিয়েছেন।’ [১৮] তাঁর শাশুড়ী তাঁকে বললেন, ‘মেয়ে আমার, অপেক্ষায় থাক যতক্ষণ না জানতে পার শেষে কী ঘটবে; কেননা আজই ব্যাপারটা সমাধা না করে লোকটি ক্ষান্ত হবেন না।’

বিবাহ

৪ [১] এদিকে বোয়াজ নগরদ্বারে উঠে গিয়ে সেইখানে বসলেন। আর দেখ, মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার আছে, সেই যে জ্ঞাতির কথা তিনি বলেছিলেন, ঠিক সেই লোক পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে; বোয়াজ তাকে বললেন, ‘ওহে বন্ধু, এখানে এসে একটু বস;’ সে এগিয়ে এসে বসল। [২] পরে বোয়াজ শহরের প্রবীণদের মধ্য থেকে দশজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের বললেন, ‘এখানে বসুন।’ তাঁরা বসলেন। [৩] তখন বোয়াজ মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার ছিল, সেই জ্ঞাতিকে বললেন, ‘আমাদের ভাই এলিমেলেখের যে একখণ্ড জমি ছিল, তা সেই নয়েমি বিক্রি করছেন, যিনি মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে ফিরে এসেছেন। [৪] আমি ভাবলাম, কথাটা জানিয়ে তোমাকে বলব: তুমি এখানে বসা এই লোকদের সামনে ও আমার স্বজাতীয় প্রবীণদের সামনে তা কিনে নাও। মুক্তিকর্ম সাধনের তোমার যে অধিকার, তা যদি অনুশীলন করতে চাও, তবে তা কর; করতে না চাইলে, তবে আমাকে বল, যেন আমি জানতে পারি; কেননা তুমি ছাড়া মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার আর কারও নেই, আর তোমার পরে আমি আছি।’ লোকটি বলল, ‘আমি তা মুক্ত করতে রাজি।’ [৫] তখন বোয়াজ বললেন, ‘তুমি যেদিন নয়েমির হাত থেকে সেই জমিটা কিনবে, তখন সেইসঙ্গে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারে তার নাম রক্ষা করার জন্য মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সেই মোয়াবীয়া রুথকেও তোমাকে কিনতে

হবে।’ [৬] মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার ছিল, সে বলল, ‘মুক্তিকর্ম সাধনের যে অধিকার আমার আছে, তা আমি অনুশীলন করতে পারব না, করলে আমার নিজের উত্তরাধিকারেরই ক্ষতি করব। আমি যখন মুক্তিকর্ম সাধনের আমার সেই অধিকার অনুশীলন করতে পারি না, তখন তুমি নিজেই আমার সেই অধিকার অনুশীলন কর।’

[৭] একসময় ইস্রায়েলে মুক্তিকর্ম ও বিনিময় ক্ষেত্রে সমস্ত কথা পাকাপাকি করার জন্য এই প্রথা ছিল: এক পক্ষ জুতো খুলে তা অপর পক্ষকে দিত; ইস্রায়েলে এইভাবেই বিষয়টা স্বাক্ষরিত হত। [৮] তাই মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার ছিল, সেই জ্ঞাতি যখন বোয়াজকে বলল, ‘তুমি নিজের জন্য তা কিনে নাও,’ তখন সে জুতো খুলে দিল।

[৯] তখন বোয়াজ প্রবীণদের ও সেখানে উপস্থিত সকলকে বললেন, ‘আজ আপনারা সাক্ষী হলেন যে, এলিমেলেখের যা কিছু ছিল, এবং কিলিওনের ও মাহ্লোনের যা কিছু ছিল, সেই সবকিছু আমি নয়েমির হাত থেকে কিনলাম, [১০] এবং সেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারে তার নাম রক্ষা করার জন্য আমি নিজের স্ত্রীরূপে মাহ্লোনের স্ত্রী সেই মোয়াবীয়া রুথকেও কিনলাম, যেন সেই মৃত ব্যক্তির নাম তার ভাইদের মধ্যে ও তার নগরদ্বারে লুপ্ত না হয়। আপনারাই আজ এই সমস্ত কিছুর সাক্ষী।’ [১১] নগরদ্বারে উপস্থিত সকল লোক বলল, ‘হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী।’ আর প্রবীণেরা এও বললেন, ‘যে স্ত্রীলোক তোমার কুলে প্রবেশ করছে, প্রভু তাকে রাখেল ও লিয়ার মত করুন—সেই যে দু’জন নারী, যাঁরা ইস্রায়েলের কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এফ্রাথায় ঐশ্বর্য জমাও, বেথলেহেমে সুনাম জয় কর! [১২] প্রভু এই তরুণীর গর্ভ থেকে যে বংশকে তোমাকে দেবেন, সেই বংশ দ্বারা তোমার কুল পেরেসের কুলের মত হোক, সেই যে পেরেসকে তামার যুদার ঘরে প্রসব করলেন!’

[১৩] তাই বোয়াজ রুথকে গ্রহণ করলেন, আর তিনি তাঁর স্ত্রী হলেন; এবং বোয়াজ তাঁর কাছে গেলে রুথ প্রভুর প্রভাবে গর্ভধারণ করে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। [১৪] আর স্ত্রীলোকেরা নয়েমিকে বলছিল: ‘ধন্য প্রভু, যিনি আজ তোমাকে মুক্তিসাধক-বঞ্চিতা রাখেননি। ইস্রায়েলে তাঁর নাম কীর্তিত হোক। [১৫] শিশুটি তোমার প্রাণ জুড়াবে, সে হবে তোমার বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন; কেননা তোমাকে যে ভালবাসে ও তোমার কাছে সাত পুত্রসন্তানের চেয়েও মূল্যবতী, তোমার সেই পুত্রবধূই একে প্রসব

করেছে।’ [১৬] তখন নয়েমি শিশুকে নিয়ে নিজের কোলে রাখলেন ও তাকে লালন-পালন করার ভার নিলেন। [১৭] তাই প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরা বলল, ‘নয়েমি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল;’ এবং ‘ওবেদ’ বলে তার নাম ঘোষণা করল। এই ওবেদই যেসের পিতা, আর যেসে দাউদের পিতা।

[১৮] পেরেসের বংশতালিকা এ: পেরেস হেস্রোনের পিতা, [১৯] হেস্রোন রামের পিতা, রাম আম্মিনাদাবের পিতা, [২০] আম্মিনাদাব নাহ্‌শোনের পিতা, নাহ্‌শোন সাল্‌মোনের পিতা, [২১] সাল্‌মোন বোয়াজের পিতা, বোয়াজ ওবেদের পিতা, [২২] ওবেদ যেসের পিতা, আর যেসে দাউদের পিতা।

শামুয়েল—১ম পুস্তক

(১ম-২য় শামুয়েল) বিচারকগণ পুস্তকের শেষ দৃশ্য অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলারই এক দৃশ্য ছিল; ইস্রায়েল জাতির তেমন পরিস্থিতি সঠিক করার জন্য রাজ্য-প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন, এটিই শামুয়েল দুই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। সেই সঙ্গে পুস্তক দু'টোর ঐশতাত্ত্বিক দিকও মনের সামনে রাখা প্রয়োজন: ইতিহাস-পরিচালনায় ঈশ্বর দুর্বল, অবনমিত ও শেষজাতককেই বেছে নেন—একথা প্রথম পুস্তকের শুরুতে (আন্নার সঙ্গীতে) ও দ্বিতীয় পুস্তক শেষে (দাউদের ধন্যবাদগীতিকায়) প্রতীয়মান। উভয় সঙ্গীত গভীরতর মশীহমুখী প্রত্যাশাও তুলে ধরে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১

শামুয়েলের জন্ম ও বাল্যকাল

১ [১] এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে এল্কানা নামে রামাথাইম-সুফিমের একজন
এফ্রাইমীয় লোক ছিলেন; তিনি যেরোহামের সন্তান, যেরোহাম এলিহুর সন্তান, এলিহু
তোহুর সন্তান, তোহু সুফের সন্তান। [২] তাঁর দুই স্ত্রী ছিল: একজনের নাম আন্না, আর
একজনের নাম পেনিন্না; পেনিন্নার ছেলেমেয়ে ছিল, কিন্তু আন্না নিঃসন্তান ছিলেন।
[৩] এই লোক প্রতিবছর সেনাবাহিনীর প্রভুকে আরাধনা করতে ও তাঁর উদ্দেশে বলি
উৎসর্গ করতে তাঁর শহর থেকে শীলোতে যেতেন। সেখানে এলির দুই ছেলে হফ্‌নি ও
ফিনেয়াস প্রভুর যাজক ছিলেন।

[৪] একদিন এল্কানা বলি উৎসর্গ করলেন; তিনি সাধারণত তাঁর স্ত্রী পেনিন্নাকে ও
তাঁর সকল ছেলেমেয়েকে বলির যে যার অংশ দিতেন; [৫] কিন্তু আন্নাকে মর্যাদার শুধু
একটা অংশটুকুই দিতেন, কেননা তিনি যদিও আন্নাকে বেশি ভালবাসতেন, তবু প্রভু
আন্নার গর্ভ অনুর্বর করেছিলেন। [৬] তাছাড়া, প্রভু তাঁর গর্ভ অনুর্বর করেছিলেন বলে

তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোলার জন্য তাঁকে অবিরতই জ্বালা দিতেন।
[৭] বছরের পর বছর এইভাবেই চলতে থাকল: যতবার তাঁরা প্রভুর গৃহে যেতেন,
ততবারই পেনিন্না আন্নাকে জ্বালা দিতেন। সেদিন আন্না কেঁদে ফেললেন, মুখে কিছুই
দিতে চাইলেন না। [৮] তাই তাঁর স্বামী এল্কানা তাঁকে বললেন, 'আন্না, কেন কাঁদছ?
কেন খাচ্ছ না? তোমার হৃদয় অবসন্ন কেন? তোমার কাছে আমি কি দশটি সন্তানের
চেয়েও বেশি নই?'

[৯] শীলোতে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর আন্না আসন ছেড়ে উঠে প্রভুর
সামনে দাঁড়ালেন। যাজক এলি তখন প্রভুর মন্দিরদ্বারের বাজুর পাশে নিজের চৌকিতে
বসে ছিলেন। [১০] মর্মজ্বালায় আন্না তিক্ত অশ্রু ফেলতে ফেলতে প্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা
করতে লাগলেন। [১১] তিনি এই বলে মানত করলেন, 'হে সেনাবাহিনীর প্রভু, যদি
তুমি তোমার এই দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চাও, যদি আমার কথা একবার মনে
রাখ, তোমার এই দাসীকে ভুলে না গিয়ে যদি তোমার এই দাসীকে একটি পুত্রসন্তান
দাও, তাহলে আমি তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তাকে প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করব;
তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে না।'

[১২] আন্না প্রভুর সামনে বহুক্ষণ ধরে প্রার্থনা করছিলেন, একইসময়ে এলি তাঁর
ঠোঁট দু'টোর দিকে চেয়ে দেখছিলেন; [১৩] কেননা আন্না মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন,
শুধু তাঁর ঠোঁট দু'টোই নড়ছিল, কিন্তু তাঁর গলা শোনা যাচ্ছিল না; তাই এলি তাঁকে
মাতাল মনে করলেন। [১৪] এলি তাঁকে বললেন, 'আর কতক্ষণ তুমি মাতাল অবস্থায়
থাকবে? নেশার ঘোর কাটিয়ে দাও।' [১৫] আন্না উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, তা নয়!
আমি তো বড় দুঃখিনী মেয়ে, আঙুররস বা উগ্র পানীয় আমি খাইনি; প্রভুর সামনে আমি
আমার অন্তরের ব্যথা উজাড় করে দিচ্ছি। [১৬] আপনার এই দাসীকে আপনি অপদার্থ
মেয়ে মনে করবেন না; আসলে আমার নিদারুণ দুশ্চিন্তা ও ক্ষোভের ফলেই আমি
এতক্ষণে কথা বলছিলাম।' [১৭] তখন এলি উত্তরে বললেন, 'শান্তিতে যাও;
ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের কাছে যা যাচনা করেছ, তাতে তিনি সাড়া দিন।' [১৮] আন্না
বললেন, 'আপনার দৃষ্টিতে আপনার এই দাসী অনুগ্রহের পাত্র হোক।' এরপর স্ত্রীলোকটি

নিজের পথে চলে গেলেন, আবার খেতে শুরু করলেন, ও তাঁর মুখ আগের মত আর বিষণ্ন হল না।

[১৯] পরদিন তাঁরা সকালে উঠে প্রভুর সামনে প্রণিপাত করার পর রামায় বাড়ি ফিরে গেলেন। এল্কানা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলে প্রভু আন্নার কথা স্মরণ করলেন। [২০] তাই আন্না গর্ভধারণ করলেন, নির্ধারিত সময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন, এবং তার নাম শামুয়েল রাখলেন: তিনি বলছিলেন, 'আমি তাকে পাবার জন্য প্রভুর কাছে যাচনা করেছিলাম।' [২১] পরে তাঁর স্বামী এল্কানা ও তাঁর সমস্ত পরিবার প্রভুর উদ্দেশে বার্ষিক বলি উৎসর্গ করতে ও মানত পূরণ করতে গেলেন; [২২] কিন্তু আন্না গেলেন না; কারণ তিনি স্বামীকে বলছিলেন, 'শিশুটি দুধছাড়া না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না; তবেই আমি প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে তাকে নিয়ে যাব, আর সে সবসময়ের মত সেখানে থাকবে।' [২৩] তাঁর স্বামী এল্কানা তাঁকে বললেন, 'যা ভাল মনে কর, তাই কর; সে দুধছাড়া না হওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর; শুধু একটা কথা: প্রভু নিজের বাণী সফল করুন।' তাই স্ত্রীলোকটি বাড়িতে রইলেন, এবং শিশুটিকে দুধ দিলেন যতদিন না সে দুধছাড়া হল।

[২৪] দুধ-ছাড়ানোর পর তিনি তিন বছর বয়সের একটা বলদ, পুরো এক মণ ময়দা ও আঙুররসে ভরা একটা চামড়ার পাত্র সঙ্গে নিয়ে স্বামীর সাথে রওনা হয়ে শীলোতে প্রভুর গৃহে গেলেন; তাঁদের সঙ্গে ছেলেটিও ছিল। [২৫] বলদকে বলি দেওয়ার পর তাঁরা ছেলেটিকে এলির কাছে আনলেন, [২৬] আর আন্না বললেন, 'প্রভু আমার, দোহাই আপনার! আপনার প্রাণের দিব্যি, প্রভু আমার! আমি সেই মেয়ে যে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করার জন্য এইখানে, আপনার পাশেই, দাঁড়িয়েছিলাম। [২৭] এই ছেলের জন্যই আমি প্রার্থনা করেছিলাম, আর প্রভুর কাছে যা যাচনা করেছিলাম, তা তিনি আমাকে দিয়েছেন। [২৮] তাই আমিও একে প্রভুকে দিলাম; তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে এ প্রভুর কাছে নিবেদিত।' আর সেখানে তিনি প্রভুর সামনে প্রণিপাত করলেন।

আন্নার সঙ্গীত

২ [১] তখন আন্না এই বলে প্রার্থনা করলেন:

‘আমার অন্তর প্রভুতে উল্লসিত,
আমার শক্তি প্রভুতে উত্তোলিত ;
আমার মুখ বড়াই করে আমার শত্রুদের উপর,
কারণ তোমার পরিত্রাণে আমি আনন্দিত।

[২] প্রভুর মত পবিত্রজন কেউ নেই,
তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই ;
আমাদের পরমেশ্বরের মত কোন শৈল নেই।

[৩] এত গর্বের সঙ্গে তোমরা বেশি কথা বলো না,
তোমাদের মুখ থেকে উদ্ধত কথা বের হয় না যেন।
কারণ প্রভু তো সর্বজ্ঞ ঈশ্বর,
সকল কর্ম ওজন করা তাঁরই কাজ।
[৪] ভেঙে গেল শক্তিশালীদের ধনুক,
কিন্তু যারা হোঁচট খাচ্ছিল, তারা এখন প্রতাপে পরিবৃত।
[৫] যারা পরিতৃপ্ত, তারা নিজেদেরই মজুরি খাটায় একটা রুটির জন্য,
কিন্তু যারা ক্ষুধার্ত, তারা শ্রম করতে আর বাধ্য নয়।
যেই ছিল বন্ধ্যা, সে সাত সন্তানের জননী হল,
কিন্তু যার ছিল বহু সন্তান, সে ম্লান হয়ে গেল।

[৬] প্রভু মৃত্যু ঘটান, জীবন দান করেন,
পাতালে নামিয়ে আনেন, উত্থিত করেন,
[৭] প্রভু ধনহীন করেন, করেন ধনবান,
অবনমিত করেন, আবার উন্নীত করেন।

[৮] তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন,
আবর্জনার স্তূপ থেকে নিঃস্বকে টেনে তোলেন
তাদের আসন দিতে নেতৃবৃন্দের মাঝে,
গৌরবময় সিংহাসনেরই তাদের করেন উত্তরাধিকারী।

কারণ প্রভুরই তো পৃথিবীর স্তম্ভগুলি,
সেগুলির উপর তিনি জগৎ স্থাপন করলেন।

[৯] তিনি ভক্তদের পদক্ষেপে দৃষ্টি রাখেন,
কিন্তু দুর্জনেরা অন্ধকারেই নিশ্চুপ হয়ে যাবে।
নিজের বলেই যে মানুষ জয়ী হয়, তা তো নয়।
[১০] প্রভু! তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভগ্নচূর্ণ হবেই;
স্বর্গ থেকে পরাৎপর বজ্রনাদ করবেন।
প্রভু মর্তের প্রান্তসীমা বিচার করবেন;
আপন রাজাকে শক্তি দেবেন,
তাঁর মশীহের প্রতাপ উত্তোলন করবেন।'

[১১] এল্কানা রামায় বাড়ি ফিরে গেলেন, আর ছেলেটি এলি যাজকের সামনে প্রভুর সেবা করতে সেখানে রইলেন।

এলির দুই ছেলে

[১২] এলির দুই ছেলে পাষণ্ডই ছিল, তারা প্রভুকে মানত না; [১৩] লোকদের প্রতি এই যাজকদের ব্যবহার এরূপ ছিল: কেউ বলি দিতে এলে যখন তার পশুমাংস সিদ্ধ করা হত, তখন যাজকের চাকর ত্রিকণ্টক একটা শূল হাতে করে আসত, [১৪] এবং কড়াই বা হাঁড়ি বা মালসা বা পাত্রে তা দ্বারা কোপ দিয়ে তাতে যা উঠত, তা সবই যাজক নিজের জন্য দাবি করত; ইস্রায়েলের যত লোক সেখানে, সেই শীলোতেই আসত, তাদের সকলের প্রতি এ ছিল তাদের ব্যবহার। [১৫] আবার, চর্বি পোড়ার আগে যাজকের চাকর এসে, যে বলি দিচ্ছিল, তাকে বলত, 'যাজকের জন্য আমাকে কাঁচা মাংস দাও, তিনি তা ঝলসে খাবেন; তোমার কাছ থেকে তিনি সিদ্ধ মাংস নেবেন না, কেবল কাঁচাই নেবেন।' [১৬] লোকটা যদি উত্তরে বলত, 'আগে চর্বি পোড়া হোক, পরে যত খুশি সবই নিয়ে যাও,' তখন চাকরটি প্রত্যুত্তরে বলত, 'না, এখনই দাও, নইলে তা জোর করেই নেব।' [১৭] এইভাবে প্রভুর দৃষ্টিতে ওই যুবকদের পাপ খুবই ভারী ছিল, কারণ তারা প্রভুর নৈবেদ্য অসম্মান করত।

শীলোতে শামুয়েল

[১৮] শামুয়েল কোমরে ক্ষোম-কাপড়ের এফোদ বেঁধে বালক হয়েও প্রভুর সেবায় নিযুক্ত ছিল। [১৯] তার মা প্রতিবছর ছোট্ট একটা পোশাক প্রস্তুত করে স্বামীর সঙ্গে বার্ষিক বলি দেওয়ার জন্য আসবার সময়ে তা এনে তাকে দিতেন। [২০] তখন এলি এল্কানাকে ও তাঁর স্ত্রীকে আশীর্বাদ করে বলতেন, 'এই স্ত্রীলোক প্রভুর কাছে যা নিবেদন করেছেন, তার বিনিময়ে প্রভু এই স্ত্রীলোকের মাধ্যমে তোমাকে আরও সন্তান দিন।' তাঁরা বাড়ি ফিরে গেলেন, [২১] আর প্রভু আন্নাকে দেখতে গেলেন: তিনি গর্ভধারণ করলেন, আর আরও তিন ছেলে ও দুই মেয়ে প্রসব করলেন। ইতিমধ্যে বালক শামুয়েল প্রভুর সাক্ষাতে বেড়ে উঠতে লাগল।

এলির দুই ছেলে সম্বন্ধে অতিরিক্ত কথা

[২২] এলি খুবই বৃদ্ধ ছিলেন, এবং ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর ছেলেরা কেমন ব্যবহার করত, এবং সাক্ষাৎ-তাঁবুর দ্বারে যে স্ত্রীলোকেরা সেবায় নিযুক্ত, তাদের সঙ্গে তারা যে শয়ন করত, এই সমস্ত কথা তাঁর কানে আসত। [২৩] তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা এমন ব্যবহার করছ কেন? আমি তো সমস্ত লোকদের মুখে তোমাদের জঘন্য আচরণের কথা শুনতে পাচ্ছি! [২৪] না, সন্তান আমার, না! তোমাদের বিষয়ে আমি যা শুনি, তা ভাল না; তোমরা তো প্রভুর জনগণকে পথভ্রষ্টই করছ। [২৫] মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে পাপ করলে পরমেশ্বর তার পক্ষে বিচার করতেও পারবেন; কিন্তু মানুষ প্রভুর বিরুদ্ধেই পাপ করলে কে তার হয়ে প্রার্থনা করবে?' কিন্তু তবুও তারা পিতার কথায় কান দিত না, কেননা প্রভু তাদের বধ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। [২৬] অন্যদিকে বালক শামুয়েল প্রভুর ও মানুষের সামনে দেহে ও অনুগ্রহে বেড়ে উঠছিল।

শাস্তি পূর্বঘোষিত

[২৭] একদিন পরমেশ্বরের একজন লোক এলির কাছে এলেন; বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন, তোমার পিতার কুল যখন মিশরে ফারাওর বাড়িতে দাস ছিল, তখন আমি কি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করিনি? [২৮] আমার আপন যাজক হতে, আমার যজ্ঞবেদিতে আরোহণ করতে, ধূপ জ্বালাতে, আমার সাক্ষাতে এফোদ পরতে

আমি কি ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে তাকে বেছে নিইনি? আর ইস্রায়েল সন্তানদের অগ্নিদগ্ধ বলি আমি কি তোমার পিতৃকুলকে দিইনি? [২৯] তাই আমি আমার আবাসে যা উৎসর্গ করতে আজ্ঞা করেছি, আমার সেই বলি ও নৈবেদ্যগুলো তোমরা কেন পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছ? এবং তুমি কেন আমার চেয়ে তোমার ছেলেদেরই প্রতি বেশি সম্মান দেখাচ্ছ? হ্যাঁ, তোমরা আমার জনগণ ইস্রায়েলের যত নৈবেদ্যের সেরা অংশ খেয়ে মোটা-সোটা হয়েছ! [৩০] অতএব—ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—আমি ঠিকই বলেছিলাম, তোমার কুল ও তোমার পিতৃকুল যুগ যুগ ধরে আমার সাক্ষাতে চলবে, কিন্তু এখন—প্রভুর উক্তি—আর তেমন হবে না! কারণ যারা আমাকে সম্মান করে, আমিও তাদের সম্মান করব; আর যারা আমাকে অবজ্ঞা করে, তারা অবজ্ঞার বস্তু হবে।
[৩১] দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন আমি তোমার বাহু ও তোমার পিতৃকুলের বাহু এমনভাবে ছিন্ন করব যাতে তোমার কুলে একটা বৃদ্ধও না থাকে। [৩২] আবাসে দাঁড়াতে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী একজনকে দেখবে, ইস্রায়েলের জন্য সে যে সমস্ত মঙ্গল করবে, তাও তুমি দেখবে, কিন্তু তোমার কুলে কোন বৃদ্ধকে আর পাওয়া যাবে না। [৩৩] তবু আমি আমার যজ্ঞবেদি থেকে তোমার কিছুটা লোককে ছিন্ন করব না, যেন তোমার চোখ ক্ষয়ে যায় ও তোমার প্রাণ ম্লান হয়ে যায়; কিন্তু তোমার কুলে উৎপন্ন সমস্ত লোক খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে। [৩৪] আর তোমার দুই ছেলের প্রতি, হফ্‌নি ও ফিনেয়াসের প্রতি যা ঘটবে, তা তোমার জন্য চিহ্ন হবে: তারা দু'জন একই দিনে মরবে। [৩৫] পরে, আমি আমার সেবার জন্য এক বিশ্বস্ত যাজকের উদ্ভব ঘটাব, সে আমার হৃদয়ের ও আমার মনের মত কাজ করবে। আমি তার এক স্থায়ী কুল প্রতিষ্ঠিত করব; সে নিত্যই আমার তৈলাভিষিক্তজনের সাক্ষাতে চলবে। [৩৬] তোমার কুলের মধ্য থেকে যারা বেঁচে যাবে, তারা প্রত্যেকে এক রুপোর টাকার ও এক টুকরো রুটির জন্য তার সামনে প্রণিপাত করতে আসবে, আর বলবে, দোহাই তোমার, কোন একটা যাজকীয় দায়িত্বে আমাকে নিযুক্ত কর, আমি যেন এক টুকরো রুটি খেতে পারি।'

শামুয়েলকে আহ্বান

৩ [১] বালক শামুয়েল এলির পরিচালনায় প্রভুর সেবা করত। তখনকার দিনে প্রভু কদাচিৎ বাণী দিতেন, দিব্য দর্শনও সাধারণত ঘটত না। [২] একদিন এমনটি ঘটল যে, এলি তাঁর নিজের ঘরে শুয়ে ছিলেন; তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসতে শুরু করেছিল, তিনি প্রায় আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। [৩] পরমেশ্বরের প্রদীপ তখনও নিভে যায়নি, শামুয়েল প্রভুর মন্দিরের মধ্যে সেইখানে শুয়ে আছে যেখানে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ছিল, [৪] এমন সময় প্রভু ডাকলেন, 'শামুয়েল!' সে উত্তর দিল, 'এই যে আমি;' [৫] এবং এলির কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন, এই যে আমি!' তিনি বললেন, 'আমি তো ডাকিনি, তুমি গিয়ে আবার শুয়ে পড়।' আর সে আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল। [৬] কিন্তু প্রভু আবার ডাকলেন, 'শামুয়েল!' আর শামুয়েল উঠে এলির কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন, এই যে আমি!' তিনি বললেন, 'বৎস, আমি তো ডাকিনি, তুমি গিয়ে আবার শুয়ে পড়।' [৭] আসলে শামুয়েল তখনও প্রভুর পরিচয় পায়নি, প্রভুর বাণীও তখনও তার কাছে প্রকাশিত হয়নি।

[৮] প্রভু তৃতীয়বারের মত আবার ডাকলেন, 'শামুয়েল!' আর সে উঠে এলির কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন, এই যে আমি!' তখন এলি বুঝলেন, প্রভুই বালকটিকে ডাকছেন। [৯] তাই এলি শামুয়েলকে বললেন, 'তুমি গিয়ে শুয়ে পড়; আর কেউ যদি আবার তোমাকে ডাকে, তুমি বল: বল, প্রভু! কারণ তোমার এই দাস শুনছে।' তাই শামুয়েল নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

[১০] তখন প্রভু এসে সেখানে দাঁড়ালেন, এবং আগেকার মত আবার ডাকলেন, 'শামুয়েল, শামুয়েল!' শামুয়েল উত্তর দিল, 'বল, কারণ তোমার এই দাস শুনছে।' [১১] তখন প্রভু শামুয়েলকে বললেন, 'দেখ, আমি ইস্রায়েলের মধ্যে এমন এক কাজ সাধন করতে যাচ্ছি যে, যে কেউ তা শুনবে, তাতে তার দুই কান বেজে উঠবে। [১২] এলির কুলের বিষয়ে যা কিছু বলেছি, সেইদিন আমি তার বিরুদ্ধে আগাগোড়াই সেই সমস্ত কিছুর সিদ্ধি ঘটাব। [১৩] আমি তাকে বলেছি, আমি সবসময়ের মতই তার কুলের উপর প্রতিশোধ নেব, কেননা তার ছেলেরা যে পরমেশ্বরকে অসম্মান করছিল, তা জেনেও সে তাদের শাস্তি দেয়নি। [১৪] এজন্য এলির কুলের বিষয়ে আমি এই বলে

শপথ করছি যে, বলিদান বা নৈবেদ্য দ্বারাও এলির কুলের শঠতার প্রায়শ্চিত্ত কখনও হবে না।’

[১৫] শামুয়েল সকাল পর্যন্ত শুয়ে রইল, পরে প্রভুর গৃহের দরজা খুলে দিল। শামুয়েল এলিকে দর্শনটির কথা জানাবার সাহস পাচ্ছিল না; [১৬] কিন্তু এলি শামুয়েলকে ডাকলেন, বললেন, ‘সন্তান আমার, শামুয়েল!’ সে উত্তর দিল, ‘এই যে আমি!’ [১৭] এলি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তিনি তোমাকে কী বাণী দিলেন? দেখ, আমার কাছে কিছুই গোপন রেখো না। পরমেশ্বর যে যে কথা তোমাকে বলেছেন, আমার কাছে তুমি যদি কোন কথা গোপন রাখ, তবে তিনি তোমাকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও বড় শাস্তিও দিন!’ [১৮] তখন শামুয়েল তাঁকে সেই সমস্ত কথা খুলে বলল, কিছুই গোপন রাখল না। এলি বললেন, ‘তিনি প্রভু; তিনি যা ভাল মনে করেন, তা-ই করুন!’

[১৯] শামুয়েল বড় হলেন। প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, আর তাঁর নিজের কোন বাণী মাটিতে পড়তে দিতেন না। [২০] তাই দান থেকে বের্শেবা পর্যন্ত গোটা ইস্রায়েল জানতে পারল যে, শামুয়েল প্রভুর নবী বলে নিযুক্ত হয়েছেন।

[২১] শীলোতে প্রভু দেখা দিয়ে চললেন; বস্তুত প্রভু প্রভুর বাণী দ্বারাই শীলোতে শামুয়েলের কাছে দেখা দিতেন;

৪ [১ক] এবং শামুয়েলের বাণী গোটা ইস্রায়েলের কাছে গিয়ে পৌঁছল।

ইস্রায়েলীয়েরা পরাজিত ও মঞ্জুষা শত্রুহস্তে পতিত

[১খ] সেসময় ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ফিলিস্তিনিরা জড় হল, আর ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামল। তারা এবেন্-এজেরের কাছে শিবির বসাল, আর ফিলিস্তিনিরা আফেকে শিবির বসাল। [২] ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সেনাদল সাজাল, আর তখন যুদ্ধ বেধে গেল; কিন্তু ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের দ্বারা পরাভূত হল: তাদের সেনাদলের প্রায় চার হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হল।

[৩] লোকেরা শিবিরে ফিরে এলে ইস্রায়েলের প্রবীণেরা বললেন, ‘প্রভু কেন এমনটি করলেন যে, আজ আমরা ফিলিস্তিনিদের দ্বারা পরাভূত হলাম? এসো, আমরা শীলোয় গিয়ে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা আমাদের এইখানে নিয়ে আসি, যেন সেই মঞ্জুষা আমাদের মধ্যে

এসে শত্রুদের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করে।' [৪] তাই খেরুব দু'টোর উপরে আসীন সেই সেনাবাহিনীর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা আনবার জন্য লোক শীলোয় পাঠানো হল। এলির দুই ছেলে সেই হফ্‌নি ও ফিনেয়াস তখন সেখানে পরমেশ্বরের সন্ধি-মঞ্জুষার সঙ্গে ছিল। [৫] প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা শিবিরে এসে পৌঁছলেই গোটা ইস্রায়েল এমন উদাত্ত রণধ্বনি তুলল যে, পৃথিবী কেঁপে উঠল। [৬] ফিলিস্তিনিরাও সেই রণধ্বনির শব্দ শুনতে পেল; তারা বলল: 'হিব্রুদের শিবিরে তেমন উদাত্ত রণধ্বনি হচ্ছে কেন?' পরে তারা জানতে পারল যে, প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা শিবিরে এসেছে। [৭] এতে ফিলিস্তিনিরা ভয় পেয়ে বলতে লাগল, 'শিবিরে স্বয়ং পরমেশ্বর এসেছেন!' আরও বলল, 'হায় হায়, এর আগে তো কখনও এমন কিছু হয়নি! [৮] হায় হায়, তেমন পরাক্রমী দেবতাদের হাত থেকে আমাদের কে উদ্ধার করবে? এঁরাই সেই দেবতা, যাঁরা মরুপ্রান্তরে সবরকম আঘাতে মিশরীয়দের আঘাত করেছিলেন। [৯] হে ফিলিস্তিনিরা, সাহস ধর, পুরুষত্ব দেখাও! নইলে এই হিব্রুরা যেমন একদিন তোমাদের দাস ছিল, তেমনি তোমরাও তাদের দাস হবে। পুরুষত্ব দেখাও, লড়াই কর!' [১০] তাই ফিলিস্তিনিরা আক্রমণ চালাল, এবং ইস্রায়েল পরাভূত হয়ে প্রত্যেকেই যে যার তাঁবুতে পালিয়ে গেল। হত্যাকাণ্ড বিরাট হল: ইস্রায়েলের মধ্যে ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য মারা পড়ল! [১১] তাছাড়া পরমেশ্বরের মঞ্জুষা শত্রুহাতে পড়ল, এবং এলির দুই ছেলে সেই হফ্‌নি ও ফিনেয়াস মারা পড়ল।

[১২] বেঞ্জামিনের একজন লোক সৈন্যশ্রেণি ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে সেদিনেই শীলোতে এসে উপস্থিত হল; তার পোশাক ছেঁড়া, তার মাথায় ধুলা। [১৩] সে যখন আসছে, তখন নগরদ্বারের পাশে নিজের চৌকিতে বসে এলি রাস্তার দিকে চেয়ে দেখছিলেন, কারণ তাঁর অন্তর পরমেশ্বরের মঞ্জুষার জন্য থরথর করে কাঁপছিল। তাই সেই লোক এল, আর শহরের কাছে সংবাদ দিলে গোটা শহর হাহাকার করতে লাগল। [১৪] হাহাকারের শব্দ শুনে এলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এমন কোলাহলের কারণ কী?' লোকটা সঙ্গে সঙ্গে কাছে এসে এলিকে সবকিছু জানিয়ে দিল। [১৫] এলি সেসময়ে বৃদ্ধ, তাঁর বয়স আটানব্বই বছর; তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় তিনি আর চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন না। [১৬] লোকটা এলিকে বলল, 'আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই আসছি, আজই সৈন্যশ্রেণি ছেড়ে পালিয়ে আসছি।' [১৭] এলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎস, তবে কী

ঘটেছে?’ যে সংবাদ নিয়ে আসছিল, সে উত্তরে বলল, ‘ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের সামনে থেকে পালিয়েছে, আবার এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ডে অসংখ্য লোক মারা পড়েছে; আরও, আপনার দুই ছেলে হফ্‌নি ও ফিনেয়াসও মরেছে, এবং পরমেশ্বরের মঞ্জুষা শত্রুহাতে পড়েছে।’ [১৮] লোকটা পরমেশ্বরের মঞ্জুষার কথা উল্লেখ করামাত্র এলি নগরদ্বারের পাশে থাকা তাঁর সেই চৌকি থেকে পিছনে পড়লেন, তাঁর ঘাড়ে আঘাত লাগল আর তিনি মারা গেলেন; কেননা তিনি বৃদ্ধ ও ভারী ছিলেন। তিনি চল্লিশ বছর ধরে ইস্রায়েলের বিচারক হয়েছিলেন।

[১৯] তাঁর পুত্রবধূ, ফিনেয়াসের স্ত্রী, গর্ভবতী ছিল, তার প্রসবকাল কাছে এসে গেছিল; পরমেশ্বরের মঞ্জুষা শত্রুহাতে পড়েছে, এবং তার শ্বশুর ও তার স্বামী মরেছেন, এই খবর শুনে সে হঠাৎ প্রসবযন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে প্রসব করল। [২০] তার মৃত্যু-মুহূর্তে যে স্ত্রীলোকেরা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বলল, ‘ভয় নেই, তুমি তো একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলে।’ কিন্তু সে কিছুই উত্তর দিল না, কিছুতেই মনোযোগ দিল না। [২১] তবু সে ছেলেটির নাম ইখাবোদ রাখল; বলল, ‘ইস্রায়েল থেকে গৌরব গেল!’ সে তো পরমেশ্বরের মঞ্জুষা যে শত্রুহাতে পড়েছিল ও তার শ্বশুরের ও স্বামীর যে মৃত্যু হয়েছিল, তা-ই ইঙ্গিত করছিল। [২২] সে বলল, ‘ইস্রায়েল থেকে গৌরব গেল!’ কারণ পরমেশ্বরের মঞ্জুষা শত্রুহাতে পড়েছিল।

মঞ্জুষার দরুন ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা

৫ [১] ফিলিস্তিনিরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষা হস্তগত করে তা এবেন্‌-এজের থেকে আসদোদে আনল। [২] পরে ফিলিস্তিনিরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষাটিকে দাগোন দেবের মন্দিরে ঢুকিয়ে দাগোনের পাশেই বসাল। [৩] পরদিন আসদোদের লোকেরা সকালে উঠে হঠাৎ দেখতে পেল, প্রভুর মঞ্জুষার সামনে দাগোন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে; তাই তারা দাগোনকে তুলে আবার তার জায়গায় বসাল। [৪] তার পরদিনেও লোকেরা সকালে উঠে হঠাৎ দেখতে পেল, প্রভুর মঞ্জুষার সামনে দাগোন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, এবং দাগোনের মাথা ও হাত দু’টো প্রবেশদ্বারে ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে; সেখানে দাগোনের কিছুটা অংশমাত্রই রয়েছে। [৫] একথা স্মরণেই দাগোনের পুরোহিতেরা আর

যত লোক আসদোদে দাগোনের মন্দিরে প্রবেশ করে, দাগোনের মন্দিরের চৌকাটের নিম্ন অংশের উপরে কখনও পা ফেলে না, আজও নয়।

[৬] তখন আসদোদীয়দের উপরে প্রভুর হাত ভারী হতে লাগল: তিনি তাদের আঘাত করলেন, আসদোদ ও আশেপাশের লোকদের ফোড়ার আঘাতে আঘাত করলেন। [৭] আসদোদীয়েরা ব্যাপারটা দেখে বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আমাদের কাছে থাকবে না, কারণ আমাদের উপরে ও আমাদের দাগোন দেবের উপরে তাঁর হাত অধিক ভারী হয়েছে।' [৮] তাই তারা লোক পাঠিয়ে ফিলিস্তিনিদের সমাজনেতাদের নিজেদের কাছে সমবেত করে বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষার ব্যাপারে আমাদের কী করা উচিত?' তারা বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা গাথ শহরে নিয়ে যাওয়া হোক।' তাই তারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা গাথে নিয়ে গেল।

[৯] তারা তা নিয়ে গেলে পর প্রভু শহরের মধ্যে মহা বিভীষিকা ছড়িয়ে দিলেন: তিনি শহরের ছোট কি বড় সকল লোককে আঘাত করে তাদের গায়েও ফোড়া ওঠালেন। [১০] তাই তারা পরমেশ্বরের মঞ্জুষাটিকে এক্রোনে পাঠিয়ে দিল; কিন্তু পরমেশ্বরের মঞ্জুষা এক্রোনে এসে পৌঁছলেই এক্রোনীয়েরা চিৎকার করে বলল: 'আমার ও আমার লোকদের বধ করার জন্যই ওরা আমার কাছে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা নিয়ে এসেছে।' [১১] তারা লোক পাঠিয়ে ফিলিস্তিনিদের সমস্ত সমাজনেতাকে সমবেত করে বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা দূর করে দাও; তা তার নিজের জায়গায় ফিরে যাক, আমার ও আমার লোকদের যেন বধ না করে!' কেননা সারা শহর জুড়ে মারাত্মক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল: হ্যাঁ, সেই জায়গায় পরমেশ্বরের হাত অধিক ভারী হয়েছিল। [১২] যারা মারা পড়ত না, তারা ফোড়ার আঘাতে আঘাতগ্রস্ত হত, আর শহরের হাহাকার আকাশ পর্যন্ত উঠল।

মঞ্জুষা প্রত্যাগমন

৬ [১] প্রভুর মঞ্জুষা ফিলিস্তিনিদের এলাকায় সাত মাস থাকল। [২] পরে ফিলিস্তিনিরা যাজকদের ও মন্ত্রজালিকদের ডেকে এনে তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'প্রভুর মঞ্জুষার ব্যাপারে আমাদের কী করা উচিত? বল দেখি, আমরা কেমন করে তা তার

নিজের জায়গায় পাঠিয়ে দেব?' [৩] তারা উত্তরে বলল, 'তোমরা যদি মনে কর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ফিরে পাঠাবে, তবে শূন্য অবস্থায় পাঠাবে না, সংস্কার-অর্ঘ্য হিসাবে কোন এক প্রকার কর পাঠাও; তাহলেই সুস্থ হতে পারবে, এবং এও জানতে পারবে যে, তোমাদের কাছ থেকে তাঁর হাত কেন ফিরে যায়নি।' [৪] তারা জিজ্ঞাসা করল, 'সংস্কার-অর্ঘ্য হিসাবে আমাদের কী দিতে হবে?' তারা উত্তরে বলল, 'ফিলিস্তিনিদের সমাজনেতাদের সংখ্যা অনুসারে তোমাদের গায়ের ফোড়ার মত পাঁচটা সোনার ফোড়া ও পাঁচটা সোনার ইঁদুর দাও, যেহেতু তোমাদের সকলের উপরে ও তোমাদের সমাজনেতাদের উপরে একই মারাত্মক আঘাত পড়েছিল। [৫] তাই তোমাদের গায়ের ফোড়ার মত ফোড়ার মূর্তি ও সেই ইঁদুর যা তোমাদের এলাকা ধ্বংস করে, তাদের মূর্তি তৈরি কর, এবং ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে সম্মান দেখাও। তবেই, হয় তো, তিনি তোমাদের উপর থেকে, তোমাদের দেবতাদের ও দেশের উপর থেকে তাঁর হাত লঘুভার করবেন। [৬] তোমরা কেন তোমাদের হৃদয় ভারী করবে, ঠিক যেইভাবে মিশরীয়েরা ও ফারাও হৃদয় ভারী করেছিল? তিনি তাদের প্রতি ভারী সেই সবকিছু ঘটাবার পর তারা কি জনগণকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে দিল না? [৭] সুতরাং তোমরা নতুন একটা গাড়ি তৈরি কর, এবং কখনও জোয়াল বয়নি এমন দু'টো দুগ্ধবতী গাভী নিয়ে সেই গাড়িতে জুড়ে দাও, কিন্তু তাদের কাছ থেকে তাদের বাচ্চা গোশালায় নিয়ে যাও। [৮] পরে প্রভুর মঞ্জুষা নিয়ে সেই গাড়িতে বসাও, এবং ওই যে সোনার বস্তুগুলো সংস্কার-অর্ঘ্য হিসাবে তাঁকে নিবেদন করবে, তা তার পাশে জোড়ানো একটা বাক্সে রাখ; তারপর বিদায় দাও, তা যাক। [৯] কিন্তু দেখ, মঞ্জুষা যদি নিজ এলাকার পথ দিয়ে বেথ্-শেমেশের দিকে যায়, তবে তিনিই আমাদের এই বড় অমঙ্গল ঘটিয়েছেন; নইলে আমরা বুঝব, যে হাত আমাদের আঘাত করেছে, তা তাঁর নয়, আমাদের প্রতি দৈবাৎ কিছু ঘটেছে।'

[১০] লোকেরা সেইমত করল: দুগ্ধবতী দু'টো গাভী নিয়ে গাড়িতে জুড়ে দিল, ও তাদের বাচ্চা দু'টো গোশালায় আটকিয়ে রাখল। [১১] পরে প্রভুর মঞ্জুষা ও সেই সঙ্গে সেই বাক্স, সেই সোনার ইঁদুর আর সেই ফোড়ার মূর্তিগুলো গাড়িতে বসাল। [১২] গাভী দু'টো সরাসরিই বেথ্-শেমেশের দিকে চলতে লাগল, রাস্তা ধরে জোর গলায় ডাকতে

ডাকতে চলল, ডানে বা বাঁয়ে ফিরল না। ফিলিস্তিনিদের সমাজনেতারা বেথ্-শেমেশের সীমানা পর্যন্ত তাদের পিছু পিছু গেল। [১৩] সেসময়ে বেথ্-শেমেশের লোকেরা সমতল ভূমিতে গম কাটছিল; তারা চোখ তুলে মঞ্জুষাটি দেখল, দেখে আনন্দিত হল। [১৪] গাড়িটা বেথ্-শেমেশীয় যোশুয়ার মাঠে এসে পৌঁছে সেইখানে থামল; সেই জায়গায় বড় একখানা পাথর ছিল। তখন তারা গাড়ির কাঠ কেটে ওই গাভীদের আহুতিরূপে প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করল। [১৫] লেবীয়েরা প্রভুর মঞ্জুষা ও তার সঙ্গে জোড়ানো বাক্স, যার মধ্যে ওই সোনার বস্তুগুলো ছিল, সবই নামিয়ে সেই বড় পাথরের উপরে রাখল। সেদিন বেথ্-শেমেশের লোকেরা প্রভুর উদ্দেশে আহুতি দিল ও যজ্ঞবলি উৎসর্গ করল। [১৬] ফিলিস্তিনিদের সেই পাঁচ সমাজনেতা এই সমস্ত কিছু লক্ষ করতে দাঁড়িয়ে থাকলেন, পরে, একই দিনে, এক্রোনে ফিরে গেলেন।

[১৭] ফিলিস্তিনিরা প্রভুর উদ্দেশে সংস্কার-অর্ঘ্য হিসাবে যে সোনার ফোড়া উৎসর্গ করেছিল, তা এ এ: আসদোদের জন্য একটা, গাজার জন্য একটা, আস্কেলোনের জন্য একটা, গাথের জন্য একটা ও এক্রোনের জন্য একটা; [১৮] এবং প্রাচীর-ঘেরা নগর হোক বা পল্লিগ্রাম হোক, পাঁচ সমাজনেতার অধীনে ফিলিস্তিনিদের যত শহর ছিল, তত সোনার ইঁদুর। প্রভুর মঞ্জুষা যার উপরে বসানো হয়েছিল, বেথ্-শেমেশীয় যোশুয়ার মাঠে সেই বড় পাথর আজ পর্যন্তও সাক্ষী।

[১৯] কিন্তু প্রভু বেথ্-শেমেশের লোকদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আঘাত করলেন, যেহেতু তারা প্রভুর মঞ্জুষার দিকে তাকিয়েছিল: তিনি পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্যে সত্তরজনকে আঘাত করলেন, আর লোকে শোকপালন করল, কারণ প্রভু তাদের লোকদের এত মহা আঘাতে আঘাত করেছিলেন। [২০] তখন বেথ্-শেমেশের লোকেরা বলল, 'প্রভুর উপস্থিতিতে, এমন পবিত্র এই পরমেশ্বরের উপস্থিতিতেই কে দাঁড়াতে পারে? আমরা তাঁর সেই উপস্থিতি আমাদের কাছ থেকে দূর করে দেব, কিন্তু কার্ কাছেই বা পাঠাব?' [২১] সেজন্য তারা কিরিয়াথ-যেয়ারিমের অধিবাসীদের কাছে দূত পাঠিয়ে বলল, 'ফিলিস্তিনিরা প্রভুর মঞ্জুষা ফিরিয়ে এনেছে। এখানে এসো, তোমাদের নিজেদের কাছেই তা তুলে নিয়ে যাও।'

৭ [১] কিরিয়াথ-যেয়ারিমের লোকেরা এসে প্রভুর মঞ্জুষা তুলে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে, আবিনাদাবের ঘরে রাখল, এবং প্রভুর মঞ্জুষা রক্ষা করার জন্য তার ছেলে এলেয়াজারকে পবিত্রীকৃত করল।

বিচারক ও মধ্যস্থ শামুয়েল

[২] প্রভুর মঞ্জুষা কিরিয়াথ-যেয়ারিমে বসানোর দিন থেকে দীর্ঘকাল কেটে গেল, কুড়ি বছরই কেটে গেল, আর গোটা ইস্রায়েলকুল বিলাপ করে আবার প্রভুর অনুসরণ করতে চাইল। [৩] তখন শামুয়েল গোটা ইস্রায়েলকুলকে বললেন, 'তোমরা যদি সত্যিই সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর কাছে ফিরে আস, তবে তোমাদের মধ্য থেকে বিজাতীয় দেবতাদের ও আস্তার্তীস দেবীদের দূর কর; এমনটি কর, যেন তোমাদের নিজ নিজ হৃদয় প্রভুর দিকে নিবদ্ধ থাকে, কেবল তাঁরই সেবা কর; তাহলে তিনি ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করবেন।' [৪] ইস্রায়েল সন্তানেরা সঙ্গে সঙ্গেই বায়াল-দেবতাদের ও আস্তার্তীস দেবীদের দূর করে কেবল প্রভুরই সেবা করতে লাগল।

[৫] পরে শামুয়েল বললেন, 'তোমরা গোটা ইস্রায়েলকে মিস্পাতে সম্মিলিত কর; আমি তোমাদের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করব।' [৬] তারা মিস্পাতে সম্মিলিত হয়ে জল তুলে প্রভুর সামনে ঢেলে দিল। সেদিন তারা উপবাস পালন করে বলল, 'আমরা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি।' শামুয়েল মিস্পাতেই ইস্রায়েল সন্তানদের বিচারক হলেন।

[৭] ইস্রায়েল সন্তানেরা মিস্পাতে সম্মিলিত হয়েছে, একথা ফিলিস্তিনিরাও শুনতে পেল; তখন ফিলিস্তিনিদের নেতারা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল; তা শুনে ইস্রায়েল সন্তানেরা ফিলিস্তিনিদের জন্য ভয় পেল। [৮] ইস্রায়েল সন্তানেরা শামুয়েলকে বলল, 'আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যেন ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করেন, এজন্য আপনি তাঁর কাছে আমাদের জন্য হাহাকার করায় ক্ষান্ত হবেন না।' [৯] শামুয়েল একটা দুধের মেষশাবক নিয়ে প্রভুর উদ্দেশে তা আস্তই পূর্ণাহুতিবলি রূপে উৎসর্গ করলেন; আবার শামুয়েল নিজে ইস্রায়েলের জন্য প্রভুর কাছে হাহাকার করলেন, আর প্রভু তাঁকে সাড়া দিলেন।

[১০] যেসময়ে শামুয়েল ওই আহুতিবলি উৎসর্গ করছিলেন, সেই একই সময়ে ফিলিস্তিনিরা যুদ্ধের জন্য শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিন্যস্ত হয়ে ইস্রায়েলের দিকে এগিয়ে এল; কিন্তু সেদিন প্রভু ফিলিস্তিনিদের উপরে উদাত্ত কণ্ঠে বজ্রনাদ করে মহাসন্ত্রাসে তাদের আঘাত করলেন, আর তারা ইস্রায়েলের দ্বারা পরাস্ত হল। [১১] ইস্রায়েলীয়েরা মিস্পা থেকে বেরিয়ে পড়ে ফিলিস্তিনিদের পিছনে ধাওয়া করে বেথ্-কারের নিচ পর্যন্ত তাদের আঘাত করল। [১২] তখন শামুয়েল একটা পাথর তুলে নিয়ে তা মিস্পা ও শেনের মধ্যস্থানে দাঁড় করালেন, এবং 'এস্থান পর্যন্তই প্রভু আমাদের সহায়তা করেছেন' একথা বলে পাথরের নাম এবেন্-এজের রাখলেন।

[১৩] এইভাবে ফিলিস্তিনিদের অবনমিত করা হল, তারা ইস্রায়েলের এলাকায় আর এল না: শামুয়েলের সমস্ত জীবনকাল ধরে প্রভুর হাত ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ছিল। [১৪] ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েল থেকে যে সমস্ত শহর কেড়ে নিয়েছিল, এক্রোন থেকে গাথ পর্যন্ত সেই সকল শহর আবার ইস্রায়েলের হাতে ফিরে এল; হ্যাঁ, ইস্রায়েল আশেপাশের নিজের এলাকা ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে উদ্ধার করল। আমোরীয়দের ও ইস্রায়েলের মধ্যেও শান্তি বিরাজ করল।

[১৫] শামুয়েল সারা জীবন ধরে ইস্রায়েলের বিচারক হলেন। [১৬] তিনি প্রতিবছরে বেথেলে, গিল্গালে ও মিস্পাতে ঘুরে এসে সেই সকল জায়গায় বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করতেন। [১৭] পরে তিনি রামাতে ফিরে আসতেন, কারণ সেইখানে তাঁর বাড়ি ছিল, এবং সেখানেও তিনি ইস্রায়েলকে বিচার করতেন। সেই জায়গায় তিনি প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদিও গাঁথলেন।

শামুয়েল ও শৌল

জনগণের রাজা পাবার দাবি

৮ [১] যখন শামুয়েল বৃদ্ধ হলেন, তখন নিজের ছেলেদের ইস্রায়েলের উপরে
বিচারক করে নিযুক্ত করলেন। [২] তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল যোয়েল, দ্বিতীয়জনের
নাম আবিয়া; তারা বের্শেবাতে বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করত। [৩] কিন্তু তাঁর
ছেলেরা তাঁর পথে চলল না, কারণ ধনলোভে বিপথে যেত, অন্যায় উপহার নিত ও
বিচার বিকৃত করত।

[৪] তখন ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণেরা সবাই মিলে রামাতে শামুয়েলের কাছে
গেলেন। [৫] তাঁরা তাঁকে বললেন, 'দেখুন, আপনার এখন বেশ বয়স হয়েছে, আর
আপনার ছেলেরা আপনার পথে চলে না। তাই অন্য জাতিগুলির মত এখন বিচার করার
জন্য আমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করুন।' [৬] কিন্তু তাঁরা যে একথা বলেছেন,
'বিচার করার জন্য আমাদের একজন রাজা দিন,' তা শামুয়েলের ভালই লাগল না, তাই
শামুয়েল প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। [৭] প্রভু শামুয়েলকে বললেন, 'লোকেরা তোমার
কাছে যা বলে, সেই সমস্ত ব্যাপারে তাদের কথা মেনে নাও; কারণ তারা তোমাকে
অগ্রাহ্য করেছে এমন নয়, আমাকেই অগ্রাহ্য করেছে, যেন আমি তাদের উপরে আর
রাজত্ব না করি। [৮] যেদিন মিশর থেকে তাদের বের করে এনেছিলাম, সেদিন থেকে
আজ পর্যন্ত অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় তারা যেভাবে
ব্যবহার করে আসছে, তোমার প্রতিও তেমনি ব্যবহার করছে। [৯] এখন তুমি তাদের
কথা মেনে নাও; কিন্তু তাদের কাছে স্পষ্ট কথা বল, অর্থাৎ, যে রাজা তাদের উপরে
রাজত্ব করবে, সেই রাজার যত দাবি তাদের জানিয়ে দাও।'

[১০] যে লোকেরা শামুয়েলের কাছে রাজা যাচনা করেছিল, তাদের তিনি প্রভুর
সেই সমস্ত কথা জানিয়ে দিলেন। [১১] তাদের বললেন, 'যে রাজা তোমাদের উপরে
রাজত্ব করবে, তার এই দাবি থাকবে: তোমাদের ছেলেদের নিয়ে সে তার নিজের রথের
ও ঘোড়াগুলোর কাজেই নিযুক্ত করবে, আর তারা তার রথের আগে আগে দৌড়োবে।
[১২] সে তাদের সহস্রপতি ও পঞ্চাশপতি করে নিযুক্ত করবে, তাদের তার নিজের জমি

চাষ করতে, তার নিজের ফসল কাটতে, ও তার নিজের যুদ্ধের অস্ত্রপাতি ও তার নিজের রথের সাজসরঞ্জাম তৈরি করতে বাধ্য করবে; [১৩] তোমাদের মেয়েদের নিয়ে সে রুটি তৈরি, রান্না-বান্না ও গন্ধদ্রব্য তৈরির কাজে লাগাবে; [১৪] তোমাদের সবচেয়ে ভাল জমি, আঙুরখেত ও জলপাইবাগানও সে নেবে, আর সেগুলিকে তার নিজের পরিষদদের উপহার দেবে; [১৫] তোমাদের শস্যের ও আঙুরলতার দশমাংশ দাবি করে সে তার নিজের মন্ত্রী ও পরিষদদের দেবে; [১৬] তোমাদের দাসদাসী, সেরা বলদ, ও যত গাধা নিয়ে সে তার নিজের কাজে লাগাবে; [১৭] তোমাদের মেষ ও ছাগের পাল থেকে দশমাংশ দাবি করবে, আর তোমরা নিজেরাই তার দাস হবে। [১৮] সেদিন তোমরা তোমাদের বেছে নেওয়া রাজার কারণে হাহাকার করবে; কিন্তু সেদিন প্রভু তোমাদের সাড়া দেবেন না!'

[১৯] লোকেরা শামুয়েলের কথা মেনে নিতে রাজি হল না; তারা বলল, 'না, আমাদের উপরে আমরা একজন রাজা চাই, [২০] যেন আমরাও অন্য সকল জাতির মত হই: আমাদের রাজাই আমাদের বিচার করবেন ও আমাদের আগে আগে যুদ্ধে নামবেন।' [২১] শামুয়েল লোকদের এই সমস্ত কথা শুনলেন, পরে প্রভুর কাছে সবই শোনালেন। [২২] প্রভু শামুয়েলকে উত্তর দিলেন, 'তাদের কথা মেনে নাও, তাদের একজন রাজা দাও।' শামুয়েল ইস্রায়েলীয়দের বললেন, 'তোমরা প্রত্যেকে যে যার শহরে ফিরে যাও।'

শৌল ও সেই গাধীগুলো

৯ [১] বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর কীশ নামে একজন লোক ছিলেন; তিনি ছিলেন আবিয়েলের সন্তান, আবিয়েল জেরোরের সন্তান, জেরোর বেখোরাথের সন্তান, বেখোরাথ আফিহার সন্তান; কীশ একজন বেঞ্জামিনীয় বলবান বীরপুরুষ ছিলেন। [২] শৌল নামে তাঁর এক সুদর্শন যুবা পুত্র ছিলেন; ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে শৌলের চেয়ে সুদর্শন কেউই ছিল না; সকলের চেয়ে তিনি কাঁধে মাথায় ছাড়িয়ে ছিলেন। [৩] শৌলের পিতা কীশের গাধীগুলো যেহেতু পথহারা হয়েছিল, সেজন্য কীশ তাঁর ছেলে শৌলকে বললেন, 'ওঠ, একটা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে গাধীগুলোর খোঁজে বেরিয়ে পড়।' [৪] সেই দু'জন

এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চল পার হয়ে শালিশা অঞ্চল পর্যন্ত গেলেন, কিন্তু সেগুলোর খোঁজ পেলেন না। তখন তাঁরা শায়ালিম অঞ্চলে পার হলেন, কিন্তু সেখানেও সেগুলো ছিল না; তারপর বেঞ্জামিনের এলাকায়ও পার হয়ে গেলেন, কিন্তু সেখানেও সেগুলোকে পেলেন না।

[৫] তাঁরা সুফ অঞ্চলে এসে পৌঁছলে শৌল তাঁর সঙ্গী চাকরটিকে বললেন, 'চল, এবার ফিরে যাই; কি জানি, আমার পিতা গাধীগুলোর ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আমাদেরই জন্য এখন চিন্তিত হবেন!' [৬] চাকরটি তাঁকে বলল, 'দেখুন, এই শহরে পরমেশ্বরের একজন লোক আছেন; তিনি অধিক সম্মানিত ব্যক্তি; তিনি যাই কিছু বলেন, সবই সিদ্ধ হয়। চলুন, আমরা এখন সেইখানে যাই; হয় তো তিনি আমাদের বলবেন আমাদের কোন্ পথ ধরে নিতে হবে।' [৭] শৌল চাকরকে বললেন, 'কিন্তু দেখ, যদি আমরা যাই, তবে সেই লোকের কাছে কী নিয়ে যাব? আমাদের থলিতে তো রুটি ফুরিয়েছে; পরমেশ্বরের লোকের কাছে নিয়ে যাবার মত আমাদের কোন উপহার নেই; আসলে, আমাদের কী আছে?' [৮] চাকরটি শৌলকে উদ্দেশ করে আরও বলল, 'দেখুন, আমার হাতে এক রুপোর শেকেলের এক চতুর্থাংশ আছে; আমি পরমেশ্বরের লোকটিকে এই দেব তিনি যেন আমাদের পথ বলে দেন।' [৯] (পুরাকালে ইস্রায়েলে যখন লোকে পরমেশ্বরের অভিমত যাচনা করতে যেত, তখন বলত: 'চল, আমরা দৈবদ্রষ্টার কাছে যাই,' কেননা আজকালে যাঁকে নবী বলা হয়, পুরাকালে তাঁকে দৈবদ্রষ্টা বলা হত)। [১০] তাই শৌল চাকরটিকে বললেন, 'ঠিকই বলেছ! চল, আমরা যাই।' আর পরমেশ্বরের লোক যেখানে ছিলেন, তাঁরা সেই শহরে গেলেন।

[১১] তাঁরা শহরের দিকে আরোহণ-পথে যাচ্ছিলেন, সেই একই সময়ে জল তোলার জন্য কয়েকটি যুবতী বাইরে আসছিল; তাদের দেখে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দৈবদ্রষ্টা কি এখানে আছেন?' [১২] উত্তরে তারা তাঁদের বলল, 'হ্যাঁ, আছেন; দেখ, তিনি তোমাদের একটু আগেই এসেছেন; শীঘ্র এখনই যাও। তিনি আজ শহরে এসেছেন, কেননা ওই উচ্চস্থানে আজ লোকদের এক যজ্ঞানুষ্ঠান হবে। [১৩] তোমরা শহরে প্রবেশ করামাত্র, তিনি উচ্চস্থানে খেতে যাওয়ার আগে, তোমরা তাঁর দেখা পাবে, কেননা তিনি এসে না পৌঁছা পর্যন্ত লোকেরা ভোজে বসবে না, যেহেতু তিনিই বলি

আশীর্বাদ করেন, পরে নিমন্ত্রিত লোকেরা ভোজে বসে। তাই তোমরা যদি এখনই গিয়ে ওঠ, তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দেখা পাবে।' [১৪] তাই তাঁরা শহরে গিয়ে উঠলেন।

তাঁরা শহরের প্রবেশদ্বার পার হচ্ছেন এমন সময় শামুয়েল উচ্চস্থানে যাবার জন্য তাঁদের দিকেই এগিয়ে আসছিলেন। [১৫] শৌলের আসবার আগের দিন প্রভু শামুয়েলের কানে এই কথা শুনিয়েছিলেন: [১৬] 'আগামীকাল এই সময়ে আমি বেঞ্জামিন অঞ্চল থেকে একজন লোককে তোমার কাছে পাঠাব; তুমি তাকে আমার জনগণ ইস্রায়েলের জননায়করূপে তৈলাভিষিক্ত করবে; সে আমার জনগণকে ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ত্রাণ করবে। কেননা আমার জনগণের হাহাকার আমার কানে এসেছে বলে আমি তাদের দিকে চেয়ে দেখলাম।' [১৭] শামুয়েল শৌলকে দেখলে প্রভু তাঁকে বললেন, 'দেখ, এই সেই লোক, যার বিষয়ে আমি তোমার কাছে বলেছিলাম, সে আমার জনগণের উপরে কর্তৃত্ব করবে।'

[১৮] শৌল নগরদ্বারে শামুয়েলের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে একটু বলুন, দৈবদ্রষ্টার বাড়ি কোথায়?' [১৯] উত্তরে শামুয়েল শৌলকে বললেন, 'আমিই সেই দৈবদ্রষ্টা; চল, আমার আগে আগে উচ্চস্থানে গিয়ে ওঠ; আজ তোমরা আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে; কাল সকালে আমি তোমাকে বিদায় দেব; আর তোমার মনের কথা সবই তোমাকে খুলে বলে দেব। [২০] আর তিন দিন আগে তোমার যে গাধীগুলো হারিয়ে গেছে, সেগুলোর জন্য চিন্তিত হয়ো না; সবগুলো পাওয়া গেল। তাছাড়া ইস্রায়েলের সমস্ত ঐশ্বর্য তোমার ও তোমার সমস্ত পিতৃকুল ছাড়া আর কার্ প্রাপ্য?' [২১] শৌল উত্তর দিলেন, 'ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট গোষ্ঠী, আমি কি সেই বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর মানুষ নই? আর বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর মধ্যে আমার গোত্র কি সবচেয়ে ছোট নয়? তবে আপনি আমাকে কেন এধরনের কথা বলছেন?' [২২] কিন্তু শামুয়েল শৌলকে ও তাঁর চাকরকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন, এবং প্রায় ত্রিশজন নিমন্ত্রিত লোকদের মধ্যে তাঁদেরই প্রধান আসন দিলেন। [২৩] পরে শামুয়েল রাধককে বললেন, 'আমি যে অংশ তোমার হাতে দিয়ে বলেছিলাম, এটা তোমার কাছে রাখ, সেই অংশটা নিয়ে এসো।' [২৪] তাই রাধক উরুত ও তার উপরে যে অংশটা, তা এনে শৌলের সামনে এই বলে পরিবেশন করল: 'দেখুন, যে অংশটা

বাকি রয়েছে, তা আপনার সামনে পরিবেশন করা হচ্ছে; খান; কেননা ঠিক আপনারই জন্য রাখা হয়েছিল, আপনি যেন নিমন্ত্রিত লোকদের সঙ্গে তা খান।' তাই সেদিন শৌল শামুয়েলের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলেন।

[২৫] পরে তাঁরা উচ্চস্থান থেকে শহরে নেমে গেলেন। শৌলের জন্য ছাদের উপরে একটা বিছানা পাতা হল, আর তিনি সেখানে শুয়ে পড়লেন। [২৬] ভোর হলে শামুয়েল ছাদের উপরে শৌলকে ডাকলেন, তাঁকে বললেন, 'ওঠ, আমি তোমাকে বিদায় দেব।' শৌল উঠলেন, আর তিনি ও শামুয়েল দু'জনে বাইরে গেলেন। [২৭] তাঁরা শহরের শেষ বাড়ি পর্যন্তই হেঁটে গিয়েছিলেন, এমন সময় শামুয়েল শৌলকে বললেন, 'তোমার চাকরকে আগে আগে যেতে বল,'—আর চাকরটি আগে আগে চলল—'কিন্তু তুমি কিছুক্ষণ দাঁড়াও, যেন আমি তোমাকে পরমেশ্বরের বাণী শোনাই।'

১০ [১] শামুয়েল তেলের এক শিশি নিয়ে তাঁর মাথায় ঢাললেন, পরে তাঁকে চুম্বন করে বললেন, 'প্রভু কি তোমাকে তাঁর আপন উত্তরাধিকারের জননায়করূপে তৈলাভিষিক্ত করলেন না? তুমিই প্রভুর জনগণের উপর কর্তৃত্ব করবে, তুমিই তাদের চারপাশের শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ করবে। প্রভুই যে তোমাকে তাঁর উত্তরাধিকারের জননায়করূপে তৈলাভিষিক্ত করলেন, তোমার পক্ষে চিহ্নটা হবে এ: [২] আজ তুমি যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নেবে, তখন বেঞ্জামিন-এলাকার সীমানায় সেল্সাহ্-তে রাখেলের সমাধিমন্দিরের কাছে দু'জন লোকের দেখা পাবে; তারা তোমাকে বলবে, "তুমি যা খোঁজ করে বেড়াচ্ছ, সেই গাধীগুলো পাওয়া গেছে; আর দেখ, তোমার পিতা গাধীগুলোর ভাবনা ছেড়ে দিয়ে তোমারই জন্য চিন্তিত; তিনি বলছেন, আমার ছেলের জন্য কী করব?" [৩] সেখান থেকে শীঘ্রই এগিয়ে গিয়ে তুমি তাবরের ওক্ গাছের কাছে যাবে, সেখানে বেথেলে পরমেশ্বরের কাছে যাত্রা করছে এমন তিনজন লোকের দেখা পাবে; দেখবে, তাদের মধ্যে একজন তিনটে ছাগের ছানা, একজন তিনখানা রুটি, আর একজন এক ভিস্তি আঙুররস বইছে। [৪] তারা তোমাকে মঙ্গলবাদ জানাবে ও দু'খানা রুটি তোমাকে দেবে, আর তুমি তাদের হাত থেকে তা গ্রহণ করে নেবে। [৫] তারপর তুমি পরমেশ্বরের সেই গিবেয়াতে এসে পৌঁছবে, যেখানে ফিলিস্তিনিদের প্রহরী সৈন্যদল মোতায়েন রয়েছে, আর সেই শহরে ঢোকবার সময়ে তুমি এমন এক দল নবীর সঙ্গে

সাক্ষাৎ করবে, যারা সেতার, খঞ্জনি, বাঁশি ও বীণা নিয়ে উচ্চস্থান থেকে নেমে আসছে ও আত্মহারা হয়ে ভাববাণী দিচ্ছে। [৬] তখন প্রভুর আত্মা তোমার উপরেও প্রবলভাবে নেমে পড়বে, আর তুমিও তাদের সঙ্গে ভাববাণী দিতে লাগবে ও অন্য রকম মানুষ হয়ে উঠবে। [৭] এই সকল চিহ্ন তোমার প্রতি সিদ্ধিলাভ করলে পর, তোমার হাত যা করতে চাইবে তুমি তা কর, কেননা পরমেশ্বর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। [৮] পরে তুমি আমার আগে আগে গিল্গালে নেমে যাবে; আর দেখ, আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করার জন্য আমি পরে তোমার কাছে যাব। তুমি সাত দিন অপেক্ষা করবে, যে পর্যন্ত আমি তোমার কাছে এসে তোমার করণীয় কাজ না দেখাই।'

[৯] তিনি শামুয়েলের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য ফিরে দাড়ালেই পরমেশ্বর তাঁর হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটালেন, এবং সেইদিনেই ওই সকল চিহ্ন সিদ্ধিলাভ করল। [১০] তাঁরা দু'জনে সেখানে, সেই গিবেয়াতেই, এসে পৌঁছলেই এক দল নবী তাঁদের সামনে এগিয়ে যেতে যেতে প্রভুর আত্মা তাঁর উপরে প্রবলভাবে এসে পড়ল, আর শৌল আত্মহারা হয়ে ভাববাণী দিতে লাগলেন। [১১] যারা আগে তাঁকে চিনত, তারা সকলে যখন দেখল, তিনি হঠাৎ আত্মহারা হয়ে নবীদের সঙ্গে ভাববাণী দিচ্ছেন, তখন লোকদের মধ্যে একে অন্যকে বলল, 'কীশের ছেলের কী হল? শৌলও কি নবীদের মধ্যে একজন?' [১২] স্থানীয় একজন লোক বলল, 'আচ্ছা, ওদের পিতা কে?' আর এইভাবে এমনটি ঘটল যে, 'শৌলও কি নবীদের মধ্যে একজন?' একথা প্রবাদ হয়ে উঠল।

[১৩] শৌল ভাববাণী দেওয়া শেষ করার পর গিবেয়াতে গেলেন। [১৪] শৌলের জেঠা মশায় তাঁকে ও তাঁর চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'গাধীগুলোর খোঁজে; কিন্তু যখন দেখলাম, গাধীগুলো কোথাও নেই, তখন শামুয়েলের কাছে গেলাম।' [১৫] শৌলের জেঠা বললেন, 'একটু শুনি, শামুয়েল তোমাদের কী বললেন?' [১৬] শৌল জেঠাকে বললেন, 'তিনি আমাদের স্পষ্টভাবে বললেন, গাধীগুলো পাওয়া গেছে।' কিন্তু রাজত্বের বিষয়ে যে কথা শামুয়েল বলেছিলেন, তা তিনি তাঁকে বললেন না।

গুলিবাঁট ক্রমে রাজপদে নিরূপিত শৌল

[১৭] শামুয়েল জনগণকে মিস্পাতে প্রভুর কাছে জড় করে [১৮] ইস্রায়েল সন্তানদের বললেন, ‘প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: আমিই ইস্রায়েলকে মিশর থেকে এখানে এনেছি, এবং মিশরীয়দের হাত থেকে, ও যে সকল রাজ্য তোমাদের অত্যাচার করত, তাদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছি। [১৯] কিন্তু তোমরা আজ তোমাদের আপন পরমেশ্বরকে, যিনি সমস্ত অমঙ্গল ও সঙ্কট থেকে তোমাদের ত্রাণ করে আসছেন, তাঁকেই প্রত্যাখ্যান করলে, এমনকি তাঁকে বললে, আমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত কর; সুতরাং তোমরা এখন নিজ নিজ গোষ্ঠী ও গোত্র অনুসারে প্রভুর সামনে এসে উপস্থিত হও।’

[২০] শামুয়েল ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীকে কাছে আনালে বেঞ্জামিন গোষ্ঠীকেই বেছে নেওয়া হল। [২১] পরে এক এক গোত্র অনুসারে বেঞ্জামিন গোষ্ঠীকে কাছে আনালে মাত্রীয়দের গোত্রকে বেছে নেওয়া হল, এবং গুলিবাঁট ক্রমে তার মধ্যে কীশের ছেলে শৌলের উপরেই গুলি পড়ল; তারা তাঁকে খোঁজ করতে লাগল, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। [২২] তখন তারা এই বলে প্রভুর অভিমত আবার জিজ্ঞাসা করল: ‘লোকটা কি এখানে এসেছে না কি?’ প্রভু উত্তর দিলেন, ‘ওই যে, লোকটা মালপত্রের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।’ [২৩] তারা দৌড় দিয়ে সেখান থেকে তাঁকে আনল, আর তিনি জনগণের মধ্যে দাঁড়ালেই অন্য সকল লোকের তুলনায় কাঁধে মাথায় তাঁকে উচ্চ দেখা গেল। [২৪] শামুয়েল গোটা জনগণকে বললেন, ‘তোমরা তো দেখতে পেয়েছ প্রভু কাকে বেছে নিলেন; হ্যাঁ, গোটা জনগণের মধ্যে এঁর মত কেউই নেই।’ তখন গোটা জনগণ জয়ধ্বনি তুলে বলল, ‘রাজা চিরজীবী হোন!’ [২৫] শামুয়েল জনগণকে রাজ্যের ধর্মনীতি ব্যক্ত করলেন, এবং তা একটা পুস্তকে লিখে প্রভুর সামনে রাখলেন। পরে শামুয়েল গোটা জনগণকে বিদায় দিলেন, তারা যেন যে যার বাড়িতে ফিরে যায়। [২৬] শৌলও গিবেয়াতে বাড়ি ফিরে গেলেন, এবং তাঁর সঙ্গে এক দল বীরপুরুষ চলল, পরমেশ্বর যাদের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন। [২৭] কিন্তু তবু পাষণ্ড কেউ কেউ বলল, ‘লোকটা কেমন করে আমাদের ত্রাণ করবে?’ তারা তাঁকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কোন উপহার দিতে চাইল না। তথাপি শৌল চুপচাপ থাকলেন।

আম্মোনীয়দের উপরে জয়লাভ

১১ [১] আম্মোনীয় নাহাশ যুদ্ধযাত্রা করে যাবেশ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে শিবির বসালেন। যাবেশের সমস্ত লোক নাহাশকে বলল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি স্থির করুন; আমরা আপনার দাস হব।' [২] আম্মোনীয় নাহাশ উত্তরে তাদের বললেন, 'আমি এই শর্তেই তোমাদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি স্থির করব: তোমাদের সকলের ডান চোখ উপড়ে ফেলব, যাতে এ হয় গোটা ইস্রায়েলের কলঙ্কের চিহ্ন!' [৩] তখন যাবেশের প্রবীণেরা বললেন, 'আপনি সাত দিন সময় দিন, যেন ইস্রায়েল দেশের সকল অঞ্চলে দূত পাঠাতে পারি; কেউ যদি আমাদের ত্রাণ করতে না আসে, তবে আমরা আপনার কাছে বেরিয়ে আসব।'

[৪] দূতেরা শৌল-গিবেয়াতে এসে লোকদের কাছে এই কথা শোনাল, তখন সমস্ত লোক জোর গলায় কাঁদতে লাগল। [৫] আর ঠিক সেসময়েই শৌল মাঠ থেকে বলদের পিছু পিছু আসছিলেন। শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকদের কী হয়েছে? ওরা কাঁদছে কেন?' তারা তাঁকে যাবেশের লোকদের সেই সমস্ত কথা বলল। [৬] তিনি কথাটা শুনলেই পরমেশ্বরের আত্মা শৌলের উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল, আর তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। [৭] তিনি এক জোড়া বলদ নিয়ে টুকরো টুকরো করে সেই দূতদের মধ্য দিয়ে সেই টুকরোগুলো ইস্রায়েল দেশের সকল অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, 'যে কেউ শৌলের ও শামুয়েলের পিছনে বেরিয়ে না আসে, তার বলদগুলোর তেমন দশাই হবে!' লোকদের মধ্যে প্রভুর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, তাই তারা এক মানুষের মতই যেন বেরিয়ে পড়ল। [৮] শৌল বেজেকে তাদের পরিদর্শন করলেন: ইস্রায়েল সন্তানদের তিন লক্ষ ও যুদার ত্রিশ হাজার লোক ছিল।

[৯] তখন তারা সেই আগত দূতদের বলল, 'তোমরা যাবেশ-গিলেয়াদের লোকদের বলবে: আগামীকাল, যখন রোদ প্রখর হতে লাগবে, তখন তোমাদের ত্রাণকর্ম সাধিত হবে।' সেই দূতেরা গিয়ে যাবেশের লোকদের সেই খবর দিল, আর তারা খুবই আনন্দিত হল। [১০] যাবেশের লোকেরা নাহাশকে বলল, 'আগামীকাল আমরা আপনাদের কাছে বেরিয়ে আসব; আপনারা যা ভাল মনে করবেন, আমাদের প্রতি সেইভাবে ব্যবহার করবেন।' [১১] পরদিন শৌল তাঁর লোকদের তিন দলে বিভক্ত করে প্রভাত-প্রহরে

শত্রুশিবিরের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে রোদ প্রচণ্ড হওয়া পর্যন্ত আম্মোনীয়দের সংহার করলেন; যারা বেঁচে গেল, তারা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, তাদের কোন দু'জনও একসঙ্গে রইল না।

[১২] তখন জনগণ শামুয়েলকে বলল, 'কে বলেছে, শৌলকে কি আমাদের উপরে রাজত্ব করতে হবে? তেমন লোকদের আন, আমরা তাদের বধ করি!' [১৩] কিন্তু শৌল বললেন, 'আজ কারও প্রাণদণ্ড হবে না, কেননা আজ প্রভু ইস্রায়েলের মধ্যে ত্রাণকর্ম সাধন করলেন।' [১৪] শামুয়েল লোকদের বললেন, 'চল, আমরা গিল্গালে গিয়ে সেখানে আবার রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব।' [১৫] তাই সমস্ত লোক গিল্গালে গিয়ে সেই গিল্গালে প্রভুর সামনে শৌলকে রাজা বলে স্বীকার করল, সেখানে প্রভুর সামনে মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করল, আর সেখানে শৌল ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক মহা ফুর্তি করল।

শামুয়েলের বিদায় উপদেশ

১২ [১] শামুয়েল গোটা ইস্রায়েলকে বললেন, 'দেখ, তোমরা আমার কাছে যা কিছু চেয়েছ, আমি তোমাদের সেই সমস্ত দাবি মেনে নিলাম: তোমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করলাম। [২] দেখ, এখন থেকে রাজা তোমাদের আগে আগে চলবেন। আমার বেলায়, আমার তো বেশ বয়স হয়েছে, আর আমার চুল পেকে গেছে। তাছাড়া আমার ছেলেরা তোমাদের সঙ্গে এইখানে রয়েছে। আমি ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত তোমাদের চোখের সামনেই জীবনযাপন করে আসছি। [৩] এই যে আমি! তোমরা প্রভুর সামনে ও তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের সামনে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বল দেখি: আমি কার্ বলদ জোর করে নিয়েছি? কার্ গাধা জোর করে নিয়েছি? কাকেই বা অত্যাচার করেছি? কার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছি? কিংবা কারও পক্ষে আমার নিজের চোখ বন্ধ রাখার জন্য কার্ হাত থেকে অন্যায় উপহার গ্রহণ করে নিয়েছি? এই যে, আমি তোমাদের ক্ষতিপূরণ করতে এখানে আছি!' [৪] তারা বলল, 'আপনি আমাদের অত্যাচার করেননি, দুর্ব্যবহারও করেননি; কারও হাত থেকেও কিছু গ্রহণ করে নেননি।' [৫] তিনি বলে চললেন, 'তোমরা আমার হাতে কিছুই পাওনি, তবে এবিষয়ে কি তোমাদের বিরুদ্ধে

প্রভুই সাক্ষী, ও আজ তাঁর তৈলাভিষিক্তজনও সাক্ষী?’ তারা উত্তর দিল: ‘হ্যাঁ, তিনি সাক্ষী!’

[৬] তখন শামুয়েল জনগণকে বললেন, ‘প্রভু, যিনি মোশি ও আরোনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে এখানে এনেছেন, তিনি সাক্ষী। [৭] তোমরা এখন এখানে দাঁড়াও; তোমাদের প্রতি ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি প্রভু যে সমস্ত ধর্মকাজ সাধন করেছেন, সেইপ্রসঙ্গে আমি প্রভুর সামনে তোমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চাই। [৮] যখন যাকোব মিশরে গেলেন, মিশরীয়েরা তাদের অত্যাচার করল, আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রভুর কাছে হাহাকার করেছিল, তখন প্রভু মোশিকে ও আরোনকে প্রেরণ করেন; আর তাঁরা মিশর থেকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনলেন, এবং এইখানে তাদের ফিরিয়ে আনলেন। [৯] কিন্তু জনগণ তাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভুলে গেল বিধায় তিনি হাৎসোরের সেনাদলের সেনাপতি সিসেরার কাছে, ফিলিস্তিনিদের কাছে ও মোয়াব-রাজের কাছে তাদের বিক্রি করে দিলেন, আর এরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। [১০] তারা এই বলে প্রভুর কাছে হাহাকার করল: আমরা পাপ করেছি, কারণ প্রভুকে ত্যাগ করে বায়াল ও আস্তার্তীস দেব-দেবীর সেবা করেছি; এখন তুমি শত্রুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার কর, আর আমরা তোমার সেবা করব। [১১] তখন প্রভু যেরুব-বায়ালকে, বারাককে, যেফ্তাকে ও শামুয়েলকে পাঠিয়ে তোমাদের চারদিকের শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করলেন, ফলে তোমরা নিরাপদে বাস করলে। [১২] অথচ তোমরা যখন দেখলে আম্মোনীয়দের রাজা নাহাশ তোমাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসছে, তখন তোমরা আমাকে বললে, না, আমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করুন—যদিও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুই তোমাদের রাজা! [১৩] এখন এই যে সেই রাজা, যাঁকে তোমরা বেছে নিয়েছ ও যাঁর জন্য যাচনা করেছ; দেখ, প্রভু তোমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করেছেন। [১৪] সুতরাং, যদি তোমরা প্রভুকে ভয় কর, তাঁর সেবা কর, ও তাঁর প্রতি বাধ্য হও, ও প্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ না কর, এবং তোমরা ও তোমাদের উপরে যাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে সেই রাজা, সকলেই যদি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সঙ্গে চলতে থাক, তবে ভাল; [১৫] কিন্তু তোমরা যদি প্রভুর প্রতি বাধ্য না হও ও প্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ কর,

তবে প্রভুর হাত যেমন তোমাদের পিতৃপুরুষদের বিরোধী ছিল, তেমনি তোমাদেরও বিরোধী হবে।

[১৬] এখন দাঁড়াও; একটু দেখ, প্রভু তোমাদের চোখের সামনে যে কি কি মহা কাজ সাধন করতে চান। [১৭] আজ কি গম কাটার সময় নয়? কিন্তু আমি চিৎকার করে প্রভুকে ডাকব, আর তিনি বজ্রনাদ ও বৃষ্টি প্রেরণ করবেন, যেন তোমরা জানতে ও বুঝতে পার যে, তোমরা তোমাদের জন্য রাজা যাচনা করায় প্রভুর সামনে ভারী অন্যায় করেছ!' [১৮] তখন শামুয়েল প্রভুকে ডাকলে প্রভু সেদিন বজ্রনাদ ও বৃষ্টি প্রেরণ করলেন; আর গোটা জনগণ প্রভুর ও শামুয়েলের বিষয়ে অধিক ভীত হল। [১৯] তারা সকলে শামুয়েলকে বলল, 'আপনি আপনার দাসদের জন্য আপনার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন আমাদের না মরতে হয়; কেননা আমরা আমাদের সকল পাপের উপর এই অন্যায়ও যোগ করেছি যে, আমাদের জন্য রাজা যাচনা করেছি।'

[২০] শামুয়েল লোকদের এই উত্তর দিলেন, 'ভয় করো না; তোমরা এই সমস্ত অন্যায় করেছ বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তোমরা কমপক্ষে যেন প্রভুর অনুসরণে ক্ষান্ত না হও, বরং সমস্ত হৃদয় দিয়ে যেন সেই প্রভুরই সেবা কর! [২১] অসার বলেই যা কিছু কোন উপকারে আসে না, উদ্ধার করতেও পারে না, এমন অসার বস্তুর পিছনে যাবার জন্য সরে যেয়ো না। [২২] তাঁর আপন মহানামের খাতিরে প্রভু নিশ্চয়ই তাঁর আপন জনগণকে ত্যাগ করবেন না, কারণ প্রভু তোমাদেরই তাঁর আপন জনগণ করতে প্রীত হয়েছেন। [২৩] আমার বেলায়, আমি যে তোমাদের হয়ে প্রার্থনা করতে ও তোমাদের কাছে উত্তম ও ন্যায় পথ দেখাতে বিরত হওয়ায় প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করব, তা দূরে থাকুক। [২৪] তোমরা শুধু প্রভুকে ভয় কর, ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা কর; কেননা তিনি তোমাদের জন্য যে মহা মহা কর্ম সাধন করেছেন, তা তোমাদের চোখের সামনেই রাখতে হবে। [২৫] কিন্তু তোমরা যদি অন্যায় কর্মে লিপ্ত থাক, তবে তোমরা ও তোমাদের রাজা সকলেই উচ্ছিন্ন হবে।'

ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে বিপ্লব

১৩ [১] শৌল … বছর বয়সে রাজা হন; ইস্রায়েলের উপরে … বছর রাজত্ব করেন। [২] শৌল নিজের জন্য ইস্রায়েলের মধ্য থেকে তিন হাজার লোক বেছে নিলেন: তাদের দু'হাজার মিখ্মাশে ও বেথেলের পর্বতে শৌলের সঙ্গে থাকত, এবং এক হাজার বেঞ্জামিন অঞ্চলে অবস্থিত গিবেয়াতে যোনাথানের সঙ্গে থাকত; বাকি গোটা জনগণকে তিনি যে যার তাঁবুতে বিদায় দিলেন। [৩] যোনাথান গেবায় মোতায়েন করা ফিলিস্তিনিদের প্রহরী সৈন্যদলকে আঘাত করলেন, ও ফিলিস্তিনিরা কথাটা শুনতে পেল; কিন্তু শৌল অঞ্চলের সব জায়গায়ই তুরি বাজিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'হিব্রুরা শুনুক!' [৪] গোটা ইস্রায়েল কথা শুনল আর একথা ব্যাপ্ত হল যে, 'শৌল ফিলিস্তিনিদের সেই প্রহরী সৈন্যদলকে আঘাত করেছেন, তাই এখন ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে।' জনগণ গিল্গালে শৌলের পিছনে জড় হল।

[৫] ফিলিস্তিনিরাও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে জড় হল: ত্রিশ হাজার রথ, ছ'হাজার অশ্বারোহী ও সমুদ্রতীরের বালুকণার মত অসংখ্য লোক জড় হল; তারা এসে বেথ্-আবেনের পুবদিকে মিখ্মাশে শিবির বসাল। [৬] যখন শত্রুদের চাপে ইস্রায়েলীয়েরা নিজেদের বিপদগ্রস্ত দেখল, তখন সবাই মিলে গুহায় গুহায়, ঝোপে, শৈলে, গর্তে ও কুয়োতে লুকোতে লাগল; [৭] আর বেশ কয়েকজন হিব্রু যর্দন পার হয়ে গাদ ও গিলেয়াদ এলাকায় গেল।

শৌল তখনও গিল্গালে ছিলেন, আর তাঁর সঙ্গে যত লোক কাঁপছিল। [৮] শৌল শামুয়েলের স্থির করা সময় অনুসারে সাত দিন অপেক্ষা করলেন; কিন্তু শামুয়েল গিল্গালে এলেন না, আর লোকেরা তাঁর সঙ্গ ছেড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। [৯] তখন শৌল বললেন, 'এখানে আমার জন্য আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি ব্যবস্থা কর।' আর তিনি আহুতিবলি উৎসর্গ করলেন। [১০] আহুতিবলি উৎসর্গ শেষ করামাত্র শামুয়েল হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন, আর শৌল তাঁকে মঙ্গলবাদ জানাবার জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হলেন। [১১] শামুয়েল সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'তুমি এ কি করলে?' শৌল উত্তরে বললেন, 'আমি যখন দেখলাম, লোকেরা আমার সঙ্গ ছেড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং স্থির করা দিনের মধ্যে আপনিও আসেননি কিন্তু ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনিরা

মিখ্‌মাশে জড় হয়েছে, [১২] তখন আমি মনে মনে বললাম, ফিলিস্তিনিরা এখন আমার বিরুদ্ধে গিল্গালে নেমে আসবে, অথচ আমি এখনও প্রভুর অনুগ্রহ যাচনা করিনি! তাই সাহস ধরে আহুতিবলি নিজেই উৎসর্গ করলাম।' [১৩] শামুয়েল শৌলকে বললেন, 'তুমি নির্বোধের মতই কাজ করেছ! তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে আজ্ঞা করেছিলেন, তা তুমি পালন করনি; করলে প্রভু এখন ইস্রায়েলের উপরে তোমার রাজত্ব চিরকালের মতই বহাল রাখতেন। [১৪] কিন্তু এখন তোমার রাজত্ব স্থির থাকবে না: প্রভু ইতিমধ্যে তাঁর হৃদয়ের মত একজনকে পেয়েছেন; তাকেই তিনি তাঁর আপন জনগণের জননায়করূপে নিযুক্ত করেছেন, যেহেতু প্রভু তোমাকে যা আজ্ঞা করেছিলেন, তা তুমি পালন করনি।'

[১৫] তখন শামুয়েল উঠে গিল্গাল ছেড়ে তাঁর নিজের পথ ধরে চলে গেলেন। যত লোক থাকল, তারা শৌলের পিছনে গিয়ে যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিতে গেল; তারা গিল্গাল থেকে বেঞ্জামিন-গিবেয়াতে গেল। শৌল তাঁর কাছে থাকা লোকদের পরিদর্শন করলেন, তারা আনুমানিক ছ'শো লোক। [১৬] শৌল, তাঁর ছেলে যোনাথান ও তাঁদের সঙ্গে থাকা লোকেরা বেঞ্জামিন-গিবেয়ায় থাকলেন, এবং ফিলিস্তিনিদের শিবির মিখ্‌মাশে ছিল।

[১৭] ফিলিস্তিনিদের শিবির থেকে তিন দলে বিভক্ত এক আক্রমণকারী সৈন্যদল বের হল; এক দল অফ্রার পথ ধরে শুয়াল এলাকায় গেল; [১৮] আর এক দল বেথ্-হোরোনের পথের দিকে ফিরল; এবং আর এক দল মরুপ্রান্তরের দিকে জেবোইম উপত্যকার সম্মুখীন সীমানার পথ দিয়ে গেল।

[১৯] সেসময় সমস্ত ইস্রায়েল এলাকায় কোন কর্মকার পাওয়া যেত না, কারণ ফিলিস্তিনিরা বলত, 'পাছে হিব্রুরা নিজেদের জন্য খড়্গা বা বর্শা তৈরি করে।' [২০] এজন্য নিজ নিজ ফলা বা কুড়াল বা কোদাল বা কাস্তে ধার দেবার জন্য ইস্রায়েলের সমস্ত লোক ফিলিস্তিনিদের কাছে নেমে যেতে বাধ্য ছিল। [২১] ফলা ও কুড়াল ধার দেবার দাম ছিল এক শেকেলের দু'ভাগ, এবং কোদাল ও হুলের জন্য দাম ছিল এক শেকেলের তিন ভাগ। [২২] অতএব যুদ্ধের দিনে শৌলের ও যোনাথানের সঙ্গী লোকদের কারও হাতে খড়্গা বা বর্শা পাওয়া গেল না; কেবল শৌল ও যোনাথানের

জন্যই তা পাওয়া গেল। [২৩] ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনিদের এক প্রহরী সৈন্যদল বের হয়ে মিখ্‌মাশের গিরিপথে গিয়েছিল।

ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যোনাথানের আক্রমণ

১৪ [১] একদিন শৌলের ছেলে যোনাথান তাঁর অস্ত্রবাহককে বললেন, 'ফিলিস্তিনিদের যে প্রহরী সৈন্যদল ওই দিকে রয়েছে, চল, আমরা সেইখানে পেরিয়ে যাই।' কিন্তু একথা তিনি তাঁর পিতাকে জানালেন না। [২] শৌল গিবেয়ার শেষ প্রান্তে, মিগ্রোনে যে ডালিমগাছ আছে, তার তলে বসে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আনুমানিক ছ'শো লোকও ছিল। [৩] আর এলি, শীলোতে যিনি প্রভুর যাজক ছিলেন, তাঁর নিজের ছেলে ফিনেয়াসের যে ছেলে ইখাবোদ, তাঁর ভাই আহিতুবের ছেলে যে আহিয়া, তিনি এফোদ বস্ত্রধারী ছিলেন; যোনাথান যে বের হয়ে গেছেন, কথাটা লোকেরা জানত না। [৪] যোনাথান যে গিরিপথ দিয়ে ফিলিস্তিনিদের প্রহরী সৈন্যদলের কাছে যেতে চেষ্টা করছিলেন, সেই ঘাটের এক পাশে দন্তাকার এক শৈল, এবং অন্য পাশে দন্তাকার আর এক শৈল ছিল; তার একটার নাম বোজেস ও আর একটার নাম সেনে; [৫] তার মধ্যে একটা শৈল উত্তরদিকে মিখ্‌মাশমুখী ছিল, আর একটা ছিল দক্ষিণদিকে গেবামুখী।

[৬] যোনাথান তাঁর অস্ত্রবাহককে বললেন, 'চল, আমরা অপরিচ্ছেদিতদের প্রহরী সৈন্যদলের দিকে পার হই; হয় তো প্রভু আমাদের সাহায্য করবেন, কেননা অনেকের দ্বারা হোক বা অল্পজনের দ্বারা হোক, প্রভুর পক্ষে ত্রাণ করা কঠিন ব্যাপার নয়।' [৭] তাঁর অস্ত্রবাহক বলল, 'আপনার মন যা বলে, আপনি তাই করুন: আপনি রওনা হোন, এগিয়ে যান, আমি আপনার সঙ্গে আছি: আপনার যেমন মন, আমার মনও তাই।' [৮] যোনাথান বললেন, 'দেখ, আমরা ওই লোকদের দিকে পার হব, এবং এমনটি করব যেন ওরা আমাদের দেখতে পায়। [৯] যদি তারা আমাদের বলে "থাম, যেপর্যন্ত আমরা না আসি," তবে আমরা আমাদের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে থাকব, তাদের কাছে উঠে যাব না; [১০] কিন্তু যদি বলে, "আমাদের কাছে উঠে এসো," তবে আমরা উঠে যাব, কেননা আমাদের পক্ষে তা এমন চিহ্ন হবে যে, প্রভু তাদের আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।' [১১] তাই সেই দু'জন ফিলিস্তিনিদের প্রহরী দলের কাছে নিজেদের

দেখতে দিলে ফিলিস্তিনিরা বলল, 'দেখ, হিব্রুরা যে সকল গর্তে লুকিয়েছিল, তা থেকে এখন বের হয়ে আসছে।' [১২] আর সেই প্রহরী দলের লোকেরা যোনাথানকে ও তাঁর অস্ত্রবাহককে বলল, 'আমাদের কাছে উঠে এসো, তোমাদের কাছে আমাদের কিছু বলার আছে।' যোনাথান তাঁর অস্ত্রবাহককে বললেন, 'আমার পিছনে এসো, কারণ প্রভু ওদের ইস্রায়েলের হাতে দিয়েছেন।' [১৩] যোনাথান হামাগুড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছিলেন, তাঁর অস্ত্রবাহক তাঁর পিছু পিছু যাচ্ছিল, আর সেই লোকেরা যোনাথানের আঘাতে পড়ে যাচ্ছিল, এবং তাঁর অস্ত্রবাহক তাঁর পিছু পিছু তাদের শেষ করে ফেলছিল। [১৪] এ হল যোনাথানের ও তাঁর অস্ত্রবাহকের সাধিত প্রথম হত্যাকাণ্ড: ··· আনুমানিক ত্রিশজন নিহত হল। [১৫] ফলে শিবিরের মধ্যে, অঞ্চলে ও সমস্ত সৈন্যের মধ্যে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল, প্রহরী ও আক্রমণ-দল সকলও কম্পিত হল; হ্যাঁ, পৃথিবী কেঁপে উঠল ও দৈবসন্ত্রাস বিরাজ করল।

[১৬] বেঞ্জামিন-গিবেয়াতে অবস্থিত শৌলের প্রহরী দল চেয়ে দেখল; আর দেখ, লোকের ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাচ্ছে। [১৭] শৌল তাঁর সঙ্গীদের বললেন, 'একবার লোক গুনে দেখ; দেখ আমাদের মধ্য থেকে কে কে চলে গেছে।' তারা লোকদের গুনে নিল, আর দেখ, যোনাথান ও তাঁর অস্ত্রবাহক কোথাও নেই। [১৮] শৌল আহিয়াকে বললেন, 'পরমেশ্বরের মঞ্জুষা এইখানে আন!' কেননা সেইদিন পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ইস্রায়েলের মধ্যে ছিল। [১৯] কিন্তু শৌল যাজকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফিলিস্তিনিদের শিবিরের মধ্যে কোলাহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল, তাই শৌল যাজককে বললেন, 'হাত ফিরিয়ে নাও।' [২০] আর শৌল ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক সমবেত হয়ে সেই দিকে এগিয়ে গেল যেখানে সংগ্রাম চলছিল; আর দেখ, বিরাট কোলাহলের মধ্যে সকলে একে অন্যের বিরুদ্ধে খড়্গ চালাচ্ছিল। [২১] আর যে হিব্রুরা আগে ফিলিস্তিনিদের পক্ষপাতী হয়েছিল ও তাদের সঙ্গে শিবিরে এসেছিল, তারাও আবার শৌলের ও যোনাথানের সঙ্গে থাকা ইস্রায়েলের পক্ষপাতী হল। [২২] তাছাড়া, ইস্রায়েলের যে সমস্ত লোক এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে লুকিয়েছিল, যখন শুনল যে ফিলিস্তিনিরা পালাচ্ছে, তখন তারাও তাদের ধাওয়া করতে ও আঘাত করতে যোগ দিল।

[২৩] এইভাবে প্রভু সেদিন ইস্রায়েলকে ত্রাণ করলেন এবং যুদ্ধ বেথ্-আবেনের পার পর্যন্ত ব্যাপ্ত হল।

[২৪] সেদিনে ইস্রায়েলীয়েরা পরিশ্রান্ত হওয়ায় শৌল জনগণকে এই শপথ করালেন: 'সন্ধ্যার আগে, আমি আমার শত্রুদের উপরে প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত যে কেউ খাবার স্পর্শ করে, সে অভিশপ্ত হোক!' তাই জনগণের কেউই খাবার স্পর্শ করল না।

জনগণ দ্বারা যোনাথানকে উদ্ধার

[২৫] সকলে এমন বনের মধ্য দিয়ে গেল, যার মাটির উপরে নানা মধুর চাক ছিল। [২৬] লোকেরা যখন সেই বনে এসে পৌঁছল, দেখ, চাক থেকে মধু গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু কেউই মুখে হাত তুলল না, যেহেতু জনগণ ওই শপথের কারণে ভীত ছিল; [২৭] কিন্তু যোনাথানের পিতা জনগণকে যে শপথ করিয়েছিলেন, সেই কথা যোনাথান জানতেন না, তাই তাঁর হাতে যে লাঠি ছিল, তিনি তার অগ্রভাগ বাড়িয়ে দিয়ে এক মধুর চাকে ডুবিয়ে তা হাতে নিয়ে মুখে দিলেন, তাতে তাঁর চোখ সতেজ হল। [২৮] তখন লোকদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'তোমার পিতা জনগণকে এই শপথে আবদ্ধ করেছেন যে, "যে কেউ আজ খাবার স্পর্শ করে, সে অভিশপ্ত হোক!"—যদিও লোকেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।' [২৯] যোনাথান বললেন, 'আমার পিতা দেশের সর্বনাশই চাচ্ছেন! একটু দেখ এই খানিকটা মধু আস্বাদ করার ফলে আমার চোখ কেমন সতেজ হল। [৩০] আহা, আজ যদি লোকেরা শত্রুদের লুণ্ঠিত সম্পদ থেকে কিছুটা খেত! তবে ফিলিস্তিনিদের হত্যাকাণ্ড কি আরও বড় হত না?'

[৩১] সেদিন তারা মিখ্‌মাশ থেকে আয়ালোন পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের আঘাত করল; লোকেরা পরিশ্রান্ত ছিল। [৩২] লোকেরা লুটের মালের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেষ, বলদ ও বাছুর ধরে মাটিতে জবাই করে তা রক্ত সমেত খেতে লাগল। [৩৩] ব্যাপারটা শৌলের কাছে জানানো হল: 'দেখুন, লোকেরা রক্ত সমেত মাংস খেয়ে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করছে!' তিনি বললেন, 'তোমরা তোমাদের কথা ভঙ্গ করেছ! সঙ্গে সঙ্গেই একটা বড় পাথর এখানে গড়িয়ে আন।' [৩৪] শৌল বলে চললেন, 'জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাদের বল: প্রত্যেকজন নিজ নিজ বলদ ও মেষ আমার কাছে এনে, এইখানে, এই

পাথরের উপরেই সেগুলোকে জবাই করুক। রক্ত সমেত মাংস খেয়ে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করো না।' সমস্ত লোক সেই রাতে প্রত্যেকের যা যা ছিল, তা হাতে করে এনে সেইখানে জবাই করল। [৩৫] শৌল প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন: এ প্রভুর উদ্দেশে তাঁর গাঁথা প্রথম বেদি।

[৩৬] শৌল বললেন, 'চল, আমরা এরাতে ফিলিস্তিনিদের পিছনে নেমে গিয়ে সকাল পর্যন্ত তাদের সবকিছু লুট করে নিই; তাদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখব না।' তারা বলল, 'আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই করুন।' কিন্তু যাজক বলল, 'এসো, এখানে প্রভুর কাছে এগিয়ে যাই।' [৩৭] তাই শৌল এই বলে পরমেশ্বরের অভিমত যাচনা করলেন: 'আমি কি ফিলিস্তিনিদের পিছনে নেমে যাব? তাদের তুমি কি ইস্রায়েলের হাতে তুলে দেবে?' কিন্তু সেদিন তিনি তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। [৩৮] তখন শৌল বললেন, 'হে জননেতারা, এগিয়ে এসো; ভাল করে বুঝে দেখ আজকের পাপকর্ম কোন্ ব্যাপারে সাধিত হল, [৩৯] কেননা—ইস্রায়েলের ত্রাণকর্তা জীবনময় প্রভুর দিব্যি!—যদিও আমার নিজের ছেলে যোনাথানেরই দোষে তা সাধিত হয়ে থাকে, তবু সে নিশ্চয়ই মরবে!' কিন্তু গোটা জনগণের মধ্যে কেউই তাঁকে উত্তর না দেওয়ায় [৪০] তিনি গোটা ইস্রায়েলকে বললেন, 'তোমরা এক দিকে দাঁড়াও, আমি ও আমার ছেলে যোনাথান অন্য দিকে দাঁড়াব।' জনগণ শৌলকে বলল, 'আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই করুন।' [৪১] শৌল প্রভুকে বললেন, 'হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, পূর্ণই একটা উত্তর দাও!' তখন যোনাথান ও শৌলের নাম উঠল আর জনগণ মুক্ত হল। [৪২] শৌল বললেন, 'আমার ও আমার ছেলে যোনাথানের মধ্যে গুলিবাঁট কর;' আর যোনাথানের নাম উঠল। [৪৩] শৌল যোনাথানকে বললেন, 'বল, তুমি কী করেছ?' যোনাথান উত্তরে বললেন, 'আমার হাতে যে লাঠি, আমি তার অগ্রভাগে একটু মধু নিয়ে তা চেকেছিলাম; আচ্ছা, আমি মরব।' [৪৪] শৌল বললেন, 'যোনাথান! পরমেশ্বর আমাকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও কঠোর শাস্তিও দিন যদি তোমার মৃত্যু না হয়!' [৪৫] কিন্তু জনগণ শৌলকে বলল, 'এই যোনাথান, যিনি ইস্রায়েলের মধ্যে এমন মহাবিজয় সাধন করেছেন, তাঁকে কি মরতে হবে? না, এমনটি হতে পারবে না—জীবনময় প্রভুর দিব্যি!—ওঁর মাথার একটা চুলও মাটিতে পড়বে না, কেননা আজ

পরমেশ্বরের সঙ্গেই উনি কাজ করেছেন।' এইভাবে জনগণ যোনাথানকে বাঁচাল, তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন না। [৪৬] শৌল ফিলিস্তিনিদের ধাওয়াটি বন্ধ করলেন আর ফিলিস্তিনিরা নিজেদের এলাকায় ফিরে গেল।

শৌলের রাজ্য বিষয়ক সার-কথা

[৪৭] শৌল ইস্রায়েলের উপরে নিজের রাজত্ব দৃঢ় করলেন ও সবদিকে সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে—মোয়াবের, আম্মোনীয়দের, এদোমের, জোবার রাজাদের ও ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন; তিনি যেই দিকে ফিরতেন সকলের সর্বনাশ ঘটাতেন। [৪৮] তিনি বীরত্বপূর্ণ কর্মকীর্তি সাধন করলেন, আমালেককে পরাজিত করলেন ও ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করলেন।

[৪৯] যোনাথান, ইশ্‌ভি ও মাল্কিশুয়া ছিলেন শৌলের তিন ছেলে। তাঁর দুই মেয়ের নাম এই: জ্যেষ্ঠজনের নাম মেরাব, কনিষ্ঠজনের নাম মিখাল। [৫০] শৌলের স্ত্রীর নাম আহিনোয়াম, তিনি আহিমায়াজের কন্যা; এবং তাঁর সেনাপতির নাম আব্নের; ইনি শৌলের কাকা নেরের সন্তান। [৫১] শৌলের পিতা কীশ, ও আব্নেরের পিতা নের ছিলেন আবিয়েলের সন্তান। [৫২] শৌলের সমস্ত জীবনকাল ব্যাপী ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ভারী যুদ্ধ হল; শৌল কোন শক্তিশালী পুরুষ বা কোন বীরপুরুষকে দেখলে তাকে সঙ্গে করে নিতেন।

আমালেকের সঙ্গে যুদ্ধ

১৫ [১] শামুয়েল শৌলকে বললেন, 'প্রভু তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে তোমাকে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করতে আমাকেই প্রেরণ করেছেন। তাই এখন প্রভুর বাণী শোন। [২] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েলের প্রতি আমালেক যা করেছিল, মিশর থেকে তার আসার সময়ে সে পথে তার বিরুদ্ধে কেমন ফাঁদ পেতেছিল, আমি তা লক্ষ করেছি। [৩] সুতরাং এখন তুমি যাও, আমালেককে আঘাত কর, তার যা কিছু আছে সবই বিনাশ-মানতের বস্তু কর, তার প্রতি মমতা দেখিয়ো না: স্ত্রীলোক ও পুরুষলোক, বালক ও দুধের শিশু, বলদ ও মেষ, উট ও গাধা সবই বধ কর।'

[৪] শৌল লোকদের আহ্বান করে তেলায়িমে তাদের পরিদর্শন করলেন: দু'লক্ষ পদাতিক সৈন্য ও যুদার দশ হাজার লোক। [৫] শৌল আমালেকের শহর পর্যন্ত গিয়ে উপত্যকায় ওত পেতে থাকলেন। [৬] শৌল কেনীয়দের বললেন, 'যাও, দূরে যাও, আমালেকীয়দের মধ্য থেকে চলে যাও, পাছে আমি তাদের সঙ্গে তোমাদেরও বিনাশ করি; কেননা সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন মিশর থেকে বেরিয়ে আসছিল, তোমরা তখন ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতি মমতা দেখিয়েছিলে।' তাই কেনীয়েরা আমালেকের মধ্য থেকে চলে গেল।

[৭] পরে শৌল হাবিলা থেকে মিশরের পুবদিকে অবস্থিত শুরের দিকে পর্যন্ত আমালেককে আঘাত করলেন। [৮] তিনি আমালেকের রাজা আগাগ্-কে জীবিত ধরলেন, এবং বিনাশ-মানতের জোরে সমস্ত লোককে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারলেন। [৯] কিন্তু শৌল ও লোকেরা আগাগ্-কে এবং সবচেয়ে ভাল মেষ-বলদকে ও নধর বাছুর ও মেষশাবকগুলোকে, অর্থাৎ সবচেয়ে ভাল সবকিছু বাঁচিয়ে রাখলেন, সেই সব কিছু তাঁরা বিনাশ-মানতের বস্তু করতে চাইলেন না; কেবল তুচ্ছ ও রুগ্ন যত পশুই বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন।

[১০] তখন প্রভুর বাণী শামুয়েলের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১১] 'শৌলকে রাজা করায় আমার দুঃখ হচ্ছে, কারণ সে আমার সঙ্গ ত্যাগ করে দূরে সরে গেছে আর আমার বাণী পালন করেনি।' এতে শামুয়েল উদ্বিগ্ন হলেন, এবং সারারাত ধরে প্রভুর কাছে হাহাকার করলেন। [১২] পরদিন শামুয়েল শৌলের সঙ্গে দেখা করতে ভোরে উঠলেন, কিন্তু শামুয়েলকে এই খবর দেওয়া হল, 'শৌল কার্মেলে গিয়েছেন; আর দেখুন, নিজের জন্য একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করেছেন; পরে সেখান থেকে ফিরে নানা জায়গা হয়ে গিল্গালে নেমে গেলেন।' [১৩] শামুয়েল শৌলের কাছে এসে পৌঁছলে শৌল তাঁকে বললেন, 'আপনি প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হোন! আমি প্রভুর বাণী পালন করেছি।' [১৪] শামুয়েল উত্তরে বললেন, 'তবে আমার কানে এই যে মেষের গলার শব্দ আসছে, আর এই যে গরুর ডাক আমি শুনছি, তা কি?' [১৫] শৌল বললেন, 'সেইসব আমালেকীয়দের কাছ থেকে আনা হয়েছে; কেননা আপনার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করার জন্য লোকেরা সবচেয়ে ভাল মেষ ও গবাদি পশু বাঁচিয়ে

রেখেছে; বাকি সবকিছু বিনাশ-মানতের বস্তু করেছি।’ [১৬] তখন শামুয়েল শৌলকে বললেন, ‘আর নয়! এখন আমিই তোমাকে বলি, গত রাতে প্রভু আমাকে কী বলেছেন।’ শৌল বললেন, ‘বলুন।’

[১৭] শামুয়েল বললেন: ‘তোমার নিজের চোখে তুমি যত ক্ষুদ্র হও না কেন, তবু তুমিই কি ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলোর মাথা নও? প্রভুই তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করলেন! [১৮] প্রভু যখন তোমাকে যুদ্ধযাত্রায় পাঠিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন, যাও, সেই পাপিষ্ঠ আমালেকীয়দের বিনাশ-মানতের বস্তু কর: তারা উচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাও। [১৯] তবে তুমি প্রভুর প্রতি বাধ্যতা না দেখিয়ে কেন লুটের মালের উপরে পড়ে প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করেছ?’ [২০] শৌল শামুয়েলকে বললেন, ‘আমি তো প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়েছি; যে যুদ্ধযাত্রায় প্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই যুদ্ধযাত্রা করেছি, আমালেকের রাজা আগাগ্-কে ফিরিয়ে এনেছি, ও আমালেকীয়দের বিনাশ-মানতের বস্তু করেছি। [২১] কিন্তু যা বিনাশ-মানতের বস্তু হওয়ার কথা ছিল, তা থেকে জনগণ গিল্গালে আপনার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করার জন্যই লুটের মালের মধ্য থেকে সেরা মেষ ও গবাদি পশু নিয়েছে।’ [২২] শামুয়েল বললেন,

‘আহুতি ও যজ্ঞবলি এবং প্রভুর প্রতি বাধ্য হওয়া,
এই দুইয়ে প্রভু কী সমানভাবেই প্রীত?
দেখ, যজ্ঞবলির চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয়;
ভেড়ার চর্বির চেয়ে আত্মসমর্পণই শ্রেয়।
[২৩] কারণ বিদ্রোহ, সে তো দৈবগণনার মতই পাপ,
এবং দুঃসাহস, সে তো মূর্তিপূজার মতই অপরাধ।
তুমি প্রভুর বাণী প্রত্যাখ্যান করেছ বলে
তিনি তোমাকে রাজারূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন।’

[২৪] তখন শৌল শামুয়েলকে বললেন, ‘প্রভুর আজ্ঞা ও আপনার বাণী লঙ্ঘন করায় আমি পাপ করেছি; হ্যাঁ, আমি জনগণকে ভয় করে তাদেরই কথায় কান দিয়েছি। [২৫] আপনার দোহাই, এখন আমার পাপ ক্ষমা করুন ও আমার সঙ্গে ফিরে আসুন যেন

আমি প্রভুর সামনে প্রণিপাত করতে পারি।' [২৬] শামুয়েল শৌলকে বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে ফিরে যাব না, কেননা তুমি প্রভুর বাণী প্রত্যাখ্যান করেছ আর প্রভু তোমাকে ইস্রায়েলের রাজা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।' [২৭] একথা বলে শামুয়েল চলে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়ালেন, কিন্তু শৌল তাঁর পোশাকের অঞ্চল ধরলেন আর তা ছিঁড়ে গেল। [২৮] তখন শামুয়েল তাঁকে বললেন, 'প্রভু আজ ইস্রায়েলের রাজ্য তোমা থেকে টেনে ছিঁড়লেন, ও তোমার চেয়ে ভাল একজনকে তা দিলেন। [২৯] তাছাড়া, ইস্রায়েলের গৌরব মিথ্যাকথা বলেন না, নিজের কথাও ফিরিয়ে নেন না, কেননা তিনি মানুষ নন যে, নিজের কথা ফিরিয়ে নেবেন।' [৩০] শৌল বললেন, 'আমি পাপ করেছি বটে, কিন্তু আমার জনগণের প্রবীণদের সামনে ও ইস্রায়েলের সামনে আমাকে একটু সম্মান দেখান: আমার সঙ্গে ফিরে আসুন, যেন আমি আপনার পরমেশ্বর প্রভুর সামনে প্রণিপাত করতে পারি।' [৩১] তাই শামুয়েল শৌলের সঙ্গে ফিরে গেলেন আর শৌল প্রভুর সামনে প্রণিপাত করলেন।

[৩২] পরে শামুয়েল বললেন, 'তোমরা আমালেকের রাজা আগাগ্-কে এখানে আমার কাছে আন।' আগাগ খুশি মনে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন, তিনি ভাবছিলেন, 'মৃত্যুর তিক্ততা নিশ্চয়ই গেল!' [৩৩] কিন্তু শামুয়েল বললেন, 'তোমার খড়্গ দ্বারা স্ত্রীলোকেরা যেমন সন্তানবিহীন হয়েছে, সেইমত স্ত্রীলোকদের মধ্যে তোমার মাও সন্তানবিহীন হবে।' আর শামুয়েল গিল্গালে প্রভুর সামনে আগাগ্-কে বিঁধিয়ে দিলেন। [৩৪] পরে শামুয়েল রামায় গেলেন, আর শৌল শৌল-গিবেয়ায় বাড়ি গেলেন। [৩৫] তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত শামুয়েল শৌলের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করলেন না। তথাপি শামুয়েল শৌলের জন্য দুঃখভোগ করছিলেন, কিন্তু প্রভু ইস্রায়েলের উপরে শৌলকে রাজা করায় দুঃখ করলেন।

শৌল ও দাউদ

রাজপদে তৈলাভিষিক্ত দাউদ

১৬ [১] প্রভু শামুয়েলকে বললেন, 'আর কতদিন তুমি শৌলের জন্য দুঃখভোগ করবে? আমি তো তাকে রাজারূপে অগ্রাহ্যই করেছি। তোমার শিংটায় তেল ভরে নিয়ে রওনা হও, আমি তোমাকে বেথলেহেমের যেসের কাছে প্রেরণ করছি, কারণ তার ছেলেদের মধ্যে আমি আমার জন্য এক রাজার সন্ধান পেয়েছি।' [২] শামুয়েল বললেন, 'আমি কী করে যাব? একথা শুনলে শৌল আমাকে বধ করবে!' প্রভু বললেন, 'তুমি একটা বকনা বাছুর সঙ্গে নিয়ে যাও; গিয়ে তুমি বলবে: আমি প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে এলাম। [৩] সেই যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে যেসেকেও নিমন্ত্রণ করবে। আর তোমাকে কী করতে হবে, আমি তখন তা তোমাকে জানাব, আর যার নাম আমি তোমাকে বলব, তুমি তাকে আমার জন্য তৈলাভিষিক্ত করবে।'

[৪] শামুয়েল প্রভুর কথামত কাজ করলেন, তিনি বেথলেহেমে গেলেন। তখন শহরের প্রবীণেরা কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন; বললেন, 'আপনার আসাটা শান্তিজনক তো?' [৫] তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার আসা শান্তিজনক; আমি প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে এসেছি। তোমরা নিজেদের পবিত্রিত করে যজ্ঞানুষ্ঠানে আমার সঙ্গে যোগ দাও।' তিনি যেসেকেও ও তাঁর ছেলেদেরও পবিত্রিত করে যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করলেন।

[৬] তাঁরা এসে উপস্থিত হলে তিনি এলিয়াবের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, 'কোন সন্দেহ নেই: প্রভুর তৈলাভিষিক্তজন তাঁর সামনে উপস্থিত!' [৭] কিন্তু প্রভু শামুয়েলকে বললেন, 'তুমি কারও চেহারা বা উচ্চতার দিকে তাকিয়ে থেকো না, কারণ আমি ওকে প্রত্যাখ্যান করেছি; মানুষ যা লক্ষ করে, আমি তা লক্ষ করি না; মানুষ তো বাইরের চেহারার দিকে তাকায়, প্রভু কিন্তু হৃদয়েরই দিকে তাকান।' [৮] তখন যেসে আবিনাদাবকে ডেকে শামুয়েলের সামনে দাঁড় করালেন; শামুয়েল বললেন, 'প্রভু ওকেও বেছে নেননি।' [৯] তবে যেসে শাম্মাকে তাঁর সামনে দাঁড় করালেন, কিন্তু তিনি বললেন,

‘প্রভু একেও বেছে নেননি।’ [১০] এভাবে যেসে তাঁর সাতজন ছেলেকে শামুয়েলের সামনে দাঁড় করালেন; কিন্তু শামুয়েল যেসেকে বললেন, ‘প্রভু এদের বেছে নেননি।’

[১১] তখন শামুয়েল যেসেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এরাই কি তোমার সকল ছেলে?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘কেবল ছোটজন বাকি রয়েছে; সে বর্তমানে মেষ চরাচ্ছে।’ তখন শামুয়েল যেসেকে বললেন, ‘তাকে আনতে লোক পাঠাও, কারণ সে না আসা পর্যন্ত আমরা খেতে বসব না।’ [১২] যেসে লোক পাঠিয়ে তাকে আনালেন। ছেলেটির গায়ের রঙ গোলাপী, চোখ দু’টো উজ্জ্বল, চেহারা সুন্দর। প্রভু বললেন, ‘ওঠ, একে তৈলাভিষিক্ত কর; ও তো সেই!’ [১৩] শামুয়েল তেলের শিং নিয়ে তার ভাইদের মধ্যে তাকে অভিষিক্ত করলেন, আর সেদিন থেকে প্রভুর আত্মা দাউদের উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল। তখন শামুয়েল উঠে রামাতে চলে গেলেন।

শৌলের পরিচর্যায় দাউদ

[১৪] প্রভুর আত্মা শৌল থেকে সরে গেছিল, আর প্রভু থেকে আগত অমঙ্গলকর এক আত্মা তাঁকে সন্ত্রাসিত করতে লাগল। [১৫] শৌলের অনুচারীরা তাঁকে বলল, ‘দেখুন, পরমেশ্বর থেকে আগত অমঙ্গলকর এক আত্মাই আপনাকে সন্ত্রাসিত করছে। [১৬] আমাদের প্রভু আপনার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা এই অনুচারীদের আজ্ঞা দিন, আর আমরা নিপুণ বীণাবাদককে খোঁজ করব। যখন পরমেশ্বর থেকে সেই অমঙ্গলকর আত্মা আপনার উপরে আসবে, তখন সেই লোক বীণায় হাত দেবে আর আপনি স্বস্তি পাবেন।’

[১৭] শৌল তাঁর অনুচারীদের এই আজ্ঞা দিলেন, ‘আচ্ছা, তোমরা একজন নিপুণ বাদককে খোঁজ করে আমার কাছে আন।’ [১৮] অনুচারীদের একজন বলল, ‘দেখুন, আমি বেথলেহেমীয় যেসের এক ছেলেকে দেখেছি; সে বীণা বাদনে নিপুণ, বলবান বীর, যোদ্ধা, কথনে সদ্বিবেচক, সুদর্শন, এবং প্রভু তাঁর সঙ্গে আছেন।’ [১৯] শৌল যেসের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, ‘মেষ চরাচ্ছে তোমার যে ছেলে দাউদ, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।’ [২০] যেসে একটা গাধায় রুটি ও এক ভিস্তি আঙুররস চাপিয়ে এবং একটা ছাগের ছানা নিয়ে তাঁর ছেলে দাউদের হাতে দিয়ে শৌলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

[২১] দাউদ শৌলের কাছে গেলেন ও তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত হলেন; শৌল তাঁর প্রতি খুবই অনুরক্ত হলেন, আর দাউদ তাঁর অস্ত্রবাহক হলেন। [২২] শৌল যেসেকে বলে

পাঠালেন, ‘তোমার দোহাই, দাউদকে আমার পরিচর্যায় থাকতে দাও, কেননা সে আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়েছে।’ [২৩] তাই যতবার পরমেশ্বর থেকে সেই আত্মা শৌলের কাছে আসত, ততবার দাউদ বীণা হাতে নিয়ে বাজাতেন; আর শৌল আরাম পেতেন, স্বস্তি পেতেন, এবং অমঙ্গলকর সেই আত্মা তাঁকে ছেড়ে যেত।

দাউদ ও গলিয়াথ

১৭ [১] ফিলিস্তিনিরা যুদ্ধ করার জন্য আবার সেনাদল সংগ্রহ করে যুদা-সোখোয় জড় হল, এবং সোখো ও আজেকার মধ্যস্থানে এফেস-দাম্মিমে শিবির বসাল। [২] শৌল ও ইস্রায়েলীয়েরাও একত্র হয়ে তার্পিন উপত্যকায় শিবির বসিয়ে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করলেন। [৩] এইভাবে ফিলিস্তিনিরা এক দিকে এক পর্বতে, ও ইস্রায়েল অন্য দিকে অন্য পর্বতে দাঁড়াল—দুই পক্ষের মধ্যে উপত্যকা ছিল।

[৪] ফিলিস্তিনিদের শিবির থেকে গলিয়াথ নামে এক বীরযোদ্ধা বেরিয়ে এল; সে গাথের মানুষ, সাড়ে ছয় হাত লম্বা। [৫] তার মাথায় ব্রঞ্জের শিরস্ত্রাণ ছিল, এবং সে আঁশের মত বোনা বর্মে সজ্জিত ছিল; বর্মটা ব্রঞ্জের, তার ওজন ষাট কিলো। [৬] তার পা ব্রঞ্জের পাতায় আবৃত, ও ব্রঞ্জের একটা খড়্গ তার কাঁধে ঝুলানো। [৭] তার বর্শার লাঠি তাঁতীর কড়িকাঠের সমান ছিল, ও তার বর্শার ফলার ওজন ছিল পাঁচ কিলো; তার ঢালবাহক তার আগে আগে চলত। [৮] ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণির সামনে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, ‘তোমরা কেন বেরিয়ে এসে যুদ্ধের জন্য সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করেছ? আমি কি ফিলিস্তিনি নই, আর তোমরা কি শৌলের দাস নও? তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নাও, সে-ই আমার বিরুদ্ধে নেমে আসুক! [৯] সে যদি আমার সঙ্গে লড়াই করতে পারে ও আমাকে বধ করে, তবে আমরা তোমাদের দাস হব; কিন্তু যদি আমি তাকে পরাজিত করে বধ করতে পারি, তবে তোমরা আমাদের দাস হবে ও আমাদের অধীন থাকবে।’ [১০] সেই ফিলিস্তিনি আরও বলল, ‘আজ আমি ইস্রায়েলের সৈন্যদের আহ্বান করছি: তোমরা আমাকে একজনকে দাও, আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করব।’ [১১] শৌল ও গোটা ইস্রায়েল সেই ফিলিস্তিনির এই সমস্ত কথা শুনে হতাশ হলেন ও ভীষণ ভয় পেলেন।

[১২] দাউদ বেথলেহেম-যুদা-নিবাসী সেই এফ্রাথীয় লোকের সন্তান যাঁর নাম যেসে, ও যাঁর আটটি সন্তান ছিল; শৌলের সময়ে যেসে বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল। [১৩] যেসের বড় তিন সন্তান শৌলের পিছনে যুদ্ধে গিয়েছিলেন; যুদ্ধে গিয়েছিলেন এই তিন সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠজনের নাম এলিয়াব, দ্বিতীয়জনের নাম আবিনাদাব, ও তৃতীয়জনের নাম শাম্মা। [১৪] সেই তিনজন যখন শৌলের পিছনে গিয়েছিলেন, তখন দাউদ ছোট ছিলেন; [১৫] দাউদ শৌলের পরিচর্যায় যাওয়া-আসা করতেন, আবার বেথলেহেমে তাঁর পিতার মেষ চরাতেন।

[১৬] সেই ফিলিস্তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় কাছে এগিয়ে আসত; সে চল্লিশ দিন ধরে এভাবে নিজেকে দেখাতে থাকল।

[১৭] যেসে তাঁর ছেলে দাউদকে বললেন, 'তোমার ভাইদের জন্য এই এক এফা ভাজা গম ও দশখানা রুটি নিয়ে শিবিরে ওদের কাছে দৌড়ে যাও। [১৮] আর এই দশতাল পনির তাদের সহস্রপতির কাছে নিয়ে যাও। তোমার ভাইয়েরা কেমন আছে দেখে এসো ও তাদের মজুরি আন। [১৯] শৌল ও তারা, এবং গোটা ইস্রায়েল, তার্পিন উপত্যকায় আছে, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।'

[২০] দাউদ ভোরে উঠে মেষপাল একটা রাখালের হাতে তুলে দিলেন ও যেসের আজ্ঞামত ওই সবকিছু নিয়ে রওনা হলেন। তিনি যে সময়ে শিবিরে এসে পৌঁছলেন, সেসময়ে সৈন্যদল যুদ্ধে যাবার জন্য বের হচ্ছিল, ও রণধ্বনি তুলছিল। [২১] ইস্রায়েল ও ফিলিস্তিনিরা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করল। [২২] দাউদ মাল-রক্ষকের হাতে তার যত মাল রেখে সৈন্যশ্রেণির মধ্যে দৌড় দিয়ে ভাইদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা কেমন আছেন। [২৩] তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় গাথের ফিলিস্তিনি গলিয়াথ নামে সেই বীরযোদ্ধা ফিলিস্তিনিদের সৈন্যশ্রেণি থেকে উঠে এসে আগের মত কথা বলল; দাউদ সব শুনতে পেলেন। [২৪] গলিয়াথকে দেখে সকল ইস্রায়েলীয় তার সামনে থেকে পালিয়ে গেল ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। [২৫] ইস্রায়েলীয় একজন বলল, 'ওই যে লোকটা উঠে এল, ওকে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? ও ইস্রায়েলকে লড়াইতে আহ্বান করতে এসেছে। ওকে যে বধ করবে, রাজা

তাকে প্রচুর ধনসম্পদ দেবেন, তাকে তাঁর আপন মেয়েকে দেবেন, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে তার পিতৃকুলকে করমুক্ত করবেন।’

[২৬] দাউদ, কাছাকাছি যে লোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এই ফিলিস্তিনিকে বধ করে যে লোক ইস্রায়েলের কলঙ্ক দূর করে দেবে, তার প্রতি কী করা হবে? এই অপরিচ্ছেদিত ফিলিস্তিনি আবার কে যে, জীবনময় পরমেশ্বরের সৈন্যদের লড়াইতে আহ্বান করবে?’ [২৭] সকলে তাঁকে একই রকম উত্তর দিল, ‘ওকে যে বধ করবে, সে অমুক পুরস্কার পাবে।’

[২৮] তিনি সেই লোকদের সঙ্গে যে কথাবার্তা করছিলেন, তাঁর বড় ভাই এলিয়াব সবই শুনতে পেলেন; তখন এলিয়াব দাউদের উপরে ক্রোধে জ্বলে উঠে বললেন, ‘তুমি কেন এখানে নেমে এলে? মরুপ্রান্তরের মধ্যে সেই মেষকয়টা কার্ কাছে রেখে এলে? তোমার স্পর্ধা ও তোমার হৃদয়ের চতুরতা আমি জানি: হ্যাঁ, তুমি যুদ্ধই দেখতে এসেছ!’ [২৯] দাউদ বললেন, ‘আমি কি করলাম? একটা কথাও কি বলা যায় না?’ [৩০] তিনি তাঁকে ছেড়ে আর একজনের কাছে ফিরে একই রকম কথা জিজ্ঞাসা করলেন, আর সকলে তাঁকে সেই একই উত্তর দিল। [৩১] কিন্তু দাউদ যা যা জিজ্ঞাসা করছিলেন, তা রাষ্ট্র হয়ে পড়ল আর শেষে শৌলের কাছেও জানানো হল; তখন তিনি তাঁকে কাছে ডাকিয়ে আনলেন।

[৩২] দাউদ শৌলকে বললেন, ‘ওর কারণে কারও হৃদয় হতাশ না হোক! আপনার এই দাস গিয়ে ওই ফিলিস্তিনির সঙ্গে লড়াই করবে।’ [৩৩] শৌল দাউদকে বললেন, ‘তুমি ওই ফিলিস্তিনির বিরুদ্ধে গিয়ে তার সঙ্গে লড়াই করবেই না: তুমি তো ছেলেমাত্র, আর সে ছেলেবেলা থেকেই যোদ্ধা।’ [৩৪] দাউদ শৌলকে বললেন, ‘আপনার এই দাস পিতার মেষপালন করত; মাঝেমাঝে এক সিংহ বা এক ভালুক এসে পালের মধ্য থেকে মেষ ছিনিয়ে নিয়ে যেত; [৩৫] তখন আমি তার পিছু পিছু গিয়ে তাকে মেরে তার মুখ থেকে তা উদ্ধার করে নিতাম; আর সে আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে আমি তার দাড়ি ধরে তাকে মেরে বধ করতাম। [৩৬] আপনার দাস সিংহ ও ভালুক দু’টোকেই বধ করেছে; আর এই অপরিচ্ছেদিত ফিলিস্তিনি অবশেষে সেই দুইয়ের মধ্যে একের মতই হবে, কারণ এ জীবনময় পরমেশ্বরের সৈন্যদের টিটকারি দিয়েছে।’ [৩৭] দাউদ বলে

চললেন, ‘যে প্রভু সিংহ ও ভালুকের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন, তিনি এই ফিলিস্তিনির হাত থেকেও আমাকে উদ্ধার করবেন।’ তখন শৌল দাউদকে বললেন, ‘যাও, প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন!’

[৩৮] শৌল নিজের রণসজ্জায় দাউদকে সাজিয়ে তাঁর মাথায় ব্রঞ্জের শিরস্ত্রাণ ও গায়ে বর্মা দিলেন। [৩৯] পরে দাউদ রণসজ্জার উপরে তাঁর খড়্গ বেঁধে হাঁটতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু এই সমস্ত কিছুতে তাঁর অভ্যাস না থাকায় তিনি শৌলকে বললেন, ‘এই বেশে আমি হাঁটতে পারি না, আমার তো এই অভ্যাস নেই।’ তাই দাউদ তা খুলে রাখলেন। [৪০] পরে তিনি তাঁর লাঠি হাতে নিলেন, এবং খাদনদী থেকে পাঁচটা মসৃণ মসৃণ পাথর বেছে নিয়ে, মাল বইবার জন্য তাঁর যে রাখালীয় ঝুলিটা ছিল, তার মধ্যে তা রাখলেন, এবং তাঁর ফিঙেটা হাতে করে সেই ফিলিস্তিনির দিকে এগিয়ে গেলেন।

[৪১] ওই ফিলিস্তিনিও ক্রমে ক্রমে দাউদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল; তার ঢালবাহক তার আগে আগে চলছিল। [৪২] ফিলিস্তিনিটা যখন দাউদের দিকে ভালোমত তাকাল, তখন যা দেখল, তাতে সে অবজ্ঞায় পূর্ণ হল, কেননা দাউদ তো ছেলেমানুষ, তাঁর গায়ের রঙ গোলাপী ও চেহারা আকর্ষণীয়। [৪৩] ফিলিস্তিনিটা দাউদকে বলল, ‘আমি কি কুকুর যে তুমি একটা লাঠি নিয়ে আমার পিছনে আসবে?’ সেই ফিলিস্তিনি তার দেবতাদের নামে দাউদকে অভিশাপ দিল। [৪৪] পরে ফিলিস্তিনিটা দাউদকে বলল, ‘এগিয়ে এসো, আমি তোমার দেহমাংস আকাশের পাখিদের ও বনের পশুদের দিই!’ [৪৫] দাউদ উত্তরে ওই ফিলিস্তিনিকে বললেন, ‘তুমি তলোয়ার, বর্শা ও খড়্গ নিয়েই আমার কাছে এগিয়ে আসছ, কিন্তু আমি সেনাবাহিনীর প্রভুর, ইস্রায়েলের সৈন্যদের পরমেশ্বরের নামে, যাঁকে তুমি লড়াইতে আহ্বান করেছ, তাঁরই নামে তোমার কাছে এগিয়ে আসছি। [৪৬] আজ প্রভু তোমাকে আমার হাতে তুলে দেবেন, আর আমি তোমাকে মেরে ফেলব, তোমার দেহ থেকে তোমার মাথা ছিন্ন করব, আর ফিলিস্তিনিদের সৈন্যের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের ও বন্যজন্তুদের দেব; যেন সারা পৃথিবী জানতে পারে যে, ইস্রায়েলে এক পরমেশ্বর আছেন, [৪৭] এবং এই গোটা জনসমাবেশ জানতে পারে যে, প্রভু তলোয়ার ও বর্শা দ্বারা ত্রাণ করেন না; কেননা প্রভুই যুদ্ধের প্রভু, আর তিনি তোমাদের আমাদের হাতে তুলে দেবেন।’

[৪৮] ফিলিস্তিনিটা দাউদের মুখোমুখি হবার জন্য এগিয়ে আসতে শুরু করলেই দাউদও ফিলিস্তিনিটার মুখোমুখি হবার জন্য ইতস্তত না করে লড়াইক্ষেত্রের দিকে ছুটে গেলেন। [৪৯] দাউদ ঝুলিতে হাত দিয়ে একটা পাথর বের করলেন, ফিঙেতে পাক দিয়ে ওই ফিলিস্তিনির কপালে আঘাত করলেন; পাথরটা তার কপালে বসে গেল আর সে তখন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। [৫০] এইভাবে একটা ফিঙে ও একটা পাথর দ্বারা দাউদ ওই ফিলিস্তিনির উপর বিজয়ী হলেন, এবং তাকে আঘাত করে বধ করলেন—অথচ দাউদের হাতে তলোয়ার ছিল না।

[৫১] দাউদ দৌড় দিয়ে ওই ফিলিস্তিনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার তলোয়ার ধরে খাপ থেকে বের করে তাকে শেষ করলেন, এবং সেই তলোয়ার দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন। ফিলিস্তিনিরা যখন দেখল, তাদের বীরযোদ্ধা মারা পড়ল, তখন তারা পালাতে লাগল। [৫২] ইস্রায়েলের ও যুদার লোকেরা উঠে রণধ্বনি তুলল, এবং গাথ পর্যন্ত ও এক্রোনের নগরদ্বার পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের পিছনে ধাওয়া করে গেল। ফিলিস্তিনিদের মারা পড়া যত লোক শায়ারাইমের পথে গাথ ও এক্রোন পর্যন্ত পড়ে রইল। [৫৩] পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা ফিলিস্তিনিদের ধাওয়া থেকে ফিরে এসে তাদের শিবির লুট করল। [৫৪] দাউদ সেই ফিলিস্তিনির মাথা তুলে যেরুশালেমে নিয়ে গেলেন; কিন্তু তাঁর রণসজ্জা নিজের তাঁবুতে রাখলেন।

শৌলের সাক্ষাতে হাজির দাউদ

[৫৫] শৌল যখন ওই ফিলিস্তিনির বিরুদ্ধে দাউদকে যেতে দেখলেন, তখন সেনাপতি আব্নেরকে বললেন, ‘আব্নের, এই যুবক কার্ ছেলে?’ আব্নের বললেন, ‘হে রাজন্! আপনার জীবনের দিব্যি! আমি তা বলতে পারি না।’ [৫৬] রাজা বলে চললেন, ‘তুমি জিজ্ঞাসা কর, ওই যুবকটি কার্ ছেলে।’ [৫৭] দাউদ যখন ফিলিস্তিনিকে মেরে ফেলে ফিরে এলেন, তখন আব্নের তাঁকে ধরে শৌলের সামনে নিয়ে গেলেন; তখনও তাঁর হাতে ফিলিস্তিনিটার মাথা ছিল। [৫৮] শৌল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে যুবক, তুমি কার্ ছেলে?’ দাউদ উত্তর দিলেন, ‘আমি আপনার দাস যেসের ছেলে, যিনি বেথলেহেমের মানুষ।’

১৮ [১] শৌলের সঙ্গে দাউদ কথা বলা শেষ করলেই যোনাথানের প্রাণ দাউদের প্রাণের সঙ্গে এমনই ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হল যে, যোনাথান তাঁকে নিজেরই মত ভালবেসে ফেললেন। [২] শৌল সেই একই দিনে তাঁকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করলেন, তাঁকে তাঁর নিজের পিতার বাড়িতে যেতে দিতে চাইলেন না। [৩] যোনাথান দাউদের সঙ্গে একটা সন্ধি-চুক্তি স্থির করলেন, যেহেতু যোনাথান তাঁকে নিজেরই মত ভালবাসতেন। [৪] যোনাথান তাঁর নিজের গায়ের আলোয়ান খুলে দাউদকে দিলেন, নিজের অস্ত্রসজ্জা, এমনকি নিজের খড়্গ, ধনুক ও কটিবন্ধনীও দিলেন। [৫] শৌল দাউদকে যে দায়িত্বই দিচ্ছিলেন, দাউদ তাতে এতই সফল হচ্ছিলেন যে, শৌল তাঁকে যোদ্ধাদের উপরে কর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করলেন; সমস্ত লোকের দৃষ্টিতে ও শৌলের অনুচারীদের দৃষ্টিতেও তিনি সম্মানের পাত্র হলেন।

দাউদের প্রতি শৌলের ঈর্ষা

[৬] সকলে ফিরে আসবার পর যখন দাউদ ফিলিস্তিনিকে আঘাত করে ফিরে আসছিলেন, তখন শৌল রাজাকে স্বাগত জানাতে ইস্রায়েলের সমস্ত শহর থেকে মেয়েরা খঞ্জনি, আনন্দধ্বনি ও তেতারার সুরে গান গেয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়ল। [৭] নেচে নেচে সেই মেয়েরা গাইত, 'শৌলের আঘাতে পড়ল হাজার হাজার প্রাণ, দাউদের আঘাতে লক্ষ লক্ষ প্রাণ।' [৮] এতে শৌল অধিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল লাগল না; তিনি বলছিলেন, 'ওরা দাউদকে লক্ষ লক্ষের কথা আরোপ করল, কিন্তু আমাকে শুধু হাজার হাজারের কথা! এখন রাজ্যভার ছাড়া তার আর কী বাকি আছে?' [৯] সেদিন থেকে শৌল দাউদকে ঈর্ষার চোখে দেখতে লাগলেন।

[১০] পরদিন পরমেশ্বর থেকে আগত এক অমঙ্গলকর আত্মা শৌলের উপর প্রবলভাবে নেমে পড়ল, আর তিনি বাড়ির মধ্যে এলোমেলো কথা বলতে লাগলেন। দাউদ অন্যান্য দিনের মত বীণা বাজাচ্ছিলেন; শৌলের হাতে তাঁর বর্শা ছিল। [১১] শৌল বর্শাটা ধরে ভাবলেন, 'আমি দাউদকে দেওয়ালের গায়ে বিঁধিয়ে দেব!' দাউদ দু'বার তাঁকে এড়ালেন। [১২] শৌল দাউদকে ভয় পেতে লাগলেন, কারণ প্রভু দাউদের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু শৌলকে ত্যাগ করেছিলেন। [১৩] তাই শৌল নিজের

সাক্ষাৎ থেকে তাঁকে দূর করে দিলেন ও সহস্রপতি পদে নিযুক্ত করলেন, আর দাউদ তাঁর দলের অগ্রভাগে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। [১৪] দাউদ তাঁর সমস্ত পথে সফল ছিলেন, কেননা প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। [১৫] তিনি বেশ সফল ছিলেন দেখে শৌল তাঁর বিষয়ে সন্ত্রাসিত হলেন। [১৬] কিন্তু গোটা ইস্রায়েল ও যুদা দাউদকে ভালবাসত, কেননা তিনি তাদের অগ্রভাগে চলছিলেন।

দাউদের বিবাহ

[১৭] শৌল দাউদকে বললেন, 'এই যে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরাব, তাকে আমি তোমার স্ত্রীরূপে দেব; তোমাকে শুধু আমার সেবায় যোদ্ধা হিসাবে থাকতে হবে এবং প্রভুর জন্য সংগ্রাম করতে হবে।' আসলে শৌল ভাবছিলেন, 'আমার হাত তার বিরুদ্ধ হওয়ার চেয়ে ফিলিস্তিনিদেরই হাত তার বিরুদ্ধ হোক!' [১৮] উত্তরে দাউদ শৌলকে বললেন, 'আমি কে, আমার বংশ কি, ইস্রায়েলের মধ্যে আমার পিতার গোত্রই বা কি যে আমি রাজার জামাই হই?' [১৯] কিন্তু দেখ, শৌলের মেয়ে মেরাবকে দাউদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার সময় এলে মেয়েটিকে মেহোলাথীয় আদ্রিয়েলকে দেওয়া হল।

[২০] এদিকে শৌলের কন্যা মিখাল দাউদের প্রতি প্রেমে পড়লেন; লোকেরা শৌলকে কথাটা জানালে তিনি তাতে খুশি হলেন। [২১] শৌল বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তাকে মেয়েটিকে দেব; সে তার জন্য একটা ফাঁদ হোক, যেন ফিলিস্তিনিদের হাত তার উপরে পড়ে!' শৌল দু'বারই দাউদকে বললেন, 'তুমি আজ আমার জামাই হবে।' [২২] শৌল তাঁর অনুচারীদের এই হুকুম দিলেন, 'তোমরা গোপন আলাপে দাউদকে একথা বল: দেখ, রাজা তোমাতে প্রীত; তুমি তাঁর সমস্ত অনুচারীদের ভালবাসার পাত্র; তাই রাজার জামাই হও।' [২৩] শৌলের অনুচারীরা দাউদের কানে এই কথা শোনালেন। দাউদ উত্তরে বললেন, 'রাজার জামাই হওয়া আপনাদের কাছে সামান্য ব্যাপার কি? আমি তো গরিব মানুষ, নিম্নাবস্থার লোক।' [২৪] শৌলের অনুচারীরা তাঁকে কথাটা জানিয়ে বললেন, 'দাউদ এই ধরনের উত্তর দিয়েছেন।'

[২৫] তখন শৌল বললেন, 'তোমরা দাউদকে একথা বল: রাজা কিছুই যৌতুক দাবি করছেন না, রাজার শত্রুদের উপরে প্রতিশোধস্বরূপ তিনি কেবল ফিলিস্তিনিদের একশ'টা লিঙ্গের অগ্রচর্ম চাচ্ছেন।' শৌল ভাবছিলেন, 'ফিলিস্তিনিদের হাত দ্বারা দাউদের

পতন হবে।’ [২৬] তাঁর অনুচারীরা দাউদকে সেই কথা জানালে দাউদ রাজ-জামাই হবার সেই শর্ত পছন্দ করলেন। নির্ধারিত দিনগুলি তখনও কাটেনি, [২৭] এমন সময় দাউদ তাঁর লোকদের সঙ্গে উঠে গিয়ে ফিলিস্তিনিদের দু’শোজনকেই মেরে ফেললেন; পরে রাজ-জামাই হবার জন্য দাউদ তাদের লিঙ্গের অগ্রচর্ম এনে রাজার সামনে সেগুলো গুনে দেখালেন। তখন শৌল তাঁর সঙ্গে নিজ মেয়ে মিখালের বিবাহ দিলেন।

[২৮] শৌল না দেখে পারছিলেন না যে, প্রভু দাউদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এবং তাঁর নিজের মেয়ে মিখাল তাঁকে ভালবাসেন। [২৯] এতে শৌল দাউদের বিষয়ে আরও ভীত হলেন, আর শৌল দাউদের আজীবন শত্রু হলেন। [৩০] ফিলিস্তিনিদের জননায়কেরা এদিক ওদিক লুট করতে বেরিয়ে পড়তে লাগলেন; কিন্তু যতবার বেরিয়ে গেলেন, ততবার শৌলের অনুচারীদের মধ্যে বিশেষভাবে দাউদই অধিক সফল ছিলেন, আর এইভাবে তাঁর সুনাম হল।

দাউদের পক্ষে যোনাথান

১৯ [১] শৌল দাউদকে বধ করার ব্যাপারে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত নিজ সন্তান যোনাথানকে ও তাঁর সমস্ত অনুচারীকে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু দাউদ শৌলের সন্তান যোনাথানের প্রিয়পাত্র ছিলেন। [২] যোনাথান দাউদকে ব্যাপারটা জানিয়ে বললেন, ‘আমার পিতা শৌল তোমাকে বধ করার চেষ্টায় আছেন। সুতরাং আগামীকাল ভোর থেকে তুমি সাবধান থাক, গোপন এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে লুকিয়ে থাক। [৩] আমি বেরিয়ে এসে, তুমি যেখানে থাকবে, সেই খোলা মাঠে আমার পিতার পাশে দাঁড়াব ও তোমার পক্ষে পিতার কাছে কথা বলব। অবস্থা-পরিস্থিতি বুঝে তোমাকে জানাব।’

[৪] যোনাথান তাঁর পিতা শৌলের কাছে দাউদের পক্ষে কথা বললেন; তাঁকে বললেন, ‘রাজা তাঁর দাস দাউদের বিষয়ে অপরাধী না হোন; সে তো আপনার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করেনি, বরং তার যত কাজ আপনার খুবই সুবিধাজনক হল। [৫] সে তো প্রাণ হাতের মুঠোয় করে সেই ফিলিস্তিনিকে আঘাত করল, আর প্রভু গোটা ইস্রায়েলের পক্ষে মহা ত্রাণকর্ম সাধন করলেন; তা দেখে আপনি নিজে আনন্দিত হয়েছিলেন। সুতরাং এখন অকারণে দাউদকে বধ করায় কেন আপনি নির্দোষীর রক্তপাত

করে পাপ করবেন?’ [৬] শৌল যোনাথানের কথায় কান দিলেন; তিনি এই বলে শপথ করলেন, ‘জীবনময় প্রভুর দিব্যি! তাকে বধ করা হবে না!’ [৭] যোনাথান দাউদকে ডাকলেন এবং এই সমস্ত কথা তাঁকে জানিয়ে দিলেন। পরে যোনাথান দাউদকে শৌলের কাছে আনলেন, আর তিনি আগের মত তাঁর পরিচর্যায় থাকলেন।

দাউদের প্রাণনাশে শৌলের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা

[৮] আবার যুদ্ধ বেধে গেল, আর দাউদ বেরিয়ে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগলেন; তিনি তাদের পরাস্ত করে এমন দারুণ হত্যাকাণ্ড ঘটালেন যে, তারা তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে গেল। [৯] কিন্তু প্রভু থেকে আগত এক অমঙ্গলকর আত্মা শৌলকে দখল করল: শৌল নিজের ঘরে বসে ছিলেন, তাঁর হাতে তাঁর বর্শা ছিল; আর দাউদ বীণা বাজাচ্ছিলেন, [১০] এমন সময় শৌল বর্শা দিয়ে দাউদকে দেওয়ালের গায়ে বিঁধিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি শৌলের সামনে থেকে সরে যাওয়ায় তাঁর বর্শা দেওয়ালে ঢুকে গেল, এবং দাউদ পালিয়ে সেই রাতের মত রক্ষা পেলেন।

মিখাল দ্বারা দাউদকে উদ্ধার

[১১] শৌল দাউদের বাড়িতে নানা দূত পাঠালেন, যেন তারা তাঁর উপর চোখ রাখে ও পরদিন সকালে তাঁকে বধ করে। কিন্তু দাউদের স্ত্রী মিখাল তাঁকে ব্যাপারটা জানিয়ে বললেন, ‘তুমি যদি এরাতে নিজেকে না বাঁচাও, তবে কাল মারা পড়বে।’ [১২] মিখাল জানালা দিয়ে দাউদকে নামিয়ে দিলেন; তাই তিনি দৌড়ে পালিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন। [১৩] তখন মিখাল একটা ঠাকুরের মূর্তি নিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখলেন, এবং তার মাথায় কিছুটা ছাগলোম দিয়ে সবকিছু একটা লেপ দিয়ে ঢেকে রাখলেন।

[১৪] শৌল দাউদকে গ্রেপ্তার করতে দূতদের পাঠালে মিখাল বললেন, ‘তিনি অসুস্থ।’ [১৫] শৌল দাউদকে দেখতে পুনরায় দূতদের পাঠিয়ে দিলেন, তাদের এই হুকুম দিলেন, ‘তাকে খাটে করে আমার কাছে আন, যাতে আমি তাঁর মৃত্যু ঘটাই।’ [১৬] দূতেরা ফিরে গেল, আর দেখ, বিছানায় সেই ঠাকুরের মূর্তি রয়েছে, আর তার মাথায় কিছুটা ছাগলোম! [১৭] শৌল মিখালকে বললেন, ‘তুমি আমাকে কেন এইভাবে প্রবঞ্চনা করলে ও আমার শত্রুকে পালাতে দিলে সে যেন নিষ্কৃতি পায়?’ উত্তরে

মিখাল শৌলকে বললেন, 'তিনি বলেছিলেন, আমাকে যেতে দাও, নইলে আমি তোমাকে বধ করব।'

রামায় শৌল ও দাউদ

[১৮] তাই দাউদ পালিয়ে গিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন। তিনি রামায় শামুয়েলের কাছে গিয়ে নিজের প্রতি শৌল যে কেমন ব্যবহার করেছিলেন, সেইসব কথা তাঁকে জানালেন; পরে দাউদ ও শামুয়েল গিয়ে একসঙ্গে নাওথে বাস করতে লাগলেন। [১৯] শৌলকে একথা জানানো হল: 'দেখুন, দাউদ রামার কাছে, নাওথে, থাকেন।' [২০] তখন শৌল দাউদকে ধরার জন্য দূতদের পাঠালেন, কিন্তু যখন তারা নবী-সম্প্রদায়ের নবীদের আত্মহারা হয়ে ভাববাণী দিতে ও তাদের নেতারূপে শামুয়েলকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, তখন পরমেশ্বরের আত্মা শৌলের দূতদের উপর এল আর তারাও আত্মহারা হয়ে ভাববাণী দিতে লাগল। [২১] কথাটি শৌলকে বলা হলে তিনি অন্য দূতদের পাঠালেন, কিন্তু তারাও আত্মহারা হয়ে ভাববাণী দিতে লাগল। তৃতীয়বারের মত শৌল দূতদের পাঠালেন, কিন্তু তারাও আত্মহারা হয়ে ভাববাণী দিতে লাগল। [২২] শেষে শৌল নিজেও রামায় গেলেন, এবং সেখুতে যে বড় কুয়ো আছে, সেটার কাছে এসে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শামুয়েল ও দাউদ কোথায়?' কে যেন একজন বলল, 'দেখুন, তাঁরা রামার কাছে, নাওথে, আছেন।' [২৩] তখন শৌল রামার কাছে নাওথের দিকে গেলেন, কিন্তু পরমেশ্বরের আত্মা তাঁর উপরেও এল, তাই রামার কাছে নাওথে এসে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি আত্মহারা হয়ে যেতে যেতে ভাববাণী দিলেন। [২৪] তিনিও নিজ পোশাক খুলে ফেললেন, তিনিও শামুয়েলের সাক্ষাতে আত্মহারা হয়ে ভাববাণী দিলেন; আর শেষে সারাদিন সারারাত ধরে বিবস্ত্র অবস্থায় মাটিতে পড়ে রইলেন। এজন্য লোকে বলে, 'শৌলও কি নবীদের মধ্যে একজন?'

যোনাথানের সাহায্যে দাউদের পলায়ন

২০ [১] দাউদ গোপনে রামার নাওথ ছেড়ে যোনাথানের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, 'আমি কী করেছি? আমার অপরাধ কী? তোমার পিতার কাছে আমার দোষ কী যে তিনি

এমনভাবেই আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছেন?’ [২] যোনাথান উত্তর দিলেন, ‘এমনটি না হোক! তুমি মরবে না। দেখ, আমার পিতা আমাকে না বলে ছোট কি বড় কিছুই করেন না; তবে তিনি কেন আমার কাছ থেকে এই ব্যাপারটা গোপন রাখবেন? না, না, ব্যাপারটা কিছু নয়!’ [৩] কিন্তু দাউদ দিব্যি দিয়ে আবার বললেন, ‘তোমার পিতা ভালই জানেন যে, আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র; এজন্য তিনি বলেন: একথা যোনাথানের কাছে অজানাই থাকুক, যেন তাঁর দুঃখ না হয়। কিন্তু জীবনময় প্রভুর দিব্যি, ও তোমার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমার ও মৃত্যুর মধ্যে এক পা-মাত্রই ব্যবধান।’ [৪] তখন যোনাথান দাউদকে বললেন, ‘তোমার প্রাণ যা বলে, আমি তোমার জন্য তা নিশ্চয়ই করব!’ [৫] দাউদ যোনাথানকে বললেন, ‘দেখ, আগামীকাল অমাবস্যা, আমাকে রাজার সঙ্গে ভোজে বসতে হবে; তোমাকে কিন্তু আমাকে যেতে দিতে হবে, আমি তৃতীয় দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা মাঠে লুকিয়ে থাকব। [৬] যদি তোমার পিতা আমাকে খোঁজ করেন, তুমি বলবে: দাউদ তার শহর বেথলেহেমে শীঘ্রই যাবার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে, কেননা সেখানে তার সমস্ত গোত্রের জন্য বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠান হওয়ার কথা। [৭] তিনি যদি বলেন, ভাল, তবে তোমার এই দাস নিশ্চিন্ত থাকতে পারে; অপরদিকে তিনি যদি রেগে ওঠেন, তবে তুমি বুঝবে, তিনি আমার অমঙ্গল ঘটাবেন বলে স্থির করেছেন। [৮] সুতরাং তুমি তোমার এই দাসের প্রতি তোমার সহৃদয়তা দেখাও, কেননা তুমি তোমার এই দাসকে তোমার নিজের সঙ্গে প্রভুর নামে এক সন্ধিতে আবদ্ধ করতে চেয়েছ। আমার কোন অপরাধ থাকলে তবে তুমিই আমাকে মেরে ফেল; কিন্তু কোন্ কারণেই বা তুমি তোমার পিতার কাছে আমাকে নিয়ে যাবে?’ [৯] যোনাথান উত্তর দিলেন, ‘তোমার প্রতি এমনটি না ঘটুক; বরং আমি যদি নিশ্চিত জানতে পারি যে, আমার পিতা তোমার অমঙ্গল ঘটাবেন বলে স্থির করেছেন, তবে কি তোমাকে তা বলে দেব না?’ [১০] দাউদ যোনাথানকে বললেন, ‘তোমার পিতা তোমাকে উগ্র উত্তর দিলে, কে আমাকে কথাটা জানাবে?’ [১১] উত্তরে যোনাথান দাউদকে বললেন, ‘চল, আমরা খোলা মাঠে বেরিয়ে যাই।’ আর তাঁরা দু’জনে খোলা মাঠে বেরিয়ে গেলেন।

[১২] তখন যোনাথান দাউদকে বললেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুই সাক্ষী! আগামীকাল বা পরশুদিন প্রায় এই সময়ে আমার পিতার মন বুঝতে চেষ্টা করব; দেখ, দাউদের পক্ষে মঙ্গল বুঝলে আমি যদি তখনই তা তোমার কাছে জানাবার জন্য লোক না পাঠাই, [১৩] তবে প্রভু যোনাথানকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও বড় শাস্তিও দিন! কিন্তু যদি আমার পিতার মন বলে, তিনি তোমার বিষয়ে অমঙ্গল স্থির করবেন, তবে আমি কথাটা জানিয়ে তোমাকে যেতে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাবে আর প্রভু যেমন আমার পিতার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তেমনি তোমার সঙ্গে সঙ্গেও থাকবেন। [১৪] আমি যতদিন জীবিত থাকি, তুমি ততদিন আমার প্রতি প্রভুর সহৃদয়তা দেখাও; যদি মরি, [১৫] তুমি আমার কুলের প্রতি তোমার সহৃদয়তা কখনও ফিরিয়ে নিয়ো না; যখন প্রভু দাউদের প্রতিটি শত্রুকে পৃথিবীর বুক থেকে উচ্ছিন্ন করবেন, [১৬] তখন যোনাথানের নাম যেন দাউদের কুল থেকে উচ্ছিন্ন না হয়: প্রভু দাউদের কাছে, এমনকি তাঁর শত্রুদের কাছে এর হিসাব চাইবেন।' [১৭] যোনাথান দাউদের কাছে নিজের শপথ পুনর্বহাল করলেন, কেননা তিনি দাউদকে ভালবাসতেন, নিজেরই মত তাঁকে ভালবাসতেন।

[১৮] যোনাথান দাউদকে বললেন, 'আগামীকাল অমাবস্যা, আর তোমার আসন শূন্য থাকায় তোমার অনুপস্থিতি লক্ষ করা হবে; [১৯] আগামীকালের পরদিন তোমার অনুপস্থিতি খুবই স্পষ্ট হবে, আর সেই কাজের দিনে তুমি যেখানে লুকিয়েছিলে, সেখানে, সেই এজেল পাথরে, তোমাকে থাকতে হবে। [২০] আমি লক্ষ্য বিঁধিয়ে দেওয়ার ছলে তিনটে তীর সেদিকে ছুড়ব; [২১] পরে তীরগুলো কুড়িয়ে আনতে আমার দাস পাঠাব। আমি যদি দাসকে বলি, ওই দেখ, তীর তোমার ওদিকে, তা তুলে আন, তবে তুমি এসো; কেননা—জীবনময় প্রভুর দিব্যি!—তোমার পক্ষে সবই মঙ্গল, ভয় করার কিছু নেই; [২২] কিন্তু যদি দাসকে বলি, ওই দেখ, তীর তোমার সামনের দিকে, তবে তুমি চলে যাও, কেননা প্রভু নিজেই তোমাকে বিদায় দিচ্ছেন। [২৩] আর দেখ, তোমার ও আমার এই সমস্ত কথার বিষয়ে প্রভু যুগে যুগে আমার ও তোমার মধ্যে সাক্ষী।'

[২৪] তাই দাউদ খোলা মাঠে লুকিয়ে রইলেন; আর অমাবস্যা এলে রাজা খেতে বসলেন। [২৫] রাজা যথারীতি তাঁর নিজের আসন, অর্থাৎ দেওয়ালের গায়ের আসনটা নিলেন, যোনাথান তাঁর বিপরীতে আসন নিলেন, এবং আব্নের শৌলের পাশে বসলেন,

কিন্তু দাউদের আসন শূন্যই থাকল। [২৬] তবু সেদিন শৌল কিছুই বললেন না, ভাবলেন, 'বুঝি, তার কিছু হয়েছে; হয় তো সে শুচি নয়; হ্যাঁ, ঠিক তাই, সে অশুচি অবস্থায় আছে।' [২৭] কিন্তু পরদিনে, মাসের দ্বিতীয় দিনে, দাউদের স্থান শূন্য থাকায় শৌল তাঁর সন্তান যোনাথানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যেসের ছেলে গতকাল ও আজ ভোজে আসেনি কেন?' [২৮] যোনাথান শৌলকে উত্তরে বললেন, 'দাউদ বেথলেহেমে যাবার জন্য সাধাসাধি করে আমাকে যথেষ্টই অনুরোধ করেছিল; [২৯] সে বলল: অনুগ্রহ করে আমাকে যেতে দাও, কেননা শহরে আমাদের গোত্রের একটা যজ্ঞানুষ্ঠান হওয়ার কথা, এবং আমার ভাই নিজেই আমাকে যেতে আজ্ঞা করেছেন। সুতরাং, আমার অনুরোধ, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, তবে আমি গিয়ে আমার ভাইদের দেখে আসি। এজন্য সে রাজার টেবিলে খেতে আসেনি।' [৩০] যোনাথানের উপরে শৌলের ক্রোধ জ্বলে উঠল, তিনি তাঁকে বললেন, 'হে বাঁকা বিদ্রোহিণী স্ত্রীলোকের ছেলে! আমি কি জানি না যে, তোমার নিজের লজ্জা ও তোমার মায়ের অসম্মান ঘটাতেই তুমি যেসের ছেলের পক্ষপাত কর? [৩১] কেননা যেসের ছেলে যতদিন পৃথিবীতে থাকবে, ততদিন তুমি নিরাপদ হবে না, তোমার রাজ্যও নিরাপদ হবে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে তাকে আমার কাছে আন, কারণ সে মৃত্যুর যোগ্য।' [৩২] যোনাথান উত্তরে তাঁর পিতা শৌলকে বললেন, 'সে কেন মরবে? সে কী করেছে?' [৩৩] তখন শৌল তাঁকে আঘাত করার জন্য বর্শা হাতে ধরলেন; এতে যোনাথান বুঝতে পারলেন: তাঁর পিতা দাউদকে বধ করার জন্য স্থিরসঙ্কল্পবদ্ধ। [৩৪] যোনাথান অধিক ক্রুদ্ধ হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, নতুন মাসের সেই দ্বিতীয় দিনে তিনি কিছুই খেলেন না। হ্যাঁ, তিনি দাউদের খাতিরে দুঃখভোগ করছিলেন, তাছাড়া তাঁর পিতা তাঁকে অপমান করেছিলেন।

[৩৫] পরদিন সকালে যোনাথান দাউদের সঙ্গে স্থির করা সময়ে খোলা মাঠে গেলেন; তাঁর সঙ্গে যুবক একটা দাস ছিল। [৩৬] তিনি দাসকে বললেন, 'আমি কয়েকটা তীর ছুড়তে যাচ্ছি, তুমি দৌড়ে গিয়ে তা কুড়িয়ে আন।' দাস দৌড় দিলে তিনি তার অগ্রে তীর ছুড়লেন। [৩৭] দাস যোনাথানের ছোড়া তীরের জায়গায় পৌঁছলে যোনাথান দাসের দিকে চিৎকার করে বললেন, 'তীরটা কি তোমার সামনের দিকে নয়?'

[৩৮] আবার যোনাথান দাসের দিকে চিৎকার করে বললেন, ‘শীঘ্রই দৌড়ে এসো, এদিক ওদিক থেমো না!’ আর যোনাথানের সেই দাস তীরগুলো কুড়িয়ে প্রভুর কাছে ফিরিয়ে আনল। [৩৯] দাস কিছুই অনুভব করল না, কেবল যোনাথান ও দাউদ ব্যাপারটা জানতেন।

[৪০] তখন যোনাথান তীর ও ধনুক সবই দাসকে দিয়ে বললেন, ‘এগুলি শহরে নিয়ে যাও।’ [৪১] দাস যাওয়ামাত্র দাউদ দক্ষিণদিক থেকে উঠে এসে তিনবার মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে প্রণিপাত করলেন; তাঁরা দু’জনে একে অন্যকে চুম্বন করলেন ও অঝোরে চোখের জল ফেললেন—কিন্তু দাউদই বেশি চোখের জল ফেললেন। [৪২] শেষে যোনাথান দাউদকে বললেন, ‘শান্তিতে যাও, আমরা দু’জন তো প্রভুর নামেই শপথ করেছি। প্রভু আমার ও তোমার সঙ্গে থাকুন, আমার বংশের ও তোমার বংশের সঙ্গে থাকুন—চিরকাল ধরে।’

২১ [১] দাউদ উঠে রওনা হলেন, আর যোনাথান শহরে ফিরে গেলেন।

নোবে দাউদ ও আহিমেলেখ যাজক

[২] দাউদ আহিমেলেখ যাজকের কাছে নোবে গেলেন; আহিমেলেখ অস্থির হয়ে দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে এসে তাঁকে বললেন, ‘আপনি একা কেন? আপনার সঙ্গে কেউ নেই কেন?’ [৩] দাউদ উত্তরে আহিমেলেখ যাজককে বললেন, ‘রাজা একটা দায়িত্ব দিয়ে আমাকে বলেছেন: এই ব্যাপারে যে বিষয়ে আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি ও যে বিষয়ে তোমাকে হুকুম দিলাম, কেউই যেন তার কিছু না জানে। আমি আমার সঙ্গী লোকদের অমুক জায়গায় আসতে বলেছি। [৪] তবু এখন যদি দেওয়ার মত আপনার হাতে পাঁচটা রুটি থাকে, বা যাই থাকে, তা আমাকে দিন।’ [৫] যাজক দাউদকে উত্তরে বললেন, ‘দেওয়ার মত আমার হাতে সাধারণ রুটি নেই, কেবল পবিত্রীকৃত রুটিই আছে —অবশ্য যদি আপনার যুবকেরা কমপক্ষে স্ত্রীলোক থেকে নিজেদের সংযত রেখে থাকে।’ [৬] দাউদ যাজককে বললেন, ‘নিশ্চয়! একসময় আমি যখন যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে যেতাম, তখনকার মত এবারও আমরা স্ত্রীলোক থেকে সংযত থাকতে বাধ্য; হ্যাঁ, যুবকদের সমস্ত ব্যাপার সেই সময় পবিত্র অবস্থায় ছিল, আর এই যাত্রা প্রকৃত পবিত্র

যাত্রা না হলেও, তবু যাত্রাটা আজ সত্যিই এই ব্যাপারে পবিত্রীকৃত হচ্ছে।’ [৭] তখন যাজক তাঁকে পবিত্রীকৃত রুটি দিলেন, কারণ সেখানে অন্য রুটি ছিল না, প্রভুর উপস্থিতির সামনে থেকে তুলে নেওয়া কেবল সেই নিত্য-ভোগ-রুটিই ছিল, যা তুলে নেওয়ার দিনে নতুন রুটি রাখার জন্য তুলে নেওয়া হয়।

[৮] সেদিন কিন্তু শৌলের কর্মচারীদের মধ্যে এদোমীয় দোয়েগ নামে একজন প্রভুর সাক্ষাতে আবদ্ধ হয়ে সেখানে ছিল, সে ছিল শৌলের প্রধান রাখাল।

[৯] দাউদ আহিমেলেখকে বললেন, ‘এখানে দেওয়ার মত আপনার হাতে কি কোন বর্শা বা খড়্গা আছে? কেননা রাজার এই বিশেষ কাজ এত জরুরী ছিল যে, আমি আমার নিজের খড়্গা বা অন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে আনিনি।’ [১০] যাজক উত্তর দিলেন, ‘দেখুন, তার্পিন উপত্যকায় আপনি যাকে মেরে ফেলেছিলেন, সেই ফিলিস্তিনি গলিয়াথের খড়্গা আছে; তা এফোদের পিছনে ওইখানে কাপড়ে জড়ানো রয়েছে; নিতে চাইলে নিন, কারণ এখানে ওটা ছাড়া আর কোন খড়্গা নেই।’ দাউদ বললেন, ‘ওটার মত আর কিছুই নেই! ওটাকে আমাকে দিন।’

ফিলিস্তিনিদের দেশে দাউদ

[১১] সেদিন দাউদ উঠে শৌলের কারণে পালিয়ে গাথের রাজা আখিসের কাছে গেলেন। [১২] আখিসের অনুচারীরা তাঁকে বলল, ‘এই লোক কি দেশের রাজা দাউদ নয়? লোকে কি নেচে নেচে এরই বিষয়ে একসুরে গেয়ে বলত না:

শৌলের আঘাতে পড়ল হাজার হাজার প্রাণ,
দাউদের আঘাতে লক্ষ লক্ষ প্রাণ?’

[১৩] দাউদ একথার কারণে উদ্বিগ্ন হলেন, গাথের রাজা আখিসকেও যথেষ্ট ভয় পেলেন। [১৪] তখন তিনি ওদের চোখের সামনে পাগলের মত ব্যবহার করতে ও ওদের হাতে ক্ষিপ্ত লোকের মত ব্যবহার করতে লাগলেন: তিনি নগরদ্বারের পাল্লা আঁচড়াতেন ও নিজের দাড়ির উপরে লালা ঝরতে দিতেন। [১৫] এতে আখিস তাঁর অনুচারীদের বললেন, ‘দেখ, তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছ, লোকটা পাগল; তবে একে আমার কাছে কেন আনলে? [১৬] আমার কি পাগল লোকের অভাব আছে যে,

তোমরা একেও আমার সামনে পাগলামি করতে এনেছ? তেমন লোক কি আমার ঘরে আসবে?'

অসন্তুষ্ট লোকদের নেতা দাউদ

২২ [১] সেখান থেকে রওনা হয়ে দাউদ আদুল্লাম গুহাতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর সমস্ত পিতৃকুল কথাটা শুনে সেখানে তাঁর কাছে গেল। [২] তখন দুর্দশাগ্রস্ত, ঋণী ও অসন্তুষ্ট যত লোক তাঁর কাছে এসে জড় হল, আর তিনি তাদের নেতা হলেন; এইভাবে প্রায় চারশ' লোক তাঁর সঙ্গী হল।

[৩] দাউদ সেখান থেকে রওনা হয়ে মোয়াবে অবস্থিত মিস্পাতে গিয়ে মোয়াব-রাজকে বললেন, 'দোহাই আপনার, পরমেশ্বর আমার বিষয়ে যে কী করতে চান, আমি তা না জানা পর্যন্ত আপনি আমার পিতামাতাকে আপনাদের এইখানে থাকতে দিন।' [৪] তিনি তাঁদের মোয়াব-রাজের সামনে নিয়ে এলেন, আর যতদিন দাউদ সেই দুর্গে থাকলেন, ততদিন তাঁরা সেই রাজার সঙ্গে থাকলেন।

[৫] তবু নবী গাদ দাউদকে বললেন, 'তুমি এই দুর্গে আর থেকো না, রওনা হয়ে যুদা দেশে যাও।' তাই দাউদ রওনা হয়ে হেরেথ বনে চলে গেলেন।

নোবের যাজকদের হত্যাকাণ্ড

[৬] যেসময়ে শৌল জানতে পারলেন যে, দাউদের ও তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ পাওয়া গেছে, সেসময়ে শৌল গিবেয়াতে, উচ্চস্থানটির ঝাউগাছের তলে বসে ছিলেন, তাঁর হাতে ছিল তাঁর বর্শা ও তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর সমস্ত পরিষদ। [৭] তখন শৌল, তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা যে অনুচারীরা ছিল, তাঁদের বললেন, 'হে বেঞ্জামিনীয়েরা, শোন। যেসের ছেলে কি তোমাদের প্রত্যেকজনকেই জমি ও আঙুরখেত দেবে? কিংবা সে কি তোমাদের সকলকেই সহস্রপতি ও শতপতি করবে যে, [৮] তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছ? যেসের ছেলের সঙ্গে আমার ছেলে যে সন্ধি করেছে, তার কথা কেউ আমাকে জানায়নি; আমার জন্য চিন্তিত হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই; আরও, কেউই আমাকে একথা বলেনি যে, আমার বিরুদ্ধে মতলব খাটাবার জন্য

আমার ছেলে আমার নিজের দাসকেও উস্কিয়ে দিয়েছিল—যেমনটি আজ ঘটছে!’ [৯] শৌলের অনুচারীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল যে এদোমীয় দোয়েগ, সে তখন বলল, ‘আমি নোবে আহিতুবের সন্তান আহিমেলেখের কাছে যেসের ছেলেকে যেতে দেখেছিলাম; [১০] আর সেই লোক তার বিষয়ে প্রভুর অভিমত যাচনা করল, তাকে খাবার দিল ও ফিলিস্তিনি গলিয়াথের খড়্গাও দিল।’

[১১] রাজা সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে আহিতুবের সন্তান আহিমেলেখ যাজককে ও তাঁর সমস্ত পিতৃকুলকে, অর্থাৎ নোব-অধিবাসী যাজকদের ডাকিয়ে আনলেন, আর তাঁরা সকলে রাজার কাছে এলেন। [১২] শৌল বললেন, ‘হে আহিতুবের সন্তান, শোন।’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘প্রভু আমার, এই যে আমি।’ [১৩] শৌল তাঁকে বললেন, ‘তুমি ও যেসের ছেলে আমার বিরুদ্ধে কেন চক্রান্ত করলে? হ্যাঁ, তুমি তাকে রুটি ও খড়্গা দিয়েছ এবং তার বিষয়ে পরমেশ্বরের অভিমত যাচনা করেছ সে যেন আমার বিরুদ্ধে উঠে বিদ্রোহ করে—যেমনটি আজ ঘটছে।’ [১৪] আহিমেলেখ রাজাকে উত্তর দিয়ে বললেন, ‘আপনার সমস্ত অনুচারীদের মধ্যে দাউদের মত বিশ্বস্ত কে আছে? তিনি তো রাজার জামাই, আপনার সৈন্যদলের সেনাপতি ও আপনার বাড়িতে সম্মাননীয় ব্যক্তি। [১৫] আমি কি এই প্রথমবার তাঁর বিষয়ে পরমেশ্বরের অভিমত যাচনা করেছি? দূরের কথা! মহারাজ আপনার এই দাসকে ও আমার সমস্ত পিতৃকুলকে দোষ আরোপ করবেন না, কেননা আপনার দাস এই ব্যাপারে অল্প কি বেশি কিছুমাত্রই জানে না।’ [১৬] কিন্তু রাজা বললেন, ‘হে আহিমেলেখ, তোমাকে ও তোমার সমস্ত পিতৃকুলকে মরতে হবে!’ [১৭] তাঁর চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাঁর সেই গুপ্তচরদের রাজা বললেন, ‘এগিয়ে এসো, প্রভুর এই যাজকদের প্রাণে মার, কেননা এরাও দাউদকে সহযোগিতা করেছে, এবং সে যে পালিয়ে যাচ্ছিল তা জেনেও আমাকে কথাটা বলেনি।’ কিন্তু প্রভুর যাজকদের আঘাত করার জন্য হাত বাড়াতে রাজার অনুচারীরা রাজি হল না।

[১৮] তখন রাজা দোয়েগকে বললেন, ‘এগিয়ে এসো, এই যাজকদের তুমিই প্রাণে মার।’ এদোমীয় দোয়েগ এগিয়ে এল ও নিজের হাতে যাজকদের প্রাণে মেরে সেদিন ক্ষোম-সুতোর এফোদ-সজ্জিত পঁচাশিজনকে বধ করল। [১৯] পরে শৌল যাজকদের

শহর সেই নোব খড়্গের আঘাতে আঘাত করলেন: স্ত্রীলোক ও পুরুষলোক, বালক ও দুধের শিশু, এমনকি বলদ, গাধা ও মেষ সবই খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারলেন।

[২০] আহিতুবের সন্তান আহিমেলেখের একটিমাত্র ছেলে নিষ্কৃতি পেলেন, তাঁর নাম আবিয়াথার। তিনি গিয়ে দাউদের কাছে আশ্রয় নিলেন। [২১] আবিয়াথার দাউদকে একথা জানালেন যে, শৌল প্রভুর যাজকদের বধ করেছেন। [২২] দাউদ আবিয়াথারকে বললেন, 'এদোমীয় দোয়েগ সেদিন সেই জায়গায় উপস্থিত হওয়ায় আমি বুঝেছিলাম যে, সে নিশ্চয়ই শৌলকে সবকিছু জানিয়ে দেবে। তোমার পিতৃকুলের সমস্ত প্রাণীর হত্যাকাণ্ডের জন্য আমিই দায়ী! [২৩] তুমি আমার সঙ্গে থাক, ভয় করো না, কেননা যে তোমার প্রাণনাশের চেষ্টা করছে, সে আমারই প্রাণনাশের চেষ্টা করছে; আমার সঙ্গে তুমি নিরাপদ হবে।'

কেইলা ও হোর্সাতে দাউদ

২৩ [১] দাউদকে একথা জানানো হল, 'দেখুন, ফিলিস্তিনিরা কেইলা অবরোধ করছে ও সমস্ত খামারের যত শস্য লুট করে নিচ্ছে।' [২] দাউদ প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন, 'আমি কি যাব? ওই ফিলিস্তিনিদের আঘাত করতে পারব?' প্রভু দাউদকে বললেন, 'যাও, তুমি সেই ফিলিস্তিনিদের আঘাত করবে ও কেইলা ত্রাণ করবে।' [৩] কিন্তু দাউদের লোকেরা তাঁকে বলল, 'দেখুন, আমাদের এই যুদা দেশেও ভয় করার যথেষ্ট কিছু আছে, তবে কেইলাতে ফিলিস্তিনিদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে গিয়ে ভয় করার আর কত কিছু না থাকবে!'

[৪] দাউদ আবার প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন, আর প্রভু তাঁকে বললেন, 'ওঠ, কেইলাতে যাও, কেননা আমি ফিলিস্তিনিদের তোমার হাতে তুলে দেব।' [৫] দাউদ ও তাঁর লোকেরা কেইলাতে গেলেন এবং ফিলিস্তিনিদের আক্রমণ করলেন, তাদের পশুধন কেড়ে নিলেন ও তাদের মহাসংহারে সংহার করলেন। এইভাবে দাউদ কেইলার অধিবাসীদের ত্রাণ করলেন।

[৬] আহিমেলেখের সন্তান আবিয়াথার যখন কেইলাতে দাউদের কাছে পালিয়ে আসেন, তখন তিনি এফোদটি হাতে করে এসেছিলেন। [৭] দাউদ কেইলাতে এসেছেন,

একথা শুনতে পেয়ে শৌল বললেন, ‘পরমেশ্বর তাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, কেননা তোরণদ্বার ও অর্গলযুক্ত শহরে প্রবেশ করায় সে আটকে পড়েছে!’ [৮] দাউদকে ও তাঁর লোকদের অবরোধ করার জন্য শৌল কেইলাতে যাবার উদ্দেশ্যে সমস্ত লোককে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। [৯] যখন দাউদ জানতে পারলেন যে, শৌল অমঙ্গল মতলব খাটিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আসছেন, তখন তিনি আবিয়াথার যাজককে বললেন, ‘এফোদটি এখানে আন।’ [১০] দাউদ বললেন, ‘হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার দাস আমি শুনতে পেয়েছি যে, শৌল কেইলাতে এসে আমার কারণে এই শহর উচ্ছেদ করতে তৈরী হচ্ছেন। [১১] কেইলার লোকেরা কি আমাকে তাঁর হাতে তুলে দেবে? তোমার দাস আমি যেমন শুনলাম, সেই কথা অনুসারে শৌল কি সত্যিই আসবেন? হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, দোহাই তোমার, তোমার দাসকে একথা জানাও।’ [১২] প্রভু উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, সে আসবে।’ দাউদ বলে চললেন, ‘কেইলার লোকেরা কি আমাকে ও আমার লোকদের তাঁর হাতে তুলে দেবে?’ প্রভু উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, তুলে দেবে।’ [১৩] তখন দাউদ ও তাঁর লোকেরা—আনুমানিক ছ’শো লোক—উঠে কেইলা থেকে বের হয়ে এদিক ওদিক উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর যখন শৌলকে জানানো হল যে, দাউদ কেইলা থেকে পালিয়ে গেছেন, তখন তিনি পিছটান দিলেন।

[১৪] দাউদ মরুপ্রান্তরে নানা দুর্গম জায়গায় বাস করতে গেলেন, জিফ মরুপ্রান্তরে পাহাড়িয়া অঞ্চলে রইলেন; আর শৌল দিনের পর দিন তাঁকে খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলেন, কিন্তু পরমেশ্বর তাঁকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন না। [১৫] দাউদ তো জানতেন যে, শৌল তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টায় বের হয়ে আসছেন; সেসময়ে দাউদ জিফ মরুপ্রান্তরে, হোর্সাতে, ছিলেন।

[১৬] তখন শৌলের সন্তান যোনাথান উঠে হোর্সাতে দাউদের কাছে গিয়ে পরমেশ্বরে তাঁর সাহস পুনর্জাগরিত করলেন। [১৭] তিনি তাঁকে বললেন, ‘ভয় করো না, আমার পিতা শৌলের হাত তোমার নাগাল পাবে না আর তুমি ইস্রায়েলের উপরে রাজা হবে, এবং আমি তোমার দ্বিতীয় হব। আমার পিতা শৌলও একথা ভালই জানেন।’

[১৮] তাঁরা দু'জনে প্রভুর সামনে একটা সন্ধি স্থির করলেন। পরে দাউদ হোর্সায় থাকলেন আর যোনাথান বাড়ি ফিরে গেলেন।

শৌলের হাত এড়াতে সক্ষম দাউদ

[১৯] কিন্তু জিফের কয়েকটি লোক গিবেয়াতে শৌলকে গিয়ে বলল, 'দেখুন, দাউদ আমাদের কাছে সমভূমির দক্ষিণে হাখিলা পাহাড়ের বনে হোর্সার দৃঢ়দুর্গে লুকিয়ে আছে। [২০] সুতরাং, হে রাজন্, আপনার যখনই নেমে আসবার ইচ্ছা হয়, তখনই নেমে আসুন; রাজার হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া আমাদের কাজ!' [২১] শৌল বললেন, 'প্রভুর আশিসে ধন্য তোমরা! কেননা আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছ। [২২] যাও, আরও তদন্ত কর; এবং সে কোথায় পা বাড়াচ্ছে ও সেখানে কে তাকে দেখেছে, তা ভালোমত জেনে নাও, কারণ দেখ, আমাকে বলা হয়েছে যে, সে অধিক চাতুরির সঙ্গে চলে। [২৩] তাই যে সমস্ত গোপন জায়গায় সে লুকিয়ে থাকে, তা ভালোমত জানতে চেষ্টা কর, পরে আমার কাছে আবার নিশ্চিত খবর নিয়ে এসো; তখনই আমি তোমাদের সঙ্গে যাব, আর সে যদি দেশে থাকে, তবে আমি যুদার সমস্ত সহস্রজনের মধ্যে তার সন্ধান করব।'

[২৪] তারা উঠে শৌলের আগে জিফে গেল, কিন্তু দাউদ ও তাঁর লোকেরা সমভূমির দক্ষিণে আরাবায়, মাওন মরুপ্রান্তরে, ছিলেন। [২৫] শৌল ও তাঁর লোকেরা তাঁর খোঁজে গেলেন, কিন্তু কথাটা দাউদকে জানানো হলে তিনি শৈলে নেমে এলেন এবং মাওন মরুপ্রান্তরে রইলেন। তা শুনে শৌল মাওন মরুপ্রান্তরে দাউদের পিছু পিছু এগিয়ে গেলেন। [২৬] শৌল পর্বতের এক পাশে চলছিলেন, এবং দাউদ ও তাঁর লোকেরা পর্বতের অন্য পাশে চলছিলেন। দাউদ শৌলকে এড়াবার জন্য খুব চেষ্টা করছিলেন, এবং শৌল ও তাঁর লোকেরা দাউদকে ও তাঁর লোকদের ধরবার জন্য তাদের ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করছিলেন [২৭] এমন সময় একজন দূত শৌলের কাছে এসে বলল, 'শীঘ্রই আসুন, কেননা ফিলিস্তিনিরা দেশ দখল করেছে।' [২৮] তখন শৌল দাউদের পিছনে ধাওয়াটা ছেড়ে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলেন। এজন্য সেই জায়গার নাম বিচ্ছেদের শৈল বলে অভিহিত হল।

দাউদ শৌলকে রেহাই দেন

২৪ [১] সেখান থেকে দাউদ উঠে গিয়ে এন্-গেদির দৃঢ়দুর্গে বাস করলেন।
[২] যখন শৌল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা থেকে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে
একথা জানানো হল, 'দাউদ বর্তমানে এন্-গেদির মরুপ্রান্তরে আছেন।' [৩] তাই শৌল
গোটা ইস্রায়েলের মধ্য থেকে তিন হাজার সেরা যোদ্ধা নিয়ে বন্যছাগ-শৈলের পুবদিকে
দাউদের খোঁজে গেলেন। [৪] তিনি পথের ধারে সেই মেষঘেরিতে এসে পৌঁছলেন,
যেখানে একটা গুহা ছিল। শৌল প্রকৃতির ডাকে তার ভিতরে গেলেন, কিন্তু দাউদ ও তাঁর
লোকেরা ঠিক সেই গুহার অন্তঃপ্রান্তে বসে ছিলেন। [৫] দাউদের লোকেরা তাঁকে বলল,
'আজ-ই সেই দিন, যে দিনটির বিষয়ে প্রভু আপনাকে বলেছেন: দেখ, আমি তোমার
শত্রুকে তোমার হাতে তুলে দেব, তখন তুমি যা ভাল মনে করবে তার প্রতি সেইমত
ব্যবহার করবে।' দাউদ উঠে গোপনেই শৌলের আলোয়ানের অঞ্চল কেটে নিলেন।
[৬] কিন্তু দেখ, তা কেটে নেওয়ার পর দাউদের হৃদয় ধুক্ ধুক্ করতে লাগল, কেননা
তিনি শৌলের আলোয়ানের অঞ্চলটা কেটে নিয়েছিলেন। [৭] তিনি তাঁর লোকদের
বললেন, 'আমার প্রভুর প্রতি, প্রভুর তৈলাভিষিক্তজনের প্রতি এমন কর্ম করতে, তাঁর
বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়াতে প্রভু যেন আমাকে না দেন, কেননা তিনি প্রভুর
তৈলাভিষিক্তজন।' [৮] একথা দ্বারা দাউদ তাঁর লোকদের সংযত রাখলেন, তাদের
শৌলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে দিলেন না। তাই শৌল উঠে গুহা থেকে বের হয়ে নিজ
পথে এগিয়ে গেলেন।

[৯] এরপর দাউদও উঠে গুহা থেকে বের হলেন, এবং শৌলের পিছন থেকে ডাক
দিয়ে বললেন, 'হে প্রভু আমার, হে মহারাজ!' শৌল পিছনে চোখ ফেরালে দাউদ
মাটিতে মাথা নামিয়ে প্রণিপাত করলেন। [১০] দাউদ শৌলকে বললেন, 'দাউদ
আপনার অমঙ্গলের চেষ্টায় আছে, মানুষের এমন কথা আপনি কেন শোনেন?
[১১] দেখুন, আপনি আজ স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, আজ এই গুহার মধ্যে প্রভু আপনাকে
আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আপনাকে বধ করতেও আমাকে পরামর্শ দেওয়া
হয়েছিল, কিন্তু আপনার উপরে আমার মমতা হল; আমি বললাম, আমার প্রভুর বিরুদ্ধে
হাত বাড়াব না, কেননা তিনি প্রভুর তৈলাভিষিক্তজন। [১২] পিতা আমার, দেখুন: হ্যাঁ,

আমার হাতে আপনার আলোয়ানের এই অঞ্চল দেখুন; আমি আপনার আলোয়ানের অগ্রভাগ কেটে নিয়েছি বটে, কিন্তু আপনাকে বধ করিনি; তাই আপনি নিশ্চিত হয়ে অনুমান করুন যে আমার মধ্যে হিংসা বা বিদ্রোহের মত কিছুই নেই; আপনার বিরুদ্ধেও কোন অপরাধ করিনি; অথচ আপনি আমার প্রাণ শেষ করার জন্য আমার শিকারে যাচ্ছেন। [১৩] প্রভুই আমার ও আপনার মধ্যে বিচার করুন, ও আপনার ব্যাপারে তিনিই আমার পক্ষ সমর্থন করুন, কিন্তু আমি আমার হাত আপনার বিরুদ্ধে বাড়াব না। [১৪] প্রাচীনদের প্রবাদে বলে: দুর্জনদেরই থেকে দুষ্কর্ম জন্মে, কিন্তু আমি আমার হাত আপনার বিরুদ্ধে বাড়াব না। [১৫] ইস্রায়েলের রাজা কার্ পিছনে বের হয়ে আসছেন? কার্ পিছনেই বা ধাওয়া করে আসছেন? মৃত একটা কুকুরের পিছনে, একটা ছারপোকার পিছনেই! [১৬] প্রভুই বিচারকর্তা হোন, তিনি আমার ও আপনার মধ্যে বিচার করুন; তিনি লক্ষ করুন, আমার পক্ষসমর্থন করুন ও আপনার কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করায় আমার সপক্ষে রায় দিন।'

[১৭] দাউদ শৌলের কাছে এই সমস্ত কথা বলা শেষ করলে শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে দাউদ, সন্তান আমার, এ কি তোমার গলা?' আর শৌল জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন। [১৮] দাউদকে উদ্দেশ করে তিনি বলে চললেন, 'আমার চেয়ে তুমিই ধর্মময়, কেননা তুমি আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করেছ, কিন্তু আমি তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছি। [১৯] আমার প্রতি তোমার ব্যবহার যে কেমন সৎ, তা তুমি আজ দেখিয়েছ, যেহেতু প্রভু আমাকে তোমার হাতে তুলে দিলেও তুমি আমাকে বধ করনি। [২০] মানুষ তার শত্রুকে পেলে কি তাকে শান্তিতে তার পথে যেতে দেয়? আজ তুমি আমার প্রতি যা করেছ, তার প্রতিদানে প্রভু তোমার মঙ্গল করুন। [২১] এখন আমি সত্যিই নিশ্চিত জানি, তুমি রাজা হবেই, আর ইস্রায়েলের রাজ্য তোমার হাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে। [২২] তাই এখন প্রভুর দিব্যি দিয়ে আমার কাছে শপথ কর যে, তুমি আমার পরে আমার বংশ উচ্ছেদ করবে না ও আমার পিতৃকুল থেকে আমার নাম মুছে ফেলবে না।' [২৩] দাউদ শৌলের কাছে শপথ করলেন। শৌল বাড়ি চলে গেলেন, কিন্তু দাউদ ও তাঁর লোকেরা দৃঢ়দুর্গে উঠে গেলেন।

দাউদ ও আবিগাইল

২৫ [১] শামুয়েলের মৃত্যু হল, ও গোটা ইস্রায়েল একত্রে সম্মিলিত হয়ে তাঁর জন্য শোক করল। তাঁকে রামায় তাঁর বাড়িতেই সমাধি দেওয়া হল। পরে দাউদ উঠে পারান মরুপ্রান্তরে গেলেন।

[২] সেসময় মাওনে একজন লোক ছিল, যার সম্পদ কার্মেলে ছিল; সে অধিক বড় লোক: তার তিন হাজার মেষ ও এক হাজার ছাগী ছিল। সেসময়ে লোকটি কার্মেলে তার মেষীদের লোম কাটাচ্ছিল। [৩] লোকটির নাম নাবাল ছিল ও তার স্ত্রীর নাম ছিল আবিগাইল; স্ত্রীলোকটি সুবুদ্ধিসম্পন্না, ও দেখতে সুন্দরী, কিন্তু লোকটি ধূর্ত ও দুশ্চরিত্র; সে ছিল কালেবের বংশজাত।

[৪] নাবাল যে নিজ মেষগুলোর লোম কাটাচ্ছে, দাউদ মরুপ্রান্তরে একথা শুনলেন। [৫] তখন দাউদ দশজন যুবককে পাঠালেন; তাদের দাউদ বললেন, 'তোমরা কার্মেলে উঠে নাবালের কাছে যাও ও আমার নামে তাকে মঙ্গলবাদ জানাও; [৬] আমার ভাইকে তোমরা একথা বলবে, দীর্ঘজীবী হোন! আপনার সমৃদ্ধি হোক, আপনার বাড়ির সমৃদ্ধি হোক, আপনার যা কিছু আছে, তার সমৃদ্ধি হোক! [৭] আমি শুনতে পেলাম, আপনার কাছে লোমকাটিয়েরা আছে। আচ্ছা, আপনার লোমকাটিয়েরা যখন আমাদের মধ্যে ছিল, আমরা তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিনি, এবং যতদিন তারা কার্মেলে ছিল, ততদিন তাদের কিছুই হারায়ওনি। [৮] আপনার যুবকদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা আপনাকে বলবে; তাই এই যুবকেরা আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হোক, কেননা আমরা শুভদিনেই এলাম। বিনয় করি, আপনার দাসদের ও আপনার সন্তান দাউদকে যা কিছু দিতে পারেন তাই দিন।'

[৯] দাউদের যুবকেরা গিয়ে দাউদের নাম করে নাবালকে সেই সমস্ত কথা বলল, পরে অপেক্ষায় থাকল। [১০] নাবাল উত্তরে দাউদের যুবকদের বলল, 'দাউদ কে? যেসের ছেলে কে? আজকালে বেশি দাস তাদের মনিব থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। [১১] আমি আমার রুটি, জল ও আমার লোমকাটিয়েদের জন্য যে সব পশু মেরেছি, তাদের মাংস কি অচেনা কোথাকার লোকদের দেব?' [১২] দাউদের যুবকেরা আবার সেই পথ ধরে চলে গেল ও দাউদের কাছে ফিরে এসে সেই সমস্ত কথা তাঁকে জানাল।

[১৩] তখন দাউদ তাঁর লোকদের বললেন, 'তোমরা প্রত্যেকে খড়্গ বেঁধে নাও।' তারা প্রত্যেকে খড়্গ বেঁধে নিল, দাউদও নিজ খড়্গ বেঁধে নিলেন, পরে দাউদের পিছনে আনুমানিক চারশ' লোক গেল, আর মালপত্র রক্ষার জন্য দু'শো লোক রইল।

[১৪] কিন্তু চাকরদের একজন নাবালের স্ত্রী আবিগাইলকে খবর দিয়ে বলল, 'দেখুন, দাউদ আমাদের মনিবকে শুভেচ্ছা জানাতে মরুপ্রান্তর থেকে দূতদের পাঠিয়েছেন, কিন্তু তিনি তাদের উপর রেগে গেলেন! [১৫] অথচ এই লোকেরা আমাদের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিল; তারা আমাদের প্রতি কখনও দুর্ব্যবহার করেনি, আর আমরা খোলা মাঠে থাকাকালে যতদিন তাদের সঙ্গে ছিলাম, ততদিন কিছুই হারাইনি। [১৬] হ্যাঁ, যতদিন তাদের সঙ্গে থেকে মেষ চরাচ্ছিলাম, ততদিন তারা দিনরাত আমাদের রক্ষার জন্য যেন রক্ষাফলকের মতই ছিল। [১৭] তাই এখন আপনার কেমন ব্যবহার করা উচিত, তা বিবেচনা করে দেখুন, কেননা আমাদের মনিবের ও তাঁর সমস্ত কুলের বিরুদ্ধে কোন একটা অমঙ্গল অনিবার্যই, আর তিনি এমন পাষণ্ড যে, তাঁকে কোন কথা বলতে পারা যায় না।'

[১৮] তখন আবিগাইল সঙ্গে সঙ্গে দু'শোটা রুটি, দুই ভিস্তি আঙুররস, পাঁচটা রান্না করা ভেড়া, দুই মণ ভাজা গম, একশ' গুচ্ছ কিশমিশ ও দু'শো ডুমুর-চাক নিয়ে গাধার পিঠে চাপিয়ে দিল; [১৯] তার চাকরদের সে বলল, 'তোমরা আমার আগে আগে চল; দেখ, আমি তোমাদের পিছু পিছু যাচ্ছি।' কিন্তু সে তার স্বামী নাবালকে কিছুই জানাল না।

[২০] সে গাধা চড়ে পর্বতের সঙ্কীর্ণ একটা পথ ধরে নেমে যাচ্ছিল, এমন সময় দাউদ তাঁর লোকদের সঙ্গে ঠিক তারই দিকে নেমে এলেন, ফলে সে তাঁদের সঙ্গে মিলল। [২১] সেসময়ে দাউদ বলছিলেন, 'তবে মরুপ্রান্তরে ওর যা কিছু আছে, আমি বৃথাই তা রক্ষা করেছি; ওর যা কিছু আছে, তার কিছুই হারায়নি, আর এখন নাকি সে উপকারের বিনিময়ে আমার অপকার করছে! [২২] ওর অধীনে যত পুরুষলোক আছে তাদের মধ্যে একজনকেও যদি রাত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখি, তবে পরমেশ্বর দাউদের বিরুদ্ধে, এমনকি তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে এই শাস্তির সঙ্গে আরও কঠোর শাস্তিও দিন!' [২৩] দাউদকে দেখামাত্র আবিগাইল সঙ্গে সঙ্গে গাধা থেকে নেমে দাউদের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে প্রণিপাত করল। [২৪] তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে সে

বলল, 'প্রভু আমার, আমার উপরে, আমারই উপরে এই অপরাধ নেমে পড়ুক। আপনার দোহাই! আপনার দাসীকে আপনার কানে কথা বলতে দিন, আপনিও আপনার দাসীর কথা শুনুন। [২৫] বিনয় করি: আমার প্রভু সেই ধূর্তের কথা, সেই নাবালেরই কথা ধরবেন না: তার যেমন নাম, সেও তেমনি; হ্যাঁ, তার নাম ধূর্ত, ও ধূর্ততাই তার অন্তরে। কিন্তু আপনার দাসী এই আমি আমার প্রভুর পাঠানো যুবকদের দেখিনি। [২৬] তাই, প্রভু আমার—জীবনময় প্রভুর দিব্যি ও আপনার জীবনেরও দিব্যি—প্রভুই আপনাকে রক্তপাতে লিপ্ত হতে ও নিজের হাতে প্রতিশোধ নিতে বাধা দিয়েছেন বিধায় আপনার শত্রুরা ও যারা আমার প্রভুর অমঙ্গলের চেষ্টায় আছে, তারাই নাবালের মত হোক। [২৭] এখন আপনার দাসী এই যে উপহার প্রভুর জন্য এনেছে, আপনি আজ্ঞা দিন, যেন তা সেই যুবকদের দেওয়া হয়, যারা আমার প্রভুর পরিচর্যায় আছে। [২৮] দোহাই আপনার, আপনার এই দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন।

আমার প্রভু নিশ্চয়ই আমার প্রভুর এক স্থায়ী কুল প্রতিষ্ঠিত করবেন, কারণ প্রভুরই জন্য আমার প্রভু যুদ্ধ করছেন, আর আপনার সারা জীবন ধরে আপনার মধ্যে অমঙ্গলকর কোন কিছু কখনও দেখা যায়নি। [২৯] কোন মানুষ উঠে আপনার উৎপীড়ন ও প্রাণনাশের চেষ্টা করলেও আপনার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে আমার প্রভুর প্রাণ জীবন-পেটিকায় গচ্ছিত রাখা হবে, কিন্তু আপনার শত্রুদের প্রাণ তিনি ফিঙের জালে দিয়ে ছুড়বেন। [৩০] প্রভু আপনার সম্বন্ধে যে সমস্ত মঙ্গলের কথা বলেছেন, তা যখন সফল করবেন ও আপনাকে ইস্রায়েলের উপরে জননায়করূপে নিযুক্ত করবেন, [৩১] তখন, প্রভু, অকারণে রক্তপাত করা ও নিজের হাতে প্রতিশোধ নেওয়া, এ বিষয় দু'টো যেন আপনার হৃদয়ের দুঃখ বা মনোবেদনার কারণ না হয়। প্রভু যখন আমার প্রভুর সমৃদ্ধি ঘটাবেন, তখন আপনি যেন আপনার এই দাসীর কথা মনে রাখেন।'

[৩২] দাউদ আবিগাইলকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যিনি আজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তোমাকে প্রেরণ করেছেন। [৩৩] ধন্য তোমার সুবুদ্ধি, এবং তুমিও [প্রভুর] আশিসে ধন্য, কারণ আজ তুমি রক্তপাত ও নিজেরই হাতে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে আমাকে বাধা দিয়েছ। [৩৪] তোমার ক্ষতি করতে যিনি আমাকে বাধা দিয়েছেন, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি,

আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তুমি যদি শীঘ্রই না আসতে, তবে নাবালের অধীনে যত পুরুষলোক আছে তাদের মধ্যে একজনও সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকত না।' [৩৫] পরে, আবিগাইল দাউদের জন্য যা কিছু এনেছিল, দাউদ তার হাত থেকে তা গ্রহণ করে নিয়ে তাকে বললেন, 'তুমি শান্তিতে বাড়ি ফিরে যাও; দেখ, আমি তোমার কণ্ঠে কান দিয়েছি, তোমার মুখমণ্ডল আনন্দপূর্ণ করেছি।'

[৩৬] আবিগাইল নাবালের কাছে ফিরে গেল; সেসময়ে তার বাড়িতে রাজভোজের মত ভোজ হচ্ছিল, এবং নাবালের হৃদয় প্রফুল্লই ছিল, সে একেবারে মাতাল ছিল; আবিগাইল সকাল না হওয়া পর্যন্ত সেই বিষয়ে অল্প বা বেশি কিছুই তাকে বলল না। [৩৭] পরদিন সকালে নাবালের মত্ততার ঘোর কেটে গেলে তার স্ত্রী তাকে ব্যাপারটা সবই জানিয়ে দিল; তখন তার বুকে হৃদয় মৃতপ্রায় হল, এবং সে পাথরের মত হয়ে পড়ল। [৩৮] দশ দিন পরে প্রভু নাবালকে আঘাত করায় তার মৃত্যু হল।

[৩৯] নাবালের মৃত্যু হয়েছে, একথা শুনে দাউদ বললেন, 'ধন্য প্রভু, যিনি নাবাল দ্বারা ঘটিত আমার দুর্নাম বিষয়ে আমার পক্ষসমর্থন করলেন, এবং তাঁর আপন দাসকে অমঙ্গলকর কাজ থেকে রক্ষা করলেন। তিনি নাবালের শঠতা তার নিজের মাথার উপরে ডেকে আনলেন।'

পরে দাউদ লোক পাঠিয়ে আবিগাইলকে জানিয়ে দিলেন, তিনি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। [৪০] দাউদের দাসেরা কার্মেলে গিয়ে আবিগাইলকে বলল, 'দাউদ আপনাকে বিবাহের জন্য নিয়ে যেতে আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন।' [৪১] সে উঠে উপুড় হয়ে মাটিতে প্রণিপাত করে বলল, 'দেখুন, আপনার এই দাসী আমার প্রভুর দাসদের পা ধোয়াবার দাসী!' [৪২] আবিগাইল শীঘ্রই উঠে গাধায় চড়ে তার পাঁচজন অনুচারিণী যুবতীর সঙ্গে দাউদের দূতদের পিছনে গেল ও দাউদের স্ত্রী হল।

[৪৩] দাউদ যেস্রেয়েলীয়া আহিনোয়ামকেও বিবাহ করেছিলেন; তারা দু'জনেই তাঁর স্ত্রী হল। [৪৪] শৌল তাঁর আপন মেয়ে মিখালকে, যে দাউদের স্ত্রী হয়েছিল, গাল্লিম-নিবাসী লাইশের সন্তান পাল্তিকে দিয়েছিলেন।

দাউদ শৌলকে রেহাই দেন

২৬ [১] জিফ অধিবাসীরা গিবেয়াতে শৌলকে গিয়ে বলল, ‘দাউদ কি মরুভূমির প্রান্তে সেই হাখিলা পাহাড়ে লুকিয়ে নেই?’ [২] তখন শৌল রওনা দিয়ে জিফ মরুপ্রান্তরে দাউদের খোঁজ করতে ইস্রায়েলের তিন হাজার বাছাই করা লোককে সঙ্গে নিয়ে জিফ মরুপ্রান্তরে নেমে গেলেন। [৩] শৌল মরুভূমির প্রান্তে সেই হাখিলা পাহাড়ে পথের ধারে শিবির বসালেন; সেই সময়ে দাউদ মরুপ্রান্তরে বাস করতেন, আর যখন দাউদ দেখতে পেলেন, শৌল মরুপ্রান্তরে তাঁর পিছনে ধাওয়া করছেন, [৪] তখন তিনি কয়েকটি গুপ্তচর পাঠিয়ে নিশ্চিত খবর পেলেন যে, শৌল সত্যি এসেছেন। [৫] দাউদ উঠে, শৌল যেখানে শিবির বসিয়েছিলেন, সেখানকার কাছাকাছি এক জায়গায় গেলেন; সেখানে দাউদ শৌলের ও তাঁর সেনাপতি নেরের সন্তান আব্নেরের শোয়ার জায়গা দেখতে পেলেন: শৌল শিবিরের ঘেরা জায়গাটার ভিতরে শুয়ে রয়েছেন, এবং লোকেরা তাঁর চারপাশে ছাউনি করে আছে।

[৬] দাউদ হিত্তীয় আহিমেলেখকে ও সেরুইয়ার সন্তান যোয়াবের ভাই আবিশাইকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘সেই শিবিরে শৌলের কাছে আমার সঙ্গে কে নেমে আসতে রাজি?’ আবিশাই বললেন, ‘আমিই আপনার সঙ্গে যাব।’ [৭] দাউদ ও আবিশাই রাত্রিবেলায় লোকদের মধ্যে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, শৌল ঘেরা জায়গাটার ভিতরে ঘুমিয়ে আছেন; তাঁর মাথার পাশে তাঁর বর্শা মাটিতে পোঁতা, এবং চারপাশে আব্নের ও তাঁর সৈন্যদল শুয়ে আছে।

[৮] আবিশাই দাউদকে বললেন, ‘আজ পরমেশ্বর আপনার শত্রুকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমাকে অনুমতি দিন, আমি বর্শা দিয়ে তাঁকে এক আঘাতে মাটিতে গেঁথে ফেলি; তাঁকে আমার দু’বার আঘাত করারও দরকার হবে না!’ [৯] কিন্তু দাউদ আবিশাইকে বললেন, ‘না, তাঁকে মেরে ফেলো না! কেননা প্রভুর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়ে কে শাস্তি এড়াল?’ [১০] দাউদ বলে চললেন, ‘জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি! প্রভুই তাঁকে আঘাত করবেন: হয় তাঁর দিন এলে উনি এমনি মরবেন, না হয় সংগ্রামে গিয়ে নিহত হবেন। [১১] প্রভু এমনটি হতে না দিন যে, আমি প্রভুর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে হাত বাড়াই। কিন্তু তাঁর মাথার পাশে যে বর্শা ও জলের

কুঁজো রয়েছে, তা তুলে নিয়ে এসো; পরে আমরা চলে যাই।' [১২] দাউদ শৌলের মাথার পাশ থেকে তাঁর বর্শা ও জলের কুঁজোটি তুলে নিলেন, তারপর তাঁরা দু'জনে চলে গেলেন; কেউই কিছু দেখতে পেল না, কেউই কিছু জানতে পারল না, কেউ জেগেও উঠল না; সকলে ঘুমিয়ে ছিল, কারণ প্রভু তাদের উপরে গভীর ঘুমের ঘোর নামিয়ে এনেছিলেন।

[১৩] দাউদ উপত্যকার ওপারে পার হয়ে, বেশ কিছু দূরে, পাহাড়ের চূড়ায় এসে দাঁড়ালেন; তাঁদের মধ্যে অনেকটা পথের ব্যবধান। [১৪] তখন দাউদ লোকদের ও নেরের সন্তান আব্নেরকে ডাকলেন; বললেন, 'আব্নের, উত্তর দিচ্ছ না কেন?' আব্নের উত্তরে বললেন, 'তুমি কে যে রাজার দিকে চেঁচাচ্ছ?' [১৫] দাউদ আব্নেরকে বললেন, 'তুমি কি পুরুষ নও? ইস্রায়েলের মধ্যে তোমার মত কে? তাহলে তুমি কেন তোমার আপন প্রভু রাজাকে রক্ষা করনি? দেখ, তোমার প্রভু রাজাকে মেরে ফেলতে লোকদের মধ্য থেকে একজন এসেছিল। [১৬] তোমার এই কাজটা তুমি ভাল করনি। জীবনময় প্রভুর দিব্যি, তোমরা মৃত্যুর সন্তান, কারণ প্রভুর তৈলাভিষিক্তজন তোমাদের প্রভুকে রক্ষা করনি। নিজেই একবার দেখ, রাজার মাথার পাশে সেই বর্শা ও জলের কুঁজোটি কোথায়!' [১৭] দাউদের গলা চিনতে পেরে শৌল বললেন, 'হে আমার সন্তান দাউদ, এ কি তোমার গলা?' দাউদ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, প্রভু মহারাজ, এ আমার গলা।' [১৮] তিনি বলে চললেন, 'আমার প্রভু কেন তাঁর আপন দাসের পিছনে ধাওয়া করছেন? আমি কী করেছি? আমার কী অন্যায়? [১৯] এখন আমার অনুরোধ: আমার প্রভু মহারাজ তাঁর আপন দাসের কথা শুনুন; যদি প্রভুই আমার বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করেন, তবে তিনি একটি নৈবেদ্যের সৌরভ গ্রহণ করুন; কিন্তু যদি মানবসন্তানেরাই আপনাকে উত্তেজিত করে, তবে তারা প্রভুর সামনে অভিশপ্ত হোক; কেননা আজ তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, যেন আমি প্রভুর উত্তরাধিকারের অংশী না হই। তারা যেনই বলছে: তুমি গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা কর। [২০] তাই এখন ইস্রায়েলের রাজা যে এই ছারপোকার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন,—হ্যাঁ, যেমন কেউ পর্বতে পর্বতে তিমির পাখির পিছনে দৌড়ে যায়—কমপক্ষে যেন আমার রক্ত প্রভুর উপস্থিতি থেকে দূরের মাটিতে পতিত না হয়।'

[২১] শৌল বললেন, ‘আমি পাপ করেছি! সন্তান দাউদ, ফিরে এসো; আমি তোমার অনিষ্ট কিছুই আর করব না, কারণ আজ আমার প্রাণ তোমার দৃষ্টিতে মহামূল্যবান হল। দেখ, আমি নির্বোধের মত কাজ করেছি, আমার বড়ই ভুল হয়েছে।’ [২২] দাউদ উত্তরে বললেন, ‘এই যে রাজার বর্শা; একটি লোক পার হয়ে এসে এটি নিয়ে যাক! [২৩] প্রভু প্রত্যেককে যে যার ধর্মময়তা ও বিশ্বস্ততা অনুযায়ী প্রতিফল দিন। আজ প্রভু আপনাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি প্রভুর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতে রাজি হলাম না। [২৪] সুতরাং দেখুন, আজ যেমন আমার সামনে আপনার প্রাণ মহামূল্যবান হল, তেমনি প্রভুর সামনে আমার প্রাণ মহামূল্যবান হোক, আর তিনি সমস্ত সঙ্কট থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।’ [২৫] তখন শৌল দাউদকে বললেন, ‘সন্তান দাউদ, তুমি যেন [প্রভুর] আশীর্বাদের পাত্র হতে পার! তুমি যা করবে, সেসব কিছুতে নিশ্চয়ই সফল হবে।’ দাউদ তাঁর নিজের পথে চলে গেলেন, ও শৌল বাড়ি ফিরে গেলেন।

ফিলিস্তিনিদের দেশে দাউদ

২৭ [১] দাউদ ভাবলেন, ‘এর মধ্যে কোন এক দিন আমি শৌলের হাতে মারা পড়ব। ফিলিস্তিনিদের এলাকায় পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে আমার পক্ষে আর ভাল উপায় নেই; সেখানে গেলে শৌল ইস্রায়েলের গোটা এলাকায় আমাকে খোঁজ করায় ক্ষান্ত হবেন, আর আমি তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব।’ [২] তাই দাউদ উঠে তাঁর সঙ্গী ছ'শো লোক নিয়ে গাথের রাজার কাছে গেলেন; রাজা ছিলেন মাওখের সন্তান, তাঁর নাম আখিস। [৩] দাউদ ও তাঁর লোকেরা নিজ নিজ পরিবার-সহ গাথে আখিসের কাছে বাস করলেন: দাউদ ও তাঁর দুই স্ত্রী সেই যেস্রেয়েলীয়া আহিনোয়াম ও নাবালের বিধবা সেই কার্মেলীয়া আবিগাইল সেখানে বসতি করলেন। [৪] দাউদ পালিয়ে গাথে গিয়েছেন, এই খবর শৌলের কাছে জানানো হলে তিনি তাঁকে আর খোঁজ করলেন না।

[৫] দাউদ আখিসকে বললেন, ‘আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, তবে আপনার এলাকার কোন একটা শহরে আমাকে স্থান দিন, যেখানে আমি বাস করতে পারি। আপনার এই দাস কেন আপনার সঙ্গে রাজধানীতে বাস

করবে?’ [৬] আখিস সেইদিনেই তাঁকে সিক্লাগ দিলেন; এজন্যই সিক্লাগ আজ পর্যন্ত যুদার রাজাদের স্বত্বাধিকারে আছে। [৭] ফিলিস্তিনিদের এলাকায় দাউদের অবস্থিতি-দিনের সংখ্যা এক বছর চার মাস।

[৮] সেসময় দাউদ ও তাঁর লোকেরা গিয়ে গেশুরীয়, গির্সীয় ও আমালেকীয়দের এলাকার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, কেননা সুরের দিকে মিশর দেশ পর্যন্ত যে অঞ্চল, সেখানে পুরাকাল থেকে সেই জাতির লোকেরা বাস করত। [৯] দাউদ সেই দেশবাসীদের আঘাত করতেন—পুরুষলোক কি স্ত্রীলোক কাউকেই বাঁচিয়ে রাখতেন না; মেষ-ছাগের পাল, গবাদি পশুর পাল, গাধা, উট, পোশাক সবই লুট করে নিতেন; পরে আখিসের কাছে ফিরে আসতেন। [১০] ‘আজ তোমরা কোথায় আক্রমণ চালিয়েছ?’ আখিসের এই প্রশ্নে দাউদ উত্তরে বলতেন, ‘যুদার নেগেব অঞ্চলে,’ কিংবা ‘যেরাহ্‌মেলীয়দের নেগেব অঞ্চলে,’ কিংবা ‘কেনীয়দের নেগেব অঞ্চলে।’ [১১] কিন্তু দাউদ কোন পুরুষলোক বা স্ত্রীলোককে গাথে আনবার জন্য বাঁচিয়ে রাখতেন না; তিনি ভাবতেন, ‘পাছে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে এমন কথা জানিয়ে দেয় যে, দাউদ এই ধরনের কাজ করেছেন।’ আর তিনি যতদিন ফিলিস্তিনিদের এলাকায় বাস করলেন, ততদিন সেইভাবে ব্যবহার করলেন। [১২] দাউদের উপর আখিসের আস্থা ছিল; তিনি ভাবতেন, ‘দাউদ নিজ জাতি ইস্রায়েলের কাছে নিজেকে ঘৃণার পাত্র করেছে; ফলে সে চিরকাল আমার দাস হয়ে থাকবে।’

ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের যুদ্ধ

২৮ [১] সেসময় ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সৈন্যদল জড় করল, আর আখিস দাউদকে বললেন, ‘ভাল করে মনে রেখ, তোমাকে ও তোমার লোকদের আমার সঙ্গেই যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে হবে।’ [২] দাউদ আখিসকে বললেন, ‘আপনার এই দাস যে কী করতে পারে, তা আপনি নিশ্চয়ই জানতে পারবেন!’ আখিস দাউদকে বললেন, ‘ভাল, আমি তোমাকে সবসময়ের মত আমার দেহ-রক্ষক করে নিযুক্ত করছি।’

শৌল ও ভূতের ওঝা স্ত্রীলোক

[৩] সেসময়ে শামুয়েল মারা গেছিলেন, এবং গোটা ইস্রায়েল তাঁর জন্য শোকপালন করেছিল; তারপর তারা তাঁর নিজের শহর রামায় তাঁকে সমাধি দিয়েছিল। শৌল দেশ থেকে যত ভূতের ওঝা ও গণককে দূর করে দিয়েছিলেন।

[৪] এর মধ্যে ফিলিস্তিনিরা সমবেত হয়েছিল, এবং এগিয়ে এসে শুনেমে শিবির বসিয়েছিল। শৌল গোটা ইস্রায়েলকে জড় করে গিলবোয়া পর্বতে শিবির বসালেন। [৫] যখন শৌল ফিলিস্তিনিদের সেনানিবাস দেখলেন, তখন সন্ত্রাসিত হলেন, তাঁর হৃদয় নিদারুণ ভয়ে কাঁপতে লাগল। [৬] শৌল প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন, কিন্তু প্রভু তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না: স্বপ্ন দ্বারাও নয়, উরিম দ্বারাও নয়, নবীদের দ্বারাও নয়। [৭] তখন শৌল তাঁর অনুচারীদের বললেন, 'আমার জন্য একটা ভূতের ওঝা স্ত্রীলোক খোঁজ কর; আমি তার অভিমত যাচনা করব।' তাঁর অনুচারীরা বলল, 'দেখুন, এন্-দোরে একটা ভূতের ওঝা স্ত্রীলোক আছে।' [৮] শৌল ছদ্মবেশ ধরলেন, অন্য পোশাক পরলেন, ও দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন, এবং রাতে সেই স্ত্রীলোকের কাছে এসে বললেন, 'আমার অনুরোধ, তুমি আমার জন্য ভূত দ্বারা মন্ত্র পড়ে, যাঁর নাম আমি তোমাকে বলব, তাঁকে উঠিয়ে আন।' [৯] স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'দেখ, শৌল যা করেছেন, তুমি তা ভালই জান: তিনি যত ভূতের ওঝা ও গণককে দেশের মধ্য থেকে উচ্ছিন্নই করেছেন; তাই আমাকে হত্যা করার জন্য কেন আমার প্রাণের বিরুদ্ধে ফাঁদ পাতছ?' [১০] শৌল তার কাছে প্রভুর দিব্যি দিয়ে বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি! এই ব্যাপারে তুমি দায়ী হবে না।' [১১] স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার জন্য আমি কাকে উঠিয়ে আনব?' তিনি উত্তর দিলেন, 'শামুয়েলকে উঠিয়ে আন।' [১২] স্ত্রীলোকটি শামুয়েলকে দেখতে পেল, এবং জোর গলায় চিৎকার করে শৌলকে বলল, 'আপনি কেন আমাকে প্রতারণা করেছেন? আপনি তো শৌল!' [১৩] রাজা তাকে বললেন, 'ভয় নেই; তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?' স্ত্রীলোকটি শৌলকে উত্তরে বলল, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, কে যেন দিব্য প্রাণী মাটি থেকে উঠে আসছে।' [১৪] শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার চেহারা দেখতে কেমন?' সে বলল, 'একজন বৃদ্ধ উঠছে, তার গায়ে আলোয়ান জড়ানো।'

এতে শৌল বুঝতে পারলেন, তিনি শামুয়েল; তখন মাথা নত করে মাটিতে অধোমুখ হয়ে প্রণিপাত করলেন।

[১৫] শামুয়েল শৌলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী জন্য বিরক্ত করে আমাকে উঠতে বাধ্য করেছ?' শৌল বললেন, 'আমি বড় সঙ্কটে পড়েছি: ফিলিস্তিনিরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, পরমেশ্বরও আমাকে ত্যাগ করেছেন; তিনি আমাকে আর কোন উত্তর দেন না, নবীদের দ্বারাও নয়, স্বপ্ন দ্বারাও নয়। তাই আপনাকে ডাকালাম, যেন জানতে পারি আমার কী করা উচিত।' [১৬] শামুয়েল বললেন, 'যখন প্রভু তোমাকে ত্যাগ করে তোমার বিপক্ষ হয়েছেন, তখন আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? [১৭] প্রভু আমার মধ্য দিয়ে যেমন বলেছিলেন, তোমার বেলায় তেমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন: প্রভু তোমার হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন ও তোমার প্রতিবেশী সেই দাউদকেই দিয়েছেন, [১৮] কারণ তুমি প্রভুর প্রতি বাধ্য হওনি এবং আমালেকের উপর তাঁর প্রচণ্ড আক্রোশ সফল করনি। এজন্যই প্রভু আজ তোমার বেলায় তেমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন। [১৯] আর শুধু তা নয়, প্রভু তোমার সঙ্গে ইস্রায়েলকেও ফিলিস্তিনিদের হাতে ছেড়ে দেবেন। আগামীকাল তুমি ও তোমার ছেলেরা আমার সঙ্গী হবে; এবং প্রভু ইস্রায়েলের সৈন্যদলকে ফিলিস্তিনিদের হাতে তুলে দেবেন।'

[২০] শৌল তখনই মাটিতে লম্বালম্বি হয়ে পড়লেন; শামুয়েলের বাণীতে তিনি একেবারে সন্ত্রাসিত হলেন, এবং সারাদিন ও সারারাত না খেয়ে থাকায় শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। [২১] সেই স্ত্রীলোক শৌলের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে একেবারে বিহ্বল দেখে বলল, 'দেখুন, আপনার দাসী এই আমি আপনার কথা রেখেছি; আপনি আমাকে যা বলেছিলেন, প্রাণ হাতের মুঠোয় করেই আমি আপনার সেই কথা রেখেছি। [২২] তাই অনুরোধ করছি, এখন আপনিও এই দাসীর কথা রাখুন; আমি আপনার সামনে খানিকটা রুটি রাখি, আপনি কিছুটা খান, পথের জন্য একটু শক্তি যোগান।' [২৩] তিনি রাজি ছিলেন না, বলছিলেন, 'আমি খাব না!' কিন্তু তাঁর অনুচারীরা ও সেই স্ত্রীলোক সবাই মিলে সাধাসাধি করলে তিনি কিছুটা খেতে রাজি হয়ে মাটি থেকে উঠে খাটের উপরে বসলেন। [২৪] সেই স্ত্রীলোকের ঘরে একটা নধর বাছুর ছিল; সে শীঘ্রই সেটাকে মারল এবং ময়দা নিয়ে ঠেঁসে খামিরবিহীন পিঠা বানাল। [২৫] সে এই সবকিছু শৌলের ও

তাঁর অনুচারীদের সামনে রাখল; তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করলেন, পরে সেই রাতে উঠে চলে গেলেন।

ফিলিস্তিনি নেতাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত দাউদ

২৯ [১] ফিলিস্তিনিরা তাদের গোটা সৈন্যদল আফেকে জড় করল, এবং ইস্রায়েলীয়েরা, যেস্রেয়েলে যে জলের উৎস, সেই উৎসের কাছে শিবির বসাল। [২] ফিলিস্তিনিদের নেতারা শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন, আর সকলের শেষে আখিসের সঙ্গে দাউদ ও তাঁর লোকেরা এগিয়ে আসছিলেন। [৩] ফিলিস্তিনিদের নেতারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই হিব্রুরা আবার কী!' আখিস ফিলিস্তিনিদের নেতাদের উত্তরে বললেন, 'এই লোক কি ইস্রায়েলের রাজা শৌলের দাস সেই দাউদ নয়? সে এত দিন ও এত বছর ধরে আমার সঙ্গে থাকছে। যেদিন নিজেকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ত্রুটির মত এর কিছুই দেখিনি।' [৪] ফিলিস্তিনিদের নেতারা সকলে তাঁর সঙ্গে বিমত হলেন; তাঁকে বললেন, 'তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও; তার জন্য যে জায়গা স্থির করেছ, সে সেখানে ফিরে যাক। আমাদের সঙ্গে সে যেন যুদ্ধে না আসে, পাছে সংগ্রামের সময়ে আমাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়। কেননা এই সব লোকের মাথা ছাড়া আর কী দিয়ে সে তার কর্তার প্রসন্নতা আবার জয় করবে? [৫] এ কি সেই দাউদ নয়, যার বিষয়ে লোকেরা নেচে নেচে গাইত,

শৌলের আঘাতে পড়ল হাজার হাজার প্রাণ,
দাউদের আঘাতে লক্ষ লক্ষ প্রাণ?'

[৬] আখিস দাউদকে ডাকিয়ে বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি! তুমি বিশ্বস্ত লোক, এবং সৈন্যের মধ্যে আমার সঙ্গে তোমার আসা-যাওয়া আমার দৃষ্টিতে ভাল, কেননা তোমার আসবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তোমাতে কোন শঠতা পাইনি। কিন্তু তবুও নেতারা তোমার ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন। [৭] তাই ফিলিস্তিনিদের নেতাদের চোখে শত্রু না হয়ে তুমি বরং এখন শান্তিতে ফিরে যাও।' [৮] দাউদ আখিসকে বললেন, 'কিন্তু আমি কী করেছি? আজ পর্যন্ত যতদিন আপনার উপস্থিতিতে আছি, আপনি এই দাসের কি

দোষ পেয়েছেন যে, আমি আমার প্রভু মহারাজের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে পারব না?' [৯] আখিস উত্তরে দাউদকে বললেন, 'আমি জানি, পরমেশ্বরের দূতের মতই তুমি আমার কাছে মূল্যবান, কিন্তু ফিলিস্তিনিদের নেতারা বলেছেন, লোকটা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে পারবে না! [১০] তাই তুমি ও তোমার সঙ্গে তোমার প্রভুর যে দাসেরা এসেছে, তোমরা সকলে আগামীকাল ভোরে ওঠ; খুব সকালে উঠে আলো হওয়ামাত্রই চলে যাও।' [১১] পরদিন দাউদ ও তাঁর লোকেরা ভোরে রওনা দেবার জন্য ও ফিলিস্তিনিদের এলাকায় ফিরে যাবার জন্য খুব সকালে উঠলেন। আর ফিলিস্তিনিরা যেস্রেয়েলের দিকে রণযাত্রা করল।

আমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

৩০ [১] দাউদ ও তাঁর লোকেরা তিন দিন পরে সিক্লাগে এসে পৌঁছলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে আমালেকীয়েরা নেগেব অঞ্চল ও সিক্লাগের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; সিক্লাগ ধ্বংস করে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। [২] তারা সেখানকার স্ত্রীলোক ইত্যাদি ছোট বড় সকলকে বন্দি করে নিয়ে গেছিল; কাউকে বধ করেনি, কিন্তু সকলকে ধরে নিয়ে তাদের পথে চলে গেছিল।

[৩] দাউদ ও তাঁর লোকেরা সেই শহরে এসে পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, শহর আগুনে পোড়া, ও তাঁদের স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েকে বন্দি করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। [৪] তখন দাউদ ও তাঁর সঙ্গী লোকেরা জোর গলায় হাহাকার করতে লাগলেন, শেষে হাহাকার করার শক্তি তাঁদের আর রইল না। [৫] দাউদের দুই স্ত্রী যেস্রেয়েলীয়া সেই আহিনোয়ামকে ও কার্মেলীয় নাবালের বিধবা সেই আবিগাইলকে বন্দি করে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। [৬] দাউদ বড় সঙ্কটের মধ্যে পড়লেন, কারণ লোকেরা দাউদকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলার কথা বলছিল; নিজ নিজ ছেলেমেয়ের চিন্তায় প্রত্যেকজনের মন তিক্তই ছিল। কিন্তু দাউদ তাঁর পরমেশ্বর প্রভুতে সাহস ফিরে পেলেন।

[৭] আহিমেলেখের সন্তান আবিয়াথার যাজককে দাউদ বললেন, 'এখানে আমার কাছে এফোদটি আন।' আবিয়াথার দাউদের কাছে এফোদটি আনলেন। [৮] দাউদ এই বলে প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন, 'সেই লুটেরাদের পিছনে ধাওয়া করলে আমি কি

তাদের নাগাল পাব?' তিনি এই উত্তর পেলেন, 'যাও, তাদের পিছনে ধাওয়া কর, তুমি নিশ্চয়ই তাদের নাগাল পাবে ও বন্দিদের উদ্ধার করবে।' [৯] দাউদ ও তাঁর সঙ্গী সেই ছ'শো লোক গিয়ে বেসোর খরস্রোতে এসে পৌঁছলেন; যারা একটু পিছনে পড়ে গেছিল, তারা সেখানে থেমে গেল। [১০] দাউদ ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে চারশ' লোক শত্রুদের পিছনে ধাওয়া করে গেলেন, কিন্তু দু'শো লোক ক্লান্তির ভারে বেসোর খরস্রোত পার হতে না পারায় সেখানে রইল।

[১১] তারা খোলা মাঠে একজন মিশরীয়কে পেয়ে তাকে দাউদের কাছে আনল; তারা তাকে কিছু রুটি খেতে ও জল পান করতে দিল; [১২] তাছাড়া, ডুমুরগুচ্ছের এক পিঠা ও দুই গুচ্ছ কিশমিশ তাকে দিল; তা খাওয়ার পর তার প্রাণ জুড়িয়ে গেল, কেননা সে তিন দিন তিন রাত রুটি কি জল খায়নি। [১৩] পরে দাউদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কার্ লোক? কোথা থেকে আসছ?' সে বলল, 'আমি একজন মিশরীয় যুবক, একজন আমালেকীয়ের দাস। আজ তিন দিন হল, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম বিধায় আমার মনিব আমাকে ফেলে রেখে গেলেন। [১৪] আমরা ক্রেথীয়দের নেগেব অঞ্চল, যুদার নেগেব অঞ্চল ও কালেবের নেগেব অঞ্চলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, আর সিক্লাগ আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম।' [১৫] দাউদ তাকে আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'পথ দেখিয়ে তুমি কি সেই দলের কাছে আমাকে নিয়ে যাবে?' সে বলল, 'আপনি আমার কাছে পরমেশ্বরের দিব্যি দিয়ে শপথ করুন যে, আমাকে বধ করবেন না, বা আমার মনিবের হাতে আমাকে তুলে দেবেন না, তাহলে পথ দেখিয়ে আমি সেই দলের কাছে আপনাকে নিয়ে যাব।'

[১৬] সে পথ দেখিয়ে তাঁকে তাদের কাছে নিয়ে গেল, আর দেখ, তারা সেই অঞ্চলের ভূমিতে ছড়ানো রয়েছে, খাওয়া-দাওয়া করছে ও ফুর্তি করছে, কারণ ফিলিস্তিনিদের এলাকা ও যুদার এলাকা থেকে তারা প্রচুর লুটের মাল এনেছিল। [১৭] দাউদ ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের আঘাত করে চললেন; তাদের মধ্যে একজনও নিষ্কৃতি পেল না, কেবল চারশ' যুবক উটে চড়ে পালিয়ে গেল। [১৮] আমালেকীয়েরা যা কিছু কেড়ে নিয়েছিল, দাউদ সেই সমস্ত উদ্ধার করলেন, বিশেষভাবে দাউদ তাঁর দুই স্ত্রীকেও উদ্ধার করলেন। [১৯] তাদের ছোট কি বড়, ছেলে

কি মেয়ে, কিংবা দ্রব্য-সামগ্রী ইত্যাদি যা কিছু ওরা কেড়ে নিয়ে গেছিল, তার কিছুরই বাকি রইল না: দাউদ সবকিছুই ফিরিয়ে আনলেন। [২০] দাউদ সমস্ত মেষ-ছাগের পাল ও গবাদি পশুর পাল নিলেন, এবং লোকেরা তাঁর আগে আগে সেই সমস্ত পশুকে ঠেলতে ঠেলতে চিৎকার করে বলছিল, 'এ দাউদের লুটের মাল!'

[২১] পরে, যে দু'শো লোক ক্লান্তির ভারে দাউদের সঙ্গে যেতে পারেনি, যাদের দাউদ বেসোর খরস্রোতের ধারে রেখে গেছিলেন, তাদের কাছে দাউদ যখন এলেন, তখন তারা দাউদ ও তাঁর সঙ্গী লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হল; দাউদ ও তাঁর দল এগিয়ে এসে তাদের মঙ্গলবাদ জানালেন। [২২] কিন্তু যারা দাউদের সঙ্গে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা ধূর্ত ও পাষণ্ড, তারা সকলে বলতে লাগল, 'ওরা আমাদের সঙ্গে যায়নি, তাই আমরা যে লুটের মাল উদ্ধার করেছি, তা থেকে ওদের কিছুই দেব না; ওরা প্রত্যেকে কেবল নিজ নিজ স্ত্রী ও ছেলেদের পাবে। তাদের নিয়ে ওরা চলে যাক!' [২৩] দাউদ উত্তরে বললেন, 'ভাই সকল, প্রভু আমাদের যা দিয়েছেন, তা নিয়ে তোমরা এইভাবে ব্যবহার করো না: তিনি আমাদের রক্ষা করলেন, এবং যে লুটেরার দল আমাদের আক্রমণ করেছিল, তাদের তিনি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। [২৪] কেইবা তোমাদের এই প্রস্তাব মেনে নেবে? বরং, যে যুদ্ধে যায়, তার যেমন অংশ, যে মালপত্রের রক্ষায় থাকে, তারও তেমন অংশ; দু'জনের সমান অংশ হবে।' [২৫] সেদিন থেকে দাউদ ইস্রায়েলের জন্য এই বিধি ও নিয়ম জারি করলেন, আর তা আজ পর্যন্ত বলবৎ।

[২৬] দাউদ যখন সিক্লাগে এসে পৌঁছলেন, তখন তাঁর বন্ধুদের কাছে, সেই যুদার প্রবীণদের কাছে লুটের মালের একটা অংশ এই বলে পাঠালেন, 'দেখ, প্রভুর শত্রুদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া লুণ্ঠিত সম্পদের মধ্যে এ তোমাদের জন্য উপহার':

[২৭] বেথেল,
নেগেবে অবস্থিত রামোথ,
যাত্থির,
[২৮] আরোয়ের,
সিফ্‌মোথ,

এশ্তেমোয়া,

[২৯] রাখাল,

যেরাহ্মেলীয়দের শহরগুলো,

কেনীয়দের শহরগুলো,

[৩০] হর্মা,

বোর-আশান,

আথাক,

[৩১] হেব্রোন, ও যে যে স্থানের মধ্য দিয়ে দাউদ ও তাঁর লোকেরা গিয়েছিলেন, সেই সকল স্থানের লোকদের কাছে এ দাউদের উপহার।

গিলবোয়া পর্বতে সংগ্রাম ও শৌলের মৃত্যু

৩১ [১] ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, আর ইস্রায়েলীয়েরা ফিলিস্তিনিদের সামনে থেকে পালাতে পালাতে গিলবোয়া পর্বতে বিদ্ধ হয়ে পড়তে লাগল। [২] ফিলিস্তিনিরা শৌলের ও তাঁর সন্তানদের পিছনে ধাওয়া করল, এবং শৌলের সন্তান যোনাথান, আবিনাদাব ও মাল্কিশুয়াকে মেরে ফেলল। [৩] সংগ্রাম শৌলের চারদিকে তীব্রতর হয়ে উঠল, তীরন্দাজেরা তাঁর নাগাল পেল, আর তিনি সেই তীরন্দাজদের দ্বারা মারাত্মক আঘাতে আহত হলেন। [৪] তখন শৌল তাঁর অস্ত্রবাহককে বললেন, 'তোমার খড়্গ বের কর, সেই খড়্গ দ্বারা আমাকে বিঁধিয়ে দাও, নইলে ওই অপরিচ্ছেদিতেরা এসে আমাকে বিঁধিয়ে দিয়ে আমাকে অপমান করবে।' কিন্তু তাঁর অস্ত্রবাহক তা করতে চাইল না, কারণ সে বেশি ভীত হয়ে পড়েছিল; তাই শৌল খড়্গটা নিয়ে নিজেই সেটার উপরে পড়লেন। [৫] শৌল মরেছেন দেখে তাঁর অস্ত্রবাহকও নিজের খড়্গের উপরে পড়ে তাঁর সঙ্গে মরল। [৬] এইভাবে সেদিন শৌল, তাঁর তিন সন্তান, তাঁর অস্ত্রবাহক ও তাঁর সমস্ত লোক একসঙ্গে মারা পড়লেন।

[৭] যে ইস্রায়েলীয়েরা উপত্যকার ওপারে ও যর্দনের ওপারে ছিল, তারা যখন দেখল, ইস্রায়েলের যোদ্ধারা পালিয়ে যাচ্ছে এবং শৌল ও তাঁর সন্তানেরা মারা গেছেন,

তখন তারা শহরগুলো ছেড়ে পালিয়ে গেল, আর ফিলিস্তিনিরা এসে সেই সকল শহর দখল করল।

[৮] পরদিন যখন ফিলিস্তিনিরা মৃতদেহগুলোর সজ্জা ইত্যাদি খুলে নিতে এল, তখন গিলবোয়া পর্বতে পতিত অবস্থায় শৌল ও তাঁর তিন সন্তানকে দেখতে পেল; [৯] তারা তাঁর মাথা কেটে ও তাঁর রণসজ্জা খুলে ফিলিস্তিনিদের এলাকায় পাঠাল; তাদের দেবালয়ে ও লোকদের মধ্যে শুভসংবাদ দেবার জন্য তারা জায়গায় জায়গায় ঘুরল। [১০] তাঁর রণসজ্জা তারা আস্তার্তীস দেবীদের গৃহে রাখল, এবং তাঁর মৃতদেহ বেথ্-সেয়ানের নগরপ্রাচীরে টাঙিয়ে দিল।

[১১] যখন যাবেশ-গিলেয়াদের অধিবাসীরা জানতে পারল শৌলের প্রতি ফিলিস্তিনিরা কী না করেছে, [১২] তখন সমস্ত বীরযোদ্ধা রওনা দিল, এবং সারারাত হেঁটে গিয়ে শৌলের ও তাঁর সন্তানদের দেহ বেথ্-সেয়ানের নগরপ্রাচীর থেকে নামাল, আর যাবেশে এসে সেখানে পুড়িয়ে দিল। [১৩] পরে তারা তাঁদের হাড় নিয়ে যাবেশের ঝাউগাছের তলায় পুঁতে রাখল ও সাত দিন উপবাস পালন করল।

---

১ [১–৭ অধ্যায় পর্যন্ত] এই অধ্যায়গুলোর প্রধান চরিত্র হলেন শামুয়েল। তিনি নবী (১ শামু ৩:২০) ও বিচারক (১ শামু ৪:১৮) বলে উপস্থাপিত।

[৩] ‘সেনাবাহিনীর প্রভু’—হিব্রু মূলপাঠ্য: ‘প্রভু সাবাওথ্’। গ্রীক পাঠ্য: ‘সেনাবাহিনীর প্রভু’। তিনি কোন্ সেনাবাহিনীর প্রভু এবিষয়ে দু’টো মতবাদ আছে: ইস্রায়েলের সেনাবাহিনীর প্রভু, কিংবা স্বর্গীয় সেনাবাহিনী অর্থাৎ তারকারাজি ও স্বর্গদূতদের প্রভু।

[১১] ‘তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে না’: ছেলেটি নাজিরীয়, ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত হবে (লেবীয় ৬:১-৬)।

২ [১-১০] সঙ্গীত বন্ধ্যা আন্নার অবস্থার পরিবর্তন তুলে ধরে। কুমারী মারীয়ার গীতিকার নেপথ্যে এই সঙ্গীতের নানা ধারণা ও উক্তি বর্তমান (লুক ১:৪৬-৫৫)।

[১০গ] মশীহমুখী দিক লক্ষণীয়; ‘মশীহ’ রাজকীয় এক নাম, কেননা রাজা জনগণ ও ঈশ্বর দ্বারা তৈলাভিষিক্ত হতেন (২ শামু ২:৪; ১ শামু ১০:১); আরোন-বংশজাত যাজকেরাও তৈলাভিষিক্ত হতেন (লেবীয় ৪:৩; যাত্রা ২৮:৪১)।

[১১] শামুয়েল ঈশ্বরের সেবা করেন, অপরদিকে এলির ছেলেরা শুধু মাংস পাবার জন্যই চিন্তিত; তাই শামুয়েল উত্তরোত্তর উন্নতিশীল হবেন, কিন্তু ঈশ্বরের সেবায় অবহেলার জন্য এলির সমস্ত কুল দণ্ডভোগ করবে।

[২৭] 'পরমেশ্বরের একজন লোক' বলতে সাধারণত একজন নবী বোঝায়।

[৩৫] সেই ভাবী বিশ্বস্ত যাজক হবেন সাদোক যিনি এলির কুলজাত আবিয়াথারের স্থান পাবেন (১ রাজা ২:২৬-২৭)।

৩ [১...] ৩ অধ্যায়ের শুরুতে শামুয়েল মন্দিরের সেবক বলে, কিন্তু ২০ পদে নবী বলে উপস্থাপিত; এজন্যই তিনি প্রভুর বাণী প্রত্যক্ষভাবে পাবার যোগ্য, ফলত জনগণের কাছে ঈশ্বরের মধ্যস্থ হবারও যোগ্য।

৪ [১ক] শামুয়েল সকল গোষ্ঠী দ্বারাই নবী বলে স্বীকৃত।

[৩] প্রভুর মঞ্জুষা থেকেই পরিত্রাণ প্রত্যাশিত একথা সত্য (গণনা ১০:৩৫-৩৬), কিন্তু মানুষ যেন মনে না করে সে মঞ্জুষাকে নিজের খুশিমত ব্যবহার করবে: বস্তুতপক্ষে মঞ্জুষাটি ইস্রায়েলীয়দেরও প্রত্যাশিত বিজয় দান করল না, ফিলিস্তিনিদের দেশে সঙ্কট সৃষ্টি করল (১ শামু ৬:১৬), ও পরবর্তীকালে উজ্জার মৃত্যুর কারণ হল (২ শামু ১৫:২৫)। সম্ভবত এখানে এমন ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে যে, মঞ্জুষার প্রকৃত স্থান হল যেরুশালেম, মঞ্জুষাটি থাকবে বিশেষ এক কক্ষে যা মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে আবৃত (১ শামু ৬:১৯) ও মানুষের স্পর্শ থেকেও সংরক্ষিত (২ শামু ৬:৬)। কেননা প্রভু পবিত্রতম, তিনি আপন জনগণের কাছ থেকে পবিত্রতাই দাবি করেন (লেবীয় ১১:৪৪-৪৫)।

[২১] প্রভুর গৌরব তাঁর উপস্থিতির চিহ্ন (যাত্রা ২৪:১৭, ইত্যাদি); তাই তাঁর গৌরব চলে যাওয়ায় তিনি নিজেই যে আর উপস্থিত নন।

৫ [১০,১১] 'আমার ও আমার লোকদের...': অনুমান করা যায়, এক্রোনের রাজাই কথা বলছেন।

[১২] গাভী দু'টো বাছুরের কাছে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু মঞ্জুষার উপরে আসীন প্রভু দ্বারা এগিয়ে যেতে বাধ্য।

৭ [৮] প্রার্থনার মধ্য দিয়েই শত্রুকে তাড়িয়ে দিয়ে শামুয়েল নতুন মোশি বলে উপস্থাপিত (যাত্রা ১৭:৮-১৩; যেরে ১৫:১; সাম ৯৯:৬; সিরা ৪৬:১৬-১৮)।

[১০] পবিত্র যুদ্ধে বজ্র ও সন্ত্রাসই হল প্রভুর অস্ত্র বিশেষ (যোশুয়া ১০:১০; বিচারক ৫:২০-২১)।

৮ [৬] ইস্রায়েল জাতির প্রকৃত বিচারক (অর্থাৎ জননেতা ও সামরিক প্রধান) ছিলেন স্বয়ং প্রভু; তিনি মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ মানুষকে সেই দায়িত্ব দিতেন তাঁরা যেন সাময়িকভাবে সেই দায়িত্ব অনুশীলন করেন।

[১৮] শৌল জনগণ দ্বারা নয়, প্রভু দ্বারাই মনোনীত হলেন (১ শামু ৯:১৫; ১০:২৪; ১১:৬)।

৯ [১–১০:১৬] শামুয়েলের সঙ্গে শৌলের সাক্ষাতে সর্বশক্তিমান প্রভুর নেতৃত্ব প্রকাশিত যিনি ব্যক্তি দু'জনকে একে অন্যের কাছে চালনা করেন।

১০ [১৯] প্রভুই ইস্রায়েলের একমাত্র প্রকৃত রাজা (১ শামু ১২:১৪), তৈলাভিষিক্ত রাজারা তাঁর মাধ্যমমাত্র।

১২ [৭] প্রভুর ধর্মকাজ হল সেই সমস্ত বিজয় যা তিনি ইস্রায়েলের পক্ষে লাভ করেছেন (বিচারক ৫:১১); প্রভু শুধু কথায় নয়, কাজেই আপন পরিকল্পনা ও সন্ধি রক্ষা করেছেন।

১৩ [১ …] এই অধ্যায় ও পরবর্তী অধ্যায় (১৩–১৫) শৌলের রণ-অভিযান বর্ণনা করে। যোনাথানকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়।

[১] এই প্রথম পদের অর্থ অস্পষ্ট।

[৭] পরিস্থিতি যত অশুভ হোক না কেন, শামুয়েলের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত প্রভুর ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করতে হয়। শামুয়েলের অনুপস্থিতিতে, পরিস্থিতির চাপে শৌল নিজেই সেই ধর্মক্রিয়া সাধন করলেন যা করা শামুয়েলেরই দায়িত্ব। তাতে সামরিক প্রধান শৌল ধর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে প্রভুর প্রতি অবাধ্য হন, আর এজন্য প্রভু তাঁকে ত্যাগ করলেন।

[১৪] প্রভু শৌলকে পরিত্যাগ করেন বটে, কিন্তু আপন জনগণের মঙ্গলার্থে তাঁর সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেন।

১৪ [১৪] হিব্রু মূলপাঠ্য অস্পষ্ট।

১৫ [১] 'প্রেরণ' শব্দটা নবী হিসাবেই প্রেরিত হওয়াটা চিহ্নিত করে; বস্তুতপক্ষে শামুয়েল প্রভুর আজ্ঞা ব্যক্ত করেন।

[১৭] রাজা বলে শৌলের মুখ্য কর্তব্যই ছিল জনগণের দাবি মেটানো নয়, ঈশ্বরেরই প্রতি বাধ্যতা দেখানো।

১৬ [১ …] এই অধ্যায় থেকে শৌলের অবনতি ও দাউদের উন্নতি শুরু হয়: ঈশ্বর শৌলকে ত্যাগ করেছেন ও দাউদের সঙ্গে থাকেন—একথা বারবার প্রতিধ্বনিত।

[১] 'আমি … এক রাজার সন্ধান পেয়েছি', আক্ষরিক অনুবাদ: আমি … এক রাজা দেখেছি।

[৬] প্রভুর কর্ম-পদ্ধতি আর একবার উপস্থাপিত: তিনি ছোটদেরই দ্বারা নিজ কাজ চালান (১ করি ১:২৬-২৯)।

১৭ [২৬] পবিত্র যুদ্ধে স্বয়ং জীবনময় ঈশ্বরই উপস্থিত; ইস্রায়েলীয় সৈন্যদল প্রকৃতপক্ষে জীবনময় ঈশ্বরেরই সৈন্যদল; তেমন সৈন্যদলকে যুদ্ধে আহ্বান করা জীবনময় ঈশ্বরকেই যুদ্ধে আহ্বান করার শামিল (২ রাজা ১৯:৪,১৬)।

[৪০] পবিত্র যুদ্ধে স্বয়ং ঈশ্বর সংগ্রাম করেন বিধায় মানুষের যত যুদ্ধ-সরঞ্জাম হাস্যকর ব্যাপার।

শামুয়েল—২য় পুস্তক

(১ম-২য় শামুয়েল) বিচারকগণ পুস্তকের শেষ দৃশ্য অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলারই এক দৃশ্য ছিল; ইস্রায়েল জাতির তেমন পরিস্থিতি সঠিক করার জন্য রাজ্য-প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন, এটিই শামুয়েল দুই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। সেই সঙ্গে পুস্তক দু'টোর ঐশতাত্ত্বিক দিকও মনের সামনে রাখা প্রয়োজন: ইতিহাস-পরিচালনায় ঈশ্বর দুর্বল, অবনমিত ও শেষজাতককেই বেছে নেন—একথা প্রথম পুস্তকের শুরুতে (আন্নার সঙ্গীতে) ও দ্বিতীয় পুস্তক শেষে (দাউদের ধন্যবাদগীতিকায়) প্রতীয়মান। উভয় সঙ্গীত গভীরতর মশীহমুখী প্রত্যাশাও তুলে ধরে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪

দাউদের কাছে শৌলের মৃত্যু-সংবাদ

১ [১] শৌলের মৃত্যু হয়েছিল, এবং দাউদ আমালেকীয়দের পরাস্ত করার পর ফিরে
এসে সিক্লাগে দু' দিন কাটিয়েছিলেন। [২] তৃতীয় দিনে, শৌলের শিবির থেকে একজন
লোক এল, তার জামাকাপড় ছেঁড়া, মাথায় ধুলা; দাউদের কাছে এসে সে মাটিতে লুটিয়ে
পড়ে প্রণিপাত করল। [৩] দাউদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথা থেকে আসছ?' সে
উত্তর দিল, 'আমি ইস্রায়েলের শিবির থেকে পালিয়ে আসছি।' [৪] দাউদ জিজ্ঞাসা
করলেন, 'কী হয়েছে, বল তো?' উত্তরে সে বলল, 'লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে
গেছে; লোকদের মধ্যে অনেকেই মারা পড়েছে; শৌল ও যোনাথানও মারা
পড়েছেন।' [৫] যে যুবকটি খবর দিচ্ছিল, তাকে দাউদ আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি
কেমন করে জান যে, শৌল ও যোনাথান মারা পড়েছেন?' [৬] যে যুবকটি খবর দিচ্ছিল,
সে উত্তরে বলল, 'দৈবাৎ আমি গিলবোয়া পর্বতে এসে পড়েছিলাম, আর দেখ, বর্শার
উপরে ভর করে সেখানে শৌল রয়েছেন, এবং দেখ, রথ ও অশ্বারোহীরা এসে তাঁর

চারদিকে চাপাচাপি করে রয়েছে। [৭] তিনি পিছনে মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে কাছে ডাকলেন; আমি বললাম, এই যে আমি! [৮] তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? আমি উত্তর দিলাম, আমি একজন আমালেকীয়। [৯] তখন তিনি আমাকে বললেন, আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে মেরে ফেল, কারণ আমার মাথা ঘুরছে, কিন্তু আমার মধ্যে এখনও সম্পূর্ণ প্রাণ রয়েছে। [১০] তাই আমি তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে মেরে ফেললাম; আসলে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তেমন পতনের পরে তিনি আর বাঁচবেন না। তারপর তাঁর মাথায় যে মুকুট ছিল, ও বাহুতে যে বলয় ছিল, তা নিয়ে এখানে আমার প্রভুর কাছে এনেছি।'

[১১] দাউদ নিজের পোশাক ধরে ছিঁড়ে ফেললেন; তাঁর সঙ্গে যারা ছিল, তারাও সকলে তাই করল। [১২] তারা হাহাকার করল, চোখের জল ফেলল, এবং শৌল ও তাঁর সন্তান যোনাথানের খাতিরে, এবং প্রভুর জনগণ ও ইস্রায়েলকুলের খাতিরে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করল; কারণ তাঁরা খড়্গের আঘাতে মারা পড়েছিলেন।

[১৩] পরে, যে যুবকটি খবর নিয়ে এসেছিল, তাকে দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথাকার লোক?' সে উত্তর দিল, 'আমি আমালেকীয় একজন প্রবাসীর ছেলে।' [১৪] দাউদ তাকে বললেন, 'প্রভুর তৈলাভিষিক্তজনকে সংহার করার জন্য তোমার হাত বাড়াতে তুমি কেমন করে ভীত হলে না?' [১৫] দাউদ যুবকদের একজনকে ডেকে হুকুম দিলেন, 'এগিয়ে এসো, একে মেরে ফেল।' সে তখনই তাকে আঘাত করল আর সে মরল। [১৬] দাউদ বললেন, 'তোমার রক্ত তোমার মাথায় পড়ুক। তোমারই মুখ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, কারণ তুমি বলেছ: আমিই প্রভুর তৈলাভিষিক্তজনকে মেরে ফেলেছি।'

শৌল ও যোনাথানের উপর দাউদের বিলাপ

[১৭] তখন দাউদ শৌলের ও তাঁর সন্তান যোনাথানের বিষয়ে এই বিলাপগান ধরলেন, [১৮] এবং আজ্ঞা দিলেন, যেন যুদা-সন্তানদের কাছে এই ধনুক-গীতিকা শেখানো হয়। দেখ, তা ন্যায়বানের পুস্তকে লেখা আছে:

[১৯] ‘হে ইস্রায়েল, তোমার উচ্চস্থানগুলিতে
তোমার গরিমা হত হয়ে পড়ে আছে!
হায়! বীরপুরুষেরা কেন নিপাতিত হলেন?

[২০] গাথে একথা শুনিয়ো না,
আস্কেলোনের পথে পথে তা ব্যক্ত করো না,
পাছে ফিলিস্তিনিদের কন্যারা আনন্দ করে,
পাছে অপরিচ্ছেদিতদের কন্যারা মেতে ওঠে।

[২১] হে গিলবোয়ার পর্বতমালা,
তোমাদের উপরে শিশির কি বৃষ্টি না পড়ুক,
প্রথমফসলের মাঠও তোমাদের না থাকুক,
কেননা সেখানে বীরদের ঢাল অপমানিত হয়ে আছে,
পড়ে আছে শৌলের সেই ঢাল, যা তেলে মাখা নয়,
[২২] নিহতদের রক্তে ও বীরদের মেদেই মাখা।
যোনাথানের ধনুক কখনও পরাঙ্মুখ হত না,
শৌলের খড়্গাও কখনও এমনিই ফিরে আসত না।

[২৩] শৌল ও যোনাথান—প্রিয় ও মনোহর মানুষ—
জীবনকালে তাঁরা কখনও বিচ্ছিন্ন হলেন না, মৃত্যুতেও নয়;
তাঁরা ঈগলের চেয়ে দ্রুতই ছিলেন,
ছিলেন সিংহের চেয়ে বলবান।

[২৪] ইস্রায়েল-কন্যারা! শৌলের জন্য চোখের জল ফেল,
তিনি বেগুনি কাপড়ে ও সূক্ষ্ম ক্ষোমে তোমাদের ভূষিত করতেন,
তোমাদের পোশাক সোনার অলঙ্কারে খচিত করতেন।

[২৫] হায়! বীরপুরুষেরা কেন পতিত হলেন সংগ্রামের মধ্যে?
যোনাথান! তোমার মৃত্যুতে আমিও আঘাতগ্রস্ত;
[২৬] হে ভাই যোনাথান, তোমার জন্য আমি অবসন্ন।

তুমি আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিলে,
তোমার ভালবাসা আমার পক্ষে কতই না চমৎকার ছিল,
রমণীর ভালবাসার চেয়েও চমৎকার!

[২৭] হায়! বীরপুরুষেরা কেন নিপাতিত হলেন?
যুদ্ধের যত অস্ত্র এখন বিলুপ্ত!’

হেব্রোনে দাউদ

২ [১] এই সমস্ত ঘটনার পর দাউদ এই বলে প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন,
‘আমাকে কি যুদার কোন এক শহরে যেতে হবে?’ প্রভু উত্তর দিলেন, ‘যাও!’ দাউদ
জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথায় যাব?’ তিনি বললেন, ‘হেব্রোনে যাও।’ [২] তাই দাউদ ও
তাঁর দুই স্ত্রী, যেস্রেয়েলীয়া আহিনোয়াম ও কার্মেলীয় নাবালের বিধবা সেই আবিগাইল
সেখানে গেলেন। [৩] দাউদ প্রত্যেকের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীদেরও নিয়ে গেলেন,
আর তারা হেব্রোনের শহরগুলিতে বসতি করল। [৪] তখন যুদার লোকেরা এসে
সেখানে দাউদকে যুদাকুলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করল। যখন তারা দাউদকে
বলল যে, যাবেশ-গিলেয়াদের লোকেরা শৌলকে সমাধি দিয়েছে, [৫] তখন দাউদ
যাবেশ-গিলেয়াদের লোকদের কাছে দূতদের পাঠিয়ে বললেন, ‘তোমরা যেন প্রভুর
আশীর্বাদের পাত্র হও! কারণ তোমাদের প্রভু শৌলের প্রতি কৃপা দেখিয়েছ ও তাঁকে
সমাধি দিয়েছ। [৬] তাই প্রভু তোমাদের প্রতি কৃপা ও বিশ্বস্ততা দেখিয়ে দিন। তোমরা
তেমন কাজ করেছ বলে আমিও তোমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করব। [৭] সুতরাং এখন
সাহস ধর, বলবান হও। তোমাদের প্রভু শৌল মরেছেন বটে, কিন্তু যুদাকুল নিজের
উপরে আমাকে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করেছে।’

ঈশ-বায়াল ও দাউদের দুই রাজ্য

[৮] নেরের সন্তান আব্নের, যিনি ছিলেন শৌলের সৈন্যদলের সেনাপতি, তিনি
শৌলের সন্তান ঈশ-বায়ালকে নিজের সঙ্গে মাহানাইমে নিয়ে গেছিলেন; [৯] তিনি
তাঁকে গিলেয়াদের, আশুরীয়দের, যেস্রেয়েলের, এফ্রাইমের ও বেঞ্জামিনের এবং গোটা

ইস্রায়েলের উপরে রাজা করেছিলেন। [১০] শৌলের সন্তান ঈশ-বায়াল চল্লিশ বছর বয়সে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করেন; তিনি দুই বছর রাজত্ব করেন। কেবল যুদাকুলই দাউদের পক্ষে ছিল। [১১] দাউদ সাত বছর ছয় মাস হেব্রোনে যুদাকুলের উপরে রাজত্ব করলেন।

গিবেয়োনে সংগ্রাম

[১২] নেরের সন্তান আব্নের এবং শৌলের সন্তান ঈশ-বায়াল-পক্ষের লোক মাহানাইম থেকে গিবেয়োন অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করলেন। [১৩] সেরুইয়ার সন্তান যোয়াব ও দাউদ-পক্ষের লোকেরাও বের হলেন, এবং গিবেয়োনের পুকুরের কাছে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন: এক দল ছিল পুকুরের এপারে, অন্য দল পুকুরের ওপারে। [১৪] আব্নের যোয়াবকে বললেন, 'যুবকেরা এগিয়ে আসুক, আমাদের সামনে তারাই লড়াই করুক।' যোয়াব উত্তর দিলেন, 'এগিয়ে আসুক।' [১৫] তাই তারা এগিয়ে গেলে তাদের সংখ্যা গণনা করা হল: শৌলের সন্তান ঈশ-বায়ালের ও বেঞ্জামিনের পক্ষে বারোজন এবং দাউদ-পক্ষের লোকদের মধ্য থেকে বারোজন। [১৬] তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিযোদ্ধার মাথা ধরে কোমরে খড়্গা বিঁধিয়ে দিল; ফলে সকলে একসঙ্গে মারা পড়ল; এজন্য সেই জায়গার নাম হল কোমরের মাঠ; তা গিবেয়োনে অবস্থিত।

[১৭] সেদিন তীব্র লড়াই হল, এবং আব্নের ও ইস্রায়েলীয়েরা দাউদ-পক্ষের লোকদের দ্বারা পরাজিত হল। [১৮] সেখানে যোয়াব, আবিশাই ও আসাহেল, সেরুইয়ার এই তিন সন্তান ছিলেন; সেই আসাহেল বন্য হরিণের মতই পায়ে দ্রুতগামী ছিলেন। [১৯] আসাহেল আব্নেরের পিছনে ধাওয়া করতে লাগলেন, যেতে যেতে আব্নেরের পিছু ধাওয়ায় ডানে বা বাঁয়ে কোথাও সরলেন না। [২০] আব্নের পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তুমি কি আসাহেল?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিই সে।' [২১] আব্নের তাঁকে বললেন, 'তুমি ডানে বা বাঁয়ে ফিরে এই যুবকদের কোন একজনকে ধরে লুটের মাল হিসাবে তার রণসজ্জা নাও।' কিন্তু আসাহেল তাঁর পিছু ধাওয়াটা ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। [২২] আব্নের আসাহেলকে আবার বললেন, 'আমার পিছু ধাওয়াটা ত্যাগ কর; কেন এমনটি চাও যে, আমি তোমাকে আঘাত করে মাটিতে লুটিয়ে দেব? করলে তোমার ভাই যোয়াবের মুখের দিকে কি করে আবার

তাকাতে পারব?’ [২৩] তথাপি তিনি তাঁকে ছাড়তে রাজি হলেন না, তাই আব্নের বর্শার গোড়া পর্যন্ত তাঁর পেটে এমনভাবে বিঁধিয়ে দিলেন যে, বর্শা তাঁর পিঠ ভেদ করে বের হল আর তিনি সেইখানে পড়ে মরলেন। তখন যত লোক আসাহেলের পতন ও মৃত্যুর জায়গায় এসে পৌঁছল, সকলেই থামল। [২৪] কিন্তু যোয়াব ও আবিশাই আব্নেরের পিছনে ধাওয়া করে গেলেন, যে পর্যন্ত সূর্যাস্তের সময়ে আম্মা উপপর্বতে এসে পৌঁছলেন; উপপর্বতটা গিবেয়োন মরুপ্রান্তরের পথে, গিয়াহ্‌র উল্টো পাশে অবস্থিত।

[২৫] বেঞ্জামিনীয়েরা আব্নেরের পিছনে একত্রে দলবদ্ধ হয়ে একটা উপপর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রইল। [২৬] আব্নের যোয়াবকে ডেকে বললেন, ‘খড়্গ কি চিরকাল গ্রাস করবে? এর শেষ কেবল সর্বনাশই হবে, এ কি জান না? তাই তুমি তোমার ভাইদের ধাওয়া বন্ধ করতে তোমার দলের লোকদের কতকাল আজ্ঞা না দিয়ে থাকবে?’ [২৭] যোয়াব বললেন, ‘জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি! তুমি যদি কথা না বলতে, তবে লোকে সকাল পর্যন্তই তাদের ভাইদের পিছনে ধাওয়া করায় ক্ষান্ত হত না।’ [২৮] তখন যোয়াব তুরি বাজালেন, তাতে সমস্ত লোক থেমে গেল, ইস্রায়েলের পিছনে আর ধাওয়া করল না, লড়াইও আর করল না। [২৯] আব্নের ও তাঁর লোকেরা আরাবার মধ্য দিয়ে সারারাত চলে যর্দন পার হলেন এবং সমস্ত বিথ্রোন দিয়ে মাহানাইমে এসে পৌঁছলেন। [৩০] যোয়াব আব্নেরের পিছু ধাওয়া থেকে ফিরে সমস্ত লোককে জড় করলে দাউদ-পক্ষের লোকদের মধ্যে আসাহেল বাদে উনিশজন কম পড়ল, [৩১] কিন্তু দাউদ-পক্ষের লোকদের আঘাতে বেঞ্জামিনের ও আব্নেরের লোকদের তিনশ’ ষাটজন মারা পড়েছিল; [৩২] তারা আসাহেলকে তুলে নিয়ে তাঁর পিতার সমাধিতে সমাধি দিল; তা বেথলেহেমে অবস্থিত। পরে যোয়াব ও তাঁর লোকেরা সারারাত চলে সকালবেলায় হেব্রোনে এসে পৌঁছলেন।

৩ [১] শৌলের কুলের ও দাউদের কুলের মধ্যে যুদ্ধ বহুদিন হতে চলল। দিনের পর দিন দাউদ অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন, অপরদিকে শৌলের কুল দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল।

হেব্রোনে সঞ্জাত দাউদের সন্তানেরা

[২] হেব্রোনে দাউদের এই এই পুত্রসন্তান জন্ম নিল: যেস্রেয়েলীয়া আহিনোয়ামের গর্ভে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আম্নোন; [৩] কার্মেলীয় নাবালের বিধবা আবিগাইলের গর্ভে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান কিলেয়াব; গেশুরের রাজা তাল্মাইয়ের কন্যা মাআখার গর্ভে তাঁর তৃতীয় সন্তান আব্‌শালোম; [৪] হাগিতের গর্ভে চতুর্থ সন্তান আদোনিয়া; আবিতালের গর্ভে পঞ্চম সন্তান শেফাতিয়া; [৫] এবং দাউদের স্ত্রী এগ্লার গর্ভে ষষ্ঠ সন্তান ইত্রেয়াম। দাউদের এই সকল সন্তানের জন্মস্থান হেব্রোন।

[৬] শৌলের কুলে ও দাউদের কুলে যতদিন পরস্পর যুদ্ধ হল, ততদিন আব্নের শৌলের কুলে প্রভাবশালী হয়ে উঠলেন। [৭] শৌলের রিস্পা নামে একটা উপপত্নী ছিল, সে আয়ার মেয়ে। ঈশ-বায়াল আব্নেরকে বললেন, 'তুমি কেন আমার পিতার উপপত্নীর সঙ্গে মিলিত হলে?' [৮] ঈশ-বায়ালের এই কথায় আব্নের খুবই রেগে গেলেন, বললেন, 'আমি কি যুদার কুকুরের মাথা? আমি আজ পর্যন্ত তোমার পিতা শৌলের কুলের প্রতি, তাঁর ভাইদের ও বন্ধুদের প্রতি সহৃদয়তা দেখিয়ে আসছি ও তোমাকে দাউদের হাতে তুলে দিইনি, আর তুমি নাকি আজ একটি স্ত্রীলোকের ব্যাপারে আমাকে ভর্ৎসনা করছ? [৯] পরমেশ্বর আব্নেরকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও কঠোর শাস্তিও দিন যদি দাউদের বিষয়ে প্রভু যা শপথ করেছেন, আমি সেই অনুসারে কাজ না করি, [১০] অর্থাৎ শৌলের কুল থেকে রাজ্য তুলে নিয়ে দান থেকে বের্শেবা পর্যন্ত ইস্রায়েলের উপরে ও যুদার উপরেও দাউদের সিংহাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত না করি।' [১১] আব্নেরকে তিনি আর একটা কথাও বলতে সাহস করলেন না, যেহেতু তাঁকে ভয় করছিলেন।

[১২] আব্নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পক্ষ থেকে দাউদের কাছে দূতদের পাঠিয়ে বললেন, '... তাছাড়া আপনি আমার সঙ্গে সন্ধি স্থির করুন; তবে এই যে, গোটা ইস্রায়েলকে আপনার পক্ষে আনবার জন্য আমার হাত আপনার সঙ্গে থাকবে।' [১৩] দাউদ বললেন, 'আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে সন্ধি স্থির করব; তোমার কাছে আমার কেবল একটা শর্ত: তুমি যখন আমার উপস্থিতিতে আসবে, তখন শৌলের মেয়ে মিখালকে না আনলে আমার উপস্থিতিতে আসতে পারবে না।' [১৪] দাউদ শৌলের সন্তান ঈশ-বায়ালের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, 'আমি ফিলিস্তিনিদের একশ'টা লিঙ্গের অগ্রচর্ম অগ্রিম দাম দিয়ে যাকে

বিবাহ করেছি, আমার সেই স্ত্রী মিখালকে ফিরিয়ে দাও।' [১৫] ঈশ-বায়াল লোক পাঠিয়ে তাঁর স্বামীর অর্থাৎ লাইশের সন্তান পাল্তিয়েলের কাছ থেকে মিখালকে নিয়ে এলেন। [১৬] তাঁর স্বামী কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পিছু পিছু বাহুরিম পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চলল। কিন্তু আব্নের তাকে বললেন, 'যাও, ফিরে যাও।' আর সে ফিরে গেল।

[১৭] ইতিমধ্যে আব্নের ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের সঙ্গে এই ধরনের কথাবার্তা বললেন: 'তোমরা বেশ কিছু দিন ধরেই দাউদকে তোমাদের রাজা বলে চেয়েছ। [১৮] এখন কাজে লাগ, কেননা প্রভু দাউদের বিষয়ে বলেছেন, আমি আমার দাস দাউদের হাত দ্বারা আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ও সকল শত্রুর হাত থেকে ত্রাণ করব।' [১৯] আব্নের বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর কানেও এই ধরনের কথা শোনালেন। পরে, ইস্রায়েল ও বেঞ্জামিনের গোটা কুল যে সমস্ত বিষয়ে সম্মত হয়েছিল, আব্নের সেই সকল কথা দাউদকে অবগত করার জন্য হেব্রোনে যাত্রা করলেন।

[২০] আব্নের কুড়িজন লোককে সঙ্গে নিয়ে হেব্রোনে দাউদের কাছে এসে পৌঁছলে দাউদ আব্নেরের ও তাঁর সঙ্গী লোকদের জন্য ভোজের আয়োজন করলেন। [২১] পরে আব্নের দাউদকে বললেন, 'আমি এবার উঠি; গিয়ে গোটা ইস্রায়েলকে আমার প্রভু মহারাজের কাছে জড় করি; তবে তারা আপনার সঙ্গে সন্ধি করবে আর আপনি আপনার ইচ্ছামত সকলের উপরে রাজত্ব করবেন।' তাই দাউদ আব্নেরকে যেতে দিলেন, আর তিনি শান্তিতে চলে গেলেন।

[২২] কোন এক জায়গা লুট করার পর দাউদের লোকেরা ও যোয়াব ঠিক সেসময়ে ফিরে আসছিল, সঙ্গে করে প্রচুর লুটের মাল নিয়ে আসছিল। তখন আব্নের হেব্রোনে দাউদের কাছে আর ছিলেন না, কারণ দাউদ তাঁকে যেতে দিয়েছিলেন আর তিনি শান্তিতে চলে গেছিলেন। [২৩] যোয়াব ও তাঁর সঙ্গী গোটা দল এলে লোকেরা যোয়াবকে বলল, 'নেরের সন্তান আব্নের রাজার কাছে এসেছিলেন, রাজা তাঁকে যেতে দিয়েছেন আর তিনি শান্তিতে চলে গেলেন।' [২৪] যোয়াব রাজাকে গিয়ে বললেন, 'আপনি কী করেছেন? এই যে, আব্নের আপনার কাছে আসে আর আপনি তাকে যেতে দেন, তাতে সে একেবারে চলে গেল! এর কারণ কি? [২৫] আপনি তো নেরের সন্তান আব্নেরকে চেনেন: আপনাকে ভোলাবার জন্য, আপনার আসা-যাওয়া জানবার জন্য, আর আপনি

যা কিছু করছেন, সেই সবকিছু জ্ঞাত হবার জন্যই সে এসেছিল।’ [২৬] যোয়াব দাউদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আব্নেরের পিছনে দূতদের পাঠিয়ে দিলেন; তারা সিরা কুয়োর কাছাকাছি জায়গা থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনল—এসব কিছু দাউদের অজান্তে। [২৭] আব্নের হেব্রোনে ফিরে এলে যোয়াব নিরিবিলিতে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার ছলে নগরদ্বারের ভিতরে তাঁকে নিয়ে গেলেন, সেইখানে তাঁর ভাই আসাহেলের রক্তের প্রতিশোধ নেবার জন্য তাঁর পেটে মারণ-আঘাত করে তাঁকে মেরে ফেললেন।

[২৮] এরপরে যখন দাউদ ব্যাপারটা জানতে পারলেন, তখন বললেন, ‘নেরের সন্তান আব্নেরের রক্তপাতের ব্যাপারে আমি ও আমার রাজ্য প্রভুর সামনে চিরকাল নির্দোষী। [২৯] সেই রক্ত যোয়াবের ও তার গোটা পিতৃকুলের উপরে নেমে পড়ুক। যোয়াবের কুলে প্রমেহী বা তীব্র চর্মরোগে আক্রান্ত রোগী বা লাঠি-অবলম্বী বা খড়্গে পতিত বা আহারবিহীন লোকের অভাব না হোক!’ [৩০] (যোয়াব ও তাঁর ভাই আবিশাই আব্নেরকে বধ করলেন, কেননা তিনি গিবেয়োনে সেই লড়াইতে তাঁদের ভাই আসাহেলকে বধ করেছিলেন।)

[৩১] দাউদ যোয়াবকে ও তাঁর সঙ্গী লোককে বললেন, ‘তোমরা তোমাদের পোশাক ছিঁড়ে ও চটের কাপড় পরে আব্নেরের জন্য শোকপালন কর।’ দাউদ রাজাও শবাধারের পিছু পিছু চললেন। [৩২] আব্নেরকে হেব্রোনে সমাধি দেওয়া হল, এবং রাজা আব্নেরের কবরের কাছে জোর গলায় কাঁদলেন, গোটা জনগণও কাঁদল। [৩৩] রাজা এই বলে আব্নেরের জন্য বিলাপ করলেন,

‘আব্নেরের কি সেইমতই মরার কথা ছিল, যেভাবে ধূর্তই মরে?
[৩৪] তোমার দু’ হাত ছিল না বদ্ধ,
তোমার পাও ছিল না বেড়িতে আবদ্ধ!
মানুষ যেমন অপকর্মার সামনে পড়ে,
তেমনি পড়লে তুমি!’
গোটা জনগণ তাঁর জন্য আরও জোরে কাঁদল।

[৩৫] পরে গোটা জনগণ এসে দাউদকে সাধাসাধি করল, যেন কিছু বেলা থাকতেই তিনি খানিকটা খান, কিন্তু দাউদ শপথ করে বললেন, ‘পরমেশ্বর আমাকে এই শাস্তির

সঙ্গে আরও কঠোর শাস্তিও দিন যদি সূর্যাস্তের আগে আমি রুটি বা অন্য কোন কিছু আস্বাদ করি!’ [৩৬] গোটা জনগণ ব্যাপারটা লক্ষ করল, তা ন্যায্য মনে করল; রাজা যা কিছু করলেন, গোটা জনগণ তাতে সায় দিল। [৩৭] গোটা জনগণ, অর্থাৎ গোটা ইস্রায়েল সেদিন এবিষয়ে নিশ্চিত হল যে, নেরের সন্তান আব্নেরের মৃত্যুর পিছনে রাজার কোন হাত ছিল না। [৩৮] রাজা তাঁর পরিষদদের আরও বললেন, ‘তোমরা কি বুঝতে পারছ যে, আজ ইস্রায়েলের মধ্যে প্রধান ও মহান একজনের পতন হয়েছে? [৩৯] রাজপদে তৈলাভিষিক্ত হলেও আজ আমি দুর্বল; আর এই কয়টি লোক, সেরুইয়ার এই ছেলেরা, আমার পক্ষে অধিক বলবান। প্রভুই অপকর্মাকে তার অপকর্ম অনুসারে প্রতিফল দিন!’

ঈশ-বায়ালের মৃত্যু

৪ [১] যখন শৌলের ছেলে [ঈশ-বায়াল] শুনলেন যে, আব্নের হেব্রোনে মারা গেছেন, তখন অন্তরে দুর্বল হলেন, এবং গোটা ইস্রায়েল বিহ্বল হল।

[২] শৌলের সন্তানের দু’জন দলপতি ছিল, একজনের নাম বানা, আর একজনের নাম রেখাব; তারা বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর বেয়েরোথীয় রিম্মোনের সন্তান, কেননা বেয়েরোথও বেঞ্জামিনের শহরগুলির মধ্যে গণিত; [৩] বেয়েরোথীয়েরা গিত্তাইমে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, আর সেখানে আজ পর্যন্ত প্রবাসী বাসিন্দা হয়ে বাস করছে।

[৪] শৌলের সন্তান যোনাথানের একটি ছেলে ছিল, সে দু’পায়ে খোঁড়া; যেস্রেয়েল থেকে যখন শৌল ও যোনাথানের বিষয়ে খবর এসেছিল, তখন তার বয়স ছিল পাঁচ বছর; তার ধাইমা তাকে তুলে নিয়ে পালিয়েছিল, কিন্তু শীঘ্র পালিয়ে যাওয়ায় সে পড়ে খোঁড়া হয়েছিল; তার নাম মেরিব্-বায়াল।

[৫] তাই বেয়েরোথীয় রিম্মোনের সন্তান সেই রেখাব ও বানা রওনা হয়ে দিনের সবচেয়ে গরমের সময়ে ঈশ-বায়ালের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল; তিনি সেসময়ে মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। [৬] আর দেখ, দ্বাররক্ষিকা গম বাছাই করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই রেখাব ও বানা দু’জনে সবার চোখের আড়ালে ঘরে ঢুকতে পারল। [৭] তিনি খাটে শুয়ে ছিলেন, সেসময়ে তারা ভিতরে গিয়ে তাঁকে আঘাত করে

মেরে ফেলল ও তাঁর মাথা কেটে দিল; পরে তাঁর মাথা নিয়ে আরাবার পথ ধরে সারারাত হেঁটে চলল। [৮] তারা ঈশ-বায়ালের মাথা হেব্রোনে দাউদের কাছে এনে রাজাকে বলল, 'আপনার শত্রু সেই শৌল, যে আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা করত, এই যে তার ছেলে ঈশ-বায়ালের মাথা! প্রভু আজ আমাদের প্রভু মহারাজের কাছে শৌল ও তার বংশের উপর প্রতিশোধ মঞ্জুর করলেন।'

[৯] কিন্তু দাউদ বেয়েরোথীয় রিম্মোনের সন্তান রেখাব ও তার ভাই বানাকে উত্তরে বললেন, 'যিনি সমস্ত সঙ্কট থেকে আমার প্রাণ নিস্তার করেছেন, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! [১০] যে লোক আমাকে বলেছিল: দেখ, শৌল মারা গেছে, সে শুভসংবাদ আনছিল মনে করলেও আমি যখন তাকে ধরে সিক্লাগে মেরে ফেলেছিলাম—তার সংবাদের জন্য এই পুরস্কারটিই আমি তাকে দিয়েছিলাম!— [১১] তখন যারা এখন ধার্মিক মানুষকে তাঁরই ঘরের মধ্যে তাঁর খাটের উপরে মেরে ফেলেছে, সেই দুর্জন যে তোমরা, আমি মহত্তর কারণে কি তোমাদেরই কাছ থেকে তাঁর রক্তের প্রতিশোধ নেব না? পৃথিবী থেকে কি তোমাদের উচ্ছেদ করব না?' [১২] দাউদ তাঁর যুবকদের হুকুম দিলে তারা তাদের মেরে ফেলল, এবং তাদের হাত-পা কেটে হেব্রোনের দিঘির ধারে টাঙিয়ে দিল। তারপর ঈশ-বায়ালের মাথা নিয়ে হেব্রোনে আব্নেরের সমাধিমন্দিরে পুঁতে রাখল।

ইস্রায়েল-রাজ দাউদ

৫ [১] তখন ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠী হেব্রোনে দাউদের কাছে এসে বলল, 'দেখুন, আমরা আপনার নিজের হাড় ও আপনার নিজের মাংস! [২] আগে যখন শৌল আমাদের রাজা ছিলেন, তখনও আপনিই ইস্রায়েলকে রণ-অভিযানে নিয়ে যেতেন ও ফিরিয়ে আনতেন। প্রভু আপনাকেই বলেছেন: তুমিই আমার জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবে, তুমিই ইস্রায়েলের জননায়ক হবে।'

[৩] তাই ইস্রায়েলের প্রবীণেরা সকলে মিলে হেব্রোনে রাজার কাছে এলেন, আর দাউদ রাজা হেব্রোনে প্রভুর সাক্ষাতে তাঁদের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থির করলেন, এবং তাঁরা দাউদকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করলেন।

[৪] দাউদ রাজা ত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করেন; তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। [৫] তিনি হেব্রোনে যুদার উপরে সাত বছর ছয় মাস রাজত্ব করেন; পরে যেরুশালেমে গোটা ইস্রায়েল ও যুদার উপরে তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন।

যেরুশালেম হস্তগত

[৬] রাজা ও তাঁর লোকেরা যেরুশালেমের দিকে রওনা হয়ে সেই এলাকার অধিবাসী যেবুসীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। এরা দাউদকে বলল, 'তুমি এখানে প্রবেশ করবেই না! তোমাকে হটিয়ে দিতে অন্ধ ও খোঁড়া মানুষই যথেষ্ট।' এতে তারা বোঝাতে চাচ্ছিল, 'দাউদ এখানে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না।' [৭] কিন্তু দাউদ সিয়োনের দুর্গটা হস্তগত করলেন, যা আজকালে দাউদ-নগরী বলে পরিচিত। [৮] সেদিন দাউদ বললেন, 'যে কেউ যেবুসীয়দের আঘাত করতে চায়, তাকে জলপ্রণালী পর্যন্ত যেতে হবে, … ; তাছাড়া অন্ধ ও খোঁড়া সকলেই দাউদের ঘৃণার বস্তু।' এজন্য লোকে বলে, 'অন্ধ ও খোঁড়া গৃহে ঢুকবে না।' [৯] দাউদ সেই দুর্গে বাস করতে গিয়ে তার নাম দাউদ-নগরী রাখলেন। দাউদ মিল্লো থেকে ভিতর পর্যন্ত চারদিকে প্রাচীর গাঁথলেন। [১০] দাউদ প্রভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে উঠলেন, এবং সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

[১১] তুরসের রাজা হিরাম দাউদের কাছে দূতদের এবং এরসকাঠ, ছুতোর ও ভাস্করদের পাঠালেন; তারা দাউদের জন্য একটা গৃহ নির্মাণ করল। [১২] তখন দাউদ বুঝলেন যে, প্রভু তাঁকে ইস্রায়েলের রাজপদে বহাল করেছেন, এবং তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের খাতিরে তাঁর রাজ্যের উন্নতি সাধন করেছেন।

যেরুশালেমে সঞ্জাত দাউদের সন্তানেরা

[১৩] দাউদ হেব্রোন থেকে আসবার পর যেরুশালেমে আরও উপপত্নী ও বধূ নিলেন, তাই দাউদের ঘরে আরও ছেলেমেয়ে জন্মাল। [১৪] যেরুশালেমে তাঁর যে সকল পুত্রসন্তান জন্মাল, তাদের নাম এই: শাম্মুয়া, শোবাব, নাথান, শলোমন, [১৫] ইব্‌হার, এলিশুয়া, নেফেগ, যাফিয়া, [১৬] এলিশামা, এলিয়াদা ও এলিফেলেৎ।

ফিলিস্তিনিদের উপরে জয়লাভ

[১৭] ফিলিস্তিনিরা যখন শুনল যে, দাউদ ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত হয়েছেন, তখন তারা সকলে দাউদের খোঁজে উঠে এল; দাউদ ব্যাপারটা শুনে দুর্গে নেমে গেলেন। [১৮] ফিলিস্তিনিরা এসে রেফাইম উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। [১৯] তখন দাউদ এই বলে প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন, 'আমি কি ফিলিস্তিনিদের আক্রমণ করব? তুমি কি তাদের আমার হাতে তুলে দেবে?' প্রভু দাউদকে বললেন, 'আক্রমণ চালাও, আমি নিশ্চয়ই ফিলিস্তিনিদের তোমার হাতে তুলে দেব।' [২০] তাই দাউদ বায়াল-পেরাজিমে গেলেন, আর সেখানে দাউদ তাদের পরাস্ত করলেন; তিনি বললেন, 'প্রভু আমার সামনে আমার শত্রু-প্রাচীরের মধ্যে একটা ছিদ্র করে দিলেন, তারা ঠিক যেন বন্যার চাপেই ভেঙে গেল।' এজন্য তিনি সেই জায়গার নাম বায়াল-পেরাজিম রাখলেন। [২১] সেখানে তারা তাদের যত দেবমূর্তি ফেলে গিয়েছিল, আর দাউদ ও তাঁর লোকেরা সেগুলি তুলে নিয়ে গেলেন।

[২২] ফিলিস্তিনিরা আবার এসে রেফাইম উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল; [২৩] দাউদ প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন আর তিনি উত্তরে বললেন, 'ওদের সামনাসামনি যেয়ো না, কিন্তু ওদের পিছন দিয়ে ঘুরে এসে গন্ধতরুর সামনে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। [২৪] গন্ধতরুর চূড়ায় যখন সৈন্যদলের পায়ের মত শব্দ শুনবে, তখনই তুমি আক্রমণ চালাও, কেননা তখন প্রভু নিজেই ফিলিস্তিনিদের সৈন্যদলকে পরাজিত করবার জন্য তোমার আগে আগে বেরিয়ে পড়বেন।' [২৫] দাউদ প্রভুর আজ্ঞামত কাজ করলেন, এবং গিবেয়োন থেকে গেজেরের প্রবেশপথ পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের পরাস্ত করলেন।

যেরুশালেমে মঞ্জুষা

৬ [১] দাউদ আবার ইস্রায়েলের সমস্ত বাছাই করা লোককে, ত্রিশ হাজার লোককে জড় করলেন। [২] দাউদ ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক উঠে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা যুদার বায়ালা থেকে নিয়ে আসবার জন্য রওনা হলেন—মঞ্জুষাটির নাম 'খেরুবদের উপরে আসীন সেনাবাহিনীর প্রভু'। [৩] তাঁরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষা একটা নতুন গরুর গাড়িতে

বসিয়ে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত আবিনাদাবের বাড়ি থেকে বের করে আনলেন; আবিনাদাবের ছেলে উজ্জা ও আহিয়ো সেই নতুন গাড়ি চালাচ্ছিল। [৪] উজ্জা পরমেশ্বরের মঞ্জুষার পাশাপাশি হয়ে চলছিল, আর আহিয়ো মঞ্জুষার আগে আগে চলছিল। [৫] দাউদ ও গোটা ইস্রায়েলকুল বীণা, সেতার, খঞ্জনি, জয়শৃঙ্গ ও করতালের ঝঙ্কারে প্রভুর সামনে সমস্ত শক্তি দিয়ে নেচে নেচে ফুর্তি করছিলেন।

[৬] কিন্তু তাঁরা নাখোনের খামারে এসে পৌঁছলে উজ্জা হাত বাড়িয়ে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ধরল, কারণ বলদগুলো তা টলিয়ে দিচ্ছিল। [৭] তখন উজ্জার উপর পরমেশ্বরের ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তার এই অপরাধের জন্য পরমেশ্বর সেইখানে তাকে আঘাত করলেন, আর সে সেইখানে পরমেশ্বরের মঞ্জুষার পাশে মারা গেল। [৮] প্রভু উজ্জার প্রতি কঠোরভাবে ব্যবহার করায় দাউদ মনঃক্ষুণ্ণ হলেন, আর সেই জায়গার নাম পেরেস-উজ্জা রাখলেন—আজ পর্যন্তই এই নাম প্রচলিত।

[৯] দাউদ সেদিন প্রভুকে ভয় পেলেন, বললেন, ‘প্রভুর মঞ্জুষা কেমন করে আমার কাছে আসবে?’ [১০] তাই দাউদ স্থির করলেন, প্রভুর মঞ্জুষাটিকে তিনি দাউদ-নগরীতে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন না, গাথ-নিবাসী ওবেদ-এদোমের বাড়িতেই তা আনিয়ে রাখলেন। [১১] প্রভুর মঞ্জুষা গাথ-নিবাসী ওবেদ-এদোমের বাড়িতে তিন মাস থাকল, এবং প্রভু ওবেদ-এদোম ও তার বাড়ির সকলকে আশীর্বাদ করলেন।

[১২] পরে দাউদকে বলা হল, ‘পরমেশ্বরের মঞ্জুষার খাতিরে প্রভু ওবেদ-এদোমের বাড়ি ও তার সবকিছুই আশীর্বাদ করেছেন।’ তাই দাউদ গিয়ে ওবেদ-এদোমের বাড়ি থেকে আনন্দের সঙ্গে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা দাউদ-নগরীতে নিয়ে এলেন। [১৩] প্রভুর মঞ্জুষার বাহকেরা ছ’ পা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটা বলদ আর একটা নধর বাছুর বলিরূপে উৎসর্গ করলেন। [১৪] দাউদ প্রভুর সামনে সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের পায়ের উপরে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন; তাঁর কোমরে তখন সেই ক্ষোমের এফোদ বাঁধা ছিল। [১৫] এইভাবে দাউদ ও গোটা ইস্রায়েলকুল আনন্দধ্বনির মধ্যে ও শিঙার সুরে প্রভুর মঞ্জুষা নিয়ে এলেন।

[১৬] প্রভুর মঞ্জুষা দাউদ-নগরীতে প্রবেশ করার সময়ে শৌলের কন্যা মিখাল জানালা দিয়ে তাকাচ্ছিলেন; প্রভুর সামনে দাউদ রাজাকে লাফালাফি করে নাচতে দেখে

তিনি মনে মনে তাঁকে অবজ্ঞা করলেন। [১৭] লোকেরা প্রভুর মঞ্জুষা ভিতরে এনে তার নির্দিষ্ট জায়গায় রাখল, অর্থাৎ মঞ্জুষার জন্য দাউদ যে তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিলেন, তারই মাঝখানে; এবং দাউদ প্রভুর সাক্ষাতে আহুতি দিলেন ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করলেন। [১৮] আহুতি ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ-কর্ম শেষ করার পর দাউদ সেনাবাহিনীর প্রভুর নামে জনগণকে আশীর্বাদ করলেন, [১৯] এবং সকল লোকের মধ্যে, অর্থাৎ ইস্রায়েলের সেই লোকারণ্যের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক স্ত্রীলোককে একটা করে রুটি, এক টুকরো মাংস ও একটা করে কিশমিশের পিঠা বিতরণ করলেন; পরে সকল লোক যে যার ঘরে ফিরে গেল।

[২০] দাউদ তাঁর নিজের পরিবার-পরিজনদের আশীর্বাদ করার জন্য ফিরে আসছেন, এমন সময় শৌলের কন্যা মিখাল দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'ইস্রায়েলের রাজা আজ কেমন সম্মানের পাত্র হয়েছেন! ঠিক যেন একটা তুচ্ছ মানুষের মতই তিনি আজ তাঁর অনুচারীদের দাসীদের সামনে পোশাক ছেড়ে দিয়েছেন!' [২১] দাউদ প্রতিবাদ করে মিখালকে বললেন, 'আমি সেই প্রভুরই সামনে নেচেছি, যিনি প্রভুর জনগণের উপরে, ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক পদে আমাকে নিযুক্ত করার জন্য তোমার পিতা ও তাঁর সমস্ত কুলের চেয়ে আমাকেই বেছে নিয়েছেন। তাই প্রভুর সামনে আমি নাচবই; [২২] এমনকি, এর চেয়ে নিজেকে আরও তুচ্ছ করব! তোমার দৃষ্টিতে আমি নিচু হব বটে, কিন্তু যে দাসীদের কথা তুমি বলেছ, তাদের কাছে আমি সম্মানের পাত্র হব।' [২৩] আর তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত শৌলের কন্যা মিখালের সন্তান হল না।

নাথানের ভাববাণী

৭ [১] যখন রাজা নিজের গৃহে বাস করতে লাগলেন, এবং প্রভু চারপাশের সমস্ত শত্রু থেকে তাঁকে স্বস্তি দিলেন, [২] তখন রাজা নবী নাথানকে বললেন, 'দেখুন, আমি এরসকাঠের তৈরী একটা গৃহে বাস করছি, কিন্তু পরমেশ্বরের মঞ্জুষা একটা পর্দাঘরে পড়ে রয়েছে।' [৩] নাথান রাজাকে বললেন, 'আচ্ছা, আপনার মন যা করতে চায়, তাই করুন, কারণ প্রভু আপনার সঙ্গে আছেন।'

[৪] কিন্তু সেই রাতে প্রভুর বাণী নাথানের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:
[৫] ‘আমার দাস দাউদকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, তুমি কি আমার জন্য একটা
গৃহ গেঁথে তুলবে যেখানে আমি বাস করতে পারি? [৬] ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর থেকে
বের করে আনার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কোন গৃহে কখনও বাস করিনি, শুধু
একটা তাঁবু, হ্যাঁ, একটা আচ্ছাদনের নিচে থেকেই আমি ঘুরে ঘুরে চলেছি। [৭] সমস্ত
ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে যখন সব জায়গায় ঘুরে চলছিলাম, তখন যাদের আমি আমার
আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবার ভার দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলের সেই বিচারকদের
একজনকেও কি কখনও একথা বলেছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরসকাঠের
একটা গৃহ গাঁথ না? [৮] সুতরাং এখন তুমি আমার দাস দাউদকে একথা বলবে:
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যখন মেষপালের পিছনে পিছনে যেতে, তখন
আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক করবার জন্য আমিই সেই চারণভূমি
থেকে তোমাকে নিয়েছি। [৯] তুমি যেইখানে গিয়েছ, আমি সেখানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে
থেকেছি; তোমার সামনে থেকে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছেদ করেছি; আর আমি
তোমার নাম পৃথিবীর মহাপুরুষদের সুনামের মত মহান করব। [১০] আমি আমার
আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য একটা স্থান স্থির করে দেব, সেখানে তাদের রোপণ
করব, যেন নিজেদের সেই বাসস্থানে তারা বাস করে, যেন আর বিচলিত না হয়, যেন
দুর্জনেরা তাকে অত্যাচার না করে যেমনটি আগে করত [১১] যখন আমি আমার আপন
জনগণ ইস্রায়েলের উপরে বিচারকদের নিযুক্ত করেছিলাম; আমি যত শত্রু থেকে
তোমাদের মুক্ত করে বিশ্রাম দেব। তাছাড়া প্রভু তোমাকে এই কথাও বলছেন যে, তোমার
জন্য প্রভুই এক কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। [১২] আর তোমার দিনগুলো ফুরিয়ে গেলে যখন
তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে শয়ন করবে, তখন আমি তোমার স্থানে তোমার একজন
বংশধরের, তোমার ঔরসজাতই একজনের উদ্ভব ঘটাব ও তার রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত
করব। [১৩] আমার নামের উদ্দেশে সে-ই একটা গৃহ গেঁথে তুলবে, এবং আমি তার
রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। [১৪] তার জন্য আমি হব পিতা, আর
আমার জন্য সে হবে পুত্র; সে অন্যায় করলে আমি, যেভাবে মানুষেরা বেত মেরে শাস্তি
দেয় ও কশাঘাত করে, তেমনি তাকে শাসন করব; [১৫] কিন্তু যাকে আমি তোমার

সামনে থেকে দূর করেছি, সেই শৌলের কাছ থেকে আমি যেমন আমার কৃপা ফিরিয়ে নিয়েছি, না, এর কাছ থেকে আমার কৃপা আমি তেমনি ফিরিয়ে নেব না; [১৬] বরং তোমার কুল ও তোমার রাজ্য আমার সামনে চিরস্থায়ী হবে; তোমার সিংহাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিরকাল ধরে।' [১৭] নাথান এই সমস্ত বাণী এবং এই দিব্য দর্শনের কথা দাউদকে জানালেন।

দাউদের প্রার্থনা

[১৮] তখন দাউদ রাজা ভিতরে গিয়ে প্রভুর সাক্ষাতে বসলেন; তিনি বললেন, 'প্রভু পরমেশ্বর, আমি কে, আমার কুলই বা কি যে তুমি আমাকে এতখানি এগিয়ে এনেছ? [১৯] অথচ তোমার দৃষ্টিতে, প্রভু পরমেশ্বর, তাও বুঝি অতি সামান্য ব্যাপার মনে হল, যার জন্য ভাবীকালে তোমার দাসের কুলের কথাও তুমি বলেছ। প্রভু পরমেশ্বর, মানুষের পক্ষে এ তো নিয়ম! [২০] এই দাউদ তোমাকে আর কী বলবে? প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তো তোমার আপন দাসকে জান। [২১] তুমি তোমার আপন বাণীর খাতিরে ও তোমার হৃদয় অনুসারে এই সমস্ত মহাকর্ম সাধন করে তোমার দাসকে তা জানিয়ে দিয়েছ। [২২] প্রভু পরমেশ্বর, তুমি সত্যি মহান; কারণ তোমার মত কেউই নেই, আর তুমি ছাড়া অন্য পরমেশ্বর নেই, ঠিক যেভাবে আমরা নিজেদের কানে শুনেছি। [২৩] পৃথিবীর মধ্যে কোন্ একটি জাতি তোমার জনগণ ইস্রায়েলের মত? পরমেশ্বরই তো তাকে তাঁর আপন জনগণ করার জন্য এবং তাঁর আপন নাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুক্তিকর্ম সাধন করতে এসেছিলেন। তুমি তাদের পক্ষে মহা মহা কাজ ও তোমার আপন দেশের পক্ষে নানা ভয়ঙ্কর কর্ম তোমার জনগণের সামনে সাধন করেছিলে, তাদের তুমি মিশর থেকে, জাতিগুলি ও দেবতাদের হাত থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলে; [২৪] কারণ তুমি তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চিরকালের জন্য তোমার আপন জনগণ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছ; তুমিই, প্রভু, তাদের পরমেশ্বর হয়েছ। [২৫] এখন, প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তোমার এই দাস ও তার কুল সম্বন্ধে যে বাণী উচ্চারণ করেছ, তা চিরকালের মত স্থির কর; যেমন বলেছ, সেইমত কর। [২৬] তবে তোমার নাম চিরকালের মত এভাবেই মহিমান্বিত হবে: সেনাবাহিনীর প্রভুই ইস্রায়েলের পরমেশ্বর! আর তোমার এই দাস দাউদের কুল তোমার সামনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হবে, [২৭] যেহেতু, হে সেনাবাহিনীর

প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমিই তোমার এই দাসের কানে বলেছ: আমি তোমার জন্য এক কুল প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি! এজন্যই তোমার এই দাস তোমার কাছে এই প্রার্থনা নিবেদন করার সাহস পেয়েছে। [২৮] হে প্রভু ঈশ্বর, তুমিই তো পরমেশ্বর! তোমার বাণীসকল সত্য এবং এ যে সমস্ত কথা তুমি তোমার এই দাসকে বলছ, তা মঙ্গলকর। [২৯] এখন অনুগ্রহ করে তুমি তোমার এই দাসের কুলকে আশীর্বাদ কর, তা যেন চিরকাল ধরে তোমার সম্মুখে থাকতে পারে। কারণ তুমি, হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তো কথা বলেছ, এবং তোমার আশীর্বাদ গুণে তোমার এই দাসের কুল আশিসমণ্ডিত হবে চিরকাল।'

দাউদের নানা যুদ্ধ

৮ [১] তারপর দাউদ ফিলিস্তিনিদের পরাজিত করে বশীভূত করলেন, আর দাউদ ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে তাদের কর্তৃত্ব কেড়ে নিলেন। [২] তিনি মোয়াবীয়দেরও পরাজিত করলেন, ও মাটিতে তাদের শুইয়ে রশি দিয়ে মাপলেন: বধ করার জন্য দুই রশি ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য পুরা এক রশি দিয়ে মাপলেন; ফলে মোয়াবীয়েরা দাউদের বশ্যতা স্বীকার করে করদাতা হল। [৩] আর যেসময় জোবার রাজা রেহোবের সন্তান হাদাদ-এজের [ফোরাত] নদীর উপরে নিজ কর্তৃত্ব প্রসারিত করতে যান, সেসময় দাউদ তাঁকে পরাজিত করেন। [৪] দাউদ তাঁর কাছ থেকে সতেরশ' অশ্বারোহী ও কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্যকে বন্দি করে নিলেন, আর দাউদ তাঁর রথের ঘোড়াগুলোর পায়ের শিরা কাটলেন, কিন্তু এসব কিছুর মধ্যে ঘোড়াসহ কেবল একশ'টা রথ রাখলেন। [৫] দামাস্কের আরামীয়েরা জোবার রাজা হাদাদ-এজেরের সাহায্য করতে এলে দাউদ সেই আরামীয়দের মধ্যে বাইশ হাজার লোককে প্রাণে মারলেন। [৬] দাউদ দামাস্কের আরাম দেশে সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন, আর আরামীয়েরা দাউদের বশ্যতা স্বীকার করে করদাতা হল। দাউদ যেইখানে যেতেন, সেখানে প্রভু তাঁকে বিজয়ী করতেন।

[৭] দাউদ হাদাদ-এজেরের অনুচারীদের হাত থেকে তাদের সোনার ঢালগুলো নিয়ে যেরুশালেমে আনলেন। [৮] দাউদ রাজা হাদাদ-এজেরের শহর সেই বেতাহ্ ও বেরোথাই থেকে রাশি রাশি ব্রঞ্জও কেড়ে নিলেন।

[৯] দাউদ হাদাদ-এজেরের গোটা সৈন্যদলকে পরাস্ত করেছিলেন শুনে হামাথের রাজা তোই [১০] দাউদ রাজাকে মঙ্গলবাদ জানাবার জন্য, এবং তিনি হাদাদ-এজেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন বিধায় তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য নিজ সন্তান যোরামকে তাঁর কাছে পাঠালেন; কেননা হাদাদ-এজেরের বিরুদ্ধে তোইয়ের প্রায়ই যুদ্ধ হত। যোরাম রুপোর পাত্র, সোনার পাত্র ও ব্রঞ্জের পাত্র সঙ্গে নিয়ে এলেন। [১১] দাউদ রাজা সেই সবকিছুও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করলেন, ঠিক যেইভাবে আরাম, মোয়াব, আম্মোনীয় এবং ফিলিস্তিনি ও আমালেক ইত্যাদি যে সমস্ত জাতিকে তিনি বশীভূত করেছিলেন, [১২] তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যত মালের মধ্যে রুপো ও সোনা, এবং জোবার রাজা রেহোবের সন্তান হাদাদ-এজেরের কাছ থেকে নেওয়া লুটের মাল সবই তিনি প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করেছিলেন।

[১৩] দাউদ এদোমীয়দের পরাজিত করে ফিরে আসবার সময়ে লবণ-উপত্যকায় আঠার হাজার লোককে বধ করলে তাঁর আরও সুনাম হল। [১৪] দাউদ এদোমে প্রদেশপাল নিযুক্ত করলেন, গোটা এদোম জুড়েই প্রদেশপাল রাখলেন, এবং এদোমীয় সকল লোক দাউদের বশ্যতা স্বীকার করল। দাউদ যেইখানে যেতেন, সেখানে প্রভু তাঁকে বিজয়ী করতেন।

দাউদের পরিষদবর্গ

[১৫] দাউদ গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করলেন; দাউদ তাঁর সমস্ত জনগণের জন্য সুবিচার ও ন্যায় অনুশীলন করতেন। [১৬] সেরুইয়ার সন্তান যোয়াব ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান, আহিলুদের সন্তান যেহোশাফাৎ রাজ-ঘোষক, [১৭] আহিতুবের সন্তান সাদোক ও আবিয়াথারের সন্তান আহিমেলেখ যাজক, সেরাইয়া কর্মসচিব, [১৮] যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া ক্রেথীয় ও পেলেথীয়দের প্রধান, এবং দাউদের ছেলেরা ছিলেন যাজক।

দাউদ ও মেরিব-বায়াল

৯ [১] দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘যোনাথানের খাতিরে যার উপকার আমি করতে পারি, শৌলের কুলে এমন কেউ কি বাকি রয়েছে?’ [২] আসলে শৌলের কুলের এক অনুচারী ছিল যার নাম জিবা; দাউদের কাছে তাকে আনা হলে রাজা তাকে বললেন, ‘তুমি কি জিবা?’ সে উত্তর দিল, ‘এই যে, আপনার দাস।’ [৩] রাজা বললেন, ‘শৌলের কুলে এমন কেউ কি বাকি নেই, যার প্রতি আমি পরমেশ্বরের কৃপা দেখাতে পারি?’ জিবা রাজাকে বলল, ‘যোনাথানের এক ছেলে এখনও আছেন, তিনি পায়ে খোঁড়া।’ [৪] রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সে কোথায়?’ জিবা রাজাকে বলল, ‘আপাতত তিনি লো-দেবারে আম্মিয়েলের ছেলে মাখিরের বাড়িতে বাস করছেন।’ [৫] দাউদ রাজা লো-দেবারে লোক পাঠিয়ে আম্মিয়েলের ছেলে মাখিরের বাড়ি থেকে তাঁকে আনালেন।

[৬] শৌলের পৌত্র যোনাথানের সন্তান মেরিব-বায়াল দাউদের সাক্ষাতে এসে উপুড় হয়ে পড়ে প্রণিপাত করলেন। দাউদ বললেন, ‘মেরিব-বায়াল!’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘এই যে, আপনার দাস।’ [৭] দাউদ তাঁকে বললেন, ‘ভয় করো না, তোমার পিতা যোনাথানের খাতিরে আমি তোমার উপকার করতে চাই, আমি তোমার পিতামহ শৌলের সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে ফিরিয়ে দেব আর তুমি সবসময় আমার নিজের টেবিলে বসে খাবে।’ [৮] তিনি প্রণিপাত করে বললেন, ‘আপনার এই দাস কে যে আপনি আমার মত মৃত কুকুরের প্রতি মুখ তুলে চাইবেন?’ [৯] পরে রাজা শৌলের অনুচারী সেই জিবাকে ডাকিয়ে এনে বললেন, ‘আমি শৌলের ও তাঁর গোটা কুলের সমস্ত সম্পদ তোমার মনিবের ছেলেকে দিলাম। [১০] আর তুমি, তোমার ছেলেরা ও দাসেরা তাঁর জন্য সমস্ত জমি চাষ করবে ও তোমার মনিবের ছেলের জন্য খাদ্য যোগাবার উদ্দেশ্যে জমির ফসল এনে দেবে; কিন্তু তোমার মনিবের ছেলে মেরিব-বায়াল সবসময় আমার নিজের টেবিলে বসে খাবে।’ সেই জিবার পনেরোজন ছেলে ও কুড়িজন দাস ছিল। [১১] জিবা রাজাকে বলল, ‘আমার প্রভু মহারাজ তাঁর দাসকে যা কিছু আজ্ঞা করেছেন, আপনার এই দাস সবকিছু সেইমত করবে।’ তাই মেরিব-বায়াল রাজপুত্রদের একজনের মত রাজার নিজের টেবিলে বসে খেতে লাগলেন। [১২] মেরিব-বায়ালের মিখা নামে একটি ছোট ছেলে ছিল; জিবার বাড়িতে যত লোক বাস করছিল, তারা সকলে মেরিব-বায়ালের সেবায়

নিযুক্ত হল। [১৩] মেরিব-বায়াল যেরুশালেমে বাস করলেন, যেহেতু তিনি সবসময়ই রাজার নিজের টেবিলে বসে খেতেন। তিনি দু'পায়ে খোঁড়া ছিলেন।

আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে প্রথম রণ-অভিযান

১০ [১] এই সমস্ত ঘটনার পর, যখন আম্মোনীয়দের রাজা মরলেন ও তাঁর সন্তান হানুন তাঁর পদে রাজা হলেন, [২] তখন দাউদ ভাবলেন, 'হানুনের পিতা নাহাশ আমার প্রতি যেমন সহৃদয়তা দেখিয়েছিলেন, আমিও হানুনের প্রতি তেমনি সহৃদয়তা দেখাব।' দাউদ তাঁকে পিতৃশোকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কয়েকজন প্রতিনিধিকে পাঠালেন। কিন্তু দাউদের প্রতিনিধিরা আম্মোনীয়দের দেশে এসে পৌঁছলে [৩] আম্মোনীয়দের জননেতারা তাঁদের প্রভু হানুনকে বললেন, 'আপনি কি সত্যি মনে করছেন যে, দাউদ আপনার পিতার সম্মানার্থেই আপনার কাছে সান্ত্বনাদানকারীদের পাঠিয়েছে? বরং, দাউদ কি নগরীর খোঁজখবর নেবার জন্য ও পরিদর্শন করে নগরী বিনাশ করার জন্যই তাঁর প্রতিনিধিদের পাঠায়নি?' [৪] তখন হানুন দাউদের প্রতিনিধিদের ধরে তাদের দাড়ির অর্ধেক ও পোশাকের অর্ধেক অর্থাৎ নিতম্বদেশ পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়ে তাদের বিদায় দিলেন। [৫] দাউদকে একথা জানানো হল, আর তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লোক পাঠালেন, যেহেতু তারা ভীষণ লজ্জার মধ্যে ছিল। রাজা বলে পাঠালেন, 'যতদিন তোমাদের দাড়ি না বাড়ে, ততদিন তোমরা যেরিখোতে থাক; পরে ফিরে এসো।'

[৬] আম্মোনীয়েরা যখন দেখতে পেল যে, তারা দাউদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়েছে, তখন লোক পাঠিয়ে বেথ্-রেহোবের আম্মোনীয়দের ও জোবার আরামীয়দের কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্যকে, মাআখার রাজার এক হাজার লোককে ও তোবের জননেতার বারো হাজার লোককে বেতনের ভিত্তিতে আনাল। [৭] এই খবর পেয়ে দাউদ যোয়াবকে ও বীরপুরুষদের সমস্ত সৈন্যদলকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। [৮] আম্মোনীয়েরা বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করার জন্য নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করল; এদিকে জোবা ও রেহোবের আরামীয়েরা আর তোবের ও মাআখার লোকেরা খোলা মাঠে আলাদা থাকল। [৯] তখন যোয়াব দেখলেন যে, সামনে ও পিছনে দুই দিকেই তাঁকে আক্রমণ করা হবে; তাই তিনি ইস্রায়েলীয়দের সেরা যোদ্ধাদের মধ্য থেকে লোক বেছে নিয়ে

আরামীয়দের বিপরীতে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করলেন, [১০] আর বাকি লোকদের তিনি তাঁর ভাই আবিশাইয়ের হাতে তুলে দিলেন; আর তিনি নিজে আম্মোনীয়দের বিপরীতে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করলেন। [১১] তিনি বললেন, 'যদি আরামীয়েরা আমার চেয়ে বলবান হয়, তবে তুমি আমার সাহায্যে আসবে, আর যদি আম্মোনীয়েরা তোমার চেয়ে বলবান হয়, তবে আমি তোমার সাহায্যে যাব। [১২] সাহস ধর: এসো, আমাদের জাতির খাতিরে ও আমাদের পরমেশ্বরের সকল শহরের খাতিরে নিজেদের বলবান দেখাই, আর প্রভু যা ভাল মনে করেন, তিনি তাই করুন।' [১৩] যোয়াব ও তাঁর সঙ্গী লোকেরা আরামীয়দের সঙ্গে লড়াই করার জন্য এগিয়ে গেলে তারা তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে গেল। [১৪] আরামীয়েরা পালাচ্ছে দেখে আম্মোনীয়েরাও আবিশাইয়ের সামনে থেকে পালিয়ে শহরের ভিতরে গেল। ফলে যোয়াব আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধযাত্রা বন্ধ করে যেরুশালেমে ফিরে এলেন।

[১৫] আরামীয়েরা যখন দেখতে পেল যে, তারা ইস্রায়েলের দ্বারা পরাস্ত হল, তখন তারা সকলে একত্র হল। [১৬] হাদাদ-এজের লোক পাঠিয়ে [ফোরাত] নদীর ওপারের আরামীয় সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠালেন; তারা হেলামে এল: হাদাদ-এজেরের দলের সেনাপতি শোবাখ তাদের অগ্রনেতা ছিলেন। [১৭] খবরটা দাউদকে জানানো হলে তিনি গোটা ইস্রায়েলকে জড় করলেন, এবং যর্দন পার হয়ে হেলামে গিয়ে পৌঁছলেন। আরামীয়েরা যুদ্ধ করার জন্য দাউদের বিপরীতে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করল। [১৮] কিন্তু আরামীয়েরা ইস্রায়েলের সামনে থেকে পালিয়ে গেল, আর দাউদ আরামীয়দের সাতশ' রথারোহী ও চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যকে বধ করলেন, তাদের দলের সেনাপতি সেই শোবাখকেও আঘাত করলেন, আর তিনি সেইখানে মারা পড়লেন। [১৯] হাদাদ-এজেরের সমস্ত সামন্তরাজ যখন দেখলেন যে, তাঁরা ইস্রায়েলের দ্বারা পরাস্ত হয়েছেন, তখন ইস্রায়েলের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্থির করে তাদের বশ্যতা স্বীকার করলেন। সেসময় থেকে আরামীয়েরা আম্মোনীয়দের সাহায্য করতে আর সাহস করল না।

আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণ-অভিযান—দাউদ ও বেথশেবা

১১ [১] নববর্ষ শুরু হলে রাজারা যখন আবার রণ-অভিযানে বের হন, সেসময়ে দাউদ যোয়াবকে এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্যান্য অধিনায়ককে ও গোটা ইস্রায়েলকে যুদ্ধে পাঠালেন; তারা গিয়ে আম্মোনীয়দের এলাকা ধ্বংস করে রাব্বা অবরোধ করল; কিন্তু দাউদ নিজে যেরুশালেমে রইলেন।

[২] একদিন এমনটি ঘটল যে, বিকালবেলায় দাউদ বিছানা ছেড়ে উঠে প্রাসাদের ছাদে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় ছাদ থেকে দেখতে পান যে, একটি স্ত্রীলোক স্নান করছে; স্ত্রীলোকটি দেখতে খুবই সুন্দরী। [৩] দাউদ তার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে লোক পাঠালেন। একজন বলল, 'এ তো বেথশেবা, এলিয়ামের মেয়ে, হিত্তীয় উরিয়ার স্ত্রী!' [৪] তখন দাউদ দূত পাঠিয়ে তাকে আনালেন, আর সে তাঁর কাছে এলে তিনি তার সঙ্গে শুইলেন; অথচ মেয়েটি ঠিক তখনই ঋতুস্নান করে নিজেকে শুচি করেছিল। তারপর সে বাড়ি ফিরে গেল। [৫] স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হল; সে লোক পাঠিয়ে দাউদকে জানিয়ে দিল, 'আমি গর্ভবতী।'

[৬] তখন দাউদ যোয়াবের কাছে লোক পাঠিয়ে এই হুকুম দিলেন, 'হিত্তীয় উরিয়াকে আমার কাছে পাঠাও।' যোয়াব দাউদের কাছে উরিয়াকে পাঠালেন। [৭] উরিয়া তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলে দাউদ তার কাছ থেকে যোয়াব ও লোকদের খবর নিলেন, এবং যুদ্ধ কেমন চলছে তা জিজ্ঞাসা করলেন। [৮] তারপর দাউদ উরিয়াকে বললেন, 'এবার যাও, ঘরে গিয়ে পা ধুয়ে নাও।' উরিয়া প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে গেল, তার পিছু পিছু রাজার খাবারের একটা অংশ পাঠানো হল। [৯] কিন্তু উরিয়া তার প্রভুর অনুচারীদের সঙ্গে প্রাসাদের ফটকের কাছে শুয়ে ঘুমাল, বাড়ি গেল না। [১০] কথাটা দাউদকে জানানো হল, তাঁকে বলা হল, 'উরিয়া বাড়ি যায়নি।' দাউদ উরিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি এইমাত্র যাত্রাপথ করে আসনি? তবে কেন বাড়ি যাওনি?' [১১] উত্তরে উরিয়া দাউদকে বলল, 'মঞ্জুষা, ইস্রায়েল ও যুদা আচ্ছাদনের নিচে বাস করছে, এবং আমার প্রভু যোয়াব ও আমার প্রভুর সৈন্যেরা খোলা মাঠে ছাউনি করে আছেন; তবে আমি কি খাওয়া-দাওয়া করতে ও স্ত্রীর সঙ্গে শুতে নিজের ঘরে যেতে পারি? আপনার জীবনের ও আপনার জীবিত প্রাণের দিব্যি! আমি এমন কিছু করব না।' [১২] দাউদ উরিয়াকে

বললেন, ‘তুমি আজও এখানে থাক, আগামীকাল তোমাকে যেতে দেব।’ তাই উরিয়া সেদিন ও পরদিন যেরুশালেমে থাকল। [১৩] আর দাউদ তাকে নিজের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে নিমন্ত্রণ করে তাকে মাতাল করলেন; সন্ধ্যাবেলায় সে বের হয়ে তাঁর প্রভুর অনুচারীদের সঙ্গে তার বিছানায় শুতে গেল, বাড়ি গেল না। [১৪] সকালে দাউদ যোয়াবকে একটা পত্র লিখে উরিয়ার হাতে পাঠিয়ে দিলেন। [১৫] পত্রে তিনি লিখেছিলেন, ‘তোমরা উরিয়াকে সৈন্যদলের পুরোভাগেই রাখ, যেখানে তুমুল যুদ্ধ চলছে, সেইখানে! পরে তাকে ছেড়ে পিছিয়ে এসো, যেন সে শত্রুর আঘাতে মারা পড়ে।’ [১৬] তখন যোয়াব, যিনি শহর অবরোধ করছিলেন, উরিয়াকে এমন জায়গায় নিযুক্ত করলেন, যেখানে তিনি জানতেন, সেইখানে শত্রুপক্ষের বীরযোদ্ধারা রয়েছে। [১৭] শহরের লোকেরা বেরিয়ে পড়ে যোয়াবকে আক্রমণ করল; তখন সৈন্যদলের ও দাউদের রাজরক্ষীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন লোক প্রাণ হারাল; হিত্তীয় উরিয়াও মারা পড়ল।

[১৮] যোয়াব লোক পাঠিয়ে যুদ্ধের বিস্তারিত বৃত্তান্ত দাউদকে জানালেন; [১৯] দূতকে তিনি এই আজ্ঞা দিলেন: ‘তুমি রাজার সামনে যুদ্ধের বিস্তারিত বৃত্তান্ত শেষ করলে, [২০] যদি রাজা রেগে ওঠেন আর যদি তিনি বলেন, “তোমরা যুদ্ধ করতে শহরের এত কাছাকাছি গিয়েছিলে কেন? তোমরা কি একথা জানতে না যে, তারা প্রাচীর থেকে তীর ছুড়বে? [২১] যেরুব্বেশেথের সন্তান আবিমেলেখকে কে মেরে ফেলেছিল? একটি স্ত্রীলোক একটা জাঁতার উপরের পাট প্রাচীর থেকে তার উপরে ফেলে দিলে সে কি তেবেসে মরেনি? তোমরা কেন প্রাচীরের এত কাছাকাছি গিয়েছিলে?” তাহলে তুমি বলবে, আপনার দাস হিত্তীয় উরিয়াও মারা গেছে।’

[২২] সেই দূত রওনা হয়ে, যোয়াব তাকে যা বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত কথা দাউদকে জানাল। দাউদ যোয়াবের উপরে রেগে গেলেন; তিনি দূতকে বললেন, ‘তোমরা যুদ্ধ করতে শহরের এত কাছাকাছি গিয়েছিলে কেন? তোমরা কি একথা জানতে না যে, তারা প্রাচীর থেকে তীর ছুড়বে? যেরুব্বেশেথের সন্তান আবিমেলেখকে কে মেরে ফেলেছিল? একটি স্ত্রীলোক একটা জাঁতার উপরের পাট প্রাচীর থেকে তার উপরে ফেলে দিলে সে কি তেবেসে মরেনি? তোমরা কেন প্রাচীরের এত

কাছাকাছি গিয়েছিলে?’ [২৩] দূত দাউদকে বলল, ‘সেই লোকেরা আমাদের চেয়ে প্রবল হয়ে খোলা মাঠে আমাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে এসেছিল; কিন্তু আমরা নগরদ্বারের প্রবেশস্থান পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করেছিলাম; [২৪] তখন তীরন্দাজেরা প্রাচীর থেকে আপনার দাসদের উপরে তীর ছুড়ল ও মহারাজের বেশ কয়েকজন দাস মারা পড়ল। আপনার দাস হিত্তীয় উরিয়াও মারা গেছে।’ [২৫] তখন দাউদ দূতকে বললেন, ‘যোয়াবকে একথা বল: এই ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করো না, কেননা খড়্গা যেমন একজনকে তেমনি আর একজনকেও গ্রাস করে। তুমি শহরের বিরুদ্ধে আরও প্রবলভাবে আক্রমণ চালাও, শহরটাকে উচ্ছেদ কর। তুমি নিজেও তার অন্তরে সাহস যোগাও।’

[২৬] উরিয়ার স্ত্রী তার স্বামী উরিয়ার মৃত্যুর খবর পেয়ে তার গৃহপতির জন্য শোকপালন করল। [২৭] শোকপালনের দিনগুলি পার হয়ে যাওয়ার পর দাউদ লোক পাঠিয়ে তাকে নিজের বাড়িতে তুলে আনালেন। সে তাঁর স্ত্রী হল, ও তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। কিন্তু দাউদ যা করেছিলেন, তা প্রভুর দৃষ্টিতে অন্যায় ছিল।

শলোমন

ব্যভিচারের শাস্তি ও শলোমনের জন্ম

১২ [১] প্রভু দাউদের কাছে নাথানকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'এক শহরে দু'জন লোক ছিল: একজন ধনী, আর একজন গরিব। [২] ধনী লোকের ছিল মেষ ও গবাদি পশুর বিরাট বিরাট পাল, [৩] কিন্তু গরিব লোকের কিছুই ছিল না, কেবল ছোট্ট একটি বাচ্চা মেষ ছিল, সে তা কিনে পুষছিল; সেটি তার ঘরে তার ছেলেদের সঙ্গে থেকে বড় হয়েছিল, তারই খাবার খেত, তারই পাত্রে পান করত, তারই কোলে শুয়ে ঘুমাত; এক কথায়, তার জন্য সেই মেষ ছিল একটি মেয়ের মত। [৪] একদিন ওই ধনী লোকের বাড়িতে একজন পথিক এসে পড়ল; সেই অতিথি যাত্রীর জন্য খাবার যোগাবার জন্য ধনী লোকটা নিজের পালের মধ্য থেকে কোন মেষ বা গবাদি পশু নিতে চাইল না, কিন্তু সেই গরিব লোকের মেষটিকেই কেড়ে নিয়ে অতিথির জন্য খাবার প্রস্তুত করল।'

[৫] সেই লোকের উপরে দাউদের প্রচণ্ড ক্রোধ জ্বলে উঠল; তিনি নাথানকে বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি! যে লোকটা তেমন কাজ করেছে, সে মৃত্যুর যোগ্য। [৬] সে যখন মমতা না দেখিয়ে তেমন কাজ করেছে, তখন ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাকে সেই মেষের চারগুণ দাম দিতে হবে।' [৭] তখন নাথান দাউদকে বললেন, 'আপনিই সেই লোক! ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু নিজে একথা বলছেন: আমিই তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করেছি, আমিই শৌলের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করেছি, [৮] এবং তোমার প্রভুর বাড়ি তোমাকে দিয়েছি, তোমার প্রভুর পত্নীদের তোমার বাহুতলে তুলে দিয়েছি, ইস্রায়েলের ও যুদার কুল তোমাকে দিয়েছি, আর এও যদি যথেষ্ট না হত, আর কত কিছুই না তোমাকে দিতাম। [৯] তুমি কেন প্রভুর বাণী উপেক্ষা করে তাঁর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করেছ? তুমি হিত্তীয় উরিয়াকে খড়্গা দ্বারা বধ করেছ, তার স্ত্রীকে নিয়ে নিজেরই স্ত্রী করেছ, আম্মোনীয়দের খড়্গের আঘাতে উরিয়ার মৃত্যু ঘটিয়েছ। [১০] তাই খড়্গা কখনও তোমার কুলকে ছেড়ে যাবে না, কারণ তুমি আমাকে উপেক্ষা করেছ ও হিত্তীয় উরিয়ার স্ত্রীকে নিয়ে নিজেরই স্ত্রী করেছ।

[১১] প্রভু একথা বলছেন: আমি তোমার নিজের কুল থেকেই তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গলের উদ্ভব ঘটাতে যাচ্ছি: তোমার চোখের সামনেই তোমার পত্নীদের নিয়ে তোমার ঘনিষ্ঠ একজন আত্মীয়ের হাতে তুলে দেব, আর সে সূর্যের আলোতে, প্রকাশ্যেই, তাদের সঙ্গে শোবে। [১২] তুমি গোপনেই ব্যবহার করেছ, কিন্তু আমি গোটা ইস্রায়েলের সামনে ও সূর্যের আলোতে, প্রকাশ্যেই, এইসব কিছু ঘটাব।'

[১৩] দাউদ নাথানকে বললেন, 'আমি প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি!' নাথান দাউদকে বললেন, 'আচ্ছা, প্রভু আপনার পাপ ক্ষমা করেছেন, আপনাকে আর মরতে হবে না। [১৪] কিন্তু এই বিষয়ে আপনি প্রভুকে বড়ই অপমান করেছেন বিধায় আপনার নবজাত শিশুকে মরতে হবে।' [১৫] আর নাথান বাড়ি ফিরে গেলেন।

উরিয়ার স্ত্রী দাউদের ঘরে যে শিশু প্রসব করল, প্রভু তাকে আঘাত করলেন: শিশুটি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ল। [১৬] দাউদ শিশুটির জন্য পরমেশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করলেন, দাউদ কঠোরভাবে উপবাস করলেন, ফিরে এসে মাটিতেই শুয়ে রাত কাটালেন। [১৭] তখন তাঁর বাড়ির প্রবীণেরা তাঁকে সাধাসাধি করলেন যেন তিনি মাটি থেকে ওঠেন, কিন্তু তিনি কিছুই শুনলেন না, তাঁদের সঙ্গে কিছুটা খেতেও চাইলেন না। [১৮] সপ্তম দিনে শিশুটি মরল; শিশুটি যে মারা গেছে, তাঁর অনুচারীরা তাঁকে এই কথা বলতে ভয় করছিল, কারণ তারা ভাবছিল, 'দেখ, শিশুটি জীবিত থাকতে আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বললেও তিনি আমাদের কথায় কান দিতেন না; এখন কেমন করে তাঁকে বলব যে, শিশুটি মারা গেছে? বললে তিনি অমঙ্গলকর কিছু করতেও পারেন!' [১৯] কিন্তু তাঁর অনুচারীরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করছে দেখে দাউদ বুঝলেন, শিশুটি মারা গেছে; দাউদ নিজে অনুচারীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'শিশুটি কি মারা গেছে?' তারা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, মারা গেছে।' [২০] তখন দাউদ মাটি থেকে উঠে স্নান করলেন, গায়ে তেল মাখলেন ও পোশাক পাল্টিয়ে নিলেন; এবং প্রভুর গৃহে প্রবেশ করে প্রণিপাত করলেন। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসে খাবার মত কিছু চাইলেন, এবং বসে খেতে লাগলেন। [২১] তাঁর অনুচারীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'এ আপনার কেমন ব্যবহার? শিশুটি জীবিত থাকতে আপনি তার জন্য উপবাস করছিলেন ও চোখের জল ফেলছিলেন, এখন যে সে মারা গেছে আর আপনি উঠে খাওয়া-দাওয়া

করছেন।’ [২২] তিনি উত্তরে বললেন, ‘হ্যাঁ, শিশুটি জীবিত থাকতে আমি উপবাস করছিলাম ও চোখের জল ফেলছিলাম, কেননা ভাবছিলাম, হয় তো প্রভু আমার প্রতি সদয় হবেন আর শিশুটি বাঁচবে। [২৩] এখন কিন্তু যে সে মারা গেছে, উপবাস করব কেন? আমি কি তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারি? আমিই তার কাছে যাব, কিন্তু সে আমার কাছে ফিরে আসবে না।’

[২৪] দাউদ তাঁর স্ত্রী বেথশেবার কাছে গিয়ে ও তাঁর সঙ্গে শুয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, আর দাউদ তার নাম শলোমন রাখলেন। [২৫] প্রভু তাকে ভালবাসলেন, ও নবী নাথানকে প্রেরণ করলেন, আর তিনি প্রভুর আদেশমত তার নাম যেদিদিয়া রাখলেন।

রাব্বা হস্তগত

[২৬] ইতিমধ্যে যোয়াব আম্মোনীয়দের সেই রাব্বা আক্রমণ করে রাজনগরটি হস্তগত করেছিলেন। [২৭] একদল দূত মারফত তিনি দাউদকে বলে পাঠালেন, ‘আমি রাব্বা আক্রমণ করে জলনগর হস্তগত করেছি। [২৮] এখন আপনি জনগণের বাকি অংশ জড় করে শহরের বিরুদ্ধে শিবির বসিয়ে তা দখল করুন, নইলে কি জানি, আমিই শহরটা দখল করলে তা আমারই নাম বহন করবে।’ [২৯] দাউদ গোটা জনগণকে জড় করলেন ও রাব্বার দিকে রণযাত্রা করে তা আক্রমণ করলেন ও দখল করলেন। [৩০] তিনি সেখানকার রাজার মাথা থেকে মুকুট কেড়ে নিলেন; সেই মুকুটে ছিল এক বাট সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তা। মুকুটটি দাউদের মাথায় পরিয়ে দেওয়া হল আর তিনি ওই শহর থেকে অতি প্রচুর লুটের মাল বের করে আনলেন। [৩১] দাউদ সেখানকার লোকদের বের করে দিয়ে তাদের করাত, লোহার মই ও লোহার কুড়ালের যত কাজে লাগালেন ও ইটের কারখানায় নিযুক্ত করলেন। তিনি আম্মোনীয়দের সকল শহরের প্রতি সেইমত করলেন। পরে দাউদ ও গোটা সৈন্যদল যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

আম্নোন ও তামার

১৩ [১] এই সমস্ত ঘটনার পর এমনটি ঘটল যে, দাউদের সন্তান আব্‌শালোমের তামার নামে সুন্দরী এক সহোদরা ছিল, আর দাউদের সন্তান আম্নোন তার প্রেমে পড়ল। [২] আম্নোন এতই উত্তপ্ত হল যে, নিজ বোন সেই তামারের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ল, কেননা সে কুমারী হওয়ায় আম্নোন তার প্রতি কিছু করা অসম্ভব মনে করছিল। [৩] আম্নোনের যোনাদাব নামে একটি বন্ধু ছিল; সে ছিল দাউদের ভাই শিমেয়ার সন্তান; এই যোনাদাব খুবই চতুর এক মানুষ ছিল। [৪] আম্নোনকে সে বলল, 'রাজপুত্র! তুমি দিন দিন এত রোগা হচ্ছ কেন? আমাকে কি বলবে না?' আম্নোন তাকে বলল, 'আমি আমার ভাই আব্‌শালোমের সহোদরা সেই তামারকে ভালবাসি।' [৫] যোনাদাব বলল, 'তুমি বিছানায় শুয়ে অসুস্থতার ভান কর; তোমার পিতা তোমাকে দেখতে এলে তাঁকে বল: দয়া করে আমার বোন তামারকে আমার কাছে আসতে আজ্ঞা করুন, সে আমাকে খাবার পরিবেশন করুক ও নিজের হাতে আমার চোখের সামনেই খাবার প্রস্তুত করুক যেন আমি দেখতে পাই; তবেই আমি তার হাত থেকে খাবার নেব।'

[৬] আম্নোন অসুস্থতার ভান করে বিছানায় শুয়ে রইল; রাজা তাকে দেখতে এলে আম্নোন রাজাকে বলল, 'বিনয় করি, আমার বোন তামার এসে আমার চোখের সামনে দু'খান পিঠা প্রস্তুত করুক; তবেই আমি তার হাত থেকে খাবার নেব।' [৭] দাউদ তামারের ঘরে লোক পাঠিয়ে বললেন, 'তুমি একবার তোমার ভাই আম্নোনের ঘরে গিয়ে তাকে কিছু খাবার প্রস্তুত করে দাও।' [৮] তাই তামার তার ভাই আম্নোনের ঘরে গেল; তখন সে শুয়ে ছিল। তামার ময়দা ছেনে তার চোখের সামনে পিঠা প্রস্তুত করে রান্না করল; [৯] পরে তাওয়া নিয়ে গিয়ে তার সামনে ঢেলে দিল, কিন্তু সে খেতে রাজি হল না; আম্নোন বলল, 'সকল লোক আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যাক।' সকলে তার সামনে থেকে বেরিয়ে গেল। [১০] তখন আম্নোন তামারকে বলল, 'খাবার আমার ঘরের মধ্যে আন, আমি তোমার হাত থেকে খাবার নেব।' তামার নিজের তৈরী সেই পিঠা নিয়ে ঘরের মধ্যে নিজ ভাই আম্নোনের কাছে গেল। [১১] কিন্তু সে তাকে পিঠা খেতে দিতে না দিতেই আম্নোন তাকে ধরে বলল, 'বোন আমার, এসো, আমার সঙ্গে

শোও।' [১২] সে উত্তরে বলল, 'না, ভাই, না! আমাকে মানভ্রষ্টা করো না, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কাজ করা যায় না; তেমন জঘন্য কাজ করো না। [১৩] আমি কোথায় আমার কলঙ্ক বইব? আর তুমিও ইস্রায়েলের মধ্যে একজন পাষণ্ডের সমান হবে। তাই বিনয় করি, তুমি বরং রাজাকে গিয়ে খুলে বল, তিনি আমাকে তোমার হাতে দিতে অসম্মত হবেন না।' [১৪] কিন্তু আম্নোন তার কথা শুনতে চাইল না; তামারের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হওয়ায় সে তার সঙ্গে শুয়ে তাকে মানভ্রষ্টা করল। [১৫] পরে আম্নোন তার প্রতি খুবই ঘৃণা বোধ করতে লাগল: তার প্রতি আগে তার যেমন ভালবাসা ছিল, তার চেয়ে এখন তাকে বেশিই ঘৃণা করতে লাগল। [১৬] আম্নোন তাকে বলল, 'ওঠ, চলে যাও।' সে তাকে বলল, 'না! আমার সঙ্গে তুমি যে প্রথম দোষ করেছ, তার চেয়ে আমাকে বের করে দেওয়া তেমন মহাদোষ আরও মন্দ।' কিন্তু আম্নোন তার কথা শুনতে চাইল না; [১৭] এমনকি, যে যুবক তার নিজের পরিচারক ছিল, সে তাকে ডেকে বলল, 'একে আমার কাছ থেকে বের করে দাও ও ওর পিছনে দরজায় খিল মেরে দাও!' [১৮] মেয়েটির গায়ে চমকপ্রদ একটা লম্বা-হাতা জোব্বা ছিল, কেননা অবিবাহিতা রাজকুমারীরা সেই ধরনের পোশাক পরত। আম্নোনের পরিচারক তাকে বের করে দিয়ে তার পিছনে দরজায় খিল মেরে দিল। [১৯] তামার মাথায় ছাই দিল ও গায়ের ওই চমকপ্রদ লম্বা-হাতা জোব্বা ছিঁড়ে মাথায় হাত দিয়ে হাহাকার করতে করতে চলে গেল। [২০] তার সহোদর আব্‌শালোম তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ভাই আম্নোন কি তোমার সঙ্গে ছিল? আচ্ছা, বোন, এখনকার মত চুপ কর, সে তো তোমার ভাই; এই ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করো না।' কিন্তু তামার বিষণ্ন মনে তার সহোদর আব্‌শালোমের ঘরে থাকল। [২১] দাউদ রাজা এই সমস্ত কথা শুনে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু নিজ সন্তান আম্নোনকে ক্ষতি করতে চাইলেন না, কেননা আম্নোনের প্রতি তিনি খুবই অনুরক্ত ছিলেন, যেহেতু আম্নোন ছিল তাঁর প্রথমজাত পুত্র। [২২] আব্‌শালোম আম্নোনের সঙ্গে ভাল মন্দ কিছুই বলল না, কেননা তার সহোদরা তামারকে সে মানভ্রষ্টা করায় আব্‌শালোম আম্নোনকে ঘৃণা করছিল।

আম্নোনকে হত্যা ও আবশালোমের পলায়ন

[২৩] পুরা দু'বছর পরে এফ্রাইমের কাছে অবস্থিত বায়াল-হাৎসোরে আব্‌শালোমের মেষগুলোর লোমকাটা হচ্ছিল, এমন সময় আব্‌শালোম সমস্ত রাজপুত্রকে নিমন্ত্রণ করল। [২৪] আব্‌শালোম রাজাকে গিয়ে বলল, 'দেখুন, আপনার এই দাসের মেষগুলোর লোমকাটা হচ্ছে; বিনয় করি, মহারাজ ও রাজার পরিষদেরা আপনার দাসের বাড়িতে আসুন।' [২৫] রাজা আব্‌শালোমকে বললেন, 'সন্তান আমার, তা নয়, আমরা সকলে যাব না, পাছে তোমার পক্ষে একটা ভার হই।' সে পীড়াপীড়ি করলেও রাজা যেতে রাজি হলেন না, তবু তাকে আশীর্বাদ করলেন। [২৬] তখন আব্‌শালোম বলল, 'তা না হোক, কিন্তু আমার ভাই আম্নোনকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন।' রাজা তাকে বললেন, 'সে কেন তোমার সঙ্গে যাবে?' [২৭] কিন্তু আব্‌শালোম তাঁকে পীড়াপীড়ি করলে রাজা আম্নোনকে ও তার সঙ্গে সমস্ত রাজপুত্রকেও যেতে দিলেন। আব্‌শালোম রাজোচিত ভোজের আয়োজন করে [২৮] চাকরদের এই আজ্ঞা দিল: 'দেখ, আঙুররস খেয়ে আম্নোনের মন উৎফুল্ল হলে যখন আমি তোমাদের বলব: আম্নোনকে মার, তখন তোমরা তাকে বধ কর—ভয় করবে না! আমি নিজেই কি তোমাদের আজ্ঞা দিইনি? তোমরা সাহস ধর, বীর্য দেখাও!' [২৯] আব্‌শালোমের চাকরেরা আম্নোনের প্রতি আব্‌শালোমের আজ্ঞামত ব্যবহার করল; তখন রাজপুত্রেরা সকলে উঠে যে যার খচ্চরে চড়ে পালিয়ে গেল।

[৩০] তারা তখনও পথে আছে, এমন সময় দাউদের কাছে খবরটা পৌঁছল: 'আব্‌শালোম সমস্ত রাজপুত্রকে বধ করেছে, তাদের একজনও বেঁচে থাকেনি।' [৩১] তখন রাজা উঠে পোশাক ছিঁড়ে ফেলে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন, এবং তাঁর পাশে যত অনুচারীরা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সকলেও নিজ নিজ পোশাক ছিঁড়ল। [৩২] কিন্তু দাউদের ভাই শিমেয়ার সন্তান যোনাদাব বলল, 'আমার প্রভু যেন মনে না করেন যে, সমস্ত রাজকুমারকে হত্যা করা হয়েছে; কেবল আম্নোন মরেছে, কেননা যেদিন সে আব্‌শালোমের সহোদরা তামারকে মানভ্রষ্টা করেছে, সেদিন থেকে আব্‌শালোম ঠিক তাই স্থির করেছিল। [৩৩] সুতরাং আমার প্রভু মহারাজ যেন মনে মনে কল্পনা না করেন যে, সমস্ত রাজপুত্র মরেছে; আম্নোন একাই মরেছে [৩৪] আর আব্‌শালোম পালিয়ে গেছে।' যে যুবক তখন প্রহরী ছিল, সে চোখ তুলে

দেখল, পর্বতের পাশ থেকে বাহুরিম পথ দিয়ে বহু লোকের ভিড় আসছে। প্রহরী রাজাকে খবর দিতে এসে বলল, 'আমি পর্বতের পাশ থেকে বাহুরিম পথ দিয়ে বহু লোক আসতে দেখেছি।' [৩৫] যোনাদাব রাজাকে বলল, 'এই যে রাজপুত্রেরা আসছে! আপনার দাস যা বলেছিল, ঠিক তাই ঘটল।' [৩৬] তার কথা শেষ হতে না হতেই, দেখ, রাজপুত্রেরা উপস্থিত হয়ে জোর গলায় কাঁদল; রাজা ও তাঁর সমস্ত পরিষদও অঝোরে কাঁদলেন।

[৩৭] আব্‌শালোম পালিয়ে গেশুরের রাজা আম্মিহুদের সন্তান তাল্মাইয়ের কাছে গেল। রাজা বহুদিন ধরে নিজ সন্তানের জন্য শোকপালন করলেন। [৩৮] আব্‌শালোম পালিয়ে গেশুরে গিয়ে সেখানে তিন বছর থাকল।

আবশালোমের প্রত্যাগমন

[৩৯] পরে, আম্নোনের মৃত্যুর জন্য দাউদ রাজা একবার সান্ত্বনা পেলে আব্‌শালোমের উপরে তার ক্রোধ প্রশমিত হল।

১৪ [১] সেরুইয়ার সন্তান যোয়াব লক্ষ করলেন যে, রাজার হৃদয় আব্‌শালোমের জন্য আকাঙ্ক্ষিত। [২] তখন তিনি তেকোয়াতে দূত পাঠিয়ে সেখান থেকে বুদ্ধিমতী একটি স্ত্রীলোককে আনিয়ে তাকে বললেন, 'তুমি শোকপালনের ভান কর: শোক-উপযুক্ত পোশাক পর, গায়ে তেল মেখো না; এমন স্ত্রীলোকের মত ব্যবহার কর যে বহুদিন ধরে মৃতজনের জন্য শোক করছে; [৩] পরে রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে এই ধরনের কথা বল;' আর কি বলতে হবে, যোয়াব তাকে শিখিয়ে দিলেন।

[৪] তেকোয়ার সেই স্ত্রীলোক রাজার কাছে কথা বলতে গিয়ে উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণিপাত করল; সে বলল, 'মহারাজ, রক্ষা করুন!' [৫] রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা কি?' স্ত্রীলোকটি বলল, 'হায়! আমি বিধবা, আমার স্বামী মারা গেছেন। [৬] আর আপনার দাসীর দু' ছেলে ছিল, তারা খোলা মাঠে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করতে লাগল আর সেখানে কেউই ছিল না যে তাদের মধ্যে দাঁড়াবে; তাই একজন অপরজনকে আঘাত করে মেরে ফেলল। [৭] দেখুন, গোটা গোত্র আপনার দাসীর বিরুদ্ধে উঠে বলছে: সেই ভ্রাতৃঘাতককে তুলে দাও, আমরা তার হত্যা করা ভাইয়ের প্রাণের বদলে তার প্রাণ নেব। এভাবে উত্তরাধিকারীকেও তারা উচ্ছেদ করবে,

তখন আমার কাছে যা বাকি রয়েছে, সেই অঙ্গারটুকুও নিভিয়ে দেবে; হ্যাঁ, পৃথিবীর বুকে আমার স্বামীর নাম আর থাকবে না, বংশও থাকবে না।’ [৮] রাজা স্ত্রীলোকটিকে বললেন, ‘বাড়ি যাও, আমি তোমার ব্যাপারে উপযুক্ত নির্দেশ দেব।’ [৯] তেকোয়ার সেই স্ত্রীলোক রাজাকে বলল, ‘প্রভু আমার! হে মহারাজ! আমারই উপরে ও আমার পিতৃকুলের উপরে এই অপরাধের দণ্ড নেমে পড়ুক; মহারাজ ও তাঁর সিংহাসন এব্যাপারে নির্দোষ!’ [১০] রাজা বললেন, ‘যে কেউ তোমাকে হুমকি দেয়, তাকে আমার কাছে আন, সে তোমাকে আর স্পর্শ করবে না।’ [১১] স্ত্রীলোকটি বলল, ‘আপনার দোহাই, মহারাজ তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নাম উচ্চারণ করুন, যেন রক্তের প্রতিফলদাতা আর কোন ক্ষতি সাধন না করে, নইলে তারা আমার ছেলেকে বিনাশ করবে।’ রাজা বললেন, ‘জীবনময় প্রভুর দিব্যি! তোমার ছেলের একটা চুলও মাটিতে পড়বে না!’ [১২] তখন স্ত্রীলোকটি বলল, ‘আপনার দোহাই, আপনার দাসীকে আমার প্রভু মহারাজের কাছে একটা কথা বলতে দিন।’ রাজা বললেন, ‘বল।’ [১৩] স্ত্রীলোক বলে চলল, ‘তবে পরমেশ্বরের জনগণের প্রতি আপনার সঙ্কল্প এরূপ কেন? বস্তুত তেমন রায় দেওয়ায় মহারাজ এক প্রকারে নিজেকেই দোষী ঘোষণা করছেন, যেহেতু মহারাজ তাঁর নির্বাসিত ছেলেকে ফিরিয়ে আনছেন না। [১৪] আমাদের তো সকলকেই মরতে হয়, এবং একবার মাটির বুকে ঢেলে ফেলার পর যা তুলে নেওয়া যায় না, তেমন জলের মতই আমরা; পরমেশ্বরও প্রাণ ফিরিয়ে দেন না। অতএব রাজা চিন্তা-ভাবনা করে এমন উপায় বের করুন, যেন নির্বাসিত লোক তাঁর কাছ থেকে নির্বাসিত না হয়ে থাকে। [১৫] এখন আমি যে আমার প্রভু মহারাজের কাছে তেমন কথা বলতে এসেছি, তার কারণ এই: লোকেরা আমার অন্তরে ভয় জন্মিয়েছিল, তাই আপনার দাসী ভাবল, আমি মহারাজের কাছেই কথা বলব; কি জানি, মহারাজ তাঁর দাসীর কথামত কাজ করবেন। [১৬] মহারাজ অবশ্যই তাঁর দাসীর কথা শুনবেন ও আমার ছেলের সঙ্গে আমাকেও পরমেশ্বরের উত্তরাধিকার থেকে উচ্ছেদ করতে যে চেষ্টা করে, তার হাত থেকে তাঁর দাসীকে উদ্ধার করবেন।’ [১৭] পরিশেষে স্ত্রীলোকটি বলল, ‘আমার প্রভু মহারাজের বাণী শান্তি মঞ্জুর করুক, কেননা মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে আমার প্রভু মহারাজ পরমেশ্বরের দূতেরই মত। আপনার পরমেশ্বর প্রভু আপনার সঙ্গে থাকুন!’

[১৮] রাজা স্ত্রীলোকটিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করব, আমার কাছ থেকে তা কিছুই গোপন রেখো না!' স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমার প্রভু মহারাজ বলুন।' [১৯] রাজা বলে চললেন, 'এই সমস্ত ব্যাপারে তোমার পিছনে কি যোয়াবের হাত আছে?' স্ত্রীলোকটি বলল, 'প্রভু আমার, হে মহারাজ, আপনার জীবনেরই দিব্যি! আমার প্রভু মহারাজ যা বলেছেন, তার ডানে বা বাঁয়ে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই! হ্যাঁ, আপনার দাস যোয়াবই আমাকে এই আজ্ঞা দিয়েছেন; তিনিই এই সমস্ত কথা আপনার দাসীর মুখে দিয়েছেন। [২০] এই বিষয়ের নতুন চেহারা দেবার জন্য আপনার দাস যোয়াব এইভাবে ব্যবহার করেছেন; যাই হোক, আমার প্রভু পরমেশ্বরের দূতেরই মত বুদ্ধিমান; পৃথিবীর বুকে যা কিছু ঘটে, তা তিনি জানেন।'

[২১] তখন রাজা যোয়াবকে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি যা নিবেদন করেছ, আমি তা মঞ্জুর করলাম; সুতরাং যাও, সেই যুবক আব্‌শালোমকে ফিরিয়ে আন।' [২২] যোয়াব উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে প্রণিপাত করলেন ও রাজাকে আশীর্বাদ করলেন; যোয়াব বললেন, 'প্রভু আমার, মহারাজ, আপনি আপনার দাসের নিবেদন মঞ্জুর করলেন, এতে আপনার দাস আজ জানতে পারল যে, আপনার দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহের পাত্র হলাম।' [২৩] যোয়াব উঠে গেশুরে গিয়ে আব্‌শালোমকে যেরুশালেমে ফিরিয়ে আনলেন। [২৪] কিন্তু রাজা বললেন, 'সে ফিরে এসে তার নিজের বাড়িতে যাক, সে যেন আমার মুখ না দেখে।' তাই আব্‌শালোম তার নিজের বাড়িতে চলে গেল ও রাজার মুখ দেখতে পেল না।

[২৫] গোটা ইস্রায়েলের মধ্যে আব্‌শালোমের মত সৌন্দর্যে তত প্রশংসার পাত্র কেউই ছিল না; তার পায়ের তালু থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তার দেহে কোন খুঁত ছিল না। [২৬] যখন তার মাথা-মুণ্ডন হত—তার পক্ষে তার মাথার চুল বেশি ভারী হওয়ায় সে প্রতি বছর তা মুণ্ডন করাত—তখন সে মাথার চুল ওজন করত, তাতে রাজপরিমাণ অনুসারে তা দু'শো শেকেল হত! [২৭] আব্‌শালোমের তিন ছেলে ও এক মেয়ে হয়েছিল, মেয়েটির নাম তামার; দেখতে সে সুন্দরী এক নারী ছিল।

[২৮] আব্‌শালোম পুরা দু'বছর যেরুশালেমে বাস করল, কিন্তু রাজার মুখ কখনও দেখতে পেল না। [২৯] পরে আব্‌শালোম রাজার কাছে পাঠাবার জন্য যোয়াবকে

ডাকিয়ে আনল, কিন্তু তিনি তার কাছে আসতে রাজি হলেন না; দ্বিতীয়বার লোক পাঠালে তখনও তিনি আসতে রাজি হলেন না; [৩০] তাই সে তার অনুচারীদের বলল, 'দেখ, আমার জমির পাশে যোয়াবের খেত আছে, সেখানে তার যে যব আছে, তোমরা গিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দাও!' আব্‌শালোমের অনুচারীরা সেই খেতে আগুন লাগিয়ে দিল। [৩১] তখন যোয়াব উঠে আব্‌শালোমের ঘরে এসে তাকে বললেন, 'তোমার অনুচারীরা আমার খেতে কেন আগুন দিয়েছে?' [৩২] আব্‌শালোম যোয়াবকে বলল, 'আমি তোমার কাছে লোক পাঠিয়ে বলেছিলাম: এখানে এসো, যেন রাজার কাছে এই কথা নিবেদন করার জন্য তোমাকে পাঠাতে পারি: আমি গেশুর থেকে কেন ফিরে এলাম? আমার পক্ষে সেখানে থাকা আরও ভালই হত! এখন আমি রাজার মুখ দেখতে চাই, আর যদি আমার মধ্যে অপরাধ থাকে, তবে তিনি আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করুন।' [৩৩] যোয়াব রাজাকে গিয়ে সেই কথা জানালে রাজা আব্‌শালোমকে ডাকিয়ে আনলেন; সে রাজার কাছে গিয়ে রাজার সামনে উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণিপাত করল; আর রাজা আব্‌শালোমকে চুম্বন করলেন।

আবশালোমের বিপ্লব

১৫ [১] কিন্তু এর পরে আব্‌শালোম নিজের জন্য রথ ও ঘোড়া যোগাড় করল, এবং পঞ্চাশজন লোক রাখল, যারা তার আগে আগে দৌড়োবে। [২] আব্‌শালোম ভোরে উঠে নগরদ্বারের প্রবেশপথের পাশে দাঁড়াত, এবং যে কেউ বিবাদ-সংক্রান্ত কোন বিচারের জন্য রাজার কাছে আসত, আব্‌শালোম তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করত, 'তুমি কোন্ শহরের লোক?' সে যদি বলত, 'আপনার দাস ইস্রায়েলের অমুক গোষ্ঠীর লোক,' [৩] তাহলে আব্‌শালোম তাকে বলত, 'দেখ, তোমার বিবাদ উত্তম ও যথার্থ, কিন্তু রাজার পক্ষ থেকে তোমার কথা শুনবে এমন কোন লোক নেই।' [৪] আব্‌শালোম আরও বলত, 'হায়! আমাকে কেন দেশের বিচারকপদে নিযুক্ত করা হয় না? তবেই যে কোন লোকের বিবাদ বা বিচার সংক্রান্ত কোন ব্যাপার থাকত, সে আমার কাছে এলে আমি তার বিষয়ে ন্যায়বিচার সম্পাদন করতাম।' [৫] যে কেউ তার সামনে প্রণিপাত করতে তার কাছে এগিয়ে আসত, সে তার প্রতি হাত প্রসারিত করে তাকে আলিঙ্গন করত ও চুম্বন করত।

[৬] ইস্রায়েলের যত লোক বিচারের জন্য রাজার কাছে যেত, সকলের প্রতি আব্‌শালোম এইভাবে ব্যবহার করত। আর এভাবে আব্‌শালোম ইস্রায়েলীয়দের মন জয় করল।

[৭] চার বছর কেটে গেলে পর আব্‌শালোম রাজাকে বলল, 'আমার অনুরোধ, আমি প্রভুর উদ্দেশে যে মানত করেছি, তা পূরণ করতে আমাকে হেব্রোনে যেতে দিন; [৮] কেননা আপনার দাস আমি আরাম দেশে গেশুর শহরে থাকাকালে এই বলে মানত করেছিলাম, যদি প্রভু আমাকে যেরুশালেমে ফিরিয়ে আনেন, আমি প্রভুর সেবা করব।' [৯] রাজা বললেন, 'শান্তিতে যাও!' সে উঠে হেব্রোনে চলে গেল।

[১০] কিন্তু আব্‌শালোম ইস্রায়েলের সমস্ত জায়গায় দূত পাঠিয়ে বলল, 'তুরিধ্বনি শোনামাত্র তোমরা বলবে, আব্‌শালোম হেব্রোনে রাজা হলেন!' [১১] যেরুশালেম থেকে আব্‌শালোমের সঙ্গে দু'শো লোক গিয়েছিল; তারা তো আহূত হয়েছিল, সরল মনেই গিয়েছিল, এবিষয়ে কিছুই জানত না।

[১২] আব্‌শালোম দাউদের মন্ত্রী গিলোনীয় আহিথোফেলকে তাঁর শহর গিলো থেকে ডেকে পাঠাল, যেন যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়ে তার সঙ্গে থাকে। চক্রান্ত বড় হতে চলল, আর আব্‌শালোম-পক্ষের লোকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

পলাতক দাউদ

[১৩] একসময় একজন লোক দাউদকে গিয়ে এই খবর জানাল, 'ইস্রায়েলীয়দের মন আব্‌শালোমের দিকে ফিরেছে।' [১৪] তখন দাউদের যে সকল পরিষদ যেরুশালেমে ছিল, তাদের তিনি বললেন, 'এসো, আমরা পালিয়ে যাই, নইলে আব্‌শালোমের হাত থেকে আমরা কেউই রক্ষা পাব না। যত শীঘ্রই চলে যাও, পাছে সে হঠাৎ আক্রমণ করে আমাদের নাগাল পায় এবং আমাদের উপরে জয়ী হয়ে খড়্গের আঘাতে নগরীতে হত্যাকাণ্ড শুরু করে।' [১৫] রাজার পরিষদেরা রাজাকে বলল, 'দেখুন, আমাদের প্রভু মহারাজের যা ইচ্ছা, তাই করতে আপনার দাসেরা প্রস্তুত।' [১৬] তাই রাজা ও তাঁর সমস্ত পরিজন পায়ে হেঁটে রওনা হলেন; রাজবাড়ির উপর লক্ষ রাখতে রাজা দশজন উপপত্নীকে রেখে গেলেন। [১৭] তাই রাজা ও গোটা জনগণ পায়ে হেঁটে রওনা হলেন, ও শেষ বাড়িতে থামলেন।

[১৮] রাজার সকল পরিষদ তাঁর পাশে পাশে চলছিল, এবং ক্রেথীয় ও পেলেথীয় সমস্ত লোক আর গাথের সমস্ত লোক—তাঁর অনুসরণে গাথ থেকে আসা ছ'শো লোক—তাঁর সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। [১৯] তখন রাজা গাথীয় ইত্তাইকে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে তুমিও কেন যাবে? তুমি ফিরে গিয়ে রাজার সঙ্গে থাক, কেননা তুমি বিদেশী, এমনকি তোমার নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত লোক। [২০] তুমি তো কেবল গতকাল এসেছ, আর আমি আজ কি তোমাকে আমাদের সঙ্গে উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরতে নেব? আমি নিজেই তো জানি না কোথায় যাচ্ছি। তুমি ফিরে যাও; তোমার ভাইদেরও সঙ্গে নিয়ে যাও; কৃপা ও বিশ্বস্ততা তোমার সঙ্গে বিরাজ করুক।' [২১] ইত্তাই রাজাকে উত্তর দিলেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমার প্রভু মহারাজের জীবনেরও দিব্যি! জীবনের জন্য হোক বা মৃত্যুর জন্য হোক, আমার প্রভু মহারাজ যেইখানে থাকবেন, আপনার দাসও সেখানে থাকবেই।' [২২] দাউদ ইত্তাইকে বললেন, 'তবে চল, এগিয়ে যাও।' তখন গাথীয় ইত্তাই, তাঁর সমস্ত লোক ও সঙ্গী যত ছেলেমেয়ে এগিয়ে গেল। [২৩] গোটা দেশ জোর গলায় কাঁদছিল। রাজা কিদ্রোন খরস্রোত পার হওয়ার অপেক্ষায় থাকতেই গোটা জনগণ পার হচ্ছিল, ও মরুপ্রান্তরের পথ ধরে গোটা জনগণ এগিয়ে যাচ্ছিল।

[২৪] আর দেখ, সাদোকও আসছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে লেবীয়েরাও ছিল। তারা পরমেশ্বরের সন্ধি-মঞ্জুষা বহন করছিল। নগরী থেকে সমস্ত লোক বের না হওয়া পর্যন্ত তারা আবিয়াথারের কাছে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা নামিয়ে রাখল। [২৫] রাজা সাদোককে বললেন, 'পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আবার নগরীতে নিয়ে যাও! যদি পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাই, তিনি আমাকে আবার ফিরিয়ে আনবেন ও তাঁর তাঁবুটাকে আমাকে আবার দেখতে দেবেন। [২৬] কিন্তু যদি তিনি বলেন: আমি তোমাতে প্রীত নই, তবে এই যে আমি, তিনি যা ভাল মনে করেন, আমার প্রতি সেইমত করুন!' [২৭] রাজা সাদোক যাজককে আরও বললেন, 'দেখছ? তুমি শান্তিতে নগরীতে ফিরে যাও, তোমার ছেলে আহিমায়াজ ও আবিয়াথারের ছেলে যোনাথানও তোমার সঙ্গে যাক। [২৮] দেখ, তোমাদের কাছ থেকে কোন একটা খবর আমার কাছে না দেওয়া পর্যন্ত আমি মরুপ্রান্তরের পারঘাটায় থেকে অপেক্ষা করব।' [২৯] তাই সাদোক ও আবিয়াথার পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আবার যেরুশালেমে নিয়ে গিয়ে সেখানে রইলেন।

[৩০] দাউদ জৈতুন পর্বতের আরোহণ-পথ বেয়ে যাচ্ছিলেন; চোখের জল ফেলতে ফেলতেই যাচ্ছিলেন; তাঁর মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকা, পা ছিল নগ্ন; তাঁর সঙ্গে যত লোক ছিল, তাদের প্রত্যেকের মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকা, তারাও চোখের জল ফেলতে ফেলতে উপরের দিকে উঠে চলছিল। [৩১] এর মধ্যে দাউদের কাছে এই খবর আনা হল, 'আব্‌শালোমের সঙ্গে যারা চক্রান্ত করেছে, তাদের মধ্যে আহিথোফেলও আছে।' দাউদ বললেন, 'বিনয় করি, প্রভু, আহিথোফেলের মন্ত্রণা বিফল কর।'

[৩২] যে জায়গায় লোকেরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রণিপাত করত, দাউদ সেই পর্বতচূড়ায় এসে পৌঁছলেই দেখতে পেলেন, আর্কীয় হুশাই ছেঁড়া জোব্বা পরে মাথায় মাটি দিয়ে দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। [৩৩] দাউদ তাঁকে বললেন, 'তুমি যদি আমার সঙ্গে এগিয়ে যাও, তবে আমার পক্ষে তুমি একটা ভার হবে; [৩৪] কিন্তু যদি শহরে ফিরে গিয়ে আব্‌শালোমকে বল: হে রাজন্‌, আমি আপনার দাস হব, আগে যেমন আপনার পিতার দাস ছিলাম, তেমনি এখন আপনার দাস হব, তাহলে তুমি আমার জন্য আহিথোফেলের মন্ত্রণা ব্যর্থ করতে পারবে। [৩৫] সেখানে সাদোক ও আবিয়াথার, এই দু'জন যাজক কি তোমার সঙ্গে থাকবে না? তাই তুমি রাজবাড়ির যে কোন কথা শুনবে, তা সাদোক ও আবিয়াথার যাজককে বলবে। [৩৬] দেখ, সেখানে তাদের সঙ্গে তাদের দু'জন ছেলে—সাদোকের ছেলে আহিমায়াজ ও আবিয়াথারের ছেলে যোনাথান আছে। তোমরা যে কোন কথা শুনবে, তাদের মধ্য দিয়ে আমার কাছে তার খবর পাঠিয়ে দেবে।' [৩৭] তাই দাউদের বন্ধু হুশাই শহরে গেলেন; ঠিক সেসময়ে আব্‌শালোম যেরুশালেমে প্রবেশ করছিল।

দাউদ ও জিবা

১৬ [১] দাউদ পর্বতচূড়া পিছনে ফেলে রেখে একটু এগিয়ে গেলেন, আর দেখ, মেরিব-বায়ালের অনুচারী সেই জিবা গদি-সজ্জিত দু'টো গাধা সঙ্গে করে তাঁর সঙ্গে মিলল। গাধাগুলোর পিঠে চাপা ছিল দু'শোটা রুটি, একশ' গুচ্ছ কিশমিশ, একশ'টা গ্রীষ্মকালীন ফল ও এক ভিস্তি আঙুররস। [২] রাজা জিবাকে বললেন, 'এসব কিছু নিয়ে তুমি কী করতে যাচ্ছ?' জিবা বলল, 'এই দুই গাধা হবে রাজপরিজনের বাহন, এই রুটি

ও ফল যুবকদের ক্ষুধা মেটাবে এবং আঙুররস লোকদের পিপাসা মেটাবে যখন তারা মরুপ্রান্তরে শ্রান্ত হয়ে পড়বে।' [৩] রাজা বললেন, 'আর তোমার মনিবের ছেলে, সে কোথায়?' জিবা রাজাকে বলল, 'দেখুন, তিনি যেরুশালেমেই থেকে গেলেন, কেননা তিনি বললেন: ইস্রায়েলকুল আজ আমার পিতার রাজ্য আমাকে ফিরিয়ে দেবে।' [৪] রাজা জিবাকে বললেন, 'দেখ, মেরিব-বায়ালের যা কিছু সম্পত্তি, তা তোমার।' জিবা বলল, 'হে আমার প্রভু মহারাজ! প্রণাম করি। আপনার দোহাই, যেন আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হই!'

দাউদ ও শিমেই

[৫] দাউদ রাজা বাহুরিমের কাছে এসে পৌঁছবেন এমন সময় শৌলকুলের একই গোত্রের একজন লোক সেখান থেকে বাইরে আসছে; তার নাম শিমেই, সে গেরার সন্তান। অভিশাপ দিতে দিতেই সে বাইরে আসছিল, [৬] এবং দাউদকে ও দাউদ রাজার সমস্ত অনুচারীকে লক্ষ করে পাথর ছুড়ে মারছিল, যদিও সমস্ত লোক ও তাঁর সমস্ত বীরযোদ্ধা তাঁর দুই পাশে ঘিরে ছিল। [৭] অভিশাপ দিতে দিতে এই শিমেই বলছিল: 'দূর হও, দূর হও, রক্তলোভী, পাষণ্ড! [৮] যাঁর পদে তুমি রাজত্ব করছ, সেই শৌলের কুলের সমস্ত রক্তপাতের প্রতিফল প্রভু তোমার মাথায় নামিয়ে দিয়েছেন, প্রভু তোমার ছেলে আব্‌শালোমের হাতেই রাজ্য হস্তান্তর করেছেন। এই যে, তোমার পাওনা অমঙ্গলেই পড়ে রয়েছ, কারণ তুমি রক্তলোভী মানুষ!' [৯] সেরুইয়ার সন্তান আবিশাই রাজাকে বললেন, 'এই মরা কুকুর কেন আমার প্রভু মহারাজকে অভিশাপ দেবে? অনুমতি দিন, আমি গিয়ে তার মাথা কেটে ফেলব!' [১০] কিন্তু রাজা বললেন, 'হে সেরুইয়ার ছেলেরা, আমার ব্যাপারে তোমরা মাথা ঘামাচ্ছ কেন? ও যখন অভিশাপ দিচ্ছে, যখন প্রভুই ওকে বলেছেন: দাউদকে অভিশাপ দাও! তখন আর কেইবা বলতে পারে, এমন কাজ করছ কেন?' [১১] দাউদ আবিশাইকে ও তাঁর সমস্ত অনুচারীকে বললেন, 'দেখ, আমার নিজের ঔরসজাত পুত্রই যখন আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট আছে, তখন ওই বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর লোককে আর কীই না করতে হবে! ও অভিশাপ দিক, কেননা প্রভুই ওকে অনুমতি দিয়েছেন। [১২] হয় তো প্রভু আমার দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখবেন, এবং আজকের অভিশাপের বিনিময়ে প্রভু আমার মঙ্গল করবেন।' [১৩] তাই

দাউদ ও তাঁর লোকেরা তাঁদের পথে এগিয়ে চললেন, আর শিমেইও তাঁর আড়পারে পর্বতের পাশ দিয়ে চলতে থাকল, আর চলতে চলতে অভিশাপ দিচ্ছিল, তাঁকে লক্ষ করে পাথর ছুড়ে মারছিল, তাঁর দিকে ধুলা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

[১৪] রাজা ও তাঁর সঙ্গীরা সকলে শ্রান্ত অবস্থায় বাহুরিমে এসে পৌঁছলেন আর সেখানে একটু বিশ্রাম নিলেন।

আবশালোমের প্রাসাদে উপস্থাপিত নানা মন্ত্রণা

[১৫] এদিকে আব্‌শালোম ও সকল ইস্রায়েলীয়েরা যেরুশালেমে প্রবেশ করেছিল; আহিথোফেলও তাঁর সঙ্গে ছিল। [১৬] দাউদের বন্ধু সেই আর্কীয় হুশাই আব্‌শালোমের কাছে এগিয়ে এসে আব্‌শালোমকে বললেন, 'মহারাজ চিরজীবী হোন! মহারাজ চিরজীবী হোন!' [১৭] আব্‌শালোম হুশাইকে বলল, 'এ-ই কি বন্ধুর প্রতি তোমার সহৃদয়তা? তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে কেন গেলে না?' [১৮] হুশাই আব্‌শালোমকে বললেন, 'তা নয়; বরং আমি তাঁরই হব, তাঁরই সঙ্গে থাকব, যাঁকে প্রভু, এই জাতি ও সকল ইস্রায়েলীয়েরা বেছে নিয়েছেন। [১৯] তাছাড়া, আমি কার দাস হব? তাঁর পুত্রেরই কি নয়? যেমন আপনার পিতার সেবা করেছি, তেমনি আপনার সেবা করব।'

[২০] তখন আব্‌শালোম আহিথোফেলকে বলল, 'এখন যে কি করা উচিত, এবিষয়ে তোমরা মন্ত্রণা কর।' [২১] আহিথোফেল আব্‌শালোমকে বলল, 'তোমার পিতা রাজপ্রাসাদের উপরে লক্ষ করার জন্য যাদের রেখে গেছেন, তুমি তোমার পিতার সেই উপপত্নীদের কাছে যাও; তখন গোটা ইস্রায়েল জানতে পারবে যে, তুমি পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছ এবং তোমার সঙ্গী এই সমস্ত লোকের সাহস আরও দৃঢ় হবে।' [২২] তাই আব্‌শালোমের জন্য প্রাসাদের ছাদে একটা তাঁবু খাটানো হল, ফলে আব্‌শালোম গোটা ইস্রায়েলের চোখের সামনে তাঁর পিতার উপপত্নীদের কাছে গেল। [২৩] সেসময়ে আহিথোফেল যে যে বুদ্ধি দিত, তা দৈববাণীর মত বলেই গণ্য হত; দাউদ ও আব্‌শালোম, দু'জনেরই কাছে আহিথোফেলের যত বুদ্ধি ঠিক তাই বলে গণ্য হত।

১৭ [১] আহিথোফেল আব্‌শালোমকে বলল, ‘আমি বারো হাজার লোক বেছে নিয়ে
আজ রাতে উঠে দাউদের পিছনে ধাওয়া করতে যাই; [২] তিনি এখন শ্রান্ত, ও তাঁর
হাত শিথিল, তাই আমি হঠাৎ তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ব; তাঁকে ভীষণ ভয়ে অভীভূত
করব; তখন তাঁর সঙ্গী যত লোক পালিয়ে যাবে আর আমি কেবল রাজাকেই আঘাত
করব। [৩] তারপর গোটা জনগণকে তোমার কাছে ফিরিয়ে আনব, ঠিক যেমন বধূ
স্বামীর কাছে ফিরে আসে: হ্যাঁ, তুমি যাঁকে খোঁজ করছ, তাঁর প্রাণনাশ ঘটানোর ফলে
বাকি সকলে ফিরে আসবেই; আর সকল লোক শান্তি ভোগ করবে।’ [৪] কথাটা
আব্‌শালোমের ও ইস্রায়েলের গোটা প্রবীণবর্গের কাছে সন্তোষজনক হল। [৫] কিন্তু
আব্‌শালোম বলল, ‘এখন আর্কীয় হুশাইকেও ডাক; তিনি কি বলেন, আমরা তাও শুনি।’
[৬] হুশাই আব্‌শালোমের কাছে এলে আব্‌শালোম তাঁকে বলল, ‘আহিথোফেল এই
ধরনের কথা বলেছে; এখন আমরা কি তার কথামত কাজ করব? যদি না করি, তবে
তুমিই বুদ্ধি দাও।’ [৭] হুশাই আব্‌শালোমকে বললেন, ‘এবার আহিথোফেল ভাল বুদ্ধি
দেননি।’ [৮] হুশাই বলে চললেন, ‘আপনি আপনার পিতাকে ও তাঁর লোকদের জানেন,
তাঁরা বীর, তাঁদের প্রাণ এখন তিক্ত ঠিক যেন একটা বন্য ভালুকীর মত যার বাচ্চাদের
কেড়ে নেওয়া হয়েছে; তাছাড়া আপনার পিতা যোদ্ধা, তিনি জনগণের মধ্যে রাত
কাটাবেন না। [৯] দেখুন, এই মুহূর্তে তিনি কোন গর্তে বা কোন জায়গায় লুকিয়ে
আছেন; আর প্রথম থেকে যদি আপনারই কোন লোক মারা পড়ে, তবে কেউ না কেউ
অবশ্য কথাটা জানতে পারবে, আর লোকে বলবে: আব্‌শালোম-পক্ষের লোকদের মধ্যে
হত্যাকাণ্ড হয়েছে। [১০] তাহলে সবচেয়ে বীর্যবান যে লোক, তার হৃদয় সিংহের মতই
হলেও সেও হতাশ হয়ে পড়বে, কারণ গোটা ইস্রায়েল জানে যে, আপনার পিতা
বীরপুরুষ, ও তাঁর সঙ্গীরা সকলেই বীরযোদ্ধা। [১১] তাই আমার পরামর্শ এই: দান
থেকে বের্শেবা পর্যন্ত সমুদ্রতীরের বালুকণার মত অসংখ্য গোটা ইস্রায়েলকে আপনার
কাছে জড় করা হোক, পরে আপনি নিজে যুদ্ধে যান। [১২] এইভাবে যে কোন জায়গায়
তাঁকে পাওয়া যাবে, সেইখানে আমরা তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছে মাটিতে শিশিরপতনের
মত তাঁর উপরে চেপে পড়ব: তাঁকে বা তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও
রেহাই দেব না। [১৩] আর যদি তিনি কোন শহরে গিয়ে আশ্রয় নেন, তবে গোটা

ইস্রায়েল সেই শহরে দড়ি বাঁধবে আর আমরা খরস্রোত পর্যন্তই সেই শহর টেনে নিয়ে যাব, শেষে তার একটা পাথরকুচিও আর পাওয়া যাবে না।' [১৪] আব্‌শালোম ও সকল ইস্রায়েলীয়েরা বলল, 'আহিথোফেলের বুদ্ধির চেয়ে আর্কীয় হুশাইয়ের বুদ্ধি ভাল!' আসলে প্রভুই আহিথোফেলের ভাল বুদ্ধি ব্যর্থ করতে স্থির করেছিলেন, যাতে তিনি আব্‌শালোমের উপর অমঙ্গল বর্ষণ করতে পারেন।

[১৫] হুশাই তখন সাদোক ও আবিয়াথার এই দুই যাজককে বললেন, 'আহিথোফেল আব্‌শালোমকে ও ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গকে অমুক অমুক বুদ্ধি দিয়েছিল, কিন্তু আমি অমুক অমুক বুদ্ধি দিয়েছি। [১৬] সুতরাং তোমরা শীঘ্র দাউদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে বল, আপনি মরুপ্রান্তরের পারঘাটায় আজকের রাত কাটাবেন না, বরং পার হয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাবেন, পাছে মহারাজের ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোকদের সংহার হয়।' [১৭] যোনাথান ও আহিমায়াজ সেসময়ে এন্-রোগেলে ছিল, অপেক্ষা করছিল, এক দাসী গিয়ে তাদের খবর দেবে যাতে তারা দাউদ রাজার কাছে সেই খবর নিয়ে যায়, যেহেতু তারা শহরে নিজেরাই এসে নিজেদের দেখাতে পারত না। [১৮] কিন্তু তবুও একটি যুবক তাদের দেখল, ও আব্‌শালোমকে কথাটা জানিয়ে দিল। সেই দু'জন সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে বাহুরিমে একজন লোকের বাড়িতে পৌঁছল যার উঠানে এক কুয়ো ছিল; তারা তারই মধ্যে নামল। [১৯] পরে গৃহিণী কুয়োটির মুখে একটা কম্বল বিছিয়ে দিয়ে তার উপরে মাড়ানো গম ছড়িয়ে দিল, ফলে কেউই কিছু বুঝতে পারল না। [২০] আব্‌শালোমের দাসেরা সেই স্ত্রীলোকের বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আহিমায়াজ ও যোনাথান কোথায়?' স্ত্রীলোকটি উত্তরে তাদের বলল, 'তারা ওই জলস্রোত পার হয়ে গেল।' তারা খোঁজাখুঁজি করে কোন কিছুর উদ্দেশ না পাওয়ায় যেরুশালেমে ফিরে গেল।

[২১] তারা চলে যাওয়ার পর ওই দু'জন কুয়ো থেকে উঠে গিয়ে দাউদ রাজাকে খবর দিতে গেল; তারা দাউদকে বলল, 'আপনারা উঠুন, শীঘ্র জলস্রোত পার হয়ে যান, কেননা আহিথোফেল আপনাদের বিরুদ্ধে অমুক বুদ্ধি দিয়েছে।' [২২] দাউদ ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক উঠে যর্দন পার হলেন। ভোরের আবির্ভাবে একজনও বাকি রইল না; সকলেই যর্দন পার হয়েছিল।

[২৩] আহিথোফেল যখন দেখল যে, তার বুদ্ধিমত কাজ করা হল না, তখন সে গাধা সাজাল এবং রওনা দিয়ে নিজ বাড়িতে, তার নিজের শহরেই গেল; বাড়ির ব্যাপারে সবকিছু ঠিক ঠাক করে নিজে গলায় দড়ি দিয়ে মরল। তাকে তার পিতার সমাধিতে সমাধি দেওয়া হল।

মাহানাইমে দাউদ

[২৪] আব্‌শালোম সকল ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে যর্দন পার হল, কিন্তু ইতিমধ্যে দাউদ মাহানাইমে এসে পৌঁছেছিলেন। [২৫] আব্‌শালোম যোয়াবের স্থানে আমাসাকে সৈন্যদলের উপরে নিযুক্ত করেছিল; ওই আমাসা একজন লোকের ছেলে যে ইশ্মায়েলীয় যেথের বলে পরিচিত; লোকটি যেসের মেয়ে আবিগাইলকে বিবাহ করেছিল; সেই স্ত্রীলোক ছিল যোয়াবের মা ও সেরুইয়ার বোন। [২৬] পরে ইস্রায়েল ও আব্‌শালোম গিলেয়াদ এলাকায় শিবির বসাল।

[২৭] দাউদ মাহানাইমে এসে পৌঁছবার পর আম্মোনীয়দের রাব্বা-নিবাসী নাহাশের সন্তান শোবি, লো-দেবার-নিবাসী আম্মিয়েলের সন্তান মাখির ও রোগেলিম-নিবাসী গিলেয়াদীয় বার্সিল্লাই [২৮] দাউদের ও তাঁর সঙ্গী লোকদের জন্য খাট, মাদুর, বাটি ও মাটির পাত্র, গম, যব, ময়দা, ভাজা গম, শিম, মসুর, ভাজা কলাই, [২৯] মধু, দই, ও মেষের ও গরুর দুধের পনির আনলেন, তারা যেন কিছু খেতে পারে; কেননা তাঁরা বলছিলেন, 'মরুপ্রান্তরে এই লোকেরা নিশ্চয় ক্ষুধা, ক্লান্তি ও পিপাসায় ভুগেছে।'

আবশালোমের পরাজয় ও তাঁর মৃত্যু

১৮ [১] দাউদ তাঁর সঙ্গী লোকদের পরিদর্শন করে তাদের উপরে সহস্রপতি ও শতপতিকে নিযুক্ত করলেন। [২] দাউদ তাঁর লোকদের তিন ভাগে বিভক্ত করলেন: যোয়াবের হাতে লোকদের তিন ভাগের এক ভাগ, যোয়াবের সহোদর সেরুইয়ার সন্তান আবিশাইয়ের হাতে তিন ভাগের এক ভাগ ও গাথীয় ইত্তাইয়ের হাতে তিন ভাগের এক ভাগ। রাজা লোকদের বললেন, 'আমি নিজেও তোমাদের সঙ্গে বের হব!' [৩] কিন্তু লোকেরা বলল, 'না, আপনি বের হবেন না, কেননা যদি আমাদের পালাতে হয়, তবে

আমাদের জন্য কেউই চিন্তা-ভাবনা করবে না; আমাদের অর্ধেক লোক মারা পড়লেও আমাদের জন্য কেউই চিন্তা-ভাবনা করবে না; কিন্তু আপনি আমাদের দশ হাজারেরই সমান; বরং শহর থেকে আমাদের সাহায্যে আসবার জন্য আপনি প্রস্তুত থাকলেই ভাল হবে।' [৪] রাজা তাদের বললেন, 'তোমরা যা ভাল বোঝ, আমি তাই করব।' তাই রাজা নগরদ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, এবং সমস্ত লোক শত শত ও হাজার হাজার দলের শ্রেণি হয়ে বের হল। [৫] রাজা তখন যোয়াব, আবিশাই ও ইত্তাইকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'আমার একটা অনুরোধ: তোমরা সেই যুবকের প্রতি, সেই আব্‌শালোমের প্রতি, কোমলভাবে ব্যবহার কর।' আব্‌শালোমের বিষয়ে সমস্ত সেনাপতিকে রাজা এই আজ্ঞা দেওয়ার সময়ে গোটা জনগণ তা শুনল।

[৬] সৈন্যেরা ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ল; যুদ্ধ এফ্রাইম বনে ঘটল। [৭] সেখানে ইস্রায়েলের লোকেরা দাউদ-পক্ষের লোকদের দ্বারা পরাজিত হল: সেদিন সেখানে বিরাট হত্যাকান্ড হল: কুড়ি হাজার লোক মারা পড়ল। [৮] যুদ্ধ সেখানকার সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল; সেদিন খড়্গ যত লোককে গ্রাস করল, বন তার চেয়ে বেশি লোককে গ্রাস করল!

[৯] আব্‌শালোম হঠাৎ দাউদ-পক্ষের লোকদের মুখে পড়ল; আব্‌শালোম তার খচ্চরে চড়ে চলছিল; খচ্চরটা সেখানকার বড় একটা তার্পিনগাছের ডালপালার নিচ দিয়ে গেল, আর আব্‌শালোমের মাথা সেই তার্পিনগাছে জড়িয়ে পড়ল, আর এইভাবে সে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলে রইল, এবং তার নিচে যে খচ্চর, সেটা তাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল। [১০] একজন লোক ঘটনাটি দেখতে পেয়ে যোয়াবকে বলল, 'দেখুন, আমি দেখতে পেয়েছি, আব্‌শালোম একটা তার্পিনগাছে ঝুলে রয়েছে।' [১১] যে লোকটি খবর এনেছিল, তাকে যোয়াব উত্তরে বললেন, 'তাই তুমি কি তাকে দেখতে পেয়েছ? তবে কেন সেইখানে তাকে মাটিতে ফেলে প্রাণে মারলে না? তা করলে আমি তোমাকে দশটা রুপোর টাকা ও একটা কটিবন্ধনী দিতাম।' [১২] লোকটি যোয়াবকে বলল, 'যদিও এক হাজার রুপোর টাকা এই হাতে পেতাম, আমি রাজপুত্রের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতাম না, কারণ রাজা আপনাকে, আবিশাইকে ও ইত্তাইকে যে হুকুম দিয়েছেন, তা আমরা নিজেদের কানেই শুনেছি, অর্থাৎ: সাবধান, কেউই যেন যুবা আব্‌শালোমকে

স্পর্শও না করে! [১৩] আর যদি আমি তাঁর প্রাণের বিরুদ্ধে তেমন অপকর্ম করতাম, তবে, যেহেতু রাজার কাছে কোন ব্যাপার অজানা থাকে না, আপনি নিজেই আমার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতেন!' [১৪] তখন যোয়াব বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি এইভাবে সময় নষ্ট করতে পারি না।' তিনি হাতে তিনটে ফলা নিয়ে আব্‌শালোমের বুকে বিঁধিয়ে দিলেন, সে সেই তার্পিনগাছের ঘন ডালপালার মধ্যে তখনও জীবিত ছিল। [১৫] তারপর যোয়াবের দশজন যুবা অস্ত্রবাহক আব্‌শালোমকে ঘিরে আঘাত করে মেরে ফেলল।

[১৬] তখন যোয়াব তুরি বাজালেন, আর লোকেরা ইস্রায়েলের পিছু ধাওয়াটা বন্ধ করল, কেননা যোয়াব লোকদের এগিয়ে যাওয়াটা বন্ধ করেছিলেন। [১৭] তারা আব্‌শালোমকে নিয়ে বনের এক বড় গর্তে ফেলে দিয়ে তার উপরে বড় একটা পাথুরে স্তূপ গড়ে তুলল। ইতিমধ্যে গোটা ইস্রায়েল যে যার তাঁবুতে পালিয়ে গেছিল।

[১৮] রাজা-উপত্যকায় যে স্মৃতিস্তম্ভ আছে, আব্‌শালোম জীবনকালে তা নিজের জন্য দাঁড় করিয়েছিল, কেননা সে ভেবেছিল, 'আমার নাম রক্ষা করতে আমার কোন পুত্রসন্তান নেই।' তাই সে নিজের নাম অনুসারে ওই স্মৃতিস্তম্ভের নাম রেখেছিল; আজ পর্যন্ত তা আব্‌শালোমের স্মৃতিস্তম্ভ বলে পরিচিত।

দাউদের কাছে আবশালোমের মৃত্যু-সংবাদ

[১৯] সাদোকের সন্তান আহিমায়াজ বলল, 'আমি নিজে দৌড়ে গিয়ে, প্রভু কেমন করে রাজার শত্রুদের হাত থেকে রাজাকে উদ্ধার করে তাঁর সুবিচার করেছেন, এই খবর রাজাকে দিই।' [২০] কিন্তু যোয়াব তাকে বললেন, 'আজ তুমি শুভসংবাদের মানুষ হবে না, অন্য দিন তুমি শুভসংবাদ দেবে; আজ তুমি শুভসংবাদ দেবে না, কেননা রাজপুত্র মরেছে।' [২১] পরে যোয়াব কুশীয় লোককে বললেন, 'যাও, যা দেখলে, রাজাকে গিয়ে বল।' সেই কুশীয় যোয়াবের সামনে প্রণিপাত করার পর দৌড়ে গেল। [২২] কিন্তু সাদোকের সন্তান আহিমায়াজ যোয়াবকে আবার বলল, 'যা হয় হোক, সেই কুশীয়ের পিছনে আমাকেও দৌড়োতে দিন।' যোয়াব বললেন, 'সন্তান, তুমি দৌড়োবে কেন? তেমন শুভসংবাদে তোমার পুরস্কার হবেই না!' [২৩] কিন্তু সে বলল, 'যা হয় হোক,

আমি দৌড়োব।’ তাই তিনি বললেন, ‘আচ্ছা, দৌড় দাও।’ তাই আহিমায়াজ উপত্যকার পথ দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে সেই কুশীয়কে পিছনে ফেলল।

[২৪] সেসময়ে দাউদ দুই নগরদ্বারের মাঝখান জায়গায় বসে ছিলেন। প্রহরী নগরপ্রাচীরের পাশের নগরদ্বারের ছাদে উঠে চোখ তুলে দেখতে পেল, একজন লোক একা দৌড়ে আসছে। [২৫] প্রহরী জোর গলায় রাজাকে কথাটা জানাল; রাজা বললেন, ‘সে যদি একা হয়, তবে শুভসংবাদ আনছে।’ লোকটি এগিয়ে আসতে আসতে [২৬] প্রহরী আর একজনকে দৌড়ে আসতে দেখে জোর গলায় দ্বাররক্ষককে বলল, ‘দেখ, আর একজন একা দৌড়ে আসছে।’ তখন রাজা বললেন, ‘এও শুভসংবাদ আনছে।’ [২৭] প্রহরী বলল, ‘প্রথমজন যেভাবে দৌড়োচ্ছে, তাতে সাদোকের সন্তান আহিমায়াজের দৌড় মনে হচ্ছে।’ রাজা বললেন, ‘সে ভাল লোক, শুভসংবাদই নিয়ে আসছে।’ [২৮] তখন আহিমায়াজ জোর গলায় রাজাকে বলল, ‘শান্তি!’ এবং রাজার সামনে উপুড় হয়ে মাটিতে প্রণিপাত করে বলল, ‘আপনার পরমেশ্বর প্রভু ধন্য! আমার প্রভু মহারাজের বিরুদ্ধে যে লোকেরা হাত তুলেছিল, তাদের তিনি আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন।’ [২৯] রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘যুবা আব্‌শালোম কি ভাল আছে?’ আহিমায়াজ উত্তর দিল, ‘যখন যোয়াব মহারাজের দাসকে, আপনার দাস এই আমাকে পাঠান, তখন লোকদের মধ্যে বড় কোলাহল লক্ষ করলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কি, তা আমি জানি না।’ [৩০] রাজা বললেন, ‘এক পাশে সর, ওইখানে দাঁড়াও।’ সে এক পাশে সরে গিয়ে অপেক্ষায় থাকল। [৩১] আর দেখ, সেই কুশীয় আসল, সে বলল, ‘আমার প্রভু মহারাজের জন্য শুভসংবাদ নিয়ে আসছি; আপনার বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়িয়েছিল, সেই সকলের হাত থেকে আপনাকে উদ্ধার করে প্রভু আজ আপনার সুবিচার করেছেন।’ [৩২] রাজা সেই কুশীয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘যুবা আব্‌শালোম কি ভাল আছে?’ সেই কুশীয় উত্তর দিল, ‘আমার প্রভু মহারাজের শত্রুরা ও যারা আপনার অনিষ্ট করতে আপনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাদের সকলের দশা সেই যুবকের দশার মত হোক!’

১৯ [১] তখন রাজা শিহরে উঠলেন; নগরদ্বারের ছাদের ঘরটিতে উঠে গিয়ে কেঁদে ফেললেন; চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি শুধু বলতে থাকলেন, ‘হায়! সন্তান

আমার আব্‌শালোম! সন্তান আমার, সন্তান আমার আব্‌শালোম! তোমার বদলে কেন আমারই মৃত্যু হয়নি? হায় আব্‌শালোম! সন্তান আমার! সন্তান আমার!’ [২] তখন যোয়াবকে জানানো হল, ‘দেখ, রাজা কাঁদছেন, আব্‌শালোমের জন্য শোক করছেন!’ [৩] সমস্ত লোকের কাছে সেদিনের বিজয় শোকেই পরিণত হল, কারণ সেদিন লোকেরা একথা শুনতে পেল, ‘রাজা নিজের ছেলের শোকে দুঃখ করছেন।’ [৪] সেদিন লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে নগরীতে ফিরে এল, যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাবার পর সৈন্যেরা যেমন লজ্জা-ভরে ফিরে আসে, ঠিক তেমনি। [৫] রাজা নিজের মুখ ঢেকে জোর গলায় হাহাকার করে বলছিলেন, ‘হায়! সন্তান আমার আব্‌শালোম! হায় আব্‌শালোম, সন্তান আমার! সন্তান আমার!’

[৬] তখন যোয়াব বাড়ির মধ্যে রাজার কাছে এসে বললেন, ‘যারা আজ আপনার প্রাণ, আপনার ছেলেমেয়েদের প্রাণ, আপনার বধূদের প্রাণ ও আপনার উপপত্নীদের প্রাণ রক্ষা করেছে, আপনার সেই দাসদের মুখ আপনি আজ লজ্জায় ঢেকে দিচ্ছেন, [৭] কেননা যারা আপনাকে ঘৃণা করে তাদেরই আপনি ভালবাসেন, আর যারা আপনাকে ভালবাসে তাদের আপনি ঘৃণাই করেন; হ্যাঁ, আপনি আজ দেখাচ্ছেন যে, নেতারা ও সৈন্যেরা আপনার কাছে কিছুই নয়; এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, যদি আব্‌শালোম বেঁচে থাকত আর আমরা সকলে আজ মারা যেতাম, তাহলে আপনি খুশি হতেন। [৮] সুতরাং আপনি এখন উঠে বাইরে গিয়ে আপনার যোদ্ধাদের হৃদয়ের কাছে কথা বলুন। আমি প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করছি: যদি আপনি বাইরে না আসেন, তবে এরাতে আপনার সঙ্গে একজনও থাকবে না; এবং আপনার যৌবনকাল থেকে এখন পর্যন্ত আপনার যত অমঙ্গল ঘটেছে, সেই সবকিছুর চেয়েও আপনার এই অমঙ্গল বড় হবে।’ [৯] রাজা উঠে নগরদ্বারে আসন নিলেন; গোটা জনগণকে একথা জানানো হল, ‘দেখ, রাজা নগরদ্বারে আসন নিয়েছেন।’ আর গোটা জনগণ রাজার সাক্ষাতে এল।

দাউদের প্রত্যাগমন

ইস্রায়েলীয়েরা প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুতে পালিয়ে গেছিল। [১০] ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীর মধ্যে অমিল দেখা দিচ্ছিল; গোটা জনগণ বলতে লাগল: ‘রাজা শত্রুদের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করে ও ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করে এখন

আব্‌শালোমের কারণে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন! [১১] আর সেই যে আব্‌শালোমকে আমাদের উপরে রাজত্ব করার জন্য আমরা তৈলাভিষিক্ত করেছিলাম, তিনি তো যুদ্ধে মরেছেন। তাহলে রাজাকে ফিরিয়ে আনবার ব্যাপারে তোমরা একটা কথাও উত্থাপন কর না কেন?'

[১২] গোটা ইস্রায়েলের মধ্যে যা কিছু বলা হচ্ছিল, তা রাজার জানা হল। তখন দাউদ রাজা দূত পাঠিয়ে সাদোক ও আবিয়াথার এই দুই যাজককে বললেন, 'তোমরা যুদার প্রবীণবর্গকে বল: রাজাকে তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে তোমরা কেন সকলের শেষে পড়বে? রাজাকে তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে আনবার জন্য গোটা ইস্রায়েলের নিবেদন তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে। [১৩] তোমরাই আমার ভাই, তোমরাই আমার নিজের হাড় ও আমার নিজের মাংস! তবে রাজাকে ফিরিয়ে আনতে কেন সকলের শেষে পড়বে? [১৪] তোমরা আমাসাকেও বল: তুমি কি আমার নিজের হাড় ও আমার নিজের মাংস নও? পরমেশ্বর আমাকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও কঠোর শাস্তিও দিন, যদি তুমি সবসময়ের মত আমার সামনে যোয়াবের পদে সৈন্যদলের সেনাপতি না হও।' [১৫] এইভাবে তিনি যুদার গোটা জনগণের মন একজনের মনের মতই জয় করলেন, আর তারা লোক পাঠিয়ে রাজাকে বলল, 'আপনি ও আপনার সকল পরিষদ ফিরে আসুন!'

শিমেই

[১৬] তাই রাজা বাড়ির দিকে রওনা হয়ে যর্দন পর্যন্ত গেলেন; যুদার লোকেরা রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও তাঁকে যর্দন পার করে আনতে গিল্গালে গেল। [১৭] দাউদ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বাহুরিম-নিবাসী গেরার সন্তান বেঞ্জামিনীয় শিমেই দেরি না করেই যুদার লোকদের সঙ্গে এল। [১৮] তার সঙ্গে বেঞ্জামিনীয় এক হাজার লোক ছিল, এবং শৌলের কুলের অনুচারী জিবা ও তার পনেরো ছেলে ও কুড়িটি দাস তার সঙ্গে ছিল: তারা রাজার আগেই যর্দনের ধারে এসে পৌঁছেছিল, [১৯] এবং রাজার পরিজনদের পার করার জন্য খেয়ার নৌকা প্রস্তুত করতে ও তাঁর ইচ্ছামত কাজ করতে ওপারে গিয়েছিল। রাজা যর্দন পার হওয়ার সময়ে গেরার সন্তান শিমেই রাজার সামনে উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ল। [২০] সে রাজাকে বলল, 'আমার প্রভু আমার অপরাধ

নেবেন না! যেদিন আমার প্রভু মহারাজ যেরুশালেম থেকে বের হন, সেদিন আপনার দাস আমি যে অপকর্ম করেছিলাম, মহারাজ তার কিছুই মনে না রাখুন; [২১] কেননা আপনার দাস আমি জানি, আমি পাপ করেছি; এজন্য দেখুন, গোটা যোসেফ-কুলের মধ্যে প্রথমে আমিই আজ আমার প্রভু মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নেমে এসেছি।' [২২] কিন্তু সেরুইয়ার সন্তান আবিশাই উত্তরে বললেন, 'প্রভুর তৈলাভিষিক্তজনকে অভিশাপ দিয়েছিল বিধায় শিমেই কি প্রাণদণ্ডের যোগ্য নয়?' [২৩] দাউদ বললেন, 'হে সেরুইয়ার ছেলেরা! তোমাদের ও আমার মধ্যে ব্যাপারটা কি যে, তোমরা আজ আমার বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছ? আজ কি ইস্রায়েলের মধ্যে কারও প্রাণদণ্ড হতে পারে? আমি কি জানি না যে, আজ আমি ইস্রায়েলের উপরে রাজা?' [২৪] রাজা শিমেইকে বললেন, 'তোমার প্রাণদণ্ড হবে না!' রাজা এবিষয়ে তার কাছে দিব্যি দিয়ে শপথ করলেন।

মেরিব-বায়াল

[২৫] শৌলের পৌত্র মেরিব-বায়ালও রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নেমে এলেন; যেদিন রাজা চলে গেছিলেন, সেদিন থেকে শান্তিতে তাঁর ফিরে আসার দিন পর্যন্ত তাঁর নিজের হাত-পায়ের জন্য তাঁর কোন চিন্তা হয়নি, দাড়ি ঠিক করেননি, পোশাকও ধুয়ে নেননি। [২৬] যখন তিনি যেরুশালেম থেকে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তখন রাজা তাঁকে বললেন, 'মেরিব-বায়াল, তুমি কেন আমার সঙ্গে যাওনি?' [২৭] তিনি উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, মহারাজ, আমার দাস আমাকে প্রবঞ্চনা করেছিল! আপনার দাস আমি বলেছিলাম, আমি গাধা সাজিয়ে তার পিঠে চড়ে মহারাজের সঙ্গে যাব, কেননা আপনার দাস আমি খোঁড়া। [২৮] কিন্তু সে আমার প্রভু মহারাজের কাছে আপনার এই দাসের নিন্দা করেছে। তথাপি আমার প্রভু মহারাজ পরমেশ্বরের দূতের মত; সুতরাং আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই করুন। [২৯] কেননা আমার প্রভু মহারাজের সামনে আমার গোটা পিতৃকুল নিতান্ত মৃত্যুর পাত্র হলেও তবু যারা আপনার নিজের টেবিলে বসে খায়, আপনি তাদের সঙ্গে বসতে আপনার এই দাসকে স্থান দিয়েছিলেন। তাই মহারাজের কাছে আমার আর কী যাচনা করার অধিকার আছে?' [৩০] রাজা তাঁকে বললেন, 'আর বেশি কথা বলা দরকার নেই। আমি বলছি: তুমি ও জিবা দু'জনে সেই

ভূমি ভাগ ভাগ করে নেবে।’ [৩১] তখন মেরিব-বায়াল রাজাকে বললেন, ‘সে-ই সবকিছু নিক, যেহেতু আমার প্রভু মহারাজ শান্তিতে বাড়ি ফিরে এসেছেন।’

বার্সিল্লাই

[৩২] গিলেয়াদীয় বার্সিল্লাই রোগেলিম থেকে নেমে এসেছিলেন; তিনি যর্দনের পারে রাজার কাছে বিদায় নেবার জন্য তাঁর সঙ্গে যর্দন পার হয়েছিলেন। [৩৩] বার্সিল্লাই খুবই বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁর বয়স আশি বছর। রাজা মাহানাইমে থাকাকালে তিনি রাজার খাদ্য-সামগ্রী যুগিয়েছিলেন, কারণ তিনি খুবই বড় লোক ছিলেন। [৩৪] রাজা বার্সিল্লাইকে বললেন, ‘আমার সঙ্গে পার হয়ে এসো, আমি যেরুশালেমে আমারই কাছে তোমার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু যুগিয়ে দেব।’ [৩৫] কিন্তু বার্সিল্লাই রাজাকে বললেন, ‘আমার আয়ুর আর কত দিন আছে যে, আমি মহারাজের সঙ্গে যেরুশালেমে যাব? আজ আমার বয়স আশি বছর; [৩৬] এখনও কি মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে পারি? যা খাই ও যা পান করি, আপনার দাস আমি কি এখনও তার স্বাদ বুঝতে পারি? এখনও কি আর গায়ক ও গায়িকাদের গানের সুর শুনতে পাই? তবে আপনার এই দাস কেন আমার প্রভুর পক্ষে ভার হয়ে দাঁড়াবে? [৩৭] আপনার দাস মহারাজের সঙ্গে কেবল যর্দন পার হয়ে যাবে, এই মাত্র; কিন্তু মহারাজ কেন আমাকে এত বড় পুরস্কার দেবেন? [৩৮] আপনার এই দাসকে ফিরে যেতে দিন, যেন আমি আমার শহরে আমার পিতামাতার সমাধির কাছে মরতে পারি। কিন্তু দেখুন, এই আপনার দাস কিম্‌হাম: আমার প্রভু মহারাজের সঙ্গে এ পার হয়ে যাক; আপনি যেমন ভাল মনে করেন, এর প্রতি সেইমত ব্যবহার করবেন।’ [৩৯] রাজা উত্তরে বললেন, ‘আচ্ছা, কিম্‌হাম আমার সঙ্গে পার হয়ে আসুক। তুমি তার জন্য যা ইচ্ছা কর, আমি তার প্রতি তাই করব আর আমার কাছে তোমার যত নিবেদন, আমি তোমার খাতিরে তা মঞ্জুর করব।’ [৪০] পরে সমস্ত লোক যর্দন পার হল, রাজাও পার হলেন। রাজা বার্সিল্লাইকে চুম্বন করলেন ও আশীর্বাদ করলেন, আর বার্সিল্লাই বাড়ি ফিরে গেলেন।

ইস্রায়েল ও যুদা

[৪১] রাজা পার হয়ে গিল্গালের দিকে গেলেন আর তাঁর সঙ্গে কিম্‌হাম গেল। যুদার সমস্ত লোক ও ইস্রায়েলের অর্ধেক লোক গিয়ে রাজাকে পার করে নিয়ে এসেছিল। [৪২] তখন সকল ইস্রায়েলীয়েরা রাজাকে গিয়ে বলল, 'আমাদের ভাই এই যুদার লোকেরা কেন আপনাকে গোপনে কেড়ে নিয়ে গিয়ে মহারাজকে, তাঁর পরিজনদের ও দাউদের সঙ্গে তাঁর সমস্ত লোককে যর্দন পার করে আনল?' [৪৩] যুদার সমস্ত লোক প্রতিবাদ করে ইস্রায়েলীয়দের বলল, 'রাজা তো আমাদেরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়: এর জন্য তোমরা কেন রেগে উঠছ? আমরা কি রাজার কিছু খেয়েছি? কিংবা নিজেদের জন্য আমরা কি কোন পদ দাবি করেছি?' [৪৪] ইস্রায়েলীয়েরা প্রত্যুত্তরে যুদার লোকদের বলল, 'রাজাতে আমাদের দশ অংশ অধিকার আছে, তাছাড়া তোমরা নয়, আমরাই জ্যেষ্ঠ পুত্র: তবে কেন আমাদের অবজ্ঞা করেছ? আর আমাদের রাজাকে ফিরিয়ে আনবার কথা কি প্রথমে আমরাই উত্থাপন করিনি?' কিন্তু ইস্রায়েলের লোকদের কথার চেয়ে যুদার লোকদেরই কথা বেশি তীব্র হল।

শেবার বিপ্লব

২০ [১] সেসময়ে এমনটি ঘটল যে, সেখানে শেবা নামে ধূর্ত একটা লোক ছিল; সে ছিল বিখ্রির সন্তান, একজন বেঞ্জামিনীয়; তুরি বাজিয়ে সে বলল, 'দাউদের সঙ্গে আমাদের কোন অংশ নেই, যেসের ছেলের সঙ্গে আমাদের কোন উত্তরাধিকার নেই। ইস্রায়েল, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুতে যাও!' [২] তখন ইস্রায়েলীয়েরা সকলে দাউদের সঙ্গ ত্যাগ করে বিখ্রির সন্তান শেবার পিছনে গেল; কিন্তু যুদার লোকেরা যর্দন থেকে যেরুশালেম পর্যন্ত সমস্ত পথ ধরেই তাদের রাজার সঙ্গে মিলিত থাকল।

[৩] দাউদ যেরুশালেমে তাঁর রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন। রাজবাড়ির উপরে লক্ষ রাখার জন্য রাজা তাঁর যে দশজন উপপত্নীকে রেখে গিয়েছিলেন, তাদের নিয়ে সংরক্ষিত জায়গায় আটকিয়ে রাখলেন; তাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু তাদের কাছে আর কখনও গেলেন না; তাদের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তারা চিরবৈধব্য-অবস্থার মতই সেই জায়গায় আটকানো থাকল।

[৪] পরে রাজা আমাসাকে বললেন, ‘তিন দিনের মধ্যে যুদার লোকদের আমার জন্য জড় কর, তুমিও এখানে উপস্থিত হও।’ [৫] আমাসা যুদার লোকদের জড় করতে গেলেন, কিন্তু রাজা যে সময় স্থির করে দিয়েছিলেন, সেই নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে তিনি একটু বেশি দেরি করলেন। [৬] তখন দাউদ আবিশাইকে বললেন, ‘আব্‌শালোমের চেয়ে বিখ্রির ছেলে শেবা-ই এখন আমাদের বেশি ক্ষতি ঘটাতে পারে। তুমি তোমার প্রভুর অনুচারীদের নিয়ে তার পিছনে ধাওয়া করে যাও, পাছে সে প্রাচীরে ঘেরা কোন না কোন শহর পেয়ে আমাদের নজর এড়ায়।’ [৭] যোয়াবের লোকজন, ক্রেথীয় ও পেলেথীয়েরা এবং সমস্ত বীরপুরুষ আবিশাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রায় বের হয়ে বিখ্রির সন্তান শেবার পিছনে ধাওয়া করার জন্য যেরুশালেম ছেড়ে রওনা হল।

[৮] গিবেয়োনে যে বড় পাথর আছে, তারা সেটার কাছে এসে উপস্থিত হলেই আমাসা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে এলেন। যোয়াব সৈনিক বেশ পরছিলেন ও তার উপরে বাঁধা ছিল খড়্গের কটিবন্ধনী, কোষে ঢোকানো খড়্গটা তাঁর কটিদেশে ঝুলছিল; তিনি খড়্গ খুলে তা পড়তে দিলেন। [৯] যোয়াব আমাসাকে বললেন, ‘ভাই আমার, ভাল আছ?’ আর যোয়াব আমাসাকে চুম্বন করার জন্য ডান হাত দিয়ে তাঁর দাড়ি ধরলেন। [১০] কিন্তু যোয়াবের হাতে যে খড়্গ ছিল, তার দিকে আমাসার নজর ছিল না, আর যোয়াব তা দিয়ে তাঁর পেটে আঘাত হানলেন, তাঁর অন্ত্ররাজি বের হয়ে মাটিতে পড়ল; যোয়াব আর একবার তাঁকে আঘাত করলেন না, কেননা ইতিমধ্যে আমাসা মারা গেছিলেন। পরে যোয়াব ও তাঁর ভাই আবিশাই বিখ্রির সন্তান শেবার পিছনে ধাওয়া করতে গেলেন। [১১] যোয়াবের একজন যুবক আমাসার কাছে থেকে গেছিল, সে বলে উঠল, ‘যে যোয়াবকে ভালবাসে ও দাউদের পক্ষে, সে যোয়াবের অনুসরণ করুক!’ [১২] আমাসা রাস্তার মাঝখানে রক্তে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, এমন সময়ে সেই লোক লক্ষ করল যে, সমস্ত লোক সেখানে দাঁড়াচ্ছে, তাই সে আমাসাকে রাস্তা থেকে মাঠে সরিয়ে দিয়ে তাঁর উপরে একটা পোশাক ফেলে দিল, কেননা যত লোক তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, সবাই সেখানে দাঁড়াচ্ছিল। [১৩] রাস্তা থেকে তাঁকে সরানোর পর সমস্ত লোক বিখ্রির সন্তান শেবার পিছনে ধাওয়া করার জন্য যোয়াবের অনুসরণ করল।

[১৪] শেবা ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীর এলাকার মধ্য দিয়ে আবেল-বেথ্-মাআখা পর্যন্ত গেল; আর বেরীয়েরা সকলে …। তারা সেখানে জড় হল ও তার অনুসরণ করল। [১৫] শেবাকে আবেল-বেথ্-মাআখায় অবরোধ করে তারা নগরপ্রাচীরের গায়ে জাঙাল প্রস্তুত করল; আর যোয়াবের লোকেরা নগরপ্রাচীর ভূমিসাৎ করার জন্য মাটি খুঁড়ছিল। [১৬] তখন বুদ্ধিমতী এক স্ত্রীলোক শহর থেকে চিৎকার করে বলল, 'শোন, শোন! যোয়াবকে কাছে আসতে বল, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব।' [১৭] যোয়াব এগিয়ে গেলে স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি যোয়াব?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি যোয়াব।' স্ত্রীলোকটি বলে চলল, 'আপনার দাসীর কথা শুনুন।' তিনি বললেন, 'শুনছি।' [১৮] স্ত্রীলোক তখন একথা বলল, 'সেকালে লোকে বলত: আবেল ও দান-ই সেই স্থান, যেখানে অনুসন্ধান করতে হবে [১৯] ইস্রায়েলের বিশ্বস্ত লোকদের নিরূপিত প্রথা নিঃশেষ হয়েছে কিনা। আপনি এমন একটা শহর বিনাশ করতে চেষ্টা করছেন, যা ইস্রায়েলের মাতৃস্থান স্বরূপ। আপনি কেন প্রভুর উত্তরাধিকার গ্রাস করবেন?' [২০] যোয়াব উত্তরে বললেন, 'গ্রাস করা বা বিনাশ করা আমা থেকে দূরে থাকুক, দূরেই থাকুক! [২১] ব্যাপারটা অন্য রকম: এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলের একটা লোক, যার নাম বিখ্রির ছেলে শেবা, রাজার বিরুদ্ধে, দাউদেরই বিরুদ্ধে হাত তুলেছে; তোমরা কেবল তাকেই তুলে দাও আর আমি এই শহর থেকে চলে যাবই।' স্ত্রীলোকটি যোয়াবকে বলল, 'আচ্ছা, নগরপ্রাচীরের উপর দিয়ে তার মাথা আপনার কাছে ছুড়ে দেওয়া হবে।' [২২] তখন স্ত্রীলোকটি আবার শহরের মধ্যে গিয়ে এমন বুদ্ধির সঙ্গেই সকল লোকের কাছে কথা বলল যে, তারা বিখ্রির সন্তান শেবার মাথা কেটে যোয়াবের কাছে বাইরে ফেলে দিল। আর তিনি তুরি বাজালে লোকেরা শহর থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজ নিজ তাঁবুতে চলে গেল। পরে যোয়াব যেরুশালেমে রাজার কাছে ফিরে গেলেন।

দাউদের পরিষদবর্গ

[২৩] যোয়াব ইস্রায়েলের গোটা সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন, যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া ছিলেন ক্রেথীয় ও পেলেথীয়দের প্রধান, [২৪] আদোরাম মেহনতি কাজের সরদার, আহিলুদের সন্তান যেহোশাফাৎ রাজ-ঘোষক, [২৫] শিয়া কর্মসচিব, এবং সাদোক ও আবিয়াথার যাজক; [২৬] যায়িরীয় ইরাও দাউদের রাজমন্ত্রী ছিলেন।

দুর্ভিক্ষ ও শৌল-বংশধরদের হত্যা

২১ [১] দাউদের সময়ে তিন বছর-দুর্ভিক্ষ হয়; দাউদ প্রভুর অভিমত যাচনা করলে
প্রভু উত্তরে বললেন, 'শৌল ও তার কুল রক্তপাতের অপরাধে অপরাধী, কেননা সে
গিবেয়োনীয়দের মৃত্যু ঘটিয়েছিল।' [২] তখন রাজা গিবেয়োনীয়দের ডাকিয়ে তাদের
সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। গিবেয়োনীয়েরা ইস্রায়েল সন্তান নয়, এরা আমোরীয়দের
অবশিষ্টাংশের লোক যাদের সঙ্গে ইস্রায়েল সন্তানেরা শপথের বন্ধনে আবদ্ধ; কিন্তু শৌল
ইস্রায়েল ও যুদা-সন্তানদের পক্ষে বেশি আগ্রহ দেখিয়ে তাদের নিঃশেষে বিনাশ করতে
চেষ্টা করেছিলেন। [৩] দাউদ গিবেয়োনীয়দের বললেন, 'আমি তোমাদের জন্য কী
করতে পারি? তোমরা যেন প্রভুর উত্তরাধিকার আশীর্বাদ কর, এজন্য আমি কি দিয়ে
প্রায়শ্চিত্ত করব?' [৪] গিবেয়োনীয়েরা তাঁকে বলল, 'শৌলের সঙ্গে বা তার কুলের সঙ্গে
আমাদের বিবাদ রুপো বা সোনার ব্যাপার নয়, আবার ইস্রায়েলের মধ্যে কোন কাউকে
বধ করাও আমাদের ব্যাপার নয়।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা যা চাও তা আমাকে
বল, আমি তোমাদের জন্য তা করব।' [৫] তারা রাজাকে বলল, 'যে লোক আমাদের
সংহার করেছিল ও আমাদের বিনাশের উদ্দেশ্যে এমন মতলব খাটিয়েছিল আমরা যেন
ইস্রায়েলের এলাকার মধ্যে কোথাও বেঁচে থাকতে না পারি, [৬] তার ছেলেদের মধ্যে
সাতজন পুরুষকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক; আমরা প্রভুর বেছে নেওয়া শৌল-
গিবেয়োনে প্রভুর উদ্দেশে তাদের টুকরো টুকরো করব।' রাজা বললেন, 'তুলে
দেব।' [৭] তথাপি দাউদের ও শৌলের সন্তান যোনাথানের মধ্যে প্রভুর সাক্ষাতে যে
শপথ হয়েছিল, তার কারণে রাজা শৌলের পৌত্র, যোনাথানের সন্তান সেই মেরিব-
বায়ালকে রেহাই দিলেন; [৮] কিন্তু আয়ার মেয়ে রিস্পা শৌলের ঘরে যে দু'টো ছেলে
প্রসব করেছিল, সেই আর্মোনি ও মেরিব-বায়ালকে, এবং মেহোলাথীয় বার্সিল্লাইয়ের
সন্তান আদ্রিয়েলের ঘরে শৌলের কন্যা মিখাল যে পাঁচটি ছেলে প্রসব করেছিল, তাদেরই
নিয়ে [৯] রাজা গিবেয়োনীয়দের হাতে তুলে দিলেন আর তারা সেই পর্বতে প্রভুর
সামনে তাদের টুকরো টুকরো করল। সেই সাতজন সকলে মিলে মারা গেল; প্রথমফসল
কাটার সময়ে, অর্থাৎ যব কাটার আরম্ভকালে তাদের হত্যা করা হল।

[১০] তখন আয়ার মেয়ে রিস্পা চটের চাদর নিয়ে ফসল কাটার আরম্ভ থেকে যে পর্যন্ত আকাশ থেকে তাদের উপরে জল না পড়ল, সেপর্যন্ত সেই চটের আবরণ শৈলের গায়ে বেঁধে পেতে রাখল, এবং দিনমানে আকাশের পাখিদের ও রাত্রিবেলায় বন্যজন্তুদের তাদের উপরে বসতে দিল না। [১১] আয়ার মেয়ে, শৌলের উপপত্নী যে রিস্পা, সে যে কাজ করল, তা দাউদ রাজাকে জানানো হল। [১২] দাউদ গিয়ে যাবেশ-গিলেয়াদের সমাজনেতাদের কাছ থেকে শৌলের হাড় ও তাঁর সন্তান যোনাথানের হাড় তুলে নিলেন, কেননা গিলবোয়াতে ফিলিস্তিনিদের হাতে শৌল পরাজিত হওয়ার সময়ে ফিলিস্তিনিরা তাঁদের দু'জনের মৃতদেহ বেথ্-সেয়ানের চত্বরে টাঙিয়ে দেওয়ার পর ওরা সেখান থেকে তা কেড়ে নিয়ে এসেছিল। [১৩] তিনি সেখান থেকে শৌলের হাড় ও তাঁর সন্তান যোনাথানের হাড় আনলেন; যাদের দেহ টুকরো টুকরো করা হয়েছিল, তাদেরও হাড় সংগ্রহ করা হল, [১৪] এবং এগুলো ও শৌলের ও তাঁর সন্তান যোনাথানের হাড় বেঞ্জামিন-এলাকায়, সেলাতে, তাঁর পিতা কীশের সমাধির মধ্যে রাখা হল; রাজার আজ্ঞামতই সবকিছু করা হল। এরপর পরমেশ্বর দেশের প্রতি প্রশমিত হলেন।

ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধ

[১৫] ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইস্রায়েলের আবার যুদ্ধ বাধল; দাউদ নিজ প্রজাদের সঙ্গে গিয়ে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। দাউদ ক্লান্ত হতে লাগলেন; [১৬] তখন রাফার ইশ্‌বি-বেনোব নামে এক সন্তান,—যার বর্শার ওজন ছিল ব্রঞ্জের তিনশ' শেকেল, ও যার কোমরে নতুন একটা খড়্গ বাঁধা ছিল—সে তো দাউদকে মেরে ফেলার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল। [১৭] কিন্তু সেরুইয়ার সন্তান আবিশাই রাজার সাহায্যে এসে সেই ফিলিস্তিনিকে আঘাত করে মেরে ফেললেন। সেসময়ে দাউদের অনুচারীরা তাঁর কাছে এই বলে শপথ করল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে আর কখনও যাবেন না, ইস্রায়েলের প্রদীপ নিভিয়ে দেবেন না!'

[১৮] পরে আর একবার গোবে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যুদ্ধ হল; তখন হুশাথীয় সিব্বেখাই সাফকে বধ করল; সে ছিল রাফার সন্তানদের একজন।

[১৯] পরে আর একবার গোবে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যুদ্ধ হল; যারে-ওগেরিমের
সন্তান বেথলেহেমীয় এল্‌হানান গাথের গলিয়াথকে বধ করল; এর বর্শা ছিল তাঁতীর
একটা কড়িকাঠের মত।

[২০] পরে আর একবার গাথে যুদ্ধ হল; সেখানে খুবই দীর্ঘকায় একজন ছিল, যার
প্রতিটি হাত ও পায়ে ছ'টা আঙুল ছিল—সবসমেত চব্বিশটা আঙুল ছিল; সেও রাফার
সন্তান। [২১] সে ইস্রায়েলকে টিটকারি দিলে দাউদের ভাই শিমেয়ার সন্তান যোনাথান
তাকে বধ করল।

[২২] এই চারজন ছিল রাফার সন্তান, গাথ-ই এদের জন্মস্থান। এরা দাউদ ও তাঁর
অনুচারীদের হাতে মারা পড়ল।

দাউদের সামসঙ্গীত

২২ [১] যেদিন প্রভু সমস্ত শত্রুর হাত থেকে এবং শৌলের হাত থেকে দাউদকে
উদ্ধার করলেন, সেদিন তিনি প্রভুর উদ্দেশে এই সঙ্গীতের বাণী নিবেদন করলেন।
[২] তিনি বললেন:

'প্রভুই আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ, আমার মুক্তিদাতা,
[৩] আমার ঈশ্বর, আমার সেই শৈল যার কাছে নিয়েছি আশ্রয়,
আমার ঢাল, আমার ত্রাণশক্তি, আমার দুর্গ, আমার আশ্রয়স্থল।
হে আমার ত্রাণকর্তা, তুমি অত্যাচার থেকে ত্রাণ করেছ আমায়;
[৪] আমি প্রশংসনীয় সেই প্রভুকে ডাকি,
আমার শত্রুদের হাত থেকে পাবই পরিত্রাণ।

[৫] মৃত্যুর তরঙ্গমালা জড়িয়ে ধরেছিল আমায়,
ধ্বংসের খরস্রোত আতঙ্কিত করেছিল আমায়;
[৬] পাতালের বাঁধন আমায় ঘিরে ফেলেছিল,
সম্মুখীন ছিল মৃত্যুর ফাঁদ।

[৭] সেই সঙ্কটে আমি প্রভুকে ডাকলাম,
আমার পরমেশ্বরের কাছে চিৎকার করলাম ;
তাঁর মন্দির থেকে তিনি শুনলেন আমার কণ্ঠ,
আমার সেই চিৎকার তাঁর কানে গেল।

[৮] পৃথিবী টলে উঠল, কাঁপতে লাগল ;
পাহাড়পর্বতের ভিত আলোড়িত হল,
টলে উঠল তিনি রেগে উঠেছিলেন বলে।
[৯] তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে উদ্গীর্ণ হল ধোঁয়া,
তাঁর মুখ থেকে সর্বগ্রাসী আগুন ;
তাঁর কাছ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার।

[১০] আকাশ নত করে তিনি নেমে এলেন,
কালো মেঘ ছিল তাঁর পদতলে।
[১১] খেরুব-পিঠে চড়ে তিনি উড়তে লাগলেন,
বায়ুর পাখায় ভর করে ভেসে এলেন।

[১২] তিনি আবরণের মত অন্ধকারেই নিজেকে সজ্জিত করলেন,
কালো জলরাশি, ঘন ঘন মেঘ ছিল তাঁর তাঁবু।
[১৩] তাঁর অগ্রণী দীপ্তি থেকে নির্গত হল মেঘপুঞ্জ,
শিলাবৃষ্টি ও জ্বলন্ত অঙ্গার।

[১৪] প্রভু আকাশ থেকে বজ্রনাদ করলেন,
পরাৎপর শোনালেন নিজ কণ্ঠস্বর।
[১৫] তীর ছুড়ে ছুড়ে তিনি ওদের ছত্রভঙ্গ করলেন,
বিদ্যুৎ হেনে ওদের বিহ্বল করলেন।

[১৬] প্রভুর ধমকে,
তাঁর নাকের ফুৎকারের তাড়নায়
দেখা দিল সাগরের তলদেশের স্রোত,

অনাবৃত হল জগতের ভিত।

[১৭] ঊর্ধ্ব থেকে হাত বাড়িয়ে তিনি আমায় ধরলেন,
জলরাশি থেকে আমায় টেনে তুললেন,
শক্তিশালী শত্রুর হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন,
[১৮] আমার সেই বিদ্বেষীদের হাত থেকে,
যারা আমার চেয়ে বলিষ্ঠ ছিল।

[১৯] আমার বিপদের দিনে ওরা রুখে দাঁড়াল আমার সামনে,
প্রভু কিন্তু হলেন অবলম্বন আমার ;
[২০] তিনি আমাকে বের করে আনলেন উন্মুক্ত স্থানে,
আমাতে প্রীত বলেই আমাকে নিস্তার করলেন।

[২১] প্রভু আমার ধর্মময়তা অনুযায়ী আমাকে প্রতিদান দেন,
আমার হাতের শুচিতা অনুযায়ী আমাকে পুরস্কৃত করেন ;
[২২] কারণ আমি পালন করেছি প্রভুর পথসকল,
আমার পরমেশ্বরকে ত্যাগ করেছি, তেমন কুকর্ম করিনি।

[২৩] তাঁর সমস্ত সুবিচার রয়েছে আমার সামনে,
আমি তাঁর বিধিনিয়মও সরিয়ে দিইনি আমা থেকে,
[২৪] বরং তাঁর সঙ্গে থেকেছি নিষ্কলঙ্ক,
অন্যায় থেকে নিজেকে রেখেছি মুক্ত।

[২৫] প্রভু আমার ধর্মময়তা অনুযায়ী আমাকে পুরস্কৃত করেন,
তাঁর দৃষ্টিতে আমার হাতের শুচিতা অনুযায়ী পুরস্কৃত করেন।
[২৬] সৎমানুষের প্রতি তুমি সৎ,
খাঁটি মানুষের প্রতি তুমি খাঁটি ;
[২৭] পুণ্যবানের প্রতি তুমি পুণ্যবান,
কুটিলের প্রতি তুমি কিন্তু বিচক্ষণ।

[২৮] হ্যাঁ, বিনীত জনগণকেই তুমি পরিত্রাণ কর,
গর্বোদ্ধতদের চোখ কিন্তু অবনত কর।
[২৯] তুমিই তো, প্রভু, আমার প্রদীপ ;
প্রভু আমার অন্ধকার উজ্জ্বল করে তোলেন।
[৩০] তোমার সঙ্গে আমি সেনাদলের বিরুদ্ধে ছুটেই যাব,
আমার পরমেশ্বরের সঙ্গে লাফ দিয়ে প্রাচীর পার হতে পারব।

[৩১] তিনিই ঈশ্বর, তাঁর পথ নিখুঁত,
প্রভুর কথা পরিশুদ্ধ ;
তাঁর আশ্রয় নিয়েছে যারা,
তিনি নিজেই তাদের সকলের ঢাল।
[৩২] আসলে, প্রভু ছাড়া, কেবা পরমেশ্বর?
আমাদের পরমেশ্বর ব্যতীত, শৈল কেইবা আছে?

[৩৩] ঈশ্বর যিনি, তিনিই আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধেন,
তিনিই নিখুঁত করেন আমার চলার পথ।
[৩৪] তিনি আমার পা হরিণীর পায়ের মত করেন,
তাঁরই গুণে আমি পর্বতশিখরে অবিচল হয়ে থাকতে পারি ;
[৩৫] তিনি আমার হাত যুদ্ধকুশল করে তোলেন,
তাই আমার বাহু ব্রঞ্জের ধনুক বাঁকাতে পারে।

[৩৬] তুমি আমাকে দিয়েছ তোমার বিজয়ের ঢাল,
তোমার রণশিক্ষা আমায় করেছে মহান ;
[৩৭] প্রসারিত করেছ আমার চলার পথ,
তাই টলেনি আমার দু'টো পা।
[৩৮] আমার শত্রুদের ধাওয়া করে আমি চূর্ণই করেছি তাদের,
আর ফিরে আসিনি তাদের শেষ না করে দিয়ে।
[৩৯] তাদের চূর্ণ করেছি, আর উঠতে পারেনি তারা,

পড়েছে আমার পদতলে।

[৪০] যুদ্ধের জন্য তুমি আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধলে,
আমার আক্রমণকারীদের আমার অধীনে নত করলে,
[৪১] আমাকে দেখিয়েছ আমার শত্রুদের পিঠ,
আমার বিদ্বেষীদের আমি স্তব্ধ করে দিলাম।
[৪২] চিৎকার করছিল তারা, কিন্তু তাদের ত্রাণ করার মত কেউই ছিল না,
প্রভুর কাছেও, তিনি কিন্তু সাড়া দিলেন না।
[৪৩] আমি তাদের গুঁড়িয়ে দিলাম পৃথিবীর ধুলার মত,
তাদের মাড়িয়ে দিলাম পথের কাদার মত।

[৪৪] জনতার বিদ্রোহ থেকে তুমি রেহাই দিয়েছ আমায়,
আমায় রেখেছ জাতিসকলের শীর্ষপদে।
অপরিচিত এক জাতি আমার সেবা করে,
[৪৫] বিদেশীরা এসে আমাকে অনুনয়-বিনয় করে,
আমার কথা শোনামাত্র আমার প্রতি বাধ্য হয়।
[৪৬] বিদেশীরা ম্লান হয়ে
দুর্গ ছেড়ে কম্পিত হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

[৪৭] চিরজীবী হোন প্রভু! ধন্য আমার শৈল!
আমার ত্রাণেশ্বর বন্দিত হোন!
[৪৮] হে ঈশ্বর, তুমিই তো আমার জন্য প্রতিশোধ নাও,
জাতিসকলকে আমার অধীনে নত কর,
[৪৯] তুমি তো আমার শত্রুদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
তুমি তো আমার আক্রমণকারীদের ঊর্ধ্বেই আমাকে তুলে আন,
হিংসক মানুষের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

[৫০] তাই প্রভু, জাতি-বিজাতির মাঝে আমি করব তোমার স্তুতি,
করব তোমার নামের গুণগান।

[৫১] তিনি তাঁর রাজাকে বিজয়দানে মহিমান্বিত করেন,
তাঁর মশীহের প্রতি, দাউদ ও তাঁর বংশের প্রতি কৃপা দেখান চিরকাল।’

দাউদের শেষ বাণী

২৩ [১] দাউদের শেষ বাণী এই :

‘যেসের সন্তান দাউদের দৈববাণী,
ঊর্ধ্বে উন্নীত সেই পুরুষের দৈববাণী,
যাকোবের পরমেশ্বরের যিনি তৈলাভিষিক্তজন,
ইস্রায়েলের যিনি মধুর গায়ক, তাঁরই দৈববাণী।

[২] প্রভুর আত্মা আমাতে কথা বলছেন,
তাঁর বাণী আমার জিহ্বায় বিরাজিত।
[৩] যাকোবের পরমেশ্বর কথা বললেন,
ইস্রায়েলের শৈল আমাকে বললেন :
যিনি ধর্মময়তায় মানুষদের শাসন করেন,
যিনি ঈশ্বরভীতিতে শাসন করেন,
[৪] তিনি মেঘশূন্য সকালে সূর্যোদয়ে এমন প্রাতঃকালীন আলোর মত,
যা বৃষ্টির পরে ভূমির নবীন অঙ্কুর দীপ্তিময় করে তোলে।

[৫] তেমনিই ঈশ্বরের কাছে আমার কুল স্থিতমূল,
হ্যাঁ, আমার সঙ্গে তিনি চিরস্থায়ী এক সন্ধি স্থির করলেন,
তা সবদিকে সুসম্পন্ন ও সুরক্ষিত ;
আমার সমস্ত বিজয়, আমার সমস্ত বাসনা
তিনি কি সম্পূর্ণরূপে অঙ্কুরিত করবেন না?

[৬] কিন্তু ধূর্তরা কাঁটার মত,
যা আঁটি বেঁধে ফেলে দেওয়া হয়, যা হাতে ধরা যায় না।
[৭] যে কেউ সেগুলোকে স্পর্শ করবে,

সে লৌহদণ্ড বা বর্শাদণ্ড দ্বারা তা স্পর্শ করবে;
শেষে সেইসব আগুনে একেবারে ছাই করা হবে।'

দাউদের বীরপুরুষেরা

[৮] দাউদের বীরপুরুষদের নামাবলি:

হাখমোনীয় ঈশ-বায়াল: তিনি সেই তিন লোকের দলের নেতা; তিনি আটশ' লোকের বিরুদ্ধে বর্শা হাতে ধরে এক লড়াইতেই তাদের বিঁধিয়ে দিলেন।

[৯] তাঁর পরে আহোহীয় দোদোর সন্তান এলেয়াজার: তিনি দাউদের সঙ্গী সেই তিন বীরপুরুষদের একজন, যাঁরা যুদ্ধের জন্য বিন্যস্ত ফিলিস্তিনিদের টিটকারি দিলেন যখন ইস্রায়েলীয়েরা উচ্চস্থানগুলির দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিল। [১০] তিনি দাঁড়িয়ে ফিলিস্তিনিদের আঘাত করলেন, যতক্ষণ না তাঁর হাত শ্রান্ত হয়ে খড়্গে জোড়া লেগে গেল। প্রভু সেদিন মহাবিজয় সাধন করলেন এবং লোকেরা কেবল লুট করার জন্যই এলেয়াজারের অনুসরণ করল।

[১১] তাঁর পরে হারারীয় আগির সন্তান শাম্মা: ফিলিস্তিনিরা লেখিতে সমবেত ছিল; সেখানে এক মাঠ মসুরে পরিপূর্ণ ছিল; লোকেরা ফিলিস্তিনিদের সামনে থেকে পালাচ্ছিল [১২] আর শাম্মা সেই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে তা রক্ষা করলেন ও ফিলিস্তিনিদের পরাজিত করলেন; আর প্রভু মহাবিজয় প্রদান করলেন।

[১৩] সেই ত্রিশ লোকের দলের তিনজন ফসল কাটার সময়ে আদুল্লাম গুহাতে দাউদের কাছে গেলেন; সেসময়ে ফিলিস্তিনিদের এক সৈন্যদল রেফাইম উপত্যকায় শিবির বসিয়েছিল। [১৪] দাউদ সেসময়ে দৃঢ়দুর্গে ছিলেন, এবং ফিলিস্তিনিদের এক প্রহরী দল বেথলেহেমে ছিল। [১৫] দাউদ এই বলে নিজের বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, 'হায়! বেথলেহেমের নগরদ্বারের কাছে যে কুয়ো আছে, কেউ যদি আমাকে সেই কুয়োর জল এনে পান করতে দিত!' [১৬] সেই তিন বীরপুরুষ ফিলিস্তিনিদের সৈন্যদের মধ্য দিয়ে বলপ্রয়োগে গিয়ে, বেথলেহেমের নগরদ্বারের কাছে যে কুয়ো আছে, তার জল তুলে নিয়ে দাউদের কাছে অর্পণ করলেন, কিন্তু তিনি তা পান করতে রাজি হলেন না, বরং প্রভুর উদ্দেশে তা ঢেলে ফেললেন; [১৭] তিনি বললেন, 'প্রভু, এমন কাজ আমি যেন

না করি! যারা নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গিয়েছে, এ কি তাদের রক্ত নয়?’ তাই তিনি তা পান করতে রাজি হলেন না। ওই তিন বীরপুরুষ এই সকল কাজ সাধন করেছিলেন।

[১৮] সেরুইয়ার সন্তান যোয়াবের ভাই আবিশাই সেই ত্রিশজনের প্রধান ছিলেন: তিনিই তিনশ’ লোকের উপরে বর্শা চালিয়ে তাদের বধ করলেন ও সেই ত্রিশজনের মধ্যে সুনাম অর্জন করলেন। [১৯] তিনি কি সেই ত্রিশজনের মধ্যে অধিক গৌরবের পাত্র ছিলেন না? এজন্য তাঁদের দলপতি হলেন, তবু সেই তিনজনেরই সমকক্ষ হলেন না।

[২০] যেহোইয়াদার সন্তান কাব্‌সেলীয় সেই বীর্যবান বেনাইয়া: তিনি পরাক্রান্ত নানা কর্মকীর্তির জন্য বিখ্যাত; তিনিই মোয়াবীয় আরিয়েলের দুই সন্তানকে বধ করলেন; তাছাড়া তিনি বরফের দিনে গিয়ে কুয়োর মধ্যে একটা সিংহ মারলেন। [২১] তিনি একজন দীর্ঘকায় মিশরীয়কেও বধ করলেন; সেই মিশরীয়ের হাতে একটা বর্শা ছিল আর এঁর হাতে ছিল একটা লাঠি: ইনি গিয়ে সেই মিশরীয়ের হাত থেকে বর্শাটা কেড়ে নিয়ে তার সেই বর্শা দ্বারা তাকে বধ করলেন। [২২] যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া এই সকল কাজ সাধন করলেন, তাই তিনি সেই ত্রিশজনের মধ্যে সুনাম অর্জন করলেন। [২৩] সেই ত্রিশজনের মধ্যে তিনি বিশেষ গৌরবের পাত্র, তবু সেই তিনজনেরই সমকক্ষ হলেন না; দাউদ তাঁকে তাঁর আপন রক্ষী-সেনার প্রধান করলেন।

[২৪] যোয়াবের ভাই আসাহেল ওই ত্রিশজনের মধ্যে একজন ছিলেন; বেথলেহেমীয় দোদোর সন্তান এল্‌হানান, [২৫] হারোদীয় শাম্মা, হারোদীয় এলিকা, [২৬] পেলেথীয় হেলেস, তেকোয়ীয় ইক্কেশের সন্তান ইরা, [২৭] আনাথোথীয় আবিয়াজের, হুশাথীয় মেবুন্নাই, [২৮] আহোহীয় সাল্‌মোন, নেতোফাতীয় মাহারাই, [২৯] নেতোফাতীয় বানার সন্তান হেলেব, বেঞ্জামিন-সন্তানদের গিবেয়া-নিবাসী রিবাইয়ের সন্তান ইত্তাই, [৩০] পিরাথোনীয় বেনাইয়া, নাহালে-গাশ-নিবাসী হিদ্দাই, [৩১] আর্বাথীয় আবি-আলবোন, বাহুরিমীয় আস্মাবেথ, [৩২] শায়ালবোনীয় এলিয়াহ্‌বা, গুন-নিবাসী যাশেন, [৩৩] হারারীয় শাম্মার সন্তান যোনাথান, আফারীয় শারারের সন্তান আহিয়াম, [৩৪] মাআখাথীয় আহাস্‌বাইয়ের সন্তান এলিফেলেৎ, গিলোনীয় আহিথোফেলের সন্তান এলিয়াম, [৩৫] কার্মেলীয় হেস্রাই, আরবীয় পারাই,

[৩৬] জোবা-নিবাসী নাথানের সন্তান ইগাল, গাদীয় বানি, [৩৭] আম্মোনীয় সেলেক, সেরুইয়ার সন্তান যোয়াবের অস্ত্রবাহক বেয়েরোথীয় নাহারাই, [৩৮] ইয়াত্তিরীয় ইরা, ইয়াত্তিরীয় গারেব, [৩৯] হিত্তীয় উরিয়া: সবসমেত সাঁইত্রিশজন।

লোকগণনা ও মহামারী

২৪ [১] প্রভুর ক্রোধ ইস্রায়েলের উপরে আবার জ্বলে উঠল, তিনি তাদের বিরুদ্ধে দাউদকে উত্তেজিত করলেন; তিনি বললেন, 'যাও, ইস্রায়েল ও যুদার লোকগণনা কর।' [২] রাজা যোয়াবকে ও তাঁর সঙ্গে যে অধিনায়কেরা ছিল, তাদের বললেন, 'তুমি দান থেকে বের্শেবা পর্যন্ত ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীর সব জায়গায় যাও; তোমরা লোকগণনা কর, যেন আমি আমার দেশের জনসংখ্যা জানতে পারি।' [৩] যোয়াব রাজাকে বললেন, 'এখন যত লোক আছে, আপনার পরমেশ্বর প্রভু তার সংখ্যা শতগুণ বৃদ্ধি করুন, এবং আমার প্রভু মহারাজ যেন নিজেরই চোখে তা দেখতে পান! কিন্তু আমার প্রভু মহারাজের তেমন বাসনা হল কেন?' [৪] কিন্তু তবুও রাজা যোয়াবের আর অধিনায়কদের উপরে নিজের হুকুম জারি করলেন, তাই যোয়াব আর অধিনায়কেরা ইস্রায়েলের লোকগণনা করার জন্য রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

[৫] তাঁরা যর্দন পার হয়ে আরোয়েরে, অর্থাৎ গাদ উপত্যকার মধ্যস্থলে যে শহর রয়েছে, তারই দক্ষিণদিকে শিবির বসালেন; পরে যাসেরের দিকে এগিয়ে গেলেন। [৬] পরে তাঁরা গিলেয়াদে ও হদ্‌শির নিচে অবস্থিত অঞ্চলে গেলেন; পরে একবার দান-যানে গিয়ে ঘুরে সিদোনে এসে পৌঁছলেন। [৭] পরে তুরসের দুর্গে এবং হিব্বীয়দের ও কানানীয়দের সমস্ত শহরে গেলেন, আর শেষে যুদার নেগেবে, বের্শেবায়, এসে উপস্থিত হলেন। [৮] এইভাবে সমস্ত দেশ পার হওয়ার পর তাঁরা নয় মাস কুড়ি দিন শেষে যেরুশালেমে ফিরে এলেন। [৯] যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা রাজাকে দিলেন: ইস্রায়েলে আট লক্ষ শক্তিশালী খড়্গধারী যোদ্ধা ছিল; যুদায় পাঁচ লক্ষ।

[১০] কিন্তু দাউদ লোকগণনা করাবার পর তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে কাঁপতে লাগল। দাউদ প্রভুকে বললেন, 'তেমন কাজ করে আমি মহাপাপ করেছি। কিন্তু এখন, প্রভু, তোমার দাসের এই অপরাধ ক্ষমা কর, আমি তো বড় নির্বোধের মতই ব্যবহার করেছি!'

[১১] কিন্তু পরদিন, দাউদ যখন সকালে উঠলেন, তখন প্রভুর বাণী দাউদের দৈবদ্রষ্টা গাদ নবীর কাছে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়ে বলেছিল: [১২] 'দাউদকে গিয়ে বল, প্রভু একথা বলছেন: আমি তোমার কাছে তিনটে প্রস্তাব রাখি, তার মধ্যে তুমি একটা বেছে নাও, আমি সেইমতই তোমার প্রতি ব্যবহার করব।' [১৩] তাই গাদ দাউদের কাছে গিয়ে তাঁকে এই কথা জানালেন; বললেন, 'আপনি কী চান? আপনার দেশে তিন বছর দুর্ভিক্ষ হবে? না, আপনার শত্রু তিন মাস আপনার পিছনে ধাওয়া করবে আর আপনি সেই তিন মাস ধরে তার আগে আগে পালাতে থাকবেন? না, আপনার দেশে তিন দিন মহামারী হবে? আপনি এখন বিবেচনা করে দেখুন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে আমি কী উত্তর দেব।' [১৪] দাউদ গাদকে বললেন, 'আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন! মানুষের হাতে পড়ার চেয়ে, আসুন, আমি যেন প্রভুরই হাতে পড়ি, কারণ তাঁর করুণা মহান।' [১৫] তাই সেই সকাল থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রভু ইস্রায়েলের উপরে মহামারী ডেকে আনলেন; দান থেকে বের্শেবা পর্যন্ত জনগণের সত্তর হাজার লোক মারা গেল।

[১৬] কিন্তু যখন যেরুশালেম বিনাশ করার জন্য [প্রভুর] দূত তার উপর হাত বাড়ালেন, তখন তেমন অমঙ্গলের বিষয়ে প্রভুর মনে দুঃখ হল; যে দূত লোকদের বিনাশ করছিলেন, তাঁকে তিনি বললেন, 'আর নয়! এবার হাত ফিরিয়ে নাও।' সেসময়ে প্রভুর দূত যেবুসীয় আরাউনার খামারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। [১৭] দূতকে লোকদের আঘাত করতে দেখে দাউদ প্রভুকে বললেন, 'দেখ, আমিই পাপ করেছি, আমিই অপরাধ করেছি; কিন্তু এই মেষগুলো কী করল? তবে আমার উপরে ও আমার পিতৃকুলের উপরেই তোমার হাত ভারী হোক।'

[১৮] সেদিন গাদ দাউদের কাছে গেলেন; তাঁকে বললেন, 'চলুন, যেবুসীয় আরাউনার খামারে প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গড়ে তুলুন।' [১৯] প্রভুর আজ্ঞামত দাউদ গাদের কথা অনুসারে উঠে গেলেন। [২০] আরাউনা তাকিয়ে যখন দেখতে পেল, রাজা ও তাঁর অনুচারীরা তার কাছে আসছেন, তখন বাইরে এসে রাজার সামনে মাটিতে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করল। [২১] আরাউনা বলল, 'আমার প্রভু মহারাজ তাঁর দাসের কাছে কিজন্য এসেছেন?' দাউদ বললেন, 'আমি তোমার কাছে এই খামার কিনতে

এসেছি; প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গেঁথে তুলব, যেন লোকদের উপর থেকে মড়ক থামে।' [২২] আরাউনা দাউদকে বলল, 'আমার প্রভু মহারাজ যা ভাল মনে করেন, তা-ই নিয়ে উৎসর্গ করুন! এই যে, আহুতির জন্য এই বলদগুলো এবং ইন্ধনের জন্য এই মাড়াই-যন্ত্র ও বলদের সজ্জা আছে। [২৩] হে রাজন্‌, আরাউনা রাজাকে এই সমস্ত দান করছে।' আরাউনা রাজাকে আরও বলল, 'প্রভু আপনার পরমেশ্বর আপনার প্রতি প্রসন্ন হোন!' [২৪] কিন্তু রাজা আরাউনাকে বললেন, 'তা হতে পারবে না; আমি উপযুক্ত দাম দিয়েই তোমার কাছ থেকে এই সমস্ত কিছু কিনব; আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে এমন আহুতি দেব না, যার জন্য কোন দাম দিইনি।' দাউদ পঞ্চাশ রুপোর টাকায় সেই খামার ও বলদগুলো কিনে নিলেন; [২৫] সেই জায়গায় দাউদ প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গেঁথে আহুতি দিলেন ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন। তখন প্রভু দেশের প্রতি প্রশমিত হলেন, ফলে মড়ক ইস্রায়েলকে আর আঘাত করল না।

---

২ [১] গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে দাউদ সাধারণত প্রভুর অভিমত যাচনা করেন (১ শামু ১৬:১)।

৩ [১২] হিব্রু মূলপাঠ্য অস্পষ্ট।

৫ [৮] বাক্যটা অসমাপ্ত। সম্ভাব্য সমাপ্তি: 'তবে সে একটা পুরস্কার পাবে।'

৬ [৭] উজ্জা একথা ভুলে গেল যে, প্রভুরই মঞ্জুষা হওয়ায় তা স্পর্শ করা প্রভুকেই স্পর্শ করার শামিল; আর তেমন অপরাধের দণ্ড মৃত্যু (যাত্রা ১৯:২১-২৪; ২০:১৯; ৩৩:২০; লেবীয় ১৬:২; গণনা ৪:১৫,২০, ইত্যাদি)।

৭ [১-১৭] দাউদ প্রভুর জন্য গৃহটা গেঁথে তুলবেন না, কিন্তু প্রভু তাঁর সমস্ত মঙ্গলদানের (২ শামু ৭:৮,৯,১১) সিদ্ধি ঘটিয়ে তাঁকে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা করবেন। নাথানের এই ভাববাণী শামুয়েল-পুস্তক দু'টোর শীর্ষস্থান: দাউদ-কুলের মনোনয়ন তুলে ধরে বিধায় ভাববাণী পরবর্তীকালের মশীহমুখী অন্য সকল ধারণার মুখ্য এক উৎস।

[১৪] প্রভু রাজাকে আপন দত্তকপুত্র বলে গ্রহণ করেন (সাম ২:৭; ৮৯:২৭)। এই কথা দ্বারা নূতন নিয়ম যিশুকেই মশীহ-রাজ বলে ঘোষণা করে (লুক ৩:২২; প্রেরিত ১৩:৩৩; হিব্রু ১:৫)।
(১৪খ) রাজা আইনের উপরে নন; তাঁর ব্যক্তিগত দোষ দণ্ডনীয় হবে (২ শামু ১২:৯-১২), কিন্তু কেবল তিনিই সেগুলোর দণ্ড ভোগ করবেন, তাঁর কুল নিরপরাধী হয়ে থাকবে, এমনকি চিরস্থায়ী হবে—এটিই 'দাউদের সঙ্গে প্রভুর সন্ধি' যা ২৩:৫ ও সাম ৮৯:২৯ পদে উল্লিখিত।

১৪ [১৭] বিচারকর্তা বলে রাজা মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় ক্ষমতার অধিকারী, তাতে তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের একটা অধিকারের অংশীদার (আদি ২:৯,১৭; ৩:৫,২২)। ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা না করার জন্যই স্ত্রীলোক পরমেশ্বরের দূতের কথা বলে।

১৬ [৩] এখানে 'ইস্রায়েলকুল' বলতে কেবল উত্তর রাজ্যই বোঝায় (২ শামু ১:১২; ১২:৮); অন্যত্র যুদা ও ইস্রায়েল কুল দু'টোকেই ইঙ্গিত করে (১ শামু ৭:২,৩)।

রাজাবলি—১ম পুস্তক

১ম ও ২য় রাজাবলির ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো নিতান্ত নাটকীয়: আদর্শ ধর্মরাজ দাউদের উজ্জ্বল রাজত্বকাল থেকে ঈশ্বরের জনগণ আস্তে আস্তে নির্বাসনেরই দিকে চলে যায়; এর কারণ, তাদের নিজেদের ও তাদের রাজাদের পাপাচরণ। অথচ নবীদের বাণী দ্বারা ঈশ্বর তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন: তাঁরা সারাক্ষণ এই সাবধান বাণী দিয়েছিলেন যে, বিধানের প্রতি বাধ্যতা না দেখালে পরিত্রাণ থাকবে না, আসবে ঈশ্বরের বিচার। তবু রাজাবলির শেষ কথা বিনাশের নয়, প্রত্যাশারই কথা—মশীহ এসে অনুতপ্ত জনগণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন করবেন, সন্ধির প্রতি অবিশ্বস্ততা যে সর্বনাশ ঘটিয়েছিল, মনপরিবর্তন তার প্রতিকার সাধন করবে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২

দাউদের শেষ দিনগুলি ও আদোনিয়ার দাবি

১ [১] দাউদ রাজা তখন বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল। তিনি বিছানার কাপড়ে জড়ানো থাকলেও গা গরম রাখতে পারতেন না। [২] তাই তাঁর দাসেরা তাঁকে বলল, 'আমাদের প্রভু মহারাজের জন্য একটি যুবতী কুমারীকে খোঁজ করা হোক যে মহারাজকে যত্ন ও সেবা করবে; সে তাঁর পাশাপাশি শুয়ে থাকবে, এভাবে আমাদের প্রভু মহারাজের শরীর উষ্ণ হবে।' [৩] ইস্রায়েলের সারা অঞ্চল জুড়ে সুন্দরী একজন যুবতীকে খোঁজ করার পর তারা শুনেমের আবিশাগকে পেয়ে রাজার কাছে আনল। [৪] যুবতীটি খুবই সুন্দরী ছিল; সে রাজাকে যত্ন ও সেবা করত, কিন্তু তার সঙ্গে রাজা কখনও মিলিত হলেন না।

[৫] এর মধ্যে হাগিতের সন্তান আদোনিয়া স্পর্ধা দেখাতে লাগল, সে বলছিল: 'আমিই রাজা হব।' সে নিজের জন্য নানা ঘোড়া সহ একটা রথ যোগাড় করল,

পঞ্চাশজন লোককেও যোগাড় করল, যারা তার আগে আগে দৌড়োবে। [৬] তার পিতা তাকে অসন্তুষ্ট না করার জন্য তাকে কখনও বলেননি, ‘তোমার কেন এমন ব্যবহার?’ তাছাড়া আদোনিয়া পরম সুন্দর এক পুরুষ ছিল; আব্‌শালোমের পরেই তার জন্ম হয়। [৭] সে সেরুইয়ার সন্তান যোয়াবের ও আবিয়াথার যাজকের সঙ্গে মন্ত্রণা করল আর তাঁরা তাঁর পক্ষ সমর্থন করলেন। [৮] কিন্তু সাদোক যাজক, যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া, নাথান নবী, শিমেই, রেই ও দাউদের বীরপুরুষেরা তাঁরা কেউই আদোনিয়ার পক্ষে দাঁড়ালেন না। [৯] একদিন আদোনিয়া এন্‌-রোগেলের পাশে অবস্থিত সোহেলেথ পাথরের কাছে নানা মেষ, বলদ ও নধর বাছুর বলিদান করল; সে তার আপন ভাই সকল রাজপুত্রকে ও রাজার পরিচর্যায় নিযুক্ত যুদার সমস্ত লোককে নিমন্ত্রণ করল, [১০] কিন্তু নাথান নবীকে, বেনাইয়াকে ও বীরপুরুষদের সে নিমন্ত্রণ করল না, তার আপন ভাই শলোমনকেও নয়।

শলোমনের পক্ষের লোকদের প্রতিক্রিয়া

[১১] তখন নাথান শলোমনের মাতা বেথশেবাকে বললেন, ‘আপনি কি একথা শোনেননি যে, হাগিতের সন্তান আদোনিয়া রাজ্যভার নিয়েছে আর আমাদের প্রভু দাউদ রাজা তা আদৌ জানেন না? [১২] আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিই, যেন আপনি নিজের প্রাণ ও শলোমনের প্রাণ বাঁচাতে পারেন। [১৩] চলুন, দাউদ রাজাকে গিয়ে বলুন, আমার প্রভু মহারাজ, আপনি কি শপথ করে আপনার এই দাসীকে বলেননি: আমার পরে আমার ছেলে শলোমন আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে? [১৪] তবে কেন আদোনিয়া রাজ্যভার নিয়েছে? দেখুন, আপনি সেখানে রাজার সঙ্গে নিজের কথা বলতে বলতেই আমিও আপনার পিছু পিছু এসে আপনার কথা সপ্রমাণ করব।’

[১৫] বেথশেবা রাজ-কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন; সেসময়ে রাজার বেশ বয়স হয়েছিল, এবং শুনেমের আবিশাগ রাজার সেবা করছিল। [১৬] বেথশেবা মাথা নত করে রাজার সামনে প্রণিপাত করলেন; তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ব্যাপার কি?’ [১৭] তিনি উত্তরে বললেন, ‘প্রভু আমার, আপনি আপনার পরমেশ্বর প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করে আপনার এই দাসীকে বলেছিলেন: আমার পরে আমার ছেলে শলোমন

আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে। [১৮] কিন্তু এখন এই যে সেই আদোনিয়া রাজ্যভার নিয়েছে, আর আপনি, প্রভু আমার, তাও জানেন না। [১৯] সে বহু বহু বলদ, নধর বাছুর ও মেষ বলিদান করে সকল রাজপুত্রকে, যাজক আবিয়াথারকে ও সেনাপতি যোয়াবকে নিমন্ত্রণ করেছে, কিন্তু আপনার দাস শলোমনকে নিমন্ত্রণ করেনি। [২০] অথচ, হে আমার প্রভু মহারাজ, সমস্ত ইস্রায়েলের চোখ আপনার উপরেই নিবদ্ধ, আপনিই তো লোকদের জানিয়ে দেবেন আপনার পরে আমার প্রভু মহারাজের সিংহাসনে কে বসবে। [২১] নইলে আমার প্রভু মহারাজ যখন পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা যাবেন, তখন আমি ও আমার ছেলে শলোমন অপরাধী বলে গণ্য হব।'

[২২] তিনি রাজার সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় নাথান নবী ভিতরে এলেন। [২৩] রাজাকে বলা হল, 'নাথান নবী এখানে উপস্থিত।' তিনি রাজার সামনে এসে মাটিতে উপুড় হয়ে রাজার সামনে প্রণিপাত করলেন। [২৪] নাথান বললেন, 'আমার প্রভু মহারাজ, আপনি কি এই কথা জারি করেছিলেন: আমার পরে আদোনিয়া আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে? [২৫] বাস্তবিকই সে আজ গিয়ে বহু বহু বলদ, নধর বাছুর ও মেষ বলিদান করে সকল রাজপুত্রকে, সেনাপতিকে ও যাজক আবিয়াথারকে নিমন্ত্রণ করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে তারা তার সাক্ষাতে খাওয়া-দাওয়া করছে, আর চিৎকার করে বলছে: রাজা আদোনিয়া দীর্ঘজীবী হোন! [২৬] কিন্তু আপনার দাস যে আমি, এই আমাকে ও যাজক সাদোককে এবং যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে ও আপনার দাস শলোমনকে সে নিমন্ত্রণ করেনি। [২৭] এমনটি কি হতে পারে যে, এসব কিছু আমার প্রভু মহারাজের সম্মতিতেই হচ্ছে, এবং আপনি আপনার পরিষদদের জানাননি, আমার প্রভু মহারাজের পরে কে আপনার সিংহাসনে বসবে?'

রাজপদে তৈলাভিষিক্ত শলোমন

[২৮] দাউদ রাজা উত্তরে বললেন, 'বেথশেবাকে আমার কাছে ডেকে আন!' তিনি রাজার কাছে এলেন, এবং রাজার সামনে দাঁড়াতেই [২৯] রাজা এই বলে শপথ করলেন, 'যিনি সমস্ত সঙ্কট থেকে আমার প্রাণ মুক্ত করেছেন, সেই জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি! [৩০] ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর দিব্যি দিয়ে আমি তোমার কাছে যেমন শপথ করে বলছিলাম যে, আমার পরে তোমার ছেলে শলোমনই আমার পদে আমার সিংহাসনে

বসে রাজত্ব করবে, আমি আজ তেমন কাজই করব।’ [৩১] বেথশেবা মাথা নত করে মাটিতে উপুড় হয়ে রাজার সামনে প্রণিপাত করে বললেন, ‘আমার প্রভু দাউদ রাজা চিরজীবী হোন!’

[৩২] দাউদ রাজা বললেন, ‘যাজক সাদোককে, নবী নাথানকে ও যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে আমার কাছে ডেকে আন।’ তাঁরা রাজার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। [৩৩] রাজা তাঁদের বললেন, ‘তোমরা তোমাদের প্রভুর রক্ষীদলকে সঙ্গে নিয়ে আমার ছেলে শলোমনকে আমার নিজের খচ্চরীর পিঠে বসিয়ে গিহোনে নেমে যাও। [৩৪] সেখানে যাজক সাদোক ও নবী নাথান তাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করবেন; তারপর তোমরা তুরি বাজিয়ে বলবে: রাজা শলোমন দীর্ঘজীবী হোন! [৩৫] পরে তার পিছু পিছু ফিরে এসো; সে এসে আমার সিংহাসনে বসবে ও আমার পদে রাজা হবে, কেননা আমি ইস্রায়েল ও যুদার উপরে তাকেই জননায়ক রূপে নিযুক্ত করলাম।’

[৩৬] যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া উত্তরে রাজাকে বললেন, ‘আমেন! আমার প্রভু মহারাজের পরমেশ্বর প্রভুও একথা বহাল করুন! [৩৭] প্রভু যেমন আমার প্রভু মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে থেকে এসেছিলেন, তেমনি শলোমনের সঙ্গে সঙ্গে থাকুন এবং আমার প্রভু দাউদ রাজার সিংহাসনের চেয়ে তাঁর সিংহাসন আরও মহান করুন।’

[৩৮] তখন ক্রেথীয় ও পেলেথীয়দের সঙ্গে সাদোক যাজক, নাথান নবী, যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া নেমে এসে শলোমনকে দাউদ রাজার খচ্চরীর পিঠে বসিয়ে গিহোনে নিয়ে গেলেন। [৩৯] পরে সাদোক যাজক তাঁবুর মধ্য থেকে তেলের শিং নিয়ে তুরিধ্বনিতে শলোমনকে অভিষিক্ত করলেন; উপস্থিত সকলে বলে উঠল, ‘রাজা শলোমন দীর্ঘজীবী হোন।’ [৪০] গোটা জনগণ তাঁর সঙ্গে ফিরে গেল; তারা নেচে নেচে এমন মহা হর্ষনাদ তুলছিল যে, সেই শব্দে পৃথিবীর বুক কেঁপে উঠছিল।

আদোনিয়ার চক্রান্তের বিফল

[৪১] এর মধ্যে আদোনিয়া ও তার সঙ্গী নিমন্ত্রিত সেই লোকেরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছিল, তারাও সেই স্বরধ্বনি শুনতে পেল। তুরিনিনাদ শুনে যোয়াব বললেন, ‘শহরে তেমন কিসের কলরব?’ [৪২] তিনি একথা বলছেন, এমন সময় দেখ,

আবিয়াথার যাজকের সন্তান যোনাথান এসে উপস্থিত হল। আদোনিয়া বলল, ‘এসো, তুমি বীরপুরুষ; তুমি নিশ্চয় শুভসংবাদ আনছ!’ [৪৩] যোনাথান উত্তরে আদোনিয়াকে বলল, ‘আসলে আমাদের প্রভু দাউদ রাজা শলোমনকে রাজা করেছেন! [৪৪] রাজা তাঁর সঙ্গে সাদোক যাজক, নাথান নবী ও যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে এবং ক্রেথীয় ও পেলেথীয়দেরও পাঠিয়েছেন, আর তাঁরা তাঁকে রাজার খচ্চরীর পিঠে বসিয়েছেন। [৪৫] সাদোক যাজক ও নাথান নবী তাঁকে গিহোনে রাজা বলে তৈলাভিষিক্ত করেছেন; পরে তাঁরা সেখান থেকে এমন আনন্দোল্লাসের মধ্যে এসেছেন যে, প্রতিধ্বনির সাড়া শহরব্যাপীই ছড়িয়ে পড়ল। তোমরা যে ধ্বনি শুনলে, এ সেই ধ্বনি। [৪৬] আর শুধু তা নয়, শলোমন রাজাসনেও আসন নিয়েছেন [৪৭] এবং রাজার পরিষদেরা এসে আমাদের প্রভু দাউদ রাজাকে এই বলে শুভেচ্ছা জানিয়েছে: আপনার পরমেশ্বর শলোমনের নাম আপনার নামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ করুন ও তাঁর সিংহাসন আপনার সিংহাসনের চেয়েও মহীয়ান করুন! তখন রাজা খাটের উপরে প্রণিপাত করলেন; [৪৮] পরে রাজা একথা বললেন, ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর! কারণ তিনি আজ আমাকে এমনটি দিলেন, যেন এক ব্যক্তি আমার সিংহাসনে আসন নেয় আর আমি আমার নিজের চোখেই তাকে দেখতে পাই।’

[৪৯] তখন আদোনিয়ার নিমন্ত্রিত সেই লোকেরা সকলে ভয় পেয়ে প্রত্যেকেই উঠে যে যার পথে চলে গেল। [৫০] আদোনিয়া শলোমনকে যথেষ্ট ভয় করছিল; সে উঠে গিয়ে যজ্ঞবেদির শিংগুলো আঁকড়ে ধরল। [৫১] শলোমনকে একথা জানানো হল: ‘দেখুন, আদোনিয়া শলোমন রাজার ভয়ে যজ্ঞবেদির শিংগুলো আঁকড়ে ধরেছে; সে বলছে, শলোমন রাজা আজ আমার কাছে এই বলে শপথ করুন যে, তিনি তাঁর দাসকে খড়্গের আঘাতে মরতে দেবেন না।’ [৫২] শলোমন বললেন, ‘যদি সে নিজেকে বিশ্বস্ত লোক বলে পরিচয় দেয়, তবে তার একটা চুলও মাটিতে পড়বে না; কিন্তু যদি তার মধ্যে শঠতা পাওয়া যায়, তবে সে মারা পড়বেই।’ [৫৩] শলোমন রাজা লোক পাঠালে তারা তাকে বেদি থেকে নামিয়ে আনল; সে এসে শলোমন রাজার সামনে প্রণিপাত করল; শলোমন তাকে বললেন, ‘বাড়ি চলে যাও!’

দাউদের শেষ বাণী ও তাঁর মৃত্যু

২ [১] যখন দাউদের মৃত্যুর সময় কাছে এল, তখন তিনি নিজ সন্তান শলোমনকে এই নির্দেশবাণী দিলেন: [২] ‘এই মর্তলোকে সকল মানুষের যে পথ, আমি এবার সেই পথে চলতে বসেছি; তুমি বলবান হও, পুরুষত্ব দেখাও। [৩] তাঁর সমস্ত পথে চ’লে, তাঁর বিধি, আজ্ঞা, বিচার ও সাক্ষ্য সকল পালন ক’রে—মোশির বিধানে যেমনটি লেখা রয়েছে—তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আদেশগুলি পালন কর, যেন যত কাজে ও সঙ্কল্পে সফল হতে পার, [৪] আর যেন প্রভু আমার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন; তিনি বলেছিলেন: তোমার সন্তানেরা যদি তাদের জীবন পথে সতর্ক দৃষ্টি রাখে ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমার সামনে বিশ্বস্তভাবে আচরণ করে, তবে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে, তোমার এমন বংশধরের অভাব হবে না।

[৫] তুমিও তো জান সেরুইয়ার সন্তান যোয়াব আমার প্রতি কী করেছে, অর্থাৎ কিনা ইস্রায়েলের দুই সেনাপতির প্রতি, নেরের সন্তান আব্নেরের ও যেথেরের সন্তান আমাসার প্রতি সে যা করেছে, তা তুমিও জান; সে তাদের মেরে ফেলে শান্তির সময়ে যুদ্ধের রক্তপাত করেছে, এবং যুদ্ধের রক্তে তার কটিদেশের বন্ধনী ও তার পায়ের পাদুকা কলঙ্কিত করেছে। [৬] তুমি বুদ্ধি খাটিয়ে তার প্রতি ব্যবহার করবে: হ্যাঁ, তার বার্ধক্যকে তুমি শান্তিতে পাতালে নামতে দেবে না। [৭] গিলেয়াদীয় বার্সিল্লাইয়ের সন্তানদের প্রতি তুমি কিন্তু সহৃদয়তা দেখাবে: তোমার টেবিলে খেতে বসে যারা, তাদের মধ্যে তাদেরও স্থান দেবে, কেননা তোমার ভাই আব্‌শালোমের সামনে থেকে আমার পালাবার সময়ে তারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। [৮] আর দেখ, তোমার কাছে বেঞ্জামিনীয় গেরার সন্তান বাহুরিম-অধিবাসী শিমেইও আছে; মাহানাইমে আমার যাওয়ার দিনে সে আমাকে নিদারুণ অভিশাপ দিয়েছিল; কিন্তু সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যর্দনে এসেছিল, আর আমি প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করে তাকে বলেছিলাম, খড়্গের আঘাতে তোমার প্রাণদণ্ড হবে না। [৯] কিন্তু তুমি তার অপরাধ অদণ্ডিত রাখবে না; তুমি তো বুদ্ধিমান, তার প্রতি কেমন ব্যবহার করতে হবে, তা নিজেই বুঝবে, যেন তার বার্ধক্যকে রক্তমাখা মৃত্যু দিয়েই পাতালে নামাও।’

[১০] দাউদ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল। [১১] দাউদ ইস্রায়েলের উপরে মোট চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন: হেব্রোনে সাত বছর, তারপর যেরুশালেমে তেত্রিশ বছর। [১২] পরে শলোমন তাঁর পিতা দাউদের সিংহাসনে বসলেন, এবং তাঁর রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হল।

আদোনিয়ার মৃত্যু

[১৩] হাগিতের সন্তান আদোনিয়া শলোমনের মাতা বেথশেবার কাছে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি শান্তির মনোভাবেই আসছ তো?' সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, শান্তির মনোভাবে,' [১৪] এবং বলে চলল, 'আপনার কাছে আমার কিছু বলার আছে।' তিনি বললেন, 'বল।' [১৫] সে বলল, 'আপনি জানেন, রাজ্য আমারই হওয়ার কথা ছিল, আমিই রাজা হব বলে গোটা ইস্রায়েল আমার উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল; কিন্তু রাজত্ব ঘুরে গেল, হ্যাঁ, তা আমার ভাইয়েরই হল, কেননা রাজত্ব প্রভু থেকেই তার কাছে এল। [১৬] এখন আমি আপনার কাছে একটা বিষয় যাচনা করি: আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না।' [১৭] তিনি বললেন, 'বল।' তখন আদোনিয়া বলল, 'বিনয় করি: শলোমন রাজাকে বলুন—তিনি তো আপনার কোন কথা ফিরিয়ে দেবেন না!—তিনি যেন আমার সঙ্গে শুনেমের আবিশাগের বিবাহ দেন।' [১৮] বেথশেবা বললেন, 'ভাল! আমি তোমার সম্বন্ধে রাজার সঙ্গে কথা বলব।' [১৯] বেথশেবা আদোনিয়ার ব্যাপারে শলোমন রাজার কাছে গেলেন; রাজা তাঁর সম্মুখে উঠে তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন। পরে তিনি নিজের সিংহাসনে বসলেন ও রাজমাতার জন্য আসন আনালেন, আর বেথশেবা তখন তাঁর ডান পাশে আসন নিলেন। [২০] তিনি বললেন, 'আমি তোমার কাছে ক্ষুদ্র একটা বিষয় যাচনা করি, আমার কথা ফিরিয়ে দিয়ো না।' রাজা বললেন, 'যাচনা ব্যক্ত কর, মা; আমি তোমার কথা ফিরিয়ে দেব না।' [২১] তখন তিনি বললেন, 'তোমার ভাই আদোনিয়ার কাছে শুনেমের আবিশাগকে স্ত্রীরূপে মঞ্জুর করা হোক।' [২২] শলোমন রাজা উত্তরে মাকে বললেন, 'তুমি আদোনিয়ার জন্য শুনেমের আবিশাগকে কেন যাচনা কর? তার জন্য রাজ্যও যাচনা কর, কেননা সে আমার জ্যেষ্ঠ ভাই; তাছাড়া আবিয়াথার যাজক ও সেরুইয়ার সন্তান যোয়াবও তার পক্ষপাতী।' [২৩] শলোমন রাজা প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করে বললেন, 'আদোনিয়া

যদি নিজের প্রাণের বিরুদ্ধে একথা বলে না থাকে, তবে পরমেশ্বর এই শাস্তির সঙ্গে আমাকে আরও কঠোর শাস্তি দিন! [২৪] অতএব, যিনি নিজের প্রতিশ্রুতিমত আমাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করে আমার পিতা দাউদের সিংহাসনে বসিয়েছেন ও আমার কাছে এক কুল মঞ্জুর করেছেন, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি: আজই আদোনিয়ার প্রাণদণ্ড হবে।' [২৫] আর শলোমন রাজা যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে পাঠালে তিনি তাকে প্রাণে মারলেন; এভাবেই আদোনিয়ার মৃত্যু হল।

[২৬] আবিয়াথার যাজককে রাজা বললেন, 'তুমি আনাথোথে তোমার নিজের জমিতে যাও। তুমিও মৃত্যুর যোগ্য, তবু আমি আজ তোমার প্রাণদণ্ড দেব না, কারণ তুমি আমার পিতা দাউদের সাক্ষাতে প্রভু পরমেশ্বরের মঞ্জুষা বহন করেছিলে, এবং আমার পিতার সমস্ত দুঃখকষ্টে দুঃখভোগ করেছিলে।' [২৭] এভাবে শলোমন আবিয়াথারকে প্রভুর যাজকত্ব থেকে পদচ্যুত করলেন; এতে তিনি শীলোতে এলির কুল সম্বন্ধে প্রভুর উচ্চারিত বাণীর সিদ্ধি ঘটালেন।

[২৮] সেই ঘটনার কথা যোয়াবের কাছে এসে পৌঁছলে,—ইনি আব্‌শালোমের পক্ষপাতী হননি, তবুও আদোনিয়ার পক্ষপাতী হয়েছিলেন,—যোয়াব আশ্রয় নেবার জন্য প্রভুর তাঁবুতে গিয়ে যজ্ঞবেদির শিংগুলি আঁকড়ে ধরলেন। [২৯] শলোমন রাজাকে একথা জানানো হল যে, যোয়াব প্রভুর তাঁবুতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন; তিনি বেদির পাশে আছেন। শলোমন যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে পাঠালেন, তাঁকে বললেন: 'যাও, তাকে প্রাণে মার।' [৩০] আর বেনাইয়া প্রভুর তাঁবুতে গিয়ে তাঁকে বললেন, 'রাজা একথা বলছেন: বেরিয়ে এসো।' তিনি বললেন, 'তা হবে না, আমি এইখানে মরব।' তখন বেনাইয়া রাজাকে কথাটা জানিয়ে বললেন, 'যোয়াব অমুক কথা বলেছেন ও আমাকে অমুক উত্তর দিয়েছেন।' [৩১] রাজা বললেন, 'সে যেমন বলেছে, তুমি সেইমত কর, তাকে প্রাণে মার ও তাকে কবর দাও; এভাবে, যোয়াব অকারণে যে রক্তপাত করেছে, তার অপরাধ তুমি আমার নিজের কাছ থেকে ও আমার পিতৃকুল থেকে দূর করবে। [৩২] প্রভু তার রক্ত তারই মাথার উপরে ফিরিয়ে আনবেন, কেননা সে নিজের চেয়ে ধার্মিক ও সৎ মানুষকে, ইস্রায়েলের সেনাপতি নেরের সন্তান আব্নেরকে ও যুদার সেনাপতি যেথেরের সন্তান আমাসাকে আঘাত করে খড়্গ দ্বারা বিঁধিয়ে দিয়েছিল

—আর আমার পিতা দাউদ এবিষয়ে কিছুই জানতেন না! [৩৩] তাদের রক্ত যোয়াবের মাথার উপরেই ও যুগযুগ ধরে তার বংশধরদের মাথার উপরেই ফিরে আসুক; কিন্তু দাউদের, তাঁর বংশের, তাঁর কুলের ও তাঁর সিংহাসনের উপর প্রভুর কাছ থেকে যুগযুগ ধরে শান্তিই বর্ষিত হোক।' [৩৪] তখন যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া বেরিয়ে পড়ে তাঁকে আঘাত করে প্রাণে মারলেন; যোয়াবকে মরুপ্রান্তরে তাঁর বাড়িতে সমাধি দেওয়া হল। [৩৫] রাজা তাঁর পদে যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে সেনাবাহিনীর প্রধান করলেন, এবং আবিয়াথারের পদ রাজা সাদোক যাজককে দিলেন।

[৩৬] রাজা লোক পাঠিয়ে শিমেইকে ডাকিয়ে এনে বললেন, 'যেরুশালেমে নিজের জন্য একটা ঘর গাঁথ: সেটিই হোক তোমার বাসস্থান; এদিক ওদিক যাবার জন্য তুমি ওখান থেকে কখনও বের হবে না। [৩৭] তুমি যেদিন বের হয়ে কিদ্রোন খরস্রোত পার হবে,—নিশ্চিত হয়ে জেনে রাখ!—সেদিন তোমার মৃত্যু অনিবার্য হবে। তোমার রক্ত তোমারই মাথার উপরে নেমে পড়বে।' [৩৮] শিমেই রাজাকে বললেন, 'এই হুকুম যথার্থ; আমার প্রভু মহারাজ যেমন বললেন, আপনার এই দাস সেইমত করবে।' আর শিমেই বহুদিন ধরে যেরুশালেমে বাস করল। [৩৯] কিন্তু তিন বছর কেটে গেলে এমনটি ঘটল যে, শিমেইয়ের দাসদের মধ্যে দু'জন পালিয়ে গাথের রাজা মাআখার সন্তান সেই আখিসের কাছে গেল। শিমেইকে একথা জানানো হল, 'দেখ, তোমার দাসেরা গাথে রয়েছে।' [৪০] তখন শিমেই উঠে গাধা সাজিয়ে তার দাসদের খোঁজে গাথে আখিসের কাছে গেল; এবং গিয়ে শিমেই গাথ থেকে তার দাসদের ফিরিয়ে আনল। [৪১] শলোমনকে একথা জানানো হল, 'শিমেই যেরুশালেম ছেড়ে গাথে গিয়েছিল, এখন ফিরে এসেছে।' [৪২] রাজা লোক পাঠিয়ে শিমেইকে ডাকিয়ে এনে বললেন, 'আমি কি তোমার সামনে প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করে তোমার সম্বন্ধে এই সাক্ষ্য দিইনি যে, নিশ্চিত হয়ে জেনে রাখ: তুমি যেদিন এদিক ওদিক যাবার জন্য বের হবে, সেদিন তোমার মৃত্যু অনিবার্য হবে? সেসময় তুমি আমাকে বলেছিলে: হুকুম যথার্থ, আমি ঠিকই বুঝেছি। [৪৩] তবে তুমি প্রভুর দিব্যি ও তোমাকে দেওয়া আমার হুকুম কেন রক্ষা করনি?' [৪৪] রাজা শিমেইকে আরও বললেন, 'আমার পিতা দাউদের বিরুদ্ধে তুমি যে সমস্ত অনিষ্ট ঘটিয়েছ, সেই কথা তুমি তো ভালই জান; সুতরাং প্রভু

তোমার দুষ্টতা তোমার নিজের মাথার উপরেই ফিরিয়ে আনবেন। [৪৫] কিন্তু শলোমন রাজা আশিসের পাত্র হোন, ও প্রভুর সামনে দাউদের সিংহাসন যুগযুগ ধরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হোক!' [৪৬] রাজা যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে আজ্ঞা দিলে তিনি গিয়ে তাকে প্রাণে মারলেন। সে এইভাবেই মরল। শলোমনের হাতে রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হল।

শলোমনকে প্রভুর দর্শনদান

৩ [১] শলোমন মিশর-রাজ ফারাওর সঙ্গে আত্মীয়তা করলেন, তিনি ফারাওর কন্যাকে বিবাহ করলেন, এবং যে পর্যন্ত তাঁর নিজের গৃহ এবং প্রভুর গৃহ ও যেরুশালেমের চারদিকের প্রাচীর-নির্মাণ শেষ না করলেন, সেপর্যন্ত তাঁকে দাউদ-নগরীতে এনে রাখলেন।

[২] সেসময় লোকেরা নানা উচ্চস্থানে বলিদান করত, কেননা সেকাল পর্যন্ত প্রভুর নামের উদ্দেশে গৃহ গাঁথা হয়নি। [৩] শলোমন প্রভুকে ভালবাসতেন, তাঁর আপন পিতা দাউদের বিধিনিয়ম অনুসারে চলতেন, তথাপি উচ্চস্থানগুলিতে বলিদান করতেন ও ধূপ জ্বালাতেন।

[৪] রাজা বলিদান করার জন্য গিবেয়োনে গেলেন, কেননা সেইখানে প্রধান উচ্চস্থান ছিল। শলোমন সেই যজ্ঞবেদিতে এক হাজার আহুতিবলি নিবেদন করলেন। [৫] গিবেয়োনে প্রভু রাতের বেলায় শলোমনকে স্বপ্নে দেখা দিলেন; পরমেশ্বর বললেন, 'যাচনা কর, আমি তোমাকে কী দেব?' [৬] শলোমন বললেন, 'তোমার দাস আমার পিতা দাউদ তোমার সামনে বিশ্বস্ততায়, ধর্মময়তায় ও তোমার দিকে সরল হৃদয়ে চলেছিলেন বলে তুমি তাঁর প্রতি মহাকৃপা দেখিয়েছিলে। আর তাঁর প্রতি তোমার সেই মহাকৃপা দেখিয়ে চলেছ; হ্যাঁ, তাঁর নিজের একটি পুত্রসন্তানকে আজ তাঁর সিংহাসনে বসতে দিয়েছ। [৭] এখন, প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তুমি আমার পিতা দাউদের পদে তোমার এই দাসকে রাজা করেছ। কিন্তু আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, গণপরিচালনায় আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। [৮] আর তোমার এই দাস তোমার সেই জনগণের মধ্যে রয়েছে যাদের তুমি বেছে নিয়েছ; তারা এমন বহুসংখ্যক এক জাতি যে, তাদের গণনা করাও সম্ভব নয়, তাদের সংখ্যা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। [৯] তাই তোমার এই দাসকে এমনই

এক বিবেচনাপূর্ণ অন্তর দান কর, যেন সে তোমার জনগণের সুবিচার করতে পারে ও মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে পারে; কারণ তোমার এই এত বহুসংখ্যক জাতিকে শাসন করতে পারে এমন সাধ্য কারই বা আছে?’ [১০] শলোমন যে তেমন যাচনা রেখেছেন, তাতে প্রভু প্রীত হলেন, [১১] তাই পরমেশ্বর তাঁকে বললেন, ‘তুমি যখন এই যাচনা রেখেছ, যখন নিজের জন্য দীর্ঘায়ু বা ধন-ঐশ্বর্য বা তোমার শত্রুদের প্রাণও যাচনা করনি, বরং বিচার-সম্পাদনে নিজের জন্য বিচারবুদ্ধি যাচনা করেছ, [১২] তখন দেখ, আমি তোমার যাচনা মঞ্জুর করলাম। দেখ, আমি তোমাকে এমন প্রজ্ঞাময় ও সদ্বিবেচক অন্তর দিচ্ছি যে, তোমার আগে তোমার মত কেউই কখনও হয়নি, পরেও তোমার মত কারও উদ্ভবও কখনও হবে না। [১৩] আর শুধু তা নয়, তুমি যা যাচনা করনি, তাও তোমাকে মঞ্জুর করছি—এমন ধন-ঐশ্বর্য ও গৌরব, যার সমান অন্য কোন রাজার নেই। [১৪] আর তোমার পিতা দাউদ যেমন চলত, তুমিও তেমনি যদি আমার আজ্ঞাগুলি ও আমার বিধিনিয়ম পালন করে আমার সমস্ত পথে চল, তবে আমি তোমাকে দীর্ঘায়ুও দান করব।’ [১৫] শলোমন জেগে উঠলেন, আর দেখ, তা স্বপ্নই। তিনি যেরুশালেমে গিয়ে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার সামনে দাঁড়িয়ে আহুতি দিলেন, মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করলেন, ও তাঁর সকল অনুচারীদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করলেন।

শলোমনের বিচার

[১৬] একদিন দু’জন বেশ্যা রাজার কাছে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। [১৭] তাদের একজন বলল, ‘প্রভু আমার, আমি ও এই স্ত্রীলোক দু’জনে এক ঘরে থাকি। আমি প্রসব করলাম, ঘরে তখন সে একাই। [১৮] আমার প্রসবের তিন দিন পর এ স্ত্রীলোকটিও প্রসব করে; আমরা তখন একা, ঘরে আমাদের সঙ্গে অন্য কেউই নেই, কেবল আমরা দু’জনেই ঘরে আছি। [১৯] তখন এমনটি ঘটল যে, এই স্ত্রীলোক ছেলের উপরে শুয়ে পড়ায় রাতে তার ছেলে মারা যায়; [২০] সে গভীর রাতে উঠে, যখন আপনার দাসী এই আমি ঘুমিয়ে আছি, তখন আমার পাশ থেকে আমার ছেলেকে নিয়ে নিজের কোলে শুইয়ে রাখে, আর তার নিজের মরা ছেলেটিকে আমার কোলে শুইয়ে রাখে। [২১] সকালে আমি আমার ছেলেকে দুধ দিতে উঠলাম, আর দেখ, বাচ্চা মৃত; আমি ভাল করে তাকাই, আর দেখ, সে আমার প্রসব করা ছেলে নয়।’ [২২] তখন অন্য স্ত্রীলোক বলল,

‘তা নয়, জীবিত যে ছেলে, সে আমার, মৃত যে ছেলে, সে তোমার।’ প্রথমজন কিন্তু প্রতিবাদ করে বলল, ‘না, না, মৃত যে ছেলে, সে তোমার, জীবিত যে ছেলে, সে আমার।’ এইভাবে তারা দু’জনে রাজার সামনে তর্কাতর্কি করে চলল। [২৩] রাজা বললেন, ‘এ বলছে, জীবিত যে ছেলে, সে আমার, তোমার ছেলে মৃত; ও বলছে, তা নয়, মৃত যে ছেলে, সে তোমার, জীবিত যে ছেলে, সে আমার।’ [২৪] তখন রাজা হুকুম দিলেন, ‘আমার কাছে একটা খড়্গ আন!’ রাজার কাছে একটা খড়্গ আনা হল। [২৫] রাজা বলে চললেন, ‘জীবিত ছেলেকে দু’ভাগ করে ফেল, আর একজনকে অর্ধেক, এবং আর একজনকে অর্ধেক দাও।’ [২৬] তখন জীবিত শিশুটি যার ছেলে, সেই স্ত্রীলোক রাজার কাছে আবেদন জানাল, কারণ ছেলের জন্য তার অন্তর স্নেহে উত্তপ্ত হয়েছিল, সে বলল, ‘প্রভু আমার, আমার অনুরোধ, জীবিত বাচ্চাটি ওকে দিন, বাচ্চাটিকে কোন মতেই মেরে ফেলবেন না।’ কিন্তু অপর একজন বলল, ‘সে আমারও না হোক, তোমারও না হোক! তোমরা তাকে দু’ভাগে ভাগ করে ফেল।’ [২৭] তখন রাজা এই বলে রায় দিলেন, ‘জীবিত বাচ্চাটিকে ওকে দাও, তাকে মেরে ফেলো না! সে-ই তার মা।’ [২৮] বিচারে রাজার নিষ্পত্তির কথা শুনে সমস্ত ইস্রায়েলের অন্তরে রাজার প্রতি সম্ভ্রম জাগল, কেননা তারা দেখতে পেল, বিচার-সম্পাদনে তাঁর অন্তরে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা বিরাজিত।

শলোমনের পরিষদবর্গ

৪ [১] শলোমন রাজা গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করতেন। [২] তাঁর প্রধান পরিষদদের নাম এই এই: সাদোকের সন্তান আজারিয়া যাজক ছিলেন। [৩] শিশার সন্তান এলিহোরেফ ও আহিয়া ছিলেন কর্মসচিব, আহিলুদের সন্তান যেহোশাফাৎ রাজ-ঘোষক, [৪] যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া সেনাবাহিনীর প্রধান, সাদোক ও আবিয়াথার যাজক, [৫] নাথানের সন্তান আজারিয়া প্রদেশপালদের প্রধান, নাথানের সন্তান জাবুদ যাজক ও রাজবন্ধু, [৬] আহিশার বাড়ির অধ্যক্ষ এবং আব্দার সন্তান আদোনিরাম মেহনতি কাজে নিযুক্ত দাসদের সরদার।

শলোমনের রাজ-পরিচালনা

[৭] গোটা ইস্রায়েলের উপরে শলোমনের নিযুক্ত বারোজন প্রদেশপাল ছিলেন, রাজার ও রাজপরিবারের জন্য খাদ্য-সামগ্রী যোগাড় করাই ছিল তাঁদের দায়িত্ব; বছরের মধ্যে এক এক মাসের জন্য তা যোগাড় করার ভার এক একজনের উপরে ছিল।
[৮] তাঁদের নাম এই এই:

এফ্রাইমের পার্বত্য প্রদেশে বেন্-হুর;

[৯] মাকাস, শায়াল্বিম, বেথ্-শেমেশ ও আইয়ালোন-বেথ্-হানানে বেন্-দেকের;

[১০] আরুব্বোতে বেন্-হেসেদ: সোখো ও সমগ্র হেফের প্রদেশ তাঁর অধীন ছিল;

[১১] সমগ্র দোর উপগিরিতে বেন্-আবিনাদাব: তাঁর স্ত্রী ছিলেন শলোমনের কন্যা তাফাথ;

[১২] যক্মেয়ামের ওপার পর্যন্ত তানাখ ও মেগিদ্দোতে এবং বেথ্-সেয়ান থেকে সার্তানের কাছে অবস্থিত আবেল-মেহোলা পর্যন্ত যেস্রেয়েলের নিচে অবস্থিত সমগ্র বেথ্-সেয়ানে আহিলুদের সন্তান বানা;

[১৩] রামোথ-গিলেয়াদে বেন্-গেবের: গিলেয়াদে অবস্থিত মানাশে-সন্তান যায়িরের শিবিরগুলো এবং বাশানে অবস্থিত আর্গোব অঞ্চল, অর্থাৎ ষাটটা বড় শহর যা ছিল প্রাচীর-ঘেরা ও যার অর্গল ব্রঞ্জের ছিল, এই সমস্তই তাঁর অধীন ছিল;

[১৪] মাহানাইমে ইদ্দোর সন্তান আহিনাদাব;

[১৫] নেফ্তালিতে আহিমায়াজ: তাঁরও স্ত্রী ছিলেন বাসেমাথ নামে শলোমনের একটি কন্যা;

[১৬] আশেরে ও বেয়ালোথে হুশাইয়ের সন্তান বানা;

[১৭] ইসাখারে পারুহ্‌র সন্তান যেহোশাফাৎ;

[১৮] বেঞ্জামিনে এলার সন্তান শিমেই;

[১৯] গিলেয়াদ এলাকায় অর্থাৎ আমোরীয়দের রাজা সিহোনের ও বাশানের রাজা ওগের এলাকায় উরির সন্তান গেবের। তাছাড়া এই দেশে একজন প্রদেশপাল ছিলেন।

[২০] যুদা ও ইস্রায়েল সমুদ্রের বালুকণার মতই বহুসংখ্যক ছিল, তারা ফুর্তির সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করত।

৫ [১] শলোমন [ফোরাত] নদী থেকে ফিলিস্তিনিদের এলাকা ও মিশরের সীমানা পর্যন্ত যাবতীয় রাজ্যের উপরেই কর্তৃত্ব করতেন; শলোমনের সমস্ত জীবনকালে তারা তাঁকে কর দিল ও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল। [২] শলোমনের প্রত্যেক দিনের খাদ্য-দ্রব্য এই ছিল: ত্রিশ কোর সেরা ময়দা ও ষাট কোর সাধারণ ময়দা; [৩] দশটা মোটা-সোটা বলদ, মাঠ থেকে আনা কুড়িটা বলদ ও একশ'টা মেষ; তাছাড়া হরিণ, ছোট হরিণ, পুষ্ট হাঁস-মুরগি। [৪] বাস্তবিকই তাঁর কর্তৃত্ব তিপ্সাহ্ থেকে গাজা পর্যন্ত [ফোরাত] নদীর এপারে অবস্থিত সমস্ত দেশের, অর্থাৎ [ফোরাত] নদীর এপারের সকল রাজার উপরে ব্যাপ্ত ছিল; আর তাঁর চতুঃসীমানায় শান্তি-সম্পর্ক বিরাজ করত। [৫] শলোমনের আমলে অবিরতই দান থেকে বের্শেবা পর্যন্ত যুদা ও ইস্রায়েল ভরসাভরে বাস করল: প্রত্যেকে নিজ নিজ আঙুরলতা ও ডুমুরগাছের তলায় বসত।

[৬] রথের ঘোড়ার জন্য শলোমনের চল্লিশ হাজার অশ্বশালা ছিল, ও তাঁর অশ্বারোহীদের জন্য বারো হাজার ঘোড়া ছিল। [৭] শলোমন রাজার জন্য ও শলোমন রাজার টেবিলে যাদের আসন নিতে দেওয়া হত, তাদের জন্য সেই প্রদেশপালেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ নিরূপিত মাসে প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী যোগাড় করতেন, লক্ষ রাখতেন যেন কিছুর অভাব না হয়। [৮] তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্যভার অনুসারে ঘোড়া ও দ্রুতগামী বাহনগুলোর জন্য সঠিক জায়গায় যব ও ঘাস আনাতেন।

শলোমনের প্রজ্ঞা

[৯] পরমেশ্বর শলোমনকে অসীম প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি এবং সমুদ্রতীরের বালুকণার মত মনের উদারতা মঞ্জুর করলেন। [১০] প্রাচ্যদেশের সমস্ত লোকের প্রজ্ঞার চেয়ে ও মিশরীয়দের যাবতীয় প্রজ্ঞার চেয়ে শলোমনের বেশি প্রজ্ঞা হল; [১১] হ্যাঁ, তিনি সকল লোকের চেয়ে প্রজ্ঞাবান হলেন—এজরাহীয় এথান, এবং মাহোলের সন্তান হেমান, কাল্কোল ও দার্দা, এঁদের চেয়েও বেশি প্রজ্ঞাবান হলেন; চারদিকের সমস্ত জাতির মধ্যে তাঁর সুনাম হল। [১২] তিনি তিন হাজার প্রবচন-বাণী দিলেন; তাঁর কাব্য-গীতি ছিল এক হাজার পাঁচ। [১৩] তিনি লেবাননের এরসগাছ থেকে শুরু করে প্রাচীরের গায়ে উৎপন্ন হিসোপ-ঘাস পর্যন্তই গাছগুলোর বর্ণনা দিলেন; আরও, পশু, পাখি, উরোগামী

জন্তু ও মাছেরও বর্ণনা দিলেন। [১৪] সকল জাতির মানুষ শলোমনের প্রজ্ঞার উক্তি শুনতে আসত; আর পৃথিবীতে যত রাজা তাঁর প্রজ্ঞার কথা শুনেছিলেন, তাঁরাও আসতেন।

প্রভুর গৃহ-নির্মাণ প্রস্তুতি

[১৫] তুরসের রাজা হিরাম শলোমনের কাছে তাঁর নিজের পরিষদদের পাঠালেন, কেননা একথা শুনেছিলেন যে, শলোমন তাঁর পিতার স্থানে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলেন; বাস্তবিকই হিরাম বরাবর দাউদের বন্ধু হয়েছিলেন। [১৬] শলোমন হিরামকে একথা বলে পাঠালেন, [১৭] 'আপনি জানেন, চারদিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধ করা হয়েছিল বিধায় আমার পিতা দাউদ তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে গৃহ গাঁথতে পারেননি; কিন্তু শেষে প্রভু সেই সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে দিলেন। [১৮] এখন আমার পরমেশ্বর প্রভু চারদিকে আমাকে শান্তি মঞ্জুর করেছেন: বিপক্ষ কেউই নেই, বিপদ-প্রতিকূলতাও কিছুই নেই। [১৯] দেখুন, আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলব বলে মনস্থ করেছি, যেমনটি প্রভু এবিষয়ে আমার পিতা দাউদকে বলেছিলেন: আমি তোমার স্থানে তোমার যে সন্তানকে তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব, সে-ই আমার নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলবে। [২০] সুতরাং, এখন আপনি আমার জন্য লেবাননের এরসগাছ কাটতে আজ্ঞা করুন; আমার দাসেরা আপনার দাসদের সঙ্গে থাকবে, আর আমি আপনার দাসদের মজুরি হিসাবে, আপনি যা বলবেন, তাই আপনাকে দেব; কেননা আপনি জানেন, কাঠ কাটতে সিদোনীয়দের মত দক্ষ লোক আমাদের মধ্যে কেউ নেই।'

[২১] শলোমনের কথা শুনে হিরাম খুবই আনন্দিত হলেন; তিনি বললেন: 'এদিনে প্রভু ধন্য, যিনি এই মহাজাতিকে শাসন করার জন্য দাউদকে প্রজ্ঞাবান এক সন্তান দিয়েছেন।' [২২] পরে হিরাম লোক পাঠিয়ে শলোমনকে বললেন, 'আপনার পাঠানো সংবাদ শুনেছি; আমি এরসকাঠ ও দেবদারুকাঠ সম্বন্ধে আপনার সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করব: [২৩] আমার দাসেরা লেবানন থেকে তা সমুদ্রে নামিয়ে আনবে, পরে ভেলা করে সমুদ্রপথে আপনার নির্ধারিত স্থানে পাঠাব; সেখানে তা খালাস করে দেব, আর আপনি তা নিয়ে যাবেন। আমার পরিবার-পরিজনদের জন্য খাদ্য-সামগ্রী যোগানোর ব্যাপারে

আমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন।’ [২৪] এইভাবে শলোমন যত চাইলেন, হিরাম তত এরসগাছ ও দেবদারুগাছ সরবরাহ করলেন। [২৫] শলোমন হিরামের পরিবার-পরিজনদের খাদ্যের জন্য তাঁকে কুড়ি হাজার কোর গম ও হামানে প্রস্তুত করা কুড়ি কোর তেল দিলেন: শলোমন বছর বছর হিরামকে তা-ই দিতেন। [২৬] প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতিমত শলোমনকে প্রজ্ঞা দিলেন। হিরাম ও শলোমনের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করল, আর তাঁরা দু’জনে সন্ধি স্থির করলেন।

[২৭] শলোমন রাজা গোটা ইস্রায়েলের মধ্য থেকে মেহনতি কাজের জন্য কর্মী জড় করলেন; সেই কর্মীদের সংখ্যা ত্রিশ হাজার লোক। [২৮] তিনি মাসিক পালাক্রমে তাদের দশ হাজারজনকে লেবাননে পাঠাতেন; তারা এক এক মাস লেবাননে কাটাত, ও দুই দুই মাস বাড়িতে কাটাত; আদোনিরাম তাদের কাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। [২৯] শলোমনের সত্তর হাজার ভারবাহক ও পাহাড়ে আশি হাজার পাথরকাটিয়ে ছিল। [৩০] তা বাদে শলোমনের ছিল তিন হাজার তিনশ’জন প্রধান সরদার, যারা সমস্ত কাজ দেখাশোনা করত ও কর্মীদের পরিচালনা করত। [৩১] রাজার আদেশে তারা শ্রেষ্ঠ পাথরের মধ্য থেকে বড় বড় পাথর আনল, যেন সঠিক মাপ অনুযায়ী কাটবার পর সেগুলো দিয়েই গৃহের ভিত স্থাপন করা হয়। [৩২] শলোমনের রাজমিস্ত্রীরা ও হিরামের রাজমিস্ত্রীরা, এবং গেবালীয়েরা সেগুলো খোদাই করত; সেইসঙ্গে গৃহ গাঁথবার জন্য কাঠ ও পাথর প্রস্তুত করা হল।

প্রভুর গৃহ-নির্মাণ

৬ [১] মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের হয়ে আসবার পর চারশ’ অশীতিতম বর্ষে, ইস্রায়েলের উপরে শলোমনের রাজত্বকালের চতুর্থ বর্ষ, জিব মাসে, অর্থাৎ দ্বিতীয় মাসে, শলোমন প্রভুর উদ্দেশে গৃহ গাঁথতে আরম্ভ করলেন। [২] শলোমন রাজা প্রভুর উদ্দেশে যে গৃহ গেঁথে তুললেন, তা ছিল ষাট হাত লম্বা, কুড়ি হাত চওড়া ও ত্রিশ হাত উঁচু। [৩] গৃহের বড়কক্ষের সামনে এক বারান্দা ছিল, তা গৃহের প্রস্থ অনুসারে কুড়ি হাত লম্বা, ও গৃহের দৈর্ঘ্য অনুসারে দশ হাত চওড়া ছিল। [৪] গৃহের জন্য তিনি জাফরি সহ চতুষ্কোণ জানালা প্রস্তুত করলেন। [৫] তিনি গৃহের দেওয়ালের গায়ে

চারদিকে, বড়কক্ষের ও অন্তর্গৃহের দেওয়ালের গায়ে চারদিকে নানা স্তরের এক ভবন গাঁথলেন: [৬] তার নিচের স্তর পাঁচ হাত চওড়া, মধ্যস্তর সাত হাত চওড়া ও তৃতীয় স্তর সাত হাত চওড়া, কেননা কড়িকাঠ যেন দেওয়ালের উপরে না বসে, এজন্য তিনি গৃহের চারদিকে দেওয়ালের বহির্ভাগ সোপানাকার করলেন। [৭] গৃহ নির্মাণকালে খোদাই করা পাথরগুলো দিয়ে তা গাঁথা হল; নির্মাণকালে গৃহের মধ্যে হাতুড়ি, বাটালি বা আর কোন লৌহজাতীয় যন্ত্রের শব্দ শোনা গেল না। [৮] মধ্যস্তরের প্রবেশদ্বার গৃহের ডান দিকে ছিল, এবং লোকে পেঁচাল সিঁড়ি বেয়ে মধ্যতলায়, ও মধ্যতলা থেকে তৃতীয় তলায় যেত। [৯] এইভাবে তিনি গৃহ গাঁথলেন; তা শেষ করার পর তিনি এরসকাঠের কড়ি ও সারি সারি ফলক দিয়ে গৃহটি ঢেকে দিলেন। [১০] গৃহের চারদিকে পার্শ্ববর্তী অংশটিতেও তিনি পাঁচ পাঁচ হাত উঁচু স্তর গাঁথলেন, তা এরসকাঠ দিয়ে গৃহের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

[১১] প্রভুর বাণী শলোমনের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১২] 'এই যে গৃহ তুমি গেঁথেছ, তার বিষয়ে আমার কথা এই: যদি আমার সমস্ত বিধি পথে চল, আমার নিয়মনীতি পালন কর, ও আমার সমস্ত আজ্ঞা বিশ্বস্তভাবে মেনে চল, তবে আমি তোমার পিতা দাউদকে যা বলেছি, তোমার পক্ষেই আমার সেই বাণীর সিদ্ধি ঘটাব। [১৩] আর আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে বাস করব, আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে আমি কখনও ত্যাগ করব না।'

[১৪] শলোমন গৃহ নির্মাণকাজ শেষ করলেন। [১৫] তিনি ভিতরে গৃহের সমস্ত দেওয়ালের গায়ে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত এরসকাঠের তক্তা দিলেন; ছাদের ভিতরের অংশও তিনি সেই কাঠ দিয়ে মুড়ে দিলেন, এবং গৃহের মেঝে দেবদারুকাঠের তক্তা দিয়ে মুড়ে দিলেন। [১৬] কুড়ি হাত গৃহের যে পশ্চাদ্ভাগ, তা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত এরসকাঠের তক্তা দিয়ে মুড়ে দিলেন, এবং তার ভিতরে যে কক্ষ পাওয়া গেল, তা অন্তর্গৃহ অর্থাৎ পরম পবিত্রস্থান হল। [১৭] এভাবে গৃহ, অর্থাৎ তার অন্তর্গৃহের সামনে যে বড়কক্ষ, তা চল্লিশ হাত লম্বা হল। [১৮] গৃহের মধ্যে এরসকাঠে লাউগাছ ও বিকশিত ফুল খোদাই করা হল; সবই এরসকাঠের হল, একটা পাথরও দেখা যাচ্ছিল না। [১৯] পরমেশ্বরের সন্ধি-মঞ্জুষা বসাবার জন্য গৃহের ভিতরে তিনি একটা অন্তর্গৃহ প্রস্তুত করলেন: [২০] অন্তর্গৃহটা তিনি ভিতরে কুড়ি হাত লম্বা, কুড়ি হাত চওড়া ও কুড়ি

হাত উঁচু করে খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন এবং এরসকাঠের একটা বেদি তৈরি করলেন। [২১] শলোমন খাঁটি সোনা দিয়ে গৃহের ভিতরের ভাগ মুড়ে দিলেন, এবং অন্তর্গৃহের সামনে সোনার শেকল রাখলেন, অন্তর্গৃহটিকেও সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন; [২২] তাই তিনি সমস্ত গৃহ সোনায় মুড়ে দিলেন; অন্তর্গৃহের মধ্যে যে বেদি, তাও তিনি সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন।

[২৩] তিনি অন্তর্গৃহের মধ্যে দশ দশ হাত উঁচু জলপাই কাঠের দুই খেরুবমূর্তি তৈরি করলেন; [২৪] এক খেরুবের এক পাখা পাঁচ হাত, ও অন্য পাখা পাঁচ হাত উঁচু ছিল; এক পাখার প্রান্তভাগ থেকে অন্য পাখার প্রান্তভাগ পর্যন্ত দশ হাত হল। [২৫] দ্বিতীয় খেরুবমূর্তিও দশ হাত ছিল; দুই খেরুবমূর্তি মাপেও একই ও আকারেও একই ছিল। [২৬] এক একটা খেরুবমূর্তি দশ হাত উঁচু ছিল। [২৭] পরে তিনি সেই দুই খেরুবকে ভিতরের গৃহে বসালেন, এবং খেরুবদের পাখা এমন বিস্তৃত হল যে, একটার পাখা এক দেওয়াল, অন্যটার পাখা অন্য দেওয়াল স্পর্শ করল, এবং তাদের পাখা গৃহের মধ্যে পরস্পর স্পর্শ করল। [২৮] তিনি খেরুবমূর্তি দু'টোকে সোনায় মুড়ে দিলেন।

[২৯] গৃহের সমস্ত দেওয়ালের গায়ে ভিতরে বাইরে চারদিকে তিনি খেরুবমূর্তির, খেজুরগাছের ও বিকশিত ফুলের মূর্তি খোদাই করলেন; [৩০] গৃহের মেঝেও ভিতরে বাইরে সোনায় মুড়ে দিলেন। [৩১] তিনি অন্তর্গৃহের প্রবেশদ্বারে জলপাই কাঠের পাল্লা তৈরি করলেন, এবং কপালি ও বাজু দেওয়ালের এক পঞ্চমাংশ হল। [৩২] ওই জলপাই কাঠের দুই পাল্লায় খেরুবের, খেজুরগাছের ও বিকশিত ফুলের প্রতিকৃতি খোদাই করে সোনা দিয়ে তা মুড়ে দিলেন, আর খেরুবমূর্তি ও খেজুরগাছের উপরে সোনার পাত বসিয়ে দিলেন। [৩৩] তেমনিভাবে তিনি বড়কক্ষের দরজার জন্য দেওয়ালের চতুর্থাংশে জলপাই কাঠের চৌকাট করলেন। [৩৪] আর দেবদারুকাঠের দুই কবাট তৈরি করলেন: এক কবাটের দুই পাল্লা যেমন কবজাতে খেলত, অন্য কবাটের দুই পাল্লাও সেইমত কবজাতে খেলত। [৩৫] তিনি তার উপরে খেরুবমূর্তি, খেজুরগাছ ও বিকশিত ফুল খোদাই করে সেই খোদাই করা কাজসুদ্ধ তা সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন। [৩৬] তিনি তিন সারি সঠিকভাবে-কাটা পাথর ও এক সারি এরসকাঠের কড়ি দিয়ে প্রাঙ্গণের প্রাচীর গাঁথলেন।

[৩৭] চতুর্থ বর্ষে, জিব মাসে, প্রভুর গৃহের ভিত দেওয়া হয়; [৩৮] আর একাদশ বর্ষে, বুল মাসে, অর্থাৎ অষ্টম মাসে নির্ধারিত সমস্ত নমুনা অনুসারে সবদিক দিয়েই গৃহ নির্মাণকাজ শেষ হয়। গৃহটি গাঁথতে শলোমনের সাত বছর লাগল।

রাজপ্রাসাদ-নির্মাণ

৭ [১] শলোমন তাঁর নিজের রাজপ্রাসাদও গাঁথলেন; তা শেষ করতে তাঁর তেরো বছর লাগল। [২] তিনি লেবানন অরণ্য বলে পরিচিত একটা গৃহ গাঁথলেন: তা ছিল একশ' হাত লম্বা, পঞ্চাশ হাত চওড়া ও ত্রিশ হাত উঁচু; তা চার শ্রেণি এরসকাঠের স্তম্ভের উপরে স্থাপিত ছিল, এবং স্তম্ভগুলোর উপরে এরসকাঠের কড়ি বসানো ছিল। [৩] স্তম্ভগুলোর উপরে প্রত্যেক শ্রেণিতে পনেরোটা করে সবসমেত পঁয়তাল্লিশটা কামরা স্থাপিত হল, তার উপরে এরসকাঠের ছাদ হল। [৪] জানালার তিন সারি ছিল, যা তিন স্তর অনুসারে পরস্পর পরস্পরের অনুরূপ। [৫] সমস্ত দরজা ও চৌকাট চতুষ্কোণ, এবং জানালার তিন সারি ছিল, যা তিন স্তর অনুসারে পরস্পর পরস্পরের অনুরূপ। [৬] তিনি স্তম্ভশ্রেণির এক বারান্দা প্রস্তুত করলেন, তা ছিল পঞ্চাশ হাত লম্বা ও ত্রিশ হাত চওড়া, এবং সেগুলোর সামনে আর এক বারান্দা করলেন, তাতেও ছিল স্তম্ভশ্রেণি ও তার সামনে ছাউনি। [৭] বিচার সম্পাদনের জন্য তিনি সিংহাসনের বারান্দাও, অর্থাৎ বিচারের বারান্দা, প্রস্তুত করলেন, তা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত এরসকাঠ দিয়ে মুড়ে দিলেন। [৮] তাঁর বাসগৃহ, যা বারান্দার ভিতরে অন্য প্রাঙ্গণে ছিল, তাও একই আকারের ছিল; ঠিক সেই বারান্দার মত তিনি একটা গৃহও গাঁথলেন, তা ছিল ফারাওর কন্যার জন্য যাঁকে শলোমন বিবাহ করেছিলেন।

[৯] এসব কিছু ভিত্তি থেকে আলিসা পর্যন্ত ভিতরে ও বাইরে সঠিকভাবে-কাটা পাথরের পরিমাপ অনুসারে করাত দিয়ে কাটা বহুমূল্য পাথরে নির্মিত ছিল, এবং বাইরে বড় প্রাঙ্গণ পর্যন্ত তেমনি হল। [১০] ভিত্তি ছিল বহুমূল্য পাথরে নির্মিত, আর সেই সকল পাথর ছিল বিরাট: দশ হাত বা আট হাত চওড়া পাথর। [১১] তার উপরে বহুমূল্য পাথর, পরিমাপ অনুসারে কাটা পাথর ও এরসকাঠ ছিল। [১২] আর যেমন প্রভুর গৃহের

মধ্য প্রাঙ্গণে ও গৃহের বারান্দায়, তেমনি বড় প্রাঙ্গণের চারদিকেও তিন শ্রেণি খোদাই করা পাথর ও এক শ্রেণি এরসকাঠ ছিল।

প্রভুর গৃহের জন্য যাবতীয় জিনিস নির্মাণ

[১৩] শলোমন রাজা লোক পাঠিয়ে তুরস থেকে হিরামকে আনালেন; [১৪] সে নেপ্তালি বংশীয় এক বিধবার ছেলে, কিন্তু তার পিতা তুরসের একজন কংসকার; ব্রঞ্জের সমস্ত কারুকাজ করতে সে ছিল প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বিদ্যায় পরিপূর্ণ। শলোমন রাজার কাছে এসে সে তাঁর সমস্ত কাজ করল। [১৫] সে ব্রঞ্জের দুই স্তম্ভ ছাঁচে ঢালাই করল; তার এক এক স্তম্ভ আঠারো হাত উঁচু, পরিধি ছিল বারো হাত। [১৬] আর দুই স্তম্ভের মাথায় বসাবার জন্য সে ছাঁচে ঢালাই করা ব্রঞ্জের দুই মাথলা তৈরি করল, এক মাথলা পাঁচ হাত উঁচু, দ্বিতীয় মাথলাও পাঁচ হাত উঁচু। [১৭] স্তম্ভের উপরে সেই যে মাথলা, তার জন্য জালিকাজের জালি ও শেকলের কাজের পাকানো দড়ি ছিল: এক মাথলার জন্য সাতটা, অন্য মাথলার জন্যও সাতটা। [১৮] স্তম্ভের উপরে যে মাথলা, তা ঢাকবার জন্য জালিকাজের উপরে ঘিরতে দুই শ্রেণি ডালিম তৈরি করল, এবং অন্য মাথলার জন্যও তেমনি করল। [১৯] বারান্দায় দুই স্তম্ভের উপরে যে মাথলা, তার আকৃতি ছিল লিলিফুলের মত, এক একটা চার হাত। [২০] দুই স্তম্ভের উপরে, জালিকাজের কাছে যে মোটাভাগ, তার কাছে মাথলা ছিল; এক একটা মাথলার উপরে চারদিকে শ্রেণিবদ্ধ দু'শোটা ডালিম ছিল। [২১] সে ওই দুই স্তম্ভ বড়কক্ষের বারান্দায় বসাল, এবং ডান স্তম্ভ বসিয়ে তার নাম যাখিন রাখল, এবং বাঁ স্তম্ভ বসিয়ে তার নাম বোয়াজ রাখল। [২২] এইভাবে দুই স্তম্ভের কাজ শেষ হল।

[২৩] সে ছাঁচে ঢালাই করা এক গোলাকার সমুদ্রপাত্র তৈরি করল, তা এক কাণা থেকে অন্য কাণা পর্যন্ত দশ হাত, তার উচ্চতা পাঁচ হাত, ও তার পরিধি ত্রিশ হাত ছিল। [২৪] চারদিকে কাণার নিচে সমুদ্রপাত্র ঘিরে লাউগাছের শ্রেণি ছিল, প্রতিটি হাতের মধ্যে দশ দশ লাউগাছ ছিল; লাউগাছের দুই শ্রেণি ছিল, পাত্র ঢালবার সময়ে সেই সবকিছু ছাঁচে ঢালাই করা হয়েছিল। [২৫] পাত্রটা বারোটা বলদের উপরে বসানো ছিল: তিনটে উত্তরমুখী, তিনটে পশ্চিমমুখী, তিনটে দক্ষিণমুখী, ও তিনটে পুবমুখী ছিল; এবং সমুদ্রপাত্র তাদের উপরে রইল; সবগুলোর পশ্চাদ্ভাগ ভিতরে থাকল। [২৬] পাত্রটা চার

আঙুল পুরু, ও তার কাণা পানপাত্রের কাণার মত, লিলি ফুলাকার ছিল; তাতে দুই হাজার বাৎ ধরত।

[২৭] সে ব্রঞ্জের দশটা পীঠ তৈরি করল: এক একটা পীঠ ছিল চার হাত লম্বা, চার হাত চওড়া ও তিন হাত উঁচু। [২৮] সেই সকল পীঠ এভাবে গঠিত ছিল: নানা আড়ার উপরে পাড় দিয়ে বোনা। [২৯] পাড়ের মধ্যে যে যে আড়া, সেগুলোর উপরে নানা সিংহ, বলদ ও খেরুবমূর্তি ছিল, এবং উপরিভাগে পাড়ের উপরে একই মূর্তি ছিল, এবং সিংহ ও বলদগুলোর নিচে ঝুলানো মালার মত কাজ ছিল। [৩০] প্রতিটি পীঠের ব্রঞ্জের চারটে চাকা ও ব্রঞ্জের আল ছিল, এবং চার পায়ায় বসানো যে যে অবলম্বন ছিল, সেই সকল অবলম্বন প্রক্ষালনপাত্রের নিচে ঢালাই করা ছিল, ও প্রত্যেকটার পাশে মালা ছিল। [৩১] মাথলার মধ্যে ও তার উপরে তার মুখ এক হাত, কিন্তু তার মুখ একটা পীঠের ভিতের মত গোল ছিল ও তার পরিমাপ ছিল দেড় হাত; এবং তার মুখের উপরেও শিল্পকাজ ছিল; তার আড়াগুলো কিন্তু গোল নয়, চতুষ্কোণ ছিল। [৩২] চারটে চাকা ছিল আড়ার নিচে; চাকাটার আল পীঠের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল; তার প্রতিটি চাকা দেড় হাত উঁচু। [৩৩] আর চাকাগুলোর গঠন রথের চাকার গঠনের মত, এবং আল, নেমি, আড়া ও নাভিগুলো ছাঁচে ঢালাই করা ছিল। [৩৪] প্রতিটি পীঠের চার কোণে বসানো চারটে অবলম্বন ছিল; সেই অবলম্বন পীঠেরই সঙ্গে তৈরী ছিল। [৩৫] ওই পীঠের উপরে যে হাতল, তা ছিল আধ হাত উঁচু গোলাকার, এবং পীঠের উপরে যে অবলম্বন ও আড়া, সেগুলো ছিল একখণ্ড। [৩৬] সে তার অবলম্বনের প্রদেশে ও তার ধারে প্রত্যেকটার স্থান-পরিমাপ অনুসারে খেরুব, সিংহ ও খেজুরগাছের মূর্তি খোদাই করল ও চারদিকে মালা দিল। [৩৭] সে সেই দশটা পীঠ এইভাবেই তৈরি করল; সবগুলোই এক ছাঁচে, এক পরিমাপে ও এক আকারে তৈরী।

[৩৮] সে ব্রঞ্জের দশটা প্রক্ষালনপাত্রও তৈরি করল, তার প্রতিটি পাত্রে চল্লিশ বাৎ ধরত, এবং প্রতিটি পাত্রের পরিমাপ ছিল চার হাত; আর ওই দশটা পীঠের মধ্যে এক একটা পীঠের উপরে এক একটা প্রক্ষালনপাত্র থাকত। [৩৯] সে গৃহের ডান পাশে পাঁচ পীঠ ও বাঁ পাশে পাঁচ পীঠ বসাল, আর গৃহের ডান পাশে পুব-দক্ষিণদিকের সামনে সমুদ্রপাত্র বসাল। [৪০] হিরাম নানা প্রক্ষালনপাত্র, হাতা ও বাটিও তৈরি করল।

এইভাবে হিরাম শলোমন রাজার জন্য প্রভুর গৃহের যে সকল কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, সেই সবকিছু শেষ করল, [৪১] তথা: দু'টো স্তম্ভ, ও সেই স্তম্ভের উপরে গোলক ও মাথলা, ও সেই স্তম্ভের উপরে মাথলার যে দু'টো গোলক, সেগুলো ঢাকবার জন্য দু'টো জালিকাজ; [৪২] দু'টো জালিকাজের জন্য চারশ'টা ডালিম, অর্থাৎ স্তম্ভের উপরে মাথলার যে দু'টো গোলক, তা ঢাকবার জন্য এক এক জালিকাজের জন্য দু'শ্রেণি ডালিম; [৪৩] দশটা পীঠ ও পীঠের উপরে দশটা প্রক্ষালনপাত্র; [৪৪] একটা সমুদ্রপাত্র ও সমুদ্রপাত্রের নিচে বারোটা বলদ; [৪৫] নানা কড়াই, হাতা ও বাটি: এই যে সকল পাত্র হিরাম শলোমন রাজার জন্য প্রভুর গৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করল, সবই পিটানো ব্রঞ্জ দিয়ে তৈরি করল। [৪৬] রাজা যর্দনের অঞ্চলে সুক্কোথ ও সার্তানের মধ্যস্থিত লাল ভূমিতে তা ঢালাই করালেন। [৪৭] শলোমন ওই যে সকল পাত্র বসালেন, তার সংখ্যা অতি প্রচুর; ব্রঞ্জের পরিমাণ কখনও নির্ণয় করা হয়নি। [৪৮] শলোমন প্রভুর গৃহের জন্য সমস্ত পাত্রও তৈরি করালেন, যথা: সোনার বেদি ও ভোগ-রুটি রাখবার সোনার ভোজনপাট; [৪৯] অন্তর্গৃহের সামনে ডানে পাঁচটা ও বামে পাঁচটা খাঁটি সোনার দীপাধার, সোনার ফুল, প্রদীপ ও চিমটে; [৫০] খাঁটি সোনার পানপাত্র, ছুরি, বাটি, থালা ও অঙ্গারধানী; ভিতরের গৃহের অর্থাৎ পরম পবিত্রস্থানের দরজার জন্য ও গৃহের অর্থাৎ বড়কক্ষের দরজার জন্য সোনার কবজা তৈরি করালেন।

[৫১] এইভাবে প্রভুর গৃহের জন্য শলোমন রাজার সাধিত সমস্ত কাজ সম্পন্ন হল। শলোমন তাঁর পিতা দাউদ দ্বারা পবিত্রীকৃত দ্রব্যগুলো আনালেন, এবং রুপো, সোনা ও পাত্রগুলো প্রভুর গৃহের ধনভাণ্ডারে রাখলেন।

প্রভুর গৃহে মঞ্জুষা আনয়ন ও গৃহ-উৎসর্গীকরণ

৮ [১] তখন শলোমন দাউদ-নগরী থেকে, অর্থাৎ সিয়োন থেকে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তুলে নেওয়ার জন্য ইস্রায়েলের প্রবীণদের ও সকল গোষ্ঠীপতিকে, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের পিতৃকুলগুলোর প্রধান প্রধান সকলকে যেরুশালেমে রাজার সামনে একত্রে সমবেত করলেন। [২] তাই এথানিম মাসে, অর্থাৎ সপ্তম মাসে, পর্বোৎসবের সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক শলোমন রাজার কাছে একত্রে সমবেত হল। [৩] ইস্রায়েলের

সমস্ত প্রবীণেরা একবার এসে উপস্থিত হলে যাজকেরা মঞ্জুষাটিকে তুলে নিল; [৪] তারা প্রভুর মঞ্জুষা, সাক্ষাৎ-তাঁবু ও তাঁবুর মধ্যে যত পবিত্র জিনিসপত্র, তা সবই তুলে নিয়ে গেল। যাজকেরা ও লেবীয়েরাই এই সমস্ত তুলে নিয়ে গেল। [৫] শলোমন রাজা ও তাঁর কাছে সমাগত সমস্ত ইস্রায়েল জনমণ্ডলী তাঁর সঙ্গে মঞ্জুষার সামনে ছিলেন: তাঁরা এতগুলো মেষ ও বলদ বলিরূপে উৎসর্গ করলেন যা গণনার অতীত, হিসাবের অতীত! [৬] যাজকেরা প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তার নির্দিষ্ট স্থানে, অর্থাৎ গৃহের অন্তর্গৃহে, সেই পরম পবিত্রস্থানেই নিয়ে গিয়ে দুই খেরুবের পাখার নিচে বসিয়ে দিল। [৭] প্রকৃতপক্ষে সেই খেরুবমূর্তি দু'টো মঞ্জুষার জায়গার উপরে পাখা মেলে ছিল: তাই উপর থেকে সেই মূর্তি দু'টোর পাখা মঞ্জুষা ও তার দুই বহনদণ্ডের উপরে একটা আচ্ছাদনের মত ছিল। [৮] বহনদণ্ড দু'টো এমন লম্বা ছিল যে, তাদের অগ্রভাগ অন্তর্গৃহের সামনে পরম পবিত্রস্থান থেকেও দেখা যেতে পারত, তবু সেগুলো বাইরে থেকে দেখা যেত না; এই সমস্ত কিছু আজও সেখানে আছে। [৯] মঞ্জুষার মধ্যে কিছুই ছিল না, শুধু সেই পাথরফলক দু'টোই ছিল, যা মোশি হোরেবে তার মধ্যে রেখেছিলেন; অর্থাৎ সন্ধির সেই লিপিফলক দু'টো, যে সন্ধি—মিশর থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বেরিয়ে আসার সময়ে—প্রভু তাদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন। [১০] তখন এমনটি ঘটল যে, যাজকেরা পরম পবিত্রস্থানের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসামাত্র প্রভুর গৃহ সেই মেঘে পরিপূর্ণ হল, [১১] এবং মেঘের কারণে যাজকেরা তাদের সেবাকর্ম সম্পন্ন করার জন্য সেখানে আর দাঁড়াতে পারছিল না, কেননা প্রভুর গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। [১২] তখন শলোমন বললেন:

'প্রভু বলে দিচ্ছেন,
তিনি অন্ধকারময় মেঘের মধ্যেই বাস করবেন।
[১৩] আমি তোমার জন্য সত্যিই একটি রাজগৃহ গেঁথে তুলেছি;
এমনই এক স্থান, যা তোমার চিরকালীন আবাস!'

[১৪] তখন রাজা মুখ ফিরিয়ে ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশকে আশীর্বাদ করলেন, ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশ তখন দাঁড়িয়ে ছিল। [১৫] তিনি বললেন: 'ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর! তিনি আমার পিতা দাউদের কাছে নিজের মুখে যে

কথা বলেছিলেন, নিজের বাহুবলে তার সিদ্ধি ঘটিয়েছেন: [১৬] যেদিন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে এনেছি, সেদিন থেকে আমি, আমার নাম যেখানে একটি আবাস পেতে পারবে, এমন গৃহ নির্মাণের জন্য ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে কোন শহর বেছে নিইনি; কিন্তু আমার জনগণ ইস্রায়েলের জননায়ক হবার জন্য দাউদকে বেছে নিয়েছি। [১৭] আমার পিতা দাউদ মনস্থ করেছিলেন, তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলবেন, [১৮] কিন্তু প্রভু আমার পিতা দাউদকে বললেন: তুমি মনস্থ করেছ, আমার নামের উদ্দেশে এক গৃহ গেঁথে তুলবে; তোমার তেমন মনস্কামনা ভালই বটে, [১৯] অথচ তুমিই যে সেই গৃহ গেঁথে তুলবে এমন নয়, তোমার ঔরসজাত যে সন্তান হবে, সে-ই আমার নামের উদ্দেশে গৃহ গেঁথে তুলবে। [২০] প্রভু এই যে কথা বলেছিলেন, তার সিদ্ধি ঘটালেন: আমি আমার পিতা দাউদের পদ গ্রহণ করেছি, আমি ইস্রায়েলের সিংহাসনে আসন নিয়েছি, যেমনটি প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; এবং আমি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে এই গৃহ গেঁথে তুলেছি, [২১] আর তার মধ্যে একটা স্থান মঞ্জুষার জন্য নির্দিষ্ট করেছি, সেই যে মঞ্জুষার মধ্যে সেই সন্ধি রয়েছে, যা প্রভু মিশর থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার সময়ে তাঁদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন।'

[২২] তারপর শলোমন ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশের সামনে প্রভুর যজ্ঞবেদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে [২৩] বললেন, 'হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার মত পরমেশ্বর কোথাও নেই, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গেও নেই, নিম্নে এই মর্তেও নেই। যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সামনে চলে, তোমার সেই দাসদের প্রতি তুমি তো সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক। [২৪] তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা করেছ; নিজের মুখে যা কিছু বলেছিলে, নিজের বাহুবলে তার সিদ্ধি সাধন করেছ, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে। [২৫] এখন, হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা কর; তুমি তো বলেছিলে, আমার সামনে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে, তোমার এমন বংশধরের অভাব হবে না—অবশ্য, তুমি আমার সামনে যেমন চলেছ, তোমার সন্তানেরাও যদি আমার সামনে তেমনি চ'লে তাদের জীবন-পথের উপর

সতর্ক দৃষ্টি রাখে। [২৬] এখন, হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যে কথা তুমি বলেছিলে, তা পূর্ণ হোক। [২৭] কিন্তু পরমেশ্বর পৃথিবীতে বাস করবেন, একথা কি সত্য? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে ধারণ করতে অক্ষম; তবে আমার দ্বারা গেঁথে তোলা এই গৃহ তার চেয়ে কতই না অক্ষম! [২৮] তবু, হে প্রভু, আমার পরমেশ্বর, তুমি তোমার এই দাসের প্রার্থনা ও মিনতির দিকে ফিরে তাকাও; তোমার দাস আজ তোমার কাছে যে ডাক ও প্রার্থনা নিবেদন করছে, তা শোন। [২৯] তোমার চোখ দিনরাত এই গৃহের প্রতি উন্মীলিত থাকুক—এই স্থানেরই প্রতি, যে স্থানের বিষয়ে তুমি বলেছ: আমার নাম এইখানে অধিষ্ঠান করবে! যেন এই স্থান অভিমুখে তোমার দাস যে প্রার্থনা নিবেদন করে, তা তুমি যেন শুনতে পাও। [৩০] তোমার এই দাস ও তোমার জনগণ সেই ইস্রায়েল যখন এই স্থান অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করবে, তখন তাদের মিনতি কান পেতে শোন—স্বর্গলোকের তোমার সেই বাসস্থান থেকে শোন: এবং শুনে ক্ষমাই কর।

[৩১] কেউ তার নিজের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ করলে যদি দিব্যি দিয়ে শপথ করতে বাধ্য হওয়ায় এই গৃহে এসে তোমার যজ্ঞবেদির সামনে সেই শপথ করে, [৩২] তুমি, ওগো, তা স্বর্গলোক থেকে শোন, এবং নিষ্পত্তি করে তোমার দাসদের তুমিই বিচার কর: অপরাধীকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করে তার কর্মের ফল তার মাথায় ডেকে আন, এবং নিরপরাধীকে নিরপরাধী বলে সাব্যস্ত করে তার নিরপরাধিতা অনুযায়ী ফল দান কর।

[৩৩] তোমার জনগণ ইস্রায়েল তোমার বিরুদ্ধে পাপ করার ফলে যখন শত্রু দ্বারা পরাজিত হবে, তখন তারা যদি আবার তোমার দিকে ফেরে, যদি তোমার নামের স্তব করে, এবং এই গৃহে যদি তোমার কাছে প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন করে, [৩৪] তবে তুমি তা স্বর্গলোক থেকে শোন, তোমার জনগণ ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা কর, আর তাদের পিতৃপুরুষদের এই যে দেশভূমি দিয়েছ, সেই দেশভূমিতে তাদের ফিরিয়ে আন।

[৩৫] তোমার বিরুদ্ধে তাদের পাপের কারণে যখন আকাশ রুদ্ধ হবে আর বৃষ্টি হবে না, তারা যদি এই স্থান অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করে, তোমার নামের স্তব করে ও তোমার হাত দ্বারা অবনমিত হয়েছে বলে যদি তাদের পাপ থেকে ফেরে, [৩৬] তখন,

ওগো, তুমি তা স্বর্গলোক থেকে শোন ও তোমার আপন দাসদের ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা কর; হ্যাঁ, তাদের দেখাও সেই সৎপথ যা ধরে তাদের চলতে হবে, এবং তুমি তোমার জনগণকে যে দেশ অধিকাররূপে দিয়েছ, তোমার সেই দেশের উপর বৃষ্টি পাঠাও।

[৩৭] দেশের মধ্যে যখন দুর্ভিক্ষ বা মহামারী, শস্যের শোষ বা ম্লানি, পঙ্গপাল বা পোকা হবে; যখন তাদের শত্রুরা তাদের দেশে, শহরে শহরে, তাদের অবরোধ করবে, যখন কোন মড়ক বা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে, [৩৮] যদি কোন ব্যক্তি বা তোমার গোটা জনগণ ইস্রায়েল, প্রত্যেকেই যারা নিজ নিজ হৃদয়ের জ্বালা উপলব্ধি ক'রে এই গৃহের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে কোন প্রার্থনা বা মিনতি নিবেদন করে, [৩৯] তখন, ওগো, তুমি স্বর্গলোকের তোমার সেই বাসস্থান থেকে শোন, ক্ষমা কর; এবং প্রত্যেকের আচরণ অনুযায়ী প্রতিফল দিয়ে তার প্রতি ব্যবহার কর—তুমি তো তাদের হৃদয় জান, কেননা কেবল তুমিই যত আদমসন্তানদের হৃদয় জান!— [৪০] যেন আমাদের পিতৃপুরুষদের তুমি যে দেশভূমি দিয়েছ, এই দেশভূমিতে তারা তাদের সমস্ত জীবন ধরে তোমাকে ভয় করে। [৪১] তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েল গোষ্ঠীর মানুষ নয়, এমন কোন বিদেশী যখন তোমার নামের খাতিরে দূর দেশ থেকে আসবে, [৪২] —কারণ তারা তোমার মহানাম, তোমার বলীয়ান হাত ও তোমার প্রসারিত বাহুর কথা শুনবেই—যখন সে এসে এই গৃহ অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করবে, [৪৩] তখন, ওগো, তুমি স্বর্গলোকের তোমার সেই বাসস্থান থেকে শোন, এবং সেই বিদেশী তোমার কাছে যা কিছু প্রার্থনা করবে, তা মঞ্জুর কর, যেন পৃথিবীর সমস্ত জাতি তোমার নাম জানতে পারে, তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের মত তোমাকে ভয় করে এবং তারাও যেন জানতে পারে যে, আমার গেঁথে তোলা এই গৃহ তোমার আপন নাম বহন করে।

[৪৪] তুমি তোমার আপন জনগণকে পথ দেখালে যখন তারা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হবে, যদি তোমার বেছে নেওয়া নগরী অভিমুখে ও তোমার নামের উদ্দেশে আমার গেঁথে তোলা গৃহ অভিমুখে প্রভুর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে, [৪৫] তখন, ওগো, তুমি স্বর্গলোক থেকে তাদের প্রার্থনা ও মিনতি শোন, তুমি নিজেই তাদের পক্ষসমর্থন কর।

[৪৬] যখন তারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করবে—কেননা পাপ না করে এমন কোন মানুষ নেই—এবং তুমি তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রুর হাতে তাদের ছেড়ে দেবে ও শত্রুরা তাদের বন্দি করে দূরবর্তী বা নিকটবর্তী কোন শত্রুদেশে নিয়ে যাবে, [৪৭] যে দেশে তারা বন্দি অবস্থায় উপনীত হয়েছে, সেই দেশে যদি বোধশক্তি ফিরে পায়, এবং যারা তাদের বন্দি করে নিয়ে গেছে, তাদের দেশে যদি মন ফেরায় ও তোমার কাছে মিনতি করে বলে: আমরা পাপ করেছি, শঠতা করেছি, দুষ্কর্ম করেছি, [৪৮] হ্যাঁ, যে শত্রুরা তাদের বন্দি করে নিয়ে গেছে, তাদের সেই দেশে যদি তারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসে ও তুমি তাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দিয়েছ, তাদের সেই দেশ অভিমুখে, তোমার বেছে নেওয়া নগরী অভিমুখে ও তোমার নামের উদ্দেশে আমার গেঁথে তোলা গৃহ অভিমুখে যদি তোমার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে, [৪৯] তখন, ওগো, তুমি স্বর্গলোকের তোমার সেই বাসস্থান থেকে তাদের প্রার্থনা ও মিনতি শোন, তাদের পক্ষসমর্থন কর, [৫০] তোমার যে জনগণ তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তাদের ক্ষমা কর, এবং তোমার প্রতি তাদের সমস্ত বিদ্রোহ-কর্ম মার্জনা কর; আর যারা তাদের বন্দি করে নিয়ে যায়, তাদের কাছে এদের করুণার পাত্র কর, তারা যেন এদের প্রতি করুণা দেখায়।

[৫১] কেননা তারা তোমার আপন জনগণ, তোমার আপন উত্তরাধিকার, যাদের তুমি মিশর থেকে, লোহার হাপরের মধ্য থেকে বের করে এনেছ। [৫২] তোমার চোখ তোমার দাসের মিনতির প্রতি ও তোমার জনগণ ইস্রায়েলের মিনতির প্রতি উন্মীলিত হোক; যতবার তারা তোমাকে ডাকে, তখন তুমি যেন তাদের শোন। [৫৩] কারণ, হে প্রভু পরমেশ্বর, যখন তুমি আমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর থেকে বের করে এনেছিলে, তখন তোমার দাস মোশির মধ্য দিয়ে যেমন বলেছিলে, তেমনি তুমিই পৃথিবীর সকল জাতির মধ্য থেকে তোমার আপন উত্তরাধিকার হবার জন্য তাদের পৃথক করেছিলে।’

[৫৪] প্রভুর কাছে এই সমস্ত প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন শেষ ক’রে শলোমন প্রভুর যজ্ঞবেদির সামনে আবার উঠে দাঁড়ালেন—তিনি তো এতক্ষণে নতজানু হয়ে ও স্বর্গের দিকে দু’হাত বাড়িয়ে ছিলেন— [৫৫] এবং পায়ে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন, [৫৬] ‘ধন্য প্রভু, যিনি তাঁর সকল

প্রতিশ্রুতিমত তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলকে বিশ্রাম মঞ্জুর করেছেন! তিনি তাঁর আপন দাস মোশির মধ্য দিয়ে যে উত্তম বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেগুলোর একটাও নিষ্ফল হয়নি। [৫৭] আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যেমন আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তেমনি আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে থাকুন; তিনি যেন আমাদের কখনও ত্যাগ না করেন, আমাদের ফিরিয়ে না দেন, [৫৮] বরং আমাদের হৃদয় তাঁর নিজের প্রতি আকর্ষণ করুন, যেন আমরা তাঁর সমস্ত পথে চলি, ও আমাদের পিতৃপুরুষদের জন্য তিনি যা কিছু জারি করেছিলেন, আমরা যেন সেই সকল আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি পালন করি। [৫৯] এই যে সকল কথার মধ্য দিয়ে আমি প্রভুর কাছে মিনতি নিবেদন করলাম, আমার এই সকল কথা দিনরাত আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত থাকুক, প্রত্যেক দিনের প্রয়োজন অনুসারে তিনি যেন তাঁর আপন দাসের ও আপন জনগণ ইস্রায়েলের পক্ষসমর্থন করেন; [৬০] যেন পৃথিবীর সকল জাতি জানতে পারে যে, প্রভুই পরমেশ্বর, অন্য কেউ নেই। [৬১] তোমাদের হৃদয় আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি একাগ্র থাকুক, যেন তাঁর বিধিপথে চলতে পারে এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করতে পারে, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।'

[৬২] রাজা ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল প্রভুর সামনে যজ্ঞবলি নিবেদন করলেন। [৬৩] শলোমন প্রভুর উদ্দেশে বাইশ হাজার বলদ ও এক লক্ষ কুড়ি হাজার মেষ মিলন-যজ্ঞবলি রূপে নিবেদন করলেন। এইভাবে রাজা ও সকল ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর গৃহ উৎসর্গ করলেন। [৬৪] সেদিন রাজা প্রভুর গৃহের সামনের প্রাঙ্গণের মধ্যদেশ পবিত্রীকৃত করলেন, কেননা তিনি সেইখানে আহুতি, শস্য-নৈবেদ্য এবং মিলন-যজ্ঞবলির চর্বি নিবেদন করলেন; কারণ আহুতি, শস্য-নৈবেদ্য এবং মিলন-যজ্ঞবলির চর্বি ধারণের জন্য প্রভুর সামনে থাকা ব্রঞ্জের যজ্ঞবেদিটি অধিক ছোট ছিল।

[৬৫] সেসময়ে শলোমন ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল, হামাথের প্রবেশস্থান থেকে মিশরের খরস্রোত পর্যন্ত—বিরাট একটি জনসমাবেশ—সাত দিন আর সাত দিন, চৌদ্দ দিন আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে উৎসব করলেন। [৬৬] অষ্টম দিনে তিনি জনগণকে বিদায় দিলেন, আর তারা রাজাকে বিদায়-শুভেচ্ছা জানাল। তাঁর আপন দাস দাউদের প্রতি ও তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের প্রতি প্রভু যে সমস্ত মঙ্গল মঞ্জুর

করেছিলেন, সেই সবকিছুর জন্য তারা আনন্দিত ও প্রফুল্ল চিত্তে যে যার তাঁবুতে চলে গেল।

শলোমনকে প্রভুর দ্বিতীয় দর্শনদান

৯ [১] শলোমন প্রভুর গৃহ ও রাজপ্রাসাদের নির্মাণকাজ, এবং যা কিছু করতে বাসনা করেছিলেন, তা শেষ করার পর, [২] প্রভু শলোমনকে দ্বিতীয়বার দেখা দিলেন, যেমন গিবেয়োনেও দেখা দিয়েছিলেন। [৩] প্রভু তাঁকে বললেন, 'তুমি আমার কাছে যে প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন করেছ, তা আমি শুনেছি; এই যে গৃহ তুমি গেঁথেছ, এর মধ্যে চিরকালের মতই আমার নাম অধিষ্ঠিত করার জন্য আমি গৃহটি পবিত্রীকৃত করলাম; আমার চোখ ও আমার হৃদয় এই স্থানের প্রতি অনুক্ষণ নিবদ্ধ থাকবে। [৪] আর তুমি, তোমার পিতা দাউদ যেমন চলত, তেমনি তুমিও যদি সরল হৃদয়ে ও ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে আমার সাক্ষাতে চল, আমি তোমাকে যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছি, যদি সেইমত কাজ কর, এবং আমার বিধি ও নিয়মনীতি পালন কর, [৫] তবে "ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে, তোমার এমন বংশধরের অভাব হবে না," একথা বলে তোমার পিতা দাউদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই অনুসারে আমি ইস্রায়েলের উপরে তোমার রাজাসন স্থিতমূল করব চিরকালের মত। [৬] কিন্তু যদি তোমরা বা তোমাদের সন্তানেরা কোনমতে আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গিয়ে, ও তোমাদের সামনে দেওয়া আমার আজ্ঞা ও বিধিনিয়ম পালন না করে বরং গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা কর ও তাদের সামনে প্রণিপাত কর, [৭] তবে আমি ইস্রায়েলকে যে দেশভূমি দিয়েছি, সেই ভূমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করব, এবং আমার নামের উদ্দেশে এই যে গৃহ পবিত্রীকৃত করলাম, এ আমার দৃষ্টি থেকে দূর করব, এবং সমস্ত জাতি-বিজাতির মধ্যে ইস্রায়েল প্রবাদের ও তাচ্ছিল্যের বস্তু হবে। [৮] আর এই গৃহ যদিও এত উঁচু, তথাপি যে কেউ এর কাছ দিয়ে চলবে, সে চমকে উঠে শিস দেবে, ও জিজ্ঞাসা করবে, এই দেশের ও এই গৃহের প্রতি প্রভু এমনটি কেন করেছেন? [৯] আর উত্তরটি এ হবে: এর কারণ এই, যিনি এই জনগণের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন, ওরা ওদের আপন পরমেশ্বর সেই প্রভুকে ত্যাগ করেছে, এবং অন্য দেবতাদের আঁকড়ে ধরে তাদের সামনে প্রণিপাত

করেছে ও তাদের সেবা করেছে; এইজন্য প্রভু তাদের উপরে এই সমস্ত অমঙ্গল নামিয়ে আনলেন।’

শলোমনের সাধিত নানা কর্ম

[১০] প্রভুর গৃহ ও রাজপ্রাসাদ, এ দু’টো নির্মাণের জন্য শলোমনের যে কুড়ি বছর লাগল, সেই কুড়ি বছর শেষে, [১১] যেহেতু তুরসের রাজা হিরাম শলোমনের সমস্ত বাসনা অনুসারে এরসকাঠ, দেবদারুকাঠ ও সোনা যুগিয়ে দিয়েছিলেন, সেজন্য শলোমন রাজা হিরামকে কুড়িটা শহর দিলেন—শহরগুলো গালিলেয়া প্রদেশেই অবস্থিত ছিল। [১২] হিরাম শলোমনের দেওয়া সেই সকল শহর দেখবার জন্য তুরস থেকে এলেন, কিন্তু সেই শহরগুলোকে তাঁর পছন্দ হল না। [১৩] তিনি বললেন, ‘হে আমার ভাই, এই শহরগুলোকেই কি তুমি আমাকে দিলে?’ আর তিনি সেগুলোর নাম কাবুল দেশ রাখলেন; আজও সেই নাম রয়েছে। [১৪] আর হিরাম রাজাকে একশ’ কুড়িটা সোনার বাট পাঠিয়ে দিলেন।

[১৫] শলোমন প্রভুর গৃহ, তাঁর নিজের গৃহ, মিল্লোটা, যেরুশালেমের প্রাচীর, হাৎসোর, মেগিদ্দো ও গেজের নির্মাণ করার জন্য নিজের অধীনে দাস জড় করেছিলেন; তার বৃত্তান্ত এই। [১৬] মিশর-রাজ ফারাও এসে গেজের হস্তগত করে আগুনে পুড়িয়ে দেন, এবং শহরবাসী সেই কানানীয়দের বধ করেন; পরে শহরটাকে যৌতুকরূপে তাঁর আপন কন্যা শলোমনের স্ত্রীকে দেন। [১৭] শলোমন গেজের ও নিচে অবস্থিত বেথ্-হোরোন, [১৮] এবং বায়ালাথ, আর দেশের প্রান্তরে অবস্থিত তামার, [১৯] এবং শলোমনের সমস্ত ভাণ্ডার-নগর, এবং রথ ও ঘোড়ার জন্য যত নগর, আর যেরুশালেমে, লেবাননে ও তাঁর স্বত্বাধিকার-দেশের সর্বত্র যা যা গাঁথতে তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি সেই সমস্ত কিছু পুনর্নির্মাণ করলেন। [২০] আমোরীয়, হিত্তীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয় যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল, যারা ইস্রায়েল সন্তান নয়, [২১] যাদের ইস্রায়েল সন্তানেরা নিঃশেষে বিনাশ করতে পারেনি, দেশে অবশিষ্ট সেই লোকদের সন্তানদের শলোমন মেহনতি কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, আর তাদের অবস্থা আজও ঠিক তাই। [২২] কিন্তু শলোমন ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে কাউকে দাস করলেন না; তারা ছিল যোদ্ধা, তাঁর পরিষদ, তাঁর কর্মচারী, অশ্বপাল এবং তাঁর রথগুলোর ও অশ্বারোহীদের

সরদার। [২৩] তাদের মধ্যে পাঁচশ' পঞ্চাশজন শলোমনের কাজে নিযুক্ত প্রধান অধ্যক্ষ ছিল; তারা কর্মীদের উপরে সর্দারি দায়িত্ব পালন করত।

[২৪] ফারাওর কন্যা দাউদ-নগরী থেকে তাঁর জন্য গেঁথে তোলা গৃহে ওঠার পর শলোমন মিল্লোটা গাঁথলেন।

[২৫] শলোমন প্রভুর জন্য যে যজ্ঞবেদি গেঁথেছিলেন, তার উপরে বছরে তিনবার আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করতেন, এবং সেসময়ে প্রভুর সামনে যে বেদি, সেই বেদিতে ধূপ জ্বালাতেন। এইভাবে তিনি গৃহনির্মাণ শেষ করলেন।

[২৬] শলোমন রাজা এদোম অঞ্চলে লোহিত সাগর-তীরে অবস্থিত এলাথের নিকটবর্তী এৎসিয়োন-গেবেরে কতগুলো জাহাজ তৈরি করলেন। [২৭] হিরাম শলোমনের দাসদের সঙ্গে সামুদ্রিক কাজে অভিজ্ঞ তাঁর আপন নাবিক দাসদের সেই সকল জাহাজে পাঠালেন। [২৮] তারা ওফিরে গিয়ে সেখান থেকে চারশ' কুড়ি সোনার বাট নিয়ে শলোমন রাজার কাছে আনল।

শেবার রানীর আগমন

১০ [১] শেবার রানী শলোমনের খ্যাতি শুনতে পেয়ে নানা কঠিন প্রশ্ন নিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে এলেন। [২] তিনি যেরুশালেমে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন বিপুল ঐশ্বর্য, আবার উটের পিঠে বোঝাই করা গন্ধদ্রব্য, রাশি রাশি সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তা। শলোমনের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে তিনি, তাঁর মনে যত প্রশ্ন ছিল, সেপ্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। [৩] শলোমন তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন; রাজার পক্ষে কোন প্রশ্নই তেমন দুরূহ হল না যে, তিনি তার উত্তর দিলেন না। [৪] শেবার রানী যখন শলোমনের সমস্ত প্রজ্ঞা, তাঁর গাঁথা প্রাসাদ, [৫] তাঁর টেবিলে পরিবেশিত নানা খাদ্য, তাঁর কর্মচারীদের বসার ব্যবস্থা, তাঁর লোকজনের পরিচর্যা, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, পাত্রবাহকদের ব্যবহার, এবং প্রভুর গৃহে তাঁর দেওয়া আহুতি লক্ষ করলেন, তখন বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। [৬] তিনি রাজাকে বললেন, 'তবে আমার দেশে আপনার বিষয়ে ও আপনার প্রজ্ঞা বিষয়ে যা কিছু শুনেছিলাম, তা সত্যকথা! [৭] আমি এখানে এসে নিজের চোখেই না দেখা পর্যন্ত এসব কথা বিশ্বাস করতে

পারছিলাম না; আর এখন দেখা যাচ্ছে, তার অর্ধেকও আমাকে বলা হয়নি! আপনার প্রজ্ঞা ও সমৃদ্ধি ক্ষেত্রেও আমাকে যা বলা হয়েছিল, তার চেয়ে আপনার অনেক বেশি আছে। [৮] আপনার পত্নীসকলের, আহা, কেমন সুখ! আপনার এই কর্মচারীদের কেমন সুখ! তারা যে আপনার সাক্ষাতে নিত্যই থাকতে পারে ও আপনার প্রজ্ঞার যত উক্তি শুনতে পারে। [৯] ধন্য আপনার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি আপনার প্রতি এমন প্রীত হলেন যে, আপনাকে ইস্রায়েলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর চিরকালীন কৃপায় প্রভু আপনাকে রাজা করেছেন, যেন আপনি ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করেন।' [১০] তিনি রাজাকে একশ' কুড়িটা সোনার বাট, রাশি রাশি গন্ধদ্রব্য ও বহুমূল্য মণিমুক্তা উপহার দিলেন। শেবার রানী শলোমন রাজাকে যত গন্ধদ্রব্য দিলেন, তত গন্ধদ্রব্য দেশে কখনও আসেনি।

[১১] তাছাড়া, হিরামের যে সকল জাহাজ ওফির থেকে সোনা নিয়ে আসত, সেই সকল জাহাজ ওফির থেকে বহু পরিমাণ চন্দনকাঠ ও বহুমূল্য মণিমুক্তাও আনল। [১২] সেই চন্দনকাঠ দিয়ে রাজা প্রভুর গৃহের জন্য ও রাজপ্রাসাদের জন্য কড়া, এবং গায়কদলের জন্য বীণা ও সেতার তৈরি করালেন। তত পরিমাণ চন্দনকাঠ আজ পর্যন্ত আর আসেনি, দেখাও যায়নি। [১৩] শলোমন রাজা শেবার রানীর বাসনা অনুসারে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত যত কিছু দান করলেন; তাছাড়া শলোমন রাজা নিজ রাজকীয় দানশীলতা অনুসারে তাঁকে আরও উপহার দিলেন। পরে রানী ও তাঁর লোকজন নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

[১৪] এক বছরের মধ্যে শলোমনের ভাণ্ডারে ছ'শো ছেষট্টি বাট সোনা আসত। [১৫] এছাড়া সেই সোনাও ছিল, যা বণিকদের, ব্যবসায়ীদের, আরাবার সকল রাজার ও দেশাধিপতিদের কাছ থেকে আমদানি করা হত।

[১৬] শলোমন রাজা পিটানো সোনার দু'শোটা বিশাল ঢাল তৈরি করলেন; তার প্রতিটি ঢালে ছ'শো শেকেল সোনা ছিল; [১৭] পিটানো সোনা দিয়ে তিনি তিনশ'টা ছোট ঢালও তৈরি করালেন; তার প্রতিটি ঢালে দেড় কিলো করে সোনা ছিল; রাজা 'লেবানন-অরণ্য' সেই গৃহেই সেগুলো রাখলেন। [১৮] উপরন্তু রাজা গজদন্তময় এক মস্ত বড় সিংহাসন তৈরি করে খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন। [১৯] ওই সিংহাসনের ছ'টা

সোপান ছিল, ও সিংহাসনের উপরে থাকা ভাগ পিছন দিকে গোলাকার ছিল, এবং আসনের দু'পাশে হাতা ছিল; সেই হাতার গায়ে দুই সিংহমূর্তি দাঁড়ানো ছিল। [২০] সেই ছ'টা সোপানের উপরে দু'পাশে বারোটা সিংহমূর্তি দাঁড়ানো ছিল: তেমন সিংহাসন আর কোন রাজ্যে কখনও তৈরি করা হয়নি।

[২১] শলোমন রাজার সমস্ত পানপাত্র সোনারই ছিল, 'লেবানন-অরণ্য' সেই গৃহের যাবতীয় পাত্রও খাঁটি সোনার ছিল; রুপোর কিছুই ছিল না; শলোমনের আমলে রুপোর কিছুই মূল্য ছিল না। [২২] বাস্তবিকই সমুদ্রে হিরামের জাহাজগুলো বাদে তার্শিশের জাহাজগুলোও রাজার ছিল; তার্শিশের সেই জাহাজগুলো তিন বছরের মধ্যে একবার সোনা, রুপো, গজদন্ত, বানর ও হনুমান নিয়ে আসত।

[২৩] ধন-ঐশ্বর্যে ও প্রজ্ঞায় শলোমন রাজা পৃথিবীর সকল রাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠই ছিলেন। [২৪] পরমেশ্বর শলোমনের হৃদয়ে যে প্রজ্ঞা সঞ্চার করেছিলেন, তাঁর সেই প্রজ্ঞার বাণী শুনবার জন্য সকল দেশের মানুষ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আকাঙ্ক্ষা করত। [২৫] প্রতিবছর প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপহার, রুপোর পাত্র, সোনার পাত্র, বস্ত্র, অস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য, ঘোড়া ও খচ্চর আনত।

[২৬] শলোমন বহু রথ ও ঘোড়া সংগ্রহ করলেন; তাঁর এক হাজার চারশ'টা রথ ও বারো হাজার ঘোড়া ছিল, আর সেই সমস্ত কিছু তিনি রথ-নগরগুলোতে ও যেরুশালেমে রাজার কাছে রাখতেন। [২৭] রাজা এমনটি করলেন যে, যেরুশালেমে রুপো পাথরের মত, ও এরসকাঠ শেফেলার ডুমুরগাছের মতই প্রচুর হল। [২৮] শলোমনের ঘোড়াগুলো মুস্রি ও কুয়ে থেকে আনা হত; রাজার বণিকেরা কুয়েতে গিয়ে সেগুলোকে কিনত। [২৯] মুস্রি থেকে আনা এক একটা রথের মূল্য ছ'শো শেকেল রুপো ছিল, ও এক একটা ঘোড়ার মূল্য ছিল একশ' পঞ্চাশ শেকেল। এইভাবে তারা হিত্তীয় সকল রাজার কাছে ও আরামীয় রাজাদেরও কাছে সরবরাহ করার জন্য ঘোড়াগুলো আমদানি করত।

শলোমনের পাপ

১১ [১] শলোমন রাজা ফারাওর কন্যাকে ছাড়া আরও অনেক বিদেশিনী নারীকেও —মোয়াবীয়া, আম্মোনীয়া, এদোমীয়া, সিদোনীয়া ও হিত্তীয়া নারীকে ভালবাসলেন।

[২] এরা সকলে সেই জাতিগুলোর নারী, যে জাতিগুলো সম্বন্ধে প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের বলেছিলেন, 'তোমরা তাদের কাছে যেয়ো না, তাদেরও তোমাদের কাছে আসতে দিয়ো না, কারণ তারা নিশ্চয়ই তোমাদের হৃদয়কে তাদের দেবতাদের অনুগামী করে পথভ্রষ্ট করবে।' কিন্তু শলোমন তাদের প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন। [৩] সাতশ'জন রাজকন্যাই ছিল তাঁর পত্নী, তিনশ'জন তাঁর উপপত্নী; তাঁর সেই নারীরা তাঁর হৃদয় পথভ্রষ্ট করল। [৪] তাই এমনটি ঘটল যে, যখন তাঁর বেশ বয়স হল, তখন তাঁর সেই সমস্ত নারী তাঁর হৃদয়কে অন্য দেবতাদের অনুগামী করে পথভ্রষ্ট করল, ফলে তাঁর পিতা দাউদের হৃদয় যেমন তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ ছিল, তাঁর হৃদয় তেমনটি রইল না। [৫] শলোমন সিদোনীয়দের দেবী সেই আস্তার্তীসের ও আম্মোনীয়দের ঘৃণ্য বস্তু সেই মিল্কমের অনুগামী হলেন। [৬] এইভাবে শলোমন প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন; তাঁর আপন পিতা দাউদের মত প্রভুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুগামী হলেন না। [৭] সেসময়েই শলোমন, যেরুশালেমের সামনাসামনি যে পর্বত রয়েছে, সেই পর্বতে মোয়াবের ঘৃণ্য বস্তু সেই কামোশের উদ্দেশে ও আম্মোনীয়দের ঘৃণ্য বস্তু সেই মিল্কমের উদ্দেশে উচ্চস্থানগুলি নির্মাণ করলেন। [৮] তাঁর যত বিদেশিনী স্ত্রী তাদের নিজ নিজ দেবতার উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও বলিদান করত, তেমন সব দেবতাদের উদ্দেশে তিনিও সেইমত করলেন।

[৯] এজন্য প্রভু শলোমনের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন, কেননা তাঁর হৃদয় ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে ত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হয়েছিল, যিনি দু'বার তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন [১০] এবং অন্য দেবতাদের অনুগামী হতে তাঁকে নিষেধাজ্ঞা করেছিলেন; অথচ প্রভু যা আজ্ঞা করেছিলেন, তা তিনি পালন করলেন না। [১১] সেজন্য প্রভু শলোমনকে বললেন, 'যেহেতু তুমি এইভাবে ব্যবহার করেছ, হ্যাঁ, যেহেতু তুমি আমার সন্ধি ও তোমার কাছে জারি করা আমার বিধিনিয়ম পালন করনি, সেজন্য আমি তোমার কাছ থেকে রাজ্য চিরে নিয়ে তোমার একটি দাসকেই দেব। [১২] তবু তোমার পিতা দাউদের খাতিরে তোমার বর্তমানকালে তা করব না, কিন্তু তোমার সন্তানের হাত থেকে তা চিরে নেব। [১৩] কিন্তু তবুও আমি গোটা রাজ্য চিরে নেব না, আমার দাস দাউদের

খাতিরে ও আমার মনোনীতা যেরুশালেমের খাতিরে তোমার সন্তানকে একটা গোষ্ঠী দেব।’

শলোমনের বিদেশী শত্রুরা

[১৪] প্রভু শলোমনের একজন বিপক্ষের উদ্ভব ঘটালেন: তিনি সেই এদোমীয় হাদাদ, এদোমের রাজবংশে যাঁর জন্ম। [১৫] দাউদ এদোমকে চূর্ণবিচূর্ণ করার পর সেনাপতি যোয়াব নিহত লোকদের সমাধি দিতে গিয়েছিলেন ও এদোমের প্রত্যেক পুরুষকে আঘাত করেছিলেন [১৬] (কারণ যতদিন যোয়াব এদোমের সমস্ত পুরুষকে উচ্ছেদ না করলেন, ততদিন ছ’ মাস ধরেই তিনি ও গোটা ইস্রায়েল এদোমে থাকলেন), [১৭] কিন্তু ওই হাদাদ ও তাঁর সঙ্গে তাঁর পিতার সেবায় নিযুক্ত কয়েকজন এদোমীয় পুরুষ মিশরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেসময়ে হাদাদ ক্ষুদ্র বালক ছিলেন। [১৮] তাঁরা মিদিয়ান থেকে রওনা হয়ে পারানে যান; পরে পারান থেকে লোক সঙ্গে করে মিশরে গিয়ে মিশর-রাজ ফারাওর কাছে এসে পৌঁছেন; তিনি তাঁকে একটা বাড়ি দেন, এবং তাঁর জন্য খাদ্য ব্যবস্থা করেন ও তাঁকে জমিও মঞ্জুর করেন। [১৯] হাদাদ ফারাওর কাছে এমন অনুগ্রহের পাত্র হন যে, ফারাও তাঁর সঙ্গে তাঁর শালীর অর্থাৎ তাহ্‌পেনেস রানীর বোনের বিবাহ দেন। [২০] তাহ্‌পেনেসের বোন তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন যার নাম গেনুবাথ, এবং তাহ্‌পেনেস ফারাওর প্রাসাদে তাকে দুধছাড়া করেন; গেনুবাথ ফারাওর প্রাসাদে ফারাওর ছেলেদের মধ্যে মানুষ হয়। [২১] কিন্তু যখন হাদাদ মিশরে একথা শুনলেন যে, দাউদ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন ও যোয়াব সেনাপতি মরেছেন, তখন হাদাদ ফারাওকে বললেন, ‘আমাকে বিদায় দিন, আমি স্বদেশে যাই।’ [২২] ফারাও তাঁকে বললেন, ‘আমার এখানে তোমার কিসের অভাব হয়েছে যে, তুমি হঠাৎ স্বদেশে যেতে আকাঙ্ক্ষা করছ?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘অভাব নেই বটে, তথাপি, আপনার দোহাই, আমাকে বিদায় দিন।’

[২৩] পরমেশ্বর শলোমনের আর একজন বিপক্ষের উদ্ভব ঘটালেন: তিনি এলিয়াদার সন্তান সেই রেজোন, যিনি তাঁর আপন মনিবের কাছ থেকে, জোবার রাজা হাদাদ-এজেরের কাছ থেকেই পালিয়ে গেছিলেন। [২৪] যে সময়ে দাউদ আমোরীয়দের সংহার করেন, সেসময়ে ইনি কাছে লোক জড় করে বিদ্রোহী এক দলের নেতা

হয়েছিলেন। পরে তিনি দামাস্ক হস্তগত করে সেইখানে বাস করলেন ও দামাস্কের রাজা হলেন। [২৫] তিনি শলোমনের সমস্ত জীবনকাল-ব্যাপী ইস্রায়েলের বিপক্ষ ছিলেন।

যেরবোয়ামের বিপ্লব

[২৬] সেরেদা-নিবাসী এফ্রাইমীয় নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম, যাঁর বিধবা মাতার নাম সেরুয়া, তিনিও রাজার পরিচর্যায় নিযুক্ত হওয়ার সময়ে রাজদ্রোহ করলেন। [২৭] তাঁর রাজদ্রোহের কারণ এ: শলোমন মিল্লোটা নির্মাণ করছিলেন, ও তাঁর পিতা দাউদের নগরীর ভেঙে পড়া কয়েকটা প্রাচীর সংস্কার করছিলেন; [২৮] যেরবোয়াম লোকটি বীরযোদ্ধা ছিলেন, এবং শলোমন এই যুবকটির কর্মদক্ষতা দেখে তাঁকে যোসেফকুলের সমস্ত কর্মীদের অধ্যক্ষ করেন। [২৯] সেসময়ে যেরবোয়াম যেরুশালেমের বাইরে গিয়ে পথে চলাকালে শীলো-নিবাসী নবী আহিয়ার দেখা পান; নবী নতুন একটা জোব্বা পরে আছেন; তাঁরা দু'জনে তখন খোলা মাঠে একাই ছিলেন। [৩০] হঠাৎ আহিয়া তাঁর সেই নতুন জোব্বা দু'হাতে ধরে তা ছিঁড়ে বারো টুকরো করে ফেললেন। [৩১] তারপর তিনি যেরবোয়ামকে বললেন, 'দশটা টুকরো নাও, কারণ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি শলোমনের হাত থেকে রাজ্য চিরে নেব, আর দশটা গোষ্ঠীকে তোমাকে দেব। [৩২] তবে আমার দাস দাউদের খাতিরে এবং ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে আমার বেছে নেওয়া নগরী সেই যেরুশালেমের খাতিরে একটা গোষ্ঠী তাঁর হাতে থাকবে। [৩৩] এমনটি ঘটবে, কারণ সে আমাকে ত্যাগ করে সিদোনীয়দের আস্তার্তীস দেবীর, মোয়াবের কামোশ দেবের ও আম্মোনীয়দের মিল্কম দেবের সামনে প্রণিপাত করল; এবং তার পিতা দাউদ আমার দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময় তেমন কাজই ক'রে, ও আমার বিধি ও নিয়মনীতি পালন ক'রে যেমন আমার সমস্ত পথে চলেছিল, সে তেমনটি করেনি। [৩৪] তবে আমি তারই হাত থেকে সমস্ত রাজ্য কেড়ে নেব এমন নয়, কারণ আমার আজ্ঞা ও বিধিনিয়ম যে পালন করেছিল, আমার বেছে নেওয়া দাস সেই দাউদের খাতিরে আমি তাকে তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে জননায়ক পদে রেখেছি। [৩৫] তার ছেলের হাত থেকেই আমি রাজ্য কেড়ে নেব, এবং তার দশটা গোষ্ঠী তোমাকে দেব। [৩৬] কেবল একটা গোষ্ঠী তার ছেলের হাতে দেব—সেই যে নগরী আমি আমার আপন নাম অধিষ্ঠিত করার জন্য বেছে

নিয়েছি, আমার দাস দাউদের খাতিরে যেন সেই যেরুশালেম নগরীতে আমার সাক্ষাতে একটা প্রদীপ নিত্যই থাকে। [৩৭] তোমাকেই আমি নিযুক্ত করব, ফলে তুমি তোমার প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষামতই সবকিছুর উপরে রাজত্ব করবে: হ্যাঁ, তুমি হবে ইস্রায়েলের রাজা! [৩৮] যদি আমার সমস্ত আদেশবাণী শোন, এবং আমার বিধিনিয়ম ও আজ্ঞা পালনে যদি আমার সমস্ত পথে চল ও আমার দাস দাউদের মত তুমিও যদি আমার দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময় তেমন কাজই কর, তবে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব, এবং দাউদের জন্য যেমন করেছি, তেমনি তোমার জন্যও চিরস্থায়ী এক কুল প্রতিষ্ঠা করব। আমি ইস্রায়েলকে তোমার হাতে তুলে দেব; [৩৯] আমি দাউদের বংশকে অবনমিত করব—কিন্তু চিরকালের মত নয়!’

[৪০] শলোমন যেরবোয়ামকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু যেরবোয়াম মিশরে সেখানকার রাজা শিশাকের কাছে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, এবং শলোমনের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মিশরে থাকলেন।

[৪১] শলোমনের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কাজকর্ম ও প্রজ্ঞার বিবরণ কি শলোমনের কীর্তি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [৪২] শলোমন যেরুশালেমে চল্লিশ বছর সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করলেন। [৪৩] পরে শলোমন তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর আপন পিতা দাউদের নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান রেহোবোয়াম তাঁর পদে রাজা হলেন।

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিচ্ছেদ—ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়াম

১২ [১] রেহোবোয়াম শিখেমে গেলেন, যেহেতু গোটা ইস্রায়েল তাঁকে রাজা করার জন্য শিখেমে এসে উপস্থিত হয়েছিল। [২] নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম কথাটা শুনতে পেয়ে—তিনি তখনও মিশরে ছিলেন, শলোমন রাজার কাছ থেকে সেইখানে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন—মিশর ছেড়ে ফিরে এলেন। [৩] লোকেরা দূত পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনল, আর যেরবোয়াম ও ইস্রায়েলের সমস্ত জনসমাবেশ এসে রেহোবোয়ামকে বললেন, [৪] ‘আপনার পিতা আমাদের উপরে দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন; তাই আপনার পিতা আমাদের উপরে যে কঠোর দাসকর্ম ও দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন, আপনি

এখন তা হালকা করে দিন, তবে আমরা আপনার সেবা করব।' [৫] তিনি প্রতিবাদ করে তাদের বললেন, 'এখন চলে যাও, তিন দিন পরে আবার আমার কাছে এসো।' লোকেরা চলে গেল।

[৬] রেহোবোয়াম রাজা, তাঁর আপন পিতা শলোমনের জীবনকালে যে প্রবীণেরা তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন; তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে পরামর্শ দাও, ওই লোকদের আমি কী উত্তর দেব?' [৭] তাঁরা তাঁকে বললেন, 'যদি আপনি আজ ওই লোকদের কাছে নিজেকে তাদের দাসরূপে দেখান, ওদের কাছে যদি নত হন, ওদের যদি প্রিয় কথা শোনান, তবে ওরা সারা জীবন ধরেই আপনার দাস হবে।' [৮] কিন্তু প্রবীণেরা তাঁকে যে পরামর্শ দিলেন, তিনি তা অবহেলা করলেন এবং যে যুবকেরা তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিল আর এখন তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল, তাদেরই সঙ্গে পরামর্শ করলেন। [৯] তাদের তিনি বললেন, 'ওই লোকেরা নাকি বলছে, আপনার পিতা আমাদের উপরে যে জোয়াল চাপিয়েছেন, তা হালকা করে দিন; তবে এখন আমরা ওদের কী উত্তর দেব? তোমাদের পরামর্শ কী?' [১০] যে যুবকেরা তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিল, তারা তাঁকে এই উত্তর দিল, 'যে লোকেরা আপনাকে বলছে: আপনার পিতা আমাদের উপরে দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন, আপনি আমাদের জন্য তা হালকা করে দিন, তাদের আপনি এই বলে উত্তর দিন: আমার কনিষ্ঠ আঙুল আমার পিতার কটিদেশের চেয়েও স্থূল! [১১] আচ্ছা, যদিও আমার পিতা তোমাদের উপরে দুর্বহই একটা জোয়াল চাপিয়েছেন, তবু আমি তোমাদের সেই জোয়াল আরও দুর্বহ করব; হ্যাঁ, আমার পিতা কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বিছেরই কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেব।'

[১২] পরে, 'তিন দিন পরে আবার আমার কাছে এসো,' একথা বলে রাজা যে হুকুম দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে যেরবোয়াম এবং সমস্ত লোক যখন তিন দিন পরে রেহোবোয়ামের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, [১৩] তখন রাজা প্রবীণদের পরামর্শ ত্যাগ করে লোকদের কঠোর উত্তর দিলেন; [১৪] যুবকদের পরামর্শ অনুসারে তিনি বললেন, 'আমার পিতা তোমাদের জোয়াল দুর্বহ করেছিলেন, কিন্তু আমি তোমাদের জোয়াল আরও দুর্বহ করব; আমার পিতা কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি

বিছেরই কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেব!’ [১৫] রাজা লোকদের কথায় কান দিলেন না; এমনটি প্রভুর ব্যবস্থা অনুসারেই ঘটল, শীলো-নিবাসী আহিয়ার মধ্য দিয়ে প্রভু নেবাতের সন্তান যেরবোয়ামকে যে কথা বলেছিলেন, তা যেন সিদ্ধি লাভ করে।

[১৬] যখন সমস্ত ইস্রায়েল দেখল, রাজা তাদের কথায় কান দিলেন না, তখন তারা রাজাকে এই উত্তর দিল,

‘দাউদে আমাদের কী অংশ?
যেসের ছেলের সঙ্গে আমাদের তো কোন উত্তরাধিকার নেই!
ইস্রায়েল, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুতে যাও!
দাউদ, এবার তোমার কুল নিয়েই তুমি ব্যস্ত থাক!’

তাই ইস্রায়েলীয়েরা নিজ নিজ তাঁবুতে গেল। [১৭] তথাপি, যে ইস্রায়েল সন্তানেরা যুদার সমস্ত শহরে বাস করত, তাদের উপরে রেহোবোয়াম রাজত্ব করলেন। [১৮] রেহোবোয়াম রাজা যখন আদোরামকে পাঠালেন—সে ছিল মেহনতি কাজের সরদার—তখন সমস্ত ইস্রায়েল তাকে পাথর ছুড়ে মারল, আর সে মারা গেল। তখন রেহোবোয়াম রাজা যেরুশালেমে পালাবার চেষ্টায় শীঘ্রই গিয়ে রথে উঠলেন। [১৯] এইভাবে ইস্রায়েল আজ পর্যন্ত দাউদকুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে রয়েছে।

[২০] যখন সমস্ত ইস্রায়েল শুনতে পেল, যেরবোয়াম ফিরে এসেছেন, তখন লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডাকল, যেন তিনি জনসমাবেশে যোগ দেন; এবং তাঁকে সমস্ত ইস্রায়েলের রাজা বলে ঘোষণা করল; কেবল যুদা-গোষ্ঠী ছাড়া আর কোন গোষ্ঠী দাউদকুলের অনুগামী থাকল না।

[২১] যেরুশালেমে এসে পৌঁছবার পর রেহোবোয়াম সমস্ত যুদাকুলকে ও বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীকে—এক লক্ষ আশি হাজার সেরা যোদ্ধাকেই ইস্রায়েলকুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং শলোমনের সন্তান রেহোবোয়ামের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্য একত্রে সমবেত করলেন। [২২] কিন্তু পরমেশ্বরের মানুষ শেমাইয়ার কাছে পরমেশ্বরের এই বাণী এসে উপস্থিত হল, [২৩] ‘শলোমনের সন্তান যুদা-রাজ রেহোবোয়ামকে, গোটা যুদাকুলকে ও বেঞ্জামিনকে এবং জনগণের সকলকে একথা বল: [২৪] প্রভু একথা বলছেন, তোমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে, সেই ইস্রায়েল সন্তানদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে

বেরিয়ে পড়ো না! প্রত্যেকে যে যার বাড়িতে ফিরে যাও, কারণ আমিই এই পরিস্থিতি ঘটিয়েছি।' তারা প্রভুর বাণীর প্রতি বাধ্য হল ও প্রভুর বাণী অনুসারে ফিরে গেল। [২৫] যেরবোয়াম এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে শিখেম প্রাচীরবেষ্টিত করে তা নিজের বাসস্থান করলেন, এবং সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে পেনুয়েল প্রাচীরবেষ্টিত করলেন।

[২৬] যেরবোয়াম ভাবছিলেন, 'এমন পরিস্থিতিতে রাজ্য যুদাকুলের হাতে নিশ্চয় ফিরে যাবে। [২৭] এই লোকেরা যদি বলি উৎসর্গ করার জন্য যেরুশালেমে প্রভুর গৃহে যায়, তাহলে এদের মন আবার এদের প্রভু সেই যুদা-রাজ রেহোবোয়ামের প্রতিই ফিরবে; আর আমাকে মেরে ফেলে যুদা-রাজ রেহোবোয়ামের কাছে ফিরবে।' [২৮] তাই রাজা পরামর্শ নেওয়ার পর দু'টো সোনার বাছুর তৈরি করালেন, তারপর লোকদের বললেন, 'তোমরা বহুদিন ধরেই যেরুশালেমে তীর্থযাত্রা করে আসছ; আর নয়! দেখ, ইস্রায়েল, এই যে তোমার দেবতারা, যাঁরা মিশর দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন।' [২৯] তিনি সেগুলোর একটা বেথেলে প্রতিষ্ঠা করলেন, আর একটা দানে রাখলেন। [৩০] এতে পাপ করার অবকাশ সৃষ্টি হল; বস্তুত লোকেরা সেগুলোর একটার সামনে শোভাযাত্রা করে দান পর্যন্তই যাত্রা করত।

[৩১] তাছাড়া তিনি নানা উচ্চস্থানে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, এবং জনসাধারণের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে তিনি এমন লোকদের যাজক পদে নিযুক্ত করলেন, যারা লেবি-সন্তান ছিল না। [৩২] যেরবোয়াম বর্ষের অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিনে এমন পর্বোৎসব প্রবর্তন করলেন, যা যুদায় পালিত পর্বোৎসবের মত, আর তখন তিনি নিজেই যজ্ঞবেদিতে গিয়ে উঠলেন; তেমন কাজ তিনি বেথেলেই করলেন: যে বাছুরমূর্তি তিনি তৈরি করেছিলেন, তার কাছে বলি উৎসর্গ করলেন; এবং উচ্চস্থানগুলিতে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেগুলির যাজকদের জন্য তিনি বেথেলেই থাকার ব্যবস্থা করলেন। [৩৩] তিনি সেই অষ্টম মাসের—সেই যে মাস নিজের ইচ্ছামতই তিনি বেছে নিয়েছিলেন—পঞ্চদশ দিনে বেথেলে যে যজ্ঞবেদি তৈরি করেছিলেন, সেই যজ্ঞবেদিতে উঠলেন; ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য তিনি একটা পর্বোৎসব প্রবর্তন করলেন, এবং ধূপ জ্বালাবার জন্য নিজেই যজ্ঞবেদিতে গিয়ে উঠলেন।

বেথেলের বিরুদ্ধে বাণী

১৩ [১] পরমেশ্বরের একজন মানুষ প্রভুর আদেশমত যুদা থেকে বেথেলে এসে
উপস্থিত হলেন; সেসময়ে যেরবোয়াম ধূপ জ্বালাবার জন্য বেদির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
[২] প্রভুর বাণীমত লোকটি বেদির বিরুদ্ধে একথা ঘোষণা করলেন, 'হে বেদি, হে বেদি,
প্রভু একথা বলছেন: দেখ, দাউদকুলে যোশিয়া নামে একটি শিশু জন্ম নেবে;
উচ্চস্থানগুলির যে যাজকেরা তোমার উপরে ধূপ জ্বালিয়েছে, তাদের সে তোমার উপরে
বলিদান করবে, এবং তোমার উপরে মানুষের হাড় পুড়িয়ে দেওয়া হবে।' [৩] আর
একই সময়ে তিনি এক চিহ্ন দেখিয়ে বললেন, 'প্রভু যে চিহ্নের কথা বলেছেন, তা এ:
দেখ, এই বেদি ফেটে যাবে, এবং এর উপরে যত ছাই ছড়িয়ে পড়বে।' [৪] পরমেশ্বরের
মানুষ বেথেলের বেদির বিরুদ্ধে যে কথা ঘোষণা করলেন, তা শোনামাত্র যেরবোয়াম
রাজা বেদি থেকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'ওকে ধর!' কিন্তু তিনি তাঁর বিরুদ্ধে যে হাত
বাড়ালেন, তা শুষ্ক হয়ে গেল, তিনি তা আর গোটাতে পারলেন না; [৫] আর তখনই
বেদি ফেটে গেল আর বেদি থেকে ছাই ছড়িয়ে পড়ল, ঠিক সেই চিহ্ন অনুসারে যা
পরমেশ্বরের মানুষ প্রভুর বাণীমত দেখিয়েছিলেন। [৬] রাজা পরমেশ্বরের মানুষকে
বললেন, 'আপনার পরমেশ্বরের শ্রীমুখ প্রসন্ন করুন, ও আমার হয়ে প্রার্থনা করুন, যেন
আমার হাত আবার আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।' পরমেশ্বরের মানুষ প্রভুর শ্রীমুখ প্রসন্ন
করলেন, আর রাজার হাত আগের মত হল। [৭] তখন রাজা পরমেশ্বরের মানুষকে
বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে বাড়ি এসে একটু স্বস্তি নিন, আমি আপনাকে উপহার
দেব।' [৮] কিন্তু পরমেশ্বরের মানুষ রাজাকে এই উত্তর দিলেন, 'আপনি আমাকে
আপনার বাড়ির অর্ধেক অংশ দিলেও আমি আপনার সঙ্গে যাব না; এখানে আমি কিছুই
খাব না, কিছুই পান করব না; [৯] কেননা প্রভুর বাণীমত আমাকে এই আজ্ঞা দেওয়া
হয়েছে: তুমি কিছুই খাবে না, কিছুই পান করবে না, এবং যে পথ দিয়ে যাবে, সেই পথ
দিয়ে ফিরে আসবে না।' [১০] আর তিনি যে পথ দিয়ে বেথেলে এসেছিলেন, সেই পথে
না গিয়ে অন্য পথ ধরে চলে গেলেন।

[১১] বেথেলে একজন প্রাচীন নবী বাস করতেন; তাঁর ছেলেরা এসে, বেথেলে
সেদিন পরমেশ্বরের মানুষ যা কিছু করেছিলেন, সবই তাঁকে জানাল; রাজাকে তিনি যে

যে কথা বলেছিলেন, তার বৃত্তান্তও ছেলেরা পিতাকে বলল। [১২] তাদের পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কোন্ পথে গেলেন?' যুদা থেকে আসা পরমেশ্বরের সেই মানুষ কোন্ পথ ধরে চলে গেছিলেন, তা তাঁর ছেলেরা দেখালেন। [১৩] তখন তিনি তাঁর ছেলেদের বললেন, 'আমার জন্য গাধা সাজাও।' তারা তাঁর জন্য গাধা সাজাল আর তিনি তার উপরে চড়লেন। [১৪] তিনি পরমেশ্বরের মানুষের পিছু পিছু গেলেন, এবং তাঁকে একটা ওক্ গাছের তলায় বসা পেলেন; তাঁকে বললেন, 'আপনি কি যুদা থেকে আসা পরমেশ্বরের সেই মানুষ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি সেই।' [১৫] নবী তাঁকে বললেন, 'আমার সঙ্গে বাড়িতে চলুন, কিছুটা খান।' [১৬] তিনি বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে ফিরে যেতে পারি না; এখানে খেতে বা পান করতেও পারি না। [১৭] কেননা প্রভুর বাণীমত আমাকে এই আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তুমি সেই জায়গায় কিছুই খাবে না, কিছুই পান করবে না, এবং যে পথ দিয়ে যাবে, সেই পথ দিয়ে ফিরে আসবে না।' [১৮] নবী তাঁকে বললেন, 'আপনার মত আমিও নবী; একজন দূত প্রভুর বাণীমত আমাকে একথা বলেছেন: কিছু খাওয়াবার জন্য ও কিছু পান করাবার জন্য তুমি ওকে সঙ্গে করে তোমার বাড়িতে ফিরিয়ে আন।' তিনি তো মিথ্যা কথা বলছিলেন, [১৯] আর সেই লোক তাঁর সঙ্গে ফিরে গিয়ে তাঁর বাড়িতে খেলেন ও পান করলেন।

[২০] তাঁরা বসে খাচ্ছেন, এমন সময়, যে নবী ওঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, প্রভুর বাণী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হল; [২১] তখন তিনি চিৎকার করে যুদা থেকে আসা পরমেশ্বরের মানুষকে উদ্দেশ করে বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: তুমি প্রভুর নিজেরই মুখ অবজ্ঞা করেছ বিধায়, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যা আজ্ঞা করেছিলেন, তা তুমি পালন করনি বিধায়, [২২] বরং তিনি যে জায়গার বিষয়ে বলেছিলেন: তুমি কিছুই খাবে না, কিছুই পান করবে না, সেই জায়গায় ফিরে এসে তুমি খেয়েছ ও পান করেছ বিধায় তোমার লাশ তোমার পিতৃপুরুষদের সমাধিতে প্রবেশ করবে না।' [২৩] তাঁরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর তিনি তাঁর জন্য, অর্থাৎ যাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, সেই নবীর জন্য গাধা সাজালেন, [২৪] আর তিনি রওনা হলেন। পথে এক সিংহ তাঁর সামনে পড়ে তাঁকে বধ করল; তাঁর লাশ পথে পড়ে থাকল, এবং তার পাশে গাধা দাঁড়িয়ে রইল, লাশের পাশে সিংহও দাঁড়িয়ে রইল। [২৫] হঠাৎ এমনটি হল যে,

কয়েকজন পথিক যেতে যেতে দেখল, লাশ পথে পড়ে রয়েছে, এবং লাশের পাশে সিংহ দাঁড়িয়ে আছে; তারা গিয়ে সেই শহরে সংবাদ দিল যেখানে ওই প্রাচীন নবী বাস করতেন। [২৬] যে নবী তাঁকে পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, তিনি কথাটা শুনে বললেন, 'ইনি পরমেশ্বরের সেই মানুষ, যিনি প্রভুর নিজেরই মুখ অবজ্ঞা করেছিলেন; তাঁর প্রতি প্রভুর উচ্চারিত বাণীমত প্রভু তাঁকে সিংহের কবলে তুলে দিয়েছেন, আর সিংহ তাঁকে চূর্ণবিচূর্ণ করে বধ করেছে।' [২৭] নিজ ছেলেদের উদ্দেশ করে তিনি বলে চললেন, 'আমার জন্য গাধা সাজাও;' আর তারা গাধাটা সাজাল। [২৮] তিনি গিয়ে দেখলেন: লাশ পথে পড়ে রয়েছে, এবং লাশের পাশে গাধা ও সিংহ দাঁড়িয়ে আছে। সিংহ লাশ খায়নি, গাধাটাকেও চূর্ণবিচূর্ণ করেনি। [২৯] তাই নবী পরমেশ্বরের মানুষের লাশ তুলে গাধার উপরে চাপিয়ে তা তাঁর নিজের শহরে ফিরিয়ে আনলেন, যেন তাঁর জন্য বিলাপ করতে ও তাঁকে সমাধি দিতে পারেন। [৩০] তিনি লাশটাকে তাঁর নিজের সমাধিমন্দিরে রাখলেন, এবং তারা 'হায় ভাই আমার!' বলে তাঁর জন্য বিলাপধ্বনিটা তুলল। [৩১] তাঁকে সমাধি দেওয়ার পর তিনি নিজ ছেলেদের বললেন, 'আমি যখন মরব, তখন এই যে সমাধিতে পরমেশ্বরের মানুষকে সমাধি দেওয়া হয়েছে, তারই মধ্যে আমাকে সমাধি দেবে: হ্যাঁ, এঁর হাড়ের পাশে আমার হাড় রাখবে; [৩২] কেননা বেথেলের যজ্ঞবেদির বিরুদ্ধে ও সামারিয়ার নানা শহরে থাকা উচ্চস্থানের সমস্ত দেবালয়ের বিরুদ্ধে প্রভুর বাণীমত ইনি যে কথা ঘোষণা করেছিলেন, তার সিদ্ধি হবেই হবে।'

[৩৩] এই ঘটনার পরেও যেরবোয়াম তাঁর কুপথ ত্যাগ করে ফিরলেন না, বরং আবার জনসাধারণের মধ্য থেকে লোকদের বেছে নিয়ে উচ্চস্থানের যাজক পদে নিযুক্ত করলেন; যাকে ইচ্ছা হত, তাকে তিনি যাজক পদে নিযুক্ত করতেন আর লোকটা উচ্চস্থানের যাজক হত। [৩৪] তেমন আচরণই যেরবোয়ামের কুলের পক্ষে পাপস্বরূপ হল, আর এই পাপের ফলেই তাঁর কুল উচ্ছিন্ন হল ও পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হল।

যেরবোয়ামের শেষ দিনগুলি (খ্রিঃপূঃ ৯৩১-৯১০)

১৪ [১] সেসময়ে যেরবোয়ামের সন্তান আবিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ল। [২] যেরবোয়াম তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'ওঠ, ছদ্মবেশ ধারণ কর, যেন বোঝা না যায় যে তুমি যেরবোয়ামের স্ত্রী; পরে শীলোতে যাও। দেখ, সেখানে সেই আহিয়া নবী আছেন, যিনি আমার বিষয়ে বলেছিলেন যে, আমি এই জাতির রাজা হব। [৩] তুমি দশখানা রুটি, কয়েকটা পিঠা ও এক ভাঁড় মধু সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে যাও; ছেলেটির কী হবে, তা তিনি তোমাকে জানাবেন।' [৪] যেরবোয়ামের স্ত্রী সেইমত করলেন: তিনি রওনা দিয়ে শীলোতে গিয়ে আহিয়ার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। সেসময়ে আহিয়া দেখতে পারতেন না, কেননা বৃদ্ধ বয়সের কারণে তাঁর চোখ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল।

[৫] প্রভু আহিয়াকে বলেছিলেন, 'দেখ, যেরবোয়ামের স্ত্রী তোমার কাছে নিজ ছেলের বিষয়ে দৈববাণী চাইতে আসছে, কেননা ছেলেটা অসুস্থ। তুমি তাকে অমুক কথা বলবে। সে যখন আসবে, তখন অপরিচিতার মতই ভান করবে।' [৬] তাই দরজায় তাঁর আসার সময়ে আহিয়া তাঁর পায়ের সাড়া পাওয়ামাত্র বললেন, 'হে যেরবোয়ামের বধূ, ভিতরে এসো। তুমি কেন অপরিচিতার মত ভান করছ? তোমার জন্য অশুভ সংবাদ আছে। [৭] যাও, যেরবোয়ামকে বল: প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, আমি জনগণের ভিড়ের মধ্য থেকে তোমাকে উন্নীত করে আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জননায়ক করেছি; [৮] আমি দাউদের কুল থেকে রাজ্য চিরে নিয়ে তা তোমাকেই দিয়েছি; অথচ আমার দাস যে দাউদ আমার আজ্ঞা পালন করত ও আমার দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করার জন্য সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুগামী ছিল, তুমি তার মত হওনি, [৯] বরং তোমার আগেকার সকলের চেয়েও বেশি দুষ্কর্ম করেছ; হ্যাঁ, তুমি গিয়ে তোমার নিজের জন্য অন্য দেবতা ও ছাঁচে ঢালাই করা দেবমূর্তিগুলো তৈরি করে আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছ এবং আমাকে তোমার পিছনেই ফেলে দিয়েছ। [১০] এজন্য দেখ, আমি যেরবোয়ামের উপরে অমঙ্গল ডেকে আনব; যেরবোয়ামের কুলের প্রতিটি পুরুষকে, ইস্রায়েলের মধ্যে ক্রীতদাস ও স্বাধীন যত পুরুষকেই উচ্ছেদ করব; যেমন ঝাঁটা দিয়ে মল নিঃশেষে দূর করা হয়, তেমনি আমি যেরবোয়ামের কুলকে ঝাঁটা দিয়ে একেবারে দূর করে দেব। [১১] যেরবোয়ামের কুলে যে কেউ শহরে মরবে, তাকে

কুকুরেই গ্রাস করবে, ও যে কেউ খোলা মাঠে মরবে, তাকে আকাশের পাখিতেই গ্রাস
করবে, কারণ প্রভু কথা বলেছেন। [১২] সুতরাং, তুমি ওঠ, বাড়ি ফিরে যাও। তুমি
নগরীতে পা দেওয়ামাত্র ছেলেটা মরবে। [১৩] তার জন্য গোটা ইস্রায়েল বিলাপ করবে
ও তাকে সমাধি দেবে; যেরবোয়ামের কুলে কেবল সে-ই প্রকৃত সমাধি পাবে, কেননা
যেরবোয়ামের কুলের মাঝে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু কেবল তারই মধ্যে ভাল কিছু
পেয়েছেন। [১৪] প্রভু ইস্রায়েলের উপরে নিজেরই এক রাজা অধিষ্ঠিত করবেন, সে
এইদিনেই যেরবোয়ামের কুলকে উচ্ছেদ করবে। কেমন কথা? হ্যাঁ, এইদিনে!
[১৫] উপরন্তু প্রভু ইস্রায়েলকে মেরে তাকে জলে আলোড়িত নলের মত করবেন, এবং
তাদের পিতৃপুরুষদের এই যে উত্তম দেশভূমি দিয়েছেন, এই ভূমি থেকে ইস্রায়েলকে
উৎপাটন করে [ফোরাত] নদীর ওপারে বিক্ষিপ্ত করবেন, কারণ তারা নিজেদের জন্য
পবিত্র দণ্ডগুলো প্রতিষ্ঠা করে প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। [১৬] যেরবোয়াম যে সকল
পাপ করেছে, এবং যে সকল পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছে, এইসব কিছুর
কারণেই প্রভু ইস্রায়েলকে ত্যাগ করবেন।’
[১৭] যেরবোয়ামের স্ত্রী উঠে বিদায় নিলেন ও তির্সায় এসে উপস্থিত হলেন; তিনি
বাড়ির প্রবেশদ্বার পার হওয়ামাত্র ছেলেটি মারা গেল। [১৮] প্রভু তাঁর দাস আহিয়া
নবীর মধ্য দিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেই অনুসারে তারা তাকে সমাধি দিল ও
গোটা ইস্রায়েল তার জন্য বিলাপ করল।
[১৯] যেরবোয়ামের বাকি যত কর্মকীর্তি, তিনি কেমন যুদ্ধ করলেন ও কেমন রাজত্ব
করলেন, দেখ, এই সমস্ত কথা ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
[২০] যেরবোয়াম বাইশ বছর রাজত্ব করেন; পরে তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা
গেলেন, আর তাঁর সন্তান নাদাব তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ রেহোবোয়াম (খ্রিঃপূঃ ৯৩১-৯১৩)

[২১] যুদা দেশে শলোমনের সন্তান রেহোবোয়াম রাজা হন। রেহোবোয়াম
একচল্লিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করেন; প্রভু নিজের নাম স্থাপনের উদ্দেশ্যে
ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে নগরী বেছে নিয়েছিলেন, সেই যেরুশালেমে
রেহোবোয়াম সতের বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম নাআমা, তিনি আম্মোনীয়া।

[২২] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, যুদা তেমন কাজই করল; তাদের পিতৃপুরুষেরা যা যা করেছিল, সেইসব কিছুর চেয়ে তারা তাদের অতিরিক্ত পাপকর্ম সাধনে তাঁর অন্তর্জ্বালা জন্মাল। [২৩] তারাও নিজেদের জন্য বহু বহু উচ্চস্থান নির্মাণ করল এবং যত উঁচু পাহাড়ে বা সবুজ গাছের তলায় স্মৃতিস্তম্ভ ও পবিত্র দণ্ড প্রতিষ্ঠা করল; আর শুধু তা নয়, দেশে সেবাদাসেরাও ছিল। [২৪] প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলোকে দেশছাড়া করেছিলেন, তাদের সমস্ত জঘন্য প্রথা অনুসারেই ওরা কাজ করল।

[২৫] তাই এমনটি ঘটল যে, রেহোবোয়াম রাজার পঞ্চম বর্ষে মিশর-রাজ শিশাক যেরুশালেম আক্রমণ করলেন; [২৬] তিনি প্রভুর গৃহের ধন ও রাজপ্রাসাদের ধন লুট করে নিলেন; সমস্ত কিছুই লুট করে নিলেন, আর শলোমনের তৈরী সোনার ঢালগুলোও কেড়ে নিয়ে গেলেন। [২৭] পরে রেহোবোয়াম রাজা সেগুলোর বদলে নানা ব্রঞ্জের ঢাল তৈরি করিয়ে রাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষী পদাতিকদের অধ্যক্ষদের হাতে তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তুলে দিলেন। [২৮] রাজা যখন প্রভুর গৃহে প্রবেশ করতেন, তখন ওই পদাতিকেরা সেই সকল ঢাল ধরত, পরে পদাতিকদের ঘরে তা ফিরিয়ে নিত।

[২৯] রেহোবোয়ামের বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [৩০] রেহোবোয়াম ও যেরবোয়ামের মধ্যে অবিরতই যুদ্ধ হল। [৩১] পরে রেহোবোয়াম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল; আর তাঁর সন্তান আবিয়াম তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ আবিয়াম (খ্রিঃপূঃ ৯১৩-৯১১)

১৫ [১] নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম রাজার অষ্টাদশ বর্ষে আবিয়াম যুদার উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে [২] যেরুশালেমে তিন বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম মাআখা, তিনি আব্‌শালোমের বোন। [৩] তাঁর আগে তাঁর পিতা যে সকল পাপ করেছিলেন, তিনিও সেই সমস্ত পাপের পথে চললেন; তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের হৃদয় যেমন ছিল, তাঁর হৃদয় তেমনি তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ ছিল না। [৪] তথাপি

দাউদের খাতিরে তাঁর পরে তাঁর সন্তানকে উন্নীত করার জন্য ও যেরুশালেম সুস্থির করার জন্য তাঁর পরমেশ্বর প্রভু যেরুশালেমে তাঁকে এক প্রদীপ মঞ্জুর করলেন; [৫] কেননা প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, দাউদ তেমন কাজই করতেন; হিত্তীয় উরিয়ার ব্যাপার ছাড়া কোন বিষয়েই তিনি সারা জীবন ধরে তাঁর আজ্ঞা ছেড়ে পরাজ্মুখ হননি। [৬] আবিয়ামের সমস্ত জীবনকালে আবিয়ামের ও যেরবোয়ামের মধ্যে যুদ্ধ হল। [৭] আবিয়ামের বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? আবিয়ামের ও যেরবোয়ামের মধ্যে যুদ্ধ হল। [৮] পরে আবিয়াম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আসা তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ আসা (খ্রিঃপূঃ ৯১১-৮৭০)

[৯] ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের বিংশ বর্ষে আসা যুদার উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে [১০] যেরুশালেমে একচল্লিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম মাআখা, তিনি আব্‌শালোমের বোন। [১১] আসা তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের মত প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন। [১২] তিনি দেশ থেকে সেবাদাসদের তাড়িয়ে দিলেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের তৈরী পুতুলগুলো দূর করে দিলেন। [১৩] তাঁর মাতা মাআখা আশেরা-দেবীর উদ্দেশে একটা জঘন্য বস্তু তৈরি করেছিলেন বিধায় তাঁকে মাতারানীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করলেন; আসা তাঁর সেই জঘন্য বস্তু নামিয়ে দিয়ে কিদ্রোন খরস্রোতের ধারে তা পুড়িয়ে দিলেন। [১৪] উচ্চস্থানগুলি নিশ্চিহ্ন করা না হলেও তবু আসার হৃদয় সারা জীবন ধরে প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ ছিল। [১৫] তিনি তাঁর পিতা দ্বারা পবিত্রীকৃত ও নিজের দ্বারা পবিত্রীকৃত রুপো, সোনা ও পাত্রগুলো প্রভুর গৃহে আনালেন।

[১৬] আসা ও ইস্রায়েল-রাজ বায়াশার মধ্যে যাবজ্জীবন যুদ্ধ হল। [১৭] যুদা-রাজ আসার সঙ্গে যোগাযোগ রোধ করার উদ্দেশ্যে ইস্রায়েল-রাজ বায়াশা যুদাকে আক্রমণ করলেন ও রামা প্রাচীরবেষ্টিত করলেন। [১৮] তখন আসা প্রভুর গৃহের ভাণ্ডারের বাকি যত রুপো ও সোনা, এবং রাজপ্রাসাদের সমস্ত ধন নিয়ে তাঁর অনুচারীদের হাতে তুলে দিলেন; এবং আসা রাজা তাদের হেজিয়োনের পৌত্র তাব্‌-রিম্মোনের সন্তান দামাস্ক-নিবাসী আরাম-রাজ বেন্‌-হাদাদের কাছে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন: [১৯] ‘আমার ও

আপনার মধ্যে, আমার পিতা ও আপনার পিতার মধ্যে সন্ধি হোক; দেখুন, আমি আপনার কাছে রুপো ও সোনা উপহার দিচ্ছি; আপনি গিয়ে, ইস্রায়েল-রাজ বায়াশার সঙ্গে আপনার যে সন্ধি আছে, তা ভঙ্গ করুন, তাহলে সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।’ [২০] বেন্-হাদাদ আসা রাজার কথায় কান দিলেন: তিনি ইস্রায়েলের শহরগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর সেনাপতিদের পাঠালেন, এবং ইয়োন, দান, আবেল-বেথ্-মাআখা ও সমস্ত কিন্নেরেথ এবং নেফ্তালির সমস্ত এলাকা দখল করলেন। [২১] কথাটা শুনে বায়াশা রামার প্রাচীরবেষ্টনীর কাজ বন্ধ করে তির্সায় ফিরে গেলেন। [২২] পরে আসা রাজা গোটা যুদাকে একত্রে সমবেত করলেন, কেউই বাদ পড়ল না; রামায় বায়াশা যে পাথর ও কাঠ দিয়ে প্রাচীরবেষ্টনী দিচ্ছিলেন, তারা সেইসব নিয়ে গেল আর আসা রাজা সেগুলো দিয়ে বেঞ্জামিনের গেবা ও মিস্পা প্রাচীরবেষ্টিত করলেন।

[২৩] আসার বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর বীর্যবত্তা ও তাঁর কর্মবিবরণ, তিনি যে যে নগর প্রাচীরবেষ্টিত করলেন, এই সমস্ত কথা কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পায়ে রোগ হয়। [২৪] পরে আসা তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যেহোশাফাৎ তাঁর পদে রাজা হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ নাদাব (খ্রিঃপূঃ ৯১০-৯০৯)

[২৫] যুদা-রাজ আসার দ্বিতীয় বর্ষে যেরবোয়ামের সন্তান নাদাব ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে দু’বছর ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করেন। [২৬] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; তাঁর পিতার পথে, তাঁর পিতা যা দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, সেই পাপের পথে চললেন। [২৭] ইসাখার-কুলের আহিয়ার সন্তান বায়াশা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন; বায়াশা ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব শহর গিব্বেথোনে তাঁকে প্রাণে মারলেন। সেসময়ে নাদাব ও গোটা ইস্রায়েল গিব্বেথোন অবরোধ করছিলেন। [২৮] যুদা-রাজ আসার তৃতীয় বর্ষে বায়াশা নাদাবকে বধ করে তাঁর পদে রাজা হন। [২৯] রাজা হওয়ামাত্রই বায়াশা যেরবোয়ামের গোটা কুলকে সংহার করেন। প্রভু তাঁর সেই শীলোর দাস আহিয়ার মধ্য দিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেই বাণী অনুসারে বায়াশা যেরবোয়ামের বংশীয় কোন প্রাণীকেও বাকি রাখলেন না, সকলকেই

সংহার করলেন। [৩০] তার কারণ এই: যেরবোয়াম বহু পাপ করেছিলেন, এবং তা দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন; ফলে এই ক্রোধজনক কাজ দ্বারা তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন।

[৩১] নাদাবের বাকি যত কর্মকীর্তি ও তাঁর কর্মবিবরণ কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [৩২] আসা ও ইস্রায়েল-রাজ বায়াশার মধ্যে যাবজ্জীবন যুদ্ধ হল।

ইস্রায়েল-রাজ বায়াশা (খ্রিঃপূঃ ৯০৯-৮৮৬)

[৩৩] যুদা-রাজ আসার তৃতীয় বর্ষে আহিয়ার সন্তান বায়াশা তির্সায় গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে চব্বিশ বছর রাজত্ব করেন। [৩৪] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন, এবং যেরবোয়ামের পথে, যা দ্বারা তিনি ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই পাপের পথেই চললেন।

১৬ [১] তখন বায়াশার বিরুদ্ধে প্রভুর বাণী হানানির সন্তান যেহুর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আমি তোমাকে ধুলার মধ্য থেকে তুলে আনলাম ও আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জননায়ক করলাম, কিন্তু তুমি যেরবোয়ামের পথে চলেছ, আমার জনগণ ইস্রায়েলকে পাপ করিয়ে তাদের পাপ দ্বারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছ। [৩] আমি এখন বায়াশা ও তার কুলকে ঝাঁটা দিয়ে দূর করব; এবং তোমার কুলকে নেবাতের সন্তান যেরবোয়ামের কুলের মতই করব। [৪] বায়াশার কুলের যে কেউ শহরে মরবে, তাকে কুকুরেই গ্রাস করবে, এবং যে কেউ খোলা মাঠে মরবে, তাকে আকাশের পাখিতেই গ্রাস করবে।'

[৫] বায়াশার বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর বীর্যবত্তা ও তাঁর কর্মবিবরণ কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [৬] পরে বায়াশা তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তির্সায় সমাধি দেওয়া হল, ও তাঁর সন্তান এলাহ্ তাঁর পদে রাজা হলেন।

[৭] আবার, হানানির সন্তান যেহু নবীর মধ্য দিয়ে বায়াশা ও তাঁর কুলের বিরুদ্ধে প্রভুর বাণী এসে উপস্থিত হল; তার কারণ, বায়াশা প্রভুর সাক্ষাতে অপকর্ম ক'রে তাঁর

হাতে সাধিত কাজ দ্বারা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন; হ্যাঁ, তিনি যেরবোয়ামের কুলের মত হয়েছিলেন; উপরন্তু তিনি সেই কুলকে নিঃশেষে বিনাশ করেছিলেন।

ইস্রায়েল-রাজ এলাহ (খ্রিঃপূঃ ৮৮৬-৮৮৫)

[৮] যুদা-রাজ আসার ষড়বিংশ বর্ষে বায়াশার সন্তান এলাহ্ তির্সায় ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে দু'বছর রাজত্ব করেন। [৯] তাঁর অর্ধেক রথগুলোর অধ্যক্ষ জিম্রি নামে তাঁর কর্মচারী তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন। এলাহ্ তির্সায় রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ আর্সার ঘরে পান করে মাতাল হলেন, [১০] আর জিম্রি ভিতরে গিয়ে যুদা-রাজ আসার সপ্তবিংশ বর্ষে তাঁকে আঘাত করে মেরে ফেললেন; তিনিই তাঁর পদে রাজা হলেন।

[১১] রাজত্বের আরম্ভকালে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ামাত্রই বায়াশার গোটা কুলকে নিঃশেষে সংহার করলেন; তাঁর কুলে কোন পুরুষকে, তাঁর আত্মীয় বা বন্ধু কাউকেই বাঁচিয়ে রাখলেন না। [১২] তাই প্রভু যেহু নবীর মধ্য দিয়ে বায়াশার বিরুদ্ধে যে কথা বলেছিলেন, সেই কথামত জিম্রি বায়াশার গোটা কুল সংহার করলেন। [১৩] এর কারণ, বায়াশার সমস্ত পাপ ও তাঁর সন্তান এলাহ্‌র পাপাচার: তাঁরা নিজেরাই পাপ করেছিলেন এবং ইস্রায়েলকেও পাপ করিয়ে তাঁদের অসার বস্তুগুলো দ্বারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন। [১৪] এলাহ্‌র বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই?

ইস্রায়েল-রাজ জিম্রি (খ্রিঃপূঃ ৮৮৫)

[১৫] যুদা-রাজ আসার সপ্তবিংশ বর্ষে জিম্রি তির্সায় সাত দিন রাজত্ব করেন; সেসময়ে লোকেরা ফিলিস্তিনিদের শহর গিব্বেথোনের বিরুদ্ধে শিবিরে বসে ছিল। [১৬] শিবিরে বসা সেই লোকেরা যখন শুনল যে, জিম্রি চক্রান্ত করেছে, এমনকি রাজাকে প্রাণেই মেরেছে, তখন গোটা ইস্রায়েল সেইদিন শিবিরের মধ্যে সেনাপতি অম্রিকে ইস্রায়েলের রাজা করল। [১৭] অম্রি ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল গিব্বেথোন থেকে রওনা হয়ে তির্সা অবরোধ করলেন। [১৮] শহরটা হস্তগত হল দেখে জিম্রি রাজপ্রাসাদের দুর্গে গিয়ে রাজপ্রাসাদে আগুন লাগিয়ে তা পুড়িয়ে দিলেন, আর এইভাবে

তিনি পুড়ে মরলেন। [১৯] এর কারণ তাঁর পাপাচার, কেননা যেরবোয়ামের পথে চলে ও নিজে পাপ করে ইস্রায়েলকেও পাপ করিয়ে, প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করেছিলেন।

[২০] জিম্রির বাকি যত কর্মকীর্তি ও তাঁর সাধিত চক্রান্তের কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই?

[২১] সেসময়ে ইস্রায়েলীয়েরা দুই দল হল: অর্ধেক লোক গিনাথের সন্তান তিব্নিকে রাজা করার জন্য তার অনুগামী হল, আর অর্ধেক লোক অম্রির অনুগামী হল। [২২] কিন্তু অম্রি-পক্ষের লোকেরা গিনাথের সন্তান তিব্নি-পক্ষের লোকদের উপরে জয়ী হল। ফলে তিব্নি মরলেন আর অম্রি রাজা হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ অম্রি (খ্রিঃপূঃ ৮৮৫-৮৭৪)

[২৩] যুদা-রাজ আসার একত্রিংশ বর্ষে অম্রি ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে বারো বছর রাজত্ব করেন—তির্সায় ছ'বছর রাজত্ব করেন। [২৪] তিনি দুই বাট রুপো মূল্য দিয়ে শেমেরের কাছ থেকে সমেরন পাহাড়টা কিনলেন, আর সেই পাহাড়ের উপরে নির্মাণকাজ করলেন; যে শহর তিনি নির্মাণ করলেন, পাহাড়ের মালিকের নাম অনুসারে সেই শহরের নাম সামারিয়া রাখলেন। [২৫] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, অম্রি তেমন কাজই করলেন; তাঁর আগেকার সকলের চেয়ে বেশি দুষ্কর্ম করলেন। [২৬] প্রকৃতপক্ষে ইনি নেবাতের সন্তান যেরবোয়ামের সমস্ত পথে চললেন, এবং তিনি যে যে পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়ে তাদের অসার বস্তুগুলো দ্বারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন, ইনিও সেই সকল পাপ পথে চললেন।

[২৭] অম্রির বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কর্মবিবরণ ও তাঁর বীর্যবত্তা, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [২৮] পরে অম্রি তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে সামারিয়াতে সমাধি দেওয়া হল, ও তাঁর সন্তান আহাব তাঁর পদে রাজা হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ আহাব (খ্রিঃপূঃ ৮৭৪-৮৫৩)

[২৯] যুদা-রাজ আসার অষ্টাত্রিংশ বর্ষে অম্রির সন্তান আহাব ইস্রায়েলে রাজ্যভার গ্রহণ করেন; অম্রির সন্তান আহাব বাইশ বছর সামারিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করেন। [৩০] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আহাব তেমন কাজই করলেন, এমনকি তাঁর আগেকার সকল রাজার চেয়েও তিনি খারাপ ছিলেন। [৩১] নেবাতের সন্তান যেরবোয়ামের পাপাচরণ অনুকরণ করা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হল না; না, তিনি সিদোনীয়দের রাজা এথ্‌-বায়ালের কন্যা যেসাবেলকেই বিবাহ করলেন এবং বায়ালের সেবা করতে ও তার সামনে প্রণিপাত করতে লাগলেন। [৩২] সামারিয়াতে তিনি বায়ালের উদ্দেশে যে গৃহ গেঁথেছিলেন, সেই গৃহে একটা যজ্ঞবেদি গড়ে তুললেন। [৩৩] আর শুধু তা নয়, আহাব একটা পবিত্র দণ্ডও প্রতিষ্ঠা করলেন, এবং তাঁর আগেকার সকল ইস্রায়েল-রাজের চেয়েও তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে আরও আরও কুকাজ করলেন।

[৩৪] তাঁর আমলেই বেথেলীয় হিয়েল যেরিখো পুনর্নির্মাণ করল; এভাবে প্রভু নূনের সন্তান যোশুয়ার মধ্য দিয়ে যে বাণী দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে সে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবিরামের উপরেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল, এবং নিজের কনিষ্ঠ পুত্র সেগুবের উপরেই নগরদ্বার বসাল।

নবী এলিয়

মহা অনাবৃষ্টির সময়ে কেরিথ খাদনদীর ধারে ও সারেপ্তায় এলিয়

১৭ [১] গিলেয়াদ-অঞ্চলের তিশ্‌বে শহরের মানুষ সেই তিশ্‌বীয় এলিয় আহাবকে বললেন, 'আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি নিজে কথা না বললে এই সামনের বছরগুলিতে শিশির বা বৃষ্টি পড়বে না।' [২] তখন প্রভুর বাণী এলিয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৩] 'এখান থেকে চলে যাও, পুবদিকেরই পথ ধর; যর্দনের পুব দিকে যে কেরিথ খাদনদী রয়েছে, তার ধারেই লুকিয়ে থাক। [৪] সেখানে তুমি খাদনদীর জল খাবে, আর আমার আদেশে দাঁড়কাকেরা তোমার খাবার যোগাড় করে দিয়ে যাবে।' [৫] প্রভুর আদেশমত কাজ করে তিনি রওনা দিয়ে, যর্দনের পুব দিকে যে কেরিথ খাদনদী রয়েছে, তার ধারে থাকতে লাগলেন। [৬] দাঁড়কাকেরা তাঁর জন্য সকালে রুটি ও মাংস, এবং সন্ধ্যায়ও রুটি ও মাংস নিয়ে আসত, আর তিনি নদীর জল খেতেন। [৭] কিন্তু দেশে বৃষ্টি না হওয়ায় কিছু দিন পরে নদীটা শুকিয়ে গেল।

[৮] তখন প্রভুর বাণী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৯] 'ওঠ, সিদোন অঞ্চলে সারেপ্তায় গিয়ে সেইখানে থাক; দেখ, তোমার খাবার যোগাড় করার জন্য আমি সেখানকার এক বিধবাকে উপযুক্ত আজ্ঞা দিয়েছি।' [১০] তিনি উঠে সারেপ্তার দিকে রওনা হলেন। তিনি নগরদ্বারে প্রবেশ করছেন, এমন সময় দেখ, সেখানে এক বিধবা কাঠ কুড়োচ্ছে। তাকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'একটা পাত্রে করে কিছুটা জল আন; আমি খাব।' [১১] স্ত্রীলোকটি তা আনতে যাচ্ছে, তখন তিনি তার পিছনে ডাক দিয়ে বললেন, 'হাতে করে এক টুকরো রুটিও আন।' [১২] সে উত্তরে বলল, 'তোমার পরমেশ্বর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমার ঘরে একখানা সেকা রুটিও নেই; আছে শুধু জালার মধ্যে একমুঠো ময়দা আর কুঁজোর মধ্যে খানিকটা তেল। দেখ, আমি দু' চার টুকরো কাঠ কুড়োচ্ছি; নিয়ে গিয়ে আমার জন্য ও আমার ছেলেটির জন্য রান্না করব; আমরা খাব, তারপর মরব!' [১৩] কিন্তু এলিয় তাকে বললেন, 'ভয় করো না; এখন ঘরে যাও, তুমি যা বললে তাই কর; কিন্তু আগে আমার জন্য ছোট্ট একটা রুটি তৈরি

কর আর তা এখানে নিয়ে এসো; তারপর তোমার নিজের জন্য ও তোমার ছেলেটির জন্য কিছু রান্না কর। [১৪] কেননা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন :

যেদিন পর্যন্ত প্রভু পৃথিবীতে বৃষ্টি না আনেন,
সেদিন পর্যন্ত ময়দার জালা শূন্য হবে না,
তেলের কুঁজো খালি হবে না।'

[১৫] সে গিয়ে এলিয়ের কথামত কাজ করল। আর বেশ কয়েক দিন ধরে সে, নবী নিজে আর সেই ছেলে খেতে পেল, [১৬] ময়দার জালাও শূন্য হল না, তেলের কুঁজোও খালি হল না, ঠিক যেমনটি প্রভু এলিয়ের মধ্য দিয়ে বলে রেখেছিলেন।

বিধবার ছেলের পুনর্জীবনলাভ

[১৭] এই সকল ঘটনার পরে এমনটি ঘটল যে, সেই গৃহস্বামিনীর ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ল, এবং তার অসুস্থতা এমন উৎকট হল যে, তার শরীরে আর শ্বাসবায়ু রইল না। [১৮] তখন স্ত্রীলোকটি এলিয়কে বলল, 'হে পরমেশ্বরের মানুষ, আমার সঙ্গে আপনার বিবাদ কী? আপনি কি আমার অপরাধ স্মরণ করাতে ও আমার ছেলেকে মেরে ফেলতে আমার এইখানে এসেছেন?' [১৯] তিনি তাকে বললেন, 'তোমার ছেলেকে আমাকে দাও,' এবং তার কোল থেকে ছেলেটিকে নিয়ে তিনি উপরে তাঁর নিজের থাকার ঘরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে রাখলেন। [২০] তিনি এই বলে প্রভুকে ডাকলেন, 'প্রভু, পরমেশ্বর আমার, যে বিধবার বাড়িতে আমি আতিথেয়তা পাচ্ছি, তুমি কি তার ছেলেকে মেরে ফেলে তার উপরেও অমঙ্গল নামিয়ে আনলে?' [২১] তিনি ছেলেটির উপরে তিনবার নিজের শরীর লম্বালম্বি করে এই বলে প্রভুকে ডাকলেন, 'প্রভু, পরমেশ্বর আমার, দোহাই তোমার, ছেলেটির মধ্যে প্রাণ ফিরে আসুক!' [২২] প্রভু এলিয়ের কণ্ঠে কান দিলেন, আর তখন ছেলেটির প্রাণ তার মধ্যে ফিরে এল—ছেলেটি পুনর্জীবিত হল। [২৩] এলিয় ছেলেটিকে নিয়ে উপরের ঘর থেকে বাড়ির মধ্যে নেমে গিয়ে তার মায়ের কাছে তুলে দিলেন। এলিয় বললেন, 'দেখ, তোমার ছেলে জীবিত।' [২৪] স্ত্রীলোকটি এলিয়কে বলল, 'এখন আমি জানতে পারলাম, আপনি পরমেশ্বরের মানুষ, এবং প্রভুর যে বাণী আপনার মুখে রয়েছে, তা সত্য।'

কার্মেলে যজ্ঞানুষ্ঠান

১৮ [১] বহুদিন পর, তৃতীয় বর্ষে, প্রভুর বাণী এলিয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'তুমি গিয়ে আহাবের সামনে উপস্থিত হও; আমি পৃথিবীতে বৃষ্টি প্রেরণ করব।' [২] এলিয় আহাবের সামনে উপস্থিত হবার জন্য রওনা হলেন।

সেসময়ে সামারিয়াতে ভারী দুর্ভিক্ষ হচ্ছিল। [৩] আহাব রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ ওবাদিয়াকে ডাকিয়ে আনলেন; ওবাদিয়া প্রভুকে খুবই ভয় করতেন; [৪] যে সময় যেসাবেল প্রভুর নবীদের উচ্ছেদ করছিল, সেসময়ে ওবাদিয়া পঞ্চাশ পঞ্চাশজন করে একশ'জন নবীকে নিয়ে একটা গুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন ও তাদের জন্য খাবার ও জল যোগাতেন। [৫] আহাব ওবাদিয়াকে বললেন, 'দেশের মধ্যে যত জলের উৎস ও খাদনদী আছে, তুমি সেগুলোর দিকে যাও; কি জানি, আমরা কিছুটা ঘাস পেতে পারব, এবং ঘোড়া ও খচ্চরগুলোর প্রাণ রক্ষা করব, নইলে আমাদের সমস্ত পশুধন হারাতে হবে।' [৬] তাঁরা দেশে পরিভ্রমণ করার জন্য নিজেদের মধ্যে দেশ দু'ভাগ করে নিলেন; আহাব আলাদা এক পথে গেলেন, এবং ওবাদিয়া আলাদা অন্য পথে গেলেন।

[৭] ওবাদিয়া নিজের পথ দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ এলিয় তাঁর সামনে উপস্থিত। ওবাদিয়া তাঁকে চিনে উপুড় হয়ে পড়লেন, তিনি বললেন, 'আপনি আমার প্রভু এলিয়, তাই না?' [৮] তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি এলিয়। যাও, তোমার প্রভুকে বল: দেখুন, এলিয় উপস্থিত।' [৯] তিনি বললেন, 'আমি কী পাপ করলাম যে, আপনি আপনার দাস আমাকে বধ করার জন্য আহাবের হাতে তুলে দেবেন? [১০] আপনার পরমেশ্বর জীবনময় প্রভুর দিব্যি, এমন কোন জাতি কি রাজ্য নেই যার কাছে আমার প্রভু আপনার খোঁজে দূত পাঠাননি। আর সেই সকল রাজ্যের ও জাতির মানুষ তাঁকে বললে, "সে সেখানে নেই!" তিনি তাদের দিব্যি দিয়ে শপথও করাতেন যে তারা আপনাকে পেতে পারেনি। [১১] আর এখন আপনি নাকি বলছেন, যাও, তোমার প্রভুকে বল, দেখুন, এলিয় উপস্থিত! [১২] আমি আপনার কাছ থেকে চলে যাওয়ামাত্রই প্রভুর আত্মা আমার অজানা কোন স্থানে আপনাকে নিয়ে যাবে; তাই আমি আহাবকে গিয়ে সংবাদ দিলে পর যদি তিনি আপনার উদ্দেশ না পান, তবে আমাকে বধ করবেন। অথচ আপনার দাস আমি ছেলেবেলা থেকেই প্রভুকে ভয় করে আসছি। [১৩] যেসাবেল যখন

প্রভুর নবীদের উচ্ছেদ করতেন, তখন আমি যা করেছিলাম, সেই কথা কি আমার প্রভু শোনেননি? আমি পঞ্চাশ পঞ্চাশজন করে প্রভুর একশ'জন নবীকে একটা গুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখে তাদের জন্য খাবার ও জল যুগিয়েছি। [১৪] আর এখন আপনি নাকি বলছেন, যাও, তোমার প্রভুকে বল: দেখুন, এলিয় উপস্থিত! তিনি তো আমাকে বধ করবেন।' [১৫] এলিয় বললেন, 'আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, সেনাবাহিনীর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি: আমি আজ-ই তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হব!'

[১৬] ওবাদিয়া আহাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন ও তাঁকে খবর দিলেন; তখন আহাব এলিয়ের দিকে গেলেন। [১৭] এলিয়কে দেখামাত্র আহাব বলে উঠলেন, 'এই যে তুমি আছ, তুমি যে ইস্রায়েলের সর্বনাশ!' [১৮] এলিয় উত্তরে বললেন, 'আমি ইস্রায়েলের সর্বনাশ নই, বরং আপনি ও আপনার পিতৃকুল, আপনারা মিলেই তাই! কেননা আপনারা প্রভুর আজ্ঞাগুলি ত্যাগ করেছেন, আর আপনি বায়াল দেবের অনুগামী হয়েছেন। [১৯] এখন আদেশ দিয়ে সমস্ত ইস্রায়েলকে কার্মেল পর্বতে আমার কাছে সম্মিলিত করুন; আর সঙ্গে সম্মিলিত করুন বায়াল দেবের নবী সেই চারশ' পঞ্চাশজনকে ও আশেরা দেবীর নবী সেই চারশ'জনকে, যারা যেসাবেলের খাবার টেবিলে পোষা।'

[২০] আহাব সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানকে সেখানে আহ্বান করলেন, এবং কার্মেল পর্বতে সেই নবীদের সম্মিলিত করলেন। [২১] এলিয় সমস্ত লোকের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'তোমরা আর কতকাল দুই নৌকায় পা দিয়ে থাকবে? প্রভুই যদি পরমেশ্বর হন, তবে তাঁরই অনুসরণ কর! বায়ালই যদি হয়, তবে তারই অনুসরণ কর।' কিন্তু লোকেরা তাঁকে কোন উত্তর দিল না। [২২] লোকদের উদ্দেশ করে এলিয় বলে চললেন, 'আমি, কেবল একা এই আমিই প্রভুর নবী বলে একা রয়েছি; কিন্তু বায়ালের নবীরা চারশ' পঞ্চাশজন আছে। [২৩] আমাদের জন্য দু'টো ষাঁড় আনা হোক। ওরা নিজেদের জন্য একটা বেছে নিক, ও টুকরো টুকরো করে কাঠের উপরে সাজিয়ে রাখুক, কিন্তু তাতে যেন আগুন না ধরায়। আমিও অন্য ষাঁড়টা একইভাবে প্রস্তুত করে কাঠের উপরে সাজিয়ে রাখব, কিন্তু তাতে আগুন ধরাব না। [২৪] তারপর তোমরা তোমাদের

দেবতার নাম করবে, আর আমি প্রভুর নাম করব। যে ঈশ্বর আগুন পাঠিয়ে সাড়া দেবেন, তিনিই পরমেশ্বর!' সকল লোক উত্তর দিল: 'ঠিক কথা!'

[২৫] এলিয় বায়ালের নবীদের বললেন, 'ষাঁড়টা বেছে নিয়ে তোমরাই শুরু করে নাও, কারণ সংখ্যায় তোমরাই বেশি। তোমাদের দেবতার নাম কর, কিন্তু আগুন ধরাবে না।' [২৬] ওরা ষাঁড়টা নিল, তা প্রস্তুত করল, এবং সকালবেলা থেকে দুপুরবেলা পর্যন্ত বায়ালের নাম করতে থাকল; চিৎকার করে বলছিল: 'বায়াল, আমাদের সাড়া দাও!' কিন্তু কারও কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছিল না, কোন সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল না, আর একই সময়ে ওরা, যে যজ্ঞবেদি তৈরি করেছিল, তার চারদিকে লাফালাফি করে নাচতে থাকল। [২৭] দুপুর এল: তখন এলিয় তাদের বিদ্রূপ করতে লাগলেন; তিনি বলছিলেন, 'আরও জোরে ডাক, সে নিশ্চয়ই দেবতা! হয় তো সে অন্যমনস্ক আছে, হয় তো ব্যস্ত আছে, হয় তো বা কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিংবা কি জানি, হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছে, তবে তাকে জাগানো চাই!' [২৮] তাই ওরা আরও জোর গলায় চিৎকার করতে লাগল, এবং তাদের প্রথামত খড়্গ ও বর্শা দ্বারা নিজেদের দেহ কাটাকাটি করতে লাগল—শেষে তাদের গা সম্পূর্ণই রক্তাক্ত হল। [২৯] দুপুর পার হয়ে গেছিল, আর ওরা তখনও ভাবোন্মত্ত হয়ে চিৎকার করে প্রলাপ বকছিল—এর মধ্যে বলি উৎসর্গের সময় এসে গেছিল, কিন্তু তবুও কারও কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছিল না, কোন সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল না, ওদের প্রতি মনোযোগের কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল না।

[৩০] তখন এলিয় সমস্ত লোককে বললেন: 'কাছে এগিয়ে এসো!' সকলে তাঁর কাছে এগিয়ে এল। প্রভুর যে যজ্ঞবেদি একসময় ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা মেরামত করলেন। [৩১] প্রভু যে যাকোবকে একথা বলেছিলেন, 'তোমার নাম হবে ইস্রায়েল', সেই যাকোবের সন্তানদের গোষ্ঠী-সংখ্যা অনুসারে এলিয় বারোটা পাথর নিয়ে [৩২] সেগুলি দিয়ে প্রভুর নামের উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন; বেদির চারপাশে দুই সেয়া পরিমাণ বীজ ধরতে পারে এমন একটা নালা কাটলেন। [৩৩] তারপর তিনি কাঠ সাজিয়ে ষাঁড়টা টুকরো টুকরো করে কাঠের উপরে রাখলেন। [৩৪] আর বললেন, 'চার জালা জল ভরে এই আহুতিবলির উপরে ও কাঠের উপরে ঢেলে দাও।' তারা তাই করল। তিনি বললেন, 'আবার তাই কর।' আর তারা আবার তাই করল। তিনি বললেন,

‘তৃতীয়বারের মত কর।’ আর তারা তৃতীয়বারের মত তাই করল। [৩৫] বেদির চারপাশে জল বয়ে যেতে লাগল; নালাও জলে ভরে গেল।

[৩৬] বলি উৎসর্গের সময়ে নবী এলিয় এগিয়ে এসে বললেন, ‘হে প্রভু, আব্রাহাম, ইসহাক ও ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, আজ একথা জ্ঞাত হোক যে, ইস্রায়েলে তুমিই পরমেশ্বর, এবং আমি তোমার দাস, এবং তোমার আদেশেই এই সমস্ত কিছু করেছি। [৩৭] প্রভু, আমাকে সাড়া দাও, আমাকে সাড়া দাও, যেন এই লোকেরা জানতে পারে যে তুমিই, হে প্রভু, তুমিই পরমেশ্বর, এবং তুমি এদের মন পুনর্জয় করছ!’

[৩৮] তখন প্রভুর আগুন নেমে পড়ল, এবং আহুতিবলি, কাঠ, পাথর ও ধুলা সবই গ্রাস করল, এবং নালার মধ্যকার সেই জলও চেটে খেল। [৩৯] তা দেখে সমস্ত লোক উপুড় হয়ে পড়ল; তারা বলে উঠল: ‘প্রভুই পরমেশ্বর, প্রভুই পরমেশ্বর!’ [৪০] এলিয় বললেন, ‘বায়ালের নবীদের ধর, তাদের একজনকেও পালাতে দিয়ো না।’ তারা তাদের ধরল, আর এলিয় কিশোন খাদনদীর ধারে তাদের নামিয়ে এনে সেখানে তাদের মেরে ফেললেন।

[৪১] এলিয় আহাবকে বললেন, ‘আপনি এখন ফিরে যান, খাওয়া-দাওয়া করুন, কেননা ভারী বৃষ্টির সাড়া পাচ্ছি।’ [৪২] আহাব খাওয়া-দাওয়া করতে ফিরে গেলেন। আর এলিয় কার্মেলের চূড়ায় গিয়ে উঠলেন এবং মাটির দিকে নত হয়ে মুখ দু’ হাঁটুর মধ্যে রাখলেন। [৪৩] তাঁর চাকরকে তিনি বললেন, ‘এখনই যাও, সমুদ্রের দিকে তাকাও।’ সে গিয়ে তাকাল; বলল, ‘কিছুই নেই।’ এলিয় বললেন, ‘আবার যাও, সাতবার!’ [৪৪] সপ্তম বারে সে বলল, ‘দেখুন, মানুষের হাতের মতই ছোট্ট একখানি মেঘ সমুদ্র থেকে উঠছে।’ তখন এলিয় বললেন, ‘আহাবকে গিয়ে বল: ঘোড়া জুড়ে নেমে যান, পাছে বৃষ্টিতে আপনার যাওয়াটার ব্যাঘাত হয়।’ [৪৫] আর অমনি মেঘে ও বাতাসে আকাশ ঘোর হয়ে উঠল ও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল। আহাব রথে উঠে যেস্রেয়েলে চলে গেলেন। [৪৬] কিন্তু প্রভুর হাত এলিয়ের উপরে এসে পড়ল, তাই তিনি কোমর বেঁধে যেস্রেয়েল পর্যন্ত সমস্ত পথ ধরে আহাবের আগে আগে দৌড়িয়ে চললেন।

হোরেবে এলিয়

১৯ [১] এলিয় যা কিছু করেছেন এবং কেমন করে খড়্গের আঘাতে যত নবীকে মেরে ফেলেছেন, যখন আহাব যেসাবেলকে এই সমস্ত কথা জানালেন, [২] তখন যেসাবেল দূত পাঠিয়ে এলিয়কে বলে দিলেন, 'আগামীকাল এই সময়ের মধ্যে যদি আমি তোমার দশা তাদের একজনের দশার মত একই দশা না করি, তবে দেবতারা আমাকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও বড় শাস্তিও দিন!' [৩] ব্যাপারটা দেখে এলিয় উঠে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেলেন। যুদা-অঞ্চলের বের্শেবায় এসে পৌঁছে তিনি সেখানে তাঁর চাকরকে রাখলেন; [৪] তিনি নিজে কিন্তু এক দিনের পথ মরুপ্রান্তরে এগিয়ে এক রোতনগাছের তলায় গিয়ে বসলেন। মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষায় তিনি বললেন, 'আর নয়, প্রভু! এবার আমার প্রাণ নাও; না, আমার পিতৃপুরুষদের চেয়ে আমি ভাল নই।' [৫] আর সেই রোতনগাছের তলায় শুয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন; আর হঠাৎ এক স্বর্গদূত তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, 'ওঠ, খেয়ে নাও!' [৬] তিনি তাকিয়ে দেখলেন, গরম পাথরে সেকা একখানা রুটি আর এক কুঁজো জল ওখানে তাঁর মাথার কাছে রয়েছে; তিনি খেয়ে নিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। [৭] প্রভুর দূত আর একবার তাঁর কাছে এসে তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, 'ওঠ, খেয়ে নাও; নইলে যাত্রাপথ তোমার পক্ষে বেশি দীর্ঘ হবে।' [৮] উঠে তিনি খেয়ে নিলেন, এবং সেই খাদ্যের প্রভাবে চল্লিশদিন চল্লিশরাত হেঁটে চলে পরমেশ্বরের পর্বত সেই হোরেবে এসে পৌঁছলেন।

[৯] সেখানে তিনি একটা গুহার মধ্যে ঢুকে সেইখানে রাত কাটালেন; আর দেখ, তাঁর কাছে প্রভুর বাণী এসে উপস্থিত হল; তিনি বললেন, 'এলিয়, এখানে কী করছ?' [১০] এলিয় উত্তর দিলেন, 'সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর জন্য আমি জ্বলন্ত আগ্রহে জ্বলছি, কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা তোমার সন্ধি ত্যাগ করেছে, তোমার যত যজ্ঞবেদি ভেঙে দিয়েছে, ও তোমার নবীদের খড়্গের আঘাতে প্রাণে মেরেছে। আর আমি, একা আমিই রয়েছি; আর তারা আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছে।' [১১] তাঁকে বলা হল: 'বাইরে যাও, এবং পর্বতে প্রভুর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াও!' কেননা সেসময়ে প্রভু সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন প্রভুর আগে আগে গিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস পর্বতমালা ফাটিয়ে দিল ও বড় যত পাথর ভেঙে দিল; কিন্তু সেই ঝড়ো বাতাসের মধ্যে

প্রভু ছিলেন না। ঝড়ো বাতাসের পরে ভূমিকম্প হল, কিন্তু সেই ভূমিকম্পের মধ্যে প্রভু ছিলেন না। [১২] ভূমিকম্পের পরে আগুন হল, কিন্তু সেই আগুনের মধ্যে প্রভু ছিলেন না। আগুনের পরে মৃদু এক মর্মরধ্বনি হল। [১৩] তা শোনামাত্র এলিয় আলোয়ান দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন, এবং বাইরে গিয়ে গুহার মুখে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর প্রতি এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল যা তাঁকে বলল 'এলিয়, এখানে কী করছ?' [১৪] তিনি উত্তর দিলেন, 'সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর জন্য আমি জ্বলন্ত আগ্রহে জ্বলছি, কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা তোমার সন্ধি ত্যাগ করেছে, তোমার যত যজ্ঞবেদি ভেঙে দিয়েছে, ও তোমার নবীদের খড়্গের আঘাতে প্রাণে মেরেছে। আর আমি, একা আমিই রয়েছি; আর তারা আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছে।' [১৫] প্রভু তাঁকে বললেন, 'এবার যাও, একই পথ ধরে দামাস্কের মরুপ্রান্তরের দিকে ফিরে যাও; সেখানে গিয়ে পৌঁছে হাজায়েলকে আরামের রাজারূপে তৈলাভিষিক্ত কর। [১৬] পরে নিম্‌শির সন্তান যেহুকে ইস্রায়েলের রাজারূপে তৈলাভিষিক্ত করবে, এবং তোমার পদে নবী হবার জন্য আবেল-মেহোলা-নিবাসী শাফাতের সন্তান এলিশেয়কে তৈলাভিষিক্ত করবে। [১৭] যে কেউ হাজায়েলের খড়্গা এড়াবে, যেহু তাকে মেরে ফেলবে; যে কেউ যেহুর খড়্গা এড়াবে, এলিশেয় তাকে মেরে ফেলবে। [১৮] কিন্তু আমি নিজের জন্য সাত হাজার লোককে বাঁচিয়ে রাখব, এরা সকলে বায়ালের সামনে জানুপাত করেনি, এদের সকলের মুখ তাকে চুম্বন করেনি।'

এলিয়ের পদে নিযুক্ত এলিশেয়

[১৯] সেখান থেকে রওনা হয়ে তিনি শাফাতের সন্তান এলিশেয়ের দেখা পেলেন; এলিশেয় তখন জমিতে লাঙল দিচ্ছেন; তাঁর আগে আগে বারো জোড়া বলদ চলছে, আর শেষ জোড়ার সঙ্গে তিনি নিজেই রয়েছেন। তাঁর পাশ দিয়ে যেতে যেতে এলিয় নিজের আলোয়ানটা তাঁর গায়ের উপরে ফেলে দিয়ে গেলেন। [২০] তিনি বলদগুলো ফেলে রেখে এলিয়ের পিছু পিছু ছুটে তাঁকে বললেন, 'অনুমতি দিন, আমি আমার মাতাপিতাকে চুম্বন করে আসি, তারপর আপনার অনুসরণ করব।' তিনি উত্তরে তাঁকে বললেন, 'যাও, ফিরে যাও! তোমাকে আমি কী করলাম?' [২১] এলিশেয় তাঁকে ছেড়ে ফিরে গেলেন; এক জোড়া বলদ নিয়ে বলি দিলেন, কাঠের জোয়াল জ্বেলে বলদগুলোর মাংস রান্না

করলেন, এবং তা লোকদের খেতে দিলেন। তারপর উঠে এলিয়কে অনুসরণ করে তাঁর সেবায় রত থাকলেন।

সামারিয়া অবরোধ

২০ [১] আরাম-রাজ বেন্-হাদাদ তাঁর সমস্ত সেনাদল জড় করলেন; তাঁর সঙ্গে বত্রিশজন রাজা ও বহু ঘোড়া ও রথ ছিল; তিনি সামারিয়া অবরোধ করতে ও জয় করতে রণযাত্রা করলেন। [২] তিনি শহরের মধ্যে ইস্রায়েল-রাজ আহাবের কাছে নানা দূত পাঠিয়ে বললেন, 'বেন্-হাদাদ একথা বলছেন: [৩] তোমার রুপো ও তোমার সোনা আমারই; তোমার স্ত্রীসকল ও তোমার ছেলেদের মধ্যে যারা উত্তম, তারাও আমার!' [৪] ইস্রায়েল-রাজ বললেন, 'আমার প্রভু মহারাজ, সবই আপনার কথামত হোক; হ্যাঁ, আমি আপনার, এবং আমার সবকিছুই আপনার।' [৫] দূতেরা আবার এসে বলল, 'বেন্-হাদাদ একথা বলছেন: আমি তোমার কাছে দূতদের পাঠিয়ে বলেছিলাম, তোমার রুপো ও সোনা এবং স্ত্রীসকলকে ও ছেলেদের সকলকেই আমার কাছে তুলে দাও। [৬] অতএব আগামীকাল এই সময়ে আমি আমার দাসদের তোমার কাছে পাঠাব; তারা তোমার বাড়িতে ও তোমার দাসদের বাড়িতে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করবে, এবং যা কিছু তাদের চোখে বহুমূল্যবান, সেইসব কিছু ধরে নিয়ে আসবে।' [৭] ইস্রায়েলের রাজা দেশের সমস্ত প্রবীণদের ডাকিয়ে এনে বললেন, 'বিবেচনা করে দেখ, লোকটা আমাদের কেমন অমঙ্গল ঘটাতে অভিপ্রায় করছে! আমি আমার রুপো ও সোনা তাকে দিতে অস্বীকার না করার পর সে এখন আমার স্ত্রীসকল ও ছেলেদেরও দাবি করে পাঠিয়েছে।' [৮] সমস্ত প্রবীণ ও সমস্ত জনগণ তাঁকে বলল, 'আপনি শুনবেন না, রাজি হবেন না!' [৯] তাই তিনি বেন্-হাদাদের দূতদের বললেন, 'আমার প্রভু মহারাজকে বল: আপনি প্রথমে আপনার দাসের কাছে যা কিছু বলে পাঠিয়েছিলেন, সেই সমস্ত আমি করব; কিন্তু আপনার দ্বিতীয় আদেশটা মানতে পারব না।' দূতেরা চলে গেল এবং বেন্-হাদাদের কাছে তাঁর উত্তর জানাল। [১০] তখন তিনি তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, 'সামারিয়ার ধুলা যদি আমার অনুগামী সমস্ত লোকের মুঠো পূরণ করতে কুলোয়, তবে দেবতারা এই শাস্তির সঙ্গে আমাকে আরও কঠোর শাস্তি দিন!' [১১] কিন্তু ইস্রায়েলের

রাজা উত্তরে বললেন, ‘তোমরা তাঁকে বল: রণসজ্জা যে ধারণ করে, সে রণসজ্জাত্যাগীর মত বড়াই না করুক!’ [১২] তেমন উত্তর শুনে—বেন্‌-হাদাদ ও অন্য রাজারা তখন তাঁবুতে তাঁবুতে পান করছিলেন—তিনি তাঁর সেনানায়কদের বললেন, ‘আক্রমণের জন্য তৈরি হও!’ আর তারা শহর আক্রমণ করতে তৈরি হতে লাগল।

[১৩] সেসময়ে ইস্রায়েল-রাজ আহাবকে একথা বলার জন্য একজন নবী এসে উপস্থিত হলেন; তিনি বললেন, ‘প্রভু একথা বলছেন: তুমি কি ওই সমস্ত বিপুল লোকারণ্য দেখছ? আচ্ছা, আজ আমি ওদের তোমার হাতে তুলে দেব; ফলে তুমি জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু।’ [১৪] আহাব জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তিনি কার্‌ দ্বারা তাই করবেন?’ নবী উত্তরে বললেন, ‘প্রভু একথা বলছেন: প্রদেশপালদের যুবা যোদ্ধাদের দ্বারা।’ রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘যুদ্ধ করতে কে শুরু করবে?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আপনি!’ [১৫] তাই আহাব প্রদেশপালদের যুবা যোদ্ধাদের পরিদর্শনে গেলেন: সংখ্যায় তারা ছিল দু’শো বত্রিশজন। তাদের পরিদর্শন করার পর তিনি গোটা জনগণকে, অর্থাৎ সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের পরিদর্শনে গেলেন: সংখ্যায় তারা সাত হাজার। [১৬] মধ্যাহ্নে তারা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল; সেসময়ে বেন্‌-হাদাদ ও অন্য রাজারা—তাঁর মিত্র সেই বত্রিশজন রাজা—তাঁবুতে তাঁবুতে পান করতে করতে মাতাল হয়েছিলেন। [১৭] প্রদেশপালদের সেই যুবা যোদ্ধারা প্রথমেই বেরিয়ে গেল; বেন্‌-হাদাদকে একথা জানানো হল: ‘কিছুটা লোক সামারিয়া থেকে বের হয়ে এসেছে।’ [১৮] তিনি বললেন, ‘তারা যদি শান্তির উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তবে তোমরা তাদের জীবিতই ধর; যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই এসে থাকে, তবুও তাদের জীবিত ধর।’ [১৯] ইতিমধ্যে ওরা, অর্থাৎ প্রদেশপালদের সেই যুবা যোদ্ধারা ও তাদের পিছনে সৈন্যদল শহর থেকে বেরিয়ে এসে [২০] প্রত্যেকে যে যার প্রতিযোদ্ধাকে বধ করল। আরামীয়েরা পালিয়ে গেল, আর ইস্রায়েল তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করল। আরাম-রাজ বেন্‌-হাদাদ ঘোড়ায় উঠে কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে পালিয়ে রক্ষা পেলেন। [২১] তখন ইস্রায়েলের রাজা বের হয়ে তাদের ঘোড়া ও রথগুলো হস্তগত করলেন, এবং আরামীয়দের মহাপরাজয়ে পরাজিত করলেন।

[২২] তখন সেই নবী ইস্রায়েলের রাজার কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে বললেন, ‘আচ্ছা, এবার বলবান হোন! এখন জেনে নিন, বিবেচনা করে দেখুন, কেননা নববর্ষের শুরুতে আরামের রাজা আপনার বিরুদ্ধে রণযাত্রায় আসবেন।’

ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আরামের নতুন রণ-অভিযান

[২৩] অপরদিকে আরাম-রাজার দাসেরা তাঁকে বলল, ‘ওদের দেবতা পাহাড়পর্বতেরই দেবতা, এজন্য আমাদের চেয়ে ওরা বলবান হল। কিন্তু আমরা যদি সমভূমিতেই ওদের সঙ্গে লড়াই করি, তবে অবশ্য ওদের চেয়ে বলবান হব।’ [২৪] আপনি একাজ করুন: এই রাজাদের পদচ্যুত করে তাঁদের স্থানে প্রকৃত সেনাপতিদের নিযুক্ত করুন। [২৫] আপনার যে সৈন্যদল গেল, তারই মত আর একটা সৈন্যদল প্রস্তুত করুন: হ্যাঁ, আগে যত ঘোড়া, এখনও তত ঘোড়া, আগে যত সৈন্য, এখনও তত সৈন্য; পরে আমরা সমভূমিতে ওদের সঙ্গে লড়াই করব; অবশ্যই ওদের চেয়ে বলবান হব।’ তিনি তাদের মন্ত্রণা শুনে সেইমত কাজ করলেন। [২৬] নববর্ষের শুরুতে বেন্-হাদাদ আরামীয়দের জড় করে ইস্রায়েলকে আক্রমণ করার জন্য আফেকে গেলেন। [২৭] ইস্রায়েল সন্তানদেরও জড় করা হল: খাদ্য-সামগ্রীর দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে তারা তাদের অভিমুখে রওনা হল। ইস্রায়েল সন্তানেরা ঠিক তাদের বিপরীতে শিবির বসাল, দেখতে তারা যেন দুই ক্ষুদ্র ছাগের পালের মত, কিন্তু দেশ আরামীয় লোকেই ভরে উঠেছিল!

[২৮] পরমেশ্বরের সেই মানুষ এগিয়ে এসে ইস্রায়েলের রাজাকে বললেন, ‘প্রভু একথা বলছেন: যেহেতু আরামীয়েরা বলেছে, প্রভু পাহাড়পর্বতেরই দেবতা, তলভূমির দেবতা নন, সেজন্য আমি এই সমস্ত বিপুল জনতাকে তোমার হাতে তুলে দেব। ফলে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।’ [২৯] তারা সাত দিন ধরে মুখোমুখি হয়ে শিবিরে রইল, পরে সপ্তম দিনে যুদ্ধ বেধে গেল, আর ইস্রায়েল সন্তানেরা এক দিনে আরামের এক লক্ষ পদাতিক সৈন্যকে সংহার করল। [৩০] যারা রক্ষা পেল, তারা আফেকে পালিয়ে গিয়ে দৃঢ়দুর্গে আশ্রয় নিল, কিন্তু নগরপ্রাচীর সেই বেঁচে থাকা সাতাশ হাজার লোকের উপরে খসে পড়ল।

বেন্‌-হাদাদ পালিয়ে গিয়ে সেই দৃঢ়দুর্গে এঘর ওঘর করছিল। [৩১] তাঁর অনুচারীরা তাঁকে বলল, 'দেখুন, আমরা শুনেছি, ইস্রায়েলের রাজারা সহৃদয় রাজা; আসুন, আমরা কোমরে চটের কাপড় পরি, মাথায় দড়ি পেঁচিয়ে দিই, এবং বের হয়ে ইস্রায়েলের রাজার কাছে যাই; কি জানি, তিনি আপনার প্রাণ বাঁচাবেন।' [৩২] তাই তারা কোমরে চটের কাপড় পরে ও মাথায় দড়ি পেঁচিয়ে ইস্রায়েলের রাজার কাছে গেল; তাঁকে বলল, 'আপনার দাস বেন্‌-হাদাদ একথা বলছেন: আপনার দোহাই, আমার প্রাণ বাঁচান।' উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি কি এখনও জীবিত আছেন? তিনি তো আমার ভাই!' [৩৩] সেই লোকেরা কথাটা শুভ লক্ষণ বলে বিবেচনা করল; তাঁর মনের ভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য খুবই ব্যস্ত হল, তাই বলল, 'হ্যাঁ, বেন্‌-হাদাদ আপনার ভাই!' রাজা বলে চললেন, 'তোমরা গিয়ে তাঁকে আন।' তখন বেন্‌-হাদাদ বের হয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন, আর তিনি তাঁকে রথে উঠিয়ে নিলেন। [৩৪] বেন্‌-হাদাদ তাঁকে বললেন, 'আমার পিতার কাছ থেকে আপনার পিতা যে সকল শহর কেড়ে নিয়েছিলেন, সেগুলো আমি ফিরিয়ে দেব; এবং আমার পিতা যেমন সামারিয়াতে বাজার বসিয়েছিলেন, আপনিও তেমনি দামাস্কে বাজার বসাতে পারবেন।' আহাব বললেন, 'এই চুক্তির ভিত্তিতে আমি আপনাকে ছেড়ে দেব।' আর তিনি তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থির করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন।

[৩৫] তখন নবী-সঙ্ঘের একজন প্রভুর বাণীমত নিজের একজন সহশিষ্যকে বলল, 'আমাকে মার!' কিন্তু সে তাকে মারতে রাজি হল না। [৩৬] সে তাকে বলল, 'তুমি প্রভুর প্রতি বাধ্য হওনি বিধায়, দেখ, আমার কাছ থেকে সরে যাওয়ামাত্র এক সিংহ তোমাকে বধ করবে।' সে তার কাছ থেকে চলে যাওয়ামাত্রই একটা সিংহের সামনে পড়ল যা তাকে বধ করল। [৩৭] সে আর একজনকে দেখতে পেয়ে বলল, 'আমাকে মার।' লোকটা তাকে মারল, মেরে আহতই করল। [৩৮] তখন সেই নবী গিয়ে ছদ্মবেশী ভাবে চোখের উপরে পাগড়ি বেঁধে পথে রাজার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। [৩৯] রাজা সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময়ে সে রাজার দিকে চিৎকার করে বলল, 'আপনার দাস আমি তুমুল যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে গিয়েছিলাম; আর দেখুন, একটা লোক লড়াই ছেড়ে আমার কাছে একটা লোককে এনে বলল, লোকটার উপর নজর রাখ; সে পালিয়ে গেলে তার প্রাণের

বদলে তোমার প্রাণ যাবে, নইলে তোমাকে রুপোর এক বাট দিতে হবে। [৪০] কিন্তু আপনার দাস আমি এদিকে ওদিকে ব্যস্ত ছিলাম, আর এর মধ্যে সে অন্তর্ধান হয়ে গেল।' ইস্রায়েলের রাজা তাকে বললেন, 'তোমার বিচারদণ্ড যথার্থ: তুমি নিজেই তা স্থির করলে!' [৪১] কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে চোখের উপর থেকে পাগড়িটা উঠিয়ে নিল, আর ইস্রায়েলের রাজা বুঝতে পারলেন যে, সে নবী-সঙ্ঘের একজন। [৪২] সে তাঁকে বলল, 'প্রভু একথা বলছেন: আমি যে লোকটাকে বিনাশ-মানতের জন্যই নিরূপণ করেছিলাম, তাকে তুমি তোমার হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছ বিধায় তার প্রাণের বদলে তোমার প্রাণ, ও তার জনগণের বদলে তোমার জনগণ যাবে!' [৪৩] তখন ইস্রায়েলের রাজা বিষণ্ন মনে ও রুষ্ট হয়ে বাড়ির দিকে গিয়ে সামারিয়াতে প্রবেশ করলেন।

নাবোথের আঙুরখেত

২১ [১] এরপরে এই ঘটনা হল: যেস্রেয়েলীয় নাবোথের একটা আঙুরখেত ছিল; খেতটা সামারিয়ার রাজা আহাবের প্রাসাদের পাশে অবস্থিত। [২] আহাব নাবোথকে বললেন, 'তোমার আঙুরখেত আমাকে দাও; খেতটা আমার বাড়ির সংলগ্ন বলে আমি একটা শাকসবজির বাগান করব; তার বদলে তোমাকে তার চেয়ে ভাল একটা আঙুরখেত দেব; কিংবা, তুমি ইচ্ছা করলে, আমি তার দাম নগদ টাকায় দেব।' [৩] নাবোথ আহাবকে বলল, 'আমি আমার পৈতৃক সম্পদ আপনাকে দেব, প্রভু করুন, এমনটি কখনও যেন না হয়।' [৪] যেস্রেয়েলীয় নাবোথ যে বলেছিল 'আমি আমার পৈতৃক সম্পদ আপনাকে দেব না,' এই কথায় আহাব মনঃক্ষুণ্ন ও বিরক্ত হলেন; ঘরে ফিরে এসে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন, মুখ ফিরিয়ে থাকলেন, কোন কিছু খেতেও অস্বীকার করলেন।

[৫] তাঁর স্ত্রী যেসাবেল তাঁকে গিয়ে বলল, 'তোমার মন এমন বিষণ্ন কেন যে, তুমি মুখে কিছুই দিচ্ছ না?' [৬] উত্তরে তিনি তাকে বললেন, 'আমি যেস্রেয়েলীয় নাবোথকে বলেছিলাম, টাকার বিনিময়ে তোমার আঙুরখেত আমাকে দাও; কিংবা, তুমি ইচ্ছা করলে, আমি তার বদলে আর একটা আঙুরখেত তোমাকে দেব; কিন্তু সে বলল, আমি আমার আঙুরখেত আপনাকে দেব না।' [৭] তাঁর স্ত্রী যেসাবেল তাঁকে বলল, 'আর তুমিই

কি ইস্রায়েলের রাজা? ওঠ, খেয়ে নাও; তোমার মন প্রফুল্ল হোক! আমি যেস্রেয়েলীয় নাবোথের সেই আঙুরখেত তোমাকে দেব!'

[৮] সে আহাবের নাম করে কয়েকটা চিঠি লিখে তাঁর সীলমোহরের ছাপ দিল, তারপর সেই চিঠিগুলো সেই সকল প্রবীণ ও গণ্যমান্য লোকদের কাছে পাঠিয়ে দিল, যাঁরা নাবোথের একই শহরের বাসিন্দা। [৯] চিঠিতে সে এই কথা লিখেছিল: 'তোমরা উপবাস ঘোষণা কর, এবং জনসভায় নাবোথকে প্রথম সারিতে আসন দাও। [১০] তার মুখোমুখি করে দু'জন ধূর্ত লোককে বসাও; তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে এরা বলুক, "তুমি পরমেশ্বরকে ও রাজাকে অভিশাপ দিয়েছ!" পরে বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেল।'

[১১] নাবোথের শহরের বাসিন্দা—সেই প্রবীণেরা ও গণ্যমান্য লোকেরা যাঁরা তার একই শহরের মানুষ—যেসাবেল যে আজ্ঞা দিয়েছিল সেই আজ্ঞামত, অর্থাৎ সে যে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিল, ঠিক তার লেখামতই তাঁরা কাজ করলেন: [১২] তাঁরা উপবাস ঘোষণা করলেন এবং জনসভায় নাবোথকে প্রথম সারিতে আসন দিলেন। [১৩] তখন ধূর্ত দু'জন লোক এসে তার মুখোমুখি হয়ে আসন নিল; এরা সবার সামনে নাবোথের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলল, 'নাবোথ পরমেশ্বরকে ও রাজাকে অভিশাপ দিয়েছে।' তাই লোকেরা তাকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলল। [১৪] পরে তারা যেসাবেলের কাছে এই খবর পাঠাল: 'নাবোথকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হয়েছে।' [১৫] নাবোথকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হয়েছে, কথাটা শোনামাত্র যেসাবেল আহাবকে বলল, 'ওঠ, যেস্রেয়েলীয় নাবোথ টাকার বিনিময়ে যে আঙুরখেত তোমাকে দিতে রাজি ছিল না, তার সেই খেতের দখল নাও; কারণ নাবোথ আর বেঁচে নেই, সে মারা গেছে।' [১৬] নাবোথ এবার মৃত, তা শুনে আহাব উঠে যেস্রেয়েলীয় নাবোথের আঙুরখেতের দখল নিতে গেলেন।

[১৭] তখন প্রভুর বাণী তিশ্‌বীয় এলিয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৮] 'ওঠ, সামারিয়াতে গিয়ে ইস্রায়েলের রাজা আহাবের সঙ্গে দেখা কর; দেখ, সে নাবোথের আঙুরখেতে রয়েছে, তার দখল নিতে সে সেইখানে গিয়েছে। [১৯] তুমি তাকে বলবে: প্রভু একথা বলছেন, তুমি নরহত্যা করেছ, আর এখন পরের সম্পদেরও

দখল নিচ্ছ! এজন্য—প্রভু একথা বলছেন—কুকুরে যেখানে নাবোথের রক্ত চেটে খেয়েছে, সেখানে কুকুরে তোমার রক্তও চেটে খাবে।' [২০] আহাব এলিয়কে বললেন, 'ওরে শত্রু আমার, এবার তোমার কাছে ধরা পড়লাম!' তিনি উত্তর দিলেন, 'ঠিক তাই! কারণ প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করার জন্য তুমি নিজেকে বিক্রি করেছ! [২১] দেখ, আমি তোমার মাথায় একটা অমঙ্গল ডেকে আনব; তোমাকে ঝাঁটা দিয়ে একেবারেই দূর করে দেব। আহাব-বংশের প্রতিটি পুরুষমানুষকে—ইস্রায়েলে তারা ক্রীতদাসই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক—তাদের সকলকেই নিশ্চিহ্ন করব। [২২] আমি তোমার কুল নেবাতের সন্তান যেরবোয়ামের কুলের মত ও আহিয়ার সন্তান বায়াশার কুলের মতই করব, কারণ তুমি আমার ক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছ ও ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছ। [২৩] যেসাবেলের বিষয়েও প্রভু একথা বলছেন, কুকুরে যেস্রেয়েলের মাঠে যেসাবেলকে গ্রাস করবে। [২৪] আহাবের কুলের যে কেউ শহরে মরবে, তাকে কুকুরে গ্রাস করবে, এবং যে কেউ খোলা মাঠে মরবে, তাকে আকাশের পাখিতেই গ্রাস করবে।'

[২৫] প্রকৃতপক্ষে আহাব, যিনি তাঁর স্ত্রী যেসাবেল দ্বারা প্ররোচিত হয়ে প্রভুর সাক্ষাতে অপকর্ম সাধন করার জন্য নিজেকে বিক্রি করেছিলেন, তাঁর মত আর কেউ কখনও হয়নি। [২৬] প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে যে আমোরীয়দের দেশছাড়া করেছিলেন, তারা যেমন করেছিল, তিনিও পুতুলগুলোর অনুগামী হয়ে বহু জঘন্য কাজ সাধন করলেন।

[২৭] আহাব যখন তেমন কথা শুনলেন, তখন পোশাক ছিঁড়ে ফেলে গায়ে চটের কাপড় পরে উপবাস করলেন; তিনি চটের কাপড় পরে শুয়ে পড়তেন, মাথা নত করে বেড়াতেন। [২৮] তখন প্রভুর বাণী তিশ্‌বীয় এলিয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, [২৯] 'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, আহাব আমার সামনে কেমন করে নিজেকে অবনমিত করেছে? সে আমার সামনে নিজেকে অবনমিত করেছে বলে আমি তার জীবনকালে সেই অমঙ্গল ঘটাব না, তার সন্তানের জীবনকালেই তার কুলের উপরে সেই অমঙ্গল ডেকে আনব।'

আরামের বিরুদ্ধে আহাব ও যেহোশাফাতের রণ-অভিযান

২২ [১] এরপর এমন তিন বছর কেটে গেল যখন আরাম ও ইস্রায়েলের মধ্যে কোন
যুদ্ধ হল না। [২] তৃতীয় বছরে যুদা-রাজ যেহোশাফাৎ ইস্রায়েলের রাজার সঙ্গে দেখা
করতে গেলেন। [৩] ইস্রায়েলের রাজা তাঁর কর্মচারীদের বলেছিলেন, 'রামোথ-গিলেয়াদ
যে আমাদের, একথা তোমরা কি জান না? অথচ আমরা আরাম-রাজের হাত থেকে তা
ফিরিয়ে না নিয়ে এমনি চুপ করে বসে আছি।' [৪] তিনি যেহোশাফাৎকে বললেন,
'আপনি আমার সঙ্গে কি রামোথ-গিলেয়াদ আক্রমণ করতে আসবেন?' যেহোশাফাৎ
উত্তরে ইস্রায়েলের রাজাকে বললেন, 'মনে করুন: আমি ও আপনি, আমার লোক ও
আপনার লোক, আমার ঘোড়া ও আপনার ঘোড়া, সবই এক!' [৫] তথাপি যেহোশাফাৎ
ইস্রায়েলের রাজাকে বললেন, 'আজই প্রভুর বাণীর অভিমত অনুসন্ধান
করুন।' [৬] ইস্রায়েলের রাজা নবীদের—সংখ্যায় প্রায় চারশ'জনকে—একত্রে সমবেত
করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে কি রামোথ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাতে
হবে, না পিছটান দিতে হবে?' তারা উত্তর দিল, 'রণ-অভিযান চালান; প্রভু তা
মহারাজের হাতে তুলে দিলেন!' [৭] কিন্তু যেহোশাফাৎ বললেন, 'যার দ্বারা অভিমত
অনুসন্ধান করতে পারি, প্রভুর এমন আর কোন নবী কি এখানে নেই?' [৮] ইস্রায়েলের
রাজা যেহোশাফাৎকে বললেন, 'যার দ্বারা আমরা প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে পারি,
এমন আর একজন আছে; কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি, কারণ আমার পক্ষে তার কোন
বাণী কখনও মঙ্গলসূচক নয়, শুধু অমঙ্গলেরই ভাববাণী দেয়; সে ইম্লার ছেলে মিখাইয়া।'
যেহোশাফাৎ বললেন, 'মহারাজ এমন কথা যেন না বলেন!' [৯] তখন ইস্রায়েলের
রাজা তাঁর একজন কর্মচারীকে ডেকে হুকুম দিলেন: 'ইম্লার ছেলে মিখাইয়াকে শীঘ্রই
আন।'

[১০] ইস্রায়েলের রাজা ও যুদা-রাজ যেহোশাফাৎ দু'জনে নিজ নিজ রাজবসন পরে
সামারিয়ার নগরদ্বার-প্রবেশস্থানের কাছে খোলা জায়গায় নিজ নিজ সিংহাসনে আসীন
ছিলেন; তাঁদের সামনে নবীরা সকলে আত্মহারা অবস্থায় ছিল। [১১] কেনায়ানার সন্তান
সেদেকিয়া—সে নিজের জন্য লোহার শৃঙ্গযুগল তৈরি করেছিল—বলে উঠল, 'প্রভু
একথা বলছেন: এর মত শৃঙ্গযুগল দ্বারা আপনি আরামের বিনাশ সাধন না করা পর্যন্ত

গোঁতাবেন।’ [১২] নবীরা সকলে আত্মহারা অবস্থায় একই ধরনের বাণী দিচ্ছিল; তারা বলছিল: ‘রামোথ-গিলেয়াদ আক্রমণ করুন, সফল হবেন! কেননা প্রভু তা মহারাজের হাতে তুলে দিলেন।’

[১৩] যে দূত মিখাইয়াকে ডাকতে গিয়েছিল, সে তাঁকে বলল, ‘দেখুন, নবীদের যত বাণী একমুখেই রাজার পক্ষে মঙ্গল পূর্বঘোষণা করছে; আপনার বাণীও ওদের বাণীর মত হোক; আপনিও মঙ্গলসূচক বাণী দিন।’ [১৪] মিখাইয়া বললেন, ‘জীবনময় প্রভুর দিব্যি, প্রভু আমাকে যা বলবেন, আমি তাই বলব!’ [১৫] তিনি রাজার সামনে এসে উপস্থিত হলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মিখাইয়া, আমরা রামোথ-গিলেয়াদকে আক্রমণ করতে যাব, না পিছটান দেব?’ তিনি উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ‘এগিয়ে যান, জয়লাভ নিশ্চিত, কেননা প্রভু তা মহারাজের হাতে তুলে দিয়েছেন!’ [১৬] রাজা তাঁকে বললেন, ‘তুমি প্রভুর নামে আমাকে সত্যকথা ছাড়া আর কিছুই বলবে না, আমাকে কতবার এই শপথ তোমাকে করাতে হবে?’ [১৭] তিনি উত্তরে বললেন,

‘আমি দেখতে পাচ্ছি: সমস্ত ইস্রায়েল পালকবিহীন মেষপালের মত
পর্বতে পর্বতে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়াচ্ছে!
প্রভু একথা বলছেন, তাদের জননায়ক নেই;
প্রত্যেকে শান্তিতে যে যার ঘরে ফিরে যাক!’

[১৮] ইস্রায়েলের রাজা যেহোশাফাৎকে বললেন, ‘আমি কি আগেই আপনাকে বলছিলাম না যে, লোকটা আমার পক্ষে মঙ্গলের নয়, কেবল অমঙ্গলেরই বাণী দেয়?’ [১৯] মিখাইয়া বলে চললেন, ‘এজন্য আপনি এখন প্রভুর বাণী শুনুন: আমি দেখতে পেলাম: প্রভু সিংহাসনে আসীন, তাঁর ডান ও বাঁ পাশে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী তাঁকে ঘিরে আছে। [২০] প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, কে গিয়ে আহাবের মন ভোলাবে, সে যেন রণ-অভিযান চালিয়ে রামোথ-গিলেয়াদে মারা পড়ে? কেউ এক ধরনের উত্তর দিল, কেউ অন্য ধরনের উত্তর দিল; [২১] শেষে এক আত্মা এগিয়ে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমিই তার মন ভোলাব! প্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে? [২২] সে উত্তর দিল, আমি গিয়ে তার সকল নবীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা হব। তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয়ই তার মন ভোলাবে, তুমি অবশ্যই সফল হবে; যাও, সেইমত

কর! [২৩] সুতরাং দেখুন, প্রভু আপনার এই সকল নবীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা দিয়েছেন; কিন্তু আপনার বিষয়ে প্রভু সর্বনাশেরই বাণী দিয়েছেন।'

[২৪] তখন কেনায়ানার সন্তান সেদেকিয়া এগিয়ে এসে মিখাইয়ার গালে চড় মেরে বলল, 'প্রভুর আত্মা তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার কাছ থেকে কোন্ পথে গিয়েছিল?' [২৫] মিখাইয়া বললেন, 'দেখ, যেদিন তুমি নিজেকেই লুকোবার জন্য এঘর ওঘর করবে, সেইদিন তা জানতে পারবে।' [২৬] ইস্রায়েলের রাজা বললেন, 'মিখাইয়াকে ধরে আবার শহরের অধ্যক্ষ আমোনের ও রাজপুত্র যোয়াশের হাতে তুলে দাও। [২৭] তাদের বলবে, রাজা একথা বলছেন: একে কারাগারে আটকিয়ে রাখ, এবং যে পর্যন্ত আমি নিরাপদে ফিরে না আসি, সেপর্যন্ত একে সামান্য রুটি ও জল ছাড়া আর কিছুই খেতে দেবে না।' [২৮] মিখাইয়া বললেন, 'যদি আপনি কোনমতেই নিরাপদে ফিরে আসেন, তবে প্রভু আমার মধ্য দিয়ে কথা বলেননি।' তিনি বলে চললেন, 'হে জাতি সকল, তোমরা সকলে শোন!'

[২৯] পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যুদা-রাজ যেহোশাফাৎ রামোথ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। [৩০] ইস্রায়েলের রাজা যেহোশাফাৎকে বললেন, 'আমি অন্য বেশ ধারণ করেই যুদ্ধে নামব, কিন্তু আপনি আপনার রাজবসন পরে থাকুন।' তাই ইস্রায়েলের রাজা অন্য বেশ ধারণ করে যুদ্ধে নামলেন। [৩১] আরামের রাজা তাঁর রথাধ্যক্ষদের—তারা বত্রিশজন ছিল—এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন: 'তোমরা কেবল ইস্রায়েলের রাজা ছাড়া ছোট কি বড় কারও সঙ্গেই লড়াই করবে না।' [৩২] তাই যেহোশাফাৎকে দেখামাত্র রথাধ্যক্ষেরা বলল, 'উনিই অবশ্য ইস্রায়েলের রাজা!' আর তাই বলে তাঁর সঙ্গে লড়াই করার জন্য চারদিক দিয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলল। কিন্তু যখন যেহোশাফাৎ নিজের রণধ্বনি তুললেন, [৩৩] তখন রথাধ্যক্ষেরা বুঝতে পারল, ইনি ইস্রায়েলের রাজা নন, ফলে তাঁর পিছু ধাওয়াটা বন্ধ করল। [৩৪] কিন্তু একটা লোক দৈবাৎ ধনুক টেনে ইস্রায়েলের রাজার বর্মের ও বুকপাটার জোড়স্থানে তীর দ্বারা আঘাত করল; রাজা তাঁর রথচালককে বললেন, 'রথ ফেরাও, সৈন্যদলের মধ্য থেকে আমাকে বের করে নাও; আমি আহত হয়েছি!' [৩৫] সেদিন সারাদিন ধরে তুমুল যুদ্ধ হল; রাজাকে আরামীয়দের সামনে তাঁর নিজের রথে দাঁড়িয়ে রাখা হল; সন্ধ্যাবেলায় তিনি মারা গেলেন; তাঁর ক্ষতের রক্ত

রথের নিম্নস্থান পর্যন্তই ঝরে পড়েছিল। [৩৬] সূর্যাস্তের সময়ে সৈন্যদলের মধ্যে সবদিকেই এক রব উঠে ছড়িয়ে পড়ল: 'প্রত্যেকে যে যার শহরে, প্রত্যেকে যে যার দেশে চলে যাক। [৩৭] রাজা মারা গেছেন!' তাঁকে সামারিয়াতে আনা হল, সেই সামারিয়াতেই রাজাকে সমাধি দেওয়া হল। [৩৮] রথটা সামারিয়ার দিঘিতে ধুয়ে দেওয়া হল: কুকুরে তাঁর রক্ত চেটে খেল, ও বেশ্যারা সেখানে স্নান করল, ঠিক যেমনটি প্রভু বাণী দিয়েছিলেন।

[৩৯] আহাবের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কর্মবিবরণ, তিনি যে গজদন্তময় গৃহ নির্মাণ করেছিলেন, আর যে সমস্ত শহর নির্মাণ করেছিলেন, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [৪০] পরে আহাব তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, আর তাঁর সন্তান আহাজিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ যেহোশাফাৎ (খ্রিঃপূঃ ৮৭০-৮৪৮)

[৪১] ইস্রায়েল-রাজ আহাবের চতুর্থ বর্ষে আসার সন্তান যেহোশাফাৎ যুদায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। [৪২] যেহোশাফাৎ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে পঁচিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম আজুবা, তিনি শিল্‌হির কন্যা। [৪৩] যেহোশাফাৎ তাঁর পিতা আসার সমস্ত পথে চললেন, সেই পথ থেকে সরে না গিয়ে প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন; [৪৪] কিন্তু তবু উচ্চস্থানগুলি নিশ্চিহ্ন করা হল না: লোকেরা তখনও উচ্চস্থানে বলিদান করত ও ধূপ জ্বালাত। [৪৫] ইস্রায়েলের রাজার সঙ্গে যেহোশাফাতের শান্তি-সম্পর্ক ছিল।

[৪৬] যেহোশাফাতের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর সাধিত যত বীরত্বপূর্ণ কাজ ও যে সকল যুদ্ধ করলেন, এই সমস্ত কথা কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [৪৭] তাঁর পিতা আসার সময় থেকে যত সেবাদাস বাকি রয়েছিল, তাদের তিনি দেশ থেকে দূর করে দিলেন। [৪৮] সেসময়ে এদোমে কোন রাজা ছিলেন না, একজন প্রতিনিধিই রাজত্ব করছিলেন। [৪৯] যেহোশাফাৎ সোনার খোঁজে ওফিরে পাঠাবার জন্য তার্শিশের কয়েকখানা জাহাজ তৈরি করালেন, কিন্তু সেগুলো কখনও পৌঁছল না, কেননা সেই জাহাজগুলো এৎসিয়োন-গেবেরে ভেঙে গেল। [৫০] তখন আহাবের সন্তান আহাজিয়া যেহোশাফাৎকে বললেন, 'আপনার দাসদের সঙ্গে আমার দাসেরাও জাহাজে

যোগ দিক।’ কিন্তু যেহোশাফাৎ রাজি হলেন না। [৫১] পরে যেহোশাফাৎ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁদের সঙ্গে তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যেহোরাম তাঁর পদে রাজা হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ আহাজিয়া (খ্রিঃপূঃ ৮৫৩-৮৫২)

[৫২] যুদা-রাজ যেহোশাফাতের সপ্তদশ বর্ষে আহাবের সন্তান আহাজিয়া সামারিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে ইস্রায়েলের উপরে দু’বছর রাজত্ব করেন। [৫৩] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন, তাঁর পিতার পথে ও তাঁর মাতার পথে, এবং নেবাতের সন্তান যে যেরবোয়াম ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁরই পথে চললেন। [৫৪] তিনি বায়াল-দেবের সেবা করলেন, তার সামনে প্রণিপাত করলেন, এবং ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুললেন: তাঁর পিতা যা কিছু করেছিলেন, তিনিও ঠিক তাই করলেন।

---

১ [৪] রাজার তেমন বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা রাজ্যভারে তাঁর অযোগ্যতার শামিল; এজন্যই রাজপ্রাসাদে রাজাসন পাবার তত প্রচেষ্টা।

[৩৪] অভিষেক দ্বারা রাজা ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক লাভ করবেন, একপ্রকার ঐশ্বরিক শক্তিও লাভ করবেন।

২ [৭] রাজার নিজের টেবিলে খেতে বসা-ই রাজার অনুগ্রহ ও রক্ষার পাত্র হওয়ার চিহ্ন।

[৯] অভিশাপ একবার উচ্চারিত হলে আর ফেরানো যায় না; তবু অভিশাপ যে উচ্চারণ করেছিল তাকে সংহার করলে আশা করা যেতে পারত অভিশাপটা এড়ানো সম্ভব।

৩ [২] ‘উচ্চস্থানগুলো’ এমন স্থান ছিল যেখানে কানানীয়েরা তাদের দেব-দেবীদের কাছে বলি উৎসর্গ করত।

[৫] ইস্রায়েলে রাজা ঈশ্বর ও জনগণের মধ্যস্থ বলে গণ্য ছিলেন: রাজার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর শাসন করতেন। তাছাড়া এই পদ দেখায় আগেকার প্রখ্যাত বিচারকদের মত শলোমনও প্রভুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অধিকারী ছিলেন—জন্মসূত্রে নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছাবলে।

[৬] শলোমন বুঝতে পারেন, আপন পিতা দাউদের প্রতি নবী নাথান দ্বারা যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল (২ শামু ৭:১২,১৬), তা এখন সিদ্ধিলাভ করতে শুরু করছে।

[৯] রাজা বিচারকদের উত্তরাধিকারী বলে পরিগণিত: জনগণের মধ্যে ন্যায় ও ধর্মময়তা বজায় রাখা তাঁরই কর্তব্য; তেমন কর্তব্য পালনে তিনি ঈশ্বরের দরবারে দায়ী হবেন। সাম ৭২ শলোমনের রাজ্যের গুণকীর্তন করে।

৬ [১২] গৃহ-নির্মাণটি তখনই অর্থপূর্ণ যখন তা বাধ্যতার মনোভাবের ফল, অর্থাৎ গৃহ-নির্মাণ নয়, বাধ্যতা গুণেই দাউদের কাছে দেওয়া কথা পূর্ণতা লাভ করবে (২ শামু ৭)।

৮ [১০] এ সেই মেঘ যা প্রান্তরে ইস্রায়েলের সঙ্গে যাত্রা করেছিল (যাত্রা ১৩:২১-২২); তা প্রভুর উপস্থিতির চিহ্ন।

[২৩] প্রভু ইস্রায়েলের প্রতি নিজ সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করবেন, এ ইস্রায়েলীয়দের বিশ্বাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্য (দ্বিঃবিঃ ৭:৯,১২; দা ৯:৪; নেহে ১:৫; ৯:৩২; ইত্যাদি)। 'কৃপা' শব্দটা পুরাতন নিয়মে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রভুরই কৃপা লক্ষ করে।

[৫৩] এই পদ ইস্রায়েলের বিশ্বাসের এই মুখ্য বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করে যা অনুসারে বিশ্বাস অতীতকালে সাধিত ঈশ্বরের কর্মের উপরে স্থাপিত: জনগণকে মনোনয়ন ও মিশর থেকে মুক্তিই ঈশ্বরের প্রধান সাধিত কর্ম। সুতরাং, যখন ঈশ্বর অতীতকালে আপন জনগণের মাঝে উপস্থিত ছিলেন, তখন একথা নিশ্চিত যে, তিনি বর্তমান ও ভাবীকালেও উপস্থিত থাকবেন।

[৫৭] ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার কথা ভেবে মানুষ বাধ্যতা দেখাতে প্রেরণা পায় (এফে ২:১০ দ্রঃ)।

[৬০] এই পদে একেশ্বরবাদ স্পষ্টভাবেই ঘোষিত।

১১ [৩১] নবীর একটা বাণী যেমন, তাঁর একটা চিহ্নকর্মও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ: চিহ্নকর্মটা বাণীকে দৃষ্টিগোচরই যেন করে (১ রাজা ২২:১১; যেরে ২৭:১-৮; ২৮:১-৪,১০-১১; এজে ৩৭:১৫-২২; ইত্যাদি)।

[৩৬] 'প্রদীপ' হল জীবন্ত বংশধারার প্রতীক (২ শামু ১৪:৭); অতএব, যেরুশালেম-মন্দিরে প্রভুর সাক্ষাতে যেমন একটা প্রদীপ নিত্যই থাকবে, তেমনি দাউদকুলও নিত্যস্থায়ী থাকবে (১ রাজা ১৫:৪; ২ রাজা ৮:১৯; সাম ১৮:২৯)।

১২ [৭] রাজা নিজের জন্য নয়, বরং জনগণের সেবা ও মঙ্গলের জন্যই রাজত্ব করেন।

[৩৩] উচ্চস্থানগুলো প্রতিষ্ঠা (দ্বিঃবিঃ ১২:২), যেরুশালেমে ছাড়া অন্যত্রই পর্ব-পালন (দ্বিঃবিঃ ১৬:৫-৬,১১), অন্য গোষ্ঠীর মানুষের উপর লেবীয় ভূমিকা আরোপণ (দ্বিঃবিঃ ১৮:৫), নতুন পঞ্জিকা-প্রবর্তন: দ্বিতীয় বিবরণের আজ্ঞাবলির প্রতি এগুলোই যেরবোয়ামের অবাধ্যতার প্রমাণ।

১৩ [১৯] এই মিথ্যাকথার উদ্দেশ্যই নবীর অভিশাপ থেকে বেথেলের পুণ্যস্থান মুক্ত করা। ব্যাপারটা এরূপ: নবীদের চিহ্নকর্ম তাঁদের বাণীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত; চিহ্নকর্ম

বাতিল করলে বাণীও নিষ্ফল হয়; সুতরাং পরমেশ্বরের সেই মানুষের যাত্রা বন্ধ করলে তাঁর চিহ্নকর্ম বাতিল হবে, ফলত তাঁর অভিশাপও শূন্য হবে।

[২৪] কাহিনীর অর্থ এ: নবী ঈশ্বরের কাছ থেকে যে বাণী প্রত্যক্ষভাবে পেয়েছেন, তাঁর জীবন সেই বাণীর প্রতি তাঁর বাধ্যতার উপরেই নির্ভর করে; কোন স্বর্গদূতের উক্তিও সেই বাণীকে বাতিল করতে পারে না (গা ১:৮ দ্রঃ)।

[২৮] সিংহ ক্ষুধা মেটাবার জন্য নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার জন্যই নরহত্যা করেছে।

১৬ [৩২] আহাব ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত শুধু নন, তিনি রাজধানীকেও ধর্মত্যাগী করে ফেললেন (১ রাজা ১১:৭-৮)।

১৭ [২৪] তিনিই প্রকৃত নবী, যাঁর মুখ প্রভুর খাঁটি বাণী ব্যক্ত করে (দ্বিঃবিঃ ১৮:১৮; যেরে ১:৯; ১৫:১৯)।

১৮ [৪৬] নবী যেন প্রভুর নামে কথা বলেন ও কর্মসাধন করেন প্রভু তাঁকে তাঁর আত্মা বা প্রেরণা দানে আবিষ্ট করেন।

১৯ [১২] ঝড়বাতাস, ভূমিকম্প ও আগুন হল ঈশ্বরের বিনাশী শক্তির প্রতীক; মৃদু মর্মরধ্বনি বরং ঈশ্বরের সৃজনী ও পরিত্রাণদায়ী শক্তিরই প্রতীক: প্রভু আপন জনগণের মধ্যে ও তাদের খাতিরেই জীবিত ও বিশ্বাসী এক অবশিষ্টাংশ রেখেছেন; তারা সেই সাত হাজার মানুষ যাদের কথা ১৮ পদে উল্লিখিত।

[১৯] সেকালে, কোন ব্যক্তির পোশাক বা তার কোন জিনিস সেই ব্যক্তিরই প্রতীক বলে গণ্য ছিল; আরও, তারা মনে করত, সেই পোশাকে সেই ব্যক্তির শক্তির একটা অংশ নিহিত। সুতরাং, এলিয় এলিশেয়কে তাঁর আপন নবীয় প্রেরণার অংশীদার করতে অভিপ্রায় করেন (২ রাজা ২:১৩-১৪; ৪:২৯-৩১; লুক ৮:৪৪; প্রেরিত ১৯:১২)।

২১ [৩] দেশের যে স্বত্বাংশ প্রভু তার পিতৃকুলের জন্য স্থির করেছিলেন (গণনা ৩৬:৭; লেবীয় ২৫:১৩), প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতার খাতিরেই নাবোথ তা রক্ষা করতে বাধ্য। তাছাড়া, রাজার কাছ থেকে জমি নিলে তাকে রাজার অধীন হয়ে থাকতে হবে।

২২ [১১] শৃঙ্গ ছিল ঐশ্বরিক শক্তির প্রতীক। উপরন্তু, মিথ্যা জনগণের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছার মাধ্যম হতে ব্রতী।

রাজাবলি—২য় পুস্তক

১ম ও ২য় রাজাবলির ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো নিতান্ত নাটকীয়: আদর্শ ধর্মরাজ দাউদের উজ্জ্বল রাজত্বকাল থেকে ঈশ্বরের জনগণ আস্তে আস্তে নির্বাসনেরই দিকে চলে যায়; এর কারণ, তাদের নিজেদের ও তাদের রাজাদের পাপাচরণ। অথচ নবীদের বাণী দ্বারা ঈশ্বর তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন: তাঁরা সারাক্ষণ এই সাবধান বাণী দিয়েছিলেন যে, বিধানের প্রতি বাধ্যতা না দেখালে পরিত্রাণ থাকবে না, আসবে ঈশ্বরের বিচার। তবু রাজাবলির শেষ কথা বিনাশের নয়, প্রত্যাশারই কথা—মশীহ এসে অনুতপ্ত জনগণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন করবেন, সন্ধির প্রতি অবিশ্বস্ততা যে সর্বনাশ ঘটিয়েছিল, মনপরিবর্তন তার প্রতিকার সাধন করবে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫

ইস্রায়েল-রাজ আহাজিয়ার মৃত্যু

১ [১] আহাবের মৃত্যুর পরে মোয়াব ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল।
[২] আহাজিয়া সামারিয়ায় তাঁর বাড়ির উপরতলার জানালা দিয়ে পড়ে গেছিলেন বলে পীড়িত ছিলেন; তাই তিনি এই বলে কয়েকজন দূত পাঠালেন, 'যাও, এক্রোনের দেবতা বায়াল-জেবুবের অভিমত অনুসন্ধান কর, এই পীড়া থেকে আমি সুস্থ হব কিনা।'
[৩] কিন্তু প্রভুর দূত তিশ্‌বীয় এলিয়কে বললেন, 'ওঠ, সামারিয়া-রাজের দূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাও; তাদের বল, ইস্রায়েলের মধ্যে কি কোন ঈশ্বর নেই যে, তোমরা গিয়ে এক্রোনের দেবতা বায়াল-জেবুবেরই অভিমত অনুসন্ধান করবে?
[৪] সুতরাং, প্রভু একথা বলছেন: তুমি যে খাটে উঠে শুয়েছ, তা থেকে আর নামবে না, মরবেই মরবে!' আর এলিয় রওনা হলেন।

[৫] সেই দূতেরা রাজার কাছে ফিরে গেলে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ফিরে এলে?' [৬] তারা উত্তরে বলল, 'একজন লোক আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে আমাদের বলল, যে রাজা তোমাদের পাঠালেন, তাঁর কাছে ফিরে যাও, তাঁকে বল: প্রভু একথা বলছেন, ইস্রায়েলের মধ্যে কি কোন ঈশ্বর নেই যে, তুমি লোক পাঠিয়ে এক্রোনের দেবতা বায়াল-জেবুবের অভিমত অনুসন্ধান করবে? এজন্য, তুমি যে খাটে উঠে শুয়েছ, তা থেকে আর নামবে না, মরবেই মরবে!' [৭] রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে যে লোকটি এই সমস্ত কথা বলল, সে দেখতে কেমন?' [৮] তারা উত্তর দিল, 'তার পরনে লোমের এক আলোয়ান; তার কোমরে চামড়ার বন্ধনী বাঁধা।' রাজা বললেন, 'সে তিশ্‌বীয় এলিয়!'

[৯] রাজা পঞ্চাশজন সৈন্যের সঙ্গে একজন পঞ্চাশপতিকে এলিয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, আর সে তাঁর কাছে গেল ও তাঁকে একটা পর্বতের চূড়ায় বসা পেল। সে তাঁকে বলল, 'হে পরমেশ্বরের মানুষ, রাজা বলছেন: নেমে এসো।' [১০] এলিয় উত্তরে সেই পঞ্চাশপতিকে বললেন, 'যদি আমি পরমেশ্বরের মানুষ হই, তবে আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশজন লোককে গ্রাস করুক!' আর আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে তাকে ও তার পঞ্চাশজন লোককে গ্রাস করল।

[১১] রাজা আবার পঞ্চাশজন লোকের সঙ্গে আর একজন পঞ্চাশপতিকে তাঁর কাছে পাঠালেন। সেও গিয়ে বলল, 'হে পরমেশ্বরের মানুষ, রাজা বলছেন: এখনই নেমে এসো।' [১২] উত্তরে এলিয় তাদের বললেন, 'যদি আমি পরমেশ্বরের মানুষ হই, তবে আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশজন লোককে গ্রাস করুক!' আর আকাশ থেকে ঐশআগুন নেমে এসে তাকে ও তার পঞ্চাশজন লোককে গ্রাস করল।

[১৩] রাজা তৃতীয়বারের মত পঞ্চাশজন লোকের সঙ্গে একজন পঞ্চাশপতিকে পাঠালেন। সেই তৃতীয় পঞ্চাশপতিও গেল, এবং সেখানে গিয়ে পৌঁছে এলিয়ের সামনে হাঁটু পেতে মিনতি জানিয়ে বলল, 'হে পরমেশ্বরের মানুষ, বিনয় করি, আপনার দৃষ্টিতে আমার প্রাণের ও আপনার এই পঞ্চাশজন দাসের প্রাণের কিছুটা মূল্য থাকুক। [১৪] দেখুন, আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে আগে আসা সেই দু'জন সেনাপতিকে ও তাদের পঞ্চাশ পঞ্চাশজনকে গ্রাস করেছে। কিন্তু এখন আপনার দৃষ্টিতে আমার প্রাণের

কিছুটা মূল্য থাকুক।’ [১৫] তখন প্রভুর দূত এলিয়কে বললেন, ‘এর সঙ্গে নেমে যাও, একে ভয় পেয়ো না।’ তাই এলিয় উঠে তার সঙ্গে রাজার কাছে নেমে গেলেন, [১৬] আর তাঁকে তিনি বললেন, ‘প্রভু একথা বলছেন: যেহেতু তুমি দূত পাঠিয়ে এক্রোনের দেবতা বায়াল-জেবুবের অভিমত অনুসন্ধান করেছ ঠিক যেন ইস্রায়েলে আমি ব্যতীত অন্য এমন ঈশ্বর আছে যার অভিমত অনুসন্ধান করা যেতে পারে, সেজন্য তুমি যে খাটে উঠে শুয়েছ, তা থেকে আর নামবে না, মরবেই মরবে!’

[১৭] আর আসলে এলিয়ের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর বাণীমত তিনি মরলেন, আর তাঁর সন্তান না থাকায়, যুদা-রাজ যেহোশাফাতের সন্তান যেহোরামের দ্বিতীয় বর্ষে তাঁর ভাই যোরাম তাঁর পদে রাজা হলেন। [১৮] আহাজিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি ও তাঁর কর্মবিবরণ কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই?

এলিয়ের স্বর্গারোহণ
এলিশেয় তাঁর আত্মার উত্তরাধিকারী

২ [১] যখন প্রভু এলিয়কে ঘূর্ণিবায়ুতে স্বর্গে তুলে নিলেন, তখনকার ঘটনা এরূপ: এলিয় ও এলিশেয় গিল্গাল ছেড়ে রওনা হলেন, [২] আর এলিয় এলিশেয়কে বললেন, ‘তুমি এখানে থেকে যাও, কেননা প্রভু আমাকে বেথেল পর্যন্ত পাঠিয়ে দিচ্ছেন।’ কিন্তু এলিশেয় বললেন, ‘জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব না।’ আর তাঁরা বেথেলে গেলেন। [৩] বেথেল-নিবাসী নবী-সঙ্ঘ এলিশেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাঁকে বলল, ‘আজ প্রভু আপনার কাছ থেকে আপনার প্রভুকে তুলে নেবেন, একথা আপনি কি জানেন?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, আমিও একথা জানি, কিন্তু তোমরা নীরব থাক।’ [৪] এলিয় তাঁকে বললেন, ‘এলিশেয়, তুমি এখানে থেকে যাও, কেননা প্রভু আমাকে যেরিখোতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।’ কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, ‘জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব না।’ আর তাঁরা যেরিখোতে গেলেন। [৫] যেরিখো-নিবাসী নবী-সঙ্ঘ এলিশেয়ের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে বলল, ‘আজ প্রভু আপনার কাছ থেকে আপনার প্রভুকে তুলে নেবেন, একথা আপনি কি জানেন?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ,

আমিও একথা জানি, কিন্তু তোমরা নীরব থাক।’ [৬] এলিয় তাঁকে বললেন, ‘তুমি এখানে থেকে যাও, কেননা প্রভু আমাকে যর্দনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।’ কিন্তু তিনি বললেন, ‘জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব না।’ আর তাঁরা দু’জনে এগিয়ে চললেন।

[৭] নবী-সঙ্ঘের পঞ্চাশজন সদস্যও তাঁদের পিছু পিছু গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়াল; এই দু’জন যর্দনের ধারে দাঁড়ালেন। [৮] এলিয় তাঁর নিজের আলোয়ান খুলে তা গুটিয়ে নিয়ে জলে আঘাত হানলেন, আর জল ডান পাশে বাঁ পাশে সরে গিয়ে দু’ভাগ হল, আর তাঁরা দু’জনে শুকনো মাটির উপর দিয়ে পার হলেন। [৯] পার হওয়ার পর এলিয় এলিশেয়কে বললেন, ‘যাচনা কর, আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে তুলে নেওয়ার আগে তোমার জন্য আমাকে কী করতে হবে?’ এলিশেয় উত্তর দিলেন, ‘আমি যেন আপনার আত্মার তিন ভাগের দু’ভাগ পেতে পারি।’ [১০] তিনি বললেন, ‘কঠিন ব্যাপার যাচনা করেছ! আচ্ছা, তোমার কাছ থেকে আমাকে তুলে নেওয়ার সময়ে তুমি যদি আমাকে দেখতে পাও, তবে তোমার কাছে তা মঞ্জুর করা হবে; কিন্তু দেখতে না পেলে, তা মঞ্জুর করা হবে না।’

[১১] তখন এমনটি ঘটল, তাঁরা যেতে যেতে কথা বলছেন, এমন সময় একটা অগ্নিরথ ও কয়েকটা অগ্নিঘোড়া হঠাৎ দেখা দিয়ে দু’জনের মাঝখানে এসে দু’জনকে আলাদা করে দিল, এবং এলিয় ঘূর্ণিবায়ুতে স্বর্গে উঠে গেলেন। [১২] এলিশেয় চেয়ে দেখছিলেন ও চিৎকার করে বলছিলেন, ‘পিতা আমার, পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ ও তার অশ্ববাহিনী!’ এবং তাঁকে আর দেখতে পেলেন না। তখন নিজের জামাকাপড় ছিঁড়ে দু’ টুকরো করে ফেললেন। [১৩] তারপর, এলিয়ের গা থেকে পড়ে যাওয়া আলোয়ানটা তুলে নিয়ে তিনি ফিরে গিয়ে যর্দনের ধারে দাঁড়ালেন। [১৪] এলিয়ের গা থেকে পড়ে যাওয়া আলোয়ানটা দিয়ে তিনি এই বলে জলে আঘাত হানলেন, ‘এলিয়ের পরমেশ্বর সেই প্রভু কোথায়?’ তিনি জলে আঘাত হানলেই জল ডান পাশে বাঁ পাশে সরে গিয়ে দু’ভাগ হল, আর এলিশেয় পার হয়ে গেলেন। [১৫] দূর থেকে তাঁকে দে’খে যেরিখোর নবী-সঙ্ঘ বলল, ‘এলিয়ের আত্মা এলিশেয়ের উপরে অধিষ্ঠিত!’ আর তাঁর সঙ্গে দেখা করে তারা তাঁর সামনে মাটিতে প্রণিপাত করল। [১৬] তারা তাঁকে বলল,

‘দেখুন, এখানে আপনার দাসদের মধ্যে পঞ্চাশজন বীরপুরুষ আছে; আপনার দোহাই, তারা আপনার প্রভুর খোঁজে যাক; কি জানি, প্রভুর আত্মা তাঁকে উঠিয়ে কোন পর্বতে বা কোন উপত্যকায় ফেলে দিয়েছেন।’ তিনি বললেন, ‘কাউকে পাঠাবে না!’ [১৭] তথাপি তারা তাঁকে এতই পীড়াপীড়ি করল যে, তিনি অস্বীকার করতে লজ্জাবোধ করলেন, তাই বললেন, ‘পাঠিয়ে দাও।’ তাই তারা পঞ্চাশজন লোক পাঠিয়ে দিল; ওরা তিন দিন ধরে খোঁজ করে বেড়াল, কিন্তু তাঁকে পেল না। [১৮] ওরা এলিশেয়ের কাছে ফিরে এল; তিনি তখনও যেরিখোতে ছিলেন। তিনি বললেন, ‘আমি কি তোমাদের বলিনি, যাবে না?’

[১৯] শহরের লোকেরা এলিশেয়কে বলল, ‘প্রভু, এই শহরে বাস করা সত্যি মনোহর, আপনি নিজেই তা দেখতে পাচ্ছেন; কিন্তু জল ভাল নয়, ও মাটি অনুর্বর।’ [২০] তিনি বললেন, ‘আমার কাছে নতুন একটা ভাঁড় এনে তাতে লবণ দাও।’ তাঁর কাছে তা আনা হল। [২১] তিনি বের হয়ে জলের উৎসের কাছে গিয়ে তাতে লবণ ফেলে বললেন, ‘প্রভু একথা বলছেন, আমি এই জল নিরাময় করলাম, আজ থেকে তা আর কখনও মৃত্যুজনক বা অনুর্বরতাজনক হবে না।’ [২২] এলিশেয়ের উচ্চারিত সেই বাণীমত সেই জল আজ পর্যন্ত বিশুদ্ধ থাকল।

[২৩] সেখান থেকে তিনি বেথেলে গেলেন; তিনি খাড়া পথ বেয়ে উঠছেন, এমন সময় শহর থেকে কয়েকটা ছেলে এসে তাঁকে বিদ্রূপ করে বলল, ‘হে টেকো, উঠে এসো! হে টেকো, উঠে এসো!’ [২৪] তিনি পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাদের দিকে তাকালেন এবং প্রভুর নামে তাদের অভিশাপ দিলেন; তখন বন থেকে দু’টো ভালুকী বের হয়ে তাদের মধ্যে বিয়াল্লিশজন ছেলেকে ছিঁড়ে ফেলল। [২৫] সেখান থেকে তিনি কার্মেল পর্বতে গেলেন এবং সেখান থেকে সামারিয়ায় ফিরে গেলেন।

ইস্রায়েল-রাজ যোরাম (খ্রিঃপূঃ ৮৫২-৮৪১)

৩ [১] যুদা-রাজ যেহোশাফাতের অষ্টাদশ বর্ষে আহাবের সন্তান যোরাম সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে বারো বছর রাজত্ব করেন। [২] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; তবু তাঁর পিতামাতার মত ছিলেন না; তাঁর

পিতা বায়ালের যে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন, তিনি তা দূর করে দিলেন; [৩] কিন্তু নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম যে পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই পাপের প্রতি তিনি আসক্ত থাকলেন, তেমন পাপাচরণ ত্যাগ করলেন না।

[৪] মোয়াব-রাজ মেশা মেষের চাষ করতেন; তিনি ইস্রায়েল-রাজকে কর হিসাবে লোম সহ এক লক্ষ মেষশাবক ও এক লক্ষ ভেড়া দিতেন। [৫] কিন্তু আহাবের মৃত্যু হলে মোয়াব-রাজ ইস্রায়েল-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। [৬] যোরাম রাজা সঙ্গে সঙ্গে সামারিয়া ছেড়ে গোটা ইস্রায়েল পরিদর্শন করলেন। [৭] রওনা হয়ে তিনি দূত পাঠিয়ে যুদা-রাজ যেহোশাফাৎকে বললেন, 'মোয়াবের রাজা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, আপনি কি আমার সঙ্গে মোয়াবের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে যাবেন?' ইনি উত্তর দিলেন, 'যাব! মনে করুন: আমি ও আপনি, আমার লোক ও আপনার লোক, আমার ঘোড়া ও আপনার ঘোড়া, সবই এক!' [৮] যেহোশাফাৎ আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কোন্ পথ দিয়ে যাব?' ইনি উত্তর দিলেন, 'এদোম মরুপ্রান্তরের পথ দিয়ে।'

[৯] তাই ইস্রায়েলের রাজা, যুদার রাজা ও এদোমের রাজা রওনা হলেন। তাঁরা সাত দিন ধরে ঘুরে ঘুরে গেলেন; সৈন্যদলের জন্যও জল ছিল না, তাঁদের পিছু পিছু যে পশুরা যাচ্ছিল, সেগুলোর জন্যও নয়। [১০] ইস্রায়েলের রাজা বলে উঠলেন, 'হায় হায়! মোয়াবের রাজার হাতে তুলে দেবার জন্যই প্রভু তিন রাজা এই আমাদের একত্রে আহ্বান করলেন!' [১১] কিন্তু যেহোশাফাৎ বললেন, 'যাঁর দ্বারা প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে পারি, এখানে কি প্রভুর এমন কোন নবী নেই?' ইস্রায়েল-রাজের কর্মচারীদের একজন উত্তরে বলল, 'এখানে শাফাতের ছেলে সেই এলিশেয় আছেন, যিনি এলিয়ের হাতের উপরে জল ঢালতেন।' [১২] যেহোশাফাৎ বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভুর বাণী তাঁর সঙ্গে আছে!' তাই ইস্রায়েলের রাজা, যেহোশাফাৎ ও এদোমের রাজা তাঁর কাছে গেলেন।

[১৩] কিন্তু এলিশেয় ইস্রায়েলের রাজাকে বললেন, 'আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্ক আবার কি? আপনি আপনার পিতারই নবীদের কাছে যান, আপনার মাতারই নবীদের কাছে যান!' ইস্রায়েলের রাজা বললেন, 'তা হবে না, কেননা মোয়াবের হাতে তুলে দেবার জন্য প্রভুই তিন রাজা এই আমাদের একত্রে আহ্বান

করলেন।’ [১৪] এলিশেয় বললেন, ‘আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, সেনাবাহিনীর জীবনময় সেই প্রভুর দিব্যি! যদি যুদা-রাজ যেহোশাফাৎকে সম্মান না করতাম, তবে আপনার দিকে তাকাতামও না, আপনাকে দেখতামও না! [১৫] যাই হোক, এখন আমার কাছে একজন বীণাবাদককে আনা হোক।’ আর সেই বাদক বীণা বাজিয়ে গান করতে করতে প্রভুর হাত এলিশেয়ের উপরে এসে পড়ল। [১৬] তিনি বললেন, ‘প্রভু একথা বলছেন: তোমরা এই উপত্যকায় গর্তের পর গর্ত খোঁড়, [১৭] কেননা প্রভু একথা বলছেন: তোমরা বাতাসও দেখতে পাবে না, বৃষ্টিও দেখতে পাবে না, কিন্তু তবুও এই উপত্যকা জলে ভরে উঠবে: তোমরা, তোমাদের সৈন্যদল, তোমাদের বাহন, সকলেই জল খেতে পাবে। [১৮] প্রভুর দৃষ্টিতে এ অতি সামান্য ব্যাপার, কেননা তিনি মোয়াবকেও তোমাদের হাতে তুলে দেবেন। [১৯] তোমরা প্রত্যেক প্রাচীর-ঘেরা নগর ও প্রধান প্রধান শহর দখল করবে, ফলদায়ী যত গাছ কেটে ফেলবে, জলের উৎসগুলো বুজিয়ে দেবে, উর্বর যত খেত পাথরে ভরিয়ে দিয়ে নষ্ট করবে।’ [২০] পরদিন সকালে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার সময়ে দেখ, এদোমের দিক দিয়ে জল বয়ে এল, আর অঞ্চলটা জলে প্লাবিত হল।

[২১] সকল মোয়াব-অধিবাসী যখন শুনতে পেল যে, রাজারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন, তখন অস্ত্র চালাতে পারে, এমন বয়সের সব লোককে আহ্বান করা হল; তারা সীমানায় স্থান নিয়ে রইল। [২২] খুব সকালে উঠে—সূর্য যখন জলের উপরে চক্‌মক্ করছে, এমন সময়েই—মোয়াবীয়েরা দূর থেকে দেখতে পেল, জল রক্তের মত লাল! [২৩] তখন তারা বলে উঠল, ‘এ তো রক্ত! রাজারা নিশ্চয় নিজেদের মধ্যে মারামারি করে একে অন্যকে মেরে ফেলেছে। সুতরাং, হে মোয়াব, এখনই লুট করতে বেরিয়ে পড়!’ [২৪] কিন্তু তারা ইস্রায়েলের শিবিরে এসে পৌঁছলে ইস্রায়েলীয়েরা হঠাৎ তাদের আক্রমণ করল, আর মোয়াবীয়েরা তাদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল; ইস্রায়েলীয়েরা এগিয়ে যেতে যেতে মোয়াবীয়দের টুকরো টুকরো করল। [২৫] তারা তাদের শহরগুলো ভূমিসাৎ করল, প্রত্যেকজন প্রত্যেক উর্বর খেতে একটা করে পাথর ফেলে তা ভরে দিল, জলের উৎসগুলো বুজিয়ে দিল, ও ফলদায়ী যত গাছ কেটে ফেলল। শেষে কেবল কির-হারেসেথ বাকি রইল, কিন্তু ফিঙেধারী সৈন্যেরা তা চারদিকে ঘিরে

তার উপর ঘন ঘন পাথর ছুড়ল। [২৬] মোয়াবের রাজা যখন দেখলেন যে, তাঁর পক্ষে যুদ্ধ অসহ্য হয়েছে, তখন এদোমের রাজার কাছে যাবার জন্য একটা পথ খোলার আশায় তিনি সাতশ' খড়্গাধারী সৈন্যকে নিজের সঙ্গে নিলেন, কিন্তু সফল হলেন না। [২৭] তখন তিনি, তাঁর পদে একদিন যার রাজা হওয়ার কথা, তাঁর সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে নগরপ্রাচীরের উপরে আহুতিবলি রূপে উৎসর্গ করলেন। তখন ইস্রায়েলের উপরে নিদারুণ ক্রোধ জ্বলে উঠল; তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেল।

বিধবার তেল

৪ [১] নবী-সঙ্ঘের একজনের স্ত্রী চিৎকার করে এলিশেয়কে উদ্দেশ করে বলল, 'আপনার দাস আমার স্বামী মরেছেন; আপনি তো জানেন, আপনার দাস প্রভুকে ভয় করতেন। এখন ক্রীতদাস করার জন্য একজন পাওনাদার আমার দু'টো ছেলেকে নিতে এসেছে।' [২] এলিশেয় তাকে বললেন, 'আমি তোমার জন্য কী করতে পারি? আমাকে বল, ঘরে তোমার কী আছে?' সে উত্তর দিল, 'গায়ে মাখবার জন্য এক শিশি তেল ছাড়া আপনার দাসীর আর কিছুই নেই।' [৩] তিনি বললেন, 'যাও, তোমার সমস্ত প্রতিবেশীর কাছ থেকে শূন্য যত পাত্র চেয়ে আন। [৪] একবার ফিরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ কর, এবং তুমি ও তোমার ছেলেরা সেই সকল পাত্রে সেই তেল ঢাল; এক একটা পাত্র পূর্ণ হলে তা একদিকে রাখ।' [৫] স্ত্রীলোকটি তাঁর কাছ থেকে চলে গেল; সে ও তার ছেলেরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল: তারা তার কাছে পাত্র আনত আর সে তেল ঢেলে দিত। [৬] সমস্ত পাত্র পূর্ণ হওয়ার পর সে তার ছেলেকে বলল, 'আর একটা পাত্র দাও।' ছেলেটি বলল, 'আর পাত্র নেই।' তখন তেলের স্রোত বন্ধ হল। [৭] স্ত্রীলোকটি গিয়ে পরমেশ্বরের মানুষকে কথাটা জানাল। আর তিনি বললেন, 'এবার যাও, সেই তেল বিক্রি করে তোমার ঋণ শোধ কর; আর যে তেল বেঁচে থাকবে, তা দিয়ে তুমি ও তোমার ছেলেরা দিন কাটাও।'

শুনেমের মহিলার ছেলের পুনর্জীবনলাভ

[৮] একদিন এলিশেয় শুনেমের দিকে যাচ্ছিলেন; সেখানে সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি মহিলা থাকতেন। তিনি পীড়াপীড়ি করে এলিশেয়কে তাঁর কাছে খাওয়া-দাওয়া করতে নিমন্ত্রণ করলেন। পরেও তিনি যতবার সেই পথ দিয়ে যেতেন, ততবার খাওয়া-দাওয়ার জন্য সেই বাড়িতে থাকতেন। [৯] সেই মহিলা স্বামীকে বললেন, 'দেখ, আমি নিশ্চিত আছি, ওই যে লোক আমাদের এখানে প্রায়ই আসেন, উনি পরমেশ্বরের একজন পবিত্র মানুষ। [১০] এসো, তাঁর জন্য আমরা ছাদে দেওয়াল গেঁথে ছোট একটা থাকার ঘর তৈরি করি; সেই ঘরে একটা বিছানা, একটা টেবিল, একটা বসার আসন ও একটা বাতিও রাখি; তাহলে উনি যখন আমাদের এখানে আসবেন, তখন সেখানে থাকতে পারবেন।' [১১] একদিন এলিশেয় সেখানে এসে ছাদের সেই নিরিবিলি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। [১২] তিনি নিজের চাকর গেহজিকে বললেন, 'শুনামীয়া স্ত্রীলোকটিকে ডেকে আন।' সে তাঁকে ডেকে আনলে স্ত্রীলোকটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। [১৩] এলিশেয় নিজের চাকরকে বললেন, 'তাঁকে বল: দেখুন, আমাদের জন্য আপনি যখন এত চিন্তা করেছেন, তখন আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি? রাজার বা সেনাপতির কাছে আপনার কি কোন সুপারিশ পেশ করা প্রয়োজন আছে?' সেই মহিলা উত্তর দিলেন, 'আমি তো আমার আপন জাতির লোকদের মধ্যে বাস করছি।' [১৪] এলিশেয় আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাঁর জন্য আমরা কী করতে পারি?' গেহজি উত্তর দিল, 'আচ্ছা, উনি নিঃসন্তান, আর স্বামীর বেশ বয়স হয়েছে।' [১৫] এলিশেয় বললেন, 'তাঁকে ডেকে আন।' সে তাঁকে ডাকলে তিনি দরজায় এসে দাঁড়ালেন। [১৬] এলিশেয় বললেন, 'আগামী বছর ঠিক এই সময়ে আপনি নিজের ছেলেকে কোলে করে থাকবেন।' কিন্তু মহিলাটি বললেন, 'না, প্রভু আমার; হে পরমেশ্বরের মানুষ, আপনি আপনার এই দাসীকে ভোলাবেন না।' [১৭] কিন্তু মহিলাটি গর্ভবতী হলেন, এবং এলিশেয়ের কথামত ঠিক সময় একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন।

[১৮] ছেলেটি বড় হল; একদিন সে ফসলকাটিয়েদের মধ্যে পিতার কাছে যাবার জন্য বাইরে গেল। [১৯] পিতাকে উদ্দেশ করে সে হঠাৎ বলে উঠল, 'উঃ আমার মাথা! আমার মাথা!' পিতা একজন চাকরকে বললেন, 'ওকে ওর মায়ের কাছে তুলে দিয়ে

এসো।’ [২০] চাকরটি ছেলেটিকে তুলে তার মায়ের কাছে নিয়ে গেল। দুপুর পর্যন্ত ছেলেটি মায়ের কোলে রইল, তারপর মারা গেল। [২১] তখন স্ত্রীলোকটি উপরতলায় গিয়ে ছেলেটিকে পরমেশ্বরের মানুষের বিছানার উপরে শুইয়ে রাখলেন, এবং দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন। [২২] স্বামীকে ডেকে তিনি বললেন, ‘চাকরদের একজনকে ও একটা গাধী আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি পরমেশ্বরের মানুষের কাছে শীঘ্রই গিয়ে ফিরে আসব।’ [২৩] স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আজই কেন যেতে চাচ্ছ? আজ তো অমাবস্যাও নয়, শাব্বাৎও নয়।’ কিন্তু তাঁর স্ত্রী উত্তরে বললেন, ‘দেখা হবে!’ [২৪] গাধীকে সাজিয়ে তিনি নিজের চাকরকে বললেন, ‘গাধী চালাও, জোরে চালাও! আমার হুকুম না পেলে গতি কমাবে না!’ [২৫] রওনা হয়ে তিনি কার্মেল পর্বতে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে গেলেন। দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে পরমেশ্বরের মানুষ তাঁর চাকর গেহজিকে বললেন, ‘ওই যে সেই শুনামীয়া স্ত্রীলোক! [২৬] শীঘ্রই! দৌড় দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাও; জিজ্ঞাসা কর, আপনি কি ভাল আছেন? আপনার স্বামী কি ভাল আছেন? ছেলেটি কি ভাল আছে?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, আমরা সকলে ভাল আছি।’ [২৭] পরে পর্বতে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে এসে পৌঁছে তিনি তাঁর পা ধরলেন। তাঁকে সরাবার জন্য গেহজি এগিয়ে এল, কিন্তু পরমেশ্বরের মানুষ বললেন, ‘তাঁকে ছেড়ে দাও, তাঁর প্রাণ শোকে অবসন্ন, আর প্রভু ব্যাপারটা আমার কাছ থেকে গোপন রেখেছেন, আমাকে কিছুই জানাননি।’ [২৮] স্ত্রীলোকটি বললেন, ‘আমার প্রভুর কাছে আমি কি পুত্রসন্তান চেয়েছিলাম? আমাকে ভোলাবেন না, একথা আমি কি বলিনি?’ [২৯] এলিশেয় গেহজিকে বললেন, ‘কোমর বেঁধে আমার এই লাঠি হাতে নিয়ে রওনা হও: কারও দেখা পেলে কুশল আলাপ করবে না; কেউ কুশল জিজ্ঞাসা করলে তাকে উত্তর দেবে না। তুমি ছেলেটির মুখের উপরে আমার এই লাঠি রাখবে।’ [৩০] ছেলেটির মা বললেন, ‘জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব না।’ তখন এলিশেয় উঠে তাঁর পিছু পিছু চললেন। [৩১] আর গেহজি তাঁদের আগে আগে গিয়ে ছেলেটির মুখের উপরে ওই লাঠি রাখল, তবু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তাই গেহজি এলিশেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য ফিরে গেল; তাঁকে বলল, ‘ছেলেটি জাগেনি।’

[৩২] এলিশেয় বাড়িতে ঢুকলেন, আর ওই যে, ছেলেটি মৃত, তাঁর বিছানায় শায়িত। [৩৩] তিনি ভিতরে গেলেন, এবং ওই দু'জনকে বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। [৩৪] তারপর বিছানায় উঠে ছেলেটির উপরে নিজেকে শুইয়ে দিলেন; তার মুখের উপরে নিজের মুখ, তার চোখের উপরে নিজের চোখ, তার হাত দু'টোর উপরে নিজের হাত দু'টো রেখে তিনি তার উপরে নত হতে হতে ছেলেটির গায়ের তাপ ক্রমে ফিরে আসতে লাগল। [৩৫] তারপর বিছানা ছেড়ে তিনি ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করতে লাগলেন; পরে ছেলেটির উপরে আবার নত হলেন—তিনি পর পর সাতবার তাই করলেন। তখন ছেলেটি হাঁচি দিল, তারপর চোখ মেলে তাকাল। [৩৬] এলিশেয় গেহজিকে ডেকে বললেন, 'ওই শুনামীয়াকে ডেকে আন।' সে তাঁকে ডাকতে গেল; স্ত্রীলোকটি তাঁর কাছে এলে এলিশেয় বললেন, 'আপনার ছেলেকে তুলে নিন।' [৩৭] স্ত্রীলোকটি ভিতরে এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে প্রণিপাত করলেন, এবং নিজের ছেলেকে তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

এলিশেয় দ্বারা সাধিত নানা আশ্চর্য কাজ

[৩৮] এলিশেয় গিল্গালে ফিরে গেলেন; সেই অঞ্চলে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছিল। নবী-সঙ্ঘের কয়েকজন সদস্য তখন তাঁর সামনে বসে ছিল; তিনি নিজ চাকরকে বললেন, 'বড় হাঁড়ি চড়িয়ে নবী-সঙ্ঘের এই লোকদের জন্য শুরুয়া রান্না কর।' [৩৯] তাদের একজন মাঠে শাকসবজি কুড়তে গেল, এবং একটা বুনো লতা পেয়ে তার বুনো লাউফলে চাদর ভরে আনল। ফিরে এসে তা কুটে রান্নার হাঁড়িতে দিল; কিন্তু সেগুলো কি, তা তারা জানত না। [৪০] লোকদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য শুরুয়া ঢেলে দিলে তারা তা মুখে দেওয়ামাত্র চিৎকার করে বলল, 'হে পরমেশ্বরের মানুষ, হাঁড়ির মধ্যে রয়েছে মৃত্যু!' আর তারা তা খেতে পারছিল না। [৪১] এলিশেয় বললেন, 'খানিকটা ময়দা আন।' তা হাঁড়িতে ফেলে তিনি বললেন, 'লোকদের জন্য ঢেলে দাও, তারা খেয়ে নিক।' হাঁড়িতে মন্দ কিছুই আর রইল না!

[৪২] বায়াল-শালিশা থেকে একজন লোক এল, সে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে ফসলের প্রথমাংশ হিসাবে কুড়িখানা যবের রুটি নিয়ে এল; সেই সঙ্গে নিয়ে এল থলিতে করে নতুন গমের শস্য। এলিশেয় বললেন, 'ওগুলো লোকদের দিয়ে দাও, তারা খেয়ে

নিক।’ [৪৩] কিন্তু যে লোক খাবার পরিবেশন করছিল, সে বলল, ‘একশ’ লোকের সামনে আমি তা কী করে দেব?’ এলিশেয় আবার বললেন, ‘ওগুলো লোকদের দিয়ে দাও, তারা খেয়ে নিক; কারণ প্রভু একথা বলছেন: তারা খাবে আর কিছু খাবার পড়েও থাকবে।’ [৪৪] তাই চাকরটি লোকদের পরিবেশন করতে লাগল। সকলে খেল আর কিছু খাবার পড়েও থাকল, ঠিক যেমনটি প্রভু বলেছিলেন।

নামানের সুস্থতা-লাভ

৫ [১] আরাম-রাজার সেনাপতি নামান তাঁর প্রভুর দৃষ্টিতে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহের পাত্র ছিলেন, কারণ তাঁরই দ্বারা প্রভু আরামীয়দের জয়ী করে তুলেছিলেন। কিন্তু এই বীরপুরুষ সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত ছিলেন। [২] আরামীয়েরা দলে দলে লুট করার জন্য হানা দিয়ে একসময়ে ইস্রায়েল দেশ থেকে একটি ছোট মেয়েকে বন্দি করে এনেছিল, আর মেয়েটি ওই নামানের স্ত্রীর সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল। [৩] সে তার কর্ত্রীকে বলল, ‘আহা, আমার প্রভু সামারিয়ার নবীর সঙ্গে যদি একবার দেখা করতেন, তিনি নিশ্চয়ই চর্মরোগ থেকে তাঁকে মুক্ত করতেন!’ [৪] নামান তাঁর প্রভুকে গিয়ে বললেন, ‘ইস্রায়েল দেশের সেই মেয়ে এই এই কথা বলছে।’ [৫] আরাম-রাজা বললেন, ‘তাহলে তুমি সেখানে যাও। আমি ইস্রায়েলের রাজার কাছে একটা পত্র পাঠাচ্ছি।’ তখন নামান রওনা হলেন। সঙ্গে তিনি দশ তলন্ত রুপো, ছ’হাজার শেকেল সোনা আর দশটা পোশাক নিলেন। [৬] তিনি গিয়ে ইস্রায়েলের রাজার হাতে পত্রটা দিলেন; পত্রে লেখা ছিল: ‘দেখুন, এই পত্রের সঙ্গে আমি আমার কর্মচারী নামানকে পাঠালাম, আপনি যেন তাকে চর্মরোগ থেকে মুক্ত করে দেন।’ [৭] পত্রটা পড়ে ইস্রায়েলের রাজা পোশাক ছিঁড়ে ফেলে বলে উঠলেন, ‘মৃত্যু দেওয়া ও জীবনে বাঁচিয়ে রাখার দেবতাই কি আমি যে, লোকটা একটা চর্মরোগীকে সারিয়ে তোলার জন্য আমার কাছে পাঠাবে! দেখ, তোমরা এবার স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছ: লোকটা আমার সঙ্গে বিবাদ বাধাবার সুযোগ খুঁজছে।’

[৮] ইস্রায়েলের রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছেন, একথা শুনে পরমেশ্বরের মানুষ এলিশেয় রাজার কাছে একথা বলে পাঠালেন: ‘আপনি কেন পোশাক ছিঁড়ে

ফেলেছেন? লোকটা আমার কাছেই আসুক; তবে সে জানতে পারবে যে, ইস্রায়েলে একজন নবী আছে।’

[৯] তাই নামান তাঁর যত ঘোড়া ও রথ নিয়ে এলিশেয়ের বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। [১০] এলিশেয় দূতের মধ্য দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন, ‘আপনি গিয়ে যর্দনে সাতবার স্নান করুন। তাহলে আপনার গায়ের চামড়া নতুন হবে, আর আপনি শুচি হয়ে উঠবেন।’ [১১] নামান ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন; যেতে যেতে মনের অসন্তোষে তিনি বলছিলেন, ‘দেখ, আমি ভাবছিলাম, তিনি নিশ্চয় বেরিয়ে আসবেন, এবং আমার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নাম করবেন; দূষিত জায়গার উপরে হাত বুলিয়ে তিনি আমার চর্মরোগ সারিয়ে তুলবেন। [১২] দামাস্কের আবানা ও পারপার নদীর জল কি ইস্রায়েলের সমস্ত জলাশয়ের চেয়ে ভাল নয়? শুচি হবার জন্য আমি কি সেগুলিতেই স্নান করতে পারি না?’ আর মুখ ফিরিয়ে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। [১৩] কিন্তু তাঁর দাসেরা তাঁর কাছে এসে বলল, ‘পিতা আমার, ওই নবী যদি আপনাকে কঠিন কোন কাজ করতে বলতেন, আপনি কি তা করতেন না? তবে তিনি যখন শুধু বলেন, স্নান কর, তুমি শুচি হয়ে উঠবে, তখন তাঁর এই কথা মেনে নেওয়াই কি আরও উচিত নয়?’ [১৪] তাই তিনি পরমেশ্বরের মানুষের বাণীমত যর্দনের ধারে নেমে গিয়ে সাতবার ডুব দিলেন, আর তাঁর গায়ের চামড়া আবার একটি ক্ষুদ্র বালকের চামড়ার মত হয়ে উঠল—তিনি শুচি ছিলেন!

[১৫] তিনি তাঁর অনুগামীদের সমস্ত দল নিয়ে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে ফিরে ঘরের ভিতরে গেলেন; তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘এবার আমি জানতে পেরেছি, কেবল ইস্রায়েলে ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নেই! এখন, দয়া ক’রে, আপনি আপনার এই দাসের হাত থেকে কিছু উপহার গ্রহণ করে নিন।’ [১৬] কিন্তু এলিশেয় বলে উঠলেন, ‘আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি কিছুই গ্রহণ করে নেব না।’ নামান তা গ্রহণ করে নিতে সাধাসাধি করছিলেন, তবু এলিশেয় তা নিতে রাজি হলেন না। [১৭] তখন নামান বললেন, ‘যখন আপনি বলছেন “না,” তখন অন্তত এমনটি দেওয়া হোক, যেন আপনার এই দাস এই দেশের কিছুটা মাটি নিয়ে যেতে পারে—দু’টো খচ্চর যতটা বইতে পারে, ততটা। কেননা আজ থেকে

আপনার এই দাস প্রভুর উদ্দেশে ছাড়া অন্য কোন দেবতার উদ্দেশে কোন আহুতি বা যজ্ঞবলি আর কখনও উৎসর্গ করবে না। [১৮] তবে কেবল এই বিষয়েই প্রভু আপনার এই দাসকে ক্ষমা করুন: আমার প্রভু প্রণিপাত করার জন্য যখন রিম্মোন-দেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন ও আমার হাতে ভর দেন, তখন আমাকেও রিম্মোন-দেবের মন্দিরে প্রণিপাত করতে হবে; তবে রিম্মোন-দেবের মন্দিরে এই প্রণিপাত বিষয়ে প্রভু আপনার এই দাসকে যেন ক্ষমা করেন।' [১৯] এলিশেয় তাঁকে বললেন, 'শান্তিতে যান।'

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি কিছু দূরে হেঁটে গিয়েছেন, [২০] এমন সময় পরমেশ্বরের মানুষ এলিশেয়ের চাকর গেহজি মনে মনে বলল, 'আমার প্রভু ওই আরামীয় নামানকে অমনি ছেড়ে দিলেন, তাঁর হাত থেকে তাঁর আনা জিনিস গ্রহণ করে নিলেন না; জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আমি তাঁর পিছু পিছু দৌড়ে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছুটা নেব।' [২১] গেহজি নামানের পিছু পিছু দৌড়ে গেল। নামান নিজের পিছু পিছু একজনকে দৌড়ে আসতে দেখে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রথ থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মঙ্গল তো?' [২২] সে উত্তর দিল, 'মঙ্গল! আমার প্রভু এই বলে আমাকে পাঠালেন: দেখুন, এইমাত্র এফ্রাইমের পার্বত্য প্রদেশ থেকে নবী-সঙ্ঘের দু'জন যুবক এল; বিনয় করি, তাদের জন্য এক রুপোর বাট ও দু'টো পর্বীয় পোশাক দিন।' [২৩] নামান বললেন, 'এক বাট কেন, দুই বাট নাও।' আর তিনি গেহজিকে তা গ্রহণ করে নিতে সাধাসাধি করলেন; তিনি নিজে দুই থলিতে দু'বাট রুপো বেঁধে দু'টো পর্বীয় পোশাকের সঙ্গে তাঁর দু'জন চাকরকে দিলেন, আর তারা গেহজির আগে আগে তা বইতে লাগল। [২৪] ওফেলে এসে পোঁছলে সে তাদের হাত থেকে সেই সমস্ত কিছু নিয়ে ঘরের মধ্যে রাখল এবং সেই লোকদের বিদায় দিলে তারা চলে গেল। [২৫] পরে সে ভিতরে গিয়ে তার প্রভুর সামনে দাঁড়াল। এলিশেয় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গেহজি, তুমি কোথা থেকে আসছ?' সে বলল, 'আপনার দাস কোথাও যায়নি।' [২৬] তখন তিনি তাকে বললেন, 'লোকটি যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রথ থেকে নামলেন, তখন আমার মন কি উপস্থিত ছিল না? এ কি রুপো নেওয়ার সময়? এ কি পোশাক, জলপাইবাগান ও আঙুরখেত, মেষ, বলদ ও দাসদাসী নেওয়ার সময়?

[২৭] তাই নামানের সেই চর্মরোগ তোমাতে ও তোমার বংশে চিরকাল লেগে থাকবে!' গেহজি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিল, চর্মরোগের কারণে তার গা ছিল হিমের মত সাদা।

ভেসে ওঠা কুড়ালের লোহা

৬ [১] নবী-সঙ্ঘের সদস্যেরা এলিশেয়কে বলল, 'দেখুন, যে জায়গায় আমরা আপনার সামনে আসন গ্রহণ করি, তা আমাদের পক্ষে বেশি সঙ্কীর্ণ এক জায়গা। [২] অনুমতি দিন, আমরা যর্দনে গিয়ে প্রত্যেকে সেখান থেকে একটা কড়িকাঠ তুলে নিয়ে আমাদের জন্য একটা বাসস্থান তৈরি করি।' তিনি উত্তর দিলেন, 'যাও।' [৩] আর একজন বলল, 'প্রসন্ন হয়ে আপনিও আপনার দাসদের সঙ্গে চলুন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'যাব,' [৪] আর তাদের সঙ্গে গেলেন। যর্দনে এসে পৌঁছে তারা কাঠ কাটতে লাগল। [৫] তখন এমনটি ঘটল যে, একজন কাঠ কাটছিল, এমন সময় কুড়ালের ফলা জলে পড়ে গেল। সে চিৎকার করে বলল, 'হায় হায়, প্রভু আমার! কুড়ালটাকে ধার করেই নেওয়া হয়েছিল!' [৬] পরমেশ্বরের মানুষ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুড়াল কোথায় পড়েছে?' সে তাঁকে জায়গা দেখাল। তখন এলিশেয় এক টুকরো কাঠ কেটে সেই জায়গায় ফেললেন আর লোহাটা ভেসে উঠল। [৭] তিনি বললেন, 'কুড়ালটা তুলে নাও।' সে হাত বাড়িয়ে তা তুলে নিল।

অন্ধতায় আক্রান্ত আরামীয় এক সৈন্যদল

[৮] আরাম-রাজ সেসময়ে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন; তিনি তাঁর সেনানায়কদের সঙ্গে মন্ত্রণাসভায় বসে বললেন, 'আক্রমণের জন্য আমার শিবির অমুক অমুক জায়গায় স্থাপন করা হোক।' [৯] কিন্তু পরমেশ্বরের মানুষ ইস্রায়েলের রাজাকে বলে পাঠালেন, 'সাবধান, অমুক জায়গা রক্ষা করতে অবহেলা করবেন না, কারণ সেইখানে আরামীয়েরা আক্রমণ চালাবে।' [১০] এলিশেয় যে জায়গা উল্লেখ করলেন, রাজা সেই অনুসারে সেখানে লোক পাঠিয়ে জায়গাটা রক্ষা করলেন। তাই এলিশেয় খবর পাঠাতেন, এবং রাজা সাবধান থাকতেন; আর তেমনটি শুধু দু' একবার ঘটেনি!

[১১] এই ব্যাপারে আরাম-রাজ অন্তরে যথেষ্ট বিরক্ত হলেন; তিনি তাঁর সেনানায়কদের কাছে ডেকে বললেন, 'আমাদের মধ্যে যে কেইবা ইস্রায়েলের রাজার পক্ষে, তা তোমরা কি আমাকে বলতে পার না?' [১২] তাঁর সেনানায়কদের মধ্যে একজন বলল, 'হে আমার প্রভু মহারাজ, তা নয়; কেননা আপনি আপনার শোয়ার ঘরে যা কিছু বলেন, ইস্রায়েলের নবী সেই এলিশেয় ইস্রায়েলের রাজাকে তা সবই বলে দেন।' [১৩] রাজা বললেন, 'যাও; দেখ লোকটা কোথায়; আমি লোক পাঠিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করব।' পরে তাঁকে বলা হল, 'দেখুন, তিনি দোথানে আছেন।' [১৪] রাজা বহু বহু ঘোড়া, রথ ও বিপুল সৈন্যদল সেখানে পাঠালেন। তারা রাত্রিবেলায় সেখানে এসে পৌঁছে শহরটাকে ঘিরে ফেলল। [১৫] পরদিন পরমেশ্বরের মানুষ খুব সকালে উঠে বাইরে গেলেন, তখন দেখ, বহু বহু ঘোড়া ও রথসহ এক সৈন্যদল শহরটাকে ঘিরে ফেলে আছে। তাঁর চাকর তাঁকে বলল, 'হায় হায়, প্রভু আমার! আমরা কী করব?' [১৬] তিনি উত্তর দিলেন, 'ভয় করো না, কারণ ওদের পক্ষে যারা, তাদের চেয়ে আমাদের পক্ষে যারা, তারাই বেশি।' [১৭] তখন এলিশেয় এই বলে প্রার্থনা করলেন, 'প্রভু, এর চোখ খুলে দাও, এ যেন দেখতে পায়।' প্রভু দাসের চোখ খুলে দিলেন, এবং দাস দেখতে পেল: দেখ, এলিশেয়ের চারপাশে অগ্নিঘোড়ায় ও অগ্নিরথে পর্বত পরিপূর্ণ!

[১৮] আরামীয়েরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিল বিধায় এলিশেয় এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, 'বিনয় করি, এই লোকদের সূর্যের আলোয় ধাঁধিয়ে দাও!' আর প্রভু এলিশেয়ের কথামত তাদের সূর্যের আলোয় ধাঁধিয়ে দিলেন। [১৯] এলিশেয় তাদের বললেন, 'এ তো সেই পথ নয়, এ সেই শহর নয়! আমার পিছু পিছু এসো, তোমরা যার খোঁজ করছ, আমি তোমাদের তার কাছে নিয়ে যাব।' আর তিনি তাদের সামারিয়ায় নিয়ে গেলেন। [২০] তারা সামারিয়ায় প্রবেশ করলেই এলিশেয় বললেন, 'প্রভু, এদের চোখ খুলে দাও, এরা যেন দেখতে পায়।' প্রভু তাদের চোখ খুলে দিলেন আর তারা দেখতে পেল; আর দেখ, তারা সামারিয়ার মধ্যেই রয়েছে! [২১] তাদের দেখতে পেয়ে ইস্রায়েলের রাজা এলিশেয়কে বললেন, 'পিতা আমার, এদের কি প্রাণে মারব?' [২২] তিনি উত্তর দিলেন, 'না, এদের প্রাণে মারবেন না। আপনি কি খড়্গ ও ধনুক দ্বারা বন্দিদের প্রাণে মেরে থাকেন? এদের সামনে বরং রুটি ও জল রাখুন; এরা

খাওয়া-দাওয়া করুক, তারপর এদের প্রভুর কাছে ফিরে যাক।' [২৩] তাই তাদের জন্য এক মহাভোজের আয়োজন করা হল; তারা খাওয়া-দাওয়া করার পর তিনি তাদের বিদায় দিলেন আর তারা তাদের প্রভুর কাছে ফিরে গেল। লুট করার জন্য আরামীয়দের কোন দল ইস্রায়েলে আর কখনও আসল না।

সামারিয়ার দ্বিতীয় অবরোধের সময়ে এলিশেয়ের ভূমিকা

[২৪] এই সমস্ত ঘটনার পর আরাম-রাজ বেন্-হাদাদ তাঁর সমস্ত সৈন্যদল জড় করে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়ে সামারিয়া অবরোধ করলেন। [২৫] সামারিয়ায় অসাধারণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছিল; আর অবরোধ এত কঠোর ছিল যে, শেষে একটা গাধার মাথার দাম ছিল আশি রুপোর টাকা, এবং এক পোয়া বুনো পিঁয়াজের দাম ছিল পাঁচ রুপোর টাকা।

[২৬] একদিন ইস্রায়েলের রাজা নগরপ্রাচীরের উপরে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক তাঁর দিকে চিৎকার করে বলল, 'হে আমার প্রভু মহারাজ, আমাকে ত্রাণ করুন!' [২৭] রাজা বললেন, 'যখন প্রভু তোমাকে ত্রাণ করেন না, তখন আমি তোমার জন্য কোথা থেকে পরিত্রাণ পাব? কি খামার থেকে? না আঙুরপেষাইকুন্ড থেকে?' [২৮] রাজা বলে চললেন, 'তোমার ব্যাপার কী?' সে উত্তরে বলল, 'এই স্ত্রীলোকটা আমাকে বলল, তোমার ছেলেটিকে দাও, আজ আমরা তাকে খাই; আমার ছেলেটিকে আগামীকাল খাব! [২৯] তাই আমরা আমার ছেলেকে রান্না করে খেলাম। পরদিন আমি একে বললাম, তোমার ছেলেটিকে দাও, আমরা খাই; কিন্তু এ ছেলেটিকে লুকিয়ে রেখেছে।' [৩০] স্ত্রীলোকটির তেমন কথা শুনে রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন। তিনি নগরপ্রাচীরের উপরে বেড়াচ্ছিলেন, তাই লোকেরা দেখতে পেল যে পোশাকের নিচে তাঁর গায়ে চটের কাপড় বাঁধা! [৩১] তিনি বললেন, 'আজ যদি শাফাতের ছেলে এলিশেয়ের মাথা কাঁধে থাকে, তবে পরমেশ্বর আমাকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও বড় শাস্তিও দিন!'

[৩২] সেসময় এলিশেয় নিজের বাড়িতে বসে ছিলেন; তাঁর সঙ্গে প্রবীণেরাও বসে ছিলেন। রাজা আগে আগে একজন লোক পাঠালেন; দূত আসবার আগে এলিশেয় প্রবীণদের বললেন, 'দেখেছ? সেই খুনীর সন্তান আমার মাথা কেটে ফেলার হুকুম

দিয়েছে! সাবধান, সেই দূত এলে দরজা বন্ধ কর; তার সামনে দরজা আটকে রাখ! তার পিছনে কি তার প্রভুর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?' [৩৩] তিনি তখন কথা বলছেন, এমন সময় রাজা নিজেই তাঁর কাছে এসে পৌঁছলেন; এলিশেয়কে তিনি বললেন, 'এই অমঙ্গল নিশ্চয়ই প্রভুর কাছ থেকে আসছে। আমি প্রভুতে আর প্রত্যাশা রাখব কেন?'

৭ [১] এলিশেয় বললেন, 'তোমরা প্রভুর বাণী শোন। প্রভু একথা বলছেন: আগামীকাল ঠিক এই সময়ে সামারিয়ার নগরদ্বারে পাঁচ কিলো ময়দা দশ টাকা ও পাঁচ কিলো যব দশ টাকায় বিক্রি হবে!' [২] কিন্তু রাজা যে অশ্বপালের বাহুতে ভর করছিলেন, সে প্রতিবাদ করে পরমেশ্বরের মানুষকে বলল, 'অবশ্য, প্রভু না কি আকাশের জানালাগুলো খুলে দিচ্ছেন! এমন কিছু কি হতে পারবে?' তিনি বললেন, 'দেখ, তুমি নিজের চোখে তা দেখতে পাবে, কিন্তু সেটার কিছুই খেতে পারবে না!'

[৩] সেসময় নগরদ্বারের সামনে সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত চারজন লোক ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলছিল, 'আমরা এখানে বসে বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকব কেন? [৪] যদি বলি, শহরের ভিতরে যাব, কৈ, শহরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ আছে, সেখানে মরব। যদি এখানে বসে থাকি, তবুও মরব। তাহলে, এসো, আমরা আরামীয়দের শিবিরে যাই; তারা আমাদের বাঁচায় তো বাঁচব, মেরে ফেলে তো মরব!' [৫] তাই তারা আরামীয়দের শিবিরে যাবার জন্য সন্ধ্যায় রওনা হল। যখন তারা আরামীয়দের শিবিরের সীমানায় এসে পৌঁছল, তখন দেখ, সেখানে কেউ নেই! [৬] কেননা প্রভু আরামীয়দের সৈন্যদলকে রথ ও ঘোড়ার শব্দ শুনিয়েছিলেন, বিপুল সৈন্যদলের শব্দও শুনিয়েছিলেন; তাই তারা একে অন্যকে বলেছিল, 'দেখ, আমাদের আক্রমণ করার জন্য ইস্রায়েলের রাজা আমাদের বিরুদ্ধে হিত্তীয়দের রাজাদের ও মিশরীয়দের রাজাদের ভাড়া করেছে।' [৭] তাই তারা সন্ধ্যাবেলায় পালিয়ে গেছিল; তাদের তাঁবু, ঘোড়া, গাধা, সব শিবিরটাই যেমনটি ছিল, তা সেই অবস্থায় ছেড়ে নিজেদের বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেছিল। [৮] সেই চর্মরোগীরা শিবিরের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছে একটা তাঁবুর মধ্যে গেল, এবং খাওয়া-দাওয়া করার পর সেখান থেকে রুপো, সোনা ও যত পোশাক লুট করে

নিয়ে তা লুকোতে গেল; পরে আবার সেখানে গিয়ে আর এক তাঁবুর মধ্যে গেল এবং সেখান থেকেও সবকিছু লুট করে নিয়ে লুকোতে গেল।

[৯] তারা একে অন্যকে বলল, 'আমাদের এ ব্যবহার ভাল নয়; আজ তো শুভসংবাদের দিন, অথচ আমরা চুপ করে আছি। কাল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করলে আমাদের উপরে শাস্তিও নেমে আসতে পারে। এসো, এখনই শহরের ভিতরে গিয়ে রাজপ্রাসাদে খবরটা দিয়ে যাই।' [১০] তারা গিয়ে শহরের দ্বাররক্ষকদের ডেকে তাদের এই সংবাদ দিল, 'আমরা আরামীয়দের শিবিরে গিয়েছি; আর দেখ, সেখানে কেউ নেই, কোন মানুষের শব্দও নেই। শুধু ঘোড়াগুলো ও গাধাগুলোই সেখানে বাঁধা, আর তাঁবুগুলো যেমনটি ছিল, সেই অবস্থায় পড়ে আছে।' [১১] তখন দ্বাররক্ষকেরা চিৎকার করল আর সংবাদটা রাজপ্রাসাদের মধ্যে দেওয়া হল।

[১২] রাজা রাতে উঠে তাঁর সেনানায়কদের বললেন, 'আরামীয়েরা আমাদের প্রতি কী করেছে, আমি তা তোমাদের বলি: আমরা যে ক্ষুধার্ত, একথা জেনে তারা খোলা মাঠে লুকিয়ে থাকবার জন্য শিবির থেকে বাইরে গেছে; তারা ভাবছে, ওরা শহর থেকে বেরিয়ে গেলেই আমরা ওদের জিয়ন্তই ধরব, তারপর শহরের মধ্যে প্রবেশ করব।' [১৩] তাঁর সেনানায়কদের একজন উত্তরে বলল, 'তবে শহরে যত ঘোড়া বেঁচে রয়েছে, সেগুলির মধ্যে পাঁচটা নেওয়া হোক; যাই ঘটুক না কেন, ইস্রায়েলের এই বাকি লোকদের যে দশা হবে, ঘোড়াদের একই দশা হবে। তাই আসুন, ওদের পাঠিয়ে দেখি।' [১৪] তখন তারা ঘোড়া সহ দু'টো রথ নিল; রাজা এই বলে তাদের আরামীয়দের সৈন্যদলের পিছু পিছু পাঠালেন, 'দেখে এসো।' [১৫] তারা ওদের পিছু পিছু যর্দন পর্যন্ত গেল, আর দেখ, আরামীয়েরা ভয়ে যা কিছু ফেলে গেছিল, সেই সমস্ত কাপড়-চোপড়ে ও জিনিসপত্রে সমস্ত পথ ভরা। দূতেরা ফিরে এসে রাজাকে খবর দিল। [১৬] তখন সকলে বেরিয়ে পড়ে আরামীয়দের শিবির লুট করল; আর পাঁচ কিলো ময়দা দশ টাকা ও পাঁচ কিলো যবও দশ টাকায় বিক্রি হল, ঠিক যেমনটি প্রভু বলে গেছিলেন।

[১৭] রাজা যে অশ্বপালের বাহুতে ভর করছিলেন, তাকেই তিনি নগরদ্বারের প্রহরী করে নিযুক্ত করেছিলেন; কিন্তু নগরদ্বারের কাছে লোকেরা তাকে পায়ে মাড়িয়ে দিল, আর সে মারা গেল, ঠিক যেমনটি পরমেশ্বরের মানুষ তখনই বলে দিয়েছিলেন, যখন

রাজা পরমেশ্বরের মানুষের কাছে গিয়েছিলেন। [১৮] বাস্তবিকই, পরমেশ্বরের মানুষ যখন রাজাকে বলেছিলেন, ‘আগামীকাল ঠিক এই সময়ে সামারিয়ার নগরদ্বারে পাঁচ কিলো ময়দা দশ টাকা ও পাঁচ কিলো যব দশ টাকায় বিক্রি হবে!’ [১৯] তখন সেই অশ্বপাল প্রতিবাদ করে পরমেশ্বরের মানুষকে বলেছিল, ‘অবশ্য, প্রভু না কি আকাশের জানালাগুলো খুলে দিচ্ছেন! এমন কিছু কি হতে পারবে?’ আর তিনি বলেছিলেন, ‘দেখ, তুমি নিজের চোখে তা দেখতে পাবে, কিন্তু সেটার কিছুই খেতে পারবে না!’ [২০] হ্যাঁ, তার ঠিক এই দশা ঘটল: নগরদ্বারে লোকেরা তাকে পায়ে মাড়িয়ে দিল আর সে মারা গেল।

শুনেমের মহিলার কাহিনীর সমাপ্তি

৮ [১] এলিশেয় যে স্ত্রীলোকের ছেলেকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন, তাঁকে বলেছিলেন, ‘আপনি উঠে পরিবার-সহ চলে যান, এবং যেখানে বাস করার মত ভাল স্থান পান, সেখানে—আপনার নিজের দেশের বাইরেই গিয়ে বাস করুন, কেননা প্রভু দুর্ভিক্ষ ডেকেছেন, আর তা এসে সাত বছর ধরে এদেশে থাকবে।’ [২] সেই স্ত্রীলোক উঠে পরমেশ্বরের মানুষের বাণীমত কাজ করেছিলেন: তিনি ও তাঁর পরিবার গিয়ে সাত বছর ফিলিস্তিনিদের এলাকায় বাস করেছিলেন।

[৩] সেই সাত বছর শেষে সেই স্ত্রীলোক ফিলিস্তিনিদের এলাকা থেকে ফিরে এলেন আর রাজার কাছে গিয়ে তাঁর নিজের বাড়ি ও জমি আদায় করলেন। [৪] সেই মুহূর্তে রাজা পরমেশ্বরের মানুষের চাকর গেহজির সঙ্গে কথা বলছিলেন; তিনি বলছিলেন, ‘এলিশেয় যে সমস্ত মহাকর্ম সাধন করেছেন, সেই সবকিছুর বিবরণ আমাকে দাও।’ [৫] এলিশেয় কিভাবে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, গেহজি তারই বিবরণ রাজাকে দিচ্ছিল, এমন সময়, যাঁর ছেলেকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, সেই স্ত্রীলোক নিজেই তাঁর নিজের বাড়ি ও জমি আদায় করার জন্য রাজার কাছে এলেন। গেহজি বলে উঠল, ‘হে আমার প্রভু মহারাজ, এই সেই স্ত্রীলোক, এই তাঁর ছেলে, যাকে এলিশেয় পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন!’ [৬] রাজা স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি তাঁকে ব্যাপারটা জানালেন। রাজা তাঁর পক্ষে একজন কর্মচারীকে এই বলে নিযুক্ত

করলেন, ‘এর সবকিছু, এবং এ যেদিন দেশ ত্যাগ করেছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এর জমিতে যা কিছু ফসল হয়েছে, তার সমস্ত উপস্বত্ব একে ফিরিয়ে দাও।’

দামাস্কে এলিশেয় ও হাজায়েল

[৭] এলিশেয় দামাস্কে গেলেন। তখন আরাম-রাজ বেন্-হাদাদ অসুস্থ ছিলেন; তাঁকে একথা জানানো হল, ‘পরমেশ্বরের মানুষ এখান পর্যন্তই এসেছেন!’ [৮] রাজা হাজায়েলকে বললেন, ‘উপহার সঙ্গে নিয়ে পরমেশ্বরের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাও; তাঁর দ্বারা প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, এই অসুস্থতা থেকে আমি বাঁচতে পারব কিনা।’ [৯] হাজায়েল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন: তিনি উপহার সঙ্গে নিয়ে, এমনকি, সব ধরনের উত্তম বস্তু চল্লিশটা উটের পিঠে দিয়ে দামাস্কে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন; বললেন, ‘আপনার সন্তান আরাম-রাজ বেন্-হাদাদ আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন: এই অসুস্থতা থেকে আমি কি বাঁচতে পারব?’ [১০] এলিশেয় তাঁকে বললেন, ‘আপনি তাঁকে গিয়ে বলুন: অবশ্য বাঁচবেন; তবু প্রভু আমাকে একথা জানিয়েছেন যে, তাঁর মৃত্যু অনিবার্য।’ [১১] পরে তিনি একদৃষ্টে বহুক্ষণ ধরে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, আর শেষে পরমেশ্বরের মানুষ কেঁদে ফেললেন। [১২] হাজায়েল জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমার প্রভু কাঁদছেন কেন?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘কারণটা এই: আপনি ইস্রায়েল সন্তানদের যে অমঙ্গল ঘটাবেন, তা আমি জানি; হ্যাঁ, আপনি তাদের যত দৃঢ়দুর্গ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন, তাদের যুবকদের খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারবেন, তাদের শিশুদের ধরে আছাড় মারবেন ও তাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের পেট বিঁধিয়ে দেবেন।’ [১৩] হাজায়েল বললেন, ‘আপনার এই দাস কি? একটা কুকুর কেমন করে এমন মহাকর্ম সাধন করতে পারবে?’ এলিশেয় বললেন, ‘প্রভু আমাকে দেখিয়েছেন যে, আপনিই আরামের রাজা হবেন।’

[১৪] এলিশেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি তাঁর প্রভুর কাছে গেলেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এলিশেয় তোমাকে কী বললেন?’ হাজায়েল উত্তর দিলেন, ‘তিনি আমাকে বললেন, আপনি অবশ্যই বাঁচবেন!’ [১৫] কিন্তু পরদিন হাজায়েল একটা কম্বল জলে ডুবিয়ে তা রাজার মুখের উপরে ছড়িয়ে দিলেন। রাজা মরলেন আর হাজায়েল তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ যোরাম (খ্রিঃপূঃ ৮৪৮-৮৪১)

[১৬] ইস্রায়েল-রাজ আহাবের সন্তান যোরামের পঞ্চম বর্ষে যুদা-রাজ যেহোশাফাতের সন্তান যেহোরাম রাজ্যভার গ্রহণ করেন। [১৭] তিনি বত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে আট বছর রাজত্ব করেন। [১৮] আহাবের কুল যেমন করছিল, তিনিও তেমনি ইস্রায়েলের রাজাদের পথে চললেন, কারণ তিনি আহাবের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাই প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। [১৯] তথাপি তাঁর আপন দাস দাউদের খাতিরে প্রভু যুদাকে বিনাশ করতে চাইলেন না; তিনিই তো দাউদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর ও তাঁর সন্তানদের জন্য সর্বদাই এক প্রদীপ যুগিয়ে দেবেন।

[২০] তাঁর আমলে এদোম যুদার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজের উপরে একজনকে রাজা করল। [২১] তখন যোরাম তাঁর সমস্ত রথ সঙ্গে নিয়ে জেইরাতে পার হলেন। রাত্রিবেলায় উঠে তিনি ও তাঁর সমস্ত রথ, যারা তাঁকে ঘিরে ফেলেছিল, সেই এদোমীয়দের মধ্য দিয়ে সবলে নিজের জন্য পথ করে নিলেন; লোকেরা নিজ নিজ তাঁবুতে পালিয়ে গেল। [২২] কিন্তু তবুও এদোম যুদার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আজ পর্যন্ত স্বাধীন হয়ে রয়েছে। সেসময় লিব্নাও বিদ্রোহ করল।

[২৩] যোরামের বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [২৪] পরে যোরাম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আহাজিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ আহাজিয়া (খ্রিঃপূঃ ৮৪১)

[২৫] ইস্রায়েল-রাজ আহাবের সন্তান যোরামের দ্বাদশ বর্ষে যুদা-রাজ যেহোরামের সন্তান আহাজিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। [২৬] আহাজিয়া বাইশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে এক বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মাতার নাম আথালিয়া, তিনি ইস্রায়েল-রাজ অম্রির পৌত্রী। [২৭] আহাজিয়া আহাবকুলের পথে চললেন, এবং আহাবকুল যেমন করছিল, তিনিও তেমনি প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই

করলেন, কেননা তিনি আহাবকুলের জামাই ছিলেন। [২৮] তিনি আহাবের সন্তান যোরামের সঙ্গে রামোথ-গিলেয়াদে আরাম-রাজ হাজায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন, আর আরামীয়েরা যোরামকে আহত করল। [২৯] তাই যোরাম রাজা আরাম-রাজ হাজায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়ে রামায় আরামীয়েরা তাঁকে যে সকল আঘাত করে, তা থেকে সুস্থতা লাভের জন্য তিনি যেস্রেয়েলে ফিরে গেলেন। যেহেতু আহাবের সন্তান যোরাম অসুস্থ ছিলেন, সেজন্য যুদা-রাজ যেহোরামের সন্তান আহাজিয়া তাঁকে দেখতে যেস্রেয়েলে নেমে গেলেন।

রাজপদে তৈলাভিষিক্ত যেহু

৯ [১] নবী এলিশেয় নবী-সঙ্ঘের একজনকে ডেকে বললেন, 'কোমর বেঁধে এই তেলের শিশিটা হাতে নিয়ে রামোথ-গিলেয়াদে যাও। [২] সেখানে গিয়ে পৌঁছেই নিম্‌শির পৌত্র যেহোশাফাতের সন্তান যেহুর খোঁজ কর। তাঁর খোঁজ পেয়ে তাঁকে তাঁর বন্ধুদের মধ্য থেকে উঠিয়ে ভিতরের এক ঘরে নিয়ে যাও। [৩] তখন তেলের শিশিটা নিয়ে তাঁর মাথায় ঢেলে দিয়ে বলবে, প্রভু একথা বলছেন: আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত করলাম। তারপর দরজা খুলে তুমি দেরি না করেই পালিয়ে যাও।' [৪] যুবকটি রামোথ-গিলেয়াদের দিকে রওনা হল। [৫] সে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেই, দেখ, সেনাপতিরা একত্রে বসে আছেন। সে বলল, 'হে সেনাপতি, আপনার কাছে আমার একটা বাণী আছে।' যেহু বললেন, 'আমাদের সকলের মধ্যে কার্ কাছে?' সে উত্তর দিল, 'হে সেনাপতি, আপনারই কাছে।' [৬] যেহু উঠে ভিতরের একটা ঘরে গেলেন; যুবকটি এই বলে তাঁর মাথায় তেল ঢালল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: আমি প্রভুর জনগণের উপরে, ইস্রায়েলের উপরেই, তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করলাম। [৭] তুমি তোমার প্রভু আহাবের কুলকে ধ্বংস করবে; আর আমি আমার দাস সেই নবীদের ও প্রভুর সকল দাসের রক্তেরই প্রতিশোধ নেব, যা যেসাবেল ঝরিয়েছে। [৮] হ্যাঁ, আহাবের সমস্ত কুলের বিনাশ হবে; আমি আহাব-বংশের প্রতিটি পুরুষমানুষকে—ইস্রায়েলে তারা ক্রীতদাসই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক—তাদের সকলকেই নিশ্চিহ্ন করে দেব। [৯] আমি আহাবের কুলের দশা নেবাতের সন্তান

যেরবোয়ামের কুলের দশার মত ও আহিয়ার সন্তান বায়াশার কুলের দশার মত করব। [১০] আর সেই যেসাবেল সম্বন্ধে, তাকে কুকুরে যেস্রেয়েলের খোলা মাঠে গ্রাস করবে; কেউই তাকে সমাধি দেবে না।' আর যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে পালিয়ে গেল।

[১১] যখন যেহু ফিরে এসে তাঁর প্রভুর সেনানায়কদের সামনে উপস্থিত হলেন, তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'সব ঠিক আছে কি? ওই পাগলটা তোমার কাছে কিজন্য আসছিল?' তিনি উত্তরে বললেন, 'তোমরা তো লোকটাকে চেন, ও কি কি বলে, তাও জান।' [১২] কিন্তু তারা বলল, 'বাজে কথা! আসল ব্যাপারটা খুলে বল।' তিনি বললেন, 'ও আমাকে এই এই কথা বলল। ও বলল, প্রভু একথা বলছেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে তৈলাভিষিক্ত করলাম।' [১৩] তখন সকলে যে যার পোশাক খুলে সিঁড়ির উপরে তাঁর পায়ের নিচে পেতে দিল, এবং তুরি বাজিয়ে বলে উঠল, 'যেহুই রাজা!'

যেহুর হুকুমে ইস্রায়েল-রাজ, যুদা-রাজ ও যেসাবেলকে হত্যা

[১৪] নিম্‌শির পৌত্র যেহোশাফাতের সন্তান যেহু যোরামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন। (সেসময়ে যোরাম ও সমস্ত ইস্রায়েল আরাম-রাজ হাজায়েলের সামনে রামোথ-গিলেয়াদ রক্ষা করেছিলেন; [১৫] পরে, আরাম-রাজ হাজায়েলের বিরুদ্ধে যোরাম রাজা যুদ্ধ করার সময়ে আরামীয়েরা তাঁকে যে সকল আঘাত করেছিল, তা থেকে সুস্থতা লাভের জন্য তিনি যেস্রেয়েলে ফিরে গেছিলেন)। যেহু বললেন, 'তোমাদের এ অভিমত হলে, তবে যেস্রেয়েলে খবর দেবার জন্য কেউই যেন এই শহর ছেড়ে না যায়।' [১৬] যেহু রথে চড়ে যেস্রেয়েলের দিকে রওনা হলেন, কারণ সেইখানে যোরাম অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে ছিলেন, আর যোরামকে দেখতে যুদা-রাজ আহাজিয়া সেখানে গিয়েছিলেন।

[১৭] যেস্রেয়েলের দুর্গের উপরে প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল; যেহুর আসবার সময়ে সে তাঁর সৈন্যদলকে দেখে বলল, 'আমি একটা দল দেখছি।' যোরাম বললেন, 'তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য একজন অশ্বারোহীকে পাঠাও, সে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক: মঙ্গল তো?' [১৮] একজন অশ্বারোহী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বলল, 'রাজা জিজ্ঞাসা করছেন, মঙ্গল তো?' যেহু বললেন, 'মঙ্গল! তাতে তোমার কী? তুমি পিছনে এসে

আমার অনুসরণ কর!’ প্রহরী একথা জানাল: ‘সেই দূত তাদের কাছে গেল বটে, কিন্তু ফিরে আসছে না।’ [১৯] রাজা আর একজনকে ঘোড়ার পিঠে পাঠালেন; সে তাদের কাছে এসে পৌঁছে বলল, ‘রাজা জিজ্ঞাসা করছেন, মঙ্গল তো?’ যেহু বললেন, ‘মঙ্গল! তাতে তোমার কী? তুমি পিছনে এসে আমার অনুসরণ কর!’ [২০] প্রহরী একথা জানাল: ‘লোকটা তাদের কাছে গেল, কিন্তু ফিরে আসছে না। রথ চালাবার কায়দা নিম্‌শির সন্তান যেহুর চালাবার কায়দার মত মনে হচ্ছে, কেননা সে পাগলের মতই চালায়।’

[২১] তখন যোরাম বললেন, ‘রথ সাজাও।’ তারা তাঁর রথ সাজালেই ইস্রায়েল-রাজ যোরাম ও যুদা-রাজ আহাজিয়া নিজ নিজ রথে চড়ে বের হয়ে যেহুর কাছে গেলেন ও যেস্রেয়েলীয় নাবোথের মাঠে তাঁর দেখা পেলেন। [২২] যেহুকে দেখামাত্র যোরাম বললেন, ‘যেহু, মঙ্গল কি?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘নিশ্চয়ই মঙ্গল, অন্তত ততদিন যতদিন না তোমার মা যেসাবেলের এত ব্যভিচার ও অসংখ্য মন্ত্রতন্ত্র থাকে!’ [২৩] তখন যোরাম পিছন ফিরে পালিয়ে গেলেন, আর সেইসঙ্গে আহাজিয়াকে বললেন, ‘আহাজিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা!’ [২৪] কিন্তু যেহু ইতিমধ্যে ধনুক টেনেছিলেন; তিনি যোরামের কাঁধ দু’টোর মধ্যস্থানে আঘাত করলেন; তীর তাঁর হৃদয় ভেদ করল, আর তিনি নিজের রথে লুটিয়ে পড়লেন। [২৫] তখন যেহু তাঁর আপন অশ্বপাল বিদ্‌কারকে বললেন, ‘ওকে তুলে নিয়ে যেস্রেয়েলীয় নাবোথের মাঠে ফেলে দাও; আমার একথা মনে পড়ে যে, একদিন তুমি ও আমি দু’জনে একই রথে চড়ে ওর পিতা আহাবের পিছনে চলছিলাম, এমন সময় প্রভু তাঁর বিরুদ্ধে এই বাণী দিয়েছিলেন: [২৬] গতকাল আমি কি নাবোথের রক্ত ও তার ছেলেদের রক্ত দেখিনি? প্রভুর উক্তি! এই একই মাঠেই আমি তোমাকে প্রতিফল দেব—প্রভুর উক্তি। তাই প্রভুর বাণীমত তুমি ওকে তুলে নিয়ে ওই মাঠে ফেলে দাও।’

[২৭] তা দে’খে যুদা-রাজ আহাজিয়া বেথ্-গানের পথ ধরে পালিয়ে গেলেন কিন্তু যেহু তাঁর পিছনে ধাওয়া করলেন; তিনি হুকুম দিলেন, ‘ওকেও নামাও!’ তারা ইব্লেয়ামের কাছাকাছি সেই গুরের চড়াই পথে তাঁকে তাঁর নিজের রথের মধ্যে আঘাত করল। তিনি মেগিদ্দোতে পালিয়ে গিয়ে সেখানে মারা গেলেন। [২৮] তাঁর দাসেরা

তাঁকে রথে করে যেরুশালেমে নিয়ে গেল ও দাউদ-নগরীতে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তাঁর নিজের সমাধিমন্দিরে তাঁকে সমাধি দিল। [২৯] আহাজিয়া আহাবের সন্তান যেহোরামের একাদশ বর্ষে যুদার উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন।

[৩০] যখন যেহু যেস্রেয়েলে এসে পৌঁছলেন, তখন কথাটা শোনামাত্র যেসাবেল চোখে কাজল দিয়ে, মাথায় চুলবেশ করে জানালায় গেল। [৩১] যেহু দরজায় ঢোকবার সময়ে সে তাঁকে বলল, 'হে জিম্রি! হে প্রভুঘাতক! মঙ্গল তো?' [৩২] যেহু জানালার দিকে মুখ তুলে বললেন, 'কে আমার পক্ষে? কে?' তখন দু' তিনজন কঞ্চুকী তাঁর দিকে তাকাল। [৩৩] তিনি বললেন, 'ওকে নিচে ফেলে দাও।' তারা তাকে নিচে ফেলে দিল, আর তার রক্ত দেওয়ালে ও ঘোড়ার পায়ে ছিটকে পড়ল। যেহু তার দেহ পায়ে মাড়িয়ে চললেন, [৩৪] পরে ভিতরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলেন। তারপর তিনি বললেন, 'তোমরা গিয়ে ওই শাপগ্রস্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে তাকে সমাধি দাও, কেননা সে রাজপুত্রী।' [৩৫] কিন্তু তারা তাকে যখন সমাধি দিতে গেল, তখন তার মাথার খুলি, পা ও করতল ছাড়া আর কিছুই পেল না। [৩৬] তাই তারা ফিরে এসে যেহুকে কথাটা জানাল। তিনি বললেন, 'এ প্রভুর বাণী অনুসারেই হল, তিনি তাঁর দাস তিশ্‌বীয় এলিয়ের মধ্য দিয়ে একথা বলেছিলেন: যেস্রেয়েলের খোলা মাঠে কুকুরে যেসাবেলের মাংস গ্রাস করবে; [৩৭] এবং যেস্রেয়েলের মাঠে যেসাবেলের লাশ সারের মত খোলা মাঠে পড়ে থাকবে, যাতে কেউই বলতে না পারে: এ যেসাবেল।'

ইস্রায়েল ও যুদার রাজকুলকে হত্যা

১০ [১] সামারিয়ায় আহাবের সত্তরজন সন্তান ছিল। যেহু সামারিয়ায় যেস্রেয়েলের সমাজনেতাদের কাছে, অর্থাৎ প্রবীণদের কাছে ও আহাবের সন্তানদের অভিভাবকদের কাছে কয়েকটা পত্র লিখে পাঠালেন। [২] তিনি লিখলেন: 'তোমাদের প্রভুর ছেলেরা তোমাদের কাছে আছে, এবং কতগুলো রথ, ঘোড়া, দৃঢ়দুর্গ ও অস্ত্রশস্ত্রও তোমাদের কাছে আছে; [৩] অতএব তোমাদের কাছে এই পত্র এসে পৌঁছামাত্র তোমাদের প্রভুর ছেলেদের মধ্যে কোন্ জন সবচেয়ে সৎ ও উপযুক্ত, সেবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তার পিতার সিংহাসনে তাকেই অধিষ্ঠিত কর; তোমরা তোমাদের প্রভুর কুলের জন্যই যুদ্ধ কর।'

[৪] কিন্তু তারা অতিশয় ভয় পেয়ে বলল, 'দেখ, যাঁর সামনে দু'জন রাজা দাঁড়াতে পারলেন না, তাঁর সামনে আমরা কী করে দাঁড়াব?' [৫] তাই গৃহাধ্যক্ষ, নগরপাল, প্রবীণবর্গ ও অভিভাবকেরা যেহুর কাছে একথা বলে পাঠালেন: 'আমরা আপনার দাস, আপনি আমাদের যা কিছুই করতে বলবেন, আমরা তা করব। আমরা কাউকে রাজা করব না; আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই করুন।' [৬] তিনি তাদের কাছে দ্বিতীয়বার পত্র লিখলেন: 'তোমরা যদি আমার সপক্ষে ও আমার প্রতি বাধ্য, তবে তোমাদের প্রভুর ছেলেদের মাথাগুলো নিয়ে আগামীকাল এই সময়ে যেস্রেয়েলে আমার কাছে এসো।' রাজপুত্রেরা ছিল সত্তরজন; তারা নগরবাসী বড় লোকদের সঙ্গে থাকত, যারা তাদের প্রতিপালন করত।

[৭] পত্রটা তাদের কাছে এসে পৌঁছলে তারা সেই সত্তরজনকে নিয়ে বধ করল ও কয়েকটা ডালাতে করে তাদের মাথা যেস্রেয়েলে যেহুর কাছে পাঠিয়ে দিল। [৮] পরে একজন দূত এসে যেহুকে একথা জানাল, 'রাজপুত্রদের মাথাগুলো আনা হয়েছে।' তিনি বললেন, 'নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে দুই রাশি করে সেগুলো সকাল পর্যন্ত রাখ।' [৯] সকালে তিনি বাইরে গেলেন, এবং দাঁড়িয়ে গোটা জনগণকে বললেন, 'তোমরা নিরপরাধী; দেখ, আমি আমার প্রভুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁকে মেরে ফেলেছি; কিন্তু এই সকলকে কে আঘাত করল? [১০] এখন তোমরা বিবেচনা করে দেখ, প্রভু আহাবকুলের বিপক্ষে যা বলেছেন, প্রভুর সেই বাণীর মধ্যে কিছুই ব্যর্থ হয়নি! প্রভু তাঁর দাস এলিয়ের মধ্য দিয়ে যা বলেছেন, তার সিদ্ধি ঘটালেন।'

[১১] পরে যেস্রেয়েলে আহাবকুলের যত লোক বেঁচে রয়েছিল, যেহু তাদের, আহাবের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিকে, তাঁর বন্ধুবান্ধবদের ও তাঁর যাজকদের বধ করলেন: তাঁদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখলেন না।

[১২] পরে তিনি রওনা হয়ে সামারিয়ার দিকে গেলেন। চলার পথে 'রাখালদের বেথ্-একেদ' নামক স্থানে এসে পৌঁছলে, [১৩] যুদা-রাজ আহাজিয়ার ভাইদের সঙ্গে যেহুর সাক্ষাৎ হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কে?' তারা বলল, 'আমরা আহাজিয়ার ভাই। আমরা রাজা ও রানীর ছেলেদের মঙ্গলবাদ জানাতে যাচ্ছি।' [১৪] তিনি বললেন, 'ওদের জিয়ন্তই ধর।' তাই তারা তাদের জিয়ন্ত ধরে বেথ্-

একেদের কুয়োর ধারে বধ করল—বিয়াল্লিশজনের মধ্যে একজনকেও বাঁচিয়ে রাখল না।

[১৫] সেখান থেকে যেহু রওনা হলে রেখাবের সন্তান যেহোনাদাবের সঙ্গে তাঁর দেখা হল; তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছিলেন। যেহু তাঁকে মঙ্গলবাদ জানিয়ে বললেন, 'তোমার প্রতি আমার মন যেমন, তেমনি কি আমার প্রতি তোমার মন সরল?' যেহোনাদাব উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, সরল।' 'যদি তাই হয়, তবে আমার কাছে হাত দাও।' তিনি তাঁকে হাত দিলে যেহু তাঁকে নিজের কাছে রথে ওঠালেন। [১৬] তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে চল; তুমি দেখবে, প্রভুর জন্য আমার কেমন উদ্যোগ।' এই বলে তাঁকে নিজের রথে ওঠালেন। [১৭] সামারিয়ায় প্রবেশ করে যেহু সামারিয়ার বেঁচে থাকা আহাবের সমস্ত লোককে বধ করলেন, যতক্ষণ না আহাবকুলকে একেবারে বিনাশ করলেন, যেমনটি ঘটবে বলে প্রভু এলিয়কে বলেছিলেন।

বায়াল-দেবের সকল ভক্তকে হত্যা

[১৮] যেহু গোটা জনগণকে সম্মিলিত করে তাদের বললেন, 'আহাব বায়াল-দেবের অল্পই সেবা করলেন, কিন্তু যেহু তার বেশি সেবা করবে! [১৯] সুতরাং, তোমরা এখন বায়াল-দেবের সমস্ত নবী, তাঁর সমস্ত ভক্ত ও সমস্ত যাজককে আমার কাছে ডেকে আন; কেউই যেন অনুপস্থিত না হয়! কেননা বায়াল-দেবের উদ্দেশে আমাকে মহাযজ্ঞ উৎসর্গ করতে হবে। যে কেউ উপস্থিত হবে না, সে রেহাই পাবে না।' কিন্তু যেহু বায়াল-দেবের ভক্তদের বিনাশ করার অভিপ্রায়েই এই চালাকি করছিলেন। [২০] যেহু বললেন, 'বায়াল-দেবের উদ্দেশে এক পবিত্র সভা আহ্বান কর।' তারা তা আহ্বান করল। [২১] যেহু ইস্রায়েলের সব জায়গায় লোক পাঠালে বায়াল-দেবের যত ভক্তরা ছিল, সকলেই এল, সভায় কেউই অনুপস্থিত রইল না। তারা বায়াল-দেবের মন্দিরে প্রবেশ করতে থাকল যে পর্যন্ত বায়াল-দেবের মন্দির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভরে গেল। [২২] তখন তিনি বস্ত্রাগারের অধ্যক্ষকে বললেন, 'বায়াল-দেবের সমস্ত ভক্তদের জন্য পোশাক বের করে আন।' সে তাদের জন্য পোশাক বের করে আনল। [২৩] পরে যেহু ও রেখাবের সন্তান যেহোনাদাব বায়াল-দেবের মন্দিরে প্রবেশ করলে তিনি বায়াল-দেবের ভক্তদের বললেন, 'লক্ষ রাখ, এখানে তোমাদের সঙ্গে বায়াল-দেবের ভক্তরা ছাড়া

প্রভুর ভক্তদের কেউই যেন না থাকে।' [২৪] ওরা যজ্ঞবলি ও আহুতিবলি উৎসর্গ করতে যাচ্ছে, এমন সময় যেহু তাঁর আপন লোকদের মধ্যে আশিজনকে বাইরে মোতায়েন রেখে বললেন, 'ওই যে লোকদের আমি তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি, ওদের একজনকেও কেউ যদি চলে যেতে দেয়, ওর প্রাণের জন্য তার প্রাণ যাবে।' [২৫] আহুতি-কর্ম শেষ হলে যেহু প্রহরীদের ও অশ্বপালদের বললেন, 'ভিতরে যাও, ওদের প্রাণে মার, একজনকেও বেরিয়ে আসতে দিয়ো না।' তারা খড়্গের আঘাতে তাদের আঘাত করল। প্রহরীরা ও অশ্বপালেরা [তাদের বাইরে ফেলে দেওয়ার পর] বায়াল-দেবের মন্দিরের নগরীতে ফিরে গেল। [২৬] তারা বায়াল-দেবের মন্দির থেকে পবিত্র দণ্ডটা বের করে তা পুড়িয়ে ফেলল, [২৭] বায়াল-দেবের স্মৃতিস্তম্ভটা ভেঙে ফেলল, ও বায়াল-দেবের মন্দির ভেঙে তা একটা পায়খানায় পরিণত করল—তা আজও আছে।

[২৮] এইভাবে যেহু ইস্রায়েলের মধ্য থেকে বায়াল-দেবকে উচ্ছেদ করলেন। [২৯] তথাপি নেবাতের সন্তান যে যেরবোয়াম ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর পাপ থেকে অর্থাৎ বেথেলে ও দানে সোনার দুই বাছুরের পূজা থেকে পিছিয়ে গেলেন না। [৩০] প্রভু যেহুকে বললেন, 'আমার দৃষ্টিতে যা ন্যায়, তেমন কাজ করে তুমি ভাল কাজই করেছ, এবং আমার হৃদয়ে যা যা ছিল, আহাবকুলের প্রতি সেই সমস্ত কিছু করেছ বিধায় চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত তোমার বংশ ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে।' [৩১] তথাপি যেহু সমস্ত হৃদয় দিয়ে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর বিধান অনুসারে চলতে সতর্ক হলেন না: যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথ তিনি ত্যাগ করলেন না।

[৩২] সেসময় প্রভু ইস্রায়েলের এলাকা খর্ব করতে লাগলেন; বাস্তবিক, হাজায়েল ইস্রায়েলের এই সমস্ত এলাকায় তাদের পরাজিত করলেন: [৩৩] যর্দনের পুবদিকে সমস্ত গিলেয়াদ অঞ্চল, আর্নোন উপত্যকার কাছে অবস্থিত যে আরোয়ের, তা থেকে গাদীয়, রূবেনীয় ও মানাশীয়দের অঞ্চল, অর্থাৎ গিলেয়াদ ও বাশান পর্যন্ত অঞ্চলটা তিনি দখল করলেন।

[৩৪] যেহুর বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কর্মবিবরণ ও তাঁর বীর্যবত্তা, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [৩৫] পরে যেহু তাঁর

পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যেহোয়াহাজ তাঁর পদে রাজা হলেন। [৩৬] যেহু আটাশ বছর সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করলেন।

আথালিয়া (খ্রিঃপূঃ ৮৪১-৮৩৫)

১১ [১] আহাজিয়ার মাতা আথালিয়া যখন দেখলেন যে, তাঁর সন্তান মারা গেছেন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজবংশকেই বধ করালেন। [২] কিন্তু যোরাম রাজার কন্যা, আহাজিয়ার বোন যেহোশেবা, যাদের হত্যা করার কথা, তাদের মধ্য থেকে আহাজিয়ার সন্তান যোয়াশকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে তাঁর ধাইমার সঙ্গে শয্যাগারে রাখলেন। এইভাবে তিনি তাঁকে আথালিয়ার হাত থেকে লুকিয়ে রাখলেন, আর রাজপুত্রকে হত্যা করা হল না। [৩] তিনি তাঁর সঙ্গে প্রভুর গৃহে ছ'বছর ধরে লুকিয়ে রইলেন; সেসময়ে আথালিয়াই দেশের উপরে রাজত্ব করছিলেন।

[৪] সপ্তম বর্ষে যেহোইয়াদা কারিয়া সৈন্যদলের ও রাজপ্রহরীদের শতপতিদের ডেকে পাঠিয়ে নিজের কাছে প্রভুর গৃহে আনালেন; প্রভুর গৃহে তাদের শপথ করিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি স্থির করলেন; তারপর রাজপুত্রকে তাদের দেখালেন। [৫] তিনি তাদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা একাজ করবে: তোমাদের মধ্যে যারা শাব্বাৎ দিনেই পাহারা দিতে আসবে, তাদের যে তিন ভাগের এক ভাগ রাজপ্রাসাদে, [৬] তিন ভাগের এক ভাগ শুরদ্বারে, ও তিন ভাগের এক ভাগ সৈন্য-দ্বারে নিযুক্ত, সেই তোমরা সবাই মিলে প্রভুর গৃহে পাহারা দেবে; [৭] এবং তোমাদের মধ্য থেকে বাকি দুই দল, অর্থাৎ যারা শাব্বাৎ দিনে পাহারা থেকে ছুটি পায়, তারা রাজার কাছে প্রভুর গৃহে পাহারা দেবে। [৮] তোমরা প্রত্যেকে যে যার অস্ত্র হাতে নিয়ে রাজাকে ঘিরে রাখবে, আর যে কেউ সৈন্যসারির ভিতরে আসবার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা করা হবে। রাজা বাইরে যান কিংবা ভিতরে আসুন, তোমরা সবসময়ই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।'

[৯] যেহোইয়াদা যাজক যা কিছু করতে আজ্ঞা করেছিলেন, শতপতিরা সেইমত সবই করল। তাদের সৈন্যদের মধ্যে যারা শাব্বাৎ দিনে পাহারা দিতে আসে এবং যারা পাহারা থেকে ছুটি পায়, তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে তারা যেহোইয়াদা যাজকের কাছে

গেল। [১০] যাজক তখন দাউদ রাজার যে সমস্ত ঢাল ও বর্শা প্রভুর গৃহে রাখা ছিল, সেগুলিকে শতপতিদের হাতে দিলেন; [১১] আর প্রহরীরা যে যার অস্ত্র হাতে নিয়ে গৃহের দক্ষিণ মহল থেকে উত্তর মহল পর্যন্ত যজ্ঞবেদি ও গৃহের সামনে সারি বেঁধে রাজাকে চারপাশে ঘিরে রাখল। [১২] পরে যেহোইয়াদা রাজপুত্রকে বাইরে এনে তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলেন ও তাঁর হাতে রাজসনদ তুলে দিলেন: তাঁকে রাজা বলে ঘোষণা করা হল ও তৈলাভিষিক্ত করা হল, এবং উপস্থিত সকলে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!'

[১৩] প্রহরীদের ও লোকদের কোলাহল শুনতে পেয়ে আথালিয়া প্রভুর গৃহের দিকে গেলেন। [১৪] তিনি তাকালেন, আর দেখ, প্রথামত রাজা মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন; সেনাপতিরা ও তুরিবাদকের দল রাজার দু'পাশে আছে; একই সময়ে দেশের সমস্ত লোক আনন্দে মেতে উঠছে ও তুরি বাজাচ্ছে। তখন নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে আথালিয়া চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ!' [১৫] কিন্তু যেহোইয়াদা যাজক সৈন্যদলের অধিনায়কদের হুকুম দিলেন, 'ওকে সৈন্যসারির মাঝখান দিয়ে বাইরে নিয়ে যাও, আর যে কেউ তার পিছনে যায়, তাকে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মার।' কেননা যাজক আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন, যেন ওকে প্রভুর গৃহের মধ্যে হত্যা করা না হয়। [১৬] তাই তারা আথালিয়াকে ধরল, আর যখন তিনি অশ্ব-দ্বারের পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছলেন, তখন সেইখানে তাঁকে হত্যা করা হল।

[১৭] যেহোইয়াদা তখন প্রভু, রাজা ও জনগণের মধ্যে এই সন্ধি সম্পাদন করলেন যে, তারা প্রভুর জনগণ হয়ে থাকবে; রাজা ও জনগণের মধ্যেও সন্ধি সম্পাদন করা হল। [১৮] পরে দেশের সমস্ত লোক বায়াল-দেবের মন্দিরে গিয়ে তা ভেঙে ফেলল, তার যত যজ্ঞবেদি ও মূর্তি টুকরো টুকরো করে চুরমার করে দিল, এবং বায়াল-দেবের যাজক মাত্তানকে বেদিগুলোর সামনে মেরে ফেলল। যেহোইয়াদা যাজক প্রভুর গৃহে কয়েকজন প্রহরী মোতায়েন রাখলেন। [১৯] তিনি কারিয়া সৈন্যদলের ও রাজপ্রহরীদের শতপতিদের এবং গোটা জনগণকে সঙ্গে নিলেন; তারা প্রভুর গৃহ থেকে রাজাকে নিয়ে সৈন্য-দ্বারের পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে গেল, সেখানে তিনি রাজাসনে আসন নিলেন;

[২০] দেশের সমস্ত লোক আনন্দিত ছিল। শহর শান্ত থাকল; আর আথালিয়াকে খড়্গের আঘাতে রাজপ্রাসাদের মধ্যে হত্যা করা হল।

যুদা-রাজ যোয়াশ (খ্রিঃপূঃ ৮৩৫-৭৯৬)

১২ [১] যোয়াশ সাত বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। [২] যেহুর সপ্তম বর্ষে যোয়াশ রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম সিবিয়া, তিনি বের্শেবা-নিবাসিনী। [৩] প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, তিনি তাঁর সমস্ত জীবনকালে তেমন কাজই করলেন, কেননা যোয়াশ যেহোইয়াদা যাজকের উপদেশেই মানুষ হয়েছিলেন। [৪] তথাপি উচ্চস্থানগুলি নিশ্চিহ্ন হল না, জনগণ তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলিদান করত ও ধূপ জ্বালাত।

[৫] যোয়াশ যাজকদের বললেন, 'পবিত্র কর হিসাবে যত অর্থ প্রভুর গৃহে আনা হয়, নিজের মুক্তিমূল্য হিসাবে যত অর্থ মানুষ দান করে, এবং যত অর্থ স্বেচ্ছাকৃত ভাবে প্রভুর গৃহে আনা হয়, [৬] সেই সমস্ত অর্থ যাজকেরা নিজ নিজ পরিচিতদের হাত থেকে গ্রহণ করুক, এবং তা দিয়ে, মন্দিরে যে যে স্থানে প্রয়োজন মনে হয়, সেই সকল ভগ্নস্থান সংস্কার করুক।'

[৭] কিন্তু যোয়াশ রাজার ত্রয়োবিংশ বর্ষ পর্যন্ত যাজকেরা গৃহের ভগ্ন স্থানগুলোর সংস্কার করেনি; [৮] তাই যোয়াশ রাজা যেহোইয়াদা যাজককে ও অন্য যাজকদের ডাকিয়ে বললেন, 'তোমরা গৃহের ভগ্ন স্থানগুলো সংস্কার করছ না কেন? সুতরাং, এখন পরিচিতদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তা আর নিজেরাই রাখবে না, বরং গৃহের ভগ্নস্থানের জন্যই তা দেবে।' [৯] যাজকেরা এবিষয়ে সম্মত হল যে, তারা লোকদের কাছ থেকে অর্থ আর নেবে না ও গৃহের ভগ্ন স্থানগুলো সংস্কারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবে। [১০] যেহোইয়াদা যাজক একটা সিন্দুক নিলেন, ও তার ঢাকনায় এক ছিদ্র করে যজ্ঞবেদির কাছে প্রভুর গৃহের প্রবেশস্থানের ডান পাশে বসালেন; দ্বারপাল যাজকেরা প্রভুর গৃহে আনা সমস্ত অর্থ তার মধ্যে রাখত। [১১] যখন তারা দেখতে পেত, সিন্দুকে অনেক টাকা জমেছে, তখন রাজার কর্মসচিব ও মহাযাজক এসে সমস্ত টাকা বের করে প্রভুর গৃহে পাওয়া সেই টাকা গুনতেন। [১২] তাঁরা গণনা করা সেই টাকা গৃহে নিযুক্ত

কর্মাধ্যক্ষদের হাতে দিতেন, আর এঁরা, গৃহে যারা মেরামত কাজ করত, সেই সকল ছুতোর ও গাঁথক, [১৩] রাজমিস্ত্রী ও পাথরকাটিয়ের হাতে তুলে দিতেন, এবং প্রভুর গৃহের ভগ্নস্থান সংস্কারের জন্য কাঠ ও খোদাই করা পাথর কিনবার জন্য, ও গৃহ-সংস্কারের জন্য যা যা লাগত, সেইসব কিছুর জন্য তা ব্যয় করতেন। [১৪] কিন্তু প্রভুর গৃহে নিবেদন করা সেই অর্থ দ্বারা প্রভুর গৃহের জন্য রুপোর কোন কলস, ছুরি, বাটি, তুরি, সোনার কোন পাত্র বা রুপোর কোন পাত্র তৈরী হল না। [১৫] টাকাটা কর্মাধ্যক্ষদের হাতেই তুলে দেওয়ার কথা ছিল, এবং তাঁরা প্রভুর গৃহ-সংস্কারের জন্যই তা ব্যবহার করতেন। [১৬] ওঁরা মেরামত কাজে নিযুক্ত লোকদের দেবার জন্য যাদের হাতে টাকা তুলে দিতেন, তাদের কাছ থেকে হিসাব চাইতেন না, কেননা তাদের ব্যবহার বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল। [১৭] সংস্কার-বলি ও পাপার্থে বলি সংক্রান্ত যে টাকা, তা প্রভুর গৃহের জন্য দেওয়া হত না, তা যাজকদেরই হত।

[১৮] সেসময়ে আরাম-রাজ হাজায়েল গাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে তা হস্তগত করলেন; তখন হাজায়েল যেরুশালেমের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করতে উন্মুখ হলেন। [১৯] তাই যুদা-রাজ যোয়াশ তাঁর আপন পিতৃপুরুষদের অর্থাৎ যুদা-রাজ যেহোশাফাৎ, যেহোরাম ও আহাজিয়া দ্বারা পবিত্রীকৃত বস্তুগুলো, তাঁর নিজের দ্বারা পবিত্রীকৃত বস্তুগুলো, এবং প্রভুর গৃহের ভাণ্ডারে ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে যত সোনা পাওয়া গেল, সেই সমস্ত সোনা কেড়ে নিয়ে আরাম-রাজ হাজায়েলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন; আর হাজায়েল যেরুশালেমের সামনে থেকে চলে গেলেন।

[২০] যোয়াশের বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [২১] যোয়াশের সেনানায়কেরা উঠে চক্রান্ত করল, এবং সিল্লা-গামী পথে অবস্থিত বেথ্-মিল্লোতে তাঁকে প্রাণে মারল। [২২] শিমেয়াথের সন্তান যোসাখার ও শোমেরের সন্তান যেহোজাবাদ, তাঁর এই দু'জন সেনানায়কই তাঁকে প্রাণে মারলেন। তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আমাজিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াহাজ (খ্রিঃপূঃ ৮১৪-৭৯৮)

১৩ [১] আহাজিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যোয়াশের ত্রয়োবিংশ বর্ষে যেহুর সন্তান যেহোয়াহাজ সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে সতের বছর রাজত্ব করেন। [২] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন, এবং নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপের অনুগামী হলেন; সেই পথ কখনও ত্যাগ করলেন না। [৩] তখন ইস্রায়েলের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তিনি সেই সমস্ত দিন ধরে আরাম-রাজ হাজায়েলের হাতে ও হাজায়েলের সন্তান বেন্-হাদাদের হাতে তাদের তুলে দিলেন। [৪] যেহোয়াহাজ প্রভুর কাছে মিনতি করলেন, আর প্রভু তাঁর প্রার্থনায় কান দিলেন, কেননা আরামের রাজা ইস্রায়েলের উপরে যে অত্যাচার চালাচ্ছিলেন, সেই অত্যাচার তিনি দেখলেন। [৫] প্রভু ইস্রায়েলকে একজন ত্রাণকর্তা দিলেন, তাই তারা আরামের হাত থেকে উদ্ধার পেল, এবং ইস্রায়েল সন্তানেরা আগের মত নিজ নিজ তাঁবুতে বসবাস করল। [৬] তথাপি যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর কুলের সেই সমস্ত পাপ তারা ত্যাগ করল না, সেই পথেই চলল, আর সামারিয়ায় পবিত্র দণ্ডটাও রইল। [৭] ফলে যেহোয়াহাজের সমস্ত সেনাদলের মধ্যে প্রভু কেবল পঞ্চাশজন অশ্বারোহী, দশটা রথ ও দশ হাজার পদাতিককে ছাড়া অন্য কোন সৈন্য বাঁচিয়ে রাখলেন না, কেননা আরামের রাজাই বাকি সবকিছু বিনাশ করেছিলেন; হ্যাঁ, পায়ে মাড়ানো হয় এমন ধুলামাটির মতই তিনি তাদের করেছিলেন!

[৮] যেহোয়াহাজের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর সমস্ত কর্মবিবরণ ও তাঁর বীর্যবত্তা, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [৯] পরে যেহোয়াহাজ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যোয়াশ তাঁর পদে রাজা হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ (খ্রিঃপূঃ ৭৯৮-৭৮৩)

[১০] যুদা-রাজ যোয়াশের সপ্তত্রিংশ বর্ষে যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশ সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে ষোল বছর রাজত্ব করেন। [১১] প্রভুর দৃষ্টিতে

যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপ থেকে দূরে গেলেন না, সেই পাপের পথেই চললেন।

[১২] যোয়াশের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কর্মবিবরণ, তাঁর বীর্যবত্তা, যুদা-রাজ আমাজিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর যত যুদ্ধ, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [১৩] পরে যোয়াশ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, আর যেরবোয়াম তাঁর পদে আসন নিলেন। যোয়াশকে ইস্রায়েল-রাজাদের সঙ্গে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল।

এলিশেয়ের মৃত্যু

[১৪] যখন এলিশেয় সেই অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, যে অসুখ তাঁর মৃত্যু ঘটাল, তখন ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সামনে কেঁদে ফেললেন; বলছিলেন, 'পিতা আমার, পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ ও তার অশ্ববাহিনী!' [১৫] এলিশেয় তাঁকে বললেন, 'আপনি ধনুক ও তীর নিন।' রাজা ধনুক ও তীর নিলেন। [১৬] তিনি ইস্রায়েল-রাজকে উদ্দেশ করে বলে চললেন, 'ধনুকটা হাতে নিন।' রাজা ধনুকটা হাতে নিলে এলিশেয় রাজার হাতের উপরে নিজ হাত রাখলেন; [১৭] তারপর বললেন, 'পুবদিকের জানালা খুলে দিন।' রাজা জানালা খুলে দিলে এলিশেয় বললেন, 'তীর ছুড়ুন!' রাজা তীর ছুড়লেন। তখন এলিশেয় বললেন, 'এ প্রভুর উদ্দেশে বিজয়-তীর, আরামের উপরে বিজয়-তীর! হ্যাঁ, আপনি আফেকে আরামীয়দের পরাজিত করবেন, তাদের একেবারে নিঃশেষ করবেন।' [১৮] এলিশেয় আরও বললেন, 'তীরগুলো নিন।' রাজা তীরগুলো নিলে এলিশেয় তাঁকে বললেন, 'তীরগুলো দিয়ে মাটিতে আঘাত করুন।' রাজা তিনবার মাটিতে আঘাত করার পর ক্ষান্ত হলেন। [১৯] তখন পরমেশ্বরের মানুষ তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'আপনাকে অন্তত পাঁচ ছ'বারই আঘাত করতে হত, তবেই আরামকে নিঃশেষে পরাজিত করতেন; কিন্তু এখন আরামকে কেবল তিনবারই পরাজিত করবেন।'

[২০] এলিশেয়ের মৃত্যু হল, ও তাঁকে সমাধি দেওয়া হল। তখন, নববর্ষের শুরুতে, মোয়াবীয়দের কয়েকটা দল এসে দেশে হানা দিল। [২১] কয়েকজন লোক তখন একটি

লোককে সমাধি দিচ্ছিল; লুটেরার দল দেখে তারা লাশটা এলিশেয়ের সমাধির উপরে ফেলে দিয়ে চলে গেল। লোকটা এলিশেয়ের হাড়ের সংস্পর্শে আসামাত্র পুনরুজ্জীবিত হয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

[২২] যেহোয়াহাজের সমস্ত জীবনকালে আরাম-রাজ হাজায়েল ইস্রায়েলকে অত্যাচার করেছিলেন। [২৩] শেষে প্রভু, আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলেন, সেই সন্ধির খাতিরে তাদের প্রতি সদয় হয়ে ও করুণা দেখিয়ে আবার তাদের প্রতি প্রসন্ন হলেন; এজন্যই তিনি তাদের ধ্বংস করতে চাইলেন না, আজ পর্যন্তও নিজের সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন না। [২৪] পরে আরাম-রাজ হাজায়েলের মৃত্যু হল; এবং তাঁর সন্তান বেন্-হাদাদ তাঁর পদে রাজা হলেন। [২৫] তখন যোয়াশের পিতা যেহোয়াহাজের হাত থেকে হাজায়েল যে সকল শহর অস্ত্রের বলে কেড়ে নিয়েছিলেন, সেই সকল শহর যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশ হাজায়েলের সন্তান বেন্-হাদাদের হাত থেকে আবার কেড়ে নিলেন। যোয়াশ তাঁকে তিনবার পরাজিত করলেন ও ইস্রায়েলের সেই সকল শহর আবার জয় করে নিলেন।

সামারিয়ার পতন পর্যন্ত সেই দুই রাজ্য

যুদা-রাজ আমাজিয়া (খ্রিঃপূঃ ৭৯৬-৭৮১)

১৪ [১] ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশের দ্বিতীয় বর্ষে যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। [২] তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে ঊনত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেহোয়াদ্দাইন, তিনি যেরুশালেম-নিবাসিনী। [৩] প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, আমাজিয়া তেমন কাজই করলেন; তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের মত কাজ না করলেও তবু তিনি সব দিক দিয়ে তাঁর পিতা যোয়াশের মত কাজ করলেন। [৪] তথাপি উচ্চস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত ও ধূপ জ্বালাত।

[৫] রাজ্য যখন তাঁর হাতে দৃঢ় হল, তখন তিনি, যে সকল অধিনায়ক তাঁর পিতা রাজাকে মেরে ফেলেছিল, তাদের হত্যা করলেন; [৬] কিন্তু তিনি মোশির বিধান-পুস্তকে লেখা কথা অনুসারে সেই খুনীদের ছেলেদের হত্যা করলেন না; কেননা প্রভু আজ্ঞা দিয়েছিলেন, ‘*ছেলের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য ছেলের প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে না; এক একজন নিজ নিজ পাপের জন্য প্রাণদণ্ড ভোগ করবে।*’[ক]

[৭] তিনিই লবণ-উপত্যকায় এদোমীয়দের পরাজিত করে তাদের দশ হাজার লোক হত্যা করলেন; সেই যুদ্ধে তিনি শৈলটা হস্তগত করে তার নাম যক্‌থেল রাখলেন—আজও সেই নাম রয়েছে।

[৮] তখন আমাজিয়া দূত পাঠিয়ে যেহুর পৌত্র যেহোয়াহাজের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশকে বললেন, ‘এসো, আমরা একে অন্যের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াই!’ [৯] ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশ যুদা-রাজ আমাজিয়ার কাছে বলে পাঠালেন, ‘লেবাননের শেয়ালকাঁটা লেবাননের এরসগাছের কাছে বলে পাঠাল: আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ দাও। এর মধ্যে লেবাননের একটা বন্যজন্তু সেই পথে চলতে চলতে সেই শেয়ালকাঁটা পায়ে মাড়িয়ে দিল। [১০] আচ্ছা, তুমি এদোমকে পরাজিত করেছ, আর এখন তোমার হৃদয় গর্বোদ্ধত হয়েছে। বড়াই কর, কিন্তু তোমার নিজের

ঘরে বসে থাক। একটা সর্বনাশ আহ্বান করায় কী কোন মানে আছে? তাতে তোমার ও যুদার, উভয়েরই পতন হতে পারে!’ [১১] কিন্তু আমাজিয়া কথায় কান দিলেন না। তাই ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশ রণ-অভিযানে নেমে গেলেন; এবং যুদার অধীন বেথ্-শেমেশ স্থানে তিনি ও যুদা-রাজ আমাজিয়া একে অন্যের সম্মুখীন হলেন। [১২] যুদা ইস্রায়েল দ্বারা পরাজিত হল, এবং প্রত্যেকে যে যার তাঁবুতে পালিয়ে গেল। [১৩] ইস্রায়েলের রাজা বেথ্-শেমেশে আহাজিয়ার পৌত্র যেহোয়াশের সন্তান যুদা-রাজ আমাজিয়াকে বন্দি করলেন; তারপর যেরুশালেমে গিয়ে এফ্রাইম-দ্বার থেকে কোণ-দ্বার পর্যন্ত চারশ’ হাত নগরপ্রাচীর ভেঙে ফেললেন। [১৪] তিনি প্রভুর গৃহে ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে যত সোনা, রুপো ও পাত্র পেলেন, তা সবই লুট করে, আর সেই সঙ্গে কতগুলো লোককেও জিম্মী করে সামারিয়ায় ফিরে গেলেন।

[১৫] যেহোয়াশের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর বীর্যবত্তা, যুদা-রাজ আমাজিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর যত যুদ্ধ, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [১৬] পরে যেহোয়াশ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে ইস্রায়েল-রাজাদের সঙ্গে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যেরবোয়াম তাঁর পদে রাজা হলেন।

[১৭] ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াহাজের সন্তান যেহোয়াশের মৃত্যুর পরে যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়া আরও পনেরো বছর বেঁচে থাকলেন। [১৮] আমাজিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [১৯] যেরুশালেমে তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করা হল, তাই তিনি লাখিশে পালিয়ে গেলেন; কিন্তু তাঁর পিছু পিছু লাখিশে লোক পাঠানো হল, আর তারা সেখানে তাঁকে হত্যা করল। [২০] ঘোড়ার পিঠে করে তাঁকে যেরুশালেমে আনা হল, আর দাউদ-নগরীতে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে যেরুশালেমে সমাধি দেওয়া হল। [২১] তখন যুদার সমস্ত লোক ষোল বছর বয়সী আজারিয়াকে নিয়ে তাঁকে তাঁর পিতা আমাজিয়ার পদে রাজা করল। [২২] রাজা তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা যাওয়ার পর তিনিই এলাথ আবার যুদার অধীনস্থ করে প্রাচীরবেষ্টিত করলেন।

ইস্রায়েল-রাজ ২য় যেরবোয়াম (খ্রিঃপূঃ ৭৮৩-৭৪৩)

[২৩] যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়ার পঞ্চদশ বর্ষে ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশের সন্তান যেরবোয়াম সামারিয়ায় রাজ্যভার গ্রহণ করে একচল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। [২৪] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথ তিনি ত্যাগ করলেন না। [২৫] ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন দাস গাথ-হেফেরীয় আমিত্তাইয়ের সন্তান নবী যোনার মধ্য দিয়ে যে কথা বলেছিলেন, সেই অনুসারে তিনিই হামাথের প্রবেশস্থান থেকে আরাবার সাগর পর্যন্ত ইস্রায়েলের এলাকা পুনর্জয় করলেন, [২৬] কেননা প্রভু ইস্রায়েলের চরম দুর্দশা দেখেছিলেন: হ্যাঁ, ক্রীতদাস হোক বা স্বাধীন মানুষ হোক এমন কেউই আর ছিল না যে, ইস্রায়েলের সাহায্যে আসতে পারবে। [২৭] কিন্তু প্রভু স্থির করেছিলেন, তিনি ইস্রায়েলের নাম আকাশের নিচ থেকে মুছে দেবেন না; তাই তিনি যোয়াশের সন্তান যেরবোয়ামের হাত দ্বারা তাদের ত্রাণ করলেন।

[২৮] যেরবোয়ামের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কর্মবিবরণ, যুদ্ধে তাঁর বীর্যবত্তা, তিনি যে দামাস্ক ও হামাথ আবার যুদা ও ইস্রায়েলের অধীন করলেন, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [২৯] পরে যেরবোয়াম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে ইস্রায়েল-রাজাদের সঙ্গে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান জাখারিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ আজারিয়া (খ্রিঃপূঃ ৭৮১-৭৪০)

১৫ [১] ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সপ্তবিংশ বর্ষে যুদা-রাজ আমাজিয়ার সন্তান আজারিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন; [২] তিনি ষোল বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে বাহান্ন বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেখোলিয়া, তিনি যেরুশালেম-নিবাসিনী। [৩] আজারিয়া প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন, তাঁর পিতা আমাজিয়া যেমন কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে। [৪] তথাপি উচ্চস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ

করত ও ধূপ জ্বালাত। [৫] প্রভু রাজাকে আঘাত করলেন, আর রাজা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তীব্র চর্মরোগে আক্রান্ত হলেন; তিনি আলাদা একটা ঘরে বাস করতেন। রাজার সন্তান যোথাম প্রাসাদ পরিচালনা করতেন ও দেশের লোকদের শাসন করতেন।

[৬] আজারিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [৭] পরে আজারিয়া তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যোথাম তাঁর পদে রাজা হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ জাখারিয়া (খ্রিঃপূঃ ৭৪৩)

[৮] যুদা-রাজ আজারিয়ার অষ্টাত্রিংশ বর্ষে যেরবোয়ামের সন্তান জাখারিয়া ছয় মাস সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করেন। [৯] তাঁর পিতৃপুরুষেরা যেমন করেছিলেন, তেমনি তিনি প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন: নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তিনি তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথ ত্যাগ করলেন না। [১০] যাবেশের সন্তান শাল্লুম তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন, জনগণের সামনেই তাঁকে বধ করলেন, আর তাঁর পদে রাজা হলেন।

[১১] জাখারিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি, দেখ, ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। [১২] এইভাবে প্রভু যেহুকে যে কথা বলেছিলেন: 'চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত তোমার বংশ ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে,' তা সিদ্ধিলাভ করল।

ইস্রায়েল-রাজ শাল্লুম (খ্রিঃপূঃ ৭৪৩)

[১৩] যুদা-রাজ উজ্জিয়ার ঊনচত্বারিংশ বর্ষে যাবেশের সন্তান শাল্লুম রাজ্যভার গ্রহণ করে সামারিয়ায় ছয় মাস রাজত্ব করেন। [১৪] পরে গাদির সন্তান মেনাহেম তির্সা থেকে রণযাত্রা করে সামারিয়ায় প্রবেশ করলেন, ও তাঁর পদে রাজা হলেন।

[১৫] শাল্লুমের বাকি যত কর্মকীর্তি ও তাঁর সাধিত চক্রান্ত, দেখ, ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। [১৬] পরে মেনাহেম তির্সা থেকে আসার পথে তিপ্সাহ্ হস্তগত করলেন, তার সকল অধিবাসীকে বধ করলেন ও তার সমস্ত

এলাকা বিনাশ করলেন; কেননা লোকেরা তাঁর জন্য নগরদ্বার খুলে দেয়নি; তিনি সেখানকার গর্ভবতী যত স্ত্রীলোকের পেটও বিঁধিয়ে দিলেন।

ইস্রায়েল-রাজ মেনাহেম (খ্রিঃপূঃ ৭৪৩-৭৩৮)

[১৭] যুদা-রাজ আজারিয়ার ঊনচত্বারিংশ বর্ষে গাদির সন্তান মেনাহেম ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে সামারিয়ায় দশ বছর রাজত্ব করেন। [১৮] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন: নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথ তিনি ত্যাগ করলেন না।

তাঁর জীবনকালে [১৯] আশুর-রাজ পুল দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেন। পুলের সাহায্যে রাজক্ষমতা যেন তাঁর নিজের হাতে স্থির থাকে, এজন্য মেনাহেম তাঁকে এক হাজার বাট রুপো দিলেন। [২০] আশুর-রাজকে দেবার জন্য মেনাহেম ইস্রায়েল থেকে, সমস্ত ধনশালী লোকের কাছ থেকে, সেই অর্থ আদায় করলেন, প্রত্যেকের কাছ থেকে পঞ্চাশ শেকেল করে নিলেন। তখন আশুর-রাজ চলে গেলেন, দেশে রইলেন না।

[২১] মেনাহেমের বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [২২] পরে মেনাহেম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, আর তাঁর সন্তান পেকাহিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ পেকাহিয়া (খ্রিঃপূঃ ৭৩৮-৭৩৭)

[২৩] যুদা-রাজ আজারিয়ার পঞ্চাশতম বর্ষে মেনাহেমের সন্তান পেকাহিয়া সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে দু'বছর রাজত্ব করেন। [২৪] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন: নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথ তিনি ত্যাগ করলেন না। [২৫] রেমালিয়ার সন্তান পেকা নামে তাঁর অশ্বপাল তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন, এবং সামারিয়ায় রাজপ্রাসাদের দুর্গে তাঁকে, আর্গোবকে ও আরিয়েকে আঘাত করলেন; তাঁর সঙ্গে গিলেয়াদীয় পঞ্চাশজন লোক ছিল; তিনি তাঁকে বধ করে তাঁর পদে রাজা হলেন।

[২৬] পেকাহিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ, দেখ, ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ইস্রায়েল-রাজ পেকা (খ্রিঃপূঃ ৭৩৭-৭৩২)

[২৭] যুদা-রাজ আজারিয়ার দ্বিপঞ্চাশতম বর্ষে রেমালিয়ার সন্তান পেকা সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে কুড়ি বছর রাজত্ব করেন। [২৮] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন: নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথ তিনি ত্যাগ করলেন না।

[২৯] ইস্রায়েল-রাজ পেকার সময়ে আশুর-রাজ তিগ্লাথ-পিলেজার এসে ইয়োন, আবেল-বেথ্-মাআখা, যানোয়াহ্, কেদেশ, হাৎসোর, গিলেয়াদ ও গালিলেয়া, অর্থাৎ নেফ্তালির সমস্ত এলাকা হস্তগত করলেন আর জনগণকে দেশছাড়া করে আশুরে নিয়ে গেলেন। [৩০] উজ্জিয়ার সন্তান যোথামের বিংশ বর্ষে এলাহ্র সন্তান হোশেয়া রেমালিয়ার সন্তান পেকার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন, তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে বধ করলেন, আর তাঁর পদে রাজা হলেন।

[৩১] পেকার বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ, দেখ, ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

যুদা-রাজ যোথাম (খ্রিঃপূঃ ৭৪০-৭৩৬)

[৩২] রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকার দ্বিতীয় বর্ষে উজ্জিয়ার সন্তান যোথাম রাজ্যভার গ্রহণ করেন। [৩৩] তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেরুশা, তিনি সাদোকের কন্যা। [৩৪] যোথাম প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন; তাঁর আপন পিতা উজ্জিয়া যেমন কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে। [৩৫] তথাপি উচ্চস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত ও ধূপ জ্বালাত। তিনি প্রভুর গৃহের উচ্চতর দ্বার গাঁথলেন।

[৩৬] যোথামের বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [৩৭] সেসময় প্রভু আরাম-রাজ রেজিনকে ও রেমালিয়ার সন্তান পেকাকে যুদার বিরুদ্ধে পাঠাতে শুরু করলেন। [৩৮] পরে যোথাম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আহাজ তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ আহাজ (খ্রিঃপূঃ ৭৩৬-৭১৬)

১৬ [১] রেমালিয়ার সন্তান পেকার সপ্তদশ বর্ষে যুদা-রাজ যোথামের সন্তান আহাজ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। [২] আহাজ কুড়ি বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন; তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের মত তাঁর আপন পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন না। [৩] না, তিনি ইস্রায়েল-রাজাদের পথে চললেন, এমনকি, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তাদের জঘন্য প্রথা অনুসারে তিনি নিজের ছেলেকেও আগুনের মধ্য দিয়ে পার হতে বাধ্য করলেন। [৪] তাছাড়া তিনি নানা উচ্চস্থানগুলিতে, নানা পাহাড়ের উপরে ও প্রতিটি সবুজ গাছের তলায় বলি উৎসর্গ করতেন ও ধূপ জ্বালাতেন।

[৫] সেসময়েই আরাম-রাজ রেজিন ও রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকা যেরুশালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন; তাঁরা যেরুশালেম অবরোধ করলেন, কিন্তু তা জয় করতে পারলেন না। [৬] কিন্তু এদোমের রাজা এদোমের জন্য এলাথ পুনর্জয় করলেন; তিনি সেখান থেকে ইহুদীদের তাড়িয়ে দিলেন, আর এদোমীয়েরা তা দখল করে সেখানে বসতি করল—আজ পর্যন্ত। [৭] আহাজ আশুর-রাজ তিগ্লাথ-পিলেজারের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, 'আমি আপনার দাস ও আপনার সন্তান। আপনি এসে আরাম-রাজের হাত থেকে ও ইস্রায়েলের রাজার হাত থেকে আমাকে ত্রাণ করুন, তারা যে আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।' [৮] আর আহাজ, প্রভুর গৃহে ও রাজপ্রাসাদের ধনভাণ্ডারে যত রুপো ও সোনা ছিল, তা নিয়ে আশুর-রাজের কাছে উপহার রূপে পাঠালেন। [৯] আশুর-রাজ তাঁর কথায় কান দিলেন;

আশুর-রাজ দামাস্ক আক্রমণ করে হস্তগত করলেন, সেখানকার লোকদের দেশছাড়া করে কিরে নিয়ে গেলেন ও রেজিমকে বধ করলেন।

[১০] আহাজ রাজা যখন আশুর-রাজ তিগ্লাথ-পিলেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দামাস্কে গেলেন, তখন দামাস্কে যজ্ঞবেদিটি দেখে আহাজ রাজা সেই বেদির গঠন ও তাতে যে যে শিল্পকর্ম ছিল, নমুনা সহ তার সূক্ষ্ম বিবরণ উরিয়া যাজকের কাছে পাঠালেন। [১১] আহাজ রাজা দামাস্ক থেকে ফিরে আসবার আগেই উরিয়া যাজক বেদিটি গাঁথলেন, ঠিক সেই নির্দেশ অনুসারেই যা আহাজ রাজা দামাস্ক থেকে পাঠিয়েছিলেন। [১২] দামাস্ক থেকে ফিরে এসে রাজা বেদিটি দেখলেন, আর রাজা বেদির কাছে এগিয়ে গিয়ে তার উপরে গেলেন। [১৩] তিনি সেই বেদির উপরে নিজের আহুতিবলি ও শস্য-নৈবেদ্য পুড়িয়ে দিলেন, পানীয়-নৈবেদ্য ঢাললেন, ও নিজের মিলন-যজ্ঞবলিগুলোর রক্ত ছিটিয়ে দিলেন। [১৪] প্রভুর সামনে যে ব্রঞ্জের বেদি ছিল, তা গৃহের সামনে থেকে অর্থাৎ তাঁর নিজের বেদি ও প্রভুর গৃহের মধ্যস্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর নিজের বেদির উত্তরদিকে বসালেন। [১৫] পরে আহাজ রাজা উরিয়া যাজককে এই আজ্ঞা দিলেন, 'বড় বেদির উপরে প্রাতঃকালীন আহুতি ও সন্ধ্যাকালীন শস্য-নৈবেদ্য, রাজার আহুতি ও তাঁর শস্য-নৈবেদ্য, এবং দেশের গোটা জনগণের আহুতি ও তাদের শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে, আর তার উপরে আহুতিবলির সমস্ত রক্ত ও অন্য সমস্ত রক্ত ঢালবে; কিন্তু ব্রঞ্জের বেদির ব্যাপারে আমিই সিদ্ধান্ত নেব।' [১৬] উরিয়া যাজক আহাজ রাজার আজ্ঞামত সমস্ত কাজ করলেন।

[১৭] আহাজ রাজা পীঠগুলোর আড়া ও প্রক্ষালনপাত্রগুলি খুলে পীঠগুলো ভেঙে দিলেন, আর সমুদ্রপাত্রের নিচে যে ব্রঞ্জের বলদ-মূর্তিগুলো ছিল, তার উপর থেকে সেই পাত্র নামিয়ে পাথরময় মেঝের উপরে বসালেন। [১৮] শাব্বাতের জন্য গৃহের মধ্যে যে চন্দ্রতপ ও বাইরের যে রাজকীয় প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হয়েছিল, তা তিনি আশুর-রাজের সম্মানার্থে প্রভুর গৃহের অন্য স্থানে রাখলেন।

[১৯] আহাজের বাকি যত কর্মকীর্তি কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [২০] পরে আহাজ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে তাঁর

পিতৃপুরুষদের সঙ্গে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান হেজেকিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

শেষ ইস্রায়েল-রাজ হোশেয়া (খ্রিঃপূঃ ৭৩২-৭২৪)

১৭ [১] যুদা-রাজ আহাজের দ্বাদশ বর্ষে এলাহ্‌র সন্তান হোশেয়া সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে নয় বছর রাজত্ব করেন। [২] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন, তবু তাঁর আগে ইস্রায়েলে যে রাজারা ছিলেন, তাঁদের মত নয়। [৩] তাঁর বিরুদ্ধে আশুর-রাজ শাল্মানেসের রণ-অভিযানে বেরিয়ে এলেন; হোশেয়া তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন ও তাঁর করদাতা হলেন। [৪] কিন্তু পরবর্তীকালে আশুরের রাজা হোশেয়ার একটা চক্রান্তের কথা জানতে পারলেন, কেননা তিনি মিশরের সো রাজার কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন, এবং বছরে বছরে যেমন করে আসছিলেন, আশুর-রাজের কাছে সেইমত কর আর পাঠাতেন না; এজন্য আশুরের রাজা তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়ে কারাবাসে আটকে দিলেন। [৫] আশুরের রাজা এসে সমস্ত দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেন, এবং সামারিয়ায় এসে তিন বছর ধরে তা অবরোধ করে রাখলেন। [৬] হোশেয়ার নবম বর্ষে আশুরের রাজা সামারিয়া হস্তগত করে ইস্রায়েলীয়দের দেশছাড়া করে আশুরে নিয়ে গেলেন, এবং গোজানের হাবোর নদীর ধারে অবস্থিত হালাহে ও মেদীয়দের নানা শহরে বসিয়ে দিলেন।

উত্তর রাজ্যের পতনের কারণ সম্বন্ধীয় পর্যালোচনা

[৭] এমনটি ঘটবার কারণ এই: মিশর-রাজ ফারাওর হাত থেকে মুক্ত করে যিনি ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন, তাদের সেই পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে তারা পাপ করেছিল যেহেতু অন্য দেবতাদেরই পূজা করেছিল; [৮] আর প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তারা তাদেরই আচার-আচরণ, ও ইস্রায়েল-রাজাদের প্রবর্তিত আচার-আচরণ মেনে চলেছিল। [৯] ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের পরমেশ্বর প্রভুর সম্বন্ধে অবজ্ঞা-ভরা কথা বলেছিল; সবচেয়ে ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে দুর্গমিনার পর্যন্ত সমস্ত শহরেই তারা উচ্চস্থানগুলিতে নানা

দেবালয় নির্মাণ করেছিল। [১০] যত উঁচু পাহাড়ে বা সবুজ গাছের তলায় তারা স্মৃতিস্তম্ভ ও পবিত্র দণ্ডগুলো দাঁড় করিয়েছিল। [১১] প্রভু তাদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তাদের মত তারা সেই সমস্ত উচ্চস্থানে ধূপ জ্বালিয়েছিল; এবং কুকর্ম করে প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। [১২] তারা পুতুল-পূজা করেছিল, অথচ এই বিষয়ে প্রভু বলেছিলেন, 'তেমন কাজ তোমরা করবে না!'

[১৩] অথচ প্রভু সমস্ত নবী ও দৈবদ্রষ্টার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলকে ও যুদাকে বারবার সাবধান করে বলেছিলেন, 'তোমাদের যত কুপথ ত্যাগ করে ফিরে এসো, এবং আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের জন্য যে সমস্ত বিধান জারি করেছি ও আমার দাস সেই নবীদের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে যা পাঠিয়েছি, সেই সমস্ত বিধান অনুসারে আমার সমস্ত আজ্ঞা ও বিধিনিয়ম পালন কর।' [১৪] কিন্তু তারা কান দিল না; তাদের যে পিতৃপুরুষেরা তাদের পরমেশ্বর প্রভুতে বিশ্বাস করেনি, তাদের মনের মত নিজেদের মনও কঠিন করল। [১৫] তারা তাঁর বিধিনিয়ম, তাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করা সন্ধি, ও তাদের কাছে দেওয়া সমস্ত সাক্ষ্যবাণী অগ্রাহ্য করল; তারা অসার বস্তুর অনুগামী হল, ফলে তারা নিজেরাও অসার হল—ঠিক সেই জাতিগুলির মত, যাদের আচার-আচরণ অনুকরণ করতে প্রভু তাদের নিষেধ করেছিলেন। [১৬] তারা তাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ত্যাগ করল, নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা দু'টো বাছুরের মূর্তি তৈরি করল, পবিত্র দণ্ডগুলো প্রস্তুত করল, আকাশের সমস্ত বাহিনীর উদ্দেশে প্রণিপাত করল, ও বায়াল-দেবতাদের সেবা করল। [১৭] তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের আগুনের মধ্য দিয়ে পার করাল, মন্ত্রতন্ত্র ও জাদুবিদ্যা ব্যবহার করল, এবং প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজ করার জন্য নিজেদের বিক্রি করে দিল, আর এইভাবে তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। [১৮] এজন্য প্রভু ইস্রায়েলের উপরে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন, নিজের সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন; তখন কেবল যুদা গোষ্ঠী অবশিষ্ট রইল!

[১৯] যুদাও তার আপন পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা পালন না করে বরং ইস্রায়েল দ্বারা প্রবর্তিত প্রথাগুলো অনুসারে চলতে লাগল। [২০] তাই প্রভু ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে

পরিত্যাগ করলেন: তাদের তিনি অবনমিত করলেন, লুটেরাদের হাতে তাদের তুলে দিলেন, শেষে নিজের দৃষ্টি থেকে একেবারে দূরে ফেলে দিলেন।

[২১] কেননা তিনি দাউদের কুল থেকে ইস্রায়েলকে ছিঁড়ে নেওয়ার পর তারা নেবাতের সন্তান যেরবোয়ামকে রাজা করেছিল; আর যেরবোয়াম প্রভুর অনুগমন থেকে ইস্রায়েলকে পরাঙ্মুখ করে তাদের মহাপাপ করিয়েছিলেন। [২২] যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ করেছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথে চলল, সেই সমস্ত কিছু ত্যাগ করল না। [২৩] শেষে প্রভু তাঁর সকল দাস নবীদের মধ্য দিয়ে যেভাবে বলেছিলেন, সেই অনুসারে ইস্রায়েলকে নিজের দৃষ্টি থেকে দূর করলেন। আর ইস্রায়েলকে তার নিজের দেশভূমি থেকে দেশছাড়া করে সেই আশুরে আনা হল, যেখানে আজ পর্যন্তই তারা আছে!

সামারীয়দের উৎপত্তি

[২৪] আশুরের রাজা তখন বাবিলন, কুথা, আব্বা, হামাথ ও সেফার্বাইম থেকে লোক আনিয়ে সামারিয়ার শহরগুলিতে ইস্রায়েল সন্তানদের জায়গায় তাদেরই বসিয়ে দিলেন। তারা সামারিয়া দখল করে সেখানকার শহরগুলিতে বসতি করল। [২৫] সেখানে তাদের বসবাসের শুরুতে তারা প্রভুকে ভয় করত না, এজন্য প্রভু তাদের বিরুদ্ধে সিংহপাল পাঠালেন, আর সিংহেরা তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটাল। [২৬] তখন তারা আশুরের রাজাকে বলল, 'আপনি যে জাতিগুলোকে স্থানান্তর করে সামারিয়ার শহরগুলোতে বসিয়ে দিয়েছেন, তারা এই স্থানীয় ঈশ্বরের ধর্ম জানে না; তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে সিংহপাল পাঠিয়েছেন; দেখুন, সিংহেরা তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে, কেননা তারা এই স্থানীয় ঈশ্বরের ধর্ম জানে না।' [২৭] তাই আশুরের রাজা এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা সেখান থেকে যে যাজকদের দেশছাড়া করে এনেছ, তাদের একজনকে সেখানে ফেরত পাঠাও; সে গিয়ে সেখানে বাস করুক ও লোকদের সেই স্থানীয় ঈশ্বরের ধর্মের কথা শিখিয়ে দিক।' [২৮] তখন তারা সামারিয়া থেকে যে যাজকদের দেশছাড়া করে নিয়ে গেছিল, তাদের একজন এসে বেথেলে বাস করে তাদের শেখালেন কেমন করে প্রভুকে উপাসনা করতে হয়।

[২৯] কিন্তু তবুও এক একটা জাতি তাদের নিজস্ব দেবমূর্তি তৈরি করল, এবং সামারীয়েরা উচ্চস্থানগুলিতে যে দেবালয় গেঁথেছিল, তারা সেগুলির মধ্যে তাদের নিজস্ব দেবমূর্তি বসিয়ে দিল; এক এক জাতি যে যে শহরে বাস করত, সেই সেই শহরে তাই করল। [৩০] এইভাবে বাবিলনের লোকেরা সুক্কোথ-বেনোথ তৈরি করল, কুথার লোকেরা নের্গাল তৈরি করল, হামাথের লোকেরা আশিমা তৈরি করল, [৩১] আব্বীয়েরা নিব্‌হাজ ও তার্তাক তৈরি করল, এবং সেফার্বাইমেরা সেফার্বাইমের দেবতা আদ্রাম-মেলেখ ও আনাম-মেলেখের উদ্দেশে তাদের নিজেদের ছেলেদের আগুনে পোড়াত। [৩২] তারা প্রভুকেও উপাসনা করল, এবং নিজেদের মধ্য থেকে উচ্চস্থানগুলির জন্য যাজকদের নিযুক্ত করল; এরাই তাদের জন্য উচ্চস্থানগুলিতে উপাসনা চালাত। [৩৩] তারা প্রভুকেও উপাসনা করত, এবং যে সকল জাতির মধ্য থেকে তাদের আনা হয়েছিল, তাদের প্রথা অনুসারে তাদের আপন আপন দেবতারও সেবা করত। [৩৪] তেমন প্রাচীন প্রথাগুলো তারা আজও পালন করছে; তারা প্রভুকে উপাসনা করে না, তাঁর বিধি ও নিয়মনীতি অনুসারে চলে না, এবং প্রভু যাঁর নাম ইস্রায়েল রেখেছিলেন, সেই যাকোবের সন্তানদের জন্য যে বিধান ও আজ্ঞা জারি করেছিলেন, সেই অনুসারেও তারা চলে না। [৩৫] আসলে প্রভু তাদের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থির করে এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন, 'তোমরা অন্য দেবতাদের উপাসনা করবে না, তাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, তাদের সেবা করবে না, তাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করবে না, [৩৬] তোমরা বরং কেবল সেই প্রভুকেই ভয় করবে, কেবল তাঁরই উদ্দেশে প্রণিপাত করবে, তাঁরই উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করবে, যিনি মহা পরাক্রম দেখিয়ে ও প্রসারিত বাহুতে মিশর দেশ থেকে তোমাদের এখানে এনেছেন। [৩৭] তিনি তোমাদের জন্য যে বিধি ও নিয়মনীতি এবং যে বিধান ও আজ্ঞা লিখিত আকারে দিয়েছেন, সেই সমস্তই সবসময় সযত্নে পালন করবে; বিজাতীয় কোন দেবতাকে তোমরা উপাসনা করবে না। [৩৮] আমি তোমাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছি, তোমরা যেন তা ভুলে না যাও; বিজাতীয় কোন দেবতাকে তোমরা উপাসনা করবে না, [৩৯] তোমাদের পরমেশ্বর সেই প্রভুকেই বরং উপাসনা করবে, আর তিনি তোমাদের সকল শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করবেন।' [৪০] কিন্তু তারা কান দিল না; সবসময়ই তাদের প্রাচীন

প্রথা অনুসারে চলল। [৪১] তাই সেই জাতিগুলো প্রভুকেও উপাসনা করত, তাদের দেবতাদেরও সেবা করত, আর তাদের সন্তানেরাও সেইমত করত। তাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন করত, তাদের সন্তানেরা ও তাদের সন্তানদের সন্তানসন্ততিরাও আজও তেমনি করছে।

যুদা-রাজ হেজেকিয়া (খ্রিঃপূঃ ৭১৬-৬৮৭)

১৮ [১] এলাহ্‌র সন্তান ইস্রায়েল-রাজ হোশেয়ার তৃতীয় বর্ষে যুদা-রাজ আহাজের সন্তান হেজেকিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। [২] তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে ঊনত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম আবি, তিনি জাখারিয়ার কন্যা। [৩] হেজেকিয়া তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সমস্ত কাজ অনুসারে প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন। [৪] তিনি উচ্চস্থানগুলি নিশ্চিহ্ন করলেন, যত স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে দিলেন, পবিত্র দণ্ডগুলো ছিন্ন করলেন, ও মোশি যে ব্রঞ্জের সাপ তৈরি করেছিলেন, তা ভেঙে ফেললেন, কেননা সেসময় পর্যন্ত ইস্রায়েল সন্তানেরা তার উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত; তারা তার নাম নেহুশ্তান রেখেছিল। [৫] তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুতে ভরসা রাখলেন। যুদার রাজাদের মধ্যে আর কেউই তাঁর মত হননি, তাঁর আগেও কেউই ছিলেন না। [৬] বাস্তবিক তিনি প্রভুকে আঁকড়ে ধরে থাকলেন, তাঁর অনুগমন থেকে সরলেন না, বরং প্রভু মোশিকে যে সকল আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত আজ্ঞা পালন করলেন। [৭] তাই প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, আর তিনি তাঁর যত প্রচেষ্টায় সফল হলেন। তিনি আশুর-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন, তাঁকে সেবা করতে অস্বীকার করলেন। [৮] তিনি গাজা ও তার এলাকা পর্যন্ত, সবচেয়ে ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে দুর্গমিনার পর্যন্ত সমস্ত শহরেই ফিলিস্তিনিদের আঘাত করলেন।

সামারিয়ার পতন বিষয়ে দ্বিতীয় বিবরণ

[৯] হেজেকিয়া রাজার চতুর্থ বর্ষে, অর্থাৎ ইস্রায়েল-রাজ এলাহ্‌র সন্তান হোশেয়ার সপ্তম বর্ষে আশুর-রাজ শাল্মানেসের সামারিয়ার বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে তা অবরোধ করলেন। [১০] তিন বছর পরে আশুরীয়েরা তা হস্তগত করল; হেজেকিয়া

রাজার ষষ্ঠ বর্ষে, ও ইস্রায়েল-রাজ হোশেয়ার নবম বর্ষে সামারিয়া হস্তগত হল। [১১] আশুর-রাজ ইস্রায়েলকে দেশছাড়া করে আশুরে নিয়ে গিয়ে গোজানের হাবোর নদীর ধারে অবস্থিত হালাহে ও মেদীয়দের নানা শহরে বসিয়ে দিলেন। [১২] এর কারণ এই, তারা তাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়নি, বরং তাঁর সন্ধি, অর্থাৎ প্রভুর দাস মোশি যা যা আজ্ঞা করেছিলেন, তা লঙ্ঘন করল; হ্যাঁ, তারা সেই সমস্ত কিছুতে কখনও কান দেয়নি, কিছুই পালন করেওনি।

সেন্নাখেরিবের রণ-অভিযান

[১৩] হেজেকিয়া রাজার চতুর্দশ বর্ষে আশুর-রাজ সেন্নাখেরিব প্রাচীরে ঘেরা সমস্ত যুদা-নগরের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে সেগুলোকে হস্তগত করলেন। [১৪] যুদা-রাজ হেজেকিয়া লাখিশে আশুরের রাজার কাছে একথা বলে পাঠালেন: 'আমি দোষ করেছি। আমার কাছ থেকে দূরে চলে যান, আর আপনি আমাকে যে ভার দেবেন, তা আমি বইব।' আশুরের রাজা যুদা-রাজ হেজেকিয়ার কাছ থেকে তিনশ' বাট রুপো ও ত্রিশ বাট সোনা আদায় করলেন। [১৫] হেজেকিয়া প্রভুর গৃহে ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে থাকা যত রুপো তাঁকে দিলেন। [১৬] যুদা-রাজ হেজেকিয়া প্রভুর মন্দিরের যে যে দরজা ও যে যে বাজু সোনায় মুড়ে দিয়েছিলেন, সেসময়েই তা থেকে সোনা কেটে আশুরের রাজাকে দিলেন।

যেরুশালেমের বিরুদ্ধে আশুর-রাজের হুমকি

[১৭] আশুরের রাজা লাখিশ থেকে প্রধান সেনাপতিকে, প্রহরীদের প্রধান অধিনায়ককে ও প্রধান পাত্রবাহককে বিপুল সৈন্যদলের সঙ্গে যেরুশালেমে হেজেকিয়া রাজার কাছে পাঠালেন। তাঁরা রওনা হয়ে যেরুশালেমে এসে পৌঁছলেন; তাঁরা উপরের দিঘির নালার কাছে ধোপার মাঠের রাস্তায় থামলেন। [১৮] তাঁরা রাজাকে আহ্বান করলে হিল্কিয়ার সন্তান রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিম, শেব্না কর্মসচিব ও আসাফের সন্তান রাজ-ঘোষক যোয়াহ্ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেলেন। [১৯] প্রধান পাত্রবাহক তাঁদের বললেন, 'তোমরা হেজেকিয়াকে একথা বল: রাজাধিরাজ আশুর-রাজ একথা বলছেন, তোমার ভরসা কিসের উপরে নির্ভর করছে? [২০] তুমি কি মনে কর

যে, যুদ্ধ-সংগ্রামে রণকৌশল ও পরাক্রমের চেয়ে অসার কথাই প্রবল? বল দেখি, কার্ উপরে ভরসা রেখে তুমি আমার বিদ্রোহী হচ্ছ? [২১] ওই দেখ, তুমি থেঁতলানো নলগাছ সেই মিশরের উপরে ভরসা রাখছ; কিন্তু যে কেউ তার উপরে ভর করে, তা তার হাতে ফোটে ও বিঁধিয়ে দেয়; যত লোক মিশর-রাজ ফারাওর উপরে ভরসা রাখে, তাদের পক্ষে তিনি ঠিক তাই। [২২] আর যদি তোমরা আমাকে বল, আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উপরে ভরসা রাখি, তবে তিনি কি সেই ঈশ্বর নন, যাঁর যত উচ্চস্থান ও যজ্ঞবেদি ধ্বংস ক'রে হেজেকিয়া যুদার ও যেরুশালেমের লোকদের আদেশ দিয়েছে: তোমরা কেবল যেরুশালেমে এই যজ্ঞবেদির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে? [২৩] এবার তুমি আমার প্রভু আশুর-রাজের সঙ্গে বাজি রাখ: আমি তোমাকে দু'হাজার ঘোড়া দেব, অবশ্য তুমি যদি সেগুলোর জন্য দু'হাজার অশ্বারোহী যোগাড় করতে পার। [২৪] কেমন করে আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম দাসদের একজনকেও হটিয়ে দিতে পারবে? অথচ তুমি রথ ও অশ্বারোহীদের ব্যাপারে মিশরের উপরেই ভরসা রেখেছ! [২৫] তুমি কি মনে কর, আমি প্রভুর সম্মতি ছাড়া এই জায়গা ধ্বংস করতে এসেছি? প্রভু নিজেই আমাকে বলেছেন, তুমি এই স্থানের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে তা ধ্বংস কর।'

[২৬] হিল্কিয়ার সন্তান এলিয়াকিম, শেব্না ও যোয়াহ্ উত্তরে প্রধান পাত্রবাহককে বললেন, 'দয়া করে আপনার এই দাসদের সঙ্গে আরামীয় ভাষায় কথা বলুন, কেননা আমরা তা বুঝতে পারি; নগরপ্রাচীরের উপরে থাকা লোকদের কর্ণগোচরে আমাদের সঙ্গে ইহুদী ভাষায় কথা বলবেন না।' [২৭] কিন্তু প্রধান পাত্রবাহক প্রতিবাদ করে তাঁদের বললেন, 'আমার প্রভু কি তোমার প্রভুরই কাছে ও তোমারই কাছে একথা বলতে আমাকে পাঠিয়েছেন? ওই যে লোকেরা নগরপ্রাচীরে বসে আছে, তোমাদের সঙ্গে যারা তাদের নিজেদের মল খেতে ও মূত্র পান করতে বাধ্য হতে যাচ্ছে, তাদেরই কাছে কি তিনি পাঠাননি?' [২৮] প্রধান পাত্রবাহক তখন উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় ইহুদী ভাষায় বলতে লাগলেন, 'তোমরা রাজাধিরাজ আশুর-রাজের কথা শোন! [২৯] রাজা একথা বলছেন, হেজেকিয়া যেন তোমাদের না ভোলায়! কেননা আমার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করার সাধ্য তার নেই। [৩০] আরও, প্রভু নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার করবেন, এই নগরী কখনও আশুরের রাজার অধীন হবে না, একথা বলে হেজেকিয়া যেন প্রভুতে

ভরসা রাখতে তোমাদের মন জয় না করে। [৩১] তোমরা হেজেকিয়ার কথায় কান
দিয়ো না, কারণ আশুরের রাজা একথা বলছেন: তোমরা আমার সঙ্গে শান্তি স্থাপন কর,
আত্মসমর্পণ কর; তবেই তোমরা প্রত্যেকে যে যার আঙুরলতা ও ডুমুরগাছের ফল ভোগ
করতে পারবে, প্রত্যেকে যে যার কুয়োর জল পান করতে পারবে; [৩২] শেষে আমি
এসে তোমাদের নিজেদের দেশের মত এক দেশে—গম ও উত্তম আঙুররসের এক
দেশে, রুটি ও আঙুরখেতের এক দেশে, জলপাই ও মধুর এক দেশে নিয়ে যাব। তবেই
তোমরা বাঁচবে, মরবে না। কিন্তু হেজেকিয়ার কথায় কান দিয়ো না; প্রভু আমাদের
উদ্ধার করবেন, একথা বলে সে তোমাদের ভোলায়। [৩৩] জাতিগুলির দেবতারা কি
কেউ আশুরের রাজার হাত থেকে তাদের নিজেদের দেশ উদ্ধার করেছে? [৩৪] হামাথ
ও আর্পাদের দেবতারা কোথায়? সেফার্বাইম, হেনা ও ইব্বার দেবতারা কোথায়? ওরা কি
সামারিয়াকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করেছে? [৩৫] সেই সমস্ত দেশের সকল
দেবতার মধ্যে কোন্ কোন্ দেবতা আমার হাত থেকে তাদের নিজেদের দেশ উদ্ধার
করেছে? তাই প্রভু যে আমার হাত থেকে যেরুশালেম উদ্ধার করবেন, এ কি
সম্ভব?' [৩৬] কিন্তু লোকেরা নীরব থাকল, উত্তরে একটা কথাও বলল না, কারণ রাজার
এই আজ্ঞা ছিল: 'তাকে উত্তর দিতে নেই!'

[৩৭] হিল্কিয়ার সন্তান রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিম, শেব্না কর্মসচিব ও
আসাফের সন্তান রাজ-ঘোষক যোয়াহ্ ছিঁড়ে ফেলা পোশাকেই হেজেকিয়ার সাক্ষাতে এসে
প্রধান পাত্রবাহকের কথা জানিয়ে দিলেন।

১৯ [১] তা শুনে হেজেকিয়া রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে চটের কাপড় পরে
প্রভুর গৃহে গেলেন। [২] তিনি রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিমকে, শেব্না কর্মসচিবকে
ও যাজকদের প্রবীণবর্গকে চটের কাপড় পরা অবস্থায় আমোজের সন্তান নবী ইশাইয়ার
কাছে পাঠিয়ে দিলেন। [৩] তাঁরা তাঁকে বললেন, 'হেজেকিয়া একথা বলছেন: আজকের
দিন সঙ্কট, শাস্তি ও লজ্জার দিন, কেননা সন্তানেরা প্রসব-দ্বারে আসে, কিন্তু মায়ের প্রসব
করার শক্তি নেই। [৪] জীবনময় পরমেশ্বরকে বিদ্রূপ করার জন্য প্রধান পাত্রবাহকের
প্রভু সেই আশুর-রাজ তাকে যে সমস্ত কথা বলতে পাঠিয়েছেন, হয় তো আপনার
পরমেশ্বর প্রভু সেই সমস্ত কথা শুনবেন, এবং আপনার পরমেশ্বর প্রভু যে কথা শুনেছেন,

সেই সমস্ত কথার জন্য তাকে শাস্তি দেবেন। সুতরাং, যারা এখনও বেঁচে রয়েছে, সেই অবশিষ্ট লোকদের জন্য আপনি প্রার্থনা নিবেদন করুন।'

[৫] হেজেকিয়া রাজার পরিষদেরা ইশাইয়ার কাছে গেলে [৬] ইশাইয়া তাঁদের বললেন, 'তোমাদের প্রভুকে একথা বল: প্রভু একথা বলছেন, তুমি যা শুনেছ, এবং যা বলে আশুরের রাজার কর্মচারীরা আমাকে টিটকারি দিয়েছে, সেই সমস্ত কথায় ভয় পেয়ো না। [৭] দেখ, আমি তার অন্তরে এমন এক আত্মা পাঠাব যে, সে একটা খবর শোনামাত্র তার নিজের দেশে ফিরে যাবে, আর তার সেই দেশে আমি খড়্গের আঘাতে তার মৃত্যু ঘটাব।'

[৮] প্রধান পাত্রবাহক ফিরে গেলেন, গিয়ে দেখতে পেলেন যে, আশুরের রাজা লিব্না আক্রমণ করছিলেন। আসলে প্রধান পাত্রবাহক খবর পেয়েছিলেন যে, রাজা ইতিমধ্যে লাখিশ ছেড়ে চলে গেছিলেন, [৯] যেহেতু সেন্নাখেরিব কুশের তির্হাকা রাজা সম্বন্ধে এই খবর পেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে আক্রমণ করতে আসছেন।

হেজেকিয়ার কাছে আশুর-রাজের নতুন হুমকি

তিনি হেজেকিয়াকে একথা বলতে আবার কয়েকজন দূত পাঠালেন; [১০] 'তোমরা যুদা-রাজ হেজেকিয়াকে একথা বলবে: তোমার সেই ঈশ্বর, যাঁর উপর তোমার এত ভরসা, তিনি এখন বলবেন, যেরুশালেম আশুরের রাজার হাতে তুলে দেওয়া হবে না; তাঁর এই কথায় তুমি কিন্তু ভুলো না। [১১] দেখ, আশুরের রাজারা যে সকল দেশ বিনাশ-মানতের বস্তু করতে স্থির করেছিলেন, সেই সমস্ত দেশের তাঁরা যে কী দশা ঘটিয়েছেন, সেই কথা তুমি শুনেছ। তাহলে কি তুমি উদ্ধার পাবে? [১২] আমার পিতৃপুরুষেরা যে সকল জাতির বিনাশ ঘটিয়েছেন—গোজান, হারান, রেজেফ ও তেল-বাশার-নিবাসী এদেনীয়েরা—তাদের দেবতারা কি তাদের উদ্ধার করেছে? [১৩] হামাথের রাজা, আর্পাদের রাজা, সেফার্বাইম শহর, হেনা ও ইব্বার রাজা—এরা সকলে কোথায়?'

[১৪] দূতদের হাত থেকে পত্র নিয়ে হেজেকিয়া তা পড়লেন; পরে হেজেকিয়া প্রভুর গৃহে গেলেন, এবং প্রভুর সামনে সেই গোটানো পত্র খুলে [১৫] প্রভুর সাক্ষাতে এই বলে প্রার্থনা করলেন: 'খেরুবদের উপরে সমাসীন হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,

তুমি, কেবল তুমিই পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের পরমেশ্বর; তুমিই আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করেছ! [১৬] প্রভু, কান পেতে শোন! প্রভু, চোখ উন্মীলিত করে চেয়ে দেখ! জীবনময় পরমেশ্বরকে বিদ্রূপ করার জন্য সেন্নাখেরিব কী বলে পাঠিয়েছে, তা শোন। [১৭] প্রভু, কথাটা সত্য বটে: আশুরের রাজারা জাতিগুলোকে ও তাদের দেশগুলোকে ঠিকই বিনাশ করেছে, [১৮] এবং তাদের দেবতাদের আগুনেই ফেলে দিয়েছে; কারণ সেগুলো তো ঈশ্বর নয়, বরং কাঠ ও পাথর মাত্র—মানুষেরই হাতে গড়া বস্তু; এজন্যই ওরা সেগুলোকে বিনাশ করেছে। [১৯] কিন্তু এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, তুমি তার হাত থেকে আমাদের ত্রাণ কর, যেন পৃথিবীর যত রাজ্য জানতে পারে যে, তুমি, হে প্রভু, কেবল তুমিই পরমেশ্বর।’

এই পরিস্থিতিতে ইশাইয়ার ভূমিকা

[২০] তখন আমোজের সন্তান ইশাইয়া হেজেকিয়ার কাছে একথা বলে পাঠালেন: ‘ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, তুমি আশুর-রাজ সেন্নাখেরিবের বিষয়ে আমার কাছে যে প্রার্থনা করেছ, তা আমি শুনেছি; [২১] তা সম্বন্ধে প্রভু যে উক্তি দিয়েছেন, তা এ:

কুমারী সিয়োন-কন্যা তোমাকে অবজ্ঞা করছে,
তোমাকে উপহাস করছে।
তোমার পিছনে যেরুশালেম-কন্যা মাথা নাড়ছে।
[২২] তুমি কাকে অপমান করেছ? কাকে টিটকারি দিয়েছ?
কার্ বিরুদ্ধে তুমি জোর গলায় কথা বলেছ?
কার্ বিরুদ্ধে গর্বোদ্ধত হয়ে তুমি চোখ তুলেছ?
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের বিরুদ্ধে!

[২৩] তোমার দূতদের মধ্য দিয়ে তুমি প্রভুকে অপমান করেছ,
তুমি ভেবেছ: “আমার বহুসংখ্যক রথের জোরে
আমি পর্বতমালার চূড়ায়,
লেবাননের চরম শিখরে গিয়ে উঠেছি;

তার সবচেয়ে উচ্চ এরসগাছ কেটে দিয়েছি,
তার সেরা দেবদারুগাছ ছিন্ন করেছি;
তার দূরতম কোণে, তার উর্বর অরণ্যে প্রবেশ করেছি।
[২৪] আমি খনন করে বিদেশের জল পান করেছি,
আমার পদতল দিয়ে মিশরের যত জলস্রোত শুষ্ক করেছি।”

[২৫] তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?
আমি দীর্ঘকাল থেকেই এসব কিছু নিরূপণ করেছি,
পুরাকাল থেকেই এসব কিছু স্থির করেছি;
এখন তা বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছি!
এ নিরূপিত ছিল যে,
তুমি সমস্ত দৃঢ়দুর্গ ধ্বংসস্তূপ করবে;
[২৬] সেগুলোর নিবাসীরা—খাটোই যাদের হাত!—
ছিল আতঙ্কিত, ছিল দিশেহারা,
ছিল যেন মাঠের ঘাসের মত,
নরম সবুজ-ঘাসের মত,
ছাদের উপরে এমন ঘাসের মত, যা পুববাতাসে দগ্ধ।
[২৭] কিন্তু তোমার বসে থাকা, তোমার বাইরে যাওয়া, তোমার ভিতরে আসা,
এইসব আমার কাছে জানা;
আমার উপরে তোমার কোপের কথাও আমি জানি।
[২৮] আমার উপরে তোমার কোপ আছে,
তোমার আস্ফালন আমার কান পর্যন্তই গিয়ে উঠেছে,
তাই আমি তোমার নাকে দেব আমার কড়া,
ও তোমার ওষ্ঠে আমার বল্গা;
এবং তুমি যে পথ দিয়ে এসেছিলে,
সেই পথ দিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে দেব।

[২৯] তোমার পক্ষে, হেজেকিয়া, এই হবে চিহ্ন :
এবছরে লোকে স্বতঃস্ফূর্ত শস্য,
ও দ্বিতীয় বছরে তার মূলোৎপন্ন শস্য খাবে ;
কিন্তু তৃতীয় বছরে তোমরা বীজ বুনবে ও ফসল কাটবে,
আঙুরখেত করবে ও তার ফসল খাবে।
[৩০] যুদাকুলের যে অবশিষ্টাংশ রেহাই পাবে,
তারা নিচে শিকড় গাড়তে থাকবে,
উপরে ফল ফলাতে থাকবে।
[৩১] কেননা যেরুশালেম থেকে একটা অবশিষ্টাংশ,
সিয়োন থেকে বেঁচে থাকা এক দল মানুষ নির্গত হবে।
সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্যোগ তা-ই সাধন করবে!

[৩২] সুতরাং আশুর-রাজের বিরুদ্ধে প্রভু একথা বলছেন,
সে এই নগরীতে প্রবেশ করবে না,
এখানে তীর ছুড়বে না,
ঢাল নিয়ে তার সম্মুখীন হবে না,
তার গায়ে জাঙ্গালও বাঁধবে না।
[৩৩] সে যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়ে ফিরে যাবে ;
না, সে এই নগরীতে প্রবেশ করবেই না—প্রভুর উক্তি!
[৩৪] আমি নিজের খাতিরে ও আমার আপন দাস দাউদের খাতিরে
এই নগরী রক্ষা করব—আমিই হব তার ঢাল।'

[৩৫] দেখা গেল, সেই রাতে প্রভুর দূত বেরিয়ে গিয়ে আশুরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার সৈন্যকে প্রাণে মারলেন ; বেঁচে থাকা লোকেরা সকালে উঠল, আর দেখ, সবই মৃতদেহ। [৩৬] তাই আশুর-রাজ সেন্নাখেরিব তাঁবু গুটিয়ে দেশে ফিরে গেলেন আর সেখানে, সেই নিনেভেতে, রয়ে গেলেন। [৩৭] একদিন তিনি তাঁর দেবতা নিস্রোকের মন্দিরে পূজা করছিলেন, এমন সময় তাঁর দুই সন্তান আদ্রাম-মেলেখ ও

সারেজের তাঁকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করল; ও আরারাৎ এলাকায় পালিয়ে গেল। তাঁর সন্তান এসারহাদ্দোন তাঁর পদে রাজা হলেন।

হেজেকিয়ার অসুস্থতা ও নিরাময়-লাভ

২০ [১] প্রায় সেসময়েই হেজেকিয়ার এমন অসুখ হল যে, তিনি মরণাপন্ন অবস্থায় পড়লেন। আমোজের সন্তান নবী ইশাইয়া এসে তাঁকে বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: তুমি তোমার বাড়ির সবকিছুর সুব্যবস্থা করে ফেল, কারণ তোমার মৃত্যুর দিন এসে গেছে, তুমি বাঁচবে না।' [২] তখন তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন: [৩] 'মনে রেখ, প্রভু, আমি তোমার সাক্ষাতে বিশ্বস্ততায় ও একনিষ্ঠ হৃদয়ে চলেছি, এবং তোমার দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময়, তেমন কাজই করেছি।' আর তখন হেজেকিয়া অঝোরে কেঁদে ফেললেন।

[৪] ইশাইয়া তখনও মধ্যপ্রাঙ্গণ পার হয়ে যাননি, এমন সময় প্রভুর বাণী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, [৫] 'ফিরে যাও, আমার জনগণের জননায়ক হেজেকিয়াকে বল: তোমার পিতৃপুরুষ দাউদের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি, আমি তোমার চোখের জল দেখেছি; দেখ, আমি তোমাকে সুস্থ করে তুলব: হ্যাঁ, তিন দিনের মধ্যে তুমি প্রভুর গৃহে যাবে। [৬] আমি তোমার আয়ুষ্কাল আরও পনেরো বছর বৃদ্ধি করব; আশুরের রাজার হাত থেকে তোমাকে ও এই নগরীকে উদ্ধার করব; আমার নিজের খাতিরে ও আমার দাস দাউদের খাতিরে আমি এই নগরীকে রক্ষা করব।' [৭] তারপর ইশাইয়া বললেন, 'তোমরা ডুমুরফলের তৈরী একটা জাব আন।' তারা তা এনে নালী-ঘায়ের উপরে রাখলে তিনি প্রাণে বাঁচলেন।

[৮] হেজেকিয়া ইশাইয়াকে বললেন, 'প্রভু যে আমাকে সারিয়ে তুলবেন, এবং আমি যে তিন দিনের মধ্যে প্রভুর গৃহে যাব, এর চিহ্ন কী?' [৯] ইশাইয়া উত্তরে বললেন, 'প্রভু যা বলেছেন, তিনি যে তা সাধন করবেন, প্রভুর কাছ থেকে আপনার কাছে তার চিহ্ন এ: আপনি কী চান, ছায়াটা কি দশ ধাপ এগিয়ে আসবে, না দশ ধাপ পিছিয়ে যাবে?' [১০] হেজেকিয়া উত্তরে বললেন, 'ছায়াটা যে দশ ধাপ আগে সরে আসবে, এ সহজ ব্যাপার; সুতরাং আমি চাই, ছায়াটা বরং দশ ধাপ পিছিয়ে যাক।' [১১] নবী

ইশাইয়া প্রভুকে ডাকলেন, তখন যে ছায়া আহাজের সিঁড়ির দশ ধাপ নেমে গেছিল, তা প্রভু সেই দশ ধাপ পিছিয়ে দিলেন।

বাবিলনের রাজ-প্রতিনিধিরা

[১২] সেসময় বালাদানের সন্তান বাবিলন-রাজ মেরোদাক-বালাদান হেজেকিয়ার কাছে নানা পত্র ও উপহার পাঠালেন, কারণ তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে, হেজেকিয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। [১৩] এতে হেজেকিয়া প্রীত হলেন; নিজের সমস্ত ধনভাণ্ডার, রুপো, সোনা, গন্ধদ্রব্য ও খাঁটি তেল এবং অস্ত্রাগারে ও ধনাগারে যা কিছু ছিল, সেই দূতদের কাছে তিনি সবই দেখালেন; নিজের রাজপ্রাসাদে বা নিজের সমস্ত রাজ্যে এমন কিছু রইল না, যা হেজেকিয়া সেই দূতদের দেখাননি।

[১৪] তখন ইশাইয়া নবী হেজেকিয়া রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই লোকেরা কী বলল? কোথা থেকে ওরা আপনার কাছে এল?' হেজেকিয়া উত্তর দিলেন, 'ওরা দূরদেশ থেকে, সেই বাবিলন থেকেই এল।' [১৫] ইশাইয়া আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার প্রাসাদে ওরা কী কী দেখেছে?' হেজেকিয়া উত্তর দিলেন, 'আমার প্রাসাদে যা কিছু আছে, ওরা তা সবই দেখেছে; আমার ধনাগারগুলোর মধ্যে এমন কিছু নেই, যা আমি তাদের দেখাইনি।' [১৬] ইশাইয়া হেজেকিয়াকে বললেন, 'এবার প্রভুর বাণী শুনুন: [১৭] দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন তোমার প্রাসাদে যা কিছু আছে, এবং তোমার পিতৃপুরুষেরা আজ পর্যন্ত যা কিছু সঞ্চয় করেছে, তা সবই বাবিলনে কেড়ে নেওয়া হবে; এখানে আর কিছুই থাকবে না—একথা বলছেন প্রভু! [১৮] আর তোমা থেকে যাদের উদ্ভব হবে, তোমা থেকে উৎপন্ন সেই সন্তানদের মধ্যে কয়েকজনকে তুলে নেওয়া হবে, এবং তারা বাবিলন-রাজের প্রাসাদে নপুংসক হবে!' [১৯] হেজেকিয়া ইশাইয়াকে বললেন, 'আপনি প্রভুর যে বাণী আমাকে জানিয়েছেন, তা উত্তম!' তিনি ভাবছিলেন, 'তা উত্তম হবে না কেন? অন্তত আমার জীবনকালে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকবে!'

[২০] হেজেকিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর বীর্যবত্তা, তাঁর নির্মিত দিঘি ও নালার মধ্য দিয়ে তিনি কিভাবে নগরীতে জল আনিয়েছিলেন, এই সমস্ত কথা কি যুদা-রাজাদের

ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [২১] পরে হেজেকিয়া তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা
গেলেন, আর তাঁর সন্তান মানাশে তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ মানাশে (খ্রিঃপূঃ ৬৮৭-৬৪২)

২১ [১] মানাশে বারো বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে পঞ্চান্ন বছর
রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম হেফ্‌জিবা। [২] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন
কাজই করলেন। প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া
করেছিলেন, তিনি তাদের জঘন্য প্রথা অনুসারে ব্যবহার করলেন: [৩] হ্যাঁ, তাঁর পিতা
হেজেকিয়া যে সমস্ত উচ্চস্থান ধ্বংস করেছিলেন, তিনি সেগুলি পুনর্নির্মাণ করলেন;
ইস্রায়েল-রাজ আহাব যেমন করেছিলেন, তেমনি তিনি বায়াল-দেবের উদ্দেশে নানা
যজ্ঞবেদি প্রতিষ্ঠা করলেন; একটা পবিত্র দণ্ড স্থাপন করলেন; আকাশের সমস্ত তারকা-
বাহিনীর উদ্দেশে প্রণিপাত করলেন ও তাদের সেবা করলেন; [৪] প্রভু যে গৃহের বিষয়ে
বলেছিলেন, 'আমি যেরুশালেমেই আমার আপন নাম অধিষ্ঠিত করব,' প্রভুর সেই গৃহে
নানা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন; [৫] তিনি প্রভুর গৃহের দুই প্রাঙ্গণে আকাশের সমস্ত তারকা-
বাহিনীর উদ্দেশে নানা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন; [৬] নিজের ছেলেকে আগুনের মধ্য দিয়ে
পার হতে বাধ্য করলেন; গণকতা ও জাদুবিদ্যাও ব্যবহার করলেন; ভূতের ওঝাদের ও
গণকদের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করলেন; প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি বহুরূপেই তেমন
কাজ করলেন, শেষে প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুললেন; [৭] তিনি আশেরা-দেবীর একটা মূর্তি
তৈরি করিয়ে সেই গৃহেই দাঁড় করালেন, যে গৃহের বিষয়ে প্রভু দাউদকে ও তাঁর সন্তান
শলোমনকে একথা বলেছিলেন, 'আমি এই গৃহে ও ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে
আমার বেছে নেওয়া নগরী এই যেরুশালেমে আমার নাম চিরকালের মত অধিষ্ঠিত
করব; [৮] আমি তাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশভূমি দিয়েছি, সেই দেশভূমির বাইরে
ইস্রায়েলের পা আর চলতে দেব না; অবশ্য, আমি তাদের যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছি, এবং
আমার দাস মোশি তাদের জন্য যে সমস্ত বিধান জারি করেছে, তারা যদি সযত্নে সেই
অনুসারে চলে।' [৯] কিন্তু তারা কান দিল না, এবং মানাশে তাদের এমন পথভ্রষ্ট

করলেন যে, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের খাতিরে যে জাতিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন, ওরা তাদের চেয়েও বেশি দুর্ব্যবহার করল।

[১০] তখন প্রভু তাঁর দাস নবীদের মধ্য দিয়ে একথা বললেন, [১১] 'যুদা-রাজ মানাশে এই সমস্ত জঘন্য কাজ করেছে ব'লে, তার আগে আমোরীয়েরা যত জঘন্য কাজ করত সেগুলির চেয়েও খারাপ কাজ করেছে ব'লে, এবং তার পুতুলগুলো দ্বারা যুদাকেও পাপ করিয়েছে ব'লে [১২] ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি যেরুশালেমের ও যুদার উপরে এমন অমঙ্গল ডেকে আনব যে, যে কেউ তা শুনবে, তাতে তার দুই কান বেজে উঠবে। [১৩] আমি যেরুশালেমের উপরে সামারিয়ার সুতা ও আহাবকুলের ওলন ছড়িয়ে দেব; থালা যেমন মোছা হয়, ও মুছলে পর তা উল্টিয়ে উপুড় করে রাখা হয়, তেমনি আমি যেরুশালেমকে মুছে ফেলব। [১৪] আমি আমার উত্তরাধিকারের অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করব, তাদের শত্রুদের হাতে তাদের তুলে দেব, তারা তাদের শত্রুদের শিকার ও লুটতরাজের বস্তু হবে, [১৫] কারণ আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তারা তেমন কাজই করেছে, এবং যেদিন তাদের পিতৃপুরুষেরা মিশর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।'

[১৬] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করে মানাশে যুদাকে যে পাপ করিয়েছিলেন, তা ছাড়া তিনি আবার নির্দোষীর এমন পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছিলেন যে, সেই রক্তে যেরুশালেমকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভরিয়েছিলেন। [১৭] মানাশের বাকি যত কর্মকীর্তি, সেই সমস্ত কথা, ও তিনি যে যে পাপ করেছিলেন, তাও কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [১৮] পরে মানাশে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর প্রাসাদের উদ্যানে, উজ্জার উদ্যানেই, সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আমোন তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ আমোন (খ্রিঃপূঃ ৬৪২-৬৪০)

[১৯] আমোন বাইশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে দু'বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম মেশুল্লেমেথ, তিনি যৎবা-নিবাসী হারুজের কন্যা। [২০] তাঁর পিতা মানাশে যেমন করেছিলেন, তিনিও তেমনি প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন। [২১] তাঁর পিতা যে সমস্ত পথে চলেছিলেন, তিনিও সেই সমস্ত পথে

চললেন; তাঁর পিতা যে সমস্ত পুতুল পূজা করেছিলেন, তিনিও সেই সবের পূজা করলেন ও তাদের সামনে প্রণিপাত করলেন। [২২] তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে পরিত্যাগ করলেন; প্রভুর পথে চললেন না।

[২৩] আমোনের অনুচারীরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, তারা রাজাকে তাঁর নিজেরই প্রাসাদে হত্যা করল। [২৪] কিন্তু দেশের লোকেরা, আমোন রাজার বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত করেছিল, তাদের সকলকে মেরে ফেলল। দেশের লোকেরা নিজেরাই তাঁর সন্তান যোশিয়াকে তাঁর পদে রাজা করল। [২৫] আমোনের বাকি যত কর্মকীর্তি কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [২৬] তাঁকে তাঁর নিজের সমাধিমন্দিরে, উজ্জার উদ্যানেই, সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যোশিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ যোশিয়া (খ্রিঃপূঃ ৬৪০-৬০৯)

২২ [১] যোশিয়া আট বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে একত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেদিদা, তিনি বৎস্কাথ-নিবাসী আদাইয়ার কন্যা। [২] প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, যোশিয়া তেমন কাজই করলেন, ও তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সমস্ত পথে চললেন, তার ডানে বা বামে তিনি সরলেন না।

বিধান-পুস্তক আবিষ্কার

[৩] যোশিয়া রাজার অষ্টাদশ বর্ষে রাজা মেশুল্লামের পৌত্র আজালিয়ার সন্তান শাফান কর্মসচিবকে একথা বলে প্রভুর গৃহে পাঠালেন: [৪] 'তুমি মহাযাজক হিল্কিয়াকে গিয়ে বল, যেন তিনি, প্রভুর গৃহে যে রুপো আনা হয়েছে, দ্বারপালেরা লোকদের কাছ থেকে যা সংগ্রহ করেছে, তা গলিয়ে নেন। [৫] তিনি প্রভুর গৃহে নিযুক্ত কর্মাধ্যক্ষদের হাতে তা তুলে দেবেন; আর তারা তাদেরই হাতে তুলে দেবে, যারা গৃহে মেরামত কাজ করে থাকে, [৬] যথা, ছুতোর, গাঁথক, রাজমিস্ত্রীদের হাতে, তারা যেন গৃহ-সংস্কারের জন্য যা প্রয়োজন, সেই সমস্ত কাঠ ও খোদাই করা পাথর কিনতে পারে।' [৭] তাদের হাতে যে টাকা দেওয়া হল, তার হিসাব দেখানো তাদের পক্ষে দরকার ছিল না, কারণ তাদের ব্যবহার বিশ্বাসযোগ্য ছিল।

[৮] মহাযাজক হিল্কিয়া শাফান কর্মসচিবকে বললেন, 'আমি প্রভুর গৃহে বিধান-পুস্তক পেয়েছি!' হিল্কিয়া শাফানের হাতে পুস্তকটা তুলে দিলেন, আর শাফান তা পড়লেন। [৯] শাফান কর্মসচিব গিয়ে রাজার কাছে ব্যাপারটা জানিয়ে বললেন, 'গৃহে যা কিছু রুপো ছিল, আপনার কর্মচারীরা তা গলিয়ে নিয়ে প্রভুর গৃহে নিযুক্ত কর্মাধ্যক্ষদের হাতে তুলে দিয়েছে।' [১০] তাছাড়া শাফান কর্মসচিব রাজাকে বললেন, 'হিল্কিয়া যাজক আমাকে একটা পুস্তক দিয়েছেন।' আর শাফান রাজার সাক্ষাতে তা পাঠ করে শোনালেন। [১১] বিধান-পুস্তকের বাণীগুলো শুনে রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন। [১২] রাজা পরে হিল্কিয়া যাজক, শাফানের সন্তান আহিকাম, মিখাইয়ার সন্তান আকবোর, শাফান কর্মসচিব ও আসাইয়া রাজমন্ত্রীকে এই আজ্ঞা দিলেন, [১৩] 'শীঘ্রই যাও; এই যে পুস্তক পাওয়া গেছে, তার সমস্ত বাণী সম্বন্ধে তোমরা আমার হয়ে, জনগণের হয়ে, ও সমস্ত যুদার হয়ে প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান কর; কারণ আমাদের উপরে প্রভুর যে রোষ জ্বলে উঠেছে, তা প্রচণ্ড, কারণ এই পুস্তকে আমাদের জন্য যা কিছু লেখা রয়েছে, সেইমত কাজ না করায় আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পুস্তকের বাণীর প্রতি বাধ্য হননি।'

[১৪] হিল্কিয়া যাজক, আহিকাম, আকবোর, শাফান ও আসাইয়া, এঁরা মিলে নারী-নবী হুল্দার কাছে গেলেন; তিনি ছিলেন বস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ হার্‌হাসের পৌত্র তিক্‌বার সন্তান শাল্লুমের স্ত্রী; তিনি যেরুশালেমের নতুন বিভাগে বাস করতেন। [১৫] তাঁরা তাঁর কাছে নানা প্রশ্ন রাখলে পর তিনি এই উত্তর দিলেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: যে তোমাদের আমার কাছে পাঠিয়েছে, তাকে বল, [১৬] প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি এই স্থানের ও এখানকার অধিবাসীদের উপরে অমঙ্গল ডেকে আনছি, যুদা-রাজ যে পুস্তক পড়েছে, সেই পুস্তকে লেখা সকল বাণী বাস্তব রূপ লাভ করবেই। [১৭] কারণ তারা আমাকে পরিত্যাগ করেছে, এবং অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়ে তাদের নিজেদেরই হাতের কাজে আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে; তাই এই স্থানের উপরে আমার রোষ জ্বলে উঠবে, তা নিভে যাবে না! [১৮] কিন্তু যুদার রাজা, যিনি প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে তোমাদের পাঠিয়েছেন, তাঁকে একথা বল: ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যে সকল কথা শুনেছ, ...। [১৯] এই স্থানের

বিরুদ্ধে ও তার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে আমি যে সকল বাণী উচ্চারণ করেছি, যথা, তারা যে আতঙ্ক ও অভিশাপের বস্তু হবে—তা শোনামাত্র যেহেতু তোমার হৃদয় কোমল হয়েছে ও তুমি পরমেশ্বরের সামনে নিজেকে অবনমিত করেছ, এবং নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছ ও আমার সামনে চোখের জল ফেলেছ, সেজন্য আমিও তোমার কথা শুনলাম। প্রভুর উক্তি! [২০] সুতরাং দেখ, আমি তোমার পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তোমাকে মিলিত করব; তোমাকে শান্তিতে তোমার সমাধিতে গ্রহণ করা হবে; এই স্থানের উপরে আমি যে অমঙ্গল ডেকে আনছি, তোমার চোখ সেই সমস্ত কিছু দেখবে না।' তাঁরা রাজাকে এই বাণী জানালেন।

যুদা ও ইস্রায়েলে যোশিয়ার ধর্মীয় সংস্কারসাধন

২৩ [১] তখন রাজা যুদা ও যেরুশালেমের সমস্ত প্রবীণদের ডাকিয়ে এনে সমবেত করলেন। [২] রাজা প্রভুর গৃহে গেলেন, তাঁর সঙ্গে গেল যুদার সমস্ত লোক, যেরুশালেমের সকল অধিবাসী, যাজকেরা, নবীরা ও উঁচু-নিচু সমস্ত শ্রেণির মানুষ। প্রভুর গৃহে পাওয়া সন্ধি-পুস্তকের মধ্যে যা বলা হয়েছে, তিনি তা তাদের সামনে পাঠ করিয়ে শোনালেন। [৩] মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে রাজা প্রভুর সামনে এই মর্মে একটা সন্ধি স্থির করলেন যে, তিনি প্রভুর অনুগামী হবেন; তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি পালন করবেন, আর এইভাবেই সেই পুস্তকে লেখা সন্ধির কথাসকল তিনি মেনে চলবেন। গোটা জনগণ সেই সন্ধি পালন করবে ব'লে প্রতিজ্ঞা করল।

[৪] রাজা মহাযাজক হিল্কিয়াকে, দ্বিতীয় শ্রেণির যাজকদের ও দ্বারপালদের আদেশ দিলেন, তাঁরা যেন বায়াল ও আশেরা দেব-দেবীর উদ্দেশে এবং আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে তৈরী যত বস্তু প্রভুর গৃহ থেকে বের করে দেন; সেই সবকিছু তিনি যেরুশালেমের বাইরে কিদ্রোনের মাঠে মাঠে পুড়িয়ে দিয়ে তার ছাই বেথেলে নিয়ে গেলেন। [৫] যুদার রাজারা যুদা দেশের শহরে শহরে উচ্চস্থানগুলিতে ও যেরুশালেমের নিকটবর্তী যত জায়গায় ধূপ জ্বালাবার জন্য যে পূজারিদের নিযুক্ত করেছিলেন, এবং যারা বায়াল-দেব, সূর্য ও চন্দ্র এবং গ্রহ ও আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে ধূপ

জ্বালাত, তাদের সকলকে তিনি দূর করে দিলেন। [৬] তিনি প্রভুর গৃহ থেকে পবিত্র দণ্ডটা বের করে যেরুশালেমের বাইরে কিদ্রোন উপত্যকায় এনে সেই কিদ্রোন উপত্যকায় পুড়িয়ে দিলেন, এবং তা পিষে গুঁড়ো করে তার ধুলা সাধারণ কবরস্থানে ফেলে দিলেন। [৭] তিনি প্রভুর গৃহে থাকা যত সেবাদাসের সেই কামরাগুলো ভেঙে ফেললেন, যেখানে স্ত্রীলোকেরা আশেরা-দেবীর উদ্দেশে পোশাক বুনত। [৮] তিনি যুদার শহরগুলো থেকে সমস্ত যাজককে আনলেন, এবং গেবা থেকে বের্শেবা পর্যন্ত যে সকল উচ্চস্থানে যাজকেরা ধূপ জ্বালাত, সেই সকল উচ্চস্থান অশুচি করলেন; নগরদ্বারের উচ্চস্থান, যা নগরপাল যোশুয়ার নগরদ্বারের কাছে অবস্থিত ও নগরদ্বারে যারা প্রবেশ করতে, তাদের বাঁ দিকে পড়ত, সেই উচ্চস্থান নিশ্চিহ্ন করলেন। [৯] কিন্তু উচ্চস্থানগুলির যাজকেরা যেরুশালেমে প্রভুর বেদির উপরে আর গেল না, তারা কেবল নিজেদের ভাইদের খামিরবিহীন রুটির অংশী হল।

[১০] আর কেউ যেন মোলখ-দেবের উদ্দেশে নিজের ছেলেকে বা মেয়েকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার না করায়, এই লক্ষ্যে তিনি বেন্-হিন্নোম উপত্যকায় অবস্থিত তোফেথ অশুচি করলেন। [১১] যুদার রাজারা যে ঘোড়াগুলোর মূর্তি সূর্যের উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে প্রভুর গৃহের প্রবেশস্থানের কাছে, নেথান-মেলেখ নামে নপুংসকের কামরার কাছেই বসিয়েছিলেন, সেগুলোকে তিনি দূর করে দিলেন ও সূর্য-রথ আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। [১২] যুদার রাজারা আহাজের উপরতলার কামরার ছাদে যে সমস্ত যজ্ঞবেদি গেঁথেছিলেন, এবং মানাশে প্রভুর গৃহের দুই প্রাঙ্গণে যে যে যজ্ঞবেদি গেঁথেছিলেন, রাজা সেই সকল বেদি ভেঙে ফেললেন, গুঁড়ো করে দিলেন ও সেগুলোর ধুলা কিদ্রোন উপত্যকায় ফেলে দিলেন। [১৩] বিনাশ-পর্বতের দক্ষিণে যেরুশালেমের বিপরীতে ইস্রায়েল-রাজ শলোমন সিদোনীয়দের ঘৃণ্য বস্তু সেই আস্তার্তীসের উদ্দেশে, এবং মোয়াবের ঘৃণ্য বস্তু সেই কামোশের উদ্দেশে ও আম্মোনীয়দের জঘন্য বস্তু সেই মিল্কমের উদ্দেশে যে সমস্ত উচ্চস্থানগুলি নির্মাণ করেছিলেন, সেই সমস্ত কিছু রাজা অশুচি করলেন। [১৪] তিনি স্মৃতিস্তম্ভগুলো ভেঙে ফেললেন ও পবিত্র দণ্ডগুলো ছিন্ন করে সেগুলোর স্থান মানুষের হাড়ে ভরাট করে দিলেন।

[১৫] তাছাড়া, বেথেলে যে যজ্ঞবেদি ছিল, এবং নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম, যিনি ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তিনি যে উচ্চস্থান নির্মাণ করেছিলেন, রাজা সেই বেদি ও সেই উচ্চস্থানও ভেঙে ফেললেন; সেই উচ্চস্থানের পাথরগুলো ভেঙে ফেলে তা পিষে গুঁড়ো করলেন, এবং পবিত্র দণ্ডটাও পুড়িয়ে দিলেন। [১৬] চারদিকে তাকিয়ে যোশিয়া সেখানকার পর্বতে কবরগুলো দেখলেন; লোক পাঠিয়ে তিনি সেই সকল কবর থেকে হাড় আনালেন এবং পরমেশ্বরের যে মানুষ আগে এই সমস্ত ঘটনার কথা উচ্চারণ করেছিলেন, তাঁর উচ্চারিত প্রভুর বাণী অনুসারে, বেদিটি অশুচি করার জন্য তিনি সেই যজ্ঞবেদির উপরে সেই সমস্ত হাড় পুড়িয়ে দিলেন। [১৭] তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি ওই যে স্মৃতিস্তম্ভ দেখছি, তা কী?' শহরের লোকেরা উত্তরে বলল, 'পরমেশ্বরের যে মানুষ যুদা থেকে এসে বেথেলের যজ্ঞবেদির বিরুদ্ধে আপনার সাধিত এই সমস্ত কাজের কথা পূর্বপ্রচার করেছিলেন, ওটি তাঁরই সমাধিমন্দির।' [১৮] রাজা বললেন, 'তাঁকে থাকতে দাও; তাঁর হাড় কেউ যেন উল্টোপাল্টো না করে।' এইভাবে তাঁর হাড় ও সামারিয়া থেকে আসা নবীর হাড়ও স্পর্শ না করাই থাকল।

[১৯] ইস্রায়েল-রাজারা সামারিয়ার নানা শহরে যে সমস্ত উচ্চস্থানের দেবালয় গেঁথেছিলেন, সেই সকল দেবালয়ও যোশিয়া দূর করে দিলেন; বেথেলের প্রতি তিনি যেমন ব্যবহার করেছিলেন, সেই সবগুলোর প্রতিও সেইমত ব্যবহার করলেন। [২০] সেখানকার উচ্চস্থানগুলির সকল যাজককে তিনি বেদিতে বলিদান করলেন, এবং বেদিটির উপরে মানুষের হাড় পুড়িয়ে দিলেন। পরে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

[২১] রাজা গোটা জনগণকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'এই সন্ধি-পুস্তকে যেমন লেখা আছে, তোমরা সেই অনুসারে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন কর।' [২২] আসলে, ইস্রায়েলে যারা বিচারকর্ম অনুশীলন করেছিলেন, সেই বিচারকদের আমল থেকে, অর্থাৎ সকল ইস্রায়েল-রাজের ও যুদা-রাজের আমলে তেমন পাস্কা কখনও পালন করা হয়নি। [২৩] প্রকৃতপক্ষে কেবল যোশিয়া রাজার অষ্টাদশ বর্ষেই যেরুশালেমে প্রভুর উদ্দেশে তেমন পাস্কা পালন করা হল।

[২৪] যে পুস্তক হিল্কিয়া যাজক প্রভুর গৃহে পেয়েছিলেন ও যার মধ্যে বিধানের সমস্ত বাণী লেখা ছিল, তার সমস্ত বাণী সিদ্ধ করার জন্য যোশিয়া যুদা দেশে ও যেরুশালেমে

যে সকল ভূতের ওঝা, গণক, পারিবারিক দেবমূর্তি, পুতুল ও ঘৃণ্য বস্তু দেখতে পেলেন, সেইসব কিছু দূর করে দিলেন। [২৫] তাঁর মত সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে মোশির সমস্ত বিধান অনুসারে প্রভুর প্রতি ফিরলেন, এমন কোন রাজা তাঁর আগে কখনও হননি, তাঁর পরেও তাঁর মত কেউ ওঠেননি। [২৬] তথাপি মানাশে যে সমস্ত অপরাধ দ্বারা প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন, তার কারণে যুদার উপরে প্রভুর যে প্রচন্ড ক্রোধ জ্বলে উঠেছিল, সেই ক্রোধ প্রভু ত্যাগ করলেন না। [২৭] এজন্য প্রভু বললেন, 'আমি যেমন ইস্রায়েলকে দূর করেছি, তেমনি আমার দৃষ্টি থেকে যুদাকেও দূর করব; এবং এই যে যেরুশালেম নগরী বেছে নিয়েছি, এবং যে গৃহ সম্বন্ধে বলেছি: "এই স্থানে আমার নাম অধিষ্ঠান করবে," তাও প্রত্যাখ্যান করব।'

[২৮] যোশিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি ও তাঁর কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [২৯] তাঁর সময়ে মিশর-রাজ ফারাও-নেখো আশুর-রাজের সাহায্যে ফোরাত নদীর দিকে এগিয়ে গেলেন, এবং যোশিয়া রাজা তাঁর বিরুদ্ধে রণযাত্রা করলেন, কিন্তু ফারাও-নেখো প্রথম সংগ্রামে মেগিদ্দোতে তাঁকে বধ করলেন। [৩০] যোশিয়ার অনুচারীরা তাঁর মৃতদেহ রথে করে মেগিদ্দো থেকে আনল; তারা তাঁকে যেরুশালেমে এনে তাঁর নিজের সমাধিতে সমাধি দিল। পরে দেশের জনগণ যোশিয়ার সন্তান যেহোয়াহাজকে নিয়ে তাঁকে তৈলাভিষিক্ত করে পিতার পদে রাজা করল।

যুদা-রাজ যেহোয়াহাজ (খ্রিঃপূঃ ৬০৯)

[৩১] যেহোয়াহাজ তেইশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম হামুতাল, তিনি লিব্নার নিবাসী যেরেমিয়ার কন্যা। [৩২] এই রাজা তাঁর পিতৃপুরুষদের সমস্ত কাজ অনুসারে প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন। [৩৩] তিনি যেন যেরুশালেমে রাজত্ব করতে না পারেন, সেজন্য ফারাও-নেখো হামাথ প্রদেশে অবস্থিত রিব্লায় তাঁকে আটকিয়ে দিলেন, এবং দেশের উপর একশ' রুপোর বাট ও এক সোনার বাট হিসাবে কর ধার্য করলেন। [৩৪] ফারাও-নেখো যোশিয়ার সন্তান এলিয়াকিমকে তাঁর পিতা যোশিয়ার পদে রাজা করে তাঁর নাম পাল্টিয়ে যেহোইয়াকিম রাখলেন; পরে যেহোয়াহাজকে ধরে মিশর দেশে নিয়ে গেলেন, আর সেখানে তিনি মরলেন।

[৩৫] যেহোইয়াকিম ফারাওকে সেই সমস্ত রুপো ও সোনা দিলেন; কিন্তু ফারাওর আজ্ঞা অনুসারে সেই সমস্ত রুপো দেবার জন্য তিনি আগে দেশে কর স্থির করলেন। ফারাও-নেখোকে তা দেবার জন্য তিনি প্রতি মাথার উপরে এক একজনের সামর্থ্য অনুসারে কর ধার্য করে দেশের জনগণের কাছ থেকে রুপো ও সোনা আদায় করলেন।

যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম (খ্রিঃপূঃ ৬০৯-৫৯৮)

[৩৬] যেহোইয়াকিম পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে এগারো বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম জেবিদা, তিনি রুমা-নিবাসী পেদাইয়ার কন্যা। [৩৭] যেহোইয়াকিম তাঁর পিতৃপুরুষদের সমস্ত কাজ অনুসারে প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন।

২৪ [১] তাঁর রাজত্বকালে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার এসে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়লেন; যেহোইয়াকিম তিন বছর ধরে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন, পরে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। [২] তখন প্রভু তাঁর বিরুদ্ধে কাল্দীয়দের, আরামীয়দের, মোয়াবীয়দের ও আম্মোনীয়দের অনেক অস্ত্রসজ্জিত দল পাঠালেন; প্রভু তাঁর দাস নবীদের মধ্য দিয়ে যে বাণী বলেছিলেন, সেই অনুসারে যুদাকে বিনাশ করার জন্যই তার বিরুদ্ধে সেই সকলকে পাঠালেন। [৩] বাস্তবিক কেবল প্রভুর ইচ্ছা অনুসারেই যুদার প্রতি তেমনটি ঘটল: তিনি তাদের তাঁর সামনে থেকে দূর করতে অভিপ্রায় করেছিলেন; এর কারণ হল মানাশের যত পাপ, তাঁর সাধিত যত কাজ, [৪] ও সেই নির্দোষীদের রক্তপাত, যে রক্তে মানাশে যেরুশালেম ভরিয়েছিলেন; এজন্যই প্রভু ক্ষান্ত হতে চাইলেন না।

[৫] যেহোইয়াকিমের বাকি যত কর্মকীর্তি ও তাঁর কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [৬] পরে যেহোইয়াকিম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, আর তাঁর সন্তান যেহোইয়াকিন তাঁর পদে রাজা হলেন। [৭] মিশর-রাজ নিজের দেশের বাইরে আর গেলেন না, কেননা মিশরের খরস্রোত থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত মিশর-রাজের যত অধিকার ছিল, সেই সমস্ত কিছুই বাবিলন-রাজ জয় করে নিয়েছিলেন।

যুদা-রাজ যেহোইয়াকিন (খ্রিঃপূঃ ৫৯৮-৫৯৭)

[৮] যেহোইয়াকিন আঠারো বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম নেহুস্তা, তিনি যেরুশালেম-নিবাসী এল্নাথানের কন্যা। [৯] যেহোইয়াকিন তাঁর পিতার সমস্ত কাজ অনুসারে প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন।

যুদার প্রথম নির্বাসন

[১০] সেসময়ে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের সেনানায়কেরা যেরুশালেমের দিকে রণ-অভিযান চালাল; নগরী অবরুদ্ধ হল। [১১] যখন তাঁর সেনানায়কেরা নগরী অবরোধ করছিল, তখন বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার নগরীর দিকে এগিয়ে গেলেন। [১২] যুদা-রাজ যেহোইয়াকিন, তাঁর মা, অনুচারীরা, জননেতারা ও কঞ্চুকীরা বাবিলন-রাজের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, আর বাবিলন-রাজ তাঁর রাজত্বকালের অষ্টম বর্ষে তাঁকে বন্দি করলেন। [১৩] তিনি সেখান থেকে প্রভুর গৃহের সমস্ত ধন ও রাজপ্রাসাদের সমস্ত ধন নিয়ে গেলেন, এবং ইস্রায়েল-রাজ শলোমন প্রভুর মন্দিরে যে সমস্ত সোনার পাত্র তৈরি করেছিলেন, সেই সমস্ত কিছুও খুলে ফেললেন: এইভাবে প্রভুর বাণী সিদ্ধিলাভ করল। [১৪] তিনি যেরুশালেমের সমস্ত লোক, অর্থাৎ সমস্ত জননেতা ও সমস্ত বীরযোদ্ধা—সংখ্যায় দশ হাজার লোককে—এবং সমস্ত ছুতোর ও কর্মকার দেশছাড়া করে নিয়ে গেলেন; কেবল দেশের দীনদরিদ্রেরাই সেখানে থেকে গেল! [১৫] তিনি যেহোইয়াকিনকে দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে গেলেন; এবং তাঁর মাকে, রাজার বধূদের, তাঁর কঞ্চুকীদের ও দেশের সমাজনেতাদের যেরুশালেম থেকে নির্বাসনের দেশের দিকে, সেই বাবিলনেই, নিয়ে গেলেন। [১৬] বাবিলন-রাজ সমস্ত প্রভাবশালী মানুষকে—সংখ্যায় সাত হাজার লোককে—এবং ছুতোর ও কর্মকার—সংখ্যায় এক হাজার লোককে—এবং সবচেয়ে বীর্যবান যোদ্ধা, সকলকেই নির্বাসনের দেশের দিকে, সেই বাবিলনেই, নিয়ে গেলেন। [১৭] বাবিলনের রাজা যেহোইয়াকিনের জেঠা মশায় মাত্তানিয়াকে তাঁর পদে রাজা করে তাঁর নাম পাল্টিয়ে সেদেকিয়া রাখলেন।

শেষ যুদা-রাজ সেদেকিয়া (খ্রিঃপূঃ ৫৯৮-৫৮৭)

[১৮] সেদেকিয়া একুশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে এগারো বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম হামুতাল, তিনি লিব্না-নিবাসী যেরেমিয়ার কন্যা। [১৯] যেহোইয়াকিমের সমস্ত কাজ অনুসারে সেদেকিয়াও প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন।

[২০] প্রভুর ক্রোধের কারণেই যেরুশালেমে ও যুদায় তেমন ঘটনা ঘটেছিল; আর এর ফলে তিনি নিজের সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন। সেদেকিয়া বাবিলন-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন।

যেরুশালেম অবরোধ ও দ্বিতীয় নির্বাসন

২৫ [১] তাঁর রাজত্বকালের নবম বর্ষে, দশম মাসে, মাসের দশম দিনে বাবিলনের রাজা নেবুকাদ্নেজার তাঁর সমস্ত সৈন্যদলের সঙ্গে যেরুশালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে এসে নগরীর সামনে শিবির বসিয়ে তার চারদিকে উঁচু উঁচু অবরোধের প্রাচীর গেঁথে তুললেন। [২] সেদেকিয়ার একাদশ বর্ষ পর্যন্ত নগরীকে অবরোধ করে রাখা হল। [৩] চতুর্থ মাসে, মাসের নবম দিনে, যখন নগরীতে কঠোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল ও দেশের লোকদের জন্য একটুকু খাবারও আর ছিল না, [৪] তখন নগরপ্রাচীরে একটা গর্ত করা হল; সেই রাতে সমস্ত যোদ্ধা, রাজ-উদ্যানের কাছে সেই যে দুই প্রাচীর, তার মধ্যস্থিত নগরদ্বার দিয়ে নগরী ছেড়ে পালিয়ে গেল; কাল্দীয়েরা তখনও নগরীকে ঘিরে বসে আছে, সেসময়েই তারা আরাবা যাবার পথ ধরে পালিয়ে গেল। [৫] কাল্দীয়দের সৈন্যেরা রাজার পিছনে ধাওয়া করে যেরিখোর নিম্নভূমিতে তাঁকে ধরে ফেলল, আর তখন তাঁর সকল সৈন্য তাঁকে ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। [৬] রাজাকে ধরে কাল্দীয়েরা রিব্লায় বাবিলনের রাজার কাছে তাঁকে নিয়ে গেল; সেখানে তাঁর দণ্ডাদেশ দেওয়া হল। [৭] সেদেকিয়ার চোখের সামনে তাঁর ছেলেদের হত্যা করা হল; নেবুকাদ্নেজারের হুকুমে তাঁর চোখ দু'টো উপড়ে ফেলা হল, এবং শেকলাবদ্ধ করে তিনি তাঁকে বাবিলনে নিয়ে গেলেন।

[৮] পঞ্চম মাসে, মাসের সপ্তম দিনে—বাবিলনের রাজা নেবুকাদ্নেজারের ঊনবিংশ বর্ষে—বাবিলনের রাজার বিশিষ্ট যোদ্ধা, রক্ষীদলের অধিনায়ক সেই নেবুজারাদান যেরুশালেমে প্রবেশ করল। [৯] সে প্রভুর গৃহ ও রাজপ্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলল; যেরুশালেমের সমস্ত বাড়ি-ঘর ও প্রধানদের বড় বড় যত বাড়িতে আগুন দিল। [১০] ওই রক্ষীদলের অধিনায়কের সঙ্গে যত সৈন্য ছিল, তারা যেরুশালেমের চারদিকের প্রাচীর ভেঙে ফেলল। [১১] তখন জনগণের বাকি যত লোকেরা, যাদের নগরীতে রাখা হয়েছিল, যত লোক নিজ দেশের পক্ষ ছেড়ে বাবিলনের রাজার পক্ষে যোগ দিয়েছিল, এবং জনসাধারণের মধ্যে যারা তখনও সেখানে ছিল, তাদের সকলকেই রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান দেশছাড়া করে নিয়ে গেল। [১২] রক্ষীদলের অধিনায়ক গরিব লোকদের মধ্য থেকে শুধু এমন কয়েকজনকে রাখল, যারা আঙুরখেত পালন করবে ও জমি চাষ করবে।

[১৩] প্রভুর গৃহের ব্রঞ্জের দুই স্তম্ভ ও প্রভুর গৃহে বসানো পীঠগুলো ও ব্রঞ্জের সমুদ্রপাত্র—এই সবকিছু কাল্দীয়েরা টুকরো টুকরো করে সেই সবকিছুর ব্রঞ্জ বাবিলনে নিয়ে গেল। [১৪] তারা কড়াই, হাতা, ছুরি, চামচ ও উপাসনা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্রঞ্জের পাত্রও নিয়ে গেল। [১৫] রক্ষীদলের অধিনায়ক ধূপদানি ও বাটিগুলো, সোনার পাত্রের সোনা ও রুপোর পাত্রের রুপোও নিয়ে গেল। [১৬] যে দুই স্তম্ভ, এক সমুদ্রপাত্র ও পীঠগুলো শলোমন প্রভুর গৃহের জন্য তৈরি করেছিলেন, সেই সমস্ত পাত্রের ব্রঞ্জের ওজন অপরিমেয় ছিল। [১৭] তার একটা স্তম্ভ আঠারো হাত উচ্চ ছিল, তার উপরে ব্রঞ্জের এক মাথলা ছিল, আর সেই মাথলা তিন হাত উচ্চ, এবং মাথলার উপরে চারদিকে জালিকাজ ও ডালিম-মূর্তিগুলোই ব্রঞ্জের ছিল; তার জালিকাজ-সহ দ্বিতীয় স্তম্ভও ঠিক সেই রকম ছিল।

[১৮] রক্ষীদলের অধিনায়ক প্রধান যাজক সেরাইয়াকে, দ্বিতীয় শ্রেণির যাজক জেফানিয়াকে ও তিনজন দ্বারপালকে ধরল; [১৯] আবার: নগরী থেকে, যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত একজন কর্মচারী, যাঁরা রাজার সাক্ষাতে থাকতে পারতেন—নগরীতে যাঁদের পাওয়া গেছিল—তাঁদের মধ্যে পাঁচজন, কর্মসচিব, দেশের লোকদের সৈনিক-কর্মে আহ্বান করতে নিযুক্ত কর্মচারী, নগরীতে খুঁজে পাওয়া আরও ষাটজন গণ্যমান্য

লোক—এদের সকলকেও সে ধরল। [২০] এদের সকলকে ধরে রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান রিব্লায় বাবিলনের রাজার কাছে আনল। [২১] আর সেই রিব্লায়, হামাথ প্রদেশে, বাবিলনের রাজা তাঁদের হত্যা করালেন। এইভাবে যুদাকে নিজের দেশভূমি থেকে নির্বাসনের দেশের দিকে নিয়ে যাওয়া হল।

যুদার দেশশাসক পদে নিযুক্ত গেদালিয়া

[২২] যুদা দেশে যত লোক অবশিষ্ট হয়ে রইল, বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যাদের রেখে গেছিলেন, তাদের উপরে তিনি শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান গেদালিয়াকে শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করলেন। [২৩] বাবিলনের রাজা গেদালিয়াকে শাসনকর্তা করেছেন, একথা শুনে সেনাপতিরা ও তাঁদের লোকেরা, তথা নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েল, কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান, নেতোফাতীয় তান্‌হুমেতের সন্তান সেরাইয়া, মাআখাথীয়ের সন্তান যায়াজানিয়া এবং তাঁদের লোকেরা মিস্পাতে গেদালিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

[২৪] গেদালিয়া তাঁদের কাছে ও তাঁদের লোকদের কাছে দিব্যি দিয়ে এই বলে শপথ করলেন, 'তোমরা কাল্দীয়দের সেনানায়কদের বিষয়ে ভীত হয়ো না; দেশেই থাক, বাবিলনের রাজার সেবা কর, তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে।' [২৫] কিন্তু সপ্তম মাসে রাজবংশজাত এলিশামার পৌত্র নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েল ও তাঁর সঙ্গী দশজন এলেন, আর গেদালিয়াকে ও যে ইহুদীরা ও কাল্দীয়েরা তাঁর সঙ্গে মিস্পাতে ছিল, তাদের আঘাত করে প্রাণে মারলেন। [২৬] তখন ছোট-বড় সকলে ও সেনাপতিরা রওনা দিয়ে কাল্দীয়দের ভয়ে মিশরে চলে গেলেন।

যেহোইয়াকিনের ক্ষমালাভ

[২৭] যুদা-রাজ যেহোইয়াকিনের নির্বাসনকালের সপ্তত্রিংশ বর্ষে, দ্বাদশ মাসে, মাসের সপ্তবিংশ দিনে, বাবিলন-রাজ এবিল-মেরোদাক যে বছরে রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সেই বছরে তিনি অনুগ্রহ দেখিয়ে যুদা-রাজ যেহোইয়াকিনকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। [২৮] তিনি তাঁকে প্রসন্নতাপূর্ণ কথা শোনালেন, তাঁর সঙ্গে বাবিলনে যত রাজা ছিলেন, সকলের আসনের উচ্চস্থানেই তাঁর আসন স্থির করলেন, [২৯] ও তাঁর কারাগারের

পোশাক পাল্টিয়ে দিলেন। যেহোইয়াকিন যাবজ্জীবন প্রতিদিন রাজার নিজের টেবিলে খাওয়া-দাওয়া করলেন; [৩০] তিনি যতদিন বাঁচলেন, ততদিন ধরে রাজা দিনে দিনে তাঁর বৃত্তি ব্যবস্থা করে গেলেন।

——————————————-

১ [২] বিদেশী একটা দেবতার অভিমত অনুসন্ধান করাই রাজার পাপ; অপরদিকে বিধর্মী এক রাজা এলিশেয়ের মধ্য দিয়ে প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করেন।

[৮] লোমের আলোয়ান ও চামড়ার বন্ধনী ছিল নবীদের পরন (জাখা ১৩:৪; মথি ৩:৪; মার্ক ১:৬)।

২ [১] বাইবেলে ঈশ্বর বহুবার ঘূর্ণিবায়ুর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।

[৮] লোহিত-সাগর ও যর্দন নদী-পারের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে (যাত্রা ১৪:১৬,২২; যোশুয়া ৩:১৩-১৭)।

[৯] কোন কিছুর তিন ভাগের দু'ভাগ ছিল প্রথমজাতদের প্রাপ্য অধিকার (দ্বিঃবিঃ ২১:১৭); এলিশেয় এলিয়ের প্রকৃত আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হতে চান। এলিয়ের আত্মা হল তাঁর নবীয় প্রেরণা (ইশা ৪২:১; ৬১:১; এজে ২:২; ৩:১২)।

[১০] নিজে থেকে এলিয় এলিশেয়কে নবী নিযুক্ত করতে পারেন না; তিনি কেবল সেই চিহ্ন দেখান যা হবে এলিশেয়ের নবীয় চিহ্ন। মানুষের কাছে যা আবৃত, এলিশেয়কে তা-ই দেখতে হবে, কেননা নবী প্রকৃতপক্ষে একজন দ্রষ্টা।

[১২] 'ইস্রায়েলের রথ ও তার অশ্বারোহী': এর অর্থ, জনগণের অপরাজেয় শক্তি নবীতেই নিহিত।

[১৪] এলিয় যেমন করেছিলেন, এলিশেয়ও তেমনি জল দু'ভাগে বিভক্ত করতে সক্ষম: এলিয়ের যে আলোয়ান তিনি পরে ছিলেন, তা-ই তাঁর উপরে ঈশ্বরের আত্মার অধিষ্ঠানের চিহ্ন।

[১৮] এলিয়ের যে কী ঘটেছে, সেবিষয়ে খোঁজাখুঁজি করা সত্ত্বেও কেউই প্রকৃত কোন উত্তর পায়নি। কেবল এ কথাই নিশ্চিত যে: এলিয়কে এজগৎ থেকে তুলে নেওয়া হল, অর্থাৎ তাঁকে গৌরবান্বিত করা হল। এনোখের বেলায়ও তা-ই ঘটেছিল, এবং লুক ২৪:৫১ পদে একই ধারণা অনুধাবিত।

[১৯-২৪] যারা এলিশেয়ের অধিকার স্বীকার করে তারা উপকারের পাত্র, যারা ঈশ্বরের মানুষকে অবজ্ঞা করে অভিশাপই তাদের প্রাপ্য।

[১৯] মাটি, মানুষ ও পশুদের মত জলও অনুর্বর হতে পারে; অনুর্বর জল মৃত ও মৃত্যুজনক।

[২০] শোধন করাই লবণের বিশেষ গুণ; ভাঁড়ও নতুন অর্থাৎ শুচি হওয়া চাই (গণনা ১৯:২; দ্বিঃবিঃ ২১:৩-৪)।

৩ [১১] এলিয়ের সঙ্গে শিষ্য হিসাবে এলিশেয়ের ঘনিষ্ঠতা প্রকাশিত; এজন্যই যেহোশাফাৎ তাঁর উপর আস্থা রাখেন।

[১২] প্রভু নিজের বাণী-দানেই নবীর সঙ্গে আছেন (দ্বিঃবিঃ ১৮:১৮; ১ শামু ৩:১৯-২১; যেরে ১:৮-৯)।

৪ [২৯] সেকালের মঙ্গলবাদ বেশ লম্বা ছিল; চাকর যেন প্রতি-মঙ্গলবাদ দিতে দিতে সময় নষ্ট না করে (লুক ১০:৪)। এলিয়ের আলোয়ান যেমন, এলিশেয়ের লাঠিও তেমনি নবীর নিজের আত্মিক প্রেরণার অংশী (যাত্রা ৪:১৭)।

[৩৫] ছেলেটি হাঁচি দিল, অর্থাৎ তার নাকে প্রাণবায়ু ফিরে এল (আদি ২:৭; ৭:২২; লুক ৮:৫৫); 'সাত' সংখ্যা হল পূর্ণতার প্রতীক: ছেলেটি সম্পূর্ণরূপেই পুনরুজ্জীবিত হল।

[৪২-৪৩] মথি ১৪:১৬ পদে যিশুর শিষ্যেরা জনতার মধ্যে রুটি বিতরণ করতে আদেশ পান; লুক ৯:১৩ ও যোহন ৬:৯ এর বর্ণনাও এই ঘটনার সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রাখে।

৫ [৭] ঈশ্বরই আরোগ্য দান করেন, আবার ঈশ্বরই আঘাত করেন (দ্বিঃবিঃ ৩২:৯; হো ৬:১; যোব ৫:১৮)। অসুস্থতা কালে লোকে চিৎকার করে বলত, আমাকে নিরাময় কর (যেরে ১৭:১৪; সাম ৬:৩); নিরাময় হয়ে উঠে স্বীকার করে বলত, তুমিই আমাকে নিরাময় করেছ (সাম ৩০:৩; ১০৩:৩)।

[৮] ঈশ্বরের নামে বাণী দেওয়া শুধু নয়, সুস্থতা ও প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার ঐশক্ষমতা বহন করাও নবীর ভূমিকা (ইশা ৬১:১; মথি ১১:৫)।

[১৭] ইস্রায়েল দেশ ঈশ্বরের আবাস বলে পবিত্র; অন্য সকল দেশ নানা দেবতার উপস্থিতি দ্বারা কলুষিত বিধায় সেখানে ঈশ্বরের উদ্দেশে বেদি গেঁথে তোলার জন্য পবিত্র দেশের কিছুটা মাটি নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন (আমোস ৭:১৭)।

৬ [১৭] ঈশ্বর কেমন রক্ষায় নিজের নবীকে ঘিরে রাখেন, তা দেখবার জন্যই দাসের চোখ খুলে দেওয়া হয়।

[২২] রাজা মনে করেন, বিনাশ-মানতের বস্তু বলে এই বন্দিদের প্রাণে মারা উচিত; নবী তাঁকে স্মরণ করান যে, ঈশ্বর কোন রাজার চেয়ে কম দয়াবান নন।

১১ [১৭] সম্ভবত এই সন্ধি হোরেব পর্বতে সম্পাদিত সন্ধির নবায়ন।

১২ [৩] প্রভুর বিধানই ছিল যুবা রাজের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রধান বিষয় (দ্বিঃবিঃ ১৭:১৮-১৯); প্রভুর বিধান শেখানোই ছিল যাজকের প্রধান কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম (দ্বিঃবিঃ ৩১:৯-১৩; যেরে ১৮:১৮; এজে ৭:২৬; মিখা ৩:১১)।

১৪ [৬ক] দ্বিঃবিঃ ২৪:১৬।

১৭ [৭] মিশর থেকে মুক্তিদান করে প্রভু ইস্রায়েলকে তাঁর আপন জনগণ হবার জন্য বেছে নিয়েছিলেন (যাত্রা ৩:৮,১৭; ১৯:৫; দ্বিঃবিঃ ৭:৭-৮; আমোস ২:১০; ৩:১-২; হো ১১:১; ১৩:৪-৫; ইত্যাদি) এবং তাদের একমাত্র ঈশ্বর হওয়ার কথা প্রভুরই ছিল। প্রভুকে পরিত্যাগ, এ ইস্রায়েলের আসল পাপ।

[২৩] যখন জনগণ প্রতিমাপূজা থেকে দূরে না যায়, তখন ঈশ্বর নির্বাসন-শাস্তি দ্বারা তাদের নিজ থেকে দূর করে দেন; প্রতিশ্রুত দেশ ততদিন ইস্রায়েলের নিজস্ব দেশ, যতদিন ইস্রায়েল প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত ও বাধ্য: দ্বিতীয় বিবরণ একথা বারবার ঘোষণা করেছিল।

১৯ [২১] 'কুমারী সিয়োন কন্যা' ও 'যেরুশালেম কন্যা' হল সিয়োন-যেরুশালেমের কাব্যিক নাম (বিলাপ ২:১৫; ইশা ১:৮; ১০:৩২; যেরে ৪:৩১; ইত্যাদি)।

[২৬] 'খাটোই যাদের হাত': সেই দেশগুলোর অধিবাসীরা দুর্বল।

[২৯] মুক্তি যথেষ্ট দীর্ঘ সঙ্কটকালের পরেই মাত্র আসবে।

[৩৪] যেরুশালেম হল প্রভুর আবাস (ইশা ৬০:১৪; সাম ৪৬:৫; ৪৮:৯; ৮৭:৩; ১০১:৮) এবং একই সময় দাউদের নগরী (২ শামু ৫:৭,৯; ৬:১০); এই কারণ দু'টোর খাতিরেই নগরীটা একদিন পরিত্রাণ পাবে।

২১ [১৩] কোন নগরের উপরে সুতা বা ওলন ছড়িয়ে দেওয়ার অর্থই তা ধ্বংস করা (বিলাপ ২:৮) বা পুনর্নির্মাণ করা (যেরে ৩১:৩৯)। যেরুশালেম ও সেকালের রাজবংশ সামারিয়া ও আহাবকুলের একই দশা ভোগ করবে।

[১৪] ইস্রায়েলই প্রভুর উত্তরাধিকার (দ্বিঃবিঃ ৪:২০; ৯:২৬; ১ শামু ১০:১; ১ রাজা ৮:৫৩; ইশা ১৯:২৫; যেরে ১০:১৬; মিখা ৭:১৪,১৮; বহু সামসঙ্গীত)। সেই উত্তরাধিকারের অবশিষ্টাংশ হল যুদা গোষ্ঠী।

২২ [৮] 'বিধান-পুস্তক' কথাটা বাইবেলের কেবল কয়েকটা পুস্তকে ব্যবহৃত (দ্বিঃবিঃ ২৮:৬১; ২৯:২০; ৩০:১০; ৩১:২৬; যোশুয়া ১:৮; ৮:৩৪)। এখানে দ্বিতীয় বিবরণের একটা অংশ-বিশেষ ইঙ্গিত করা হয়।

[১৮] হিব্রু মূলপাঠ্য অস্পষ্ট।

২৩ [১৪] যা কিছু কোন লাশের স্পর্শে আসত, তা অশুচি হত (লেবীয় ২১:১,১১; গণনা ৯:৬; ১৯:১১); অশুচীকৃত স্থান আপনা আপনিই আর কোন ধর্মক্রিয়া সম্পাদনের স্থান হবার যোগ্য নয়।

[৩৪] নাম পাল্টানোই বশ্যতার শামিল।

২৫ [২৬] মিশরে পলায়ন যেরেমিয়া-পুস্তকে দীর্ঘ এক বৃত্তান্তের বিষয় (যেরে ৪১:১৬–৪৩:৭)।

[২৯] রাজার খাবার টেবিলে আসন নেওয়াই অনুগ্রহের পাত্র হওয়ার চিহ্ন (১ রাজা ২:৭); তাই বাইবেলের ‘নবীগণ’ বিভাগের প্রথম অংশের সমাপ্তি ঘটনাগুলো যতই নিরাশাব্যঞ্জক হোক না কেন, এই শেষ অনুচ্ছেদে প্রত্যাশারই এক পূর্বলক্ষণ নিহিত: নির্বাসনের দেশেও দাউদের বংশধরকে সম্মান আরোপিত।

বংশাবলি—১ম পুস্তক

১ম ও ২য় বংশাবলি পুস্তক দু'টো হিব্রু বাইবেলের 'লেখাসমূহ' নামক অংশের শেষ পুস্তক, সুতরাং হিব্রু বাইবেলের শেষ পুস্তক। পুস্তক দু'টোর উদ্দেশ্যই নির্বাসন-দেশ থেকে ফিরে আসা জনগণের কাছে ইস্রায়েলের ইতিহাসকে ঈশ্বর ও দাউদের মধ্যে চিরকালীন এক সন্ধি রূপেই ব্যাখ্যা করা; এমন সন্ধি যা ঈশ্বরের বিধানের প্রতি বাধ্যতাই দাবি করে: ইস্রায়েল বাধ্যতা দেখালে ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেন, তারা অবাধ্য হলে ঈশ্বর শাস্তি দেন; অতীতকালে ঈশ্বরের যে ইচ্ছা, তা বর্তমানকালেও বলবৎ থাকে; মানুষ ঈশ্বরের বাণী দ্বারাই তাঁর ইচ্ছা জানতে পারে। তেমন উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য পুস্তক দু'টো শামুয়েল ও রাজাবলিতে সঙ্কলিত ঘটনাগুলোর উপর নির্ভর করে এবং তেমন ঘটনাবলির মূল্যায়ন ও বিচারও করে, বাধ্যতা-অবাধ্যতাই মূল্যায়ন ও বিচারের নীতি।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯

আদম থেকে ইস্রায়েল পর্যন্ত বংশতালিকা

১ [১] আদম, সেথ, এনোশ, [২] কেনান, মাহালালেল, যারেদ, [৩] এনোখ, মেথুশেলাহ্, লামেখ, [৪] নোয়া, শেম, হাম, যাফেথ।

[৫] যাফেথের সন্তানেরা: গোমের, মাগোগ, মাদায়, যাবান, তুবাল, মেশেক ও তিরাস।

[৬] গোমেরের সন্তানেরা: আস্কেনাজ, রিফাথ ও তোগার্মা।

[৭] যাবানের সন্তানেরা: এলিশা, তার্শিশ, কিত্তিমীয়েরা ও রোদানীমেরা।

[৮] হামের সন্তানেরা: কুশ, মিস্রাইম, পুৎ ও কানান। [৯] কুশের সন্তানেরা: সেবা, হাবিলা, সাব্তা, রাআমা ও সাব্তেকা। রাআমার সন্তানেরা: শাবা ও দেদান। [১০] কুশ নিম্রোদের পিতা; এই নিম্রোদই পৃথিবীতে প্রথম বীরযোদ্ধা হলেন।

[১১] মিস্রাইম সেই সকলের পিতা হলেন, যারা লুদ, আনাম, লেহাব, নাফ্তুহ্, [১২] পাথ্রোস, কাসলুহ্ এবং কাপ্তোরের অধিবাসী; এই কাপ্তোর থেকেই ফিলিস্তিনিদের উৎপত্তি।

[১৩] কানানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদোন; পরে হেথ, [১৪] যেবুসীয়, আমোরীয়, গির্গাশীয়, [১৫] হিব্বীয়, আর্কীয়, সীনীয়, [১৬] আর্বাদীয়, শেমারীয় ও হামাথীয়।

[১৭] শেমের সন্তানেরা: এলাম, আশুর, আর্পাক্সাদ, লুদ ও আরাম।

আরামের সন্তানেরা: উজ, হূল, গেথের ও মেশেক।

[১৮] আর্পাক্সাদ শেলাহ্‌র পিতা হলেন, ও শেলাহ্ এবেরের পিতা হলেন। [১৯] এবেরের ঘরে দু'টো সন্তানের জন্ম হয়, একজনের নাম পেলেগ, কেননা সেইকালে পৃথিবী নানা বিভাগে বিভক্ত হল; এবং তাঁর ভাইয়ের নাম যক্তান।

[২০] যক্তান হলেন আলমোদাদ, শেলেফ, হাৎসার্মাবেথ, যেরাহ্, [২১] হাদোরাম, উজাল, দিক্লা, [২২] ওবাল, আবিমায়েল, শেবা, [২৩] ওফির, হাবিলা ও যোবাবের পিতা। এঁরা সকলে যক্তানের সন্তান।

[২৪] শেম, আর্পাক্সাদ, শেলাহ্, [২৫] এবের, পেলেগ, রেউ, [২৬] সেরুগ, নাহোর, তেরাহ্, [২৭] আব্রাম, অর্থাৎ আব্রাহাম।

[২৮] আব্রাহামের সন্তানেরা: ইসহাক ও ইশ্মায়েল।

[২৯] তাঁদের বংশতালিকা এ: ইশ্মায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নেবায়োথ; পরে কেদার, আব্দেয়েল, মিব্‌সাম, [৩০] মিশ্মা, দুমা, মাস্‌সা, হাদাদ, তেমা, [৩১] যেতুর, নাফিশ ও কেদ্মা; এরা ইশ্মায়েলের সন্তান।

[৩২] আব্রাহামের উপপত্নী কেতুরার গর্ভজাত সন্তানেরা: জিম্রান, যক্‌শান, মেদান, মিদিয়ান, ইশ্‌বাক ও শুয়াহ্; যক্‌শানের সন্তানেরা: সেবা ও দেদান; [৩৩] মিদিয়ানের সন্তানেরা: এফা, এফের, হানোখ, আবিদা ও এল্দায়া; এঁরা সকলে কেতুরার সন্তান।

[৩৪] আব্রাহাম ইসহাকের পিতা। ইসহাকের সন্তানেরা: এসৌ ও ইস্রায়েল। [৩৫] এসৌয়ের সন্তানেরা: এলিফাজ, রেউয়েল, যেয়ুশ, যালাম ও কোরাহ্। [৩৬] এলিফাজের সন্তানেরা: তেমান, ওমার, জেফো, গাতাম, কেনাজ, তিম্না ও আমালেক। [৩৭] রেইয়েলের সন্তানেরা: নাহাথ, জেরাহ্, শাম্মা ও মিজ্জা।

[৩৮] সেইরের সন্তানেরা: লোতান, শোবাল, জিবেয়োন, আনা, দিশোন, এৎসের ও দিশান। [৩৯] লোতানের সন্তানেরা: হোরী ও হোমাম, এবং তিম্না ছিল লোতানের বোন। [৪০] শোবালের সন্তানেরা: আলিয়ান, মানাহাথ, এবাল, শেফো ও ওনাম। জিবেয়োনের সন্তানেরা: আয়া ও আনা। [৪১] আনার সন্তান দিশোন। দিশোনের সন্তানেরা: হেম্দান, এসবান, ইত্রান ও কেরান। [৪২] এৎসেরের সন্তানেরা: বিল্‌হান, জাআবান ও আকান। দিশানের সন্তানেরা: উজ ও আরান।

[৪৩] ইস্রায়েল সন্তানদের উপরে কোন রাজা রাজত্ব করার আগে এঁরাই এদোম দেশের রাজা ছিলেন: বেয়োরের সন্তান বেলা, তাঁর রাজধানীর নাম দিন্‌হাবা। [৪৪] বেলার মৃত্যুর পরে তাঁর পদে বস্রা-নিবাসী জেরাহ্‌র সন্তান যোবাব রাজত্ব করেন। [৪৫] যোবাবের মৃত্যুর পরে তেমান দেশীয় হুশাম তাঁর পদে রাজত্ব করেন। [৪৬] হুশামের মৃত্যুর পরে বেদাদের সন্তান যে হাদাদ মোয়াব-মাঠে মিদিয়ানকে আঘাত করেছিলেন, তিনি তাঁর পদে রাজত্ব করেন; তাঁর রাজধানীর নাম আবিথ। [৪৭] হাদাদের মৃত্যুর পরে মাস্রেকা-নিবাসী সাম্লা তাঁর পদে রাজত্ব করেন। [৪৮] সাম্লার মৃত্যুর পরে রেহোবোথ-নাহার-নিবাসী শৌল তাঁর পদে রাজত্ব করেন। [৪৯] শৌলের মৃত্যুর পরে আকবোরের সন্তান বায়াল-হানান তাঁর পদে রাজত্ব করেন। [৫০] বায়াল-হানানের মৃত্যুর পরে হাদাদ তাঁর পদে রাজত্ব করেন; তাঁর রাজধানীর নাম পাউ, ও তাঁর স্ত্রীর নাম মেহেতাবেল: তিনি মাত্রেদের কন্যা ও মে-জাহাবের দৌহিত্রী। [৫১] পরে হাদাদেরও মৃত্যু হয়।

এদোমের দলপতিদের নাম: দলপতি তিম্না, দলপতি আল্বাহ্, দলপতি যেথেথ, [৫২] দলপতি অহলিবামা, দলপতি এলাহ্, দলপতি পিনোন, [৫৩] দলপতি কেনাজ, দলপতি তেমান, দলপতি মিব্‌সার, [৫৪] দলপতি মাগ্দিয়েল ও দলপতি ইরাম। এঁরাই এদোমের দলপতি।

যুদা-বংশ (২:১—৪:২৩)

২ [১] ইস্রায়েলের সন্তানেরা এই: রুবেন, শিমেয়োন, লেবি, যুদা, ইসাখার, জাবুলোন, [২] দান, যোসেফ, বেঞ্জামিন, নেফ্তালি, গাদ ও আশের।

[৩] যুদার সন্তানেরা: এর, ওনান ও শেলা; তাঁর এই তিন সন্তান শুয়ার মেয়ে কানানীয়া একটি স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্ম নেয়। যুদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর প্রভুর দৃষ্টিতে দুষ্ট হওয়ায় প্রভু তার মৃত্যু ঘটালেন। [৪] যুদার পুত্রবধূ তামার তাঁর ঘরে পেরেস ও জেরাহ্-কে প্রসব করল; সবসমেত যুদার পাঁচ সন্তান।

[৫] পেরেসের সন্তানেরা: হেস্রোন ও হামুল।

[৬] জেরাহ্র সন্তানেরা: জিম্রি, এথান, হেমান, কাল্কোল ও দারা; সবসমেত পাঁচজন।

[৭] কার্মির সন্তান আখার; এই আখার বিনাশ-মানতের ব্যাপারে অবিশ্বস্ততা দেখিয়ে ইস্রায়েলের দুর্দশা ঘটিয়েছিল। [৮] এথানের সন্তান আজারিয়া। [৯] হেস্রোনের ঔরসজাত সন্তান যেরাহ্‌মেল, রাম ও কেলুবায়।

[১০] রাম আম্মিনাদাবের পিতা, ও আম্মিনাদাব যুদা-সন্তানদের জনপ্রধান নাহ্শোনের পিতা। [১১] নাহ্শোন সাল্মার পিতা; সাল্মা বোয়াজের পিতা; [১২] বোয়াজ ওবেদের পিতা; ওবেদ যেসের পিতা।

[১৩] যেসের জ্যেষ্ঠ পুত্র এলিয়াব, দ্বিতীয় আবিনাদাব, তৃতীয় শিমেয়া, [১৪] চতুর্থ নেথানেয়েল, পঞ্চম রাদ্দাই, [১৫] ষষ্ঠ ওৎসেম, সপ্তম দাউদ। [১৬] তাঁদের বোনেরা সেরুইয়া ও আবিগাইল। সেরুইয়ার সন্তানেরা: আবিশাই, যোয়াব ও আসাহেল: তিনজন; [১৭] আবিগাইলের সন্তান আমাসা; সেই আমাসার পিতা ইশ্মায়েলীয় যেথের।

[১৮] হেস্রোনের সন্তান কালেব তাঁর স্ত্রী আজুবার গর্ভজাত কয়েকটি সন্তানের পিতা হলেন, তিনি যেরিয়োতেরও পিতা হলেন। আজুবার সন্তানেরা এই: যেশের, শোবাব ও আর্দোন। [১৯] আসুবার মৃত্যুর পরে কালেব এফ্রাথকে বিবাহ করেন, তিনি তাঁর ঘরে হুরকে প্রসব করেন। [২০] হুর উরির পিতা; উরি বেজালেলের পিতা।

[২১] পরে হেস্রোন গিলেয়াদের পিতা মাখিরের কন্যার কাছে গেল, ষাট বছর বয়সে সে তাকে বিবাহ করল, আর সেই স্ত্রী তার ঘরে সেগুবকে প্রসব করল। [২২] সেগুব যায়িরের পিতা, গিলেয়াদ দেশে এই যায়িরের তেইশটি গ্রাম ছিল। [২৩] গেশুর ও আরাম তাদের হাত থেকে যায়িরের শিবিরগুলো কেড়ে নিল, আর

সেইসঙ্গে কেড়ে নিল কেনাথ ও তার উপনগরগুলো, অর্থাৎ ষাটটি শহর। এরা সকলে গিলেয়াদের পিতা মাখিরের সন্তান। [২৪] হেস্রোনের মৃত্যুর পরে কালেব তাঁর পিতা হেস্রোনের স্ত্রী এফ্রাথাকে বিবাহ করেন, আর তিনি তাঁর ঘরে তেকোয়ার পিতা আস্হুরকে প্রসব করেন।

[২৫] হেস্রোনের জ্যেষ্ঠ পুত্র যেরাহ্মেলের সন্তানেরা এই: জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম; পরে বুনা, ওরেন, ওৎসেম ও আহিয়া। [২৬] যেরাহ্মেলের অন্য আতারা এক স্ত্রী ছিল; সে ওনামের মাতা।

[২৭] যেরাহ্মেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের সন্তানেরা: মাআজ, যামিন ও একের।

[২৮] ওনামের সন্তানেরা: শাম্মাই ও যাদা। শাম্মাইয়ের সন্তানেরা: নাদাব ও আবিশুর। [২৯] আবিশুরের স্ত্রীর নাম আবিহাইল; সে তার ঘরে আহ্বান ও মোলিদকে প্রসব করল। [৩০] নাদাবের সন্তানেরা: সেলেদ ও আপ্পাইম; সেলেদ নিঃসন্তান হয়ে মরল। [৩১] আপ্পাইমের সন্তান ইশেই, ও ইশেইয়ের সন্তান শেশান, ও শেশানের সন্তান আহ্লাই। [৩২] শাম্মাইয়ের ভাই যাদার সন্তানেরা: যেথের ও যোনাথান; যেথের নিঃসন্তান হয়ে মরল। [৩৩] যোনাথানের সন্তানেরা: পেলেথ ও জাজা। এরা যেরাহ্মেলের সন্তানেরা।

[৩৪] শেশানের কোন পুত্রসন্তান হল না, কেবল কন্যাই হল, আর শেশানের এক মিশরীয় দাস ছিল যার নাম যার্হা। [৩৫] শেশান তার দাস যার্হার সঙ্গে তার আপন কন্যার বিবাহ দিল, আর সে তার ঘরে আত্তাইকে প্রসব করল। [৩৬] আত্তাই নাথানের পিতা, নাথান জাবাদের পিতা, [৩৭] জাবাদ এফ্লালের পিতা, এফ্লাল ওবেদের পিতা, [৩৮] ওবেদ যেহুর পিতা, যেহু আজারিয়ার পিতা, [৩৯] আজারিয়া হেলেসের পিতা, হেলেস এলেয়াসার পিতা, [৪০] এলেয়াসা সিস্মাইয়ের পিতা, সিস্মাই শাল্লুমের পিতা, [৪১] শাল্লুম যেকামিয়ার পিতা, ও যেকামিয়া এলিশামার পিতা।

[৪২] যেরাহ্মেলের ভাই কালেবের সন্তানেরা: তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মেশা, সে জিফের পিতা; মারেশার সন্তান ছিল হেব্রোনের পিতা।

[৪৩] হেব্রোনের সন্তানেরা: কোরাহ্, তাপ্পুয়াহ্, রেকেম ও শামা। [৪৪] শামা রাহামের পিতা, এই রাহাম যর্কেয়ামের পিতা; রেকেম শাম্মাইয়ের পিতা।

[৪৫] শাম্মাইয়ের সন্তান মাওন, এই মাওন বেথ্‌-জুরের পিতা। [৪৬] কালেবের উপপত্নী এফা হারান, মোৎসা ও গাজেজকে প্রসব করল; হারান গাজেজের পিতা।

[৪৭] যাহ্‌দাইয়ের সন্তানেরা: রেগেম, যোথাম, গেশান, পেলেৎ, এফা ও শায়াফ। [৪৮] কালেবের উপপত্নী মাআখা শেবের ও তির্হানাকে প্রসব করল। [৪৯] আরও সে মাদ্মান্নার পিতা শায়াফকে এবং মাকবেনার ও গাবায়ার পিতা শেবাকে প্রসব করল। কালেবের কন্যার নাম আক্সা। [৫০] এরা কালেবের সন্তানেরা।

এফ্রাথার জ্যেষ্ঠ পুত্র বেন্‌-হুর, কিরিয়াথ-যেয়ারিমের পিতা শোবাল, [৫১] বেথলেহেমের পিতা সাল্মা, বেথ্‌-গাদেরের পিতা হারেফ। [৫২] কিরিয়াথ-যেয়ারিমের পিতা শোবালের সন্তানেরা: হারোয়েহ্, অর্থাৎ মানাহাথীয়দের অর্ধেক অংশ। [৫৩] কিরিয়াথ-যেয়ারিমের গোত্রগুলি যেথ্রীয়, পুথীয়, সুমাথীয় ও মিশ্রায়ীয়রা; এদের থেকে জরাথীয় ও এশ্তায়োলীয়দের উৎপত্তি।

[৫৪] সাল্মার সন্তানেরা: বেথলেহেম, নেতোফাতীয়েরা, আতারোথ-বেথ্‌-যোয়াব, মানাহাথীয়দের অর্ধেক অংশ ও জরাথীয়েরা। [৫৫] যাবেস-নিবাসী শফ্রীয় গোত্রগুলি: তিরেয়াথীয়েরা, শিমেয়াথীয়েরা ও সুখাথীয়েরা। এরা কেনীয় গোত্র, রেখাবকুলের পিতা হাম্মাথের বংশজাত।

৩ [১] এরা দাউদের সন্তানেরা, হেব্রোনে যাদের জন্ম: জ্যেষ্ঠ পুত্র আম্নোন, সে যেস্রেয়েলীয়া আহিনোয়ামের গর্ভজাত; দ্বিতীয় দানিয়েল, সে কার্মেলীয়া আবিগাইলের গর্ভজাত; [২] তৃতীয় আব্‌শালোম, সে গেশুরের তাল্মাই রাজার কন্যা মাআখার গর্ভজাত; চতুর্থ আদোনিয়া, সে হাগিতের গর্ভজাত; [৩] পঞ্চম শেফাতিয়া, সে আবিতালের গর্ভজাত; ষষ্ঠ ইত্রেয়াম, সে তাঁর স্ত্রী এগ্লার গর্ভজাত। [৪] হেব্রোনে তাঁর ছয় সন্তানের জন্ম হয়, দাউদ সেখানে সাত বছর ছয় মাস রাজত্ব করেন, পরে যেরুশালেমে তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন।

[৫] তাঁর এই সকল সন্তান যেরুশালেমে জন্ম নেয়: শিমেয়া, শোবাব, নাথান ও শলোমন; এই চারজন আম্মিয়েলের কন্যা বেথশেবার সন্তান; [৬] উপরন্তু ছিল ইব্‌হার, এলিশুয়া, এলিফেলেৎ, [৭] নোগা, নেফেগ, যাফিয়া, [৮] এলিশামা, এলিয়াদা ও

এলিফেলেৎ, এই ন'জন। [৯] এরা সকলে দাউদের সন্তান, এরা বাদে উপপত্নীদের সন্তানেরাও ছিল। তামার ছিল এদের বোন।

[১০] শলোমনের সন্তানেরা: রেহোবোয়াম, তাঁর সন্তান আবিয়া, তাঁর সন্তান আসা, তাঁর সন্তান যেহোশাফাৎ, [১১] তাঁর সন্তান যোরাম, তাঁর সন্তান আহাজিয়া, তাঁর সন্তান যোয়াশ, [১২] তাঁর সন্তান আমাজিয়া, তাঁর সন্তান আজারিয়া, তাঁর সন্তান যোথাম, [১৩] তাঁর সন্তান আহাজ, তাঁর সন্তান হেজেকিয়া, তাঁর সন্তান মানাশে, [১৪] তাঁর সন্তান আমোন, তাঁর সন্তান যোশিয়া। [১৫] যোশিয়ার সন্তানেরা: জ্যেষ্ঠ পুত্র যোহানান, দ্বিতীয় যেহোইয়াকিম, তৃতীয় সেদেকিয়া, চতুর্থ শাল্লুম। [১৬] যেহোইয়াকিমের সন্তান যেকোনিয়া, যেকোনিয়ার সন্তান সেদেকিয়া।

[১৭] বন্দি যেকোনিয়ার সন্তানেরা: শেয়াল্তিয়েল, [১৮] মাল্কিরাম, পেদাইয়া, শেনেয়াসার, যেকামিয়া, হোশামা ও নেদাবিয়া। [১৯] পেদাইয়ার সন্তানেরা: জেরুব্বাবেল ও শিমেই। জেরুব্বাবেলের সন্তানেরা: মেশুল্লাম ও হানানিয়া, আর শেলোমিথ তাদের বোন। [২০] মেশুল্লামের সন্তানেরা: হাশুবা, ওহেল, বেরেখিয়া, হাসাদিয়া ও যুশাব-হেসেদ, পাঁচজন। [২১] হানানিয়ার সন্তানেরা: পেলাতিয়া, তাঁর সন্তান যেশাইয়া, তাঁর সন্তান রেফাইয়া, তাঁর সন্তান আর্নান, তাঁর সন্তান ওবাদিয়া, তাঁর সন্তান শেখানিয়া। [২২] শেখানিয়ার সন্তানেরা: শেমাইয়া, হাতুশ, ইগাল, বারিয়াহ্, নেয়ারিয়া, শাফাৎ, ছ'জন। [২৩] নেয়ারিয়ার সন্তানেরা: এলিওয়েনাই, হেজেকিয়া ও আজ্রিকাম, এই তিনজন। [২৪] এলিওয়েনাইয়ের সন্তানেরা: হোদাবিয়া, এলিয়াশিব, পেলাইয়া, আক্কুব, যোহানান, দেলাইয়া ও আনানি, সাতজন।

৪ [১] যুদার সন্তানেরা: পেরেস, হেস্রোন, কার্মি, হুর ও শোবাল। [২] শোবালের সন্তান রেয়াইয়া যাহাথের পিতা, যাহাথ আহুমাই ও লাহাদের পিতা। এই সকল জরাথীয় গোত্র।

[৩] এতামের পিতার সন্তানেরা এ এ: যেস্রেয়েল, ইশ্মা, ইদ্বাশ; এদের বোনের নাম আজ্‌লেলপনি। [৪] গেদোরের পিতা পেনুয়েল, ও হুশার পিতা এজের। এরা বেথলেহেমের পিতা এফ্রাথার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুরের সন্তান।

[৫] তেকোয়ার পিতা আস্হুরের দুই স্ত্রী ছিল: হেলেয়া ও নাআরা। [৬] নাআরা তার ঘরে আহুজ্জাম, হেফের, তেমানীয় ও আহাশ্তারীয়কে প্রসব করল। এরা সকলে নাআরার সন্তান। [৭] হেলেয়ার সন্তানেরা: সেরেথ, জোহার, এথ্‌নান ও কোস; [৮] এই কোস আনুব, হাৎসোবেবা, ও হারুমের সন্তান আহার্‌হেলের গোত্রগুলোর পিতা। [৯] যাবেস তাঁর ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ছিলেন; তাঁর মা তাঁর নাম যাবেস রেখে বলেছিলেন, 'আমি তো দুঃখেই প্রসব করলাম।' [১০] যাবেস এই বলে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে ডাকলেন, 'আহা, সত্যিই আমাকে আশীর্বাদ কর, সত্যিই আমার অধিকার বাড়িয়ে দাও, তোমার হাত সত্যিই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুক, তুমি সত্যিই অনিষ্ট থেকে আমাকে দূরে রাখ যেন আমাকে দুঃখ না পেতে হয়!' তিনি যা যাচনা করলেন, পরমেশ্বর তা তাঁকে মঞ্জুর করলেন।

[১১] শুহার ভাই কেলুব মেহিরের পিতা, এই মেহির এশ্তোনের পিতা। [১২] এশ্তোন বেথ্‌-রাফার, পাসেয়াহর ও তেহিন্নার পিতা, এই তেহিন্না ইর-নাহাশের পিতা। এরা সকলে রেখার লোক।

[১৩] কেনাজের সন্তানেরা: অথ্‌নিয়েল ও সেরাইয়া; অথ্‌নিয়েলের সন্তানেরা: হাথাথ ও মেয়োনোথাই; [১৪] মেয়োনোথাই অফ্রার পিতা; সেরাইয়া যোয়াবের পিতা, এই যোয়াব শিল্পকারদের উপত্যকা-নিবাসীদের পিতা, কেননা তারা শিল্পকার ছিল।

[১৫] যেফুন্নির সন্তান কালেবের সন্তানেরা: ইর, এলাহ্‌ ও নাআম; এলাহ্‌র সন্তান কেনাজ; [১৬] যেহাল্লেলেলের সন্তানেরা জিফ, জিফা, তিরিয়া ও আসারেল।

[১৭] এজরার সন্তানেরা: যেথের, মেরেদ, এফের ও যালোন; বিথিয়া মরিয়মকে, শাম্মাইকে ও এশ্তেমোয়ার পিতা ইশ্‌বাহ্‌কে প্রসব করল। [১৮] তাঁর ইহুদীয়া স্ত্রী গেদোরের পিতা যেরেদকে, সোখোর পিতা হেবেরকে, ও জানোয়াহ্‌র পিতা যেকুথীয়েলকে প্রসব করলেন। তাঁরা ফারাওর কন্যা বিথিয়ার সন্তান, যাঁকে মেরেদ বিবাহ করেছিলেন।

[১৯] নাহামের বোন হোদিয়ার স্ত্রীর সন্তান গার্মীয় কেইলার পিতা ও মাআখাথীয় এশ্তেমোয়া।

[২০] শিমোনের সন্তানেরা: আম্নোন, রিন্না, বেন্‌-হানান ও তিলোন। ইশেইয়ের সন্তানেরা: জোহেথ ও বেন্‌-জোহেথ।

[২১] যুদার সন্তান শেলার সন্তানেরা: লেকার পিতা এর, ও মারেশার পিতা লাদা, এবং বেথ্‌-আশবেয়া-নিবাসী যে লোকেরা ক্ষোম-সুতো বুনত, তাদের সকল গোষ্ঠী, [২২] যোকিম ও কোজেবার লোক এবং যোয়াশ ও সারাফ নামে মোয়াবের সেই দুই শাসনকর্তা, যাঁরা একসময় বেথলেহেমে ফিরলেন। কিন্তু এ খুবই পুরাতন কথা। [২৩] তারা কুমোর ছিল, এবং নেতাইমে ও গেদেরায় বাস করত; তারা রাজার জন্য কাজ করত ও তাঁর কাছে বাস করত।

শিমেয়োন-বংশ

[২৪] শিমেয়োনের সন্তানেরা: নেমুয়েল, যামিন, যারিব, জেরাহ্‌ ও শৌল; [২৫] এই শৌলের সন্তান শাল্লুম, তাঁর সন্তান মিব্‌সাম, তাঁর সন্তান মিশ্মা। [২৬] মিশ্মার সন্তান হাম্মুয়েল, হাম্মুয়েলের সন্তান জাক্কুর, ও তাঁর সন্তান শিমেই।

[২৭] শিমেইয়ের ষোল পুত্রসন্তান ও ছয় কন্যা হল, কিন্তু তার ভাইদের অনেক সন্তান হল না, এবং তাদের সমস্ত গোত্রের সংখ্যা যুদা-সন্তানদের মত বৃদ্ধি পেল না।

[২৮] তারা তাদের পশুপালের জন্য চারণভূমির খোঁজে বের্শেবায়, মোলাদায়, হাৎসার-শুয়ালে, [২৯] বিলায়, এৎসেমে, তোলাদে, [৩০] বেথুয়েলে, হর্মায়, সিক্লাগে, [৩১] বেথ্‌-মার্কাবোথে, হাৎসার-সুসিমে, বেথ্‌-বিরেইতে ও শায়ারাইমে বসতি স্থাপন করল; দাউদের রাজত্বকাল পর্যন্ত তাদের এই সকল শহর ছিল। [৩২] তাদের গ্রাম ছিল এতাম, আইন, রিম্মোন, তোখেন ও আশান: পাঁচটি শহর [৩৩] এবং বায়াল পর্যন্ত ওই শহরগুলোর চারদিকের সমস্ত গ্রাম। এ ছিল তাদের বসবাসের স্থান; তারা তাদের নিজেদের বংশতালিকা-পত্র রাখত।

[৩৪] মেশোবাব, যাম্লেক, আমাজিয়ার সন্তান যোশা, [৩৫] যোয়েল, এবং আসিয়েলের প্রপৌত্র সেরাইয়ার পৌত্র যোশিবিয়ার সন্তান যেহু, [৩৬] এলিওয়েনাই, যাকোবা, যেশোহাইয়া, আসাইয়া, আদিয়েল, যেসিমিয়েল, বেনাইয়া, [৩৭] এবং শেমাইয়ার সন্তান শিম্রি: শিম্রি ছিল যেদাইয়ার সন্তান, যেদাইয়া আলোনের সন্তান,

আলোন শিফেইয়ের সন্তান, শিফেই জিজার সন্তান। [৩৮] নিজ নিজ নামে উল্লিখিত এই লোকেরা যে যার গোত্রপতি ছিল, এবং এদের সকল পিতৃকুল যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল।

[৩৯] তারা তাদের পশুপালের জন্য চারণভূমির খোঁজে গেদোরের প্রবেশস্থানে উপত্যকার পুবপাশ পর্যন্ত গেল। [৪০] তারা উর্বর ও উত্তম চারণভূমি পেল; আর দেশটি ছিল প্রশস্ত, প্রশান্ত ও নির্বিরোধ। আগে সেখানে হাম বংশীয়েরা বাস করত। [৪১] কিন্তু যুদা-রাজ হেজেকিয়ার সময়ে নিজ নিজ নামে উল্লিখিত ওই লোকেরা গিয়ে সেই লোকদের তাঁবু ও সেখানে থাকা মেয়ুনীয়দের আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করল; ওদের এমন বিনাশ-মানতের বস্তু করল, যা আজ পর্যন্তই বলবৎ; পরে নিজেরা ওদের জায়গা দখল করল, কেননা জায়গাটি পশুপালের জন্য ছিল উর্বর চারণভূমি।

[৪২] তাদের কয়েকটি লোক, অর্থাৎ শিমেয়োন-সন্তানদের মধ্যে পাঁচশ' লোক ইশেইয়ের সন্তান পেলাতিয়া, নেয়ারিয়া, রেফাইয়া ও উজ্জিয়েলকে দলনেতা করে সেইর পর্বতমালায় গেল, [৪৩] আর আমালেকীয়দের যে লোকেরা রেহাই পেয়েছিল, তাদের পরাজিত করে সেইখানে বসতি করল; আজ পর্যন্তই সেখানে বাস করছে।

রূবেন, গাদ ও মানাশে-বংশ

৫ [১] ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেনের সন্তানেরা। তিনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু পিতার শয্যা কলঙ্কিত করেছিলেন বিধায় তাঁর জ্যেষ্ঠাধিকার ইস্রায়েলের পুত্র যোসেফের সন্তানদের দেওয়া হল। তবু বংশতালিকায় জ্যেষ্ঠাধিকার বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই, [২] কেননা যুদা তার ভাইদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করল, যেহেতু যুদা-গোষ্ঠী থেকেই জননায়কের উদ্ভব হল; কিন্তু তবুও জ্যেষ্ঠাধিকার যোসেফেরই।

[৩] ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেনের সন্তানেরা: হানোখ, পাল্লু, হেস্রোন ও কার্মি।

[৪] যোয়েলের সন্তানেরা: শেমাইয়া, তার সন্তান গোগ, তার সন্তান শিমেই, [৫] তার সন্তান মিখা, তার সন্তান রেয়াইয়া, তার সন্তান বায়াল, [৬] তার সন্তান বেয়েরা; এই বেয়েরাকে আশুর-রাজ তিগ্লাথ-পিলেজার দেশছাড়া করে নিয়ে গেলেন; তিনি রূবেনীয়দের অধ্যক্ষ ছিলেন। [৭] নিজ নিজ গোত্র অনুসারে—যেভাবে তারা বংশতালিকায় উল্লিখিত—তাঁর ভাইয়েরা এই: প্রধান যেইয়েল, পরে জাখারিয়া [৮] ও

যোয়েলের প্রপৌত্র শেমার পৌত্র আজাজের সন্তান বেলা; তাঁর এলাকা আরোয়েরের নেবো ও বায়াল-মেয়োন পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। [৯] পুবদিকে তার বসতি ফোরাত নদী থেকে প্রান্তরের প্রবেশস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কেননা গিলেয়াদে তাদের পশুপাল বহু ছিল। [১০] শৌলের সময়ে তারা আগারীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, এবং এরা তাদের হাতে পড়লে তারা এদের তাঁবুতে গিলেয়াদের পুবদিকে সর্বত্রই বসতি করল।

[১১] গাদ-সন্তানেরা তাদের সামনাসামনি হয়ে সাল্‌খা পর্যন্ত বাশান দেশে বাস করত। [১২] প্রধান যোয়েল, শাফাম দ্বিতীয়, পরে যানাই ও শাফাৎ, এরা বাশানে থাকত। [১৩] তাদের পিতৃকুলজাত আত্মীয় মিখায়েল, মেশুল্লাম, শেবা, যোরাই, যাকান, জিয়া ও এবের: সাতজন। [১৪] এরা ছিল আবিহাইলের সন্তান: আবিহাইল ছিল হুরির সন্তান, হুরি যারোয়াহ্‌র সন্তান, যারোয়াহ্‌ গিলেয়াদের সন্তান, গিলেয়াদ মিখায়েলের সন্তান, মিখায়েল যেশিশাইয়ের সন্তান, যেশিশাই যাহ্‌দোর সন্তান, যাহ্‌দো বুজের সন্তান। [১৫] গুনির পৌত্র আব্দিয়েলের সন্তান আহি ছিল তাদের পিতৃকুলের প্রধান। [১৬] তারা গিলেয়াদে, বাশানে, সেখানকার উপনগরগুলোতে ও সীমানা পর্যন্ত শারোনের সমস্ত চারণভূমিতে বাস করত। [১৭] যুদা-রাজ যোথামের ও ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সময়ে তারা সকলে বংশতালিকায় তালিকাভুক্ত হয়েছিল।

[১৮] রুবেন-সন্তানদের, গাদীয়দের ও মানাশের অর্ধেক বংশের ছিল চুয়াল্লিশ হাজার সাতশ' ষাটজন পুরুষ যারা যুদ্ধযাত্রার জন্য তৈরী: যুদ্ধে এমন নিপুণ বীরপুরুষ, যারা ঢাল ও খড়্গ চালাতে ও ধনুক ব্যবহার করতে সমর্থ। [১৯] তারা আগারীয়দের বিরুদ্ধে ও যেতুর, নাফিশ ও নোদাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। [২০] তাদের বিরুদ্ধে তেমন যুদ্ধে তারা সাহায্য পেল, পরমেশ্বরই তাদের হাতে সেই আগারীয়দের ও তাদের সঙ্গী সমস্ত লোককে তুলে দিলেন, কেননা তারা সংগ্রামে তাঁর কাছে হাহাকার করল, আর তিনি তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিলেন, যেহেতু তারা তাঁর উপরে ভরসা রাখল। [২১] তারা ওদের পশুধন, অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার উট, আড়াই লক্ষ মেষ, দু'হাজার গাধা কেড়ে নিল; তাছাড়া এক লক্ষ মানুষকেও বন্দি করে নিল, [২২] আবার অনেকে মারা পড়ল, কেননা ওই যুদ্ধ পরমেশ্বরেরই অভিপ্রায় অনুসারে হয়েছিল। নির্বাসনকাল পর্যন্ত তারা সেই এলাকায় বাস করল।

[২৩] মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীর সন্তানেরা বহুসংখ্যক ছিল; তারা বাশান থেকে বায়াল-হার্মোন, সেনির ও হার্মোন পর্যন্ত এমন এলাকায়ই বাস করত।

[২৪] তাদের পিতৃকুলপতিরা এঁরা: এফের, ইশেই, এলিয়েল, আজ্রিয়েল, যেরেমিয়া, হোদাবিয়া ও যাহ্দিয়েল: এঁরা সকলে ছিলেন বীর ও বিখ্যাত পুরুষ, নিজ নিজ পিতৃকুলের পতি। [২৫] কিন্তু তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত হল, এবং পরমেশ্বর তাদের সামনে সেদেশের যে জাতিগুলিকে বিনাশ করেছিলেন, তারা তাদের দেবতাদের অনুগমন করায় ব্যভিচারী হল। [২৬] তাই ইস্রায়েলের পরমেশ্বর আশুর-রাজ পুলের মন অর্থাৎ আশুর-রাজ তিগ্লাথ-পিলেজারের মন উত্তেজিত করলেন, আর তিনি তাদের, অর্থাৎ রূবেনীয়দের ও গাদীয়দের এবং মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীকে দেশছাড়া করে নিয়ে গেলেন; তিনি হালাহে, হাবোরে, হারাতে ও গোজানের নদীর ধারে তাদের নিয়ে গেলেন; আর তারা আজ পর্যন্ত সেখানে আছে।

লেবি-বংশ

[২৭] লেবির সন্তানেরা: গের্শোন, কেহাথ ও মেরারি। [২৮] কেহাথের সন্তানেরা: আম্রাম, ইস্হার, হেব্রোন ও উজ্জিয়েল। [২৯] আম্রামের সন্তানেরা: আরোন, মোশি ও মিরিয়ম। আরোনের সন্তানেরা: নাদাব, আবিহু, এলেয়াজার ও ইথামার। [৩০] এলেয়াজার ফিনেয়াসের পিতা, ফিনেয়াস আবিশুয়ার পিতা, [৩১] আবিশুয়া বুক্কির পিতা, বুক্কি উজ্জির পিতা, [৩২] উজ্জি জেরাহিয়ার পিতা, জেরাহিয়া মেরাইওথের পিতা, [৩৩] মেরাইওথ আমারিয়ার পিতা, আমারিয়া আহিতুবের পিতা, [৩৪] আহিতুব সাদোকের পিতা, সাদোক আহিমায়াজের পিতা, [৩৫] আহিমায়াজ আজারিয়ার পিতা, আজারিয়া যোহানানের পিতা, [৩৬] যোহানান আজারিয়ার পিতা, এই আজারিয়া যেরুশালেমে শলোমনের গেঁথে তোলা গৃহে যাজক ছিলেন। [৩৭] আজারিয়া আমারিয়ার পিতা, আমারিয়া আহিতুবের পিতা, [৩৮] আহিতুব সাদোকের পিতা, সাদোক শাল্লুমের পিতা, [৩৯] শাল্লুম হিল্কিয়ার পিতা, হিল্কিয়া আজারিয়ার পিতা, [৪০] আজারিয়া সেরাইয়ার পিতা, সেরাইয়া যেহোসাদাকের পিতা। [৪১] যে সময়ে প্রভু নেবুকাদ্নেজারের হাত দ্বারা যুদা ও যেরুশালেমের লোকদের দেশছাড়া করলেন, সেসময়ে এই যেহোসাদাক নির্বাসনের দেশে গেলেন।

৬ [১] লেবির সন্তানেরা: গের্শোন, কেহাথ ও মেরারি। [২] গের্শোনের সন্তানদের নাম এই: লিব্নি ও শিমেই। [৩] কেহাথের সন্তানেরা: আম্রাম, ইস্হার, হেব্রোন ও উজ্জিয়েল। [৪] মেরারির সন্তানেরা: মাহ্লি ও মুশি। নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে এরাই লেবীয়দের গোত্র।

[৫] গের্শোনের সন্তানেরা: তাঁর সন্তান লিব্নি, তাঁর সন্তান যাহাথ, তাঁর সন্তান জিম্মা, [৬] তাঁর সন্তান যোয়াহ্, তাঁর সন্তান ইদ্দো, তাঁর সন্তান জেরাহ্, তাঁর সন্তান যেয়োত্রাই।

[৭] কেহাথের সন্তানেরা: আম্মিনাদাব, তাঁর সন্তান কোরাহ্, তাঁর সন্তান আসির, [৮] তাঁর সন্তান এল্কানা, তাঁর সন্তান এবিয়াসাফ, তাঁর সন্তান আসির, [৯] তাঁর সন্তান তাহাথ, তাঁর সন্তান উরিয়েল, তাঁর সন্তান উজ্জিয়া, তাঁর সন্তান শৌল। [১০] এল্কানার সন্তানেরা: আমাসাই ও আহিমোথ, [১১] তাঁর সন্তান এল্কানা, তাঁর সন্তান সুফাই, তাঁর সন্তান নাহাথ, [১২] তাঁর সন্তান এলিয়াব, তাঁর সন্তান যেরোহাম, তাঁর সন্তান এল্কানা। [১৩] শামুয়েলের সন্তানেরা: জ্যেষ্ঠ পুত্র যোয়েল ও দ্বিতীয় আবিয়া।

[১৪] মেরারির সন্তানেরা: মাহ্লি, তাঁর সন্তান লিব্নি, তাঁর সন্তান শিমেই, তাঁর সন্তান উজ্জা, [১৫] তাঁর সন্তান শিমেয়া, তাঁর সন্তান হাগিয়া, তাঁর সন্তান আসাইয়া।

[১৬] মঞ্জুষা সেখানে বিশ্রামস্থান পাবার পর দাউদ প্রভুর গৃহে গান-পরিচালনায় যাঁদের নিযুক্ত করলেন, তাঁরা এই এই। [১৭] শলোমন যেরুশালেমে গৃহ না গাঁথা পর্যন্ত তাঁরা সাক্ষাৎ-তাঁবুর আবাসের সামনে গায়ক ভূমিকা অনুশীলন করলেন। পরিচর্যায় তাঁরা তাঁদের জন্য স্থির করা নিয়ম পালন করতেন।

[১৮] সেই নিযুক্ত লোকেরা ও তাঁদের সন্তানেরা এই; কেহাথীয়দের সন্তানদের মধ্যে: এমান গায়ক, তিনি যোয়েলের সন্তান, যোয়েল শামুয়েলের সন্তান, [১৯] শামুয়েল এল্কানার সন্তান, এল্কানা যেরোহামের সন্তান, যেরোহাম এলিয়েলের সন্তান, এলিয়েল তোয়াহ্র সন্তান, [২০] তোয়াহ্ সুফের সন্তান, সুফ এল্কানার সন্তান, এল্কানা মাহাথের সন্তান, মাহাথ আমাসাইয়ের সন্তান, [২১] আমাসাই এল্কানার সন্তান, এল্কানা যোয়েলের সন্তান, যোয়েল আজারিয়ার সন্তান, আজারিয়া জেফানিয়ার সন্তান, [২২] জেফানিয়া তাহাথের সন্তান, তাহাথ আসিরের সন্তান, আসির এবিয়াসাফের

সন্তান, আবিয়াসাফ কোরাহ্‌র সন্তান, [২৩] কোরাহ্‌ ইস্‌হারের সন্তান, ইস্‌হার কেহাথের সন্তান, কেহাথ লেবির সন্তান, লেবি ইস্রায়েলের সন্তান।

[২৪] হেমানের সহকারী ছিলেন আসাফ, তিনি তাঁর ডান পাশে দাঁড়াতেন; সেই আসাফ বেরেখিয়ার সন্তান, বেরেখিয়া শিমেয়ার সন্তান, [২৫] শিমেয়া মিখায়েলের সন্তান, মিখায়েল বাসেয়ার সন্তান, বাসেয়া মাল্কিয়ার সন্তান, [২৬] মাল্কিয়া এথ্‌নির সন্তান, এথ্‌নি জেরাহ্‌র সন্তান, জেরাহ্‌ আদাইয়ার সন্তান, [২৭] আদাইয়া এথানের সন্তান, এথান জিম্মার সন্তান, জিম্মা শিমেইয়ের সন্তান, [২৮] শিমেই যাহাথের সন্তান, যাহাথ গের্শোনের সন্তান, গের্শোন লেবির সন্তান।

[২৯] এঁদের সহকারী মেরারির সন্তানেরা এঁদের বাঁ পাশে দাঁড়াতেন: এথান, এথান কিশির সন্তান, কিশি আব্দির সন্তান, আব্দি মাল্লুকের সন্তান, [৩০] মাল্লুক হাশাবিয়ার সন্তান, হাশাবিয়া আমাজিয়ার সন্তান, আমাজিয়া হিল্কিয়ার সন্তান, [৩১] হিল্কিয়া আম্‌সির সন্তান, আম্‌সি বানির সন্তান, বানি শেমেরের সন্তান, [৩২] শেমের মাহ্লির সন্তান, মাহ্লি মুশির সন্তান, মুশি মেরারির সন্তান, মেরারি লেবির সন্তান।

[৩৩] তাঁদের সহকারী লেবীয়েরা পরমেশ্বরের গৃহে আবাসের সমস্ত সেবাকর্মের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। [৩৪] আরোন ও তাঁর সন্তানেরা আহুতি-বেদি ও ধূপবেদির উপরে অর্ঘ্য নিবেদন করতেন, পরমেশ্বরের দাস মোশির সমস্ত আজ্ঞা অনুসারে পরম পবিত্রস্থানের সমস্ত সেবাকর্ম ও ইস্রায়েলের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করতেন।

[৩৫] আরোনের সন্তানেরা এই: এলেয়াজার, তাঁর সন্তান ফিনেয়াস, তাঁর সন্তান আবিশুয়া, [৩৬] তাঁর সন্তান বুক্কি, তাঁর সন্তান উজ্জি, তাঁর সন্তান জেরাহিয়া, [৩৭] তাঁর সন্তান মেরাইওথ, তাঁর সন্তান আমারিয়া, তাঁর সন্তান আহিতুব, [৩৮] তাঁর সন্তান সাদোক, তাঁর সন্তান আহিমায়াজ।

[৩৯] তাঁদের এলাকার মধ্যে শিবির-সন্নিবেশ অনুসারে তাঁদের বাসস্থান এই এই: কেহাথীয় গোত্রভুক্ত আরোন-সন্তানদের স্বত্বাধিকার এই, যেহেতু তাদেরই নামে প্রথম গুলি উঠল; [৪০] ফলে যুদা-এলাকায় অবস্থিত হেব্রোন ও তার চারদিকের চারণভূমি তাঁদেরই দেওয়া হল; [৪১] কিন্তু সেই শহরের যত মাঠ ও গ্রাম যেফুন্নির সন্তান কালেবকে দেওয়া হল। [৪২] আরোন-সন্তানদের কাছে চারণভূমি সমেত নরঘাতকের

আশ্রয়-নগর হেব্রোন দেওয়া হল; আবার দেওয়া হল চারণভূমি সমেত লিব্না, চারণভূমি সমেত যাত্থির ও এশ্তেমোয়া, [৪৩] চারণভূমি সমেত হিলেন, চারণভূমি সমেত দেবির, [৪৪] চারণভূমি সমেত আশান, চারণভূমি সমেত বেথ্-শেমেশ, [৪৫] এবং বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর এলাকা থেকে তাঁদের দেওয়া হল চারণভূমি সমেত গেবা, চারণভূমি সমেত আলেমেথ, চারণভূমি সমেত আনাথোথ। চারণভূমি সমেত সবসুদ্ধ তেরোটি শহর।

[৪৬] কেহাথের বাকি সন্তানদের কাছে, নিজ নিজ গোত্র অনুসারে, গুলিবাঁট ক্রমে এফ্রাইম গোষ্ঠীর এলাকা থেকে ও দান গোষ্ঠীর ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীর এলাকা থেকে দশটি শহর দেওয়া হল। [৪৭] গের্শোন-সন্তানদের কাছে, নিজ নিজ গোত্র অনুসারে, গুলিবাঁট ক্রমে ইসাখার গোষ্ঠীর, আশের গোষ্ঠীর, নেপ্তালি গোষ্ঠীর ও বাশানে অবস্থিত মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীর এলাকা থেকে তেরোটি শহর দেওয়া হল। [৪৮] মেরারি-সন্তানদের কাছে নিজ নিজ গোত্র অনুসারে, গুলিবাঁট ক্রমে রুবেন গোষ্ঠীর, গাদ গোষ্ঠীর ও জাবুলোন গোষ্ঠীর এলাকা থেকে বারোটি শহর দেওয়া হল।

[৪৯] ইস্রায়েল সন্তানেরা এই সকল শহর ও সেগুলির চারণভূমি লেবীয়দের দিল। [৫০] তারা যুদা-সন্তানদের গোষ্ঠীর, শিমেয়োন-সন্তানদের গোষ্ঠীর ও বেঞ্জামিন-সন্তানদের গোষ্ঠীর এলাকা থেকে নিজ নিজ নামে উল্লিখিত এই সকল শহর তাদের দিল।

[৫১] কেহাথ-সন্তানদের কোন কোন গোত্রের কাছে এফ্রাইম গোষ্ঠীর এলাকা থেকে কয়েকটি শহর দেওয়া হল। [৫২] নরঘাতকের আশ্রয়-নগর হিসাবে তারা তাদের দিল এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত শিখেম ও তার চারণভূমি এবং চারণভূমি সমেত গেজের, [৫৩] চারণভূমি সমেত যক্‌মেয়াম, চারণভূমি সমেত বেথ্-হোরোন, [৫৪] চারণভূমি সমেত আয়ালোন, চারণভূমি সমেত গাথ-রিম্মোন [৫৫] এবং মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত আনের ও চারণভূমি সমেত ইব্লেয়াম। উল্লিখিত শহরগুলো কেহাথের বাকি সন্তানদের গোত্রগুলোর জন্য ছিল।

[৫৬] গের্শোনের সন্তানদের কাছে, নিজ নিজ গোত্র অনুসারে, তারা গুলিবাঁট ক্রমে মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত বাশানে অবস্থিত গোলান এবং চারণভূমি সমেত আশ্তারোথ দিল; [৫৭] তাছাড়া তারা তাদের দিল: ইসাখার গোষ্ঠীর

এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত কেদেশ, চারণভূমি সমেত দাবেরাথ, [৫৮] চারণভূমি সমেত যার্মুথ ও চারণভূমি সমেত আনেম; [৫৯] আশের গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত মাশাল, চারণভূমি সমেত আব্দোন, [৬০] চারণভূমি সমেত হুকোক ও চারণভূমি সমেত রেহোব; [৬১] নেফ্তালি গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত গালিলেয়ায় অবস্থিত কেদেশ, চারণভূমি সমেত হাম্মোন ও চারণভূমি সমেত কিরিয়াথাইম।

[৬২] মেরারি-সন্তানদের বাকি গোত্রগুলোকে জাবুলোন গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত রিম্মোন ও তাবর দেওয়া হল; [৬৩] তাছাড়া তাদের দেওয়া হল যেরিখোর কাছে যর্দনের ওপারে, অর্থাৎ যর্দনের পুবপারে রুবেন গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত প্রান্তরময় বেৎসের, চারণভূমি সমেত যাহাসা, [৬৪] চারণভূমি সমেত কেদেমোথ, চারণভূমি সমেত মেফায়াথ; [৬৫] গাদ গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত গিলেয়াদে অবস্থিত রামোথ, চারণভূমি সমেত মাহানাইম, [৬৬] চারণভূমি সমেত হেশবোন ও চারণভূমি সমেত যাসের।

অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর বংশধারা

৭ [১] ইসাখারের সন্তানেরা: তোলা, পুয়া, যাশুব ও শিম্রোন; চারজন। [২] তোলার সন্তানেরা: উজ্জি, রেফাইয়া, যেরিয়েল, যাহ্মাই, ইব্সাম, শামুয়েল; এঁরা তোলার পিতৃকুলপতি ও বীরপুরুষ। দাউদের সময়ে তারা বংশতালিকা অনুসারে সংখ্যায় ছিল কুড়ি হাজার ছ'শো জন। [৩] উজ্জির সন্তান ইজ্রাহিয়া; আর ইজ্রাহিয়ার সন্তানেরা: মিখায়েল, ওবাদিয়া, যোয়েল ও ইশিয়া; পাঁচজন, এঁরা সকলে ছিলেন প্রধান লোক। [৪] স্ব স্ব পিতৃকুল ভিত্তিক লোকগণনা অনুসারে এঁদের সৈন্যশ্রেণির মধ্যে ছিল যুদ্ধের জন্য সজ্জিত ছত্রিশ হাজার পুরুষ; আসলে তাদের অনেক স্ত্রী ও সন্তান ছিল। [৫] ইসাখারের সমস্ত গোত্রের মধ্যে তাদের ভাইয়েরা—সকলে বীরযোদ্ধা—সাতাশি হাজার ছিল।

[৬] বেঞ্জামিনের সন্তানেরা: বেলা, বেখের, যেদিয়ায়েল; তিনজন। [৭] বেলার সন্তানেরা: এসবোন, উজ্জি, উজ্জিয়েল, যেরিমোথ, ইরি; এঁরা পিতৃকুলপতি ও

বীরপুরুষ; তাদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক ছিল কুড়ি হাজার চৌত্রিশজন। [৮] বেখেরের সন্তানেরা: জেমিরা, যোয়াশ, এলিয়েজের, এলিওয়েনাই, অম্রি, যেরেমোথ, আবিয়া, আনাথোথ ও আলেমেথ; এঁরা সকলে বেখেরের সন্তান। [৯] স্ব স্ব পিতৃকুল ভিত্তিক বংশতালিকা অনুসারে তালিকাভুক্ত লোক ছিল কুড়ি হাজার দু'শো জন। [১০] যেদিয়ায়েলের সন্তান বিলান; বিলানের সন্তানেরা: যেয়ুশ, বেঞ্জামিন, এহুদ, কেনায়ানা, জেথান, তার্শিশ ও আহিসাহার। [১১] এঁরা সকলে যেদিয়ায়েলের সন্তান, নিজ নিজ পিতৃকুলের পতি ও বীরপুরুষ ছিলেন; সৈন্যদলে যুদ্ধে যাওয়ার যোগ্য সতের হাজার দু'শো জন লোক।

[১২] ইরের সন্তানেরা: শুপ্পিম ও হুপ্পিম; আহেরের সন্তান হুশিম।

[১৩] নেফ্তালির সন্তানেরা: যাহ্‌ৎসিয়েল, গুনি, যেসের ও শাল্লুম, এরা বিলার সন্তান।

[১৪] মানাশের সন্তানেরা: আস্রিয়েল; তার আরামীয়া উপপত্নী একে প্রসব করল; সেই উপপত্নী গিলেয়াদের পিতা মাখিরকেও প্রসব করল; [১৫] মাখির হুপ্পিমদের ও শুপ্পিমদের মধ্য থেকে স্ত্রীকে নিল; তার বোনের নাম মাআখা। তার দ্বিতীয়জনের নাম সেলোফ্‌হাদ, আর সেলোফ্‌হাদের কয়েকটি কন্যা ছিল। [১৬] মাখিরের স্ত্রী মাআখা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, তার নাম পেরেস রাখল, ও তার ভাইয়ের নাম ছিল শেরেশ, এবং তার সন্তানদের নাম উলাম ও রেকেম। [১৭] উলামের সন্তান বেদান। এরা সকলে মানাশের প্রপৌত্র, মাখিরের পৌত্র, গিলেয়াদের সন্তান। [১৮] তার বোন হাম্মোলেকেথ ইশেয়োদ, আবিয়েজের ও মাহ্লাকে প্রসব করল। [১৯] শেমিদার সন্তানেরা: আহিয়ান, শিখেম, লিক্‌হি ও আনিয়াম।

[২০] এফ্রাইমের সন্তানেরা: শুথেলাহ্, তার সন্তান বেরেদ, তার সন্তান তাহাথ, তার সন্তান এলেয়াদা, তার সন্তান তাহাথ, [২১] তার সন্তান জাবাদ, তার সন্তান শুথেলাহ্; আরও, এজের ও এলেয়াদ; গাথীয়েরা তাদের বধ করল, কেননা তারা ওদের পশু কেড়ে নেবার জন্য নেমে এসেছিল। [২২] তাদের পিতা এফ্রাইম বহুদিন ধরে শোক করলেন, এবং তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এলেন। [২৩] পরে তিনি স্ত্রীর কাছে গেলে তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে পুত্রসন্তান প্রসব করলেন; এফ্রাইম তার নাম বেরিয়া

রাখলেন, কেননা তাঁর স্ত্রী অমঙ্গলের দিনে ঘরে থেকেছিলেন। [২৪] এফ্রাইমের কন্যা শেয়েরা, এই শেয়েরা উচ্চতর ও নিম্নতর বেথ্-হোরোন ও উজেন-শেরা নির্মাণ করালেন। [২৫] তাঁর আর একজন সন্তান রেফাহ্; এই রেফাহ্‌র সন্তান রেশেফ, রেশেফের সন্তান তেলাহ্, তেলাহ্‌র সন্তান তাহান, [২৬] তাহানের সন্তান লাদান, লাদানের সন্তান আম্মিহুদ, আম্মিহুদের সন্তান এলিশামা, [২৭] এলিশামার সন্তান নূন, নূনের সন্তান যোশুয়া।

[২৮] এদের স্বত্বাধিকার ও বাসস্থান বেথেল ও তার উপনগরগুলো, এবং পুবদিকে নাআরান ও পশ্চিমদিকে গেজের ও তার উপনগরগুলো, শিখেম ও তার উপনগরগুলো, আইয়া ও তার উপনগরগুলো পর্যন্ত। [২৯] মানাশের স্বত্বাধিকারে ছিল বেথ্-সেয়ান ও তার উপনগরগুলো, তানাখ ও তার উপনগরগুলো, মেগিদ্দো ও তার উপনগরগুলো ও দোর ও তার উপনগরগুলো। এই সকল স্থানে ইস্রায়েলের সন্তান যোসেফের সন্তানেরা বাস করত।

[৩০] আশেরের সন্তানেরা: ইম্না, ইশ্‌ভা, ইশ্‌ভি, বেরিয়া ও তাদের বোন সেরাহ্। [৩১] বেরিয়ার সন্তানেরা: হেবের ও বির্জাইথের পিতা মাল্কিয়েল। [৩২] হেবের ছিলেন যাফ্লেৎ, শোমের, হোথাম ও এঁদের বোন শুয়ার পিতা। [৩৩] যাফ্লেতের সন্তানেরা: পাসাখ, বিমেয়াল ও আস্‌বাৎ; এরা যাফ্লেতের সন্তান। [৩৪] তাঁর ভাই শেমেরের সন্তানেরা: রোগাহ্, হুব্বা ও আরাম। [৩৫] তাঁর ভাই হেলেমের সন্তানেরা: সোফাহ্, ইম্না, শেলেশ ও আমাল। [৩৬] সোফাহ্‌র সন্তানেরা: সুয়াহ্, হার্নেফের, শুয়াল, বেরি, ইম্রা, [৩৭] বেৎসের, হোদ, শাম্মা, শিল্‌শা, ইত্রান ও বেরা। [৩৮] যেথেরের সন্তানেরা: যেফুন্নি, পিস্পা ও আরা। [৩৯] উল্লার সন্তানেরা: আরাহ্, হানিয়েল ও রিৎসিয়া। [৪০] এঁরা সকলে আশেরের সন্তান, সকলে ছিলেন পিতৃকুলপতি, সেরা বীরযোদ্ধা, অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রধান লোক। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সামর্থ্য অনুসারে লিখিত বংশতালিকাক্রমে এদের জনসংখ্যা ছিল ছাব্বিশ হাজার।

বেঞ্জামিন-বংশ

৮ [১] বেঞ্জামিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলা, দ্বিতীয় আশবেল, তৃতীয় আহিরাম, [২] চতুর্থ নোহা ও পঞ্চম রাফা। [৩] বেলার সন্তানেরা: আদ্দার, এহুদের পিতা গেরা, [৪] আবিশুয়া, নাআমান, আহোহা, [৫] গেরা, শেফুফান ও হুরাম।

[৬] এঁরা এহুদের সন্তানেরা; এঁরা গেবা-নিবাসীদের পিতৃকুলপতি; পরে এঁদের দেশছাড়া করে মানাহাথে নিয়ে যাওয়া হয়। [৭] আরও, নাআমান, আহিয়া ও গেরা; তিনি এঁদের দেশছাড়া করে নিয়ে গেলেন; তিনি আবার উজ্জার ও আহিহুদের পিতা।

[৮] আপন স্ত্রী হুশিম ও বারাকে ত্যাগ করার পর শাহারাইম মোয়াব-মাঠে পুত্রসন্তানদের পিতা হলেন। [৯] তাঁর স্ত্রী হোদেশের গর্ভজাত সন্তান ছিলেন যোবাব, সিবিয়া, মেশা, মেল্কাম, [১০] যেয়ুশ, সাখিয়া ও মির্মা। তাঁর এই সন্তানেরা পিতৃকুলপতি ছিলেন। [১১] হুশিমের গর্ভজাত তাঁর সন্তান আহিতুব ও এল্পায়াল। [১২] এল্পায়ালের সন্তানেরা: এবের, মিশাম ও শেমেদ; এই শেমেদ ওনো, লুদ ও তার উপনগরগুলো নির্মাণ করলেন।

[১৩] আরও, তাঁর সন্তানেরা: বেরিয়া ও শেমা; এঁরা আয়ালোন-নিবাসীদের পিতৃকুলপতি ছিলেন; আবার এঁরাই গাথের অধিবাসীদের দূর করে দিলেন।

[১৪] তাঁদের ভাইয়েরা: শাশাক ও যেরেমোথ।

[১৫] জেবাদিয়া, আরাদ, আদের, [১৬] মিখায়েল, ইশ্‌পা ও যোহা ছিলেন বেরিয়ার সন্তান।

[১৭] জেবাদিয়া, মেশুল্লাম, হিজ্‌কি, হেবের, [১৮] ইশ্মেরাই, ইজ্‌লিয়া ও যোবাব ছিলেন এল্পায়ালের সন্তান।

[১৯] যাকিম, জিখ্রি, জাব্দি, [২০] এলিয়ানাই, সিল্লেথাই, এলিয়েল, [২১] আদাইয়া, বেরাইয়া ও শিম্মেরাথ ছিলেন শিমেইয়ের সন্তান।

[২২] ইশ্‌পান, এবের, এলিয়েল, [২৩] আব্দোন, জিখ্রি, হানান, [২৪] হানানিয়া, এলাম, আন্তোথিয়া, [২৫] ইফ্‌দিয়া ও পেনুয়েল ছিলেন শাশাকের সন্তান।

[২৬] শাম্‌শেরাই, শেহারিয়া, আথালিয়া, [২৭] যারেশিয়া, এলিয়া, ও জিখ্রি ছিলেন যেরোহামের সন্তান।

[২৮] এঁরা ছিলেন পিতৃকুলপতি, বংশতালিকা অনুসারে প্রধান লোক; এঁরা যেরুশালেমে বাস করতেন।

[২৯] গিবেয়োনের পিতা গিবেয়োনে বাস করতেন; তাঁর স্ত্রীর নাম মাআখা। [৩০] তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন আব্দোন, পরে, সুর, কীশ, বায়াল, নের, নাদাব, [৩১] গেদোর, আহিয়ো, জেখের ও মিক্লোথ। [৩২] মিক্লোথ শিমেয়ার পিতা; এঁরাও আপন ভাইদের সঙ্গে যেরুশালেমে বাস করতেন।

[৩৩] নের কীশের পিতা; কীশ শৌলের পিতা; শৌল যোনাথানের, মাল্কিশুয়ার, আবিনাদাবের ও ঈশ-বায়ালের পিতা। [৩৪] যোনাথানের সন্তান মেরিব-বায়াল, মেরিব-বায়াল মিখার পিতা। [৩৫] মিখার সন্তানেরা: পিথোন, মেলেখ, তারেয়া ও আহাজ। [৩৬] আহাজ যেহোয়াদ্দার পিতা, যেহোয়াদ্দা আলেমেথের, আস্মাবেথের ও জিম্রির পিতা; জিম্রি মোৎসার পিতা।

[৩৭] মোৎসা বিনেয়ার পিতা, বিনেয়ার সন্তান রেফাইয়া, রেফাইয়ার সন্তান এলেয়াসা, এলেয়াসার সন্তান আৎসেল। [৩৮] আৎসেল ছয় সন্তানের পিতা, তাঁদের নাম এই এই: আজ্রিকাম, বোক্রু, ইশ্মায়েল, শেয়ারিয়া, ওবাদিয়া ও হানান। এঁরা সকলে আৎসেলের সন্তান।

[৩৯] তাঁর ভাই এসেকের সন্তানেরা: জ্যেষ্ঠ পুত্র উলাম, দ্বিতীয় যেয়ুশ, তৃতীয় এলিফেলেৎ। [৪০] উলামের সন্তানেরা ছিলেন বীরযোদ্ধা ও তীরন্দাজ। তাঁদের অনেক পুত্র ও পৌত্র হল: একশ' পঞ্চাশজন। এঁরা সকলে বেঞ্জামিন-সন্তান।

যেরুশালেমের অধিবাসীরা

৯ [১] এভাবে সকল ইস্রায়েলীয়েরা ইস্রায়েল-রাজাদের পুস্তকে গণিত ও তালিকাভুক্ত হল; যুদার লোকদের তাদের অবিশ্বস্ততার কারণে নির্বাসনের দেশে, সেই বাবিলনেই নেওয়া হল। [২] নিজ নিজ শহরে যারা প্রথমে নিজ নিজ স্বত্বাধিকারে ফিরে এল, তারা ছিল ইস্রায়েলীয়, যাজকেরা, লেবীয়েরা ও নিবেদিতরা।

[৩] যুদা-সন্তানেরা, বেঞ্জামিন-সন্তানেরা এবং এফ্রাইম ও মানাশে-সন্তানেরা যেরুশালেমে বসতি করল।

[৪] উথাই, তিনি আম্মিহুদের সন্তান, ইনি অম্রির সন্তান, ইনি ইম্রির সন্তান, ইনি বানির সন্তান, ইনি যুদার সন্তান পেরেসের সন্তানদের একজন। [৫] শিলোনীয়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আসাইয়া ও তাঁর সন্তানেরা। [৬] জেরাহ্‌র সন্তানদের মধ্যে যেউয়েল ও তাঁর ভাইয়েরা: এঁরা ছ'শো নব্বইজন।

[৭] বেঞ্জামিনীয়দের মধ্যে মেশুল্লামের সন্তান সাল্লু; মেশুল্লাম হোদাবিয়ার সন্তান, হোদাবিয়া হাস্‌নুয়ার সন্তান; [৮] আরও, যেরোহামের সন্তান ইব্নেইয়া, মিখ্রির পৌত্র উজ্জির সন্তান এলাহ্‌, এবং ইব্নেইয়ার প্রপৌত্র রেউয়েলের পৌত্র শেফাতিয়ার সন্তান মেশুল্লাম। [৯] এরা ও এদের ভাইয়েরা নিজ নিজ গোত্র অনুসারে ন'শো ছাপ্পান্নজন। এঁরা সকলে নিজ নিজ পিতৃকুলের মধ্যে কুলপতি ছিলেন।

[১০] যাজকদের মধ্যে যেদাইয়া, যেহোইয়ারিব ও যাখিন; [১১] আরও, পরমেশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষ যে আহিতুব, তাঁর অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মেরাইওথের বৃদ্ধপ্রপৌত্র সাদোকের প্রপৌত্র মেশুল্লামের পৌত্র হিল্কিয়ার সন্তান আজারিয়া, [১২] আর মাল্কিয়ার প্রপৌত্র পাশ্‌হুরের পৌত্র যেরোহামের সন্তান আদাইয়া; এবং ইম্মেরের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মেশিল্লেমিথের বৃদ্ধপ্রপৌত্র মেশুল্লামের প্রপৌত্র ইয়াহ্‌জেরার পৌত্র আদিয়েলের সন্তান মাসাই; [১৩] এরা ও এদের ভাইয়েরা এক হাজার সাতশ' ষাটজন; এঁরা নিজ নিজ পিতৃকুলের পতি এবং পরমেশ্বরের গৃহের যে কোন সেবাকাজ সাধনে খুবই নিপুণ লোক।

[১৪] লেবীয়দের মধ্যে মেরারি-বংশজাত হাশাবিয়ার প্রপৌত্র আজ্রিকামের পৌত্র হাশুবের সন্তান শেমাইয়া, [১৫] আর বাকবাকার, হেরেশ, গালাল এবং আসাফের প্রপৌত্র জিখ্রির পৌত্র মিখার সন্তান মাত্তানিয়া, [১৬] আর ইদুথুনের প্রপৌত্র গালালের পৌত্র শেমাইয়ার সন্তান ওবাদিয়া, আর নেতোফাতীয়দের গ্রামে বাসিন্দা এল্কানার পৌত্র আসার সন্তান বেরেখিয়া।

[১৭] দ্বারপালদের মধ্যে শাল্লুম, আক্কুব, তাল্‌মোন, আহিমান ও তাঁদের ভাইয়েরা। শাল্লুম ছিলেন এঁদের প্রধান। [১৮] আজ পর্যন্ত পুবদিকে অবস্থিত রাজদ্বারে থেকে এরাই লেবি-সন্তানদের শিবিরের দ্বারপাল। [১৯] শাল্লুম কোরাহ্‌র প্রপৌত্র এবিয়াসাফের পৌত্র কোরের সন্তান; তিনি ও তাঁর পিতৃকুলজাত কোরাহীয় ভাইয়েরা ছিলেন সেবাকাজ সাধনে নিযুক্ত, তারা তাঁবুর দরজাগুলোর রক্ষকও ছিল, তাদের পিতৃপুরুষেরাও প্রভুর

শিবিরে নিযুক্ত হয়ে প্রবেশস্থানের রক্ষক ছিলেন। [২০] পুরাকালে এলেয়াজারের সন্তান ফিনেয়াস তাঁদের অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। [২১] মেশেলেমিয়ার সন্তান জাখারিয়া ছিলেন সাক্ষাৎ-তাঁবুর দ্বারপাল। [২২] সবসমেত দ্বাররক্ষণ কাজের জন্য বাছাই করা এই লোকেরা দু'শো বারোজন; তাদের গ্রামগুলোতে তারা বংশতালিকায় তালিকাভুক্ত ছিল। দাউদ ও শামুয়েল দৈবদ্রষ্টাই তাদের দায়িত্ববোধের জন্য তাদের নিযুক্ত করেছিলেন। [২৩] তাই তারা ও তাদের সন্তানেরা প্রভুর গৃহের, অর্থাৎ তাঁবুগৃহের দ্বাররক্ষণ কাজে নিযুক্ত ছিল। [২৪] পুব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ চারদিকেই দ্বারপালেরা থাকত। [২৫] তাদের গ্রামগুলোতে থাকা ভাইদেরও সময়ে সময়ে এক সপ্তাহের জন্য এসে তাদের কাজে যোগ দিতে হত, [২৬] কিন্তু ওই চারজন প্রধান দ্বারপাল নিত্যই থাকত। তারা পরমেশ্বরের গৃহের কামরাগুলো ও ধনভাণ্ডারে নিযুক্ত লেবীয়। [২৭] তারা পরমেশ্বরের গৃহের আশেপাশে রাত কাটাত, কেননা তা রক্ষা করা তাদেরই দায়িত্ব; এবং প্রত্যেক দিন সকালে দরজা খুলে দেওয়াও তাদের দায়িত্ব। [২৮] তাদের কয়েকজন সেবাকর্মের পাত্রগুলো রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল: পাত্রগুলো সংখ্যা অনুসারে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হত ও সংখ্যা অনুসারে বাইরে আনা হত। [২৯] আবার কয়েকজন পাত্রগুলো, পবিত্রধামের সমস্ত পাত্র, ময়দা, আঙুররস, তেল ও গন্ধদ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল। [৩০] যাজক-সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন গন্ধদ্রব্যের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করত।

[৩১] লেবীয়দের মধ্যে কোরাহীয় শাল্লুমের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাত্তিথিয়ার নিত্য দায়িত্ব ছিল যা কিছু কড়াইতে প্রস্তুত করা হবে তা তত্ত্বাবধান করা। [৩২] কেহাথীয়দের সন্তানদের মধ্যে তাঁদের কয়েকজন ভাই প্রতিটি শাব্বাৎ ভোগ-রুটি প্রস্তুত করতে নিযুক্ত ছিলেন।

[৩৩] লেবীয়দের পিতৃকুলপতি যে গায়কেরা, তাঁরা মন্দিরের কামরাগুলোতে বাস করতেন, অন্য যত কর্ম থেকে মুক্ত ছিলেন, কেননা দিনরাত অবিরতই নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

[৩৪] এঁরা ছিলেন লেবীয় পিতৃকুলপতি, বংশতালিকা অনুসারে প্রধান লোক; এঁরা যেরুশালেমে বাস করতেন।

[৩৫] গিবেয়োনের পিতা যেইয়েল গিবেয়োনে বাস করতেন; তাঁর স্ত্রীর নাম মাআখা। [৩৬] তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন আব্দোন, পরে, সুর, কীশ, বায়াল, নের, নাদাব, [৩৭] গেদোর, আহিয়ো, জাখারিয়া ও মিক্লোথ। [৩৮] মিক্লোথ শিমেয়ামের পিতা; তাঁরাও আপন ভাইদের সঙ্গে যেরুশালেমে বাস করতেন।

[৩৯] নের কীশের পিতা; কীশ শৌলের পিতা; শৌল যোনাথানের, মাল্কিশুয়ার, আবিনাদাবের ও ঈশ-বায়ালের পিতা। [৪০] যোনাথানের সন্তান মেরিব-বায়াল, মেরিব-বায়াল মিখার পিতা। [৪১] মিখার সন্তানেরা: পিথোন, মেলেখ ও তারেয়া। [৪২] আহাজ যারার পিতা, যারা আলেমেথের, আস্মাবেথের ও জিম্রির পিতা; জিম্রি মোৎসার পিতা। [৪৩] মোৎসা বিনেয়ার পিতা, বিনেয়ার সন্তান রেফাইয়া, রেফাইয়ার সন্তান এলেয়াসা, এলেয়াসার সন্তান আৎসেল। [৪৪] আৎসেল ছয় সন্তানের পিতা, তাঁদের নাম এই এই: আজ্রিকাম, বোক্রু, ইশ্মায়েল, শেয়ারিয়া, ওবাদিয়া ও হানান। এঁরা সকলে আৎসেলের সন্তান।

শৌল রাজার মৃত্যু

১০ [১] ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, আর ইস্রায়েলীয়েরা ফিলিস্তিনিদের সামনে থেকে পালাতে পালাতে গিলবোয়া পর্বতে বিদ্ধ হয়ে পড়তে লাগল। [২] ফিলিস্তিনিরা শৌলের ও তাঁর সন্তানদের পিছু পিছু ধাওয়া করল, এবং শৌলের সন্তান যোনাথান, আবিনাদাব ও মাল্কিশুয়াকে মেরে ফেলল। [৩] সংগ্রাম শৌলের চারদিকে তীব্রতর হয়ে উঠল, তীরন্দাজেরা তাঁর নাগাল পেল; সেই তীরন্দাজদের দেখে তিনি শিহরে উঠলেন। [৪] তখন শৌল তাঁর অস্ত্রবাহককে বললেন, 'তোমার খড়্গ বের কর, সেই খড়্গ দিয়ে আমাকে বিঁধিয়ে দাও, নইলে ওই অপরিচ্ছেদিতেরা এসে আমাকে অপমান করবে।' কিন্তু তাঁর অস্ত্রবাহক তা করতে চাইল না, কারণ সে বেশি ভীত হয়ে পড়েছিল; তাই শৌল খড়্গটি নিয়ে নিজেই সেটির উপরে পড়লেন। [৫] শৌল মরেছেন দেখে তাঁর অস্ত্রবাহকও নিজের খড়্গের উপরে পড়ে মরল। [৬] এইভাবে শৌল ও তাঁর তিন সন্তান মারা পড়েন; তাঁর কুলের সকলেই একসঙ্গে মারা পড়েন।

[৭] যে সকল ইস্রায়েলীয়েরা উপত্যকায় ছিল, তারা যখন দেখল, যোদ্ধারা পালিয়ে যাচ্ছে এবং শৌল ও তাঁর সন্তানেরা মারা গেছেন, তখন তারা শহরগুলো ছেড়ে পালিয়ে গেল, আর ফিলিস্তিনিরা এসে সেই সকল শহর দখল করল।

[৮] পরদিন যখন ফিলিস্তিনিরা মৃতদেহগুলোর সজ্জা ইত্যাদি খুলে নিতে এল, তখন গিলবোয়া পর্বতে পতিত অবস্থায় শৌল ও তাঁর সন্তানদের দেখতে পেল; [৯] তারা তাঁর রণসজ্জা খুলে তাঁর মাথা ও রণসজ্জা নিয়ে ফিলিস্তিনিদের এলাকায় পাঠাল; তাদের দেবালয়ে ও লোকদের মধ্যে শুভসংবাদ দেবার জন্য তারা জায়গায় জায়গায় ঘুরল। [১০] তাঁর রণসজ্জা তারা তাদের দেবের গৃহে রাখল, এবং তাঁর খুলি দাগোন-দেবের গৃহে টাঙিয়ে দিল।

[১১] যখন যাবেশ-গিলেয়াদের অধিবাসীরা জানতে পারল শৌলের প্রতি ফিলিস্তিনিরা কী না করেছে, [১২] তখন সমস্ত বীরযোদ্ধা রওনা দিল, এবং শৌলের ও তাঁর সন্তানদের দেহ তুলে যাবেশে নিয়ে এসে তাঁদের হাড় যাবেশের ওক্ গাছের তলায় পুঁতে রাখল; পরে সাত দিন উপবাস পালন করল।

[১৩] প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছিলেন বিধায় শৌল এইভাবে মরলেন; কেননা তিনি প্রভুর বাণী মেনে নেননি, এমনকি দিক-নির্দেশনা পাবার উদ্দেশ্যে একটা ভূতের ওঝার অভিমত যাচনা করেছিলেন; [১৪] হ্যাঁ, প্রভুর অভিমত তিনি অনুসন্ধান করেননি; এইজন্য প্রভু তাঁর মৃত্যু ঘটালেন ও রাজ-অধিকার হস্তান্তর করে যেসের সন্তান দাউদকে দিলেন।

দাউদ

ইস্রায়েলের রাজপদে তৈলাভিষিক্ত দাউদ

১১ [১] তখন গোটা ইস্রায়েল হেব্রোনে দাউদের কাছে একত্র হয়ে বলল, 'দেখুন, আমরা আপনার নিজের হাড় ও নিজের মাংস! [২] আগে যখন শৌল আমাদের রাজা ছিলেন, তখনও আপনিই ইস্রায়েলকে রণ-অভিযানে নিয়ে যেতেন ও ফিরিয়ে আনতেন। আপনার পরমেশ্বর প্রভু আপনাকেই বলেছেন: তুমিই আমার জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবে, তুমিই আমার জনগণ ইস্রায়েলের জননায়ক হবে।'

[৩] তাই ইস্রায়েলের প্রবীণেরা সকলে মিলে হেব্রোনে রাজার কাছে এলেন, আর দাউদ হেব্রোনে প্রভুর সাক্ষাতে তাঁদের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থির করলেন, এবং শামুয়েলের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর বাণী অনুসারে তাঁরা দাউদকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করলেন।

যেরুশালেম হস্তগত

[৪] রাজা ও গোটা ইস্রায়েল যেরুশালেমের বিরুদ্ধে অর্থাৎ যেবুসের বিরুদ্ধে রণযাত্রা করলেন; সেখানে সেই এলাকার অধিবাসী যেবুসীয়েরাই ছিল। [৫] যেবুসের অধিবাসীরা দাউদকে বলল, 'তুমি এখানে প্রবেশ করবেই না!' কিন্তু দাউদ সিয়োনের দুর্গটা হস্তগত করলেন, তা দাউদ-নগরী। [৬] দাউদ বললেন, 'যে কেউ প্রথম যেবুসীয়দের আঘাত করবে, সে প্রধান ও সেনানায়ক হবে; আর সেরুইয়ার সন্তান যোয়াব প্রথম উঠে যাওয়ায় প্রধান হলেন। [৭] দাউদ সেই দুর্গে বাস করতে লাগলেন, আর এইজন্যই তার নাম দাউদ-নগরী রাখা হল। [৮] তিনি চারদিকে, অর্থাৎ মিল্লো থেকে চারদিকেই প্রাচীর গাঁথলেন, আর যোয়াব নগরীর বাকি সমস্ত স্থান সারিয়ে তুললেন। [৯] দাউদ প্রভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে উঠলেন, কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

দাউদের বীরপুরুষেরা

[১০] দাউদের বীরপুরুষদের প্রধান এই; এঁরা বীর্যবত্তায় তাঁর রাজত্বে প্রবল হলেন ও ইস্রায়েল সম্বন্ধে প্রভুর বাণী অনুসারে গোটা ইস্রায়েলের সঙ্গে তাঁকে রাজা করলেন।

[১১] দাউদের বীরপুরুষদের তালিকা:

হাখমোনীয় যাশোবেয়াম: তিনি সেই তিন লোকের দলের নেতা; তিনি তিনশ' লোকের উপরে বর্শা চালিয়ে এক লড়াইতেই তাদের বধ করলেন।

[১২] তাঁর পরে আহোহীয় দোদোর সন্তান এলেয়াজার: তিনি সেই তিন বীরপুরুষদের একজন। [১৩] তিনি পাস-দাম্মিমে দাউদের সঙ্গে ছিলেন। ফিলিস্তিনিরা সেখানে যুদ্ধ করার জন্য একত্র হয়েছিল, আর সেখানে এক মাঠ যবে পরিপূর্ণ ছিল। লোকেরা ফিলিস্তিনিদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল। [১৪] তখন তিনি সেই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে তা রক্ষা করলেন ও ফিলিস্তিনিদের পরাভূত করলেন; এইভাবে প্রভু মহাবিজয় সাধন করলেন।

[১৫] সেই ত্রিশজন প্রধানদের মধ্যে তিনজন শৈলের কাছে অবস্থিত আদুল্লাম গুহাতে দাউদের কাছে গেলেন; সেসময়ে ফিলিস্তিনিদের সৈন্যদল রেফাইম উপত্যকায় শিবির বসিয়েছিল। [১৬] দাউদ সেসময়ে দৃঢ়দুর্গে ছিলেন, এবং ফিলিস্তিনিদের এক প্রহরী দল তখন বেথলেহেমে ছিল। [১৭] দাউদ এই বলে নিজের বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, 'হায়! বেথলেহেমের নগরদ্বারের কাছে যে কুয়ো আছে, কেউ যদি আমাকে সেই কুয়োর জল এনে পান করতে দিত!' [১৮] সেই তিনজন ফিলিস্তিনিদের সৈন্যদের মধ্য দিয়ে গিয়ে বেথলেহেমের নগরদ্বারের কাছে যে কুয়ো আছে, তার জল তুলে নিয়ে দাউদের কাছে অর্পণ করলেন, কিন্তু দাউদ তা পান করতে রাজি হলেন না; প্রভুর উদ্দেশে তা ঢেলে ফেললেন [১৯] আর বললেন, 'হে আমার পরমেশ্বর, এমন কাজ আমি যেন না করি! যারা নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গিয়েছে, আমি কি এই মানুষদের রক্ত পান করব? নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই এরা এই জল এনেছে।' তাই তিনি তা পান করতে রাজি হলেন না। ওই তিন বীরপুরুষ তেমন মহাকীর্তিই সাধন করেছিলেন।

[২০] যোয়াবের ভাই আবিশাই সেই ত্রিশজনের প্রধান ছিলেন: তিনিই তিনশ' লোকের উপরে তাঁর বর্শা চালিয়ে তাদের বধ করলেন, কিন্তু সেই তিনজনের মধ্যে

সুনাম অর্জন করতে পারলেন না। [২১] তিনি সেই ত্রিশজনের মধ্যে দ্বিগুণ বেশি গৌরবের পাত্র ছিলেন; তিনি তাঁদের দলপতি হলেন, তবু সেই তিনজনেরই সমকক্ষ হলেন না।

[২২] যেহোইয়াদার সন্তান কাব্‌সেলীয় সেই বীর্যবান বেনাইয়া ছিলেন পরাক্রান্ত নানা কর্মকীর্তির জন্য বিখ্যাত: তিনিই মোয়াবীয় আরিয়েলের দুই সন্তানকে বধ করলেন; তাছাড়া তিনি বরফের দিনে গিয়ে কুয়োর মধ্যে একটা সিংহ মারলেন। [২৩] তিনি পাঁচ হাত লম্বা একজন মিশরীয়কেও বধ করলেন; সেই মিশরীয়ের হাতে তাঁতীর কড়িকাঠের মত একটা বর্শা ছিল; ইনি একটা লাঠি হাতে করেই তার দিকে এগিয়ে গিয়ে সেই মিশরীয়ের হাত থেকে বর্শাটা কেড়ে নিয়ে তার সেই বর্শা দ্বারা তাকে বধ করলেন। [২৪] যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া এই সকল কাজ সাধন করলেন, তাই তিনি সেই ত্রিশজন বীরপুরুষদের মধ্যে সুনাম অর্জন করলেন। [২৫] সেই ত্রিশজনের মধ্যে তিনি বিশেষ গৌরবের পাত্র হলেন, তবু সেই তিনজনেরই সমকক্ষ হলেন না; দাউদ তাঁকে তাঁর আপন রক্ষী-সেনার প্রধান করলেন।

[২৬] বীরপুরুষদের নামাবলি: যোয়াবের ভাই আসাহেল, বেথলেহেমীয় দোদোর সন্তান এল্‌হানান, [২৭] হারোদীয় শাম্মোথ, পেলেথীয় হেলেস, [২৮] তেকোয়ীয় ইক্কেশের সন্তান ইরা, আনাথোথীয় আবিয়েজের, [২৯] হুশাথীয় সিব্বেখাই, আহোহীয় ইলাই, [৩০] নেতোফাতীয় মাহারাই, নেতোফাতীয় বানার সন্তান হেলেদ, [৩১] বেঞ্জামিন-সন্তানদের গিবেয়া-নিবাসী রিবাইয়ের সন্তান ইথাই, পিরাথোনীয় বেনাইয়া, [৩২] নাহালে-গাশ-নিবাসী হুরাই, আর্বাথীয় আবিয়েল, [৩৩] বাহুরিমীয় আস্মাবেথ, শায়ালবোনীয় এলিয়াহ্‌বা, [৩৪] গুন-নিবাসী যাশেন, হারারীয় শাগের সন্তান যোনাথান, [৩৫] হারারীয় সাখারের সন্তান আহিয়াম, উরের সন্তান এলিফেলেৎ, [৩৬] মেখেরাথীয় হেফের, পেলোনীয় আহিয়া, [৩৭] কার্মেলীয় হেস্রো, এজ্‌বাইয়ের সন্তান নাআরাই, [৩৮] নাথানের ভাই যোয়েল, আগ্রির সন্তান মিব্‌হার, [৩৯] আম্মোনীয় সেলেক, সেরুইয়ার সন্তান যোয়াবের অস্ত্রবাহক বেয়েরোথীয় নাহারাই, [৪০] ইয়াত্তিরীয় ইরা, ইয়াত্তিরীয় গারেব, [৪১] হিত্তীয় উরিয়া, আহ্লাইয়ের সন্তান জাবাদ, [৪২] রুবেনীয় শিজার সন্তান আদিনা: তিনি রুবেনীয়দের প্রধান, ও তাঁর সঙ্গে আরও ত্রিশজন ছিলেন;

[৪৩] মাআখার সন্তান হানান, মেত্নীয় যোশাফাৎ, [৪৪] আশ্তারোথীয় উজ্জিয়া, আরোয়েরীয় গোথামের দুই সন্তান শামা ও যেইয়েল, [৪৫] শিম্রির সন্তান যেদিয়ায়েল ও তাঁর ভাই তীসীয় যোহা, [৪৬] মাহাবীয় এলিয়েল, এল্নামের দুই সন্তান যেরিবাই ও যোশাবিয়া, মোয়াবীয় ইথ্মা, [৪৭] এলিয়েল, ওবেদ ও জোবীয় যাসিয়েল।

১২ [১] যেসময় দাউদ কীশের সন্তান শৌলের সামনে থেকে বিতাড়িত হন, সেসময়ে এই সকল লোক সিক্লাগে দাউদের কাছে জড় হয়ে এসেছিলেন; এঁরাই সেই বীরপুরুষ, যাঁরা যুদ্ধে তাঁর সহায়তা করলেন। [২] তাঁরা ধনুক-সজ্জিত ছিলেন, এবং ডান হাতে ও বাঁ হাতে দু'হাতেই তীর ও পাথর ছুড়তে নিপুণ; বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীয় শৌলের জ্ঞাতির মধ্যে এঁরা ছিলেন: [৩] আহিয়েজের প্রধান, পরে যোয়াশ, এঁরা গিবেয়াতীয় শেমায়ার সন্তান; আর আস্মাবেথের দুই সন্তান যেজিয়েল ও পেলেৎ; বেরাখা ও আনাথোথীয় যেহু; [৪] গিবেয়োনীয় ইশ্মাইয়া, ইনি সেই ত্রিশজনের মধ্যে বীরপুরুষ ও সেই ত্রিশজনের প্রধান; [৫] আরও: যেরেমিয়া, যাহাজিয়েল, যোহানান ও গেদেরীয় যোসাবাদ; [৬] এলুজাই, যেরিমোথ, বেয়ালিয়া, শেমারিয়া, হারিফীয় শেফাতিয়া; [৭] এল্কানা, ইশিয়া, আজারেল, যোয়েজের, যাশোবেয়াম, এঁরা কোরাহীয়; [৮] আর গেদোর-নিবাসী যেরোহামের দুই সন্তান যোয়েলা ও জেবাদিয়া।

[৯] গাদীয়দের মধ্যে কয়েকজন লোক দাউদের পক্ষে যোগ দেবার জন্য মরুপ্রান্তরে অবস্থিত দুর্গে দাউদের কাছে এসেছিলেন: তাঁরা ছিলেন বীরপুরুষ, যুদ্ধে নিপুণ যোদ্ধা, ঢাল ও বর্শা ধারণে দক্ষ; তাঁদের মুখ সিংহের মুখেরই মত, ও পর্বত-পথে তাঁরা হরিণের মত দ্রুতগামী। [১০] প্রধান এজের, দ্বিতীয় ওবাদিয়া, তৃতীয় এলিয়াব, [১১] চতুর্থ মিশ্মান্না, পঞ্চম যেরেমিয়া, [১২] ষষ্ঠ আত্তাই, সপ্তম এলিয়েল, [১৩] অষ্টম যোহানান, নবম এল্জাবাদ, [১৪] দশম যেরেমিয়া, একাদশ মাখ্বান্নাই। [১৫] এঁরা ছিলেন গাদ-সন্তানদের মানুষ, সৈন্যদলের সেনানায়ক: এঁদের মধ্যে যিনি ক্ষুদ্র তিনি শতজনের, ও যিনি মহান তিনি সহস্রজনের সমকক্ষ ছিলেন। [১৬] প্রথম মাসে যে সময় যর্দনের জল দু'তীরের সমস্ত কিছুর উপরে ফুলে ওঠে, তেমন সময় এঁরাই নদী পার হয়ে পুবদিকে ও পশ্চিমদিকে উপত্যকার বাসিন্দা সকলকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

[১৭] বেঞ্জামিনের ও যুদার সন্তানদের মধ্যেও কয়েকজন লোক দুর্গে গিয়ে দাউদের সঙ্গে যোগ দিল। [১৮] দাউদ তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হয়ে তাদের বললেন, 'যদি তোমরা শান্তির মনোভাবে আমার সাহায্য করতেই এসে থাক, তবে আমি মনে করি, তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব; কিন্তু, যেহেতু আমার হাত শত্রুমি থেকে মুক্ত, সেজন্য তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার বিপক্ষদের হাতে আমাকে তুলে দেবার অভিপ্রায়েই এসে থাক, তবে আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর তা দেখুন ও বিচার করুন।' [১৯] তখন আত্মা সেই ত্রিশজনের প্রধান আমাসাইকে ঘিরে আবিষ্ট করলে তিনি বলে উঠলেন:

'দাউদ, আমরা তোমারই,
আমরা তোমারই পক্ষে, হে যেসের ছেলে!
শান্তি হোক, তোমার শান্তি হোক,
তোমার সহায়কদের শান্তি হোক,
কেননা তোমার পরমেশ্বরই তোমার সহায়।'

দাউদ তাঁদের গ্রহণ করে নিয়ে মহা অধিনায়ক করলেন।

[২০] যেসময় দাউদ শৌলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে রণযাত্রায় যেতেন, সেসময়ে মানাশেরও কয়েকজন লোক তাঁর পক্ষে যোগ দিতে এল। কিন্তু তিনি ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করেননি, কারণ মন্ত্রণা করে ফিলিস্তিনিদের জননেতারা এই বলে তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন, 'লোকটা আবার তার প্রভু শৌলের পক্ষে যোগ দেবে, তখন আমাদের মাথা যাবে!' [২১] তিনি সিক্লাগের দিকে যাচ্ছেন, এমন সময় মানাশে-গোষ্ঠীয় আদ্নাহ্, যোসাবাদ, যেদিয়ায়েল, মিখায়েল, যোসাবাদ, এলিহু ও সিল্লেথাই, মানাশে-গোষ্ঠীর এই সহস্রপতিরা এসে তাঁর পক্ষে যোগ দিলেন। [২২] তাঁরা শত্রুসেনার অগ্রদলের বিপক্ষে দাউদকে সাহায্য করলেন, কারণ তাঁরা সকলে বীরযোদ্ধা ছিলেন, তাই তাঁরা সৈন্যদলের সেনানায়ক হলেন। [২৩] বস্তুতপক্ষে সেসময়ে দাউদকে সাহায্য করার জন্য দিন দিন লোক এসে তাঁর পক্ষে যোগ দিত, ফলে তাঁর সৈন্যদল পরমেশ্বরেরই সৈন্যদলের মত মহান হল।

[২৪] যে অস্ত্রসজ্জিত লোকেরা প্রভুর আদেশমত শৌলের রাজ্য দাউদের হাতে হস্তান্তর করার জন্য হেব্রোনে তাঁর কাছে গিয়েছিল, তাদের সংখ্যা এই। [২৫] ঢাল ও বর্শাধারী যুদা-সন্তানেরা, যুদ্ধের জন্য সজ্জিত ছ'হাজার আটশ' লোক। [২৬] শিমেয়োন-সন্তানদের মধ্যে যুদ্ধে বীরযোদ্ধা সাত হাজার একশ' লোক। [২৭] লেবি-সন্তানদের মধ্যে চার হাজার ছ'শো লোক; [২৮] উপরন্তু আরোন-গোত্রের অধিনায়ক যেহোইয়াদা, এবং তাঁর সঙ্গে তিন হাজার সাতশ' লোক; [২৯] আরও, বীর্যবান যুবক সাদোক ও বাইশজন সেনানায়ক সহ তাঁর পিতৃকুল। [৩০] শৌলের জ্ঞাতি বেঞ্জামিন-সন্তানদের মধ্যে তিন হাজার লোক, কারণ সেসময় পর্যন্ত তাদের বেশির ভাগ লোক শৌলের কুলের সেবায় থেকেছিল। [৩১] এফ্রাইম-সন্তানদের মধ্যে কুড়ি হাজার আটশ' বীরযোদ্ধা, তারা নিজ নিজ পিতৃকুলে বিখ্যাত লোক। [৩২] মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীর মধ্যে আঠার হাজার লোক: দাউদকে রাজপদে নিযুক্ত করার জন্য তারা নিজ নিজ নামে নির্দিষ্ট হয়েছিল। [৩৩] ইসাখার-সন্তানদের মধ্যে দু'শো প্রধান লোক, তারা কাল-বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন সময়ে ইস্রায়েলের কী করা উচিত তা জানত: তাদের ভাইয়েরা সকলে তাদের অধীন ছিল। [৩৪] জাবুলোনের মধ্যে সৈন্যদলে তালিকাভুক্ত, সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র সহ যুদ্ধের জন্য তৈরী ও অবিচ্ছিন্ন মনে সাহায্য করতে প্রস্তুত পঞ্চাশ হাজার লোক। [৩৫] নেফ্তালির মধ্যে এক হাজার সেনানায়ক ও তাদের সঙ্গে ঢাল ও বর্শাধারী সাঁইত্রিশ হাজার লোক। [৩৬] দানীয়দের মধ্যে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসজ্জিত আটাশ হাজার ছ'শো লোক। [৩৭] আশেরের মধ্যে যুদ্ধের জন্য তৈরী চল্লিশ হাজার যোদ্ধা। [৩৮] যর্দনের ওপার থেকে, অর্থাৎ রুবেনীয়দের, গাদীয়দের ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধের জন্য সব রকম অস্ত্রধারী এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোক।

[৩৯] এই সকল লোক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাউদকে গোটা ইস্রায়েলের রাজা করার জন্য অকপট মনে হেব্রোনে এল; ইস্রায়েলের বাকি সকল মানুষও দাউদকে রাজা করার জন্য একমত ছিল। [৪০] তারা তিন দিন সেখানে দাউদের সঙ্গে থেকে খাওয়া-দাওয়া করল, বাস্তবিকই তাদের ভাইয়েরা তাদের জন্য ব্যবস্থা করেছিল। [৪১] তাছাড়া নিকটবর্তী যারা, তারা, এমনকি ইসাখার, জাবুলোন ও নেফ্তালি থেকেও লোকে গাধা, উট, খচ্চর ও বলদের পিঠে করে খাদ্য-সামগ্রী এনেছিল: ময়দা, ডুমুরের পিঠা,

কিশমিশ, আঙুররস, তেল, বলদ ও মেষ বহু পরিমাণে এনেছিল, কেননা ইস্রায়েলের মধ্যে আনন্দ-ফুর্তি বিরাজ করছিল।

যেরুশালেমে মঞ্জুষা আনয়ন

১৩ [১] দাউদ সহস্রপতিদের ও শতপতিদের সঙ্গে, তাঁর এই প্রধান অধিনায়কদের সঙ্গে মন্ত্রণাসভায় বসলেন। [২] পরে দাউদ ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশকে উদ্দেশ করে বললেন, 'যদি তোমরা তা-ই ভাল মনে কর এবং এইসব কিছু আমাদের পরমেশ্বর প্রভু থেকেই আসে, তবে এসো, আমরা ইস্রায়েলের সমস্ত প্রদেশে আমাদের বাকি ভাইদের কাছে ও নিজ নিজ নিবাস-নগরে বাস করে এমন যাজকদের ও লেবীয়দের কাছে লোক পাঠিয়ে ব্যাপারটা জানাই, তারা যেন এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। [৩] তাহলে আমরা আমাদের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আমাদের এইখানে ফিরিয়ে আনব, কেননা শৌলের সময় থেকে আমরা তার বিষয়ে চিন্তাটুকু করিনি।' [৪] তখন জনসমাবেশে উপস্থিত সকলে বলল, 'আমরা তাই করব;' কেননা গোটা জনগণের দৃষ্টিতে কথাটা ন্যায্য মনে হল।

[৫] তাই কিরিয়াথ-যেয়ারিম থেকে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আনবার জন্য দাউদ মিশরের শেহোর নদী থেকে হামাথের প্রবেশস্থান পর্যন্ত গোটা ইস্রায়েলকে একত্রে সমবেত করলেন। [৬] দাউদ ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ফিরিয়ে আনবার জন্য কিরিয়াথ-যেয়ারিমে যুদায় অবস্থিত বায়ালে গিয়ে উঠলেন—মঞ্জুষাটির নাম 'খেরুবদের উপরে আসীন প্রভু'। [৭] তাঁরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষা একটা নতুন গরুর গাড়িতে বসিয়ে আবিনাদাবের বাড়ি থেকে বের করে আনলেন; উজ্জা ও আহিয়ো গাড়িটা চালাচ্ছিল। [৮] দাউদ ও গোটা ইস্রায়েল গান করতে করতে ও বীণা, সেতার, খঞ্জনি, করতাল ও তুরি বাজাতে বাজাতে পরমেশ্বরের সামনে সমস্ত শক্তি দিয়ে নাচছিলেন।

[৯] কিন্তু তাঁরা কিদোনের খামারে এসে পৌঁছলে উজ্জা পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ধরবার জন্য হাত বাড়াল, কারণ বলদগুলো মঞ্জুষাটিকে টলিয়ে দিচ্ছিল। [১০] তখন উজ্জার উপর প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল, সে মঞ্জুষার দিকে হাত বাড়িয়েছিল বলে তিনি তাকে

আঘাত করলেন, আর সে সেইখানে পরমেশ্বরের সামনে মারা গেল। [১১] প্রভু উজ্জার প্রতি কঠোরভাবে ব্যবহার করায় দাউদ মনঃক্ষুণ্ণ হলেন, আর সেই জায়গার নাম পেরেস-উজ্জা রাখলেন—আজ পর্যন্তই সেই নাম প্রচলিত।

[১২] দাউদ সেদিন পরমেশ্বরকে ভয় পেলেন, বললেন, 'পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আমি কেমন করে আমার কাছে নিয়ে আসব?' [১৩] তাই দাউদ স্থির করলেন, মঞ্জুষাটিকে তিনি দাউদ-নগরীতে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন না, গাথ-নিবাসী ওবেদ-এদোমের বাড়িতেই তা আনিয়ে রাখলেন। [১৪] পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ওবেদ-এদোমের বাড়িতে তার পরিবারের কাছে তিন মাস থাকল, এবং প্রভু ওবেদ-এদোমের বাড়ি ও তার সমস্ত কিছু আশীর্বাদ করলেন।

যেরুশালেমে দাউদ

১৪ [১] তুরসের রাজা হিরাম দাউদের জন্য একটা গৃহ নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে দূতদের এবং এরসকাঠ, ভাস্কর ও ছুতোর পাঠালেন। [২] তখন দাউদ বুঝলেন যে, প্রভু তাঁকে ইস্রায়েলের রাজপদে বহাল করেছেন, এবং তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের খাতিরে তাঁর রাজ্যের উন্নতি সাধন করেছেন।

[৩] দাউদ যেরুশালেমে আরও বধূ নিলেন ও আরও ছেলেমেয়েদের পিতা হলেন। [৪] যেরুশালেমে তাঁর যে সকল পুত্রসন্তান জন্মাল, তাদের নাম এই: শাম্মুয়া, শোবাব, নাথান, শলোমন, [৫] ইব্‌হার, এলিশুয়া, এল্পেলেৎ, [৬] নোগা, নেফেগ, যাফিয়া, [৭] এলিশামা, বেয়েলিয়াদা ও এলিফেলেৎ।

ফিলিস্তিনিদের উপরে জয়লাভ

[৮] ফিলিস্তিনিরা যখন শুনল যে, দাউদ গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত হয়েছেন, তখন তারা সকলে দাউদের খোঁজে উঠে এল; দাউদ ব্যাপারটা শুনে তাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে গেলেন। [৯] ফিলিস্তিনিরা এসে রেফাইম উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। [১০] তখন দাউদ এই বলে পরমেশ্বরের অভিমত যাচনা করলেন, 'আমি কি ফিলিস্তিনিদের আক্রমণ করব? তুমি কি তাদের আমার হাতে তুলে দেবে?'

প্রভু তাঁকে বললেন, ‘আক্রমণ চালাও, আমি তাদের তোমার হাতে তুলে দেব।’ [১১] তাই তারা বায়াল-পেরাজিমে গেল, আর সেখানে দাউদ তাদের পরাস্ত করলেন; তিনি বললেন, ‘পরমেশ্বর আমার হাত দ্বারা আমার শত্রু-প্রাচীরের মধ্যে একটা ছিদ্র করে দিলেন, তারা ঠিক যেন বন্যার চাপেই ভেঙে গেল। এজন্য সেই জায়গার নাম বায়াল-পেরাজিম রাখা হল। [১২] সেখানে তারা তাদের যত দেবমূর্তি ফেলে গিয়েছিল, আর দাউদ আজ্ঞা দিলেন, ‘সেইসব কিছু আগুনের মধ্যে পুড়ে যাক!’

[১৩] ফিলিস্তিনিরা আবার এসে সেই উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল; [১৪] দাউদ আবার পরমেশ্বরের অভিমত যাচনা করলেন আর তিনি উত্তরে বললেন, ‘ওদের সামনাসামনি যেয়ো না, বরং ওদের পিছন দিয়ে ঘুরে এসে গন্ধতরুর সামনে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। [১৫] সেই সমস্ত গাছের মাথায় যখন সৈন্যদলের পায়ের মত শব্দ শুনবে, তখনই তুমি আক্রমণ চালাও, কেননা তখন পরমেশ্বর নিজেই ফিলিস্তিনিদের সৈন্যদলকে পরাজিত করবার জন্য তোমার আগে আগে বেরিয়ে পড়বেন।’ [১৬] দাউদ পরমেশ্বরের আজ্ঞামত কাজ করলেন, এবং গিবেয়োন থেকে গেজের পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের সৈন্যদল পরাস্ত করলেন।

[১৭] দাউদের সুনাম দেশ-দেশান্তর ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল, এবং প্রভু সকল জাতির মধ্যে তাঁকে ভয়ের পাত্র করলেন।

যেরুশালেমে মঞ্জুষা আনয়ন

১৫ [১] দাউদ নিজের জন্য দাউদ-নগরীতে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ করলেন, এবং পরমেশ্বরের মঞ্জুষার জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করলেন ও তার জন্য এক তাঁবু খাটিয়ে রাখলেন। [২] তখন দাউদ বললেন, ‘লেবীয়েরা ছাড়া আর কেউই যেন পরমেশ্বরের মঞ্জুষা বহন না করে, কেননা প্রভুর মঞ্জুষা বইতে ও চিরকাল তাঁর সেবা করতে পরমেশ্বর তাদেরই বেছে নিয়েছেন।’ [৩] দাউদ প্রভুর মঞ্জুষার জন্য যে স্থান প্রস্তুত করেছিলেন, সেই স্থানে তা সরিয়ে নেবার জন্য গোটা ইস্রায়েলকে যেরুশালেমে একত্রে আহ্বান করলেন। [৪] দাউদ আরোন-সন্তানদের ও এই এই লেবীয়দেরও সম্মিলিত করলেন: [৫] কেহাথের সন্তানদের মধ্যে উরিয়েল প্রধান, আর তাঁর ভাইয়েরা একশ’ কুড়িজন;

[৬] মেরারির সন্তানদের মধ্যে আসাইয়া প্রধান, আর তাঁর ভাইয়েরা দু'শো কুড়িজন;
[৭] গের্শোনের সন্তানদের মধ্যে যোয়েল প্রধান, আর তাঁর ভাইয়েরা একশ' ত্রিশজন;
[৮] এলিসাফানের সন্তানদের মধ্যে শেমাইয়া প্রধান, আর তাঁর ভাইয়েরা দু'শোজন;
[৯] হেব্রোনের সন্তানদের মধ্যে এলিয়েল প্রধান, আর তাঁর ভাইয়েরা আশিজন;
[১০] উজ্জিয়েলের সন্তানদের মধ্যে আম্মিনাদাব প্রধান, আর তাঁর ভাইয়েরা একশ' বারোজন।

[১১] দাউদ সাদোক ও আবিয়াথার এই দুই যাজককে এবং লেবীয় উরিয়েল, আসাইয়াকে, যোয়েল, শেমাইয়া, এলিয়েল ও আম্মিনাদাবকে ডাকিয়ে এনে তাঁদের বললেন, [১২] 'তোমরা লেবীয়দের পিতৃকুলপতি। তোমরা ও তোমাদের ভাইয়েরা নিজেদের পবিত্রিত কর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর মঞ্জুষার জন্য আমি যে স্থান প্রস্তুত করেছি, তোমরা যেন সেই স্থানে তা নিয়ে যেতে পার। [১৩] যেহেতু প্রথমবার তোমরা উপস্থিত ছিলে না, এইজন্য আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের আঘাত করলেন, কারণ আমরা বিধিমতে তাঁর অন্বেষণ করিনি।' [১৪] তাই যাজকেরা ও লেবীয়েরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর মঞ্জুষা সরিয়ে নেবার জন্য নিজেদের পবিত্রিত করলেন। [১৫] লেবি-সন্তানেরা বহনদণ্ড দিয়ে কাঁধে করে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা তুলে বহন করলেন, ঠিক যেমন প্রভুর বাণী অনুসারে মোশি আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[১৬] দাউদ লেবীয়দের প্রধানদের তাঁদের গায়ক ভাইদের বাদ্যযন্ত্র সহ, সেতার, বীণা ও খঞ্জনি সহ পাঠাতে বললেন, তাঁরা যেন উচ্চকণ্ঠে আনন্দধ্বনি তোলেন।
[১৭] লেবীয়েরা যোয়েলের সন্তান হেমানকে, তাঁর ভাইদের মধ্যে বেরেখিয়ার সন্তান আসাফকে, ও তাঁদের জ্ঞাতি মেরারি-সন্তানদের মধ্যে কুশাইয়ার সন্তান এথানকে নিযুক্ত করলেন। [১৮] তাঁদের সঙ্গে তাঁদের দ্বিতীয় পদের ভাইয়েরাও ছিলেন যথা, জাখারিয়া, উজ্জিয়েল, শেমিরামোথ, যেহিয়েল, উন্নি, এলিয়াব, বেনাইয়া, মাসেইয়া, মাত্তিথিয়া, এলিফেল, মিক্লেয়া, এবং ওবেদ-এদোম ও যেইয়েল, এই দুই দ্বারপাল। [১৯] হেমান, আসাফ ও এথান, এই গায়কেরা ব্রঞ্জের খঞ্জনি দিয়ে উচ্চধ্বনি তুলতেন;
[২০] জাখারিয়া, উজ্জিয়েল, শেমিরামোথ, যেহিয়েল, উন্নি, এলিয়াব, মাসেইয়া ও বেনাইয়া মৃদু স্বরে সেতার বাজাতেন; [২১] মাত্তিথিয়া, এলিফেল, মিক্লেয়া, ওবেদ-

এদোম, যেইয়েল, আজাজিয়া আটতন্ত্রী বীণা বাজাতেন; [২২] লেবীয়দের প্রধান কেনানিয়া দক্ষ হওয়ায় এই সমস্ত গানবাজনা পরিচালনা করতেন।

[২৩] বেরেখিয়া ও এল্কানা ছিলেন মঞ্জুষার পাশে দ্বারপাল।

[২৪] শেবানিয়া, যোশাফাৎ, নেথানেয়েল, আমাসাই, জাখারিয়া, বেনাইয়া, এলিয়েজের, এই সকল যাজক পরমেশ্বরের মঞ্জুষার সামনে তুরি বাজাতেন; ওবেদ-এদোম ও যেহিয়া মঞ্জুষার পাশে দ্বারপাল ছিলেন।

[২৫] পরে দাউদ, ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গ ও সহস্রপতিরা ওবেদ-এদোমের বাড়ি থেকে আনন্দের সঙ্গে প্রভুর মঞ্জুষা আনতে গেলেন।

[২৬] যে লেবীয়েরা প্রভুর মঞ্জুষা বহন করছিলেন, পরমেশ্বর তাদের সাহায্য করছিলেন বলে ওরা সাতটি বলদ ও সাতটি ভেড়া বলিরূপে উৎসর্গ করলেন।
[২৭] দাউদ ক্ষোমের একটি পরিচ্ছদ পরে ছিলেন, আর মঞ্জুষা-বাহক সেই লেবীয়েরা, গায়কেরা ও গায়কদের সঙ্গে গানের পরিচালক কেনানিয়াও তা-ই পরে ছিলেন। তাছাড়া দাউদের কোমরে ক্ষোমের একটি এফোদও বাঁধা ছিল। [২৮] গোটা ইস্রায়েল আনন্দধ্বনির মধ্যে ও সেতার ও বীণা বাজিয়ে শিঙার সুরে, তুরিনিনাদে ও খঞ্জনির তালে তালে প্রভুর মঞ্জুষা নিয়ে এলেন।

[২৯] প্রভুর মঞ্জুষা দাউদ-নগরীতে প্রবেশ করার সময়ে শৌলের কন্যা মিখাল জানালা দিয়ে তাকাচ্ছিলেন; প্রভুর সামনে দাউদ রাজাকে নাচতে ও লাফালাফি করতে দেখে তিনি মনে মনে তাঁকে অবজ্ঞা করলেন।

১৬ [১] লোকেরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ভিতরে এনে, দাউদ তার জন্য যে তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিলেন, তারই মাঝখানে রাখল; তারা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে আহুতি দিল ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করল। [২] আহুতি ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ-কর্ম শেষ করার পর দাউদ প্রভুর নামে জনগণকে আশীর্বাদ করলেন, [৩] এবং গোটা ইস্রায়েলের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক স্ত্রীলোককে একটা করে রুটি, এক টুকরো মাংস ও একটা করে কিশমিশের পিঠা বিতরণ করলেন।

[৪] তিনি প্রভুর মঞ্জুষার সামনে সেবাকর্ম অনুশীলন করতে, এবং ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর স্তুতিবাদ করতে, তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে ও তাঁর প্রশংসা করতে

কয়েকজন লেবীয়কে নিযুক্ত করলেন, যথা: [৫] আসাফ প্রধান, দ্বিতীয় জাখারিয়া, এবং
উজ্জিয়েল, শেমিরামোথ, যেহিয়েল, মাত্তিথিয়া, এলিয়াব, বেনাইয়া, ওবেদ-এদোম ও
যেইয়েল, এঁরা সকলে নানা বাদ্যযন্ত্র, সেতার ও বীণা বাজাতেন; আসাফ খঞ্জনি
বাজাতেন; [৬] বেনাইয়া ও যাহাজিয়েল, এই দুই যাজক পরমেশ্বরের মঞ্জুষার সামনে
দাঁড়িয়ে নিত্যই তুরি বাজাতেন।

[৭] ঠিক সেইদিন দাউদ প্রথম হয়ে প্রভুর উদ্দেশে এই স্তবগান আসাফ ও তাঁর
ভাইদের হাতে তুলে দিলেন:

[৮] প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, কর তাঁর নাম,
জাতিসকলের মাঝে তাঁর কর্মকীর্তি-কাহিনী কর প্রচার।
[৯] তাঁর উদ্দেশে গান কর, তাঁর জন্য তোল বাদ্যের ঝঙ্কার,
জপ কর তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজের কথা।

[১০] তাঁর পবিত্র নাম নিয়ে গর্ব কর,
প্রভুর অন্বেষীদের অন্তর আনন্দিত হোক।
[১১] প্রভু ও তাঁর শক্তির সন্ধান কর,
অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর।

[১২] স্মরণ কর তাঁর সাধিত আশ্চর্য কর্মকীর্তি,
তাঁর অলৌকিক কাজ, তাঁর মুখের সুবিচার—
[১৩] তোমরা যে তাঁর দাস ইস্রায়েলের বংশধর,
তাঁর মনোনীত যাকোবের সন্তান।
[১৪] তিনিই তো প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর,
তাঁর বিচারগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত।

[১৫] তোমরা চিরকাল স্মরণে রেখ তাঁর সেই সন্ধি—
যে বাণী তিনি জারি করেছিলেন সহস্র প্রজন্মের জন্য,
[১৬] যে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন আব্রাহামের সঙ্গে,
যা শপথ করেছিলেন ইসহাকের প্রতি।

[১৭] তিনি তা বিধিরূপেই স্থির করেছিলেন যাকোবের জন্য,
চিরকালীন সন্ধিরূপেই ইস্রায়েলের জন্য—
[১৮] তিনি বলেছিলেন: 'তোমাদের অধিকৃত সম্পদরূপে
আমি তোমাকে দেব কানান দেশ।'

[১৯] অথচ সেসময় তোমাদের সংখ্যা গণনা করা যেত,
হ্যাঁ, তোমরা স্বল্পজনই ছিলে, আর সেই দেশে প্রবাসীও ছিলে।

[২০] তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে,
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ঘুরে বেড়াত,
[২১] তিনি কাউকে দিলেন না তাদের অত্যাচার করতে,
তাদের খাতিরে রাজাদের ভর্ৎসনা করলেন:
[২২] 'আমার তৈলাভিষিক্তজনদের তোমরা স্পর্শ করো না,
আমার নবীদের কোন অনিষ্ট করো না।'

[২৩] প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, সমগ্র পৃথিবী;
দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ।
[২৪] জাতি-বিজাতির মাঝে বর্ণনা কর তাঁর গৌরব,
সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ।

[২৫] প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়,
সকল দেবতার চেয়ে ভয়ঙ্কর তিনি।
[২৬] জাতিগুলির সকল দেবতা পুতুলমাত্র,
কিন্তু প্রভুই আকাশমণ্ডলের নির্মাণকর্তা;
[২৭] প্রভা ও মহিমা তাঁর সম্মুখে,
শক্তি ও আনন্দ তাঁর বাসস্থানে।

[২৮] প্রভুতে আরোপ কর, হে জাতিগুলির গোত্রসকল,
প্রভুতে আরোপ কর গৌরব ও সম্মান,
[২৯] প্রভুতে আরোপ কর তাঁর নামের গৌরব;

অর্ঘ্যদান হাতে করে তাঁর শ্রীমুখের সামনে কর প্রবেশ,
তাঁর পবিত্রতার আবির্ভাবে প্রভুর সম্মুখে কর প্রণিপাত।

[৩০] সমগ্র পৃথিবী, তাঁর সম্মুখে কম্পিত হও!
জগৎ সত্যিই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, তা কখনও টলবে না।
[৩১] আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, পৃথিবী মেতে উঠুক,
জাতি-বিজাতির মাঝে লোকে বলুক, 'প্রভু রাজত্ব করেন।'
[৩২] গর্জে উঠুক সাগর ও তার যত প্রাণী,
উল্লাস করুক মাঠ ও মাঠের সবকিছু,
[৩৩] বনের সব গাছপালা সানন্দে চিৎকার করুক প্রভুর সম্মুখে,
কারণ তিনি পৃথিবী বিচার করতে আসছেন,
তিনি সততার সঙ্গে জাতিসকলকে বিচার করবেন।

[৩৪] প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
[৩৫] বল: 'আমাদের ত্রাণ কর গো আমাদের ত্রাণেশ্বর,
আমাদের সংগ্রহ কর, বিজাতিদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার কর,
আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের প্রতি ধন্যবাদ জানাতে পারি,
গর্ব করতে পারি তোমার প্রশংসাগানে।
[৩৬] ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে।'
গোটা জনগণ বলে উঠল: 'আমেন, প্রভুর প্রশংসা হোক!'

[৩৭] দৈনিক প্রয়োজন অনুসারে মঞ্জুষার সামনে নিত্য সেবাকর্ম অনুশীলন করার জন্য দাউদ আসাফকে ও তাঁর ভাইদের প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার সামনে রাখলেন; [৩৮] তাঁদের সঙ্গে ওবেদ-এদোমকে ও তাঁর আটষট্টিজন সহকারীকেও রাখলেন; ইদুথুনের সন্তান ওবেদ-এদোম ও হোসা ছিলেন দ্বারপাল।

[৩৯] তিনি সাদোক যাজককে ও তাঁর যাজক-ভাইদের গিবেয়োন-উচ্চস্থানে প্রভুর আবাসের সামনে রাখলেন, [৪০] তাঁরা যেন আহুতি-বেদির উপরে প্রভুর উদ্দেশে অনুক্ষণ—সকালে ও সন্ধ্যায়—আহুতিবলি উৎসর্গ করেন, এবং প্রভু ইস্রায়েলের জন্য যে বিধান জারি করেছিলেন, তার মধ্যে লেখা সমস্ত কথা অনুসারে কাজ করেন। [৪১] এঁদের সঙ্গে হেমান ও ইদুথুন ছিলেন, আর সেই সকলেও ছিলেন, যাঁরা নিজ নিজ নামে মনোনীত ও নিযুক্ত হয়েছিলেন যেন এই বলে প্রভুর স্তুতিগান করেন, *তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।* [৪২] বাজাবার জন্য তুরি ও খঞ্জনি এবং ঈশ্বরের সামসঙ্গীতের জন্য বাদ্যযন্ত্র বাজাতে হেমান ও ইদুথুন নিযুক্ত ছিলেন। ইদুথুনের সন্তানেরা দ্বারপাল ছিলেন।

[৪৩] পরিশেষে সকল লোক যে যার ঘরে চলে গেল, এবং দাউদ তাঁর নিজের পরিবার-পরিজনদের আশীর্বাদ করার জন্য ফিরে গেলেন।

নাথানের ভাববাণী

১৭ [১] যখন দাউদ নিজের গৃহে বাস করতে লাগলেন, তখন তিনি নাথান নবীকে বললেন, 'দেখুন, আমি এরসকাঠের তৈরী একটা গৃহে বাস করছি, কিন্তু প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা একটা পর্দাঘরের আড়ালে পড়ে রয়েছে।' [২] নাথান দাউদকে বললেন, 'আচ্ছা, আপনার মন যা করতে চায়, তাই করুন, কারণ পরমেশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন।'

[৩] কিন্তু সেই রাতে পরমেশ্বরের বাণী নাথানের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৪] 'আমার দাস দাউদকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, আমার আবাসের জন্য একটা গৃহ তুমিই আমার জন্য গাঁথবে এমন নয়। [৫] ইস্রায়েলকে বের করে আনার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কোন গৃহে কখনও বাস করিনি, কিন্তু একটা তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে ও একটা আচ্ছাদন থেকে অন্য আচ্ছাদনেই আমি ঘুরে ঘুরে চলেছি। [৬] সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে যখন সব জায়গায় ঘুরে চলছিলাম, তখন যাদের আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবার ভার দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলের সেই বিচারকদের একজনকেও কি কখনও একথা বলেছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরসকাঠের একটা গৃহ গাঁথ না? [৭] সুতরাং এখন তুমি আমার দাস দাউদকে একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যখন মেষপালের পিছনে পিছনে যেতে,

তখন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক করবার জন্য আমিই সেই
চারণভূমি থেকে তোমাকে নিয়েছি। [৮] তুমি যেইখানে গিয়েছ, আমি সেখানে তোমার
সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি; তোমার সামনে থেকে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছেদ করেছি; আর
আমি তোমার নাম পৃথিবীর মহাপুরুষদের সুনামের মত মহান করব। [৯] আমি আমার
আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য একটা স্থান স্থির করে দেব, সেখানে তাদের রোপণ
করব, যেন নিজেদের সেই বাসস্থানে তারা বাস করে, যেন আর বিচলিত না হয়, যেন
দুর্জনেরা তাকে আর গ্রাস না করে যেমনটি আগে করত [১০] যখন আমি আমার আপন
জনগণ ইস্রায়েলের উপরে বিচারকদের নিযুক্ত করেছিলাম; আমি তোমার সকল শত্রুকে
নত করব। তাছাড়া আমি তোমাকে এ কথাও বলেছি যে, তোমার জন্য প্রভুই এক কুল
প্রতিষ্ঠা করবেন। [১১] আর তোমার দিনগুলো ফুরিয়ে গেলে যখন তুমি তোমার
পূর্বপুরুষদের কাছে যাবে, তখন আমি তোমার স্থানে তোমার একজন বংশধরের,
তোমার সন্তানদেরই মধ্যে একজনের উদ্ভব ঘটাব ও তার রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব।
[১২] আমার নামের উদ্দেশে সে-ই একটা গৃহ গেঁথে তুলবে, এবং আমি তার রাজাসন
দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। [১৩] তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য
সে হবে পুত্র; কিন্তু তোমার আগে যে ছিল, তার কাছ থেকে আমি যেমন আমার কৃপা
ফিরিয়ে নিয়েছি, না, এর কাছ থেকে আমার কৃপা আমি তেমনি ফিরিয়ে নেব না;
[১৪] বরং তাকে আমার গৃহে ও আমার রাজ্যে স্থাপন করব চিরকাল ধরে, ও তার
সিংহাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিরকাল ধরে।' [১৫] নাথান এই সমস্ত বাণী এবং এই
দিব্য দর্শনের কথা দাউদকে জানালেন।

দাউদের প্রার্থনা

[১৬] তখন দাউদ রাজা ভিতরে গিয়ে প্রভুর সাক্ষাতে বসলেন; বললেন, 'প্রভু
পরমেশ্বর, আমি কে, আমার কুলই বা কি যে তুমি আমাকে এতখানি এগিয়ে এনেছ?
[১৭] এমনকি, তোমার দৃষ্টিতে, হে পরমেশ্বর, তাও বুঝি অতি সামান্য ব্যাপার মনে
হল, যার জন্য সুদীর্ঘ ভাবীকালের জন্য তোমার দাসের কুলের কথাও তুমি বলেছ। প্রভু
পরমেশ্বর, তুমি আমাকে উচ্চপদের মানুষ বলেই গণ্য করলে! [১৮] তোমার দাসের
প্রতি আরোপিত গৌরবের ব্যাপারে এই দাউদ তোমাকে আর কী বলবে? তুমি তো

তোমার আপন দাসকে জান। [১৯] প্রভু, তুমি তোমার দাসের খাতিরে ও তোমার হৃদয় অনুসারে এই সমস্ত মহাকর্ম জ্ঞাত করার জন্য এই সমস্ত মহাকীর্তি সাধন করেছ। [২০] প্রভু, তোমার মত কেউই নেই, ও তুমি ছাড়া কোন পরমেশ্বর নেই—সেই সমস্ত কথা অনুসারে যা আমরা নিজেদের কানে শুনেছি। [২১] পৃথিবীর মধ্যে কোন্ একটি জাতি তোমার জনগণ ইস্রায়েলের মত? পরমেশ্বরই তো তাকে তাঁর আপন জনগণ করার জন্য এবং তাঁর আপন নাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুক্তিকর্ম সাধন করতে এসেছিলেন। মিশর থেকে যাকে মুক্ত করে দিয়েছিলে, তোমার সেই জনগণের সামনে থেকে তুমি জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলে। [২২] তুমি তো তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চিরকালের জন্য তোমার আপন জনগণ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছ; তুমিই, প্রভু, তাদের পরমেশ্বর হয়েছ। [২৩] এখন, প্রভু, তুমি তোমার এই দাস ও তার কুল সম্বন্ধে যে বাণী উচ্চারণ করেছ, তা চিরকালের মত স্থির কর; যেমন বলেছ, সেইমত কর। [২৪] তবে তোমার নাম সুস্থির ও মহিমান্বিত হবে, এবং লোকে বলবে, “সেনাবাহিনীর প্রভু যিনি, ইস্রায়েলের উপরে পরমেশ্বর যিনি, তিনি ইস্রায়েলের আপন পরমেশ্বর!” আর তোমার দাস এই দাউদের কুল তোমার সামনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হবে, [২৫] যেহেতু, হে আমার পরমেশ্বর, তুমিই তোমার এই দাসের কানে বলেছ যে তার জন্য এক কুল প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছ! এজন্যই তোমার এই দাস তোমার কাছে এই প্রার্থনা নিবেদন করার সাহস পেয়েছে। [২৬] হে প্রভু, তুমিই তো পরমেশ্বর! এবং এ যে সমস্ত কথা তুমি তোমার এই দাসকে বলছ, তা মঙ্গলকর। [২৭] এখন অনুগ্রহ করে তুমি তোমার এই দাসের কুলকে আশীর্বাদ কর, তা যেন চিরকাল ধরে তোমার সম্মুখে থাকতে পারে। কারণ, হে প্রভু, তুমি আশীর্বাদ দান করেছ বলে তা আশিসমণ্ডিত থাকবে চিরকাল।’

দাউদের নানা যুদ্ধ-সংগ্রাম

১৮ [১] তারপর দাউদ ফিলিস্তিনিদের পরাজিত করে বশীভূত করলেন, আর ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে গাথ ও তার উপনগরগুলো কেড়ে নিলেন। [২] তিনি মোয়াবীয়দেরও পরাজিত করলেন, ফলে মোয়াবীয়েরা দাউদের বশ্যতা স্বীকার করে করদাতা হল। [৩] আর যেসময় জোবার রাজা হাদাদ-এজের ফোরাত নদীর উপরে

নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে যান, সেসময় দাউদ হামাথের দিকে তাঁকে পরাজিত করেন। [৪] দাউদ তাঁর কাছ থেকে এক হাজার রথ, সাত হাজার অশ্বারোহী ও কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্যকে বন্দি করে নিলেন, আর দাউদ তাঁর রথের ঘোড়াগুলোর পায়ের শিরা কাটলেন, কিন্তু এসব কিছুর মধ্যে ঘোড়াসহ কেবল একশ'টা রথ রাখলেন। [৫] দামাস্কের আরামীয়েরা জোবার রাজা হাদাদ-এজেরের সাহায্য করতে এলে দাউদ সেই আরামীয়দের মধ্যে বাইশ হাজার লোককে প্রাণে মারলেন। [৬] দাউদ দামাস্কের আরাম দেশে সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন, আর আরামীয়েরা দাউদের বশ্যতা স্বীকার করে করদাতা হল। দাউদ যেইখানে যেতেন, সেখানে প্রভু তাঁকে বিজয়ী করতেন।

[৭] দাউদ হাদাদ-এজেরের অনুচারীদের হাত থেকে তাদের সোনার ঢালগুলো নিয়ে যেরুশালেমে আনলেন। [৮] দাউদ হাদাদ-এজেরের শহর সেই তিব্‌হাথ ও কুন থেকে রাশি রাশি ব্রঞ্জও কেড়ে নিলেন, আর তা দিয়ে শলোমন ব্রঞ্জের সমুদ্রপাত্র, স্তম্ভগুলো ও ব্রঞ্জের নানা পাত্র তৈরি করালেন।

[৯] দাউদ জোবার রাজা হাদাদ-এজেরের গোটা সৈন্যদলকে আঘাত করেছিলেন শুনে হামাথের রাজা তোউ [১০] দাউদ রাজাকে মঙ্গলবাদ জানাবার জন্য, এবং তিনি হাদাদ-এজেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন বিধায় তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য নিজ ছেলে হাদোরামকে তাঁর কাছে পাঠালেন; কেননা হাদাদ-এজেরের বিরুদ্ধে তোউয়ের প্রায়ই যুদ্ধ হত। হাদোরামের সঙ্গে রুপোর পাত্র, সোনার ও ব্রঞ্জের নানা ধরনের পাত্র ছিল। [১১] দাউদ রাজা অন্য সমস্ত জাতি থেকে, অর্থাৎ এদোম, মোয়াব, এবং আম্মোনীয়, ফিলিস্তিনি ও আমালেকীয়দের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যত রুপো ও সোনার সঙ্গে এইসব কিছুও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করলেন।

[১২] সেরুইয়ার সন্তান আবিশাই লবণ-উপত্যকায় আঠার হাজার এদোমীয়কে বধ করলেন। [১৩] তিনি এদোমে সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন; এবং এদোমীয় সকল লোক দাউদের বশ্যতা স্বীকার করল। দাউদ যেইখানে যেতেন, সেখানে প্রভু তাঁকে বিজয়ী করতেন।

[১৪] দাউদ গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করলেন; তিনি তাঁর সমস্ত জনগণের জন্য সুবিচার ও ন্যায় অনুশীলন করতেন। [১৫] সেরুইয়ার সন্তান যোয়াব ছিলেন

সেনাবাহিনীর প্রধান, আহিলুদের সন্তান যেহোশাফাৎ রাজ-ঘোষক, [১৬] আহিতুবের সন্তান সাদোক ও আবিয়াথারের সন্তান আহিমেলেখ যাজক, শাব্‌শা কর্মসচিব, [১৭] যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া ক্রেথীয় ও পেলেথীয়দের প্রধান, এবং দাউদের সন্তানেরা ছিলেন রাজার প্রধান পরিষদ।

১৯ [১] এই সমস্ত ঘটনার পর, যখন আম্মোনীয়দের রাজা নাহাশ মরলেন ও তাঁর সন্তান তাঁর পদে রাজা হলেন, [২] তখন দাউদ ভাবলেন, 'নাহাশের ছেলে হানুনের প্রতি আমি সহৃদয়তা দেখাব, কেননা তাঁর পিতাও আমার প্রতি সহৃদয়তা দেখিয়েছিলেন।' দাউদ তাঁকে পিতৃশোকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কয়েকজন দূতকে পাঠালেন। কিন্তু দাউদের প্রতিনিধিরা হানুনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আম্মোনীয়দের দেশে তাঁর কাছে এসে পৌঁছলে [৩] আম্মোনীয়দের জননেতারা হানুনকে বললেন, 'আপনি কি সত্যি মনে করছেন যে, দাউদ আপনার পিতার সম্মানার্থেই আপনার কাছে সান্ত্বনাদানকারীদের পাঠিয়েছে? তার প্রতিনিধিরা বরং অঞ্চলের খোঁজখবর, তার বিনাশের অভিপ্রায়ে তা পরিদর্শন করার জন্যই কি আসেনি?' [৪] তখন হানুন দাউদের প্রতিনিধিদের ধরে তাদের খেউরি করালেন ও পোশাকের অর্ধেক অর্থাৎ নিতম্বদেশ পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়ে তাদের বিদায় দিলেন। [৫] কয়েকজন লোক গিয়ে দাউদকে সেই ব্যক্তিদের দশা জানাল, আর তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লোক পাঠালেন, যেহেতু তারা ভীষণ লজ্জার মধ্যে ছিল। রাজা বলে পাঠালেন, 'যতদিন তোমাদের দাড়ি না বাড়ে, ততদিন তোমরা যেরিখোতে থাক; পরে ফিরে এসো।'

[৬] আম্মোনীয়েরা যখন দেখতে পেল যে, তারা দাউদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়েছে, তখন হানুন ও আম্মোনীয়েরা আরাম-নাহারাইমে, মাআখার ও জোবার আরামীয়দের কাছ থেকে রথ ও অশ্বারোহীদের বেতনের ভিত্তিতে আনবার জন্য এক হাজার বাট রুপো পাঠালেন। [৭] তারা বত্রিশ হাজার রথ ও তাঁর সৈন্যদল সহ মাআখার রাজাকে বেতনের ভিত্তিতে আনাল। তারা এসে মেদেবার সামনে শিবির বসাল; ইতিমধ্যে আম্মোনীয়েরা তাদের শহরগুলো ছেড়ে জড় হয়ে রণ-অভিযানের জন্য রওনা হয়েছিল। [৮] এই খবর পেয়ে দাউদ যোয়াবকে ও বীরপুরুষদের সমস্ত সৈন্যদলকে পাঠিয়ে দিলেন। [৯] আম্মোনীয়েরা বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করার জন্য নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে

সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করল; এদিকে সেই সমাগত রাজারা খোলা মাঠে আলাদা থাকলেন। [১০] তখন যোয়াব দেখলেন যে, সামনে ও পিছনে দুই দিকেই তাঁকে আক্রমণ করা হবে; তাই তিনি সেরা যোদ্ধাদের মধ্য থেকে লোক বেছে নিয়ে আরামীয়দের বিপরীতে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করলেন, [১১] আর বাকি লোকদের তিনি তাঁর ভাই আবিশাইয়ের হাতে তুলে দিলেন; আর তাঁরা আম্মোনীয়দের বিপরীতে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করলেন। [১২] তিনি বললেন, 'যদি আরামীয়েরা আমার চেয়ে বলবান হয়, তবে তুমি আমার সাহায্যে আসবে, আর যদি আম্মোনীয়েরা তোমার চেয়ে বলবান হয়, তবে আমি তোমার সাহায্যে যাব। [১৩] সাহস ধর: এসো, আমাদের জাতির খাতিরে ও আমাদের পরমেশ্বরের সকল শহরের খাতিরে নিজেদের বলবান দেখাই, আর প্রভু যা ভাল মনে করেন, তিনি তাই করুন।' [১৪] যোয়াব ও তাঁর সঙ্গী লোকেরা আরামীয়দের সঙ্গে লড়াই করার জন্য এগিয়ে গেলে তারা তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে গেল। [১৫] আরামীয়েরা পালাচ্ছে দেখে আম্মোনীয়েরাও তাঁর ভাই আবিশাইয়ের সামনে থেকে পালিয়ে শহরের ভিতরে গেল। ফলে যোয়াব যেরুশালেমে ফিরে এলেন।

[১৬] আরামীয়েরা যখন দেখতে পেল যে, তারা ইস্রায়েলের দ্বারা পরাস্ত হল, তখন দূত পাঠিয়ে [ফোরাত] নদীর ওপার থেকে আরামীয়দের বের করে আনল; হাদাদ-এজেরের দলের সেনাপতি শোফাখ তাদের অগ্রনেতা ছিলেন। [১৭] খবরটা দাউদকে জানানো হলে তিনি গোটা ইস্রায়েলকে জড় করলেন, এবং যর্দন পার হয়ে তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে তাদের বিরুদ্ধে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করলেন। দাউদ আরামীয়দের বিরুদ্ধে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগল। [১৮] কিন্তু আরামীয়েরা ইস্রায়েলের সামনে থেকে পালিয়ে গেল, আর দাউদ আরামীয়দের সাত হাজার রথারোহী ও চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্যকে বধ করলেন, দলের সেনাপতি সেই শোফাখকেও বধ করলেন। [১৯] হাদাদ-এজেরের লোকেরা যখন দেখল যে, তারা ইস্রায়েলের দ্বারা পরাস্ত হয়েছে, তখন দাউদের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্থির করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল। এবং আরামীয়েরা আম্মোনীয়দের সাহায্য করতে আর রাজি হল না।

২০ [১] নববর্ষ শুরু হলে রাজারা যখন আবার রণ-অভিযানে বের হন, সেসময়ে যোয়াব শক্তিশালী এক সৈন্যদলের অগ্রে আম্মোনীয়দের এলাকা ধ্বংস করে রাব্বা

অবরোধ করতে গেলেন; কিন্তু দাউদ নিজে যেরুশালেমে রইলেন। যোয়াব রাব্বাকে দখল করে ভূমিসাৎ করলেন।

[২] দাউদ তাদের রাজার মাথা থেকে মুকুট কেড়ে নিলেন; দেখা গেল, মুকুটটির ওজন এক বাট সোনা ছিল, আবার তা ছিল বহুমূল্য মণিমুক্তায় ভূষিত। তা দাউদের মাথায় পরিয়ে দেওয়া হল আর তিনি ওই শহর থেকে অতি প্রচুর লুটের মাল বের করে আনলেন। [৩] দাউদ সেখানকার লোকদের বের করে দিয়ে তাদের করাত, লোহার মই ও কুড়ালের যত কাজে লাগালেন। তিনি আম্মোনীয়দের সকল শহরের প্রতি সেইমত করলেন। পরে দাউদ ও গোটা সৈন্যদল যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

[৪] পরে গেজেরে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যুদ্ধ হল; তখন হুশাথীয় সিব্বেখাই সিপ্পাইকে বধ করল, সে ছিল রেফাইমদের একজন; তাতে ফিলিস্তিনিরা বশীভূত হল।

[৫] পরে আর একবার ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যুদ্ধ হল; যায়িরের সন্তান এল্‌হানান গাথের গলিয়াথের ভাই লাহ্‌মিকে বধ করল, এর বর্শা তাঁতীর একটা কড়িকাঠের মত ছিল।

[৬] পরে আর একবার গাথে যুদ্ধ হল; সেখানে খুবই দীর্ঘকায় একজন ছিল, যার প্রতিটি হাত ও পায়ে ছ'টা আঙুল ছিল—সবসমেত চব্বিশটা আঙুল ছিল; সেও রাফার সন্তান। [৭] সে ইস্রায়েলকে টিটকারি দিলে দাউদের ভাই শিমেয়ার সন্তান যোনাথান তাকে বধ করল।

[৮] এরা ছিল রাফার সন্তান, গাথ-ই এদের জন্মস্থান। এরা দাউদ ও তাঁর অনুচারীদের হাতে মারা পড়ল।

লোকগণনা ও তার জন্য শাস্তি

২১ [১] শয়তান ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল; সে দাউদকে ইস্রায়েলের লোকগণনা করতে প্ররোচিত করল। [২] দাউদ যোয়াবকে ও জননেতাদের বললেন, 'যাও, বের্শেবা থেকে দান পর্যন্ত ইস্রায়েল ও যুদার লোকগণনা কর; পরে আমাকে হিসাব দেখাও, যেন আমি তাদের সংখ্যা জানতে পারি।' [৩] যোয়াব রাজাকে বললেন, 'এখন যত লোক আছে, প্রভু তাঁর আপন জনগণের সংখ্যা শতগুণ বৃদ্ধি করুন! কিন্তু, প্রভু

আমার, তারা সকলে কি আমার প্রভুর দাস নয়? তবে আমার প্রভু কেন তেমন প্রচেষ্টায় মন দিয়েছেন? কেন ইস্রায়েলের উপরে তেমন দোষ এসে পড়বে?' [৪] কিন্তু তবুও যোয়াবের উপর রাজার মত প্রবল হল, তাই যোয়াব রওনা হয়ে সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেন, পরে যেরুশালেমে ফিরে এলেন। [৫] যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা দাউদকে দিলেন: গোটা ইস্রায়েলে এগারো লক্ষ খড়্গাধারী যোদ্ধা ছিল; যুদায় চার লক্ষ সত্তর হাজার খড়্গাধারী যোদ্ধা ছিল।

[৬] তাদের মধ্যে যোয়াব লেবি ও বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর লোকগণনা করেননি, কারণ তাঁর কাছে রাজার আদেশ জঘন্যই মনে হচ্ছিল। [৭] তেমন ব্যাপারে পরমেশ্বর ক্ষুব্ধ হলেন, তাই তিনি ইস্রায়েলকে আঘাত করলেন।

[৮] দাউদ পরমেশ্বরকে বললেন, 'তেমন কাজ করে আমি মহাপাপ করেছি। কিন্তু এখন, তোমার দোহাই, তোমার দাসের এই অপরাধ ক্ষমা কর, আমি তো বড় নির্বোধের মতই ব্যবহার করেছি!'

[৯] প্রভু দাউদের দৈবদ্রষ্টা গাদকে বললেন: [১০] 'দাউদকে গিয়ে বল, প্রভু একথা বলছেন: আমি তোমার কাছে তিনটে প্রস্তাব রাখি, তার মধ্যে তুমি একটা বেছে নাও, আমি সেইমতই তোমার প্রতি ব্যবহার করব।' [১১] তাই গাদ দাউদকে গিয়ে বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: [১২] তুমি বেছে নাও: হয় তিন বছর দুর্ভিক্ষ, না হয় তোমার শত্রুদের খড়্গাজনিত আতঙ্কে তোমার বিপক্ষদের সামনে থেকে তিন মাস পলায়ন, না হয় তিন দিন ধরে প্রভুরই খড়্গা, অর্থাৎ দেশে মহামারী এবং ইস্রায়েলের সারা অঞ্চল জুড়ে প্রভুর বিনাশী দূতের ঘোরাফেরা। আপনি এখন বিবেচনা করে দেখুন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে আমি কী উত্তর দেব।' [১৩] দাউদ গাদকে বললেন, 'আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন! যাই হোক, মানুষের হাতে পড়ার চেয়ে আমি যেন প্রভুরই হাতে পড়ি, কারণ তাঁর করুণা মহান।'

[১৪] তাই প্রভু ইস্রায়েলের উপরে মহামারী ডেকে আনলেন; আর জনগণের সত্তর হাজার লোক মারা গেল। [১৫] তারপর পরমেশ্বর যেরুশালেম বিনাশ করার জন্য এক দূত সেখানে পাঠালেন, তিনি যখন বিনাশ করতে উদ্যত হলেন, তখন প্রভু দৃষ্টিপাত করলেন ও সেই অমঙ্গলের বিষয়ে তাঁর মনে দুঃখ হল; বিনাশী দূতকে তিনি বললেন,

‘আর নয়! এবার হাত ফিরিয়ে নাও।’ সেসময়ে প্রভুর দূত যেবুসীয় অর্নানের খামারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

[১৬] দাউদ চোখ তুলে দেখলেন, প্রভুর দূত পৃথিবী ও আকাশের মধ্যপথে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতে যেরুশালেমের উপরে বাড়ানো একটা নিষ্কোষিত খড়্গ। তখন দাউদ ও প্রবীণেরা চটের কাপড় পরে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন।

[১৭] দাউদ পরমেশ্বরকে বললেন, ‘লোকগণনা করতে যে আজ্ঞা দিয়েছে, সে কি আমি নই? আমিই পাপ করেছি, আমিই বড় অপরাধ করেছি; কিন্তু এই মেষগুলো কী করল? হ্যাঁ, প্রভু, পরমেশ্বর আমার, আমার উপরে ও আমার পিতৃকুলের উপরেই তোমার হাত ভারী হোক, কিন্তু তোমার আপন জনগণকে আঘাত না করুক।’

[১৮] প্রভুর দূত দাউদকে বলার জন্য গাদকে বললেন, যেন দাউদ উঠে গিয়ে যেবুসীয় অর্নানের খামারে প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গড়ে তোলেন। [১৯] তাই প্রভুর নামে উচ্চারিত গাদের একথা অনুসারে দাউদ উঠে গেলেন। [২০] অর্নান মুখ ফিরিয়ে দূতকে দেখতে পেল; তার সঙ্গে তার যে চার ছেলে ছিল, তারা সকলে লুকোল। [২১] যখন দাউদ অর্নানের কাছে এলেন, তখন অর্নান গম মাড়াচ্ছিল। অর্নান তাকিয়ে দাউদকে দেখে খামার থেকে বেরিয়ে এসে মাটিতে উপুড় হয়ে দাউদের সামনে প্রণিপাত করল।

[২২] দাউদ অর্নানকে বললেন, ‘এই খামারের জমিটা আমাকে দাও, আমি এখানে প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গেঁথে তুলব; তুমি পুরো মূল্যে জমিটা আমাকে দাও, যেন লোকদের উপর থেকে মড়ক থামে।’ [২৩] অর্নান দাউদকে বলল, ‘জমিটা নিন; আমার প্রভু মহারাজ যা ভাল মনে করেন, তাই করুন! এই যে, আহুতির জন্য এই বলদগুলো এবং ইন্ধনের জন্য এই মাড়াই-যন্ত্র ও শস্য-নৈবেদ্যের জন্য এই গম দিচ্ছি, সবকিছুই দিচ্ছি।’ [২৪] কিন্তু দাউদ রাজা অর্নানকে বললেন, ‘তা হতে পারবে না; আমি পুরো দাম দিয়েই তা কিনব; তোমার যা, প্রভুর কাছে আমি তা নিবেদন করব না; এমন আহুতি দেব না, যার জন্য কোন দাম দিইনি।’ [২৫] তাই দাউদ সেই জমির জন্য অর্নানকে ছ’শো সোনার টাকা দিলেন। [২৬] পরে তিনি সেই জায়গায় প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গেঁথে আহুতি দিলেন ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন। তিনি প্রভুকে

ডাকলেন, আর প্রভু আকাশ থেকে আহুতি-বেদির উপরে আগুন দিয়ে তাঁকে সাড়া দিলেন। [২৭] তখন প্রভু তাঁর দূতকে আজ্ঞা দিলেন, আর দূত খড়্গটা আবার কোষে রাখলেন।

[২৮] যখন দাউদ দেখলেন, প্রভু যেবুসীয় অর্নানের খামারে তাঁকে সাড়া দিলেন, তখন তিনি সেই জায়গায় বলিদান করলেন। [২৯] প্রভুর আবাস, যা মোশি মরুপ্রান্তরে নির্মাণ করেছিলেন, তা ও আহুতি-বেদি সেসময় গিবেয়োন-উচ্চস্থানে ছিল; [৩০] কিন্তু পরমেশ্বরের অভিমত অনুসন্ধান করার জন্য সেখানে যাওয়া এমন সাহস দাউদের ছিল না, কেননা প্রভুর দূতের খড়্গের সামনে তিনি ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন।

২২ [১] দাউদ বললেন, 'এ-ই প্রভু পরমেশ্বরের গৃহ, আর এ-ই ইস্রায়েলের আহুতি-বেদি!'

প্রভুর গৃহ-নির্মাণ প্রস্তুতি

[২] পরে দাউদ ইস্রায়েল দেশে থাকা বিদেশী যত লোককে জড় করতে আজ্ঞা দিলেন; এবং পরমেশ্বরের গৃহ গাঁথবার জন্য পাথর সঠিকভাবে কাটতে পাথরকাটিয়েদের নিযুক্ত করলেন। [৩] দরজাগুলোর পাল্লার পেরেকের জন্য ও কবজার জন্য দাউদ বহু বহু লোহা ব্যবস্থা করলেন, এবং এমন পরিমাণ ব্রঞ্জ ব্যবস্থা করলেন, যা পরিমাপের অতীত। [৪] এরসকাঠ অসংখ্যই ছিল, কেননা সিদোনীয়েরা ও তুরস-বাসীরা দাউদের কাছে অতি প্রচুর পরিমাণ এরসকাঠ এনেছিল। [৫] দাউদ ভাবছিলেন, 'আমার ছেলে শলোমনের এখনও বয়স হয়নি, অভিজ্ঞতাও হয়নি, অথচ প্রভুর জন্য যে গৃহ গাঁথবার কথা, তা এমন চমৎকার হতে হবে, যাতে সকল দেশের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও গরিমাপূর্ণ গৃহ হয়। এই উদ্দেশ্যে আমি নিজেই এখন থেকে তার পূর্বব্যবস্থা করব।' তাই দাউদ নিজ মৃত্যুর আগে বড় বড় ব্যবস্থা করলেন।

[৬] পরে তিনি তাঁর ছেলে শলোমনকে ডেকে এনে তাঁকে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর জন্য একটা গৃহ গেঁথে তুলতে আজ্ঞা দিলেন। [৭] দাউদ শলোমনকে বললেন, 'সন্তান আমার, আমার মনোবাসনা ছিল, আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলব; [৮] কিন্তু প্রভুর এই বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হল:

তুমি বেশি রক্ত ঝরিয়েছ, বড় বড় যুদ্ধ করেছ; এজন্য তুমি আমার নামের উদ্দেশে একটা
গৃহ গেঁথে তুলবে না, কারণ আমার দৃষ্টিতে তুমি বেশি রক্ত মাটিতে ঝরিয়েছ। [৯] দেখ,
তোমার একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হবে, সে শান্তিপ্রিয় মানুষ হবে; তার চারদিকের সকল
শত্রু থেকে আমি তাকে স্বস্তি দেব; কেননা তার নাম হবে শলোমন, এবং তার
দিনগুলিতে আমি ইস্রায়েলকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করব। [১০] সে আমার নামের
উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলবে; আমার জন্য সে হবে পুত্র, আর তার জন্য আমি হব
পিতা; এবং ইস্রায়েলের উপরে তার রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত।
[১১] এখন, সন্তান আমার, প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন, যেন তুমি তোমার পরমেশ্বর
প্রভুর জন্য গৃহ নির্মাণে সফল হতে পার, যেমনটি তিনি তোমার বিষয়ে কথা দিয়েছেন।
[১২] শুধু একটি কথা, প্রভু তোমাকে বিচারবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনা মঞ্জুর করুন, ইস্রায়েলের
জন্য তোমাকে উপযুক্ত আজ্ঞা দান করুন, যেন তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর বিধান
পালন করতে পার। [১৩] প্রভু ইস্রায়েলের জন্য মোশিকে যে বিধি ও নিয়মনীতি
দিয়েছেন, তা সযত্নে পালন করলেই তুমি সফল হবে। বলবান হও, সাহস ধর, ভয়
করো না, নিরাশ হয়ো না!

[১৪] দেখ, আমার দীনতায় আমি প্রভুর গৃহের জন্য এক লক্ষ মণ সোনা, দশ লক্ষ
মণ রুপো, অসংখ্য পরিমাণ ব্রঞ্জ ও লোহা ব্যবস্থা করেছি; কাঠ ও পাথরও ব্যবস্থা
করেছি; আর তুমি আরও আরও মাল যোগ দেবে। [১৫] তাছাড়া বহু বহু কর্মী,
পাথরকাটিয়ে, মিস্ত্রি ও কাঠ-শিল্পী, ও সব ধরনের কাজের জন্য সব রকম কর্মদক্ষ লোক
তোমাকে সাহায্য করবে; [১৬] সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ, লোহা অপরিমেয় হবে; তাই ওঠ,
কাজে লাগ, এবং প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন।’

[১৭] পরে দাউদ ইস্রায়েলের সমস্ত জননেতাদের তাঁর সন্তান শলোমনকে সাহায্য
দান করতে আজ্ঞা দিলেন; তাঁদের বললেন, [১৮] ‘তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু কি
তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেননি? তিনি কি সবদিকে তোমাদের স্বস্তি দেননি? আসলে
তিনি এর মধ্যে অঞ্চলের অধিবাসীদের আমার হাতে দিয়েছেন; হ্যাঁ, দেশ প্রভুর ও তাঁর
আপন জনগণের কাছে বশ্যতা স্বীকার করছে। [১৯] সুতরাং তোমরা এখন তোমাদের
পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষায় আপন আপন হৃদয় ও প্রাণ নিবিষ্ট রাখ। তবে ওঠ, প্রভু

পরমেশ্বরের পবিত্রধাম গেঁথে তোল, যেন প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা ও পরমেশ্বরের পবিত্র পাত্রগুলো সেই গৃহে আনতে পার, যা প্রভুর নামের উদ্দেশে নির্মিত।'

লেবীয়দের শ্রেণি ও তাদের ভূমিকা

২৩ [১] দাউদ বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হলে তাঁর সন্তান শলোমনকে ইস্রায়েলের রাজা করলেন। [২] পরে তিনি ইস্রায়েলের সমস্ত জননেতা, যাজক ও লেবীয়দের একত্রে সম্মিলিত করলেন।

[৩] ত্রিশ বছর ও তার বেশি বয়সের লেবীয়দের গণনা করা হল; মাথা-গণনায় তারা আটত্রিশ হাজার পুরুষ। [৪] এদের মধ্যে চব্বিশ হাজার লোক প্রভুর গৃহের সেবাকর্মের পরিচালনায় নিযুক্ত ছিল, ছ'হাজার ছিল শাসক ও বিচারক, [৫] চার হাজার দ্বারপাল, আর চার হাজার সেই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র দিয়ে প্রভুর প্রশংসা করত, যা দাউদ তাঁর প্রশংসাগানের জন্য তৈরি করেছিলেন।

[৬] দাউদ গের্শোন, কেহাথ ও মেরারি, লেবির এই সন্তানদের গোত্র অনুসারে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করলেন।

[৭] গের্শোনীয়দের মধ্যে লাদান ও শিমেই। [৮] লাদানের সন্তানেরা: প্রধান যেহিয়েল, পরে জেথান ও যোয়েল, তিনজন। [৯] শিমেইয়ের সন্তানেরা: শেলোমিথ, হাজিয়েল ও হারান, তিনজন; এঁরা লাদানের পিতৃকুলপতি। [১০] শিমেইয়ের সন্তানেরা: যাহাথ, জিজা, যেয়ুশ ও বেরিয়া; শিমেইয়ের এই চার সন্তান। [১১] তাঁদের মধ্যে প্রধান যাহাথ ও দ্বিতীয় জিজা। যেয়ুশ ও বেরিয়ার বেশি সন্তান ছিল না, এজন্য তাঁরা একই কাজের জন্য এক পিতৃকুল বলে গণিত হলেন।

[১২] কেহাথের সন্তানেরা: আম্রাম, ইস্হার, হেব্রোন ও উজ্জিয়েল; চারজন। [১৩] আম্রামের সন্তানেরা: আরোন ও মোশি। পরম পবিত্রস্থানের সেবায় চিরকালের মত নিজেদের পবিত্রীকৃত করার জন্য আরোনকে ও তাঁর সন্তানদের পৃথক করা হল, যেন তাঁরা প্রভুর সামনে ধূপ জ্বালান, তাঁর সেবা করেন ও তাঁর নামে আশীর্বাদ করেন চিরকালের মত। [১৪] পরমেশ্বরের মানুষ যে মোশি, তাঁর সন্তানেরা লেবিগোষ্ঠীর মধ্যে গণিত হলেন। [১৫] মোশির সন্তানেরা: গের্শোন ও এলিয়েজের। [১৬] গের্শোনের

সন্তানদের মধ্যে শেবুয়েল প্রধান। [১৭] এলিয়েজেরের সন্তানদের মধ্যে রেহাবিয়া প্রধান; এই এলিয়েজেরের আর সন্তান ছিল না, কিন্তু রেহাবিয়ার সন্তানেরা বহুসংখ্যক ছিল। [১৮] ইস্হারের সন্তানদের মধ্যে শেলোমিথ প্রধান। [১৯] হেব্রোনের সন্তানদের মধ্যে যেরিয়া প্রধান, দ্বিতীয় আমারিয়া, তৃতীয় যাহাজিয়েল, চতুর্থ যেকামেয়াম। [২০] উজ্জিয়েলের সন্তানেরা: মিখা প্রধান, দ্বিতীয় ইশিয়া।

[২১] মেরারির সন্তানেরা: মাহ্লি ও মুশি। মাহ্লির সন্তানেরা: এলেয়াজার ও কীশ। [২২] এলেয়াজার মরলেন, তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না, কেবল কয়েকটি কন্যাই ছিল, আর তাদের জ্ঞাতি কীশের সন্তানেরা তাদের বিবাহ করল। [২৩] মুশির সন্তানেরা: মাহ্লি, এদের ও যেরেমোথ; তিনজন।

[২৪] এই সকলে নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে লেবি-সন্তান, যাঁরা নাম ও মাথা অনুসারে গণিত হয়ে পিতৃকুলপতি, অর্থাৎ কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যাঁরা প্রভুর গৃহে সেবাকর্মে নিযুক্ত। [২৫] কেননা দাউদ বলেছিলেন, 'যেহেতু প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তাঁর আপন জনগণকে স্বস্তি দিয়েছেন ও চিরকালের মত যেরুশালেমে বাস করবেন, [২৬] সেজন্য আজ থেকে লেবীয়দেরও আবাসটি বা তার সেবাকর্ম-সংক্রান্ত পাত্রগুলো আর বইতে হবে না।' [২৭] দাউদের শেষ আজ্ঞা অনুসারে লেবি-সন্তানদের মধ্যে কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের লোকেরাই গণিত হল। [২৮] পরমেশ্বরের গৃহের সেবাকর্মের জন্য তারা আরোন-সন্তানদের অধীন ছিল; প্রাঙ্গণ, কামরাগুলো, পবিত্র বস্তুগুলোর শুচীকরণ, পরমেশ্বরের গৃহের সেবাকর্ম, [২৯] ভোগ-রুটি, শস্য-নৈবেদ্যের জন্য ময়দা, খামিরবিহীন চাপাটি, ঝাঁজরিতে রান্না খাদ্য, ভাঁজা খাদ্য, ধারণ ও দৈর্ঘ্যের পরিমাণ, এই সবকিছুর উপরে লক্ষ রাখাই ছিল তাদের দায়িত্ব। [৩০] প্রভুর স্তুতিগান ও প্রশংসাগান করার জন্য প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের হাজির হওয়া, [৩১] নিত্য পালনীয় বিধিমতে সংখ্যা অনুসারে প্রভুর সামনে উপস্থিত হয়ে প্রভুর কাছে শাব্বাৎ দিনে, অমাবস্যায় ও পর্বদিনগুলিতে আহুতিবলি আনা, এইসব কিছুও ছিল তাদের দায়িত্ব। [৩২] আবার, সাক্ষাৎ-তাঁবু ও পবিত্রস্থানের দায়িত্বও তাদের ছিল; পরিশেষে পরমেশ্বরের গৃহের সেবাকর্মের জন্য তারা তাদের জ্ঞাতি আরোন-সন্তানদের আদেশ অনুসারে চলত।

যাজকবর্গের নানা শ্রেণি

২৪ [১] আরোন-সন্তানদের শ্রেণির কথা। আরোনের সন্তানেরা: নাদাব, আবিহু, এলেয়াজার ও ইথামার। [২] নাদাব ও আবিহু তাঁদের পিতার আগেই মরলেন, নিঃসন্তান হয়েই মরলেন; তাই এলেয়াজার ও ইথামার যাজকত্ব অনুশীলন করলেন। [৩] দাউদ এবং এলেয়াজারের বংশজাত সাদোক ও ইথামারের বংশজাত আহিমেলেখ সেবাকাজ অনুসারে যাজকদের নিজ নিজ শ্রেণিতে বিভক্ত করলেন। [৪] যেহেতু জানা গেল, পুরুষদের সংখ্যায় ইথামার-সন্তানদের চেয়ে এলেয়াজার-সন্তানেরা বেশি ছিল, সেজন্য তাদের এইভাবে বিভাগ করা হল: এলেয়াজার-সন্তানদের জন্য ষোলজন পিতৃকুলপতি, ও ইথামার-সন্তানদের জন্য আটজন পিতৃকুলপতি। [৫] পিতৃকুল নির্বিশেষে গুলিবাঁট ক্রমে তাদের বিভাগ করা হল, কেননা এলেয়াজার ও ইথামার, দু'জনেরই সন্তানদের মধ্যে পবিত্রধামের অধ্যক্ষেরা ছিল, আবার ঐশ্বরীয় অধ্যক্ষেরাও ছিল। [৬] রাজার, জননেতাদের, সাদোক যাজকের, আবিয়াথারের সন্তান আহিমেলেখের এবং যাজকীয় ও লেবীয় পিতৃকুলপতিদের সাক্ষাতে লেবির বংশজাত নেথানেয়েলের সন্তান শাস্ত্রী শেমাইয়া তাদের নাম লিখে নিলেন; বস্তুত এলেয়াজারের জন্য এক, ও ইথামারের জন্য এক পিতৃকুল তালিকাভুক্ত হল।

[৭] প্রথম গুলিবাঁট যেহোইয়ারিবের নামে উঠল; দ্বিতীয় যেদাইয়ার, [৮] তৃতীয় হারিমের, চতুর্থ সেওরিমের, [৯] পঞ্চম মাল্কিয়ার, ষষ্ঠ মিয়ামিনের, [১০] সপ্তম হাক্কোসের, অষ্টম আবিয়ার, [১১] নবম যেশুয়ার, দশম শেখানিয়ার, [১২] একাদশ এলিয়াশিবের, দ্বাদশ যাকিমের, [১৩] ত্রয়োদশ হুপ্পার, চতুর্দশ ঈশ-বায়ালের, [১৪] পঞ্চদশ বিল্গার, ষোড়শ ইম্মেরের, [১৫] সপ্তদশ হেজিরের, অষ্টাদশ হাপ্পিৎসেসের, [১৬] ঊনবিংশ পেথাহিয়ার, বিংশ এজেকিয়েলের, [১৭] একবিংশ যাখিনের, দ্বাবিংশ গামুলের, [১৮] ত্রয়োবিংশ দেলাইয়ার, চতুর্বিংশ মাআজিয়ার নামে উঠল।

[১৯] তাঁদের পিতা আরোন ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে তাঁদের জন্য যে বিধান নিরূপণ করেছিলেন, সেই অনুসারে তাঁরা যখন প্রভুর গৃহের মধ্যে যেতেন, তখন তাঁদের সেবাকাজের জন্য এটিই ছিল তাঁদের পালা।

[২০] লেবির বাকি সন্তানদের কথা: আম্রামের সন্তানদের জন্য শুবায়েল, শুবায়েলের সন্তানদের জন্য যেহ্‌দেইয়া। [২১] রেহাবিয়ার কথা: রেহাবিয়ার সন্তানদের জন্য ইশিয়া প্রধান। [২২] ইস্‌হারীয়দের জন্য শেলোমোথ, শেলোমোথের সন্তানদের জন্য যাহাথ। [২৩] হেব্রোনের সন্তানেরা: যেরিয়া প্রধান, দ্বিতীয় আমারিয়া, তৃতীয় যাহাজিয়েল, চতুর্থ যেকামেয়াম। [২৪] উজ্জিয়েলের সন্তান মিখা: মিখার সন্তানদের জন্য শামির; [২৫] ইশিয়া মিখার ভাই; ইশিয়ার সন্তানদের জন্য জাখারিয়া। [২৬] মেরারির সন্তানেরা: মাহ্লি ও মুশি; যাজিয়ার সন্তানদের জন্য তাঁর সন্তান। [২৭] তাঁর সন্তান যাজিয়ার দিক থেকে মেরারির সন্তানেরা: শোহাম, জাক্কুর ও ইব্রি। [২৮] মাহ্লির জন্য এলেয়াজার, এই এলেয়াজার নিঃসন্তান ছিলেন। [২৯] কীশের কথা: কীশের সন্তান যেরাহ্‌মেল। [৩০] মুশির সন্তানেরা: মাহ্লি, এদের ও যেরিমোথ। এঁরা নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে লেবি-সন্তান। [৩১] তাঁদের ভাই আরোন-সন্তানদের মত এঁরাও দাউদ রাজার, সাদোকের ও আহিমেলেখের এবং যাজকীয় ও লেবীয় পিতৃকুলপতিদের সাক্ষাতে গুলিবাঁট করলেন, অর্থাৎ প্রতি পিতৃকুলের জন্য প্রধান লোক ও তাঁর ছোট ভাই এইভাবে করলেন।

গায়কদল

২৫ [১] দাউদ ও সেনাপতিরা মিলে সেবাকাজের জন্য আসাফের, হেমানের ও ইদুথুনের কয়েকটি সন্তানকে পৃথক করে তাঁদের বীণা, সেতার ও খঞ্জনির তালে তালে নবীয় সঙ্গীত পরিবেশন করার ভার দিলেন; এই সেবাকাজে নিযুক্ত লোকদের তালিকা এই:

[২] আসাফের সন্তানদের কথা: আসাফের সন্তান জাক্কুর, যোসেফ, নেথানিয়া, আসারেলা; আসাফের এই সন্তানেরা আসাফের পরিচালনার অধীন ছিলেন, আর তিনি রাজার আজ্ঞামত নবীয় সঙ্গীত পরিচালনা করতেন।

[৩] ইদুথুনের কথা: ইদুথুনের সন্তানেরা: গেদালিয়া, সেরি, যেশাইয়া, হাশাবিয়া, শিমেই ও মাত্তিথিয়া, ছ'জন; এঁরা পিতা ইদুথুনের পরিচালনায় বীণা বাজাতেন, আর তিনি প্রভুর স্তুতিগান ও প্রশংসাগানে নবীয় সঙ্গীত পরিবেশন করতেন।

[৪] হেমানের কথা: হেমানের সন্তানেরা: বুক্কিয়া, মাত্তানিয়া, উজ্জিয়েল, শেবুয়েল, যেরিমোথ, হানানিয়া, হানানি, এলিয়াথা, গিদ্দাল্তি, রোমান্তি-এজের, যোশবেকাশা, মাল্লোথি, হোথির, মাহাজিয়োথ। [৫] এঁরা সকলে সেই হেমানের সন্তান, যিনি ছিলেন ঐশবাণী সম্বন্ধে রাজার দৈবদ্রষ্টা; আর তিনি তাঁর প্রতাপ উন্নীত করার জন্য তাঁকে ঐশবাণী জানাতেন। পরমেশ্বর হেমানকে চৌদ্দজন পুত্রসন্তান ও তিন কন্যা মঞ্জুর করলেন। [৬] নিজ নিজ পিতার পরিচালনায়, অর্থাৎ আসাফ, ইদুথুন ও হেমানের পরিচালনায় এঁরা সকলে পরমেশ্বরের গৃহের সেবাকাজের জন্য খঞ্জনি, সেতার ও বীণার ঝঙ্কারে প্রভুর গৃহে রাজার পরিচালনায় সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। [৭] প্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত পরিবেশনে নিপুণ তাঁরা ও তাঁদের ভাইয়েরা সংখ্যায় সবসমেত দু'শো অষ্টাশিজন সঙ্গীত-পারদর্শী লোক ছিলেন।

[৮] ছোট বড় ও গুরু শিষ্য সকলেই গুলিবাঁট দ্বারা নিজ নিজ দায়িত্ব স্থির করলেন।

[৯] আসাফের জন্য যোসেফের পক্ষে প্রথম গুলি উঠল; দ্বিতীয় গেদালিয়ার পক্ষে; তিনি, তাঁর ভাইয়েরা ও সন্তানেরা বারোজন। [১০] তৃতীয় জাক্কুরের পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [১১] চতুর্থ ইজ্রির পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [১২] পঞ্চম নেথানিয়ার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [১৩] ষষ্ঠ বুক্কিয়ার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [১৪] সপ্তম যেসারেলার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [১৫] অষ্টম যেশাইয়ার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [১৬] নবম মাত্তানিয়ার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [১৭] দশম শিমেইয়ের পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [১৮] একাদশ আজারেলের পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [১৯] দ্বাদশ হাশাবিয়ার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [২০] ত্রয়োদশ শুবায়েলের পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [২১] চতুর্দশ মাত্তিথিয়ার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [২২] পঞ্চদশ যেরেমোথের পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [২৩] ষোড়শ হানানিয়ার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [২৪] সপ্তদশ যোশবেকাশার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [২৫] অষ্টাদশ হানানির পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা

বারোজন। [২৬] ঊনবিংশ মাল্লোথির পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [২৭] বিংশ এলিয়াথার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [২৮] একবিংশ হোথির পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [২৯] দ্বাবিংশ গিদ্দাল্তির পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [৩০] ত্রয়োবিংশ মাহাজিয়োথের পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। [৩১] চতুর্বিংশ রোমান্তি-এজেরের পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন।

দ্বারপালদের শ্রেণি

২৬ [১] দ্বারপালদের শ্রেণির কথা। কোরাহীয়দের মধ্যে কোরের সন্তান মেশেলেমিয়া আসাফ-বংশজাত লোক ছিলেন। [২] মেশেলেমিয়ার সন্তানেরা: জাখারিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র, দ্বিতীয় যেদিয়ায়েল, তৃতীয় জেবাদিয়া, চতুর্থ যাথ্নিয়েল, [৩] পঞ্চম এলাম, ষষ্ঠ যেহোহানান, সপ্তম এলিওয়েনাই।

[৪] ওবেদ-এদোমের সন্তানেরা: জ্যেষ্ঠ পুত্র শেমাইয়া, দ্বিতীয় যেহোজাবাদ, তৃতীয় যোয়াহ্, চতুর্থ সাখার, পঞ্চম নেথানেয়েল, [৫] ষষ্ঠ আম্মিয়েল, সপ্তম ইসাখার, অষ্টম পেউল্লেথাই, কেননা পরমেশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। [৬] তাঁর সন্তান শেমাইয়ার কতগুলি সন্তানের জন্ম হয়, তাঁরা তাঁদের পিতৃকুলে কর্তৃত্ব করতেন, কারণ শক্তিশালী বীরপুরুষ ছিলেন। [৭] শেমাইয়ার সন্তানেরা: অথ্নি, রাফায়েল, ওবেদ, এল্জাবাদ, এবং এলিহু ও সেমাখিয়া নামে তাঁর ভাইয়েরা বীরপুরুষ ছিলেন। [৮] এঁরা সকলে ওবেদ-এদোমের সন্তান। এঁরা, এঁদের সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বীরপুরুষ হওয়ায় সেবাকাজের জন্য খুবই দক্ষ ছিলেন। ওবেদ-এদোমের জন্য: সবসমেত বাষট্টিজন।

[৯] মেশেলেমিয়ার সন্তানেরা ও ভাইয়েরা আঠারজন বীরপুরুষ ছিলেন।

[১০] মেরারি-বংশজাত হোসার সন্তানদের মধ্যে শিম্রি প্রধান ছিলেন; তিনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর পিতা তাঁকে প্রধান করেছিলেন; [১১] দ্বিতীয় হিল্কিয়া, তৃতীয় তেবালিয়া, চতুর্থ জাখারিয়া। হোসার সন্তানেরা ও ভাইয়েরা সবসমেত তেরোজন।

[১২] তাঁদের প্রধানদের মধ্য দিয়ে দ্বারপালদের এই সকল শ্রেণির দায়িত্ব ছিল তাঁদের ভাইদের মত পরমেশ্বরের গৃহে পরিচর্যা করা। [১৩] ছোট বড় সকলে নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে প্রত্যেক দরজার জন্য গুলিবাঁট করলেন।

[১৪] তখন পুবদিকের গুলি শেলেমিয়ার নামে উঠল; এঁর সন্তান জাখারিয়া সুবিবেচক পরামর্শদাতা; গুলিবাঁট করলে উত্তরদিকের গুলি তাঁর নামে উঠল। [১৫] ওবেদ-এদোমের নামে দক্ষিণদিকের, এবং তাঁর সন্তানদের নামে ভাণ্ডারের গুলি উঠল। [১৬] পশ্চিমদিকের ঊর্ধ্বগামী পথের দিকে শাল্লেখেথ-দ্বারের গুলি শুপ্পিমের ও হোসার নামে উঠল। একটা প্রহরী-দল অপরটার সমকক্ষ ছিল। [১৭] পুবদিকে ছ'জন লেবীয় ছিল, উত্তরদিকে প্রতিদিন চারজন, দক্ষিণদিকে প্রতিদিন চারজন ও ভাণ্ডারের জন্য দুই দুই জন। [১৮] পশ্চিমদিকে উপরের দ্বারের উচ্চপথে চারজন, ও উপরে দু'জন ছিল। [১৯] এটি কোরেহীয় ও মেরারীয় বংশজাত লোকদের মধ্যে দ্বারপালদের শ্রেণি।

[২০] লেবীয়দের কথা। তাঁদের ভাইয়েরা সেই লেবীয়েরা প্রভুর গৃহের ধনভাণ্ডারে ও পবিত্রীকৃত বস্তুগুলোর ধনভাণ্ডারে নিযুক্ত ছিলেন; [২১] লাদানের সন্তানেরা—যাঁরা লাদানের দিক দিয়ে গের্শোনীয়দের সন্তান, গের্শোনীয় লাদানের পিতৃকুলপতি—তাঁরা যেহিয়েলীয়েরাই ছিলেন। [২২] যেহিয়েলের সন্তানেরা: জেথান ও তাঁর ভাই যোয়েল; এঁরা প্রভুর গৃহের ধনভাণ্ডারে নিযুক্ত ছিলেন।

[২৩] আম্রামীয়দের, ইস্হারীয়দের, হেব্রোনীয়দের ও উজ্জিয়েলীয়দের মধ্যে [২৪] মোশির পৌত্র গের্শোনের সন্তান শুবায়েল প্রধান কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। [২৫] তাঁর ভাইয়েরা: এলিয়েজেরের সন্তান রেহাবিয়া, তাঁর সন্তান যেশাইয়া, তাঁর সন্তান যোরাম, তাঁর সন্তান জিখ্রি, তাঁর সন্তান শেলোমিথ। [২৬] দাউদ রাজা এবং পিতৃকুলপতিরা অর্থাৎ সহস্রপতিরা, শতপতিরা ও সেনাপতিরা যে সকল বস্তু পবিত্রীকৃত বস্তু বলে নিবেদন করেছিলেন, এই শেলোমিথ ও তাঁর ভাইয়েরা সেই সকল পবিত্রীকৃত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। [২৭] প্রভুর গৃহ-সংস্কারের জন্য ওঁরা যুদ্ধে লুণ্ঠিত বহু বস্তু পবিত্রীকৃত বস্তু বলে নিবেদন করেছিলেন। [২৮] তাছাড়া, সেই সমস্ত বস্তুও ছিল, যা শামুয়েল দৈবদ্রষ্টা, কীশের সন্তান শৌল, নেরের সন্তান আব্নের ও সেরুইয়ার সন্তান

যোয়াব পবিত্রীকৃত বস্তু বলে নিবেদন করেছিলেন। পবিত্রীকৃত সকল বস্তু শেলোমিথের ও তাঁর ভাইদের দায়িত্বে ছিল।

[২৯] ইস্রায়েলের বাইরের ব্যাপারে ইস্হারীয়দের মধ্যে কেনানিয়া ও তাঁর সন্তানেরা শাসক ও বিচারক পদে নিযুক্ত হলেন।

[৩০] হেব্রোনীয়দের মধ্যে হাশাবিয়া ও তাঁর ভাইয়েরা এক হাজার সাতশ' বীরপুরুষ প্রভুর উপাসনা-কর্মে ও রাজার পরিচর্যায় যর্দনের এপারে পশ্চিমদিকে ইস্রায়েলের উপরে নিযুক্ত হলেন।

[৩১] হেব্রোনীয়দের পিতৃকুল অনুযায়ী বংশতালিকায় যেরিয়া হেব্রোনীয়দের মধ্যে প্রধান ছিলেন; দাউদের রাজত্বকালের চত্বারিংশ বর্ষে তদন্তের ফলে তাঁদের মধ্যে গিলেয়াদ-যাসেরে অনেক শক্তিশালী বীরপুরুষ পাওয়া গেল। [৩২] যেরিয়ার ভাইদের মধ্যে দু'হাজার সাতশ' বীরপুরুষ পিতৃকুলপতি ছিলেন; তাঁদেরই দাউদ রাজা ঈশ্বরীয় ও রাজকীয় সমস্ত ব্যাপারে রূবেনীয়দের, গাদীয়দের ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীর উপরে নিযুক্ত করলেন।

সামরিক ও পৌর গঠন

২৭ [১] এটি হল ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা—অর্থাৎ সেই পিতৃকুলপতিরা, সহস্রপতিরা, শতপতিরা ও পরিষদেরা, যাঁরা নিজ নিজ দলে বিভক্ত হয়ে বছরের মাসে মাসে পালা করে রাজার পরিচর্যা করতেন। প্রতি দলে চব্বিশ হাজার করে লোক ছিল।

[২] প্রথম দলের প্রধান প্রথম মাসের জন্য জাব্দিয়েলের সন্তান যাশোবেয়াম; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল। [৩] তিনি পেরেস-সন্তানদের একজন; তিনি প্রথম মাসের জন্য সকল সেনানায়কদের প্রধান।

[৪] দ্বিতীয় মাসের দলে আহোহীয় দোদাই ও তাঁর দল; সেনানায়ক ছিলেন মিক্লোথ; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

[৫] তৃতীয় মাসের জন্য তৃতীয় সেনাদলের সেনাপতি ছিলেন যেহোইয়াদা যাজকের সন্তান বেনাইয়া; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল। [৬] এই বেনাইয়া সেই

ত্রিশজনের মধ্যে একজন বীরপুরুষ ছিলেন ও সেই ত্রিশজনের উপরে ও তাঁর নিজের দলের উপরে নিযুক্ত ছিলেন। আম্মিজাবাদ ছিলেন তাঁর সন্তান।

[৭] চতুর্থ মাসের জন্য চতুর্থ সেনাপতি যোয়াবের ভাই আসাহেল, ও তাঁর পরে, তাঁর সন্তান জেবাদিয়া; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

[৮] পঞ্চম মাসের জন্য পঞ্চম সেনাপতি সেরাহীয় শামেহুথ; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

[৯] ষষ্ঠ মাসের জন্য ষষ্ঠ সেনাপতি তেকোয়ীয় ইক্কেশের সন্তান ইরা; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

[১০] সপ্তম মাসের জন্য সপ্তম সেনাপতি এফ্রাইম-সন্তানদের গোত্রজাত পেলোনীয় হেলেস; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

[১১] অষ্টম মাসের জন্য অষ্টম সেনাপতি জেরাহীয় গোত্রজাত হুশাথীয় সিব্বেখাই; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

[১২] নবম মাসের জন্য নবম সেনাপতি বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীজাত আনাথোথীয় আবিয়েজের; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

[১৩] দশম মাসের জন্য দশম সেনাপতি জেরাহীয় গোত্রজাত নেতোফাতীয় মারাই; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

[১৪] একাদশ মাসের জন্য একাদশ সেনাপতি এফ্রাইম-সন্তানদের গোষ্ঠীজাত পিরাথোনীয় বেনাইয়া; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

[১৫] দ্বাদশ মাসের জন্য দ্বাদশ সেনাপতি অথ্‌নিয়েল-গোত্রজাত নেতোফাতীয় হেল্দাই; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

[১৬] ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলোর প্রধানদের কথা: রূবেনীয়দের গোষ্ঠীতে প্রধান ছিলেন জিখ্রির সন্তান এলিয়েজের; শিমেয়োনের গোষ্ঠীতে মাআখার সন্তান শেফাতিয়া;
[১৭] লেবির গোষ্ঠীতে কেমুয়েলের সন্তান হাশাবিয়া; আরোনীয়দের উপরে সাদোক;
[১৮] যুদার গোষ্ঠীতে দাউদের ভাইদের মধ্যে এলিহু; ইসাখারের গোষ্ঠীতে মিখায়েলের সন্তান অম্রি; [১৯] জাবুলোনের গোষ্ঠীতে ওবাদিয়ার সন্তান ইশ্মাইয়া; নেফ্তালির গোষ্ঠীতে আজ্রিয়েলের সন্তান যেরিমোথ; [২০] এফ্রাইম-সন্তানদের গোষ্ঠীতে

আজাজিয়ার সন্তান হোশেয়া; মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীতে পেদাইয়ার সন্তান যোয়েল; [২১] গিলেয়াদে মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীতে জাখারিয়ার সন্তান ইদ্দো; বেঞ্জামিনের গোষ্ঠীতে আব্নেরের সন্তান যাসিয়েল; [২২] দানের গোষ্ঠীতে যেরোহামের সন্তান আজারেল। এঁরাই ছিলেন ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলোর প্রধান।

[২৩] দাউদ কুড়ি বছর ও তার কম বয়সের লোকদের সংখ্যা গ্রহণ করলেন না, কেননা প্রভু বলেছিলেন, তিনি আকাশের তারানক্ষত্রের মতই ইস্রায়েলকে বহুসংখ্যক করবেন। [২৪] সেরুইয়ার সন্তান যোয়াব লোকগণনা করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তা কখনও শেষ করেননি; এমনকি, সেই লোকগণনার কারণেই ইস্রায়েলের উপরে কোপ নেমে পড়ল। এই লোকগণনার ফলাফল দাউদ রাজার ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ হল না।

[২৫] আদিয়েলের সন্তান আস্মাবেথ রাজার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন; এবং মাঠে, শহরে, গ্রামে ও দুর্গগুলিতে যে যে ভাণ্ডার ছিল, সেই সমস্ত কিছুর অধ্যক্ষ উজ্জিয়ার সন্তান যোনাথান।

[২৬] মাঠের কৃষকদের অধ্যক্ষ কেলুবের সন্তান এজ্রি। [২৭] আঙুরখেতের অধ্যক্ষ রামাথীয় শিমেই; আঙুরখেতের আঙুররসের ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ শেফামীয় জাব্দি। [২৮] শেফেলার জলপাইবাগান ও ডুমুরগাছগুলোর অধ্যক্ষ গেদেরীয় বায়াল-হানান; তেল-ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ যোয়াশ। [২৯] শারোনে যে সকল গবাদি পশুপাল চরত, তার অধ্যক্ষ শারোনীয় শিত্রি; অন্য উপত্যকায় গবাদি পশুপালের অধ্যক্ষ আদ্‌লাইয়ের সন্তান শাফাৎ। [৩০] উটগুলোর অধ্যক্ষ ইশ্মায়েলীয় ওবিল। গাধীদের অধ্যক্ষ মেরানোথীয় যেহ্‌দেইয়া। [৩১] ছাগ ও মেষপালগুলোর অধ্যক্ষ আগারীয় যাজিজ। এঁরা সকলে দাউদ রাজার সম্পত্তির অধ্যক্ষ ছিলেন।

[৩২] দাউদের জেঠা মশায় যোনাথান ছিলেন মন্ত্রী; তিনি বুদ্ধিমান ও শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ। হাখমোনির সন্তান যেহিয়েল রাজকুমারদের দেখাশোনা করতেন। [৩৩] আহিথোফেল ছিলেন রাজমন্ত্রী; আর্কীয় হুশাই রাজবন্ধু। [৩৪] আহিথোফেলের পরে বেনাইয়ার সন্তান যেহোইয়াদা ও আবিয়াথার নিযুক্ত হলেন; যোয়াব ছিলেন রাজার সৈন্যদলের সেনাপতি।

দাউদের শেষ নির্দেশবাণী

রাজপদে তৈলাভিষিক্ত শলোমন

দাউদের মৃত্যু

২৮ [১] দাউদ সকল জননেতাকে অর্থাৎ গোষ্ঠীপতিকে, রাজার পরিচর্যায় নিযুক্ত নানা
দলপতিকে, সহস্রপতিকে, শতপতিকে, এবং রাজার ও রাজপুত্রদের সমস্ত সম্পত্তির ও
পশুপালের অধ্যক্ষকে, পরিষদবর্গকে ও বীরপুরুষদের, এমনকি সমস্ত বীরযোদ্ধাকে
যেরুশালেমে একত্রে সমবেত করলেন। [২] রাজা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘হে
আমার ভাই সকল ও আমার জনগণ, আমার কথা শোন! আমার মনোবাসনা ছিল, প্রভুর
সন্ধি-মঞ্জুষার জন্য ও আমাদের পরমেশ্বরের পাদপীঠের জন্য আমি এক বিশ্রাম-গৃহ
গেঁথে তুলব। নির্মাণকাজের জন্যও ব্যবস্থা করেছিলাম, [৩] কিন্তু পরমেশ্বর আমাকে
বললেন, তুমি আমার নামের উদ্দেশে গৃহ গেঁথে তুলবে না, কেননা তুমি যুদ্ধের মানুষ
ছিলে, আর রক্ত ঝরিয়েছ। [৪] যাই হোক, প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের
উপরে সবসময়ের জন্যই রাজত্ব করতে আমার সমস্ত পিতৃকুলের মধ্য থেকে আমাকেই
বেছে নিয়েছেন; হ্যাঁ, তিনি জননায়করূপে যুদাকে ও যুদা গোষ্ঠীর মধ্যে আমার
পিতৃকুলকেই বেছে নিয়েছেন, এবং আমাকে গোটা ইস্রায়েলের রাজা করার জন্য তিনি
আমার পিতার ছেলেদের মধ্যে আমাতেই প্রসন্ন হয়েছেন। [৫] আমার সকল ছেলেদের
মধ্যে—প্রভু তো আমাকে বহু ছেলে দিয়েছেন!—তিনি ইস্রায়েলের উপরে প্রভুর
রাজাসনে বসাবার জন্য আমার ছেলে শলোমনকে বেছে নিয়েছেন। [৬] বস্তুত তিনি
আমাকে বলেছেন, তোমার ছেলে শলোমনই আমার গৃহ ও আমার প্রাঙ্গণগুলো নির্মাণ
করবে, কেননা আমি তাকেই আমার সন্তান বলে বেছে নিয়েছি, আর আমি তার পিতা
হব। [৭] সে যদি আজকের দিনের মত আমার আজ্ঞা ও নিয়মনীতি পালনে নিষ্ঠাবান
থাকে, তবে আমি তার রাজ্য চিরকালের জন্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব। [৮] সুতরাং এখন,
প্রভুর জনসমাবেশ সেই গোটা ইস্রায়েলের দৃষ্টিগোচরে ও আমাদের পরমেশ্বরের
কর্ণগোচরে আমি তোমাদের অনুরোধ করি: তোমরা সযত্নে তোমাদের আপন পরমেশ্বর
প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা মেনে চল, যেন এই উত্তম দেশের অধিকার ভোগ করতে পার এবং

তোমাদের পরে তোমাদের ছেলেদের জন্য চিরস্থায়ী উত্তরাধিকাররূপে তা রেখে যেতে পার। [৯] আর তুমি, হে আমার সন্তান শলোমন, তুমি তোমার পিতার পরমেশ্বরকে জেনে নাও, এবং একনিষ্ঠ হৃদয়ে ও একাগ্র মনে তাঁর সেবা কর, কেননা প্রভু সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন ও অন্তরের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা বোঝেন; তুমি যদি তাঁর অন্বেষণ কর, তবে তিনি তোমাকে তাঁর উদ্দেশ পেতে দেবেন; কিন্তু যদি তাঁকে ত্যাগ কর, তবে তিনি চিরকালের মত তোমাকে দূর করবেন। [১০] দেখ: এখন প্রভু পবিত্রধাম হিসাবে এক গৃহ গেঁথে তুলতে তোমাকে বেছে নিয়েছেন; তুমি বলবান হও ও কাজে নাম।'

[১১] দাউদ তাঁর সন্তান শলোমনকে গৃহের বারান্দার, তার ঘরগুলোর, ভাণ্ডারগুলোর, উপরতলার, ভিতরের কামরাগুলোর ও প্রায়শ্চিত্তাসনের স্থানের নমুনা দিলেন; [১২] তাছাড়া, প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণগুলো, চারপাশের সকল কামরা, পরমেশ্বরের গৃহের ধনভাণ্ডারগুলো ও পবিত্রীকৃত বস্তুর ভাণ্ডারগুলো, [১৩] যাজকদের ও লেবীয়দের শ্রেণি, প্রভুর গৃহের সেবা-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ, প্রভুর গৃহ-সংক্রান্ত সেবাকাজের জন্য সমস্ত পাত্র সম্বন্ধে তিনি আত্মায় যা যা কল্পনা করেছিলেন, সেইসব কিছুর বিষয়েও তিনি তাঁকে উপযুক্ত নির্দেশ দিলেন। [১৪] সব ধরনের সেবাকাজের জন্য ব্যবহার্য সমস্ত সোনার পাত্রের সোনার ওজন, সব ধরনের সেবাকাজের জন্য ব্যবহার্য সমস্ত রুপোর পাত্রের রুপোর ওজন, [১৫] সোনার দীপাধারের সোনার প্রদীপগুলোর জন্য, অর্থাৎ সকল দীপাধারের ও সেগুলো-সংক্রান্ত প্রদীপের জন্য সোনার ওজন, রুপোর দীপাধারের, প্রতিটি দীপাধারের ব্যবহার অনুসারে সকল দীপাধারের ও সেগুলো-সংক্রান্ত প্রদীপগুলোর জন্য রুপোর ওজন, [১৬] ভোগ-রুটির ভোজনপাটগুলোর মধ্যে প্রতিটি ভোজনপাটের জন্য সোনার ওজন, রুপোর ভোজনপাটগুলোর জন্য রুপোর ওজন, [১৭] ত্রিশূল, বাটি ও কলসগুলোর জন্য খাঁটি সোনার ওজন, প্রতিটি সোনার থালার জন্য সোনার ওজন, প্রতিটি রুপোর থালার জন্য রুপোর ওজন, [১৮] ধূপবেদির জন্য খাঁটি সোনার ওজন, এই সমস্ত কিছুর ওজন তিনি তাঁর সন্তানকে দেখালেন। আবার, রথের, অর্থাৎ সোনার যে দুই খেরুবমূর্তি পাখা বাড়িয়ে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা ঢেকে দিচ্ছিল, তাদের নমুনাও তিনি তাঁকে দিলেন। [১৯] তিনি বললেন, 'আমি প্রভুর হাত

থেকেই এই সমস্ত লেখা পেয়েছি; নমুনার সমস্ত দিক বোঝাবার জন্যই তিনি তা আমাকে দিয়েছেন।'

[২০] দাউদ তাঁর সন্তান শলোমনকে বললেন, 'তুমি বলবান হও, সাহস ধর, কাজে নাম। ভয় করো না, নিরাশ হয়ো না, কেননা প্রভু পরমেশ্বর, আমার পরমেশ্বর, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। প্রভুর গৃহ-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ যতদিন সমাধা না হয়, ততদিন ধরে তিনি তোমাকে একা ফেলে রাখবেন না; না, তোমাকে ত্যাগ করবেন না। [২১] আর দেখ, পরমেশ্বরের গৃহ-সংক্রান্ত সেবাকাজের জন্য যাজকদের ও লেবীয়দের শ্রেণি তৈরী আছে। আরও, সবরকম কাজে সুদক্ষ লোক যে কোন কাজের জন্য তোমাকে সহায়তা করবে। জননেতারা আছেন, গোটা জনগণও আছে: তারা সকলে তোমার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।'

২৯ [১] দাউদ রাজা গোটা জনসমাবেশকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমার ছেলে শলোমন—তাকেই বিশেষভাবে পরমেশ্বর বেছে নিয়েছেন—এখনও যুবক ও অনভিজ্ঞ মানুষ, অথচ এই কাজ অতি মহান, কেননা এই প্রাসাদ মানুষের জন্য নয়, প্রভু পরমেশ্বরেরই জন্য। [২] আমার যতটুকু ক্ষমতা ছিল, সেই অনুসারে আমি আমার পরমেশ্বরের গৃহের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছি: সোনার জিনিসের জন্য সোনা, রুপোর জিনিসের জন্য রুপো, ব্রঞ্জের জিনিসের জন্য ব্রঞ্জ, লোহার জিনিসের জন্য লোহা, কাঠের জিনিসের জন্য কাঠ; আবার, বৈদূর্যমণি, মণিমাণিক্য, নানা রঙের পাথর, বহুমূল্য নানা রকম পাথর ও সাদা মার্বেল পাথর আমি প্রচুর পরিমাণেই যোগাড় করেছি। [৩] আবার, সেই পবিত্র গৃহের জন্য যা যা ব্যবস্থা করেছি, তাছাড়া, আমার পরমেশ্বরের গৃহের প্রতি আমার অনুরাগের খাতিরে, নিজস্ব আমার যত সোনা ও রুপো আছে, তাও আমি আমার পরমেশ্বরের গৃহের জন্য দিয়ে দিলাম, [৪] যথা: গৃহের দেওয়াল মোড়াবার জন্য তিন হাজার বাট সোনা—ওফিরেরই সোনা!—ও সাত হাজার বাট খাঁটি রুপো, [৫] সোনার জিনিসের জন্য সোনা, রুপোর জিনিসের জন্য রুপো ও শিল্পকারদের হাত দিয়ে যা যা তৈরি করা হবে, তার জন্যও সোনা ও রুপো। সুতরাং, আজ কে প্রভুর উদ্দেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তহস্ত?'

[৬] তখন পিতৃকুলপতিরা, ইস্রায়েলের গোষ্ঠীপতিরা, সহস্রপতিরা, শতপতিরা ও রাজার কর্মাধ্যক্ষেরা একাগ্রতা দেখালেন। [৭] তাঁরা পরমেশ্বরের গৃহের কাজের জন্য পাঁচ হাজার বাট সোনা, দারিকোন নামে দশ হাজার সোনার টাকা, দশ হাজার বাট রুপো, আঠার হাজার বাট ব্রঞ্জ, ও এক লক্ষ বাট লোহা দিলেন। [৮] আর যারা দেখল, নিজেদের কাছে বহুমূল্য মণিমুক্তা আছে, তারা গের্শোনীয় যেহিয়েলের হাতে প্রভুর গৃহের ভাণ্ডারের জন্য তা দিল। [৯] জনগণ তত দানশীলতার জন্য আনন্দ করল, কেননা তারা একাগ্রচিত্তে প্রভুর উদ্দেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দান করল; দাউদ রাজাও মহানন্দে আনন্দিত ছিলেন।

[১০] দাউদ গোটা জনসমাবেশের সামনে প্রভুকে ধন্য বললেন। দাউদ বললেন: 'ধন্য তুমি প্রভু, আমাদের পিতা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে। [১১] তোমারই তো প্রভু, মহত্ত্ব, পরাক্রম, মহিমা, সম্মান ও প্রভা, কারণ স্বর্গমর্তে যা কিছু আছে, সবই তো তোমার। তোমারই তো প্রভু, রাজ-অধিকার, সবকিছুর উপরে তুমি মাথারূপে উত্তোলিত; [১২] ঐশ্বর্য ও গৌরব তোমা থেকেই আসে, সবকিছুর উপরে তুমি তো শাসনকর্তা। তোমার হাতেই প্রতাপ ও পরাক্রম, তোমার হাতেই সবকিছু মহান ও বলবান করে তোলা। [১৩] এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তোমাকে জানাই ধন্যবাদ, তোমার মহিমময় নামের করি প্রশংসাবাদ। [১৪] কেননা আমি কে, আমার জনগণই বা কে যে আমরা এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করতে সক্ষম হই? সমস্তই তোমা থেকে আসে, আর আমরা কেবল তা-ই তোমাকে দিলাম, যা তোমারই হাত থেকে পেয়েছি। [১৫] আমাদের পিতৃপুরুষদের মত আমরাও তোমার সামনে বিদেশী ও প্রবাসী, পৃথিবীতে আমাদের আয়ু ছায়ার মতই ও আশাবিহীন! [১৬] হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, তোমার পবিত্র নামের উদ্দেশে এক গৃহ গেঁথে তোলার জন্য আমরা যা কিছু যোগাড় করেছি, সেই সব তোমার হাত থেকেই এসেছে, সবই তোমার। [১৭] আর যেহেতু আমি জানি, হে আমার পরমেশ্বর, তুমি হৃদয় পরীক্ষা করে থাক ও সরলতায় প্রসন্ন, সেজন্য আমি আমার হৃদয়ের সরলতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এইসব কিছু দিলাম; আর এখন দেখছি, এখানে সমবেত তোমার জনগণ আনন্দের সঙ্গে তোমার উদ্দেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করছে। [১৮] হে প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসহাক ও

ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি তোমার আপন জনগণের হৃদয়ের মধ্যে এই মনোভাব চিরকালের মতই রক্ষা কর; তাদের হৃদয়ও তোমার প্রতি নিবদ্ধ রাখ। [১৯] আর আমার ছেলে শলোমনকে একনিষ্ঠ হৃদয় প্রদান কর, যেন সে তোমার আজ্ঞা, তোমার সুব্যবস্থা ও তোমার বিধিনিয়ম পালন করতে পারে, এইসব কিছু সাধন করতে পারে, এবং যে প্রাসাদের জন্য আমি ব্যবস্থা করেছি, সে যেন তা গেঁথে তুলতে পারে।'

[২০] পরে দাউদ গোটা জনসমাবেশকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এখন তোমরা তোমাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুকে ধন্য বল!' আর গোটা জনসমাবেশ তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে ধন্য বলল ও মাথা নত করে প্রভুর উদ্দেশে ও রাজার উদ্দেশে প্রণিপাত করল।

[২১] তারা পরদিন প্রভুর উদ্দেশে বলিদান করল, ও প্রভুর উদ্দেশে আহুতিবলি উৎসর্গ করল, যথা এক হাজার বাছুর, এক হাজার ভেড়া, এক হাজার মেষশাবক ও সেগুলো-সংক্রান্ত পানীয়-নৈবেদ্য; তাছাড়া গোটা ইস্রায়েলের পক্ষে তারা আরও প্রচুর বলি উৎসর্গ করল। [২২] সেদিন তারা মহানন্দে প্রভুর সাক্ষাতে খাওয়া-দাওয়া করল ও দাউদের সন্তান শলোমনকে পুনরায় রাজা বলে ঘোষণা করল, এবং প্রভুর উদ্দেশে তাঁকে জননায়ক ও সাদোককে যাজক পদে তৈলাভিষিক্ত করল। [২৩] শলোমন তাঁর পিতা দাউদের পদে রাজা হয়ে প্রভুর সিংহাসনে আসন নিলেন; তিনি সমস্ত কাজে সফল হলেন, ও গোটা ইস্রায়েল তাঁর প্রতি বাধ্য হল। [২৪] জননেতারা ও বীরপুরুষেরা সকলে এবং দাউদ রাজার সকল সন্তানও শলোমন রাজার বশ্যতা স্বীকার করলেন। [২৫] প্রভু গোটা ইস্রায়েলের দৃষ্টিগোচরে শলোমনকে অধিক মহীয়ান করলেন ও তাঁকে এমন রাজপ্রতাপ দিলেন, যা আগে ইস্রায়েলের কোন রাজার হয়নি।

[২৬] যেসের সন্তান দাউদ গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করেছিলেন।

[২৭] তিনি ইস্রায়েলের উপরে মোট চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন: হেব্রোনে সাত বছর, ও যেরুশালেমে তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন।

[২৮] তিনি আয়ু, ধন ও গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে শুভ বার্ধক্যকালে মরলেন; তাঁর সন্তান শলোমন তাঁর পদে রাজা হন।

[২৯] দেখ, দাউদ রাজার কর্মকীর্তি—শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই তাঁর যত কর্মকীর্তি—দৈবদ্রষ্টা শামুয়েলের পুস্তকে, নাথান নবীর পুস্তকে ও গাদ দৈবদ্রষ্টার পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে; [৩০] আর সেইসঙ্গে তাঁর সমস্ত রাজত্বের ও বীর্যবত্তার বিবরণ, এবং তাঁর জীবনকালে, ইস্রায়েলে ও অন্য সকল দেশের রাজ্যগুলিতে যে পরাক্রম ও পরীক্ষা দেখা দিল, এই সমস্ত কথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

———————

১ [১…] এই প্রথম অধ্যায় থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত লেখক নানা বংশতালিকা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আদম থেকে দাউদ পর্যন্ত বাইবেলের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যক্ত করেন; তাতে জগৎ ও মানবজাতির আদিলগ্ন থেকে দাউদ-কাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা প্রমাণিত, আর যেহেতু বংশতালিকায় ঈশ্বরের অবিরত আশীর্বাদ বাস্তবায়িত বলে প্রকাশিত সেজন্য বংশতালিকা যাঁকে লক্ষ করে সেই দাউদেই ঐশ আশীর্বাদের মূর্ত অভিব্যক্তি প্রকাশিত।

[৮] দেশ হিসাবে 'কুশ' ও 'মিস্রাইম' ইথিওপিয়া ও মিশর দেশ দু'টোকে নির্দেশ করে (২:৩৪ ইত্যাদি দ্রঃ)।

[৫৪] এদোমের দলপতিদের তালিকা-দানের মধ্য দিয়ে লেখক দেখাতে চান, ইস্রায়েলকে শুধু নয়, সকল জাতিকেই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন; তাদের মধ্য থেকে ইস্রায়েলকে বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্যই যেন ইস্রায়েল তাদের মধ্যে বিশেষ এক প্রেরণকর্ম বা ভূমিকা অনুশীলন করে।

২ [৩] বংশাবলি ইস্রায়েলের সেই বারোজন সন্তানের মধ্যে কেবল যুদারই বংশতালিকা বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করে, কেননা যুদা-গোষ্ঠী থেকেই দাউদের উদ্ভব; তাতে দাউদ ও যেরুশালেমের ইতিহাস ইস্রায়েলের ইতিহাসের শুধু নয়, বিশ্বেরই ইতিহাসের একটা মুখ্য অঙ্গ বলে প্রকাশ পায়।

৫ [১…] জ্যেষ্ঠাধিকার যোসেফেরই হওয়ার কথা হলেও বংশাবলি দেখায় যে, যুদাই প্রাধান্য পেলেন (১ বংশ ৫:২)।

৬ [১৬…] দাউদ-কালের গায়কদের বংশতালিকা দেওয়ার মাধ্যমে বংশাবলি গায়কদের ও লেবীয়দের এক বংশের মানুষ বলে উপস্থাপন করতে অভিপ্রেত; তাতে প্রকাশ পায় যে, গায়কদের ভূমিকা ও নিয়োগ স্বয়ং দাউদ দ্বারাই স্থির করা হয়েছিল।

১০ [১…] শৌলের মৃত্যু ততখানি নয়, বরং রাজপদ কেমন করে শৌল থেকে দাউদের হাতে হস্তান্তরিত হল তা-ই বর্ণনা করা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়; তাতে উত্তরাধিকারী-বিহীন অবিশ্বস্ত রাজার পতন ও বিশ্বস্ত রাজা দাউদের চিরস্থায়ী রাজবংশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায়।

[৬] ১ শামু ৩১:৬ অনুসারে শৌলের সঙ্গে তাঁর লোকেরা অর্থাৎ তাঁর সৈন্যেরাই মরল; এখানে তাঁর সঙ্গে তাঁর কুলেরই সকলে মারা পড়ল; এতে বুঝতে হয় যে বংশাবলি অনুসারে শৌল ও তাঁর কুলকে ইতিহাস থেকে একেবারে মুছে ফেলা হয়েছে।

[১৩-১৪] এই অনুচ্ছেদে বংশাবলির ঐশতাত্ত্বিক বিচার প্রকাশিত: শৌলের মৃত্যু ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুযায়ী, এবং সেই মৃত্যুর কারণ হল রাজার অবিশ্বস্ততা ও ঐশবাণীর প্রতি অবাধ্যতা; তেমন অবিশ্বস্ততা ও অবাধ্যতা ভূতের ওঝার অভিমত যাচনা করায়ই ব্যক্ত। আমাদের ধারণায় এমনটি মনে হতে পারে, শাস্তি অধিক কঠোর হল, কিন্তু বাইবেল বরাবর এশিক্ষা ঘোষিত যে, ভূতের ওঝা হোক বা মন্ত্র-তন্ত্র হোক যা কিছু মানব-নিয়তি জানবার ব্যাপারে প্রভুর স্থান দখল করে তা ঈশ্বরের চোখে ঈশ্বর-দ্রোহ বলে পরিগণিত এবং এর শাস্তি হবে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি (ঐশপ্রকাশ পুস্তক অনুসারে শাস্তি হল স্বর্গীয় নগরী থেকে বহিষ্কার; প্রকাশ ২২:১৫)। দাউদও যথেষ্ট পাপ করেছিলেন বইকি, কিন্তু ঈশ্বরের চোখে শৌলের পাপের মত ঘৃণ্য কিছুই তিনি করলেন না, ফলে তাঁর পাপের ক্ষমা হল।

১৭ [১০] হিব্রু ভাষায় গৃহ ও কুল একই শব্দ: অন্য কথা ব্যবহার করে আমরা বলতে পারি, দাউদ ঈশ্বরকে একটা বাড়ি (দালান) দিতে চান, আর ঈশ্বর দাউদকে একটা বাড়ি (সন্তান-সন্ততিদের) দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হন।

[১৩] ২ শামু ৭:১৪-১৫ অনুসারে, অপরাধী রাজা ঈশ্বরের শাস্তি ভোগ করবেন; এখানে শাস্তির কথা উল্লিখিত নয়, বরং রাজা মশীহ-রাজ বলেই উপস্থাপিত (সাম ২:৬-৮)।

[১৪] ২ শামু ৭:১৬ দাউদকেই ইঙ্গিত করে; এখানে বলা হয়, ঈশ্বর নিজেই জনগণের উপর রাজত্ব করেন, যেরুশালেমের সিংহাসনে বসে রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেই মাত্র শাসন করেন।

২১ [৩] লোকগণনা একারণ দু'টোর জন্যই অপরাধ বলে গণ্য ছিল:
(ক) লোকগণনার উদ্দেশ্যই যাতে জনগণের শামরিক শক্তি গণনা করা যায়; কিন্তু, সেকালের ধারণায়, প্রভুর যুদ্ধে যোগ দিতে স্বেচ্ছায়ই বহু বহু লোকের এগিয়ে আসবার কথা;
(খ) লোকগণনার মধ্য দিয়ে রাজা নিজ প্রজাদের সংখ্যা জানতে পারেন: এ-ও অপরাধ, কেননা জনগণ ঈশ্বরেরই প্রজা, তাই লোকগণনা করায় রাজা ঈশ্বরেরই অধিকার দখল করেন।

২২ [৮] বংশাবলির নৈতিকতা অনুসারে যুদ্ধের মানুষ ও শান্তির মানুষের মধ্যে এমন ব্যবধান রয়েছে যা অতিক্রম করা সম্ভব নয়; কেবল শান্তির মানুষই ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের মত ধর্মক্রিয়া পালন করতে পারে।

[৯] শলোমন ও শান্তি হিব্রু ভাষার একই ধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দ যার অর্থ 'শান্তি'।

২৮ [১১] দাউদ শলোমনকে গৃহের নমুনা ও নির্মাণকাজ সংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ প্রদান করেন: এতে বংশাবলি দেখাতে চায়, গৃহ-নির্মাণের গৌরব দাউদেরই; শলোমন কেবল বাহ্যিক নির্মাণকাজই সম্পন্ন করলেন।

বংশাবলি—২য় পুস্তক

১ম ও ২য় বংশাবলি পুস্তক দু'টো হিব্রু বাইবেলের 'লেখাসমূহ' নামক অংশের শেষ পুস্তক, সুতরাং হিব্রু বাইবেলের শেষ পুস্তক। পুস্তক দু'টোর উদ্দেশ্যই নির্বাসন-দেশ থেকে ফিরে আসা জনগণের কাছে ইস্রায়েলের ইতিহাসকে ঈশ্বর ও দাউদের মধ্যে চিরকালীন এক সন্ধি রূপেই ব্যাখ্যা করা; এমন সন্ধি যা ঈশ্বরের বিধানের প্রতি বাধ্যতাই দাবি করে: ইস্রায়েল বাধ্যতা দেখালে ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেন, তারা অবাধ্য হলে ঈশ্বর শাস্তি দেন; অতীতকালে ঈশ্বরের যে ইচ্ছা, তা বর্তমানকালেও বলবৎ থাকে; মানুষ ঈশ্বরের বাণী দ্বারাই তাঁর ইচ্ছা জানতে পারে। তেমন উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য পুস্তক দু'টো শামুয়েল ও রাজাবলিতে সঙ্কলিত ঘটনাগুলোর উপর নির্ভর করে এবং তেমন ঘটনাবলির মূল্যায়ন ও বিচারও করে, বাধ্যতা-অবাধ্যতাই মূল্যায়ন ও বিচারের নীতি।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬

শলোমনের প্রজ্ঞা

১ [১] দাউদের সন্তান শলোমন রাজ্যে নিজেকে দৃঢ় করলেন। তাঁর পরমেশ্বর প্রভু
তাঁর সঙ্গে ছিলেন ও তাঁকে অধিক মহীয়ান করে তুললেন।
[২] শলোমন গোটা ইস্রায়েলের, অর্থাৎ সহস্রপতিদের, শতপতিদের, বিচারকবর্গের
ও গোটা ইস্রায়েলের যাবতীয় জনপ্রধানদের ও কুলপতিদের কাছে কথা বললেন।
[৩] পরে শলোমন ও তাঁর সঙ্গে গোটা জনসমাবেশ গিবেয়োনে অবস্থিত উচ্চস্থানে
গেলেন, কেননা প্রভুর দাস মোশি মরুপ্রান্তরে পরমেশ্বরের যে সাক্ষাৎ-তাঁবু গড়ে
তুলেছিলেন, তা সেইখানে ছিল; [৪] কিন্তু পরমেশ্বরের মঞ্জুষা দাউদ কিরিয়াথ-যেয়ারিম
থেকে সেই স্থানেই আনিয়েছিলেন যা তিনি তার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, যেহেতু তিনি
তার জন্য যেরুশালেমে একটা তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিলেন। [৫] হুরের পৌত্র উরির সন্তান

বেজালেল যে ব্রঞ্জের বেদি তৈরি করেছিলেন, তা সেইখানে অর্থাৎ প্রভুর আবাসের সামনেই ছিল; আর শলোমন ও জনসমাবেশ প্রভুর অন্বেষণ করতে সেখানে গেলেন। [৬] শলোমন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রভুর সামনে বসানো ব্রঞ্জের বেদির কাছে গিয়ে উঠে এক হাজার আহুতিবলি নিবেদন করলেন।

[৭] সেই রাতে পরমেশ্বর শলোমনকে দেখা দিয়ে বললেন, 'যাচনা কর, আমি তোমাকে কী দেব?' [৮] শলোমন পরমেশ্বরকে বললেন, 'তুমি আমার পিতা দাউদের প্রতি মহাকৃপা দেখিয়েছ, ও তাঁর পদে আমাকে রাজা করেছ। [৯] এখন, হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি আমার পিতা দাউদের কাছে যে কথা বলেছ, তা সিদ্ধিলাভ করুক, কেননা তুমিই পৃথিবীর ধূলিকণার মত বহুসংখ্যক এক জাতির উপরে আমাকে রাজা করেছ। [১০] তাই আমাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান কর, যেন আমি এই জাতিকে চালনা করতে পারি; কারণ তোমার এই এত বহুসংখ্যক জাতিকে শাসন করতে পারে এমন সাধ্য কার্‌ই বা আছে?' [১১] তখন পরমেশ্বর শলোমনকে বললেন, 'যখন তোমার হৃদয়ে এমন কিছুরই উদয় হয়েছে, যখন নিজের জন্য ঐশ্বর্য বা ধনসম্পদ বা গৌরব বা শত্রুদের প্রাণ যাচনা করনি, দীর্ঘায়ুও যাচনা করনি, বরং, আমি আমার যে জনগণের উপরে তোমাকে রাজা করেছি, তুমি তাদের শাসন করার উদ্দেশ্যে নিজের জন্য প্রজ্ঞা ও জ্ঞান যাচনা করেছ, [১২] তখন প্রজ্ঞা ও জ্ঞান তোমাকে মঞ্জুর করা হল। আর শুধু তা নয়, আমি তোমাকে এমন ঐশ্বর্য, ধনসম্পদ ও গৌরব মঞ্জুর করছি, যার সমান তোমার আগে কোন রাজার হয়নি ও যার সমান তোমার পরেও কোন রাজার হবে না।' [১৩] শলোমন গিবেয়োন-উচ্চস্থান থেকে, সাক্ষাৎ-তাঁবু থেকে, যেরুশালেমে ফিরে গেলেন ও ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করলেন।

[১৪] শলোমন বহু রথ ও ঘোড়া সংগ্রহ করলেন; তাঁর এক হাজার চারশ'টা রথ ও বারো হাজার ঘোড়া ছিল, আর সেই সমস্ত কিছু তিনি রথ-নগরগুলোতে ও যেরুশালেমে রাজার কাছে রাখতেন। [১৫] রাজা এমনটি করলেন যে, যেরুশালেমে রুপো ও সোনা পাথরের মত, ও এরসকাঠ শেফেলার ডুমুরগাছের মতই প্রচুর হল। [১৬] শলোমনের ঘোড়াগুলো মুস্রি ও কুয়ে থেকে আনা হত; রাজার বণিকেরা কুয়েতে সেগুলোকে কিনত। [১৭] মুস্রি থেকে আনা এক একটা রথের মূল্য ছ'শো শেকেল রুপো ছিল, ও এক একটা

ঘোড়ার মূল্য ছিল একশ’ পঞ্চাশ শেকেল। এইভাবে তারা হিত্তীয় সকল রাজার কাছে ও আরামীয় রাজাদেরও কাছে সরবরাহ করার জন্য ঘোড়াগুলো আমদানি করত।

প্রভুর গৃহ-নির্মাণ

[১৮] পরে শলোমন মনস্থ করলেন, তিনি প্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ ও নিজের জন্য এক রাজপ্রাসাদ গেঁথে তুলবেন।

২ [১] শলোমন সত্তর হাজার ভারবাহক, পাহাড়ে আশি হাজার পাথরকাটিয়ে ও তিন হাজার ছ’শো সরদার নিযুক্ত করলেন। [২] শলোমন তুরসের রাজা হুরামকে একথা বলে পাঠালেন, ‘আপনি আমার পিতা দাউদের জন্য যেমন করেছিলেন ও তাঁর গৃহ নির্মাণের জন্য তাঁর কাছে যেমন এরসকাঠ পাঠিয়েছিলেন, আমার জন্যও সেইমত করুন। [৩] দেখুন, আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ গেঁথে তুলতে যাচ্ছি; তা আমি তাঁর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করব, যেন তাঁর সামনে গন্ধদ্রব্য জ্বালাতে, নিত্য-ভোগ-রুটি নিবেদন করতে ও প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায়, শাব্বাৎ দিনে, অমাবস্যায় ও আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সকল পর্বে আহুতিবলি নিবেদন করতে পারি। ইস্রায়েলের পক্ষে এ নিত্যপালনীয় বিধি। [৪] আমি যে গৃহ গেঁথে তুলতে যাচ্ছি, তা মহৎ হবে, কেননা আমাদের পরমেশ্বর সকল দেবতার চেয়ে মহান। [৫] কিন্তু তবুও স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গও যখন তাঁকে ধারণ করতে অক্ষম, তখন তাঁর জন্য গৃহ গেঁথে তুলতে কে সক্ষম হবে? আর আমি কে যে কেবল তাঁর সামনে ধূপ জ্বালাবার জন্যও তাঁর উদ্দেশে গৃহ গেঁথে তুলব? [৬] সুতরাং, আপনি সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ, লোহা এবং উজ্জ্বল রক্তলাল, সিঁদুরে-লাল ও নীল সুতোর কাজ সাধনে ও সবধরনের খোদাই কাজে নিপুণ একজন লোককে পাঠান; আমার পিতা দাউদ দ্বারা নিযুক্ত যে সুদক্ষ লোকেরা যুদায় ও যেরুশালেমে আমার আছে, আপনার লোক তাদেরই সঙ্গে কাজ করবে। [৭] আর লেবানন থেকে এরসকাঠ, দেবদারুকাঠ ও আল্গুমকাঠ আমার এখানে পাঠান, কেননা আমি জানি, আপনার লোকেরা লেবাননের কাঠ কাটতে দক্ষ। আমার লোকেরা আপনার লোকদের সঙ্গে যোগ দেবে, [৮] আর তারা আমার জন্য প্রচুর পরিমাণ কাঠ প্রস্তুত করবে, যেহেতু আমি যে গৃহ গেঁথে তুলতে যাচ্ছি, তা মহৎ ও চমৎকার হবে।

[৯] দেখুন, আপনার দাসদের মধ্যে যারা গাছ নামাবে ও কাটবে, তাদের আমি কুড়ি
হাজার কোর্ মাড়া গম, কুড়ি হাজার কোর্ যব, কুড়ি হাজার বাৎ আঙুররস ও কুড়ি
হাজার বাৎ তেল দেব।’

[১০] তুরসের রাজা হিরাম শলোমনের কাছে এই উত্তর লিখে পাঠালেন, ‘তাঁর
আপন জনগণের প্রতি তাঁর ভালবাসার খাতিরেই প্রভু তাদের উপরে আপনাকে রাজা
করেছেন!’ [১১] হিরাম আরও বললেন, ‘ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যিনি
স্বর্গমর্তের নির্মাণকর্তা, যিনি দাউদ রাজাকে সুবুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক এক প্রজ্ঞাপূর্ণ সন্তান
দিয়েছেন যিনি প্রভুর জন্য এক গৃহ ও নিজের জন্য এক রাজপ্রাসাদ গেঁথে তুলবেন।
[১২] এখন আমি হুরাম-আবি নামে সুবিজ্ঞ একজন প্রজ্ঞাপূর্ণ লোক পাঠালাম; [১৩] সে
দান-বংশীয়া একটি স্ত্রীলোকের সন্তান, তার পিতা তুরসের লোক; সে সোনা, রুপো,
ব্রঞ্জ, লোহা, পাথর ও কাঠ, এবং উজ্জ্বল রক্তলাল, নীল, শুভ্র ক্ষোম-সুতোর ও সিঁদুরে-
লাল সুতোর কাজ সাধনে দক্ষ; সে সবধরনের খোদাই কাজ ও নানা কাল্পনিক কাজও
প্রস্তুত করতে দক্ষ। তাকে আপনার নিজের শিল্পকারদের সঙ্গে এবং আপনার পিতা
আমার প্রভু দাউদের শিল্পকারদের সঙ্গে কাজ করতে দেওয়া হোক। [১৪] তাই আমার
প্রভু যে গম, যব, তেল ও আঙুররসের কথা বলেছেন, তা আপনার দাসদের কাছে
পাঠিয়ে দিন, [১৫] আর আমাদের দিক থেকে, আপনার যত কাঠের প্রয়োজন হবে,
আমরা লেবাননে তত কাঠ কাটব, এবং ভেলা করে সমুদ্রপথে যাফাতে আপনার জন্য
পৌঁছিয়ে দেব; তখন আপনি তা যেরুশালেমে তুলে নিয়ে যাবেন।’

[১৬] শলোমন তাঁর পিতা দাউদের লোকগণনার পরে ইস্রায়েল দেশের সকল
প্রবাসী লোক গণনা করালেন; তাতে এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছ’শো লোক পাওয়া গেল।
[১৭] তাদের মধ্যে তিনি সত্তর হাজার ভারবাহক, পর্বতে আশি হাজার পাথরকাটিয়ে
কাজে লাগালেন, ও তত লোক কাজ করাবার জন্য তিন হাজার ছ’শো সরদার নিযুক্ত
করলেন।

৩ [১] শলোমন যেরুশালেমে মোরিয়া পর্বতে প্রভুর গৃহ গেঁথে তুলতে আরম্ভ
করলেন; সেই পর্বতে প্রভু তাঁর পিতা দাউদকে দেখা দিয়েছিলেন; অর্থাৎ যেবুসীয়

অর্নানের খামারে দাউদ নিজেই যে স্থান প্রস্তুত করেছিলেন, সেই স্থানেই। [২] তিনি তাঁর রাজত্বকালের চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় মাসে নির্মাণকাজ আরম্ভ করলেন।

[৩] পরমেশ্বরের গৃহ নির্মাণ করার জন্য শলোমন যে ভিত্তি স্থাপন করলেন, তার পরিমাপ এই: প্রাচীনকালে প্রচলিত হাত অনুসারে দৈর্ঘ্য ষাট হাত ও প্রস্থ কুড়ি হাত। [৪] গৃহের সামনে যে বারান্দা ছিল, তা গৃহের প্রস্থ অনুসারে কুড়ি হাত লম্বা, ও একশ' হাত উচ্চ; তিনি ভিতরে তা খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন। [৫] বৃহৎ কক্ষের গা উত্তম সোনায় মন্ডিত দেবদারুকাঠে মুড়ে দিলেন ও তার উপরে খেজুরগাছ-মূর্তি ও নানা শৃঙ্খল খোদাই করালেন। [৬] সৌন্দর্যের জন্য তিনি কক্ষটা বহুমূল্য পাথরে অলঙ্কৃত করালেন; সোনা ছিল পার্বাইম দেশের সোনা। [৭] তিনি কক্ষ, কক্ষের কড়িকাঠ, চৌকাট, দেওয়াল ও দরজাগুলো সোনায় মুড়ে দিলেন, ও দেওয়ালের উপরে নানা খেরুবমূর্তি খোদাই করালেন। [৮] তিনি পরম পবিত্রস্থান নির্মাণ করলেন, তার দৈর্ঘ্য গৃহের প্রস্থের মত কুড়ি হাত ও প্রস্থ কুড়ি হাত; আর তিনি ছ'শো বাট উত্তম সোনা দিয়ে তা মুড়ে দিলেন। [৯] পেরেকের ওজন ছিল পঞ্চাশ শেকেল সোনা; তিনি উপরের কামরাগুলোও সোনায় মুড়ে দিলেন।

[১০] পরম পবিত্রস্থানের মধ্যে তিনি দু'টো খেরুবমূর্তি দাঁড় করালেন—খোদাই করা মূর্তি—আর সেগুলো সোনায় মুড়ে দেওয়া হল। [১১] এই খেরুব দু'টোর পাখা ছিল কুড়ি হাত লম্বা, একটার পাঁচ হাত লম্বা এক পাখা গৃহের দেওয়াল স্পর্শ করল, এবং পাঁচ হাত লম্বা অন্য পাখাটা দ্বিতীয় খেরুবের পাখা স্পর্শ করল। [১২] সেই খেরুবমূর্তির পাঁচ হাত লম্বা প্রথম পাখা গৃহের দেওয়াল স্পর্শ করল, এবং পাঁচ হাত লম্বা দ্বিতীয় পাখা ওই খেরুবমূর্তির পাখা স্পর্শ করল। [১৩] দুই খেরুবের বিস্তৃত চার পাখা কুড়ি হাত চওড়া; খেরুব দু'টো পায়ে দাঁড়ানো ছিল, কক্ষমুখী হয়ে। [১৪] তিনি নীল, উজ্জ্বল রক্তলাল ও সিঁদুরে-লাল সুতো এবং শুভ্র ক্ষোম-সুতোর তৈরী পরদা প্রস্তুত করালেন ও তার উপরে নানা খেরুবের প্রতিকৃতি এঁকে দিলেন।

[১৫] কক্ষের সামনে তিনি পঁয়ত্রিশ হাত উচ্চ দুই স্তম্ভ বসালেন, এক একটা স্তম্ভের উপরে যে মাথলা, তা পাঁচ হাত উচ্চ। [১৬] অন্তর্গৃহে তিনি মালা তৈরি করে সেই স্তম্ভের মাথায় দিলেন, এবং এক একশ' ডালিম তৈরি করে সেই মালাগুলোর মধ্যস্থানে

রাখলেন। [১৭] সেই দু'টো স্তম্ভ তিনি মন্দিরের সামনে বসালেন, একটা ডানে ও অন্যটা বামে রাখলেন; যেটা ডানে, সেটার নাম যাখিন, ও যেটা বামে, সেটার নাম বোয়াজ রাখলেন।

৪ [১] তিনি ব্রঞ্জের একটা যজ্ঞবেদি নির্মাণ করালেন: তা কুড়ি হাত লম্বা, কুড়ি হাত চওড়া ও দশ হাত উচ্চ।

[২] তিনি ছাঁচে ঢালাই করা এক গোলাকার সমুদ্রপাত্র তৈরি করালেন, তা এক কাণা থেকে অন্য কাণা পর্যন্ত দশ হাত, তার উচ্চতা পাঁচ হাত, ও তার পরিধি ত্রিশ হাত ছিল। [৩] চারদিকে কাণার নিচে সমুদ্রপাত্র ঘিরে নানা বলদের মত দেখতে পশু-মূর্তি ছিল: প্রতিটি হাতের মধ্যে দশ দশ বলদ ছিল; পাত্র ঢালবার সময়ে সেই বলদগুলো দুই শ্রেণি ছাঁচে ঢালাই করা হয়েছিল। [৪] পাত্রটা বারোটা বলদ-মূর্তির উপরে বসানো ছিল; তিনটে উত্তরমুখী, তিনটে পশ্চিমমুখী, তিনটে দক্ষিণমুখী, ও তিনটে পুবমুখী ছিল; এবং সমুদ্রপাত্র তাদের উপরে রইল; সবগুলোর পশ্চাদ্ভাগ ভিতরে থাকল। [৫] পাত্রটা চার আঙুল পুরু, ও তার কাণা পানপাত্রের কাণার মত, লিলি ফুলাকার ছিল; তাতে দুই হাজার বাৎ ধরত।

[৬] তিনি দশটা প্রক্ষালনপাত্রও তৈরি করালেন, এবং প্রক্ষালনের উদ্দেশ্যে পাঁচটা ডানে ও পাঁচটা বামে বসালেন; আহুতিরূপে যা যা উৎসর্গীকৃত হওয়ার কথা, তা তারই মধ্যে ধুয়ে ফেলা হত, কিন্তু সমুদ্রপাত্র যাজকদেরই প্রক্ষালনের জন্য ছিল। [৭] তিনি বিধিমতে সোনার দশটা দীপাধার তৈরি করে বড়কক্ষে বসালেন, পাঁচটা ডানে ও পাঁচটা বামে রাখলেন। [৮] তিনি দশটা টেবিলও তৈরি করালেন, পাঁচটা ডানে ও পাঁচটা বামে বড়কক্ষে রাখলেন। তিনি একশ'টা সোনার পাত্রও তৈরি করালেন। [৯] আবার তিনি যাজকদের প্রাঙ্গণ, বড় প্রাঙ্গণ ও প্রাঙ্গণের দরজাগুলো নির্মাণ করালেন, ও তার পাল্লাগুলো ব্রঞ্জে মুড়ে দিলেন। [১০] আর সমুদ্রপাত্র ডান পাশে পুব-দক্ষিণদিকের সামনে বসালেন।

[১১] হুরাম নানা প্রক্ষালনপাত্র, হাঁড়ি ও বাটি তৈরি করল।

এইভাবে হুরাম শলোমন রাজার জন্য পরমেশ্বরের গৃহের যে সকল কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, সেই সবকিছু শেষ করল, [১২] তথা: স্তম্ভ দু'টো, ও সেই স্তম্ভের উপরে

গোলক ও মাথলা, ও সেই স্তম্ভের উপরে মাথলার যে দু'টো গোলক, সেগুলো ঢাকবার জন্য দু'টো জালিকাজ; [১৩] দু'টো জালিকাজের জন্য চারশ'টা ডালিম, অর্থাৎ স্তম্ভের উপরে মাথলার যে দু'টো গোলক, তা ঢাকবার জন্য এক এক জালিকাজের জন্য দু'শ্রেণি ডালিম; [১৪] সে পীঠগুলো তৈরী করল ও সেই পীঠের উপরে প্রক্ষালনপাত্রগুলো তৈরি করল; [১৫] একটা সমুদ্রপাত্র ও তার নিচে বারোটা বলদ; [১৬] নানা কড়াই, হাতা ও ত্রিশূল এবং অন্য যত পাত্র হুরাম-আবি শলোমন রাজার জন্য প্রভুর গৃহের উদ্দেশ্যে উজ্জ্বল ব্রঞ্জে তৈরি করল। [১৭] রাজা যর্দনের অঞ্চলে সুক্কোথ ও সেরেদার মধ্যস্থিত ঢালাই-কারখানায় তা ঢালাই করালেন।

[১৮] শলোমন ওই যে সকল পাত্র তৈরি করালেন, তা সংখ্যায় এতই প্রচুর, যা ব্রঞ্জের পরিমাণ নির্ণয় করা যাচ্ছিল না।

[১৯] শলোমন পরমেশ্বরের গৃহ-সংক্রান্ত সমস্ত পাত্র তৈরি করালেন, তথা: সোনার বেদি ও ভোগ-রুটি রাখবার ভোজনপাট; [২০] অন্তর্গৃহের সামনে বিধিমতে জ্বালাবার জন্য ডানে খাঁটি সোনার দীপাধারগুলো; [২১] সোনার, বিশুদ্ধই সোনার ফুল, প্রদীপ ও চিমটে; [২২] খাঁটি সোনার ছুরি, বাটি, কলস ও অঙ্গারধানী। উপরন্তু, গৃহের দরজা, পরম পবিত্রস্থানের ভিতরের পাল্লা ও গৃহের অর্থাৎ বড়কক্ষের পাল্লাগুলো তিনি সোনায় তৈরি করালেন।

৫ [১] এইভাবে প্রভুর গৃহের জন্য শলোমনের সাধিত সমস্ত কাজ সম্পন্ন হল। তখন শলোমন তাঁর পিতা দাউদ দ্বারা পবিত্রীকৃত বস্তুগুলো আনালেন, এবং রুপো, সোনা ও পাত্রগুলো পরমেশ্বরের গৃহের ধনভাণ্ডারে রাখলেন।

প্রভুর গৃহ-উৎসর্গীকরণ

[২] তখন শলোমন দাউদ-নগরী থেকে, অর্থাৎ সিয়োন থেকে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তুলে নেওয়ার জন্য ইস্রায়েলের প্রবীণদের ও সকল গোষ্ঠীপতিকে, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের পিতৃকুলগুলোর প্রধান প্রধান সকলকে যেরুশালেমে একত্রে সমবেত করলেন। [৩] তাই সপ্তম মাসে, পর্বোৎসবের সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রাজার কাছে একত্রে সমবেত হল। [৪] ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণেরা একবার এসে উপস্থিত হলে

লেবীয়েরা মঞ্জুষা তুলে নিল; [৫] তারা মঞ্জুষা, সাক্ষাৎ-তাঁবু ও তাঁবুর মধ্যে যত পবিত্র জিনিসপত্র, তা সবই তুলে নিয়ে গেল। লেবীয় যাজকেরাই এই সমস্ত তুলে নিয়ে গেল। [৬] শলোমন রাজা ও তাঁর কাছে সমাগত সমস্ত ইস্রায়েল জনমণ্ডলী মঞ্জুষার সামনে দাঁড়িয়ে এতগুলো মেষ ও বলদ বলিরূপে উৎসর্গ করলেন যা গণনার অতীত, হিসাবের অতীত! [৭] যাজকেরা প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তার নির্দিষ্ট স্থানে, অর্থাৎ গৃহের অন্তর্গৃহে, সেই পরম পবিত্রস্থানেই নিয়ে গিয়ে দুই খেরুবের পাখার নিচে বসিয়ে দিল। [৮] প্রকৃতপক্ষে সেই খেরুবমূর্তি দু'টো মঞ্জুষার জায়গার উপরে পাখা মেলে ছিল: তাই উপর থেকে সেই মূর্তি দু'টোর পাখা মঞ্জুষা ও তার দুই বহনদণ্ড ঢেকে রাখল। [৯] বহনদণ্ড দু'টো এমন লম্বা ছিল যে, তাদের অগ্রভাগ অন্তর্গৃহের সামনে মঞ্জুষা থেকেও দেখা যেতে পারত, তবু সেগুলো বাইরে থেকে দেখা যেত না; এই সমস্ত কিছু আজও সেখানে আছে। [১০] মঞ্জুষার মধ্যে কিছুই ছিল না, শুধু সেই পাথরফলক দু'টোই ছিল, যা মোশি হোরেবে তার মধ্যে রেখেছিলেন; অর্থাৎ সন্ধির সেই লিপিফলক দু'টো, যে সন্ধি—মিশর থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বেরিয়ে আসার সময়ে—প্রভু তাদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন।

[১১] তখন এমনটি ঘটল যে, যাজকেরা পবিত্রস্থান থেকে বেরিয়ে এসেছে—কেননা উপস্থিত যাজকেরা নিজ নিজ শ্রেণির কথা রক্ষা না করে নিজেদের পবিত্রিত করেছিল— [১২] আর সকল লেবীয় গায়ক, অর্থাৎ আসাফ, হেমান, ইদুথুন ও তাঁদের সন্তানেরা ও ভাইয়েরা ক্ষোম-কাপড়ে পরিবৃত হয়ে এবং খঞ্জনি, সেতার ও বীণা সহকারে যজ্ঞবেদির পুবপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, এবং তাদের পাশে একশ' কুড়িজন যাজক তুরি বাজাচ্ছে, [১৩] সেসময়ে এমনটি ঘটল যে, যখন সেই তুরিবাদকেরা ও গায়কেরা সকলে মিলে একসুরে প্রভুর প্রশংসা ও স্তুতিগান শুরু করল এবং তুরি, খঞ্জনি ও অন্য সকল বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে মহারবে শব্দ তুলে *তিনি মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী* একথা ব'লে প্রভুর প্রশংসা করল, তখনই গৃহটি প্রভুর গৌরবের মেঘে পরিপূর্ণ হল, [১৪] এবং সেই মেঘের কারণে যাজকেরা তাদের সেবাকর্ম সম্পাদন করার জন্য সেখানে আর দাঁড়াতে পারল না, কেননা পরমেশ্বরের গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

৬ [১] তখন শলোমন বললেন:

‘প্রভু বলে দিচ্ছেন,
তিনি অন্ধকারেই বাস করবেন।
[২] আর আমি তোমার জন্য একটি রাজগৃহ গেঁথে তুলেছি;
এমন এক স্থান, যা তোমার চিরকালীন আবাস!’

[৩] তখন রাজা মুখ ফিরিয়ে ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশকে আশীর্বাদ করলেন, ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশ তখন দাঁড়িয়ে ছিল। [৪] তিনি বললেন: ‘ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর! তিনি আমার পিতা দাউদের কাছে নিজের মুখে যে কথা বলেছিলেন, নিজের বাহুবলে তার সিদ্ধি ঘটিয়েছেন: [৫] যেদিন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছি, সেদিন থেকে আমি, আমার নাম যেখানে একটি আবাস পেতে পারবে, এমন গৃহ নির্মাণের জন্য ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে কোন শহর বেছে নিইনি, আমার জনগণ ইস্রায়েলের জননায়ক হবার জন্য কোন মানুষকেও বেছে নিইনি; [৬] কিন্তু আমার নাম যেন একটি আবাস পেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে আমি যেরুশালেম বেছে নিয়েছি ও আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জননায়ক হবার জন্য দাউদকে বেছে নিয়েছি। [৭] আমার পিতা দাউদ মনস্থ করেছিলেন, তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ গেঁথে তুলবেন, [৮] কিন্তু প্রভু আমার পিতা দাউদকে বললেন: তুমি মনস্থ করেছ, আমার নামের উদ্দেশে এক গৃহ গেঁথে তুলবে; তোমার তেমন মনস্কামনা ভালই বটে, [৯] অথচ তুমিই যে সেই গৃহ গেঁথে তুলবে এমন নয়, তোমার ঔরসজাত যে সন্তান হবে, সে-ই আমার নামের উদ্দেশে গৃহ গেঁথে তুলবে। [১০] প্রভু এই যে কথা বলেছিলেন, তার সিদ্ধি ঘটালেন: আমি আমার পিতা দাউদের পদ গ্রহণ করেছি, আমি ইস্রায়েলের সিংহাসনে আসন নিয়েছি, যেমনটি প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; এবং আমি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে এই গৃহ গেঁথে তুলেছি, [১১] এবং তার মধ্যে সেই মঞ্জুষা রেখেছি, যার মধ্যে রয়েছে সেই সন্ধি যা প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে স্থির করেছিলেন।’

[১২] আর তিনি ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশের সামনে প্রভুর যজ্ঞবেদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু’হাত বাড়ালেন, [১৩] —বাস্তবিকই শলোমন পাঁচ হাত লম্বা, পাঁচ হাত চওড়া ও তিন হাত উচ্চ ব্রঞ্জের একটা মঞ্চ নির্মাণ করে বাইরের প্রাঙ্গণের মাঝখানে

বসিয়ে তার উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন; ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশের সামনে হাঁটু পেতে স্বর্গের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে [১৪] তিনি বললেন, 'হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, স্বর্গে কি মর্তে তোমার মত পরমেশ্বর নেই। যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সামনে চলে, তোমার সেই দাসদের প্রতি তুমি তো সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক। [১৫] তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা করেছ; নিজের মুখে যা কিছু বলেছিলে, নিজের বাহুবলে তার সিদ্ধি সাধন করেছ, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে। [১৬] এখন, হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা কর; তুমি তো বলেছিলে, আমার সামনে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে, তোমার এমন বংশধরের অভাব হবে না—অবশ্য, তুমি আমার সামনে যেমন চলেছ, তোমার সন্তানেরাও যদি আমার সামনে তেমনি চ'লে তাদের জীবন-পথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। [১৭] এখন, হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার দাস দাউদের কাছে যে কথা তুমি বলেছিলে, তা পূর্ণ হোক। [১৮] কিন্তু পরমেশ্বর পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে বাস করবেন, একথা কি সত্য? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে ধারণ করতে অক্ষম; তবে আমার দ্বারা গেঁথে তোলা এই গৃহ তার চেয়ে কতই না অক্ষম! [১৯] তবু, হে প্রভু, আমার পরমেশ্বর, তুমি তোমার এই দাসের প্রার্থনা ও মিনতির দিকে ফিরে তাকাও; তোমার দাস তোমার কাছে যে ডাক ও প্রার্থনা নিবেদন করছে, তা শোন। [২০] তোমার চোখ দিনরাত এই গৃহের প্রতি উন্মীলিত থাকুক—এই স্থানেরই প্রতি, যে স্থানের বিষয়ে তুমি কথা দিয়েছ যে, তোমার নাম তুমি সেই স্থানে রাখবে, যেন এই স্থান অভিমুখে তোমার দাস যে প্রার্থনা নিবেদন করে, তা তুমি যেন শুনতে পাও। [২১] তোমার এই দাস ও তোমার জনগণ সেই ইস্রায়েল যখন এই স্থান অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করবে, তখন তাদের মিনতি কান পেতে শোন—স্বর্গলোকের তোমার বাসস্থান থেকে শোন: এবং শুনে ক্ষমাই কর।

[২২] কেউ তার নিজের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ করলে যদি দিব্যি দিয়ে শপথ করতে বাধ্য হওয়ায় এই গৃহে এসে তোমার যজ্ঞবেদির সামনে সেই শপথ করে, [২৩] তুমি, ওগো, তা স্বর্গলোক থেকে শোন, এবং নিষ্পত্তি করে তোমার দাসদের তুমিই বিচার কর: অপরাধীকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করে তার কর্মের ফল তার মাথায় ডেকে

আন, এবং নিরপরাধীকে নিরপরাধী বলে সাব্যস্ত করে তার নিরপরাধিতা অনুযায়ী ফল দান কর।

[২৪] তোমার জনগণ ইস্রায়েল তোমার বিরুদ্ধে পাপ করার ফলে যখন শত্রু দ্বারা পরাজিত হবে, তখন যদি আবার তোমার দিকে ফেরে, যদি তোমার নামের স্তব করে, এবং এই গৃহে যদি তোমার কাছে প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন করে, [২৫] তবে তুমি তা স্বর্গলোক থেকে শোন, তোমার জনগণ ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা কর, আর তাদের ও তাদের পিতৃপুরুষদের এই যে দেশভূমি দিয়েছ, সেই দেশভূমিতে তাদের ফিরিয়ে আন।

[২৬] তোমার বিরুদ্ধে তাদের পাপের কারণে যখন আকাশ রুদ্ধ হবে আর বৃষ্টি হবে না, তারা যদি এই স্থান অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করে, তোমার নামের স্তব করে ও তোমার হাত দ্বারা অবনমিত হয়েছে বলে যদি তাদের পাপ থেকে ফেরে, [২৭] তখন, ওগো, তুমি তা স্বর্গলোক থেকে শোন ও তোমার আপন দাসদের ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা কর; হ্যাঁ, তাদের দেখাও সেই সৎপথ যা ধরে তাদের চলতে হবে, এবং তুমি তোমার জনগণকে যে দেশ অধিকাররূপে দিয়েছ, তোমার সেই দেশের উপর বৃষ্টি পাঠাও।

[২৮] দেশের মধ্যে যখন দুর্ভিক্ষ বা মহামারী, শস্যের শোষ বা ম্লানি, পঙ্গপাল বা পোকা হবে; যখন তাদের শত্রুরা তাদের দেশে, শহরে শহরে, তাদের অবরোধ করবে, যখন কোন মড়ক বা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে, [২৯] যদি কোন ব্যক্তি বা তোমার গোটা জনগণ ইস্রায়েল, প্রত্যেকে যারা নিজ নিজ জ্বালা ও ব্যথা উপলব্ধি ক'রে এই গৃহের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে কোন প্রার্থনা বা মিনতি নিবেদন করে, [৩০] তখন, ওগো, তুমি তোমার বাসস্থান সেই স্বর্গলোক থেকে শোন, ক্ষমা কর; প্রত্যেকজনকে তার নিজ নিজ আচরণ অনুযায়ী প্রতিফল দাও—তুমি তো তাদের হৃদয় জান, কেননা কেবল তুমিই যত আদমসন্তানদের হৃদয় জান!— [৩১] যেন আমাদের পিতৃপুরুষদের তুমি যে দেশভূমি দিয়েছ, এই দেশভূমিতে তারা তাদের সমস্ত জীবন ধরে তোমার পথে চলে তোমাকে ভয় করে। [৩২] তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েল গোষ্ঠীর মানুষ নয়, এমন কোন বিদেশী যখন তোমার মহানাম, তোমার বলীয়ান হাত ও তোমার প্রসারিত বাহুর খাতিরে দূর দেশ থেকে এসে এই গৃহ অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করবে, [৩৩] তখন, ওগো, তুমি

তোমার বাসস্থান সেই স্বর্গলোক থেকে শোন, এবং সেই বিদেশী তোমার কাছে যা কিছু প্রার্থনা করবে, তা মঞ্জুর কর, যেন পৃথিবীর সমস্ত জাতি তোমার নাম জানতে পারে, তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের মত তোমাকে ভয় করে এবং তারাও যেন জানতে পারে যে, আমার গেঁথে তোলা এই গৃহ তোমার আপন নাম বহন করে।

[৩৪] তুমি তোমার আপন জনগণকে পথ দেখালে যখন তারা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হবে, যদি তোমার বেছে নেওয়া নগরী অভিমুখে ও তোমার নামের জন্য আমার গেঁথে তোলা গৃহ অভিমুখে তোমার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে, [৩৫] তখন, ওগো, তুমি স্বর্গলোক থেকে তাদের প্রার্থনা ও মিনতি শোন, তুমি নিজেই তাদের পক্ষসমর্থন কর।

[৩৬] যখন তারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করবে—কেননা পাপ না করে এমন কোন মানুষ নেই—এবং তুমি তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রুর হাতে তাদের ছেড়ে দেবে ও শত্রুরা তাদের বন্দি করে দূরবর্তী বা নিকটবর্তী কোন শত্রুদেশে নিয়ে যাবে, [৩৭] যে দেশে তারা বন্দি অবস্থায় উপনীত হয়েছে, সেই দেশে যদি বোধশক্তি ফিরে পায়, এবং যারা তাদের বন্দি করে নিয়ে গেছে, তাদের দেশে যদি মন ফেরায় ও তোমার কাছে মিনতি করে বলে: আমরা পাপ করেছি, শঠতা করেছি, দুষ্কর্ম করেছি, [৩৮] হ্যাঁ, যে দেশে বন্দি অবস্থায় তাদের নেওয়া হয়েছে, সেই বন্দিদশার দেশে যদি তারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসে ও তুমি তাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দিয়েছ, তাদের সেই দেশ অভিমুখে, তোমার বেছে নেওয়া নগরী অভিমুখে ও তোমার নামের উদ্দেশে আমার গেঁথে তোলা গৃহ অভিমুখে যদি তোমার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে, [৩৯] তখন, ওগো, তুমি তোমার বাসস্থান সেই স্বর্গলোক থেকে তাদের প্রার্থনা ও মিনতি শোন, তাদের পক্ষসমর্থন কর, তোমার যে জনগণ তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তাদের ক্ষমা কর।

[৪০] হে আমার পরমেশ্বর, এই স্থানে যে প্রার্থনা নিবেদিত হবে,
তার প্রতি তোমার চোখ উন্মীলিত হোক;
তোমার কান মনোযোগী হোক।
[৪১] প্রভু পরমেশ্বর, এখন ওঠ! তোমার বিশ্রামস্থানে এসো,

তুমি ও তোমার প্রতাপের সেই মঞ্জুষা, এসো;
প্রভু পরমেশ্বর, তোমার যাজকেরা ত্রাণবসনে পরিবৃত হোক,
তোমার ভক্তরা মঙ্গল-লাভে আনন্দচিৎকার করুক।
[৪২] প্রভু পরমেশ্বর, ফিরিয়ে দিয়ো না গো তোমার তৈলাভিষিক্তজনের মুখ;
তোমার দাস দাউদের প্রতি তোমার মহাকৃপার কথা স্মরণ কর।'

৭ [১] শলোমন প্রার্থনা শেষ করামাত্র স্বর্গ থেকে আগুন নেমে আহুতিবলি ও অন্য
বলিগুলো সবই গ্রাস করল, এবং গৃহটি প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল। [২] যাজকেরা
প্রভুর গৃহে প্রবেশ করতে পারছিল না, কারণ প্রভুর গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে
উঠেছিল। [৩] আগুন নামল ও প্রভুর গৌরব গৃহের উপরে বিরাজিত, তা দেখে ইস্রায়েল
সন্তানেরা সকলে নত হয়ে মেঝেতে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করল: তারা প্রভুর স্তুতিবাদ
করে বলে উঠল, *তিনি যে মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী!*
[৪] রাজা ও তাঁর সঙ্গে গোটা জনগণ প্রভুর সামনে নানা বলি নিবেদন করলেন।
[৫] শলোমন রাজা বাইশ হাজার বলদ ও এক লক্ষ কুড়ি হাজার মেষ বলিদান করলেন।
এইভাবে রাজা ও গোটা জনগণ পরমেশ্বরের গৃহ উৎসর্গ করলেন।
[৬] যাজকেরা নিজ নিজ স্থানে উঠে দাঁড়াল; এবং লেবীয়েরা দাউদ রাজার তৈরী
বাদ্যযন্ত্রগুলো দিয়ে *তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী* একথা বলে প্রভুর স্তুতিগান করছিল। যখন দাউদ
লেবীয়দের মধ্য দিয়ে প্রভুর প্রশংসাগান করতেন, তখন যাজকেরা লেবীয়দের পাশে
পাশে তুরি বাজাত এবং গোটা ইস্রায়েল দাঁড়িয়ে থাকত।
[৭] শলোমন প্রভুর গৃহের সামনের প্রাঙ্গণের মধ্যদেশ পবিত্রীকৃত করলেন, কেননা
তিনি সেইখানে আহুতিবলির ও মিলন-যজ্ঞবলির চর্বি উৎসর্গ করলেন; কারণ আহুতি,
শস্য-নৈবেদ্য এবং সেই চর্বি ধারণের জন্য শলোমনের নির্মাণ করা ব্রঞ্জের যজ্ঞবেদিটি
অধিক ছোট ছিল।
[৮] সেসময়ে শলোমন ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল, হামাথের প্রবেশস্থান থেকে
মিশরের খরস্রোত পর্যন্ত—বিরাট একটা জনসমাবেশ—সাত দিন উৎসব করলেন।

[৯] অষ্টম দিনে বিদায়-সভা অনুষ্ঠিত হল, কেননা তারা সাত দিন যজ্ঞবেদি-উৎসর্গীকরণ ও সাত দিন উৎসব পালন করেছিল। [১০] সপ্তম মাসের ত্রয়োবিংশ দিনে শলোমন জনগণকে যে যার তাঁবুতে বিদায় দিলেন। দাউদের প্রতি, শলোমনের প্রতি ও তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের প্রতি প্রভু যে সমস্ত মঙ্গল মঞ্জুর করেছিলেন, সেই সবকিছুর জন্য তারা আনন্দিত ও প্রফুল্লচিত্ত ছিল।

শলোমনকে ঈশ্বরের দ্বিতীয় দর্শনদান

[১১] এভাবে শলোমন প্রভুর গৃহ ও রাজপ্রাসাদের নির্মাণকাজ শেষ করলেন; প্রভুর গৃহে ও তাঁর নিজ গৃহে যা কিছু করতে বাসনা করেছিলেন, তা তিনি সাধন করলেন।

[১২] প্রভু রাতে শলোমনকে দেখা দিয়ে বললেন, 'আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি ও এই স্থান যজ্ঞ-গৃহ বলে নিজের জন্য বেছে নিয়েছি। [১৩] আমি আকাশ রুদ্ধ করলে যখন আর বৃষ্টি হবে না, কিংবা পঙ্গপালকে দেশ বিনাশ করতে আজ্ঞা দেব, অথবা আমার জনগণের মধ্যে মহামারী প্রেরণ করব, [১৪] তখন আমার জনগণ, যারা আমার নিজের নাম অনুসারেই অভিহিত, তারা যদি বিনম্র ভাবে প্রার্থনা করে, আমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করে ও তাদের কুপথ থেকে ফেরে, তবে আমি স্বর্গ থেকে তা শুনব, তাদের পাপ ক্ষমা করব ও তাদের দেশ নিরাময় করব। [১৫] এই স্থানে যে প্রার্থনা নিবেদিত হয়, তার প্রতি এখন আমার চোখ উন্মীলিত ও আমার কান মনোযোগী। [১৬] কেননা আমি এখন এই গৃহ বেছে নিলাম ও পবিত্রীকৃত করলাম, যেন তার মধ্যে আমার নাম চিরকালের মত অধিষ্ঠান করে, আর এইখানে যেন আমার চোখ ও আমার হৃদয় অনুক্ষণ থাকে। [১৭] আর তুমি, তোমার পিতা দাউদ যেমন চলত, তেমনি তুমিও যদি আমার সাক্ষাতে চল, আমি তোমাকে যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছি, যদি সেইমত কাজ কর, এবং আমার বিধি ও নিয়মনীতি পালন কর, [১৮] তবে "ইস্রায়েলের উপরে কর্তৃত্ব করবে, তোমার এমন বংশধরের অভাব হবে না," একথা বলে তোমার পিতা দাউদের সঙ্গে যে সন্ধি করেছিলাম, সেই অনুসারে আমি তোমার রাজাসন স্থিতমূল করব চিরকালের মত। [১৯] কিন্তু যদি তোমরা আমা থেকে ফিরে যাও, ও তোমাদের সামনে দেওয়া আমার বিধি ও আজ্ঞাগুলো পরিত্যাগ কর, এবং গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা কর ও তাদের কাছে প্রণিপাত কর, [২০] তবে আমি ইস্রায়েলীয়দের আমার যে দেশভূমি দিয়েছি, সেই

দেশভূমি থেকে তাদের সমূলে উৎপাটন করব, এবং আমার নামের জন্য এই যে গৃহ পবিত্রীকৃত করলাম, এ আমার দৃষ্টি থেকে দূর করব, এবং সমস্ত জাতি-বিজাতির মধ্যে তা প্রবাদের ও তাচ্ছিল্যের বস্তু হবে। [২১] আর এই গৃহ যদিও এত উচ্চ, তথাপি যে কেউ এর কাছ দিয়ে চলবে, সে চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করবে, এই দেশের ও এই গৃহের প্রতি প্রভু এমনটি কেন করেছেন? [২২] আর উত্তরটা এ হবে: এর কারণ এই, যিনি এই জনগণের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন, ওরা ওদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর সেই প্রভুকে ত্যাগ করেছে, এবং অন্য দেবতাদের আঁকড়ে ধরে তাদের সামনে প্রণিপাত করেছে ও তাদের সেবা করেছে; এইজন্য প্রভু তাদের উপরে এই সমস্ত অমঙ্গল নামিয়ে আনলেন।’

শলোমনের সাধিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্ম

৮ [১] প্রভুর গৃহ ও নিজের প্রাসাদ নির্মাণের জন্য শলোমনের যে কুড়ি বছর লাগল,
সেই কুড়ি বছর শেষে, [২] হুরাম শলোমনকে যে যে শহর দিয়েছিলেন, শলোমন
সেগুলো পুনর্নির্মাণ করে সেখানে ইস্রায়েল সন্তানদের বসালেন। [৩] শলোমন হামাথ-
জোবায় গিয়ে তা হস্তগত করলেন। [৪] তিনি প্রান্তরে তাদ্‌মোর নির্মাণ করলেন, এবং
সেই সমস্ত ভাণ্ডার-নগর যা তিনি হামাথে নির্মাণ করেছিলেন। [৫] তিনি উপরে অবস্থিত
বেথ্‌-হোরোন ও নিচে অবস্থিত বেথ্‌-হোরোন এই দুই প্রাচীরবেষ্টিত নগর প্রাচীর,
নগরদ্বার ও অর্গল দিয়ে দৃঢ় করে পুনর্নির্মাণ করলেন। [৬] একই প্রকারে বায়ালাথ তাঁর
নিজের সমস্ত স্বত্বাধিকার-ভাণ্ডার-নগর, এবং রথ ও ঘোড়ার জন্য যত নগর, আর
যেরুশালেমে, লেবাননে ও তাঁর স্বত্বাধিকার-দেশের সর্বত্র যা যা গাঁথতে তাঁর ইচ্ছা ছিল,
তিনি সেই সমস্ত কিছু পুনর্নির্মাণ করলেন।

[৭] হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয় যে সকল লোক অবশিষ্ট
ছিল, যারা ইস্রায়েলীয় নয়, [৮] যাদের ইস্রায়েল সন্তানেরা নিঃশেষে বিনাশ করেনি,
দেশে অবশিষ্ট সেই লোকদের সন্তানদের শলোমন মেহনতি কাজে নিযুক্ত করলেন, আর
তাদের অবস্থা আজও ঠিক তাই। [৯] কিন্তু শলোমন নিজের কাজের জন্য ইস্রায়েল
সন্তানদের মধ্যে কাউকে দাস করলেন না; তারা হল যোদ্ধা, তাঁর প্রধান অশ্বপাল, এবং

তাঁর রথগুলোর ও অশ্বারোহীদের সরদার। [১০] তাদের মধ্যে শলোমন রাজার নিযুক্ত দু'শো পঞ্চাশজন প্রধান অধ্যক্ষ ছিল; তারা লোকদের উপরে সর্দারি দায়িত্ব পালন করত।

[১১] শলোমন ফারাওর কন্যার জন্য যে বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন, দাউদ-নগরী থেকে সেই বাড়িতে তাঁকে আনালেন; কারণ তিনি বললেন, 'আমার বধূ ইস্রায়েল-রাজ দাউদের বাড়িতে বাস করবেন না, কেননা প্রভুর মঞ্জুষা যে যে স্থানে এসে থেমেছে, সেই সকল স্থান পবিত্র।'

[১২] শলোমন বারান্দার সামনে প্রভুর যে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করেছিলেন, তার উপরে তিনি সেসময়ে প্রভুর উদ্দেশে আহুতি দিলেন।

[১৩] তিনি মোশির আজ্ঞামতে শাব্বাৎ দিনে, অমাবস্যায় ও বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট তিন পর্বোৎসবে, যথা খামিরবিহীন রুটি পর্বে, সপ্ত সপ্তাহ পর্বে ও পর্ণকুটির পর্বে প্রত্যেক দিনের বিধান অনুসারে আহুতি দিলেন। [১৪] তিনি তাঁর পিতা দাউদের ব্যবস্থা অনুসারে যাজকদের সেবাকাজের জন্য তাদের শ্রেণি নিরূপণ করলেন; লেবীয়দের জন্যও তিনি এমনটি নিরূপণ করলেন, তারা যেন প্রত্যেক দিন তাদের সেবাকাজ অনুসারে প্রশংসাগান করে ও যাজকদের সহযোগিতা করে; তিনি দারপালদের জন্যও তাদের নিজ নিজ শ্রেণি অনুসারে প্রতিটি দ্বার স্থির করলেন; কেননা পরমেশ্বরের মানুষ দাউদ তেমনই আজ্ঞা দিয়েছিলেন। [১৫] আর ধনভাণ্ডার প্রভৃতি যে কোন ব্যাপারে রাজা যাজকদের ও লেবীয়দের বিষয়ে যে যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তারা তার অন্যথা করত না। [১৬] এভাবে প্রভুর গৃহের ভিত দেওয়ার দিন থেকে তার সমাপ্তি পর্যন্ত শলোমন যত কাজে হাত দিয়েছিলেন, তা সবই শেষ করলেন। হ্যাঁ, প্রভুর গৃহ সবদিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছিল।

[১৭] তখন শলোমন এদোম অঞ্চলে লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত এৎসিয়োন-গেবেরে ও এলাথে গেলেন। [১৮] হুরাম তাঁর কাছে নাবিক সহ কয়েকটা জাহাজ ও সামুদ্রিক কাজে অভিজ্ঞ লোকদের পাঠালেন। তারা শলোমনের লোকদের সঙ্গে ওফিরে গিয়ে সেখান থেকে চারশ' পঞ্চাশ সোনার বাট নিয়ে শলোমন রাজার কাছে আনল।

শেবার রানীর আগমন

৯ [১] শেবার রানী শলোমনের খ্যাতি শুনতে পেয়ে নানা কঠিন প্রশ্ন নিয়ে তাঁকে
পরীক্ষা করতে যেরুশালেমে এলেন। তিনি সঙ্গে নিয়ে এলেন বিপুল ঐশ্বর্য, আবার
উটের পিঠে বোঝাই করা গন্ধদ্রব্য, রাশি রাশি সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তা। শলোমনের
সামনে এসে উপস্থিত হয়ে তিনি, তাঁর মনে যা ছিল, তাঁকে সবকিছুই বললেন।
[২] শলোমন তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন; শলোমনের পক্ষে কোন প্রশ্নই তেমন
দূরূহ হল না যে, তিনি তার উত্তর দিলেন না। [৩] শেবার রানী যখন শলোমনের প্রজ্ঞা,
তাঁর গাঁথা প্রাসাদ, [৪] তাঁর টেবিলে পরিবেশিত নানা খাদ্য, তাঁর কর্মচারীদের বসার
ব্যবস্থা, তাঁর লোকজনের পরিচর্যা, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, পাত্রবাহকদের ব্যবহার,
এবং প্রভুর গৃহে তাঁর দেওয়া আহুতি লক্ষ করলেন, তখন বিস্ময়ে চমকে উঠলেন।
[৫] তিনি রাজাকে বললেন, 'তবে আমার দেশে আপনার বিষয়ে ও আপনার প্রজ্ঞা
বিষয়ে যা কিছু শুনেছিলাম, তা সত্যকথা! [৬] আমি এখানে এসে নিজের চোখেই না
দেখা পর্যন্ত এসব কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না; আর এখন দেখা যাচ্ছে, তার
অর্ধেকও আমাকে বলা হয়নি! আপনার যে খ্যাতির কথা শুনেছিলাম, তার চেয়ে আপনার
অনেক বেশি আছে। [৭] আপনার লোকদের, আহা, কেমন সুখ! আপনার এই
কর্মচারীদের কেমন সুখ! তারা যে আপনার সাক্ষাতে নিত্যই থাকতে পারে ও আপনার
প্রজ্ঞার যত উক্তি শুনতে পারে। [৮] ধন্য আপনার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি আপনার প্রতি
এমন প্রীত হলেন যে, আপনাকে তাঁর আপন সিংহাসনে আপনার পরমেশ্বর প্রভুর জন্য
অধিষ্ঠিত করেছেন। আপনার পরমেশ্বর ইস্রায়েলকে ভালবাসেন বলে ও তাদের
চিরকালস্থায়ী করতে চান বলেই আপনাকে রাজা করেছেন, যেন আপনি ন্যায় ও
ধর্মময়তা অনুশীলন করেন।' [৯] তিনি রাজাকে একশ' কুড়িটা সোনার বাট, রাশি রাশি
গন্ধদ্রব্য ও বহুমূল্য মণিমুক্তা উপহার দিলেন। শেবার রানী শলোমন রাজাকে যে যে
গন্ধদ্রব্য দিলেন, তেমন গন্ধদ্রব্য কখনও হয়নি।

[১০] তাছাড়া, হুরামের ও শলোমনের যে লোকেরা ওফির থেকে সোনা নিয়ে
আসত, তারা বহু পরিমাণ চন্দনকাঠ ও বহুমূল্য মণিমুক্তাও আনল। [১১] সেই চন্দনকাঠ
দিয়ে রাজা প্রভুর গৃহের জন্য ও রাজপ্রাসাদের জন্য সিঁড়ি, ও গায়কদলের জন্য বীণা ও

সেতার তৈরি করালেন। আগে যুদা দেশে তেমন কিছু কখনও দেখা যায়নি। [১২] শলোমন রাজা শেবার রানীর বাসনা অনুসারে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত যত কিছুও দান করলেন; তাছাড়া রানী তাঁর জন্য যা-কিছু এনেছিলেন, তার প্রতিদানস্বরূপ তিনি তাঁকে আরও উপহার দিলেন। পরে রানী ও তাঁর লোকজন নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

[১৩] এক বছরের মধ্যে শলোমনের ভাণ্ডারে ছ'শো ছেষট্টি বাট সোনা আসত। [১৪] এছাড়া সেই সোনাও ছিল, যা বণিকদের ও ব্যবসায়ীদের মধ্য দিয়ে আমদানি করা হত; আরাবার সকল রাজার ও দেশাধিপতিরা শলোমনের কাছে সোনা ও রুপো আনতেন।

[১৫] শলোমন রাজা পিটানো সোনার দু'শোটা বিশাল ঢাল তৈরি করালেন; তার প্রতিটি ঢালে ছ'শো শেকেল পিটানো সোনা ছিল; [১৬] পিটানো সোনা দিয়ে তিনি তিনশ'টা ছোট ঢালও তৈরি করালেন; তার প্রতিটি ঢালে দেড় কিলো করে সোনা ছিল; রাজা লেবানন অরণ্য সেই গৃহেই সেগুলো রাখলেন। [১৭] উপরন্তু রাজা গজদন্তময় এক মস্ত বড় সিংহাসন তৈরি করে খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন। [১৮] ওই সিংহাসনের ছ'টা সোপান ছিল, সোনার এক পাদপীঠ সিংহাসনে লাগানো ছিল, এবং আসনের দু'পাশে হাতা ছিল; সেই হাতার গায়ে দুই সিংহমূর্তি দাঁড়ানো ছিল। [১৯] সেই ছ'টা সোপানের উপরে দু'পাশে বারোটা সিংহমূর্তি দাঁড়ানো ছিল: তেমন সিংহাসন আর কোন রাজ্যে কখনও তৈরি করা হয়নি।

[২০] শলোমন রাজার সমস্ত পানপাত্র সোনারই ছিল, লেবানন অরণ্য সেই গৃহের যাবতীয় পাত্রও খাঁটি সোনার ছিল; শলোমনের আমলে রুপোর কিছুই মূল্য ছিল না। [২১] বাস্তবিকই হুরামের নাবিকদের দ্বারা চালিত হয়ে রাজার জাহাজগুলো তার্শিশে যেত; তার্শিশের সেই জাহাজগুলো তিন বছরের মধ্যে একবার সোনা, রুপো, গজদন্ত, বানর ও হনুমান নিয়ে আসত।

[২২] ধন-ঐশ্বর্যে ও প্রজ্ঞায় শলোমন রাজা পৃথিবীর সকল রাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠই ছিলেন। [২৩] পরমেশ্বর শলোমনের হৃদয়ে যে প্রজ্ঞা সঞ্চার করেছিলেন, তাঁর সেই প্রজ্ঞার বাণী শুনবার জন্য পৃথিবীর সকল রাজা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আকাঙ্ক্ষা

করতেন। [২৪] প্রতিবছর প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপঢৌকন, রুপোর পাত্র, সোনার পাত্র, বস্ত্র, অস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য, ঘোড়া ও খচ্চর আনতেন।

[২৫] তাঁর ঘোড়াগুলোর জন্য, রথগুলোর জন্য ও বারো হাজার ঘোড়ার জন্য শলোমনের চার হাজার ঘর ছিল; সেই সমস্ত কিছু তিনি রথ-নগরগুলোতে ও যেরুশালেমে রাজার কাছে রাখতেন। [২৬] ফোরাত নদী থেকে ফিলিস্তিনিদের এলাকা ও মিশরের সীমা পর্যন্ত সকল রাজার উপরে শলোমনেরই কর্তৃত্ব ছিল। [২৭] রাজা এমনটি করলেন যে, যেরুশালেমে রুপো পাথরের মত, ও এরসকাঠ শেফেলার ডুমুরগাছের মতই প্রচুর হল। [২৮] শলোমনের জন্য ঘোড়াগুলো মুস্রি ও সকল দেশ থেকে আনা হত।

[২৯] শলোমনের বাকি যত কর্মকীর্তি—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—নাথান নবীর পুস্তকে, শীলোনীয় আহিয়ার ভাববাণীতে ও নেবাতের সন্তান যেরবোয়ামের বিষয়ে ইদ্দো দৈবদ্রষ্টার যে দর্শন, তার মধ্যে কি লিপিবদ্ধ নেই? [৩০] শলোমন যেরুশালেমে চল্লিশ বছর সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করলেন। [৩১] পরে শলোমন তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর আপন পিতা দাউদের নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান রেহোবোয়াম তাঁর পদে রাজা হলেন।

প্রথম রাজ্য-সংস্কার

রেহোবোয়াম ও ধর্মীয় বিচ্ছেদ

১০ [১] রেহোবোয়াম শিখেমে গেলেন, যেহেতু গোটা ইস্রায়েল তাঁকে রাজা করার
জন্য শিখেমে এসে উপস্থিত হয়েছিল। [২] নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম কথাটা শুনতে
পেয়ে—তিনি তখনও মিশরে ছিলেন, শলোমন রাজার কাছ থেকে সেইখানে গিয়ে আশ্রয়
নিয়েছিলেন—মিশর ছেড়ে ফিরে এলেন। [৩] লোকেরা দূত পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে
আনল, আর যেরবোয়াম ও গোটা ইস্রায়েল এসে রেহোবোয়ামকে বললেন,
[৪] 'আপনার পিতা আমাদের উপরে দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন; তাই আপনার পিতা
আমাদের উপরে যে কঠোর দাসকর্ম ও দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন, আপনি এখন তা
হালকা করে দিন, তবে আমরা আপনার সেবা করব।' [৫] তিনি প্রতিবাদ করে তাদের
বললেন, 'তোমরা তিন দিন পরে আবার আমার কাছে এসো।' লোকেরা চলে গেল।
[৬] রেহোবোয়াম রাজা, তাঁর আপন পিতা শলোমনের জীবনকালে যে প্রবীণেরা
তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন; তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন,
'আমাকে পরামর্শ দাও, ওই লোকদের আমি কী উত্তর দেব?' [৭] তাঁরা তাঁকে বললেন,
'যদি আপনি ওই লোকদের প্রতি মঙ্গলময়তা দেখান, ওদের যদি খুশি করেন, ওদের
যদি প্রিয় কথা শোনান, তবে ওরা সারা জীবন ধরেই আপনার দাস হবে।' [৮] কিন্তু
প্রবীণেরা তাঁকে যে পরামর্শ দিলেন, তিনি তা অবহেলা করলেন এবং যে যুবকেরা তাঁর
সঙ্গে মানুষ হয়েছিল আর এখন তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল, তাদেরই সঙ্গে পরামর্শ
করলেন। [৯] তাদের তিনি বললেন, 'ওই লোকেরা নাকি বলছে, আপনার পিতা
আমাদের উপরে যে জোয়াল চাপিয়েছেন, তা হালকা করে দিন; তবে এখন আমরা
ওদের কী উত্তর দেব? তোমাদের পরামর্শ কী?' [১০] যে যুবকেরা তাঁর সঙ্গে মানুষ
হয়েছিল, তারা তাঁকে এই উত্তর দিল, 'যে লোকেরা আপনাকে বলছে: আপনার পিতা
আমাদের উপরে দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন, আপনি আমাদের জন্য তা হালকা করে দিন,
তাদের আপনি এই বলে উত্তর দিন: আমার কনিষ্ঠ আঙুল আমার পিতার কটিদেশের
চেয়েও স্থূল! [১১] আচ্ছা, যদিও আমার পিতা তোমাদের উপরে দুর্বহই একটা জোয়াল

চাপিয়েছেন, তবু আমি তোমাদের সেই জোয়াল আরও দুর্বহ করব; হ্যাঁ, আমার পিতা কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বিছেরই কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেব।'

[১২] পরে, 'তিন দিন পরে আবার আমার কাছে এসো,' একথা বলে রাজা যে হুকুম দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে যেরবোয়াম এবং সমস্ত লোক যখন তিন দিন পরে রেহোবোয়ামের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, [১৩] তখন রাজা প্রবীণদের পরামর্শ ত্যাগ করে লোকদের কঠোর উত্তর দিলেন; [১৪] যুবকদের পরামর্শ অনুসারে তিনি বললেন, 'আমার পিতা তোমাদের জোয়াল দুর্বহ করেছিলেন, কিন্তু আমি তোমাদের জোয়াল আরও দুর্বহ করব; আমার পিতা কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বিছেরই কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেব!' [১৫] রাজা লোকদের কথায় কান দিলেন না; এমনটি প্রভুর ব্যবস্থা অনুসারেই ঘটল, শীলো-নিবাসী আহিয়ার মধ্য দিয়ে প্রভু নেবাতের সন্তান যেরবোয়ামকে যে কথা বলেছিলেন, তা যেন সিদ্ধি লাভ করে।

[১৬] যখন সমস্ত ইস্রায়েল দেখল, রাজা তাদের কথায় কান দিলেন না, তখন তারা রাজাকে এই উত্তর দিল,

'দাউদে আমাদের কী অংশ?
যেসের ছেলের সঙ্গে আমাদের তো কোন উত্তরাধিকার নেই!
ইস্রায়েল, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুতে যাও!
দাউদ, এবার তোমার কুল নিয়েই তুমি ব্যস্ত থাক!'

তাই ইস্রায়েলীয়েরা নিজ নিজ তাঁবুতে গেল। [১৭] তথাপি, যে ইস্রায়েল সন্তানেরা যুদার সমস্ত শহরে বাস করত, তাদের উপরে রেহোবোয়াম রাজত্ব করলেন। [১৮] রেহোবোয়াম রাজা যখন আদোরামকে পাঠালেন—সে ছিল মেহনতি কাজের সরদার—তখন সমস্ত ইস্রায়েল তাকে পাথর ছুড়ে মারল, আর সে মারা গেল। তখন রেহোবোয়াম রাজা যেরুশালেমে পালাবার চেষ্টায় শীঘ্রই গিয়ে রথে উঠলেন। [১৯] এইভাবে ইস্রায়েল আজ পর্যন্ত দাউদকুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে রয়েছে।

১১ [১] যেরুশালেমে এসে পৌঁছবার পর রেহোবোয়াম যুদা-কুলকে ও বেঞ্জামিন-কুলকে—এক লক্ষ আশি হাজার সেরা যোদ্ধাকেই ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং রেহোবোয়ামের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে আনবার জন্য একত্রে সমবেত করলেন।
[২] কিন্তু প্রভুর এই বাণী পরমেশ্বরের মানুষ শেমাইয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল,
[৩] 'শলোমনের সন্তান যুদা-রাজ রেহোবোয়ামকে এবং যুদা ও বেঞ্জামিন-অঞ্চলে নিবাসী গোটা ইস্রায়েলকে একথা বল: [৪] প্রভু একথা বলছেন, তোমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়ো না! প্রত্যেকে যে যার বাড়িতে ফিরে যাও, কারণ আমিই এই পরিস্থিতি ঘটিয়েছি।' তারা প্রভুর বাণী অনুসারে যেরবোয়ামের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান ছেড়ে ফিরে গেল।

[৫] রেহোবোয়াম যেরুশালেমে বাস করে দেশ রক্ষার জন্য যুদায় কয়েকটা নগর প্রাচীরবেষ্টিত করলেন: [৬] বেথলেহেম, এতাম, তেকোয়া, [৭] বেথ্-সুর, সোখো, আদুল্লাম, [৮] গাথ, মারেশা, জিফ, [৯] আদোরাইম, লাখিশ, আজেকা, [১০] জরা, আয়ালোন ও হেব্রোন, এই সকল শহর পুনর্নির্মাণ করলেন, যেহেতু যুদা ও বেঞ্জামিন দেশে এগুলোই ছিল প্রাচীরবেষ্টিত নগর। [১১] তিনি এই দুর্গগুলো দৃঢ় করে তার মধ্যে সেনাপতিদের মোতায়েন রাখলেন, এবং খাদ্য, তেল ও আঙুররসের ব্যবস্থা করলেন।
[১২] প্রত্যেকটি শহরে ঢাল ও বর্শা রাখলেন, ও শহরগুলো খুবই দৃঢ় করলেন। তাই যুদা ও বেঞ্জামিন তাঁরই হাতে ছিল।

[১৩] সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে যে যাজক ও লেবীয়েরা ছিল, তারা তাঁর পক্ষে দাঁড়াবার জন্য নিজ নিজ অঞ্চল থেকে এসে একত্র হল। [১৪] হ্যাঁ, লেবীয়েরা নিজ নিজ চারণভূমি ও নিজ নিজ স্বত্বাধিকার ছেড়ে যুদায় ও যেরুশালেমে এল, কেননা যেরবোয়াম ও তাঁর সন্তানেরা প্রভুর যজনকর্ম থেকে তাদের বঞ্চিত করেছিলেন। [১৫] তিনি নানা উচ্চস্থানে তাঁর তৈরী ছাগমূর্তি ও বাছুরমূর্তির জন্য নিজেই যাজকদের নিযুক্ত করেছিলেন।
[১৬] আর ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে যে সকল লোক ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ করবে বলে মনস্থ করল, তারা লেবীয়দের অনুগামী হয়ে তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে বলিদান করতে যেরুশালেমে এল। [১৭] এইভাবে তারা তিন

বছর ধরে যুদার রাজ্য দৃঢ় করল ও শলোমনের সন্তান রেহোবোয়ামকে বলবান করল; হ্যাঁ, তিন বছর ধরে তারা দাউদ ও শলোমনের পথে চলল।

[১৮] রেহোবোয়াম দাউদের সন্তান যেরিমোথের কন্যা মাহালাথকে বিবাহ করলেন; এঁর মাতা আবিহাইল ছিলেন যেসের পৌত্রী এলিয়াবের কন্যা। [১৯] সেই স্ত্রী তাঁর ঘরে যেয়ুশ, শেমারিয়া ও জাহাম এই তিন পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। [২০] পরে তিনি আব্‌শালোমের কন্যা মাআখাকেও বিবাহ করলেন; এই স্ত্রী তাঁর ঘরে আবিয়া, আত্তাই, জিজা ও শেলোমিথ এই চার পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। [২১] রেহোবোয়াম তাঁর সকল পত্নী ও উপপত্নীর মধ্যে আব্‌শালোমের কন্যা মাআখাকেই বেশি ভালবাসলেন; তিনি সবসমেত আঠারজন পত্নী ও ষাটজন উপপত্নীকে নিলেন এবং আটাশ পুত্রসন্তানের ও ষাট কন্যার পিতা হলেন। [২২] রেহোবোয়াম মাআখার গর্ভজাত আবিয়াকে প্রধান অর্থাৎ ভাইদের মধ্যে জননায়ক করলেন, কারণ ভাবছিলেন, তাঁকেই রাজা করবেন। [২৩] তিনি সুবুদ্ধি দেখিয়ে সমস্ত যুদা ও বেঞ্জামিন দেশের প্রাচীরবেষ্টিত প্রতিটি নগরে তাঁর নিজের সন্তানদেরই নিযুক্ত করলেন; তাদের জন্য প্রচুর খাদ্য সামগ্রী যোগাড় করলেন ও তাদের জন্য বধূও ব্যবস্থা করলেন।

রেহোবোয়ামের অবিশ্বস্ততা

১২ [১] রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হলে ও নিজেকে বলবান অনুভব করলে পর রেহোবোয়াম ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল ইস্রায়েলের প্রভুর বিধান পরিত্যাগ করলেন। [২] আর তাই এমনটি ঘটল যে, রেহোবোয়াম রাজার পঞ্চম বর্ষে মিশর-রাজ শিশাক যেরুশালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালালেন, কারণ যেরুশালেম-অধিবাসীরা প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। [৩] সেই রাজার সঙ্গে বারোশ' রথ ও ছ'হাজার অশ্বারোহী ছিল। মিশর থেকে যারা তাঁর সঙ্গে এল, সেই লুবীয়, সুক্কীয় ও কুশীয় লোকেরা অসংখ্যই ছিল।

[৪] তিনি যুদার প্রাচীরে ঘেরা নগরগুলো হস্তগত করে যেরুশালেম পর্যন্তই এলেন। [৫] তখন শেমাইয়া নবী রেহোবোয়ামের কাছে ও যুদার যে সেনানায়কেরা শিশাকের ভয়ে যেরুশালেমে জড় হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে এসে বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: তোমরা আমাকে ছেড়েছ, তাই আমিও তোমাদের শিশাকের হাতে ছেড়ে

দিলাম।’ [৬] তখন ইস্রায়েলের সেনানায়কেরা ও রাজা নিজেদের অবনমিত করলেন, তাঁরা বললেন, ‘প্রভু ধর্মময়!’ [৭] যখন প্রভু দেখলেন যে, তাঁরা নিজেদের অবনমিত করেছেন, তখন প্রভুর এই বাণী শেমাইয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, ‘তারা নিজেদের অবনমিত করেছে, আমিও তাদের বিনাশ করব না; এমনকি, অল্পকালের মধ্যে তাদের রেহাই দেব; শিশাকের হাত দ্বারা আমার রোষ যেরুশালেমের উপরে বর্ষিত হবে না। [৮] তবু তারা তার বশ্যতা স্বীকার করবে, যেন বুঝতে পারে যে, আমার প্রতি বশ্যতা ও অন্যদেশীয় রাজ্যের প্রতি বশ্যতার মধ্যে পার্থক্য কী।’

[৯] মিশর-রাজ শিশাক যেরুশালেমে এসে প্রভুর গৃহের ধন ও রাজপ্রাসাদের ধন লুট করে নিলেন; সমস্ত কিছুই তিনি লুট করে নিলেন, আর শলোমনের তৈরী সোনার ঢালগুলোও কেড়ে নিয়ে গেলেন। [১০] পরে রেহোবোয়াম রাজা সেগুলোর বদলে নানা ব্রঞ্জের ঢাল তৈরি করিয়ে রাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষী পদাতিকদের অধ্যক্ষদের হাতে তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তুলে দিলেন। [১১] রাজা যখন প্রভুর গৃহে প্রবেশ করতেন, তখন ওই পদাতিকেরা সেই সকল ঢাল ধরত, পরে পদাতিকদের ঘরে তা ফিরিয়ে নিত।

রেহোবোয়ামের রাজ্য সম্বন্ধে পর্যালোচনা

[১২] রেহোবোয়াম নিজেকে অবনমিত করেছিলেন বিধায় প্রভুর ক্রোধ তাঁর কাছ থেকে চলে গেল, তাঁর সর্বনাশ ঘটাল না। এমনকি, যুদার মধ্যে মঙ্গলকর কিছু ঘটনাও ঘটল। [১৩] রেহোবোয়াম যেরুশালেমে নিজেকে বলবান করে রাজত্ব করলেন। রেহোবোয়াম একচল্লিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করেন; প্রভু নিজের নাম অধিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে নগরী বেছে নিয়েছিলেন, সেই যেরুশালেমে রেহোবোয়াম সতের বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম নাআমা, তিনি আম্মোনীয়া। [১৪] রেহোবোয়াম প্রভুর অন্বেষায় নিজের হৃদয় নিবদ্ধ রাখেননি বলে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন।

[১৫] রেহোবোয়ামের কর্মকীর্তি—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—শেমাইয়া নবীর পুস্তকে ও ইদ্দো দৈবদ্রষ্টার বংশতালিকায় কি লিপিবদ্ধ নেই? রেহোবোয়াম ও যেরবোয়ামের মধ্যে অবিরতই যুদ্ধ হল। [১৬] পরে রেহোবোয়াম তাঁর

পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল; আর তাঁর সন্তান আবিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

আবিয়ার রাজ্য

১৩ [১] যেরবোয়াম রাজার অষ্টাদশ বর্ষে আবিয়া যুদার উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে [২] যেরুশালেমে তিন বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম মিখাইয়া, তিনি গিবেয়া-নিবাসী উরিয়েলের কন্যা। আবিয়া ও যেরবোয়ামের মধ্যে যুদ্ধ হল। [৩] আবিয়া চার লক্ষ সেরা যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধে নামলেন; যেরবোয়াম আট লক্ষ সেরা শক্তিশালী বীরপুরুষের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করলেন।

[৪] আবিয়া এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলের সেমারাইম পর্বতের উপরে স্থান নিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'হে যেরবোয়াম, তুমি ও গোটা ইস্রায়েল আমার কথা শোন। [৫] তোমরা কি একথা জান না যে, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু ইস্রায়েলের রাজ্য চিরকালের জন্য দাউদকে দিয়েছেন; অলঙ্ঘ্য সন্ধি দ্বারাই তাঁকে ও তাঁর সন্তানদের দিয়েছেন? [৬] অথচ দাউদের সন্তান শলোমনের দাস যে নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম, সেই লোক উঠে নিজের প্রভুর বিদ্রোহী হল। [৭] তার পক্ষে এমন লোক একত্র হল, যারা পাষণ্ড ও বুদ্ধিহীন; তারা শলোমনের সন্তান রেহোবোয়ামের বিরুদ্ধে নিজেদের বলবান করল। সেসময়ে রেহোবোয়াম যুবা ও অস্থিরমনা ছিলেন, তাদের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। [৮] আর এখন তোমরাও, প্রভুর যে রাজ্য দাউদের সন্তানদের হাতে রয়েছে, তার সামনে রুখে দাঁড়াবে বলে মনস্থ করছ; তোমরা বিপুল লোকারণ্যই বটে, এবং সেই দুই সোনার বাছুরও তোমাদের সঙ্গে আছে, যা যেরবোয়াম তোমাদের জন্য দেবতারূপে তৈরি করেছে। [৯] তোমরা কি প্রভুর যাজকদের—আরোনেরই সন্তানদের—ও লেবীয়দের দূর করনি? আর শুধু তা নয়, তোমরা কি অন্যদেশীয় জাতিদের মত নিজেদের জন্য নানা যাজকও নিযুক্ত করনি? একটা বাছুর ও সাতটা ভেড়া সঙ্গে নিয়ে যে কেউ তৈলাভিষিক্ত হবার জন্য হাজির হয়, সে ওদেরই যাজক হতে পারে যারা ঈশ্বর নয়। [১০] কিন্তু আমরা তেমন নই; প্রভুই আমাদের পরমেশ্বর! আমরা তাঁকে ত্যাগ করিনি, এবং যে যাজকেরা প্রভুর উপাসনা-কর্ম পালন করছে, তারা আরোনেরই সন্তান,

এবং যারা সেবাকর্মে নিযুক্ত, তারা লেবীয়: [১১] তারা প্রভুর উদ্দেশে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় আহুতিবলি পুড়িয়ে দেয় ও সুগন্ধি ধূপ জ্বালায়, শুচি ভোজনপাটের উপরে ভোগ-রুটি সাজিয়ে রাখে, এবং প্রতিটি সন্ধ্যাকালে জ্বালাবার জন্য প্রদীপ ও সোনার দীপাধারগুলো প্রস্তুত করে; বাস্তবিকই আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আদেশ রক্ষা করি, কিন্তু তোমরা তাঁকে ত্যাগ করেছ। [১২] দেখ, আমাদের সঙ্গে অগ্রনেতারূপে স্বয়ং পরমেশ্বর আছেন; তাঁর যাজকেরা তাদের রণ-তুরিতে তোমাদের বিরুদ্ধে রণনিনাদ তুলতে উদ্যত হচ্ছে। হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না, কারণ তোমরা কৃতকার্য হবেই না।'

[১৩] যেরবোয়াম পিছন থেকে তাদের আক্রমণ করার জন্য এক দল সৈন্য পাঠালেন তারা যেন ওত পেতে থাকে; তাই তাঁর লোকেরা যুদার সামনে ও সেই ওত পেতে থাকা দল পিছনে ছিল। [১৪] যখন যুদার লোকেরা মুখ ফেরাল, তখন দেখল যে, আগে পিছনে দু'দিক থেকেই তাদের আক্রমণ করা হচ্ছে; তারা চিৎকার করে প্রভুকে ডাকল, যাজকেরা তুরি বাজাল [১৫] এবং যুদার লোকেরা সকলে রণনিনাদ তুলল। যুদার লোকেরা রণনিনাদ তুলতে তুলতেই পরমেশ্বর আবিয়ার ও যুদার চোখের সামনে যেরবোয়ামকে ও সমস্ত ইস্রায়েলকে পরাস্ত করলেন। [১৬] তাই ইস্রায়েল সন্তানেরা যুদার চোখের সামনে পালিয়ে গেল, এবং পরমেশ্বর ওদের তাদের হাতে তুলে দিলেন। [১৭] আবিয়া ও তাঁর লোকেরা ভারী আঘাত হেনেই ওদের পরাজিত করলেন: হ্যাঁ, ইস্রায়েলের পাঁচ লক্ষ সেরা যোদ্ধা মারা পড়ল। [১৮] এইভাবে সেসময়ে ইস্রায়েল সন্তানদের নত করা হল ও যুদা-সন্তানেরা বিজয়ী হয়ে উঠল, কেননা তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর উপরে নির্ভর করেছিল। [১৯] আবিয়া যেরবোয়ামকে ধাওয়া করে তাঁর এই সকল শহর হস্তগত করলেন, যথা: বেথেল ও তার উপনগরগুলো, যেশানা ও তার উপনগরগুলো এবং এফ্রোন ও তার উপনগরগুলো।

[২০] আবিয়ার জীবনকালে যেরবোয়ামের আর কোন বল থাকল না; প্রভু তাঁকে আঘাত করলেন আর তিনি মরলেন। [২১] কিন্তু আবিয়া বলবান হয়ে উঠলেন; তিনি চৌদ্দজন স্ত্রী নিলেন ও বাইশজন পুত্রসন্তান ও ষোলজন কন্যার পিতা হলেন।

[২২] আবিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর সমস্ত কর্মবিবরণ ও উক্তি ইদ্দো নবীর ব্যাখ্যা-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। [২৩] পরে আবিয়া তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আসা তাঁর পদে রাজা হলেন। তাঁর আমলে দশ বছর ধরে দেশ স্বস্তি ভোগ করল।

আসার রাজ্য

১৪ [১] আসা তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময় ও ন্যায় তেমন কাজই করলেন। [২] তিনি বিজাতীয় যত যজ্ঞবেদি ও উচ্চস্থান উঠিয়ে ফেললেন, স্মৃতিস্তম্ভগুলো টুকরো টুকরো করলেন ও পবিত্র দণ্ডগুলো উচ্ছেদ করলেন। [৩] তিনি যুদার লোকদের তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ করতে ও তাঁর বিধান ও আজ্ঞা পালন করতে প্রেরণা দিলেন। [৪] যুদার সমস্ত শহরের মধ্য থেকে তিনি উচ্চস্থান ও সূর্য-প্রতিমাগুলো উঠিয়ে ফেললেন। তাঁর আমলে রাজ্য স্বস্তি ভোগ করল।

[৫] তিনি যুদায় প্রাচীরে ঘেরা নগরগুলো পুনর্নির্মাণ করলেন, কেননা দেশ স্বস্তি ভোগ করছিল আর সেই বছরগুলো ধরে দেশের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ হল না, যেহেতু প্রভু তাঁকে বিশ্রাম মঞ্জুর করেছিলেন। [৬] তাই তিনি যুদাকে বললেন, ‘এসো, এই সকল শহর পুনর্নির্মাণ করি, তাদের চারদিকে প্রাচীর, দুর্গ, নগরদ্বার ও অর্গল নির্মাণ করি; দেশ তো এখন পর্যন্ত আমাদের হাতেই রয়েছে, কেননা আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ করেছি; হ্যাঁ, আমরা তাঁর অন্বেষণ করেছি আর তিনি আমাদের চারদিকে বিশ্রাম মঞ্জুর করেছেন।’ তাই তারা শহরগুলো পুনর্নির্মাণ করল ও সমৃদ্ধি ভোগ করল।

[৭] আসার বড় বড় ঢাল ও বর্শাধারী বহু সৈন্য ছিল, তারা ছিল যুদার মানুষ, সংখ্যায় তিন লক্ষ; আবার তাঁর ছিল বেঞ্জামিনের দু’লক্ষ আশি হাজার লোক, তারা ছোট ঢালে ও ধনুকে সজ্জিত ছিল: সকলেই শক্তিশালী বীর। [৮] কুশীয় জেরাহ্ দশ লক্ষ সৈন্য ও তিনশ’টা রথ সঙ্গে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে মারেশা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। [৯] আসা তাঁর বিরুদ্ধে বের হলেন; ওরা মারেশার কাছে অবস্থিত সেফাথা উপত্যকায় সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করল। [১০] আসা তাঁর পরমেশ্বর প্রভুকে ডাকলেন, বললেন, ‘প্রভু, তুমি ছাড়া এমন আর কেউই নেই যে বলবানের ও বলহীনের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে; হে

আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, আমাদের সাহায্য কর, কেননা তোমার উপরে নির্ভর করে
আমরা তোমার নামে এই বিপুল জনসমারোহের সম্মুখীন হয়েছি। প্রভু, তুমি আমাদের
পরমেশ্বর, তোমার বিরুদ্ধে মর্তমানুষ প্রবল না হোক!’ [১১] তখন প্রভু আসা ও যুদার
সামনে কুশীয়দের পরাস্ত করলেন; ফলে কুশীয়েরা পালিয়ে গেল, [১২] আর আসা ও
তাঁর সঙ্গীরা গেরার পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করলেন। এত কুশীয় মারা পড়ল যে,
তারা আর সবল হয়ে উঠতে পারল না, কারণ প্রভু ও তাঁর সেনাবাহিনী দ্বারা তারা
টুকরো টুকরো হয়ে গেল। লোকেরা অতিপ্রচুর লুটের মাল নিল। [১৩] তারা গেরারের
চারদিকের সমস্ত শহর আঘাত করল, কেননা প্রভুর ভয় ওদের উপরে নেমে পড়েছিল;
আর যে সকল শহরে লুট করার মত বেশ কিছু ছিল, তারা সেই শহরগুলোও লুট করল।
[১৪] তারা রাখালদের তাঁবুগুলোর উপরেও ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং বহু বহু মেষ ও উট
কেড়ে নিয়ে যেরুশালেমে ফিরে গেল।

১৫ [১] পরমেশ্বরের আত্মা ওদেদের সন্তান আজারিয়ার উপরে প্রবলভাবে নেমে
পড়ল। [২] তিনি আসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন; গিয়ে তাঁকে বললেন, ‘হে আসা,
তোমরাও, হে যুদা ও বেঞ্জামিনের সকল লোক, আমার কথা শোন: তোমরা যতদিন
প্রভুর সঙ্গে থাক, ততদিন তিনিও তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। তোমরা তাঁর অন্বেষণ
করলে তিনি তোমাদের তাঁর উদ্দেশ পেতে দেবেন; কিন্তু যদি তাঁকে ত্যাগ কর, তবে
তিনি তোমাদের ত্যাগ করবেন। [৩] বহুদিন ধরে ইস্রায়েল সত্যকার ঈশ্বরবিহীন,
শিক্ষাদায়ক যাজকবিহীন ও বিধানবিহীন ছিল; [৪] কিন্তু সঙ্কটে যখন তারা ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি ফিরে তাঁর অন্বেষণ করল, তখন তিনি তাদের তাঁর উদ্দেশ পেতে
দিলেন। [৫] সেসময় পরিভ্রমণ করত যারা, তাদের কারও জন্য নিরাপত্তা ছিল না;
দেশনিবাসী সকলের মধ্যে বড় অস্থিরতা বিরাজ করত। [৬] এক দেশ অন্য দেশ দ্বারা,
ও এক শহর অন্য শহর দ্বারা চূর্ণ হত, কেননা পরমেশ্বর সবরকম সঙ্কট দ্বারা তাদের
আঘাত করতেন। [৭] সুতরাং তোমরা বলবান হও, তোমাদের হাত দুর্বল না হোক,
কেননা তোমাদের কাজের মজুরি হবেই।’

[৮] যখন আসা এই সমস্ত কথা ও নবীর এই বাণী শুনলেন, তখন তিনি সাহস
পেয়ে যুদা ও বেঞ্জামিনের সমস্ত দেশ থেকে এবং এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে তিনি যে

সকল শহর হস্তগত করেছিলেন, সেই সকল শহর থেকে যত ঘৃণ্য বস্তু দূর করলেন এবং প্রভুর গৃহের বারান্দার সামনে প্রভুর যে বেদি ছিল, তা মেরামত করালেন। [৯] তিনি সমস্ত যুদা ও বেঞ্জামিনকে এবং এফ্রাইম, মানাশে ও শিমেয়োন থেকে আসা যত লোক তাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে ছিল তাদের সকলকে জড় করলেন; কেননা তাঁর পরমেশ্বর প্রভু তাঁর সঙ্গে আছেন দে'খে, ইস্রায়েল থেকে বহু লোক এসে তাঁর পক্ষে যোগ দিয়েছিল। [১০] আসার রাজত্বকালের পঞ্চদশ বর্ষের তৃতীয় মাসে লোকেরা যেরুশালেমে এসে একত্রে সম্মিলিত হল। [১১] সেদিন তারা কেড়ে নেওয়া লুটের মাল থেকে সাতশ'টা বলদ ও সাত হাজার মেষ প্রভুর উদ্দেশে বলিদান করল। [১২] পরে তারা এই সন্ধিতে নিজেদের আবদ্ধ করল যে, তাদের সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ করবে: [১৩] ছোট কি বড়, নর কি নারী, যে কেউ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ করবে না, তার প্রাণদণ্ড হবে। [১৪] তারা উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি তুলে তুরি ও শিঙা বাজিয়ে প্রভুর সামনে শপথ করল। [১৫] এই শপথের জন্য সমস্ত যুদা আনন্দ করল, কেননা তারা তাদের সমস্ত হৃদয় দিয়েই শপথ করেছিল। তারা এমন একাগ্রতার সঙ্গে প্রভুর অন্বেষণ করল যে, তিনি তাদের তাঁর উদ্দেশ পেতে দিলেন। তাই প্রভু চারদিকে তাদের বিশ্রাম মঞ্জুর করলেন।

[১৬] আসা রাজার মাতা মাআখা আশেরা-দেবীর উদ্দেশে ভীষণ একটা জঘন্য বস্তু তৈরি করেছিলেন বিধায় আসা তাঁকে মাতারানীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করলেন; আসা তাঁর সেই জঘন্য বস্তু নামিয়ে দিয়ে চূর্ণ করলেন ও কিদ্রোন খরস্রোতের ধারে তা পুড়িয়ে দিলেন। [১৭] ইস্রায়েলের মধ্য থেকে উচ্চস্থানগুলি দূর করা না হলেও তবু আসার হৃদয় সারা জীবন ধরে একনিষ্ঠ ছিল। [১৮] তিনি তাঁর পিতা দ্বারা পবিত্রীকৃত ও নিজের দ্বারা পবিত্রীকৃত রুপো, সোনা ও পাত্রগুলো পরমেশ্বরের গৃহে আনালেন। [১৯] আসার রাজত্বকালের পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পর্যন্ত আর কোন যুদ্ধ হল না।

১৬ [১] আসার রাজত্বকালের ষটত্রিংশ বর্ষে ইস্রায়েল-রাজ বায়াশা যুদার বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালালেন; যুদা-রাজ আসার সঙ্গে যোগাযোগ রোধ করার উদ্দেশ্যে তিনি রামা প্রাচীরবেষ্টিত করলেন। [২] তখন আসা প্রভুর গৃহের ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডার থেকে রুপো ও সোনা বের করে দামাস্ক-নিবাসী আরাম-রাজ বেন্-হাদাদের কাছে এই

বলে পাঠিয়ে দিলেন: [৩] ‘আমার ও আপনার মধ্যে, আমার পিতা ও আপনার পিতার মধ্যে সন্ধি হোক; দেখুন, আমি আপনার কাছে রুপো ও সোনা পাঠাচ্ছি; আপনি গিয়ে, ইস্রায়েল-রাজ বায়াশার সঙ্গে আপনার যে সন্ধি আছে, তা ভঙ্গ করুন, তাহলে সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।’ [৪] বেন্-হাদাদ আসা রাজার কথায় কান দিলেন: তিনি ইস্রায়েলের শহরগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর সেনাপতিদের পাঠালেন, এবং তারা ইয়োন, দান, আবেল-মাইম ও নেফ্তালির সমস্ত ভাণ্ডার-নগর দখল করল। [৫] কথাটা শুনে বায়াশা রামার প্রাচীরবেষ্টনীর কাজ বন্ধ করে তাঁর সেই কাজ ছেড়ে দিলেন। [৬] পরে আসা রাজা গোটা যুদাকে একত্রে সমবেত করলেন, রামায় বায়াশা যে পাথর ও কাঠ দিয়ে প্রাচীরবেষ্টনী দিচ্ছিলেন, তারা সেইসব নিয়ে গেল আর আসা রাজা সেগুলো দিয়ে গেবা ও মিস্পা প্রাচীরবেষ্টিত করলেন।

[৭] সেসময়েই হানানি দৈবদ্রষ্টা যুদা-রাজ আসার কাছে এসে বললেন, ‘আপনি আপনার পরমেশ্বর প্রভুর উপরে নির্ভর না করে আরাম-রাজের উপরে নির্ভর করলেন বিধায় আরাম-রাজের সৈন্য আপনার হাত এড়াবে। [৮] কুশীয় ও লিবীয়দের কি বিরাট সৈন্যদল এবং বহু বহু রথ ও অশ্বারোহী ছিল না? অথচ আপনি প্রভুর উপরে নির্ভর করায় তিনি তাদের আপনার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। [৯] বাস্তবিকই প্রভুর প্রতি যাদের হৃদয় একনিষ্ঠ, তাদের পক্ষে নিজেকে শক্তিশালী দেখাবার জন্য প্রভুর চোখ পৃথিবীর সর্বত্রই ভ্রমণ করে। এই ব্যাপারে আপনি নির্বোধের মত কাজ করেছেন, তাই এখন থেকে আপনাকে যুদ্ধের পর যুদ্ধ ভোগ করতে হবে।’ [১০] আসা দৈবদ্রষ্টার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে কারাগারে রাখলেন, কেননা সেই কথার জন্য তিনি তাঁর উপরে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সেসময় আসা জনগণের বেশ কয়েকজনের প্রতিও দুর্ব্যবহার করলেন।

[১১] দেখ, আসার কর্মকীর্তি—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—যুদা ও ইস্রায়েল-রাজার ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। [১২] আসার রাজত্বকালের ঊনচত্বারিংশ বর্ষে তাঁর পায়ে ভীষণ রোগ হয়; তাঁর সেই অসুস্থতার সময়েও তিনি প্রভুর অন্বেষণ না করে বরং তাঁর চিকিৎসকদের অন্বেষণ করলেন। [১৩] পরে আসা তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁর রাজত্বকালের একচত্বারিংশ বর্ষে প্রাণত্যাগ করলেন। [১৪] দাউদ-নগরীতে তিনি নিজের জন্য যে সমাধিগুহা খনন করেছিলেন,

তাঁকে তার মধ্যে সমাধি দেওয়া হল, এবং এমন শয্যায় তাঁকে শুইয়ে রাখা হল, যা সুগন্ধি-প্রস্তুতকারকের প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা নানা প্রকার গন্ধদ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল; তাঁর জন্য বড় দাহ-অনুষ্ঠানও করা হল।

যেহোশাফাতের রাজ্য

১৭ [১] যখন তাঁর সন্তান যেহোশাফাৎ তাঁর পদে রাজা হলেন, তখন ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে নিজেকে দৃঢ় করলেন। [২] তিনি যুদার সকল দুর্গে সৈন্যদের মোতায়েন রাখলেন, এবং যুদা এলাকায় ও এফ্রাইমের যে সকল শহর তাঁর পিতা আসা দখল করেছিলেন, সেই সকল শহরে সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন।

[৩] প্রভু যেহোশাফাতের সঙ্গে ছিলেন, কারণ তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের প্রথম দিনগুলির পথে চললেন ও বায়াল-দেবদের অন্বেষণ করলেন না, [৪] বরং ইস্রায়েলের অনুকরণ না করে তাঁর পৈতৃক পরমেশ্বরেরই অন্বেষণ করলেন ও তাঁর সকল আজ্ঞা পথে চললেন। [৫] প্রভু তাঁর হাতে রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন, আর গোটা যুদা যেহোশাফাতের কাছে এতগুলো উপহার আনল যে, তাঁর ধন ও গৌরব অধিক বৃদ্ধি পেল। [৬] প্রভুর অনুসরণে তাঁর হৃদয় বলবান হল; তিনি যুদার মধ্য থেকে উচ্চস্থানগুলো ও পবিত্র দণ্ডগুলো নিশ্চিহ্ন করলেন।

[৭] তাঁর রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে তিনি যুদার সকল শহরে সদুপদেশ দিতে প্রধান কর্মচারীদের, যথা বেন্-হাইল, ওবাদিয়া, জাখারিয়া, নেথানেয়েল ও মিখাইয়াকে পাঠালেন। [৮] তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন লেবীয়কে, যথা শেমাইয়া, নেথানিয়া, জেবাদিয়া, আসাহেল, শেমিরামোথ, যেহোনাথান, আদোনিয়া, তোবিয়াকে এবং যাজক এলিশামা ও যেহোরামকে পাঠালেন। [৯] তাঁরা প্রভুর বিধান-পুস্তক সঙ্গে নিয়ে যুদায় সদুপদেশ দিতে লাগলেন ও যুদার শহরে শহরে গিয়ে লোকদের উপদেশ দিলেন।

[১০] যুদার চতুর্দিকের যত দেশ ছিল, সেই দেশগুলোর সকল রাজ্যের উপর প্রভু থেকে এমন ভয় নেমে পড়ল যে, তারা যেহোশাফাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল না। [১১] ফিলিস্তিনিদেরও কেউ কেউ যেহোশাফাতের কাছে নানা উপহার ও রাশি রাশি

রুপো আনল; আরবীয়েরাও তাঁর কাছে পশুপাল, সাত হাজার সাতশ'টা মেষ ও সাত
হাজার সাতশ'টা ছাগ আনল।
[১২] যেহোশাফাৎ উত্তরোত্তর মহীয়ান হয়ে উঠলেন। যুদায় অনেক দুর্গ ও ভাণ্ডার-
নগর নির্মাণ করলেন, [১৩] এবং যুদার শহরগুলোর মধ্যে তাঁর অনেক সরবরাহ-কেন্দ্র
ছিল। যেরুশালেমে তাঁর শক্তিশালী বীরযোদ্ধারা থাকত। [১৪] তাদের পিতৃকুল
অনুসারে তাদের লোকগণনা এই: যুদার সহস্রপতিদের মধ্যে আদ্নাহ্ সেনাপতি ছিলেন,
তাঁর সঙ্গে ছিল তিন লক্ষ শক্তিশালী বীর। [১৫] তাঁর অধীনে যেহোহানান সেনাপতি,
তাঁর সঙ্গে দু'লক্ষ আশি হাজার লোক। [১৬] তাঁর অধীনে জিখ্রির সন্তান আমাসিয়া;
লোকটি প্রভুর উদ্দেশে নিজেকে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করেছিলেন; তাঁর সঙ্গে ছিল দু'লক্ষ
শক্তিশালী বীর। [১৭] আর বেঞ্জামিনের পক্ষ থেকে শক্তিশালী বীর এলিয়াদা, যাঁর সঙ্গে
ছিল ঢাল-সজ্জিত দু'লক্ষ তীরন্দাজ। [১৮] তাঁর অধীনে যেহোজাবাদ; তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের
জন্য সজ্জিত এক লক্ষ আশি হাজার লোক ছিল। [১৯] এঁরা রাজার পরিচর্যায় ছিলেন;
আর এঁদের কথা বাদে রাজা যুদার সর্বত্র প্রাচীরবেষ্টিত নগরগুলিতে সৈন্যদলও
মোতায়েন রাখলেন।

১৮ [১] যেহোশাফাতের যথেষ্ট ঐশ্বর্য ও গৌরব থাকলেও তিনি আহাবের সঙ্গে
আত্মীয়তা করলেন। [২] কয়েক বছর পরে তিনি সামারিয়াতে আহাবের কাছে গেলেন,
আর আহাব তাঁর জন্য ও তাঁর সঙ্গী লোকদের জন্য বহু মেষ ও বলদ মারলেন, এবং
রামোথ-গিলেয়াদ আক্রমণ করতে তাঁকে প্ররোচিত করলেন। [৩] তখন ইস্রায়েল-রাজ
আহাব যুদা-রাজ যেহোশাফাৎকে বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে কি রামোথ-গিলেয়াদ
আক্রমণ করতে আসবেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি ও আপনি, আমার লোক ও
আপনার লোক, সবই এক! আমরা যুদ্ধে আপনার সঙ্গী হব।' [৪] যেহোশাফাৎ
ইস্রায়েল-রাজাকে বললেন, 'আজই প্রভুর অভিমত যাচনা করুন।' [৫] ইস্রায়েলের রাজা
নবীদের—সংখ্যায় চারশ'জনকে—একত্রে সমবেত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের
কি রামোথ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাতে হবে, না আমাকে পিছটান দিতে
হবে?' তারা উত্তর দিল, 'রণ-অভিযান চালান; পরমেশ্বর তা মহারাজের হাতে তুলে
দিলেন!' [৬] কিন্তু যেহোশাফাৎ বললেন, 'যার দ্বারা অভিমত অনুসন্ধান করতে পারি,

প্রভুর এমন আর কোন নবী কি এখানে নেই?’ [৭] ইস্রায়েলের রাজা যেহোশাফাৎকে বললেন, ‘যার দ্বারা আমরা প্রভুর অভিমত যাচনা করতে পারি, এমন আর একজন আছে; কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি, কারণ আমার পক্ষে তার কোন বাণী কখনও মঙ্গলসূচক নয়, সবসময় শুধু অমঙ্গলেরই ভাববাণী দেয়; সে ইম্লার ছেলে মিখাইয়া।’ যেহোশাফাৎ বললেন, ‘মহারাজ এমন কথা যেন না বলেন!’ [৮] তখন ইস্রায়েলের রাজা একজন কর্মচারীকে ডেকে হুকুম দিলেন: ‘ইম্লার ছেলে মিখাইয়াকে শীঘ্র আন।’

[৯] ইস্রায়েলের রাজা ও যুদা-রাজ যেহোশাফাৎ দু’জনে নিজ নিজ রাজবসন পরে নিজ নিজ সিংহাসনে আসীন হয়ে সামারিয়ার নগরদ্বার-প্রবেশস্থানের কাছে খোলা জায়গায় বসে ছিলেন; তাঁদের সামনে নবীরা সকলে আত্মহারা অবস্থায় ছিল। [১০] কেনায়ানার সন্তান সেদেকিয়া—সে নিজের জন্য লোহার শৃঙ্গযুগল তৈরি করেছিল—বলে উঠল, ‘প্রভু একথা বলছেন: এর মত শৃঙ্গযুগল দ্বারা আপনি আরামের বিনাশ সাধন না করা পর্যন্ত গোঁতাবেন।’ [১১] নবীরা সকলে আত্মহারা অবস্থায় একই ধরনের বাণী দিচ্ছিল; তারা বলছিল: ‘আপনি রামোথ-গিলেয়াদ আক্রমণ করুন, সফল হবেন! কেননা প্রভু তা মহারাজের হাতে তুলে দিলেন।’

[১২] যে দূত মিখাইয়াকে ডাকতে গিয়েছিল, সে তাঁকে বলল, ‘দেখুন, নবীদের যত বাণী একমুখেই রাজার পক্ষে মঙ্গল পূর্বঘোষণা করছে; আপনার বাণীও ওদের বাণীর মত হোক; আপনিও মঙ্গলসূচক বাণী দিন।’ [১৩] মিখাইয়া বললেন, ‘জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আমার পরমেশ্বর যা বলবেন, আমি তাই বলব!’ [১৪] তিনি রাজার সামনে এসে উপস্থিত হলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মিখাইয়া, আমরা রামোথ-গিলেয়াদকে আক্রমণ করতে যাব, না আমি পিছটান দেব?’ তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, ‘আক্রমণ চালান, বিজয়ী হবেন, সেখানকার লোকদের আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে!’ [১৫] রাজা তাঁকে বললেন, ‘তুমি প্রভুর নামে আমাকে সত্যকথা ছাড়া আর কিছুই বলবে না, আমাকে কতবার এই শপথ তোমাকে করাতে হবে?’ [১৬] তিনি উত্তরে বললেন,

‘আমি দেখতে পাচ্ছি:
সমস্ত ইস্রায়েল পালকবিহীন মেষপালের মত

পর্বতে পর্বতে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়াচ্ছে!
প্রভু একথা বলছেন, তাদের জননায়ক নেই;
প্রত্যেকে শান্তিতে যে যার ঘরে ফিরে যাক!’

[১৭] ইস্রায়েলের রাজা যেহোশাফাৎকে বললেন, ‘আমি কি আগেই আপনাকে বলছিলাম না যে, লোকটা আমার জন্য মঙ্গলের নয়, কেবল অমঙ্গলেরই বাণী দেয়?’ [১৮] মিখাইয়া বলে চললেন, ‘এজন্য আপনারা প্রভুর বাণী শুনুন: আমি দেখতে পেলাম: প্রভু সিংহাসনে আসীন, তাঁর ডান ও বাঁ পাশে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী তাঁকে ঘিরে আছে। [১৯] প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, কে গিয়ে ইস্রায়েল-রাজ আহাবের মন ভোলাবে, সে যেন রণ-অভিযান চালিয়ে রামোথ-গিলেয়াদে মারা পড়ে? কেউ এক ধরনের উত্তর দিল, কেউ অন্য ধরনের উত্তর দিল; [২০] শেষে এক আত্মা এগিয়ে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমিই তার মন ভোলাব! প্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে? [২১] সে উত্তর দিল, আমি গিয়ে তার সকল নবীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা হব। তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয়ই তার মন ভোলাবে, তুমি অবশ্যই সফল হবে; যাও, সেইমত কর! [২২] সুতরাং দেখুন, প্রভু আপনার এই সকল নবীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা দিয়েছেন; কিন্তু আপনার বিষয়ে প্রভু সর্বনাশেরই বাণী দিয়েছেন।’

[২৩] তখন কেনায়ানার সন্তান সেদেকিয়া এগিয়ে এসে মিখাইয়ার গালে চড় মেরে বলল, ‘প্রভুর আত্মা তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার কাছ থেকে কোন্ পথে গিয়েছিল?’ [২৪] মিখাইয়া বললেন, ‘দেখ, যেদিন তুমি নিজেকেই লুকোবার জন্য এঘর ওঘর করবে, সেইদিন তা জানতে পারবে।’ [২৫] ইস্রায়েলের রাজা বললেন, ‘মিখাইয়াকে ধরে আবার শহরের অধ্যক্ষ আমোনের ও রাজপুত্র যোয়াশের হাতে তুলে দাও। [২৬] তাদের বলবে, রাজা একথা বলছেন: একে কারাগারে আটকিয়ে রাখ, এবং যে পর্যন্ত আমি নিরাপদে ফিরে না আসি, সেপর্যন্ত একে সামান্য রুটি ও জল ছাড়া আর কিছুই খেতে দেবে না।’ [২৭] মিখাইয়া বললেন, ‘যদি আপনি কোনমতেই নিরাপদে ফিরে আসেন, তবে প্রভু আমার মধ্য দিয়ে কথা বলেননি।’ তিনি বলে চললেন, ‘হে জাতি সকল, তোমরা সকলে শোন!’

[২৮] পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যুদা-রাজ যেহোশাফাৎ রামোথ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। [২৯] ইস্রায়েলের রাজা যেহোশাফাৎকে বললেন, 'আমি অন্য বেশ ধারণ করেই যুদ্ধে নামব, কিন্তু আপনি আপনার রাজবসন পরে থাকুন।' তাই ইস্রায়েলের রাজা অন্য বেশ ধারণ করলে তাঁরা যুদ্ধে নামলেন। [৩০] আরামের রাজা তাঁর রথাধ্যক্ষদের এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন: 'তোমরা কেবল ইস্রায়েলের রাজা ছাড়া ছোট কি বড় কারও সঙ্গেই লড়াই করবে না।' [৩১] তাই যেহোশাফাৎকে দেখামাত্র রথাধ্যক্ষেরা বলল, 'উনিই অবশ্য ইস্রায়েলের রাজা!' আর তাই বলে তাঁর সঙ্গে লড়াই করার জন্য চারদিক দিয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলল। কিন্তু যখন যেহোশাফাৎ নিজের রণধ্বনি তুললেন, তখন প্রভু তাঁকে সাহায্য করতে এলেন, এবং পরমেশ্বর তাঁর কাছ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দিলেন। [৩২] যখন রথাধ্যক্ষেরা বুঝতে পারল, ইনি ইস্রায়েলের রাজা নন, তখন তাঁর পিছু ধাওয়াটা বন্ধ করল। [৩৩] কিন্তু একটা লোক দৈবাৎ ধনুক টেনে ইস্রায়েলের রাজার বর্মের ও বুকপাটার জোড়স্থানে তীর দ্বারা আঘাত করল; রাজা তাঁর রথচালককে বললেন, 'রথ ফেরাও, সৈন্যদলের মধ্য থেকে আমাকে বের করে নাও; আমি আহত হয়েছি!' [৩৪] সেদিন সারাদিন ধরে তুমুল যুদ্ধ হল; ইস্রায়েলের রাজা আরামীয়দের সামনে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর নিজের রথে দাঁড়িয়ে থাকলেন, পরে, সূর্যাস্তের সময়ে, মারা গেলেন।

১৯ [১] যুদা-রাজ যেহোশাফাৎ নিরাপদে যেরুশালেমে ঘরে ফিরে গেলেন। [২] হানানির সন্তান যেহু দৈবদ্রষ্টা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে যেহোশাফাৎ রাজাকে বললেন, 'দুর্জনকে সাহায্য করা কি উচিত? প্রভুর বিদ্বেষীদের ভালবাসা কি আপনার উচিত? এজন্য প্রভুর কোপ আপনার উপরে নেমে পড়ছে! [৩] যাই হোক, আপনার মধ্যে ভাল কিছু পাওয়া গেছে, কেননা আপনি দেশ থেকে পবিত্র দণ্ডগুলো নিশ্চিহ্ন করেছেন এবং আপনার হৃদয়কে প্রভুর অন্বেষণে নিবদ্ধ করেছেন।'

[৪] যেহোশাফাৎ যেরুশালেমে কিছু সময় থাকার পর আবার বের্শেবা থেকে এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে তাঁর নিজের লোকদের মধ্যে গিয়ে তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে তাদের ফিরিয়ে আনলেন। [৫] তিনি দেশের মধ্যে, যুদার প্রতিটি প্রাচীরে ঘেরা নগরের মধ্যে, শহরে শহরে বিচারক নিযুক্ত করলেন। [৬] সেই

বিচারকদের তিনি বললেন, 'তোমরা যা করবে, বিচার-বিবেচনা করেই কর, কেননা তোমরা মানুষের জন্য নয়, প্রভুর জন্যই বিচার কর, আর রায় দেওয়ার সময়ে তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। [৭] সুতরাং প্রভুভয় তোমাদের অন্তরে বিরাজ করুক; বিচার-সম্পাদনে সতর্ক থাক, কেননা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর ক্ষেত্রে অন্যায় বা পক্ষপাত বা উৎকোচ-গ্রহণ চলে না।' [৮] প্রভুর মন অনুসারে বিচার করার জন্য ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের পক্ষসমর্থনের জন্য যেহোশাফাৎ যেরুশালেমেও লেবীয়দের, যাজকদের ও ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের কয়েকজনকে নিযুক্ত করলেন। [৯] তাঁদের তিনি এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা প্রভুভয়ে বিশ্বস্তভাবে ও একনিষ্ঠ হৃদয়ে একাজ কর। [১০] রক্তপাতের বিষয়ে, বিধান বা আজ্ঞা, বিধি বা নিয়মনীতির বিষয়ে যে কোন বিচারের ব্যাপারে যে যার শহরে অধিবাসী তোমাদের ভাইয়েরা তোমাদের কাছে আসে, সেবিষয়ে তাদের এমন সদুপদেশ দেবে, যেন তারা প্রভুর সামনে অপরাধী না হয়, পাছে তোমাদের উপরে ও তোমাদের ভাইদের উপরে তাঁর কোপ নেমে পড়ে। তেমনিই ব্যবহার করলে তোমরা অপরাধী হবে না। [১১] আর দেখ, ধর্ম-সংক্রান্ত সমস্ত বিচারে প্রধান যাজক আমারিয়া, এবং সামাজিক সমস্ত বিচারে ইশ্মায়েলের সন্তান যুদাকুলের জননায়ক জেবাদিয়া তোমাদের চালনা করবে; কর্মসচিব হিসাবে লেবীয়েরা আছে। সাহস ধর, কাজে নাম। যে কেউ মঙ্গল করবে, প্রভু তারই সঙ্গে থাকুন!'

২০ [১] পরবর্তীকালে মোয়াবীয়েরা ও আম্মোনীয়েরা এবং তাদের সঙ্গে মেউনীয়েরা যেহোশাফাতের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাল। [২] তখন যেহোশাফাতের কাছে এই খবর এল, 'সাগরের ওপার থেকে, এদোম থেকে বিপুল লোকসমারোহ আপনার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে। দেখুন, তারা হাৎসাসন-তামারে, অর্থাৎ এন্-গেদিতে এসে পৌঁছেছে।' [৩] ভয়ে অভিভূত হয়ে যেহোশাফাৎ প্রভুর উপর নির্ভর করবেন বলে স্থির করলেন, এই মর্মে যুদার সর্বত্রই উপবাস ঘোষণা করিয়ে দিলেন। [৪] যুদার লোকেরা প্রভুর কাছে সাহায্য যাচনা করার জন্য একত্রে সমবেত হল; যুদার সমস্ত শহর থেকেই লোকেরা প্রভুর অন্বেষণ করতে এল।

[৫] প্রভুর গৃহে, নতুন প্রাঙ্গণের সামনাসামনি, যুদার ও যেরুশালেমের জনসমাবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেহোশাফাৎ বললেন, [৬] 'হে আমাদের পিতৃপুরুষদের

পরমেশ্বর প্রভু, তুমি কি স্বর্গেশ্বর নও? তুমি কি জাতিগুলোর সমস্ত রাজ্যের শাসনকর্তা নও? শক্তি ও পরাক্রম তো তোমারই হাতে; তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তেমন সাধ্য কারও নেই! [৭] হে আমাদের পরমেশ্বর, তুমিই কি তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য এই অঞ্চলের অধিবাসীদের দেশছাড়া করনি? তুমি কি এই দেশ তোমার বন্ধু আব্রাহামের বংশকেই চিরকালের মত দাওনি? [৮] ইস্রায়েলীয়েরা এই দেশে বসবাস করেছে, এবং এই দেশে তোমার নামের উদ্দেশে এক পবিত্রধাম গেঁথে তুলে বলেছে: [৯] যদি খড়্গ বা শাস্তি বা মহামারী বা দুর্ভিক্ষের মত অমঙ্গল আমাদের মাথায় নেমে পড়ে, এবং আমরা এই গৃহের সামনে, তোমারই সামনে দাঁড়াই—কেননা এই গৃহে তোমার আপন নাম উপস্থিত,—এবং আমাদের সঙ্কটে তোমার কাছে হাহাকার করি, তাহলে তুমি শুনে ত্রাণকর্ম সাধন করবেই। [১০] এখন দেখ, আম্মোনীয়েরা ও মোয়াবীয়েরা এবং সেইর পর্বতনিবাসীরা, মিশর দেশ থেকে আসবার সময়ে তুমি ইস্রায়েলকে যাদের দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে দাওনি, বরং এরা ওদের কাছ থেকে দূরেই থেকেছিল ও ওদের বিনাশ করেনি, [১১] দেখ, ওরা আমাদের কেমন অপকার করছে: তুমি যা আমাদের জন্য বণ্টন করেছ, তোমার সেই স্বত্বাধিকার থেকে আমাদের দেশছাড়া করতে আসছে। [১২] হে আমাদের পরমেশ্বর, তুমি কি ওদের বিচার করবে না? আমাদের বিরুদ্ধে ওই যে বিরাট দল আসছে, ওদের বিরুদ্ধে আমরা তো নিরুপায়। কী করতে হবে, তাও আমরা জানি না; এজন্যই আমরা কেবল তোমারই দিকে চেয়ে আছি।’

[১৩] শিশু, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমস্ত যুদা এইভাবে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, [১৪] এমন সময়ে জনসমাবেশের মধ্যে যাহাজিয়েল নামে একজন লেবীয়ের উপর প্রভুর আত্মা নেমে পড়ল; তিনি আসাফ-গোত্রের মাত্তানিয়ার প্রপৌত্র যেইয়েলের পৌত্র বেনাইয়ার পুত্র জাখারিয়ার সন্তান। [১৫] তিনি বললেন, ‘হে সমগ্র যুদা, হে যেরুশালেম-বাসীরা, আর আপনিও, হে মহারাজ যেহোশাফাৎ, সকলে শোন: প্রভু তোমাদের এই কথা বলছেন, ওই বিপুল লোকসমারোহকে ভয় পেয়ো না, নিরাশও হয়ো না, কারণ এই যুদ্ধ তোমাদের নয়, পরমেশ্বরেরই ব্যাপার! [১৬] তোমরা আগামীকাল ওদের বিরুদ্ধে নাম; দেখ, ওরা সিস চড়াই পথ দিয়ে আসবে। তোমরা ওদের সঙ্গে মিলবে গিরিখাতের শেষপ্রান্তে, যা যেরুয়েল মরুপ্রান্তরের সামনে।

[১৭] সেই মুহূর্তে তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে না; তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, তবেই, হে যুদা, হে যেরুশালেম, তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের জন্য প্রভু কেমন ত্রাণকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন। ভয় পেয়ো না, নিরাশ হয়ো না; আগামীকাল ওদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাও, আর প্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন!'

[১৮] যেহোশাফাৎ মাটিতে অধোমুখ হয়ে প্রণাম করলেন, এবং সমগ্র যুদা ও যেরুশালেম-বাসীরা প্রভুকে পূজা করতে প্রভুর সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
[১৯] কেহাথ ও কোরাহ্ উভয় বংশের লেবীয়েরা জোর গলায় ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর প্রশংসা করতে উঠে দাঁড়াল।

[২০] পরদিন খুব সকালে তারা তেকোয়া মরুপ্রান্তরের দিকে রওনা দিতে প্রস্তুতি নিল। তারা রওনা দিতে উদ্যত হচ্ছিল এমন সময় যেহোশাফাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে যুদা, হে যেরুশালেম-বাসীরা, আমার কথা শোন! তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আস্থা রাখ, তবেই সুস্থির হবে; তাঁর নবীদের উপরে আস্থা রাখ, তবেই সফল হবে।'
[২১] পরে লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি পবিত্র বসনে ভূষিত প্রভুর গায়কদলকে অস্ত্রসজ্জিত লোকদের পুরোভাগে রাখলেন, তারা যেন প্রভুর প্রশংসাগান করতে করতে বলে, *প্রভুর স্তবগান কর, তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী!*

[২২] তারা আনন্দগান ও প্রশংসাগান শুরু করামাত্র প্রভু, যুদার বিরুদ্ধে যারা আসছিল, সেই আম্মোনীয়, মোয়াবীয় ও সেইর-পাহাড়িয়া লোকদের বিরুদ্ধে ফাঁদ ছুড়ে মারলেন, ফলে ওরা পরাস্ত হল,
[২৩] কেননা আম্মোনীয়েরা ও মোয়াবীয়েরা সেইর-পাহাড়িয়া লোকদের বিরুদ্ধে উঠল, বিনাশ-অভিশাপের হাতে তাদের তুলে দিল, এবং সেইরের লোকদের সংহার করার পর একে অন্যকে বিনাশ করার জন্য একে অন্যকে সহযোগিতা করল!
[২৪] যখন যুদার লোকেরা সেই উপপর্বতে এসে পৌঁছল যেখান থেকে মরুপ্রান্তর দেখা যায়, তখন সেই লোকসমারোহের দিকে তাকাল, আর দেখ, মাটিতে শুধু লাশ ছড়িয়ে রয়েছে, কেউই রেহাই পায়নি!
[২৫] যেহোশাফাৎ লুটের মাল নিয়ে যাবার জন্য ওখানে এসে পৌঁছলে তারা বহু বহু গবাদি পশু, প্রচুর সম্পত্তি, পোশাক ও বহুমূল্য জিনিসপত্র পেল; তারা নিজেদের জন্য এত ধন নিল যে, সবকিছু নিয়ে যেতে পারল না; সেই লুটের মাল এতই প্রচুর ছিল যে, তা কুড়োতে তাদের তিন দিন লাগল।

[২৬] চতুর্থ দিনে তারা বেরাখা-উপত্যকায় একত্রে সমবেত হল; সেখানে তারা প্রভুকে ধন্য বলল বিধায় সেই স্থানের নাম বেরাখা রাখল; নামটি আজ পর্যন্তও প্রচলিত। [২৭] পরে যুদা ও যেরুশালেমের সমস্ত লোক, এবং তাদের আগে আগে যেহোশাফাৎ, আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন, কেননা প্রভু তাঁদের শত্রুদের উপরে তেমন আনন্দ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। [২৮] তাঁরা সেতার, বীণা ও তুরি বাজাতে বাজাতে যেরুশালেমে, প্রভুর গৃহেই এলেন। [২৯] প্রভু ইস্রায়েলের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, এই জনরব অন্য দেশীয় সকল রাজ্যের লোক শুনলে ঈশ্বরভীতি তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। [৩০] এইভাবে যেহোশাফাতের রাজ্য নিরাপদ হল, তাঁর পরমেশ্বর চারদিকে তাঁকে বিশ্রাম মঞ্জুর করলেন।

[৩১] যেহোশাফাৎ যুদার উপরে রাজত্ব করলেন। তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে পঁচিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম আজুবা, তিনি শিলিহর কন্যা। [৩২] যেহোশাফাৎ তাঁর পিতা আসার পথে চললেন, সেই পথ থেকে সরে না গিয়ে প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন; [৩৩] কিন্তু তবুও উচ্চস্থানগুলি নিশ্চিহ্ন করা হল না: লোকেরা তখনও তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বরের প্রতি হৃদয় নিবদ্ধ রাখল না।

[৩৪] দেখ, যেহোশাফাতের বাকি যত কর্মকীর্তি—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হানানির সন্তান যেহুর পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

[৩৫] পরে যুদা-রাজ যেহোশাফাৎ ইস্রায়েল-রাজ আহাজিয়ার মিত্র হলেন, সেই লোক দুরাচারী; [৩৬] তিনি তার্শিশে যাবার জন্য জাহাজ তৈরি করতে তাঁকে সহযোগিতা করলেন, আর তাঁরা এৎসিয়োন-গেবেরে সেই জাহাজগুলো তৈরি করলেন। [৩৭] কিন্তু মারেশীয় দোদাবাহুর সন্তান এলিয়েজের যেহোশাফাতের বিরুদ্ধে এই ভাববাণী দিলেন: 'আপনি আহাজিয়ার মিত্র হলেন, তাই প্রভু আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ করলেন।' হ্যাঁ, ওই সকল জাহাজ ভেঙে গেল, তার্শিশে কখনও যেতে পারল না।

২১ [১] পরে যেহোশাফাৎ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁদের সঙ্গে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যেহোরাম তাঁর পদে রাজা হলেন।

যেহোরামের রাজ্য

[২] যেহোশাফাতের সন্তানেরা যারা ছিল যেহোরামের ভাই, তারা এই এই: আজারিয়া, যেহিয়েল, জাখারিয়া, আজারিয়াহু, মিখায়েল ও শেফাতিয়া, এরা সকলে ইস্রায়েল-রাজ যেহোশাফাতের সন্তান। [৩] তাদের পিতা তাদের বহু সম্পত্তি, যথা রুপো, সোনা ও মূল্যবান জিনিস এবং সেইসঙ্গে যুদা দেশে প্রাচীরে ঘেরা কয়েকটা নগরও দান করেছিলেন, কিন্তু যেহোরাম জ্যেষ্ঠ বলে তাঁকে রাজ্য দিয়েছিলেন। [৪] যেহোরাম তাঁর পিতার রাজ্যভার গ্রহণ করে নিজেকে বলবান করার পর তাঁর সকল ভাইকে ও ইস্রায়েলের কয়েকজন অধ্যক্ষকেও খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারলেন।

[৫] যেহোরাম বত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে আট বছর রাজত্ব করেন। [৬] আহাবের কুল যেমন করছিল, তিনিও তেমনি ইস্রায়েলের রাজাদের পথে চললেন, কারণ তিনি আহাবের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাই প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। [৭] তথাপি দাউদের সঙ্গে তাঁর সন্ধি ও প্রতিশ্রুতির খাতিরে প্রভু যুদাকে বিনাশ করতে চাইলেন না; তিনিই তো তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর ও তাঁর সন্তানদের জন্য সর্বদাই এক প্রদীপ যুগিয়ে দেবেন।

[৮] তাঁর আমলে এদোম যুদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজের উপরে একজনকে রাজা করল। [৯] তখন যেহোরাম তাঁর সেনাপতিদের ও সমস্ত রথ সঙ্গে নিয়ে সীমানা পার হলেন। রাত্রিবেলায় উঠে তিনি ও তাঁর সমস্ত রথ, যারা তাঁকে ঘিরে ফেলেছিল, সেই এদোমীয়দের মধ্য দিয়ে সবলে নিজের জন্য পথ করে নিলেন। [১০] এইভাবে এদোম যুদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আজ পর্যন্ত স্বাধীন হয়ে রয়েছে। সেসময় লিব্নাও তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, কেননা তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে ত্যাগ করেছিলেন। [১১] আরও, তিনি যুদার নানা পর্বতে উচ্চস্থানের ব্যবস্থা করলেন,

যেরুশালেম-অধিবাসীদের ব্যভিচারে প্ররোচিত করলেন ও যুদাকে পথভ্রষ্ট করলেন। [১২] পরে এলিয় নবীর একটা লেখা তাঁর হাতে পড়ল যার কথা এই: ‘তোমার পিতৃপুরুষ দাউদের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, যেহেতু তুমি তোমার পিতা যেহোশাফাতের পথে ও যুদা-রাজ আসার পথে চলনি, [১৩] বরং ইস্রায়েলের রাজাদের পথেই চলেছ ও আহাবকুলের কাজকর্ম অনুসারে যুদাকে ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের ব্যভিচারে প্ররোচিত করেছ; আরও, তোমার চেয়ে উত্তম যে তোমার পিতৃকুলজাত ভাইয়েরা, যেহেতু তুমি তাদের প্রাণে মেরেছ, [১৪] সেজন্য দেখ, প্রভু তোমার প্রজাদের, তোমার ছেলেদের, তোমার বধূদের ও তোমার সমস্ত সম্পত্তির উপরে ভীষণ আঘাত হানবেন। [১৫] তুমি অন্ত্রের পীড়ায় এতই পীড়িত হবে যে, সেই পীড়া দিনের পর দিন বাড়তে বাড়তে শেষে তোমার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়বে।’

[১৬] প্রভু যেহোরামের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের মন ও কুশীয়দের নিকটবর্তী আরবীয়দের মন উত্তেজিত করলেন, [১৭] তাই তারা যুদা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে নগরপ্রাচীর ভেঙে রাজার প্রাসাদের যত সম্পত্তি লুট করে তাঁর ছেলেদের ও তাঁর বধূদেরও কেড়ে নিয়ে গেল। কনিষ্ঠ পুত্র যেহোয়াহাজ ছাড়া তাঁর একটা সন্তানও অবশিষ্ট থাকল না। [১৮] এই সমস্ত ঘটনার পরে প্রভু তাঁকে এমন অন্ত্রের পীড়ায় আঘাত করলেন, যা নিরাময়ের অতীত। [১৯] তিনি মোটামুটি এক বছর এগিয়ে গেলেন, দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে সেই রোগে তাঁর নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়ল আর এইভাবে তিনি ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে মারা পড়লেন। তাঁর প্রজারা তাঁর জন্য তাঁর পিতৃপুরুষদের প্রথা অনুযায়ী ধূপ জ্বালাল না। [২০] তিনি বত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে আট বছর রাজত্ব করেন; তিনি মারা গেলে কেউই শোক প্রকাশ করল না। তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, কিন্তু রাজাদের সমাধিস্থানে নয়।

আহাজিয়ার রাজ্য

২২ [১] যেরুশালেমের অধিবাসীরা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আহাজিয়াকে তাঁর পদে রাজা করল, কারণ আরবীয়দের সঙ্গে শিবিরে যে দল হানা দিয়েছিল, তারা তাঁর বড় সন্তান সকলকে বধ করেছিল। অতএব যুদা-রাজ যেহোরামের সন্তান আহাজিয়াই রাজা হলেন।

[২] আহাজিয়া বাইশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে এক বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মাতার নাম আথালিয়া, তিনি ইস্রায়েল-রাজ অম্রির পৌত্রী। [৩] আহাজিয়ার মাতা তাঁকে কদাচরণ করতে পরামর্শ দিলেন বিধায় তিনিও আহাবকুলের পথে চললেন; [৪] আহাবকুল যেমন করছিল, তেমনি প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন, কেননা পিতার মৃত্যুর পরে তারাই তাঁর সর্বনাশের জন্য তাঁর মন্ত্রী হল। [৫] তাদেরই মন্ত্রণায় তিনি ইস্রায়েল-রাজ আহাবের সন্তান যেহোরামের সঙ্গে রামোথ-গিলেয়াদে আরাম-রাজ হাজায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন, আর আরামীয়েরা যোরামকে আহত করল। [৬] তাই যেহোরাম আরাম-রাজ হাজায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়ে রামায় আরামীয়েরা তাঁকে যে সকল আঘাত করে, তা থেকে সুস্থতা লাভের জন্য তিনি যেস্রেয়েলে ফিরে গেলেন। যেহেতু আহাবের সন্তান যোরাম অসুস্থ ছিলেন, সেজন্য যুদা-রাজ যেহোরামের সন্তান আহাজিয়া তাঁকে দেখতে যেস্রেয়েলে নেমে গেলেন।

[৭] কিন্তু পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা অনুসারে এমনটি ঘটল যে, আহাজিয়া তাঁর নিজের সর্বনাশের জন্য যোরামের কাছে যাবেন; কেননা তিনি যখন গেলেন, তখন যেহোরামের সঙ্গে নিম্‌শির সন্তান সেই যেহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে গেলেন, যাঁকে পরমেশ্বর আহাবকুলকে উচ্ছেদ করার জন্য তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন। [৮] যেহু যেসময় আহাবকুলকে শাস্তি দিচ্ছিলেন, সেসময় তিনি যুদার জননেতাদের ও আহাজিয়ার পরিচর্যায় নিযুক্ত তাঁর ভাগ্নীদের পেয়ে তাঁদের বধ করলেন। [৯] পরে তিনি আহাজিয়ার খোঁজে গেলেন; সেসময়ে আহাজিয়া সামারিয়াতে লুকিয়ে ছিলেন; লোকেরা তাঁকে ধরে যেহুর কাছে এনে বধ করল; তবু তাঁকে সমাধি দিল, কেননা তারা বলছিল, ‘যে যেহোশাফাৎ সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর অন্বেষণ করতেন, এ তাঁরই ছেলে।’ আহাজিয়ার কুলের মধ্যে রাজত্ব করার ক্ষমতা কারও ছিল না।

আথালিয়া দ্বারা যুদার রাজকুলকে হত্যা

[১০] আহাজিয়ার মাতা আথালিয়া যখন দেখলেন যে, তাঁর সন্তান মারা গেছেন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে যুদাকুলের সমস্ত রাজবংশকে বধ করালেন। [১১] কিন্তু রাজকন্যা যেহোশাবেয়াথ, যাদের হত্যা করার কথা, সেই রাজপুত্রদের মধ্য থেকে

আহাজিয়ার সন্তান যোয়াশকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে তাঁর ধাইমার সঙ্গে শয্যাগারে
রাখলেন। এইভাবে যেহোইয়াদা যাজকের স্ত্রী, যেহোরাম রাজার কন্যা এবং আহাজিয়ার
বোন সেই যেহোশাবেয়াথ তাঁকে আথালিয়ার হাত থেকে লুকিয়ে রাখলেন, ফলে তিনি
তাঁকে বধ করতে পারলেন না। [১২] যোয়াশ তাঁদের সঙ্গে পরমেশ্বরের গৃহে ছ'বছর
ধরে লুকিয়ে রইলেন; সেসময়ে আথালিয়াই দেশের উপরে রাজত্ব করছিলেন।

২৩ [১] সপ্তম বর্ষে যেহোইয়াদা নিজেকে বলবান করে শতপতিদের নিয়ে, অর্থাৎ
যেরোহামের সন্তান আজারিয়া, যেহোহানানের সন্তান ইশ্মায়েল, ওবেদের সন্তান
আজারিয়া, আদাইয়ার সন্তান মাসেইয়া ও জিখ্রির সন্তান এলিশাফাৎকে নিয়ে তাঁদের
সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন। [২] তাঁরা যুদা দেশ ঘুরে যুদার সমস্ত শহর থেকে লেবীয়দের
ও ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের সমবেত করলে তারাও যেরুশালেমে এল। [৩] গোটা
জনসমাবেশ পরমেশ্বরের গৃহে রাজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করল। যেহোইয়াদা তাদের
বললেন, 'দেখ, দাউদের সন্তানদের বিষয়ে প্রভু যে কথা বলেছেন, সেই কথামত
রাজপুত্রই রাজত্ব করবেন। [৪] তোমরা একাজ করবে: তোমাদের অর্থাৎ যাজকদের ও
লেবীয়দের মধ্যে যারা শাব্বাৎ দিনেই পাহারা দিতে আসবে, তাদের তিন ভাগের এক
ভাগ দরজাগুলোতে, [৫] তিন ভাগের এক ভাগ রাজপ্রাসাদে, এবং তিন ভাগের এক
ভাগ যেসোদ-দ্বারে পাহারা দেবে, এবং সমস্ত লোক প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে থাকবে। [৬] কিন্তু
যাজকদের ও কর্মরত লেবীয়দের ছাড়া আর কাউকেও প্রভুর গৃহে ঢুকতে দেবে না,
কেবল ওরাই ঢুকবে, কেননা ওরা পবিত্রিত হয়েছে; গোটা জনগণ প্রভুর আদেশ মেনে
চলবে। [৭] লেবীয়েরা যে যার অস্ত্র হাতে নিয়ে রাজাকে ঘিরে রাখবে, আর যে কেউ
গৃহের ভিতরে আসবার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা করা হবে। রাজা বাইরে যান কিংবা
ভিতরে আসুন, তারা সবসময়ই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।' [৮] যেহোইয়াদা যাজক যা
কিছু করতে আজ্ঞা করেছিলেন, লেবীয়েরা ও যুদার সকল লোক সেইমত সবই করল।
তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ লোকদের মধ্যে যারা শাব্বাৎ দিনে পাহারা দিতে আসে এবং
যারা পাহারা থেকে ছুটি পায়, তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে যেহোইয়াদা যাজকের কাছে
গেল। [৯] যেহোইয়াদা যাজক তখন দাউদ রাজার যে ছোট ও বড় ঢাল এবং বর্শা
পরমেশ্বরের গৃহে রাখা ছিল, সেগুলিকে শতপতিদের হাতে দিলেন। [১০] তিনি গোটা

জনগণকে, যে যার অস্ত্র হাতে নিয়ে, গৃহের দক্ষিণ মহল থেকে উত্তর মহল পর্যন্ত যজ্ঞবেদি ও গৃহের সামনে স্থাপন করলেন, যেন তারা রাজাকে চারপাশেই ঘিরে রাখে। [১১] তখন তাঁরা রাজপুত্রকে বাইরে এনে তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলেন ও তাঁর হাতে রাজসনদ তুলে দিলেন: তাঁকে রাজা বলে ঘোষণা করা হল, যেহোইয়াদা ও তাঁর সন্তানেরা তাঁকে তৈলাভিষিক্ত করলেন, এবং উপস্থিত সকলে চিৎকার করে বলল, 'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!'

[১২] লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করে রাজার প্রশংসা করলে আথালিয়া সেই কোলাহল শুনে প্রভুর গৃহের দিকে লোকদের কাছে গেলেন। [১৩] তিনি তাকালেন, আর দেখ, প্রবেশস্থানে রাজা মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন; সেনাপতিরা ও তুরিবাদকের দল রাজার চারপাশে আছে, দেশের সমস্ত লোক আনন্দে মেতে উঠছে ও তুরি বাজাচ্ছে, এবং গায়কেরা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে প্রশংসাগান করছে। তখন নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে আথালিয়া চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ!' [১৪] কিন্তু যেহোইয়াদা যাজক সৈন্যদলের উপরে নিযুক্ত শতপতিদের বাইরে এনে হুকুম দিলেন, 'ওকে সৈন্যসারির মাঝখান দিয়ে বাইরে নিয়ে যাও, আর যে কেউ তার পিছনে যায়, তাকে খড়্গের আঘাতে মেরে ফেলা হোক।' কেননা যাজক আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন, 'ওকে প্রভুর গৃহের মধ্যে হত্যা করবে না।' [১৫] তাই তারা হাত দিয়ে সরিয়ে তাঁর জন্য জায়গা করে দিলে তিনি অশ্ব-দ্বারের প্রবেশপথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছলেন আর সেইখানে তারা তাঁকে হত্যা করল।

[১৬] যেহোইয়াদা তখন নিজের, রাজার ও গোটা জনগণের মধ্যে এই সন্ধি সম্পাদন করলেন যে, তারা প্রভুর জনগণ হয়ে থাকবে। [১৭] পরে সমস্ত লোক বায়াল-দেবের মন্দিরে গিয়ে তা ভেঙে ফেলল, তার যত যজ্ঞবেদি ও মূর্তি টুকরো টুকরো করে চুরমার করে দিল, এবং বায়াল-দেবের যাজক মাত্তানকে বেদিগুলোর সামনে মেরে ফেলল। [১৮] দাউদের বিধিমতে আনন্দ ও গানের সঙ্গে মোশির বিধানের লেখা অনুসারে প্রভুর উদ্দেশে আহুতি দিতে দাউদ যে লেবীয় যাজকদের শ্রেণিভুক্ত করে নিরূপণ করেছিলেন, তাদের হাতে যেহোইয়াদা প্রভুর গৃহের তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। [১৯] আর যেন কোন প্রকার অশুচি লোক না ঢোকে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রভুর গৃহের

সকল দরজায় দ্বারপালদের মোতায়েন রাখলেন। [২০] পরে তিনি শতপতিদের, গণ্যমান্য লোকদের ও দেশের জনগণের মধ্যে যাদের অধিকার ছিল, তাদের সকলকে সঙ্গে নিলেন এবং প্রভুর গৃহ থেকে রাজাকে নামিয়ে আনলেন; পরে তাঁরা উপরের দ্বারের পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকে রাজাকে রাজাসনে বসিয়ে দিলেন। [২১] দেশের সমস্ত লোক আনন্দিত ছিল। শহর শান্ত থাকল, যদিও আথালিয়াকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করা হয়েছিল।

যোয়াশের রাজ্য

২৪ [১] যোয়াশ সাত বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম সিবিয়া, তিনি বের্শেবা-নিবাসিনী। [২] প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, তিনি যেহোইয়াদা যাজকের সমস্ত জীবনকালে তেমন কাজই করলেন। [৩] যেহোইয়াদা তাঁর দু'টো বিবাহ দিলেন, আর তিনি পুত্রকন্যার পিতা হলেন।

[৪] পরে যোয়াশ প্রভুর গৃহ মেরামত করবেন বলে মনস্থ করলেন। [৫] তিনি যাজকদের ও লেবীয়দের সমবেত করে বললেন, 'তোমরা যুদার শহরে শহরে যাও, এবং প্রতি বছর তোমাদের পরমেশ্বরের গৃহ মেরামত করার জন্য গোটা ইস্রায়েলের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ কর। কাজটা যেন শীঘ্রই করা হয়।' কিন্তু লেবীয়েরা তা শীঘ্রই করল না। [৬] তখন রাজা তাদের প্রধান সেই যেহোইয়াদাকে ডাকিয়ে বললেন, 'আপনি কেন লেবীয়দের বলে দেননি, তারা যেন, সাক্ষাৎ-তাঁবুর জন্য পরমেশ্বরের দাস মোশি ও ইস্রায়েলের জনসমাবেশ দ্বারা যে কর নিরূপিত হয়েছে, তা যুদা ও যেরুশালেম থেকে আনে? [৭] কেননা সেই দুষ্টা স্ত্রীলোক আথালিয়ার ছেলেরা পরমেশ্বরের গৃহের যথেষ্ট স্থান ভেঙে দিয়েছে ও প্রভুর গৃহের মধ্যে যত পবিত্রীকৃত বস্তু ছিল, তা নিয়ে বায়াল-দেবদের জন্যই ব্যয় করেছে।'

[৮] রাজার আজ্ঞামত তারা একটা সিন্দুক তৈরি করে প্রভুর গৃহের দরজার সামনে বসাল। [৯] পরে যুদা ও যেরুশালেমে তারা একথা ঘোষণা করল, যেন, পরমেশ্বরের দাস মোশি যে কর মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েলের দেয় বলে নিরূপণ করেছিলেন, প্রভুর উদ্দেশে তা আনা হয়। [১০] সকল সমাজনেতা ও গোটা জনগণ এতে আনন্দিত হল, এবং

সিন্দুকটা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তারা কর এনে সিন্দুকে দিতে থাকল। [১১] যেসময় লেবীয়েরা হাতে করে সেই সিন্দুক রাজার নিযুক্ত লোকদের কাছে আনত, তখন তার মধ্যে অনেক টাকা দেখা গেলে রাজসচিব এবং প্রধান যাজকের নিযুক্ত একজন লোক এসে সিন্দুকটা শূন্য করত, পরে আবার তা তুলে তার জায়গায় রাখত। তারা দিনের পর দিন তাই করল, আর এভাবে অনেক টাকা জমাল। [১২] রাজা ও যেহোইয়াদা তা প্রভুর গৃহে নিযুক্ত কর্মাধ্যক্ষদের হাতে দিতেন, আর এঁরা, প্রভুর গৃহে যারা মেরামত কাজ করত, সেই সকল পাথরকাটিয়ে ও ছুতোরের হাতে তুলে দিতেন; প্রভুর গৃহ-সংস্কারের জন্য লোহা ও ব্রঞ্জের কর্মকারদেরও নিযুক্ত করা হল। [১৩] কর্মাধ্যক্ষেরা যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখালেন; তাঁদের হাতে কাজ এগিয়ে চলল; তাঁরা পরমেশ্বরের গৃহ সংস্কার করে আবার আগের মত দৃঢ় করলেন। [১৪] কাজ শেষ করে তাঁরা বাকি টাকা রাজা ও যেহোইয়াদার সামনে আনলেন, এবং তা দিয়ে প্রভুর গৃহের জন্য নানা পাত্র, যথা উপাসনা-কর্মের জন্য ও আহুতির জন্য পাত্র, কলস আর সোনার ও রুপোর পাত্র তৈরি করা হল। যেহোইয়াদার সমস্ত জীবনকালে প্রভুর গৃহে আহুতিবলি নিবেদন করা হল।

[১৫] পরে যেহোইয়াদা, বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে, একশ' ত্রিশ বছর বয়সে মরলেন। [১৬] তাঁকে দাউদ-নগরীতে রাজাদের সঙ্গে সমাধি দেওয়া হল, কেননা তিনি ইস্রায়েলের মধ্যে, এবং পরমেশ্বরের ও তাঁর গৃহের সেবায় উত্তম কাজ সাধন করেছিলেন।

[১৭] যেহোইয়াদার মৃত্যুর পরে যুদার সমাজনেতারা এসে রাজার কাছে প্রণিপাত করল, আর রাজা তাদের কথায় কান দিলেন। [১৮] তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহ অবহেলা করে পবিত্র দণ্ডগুলো ও নানা দেবমূর্তি পূজা করতে লাগল। তাদের এই অপরাধের কারণে যুদা ও যেরুশালেমের উপরে ঐশক্রোধ নেমে পড়ল। [১৯] কিন্তু তবুও নিজের কাছে তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রভু তাদের কাছে নানা নবী প্রেরণ করলেন। এই নবীরা তাদের কাছে তাঁদের বাণী শোনালেন, কিন্তু লোকেরা কান দিতে চাইল না। [২০] তখন পরমেশ্বরের আত্মা যেহোইয়াদা যাজকের সন্তান জাখারিয়াকে ঘিরে আবিষ্ট করল, আর তিনি জনগণের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা কেন প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করছ? তোমরা

সফল হবে না! তোমরা প্রভুকে ত্যাগ করেছ বিধায় তিনিও তোমাদের ত্যাগ করলেন।’ [২১] তখন লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে রাজার আজ্ঞায় প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে তাঁকে পাথর ছুড়ে বধ করল। [২২] তাঁর পিতা যেহোইয়াদা যে সহৃদয়তা তাঁর নিজের প্রতি দেখিয়েছিলেন, তা স্মরণ না করে যোয়াশ রাজা তাঁর সন্তানকে বধ করলেন; তিনি মৃত্যুকালে বললেন, ‘প্রভু এমনটি দে’খে যেন তোমাদের কাছে জবাবদিহি চান!’

[২৩] নববর্ষের শুরুতে আরামের সৈন্যদল যোয়াশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এল। তারা যুদায় ও যেরুশালেমে এসে লোকদের মধ্যে জননেতা সকলকে বিনাশ করল ও তাদের সবকিছু লুট করে দামাস্কের রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল। [২৪] আসলে আরামের সৈন্যদল অল্পজন লোক নিয়ে এসেছিল, কিন্তু প্রভু তাদের হাতে অতি বিপুল এক সৈন্যদলকে তুলে দিলেন, কারণ জনগণ তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে ত্যাগ করেছিল। এইভাবে আরামীয়েরা যোয়াশের উপরে বিচার ঘটাল। [২৫] তারা তাঁকে মারাত্মক আহত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেলে পর, তাঁর পরিষদেরা যেহোইয়াদা যাজকের সন্তানের রক্তপাতের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁর নিজের শয্যায় তাঁকে বধ করল। তাই তিনি মরলেন, আর তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, কিন্তু রাজাদের সমাধিস্থানে নয়। [২৬] আম্মোনীয় শিমেয়াথের সন্তান সাবাদ ও মোয়াবীয়া শিম্রিথের সন্তান যেহোজাবাদ, এই দু’জন তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল।

[২৭] তাঁর সন্তানদের কথা, তাঁর করের গুরুত্বের কথা, পরমেশ্বরের গৃহ-সংস্কারের কথা, দেখ, এই সমস্ত কথা রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকের ব্যাখ্যা-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর সন্তান আমাজিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

আমাজিয়ার রাজ্য

২৫ [১] আমাজিয়া পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে ঊনত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেহোয়াদ্দান, তিনি যেরুশালেম-নিবাসিনী। [২] প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; কিন্তু তাঁর হৃদয় একনিষ্ঠ ছিল না।

[৩] রাজ্য যখন তাঁর হাতে সুদৃঢ় হল, তখন তিনি, যে সকল অধিনায়ক তাঁর পিতা রাজাকে মেরে ফেলেছিল, তাদের হত্যা করলেন; [৪] কিন্তু তাদের ছেলেদের হত্যা করলেন না, কেননা মোশির বিধান-পুস্তকে প্রভুর এই আজ্ঞা লেখা আছে যে, '*ছেলের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য ছেলের প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে না; এক একজন নিজ নিজ পাপের জন্য প্রাণদণ্ড ভোগ করবে।*'(ক)

[৫] আমাজিয়া যুদার লোকদের সমবেত ক'রে, সমস্ত যুদা ও সমস্ত বেঞ্জামিন অঞ্চল জুড়ে পিতৃকুল অনুসারে সহস্রপতি ও শতপতিদের অধীনে তাদের ভাগ ভাগ করে দিলেন। কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের লোকদের গণনা করে তিনি দেখলেন, যুদ্ধে নামতে উপযুক্ত ও বর্শা ও ঢাল ধরতে সক্ষম তিন লক্ষ সেরা যোদ্ধা আছে। [৬] তিনি একশ' বাট করে রুপো বেতনের ভিত্তিতে ইস্রায়েল থেকে এক লক্ষ শক্তিশালী বীরপুরুষ নিলেন। [৭] পরে পরমেশ্বরের একজন মানুষ তাঁর কাছে এসে বললেন, 'হে রাজন্, ইস্রায়েলের সৈন্য আপনার সঙ্গে যোগ না দিক, কারণ প্রভু ইস্রায়েলের সঙ্গেও নন, এফ্রাইম-সন্তানদের একজনের সঙ্গেও নন। [৮] তবু আপনি যদি তাদের সঙ্গে রণ-অভিযানে যেতে চান, আচ্ছা, যান! যুদ্ধের জন্য নিজেকে বলবান করুন! কিন্তু পরমেশ্বর আপনাকে শত্রুর সামনে লুটিয়ে দেবেন, কেননা সাহায্য করতে ও লুটিয়ে দিতে পরমেশ্বরের ক্ষমতা আছে।' [৯] আমাজিয়া উত্তরে পরমেশ্বরের মানুষকে বললেন, 'ভাল! কিন্তু সেই ইস্রায়েলীয় সৈন্যদলকে যে একশ' বাট রুপো দিয়েছি, তার কী হবে?' পরমেশ্বরের মানুষ উত্তর দিলেন, 'সেটার চেয়ে প্রভু আপনাকে আরও বেশি দিতে পারেন।' [১০] তাই আমাজিয়া তাদের, অর্থাৎ এফ্রাইম থেকে তাঁর কাছে আসা সেই সৈন্যদলকে বিদায় দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু যুদার বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ জ্বলে উঠল; তারা ভীষণ ক্রোধে যে যার ঘরে ফিরে গেল।

[১১] আমাজিয়া সাহস ধরে তাঁর নিজের সৈন্যদলকে বের করে লবণ-উপত্যকায় গিয়ে সেইর-সন্তানদের দশ হাজার লোককে হত্যা করলেন। [১২] যুদা-সন্তানেরা তাদের দশ হাজার লোককে জিয়ন্তই বন্দি করে শৈলের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে নিচে ফেলে দিল, আর তারা সকলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

[১৩] কিন্তু আমাজিয়া নিজের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করতে না দিয়ে যে সৈন্যদলকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই দলের লোকেরা সামারিয়া থেকে বেথ্-হোরোন পর্যন্ত যুদার শহরগুলো আক্রমণ করে তাদের তিন হাজার লোককে প্রাণে মারল ও প্রচুর লুটের মাল কেড়ে নিল।

[১৪] এদোমীয়দের সংহার করে ফিরে আসার পর আমাজিয়া সেইর-সন্তানদের দেবতাদের সঙ্গে করে আনলেন, সেগুলোকে নিজের দেবতা বলে দাঁড় করালেন, তাদের সামনে প্রণিপাত করলেন ও তাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাতে লাগলেন। [১৫] এজন্য প্রভুর ক্রোধ আমাজিয়ার উপরে জ্বলে উঠল, তিনি তাঁর কাছে একজন নবীকে পাঠালেন। নবী তাঁকে বললেন, 'আপনি কেন সেই লোকদের দেবতাদের অভিমত অনুসন্ধান করলেন, যখন তারা আপনার হাত থেকে তাদের নিজেদের প্রজাদেরও উদ্ধার করতে পারেনি?' [১৬] নবী তখনও কথা বলছেন রাজা প্রতিবাদ করে বললেন, 'আমরা কি তোমাকে রাজমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেছি? আর নয়! কেন মার খাবে?' তখন সেই নবী ক্ষান্ত হলেন, তবু বললেন, 'আমি জানি, পরমেশ্বর আপনাকে বিনাশ করবার সঙ্কল্প নিয়েছেন, কেননা আপনি একাজ করেছেন ও আমার পরামর্শে কান দেননি।'

[১৭] পরামর্শ নিয়ে যুদা-রাজ আমাজিয়া যেহুর পৌত্র যেহোয়াহাজের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশের কাছে বলে পাঠালেন, 'এসো, আমরা একে অন্যের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াই!' [১৮] ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশ যুদা-রাজ আমাজিয়ার কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, 'লেবাননের শেয়ালকাঁটা লেবাননের এরসগাছের কাছে বলে পাঠাল: আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ দাও। এর মধ্যে লেবাননের একটা বন্যজন্তু সেই পথে চলতে চলতে সেই শেয়ালকাঁটা পায়ে মাড়িয়ে দিল। [১৯] আচ্ছা, তুমি শুধু বলছ: আমি এদোমকে পরাজিত করেছি! তাই দর্প করতে করতে তোমার হৃদয় গর্বোদ্ধত হয়েছে। তুমি এখন তোমার নিজের ঘরে বসে থাক। একটা সর্বনাশ আহ্বান করায় কী কোন মানে আছে? তাতে তোমার ও যুদার, উভয়েরই পতন হতে পারে!' [২০] কিন্তু আমাজিয়া কথায় কান দিলেন না, কেননা লোকেরা এদোমীয় দেবতাদের অভিমত অনুসন্ধান করেছিল বিধায় পরমেশ্বরই এমনটি ঘটিয়েছিলেন যেন শত্রুর হাতে তাদের তুলে দেওয়া হয়। [২১] তাই ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ রণ-অভিযানে নেমে গেলেন; এবং

যুদার অধীন বেথ্-শেমেশ স্থানে তিনি ও যুদা-রাজ আমাজিয়া একে অন্যের সম্মুখীন হলেন। [২২] যুদা ইস্রায়েল দ্বারা পরাজিত হল, এবং প্রত্যেকে যে যার তাঁবুতে পালিয়ে গেল। [২৩] ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ বেথ্-শেমেশে যেহোয়াহাজের পৌত্র যোয়াশের সন্তান যুদা-রাজ আমাজিয়াকে বন্দি করলেন; তারপর যেরুশালেমে গিয়ে এফ্রাইম-দ্বার থেকে কোণ-দ্বার পর্যন্ত যেরুশালেমের চারশ' হাত নগরপ্রাচীর ভেঙে ফেললেন। [২৪] পরমেশ্বরের গৃহে ওবেদ-এদোমের তত্ত্বাবধানে রাখা যত সোনা, রুপো ও পাত্র পাওয়া গেছিল, তিনি সেই সবকিছু এবং রাজপ্রাসাদের ধনসম্পত্তি লুট করে নিয়ে আর সেইসঙ্গে কতগুলো লোককেও জিম্মী করে সামারিয়াতে ফিরে গেলেন।

[২৫] ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশের মৃত্যুর পরে যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়া আরও পনেরো বছর বেঁচে থাকলেন।

[২৬] দেখ, আমাজিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—এই সমস্ত কথা কি যুদা ও ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [২৭] আমাজিয়া প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করার কয়েক দিন পর যেরুশালেমে তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করা হল, তাই তিনি লাখিশে পালিয়ে গেলেন; কিন্তু তাঁর পিছু পিছু লাখিশে লোক পাঠানো হল, আর তারা সেখানে তাঁকে হত্যা করল। [২৮] ঘোড়ার পিঠে করে তাঁকে এনে যুদার একটা শহরে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সমাধি দেওয়া হল।

উজ্জিয়ার রাজ্য

২৬ [১] তখন যুদার সমস্ত লোক ষোল বছর বয়সী উজ্জিয়াকে নিয়ে তাঁকে তাঁর পিতা আমাজিয়ার পদে রাজা করল। [২] রাজা তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা যাওয়ার পর তিনিই এলাথ আবার যুদার অধীনস্থ করে প্রাচীরবেষ্টিত করলেন। [৩] উজ্জিয়া ষোল বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে বাহান্ন বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেখোলিয়া, তিনি যেরুশালেম-নিবাসিনী। [৪] প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন, তাঁর পিতা আমাজিয়া যেমন কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে।

[৫] তিনি যতদিন জাখারিয়া বেঁচে থাকলেন—ইনিই তো তাঁকে ঈশ্বরভীতি সংক্রান্ত সদুপদেশ দিয়েছিলেন—ততদিন পরমেশ্বরের অন্বেষণ করলেন, আর যতদিন

প্রভুর অন্বেষণ করলেন, ততদিন পরমেশ্বর তাঁকে কৃতকার্য করলেন। [৬] ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে বেরিয়ে তিনি গাথের প্রাচীর, যাব্নের প্রাচীর ও আসদোদের প্রাচীর ভেঙে ফেললেন এবং আসদোদ অঞ্চলে ও ফিলিস্তিনিদের এলাকায় কতগুলো দুর্গ নির্মাণ করলেন। [৭] পরমেশ্বর ফিলিস্তিনিদের, গুর-বায়াল-নিবাসী আরবীয়দের ও মেয়ুনীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর সহায় হলেন। [৮] আম্মোনীয়েরা উজ্জিয়াকে কর দিত, এবং তাঁর সুনাম মিশরের সীমানা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, কারণ তিনি অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। [৯] উজ্জিয়া যেরুশালেমের কোণ-দ্বারে, উপত্যকা-দ্বারে ও মোড়-দ্বারে নানা উচ্চ গৃহ গেঁথে দৃঢ় করলেন। [১০] তিনি মরুপ্রান্তরেও কতগুলো উচ্চ গৃহ গেঁথে তুললেন ও বহু বহু জলভাণ্ডারের ব্যবস্থা করলেন, কেননা শেফেলাতে ও সমভূমিতে তাঁর যথেষ্ট পশুধন ছিল, এবং পার্বত্য ও উপপার্বত্য অঞ্চলে তাঁর অনেক কৃষক ও আঙুরকৃষক ছিল, কারণ তিনি কৃষিকাজ ভালবাসতেন। [১১] আবার, উজ্জিয়ার রণ-নিপুণ ও যুদ্ধের জন্য তৈরী সৈন্যদল ছিল: সৈন্যেরা দলে দলে বিভক্ত ছিল, এই সকল দল যেইয়েল রাজসচিবের ও মাসেইয়ার তত্ত্বাবধানে তালিকাভুক্ত ছিল; এই মাসেইয়া ছিলেন হানানিয়ার অধীনে, আর হানানিয়া ছিলেন রাজার সেনাপতিদের একজন। [১২] সেই বীরপুরুষদের সকল পিতৃকুলপতি সংখ্যায় দু'হাজার ছ'শোজন। [১৩] তাদের অধীনে যে সৈন্যদল, তার সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ সাত হাজার পাঁচশ' অতি শক্তিশালী বীরযোদ্ধা, যারা শত্রুর বিরুদ্ধে রাজাকে সাহায্য করতে তৈরী। [১৪] উজ্জিয়া সেই সকল সৈন্যের জন্য ঢাল, বর্শা, শিরস্ত্রাণ, বর্ম, ধনুক ও ফিঙের জন্য পাথর ব্যবস্থা করেছিলেন। [১৫] যেরুশালেমে তিনি সুদক্ষ একজন লোকের কল্পনা অনুসারে এমন যুদ্ধযন্ত্র তৈরি করেছিলেন, যেগুলোকে তীর ও বড় বড় পাথর ছুড়বার জন্য দুর্গগুলোর মাথায় ও নগরপ্রাচীরের চূড়ায় চূড়ায় বসিয়েছিলেন। উজ্জিয়ার সুনাম সুদূর অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, কেননা তিনি আশ্চর্য সহায়তা পেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। [১৬] অথচ তত প্রতাপ লাভ করার পর তাঁর হৃদয় এমন গর্বে উদ্ধত হল যা তার সর্বনাশ ঘটাল। বাস্তবিকই তিনি তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হলেন, কেননা তিনি ধূপবেদির উপরে ধূপ জ্বালাতে নিজেই প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করলেন। [১৭] আজারিয়া যাজক ও তাঁর সঙ্গে প্রভুর আশিজন গুণবান যাজক তাঁর পিছু পিছু

প্রবেশ করলেন; [১৮] তাঁরা উজ্জিয়া রাজার সামনে রুখে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন, 'হে উজ্জিয়া, প্রভুর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবার অধিকার আপনার নেই; আরোন-সন্তান যে যাজকেরা ধূপ জ্বালাবার জন্য পবিত্রীকৃত হয়েছে, অধিকার কেবল তাদেরই। আপনি পবিত্রধাম থেকে বের হোন, কেননা আপনি বিধান লঙ্ঘন করেছেন। পরমেশ্বর প্রভু এমনটি করবেন যে, আপনার এই কাজে আপনার গৌরব হবে না।' [১৯] তাঁর হাতে তখন ধূপ জ্বালাবার জন্য এক ধূপদানি ছিল, তিনি খুবই রেগে উঠলেন; যাজকদের উপরে তাঁর রাগ থাকতেই প্রভুর গৃহে যাজকদের সামনে ধূপবেদির পাশে তাঁর কপালে তীব্র চর্মরোগ দেখা দিল। [২০] প্রধান যাজক আজারিয়া এবং অন্য সকল যাজক তাঁর দিকে তাকালেন, আর দেখ, তাঁর কপালে চর্মরোগ দেখা দিয়েছে; তখন তাঁরা তাঁকে শীঘ্রই সেখান থেকে দূর করে দিলেন, এমনকি, তিনি নিজেও বাইরে যেতে ব্যস্ত হলেন, কেননা প্রভু তাঁকে আঘাত করেছিলেন।

[২১] উজ্জিয়া রাজা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তীব্র চর্মরোগে আক্রান্ত হলেন; চর্মরোগী হওয়ায় তিনি আলাদা একটা ঘরে বাস করতেন, কেননা তিনি প্রভুর গৃহ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। তাঁর সন্তান যোথাম প্রাসাদ পরিচালনা করতেন ও দেশের লোকদের শাসন করতেন।

[২২] উজ্জিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—আমোজের সন্তান ইশাইয়া নবীই লিখেছেন। [২৩] পরে উজ্জিয়া তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে রাজাদের সমাধিস্থানের নিকটবর্তী মাঠে সমাধি দেওয়া হল, কেননা লোকে বলছিল: 'তিনি চর্মরোগী।' আর তাঁর সন্তান যোথাম তাঁর পদে রাজা হলেন।

যোথামের রাজ্য

২৭ [১] যোথাম পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেরুশা, তিনি সাদোকের কন্যা। [২] যোথাম প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন; তাঁর আপন পিতা উজ্জিয়া যেমন কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে; তথাপি প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করলেন না এবং জনগণ

সেসময়ও দুরাচরণ করল। [৩] তিনি প্রভুর গৃহের উচ্চতর দ্বার গাঁথলেন, এবং ওফেলের প্রাচীরের অনেক জায়গা গেঁথে দিলেন। [৪] তিনি যুদার পার্বত্য অঞ্চলের নানা জায়গায় নানা শহর পুনর্নির্মাণ করলেন, এবং নানা বনে গড় ও দুর্গ গেঁথে তুললেন। [৫] তিনি আম্মোনীয়দের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করলেন, আর আম্মোনীয়েরা সেই বছরে তাঁকে একশ' বাট রুপো, দশ হাজার কোর গম ও দশ হাজার কোর যব দিতে বাধ্য হল; এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরেও আম্মোনীয়েরা তাঁকে তত দিল। [৬] যোথাম শক্তিশালী হয়ে উঠলেন, কেননা তিনি তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর সামনেই পথ চললেন।

[৭] যোথামের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর সমস্ত যুদ্ধ ও তাঁর আচরণ, দেখ, ইস্রায়েল ও যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। [৮] তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন। [৯] পরে যোথাম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আহাজ তাঁর পদে রাজা হলেন।

হেজেকিয়া ও যোশিয়ার ধর্ম-সংস্কার

আহাজের রাজ্য

২৮ [১] আহাজ কুড়ি বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন; তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের মত তাঁর আপন প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন না। [২] না, তিনি ইস্রায়েল-রাজাদের পথে চললেন আর বায়াল-দেবদের উদ্দেশে ছাঁচে ঢালাই করা প্রতিমা তৈরি করালেন। [৩] তাছাড়া তিনি বেন্-হিন্নোম উপত্যকায় ধূপ জ্বালালেন, এমনকি, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলোকে দেশছাড়া করেছিলেন, তাদের জঘন্য প্রথা অনুসারে তিনি নিজের ছেলেদের আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। [৪] তিনি নানা উচ্চস্থানগুলিতে, নানা পাহাড়ের উপরে ও প্রতিটি সবুজ গাছের তলায় বলি উৎসর্গ করতেন ও ধূপ জ্বালাতেন।

[৫] তাই তাঁর পরমেশ্বর প্রভু তাঁকে আরাম-রাজের হাতে তুলে দিলেন, আর আরামীয়েরা তাঁকে পরাস্ত করল এবং তাঁর অনেক লোককে বন্দি করে দামাস্কে নিয়ে গেল। আবার, তাঁকে ইস্রায়েলের রাজার হাতেও তুলে দেওয়া হল, ইনিও তাঁকে ভীষণ পরাজয়ে পরাজিত করলেন। [৬] রেমালিয়ার সন্তান পেকা যুদায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার বীরযোদ্ধাকে এক দিনেই বধ করলেন, যেহেতু তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে ত্যাগ করেছিল। [৭] আর জিখ্রি নামে একজন এফ্রাইমীয় বীরযোদ্ধা রাজার সন্তান মাসেইয়া, প্রাসাদ-অধ্যক্ষ আজ্রিকাম ও রাজার প্রধান অধিনায়ক এল্কানাকে বধ করল। [৮] ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের আপন ভাইদের মধ্য থেকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সবসমেত দু'লক্ষ প্রাণীকে বন্দি করে নিল এবং তাদের বহু সম্পদ লুট করল: সেই সমস্ত কিছু তারা সামারিয়াতে নিয়ে গেল।

[৯] সেখানে প্রভুর একজন নবী ছিলেন যাঁর নাম ওদেদ; তিনি সামারিয়াতে ফিরে আসা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে গিয়ে তাদের বললেন, 'দেখ, তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু যুদার উপরে ক্রুদ্ধ হওয়ায় তোমাদের হাতে তাদের তুলে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তোমরা এমন জ্বলন্ত ক্রোধে তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করেছ যা আকাশছোঁয়া! [১০] আর এখন তোমরা নাকি মনস্থ করছ, যুদা ও যেরুশালেমের

লোকদের তোমাদের নিজেদের দাসদাসীতে পরিণত করবে; কিন্তু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে তোমরা নিজেরাই কি অপরাধী নও? [১১] তাই এখন আমার কথা শোন: তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে যাদের বন্দি করে এনেছ, তাদের ফিরিয়ে দাও, নইলে প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ তোমাদের উপরে নেমে পড়বে।' [১২] তখন এফ্রাইম-সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান লোক, অর্থাৎ যেহোহানানের সন্তান আজারিয়া, মেশিল্লেমোথের সন্তান বেরেখিয়া, শাল্লুমের সন্তান যেহিজ্কিয়া ও হাদ্লাইয়ের সন্তান আমাসা তাদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, যারা যুদ্ধযাত্রা থেকে ফিরে এসেছিল, [১৩] এবং তাদের বললেন, 'সেই বন্দিদের তোমরা এখানে আনবে না, নইলে প্রভুর সামনে আমরা অপরাধী হব। তোমরা তো আমাদের পাপ ও অপরাধ আরও বাড়াতে চাও, অথচ আমাদের অপরাধ তো বড়ই হয়েছে, ও ইস্রায়েলের উপরে জ্বলন্ত ঐশক্রোধ উপস্থিত!' [১৪] তাই সৈন্যেরা সেই বন্দিদের ও লুটের মাল সবই সমাজনেতাদের ও জনসমাবেশের সামনে ছেড়ে দিল। [১৫] পরে কয়েকজন লোককে বাছাই করা হল, আর তারা বন্দিদের খেতে দিল, তাদের মধ্যে যারা বস্ত্রহীন ছিল, লুণ্ঠিত বস্তু থেকে মাল তুলে নিয়ে তাদের পোশাক পরাল; তাদের গায়ে কাপড় ও পায়ে জুতো দিল; তাদের খাওয়া-দাওয়া করাল, এবং হেঁটে চলতে অক্ষম যারা, তাদের সকলকে গাধায় চড়িয়ে খেজুরপুর সেই যেরিখোতে তাদের ভাইদের কাছে পৌঁছিয়ে দিল। পরে সামারিয়াতে ফিরে এল।

[১৬] সেসময়েই আহাজ রাজা সাহায্য চাইতে আশুরের রাজাদের কাছে লোক পাঠালেন। [১৭] এদোমীয়েরা আবার সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে যুদা পরাজিত করল ও বহু লোক বন্দি করে নিয়ে গেল। [১৮] ফিলিস্তিনিরা শেফেলা ও যুদা-নেগেবের শহরে শহরে হানা দিয়ে বেথ্-শেমেশ, আয়ালোন, গেদেরোথ, সোখো ও তার উপনগরগুলো, তিম্না ও তার উপনগরগুলো এবং গিম্সো ও তার উপনগরগুলো দখল করে সেই সকল জায়গায় বসতি করল। [১৯] কেননা ইস্রায়েল-রাজ আহাজের কারণে প্রভু যুদাকে নত করেছিলেন, যেহেতু আহাজ যুদায় নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতায় প্ররোচনা দিয়েছিলেন ও প্রভুর প্রতি খুবই অবিশ্বস্ত হয়েছিলেন।

[২০] আশুর-রাজ তিগ্লাথ-পিলেজারও আহাজের কাছে এলেন বটে, কিন্তু তাঁকে সাহায্য না করে বরং অত্যাচারই করলেন। [২১] আহাজ প্রভুর গৃহের, রাজপ্রাসাদের ও প্রধান লোকদের যত ধন কেড়ে নিয়ে আশুর-রাজকে দিলেও তাতে তাঁর কিছুই সাহায্য হল না। [২২] অবরোধের সময়েও এই আহাজ রাজা প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখাতে থাকলেন। [২৩] হ্যাঁ, দামাস্কের যে দেবতারা তাঁকে পরাজিত করেছিল, তিনি তাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করলেন, ভাবছিলেন, 'আরামীয় রাজাদের দেবতারা তাঁদের ভক্তদের সাহায্য করেন, তাই আমি তাঁদেরই উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করব আর তাঁরা আমাকেও সাহায্য করবেন।' প্রকৃতপক্ষে সেই দেবতারাই তাঁর ও গোটা ইস্রায়েলের সর্বনাশের কারণ হল। [২৪] তখন আহাজ পরমেশ্বরের গৃহের সেই পাত্রগুলো সংগ্রহ করে তা টুকরো টুকরো করলেন, প্রভুর গৃহের দরজাগুলো বন্ধ করে দিলেন এবং যেরুশালেমের কোণে কোণে নিজের ইচ্ছামত যত যজ্ঞবেদি নির্মাণ করালেন। [২৫] অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবার জন্য তিনি যুদার প্রতিটি শহরে উচ্চস্থান ব্যবস্থা করলেন, আর এইভাবে তাঁর পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুললেন।

[২৬] তাঁর বাকি যত কর্মকীর্তি ও তাঁর যত আচার-ব্যবহার—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—দেখ, যুদা ও ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। [২৭] পরে আহাজ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে নগরীতে, অর্থাৎ যেরুশালেমে সমাধি দেওয়া হল, কিন্তু ইস্রায়েল-রাজাদের সমাধিমন্দিরে তাঁকে নেওয়া হল না। তাঁর সন্তান হেজেকিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

হেজেকিয়ার রাজ্য

২৯ [১] হেজেকিয়া পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে ঊনত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম আবিয়া, তিনি জাখারিয়ার কন্যা। [২] তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সমস্ত কাজ অনুসারে প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন।

[৩] তিনি তাঁর রাজত্বকালের প্রথম বর্ষের প্রথম মাসে প্রভুর গৃহের দরজাগুলো খুলে দিলেন ও সেগুলো সংস্কার করালেন। [৪] তিনি যাজক ও লেবীয়দের আনিয়ে

পুবদিকের চত্বরে সম্মিলিত করে বললেন, [৫] 'হে লেবীয়েরা, আমার কথা শোন: তোমরা এখন নিজেদের পবিত্রিত কর, পরে তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহ পবিত্রিত কর, এবং পবিত্রধাম থেকে অশুচিতা দূর করে দাও। [৬] কেননা আমাদের পিতৃপুরুষেরা অবিশ্বস্ত হয়েছেন ও আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করেছেন; হ্যাঁ, তাঁকে ত্যাগ করেছেন ও প্রভুর আবাসের প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে তাঁর দিকে পিঠ ফিরিয়েছেন। [৭] তাঁরা বারান্দার দরজাগুলোও বন্ধ করে দিয়েছেন, প্রদীপগুলো নিভিয়ে দিয়েছেন, এবং পবিত্রধামে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের উদ্দেশে আর ধূপ জ্বালাননি, আহুতিও দেননি। [৮] এজন্য যুদা ও যেরুশালেমের উপরে প্রভুর ক্রোধ নেমে পড়ল। তাই তোমরা নিজেদের চোখেই দেখছ যে, তিনি তাদের সন্ত্রাস, বিস্ময় ও তাচ্ছিল্যের বস্তু করেছেন। [৯] এখন দেখ, আমাদের পিতারা খড়্গের আঘাতে মারা পড়লেন, আমাদের ছেলেরা, আমাদের মেয়েরা, আমাদের বধূরা এই কারণেই বন্দি হয়ে রয়েছে। [১০] তাই আমাদের কাছ থেকে তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ যেন ফিরে চলে যায়, সেই উদ্দেশ্যে আমি মনস্থ করেছি, আমরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করব। [১১] বৎস আমার, তোমরা এখন শিথিল হয়ো না, কেননা তোমরা যেন প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সেবা কর ও তাঁর সেবক ও ধূপদাহক হও, এইজন্য তিনি তোমাদের বেছে নিয়েছেন।'

[১২] তখন লেবীয়েরা উঠল—কেহাথীয়দের সন্তানদের মধ্যে আমাসাইয়ের সন্তান মাহাথ ও আজারিয়ার সন্তান যোয়েল, মেরারি-সন্তানদের মধ্যে আব্দির সন্তান কীশ ও যেহাল্লেলেলের সন্তান আজারিয়া, গের্শোনীয়দের মধ্যে জিম্মার সন্তান যোয়াহ্ ও যোয়াহ্র সন্তান এদেন, [১৩] এলিসাফান-সন্তানদের মধ্যে শিম্রি ও যেইয়েল, আসাফ-সন্তানদের মধ্যে জাখারিয়া ও মাত্তানিয়া, [১৪] হেমান-সন্তানদের মধ্যে যেহিয়েল ও শিমেই, ইদুথুন-সন্তানদের মধ্যে শেমাইয়া ও উজ্জিয়েল। [১৫] এই সকল লোক তাদের ভাইদের একত্রে সম্মিলিত করে নিজেদের পবিত্রিত করল; পরে প্রভুর বাণী ও রাজার আজ্ঞা অনুসারে প্রভুর গৃহ শুচীকৃত করতে এল। [১৬] যাজকেরা প্রভুর গৃহ শুচীকৃত করার জন্য তার ভিতরে গিয়ে, প্রভুর মন্দিরের মধ্যে যত অশুচিতা পেল, সেই সব বের করে প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে এনে ফেলল, এবং লেবীয়েরা তা কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে কিদ্রোন

উপত্যকায় নিয়ে গেল। [১৭] তারা প্রথম মাসের প্রথম দিনে পবিত্রীকরণ কাজ আরম্ভ করে মাসের অষ্টম দিনে প্রভুর বারান্দায় এসে পৌঁছল; তাতে আট দিনের মধ্যেই প্রভুর গৃহ পবিত্রিত করল, এবং প্রথম মাসের ষোড়শ দিনে সব কাজ সমাধা করল।

[১৮] পরে তারা রাজপ্রাসাদে হেজেকিয়া রাজাকে গিয়ে বলল, 'আমরা প্রভুর সমস্ত গৃহ এবং আহুতি-বেদি ও তার পাত্রগুলো, ভোগ-রুটির ভোজনপাট ও তার পাত্রগুলো শুচীকৃত করেছি। [১৯] আহাজ রাজা তাঁর রাজত্বকালে অবিশ্বস্ততা দেখিয়ে যে সকল পাত্র সরিয়ে দিয়েছিলেন, সেইসব কিছু পুনঃসংস্কার করে আমরা তা শুচীকৃত করেছি। দেখুন, সেই সমস্ত কিছু প্রভুর যজ্ঞবেদির সামনে রয়েছে।'

[২০] হেজেকিয়া রাজা সঙ্গে সঙ্গে উঠে নগরপালদের একত্রে সম্মিলিত করে প্রভুর গৃহে গেলেন। [২১] তাঁরা রাজ্য, পবিত্রধাম ও যুদার জন্য পাপার্থে বলিরূপে সাতটা বৃষ, সাতটা ভেড়া, সাতটা মেষশাবক ও সাতটা ছাগ আনলেন। রাজা প্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে আহুতি দিতে আরোন-বংশীয় যাজকদের আজ্ঞা দিলেন। [২২] বৃষগুলো জবাই করা হলে যাজকেরা সেগুলোর রক্ত নিয়ে বেদির উপরে তা ছিটিয়ে দিল; পরে ভেড়াগুলো জবাই করা হলে তাদের রক্ত বেদির উপরে ছিটিয়ে দিল, এবং মেষশাবকদের জবাই করা হলে তাদের রক্ত বেদির উপরে ছিটিয়ে দিল। [২৩] পরে পাপার্থে বলি সেই ছাগগুলো রাজার ও জনসমাবেশের সামনে আনা হলে সকলে সেগুলোর উপরে হাত বাড়াল। [২৪] যাজকেরা সেগুলোকে জবাই করে গোটা ইস্রায়েলের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য তাদের রক্ত দিয়ে বেদির উপরে পাপার্থে বলি উৎসর্গ করল, কেননা রাজার আদেশে গোটা ইস্রায়েলের জন্যই সেই আহুতি ও পাপার্থে বলিদান করতে হল।

[২৫] দাউদ, রাজার দৈবদ্রষ্টা গাদ ও নাথান নবীর আজ্ঞা অনুসারে রাজা খঞ্জনি, সেতার ও বীণাধারী লেবীয়দের জন্য প্রভুর গৃহে স্থান নির্ধারণ করলেন, যেহেতু প্রভু তাঁর নবীদের মধ্য দিয়েই এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন। [২৬] লেবীয়েরা দাউদের বাদ্যযন্ত্র হাতে করে ও যাজকেরা তুরি হাতে করে দাঁড়ালেই [২৭] হেজেকিয়া আহুতিবলি বেদিতে আনাতে হুকুম দিলেন, আর আহুতিক্রিয়া আরম্ভ হলেই প্রভুর গানও আরম্ভ হল এবং তুরি ও ইস্রায়েল-রাজ দাউদের বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠল। [২৮] আহুতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত

গোটা জনসমাবেশ প্রণিপাত করে থাকল, গায়কেরা গান করতে থাকল ও তুরিবাদকেরা তুরি বাজাতে থাকল। [২৯] আহুতি একবার শেষ হলে রাজা আর উপস্থিত সকলে হেঁট হয়ে প্রণিপাত করলেন। [৩০] পরে হেজেকিয়া রাজা ও জননেতারা দাউদের ও আসাফ দৈবদ্রষ্টার বাণীতেই প্রভুর উদ্দেশে প্রশংসাগান করতে লেবীয়দের আজ্ঞা দিলেন। আর তারা সানন্দে প্রশংসাগান গাইল, পরে মাথা নত করে প্রণিপাত করল। [৩১] তখন হেজেকিয়া ঘোষণা করলেন, 'এখন তোমরা সম্পূর্ণরূপেই প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, সেজন্য এগিয়ে এসো, প্রভুর গৃহে স্তুতি-যজ্ঞের বলি আন।' তখন জনসমাবেশ স্তুতি-যজ্ঞের বলি আনল এবং যাদের হৃদয় ইচ্ছুক ছিল, তারা আহুতিবলি আনল। [৩২] আহুতির জন্য জনসমাবেশ যে সকল বলি আনল, তার সংখ্যা এই: সত্তরটা বৃষ, একশ'টা ভেড়া ও দু'শোটা মেষশাবক, এই সকল পশু প্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত আহুতিবলি। [৩৩] পবিত্রীকৃত উপহারের সংখ্যা ছিল ছ'শোটা বৃষ ও তিন হাজার মেষ। [৩৪] কিন্তু যাজকেরা সংখ্যায় অতি অল্প হওয়ায় আহুতির জন্য সেই সকল পশুর চামড়া খুলতে পারছিল না, তাই যে পর্যন্ত সেই কাজ শেষ না হয় ও যাজকেরা নিজেদের পবিত্রিত না করে, সেপর্যন্ত তাদের লেবীয় ভাইয়েরা তাদের সাহায্য করল; কেননা নিজেদের পবিত্রীকরণে যাজকদের চেয়ে লেবীয়েরাই বেশি তৎপর হয়েছিল। [৩৫] মিলন-যজ্ঞ-বলিগুলোর চর্বি ও আহুতিবলিগুলো-সংক্রান্ত পানীয়-নৈবেদ্য সহ প্রাচুর্যময় একটা আহুতিও দেওয়া হল। এইভাবে প্রভুর গৃহের উপাসনা-কর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। [৩৬] পরমেশ্বর জনগণের জন্য এমন সুব্যবস্থা করেছেন, এতে হেজেকিয়া ও গোটা জনগণ আনন্দিত হলেন; কেননা সেই সব কিছু অকস্মাৎ করা হয়েছিল।

৩০ [১] ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করতে সকলকে যেরুশালেমে প্রভুর গৃহে সমবেত করার জন্য হেজেকিয়া ইস্রায়েলের ও যুদার সর্বত্রই দূত পাঠালেন, এবং এফ্রাইম ও মানাশেকেও পত্র লিখলেন। [২] আসলে রাজা, তাঁর প্রধানেরা ও যেরুশালেমের গোটা জনসমাবেশ বছরের দ্বিতীয় মাসেই পাস্কা পালন করতে স্থির করেছিলেন, [৩] কারণ প্রয়োজনের চেয়ে অল্পসংখ্যক যাজক পবিত্রীকৃত হয়েছিল ব'লে এবং যেরুশালেমে লোকেরা সমাগত হয়নি ব'লে তা ঠিক সময়ে পালন

করা তাঁদের পক্ষে অসাধ্য হয়েছিল। [৪] তেমন প্রস্তাবে রাজা ও সমস্ত জনসমাবেশ প্রীত হয়েছিলেন। [৫] সুতরাং, যেহেতু অনেকে আদিষ্ট বিধিনিয়ম পালন করেনি, সেজন্য তারা বের্শেবা থেকে দান পর্যন্ত ইস্রায়েলের সর্বত্রই ঘোষণা করবে বলে স্থির করেছিল, যেন লোকেরা যেরুশালেমে এসে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করে। [৬] তাই রাজার আজ্ঞায় পত্রবাহকেরা রাজার ও তাঁর প্রধানদের পক্ষ থেকে পত্র নিয়ে ইস্রায়েল ও যুদার সব জায়গায় গিয়ে এই কথা বলল, 'ইস্রায়েল সন্তান, তোমরা আব্রাহাম, ইসহাক ও ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফের; তবে তোমাদের মধ্যে যারা আশুরের রাজাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, তিনি তাদের কাছে ফিরবেন। [৭] তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের ও ভাইদের মত হয়ো না! তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়ায় তিনি তাদের চরম দুর্দশায় তুলে দিয়েছেন। [৮] এখন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের মত কঠিনমনা হয়ো না; প্রভুকে হাত দাও, তিনি চিরকালের জন্য যে স্থান পবিত্রীকৃত করেছেন, সেই পবিত্রধামে এসো; তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর, তবেই তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ তোমাদের কাছ থেকে সরে যাবে। [৯] কেননা তোমরা যদি প্রভুর কাছে ফের, তবে যাদের দ্বারা তোমাদের ভাইদের ও ছেলেদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদের কাছে তারা মমতার পাত্র হবে; হ্যাঁ, তারা এই দেশে ফিরবে, কারণ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু দয়াবান ও স্নেহশীল; তোমরা তাঁর কাছে ফিরলে তিনি তোমাদের কাছ থেকে আপন শ্রীমুখ ফেরাবেন না।'

[১০] পত্রবাহকেরা এফ্রাইম ও মানাশে অঞ্চলের শহরে শহরে ও জাবুলোন পর্যন্ত গেল; কিন্তু লোকেরা তাদের পরিহাস ও বিদ্রূপ করল! [১১] কেবল আশের, মানাশে ও জাবুলোনের কয়েকজন লোক নিজেদের নত করে যেরুশালেমে এল। [১২] কিন্তু যুদায় পরমেশ্বরের হাত প্রকাশিত হল: তিনি তাদের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগালেন, যেন তারা একমন হয়ে প্রভুর বাণী অনুসারে রাজা ও প্রধানদের আজ্ঞা পালন করে।

[১৩] বছরের দ্বিতীয় মাসে খামিরবিহীন রুটি উৎসব পালন করার জন্য বিপুল জনতা যেরুশালেমে সম্মিলিত হল; সত্যিই বিরাট একটা জনসমাবেশ। [১৪] তারা কাজে নামল: যেরুশালেমে যত যজ্ঞবেদি ছিল, তারা সেগুলোকে দূর করে দিল;

ধূপবেদিগুলোও দূর করে কিদ্রোন উপত্যকায় ফেলে দিল। [১৫] তারা দ্বিতীয় মাসের চতুর্দশ দিনে পাস্কাবলিগুলো জবাই করল; যাজকেরা ও লেবীয়েরা লজ্জিত হয়ে নিজেদের পবিত্রিত করল, এবং প্রভুর গৃহে আহুতিবলি আনল। [১৬] তারা পরমেশ্বরের লোক মোশির বিধান অনুসারে তাদের আপন আপন নির্ধারিত স্থানে দাঁড়াল; যাজকেরা লেবীয়দের হাত থেকে রক্ত নিয়ে তা ছিটিয়ে দিত। [১৭] যারা নিজেদের পবিত্রিত করেনি, যেহেতু জনসমাবেশের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিল, সেজন্য প্রভুর উদ্দেশে পাস্কাবলি পবিত্রীকৃত করার জন্য যাদের উপযুক্ত শুচিতা ছিল না, তাদের জন্য লেবীয়েরাই সেই সমস্ত পাস্কাবলি জবাই কাজে নিযুক্ত হল। [১৮] বস্তুত বেশির ভাগ লোকেরা, আর তাদের মধ্যে এফ্রাইম, মানাশে, ইসাখার ও জাবুলোন থেকে আসা বহু লোক নিজেদের পরিশুদ্ধ করেনি, যেহেতু লিখিত বিধির বিপরীতে পাস্কাভোজে বসল। কিন্তু হেজেকিয়া তাদের জন্য এই বলে প্রার্থনা করলেন, 'প্রভু মঙ্গলময়! [১৯] তাই পবিত্রধামের বিধি অনুসারে শুচি না হলেও যে কেউ পরমেশ্বরের অন্বেষণে, তার পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ করার জন্য নিজের হৃদয় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেছে, তিনি তাকে ক্ষমা করুন।' [২০] প্রভু হেজেকিয়ার কথায় কান দিয়ে লোকদের রেহাই দিলেন।

[২১] এইভাবে যেরুশালেমে উপস্থিত ইস্রায়েল সন্তানেরা সাত দিন ধরে মহানন্দের মধ্যে খামিরবিহীন রুটি উৎসব পালন করল, এবং লেবীয়েরা ও যাজকেরা প্রতিদিন প্রভুর উদ্দেশে নানা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে প্রভুর প্রশংসাগান করত। [২২] হেজেকিয়া সেই সকল লেবীয়কে হৃদয়গ্রাহী কথা বললেন, প্রভুর বিষয়ে যাদের গভীর চেতনা ছিল; সাত দিন ধরে তারা পর্বীয় মহাভোজে অংশ নিল, মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করল, ও তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রশংসাগান করল। [২৩] গোটা জনসমাবেশ আরও সাত দিন পালন করবে বলে মনস্থ করল; তাই সেই সাত দিনও সানন্দে উদ্‌যাপন করল। [২৪] বস্তুত যুদা-রাজ হেজেকিয়া জনসমাবেশকে এক হাজার বৃষ ও সাত হাজার মেষ দান করেছিলেন, জননেতারাও জনতাকে এক হাজার বৃষ ও দশ হাজার মেষ দান করেছিলেন; আর যাজকদের মধ্যে অনেকে নিজেদের পবিত্রিত করল। [২৫] যুদার গোটা জনসমাবেশ, যাজকেরা, লেবীয়েরা ও ইস্রায়েল থেকে আসা সমস্ত

জনসমাজ আনন্দ করল, এবং ইস্রায়েল দেশ থেকে আসা ও যুদায় বাসিন্দা বিদেশী সকলেও আনন্দ করল। [২৬] যেরুশালেমে বড় আনন্দের সাড়া পড়ে গেল, কেননা ইস্রায়েল-রাজ দাউদের সন্তান শলোমনের সময় থেকে যেরুশালেমে এই ধরনের কিছু কখনও হয়নি। [২৭] পরে লেবীয় যাজকেরা উঠে জনগণকে আশীর্বাদ করল; তাদের কণ্ঠ শোনা গেল, ও তাদের প্রার্থনা তাঁর পবিত্র বাসস্থান সেই স্বর্গলোকে গিয়ে পৌঁছল।

৩১ [১] সবকিছু শেষ হলে পর সেখানে উপস্থিত গোটা ইস্রায়েল যুদার শহরে শহরে গিয়ে যত স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে দিল, পবিত্র দণ্ডগুলো ছিন্ন করল ও সমস্ত যুদা, বেঞ্জামিন, এফ্রাইম ও মানাশে অঞ্চলে উচ্চস্থানগুলো ও যজ্ঞবেদি সকল ভেঙে একেবারে নিশ্চিহ্ন করল; পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রত্যেকে যে যার স্বত্বাধিকারে নিজ নিজ শহরে ফিরে গেল।

[২] হেজেকিয়া আহুতি ও মিলন-যজ্ঞ সংক্রান্ত বলিদান, সেবাকর্ম ও প্রভুর শিবিরের দ্বারে দ্বারে স্তুতিগান ও প্রশংসাগান করতে যাজকদের ও লেবীয়দের শ্রেণিভুক্ত ক'রে প্রত্যেককে নিজ নিজ সেবাকাজ অনুসারে নিযুক্ত করলেন। [৩] প্রভুর বিধানে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে রাজা প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন আহুতির জন্য, এবং শাব্বাৎ, অমাবস্যা ও উৎসব-সংক্রান্ত আহুতির জন্য রাজকীয় সম্পত্তি থেকে দেয় অংশ নিরূপণ করলেন। [৪] যাজকেরা ও লেবীয়েরা যেন প্রভুর বিধানে নিবিষ্ট থাকতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি যেরুশালেমের লোকদের অনুরোধ করলেন, যেন তারা যাজকদের ও লেবীয়দের প্রাপ্য অংশ তাদের দেয়। [৫] এই বাণী দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ামাত্র ইস্রায়েল সন্তানেরা শস্য, আঙুররস, তেল ও মধু এবং ভূমির উৎপন্ন সমস্ত ফলের প্রথমাংশ প্রচুর পরিমাণে আনল; সবকিছুরই দশমাংশ প্রচুর পরিমাণে আনল। [৬] ইস্রায়েল ও যুদার যে লোকেরা যুদার শহরগুলোতে বাস করত, তারাও গবাদি পশুর ও মেষপালের দশমাংশ এবং তাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত উপহারের দশমাংশ এনে রাশি রাশি করল। [৭] তৃতীয় মাসে তা রাশি করতে শুরু করে তারা সপ্তম মাসে শেষ করল। [৮] তখন হেজেকিয়া ও জননেতারা এসে দ্রব্যরাশিগুলো দেখে প্রভুকে ও তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলকে ধন্য বললেন। [৯] হেজেকিয়া সেই সকল রাশির বিষয়ে যাজকদের ও লেবীয়দের জিজ্ঞাসা করলে [১০] সাদোকের কুলজাত আজারিয়া নামে

প্রধান যাজক তাঁকে এই উত্তর দিলেন, ‘যেদিন থেকে জনগণ প্রভুর গৃহে উপহার আনতে শুরু করেছে, সেদিন থেকে আমরা তৃপ্তির সঙ্গেই খেয়েছি, এমনকি আরও যথেষ্ট বেঁচে গেছে; প্রভু তাঁর আপন জনগণকে আশীর্বাদ করেছেন বিধায়ই এই বিরাট দ্রব্যরাশি বেঁচে গেছে।’ [১১] তখন হেজেকিয়া প্রভুর গৃহে কতগুলো কামরা প্রস্তুত করতে আজ্ঞা দিলেন, আর তারা সেগুলো প্রস্তুত করার পর [১২] সেগুলোতে সেই সমস্ত উপহার, দশমাংশ ও পবিত্রীকৃত বস্তু সযত্নে রাখল; এগুলোর উপরে লেবীয় কনানিয়া অধ্যক্ষ হলেন ও তাঁর ভাই শিমেই হলেন তাঁর সহকারী। [১৩] যেহিয়েল, আজাজিয়া, নাহাথ, আসাহেল, যেরিমোথ, যোসাবাদ, এলিয়েল, ইস্মাখিয়া, মাহাথ ও বেনাইয়া, এরা হেজেকিয়া রাজার ও পরমেশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষ আজারিয়ার আজ্ঞায় কনানিয়া ও তাঁর ভাই শিমেইয়ের অধীনে নিযুক্ত হল। [১৪] লেবীয় ইম্নার সন্তান কোরে পুবদিকের দ্বারপাল ছিল, সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্বেচ্ছাকৃত উপহারগুলো সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে নিযুক্ত হল; সে প্রভুর প্রাপ্য অর্ঘ্য ও পরমপবিত্র বস্তুগুলো বিতরণ করত। [১৫] তার বিশ্বস্ত সহকারী ছিল এদেন, মিনিয়ামিন, যেশুয়া, শেমাইয়া, আমারিয়া ও শেখানিয়া—এরা যাজকদের শহরে শহরে তাদের ভাইদের উঁচু-নিচু শ্রেণি অনুসারে অংশ দেবার জন্য নিরূপিত কাজে নিযুক্ত হল। [১৬] উপরন্তু, তিন বছর ও তার বেশি বয়সের যত পুরুষলোক বংশতালিকায় তালিকাভুক্ত ছিল, তাদের মধ্যেও তারা সেই সমস্ত কিছু বিতরণ করল, অর্থাৎ তাদেরই মধ্যে, যারা নিজ নিজ শ্রেণি অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব অনুসারে দৈনিক সেবাকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রভুর গৃহে প্রবেশ করত। [১৭] যাজকদের বংশতালিকা তাদের নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে লেখা হল, এবং কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের লেবীয়দের বংশতালিকা তাদের সেবাকাজ ও শ্রেণি অনুসারে লেখা হল। [১৮] এদের সঙ্গে এক একজনের সকল শিশু, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েও গোটা জনসমাজের বংশতালিকায় তালিকাভুক্ত হল, কেননা নিজেদের পবিত্রিত করতে তারা বিশ্বস্ত ছিল। [১৯] আরোন-সন্তান যে যাজকেরা নিজ নিজ শহরের চারণভূমিতে বাস করত, তাদের প্রতিটি শহরে নিজ নিজ নামে নির্দিষ্ট কয়েকটি লোক যাজকদের মধ্যে সকল পুরুষকে অংশ বিতরণ করত; লেবীয়দের মধ্যে বংশতালিকায় তালিকাভুক্ত সকল লোককেও সেই নির্দিষ্ট লোকেরা অংশ দিত। [২০] হেজেকিয়া যুদার সকল স্থানে একই কাজ করলেন;

তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময়, ন্যায় ও সত্য, তিনি তেমন কাজই করলেন। [২১] তিনি পরমেশ্বরের গৃহের সেবাকর্ম, বিধান ও আজ্ঞা-সংক্রান্ত যে কোন কাজে হাত দিলেন, তাঁর পরমেশ্বরের অন্বেষণ করার জন্যই তা করলেন, সমস্ত হৃদয় দিয়েই তা করলেন; এজন্য কৃতকার্য হলেন।

৩২ [১] [হেজেকিয়ার] এই সমস্ত কাজ এবং বিশ্বস্ততাপূর্ণ আচরণের পর আশুর-রাজ সেন্নাখেরিব এগিয়ে এসে যুদা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেন। তিনি প্রাচীরে ঘেরা নগরগুলোকে হস্তগত করবেন বলে মনস্থ করে সেগুলোকে অবরোধ করলেন। [২] যখন হেজেকিয়া দেখলেন, সেন্নাখেরিব এগিয়ে আসছেন, যেরুশালেম আক্রমণ করার জন্যই রণ-অভিযানে এগিয়ে আসছেন, [৩] তখন তিনি তাঁর অধিনায়কদের ও বীরপুরুষদের সঙ্গে শহরের বাইরে যত জলের উৎস বন্ধ করার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। তাঁরা তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করলেন। [৪] সুতরাং বহু লোক জড় হয়ে সমস্ত উৎস ও দেশের মধ্য দিয়ে যে খরস্রোত বয়, তাও বন্ধ করল; তারা বলছিল, 'আশুরের রাজারা এসে কেন প্রচুর জল পাবে?' [৫] আর তিনি কঠোর পরিশ্রম করে প্রাচীরের সমস্ত ভগ্নস্থান মেরামত করলেন ও তার উপরে দুর্গ গাঁথলেন; পরে সেই প্রাচীরের বাইরে আর একটা প্রাচীর গাঁথলেন ও দাউদ-নগরীর মিল্লোটা দৃঢ় করলেন; তাছাড়া তিনি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও ঢালও তৈরি করালেন। [৬] লোকদের উপরে তিনি নানা সেনাপতি নিযুক্ত করলেন; নগরদ্বারের খোলা জায়গায় নিজের কাছে তাদের সমবেত করে এই হৃদয়গ্রাহী কথা বললেন, [৭] 'তোমরা বলবান হও ও সাহস ধর! আশুর-রাজের সম্মুখীন হয়ে ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোকারণ্যের সম্মুখীন হয়ে ভীত হয়ো না, নিরাশ হয়ো না, কারণ তাঁর সহায়ের চেয়ে আমাদেরই সহায় মহান। [৮] হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে মানবীয় শক্তি আছে, কিন্তু আমাদের সাহায্য করতে ও আমাদের পক্ষে সংগ্রাম করতে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুই আমাদের সঙ্গে আছেন।' যুদা-রাজ হেজেকিয়ার এই কথায় লোকেরা আশ্বাস পেল।

[৯] পরে আশুর-রাজ সেন্নাখেরিব নিজে যেসময় তাঁর সমস্ত সেনাশক্তি নিয়ে লাখিশ অবরোধ করছিলেন, সেই একই সময়ে যেরুশালেমে যুদা-রাজ হেজেকিয়ার কাছে তাঁর পরিষদদের মধ্য দিয়ে একথা বলে পাঠালেন: [১০] 'আশুর-রাজ সেন্নাখেরিব একথা বলছেন, তোমরা কিসের উপরে ভরসা রাখছ যে, অবরুদ্ধ যেরুশালেমে রয়েছ?

[১১] হেজেকিয়া কি তোমাদের ভোলাচ্ছে না? তার কথা শুনে তোমরা কি ক্ষুধায় ও পিপাসায় মরতে বাধ্য হবে না? সে বলছে: আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আশুর-রাজের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন! [১২] এ কি সেই হেজেকিয়া নয়, যে তাঁর যত উচ্চস্থান ও যজ্ঞবেদি দূর করে দিয়েছে এবং "তোমরা একটামাত্র যজ্ঞবেদির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে ও কেবল সেটার উপরে ধূপ জ্বালাবে" এই আজ্ঞা যুদাকে ও যেরুশালেমকে দিয়েছে? [১৩] আমি ও আমার পিতৃপুরুষেরা আমরা অন্যান্য দেশের সমস্ত লোকদের প্রতি যা করেছি, তোমরা কি তা জান না? সেই সকল দেশের জাতিগুলির দেবতারা কি কোন প্রকারে আমার হাত থেকে নিজ নিজ দেশ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে? [১৪] আমার পিতৃপুরুষেরা যে সকল জাতিকে বিনাশ-মানতের বস্তু করেছিলেন, তাদের সকল দেবতার মধ্যে কে তার নিজের প্রজাদের আমার হাত থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিল? তাই তোমাদের পরমেশ্বর যে আমার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করতে পারে, এ কি সম্ভব? [১৫] সুতরাং হেজেকিয়া যেন তোমাদের প্রবঞ্চনা না করে! যেন এইভাবে তোমাদের না ভোলায়! তাকে বিশ্বাস কর না, কেননা আমার হাত থেকে ও আমার পিতৃপুরুষদের হাত থেকে তার নিজের প্রজাদের উদ্ধার করতে কোন জাতির বা রাজ্যের কোন দেবতারই সাধ্য হয়নি! তাই তোমাদের পরমেশ্বরও আমার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করতে পারবে না!' [১৬] রাজার পরিষদেরা প্রভু পরমেশ্বরের ও তাঁর দাস হেজেকিয়ার বিরুদ্ধে আরও কত না কথা বলল। [১৭] সেন্নাখেরিব ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে টিটকারি দেবার জন্য ও তাঁর বিরুদ্ধে কটুবাক্য দেবার জন্য এই ধরনের পত্রও লিখলেন: 'অন্যান্য দেশের জাতিগুলির দেবতারা যেমন আমার হাত থেকে তাদের নিজেদের প্রজাদের উদ্ধার করেনি, তেমনি হেজেকিয়ার পরমেশ্বরও তার নিজের প্রজাদের আমার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে না!' [১৮] যেরুশালেমের যে লোকেরা নগরপ্রাচীরের উপরে ছিল, তাদের ভয় দেখাবার জন্য ও সন্ত্রাসিত করার জন্য সেই দূতেরা হিব্রু ভাষায় তাদের দিকে চিৎকার করতে লাগল: নগরী হস্তগত করাই ছিল তাদের অভিপ্রায়। [১৯] তারা যেরুশালেমের পরমেশ্বরের বিষয়ে এমনভাবে কথা বলল, তিনি ঠিক যেন পৃথিবীর জাতিগুলির সেই দেবতাদেরই মত, যা মানুষের হাতে তৈরী।

[২০] তখন হেজেকিয়া রাজা ও আমোজের সন্তান ইশাইয়া নবী এবিষয়ে প্রার্থনা করলেন ও স্বর্গের কাছে হাহাকার করলেন। [২১] আর প্রভু এক দূত প্রেরণ করলেন; তিনি আশুর-রাজের শিবিরের মধ্যে সমস্ত শক্তিশালী বীরযোদ্ধা, অধিনায়ক ও সেনাপতিকে উচ্ছেদ করলেন; তখন সেন্নাখেরিব লজ্জাবোধ করে তাঁর নিজের দেশে ফিরে গেলেন। গিয়ে তিনি তাঁর আপন দেবালয়ে প্রবেশ করলে তাঁর নিজ ঔরসজাত কয়েকটি সন্তান সেই স্থানে খড়্গের আঘাতে তাঁকে হত্যা করল। [২২] এইভাবে প্রভু হেজেকিয়াকে ও যেরুশালেম-নিবাসীদের আশুর-রাজ সেন্নাখেরিবের হাত থেকে ও অন্য সকলের হাত থেকে ত্রাণ করলেন। তিনি সবদিক থেকে তাদের যত্ন নিলেন। [২৩] তখন অনেক লোক যেরুশালেমে প্রভুর উদ্দেশে নৈবেদ্য আনল এবং যুদা-রাজ হেজেকিয়ার কাছে বহুমূল্য জিনিস আনল; ফলে সেই সময় থেকে তিনি সকল জাতির চোখে উন্নীত হলেন।

[২৪] প্রায় সেসময়েই হেজেকিয়ার এমন অসুখ হল যে, তিনি মরণাপন্ন অবস্থায় পড়লেন। তিনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন আর প্রভু তাঁকে শুনে তাঁর জন্য অলৌকিক একটা চিহ্ন মঞ্জুর করলেন। [২৫] কিন্তু হেজেকিয়া যে উপকার পেলেন, তার অনুরূপ কৃতজ্ঞতা দেখালেন না, কারণ তাঁর হৃদয় গর্বোদ্ধত হয়েছিল; তাই তাঁর উপরে এবং যুদা ও যেরুশালেমের উপরে ঐশক্রোধ নেমে পড়ল। [২৬] তথাপি হেজেকিয়া নিজ হৃদয়ের গর্ব বিষয়ে সচেতন হয়ে নিজেকে অবনমিত করলেন, তাঁর সঙ্গে যেরুশালেম-অধিবাসীরাও যোগ দিল, তাই হেজেকিয়া যতদিন বেঁচে থাকলেন, ততদিন প্রভুর ক্রোধ তাদের উপরে নেমে পড়ল না।

[২৭] হেজেকিয়া প্রচুর ধন ও গৌরবের অধিকারী ছিলেন; তিনি নিজের জন্য রুপোর, সোনার, মণিমুক্তার, গন্ধদ্রব্যের, ঢালের ও সবধরনের মনোহর পাত্রের কোষ প্রস্তুত করালেন, [২৮] আবার শস্য, আঙুররস, ও তেলের জন্য ভাণ্ডার, ও সবধরনের পশুর ঘর ও মেষপালের ঘেরি তৈরি করালেন। [২৯] নিজের জন্য তিনি নানা শহর নির্মাণ করলেন; তাঁর গবাদি পশুর ও মেষ-ছাগের পাল প্রচুর ছিল, কারণ পরমেশ্বর তাঁকে অতি প্রচুর ধন মঞ্জুর করেছিলেন। [৩০] হেজেকিয়াই গিহোনের জলের উপরের

মুখ বন্ধ করে সরল পথে দাউদ-নগরীর পশ্চিম পাশে সেই জল নামিয়ে আনলেন। তাঁর সমস্ত কাজে হেজেকিয়া কৃতকার্য হলেন।

[৩১] কিন্তু যখন বাবিলনের জননেতারা, তাঁর দেশে যে অসাধারণ ঘটনা ঘটেছিল, তার বিবরণ জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন, তখন পরমেশ্বর তাঁকে যাচাই করার জন্য ও তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে জানবার জন্য তাঁকে একা ফেলে রাখলেন।

[৩২] হেজেকিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর সমস্ত সাধুকাজের বিবরণ, দেখ, আমোজের সন্তান ইশাইয়া নবীর দর্শন-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা যুদা ও ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকের একটা অংশ। [৩৩] পরে হেজেকিয়া তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে দাউদ-সন্তানদের সমাধিস্থানের উপরের পথে সমাধি দেওয়া হল, তাঁর মৃত্যুকালে সমস্ত যুদা ও যেরুশালেম-অধিবাসীরা তাঁকে সম্মান দেখাল। তাঁর সন্তান মানাশে তাঁর পদে রাজা হলেন।

মানাশের রাজ্য

৩৩ [১] মানাশে বারো বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে পঞ্চান্ন বছর রাজত্ব করেন। [২] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তিনি তাদের জঘন্য প্রথা অনুসারে ব্যবহার করলেন: [৩] হ্যাঁ, তাঁর পিতা হেজেকিয়া যে সমস্ত উচ্চস্থান ধ্বংস করেছিলেন, তিনি সেগুলি পুনর্নির্মাণ করলেন; বায়াল-দেবদের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি প্রতিষ্ঠা করলেন; পবিত্র দণ্ডগুলো স্থাপন করলেন; আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে প্রণিপাত করলেন ও তাদের সেবা করলেন; [৪] প্রভু যে গৃহের বিষয়ে বলেছিলেন, 'যেরুশালেমেই আমার নাম চিরকাল অধিষ্ঠান করবে,' প্রভুর সেই গৃহে নানা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন; [৫] তিনি প্রভুর গৃহের দুই প্রাঙ্গণে আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে নানা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন; [৬] নিজের ছেলেদের বেন্-হিন্নোম-উপত্যকায় আগুনের মধ্য দিয়ে পার হতে বাধ্য করলেন; গণকতা, জাদুবিদ্যা ও মায়াক্রিয়ায় অবলম্বন করলেন; ভূতের ওঝাদের ও গণকদের নিযুক্ত করলেন; প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি বহুরূপেই তেমন কাজ করলেন, শেষে প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুললেন;

[৭] তিনি আশেরা-দেবীর একটা মূর্তি তৈরি করিয়ে পরমেশ্বরের সেই গৃহেই দাঁড় করালেন, যে গৃহের বিষয়ে পরমেশ্বর দাউদকে ও তাঁর সন্তান শলোমনকে একথা বলেছিলেন, 'আমি এই গৃহে ও ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে আমার বেছে নেওয়া নগরী এই যেরুশালেমে আমার নাম চিরকালের মত অধিষ্ঠিত করব; [৮] আমি তাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশভূমি দিয়েছি, সেই দেশভূমির বাইরে ইস্রায়েলের পা আর চলতে দেব না; অবশ্য, আমি তাদের যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছি, এবং আমার দাস মোশি তাদের জন্য যে সমস্ত বিধান, বিধি ও নিয়মনীতি জারি করেছে, তারা যদি সযত্নে সেই অনুসারে চলে।' [৯] কিন্তু মানাশে যুদাকে ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের এমন পথভ্রষ্ট করলেন যে, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের খাতিরে যে জাতিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন, ওরা তাদের চেয়েও বেশি দুর্ব্যবহার করল।

[১০] প্রভু মানাশে ও তাঁর লোকদের কাছে কথা বললেন, কিন্তু তাঁরা কান দিলেন না; [১১] এজন্য প্রভু তাঁদের বিরুদ্ধে আশুর-রাজের সেনাপতিদের আনলেন, আর তারা মানাশের নাকে বড়শি দিয়ে ও তাঁকে ব্রঞ্জের শেকলে বেঁধে বাবিলনে নিয়ে গেল। [১২] তেমন সঙ্কটে পড়ে মানাশে তাঁর পরমেশ্বর প্রভুকে প্রশমিত করলেন ও তাঁর পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বরের সম্মুখে নিজেকে খুবই অবনমিত করলেন। [১৩] তিনি তাঁর কাছে তেমন প্রার্থনা করলে প্রভু বিগলিত হলেন, তাই তাঁর মিনতি শুনে তাঁকে যেরুশালেমে তাঁর রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেন। তখন মানাশে জেনে নিলেন যে, প্রভুই পরমেশ্বর।

[১৪] পরে তিনি দাউদ-নগরীর বাইরে গিহোনের পশ্চিমে উপত্যকার মধ্যে মৎস্যদ্বারের প্রবেশস্থান পর্যন্ত ও ওফেলের চারদিকে প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করলেন, তা খুবই উচ্চ করে গেঁথে তুললেন, এবং যুদার প্রাচীরে ঘেরা সমস্ত নগরে সামরিক শাসকদের মোতায়েন রাখলেন। [১৫] তিনি প্রভুর গৃহ থেকে বিজাতীয় দেবতাদের দূর করলেন ও সেই প্রতিমা নামিয়ে দিলেন, আর সেইসঙ্গে প্রভুর গৃহের পর্বতে ও যেরুশালেমে তাঁর নিজের নির্মাণ করা যত যজ্ঞবেদিও উপড়িয়ে নগরীর বাইরে ফেলে দিলেন। [১৬] প্রভুর বেদি সারিয়ে তুলে তার উপরে নানা মিলন-যজ্ঞ ও স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন এবং যুদাকে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করতে আজ্ঞা দিলেন। [১৭] তবু লোকে

তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত—কিন্তু কেবল তাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশেই তা করত।

[১৮] মানাশের বাকি যত কর্মকীর্তি, পরমেশ্বরের কাছে তাঁর প্রার্থনা, এবং যে দৈবদ্রষ্টারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, তাঁদের বাণী, দেখ, ইস্রায়েল-রাজাদের কর্মকীর্তি-বিবরণীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। [১৯] তাঁর প্রার্থনা, কেমন করে সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হল, তাঁর সমস্ত পাপ ও অবিশ্বস্ততা, এবং নিজেকে অবনমিত করার আগে তিনি যে যে স্থানে উচ্চস্থানগুলি নির্মাণ করেছিলেন ও পবিত্র দণ্ডগুলো ও খোদাই করা দেবমূর্তি বসিয়েছিলেন, দেখ, এই সমস্ত কথা হোজাইয়ের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। [২০] পরে মানাশে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর প্রাসাদে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আমোন তাঁর পদে রাজা হলেন।

আমোনের রাজ্য

[২১] আমোন বাইশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে দু'বছর রাজত্ব করেন। [২২] তাঁর পিতা মানাশে যেমন করেছিলেন, তিনিও তেমনি প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন। হ্যাঁ, তাঁর পিতা মানাশে যে সকল খোদাই করা দেবমূর্তি তৈরি করেছিলেন, আমোন তাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করলেন ও তাদের সেবা করলেন। [২৩] কিন্তু তাঁর পিতা মানাশে যেমন নিজেকে অবনমিত করেছিলেন, তিনি প্রভুর সাক্ষাতে নিজেকে তেমনি অবনমিত করলেন না; বরং এই আমোন উত্তরোত্তর অপরাধ করে চললেন। [২৪] তাঁর অনুচারীরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, তারা তাঁকে তাঁর নিজেরই প্রাসাদে হত্যা করল। [২৫] কিন্তু দেশের লোকেরা, আমোন রাজার বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত করেছিল, তাদের সকলকে মেরে ফেলল। দেশের লোকেরা নিজেরাই তাঁর সন্তান যোশিয়াকে তাঁর পদে রাজা করল।

যোশিয়ার রাজ্য

৩৪ [১] যোশিয়া আট বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে একত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। [২] প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন, ও তাঁর

পিতৃপুরুষ দাউদের সমস্ত পথে চললেন, তার ডানে বা বামে তিনি সরলেন না।
[৩] তাঁর রাজত্বকালের অষ্টম বর্ষে তিনি অল্পবয়সী হয়েও তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের
পরমেশ্বরের অন্বেষণ করতে আরম্ভ করলেন, এবং তাঁর রাজত্বকালের দ্বাদশ বর্ষে তিনি
উচ্চস্থানগুলি, পবিত্র দণ্ডগুলি, খোদাই করা দেবমূর্তি ও ছাঁচে ঢালাই করা প্রতিমা থেকে
যুদা ও যেরুশালেম শুদ্ধ করতে লাগলেন। [৪] বায়াল-দেবদের যত যজ্ঞবেদি তাঁর
চোখের সামনেই ভেঙে ফেলা হল, আর সেগুলোর উপরে যে যে সূর্যমূর্তি বসানো ছিল,
সেগুলোকে তিনি নিজেই গুঁড়ো করে দিলেন; পবিত্র দণ্ডগুলো এবং খোদাই করা বা
ছাঁচে ঢালাই করা দেবমূর্তিগুলো ভেঙে ধূলিসাৎ করলেন ও সেগুলোর ধুলা তাদেরই
কবরের উপরে ছড়িয়ে দিলেন, যারা তাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করেছিল। [৫] তাদের
যাজকদের হাড় তিনি তাদের যজ্ঞবেদির উপরে পোড়ালেন, এইভাবে যুদা ও যেরুশালেম
শুচীকৃত করলেন। [৬] মানাশে, এফ্রাইম ও শিমেয়োনের শহরে শহরে এবং নেফ্তালি
পর্যন্তই তাদের নিকটবর্তী স্থানগুলিতেও সেইমত ব্যবহার করলেন। [৭] তিনি সমস্ত
যজ্ঞবেদি ভেঙে ফেললেন, সকল পবিত্র দণ্ডগুলো ও খোদাই করা দেবমূর্তি ধূলিসাৎ
করলেন, ইস্রায়েল দেশের সব জায়গায় সমস্ত সূর্যমূর্তি নিশ্চিহ্ন করলেন; পরে
যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

[৮] তাঁর রাজত্বকালের অষ্টাদশ বর্ষে দেশ ও গৃহ শুচীকৃত করার পর তিনি তাঁর
পরমেশ্বর প্রভুর গৃহ মেরামতের কাজে আজালিয়ার সন্তান শাফান, মাসেইয়া নগরপাল ও
যোইয়াহাজের সন্তান যোয়াহ্ ইতিহাসরচককে নিযুক্ত করলেন। [৯] তাঁরা হিল্কিয়া
মহাযাজকের কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং পরমেশ্বরের গৃহে আনা সেই সমস্ত টাকা
তাঁর হাতে তুলে দিলেন, যা দ্বারপাল লেবীয়েরা মানাশে, এফ্রাইম ও ইস্রায়েলের সমস্ত
অবশিষ্টাংশের কাছ থেকে, সমস্ত যুদা ও বেঞ্জামিনের কাছ থেকে, ও যেরুশালেম-
অধিবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল। [১০] তাঁরা প্রভুর গৃহের কাজে নিযুক্ত
কর্মাধ্যক্ষদের হাতে তা তুলে দিলেন, আর তাঁরা তাদেরই হাতে তা তুলে দিলেন, যারা
গৃহে সংস্কার ও মেরামত কাজ করত। [১১] তাঁরা তা ছুতোর ও গাঁথকদের হাতেই তুলে
দিলেন, তারা যেন, যুদা-রাজদের অবহেলার ফলে গৃহের যত অংশ নষ্ট হয়েছিল, তা
সংস্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় খোদাই করা পাথর ও জোড়ের কাঠ কিনতে পারে ও

কড়িকাঠ প্রস্তুত করতে পারে। [১২] এই সকল লোকেরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করছিল; মেরারি-সন্তানদের মধ্যে দু'জন লেবীয় অর্থাৎ যাহাথ আর ওবাদিয়া, এবং কেহাথ-সন্তানদের মধ্যে জাখারিয়া ও মেশুল্লাম তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। বাদ্য বাদনে নিপুণ লেবীয়েরা ভারবাহকদের উপরে নিযুক্ত ছিল, [১৩] আবার সবধরনের কাজ করত যারা, তাদের উপরেও নিযুক্ত ছিল; শেষে লেবীয়দের মধ্যে কেউ কেউ কর্মসচিব, অধ্যক্ষ ও দ্বারপাল ছিল।

[১৪] যখন প্রভুর গৃহে আনা সেই সমস্ত টাকা বের করা হচ্ছিল, তখন হিল্কিয়া যাজক মোশির মধ্য দিয়ে দেওয়া প্রভুর বিধান-পুস্তক পেলেন। [১৫] তিনি শাফান কর্মসচিবকে বললেন, 'আমি প্রভুর গৃহে বিধান-পুস্তক পেয়েছি!' আর হিল্কিয়া শাফানকে সেই পুস্তক দিলেন। [১৬] শাফান পুস্তকটা রাজার কাছে নিয়ে গেলেন; তাছাড়া রাজাকে একথা জানালেন, 'আপনি যে কাজ করতে আদেশ করেছেন, আপনার দাসেরা তাই করছে; [১৭] তারা প্রভুর গৃহে পাওয়া সমস্ত টাকা সংগ্রহ করে তত্ত্বাবধায়ক ও কর্মাধ্যক্ষদের হাতে তুলে দিয়েছে।' [১৮] পরে শাফান কর্মসচিব রাজাকে এই কথা জানিয়ে দিলেন, 'হিল্কিয়া যাজক আমাকে একটা পুস্তক দিয়েছেন।' আর শাফান রাজার সাক্ষাতে তা পাঠ করে শোনালেন। [১৯] বিধান-পুস্তকের বাণীগুলো শুনে রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন। [২০] রাজা পরে হিল্কিয়া, শাফানের সন্তান আহিকাম, মিখার সন্তান আব্দোন, শাফান কর্মসচিব ও আসাইয়া রাজমন্ত্রীকে এই আজ্ঞা দিলেন, [২১] 'শীঘ্রই যাও; এই যে পুস্তক পাওয়া গেছে, তার সমস্ত বাণী সম্বন্ধে তোমরা আমার হয়ে, জনগণের হয়ে, ও সমস্ত যুদার হয়ে প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান কর; কারণ আমাদের উপরে প্রভুর যে রোষ বর্ষিত হয়েছে, তা প্রচণ্ডই রোষ, কারণ এই পুস্তকে আমাদের জন্য যা কিছু লেখা রয়েছে, সেইমত কাজ না করায় আমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রভুর বাণী পালন করেননি।'

[২২] হিল্কিয়া ও রাজার নিযুক্ত সেই লোকেরা সবাই মিলে নারী-নবী হুল্দার কাছে গেলেন; তিনি ছিলেন বস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ হাস্রাহ্‌র পৌত্র তোখাতের সন্তান শাল্লুমের স্ত্রী; তিনি যেরুশালেমের নতুন বিভাগে বাস করতেন। তাঁরা তাঁর কাছে সেই ধরনের কথা বললে পর [২৩] তিনি তাঁদের এই উত্তর দিলেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা

বলছেন: যে তোমাদের আমার কাছে পাঠিয়েছে, তাকে এই উত্তর দাও, [২৪] প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি এই স্থানের ও এখানকার অধিবাসীদের উপরে অমঙ্গল ডেকে আনছি, যুদা-রাজের সাক্ষাতে যে পুস্তক পাঠ করা হয়েছে, সেই পুস্তকে লেখা সমস্ত অভিশাপ বাস্তব রূপ লাভ করবেই। [২৫] কারণ তারা আমাকে পরিত্যাগ করেছে, এবং অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়ে তাদের নিজেদেরই হাতের কাজে আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে; তাই এই স্থানের উপরে আমার রোষ বর্ষিত হবে, তা থামবে না! [২৬] কিন্তু যুদার রাজা, যিনি প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে তোমাদের পাঠিয়েছেন, তাঁকে একথা বল: ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যে সকল কথা শুনেছ, ...। [২৭] এই স্থানের বিরুদ্ধে ও তার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে আমি যে সকল বাণী উচ্চারণ করেছি, তা শোনামাত্র যেহেতু তোমার হৃদয় কোমল হয়েছে ও তুমি পরমেশ্বরের সামনে নিজেকে অবনমিত করেছ, এবং নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছ ও আমার সামনে চোখের জল ফেলেছ, সেজন্য আমিও তোমার কথা শুনলাম। প্রভুর উক্তি! [২৮] সুতরাং দেখ, আমি তোমার পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তোমাকে মিলিত করব; তোমাকে শান্তিতে তোমার সমাধিতে গ্রহণ করা হবে; এই স্থানের উপরে ও এখানকার অধিবাসীদের উপরে আমি যে অমঙ্গল ডেকে আনছি, তোমার চোখ সেই সমস্ত কিছু দেখবে না।' তাঁরা রাজাকে এই বাণী জানালেন।

[২৯] তখন রাজা যুদা ও যেরুশালেমের সমস্ত প্রবীণদের ডাকিয়ে এনে সমবেত করলেন। [৩০] রাজা প্রভুর গৃহে গেলেন, তাঁর সঙ্গে গেল যুদার সমস্ত লোক, যেরুশালেম-অধিবাসীরা, যাজকেরা, লেবীয়েরা ও উঁচু-নিচু সমস্ত শ্রেণির মানুষ। প্রভুর গৃহে পাওয়া সন্ধি-পুস্তকের সমস্ত কথা তিনি তাদের কর্ণগোচরে পাঠ করিয়ে শোনালেন। [৩১] মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে রাজা প্রভুর সামনে এই মর্মে একটা সন্ধি স্থির করলেন যে, তিনি প্রভুর অনুগামী হবেন; তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি পালন করবেন, আর এইভাবেই সেই পুস্তকে লেখা সন্ধির কথাসকল তিনি মেনে চলবেন। [৩২] যেরুশালেম ও বেঞ্জামিনের যত লোক উপস্থিত ছিল, সেই সকলকে তিনি অঙ্গীকার করালেন। যেরুশালেমের অধিবাসীরা পরমেশ্বরের, তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বরেরই সন্ধি অনুসারে কাজ করতে লাগল। [৩৩] যোশিয়া

ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত স্বত্বাধিকার-এলাকা থেকে যত জঘন্য বস্তু দূর করলেন; ইস্রায়েলের মধ্যে যত লোক ছিল, তাদের সকলকে তাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করতে বাধ্য করলেন। তিনি যতদিন ছিলেন, ততদিন তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর অনুসরণে কখনও ক্ষান্ত হয়নি।

৩৫ [১] যোশিয়া যেরুশালেমে প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করলেন। প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে পাস্কাবলিগুলো জবাই হল। [২] রাজা যাজকদের তাদের নিরূপিত কাজে নিযুক্ত করলেন ও প্রভুর গৃহের সেবাকাজ করতে তাদের প্রেরণা দিলেন। [৩] গোটা ইস্রায়েলের সদুপদেশক ও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত মানুষ যে লেবীয়েরা, তাদের তিনি বললেন, 'ইস্রায়েল-রাজ দাউদের সন্তান শলোমন যে গৃহ গেঁথে তুলেছেন, তার মধ্যে পবিত্র মঞ্জুষা বসাও; তার ভার তোমাদের কাঁধে আর থাকবে না; এখন তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর ও তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের সেবা করবে। [৪] নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে ইস্রায়েল-রাজ দাউদের জারীকৃত বিধিমতে ও তাঁর সন্তান শলোমনের জারীকৃত বিধিমতে নির্ধারিত নিজ নিজ শ্রেণি অনুসারে নিজেদের প্রস্তুত কর। [৫] তোমাদের ভাইদের অর্থাৎ জনগণের পিতৃকুলগুলোর বিভাগ অনুসারে ও লেবীয়দের পিতৃকুলগুলোর বিভাগ অনুসারে পবিত্রস্থানে দাঁড়াও। [৬] পাস্কাবলি জবাই কর, নিজেদের পবিত্রিত কর, ও মোশি দ্বারা উচ্চারিত প্রভুর বাণীমতে তোমাদের ভাইদের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য প্রস্তুত থাক।' [৭] যোশিয়া জনগণকে, সেখানে উপস্থিত সকলকেই, পাস্কাবলির জন্য পাল থেকে নেওয়া পশু, অর্থাৎ মেষশাবক ও ছাগশিশু দিলেন—সেগুলো সংখ্যায় মোট ত্রিশ হাজার পশু; তাছাড়া তিন হাজার বৃষও দিলেন; সবগুলোই রাজার সম্পত্তি থেকে নেওয়া পশু। [৮] তাঁর কর্মচারীরাও জনগণের, যাজকদের ও লেবীয়দের জন্য স্বেচ্ছাকৃত নৈবেদ্য নিবেদন করলেন। হিল্কিয়া, জাখারিয়া ও যেহিয়েল, পরমেশ্বরের গৃহের এই অধ্যক্ষেরা পাস্কাবলির জন্য যাজকদের দু'হাজার ছ'শোটা মেষশাবক ও তিনশ'টা বৃষ দিলেন। [৯] কনানিয়া ও তাঁর দুই ভাই শেমাইয়া ও নেথানেয়েল, এবং হাশাবিয়া, যেইয়েল ও যোসাবাদ, লেবীয়দের এই অধ্যক্ষেরা পাস্কাবলির জন্য লেবীয়দের পাঁচ হাজার মেষশাবক ও পাঁচশ'টা বৃষ দিলেন। [১০] এইভাবে সেবাকাজের জন্য সবকিছু ব্যবস্থা করা হল; রাজার আজ্ঞা অনুসারে

যাজকেরা নিজ নিজ স্থানে ও লেবীয়েরা নিজ নিজ শ্রেণি অনুসারে দাঁড়াল। [১১] পরে পাস্কাবলিগুলোকে জবাই করা হল: যাজকেরা রক্ত ছিটিয়ে দিত ও লেবীয়েরা পশুদের চামড়া খুলত। [১২] পিতৃকুলের বিভাগ অনুসারে জনগণ প্রভুর উদ্দেশে আহুতিরূপে যা নিবেদন করার কথা, মোশির পুস্তকে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারেই যেন জনগণ তা নিবেদন করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে যাজকেরা সেই অংশ এক পাশে রাখত; বৃষদের বিষয়েও তাই করল। [১৩] তারা বিধিমতে পাস্কাবলি আগুনে রান্না করল; আর বলির পবিত্রীকৃত অংশগুলো কড়াই, হাঁড়ি ও চাটুতে রান্না করে যত শীঘ্রই জনগণের মধ্যে বিতরণ করল। [১৪] তারপর, তারা নিজেদের জন্য ও যাজকদের জন্য সবকিছু ব্যবস্থা করল, কেননা আরোন-সন্তান যাজকেরা আহুতি দিতে ও চর্বি উৎসর্গ করতে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত ছিল; এজন্য লেবীয়েরা নিজেদের জন্য ও আরোন-সন্তান যাজকদের জন্য পাস্কাবলির ব্যবস্থা করল। [১৫] দাউদ, আসাফ, হেমান ও রাজ-দৈবদ্রষ্টা ইদুথুনের আজ্ঞা অনুসারে আসাফ-সন্তান গায়কেরা নিজ নিজ স্থানে ছিল, দ্বারপালেরাও দ্বারে দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিল; নিজ নিজ সেবাকাজ ত্যাগ করতে পারত না বিধায় তাদের লেবীয় ভাইয়েরা তাদের জন্য পাস্কাবলির ব্যবস্থা করল। [১৬] এইভাবে যোশিয়া রাজার আজ্ঞা অনুসারে পাস্কা পালনের জন্য ও প্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে আহুতি দেবার জন্য সেইদিন প্রভুর সমস্ত সেবাকাজ নির্ধারণ করা হল। [১৭] সেসময়ে উপস্থিত ইস্রায়েল সন্তানেরা পাস্কা পালন করল এবং সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি উৎসব পালন করল। [১৮] শামুয়েল নবীর সময় থেকে ইস্রায়েলে তেমন পাস্কা কখনও পালন করা হয়নি; যোশিয়া, যাজকেরা, লেবীয়েরা এবং সমস্ত যুদা ও ইস্রায়েলের উপস্থিত লোকেরা ও যেরুশালেম-অধিবাসীরা যেমন পাস্কা পালন করল, ইস্রায়েলের কোন রাজা তেমন পাস্কা আগে কখনও পালন করেননি। [১৯] যোশিয়ার রাজত্বকালের অষ্টাদশ বর্ষেই এই পাস্কা পালন করা হল।

[২০] এই সমস্ত কিছুর পর, যোশিয়া মন্দির-সংস্কার করার পর, মিশর-রাজ নেখো কার্কেমিশে যুদ্ধ করতে গেলেন; জায়গাটা ফোরাত নদীর কাছে; যোশিয়া তাঁর বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে নামলেন। [২১] কিন্তু নেখো দূত পাঠিয়ে যোশিয়াকে বলে দিলেন, 'যুদা-রাজ, আমার ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? আমি তো আজ তোমাকে আক্রমণ করতে

আসছি না, আমার বিবাদ অন্য কুলেরই সঙ্গে। পরমেশ্বর আমাকে ব্যস্ত হতে বলেছেন; তাই যখন পরমেশ্বর আমার সঙ্গে আছেন, তখন তুমি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ো না, পাছে তিনি তোমার সর্বনাশ ঘটান।' [২২] তবু যোশিয়া পিছটান দিলেন না, বরং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে তিনি, নেখোর বাণী পরমেশ্বরের মুখ থেকে আগত হলেও তা শুনলেন না, এবং মেগিদ্দো সমতল ভূমিতে আক্রমণ চালালেন। [২৩] তীরন্দাজেরা যোশিয়া রাজাকে লক্ষ করে তীর ছুড়ল; তখন রাজা তাঁর অধিনায়কদের বললেন, 'আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাও, আমি দারুণ আঘাতে আহত হয়েছি।' [২৪] তাঁর অধিনায়কেরা তাঁকে সেই রথ থেকে তুলে অন্য একটা রথে উঠিয়ে যেরুশালেমে নিয়ে গেল, আর সেখানে তাঁর মৃত্যু হল। তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরে সমাধি দেওয়া হল। যুদার ও যেরুশালেমের সকলে যোশিয়ার জন্য শোকপালন করল। [২৫] যেরেমিয়া যোশিয়াকে কেন্দ্র করে একটা বিলাপ-গীতি রচনা করলেন; যোশিয়ার জন্য শোকপালনে সকল গায়ক ও গায়িকা আজও সেই বিলাপ-গীতি গায়; তা ইস্রায়েলে প্রথাই হয়ে উঠেছে। সেই গীতিকা বিলাপগাথায় সঙ্কলিত রয়েছে।

[২৬] যোশিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি, এবং প্রভুর বিধানের বিধিমতে তাঁর সাধিত সাধুকর্ম— [২৭] প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—দেখ, এই সমস্ত কথা ইস্রায়েল ও যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

যোশিয়ার পরবর্তীকালীন রাজারা ও বাবিলনে নির্বাসন

৩৬ [১] তখন দেশের লোকেরা যোশিয়ার সন্তান যেহোয়াহাজকে নিয়ে তাঁর পিতার পদে যেরুশালেমে রাজা বলে ঘোষণা করল। [২] যেহোয়াহাজ তেইশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন। [৩] মিশর-রাজ যেরুশালেমে তাঁকে পদচ্যুত করে দেশের উপর একশ' রুপোর বাট ও এক সোনার বাট হিসাবে কর ধার্য করলেন। [৪] মিশর-রাজ তাঁর ভাই এলিয়াকিমকে যুদা ও যেরুশালেমের রাজা করলেন, এবং তাঁর নাম পাল্টিয়ে যেহোইয়াকিম রাখলেন। পরে নেখো তাঁর ভাই যেহোয়াহাজকে ধরে মিশরে নিয়ে গেলেন।

[৫] যেহোইয়াকিম পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে এগারো বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। [৬] তাঁরই বিরুদ্ধে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার রণ-অভিযান চালালেন, এবং তাঁকে ব্রঞ্জের শেকলে বেঁধে বাবিলনে নিয়ে গেলেন। [৭] নেবুকাদ্নেজার প্রভুর গৃহের কতগুলো পাত্রগুলোও বাবিলনে নিয়ে গিয়ে বাবিলনে তাঁর নিজের প্রাসাদে রাখলেন। [৮] যেহোইয়াকিমের বাকি যত কর্মকীর্তি, তিনি যে যে জঘন্য কাজ করলেন ও তার ফলে তাঁর কী ঘটল, দেখ, এই সমস্ত কথা ইস্রায়েল ও যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর সন্তান যেহোইয়াকিন তাঁর পদে রাজা হলেন।

[৯] যেহোইয়াকিন আট বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করেন। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। [১০] নববর্ষের শুরুতে নেবুকাদ্নেজার রাজা লোক পাঠিয়ে তাঁকে ও প্রভুর গৃহের সবচেয়ে মূল্যবান পাত্রগুলোও বাবিলনে নিয়ে গেলেন, এবং তাঁর ভাই সেদেকিয়াকে যুদা ও যেরুশালেমের রাজা করলেন।

[১১] সেদেকিয়া একুশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে এগারো বছর রাজত্ব করেন। [১২] তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; নবী যেরেমিয়া প্রভুর নামে তাঁর কাছে কথা বললেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাছে নত হলেন না। [১৩] নেবুকাদ্নেজার রাজা এঁকে পরমেশ্বরের দিব্যি দিয়ে শপথ করিয়েছিলেন, কিন্তু ইনি তাঁর প্রতিও বিদ্রোহী হলেন। মন কঠিন করে ও হৃদয় শক্ত করে ইনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরতে অস্বীকার করলেন। [১৪] যুদার সমাজনেতারা, যাজকেরা সকলে ও জনগণ জাতিগুলোর সমস্ত জঘন্য প্রথা অনুসরণ করে উত্তরোত্তর অবিশ্বস্ততা দেখাল এবং প্রভু যেরুশালেমে যে গৃহ নিজের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করেছিলেন, তা কলুষিত করল। [১৫] তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু তাদের কাছে বারে বারেই তাঁর দূতদের প্রেরণ করলেন, কেননা তাঁর আপন জনগণের ও তাঁর আপন বাসস্থানের প্রতি তাঁর মমতা ছিল। [১৬] কিন্তু তারা পরমেশ্বরের দূতদের ঠাট্টা করল, তাঁর বাণী অবজ্ঞা করল ও তাঁর নবীদের বিদ্রূপ করল, তাই শেষে তাঁর আপন জনগণের উপরে প্রভুর রোষ শেষ মাত্রায় এসে পৌঁছল—তখন প্রতিকারের আর

কোন উপায় রইল না! [১৭] তাই প্রভু কাল্দীয়দের রাজাকে তাদের বিরুদ্ধে আনলেন, আর এই রাজা তাদের পবিত্রধামে খড়্গের আঘাতে যুবকদের বধ করলেন—যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-জরাজীর্ণ, কাউকেই রেহাই দিলেন না; পরমেশ্বর সকলকেই তাঁর হাতে তুলে দিলেন। [১৮] সেই রাজা পরমেশ্বরের গৃহের ছোট বড় সমস্ত পাত্র, প্রভুর গৃহের যত ধনভাণ্ডার, এবং রাজার ও তাঁর অধিনায়কদের ধনভাণ্ডার, সবই বাবিলনে নিয়ে গেলেন। [১৯] তাঁর লোকেরা পরমেশ্বরের গৃহ পুড়িয়ে দিল, যেরুশালেমের প্রাচীর ভেঙে ফেলল, সেখানকার প্রাসাদগুলোতে আগুন ধরাল, ও সেখানকার সমস্ত মনোরম পাত্র বিনাশ-মানতের বস্তু করল। [২০] খড়্গ থেকে যারা রেহাই পেয়েছিল, রাজা তাদের দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে গেলেন, আর পারস্য-রাজ্য স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাঁর নিজের ও তাঁর সন্তানদের দাস হয়ে থাকল। [২১] এইভাবে যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর বাণী সিদ্ধি লাভ করল: *যতদিন দেশ তার বাকি শাব্বাৎগুলোর ঋণ মিটিয়ে না দেয়, ততদিন, সত্তর বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, দেশ দুর্দশার সমস্ত কাল ধরে বিশ্রাম করবে* (ক)।

[২২] পারস্য-রাজ কুরোশের শাসনকালের প্রথম বর্ষে প্রভু, যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর বাণী যেন সিদ্ধিলাভ করে, সেজন্য পারস্য-রাজ কুরোশের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগালেন, যেন তিনি নিজের রাজ্যের সমস্ত জায়গায় এই হুকুম—লিখিত ঘোষণাপত্রের মাধ্যমেও—প্রচার করিয়ে দেন: [২৩] ‘পারস্য-রাজ কুরোশ একথা বলছেন, স্বর্গেশ্বর প্রভু পৃথিবীর যত রাজ্য আমাকে মঞ্জুর করেছেন; তিনি আমাকে এমন ভার দিয়েছেন, যেন আমি যুদায়, যেরুশালেমেই, তাঁর জন্য একটা গৃহ গেঁথে তুলি। [২৪] তোমাদের মধ্যে যে কেউ পরমেশ্বরের গোটা জনগণের অঙ্গ, তার পরমেশ্বর তার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন; সে রওনা দিক!’

---

৬ [১] গৃহটির পরমপবিত্রস্থানে আলো দেবার মত কোন জানালা ছিল না বিধায়ই প্রভু ‘অন্ধকারে’ বাস করবেন।

[১৬] ২ শামু ৭:৫-১৬ (=১ বংশ ১৭:৪-১৪) ও ১ বংশ ২৮:২-১০ অনুসারে, ঈশ্বর দাউদকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর সন্তানই গৃহ গেঁথে তুলবেন ও এমন রাজাসন পাবেন যা

দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু ঈশ্বর প্রথম প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, সেজন্য শলোমন তাঁর কাছে দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি পূরণেরও যাচনা রাখেন।

৭ [১] স্বর্গ থেকে আসা আগুন দ্বারা আহুতিবলি ও অন্য বলিগুলো পুড়িয়ে ফেলে ঈশ্বর দেখাতে চান, তিনি যেমন অতীতকালে গিদিয়োনের (বিচারক ৬:২১) ও দাউদের (১ বংশ ২১:২৬) প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন ও ভাবীকালে এলিয়ের (১ রাজা ১৮) ও নেহেমিয়ার (২ মাকা ১:২০-২২) প্রার্থনা গ্রহণ করবেন, তেমনি শলোমনের প্রার্থনাও গ্রহণ করলেন।

২৫ [৪ক] দ্বিঃবিঃ ২৪:১৬।

৩৬ [২১ক] গণনা ২৬:৩৪-৩৫; যেরে ২৫:১১; ২৯:১০।

[২২-২৪] হিব্রু বাইবেলের শেষ পুস্তকের শেষ বাণী হিসাবে এই অনুচ্ছেদ প্রত্যাশাপূর্ণই এক মনোভাব ব্যক্ত করে: যেরুশালেমের মন্দির পুনর্নির্মিত হবে, সুতরাং দাউদকুল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

এজরা

এজরা ও নেহেমিয়া পুস্তক দু'টোর মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য প্রতীয়মান: এজরা ১–৬ নির্বাসিত লোকদের প্রত্যাগমন ও প্রভুর গৃহ পুনর্নির্মাণকাজের কথা বলে; ৭–১০ অধ্যায়ে এজরার আগমন ও তাঁর সংস্কার-কর্ম বিবৃত। নেহেমিয়া ১-৬ যেরুশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণকাজ বর্ণনা করে; ৭–১৩ এর আলোচ্য বিষয় হল জনগণের জীবন-নবায়ন। এক দিকে এজরা ধর্মনেতা রূপে, অপরদিকে নেহেমিয়া সমাজ-নেতা রূপে যেরুশালেম ও জনগণের নবায়নে নিবিষ্ট থাকেন; এসময়েই ইহুদী উপাসনা-কর্ম নতুন চেহারা অর্জন করে যা যজ্ঞ-রীতির চেয়ে ঐশবাণী-পাঠ ও শ্রবণের উপরেই প্রাধান্য আরোপ করে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

নির্বাসিতদের প্রত্যাগমন

১ [১] পারস্য-রাজ কুরোশের শাসনকালের প্রথম বর্ষে প্রভু, যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে
উচ্চারিত প্রভুর বাণী যেন সিদ্ধিলাভ করে, সেজন্য পারস্য-রাজ কুরোশের অন্তরে এমন
প্রেরণা জাগালেন, যেন তিনি নিজের রাজ্যের সমস্ত জায়গায় এই হুকুম—লিখিত
ঘোষণাপত্রের মাধ্যমেও—প্রচার করিয়ে দেন: [২] 'পারস্য-রাজ কুরোশ একথা
বলছেন, স্বর্গেশ্বর প্রভু পৃথিবীর যত রাজ্য আমাকে মঞ্জুর করেছেন; তিনি আমাকে এমন
ভার দিয়েছেন, যেন আমি যুদায়, যেরুশালেমেই, তাঁর জন্য একটি গৃহ গেঁথে তুলি।
[৩] তোমাদের মধ্যে যে কেউ পরমেশ্বরের গোটা জনগণের অঙ্গ, তার পরমেশ্বর তার
সঙ্গে সঙ্গে থাকুন! সে যুদায় সেই যেরুশালেমে গিয়ে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহ
পুনর্নির্মাণ করুক: তিনিই সেই পরমেশ্বর, যেরুশালেমে যাঁর বাসস্থান! [৪] যারা এখনও
বেঁচে রয়েছে, তারা যেইখানে বাস করুক না কেন, তেমন জায়গাগুলোর লোকেরা

যেরুশালেমে পরমেশ্বরের সেই গৃহের জন্য স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য ছাড়া রুপো, সোনা, নানা জিনিসপত্র ও গবাদি পশু দিয়েও যেন তাদের সাহায্য করে।’

[৫] তখন যুদা ও বেঞ্জামিনের পিতৃকুলপতিরা এবং যাজকেরা ও লেবীয়েরা—পরমেশ্বর যাদের অন্তরে যেরুশালেমে প্রভুর গৃহ পুনর্নির্মাণ করার জন্য সেখানে যাবার প্রেরণা জাগিয়েছিলেন—তারা সকলে যাত্রাপথে পা বাড়াল। [৬] তাদের প্রতিবেশী সমস্ত লোক সাধ্যমত তাদের সাহায্য করল: স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য ছাড়া তারা সোনা-রুপোর নানা জিনিসপত্র এবং গবাদি পশু ও মূল্যবান দান-সামগ্রীও তাদের হাতে দিল। [৭] নেবুকাদ্নেজার প্রভুর গৃহের যে সকল পাত্র যেরুশালেম থেকে বের করে তাঁর নিজের দেবালয়ে রেখেছিলেন, কুরোশ রাজা সেই সমস্ত কিছু বের করে ফিরিয়ে দিলেন। [৮] সেই সমস্ত কিছু পারস্য-রাজ কুরোশ কোষাধ্যক্ষ মিত্রেদাথের হাতে তুলে দিলেন, আর মিত্রেদাথ যুদার জনপ্রধান শেশ্‌বাসারের হাতে তা বুঝিয়ে দিল। [৯] সেই সমস্ত কিছুর হিসাব এ: সোনার থালা: ত্রিশ; রুপোর থালা: এক হাজার; ছুরি: ঊনত্রিশ; [১০] সোনার পানপাত্র: ত্রিশ; রুপোর দুই নম্বর পানপাত্র: চারশ’ দশ; অন্য পাত্র-সামগ্রী: এক হাজার; [১১] সবসমেত পাঁচ হাজার চারশ’টা সোনা-রুপোর পাত্র। নির্বাসিতদের বাবিলন থেকে যেরুশালেমে ফিরিয়ে আনার সময়ে শেশ্‌বাসার এই সমস্ত জিনিসপত্র সঙ্গে করে আনলেন।

নির্বাসিতদের তালিকা

২ [১] বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যাদের দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে গেছিলেন, তাদের মধ্য থেকে প্রদেশের এই লোকেরা নির্বাসনের বন্দিদশা থেকে যাত্রা করে যেরুশালেমে ও যুদায় যে যার শহরে ফিরে এল; [২] এরা জেরুব্বাবেল, যেশুয়া, নেহেমিয়া, সেরাইয়া, রেয়েলাইয়া, মোর্দেকাই, বিল্শান, মিস্পার, বিগ্‌বাই, রেহুম ও বানার সঙ্গে ফিরে এল।

ইস্রায়েল জনগণের পুরুষ-সংখ্যা: [৩] পারোশের সন্তান: দু’হাজার একশ’ বাহাত্তরজন; [৪] শেফাতিয়ার সন্তান: তিনশ’ বাহাত্তরজন; [৫] আরাহ্‌র সন্তান: সাতশ’ পঁচাত্তরজন; [৬] পাহাথ-মোয়াবের অর্থাৎ যেশুয়া ও যোয়াবের সন্তান: দু’হাজার

আটশ’ বারোজন; [৭] এলামের সন্তান: এক হাজার দু’শো চুয়ান্নজন; [৮] জাত্তুর সন্তান: ন’শো পঁয়তাল্লিশজন; [৯] জাক্কাইয়ের সন্তান: সাতশ’ ষাটজন; [১০] বানির সন্তান: ছ’শো বিয়াল্লিশজন; [১১] বেবাইয়ের সন্তান: ছ’শো তেইশজন; [১২] আজগাদের সন্তান: এক হাজার দু’শো বাইশজন; [১৩] আদোনিকামের সন্তান: ছ’শো ছেষট্টিজন; [১৪] বিগ্‌বাইয়ের সন্তান: দু’হাজার ছাপ্পান্নজন; [১৫] আদিনের সন্তান: চারশ’ চুয়ান্নজন; [১৬] আতেরের অর্থাৎ হেজেকিয়ার সন্তান: আটানব্বইজন; [১৭] বেজাইয়ের সন্তান: তিনশ’ তেইশজন; [১৮] যোরাহ্‌র সন্তান: একশ’ বারোজন; [১৯] হাশুমের সন্তান: দু’শো তেইশজন; [২০] গিব্বারের সন্তান: পঁচানব্বইজন; [২১] বেথলেহেমের সন্তান: একশ’ তেইশজন; [২২] নেতোফার লোক: ছাপ্পান্নজন; [২৩] আনাথোথের লোক: একশ’ আটাশজন; [২৪] আস্মাবেথের সন্তান: বিয়াল্লিশজন; [২৫] কিরিয়াথ-যেয়ারিম, কেফিরা ও বেয়েরোথের সন্তান: সাতশ’ তেতাল্লিশজন; [২৬] রামা ও গেবার সন্তান: ছ’শো একুশজন; [২৭] মিখ্‌মাসের লোক: একশ’ বাইশজন; [২৮] বেথেল ও আইয়ের লোক: দু’শো তেইশজন; [২৯] নেবোর সন্তান: বাহান্নজন; [৩০] মাগ্বিশের সন্তান: একশ’ ছাপ্পান্নজন; [৩১] অন্য এলামের সন্তান: এক হাজার দু’শো চুয়ান্নজন; [৩২] হারিমের সন্তান: তিনশ’ কুড়িজন; [৩৩] লোদ, হাদিদ ও ওনোর সন্তান: সাতশ’ পঁচিশজন; [৩৪] যেরিখোর সন্তান: তিনশ’ পঁয়তাল্লিশজন; [৩৫] সেনায়ার সন্তান: তিন হাজার ছ’শো ত্রিশজন।

[৩৬] যাজকবর্গ: যেশুয়া কুলের মধ্যে যেদাইয়ার সন্তান: ন’শো তিয়াত্তরজন; [৩৭] ইম্মেরের সন্তান: এক হাজার বাহান্নজন; [৩৮] পাশ্‌হুরের সন্তান: এক হাজার দু’শো সাতচল্লিশজন; [৩৯] হারিমের সন্তান: এক হাজার সতেরজন।

[৪০] লেবীয়বর্গ: যেশুয়া ও কাদ্মিয়েল, বিন্নুই ও হোদাবিয়ার সন্তান: চুয়াত্তরজন।

[৪১] গায়কবর্গ: আসাফের সন্তান: একশ’ আটাশজন।

[৪২] দ্বারপালদের সন্তানবর্গ: শাল্লুমের সন্তান, আতেরের সন্তান, তাল্‌মোনের সন্তান, আক্কুবের সন্তান, হাতিতার সন্তান, শোবাইয়ের সন্তান: সবসমেত একশ’ ঊনচল্লিশজন।

[৪৩] নিবেদিতরা: সিহার সন্তান, হাসুফার সন্তান, তাব্বায়োথের সন্তান, [৪৪] কেরোসের সন্তান, সিয়ার সন্তান, পাদোনের সন্তান, [৪৫] লেবানার সন্তান, হাগাবার সন্তান, আক্কুবের সন্তান, [৪৬] হাগাবের সন্তান, শাল্লাইয়ের সন্তান, হানানের সন্তান, [৪৭] গিদ্দেলের সন্তান, গাহারের সন্তান, রেয়াইয়ার সন্তান, [৪৮] রেজিনের সন্তান, নেকোদার সন্তান, গাজামের সন্তান, [৪৯] উজ্জার সন্তান, পাসেয়াহ্‌র সন্তান, বেসাইয়ের সন্তান, [৫০] আস্নার সন্তান, মেউনিমের সন্তান, নেফিসিমদের সন্তান, [৫১] বাক্‌বুকের সন্তান, হাকুফার সন্তান, হার্‌হুরের সন্তান, [৫২] বাস্লুথের সন্তান, মেহিদার সন্তান, হার্শার সন্তান, [৫৩] বার্কোসের সন্তান, সিসেরার সন্তান, তেমাহ্‌র সন্তান, [৫৪] নেৎসিহার সন্তান, হাতিফার সন্তানেরা।

[৫৫] শলোমনের দাসদের সন্তানবর্গ: সোতাইয়ের সন্তান, হাস্‌সোফেরেথের সন্তান, পেরুদার সন্তান, [৫৬] যালার সন্তান, দার্কোনের সন্তান, গিদ্দেলের সন্তান, [৫৭] শেফাতিয়ার সন্তান, হাত্তিলের সন্তান, পোখেরেথ-হাৎসেবাইমের সন্তান, আমির সন্তানেরা: [৫৮] নিবেদিতরা ও শলোমনের দাসদের সন্তানবর্গ সবসমেত তিনশ' নিরানব্বইজন।

[৫৯] তেল-মেলাহ্‌, তেল-হার্শা, খেরুব-আদ্দান ও ইম্মের, এই সকল জায়গা থেকে নিম্নলিখিত লোকেরা এল, কিন্তু তারা ইস্রায়েলীয় কিনা, এবিষয়ে নিজ নিজ পিতৃকুল বা বংশের প্রমাণ দিতে পারল না: [৬০] দেলাইয়ার সন্তান, তোবিয়ার সন্তান, নেকোদার সন্তান: ছ'শো বাহান্নজন। [৬১] যাজক-সন্তানদের মধ্যে এরা: হোবাইয়ার সন্তান, হাক্কোসের সন্তান ও বার্সিল্লাইয়ের সন্তানেরা; এই বার্সিল্লাই গিলেয়াদীয় বার্সিল্লাইয়ের কন্যাদের মধ্যে একজনকে বিবাহ করে তাদের সেই নাম নিয়েছিল; [৬২] বংশতালিকায় তালিকাভুক্ত লোকদের মধ্যে এরা নিজ নিজ বংশতালিকা-পত্র খুঁজে পেল না, এজন্য তারা যাজকত্ব থেকে পদচ্যুত হল। [৬৩] শাসনকর্তা তাদের হুকুম দিলেন, উরিম ও তুম্মিমের অধিকারী এক যাজক দেখা না দেওয়া পর্যন্ত তারা যেন পরমপবিত্র কিছুই না খায়।

[৬৪] একত্রীকৃত গোটা জনসমাবেশ সংখ্যায় ছিল বিয়াল্লিশ হাজার তিনশ' ষাটজন লোক; [৬৫] উপরন্তু ছিল তাদের দাসদাসী: সাত হাজার তিনশ' সাঁইত্রিশজন; গায়ক

ও গায়িকা: দু'শোজন। [৬৬] তাদের ঘোড়া: সাতশ' ছত্রিশ; খচ্চর: দু'শো পঁয়তাল্লিশ; [৬৭] উট: চারশ' পঁয়ত্রিশ; গাধা: ছ'হাজার সাতশ' কুড়ি।

[৬৮] যেরুশালেমে প্রভুর গৃহে এসে পৌঁছে পিতৃকুলপতিদের মধ্যে কয়েকজন লোক পরমেশ্বরের গৃহের জন্য স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য দান করল, তা যেন তার আসল জায়গায় পুনর্নির্মিত হতে পারে। [৬৯] তাদের সামর্থ্য অনুসারে তারা নির্মাণ-ধনভাণ্ডারে এই সমস্ত কিছু দান করল: সোনা: একষট্টি মুদ্রা; রুপো: এক মণ; যাজকীয় পোশাক: একশ'টা। [৭০] যাজকেরা, লেবীয়েরা, লোকদের মধ্যে কোন কোন লোক, গায়কেরা, দ্বারপালেরা ও নিবেদিতরা যে যার শহরে ফিরে গিয়ে সেখানে বসতি করল।

উপাসনা-কর্মের পুনরারম্ভ

৩ [১] ইস্রায়েল সন্তানেরা সেই সকল শহরে ফিরে গিয়ে সেখানে বসতি করার পর সপ্তম মাস এসে উপস্থিত হলে জনগণ যেন এক মানুষ হয়েই যেরুশালেমে সম্মিলিত হল। [২] তখন যোসাদাকের সন্তান যেশুয়া ও তাঁর যাজক ভাইয়েরা এবং শেয়াল্তিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেল ও তাঁর ভাইয়েরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের যজ্ঞবেদি পুনর্নির্মাণ কাজে হাত দিলেন, যেন পরমেশ্বরের মানুষ মোশির বিধানে লেখা বিধিনিয়ম অনুসারে তাঁরা আহুতি দিতে পারেন। [৩] স্থানীয় লোকদের ভয়ে অভিভূত হয়েও তাঁরা যজ্ঞবেদি তার আসল জায়গায় দাঁড় করালেন, এবং তার উপরে প্রভুর উদ্দেশে আহুতি অর্থাৎ প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন আহুতি দিতে লাগলেন। [৪] তাঁরা নির্ধারিত বিধি অনুসারে পর্ণকুটির পর্ব পালন করলেন, এবং দৈনিক আহুতির জন্য প্রত্যেক দিনের নির্ধারিত সংখ্যা অনুসারে বলি উৎসর্গ করলেন। [৫] পরবর্তীকালে তাঁরা দিলেন নিত্যাহুতি ও সেই সমস্ত বলি, যা অমাবস্যা উপলক্ষে ও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র সমস্ত পর্ব উপলক্ষে নিবেদন করার কথা; তাছাড়া যারা প্রভুর উদ্দেশে স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য আনত, তাঁরা প্রত্যেকজনের নৈবেদ্য অর্পণ করলেন। [৬] প্রভুর গৃহের ভিত্তি তখনও স্থাপিত না হলেও, তবু সেই সপ্তম মাসের প্রথম দিনে তাঁরা প্রভুর উদ্দেশে আহুতি দিতে আরম্ভ করলেন।

[৭] তাঁরা পাথরকাটিয়ে ও ছুতোরদের টাকা দিলেন, এবং সিদোন ও তুরসের লোকদের খাদ্য, পানীয় ও তেল দিলেন, তারা যেন সমুদ্রপথে লেবানন থেকে যাফায় এরসকাঠ আনে—তেমন কিছু তাঁরা পারস্য-রাজ কুরোশের অনুমতিক্রমেই করলেন।

[৮] যেরুশালেমে পরমেশ্বরের গৃহের স্থানে আসবার পর দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় মাসেই শেয়াল্তিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেল ও যোসাদাকের সন্তান যেশুয়া, এবং তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য ভাই যাজক ও লেবীয়েরা এবং যারা বন্দিদশা থেকে যেরুশালেমে ফিরে এসেছিল, তাঁরা সকলে কাজে হাত দিতে লাগলেন; প্রভুর গৃহ নির্মাণকাজের দেখাশোনার জন্য তাঁরা কুড়ি বছর বয়সের ও তার ঊর্ধ্বে এমন লেবীয়দেরই নিযুক্ত করলেন। [৯] যেশুয়া, তাঁর সন্তানেরা ও তাঁর ভাইয়েরা, এবং কাদ্মিয়েল, বিন্নুই ও

হোদাবিয়া, এঁরা সকলে এক মানুষের মতই যেন একত্র হয়ে পরমেশ্বরের গৃহ
নির্মাণকাজের তত্ত্বাবধানের জন্য দাঁড়ালেন; তাদের লেবীয় সন্তানদের ও ভাইদের সঙ্গে
হেনাদাদের সন্তানেরাও তাই করল। [১০] গাঁথকেরা যখন প্রভুর মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন
করল, তখন ইস্রায়েল-রাজ দাউদের বিধিমতে প্রভুর প্রশংসা করার জন্য যাজকেরা নিজ
নিজ পোশাকে সজ্জিত হয়ে তুরি নিয়ে এগিয়ে এল, আসাফের সন্তান লেবীয়েরাও খঞ্জনি
হাতে করে এগিয়ে এল। [১১] তারা পালাক্রমে প্রভুর প্রশংসা ও স্তুতিগান করল, কারণ
ইস্রায়েলের প্রতি *তিনি মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী!* প্রভুর গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা
হয়েছিল বলে গোটা জনগণ প্রভুর প্রশংসা করতে করতে উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি তুলল।
[১২] তথাপি যাজকদের, লেবীয়দের ও পিতৃকুলপতিদের মধ্যে অনেক লোক, অর্থাৎ যে
বৃদ্ধেরা আগেকার গৃহ দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁদের চোখের সামনে যখন এই গৃহের
ভিত্তি স্থাপন করা হল, তাঁরা জোরে কেঁদে ফেললেন; তবু অধিকাংশ লোক
আনন্দচিৎকার ও জয়ধ্বনি তুলল। [১৩] এইভাবে আনন্দপূর্ণ জয়ধ্বনি ও জনতার কান্নার
সুর সূক্ষ্মভাবে নিশ্চিত করা আর সম্ভব হল না, কারণ লোকের ভিড় এমন উচ্চকণ্ঠেই
জয়ধ্বনি তুলছিল যে, তার শব্দ দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল।

যুদার শত্রুদের প্রতিরোধ

৪ [১] যখন যুদার ও বেঞ্জামিনের শত্রুরা শুনল যে, নির্বাসন থেকে ফিরে আসা
লোকেরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে মন্দির পুনর্নির্মাণ করছে, [২] তখন
জেরুব্বাবেলকে ও পিতৃকুলপতিদের গিয়ে বলল, ‘তোমাদের সঙ্গে আমরাও গাঁথতে ইচ্ছা
করি, কারণ তোমাদের মত আমরাও তোমাদের পরমেশ্বরের অন্বেষণ করি। যিনি
আমাদের এখানে এনেছিলেন, আশুর-রাজ সেই এসারহাদ্দোনের সময় থেকে আমরা
তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞবলি উৎসর্গ করে আসছি।’ [৩] কিন্তু জেরুব্বাবেল, যেশুয়া ও
ইস্রায়েলের অন্য সকল পিতৃকুলপতি উত্তরে তাদের বললেন, ‘আমাদের পরমেশ্বরের
উদ্দেশে গৃহ গেঁথে তোলার ব্যাপারে তোমরা যে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, তা উচিত
নয়। কেবল আমরাই ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে তা গেঁথে তুলব, যেমনটি
পারস্য-রাজ কুরোশ আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন।’ [৪] তখন স্থানীয় লোকেরা যুদার

লোকদের নিরাশ করতে ও মন্দির-নির্মাণ ব্যাপারে তাদের বাধা দিতে লাগল। [৫] এমনকি তাদের অভিপ্রায় ব্যর্থ করার জন্য তারা কোন কোন মন্ত্রীদের ঘুষ দিল; আর তারা পারস্য-রাজ কুরোশের সমস্ত জীবনকাল ব্যাপী ও পারস্য-রাজ দারিউশের রাজত্বকাল পর্যন্ত তেমনটি করতে থাকল।

আহাসুয়েরোস ও আর্তাক্সারক্সিসের আমলে নানা অভিযোগ-পত্র

[৬] আহাসুয়েরোসের রাজত্বকালে, তাঁর রাজত্বের আরম্ভকালেই, তারা যুদা ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ-পত্র নিবেদন করল। [৭] পরে, পারস্য-রাজ আর্তাক্সারক্সিসের সময়ে, বিশ্লাম, মিত্রেদাথ, তাবেয়েল ও তাদের অন্য সাথীরা পারস্য-রাজ আর্তাক্সারক্সিসের কাছে এক পত্র লিখে পাঠাল; তা আরামীয় অক্ষরে ও আরামীয় ভাষায় লেখা ছিল। [৮] রেহুম অমাত্য-প্রধান ও শিম্শাই কর্মসচিব যেরুশালেমের বিরুদ্ধে আর্তাক্সারক্সিস রাজার কাছে এই পত্র লিখে পাঠাল: [৯] 'রেহুম অমাত্য-প্রধান ও শিম্শাই কর্মসচিব ও তাদের সাথী অন্য সকলে, যথা দিনীয়, আফার্সাৎখীয়, তার্পলীয়, আফার্সীয়, উরুখীয়, বাবিলনীয় ও সুসীয় (অর্থাৎ এলামীয়) লোকেরা, [১০] এবং সেই সকল জাতি, মহামহিম সম্ভ্রান্ত আস্নাপ্পার যাদের দেশছাড়া করে আনলেন এবং সামারিয়ার শহরগুলিতে ও [ফোরাত] নদীর ওপারে বাকি সকল এলাকায় বসালেন।'

[১১] তারা তাঁর কাছে সেই যে পত্র পাঠাল, তার অনুলিপি এই: 'আর্তাক্সারক্সিস রাজার সমীপে [ফোরাত] নদীর ওপারের আপনার দাসদের এই নিবেদন: [১২] ইহুদীরা আপনার কাছ থেকে আমাদের এখানে যেরুশালেমে এসে সেই ধূর্ত ও বিদ্রোহিণী নগরী পুনর্নির্মাণ করছে, প্রাচীর পুনরায় ওঠাচ্ছে ও ভিত্তিমূল মেরামত করছে। [১৩] অতএব মহারাজের কাছে এই নিবেদন: যদি এই নগরী পুনর্নির্মাণ করা হয় ও তার প্রাচীর মেরামত করা হয়, তবে ওই লোকেরা কর, রাজস্ব ও মাশুল আর দেবে না, এতে রাজ-সরকারের ক্ষতি হবে। [১৪] যেহেতু আমরা রাজপ্রাসাদের নুন খেয়ে থাকি, সেজন্য মহারাজের প্রতি তেমন অপমান সহ্য করা আমাদের উচিত নয়, ফলে লোক পাঠিয়ে মহারাজকে বিষয়টা জানিয়ে দিলাম। [১৫] আপনার পিতৃপুরুষদের ইতিহাস-পুস্তকে অনুসন্ধান করা হোক; সেই ইতিহাস-পুস্তকে দেখে জানতে পারবেন, এই নগরী

বিদ্রোহিণী এক নগরী, রাজাদের ও প্রদেশগুলোর কাছে অনিষ্টের কারণ, এবং এই নগরীতে পুরাকাল থেকেই ওরা বিপ্লব করে আসছে। এজন্যই নগরীটা বিনষ্ট হয়েছিল। [১৬] আমরা মহারাজকে একথা জানাচ্ছি যে, যদি এই নগরী পুনর্নির্মাণ করা হয় ও তার প্রাচীর মেরামত করা হয়, তবে এর ফলে [ফোরাত] নদীর ওপারে আপনার কিছু অধিকার আর থাকবে না।'

[১৭] রাজা এই উত্তর লিখে পাঠালেন: 'রেহুম অমাত্য-প্রধান, শিম্শাই কর্মসচিব, সামারিয়া-নিবাসী তাদের সাথীদের ও [ফোরাত] নদীর ওপারের অন্য লোকদের সমীপে: মঙ্গল! [১৮] তোমরা আমার কাছে যে পত্র পাঠিয়েছ, তা আমার সম্মুখে স্পষ্টভাবেই পাঠ করা হয়েছে। [১৯] আমার আজ্ঞায় অনুসন্ধান করা হল ও জানা গেল যে, এই নগরী পুরাকাল থেকে রাজদ্রোহ করে আসছিল ও তার মধ্যে বিদ্রোহ ও বিপ্লব ঘটেইছে। [২০] যেরুশালেমে পরাক্রমী রাজারাও ছিলেন, যাঁরা [ফোরাত] নদীর ওপারের সমস্ত অঞ্চলের উপরে রাজত্ব করতেন এবং কর, রাজস্ব ও মাশুল আদায় করতেন। [২১] অতএব আদেশ কর, যেন সেই লোকেরা নির্মাণকাজ বন্ধ করে এবং আমি নতুন আজ্ঞা না দেওয়া পর্যন্ত যেন সেই নগরী পুনর্নির্মাণ করা না হয়। [২২] সাবধান, একাজে শিথিল হয়ো না! রাজ-সরকারের ক্ষতিকর অপচয় হবে কেন?'

[২৩] রেহুমের, শিম্শাই কর্মসচিবের ও তাদের সাথী লোকদের কাছে আর্তাক্সারক্সিস রাজার এই পত্র পাঠ হওয়ামাত্র তারা সঙ্গে সঙ্গে যেরুশালেমে ইহুদীদের কাছে গিয়ে অস্ত্রের জোরে তাদের নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিল। [২৪] এইভাবে যেরুশালেমে পরমেশ্বরের গৃহের কাজ আপাতত বন্ধ করা হল, এবং পারস্য-রাজ দারিউশের রাজত্বকালের দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত তা বন্ধ হয়ে থাকল।

পরমেশ্বরের গৃহ-পুনর্নির্মাণ

৫ [১] কিন্তু হগয় ও ইদ্দোর সন্তান জাখারিয়া, এই দু'জন নবী যখন তাঁদের উপরে অধিষ্ঠিত ইস্রায়েলের সেই পরমেশ্বরের নামে যুদা ও যেরুশালেমের ইহুদীদের কাছে বাণী দিতে লাগলেন, [২] তখন শেয়াল্তিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেল ও যোসাদাকের সন্তান

যেশুয়া সঙ্গে সঙ্গে যেরুশালেমে পরমেশ্বরের গৃহ পুনর্নির্মাণ করতে আরম্ভ করলেন, আর পরমেশ্বরের নবীরা তাঁদের সঙ্গে থেকে তাঁদের সাহস দিতেন।

[৩] সেসময়েই [ফোরাত] নদীর ওপারের প্রদেশপাল তাত্তেনাই, শেথার-বোজেনাই ও তাঁদের সাথীরা তাঁদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই গৃহ ও নগরপ্রাচীর পুনর্নির্মাণ করতে তোমাদের কে আজ্ঞা দিয়েছে? [৪] আমরা তোমাদের বলছি, যারা এই গাঁথনি দিচ্ছে, তাদের নাম কি?' [৫] কিন্তু ইহুদীদের প্রবীণদের উপরে তাঁদের পরমেশ্বরের সতর্ক দৃষ্টি ছিল, তাই দারিউশের কাছে নিবেদন-পত্র উপস্থাপন না করা পর্যন্ত, এবং এই ব্যাপারে আবার পত্র না আসা পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখতে ওঁরা তাঁদের বাধ্য করলেন না।

[৬] [ফোরাত] নদীর ওপারের প্রদেশপাল তাত্তেনাই, শেথার-বোজেনাই ও [ফোরাত] নদীর ওপারের তাঁদের সাথী সেই রাজকর্মচারীরা দারিউশ রাজার কাছে যে পত্র লিখে পাঠালেন, তার অনুলিপি এই। [৭] তাঁরা এই প্রতিবেদন-পত্র পাঠালেন, 'মহারাজ দারিউশের অগাধ মঙ্গল! [৮] মহারাজের সমীপে আমাদের নিবেদন: আমরা যুদা প্রদেশে, মহান পরমেশ্বরের সেই গৃহে গিয়েছি; তা প্রকাণ্ড পাথরে পুনর্নির্মিত হচ্ছে, ও তার দেওয়ালে কাঠ বসানো হচ্ছে; একাজ সযত্নেই চলছে ও তাদের হাতে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। [৯] আমরা এই বলে সেই প্রবীণবর্গকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, এই গৃহ ও নগরপ্রাচীর পুনর্নির্মাণ করতে তোমাদের কে আজ্ঞা দিয়েছে? [১০] আর আমরা আপনাকে অবগত করার উদ্দেশ্যে তাদের প্রধান লোকদের নাম লিখে নেবার জন্য তাদের নামও জিজ্ঞাসা করলাম। [১১] তারা আমাদের এই উত্তর দিল, স্বর্গমর্তের পরমেশ্বর যিনি, আমরা তাঁরই দাস; আর এই যে গৃহ পুনর্নির্মাণ করছি, এ বহু বছর আগেই নির্মাণ করা হয়েছিল, ইস্রায়েলের একজন মহান রাজাই তা নির্মাণ করেছিলেন ও শেষ করেছিলেন। [১২] পরে আমাদের পিতৃপুরুষেরা স্বর্গেশ্বরকে ক্ষুব্ধ করায় তিনি তাদের বাবিলন-রাজ কাল্দীয় নেবুকাদ্নেজারের হাতে তুলে দেন। তিনি এই গৃহ ধ্বংস করেন ও জনগণকে দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে যান। [১৩] কিন্তু বাবিলন-রাজ কুরোশের প্রথম বর্ষে কুরোশ রাজা পরমেশ্বরের এই গৃহ পুনর্নির্মাণ করতে আজ্ঞা করলেন। [১৪] উপরন্তু, নেবুকাদ্নেজার পরমেশ্বরের গৃহের যে সকল সোনা-রুপোর

পাত্র যেরুশালেমের মন্দির থেকে বের করে বাবিলনের মন্দিরে রেখেছিলেন, কুরোশ
রাজা সেই সকল পাত্র বাবিলনের মন্দির থেকে বের করে শেশ্‌বাসার নামে এমন
একজনের হাতে তুলে দিলেন, যাঁকে তিনি শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করেছিলেন;
[১৫] তাঁকে বললেন, তুমি এই সকল পাত্র যেরুশালেমের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে সেখানে
রাখ, এবং এমনটি কর, যেন পরমেশ্বরের গৃহ তার আসল স্থানে পুনর্নির্মাণ করা হয়।
[১৬] তখন সেই শেশ্‌বাসার এসে যেরুশালেমে পরমেশ্বরের গৃহের ভিত্তি স্থাপন
করলেন, আর সেসময় থেকে এখনও পর্যন্ত গাঁথনির কাজ চলে আসছে, তবু শেষ হয়নি।
[১৭] অতএব এখন যদি মহারাজের ভাল মনে হয়, তবে কুরোশ রাজা যেরুশালেমে
পরমেশ্বরের গৃহ পুনর্নির্মাণ করার আজ্ঞা দিয়েছেন কিনা, ব্যাপারটা মহারাজের ওই
বাবিলনের দলিলপত্রের সংরক্ষণাগারে অনুসন্ধান করা হোক; পরে মহারাজের সিদ্ধান্ত
আমাদের কাছে বলে পাঠানো হোক।’

৬ [১] তখন দারিউশের আজ্ঞামত বাবিলনে দলিলপত্রের সংরক্ষণাগারে রাখা
পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করা হল, [২] আর মেদীয় প্রদেশের রাজপুরী এক্‌বাতানায় একটা
খাতা পাওয়া গেল; তাতে লেখা ছিল: ‘স্মরণার্থে: [৩] কুরোশ রাজার প্রথম বর্ষে
কুরোশ রাজা যেরুশালেমে পরমেশ্বরের গৃহের বিষয়ে এই আজ্ঞা জারি করলেন: গৃহটি
যজ্ঞবলির স্থান বলে নির্মিত হোক; তার ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হোক; তার উচ্চতা ষাট
হাত ও বিস্তার ষাট হাত হোক। [৪] তা তিন তিন সারি প্রকাণ্ড পাথরে ও এক এক সারি
নতুন কড়িকাঠে গাঁথা হোক। সমস্ত খরচ রাজপ্রাসাদ দ্বারা বহন করা হোক। [৫] উপরন্তু
পরমেশ্বরের গৃহের সোনা-রুপোর যে সকল পাত্র নেবুকাদ্নেজার যেরুশালেমের গৃহ থেকে
তুলে বাবিলনে নিয়ে গেছিলেন, সেই সমস্তও ফিরিয়ে দেওয়া হোক, এবং প্রত্যেক পাত্র
যেরুশালেমের গৃহে আবার নিজ নিজ স্থানে এনে পরমেশ্বরের গৃহে রাখা হোক।
[৬] অতএব, হে [ফোরাত] নদীর ওপারের প্রদেশপাল তাত্তেনাই, শেথার-বোজেনাই ও
[ফোরাত] নদীর ওপারের তোমাদের সাথী সেই রাজকর্মচারীরা, তোমরা এখন সেখান
থেকে দূরে থাক। [৭] পরমেশ্বরের সেই গৃহ নির্মাণকাজ চলতে দাও; ইহুদীদের
শাসনকর্তা ও ইহুদীদের প্রবীণেরা পরমেশ্বরের সেই গৃহ তার আসল স্থানে পুনর্নির্মাণ
করুক। [৮] পরমেশ্বরের সেই গৃহের গাঁথনির জন্য তোমরা ইহুদীদের প্রবীণদের কেমন

সহযোগিতা দান করবে, সেবিষয়ে আমার আজ্ঞা এই: রাজার ধন থেকে, অর্থাৎ [ফোরাত] নদীর ওপারের রাজকর থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই লোকদের কাছে ব্যয় অনুযায়ী অর্থ অবিরতই সরবরাহ করা হোক। [৯] তাদের যা কিছু প্রয়োজন, অর্থাৎ স্বর্গেশ্বরের উদ্দেশে আহুতি দেবার জন্য বাছুর, ভেড়া ও মেষশাবক এবং গম, লবণ, আঙুররস ও তেল যেরুশালেমের যাজকদের নির্দেশ অনুসারে অবাধে দিন দিন তাদের দেওয়া হোক, [১০] যেন তারা স্বর্গেশ্বরের উদ্দেশে সুরভিত অর্ঘ্য উৎসর্গ করতে পারে, এবং রাজার ও তাঁর সন্তানদের জীবনের জন্য প্রার্থনা করতে পারে। [১১] আমি আরও আজ্ঞা করছি: যে কেউ আমার একথার অন্যথা করবে, তার ঘর থেকে একটা কড়িকাঠ বের করে সেই কাঠে তাকে তুলে টাঙানো হোক, আর সেই অপরাধের কারণে তার ঘর সারের ঢিবি করা হোক। [১২] আর যে কোন রাজা বা প্রজা এর অন্যথা করে যেরুশালেমে পরমেশ্বরের সেই গৃহ বিনাশ করার জন্য হস্তক্ষেপ করবে, পরমেশ্বর—যিনি সেই স্থানে তাঁর আপন নাম অধিষ্ঠিত করেছেন—তিনি তাকে নিশ্চিহ্ন করুন। আমি দারিউশ এই আজ্ঞা জারি করলাম: তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করা হোক!’

[১৩] তখন নদীর ওপারের প্রদেশপাল তাত্তেনাই, শেথার-বোজেনাই ও তাঁদের সাথীরা দারিউশ রাজার দেওয়া আজ্ঞা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করলেন। [১৪] নবী হগয় ও ইদ্দোর সন্তান জাখারিয়ার বাণীর প্রেরণায় ইহুদীদের প্রবীণেরা নির্মাণকাজে যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে এগিয়ে চললেন; তাঁরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের আজ্ঞামত এবং পারস্য-রাজ কুরোশ, দারিউশ ও আর্তাক্সারক্সিসের আদেশমত সমস্ত নির্মাণকাজ সমাধা করলেন। [১৫] দারিউশ রাজার রাজত্বকালের ষষ্ঠ বর্ষে আদার মাসের তৃতীয় দিনে এই গৃহ নির্মাণ পূর্ণতা লাভ করল।

[১৬] তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা, যাজকেরা, লেবীয়েরা ও নির্বাসন থেকে ফিরে আসা যত লোক, সকলে মিলে সানন্দে পরমেশ্বরের এই গৃহ উৎসর্গীকরণ পর্ব উদ্‌যাপন করল। [১৭] পরমেশ্বরের এই গৃহ উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে তারা একশ’টা বৃষ, দু’শোটা মেষ, চারশ’টা মেষশাবক নিবেদন করল; তাছাড়া সমগ্র ইস্রায়েলের জন্য পাপার্থে বলিরূপে ইস্রায়েলের গোষ্ঠী অনুসারে বারোটা ছাগও নিবেদন করল। [১৮] তারপর

যেরুশালেমে পরমেশ্বরের পরিচর্যার জন্য তারা যাজকদের তাদের শ্রেণি অনুসারে ও লেবীয়দের তাদের পালা অনুসারে নিযুক্ত করল, যেমনটি মোশির পুস্তকে লেখা আছে।

খ্রিঃপূঃ ৫১৫ সালে পাস্কাপর্ব পালন

[১৯] নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকেরা প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে পাস্কা পালন করল। [২০] যাজকেরা ও লেবীয়েরা যেন এক মানুষ হয়েই সকলে মিলে আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন করেছিল: সকলেই শুচি ছিল, তাই তারা নির্বাসন থেকে ফিরে আসা সমস্ত লোকদের জন্য, তাদের ভাই যাজকদের জন্য ও নিজেদের জন্য পাস্কাবলি উৎসর্গ করল। [২১] যারা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল এবং যারা স্থানীয় বিজাতীয়দের অশুচিতা থেকে নিজেদের পৃথক করে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষায় তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, সেই সমস্ত ইস্রায়েলীয়েরা পাস্কাভোজে অংশ নিল। [২২] তারা সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি উৎসব আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপন করল, কারণ প্রভু এতেই তাদের আনন্দিত করেছিলেন যে, তিনি আশুরের রাজার মন তাদের পক্ষে ফিরিয়ে এনেছিলেন, যার ফলে তারা, ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিনি, সেই পরমেশ্বরের গৃহ স্থির হাতে গেঁথে তুলতে পেরেছিল।

জনগণ-সংগঠনে এজরা ও নেহেমিয়ার উদ্যোগ

এজরার প্রত্যাগমন

৭ [১] এই সমস্ত ঘটনার পর পারস্য-রাজ আর্তাক্সারক্সিসের রাজত্বকালে সেরাইয়ার
সন্তান এজরা বাবিলন থেকে রওনা হলেন। সেই সেরাইয়া আজারিয়ার সন্তান, আজারিয়া
হিল্কিয়ার সন্তান, [২] হিল্কিয়া শাল্লুমের সন্তান, শাল্লুম সাদোকের সন্তান, সাদোক
আহিতুবের সন্তান, [৩] আহিতুব আমারিয়ার সন্তান, আমারিয়া আজারিয়ার সন্তান,
আজারিয়া মেরাইওথের সন্তান, [৪] মেরাইওথ জেরাহিয়ার সন্তান, জেরাহিয়া উজ্জির
সন্তান, উজ্জি বুক্কির সন্তান, [৫] বুক্কি আবিশুয়ার সন্তান, আবিশুয়া ফিনেয়াসের সন্তান,
ফিনেয়াস এলেয়াজারের সন্তান, এলেয়াজার প্রধান যাজক আরোনের সন্তান। [৬] এই
এজরা বাবিলন থেকে রওনা হলেন। তিনি মোশির বিধানে, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর
দেওয়া বিধানের বিষয়ে পণ্ডিত শাস্ত্রী ছিলেন; আর তাঁর উপরে তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর
হাত ছিল বিধায় রাজা তাঁর সমস্ত যাচনা মঞ্জুর করেছিলেন। [৭] আর্তাক্সারক্সিস রাজার
সপ্তম বর্ষে একদল ইস্রায়েল সন্তান, যাজক, লেবীয়, গায়ক, দ্বারপাল ও নিবেদিতরাও
যেরুশালেমের দিকে রওনা হল। [৮] রাজার ওই সপ্তম বর্ষের পঞ্চম মাসে এজরা
যেরুশালেমে এসে পৌঁছলেন। [৯] বাবিলন থেকে যাত্রার আরম্ভ তিনি প্রথম মাসের
প্রথম দিনে স্থির করেছিলেন, এবং তাঁর পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হাত তাঁর উপরে ছিল
বিধায় তিনি পঞ্চম মাসের প্রথম দিনে যেরুশালেমে এসে উপস্থিত হলেন। [১০] কেননা
প্রভুর বিধান পালন করার জন্য ও ইস্রায়েলে যত বিধি ও নিয়মনীতি শেখাবার জন্য
এজরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর বিধান অধ্যয়নে নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলেন।

আর্তাক্সারক্সিসের পত্র

[১১] প্রভুর আদেশবাণী ও ইস্রায়েলের প্রতি প্রভুর বিধি-শাস্ত্রী সেই এজরা
যাজককে আর্তাক্সারক্সিস রাজা যে পত্র দিয়েছিলেন, তার অনুলিপি এই:
[১২] 'রাজাধিরাজ আর্তাক্সারক্সিস, স্বর্গেশ্বরের বিধানের শাস্ত্রবিদ এজরা যাজকের
সমীপে: মঙ্গল! [১৩] আমি এই আদেশ জারি করছি যে, আমার রাজ্যের মধ্যে ইস্রায়েল

জাতির যত লোক, তাদের যত যাজক ও লেবীয় যেরুশালেমে যাবে বলে স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা তোমার সঙ্গে যেতে পারে। [১৪] কারণ তুমি রাজা ও তাঁর সাত মন্ত্রী দ্বারা এজন্যই প্রেরিত, যেন তোমার পরমেশ্বরের যে বিধানে তুমি পন্ডিত, যুদা ও যেরুশালেমে তা কেমন করে পালিত হচ্ছে, এবিষয় তদন্ত করতে পার। [১৫] তাছাড়া, যেরুশালেমে যাঁর আবাস, ইস্রায়েলের সেই পরমেশ্বরের উদ্দেশে রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য রূপে যে সোনা-রুপো দিয়েছেন, [১৬] এবং তুমি বাবিলনের সমস্ত প্রদেশে যত সোনা-রুপো পেতে পার, এবং লোকেরা ও যাজকেরা যেরুশালেমে তাদের পরমেশ্বরের গৃহের জন্য স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য-রূপে যা যা নিবেদন করে, সেই সমস্ত কিছু তুমি সেখানে নিয়ে যাবে। [১৭] সুতরাং এই সমস্ত অর্থ দ্বারা তুমি বৃষ, ভেড়া, মেষশাবক ও তাদের সংক্রান্ত খাদ্য ও পানীয় নৈবেদ্যের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সযত্নে কিনে নিয়ে, যেরুশালেমে যাঁর আবাস, তোমাদের সেই পরমেশ্বরের গৃহের যজ্ঞবেদিতে তা উৎসর্গ করবে। [১৮] যত সোনা-রুপো বেঁচে থাকবে, তা নিয়ে তুমি ও তোমার ভাইয়েরা যা ভাল মনে কর, সেইমত করবে। [১৯] তোমার পরমেশ্বরের গৃহের জন্য যে পাত্র-সামগ্রী তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তা যেরুশালেমের পরমেশ্বরের সামনেই সঁপে দেবে। [২০] তাছাড়া তোমার পরমেশ্বরের গৃহের জন্য আর যা কিছু দরকার, এবং যা ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তোমার, সেই সমস্ত কিছুও রাজভান্ডারের খরচেই যোগাড় করবে।

[২১] আমি, আর্তাক্সারক্সিস রাজা, আমি [ফোরাত] নদীর ওপারের সকল কোষাধ্যক্ষকে আদেশ দিচ্ছি: স্বর্গেশ্বরের বিধানে পন্ডিত এই এজরা যাজক তোমাদের কাছে যা কিছু চাইবেন, তা যেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেওয়া হয়— [২২] একশ' তলন্ত রুপো, একশ' মণ গম, পাঁচশ' লিটার আঙুররস, পনেরো মণ তেল পর্যন্ত; লবণের কোন মাত্রা নেই। [২৩] স্বর্গেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে যা করার, তা স্বর্গেশ্বরের গৃহের জন্য সূক্ষ্মরূপেই করা হোক, পাছে রাজার ও তাঁর সন্তানদের রাজ্যের উপরে ক্রোধ নেমে আসে। [২৪] উপরন্তু তোমাদের কাছে এই আদেশও দেওয়া হচ্ছে: সেই পরমেশ্বরের গৃহের যাজক, লেবীয়, গায়ক, দ্বারপাল, নিবেদিত ও দাসদের মধ্যে কারও কাছ থেকে কর বা রাজস্ব বা শুল্ক আদায় করা বিধেয় নয়। [২৫] আর তোমার ক্ষেত্রে, হে এজরা, তোমার পরমেশ্বরের যে প্রজ্ঞার তুমি অধিকারী, সেই প্রজ্ঞাগুণে [ফোরাত] নদীর ওপারের

সমস্ত জনগণের পক্ষে বিচার অনুশীলন করার জন্য, অর্থাৎ যারা তোমার পরমেশ্বরের বিধান জানে, তাদেরই জন্য শাসনকর্তা ও বিচারক নিযুক্ত কর; এবং যারা তা জানে না, সেবিষয়ে তাদের শিক্ষা দাও। [২৬] যে কেউ তোমার পরমেশ্বরের বিধান ও রাজার বিধান মেনে চলে না, ইতস্তত না করে তাদের শাসন করা হোক—তা প্রাণদণ্ড হোক, বা নির্বাসন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি বা কারাদণ্ড হোক।’

এজরার যেরুশালেম যাত্রা

[২৭] ধন্য আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু, যিনি যেরুশালেমে প্রভুর গৃহ সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে রাজার হৃদয়ে তেমন প্রেরণা জাগালেন! [২৮] তিনিই রাজার, তাঁর মন্ত্রীদের ও রাজার সবচেয়ে প্রধান কর্মচারীদের কাছে আমাকে কৃপার পাত্র করলেন। আমার পরমেশ্বর প্রভুর হাত আমার উপরে ছিল বিধায় আমি সাহস পেয়ে ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের সংগ্রহ করলাম, যারা আমার সঙ্গে যাত্রা করবে।

৮ [১] আর্তাক্সারক্সিস রাজার রাজত্বকালে যে পিতৃকুলপতিরা আমার সঙ্গে বাবিলন থেকে রওনা হলেন, তাঁদের নাম ও বংশতালিকা এই।

[২] ফিনেয়াসের সন্তানদের মধ্যে গের্শোন, ইথামারের সন্তানদের মধ্যে দানিয়েল, দাউদের সন্তানদের মধ্যে শেখানিয়ার বংশজাত হাতুশ, [৩] পারোশের সন্তানদের মধ্যে জাখারিয়া ও তাঁর সঙ্গে একশ’ পঞ্চাশজন তালিকাভুক্ত পুরুষ। [৪] পাহাথ-মোয়াবের সন্তানদের মধ্যে জেরাহিয়ার সন্তান এলিওয়েনাই ও তাঁর সঙ্গে দু’শোজন পুরুষ, [৫] জাত্তুর সন্তানদের মধ্যে যাহাজিয়েলের সন্তান শেখানিয়া ও তাঁর সঙ্গে পঞ্চাশজন পুরুষ, [৬] আদিনের সন্তানদের মধ্যে যোনাথানের সন্তান এবেদ ও তাঁর সঙ্গে পঞ্চাশজন পুরুষ, [৭] এলামের সন্তানদের মধ্যে আথালিয়ার সন্তান যেশাইয়া ও তাঁর সঙ্গে সত্তরজন পুরুষ, [৮] শেফাতিয়ার সন্তানদের মধ্যে মিখায়েলের সন্তান জেবাদিয়া ও তাঁর সঙ্গে আশিজন পুরুষ, [৯] যোয়াবের সন্তানদের মধ্যে যেহিয়েলের সন্তান ওবাদিয়া ও তাঁর সঙ্গে দু’শো আঠারজন পুরুষ, [১০] বানির সন্তানদের মধ্যে যোসিফিয়ার সন্তান শেলোমিথ ও তাঁর সঙ্গে একশ’ ষাটজন পুরুষ, [১১] বেবাইয়ের সন্তানদের মধ্যে বেবাইয়ের সন্তান জাখারিয়া ও তাঁর সঙ্গে আটাশজন পুরুষ, [১২] আজগাদের

সন্তানদের মধ্যে হাকাতানের সন্তান যোহানান ও তাঁর সঙ্গে একশ' দশজন পুরুষ, [১৩] আদোনিকামের কনিষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন যাঁদের নাম এলিফেলেৎ, যেইয়েল ও শেমাইয়া ও তাঁদের সঙ্গে ষাটজন পুরুষ, [১৪] বিগ্‌বাইয়ের সন্তানদের মধ্যে জাবুদের সন্তান উথাই ও তাঁর সঙ্গে ষাটজন পুরুষ।

[১৫] আমি তাঁদের সেই নদীর কাছে সংগ্রহ করলাম, যা আহাবার দিকে বয়ে যায়; আর সেখানে শিবির বসিয়ে আমরা তিন দিন রইলাম। লোকদের ও যাজকদের সংখ্যা পরীক্ষা করে আমি তাদের মধ্যে লেবি-সন্তানদের কাউকেই দেখতে পেলাম না। [১৬] তখন আমি এলিয়েজের, আরিয়েল, শেমাইয়া, এল্নাথান, যারিব, নাথান, জাখারিয়া, মেশুল্লাম এই সকল প্রধান লোককে, এবং যোইয়ারিব ও এল্নাথান এই দু'জন বিধান-শিক্ষককে ডাকতে পাঠিয়ে [১৭] কাসিফিয়া নামে জায়গার প্রধান লোক ইদ্দোর কাছে তাঁদের পাঠালাম; তাঁকে কী বলতে হবে, আমি নিজে তা তাঁদের বলে দিলাম, অর্থাৎ তাঁরা কাসিফিয়া নামে জায়গার প্রধান লোক ইদ্দোকে ও তাঁর ভাই নিবেদিতদের এমনটি বলবে যেন তাঁরা আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের জন্য আমাদের পক্ষে নানা সেবক যোগাড় করেন। [১৮] পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হাত আমাদের উপরে ছিল বিধায় তাঁরা আমাদের কাছে ইস্রায়েলের সন্তান লেবির বংশজাত মাহ্লির সন্তানদের মধ্যে সুবিবেচক একজনকে, অর্থাৎ শেরেবিয়াকে ও তাঁর সন্তান ও ভাইয়েরা, সবসমেত আঠারজনকে পাঠালেন; [১৯] উপরন্তু হাশাবিয়াকে ও তাঁর সঙ্গে মেরারি-সন্তানদের মধ্য থেকে যেশাইয়াকে ও তাঁর ভাইদের ও সন্তানদেরও—সবসমেত কুড়িজনকে পাঠালেন। [২০] আরও, দাউদ ও সমাজনেতারা যাদের লেবীয়দের সেবাকাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, সেই নিবেদিতদের মধ্য থেকে তাঁরা দু'শো কুড়িজনকেও পাঠালেন। তাদের সকলের নাম তালিকাভুক্ত হল।

[২১] আমাদের জন্য ও আমাদের ছেলেমেয়েদের ও সমস্ত সম্পত্তির জন্য শুভযাত্রা যাচনা করার অভিপ্রায়ে ও আমাদের পরমেশ্বরের সামনে নিজেদের অবনমিত করার ইচ্ছায় আমি সেই জায়গায়, আহাবা নদীর ধারে, উপবাস ঘোষণা করলাম। [২২] কেননা পথে শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করার জন্য রাজার কাছে এক দল সৈন্য বা অশ্বারোহী চাইতে আমার লজ্জা বোধ হয়েছিল; আসলে আমরা রাজাকে একথা

বলেছিলাম: যে কেউ পরমেশ্বরের অন্বেষণ করে, তাঁর হাত মঙ্গলের জন্য তাদের প্রত্যেকজনের উপরেই আছে, কিন্তু যারা তাঁকে ত্যাগ করে, তাঁর পরাক্রম ও ক্রোধ সেই সকলের বিরুদ্ধে। [২৩] তাই আমরা উপবাস পালন করলাম ও আমাদের পরমেশ্বরের কাছে সেই বিষয়ে যাচনা করলাম, আর তিনি আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিলেন।

[২৪] পরে আমি প্রধান যাজকদের মধ্যে বারোজনকে, তথা শেরেবিয়া, হাশাবিয়া ও তাঁদের সঙ্গে তাঁদের দশজন ভাইকে বেছে নিলাম; [২৫] রাজা, তাঁর মন্ত্রীরা, জনপ্রধানেরা ও সেখানে উপস্থিত সকল ইস্রায়েলীয়েরা আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের জন্য উপহার বলে যে রুপো, সোনা ও পাত্র দিয়েছিলেন, ওঁদের কাছে তা ওজন করে দিলাম। [২৬] আমি ছ'শো পঞ্চাশ বাট রুপো, একশ' বাট রুপোর পাত্র, একশ' বাট সোনা, [২৭] এক হাজার দারিকোন মূল্যের কুড়িটা সোনার পাত্র এবং সোনার মত বহুমূল্য উজ্জ্বল তামার দু'টো পাত্র ওজন করে তাঁদের হাতে দিলাম। [২৮] তাঁদের বললাম, তোমরা প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত, এই পাত্রগুলোও পবিত্রীকৃত, এবং এই রুপো ও সোনা তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে দেওয়া স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য। [২৯] সুতরাং তোমরা যেরুশালেমে প্রভুর গৃহের কামরায় প্রধান যাজকদের, লেবীয়দের ও ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের কাছে যতদিন তা ওজন করে না দেবে, ততদিন সতর্ক হয়েই তা রক্ষা করবে। [৩০] তখন যাজকেরা ও লেবীয়েরা যেরুশালেমে আমাদের পরমেশ্বরের গৃহে সেইসব কিছু নিয়ে যাবার জন্য, সেই ওজন করা রুপো, সোনা ও পাত্র নিয়ে নিজেদের কাছে রাখল।

[৩১] প্রথম মাসের দ্বাদশ দিনে আমরা যেরুশালেমে যাবার জন্য আহাবা নদী থেকে রওনা হলাম; আমাদের পরমেশ্বরের হাত আমাদের উপরে ছিল: তিনি পথে শত্রুদের ও দস্যুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন। [৩২] আমরা যেরুশালেমে এসে উপস্থিত হয়ে তিন দিন বিশ্রাম করলাম। [৩৩] চতুর্থ দিনে সেই সোনা-রুপো ও পাত্রগুলো আমাদের পরমেশ্বরের গৃহে উরিয়ার সন্তান মেরেমোথ যাজকের হাতে ওজন করে দেওয়া হল; তার সঙ্গে ছিল ফিনেয়াসের সন্তান এলেয়াজার, ও তাদের সঙ্গে যেশুয়ার সন্তান যোসাবাদ ও বিন্নুইয়ের সন্তান নোয়াদিয়া, এই দু'জন লেবীয় ছিল।

[৩৪] সবকিছু গণনা ও ওজন অনুসারে ছিল; সেই সবকিছুর সর্বমোট ওজন লিপিবদ্ধ করা হল।

সেসময়ে [৩৫] যে নির্বাসিত লোকেরা বন্দিদশা থেকে ফিরে এল, তারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের উদ্দেশে আহুতি দিতে চাইল: গোটা ইস্রায়েলের জন্য বারোটা বৃষ, ছিয়ানব্বইটা ভেড়া, সাতাত্তরটা মেষশাবক ও পাপার্থে বলিরূপে বারোটা ছাগ—এই সমস্ত পশু ছিল প্রভুর উদ্দেশে আহুতিবলি। [৩৬] তারা রাজপ্রতিনিধি ক্ষিতিপালদের কাছে ও [ফোরাত] নদীর ওপারের প্রদেশপালদের কাছে রাজার আজ্ঞাপত্র তুলে দিল; তখন তাঁরা জনগণকে ও পরমেশ্বরের গৃহকে সহায়তা দান করলেন।

বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন বাতিল

৯ [১] এই সমস্ত কাজ সমাধা হলে পর অধ্যক্ষেরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন; তাঁরা বললেন, ‘স্থানীয় লোকদের যত জঘন্য প্রথা সত্ত্বেও, তাদের কাছ থেকে, অর্থাৎ কানানীয়, হিত্তীয়, পেরিজীয়, যেবুসীয়, আম্মোনীয়, মোয়াবীয়, মিশরীয় ও আমোরীয়দের কাছ থেকে ইস্রায়েল জনগণ, যাজকেরা ও লেবীয়েরা নিজেদের পৃথক করেনি, [২] বরং তারা নিজেরা ও তাদের ছেলেরা তাদের মেয়েদের বিবাহ করেছে; এইভাবে তারা পবিত্র বংশটিকে নানা স্থানীয় জাতিগুলির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কলুষিত করেছে; এমনকি শাসনকর্তারা ও বিচারকেরাই সকলের আগে আগে এই অবিশ্বস্ততায় লিপ্ত হয়েছেন!’ [৩] একথা শুনে আমি আমার পোশাক ও চাদর ছিঁড়ে ফেললাম, আমার মাথার চুল ও দাড়ি উপড়িয়ে ফেললাম, এবং শেষে বিষণ্ন মনে বসে রইলাম। [৪] নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকদের এই অবিশ্বস্ততার বিষয়ে যারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের বাণীর জন্য কম্পিত ছিল, তারা আমার কাছে এসে সমবেত হল, এবং আমি সান্ধ্য বলিদানের সময় পর্যন্ত বিষণ্ন মনে বসে রইলাম।

[৫] সান্ধ্য বলিদানের সময়ে আমি তেমন গ্লানির অবস্থা কাটিয়ে আমার সেই ছিঁড়ে ফেলা পোশাক ও চাদরেই নতজানু হয়ে আমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে হাত বাড়ালাম; [৬] বললাম, ‘হে আমার পরমেশ্বর, আমি লজ্জিত! তোমার দিকে মুখ তুলতে আমার লজ্জা করে, কারণ, হে আমাদের পরমেশ্বর, আমাদের শঠতা এতই বেড়েছে যে, তা

আমাদের মাথাও ছাপিয়ে গেছে, আমাদের অপরাধ আকাশছোঁয়াই হয়েছে! [৭] আমাদের পিতৃপুরুষদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা বড় অপরাধী হলাম; আমাদের শঠতার জন্য আমরা নিজেরা, আমাদের রাজারা ও আমাদের যাজকেরা, সকলেই বিদেশী রাজাদের হাতে সমর্পিত হয়েছি; খড়্গ, বন্দিদশা, লুণ্ঠন ও অপমানের হাতেই আমাদের তুলে দেওয়া হয়েছে—যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে। [৮] কিন্তু আজ, এই সম্প্রতিকালেই, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছেন: হ্যাঁ, তিনি আমাদের অবশিষ্ট কয়েকজনকে রেহাই দিয়েছেন, তাঁর আপন পবিত্রধামে আশ্রয় দিয়েছেন, আর এইভাবে আমাদের পরমেশ্বর আমাদের চোখ উজ্জ্বল করে তুলেছেন এবং আমাদের দাসত্বের মধ্যে আমাদের প্রাণকে একটু স্বস্তি দিয়েছেন। [৯] কেননা আমরা দাস বটে, তবু আমাদের পরমেশ্বর আমাদের দাসত্বের অবস্থায় আমাদের একা ফেলে রাখেননি, বরং পারস্য-রাজের দৃষ্টিতে আমাদের কৃপার পাত্র করে তিনি আমাদের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগিয়েছেন, যেন আমরা আমাদের পরমেশ্বরের গৃহ পুনর্নির্মাণ করে তার ধ্বংসাবশেষ সারিয়ে তুলতে পারি। তাছাড়া যুদায় ও যেরুশালেমে তিনি আমাদের একটা আশ্রয়-প্রাচীর দিয়েছেন। [১০] কিন্তু এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, এর পরে আমরা কী বলব? আমরা তো তোমার সেই আজ্ঞাগুলো ত্যাগ করেছি [১১] যা তুমি তোমার দাস নবীদের মধ্য দিয়ে এই বলে প্রদান করেছিলে, তোমরা যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ, দেশ-অধিবাসীদের অশুচিতার কারণে ও তাদের জঘন্য কাজের কারণে সেই দেশ অশুচি; কেননা তারা দেশটা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাদের মলিনতায় পরিপূর্ণ করেছে। [১২] তাই তোমরা তাদের ছেলেদের সঙ্গে তোমাদের মেয়েদের বিবাহ দেবে না, ও তোমাদের ছেলেদের জন্য তাদের মেয়েদের নেবে না; তাদের সমৃদ্ধি ও মঙ্গল বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতা দেবে না, তবে তোমরাই শক্তিশালী হবে, তোমরাই দেশের উত্তম ফল ভোগ করবে ও চিরকালের মত তোমাদের ছেলেদের জন্য একটা উত্তরাধিকার রেখে যাবে। [১৩] কিন্তু আমাদের সমস্ত দুষ্কর্ম ও আমাদের মহা অপরাধের কারণে আমাদের প্রতি এইসব কিছু ঘটবার পরে—যদিও, হে আমাদের পরমেশ্বর, তুমি আমাদের কতগুলো অপরাধ এক পাশেই সরিয়ে দিয়েছ এবং রেহাই-পাওয়া এই লোকের দল আমাদের গঠন করতে দিয়েছ— [১৪] হ্যাঁ, এইসব কিছুর

পরেও আমরা কি আবার তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে, এই যে জাতিগুলো জঘন্য কাজে লিপ্ত, তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করব? তাহলে তুমি কি আমাদের উপর এমনভাবেই ক্রুদ্ধ হবে না যে, আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট বা রেহাই-পাওয়া কাউকেই না রেখে আমাদের বিলুপ্ত করবে?
[১৫] প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি ধর্মময় বলেই আমাদের মধ্যে কয়েকজন রেহাই পেয়ে আজ পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে। দেখ, আমাদের অপরাধ নিয়ে আমরা তোমার সামনে উপস্থিত; সেই অপরাধের জন্যই আমরা তোমার সামনে দাঁড়াতে পারি না।'

১০ [১] পরমেশ্বরের গৃহের সামনে প্রণত হয়ে এজরা যখন কাঁদতে কাঁদতে এইভাবে প্রার্থনা করছিলেন ও এই সমস্ত কিছু স্বীকার করছিলেন, তখন ইস্রায়েলীয়দের এক বিরাট জনসমাবেশ—পুরুষ, মহিলা ও ছেলেমেয়ে—তাঁর কাছে সমবেত হয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল।
[২] আর তখন এলামের সন্তানদের একজন—যেহিয়েলের সন্তান শেখানিয়া—এজরাকে উদ্দেশ করে একথা বলল, 'স্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের বিবাহ করায় আমরা আমাদের পরমেশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু তবুও এবিষয়ে ইস্রায়েলের পক্ষে এখনও আশা আছে।
[৩] সুতরাং আসুন, আমাদের পরমেশ্বরের সামনে এই সন্ধি স্থির করি: প্রভু আমার, আপনার পরামর্শমত ও যারা আমাদের পরমেশ্বরের আজ্ঞার সামনে কম্পিত, তাঁদের পরামর্শমত আমরা এই সকল বধূদের ও তাদের গর্ভজাত ছেলেদের ফিরিয়ে দেব। তা বিধানমতেই করা হোক!
[৪] তবে আপনি এবার উঠুন, কারণ এ কাজের ভার আপনারই; আমরা আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। তাহলে আপনি সাহস ধরে কাজ চালিয়ে যান!'
[৫] তখন এজরা উঠে প্রধান যাজকদের, লেবীয়দের ও গোটা ইস্রায়েলকে এই শপথ করালেন যে, তারা সেই কথামত কাজ করবে; তারা শপথ করল।
[৬] তখন এজরা পরমেশ্বরের গৃহের সামনে থেকে সরে গিয়ে এলিয়াশিবের সন্তান যেহোহানানের কামরায় গেলেন, আর সেখানে কিছু রুটিও না খেয়ে ও জলও পান না করে সারারাত কাটালেন, কেননা নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকদের অবিশ্বস্ততার কারণে তিনি শোকপালন করছিলেন।
[৭] পরে যুদা ও যেরুশালেমের সব জায়গায় নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকদের কাছে এমনটি ঘোষণা করা হল, তারা যেন যেরুশালেমে এসে সমবেত হয়;
[৮] যে কেউ অধ্যক্ষদের

ও প্রবীণদের মন্ত্রণাসভা অনুসারে তিন দিনের মধ্যে আসবে না, তার সবকিছু বিনাশ-মানতের বস্তু হবে, ও নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকদের জনসমাবেশ থেকে তাকে বিচ্যুত করা হবে।

[৯] তখন যুদার ও বেঞ্জামিনের সমস্ত পুরুষলোক তিন দিনের মধ্যে যেরুশালেমে এসে সমবেত হল: দিনটি নবম মাসের বিংশ দিন। পরমেশ্বরের গৃহের সামনে যে খোলা মাঠ, সেখানে বসে গোটা জনগণ এই ব্যাপারের কারণে ও ভারী বৃষ্টির কারণে কাঁপছিল। [১০] তখন এজরা যাজক উঠে তাদের বললেন, 'তোমরা অবিশ্বস্ত হয়েছ, বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের বিবাহ করে ইস্রায়েলের অপরাধ বাড়িয়েছ। [১১] সুতরাং এখন তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর স্তুতিবাদ কর, এবং দেশ-অধিবাসীদের থেকে ও বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের থেকে নিজেদের পৃথক করায় তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর।'

[১২] উত্তরে গোটা জনসমাবেশ উচ্চকণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আপনি যেমন বললেন, আমাদের সেইমত করতে হবে। [১৩] কিন্তু এখানে লোক অনেক, তাছাড়া এখন বর্ষাকাল; বাইরে থাকা সম্ভব নয়। অন্য দিকে এ এক দিনের বা দু'দিনের কাজ নয়, যেহেতু আমরা অনেকেই এবিষয়ে পাপ করেছি। [১৪] তাই গোটা জনসমাবেশের হয়ে আমাদের অধ্যক্ষেরাই দাঁড়ান, এবং আমাদের শহরে শহরে যারা বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের বিবাহ করেছে, তারা এবং তাদের সঙ্গে প্রতিটি শহরের প্রবীণেরা ও বিচারকেরা নিজ নিজ নির্দিষ্ট সময়ে আসুক যে পর্যন্ত এবিষয়ে আমাদের পরমেশ্বরের জ্বলন্ত ক্রোধ আমাদের কাছ থেকে দূর করে না দেয়।'

[১৫] কেবল আসাহেলের সন্তান যোনাথান ও তিক্‌বার সন্তান যাহ্‌জেইয়া এই প্রস্তাবের বিপক্ষে দাঁড়াল, এবং মেশুল্লাম ও লেবীয় শাব্বেথাই এদের পক্ষ সমর্থন করল। [১৬] নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকেরা প্রস্তাব অনুসারে কাজ করল: তারা এজরা যাজককে এবং নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে ও প্রত্যেকের নাম অনুসারে নির্দিষ্ট কয়েকজন কুলপতিকে বেছে নিল, আর এঁরা দশম মাসের প্রথম দিনে বিষয়টা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন, [১৭] এবং প্রথম মাসের প্রথম দিনে বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বিবাহিত পুরুষদের বিষয়টা পরীক্ষা করা শেষ করলেন।

দোষীদের তালিকা

[১৮] যে যাজকেরা বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের বিবাহ করেছিল, তাদের মধ্যে এই সকল লোক ছিল:

যেহোসাদাকের সন্তান যে যেশুয়া, তাঁর সন্তানদের ও ভাইদের মধ্যে মাসেইয়া, এলিয়েজের, যারিব ও গেদালিয়া। [১৯] এরা নিজ নিজ স্ত্রী ত্যাগ করবে বলে কথা দিল, এবং তাদের অপরাধের জন্য সংস্কার-বলিরূপে পাল থেকে একটা করে ভেড়া উৎসর্গ করল;

[২০] ইম্মেরের সন্তানদের মধ্যে: হানানি ও জেবাদিয়া;

[২১] হারিমের সন্তানদের মধ্যে: মাসেইয়া, এলিয়, শেমাইয়া, যেহিয়েল ও উজ্জিয়া;

[২২] পাশ্‌হুরের সন্তানদের মধ্যে: এলিওয়েনাই, মাসেইয়া, ইশ্মায়েল, নেথানেয়েল, যোসাবাদ ও এলেয়াসা;

[২৩] লেবীয়দের মধ্যে: যোসাবাদ, শিমেই, কেলিতীয় বলে পরিচিত কেলাইয়া, পেথাহিয়া, যুদা ও এলিয়েজের;

[২৪] গায়কদের মধ্যে: এলিয়াশিব;

দ্বারপালদের মধ্যে: শাল্লুম, তেলেম ও উরি;

[২৫] ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে:

পারোশের সন্তানদের মধ্যে: রামিয়া, ইজ্জিয়া, মাল্কিয়া, মিয়ামিন, এলেয়াজার, মাল্কিয়া ও বেনাইয়া;

[২৬] এলামের সন্তানদের মধ্যে: মাত্তানিয়া, জাখারিয়া, যেহিয়েল, আব্দি, যেরেমোথ ও এলিয়;

[২৭] জাত্তুর সন্তানদের মধ্যে: এলিওয়েনাই, এলিয়াশিব, মাত্তানিয়া, যেরেমোথ, জাবাদ ও আজিজা;

[২৮] বেবাইয়ের সন্তানদের মধ্যে: যেহোহানান, হানানিয়া, জাব্বাই ও আত্লাই;

[২৯] বানির সন্তানদের মধ্যে: মেশুল্লাম, মাল্লুক, আদাইয়া, যাশুব, শেয়াল ও যেরেমোথ;

[৩০] পাহাথ-মোয়াবের সন্তানদের মধ্যে: আদ্না, কেলাল, বেনাইয়া, মাসেইয়া, মাত্তানিয়া, বেজালেল, বিন্নুই ও মানাশে;

[৩১] হারিমের সন্তানদের মধ্যে: এলিয়েজের, ইশিয়া, মাল্কিয়া, শেমাইয়া, শিমেয়োন, [৩২] বেঞ্জামিন, মাল্লুক ও শেমারিয়া;

[৩৩] হাশুমের সন্তানদের মধ্যে: মাত্তেনাই, মাত্তাত্তা, জাবাদ, এলিফেলেৎ, যেরেমাই, মানাশে ও শিমেই;

[৩৪] বানির সন্তানদের মধ্যে: মাদাই, আম্রাম, উয়েল, [৩৫] বেনাইয়া, বেদিয়া, কেলুহ্‌, [৩৬] বানিয়া, মেরেমোথ, এলিয়াশিব, [৩৭] মাত্তানিয়া, মাত্তেনাই ও যাসাই;

[৩৮] বিন্নুইয়ের সন্তানদের মধ্যে: শিমেই, [৩৯] শেলেমিয়া, নাথান ও আদাইয়া;

[৪০] মাক্নাদ্বাইয়ের সন্তানদের মধ্যে: শাশাই, শারাই, [৪১] আজারেল, শেলেমিয়া, শেমারিয়া, [৪২] শাল্লুম, আমারিয়া ও যোসেফ;

[৪৩] নেবোর সন্তানদের মধ্যে: যেইয়েল, মাত্তিথিয়া, জাবাদ, জেবিনা, ইয়াদ্দাই, যোয়েল ও বেনাইয়া।

[৪৪] এই সকলে বিজাতীয় স্ত্রী নিয়েছিল ও তাদের মধ্য দিয়ে সন্তানও লাভ করেছিল।

---

১ [১] নবী যেরেমিয়ার পুস্তক বন্দিদশা-সমাপ্তি ও যেরুশালেম-পুনর্নির্মাণ বিষয়ে ভাববাণী দিয়েছিল (যেরে ২৫:১১-১২; ২৯:১০; ৩১:৩৮); তাছাড়া নবী ইশাইয়ার পুস্তক কুরোশ (যিনি সাইরাস বলেও পরিচিত) এর ভূমিকা উল্লেখ করেছিল যিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে প্রভুর গৃহ পুনর্নির্মাণ করাবেন ও সকল দেশের উপরে কর্তৃত্ব করবেন (ইশা ৪৪:২৮; ৪৫:১-৬)।

[৪] 'যারা বেঁচে রয়েছে' তারা হল সেই সকল মানুষ যারা নির্বাসন-দেশ থেকে ফিরে আসবে; কিন্তু বিশেষভাবে জনগণের সেই বিশ্বস্ত অবশিষ্টাংশেরই কথা ইঙ্গিত করা হয় যারা কেবল ঈশ্বরের উপরেই আস্থা রাখে (ইশা ১০:২০-২১)।

[৬] মিশর থেকে চলে যাওয়ার সময় ইস্রায়েলীয়েরা যেমন মিশরীয়দের মূল্যবান দ্রব্যাদি সঙ্গে নিয়ে চলে গেছিল (যাত্রা ৩:২২; ১১:২), তেমনি এবারও তারা তাদের প্রতিবেশীদের মূল্যবান দ্রব্যাদি গ্রহণ করে নির্বাসন-দেশ ছেড়ে চলে যায়।

৪ [২] ‘অন্বেষণ করার’ অর্থই ঈশ্বরকে সম্মান করা ও তাঁর নাম করা (১ বংশ ২২:১৯; ২ বংশ ১৭:৪; ইত্যাদি)।

৯ [১২] তেমন মিশ্র-বিবাহ ছিল ইহুদী জাতীয়তা, তাদের বিশ্বাস ও স্থানীয় লোকদের গতিশীলতার হুমকি স্বরূপ।

[১৩] অল্পসংখ্যক লোক যে রেহাই পাবে, ঈশ্বরের জনগণ তেমন অনুগ্রহ পাবার যোগ্য ছিল না; কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বর তাদের সমস্ত অপরাধ নিজ দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দিলেন।

নেহেমিয়া

এজরা ও নেহেমিয়া পুস্তক দু'টোর মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য প্রতীয়মান: এজরা ১—৬ নির্বাসিত লোকদের প্রত্যাগমন ও প্রভুর গৃহ পুনর্নির্মাণকাজের কথা বলে; ৭—১০ অধ্যায়ে এজরার আগমন ও তাঁর সংস্কার-কর্ম বিবৃত। নেহেমিয়া ১-৬ যেরুশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণকাজ বর্ণনা করে; ৭—১৩ এর আলোচ্য বিষয় হল জনগণের জীবন-নবায়ন। এক দিকে এজরা ধর্মনেতা রূপে, অপরদিকে নেহেমিয়া সমাজ-নেতা রূপে যেরুশালেম ও জনগণের নবায়নে নিবিষ্ট থাকেন; এসময়েই ইহুদী উপাসনা-কর্ম নতুন চেহারা অর্জন করে যা যজ্ঞ-রীতির চেয়ে ঐশবাণী-পাঠ ও শ্রবণের উপরেই প্রাধান্য আরোপ করে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

নেহেমিয়ার প্রার্থনা

১ [১] হাখালিয়ার সন্তান নেহেমিয়ার কথা। বিংশ বর্ষে কিস্লেব মাসে আমি যখন শুশান রাজপুরীতে ছিলাম, তখন এমনটি ঘটল যে, [২] যুদা থেকে আসা অন্য কয়েকজন লোকের সঙ্গে হানানি নামে আমার ভাইদের একজন আমার কাছে এল; আমি তাদের কাছে সেই ইহুদীদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, যারা নির্বাসন থেকে রেহাই পেয়ে দেশে ফিরে গেছিল; যেরুশালেম সম্বন্ধেও তাদের জিজ্ঞাসা করলাম। [৩] তারা উত্তরে আমাকে বলল, 'যারা নির্বাসন থেকে বেঁচেছে, তারা সেখানে, সেই প্রদেশেই আছে; তারা দারুণ দুরবস্থা ও গ্লানির মধ্যে রয়েছে; যেরুশালেমের প্রাচীর এখনও সেই ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে, নগরদ্বারগুলোও আগুনে পোড়া অবস্থায় রয়েছে।' [৪] একথা শুনে আমি বসে রইলাম; উপবাস করে ও স্বর্গেশ্বরের সামনে প্রার্থনা করে বেশ কিছু দিন ধরে শোকপালন করলাম। [৫] আমি বললাম, 'হে স্বর্গেশ্বর প্রভু, হে মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, যারা তোমাকে ভালবাসে ও তোমার আজ্ঞাগুলি পালন করে, তাদের পক্ষে তুমি তো সন্ধি

ও কৃপা রক্ষা করে থাক। [৬] এখন তোমার এই দাসের প্রার্থনা শুনবার জন্য তোমার কান মনোযোগী হোক, তোমার চোখ উন্মীলিত হোক। আমি এখন তোমার দাস সেই ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য দিনরাত তোমার সামনে প্রার্থনা করছি। আমি তো ইস্রায়েল সন্তানদের সেই সকল পাপ স্বীকার করছি, যা আমরা তোমার বিরুদ্ধে করেছি; আমি ও আমার পিতৃকুলও পাপ করেছি। [৭] আমরা তোমার প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছি, এবং তুমি তোমার দাস মোশিকে যে সকল আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি দিয়েছিলে, তা আমরা পালন করিনি। [৮] বিনয় করি, তুমি তোমার দাস মোশির হাতে যে বাণী তুলে দিয়েছিলে, তা স্মরণ কর; তুমি বলেছিলে, "তোমরা অবিশ্বস্ত হলে আমি জাতিগুলির মধ্যে তোমাদের বিক্ষিপ্ত করব। [৯] কিন্তু যদি তোমরা আমার কাছে ফের এবং আমার আজ্ঞাগুলি পালন করে সেইমত ব্যবহার কর, তবে তোমাদের নির্বাসিতজনেরা আকাশের প্রান্তভাগে থাকলেও আমি সেখান থেকে তাদের জড় করে সেই স্থানেই ফিরিয়ে আনব, যে স্থান আমার নামের আবাসরূপে বেছে নিয়েছি।" [১০] এরা তো তোমার আপন দাস ও তোমার আপন জনগণ, তোমার মহাপরাক্রম দেখিয়ে ও শক্তিশালী বাহুতে যাদের পক্ষে তুমি মুক্তিকর্ম সাধন করেছ। [১১] প্রভু, দোহাই তোমার, তোমার এই দাসের প্রার্থনা, এবং যারা তোমার নাম ভয় করতে প্রীত, তোমার সেই দাসদের প্রার্থনাও কান পেতে শোন; দোহাই তোমার, আজ তোমার এই দাসকে সাফল্যমণ্ডিত কর, এবং তাকে এই ব্যক্তির করুণার পাত্র কর।' সেসময় আমি রাজার পাত্রবাহক ছিলাম।

নেহেমিয়ার যেরুশালেম যাত্রা

২ [১] আর্তাক্সারক্সিস রাজার শাসনকালের বিংশ বর্ষে, নিসান মাসে, যখন আঙুররস পরিবেশনের ভার আমার হাতে ছিল, তখন আমি আঙুররসের পাত্র নিয়ে রাজার সামনে এগিয়ে দিলাম। এর আগে আমি রাজার সামনে কখনও বিষণ্ন মুখে দাঁড়াইনি। [২] তাই রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার চেহারা এমন বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন? তুমি তো অসুস্থ নও! মনের জ্বালা ছাড়া এ অন্য কিছু হতে পারে না।' তখন আমি ভীষণ ভয় পেয়ে [৩] রাজাকে বললাম, 'মহারাজ চিরজীবী হোন! তবু যে নগরীতে আমার পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দির রয়েছে, তা যখন বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে

আছে ও তার সমস্ত তোরণদ্বার আগুনে পোড়া অবস্থায় রয়েছে, তখন আমার মুখ বিষণ্ন হবে না কেন?' [৪] রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার যাচনা কী?' স্বর্গেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে [৫] আমি রাজাকে এই উত্তর দিলাম, 'মহারাজ যদি এতে প্রীত হন, এবং আপনার দাস যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকে, তবে আপনি আমাকে যুদায়, আমার পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরের নগরীতেই প্রেরণ করুন, যেন আমি তা পুনর্নির্মাণ করতে পারি।' [৬] তখন রাজা—রাজমহিষীও তাঁর পাশে বসে ছিলেন—আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তেমন যাত্রার জন্য তোমার কত দিন লাগবে? তুমি কবে ফিরে আসবে?' আমি তাঁর কাছে একটা নির্দিষ্ট সময়ের কথা ইঙ্গিত করলে রাজা প্রীত হয়ে আমাকে যেতে দিলেন।

[৭] পরে আমি রাজাকে বললাম, 'মহারাজ যদি এতে প্রীত হন, তবে [ফোরাত] নদীর ওপারের প্রদেশপালদের জন্য আমাকে পত্র দেওয়া হোক, তাঁরা যেন আমাকে তাঁদের এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে ও যুদায় প্রবেশ করতে দেন; [৮] তাছাড়া রাজ-অরণ্যের সংরক্ষক সেই আসাফের জন্যও আমাকে পত্র দেওয়া হোক, যেন মন্দির-সংলগ্ন দুর্গদ্বারগুলি, নগরপ্রাচীর ও আমার নিজের আবাস তৈরি করার জন্য তিনি আমার জন্য কাঠ সরবরাহ করেন।' আমার উপরে আমার পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হাত ছিল বিধায় রাজা আমাকে সেই সমস্ত পত্র দিলেন।

[৯] আমি [ফোরাত] নদীর ওপারের প্রদেশপালদের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে রাজার পত্র তাঁদের দিলাম। রাজা আমার সঙ্গে সৈন্যদলের কয়েকজন অধিপতিকে ও অশ্বারোহীদেরও পাঠিয়েছিলেন। [১০] কিন্তু যখন হোরোনীয় সান্‌বাল্লাৎ ও আম্মোনীয় দাস তোবিয়া আমার আসার খবর পেল, তখন এতেই যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করল যে, ইস্রায়েল সন্তানদের মঙ্গলার্থে একজন লোক এসেছে।

[১১] তাই আমি যেরুশালেমে এসে পৌঁছলাম। সেখানে তিন দিন থাকবার পর [১২] আমি রাতে উঠে আরও কিছুটা লোক সঙ্গে নিলাম—কিন্তু যেরুশালেমের জন্য যা করতে পরমেশ্বর আমাকে প্রেরণা দিয়েছিলেন, সেবিষয়ে কাউকে কিছু বলিনি। যে বাহনের পিঠে চড়ছিলাম, সেটা ছাড়া আমি আর কোন বাহন নিইনি, [১৩] আর এইভাবে রাতের অন্ধকারের আড়ালে উপত্যকা-দ্বার দিয়ে বাইরে গিয়ে আমি নাগ-ঝরনার দিকে

সার-দ্বার পর্যন্ত গেলাম, এবং সেই সব জায়গা পরিদর্শন করলাম যেখানে যেরুশালেম প্রাচীর ভেঙে পড়েছিল ও তার নানা তোরণদ্বার আগুনে পোড়া ছিল। [১৪] আমি ঝরনাদ্বার ও রাজ-দিঘি পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম, কিন্তু যার মধ্য দিয়ে আমার বাহন পশু যেতে পারত, এমন জায়গা ছিল না। [১৫] তাই রাতের অন্ধকারে আমি প্রাচীর পরিদর্শন করতে করতে উপত্যকার ধার ঘেষে উপরের দিকে গিয়ে আবার উপত্যকা-দ্বার দিয়ে ঢুকে ঘরে ফিরে এলাম; [১৬] কিন্তু আমি যে কোথায় কোথায় গেলাম, কি কি করলাম, এবিষয়ে বিচারকেরা কিছুই জানল না; এতক্ষণে আমি ইহুদীদের বা যাজকদের বা অমাত্যদের বা অধ্যক্ষদের বা অন্য কর্মচারীদের কাউকেই সেবিষয়ে কথা বলিনি।

[১৭] পরে আমি তাদের বললাম, 'আমরা কেমন দুরবস্থায় আছি, তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ; যেরুশালেম একটা ধ্বংসাবশেষ, তার তোরণদ্বারগুলো আগুনে পোড়া অবস্থায় রয়েছে। এসো, আমরা যেরুশালেম প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করি, তবে আর কারও অপমানের পাত্র হব না!' [১৮] আমার পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হাত কেমন করে আমার উপরে ছিল, এবং আমার প্রতি রাজা যে কী কথা বলেছিলেন, এই সমস্ত কথা তাদের জানালাম। আর তারা বলল, 'চল, আমরা নির্মাণকাজ শুরু করে দিই!' এইভাবে তারা সাহসের সঙ্গে সেই উত্তম কর্মে হাত দিল।

[১৯] কিন্তু হোরোনীয় সান্‌বাল্লাৎ, আম্মোনীয় দাস তোবিয়া ও আরবীয় গেশেম একথা শুনে আমাদের বিদ্রূপ করল; আমাদের অবজ্ঞা করে বলল, 'তোমরা এ কি কাজ করতে যাচ্ছ? তোমরা কি রাজদ্রোহ করবে?' [২০] তখন আমি তাদের এই উত্তর দিলাম, 'স্বর্গেশ্বর যিনি, তিনিই আমাদের সফল করবেন। সুতরাং তাঁর দাস এই আমরা গাঁথতে শুরু করব; যেরুশালেমে তোমাদের কোন অংশ বা অধিকার বা স্মৃতিচিহ্নও নেই।'

যেরুশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণ

৩ [১] তখন এলিয়াশিব মহাযাজক ও তাঁর ভাই যাজকেরা মেষদ্বার গাঁথতে লাগলেন; তাঁরা দ্বার পবিত্রীকৃত করলেন ও তার কবাট বসালেন; পরে মেয়া-দুর্গ থেকে হানানেয়েল-দুর্গ পর্যন্ত প্রাচীর-নির্মাণকাজ চালিয়ে প্রাচীরটা পবিত্রীকৃত করলেন।

[২] তাঁর পাশে পাশে যেরিখোর লোকেরা গাঁথছিল, আর এদের পাশে পাশে ইম্রির সন্তান জাক্কুর গাঁথছিল। [৩] সেনায়ার সন্তানেরা মৎস্যদ্বার গাঁথল: তার কাঠামোটা তৈরি করে তার কবাট বসাল এবং খিল ও অর্গল দিল। [৪] তাদের পাশে হাক্কোসের পৌত্র উরিয়ার সন্তান মেরেমোথ মেরামত করছিল; পাশে মেশেজাবেলের পৌত্র বেরেখিয়ার সন্তান মেশুল্লাম মেরামত করছিল। তাদের পাশে বানার সন্তান সাদোক মেরামত করছিল। [৫] তাদের পাশে তেকোয়ীয়েরা মেরামত করছিল, কিন্তু তাদের জননেতারা তাদের মনিবদের কাজে ঘাড় দিল না! [৬] পাসেয়াহ্‌র সন্তান যোইয়াদা ও বেসোদিয়ার সন্তান মেশুল্লাম পুরাতন দ্বার মেরামত করল; তারা তার কাঠামোটা তৈরি করে তার কবাট বসাল এবং খিল ও অর্গল দিল। [৭] তাদের পাশে গিবেয়োনীয় মেলাতিয়া ও মেরোনোথীয় যাদোন এবং গিবেয়োন ও মিস্পার লোকেরা মেরামত করছিল, এরা [ফোরাত] নদীর ওপারের প্রদেশপালের অধীন হয়ে কাজ করছিল। [৮] তাদের পাশে স্বর্ণকারদের মধ্যে হারাইয়ার সন্তান উজ্জিয়েল মেরামত করছিল; তার পাশে সুগন্ধি-প্রস্তুতকারকদের মধ্যে হানানিয়া মেরামত করছিল, তারা চওড়া প্রাচীরে না আসা পর্যন্ত যেরুশালেম ছাড়ল না। [৯] তাদের পাশে যেরুশালেম প্রদেশের অর্ধভাগের প্রধান সেই রেফাইয়া মেরামত করছিলেন, তিনি হুরের সন্তান। [১০] তাদের পাশে হারুমাফের সন্তান যেদাইয়া নিজের বাড়ির সামনে মেরামত করছিল; তার পাশে হাশাব্নেইয়ার সন্তান হাতুশ মেরামত করছিল। [১১] হারিমের সন্তান মাল্কিয়া ও পাহাথ-মোয়াবের সন্তান হাশুব অন্য এক ভাগ ও তন্দুর-দুর্গ মেরামত করছিল। [১২] তার পাশে যেরুশালেম প্রদেশের অর্ধভাগের প্রধান সেই শাল্লুম—যিনি হাল্লোহেশের সন্তান—ও তাঁর মেয়েরা মেরামত করছিলেন। [১৩] হানুন ও জানোয়াহ্‌-নিবাসীরা উপত্যকা-দ্বার মেরামত করল: তারা নতুন গাঁথনি দিল, তার কবাট বসাল এবং খিল ও অর্গল দিল; তাছাড়া সার-দ্বার পর্যন্ত প্রাচীরের এক হাজার হাত মেরামত করল। [১৪] বেথ্‌-হেরেম প্রদেশের প্রধান সেই মাল্কিয়া সার-দ্বার মেরামত করলেন, তিনি রেখাবের সন্তান: তিনি নতুন গাঁথনি দিলেন, তার কবাট বসালেন এবং খিল ও অর্গল দিলেন। [১৫] মিস্পা প্রদেশের প্রধান সেই শাল্লুন ঝরনাদ্বার মেরামত করলেন, তিনি কোল্‌-হোজের সন্তান: তিনি তা গাঁথলেন, তার ছাদ দিলেন, তার কবাট বসালেন এবং খিল ও অর্গল দিলেন; যে সিঁড়ি

দাউদ-নগরী থেকে নামে, সেই পর্যন্ত রাজার উদ্যানের সামনের পুকুরের প্রাচীর তিনি মেরামত করলেন।

[১৬] তাঁর পরপরে বেথ্-সুর প্রদেশের অর্ধভাগের প্রধান সেই নেহেমিয়া—তিনি আজ্‌বুকের সন্তান—দাউদের সমাধিমন্দিরের সামনে পর্যন্ত, খনন-করা পুকুর পর্যন্ত ও বীরপুরুষদের বাড়ি পর্যন্ত মেরামত করলেন। [১৭] তাঁর পরপরে লেবীয়েরা, বিশেষভাবে বানির সন্তান রেহুম মেরামত করছিল; তার পাশে কেইলা প্রদেশের অর্ধভাগের প্রধান সেই হাশাবিয়া তাঁর নিজের প্রদেশের পক্ষে মেরামত করছিলেন। [১৮] তাঁর পরপরে তাদের ভাইয়েরা অর্থাৎ কেইলা প্রদেশের অপর অর্ধভাগের প্রধান সেই বিন্নুই মেরামত করছিলেন, তিনি হেনাদাদের সন্তান। [১৯] তাঁর পাশে মিস্পার প্রধান সেই এজের—তিনি যেশুয়ার সন্তান—অস্ত্রাগারের দিকে আরোহণ-পথের উল্টো দিকে, বাঁকেই, প্রাচীরের আর এক ভাগ মেরামত করছিলেন। [২০] তাঁর পরপরে জাব্বাইয়ের সন্তান বারুক মন দিয়ে বাঁক থেকে মহাযাজক এলিয়াশিবের বাড়ির দরজা পর্যন্ত আর এক ভাগ মেরামত করছিল। [২১] তার পরপরে হাক্কোসের পৌত্র উরিয়ার সন্তান মেরেমোথ এলিয়াশিবের বাড়ির দরজা থেকে এলিয়াশিবের বাড়ির প্রান্ত পর্যন্ত আর এক ভাগ মেরামত করছিল। [২২] তার পরপরে আশেপাশে-নিবাসী যাজকেরা মেরামত করছিল। [২৩] তাদের পরপরে বেঞ্জামিন ও আশুব তাদের নিজেদের বাড়ির সামনে মেরামত করছিল। তাদের পরপরে আনানিয়ার পৌত্র মাসেইয়ার সন্তান আজারিয়া তার নিজের বাড়ির পাশে মেরামত করছিল। [২৪] তার পরপরে হেনাদাদের সন্তান বিন্নুই আজারিয়ার বাড়ি থেকে বাঁক ও কোণ পর্যন্ত আর এক ভাগ মেরামত করল। [২৫] উজাইয়ের সন্তান পালাল বাঁকের সামনে, এবং কারাগারের প্রাঙ্গণের নিকটবর্তী রাজপ্রাসাদের উপরতলা থেকে বহির্বর্তী দুর্গের সামনে মেরামত করল; তার পরপরে পারোশের সন্তান পেদাইয়া [২৬] (নিবেদিতেরা ওফেলেই বাস করত) পুবদিকে সলিলদ্বারের সামনে পর্যন্ত ও বহির্বর্তী দুর্গের উল্টো দিকে মেরামত করছিল। [২৭] তাদের পরপরে তেকোয়ীয়েরা মহাদুর্গ থেকে ওফেলের প্রাচীর পর্যন্ত আর এক ভাগ মেরামত করল। [২৮] যাজকেরা অশ্ব-দ্বারের উপরের দিকে, প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ির সামনে মেরামত করছিল। [২৯] তাদের পরপরে ইম্মেরের সন্তান সাদোক তার

নিজের বাড়ির সামনে মেরামত করছিল, ও তার পরপরে পুবদ্বারের দ্বারপাল শেমাইয়া মেরামত করছিলেন, তিনি শেখানিয়ার সন্তান। [৩০] তাঁর পরপরে শেলেমিয়ার সন্তান হানানিয়া ও জালাফের ষষ্ঠ সন্তান হানুন আর এক ভাগ মেরামত করল। তার পরপরে বেরেখিয়ার সন্তান মেশুল্লাম তার নিজের কামরার সামনে মেরামত করছিল। [৩১] তার পরপরে মাল্কিয়া নামে স্বর্ণকারদের একজন নিবেদিতদের ও বণিকদের বাড়ি পর্যন্ত, এবং কোণের উপরতলা পর্যন্ত মিফ্‌কাদ দ্বারের সামনে মেরামত করছিল। [৩২] কোণের উপরতলা ও মেষদ্বারের মধ্যে স্বর্ণকারেরা ও বণিকেরা মেরামত করছিল।

শত্রুদের প্রতিরোধ

[৩৩] সান্‌বাল্লাৎ যখন শুনতে পেল, আমরা নগরপ্রাচীর গেঁথে তুলছি, তখন সে ক্রুদ্ধ ও খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল; সে ইহুদীদের বিদ্রূপ করতে লাগল, [৩৪] এবং তার ভাইদের ও সামারীয় সৈন্যদের সামনে বলল, ‘এই মরা ইহুদীরা কী করতে চাচ্ছে? এরা কি পিছটান দেবে? এরা কি যজ্ঞবলি উৎসর্গ করবে? এরা এক দিনেই কি সব কাজ সেরে ফেলতে যাচ্ছে? ধুলামাটির স্তূপের নিচে পড়ে রয়েছে ও আগুনে পোড়া হয়েছে, এমন পাথরের মধ্যে এরা কি নতুন প্রাণ জাগাতে চাচ্ছে?’ [৩৫] আম্মোনীয় তোবিয়া সেসময়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল; সেও বলল, ‘ওরা গাঁথতে চাচ্ছে গাঁথুক! তার উপরে একটা শিয়াল লাফ দিলেই ওদের সেই পাথরের প্রাচীর খসে পড়বে।’

[৩৬] হে আমাদের পরমেশ্বর, শোন, আমাদের কেমন তুচ্ছ করা হচ্ছে! ওদের টিটকারি ওদেরই মাথায় নেমে পড়ুক! লুটের মালের মতই বন্দিদশার এক দেশে ওদের পাঠাও! [৩৭] ওদের শঠতা ক্ষমা করো না, ওদের পাপ তোমার সম্মুখ থেকে কখনও মুছে না যাক, কারণ ওরা গাঁথকদের অপমান করেছে!

[৩৮] অপরদিকে আমরা প্রাচীর গাঁথতে থাকলাম; প্রাচীরটা সব জায়গায় তার অর্ধেক উচ্চতা পর্যন্ত গাঁথা হল; লোকদের হৃদয় এই কাজে নিবিষ্ট ছিল।

৪ [১] কিন্তু সান্‌বাল্লাৎ ও তোবিয়া এবং আরবীয়েরা, আম্মোনীয়েরা ও আসদোদীয়েরা যখন শুনতে পেল, যেরুশালেম প্রাচীরের মেরামত কাজ এগিয়ে যাচ্ছে ও তার যত ফাঁক ভরাট হতে যাচ্ছে, তখন তাদের প্রচণ্ড ক্রোধ হল; [২] তারা সকলে

মিলে চক্রান্ত করল, তারা এসে যেরুশালেম আক্রমণ করবে ও আমার সমস্ত পরিকল্পনা উল্টোপাল্টো করে দেবে। [৩] কিন্তু আমরা আমাদের পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, ও তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য দিনরাত প্রহরী মোতায়েন রাখলাম। [৪] যুদার লোকেরা বলল, 'ভারবাহকদের শক্তি নিঃশেষিত হচ্ছে, ধুলামাটির স্তূপ এতই বিরাট যে, আমরা একা প্রাচীর গাঁথতে পারব না।' [৫] আর আমাদের বিপক্ষেরা বলত, 'আমরা ওদের মধ্যে এসে পড়া পর্যন্ত ওরা কিছুই জানবে না, দেখবেও না কিছু; তখন আমরা ওদের বধ করব ও ওদের কাজ বন্ধ করে দেব।'

[৬] যে ইহুদীরা তাদের কাছাকাছি স্থানে বাস করত, তারা দশ দশবারই এসে আমাদের বলল, 'তারা তাদের যত বাসস্থান থেকে আমাদের আক্রমণ করবে;' [৭] তাই আমি প্রাচীরের পিছনের দিকে সমস্ত খোলা জায়গায় লোক মোতায়েন রাখলাম, প্রতিটি গোত্র অনুসারেই খড়্গা, বর্শা ও ধনুক-সজ্জিত লোক মোতায়েন রাখলাম। [৮] ব্যাপারটা বিচার-বিবেচনা করার পর আমি উঠে অমাত্যদের, অধ্যক্ষদের ও জনগণের বাকি সকলকে বললাম, 'ওদের ভয় পেয়ো না! মহান ও ভয়ঙ্কর প্রভুর কথা মনে রেখ; এবং নিজ নিজ ভাইদের, ছেলেমেয়েদের, বধূদের ও বাড়ির জন্য যুদ্ধ কর!'

[৯] যখন আমাদের শত্রুরা শুনতে পেল যে, আমরা ব্যাপারটা অবগত হয়েছি এবং পরমেশ্বর তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছেন, তখন আমরা সকলে প্রাচীরে যে যার কাজে ফিরে গেলাম। [১০] সেদিন থেকে আমার কর্মীদের অর্ধেক লোক কাজ করত, অপর অর্ধেক লোক বর্শা, ঢাল, ধনুক ও বর্মা ধরে প্রাচীর নির্মাণকাজে ব্যস্ত সমগ্র যুদাকুলের রক্ষায় দাঁড়াত। [১১] ভারবাহকেরাও অস্ত্রসজ্জিত ছিল, এক হাত দিয়ে কাজ করত, অন্য হাতে অস্ত্র ধরে থাকত; [১২] গাঁথকেরা প্রত্যেকে কটিদেশে খড়্গা বেঁধে কাজ করত, আমার পাশে তুরিবাদক দাঁড়িয়ে ছিল। [১৩] আমি অমাত্যদের, অধ্যক্ষদের ও জনগণের বাকি সকলকে বললাম, 'কাজটা বিরাট ও বিস্তীর্ণ, কিন্তু আমরা প্রাচীরের উপরে ছড়িয়ে আছি; একজন থেকে অন্যজন বেশ দূরে আছি; [১৪] সুতরাং তোমরা যেখান থেকে তুরিনিনাদ শুনবে, সেখান থেকে আমাদের কাছে ছুটে এসে জড় হবে; আমাদের পরমেশ্বর আমাদের জন্য যুদ্ধ করবেন!'

[১৫] এইভাবে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে গেলাম, এবং উষার উদয় থেকে তারাদর্শন কাল পর্যন্ত আমার অর্ধেক লোক বর্শা ধরে থাকত। [১৬] সেসময়ও আমি লোকদের বললাম, 'প্রত্যেক পুরুষলোক যেন তার নিজের সহকারীর সঙ্গে যেরুশালেমের মধ্যেই রাত কাটায়; তারা রাতের বেলায় আমাদের সঙ্গে প্রহরা দেবে ও দিনের বেলায় কাজ করবে। [১৭] তাই আমি, আমার ভাইয়েরা, আমার সহকর্মী ও আমার দেহ-রক্ষকেরা কেউই কখনও জামাকাপড় খুললাম না, প্রত্যেকে ডান হাতে নিজ নিজ অস্ত্র ধরে রাখছিলাম।

সামাজিক অন্যায্যতার সম্মুখীন নেহেমিয়া

৫ [১] একসময় নিজেদের ইহুদী ভাইদের বিরুদ্ধে জনগণের ও তাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে মহা চিৎকার উঠল। [২] কেউ কেউ বলছিল, 'কিছুটা খেয়ে নিজেদের বাঁচাব, এমন পরিমাণ গম পাবার জন্য আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদেরই বন্ধকরূপে দিতে হচ্ছে!' [৩] আরও কেউ কেউ বলছিল, 'অভাবের কারণে গম পাবার জন্য আমাদের নিজেদের জমিজমা, আঙুরখেত ও বাড়ি-ঘর বন্ধকরূপে দিতে হচ্ছে!' [৪] আবার অন্য কেউ বলছিল, 'রাজস্বের জন্য আমরা নিজেদের জমিজমা ও আঙুরখেত বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছি। [৫] কিন্তু আমাদের মাংস আমাদের ভাইদের মাংসের সমান! আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের সমান! অথচ অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদেরই দাসত্বের অধীনে রাখতে হচ্ছে, এমনকি আমাদের মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ ক্রীতদাসীর অবস্থায় পড়েছে! না, আমাদের পক্ষে কোন কূলকিনারা নেই, কারণ আমাদের জমিজমা ও আঙুরখেত পরের হাতেই রয়েছে।'

[৬] তাদের হাহাকার ও সমস্ত কথা শুনে আমি খুবই ক্রুদ্ধ হলাম। [৭] এবিষয়ে মনে মনে বিচার-বিবেচনা করার পর আমি এই বলে অমাত্যদের ও অধ্যক্ষদের কঠোর ভর্ৎসনা করলাম, 'তবে তোমরা প্রত্যেকজন কি নিজ নিজ ভাইয়ের কাছ থেকে সুদ আদায় করছ?' তাদের বিরুদ্ধে বিপুল জনসমাবেশ আহ্বান করে [৮] তাদের বললাম, 'বিজাতীয়দের কাছে আমাদের যে ইহুদী ভাইয়েরা নিজেদের বিক্রি করেছিল, আমরা সাধ্যমত মুক্তিমূল্য দিয়ে তাদের মুক্ত করেছি; আর এখন তোমাদের ভাইদের তোমরাই

বিক্রি করবে আর তারা নাকি আমাদেরই কাছে নিজেদের বিক্রি করবে?' তখন তারা চুপ করে থাকল, কিছুই উত্তর দিতে পারছিল না। [৯] আমি বলে চললাম, 'তোমাদের তেমন ব্যবহার ভাল নয়! আমাদের শত্রু সেই বিজাতীয়দের টিটকারি এড়াবার জন্য তোমাদের কি আমাদের পরমেশ্বরের ভয়ে চলা উচিত না? [১০] আমি ও আমার কর্মচারীরা, আমরাও ওদের কাছে টাকা ও গম ধার দিয়েছি; তবে এসো, তেমন ঋণ মাপ করে দিই। [১১] তোমরা ওদের জমিজমা, আঙুরখেত, জলপাইবাগান ও বাড়ি-ঘর আজই ওদের ফিরিয়ে দাও, এবং গম, আঙুররস ও তেলের জন্য যে টাকা তোমরা ঋণ দিয়েছ, তার একটা অংশও ওদের ফিরিয়ে দাও।' [১২] তারা উত্তরে বলল, 'আমরা তা ফিরিয়ে দেব, তাদের কাছ থেকে আর কিছুই আদায় করব না; আপনি যেমন বলেছেন, সেইমত করব।' তখন আমি যাজকদের ডাকলাম, এবং তাদের উপস্থিতিতে তাদের শপথ করালাম যে, তারা সেই প্রতিজ্ঞা মেনে চলবে। [১৩] পরে আমার চাদরের অগ্রপ্রান্ত ঝেড়ে আমি বললাম, 'যে কেউ এই প্রতিজ্ঞা মেনে চলবে না, পরমেশ্বর তার ঘর ও শ্রমের ফল থেকে তাকে এইভাবে ঝেড়ে ফেলুন, এইভাবে সে ঝাড়া ও শূন্য হোক!' গোটা জনসমাবেশ বলল, 'আমেন!' এবং প্রভুর প্রশংসাবাদ করল। লোকেরা সেই প্রতিজ্ঞা মেনে নিল।

[১৪] তাছাড়া আমি যে সময়ে যুদা অঞ্চলে তাদের প্রদেশপাল পদে নিযুক্ত হয়েছিলাম, সেসময় থেকে—অর্থাৎ আর্তাক্সারক্সিস রাজার বিংশ বর্ষ থেকে দ্বাত্রিংশ বর্ষ পর্যন্ত—এই বারো বছর আমি ও আমার ভাইয়েরা প্রদেশপালের বৃত্তি ভোগ করিনি। [১৫] আমার আগে যে সকল প্রদেশপাল ছিলেন, তাঁরা লোকদের মাথায় ভারী বোঝা চাপিয়েছিলেন; তাদের কাছ থেকে নগদ চল্লিশ রুপোর টাকা ছাড়া খাদ্য ও আঙুররসও নিতেন, এমনকি তাঁদের চাকরেরাও লোকদের অত্যাচার করত; আমি কিন্তু তেমনটি করিনি, কারণ পরমেশ্বরকে ভয় করতাম। [১৬] বরং আমি এই প্রাচীর নির্মাণকাজে হাত দিলাম; আমরা কোন জমিজমা কিনলাম না, এবং আমার সকল কর্মচারীও সেই কাজে যোগ দিল। [১৭] নিকটবর্তী দেশ থেকে যারা আমাদের কাছে আসত, তারা ছাড়া ইহুদী ও বিচারক একশ' পঞ্চাশজনই আমার খাবার টেবিলে বসত!

[১৮] সেসময় প্রতিদিন এই খাদ্য-সামগ্রী আমার নিজের খরচে প্রস্তুত করা হত: একটা বলদ ও ছ'টা বাছাই করা মেষ বা ছাগ এবং শিকার করা পাখি; এবং দশ দিন অন্তর সকলের জন্য অপরিমেয় আঙুররস। এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও আমি প্রদেশপালের বৃত্তি কখনও দাবি করিনি, কারণ সেই সমস্ত কাজের জন্য লোকদের পক্ষে ভার যথেষ্টই ভারী ছিল।

[১৯] পরমেশ্বর আমার, এই লোকদের জন্য আমি যা কিছু করেছি, তা আমার মঙ্গলার্থে স্মরণ কর।

প্রাচীর-নির্মাণকাজের সমাপ্তি

৬ [১] সান্‌বাল্লাৎ, তোবিয়া, আরবীয় গেশেম ও আমাদের অন্য সকল শত্রু যখন শুনতে পেল যে, আমি প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করেছি, আর কোথাও ফাঁক নেই, (যদিও তখনও নগরদ্বারগুলোর কবাট বসাইনি), [২] তখন সান্‌বাল্লাৎ ও গেশেম লোক পাঠিয়ে আমাকে বলল, 'এসো, আমরা ওনো উপত্যকায় খেফিরিমে দেখা-সাক্ষাৎ করি।' তারা তো আমার অনিষ্টেরই চেষ্টায় ছিল। [৩] কিন্তু আমি দূত পাঠিয়ে তাদের বললাম, 'আমি বড় একটা কাজে ব্যস্ত আছি বলে আসতে পারি না; আমি কাজ ছেড়ে তোমাদের কাছে যাবার সময়ে কাজ কেন বন্ধ থাকবে?' [৪] তারা চার চারবার আমার কাছে লোক পাঠিয়ে একই কথা বলল, কিন্তু আমি তাদের একই উত্তর দিলাম।

[৫] তখন সান্‌বাল্লাৎ সেই একই কথা বলতে পঞ্চম বারের মতই আমার কাছে তার চাকরকে পাঠাল, তার হাতে খোলা একখানা পত্র ছিল; [৬] পত্রে একথা লেখা ছিল: 'জাতিগুলোর মধ্যে এই জনরব হচ্ছে, এবং গাশ্মুও এবিষয়ে প্রমাণ দিচ্ছে যে, তুমি ও ইহুদীরা রাজদ্রোহ করার সঙ্কল্প করছ, আর এইজন্য তুমি প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করছ; এই জনরব অনুসারে তুমি নাকি তাদের রাজা হতে যাচ্ছ [৭] আর "যুদা দেশে এক রাজা আছেন!" নিজের বিষয়ে যেরুশালেমে একথা প্রচার করাবার জন্য নবীদেরও নিযুক্ত করেছ। এই জনরব অবশ্যই রাজার কাছে উপস্থিত করা হবে। সুতরাং এসো, আমরা একত্র হয়ে পরামর্শ করি।' [৮] কিন্তু আমি তাকে বলে পাঠালাম, 'তুমি যে সকল কথা বলছ, সেই ধরনের কোন কাজ হয়নি; তুমিই বরং মনগড়া কথা বলছ!' [৯] প্রকৃতপক্ষে

তারা সকলে আমাদের ভয় দেখাতে চাচ্ছিল; তারা ভাবছিল, ‘তাদের হাত দুর্বল হবে, কাজটা শেষ হবে না!’ এখন কিন্তু তুমিই, ওগো, আমার হাত সবল কর। [১০] পরে আমি মেহেতাবেলের পৌত্র দেলাইয়ার সন্তান শেমাইয়ার বাড়িতে গেলাম, কেননা সে সেখানে রুদ্ধ ছিল। সে আমাকে বলল, ‘এসো, আমরা পরমেশ্বরের গৃহে, মন্দিরের ভিতরেই, একত্র হই, এবং মন্দিরের দরজাগুলো বন্ধ করি, কারণ লোকে তোমাকে বধ করতে আসবে, রাতের বেলায়ই তোমাকে বধ করতে আসবে।’ [১১] কিন্তু আমি উত্তরে বললাম, ‘আমার মত লোক কি পালাতে পারে? আমার মত সাধারণ লোক কি প্রাণ বাঁচাবার জন্য মন্দিরেই আশ্রয় নেবে? না, আমি সেখানে প্রবেশ করব না।’ [১২] আমি উপলব্ধি করলাম, লোকটা পরমেশ্বর-প্রেরিত নয়, সে আমার বিপক্ষেই বাণী উচ্চারণ করেছে, কেননা তোবিয়া ও সান্‌বাল্লাৎ তাকে উৎকোচ দিয়েছে। [১৩] তাকে উৎকোচ দেওয়া হয়েছিল, যেন আমি ভয় পেয়ে সেইভাবে কাজ করি ও পাপ করি; হ্যাঁ, যেন তারা আমার দুর্নাম করার সূত্র পেয়ে আমাকে অপমানের পাত্র করতে পারে।

[১৪] পরমেশ্বর আমার, তাদের এই কাজের জন্য তোবিয়া ও সান্‌বাল্লাতের কথা স্মরণে রেখ; সেই নোয়াদিয়া নারী-নবী ও অন্য যে নবীরা আমাকে ভয় দেখাতে চাচ্ছিল, তাদের কথাও স্মরণে রেখ!’

[১৫] বাহান্ন দিনের মধ্যে, অর্থাৎ এলুল মাসের পঞ্চবিংশ দিনে, প্রাচীর শেষ হল। [১৬] আমাদের সকল শত্রু যখন কথাটা শুনল, তখন আমাদের চারদিকের জাতিগুলো সকলেই ভীত হল, নিজেদের চোখে নিজেরাই অবনমিত হল, এবং একথা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, একাজ আমাদের পরমেশ্বরের সহায়তায়ই হল। [১৭] সেসময় যুদার অমাত্যরা তোবিয়ার কাছে পত্রের পর পত্র পাঠাত, আবার তোবিয়ার কাছ থেকে নিজেরাও পত্র পেত। [১৮] কারণ যুদার মধ্যে অনেকে তার পক্ষে ছিল, যেহেতু সে আরাহ্‌র সন্তান শেখানিয়ার জামাই ছিল এবং তার ছেলে যেহোহানান বেরেখিয়ার সন্তান মেশুল্লামের মেয়েকে বিবাহ করেছিল। [১৯] আরও, তারা আমার উপস্থিতিতে তার সৎকাজের কথা বলত ও আমার কথাও তাকে জানাত। আমাকে ভয় দেখাবার জন্য তোবিয়াও আমার কাছে পত্র পাঠাত।

ইস্রায়েলীয়দের লোকগণনা

৭ [১] নগরপ্রাচীর পুনর্নির্মাণ করা হলে পর ও আমি দ্বারগুলোর কবাট বসাবার পর, দ্বারপালেরা, গায়কেরা ও লেবীয়েরা নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত হল। [২] আমি আমার ভাই হানানিকে ও দুর্গের শাসনকর্তা হানানিয়াকে যেরুশালেমের উপরে নিযুক্ত করলাম, কেননা হানানিয়া বিশ্বস্ত লোক ছিলেন এবং অনেকের চেয়ে পরমেশ্বরকে বেশি ভয় করছিলেন। [৩] আমি তাঁদের বললাম, 'রোদ প্রকট না হওয়া পর্যন্ত যেরুশালেমের নগরদ্বারগুলো খোলা হবে না, এবং দ্বারপালেরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে না থাকা পর্যন্ত কবাটগুলো দৃঢ়ভাবে বন্ধ থাকবে। যেরুশালেমের অধিবাসীদের মধ্য থেকে নেওয়া প্রহরী দল নিযুক্ত হোক, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ পালা অনুসারে নিজ নিজ বাড়ির সামনে থাকুক।'

[৪] নগরী প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ, কিন্তু তার মধ্যে লোক অল্প ছিল, আর তখনও বেশি ঘর পুনর্নির্মাণ করা হয়নি।

[৫] আমার পরমেশ্বর আমার অন্তরে এমন প্রেরণা জাগালেন, যার ফলে আমি লোকগণনা করার জন্য অমাত্যদের, অধ্যক্ষদের ও জনগণকে একত্রে সম্মিলিত করলাম। যারা বন্দিদশা থেকে প্রথম ফিরে এসেছিল, আমি তাদের বংশতালিকা-পত্র পেলাম, তার মধ্যে এই কথা লেখা পেলাম:

[৬] বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যাদের দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে গেছিলেন, তাদের মধ্য থেকে প্রদেশের এই লোকেরা নির্বাসনের বন্দিদশা থেকে যাত্রা করে যেরুশালেমে ও যুদায় যে যার শহরে ফিরে এল; [৭] এরা জেরুব্বাবেল, যেশুয়া, নেহেমিয়া, আজারিয়া, রাআমিয়া, নাহামানি, মোর্দেকাই, বিল্শান, মিস্পেরেথ, বিগ্‌বাই, নেহুম ও বানার সঙ্গে ফিরে এল।

ইস্রায়েল জনগণের পুরুষ-সংখ্যা: [৮] পারোশের সন্তান: দু'হাজার একশ' বাহাত্তরজন; [৯] শেফাতিয়ার সন্তান: তিনশ' বাহাত্তরজন; [১০] আরাহ্‌র সন্তান: ছ'শো বাহান্নজন; [১১] পাহাথ-মোয়াবের, অর্থাৎ যেশুয়া ও যোয়াবের সন্তান: দু'হাজার আটশ' আঠারজন; [১২] এলামের সন্তান: এক হাজার দু'শো চুয়ান্নজন; [১৩] জাত্তুর সন্তান: আটশ' পঁয়তাল্লিশজন; [১৪] জাক্কাইয়ের সন্তান: সাতশ' ষাটজন;

[১৫] বিন্নুইয়ের সন্তান: ছ'শো আটচল্লিশজন; [১৬] বেবাইয়ের সন্তান: ছ'শো আটাশজন; [১৭] আজগাদের সন্তান: দু'হাজার তিনশ' বাইশজন; [১৮] আদোনিকামের সন্তান: ছ'শো সাতষট্টিজন; [১৯] বিগ্‌বাইয়ের সন্তান: দু'হাজার সাতষট্টিজন; [২০] আদিনের সন্তান: ছ'শো পঞ্চান্নজন; [২১] আতেরের, অর্থাৎ হেজেকিয়ার সন্তান: আটানব্বইজন; [২২] হাশুমের সন্তান: তিনশ' আটাশজন; [২৩] বেজাইয়ের সন্তান: তিনশ' চব্বিশজন; [২৪] হারিফের সন্তান: একশ' বারোজন; [২৫] গিবেয়োনের সন্তান: পঁচানব্বইজন; [২৬] বেথলেহেমের ও নেতোফার লোক: একশ' অষ্টাশিজন; [২৭] আনাথোথের লোক: একশ' আটাশজন; [২৮] বেথ্-আস্মাবেথের লোক: বিয়াল্লিশজন; [২৯] কিরিয়াথ-যেয়ারিম, কেফিরা ও বেয়েরোথের লোক: সাতশ' তেতাল্লিশজন; [৩০] রামা ও গেবার লোক: ছ'শো একুশজন; [৩১] মিখ্‌মাসের লোক: একশ' বাইশজন; [৩২] বেথেল ও আইয়ের লোক: একশ' তেইশজন; [৩৩] অন্য নেবোর লোক: বাহান্নজন; [৩৪] অন্য এলামের সন্তান: এক হাজার দু'শো চুয়ান্নজন; [৩৫] হারিমের সন্তান: তিনশ' কুড়িজন; [৩৬] যেরিখোর সন্তান: তিনশ' পঁয়তাল্লিশজন; [৩৭] লোদ, হাদিদ ও ওনোর সন্তান: সাতশ' একুশজন; [৩৮] সেনায়ার সন্তান: তিন হাজার ন'শো ত্রিশজন।

[৩৯] যাজকবর্গ: যেশুয়া কুলের মধ্যে যেদাইয়ার সন্তান: ন'শো তিয়াত্তরজন; [৪০] ইম্মেরের সন্তান: এক হাজার বাহান্নজন; [৪১] পাশ্‌হুরের সন্তান: এক হাজার দু'শো সাতচল্লিশজন; [৪২] হারিমের সন্তান: এক হাজার সতেরজন।

[৪৩] লেবীয়বর্গ: যেশুয়া ও কাদ্মিয়েল, বিন্নুই ও হোদাবিয়ার সন্তান: চুয়াত্তরজন।

[৪৪] গায়কবর্গ: আসাফের সন্তান: একশ' আটচল্লিশজন।

[৪৫] দ্বারপালদের সন্তানবর্গ: শাল্লুমের সন্তান, আতেরের সন্তান, তাল্‌মোনের সন্তান, আক্কুবের সন্তান, হাতিতার সন্তান, শোবাইয়ের সন্তান: সবসমেত একশ' আটত্রিশজন।

[৪৬] নিবেদিতরা: সিহার সন্তান, হাসুফার সন্তান, তাব্বায়োথের সন্তান, [৪৭] কেরোসের সন্তান, সিয়ার সন্তান, পাদোনের সন্তান, [৪৮] লেবানার সন্তান, হাগাবার সন্তান, শাল্মাইয়ের সন্তান, [৪৯] হানানের সন্তান, গিদ্দেলের সন্তান, গাহারের

সন্তান, [৫০] রেয়াইয়ার সন্তান, রেজিনের সন্তান, নেকোদার সন্তান, [৫১] গাজামের সন্তান, উজ্জার সন্তান, পাসেয়াহ্‌র সন্তান, [৫২] বেসাইয়ের সন্তান, মেউনিমের সন্তান, নেফুসিমদের সন্তান, [৫৩] বাক্‌বুকের সন্তান, হাকুফার সন্তান, হার্‌হুরের সন্তান, [৫৪] বাস্লিথের সন্তান, মেহিদার সন্তান, হার্শার সন্তান, [৫৫] বার্কোসের সন্তান, সিসেরার সন্তান, তেমাহ্‌র সন্তান, [৫৬] নেৎসিহার সন্তান, হাতিফার সন্তানেরা।

[৫৭] শলোমনের দাসদের সন্তানবর্গ: সোতাইয়ের সন্তান, সোফেরেথের সন্তান, পেরিদার সন্তান, [৫৮] যালার সন্তান, দার্কোনের সন্তান, গিদ্দেলের সন্তান, [৫৯] শেফাতিয়ার সন্তান, হাত্তিলের সন্তান, পোখেরেথ-হাৎসেবাইমের সন্তান, আমোনের সন্তানেরা: [৬০] নিবেদিতরা ও শলোমনের দাসদের সন্তানবর্গ সবসমেত তিনশ' নিরানব্বইজন।

[৬১] তেল-মেলাহ্‌, তেল-হার্শা, খেরুব-আদ্দোন ও ইম্মের, এই সকল জায়গা থেকে নিম্নলিখিত লোকেরা এল, কিন্তু তারা ইস্রায়েলীয় কিনা, এবিষয়ে নিজ নিজ পিতৃকুল বা বংশের প্রমাণ দিতে পারল না: [৬২] দেলাইয়ার সন্তান, তোবিয়ার সন্তান, নেকোদার সন্তান: ছ'শো বিয়াল্লিশজন। [৬৩] যাজক-সন্তানদের মধ্যে এরা: হোবাইয়ার সন্তান, হাক্কোসের সন্তান ও বার্সিল্লাইয়ের সন্তানেরা; এই বার্সিল্লাই গিলেয়াদীয় বার্সিল্লাইয়ের কন্যাদের মধ্যে একজনকে বিবাহ করে তাদের সেই নাম নিয়েছিল; [৬৪] বংশতালিকায় তালিকাভুক্ত লোকদের মধ্যে এরা নিজ নিজ বংশতালিকা-পত্র খুঁজে পেল না, এজন্য তারা যাজকত্ব থেকে পদচ্যুত হল। [৬৫] শাসনকর্তা তাদের হুকুম দিলেন, উরিম ও তুম্মিমের অধিকারী এক যাজক দেখা না দেওয়া পর্যন্ত তারা যেন পরমপবিত্র কিছুই না খায়।

[৬৬] একত্রীকৃত গোটা জনসমাবেশ সংখ্যায় ছিল বিয়াল্লিশ হাজার তিনশ' ষাটজন লোক; [৬৭] উপরন্তু ছিল তাদের দাসদাসী: সাত হাজার তিনশ' সাঁইত্রিশজন; গায়ক ও গায়িকা: দু'শো পঁয়তাল্লিশজন। [৬৮] তাদের ঘোড়া: সাতশ' ছত্রিশ; খচ্চর: দু'শো পঁয়তাল্লিশ; উট: চারশ' পঁয়ত্রিশ; গাধা: ছ'হাজার সাতশ' কুড়ি।

[৬৯] পিতৃকুলপতিদের মধ্যে কয়েকজন লোক নির্মাণকাজের জন্য অর্থদানে সহযোগিতা দান করল; শাসনকর্তা ধনভাণ্ডারে সাড়ে আট কিলো সোনা ও পঞ্চাশটা

বাটি এবং পাঁচশ' ত্রিশটা যাজকীয় পোশাক দিলেন। [৭০] কয়েকজন পিতৃকুলপতি নির্মাণ-ধনভাণ্ডারে একশ' সত্তর কিলো সোনা ও বারোশ' কিলো রুপো দিল। [৭১] জনগণের বাকি লোকেরা দিল সতের কিলো সোনা, এগারোশ' কিলো রুপো ও সাতষট্টিটা যাজকীয় পোশাক। [৭২] যাজকেরা, লেবীয়েরা, দ্বারপালেরা, গায়কেরা, লোকদের মধ্যে কোন কোন লোক, নিবেদিতরা ও গোটা ইস্রায়েল যে যার শহরে ফিরে গিয়ে সেখানে বসতি করল।

জনগণের সামনে বিধান-পুস্তক পাঠ

সপ্তম মাস এসে উপস্থিত হলে, যখন ইস্রায়েল সন্তানেরা নিজ নিজ শহরে ছিল,

৮ [১] তখন, সলিলদ্বারের সামনে যে খোলা জায়গা রয়েছে, গোটা জনগণ যেন
এক মানুষ হয়েই সেখানে সম্মিলিত হয়ে শাস্ত্রী এজরাকে মোশির বিধান-পুস্তক নিয়ে
আসতে বলল, সেই যে বিধান প্রভু ইস্রায়েলের জন্য জারি করেছিলেন। [২] তাই সপ্তম
মাসের প্রথম দিনে এজরা যাজক জনসমাবেশের সামনে—স্ত্রী-পুরুষ এবং বুঝবার মত
যাদের বুদ্ধি হয়েছিল—তাদের সকলের সামনে সেই বিধান-পুস্তক নিয়ে এলেন।
[৩] সেখানে, সলিলদ্বারের সামনের সেই খোলা জায়গায়, স্ত্রী-পুরুষ ও বুঝবার মত
যাদের বুদ্ধি হয়েছিল, তাদের সকলের সামনে এজরা ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত তা থেকে
পাঠ করে শোনালেন; সমগ্র জনগণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিধান-পুস্তক শুনল।
[৪] এজরা শাস্ত্রী এই উদ্দেশ্যেই তৈরী একটা কাঠের মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে
ছিলেন; তাঁর ডান পাশে মাত্তিথিয়া, শেমা, আনাইয়া, উরিয়া, হিল্কিয়া ও মাসেইয়া, এবং
তাঁর বাঁ পাশে পেদাইয়া, মিশায়েল, মাল্কিয়া, হাশুম, হাশবাদ্দানা, জাখারিয়া ও মেশুল্লাম
দাঁড়িয়ে ছিল। [৫] এজরা গোটা জনগণের দৃষ্টিগোচরে—তিনি তো সকলের চেয়ে
উঁচুতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন—পুস্তকটা খুলে দিলেন; তিনি পুস্তকটা খোলামাত্র সমগ্র জনগণ
উঠে দাঁড়াল। [৬] এজরা তখন মহেশ্বর প্রভুকে ধন্য বললেন, আর গোটা জনগণ দু'হাত
তুলে উত্তরে বলে উঠল, 'আমেন, আমেন!' এবং নিচু হয়ে মাটিতে মাথা নত করে প্রভুর
উদ্দেশে প্রণিপাত করল। [৭] যেশুয়া, বানি, শেরেবিয়া, যামিন, আক্কুব, শাব্বেথাই,
হোদিয়া, মাসেইয়া, কেলিতা, আজারিয়া, যোসাবাদ, হানান, পেলাইয়া, এরা সবাই

লেবীয় হওয়ায় জনগণের কাছে বিধানের অর্থ বুঝিয়ে দিতে লাগল; জনগণ নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। [৮] তারা পরমেশ্বরের বিধান থেকে পাঠ করে শোনাচ্ছিল, অনুবাদ করে তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিচ্ছিল; তাই জনগণ পাঠের অর্থ বুঝতে পারল।

[৯] পরে প্রদেশপাল নেহেমিয়া, শাস্ত্রী এজরা যাজক আর সেই লেবীয়েরা যারা জনগণকে শিক্ষা দান করছিল, তাঁরা গোটা জনগণকে বললেন, 'আজকের দিন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র; শোক করো না, চোখের জল ফেলো না!' কারণ বিধানবাণী শুনতে শুনতে সমগ্র জনগণ চোখের জল ফেলছিল। [১০] নেহেমিয়া বলে চললেন, 'এখন যাও, চর্বিওয়ালা খাবার খাও, মিষ্টি আঙুররস পান কর, এবং যাদের তৈরী কিছু নেই, নিজেদের খাবার থেকে তাদের কাছে কিছুটা পাঠিয়ে দাও; কারণ আজকের দিন আমাদের প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র; বিষণ্ন হয়ো না, কেননা প্রভুর আনন্দই তোমাদের শক্তি।' [১১] লেবীয়েরা এই বলে গোটা জনগণকে শান্ত করছিল, 'এবার চুপ কর; আজকের দিন পবিত্র; বিষণ্ন হয়ো না!' [১২] তখন সমগ্র জনগণ ঘরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করল, [গরিবদের কাছে] খাবারের কিছুটা পাঠিয়ে দিল; তারা ফুর্তি করছিল, কারণ তাদের কাছে যে সকল কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, তারা তার অর্থ বুঝতে পেরেছিল।

[১৩] দ্বিতীয় দিনে সমস্ত জনগণের কুলপতিরা, যাজকেরা ও লেবীয়েরা বিধানবাণী অধ্যয়ন করতে শাস্ত্রী এজরার কাছে সমবেত হলেন। [১৪] তাঁরা দেখতে পেলেন, মোশির মাধ্যমে প্রভু যে বিধান জারি করেছিলেন, তার মধ্যে এই কথা লেখা আছে যে, সপ্তম মাসের উৎসবকালে ইস্রায়েল সন্তানেরা পর্ণকুটিরেই বাস করবে। [১৫] তাই তাঁরা একটা ঘোষণাপত্র জারি করে সকল শহরে ও যেরুশালেমে তা প্রচার করালেন: 'পর্বতে গিয়ে তোমরা জলপাইগাছের পাতা, বন্য জলপাইগাছের পাতা, গুলমেদিগাছের পাতা, খেজুরগাছের পাতা ও ঝোপালগাছের পাতা নিয়ে এসো, আর তা দিয়ে পর্ণকুটির তৈরি কর—যেমনটি লেখা আছে।' [১৬] তখন লোকেরা বাইরে গেল, ও সেই সমস্ত কিছু এনে প্রত্যেকজন নিজ নিজ ঘরের ছাদে ও প্রাঙ্গণে এবং পরমেশ্বরের গৃহের সকল প্রাঙ্গণে, সলিলদ্বারের খোলা জায়গায় ও এফ্রাইম-দ্বারের খোলা জায়গায় নিজেদের জন্য পর্ণকুটির তৈরি করল।

[১৭] এইভাবে যারা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল, তাদের গোটা জনসমাবেশ পর্ণকুটির তৈরি করে তার মধ্যে বাস করল। নূনের সন্তান যোশুয়ার সময় থেকে সেদিন পর্যন্ত ইস্রায়েল সন্তানেরা তেমন কিছু কখনও করেনি। তাতে মহা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। [১৮] আর এজরা প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন পরমেশ্বরের বিধান-পুস্তক থেকে পাঠ করে শোনালেন। পর্বটি সাত দিনব্যাপী উদ্‌যাপিত হল, এবং বিধি অনুসারে অষ্টম দিনে সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হল।

পাপক্ষমা লাভের জন্য প্রার্থনা

৯ [১] একই মাসের চতুর্বিংশ দিনে ইস্রায়েল সন্তানেরা চটের কাপড় পরে ও মাথায় ধুলামাটি মেখে উপবাস পালনের জন্য সম্মিলিত হল। [২] তারপর ইস্রায়েল বংশের মধ্যে যারা বিজাতীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল, তারা এগিয়ে এসে তাদের নিজেদের পাপ ও তাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধ স্বীকার করল। [৩] নিজ নিজ জায়গায় থেকে তারা উঠে দাঁড়াল, এবং তিন ঘণ্টা ধরে তাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিধান-পুস্তক থেকে পাঠ করে শোনানো হল; আরও তিন ঘণ্টা ধরে তারা তাদের পাপ স্বীকার করল, এবং তাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করল। [৪] যেশুয়া, বিন্নুই, কাদ্মিয়েল, শেবানিয়া, বুন্নি, শেরেবিয়া, বানি ও কেনানি লেবীয়দের মঞ্চে দাঁড়িয়ে জোর গলায় তাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ডাকল। [৫] পরে যেশুয়া, কাদ্মিয়েল, বানি, হাশাব্নেইয়া, শেরেবিয়া, হোদিয়া, শেবানিয়া, পেথাহিয়া, এই কয়েকজন লেবীয় একথা বলল: 'উঠে দাঁড়াও! তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে বল ধন্য!

অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে ধন্য হোক তোমার গৌরবময় নাম, সেই যে নামের মহিমা সমস্ত স্তুতি ও প্রশংসাবাদের অতীত! [৬] তুমি, একমাত্র তুমিই প্রভু; স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং তার সমস্ত বাহিনী, পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সমুদ্র ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তুমিই সেই সব নির্মাণ করেছ; তুমিই সমস্ত কিছু জীবনপূর্ণ করে রাখ, এবং স্বর্গীয় বাহিনী তোমার উদ্দেশে প্রণিপাত করে। [৭] তুমিই সেই প্রভু পরমেশ্বর, যিনি আব্রামকে বেছে নিয়ে কাল্দীয়দের সেই উর থেকে বের করে এনেছিলে এবং তাঁর নাম আব্রাহাম রেখেছিলে। [৮] তুমি তাঁর হৃদয় তোমার প্রতি বিশ্বস্ত দে'খে

কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, যেবুসীয় ও গির্গাশীয়দের দেশ তাঁর বংশকে দেবে বলে প্রতিশ্রুত হয়ে তাঁর সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করেছিলে; আর তোমার সেই বাণী তুমি রক্ষাই করেছ, কেননা তুমি ধর্মময়!

[৯] তুমি মিশরে আমাদের পিতৃপুরুষদের দুর্দশা দেখেছিলে, লোহিত সাগর-তীরে তাদের হাহাকার শুনেছিলে; [১০] ফারাওর, তাঁর সমস্ত পরিষদের ও তাঁর দেশের লোকদের বিরুদ্ধে নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছিলে; কেননা তুমি জানতে যে, তারা আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি কঠোর ভাবে ব্যবহার করেছিল। আর তুমি এমন সুনাম অর্জন করেছ, যা আজও অম্লান! [১১] তুমি তাদের সামনে সাগর দু'ভাগ করে খুলে দিলে; তখন তারা সাগরের মধ্য দিয়ে শুকনো মাটির উপর দিয়ে হেঁটে চলল; যারা তাদের পিছনে ধাওয়া করছিল, তাদের অতল গহ্বরে ঠেলে দিলে মত্ত জলরাশির গর্ভে একটা পাথরের মত। [১২] তাদের চলার পথ আলোকিত করতে তুমি দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভ দ্বারা, ও রাতের বেলায় অগ্নিস্তম্ভ দ্বারা তাদের চালনা করলে। [১৩] তুমি সিনাই পর্বতের উপরে নেমে এলে, স্বর্গ থেকে তাদের সঙ্গে কথা বললে, এবং ধর্মসম্মত নিয়মনীতি ও সত্য বিধিমালা তাদের দিলে—মঙ্গলময় বিধি, মঙ্গলময় আজ্ঞা! [১৪] তাদের জানিয়ে দিলে তোমার পবিত্র শাব্বাৎ, এবং তোমার আপন দাস মোশির মধ্য দিয়ে তাদের দিলে আজ্ঞা, বিধি ও বিধান। [১৫] তারা ক্ষুধিত হলে তুমি স্বর্গ থেকে তাদের রুটি দিলে, তারা পিপাসিত হলে তুমি শৈল থেকে জল বের করে আনলে; এবং যে দেশ তাদের দেবে বলে শপথ করেছিলে, সেই দেশ অধিকার করে নিতে তাদের আজ্ঞা দিলে।

[১৬] অথচ তারা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা স্পর্ধার সঙ্গে ব্যবহার করল, মন কঠিন করল, তোমার আজ্ঞায় কান দিল না, [১৭] বাধ্যতা দেখাতে অস্বীকার করল, এবং তাদের মধ্যে তুমি যত আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলে, তা স্মরণে রাখল না; বরং মন কঠিন করে তারা বিদ্রোহী হয়ে দাসত্বে ফিরে যাবে বলে মন স্থির করল। কিন্তু তুমি ক্ষমাবান পরমেশ্বর, দয়াবান ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান; তাই তাদের পরিত্যাগ করলে না। [১৮] এমনকি, তারা যখন নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা একটা বাছুর তৈরি করল, এবং বলল, এই যে তোমার দেবতা, যিনি মিশর থেকে

তোমাকে বের করে এনেছেন, আর তাই বলে যখন তোমাকে প্রচণ্ড অপমান করল, [১৯] তখনও তুমি তোমার অসীম স্নেহ গুণে মরুপ্রান্তরে তাদের পরিত্যাগ করলে না; না, সেই যে মেঘস্তম্ভ দিনের বেলায় তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তা তাদের সামনে থেকে সরে গেল না; সেই যে অগ্নিস্তম্ভ রাতের বেলায় তাদের চলার পথ আলোকিত করছিল, তাও সরে গেল না। [২০] জ্ঞানশিক্ষা দেবার জন্য তুমি তাদের তোমার মঙ্গলময় আত্মাকে দিলে, তাদের মুখে তোমার মান্না দিতে ক্ষান্ত হলে না, এবং তারা পিপাসিত হলে তুমি তাদের জন্য জল যুগিয়ে দিলে। [২১] চল্লিশ বছর ধরে মরুপ্রান্তরে তুমি তাদের যত্ন করলে, তাদের কিছুর অভাব হল না: তাদের পোশাকও জীর্ণ হল না, তাদের পাও ফুলে উঠল না।

[২২] পরে তুমি তাদের দিলে নানা রাজ্য ও নানা জাতিকে; সেগুলিকে সীমান্ত দেশ রূপে তাদের মধ্যে বণ্টন করলে; তাই তারা সিহোনের দেশ, অর্থাৎ হেশবোনের রাজার দেশ ও বাশান-রাজ ওগের দেশ অধিকার করে নিল। [২৩] তাদের সন্তানদের সংখ্যা তুমি আকাশের তারানক্ষত্রের মত বৃদ্ধি করলে, এবং সেই দেশেই তাদের আনলে, যে দেশের বিষয়ে তুমি তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে কথা দিয়েছিলে যে, তারা তা অধিকার করে নিতে সেখানে প্রবেশ করবে। [২৪] হ্যাঁ, তাদের সন্তানেরা সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করে নিল; এবং তুমি সেই দেশের অধিবাসী কানানীয়দের তাদের সামনে নত করলে, এবং ওদের ও ওদের রাজাদের ও দেশের সকল জাতিকে তাদের হাতে তুলে দিলে, যেন তারা ওদের নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। [২৫] তাই তারা সুরক্ষিত বহু বহু নগর দখল করল, উর্বরা ভূমিও দখল করল; সবরকম ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ বাড়ি-ঘর, খনন করা কুয়ো, আঙুরখেত, জলপাইবাগান ও প্রচুর প্রচুর ফলদায়ী গাছ অধিকার করল; তারা খেল, তৃপ্তির সঙ্গেই খেল, মোটাও হল, এবং তোমার মহা মঙ্গলময়তা গুণে আপ্যায়িত হল।

[২৬] কিন্তু তারা অবাধ্য হয়ে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করল, তোমার বিধান পিছনে ফেলে দিল, এবং তোমার যে নবীরা তোমার দিকে তাদের ফেরাবার জন্য তাদের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানাতেন, তাঁদের হত্যা করল; তোমাকে প্রচণ্ড অপমান করল! [২৭] তাই তাদের তুমি তাদের বিপক্ষদের হাতে ছেড়ে দিলে, আর তারা তাদের

অত্যাচার করল; কিন্তু সেই অত্যাচারের মধ্যে তারা যখন তোমার কাছে চিৎকার করছিল, তখন তুমি স্বর্গ থেকে তাদের চিৎকার শুনে তোমার অসীম স্নেহ গুণে তাদের এমন ত্রাণকর্তা দান করছিলে, যাঁরা বিপক্ষদের হাত থেকে তাদের পরিত্রাণ করলেন। [২৮] কিন্তু তবু তারা যখন স্বস্তি ভোগ করত, তারা আবার তোমার সামনে কুকাজ করত, ফলে তাদের তুমি তাদের শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিতে, আর সেই শত্রুরা তাদের উপর কর্তৃত্ব চালাত; কিন্তু তারা ফিরলে ও তোমার কাছে হাহাকার করলে তুমি স্বর্গ থেকে তাদের হাহাকার শুনে তোমার স্নেহগুণে বহুবার তাদের উদ্ধার করতে। [২৯] তোমার বিধান-পথে তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য তুমি তাদের সতর্কবাণী দিতে, কিন্তু তারা স্পর্ধা দেখিয়ে তোমার আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা দেখাত না; যা পালন করলে মানুষ বাঁচে, তোমার এমন সব নিয়মনীতি অবজ্ঞা করে পাপ করত; তারা কাঁধ থেকে জোয়াল সরাত, মন কঠিন করত, বাধ্য ছিল না।

[৩০] তবু তুমি বহু বছর ধরে তাদের প্রতি ধৈর্য দেখালে, ও তোমার নবীদের মধ্য দিয়ে তোমার আত্মা দ্বারা তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানালে; কিন্তু তারা কান দিতে চাইল না; ফলে তাদের তুমি নানাদেশীয় জাতিদের হাতে ছেড়ে দিলে। [৩১] তবু তোমার অসীম স্নেহ গুণে তুমি তাদের নিঃশেষ করনি, ত্যাগও করনি, কারণ তুমি দয়াবান ও স্নেহশীল ঈশ্বর।

[৩২] তাই এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, হে মহীয়ান পরাক্রমী ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, তুমি যে সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক, আশুরের রাজাদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের উপরে, আমাদের রাজাদের, জনপ্রধানদের, যাজকদের, নবীদের, পিতৃপুরুষদের ও তোমার গোটা জনগণের উপরে যে সমস্ত ক্লেশ নেমে পড়েছে, সেই সমস্ত কিছু যেন তোমার দৃষ্টিতে সামান্য ব্যাপার না হয়। [৩৩] আমাদের প্রতি এইসব কিছু ঘটা সত্ত্বেও তুমি তো ধর্মময়, কারণ তুমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করেছ, কিন্তু আমরা দুষ্কর্ম করেছি। [৩৪] আমাদের রাজারা, জনপ্রধানেরা, যাজকেরা ও পিতৃপুরুষেরা, কেউই তোমার বিধান পালন করেনি; এবং যা দ্বারা তুমি তাদের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানাতে, তোমার সেই সমস্ত আজ্ঞা ও আদেশে তারা কান দেয়নি। [৩৫] তাদের নিজেদের রাজ্যেও, তাদের উপরে বর্ষিত তোমার অসীম মঙ্গল সত্ত্বেও, তোমার দ্বারা

তাদের হাতে দেওয়া প্রশস্ত ও উর্বর দেশ সত্ত্বেও তারা তোমার সেবা করেনি, তাদের কুকর্ম সাধনেও ক্ষান্ত হয়নি। [৩৬] যে দেশ তুমি আমাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছ তারা যেন তার ফল খায় ও তার যত মঙ্গল ভোগ করে, দেখ, আজ আমরা সেই দেশে দাস!
[৩৭] আর তুমি আমাদের পাপরাশির জন্য আমাদের উপরে যে রাজাদের বসিয়েছ, এই দেশের প্রচুর ফল সবই তাদের স্বত্ব; এখন তারা আমাদের শরীরের উপরে ও আমাদের পশুদের উপরে যেমন খুশি তেমনই প্রভুত্ব চালাচ্ছে, আর আমরা ভীষণ সঙ্কটের মধ্যে রয়েছি।'

জনগণের প্রতিজ্ঞা

১০ [১] 'এই সমস্ত ঘটনার জন্য আমরা এখন লিখিত আকারে দৃঢ় চুক্তি করছি। আমাদের জনপ্রধানেরা, আমাদের লেবীয়েরা ও আমাদের যাজকেরা তার উপরে নিজ নিজ মুদ্রাঙ্কন দিয়েছে।'

[২] যাঁরা মুদ্রাঙ্কন দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম এই: হাকালিয়ার সন্তান নেহেমিয়া শাসনকর্তা, এবং সেদেকিয়া, [৩] সেরাইয়া, আজারিয়া, যেরেমিয়া, [৪] পাশ্‌হুর, আমারিয়া, মাল্কিয়া, [৫] হাতুশ, শেবানিয়া, মাল্লুক, [৬] হারিম, মেরেমোথ, ওবাদিয়া,
[৭] দানিয়েল, গিন্নেথোন, বারুক, [৮] মেশুল্লাম, আবিয়া, মিয়ামিন, [৯] মাআজিয়া, বিল্গাই, শেমাইয়া: যাজকদের মধ্যে এই সকল লোক।

[১০] লেবীয়দের মধ্যে: আজানিয়ার সন্তান যেশুয়া, বিন্নুই, সে হেনাদাদের সন্তানদের মধ্যে একজন, কাদ্মিয়েল, [১১] এবং তাদের জ্ঞাতি শেবানিয়া, হোদিয়া, কেলিতা, পেলাইয়া, হানান, [১২] মিখা, রেহোব, হাশাবিয়া, [১৩] জাক্কুর, শেরেবিয়া, শেবানিয়া, [১৪] হোদিয়া, বানি ও বেনিনু।

[১৫] জনগণের মধ্যে প্রধান লোকেরা: পারোশ, পাহাথ-মোয়াব, এলাম, জাত্তু, বানি, [১৬] বুন্নি, আজগাদ, বেবাই, [১৭] আদোনিয়া, বিগ্‌বাই, আদিন, [১৮] আতের, হেজেকিয়া, আজ্জুর, [১৯] হোদিয়া, হাশুম, বেজাই, [২০] হারিফ, আনাথোথ, নেবাই,
[২১] মাগ্‌পিয়াস, মেশুল্লাম, হেজির, [২২] মেশেজাবেল, সাদোক, ইয়াদ্দুয়া,
[২৩] পেলাতিয়া, হানান, আনাইয়া, [২৪] হোশেয়া, হানানিয়া, হাশুব,

[২৫] হাল্লোহেশ, পিল্‌হা, শোবেক, [২৬] রেহুম, হাশান্না, মাসেইয়া, [২৭] আহিয়া, হানান, আনান, [২৮] মাল্লুক, হারিম ও বানা।

[২৯] জনগণের অবশিষ্ট লোকেরা, যাজক, লেবীয়, দ্বারপাল, গায়ক, নিবেদিত প্রভৃতি যে সকল লোক নানা দেশের জাতিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পরমেশ্বরের বিধানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তারা সকলে, তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা, অর্থাৎ জ্ঞান ও বুদ্ধি হয়েছিল যাদের, তারা সকলে [৩০] তাদের গণ্যমান্য ভাইদের সঙ্গে যোগ দিল এবং দিব্যি দিয়ে শপথ করল যে, পরমেশ্বর তাঁর দাস মোশি দিয়ে যে বিধান দিলেন, তারা পরমেশ্বরের সেই বিধান-পথে চলবে, তাদের প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা, নিয়মনীতি ও বিধিগুলো সযত্নে পালন করবে।

[৩১] বিশেষভাবে: আমরা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের বিবাহ দেব না, আমাদের ছেলেদের জন্য তাদের মেয়েদের নেব না, [৩২] স্থানীয় লোকেরা শাব্বাৎ দিনে বিক্রেয় মাল বা খাবার বিক্রির জন্য আনলে আমরা শাব্বাৎ দিনে বা অন্য পবিত্র দিনে তাদের কাছ থেকে তা কিনব না, এবং প্রতিটি সপ্তম বর্ষে ভূমিকে বিশ্রাম দেব ও সমস্ত ঋণ-আদায় পরিত্যাগ করব।

[৩৩] উপরন্তু: আমরা নিজেদের উপরে এই নিয়ম নির্ধারণ করলাম যে, আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের সেবাকাজের জন্য আমরা প্রত্যেক বছর তিন ভাগের এক ভাগ করে শেকেল দান করব: [৩৪] ভোগ-রুটির, নিত্য শস্য-নৈবেদ্যের, নিত্যাহুতির, শাব্বাতের, অমাবস্যার, পর্বগুলোর, পবিত্রীকৃত বস্তুর ও ইস্রায়েলের প্রায়শ্চিত্ত-সংক্রান্ত পাপার্থে বলির জন্য এবং আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের সমস্ত কাজের জন্য তা করলাম।

[৩৫] জ্বালানির বিষয়ে, অর্থাৎ বিধানে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে জ্বালাবার জন্য আমাদের পিতৃকুল অনুসারে প্রতি বছর নির্ধারিত কালে আমাদের পরমেশ্বরের গৃহে কাঠ আনবার বিষয়ে আমরা যাজক, লেবীয় ও জনগণ গুলিবাঁট করলাম, [৩৬] আর আমাদের ভূমির প্রথমফসল ও সমস্ত বাগানের প্রথমফল প্রতি বছর প্রভুর গৃহে আনবার নিয়ম স্থির করলাম; [৩৭] এবং বিধানে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে আমাদের প্রথমজাত পুত্রসন্তান ও পশুগুলোকে, আমাদের গবাদি পশুর ও ছাগ-মেষের প্রথমজাতগুলোকে, পরমেশ্বরের গৃহে যারা আমাদের

পরমেশ্বরের গৃহের উপাসনা-কর্ম চালায়, সেই যাজকদের কাছে আনব; [৩৮] আমাদের ময়দার অগ্রিমাংশ, আমাদের অর্ঘ্য ও সবধরনের গাছের ফল, আঙুররস ও তেল আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের ভাণ্ডারে যাজকদের জন্য আনব; আমাদের ভূমির প্রথমফসলের দশমাংশ লেবীয়দের কাছে আনব, কেননা যে সমস্ত শহরে আমরা উপাসনা করে থাকি, সেখানে লেবীয়েরাই দশমাংশ আদায় করে। [৩৯] এও স্থির করলাম যে, লেবীয়দের দশমাংশ আদায় কালে আরোন-বংশজাত একজন যাজক লেবীয়দের সঙ্গে থাকবে, পরে লেবীয়েরা দশমাংশের দশমাংশ আমাদের পরমেশ্বরের গৃহে, ধনভাণ্ডারের কামরাগুলোতে আনবে, [৪০] কেননা পবিত্রধামের পাত্রগুলো এবং উপাসনা-কর্মে নিযুক্ত যাজকেরা, দ্বারপালেরা ও গায়কেরা যেখানে থাকে, সেই সকল কামরায় ইস্রায়েল সন্তানদের ও লেবি-সন্তানদের পক্ষে শস্য, আঙুররস ও তেলের অংশ আনা উচিত।

এইভাবে আমরা স্থির করলাম, আমাদের পরমেশ্বরের গৃহ অবহেলা করব না।

যেরুশালেম-পুনর্বাসন

১১ [১] জনগণের প্রধান লোকেরা যেরুশালেমে বসতি করল; বাকি লোকেরা পবিত্র নগরী যেরুশালেমকে বাসিন্দা দেবার জন্য প্রতি দশজনের মধ্যে একজনকে সেখানে আনবার জন্য গুলিবাঁট করল; অপর ন'জন অন্যান্য শহরেও থাকতে পারত। [২] যে সকল লোক স্বেচ্ছায় যেরুশালেমে বাস করতে চাইল, জনগণ তাদের আশীর্বাদ করল।

[৩] যুদার শহরে শহরে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বত্বাধিকারে বাস করত, কিন্তু প্রদেশের এই সকল প্রধান লোক এবং এই এই ইস্রায়েলীয়েরা, যাজকেরা, লেবীয়েরা, নিবেদিতরা ও শলোমনের দাসদের সন্তানেরা যেরুশালেমে বসতি করল। [৪] যেরুশালেমে যুদা-সন্তানেরা ও বেঞ্জামিন-সন্তানেরা বসতি করল।

যুদা-সন্তানদের মধ্যে: উজ্জিয়ার সন্তান আথাইয়া; সেই উজ্জিয়া জাখারিয়ার সন্তান, জাখারিয়া আমারিয়ার সন্তান, আমারিয়া শেফাতিয়ার সন্তান, শেফাতিয়া মাহালালেলের সন্তান: সে পেরেস-সন্তানদের একজন; [৫] উপরন্তু: বারুকের সন্তান মাসেইয়া; সেই বারুক কোল-হোজের সন্তান, কোল-হোজে হাজাইয়ার সন্তান, হাজাইয়া আদাইয়ার

সন্তান, আদাইয়া যোইয়ারিবের সন্তান, যোইয়ারিব জাখারিয়ার সন্তান, জাখারিয়া শীলোনীয়ের সন্তান।

[৬] যে পেরেস-সন্তান যেরুশালেমে বসতি করল, তারা সবসমেত চারশ' আটষট্টিজন বীরপুরুষ।

[৭] বেঞ্জামিনের এই সকল সন্তান: মেশুল্লামের সন্তান সাল্লু; সেই মেশুল্লাম যোয়েদের সন্তান, যোয়েদ পেদাইয়ার সন্তান, পেদাইয়া কোলাইয়ার সন্তান, কোলাইয়া মাসেইয়ার সন্তান, মাসেইয়া ইথিয়েলের সন্তান, ইথিয়েল যেশাইয়ার সন্তান; [৮] এর পরে গাব্বাই ও সাল্লাই … ন'শো আটাশজন। [৯] জিখ্রির সন্তান যোয়েল তাদের জননেতা ছিলেন, এবং হাস্‌সেনুয়ার সন্তান যুদা নগরীর দ্বিতীয় প্রধান লোক ছিলেন।

[১০] যাজকদের মধ্যে: যোইয়ারিবের সন্তান যেদাইয়া, যাখিন, [১১] হিল্কিয়ার সন্তান সেরাইয়া; সেই হিল্কিয়া মেশুল্লামের সন্তান, মেশুল্লাম সাদোকের সন্তান, সাদোক মেরাইওথের সন্তান, মেরাইওথ আহিতুবের সন্তান, আহিতুব পরমেশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষ; [১২] উপরন্তু: গৃহের উপাসনা-কর্মে নিযুক্ত তাদের ভাইয়েরা আটশ' বাইশজন; যেরোহামের সন্তান আদাইয়া; সেই যেরোহাম পেলালিয়ার সন্তান, পেলালিয়া আম্‌সির সন্তান, আম্‌সি জাখারিয়ার সন্তান, জাখারিয়া পাশ্‌হুরের সন্তান, পাশ্‌হুর মাল্কিয়ার সন্তান। [১৩] মাল্কিয়ার ভাইয়েরা দু'শো বিয়াল্লিশজন পিতৃকুলপতি ছিলেন; তাছাড়া আজারেলের সন্তান আমাসাই; সেই আজারেল আহ্‌জাইয়ের সন্তান, আহ্‌জাই মেশিল্লেমোথের সন্তান, মেশিল্লেমোথ ইম্মেরের সন্তান। [১৪] তাদের ভাইয়েরা একশ' আটাশজন বীরপুরুষ ছিল, এবং তাদের জননেতা ছিলেন জাব্দিয়েল, যিনি গেদোলিমের সন্তান।

[১৫] লেবীয়দের মধ্যে: হাশুবের সন্তান শেমাইয়া; সেই হাশুব আজ্রিকামের সন্তান, আজ্রিকাম হাশাবিয়ার সন্তান, হাশাবিয়া বুন্নির সন্তান; [১৬] আর প্রধান লেবীয়দের মধ্যে শাব্বেথাই ও যোসাবাদ পরমেশ্বরের গৃহের বাইরের কাজে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিল; [১৭] আর আসাফের প্রপৌত্র জাব্দির পৌত্র মিখার সন্তান মাত্তানিয়া ছিলেন সামগান পরিবেশনে প্রধান: তিনিই প্রথম প্রার্থনা শুরু করতেন, ও তাঁর ভাইদের মধ্যে

বাক্‌বুকিয়া তাঁর দ্বিতীয় ছিলেন; এবং ইদুথুমের প্রপৌত্র গালালের পৌত্র শাম্মুয়ার সন্তান আব্দা। [১৮] পবিত্র নগরীতে লেবীয়েরা সবসমেত দু'শো চুরাশিজন।

[১৯] দ্বারপালেরা: আক্কুব, তাল্‌মোন ও দ্বারগুলোর প্রহরী তাদের ভাইয়েরা: তারা একশ' বাহাত্তরজন।

[২০] ইস্রায়েলের, যাজকদের, লেবীয়দের বাকি লোকেরা যুদার সমস্ত শহরে নিজ নিজ স্বত্বাধিকারে বসতি করল। [২১] নিবেদিতরা ওফেলে বসতি করল, এবং সিহা ও গিস্পা নিবেদিতদের প্রধান। [২২] বানির সন্তান উজ্জি যেরুশালেমে লেবীয়দের প্রধান; সেই বানি হাশাবিয়ার সন্তান, হাশাবিয়া মাত্তানিয়ার সন্তান, মাত্তানিয়া মিখার সন্তান, মিখা আসাফের বংশজাত গায়কদের মধ্যে একজন। উজ্জি পরমেশ্বরের গৃহের উপাসনায় গানের পরিচালক ছিলেন। [২৩] কেননা তাদের বিষয়ে রাজার এক আজ্ঞা ছিল, এবং গায়কদের জন্য প্রতিদিন নির্ধারিত অংশ দেওয়া হত। [২৪] যুদা-সন্তান জেরাহ্‌র বংশজাত মেশেজাবেলের সন্তান যে পেথাহিয়া, সে জনগণের সমস্ত বিষয়ে রাজার অধীনে নিযুক্ত ছিল।

[২৫] চারণভূমি সমেত গ্রামগুলোর কথা: যুদা-সন্তানেরা কেউ কেউ কিরিয়াথ-আর্বায় ও তার উপনগরগুলোতে, দিবোনে ও তার উপনগরগুলোতে, যেকাব্‌সেলে ও তার উপনগরগুলোতে, [২৬] এবং যেশুয়াতে, মোলাদায়, বেথ্‌-পেলেতে, [২৭] হাৎসার-শুয়ালে, বের্শেবায় ও তার উপনগরগুলোতে, [২৮] সিক্লাগে, মেকোনায় ও তার উপনগরগুলোতে, [২৯] এন্‌-রিম্মোনে, জরায়, যার্মুথে, [৩০] জানোয়াহ্‌-তে, আদুল্লামে ও তাদের গ্রামগুলোতে, লাখিশে ও তার চারণভূমি, আজেকায় ও তার উপনগরগুলোতে বসতি করল। তারা বের্শেবা থেকে হিন্নোম উপত্যকা পর্যন্ত বাস করত।

[৩১] বেঞ্জামিন-সন্তানেরা গেবায়, মিখ্‌মাসে, আইয়াতে, বেথেলে ও তার উপনগরগুলোতে বসতি করল; [৩২] আবার, আনাথোথে, নোবে, আনানিয়াতে, [৩৩] হাৎসোরে, রামায়, গিত্তাইমে, [৩৪] হাদিদে, জেবোইমে, নেবাল্লাতে, [৩৫] লোদে এবং ওনোতে ও শিল্পকারদের উপত্যকায় বসতি করল। [৩৬] লেবীয়দের কোন কোন অংশ যুদায়, কোন কোন অংশ বেঞ্জামিনে বসতি করল।

যাজক ও লেবীয় বর্গ

১২ [১] এই যাজকেরা ও লেবীয়েরা শাল্তিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেলের ও যেশুয়ার সঙ্গে ফিরে এসেছিলেন: সেরাইয়া, যেরেমিয়া, এজরা, [২] আমারিয়া, মাল্লুক, হাতুশ, [৩] শেখানিয়া, রেহুম, মেরেমোথ, [৪] ইদ্দো, গিন্নেথোন, আবিয়া, [৫] মিয়ামিন, মাদিয়া, বিল্গা, [৬] শেমাইয়া, যোইয়ারিব, যেদাইয়া, [৭] সাল্লু, আমোক, হিল্কিয়া, যেদাইয়া। এঁরা যেশুয়ার সময়ে যাজকদের ও নিজ নিজ ভাইদের মধ্যে প্রধান ছিলেন।

[৮] লেবীয়বর্গ: যেশুয়া, বিন্নুই, কাদ্মিয়েল, শেরেবিয়া, যুদা, মাত্তানিয়া; এই মাত্তানিয়া ও তাঁর ভাইয়েরা স্তুতিগান পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন। [৯] তাঁদের ভাইয়েরা বাক্‌বুকিয়া ও উন্নি তাদের অধীনে প্রহরা-কাজে নিযুক্ত ছিল।

[১০] যেশুয়া যোইয়াকিমের পিতা, যোইয়াকিম এলিয়াশিবের পিতা, এলিয়াশিব যোইয়াদার পিতা, [১১] যোইয়াদা যোনাথানের পিতা, যোনাথান ইয়াদ্দুয়ার পিতা।

[১২] যোইয়াকিমের সময়ে এঁরা পিতৃকুলপতি যাজক ছিলেন: সেরাইয়ার কুলে মেরাইয়া, যেরেমিয়ার কুলে হানানিয়া, [১৩] এজরার কুলে মেশুল্লাম, আমারিয়ার কুলে যেহোহানান, [১৪] মাল্লুকের কুলে যোনাথান, শেবানিয়ার কুলে যোসেফ, [১৫] হারিমের কুলে আদ্না, মেরাইওথের কুলে হেল্কাই, [১৬] ইদ্দোর কুলে জাখারিয়া, গিন্নেথোনের কুলে মেশুল্লাম, [১৭] আবিয়ার কুলে জিখ্রি, মিনিয়ামিনের কুলে …, মোয়াদিয়ার কুলে পিল্তাই, [১৮] বিল্গার কুলে শাম্মুয়া, শেমাইয়ার কুলে যোনাথান, [১৯] যোইয়ারিবের কুলে মাত্তেনাই, যেদাইয়ার কুলে উজ্জি, [২০] সাল্লাইয়ের কুলে কাল্লাই, আমোকের কুলে এবের, [২১] হিল্কিয়ার কুলে হাশাবিয়া, যেদাইয়ার কুলে নেথানেয়েল।

[২২] লেবীয়দের পিতৃকুলপতিরা এলিয়াশিবের, যোইয়াদার, যোহানানের ও ইয়াদ্দুয়ার সময়ে, এবং যাজকেরা পারসিক দারিউশের রাজত্বকালে বংশতালিকায় তালিকাভুক্ত হলেন।

[২৩] লেবীয় বংশজাত পিতৃকুলপতিরা বংশাবলি-পুস্তকে এলিয়াশিবের সন্তান যোহানানের সময় পর্যন্ত তালিকাভুক্ত হলেন। [২৪] লেবীয়দের প্রধান লোক হাশাবিয়া, শেরেবিয়া, ও কাদ্মিয়েলের সন্তান যেশুয়া, এবং তাঁদের সামনে থাকা তাঁদের ভাইয়েরা

পরমেশ্বরের মানুষ দাউদের আজ্ঞা অনুসারে দলে দলে প্রশংসা ও স্তুতিগান করতে নিযুক্ত ছিলেন। [২৫] মাত্তানিয়া, বাক্‌বুকিয়া, ওবাদিয়া, মেশুল্লাম, তাল্‌মোন ও আক্কুব দ্বারপাল হয়ে দ্বারগুলোর নিকটবর্তী ভাণ্ডারগুলোর প্রহরা-কাজে নিযুক্ত ছিল। [২৬] এরা যোসাবাদের পৌত্র যেশুয়ার সন্তান যোইয়াকিমের সময়ে এবং প্রদেশপাল নেহেমিয়া ও শাস্ত্রী এজরা যাজকের সময়ে জীবিত ছিল।

নগরপ্রাচীর উৎসর্গীকরণ

[২৭] যেরুশালেম প্রাচীর উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে লেবীয়দের যেরুশালেমে আনবার জন্য তাদের সকল বাসস্থানে তাদের খোঁজ করা হল, যেন উৎসর্গ-অনুষ্ঠান করতাল, সেতার ও বীণার ঝঙ্কারে ও স্তবস্তুতি ও বন্দনা গানে আনন্দে উদ্‌যাপিত হয়। [২৮] গায়কদলের সদস্যেরা যেরুশালেমের নিকটবর্তী প্রদেশ থেকে ও নেতোফাতীয়দের যত গ্রাম থেকে, [২৯] এবং বেথ্‌-গিল্গাল থেকে এবং গেবার ও আস্মাবেথের খোলা মাঠ থেকে সমবেত হল; কেননা গায়কেরা যেরুশালেমের কাছাকাছিই নিজেদের জন্য গ্রাম স্থাপন করেছিল। [৩০] যাজকেরা ও লেবীয়েরা আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন করল; পরে জনগণকে, সমস্ত নগরদ্বার ও প্রাচীরকেও শুদ্ধ করল।

[৩১] তখন আমি যুদার প্রধান লোকদের প্রাচীরের উপরে আনলাম, এবং বড় বড় দু'টো কীর্তন-দল গঠন করলাম। প্রথম দল প্রাচীরের উপর দিয়ে ডান পাশে সার-দ্বারের দিকে এগিয়ে গেল; [৩২] তাদের পিছু পিছু চলছিল হোশাইয়া, যুদার প্রধান লোকদের অর্ধেক ভাগ, [৩৩] আজারিয়া, এজরা, মেশুল্লাম, [৩৪] যুদা, বেঞ্জামিন, শেমাইয়া ও যেরেমিয়া— [৩৫] এরা সকলে তুরিবাদক যাজকের দলের মানুষ; তারপর যোনাথান —অর্থাৎ আসাফের বংশজাত জাক্কুরের সন্তান মিখাইয়া, মিখাইয়ার সন্তান মাত্তানিয়া, মাত্তানিয়ার সন্তান শেমাইয়া, শেমাইয়ার সন্তান যে যোনাথান, সেই যোনাথানের সন্তান জাখারিয়া, [৩৬] ও তার জ্ঞাতিভাই শেমাইয়া, আজারেল, মিলালাই, গিলালাই, মায়াই, নেথানেয়েল, যুদা ও হানানি, এই সকলের হাতে ছিল পরমেশ্বরের মানুষ দাউদের বাদ্যযন্ত্র; এদের সকলের আগে আগে শাস্ত্রী এজরা হেঁটে চলছিলেন। [৩৭] ঝরনাদ্বারের

কাছে এসে পৌঁছে তারা সরাসরি দাউদ-নগরীর সিঁড়ির উপর দিয়ে প্রাচীরের ঊর্ধ্বগামী জায়গা দিয়ে উঠে দাউদের প্রাসাদ রেখে সলিলদ্বার পর্যন্ত পুবদিকে এগিয়ে গেল।

[৩৮] দ্বিতীয় কীর্তন-দল বাঁ দিকে এগিয়ে গেল, এবং আমি, আর আমার সঙ্গে জনগণের অর্ধেক ভাগ, তাদের পিছু পিছু প্রাচীরের উপর দিয়ে চললাম। তারা তন্দুর-দুর্গ পার হয়ে চওড়া প্রাচীর পর্যন্ত গেল; [৩৯] তারপর এফ্রাইম-দ্বার, প্রাচীন দ্বার, মৎস্যদ্বার, হানানেয়েল-দুর্গ ও মেয়া-দুর্গ পার হয়ে তারা মেষদ্বার পর্যন্ত এগিয়ে গেল; কীর্তন-দল কারাগার-দ্বারে এসে পৌঁছে সেখানে দাঁড়াল। [৪০] কীর্তন-দল দু'টো পরমেশ্বরের গৃহে স্থান নিল; আমিও তাই করলাম, আর আমার সঙ্গে বিচারকদের যে অর্ধেক ভাগ ছিল, তারাও তাই করল; [৪১] তুরিবাদক যাজক এলিয়াকিম, মাআসেইয়া, মিনিয়ামিন, মিখাইয়া, এলিওয়েনাই, জাখারিয়া, হানানিয়া, [৪২] এবং মাআসেইয়া, শেমাইয়া, এলেয়াজার, উজ্জি, যেহোহানান, মাল্কিয়া, এলাম ও এজেরও সেখানে স্থান নিল। গায়কেরা জোর গলায় গান করছিল, ও ইজ্রাহিয়া তাদের পরিচালক ছিল।

[৪৩] সেদিন বহু বহু বলি উৎসর্গ করা হল, এবং জনগণ আনন্দ-ফুর্তি করল, কারণ পরমেশ্বর তাদের মহা আনন্দে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছিলেন। স্ত্রীলোকেরা ও ছেলেমেয়েরাও আনন্দ-ফুর্তি করল, এবং যেরুশালেমের আনন্দের সাড়া বহু দূরেই শোনা গেল।

[৪৪] সেসময়ে কয়েকজন লোক নিযুক্ত হল, তারা যেন যে যে কক্ষ নৈবেদ্যের, প্রথমাংশের ও দশমাংশের ভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহৃত ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে নগরীর অধীনস্থ গ্রামগুলো থেকে সেই সকল অংশ সংগ্রহ করে, যা বিধান অনুসারে যাজকদের ও লেবীয়দের প্রাপ্য অংশ; ব্যাপারটা হল এই যে, যাজকদের নিজ নিজ স্থানে দে'খে ইহুদীরা খুবই আনন্দ পাচ্ছিল। [৪৫] আর এই যাজকেরা তাদের পরমেশ্বরের সেবা সংক্রান্ত ও শুচিতা সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব পালন করছিল; সেদিকে গায়কেরা ও দ্বারপালেরাও দাউদের ও তাঁর সন্তান শলোমনের আজ্ঞামত নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছিল; [৪৬] কেননা প্রাচীনকাল থেকেও, দাউদ ও আসাফের সময় থেকেও গায়কদলের পরিচালকেরা ছিল, এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসাগান ও স্তুতিগান পরিবেশন করা হত। [৪৭] জেরুব্বাবেল ও নেহেমিয়ার সময়ে গোটা ইস্রায়েল

গায়কদের ও দ্বারপালদের কাছে তাদের দৈনিক প্রাপ্য অংশ দিত; এবং এরা লেবীয়দের কাছে তাদের পবিত্রীকৃত প্রাপ্য অংশ দিত, লেবীয়েরাও আরোন-সন্তানদের কাছে তাদের পবিত্রীকৃত প্রাপ্য অংশ দিত।

নেহেমিয়ার সাধিত পুনঃসংস্কার

১৩ [১] সেসময় লোকদের সাক্ষাতে মোশির পুস্তক থেকে পাঠ করে শোনানো হল; আর তার মধ্যে এই কথা লেখা পাওয়া গেল যে, আম্মোনীয় ও মোয়াবীয় কোন মানুষ পরমেশ্বরের জনসমাবেশে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না, [২] কারণ তারা খাবার ও জল নিয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেনি; এমনকি, তাদের অভিশাপ দেবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে বালায়ামকে উৎকোচ দিয়েছিল; কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর সেই অভিশাপ আশীর্বাদেই পরিণত করেছিলেন। [৩] তেমন বিধান শুনে তারা মিশ্র-রক্তের সকল মানুষকে ইস্রায়েল থেকে পৃথক করল।

[৪] এর আগে, আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের কামরাগুলোর অধ্যক্ষ এলিয়াশিব যাজক তোবিয়ার আত্মীয় হওয়ায় [৫] তার জন্য বড় একটা কামরার ব্যবস্থা করেছিল; আগে সেই জায়গায় নিবেদিত শস্য-নৈবেদ্য, ধূপ ও পাত্রগুলো রাখা হত, এবং বিধিমতে লেবীয়দের, গায়কদের ও দ্বারপালদের প্রাপ্য যে শস্য, সেই আঙুররস ও তেলের দশমাংশ এবং অর্ঘ্য থেকে যাজকদের জন্য বাঁচিয়ে রাখা অংশও রাখা হত।

[৬] এই সমস্ত ঘটনার সময়ে আমি যেরুশালেমে ছিলাম না, কেননা বাবিলন-রাজ আর্তাক্সারক্সিসের দ্বাত্রিংশ বর্ষে রাজার কাছে ফিরে গেছিলাম; কিন্তু কিছু দিন পরে রাজার কাছ থেকে ছুটি পেয়ে [৭] যেরুশালেমে ফিরে এসেছিলাম, আর তখনই জানতে পারলাম, এলিয়াশিব তোবিয়ার জন্য পরমেশ্বরের গৃহের প্রাঙ্গণে একটা কামরার ব্যবস্থা করায় কেমন অপকর্ম করেছিল। [৮] এতে আমার অন্তরে বড়ই অসন্তোষ জন্মেছিল, তাই ওই কামরা থেকে তোবিয়ার সমস্ত মালপত্র বের করে ফেললাম; [৯] পরে আজ্ঞা দিলাম, যেন কামরাগুলো শুচীকৃত করা হয়, এবং সেই জায়গায় পরমেশ্বরের গৃহের পাত্রগুলো, শস্য-নৈবেদ্য ও ধূপ আবার আনালাম।

[১০] আমি এও জানতে পারলাম যে, লেবীয়দের প্রাপ্য অংশ তাদের দেওয়া হচ্ছিল না, আর এজন্য সেবাকর্মে নিযুক্ত লেবীয়েরা ও গায়কেরা পালিয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ গ্রামে গেছিল। [১১] তাই আমি অধ্যক্ষদের ভর্ৎসনা করে বললাম, 'পরমেশ্বরের গৃহ কেন পরিত্যক্ত হল?' পরে ওদের সংগ্রহ করে আবার নিজ নিজ পদে নিযুক্ত করলাম। [১২] তখন গোটা যুদা শস্য, আঙুররস ও তেলের দশমাংশ ভাণ্ডারে আনতে লাগল। [১৩] আমি শেলেমিয়া যাজক, সাদোক কর্মসচিব ও লেবীয়দের মধ্যে পেদাইয়াকে ও তাদের সহকারী হিসাবে মাত্তানিয়ার পৌত্র জাক্কুরের সন্তান হানানকে ভাণ্ডারগুলোর অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করলাম, কেননা তারা বিশ্বস্ত লোক বলে গণ্য ছিল। তাদের দায়িত্ব ছিল, তাদের ভাইদের প্রাপ্য অংশ বিতরণ করা।

[১৪] পরমেশ্বর আমার, এবিষয়ে আমাকে স্মরণ কর; আমি আমার পরমেশ্বরের গৃহের জন্য ও তার পরিচর্যার জন্য যে সাধুকাজ করেছি, তা মুছে দিয়ো না!

[১৫] সেসময় আমি লক্ষ করলাম, যুদার মধ্যে কয়েকজন লোক শাব্বাৎ দিনে আঙুরফল মাড়াই করছে, আঁটি এনে গাধার উপরে চাপাচ্ছে, আবার শাব্বাৎ দিনে আঙুররস, আঙুরফল, ডুমুরফল ও নানা মালের বোঝা যেরুশালেমে আনছে; যে দিনটিতে তারা খাদ্য-সামগ্রী বিক্রি করছিল, সেই দিনটির কারণে আমি আপত্তি তুললাম। [১৬] তুরসের কয়েকজন লোক নগরীতে বাস করছিল, তারা মাছ ও সবধরনের বিক্রেয় মাল এনে শাব্বাৎ দিনেই যুদা-সন্তানদের কাছে ও যেরুশালেমে বিক্রি করত। [১৭] তখন আমি যুদার প্রধান লোকদের ভর্ৎসনা করে বললাম, 'শাব্বাৎ অপবিত্র করায় তোমরা এ কেমন অন্যায় করছ? [১৮] তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কি ঠিক তাই করত না? আর ঠিক সেই কারণে আমাদের পরমেশ্বর কি আমাদের উপরে ও এই নগরীর উপরে এই সমস্ত অমঙ্গল ডেকে আনেননি? শাব্বাৎ অপবিত্র করায় তোমরা এখন ইস্রায়েলের উপরে ক্রোধ বাড়াচ্ছ!'

[১৯] শাব্বাতের আগে যেরুশালেমের নগরদ্বারগুলোর উপরে ছায়া পড়তে না পড়তেই আমি কবাট বন্ধ করতে আজ্ঞা দিলাম যেন শাব্বাৎ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত দ্বার খোলা না হয়। এবং শাব্বাৎ দিনে যেন কোন বোঝা ভিতরে না আনা হয়, এজন্য আমি আমার কয়েকজন সহকারীকে দ্বারে দ্বারে মোতায়েন রাখলাম। [২০] তাই

ব্যবসায়ীরা ও সব ধরনের মালের বিক্রেতারা দু' একবার যেরুশালেমের বাইরে রাত কাটাল। [২১] তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে অনুযোগ তুলে বললাম, 'তোমরা কেন প্রাচীরের সামনে রাত কাটাও? তোমরা আবার তেমনটি করলে আমি তোমাদের গ্রেপ্তার করাব।' সেদিন থেকে তারা শাব্বাৎ দিনে আর এল না। [২২] শাব্বাৎ পবিত্র রাখবার জন্য আমি লেবীয়দের আজ্ঞা দিলাম, যেন তারা নিজেদের পরিশুদ্ধ করে ও দ্বারগুলো রক্ষা করতে আসে। পরমেশ্বর আমার, এই বিষয়েও আমাকে স্মরণ কর, ও তোমার মহা কৃপা অনুসারে আমার প্রতি করুণা দেখাও!

[২৩] আবার সেসময় আমি লক্ষ করলাম, ইহুদীদের কেউ কেউ আসদোদীয়া, আম্মোনীয়া ও মোয়াবীয়া স্ত্রী নিয়েছে; [২৪] তাদের ছেলেদের অর্ধেক আসদোদীয় ভাষায় কথা বলত, ইহুদীদের ভাষায় কথা বলতে পারত না, কেবল এজাতির ওজাতির ভাষা জানত। [২৫] আমি তাদের ভর্ৎসনা করলাম, অভিশাপও দিলাম, তাদের মধ্যে কারও কারও চুল টেনে ছিঁড়লাম, এবং পরমেশ্বরের দিব্যি দিয়ে তাদের এই শপথ করালাম, 'তোমরা ওদের ছেলেদের সঙ্গে তোমাদের মেয়েদের বিবাহ দেবে না, ও তোমাদের ছেলেদের জন্য ও তোমাদের নিজেদের জন্য ওদের মেয়েদের নেবে না। [২৬] ইস্রায়েল-রাজ শলোমন ঠিক এধরনের কাজ করে কি অপরাধ করেননি? বহু জাতির মধ্যে তাঁর মত কোন রাজা ছিলেন না, তিনি তাঁর পরমেশ্বরের প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং পরমেশ্বর তাঁকে গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজা করেছিলেন, এই সমস্ত কথা সত্য বটে, তাসত্ত্বেও বিজাতীয়া বধূরা তাঁকে পাপ করিয়েছিল। [২৭] তাই এখন আমাদের কী একথা শুনতে হবে যে, তোমরাও এই মহা অপকর্ম সাধন করছ? তোমরাও কি বিজাতীয় মেয়েদের বিবাহ করে আমাদের পরমেশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত হচ্ছ?'

[২৮] এলিয়াশিব মহাযাজকের সন্তান যেহোইয়াদার এক সন্তান হোরোনীয় সান্‌বাল্লাতের জামাই ছিল; আমি আমার কাছ থেকে তাকে তাড়িয়ে দিলাম।

[২৯] পরমেশ্বর আমার, তাদের কথা স্মরণ কর, কেননা তারা যাজকত্ব কলুষিত করেছে, যাজকত্বের ও লেবীয়দের সঙ্গে সন্ধিও কলঙ্কিত করেছে।

[৩০] এইভাবে আমি বিজাতীয় সমস্ত প্রথা থেকে তাদের পরিশুদ্ধ করলাম এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব অনুসারে যাজকদের ও লেবীয়দের পালনীয় কাজ স্থির করলাম;

[৩১] নির্ধারিত সময়ে কাঠ-দানের বিষয়ে ও সমস্ত অগ্রিমাংশের বিষয়েও উপযুক্ত নির্দেশ দিলাম। পরমেশ্বর আমার, আমার মঙ্গলার্থে আমাকে স্মরণ কর!

---

৬ [১১] যাজক-শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত মানুষ না হওয়ায় নেহেমিয়া মন্দিরে ঢুকতে পারতেন না; ঢুকলে তাঁর পাপ হত যা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়।

তোবিত

তোবিত পুস্তক হিব্রু নয় গ্রীক বাইবেলেরই অন্তর্ভুক্ত পুস্তক। সৎকর্ম সাধনে অধ্যবসায়ই এই সুন্দর পুস্তকের আলোচ্য বিষয়; ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রভুর মঙ্গলাশিসের পাত্র।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

আশুর দেশে প্রবাসী তোবিত

১ [১] নেফ্তালি গোষ্ঠীর আসিয়েল-বংশধর তোবিতের জীবনচরিত-পুস্তক: তোবিত তোবিয়েলের সন্তান, তোবিয়েল আনানিয়েলের সন্তান, আনানিয়েল আদুয়েলের সন্তান, আদুয়েল গাবায়েলের সন্তান। [২] আশুরীয়দের রাজা শাল্মানেসেরের আমলে তোবিতকে থিস্‌বে থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল; এই থিস্‌বে রয়েছে উত্তর গালিলেয়া প্রদেশে নেফ্তালি-কাদেশের দক্ষিণে, পশ্চিম দিকে, সেফাথের উত্তরে। [৩] আমি, তোবিত, আমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে সত্য ও ধর্মময়তার পথে চলেছি। আশুরীয়দের অঞ্চলে অবস্থিত নিনেভেতে আমার সঙ্গে নির্বাসিত ভাইদের ও স্বজাতীয়দের আমি বহু অর্থদানে উপকৃত করেছি।

[৪] আমার পিতৃপুরুষ নেফ্তালির গোষ্ঠী যখন দাউদকুলকে ছেড়ে যেরুশালেম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখনও আমি ইস্রায়েল দেশে আমার গ্রামে ছিলাম, তখনও আমি যুবা। অথচ ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র যেরুশালেমই ছিল যজ্ঞবলি উৎসর্গের জন্য মনোনীত নগরী; এমনকি তার মধ্যে ঈশ্বরের আবাস সেই মন্দির নির্মিত হয়েছিল, যা ভাবী যুগের সকল মানুষের জন্য পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। [৫] ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়াম দান শহরে যে বাছুর তৈরি করেছিলেন, আমার সকল ভাই ও আমার পিতৃপুরুষ নেফ্তালির গোষ্ঠীর সকলেই গালিলেয়ার পর্বতে পর্বতে সেই বাছুরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করত। [৬] নানা পর্ব উপলক্ষে কেবল আমিই প্রায় যেরুশালেমে যেতাম;

এভাবে আমি সেই বিধানের প্রতি বাধ্যতা দেখাতাম, যা চিরকালের মত সমগ্র ইস্রায়েলের জন্য আদিষ্ট। আমি তখন ফল ও পশুদের প্রথমাংশ, গবাদি পশুদের দশমাংশ ও আমার মেষগুলোর ছাঁটা প্রথম লোম সঙ্গে নিয়ে যেরুশালেমে দৌড়ে [৭] আরোন-সন্তান যাজকদের হাতে যজ্ঞবেদির উদ্দেশে সবই তুলে দিতাম। যেরুশালেমে সেবায় নিযুক্ত লেবীয়দের কাছেও আমি গম, আঙুররস, তেল, ডালিম, ডুমুর ও অন্যান্য ফলের প্রথমাংশ দিয়ে দিতাম। পর পর ছ'বছর ধরে আমি দ্বিতীয় দশমাংশটিকে টাকায় পরিণত করে প্রতি বছর যেরুশালেমে গিয়ে সেইখানে তা রাখতাম। [৮] যে সকল এতিম, বিধবা ও প্রবাসী মানুষ ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে বাস করে, তৃতীয় দশমাংশটি তাদেরই জন্য ছিল। তিন বছর অন্তর আমি তা উপহার রূপে সেখানে নিয়ে যেতাম, এবং মোশির বিধানের বিধি অনুসারে ও আমাদের পিতৃপুরুষ আনানিয়েলের মাতা দেবোরার নির্দেশবাণী অনুসারে তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করতাম; কেননা আমার পিতার মৃত্যুতে আমি এতিম হয়ে পড়েছিলাম। [৯] আমার বয়স হলে আমি আন্না নামে আমার কুলের একজন মহিলাকে বিবাহ করলাম; সে আমার ঘরে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল, যার নাম তোবিয়াস রাখলাম।

[১০] আশুরীয়দের মধ্যে নির্বাসনকাল এসে উপস্থিত হলে আমাকে দেশছাড়া করা হল, এবং শেষে আমি নিনেভেতে এসে পৌঁছলাম। আমার সকল ভাই ও আমার স্বজাতীয় লোক সকলেই বিজাতীয়দের খাবার খেত; [১১] অন্যদিকে, বিজাতীয়দের তেমন খাবার না খেতে আমি খুবই সতর্ক ছিলাম; [১২] আর যেহেতু আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বস্ততা রক্ষা করলাম, [১৩] সেজন্য পরাৎপর আমাকে শাল্মানেসেরের অনুগ্রহের পাত্র করলেন, ফলে আমি তাঁর সমস্ত বন্দোবস্তের দায়িত্বে নিযুক্ত হলাম। [১৪] আমি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মেদিয়া প্রদেশে যাত্রা করে তাঁর হয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করতাম; সেসময়েই আমি মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে গাব্রিয়াসের ভাই গাবায়েলের কাছে গিয়ে বস্তায় করে দশ তলন্ত রুপো গচ্ছিত রাখলাম।

[১৫] শাল্মানেসেরের মৃত্যুতে তাঁর সন্তান সেন্নাখেরিব তাঁর পদে রাজা হলেন; তখন মেদিয়ার সমস্ত রাস্তা অগম্য হওয়ায় আমি সেখানে আর ফিরে যেতে পারলাম না। [১৬] শাল্মানেসেরের সময়ে আমি অর্থদানে আমার স্বজাতীয় লোকদের বহুবার উপকৃত

করতাম; [১৭] ক্ষুধিতদের দিতাম খাবার, বস্ত্রহীনদের কাপড়, এবং আমার স্বজাতীয় কোন মৃত মানুষকে নিনেভের নগরপ্রাচীরের পিছনে ফেলানো অবস্থায় দেখলে তাকে সমাধি দিতাম। [১৮] সেন্নাখেরিবের ঈশ্বরনিন্দার জন্য স্বর্গের রাজা তাঁকে শাস্তি দিলে তিনি যুদেয়া থেকে পালাতে বাধ্য হয়ে যখন ফিরে এলেন, তখন ফিরে এসে যাদের হত্যা করলেন, আমি তাদেরও সমাধি দিলাম—তাঁর ক্রোধে তিনি বহু বহু মানুষকেই হত্যা করেছিলেন। তাই আমি সমাধি দেবার জন্য তাদের মৃতদেহ চুরি করতাম, আর সেন্নাখেরিব বৃথাই তাদের খোঁজ করতেন। [১৯] কিন্তু নিনেভে-নিবাসী একজন লোক গিয়ে রাজাকে জানালেন, আমিই গোপনে সেই মৃতদেহগুলোর সমাধি দিয়েছিলাম। যখন আমি জানতে পারলাম, রাজা ব্যাপারটা জানতে পেরে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য আমার খোঁজ করছেন, তখন ভয়ে অভিভূত হয়ে পালিয়ে গেলাম। [২০] আমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল, সবই রাজার ধনভাণ্ডারে চলে গেল। আমার কিছুই আর থাকল না; কেবল আমার স্ত্রী আন্না ও আমার ছেলে তোবিয়াস থাকল। [২১] তবু চল্লিশ দিন কাটতে না কাটতেই রাজার সন্তানদের দু'জনে রাজাকে হত্যা করল; তারপর তারা আরারাৎ দেশে আশ্রয় নিল। তাঁর সন্তান এসারহাদ্দোন তাঁর পদে রাজা হলেন। আমার ভাই আনায়েলের ছেলে আহিকারকে রাজ্যের কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হল, তাকে সমস্ত বন্দোবস্তের দায়িত্বও দেওয়া হল। [২২] তখন আহিকার আমার হয়ে প্রার্থনা করল, তাই আমি নিনেভেতে ফিরে আসতে পারলাম। আশুরীয়দের রাজা সেন্নাখেরিবের সময়ে আহিকার ছিল প্রধান পাত্রবাহক, ন্যায়-মন্ত্রী, সমস্ত বন্দোবস্তের প্রধান পরিচালক ও কোষাধ্যক্ষ; এসারহাদ্দোন তাকে এই সমস্ত পদে রেখেছিলেন। সে ছিল আমার জ্ঞাতি, ছিল আমার আপন ভাইপো।

পরীক্ষার মধ্যে তোবিত

২ [১] সুতরাং, এসারহাদ্দোনের রাজত্বকালে আমি আবার আমার বাড়িতে ফিরে গেলাম, এবং আমার স্ত্রী আন্না ও ছেলে তোবিয়াসের সাহচর্যও আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। আমাদের পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন উপলক্ষে, অর্থাৎ [সপ্ত] সপ্তাহ পর্বের দিন উপলক্ষে ভাল খাবার প্রস্তুত করা হয়েছিল, আর আমি ভোজে আসন নিলাম।

[২] আমার সামনে নানা রকম রান্না করা খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছে, এমন সময় আমি আমার ছেলে তোবিয়াসকে বললাম, 'সন্তান, এবার যাও; নিনেভেতে নির্বাসিত আমাদের ভাইদের মধ্য থেকে এমন কোন দরিদ্র মানুষকে খুঁজে বের কর যে সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর কথা স্মরণ করে; তাকে এখানে নিয়ে এসো, সে আমার সঙ্গে এই ভোজে সহভাগিতা করুক। দেখ, সন্তান, তুমি না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।' [৩] তাই তোবিয়াস আমাদের ভাইদের মধ্যে এক দরিদ্র মানুষের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু ফিরে এসে বলল, 'পিতা!' আমি উত্তর দিলাম, 'তবে, সন্তান, কী হল?' সে বলে চলল, 'পিতা, আমাদের স্বজাতীয় মানুষদের একজনকে এইমাত্র গলা টিপে খুন করা হয়েছে; তার মৃতদেহ বাজারের খোলা জায়গায় ফেলা হয়েছে, সে এখনও সেখানে পড়ে আছে।' [৪] আমি আমার খাবার আর স্পর্শ না করে তখনই লাফিয়ে উঠে লোকটিকে সেই খোলা জায়গা থেকে তুলে নিয়ে আমাদের একটা কক্ষে রাখলাম, যেন সূর্যাস্তের পরে তার সমাধি দিতে পারি। [৫] আবার ভিতরে এসে আমি স্নান করে শোকার্ত মনে খাওয়া-দাওয়া করলাম; [৬] হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছিল বেথেল সম্বন্ধে নবী আমোসের এই উক্তি:

তোমাদের সমস্ত উৎসব শোকে;
ও তোমাদের সকল ভোজ বিলাপে পরিণত হবে।

[৭] তখন আমি কাঁদলাম। সূর্য অস্ত গেলেই আমি গিয়ে একটা কবর খুঁড়ে তাকে সমাধি দিলাম। [৮] আমার প্রতিবেশীরা আমাকে বিদ্রূপ করে বলছিল, 'দেখ, তার আর ভয় নেই! অথচ ঠিক একারণেই ওরা গতবার প্রাণদণ্ডের জন্য তাকে খোঁজ করেছিল। তখন তাকে পালাতে হয়েছিল, আর এখন, দেখ, সে আবার মৃতদের সমাধি দিচ্ছে!'

[৯] সেই রাতে স্নান করলাম; পরে উঠানে গিয়ে উঠানের প্রাচীরের ধারে শুয়ে পড়লাম। গরমের কারণে মুখ না ঢেকেই রেখেছিলাম; [১০] আমি তো জানতাম না যে, আমার উপরে, সেই প্রাচীরে, কয়েকটা চড়ুই পাখি ছিল; তাদের গরম মল আমার চোখের মধ্যে পড়ল; তা কেমন সাদা সাদা দাগ জন্মাল, আর আমাকে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হল। কিন্তু তারা যত মলম লাগাত, সেই সাদা দাগের কারণে আমার দৃষ্টিশক্তি তত ক্ষীণ হয়ে যেত; শেষে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলাম। চার বছর ধরেই

আমি অন্ধ হয়ে রইলাম, আর এই ব্যাপারে আমার সকল ভাই যথেষ্ট দুঃখ পেল। আহিকার দু'বছর ধরে আমার ভরণপোষণের ভার নিল, পরে তাকে এলিমাইসে যেতে হল।

[১১] সেসময় আমার স্ত্রী আন্না মজুরির ভিত্তিতে কাজকর্ম করতে লাগল; [১২] সে নিজের কাজ মালিকদের দিত, আর তারা তার প্রাপ্য মজুরি দিত। একদিন—দিস্ত্র মাসের সপ্তম দিনে—সে একটা বোনা কাপড় শেষ করে মালিকদের কাছে পৌঁছে দিল, আর তারা তার পুরো প্রাপ্য ছাড়া উপহার হিসাবে রান্নার জন্য একটা ছাগলছানাও তাকে দিল। [১৩] ছাগলছানা আমার বাড়িতে ঢুকেই ডাকতে লাগল; আমার স্ত্রীকে ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই প্রাণী কোথা থেকে আসে? এমনটি কি হতে পারে না যে, তা চুরি করা হয়েছে? তা তার মালিকদের ফিরিয়ে দাও, কেননা চুরি করা জিনিস খাওয়ার অধিকার আমাদের নেই!' [১৪] সে আমাকে বলল, 'ছাগটা মজুরির ওপরি উপহার হিসাবেই তো আমাকে দেওয়া হয়েছে।' আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম না, আর তাকে তা তার মালিকদের ফিরিয়ে দিতে বললাম; এই ব্যাপারে আমি তার জন্য লজ্জাবোধ করছিলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে সে বলে উঠল, 'তোমার সমস্ত অর্থদান এখন কোথায়? তোমার সমস্ত দয়াকর্ম কোথায়? এই যে, তোমার এ দুরবস্থা দেখেই তা স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে!'

৩ [১] প্রাণে দুঃখ পেয়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁদতে লাগলাম। পরে এই বিলাপ-প্রার্থনা উচ্চারণ করলাম:

[২] প্রভু, তুমি ধর্মময়,
তোমার সকল কাজও ধর্মময়।
তোমার সমস্ত পথ দয়া ও সত্যমণ্ডিত।
তুমি বিশ্ববিচারক।
[৩] এখন, হে প্রভু, আমার কথা স্মরণ কর, আমার দিকে চেয়ে দেখ।
আমার পাপের জন্য আমাকে শাস্তি দিয়ো না,
আমার ও আমার পিতৃপুরুষদের ভুলভ্রান্তির জন্যও নয়।

[৪] তোমার আজ্ঞাগুলির প্রতি অবাধ্য হয়ে
তারা তোমার সম্মুখে পাপ করেছে।
তুমি আমাদের লুটপাট, বন্দিদশা ও মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছ;
যাদের মাঝে আমাদের বিক্ষিপ্ত করেছ, তুমি এমনটি হতে দিয়েছ,
আমরা হব সেই সকল জাতির গল্প, বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার বস্তু।
[৫] এখন, আমার ও আমার পিতৃপুরুষদের অপরাধ অনুসারে
যখন তুমি আমার প্রতি ব্যবহার করতে যাচ্ছ,
তখন তোমার সকল বিচার সত্যময়,
কারণ আমরা তোমার আজ্ঞাগুলিও পালন করিনি,
সত্যের শরণে তোমার সম্মুখেও চলিনি।
[৬] এখন তোমার যেমন ইচ্ছা, আমার প্রতি সেইমত ব্যবহার কর,
দোহাই তোমার, আমার কাছ থেকে আত্মাকে কেড়ে নাও,
মাটি থেকে অপহৃত হয়ে আমি যেন আবার মাটি হই;
আমার পক্ষে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়,
কেননা আমাকে কতগুলো অন্যায্য টিটকারি শুনতে হয়েছে,
আর আমার অন্তর বড় দুঃখেই ভরা।
দোহাই প্রভু, এই পীড়ন থেকে আমাকে মুক্ত কর;
আমার চিরন্তন স্থানের দিকে আমাকে রওনা হতে দাও;
প্রভু, আমা থেকে ফিরিয়ে নিয়ো না তোমার শ্রীমুখ।
কেননা এই মহা পীড়নের সম্মুখীন হয়ে জীবনযাপন করার চেয়ে
আমার পক্ষে বরং মৃত্যুই ভাল;
টিটকারি শোনা এবার আমার কাছে অসহ্য!

সারা

[৭] সেই একই দিনে এমনটি ঘটল যে, মেদিয়া দেশে এক্বাতানা-নিবাসিনী রাগুয়েলের মেয়ে সারাকেও তার পিতার একটি দাসীর মুখে নানা টিটকারি শুনতে হল।
[৮] ব্যাপারটা হল এই যে, তাকে সাতবারই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর

মিলন ঘটবার আগেই দুষ্ট অপদূত আস্মদেয়স তার প্রত্যেকটি স্বামীকে মেরে ফেলেছিল। এই সারাকেই সেই দাসী বলল, ‘তুমি, তুমি নিজেই তোমার স্বামীদের মেরে ফেল! দেখ, এর মধ্যে সাতবারই তোমাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের একজনকেও ভোগ করতে পারনি। [৯] তোমার স্বামীরা মারা গেছে বলে আমাদেরই মারছ কেন? তাদের সঙ্গে চলে যাও! আর আমাদের যেন তোমার গর্ভজাত কোন ছেলে বা মেয়েকে দেখতে না হয়!’ [১০] সুতরাং সেদিনে সারা বড় দুঃখ পেল, চোখের জল ফেলল, এমনকি পিতার উপরতলার ঘরে গিয়ে গলায় ফাঁস দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু আবার চিন্তা-ভাবনা করে সে মনে মনে বলল, ‘পাছে লোকে আমার পিতাকে অপমান করে! লোকে নিশ্চয় তাঁকে বলবে: “তোমার একটিমাত্র মেয়ে ছিল, মেয়েটি তোমার খুবই প্রিয়া ছিল, এখন মনের দুঃখে সে গলায় ফাঁস দিয়েছে।” তাতে আমি আমার পিতার এমন ব্যথাই ঘটাব, যা তার বৃদ্ধ বয়সকে পাতালে নামিয়ে দেবে। না, গলায় ফাঁস না দিয়ে আমি বরং মৃত্যুর জন্য প্রভুকে মিনতি করব, আমাকে যেন জীবনে আর কোন টিটকারি শুনতে না হয়।’ [১১] ঠিক সেই ক্ষণে সে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দু’হাত বাড়িয়ে এই প্রার্থনা নিবেদন করল:

‘ধন্য তুমি, দয়াবান ঈশ্বর,
যুগে যুগে ধন্য তোমার নাম।
তোমার নিখিল সৃষ্টি তোমাকে ধন্য বলুক চিরকাল।
[১২] আমি এখন তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তোমারই দিকে চোখ তুলি।
[১৩] এমনটি বল আমি যেন পৃথিবী থেকে মুক্তি পাই,
তবেই আমাকে আর কোন টিটকারি শুনতে হবে না।
[১৪] তুমি তো জান, প্রভু,
পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক থেকে আমি নিজেকে শুদ্ধ রেখেছি,
[১৫] আমার নিজের নামের অমর্যাদা করিনি,
আমার পিতার নামেরও অমর্যাদা করিনি এই নির্বাসনের দেশে।
আমি আমার পিতার একমাত্র মেয়ে;
তাঁর উত্তরাধিকারী হবে এমন পুত্রসন্তান তাঁর নেই;

ঘনিষ্ঠ তাঁর এমন আর কোন জ্ঞাতি বা আত্মীয়ও নেই,
যার সঙ্গে বিয়ে করার জন্য আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব।
সাত সাতজন স্বামীকেই তো এর মধ্যে হারিয়েছি :
এখনও বেঁচে থাকব তাতে কী লাভ?
আমার মৃত্যু ঘটাতে তুমি প্রীত না হলে,
তবে দয়ার চোখেই আমার দিকে তাকাও ;
এমন টিটকারি শোনার ধৈর্য আমার আর নেই।'

[১৬] সেসময়ে দু'জনেরই প্রার্থনা ঈশ্বরের গৌরবের সাক্ষাতে গ্রাহ্য হল ;
[১৭] তাই দু'জনকে নিরাময় করতে রাফায়েল প্রেরিত হলেন ; তিনি তোবিতের চোখ থেকে সেই সাদা দাগ সরিয়ে দেবেন, যেন তোবিত তাঁর নিজের চোখেই ঈশ্বরের আলো দেখতে পান ; আবার তিনি রাগুয়েলের মেয়ে সারাকে তোবিতের ছেলে তোবিয়াসের হাতে বধূরূপে দান করবেন ও সেই দুষ্ট অপদূত আস্মদেয়স থেকে তাকে মুক্ত করে দেবেন। কেননা অন্য সকল প্রার্থীর চেয়ে তোবিয়াসেরই সারাকে বিয়ে করার অধিকার ছিল। যেসময় তোবিত উঠান থেকে ঘরে ফিরে আসছিলেন, সেই একই সময় রাগুয়েলের মেয়ে সারা সেই উপরতলার ঘর থেকে নিচে নেমে আসছিল।

তোবিয়াস

৪ [১] সেইদিনে তোবিতের সেই রুপোর কথা মনে পড়ল, যা তিনি মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে গাবায়েলের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন ; [২] তখন তিনি ভাবলেন, 'আমি যখন মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করেছি, তখন, মরবার আগে, আমার ছেলে তোবিয়াসকে ডেকে সেই রুপোর কথা তাকে জানাব না কেন?'
[৩] তিনি তাঁর ছেলে তোবিয়াসকে ডাকলেন, তাকে বললেন, 'আমার মৃত্যু হলে তুমি আমাকে মর্যাদার সঙ্গে সমাধি দেবে ; তোমার মাকে সম্মান করে চলবে, তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তাঁকে ত্যাগ করবে না ; তিনি যাতে প্রীতা, তা-ই তুমি করবে ; তিনি দুঃখ পান, এমন অবকাশ তুমি কখনও সৃষ্টি করবে না।
[৪] সন্তান, মনে রেখ, তুমি তাঁর গর্ভে থাকতে তিনি

তোমার জন্য কতগুলো বিপদের সম্মুখীন না হয়েছেন। যখন তাঁর মৃত্যু হবে, তখন আমার পাশে একই সমাধিমন্দিরে তাঁকে সমাধি দেবে।

[৫] সন্তান, প্রতিদিন তুমি প্রভুকে স্মরণ করবে; পাপ কর্ম করবে না, তাঁর আজ্ঞাগুলো অমান্য করবে না। তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে সৎকর্ম করে চলবে; অন্যায্যতা-পথে পা বাড়াবে না। [৬] তুমি সত্যের সাধক হলে তোমার সমস্ত কর্ম সফল হবে, ঠিক যেমন তারই কর্ম সফল হয়, যে ধর্মময়তা পালন করে। [৭] অর্থদানের জন্য তোমার সম্পদ থেকে একটা অংশ বাঁচিয়ে রাখ। দীনদরিদ্রের প্রতি কখনও বিমুখ হয়ো না, তবে তোমার প্রতি প্রভুও বিমুখ হবেন না। [৮] তোমার অর্থদান তোমার সম্পদের অনুপাতে হোক: তোমার বেশি থাকলে বেশি দাও, অল্প থাকলে, সেই অল্প অনুসারে দিতে দ্বিধা করো না। [৯] এইভাবে পীড়নের দিনের জন্য উত্তম ধন সঞ্চিত রাখবে, [১০] কেননা অর্থদান মৃত্যু থেকে নিস্তার করে, অন্ধকারে যাওয়া থেকে প্রাণকে উদ্ধার করে। [১১] যারা তার অনুশীলন করে, তাদের সকলের পক্ষে অর্থদান পরাৎপরের সামনে বহুমূল্য উপহার।

[১২] সন্তান, সমস্ত অনৈতিক আচরণ এড়িয়ে চল; এমন বধূকে বেছে নাও, যে তোমার পিতার বংশের মানুষ; বিজাতীয় স্ত্রীলোককে নিয়ো না, অর্থাৎ এমন স্ত্রীলোককে নিয়ো না, যে তোমার পিতার গোষ্ঠীর মানুষ নয়, কেননা আমরা নবীদেরই সন্তান। আদি থেকে যাঁরা আমাদের পিতৃপুরুষ, সেই নোয়া, আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের কথা স্মরণ কর; তাঁরা সকলে তাঁদের কুটুম্বের স্ত্রীলোককেই বিবাহ করলেন, তাঁদের সন্তানদের মধ্যে আশিসপ্রাপ্ত হলেন, এবং তাঁদের বংশ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।

[১৩] সন্তান, তোমার ভাইদের ভালবাস; তোমার হৃদয়ে তোমার ভাইদের প্রতি—তোমার জাতির পুত্রকন্যাদেরই প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করো না; তাদেরই মধ্য থেকে বধূ বেছে নাও। কেননা গর্ব সর্বনাশের ও গভীর অস্থিরতার কারণ। অলসতায় রয়েছে দারিদ্র ও হীনাবস্থা, কারণ আলস্য ক্ষুধার মাতা।

[১৪] তোমার জন্য যে কাজ করে, পরদিন পর্যন্ত তার মজুরি আটকিয়ে রেখো না, সঙ্গে সঙ্গেই তা তার হাতে দাও; তুমি এভাবে ঈশ্বরের সেবা করলে তোমাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। সন্তান, যা কিছু কর, তাতে সতর্ক থাক, তোমার আচার-আচরণে ভদ্রতা

বজায় রাখ। [১৫] যা তুমি চাও না তোমার প্রতি করা হোক, তুমিও তা কাউকে করো না। মত্ততা পর্যন্ত আঙুররস খেয়ো না, মদোন্মত্ততাকে তোমার সহযাত্রী হতে দিয়ো না। [১৬] ক্ষুধার্তদের তোমার খাদ্য, এবং বস্ত্রহীনদের তোমার কাপড় দান কর। তোমার যা কিছু বাড়তি, তা অর্থদানে দান কর, তুমি অর্থদান করলে তোমার চোখ যেন অসন্তোষের দৃষ্টিতে না তাকায়। [১৭] তোমার আঙুররস ও তোমার রুটি ধার্মিকের সমাধিমন্দিরের উপরে রাখ, পাপীদের কিন্তু তা দিয়ো না।

[১৮] যে কোন সদ্বিবেচক লোকের কাছে পরামর্শ চেয়ে নাও; উত্তম কোন পরামর্শ তুচ্ছ করো না। [১৯] সবকিছুতেই প্রভু ঈশ্বরকে বল ধন্য। তাই চাও তাঁর কাছে: তিনি যেন তোমার পথসকল পরিচালনা করেন, যেন তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল করেন; কেননা এমন কোন জাতি নেই যা প্রজ্ঞার অধিকারী, বরং প্রভুই সমস্ত মঙ্গল মঞ্জুর করেন। প্রভু যাকে ইচ্ছা তাকে উন্নীত করেন কিংবা পাতালের গভীরে অবনমিত করেন। তাই এখন, সন্তান, এই সকল আজ্ঞা মনে রাখ; এগুলিকে তোমার হৃদয় থেকে মুছে যেতে দিয়ো না।

[২০] আর এখন, সন্তান, আমি তোমাকে এই কথা জানাচ্ছি যে, মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে গাব্রিয়াসের ছেলে গাবায়েলের কাছে আমার দশ তলন্ত রুপো গচ্ছিত রাখা আছে। [২১] আমরা গরিব হয়েছি, এর জন্য ভয় করো না। তোমার ঈশ্বরভীতি থাকলে, তুমি সমস্ত পাপ এড়ালে, তোমার ঈশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা মঙ্গলকর তা-ই করলে, তবেই তোমার মহত্তর ঐশ্বর্য হবে।’

রাফায়েল

৫ [১] তখন তোবিয়াস তাঁর পিতা তোবিতকে উত্তরে বলল, ‘পিতা, আপনি আমাকে যা করতে আজ্ঞা করেছেন, আমি তা করব। [২] কিন্তু আমি যখন তাঁকে চিনি না, উনিও আমাকে চেনেন না, তখন পুঁজিটা কেমন করে ফিরিয়ে নিতে পারব? উনি আমাকে চিনে যেন আমাকে বিশ্বাস করেন ও রুপোর তাল আমার হাতে তুলে দেন, এই উদ্দেশ্যে আমি তাঁকে কী চিহ্ন দিতে পারি? তাছাড়া মেদিয়ার মধ্যে এই যাত্রার জন্য যে কোন্ পথ আমাকে ধরতে হবে, তাও আমি জানি না।’ [৩] উত্তরে তোবিত তাঁর ছেলে

তোবিয়াসকে বললেন, 'আমরা দু'জনে এক দলিলে স্বাক্ষর দিয়েছিলাম, তা আমি দু'টুকরো করেছিলাম, যেন এক একজনের হাতে অর্ধেক দলিল থাকে। আমি সেই এক টুকরো নিয়েছিলাম, আর এক টুকরোটা রুপোর সঙ্গে রেখে এসেছিলাম। আজ কুড়ি বছর হল যখন আমি রুপোটা তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম। এখন, সন্তান, এমন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে বের কর যে তোমার সহযাত্রী হতে পারে। যতদিন তুমি ফিরে না আস, তাকে ততদিনের জন্য উপযুক্ত মজুরি দেব। পরে যাও, রুপোটা ফিরিয়ে আনতে গাবায়েলের কাছে যাত্রা কর।'

[৪] মেদিয়ার মধ্যে তার সঙ্গে যাত্রা করবে, পথ-জানা এমন লোকের খোঁজে তোবিয়াস বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে এসেই সে রাফায়েল দূতকে সামনে পেল—সে তো আদৌ জানত না, তিনি ঈশ্বরের এক দূত। [৫] সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'বন্ধু, তুমি কোথাকার মানুষ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি তোমার ইস্রায়েলীয় ভাইদের একজন, কাজের অনুসন্ধানে এসেছি।' তোবিয়াস বলে চলল, 'তুমি কি মেদিয়ার মধ্যে যাবার পথ জান?' [৬] তিনি উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়! আমি বারবার সেখানে গিয়েছি, তার সকল পথ আমার ভালই জানা আছে। আমি মেদিয়ায় প্রায়ই গিয়েছি, গিয়ে মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে বাস করে গাবায়েল নামে আমাদের এমন ভাইয়ের বাড়িতে থাকতাম। এক্‌বাতানা থেকে রাজেশ পর্যন্ত দু'দিনের পথ; রাজেশ পার্বত্য অঞ্চলে, আর এই এক্‌বাতানা সমতল ভূমিতে অবস্থিত।' [৭] তোবিয়াস তাঁকে বলল, 'বন্ধু, একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার পিতাকে কথা জানিয়ে দিয়ে আসি। আমার দরকার আছে, তুমি আমার সঙ্গে যাত্রা করবে; আমি তোমাকে উপযুক্ত মজুরি দেব।' [৮] তিনি উত্তর দিলেন, 'দেখ, আমি অপেক্ষা করছি; কিন্তু বেশি দেরি করবে না।'

[৯] তোবিয়াস গিয়ে তাঁর পিতাকে কথাটা জানিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন, আমাদের ইস্রায়েলীয় ভাইদের মধ্য থেকে একজন লোককে পেয়েছি।' তিনি উত্তরে বললেন, 'তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এসো, যেন আমি জানতে পারি, সে কোন্‌ কুলের ও গোষ্ঠীর মানুষ; আবার, সন্তান, আমি যেন বুঝতে পারি, সে তোমার সঙ্গে যাত্রা করার মত বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি কিনা।' [১০] তোবিয়াস বাইরে গিয়ে লোকটিকে ডাকল, 'বন্ধু, আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন।'

তিনি তাঁর বাড়ির ভিতরে গেলেন। তোবিত সর্বপ্রথমে তাঁকে স্বাগত জানালে অপরজন উত্তরে বললেন, 'আপনার প্রচুর আনন্দ হোক!' তোবিত বলে চললেন, 'আমার কী আনন্দ হতে পারে? আমি তো অন্ধ মানুষ; স্বর্গের আলো দেখতে পাই না; আমি সেই মৃতদেরই মত অন্ধকারে বসে আছি, যারা আলোর দর্শন আর পায় না। জীবিত হয়েও আমি মৃতদের সঙ্গেই বাস করছি; আমি মানুষদের কণ্ঠস্বর শুনি বটে, কিন্তু তাদের দেখতে পাই না।' তিনি তাঁকে উত্তর দিলেন, 'সাহস ধরুন! ঈশ্বর বেশি দেরি না করে আপনাকে নিরাময় করবেন। সাহস ধরুন!' তোবিত বলে চললেন, 'আমার ছেলে তোবিয়াস মেদিয়ার মধ্যে যাত্রা করতে ইচ্ছুক। তুমি কি তার সঙ্গে যাত্রা করে তাকে পথ দেখাতে পারবে? ভাই, আমি নিশ্চয় তোমাকে তোমার পাওনা দেব!' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তার সঙ্গে যাত্রা করতে পারি; আমি সেই সকল পথ জানি। মেদিয়ার মধ্যে বারবার গিয়েছি; সেই অঞ্চলের সমস্ত সমতল ভূমি ও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছি; তার সকল পথ জানি।' [১১] তোবিত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই, তুমি কোন্ কুল ও গোষ্ঠীর মানুষ? ভাই, একথা আমাকে জানাবে কি?' [১২] কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার গোষ্ঠীর কথা জেনে আপনার কী লাভ?' তোবিত বললেন, 'তুমি যে কার্ ছেলে ও তোমার আসল নাম কী, এবিষয়ে আমি পুরা সত্য জানতে চাই।' [১৩] দূত উত্তরে বললেন, 'আমি আজারিয়া, সেই মহান আনানিয়ার ছেলে, যিনি আপনার ভাইদের একজন।' [১৪] তখন তোবিত বললেন, 'তোমায় স্বাগতম! তোমার মঙ্গল হোক, ভাই! ভাই, আমি যে তোমার কুল সম্বন্ধে পুরা সত্য জানতে চেয়েছি, এর জন্য কিছু মনে করো না। তাই তুমি আমার জ্ঞাতি; উত্তম ও সুনামের বংশের মানুষ! মহান সেই সেমেইয়ার দু'ছেলে আনানিয়া ও নাথানকে আমি চিনতাম। তারা আমার সঙ্গে যেরুশালেমে যাত্রা করে সেখানে আমার সঙ্গে উপাসনা করত; তারা সৎপথ ছেড়ে সরে যায়নি। তোমার ভাইয়েরা ভাল লোক; তুমি উত্তম মূলের মানুষ: স্বাগতম!'

[১৫] তিনি বলে চললেন, 'তুমি ও আমার ছেলে—দু'জনের যা প্রয়োজন, তা ছাড়া আমি তোমাকে দিনে এক দ্রাক্মাও দেব। তাই তুমি এখন আমার ছেলের সঙ্গে যাত্রা কর, পরে এর চেয়ে আরও বেশি দেব।' [১৬] দূত বললেন, 'আমি তার সঙ্গে যাত্রা করব। আপনি ভয় করবেন না; আমরা সুস্থ হয়ে রওনা হব, সুস্থ হয়ে ফিরে আসব, কারণ পথ

নিরাপদ।' [১৭] তোবিত তাঁকে বললেন, 'ভাই, আশীর্বাদ তোমার উপর বিরাজ করুক!' পরে ছেলেকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সন্তান, যাত্রার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা প্রস্তুত করে তোমার এই ভাইয়ের সঙ্গে রওনা হও। স্বর্গে আছেন যিনি, সেই ঈশ্বর সেখান পর্যন্ত তোমাদের সুস্থ রাখুন, এবং সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনুন। সন্তান, তাঁর দূত তোমাদের সঙ্গে পথ চলুন, তোমাদের রক্ষা করুন!'

তোবিয়াস যাত্রার জন্য নিজেকে তৈরি করল, তারপর পথে রওনা হওয়ার জন্য বেরিয়ে গিয়ে পিতামাতাকে চুম্বন করল। তোবিত তাকে বললেন, 'তোমার যাত্রা শুভ হোক!' [১৮] তার মা চোখের জল ফেলতে লাগলেন, তোবিতকে তিনি বললেন, 'তুমি কেন চাইলে, আমার ছেলে চলে যাবে? আমাদের আগে চলতে চলতে সে-ই কি আমাদের হাতের লাঠি নয়? [১৯] অর্থের কথা যাক! তা তো আমাদের ছেলের চেয়ে বেশি মূল্যবান নয়! [২০] প্রভু আমাদের যে জীবন-অবস্থা মঞ্জুর করেছেন, তা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।' [২১] তোবিত তাঁকে বললেন, 'তেমন চিন্তা করো না; আমাদের ছেলের জন্য যাওয়াটাও শুভ হবে, ফিরে আসাটাও শুভ হবে। তোমার নিজের চোখই তা দেখতে পাবে, সে যখন সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে তোমার কাছে ফিরবে। [২২] বোন, তাদের বিষয়ে দুশ্চিন্তায় থেকো না; কেননা ভাল এক দূত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পথ চলবেন; তার যাত্রা শুভ হবে, সে সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে ফিরবে।' [২৩] তখন তিনি আর কাঁদলেন না।

ধরা মাছ

৬ [১] যুবকটি দূতের সঙ্গে রওনা হল; কুকুরও পিছু পিছু চলে তাদের সঙ্গে রওনা হল। তাঁরা একসঙ্গে হেঁটে চললেন; আর প্রথম সন্ধ্যা এলে তাঁরা রাত কাটাতে দজলা নদীর ধারে থামলেন। [২] পা ধুয়ে নেবার জন্য যুবকটি নদীতে নেমে গেছিল, এমন সময়ে, দেখ, বিরাট একটা মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠে ছেলেটির পা গ্রাস করতে চেষ্টা করল; আর সে চিৎকার করতে লাগল। [৩] কিন্তু দূত তাকে বললেন, 'মাছটা ধর! তাকে পালাতে দিয়ো না!' ছেলেটি মাছটাকে ধরতে পেরে ডাঙায় টেনে আনল। [৪] দূত তাকে বললেন, 'মাছটা কেটে পিত্ত, হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ বের কর; সেগুলিকে রেখে

অন্ত্ররাজি ফেলে দাও; কেননা পিত্ত, হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ চিকিৎসার জন্য উপকারী হতে পারে।' [৫] ছেলেটি মাছটা কেটে পিত্ত, হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ বের করল; পরে মাছের একটা অংশ রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করল; এবং লবণ দিয়ে বাকি অংশটুকু বাঁচিয়ে রাখল।

[৬] পরে তাঁরা আবার যাত্রা করলেন যেপর্যন্ত মেদিয়ার কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন। [৭] তখন ছেলেটি দূতকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই আজারিয়া, মাছের পিত্তে, হৃৎপিণ্ডে ও যকৃতে কেমন প্রতিকার থাকতে পারে?' [৮] তিনি উত্তর দিলেন, 'হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ তুমি পুড়িয়ে দিলে তার ধূমে এমন পুরুষ বা মহিলা উপকৃত হবে, যাকে অপদূতে বা মন্দাত্মায় পেয়েছে; তেমন অসুস্থতা নিঃশেষ হয়ে যাবে, তার কোন চিহ্ন আর থাকবে না। [৯] অন্যদিকে পিত্ত তারই জন্য মলম হিসাবে ব্যবহার করা যায়, যার চোখের উপরে সাদা সাদা দাগ পড়েছে; মলম দেওয়ার পর সেই দাগের উপরে ফুঁ দিলে চোখ সুস্থ হয়ে ওঠে।'

[১০] তাঁরা মেদিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে এক্‌বাতানার বেশ কাছেই এগিয়ে আসছেন, [১১] এমন সময় রাফায়েল ছেলেটিকে বললেন, 'ভাই তোবিয়াস!' সে উত্তর দিল, 'এই যে আমি!' দূত বলে চললেন, 'আজ রাগুয়েলের বাড়িতে আমাদের রাত কাটাতে হবে; তিনি তোমার আপন জ্ঞাতি। তাঁর একটি মেয়ে আছে, তার নাম সারা; [১২] কিন্তু সারা ছাড়া তাঁর আর কোন ছেলে বা মেয়ে নেই। ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি বলে তোমারই অন্য কোন লোকের চেয়ে তাকে বিয়ে করার ও তার পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকাররূপে পাবার অধিকার আছে। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সৎসাহসিনী, খুবই সুন্দরী; আর তার পিতা উত্তম মানুষ।' [১৩] দূত বলে চললেন, 'তাকে বিয়ে করার অধিকার তোমার আছে। তবে, ভাই, শোন: আমি আজ সন্ধ্যায় মেয়েটির পিতার কাছে কথা বলব, যেন তিনি তাকে তোমার বাগ্‌দত্তা বধূ রূপে রাখেন। আমরা রাজেশ থেকে ফিরে এলে বিয়ের অনুষ্ঠান করব। আমি তো জানি, তিনি মেয়েটিকে তোমাকে দিতে অস্বীকার করতে পারেন না, অন্য কাউকে দেবেন বলেও কথা দিতে পারেন না; তেমনটি করলে মোশির বিধান অনুসারে তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্য হবেন, কেননা তিনি জানেন যে, অন্য সকলের আগে তোমারই তাঁর মেয়েকে পাওয়ার অধিকার আছে। তাই, ভাই, শোন। আজ সন্ধ্যায় আমরা মেয়েটির কথা উত্থাপন করে তাকে বধূরূপে গ্রহণ করতে যাচনা করব। রাজেশ

থেকে ফিরে আসার পথে আমরা তাকে তুলে আমাদের সঙ্গে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাব।’

[১৪] তোবিয়াস রাফায়েলকে উত্তর দিলেন, ‘ভাই আজারিয়া, আমি তো একথা শুনেছি যে, সাতবারই তার বিয়ে হয়েছে, আর তার প্রতিটি স্বামী যে রাতে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা, সেই রাতেই তার আপন মিলন-কক্ষেই মারা গেছে! তাছাড়া একথাও শুনেছি যে, একটা অপদূত তার সকল স্বামীকে খুন করে ফেলে। [১৫] তাই আমার ভয় হয়: এই অপদূত ভালবাসায় কোন প্রতিযোগীকে সহ্য করে না; তার কোন অমঙ্গল ঘটায় না ঠিকই, কিন্তু যে কেউ তার কাছে যেতে চায়, এই অপদূত তাকে খুন করে ফেলে। আমি তো আমার পিতার একমাত্র সন্তান, আমার মরবার কোন ইচ্ছা নেই; আমার পিতামাতা সারা জীবন ধরে আমার উপরে শোক করবে, তা আমি চাই না; তাদের সমাধি দেওয়ার মত আমি ছাড়া তাদের আর অন্য সন্তান নেই।’ [১৬] দূত তাকে বললেন, ‘তুমি কি তোমার পিতার নির্দেশবাণী ভুলে গেছ? তিনি তো তোমাকে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছেন, যেন তুমি বধূরূপে তোমার কুলের একটি মেয়েকে নাও! তাই, ভাই, আমার কথা শোন: এই অপদূতের বিষয়ে তুমি তত ব্যস্ত হয়ো না; মেয়েটিকে নাও। আমি নিশ্চিত আছি, আজ সন্ধ্যায় মেয়েটিকে তোমাকে বধূরূপে দেওয়াই হবে! [১৭] যখন তুমি মিলন-কক্ষের ভিতরে যাবে, তখন সেই মাছের হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ নিয়ে তার এক টুকরো ধূপের আগুনের উপরে দাও। তাতে তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে, সেই অপদূত সেই দুর্গন্ধ ঘ্রাণ করতে বাধ্যই হবে, তখন পালিয়ে গিয়ে মেয়েটির কাছে আর কখনও দেখা দেবে না। [১৮] পরে, তুমি তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে, তোমরা দু’জনে উঠে প্রার্থনা কর। স্বর্গের প্রভুকে মিনতি জানাও, যেন তাঁর অনুগ্রহ ও রক্ষা তোমাদের উপরে নেমে এসে অধিষ্ঠান করে। ভয় করো না: এই মেয়েটিকে অনাদিকাল থেকেই তোমার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে; তোমাকেই তাকে বাঁচাতে হবে; সে তোমার অনুসরণ করবে; আর আমি কথা দিচ্ছি, সে তোমাকে সন্তানাদি দেবে, যারা তোমার কাছে ভাইয়ের মত হবে। চিন্তা করো না!’

[১৯] যখন তোবিয়াস রাফায়েলের কথা শুনে বুঝতে পারল যে, সারা তার বোন, অর্থাৎ তার নিজের পিতার কুলের জ্ঞাতিকন্যা, তখন তাকে এমনই ভালবেসে ফেলল যে, সারা থেকে নিজের হৃদয় আর ছিন্ন করতে পারল না।

রাগুয়েল

৭ [১] এক্‌বাতানায় একবার প্রবেশ করে তোবিয়াস বলল, 'ভাই আজারিয়া, আমাকে সরাসরি আমাদের ভাই রাগুয়েলের কাছে নিয়ে যাও।' দূত তাকে রাগুয়েলের বাড়িতে নিয়ে গেলেন; তাঁরা তাঁকে পেলেন, তিনি উঠানের দরজার কাছে বসে ছিলেন। তাঁরা সর্বপ্রথমে তাঁকে স্বাগত জানালে তিনি উত্তর দিলেন, 'স্বাগতম, ভাই; তোমাদের মঙ্গল হোক!' তাই বলে তিনি তাঁদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। [২] তিনি তাঁর স্ত্রী এদ্না‌কে বললেন, 'এই যুবকটিকে কতই না আমার ভাই তোবিতের মত দেখায়!' [৩] এদ্না তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই, তোমরা কোথা থেকে আসছ?' তাঁরা উত্তর দিলেন, 'আমরা নিনেভেতে নির্বাসিত নেফ্তালি-সন্তান।' [৪] তখন তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমাদের ভাই তোবিতকে চেন?' তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁকে চিনি।' তিনি বলে চললেন, 'তিনি কেমন আছেন?' [৫] তাঁরা বললেন, 'তিনি বেঁচে আছেন, ভালই আছেন।' তোবিয়াস আরও বলল, 'তিনি আমার পিতা।' [৬] তখন রাগুয়েল পায়ে লাফ দিলেন, তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। পরে তিনি তাকে বললেন, 'সন্তান, তুমি যেন আশীর্বাদের পাত্র হও! তুমি উত্তম পিতার পুত্র। কেমন দুঃখের কথা যে, এত ধার্মিক ও অর্থদানে দানশীল মানুষ অন্ধ হলেন!' তিনি আবার তার জ্ঞাতি তোবিয়াসের ঘাড়ে পড়ে কাঁদলেন। [৭] তাঁর স্ত্রী এদ্নাও তাঁর জন্য কাঁদলেন, তাঁদের মেয়ে সারাও কাঁদল। [৮] রাগুয়েল পালের একটা ভেড়া কাটলেন এবং তাঁদের হৃদ্যতাপূর্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। [৯] তাঁরা স্নান করলেন, আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া সেরে নিলেন, এবং একবার ভোজে বসলে তোবিয়াস রাফায়েলকে বলল, 'ভাই আজারিয়া, রাগুয়েলকে বল, তিনি যেন আমার বোন সারাকে বধূরূপে আমাকে দেন।' [১০] রাগুয়েল কথাটা শুনে ফেললেন; তিনি যুবকটিকে বললেন, 'এখন তুমি খাও-দাও; আনন্দ করেই এই সন্ধ্যা কাটাও, কারণ আমার জ্ঞাতি এই তুমি ছাড়া আমার মেয়ে সারাকে নেবার অধিকার আর

কারও নেই; আর আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তাকে দেব এমন অধিকার আমারও নেই, কারণ তুমি আমার ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি। তথাপি, সন্তান, আমি মুক্তকণ্ঠেই তোমার কাছে সত্য প্রকাশ করতে চাই। [১১] আমি সাতবার তার বিয়ে দিয়েছি: সকল স্বামী আমাদের ভাইদের মধ্য থেকেই বেছে নেওয়া; আর সকলে সেই প্রথম রাতেই তার কক্ষে যেতে না যেতেই মারা গেল। কিন্তু আপাতত, সন্তান, তুমি খাও-দাও; প্রভু আমাদের জন্য চিন্তা করবেন।' [১২] কিন্তু তোবিয়াস বলল, 'না, আপনি আমার সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত আমি খাব না।' রাগুয়েল উত্তর দিলেন, 'আচ্ছা, সিদ্ধান্ত নিলাম! যখন মোশির পুস্তকের নির্দেশ অনুসারেই মেয়েটিকে তোমাকে দেওয়া হচ্ছে, তখন স্বর্গই নির্ধারণ করেছে, মেয়েটিকে তোমাকে দেওয়া হোক। সুতরাং তোমার বোনকে গ্রহণ করে নাও, এখন থেকে তুমি তার ভাই আর সে তোমার বোন। মেয়েটিকে আজ থেকে সবসময়ের জন্যই তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। সন্তান, স্বর্গের প্রভু এই রাতে তাঁর অনুগ্রহ দানে তোমাদের আশীর্বাদ করুন, তাঁর দয়া ও শান্তি তোমাদের মঞ্জুর করুন!' [১৩] রাগুয়েল মেয়ে সারাকে ডাকিয়ে আনলেন; সে এসে উপস্থিত হলে তিনি তার হাত ধরে তাকে তোবিয়াসের হাতে এই বলে সম্প্রদান করলেন: 'আমি একে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি; বিধান এবং মোশির পুস্তকে লেখা বিধি অনুসারে একে তোমার বধূরূপে দেওয়া হচ্ছে। একে গ্রহণ করে নাও, এবং সুস্থ শরীরে ও নিরাপদেই একে তোমার পিতার বাড়িতে নিয়ে যাও। স্বর্গেশ্বর তাঁর শান্তি দানে তোমাদের আশীর্বাদ করুন।' [১৪] তখন তিনি মেয়েটির মাকে ডেকে লেখার জন্য কিছু কাগজ চেয়ে বিবাহ-চুক্তি লিখে নিলেন, আর এইভাবে মোশির বিধানের নির্দেশমত তাঁর আপন মেয়েকে বধূরূপে তোবিয়াসের হাতে তুলে দিলেন। এরপর তাঁরা খাওয়া-দাওয়া শুরু করলেন।

[১৫] পরে রাগুয়েল তাঁর স্ত্রী এদ্নাকে কাছে ডেকে বললেন, 'বোন আমার, অপর কক্ষটা প্রস্তুত করে মেয়েটিকে তার ভিতরে নিয়ে যাও।' [১৬] তিনি গিয়ে আদেশমত কক্ষের বিছানা প্রস্তুত করলেন, পরে মেয়েটিকে সেখানে নিয়ে গেলেন। তিনি মেয়েটির জন্য চোখের জল ফেললেন, পরে চোখের জল মুছে তাকে বললেন, [১৭] 'কন্যা আমার, সাহস ধর; স্বর্গের প্রভু তোমার দুঃখ আনন্দে পরিণত করুন। কন্যা আমার, সাহস ধর!' আর তাই বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

খোঁড়া কবর

৮ [১] খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁরা মনে করলেন, ঘুমানোর সময় এসেছে। যুবকটিকে সেখান থেকে মিলন-কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। [২] তখন তোবিয়াসের রাফায়েলের কথা মনে পড়ল: থলি থেকে সে সেই মাছের যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ড বের করে জ্বলন্ত ধূপের উপরে দিল। [৩] মাছের দুর্গন্ধ সেই অপদূতকে এতই ক্ষুব্ধ করে তুলল যে, সে মিশরের উত্তর অঞ্চলে পালিয়ে গেল। রাফায়েল সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে তাকে সেইখানে শেকলে বেঁধে তার গলা টিপে ধরে মেরে ফেললেন।

[৪] এদিকে অন্যান্যরা বাইরে গিয়ে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তোবিয়াস বিছানা ছেড়ে উঠে সারাকে বলল, 'বোন, ওঠ! এসো, প্রার্থনা করি, প্রভুর কাছে যাচনা করি, যেন তাঁর অনুগ্রহ ও রক্ষা পেতে পারি।' [৫] সারা উঠে দাঁড়াল, এবং দু'জনে প্রার্থনা করতে লাগল, যাচনা করল যেন তাদের উপরে রক্ষা নেমে এসে অধিষ্ঠান করে; তোবিয়াস বলল:

'হে আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, তুমি ধন্য,
যুগযুগ ধরে তোমার নামও ধন্য!
আকাশমণ্ডল ও নিখিল সৃষ্টি চিরকাল ধরে তোমাকে বলুক, ধন্য!
[৬] তুমিই আদমকে গড়েছ,
তাঁর বধূ হবাকেও তুমিই গড়েছ,
তিনি যেন হন আদমের সাহায্য ও অবলম্বন স্বরূপ।
তাঁদের দু'জন থেকে গোটা মানবজাতির জন্ম হল।
তুমিই বলেছ:
মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়;
তার জন্য আমরা তার মত এক সাহায্যকারিণী নির্মাণ করব (ক)।
[৭] তাই আমি এখন আমার এই বোনকে বরণ করে নিচ্ছি
দেহলালসার আকর্ষণে নয়, বরং সৎ অভিপ্রায়ের সঙ্গে।
প্রসন্ন হয়ে তার প্রতি ও আমার প্রতি তোমার দয়া দেখাও,

বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত একসঙ্গেই আমাদের চালনা কর।’

[৮] এবং দু’জনে একসঙ্গে বলল, ‘আমেন, আমেন!’ [৯] তারপর সারারাত ধরে ঘুমাল।

[১০] কিন্তু রাগুয়েল বিছানা ছেড়ে উঠলেন; চাকরদের ডেকে তিনি তাদের সঙ্গে একটা কবর খুঁড়তে গেলেন; কেননা মনে মনে তিনি বলছিলেন, ‘সে যেন না মরে! আমরা তো বিদ্রূপ ও ঘৃণার বস্তু হয়ে যাব!’ [১১] তাঁরা কবরটা খোঁড়া শেষ করলে রাগুয়েল বাড়ির মধ্যে ফিরে গেলেন; স্ত্রীকে ডেকে [১২] বললেন, ‘চাকরানীদের একজনকে কক্ষে পাঠাও, সে দেখুক, তোবিয়াস বেঁচে আছে কিনা; কেননা সে যদি মরে গিয়ে থাকে আমরা তাকে সমাধি দেব, আর কেউই কিছু জানতে পারবে না।’ [১৩] তাঁরা চাকরানীকে আগে আগে পাঠিয়ে দিলেন, এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে দরজা খুলে দিলেন; চাকরানী কক্ষের ভিতরে গেল, সে দেখল, দু’জনে একসঙ্গে ঘুমিয়ে আছে, গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। [১৪] চাকরানী বেরিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে তাঁদের বলল, ছেলেটি বেঁচে আছে, অমঙ্গলকর কিছুই ঘটেনি। [১৫] তাঁরা তখন স্বর্গেশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে উঠলেন:

‘হে ঈশ্বর, তুমি সমস্ত শুদ্ধ-পবিত্র ধন্যবাদে ধন্য!
তুমি যেন অধিক ধন্যবাদের পাত্র হতে পার!
[১৬] তুমি ধন্য, কারণ আমাকে আনন্দিত করে তুলেছ।
আমি যা ভয় করছিলাম, তা ঘটেনি,
তুমি বরং মহাদয়াই আমাদের প্রতি দেখিয়েছ।
[১৭] তুমি ধন্য,
কারণ আমার এই একমাত্র পুত্রকন্যার প্রতি দয়া করেছ।
মহাপ্রভু, তোমার দয়া ও রক্ষা তাদের মঞ্জুর কর;
তাদের এমন জীবন যাপন করতে দাও,
আনন্দ ও দয়ার মধ্যে যাপিত যে জীবন।’

[১৮] তখন তিনি চাকরদের ভোর হওয়ার আগেই কবরটা ভরাট করতে বললেন।

[১৯] রাগুয়েল তাঁর স্ত্রীকে প্রচুর রুটি তৈরি করতে বললেন; তিনি নিজে গিয়ে পশুপাল থেকে দু'টো বাছুর ও চারটে ভেড়া আনলেন, সেগুলিকে জবাই করালেন, আর এইভাবে তাঁরা ভোজ প্রস্তুত করতে লাগলেন। [২০] পরে তিনি তোবিয়াসকে ডেকে তাকে শপথ করে বললেন, 'তুমি চৌদ্দ দিন ধরে এখান থেকে চলে যেতে পারবে না, আমার ঘরে থেকে খাওয়া-দাওয়া করবে; এভাবে, আমার মেয়ের তত দুঃখের পর তুমি তাকে আবার আনন্দিতা করে তুলবে। [২১] তারপর, আমার যা কিছু আছে, তার অর্ধেক নাও, ও তোমার পিতার কাছে সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে ফিরে যাও। আমার ও আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে সম্পদের বাকি অর্ধেক অংশও তোমাদের হবে। সন্তান, সাহস ধর! আমি তোমার পিতা, ও এদ্না তোমার মাতা; আমরা যেমন তোমার বোনের পিতামাতা, তেমনি এখন থেকে চিরকাল ধরে তোমারও পিতামাতা হব। সন্তান, সাহস ধর।'

বিবাহোৎসব

৯ [১] তখন তোবিয়াস রাফায়েলকে ডেকে তাঁকে বলল, [২] 'ভাই আজারিয়া, চারজন দাস ও দু'টো উট সঙ্গে করে রাজেশের দিকে রওনা হও। [৩] গাবায়েলের কাছে গিয়ে তাঁকে দলিল দিয়ে পুঁজিটা ফিরিয়ে আন; বিবাহোৎসবের জন্য তাঁকেও নিয়ে এসো। [৪] কেননা তুমি জান, আমার পিতা দিন গুনতে থাকবেন, আর আমি একটা দিনও দেরি করলে তাঁকে বেশি দুঃখ দেব। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, রাগুয়েল কেমন শপথ করেছেন, আর আমি তাঁর শপথ লঙ্ঘন করতে পারি না।' [৫] তাই রাফায়েল চারজন দাস ও দু'টো উট সঙ্গে করে মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশের দিকে রওনা হলেন। তাঁরা গাবায়েলের ঘরে থাকলেন, আর রাফায়েল তাঁকে তাঁর দলিল দেখালেন; সেই সঙ্গে তিনি তাঁকে তোবিতের ছেলে তোবিয়াসের বিবাহের কথা বললেন ও তার পক্ষ থেকে তাঁকে বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রণ করলেন। গাবায়েল সঙ্গে সঙ্গে বস্তাগুলো আনতে গেলেন—সেগুলোতে তখনও সীল মারা ছিল—এবং তাঁর সামনে সেগুলোকে গুনে বুঝিয়ে দিলেন; পরে তাঁরা সেগুলোকে উটের পিঠে চাপিয়ে দিলেন। [৬] বিবাহোৎসবে যোগ দেবার জন্য তাঁরা সকাল সকাল একসঙ্গে রওনা হলেন। রাগুয়েলের ঘরে এসে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন, তোবিয়াস বসে খাচ্ছে। সে গাবায়েলকে স্বাগত জানাতে পায়ে

উঠে দাঁড়াল, আর তিনি কেঁদে উঠলেন ও তাকে আশীর্বাদ করলেন; তিনি বললেন, 'হে উত্তম, ধার্মিক ও অর্থদানে দানশীল পিতার উত্তম পুত্র, প্রভু স্বর্গের আশীর্বাদ তোমাকে, তোমার স্ত্রীকে, ও তোমার স্ত্রীর পিতামাতাকে মঞ্জুর করুন। ধন্য ঈশ্বর, কারণ আমি আমার জ্ঞাতিভাই তোবিতের জীবন্ত দৃশ্য দেখতে পেলাম!'

১০ [১] এদিকে প্রত্যেক দিন তোবিত দিনগুলি গুনছিলেন—যাবার জন্য কত দিন, ও ফেরবার জন্য কত দিন লাগতে পারে। দিনগুলির সংখ্যা পূর্ণ হলে তিনি যখন দেখলেন, ছেলেটি তখনও ফেরেনি, [২] তখন ভাবলেন, 'হতে পারে, কেউ তাকে ওখানে দেরি করিয়েছে! এও হতে পারে যে, গাবায়েল এর মধ্যে মারা গেছে, আর কেউ তাকে রুপো দেয় না।' [৩] আর তিনি দুশ্চিন্তা করতে লাগলেন। [৪] তাঁর স্ত্রী আন্না শুধু বলছিলেন, 'আমার ছেলে মারা গেছে! সে আর জীবিতদের মধ্যে নেই।' [৫] আর তিনি ছেলেটির বিষয়ে কাঁদতে ও বিলাপ করতে লাগলেন; বলছিলেন, 'হায় সন্তান, তুমি যে আমার চোখের আলো! আমি তোমাকে কেন যেতে দিয়েছি!' [৬] আর তোবিত উত্তরে তাঁকে বলতেন, 'চুপ চুপ, বোন! চিন্তা করো না। সে ভাল আছে। অবশ্যই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটেছে, যার জন্য তাকে সেখানে দেরি করতে হচ্ছে। দেখ, তার সঙ্গে যে যাত্রা করছে, সে বিশ্বস্ত লোক, এমনকি, আমাদের ভাইদের একজন। বোন, তার জন্য হতাশ হয়ো না; [৭] কিছু দিনের মধ্যে সে এখানে এসে উপস্থিত হবে।' কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁকে প্রত্যুত্তরে বলতেন, 'ছাড়, আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করো না। আমার ছেলে মারা গেছে!' আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি, ছেলেটি যে পথ দিয়ে রওনা হয়েছিল, সেই পথে নজর রাখতে বাইরে যেতেন। তিনি প্রত্যেক দিন সেইভাবে করতেন, নিজের চোখ ছাড়া কারও চোখ বিশ্বাস করতেন না। সূর্য একবার অস্ত গেলে তিনি ঘরের ভিতরে ফিরে এসে শুধু কাঁদতেন, এবং ঘুমোতে না পেরে সারারাত বিলাপ করতেন।

[৮] বিবাহোৎসবের চৌদ্দ দিন কেটে গেলে পর—রাগুয়েল তো তাঁর মেয়ের জন্য তা-ই করবেন বলে শপথ করেছিলেন—তোবিয়াস তাঁকে গিয়ে বলল, 'এবার আমাকে বিদায় দিন। আমার পিতামাতা নিশ্চয়ই আমাকে দেখবার শেষ আশাও ছেড়ে দিয়েছেন! তাই, পিতা, মিনতি করি, আমাকে বিদায় দিন, যেন আমার পিতার কাছে ফিরে যেতে পারি। আমি তো আপনাকে বলেছিলাম, কেমন অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে

এসেছিলাম।’ [৯] রাগুয়েল উত্তরে তোবিয়াসকে বললেন, ‘এখানে থেকে যাও, সন্তান; আমার সঙ্গে থেকে যাও। আমি তোমার পিতা তোবিতের কাছে দূত পাঠাব, তারা তাঁকে তোমার খবর জানাবে।’ কিন্তু সে বলল, ‘না, আপনার কাছে ভিক্ষা রাখি, আমার পিতার কাছে আমাকে যেতে দিন।’ [১০] তখন রাগুয়েল উঠে তোবিয়াসের হাতে বধূ সারাকে তুলে দিলেন; সেইসঙ্গে দিলেন তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক অংশ, দাসদাসীকে, বলদ ও মেষ, গাধা ও উট, নানা পোশাক, টাকা ও কতগুলো জিনিসপত্র। [১১] এইভাবে তিনি তাদের বিদায় দিলেন যেন আনন্দের মধ্যে যেতে পারে। তোবিয়াসের কাছে তিনি এই বিশেষ শুভেচ্ছা জানালেন: ‘সন্তান, সুস্থ থাক, তোমার শুভযাত্রা হোক! স্বর্গের প্রভু তোমাকে ও তোমার বধূ সারাকে প্রতিপালন করুন; মরার আগে আমি যেন তোমাদের সন্তানদের দেখতে পাই!’ [১২] তাঁর মেয়ে সারাকে তিনি বললেন, ‘তোমার শ্বশুর ও তোমার শাশুড়ীর প্রতি সম্মান দেখাও, কারণ যাঁরা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, ঠিক তাঁদের মত তাঁরাই এখন থেকে তোমার পিতামাতা। কন্যা, শান্তিতে যাও; যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন আমি যেন তোমার সম্বন্ধে কেবল শুভসংবাদই পেতে পারি।’ তাদের শুভেচ্ছা জানাবার পর তিনি তাদের বিদায় দিলেন। [১৩] নিজের পক্ষ থেকে এদ্না তোবিয়াসকে বললেন, ‘প্রিয়তম সন্তান ও ভাই, প্রভু তোমাকে এখানে আবার ফিরিয়ে আনুন! আর মরবার আগে আমি যেন তোমার ও আমার মেয়ে সারার সন্তানদের দেখতে পাই। প্রভুর সামনেই আমি তোমার রক্ষায় আমার মেয়েকে তুলে দিলাম; তার জীবনে তাকে কখনও দুঃখ দিয়ো না। সন্তান, শান্তিতে যাও। এখন থেকে আমি তোমার মা ও সারা তোমার বোন। আমরা যেন একসঙ্গেই মঙ্গল ভোগ করতে পারি আমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে।’ তাদের দু’জনকে চুম্বন করে তিনি তাদের বিদায় দিলেন; তারা আনন্দের মধ্যেই ছিল। [১৪] তোবিয়াস সুস্থ শরীরে ও আনন্দচিত্তে রাগুয়েলের কাছ থেকে বিদায় নিল; সে স্বর্গমর্তের প্রভু সেই বিশ্বরাজকে ধন্য বলছিল, কারণ তিনি তার যাত্রা শুভ করেছিলেন। সে এই বলে রাগুয়েল ও এদ্নাকে আশীর্বাদ করল: ‘আমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে যেন আপনাদের সম্মান দেখাতে পারি, এ হোক আমার আনন্দ!’

তোবিতের সুস্থতা-লাভ

১১ [১] তাঁরা প্রায় নিনেভের উল্টো দিকে অবস্থিত কাসেরিনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিলেন, এমন সময় রাফায়েল বললেন, [২] 'তুমি তো জান, আমরা তোমার পিতাকে কেমন অবস্থায় ছেড়ে গেছিলাম। [৩] এসো, তোমার স্ত্রীর আগে আগে আমরাই এগিয়ে যাই; অন্যেরা আসতে আসতে আমরা বাড়ি সাজিয়ে দিই।' [৪] তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে রাফায়েল তাকে বললেন, 'পিত্তটা হাতে নাও।' কুকুর তখনও তাঁদের পিছু পিছু চলছিল। [৫] সেসময়ে আন্না বসে ছিলেন; ছেলে যে পথে ফেরার কথা, সেদিকে তাকাচ্ছিলেন। [৬] তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত হলেন যে, সে-ই আসছে, তাই তার পিতাকে বললেন, 'দেখ, তোমার ছেলে আসছে, যে লোকটি তার সঙ্গে যাত্রা করছিল, সেও তার সঙ্গে আছে।' [৭] তোবিয়াস পিতার কাছে এগিয়ে যাবার আগে রাফায়েল তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার পিতার চোখ খুলেই যাবে। [৮] মাছটার পিত্ত তাঁর চোখের উপরে লেপে দাও; ঔষধটা সক্রিয় হয়ে তাঁর চোখ থেকে সেই সাদা চামড়াগুলো টেনে বের করবে। তবে তোমার পিতা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে আলো দেখতে পাবেন।'

[৯] আন্না আগে আগে দৌড়ে ছেলেকে গলা ধরে বললেন, 'আমি তোমাকে আবার দেখতে পেয়েছি, এবার মরতে পারি!' আর কান্নায় ভেঙে পড়লেন। [১০] তোবিত উঠে দাঁড়ালেন ও পায়ে হোঁচট খেতে খেতে উঠানের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। [১১] তোবিয়াস সেই মাছের পিত্ত হাতে করে তাঁর কাছে এগিয়ে এল। তাঁর চোখের উপরে ফুঁ দিয়ে তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'পিতা, সাহস ধরুন!' তাই বলে সে সেই ঔষধ লেপে দিল, আর ঔষধটা কামড়ের মত কাজ করল; [১২] তখন তোবিয়াস দু'হাত দিয়ে চোখের কোণ থেকে সেই সাদা চামড়া তুলে নিল। [১৩] তোবিত তার গলা ধরে কাঁদতে লাগলেন; তিনি বললেন, 'হে সন্তান, হে আমার চোখের আলো, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি!' [১৪] এবং বলে চললেন:

'ধন্য ঈশ্বর!
ধন্য তাঁর মহানাম!

ধন্য তাঁর সকল পবিত্র দূত!
আমাদের উপরে ধন্য তাঁর মহানাম,
ধন্য তাঁর সকল দূত চিরকাল!
কারণ তিনি আমাকে আঘাত করেছেন,
আবার আমাকে দয়া করেছেন,
আর আমি এখন আমার ছেলে তোবিয়াসকে দেখতে পাচ্ছি!'

[১৫] তোবিয়াস আনন্দের সঙ্গে ও জোর গলায় ঈশ্বরকে ধন্য বলতে বলতে বাড়ির ভিতরে গেল; পরে সে পিতাকে সবকিছু জানিয়ে দিল: তার যাত্রা কেমন সফল হয়েছে ও সে কেমন করে রুপোর তাল ফিরিয়ে এনেছে, কি করে সে রাগুয়েলের মেয়েকে বিবাহ করেছে, কেমন করে সারা এখন পিছু পিছু আসছিল, এমনকি, এর মধ্যে নিনেভের নগরদ্বারের কাছাকাছিই ছিল।

[১৬] তোবিত আনন্দের সঙ্গে ও ঈশ্বরকে ধন্য বলতে বলতে পুত্রবধূর সঙ্গে দেখা করার জন্য নিনেভের নগরদ্বারের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। নিনেভের অধিবাসীরা যখন দেখল, তোবিত কারও সাহায্য ছাড়াই হেঁটে বেড়াচ্ছেন ও এককালের মত তেজের সঙ্গেই পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন তারা আশ্চর্য হল; তোবিত বিস্তারিত ভাবে তাদের বলছিলেন, কেমন করে ঈশ্বর তাঁকে দয়া দেখিয়ে তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিলেন। [১৭] পরে তোবিত তাঁর ছেলে তোবিয়াসের বধূ সারার কাছে এসে তাকে আশীর্বাদ করলেন: 'স্বাগতম, কন্যা! ধন্য তোমার ঈশ্বর, যিনি, হে কন্যা, তোমাকে আমাদের কাছে চালনা করেছেন। তোমার পিতা আশিসধন্য হোন, আমার ছেলে তোবিয়াস আশিসধন্য হোক, তুমিও, কন্যা, আশিসধন্যা হও! আশিসপূর্ণ আনন্দে তোমার এই নিজের বাড়িতে প্রবেশ কর; স্বাগতম! কন্যা, প্রবেশ কর!' [১৮] সেদিন নিনেভের সকল ইহুদীদের জন্য আনন্দের দিন হল; [১৯] তোবিতের আনন্দের সহভাগী হতে তাঁর ভাই আহিকার ও নাদাব এল; [২০] এবং তোবিয়াসের বিবাহোৎসব আনন্দের মধ্যে সাত দিন ধরে উদ্‌যাপিত হল।

রাফায়েলের পরিচয়-প্রকাশ

১২ [১] বিবাহোৎসব একবার শেষ হলে তোবিত তাঁর ছেলে তোবিয়াসকে ডেকে বললেন, 'সন্তান, তোমার সঙ্গে যে যাত্রা করেছে, তাকে তার উপযুক্ত মজুরি দেবার জন্য তোমাকে এখন একটু চিন্তা করতে হবে; এমনকি, নিরূপিত টাকার চেয়ে তাকে বেশিই দেওয়া উচিত।' [২] তোবিয়াস তাঁকে বলল, 'পিতা, মজুরি হিসাবে তাকে কত দেব? আমার সঙ্গে সে যে সমস্ত সম্পদ নিয়ে এসেছে, তাকে তার অর্ধেক দিলেও আমার লোকসান হবে না। [৩] সে আমাকে সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনল, আমার স্ত্রীকে নিরাময় করল, আমার হয়ে রুপো আনতে গেল আর পরিশেষে তোমাকে সুস্থ করল! এই সমস্ত কিছুর জন্য তাকে মজুরি হিসাবে কত দেব?' [৪] তোবিত উত্তর দিলেন, 'সে যে সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে আনল, তার অর্ধেক পাওয়াই ন্যায্য।' [৫] তাই সে তার সাথীকে ডাকল, তাঁকে বলল, 'যে সমস্ত সম্পদ তুমি এনেছ, মজুরি হিসাবে তার অর্ধেক নিয়ে শান্তিতে বিদায় নাও।'

[৬] তখন রাফায়েল সেই দু'জনকে পাশে ডেকে তাঁদের বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্য বল, তোমাদের প্রতি তিনি যে মঙ্গল সাধন করেছেন, সকল জীবিতের সামনে তা ঘোষণা কর। ধন্য কর তাঁর নাম, কর তাঁর নামগান! সর্বজাতির সামনে ঈশ্বরের কর্মকীর্তি যোগ্যরূপে ঘোষণা কর, তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে কখনও ক্ষান্ত হয়ো না। [৭] রাজার গোপন কথা লুকিয়ে রাখা ভাল বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কর্মকীর্তি ব্যক্ত ও প্রকাশ করা, তা সমীচীন।

যা মঙ্গলকর, তোমরা তাই কর, তবে কোন অমঙ্গল তোমাদের উপর এসে পড়বে না। [৮] উপবাসের সঙ্গে প্রার্থনা ও ন্যায়পরতার সঙ্গে অর্থদান, এ উত্তম কর্ম। অন্যায্যতার সঙ্গে ঐশ্বর্যের চেয়ে ন্যায্যতার সঙ্গে দরিদ্রতাই শ্রেয়। সোনা সঞ্চয় করার চেয়ে অর্থদান অনুশীলন করা শ্রেয়। [৯] অর্থদান মৃত্যু থেকে নিস্তার করে ও সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে বিশুদ্ধ করে। যারা অর্থদান অনুশীলন করে, তারা দীর্ঘায়ু হবে। [১০] যারা পাপ ও অপকর্ম করে, তারা নিজ প্রাণের শত্রু।

[১১] আমি তোমাদের কাছে পুরো সত্য প্রকাশ করতে যাচ্ছি, কিছুই গোপন রাখব না: ইতিমধ্যে তোমাদের এই উপদেশ দিয়েছি যে, রাজার গোপন কথা লুকিয়ে রাখা

ভাল বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কর্মকীর্তি প্রকাশ করা সমীচীন; [১২] তাই একথা জেনে নাও যে, যখন তুমি ও সারা প্রার্থনায় রত ছিলে, তখন আমিই তোমাদের প্রার্থনার স্মৃতিচিহ্ন প্রভুর গৌরবের সাক্ষাতে উপস্থিত করতাম; তুমি যখন মৃতদের সমাধি দিতে, তখনও আমি তাই করতাম। [১৩] আর যখন ইতস্তত না করে তুমি উঠে ভোজ ছেড়ে সেই মৃতলোকের সমাধি-ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলে, তখন আমি তোমার বিশ্বাস পরীক্ষা করতে প্রেরিত হয়েছি, [১৪] আর একই সময় ঈশ্বর তোমাকে ও তোমার পুত্রবধূ সারাকে নিরাময় করতে আমাকে প্রেরণ করলেন। [১৫] আমি রাফায়েল, সেই সপ্ত দূতের একজন, যাঁরা প্রভুর গৌরবের সাক্ষাতে প্রবেশ করতে সর্বদাই প্রস্তুত।'

[১৬] তাঁরা দু'জনে আতঙ্কে অভিভূত হলেন; ভীষণ ভয়ে তাঁরা উপুড় হয়ে পড়লেন। [১৭] কিন্তু দূত তাঁদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না; তোমাদের মাঝে শান্তি বিরাজ করুক। ঈশ্বরকে ধন্য বল—যুগ যুগ ধরে। [১৮] আমি যখন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন আমার নিজের অনুগ্রহে নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই তোমাদের সঙ্গে ছিলাম: তাঁকেই তোমাদের সর্বদাই ধন্য বলতে হবে, তাঁরই বন্দনা করতে হবে। [১৯] তোমাদের এমন মনে হচ্ছিল যে, তোমরা আমাকে খেতে দেখছিলে, কিন্তু তাতে বাস্তবতার কিছুই ছিল না। [২০] এখন তোমরা পৃথিবীতে প্রভুকে ধন্য বল ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও। যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁর কাছে, ঊর্ধ্বলোকে, ফিরে যাচ্ছি। তোমাদের প্রতি এই যে সমস্ত কিছু ঘটেছে, তা সবই লিখে রাখ।' আর তিনি ঊর্ধ্বে গেলেন। [২১] আবার উঠে দাঁড়িয়ে তাঁরা আর তাঁকে দেখতে পেলেন না। [২২] স্তুতিগান করে তাঁরা ঈশ্বরের বন্দনা করলেন; তাঁর এই নানা আশ্চর্য মহাকাজের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন, যেহেতু ঈশ্বরের দূত তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন।

সিয়োন

১৩ [১] আর তিনি বলে উঠলেন:

[২] 'ধন্য ঈশ্বর, তিনি নিত্য জীবনময়,
তাঁর রাজ্য যুগযুগস্থায়ী;
কারণ তিনি শাস্তি দেন, আবার ক্ষমা করেন;

পৃথিবীর গভীরতম পাতালে নামিয়ে দেন,
মহাধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে আনেন ;
তাঁর হাত এড়াতে পারে, তেমন কিছুই নেই।
[৩] বিজাতীয়দের সামনে তাঁর স্তুতিগান কর, ইস্রায়েল সন্তানসকল,
কারণ ওদের মধ্যে তোমাদের ছড়িয়ে দিয়ে
[৪] তিনি এইখানে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ করলেন ;
সকল প্রাণীর সামনে তাঁর বন্দনা কর,
তিনিই আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তিনিই আমাদের পিতা, চিরকালীন ঈশ্বর।
[৫] তোমাদের অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিয়ে
তিনি আবার তোমাদের সকলকে দয়া করবেন।
যাদের মাঝে তোমরা ছড়িয়ে পড়েছিলে,
সেই সকল জাতির মধ্য থেকে তিনি তোমাদের সংগ্রহ করবেন।
[৬] তোমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর দিকে ফিরে
সত্যের সাধক হও তাঁর সামনে ;
তবেই তিনি তোমাদের দিকে ফিরে চাইবেন,
তোমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবেন না তাঁর আপন শ্রীমুখ।
[৭] এখন ভেবে দেখ তিনি কেমন ব্যবহার করেছেন তোমাদের প্রতি,
মুক্তকণ্ঠে তাঁকে জানাও ধন্যবাদ ;
ধর্মময়তার প্রভুকে বল ধন্য,
সর্বযুগের রাজার বন্দনা কর।
[৮] এই নির্বাসনের দেশে আমি তাঁর স্তুতিগান করি,
তাঁর শক্তি ও মহত্ত্বের কথা এক পাপিষ্ঠ জাতির কাছে জ্ঞাত করি।
ফিরে এসো, পাপীরা, যা ন্যায় তাই কর তাঁর সামনে,
কে জানে! তিনি প্রসন্ন হয়ে তোমাদের দয়া করবেন।
[৯] আমি ঈশ্বরের বন্দনা করি,

আমার প্রাণ স্বর্গের রাজায় মেতে ওঠে।
[১০] সকলেই তাঁর মহত্ত্বের কথা বলুক,
যেরুশালেমে করুক তাঁর স্তুতিবাদ।

হে পবিত্র নগরী যেরুশালেম,
তোমার সন্তানদের কাজের জন্যই তিনি তোমাকে শাস্তি দিলেন,
কিন্তু ধার্মিকদের সন্তানদের তিনি আবার দয়া করবেন।
[১১] যোগ্যরূপে প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ,
সর্বযুগের রাজাকে বল ধন্য,
তবে তোমার মধ্যে আনন্দের সঙ্গে তাঁর তাঁবু পুনর্নির্মিত হবে,
[১২] তোমার মধ্যেই তিনি সকল নির্বাসিতকে আনন্দিত করবেন,
তোমার মধ্যেই তিনি সকল অত্যাচারিতকে ভালবাসবেন
যুগে যুগে চিরকাল।
[১৩] পৃথিবীর সকল প্রান্তে হবে উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাস,
দূর থেকে বহু দেশ আসবে তোমার কাছে,
পৃথিবীর সকল প্রান্তের অধিবাসী পবিত্র নামের কাছে আসবে,
হাতে ক'রে স্বর্গের রাজার জন্য উপহার।
যুগের পর যুগ সকলে তোমার মধ্যে নিজেদের আনন্দ-ফুর্তি ব্যক্ত করবে,
এবং মনোনীত নগরীর নাম বিরাজ করবে যুগে যুগে চিরকাল।
[১৪] যে কেউ তোমার অমঙ্গল কামনা করে, সে অভিশপ্ত হোক;
যে কেউ তোমাকে ধ্বংস করে, তোমার প্রাচীর ভেঙে দেয়,
তোমার দুর্গমিনার ভূমিসাৎ করে, তোমার বসতিতে আগুন দেয়,
সে অভিশপ্ত হোক;
কিন্তু তোমাকে যে পুনর্নির্মাণ করে, সে ধন্য হোক!
[১৫] তবে উল্লাস কর! ধার্মিকদের সন্তানদের বিষয়ে মেতে ওঠ,
কারণ তোমার কাছে একত্রিত হয়ে
সকলে সর্বযুগের রাজাকে বলবে ধন্য।

আহা তাদের কী সুখ, যারা তোমাকে ভালবাসে,
যারা তোমার শান্তিতে আনন্দিত!
[১৬] সুখী তারা সকলেই, যারা কেঁদেছে তোমার সমস্ত দণ্ডাঘাতের জন্য!
কারণ তারা তোমার জন্য আনন্দিত হবে,
তোমার সমস্ত আনন্দ দেখতে পাবে চিরকাল।
প্রাণ আমার, মহান রাজা সেই প্রভুকে বল ধন্য,
[১৭] কারণ যেরুশালেম তাঁর চিরকালীন আবাসরূপেই পুনর্নির্মিত হবে।
আহা, আমিই সুখী,
যদি তোমার গৌরব দেখবার জন্য ও স্বর্গেশ্বরের স্তুতিবাদ করার জন্য
আমার বংশের একটা অবশিষ্টাংশ থাকে।
নীলকান্তমণি ও মরকতমণিতেই পুনর্নির্মিত হবে যেরুশালেমের তোরণদ্বার,
রত্ন-মণিতেই তার সমস্ত প্রাচীর।
যেরুশালেমের দুর্গমিনার সোনাতে নির্মিত হবে,
খাঁটি সোনাতেই তার প্রাকার সকল।
যেরুশালেমের যত রাস্তা-ঘাটে
ফিরোজা পাথর ও ওফিরের পাথর পাতা হবে।
[১৮] যেরুশালেমের তোরণদ্বারে আনন্দের সঙ্গীত ধ্বনিত হবে,
তার সকল বাড়ি-ঘর গেয়ে উঠবে, আল্লেলুইয়া!
ধন্য ইস্রায়েলের ঈশ্বর;
তারাও ধন্য, যারা তাঁর পবিত্র নাম ধন্য করবে
যুগে যুগে চিরকাল!’

১৪ [১] এইখানে তোবিতের স্তুতিগানের সমাপ্তি।

নিনেভে

[২] তোবিত একশ’ বারো বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করলেন, তাঁকে মর্যাদার সঙ্গে নিনেভেতে সমাধি দেওয়া হল। তিনি যখন অন্ধ হন, তখন তাঁর বয়স বাষট্টি বছর;

সুস্থতা ফিরে পাবার পর তিনি সুখে জীবনযাপন করলেন, অর্থদান অনুশীলন করলেন, এবং অবিরত ঈশ্বরকে ধন্য বললেন ও তাঁর মহত্ত্বের স্তুতিবাদ করে চললেন।

[৩] তাঁর মৃত্যুক্ষণে তিনি তাঁর ছেলে তোবিয়াসকে কাছে ডেকে তাঁকে এই নির্দেশবাণী দিলেন: [৪] 'সন্তান, তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে শীঘ্রই মেদিয়া অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নাও, কেননা নাহুম নিনেভের উপরে যে ঐশবাণী উচ্চারণ করেছেন, আমি তা বিশ্বাস করি। ঈশ্বর যাঁদের প্রেরণ করেছেন, ইস্রায়েলের সেই নবীরা যেমন বলে দিয়েছেন, সমস্ত কিছুই সেইমত সিদ্ধিলাভ করবে, আশুর ও নিনেভের বিষয়ে সমস্ত কিছু সেইমত বাস্তব হবে: তাঁদের একটা বাণীও ব্যর্থ হবে না। সময়মত সমস্ত কিছু ঘটবে। আশুর ও বাবিলনের চেয়ে মেদিয়াতেই বেশি নিরাপত্তা থাকবে; কেননা আমি জানি ও বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর যা কিছু বলে দিয়েছেন, তা সিদ্ধিলাভ করবে, তা ঘটবেই, সেই বাণীর একটা শব্দও ব্যর্থ হবে না। ইস্রায়েল দেশে বাস করে আমাদের যে সকল ভাই, তারা সকলে বিক্ষিপ্ত হবে, তাদের সুন্দর দেশ থেকে তাদের বন্দি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে, এবং গোটা ইস্রায়েল দেশ মরুপ্রান্তর হবে। সামারিয়া ও যেরুশালেমও মরুপ্রান্তর হবে, এবং ঈশ্বরের গৃহ—এক কাল পর্যন্ত—উৎসন্ন ও পোড়া অবস্থায় পড়ে থাকবে। [৫] পরে ঈশ্বর তাদের প্রতি আবার দয়া করবেন ও ইস্রায়েল দেশে তাদের ফিরিয়ে আনবেন। তারা গৃহটি পুনর্নির্মাণ করবেন, যদিও তা প্রথমটার মত সুন্দর হবে না—যতদিন না দিনগুলির সংখ্যা পূর্ণ হয়। পরে তারা সকলে নির্বাসনের দেশ থেকে ফিরবে, যেরুশালেমকে তার আপন পূর্ণ মহিমায় পুনর্নির্মাণ করবে, ঈশ্বরের গৃহটিও পুনর্নির্মিত হবে, যেমনটি ইস্রায়েলের নবীরা আগে বলে দিয়েছেন। [৬] পৃথিবীর উপরে যত জাতি রয়েছে, তারা সকলে ফিরবে ও সত্যের শরণে ঈশ্বরকে ভয় করবে। সকলে তাদের সেই মিথ্যা-দেবতাদের ত্যাগ করবে, যারা মিথ্যায় তাদের পথভ্রষ্ট করেছে, এবং ধর্মময়তা-পালনে সর্বযুগের ঈশ্বরকে ধন্য বলবে। [৭] সেই দিনগুলিতে রেহাই পাওয়া সকল ইস্রায়েল সন্তান সরল অন্তরে ঈশ্বরকে স্মরণ করবে, সমবেত হয়ে যেরুশালেমে আসবে, এবং আব্রাহামের দেশে সবসময়ের মত নির্ভয়ে বাস করবে—দেশটি তাদেরই হবে। যারা সত্যের শরণে ঈশ্বরকে ভালবাসে, তারা আনন্দিত হবে; কিন্তু যারা পাপ ও অপকর্ম করে, তারা সারা পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন হবে।

[৮] এখন, সন্তানেরা, তোমাদের কাছে একটি আজ্ঞা রেখে যাচ্ছি: সত্যের শরণে ঈশ্বরের সেবা কর; তিনি যাতে প্রীত, তোমরা তেমন কাজই কর। তোমাদের ছেলেদেরও তোমরা ন্যায্যতা পালন করা, অর্থদান অনুশীলন করা, ঈশ্বরকে স্মরণ করা, তাঁর নাম সর্বদাই ধন্য বলা—সত্যের শরণে ও যথাশক্তিতেই তা করার আদেশ শেখাবে। [৯] তবে তুমি, সন্তান, একদিন নিনেভে ছেড়ে চলে যাও, এখানে আর থেকো না। আমার পাশে তোমার মাতাকে সমাধি দেওয়ার পর, সেই একই দিনে তোমাকে নিনেভের সীমানার অভ্যন্তরে থাকতে হবে না। কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি, তার মধ্যে বড় অধর্ম ও বড় শঠতা জয়ী হবে, কিন্তু লোকে তাতে লজ্জাবোধ করে না। [১০] সন্তান, বিবেচনা করে দেখ, সেই নাদাব তার পালক-পিতা আহিকারের প্রতি কেমন ব্যবহার করল। সে কি জিয়ন্তই অধোলোকে নেমে যেতে বাধ্য হয়নি? কিন্তু ঈশ্বর অপরাধীর মুখের উপরেই সেই অপরাধ ফিরিয়ে দিলেন: বস্তুত আহিকার আলোতে ফিরে এল, কিন্তু নাদাব চিরন্তন অন্ধকারের মধ্যে গেল, কেননা আহিকারের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। অর্থদান অনুশীলন করেছিল বলে আহিকার নাদাবের পাতা মৃত্যু-ফাঁস এড়াল, কিন্তু নাদাব সেই ফাঁসে পড়ে নিজের সর্বনাশ নিজেই ঘটাল। [১১] তাই, সন্তানেরা, অর্থদানের ফল কী ও শঠতা কোথায় চালনা করে, তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, শঠতা মৃত্যুতেই চালনা করে। কিন্তু দেখ, আমার প্রাণ এবার যাচ্ছে!' তারা তাঁকে আবার শয্যায় শুইয়ে রাখল; তিনি মরলেন, ও তাঁকে মর্যাদার সঙ্গে সমাধি দেওয়া হল।

[১২] মাতার মৃত্যু হলে তোবিয়াস তাঁকে পিতার পাশে সমাধি দিলেন, পরে স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে মেদিয়ার দিকে রওনা হলেন। তিনি এক্‌বাতানায় তাঁর শ্বশুর রাগুয়েলের কাছে বসবাস করলেন; [১৩] শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি তাঁদের বার্ধক্যে সম্মানের সঙ্গে যত্নবান হলেন, তাঁদের এক্‌বাতানায়, মেদিয়াতে, সমাধি দিলেন। [১৪] তোবিয়াস তাঁর পিতা তোবিতের সম্পত্তি বাদে রাগুয়েলের সম্পত্তিও উত্তরাধিকাররূপে পেলেন। সকলের দ্বারা সম্মানিত হয়ে তিনি একশ' সতের বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করলেন। [১৫] মৃত্যুর আগে তিনি নিনেভের সর্বনাশের কথা শুনতে পেলেন, আর মেদিয়ার রাজা কিয়াক্সারেস বন্দি অবস্থায় যাদের মেদিয়াতে নিয়ে গেলেন, তিনি নিনেভের সেই সকল মানুষকেও দেখতে পেলেন। নিনেভে ও আশুরের লোকদের প্রতি ঈশ্বর যে দশা ঘটিয়েছিলেন, তার

জন্য তোবিত ঈশ্বরকে ধন্য বললেন। তাই মৃত্যুর আগে তিনি নিনেভের দশার জন্য আনন্দ করার সুযোগ পেলেন এবং প্রভু ঈশ্বরকে ধন্য বললেন চিরদিন চিরকাল। আমেন।

---

১ [১৭] মৃত ব্যক্তির পক্ষে সমাহিত না হওয়াই ছিল অভিশাপের শামিল (দ্বিঃবিঃ ২১:২২-২৩; ১ রাজা ১৪:১১; যেরে ১৬:৪; ২২:১৯; ইত্যাদি); সুতরাং মৃতদের সমাধি দেওয়াই ছিল পবিত্র কর্তব্য (২ শামু ২:৫; সিরা ৭:৩৩)।

২ [৪] 'সূর্যাস্তের পরে': হিব্রু দিন সন্ধ্যায়ই শুরু হত, তাই পবিত্র পর্বোৎসব অপবিত্র না করার উদ্দেশ্যে (লেবীয় ২৩:২১) তোবিত সূর্যাস্তের পরে অর্থাৎ পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেই মৃত লোকের সমাধি দেন। এই প্রথা খ্রিস্টমণ্ডলীর উপাসনায় এখনও চলে আসছে; উদাহরণ স্বরূপ, শনিবারের সন্ধ্যাই হল রবিবারের প্রথম লগ্নের শুরু।

[৬] আমোস ৮:১০। ধর্মপ্রাণ ইহুদীরা অতীতকালের নবীদের উক্তি ধ্যান করায় প্রীত ছিলেন (দা ৯:২; ইশা ৩৪:১৬; এজে ৩৮:১৭)।

[১৪] যোবের স্ত্রী যেমন ব্যবহার করেছিলেন, তোবিতের স্ত্রীও ঠিক সেভাবে ব্যবহার করেন: তাঁর ধারণায় তোবিত অভিশাপগ্রস্ত, সুতরাং তাঁর পক্ষে দয়াধর্মে অধ্যবসায়ী থাকা বৃথা কাজ।

৩ [২] প্রভুর ধর্মময়তা এবং জনগণের অতীত ও বর্তমান পাপ স্বীকার করাই নির্বাসন-কালের পরবর্তী সময়ের বৈশিষ্ট্য (দা ৩:২৬-৪৫; ৯:৪-১৯; এজরা ৯:৬-১৫; নেহে ৯:৫-৩৭; বারুক ১:১৫—৩:৮)।

[৮] সেকালের মানুষ মনে করত, অসাধারণ অসুস্থতা ও মৃত্যুতে অপদূতদের হাত ছিল (মথি ৯:৩২; ইত্যাদি)।

[১১] ঈশ্বরকে ধন্য বলাই তোবিত পুস্তকের বিশিষ্ট বিষয়ের মধ্যে অন্যতম: বারবার এই চেতনা-বাণী দেওয়া হয় যে, ঈশ্বরকে ধন্য বলাই ভক্তজনের নিত্য কর্তব্য (তোবিত ৪:১৯; ১২:৬,১৭ … ; ১৩:৭; ১৪:৮); বলা চলে, শুভ-অশুভ যে কোন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে ধন্য বলাই তোবিত ও তোবিয়াসের ভক্তির উজ্জ্বলতম চিহ্ন। পুস্তক শেষে বিধর্মীরাও ঈশ্বরকে ধন্য বলতে আমন্ত্রিত; এমনকি ঈশ্বরকে ধন্য বলাই তাদের মনপরিবর্তনের চিহ্ন (তোবিত ১৩:১৮; ১৪:৬)।

[১৭] 'রাফায়েল' নামের অর্থই প্রভু নিরাময় করেন।

৪ [৩-১৯] এই পদগুলি সেকালের ইহুদী ধর্মের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে:
(ক) মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য (৩-৪ পদ);
(খ) অর্থদান (৫-১১ পদ);

(গ) বিবাহ সংক্রান্ত নিয়ম-বিধি (১২-১৩ পদ);
(ঘ) প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক (১৪-১৭ পদ);
(ঙ) নিজ আচরণ (১৮-১৯ পদ)।

[৬] সত্যের সাধক হওয়া বলতে ঐশবিধান অনুসারে চলাই বোঝায়।

[১১] গরিবদের সাহায্যদান ইহুদী ধর্মের এমন মুখ্য কর্তব্য যা দ্বিতীয় বিবরণ দ্বারাই আদিষ্ট; একথা বাইবেলের অন্যান্য পুস্তকেও উল্লিখিত (সাম ১১২:৯; প্রবচন ১৯:১৭; ২৮:২৭; সিরা ৩:৩০–৪:১০; ২৯:৮-১৩; মথি ৬:১-৪; ১৯:২১; লুক ১১:৪১; ১২:৩৩; ১৯:৮; যোহন ১৩:২৯; প্রেরিত ৯:৩৬; ১০:২; ২ করি ৯:৯; গা ২:১০)।

[১২] 'আমরা নবীদেরই সন্তান' অর্থাৎ এমন মহাপুরুষদের বংশধর যাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের অধিকারী।

[১৫] 'যা তুমি চাও না …': এই উক্তি 'স্বর্ণ নিয়ম' বলে অভিহিত; অন্যভাবে যিশুও একই কথা বললেন (মথি ৭:১২; লুক ৬:৩১)।

৫ [১০] 'সাহস ধরুন': কেবল দৃঢ় মনোবল ও গভীর ভরসার অধিকারী হলেই মানুষ ধৈর্যের সঙ্গে ঈশ্বরের রহস্যময় ও মন্থর পরিকল্পনা অনুসরণ করতে সক্ষম; ধারণাটা বারবার ব্যক্ত (তোবিত ৫:১০; ৭:১৭; ৮:২১; ১১:১১)।

৮ [৬ক] আদি ২:১৮।

১২ [১৫] বাইবেলে 'সপ্ত দূত' এর কেবল তিনটি নাম উল্লিখিত, মিখায়েল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েল। বাকি চারটি নামের জন্য প্রাচীন নানা ঐতিহ্যে নানা নাম প্রস্তাবিত যেমন, উরিয়েল, কামায়েল, যোফিয়েল ও জাদকিয়েল; অথবা উরিয়েল, রাগুয়েল, জারাখিয়েল ও রেমিয়েল; অথবা উরিয়েল, সেলাথিয়েল, যেহুদিয়েল ও বারাখিয়েল।

১৩ [১ …] তোবিতের এই গীতিকা প্রথম শতাব্দীগুলোর মণ্ডলীতে এতই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে সেসময় থেকে আজ পর্যন্ত তার একটা অংশ প্রাহরিক উপাসনায় স্থান পেয়ে আছে (মঙ্গলবার, প্রভাতী বন্দনা)।

১৩ [১০] 'হে পবিত্র নগরী যেরুশালেম …': নির্বাসিত ইহুদীর মন সবসময়ই যেরুশালেমের দিকে ধাবিত ছিল, পবিত্র নগরী স্মরণ করে তাদের গভীর মায়া লাগত, এবং তারা এমন প্রত্যাশা রাখত যে একদিন উজ্জ্বল গৌরবে রূপান্তরিত নগরীটা হবে পৃথিবীর সকল জাতির পুনর্মিলন-স্থান (তোবিত ১৩:১৩; ১৪:৫-৭)।

যুদিথ

যুদিথ পুস্তক হিব্রু নয় গ্রীক বাইবেলেরই অন্তর্ভুক্ত পুস্তক। যুদিথ নামের অর্থই ইহুদী নারী, তাই তিনি আদর্শবতী বিশ্বস্তা ইস্রায়েল-কন্যা বলে উপস্থাপিতা, আর তাঁর এই বিশ্বস্ততার জন্যই শত্রু-শক্তির উপর বিজয়িনী হন। নারীদের বিষয়ে বাইবেল মাঝে মাঝে বেশ কঠোর বিচার ব্যক্ত করে একথা সত্য, কিন্তু এজন্য সেই সকল নারীদের কথা ভুলতে নেই যাঁরা সত্যিকারে সবদিক দিয়ে অধিক সম্মানের যোগ্যা, যেমন: মোশির মা যিনি ফারাওকে ভয় না করে নিজ শিশুকে বাঁচান, মোশির বোন যিনি ভীতা না হয়ে নদীতে ভাসমান ঝাঁপিটা নজরে রাখেন, রুথ যিনি শাশুড়ীর প্রতি ভালবাসার খাতিরে স্বদেশ ত্যাগ করেন, এবং এই যুদিথ ও সেই এস্থার যাঁরা স্বজাতির পরিত্রাণের জন্য নিজ নিরাপত্তা বিষয়ে চিন্তাটুকু না করে প্রাণের ঝুঁকি নেন। পুরাতন নিয়মের সঙ্গে নূতন নিয়মও এক সুরে অধিক সম্মানের যোগ্যা নারীদের কথা তুলে ধরে, যেমন যিশুর ধন্যা মাতা মারীয়া ও সেই সকল নারী যাঁরা ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং রবিবার দিনে, বেশ ভোরেই, যিশুর সমাধিস্থানে গিয়েছিলেন। এখানে দেওয়া উদাহরণ অল্প বটে, তবু মনে প্রশ্ন ওঠে, কিসের উপর নির্ভর করে সেই নারীসকল পুরুষদের চেয়েও বেশি সাহস দেখিয়ে চিরস্মরণীয় আদর্শ রেখে গেলেন? উত্তর এই পুস্তকে (ও অন্যান্য পুস্তকেও) পাওয়া যায়: তাঁরা প্রভুর প্রতি বিশ্বস্তা ছিলেন, কঠোর তপস্যার সঙ্গে প্রার্থনা করতেন, সমাজের মঙ্গলের জন্য চিন্তিতা ছিলেন, এবং তাঁদের তেমন আত্মোৎসর্গে ঈশ্বর নিজেই ছিলেন তাঁদের শক্তি।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

নেবুকাদনেজার ও আর্পাক্সাদের মধ্যে যুদ্ধ

১ [১] নেবুকাদ্নেজার, যিনি মহানগরী নিনেভেতে আশুরীয়দের উপরে রাজত্ব
করছিলেন, তাঁর রাজত্বকালের দ্বাদশ বর্ষে আর্ফাক্সাদ এক্‌বাতানায় মেদীয়দের উপরে
রাজত্ব করছিলেন। [২] এই আর্ফাক্সাদ এক্‌বাতানার চারদিকে এমন প্রাচীর গাঁথলেন

যার পাথরগুলো ছিল তিন হাত চওড়া ও ছ'হাত লম্বা; শেষে প্রাকারটা ষাট হাত উচ্চ ও পঞ্চাশ হাত চওড়া হল। [৩] সমস্ত নগরদ্বারের গায়ে তিনি একশ' হাত উচ্চ ও মূলে ষাট হাত চওড়া দুর্গমিনার গাঁথলেন; [৪] নগরদ্বারগুলি ছিল সত্তর হাত উচ্চ ও চল্লিশ হাত চওড়া, যেন তাঁর বীরযোদ্ধারা সেগুলির ভিতর দিয়ে একভাবেই যাওয়া-আসা করতে পারে ও তাঁর পদাতিক সৈন্যদল শ্রেণি শ্রেণি অনুসারে সহজে দাঁড়াতে পারে।

[৫] মোটামুটি সেইসময়ে নেবুকাদ্নেজার মহা সমতল ভূমিতে আর্ফাক্সাদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালান—অর্থাৎ সেই সমভূমিতে যা রাগাউয়ের অঞ্চলে অবস্থিত। [৬] তাঁর সমর্থনে এরা সকলে এল: পর্বতমালার সকল অধিবাসী, ফোরাত, দজলা ও হিদাস্পের অঞ্চলের সকল অধিবাসী, এবং এলামীয়দের রাজা আরিওকের অধীন সেই সকল মানুষ, যারা সেই সমভূমির বাসিন্দা। এভাবে কেলেউদ-সন্তানদের যুদ্ধের জন্য বহুজাতি এসে সমবেত হল।

[৭] তখন আশুরীয়দের রাজা নেবুকাদ্নেজার পারস্যের সকল অধিবাসীর ও পশ্চিম অঞ্চলগুলোর সকল অধিবাসীর কাছে, অর্থাৎ কিলিকিয়া, দামাস্ক, লেবানন, পূর্বলেবানন ও সমুদ্রতীরের সকল অধিবাসীর কাছে, [৮] এবং কার্মেল, গিলেয়াদ ও উত্তর গালিলেয়ার এবং এস্দ্রেলোনের মহা-সমভূমির জাতিগুলির কাছে, [৯] সামারিয়ার ও তার উপনগরগুলোর কাছে, যর্দনের ওপার থেকে যেরুশালেম, বেথানিয়া, খেলুস ও কাদেশ এবং মিশরের নদী পর্যন্ত, এমনকি তাফানেস, রাম্সেস ও গোশেনের গোটা অঞ্চলের কাছে, [১০] তানিসের উত্তর অঞ্চলেরও কাছে ও মেম্ফিসের কাছে, আরও, ইথিওপিয়া পর্যন্ত মিশরের সকল অধিবাসীরও কাছে দূত পাঠালেন। [১১] কিন্তু এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা আশুরীয়দের রাজা নেবুকাদ্নেজারের আহ্বান তুচ্ছ করে যুদ্ধে তাঁর পাশে নামল না; তারা তাঁকে ভয় পাচ্ছিল না, কেননা তাদের মতে তিনি অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। তাই তারা তাঁর দূতদের খালি হাতে ও অসম্মান করেই ফিরিয়ে দিল। [১২] তখন নেবুকাদ্নেজার এই সকল অঞ্চলের বিরুদ্ধে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, এবং তাঁর সিংহাসনের ও রাজ্যের দিব্যি দিয়ে শপথ করলেন, তিনি অবশ্যই প্রতিশোধ নেবেন, হ্যাঁ, তিনি কিলিকিয়া, দামাস্ক ও সিরিয়ার অঞ্চলকে, মোয়াব দেশের সকল জাতিকে, আম্মোনীয়দের, গোটা যুদাকে, এবং দুই সাগরের প্রান্ত পর্যন্ত মিশরের সকল অধিবাসীকে

খড়্গের আঘাতে নিশ্চিহ্ন করবেন। [১৩] পরে, সপ্তদশ বর্ষে, তিনি ও তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্ত আর্ফাক্সাদ রাজার বিরুদ্ধে রণযাত্রা করে তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করলেন; বন্যার মত আর্ফাক্সাদের সৈন্যসামন্তকে, তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে ও সমস্ত রথ ভাসিয়ে দিলেন; [১৪] আর্ফাক্সাদের সকল শহর হস্তগত করলেন, এক্‌বাতানা পর্যন্ত গিয়ে তার দুর্গমিনার দখল করলেন, রাস্তায় রাস্তায় লুটপাট করলেন, ও নগরীর শোভা লজ্জায় পরিণত করলেন। [১৫] পরে তিনি রাগাউয়ের পর্বতমালায় আর্ফাক্সাদকে বন্দি করলেন, ও তাঁর নিজের বর্শা দিয়ে তাঁকে বিঁধিয়ে দিয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন করলেন। [১৬] তখন তিনি, তাঁর সৈন্যদল, ও যারা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল—যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত এক বিপুল ভিড়—তারা সকলে দেশে ফিরে গেল; সেখানে তিনি ও তাঁর সৈন্যদল একশ' কুড়ি দিন ধরে আনন্দ-ফুর্তি ও ভোজসভার মধ্যে সময় কাটালেন।

পশ্চিমে রণ-অভিযান

২ [১] অষ্টাদশ বর্ষে, প্রথম মাসের দ্বাবিংশ দিনে, আশুরীয়দের রাজা নেবুকাদ্নেজারের প্রাসাদে একথা ছড়িয়ে পড়ল যে, তিনি সকল দেশের উপর প্রতিশোধ নেবেন, যেইভাবে হুমকি দিয়েছিলেন। [২] তাঁর সকল পরিষদ ও সেনাপতিকে কাছে আহ্বান করে তিনি তাদের সঙ্গে গোপন মন্ত্রণাসভায় বসে নিজেরই মুখে তাদের কাছে সেই দেশগুলির সমস্ত শঠতা বিস্তারিত ভাবেই ব্যক্ত করলেন। [৩] তারা তখন এই সিদ্ধান্ত নিল যে, যে কেউ রাজার আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তাকে শাস্তি দিয়ে নিঃশেষে ধ্বংস করা হবে। [৪] মন্ত্রণাসভা শেষ হলে আশুরীয়দের রাজা নেবুকাদ্নেজার যাঁকে কেবল নিজেরই অধীনে রাখছিলেন, তাঁর সৈন্যসামন্তের প্রধান সেনাপতি সেই হলোফের্নেসকে ডেকে বললেন, [৫] 'সারা পৃথিবীর প্রভু মহারাজ এই কথা বলছেন: দেখ, তুমি আমার অধিনায়ক রূপে বেরিয়ে পড়ে বীরযোদ্ধাদের সঙ্গে করে নাও: এক লক্ষ কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্য, ও অশ্বারোহী সহ বারো হাজার ঘোড়ার দল; [৬] তারপর পাশ্চাত্য সকল দেশের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাও, কারণ সেই সকল অঞ্চল আমার আহ্বান অমান্য করেছে। [৭] ওদের সকলকে তুমি দাসত্বের প্রমাণস্বরূপ মাটি ও জল প্রস্তুত করতে আজ্ঞা করবে, কারণ আমি ক্রোধে ওদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে

আমার সৈন্যদলের পায়ে গোটা পৃথিবীর বুক আচ্ছাদিত করব এবং লুট করার জন্য ওদের সবকিছু আমার সৈন্যদলের অধিকারে দেব। [৮] ওদের মধ্য থেকে যারা মারা পড়বে, তাদের মৃতদেহে ওদের সব উপত্যকা ভরে যাবে, এবং যত জলস্রোত যত নদী তাদের লাশে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে যে, জল উপচে পড়বে; [৯] ওদের বন্দি সকলকে আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্তই ঠেলে দেব! [১০] তাই তুমি গিয়ে ওদের গোটা অঞ্চল আমার জন্য দখল কর, আর যখন ওরা তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, তখন তুমি ওদের শাস্তির দিন পর্যন্ত ওদের আমার জন্য ধরে রাখ। [১১] কিন্তু ওরা প্রতিরোধ করলে তবে তোমার চোখ যেন দয়া না দেখায়: তোমার হাতে সঁপে দেওয়া দেশ জুড়ে তুমি ওদের সকলকে মেরে ফেল ও সমস্ত কিছু লুটে নাও। [১২] কেননা, আমার জীবনের দিব্যি ও আমার রাজ্যের প্রতাপেরও দিব্যি—আমি একথা বললাম, আমি একাজ নিজেরই হাতে সাধন করব! [১৩] তুমি কিন্তু সাবধান থাক: তোমার প্রভুর একটা কথাও অবহেলা করো না, বরং ইতস্তত না করে আমার দেওয়া সমস্ত আজ্ঞা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন কর।'

[১৪] তাঁর প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হলোফের্নেস সঙ্গে সঙ্গে আশুরীয় সৈন্যদলের সেনাপতিদের, অধিনায়কদের ও নায়কদের সঙ্গে সঙ্গে ডেকে সমবেত করলেন; [১৫] পরে যুদ্ধের জন্য সেরা যোদ্ধাদের গণনা করলেন—যেইভাবে তাঁর প্রভু তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন: এদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার, উপরন্তু বারো হাজার অশ্বারোহী তীরন্দাজ; [১৬] এদের সকলকে তিনি যুদ্ধ-বিন্যাস অনুসারে শ্রেণিভুক্ত করলেন। [১৭] মাল বহনের জন্য তিনি বহু বহু উট, গাধা ও খচ্চর, এবং খাদ্য-সরবরাহের জন্য অগণ্য মেষ, বলদ ও ছাগ নিলেন। [১৮] আরও, প্রত্যেকটি যোদ্ধার জন্য তিনি প্রচুর বরাদ্দ খাবার ও রাজার ভাণ্ডার থেকে আনা যথেষ্ট সোনা-রুপো বণ্টন করলেন। [১৯] পরে, নিজের রথগুলো, অশ্বারোহী ও সেরা পদাতিক সৈন্য দিয়ে পশ্চিম দেশ নিমজ্জিত করার জন্য তিনি ও তাঁর সৈন্যদল, রাজা নেবুকাদ্নেজারের আগে আগে, রণ-অভিযানে রওনা হলেন। [২০] তাদের সঙ্গে এক বিপুল লোকারণ্য যোগ দিল, তারা পঙ্গপাল ও পৃথিবীর ধুলার মত এমনই বহুসংখ্যক ছিল, যা তাদের মহাপরিমাণের জন্য গণনা করা সম্ভব ছিল না।

[২১] নিনেভে থেকে রওনা হয়ে তারা তিন দিন বেক্তিলেথ সমভূমির দিকে চলল, পরে বেক্তিলেথ থেকে এগিয়ে গিয়ে, উত্তর কিলিকিয়ার বাঁ দিকে যে পর্বত রয়েছে, তার কাছাকাছি স্থানে শিবির বসাল। [২২] সেখান থেকে তাঁর সমস্ত সৈন্যদলকে, পদাতিক সৈন্যকে, অশ্বারোহীকে ও রথ চালিয়ে হলোফের্নেস পর্বতের দিকে চললেন। [২৩] পরে পুদ ও লুদের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে তিনি রাসিস-সন্তানদের ও ইশ্মায়েলীয় সকলকে বন্দি করে নিলেন: খেলেয়োনের দক্ষিণে যে মরুপ্রান্তর, এরা তার অধিবাসী। [২৪] পরে ফোরাত নদী পার হয়ে ও মেসোপতামিয়ার মধ্য দিয়ে চলে আব্রোন খাদনদীর ধারে ও সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে যত সুরক্ষিত নগর ভূমিসাৎ করলেন; [২৫] পরে কিলিকিয়ার সমস্ত অঞ্চল দখল করলেন; যে কেউ তাঁকে প্রতিরোধ করত, তাদের সকলকে নিঃশেষে সংহার করলেন, এবং আরবের সম্মুখীন যে যাফেথ, তার দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে এগিয়ে চললেন, [২৬] মিদিয়ানীয়দের চারদিক থেকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেললেন, তাদের সমস্ত তাঁবু পুড়িয়ে দিলেন, ও তাদের গোবাদি পশুকে লুট করে নিলেন। [২৭] আবার এগিয়ে চলে তিনি দামাস্কের সমভূমিতে নেমে এলেন: তখন গম কাটার সময়; তিনি তাদের সকল খেতে আগুন লাগালেন, তাদের যত মেষ-ছাগের পাল ও গবাদি পশুকে বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন, তাদের সমস্ত শহর লুট করলেন, তাদের সকল মাঠ ধ্বংস করলেন ও সকল যুবকদের খড়্গের আঘাতে মেরে ফেললেন। [২৮] তখন সমুদ্রতীরের জাতিগুলির মধ্যে, সিদোন ও তুরসের জাতিগুলির মধ্যে, এবং সুর, অকিনার ও যাম্নিয়ার সকল জাতির মধ্যে তাঁর বিষয়ে ভয় ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল। আজোতোসের ও আস্কালোনের অধিবাসীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

রণ-অভিযানে অগ্রসর হলোফের্নেস

৩ [১] এজন্য তারা শান্তি স্থাপন করার জন্য তাঁর কাছে দূত পাঠাল; দূতেরা বলল, [২] ‘দেখুন, আমরা মহান রাজা নেবুকাদ্নেজারের দাস! আমরা আপনার সামনে লুটিয়ে পড়ি; আপনার যেমন ইচ্ছা, আমাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার করুন। [৩] দেখুন, আমাদের বাড়ি-ঘর, আমাদের গোটা অঞ্চল, গমের যত মাঠ, মেষ-ছাগের পাল ও গবাদি পশু, আমাদের তাঁবুগুলোর সমস্ত পশুধন, সবই আপনার হাতে; আপনার যেমন ইচ্ছা

সেইমত করুন। [৪] আমাদের শহরগুলোও ও তাদের অধিবাসী, দেখুন, সকলেই আপনার দাস: আপনি আসুন, যা ভাল মনে করেন, তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার করুন।' [৫] আর সেই লোকেরা প্রকৃতপক্ষে হলোফের্নেসের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে তেমন কথাই ব্যক্ত করল।

[৬] তখন তিনি তাঁর সৈন্যদল সঙ্গে করে সমুদ্রতীরের দিকে এগিয়ে গিয়ে যত দুর্গে তাঁর নিজের প্রহরী দল মোতায়েন রেখে সেখান থেকে বাছাই করা যোদ্ধাকে সহকারী সৈন্যদল হিসাবে তুলে নিলেন। [৭] সেই সকল শহরের লোকেরা ও চারদিকের গোটা অঞ্চল মালা নিয়ে ও খঞ্জনির সুরে নাচতে নাচতে তাঁকে স্বাগত জানাল। [৮] কিন্তু তিনি তাদের সকল দেবালয় ধ্বংস করলেন ও সমস্ত পবিত্র গাছ কেটে ফেললেন, কেননা তাঁকে এমনটি করতে দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি পৃথিবীর সকল দেবতাকে ধ্বংস করবেন, যেন সর্বজাতি কেবল নেবুকাদ্নেজারকেই পূজা করে এবং সকল ভাষা ও গোষ্ঠীর মানুষ তাঁকেই ঈশ্বর বলে ঘোষণা করে।

[৯] এভাবে তিনি দোথানের কাছাকাছি অবস্থিত এস্‌দ্রেলোনের প্রান্তে এসে পৌঁছলেন; তা যুদেয়ার মহাপর্বতমালার সম্মুখীন একটা গ্রাম। [১০] তারা গেবা ও স্কুথোপলিসের মধ্যস্থানে শিবির বসাল, এবং হলোফের্নেস তাঁর সৈন্যদলের সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য সেখানে পুরো এক মাস থাকলেন।

এই পরিস্থিতিতে সতর্ক যুদেয়া

৪ [১] যে সকল ইস্রায়েল সন্তান সমগ্র যুদেয়ায় বাস করছিল, তারা যখন শুনতে পেল, আশুরীয়দের রাজা নেবুকাদ্নেজারের প্রধান সেনাপতি সেই হলোফের্নেস অন্য জাতিগুলোর প্রতি কী না করেছিলেন, তাদের সকল মন্দির কীভাবেই না লুট করেছিলেন এবং তাদের কেমন বিনাশ-মানতের বস্তু করে ফেলেছিলেন, [২] তখন হলোফের্নেস এগিয়ে আসছেন বিধায় তারা নিদারুণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল, এবং যেরুশালেমের জন্য ও তাদের ঈশ্বর প্রভুর মন্দিরের জন্য কম্পান্বিত হল। [৩] তাছাড়া তারা কেবল অল্পকাল আগেই বন্দিদশা থেকে ফিরে এসেছিল; এবং যুদেয়ায় লোকদের পুনর্বাসন, পবিত্র পাত্রগুলি, যজ্ঞবেদি ও গৃহটি—যা কলুষিত হয়েছিল—তার পবিত্রীকরণ, এই

সমস্ত কিছুও কেবল গতকালেরই ঘটনা! [৪] তাই তারা সামারিয়ার গোটা অঞ্চল, কোনা, বেথ্-হোরোন, বেল্মাইন, যেরিখো, খোবা, এসোরা ও শালেম-উপত্যকার লোকদের সতর্ক করে দিল। [৫] তারা আগে থেকেই সবচেয়ে উচ্চ পর্বতগুলির চূড়া দখল করল, সেখানকার গ্রামগুলিকে প্রাচীরবেষ্টিত করল, ও যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য খাদ্য সংগ্রহ করল, যেহেতু ঠিক সেসময়ে ফসল-সংগ্রহ শেষ হয়েছিল। [৬] উপরন্তু প্রধান যাজক যোয়াকিম—তিনি সেসময়ে যেরুশালেমে বাস করছিলেন—তিনি বেথুলিয়া ও বেতোমাস্থাইমের অধিবাসীদের কাছে পত্র পাঠালেন; এই শহর দু'টো এস্‌দ্রেলোনের সম্মুখীন, দোথানের সমভূমির দিকে অবস্থিত। [৭] তিনি তাদের হুকুম দিলেন, যেন তারা পর্বতমালার প্রবেশপথ দখল করে, কেননা সেইখান থেকে যুদেয়ার দিকে একমাত্র প্রবেশপথ ছিল; সেখানে শত্রু-সৈন্যদলকে প্রতিরোধ করা সহজই হবে, কেননা পথের সঙ্কীর্ণতার কারণে তারা সকলে দু'জন দু'জন করে চলতে বাধ্য হবে। [৮] প্রধান যাজক যোয়াকিম ও গোটা ইস্রায়েল জাতির প্রবীণবর্গ যেরুশালেমে মন্ত্রণায় বসে যা আজ্ঞা করেছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা সেই আজ্ঞা অনুসারে কাজ করল।

প্রার্থনারত এক জাতি

[৯] তখন ইস্রায়েলের সমস্ত লোক মহাভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করল, মহা তৎপরতার সঙ্গে সকলেই নিজেদের নমিত করল। [১০] তারা, ও তাদের সঙ্গে তাদের স্ত্রী-সন্তানেরা, তাদের মেষ ও ছাগের পাল, ক্রীতদাস হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক প্রবাসী যত মানুষ কোমরে চটের কাপড় বাঁধল। [১১] যেরুশালেমে বাস করছিল ইস্রায়েলীয় প্রতিটি পুরুষমানুষ বা স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে মন্দিরের সামনে প্রণিপাত করল, এবং মাথায় ছাই মেখে ও চটের কাপড় পরে প্রভুর উদ্দেশে দু'হাত তুলল। [১২] তারা যজ্ঞবেদিটাকেও চটের কাপড়ে ঢেকে দিল, এবং সকলে মিলে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে অবিরত চিৎকার করল; তাঁকে মিনতি জানাচ্ছিল, তিনি যেন এমনটি হতে না দেন যে, তাদের ছেলেমেয়েদের নিঃশেষ ধ্বংসের হাতে পড়তে দেওয়া হয়, তাদের বধূরা লুটের বস্তু হয়, তাদের অধিকৃত শহরগুলো বিলুপ্ত হয়, পবিত্রধাম কলুষিত হয় ও বিজাতীয়দের অবজ্ঞার বস্তু হয়ে যায়। [১৩] প্রভু তাদের এই চিৎকার শুনলেন, তাদের ক্লেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, বাস্তবিকই জনগণ সমগ্র যুদেয়া জুড়ে ও যেরুশালেমে

সর্বশক্তিমান প্রভুর পবিত্রধামের সামনে অনেক দিন থেকেই উপবাস করছিল। [১৪] প্রধান যাজক যোয়াকিম আর সেই অন্য সকল যাজক যারা প্রভুর সামনে দাঁড়াত, এবং দিব্য উপাসনার সকল সেবক, সকলেই কোমরে চটের কাপড় বেঁধে চিরন্তন আহুতি, মানতের যজ্ঞবলি ও জনগণের স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য উৎসর্গ করছিল। [১৫] ছাই-মাটিতে মাখা কিরীট মাথায় পরে তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রভুকে ডাকত, যেন তিনি মঙ্গলের উদ্দেশে সমগ্র ইস্রায়েলকুলকে দেখতে আসেন।

হলোফের্নেসের মন্ত্রণা-সভা

৫ [১] ইতিমধ্যে আশুরীয় সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি হলোফের্নেসকে এই খবর জানানো হয়েছিল যে, ইস্রায়েল সন্তানেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে: তারা পার্বত্য যত প্রবেশপথ বন্ধ করে দিয়েছে, যত পর্বতচূড়ায় গড় স্থাপন করেছে, ও সমতল ভূমিতে কতগুলো বাধা বসিয়েছে। [২] তিনি মহাক্রোধে জ্বলে উঠলেন, এবং মোয়াবের সকল নেতাকে, আম্মোনের সমস্ত অধিনায়ক ও সমুদ্রতীরের অঞ্চলগুলোর সকল সমাজনেতাকে কাছে আহ্বান করে [৩] তাদের বললেন, 'হে কানানের মানুষ, তোমরা আমাকে একটু অবগত কর, এই জাতি পর্বতমালায় যার বসতি, তা কেমন জাতি? তারা যে শহরগুলিতে বাস করে, সেগুলো কেমন? তাদের সৈন্যদের সংখ্যা কত? তাদের শক্তি ও তাদের তেজের উৎস কী? তাদের সৈন্যদলের রাজা ও নেতা হিসাবে কে দাঁড়িয়েছে? [৪] পাশ্চাত্য জাতিগুলো যেমন করেছে, তারা তেমনিভাবে আমার অপেক্ষায় থাকতে কেন রাজি হয়নি?'

[৫] সকল আম্মোনীয়দের নেতা আকিওর তাঁকে উত্তরে বললেন, 'আমার প্রভু তাঁর এই দাসের মুখের উত্তর মনোযোগ দিয়ে শুনুন! আপনি এই যে জায়গায় আছেন, তার কাছাকাছি পর্বতমালার উপরে যে জাতি বাস করে, তার সম্বন্ধে আমি আপনাকে সত্যকথা বলব, আপনার এই দাসের মুখ থেকে কোন মিথ্যা বের হবে না। [৬] এই জাতি কাল্দীয়দের বংশধরদের নিয়েই গড়া। [৭] প্রথমে ওরা মেসোপতামিয়ায় গিয়ে বসতি করল, কারণ ওদের যে পিতৃপুরুষেরা কাল্দীয়দের দেশে বসবাস করছিল, ওরা তাদের দেব-দেবীর অনুগামী হতে চাচ্ছিল না। [৮] ওরা তাদের পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্য ত্যাগ

করে স্বর্গেশ্বরকে উপাসনা করেছিল, সেই যে ঈশ্বরকে ওরা জানতে পেরেছিল। এজন্য ওদের পিতৃপুরুষেরা নিজেদের দেব-দেবীর সামনে থেকে ওদের দূর করে দিল, আর ওরা মেসোপতামিয়ায় আশ্রয় নিয়ে সেখানে বহুদিন ধরে থাকল। [৯] কিন্তু যে দেশ ওদের আশ্রয় দিয়েছিল, ওদের ঈশ্বর সেই দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে ও কানান দেশে আসতে ওদের আজ্ঞা দিলেন। আর আসলে ওরা এখানে বসতি করল, এবং প্রচুর পরিমাণ সোনা-রুপো ও গবাদি পশু অর্জন করে ধনবান হয়ে উঠল। [১০] তারপর, সমস্ত কানান দেশ দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত হওয়ায় ওরা মিশরে গেল, এবং যতদিন ওদের বাঁচিয়ে রাখা হল, ওরা সেইখানে থাকল। এমনকি, সেখানে ওরা এমন বিপুল এক লোকসমাজ হয়ে উঠল যে, ওদের বংশধরদের সংখ্যা গণনা করা আর সম্ভব হল না। [১১] কিন্তু মিশর-রাজ ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, তিনি ইট তৈরি করতে ওদের বাধ্য করলেন, ওদের নত করা হল, ক্রীতদাসেরই মত ওদের সঙ্গে ব্যবহার করা হল। [১২] ওরা ওদের ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করল, আর তিনি সমগ্র মিশর দেশ এমন শাস্তি দানে আঘাত করলেন, যার প্রতিকার ছিল না। সেজন্য মিশরীয়েরা নিজ দেশ থেকে ওদের দূর করে দিল। [১৩] ঈশ্বর ওদের সামনে লোহিত সাগর শুষ্ক করে দিলেন [১৪] এবং সিনাই ও কাদেশ-বার্নেয়ার পথ দিয়ে ওদের চালনা করলেন। মরুপ্রান্তরের যত অধিবাসীদের দূর করে দিয়ে [১৫] ওরা আমোরীয়দের দেশে বসতি করল, এবং ওদের শক্তি হেশবোন-নিবাসীদের নিঃশেষ করে দিল; পরে যর্দন পার হয়ে ওরা এই সমস্ত পর্বত দখল করে নিল। [১৬] নিজেদের সামনে থেকে ওরা কানানীয়, পেরিজীয়, যেবুসীয়, শিখেমীয় ও সকল গির্গাশীয়কে দেশছাড়া করে বহু বছর ধরে তাদের অঞ্চলে বসবাস করল। [১৭] প্রকৃতপক্ষে, যতদিন ওরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করল না, ততদিন ওদের মধ্যে সমৃদ্ধি ছিল, কেননা ওদের সঙ্গে যে ঈশ্বর, তিনি তো দুষ্কর্ম ঘৃণাই করেন। [১৮] কিন্তু, তিনি যে পথ ওদের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন, যখন ওরা তা ছেড়ে সরে গেল, তখন বহু যুদ্ধ-সংগ্রামে নিদারুণ ভাবেই পরাজিত হল, বন্দি অবস্থায় বিদেশেই ওদের নিয়ে যাওয়া হল, ওদের ঈশ্বরের মন্দির ধূলিসাৎ করা হল, আর ওদের শহরগুলো ওদের শত্রুদের হাতে পড়ল। [১৯] আচ্ছা, এখন ওদের ঈশ্বরের কাছে আবার ফিরে, যে সমস্ত জায়গা থেকে ওদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওরা সেই সমস্ত

জায়গায় ফিরে এসেছে; ওদের পবিত্রধাম যেখানে রয়েছে, সেই যেরুশালেমকে আবার দখল করেছে, এবং যে সমস্ত পর্বত আগে জনশূন্য ছিল, ওরা সেইখানে বসতি স্থাপন করেছে। [২০] এখন, হে মহারাজ, হে প্রভু আমার, এই জাতি তার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে যদি তাদের মধ্যে কোন অপরাধ থাকে, অর্থাৎ আমরা যদি বুঝি যে, ওদের মধ্যে এই বাধা রয়েছে, তবে আসুন, এগিয়ে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। [২১] অন্যদিকে ওদের লোকদের মধ্যে যদি কোন অপরাধ না থাকে, তবে আমার প্রভু পিছটান দিন, পাছে তাদের ঈশ্বর যিনি, সেই প্রভু তাদের ঢালস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান আর আমরা সারা পৃথিবীর সামনে তাচ্ছিল্যের বস্তু হই।’

[২২] তখন এমনটি ঘটল যে, আকিওর এই সমস্ত কথা বলা শেষ করামাত্র তাঁবুর চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকের গোটা ভিড় অসন্তোষে গড়গড় করতে লাগল। হলোফের্নেসের অধিনায়কেরা, সমুদ্রতীরের সকল অধিবাসী ও মোয়াবীয়েরা এমন হুমকি দিচ্ছিল যে তারা তাঁকে খণ্ড খণ্ড করবে। [২৩] তারা বলছিল, ‘আমরা ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে নিশ্চয়ই ভীত হব না; দেখ, ওরা এমন জাতি, যার সৈন্যদল নেই, তীব্র হামলার সামনে দাঁড়াতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। [২৪] সুতরাং এসো, এগিয়ে চলি! হে নৃপতি হলোফের্নেস, আপনার গোটা সৈন্যদল ওদের একেবারে গ্রাস করবে।’

ইস্রায়েলীয়দের হাতে সমর্পিত আকিওর

৬ [১] মন্ত্রণাসভায় যারা চারপাশে উপস্থিত ছিল, সেই লোকদের কোলাহল প্রশমিত হওয়ার পর আশুরীয় সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি হলোফের্নেস সেই বিদেশীদের সমগ্র জনসমাবেশের সামনে ও সকল মোয়াবীয়দের সামনে আকিওরকে ভর্ৎসনা করে বললেন, [২] ‘আকিওর, তুমি কে, আর এফ্রাইমের এই টাকায় কেনা-সৈন্যেরা কারা যে আমাদের মধ্যে তুমি আজ নবীর মত ব্যবহার করছ, আর এমন চেষ্টা করছ যেন আমরা ইস্রায়েল জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে পিছটান দিই? তুমি বলছ, তাদের ঈশ্বর ঊর্ধ্ব থেকে তাদের রক্ষা করবেন। বেশ, নেবুকাদ্রেজার ছাড়া আর কোন্ ঈশ্বরই বা আছেন? তিনি তাঁর নিজের শক্তি পাঠিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করবেন, তখন তাদের ঈশ্বরও তাদের রক্ষা করতে পারবে না। [৩] বরং আমরা, তার দাস এই

আমরাই তাদের যেন একটামাত্র মানুষের মতই ঝাঁটিয়ে দেব, কারণ আমাদের রণ-অশ্বের বলের সামনে তারা দাঁড়াতে পারবেই না। [৪] আমরা তাদের নিজেদের ঘরের মধ্যে তাদের পুড়িয়ে দেব, তাদের পাহাড়পর্বত তাদের রক্ত খেয়ে মত্ত হয়ে উঠবে, তাদের যত মাঠ তাদের মৃতদেহে ভরে যাবে, আমাদের সামনে তাদের পাদতলও দাঁড়াতে পারবে না; না, তারা সকলে বিনষ্ট হবে: এই কথা সারা পৃথিবীর প্রভু স্বয়ং নেবুকাদ্নেজারই বলছেন। কেননা তিনি কথা বলেছেন, আর তাঁর কথা বৃথা বলে প্রমাণিত হবেই না। [৫] আর তোমার বিষয়ে, আম্মোনের টাকায় কেনা-সৈন্য হে আকিওর, তুমি যে এই সমস্ত কিছু বলেছ তোমার দুর্বিপাকের দিনে, তুমি আজ থেকে আমার মুখ আর দেখবে না, যতদিন না আমি মিশর থেকে আসা এই জাতের মানুষদের উপর প্রতিশোধ নিই! [৬] তখন আমার সৈন্যদের অস্ত্র ও আমার বিপুল কর্মচারীদের বর্শা তোমার কোমর ভেদ করবে। হ্যাঁ, আমি যখন ইস্রায়েলের দিকে মুখ ফেরাব, তখন তাদের মৃতদেহের মধ্যে তোমারও মৃত্যু হবে। [৭] আমার দাসেরা এখন তোমাকে পর্বতের উপরে নিয়ে গিয়ে আমার যাত্রাপথের নিকটবর্তী কোন একটা শহরে ছেড়ে দেবে; [৮] তাদের সর্বনাশের সহভাগী না হওয়া পর্যন্ত তুমি মরবে না। [৯] কিন্তু তুমি যদি মনে মনে আশা রাখ, তারা ধরা পড়বে না, তবে তোমার চেহারা এত বিষণ্ন না হোক। আমি কথা বলেছি: আমার কোন কথা বৃথা যাবে না!’

[১০] তখন হলোফের্নেস, তাঁর তাঁবুতে যে দাসেরা সেবায় নিযুক্ত ছিল, তাদের হুকুম দিলেন, যেন আকিওরকে ধরে তারা বেথুলিয়ার দিকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ইস্রায়েল সন্তানদের হাতে ছেড়ে দেয়। [১১] তাঁর দাসেরা তাঁকে ধরে শিবিরের বাইরে নিয়ে গিয়ে খোলা মাঠ পেরিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের দিকে চলে বেথুলিয়ার নিচে যে জলের উৎসধারা, সেখানে এসে পৌঁছল। [১২] শহরের লোকেরা তাদের দেখতে পাওয়ামাত্র অস্ত্র ধারণ করে শহর থেকে বের হয়ে পর্বতচূড়ার দিকে গেল, একই সময়ে সকল গুলতিওয়ালা তাদের উপরে পাথর ছুড়তে লাগল যেন তারা আরোহণ করতে না পারে। [১৩] তাতে তারা আবার পর্বতের পাদতলে নেমে গিয়ে কোন রকম আশ্রয় পেল, এবং আকিওরকে বেঁধে পর্বতের পাদতলে শোয়ানো অবস্থায় ফেলে রেখে তাদের প্রভুর কাছে ফিরে গেল।

[১৪] তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের শহর থেকে নেমে তাঁর কাছে এগিয়ে এল, তাঁর বাঁধন খুলে দিল, ও তাঁকে বেথুলিয়ায় নিয়ে গিয়ে শহরের জননেতাদের সামনে উপস্থিত করল। [১৫] সেসময়ে জননেতারা ছিলেন শিমেয়োন গোষ্ঠীর মিখার সন্তান উজ্জিয়া, গথোনিয়েলের সন্তান খাব্রিস ও মেল্কিয়েলের সন্তান খার্মিস। [১৬] তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে শহরের সমস্ত প্রবীণবর্গকে ডেকে পাঠালেন, এবং সকল যুবক ও স্ত্রীলোক দৌড়ে সমাবেশের জায়গায় এসে উপস্থিত হল। সেই সমস্ত জনসমাবেশের মাঝখানে আকিওরকে দাঁড় করাবার পর উজ্জিয়া ঘটনার বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। [১৭] তিনি, হলোফের্নেসের মন্ত্রণাসভায় যা বলা হয়েছিল, সেই বিষয়ে তাঁদের সবকিছু জানালেন; হলোফের্নেস আশুরীয় নেতাদের মাঝে যা বলেছিলেন, এবং ইস্রায়েল জাতির বিরুদ্ধে যা করবেন বলে বড়াই করেছিলেন, এই সমস্ত কথাও বর্ণনা করলেন। [১৮] তখন গোটা জনগণ প্রণিপাত করে ঈশ্বরকে আরাধনা করল; তারা বলে উঠল: [১৯] 'স্বর্গেশ্বর প্রভু, তাদের দর্পের দিকে চেয়ে দেখ, আমাদের জাতির অবমাননার বিষয়ে দয়া কর! যারা তোমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত, আজ তাদের দিকে মুখ তুলে চাও।' [২০] পরে তারা আকিওরকে সান্ত্বনা দিল ও তাঁর মহাপ্রশংসাবাদ করল; [২১] সভা শেষে উজ্জিয়া তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন ও সমস্ত প্রবীণবর্গের জন্য ভোজসভা দিলেন: সারারাত তাঁরা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সহায়তা প্রার্থনা করলেন।

বেথুলিয়া অবরোধ

৭ [১] পরদিন হলোফের্নেস সমস্ত সৈন্যদলকে ও সহকারী-সৈন্য হিসাবে যারা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদের সকলকে আদেশ করলেন, যেন বেথুলিয়ার দিকে রওনা হয়, এবং পর্বতের যত প্রবেশপথ দখল করে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করে। [২] সেদিন যুদ্ধ করতে উপযুক্ত সমস্ত লোক রণযাত্রায় যোগ দিল। তাদের সৈন্যসামন্তের মোট সংখ্যা ছিল এক লক্ষ সত্তর হাজার পদাতিক সৈন্য ও বারো হাজার অশ্বারোহী, এদের কথা বাদে সেই বিপুল সংখ্যক লোকের ভিড়ও ছিল, যারা মাল বাহনে নিযুক্ত হয়ে তাদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলত। [৩] তারা বেথুলিয়ার কাছাকাছি উপত্যকায় জলের

উৎসের কাছে শিবির বসিয়ে, বিস্তারে দোথান থেকে বেল্বাইম পর্যন্ত, এবং গভীরে বেথুলিয়া থেকে এস্‌দ্রেলোনের সম্মুখীন কিয়ামোন পর্যন্ত সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করল।

[৪] তেমন বিপুল সংখ্যা দেখে ইস্রায়েল সন্তানেরা একেবারে সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ল; একে অন্যকে বলছিল, 'এরা এবার সারা দেশকেই গ্রাস করবে। এদের ওজনে সর্বোচ্চ পর্বতও দাঁড়াতে পারবে না, সবচেয়ে গভীরতম উপত্যকাও নয়, যত পাহাড়ও নয়!' [৫] তারা এক একজন নিজ নিজ অস্ত্র তুলে নিল, এবং যত মিনারের উপরে আগুন জ্বালিয়ে সেদিন সারারাত ধরে প্রহরা দিল। [৬] দ্বিতীয় দিনে হলোফের্নেস বেথুলিয়ায় থাকা ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে সমস্ত অশ্বারোহী বাহিনীকে বের করে আনলেন, [৭] তাদের শহরের দিকে সমস্ত প্রবেশপথ লক্ষ করলেন, জলের উৎসধারার স্থান পেয়ে তা দখল করলেন, এবং সেখানে চারদিকে অস্ত্রসজ্জিত লোকদের মোতায়েন রেখে মহাশিবিরে ফিরে গেলেন। [৮] তখন সকল এসৌ-সন্তানদের সকল জননেতা, মোয়াবীয়দের সকল জনপ্রধান ও সমুদ্রতীরের সকল সমাজনেতা তাঁর কাছে এসে বলল, [৯] 'আমাদের সেনানায়ক আমাদের কথা শুনুন, তবে আপনার সেনাদলকে কোন ক্ষতি বহন করতে হবে না। [১০] এই জাতির মানুষেরা নিজেদের বর্শার উপরে নয়, পাহাড়পর্বতের উচ্চতার উপরেই নির্ভর করে: তারা সেইখানে তো ওত পেতে রয়েছে; আর আসলে তাদের পর্বতচূড়ার নাগাল পাওয়া আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। [১১] সুতরাং, হে সেনানায়ক, সাধারণ সংগ্রামে যেমন লড়াই করা হয়, সেইমত আপনি সংগ্রাম করবেন না, তাহলে আপনার সৈন্যদের একজনও মারা পড়বে না। [১২] আপনি নিজের শিবিরেই বসে থাকুন, আপনার সমস্ত সৈন্যকেও সেখানে স্থির রাখুন, আর এদিকে আপনার সহকারী যারা, তারাই গিয়ে, পর্বতের পাদতলে যে জলের উৎসধারা নির্গত হয়, তা দখল করুক, [১৩] কেননা সেইখানে এসে বেথুলিয়ার সকল অধিবাসী জল তোলে; পিপাসাই তাদের নগরকে সঁপে দিতে তাদের বাধ্য করবে; এর মধ্যে আমরা ও আমাদের লোকেরা কাছাকাছি পর্বতচূড়ায় উঠে সেখানে ওত পেতে থাকব এবং নানা প্রহরী দল দেব যেন শহর থেকে কোন মানুষ বের হতে না পারে। [১৪] ক্ষুধাই তাদের ও তাদের স্ত্রী-পুত্রদের নিঃশেষিত করবে, আর খড়্গ তাদের নাগাল পাওয়ার আগে তারা নিজেরাই তাদের ঘরের বাইরে রাস্তায় রাস্তায় শুয়ে পড়বে। [১৫] এভাবে,

তারা যে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে ও শান্তির মনোভাবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেছে, এর জন্য আপনি তাদের ভয়ঙ্কর প্রতিফল দেবেন।'

[১৬] তাদের এই প্রস্তাবে হলোফের্নেস ও তাঁর পরিষদেরা প্রীত হলেন, আর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, সেই প্রস্তাব-মত কাজ করবেন। [১৭] তাই সেই অনুসারে মোয়াবীয়দের দল এগিয়ে গেল, ও তাদের সঙ্গে পাঁচ হাজার আশুরীয়দের যোগ দিল: তারা উপত্যকায় ঢুকে ইস্রায়েল সন্তানদের জলের সমস্ত প্রণালী ও উৎসধারা দখল করল। [১৮] সেইসঙ্গে এদোমীয়েরা ও আম্মোনীয়েরা, দোথানের উল্টো দিকে যে পাহাড়, তার উপরে উঠে সেখানে ওত পেতে থাকল। তারা তাদের কয়েকটা দলকে দক্ষিণ-পুবেও, এগ্রেবেলের উল্টো দিকে, পাঠাল; এই এগ্রেবেল খুইয়ের কাছাকাছি, মোখ্‌মুর খাদনদীর ধারে অবস্থিত। আশুরীয়দের বাকি সৈন্যদল সমভূমির শিবিরেই থাকল: তারা গোটা অঞ্চল জুড়ে একেবারে ঘন ঘন হয়ে বিস্তৃত ছিল। তাঁবু ও মালপত্র বিপুল এক রাশি বলে প্রতীয়মান ছিল, বস্তুত তারা ছিল সীমাহীন এক লোকারণ্য।

[১৯] তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে চিৎকার করল, তাদের প্রাণ হতাশ হয়ে পড়েছিল, কেননা শত্রুদল চারদিকেই তাদের ঘিরে ফেলেছিল; তাদের মধ্য দিয়ে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না। [২০] আশুরীয় সৈন্যসামন্ত, তাদের পদাতিক সৈন্য, রথ ও অশ্বারোহী, তারা সকলে মিলে চৌত্রিশ দিন তাদের চারদিকে ঘিরে থাকল; বেথুলিয়ার অধিবাসীদের সমস্ত পাত্র জলশূন্য ছিল, [২১] সমস্ত পুকুরও শূন্য হতে চলছিল, কোনও দিনও একটি মানুষ তৃপ্তির সঙ্গে জল আর খেতে পারল না, কেননা নিরূপিত পরিমাণেই জল সরবরাহ করা হত। [২২] তাদের ছোট ছেলেরা নিঃশেষিত হতে লাগল, স্ত্রীলোকেরা ও তরুণেরাও পিপাসায় দুর্বল হয়ে শহরের রাস্তা-ঘাটে পড়তে লাগল; তাদের মধ্যে আর তেজটুকু রইল না।

[২৩] তখন যুবকেরা, স্ত্রীলোকেরা ও ছেলেমেয়েরা, গোটা জনগণই ভিড় করে উজ্জিয়ার কাছে ও শহরের জননেতাদের কাছে এসে চিৎকার করতে করতে প্রবীণবর্গের সামনে বলে উঠল: [২৪] 'আমাদের ও আপনাদের মধ্যে প্রভুই বিচারক হোন, কেননা আশুরীয়দের সঙ্গে শান্তির প্রস্তাব অস্বীকার করে আপনারাই এত ভারী অমঙ্গল ঘটিয়েছেন। [২৫] আমাদের সাহায্য করবে, এখন আর কেউ নেই, কেননা ঈশ্বর ওদের

হাতে আমাদের তুলে দিয়েছেন, যেন আমরা পিপাসা ও তীব্র যন্ত্রণায় ওদের সামনে নিঃশেষিত হয়ে পড়ি। [২৬] ওদের সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে ডেকে আনুন; গোটা নগরীকে হলোফের্নেসের লোকদের হাতে ও তাঁর সমস্ত সৈন্যদলের হাতে লুটপাটের জন্য তুলে দেওয়া হোক; [২৭] বস্তুত পিপাসায় মরার চেয়ে ওদের লুণ্ঠিত সম্পদ হওয়াই আমাদের পক্ষে ভাল; ওদের দাস হব বই কি, কিন্তু আমাদের প্রাণ কমপক্ষে বাঁচবে, এবং নিজেদের চোখে আমাদের বালকদের মৃত্যু দেখতে বাধ্য হব না, আমাদের স্ত্রীলোকদের ও ছেলেদেরও প্রাণত্যাগ করতে দেখব না। [২৮] আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে স্বর্গ, পৃথিবী ও আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রভু আমাদের সেই ঈশ্বরকেই সাক্ষীরূপে আহ্বান করছি, যিনি আমাদের পাপের জন্য ও আমাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধের জন্য আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন, তিনিই যেন আজকের মত এমন অবস্থায় আমাদের আর ফেলে না রাখেন।' [২৯] তখন জনসমাবেশের মধ্যে তিক্ত ক্রন্দন উঠল; তারা তাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে জোর গলায় চিৎকার করে মিনতি করতে লাগল।

[৩০] উজ্জিয়া তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'ভাই সকল, সাহস ধর; এসো, আমরা আর পাঁচ দিন দাঁড়াই, এই সময়ের মধ্যে আমাদের ঈশ্বর প্রভু আমাদের প্রতি আবার তাঁর দয়া দেখাবেন, কেননা তিনি যে শেষ পর্যন্তই আমাদের ত্যাগ করবেন, তা সম্ভব হতে পারে না। [৩১] কিন্তু, এই দিনগুলি শেষে যদি কোন সাহায্য না আসে, তবে আমি তোমাদের কথামত কাজ করব।' [৩২] তাই বলে তিনি লোকদের যে যার এলাকায় বিদায় দিলেন: স্ত্রীলোকদের ও ছেলেমেয়েদের ঘরে পাঠিয়ে পুরুষেরা নগরপ্রাচীর ও দুর্গগুলোর উপরে গেল। নগরী জুড়ে মহা হতাশা বিরাজ করছিল।

যুদিথের পরিচয়দান

৮ [১] সেসময়ে যুদিথ অবস্থাটার কথা জানতে পারলেন। তিনি ছিলেন মেরারির কন্যা, মেরারি ছিলেন অক্সের সন্তান, অক্স যোসেফের সন্তান, যোসেফ অজিয়েলের সন্তান, অজিয়েল এল্কিয়ার সন্তান, এল্কিয়া আনানিয়াসের সন্তান, আনানিয়াস গিদিয়োনের সন্তান, গিদিয়োন রাফাইমের সন্তান, রাফাইম আহিতুবের সন্তান, আহিতুব এলিয়ার সন্তান, এলিয়া হিল্কিয়ার সন্তান, হিল্কিয়া এলিয়াবের সন্তান, এলিয়াব

নাথানায়েলের সন্তান, নাথানায়েল সালামিয়েলের সন্তান, সালামিয়েল সারাসাদাইয়ের সন্তান, সারাসাদাই ইস্রায়েলের সন্তান। [২] যুদিথের স্বামী মানাশে ছিলেন তাঁর নিজের গোষ্ঠীর ও গোত্রের মানুষ; তিনি যব কাটার সময়ে মারা গেছিলেন। [৩] যারা মাঠে আঁটি বাঁধছিল, তিনি তাদের সরদারি করছিলেন, এমন সময়ে তাঁর মাথা জ্বলন্ত তাপে আঘাতগ্রস্ত হয়েছিল; তিনি শয্যা নিতে বাধ্য হলেন ও বেথুলিয়াতে, তাঁর নিজের নগরীতে, তাঁর মৃত্যু হল; পরে, দোথান ও বালামোনের মধ্যস্থানে যে মাঠ, সেই মাঠে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল। [৪] বৈধব্য পালন করে যুদিথ তিন বছর চার মাস বাড়ির মধ্যে রইলেন। [৫] বাড়ির ছাদে নিজের জন্য ছোট একটা কক্ষ তৈরি করিয়েছিলেন; কোমরে চট বেঁধে রাখতেন ও বিধবা-উপযুক্ত পোশাক পরতেন। [৬] তিনি যেদিন বিধবা হয়েছিলেন, সেদিন থেকে প্রত্যেক দিন উপবাস করতেন: কেবল শাব্বাতের পূর্বসন্ধ্যায়, শাব্বাৎ দিনে, অমাবস্যার পূর্বসন্ধ্যায়, অমাবস্যার দিনে, সমস্ত পর্বদিনে ও ইস্রায়েলকুলের আনন্দ-দিনে করতেন না। [৭] তিনি ছিলেন সুন্দরী ও রূপবতী; উপরন্তু তাঁর স্বামী মানাশে তাঁর জন্য সোনা-রুপো, দাসদাসী, মেষপাল ও জমিজমা রেখে গেছিলেন; তাই তিনি এই সমস্ত কিছুর মধ্যে জীবনযাপন করছিলেন। [৮] তাঁর বিষয়ে কেউই নিন্দাজনক কোন কথা বলতে পারত না, কেননা যুদিথ ঈশ্বরকে খুবই ভয় করতেন।

যুদিথ ও প্রবীণবর্গ

[৯] সুতরাং, জলের অভাবে লোকেরা হতাশ হয়ে পড়ে জননেতাদের কাছে কেমন তিক্ত কথায় অসন্তোষ ব্যক্ত করেছিল, উজ্জিয়া তাদের কেমন উত্তর দিয়েছিলেন, আরও, তিনি যে পাঁচ দিন পরে নগরীকে আশুরীয়দের হাতে তুলে দেবেন বলে শপথ করেছিলেন, এই সমস্ত কথা শুনে [১০] যুদিথ সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিশেষ দাসীকে—যার উপর তাঁর সমস্ত সম্পত্তির ভার ছিল—শহরের প্রবীণ সেই খাব্রিস ও খার্মিসকে ডাকতে পাঠালেন। [১১] তাঁরা এলে তিনি তাঁদের বললেন, ‘বেথুলিয়ার জননেতারা, আমার কথা শুনুন। আপনারা আজ লোকদের কাছে যেভাবে কথা বলেছেন, তা ঠিক নয়; এমনকি, প্রভু যদি নির্দিষ্ট কয়েক দিনের মধ্যে আপনাদের সাহায্যে না আসেন, আপনারা ঈশ্বরকে তুচ্ছ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে, আপনারা আমাদের শত্রুদের হাতে শহরটি

তুলে দেবেন! [১২] আপনারা কে যে আজকের এই দিনে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেছেন? এবং মানবসমাজের মধ্যে আপনারা কে যে ঈশ্বরের মাথায় উঠেছেন? [১৩] হায় রে, আপনারা সর্বশক্তিমান প্রভুকে যাচাই করছেন! অথচ আপনারা কিছুই বোঝেন না, এখনও নয়, কখনও নয়! [১৪] আপনারা যখন মানুষের অন্তঃস্থল তলিয়ে দেখতে ও তার মনের চিন্তাও বুঝতে অক্ষম, তখন যিনি এইসব কিছুর নির্মাতা, আপনারা কেমন করে তাঁকে তলিয়ে দেখতে, তাঁর চিন্তা জানতে, বা তাঁর সঙ্কল্প বুঝতে পারবেন? না, ভাই, আমাদের ঈশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করবেন না! [১৫] এই পাঁচ দিনের মধ্যে আমাদের সাহায্য করতে না চাইলেও তবু তিনি যে দিন ইচ্ছা করেন, সেই দিনগুলিতে আমাদের রক্ষা করার, আবার আমাদের শত্রুর হাত দ্বারা আমাদের বিনাশ ঘটাবারও তাঁর পূর্ণ অধিকার আছে! [১৬] কিন্তু আমাদের ঈশ্বর প্রভুর পরিকল্পনার বিষয়ে জামিন দাবি করার অধিকার আপনাদের নেই, কেননা তিনি এমন মানুষের মত নন, যাকে হুমকি দেওয়া যেতে পারে, এমন মানবসন্তানের মতও নন, যার উপর চাপ দেওয়া যেতে পারে। [১৭] বরং, পরিত্রাণ ধৈর্যের সঙ্গে প্রত্যাশা করতে করতে, আসুন, আমরা তাঁর কাছে মিনতি জানাই যেন তিনি আমাদের সাহায্য করেন। তিনি প্রীত হলে আমাদের চিৎকার শুনবেন।

[১৮] আর সত্যিই, আমাদের এই বর্তমান যুগে আর আজও আমাদের মধ্যে এমন গোষ্ঠী, বা গোত্র, বা গ্রাম বা নগর নেই, যা অতীতকালে যেমন ঘটেছিল, তেমনি মানুষের হাতে তৈরী দেবতাদের পূজা করেছে; [১৯] সেই কারণেই আমাদের পিতৃপুরুষদের খড়্গ ও বিনাশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল আর তাঁরা তাঁদের শত্রুদের হাতে শোচনীয় অবস্থায় পড়েছিলেন। [২০] কিন্তু আমরা, আমরা তো তাঁকে ছাড়া অন্য ঈশ্বরকে মানি না, আর এজন্য এই আশা রাখি যে, তিনি আমাদের কাছে তাঁর দয়া, ও আমাদের দেশের কাছে তাঁর পরিত্রাণ অস্বীকার করবেন না। [২১] বস্তুত আমরা হস্তগত হলে গোটা যুদেয়াও হস্তগত হবে, আমাদের পবিত্র স্থানগুলিকেও লুট করা হবে, আর ঈশ্বর আমাদেরই রক্তপাতে তেমন অপবিত্রীকরণের জবাবদিহি চাইবেন। [২২] হ্যাঁ, আমাদের ভাইদের হত্যাকান্ড, দেশের বন্দিদশা, আমাদের উত্তরাধিকারের বিনাশ, এই সমস্ত কিছু ঈশ্বর আমাদেরই মাথার উপরে সেই সকল বিজাতীয়দের মাঝে নামিয়ে

আনবেন, যাদের দাস আমাদের হতে হবে; তাতে আমরা আমাদের সেই প্রভুদের চোখে লজ্জা ও অবজ্ঞার বস্তু হব; [২৩] কেননা আমাদের আত্মসমর্পণ আমাদের প্রতি তাদের কোন প্রসন্নতা জয় করবে না; না, আমাদের ঈশ্বর প্রভু আমাদের আত্মসমর্পণকে আমাদের অসম্মানেরই বিষয় করবেন। [২৪] সুতরাং, ভাই, আসুন, আমাদের ভাইদের কাছে একটা আদর্শ দেখাই, কেননা তাদের জীবন আমাদের উপরেই নির্ভর করে, এবং পবিত্রধাম—গৃহ ও যজ্ঞবেদি—তাও আমাদের উপর ভর করে দাঁড়ায়।

[২৫] ব্যাপারটা যখন তেমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, তখন আসুন, আমাদের ঈশ্বর প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি আমাদের পিতৃপুরুষদের যেমন পরীক্ষা করেছিলেন, তেমনি এখন আমাদেরই পরীক্ষা করছেন। [২৬] আব্রাহামের প্রতি তিনি কেমন ব্যবহার করেছেন, ইসহাককে কেমন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন, মামা লাবানের মেষপাল চরাবার সময়ে সিরিয়ার মেসোপতামিয়ায় যাকোবের প্রতি যে কীনা ঘটেছে—এই সমস্ত কথা স্মরণ করুন। [২৭] কেননা তিনি যেমন তাঁদের হৃদয় যাচাই করার জন্যই তাঁদের বেলায় তেমন হাপর নিরূপণ করেছিলেন, তেমনি এখন এসব কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিশোধ নিচ্ছেন না; এই সমস্ত কিছুর লক্ষ্য হল সংশোধন, কেননা তাঁর কাছের মানুষ যারা, প্রভু তাদের আঘাত করেন।'

[২৮] তখন উজ্জিয়া তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'তুমি যা কিছু বলেছ, তা সরল হৃদয় দিয়েই বলেছ; এমন কেউ নেই যে তোমার একটা কথায়ও বিমত হতে পারে। [২৯] কেননা তোমার প্রজ্ঞা শুধু আজ থেকে প্রকাশ্য নয়, তোমার দিনগুলির শুরু থেকেই বরং গোটা জাতি তোমার সূক্ষ্ম জ্ঞান ও তোমার হৃদয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা জানতে পেরেছে।

[৩০] কিন্তু তবুও লোকেরা তীব্র তেষ্টার জ্বালায় ভুগছিল বিধায় তেমন ব্যবহারে আমাদের বাধ্য করেছে, ফলে আমরা সেইভাবে ব্যবহার করলাম, সেইভাবে কথাও বললাম, এমন শপথও আপন করে নিলাম যা কখনও লঙ্ঘন করতে পারব না। [৩১] কিন্তু তুমি আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তুমি তো ধর্মপ্রাণ মহিলা, তবে প্রভু আমাদের কুয়ো ভরিয়ে দিতে জল পাঠাবেন, ফলে আমরা আর নিঃশেষিত হব না।' [৩২] যুদিথ তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনারা শুনুন, আমি এমন কর্মকীর্তি

সাধন করতে অভিপ্রায় করছি, যার স্মৃতি আমাদের জাতির সন্তানদের কাছে যুগের পর যুগ সম্প্রদান করা হবে। [৩৩] আজ রাতে আপনাদের নগরদ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে; আমি আমার দাসীর সঙ্গে বেরিয়ে যাব। আপনারা যে নির্দিষ্ট দিনের পরে শহরটা শত্রুহাতে তুলে দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই দিনগুলির মধ্যে প্রভু আমার হাত দ্বারা ইস্রায়েলকে উদ্ধার করবেন। [৩৪] আপনারা কিন্তু আমার পরিকল্পনা সম্বন্ধে অযথা জিজ্ঞাসা করবেন না; কেননা আমি যা করবার অভিপ্রায় করছি, তার সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলব না।' [৩৫] তখন উজ্জিয়া ও জননেতারা উত্তর দিলেন, 'শান্তিতে যাও! প্রভু তোমার পাশে পাশে থাকুন, যেন তুমি আমাদের শত্রুদের উপরে প্রতিশোধ নিতে পার।' [৩৬] তখন তাঁরা তার তাঁবু ছেড়ে যে যার জায়গায় গেলেন।

যুদিথের প্রার্থনা

৯ [১] তখন যুদিথ উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন; মাথায় ছাই ছড়ালেন, নিচে যে চটের কাপড় পরে ছিলেন, অন্য কাপড় খুলে শুধু সেই চটের কাপড়ই পরে থাকলেন; সেসময়ে যেরুশালেমে ঈশ্বরের গৃহে সান্ধ্য ধূপ উৎসর্গ করা হচ্ছিল। যুদিথ তখন জোর গলায় প্রভুর কাছে চিৎকার করে বললেন, [২] 'হে প্রভু, হে আমার পিতৃপুরুষ শিমেয়োনের ঈশ্বর, তুমি বিজাতীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের খড়্গ তাঁর হাতে দিয়েছ, তাদেরই বিরুদ্ধে, যারা একটি কুমারীর বন্ধনী খুলে দিয়ে তাকে লজ্জায় অভিভূত করেছিল, তার কোমর অনাবৃত করে তাকে অসম্মানের মধ্যে ফেলেছিল ও তার গর্ভ কলুষিত করে তাকে দুর্নামের বস্তু করেছিল। তুমি বলেছিলে, তেমন কর্ম করতে নেই! কিন্তু তারা তাই করেছিল। [৩] এজন্য তুমি তাদের জননেতাদের মৃত্যুর হাতে, ও তাদের ছলনায় কলঙ্কিত তাদের সেই বিছানা রক্তের হাতে তুলে দিয়েছ; তুমি দাসদের তাদের কর্তাদের সঙ্গে, ও কর্তাদের তাদের অনুচারীদের সঙ্গে আঘাত করেছ। [৪] তুমি এমনটি হতে দিয়েছ, যেন তাদের বধূরা লুটের হাতে পড়ে, তাদের কন্যারা দাসত্বের অধীন হয়, ও তাদের সমস্ত সম্পদ তোমার প্রীতিভাজন সন্তানদের মধ্যে ভাগ করা হয়; কারণ এরা তোমার প্রতি ধর্মাগ্রহে উদ্দীপিত হয়ে তাদের রক্তের কলুষে ঘৃণাবোধ করেছিল ও তোমার কাছে চিৎকার করে তোমার সহায়তা প্রার্থনা করেছিল। হে ঈশ্বর,

ঈশ্বর আমার, এই বিধবার কথাও এখন শোন। [৫] কেননা অতীতে যা কিছু ঘটেছে, এখন যা কিছু ঘটছে, ও পরবর্তীকালে যা কিছু ঘটবে, তা তুমিই আগে থেকে নিরূপণ করেছ। যা ঘটবে ও যা ঘটছে, তা তুমিই নির্ধারণ করেছ; যা কিছু ঘটেছে, তা তুমিই পরিকল্পনা করেছিলে। [৬] তোমার দ্বারা যা কিছু নিরূপণ করা হয়, সেইসব কিছু এসে উপস্থিত হয়ে বলল, এই যে আমরা! কারণ তোমার সকল পথ আগে থেকে নিরূপিত, ও তোমার বিচারগুলি আগে থেকে নির্ধারিত। [৭] দেখ, আশুরীয়েরা নিজেদের সৈন্যদলকে আরও বড় করেছে, নিজেদের অশ্ব ও অশ্বারোহীদের নিয়ে গর্ব করে, তাদের পদাতিক সৈন্যদের বলের বিষয়ে বড়াই করে, ঢাল ও বর্শা, ধনুক ও ফিঙের উপরে ভরসা রাখে, কিন্তু একথা জানে না যে, তুমিই সেই প্রভু, যিনি যুদ্ধ ছিন্নভিন্ন করেন; [৮] প্রভুই তোমার নাম।

তোমার পরাক্রমে তাদের বল ভেঙে দাও, তোমার ক্রোধে তাদের প্রতাপ উল্টিয়ে দাও: তারা তো কল্পনা করছে, তোমার পবিত্র স্থানগুলি কলুষিত করবে, সেই আবাস কলুষিত করবে যেখানে বিরাজে তোমার গৌরবময় নাম, তোমার বেদির শিং লোহা দিয়ে ভূপাতিত করবে। [৯] দেখ তাদের গর্ব! তাদের মাথার উপরে নামিয়ে আন তোমার রোষ; আমি যা করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা করার শক্তি এই বিধবাকে দান কর। [১০] আমার প্রতারণাময় ওষ্ঠ দিয়ে দাসকে তার মনিব-সহ ও মনিবকে তার পরিষদ-সহ ভূপাতিত কর; একটি নারীর হাত দ্বারা তাদের আস্ফালন ভেঙে ফেল। [১১] কেননা তোমার বল সংখ্যায় নির্ভর করে না, তোমার প্রতাপও অস্ত্রসজ্জিতদের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায় না; তুমি বরং বিনম্রদেরই ঈশ্বর, অত্যাচারিতদের সহায়, দুর্বলদের অবলম্বন, পরিত্যক্তদের আশ্রয়, আশাভ্রষ্টদের পরিত্রাতা। [১২] দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, হে আমার পিতার ঈশ্বর, হে তোমার উত্তরাধিকার সেই ইস্রায়েলের ঈশ্বর, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, হে জলরাশির স্রষ্টা, হে নিখিল সৃষ্টজীবদের রাজা, আমার প্রার্থনা শোন; [১৩] যারা তোমার সন্ধি ও তোমার পবিত্র গৃহ, তোমার উচ্চ গিরি সিয়োন ও তোমার সন্তানদের গৃহের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর চক্রান্ত আঁটছে, আমাকে এমন প্রতারণাময় জিহ্বা দাও, আমি যেন তাদের আঘাত ও চূর্ণ করতে পারি। [১৪] তোমার গোটা জনগণের কাছে ও সকল গোষ্ঠীর কাছে এমন প্রমাণ দাও যে, তুমিই প্রভু, তুমিই

সমস্ত পরাক্রম ও সমস্ত প্রতাপের ঈশ্বর; এবং ইস্রায়েল জাতিকে রক্ষা করবে, তুমি ছাড়া আর এমন কেউই নেই।’

শত্রু-শিবিরে যুদিথ

১০ [১] যুদিথ এইভাবে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানালেন। প্রার্থনা শেষ করে [২] তিনি মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই দাসীকে ডেকে বাড়ির সেই ঘরে নেমে গেলেন, যেখানে থেকে শাব্বাৎ ও পর্বোৎসব কাটাতেন। [৩] যে চটের কাপড় পরে ছিলেন, এখানে এসে তা খুলে দিলেন, বিধবার পোশাকও ছেড়ে দিলেন, তারপর স্নান করে সর্বাঙ্গে ঘন সুগন্ধি তেল মাখলেন, এবং মাথার চুল দু’ভাগ করে মাথায় ভূষণটি দিলেন। পরে, তাঁর স্বামী মানাশে জীবিত থাকতে তিনি যে পোশাক পরতেন, পর্বীয় সেই পোশাক পরে নিলেন; [৪] পায়ে জুতো দিলেন, গলায় হার দিলেন এবং চুড়ি, আঙটি, মাকড়ি ও ঘরে তাঁর যত অলঙ্কার ছিল, তা পরে নিয়ে নিজেকে এমন সুন্দরী করলেন যে, পথে দেখা পাওয়া যে কোন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। [৫] শেষে তাঁর দাসীর হাতে এক ভিস্তি আঙুররস ও এক পাত্র তেল দিলেন, এবং ঝলসানো ময়দা, শুকনো ডুমুরফল ও শুদ্ধ রুটিতে একটা থলি ভরে এইসব পাত্র আঁটিতে বেঁধে দাসীর মাথায় দিলেন। [৬] তখন তাঁরা বেথুলিয়ার নগরদ্বারের দিকে বেরিয়ে পড়ে সেখানে উজ্জিয়াকে পেলেন; তিনি খাব্রিস ও খার্মিস নগরীর এই দু’জন প্রবীণের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন; [৭] তাঁরা যখন দেখলেন, যুদিথের চেহারা ভিন্ন ও তাঁর পোশাক অন্য রকম, তখন তাঁর সৌন্দর্যে আশ্চর্যান্বিত হলেন; তাঁকে বললেন: [৮] ‘আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাকে তাঁর অনুগ্রহে ঘিরে রাখুন! ইস্রায়েল সন্তানদের গৌরবে ও যেরুশালেমের মহাগৌরবে তিনি তোমার সঙ্কল্প সাফল্যমণ্ডিত করুন।’ [৯] যুদিথ ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণিপাত করলেন; পরে তাঁদের বললেন, ‘আমার জন্য নগরদ্বার খুলে দেওয়া হোক; আপনারা আমার প্রতি যে শুভেচ্ছা বাণী জানিয়েছেন, তা সফল করতে বেরিয়ে যাব।’ যুদিথ যেমন চাচ্ছিলেন, তাঁরা সেইমত যুবকদের নগরদ্বার খুলে দিতে হুকুম দিলেন। [১০] দ্বার খুলে দেওয়া হলে যুদিথ বেরিয়ে গেলেন, তাঁর সঙ্গে কেবল তাঁর সেই দাসী গেল। তিনি পর্বত থেকে নেমে যেতে যেতে নগরীর

লোকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল যে পর্যন্ত যুদিথ উপত্যকা পেরিয়ে গেলেন; তারপর তারা আর তাঁকে দেখতে পেল না।

[১১] তাঁরা উপত্যকার পথ ধরে সোজা সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন, এমন সময় আশুরীয়দের এক প্রহরী দল তাঁদের দিকে এগিয়ে এল। [১২] তারা তাঁকে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোন্ পক্ষের মানুষ? কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাচ্ছ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি হিব্রুদের মেয়ে, তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি, কারণ তোমাদেরই হাতে তাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। [১৩] তাই আমি তোমাদের সমস্ত সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি হলোফের্নেসের উপস্থিতিতে আসতে চাই; এবং বিশ্বাসযোগ্য খবর জানিয়ে তাঁর চোখের সামনে এমন প্রবেশপথ দেখাতে চাই, যা পার হয়ে তিনি এই সমস্ত পর্বত দখল করতে পারবেন, এমনকি তাঁর একটিমাত্র মানুষও বিনষ্ট হবে না।' [১৪] এই সমস্ত কথা শুনতে শুনতে ও তাঁর ভঙ্গি বিচার-বিবেচনা করতে করতে তারা আশ্চর্যান্বিতই হল, যেহেতু তাদের চোখে যুদিথকে খুবই সুন্দরী দেখাচ্ছিল; তারা তাঁকে বলল, [১৫] 'এত শীঘ্রই নেমে এসে ও আমাদের প্রভুর সামনে এসে উপস্থিত হয়ে তুমি আসলে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছ। তবে এবার তাঁর তাঁবুতে এসো; তাঁর হাতে তোমাকে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের কয়েকজন তোমার সঙ্গে থেকে পথ চলবে। [১৬] একবার তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়ে মনে মনে ভয়ে কম্পিত হয়ো না; বরং আমাদের যা কিছু বলেছ তা সবই তাঁকে বল, তবে তিনি তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবেন।' [১৭] তাই নিজেদের মধ্য থেকে তারা একশ'জনকে বেছে নিল, যারা তাঁর ও তাঁর দাসীর পাশে পাশে থেকে হলোফের্নেসের তাঁবুতে তাঁদের নিয়ে গেল। [১৮] এদিকে নানা তাঁবুতে তাঁর আগমনের কথা ছড়িয়ে পড়ায় গোটা শিবিরে বড় ছুটাছুটি হচ্ছিল। হলোফের্নেসের কাছে যেন তাঁর কথা জানানো হয়, সেই অপেক্ষায় তিনি তখনও তাঁর তাঁবুর বাইরে আছেন, এমন সময় তাঁর চারদিকে লোকের ভিড় জমতে লাগল। [১৯] তারা তাঁর সৌন্দর্যে আশ্চর্যান্বিত হল, ও তাঁর কারণে ইস্রায়েল সন্তানদের বিষয়েও আশ্চর্যান্বিত হল; একে অন্যকে বলছিল: 'যে জাতির এর মত নারী আছে, সেই জাতির মানুষকে কে অবজ্ঞা করবে? তাদের একজনকেও রেহাই না দেওয়া ভাল; তাদের কয়েকজনকে যেতে দাও, আর তারা সারা বিশ্বকে ভোলাবে!'

[২০] হলোফের্নেসের রক্ষী-প্রহরী ও তাঁর সকল দাসেরা বেরিয়ে এসে যুদিথকে তাঁবুর ভিতরে আনল। [২১] হলোফের্নেস বেগুনি ক্ষোম, সোনা, মরকত ও বহুমূল্য মণিমুক্তায় খচিত এক চাঁদোয়ার নিচে শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। [২২] তাঁর কাছে যুদিথের আসার কথা জানানো হলে তিনি প্রবেশস্থানের ঘেরায় বেরিয়ে গেলেন; তাঁর আগে আগে রুপোর মশাল। [২৩] যুদিথ তাঁর সাক্ষাতে ও তাঁর পরিষদদের সাক্ষাতে এগিয়ে এলে সকলে তাঁর মুখের সৌন্দর্যে আশ্চর্যান্বিত হলেন। হলোফের্নেসকে প্রণাম করতে যুদিথ উপুড় হলেন, কিন্তু দাসেরা মাটি থেকে তাঁকে উঠিয়ে নিল।

হলোফের্নেস ও যুদিথের মধ্যে সাক্ষাৎকার

১১ [১] তখন হলোফের্নেস তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মেয়ে, শান্ত থাক, তোমার অন্তর ভীত না হোক, কারণ যে কেউ সারা পৃথিবীর রাজা নেবুকাদ্নেজারের সেবা করতে রাজি হয়েছে, আমি তার কোন অনিষ্ট করিনি। [২] আর এই পর্বতমালায় বাস করে তোমার সেই জাতি, কৈ, তারা যদি আমাকে অবজ্ঞা না করত, আমি তাদের বিরুদ্ধে কখনও বর্শা তুলতাম না; তারা নিজেরাই এই সমস্ত কিছু নিজেদের মাথায় ডেকে এনেছে। [৩] যাই হোক, এখন তুমি আমাকে বল কোন্ কারণে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে আমাদের কাছে এসেছ। নিশ্চয় তুমি রক্ষা পেতে এসেছ। আচ্ছা, সাহস ধর: এই রাতে ও পরবর্তীকালেও তুমি বেঁচে থাকবে। [৪] কেউই তোমাকে একটুকু ক্ষতিও করতে পারবে না, বরং সকলে তোমাকে সমস্ত মর্যাদা দেখাবে, ঠিক যেমন আমার প্রভু নেবুকাদ্নেজারের দাসদের প্রতি ব্যবহার করা হয়।'

[৫] যুদিথ উত্তরে তাঁকে বললেন, 'দোহাই আপনার, আপনার এই দাসীর কথা গ্রহণ করুন! আপনার এই দাসী যেন আপনার সামনে কথা বলতে পারেন। এই রাতে আমি আমার প্রভুর কাছে একটুও মিথ্যা বলব না। [৬] অবশ্য, আপনি আপনার এই দাসীর কথা মেনে নিতে প্রসন্ন হলে ঈশ্বর নিজে আপনার কাজ সাফল্যমণ্ডিত করবেন, তাতে আমার প্রভু তাঁর নিজের সঙ্কল্পে ব্যর্থ হবেন না। [৭] সারা পৃথিবীর রাজা নেবুকাদ্নেজার চিরজীবী হোন! সমস্ত প্রাণীকে সংস্কার করতে যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর প্রতাপ চিরস্থায়ী হোক! কেননা আপনার মধ্য দিয়ে কেবল মানুষ যে তাঁর সেবা করে এমন নয়,

বন্য পশু, মেষ ও বৃষের পাল, ও আকাশের পাখিও আপনার শক্তি গুণে নেবুকাদ্নেজারের ও তাঁর কুলের সম্মানার্থে বেঁচে থাকবে!

[৮] হ্যাঁ, আমরা আপনার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও আপনার সূক্ষ্ম মনের খ্যাতি শুনতে পেয়েছি। সারা পৃথিবী জুড়ে এই কথা সুস্পষ্ট যে, আপনিই সমগ্র রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ, জ্ঞানে অভিজ্ঞতার ভান্ডার, যুদ্ধ-সংগ্রামের ব্যাপারে অপরূপ! [৯] আপনার মন্ত্রণাসভায় আকিওর তার বক্তৃতায় যা বলল, সেই কথাও আমরা শুনতে পেয়েছি, কারণ বেথুলিয়ার লোকেরা তাকে রেহাই দিল আর সে আপনার সাক্ষাতে যা বলেছিল, তা তাদের কাছে প্রকাশ করল। [১০] সুতরাং, হে প্রভু মহারাজ, আপনি তার সেই কথা অবহেলা করবেন না, বরং তা ভাল করে মনে রাখবেন, কেননা সেই সমস্ত কথা সত্য: হ্যাঁ, তার আপন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ না করে থাকলে, আমাদের জনগণ শাস্তি পাবে না, তার উপরে খড়্গও জয়ী হবে না। [১১] এখন, যেন আমার প্রভু আশাভ্রষ্ট ও শূন্যহাত না হয়ে পড়েন, এজন্য তিনি একথা জেনে নিন যে, তাদের উপর মৃত্যু ঝাঁপিয়ে পড়বেই, কেননা পাপ তাদের ধরে ফেলেছে, আর তারা যতবার পাপ করে, ততবার সেই পাপ তাদের ঈশ্বরের ক্রোধ জাগায়। [১২] তাদের খাদ্য-সামগ্রীর অভাব হয়েছে ও সমস্ত জল ফুরিয়ে গেছে বিধায় তারা স্থির করেছে, পশুদের উপরেই নির্ভর করবে, এবং সিদ্ধান্ত করেছে, যা কিছু ঈশ্বর বিধির জোরেই তাদের খেতে নিষেধ করেছেন, তারা ঠিক তাই ভোগ করবে। [১৩] এমনকি, তারা এতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ আছে যে, যে যাজকেরা যেরুশালেমে থাকে ও আমাদের ঈশ্বরের সেবায় সেবাকর্ম সম্পাদন করে, তাদের পবিত্র অধিকার বলে তারা যে গমের প্রথমফসল ও আঙুররস ও তেলের দশমাংশ পৃথক করে রাখছিল—আর তা এমন কিছু, যা জনগণের কারও পক্ষে হাতে স্পর্শ করাও বিধেয় নয়—সেই সমস্ত খেয়ে শেষ করবে। [১৪] এই মর্মে তারা যেরুশালেমে দূত পাঠিয়েছে—সেখানকার লোকেরাও তেমনি করছে!—যেন প্রবীণবর্গের মন্ত্রণাসভার পক্ষ থেকে অনুমতি নিয়ে আসে। [১৫] আর তখন এমনটি ঘটবে যে, তারা উত্তর পেয়ে যখন তা কার্যকর করবে, তখনই, ঠিক সেই দিনেই, তাদের সর্বনাশের জন্য তাদের আপনার হাতে তুলে দেওয়া হবে।

[১৬] এজন্য আপনার দাসী যে আমি, এই সমস্ত বিষয়ে সচেতন হয়ে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলাম। ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনার সঙ্গে এমন মহাকর্ম সাধন করি, যার কথা শুনে সমস্ত পৃথিবী স্তম্ভিত হবে। [১৭] আপনার এই দাসী ধর্মপরায়ণা; সে দিনরাত কেবল স্বর্গেশ্বরেরই সেবা করে চলে। সুতরাং আমার প্রস্তাব এই: প্রভু আমার, আমি আপনার সঙ্গে থাকব, কিন্তু আপনার দাসী রাতে বের হয়ে উপত্যকায় যাবে: আমি আমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, আর তিনি আমাকে জানাবেন কখন তারা তাদের পাপ করে ফেলেছে। [১৮] তখন আমি এসে কথাটা আপনাকে জানাব, আর আপনি গোটা সৈন্যসামন্ত সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়বেন: তারা কেউই আপনার সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। [১৯] আমি আপনাকে যুদেয়ার মধ্য দিয়ে পথ দেখাব, যে পর্যন্ত যেরুশালেমের সামনে এসে পৌঁছে তার মধ্যে আপনার সিংহাসন নিজেই বসাব। আর তখন আপনি তাদের সহজে নিয়ে যাবেন, হ্যাঁ, রাখালবিহীন পালের মতই তাদের নিয়ে যাবেন: একটা কুকুরও আপনার বিরুদ্ধে দাঁত দেখিয়ে ডাকবে না। এই সমস্ত কথা পূর্বজ্ঞান দ্বারাই আমাকে বলা হয়েছে, এই সমস্ত কিছুর সংবাদ আমাকে আগে থেকেই দেওয়া হয়েছে, আর আপনার কাছে তা জানাবার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।’

[২০] যুদিথের কথায় হলোফের্নেস ও তাঁর অধিনায়কেরা প্রীত হলেন; তারা সকলে তাঁর প্রজ্ঞায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, [২১] ‘পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এমন আর কোন নারী নেই যে এর মত চেহারায় সুন্দরী ও কথায় বুদ্ধিমতী।’ [২২] হলোফের্নেস তাঁকে বললেন, ‘তোমার জাতির আগে আগে তোমাকে পাঠিয়ে ঈশ্বর উত্তম ব্যবস্থা করেছেন, ফলে আমাদের হাতে থাকবে প্রতাপ, আর যারা আমার প্রভুকে অবজ্ঞা করেছে, তাদের হবে সর্বনাশ!’ [২৩] তুমি চেহারায় যেমন সুন্দরী, কথায় তেমনি বুদ্ধিমতী। তুমি যা বলেছ, যদি সেইমত কর, তবে তোমার ঈশ্বর হবেন আমার আপন ঈশ্বর, তুমি নেবুকাদ্রেজার রাজার প্রাসাদে আসন পাবে, ও সারা পৃথিবী জুড়ে তোমার সুনাম হবে।’

১২ [১] তিনি আদেশ করলেন যেন যুদিথকে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হয়, তিনি যেখানে তাঁর সমস্ত রুপোর থালা-বাটির ব্যবস্থা করিয়েছিলেন; এই হুকুমও দিলেন, যেন

যুদিথের জন্য তাঁর নিজের জন্য রান্না করা খাদ্য পরিবেশন করা হয় ও তাঁর নিজের আঙুররস তাঁকে দেওয়া হয়। [২] কিন্তু যুদিথ বললেন, ‘পাছে আমার কোন কলুষ হয়, আমি এই সমস্ত খাদ্য স্পর্শ করব না; সঙ্গে যা নিয়ে এসেছি, তা আমাকে পরিবেশন করা হোক।’ [৩] হলোফের্নেস তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ধর, সঙ্গে তোমার যা আছে, তা ফুরিয়ে গেলে আমরা কেমন করে একই খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারব? আমাদের মধ্যে তো তোমার জাতির কোন মানুষ নেই।’ [৪] কিন্তু যুদিথ উত্তর দিলেন, ‘প্রভু আমার, আপনার প্রাণের দিব্যি! আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে, প্রভু যা নির্ধারণ করেছেন, তিনি আমার হাত দ্বারা তা সম্পন্ন করার আগে আপনার দাসী এই আমি, আমার সঙ্গে যে খাদ্য-ব্যবস্থা আছে, তা শেষ করব না।’ [৫] তাই হলোফের্নেসের দাসেরা যুদিথকে তাঁবুতে নিয়ে গেল; তিনি মাঝরাত পর্যন্ত বিশ্রাম নিলেন, এবং ভোর-প্রহরের সময়ে উঠলেন। [৬] হলোফের্নেসকে তিনি এই কথা আগে থেকেই বলে পাঠিয়েছিলেন, ‘আমার প্রভু আদেশ দিন, যেন আপনার দাসীকে প্রার্থনার জন্য বাইরে যেতে দেওয়া হয়।’ [৭] হলোফের্নেস তাঁর রক্ষী প্রহরীকে হুকুম দিয়েছিলেন, যেন যুদিথকে বাধা না দেওয়া হয়। এইভাবে যুদিথ শিবিরে তিন দিন থাকলেন; বেথুলিয়ার নিচে যে উপত্যকা রয়েছে, তিনি রাতের বেলায় বেরিয়ে সেখানে যেতেন, এবং প্রহরী দলের এলাকায় জলের উৎসে স্নান করতেন। [৮] একবার স্নান করে তিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতেন, যেন তাঁর আপন জাতির উদ্ধারের পথে তিনি তাঁকে সুচালিত করেন। [৯] আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া সমাধা করে তিনি ফিরে আসতেন এবং ততক্ষণ তাঁর নিজের তাঁবুতে থাকতেন, যতক্ষণ না সন্ধ্যার দিকে তাঁর জন্য খাবার পরিবেশন করা হত।

হলোফের্নেসের ভোজসভা

[১০] তখন এমনটি ঘটল যে, চতুর্থ দিনে হলোফের্নেস তাঁর প্রধান অধিনায়কদের জন্য ভোজের আয়োজন করালেন, অন্য কোন অধিনায়ককে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন না। [১১] তাঁর সমস্ত বিষয়ের ভার যার হাতে ছিল, তাঁর সেই কঞ্চুকী বাগোয়াসকে তিনি বললেন, ‘তোমার কাছে যে হিব্রু মেয়ে রয়েছে, তুমি গিয়ে তাকে আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে নিমন্ত্রণ কর; [১২] কেননা তার সাহচর্য ভোগ না করে তেমন মেয়েকে যেতে দেওয়া আমাদের কোন মতে মানায় না। আমরা তাকে ভোলাতে না পারলে সে

আমাদের উপহাস করবে!’ [১৩] হলোফের্নেসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাগোয়াস যুদিথকে গিয়ে বলল, ‘আমার প্রভুর কাছে এসে তাঁর উপস্থিতিতে মর্যাদা পেতে, ও আমাদের সঙ্গে ফুর্তি করে আঙুররস খেতে, এমনকি নেবুকাদ্নেজারের প্রাসাদে যত আশুরীয় মেয়ে রয়েছে, আজ তাদেরই মত হতে যেন এই সুন্দরী মেয়ে কোন অসুবিধা বোধ না করে।’ [১৪] যুদিথ তাকে উত্তর দিলেন, ‘আমি কে যে আমার প্রভুর কথায় বিমত প্রকাশ করার সাহস করব? তাঁর দৃষ্টিতে যা সন্তোষজনক, আমি তৎপর হয়েই তা পালন করব, এমনকি আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তেমন কাজ আমার আনন্দের কারণ হয়ে উঠবে!’ [১৫] তখনই উঠে তিনি তাঁর পোশাক ও নারীযোগ্য অন্য যত অলঙ্কারে নিজেকে সুসজ্জিতা করলেন; ইতিমধ্যে তাঁর দাসী তাঁর আগে আগে গিয়ে, বাগোয়াসের কাছ থেকে যুদিথের দৈনিক ব্যবহারের জন্য যে যে গালিচা পেয়েছিল, সেগুলোকে হলোফের্নেসের সামনে যুদিথের জন্য পেতে দিয়েছিল, তিনি যেন সেগুলোর উপরে বসে খেতে পারেন। [১৬] যুদিথ প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন। তেমন দৃশ্যে হলোফের্নেস অন্তরে আত্মহারা হয়ে পড়লেন, তাঁর প্রাণ আলোড়িত হয়ে উঠল, তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার তাঁর প্রবল আকর্ষণ হল। আসলে তিনি যেদিন তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন, সেদিন থেকে তাঁকে ভোলাবার সুযোগ খোঁজ করছিলেন। [১৭] হলোফের্নেস তাঁকে বললেন, ‘পান কর, আমাদের সঙ্গে ফুর্তি কর!’ [১৮] যুদিথ উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, প্রভু, পান করব, কারণ আমার জন্মদিন থেকে আমি আজকের চেয়ে কখনও আমার জীবনকে এতই সুখময় অনুভব করিনি।’ [১৯] তাঁর দাসী তাঁর জন্য যা রান্না করেছিল, তিনি তাঁর সামনে তা খেতে ও পান করতে লাগলেন। [২০] হলোফের্নেস তাঁর উপস্থিতিতে বিমুগ্ধ হয়ে উঠলেন, এবং এমন পরিমাণ আঙুররস পান করলেন যে, যেদিন থেকে এই জগতে ছিলেন, ততদিনের মধ্যে তিনি তেমন পরিমাণ আঙুররস একটামাত্র দিনেও কখনও পান করেননি।

১৩ [১] অন্ধকার নেমে এলে তাঁর অধিনায়কেরা তাড়াতাড়ি চলে গেল। বাগোয়াস বাইরে থেকে তাঁবু বন্ধ করে তাঁর প্রভুর দৃষ্টি থেকে প্রহরীদের দূরে সরিয়ে দিল; এক একজন সকলে নিজ নিজ বিছানায় গেল, কেননা সকলে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, যেহেতু অতিরিক্ত আঙুররস পান করেছিল। [২] তাঁবুতে রইলেন কেবল যুদিথ আর বিছানায়

শুয়ে পড়া হলোফের্নেস—তাঁর গায়ে ও তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে পড়া যত আঙুররস! [৩] তখন যুদিথ দাসীকে আদেশ করলেন, যেন সে তাঁর নিজের শোয়ার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে, যেমনটি প্রত্যেক দিন করেছিল; তিনি এই কথা বলে দিয়েছিলেন, তিনি নাকি প্রার্থনার জন্যই বেরিয়ে যাবেন; বাগোয়াসকেও একই কথা বলে দিয়েছিলেন।

[৪] সেসময় সকলেই তাঁদের সামনে থেকে দূরে সরে গেছিল; শোয়ার ঘরে ছোট-বড় কেউই থেকে যায়নি; তখন যুদিথ হলোফের্নেসের বিছানার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে মনে মনে বললেন, 'হে প্রভু, হে সমস্ত পরাক্রমের ঈশ্বর, আমার হাত যা করতে যাচ্ছে, যেরুশালেমের মহত্তর গৌরবের জন্য তুমি এখন তা সফল কর। [৫] এখন তো তোমার আপন উত্তরাধিকার উদ্ধারের চিন্তা করার সময়! যারা আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, এখন তো সেই শত্রুদের বিনাশের জন্য আমার পরিকল্পনা সফল করার সময়!' [৬] হলোফের্নেসের মাথার দিকে খাটের যে স্তম্ভ ছিল, তার কাছে এগিয়ে এসে যুদিথ সেখানে ঝোলা তাঁর তলোয়ার খুলে নিলেন, [৭] এবং খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর মাথার চুল ধরে বলে উঠলেন, 'হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু, এদিনে আমাকে শক্তি দাও!' [৮] এবং যথাশক্তি তাঁর গলায় দু'বার আঘাত হেনে তাঁর মাথা ছিন্ন করলেন। [৯] তারপর তাঁর দেহ বিছানা থেকে নিচে ঠেলে দিলেন ও ছতরি থেকে চাঁদোয়া ছিঁড়ে ফেললেন। তাই করে তিনি বেরিয়ে গিয়ে তাঁর দাসীর হাতে হলোফের্নেসের মাথা তুলে দিলেন, [১০] আর দাসী মাথাটা খাদ্য-সামগ্রীর থলিতে রাখল। তাঁরা দু'জনে প্রথামত প্রার্থনার জন্য একসঙ্গে বেরিয়ে গেলেন; শিবিরের মধ্য দিয়ে গিয়ে তাঁরা গিরিখাত ঘেঁষে বেথুলিয়ার দিকে পর্বতে গিয়ে উঠে নগরদ্বারে এসে পৌঁছলেন।

বেথুলিয়ায় যুদিথের প্রত্যাগমন

[১১] দূর থেকে যুদিথ নগরদ্বারের প্রহরী দলকে উদ্দেশ করে জোর গলায় বললেন, 'খুলে দাও, নগরদ্বার খুলে দাও: ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর এখনও আমাদের সঙ্গে আছেন! তিনি এখনও ইস্রায়েলের মধ্যে তাঁর শক্তি ও শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতাপ দেখাবেন, যেমনটি আজ প্রমাণ করেছেন।' [১২] শহরবাসীরা তাঁর গলা শোনামাত্র নগরদ্বারের দিকে ছুটে গেল ও প্রবীণবর্গকে ডাকল। [১৩] ছোট-বড় সকলেই ছুটে এল, কারণ তাঁর

আসাটা অপ্রত্যাশিতই ছিল; নগরদ্বার খুলে দিয়ে তারা সেই দু'জনকে ভিতরে গ্রহণ করল, এবং আলো পাবার জন্য আগুন জ্বালিয়ে তাঁদের চারপাশে জড় হল। [১৪] যুদিথ জোর গলায় তাদের বললেন: 'ঈশ্বরের প্রশংসা কর, তাঁর প্রশংসা কর! ঈশ্বরের প্রশংসা কর, কারণ তিনি ইস্রায়েলকুল থেকে আপন দয়া ফিরিয়ে নেননি, বরং এই রাতে আমার হাত দ্বারা আমাদের শত্রুদের আঘাত করলেন।' [১৫] থলি থেকে মাথাটা বের করে তিনি তা সকলের দৃষ্টিগোচরে তুলে ধরলেন; বললেন, 'এই যে আশুরীয় সৈন্যসামন্তের প্রধান সেনাপতি হলোফের্নেসের মাথা! এই যে সেই চাঁদোয়া, যার নিচে মাতাল অবস্থায় সে শুয়ে পড়ছিল। ঈশ্বর একটি নারীর হাত দ্বারাই তাকে আঘাত করলেন। [১৬] ঈশ্বরের জয়! তিনিই আমার এই কাজে আমাকে রক্ষা করেছেন; কেননা আমার মুখমণ্ডল তাকে ভোলালে সে নিজের সর্বনাশ ঘটাল, কিন্তু আমার সঙ্গে এমন কোন অন্যায় করতে পারেনি, যা আমার কলুষ ও লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

[১৭] আবেগের আতিশয্যে গোটা জনগণ ভূমিষ্ঠ হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করল; একমন হয়ে তারা বলে উঠল, 'হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি ধন্য! তুমিই আজ তোমার আপন জনগণের শত্রুদের পরাস্ত করেছ।' [১৮] উজ্জিয়া তখন যুদিথকে বললেন, 'পৃথিবীর বুকে যত নারীর চেয়ে, পরাৎপর ঈশ্বরের সম্মুখে, হে কন্যা, তুমিই ধন্যা; আর আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা যিনি, সেই ঈশ্বর প্রভুও ধন্য! তিনিই তো আমাদের শত্রুদের নেতার মাথা কেটে দিতে আজ তোমাকে চালিত করেছেন। [১৯] সত্যিই, যে সাহস তুমি দেখিয়েছ, তা মানব-হৃদয় থেকে কখনও অতীত হবে না; তারা চিরকালের মত ঈশ্বরের শক্তির কথা স্মরণ করবে। [২০] ঈশ্বর এমনটি মঞ্জুর করুন, তোমার এই মহাকীর্তির জন্য তুমি যেন নিত্যই মহিমার পাত্রী হতে পার; প্রতিদানে তিনি তোমাকে মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করুন, কারণ আমাদের জাতির অবনতির দিনে তুমি তৎপরতার সঙ্গে নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছ, এবং আমাদের ঈশ্বরের সামনে ন্যায় পথে চলে আমাদের অবমাননা থেকে আমাদের উত্তোলন করেছ।' গোটা জনগণ তখন বলে উঠল, 'আমেন, আমেন!'

ইহুদীদের জয়লাভ

১৪ [১] যুদিথ তাদের বললেন, ‘ভাই সকল, এখন আমার কথা শোন: তোমরা এই মাথা তুলে নিয়ে তোমাদের নগরপ্রাচীরের প্রাকারে টাঙিয়ে দাও। [২] পরে অপেক্ষায় থাক যতক্ষণ না ভোরের আলো আসে ও পৃথিবীর উপরে সূর্য উদিত হয়; তখনই তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ যুদ্ধাস্ত্র ধারণ কর এবং উপযুক্ত যত মানুষ শহর থেকে বেরিয়ে পড়ুক। পরে এমনটি দেখাও, তোমরা যেন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করার জন্য আশুরীয়দের প্রথম প্রহরী দলের বিরুদ্ধে সমভূমিতে নামতে চাও, কিন্তু তোমরা আসলে নেমে যাবে না। [৩] তারা যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করে আশুরীয় সেনানায়কদের ঘুম থেকে জাগাবার জন্য শিবিরের মধ্যে এদিক ওদিক ছুটবে; পরে সকলে মিলে হলোফের্নেসের তাঁবুর সামনে একত্র হবে, কিন্তু তাকে না পাওয়ায় আতঙ্কে অভিভূত হয়ে তোমাদের সামনে থেকে পালিয়ে যাবে। [৪] তখন তোমরা ও ইস্রায়েল অঞ্চলে যত লোক বাস করে, সকলেই তাদের ধাওয়া কর ও তারা পালিয়ে যেতে যেতে তাদের বধ কর।

[৫] কিন্তু এসব কিছু করার আগে তোমরা আম্মোনীয় আকিওরকে আমার কাছে এখানে ডাকিয়ে আন, যেন তিনি এসে তাকেই দেখতে ও চিনতে পারেন, ইস্রায়েলকুলকে যে তুচ্ছ করেছে ও বিনাশ-মানতের বস্তুর মত তাঁকে আমাদের মধ্যে পাঠিয়েছে।’ [৬] তারা সঙ্গে সঙ্গে উজ্জিয়ার বাড়ি থেকে আকিওরকে ডাকিয়ে আনল, আর তিনি যেইমাত্র এলেন ও সমবেত জনতার মধ্যে একজন লোকের হাতে হলোফের্নেসের মাথা দেখতে পেলেন কেমন যেন মূর্ছায়ই মাটিতে পড়লেন। [৭] তাঁকে ওঠানোর পর তিনি যুদিথের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, এবং তাঁর উদ্দেশে প্রণিপাত করে বলে উঠলেন, ‘যুদার সমস্ত শিবিরের মধ্যে ও সর্বজাতির মধ্যে তুমি ধন্যা! যে কেউ তোমার নাম শুনবে, তারা সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। [৮] কিন্তু এই দিনগুলিতে তুমি যা কিছু করেছ, তা এখন আমাকে জানিয়ে বল।’ যেদিন থেকে তিনি রওনা হয়েছিলেন, এখন, কথা বলার এই ক্ষণ পর্যন্ত, যা কিছু করেছিলেন, যুদিথ লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে সেই সবকিছু বর্ণনা করলেন। [৯] তাঁর কথা বলা শেষে জনগণ এমন আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ল যে, নগরী তাদের হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ হল। [১০] তখন আকিওর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর যা কিছু করেছিলেন, তা দেখে ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন

করলেন, ও পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থা গ্রহণ করে সবসময়ের মত ইস্রায়েলকুলের অন্তর্ভুক্ত হলেন।

[১১] ভোর হতে না হতেই তারা হলোফের্নেসের মাথা নগরপ্রাচীরের উপরে টাঙিয়ে দিল; প্রতিটি পুরুষ নিজ নিজ অস্ত্র ধরে দলে দলে করে পর্বতের নানা পথ দিয়ে নামতে লাগল। [১২] তাদের দেখামাত্র আশুরীয়েরা নিজেদের নেতাদের সন্ধানে গেল, আর এরা সেনাপতিদের, সহস্রপতিদের ও তাদের সকল অধিনায়কদের কাছে ছুটে গেল, [১৩] আর তাঁরা হলোফের্নেসের তাঁবুর সামনে একত্র হয়ে তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীকে বললেন, 'আমাদের প্রভুকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোল, কেননা সেই ক্রীতদাসেরা তাদের নিজেদের সর্বনাশে আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য পর্বত থেকে নামতে দুঃসাহস করেছে!' [১৪] বাগোয়াস ভিতরে গিয়ে তাঁবুর পরদায় করাঘাত করল, কেননা সে মনে করছিল, হলোফের্নেস যুদিথের সঙ্গে ঘুমোচ্ছেন। [১৫] কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছিল না বলে সে পরদা খুলে শোয়ার ঘরে ঢুকে তাঁকে মৃত অবস্থায় চৌকিটার উপরে ফেলানো পেল—আর লাশটা মাথা-ছিন্ন! [১৬] সে জোরে এক চিৎকার দিল, কাঁদল, হাহাকার করল, চেঁচাল, নিজের পোশাক ছিঁড়ল; [১৭] পরে যুদিথের যে তাঁবুতে থাকার কথা, সেখানে ছুটে গেল, কিন্তু সেখানেও তাঁর উদ্দেশ পেল না; তখন বাইরে ছুটে লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, [১৮] 'সেই ক্রীতদাসেরা আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ করেছে! একটামাত্র হিব্রু মেয়ে রাজা নেবুকাদ্নেজারের কুলের উপরে লজ্জা ফেলেছে! এই যে, হলোফের্নেস মাটিতে পড়ে আছেন, তাঁর আর মাথা নেই দেহে!' [১৯] আশুরীয় নেতারা একথা শোনামাত্র জামা ছিঁড়ল, তাদের প্রাণ ভীষণভাবে আলোড়িত হল। শিবিরের মধ্যে তাদের চিৎকার ও তীব্র হাহাকার ধ্বনিত হতে লাগল।

১৫ [১] তাঁবুতে তাঁবুতে যারা তখনও ছিল, তারা ঘটনাটার কথা জানতে পেরে বিহ্বল হয়ে পড়ল; [২] তারা আতঙ্কে অভিভূত হল, এমন কেউ নেই যে তার প্রতিবেশীর সামনে দাঁড়াবে, বরং সকলে মিলে সমভূমির যত পথে ও পর্বতে পর্বতে পালাতে লাগল। [৩] বেথুলিয়ার চারদিকে যারা পর্বতে পর্বতে শিবির বসিয়েছিল, তারাও পালাচ্ছিল। এসময়ে ইস্রায়েল সন্তানেরা, অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা অস্ত্র ধারণ করতে উপযুক্ত, তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। [৪] উজ্জিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেতোমাস্থাইমে,

বেবাইতে, খোবায়, খোলায়, ও ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে দূত পাঠিয়ে ঘটনাটার সংবাদ দিলেন এবং সকলকে আহ্বান করলেন, যেন তারা শত্রুদের উপরে নেমে পড়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করে। [৫] কথাটা শোনামাত্র ইস্রায়েল সন্তানেরা সকলে সুসংবদ্ধ হয়ে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং খোবা পর্যন্ত সারা পথ ধরেই তাদের খণ্ড-বিখণ্ড করল। যেরুশালেমের ও পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে নামল, কেননা তাদের শত্রুদের শিবিরে যে কী ঘটেছিল, তা তাদেরও জানানো হয়েছিল। যারা গিলেয়াদে ও গালিলেয়ায় বাস করত, তারা পিছন থেকে তাদের আক্রমণ করে নিদারুণ আঘাতে আঘাত করল যেপর্যন্ত দামাস্ক ও তার এলাকায় গিয়ে না পৌঁছল। [৬] বেথুলিয়ার বাকি শহরবাসীরা আশুরীয়দের শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবকিছু লুটপাট করে বিপুল ধন জমাল। [৭] মহাসংহার থেকে ফিরে আসা ইস্রায়েল সন্তানেরা বাকি সমস্ত কিছু কেড়ে নিল, পর্বত ও সমভূমির সমস্ত লোকালয় ও গ্রামগুলিও বিরাট লুটের মালের অধিকারী হল, কেননা লুটের মাল রাশি রাশি ছিল।

যুদিথের ধন্যবাদগীতি

[৮] প্রধান যাজক যোয়াকিম ও ইস্রায়েল সন্তানদের প্রবীণবর্গের মন্ত্রণাসভা—তাঁরা যেরুশালেমে বাস করছিলেন—সেই সমস্ত উপকার দেখতে এলেন, যা প্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে সাধন করেছিলেন; তাঁরা যুদিথকে দেখবার জন্য ও তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্যও এলেন। [৯] তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁরা সকলে মিলে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন; তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তুমি যেরুশালেমের গৌরব, তুমি ইস্রায়েলের মহাগর্ব, তুমি আমাদের জাতির দীপ্তিময় সম্মান। [১০] নিজেরই হাতে এই সমস্ত কিছু সম্পন্ন করে তুমি ইস্রায়েলের পক্ষে উৎকৃষ্ট কাজ সাধন করেছ: তোমার এই কাজে ঈশ্বর প্রীত। চিরকাল ধরে তুমি যেন সর্বশক্তিমান প্রভুর আশিসের পাত্রী হও!' আর গোটা জনগণ বলে উঠল, 'আমেন!'

[১১] গোটা জনগণ ত্রিশ দিন ধরে শিবিরে লুটপাট করে চলল। যুদিথকে তারা হলোফের্নেসের তাঁবু, সমস্ত রুপো, সমস্ত শয্যা, পানপাত্র ও যাবতীয় পাত্রগুলি দান করল; তিনি এই সমস্ত কিছু কুড়িয়ে নিয়ে নিজের খচ্চরীর পিঠে চাপাতে লাগলেন, পরে গাড়িতে বলদ লাগিয়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জমিয়ে রাখলেন। [১২] ইস্রায়েলের সকল

স্ত্রীলোক তাঁকে দেখবার জন্য ছুটাছুটি করে এসে তাঁর সম্মানার্থে গান করতে করতে দলে দলে নাচতে লাগল। তিনি আঙুরলতার নানা পাতা হাতে নিয়ে তা তাঁর সঙ্গিনী স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিতরণ করলেন; [১৩] আর তাদের সঙ্গে নিজেও জলপাইগাছের শাখা দিয়ে মাথা ভূষিত করলেন। পরে শোভাযাত্রার মাথায় গিয়ে—সকল স্ত্রীলোক নাচতে নাচতে—তাদের চালনা করতে লাগলেন, এবং ইস্রায়েলের সকল পুরুষলোক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মালা বইতে বইতে পিছু পিছু এগিয়ে আসছিল; তাদের ওষ্ঠে স্তুতিগান ধ্বনিত হচ্ছিল। [১৪] তখন যুদিথ গোটা ইস্রায়েলের মধ্যে এই ধন্যবাদগীতি শুরু করে দিলেন, আর গোটা জনগণ এই স্তুতিগানে জোর গলায় যোগ দিল;

১৬ [১] যুদিথ গেয়ে উঠলেন:

‘খঞ্জনির সুরে আমার ঈশ্বরের উদ্দেশে গেয়ে ওঠ গান,
করতালের তালে তালে প্রভুর উদ্দেশে গাও সামগান,
তাঁর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল স্তবগান, প্রশংসাগান,
তাঁর নামকীর্তন কর, কর সেই নাম!
[২] কারণ প্রভু যুদ্ধবিনাশী ঈশ্বর,
তিনি তাঁর আপন জনগণের মধ্যেই নিজের শিবির স্থাপন করেন,
যেন আমার অত্যাচারীদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেন।
[৩] উত্তর থেকে, পর্বতমালা থেকে আশুর নেমে এল,
তার সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে সঙ্গে করে সে নেমে এল,
তার সংখ্যা রোধ করল যত খাদনদীর গতি,
তার ঘোড়া ঢেকে দিল উপপর্বত সকল।
[৪] সে এমন হুমকি দিল যে, আমার দেশ পুড়িয়ে দেবে,
খড়্গের আঘাতে আমার যুবকদের ছিন্ন করবে,
আমার দুধ-খাওয়া শিশুদের মাটিতে আছাড় মারবে,
আমার ছোটদের লুণ্ঠিত সম্পদরূপে কেড়ে নেবে,
আমার কুমারীদের ছিনিয়ে নেবে।

[৫] সর্বশক্তিমান প্রভু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ করলেন
—নারীরই হাত দ্বারা!

[৬] কেননা যুবকদের হাত দ্বারাই পড়ল তাদের বীর, তেমন নয়,
শক্তি-দেবের সন্তানেরাই তাকে আঘাত করল, তেমনও নয়,
দীর্ঘকায় যোদ্ধারাই তাকে ভূপাতিত করল, তেমনও নয়,
মেরারির কন্যা যুদিথই বরং
তাঁর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যে তাকে নিরস্ত্র করলেন।
[৭] তিনি বিধবা-সজ্জা ত্যাগ করলেন
ইস্রায়েলে অত্যাচারিত সকলকে আরাম দেবার জন্য;
মুখে তিনি সুগন্ধি মাখলেন,
[৮] চুল কিরীটে ভূষিত করলেন,
তাকে ভোলাবার জন্য ক্ষোম-পোশাক পরিধান করলেন।
[৯] তাঁর জুতো কেড়ে নিল তার চোখ,
তাঁর সৌন্দর্য আঁকড়ে ধরল তার প্রাণ,
আর তলোয়ার ছিন্ন করল তার গলা!

[১০] পারসিক সকলে তাঁর সাহসে শিহরে উঠল,
মেদীয় সকলে তাঁর বলে রোমাঞ্চিত হল।
[১১] আমার দীনজনেরা তুলল রণ-নিনাদ,
আর ওরা ভীত হল;
আমার দুর্বলেরা জাগিয়ে তুলল চিৎকার,
আর ওরা বিহ্বল হল;
আমার আপনজনেরা তীব্র চিৎকার তুললেই ওরা পালাতে লাগল।
[১২] তারা ওদের বিঁধিয়ে দিল যেন ছোট মেয়েদেরই মত,
ওদের বিদ্ধ করল যেন যুদ্ধে পলাতকেরই মত;
আমার প্রভুর সৈন্যশ্রেণির চাপে ওরা মারা পড়ল।

[১৩] আমার ঈশ্বরের উদ্দেশে গাইব নতুন স্তবগান ;
হে প্রভু, তুমি মহান, তুমি গৌরবময়,
তুমি শক্তিতে আশ্চর্যময়, তুমি অপরাজেয়।
[১৪] তোমার নিখিল সৃষ্টি করুক তোমার সেবা,
কারণ তুমি কথা বলতেই সবকিছু হল,
তুমি তোমার আত্মা পাঠাতেই সবকিছু গড়ে উঠল,
তোমার কণ্ঠস্বরের সামনে দাঁড়াবে, এমন কেউ নেই।

[১৫] জলরাশির সঙ্গে পাহাড়পর্বতের ভিত্তিভূমি হবে কম্পান্বিত,
তোমার সম্মুখে শৈলরাজি মোমের মত হবে বিগলিত ;
কিন্তু যারা ভয় করে তোমায়,
তাদের প্রতি তুমি নিত্যই প্রসন্ন থাকবে।

[১৬] সুরভিত বলি, তা সামান্য জিনিস,
আহুতিতে তোমার উদ্দেশে দগ্ধ চর্বিও ন্যূনতামাত্র ;
কিন্তু যে কেউ প্রভুকে করে ভয়, সে নিত্যই মহান!

[১৭] ধিক্ সেই জাতিগুলিকে, যারা আমার জনগণের বিরুদ্ধে ওঠে!
বিচারের দিনে সর্বশক্তিমান প্রভু তাদের শাস্তি দেবেন ;
তাদের দেহে তিনি ঢোকাবেন আগুন ও কীট,
আর তারা যন্ত্রণায় কাঁদবে চিরকাল।'

[১৮] যেরুশালেমে এসে পৌঁছলে তারা প্রভুর কাছে প্রণিপাত করল, এবং জনগণ শুচীকৃত হওয়ার পর তারা তাদের আহুতিবলি ও স্বেচ্ছাকৃত নৈবেদ্য ও অর্ঘ্য উৎসর্গ করল।
[১৯] লোকে যুদিথকে যা কিছু দান করেছিল, হলোফের্নেসের সেই সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী, এবং হলোফের্নেসের শয্যা থেকে তিনি নিজে যে চাঁদোয়া ছিঁড়ে নিয়েছিলেন, তাও ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করলেন।
[২০] লোকেরা তিন মাস ধরে যেরুশালেমে পবিত্রধামের কাছে আনন্দ-ফুর্তি করতে থাকল, আর যুদিথও তাদের সঙ্গে থাকলেন।

যুদিথের মৃত্যু

[২১] এই সমস্ত দিন পর প্রত্যেকে যে যার এলাকায় ফিরে গেল; যুদিথ বেথুলিয়ায় ফিরে গিয়ে তাঁর নিজের সম্পদে বাস করলেন; তাঁর জীবনকালে সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। [২২] অনেকে তাঁর প্রতি মুগ্ধ হল, কিন্তু যেদিন তাঁর স্বামী মানাশে প্রাণত্যাগ করে তাঁর জনগণের সঙ্গে মিলিত হলেন, সেদিন থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দিন ধরে তিনি কোন পুরুষকে কাছে আসতে দিলেন না। [২৩] স্বামীর বাড়িতে থাকতে তাঁর বয়স বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুনামও উত্তরোত্তর ছড়িয়ে পড়ল; তিনি একশ' পাঁচ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকলেন; তাঁর সেই প্রিয়া দাসীকে তিনি মুক্ত করে দিলেন, পরে বেথুলিয়ায় তাঁর মৃত্যু হল, তাঁকে তাঁর স্বামী মানাশের সমাধিগুহাতে সমাধি দেওয়া হল। [২৪] ইস্রায়েলকুল তাঁর জন্য সাত দিন শোকপালন করল। তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর স্বামী মানাশের আত্মীয়দের মধ্যে ও নিজের আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ ভাগ করে দিয়েছিলেন। [২৫] যুদিথের জীবনকালে ও তাঁর মৃত্যুর পরে বহুদিন ধরেও আর কেউই ইস্রায়েল সন্তানদের ভয় দেখাল না।

---

২ [৫] নেবুকাদ্নেজারের বক্তৃতা এমন উক্তিতে পূর্ণ যা বাইবেলের অন্য স্থানে ঈশ্বরকেই লক্ষ করে বা স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারাই উচ্চারিত, উদাহরণ স্বরূপ: 'সারা পৃথিবীর প্রভু' (৫ পদ), 'আমি একথা বললাম, আমি একাজ নিজেরই হাতে সাধন করব!' (যুদিথ ২:১২), ইত্যাদি। এতে পুস্তক দেখাতে চায় ঈশ্বর-নিন্দুক সেই শত্রু-রাজার স্পর্ধা কতই না অসীম ছিল।

৪ [১২] যজ্ঞবেদিটা চটের কাপড়ে ঢাকা হল: এধরনের বর্ণনা বাইবেলে আর কোথাও নেই; অর্থ এমনটি হতে পারে যে, তারা বেদির চারপাশে চট পাতল যাতে উপাসকেরা দিন-রাত বেদির কাছে প্রার্থনারত থাকতে পারে।

৫ [৮] প্রভুর আহ্বানের আগে আব্রাহাম তাঁর পিতৃপুরুষদের মত পৌত্তলিক ছিলেন, এমন কথা বাইবেলে কোথাও লেখা নেই, কিন্তু সেকালে প্রচলিত 'জুবিলী' পুস্তকে এধরনের কথা লিপিবদ্ধ ছিল।

১০ [৩…] যুদিথ নিজেকে সুসজ্জিতা করেন, এতে লেখকের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায়, কেননা তিনি বাইবেলের নানা পুস্তকের উপর নির্ভর করে এই বর্ণনা দ্বারা দেখাতে চান যে অতীতকালের কথা আজকের জন্যও উপযোগী সুশিক্ষা হতে পারে; বস্তুত যুদিথে আমরা দেখতে পাই তামারের সুবুদ্ধিপূর্ণ চাতুরি (আদি ৩৮), নিজ পরিবারকে ত্রাণ করার জন্য দাউদের কাছে আবিগাইলের প্রজ্ঞাপূর্ণ মিনতি (১ শামু ২৫:১৮); এমনকি যেরুশালেমের

স্ত্রীলোকদের বিলাসিতার না-বাচক বর্ণনাও এখানে হ্যাঁ-বাচক অর্থে ব্যবহৃত (ইশা ৩:১৯-২০)।

১১ [১৩] কেবল যাজকেরাই পবিত্রীকৃত অর্ঘ্য খেতে পারত (লেবীয় ২২:১০)।

১২ [৫] যুদিথ ভোর-প্রহরেই উঠলেন কেননা সেই প্রহরেই ঈশ্বরের সহায়তা আসবার কথা (যাত্রা ১৪:২৪)।

১৩ [২০] এখানে 'ন্যায় পথ' এর অর্থ হল: ঈশ্বর যুদিথকে কার্যকারিতা-পথে চালনা করলেন (যুদিথ ১২:৮) ও সরাসরিই তাঁকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দিলেন (যুদিথ ১০:১১)।

১৬ [১...] যুদিথের এই গীতিকা মণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলোতে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে সেসময় থেকে আজ পর্যন্তও তার একটা অংশ প্রাহরিক উপাসনায় স্থান পেয়ে আছে (বুধবার, প্রভাতী বন্দনা)।

এস্থার

এস্থার পুস্তক ইস্রায়েলের উপরে ঈশ্বরের রক্ষা, ও ইস্রায়েলের অত্যাচারীদের প্রতি তাঁর শাস্তির কথা তুলে ধরে। লক্ষ করার বিষয়টা হল এ যে, পুরিম-পর্ব পালন করার সময় ইহুদীরা হামানের ফাঁসির জন্য আনন্দ করবে না (বস্তুতপক্ষে সমাজগৃহে সেই সমস্ত বাণী একেবারে নিচু গলায় ও দ্রুতই পাঠ করা হয়) বরং তাদের মুক্তিলাভের আনন্দ গরিবদের প্রতি দানশীলতায় প্রকাশ পাবার কথা। এই পুস্তকে বাঁকা অক্ষরে যা লেখা আছে, তা হিব্রু মূলপাঠ্যের নয়, গ্রীক পাঠ্যেরই অংশ-বিশেষ।

[এ পুস্তকে *বাঁকা অক্ষরে* যা লেখা আছে, অথবা যে যে পদে সংখ্যা ছাড়া বর্ণমালার কোনো না কোনো অক্ষরও রয়েছে (যথা ১ক, ১খ ইত্যাদি), সেই পদগুলো হিব্রু মূলপাঠ্যের নয়, গ্রীক পাঠ্যেরই অংশ-বিশেষ।]

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

মোরদেকাইয়ের স্বপ্ন

[১ক] *মহান রাজা আহাসুয়েরোসের রাজত্বকালের দ্বিতীয় বর্ষে, নিসান মাসের প্রথম দিনে, মোর্দেকাই একটা স্বপ্ন দেখলেন; বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর এই মোর্দেকাই ছিলেন কীশের প্রপৌত্র, শিমেইয়ের পৌত্র, যায়িরের সন্তান।* [১খ] *মোর্দেকাই ছিলেন শুশানের অধিবাসী একজন ইহুদী; লোকটি গণ্যমান্য—রাজপ্রাসাদেরই একজন কর্মচারী।* [১গ] *যুদা-রাজ যেকোনিয়ার সঙ্গে যে সকল লোককে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যেরুশালেম থেকে দেশছাড়া করে এনেছিলেন, তিনি সেই বন্দিদের একজন।*

[১ঘ] *তাঁর স্বপ্ন এরূপ: শোন, চিৎকার ও কোলাহল, বজ্রধ্বনি ও ভূমিকম্প, পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন!* [১ঙ] *আর দেখ, বিশাল দু'টো নাগদানব এগিয়ে এল, দু'টোই লড়াই করতে প্রস্তুত; তারা উদাত্ত গর্জনধ্বনি তুলল।* [১চ] *তাদের গর্জনে প্রতিটি দেশ ধার্মিকদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিজেদের প্রস্তুত করল।* [১ছ] *সেদিন তমসা ও*

কালিমার দিন, সঙ্কোচ ও সঙ্কটের দিন, অত্যাচার ও পৃথিবী জুড়ে মহা আলোড়নের দিন। [১জ] যে অমঙ্গল তাদের অপেক্ষায় ছিল, সেই ভয়ে ধার্মিকদের সমস্ত দেশ আলোড়িত হল; এবং ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করতে করতে তারা মৃত্যুর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করল। [১ঝ] কিন্তু তাদের চিৎকার থেকে, কেমন যেন ক্ষুদ্র একটা ঝরনা থেকেই মহা একটা নদী, মহাজলরাশিই জেগে উঠল। [১ঞ] সূর্যের আগমনে আলো এল, এবং বিনম্ররা উন্নীত হল ও ক্ষমতাশালীদের গ্রাস করল।

[১ট] তখন মোর্দেকাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল: তিনি এই স্বপ্ন, এবং ঈশ্বর যা করতে অভিপ্রায় করছিলেন, তা দেখতে পেয়েছিলেন; মনে মনে তিনি গভীরভাবে এবিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেন, রাত পর্যন্ত তা সূক্ষ্মরূপে বুঝতে চেষ্টা করলেন।

[১ঠ] মোর্দেকাই রাজপ্রাসাদেই রাত কাটাতেন, তাঁর সঙ্গে বিগ্‌থান ও তেরেশ, রাজার এই দু'জন কঞ্চুকীও ছিল, যারা রাজপ্রাসাদের রক্ষায় নিযুক্ত; [১ড] এদের চক্রান্তের একটা আভাস পেয়ে ও এদের মতলবের বিষয়ে তদন্ত করে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, সেই দু'জন আহাসুয়েরোস রাজার উপরে হাত তোলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন তিনি রাজাকে ব্যাপারটা জানালেন। [১ঢ] রাজা কঞ্চুকী দু'জনকে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করালেন; আর তারা স্বীকার করলেই তাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। [১ণ] রাজা এই সমস্ত ঘটনা স্মরণাবলি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করালেন, মোর্দেকাইও এই সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করলেন। [১ত] পরে রাজা মোর্দেকাইকে রাজপ্রাসাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী পদে নিযুক্ত করলেন, এবং এই সমস্ত কিছুর জন্য তাঁকে নানা উপহার দিলেন।

[১থ] কিন্তু আগাগীয় হাম্মেদাথার সন্তান হামান—সে তো রাজার কাছে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল—রাজার সেই দু'জন কঞ্চুকীর ব্যাপারে এই মোর্দেকাইয়ের ও তাঁর জাতির মানুষের অমঙ্গল সাধন করতে চেষ্টা করতে লাগল।

রাজ-প্রসন্নতা থেকে বিচ্যুতা ভাশ্তি রানী

১ [১] আহাসুয়েরোসের সময়ে, সেই যে আহাসুয়েরোস হিন্দুস্তান থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত একশ' সাতাশটা প্রদেশের উপরে রাজত্ব করতেন, [২] ঠিক সেসময়ে আহাসুয়েরোস রাজা শুশান রাজপুরীতে রাজাসনে আসীন হয়ে [৩] তাঁর রাজত্বকালের

তৃতীয় বর্ষে তাঁর প্রজাপ্রধানদের ও পরিষদদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করলেন। পারস্য ও মেদিয়া দেশের সমস্ত সেনাপতি, গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রদেশপালকে তাঁর সাক্ষাতে সম্মিলিত হলেন। [৪] তিনি বেশ কিছু দিন ধরে, একশ' আশি দিন ধরেই, তাঁর রাজ্যের মহা ঐশ্বর্য ও তাঁর মহত্ত্বের মহিমা ও গৌরব দেখালেন; [৫] সেই দিনগুলো অতিবাহিত হলে পর রাজা শুশান রাজপুরীতে উপস্থিত সমস্ত লোকদের জন্য, ছোট-বড় সকলেরই জন্য, রাজপ্রাসাদের উদ্যানের প্রাঙ্গণে এক সপ্তাহব্যাপী ভোজসভার আয়োজন করলেন। [৬] সেখানে কার্পাস-তৈরী সাদা ও নীল চাঁদোয়া ছিল, তা সূক্ষ্ম ক্ষোম-সুতোর বেগুনি দড়ি দিয়ে রুপোর কড়াতে শ্বেতপাথরের স্তম্ভে আটকানো ছিল, এবং লাল, সাদা, সবুজ ও কালো মার্বেল পাথরে শিল্পিত মেঝেতে সোনা ও রুপোর আসনশ্রেণি বসানো ছিল। [৭] পান করার জন্য নানা আকারের সোনার পাত্র ছিল, এবং রাজকীয় বদান্যতা অনুসারে রাজার যুগিয়ে দেওয়া আঙুররস প্রচুর ছিল। [৮] এমন আদেশ দেওয়া হয়েছিল, যেন কাউকেই জোর করে পান করতে বাধ্য না করা হয়; কেননা রাজা তাঁর গৃহাধ্যক্ষদের এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন যে, যার যেমন ইচ্ছা, সেই অনুসারেই প্রত্যেকে ব্যবহার করুক। [৯] ভাশ্তি রানীও আহাসুয়েরোসের রাজপ্রাসাদে মহিলাদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করলেন।

[১০] সপ্তম দিন, যখন রাজা আঙুররসে উৎফুল্ল ছিলেন, তখন মেহুমান, বিজ্থা, হার্বোনা, বিগ্থা, আবাগ্থা, জেথার ও কার্কাস—আহাসুয়েরোস রাজার ব্যক্তিগত পরিচর্যায় নিযুক্ত এই সাতজন কঞ্চুকীকে তিনি আজ্ঞা দিলেন, [১১] যেন তারা রাজমুকুটে পরিবৃতা ভাশ্তি রানীকে রাজার সামনে নিয়ে আসে, যাতে লোকদের ও প্রজাপ্রধানদের কাছে তাঁর সৌন্দর্য দেখানো হয়; কেননা তিনি দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলেন। [১২] কিন্তু কঞ্চুকীরা রাজার আদেশ আনলে ভাশ্তি রানী সেই আদেশমতে আসতে রাজি হলেন না। রাজা খুবই ক্ষুব্ধ হলেন, তাঁর অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। [১৩] তখন রাজা বিধানপন্ডিতদের কাছে তাঁর জিজ্ঞাস্য উপস্থাপন ক'রে—কেননা রাজ-সম্বন্ধীয় যে কোন ব্যাপার বিধান ও রাজনীতিতে অভিজ্ঞ তেমন পন্ডিতদের সামনেই আলোচনা করার প্রথা ছিল— [১৪] কার্শেনা, শেথার, আদ্মাথা, তার্শিশ,

মেরেস, মার্সেনা ও মেমুখানকে ডাকিয়ে আনলেন; এই সাতজন পারস্য ও মেদিয়া দেশের প্রজাপ্রধান ছিলেন রাজার নিকটতম ব্যক্তি ও রাজ্যে উচ্চতম পদের অধিকারী।

[১৫] তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কঞ্চুকীরা আহাসুয়েরোস রাজার আদেশ জানালে ভাশ্তি রানী সেই আদেশ মেনে নিল না, সুতরাং বিধান অনুসারে তার বিষয়ে কেমন ব্যবহার করতে হবে?'

[১৬] মেমুখান তখন রাজা ও প্রজাপ্রধানদের সামনে এই উত্তর দিলেন, 'ভাশ্তি রানী যে শুধু মহারাজের কাছে অপরাধ করেছেন, তা নয়, কিন্তু সেই সমস্ত প্রজাপ্রধান ও সমস্ত জাতির কাছেও অপরাধ করেছেন, যারা আহাসুয়েরোস রাজার সকল প্রদেশের অধিবাসী। [১৭] কেননা রানীর তেমন ব্যবহারের কথা সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে রটে যাবে, ফলে তারা প্রকাশ্যে তাদের স্বামীদের অবজ্ঞা করবে; হ্যাঁ, তারা বলবে: আহাসুয়েরোস রাজা নিজেই ভাশ্তি রানীকে নিজের সামনে আনতে আজ্ঞা দিলেও তিনি এলেন না। [১৮] রানীর তেমন ব্যবহারের কথা শুনে পারসিক ও মেদীয় যত পদস্থ কর্মচারীর স্ত্রী আজ থেকেই রাজার সকল পদস্থ কর্মচারীকে এধরনের কথা বলবেন, তাতে বড় অবমাননা ও ক্রোধের উদ্ভব হবে। [১৯] যদি রাজা ভাল মনে করেন, তবে "ভাশ্তি আহাসুয়েরোস রাজার সম্মুখে আর আসতে পারবেন না" তেমন রাজপত্র জারি করা হোক; এবং এর অন্যথা যেন না হয়, এজন্য এই রাজাজ্ঞা পারসিকদের ও মেদীয়দের বিধানে অন্তর্ভুক্ত হোক। তারপর মহারাজ ভাশ্তির চেয়ে যোগ্য একটি নারীকে রানী-মর্যাদায় উন্নীত করুন। [২০] মহারাজ যে রাজপত্র জারি করবেন, তা যখন তাঁর বিশাল রাজ্যের সব জায়গায় প্রচার করা হবে, তখন সমস্ত স্ত্রীলোক ছোট কি বড় নিজ নিজ স্বামীকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবে।' [২১] কথাটা রাজা ও প্রজাপ্রধানদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হল, তাই রাজা মেমুখানের কথামত কাজ করলেন। [২২] তিনি এক এক প্রদেশের বর্ণমালা অনুসারে ও এক এক জাতির ভাষা অনুসারে রাজার অধীনস্থ সকল প্রদেশে এমন পত্র পাঠালেন, যেন প্রত্যেক পুরুষ নিজ নিজ ঘরে কর্তৃত্ব করে ও তার ইচ্ছামত কথা বলে।

রানীপদে এস্থার

২ [১] এই সমস্ত ঘটনার পরে আহাসুয়েরোস রাজার ক্রোধ প্রশমিত হলে তিনি ভাশ্তিকে, তাঁর ব্যবহার ও তাঁর বিষয়ে যে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, তা স্মরণ করলেন। [২] রাজার পরিচর্যায় নিযুক্ত পরিষদেরা তাঁকে বলল, 'মহারাজের জন্য সুন্দরী যুবতী কুমারীদের খোঁজ করা হোক; [৩] মহারাজ তাঁর রাজ্যের সকল প্রদেশে কর্মচারীদের নিযুক্ত করুন; তারা সেই সকল সুন্দরী যুবতী কুমারীদের শুশান রাজপুরীতে সমবেত করে অন্তঃপুরে নারী-রক্ষক রাজকঞ্চুকী যে হেগাই, তার তত্ত্বাবধানে রাখুক, আর সে নিজেদের সজ্জিত করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু দেবে। [৪] পরে মহারাজ যে কন্যাকে পছন্দ করবেন, তিনি ভাশ্তির পদে রানী হবেন।' এই প্রস্তাবে রাজা সন্তুষ্ট হলেন, আর তিনি সেইমত করলেন।

[৫] সেসময় শুশান রাজপুরীতে বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর একজন ইহুদী বাস করতেন যাঁর নাম মোর্দেকাই; তিনি ছিলেন কীশের প্রপৌত্র, শিমেইয়ের পৌত্র, যায়িরের সন্তান। [৬] যুদা-রাজ যেকোনিয়ার সঙ্গে যে সকল লোক বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার দ্বারা বন্দি অবস্থায় উপনীত হয়েছিল, তাদের মধ্যে কীশকেও যেরুশালেম থেকে দেশছাড়া করা হয়েছিল। [৭] মোর্দেকাই নিজের জেঠার কন্যা হাদাসাকে অর্থাৎ এস্থারকে লালন-পালন করেছিলেন, কারণ এস্থারের পিতা কি মাতা আর ছিলেন না। মেয়েটি সুন্দরী ও রূপবতী ছিলেন; তাঁর পিতামাতার মৃত্যুর পরে মোর্দেকাই তাঁকে আপন মেয়ের মতই গ্রহণ করেছিলেন।

[৮] সেই রাজাজ্ঞা ও রাজপত্র জারীকৃত হলে যখন শুশান রাজপুরীতে অনেক মেয়েকে হেগাইয়ের তত্ত্বাবধানে রাখা হল, তখন এস্থারকেও রাজপ্রাসাদে নেওয়া হল ও নারী-রক্ষক সেই হেগাইয়ের তত্ত্বাবধানে রাখা হল। [৯] হেগাই তরুণীতে প্রীত হল আর তাঁর প্রতি অনুগ্রহের চোখে তাকাল; সে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরন ও খাদ্যের জন্য যত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যবস্থা করল, প্রাসাদের সাতজন বাছাই করা দাসীকে তাঁর জন্য নিযুক্ত করল, এমনকি তাঁর জন্য ও তাঁর দাসীদের জন্য অন্তঃপুরের সবচেয়ে ভাল স্থান ব্যবস্থা করল। [১০] এস্থার নিজের জাতির বা গোত্রের পরিচয় দিলেন না, কারণ মোর্দেকাই তা জানাতে তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। [১১] এস্থার কেমন আছেন ও তাঁর

প্রতি কেমন ব্যবহার করা হয়, তা জানবার জন্য মোর্দেকাই প্রতিদিন অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণের সামনে চলাচল করতেন।

[১২] স্ত্রীলোকদের পক্ষে বারো মাসব্যাপী নিয়মিত প্রস্তুতির পর আহাসুয়েরোস রাজার সামনে যাবার জন্য এক একটি মেয়ের পালা আসত; কেননা তাদের প্রস্তুতির জন্য এত দিন লাগত, বস্তুত ছ'মাস গন্ধরসের তেলের জন্য, এবং বাকি ছ'মাস সেই সুগন্ধি ও প্রসাধনী-সামগ্রীর জন্য, যা নারী-সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে সাধারণত ব্যবহৃত; রাজার কাছে যেতে হলে প্রত্যেকটি যুবতীর জন্য এ-ই ছিল নিয়ম; [১৩] সে রাজপ্রাসাদে যাওয়ার সময়ে অন্তঃপুর থেকে যা কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইত, তাকে তা নিতে দেওয়া হত। [১৪] সে সন্ধ্যাবেলায় যেত, ও পরদিন সকালে উপপত্নীদের রক্ষক রাজকঞ্চুকী শায়াশ্‌গাজের কাছে দ্বিতীয় অন্তঃপুরে ফিরে আসত; রাজা তার প্রতি প্রীত হয়ে তার নাম ধরে না ডাকালে সে রাজার কাছে আর যেত না।

[১৫] মোর্দেকাই তাঁর আপন জেঠা মশায় আবিহাইলের যে মেয়েকে আপন মেয়ের মতই গ্রহণ করেছিলেন, যখন রাজার সাক্ষাতে সেই এস্থারের যাবার পালা হল, তখন এস্থার কিছুই চাইলেন না, কেবল নারী-রক্ষক রাজকঞ্চুকী হেগাই যা যা নির্ধারণ করলেন, তা-ই মাত্র সঙ্গে নিলেন। যে কেউ এস্থারের দিকে তাকাত, তিনি তার অনুগ্রহের পাত্রী হতেন। [১৬] রাজার রাজত্বকালের সপ্তম বর্ষের দশম মাসে অর্থাৎ তেবেথ মাসে এস্থারকে রাজপ্রাসাদে আহাসুয়েরোস রাজার কাছে আনা হল; [১৭] এবং রাজা অন্য সকল নারীর চেয়ে এস্থারেরই প্রতি বেশি আসক্ত হলেন, অন্য সকল যুবতীর চেয়ে তিনিই রাজার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও কৃপার পাত্রী হলেন; তাই রাজা তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে ভাস্তির পদে তাঁকেই রানী করলেন।

[১৮] পরে রাজা তাঁর সমস্ত প্রজাপ্রধানদের ও পরিষদদের জন্য এস্থারের ভোজসভা বলে এক মহাভোজের আয়োজন করলেন, এবং সকল প্রদেশকে ছুটি মঞ্জুর করলেন ও তাঁর রাজকীয় বদান্যতা অনুসারে নানা উপহার দিলেন। [১৯] যখন দ্বিতীয়বারের মত যুবতী কুমারীদের সংগ্রহ করা হল, সেসময়ে মোর্দেকাই রাজদ্বারে নিযুক্ত ছিলেন। [২০] এস্থার মোর্দেকাইয়ের আজ্ঞামত গোত্রের বা জাতির বিষয়ে তখনও কিছুই

বলেননি; কারণ এস্থার মোর্দেকাইয়ের কাছে প্রতিপালিতা হওয়ার সময়ে যেমন করতেন, তখনও সেইমত তাঁর আজ্ঞা মেনে চলতেন।

[২১] সেসময় অর্থাৎ যখন মোর্দেকাই রাজদ্বারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন দ্বাররক্ষকদের মধ্যে বিগ্থান ও তেরেশ নামে রাজপ্রাসাদের দু'জন কঞ্চুকী আহাসুয়েরোস রাজার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে হাত বাড়াতে ষড়যন্ত্র করল। [২২] কিন্তু ব্যাপারটা মোর্দেকাইয়ের জানা হলে তিনি এস্থার রানীকে তা জানালেন, এবং এস্থার মোর্দেকাইয়ের নাম করে রাজাকে তা বললেন। [২৩] তদন্ত করলে ও কথাটা প্রমাণিত হলে সেই দু'জনকে ফাঁসিকাঠে ঝুলানো হল, এবং সেই কথা রাজার সাক্ষাতে স্মরণাবলি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ হল।

হামান ও ইহুদীরা

৩ [১] কিছু দিন পর আহাসুয়েরোস রাজা উচ্চতর পদে উন্নীত করার জন্য আগাগীয় হাম্মেদাথার সন্তান হামানকে বেছে নিলেন। তাকে উচ্চতর পদে উন্নীত করে তিনি তার সকল সহপরিষদের চেয়ে তাকেই উচ্চতর আসন দিলেন। [২] তাই রাজার যে পরিষদেরা রাজদ্বারে থাকত, তারা সকলে হামানের সামনে হাঁটুপাত ও প্রণিপাত করত, কারণ রাজা তার সম্বন্ধে ঠিক এই আজ্ঞা করেছিলেন; কিন্তু মোর্দেকাই হাঁটুপাতও করতেন না, প্রণিপাতও করতেন না। [৩] এজন্য রাজার যে পরিষদেরা রাজদ্বারে থাকত, তারা মোর্দেকাইকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রাজার আজ্ঞা কেন অমান্য করেন?' [৪] কিন্তু তবুও প্রত্যেক দিন তাঁকে একথা বললেও তিনি তাদের কথায় কান দিতেন না। শেষে তারা ব্যাপারটা হামানকে জানাল; আসলে তারা দেখতে চাচ্ছিল, মোর্দেকাই নিজের ব্যবহারে স্থির থাকবেন কিনা, কারণ তিনি তাদের কাছে নিজের ইহুদী পরিচয় দিয়েছিলেন। [৫] হামান নিজে যখন দেখল যে, আসলে মোর্দেকাই তার সামনে হাঁটুপাতও করতেন না, প্রণিপাতও করতেন না, তখন তার অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। [৬] আর যেহেতু তাকে বলা হয়েছিল মোর্দেকাই কোন্ জাতের মানুষ, সেজন্য সে ভাবল যে, সে যে তাঁর উপর হাত তুলবে, কেবল তা-ই করা তাকে মানাবে না, বরং

মোর্দেকাইয়ের জাতিকে, আহাসুয়েরোসের সমগ্র রাজ্যে যত ইহুদী ছিল, তাদের সকলকেই বিনাশ করবে বলে স্থির করল।

[৭] আহাসুয়েরোস রাজার দ্বাদশ বর্ষের প্রথম মাসে, অর্থাৎ নিসান মাসে, হামানের সাক্ষাতে দিন ও মাস নির্ধারণ করার জন্য 'পুর' অর্থাৎ গুলিবাঁট করা হল। গুলিবাঁট দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনেই পড়ল; [৮] তখন হামান আহাসুয়েরোস রাজাকে বলল, 'আপনার রাজ্যের সকল প্রদেশ জুড়ে জাতিগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়া এমন জাতি আছে যা নিজেকে পৃথক রেখেছে; অন্য সকল জাতির বিধানের চেয়ে এ জাতির বিধান ভিন্ন, মহারাজের বিধানও তারা মানে না; সুতরাং তাদের থাকতে দেওয়া মহারাজের উচিত নয়। [৯] মহারাজ এতে প্রীত হলে, তবে তাদের বিনাশ-দণ্ড জারি করা হোক, আর আমি রাজভাণ্ডারে রাখার জন্য রাজকর্মাধ্যক্ষদের হাতে দশ হাজার তলন্ত রুপো দেব।' [১০] তখন রাজা হাত থেকে আঙটি খুলে তা আগাগীয় হাম্মেদাথার সন্তান সেই ইহুদীদের নির্যাতক হামানকে দিলেন। [১১] রাজা হামানকে বললেন, 'টাকাটা রাখ; আর সেই জাতির বিষয়ে তুমি যা খুশি কর।' [১২] প্রথম মাসের ত্রয়োদশ দিনে রাজসচিবদের আহ্বান করা হল; সেদিন সব দিক থেকে হামানের সমস্ত আজ্ঞা অনুসারে রাজার নিযুক্ত ক্ষিতিপালদের ও প্রত্যেক প্রদেশের প্রদেশপালদের এবং প্রত্যেক জাতির প্রধানদের কাছে, প্রত্যেক প্রদেশের বর্ণমালা অনুসারে ও প্রত্যেক জাতির ভাষা অনুসারে পত্র লেখা হল। তেমন রাজপত্র আহাসুয়েরোস রাজার নামে লেখা হল ও রাজার আঙটির সীল দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করা হল। [১৩] পত্রগুলো রাজদূতদের দ্বারা রাজার অধীনস্থ সকল প্রদেশে পাঠানো হল, তাতে এই হুকুম লেখা ছিল যে, আদার মাসের, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনে, একই দিনেই, যুবা-বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রীলোক সমেত সমস্ত ইহুদী মানুষকে সংহার, হত্যা ও বিনাশ করা হবে, এবং তাদের সম্পদ লুট করা হবে।

[১৩ক] *পত্রটার অনুলিপি এ: 'মহারাজ আহাসুয়েরোস হিন্দুস্তান থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত একশ' সাতাশটা প্রদেশের প্রদেশপালদের ও তাদের অধীনস্থ জেলা-প্রশাসকদের সমীপে:*

[১৩খ] *বহুদেশের শীর্ষপদে থাকায় ও সারাবিশ্বের সাম্রাজ্য আমার হাতে থাকায় আমি ক্ষমতার দম্ভে উদ্ধত নয়, বরং সমতা ও কোমলতার সঙ্গে সর্বদাই শাসন চালিয়ে আমার অধীনস্থদের জীবন নিরুদ্বিগ্ন করতে, শান্তশিষ্ট ও চতুঃসীমানা পর্যন্ত নিরাপদই একটা রাজ্য অর্পণ করতে, এবং সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।*

[১৩গ] *তেমন কিছু কেমন করে কার্যকারী করা যেতে পারে, আমি এবিষয়ে আমার মন্ত্রীদের কাছে পরামর্শ চাইলে, হামান—যিনি আমাদের কাছে সুবিবেচনার জন্য বিশিষ্ট, অবিকৃত ভক্তি ও নিশ্চিত বিশ্বস্ততার জন্য চিহ্নিত, এবং রাজ্যের দ্বিতীয় পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি—* [১৩ঘ] *আমাদের একথা জানালেন যে, পৃথিবীতে যত জাতি রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন এক জাতি মিশে গেছে, যে জাতি শত্রুভাবাপন্ন ও নিজেদের বিধিনিয়মে অন্য সকল দেশের চেয়ে ভিন্ন; এই জাতি রাজাজ্ঞা সর্বদাই অবহেলা করে, যার ফলে, আমরা যে সাম্রাজ্য এত অনিন্দনীয়ভাবে চালাচ্ছি, তারা তার সুগতিতে বাধা দেয়।*

[১৩ঙ] *সুতরাং, একথা ভেবে যে, এই জাতি তার অস্বাভাবিক বিধিনিয়মের কারণে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হওয়ায় যে কোন মানুষের সঙ্গে নিত্য বিরোধিতায় রত একমাত্র জাতি, আমাদের সুবিধার বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে, এবং এমন জঘন্য অপকর্মে রত আছে, যা রাজ্যের স্থৈর্যে বাধা দেয়,* [১৩চ] *সেজন্য আমরা এই আদেশ জারি করলাম যে, যিনি আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য নিযুক্ত ও আমাদের পক্ষে দ্বিতীয় পিতার মত, সেই হামানের লেখা পত্রে যে সকল লোক চিহ্নিত আছে, তাদের সকলকে স্ত্রী-পুত্র সমেত, দ্বাদশ মাসের, অর্থাৎ আদার মাসের চতুর্দশ দিনে তাদের শত্রুদের খড়্গের আঘাতে সমূলে উচ্ছেদ করা হবে—তাদের প্রতি দয়া বা ক্ষমাও দেখাতে হবে না,* [১৩ছ] *যেন আমাদের গতকালের ও আজকালের অমঙ্গলের কারণ এক দিনেই পাতালে জোর করে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আমাদের শাসন আগামীকালের জন্য স্থৈর্য ও সুখ ভোগ করতে পারে।'*

[১৪] এই রাজাজ্ঞা যেন প্রত্যেক প্রদেশে বিধান রূপেই জারি করা হয়, এজন্য তার নানা অনুলিপি সকল জাতির কাছে প্রকাশ করা হল, যেন সেই দিনটির জন্য সকলে প্রস্তুত থাকে। [১৫] রাজার আদেশে রাজদূতেরা যত শীঘ্রই রওনা হল; এমনকি, শুশান

রাজপুরীতে রাজাজ্ঞাটা সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকারী করা হল। এবং রাজা ও হামান উৎসব ও পান করতে করতে শুশান নগরী হতভম্ব হয়ে পড়ল।

এস্থার ও তাঁর আপন জাতি

৪ [১] ব্যাপারটা জানতে পেরে মোর্দেকাই নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, চটের কাপড় পরলেন ও মাথায় ছাই মেখে নিলেন। পরে নগরীর মধ্যস্থলে গিয়ে জোর গলায় তিক্তকণ্ঠে চিৎকার করতে লাগলেন। [২] তিনি রাজদ্বার পর্যন্ত গেলেন, কিন্তু চটের কাপড়ে রাজদ্বারে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। [৩] আর প্রত্যেক প্রদেশের যে কোন জায়গায় রাজার আদেশ ও তাঁর আজ্ঞাপত্র এসে পৌঁছলেই সেখানকার ইহুদীদের মধ্যে মহাশোক, উপবাস, কান্না ও বিলাপ হল, এবং অনেকের জন্য চট ও ছাই-ই বিছানা হল।

[৪] যখন এস্থার রানীর দাসীরা ও কঞ্চুকীরা এসে তাঁকে কথাটা জানাল, তখন তিনি মনোবেদনায় অভিভূত হলেন। মোর্দেকাই যেন চটের পরিবর্তে পোশাক পরেন, এই মর্মে তিনি তাঁকে পোশাক পাঠালেন, কিন্তু মোর্দেকাই তা নিতে চাইলেন না। [৫] তখন এস্থার নিজের সেবায় নিযুক্ত রাজকঞ্চুকী হাথাককে ডেকে তাকে আজ্ঞা দিলেন, যেন মোর্দেকাইয়ের কাছে গিয়ে অনুসন্ধান করে, ব্যাপারটা কী, ও কেন তিনি সেইভাবে ব্যবহার করছেন।

[৬] হাথাক রাজদ্বারের উল্টো দিকে নগরীর যে খোলা জায়গা রয়েছে সেখানে মোর্দেকাইয়ের কাছে গেল, [৭] এবং মোর্দেকাই তাঁর নিজের প্রতি যা যা ঘটেছিল, এবং ইহুদীদের বিনাশ করার জন্য হামান যে পরিমাণ রুপোর টাকা রাজভাণ্ডারে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এই সমস্ত কথা তাকে জানালেন। [৮] এবং তাদের বিনাশ করার জন্য যে আজ্ঞাপত্র শুশানে জারি করা হয়েছিল, তার একটা অনুলিপি তাকে দিলেন, এস্থারের অবগতির জন্য তা যেন তাঁকে দেখানো হয়; আবার তার মাধ্যমে তিনি এস্থারকে রাজার কাছে গিয়ে তাঁর দয়া প্রার্থনা করতে ও স্বজাতির হয়ে অনুরোধ রাখতে আজ্ঞা দিলেন।

[৮ক] *তিনি তাঁকে বলে পাঠালেন: ‘তোমার নিম্নাবস্থার সেই দিনগুলির কথা মনে রাখ, যখন আমার নিজের হাত তোমার মুখে খাবার দিত; কেননা, রাজার পরে পদমর্যাদায় যিনি দ্বিতীয় পদের অধিকারী, সেই হামান আমাদের প্রাণদণ্ড ঘটাবার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে। প্রভুকে ডাক, আমাদের সপক্ষে রাজার কাছে কথা বল, মৃত্যু থেকে আমাদের নিস্তার কর!’*

[৯] ফিরে এসে হাথাক মোর্দেকাইয়ের কথা এস্থারকে জানাল, [১০] আর এস্থার মোর্দেকাইয়ের কাছে এই উত্তর দিয়ে বলে পাঠালেন, [১১] ‘রাজ-পরিষদেরা ও প্রদেশগুলির অধিবাসীরা সকলেই একথা জানে যে, পুরুষ কি মহিলা, যে কেউ আহূত না হয়ে ভিতরের প্রাঙ্গণে রাজার সামনে যায়, তার জন্য একটামাত্র ব্যবস্থা নেওয়া হবে—প্রাণদণ্ড! সে-ই মাত্র রেহাই পাবে, যার দিকে রাজা সোনার রাজদণ্ড বাড়াবেন। এখন কথা এ, আজ ত্রিশ দিন চলে গেল, কিন্তু রাজার কাছে যাবার জন্য আমাকে এখনও আহ্বান করা হয়নি।’ [১২] এস্থারের এই কথা মোর্দেকাইকে জানানো হল, [১৩] আর তিনি এস্থারকে এই উত্তর দিয়ে বলে পাঠালেন, ‘রাজপ্রাসাদে আছ বিধায়ই সমস্ত ইহুদীর মধ্যে কেবল তুমিই নিষ্কৃতি পাবে, তা মনে করো না। [১৪] না! এই সময়ে তুমি যদি নীরব থাক, তবে অন্য জায়গা থেকেই ইহুদীদের সহায়তা ও উদ্ধার আসবে, কিন্তু তুমি তোমার পিতৃকুলের সঙ্গে বিনষ্ট হবে। আর কে জানে? হয় তো ঠিক এই সময়ের জন্যই তোমাকে রানীপদে উন্নীত করা হয়েছে!’

[১৫] তখন এস্থার মোর্দেকাইয়ের কাছে এই উত্তর দিয়ে বলে পাঠালেন, [১৬] ‘তুমি গিয়ে শুশানে উপস্থিত সমস্ত ইহুদীকে জড় করে আমার জন্য উপবাস কর; তিন দিন ধরে দিনরাত কিছুই খাবে না, কিছুই পান করবে না। আমার পক্ষ থেকে, আমি ও আমার দাসীরা একইভাবে উপবাস করে থাকব; তারপর আমি রাজার কাছে যাব, তা বিধানবিরুদ্ধ হলেও যাব; আর যদি আমাকে বিনষ্ট হতে হয়, হব।’ [১৭] মোর্দেকাই চলে গেলেন, এবং এস্থারের নির্দেশমত কাজ করলেন।

[১৭ক] পরে তিনি প্রভুর সমস্ত কর্মকীর্তি স্মরণ করে প্রভুর কাছে এই বলে প্রার্থনা করলেন:

[১৭খ] ‘প্রভু, প্রভু, সর্বশক্তিমান রাজা,
সমস্ত কিছুই তোমার ক্ষমতার অধীন,
এবং ইস্রায়েলকে ত্রাণ করার জন্য তোমার দৃঢ় ইচ্ছায়
কেউই তোমার সামনে দাঁড়াতে পারে না।

[১৭গ] তুমি আকাশ, পৃথিবী ও আকাশের নিচে থাকা
সকল আশ্চর্যময় বস্তু নির্মাণ করেছ।
তুমি বিশ্বপ্রভু;
তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে, প্রভু, এমন কেউ নেই।

[১৭ঘ] তুমি সমস্ত কিছু জান:
প্রভু, তুমি তো জান যে,
আমি অহঙ্কারী হামানের সামনে প্রণিপাত করিনি,
আমার তেমন ব্যবহারে
আমি গর্ব, অহঙ্কার বা অসার গৌরব দ্বারা চালিত হইনি;
বস্তুত আমি ইস্রায়েলের পরিত্রাণের জন্য
তার পাদমূলও চুম্বন করতাম!

[১৭ঙ] কিন্তু একটা মানুষের গৌরব
ঈশ্বরের গৌরবের উপরে না রাখার উদ্দেশ্যেই
আমি সেইভাবে ব্যবহার করেছি;
আমি কারও সামনে প্রণিপাত করব না,
কেবল তোমারই সামনে প্রণিপাত করব
—তুমি যে আমার প্রভু!—
আর আমার তেমন ব্যবহার অহঙ্কার-জনিত নয়।

[১৭চ] এখন, হে প্রভু ঈশ্বর,
হে রাজন্‌, হে আব্রাহামের ঈশ্বর,
তোমার আপন জনগণকে রেহাই দাও!
কেননা ওরা আমাদের বিনাশের জন্য চক্রান্ত করছে;

অতীতকাল থেকে যা তোমার আপন উত্তরাধিকার,
ওরা তা-ই ধ্বংস করতে মতলব করছে।
[১৭ছ] মিশর দেশ থেকে
তুমি যে স্বত্বাংশ নিজেরই হবার জন্য মুক্ত করেছ,
তার প্রতি অবহেলা করো না।
[১৭জ] আমার প্রার্থনা শোন,
তোমার উত্তরাধিকারের প্রতি প্রসন্নতা দেখাও;
আমাদের শোক আনন্দে পরিণত কর,
যেন বেঁচে থেকে আমরা, হে প্রভু,
তোমার নামকীর্তন করতে পারি।
যারা তোমার স্তুতিগান করে,
তাদের মুখ স্তব্ধ করা হবে এমনটি হতে দিয়ো না।'

[১৭ঝ] গোটা ইস্রায়েল যথাশক্তিতে চিৎকার করছিল, যেহেতু মৃত্যু তাদের সম্মুখীন ছিল।

[১৭ঞ] এস্থার রানীও তেমন মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে প্রভুর কাছে আশ্রয় নিলেন। পর্বীয় পোশাক ছেড়ে দুর্দশা ও শোকের কাপড় পরলেন; দামী সুগন্ধি তেলের বদলে মাথায় ছাই ও গোবর মেখে নিলেন; কঠোরভাবে দেহসংযম করলেন, এবং তাঁর আগেকার আনন্দপূর্ণ অলঙ্কারের স্থান এখন তাঁর ছিঁড়ে ফেলা চুলে ভরে গেল। পরে তিনি এই বলে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সেই প্রভুকে মিনতি জানালেন:

[১৭ট] 'হে আমার প্রভু, হে আমাদের রাজা, তুমি অদ্বিতীয়!
আমার সহায়তায় এসো, আমি তো একাকিনী,
আর তুমি ছাড়া আমার অন্য সহায়তা নেই;
আমার সামনে মহাবিপদ উপস্থিত!

[১৭ঠ] জন্ম থেকে, আমার মাতাপিতার কোলে থাকতেই
আমি একথা শুনেছি যে,
তুমি, প্রভু, সকল দেশের মধ্য থেকে ইস্রায়েলকে,

ও তাঁদের পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদেরই
তোমার চিরকালীন উত্তরাধিকার হবার জন্য বেছে নিয়েছ,
এবং তাঁদের কাছে যা করবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলে,
তাঁদের প্রতি সেইমত করেছ।

[১৭ড] কিন্তু আমরা এখন তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি,
আর তুমি আমাদের শত্রুদের হাতে আমাদের তুলে দিয়েছ,
কারণ আমরা তাদের দেবতাদের প্রতি গৌরব আরোপ করেছি।
প্রভু, তুমি ধর্মময়!

[১৭ঢ] কিন্তু এখন আমাদের দাসত্বের তিক্ততা
তাদের কাছে আর যথেষ্ট হচ্ছে না;
না, তাদের দেবতাদের কাছে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে,
তোমার আপন ওষ্ঠ যে বিধি উচ্চারণ করেছে,
তারা তা বাতিল করে দেবে,
তোমার উত্তরাধিকারকে নিঃশেষ করবে,
যারা তোমার প্রশংসা করে, তাদের মুখ স্তব্ধ করে দেবে,
তোমার গৃহের গৌরব ও তোমার যজ্ঞবেদি নিভিয়ে দেবে,
[১৭ণ] অপরদিকে তারা বিজাতীয়দের মুখ খুলে দেবে,
তারা যেন অসার দেবতাদের প্রশংসা করে
ও রক্তমাংসের একটা রাজার প্রতি
দৈবমর্যাদা চিরকালের মত আরোপ করে।

[১৭ত] প্রভু, তোমার রাজদণ্ড ছেড়ে দিয়ো না এমন দেবতাদের হাতে
যাদের কোন অস্তিত্বও নেই।
এমনটি হতে দিয়ো না যে,
আমাদের পতন হবে তাদের হাসির কারণ।
বরং তাদের এই সঙ্কল্প তাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে ফেরাও,
এবং যে মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে এই নির্যাতন চালাচ্ছে,

দারুণ শাস্তিদানে তাকে দণ্ডিত কর।

[১৭থ] প্রভু, স্মরণ কর!
আমাদের সঙ্কটের দিনে দেখা দাও!
আমাকে, এই আমাকে সাহস দান কর,
হে দেবতাদের রাজা, হে সমস্ত কর্তৃত্বের প্রভু!

[১৭দ] আমি যখন সিংহের সম্মুখীন হব,
তখন আমার মুখে সুচিন্তিত বাণী রাখ;
তার হৃদয়কে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে ফেরাও,
সেই শত্রু ও তার মত যারা,
তারা সকলেই যেন বিনষ্ট হয়!

[১৭ধ] আর এই আমাদের, তোমার হাত দ্বারা তুমি আমাদের নিস্তার কর,
আমার সহায়তায় এসো, আমি তো একাকিনী,
আর তুমি ছাড়া, প্রভু, আমার পক্ষে অন্য কেউ নেই!

[১৭ন] তুমি সবকিছুই জান;
এও জান যে, ভক্তিহীনদের গৌরব আমার বিতৃষ্ণার পাত্র,
আমি অপরিচ্ছেদিতদের ও সমস্ত বিজাতীয়দের শয্যা ঘৃণা করি।
[১৭ফ] তুমি আমার প্রয়োজন জান,
এও জান যে,
যেদিন আমাকে রাজপ্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়,
সেদিন যে কাপড় আমার মাথা ভূষিত করে,
আমি রাজমর্যাদার সেই প্রতীক-চিহ্নও ঘৃণা করি—
দূষিত একটা কাপড়ের মতই তা ঘৃণা করি;
এবং আমার বিরতির দিনে তা মাথায় জড়াই না।
[১৭ব] তোমার এই দাসী হামানের খাবার টেবিলে বসেনি,
রাজার ভোজসভাকেও মর্যাদা দেয়নি,
পানীয়-নৈবেদ্যের পানীয়ও মুখে দেয়নি।

[১৭ভ] না, যেদিন তোমার দাসী এই নবীন অবস্থায় এসেছে,
সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে তোমাতে ছাড়া,
হে প্রভু, আব্রাহামের ঈশ্বর,
অন্য কিছুতেই আনন্দ পায়নি।

[১৭ম] যাঁর শক্তি সকলকেই নত করে হে ঈশ্বর,
হতভাগাদের কণ্ঠস্বর শোন!
দুর্জনদের হাত থেকে আমাদের নিস্তার কর,
আমার নিজের ভয় থেকে আমাকে নিস্তার কর!'

রাজার সাক্ষাতে এস্থার

৫ [১] তৃতীয় দিনে, প্রার্থনা শেষে তিনি শোকের কাপড় ছেড়ে তাঁর পূর্ণ গৌরবে নিজেকে সজ্জিতা করলেন। সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠে তিনি সেই ঈশ্বরকে ডাকলেন, যিনি সকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন ও সকলের পরিত্রাণ সাধন করেন; তিনি দু'জন দাসীকে সঙ্গে নিলেন; একজনের উপর মধুর কোমলতার সঙ্গে ভর করছিলেন, অপর একজন তাঁর পিছু পিছু এসে তাঁর উত্তরীয় উচ্চ করে রাখছিল। [১ক] তাঁর সৌন্দর্যের জ্যোতিতে তাঁর চেহারা গোলাপী দেখাচ্ছিল, তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দ ও প্রেম বিকিরণ করছিল, অথচ তাঁর হৃদয় ছিল ভয়ে অবরুদ্ধ। [১খ] সকল রাজদ্বার একটার পর একটা পার হয়ে তিনি হঠাৎ রাজার সাক্ষাতে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা রাজাসনে আসীন ছিলেন, ছিলেন তাঁর সমস্ত রাজকীয় পোশাকে পরিবৃত, সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তায় উজ্জ্বল—একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য! [১গ] তিনি মহিমাপূর্ণ মুখমণ্ডল উচ্চ করে রোষের আতিশয্যে তাঁর দিকে তাকালেন। রানী মূর্ছা গেলেন, তাঁর মুখের রঙ ফেকাশে হল, তাঁর মাথা তাঁর সঙ্গিনী দাসীর উপর পড়ল। [১ঘ] কিন্তু ঈশ্বর রাজার মন কোমলতায় ফেরালেন, আর রাজা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে রাজাসন থেকে লাফ দিয়ে তাঁকে নিজের বাহুতে বরণ করলেন। এস্থারের জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁকে বরণ করে তিনি আশ্বাসজনক কথা বলতে থাকলেন; তিনি বললেন, [১ঙ] 'এস্থার, ব্যাপারটা কী? আমি তোমার ভাই! সাহস ধর, তোমাকে মরতে হবে না; আমাদের আজ্ঞা শুধু জনসাধারণেরই জন্য।

কাছে এসো!’ [২] সোনার রাজদণ্ড উচ্চ করে তা তাঁর গলায় রাখলেন, এবং তাঁকে চুম্বন করে বললেন, ‘আমার সঙ্গে কথা বল!’ [২ক] এস্থার তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, আমার চোখে আপনাকে ঈশ্বরের এক দূতের মত দেখাচ্ছিল, আপনার গৌরবের সামনে আমার হৃদয় আলোড়িত হল। কেননা, প্রভু, আপনি অপরূপ, আপনার মুখমণ্ডল প্রসাদে পরিপূর্ণ।’ [২খ] কিন্তু একথা বলতে বলতে তিনি আবার মূর্ছা গেলেন; তাতে রাজা আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, আর তাঁর পরিষদেরা সকলে এস্থারকে উজ্জীবিত করতে চেষ্টা করতে লাগল।

[৩] রাজা তখন বললেন, ‘এস্থার রানী, ব্যাপারটা কী? আমাকে বল, তোমার কী যাচনা? রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হলেও তা তোমাকে দেওয়া হবে।’ [৪] এস্থার উত্তরে বললেন, ‘মহারাজ এতে প্রীত হলে, তবে আমি আপনার জন্য যে ভোজের আয়োজন করেছি, মহারাজ ও হামান সেই ভোজে আসুন।’ [৫] রাজা বললেন, ‘হামানকে সঙ্গে সঙ্গে আসতে বল, যেন এস্থারের বাসনা পূর্ণ হয়।’ তাই এস্থার যে ভোজের আয়োজন করেছিলেন, রাজা ও হামান সেই ভোজে গেলেন।

[৬] ভোজ শেষের দিকে রাজা এস্থারকে বললেন, ‘তোমার কী অনুরোধ? তা তোমাকে মঞ্জুর করা হবে। তোমার কী যাচনা? রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হলেও তার সিদ্ধি হবে।’ [৭] এস্থার উত্তরে বললেন, ‘আমার অনুরোধ ও আমার যাচনা এই: [৮] আমি যদি মহারাজের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, এবং আমার অনুরোধ গ্রাহ্য করতে ও আমার যাচনা পূরণ করতে যদি মহারাজের ভাল মনে হয়, তবে আমি আপনাদের জন্য আগামীকাল যে ভোজের আয়োজন করব, মহারাজ ও হামান সেই ভোজে আসুন; তখনই আমি মহারাজের জিজ্ঞাসার উত্তর দেব।’

মোরদেকাইয়ের জন্য ফাঁসিকাঠ

[৯] সেদিন হামান উল্লসিত মনে ও প্রফুল্লচিত্তে বিদায় নিল, কিন্তু যখন রাজদ্বারে মোর্দেকাইয়ের দেখা পেল, এবং তিনি তার সামনে উঠে দাঁড়ালেন না, সরলেনও না, তখন মোর্দেকাইয়ের প্রতি হামানের অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। [১০] তথাপি হামান ক্রোধ চেপে রেখে নিজের বাড়িতে এসে তার বন্ধুদের ও তার স্ত্রী জেরেশকে ডাকিয়ে আনল। [১১] হামান তাদের কাছে নিজের গৌরবময় ঐশ্বর্য ও নিজের বহু

ছেলেদের কথা, এবং রাজা কেমন করে সমস্ত ব্যাপারে তাকে উচ্চ পদে উন্নীত করেছেন ও কেমন করে তাকে প্রজাপ্রধানদের ও রাজার পরিষদদের চেয়ে মহত্তর মর্যাদা দিয়েছেন, এই সমস্ত কথা তাদের কাছে বর্ণনা করল। [১২] হামান আরও বলল, 'এস্থার রানী তাঁর আয়োজিত ভোজে রাজার সঙ্গে আর কাউকেও নিমন্ত্রণ করেননি, কেবল আমাকেই নিমন্ত্রণ করলেন; এমনকি, আগামীকালও আমি রাজার সঙ্গে তাঁর কাছে নিমন্ত্রিত। [১৩] কিন্তু এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও আমার অন্তরে শান্তি হয় না, যেহেতু আমাকে সবসময়ই রাজদ্বারে বসা সেই ইহুদী মোর্দেকাইকে দেখতে হচ্ছে!' [১৪] তখন তার স্ত্রী জেরেশ ও তার সকল বন্ধু তাকে বলল, 'তুমি পঞ্চাশ হাত উচ্চ এক ফাঁসিকাঠ প্রস্তুত করাও, আর আগামীকাল রাজাকে বল, যেন মোর্দেকাইকে তাতে ঝুলানো হয়; তারপর প্রফুল্লমনে রাজার সঙ্গে ভোজে যাও।' সেই কথায় প্রীত হয়ে হামান ফাঁসিকাঠটা প্রস্তুত করাল।

সম্মানের পাত্র মোরদেকাই

৬ [১] সেই রাতে রাজা ঘুমোতে পারলেন না; তিনি স্মরণাবলি-পুস্তক অর্থাৎ রাজ-স্মরণাবলি আনতে আজ্ঞা দিলেন, আর রাজার সামনে পুস্তকটা পাঠ করে শোনানো হল। [২] তার মধ্যে লেখা এই কথা পাওয়া গেল: রাজার কঞ্চুকী বিগ্‌থান ও তেরেশ নামে দু'জন দ্বাররক্ষক আহাসুয়েরোস রাজার বিরুদ্ধে হাত বাড়াবার মতলব করলে মোর্দেকাই তাদের সেই মতলবের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। [৩] রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ব্যাপারে মোর্দেকাইকে সম্মান ও মর্যাদা দেবার জন্য কী করা হল?' রাজার পরিচর্যায় নিযুক্ত লোকেরা বলল, 'তাঁর জন্য কিছুই করা হয়নি।'

[৪] রাজা বললেন, 'প্রাঙ্গণে কে আছে?' ঠিক তখনই হামান তার প্রস্তুত করা ফাঁসিকাঠে মোর্দেকাইকে ঝুলিয়ে দেবার জন্য রাজার কাছে অনুরোধ করতে রাজপ্রাসাদের বহিঃপ্রাঙ্গণে এসেছিল। [৫] রাজার সেই লোকেরা বলল, 'দেখুন, হামান প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছেন।' রাজা বললেন, 'সে ভিতরে আসুক।' [৬] হামান ভিতরে এলে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যার উপরে রাজা সমাদর আরোপ করতে প্রীত, তার প্রতি কী করা উচিত?' হামান মনে মনে ভাবল, 'আমার উপরে ছাড়া রাজা আর কার্

উপরেই বা সমাদর আরোপ করতে প্রীত হবেন?’ [৭] তাই হামান রাজাকে বলল, ‘মহারাজ যার উপরে সমাদর আরোপ করতে প্রীত, [৮] তাকে দেওয়া হোক একটা রাজকীয় পোশাক যা মহারাজ নিজেই ব্যবহার করেছেন এবং একটা ঘোড়া যার পিঠে মহারাজ নিজেই চড়েছেন—সেই ঘোড়া যার মাথায় একটা রাজমুকুট বসানো আছে। [৯] সেই পোশাক ও সেই ঘোড়া মহারাজের একজন অতি বিশিষ্ট লোকের হাতে দেওয়া হোক, এবং মহারাজ যার উপরে সমাদর আরোপ করতে প্রীত, সে সেই রাজকীয় পোশাকে পরিবৃত হোক, পরে তাকে সেই ঘোড়ার পিঠে শহরের ময়দানে নিয়ে যাওয়া হোক, এবং তার আগে আগে এই কথা ঘোষণা করা হোক: রাজা যাঁর উপরে সমাদর আরোপ করতে প্রীত, তাঁর প্রতি তেমনই পুরস্কার!’

[১০] রাজা হামানকে বললেন, ‘শীঘ্রই, সেই পোশাক ও ঘোড়া নিয়ে তুমি যেমন বললে, রাজদ্বারে বসা ইহুদী মোর্দেকাইয়ের প্রতি ঠিক সেইমত কর; তুমি যা কিছু বললে, তার কিছুই যেন বাকি না পড়ে।’ [১১] তখন হামান সেই পোশাক ও ঘোড়া নিল, মোর্দেকাইকে পোশাক পরিয়ে দিল এবং ঘোড়ার পিঠে শহরের ময়দানে নিয়ে গেল, আর তাঁর আগে আগে ঘোষণা করল, ‘রাজা যাঁর উপরে সমাদর আরোপ করতে প্রীত, তাঁর প্রতি তেমনই পুরস্কার!’

[১২] তারপর মোর্দেকাই রাজদ্বারে ফিরে গেলেন, কিন্তু হামান শোকান্বিত হয়ে মুখে একটা পরদা দিয়ে শীঘ্রই বাড়িতে চলে গেল। [১৩] হামান তার স্ত্রী জেরেশকে ও তার সকল বন্ধুকে সেই সবকিছু বর্ণনা করল যা তার প্রতি ঘটেছিল; তার সেই জ্ঞানী লোকেরা ও তার স্ত্রী জেরেশ তাকে বলল, ‘যার সামনে তোমার এই পতনের আরম্ভ হল, সেই মোর্দেকাই যেহেতু ইহুদী বংশের মানুষ, সেজন্য তুমি সেই বংশের সামনে কিছুতেই দাঁড়াতে পারবে না, তার সামনে তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী!’ [১৪] তারা তার সঙ্গে কথাবার্তা করছে, এমন সময় রাজকঞ্চুকীরা এসে এস্থারের আয়োজিত ভোজে হামানকে শীঘ্রই নিয়ে গেল।

হামানের মৃত্যু

৭ [১] রাজা ও হামান এস্থার রানীর আয়োজিত ভোজে গেলেন, [২] এবং এই দ্বিতীয় দিনে ভোজ শেষের দিকে রাজা এস্থারকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এস্থার রানী, আমাকে বল, তোমার কী অনুরোধ? আমি তা পূরণ করব। তোমার কী যাচনা? রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হলেও, তুমি ইচ্ছা করলে তা তোমার হবে।' [৩] এস্থার রানী উত্তরে বললেন, 'মহারাজ, আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, যদি মহারাজ ভাল মনে করেন, তবে আমার নিজের প্রাণ মঞ্জুর করা হোক—এ আমার অনুরোধ; এবং আমার আপন জাতির প্রাণকে রেহাই দেওয়া হোক—এ আমার যাচনা। [৪] কারণ আমি ও আমার স্বজাতি, সংহার, হত্যা ও বিনাশের উদ্দেশ্যেই এই আমাদের বিক্রি করা হয়েছে। কেবল দাসদাসী হবার জন্যই আমাদের যদি বিক্রি করা হত, তবে আমি নীরব থাকতাম; কিন্তু এই পরিস্থিতিতে, মহারাজের যে ক্ষতি করা হচ্ছে, আমাদের নির্যাতকের পক্ষে তার ক্ষতিপূরণ করার সাধ্য হবে না।' [৫] আহাসুয়েরোস রাজা সঙ্গে সঙ্গেই এস্থার রানীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যার অন্তর এমন মতলবে ভরা, সে কে? সে কোথায়?' [৬] এস্থার উত্তরে বললেন, 'সেই নির্যাতক? সেই শত্রু? সে তো এই দুর্জন হামান!' তখন হামান রাজার ও রানীর সামনে সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ল। [৭] রোষ-ভরা অন্তরে রাজা ভোজ ছেড়ে রাজপ্রাসাদের উদ্যানে চলে গেলেন; আর হামান এস্থার রানীর কাছে নিজের প্রাণ ভিক্ষার জন্য সেখানে দাঁড়াল, কেননা সে স্পষ্টই দেখল যে, রাজার পক্ষ থেকে তার বিনাশ অবধারিত।

[৮] রাজা প্রাসাদের উদ্যান থেকে ভোজ-কক্ষে ফিরে আসছেন, এমন সময় এস্থার যে আসনে বসে আছেন, হামান তার উপরে পড়ে রয়েছে; তখন রাজা বলে উঠলেন, 'এ কি! লোকটা আমার নিজের বাড়ির মধ্যে, আমার চোখের সামনেই কি রানীকে মানভ্রষ্টাও করবে?' রাজার মুখ থেকে এই কথা বেরিয়ে আসামাত্র হামানের মুখে একটা পরদা দেওয়া হল। [৯] রাজার উপস্থিতিতে হার্বোনা নামে একজন কঞ্চুকী বলল, 'ওই যে! সেই পঞ্চাশ হাত উচ্চ ফাঁসিকাঠও আছে; যা হামান সেই মোর্দেকাইয়ের জন্যই তৈরি করেছিল, যিনি একসময় মহারাজের বড় সুবিধার জন্য কথা বলেছিলেন; তা তার নিজের বাড়িতেই প্রস্তুত আছে।' রাজা বললেন, 'একে তাতে ঝুলিয়ে দাও!' [১০] ফলে

হামান মোর্দেকাইয়ের জন্য যে ফাঁসিকাঠ তৈরি করেছিল, ঠিক তাতেই তাকে ঝুলানো হল; এবং রাজার ক্রোধ প্রশমিত হল।

ইহুদীরাই রাজ-প্রসন্নতার পাত্র

৮ [১] একই দিনে আহাসুয়েরোস রাজা এস্থার রানীকে ইহুদীদের নির্যাতক সেই হামানের বাড়ি দান করলেন। মোর্দেকাই রাজার কাছে এসে উপস্থিত হলেন, কেননা মোর্দেকাই এস্থারের কে, একথা এস্থার জানিয়েছিলেন। [২] রাজা হামান থেকে যে আঙটি আনিয়েছিলেন, তা খুলে মোর্দেকাইকে দিলেন এবং এস্থার হামানের বাড়ির উপরে মোর্দেকাইকে নিযুক্ত করলেন।

[৩] এস্থার রাজার কাছে আবার অনুরোধ রাখলেন ও তাঁর পায়ে পড়ে হাহাকার করতে করতে আগাগীয় হামানের শঠতার ফল, অর্থাৎ ইহুদীদের বিরুদ্ধে তার সঙ্কল্পিত মতলব রোধ করার জন্য তাঁর কাছে সাধাসাধি করলেন। [৪] রাজা এস্থারের দিকে সোনার রাজদণ্ড বাড়ালে এস্থার উঠে রাজার সামনে দাঁড়ালেন; [৫] তিনি বললেন, 'যদি মহারাজ ভাল মনে করেন, যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, যদি এই কাজ মহারাজের দৃষ্টিতে ন্যায্য মনে হয় ও আমি তাঁর গ্রহণীয়া হই, তবে মহারাজের অধীনে যত প্রদেশ রয়েছে, সেখানকার নিবাসী ইহুদীদের বিনাশ করার জন্য আগাগীয় হাম্মেদাথার সন্তান হামানের মতলব-সংক্রান্ত যে সকল পত্র লেখা হয়েছে, সেই সকল পত্র ব্যর্থ করার জন্য উপযুক্ত হুকুম লেখা হোক। [৬] কেননা আমার জাতির প্রতি যে অমঙ্গল ঘটতে যাচ্ছে, তা দেখে আমি কেমন করে দাঁড়াতে পারব? আমার আপন জ্ঞাতিকুটুম্বের বিনাশ দেখে কেমন করে দাঁড়াতে পারব?'

[৭] আহাসুয়েরোস রাজা এস্থার রানীকে ও ইহুদী মোর্দেকাইকে বললেন, 'দেখ, আমি এস্থারকে হামানের বাড়ি দিয়েছি, এবং হামানকে ফাঁসিকাঠে ঝুলানো হয়েছে, কেননা সে ইহুদীদের উপরে হাত বাড়াচ্ছিল। [৮] এখন তোমরা যেমন ভাল মনে কর রাজার নামে ইহুদীদের পক্ষে পত্র লেখ, ও রাজার আঙটির সীল দ্বারা তা মুদ্রাঙ্কিত কর; কেননা যা কিছু রাজার নামে লেখা ও রাজার আঙটির সীল দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয়, তা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়।' [৯] তখন তৃতীয় মাসের অর্থাৎ সিবান মাসের ত্রয়োবিংশ

দিনে রাজকর্মসচিবদের আহ্বান করা হল, আর মোর্দেকাইয়ের সমস্ত নির্দেশ অনুসারে ইহুদীদের, ক্ষিতিপালদের এবং হিন্দুস্তান থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত একশ' সাতাশটা প্রদেশের মধ্যে প্রতিটি প্রদেশের বর্ণমালা অনুসারে ও প্রতিটি জাতির ভাষা অনুসারে প্রদেশপালদের ও প্রদেশগুলোর প্রজাপ্রধানদের কাছে এবং ইহুদীদের বর্ণমালা ও ভাষা অনুসারে তাদেরও কাছে পত্র লেখা হল। [১০] পত্রটা আহাসুয়েরোস রাজার নামে লেখা ও রাজার আঙটির সীল দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হল, পরে রাজার নিজের অশ্বপালন-প্রতিষ্ঠানের ঘোড়ার পিঠে বসা ধাবকদের হাত দ্বারা সেই সকল পত্র পাঠানো হল। [১১] তেমন পত্রগুলো দ্বারা রাজা ইহুদীদের এই অনুমতি দিলেন যে, তারা প্রতিটি শহরে সমবেত হয়ে নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য দাঁড়াতে পারবে, এবং যে কোন জাতি বা প্রদেশের বিরোধী দল অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তাদের, তাদের ছেলেমেয়েদের ও বধূদের আক্রমণ করবে, তারা সেই দলকে সংহার করতে, বধ করতে ও বিনাশ করতে পারবে, এবং তাদের সম্পত্তি লুট করতে পারবে। [১২] আহাসুয়েরোস রাজার অধীনস্থ সকল প্রদেশে তা একই দিন থেকে, অর্থাৎ আদার মাসের, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিন থেকেই কার্যকারী হবে।

[১২ক] *এই সমস্ত ঘটনাসংক্রান্ত যে পত্র, তার অনুলিপি এ :*

[১২খ] *'মহারাজ আহাসুয়েরোস হিন্দুস্তান থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত একশ' সাতাশটা প্রদেশের ক্ষিতিপালদের সমীপে; যারা আমাদের সুখ-সুবিধার শুভাকাঙ্ক্ষী, তাদেরও সমীপে: শুভেচ্ছা!*

[১২গ] *বহু লোক আছে, যারা তাদের উপকারীদের পরম বদান্যতায় যত সম্মানিত হয়, তত উদ্ধত হয়। আমাদের প্রজাদের অনিষ্ট ঘটাবার প্রচেষ্টা তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তারা বরং নিজেদের অহঙ্কারের ভার সহ্য করতে অক্ষম হয়ে তাদের উপকারীদের বিরুদ্ধেও চক্রান্ত করে।* [১২ঘ] *মানুষের হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা মুছে ফেলতেই শুধু তুষ্ট নয়, বরং মঙ্গল জানে না এমন লোকদের দাম্ভিক কোলাহলে উত্তেজিত হয়ে তারা ঈশ্বরকেও এড়াবার প্রত্যাশা করে, যিনি সর্বদ্রষ্টা, তাঁর সেই ন্যায়ও এড়াবার প্রত্যাশা করে, যা অনিষ্ট ঘৃণা করে।*

[১২ঙ] *এভাবে কর্তৃপক্ষ-পদে নিযুক্ত মানুষদের সম্বন্ধে প্রায়ই এমনটি ঘটেছে যে, রাষ্ট্রীয় পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়ে ও সেই বন্ধুদের দ্বারা*

প্রভাবান্বিত হয়ে তারা তাদের সঙ্গে নির্দোষীর রক্তপাতের জন্য দায়ী হয়েছে ও এমন অমঙ্গলের মধ্যে মিশে গেছে, যা প্রতিকারের অতীত; [১২চ] *কেননা ধূর্ত প্রকৃতির মানুষদের মিথ্যা যুক্তি শাসনকর্তাদের উৎকৃষ্ট সদ্ভাবকে ভ্রষ্ট করেছে।* [১২ছ] *তেমন কিছু কেবল সেই অতীতকালের ইতিহাসেই প্রমাণিত নয়, যার কথা আমি এইমাত্র ইঙ্গিত করলাম; বরং অযোগ্য রাজকর্মচারীদের মহামারী দ্বারা পরিকল্পিত সেই নানা অপকর্মেও প্রকাশ পায়, যা সকলেরই দৃষ্টিগোচর!* [১২জ] *ভবিষ্যতের জন্য আমরা এমন ব্যবস্থায় অবলম্বন করব, যেন সকল মানুষ নির্ভয়ে রাজ্যের সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারে;* [১২ঝ] *এই উদ্দেশ্যে আমরা উপযুক্ত পরিবর্তন ঘটাব, এবং যত সমস্যা আমাদের দৃষ্টিগোচরে আনা হয়, সমতাপূর্ণ মনোভাবেই তা সর্বদা বিচার করব।*

[১২ঞ] *ঠিক তেমনি ঘটল মাকিদনীয় হাম্মেদাথার সন্তান সেই হামানের বেলায়, যার রক্তে পারসিক রক্তবিন্দুও নেই ও আমাদের মঙ্গলময়তা থেকে বহুদূরবর্তী যে ব্যক্তি— যদিও সে আমাদের আতিথেয়তা ভোগ করল!* [১২ট] *যে সদ্ভাব আমরা সমস্ত দেশের প্রতি দেখাই, সে সেই সদ্ভাবের এমন বিশিষ্ট পাত্র হয়েছিল যে, তাকে আমাদের নিজেদের দ্বিতীয় পিতা বলেই ঘোষণা করা হয়েছিল, এবং মর্যাদা ক্ষেত্রে সে ছিল রাজ্যের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব; বস্তুত প্রণিপাত দ্বারাই তার প্রতি সম্মান দেখানো হত।* [১২ঠ] *কিন্তু পদমর্যাদার ভার বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে সে রাজ্য ও জীবন থেকেও আমাদের বঞ্চিত করবে বলে চক্রান্ত আঁটল।* [১২ড] *আর শুধু তা নয়, মিথ্যা ও বাঁকা যুক্তি দ্বারা সে চাইল আমাদের ত্রাণকর্তা ও ধ্রুব উপকর্তা মোর্দেকাইয়ের প্রাণদণ্ড, আমাদের নিজেদের রাজমর্যাদার অনিন্দনীয়া অংশী সেই এস্থারের ও তাঁর সমস্ত জাতিরও প্রাণদণ্ড চাইল!* [১২ঢ] *তেমন উপায় দ্বারা সে মনে করছিল, আমাদের অসহায় করে ফেলবে, এবং এর ফলে পারসিক রাজ্যকে মাকিদনীয়দের হাতে হস্তান্তর করবে।*

[১২ণ] *অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সেই চরম পাষণ্ড যাদের নিঃশেষ বিনাশেই নিরূপণ করেছিল, সেই ইহুদীরা কোন মতে অপকর্মা নয়, এমনকি, ন্যায্যতম বিধান দ্বারাই তারা শাসিত;* [১২ত] *তারা মহান ও জীবনময় ঈশ্বর সেই পরাৎপরের সন্তান, যিনি আমাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি প্রসন্নতা দেখিয়ে আমাদের রাজ্যকে উত্তম সমৃদ্ধিতে চালিত করেন।* [১২থ] *সুতরাং তোমাদের পক্ষে এ বাঞ্ছনীয় হবে যে, হাম্মেদাথার সন্তান হামান যে সমস্ত পত্র লিখে পাঠিয়েছিল, তোমরা সেগুলোর নির্দেশ*

অনুসারে কাজ করবে না; কেননা তেমন ষড়যন্ত্র যে এঁটেছে, সেই হামানকে তার সমস্ত পরিজন সহ শুশানের নগরদ্বারে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে: এ ন্যায্য শাস্তি! এমন শাস্তি, যা বিশ্বপতি স্বয়ং ঈশ্বর ইতস্তত না করে তার উপর নামিয়ে এনেছেন। [১২দ] *তোমরা বরং এই বর্তমান পত্রের অনুলিপি সকল স্থানে প্রকাশ করবে, ইহুদীদের এমনটি করতে দেবে, যেন তারা সমস্ত নিরাপত্তার সঙ্গে তাদের বিধিনিয়ম মেনে চলতে পারে; এবং নির্যাতনের দিনে—আদার মাসের, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনে—যারা তাদের আক্রমণ করতে চেষ্টা করবে, তেমন আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করতে তোমরা দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের সাহায্য করবে।* [১২ধ] *কেননা বিশ্বপতি ঈশ্বর তাঁর মনোনীত জাতির জন্য সেই দিনটিকে বিনাশের দিন থেকে আনন্দেরই দিনে পরিণত করেছেন।*

[১২ন] *আর তোমাদের মহা স্মরণ-পর্বগুলিতে তোমরা সব রকম ভোজসভায় এই দিনটিকে উদ্‌যাপন করবে, যেন এখন ও ভাবীকালে তেমন দিন তোমাদের ও সদিচ্ছার পারসিকদের জন্য পরিত্রাণের স্মৃতি-দিবস, এবং তোমাদের শত্রুদের জন্য বিনাশের স্মৃতি-দিবস হয়।*

[১২প] *যে সমস্ত শহর, এবং আরও সাধারণভাবে, যে সমস্ত স্থান এই নির্দেশ মেনে চলবে না, তা খড়্গ ও আগুন দ্বারা নির্মমভাবে নিঃশেষ করা হবে; তা মানুষের কাছে অগম্য হবে শুধু নয়, বন্যজন্তু ও পাখিদের কাছেও চরম ঘৃণার বস্তু হবে চিরকাল ধরে।’*

[১৩] প্রতিটি প্রদেশে যে রাজাজ্ঞা জারীকৃত হওয়ার কথা, সেই রাজাজ্ঞার একটা অনুলিপি সকল জাতির কাছে জানানো হল, যেন ইহুদীরা সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হয়ে তাদের শত্রুদের উপরে প্রতিশোধ নিতে পারে। [১৪] তাই রাজকীয় দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে সেই ধাবকেরা রাজার আজ্ঞায় প্রেরণা ও আগ্রহে পূর্ণ হয়ে রওনা হল; রাজাজ্ঞাটি শুশান রাজপুরীতেও প্রচারিত হল।

[১৫] মোর্দেকাই নীল ও সাদা রাজকীয় পোশাকে পরিবৃত হয়ে, সোনার বড় মুকুটে ভূষিত হয়ে, ও ক্ষোম-সুতোর বেগুনি আলোয়ান পরে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলেন; শুশান রাজপুরী আনন্দচিৎকার ও জয়ধ্বনি তুলল। [১৬] ইহুদীদের পক্ষে ছিল আলো, আনন্দ, ফুর্তি ও সম্মান। [১৭] প্রতিটি প্রদেশে ও প্রতিটি শহরে যে কোন স্থানে রাজার সেই বাণী ও আজ্ঞা এসে পৌঁছল, সেখানে ইহুদীদের পক্ষে আনন্দ, ফুর্তি, ভোজসভা ও

পর্বদিন হল। দেশের জাতিগুলোর অনেক লোক ইহুদীধর্মাবলম্বী হল, কেননা ইহুদীদের আতঙ্ক তাদের উপরে এসে পড়েছিল।

শত্রু সংহার

৯ [১] দ্বাদশ মাসের অর্থাৎ আদার মাসের যে ত্রয়োদশ দিনে রাজার সেই বাণী ও আজ্ঞা কাজে পরিণত হওয়ার কথা ছিল, অর্থাৎ যে দিন ইহুদীদের শত্রুরা তাদের উপরে প্রভুত্ব করার প্রত্যাশা করছিল, সেই দিনে সবকিছু উল্টোপাল্টো হল, কেননা ইহুদীরাই তাদের বিরোধীদের উপরে প্রভুত্ব করল। [২] ইহুদীরা, যারা তাদের অনিষ্টের চেষ্টায় ছিল, তাদের আক্রমণ করার জন্য আহাসুয়েরোস রাজার সকল প্রদেশে নিজ নিজ শহরে সমবেত হল, এবং তাদের সামনে কেউই দাঁড়াতে পারল না, কেননা ইহুদীদের আতঙ্ক সকল জাতির উপরে নেমে পড়েছিল। [৩] প্রদেশগুলোর প্রজাপ্রধানেরা, ক্ষিতিপালেরা, প্রদেশপালেরা ও রাজকর্মচারীরা সকলে ইহুদীদের পক্ষ সমর্থন করলেন, কারণ মোর্দেকাইয়ের আতঙ্ক তাঁদের উপরে নেমে পড়েছিল। [৪] বাস্তবিকই মোর্দেকাই রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রভাবশালী ছিলেন, ও তাঁর নাম সকল প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল; হ্যাঁ, মোর্দেকাই উত্তরোত্তর প্রভাবশালী হয়ে উঠছিলেন।

[৫] ইহুদীরা তাদের সমস্ত শত্রুকে খড়্গের আঘাতে সংহার ও বিনাশ করল; তারা তাদের বিরোধীদের প্রতি যা ইচ্ছা তাই করল। [৬] শুশান রাজপুরীতে ইহুদীরা পাঁচশ’ লোককে বধ ও বিনাশ করল। [৭] পার্শানদাথা, দাল্ফোন, আস্পাথা, [৮] পোরাথা, আদালিয়া, আরিদাথা, [৯] পার্মশ্‌থা, আরিসাই, আরিদাই ও বাইজাথা, [১০] হাম্মেদাথার সন্তান সেই ইহুদীদের নির্যাতক হামানের এই দশ ছেলেকে তারা বধ করল, কিন্তু কিছুই লুটপাট করল না। [১১] শুশান রাজপুরীতে যাদের বধ করা হল, তাদের সংখ্যা সেই দিন রাজার কাছে আনা হল।

[১২] রাজা এস্থার রানীকে বললেন, ‘ইহুদীরা শুশান রাজপুরীতে পাঁচশ’ লোককে ও হামানের দশ ছেলেকে বধ ও বিনাশ করেছে; না জানি, রাজার অধীনস্থ অন্য সকল প্রদেশে তারা কী করেছে? এখন আর কী চাও? তোমাকে দেওয়া হবে। তোমার আর কী যাচনা? তার সিদ্ধি হবে।’ [১৩] এস্থার বললেন, ‘যদি রাজা ভাল মনে করেন, তবে

আজকের মত আগামীকালও একই কাজ করার অনুমতি শুশান-নিবাসী ইহুদীদের দেওয়া হোক, এবং হামানের দশ ছেলেকে ফাঁসিকাঠে ঝুলানো হোক।' [১৪] রাজা তা করতে আজ্ঞা দিলেন, আজ্ঞাটা শুশানে জারীকৃত হল, আর হামানের দশ ছেলেকে ফাঁসি দেওয়া হল। [১৫] শুশানের ইহুদীরা আদার মাসের চতুর্দশ দিনেও সমবেত হয়ে শুশানে তিনশ' লোককে বধ করল, কিন্তু কিছুই লুটপাট করল না।

[১৬] রাজার নানা প্রদেশ-নিবাসী অন্য সকল ইহুদীরাও সমবেত হয়ে নিজ নিজ প্রাণের জন্য দাঁড়াল, তাদের শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখল ও বিরোধীদের পঁচাত্তর হাজার লোককে বধ করল; কিন্তু কিছুই লুটপাট করল না। [১৭] তারা আদার মাসের ত্রয়োদশ দিনে একাজ করল, এবং চতুর্দশ দিনে বিশ্রাম করে সেই দিনকে ভোজসভা ও আনন্দের দিন করল। [১৮] কিন্তু শুশানের ইহুদীরা সেই মাসের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ দিনেই সমবেত হল, এবং পঞ্চদশ দিনেই বিশ্রাম করে সেই দিনকে ভোজসভা ও আনন্দের দিন করল। [১৯] এজন্য পল্লীগ্রামের, অর্থাৎ যত শহর প্রাচীরে ঘেরা নয়, সেই শহরগুলোর ইহুদীরা আদার মাসের চতুর্দশ দিনকেই আনন্দ, ভোজসভা, সুখ ও উপহার আদান-প্রদানের দিন বলে মানে। [১৯ক] *আবার, যারা শহরে বাস করে, তারা প্রতিবেশীর সঙ্গে উপহার আদান-প্রদান করে আদার মাসের পঞ্চদশ দিনকেই আনন্দের পর্বদিন বলে উদ্‌যাপন করে।*

'পুরিম' মহাপর্ব প্রতিষ্ঠা

[২০] মোর্দেকাই এই সমস্ত ঘটনার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করলেন; পরে আহাসুয়েরোস রাজার অধীনস্থ নিকটবর্তী বা দূরবর্তী সকল প্রদেশে যে সকল ইহুদী থাকত, তাদের কাছে পত্র পাঠিয়ে আজ্ঞা করলেন, [২১] যেন তারা বছরে বছরে আদার মাসের চতুর্দশ ও সেই মাসের পঞ্চদশ দিন পালন করে, [২২] কেননা সেই দুই দিন এমন, যখন ইহুদীরা তাদের শত্রুদের দূর করে আরাম পেয়েছিল, এবং সেই মাস এমন, যখন তাদের দুঃখ সুখে ও শোক উৎসবে পরিণত হয়েছিল; আরও, যেন তারা সেই মাসের দুই দিন ভোজসভা ও আনন্দের এমন দিন বলে মানে, যখন প্রতিবেশীর সঙ্গে উপহার আদান-প্রদান করে ও গরিবদের কাছেও উপহার দেয়। [২৩] ইহুদীরা যেমন আরম্ভ করেছিল ও মোর্দেকাই এবিষয়ে তাদের যেমন লিখেছিলেন, তারা সেইমত করবে বলে কথা দিল,

[২৪] কারণ আগাগীয় হাম্মেদাথার সন্তান সকল ইহুদীর নির্যাতক সেই হামান ইহুদীদের বিনাশ করার সঙ্কল্প করেছিল, তাদের উৎপাটন ও বিনাশ ঘটাবার জন্য 'পুর' অর্থাৎ গুলিবাঁটের গুলি পড়িয়েছিল; [২৫] কিন্তু ষড়যন্ত্র রাজার কাছে জানানো হলে তিনি এমন লিখিত আজ্ঞাপত্র জারি করলেন, যেন হামান ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে মতলব এঁটেছিল, তা তার নিজের মাথায় নেমে পড়ে এবং তাকে ও তার ছেলেদের ফাঁসিকাঠে ঝুলানো হয়।

[২৬] এজন্য 'পুর' নাম অনুসারে সেই দুই দিনের নাম পুরিম হল। সেই পত্রের সকল কথার ভিত্তিতে, সেই বিষয়ে তারা যা দেখেছিল ও তাদের প্রতি যা ঘটেছিল, সেই সবকিছুরও ভিত্তিতে [২৭] ইহুদীরা নিজেদের অলঙ্ঘ্য কর্তব্য বলে ও নিজ নিজ বংশধরদের ও ভাবী ইহুদীধর্মাবলম্বী সকলেরও অলঙ্ঘ্য কর্তব্য বলে এ স্থির করল যে, সেই লিখিত আজ্ঞা ও নির্ধারিত সময় অনুসারে তারা বছরে বছরে ওই দুই দিন পালন করবে। [২৮] পুরুষানুক্রমে প্রতিটি গোত্রে, প্রতিটি প্রদেশে ও প্রতিটি শহরে সেই দুই দিন এভাবে স্মরণ ও পালন করলে তবে 'পুরিম' সেই দুই দিন ইহুদীদের মধ্য থেকে কখনও লুপ্ত হবে না, তাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও তার স্মৃতি লোপ পাবে না।

[২৯] আবিহাইলের কন্যা এস্থার রানী ও ইহুদী মোর্দেকাই পুরিম দিন বিষয়ে এই দ্বিতীয় পত্র বহাল করার জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতার সঙ্গে লিখলেন। [৩০] আহাসুয়েরোস রাজার অধিকারে থাকা একশ' সাতাশটা প্রদেশে সমস্ত ইহুদীর কাছে মোর্দেকাই শান্তি ও বিশ্বস্ততার কথায় পূর্ণ এই পত্র পাঠিয়ে, [৩১] নির্ধারিত সময়ে 'পুরিম' সেই দুই দিন পালন করার বিষয় স্থির করলেন, ঠিক যেভাবে তাঁদের নিজেদের উপবাস ও হাহাকার উপলক্ষে ইহুদী মোর্দেকাই ও এস্থার রানী নিজেদের জন্য ও নিজ নিজ বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলেন। [৩২] এস্থারের একটা আজ্ঞা পুরিম সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন স্থির করল, আর তা একটা পুস্তকে লিপিবদ্ধ হল।

উপসংহার

১০ [১] আহাসুয়েরোস রাজা স্থলভূমির উপরে ও সমুদ্রের দ্বীপগুলোর উপরে কর ধার্য করলেন। [২] তাঁর পরাক্রম ও বীর্যের সকল কথা, এবং রাজা মোর্দেকাইকে যে মহত্ত্ব আরোপ করে উচ্চপদস্থ করেছিলেন, তার সম্পূর্ণ বিবরণ কি মেদিয়া ও পারস্যের

রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [৩] বস্তুত এই ইহুদী মোর্দেকাই মর্যাদায় আহাসুয়েরোস রাজার পরে দ্বিতীয়ই ছিলেন; আবার, তিনি ইহুদীদের মধ্যে গণ্যমান্য ও তাঁর হাজার হাজার ভাইদের মধ্যে প্রিয়পাত্র ছিলেন, কারণ স্বজাতীয় লোকদের মঙ্গলের অন্বেষণ করছিলেন ও তাঁর সমস্ত বংশের কল্যাণের জন্য কথা বলছিলেন।

[৩ক] *মোর্দেকাই বললেন, 'এই সমস্ত কিছু ঈশ্বরেরই সাধিত কাজ।* [৩খ] *বস্তুত, এই সমস্ত বিষয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই স্বপ্নের কথা আমার স্মরণে আছে: সেই সমস্ত ঘটনার একটামাত্রও বাদ পড়েনি:* [৩গ] *তথা: সেই ক্ষুদ্র ঝরনা যা নদী হয়েছিল, সেই আলো যা উদিত হয়েছিল, সেই সূর্য, ও সেই মহাজলরাশি। নদীটি স্বয়ং এস্থার, যাঁকে রাজা বিবাহ করে রানীপদে উন্নীত করলেন;* [৩ঘ] *সেই দু'টো নাগদানব হলাম আমি ও হামান;* [৩ঙ] *দেশগুলি হল সেই সকল দেশ যা ইহুদীদের নাম নিশ্চিহ্ন করতে একজোট হল;* [৩চ] *একাকিনী যে দেশ, আমারই যে দেশ, তা হল ইস্রায়েল, অর্থাৎ তারা, যারা ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করে পরিত্রাণ পেল। হ্যাঁ, প্রভু তাঁর আপন জনগণের পরিত্রাণ সাধন করলেন আর এই সমস্ত অমঙ্গল থেকে আমাদের নিস্তার করলেন; ঈশ্বর এমন চিহ্ন ও মহা অলৌকিক লক্ষণ দেখালেন, দেশগুলির মাঝে যার সমান কখনও দেখা দেয়নি।* [৩ছ] *এইভাবে তিনি দু'বার গুলিবাঁট করলেন: একবার ঈশ্বরের জনগণের উপরে গুলি পড়ল, আর একবার পড়ল দেশগুলির উপর।* [৩জ] *গুলি দু'টো ঈশ্বরের বিচার অনুসারে নিরূপিত ক্ষণে ও দিনে, এবং সকল দেশের মাঝে সিদ্ধিলাভ করল।* [৩ঝ] *এভাবে ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণের কথা স্মরণ করলেন ও তাঁর আপন উত্তরাধিকারের পক্ষে রায় দিলেন।* [৩ঞ] *আদার মাসের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ দিন, এই দিন দু'টো তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের মধ্যে যুগে যুগে চিরকাল ধরে ঈশ্বরের সামনে সমাজ-সভা, আনন্দ ও সুখের দিন বলে উদ্‌যাপিত হবে।'*

[৩ট] *তলেমি ও ক্লেওপাত্রার চতুর্থ বর্ষে, দসিতেওস—যিনি নিজেকে যাজক ও লেবীয় বলে পরিচয় দিতেন—ও তাঁর সন্তান তলেমি পুরিম সংক্রান্ত এই পত্র মিশরে নিয়ে গেলেন; তাঁদের কথা অনুসারে, পত্রটা হল সেই প্রকৃত পত্র, যা তলেমির সন্তান লিসিমাখস দ্বারা অনূদিত হয়েছিল: লিসিমাখস ছিলেন যেরুশালেমের একজন অধিবাসী।*

———————————

৩ [১] আমালেকীয় রাজা আগাগ ছিলেন শৌলের সেই শত্রু যাঁকে ক্ষমা করার ফলে শৌল অবাধ্যতার কারণে ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিলেন (১ শামু ১৫)। আরামীয় ব্যাখ্যা অনুসারে, হামান ও মোরদেকাইয়ের মধ্যে যে সংগ্রাম, তা আগাগ ও শৌলের মধ্যে, আমালেক ও ইস্রায়েলের মধ্যে, এমনকি এসৌ ও যাকোবের মধ্যে সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি।

৪ [৪] মোরদেকাই যে প্রণিপাত করেন না, তা নয়, তিনি যে ইহুদী তা-ই হামানকে জানানো হল।

[৭] ইতিহাস-পরিচালনায় প্রভু কোন ক্ষমতাশালীর ইচ্ছামত কাজ করেন না : একা তিনিই এক এক জাতির নিয়তি স্থির করেন।

মাকাবীয় বংশচরিত—১ম পুস্তক

(১ম ও ২য় মাকাবীয়) গ্রীক সভ্যতায় কবলিত না হবার জন্য ইহুদীরা যে কেমন তীব্র সংগ্রাম চালিয়েছিল, তা-ই এই পুস্তক দু'টোর আলোচ্য বিষয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক উভয়েই একই সময়ের ঘটনাবলি বর্ণনা করে; পার্থক্য এ: প্রথম পুস্তকের চেয়ে দ্বিতীয় পুস্তক অধিক উপদেশমূলক ও চেতনাদায়ী বাণী উপস্থাপন করে। উভয় পুস্তক হিব্রু বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবু যে গ্রীক পাঠ্য বেঁচে গেছে তা খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর হিব্রু মূলপাঠ্যের অনুবাদ।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

আলেক্সান্দার

১ [১] ফিলিপের সন্তান মাকিদনীয় আলেক্সান্দার কিত্তিম অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসার পর ও পারসিকদের ও মেদীয়দের রাজা দারিউশকে পরাজিত করার পর গ্রীস থেকে শুরু করে তাঁর পদে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। [২] তিনি বহু যুদ্ধ-সংগ্রাম করলেন, বহু দুর্গ দখল করে নিলেন, এবং পৃথিবীর রাজাদের হত্যা করলেন; [৩] এইভাবে বহু জাতির সম্পদ লুট করতে করতে তিনি পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্তই এলেন। তাঁর সামনে পৃথিবী নিস্তব্ধতায় পড়ল, আর তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী হৃদয় গর্বে স্ফীত হল। [৪] তিনি বিপুল সৈন্যদল জড় করে বহু অঞ্চল, জাতি ও নৃপতিকে জয় করলেন, আর তারা তাঁর করদাতা প্রজা হয়ে পড়ল। [৫] এই সমস্ত কিছুর পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তিনি বুঝতে পারলেন, মৃত্যু অবধারিত। [৬] তখন তিনি, তাঁর যৌবনকাল থেকে যাঁরা তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রধান অধিনায়কদের কাছে আহ্বান করলেন, আর তিনি জীবিত থাকতেই তাঁদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করলেন। [৭] বারো বছর রাজত্ব করার পর আলেক্সান্দার মারা গেলেন। [৮] তাঁর সেই সহকারীরা —এক একজন নিজ নিজ অঞ্চলে—কর্তৃত্ব নিলেন; [৯] তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরা সকলে

মাথায় রাজমুকুট নিলেন, আর তাঁদের পরে তাঁদের সন্তানেরাও—বহু বছর ধরে। তাতে পৃথিবীর উপরে অমঙ্গল বৃদ্ধি পেল।

আন্তিওখস এপিফানেস—ইস্রায়েলে গ্রীক জীবনাদর্শ প্রচলন

[১০] তাঁদের মধ্য থেকে ধূর্ত একটা মূলের উদয় হল, অর্থাৎ রাজা আন্তিওখসের সন্তান আন্তিওখস এপিফানেস; তাঁকে একসময়ে রোমে জামিন হয়ে থাকতে হয়েছিল, পরে, গ্রীক সাম্রাজ্যের একশ' সপ্তত্রিংশ বর্ষে, তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। [১১] সেসময়েই ইস্রায়েল থেকে ধর্মত্যাগী সন্তানদের উদয় হল, তারা বহু লোকের মন জয় করে বলছিল, 'চল, আমাদের আশেপাশের বিজাতীয়দের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি, কারণ ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে আমাদের যথেষ্ট অমঙ্গল ঘটেছে।' [১২] তাদের বিবেচনায় প্রস্তাবটি উত্তম মনে হল; [১৩] আর জনগণের মধ্য থেকে কয়েকজন লোক উৎসাহের সঙ্গে রাজার কাছে গেল, আর তিনি বিজাতীয়দের রীতিনীতি মেনে চলার অনুমতি দিলেন। [১৪] তাই বিজাতীয়দের প্রথামত তারা যেরুশালেমে ব্যায়াম-আগার তৈরি করল, [১৫] পরিচ্ছেদনের দাগ ঠিক করে নিল, পবিত্র সন্ধি পরিত্যাগ করল, বিজাতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করল, অনিষ্ট সাধনের জন্য ধর্মীয় বিশ্বাসঘাতকতা করল।

মিশরে প্রথম রণ-অভিযান ও প্রভুর গৃহ লুট

[১৬] আন্তিওখসের হাতে রাজ্য একবার সুদৃঢ় হলে তিনি দু'টো রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করার জন্য মিশরকেও জয় করার অভিপ্রায় করলেন; [১৭] তাই তিনি বিপুল সৈন্যদল, বহু বহু রথ, হাতি, অশ্বারোহী-দল ও বিরাট নৌবাহিনীর সঙ্গে মিশরে প্রবেশ করে [১৮] মিশর-রাজ তলেমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। তলেমি তাঁর সামনে দাঁড়াতে না পারায় পালিয়ে গেলেন, আর অনেকে মারা পড়ল। [১৯] তারা মিশরের সুরক্ষিত নগরগুলোকে দখল করে নিল, এবং আন্তিওখস মিশর দেশ লুট করলেন। [২০] মিশরকে জয় করার পর—একশ' তেতাল্লিশ সালে—আন্তিওখস ফেরার পথে বিপুল সৈন্যদলের সঙ্গে ইস্রায়েল ও যেরুশালেমের দিকেই এগিয়ে গেলেন।

[২১] স্পর্ধাভরে পবিত্রধামে প্রবেশ করে তিনি তার সোনার যজ্ঞবেদি, সমস্ত পাত্র সমেত আলোর জন্য দীপাধার তুলে নিয়ে গেলেন; [২২] সেইসঙ্গে ভোগ-রুটির নিত্য নৈবেদ্যের ভোজনপাট, পানীয় নৈবেদ্যের যত পাত্র, বাটিগুলি, সমস্ত সোনার ধূপদানি, পরদা, মুকুটগুলো ও মন্দিরের অগ্রভাগের সোনার ভূষণও তুলে নিয়ে গেলেন—মন্দিরের সবকিছুই কেড়ে নিলেন; [২৩] যত সোনা, রুপো ও বহুমূল্য জিনিসপত্র জোর করে নিলেন, যত গুপ্ত ধন খুঁজে বের করতে পারলেন তাও তুলে নিলেন; [২৪] শেষে এই সমস্ত কিছু জড় করে নিজ অঞ্চলে ফিরে গেলেন। তিনি অনেক হত্যাকাণ্ডও ঘটালেন, ও মহাস্পর্ধাভরেই কথা বললেন।

[২৫] সারা দেশ জুড়ে ইস্রায়েলের জন্য মহা শোক বিরাজ করল:

[২৬] শাসকেরা ও প্রবীণেরা হাহাকার করলেন,
কুমারী ও যুবক সকলে নিস্তেজ হয়ে পড়ল,
নারীদের শোভা মিলিয়ে গেল।
[২৭] বরেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বিলাপগান গেয়ে উঠল,
কনে তার বিবাহ-শয্যায় শোক করল।
[২৮] তার অধিবাসীদের জন্য পৃথিবী কম্পিত হল,
এবং গোটা যাকোবকুল লজ্জায় পরিবৃত হল।

যেরুশালেমে রাজার কর-আদায়কারী

[২৯] দু'বছর পরে রাজা যুদার শহরে শহরে প্রধান কর-আদায়কারীকে পাঠালেন। তিনি বিপুল সৈন্যশক্তির সঙ্গে যেরুশালেমে এসে [৩০] তাদের কাছে শঠতার সঙ্গে শান্তির কথা শোনালেন, আর তারা তাঁকে বিশ্বাস করল। কিন্তু তিনি হঠাৎ শহরগুলির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিষ্ঠুর আঘাত হানলেন এবং ইস্রায়েলে বহু মানুষকে প্রাণে মারলেন। [৩১] নগরী তিনি লুট করলেন, আগুন লাগালেন, ও তার সকল বাড়ি-ঘর ও তার চারদিকের প্রাচীর ধ্বংস করলেন। [৩২] তারা স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের বন্দি করে নিয়ে গেল ও যত পশুধন ছিনিয়ে নিল। [৩৩] পরে নগরীর চারদিকে বিরাট ও প্রকাণ্ড এক প্রাচীর ও নানা দুর্গমিনার গেঁথে দাউদ-নগরীকে পুনর্নির্মাণ করল, আর

নগরীটাকে করল তাদের আপন দুর্গ। [৩৪] সেখানে তারা দুর্বৃত্ত এক বংশকে—বিশ্বাসঘাতকের এক দলকে অধিষ্ঠিত করল, আর এরা তার ভিতরে নিজেদের বলবান করল, [৩৫] সেখানে জমাল অস্ত্রশস্ত্র ও প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী, এবং যেরুশালেমের লুণ্ঠিত সম্পদ কুড়িয়ে সেইখানে রাখল: তা হয়ে উঠল বড় এক ফাঁস! [৩৬] হ্যাঁ, তা হয়ে উঠল পবিত্রধামের জন্য ফাঁদ ও ইস্রায়েলের জন্য নিত্যস্থায়ী অনিষ্টকর বিপক্ষ।

[৩৭] পবিত্রধামের চারদিকে তারা ঝরাল নির্দোষীর রক্ত,
এবং পবিত্রধাম পর্যন্তও কলুষিত করল।
[৩৮] তাদের কারণে যেরুশালেম-নিবাসীরা পালিয়ে গেল,
নগরী বিজাতীয়দেরই আবাস হল;
তার নিজের লোকদের কাছে বিদেশিনী হল,
তাতে তার সন্তানেরা তাকে ত্যাগ করল।
[৩৯] তার পবিত্রধাম মরুপ্রান্তরের মত উৎসন্ন হল,
তার পর্বসকল শোকে,
তার শাব্বাৎগুলি লজ্জার বস্তুতে,
তার সম্মান দুর্নামেই পরিণত হল।
[৪০] যত হয়েছিল তার গৌরব,
তত হল তার অসম্মান,
তার শোভা শোকেই পরিণত হল।

বিজাতীয় উপাসনা-রীতি প্রবর্তন

[৪১] রাজা তখন তাঁর সমস্ত রাজ্যে এই আজ্ঞাপত্র লিখে পাঠালেন যে, সকলকেই এক জাতি হয়ে উঠতে হবে, [৪২] প্রত্যেককে নিজস্ব বিধিনিয়ম ত্যাগ করতে হবে। বিজাতীয়রা সকলে রাজার এই আজ্ঞা মেনে নিতে রাজি হল; [৪৩] বহু ইস্রায়েলীয়ও তাঁর উপাসনা-রীতি পালন করতে সম্মত হল, এবং দেব-দেবীর কাছে বলি উৎসর্গ করল ও শাব্বাৎ লঙ্ঘন করে তা কলুষিত করল। [৪৪] তাছাড়া রাজা রাজদূতদের মধ্য দিয়ে যেরুশালেমে ও যুদার শহরগুলিতে আরও আজ্ঞাপত্র পাঠিয়ে তাদের এই হুকুম দিলেন

যে, তাদের দেশ-বিরোধী ভিনদেশীয় প্রথা মেনে নিতে হবে, [৪৫] পবিত্রধামে আহুতি, যজ্ঞবলি-উৎসর্গ ও পানীয় নৈবেদ্য সবই বন্ধ করতে হবে, শাব্বাৎ ও পর্বোৎসবগুলো লঙ্ঘন করতে হবে, [৪৬] পবিত্রধাম ও পবিত্র সবকিছু কলুষিত করতে হবে, [৪৭] দেব-দেবীর উদ্দেশে বেদি, মন্দির ও দেবালয় গড়ে তুলে সেখানে শূকরের ও অশুচি পশুর মাংস বলিরূপে উৎসর্গ করতে হবে, [৪৮] তাদের ছেলেদের অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় রেখে যত রকম অশুচিতা ও জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে দিতে হবে, [৪৯] যেন বিধানের কথা আর স্মরণে না থাকে ও যত প্রথার পরিবর্তন ঘটে; [৫০] যে কেউ রাজার আজ্ঞা মেনে নেবে না, তার প্রাণদণ্ড হবে। [৫১] তাঁর রাজ্যের সমস্ত জায়গায় এপ্রকার আজ্ঞাপত্র লিখে পাঠিয়ে তিনি সমগ্র জনগণের উপরে পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন, ও যুদার শহরগুলোকে আদেশ দিলেন, যেন লোকে শহরে শহরে বলি উৎসর্গ করে। [৫২] লোকদের মধ্যে অনেকে তাদের সঙ্গে যোগ দিল—অর্থাৎ তারাই, যারা বিধানের প্রতি বিশ্বাসঘাতক—আর তারা দেশে অধর্ম সাধন করল, [৫৩] এবং তাই করে ইস্রায়েলকে যত সম্ভাব্য আশ্রয়স্থলে লুকোতে বাধ্য করল।

[৫৪] একশ' পঁয়তাল্লিশ সালের কিস্লেব মাসের পঞ্চদশ দিনে রাজা আহুতি-বেদির উপরে সর্বনাশা সেই জঘন্য বস্তু গড়ে তুললেন; যুদার নিকটবর্তী সমস্ত শহরেও বেদি স্থাপন করা হল, [৫৫] এবং বাড়ি-ঘরের দরজায় দরজায় ও রাস্তা-ঘাটে ধূপ জ্বালানো হল। [৫৬] যত বিধান-পুস্তক পাওয়া যেত, তা ছিঁড়ে ফেলে আগুনে দেওয়া হত। [৫৭] কারও হাতে যদি কোন সন্ধি-পুস্তক পাওয়া যেত, কিংবা কেউ যদি বিধান-পথে চলত, তাহলে রাজার আদেশে তার প্রাণদণ্ড হত। [৫৮] মাসের পর মাস ধরে তারা ইস্রায়েলের শহরগুলোতে যত অপরাধীকে খুঁজে বের করে তাদের কঠোর শাস্তি দিত; [৫৯] আহুতি-বেদির উপরে যে বেদি গড়ে তোলা হয়েছিল, প্রত্যেক মাসের পঞ্চবিংশ দিনে তার উপরে বলি উৎসর্গ করা হত। [৬০] যারা নিজেদের ছেলে পরিচ্ছেদিত করিয়েছিল, রাজাজ্ঞা অনুসারে সেই সকল স্ত্রীলোককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হত; [৬১] তাদের কোলে ঝোলা বাচ্চারা, তাদের পরিজনেরা, এবং যারা পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থা পালন করেছিল, এদের সকলকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হত। [৬২] কিন্তু তবুও ইস্রায়েলে অনেকেই অশুচি পশুর মাংস না খাবার জন্য পরস্পরকে উৎসাহ ও সাহস দিল;

[৬৩] তেমন খাবার খেয়ে নিজেদের কলুষিত করার চেয়ে ও তাই করে পবিত্র সন্ধি অমর্যাদা করার চেয়ে তারা মৃত্যুভোগ করতে প্রীত হল, আর ঠিক এজন্যই তারা মরল। [৬৪] সত্যি! ইস্রায়েলের উপরে প্রচণ্ড ক্রোধের আঘাত নেমে পড়ল।

মাত্তাথিয়াস ও তাঁর পাঁচ সন্তান

২ [১] মাত্তাথিয়াস নামে যোয়ারিব বংশের একজন যাজক ছিলেন; মাত্তাথিয়াসের পিতা যোহন, যোহনের পিতা শিমেয়োন। সেসময় তিনি যেরুশালেম ছেড়ে মদীনে বাস করতে এলেন। [২] তাঁর পাঁচ সন্তান ছিলেন: যোহন, যাঁকে গাদ্দি বলেও ডাকা হত, [৩] থাস্‌সি বলে অভিহিত শিমোন, [৪] মাকাবীয় বলে অভিহিত যুদা, [৫] আভারান বলে অভিহিত এলেয়াজার, আফুস বলে অভিহিত যোনাথান। [৬] যুদা ও যেরুশালেমে সাধিত সমস্ত অধর্ম দেখে [৭] তিনি বললেন, 'হায়, আমার কেনই বা জন্ম হয়েছে? এখন আমাকে আমার আপন জাতির ধ্বংস ও পবিত্র নগরীর ধ্বংস দেখতে হচ্ছে! পবিত্র নগরী শত্রুহাতে, ও পবিত্রধাম বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, আর আমাকে শুধু হাতে বসে থাকতে হচ্ছে!

[৮] তার মন্দির মর্যাদাহীন একটা মানুষের মত হয়ে গেছে,
[৯] তার গৌরবের যত ভূষণ লুণ্ঠিত সম্পদ রূপে কেড়ে নেওয়া হল,
তার শিশুদের রাস্তা-ঘাটে
ও তার তরুণদের শত্রু-খড়্গের আঘাতে খুন করা হল।
[১০] কোন এক জাতি কি আছে যা তার রাজমর্যাদা নিজের বলে দাবি করেনি,
ও তার লুণ্ঠিত সম্পদের একটা অংশও কেড়ে নেয়নি?
[১১] প্রতিটি অলঙ্কার তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে,
তার আগেকার স্বাধীনতা অধীনতা হল।
[১২] দেখ! আমাদের পবিত্রস্থান,
আমাদের শোভা, আমাদের গৌরব, সবই উৎসন্ন করা হল,
বিজাতীয়েরাই তা কলুষিত করল।
[১৩] তবে, আর কি আছে যাতে আমরা জীবিত থাকি?'

[১৪] মাত্তাথিয়াস ও তাঁর সন্তানেরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, চটের কাপড় পরিধান করলেন, ও মহাশোক পালন করতে লাগলেন।

মদীনে অনুষ্ঠিত বলিদান

[১৫] রাজার যে কর্মচারীরা লোকদের ধর্মত্যাগ করাতে নিযুক্ত হয়েছিল, তারা বলি উৎসর্গ করাবার জন্য একদিন মদীনে এল। [১৬] ইস্রায়েলীয়দের অনেকে তাদের সঙ্গে যোগ দিল; কিন্তু মাত্তাথিয়াস ও তাঁর সন্তানেরা আলাদা দল হয়ে রইলেন। [১৭] রাজকর্মচারীরা মাত্তাথিয়াসকে উদ্দেশ করে বলল, 'এই শহরে আপনি গণ্যমান্য জননেতা ও মহা ব্যক্তিত্ব; তাছাড়া আপনার ছেলেদের ও ভাইদের সমর্থনও আপনার আছে; [১৮] তবে আসুন, অন্য সকল জাতি, যুদার সমাজনেতারা, ও যেরুশালেমে যারা রেহাই পেয়েছে, তারা সকলে যেমন করেছে, আপনিও প্রথম এগিয়ে এসে রাজার আদেশ মেনে চলুন; এইভাবে আপনি ও আপনার ছেলেরা রাজবন্ধুদের মধ্যে স্থান পাবেন; আপনি ও আপনার ছেলেরা সোনা, রুপো ও প্রচুর উপহার লাভে সম্মানিত হবেন।' [১৯] কিন্তু মাত্তাথিয়াস উত্তরে জোর গলায় বলে উঠলেন, 'রাজার অধীনে যত জাতি আছে, তারা সকলেও যদি তাঁর কথায় বাধ্য হয়, প্রত্যেকেও যদি তার পিতৃপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে, সকলেও যদি রাজার আদেশ-নির্দেশ মেনে নেয়, [২০] তবুও আমি, আমার ছেলেরা ও আমার ভাইয়েরা আমাদের পিতৃপুরুষদের সন্ধি-পথে চলব! [২১] আমরা বিধান ও তার যত বিধিনিয়ম পরিত্যাগ করব, আমাদের প্রতি করুণা দেখিয়ে স্বর্গ যেন তেমন কাজ থেকে আমাদের রক্ষা করে। [২২] না! রাজার এই সমস্ত আদেশ আমরা কখনও মানব না; আমাদের ধর্ম থেকে ডানে বা বামে কোথাও সরব না।'

[২৩] তাঁর এই কথা শেষে একজন ইহুদী রাজাজ্ঞা অনুসারে মদীনের যজ্ঞবেদিতে বলি দেবার জন্য সকলের চোখের সামনে এগিয়ে এল। [২৪] তা দেখে মাত্তাথিয়াস ধর্মাগ্রহে আগুন হয়ে গেলেন, তাঁর অন্তর কেঁপে উঠল, ধর্মসম্মত ক্রোধে উত্তপ্ত হলেন, এবং দৌড়ে এসে সেই যজ্ঞবেদির উপরেই তাকে মেরে ফেললেন; [২৫] একই সময়ে তিনি সেই রাজকর্মচারীকেও মেরে ফেললেন যে লোকদের বলি দিতে বাধ্য করছিল, শেষে বেদিটাও ধ্বংস করে দিলেন। [২৬] তিনি তো বিধানের প্রতি ধর্মাগ্রহে চালিত

হয়েই তেমন কাজ করলেন, ঠিক যেমন সালুর সন্তান জিম্রির বিরুদ্ধে ফিনেয়াস করেছিলেন। [২৭] তারপর মাত্তাথিয়াস শহরের ভিতর দিয়ে গেলেন, জোর গলায় চিৎকার করে বলছিলেন, 'বিধানের প্রতি যার ধর্মাগ্রহ আছে, যে কেউ সন্ধি রক্ষা করতে ইচ্ছুক, সে আমার অনুসরণ করুক!' [২৮] আর তাঁদের যা কিছু ছিল তা শহরে ছেড়ে তিনি ও তাঁর সন্তানেরা পার্বত্য প্রান্তরে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নিলেন।

মরুপ্রান্তরে মাত্তাথিয়াস

[২৯] তখন যারা ন্যায্যতা ও ন্যায়নীতির অন্বেষণ করছিল, তাদের অনেকে মরুপ্রান্তরে গিয়ে সেইখানে থাকল, [৩০] সঙ্গে করে তারা ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ও পশুধনও নিয়ে গেল, কারণ তাদের উপর নানা অমঙ্গল জমে গেছিল। [৩১] রাজার লোকদের কাছে ও দাউদ-নগরী যেরুশালেমে অধিষ্ঠিত সৈন্যদলের কাছে একথা জানানো হল যে, সেখানে, মরুপ্রান্তরের গুপ্ত স্থানে স্থানে, এমন লোক একত্র হয়েছে, যারা রাজাজ্ঞা ছিঁড়ে ফেলেছে। [৩২] অনেকে তাদের পিছনে ধাওয়া করতে দৌড় দিল, তাদের নাগাল পেল, এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শ্রেণিভুক্ত হয়ে শাব্বাৎ দিনে আক্রমণ করতে প্রস্তুতি নিল। [৩৩] এরা তাদের বলল: 'আর নয়! বের হও, রাজার আদেশে বাধ্য হও, তবে রেহাই পাবে।' [৩৪] কিন্তু তারা ওদের বলল, 'আমরা বের হব না, রাজার আদেশও মেনে চলব না, শাব্বাৎ দিনের পবিত্রতা লঙ্ঘন করব না।' [৩৫] রাজার লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে হামলা চালাল, [৩৬] কিন্তু তারা কোন সাড়া দিল না, পাথরও ছুড়ল না, গুপ্ত স্থানগুলিতেও কোন প্রতিবন্ধক গড়ল না; [৩৭] প্রতিবাদ করে তারা বলল, 'এসো, নিরপরাধী হয়েই সকলে মরি। আমাদের পক্ষে স্বর্গ ও মর্ত সাক্ষ্য দিক যে, তোমরা অন্যায়ভাবেই আমাদের বধ করছ।' [৩৮] তাই রাজার লোকেরা শাব্বাৎ দিনেই তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এগিয়ে এল; তারা, এবং তাদের স্ত্রী, সন্তান, পশুধন সকলে মারা পড়ল—সংখ্যায় ছিল এক হাজার মানুষ।

[৩৯] কথাটা শুনে মাত্তাথিয়াস ও তাঁর বন্ধুরা মহা ক্রন্দন করলেন। [৪০] পরে নিজেদের মধ্যে বললেন, 'আমরা সকলে যদি আমাদের ভাইদের মত ব্যবহার করি এবং আমাদের প্রাণের জন্য ও আমাদের বিধিনিয়মের জন্য যদি সংগ্রাম না করি, তবে ওরা অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবী থেকে আমাদের উচ্ছেদ করবে।' [৪১] তাঁরা সেদিন এই

সিদ্ধান্ত নিলেন যে, 'শাব্বাৎ দিনে যে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আসবে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব; গুপ্ত স্থানে আমাদের ভাইয়েরা যেমন মরেছে, আমরা সকলে তাদের মত মরব না।'

[৪২] সেসময়ে হাসিদীয়দের এক দল তাদের সঙ্গে যোগ দিল—তারা ছিল ইস্রায়েলের বীরপুরুষ, তাদের এক একজন বিধানের পক্ষে দাঁড়াতে ইচ্ছুক; [৪৩] তাছাড়া নির্যাতনের হাত থেকে যারা রেহাই পেয়েছিল, তারা তাদের দলে যোগ দিয়ে তাদের আরও শক্তিশালী করে তুলল। [৪৪] সামরিক বাহিনীরূপে নিজেদের গঠন করে তারা যত পাপীকে ও ধর্মত্যাগী মানুষকে রোষভরে আঘাত করল; তাদের হাত থেকে যারা রেহাই পেল, তারা রক্ষা পেতে বিজাতীয়দের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিল। [৪৫] তাছাড়া মাত্তাথিয়াস ও তাঁর বন্ধুরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, যত বেদি ধ্বংস করছিলেন, [৪৬] ইস্রায়েল দেশে অপরিচ্ছেদিত যত ছেলেকে পাচ্ছিলেন, তাদের সকলকে জোর করে পরিচ্ছেদিত করাচ্ছিলেন; [৪৭] তাঁরা গর্বোদ্ধতদের রেহাই দিচ্ছিলেন না; হ্যাঁ, তাঁদের সেই অভিযান তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে চালালেন; [৪৮] বিজাতীয়দের ও রাজাদের অত্যাচার থেকে বিধান রক্ষা করলেন, পাপীদের মাথা উচ্চ করতে দিলেন না।

মাত্তাথিয়াসের শেষ বাণী ও তাঁর মৃত্যু

[৪৯] মাত্তাথিয়াসের মৃত্যুকাল এগিয়ে এলে তিনি নিজের ছেলেদের বললেন, 'এখন গর্ব ও অধর্মের কর্তৃত্ব-কাল, এখন ধ্বংস ও তিক্ত ক্রোধের কাল। [৫০] সন্তান আমার, এই তো বিধানের প্রতি তোমাদের ধর্মাগ্রহ দেখাবার ক্ষণ, এই তো আমাদের পিতৃপুরুষদের সন্ধির জন্য তোমাদের প্রাণ দেওয়ার ক্ষণ! [৫১] তাঁদের দিনগুলিতে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে কর্মকীর্তি সাধন করলেন, তা স্মরণ কর, তবে তোমরা মহাগৌরব ও চিরন্তন সুনাম অর্জন করবে। [৫২] আব্রাহাম কি পরীক্ষিত হয়ে বিশ্বস্ত বলে গণ্য হননি? আর তা কি তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হয়নি? [৫৩] অত্যাচারের সময়ে যোসেফ আদেশ মেনে চললেন, ফলে মিশরের প্রভু হলেন। [৫৪] আমাদের পূর্বপুরুষ ফিনেয়াস তাঁর সদাগ্রহের প্রতিদানস্বরূপ চিরস্থায়ী যাজকত্বের সন্ধি অর্জন করলেন। [৫৫] যোশুয়া ঐশবাণীর প্রতি বাধ্যতা দেখালেন বিধায় ইস্রায়েলে

বিচারক হলেন। [৫৬] কালেব জনসমাবেশের মাঝে সাক্ষ্যদান করলেন বিধায় আমাদের দেশের একটা অংশ উত্তরাধিকাররূপে পেলেন। [৫৭] দাউদ তাঁর দয়াশীল হৃদয়ের খাতিরে চিরস্থায়ী রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন। [৫৮] এলিয় বিধানের প্রতি জ্বলন্ত আগ্রহ দেখালেন বিধায় তাঁকে ঊর্ধ্বে, স্বর্গেই, কেড়ে নেওয়া হল। [৫৯] হানানিয়া, আজারিয়া ও মিশায়েল তাঁদের বিশ্বস্ততার জন্য অগ্নিশিখা থেকে ত্রাণ পেলেন। [৬০] দানিয়েল তাঁর একনিষ্ঠতার জন্য সিংহদের মুখ থেকে নিস্তার পেলেন। [৬১] তাহলে বিবেচনা করে দেখ যে, যুগের পর যুগ যে কেউ তাঁর উপর আশা রাখে, তারা পরাস্ত হয় না। [৬২] দুর্জনের কথায় ভীত হয়ো না, কারণ তার গৌরব আবর্জনা ও কীটের মধ্যেই চলে যাবে; [৬৩] আজ সে উন্নীত, কাল তার আর কোন উদ্দেশ নেই, কেননা সে তার সেই নিজের ধুলায় ফিরে যায় ও তার চক্রান্ত সকল ব্যর্থ হয়। [৬৪] সন্তানেরা, বিধানের পক্ষে বীর্য ও সাহস দেখাও, কেননা বিধানই তোমাদের গৌরবে ভূষিত করবে!

[৬৫] এই যে তোমাদের ভাই শিমেয়োন; আমি জানি, সে সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ: তোমরা সবসময় তার কথা শোন; সে হবে তোমাদের পিতা। [৬৬] নিজের যৌবনকাল থেকে শক্তিশালী যোদ্ধা এই মাকাবীয় যুদাই তোমাদের সৈন্যদলের নেতা হবে; সে বিজাতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবে। [৬৭] সুতরাং, যারা বিধান পালন করে, তাদের তোমাদের সঙ্গে জড় করে তোমাদের আপন জাতির পূর্ণ প্রতিশোধ সাধন কর; [৬৮] বিজাতীয়দের তাদের যোগ্য শাস্তি দাও; বিধানের বিধিনিয়ম আঁকড়ে ধর।' [৬৯] এবং তাঁদের আশীর্বাদ করে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন। [৭০] একশ' ছেচল্লিশ সালে তাঁর মৃত্যু হল; তাঁকে মদীনে তাঁর পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরে সমাধি দেওয়া হল। তাঁর মৃত্যুর জন্য গোটা ইস্রায়েল মহাশোক পালন করল।

মাকাবীয় যুদা

মাকাবীয় যুদার গুণকীর্তন

৩ [১] তাঁর সন্তান যুদা—যিনি মাকাবীয় বলে অভিহিত—তাঁর পদ নিলেন।
[২] তাঁর সকল ভাই ও সেই সকলে যারা তাঁর পিতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাঁকে সহায়তা দিলেন; আর তাঁরা ইস্রায়েলের জন্য উৎসাহের সঙ্গে সংগ্রাম করলেন।

[৩] তিনি তাঁর আপন জাতির গৌরব আরও বৃদ্ধিশীল করলেন,
মহাবীরের মতই বক্ষস্ত্রাণ ধারণ করলেন,
কোমরে অস্ত্রসজ্জা বেঁধে নিলেন,
খড়্গ দ্বারা সৈন্যশ্রেণি রক্ষা করে বহু যুদ্ধে নামলেন।
[৪] তাঁর কর্মকীর্তিতে তিনি হলেন সিংহের মত,
শিকারের উপরে গর্জনকারী যুবসিংহেরই মত।
[৫] ধর্মত্যাগীদের পিছনে ধাওয়া করে তাদের ধরলেন;
যারা জনগণকে কষ্ট দিত, তাদের তিনি আগুনে বিনাশ করলেন।
[৬] তাঁর ভয়ে ধর্মত্যাগীরা আতঙ্কিত হল,
সকল দুষ্কর্মাদের লজ্জা ভোগ করতে হল;
তাঁর নেতৃত্বে পরিত্রাণ এগিয়ে গেল।
[৭] তিনি বহু রাজাকে তিক্ততা ভোগ করালেন,
আপন কর্মকীর্তিতে যাকোবকে আনন্দিত করে তুললেন;
তাঁর স্মৃতি ধন্য হবে চিরকাল ধরে।
[৮] তিনি যুদার শহরে শহরে গেলেন,
সেখান থেকে যত ধর্মত্যাগীকে বিক্ষিপ্ত করলেন,
এভাবে ইস্রায়েল থেকে প্রতিশোধ দূর করে দিলেন।
[৯] তাঁর নাম পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হল,
যারা মরণাপন্ন অবস্থায় পড়েছিল, তাদের তিনি সম্মিলিত করলেন।

বিজয়ী যুদা

[১০] পরে আপল্লোনিওস ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিজাতীয়দের এবং সামারিয়া থেকে শক্তিশালী এক সৈন্যদল জড় করল। [১১] কথাটা জানতে পেরে যুদা তার বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়ে তাকে পরাজিত করে হত্যাও করলেন; অনেকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ল, এবং যারা নিজেদের বাঁচাতে পারল, তারা পালিয়ে গেল। [১২] তারা তাদের সম্পদ লুট করল; যুদা নিজের জন্য আপল্লোনিওসের খড়্গ রাখলেন, এবং তাঁর জীবনের সমস্ত দিন ধরে যুদ্ধ-সংগ্রামে সেই খড়্গ ব্যবহার করলেন। [১৩] সিরিয়ার সৈন্যদলের সেনাপতি সেরোন যখন খবর পেল যে, যুদা বহু বিশ্বস্ত লোক ও অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে নিয়ে একটা সৈন্যদল গড়েছেন, [১৪] তখন বলল, 'এবার আমার সুনাম হবে! সেই যুদা ও তার লোকেরা যারা রাজার আদেশ অবজ্ঞা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমি রাজ্যের মধ্যে গৌরব অর্জন করব।' [১৫] তাই সবকিছু প্রস্তুত করে সে রণ-অভিযান চালাল; ইস্রায়েলীয়দের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তার সহকারী বাহিনী হিসাবে ছিল ধর্মত্যাগীদের একটা বিপুল দল। [১৬] সে বেথ্-হরোনের চড়াই পথে প্রায় এসে পৌঁছেছিল, এমন সময় যুদা সঙ্কীর্ণ একটা দলের সঙ্গে তার সম্মুখীন হলেন। [১৭] কিন্তু নিজেদের বিরুদ্ধে সেই সৈন্যদল এগিয়ে আসতে দেখেই এরা যুদাকে বলল, 'এত স্বল্পসংখ্যক মানুষ হয়ে আমরা কেমন করে তেমন বিপুল দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারব? তাছাড়া, আমরা আজ না খেয়ে আছি!' [১৮] যুদা উত্তর দিলেন, 'অনেকে স্বল্পজনের হাতে পড়বে, এমনটি অসাধ্য নয়; এমনকি, অনেকের দ্বারা বা অল্পজনের দ্বারাই ত্রাণকর্ম সাধন করা স্বর্গের পক্ষে কোন ব্যবধান নেই; [১৯] কারণ যুদ্ধে জয়লাভ সৈন্যদলের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, স্বর্গ থেকেই বরং শক্তি আসে। [২০] ওরা আমাদের নিজেদের, আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের ছেলেদের বিনাশ করার জন্য ও আমাদের সম্পদ লুট করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ও অভক্তিভরেই এগিয়ে আসছে; [২১] কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের প্রাণের জন্য ও আমাদের বিধিবিধানের জন্যই সংগ্রাম করছি। [২২] তিনিই আমাদের চোখের সামনে ওদের চূর্ণবিচূর্ণ করবেন; তোমরা ওদের ভয় করো না।'

[২৩] একথা বলা শেষ করে তিনি হঠাৎ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর সেরোনকে ও তার সৈন্যদলকে তাঁর চোখের সামনে পরাস্ত করা হল, [২৪] আর তারা তাকে বেথ্-হরোনের নিম্নগামী পথ দিয়ে সমতল ভূমি পর্যন্ত ধাওয়া করল। ওদের মধ্যে প্রায় আটশ'জন মারা পড়ল, বাকি সকলে ফিলিস্তিনিদের দেশে পালিয়ে গেল। [২৫] এইভাবে যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা ভয়ের কারণ হতে লাগলেন, এবং আশেপাশের জাতিগুলি সন্ত্রাসে আক্রান্ত হল। [২৬] তাঁর সুনাম রাজার কানে পর্যন্তও গেল, এবং জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদার কর্মকীর্তি আলাপের বিষয় হল।

পারস্যে যেতে উদ্যত আন্তিওখস

রাজ-বিষয়ে পরিচালনায় নিযুক্ত লিসিয়াস

[২৭] এই সমস্ত ঘটনার খবর আন্তিওখস রাজাকে রুষ্ট করে তুলল, আর তিনি তাঁর রাজ্যের সমস্ত সৈন্যসামন্তকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত করতে আজ্ঞা দিলেন: বিরাট ও পরাক্রান্ত এক সৈন্যদল। [২৮] তিনি ধনকোষ খুলে তাঁর সৈন্যদের এক বছরের বেতন বিতরণ করলেন, একথা বলে যে, তারা যে কোন অবস্থার জন্য তৈরী থাকবে। [২৯] কিন্তু তিনি দেখলেন যে, তাঁর নিজের ধনকোষের অর্থ ফুরিয়ে গেছিল, এবং প্রদেশগুলোর করও কমে গেছিল; তার কারণ, সেই সমস্ত বিপ্লব ও সর্বনাশ যা তিনি নিজে পুরাকাল থেকে ঐতিহ্যগত যত বলবৎ প্রথা বাতিল করার জন্য অঞ্চলে ঘটিয়েছিলেন। [৩০] তিনি ভয় করলেন, আগের মত যেমন বারবার ঘটেছিল, তেমনি এবারও তাঁর যথেষ্ট অর্থ থাকবে না সেই সমস্ত খরচ ও সেই সমস্ত উপহারের জন্য যা তিনি আগেকার রাজাদের চেয়ে মহা দানশীলতার সঙ্গে মঞ্জুর করছিলেন। [৩১] এত বড় সঙ্কটের মধ্যে পড়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, পারস্য দখল করবেন, যেন সেই প্রদেশগুলোর কর আদায় করে বহু অর্থ জমাতে পারেন। [৩২] সুতরাং তিনি গণ্যমান্য ও রাজবংশের মানুষ সেই লিসিয়াসকে ফোরাত নদী থেকে মিশরের সীমানা পর্যন্ত রাজ-বিষয়ের পরিচালনায় রাখলেন; [৩৩] আর যতদিন না তিনি নিজে ফিরে আসেন, ততদিন ধরে রাজা তাঁকে তাঁর আপন ছেলে আন্তিওখসের দীক্ষা-শিক্ষার ভারও দিলেন। [৩৪] রাজা তাঁর হাতে সৈন্যদলের অর্ধেক অংশ ও হাতিগুলি ছেড়ে দিলেন, এবং যে

সমস্ত কিছু করার ইচ্ছা তাঁর ছিল, সেবিষয়ে তাঁকে উপযুক্ত নির্দেশ দিলেন। যুদেয়া ও যেরুশালেমের অধিবাসীদের সম্বন্ধে [৩৫] রাজা তাদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠাতে আজ্ঞা দিলেন, যেন ইস্রায়েলের বল ও যেরুশালেমে অবশিষ্ট সমস্ত কিছু ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করা হয় এবং সেই অঞ্চল থেকে তাদের স্মৃতি মুছে ফেলা হয়; [৩৬] তিনি আরও আজ্ঞা দিলেন, যেন তাদের সকল পর্বতে বিদেশীদের স্থানান্তর করা হয় ও তাদের জমিজমা বণ্টন করা হয়। [৩৭] পরে রাজা, একশ' সাতচল্লিশ সালে, সৈন্যদলের বাকি অর্ধেক অংশ নিয়ে তাঁর রাজধানী আন্তিওখিয়া থেকে রওনা হলেন; তিনি ফোরাত নদী পার হয়ে উত্তর অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেন।

নিকানোর ও গর্গিয়াস

[৩৮] তখন লিসিয়াস দরিমেনেসের সন্তান তলেমিকে, নিকানোরকে ও গর্গিয়াসকে —এঁরা সকলে রাজবন্ধুদের মধ্যে প্রভাবশালী মানুষ—মনোনীত করলেন, [৩৯] এবং রাজার আজ্ঞামত যুদা দেশকে উৎসন্ন করার জন্য তাঁদের অধীনে চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ও সাত হাজার ঘোড়া যুদা দেশে পাঠালেন। [৪০] এঁরা এই সমস্ত সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে সমতল ভূমিতে গিয়ে এম্মাউসের কাছে শিবির বসালেন। [৪১] অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা কথাটা শুনে প্রচুর সোনা-রুপো ও শেকল সংগ্রহ করে ইস্রায়েলীয়দের ক্রীতদাসরূপে কেনার অভিপ্রায়ে শিবিরে এল। সেই সৈন্যদলের সঙ্গে ইদুমেয়া ও ফিলিস্তিনি দেশের লোকেরাও যোগ দিল। [৪২] যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা দেখতে পেলেন যে, অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এবং সৈন্যদল তাঁদের নিজেদের এলাকায়ই শিবির বসিয়েছে; এই কথাও জানতে পারলেন যে, রাজা তাঁদের জনগণের সার্বিক বিনাশ ঘটাবার আজ্ঞা দিয়েছেন। [৪৩] তখন তাঁরা একে অন্যকে বললেন, 'এসো, আমরা জনগণকে তাদের সর্বনাশ থেকে পুনরুত্থিত করি; আমাদের জনগণের জন্য ও আমাদের পবিত্রধামের জন্য সংগ্রাম করি।' [৪৪] সংগ্রামে প্রস্তুতি নেবার জন্য, প্রার্থনা করার জন্য ও দয়া ও করুণা যাচনা করার জন্য জনসভা একত্র হল।

[৪৫] যেরুশালেম মরুপ্রান্তরের মত জনশূন্য ছিল,
তার কোন সন্তান প্রবেশ ও প্রস্থানও করছিল না,

পবিত্রধাম ছিল পদদলিত,
বিদেশীরাই আক্রা-দুর্গে অধিষ্ঠান করছিল,
সেই দুর্গ হয়েছিল বিজাতীয়দের বাসস্থান।
যাকোব থেকে আনন্দ মিলিয়ে গেছিল,
বাঁশি ও বীণারও চিহ্ন আর ছিল না।

মিস্পায় অনুষ্ঠিত সম্মেলন

[৪৬] সমবেত হওয়ার পর তারা যেরুশালেমের উল্টো দিকে অবস্থিত মিস্পায় এল, কেননা পুরাকাল থেকে ইস্রায়েলে এই মিস্পাই ছিল প্রার্থনার স্থান। [৪৭] সেদিন তারা উপবাস পালন করল, চটের কাপড় পরল, মাথায় ছাই ছড়াল ও পোশাক ছিঁড়ে ফেলল। [৪৮] যে দিক-নির্দেশনা বিজাতীয়েরা তাদের মিথ্যা দেবতাদের মূর্তির কাছ থেকে পাবার চেষ্টা করে, তা পাবার জন্য তারা বিধান-পুস্তকই খুলে দিল। [৪৯] তারা যাজকীয় পোশাকগুলি, সমস্ত প্রথমাংশ ও দশমাংশও আনল, সেই নাজিরীয়দের আগে আগে আনাল, যারা তাদের মানতের দিনগুলি পূরণ করেছিল; [৫০] পরে স্বর্গের দিকে কণ্ঠস্বর তুলে চিৎকার করল, 'এদের বিষয়ে আমরা কী করব? এদের কোথায় বা নিয়ে যাব? [৫১] তোমার পবিত্রধাম তো পদদলিত ও কলুষিত হয়েছে, ও তোমার যাজকেরা অবমাননায় শোক করছে। [৫২] দেখ, আমাদের বিনাশ করার জন্য বিজাতীয়েরা একত্র হয়েছে; তুমি তো জান আমাদের বিরুদ্ধে তারা যে কি চক্রান্ত আঁটছে। [৫৩] তুমি আমাদের সাহায্য না করলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কেমন করে দাঁড়াব?' [৫৪] তারা তুরিধ্বনি তুলে জোর গলায় এক চিৎকার দিল।

[৫৫] তারপর যুদা লোকদের জন্য নায়কদের নিযুক্ত করলেন, অর্থাৎ সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশপতি ও দশপতি নিযুক্ত করলেন। [৫৬] যারা ঘর বাঁধছিল বা বিবাহ করতে যাচ্ছিল, যারা আঙুরখেত প্রস্তুত করছিল বা ভীত ছিল, তাদের সকলকে তিনি বিধান অনুসারে বাড়িতে যেতে বললেন। [৫৭] পরে শিবির তুলে নিয়ে তারা এম্মাউসের দক্ষিণে সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করল। [৫৮] যুদা বললেন, 'কোমর বেঁধে বলবান হও; এই যে বিজাতীয়েরা আমাদের ও আমাদের পবিত্রধাম ধ্বংস করতে একত্রে জড় হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আগামী দিন ভোরে তৈরী হও। [৫৯] আমাদের

জাতি ও আমাদের পবিত্রধামের বিনাশ দেখবার চেয়ে আমাদের পক্ষে সংগ্রামে মরাই বরং ভাল। [৬০] স্বর্গে যেমন ইচ্ছা, তিনি তেমনিই ঘটাবেন।'

এম্মাউসে জয়লাভ

৪ [১] গর্গিয়াস পাঁচ হাজার পদাতিক সৈন্য ও এক হাজার সেরা ঘোড়া সঙ্গে নিলেন, এবং সমস্ত শিবির রাতে রওনা হল; [২] অভিপ্রায় ছিল, তারা ইহুদীদের শিবির হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের উপর অপ্রত্যাশিত ভাবে আঘাত হানবে; আক্রা-দুর্গের লোকেরা পথ দেখাচ্ছিল। [৩] কথাটা জানতে পেরে যুদা ও তাঁর বীরযোদ্ধারাও বেরিয়ে পড়লেন যেন এম্মাউসে রাজার সৈন্যদলকে আক্রমণ করতে পারেন [৪] যতক্ষণ সৈন্যেরা শিবিরের বাইরে ছড়িয়ে থাকে। [৫] গর্গিয়াস রাত্রিকালে যুদার শিবিরে এসে পৌঁছে সেখানে কাউকে পেলেন না; তাই তিনি পর্বতমালার দিকে তাদের খোঁজ করতে লাগলেন; ভাবছিলেন: 'আমাদের সামনে থেকে ওরা পালিয়ে যাচ্ছে!' [৬] দিন হলে যুদা তিন হাজার লোকের সঙ্গে সমতল ভূমিতে আবির্ভূত হলেন—যদিও তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তত বর্ম ও খড়্গ ছিল না। [৭] তারা বিজাতীয়দের শিবির, শিবিরের সমস্ত প্রাকার, ও তার চারদিকে বিন্যস্ত অশ্বারোহীদের দেখতে পেল: সকলে যুদ্ধ-নিপুণ লোক!

[৮] যুদা তাঁর লোকদের বললেন, 'ওদের সংখ্যায় ভীত হয়ো না, ওদের আক্রমণেও দিশেহারা হয়ে পড়ো না; [৯] ফারাও যখন তার সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের পিতৃপুরুষদের পিছনে ধাওয়া করছিল, তাঁরা লোহিত সাগরে কেমন ত্রাণ পেয়েছিলেন, এই কথা স্মরণ কর। [১০] এসো, আমরা এখন স্বর্গের দিকে কণ্ঠস্বর তুলি; আমাদের প্রতি উৎকণ্ঠিত হলে তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা স্মরণ করবেন ও আজ আমাদের বিরুদ্ধে বিন্যস্ত এই সৈন্যদলকে চূর্ণ করবেন; [১১] তখন সকল জাতি নিশ্চিত হয়ে জানবে যে, এমন একজন আছেন, যিনি ইস্রায়েলের মুক্তি ও ত্রাণকর্ম সাধন করেন!'

[১২] সেই বিদেশীরা চোখ তুলে চাইল, আর যখন দেখল যে, ইস্রায়েলীয়েরা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, [১৩] তখন সংগ্রাম করার জন্য শিবির ছেড়ে বের হল।

যুদার লোকেরা তুরিনিনাদ তুলে [১৪] তাদের আক্রমণ করল। বিজাতীয়েরা পরাস্ত হয়ে সমতল ভূমির দিকে পালাতে লাগল, [১৫] আর যারা পিছনে পড়ে গেছিল, তারা সকলে খড়্গের আঘাতে মারা পড়ল। ইস্রায়েলীয়েরা গেজের পর্যন্ত আর ইদুমেয়ার, আসদোদের ও যান্নিয়ার সমতল ভূমি পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করল; তাদের প্রায় তিন হাজার লোক মারা পড়ল।

[১৬] ধাওয়াটা বন্ধ করে যুদা ও তাঁর যোদ্ধারা ফিরে এলে [১৭] তিনি তাঁর লোকদের বললেন, 'লুটের কথা যাক, আমাদের সামনে আর একটা সংগ্রাম আছে। [১৮] গর্গিয়াস ও তাঁর সেনাবাহিনী পর্বতের উপরে এখনও আমাদের কাছাকাছি আছেন। আগে শত্রুদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, পরে নিরাপদে লুটের মাল কুড়োতে পারবে।' [১৯] একথা এখনও যুদার মুখে আছে, এমন সময়ে এমন এক দল দেখা দিল, যারা পর্বত থেকে লক্ষ করছিল। [২০] তাদের নিজেদের লোকেরা পরাজিত হয়েছে ও শিবিরে আগুন দেওয়া হয়েছে—বস্তুত তারা যে ধূম দেখতে পাচ্ছিল, তা-ই ছিল ঘটনাটার লক্ষণ!—তা দে'খে [২১] তারা অতিশয় বিহ্বল হয়ে পড়ল; তাছাড়া তারা যখন দেখতে পেল যে, নিচে, সমতল ভূমিতে, যুদার বিন্যস্ত করা সৈন্যদল আক্রমণ করতে তৈরী, [২২] তখন সকলেই ফিলিস্তিনিদের এলাকায় পালিয়ে গেল; [২৩] আর যুদা শিবির লুট করতে ফিরে এলেন; তারা প্রচুর পরিমাণ সোনা-রুপো, এবং নীল ও লাল কাপড় ও বহু ধন সংগ্রহ করল। [২৪] ফিরে আসার পথে ইহুদীরা গান করছিল ও স্বর্গের কাছে ধন্যবাদগীতি জাগিয়ে বলছিল: *তিনি মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।* [২৫] ইস্রায়েলে সেই দিনটি হল মহা পরিত্রাণের দিন।

[২৬] বিদেশীদের মধ্য থেকে যারা রেহাই পেয়েছিল, তারা লিসিয়াসের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিল। [২৭] তা শুনে তিনি হতভম্ব ও নিরাশ হয়ে পড়লেন, কেননা তিনি যেমন মনে করেছিলেন, ইস্রায়েলে ব্যাপারটা সেইমত হয়নি; তাছাড়া, রাজা যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, এই সমস্ত কিছুর ফলাফল তার বিপরীত হয়েছিল।

লিসিয়াসের প্রথম রণ-অভিযান

[২৮] পর বছরে তিনি ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ষাট হাজার সেরা পদাতিক সৈন্যকে ও পাঁচ হাজার ঘোড়া জমালেন। [২৯] তারা ইদুমেয়ায় এসে বেথ্-জুরে শিবির বসাল। যুদা দশ হাজার লোক নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে গেলেন। [৩০] সেই বিরাট শিবির দেখে তিনি এই প্রার্থনা নিবেদন করলেন: 'ধন্য তুমি, হে ইস্রায়েলের পরিত্রাতা! তুমিই তোমার দাস দাউদ দ্বারা প্রতাপশালীর তুমুল আক্রমণ চূর্ণ করেছ ও শৌলের ছেলে যোনাথানের ও তাঁর অস্ত্রবাহকের হাতে বিদেশীদের সেনাবাহিনীকে তুলে দিয়েছ। [৩১] সেইমত এই সৈন্যদলকেও তুমি আবার তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের হাতে তুলে দাও, এবং তাদের সৈন্যসামন্তের উপরে ও তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর উপরে দুর্নাম ফিরিয়ে আন। [৩২] তাদের অন্তরে ভয় সঞ্চার কর, তাদের বলের দুঃসাহস ছিন্ন কর, তারা নিজেদের সর্বনাশে ভেসে যাক। [৩৩] তোমাকে ভালবাসে যারা, তাদের খড়্গ দ্বারা তাদের উল্টিয়ে দাও; আর যারা তোমার নাম স্বীকার করে, তারা তোমার বন্দনা করবে।' [৩৪] উভয় পক্ষ যুদ্ধে নামল, আর হাতাহাতি লড়াইতে লিসিয়াসের পাঁচ হাজার লোক মারা পড়ল। [৩৫] যখন লিসিয়াস দেখতে পেলেন যে, নিজের সৈন্যশ্রেণি ছত্রভঙ্গ হচ্ছে কিন্তু যুদার সৈন্যশ্রেণিতে সাহস বাড়ছে, এমনকি তারা গৌরবের সঙ্গে বাঁচতে বা মরতেও প্রস্তুত আছে, তখন তিনি আন্তিওখিয়ায় ফিরে গেলেন; এবং আরও বহুসংখ্যক এক সেনাবাহিনী নিয়ে যুদেয়া পুনরায় দখল করার জন্য সেখানে বেতনভোগী সৈন্যদের সংগ্রহ করলেন।

পবিত্রধাম-শুচীকরণ ও পুনরুৎসর্গ

[৩৬] যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা তখন বললেন, 'দেখ, আমাদের শত্রুরা চূর্ণ হয়েছে; চল, আমরা পবিত্রধাম আবার শুচি করে তুলি এবং তা পুনরায় [ঈশ্বরের উদ্দেশে] উৎসর্গ করি।' [৩৭] তাই গোটা সৈন্যদলকে জড় করে তাঁরা সিয়োন পর্বতে গিয়ে উঠলেন। [৩৮] সেখানে এসে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন, পবিত্রধাম শূন্য, যজ্ঞবেদি কলুষিত এবং যত মন্দিরদ্বার পোড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে; বন্য বা পার্বত্য জায়গার মত সমস্ত প্রাঙ্গণ জুড়ে ঘাস বেড়ে উঠেছে; এবং পবিত্র লোকালয় সবই ধ্বংসস্তূপ!

[৩৯] তখন তাঁরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন, গায়ে ছাই মাখলেন, [৪০] উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, এবং তুরিধ্বনির সঙ্কেতে স্বর্গের দিকে চিৎকার করলেন।

[৪১] যুদা তাঁর লোকদের আদেশ দিলেন, পবিত্রধাম আবার শুচি না করা পর্যন্ত তারা রাজপুরীর যোদ্ধাদের সংগ্রামে ব্যস্ত রাখবে। [৪২] তারপর তিনি এমন অনিন্দ্য ও বিধানভক্ত যাজকদের বেছে নিলেন, [৪৩] যারা পবিত্রধাম শুচি করে তুলল এবং অপবিত্রীকৃত পাথরগুলো অশুচি একটা জায়গায় নিয়ে গেল। [৪৪] আহুতি-বেদি কলুষিত করা হয়েছিল বলে তারা তা নিয়ে যে কী করতে হবে, এই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য মন্ত্রণা করল। [৪৫] শেষে তারা যথোপযুক্ত ভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, বিজাতীয়দের হাতে অপবিত্রীকৃত হয়েছিল বলে সেই বেদি যেন তাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় না হয় সেজন্য তা ভেঙে দেওয়া হোক। তাই তারা বেদিটা ভেঙে দিল, [৪৬] এবং তার পাথরগুলো গৃহের পর্বতে এমন উপযুক্ত জায়গায় রাখল, যতদিন না একজন নবীর উদয় হয় যিনি সেই পাথরগুলো সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন। [৪৭] তারপর তারা বিধানমতে খোদাই-না-করা পাথরগুলো নিয়ে আগেকার বেদির মত নতুন একটা বেদি গাঁথল; [৪৮] পবিত্রধাম পুনঃসংস্কার করল, গৃহের ভিতরের অঙ্গ ও প্রাঙ্গণগুলো শুচীকৃত করল; [৪৯] পবিত্র পাত্রগুলো নতুন করে তৈরি করল, এবং দীপাধার, ধূপবেদি ও ভোজনপাট মন্দিরের মধ্যে বসিয়ে দিল। [৫০] পরে বেদির উপরে ধূপ পোড়াল এবং দীপাধারের উপরে প্রদীপ জ্বালাল, আর সেগুলোর আলোতে মন্দির উজ্জ্বল হয়ে উঠল। [৫১] তারা রুটিগুলো ভোজনপাটের উপরে রাখল এবং পরদাগুলো টেনে নিল। এইভাবে তারা তাদের শুরু করা কাজ সমাধা করল।

[৫২] একশ' আটচল্লিশ সালের নবম মাসের, অর্থাৎ কিস্লেব মাসের পঞ্চবিংশ দিনে তারা ভোরে উঠে [৫৩] তাদের পুনঃসংস্কার করা আহুতি-বেদির উপরে বিধানমতে বলি উৎসর্গ করল। [৫৪] যে সময়ে ও যে দিনে বিজাতীয়রা তা কলুষিত করেছিল, সেই একই সময়ে ও একই দিনে স্তবগানের মধ্যে ও সেতার, বীণা ও করতালের ঝঙ্কারে বেদিটি পুনরায় পবিত্রীকৃত করা হল। [৫৫] গোটা জনসমাজ উপুড় হয়ে প্রণিপাত করল এবং সেই স্বর্গের প্রতি আরাধনা ও ধন্য-স্তুতিবাদ অর্পণ করল, যিনি তাদের প্রতি

প্রসন্নতা দেখিয়েছেন। [৫৬] তারা আট দিন ধরেই বেদি উৎসর্গীকরণ পর্ব উদ্‌যাপন করল, আনন্দের মধ্যে আহুতি দিল এবং মিলন-যজ্ঞ ও স্তুতি-যজ্ঞ নিবেদন করল। [৫৭] পরে তারা নানা স্বর্ণ মালায় ও ছোট্ট ঢাল লাগিয়ে মন্দিরের অগ্রভাগ ভূষিত করল; মন্দিরের সদর ফটকগুলো ও পবিত্র লোকালয় নতুন করে তৈরি করল; সেখানে আবার নতুন দরজা দিল। [৫৮] বিজাতীয়দের অপমান মুছে দেওয়া হয়েছিল বলে জনগণের অন্তরে মহা আনন্দ ছিল। [৫৯] যুদা, তাঁর ভাইয়েরা ও গোটা ইস্রায়েল-সমাবেশ তখন এই সিদ্ধান্ত নিলেন: কিস্লেব মাসের পঞ্চবিংশ দিন থেকে শুরু ক'রে আট দিন ধরে, আনন্দের মধ্যে প্রতিটি বছরে ঠিক সময়ে বেদি উৎসর্গীকরণ পর্বের দিনগুলি পালন করা হবে।

[৬০] সেসময় তারা সিয়োন পর্বতের চারদিকে উচ্চ প্রাচীর ও শক্ত মিনার গেঁথে তুলল, যাতে বিজাতীয়রা আগে যেমন করেছিল, তেমনি তা পুনরায় পদদলিত করতে না আসে। [৬১] তার প্রহরার জন্য যুদা সেখানে স্থায়ী একটা প্রহরীদল মোতায়েন রাখলেন, বেথ্-সুরেও একটা প্রাচীর দিলেন, লোকদের জন্য যেন ইদুমেয়ামুখী একটা দুর্গ থাকে।

এদোমীয় ও আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

৫ [১] আশেপাশের দেশগুলি যখন শুনল যে, যজ্ঞবেদি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে ও পবিত্রধাম তার আগেকার অবস্থায় সংস্কার করা হয়েছে, তখন মহা ক্রোধে জ্বলে উঠল [২] এবং স্থির করল, যাকোব-বংশের যত লোক তাদের মধ্যে রয়েছে তাদের উচ্ছেদ করবে; আর এই মর্মে তারা জনগণের মধ্যে কয়েকজনকে বধ করতে ও দেশছাড়া করতে লাগল। [৩] তখন যুদা ইদুমেয়ায় ও আক্রাবাত্তেনেতে এসৌ-সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, কারণ তারা ইস্রায়েলকে অবরোধ করছিল; তাদের উপর ভারী আঘাত হানলেন, তাদের অবনত করলেন, ও তাদের সবকিছু লুট করে নিলেন।

[৪] সেই বেয়ান-সন্তানদের শঠতার কথাও তাঁর মনে পড়ল, যারা পথে পথে ওত পেতে থাকায় জনগণের পক্ষে ফাঁদ ও পতনের কারণ হয়েছিল। [৫] তাঁর চাপে তারা দুর্গগুলিতে নিজেদের রুদ্ধ করল, আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে শিবির বসিয়ে তাদের

বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন; পরে সেই শহরের দুর্গগুলিতে আগুন লাগিয়ে দুর্গগুলি ও ভিতরে যত মানুষ ছিল সবই পুড়িয়ে দিলেন। [৬] তারপর তিনি আম্মোনীয়দের এলাকায় পেরিয়ে গিয়ে সেখানে তিমথির নেতৃত্বে বলবান এক সেনাবাহিনী ও বহুসংখ্যক লোককে পেলেন; [৭] তাদের বিরুদ্ধে অনেকবার যুদ্ধ-সংগ্রামে নামলেন, এবং তাদের চূর্ণ ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করলেন। [৮] যাসেরকে ও তার উপনগরগুলিকেও জয় করার পর তিনি যুদেয়ায় ফিরে গেলেন।

গালিলেয়া ও গিলেয়াদে রণ-অভিযান প্রস্তুতি

[৯] তখন গিলেয়াদের বিজাতীয়েরা, যত ইস্রায়েলীয়েরা তাদের এলাকায় ছিল, তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে একজোট হল, কিন্তু এরা দাথেমার দৃঢ়দুর্গে আশ্রয় নিয়ে [১০] যুদা ও তাঁর ভাইদের কাছে এই পত্র লিখে পাঠাল: 'আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে আশেপাশের জাতিসকল আমাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে; [১১] আমরা যে দৃঢ়দুর্গে আশ্রয় নিয়েছি, তারা তা আক্রমণ করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে; তাদের সেনাপতি তিমথি। [১২] তবে ওঠ, ওদের কবল থেকে আমাদের উদ্ধার করতে এসো, কেননা আমাদের উপরে এক লোকারণ্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে; [১৩] আমাদের যে ভাইয়েরা তোবিয়াসের এলাকায় ছিল, তাদের সকলকে মেরে ফেলা হয়েছে, তাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, পশুধন সকলকেই বন্দি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং এক হাজার পুরুষ মারা পড়েছে।'

[১৪] তারা পত্রটি পড়ছে, এমন সময়ে দেখ, গালিলেয়া থেকে ছেঁড়া পোশাক পরা অন্য দূতেরা এসে একই ধরনের সংবাদ দিল। [১৫] তারা বলছিল, তলেমাইস, তুরস ও সিদোনের অধিবাসীরা এবং গালিলেয়ার গোটা বিজাতীয় অংশের লোকেরা তাদের বিনাশ করতে একত্র হয়েছে। [১৬] যখন যুদা ও লোকেরা এই সমস্ত কথা শুনলেন, তখন, ক্লেশে পড়া ও বিজাতীয়দের দ্বারা আক্রমণ করা তাদের সেই ভাইদের জন্য যে কী করণীয়, তা স্থির করার জন্য বিরাট এক জনসমাবেশ সমবেত হল। [১৭] যুদা তাঁর ভাই শিমোনকে বললেন, 'লোকদের বেছে নিয়ে গালিলেয়ায় দৌড়ে তোমার সেই ভাইদের নিস্তার কর; আমি ও আমার ভাই যোনাথান গিলেয়াদ অঞ্চলে যাব।' [১৮] তিনি জাখারিয়ার সন্তান যোসেফকে, জননেতা আজারিয়াকে ও তাঁর

সৈন্যদলের বাকি অংশকে যুদেয়া রক্ষা করতে রাখলেন; [১৯] তাঁদের তিনি এই নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা এই জনগণকে শাসনের ভার গ্রহণ কর, কিন্তু আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত বিজাতীয়দের আক্রমণ করো না।' [২০] গালিলেয়াতে হামলার জন্য শিমোনকে তিন হাজার লোক, এবং গিলেয়াদ অঞ্চলের জন্য যুদাকে আট হাজার লোক দেওয়া হবে বলে স্থির করা হল।

গালিলেয়া ও গিলেয়াদে রণ-অভিযান

[২১] শিমোন গালিলেয়াতে প্রবেশ করে বিজাতীয়দের বিরুদ্ধে বারবার হামলা চালালেন, আর এরা তাঁর সামনে পরাজিত হল; [২২] তিনি তলেমাইসের নগরদ্বার পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করলেন। বিজাতীয়দের মধ্য থেকে তিন হাজার লোক মারা পড়ল, আর শিমোন সবকিছু লুট করে নিয়ে গেলেন। [২৩] পরে, গালিলেয়াতে ও আর্বাত্তায় যে ইস্রায়েলীয়েরা ছিল, তাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও তাদের সমস্ত পশুধন সমেত তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে মহা আনন্দের মধ্যে তাদের যুদেয়ায় ফিরিয়ে আনলেন।

[২৪] এদিকে মাকাবীয় যুদা ও তাঁর ভাই যোনাথান যর্দন পার হয়ে তিন দিন মরুপ্রান্তরে হেঁটে চললেন। [২৫] তাঁরা নাবাতীয়দের সঙ্গে দেখা করলেন, এরা শান্তির মনোভাবে তাঁদের দিকে আসছিল। এরা গিলেয়াদ অঞ্চলে তাঁদের ভাইদের সমস্ত দুরবস্থার কথা জানাল, [২৬] এবং একথা বলল যে, তাদের অনেকে বস্রা, বজোর, আলেমা, খাস্ফো, মাকেদ ও কার্নাইমে অবরুদ্ধ ছিল; এবং এই সকল নগর ছিল প্রাচীরে ঘেরা বড় নগর। [২৭] তারা বলছিল যে, গিলেয়াদের অন্য শহরগুলিতেও অনেকে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল; এমনকি, পর দিনেই দুর্গগুলি আক্রমণ ও দখল করা ও একদিনে এদের সকলকে শেষ করার কথা ছিল। [২৮] যুদা ও তাঁর সৈন্যদল সঙ্গে সঙ্গে মরুপ্রান্তরের পথ দিয়ে বস্রার দিকে ফিরে গেলেন; শহরটাকে দখল করলেন, প্রত্যেক পুরুষলোককে খড়্গের আঘাতে মারলেন, সবকিছু লুট করে নিলেন ও শহরে আগুন লাগালেন।

[২৯] রাত হলে তিনি সেখান থেকে রওনা হলেন, আর তারা দৃঢ়দুর্গে না পৌঁছা পর্যন্ত হেঁটে চলল। [৩০] সকালের দিকে চোখ তুলল, আর দেখ, এমন লোকারণ্য, যার সংখ্যা গণনা করা যেত না, দুর্গ দখল করার উদ্দেশ্যে সিঁড়ি ও যুদ্ধযন্ত্র উত্তোলন করছিল:

অবরুদ্ধ লোকদের আক্রমণ ঠিক তখনই শুরু হচ্ছিল। [৩১] যুদ্ধ শুরু হয়েছে, এবং তুরিধ্বনির কারণে ও তীব্র চিৎকারের কারণে শহরের হাহাকার স্বর্গ পর্যন্ত উঠছিল দেখে যুদা [৩২] তাঁর সৈন্যদের বললেন, 'আজ তোমাদের ভাইদের জন্য লড়াই কর!' [৩৩] তারা তিন দল হয়ে ওদের পিছন থেকে এসে পড়ল, তুরিনিনাদের মধ্যে তারা জোর গলায় প্রার্থনা করছিল। [৩৪] মাকাবীয় উপস্থিত, তিমথির সৈন্যদলের মধ্যে এই জনরব রটে গেলে সকলে তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে গেল; তিনি মহাসংহারে তাদের পরাস্ত করলেন; সেদিন প্রায় আট হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়ল। [৩৫] পরে তিনি আলেমার দিকে ছুটে তা আক্রমণ করে দখল করলেন; তার সকল পুরুষলোককে বধ করলেন, তা লুটপাট করলেন ও আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। [৩৬] সেখান থেকে শিবির তুলে তিনি খাস্ফো, মাকেদ, বজোর ও গিলেয়াদের অন্য শহরগুলি জয় করে নিলেন।

[৩৭] এই সমস্ত ঘটনার পর তিমথি আর এক সেনাবাহিনী জড় করে রাফোনের উল্টো দিকে, খাদনদীর ওপারে, শিবির বসালেন। [৩৮] যুদা শত্রুশিবিরে গুপ্ত পরিদর্শনে লোক পাঠালে তারা ফিরে এসে বলল, 'আমাদের চারদিকে যত বিদেশী আছে, তারা সকলে তাঁর সঙ্গে একজোট হয়েছে: তারা প্রকাণ্ড এক সৈন্যদল! [৩৯] আরবীয়দেরও তার সহকারী বলে বেতন দ্বারা নেওয়া আছে; তাদের শিবির খাদনদীর ওপারে, আর তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে তৈরী।' যুদা ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন। [৪০] যুদা ও তাঁর সৈন্যদল খাদনদীর ধারে এগিয়ে আসছেন, সেসময়ে তিমথি তাঁর সেনাপতিদের বললেন, 'তিনি প্রথম আমাদের বিরুদ্ধে পার হলে আমরা তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারব না, কেননা আমাদের চেয়ে তাঁরই বেশি প্রাধান্য থাকবে। [৪১] কিন্তু, তিনি ভীত হয়ে খাদনদীর ওপারে শিবির বসালে আমরা পার হব আর তখন প্রাধান্য আমাদেরই হবে।'

[৪২] জলস্রোতের ধারে এসে পৌঁছে যুদা সৈন্যদলের কর্মচারীদের খাদনদীর ধারে ধারে নিযুক্ত করে এই হুকুম দিলেন, 'কাউকেই এমনি দাঁড়াতে দেবে না, সকলেই লড়াই করতে আসুক।' [৪৩] প্রথম হয়ে তিনিই শত্রুদের দিকে পার হলেন, আর লোকেরা তাঁর পিছু পিছু চলল। তাঁর বিরোধী সেই বিজাতীয়েরা তাঁর দ্বারা চূর্ণ হল, এবং অস্ত্র

ফেলে কার্নাইমের দেবালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল। [৪৪] ইস্রায়েলীয়েরা শহরটাকে দখল করে দেবালয়ে ও তার মধ্যে যত লোক ছিল, সবকিছুতেই আগুন দিল। এইভাবে কার্নাইম পরাস্ত হল, আর শত্রুরা যুদার সামনে আর দাঁড়াতে পারল না।

[৪৫] গিলেয়াদ অঞ্চলে যত ইস্রায়েলীয় ছিল, যুদা সেই সকলকে স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে ও সম্পদ সমেত ছোট বড় সকলকেই—বিরাট এক দল—যুদেয়ায় নিয়ে যাবার জন্য জড় করলেন। [৪৬] তারা এফ্রোনে এসে পৌঁছল: শহরটা বড় ও বিশেষভাবে বলবান, তা যাওয়ার পথেই অবস্থিত; কোন দিক দিয়ে তা এড়ানো সম্ভব ছিল না, তার মধ্য দিয়ে যাওয়া আবশ্যকই ছিল। [৪৭] কিন্তু শহরবাসীরা পাথর দিয়ে নগরদ্বার রোধ করে তাদের জন্য যাওয়ার পথ রুদ্ধ করেছিল। [৪৮] যুদা তাদের কাছে শান্তিজনক প্রস্তাব দিতে লোক পাঠিয়ে বললেন, 'আমরা কেবল আমাদের দেশে ফিরে যাবার জন্যই তোমাদের এলাকা পেরিয়ে যেতে চাই; কেউই তোমাদের কোন অনিষ্ট ঘটাবে না, আমরা শুধু পায়ে হেঁটে যেতে চাই।' কিন্তু তারা তাঁর জন্য নগরদ্বার খুলে দিতে রাজি হল না। [৪৯] তখন যুদা লোকের গোটা দলকে হুকুম দিলেন, সকলে যেখানে আছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকুক। [৫০] সৈন্যেরা নিজ নিজ স্থান নিল, এবং সারাদিন সারারাত ধরে শহরটাকে আক্রমণ করে চলল, যে পর্যন্ত শহরটা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। [৫১] যুদা সকল পুরুষলোককে খড়্গের আঘাতে মারলেন, শহরটাকে ভূমিসাৎ করলেন, এবং সমস্ত কিছু লুট করে নিয়ে লাশগুলোর উপর দিয়ে শহরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললেন। [৫২] পরে বেথ্-সেয়ানের উল্টো দিকে, প্রশস্ত সমতল ভূমির দিকে, যর্দন পার হলেন। [৫৩] যারা পিছনে পড়ে আসছিল, তাদের যুদা অবিরত এগিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সমস্ত যাত্রাপথে লোকদের সাহস দিচ্ছিলেন; শেষে তারা যুদেয়ায় এসে পৌঁছল। [৫৪] তারা আনন্দোল্লাসের মধ্যে সিয়োন পর্বতে আরোহণ করল ও বলি উৎসর্গ করল, কেননা নিজেদের একজনকেও না হারিয়ে সকলেই নিরাপদে ফিরে এসেছিল।

সামুদ্রিক এলাকা ও ইদুমেয়ায় সংগ্রাম

[৫৫] যেসময় যুদা ও যোনাথান গিলেয়াদে, এবং তাঁদের ভাই শিমোন তলেমাইসের সামনে গালিলেয়ায় ছিলেন, [৫৬] সেসময় জাখারিয়ার সন্তান যোসেফ ও

আজারিয়া—তাঁরা ছিলেন সৈন্যদলের সেনাপতি—তাঁদের সাধিত গৌরবময় কর্মকীর্তি ও যুদ্ধের কথা জানতে পেরে [৫৭] বললেন, 'এসো, আমরাও সুনাম অর্জন করি! যে বিজাতীয়েরা আমাদের চারদিকে ঘিরে ফেলে, এসো, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে বেরিয়ে পড়ি।' [৫৮] তাই তাঁদের অধীনে যত লোক ছিল, তাদের হুকুম দিয়ে তাঁরা যাম্নিয়ার দিকে বের হলেন। [৫৯] কিন্তু গর্গিয়াস তাদের আক্রমণ করার জন্য তাঁর নিজের লোক নিয়ে শহর ছেড়ে তাদের সাক্ষাৎ করতে গেলেন। [৬০] যোসেফ ও আজারিয়া পরাজিত হয়ে যুদেয়ার সীমানা পর্যন্ত তাড়িত হলেন; সেদিন ইস্রায়েল জনগণের মধ্য থেকে প্রায় দু'হাজার লোক মারা পড়ল। [৬১] জনগণের তেমন পরাজয় ঘটেছে এই কারণে যে, বীর্যপূর্ণ কর্মকীর্তি সাধন করবে মনে ক'রে তারা যুদা ও তাঁর ভাইদের কথা শোনেনি; [৬২] যাই হোক, এরা সেই বীরপুরুষদের বংশের মানুষ ছিল না, যাদের হাত দ্বারা ইস্রায়েলের পরিত্রাণ সাধন করা হয়েছিল।

[৬৩] বীরপুরুষ যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা গোটা ইস্রায়েলের দৃষ্টিতে, এবং যত জাতির কাছে তাঁদের সুনামের কথা পৌঁছাচ্ছিল, তাদেরও দৃষ্টিতে মহাসম্মানের পাত্র ছিলেন। [৬৪] লোকে তাঁদের ধারে সমবেত হয়ে তাঁদের উদ্দেশে জয়ধ্বনি তুলত। [৬৫] যুদা তাঁর ভাইদের সঙ্গে দক্ষিণ অঞ্চলে এসৌ-সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আবার বের হলেন; তিনি হেব্রোন ও তার উপনগরগুলিকে আঘাত করলেন, তার সমস্ত গড় ধ্বংস করলেন ও চারদিকে তার সকল দুর্গমিনারে আগুন দিলেন। [৬৬] পরে তিনি ফিলিস্তিনিদের দেশে যাবার জন্য শিবির তুলে মারিসার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেন। [৬৭] সেদিন যুদ্ধে যাজকেরাই মারা পড়ল: তারা বীর্যপূর্ণ কর্মকীর্তি সাধন করার উত্তেজনায় যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়েছিল—নির্বোধের কাজ! [৬৮] যুদা ফিলিস্তিনিদের অধিকার ভূমি সেই আসদোদের দিকে ঘুরলেন: তাদের যজ্ঞবেদি উল্টিয়ে দিলেন, তাদের দেব-দেবীর মূর্তি পুড়িয়ে দিলেন, এবং তাদের শহরগুলো লুটপাট করে যুদেয়াতে ফিরে গেলেন।

আন্তিওখস এপিফানেসের মৃত্যু ও রাজপদে ৫ম আন্তিওখস

৬ [১] আন্তিওখস রাজা উত্তর প্রদেশগুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে জানতে পারলেন যে, পারস্য দেশে এলিমাইস নামে একটা নগরী আছে, যা ধন-ঐশ্বর্য ও সোনা-রুপোর জন্য বিখ্যাত; [২] এমনকি সেখানে ঐশ্বর্য-ভরা একটা মন্দিরও আছে, যার মধ্যে সেই সমস্ত স্বর্ণ রণসজ্জা, বক্ষস্ত্রাণ ও অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, যা ফিলিপের সন্তান সেই মাকিদনিয়ার রাজা আলেক্সান্দার সেখানে রেখেছিলেন, যিনি গ্রীকদের উপরে প্রথম রাজত্ব করেছিলেন। [৩] তাই তিনি সেখানে গিয়ে লুট করার জন্য শহরটাকে দখল করে নিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন, কারণ শহরবাসীরা তাঁর পরিকল্পনা জানতে পেরে [৪] অস্ত্রের বলে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল; তাই তাঁকে হটে যেতে হল, এবং বড় দুঃখের সঙ্গে পিছটান দিতে দিতে তিনি বাবিলনে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। [৫] তিনি পারস্য দেশে তখনও রয়েছেন, এমন সময়ে এক দূত এসে তাঁকে এই খবর দিল যে, যুদার বিরুদ্ধে যে সৈন্যদল রণ-অভিযানে বেরিয়েছিল, তারা হটে যেতে বাধ্য হয়েছে; [৬] লিসিয়াসও অত্যন্ত শক্তিশালী এক সৈন্যদল নিয়ে ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সামনে থেকে হটে যেতে বাধ্য হয়েছেন; তাছাড়া ইহুদীরা যে যে সৈন্যদলকে টুকরো টুকরো করে তাদের যে অস্ত্র, রণ-সরঞ্জাম ও বাকি সবকিছু লুট করেছিল, তা নিয়ে এখন খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে; [৭] অবশেষে, তিনি যেরুশালেমে যজ্ঞবেদির উপরে যে জঘন্য বস্তুটা বসিয়েছিলেন, ইহুদীরা তা ভেঙে দিয়েছে, পবিত্রধামটিকে আগের মত উচ্চ প্রাচীর দিয়েই ঘিরে ফেলেছে, এবং তাঁর নিজের একটা শহর, সেই বেথ্‌-সুরেও, প্রাচীর দিয়েছে।

[৮] এই সমস্ত খবর শুনে রাজা একেবারে স্তম্ভিত হলেন, অন্তরে অত্যন্ত বিচলিত হলেন; তিনি শয্যা নিলেন ও দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কারণ তিনি যেমন আশা করেছিলেন, সেইমত কিছুই ঘটেনি। [৯] তেমন অবস্থায় তিনি বহুদিন কাটালেন, দুঃখের তীব্র লাঞ্ছনায় বারবার আক্রান্ত হলেন, যতক্ষণ না তিনি বুঝলেন, মৃত্যু এবার সন্নিকট। [১০] তখন তাঁর সকল বন্ধুকে কাছে ডেকে তাদের বললেন, 'নিদ্রা আমার চোখ এড়াচ্ছে, আমার মন দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হচ্ছে; [১১] আমি ভাবলাম: আমি যে এতই ভাগ্যবান হয়ে আমার রাজাসনে ভালবাসার পাত্র ছিলাম, এবার কী করে এমন

তীব্র ক্লেশের ধারে এসে পৌঁছেছি? কী করে এমন মারাত্মক অস্থিরতার মধ্যে পড়েছি? [১২] কিন্তু এখন সেই সমস্ত অনিষ্টের কথা আমার মনে পড়ছে, যা আমি যেরুশালেমের বিরুদ্ধে ঘটিয়েছিলাম, হ্যাঁ, সেখানে যত সোনা-রুপোর দ্রব্য-সামগ্রী ছিল, তা কেড়ে নিয়েছিলাম, এবং অকারণে যুদা-বাসীদের বিনাশ করতে হুকুম দিয়েছিলাম। [১৩] আমি স্বীকার করছি যে, তেমন কিছুর ফলেই এই সমস্ত অমঙ্গল এখন আমার উপর আঘাত হানছে: আর দেখ, নিদারুণ দুঃখের জ্বালায় আমি বিদেশী মাটির বুকে মরতে বসেছি।' [১৪] তিনি তাঁর রাজবন্ধুদের একজন সেই ফিলিপকে আহ্বান করে তাঁকে সমস্ত রাজ্যের অস্থায়ী শাসনকর্তা করে নিযুক্ত করলেন; [১৫] রাজমুকুট, রাজসজ্জা ও আঙটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তিনি তাঁকে তাঁর ছেলে আন্তিওখসকে পরিচালনা করতে ও রাজ্যভার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে দায়িত্ব দিলেন। [১৬] একশ' উনপঞ্চাশ সালে সেই জায়গায়ই আন্তিওখস রাজার মৃত্যু হয়। [১৭] লিসিয়াস যখন জানতে পারলেন, রাজার মৃত্যু হয়েছে, তখন তাঁর পদে তাঁর সন্তান আন্তিওখসকে বসালেন; তাঁকে তিনি নিজেই ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছিলেন; তাঁর নাম এউপাতোর রাখলেন।

আক্রা-দুর্গ অবরোধ

[১৮] আক্রা-দুর্গের মধ্যে যারা বসতি করেছিল, তারা সেসময় পবিত্রধামের চারদিকে ইস্রায়েলীয়দের যাওয়ার পথ রুদ্ধ করছিল, এবং তাদের অসুবিধা ও বিদেশীদের সুবিধা ঘটাবার জন্য যত সুযোগের চেষ্টায় ছিল। [১৯] যুদা মনস্থ করলেন, তাদের উচ্ছেদ করবেন; সুতরাং অবরোধ দ্বারা তাদের চাপ দেবার জন্য গোটা জনগণকে জড় করলেন। [২০] তারা জড় হয়ে একশ' পঞ্চাশ সালে আক্রা-দুর্গ অবরোধ করে ঘিরে ফেলল, এবং যুদা জাঙ্গাল ও যুদ্ধযন্ত্র তৈরি করালেন। [২১] কিন্তু তবু তাদের কয়েকজন অবরোধ এড়াতে সক্ষম হল, এবং ইস্রায়েলের কয়েকজন ধর্মত্যাগী তাদের দলে যোগ দিল; [২২] তারা রাজাকে গিয়ে বলল, 'আর কতকাল আপনি ন্যায্যতা স্থগিত করবেন ও আমাদের ভাইদের বিষয়ে প্রতিশোধ নেবেন না? [২৩] আমরা আপনার পিতার সেবা করতে, তাঁর আদেশমত চলতে ও তাঁর রাজাজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা দেখাতে বেশ খুশি ছিলাম। [২৪] এই সমস্ত কিছুর ফলে আমাদের আপন জাতির লোকেরা দুর্গটাকে অবরোধ করে আছে ও আমাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চায়

না; এমনকি, আমাদের মধ্য থেকে যত লোক ধরতে পারল, তাদের বধ করল এবং আমাদের ধনসম্পদ লুট করে নিল। [২৫] আর আমাদের উপর শুধু নয়, আপনার সমস্ত এলাকার উপরেও তারা হাত বাড়িয়েছে। [২৬] আর দেখুন, তারা এখন যেরুশালেমের আক্রা-দুর্গ দখল করার জন্য তা অবরোধ করছে, এবং পবিত্রধাম ও বেথ্-জুর বলবান করেছে। [২৭] আপনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের আগে এবিষয়ে কিছু না করলে তারা আরও বেশি কিছু ঘটাবে, তখন আপনি আর তাদের থামাতে পারবেন না।'

যুদেয়ায় ৫ম আন্তিওখস ও লিসিয়াস

বেথ-জাখারিয়াতে সংগ্রাম (৬:২৮-৪৭)

[২৮] তেমন কথা শুনে রাজা রুষ্ট হলেন; তিনি তাঁর সকল রাজবন্ধুকে, সেনাপতিদের ও অশ্বারোহী-দলের অধিনায়ককে সমবেত করলেন; [২৯] এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে ও ভূমধ্য সাগরের দ্বীপগুলি থেকেও বেতনভোগী সৈন্যদের সংগ্রহ করলেন। [৩০] তাঁর সৈন্যসামন্তের মোট সংখ্যা ছিল এক লক্ষ পদাতিক, কুড়ি হাজার ঘোড়া, ও যুদ্ধে অভিজ্ঞ বত্রিশটা হাতি। [৩১] তারা ইদুমেয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বেথ্-জুর অবরোধ করে বেশ কয়েক দিন ধরে তার বিরুদ্ধে হামলা চালাল; যুদ্ধযন্ত্রও তৈরি করল, কিন্তু ইস্রায়েলীয়েরা বের হয়ে সেগুলিতে আগুন লাগাচ্ছিল ও বীর্যের সঙ্গে লড়াই করছিল।

[৩২] তেমন অবস্থায় যুদা আক্রা-দুর্গ থেকে শিবির তুলে তা বেথ্-জাখারিয়াতে, রাজার শিবিরের উল্টো দিকে বসালেন। [৩৩] রাজা ভোরে উঠে তাঁর সৈন্যদলকে অতি দ্রুত বেগে বেথ্-জাখারিয়ার পথের ধারে ধারে স্থানান্তর করলেন, আর সেখানে তাঁর সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্য শ্রেণিভুক্ত হয়ে তুরিনিনাদ তুলল। [৩৪] সংগ্রামের জন্য হাতিগুলিকে উত্তেজিত করতে তারা তাদের আঙুরফল ও তুঁতফলের রস খেতে দিল; [৩৫] এই পশুগুলিকে তারা নানা সৈন্যশ্রেণির মধ্যে স্থান দিল: প্রতিটি হাতির পাশে বর্মসজ্জিত ও মাথায় করে ব্রঞ্জের শিরস্ত্রাণ পরা এক হাজার পদাতিক নিযুক্ত ছিল; তাছাড়া প্রতিটি পশুর চারপাশে পাঁচশ'জন করে সেরা অশ্বারোহীও নিযুক্ত হল। [৩৬] এই অশ্বারোহীরা নিজ নিজ হাতির গতি অনুসারেই চলত: পশুটা যেইদিকে যেত,

তারাও সেদিকে যেত, তাকে কখনও ছাড়ত না। [৩৭] প্রতিটি হাতির উপরে, পশুটার রক্ষার জন্য, দৃঢ়বদ্ধ কাঠের মাচা বসানো ছিল: তা চামড়ার বন্ধনীতে বাঁধা ছিল, এক একটার উপরে ছিল চারজন করে যোদ্ধা ও তার মাহুত। [৩৮] শত্রুদের মধ্যে সন্ত্রাস ছড়াতে ও সৈন্যবিন্যাসের সাহায্যে বাকি অশ্বারোহী বাহিনীকে সৈন্যদলের দু'পাশে—এপাশে বা ওপাশে—স্থান দেওয়া হল।

[৩৯] যখন সূর্য সেই ব্রঞ্জের ও সোনার ঢালের উপরে ঝলকিয়ে উঠল, পর্বতমালা সেই ঝলকে দীপ্তিময় হয়ে জ্বলন্ত মশালের মত দেদীপ্যমান হল। [৪০] রাজার সৈন্যদলের একটা অংশ পর্বতচূড়ায়, এবং অপর অংশটা উপত্যকায় স্থান নিল: তারা দৃঢ়তার সঙ্গে ও সুবিন্যস্ত ভাবে এগিয়ে আসতে লাগল। [৪১] তেমন বিরাট লোকারণ্যের কোলাহলে, আগমনকারী এত সংখ্যক মানুষের তুমুল শব্দে ও অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানিতে প্রত্যেকে কম্পিত হল: সৈন্যদল সত্যিই ছিল অপরিসীম ও বলবান! [৪২] যুদা ও তাঁর দল সৈন্যবিন্যাসকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে এলেন, তখন রাজার দলের ছ'শোজন মারা পড়ল। [৪৩] আবারান বলে পরিচিত এলেয়াজার যখন দেখতে পেলেন, একটা হাতি রাজকীয় সজ্জায় সজ্জিত ও অন্য সকল হাতির চেয়ে বেশ উচ্চ, তখন ভাবলেন, তার উপরে অবশ্য রাজা আছেন; [৪৪] তাই তিনি তাঁর আপন জনগণকে ত্রাণ করার ও চিরস্থায়ী নাম অর্জন করার অভিপ্রায়ে নিজেকে উৎসর্গ করলেন; [৪৫] সৈন্যবিন্যাসের মধ্য দিয়ে সাহসের সঙ্গে সেদিকে ছুটতে ছুটতে ডানে বামে এমন মারণ-আঘাত হানতে লাগলেন যে, তাঁর সামনে শত্রুরা দু'ভাগ হয়ে দু'পাশে লাফ দিচ্ছিল, [৪৬] আর তিনি হাতির নিচে দৌড়ে খড়্গা দিয়ে তা বিঁধিয়ে মেরে ফেললেন, তাই পশুটা তাঁর উপরে পড়ল আর এলেয়াজার সেইখানে মরলেন। [৪৭] কিন্তু রাজার প্রতাপ ও তাঁর সৈন্যদলের হিংস্রতা দেখে ইহুদীরা তাদের সামনে থেকে পিছটান দিল।

সিয়োন পর্বত অবরুদ্ধ ও বেথ-জুর হস্তগত

[৪৮] তখন রাজার সৈন্যসামন্ত যেরুশালেমে তাদের আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে গেল, এবং রাজা যুদেয়া ও সিয়োন পর্বত ঘেরাও করতে লাগলেন। [৪৯] বেথ্‌-জুরে যারা ছিল, তাদের কাছে তিনি শান্তি-প্রস্তাব পাঠালেন, আর তারা রাজি হল; বস্তুত

অবরোধে দাঁড়াবার তাদের আর খাদ্য-সামগ্রী ছিল না, যেহেতু দেশ শাব্বাৎ-বর্ষ ভোগ করছিল। [৫০] বেথ্‌-জুর দখল করে রাজা সেখানে রক্ষার জন্য এক সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন। [৫১] তিনি বহুদিন ধরে পবিত্রধাম অবরোধ করে রাখলেন; এই উদ্দেশ্যে তিনি জাঙ্গাল ও নানা যুদ্ধযন্ত্র, জ্বলন্ত বস্তু ও অগ্নি-গোল্লা নিক্ষেপযন্ত্র, এবং তীর ছুড়বার জন্যও বিশেষ যন্ত্র ও গুলতিতে অবলম্বন করলেন। [৫২] তেমন যুদ্ধযন্ত্রের বিপরীতে রক্ষাকারীরাও নিজেদের যুদ্ধযন্ত্র লাগাল, আর তখন সংগ্রাম বহুদিন ধরে চলল। [৫৩] কিন্তু শাব্বাৎ-বর্ষ চলছিল বিধায় ভাণ্ডারে আর খাদ্য-সামগ্রী ছিল না, আর বিজাতীয়দের এড়াবার জন্য যারা যুদেয়াতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা খাদ্য-সামগ্রীর বাকি অংশ ফুরিয়ে দিয়েছিল। [৫৪] তাই কঠোর দুর্ভিক্ষের কারণে পবিত্রধামে কেবল অল্পসংখ্যক লোককে রাখা হয়েছিল, আর বাকি সকলে গিয়ে যে যার অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

৫ম আন্তিওখসের দেওয়া ধর্মীয় স্বাধীনতা

[৫৫] এদিকে আন্তিওখস রাজা মৃত্যুর আগে নিজের ছেলে আন্তিওখসকে রাজ্যভারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করার জন্য যাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন, [৫৬] সেই ফিলিপ পারস্য ও মেদিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন; রাজার সঙ্গে যে সেনাবাহিনী রওনা হয়েছিল, তা তাঁরই সঙ্গে ছিল, আর তিনি শাসনভার নিজেরই হাতে নেবার চেষ্টা করছিলেন; এই সমস্ত বিষয় শুনতে পেয়ে লিসিয়াস [৫৭] সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি চলে যাবেন, আর এই মর্মে রাজাকে, সেনাপতিদের ও সৈন্যদের বললেন, 'আমরা দিন দিন দুর্বল হয়ে আসছি: খাদ্য-সামগ্রীর অভাব দেখা দিচ্ছে, এবং যে স্থান আমরা অবরোধ করছি, তা সুরক্ষিত; উপরন্তু রাজ্যের অবস্থা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। [৫৮] সুতরাং আসুন, আমরা এই লোকদের কাছে বন্ধুত্বের হাত অর্পণ করি, তাদের সঙ্গে ও গোটা জনগণের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্থির করি; [৫৯] তাদের অনুমতি দিই, তারা যেন আগের মত তাদের ঐতিহ্যগত প্রথাগুলি পালন করে, কেননা এই যে প্রথাগুলি আমরা বিলীন করতে চেষ্টা করেছি, ঠিক তারই জন্য এরা উত্তেজিত হয়ে এই সমস্ত কাণ্ড ঘটিয়েছে।' [৬০] রাজা ও সকল নায়কেরা এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন, তাই রাজা শান্তি-চুক্তি সম্বন্ধে ইহুদীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে লোক পাঠালেন, আর তারা

রাজি হল। [৬১] রাজা ও নায়কেরা তাদের সামনে শপথ করলেন, আর সেই শর্তে তারা দুর্গ ছেড়ে বের হল। [৬২] কিন্তু রাজা যখন সিয়োন পর্বতে প্রবেশ করে দেখলেন যে, স্থানটি সুরক্ষিত, তখন তাঁর সেই নেওয়া শপথ লঙ্ঘন করে চারদিকের প্রাচীর ভাঙতে আজ্ঞা দিলেন। [৬৩] পরে তিনি শীঘ্রই রওনা হয়ে আন্তিওখিয়ায় ফিরে গেলেন, আর সেখানে গিয়ে দেখলেন, ফিলিপ ইতিমধ্যে নগরীর প্রভু হয়েছেন! আন্তিওখস তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বল প্রয়োগে নগরী হস্তগত করলেন।

রাজপদে দেমেত্রিওস

৭ [১] একশ' একান্ন সালে সেলেউকসের সন্তান দেমেত্রিওস রোম ত্যাগ করে স্বল্প কয়েকজন লোকের সঙ্গে সমুদ্রতীরের এক শহরে এসে পৌঁছে সেখানে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন। [২] তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করছেন, এমন সময়ে সৈন্যেরা আন্তিওখস ও লিসিয়াসকে গ্রেপ্তার করল; তারা মনে করছিল, সেই দু'জনকে রাজার হাতে তুলে দেবে। [৩] তাঁকে বিষয়টা জানানো হলে তিনি বললেন, 'ওদের মুখ আমাকে দেখাবে না!' [৪] সৈন্যেরা তাঁদের মেরে ফেলল, এবং দেমেত্রিওস নিজ রাজ্যের সিংহাসনে আসন নিলেন। [৫] তখন ইস্রায়েলের যত ধূর্ত ও ভক্তিহীন মানুষ তাঁর কাছে গেল, তাদের প্রধান ছিল সেই আল্কিমস যে মহাযাজক হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিল। [৬] তারা রাজার সামনে জনগণের নিন্দা করে বলল, 'যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা আপনার সকল বন্ধুকে নিশ্চিহ্ন করেছে ও আমাদের দেশ থেকে আমাদের উচ্ছেদ করেছে। [৭] আপনি বিশ্বস্ত একজনকে পাঠান: যুদা আমাদের ও রাজার কর্তৃত্বাধীন সম্পদের যে সার্বিক বিনাশ ঘটিয়েছে, তা দেখে তিনি ওদের ও ওদের সকল সমর্থককে শাস্তি দিন।'

যুদেয়ায় বাক্কিদেস ও আল্কিমস

[৮] রাজা বাক্কিদেসকে মনোনীত করলেন; এই বাক্কিদেস ছিলেন রাজবন্ধু, নদীর ওপারের অঞ্চলের প্রদেশপাল, রাজ্যে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও রাজার বিশ্বস্ত লোক; [৯] রাজা তাঁকে ভক্তিহীন আল্কিমসের সঙ্গে প্রেরণ করলেন, আল্কিমসকে মহাযাজক পদ

মঞ্জুর করলেন, ও ইস্রায়েলীয়দের উপর প্রতিশোধ নেবার হুকুম দিলেন। [১০] তাই তাঁরা রওনা হয়ে বিপুল সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদেয়াতে এসে পৌঁছে শান্তি-প্রস্তাব—অথচ বিশ্বাসঘাতকতাময় শান্তি-প্রস্তাব—দেবার উদ্দেশ্যে যুদার ও তাঁর ভাইদের কাছে দূত পাঠালেন। [১১] কিন্তু ইহুদীরা তাঁদের কথায় বিশ্বাস করল না; ইহুদীরা তো সচেতন ছিল যে, তাঁরা বলবান সেনা সহ এসেছেন। [১২] তবু শর্ত সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্য শাস্ত্রীদের এক দল আল্কিমস ও বাক্কিদেসের কাছে এসে সমবেত হল। [১৩] তাঁদের কাছে শান্তি চাওয়ার ব্যাপারে ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে হাসিদীয়েরাই প্রথম দাঁড়াল; [১৪] তাদের ধারণা এরূপ ছিল: 'সৈন্যদের সঙ্গে এই যে লোকটি এসেছে, সে আরোন-বংশজাত যাজক: সে নিশ্চয় আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না।' [১৫] বস্তুত তাদের সঙ্গে সে শান্তি-শর্ত সম্বন্ধে আলাপ করল, এমনকি, শপথ করে বলল, 'তোমাদের ও তোমাদের বন্ধুদের আমরা কোন অনিষ্ট করব না।' [১৬] আর তারা বিশ্বাস করল; কিন্তু সে তাদের ষাটজনকে ধরে এক দিনেই মেরে ফেলল: এতে শাস্ত্রের এই বাণী পূর্ণ হল, [১৭] *তোমার ভক্তদের দেহমাংস ও তাদের রক্ত ওরা যেরুশালেমের চারদিকে ঝরিয়েছে, আর সমাধি দেওয়ার মত কেউই ছিল না!*(ক) [১৮] তখন গোটা জনগণের মধ্যে ভয় ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল; তারা বলছিল: ওদের অন্তরে সত্যও নেই, ন্যায়নীতিও নেই; ওরা চুক্তি ও শপথ ভঙ্গ করেছে।'

[১৯] পরে বাক্কিদেস যেরুশালেম থেকে বেথ্-জেথে শিবির বসালেন, এবং সেখান থেকে লোক পাঠিয়ে, যারা তাঁর পক্ষ ছেড়ে চলে গেছিল, তাদের অনেককে ও জনগণের কয়েকজনকে ধরে তাদের বধ করালেন ও বড় কুয়োতে নিক্ষেপ করালেন। [২০] প্রদেশ শাসন করার ভার তিনি আল্কিমসকে দিলেন, এবং তার সমর্থনে এক সৈন্যদলকেও তার কাছে রাখলেন; পরে বাক্কিদেস রাজার কাছে ফিরে গেলেন। [২১] আল্কিমস মহাযাজক হওয়ার জন্য সংগ্রাম করে চলল; [২২] আর যত লোক জনগণের শান্তি বিক্ষুব্ধ করছিল, তারা সকলে তার সঙ্গে যোগ দিল, যুদেয়া হস্তগত করল, ও ইস্রায়েলের যথেষ্ট দুর্বিপাক ঘটাল। [২৩] আল্কিমস ও তার সমর্থনকারীরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে বিজাতীয়দের চেয়েও ভারী অমঙ্গল ঘটাচ্ছিল দে'খে [২৪] যুদা যুদেয়া অঞ্চলের চারদিকে বেরিয়ে পড়লেন,

যারা তাঁর পক্ষ ছেড়ে চলে গেছিল, তাদের উপর প্রতিশোধ নিলেন, এবং অঞ্চলে তাদের হিংসাত্মক ঘোরাফেরা রোধ করলেন।

যুদেয়ায় নিকানোর

[২৫] যখন আল্কিমস দেখল যে, যুদা ও তাঁর লোকেরা বলবান হয়েছে, আর সে নিজে তাদের সামনে দাঁড়াতে অক্ষম, তখন রাজার কাছে ফিরে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে শঠতাপূর্ণ অভিযোগ তুলল। [২৬] রাজা নিকানোরকে পাঠিয়ে তাঁকে জনগণকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করার হুকুম দিলেন: এই নিকানোর ছিলেন রাজার সবচেয়ে গণ্যমান্যদের মধ্যে একজন; তাছাড়া তিনি ইস্রায়েলের প্রতি ঘৃণা ও হিংসা পোষণ করতেন। [২৭] নিকানোর বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে যেরুশালেমে এসে পৌঁছে শান্তি-প্রস্তাব—অথচ বিশ্বাসঘাতকতাময় শান্তি-প্রস্তাব—দেবার উদ্দেশ্যে যুদার ও তাঁর ভাইদের কাছে দূত পাঠালেন; তাঁর কথা এই: [২৮] 'আমার ও আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ না হোক। আমি অল্প লোক নিয়ে আপনাদের সঙ্গে শান্তির মনোভাবে সাক্ষাৎ করতে আসব।' [২৯] তিনি যুদার কাছে এলে তাঁরা পরস্পরকে বন্ধুত্বপূর্ণ স্বাগত জানালেন; কিন্তু শত্রুরা যুদাকে আটকাতে প্রস্তুত ছিল। [৩০] যখন যুদা সচেতন হলেন যে, লোকটা বিশ্বাসঘাতকতারই মনোভাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অভিপ্রেত, তখন তিনি ভীত হয়ে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি হলেন না। [৩১] নিকানোরও বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ পেয়েছে, তাই কাফার-শালামার কাছে যুদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বেরিয়ে গেলেন। [৩২] নিকানোরের প্রায় পাঁচশ'জন লোক মারা পড়ল; বাকি সকলে দাউদ-নগরীতে আশ্রয় নিল।

[৩৩] এই সমস্ত ঘটনার পর নিকানোর সিয়োন পর্বতে গেলেন; বন্ধুত্বের মনোভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে, ও রাজার উদ্দেশে নিবেদিত আহুতিবলি দেখাতে কয়েকজন যাজক ও জনগণের প্রবীণবর্গের কয়েকজন পবিত্রধাম থেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। [৩৪] কিন্তু তিনি তাঁদের বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করলেন, এমনকি তাঁদের কলুষিত করলেন ও অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করলেন; [৩৫] তাঁর ক্রোধে তিনি শপথ করে বললেন, 'যুদাকে ও তার সৈন্যদলকে এখনই আমার হাতে তুলে না দেওয়া হলে, আমি কথা দিচ্ছি, যুদ্ধ শেষ হলে যখন ফিরব, তখন এই গৃহ পুড়িয়ে দেব!' আর তাই বলে

তিনি অধিক রুষ্ট হয়ে বিদায় নিলেন। [৩৬] এতে যাজকেরা ভিতরে ফিরে গেল, আর বেদি ও মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে হাহাকার করতে করতে বলে উঠল: [৩৭] 'তুমি এই গৃহ বেছে নিয়েছ, তা যেন তোমার আপন নাম বহন করে ও তোমার জনগণের প্রার্থনা ও মিনতির গৃহ হয়। [৩৮] এই লোকটা ও তার সৈন্যশ্রেণির উপরে প্রতিশোধ নাও, তারা খড়্গো বিদ্ধ হোক। তারা যে ঈশ্বরনিন্দা করেছে, তা স্মরণে রাখ, তাদের বিরাম দিয়ো না!'

নিকানোরের মৃত্যু

[৩৯] নিকানোর যেরুশালেম ছেড়ে বেথ্-হোরোনে শিবির বসালেন, সেখানে সিরিয়া থেকে আসা সৈন্যদল তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। [৪০] যুদা ও তাঁর সঙ্গে তিন হাজার লোক আদাসায় শিবির বসালেন; তিনি এই বলে প্রার্থনা করলেন, [৪১] '[আশুর-]রাজের অধিনায়কেরা যখন ঈশ্বরনিন্দা করেছিল, তখন তোমার দূত বের হয়ে তাদের মধ্য থেকে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার লোককে নিপাত করেছিলেন; [৪২] আজ আমাদের সামনে যে সেনাবাহিনী রয়েছে, তাদের একই প্রকারে চূর্ণ কর; অন্য সকলে একথা জানুক যে, সে তোমার পবিত্রধামের বিষয়ে কুকথা উচ্চারণ করেছে; তাকে তার কুকাজ অনুযায়ী বিচার কর।'

[৪৩] আদার মাসের ত্রয়োদশ দিনে দুই পক্ষের সৈন্যদল যুদ্ধে নামল: নিকানোরের সৈন্যদল চূর্ণ হল, এমনকি, তিনি-ই প্রথম হয়ে সংগ্রামে মারা পড়লেন। [৪৪] নিকানোর মারা পড়েছেন দেখে তাঁর সৈন্যেরা অস্ত্র ফেলে পালাতে লাগল। [৪৫] ইস্রায়েলীয়েরা আদাসা থেকে গেজের পর্যন্ত এক দিনের যাত্রাপথে তাদের ধাওয়া করল; তাদের পিছনে দৌড়োতে দৌড়োতে তারা সঙ্কেত দেবার জন্য তুরিনিনাদ দিচ্ছিল। [৪৬] তখন যুদেয়ার আশেপাশের সকল গ্রাম থেকে লোকেরা বেরিয়ে এসে পলাতকদের ঘিরে ফেলল, আর তারা নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে ফিরল: সকলে খড়্গোর আঘাতে মারা পড়ল, তাদের একজনও বাঁচল না। [৪৭] ইহুদীরা মৃত লোকদের অস্ত্রশস্ত্র ও সমস্ত কিছু লুট করে নিল, নিকানোরের মাথা কেটে ফেলল, তাঁর সেই ডান হাতও কেটে ফেলল যা এত দম্ভের সঙ্গে তিনি বাড়িয়েছিলেন; এবং সেই মাথা ও হাত তুলে নিয়ে যেরুশালেমে টাঙিয়ে দিল। [৪৮] জনগণ আনন্দোল্লাস করল, দিনটিকে তারা মহা আনন্দের দিন বলে উদ্‌যাপন

করল। [৪৯] তারা স্থির করল, প্রতি বছরে আদার মাসের এই ত্রয়োদশ দিবস উদ্‌যাপন করবে। [৫০] এইভাবে যুদেয়া কিছুকালের মত শান্তি ভোগ করল।

রোমীয়দের গুণকীর্তন

৮ [১] এর মধ্যে যুদা রোমীয়দের খ্যাতির কথা শুনতে পেয়েছিলেন; যথা, তারা খুবই বলবান ছিল, যারা তাদের একই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ ছিল, তাদের প্রতি সুনজর দেখাত, যারা তাদের কাছে সাহায্য চাইত, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব-চুক্তি করত। [২] (বস্তুত তারা অতি বলবান ছিল।) যুদাকে তাদের নানা যুদ্ধ ও ফ্রান্স-নিবাসীদের মধ্যে তাদের গৌরবময় কর্মকীর্তির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছিল, কেমন করে তারা ওদের সকলকে পরাজিত করেছিল ও নিজেদের করদাতা করেছিল। [৩] স্পেনে সোনা-রুপোর যে যে খনি, তা হস্তগত করার জন্য তারা সেই দেশে যে কি করেছিল; [৪] দেশটি তাদের কাছ থেকে বেশ দূরবর্তী হলেও তারা তাদের নিষ্ঠা ও ধ্রুবতার সঙ্গে গোটা অঞ্চল কেমন বশীভূত করেছিল; আরও, পৃথিবীর প্রান্ত থেকে তাদের বিরুদ্ধে আসা রাজাদের তারা কেমন চূর্ণ করেছিল ও তাঁদের উপর কেমন ভারী আঘাত হেনেছিল ও অন্য রাজারা বাৎসরিক কর দিতেন; [৫] আরও, তারা ফিলিপকে ও কিত্তিমীয়দের রাজা পের্সেওসকে, এবং যত রাজা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের সকলকে পরাজিত করে বশীভূত করেছিল—এই সমস্ত কথা যুদা জানতে পেরেছিলেন।

[৬] এই কথাও তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, এশিয়ার মহান রাজা সেই আন্তিওখস একশ'টা হাতি, বহু অশ্বারোহী, রথ ও অগণন সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে চূর্ণ হয়েছিলেন, [৭] তারা তাঁকে জিয়ন্তই ধরে তাঁর উপর ও তাঁর বংশধরদের উপর বিরাট কর চেপে দিয়েছিল, তাঁর কাছ থেকে জামিনও দাবি করেছিল ও নানা এলাকা তাদের হাতে ছাড়তে বাধ্য করেছিল, অর্থাৎ [৮] প্রদেশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রদেশ সেই হিন্দুস্তান অঞ্চল, মেদিয়া ও লিদিয়া, এবং এগুলিকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এউমেনে রাজাকে দান করেছিল। [৯] যুদাকে আরও জানানো হয়েছিল যে, গ্রীকেরা রোমীয়দের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান করে তাদের নিঃশেষ করবে বলে স্থির করেছিল, [১০] কিন্তু রোমীয়েরা কথাটা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একজনমাত্র

সেনাপতিকে পাঠিয়েছিল: দুই পক্ষ যুদ্ধে নেমেছিল আর বহু লোক মারা পড়েছিল; রোমীয়েরা তাদের স্ত্রী-পুত্রদের বন্দি করে নিয়েছিল, তাদের সমস্ত সম্পত্তি লুট করেছিল, গোটা দেশ জয় করেছিল, তাদের যত দুর্গ ভেঙে ফেলেছিল ও এই দিন পর্যন্ত তাদের নিজেদের অধীনস্থ করেছিল। [১১] অন্য যে সকল রাজ্য ও দ্বীপগুলি তাদের বশ্যতা স্বীকার করেনি, তাদের তারা ধ্বংস করে বশীভূত করেছিল।

[১২] কিন্তু তাদের বন্ধুদের প্রতি, ও যারা তাদের উপর নির্ভর করছিল, তাদের প্রতি তারা বন্ধুসুলভ সম্পর্ক রেখেছিল। তারা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী রাজাদের বশীভূত করেছিল, আর যারা তাদের নাম শুনত, তারা সকলে ভয় পেত। [১৩] যাদের তারা সাহায্য করতে ও রাজ্যভার গ্রহণ করাতে ইচ্ছা করে, তারা অবশ্যই রাজত্ব করবে; আর যাদের তারা পছন্দ করে না, তাদের নামায়—এতই অসীম তাদের ক্ষমতা! [১৪] এই সমস্ত কর্মকীর্তি সত্ত্বেও তারা কেউই কিরীট নেয়নি, নিজ উচ্চমর্যাদার জন্য কেউই বেগুনি পোশাকও পরিধান করেনি। [১৫] তারা শাসকসভা প্রতিষ্ঠা করেছে, আর প্রত্যেক দিন তিনশ' কুড়িজন সভামন্ত্রী বসে জনগণের নানা প্রসঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলাপ-আলোচনা করেন যেন সমস্ত কিছু সঠিক ভাবে চলে। [১৬] তাদের সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসনভার তারা একজনেরই হাতে তুলে দেয়: তিনি সেই পদে এক বছর থাকেন, আর সকলে বিনা হিংসা বিনা ঈর্ষায় সেই একজনের প্রতি বাধ্য থাকে।

রোমীয়দের সঙ্গে মিত্রতা-সন্ধি

[১৭] তাই যুদা আক্কোসের পৌত্র যোহনের সন্তান এউপোলেমসকে ও এলেয়াজারের সন্তান যাসোনকে বেছে নিয়ে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা-চুক্তি স্থির করতে তাদের রোমে পাঠালেন; [১৮] অভিপ্রায় ছিল, তারা জোয়াল থেকে মুক্তি পাবে, কেননা এ দেখতে পাচ্ছিল যে, গ্রীকদের রাজত্ব ইস্রায়েলকে ক্রীতদাস অবস্থায় রাখছিল। [১৯] সুদীর্ঘ যাত্রা করে রোমে গিয়ে পৌঁছে তারা শাসকসভায় প্রবেশ করে এই কথা বলল: [২০] 'যুদা, যিনি মাকাবীয় বলেও অভিহিত, তাঁর ভাইয়েরা, এবং ইহুদী জনগণ আমাদের আপনাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, যেন আপনাদের সঙ্গে মিত্রতা ও বন্ধুত্ব স্থির করি এবং আপনাদের মিত্র ও বন্ধুদের তালিকায় তালিকাভুক্ত হই।' [২১] এই প্রস্তাবে তাঁরা প্রীত হলেন। [২২] যে পত্র তাঁরা ব্রঞ্জের ফলকে লিবিপদ্ধ করে যেরুশালেমে

পাঠালেন যেন ইহুদীদের পক্ষে বন্ধুত্ব ও মিত্রতার দলিলরূপে থাকে, সেই পত্রের অনুলিপি এই:

[২৩] ‘সমুদ্রে ও স্থলভূমিতে থাকা রোমীয়দের ও ইহুদী জনগণের সমীপে: শুভেচ্ছা চিরকাল ধরে! শত্রু-খড়্গ তাঁদের কাছ থেকে দূরে থাকুক। [২৪] যদি প্রথমে রোমের বিরুদ্ধে কিংবা তার সমগ্র সাম্রাজ্যের তার যে কোন মিত্রের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ বাধে, [২৫] তবে ইহুদী জনগণ পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে ও পরিবেশ-পরিস্থিতি মত তাঁদের পাশে এসে সংগ্রাম করবেন; [২৬] রোমের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা শস্য, অস্ত্র, অর্থ ও জাহাজ শত্রুদের দেবেন না, তাদের জন্য তেমন ব্যবস্থাও করবেন না, বরং ক্ষতিপূরণের কোন দাবি না রেখে দেওয়া-কথা মান্য করবেন। [২৭] একই প্রকারে, যদি প্রথমে ইহুদী জনগণেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধে, তবে পরিবেশ-পরিস্থিতি মত রোমীয়েরা তাঁদের পাশে প্রবলভাবে সংগ্রাম করবেন; [২৮] রোমের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা শস্য, অস্ত্র, অর্থ ও জাহাজ শত্রুদের দেবেন না; বরং প্রতারণা না করে দেওয়া-কথা মান্য করবেন। [২৯] এই নানা ধারা অনুসারেই রোমীয়েরা ইহুদী জনগণের সঙ্গে মিত্রতা স্থির করেছেন। [৩০] এই সমস্ত সিদ্ধান্তের পরে যদি যে কোন এক পক্ষ কোন বিষয় যোগ বা বিয়োগ করতে ইচ্ছা করেন, তবে মিলিত ভাবেই তা করা হবে, আর যে যে বিষয় তাঁরা যোগ বা বিয়োগ করেন, তা অবশ্যপালনীয় হবে। [৩১] দেমেত্রিওস রাজা তাঁদের প্রতি যে অন্যায়কর্ম সাধন করেছেন, সেবিষয়ে আমরা তাঁকে এই কথা লিখে পাঠালাম: আমাদের বন্ধু ও মিত্র এই ইহুদীদের উপরে আপনি কেন জোয়াল ভারী করছেন? [৩২] যদি তাঁরা আপনার বিপক্ষে আমাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করেন, আমরা তাঁদের পক্ষ সমর্থন করব এবং সমুদ্রে ও স্থলভূমিতে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।’

সংগ্রামে মাকাবীয় যুদার মৃত্যু

৯ [১] দেমেত্রিওস যখন শুনতে পেলেন, নিকানোরের মৃত্যু হয়েছে ও তাঁর সৈন্যদল যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, তখন দ্বিতীয়বারের মত বাক্কিদেস ও আল্কিমসকে যুদেয়ায় পাঠিয়ে দিলেন; তাঁদের সঙ্গে তাঁর নিজের সামরিক বাহিনীর ডান পক্ষভাগও পাঠিয়ে দিলেন। [২] তাঁরা গালিলেয়ার পথ ধরে আর্বেলা অঞ্চলে মেসালোথের উপরে শিবির

বসালেন; কিন্তু আগে তা দখল করে নিয়ে বহু লোকের মৃত্যু ঘটালেন। [৩] একশ' বাহান্ন সালের প্রথম মাসে তাঁরা যেরুশালেমের বাইরে শিবির স্থাপন করলেন। [৪] পরে সেখান থেকে শিবির তুলে কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্য ও দু'হাজার রণ-অশ্ব নিয়ে বেরেয়ায় গেলেন। [৫] যুদা এলাসায় শিবির বসিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে তিন হাজার বাছাই করা যোদ্ধা ছিল। [৬] তেমন বিপুল সৈন্যদল দেখে তারা নিরাশ হয়ে পড়ল, এমনকি অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে মিলিয়ে গেল, তাই কেবল আটশ'জন লোক সেখানে রইল। [৭] যুদা যখন দেখলেন যে, তীব্র সংগ্রাম অবধারিত, অথচ, তাঁর সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হচ্ছে, তখন তাঁর অন্তর নিঃশেষ হল, কারণ তাঁর সকল যোদ্ধাকে সমবেত করার মত আর সময় ছিল না; [৮] নিরাশ হয়েও তবু তিনি, যারা তখনও তাঁর সঙ্গে ছিল, তাদের বললেন, 'ওঠ, আমাদের বিপক্ষদের মুখোমুখি হই; কে জানে, হয় তো তাদের পরাজিত করার শক্তি আমাদের এখনও আছে।' [৯] তারা কিন্তু এই বলে তাঁকে পিছটান দেওয়াতে চেষ্টা করছিল, 'নিজেদের বাঁচাব, এ ছাড়া আপাতত আমাদের আর বেশি শক্তি নেই, কিন্তু পরে আমাদের ভাইদের সঙ্গে আবার এসে সংগ্রাম করব; আমাদের সংখ্যা এখন যথেষ্ট নয়!' [১০] যুদা বলে উঠলেন, 'তাদের সামনে থেকে পালিয়ে যাব, এমন কাজ যেন কখনও না করি! যদি আমাদের ক্ষণ এসে থাকে, তবে এসো, আমাদের ভাইদের জন্য বীরপুরুষেরই মত মরি, কিন্তু আমাদের ব্যবহারের ফলে যেন আমাদের গৌরবের কোন কলঙ্ক না হয়!'

[১১] শত্রুদল শিবির ছেড়ে ইহুদীদের সামনে দাঁড়াল: অশ্বারোহীরা দু'ভাগে বিভক্ত হল, এবং ফিঙেধারী ও তীরন্দাজেরা সৈন্যদলের পুরোভাগে এগতে লাগল; সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা প্রথম সারিতে ছিল, এবং বাক্কিদেস নিজে ডান পাশে ছিলেন। [১২] তুরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবিন্যস্ত দল দু'পাশ থেকে শুরু করে এগিয়ে আসতে লাগল; যুদার পক্ষের লোকেরাও তুরি বাজাল। [১৩] সৈন্যদল দু'টোর কোলাহলে ভূমি কম্পান্বিত হল, এবং এমন প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হল, যা সকাল থেকে আরম্ভ হয়ে কেবল সন্ধ্যায় শেষ হল। [১৪] যুদা লক্ষ করলেন যে, বাক্কিদেস ও সৈন্যদলের সবচেয়ে শক্তিশালী অঙ্গ ডানে ছিলেন; তখন তাঁর সবচেয়ে বীরপুরুষ যোদ্ধা তাঁর সঙ্গে যোগ দিল; [১৫] তাদের প্রবল আঘাতে শত্রুদলের ডান পাশ চূর্ণ হল, আর যুদা আসদোদ

পর্বত পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করলেন। [১৬] কিন্তু বাঁ পাশের যোদ্ধারা যখন দেখল, ডান পাশ চূর্ণ হয়েছে, তখন যুদার ও তাঁর যোদ্ধাদের একই পথ ধরে পিছন থেকে তাদের আক্রমণ করল। [১৭] এইভাবে এমন তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল যে, দু'পক্ষের বহু বহু যোদ্ধা মারা পড়ল। [১৮] যুদাও মারা পড়লেন, তখন অন্য সকলে পালিয়ে গেল। [১৯] যোনাথান ও শিমোন তাঁদের ভাই যুদাকে তুলে নিয়ে মদীনে তাঁর পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরে সমাধি দিলেন। [২০] সমগ্র ইস্রায়েল চোখের জল ফেলল; সকলে মহাশোক প্রকাশ করল, এবং অনেক দিন ধরে এই বলে বিলাপ করল, [২১] 'যিনি ইস্রায়েলকে ত্রাণ করতেন, সেই মহাবীরের কেমন পতন হল!' [২২] যুদার অন্য যত কর্মকীর্তি, তাঁর যুদ্ধ-সংগ্রাম, তাঁর দেখানো বীর্যবত্তা, তাঁর গৌরবের দাবি, এই সমস্ত কথা লেখা হয়নি; আসলে সেগুলোর সংখ্যা অগণন।

মাকাবীয় যোনাথান

মুক্তি-সংগ্রামে নেতা পদে যোনাথান

৯ [২৩] যুদার মৃত্যুর পরে ইস্রায়েলের গোটা অঞ্চলে ধর্মত্যাগীরা বের হল, এবং সকল অপকর্মা আবার আবির্ভূত হল। [২৪] সেসময় ভারী দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, এবং ভূমি নিজেই ওদের পক্ষে ষড়যন্ত্র করল। [২৫] বাক্কিদেস সবচেয়ে ভক্তিহীন মানুষদের মধ্য থেকে লোক বেছে নিয়ে তাদেরই অঞ্চলের কর্তা করলেন; [২৬] এরা যুদার বন্ধুদের খোঁজ করতে ও শিকার করতে লাগল এবং বাক্কিদেসের সামনে তাদের উপস্থিত করল; তিনি তাদের উৎপীড়ন ও বিদ্রূপ করলেন। [২৭] ইস্রায়েলে মহা পীড়ন দেখা দিল; তাদের মধ্যে নবীদের অন্তর্ধানের সময় থেকে তেমন অবস্থা কখনও হয়নি। [২৮] তখন যুদার সকল বন্ধু একত্র হয়ে যোনাথানকে বলল, [২৯] 'যেদিন তোমার ভাই যুদার মৃত্যু হয়েছে, সেদিন থেকে শত্রুদের বিরুদ্ধে, বাক্কিদেস ও আমাদের জাতির বিপক্ষদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা চালাবার জন্য তাঁর সমান কেউ নেই। [৩০] এখন আমরা তোমাকেই আমাদের সংগ্রামে আমাদের প্রধান ও নেতারূপে মনোনীত করলাম।' [৩১] সেদিন থেকে যোনাথান নেতৃত্ব নিলেন ও তাঁর ভাই যুদার পদ গ্রহণ করলেন।

তেকোয়া প্রান্তরে ও মোয়াব অঞ্চলে যোনাথান

[৩২] কথাটা শোনামাত্র বাক্কিদেস তাঁকে বধ করতে চেষ্টা করলেন। [৩৩] যোনাথানকে, তাঁর ভাই শিমোনকে, ও তাঁদের অনুসারীদের কাছে সংবাদ দেওয়া হলে তাঁরা তেকোয়া প্রান্তরে পালিয়ে আস্ফারের কুয়োর কাছে শিবির বসালেন। [৩৪] বাক্কিদেস শাব্বাৎ দিনেই খবরটা পেলেন, আর তাঁর সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে যর্দনের ওপারে গেলেন। [৩৫] যোনাথান তাঁর ভাইকে—যিনি দলপতি ছিলেন—পাঠিয়ে তাঁর বন্ধু সেই নাবাতীয়দের কাছে এই যাচনা রাখলেন, যেন তারা নিজেদের কাছে তাদের মালপত্র রক্ষা করে—বস্তুত তাদের বেশ কিছু মালপত্র ছিল। [৩৬] কিন্তু আম্রাইয়ের সন্তানেরা, যারা মাদাবায় বাস করছিল, তারা পথিমধ্যে তাদের আটকিয়ে যোহনকে বন্দি করল, আর যোহন যা কিছু নিয়ে যাচ্ছিলেন, সবই কেড়ে নিল।

[৩৭] ঘটনাটার কিছু দিন পরে যোনাথান ও তাঁর ভাই শিমোনকে এই খবর দেওয়া হল যে, 'আম্রাইয়ের সন্তানেরা বড় বিবাহোৎসব পালন করতে যাচ্ছে; নাদাবাথ থেকে জাঁকজমকের সঙ্গে শোভাযাত্রা ক'রে কনেকে নিয়ে আসবার কথা, আর কনে হচ্ছে কানানের গণ্যমান্যদের একজনের মেয়ে।' [৩৮] তখন তাঁদের মনে পড়ল তাঁদের ভাই যোহনের রক্তের কথা! সুতরাং তাঁরা উঠে পর্বতের এক গুহাতে ওত পেতে থাকলেন। [৩৯] আর দেখ, চোখ তুলে তাঁরা বড় বড় মালপত্র সহ আনন্দপূর্ণ এক শোভাযাত্রা দেখতে পেলেন: বর, ও তার সঙ্গে বন্ধুরা ও ভাইয়েরা খঞ্জনি ও নানা বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কারে শোভাযাত্রার দিকে এগিয়ে আসছে। [৪০] গুপ্ত স্থান থেকে ইহুদীরা এদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের মেরে ফেলল ও ভারী আঘাত হানল; যারা রেহাই পেল, তারা পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিল, এবং ইহুদীরা তাদের মালপত্র লুট করে নিল। [৪১] তাই *বিবাহোৎসব শোকে, ও তাদের বাদ্যের ঝঙ্কার বিলাপে পরিণত হল* (ক)। [৪২] তাঁরা তাঁদের ভাইয়ের রক্তের বিষয়ে তেমন প্রতিশোধ নিয়ে যর্দনের জলাভূমিতে ফিরে গেলেন।

যর্দন নদী পার

[৪৩] ঘটনাটার কথা জানতে পেরে বাক্কিদেস বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে শাব্বাৎ দিনে যর্দনের তীরে এলেন। [৪৪] যোনাথান নিজ সঙ্গীদের বললেন, 'চল, নিজেদের প্রাণেরই জন্য সংগ্রাম করি, কেননা আজকের দিন আগেকার দিনগুলির মত নয়। [৪৫] দেখ, সামনে পিছনে শত্রুরা রয়েছে, যর্দনের জল আমাদের এক পাশে ও জলাভূমি ও জঙ্গল অন্য পাশে—পিছটান দেওয়ার উপায় নেই। [৪৬] এখনই স্বর্গের কাছে চিৎকার করার সময়, যেন শত্রুদের হাত থেকে রেহাই পেতে পার।' [৪৭] হাত বাড়িয়ে বাক্কিদেসের উপর আঘাত হেনে যোনাথান নিজেই লড়াই শুরু করে দিলেন, কিন্তু বাক্কিদেস তা এড়িয়ে পিছটান দিলেন। [৪৮] তখন যোনাথান ও তাঁর লোকেরা যর্দনে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে ওপারে গেলেন; কিন্তু তাঁদের ধাওয়া করতে শত্রুরা যর্দন পার হল না। [৪৯] সেদিন বাক্কিদেস প্রায় দু'হাজার লোককে হারিয়ে ফেললেন।

যুদেয়ায় বাক্কিদেসের নির্মিত গড়

আল্কিমসের মৃত্যু

[৫০] বাক্কিদেস যেরুশালেমে ফিরে গেলেন ও সমগ্র যুদেয়া জুড়ে গড় গাঁথতে লাগলেন, যথা: যেরিখো, এম্মাউস, বেথ্-হোরোন, বেথেল, তিম্নাথ, পিরাথোন ও তেফোনের গড়—সবগুলিতে ছিল উচ্চ প্রাচীর ও অর্গলযুক্ত ফটক; [৫১] এবং ইস্রায়েলকে হয়রানি করতে তিনি এক একটাতে একটা করে সৈন্যদলও রাখলেন। [৫২] তিনি বেথ্-জুর, গেজের ও আক্রা-দুর্গেও প্রাকার দিলেন, এবং সেখানেও সৈন্যদল মোতায়েন করলেন ও খাদ্য-সামগ্রী রাখলেন। [৫৩] জামিনরূপে তিনি অঞ্চলের সমাজনেতাদের ছেলেদের নিয়ে যেরুশালেমের আক্রা-দুর্গে বন্দি অবস্থায় রাখলেন।

[৫৪] একশ' তিপ্পান্ন সালের দ্বিতীয় মাসে আল্কিমস পবিত্রধামের ভিতরের প্রাঙ্গণের প্রাচীর ভেঙে ফেলার হুকুম দিল; এতে সে নবীদের কাজই ভেঙে দিচ্ছিল! আল্কিমস ভঙ্গ-কাজ শুরু করে দিয়েছিল, [৫৫] এমন সময় হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হল, এতে তার কাজ বন্ধ হল: তার মুখ বিকৃত হল, পক্ষাঘাতে সে কথা বলতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ল, তার নিজের পরিজনদেরও চালাতে পারছিল না, [৫৬] আর কিছু দিন পর তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে মরল। [৫৭] আল্কিমস মারা গেছে, তা দেখে বাক্কিদেস রাজার কাছে ফিরে গেলেন, এবং যুদেয়া দু'বছর শান্তি ভোগ করল।

বেথ-বাসি অবরোধ

[৫৮] তখন দুর্জনেরা সকলে এই মন্ত্রণা করল: 'যোনাথান ও তাঁর সঙ্গীরা শান্তিতে ও পূর্ণ আস্থায় বাস করছে, তবে এখন তো বাক্কিদেসকে আনাবার সময়; তিনি এক রাতেই তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করবেন।' [৫৯] তারা গিয়ে তাঁর সঙ্গে মন্ত্রণা করল। [৬০] বাক্কিদেস সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা হলেন, এবং যুদেয়ায় তাঁর আপন সমর্থনকারীদের কাছে গোপন পত্র পাঠালেন, যেন তারা যোনাথানকে ও তাঁর সঙ্গীদের ধরে ফেলে। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেল বিধায় তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হল। [৬১] এমনকি, ইস্রায়েলীয়েরা, দেশে তেমন শঠতাপূর্ণ কাজ সমর্থন করছিল যারা, তাদের পঞ্চাশজনকে ধরে প্রাণে মারল। [৬২] পরে যোনাথান, শিমোন ও তাঁদের

লোকেরা দেশের বাইরে, মরুপ্রান্তরে অবস্থিত বেথ্-বাসিতে, গিয়ে সেখানকার ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করলেন ও প্রাচীরে ঘিরে ফেললেন। [৬৩] কথাটা জানতে পেরে বাক্কিদেস তাঁর সমস্ত সামরিক বাহিনী জড় করলেন ও যারা যুদেয়ায় ছিল, তাদের অবগত করলেন। [৬৪] তিনি গিয়ে বেথ্-বাসির কাছে শিবির বসালেন ও বহুদিন ধরে যুদ্ধযন্ত্রও লাগিয়ে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেন। [৬৫] যোনাথান নিজ ভাই শিমোনকে শহরে ফেলে রেখে এক দল অস্ত্রসজ্জিত লোক সঙ্গে করে অঞ্চলে বেরিয়ে পড়লেন। [৬৬] তিনি অদোমেরাকে ও তার ভাইদের, এবং ফাসিরোনের সন্তানদের তাদের শিবিরে আঘাত করলেন, তারপর এই দুই দল তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে তাঁর নিজের সৈন্য-সংখ্যা বাড়তে লাগল। [৬৭] এদিকে শিমোন ও তাঁর সঙ্গীরা একদিন শহর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে যুদ্ধযন্ত্রগুলিতে আগুন দিলেন; [৬৮] পরে বাক্কিদেসকে আক্রমণ করলেন; আর ইনি পরাজিত হলেন। তাঁর ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা সবই ব্যর্থ হয়েছে দেখে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লেন, [৬৯] তাই যে ধর্মত্যাগীরা তাঁকে এদেশে আসতে প্ররোচিত করেছিল, তাদেরই উপর নিজের ক্ষোভ ঝেড়ে দিলেন: তাদের অনেককে প্রাণে মেরে তিনি নিজের লোক সহ দেশে ফিরবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। [৭০] তেমন সিদ্ধান্তের কথা আবিষ্কার করে যোনাথান তাঁর সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্থির করার জন্য ও বন্দিদের আদান-প্রদান করার জন্য তাঁর কাছে দূত পাঠালেন। [৭১] তিনি রাজি হয়ে যোনাথানের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, এবং শপথ করে তাকে বললেন যে, জীবনকালে তাঁর অনিষ্ট করতে আর কখনও চেষ্টা করবেন না; [৭২] পরে, যুদেয়াতে যাদের তিনি আগে বন্দি করেছিলেন, তাদের ফিরিয়ে দিয়ে ফিরে যাবার পথ ধরে স্বদেশে চলে গেলেন; তাদের সীমানার কাছে আর কখনও এলেন না। [৭৩] এভাবে ইস্রায়েলের খড়্গ বিশ্রাম পেল। যোনাথান মিখ্মাশে বসতি করলেন, সেখানে তিনি জনগণের মধ্যে বিচার সম্পাদন করতে ও ইস্রায়েল থেকে ভক্তিহীনদের উচ্ছেদ করতে লাগলেন।

আলেক্সান্দার বালা দ্বারা মহাযাজক-পদে উন্নীত যোনাথান

১০ [১] একশ' ষাট সালে আন্তিওখসের সন্তান এপিফানেস আলেক্সান্দার এক সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে তলেমাইস দখল করলেন; সেখানে রাজারূপে স্বীকৃতি পেয়ে

তিনি রাজত্ব করতে লাগলেন। [২] একথা জানতে পেরে দেমেত্রিওস রাজা বিরাট এক সেনাবাহিনী জড় করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। [৩] দেমেত্রিওস যোনাথানকেও বন্ধুসুলভ পত্র পাঠালেন, কথা দিলেন, তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। [৪] বস্তুত তিনি বলছিলেন, 'যোনাথান আমাদের বিপক্ষে আলেক্সান্দারের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগে তাদের সাথে সঙ্গে সঙ্গে মিত্রতা করা বাঞ্ছনীয়; [৫] তাঁর বিরুদ্ধে, তাঁর ভাইদের ও তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে আমরা যত অন্যায়কর্ম সাধন করেছিলাম, তিনি অবশ্যই তা ভুলে যাননি।' [৬] তিনি যোনাথানকে এমন অধিকার দিলেন, যেন তিনি সৈন্য সংগ্রহ করতে, অস্ত্র তৈরি করতে ও তাঁর নিজের মিত্র বলে নিজেকে প্রচার করতে পারেন; উপরন্তু তিনি আক্রা-দুর্গে যত জামিনদার আটকানো ছিল, তাদের তাঁর কাছে ফেরত পাঠালেন। [৭] যোনাথান যেরুশালেমে এসে গোটা জনগণের সাক্ষাতে ও আক্রা-দুর্গের লোকদের সাক্ষাতে এই পত্রগুলি পাঠ করে শোনালেন। [৮] রাজা তাঁকে সৈন্য সংগ্রহ করার অধিকার দিয়েছেন, তা শুনে এরা ভীষণ ভয় পেল। [৯] আক্রা-দুর্গের লোকেরা তাঁকে সেই জামিনদারদের ফিরিয়ে দিলে যোনাথান তাদের নিজ নিজ পিতামাতার কাছে ফেরত পাঠালেন। [১০] যেরুশালেমে নিজের বাসস্থান করে যোনাথান নগরীকে পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করতে লাগলেন। [১১] নির্মাণকাজে যাদের দায়িত্ব ছিল, তাদের তিনি আজ্ঞা দিলেন, যেন প্রাচীর গড়তে ও সিয়োন পর্বতের চারদিকে রক্ষাফলক আরও বলবান করতে তারা চৌকোণ পাথর ব্যবহার করে, আর তারা সেইমত করল। [১২] যে বিদেশীরা বাক্কিদেস-নির্মিত নানা গড়ে থাকত, তারা পালিয়ে গেল; [১৩] প্রত্যেকে যে যার স্থান ছেড়ে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে গেল; [১৪] কেবল বেথ্-জুরে বিধানের ও আজ্ঞাগুলির প্রতি কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক রয়ে গেল, যেহেতু সেটা ছিল তাদের আশ্রয়স্থল।

[১৫] যোনাথানের কাছে দেমেত্রিওস যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার কথা আলেক্সান্দার রাজা জানতে পারলেন; যোনাথান ও তাঁর ভাইয়েরা বীর্যপূর্ণ যে কর্মকীর্তি সাধন করেছিলেন ও যে শ্রম সহ্য করেছিলেন, তাঁকে এই সমস্ত কথা জানানো হল; [১৬] তখন তিনি বললেন, 'আমরা কি তাঁর মত লোক আর কখনও পাব? তাঁকে

আমাদের বন্ধু ও মিত্র করা দরকার!' [১৭] এই মর্মে তিনি তাঁর কাছে এই পত্র লিখে পাঠালেন:

[১৮] 'আমি, আলেক্সান্দার রাজা, ভাই যোনাথানের সমীপে: শুভেচ্ছা! [১৯] আপনার বিষয়ে আমরা একথা শুনেছি যে, আপনি বলবান ও পরাক্রমী মানুষ, এবং আমাদের বন্ধু হতে সম্মত। [২০] সুতরাং, আমরা আজ আপনাকে আপনার জনগণের মহাযাজক ও রাজবন্ধু বলে মনোনীত করি—তিনি ইতিমধ্যে তাঁকে বেগুনি পোশাক ও সোনার মুকুট পাঠিয়েছিলেন—যেন আপনি আমাদের সমর্থন করেন ও আমাদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক রাখেন।'

[২১] যোনাথান একশ' ষাট সালের সপ্তম মাসে পর্ণকুটির-পর্বে পবিত্র পোশাক পরিধান করলেন; পরে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করতে ও বহু অস্ত্র তৈরি করতে লাগলেন।

যোনাথানের কাছে ১ম দেমেত্রিওসের উপহার

[২২] এই সমস্ত কথা জানতে পেরে দেমেত্রিওস অসন্তুষ্ট হলেন; বললেন, [২৩] 'হায়, আমরা কী করলাম যে, আলেক্সান্দার আমাদের আগেই নিজের সমর্থনে ইহুদীদের বন্ধুত্ব জয় করেছেন! [২৪] তারা ওদের ছেড়ে যেন আমাদের পক্ষের মানুষ হয়, এই উদ্দেশ্যে আমিও তাদের কাছে আহ্বান-পত্র লিখে পদমর্যাদার উন্নতি ও ধনের প্রতিশ্রুতি দেব।' [২৫] তিনি তাদের কাছে এরূপ পত্র লিখে পাঠালেন:

'আমি, দেমেত্রিওস রাজা, ইহুদী জনগণের সমীপে: শুভেচ্ছা! [২৬] আপনারা আমাদের মিত্রতা রক্ষা করেছেন, আমাদের বন্ধুত্বে স্থির থেকেছেন, ও আমাদের শত্রুদের পক্ষে দাঁড়াননি: তা শুনে আমরা আনন্দিত। [২৭] সুতরাং আমাদের প্রতি আপনাদের বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলুন, আর আমাদের প্রতি আপনারা যেমন ব্যবহার করছেন, আমরা আপনাদের সেইমত প্রতিদান দেব। [২৮] আমরা যথেষ্ট করমুক্তি মঞ্জুর করব ও নানা উপহার প্রেরণ করব। [২৯] অতএব এখন থেকেই আমি লবণ ও [স্বর্ণ] মালা-কর থেকে আপনাদের মুক্ত করছি, সকল ইহুদীকেও করমুক্ত করছি। [৩০] আর যদিও গমের তিন ভাগের এক ভাগ, গাছের ফলাদির অর্ধেক ভাগ আমারই অধিকার, তবু আমি আজ থেকে ও ভবিষ্যৎকাল ধরে যুদেয়া, তার সংলগ্ন তিন প্রদেশ, সামারিয়া ও গালিলেয়াকে এই কর থেকে মুক্ত করছি—আজ থেকে চিরকাল ধরে। [৩১] যেরুশালেম পবিত্র ও করমুক্ত

হবে, তার এলাকাও দশমাংশ ও কর থেকে মুক্ত হবে। [৩২] যেরুশালেমের আক্রা-দুর্গের উপরে আমার যে অধিকার, তাও আমি ছেড়ে দিচ্ছি: আক্রা-দুর্গটাকে আমি মহাযাজককে মঞ্জুর করছি, যেন তার রক্ষার জন্য তিনি সেখানে তাঁরই বেছে নেওয়া লোক নিযুক্ত করেন। [৩৩] আমার কর্তৃত্বাধীন যত অঞ্চলে যুদার বাইরে যত ইহুদীকে বন্দি করা হয়েছে, ক্ষতিপূরণ না চেয়ে তাদের সকলকেও মুক্ত করে দিচ্ছি; সকলেই করমুক্ত হোক, পশুধনের কর থেকেও মুক্ত হোক। [৩৪] সমস্ত পর্ব, শাব্বাৎ দিন, অমাবস্যা, ও পর্বের পূর্ববর্তী তিন দিন ও পরবর্তী তিন দিন আমার রাজ্যে থাকা সকল ইহুদীর জন্য হবে কর্ম-বিরতি ও অব্যাহতির দিন; [৩৫] সেই দিনগুলিতে তাদের বিপক্ষে মামলা চালাবার কিংবা যে কোন কারণেই হোক তাদের বিরক্ত করার অধিকার কারও থাকবে না। [৩৬] ইহুদীরা রাজ-সৈন্যদলে ত্রিশ হাজার সংখ্যা পর্যন্ত তালিকাভুক্ত হবে, তারা উপযুক্ত মজুরি পাবে, অন্য রাজ-সৈন্যের মজুরির অনুরূপ মজুরি। [৩৭] তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ রাজার সবচেয়ে বড় দৃঢ়দুর্গে নিযুক্ত হবে, আবার, অন্যদের মধ্য থেকে কেউ কেউ রাজ্যের বিশ্বাসযোগ্য পদে উন্নীত হবে; তাদের অধিপতি ও অধিনায়কেরা তাদেরই মধ্য থেকে নিযুক্ত হবে, আর তারা তাদের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করতে পারবে, যেমনটি রাজা যুদেয়ার জন্যও নির্দেশ করেছেন।

[৩৮] সামারিয়া থেকে নেওয়া ও যুদেয়াতে যোগ দেওয়া তিন প্রদেশের বিষয়ে কথা এই: সেই তিন প্রদেশ যুদেয়ার অংশ বলে স্বীকৃত হবে এবং মহাযাজকের অধিকার ছাড়া অন্য কারও অধিকারের অধীন না হয়ে একজনমাত্র শাসকের অধীনস্থ প্রদেশ বলে গণ্য হবে। [৩৯] আমি তলেমাইসকে ও তার চারদিকে সংলগ্ন ভূমি পবিত্রধামের উপাসনা-কর্মে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য যেরুশালেমের পবিত্রধামের কাছে উপহাররূপে মঞ্জুর করছি। [৪০] আমি নিজে, ব্যক্তিগত ভাবে, রাজকর থেকে নেওয়া পনেরো হাজার রুপোর শেকেল উপযুক্ত জায়গায় প্রতি বছরে আরোপ করছি। [৪১] যে অতিরিক্ত অর্থ নিযুক্ত লোকদের দ্বারা আগেকার বছরগুলির মত জমা করা হয়নি, তা এখন থেকে গৃহ সংক্রান্ত কাজের জন্য জমা করা হবে। [৪২] তাছাড়া, পবিত্রধামের বাৎসরিক সর্বমোট-আয় থেকে যে পাঁচ হাজার শেকেল নেওয়া হত, তাও মাপ করা হচ্ছে, কেননা তা সেখানে কর্মরত যাজকদের অধিকার। [৪৩] রাজার কাছে ঋণ শোধ করার ব্যাপারে বা

অন্য যে কোন কারণে যে কেউ যেরুশালেমের মন্দিরে বা তার সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নেবে, সে ও তার যাবতীয় সম্পদ আমার রাজ্যে মুক্ত বলে ঘোষিত হবে।

[৪৪] পবিত্রধামের নির্মাণকাজ ও সংস্কারের বিষয়: সমস্ত খরচ রাজকোষই বহন করবে। [৪৫] নগরপ্রাচীরের নির্মাণকাজ ও যেরুশালেমের পরিসীমায় যত রক্ষামূলক নির্মাণকাজের বিষয়েও সমস্ত খরচ রাজভাণ্ডারই বহন করবে; যুদেয়া দেশে নগরপ্রাচীর নির্মাণকাজের বিষয়ে একই ব্যবস্থা বলবৎ।'

১ম দেমেত্রিওসের মৃত্যু

[৪৬] এই সমস্ত কথা শুনে যোনাথান ও জনগণ তা বিশ্বাস করলেন না, গ্রহণও করলেন না, যেহেতু তাঁদের মনে ছিল সেই সমস্ত বড় বড় অন্যায়কর্ম যা দেমেত্রিওস ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সাধন করেছিলেন; আবার, তিনি তাদের কেমন উৎপীড়ন করেছিলেন, তাও তাদের মনে ছিল। [৪৭] তারা বরং আলেক্সান্দারের পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিল, কারণ শান্তি বিষয়ে তাঁরই সঙ্কল্প তাদের কাছে উত্তম মনে হচ্ছিল; তাই তারা তাঁর ধ্রুব মিত্র হল। [৪৮] আলেক্সান্দার রাজা বিপুল সেনাবাহিনী জড় করে দেমেত্রিওসের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেলেন। [৪৯] দুই রাজা যুদ্ধে নামলেন; দেমেত্রিওসের সেনাবাহিনীকে পালাতে বাধ্য করা হল, আলেক্সান্দার তাঁকে ধাওয়া করলেন ও তাঁর সৈন্যদের পরাস্ত করলেন; [৫০] সূর্যাস্ত পর্যন্তই প্রবল যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন; দেমেত্রিওস নিজেই সেদিন মারা পড়লেন।

১ম তলেমি ও যোনাথানের সঙ্গে আলেক্সান্দার বালার মিত্রতা-সন্ধি

[৫১] আলেক্সান্দার মিশর-রাজ তলেমির কাছে দূত পাঠালেন; তাঁর কথা এ ছিল:

[৫২] 'যেহেতু আমি আমার রাজ্যে ফিরে এসেছি, আমার পিতৃপুরুষদের সিংহাসনে আসন নিয়েছি, দেমেত্রিওসকে চূর্ণ করে কর্তৃত্বভার হাতে নিয়েছি আর ফলত আমার দেশ পুনরুদ্ধার করেছি— [৫৩] বস্তুত আমি তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলাম আর আমরা তাঁকে ও তাঁর সৈন্যদের চূর্ণ করলাম, এবং আমি এখন তাঁর রাজাসন দখল করে আছি— [৫৪] সেজন্য আসুন, নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব-চুক্তি স্থির করি: আপনি আপনার কন্যাকে

আমাকে বধূরূপে দেবেন আর আমি আপনার জামাতা হব; আমি আপনাকে ও তাঁকে আপনার যোগ্য উপহার দেব।’

[৫৫] তলেমি উত্তর দিলেন:

‘ধন্য সেই দিনটি, যেদিনে আপনি আপনার পিতৃপুরুষদের দেশে ফিরে এসে তাঁদের রাজাসনে আসন নিয়েছেন। [৫৬] আপনি পত্রে যেমন প্রস্তাব দিয়েছেন, আমি সেইমত করব; কিন্তু আপনি এসে তলেমাইসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন, যেন আমরা একে অন্যকে দেখতে পাই; আর আপনি যেমন যাচনা করেছেন, সেই অনুসারে আমি যেন আপনার শ্বশুর হই।’

[৫৭] তলেমি ও তাঁর কন্যা ক্লেওপাত্রা মিশর থেকে রওনা হয়ে একশ’ বাষট্টি সালে তলেমাইসে গেলেন। [৫৮] আলেক্সান্দার রাজা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন: তলেমি আপন কন্যা ক্লেওপাত্রাকে তাঁর হাতে সম্প্রদান করলেন ও তাঁর বিবাহোৎসব তলেমাইসে রাজার প্রথা অনুসারে জাঁকজমকের সঙ্গেই উদ্‌যাপন করলেন। [৫৯] আলেক্সান্দার রাজা যোনাথানকে লিখলেন, তিনিও এসে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। [৬০] যোনাথান ঘটা করে তলেমাইসে গিয়ে দুই রাজার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলেন; তাঁদের কাছে ও তাঁদের বন্ধুদের কাছে সোনা-রুপো ও বহু উপহার দিলেন, আর এভাবে তাঁদের প্রসন্নতার পাত্র হলেন। [৬১] অথচ ধূর্ত লোকেরা—ইস্রায়েলের মহামারী যারা!—তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার জন্য একজোট হল, কিন্তু রাজা তাদের কথায় মনোযোগ দিলেন না; [৬২] রাজা বরং আদেশ দিলেন, যেন যোনাথানের পোশাক খুলে তাঁকে বেগুনি পোশাক পরানো হয়, আর সেইমত করা হল। [৬৩] রাজা তাঁকে নিজের পাশে আসন দিয়ে আপন অধিনায়কদের বললেন, ‘আপনারা তাঁকে নিয়ে শহরের মধ্য দিয়ে যান, এবং একথা ঘোষণা করুন, তাঁর বিরুদ্ধে কেউই যেন কোনও কারণেই অভিযোগ না আনে, এবং কেউই যেন কোন মতে তাঁকে বিরক্ত না করে।’ [৬৪] এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে যোনাথানকে যে সম্মান আরোপ করা হয়, তা দেখে, এবং বেগুনি পোশাকে সজ্জিত স্বয়ং যোনাথানকেও দেখে তাঁর অভিযোক্তারা সকলে পালিয়ে গেল। [৬৫] রাজা যোনাথানকে যথেষ্ট সম্মান আরোপ করলেন, তাঁকে তাঁর প্রধান রাজবন্ধুদের মধ্যে তালিকাভুক্ত করলেন, এবং তাঁকে প্রধান সেনাপতি ও

সাধারণ প্রশাসক পদে নিযুক্ত করলেন। [৬৬] যোনাথান শান্তি ও আনন্দের মধ্যেই যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

যোনাথান দ্বারা পরাজিত আপল্লোনিওস

[৬৭] একশ' পঁয়ষট্টি সালে দেমেত্রিওসের সন্তান দেমেত্রিওস ক্রীট থেকে আপন পিতৃপুরুষদের দেশে এলেন। [৬৮] কথাটা শুনে আলেক্সান্দার রাজা খুবই উদ্বিগ্ন হলেন: তিনি আন্তিওখিয়ায় ফিরে গেলেন। [৬৯] দেমেত্রিওস কৈলেস-সিরিয়ার শাসনভার আপল্লোনিওসকে দিলেন; আর তিনি বিপুল এক সেনাবাহিনী জড় করে যাম্নিয়ার কাছে শিবির স্থাপন করে মহাযাজক যোনাথানের কাছে এই কথা বলে পাঠালেন:

[৭০] 'আপনি একাই আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, আর এখন আপনার কারণে আমি বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যের বস্তু হলাম! কেন পর্বতমালায় থেকে আমার বিরুদ্ধে নিজেকে এত বলবান দেখাচ্ছেন? [৭১] আচ্ছা, আপনি যখন আপনার বলের বিষয়ে এত নিশ্চিত আছেন, তখন নেমে এসে সমতল ভূমিতে আমাদের সম্মুখীন হন, এইখানে নিজেদের পরিমাপ করি! আমার পক্ষে রয়েছে শহরগুলির বল। [৭২] জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন আমি কে, আর যারা আমাদের সমর্থন করে, তারা কে কে! তখন আপনি জানবেন যে, আমাদের সামনে নিজের পা অটল রাখতে পারবেন না, কেননা আপনার পিতৃপুরুষেরা আগেও দু'বার আমাদের দ্বারা নিজেদের দেশে পরাজিত হলেন। [৭৩] তেমনিভাবে এবারও আমাদের অশ্বারোহীদের সামনে ও আমাদের সৈন্যদলের মত এমন সৈন্যদলের সামনে সমতল ভূমিতে দাঁড়াতে পারবেন না, কেননা এখানে এমন শৈল নেই, পাথরও নেই যেখানে গিয়ে মানুষ আশ্রয় নিতে পারে।'

[৭৪] আপল্লোনিওসের এই কথা শুনে যোনাথান মনে ক্ষুব্ধ হলেন; দশ হাজার লোক বেছে নিয়ে তিনি যেরুশালেমের বাইরে গেলেন; তাঁর ভাই শিমোন তাঁকে সহযোগিতা করতে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। [৭৫] তিনি যাফার বাইরে শিবির বসালেন, কারণ যাফার মধ্যে আপল্লোনিওসের এক সৈন্যদল মোতায়েন থাকায় যাফার অধিবাসীরা তাঁর জন্য নগরদ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল। তারা আক্রমণ শুরু করলে [৭৬] যাফার অধিবাসীরা ভয় পেয়ে নগরদ্বার খুলে দিল, আর যোনাথান যাফা হস্তগত করলেন। [৭৭] কথাটা শুনে আপল্লোনিওস তিন হাজার অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক

সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে আসদোদমুখী পথ ধরলেন; তিনি সেই পথ ধরেই এগিয়ে যাবার ভান করলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমতল ভূমির দিকে ঘুরলেন, কেননা তাঁর বিপুল অশ্বারোহী ছিল, আর তিনি তাদেরই উপর নির্ভর করছিলেন। [৭৮] যোনাথান আসদোদ পর্যন্ত তাঁর পিছনে ধাওয়া করলেন আর সেখানে দুই সৈন্যদল যুদ্ধে নামল। [৭৯] আপল্লোনিওস তাদের পিছনে এক হাজার অশ্বারোহীকে গোপনে ফেলে রেখেছিলেন বটে, [৮০] কিন্তু যোনাথানও বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পিছনে সৈন্যদল আছে। ওরা তাঁর সৈন্যশ্রেণি চারদিকে ঘিরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সৈন্যদের উপর তীর ছুড়ল। [৮১] কিন্তু যোনাথানের আজ্ঞামত সৈন্যদল দৃঢ় থাকল। একবার ওদের ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে [৮২] শিমোন তাঁর সহকারী সৈন্যদের বের করে শত্রু-সৈন্যবিন্যাসকে আক্রমণ করলেন—অশ্বারোহী বাহিনী ইতিমধ্যে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল—আর ওরা চূর্ণ হল ও পালাতে লাগল; [৮৩] অশ্বারোহী বাহিনী সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল, অন্যান্যরা রেহাই পাবার জন্য আসদোদে গিয়ে বেল-দাগোনে, তাদের দেবতার মন্দিরে, আশ্রয় নিল। [৮৪] তখন যোনাথান আসদোদ ও তার চারদিকের শহরগুলিকে পুড়িয়ে দিলেন, সমস্ত কিছু লুট করে নিলেন, এবং দাগোনের মন্দিরকে ও তার মধ্যে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের সকলকেও আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। [৮৫] খড়্গে নিহত ও আগুনে মরা লোকদের সংখ্যা ছিল প্রায় আট হাজার। [৮৬] পরে যোনাথান সেখান থেকে রওনা হয়ে আস্কালোনের সামনাসামনি জায়গায় শিবির বসালেন, আর শহরবাসীরা মহা সম্মানের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হল। [৮৭] তখন যোনাথান ও তাঁর লোকেরা প্রচুর লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন। [৮৮] এই সমস্ত কথা শুনে আলেক্সান্দার রাজা যোনাথানের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করলেন; [৮৯] রাজ-জ্ঞাতিদের যে সোনার বন্ধনী দেওয়ার প্রথা আছে, তা তাঁকে পাঠালেন; উপরন্তু তাঁকে এক্রোন ও তার চারদিকে সংলগ্ন সমস্ত ভূমি অধিকাররূপে দান করলেন।

আলেক্সান্দার বালা ৬ষ্ঠ তলেমি দ্বারা পরাজিত

উভয়ের মৃত্যু

১১ [১] মিশর-রাজ সমুদ্রতীরের বালুকণার মত বহুসংখ্যক এক সেনাবাহিনী জড় করলেন, বহু জাহাজও সংগ্রহ করলেন; তাঁর চেষ্টা, তিনি আলেক্সান্দারের রাজ্য ছলনার সঙ্গে হস্তগত করে নিজের রাজ্যের সঙ্গে যোগ করবেন। [২] তিনি শান্তির কথা ঘোষণা করতে করতে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন, আর সমস্ত শহর তাঁর জন্য তোরণদ্বার খুলে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে এল, কেননা আলেক্সান্দার রাজা নিজেই তাঁকে অভিনন্দন জানাতে হুকুম দিয়েছিলেন, যেহেতু তলেমি ছিলেন তাঁর শ্বশুর। [৩] কিন্তু তলেমি শহরগুলিতে একবার ঢুকে সেখানে তাঁর নিজের সৈন্যদল মোতায়েন রাখছিলেন। [৪] তিনি আসদোদে এসে পৌঁছলে তারা পোড়া দাগোন-মন্দিরকে, চারদিকের উৎসন্ন গ্রাম, এদিক ওদিক ফেলানো লাশ ও যুদ্ধে দাহতে পোড়া মৃতদেহ—তা রাজার যাত্রাপথের ধারে রাশীকৃত ছিল—তাঁকে দেখাল। [৫] যোনাথান যে কী করেছিলেন, তারা তলেমিকে তার বর্ণনা দিল; আশা করছিল, রাজা যোনাথানের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করবেন, কিন্তু তলেমি কিছু বললেন না। [৬] যোনাথান নিজে ঘটা করে যাফাতে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন; তাঁরা একে অন্যকে অভিনন্দন জানালেন আর সেইখানে রাত কাটালেন। [৭] পরে যোনাথান এলেউথেরস বলে পরিচিত নদী পর্যন্ত রাজাকে পৌঁছে দিয়ে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

[৮] তলেমি রাজা সমুদ্রতীরে অবস্থিত সেলেউসিয়া পর্যন্ত সমুদ্রতীরের সকল শহর হস্তগত করলেন, যেতে যেতে তিনি কেবল আলেক্সান্দারের বিরুদ্ধে কুপরিকল্পনাই আঁটছিলেন। [৯] দেমেত্রিওস রাজার কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, 'আসুন, নিজেদের মধ্যে মিত্রতা স্থির করি: আলেক্সান্দারের বর্তমান বধূ যে আমার কন্যা, তাকে আমি আপনাকেই দেব; উপরন্তু আপনার পিতার রাজ্যে আবার প্রবেশ করতে আপনাকে সুযোগ দেব। [১০] আলেক্সান্দারকে আমার কন্যাকে দেওয়ায় আমি দুঃখিত, যেহেতু তিনি আমাকে বধ করতে চেষ্টা করেছেন।' [১১] আলেক্সান্দারের রাজ্য লোভ করছিলেন বিধায়ই তলেমি তাঁর নিন্দা করছিলেন; [১২] তাঁর কাছ থেকে নিজ কন্যাকে কেড়ে নিয়ে

তলেমি তাঁকে দেমেত্রিওসকে দিলেন; এবং আলেক্সান্দারের প্রতি তাঁর গতি তেমনভাবেই পাল্টানোর ফলে স্পষ্ট প্রকাশ পেল যে, দু'জনের মধ্যে শত্রুতা আছে। [১৩] তলেমি আন্তিওখিয়ায় প্রবেশ করে এশিয়ার মুকুট মাথায় নিলেন; এমনকি মাথায় দু'টো মুকুট নিলেন, মিশরের ও এশিয়ার মুকুট। [১৪] সেসময় আলেক্সান্দার কিলিকিয়াতে ছিলেন, কেননা সেই প্রদেশগুলির অধিবাসীরা বিপ্লব করেছিল; [১৫] কিন্তু এই সমস্ত কথা শোনামাত্র তিনি তলেমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলেন। এদিকে তলেমিও নিজের সৈন্যদের বিন্যস্ত করে বিপুল সেনাবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে চালিয়ে তাঁকে পরাজিত করলেন। [১৬] আলেক্সান্দার রেহাই পেতে আরবে পালিয়ে গেলেন, আর তলেমি রাজা একাই রাজত্ব করলেন। [১৭] আরবীয় জাব্দিয়েল আলেক্সান্দারের মাথা কেটে ফেলে তলেমির কাছে পাঠাল। [১৮] তিন দিন পরে তলেমি নিজে মারা গেলেন, আর যাদের তিনি নানা দুর্গে মোতায়েন রেখেছিলেন, তারা সেখানকার নিবাসীদের হাতে মারা পড়ল। [১৯] এভাবে একশ' সাতষট্টি সালে দেমেত্রিওস রাজা হলেন।

ইহুদীদের পক্ষে ২য় দেমেত্রিওসের রাজাজ্ঞা দু'টো

[২০] একই সময়ে যোনাথান যেরুশালেমের আক্রা-দুর্গের উপরে হামলা চালাবার জন্য যুদেয়ার লোকদের জড় করে তার বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধযন্ত্র প্রস্তুত করলেন। [২১] কিন্তু কয়েকটা লোক, যারা স্বদেশ ঘৃণা করছিল, তারা ছুটে রাজাকে জানাল যে, যোনাথান আক্রা-দুর্গ অবরোধ করছেন। [২২] একথা শুনে রাজা ক্ষুব্ধ হলেন; আর কথার প্রমাণ পেয়ে তিনি নিজে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে তলেমাইসে এসে পত্র পাঠিয়ে যোনাথানকে অবরোধ বন্ধ করতে ও তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যত শীঘ্রই তলেমাইসে আসতে বললেন। [২৩] তা শুনে যোনাথান অবরোধ চালাবার হুকুম দিলেন, পরে কয়েকজন প্রবীণ ও যাজক বেছে নিয়ে এই ঝুঁকি নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, [২৪] তিনি নিজেই সোনা-রুপো, পোশাক, ও অন্য ধরনের বহু উপহার সঙ্গে করে তলেমাইসে রাজার কাছে যাবেন, আর আসলে তিনি রাজার প্রসন্নতা জয় করলেন, [২৫] এমনকি, তাঁর দেশের দু' একজন ধর্মত্যাগী তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা সত্ত্বেও [২৬] তাঁর আগেকার রাজারা যোনাথানের প্রতি যেমন ব্যবহার করেছিলেন, তিনিও তাঁর প্রতি তেমন ব্যবহার করলেন, এবং সকল রাজবন্ধুদের সাক্ষাতে তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত

করলেন: [২৭] তিনি যোনাথানকে মহাযাজক পদে ও তাঁর আগেকার সমস্ত পদমর্যাদায় বহাল রাখলেন, এবং স্থির করলেন, যোনাথান তাঁর প্রধান রাজবন্ধুদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হবেন। [২৮] যোনাথান রাজার কাছে যাচনা করলেন, যেন যুদেয়া ও সামারিয়ার তিন প্রদেশ করমুক্ত করা হয়, এদিকে তিনি প্রতিদানে তাঁকে তিনশ' শেকেল দান করবেন; [২৯] রাজা তাতে রাজি হয়ে যোনাথানকে এই সমস্ত বিষয়ে এই অনুশাসন-পত্র লিখে পাঠালেন; পত্রটি এরূপ:

[৩০] 'আমি, দেমেত্রিওস রাজা, ভাই যোনাথানের ও ইহুদী জনগণের সমীপে: শুভেচ্ছা! [৩১] আপনার বিষয়ে আমার আত্মীয় লাস্থেনেসের কাছে যে পত্র লিখে পাঠালাম, তার অনুলিপি আপনার অবগতির জন্য আপনার কাছেও পাঠাচ্ছি: [৩২] আমি, দেমেত্রিওস রাজা, আপন পিতা লাস্থেনেসের সমীপে: শুভেচ্ছা! [৩৩] ইহুদী জাতি আমাদের মিত্র; আমাদের কাছে তাদের দেওয়া কথা, তারা তা রক্ষা করছে, এবং আমাদের প্রতি তাদের এই মঙ্গল-ইচ্ছার আলোয় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাদের প্রতি আমাদের মঙ্গলময়তা প্রকাশ করব। [৩৪] যুদেয়ার অঞ্চলে এবং আফাইরেমা, লিদ্দা ও রামাথাইম এই তিন প্রদেশে তাদের যে অধিকার, আমরা তাদের সেই অধিকার এখনও বলবৎ বলে ঘোষণা করছি; উক্ত সেই তিন প্রদেশ ও তাদের চারদিকে সংলগ্ন ভূমি সামারিয়া থেকে যুদেয়াতে যোগ করা হয়েছিল তাদেরই সুবিধার্থে, যারা যেরুশালেমে বলি উৎসর্গ করে; তা সেই রাজকরের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, যা রাজা এক সময়ে ভূমির ফসল ও গাছ থেকে তাদের কাছ থেকে প্রতি বছরে আদায় করতেন। [৩৫] উপরন্তু, আমাদের দেয় অন্যান্য দশমাংশ ও রাজকর, লবণ-ভূমি, এবং আমাদের অধিকৃত [স্বর্ণ] মালা—এই সমস্ত বিষয়ে আমরা আজ থেকে এই সকল কর থেকে তাদের মুক্ত করি। [৩৬] এই নির্দেশগুলোর একটাও আজ থেকে কখনও কোথাও প্রত্যাহার করা হবে না। [৩৭] সুতরাং আপনারই দায়িত্ব, এই পত্রের একটা অনুলিপি করে তা যোনাথানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া, যেন তা পবিত্র পর্বতে উচিত স্থানে প্রকাশিত হয়।'

আন্তিওখিয়ায় যোনাথানের কাছে ২য় দেমেত্রিওসের সহায়তাদান

[৩৮] যখন দেমেত্রিওস রাজা দেখলেন, তাঁর অধীনে দেশ শান্তি ভোগ করছে ও তাঁর বিরুদ্ধে কেউ প্রতিরোধ করছে না, তখন সমস্ত সেনাবাহিনীকে বিদায় দিলেন, যেন সৈন্যেরা যে যার ঘরে ফিরে যায়; কেবল সেই বিদেশী সেনাবাহিনী রাখলেন, যাদের তিনি বিজাতীয়দের দ্বীপগুলি থেকে বেতনের ভিত্তিতে সংগ্রহ করেছিলেন। তাই যে সমস্ত সৈন্যসামন্ত প্রথম থেকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সেবা করে আসছিল, তারা তাঁর প্রতি বিপক্ষ ভাব পোষণ করল। [৩৯] তাই ত্রিফো, যিনি আগে আলেক্সান্দারের পক্ষে ছিলেন, তিনি যখন দেখলেন যে, সমস্ত সৈন্যদল দেমেত্রিওসের বিরুদ্ধে গজগজ করছে, তখন গিয়ে সেই আরবীয় ইয়াম্লেকুর সঙ্গে দেখা করলেন, যিনি আলেক্সান্দারের ছোট ছেলে আন্তিওখসকে প্রতিপালন করছিলেন। [৪০] তাঁকে তিনি পীড়াপীড়ি করলেন, যেন তাঁর পিতার পদে রাজত্ব করাবার জন্য তাঁকে তাঁর হাতে দেন; উপরন্তু তিনি দেমেত্রিওসের ব্যবহারের কথা, এবং তাঁর প্রতি সৈন্যদলের শত্রুতা-ভাবের কথা, তাঁকে সবই জানালেন; তিনি সেখানে বহু দিন কাটালেন।

[৪১] একদিন যোনাথান দেমেত্রিওসের কাছে লোক পাঠিয়ে যাচনা করলেন, যেরুশালেমের আক্রা-দুর্গে ও অন্য দুর্গতে যত সৈন্যদল মোতায়েন ছিল, তিনি যেন তাদের ফিরিয়ে আনেন, যেহেতু তারা ইস্রায়েলের সঙ্গে সবসময় লড়াই করছিল। [৪২] দেমেত্রিওস যোনাথানকে এই উত্তর পাঠালেন, 'আপনার জন্য ও আপনার জনগণের জন্য আমি কেবল তা-ই করব না, বরং সুযোগ পেলেই আপনাকে ও আপনার জনগণকে সম্মানে পরিপূর্ণ করব। [৪৩] কিন্তু আপাতত আমার সঙ্গে সংগ্রাম করতে লোক পাঠালে আপনি ধন্য হবেন, কেননা আমার সেনাবাহিনী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।' [৪৪] যোনাথান তাঁর কাছে আন্তিওখিয়ায় তিন হাজার বিজ্ঞ যোদ্ধা পাঠালেন; তারা রাজার কাছে গেলে তিনি তাদের আসায় আনন্দিত হলেন। [৪৫] রাজধানীর অধিবাসীরা শহরের মাঝখানে একত্র হল, সংখ্যায় তারা ছিল প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোক; অভিপ্রায় ছিল, রাজাকে বধ করা হোক। [৪৬] রাজা প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন, কিন্তু শহরবাসীরা শহরের সমস্ত রাস্তা দখল করে সংগ্রাম করতে লাগল। [৪৭] রাজা সাহায্যের জন্য ইহুদীদের ডাকলেন, আর তারা সকলে তাঁর কাছে ছুটল, এবং

রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ে সেই দিনে প্রায় এক লক্ষ শহরবাসীকে বধ করল; [৪৮] পরে শহরটা পুড়িয়ে দিল, সেদিন প্রচুর লুটের মাল কুড়িয়ে নিল ও রাজাকে বাঁচাল। [৪৯] যখন শহরবাসীরা দেখল যে, ইহুদীরা তাদের ইচ্ছামত শহরকে হস্তগত করেছে, তখন নিরাশ হল এবং মিনতির কণ্ঠে রাজার কাছে হাহাকার করে বলল, [৫০] 'আমাদের প্রতি বন্ধুত্বের ডান হাত বাড়ান! আমাদের বিরুদ্ধে ও শহরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করায় ইহুদীরা ক্ষান্ত হোক,' [৫১] এবং অস্ত্র ফেলে রাজার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করল। রাজার কাছে ও তাঁর রাজ্যে যত লোক ছিল, সকলের কাছে ইহুদীরা সুনামের পাত্র হল; তারা প্রচুর লুটের মাল সঙ্গে নিয়ে যেরুশালেমে ফিরে গেল। [৫২] এইভাবে দেমেত্রিওস নিজ রাজাসনে থাকলেন, এবং তাঁর অধীনে দেশ শান্তি ভোগ করল। [৫৩] কিন্তু তিনি দেওয়া কথা মান্য করলেন না, যোনাথানের সঙ্গে সম্পর্ক পাল্টালেন, আগে যেমন প্রসন্নতা দেখিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি তেমন প্রসন্নতা আর দেখালেন না, বরং তাঁকে যথেষ্ট কষ্টই দিলেন।

দেমেত্রিওসের বিপক্ষে আন্তিওখসের সপক্ষে যোনাথান

[৫৪] এই সমস্ত ঘটনার পর ত্রিফো ও সেই ছোট ছেলে আন্তিওখস ফিরে এলেন, আর ছেলেটি রাজ্যভার গ্রহণ করে মাথায় মুকুট নিলেন। [৫৫] দেমেত্রিওস যত সৈন্যদের বিদায় দিয়েছিলেন, তারা আন্তিওখসের কাছে একত্র হয়ে দেমেত্রিওসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগল; তিনি পালিয়ে পরাজিত হলেন। [৫৬] ত্রিফো হাতিগুলো ধরে নিলেন ও আন্তিওখিয়া হস্তগত করলেন।

[৫৭] তখন যুবা আন্তিওখস যোনাথানকে এই পত্র লিখে পাঠালেন: 'আমি আপনার মহাযাজক-মর্যাদা বহাল রাখছি, আপনাকে চার প্রদেশের প্রদেশপাল করছি, এবং রাজবন্ধুদের একজন হতে মঞ্জুর করছি।' [৫৮] তাঁর কাছে তিনি খাদ্য পরিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সোনার এক দফা থালা-বাটি-পাত্র পাঠালেন, এবং তাঁকে সেই পানপাত্রে পান করা, বেগুনি পোশাক পরিধান করা ও সোনার বন্ধনী ব্যবহার করার অধিকার দিলেন। [৫৯] উপরন্তু তিনি তাঁর ভাই শিমোনকে তুরসের সিঁড়ি অঞ্চল থেকে মিশরের সীমানা পর্যন্ত শাসনভার দিলেন। [৬০] তখন যোনাথান [ফোরাত] নদীর ওপারের প্রদেশগুলি ও সেখানকার শহরগুলিতে ভ্রমণ করতে লাগলেন, আর সিরিয়ার গোটা

সেনাবাহিনী মিত্ররূপে তাঁর কাছে ছুটে গেল। তিনি আস্কালোনে গেলেন, আর শহরবাসীরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হল। [৬১] সেখান থেকে তিনি গাজায় গেলেন, কিন্তু গাজার অধিবাসীরা তাঁর জন্য নগরদ্বার রুদ্ধ করল; তাই তিনি গাজা অবরোধ করলেন, তার উপনগরগুলি পুড়িয়ে দিলেন ও লুটপাট করলেন। [৬২] তখন গাজার লোকেরা যোনাথানের কাছে মিনতি জানাল, আর তিনি তাদের হাতে ডান হাত দিলেন, কিন্তু তাদের নেতাদের ছেলেদের জামিনরূপে তুলে নিয়ে যেরুশালেমে পাঠালেন; পরে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে দামাস্ক পর্যন্ত পথ চললেন।

[৬৩] যোনাথান এই কথা জানতে পারলেন যে, দেমেত্রিওসের সেনানায়কেরা কাদেশে, গালিলেয়াতে, ছিলেন; তাদের সঙ্গে বহুসংখ্যক সৈন্যদলও রয়েছে; অভিপ্রায়, তারা তাঁকে পদচ্যুত করবে। [৬৪] তখন ভাই শিমোনকে দেশে রেখে তিনি গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। [৬৫] এদিকে শিমোন বেথ্-জুরের কাছে শিবির বসিয়ে বহুদিন ধরে তা অবরোধ করে রাখলেন। [৬৬] তখন তারা তাঁর কাছে মিনতি জানাল, যেন তিনি তাদের হাতে ডান হাত দেন; তিনি হাত দিলেন বটে, কিন্তু সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দিলেন, শহর দখল করলেন ও সেখানে সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন। [৬৭] অপর দিকে যোনাথান ও তাঁর সেনাবাহিনী গেন্নেজার হ্রদের ধারে শিবির বসিয়ে খুব সকালে হাৎসোর সমভূমিতে এসে পৌঁছলেন। [৬৮] বিদেশীদের সৈন্যসামন্ত তাঁর বিরুদ্ধে পাহাড়পর্বতের উপরে একটা অংশ ওত পেতে রাখার পর তাঁর দিকে এগিয়ে এল। সৈন্যদের প্রধান অংশ সরাসরি তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে, [৬৯] এমন সময় যারা ওত পেতে ছিল, তারা পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করতে লাগল। [৭০] যোনাথানের সকল লোক পালিয়ে গেল, তাদের কেউই থাকল না, কেবল সেনাবাহিনীর দলপতি আব্শালোমের সন্তান মাত্তাথিয়া ও খাল্ফির সন্তান যুদাই থাকল। [৭১] তখন যোনাথান নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, মাথায় ধুলা ছড়ালেন, এবং প্রার্থনার জন্য উপুড় হলেন। [৭২] পরে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ফিরে এলেন, তাদের পরাস্ত করলেন ও পালাতে বাধ্য করলেন। [৭৩] তাঁর লোকদের মধ্যে যারা পালিয়েছিল, তারা অবস্থাটা দেখে তাঁর কাছে ফিরে এল ও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে কাদেশ পর্যন্ত শত্রুদের ধাওয়া করল; সেই কাদেশেই শত্রুশিবির ছিল, তাই সেখানে তারাও

শিবির স্থাপন করল। [৭৪] সেদিন বিদেশী সৈন্যদলের প্রায় তিন হাজার লোক মারা পড়ল। পরে যোনাথান যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

রোম ও স্পার্তার সঙ্গে যোনাথানের সম্পর্ক

১২ [১] যোনাথান যখন দেখলেন যে, অবস্থা-পরিস্থিতি তাঁর অনুকূল, তখন উপযুক্ত লোক বেছে নিয়ে রোমীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি বহাল রাখতে ও নবায়ন করতে তাদের রোমে পাঠালেন। [২] স্পার্তা-অধিবাসীদের ও অন্যান্য স্থানেও তিনি একই বিষয়ে পত্র পাঠালেন। [৩] তাই সেই লোকেরা রোম অভিমুখে রওনা হল, আর সেখানে প্রবীণসভায় প্রবেশ করে বলল, 'যোনাথান মহাযাজক ও ইহুদী জনগণ আগের মত পরস্পর বন্ধুত্ব ও মিত্রতা নবায়ন করতে আমাদের পাঠিয়েছেন।' [৪] এবং রোমীয়েরা নানা স্থানের কর্তৃপক্ষের জন্য তাদের সুপারিশপত্র দিল, সেই কর্তৃপক্ষেরা যেন যেরুশালেমে এদের প্রত্যাগমন নিরাপদ করেন।

[৫] স্পার্তা-অধিবাসীদের কাছে যোনাথান যে পত্র পাঠালেন, তার অনুলিপি এই:

[৬] 'যোনাথান মহাযাজক, জনগণের প্রবীণসভা, যাজকবর্গ, ও ইহুদী জাতির বাকি সমস্ত মানুষ তাঁদের ভাই স্পার্তা-অধিবাসীদের সমীপে: শুভেচ্ছা! [৭] আপনাদের মধ্যে যিনি রাজত্ব করতেন, সেই আরেইওসের পক্ষ থেকে অতীত কালেও ওনিয়াস মহাযাজকের কাছে এমন পত্র পাঠানো হয়েছিল, যাতে লেখা ছিল যে, আপনারা আমাদের ভাই—একথা পত্রে সংলগ্ন অনুলিপি দ্বারা প্রমাণিত। [৮] ওনিয়াস আপনাদের দূতকে সম্মানের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন, এবং যে পত্রে মিত্রতা ও বন্ধুত্বের কথা লেখা ছিল, সেই পত্রও গ্রহণ করেছিলেন। [৯] সুতরাং, আমাদের অধিকারে যে পবিত্র শাস্ত্র রয়েছে, তারই সান্ত্বনা আমাদের আছে বিধায় আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হলেও [১০] তবু আপনাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব-চুক্তি নবায়ন করতে দূত পাঠাব বলে মনস্থ করলাম, আমরা যেন আপনাদের দৃষ্টিতে অচেনা না হই; বস্তুত অনেক বছর কেটেছে সেই সময় থেকে, যখন আপনারা আমাদের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। [১১] তাই আমরা সকল পর্বোৎসবে ও আদিষ্ট অন্য সকল দিনে আমাদের উৎসর্গ করা যজ্ঞে ও আমাদের মিনতি-নিবেদনে বিশ্বস্ত ভাবে আপনাদের কথা স্মরণ করি, যেহেতু ভাইদের

কথা স্মরণ করা কর্তব্য ও বিহিত কর্ম। [১২] আপনাদের যে গৌরব, তার জন্য আমরা আনন্দিত। [১৩] কিন্তু আমরা বহু অত্যাচারে ও বহু যুদ্ধে সঙ্কুচিত হয়েছি: নিকটবর্তী দেশগুলির রাজারা আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন বটে, [১৪] তবু এই সমস্ত লড়াইতে আমরা আপনাদের বিরক্ত করতে চাইলাম না, আমাদের অন্য মিত্র ও বন্ধুদেরও নয়; [১৫] কেননা স্বর্গ থেকে আগত আমাদের বলবান সাহায্য আছে: তাঁর দ্বারা আমরা আমাদের শত্রুদের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছি আর আমাদের শত্রুরা অবনমিত হয়েছে। [১৬] এখন আমরা আন্তিওখসের সন্তান নুমেনিউসকে ও যাসোনের সন্তান আন্তিপাতেরকে মনোনীত করে রোমীয়দের কাছে তাঁদের সঙ্গে আগেকার বন্ধুত্ব ও মিত্রতার চুক্তি নবায়ন করতে প্রেরণ করেছি। [১৭] তাদের নির্দেশ দিলাম, যেন তাঁরা আপনাদেরও কাছে যান, আপনাদের শুভেচ্ছা জানান, ও আমাদের প্রাক্তন সম্পর্ক-চুক্তির নবায়ন ও আমাদের বন্ধুত্ব সংক্রান্ত আমাদের এই পত্র আপনাদের হাতে তুলে দেন। [১৮] এবিষয়ে উত্তর দিলে আপনারা ধন্য হবেন।'

[১৯] তাঁরা ওনিয়াসের কাছে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন, তার অনুলিপি এই:

[২০] 'আমি, স্পার্তা-রাজ আরেইওস, ওনিয়াস মহাযাজকের সমীপে: শুভেচ্ছা! [২১] স্পার্তা-অধিবাসী ও ইহুদী সম্পর্কিত এক লিপিতে একথা পাওয়া গেছে যে, তাঁরা পরস্পর ভাই ও আব্রাহামের বংশধর। [২২] সুতরাং, আমরা যখন তেমন কথা অবগত হয়েছি, তখন আপনারা আপনাদের বন্ধুত্ব-মনোভাব বিষয়ে আমাদের কিছু লিখলে আমাদের বাধিত করবেন। [২৩] আপনাদের কাছে আমাদের নিজেদের সমাচার এই: আপনাদের পশুধন ও আপনাদের সম্পদ আমাদেরই, আর আমাদের গুলি আপনাদেরই। আমাদের দূতদের নির্দেশ দিলাম, যেন তাঁরা আপনাদের কাছে তেমন সমাচার নিবেদন করেন।'

কৈলেস-সিরিয়ায় যোনাথান
ফিলিস্তিয়ায় শিমোন

[২৪] যোনাথান একথা জানতে পারলেন যে, দেমেত্রিওসের সেনাপতিরা তাঁর বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করতে আগেকার চেয়ে আরও বহুসংখ্যক সৈন্যদের নিয়ে ফিরে

এসেছে। [২৫] যেরুশালেম ছেড়ে তিনি হামাথ অঞ্চলে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলেন, কেননা তাঁর নিজের দেশের মধ্যে আসতে তাদের সময় দিতে চাচ্ছিলেন না। [২৬] তিনি তাদের শিবিরে গুপ্তচর পাঠালেন, আর তারা ফিরে এসে তাঁকে একথা জানাল যে, শত্রুরা রাতেই আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। [২৭] সূর্যাস্ত হলে যোনাথান নিজের লোকদের সারারাত জেগে থাকতে ও সংগ্রামের জন্য অস্ত্র হাতে রাখতে হুকুম দিলেন, পরে শিবিরের চারদিকে প্রহরীদল মোতায়েন রাখলেন। [২৮] কিন্তু বিপক্ষেরা যখন জানতে পারল যে, যোনাথান ও তাঁর লোকেরা লড়াইয়ের জন্য তৈরী আছেন, তখন ভয়ে অভিভূত হল, এবং কম্পিত অন্তরে নিজেদের শিবিরে আগুন জ্বালিয়ে রেখে পালিয়ে গেল। [২৯] যোনাথান ও তাঁর লোকেরা সেই আগুনের দীপ্তি দেখলেন বটে, কিন্তু সকাল পর্যন্ত তাদের পলায়নের বিষয়ে সচেতন হননি, [৩০] ফলে যোনাথান তাদের পিছনে ধাওয়া করলেও তাদের নাগাল পেতে পারলেন না, কেননা তারা ইতিমধ্যে এলেউথেরস নদী পার হয়ে গেছিল। [৩১] তাই যোনাথান জাবাদীয় বলে পরিচিত আরবীয়দের দিকে ঘুরে তাদের আক্রমণ করলেন ও তাদের সমস্ত কিছু লুট করে নিলেন। [৩২] পরে রওনা হয়ে দামাস্কে গিয়ে সমস্ত অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। [৩৩] এদিকে শিমোনও আস্কালোন ও তার নিকটবর্তী উপনগরগুলো পর্যন্ত প্রবেশ করে যুদ্ধে নামলেন, পরে যাফার দিকে ঘুরে তা হস্তগত করলেন; [৩৪] কেননা তিনি এই সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তারা দেমেত্রিওসের সমর্থনকারীদেরই হাতে দুর্গ দেবে বলে মনস্থ করেছিল; এবং পাহারা দিতে তিনি সেখানে এক সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন।

যেরুশালেমে নির্মাণকাজ

[৩৫] একবার ফিরে এসে যোনাথান জনগণের প্রবীণবর্গকে সভায় ডেকে তাঁদের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যুদেয়ার নানা স্থানে গড় গাঁথা হোক, [৩৬] যেরুশালেমের প্রাচীর উচ্চ করা হোক, এবং নগরী ও আক্রা-দুর্গের মাঝখানে বড় একটা রক্ষামূলক বেড়া দেওয়া হোক, যেন নগরী থেকে বিচ্ছিন্ন করলে আক্রা-দুর্গটা পৃথক হয়, ফলে আক্রা-দুর্গের লোকেরা আর কিছু কিনতে বা বেচতে না পারে। [৩৭] নগরী পুনর্নির্মাণকাজ সকলেরই সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা হল, আর যেহেতু পুবদিকে খাদনদীর উপরে প্রাচীরের একটা অংশ পড়ে গেছিল, সেজন্য যোনাথান খাফেনাথা বলে অভিহিত এলাকা

সংস্কার করলেন। [৩৮] এদিকে শিমোন শেফেলাতে অবস্থিত আদিদা পুনর্নির্মাণ করলেন, তা প্রাচীরবেষ্টিত করলেন ও অর্গলযুক্ত নগরদ্বার দিলেন।

ত্রিফোর হাতে পতিত যোনাথান

[৩৯] ত্রিফোর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি এশিয়ার রাজা হবেন, মাথায় মুকুট নেবেন ও আন্তিওখস রাজার বিরুদ্ধে হাত বাড়াবেন, [৪০] কিন্তু যোনাথান যে তাঁকে বাধা দেবেন, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, এবিষয়ে তিনি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। এজন্য তাঁকে নিজের হাতে পাবার ও বধ করার উদ্দেশ্যে তিনি রওনা হয়ে বেথ্-সেয়ানে এলেন। [৪১] যোনাথান যুদ্ধের জন্য শ্রেণিভুক্ত চল্লিশ হাজার সেরা যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে তাঁর নাগাল পেতে রওনা হয়ে বেথ্-সেয়ানে এসে পৌঁছলেন। [৪২] যোনাথান এত বহুসংখ্যক সেনাবাহিনী সঙ্গে আনলেন দেখে ত্রিফো তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করতে ইতস্তত করলেন; [৪৩] বরং মহা সম্মান দেখিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, নিজের সকল বন্ধুর কাছে তাঁর পরিচয় দিলেন, তাঁকে নানা উপহার দিলেন, এবং নিজের বন্ধুদের ও নিজের সৈন্যদলকে আজ্ঞা দিলেন, যেন তারা তাঁর নিজের প্রতি যেমন, তেমনি যোনাথানের প্রতিও বাধ্য হয়। [৪৪] যোনাথানকে তিনি বললেন, 'আমাদের মধ্যে যখন যুদ্ধ নেই, তখন আপনি লোকদের কেন এত কষ্ট দিলেন? [৪৫] ওদের বিদায় দিন, পরে অল্প লোক রক্ষীদল হিসাবে বেছে নিয়ে আমার সঙ্গে তলেমাইসে আসুন, আর আমি নগরী ও অন্য সকল গড়, সেনাদলের বাকি অংশ ও সকল অধিনায়ককে আপনার হাতে তুলে দেব; তারপর আমি পথ ধরে স্বদেশে ফিরে যাব: এখানে আসবার এ-ই ছিল আমার অভিপ্রায়।' [৪৬] তাঁকে বিশ্বাস করে যোনাথান তাঁর কথামত কাজ করলেন: সৈন্যদলকে বিদায় দিলে তারা যুদেয়াতে ফিরে গেল। [৪৭] নিজের সঙ্গে তিন হাজার লোক রাখলেন, আর এদের মধ্য থেকে দু'হাজার গালিলেয়াতে থাকল, ও বাকি এক হাজার তাঁর সঙ্গে গেল। [৪৮] কিন্তু যোনাথান একবার তলেমাইসে প্রবেশ করলে শহরবাসীরা নগরদ্বার বন্ধ করে দিল, তাঁকে ধরে নিল ও তাঁর সঙ্গে যত লোক ছিল, তাদের সকলকে খড়্গের আঘাতে মারল। [৪৯] পরে ত্রিফো যোনাথানের সকল লোককে উচ্ছেদ করতে গালিলেয়াতে ও মহা সমতল ভূমিতে পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহী বাহিনী পাঠালেন। [৫০] কিন্তু তারা একথা অনুমান করে যে, যোনাথানকে

ধরা হয়েছে ও তাঁর সঙ্গীরাও তাঁর সাথে মারা পড়ল, একে অন্যকে সাহস দিয়ে শ্রেণিবদ্ধ বিন্যাসে ও যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে এগিয়ে গেল, [৫১] আর যারা তাদের ধাওয়াতে ছিল, তারা যখন দেখল যে, তারা প্রাণের জন্যই যুদ্ধ করবে, তখন পিছটান দিল। [৫২] তাই তারা সকলে নিরাপদে যুদেয়াতে এসে পৌঁছল, আর সেখানে যোনাথানের জন্য ও তাঁর রক্ষীদলের জন্য শোকপালন করল, কেননা তারা ভীষণ ভয়ের মধ্যে ছিল। সমস্ত ইস্রায়েল গভীর শোকে আচ্ছন্ন ছিল। [৫৩] চারদিকের দেশগুলি সঙ্গে সঙ্গে তাদের চূর্ণ করতে চেষ্টা করতে লাগল: বলছিল, 'ওদের আর নেতা নেই, মিত্রও নেই; আমাদের কেবল এখনই ওদের আক্রমণ করতে হবে, আর আমরা মানবকুল থেকে ওদের স্মৃতি মুছে দেব।'

মাকাবীয় শিমোন

নেতা-পদে শিমোন

১৩ [১] শিমোন একথা জানতে পারলেন যে, ত্রিফো এসে যুদেয়াকে চূর্ণ করতে বহুসংখ্যক সেনাবাহিনী সংগ্রহ করছেন; [২] আর যখন তিনি দেখলেন, জনগণ কম্পিত ও সন্ত্রাসিত, তখন যেরুশালেমে গিয়ে লোকদের সমবেত করলেন; [৩] তাদের সাহস দিয়ে বললেন, 'আমি, আমার ভাইয়েরা, ও আমার পিতৃকুল বিধিনিয়মের জন্য ও পবিত্রধামের জন্য যে কী না করেছি, তোমরা তা ভালই জান; কত যুদ্ধ ও কষ্ট সহ্য করেছি, তাও জান। [৪] এজন্যই আমার ভাইয়েরা মরেছেন, হ্যাঁ, ইস্রায়েলের খাতিরে সকলেই মরেছেন; যে রেহাই পেয়েছে, সে কেবল আমিই। [৫] তাই আমার ক্ষেত্রে, দূরের কথাই যে, ক্লেশের যে কোন সময়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করব, কেননা আমি আমার ভাইদের চেয়ে বেশি যোগ্য নই। [৬] বরং আমি আমার আপন জনগণকে, পবিত্রধাম, তোমাদের স্ত্রী-পুত্র সকলকেই রক্ষা করব, কেননা বিজাতীয়েরা হিংসায় চালিত হয়ে আমাদের চূর্ণ করার জন্য একজোট হয়েছে।' [৭] তাঁর এই কথা শুনে জনগণের আত্মা পুনরুজ্জীবিত হল, [৮] তারা জোর গলায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'যুদার ও তোমার ভাই যোনাথানের পদে তুমিই আমাদের নায়ক; [৯] আমাদের হয়ে যুদ্ধ কর, আর তুমি যা বলবে আমরা তাই করব!' [১০] তখন তিনি অস্ত্র ধারণে উপযুক্ত সকল লোককে জড় করলেন, এবং যেরুশালেমের প্রাচীর শেষ করার কাজ ত্বরান্বিত করলেন, তার সমস্ত পরিসীমাও তিনি বলবান করলেন। [১১] পরে আব্‌শালোমের সন্তান যোনাথানকে ও শক্তিশালী এক সৈন্যদল যাফাতে পাঠালেন, আর এই আব্‌শালোম শহরবাসীদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে সেই নগরীতে থাকলেন।

শিমোন দ্বারা তাড়িত ত্রিফো

যোনাথানের মৃত্যু

[১২] এবার ত্রিফো বিপুল সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে যুদেয়াতে আসবার জন্য তলেমাইস থেকে রওনা হলেন; বন্দিরূপে তিনি যোনাথানকেও সঙ্গে নিয়ে আসছিলেন।

[১৩] এদিকে শিমোন সমতল ভূমির উল্টো দিকে আদিদায় শিবির বসালেন। [১৪] শিমোন তাঁর ভাই যোনাথানের পদে নায়ক হয়েছেন ও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হচ্ছেন, একথা জানতে পেরে ত্রিফো দূত পাঠিয়ে তাঁর কাছে এই প্রস্তাব রাখলেন: [১৫] 'আপনার ভাই যোনাথান তাঁর পদে যে দায়িত্ব ধারণ করেছিলেন, সেই দায়িত্ব পালনে তিনি রাজকোষের কাছে ঋণী ছিলেন; এই কারণেই আমরা তাঁকে ধরে রাখছি। [১৬] আপনি এখন যদি আমাদের কাছে একশ' বাট রুপো ও জামিনরূপে তাঁর ছেলেদের মধ্য থেকে দু'জন ছেলেকে পাঠান, যেন আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, তিনি একবার মুক্তি পেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন না, তবে আমরা তাঁকে ছেড়ে দেব।' [১৭] তারা ছলনার সঙ্গেই কথা বলছিল, এবিষয়ে শিমোন সচেতন ছিলেন বটে, কিন্তু তবু লোক পাঠিয়ে রুপো ও যোনাথানের ছেলেদের আনালেন, কেননা তিনি জনগণের বড় অসন্তোষের পাত্র হতে চাচ্ছিলেন না, [১৮] বস্তুত তারা বলতে পারত: 'তুমি রুপো ও ছেলেদের পাঠাওনি বলেই যোনাথান মরলেন।' [১৯] তাই তিনি সেই একশ' বাট ও ছেলেদের তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন; কিন্তু ত্রিফো কথা রক্ষা না করে যোনাথানকে ছাড়লেন না। [২০] তা করে ত্রিফো দেশ দখল ও চূর্ণ করার জন্য পদক্ষেপ নিলেন: তিনি আদোরার পথ দিয়ে ঘুরে গেলেন, কিন্তু যেই দিকে যেতেন, সেখানে শিমোন ও তাঁর সৈন্যদল উপস্থিত ছিলেন। [২১] এদিকে আক্রা-দুর্গের লোকেরা ত্রিফোর কাছে দূত পাঠিয়ে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে তাদের সাহায্যে আসতে ও তাদের জন্য খাদ্য-সামগ্রী ব্যবস্থা করতে পীড়াপীড়ি করছিল। [২২] সেখানে যাবার জন্য ত্রিফো তাঁর সমস্ত অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত করলেন, কিন্তু সেই রাতে প্রচুর তুষারপাত হল, আর তুষারের কারণে তিনি যেতে পারলেন না। তাই উঠে তিনি গিলেয়াদে গেলেন। [২৩] বাস্কামার কাছে এসে পৌঁছে তিনি যোনাথানকে বধ করলেন; তাঁকে সেইখানে সমাধি দেওয়া হল। [২৪] পরে ত্রিফো ফিরে স্বদেশের দিকে রওনা হলেন।

[২৫] শিমোন লোক পাঠিয়ে তাঁর ভাই যোনাথানের হাড় তুলে আনালেন এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের শহর সেই মদীনে তাঁকে সমাধি দিলেন। [২৬] গোটা ইস্রায়েল মহা বিলাপে তাঁর জন্য চোখের জল ফেলল, ও তাঁর জন্য বহু দিন ধরে শোকপালন করল। [২৭] শিমোন তাঁর পিতার ও ভাইদের কবরের উপরে আকাশছোঁয়া একটা সমাধিমন্দির

দিলেন, যার পাথর সামনে ও পিছনে মসৃণ। [২৮] পরে পিতামাতার ও চার ভাইয়ের স্মরণে তিনি পরস্পরমুখী ত্রিপার্শ্ব শঙ্কুবিশেষ সাতটা স্মৃতিস্তম্ভ বসালেন। [২৯] সেগুলির চারপাশে তিনি সৌন্দর্য-গাঁথনি রূপে উচ্চ স্তম্ভ বসালেন, ও স্তম্ভগুলির মাথায় সনাতন স্মৃতির খাতিরে জয়ের স্মৃতিচিহ্ন রূপে নানা অস্ত্রশস্ত্র, এবং জয়ের স্মৃতিচিহ্নের পাশে পাশে খোদাই করা জাহাজ রাখলেন; জাহাজগুলি তিনি এমনটি করলেন, যারা সমুদ্রে যাত্রা করবে, তাদের কাছে যেন সেগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। [৩০] তেমনই ছিল সেই সমাধিমন্দির, যা তিনি মদীনে নির্মাণ করলেন; আর এই সমাধিমন্দির আজও সেখানে আছে।

শিমোনের প্রতি ২য় দেমেত্রিওসের অনুগ্রহ

[৩১] ত্রিফো যুবা আন্তিওখস রাজার প্রতি ধূর্তভাবে ব্যবহার করতেন, শেষে তাঁকে বধ করলেন; [৩২] পরে তাঁর পদে রাজা হয়ে মাথায় এশিয়ার মুকুট নিলেন ও দেশে বড় দুর্দশা ডেকে আনলেন। [৩৩] সেই সময়ে শিমোন যুদেয়ার গড়গুলি গেঁথে সেগুলির চারদিকে উচ্চ দুর্গমিনার ও অর্গলযুক্ত নগরদ্বার সহ প্রাচীরও দিলেন, এবং গড়ে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য-সামগ্রী রাখলেন। [৩৪] পরে তিনি যোগ্য মানুষদের বেছে নিয়ে দেশের জন্য করমুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে দেমেত্রিওস রাজার কাছে পাঠালেন, কেননা ত্রিফো যা কিছু করেছিলেন, তা হয়েছিল শোষণমাত্র। [৩৫] দেমেত্রিওস রাজা এবিষয়ে তাঁকে এই পত্র পাঠিয়ে উত্তর দিলেন:

[৩৬] 'আমি, দেমেত্রিওস রাজা, মহাযাজক ও রাজবন্ধু শিমোনের সমীপে, প্রবীণবর্গ ও ইহুদী জনগণের সমীপে: শুভেচ্ছা! [৩৭] আপনি আমাদের কাছে যে সোনার মুকুট ও খেজুরপাতা পাঠিয়েছেন, তা গ্রহণ করে আমরা প্রীত হলাম, এবং আপনাদের সঙ্গে সাধারণ শান্তি-চুক্তি স্থির করতে ও করমুক্তি বিষয়ে কর্মচারীদের কাছে পত্র লিখতে সম্মত আছি; [৩৮] আপনাদের সঙ্গে আমরা যা স্থির করেছিলাম, তা বলবৎ থাকছে, এবং যে গড়গুলি আপনারা গেঁথেছেন, সেগুলি আপনাদেরই অধিকারে থাকুক। [৩৯] আমাদের প্রতি আজ পর্যন্ত আপনারা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে যে দোষত্রুটি করেছেন, এবং যে [স্বর্ণ] মালা আমাদের প্রতি আপনাদের দাতব্য, এই সমস্ত মাপ করছি; যেরুশালেমে যদি অন্য করও নেওয়া হয়, তা আর নেওয়া হবে না।

[৪০] আপনাদের মধ্য থেকে যদি এমন কেউ থাকেন যাঁরা আমাদের ব্যক্তিত্বের রক্ষীদলে তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য, তাঁরা তালিকাভুক্ত হোন; এবং আমাদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করুক।'

[৪১] একশ' সত্তর সালে ইস্রায়েল থেকে বিজাতীয়দের জোয়াল খুলে দেওয়া হল [৪২] এবং দলিলে ও ক্রয়-বিক্রয় পত্রে জনগণ লিখতে লাগল: 'ইহুদীদের সেনাপতি ও প্রধান নেতা সেই গণ্যমান্য মহাযাজক শিমোনের প্রথম বর্ষ।'

শিমোনের হাতে গেজের ও আক্রা-দুর্গ

[৪৩] সেসময় শিমোন গেজেরের চারদিকে নিজের সৈন্যদল মোতায়েন করে শহরটাকে অবরোধ করলেন। তিনি চলমান একটা উচ্চ ঘর তৈরি করিয়ে শহরের গায়ে ঠেলে দিলেন, ফলে একটা প্রাকার দখল করলেন। [৪৪] উচ্চ ঘরের সৈন্যেরা শহরে ঝাঁপ দিল, এতে শহরের মধ্যে মহা গোলমাল দেখা দিল। [৪৫] শহরবাসীরা স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে প্রাচীরে উঠে ছেঁড়া পোশাকে জোর গলায় মিনতি করছিল যেন শিমোনকে তাদের হাতে ডান হাত দিতে সম্মত করতে পারে; [৪৬] তারা বলল, 'আমাদের শঠতা অনুযায়ী নয়, আপনার দয়া অনুযায়ীই আমাদের প্রতি ব্যবহার করুন।' [৪৭] শিমোন তাদের সঙ্গে মীমাংসা করলেন, তাদের বিরুদ্ধে আর লড়াই করলেন না; কিন্তু শহর থেকে তাদের বিচ্যুত করলেন, যত বাড়িতে দেবমূর্তি ছিল, সেইসব বাড়ি শুচীকৃত করলেন, আর এইভাবে বন্দনাগান ও ধন্যবাদগীতির মধ্যে শহরে প্রবেশ করলেন। [৪৮] শহর থেকে তিনি সমস্ত কলুষ বাতিল করলেন, এবং সেখানে বিধান-পরায়ণ মানুষদের বসবাস করালেন; পরে শহরটা বলবান করে তার মধ্যে নিজের আবাসগৃহও গেঁথে তুললেন।

[৪৯] যেরুশালেমের আক্রা-দুর্গের লোকেরা বাইরে যেতে ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে গ্রামাঞ্চলে যেতে বঞ্চিত হওয়ায় ভারী দুর্ভিক্ষ ভোগ করছিল, এমনকি তাদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন ক্ষুধায় মারাও গেছিল। [৫০] তখন তারা শিমোনের কাছে তাদের চিৎকার কর্ণগোচর করল, যেন তিনি তাদের হাতে ডান হাত দেন, আর শিমোন হাত দিলেন; তাই তিনি সেখান থেকে তাদের বিচ্যুত করলেন ও আক্রা-দুর্গটাকে তার সমস্ত কলুষ থেকে শুচীকৃত করলেন। [৫১] একশ' একাত্তর সালের দ্বিতীয় মাসে,

মাসের ত্রয়োবিংশ দিনে তারা প্রশংসাগান করতে করতে, হাতে খেজুরপাতা বহন করতে করতে, সেতার, খঞ্জনি, ও বীণার ঝঙ্কারে ও বন্দনাগীতি ও স্তুতিগানের মধ্যে সেই জায়গায় প্রবেশ করলেন, কেননা মহা শত্রুকে চূর্ণ করা হয়েছিল ও ইস্রায়েল থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। [৫২] শিমোন স্থির করলেন, প্রতি বছরে সেই দিনটি পর্বদিন বলে পালন করা হবে। তিনি আক্রা-দুর্গের ধারে ধারে মন্দিরের পর্বতকে বলবান করে তুললেন, আর সেখানে তাঁর আপন লোকদের সঙ্গে বসতি করলেন। [৫৩] আর যেহেতু তাঁর সন্তান যোহন বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ হয়েছিলেন, শিমোন তাঁকে সাধারণ সেনাপতি পদে নিযুক্ত করলেন ও তাঁর বাসস্থান গেজেরে রাখলেন।

শিমোনের গুণকীর্তন

১৪ [১] একশ' বাহাত্তর সালে দেমেত্রিওস রাজা তাঁর সেনাবাহিনী জড় করে ত্রিফোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সহকারী সৈন্যদল সংগ্রহ করতে মেদিয়ার দিকে রওনা হলেন। [২] কিন্তু পারস্য ও মেদিয়া-রাজ আর্সাকেস যেইমাত্র জানতে পারলেন যে, দেমেত্রিওস তাঁর নিজের এলাকায় প্রবেশ করেছেন, তাঁকে জিয়ন্ত ধরে নিতে তখনই তাঁর একজন সেনাপতিকে পাঠালেন। [৩] তিনি গিয়ে দেমেত্রিওসের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করলেন, তাঁকে বন্দি করে নিলেন ও আর্সাকেসের কাছে আনলেন; ইনি দেমেত্রিওসকে কারারুদ্ধ করলেন।

[৪] শিমোনের সমস্ত জীবনকাল ধরে যুদা দেশ শান্তি ভোগ করল,
তিনি তাঁর জনগণের কল্যাণের অন্বেষণ করলেন;
তাদের কাছে তাঁর কর্তৃত্ব ও গৌরব
তাঁর সমস্ত দিন ধরে গ্রহণীয় ছিল।
[৫] নিজের সমস্ত কর্মকীর্তি গৌরবে ভূষিত করতে
তিনি যাফা দখল করে তা বন্দর করলেন,
এভাবে সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের দিকে প্রবেশপথ অর্জন করলেন।
[৬] তিনি তাঁর জনগণের সীমানা প্রশস্ত করলেন,
এবং অঞ্চলটা পুনরায় জয় করলেন।

[৭] তিনি বন্দির এক লোকারণ্যই সংগ্রহ করলেন,
গেজের, বেথ্-জুর ও আক্রা-দুর্গটাকে হস্তগত করলেন;
আক্রা-দুর্গ থেকে যত কলুষ বাতিল করলেন,
আর কেউই তাঁকে বাধা দিল না।

[৮] লোকেরা শান্তিতে জমি চাষ করতে লাগল;
ভূমি দান করত তার আপন ফসল,
ও মাঠের গাছপালা দিত তাদের আপন ফল।
[৯] বৃদ্ধেরা চত্বরে চত্বরে আসন নিতেন,
সকলে সমৃদ্ধির কথা বলত;
যুবকেরা গৌরবময় যুদ্ধসজ্জা পরিধান করত।
[১০] তিনি শহরে শহরে খাদ্য-সামগ্রী ব্যবস্থা করলেন,
গড় গেঁথে সেগুলোকে বলবান করলেন,
আর তখন ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সুনাম ও গৌরব
পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত।
[১১] তিনি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন,
এবং ইস্রায়েল মহোল্লাসে মেতে উঠল।
[১২] প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ আঙুরলতা ও ডুমুরগাছের তলায় বসত,
তাদের ভয় দেখাতে কেউই ছিল না।
[১৩] দেশে তাদের বিরোধিতা করতে আর কোন বিপক্ষ রইল না,
সেই দিনগুলির রাজারা নিজেরাই চূর্ণ হয়েছিলেন।
[১৪] তিনি তাঁর জনগণের দীনদুঃখীদের অন্তরে সাহস সঞ্চার করলেন,
বিধানের অন্বেষণ করলেন,
যত অন্যায়কারী ও ধূর্তজনকে উচ্ছেদ করলেন।
[১৫] তিনি মন্দিরকে নতুন শোভা দিলেন,
বহু পবিত্র পাত্র দানে তা ধনবান করলেন।

স্পার্তা ও রোমের সঙ্গে মিত্রতা-সন্ধি নবায়ন

[১৬] যোনাথানের মৃত্যুর কথা রোমে, এমনকি স্পার্তা পর্যন্তও জানানো হল, আর সেখানকার লোকেরা খুবই দুঃখিত হল। [১৭] তথাপি তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পদে তাঁর ভাই শিমোন মহাযাজক হয়েছিলেন এবং তিনি অঞ্চলের ও শহরগুলির উপরে কর্তৃত্ব রেখে চলছিলেন, [১৮] তখন তাঁর ভাই সেই যুদা ও যোনাথানের সঙ্গে তাঁরা যে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা স্থির করেছিলেন, তা নবায়ন করার জন্য তাঁর কাছে ব্রঞ্জের ফলকে লেখা পত্র পাঠিয়ে দিলেন। [১৯] পত্রগুলি যেরুশালেমের জনসমাবেশের সাক্ষাতে পাঠ করে শোনানো হল। [২০] স্পার্তা-অধিবাসীরা যে পত্র পাঠালেন, তার অনুলিপি এই :

'স্পার্তার কর্তৃপক্ষ ও শহরবাসী সকলে শিমোন মহাযাজকের সমীপে, প্রবীণবর্গ ও যাজকমণ্ডলীর সমীপে, ও তাঁদের ভাই ইহুদী জনগণের বাকি সকলের সমীপে : শুভেচ্ছা! [২১] আমাদের জনগণের কাছে প্রেরিত দূতেরা আপনাদের গৌরব ও সম্মানের বিষয় আমাদের অবগত করলেন, আর আমরা তাঁদের আগমনে আনন্দিত হলাম। [২২] তাঁদের সমস্ত উক্তি আমরা আমাদের জনসভার কার্যবিবরণে এই ভাবে লিখে নিলাম : ইহুদীদের দূত আন্তিওখসের সন্তান নুমেনিউস ও যাসোনের সন্তান আন্তিপাতের আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব-চুক্তি নবায়ন করার উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্যে এসেছেন। [২৩] তেমন ব্যক্তিত্ব সাদরে গ্রহণ করায়, এবং স্পার্তা দেশবাসীরা যেন তাঁদের বক্তৃতার বাণীর স্মৃতি রক্ষা করতে পারেন, সেই বাণী সরকারী দলিলপত্রের সংরক্ষণাগারে জমা করায় জনগণ প্রীত হলেন।'

[২৪] পরবর্তীকালে শিমোন, রোমের সঙ্গে মিত্রতা-চুক্তি বহাল রাখার জন্য, পাঁচ কিলো পরিমিত বড় একটা সোনার ঢালের বাহকরূপে নুমেনিউসকে রোমে প্রেরণ করলেন।

শিমোনের প্রতি জনগণের সম্মান

[২৫] লোকদের কাছে এই সমস্ত ঘটনা জানানো হলে তারা বলল, 'শিমোন ও তাঁর সন্তানদের কাছে প্রতিদানরূপে আমরা কী দেব? [২৬] তিনি, তাঁর ভাইয়েরা, ও তাঁর

পিতৃকুল তো অটল থাকলেন, অস্ত্র প্রয়োগে নিজেদের মধ্য থেকে ইস্রায়েলের শত্রুদের তাড়িত করলেন, ও তার স্বাধীনতা সুস্থির করলেন।’ তাই তাঁরা ব্রঞ্জের ফলকের উপরে একটা লিপি খোদাই করলেন, এবং সেই ফলকগুলি সিয়োন পর্বতে স্তম্ভের উপরে রাখা হল। [২৭] লিপির বাণী এই:

‘একশ’ বাহাত্তর সালের এলুল মাসে, মাসের অষ্টাদশ দিনে, অর্থাৎ মহামান্য মহাযাজক শিমোনের তৃতীয় সালে, আসারামেলে, [২৮] যাজকদের ও জনগণের, দেশনেতাদের ও অঞ্চলের প্রবীণবর্গের মহাসভায় আমাদের কাছে একথা জানানো হয়েছে যে: [২৯] দেশে প্রায় অবিরত যুদ্ধকালে যোয়ারিব-বংশের যাজক মাত্তাথিয়ার সন্তান শিমোন ও তাঁর ভাইয়েরা তুমুল যুদ্ধের মধ্যে নেমে তাঁদের জনগণের বিপক্ষদের প্রতিরোধ করলেন, যেন পবিত্রধাম ও বিধান অক্ষুণ্ণ থাকে; এভাবে তাঁরা তাঁদের জনগণকে মহাগৌরব আরোপ করলেন। [৩০] যোনাথান তাঁর আপন জনগণকে একত্র করলেন, তাঁদের মহাযাজক হলেন, পরে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হতে গেলেন। [৩১] যখন তাঁদের শত্রুরা তাঁদের দেশ দখল করবে ও তাঁদের পবিত্রধামের বিরুদ্ধে হাত বাড়াবে বলে মনস্থ করল, [৩২] তখন শিমোন তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন, তাঁর আপন জনগণের জন্য লড়াই করলেন, এবং তাঁর দেশের যোদ্ধাদের অস্ত্রসজ্জিত করার উদ্দেশ্যে ও তাঁদের মজুরি ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের অর্থের বহু অংশ ব্যয় করলেন। [৩৩] উপরন্তু যুদেয়ার শহরগুলিকে ও যুদেয়া এলাকার অন্তর্ভুক্ত বেথ্-জুর বলবান করে তুললেন—সেখানে আগে শত্রুদের দৃঢ়দুর্গ ছিল—আর সেই স্থানে ইহুদী সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন। [৩৪] তিনি সমুদ্রের ধারে অবস্থিত যাফা, এবং আসদোদের সীমানায় অবস্থিত গেজের বলবান করে তুললেন—সেখানে আগে শত্রুরাই বসবাস করত—সেই স্থানে ইহুদী বসতি স্থাপন করলেন, এবং তাদের স্বনির্ভরশীল করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন ছিল, সেখানে তেমন ব্যবস্থা করলেন। [৩৫] ফলত, শিমোনের বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে সচেতন হয়ে, এবং তিনি তাঁর জনগণের জন্য যে গৌরব জয় করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, এবিষয়েও সচেতন হয়ে জনগণ তাঁর এই সমস্ত কর্মকীর্তির জন্য, জনগণের প্রতি দেখানো তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা ও বিশ্বাসযোগ্যতার

জন্য, এবং সমস্ত উপায় দিয়ে তিনি যে তাঁর আপন জনগণের শক্তি উন্নীত করতে চেষ্টা করেছিলেন, এরই জন্য তাঁকে জাতির নেতা ও মহাযাজক পদে নিযুক্ত করল।

[৩৬] তাঁর দিনগুলিতে এমনটি ঘটল যে, তাঁরই দ্বারা দেশ থেকে বিজাতীয়দের বিচ্যুত করা হল; যেরুশালেমে দাউদ-নগরীতে থাকা সেই সকলকেও বিচ্যুত করা হল যারা নিজেদের সঙ্কল্পের উদ্দেশ্যে আক্রা-দুর্গটা নির্মাণ করেছিল, আর তা থেকে বের হয়ে পবিত্রধামের চারদিকের স্থান কলুষিত করছিল ও তার পবিত্র মর্যাদা লঙ্ঘন করছিল। [৩৭] অঞ্চলের ও নগরীর নিরাপত্তার জন্য তিনি সেখানে ইহুদী সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন, এবং যেরুশালেমের প্রাচীর উচ্চ করলেন।

[৩৮] দেমেত্রিওস রাজা তাঁকে মহাযাজক মর্যাদা আরোপ করলেন, [৩৯] তাঁর নিজের রাজবন্ধুদের মধ্যে তাঁকে তালিকাভুক্ত করলেন, তাঁকে মহাসম্মান অর্পণ করলেন; [৪০] বস্তুত তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, রোমীয়দের কাছে ইহুদীরা বন্ধু, মিত্র ও ভাই বলে পরিগণিত ছিলেন; এও জানতে পেরেছিলেন যে, রোমীয়েরা শিমোনের দূতদের সম্মানপূর্ণ অভিনন্দন জানিয়ে গ্রহণ করেছিলেন; [৪১] তিনি এই কথাও অবগত ছিলেন যে, ইহুদীরা ও যাজকবর্গ এবিষয়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন যে, শিমোন সবসময়ের জন্য তাঁদের অগ্রনেতা ও মহাযাজক হবেন যে পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য এক নবীর উদ্ভব না হয়; [৪২] আরও, তিনি তাঁদের সেনাপতি হবেন, পবিত্রধাম তত্ত্বাবধান করবেন, মন্দির-নির্মাণকাজে, দেশে, অস্ত্র-ব্যবস্থায় ও বিভিন্ন গড়ে তাঁরই দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক নিযুক্ত হবেন; [৪৩] তিনি নিজে পবিত্রধামের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হওয়ায় সকলে তাঁর প্রতি বাধ্য হবেন; দেশে তাঁরই নাম উল্লেখ করে সমস্ত দলিল লেখা হবে, তিনি বেগুনি ও স্বর্ণ পোশাক পরিধান করবেন; [৪৪] উপরন্তু, জনগণের কিংবা যাজকবর্গের কেউই তাঁর এই সমস্ত অধিকার অস্বীকার করবে না, তাঁর আদেশও অমান্য করবে না, কিংবা তাঁর সম্মতি ছাড়া জনসমাবেশ আহ্বান করবে না, বেগুনি পোশাক পরিধান করবে না ও সোনার বন্ধনী কোমরে বাঁধবে না; [৪৫] উপরন্তু, যে কেউ এই সমস্ত বিধির বিরুদ্ধাচরণ করবে, বা এগুলির একটাও প্রত্যাখ্যান করবে, তারা সকলে অপরাধী বলে পরিগণিত হবে। [৪৬] আর যেহেতু জনগণ এতে প্রীত হয়েছিলেন যে, শিমোন এই নিয়ম-বিধি অনুসারে ব্যবহার করবেন; [৪৭] এবং তাঁর নিজের পক্ষ থেকে শিমোনও মহাযাজকত্ব

অনুশীলন করতে, ইহুদীদের ও যাজকবর্গের প্রধান সেনাপতি ও দেশনেতা হতে, এবং সবার প্রধান হতে রাজি হয়ে এই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন:

[৪৮] সেজন্য এই সিদ্ধান্ত কার্যকারী হোক, তথা: এই লিপি ব্রঞ্জের ফলকে খোদাই করা হোক, তা মন্দির-প্রাঙ্গণে একটা উপযুক্ত স্থানে রাখা হোক, [৪৯] এবং শিমোন ও তাঁর সন্তানদের জন্য তার অনুলিপি কোষাগারে জমা করা হোক।'

শিমোনের কাছে ৭ম আন্তিওখসের পত্র

দোরা অবরোধ

১৫ [১] দেমেত্রিওস রাজার সন্তান আন্তিওখস সমুদ্রের দ্বীপগুলি থেকে ইহুদীদের দেশনেতা ও মহাযাজক শিমোনের কাছে এবং সমস্ত জনগণের কাছে পত্র পাঠালেন; [২] পত্রের বাণী এই:

'আমি, আন্তিওখস রাজা, দেশনেতা ও মহাযাজক শিমোনের সমীপে ও ইহুদী জনগণের সমীপে: শুভেচ্ছা! [৩] যেহেতু পাষণ্ড কয়েকটা মানুষ আমাদের পিতৃপুরুষদের রাজ্য হস্তগত করেছে, এবং রাজ্যটি আগের মত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি তা আবার নিজেরই বলে দাবি করব বলে মনস্থ করেছি, এবং যেহেতু এই উদ্দেশ্যে আমি বিপুল সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেছি ও যুদ্ধ-জাহাজ অস্ত্রসজ্জিত করেছি, [৪] কারণ আমাদের দেশ যারা ধ্বংস করেছে ও আমার রাজ্যের অনেক শহর উৎসন্ন করেছে, তাদের শাস্তি দেবার জন্য আমি স্থলভূমিতে নামব বলে মনস্থ করেছি, [৫] সেজন্য, আমার আগে যাঁরা রাজা ছিলেন, তাঁরা যত করমুক্তি আপনাকে মঞ্জুর করেছিলেন, আমি আপনার পক্ষে সেই সকল করমুক্তি ও অন্য সমস্ত উপঢৌকন থেকে মুক্তি বলবৎ রাখছি। [৬] সুতরাং আমি আপনাকে এই সমস্ত অধিকার মঞ্জুর করছি, তথা: আপনার দেশে আইনগত মূল্যমান হিসাবে আপনি নিজের মুদ্রা তৈরি করবেন, [৭] যেরুশালেম ও তার পবিত্রধাম মুক্ত হবে, যে সকল অস্ত্র আপনি তৈরি করেছেন ও গড় গেঁথে তুলেছেন, তা সবই আপনার অধিকারে থাকবে। [৮] রাজকোষের কাছে আপনার বর্তমান ও ভাবী ঋণ এখন থেকে চিরকাল ধরে মাপ করা হয়েছে। [৯] আর যখন আমরা আমাদের রাজ্য আবার জয় করে ফিরে পাব, তখন আপনাকে, আপনার

জনগণকে ও মন্দিরকে এমন মহা সম্মানে ভূষিত করব, যা আপনাদের গৌরব সারা পৃথিবী জুড়ে প্রকাশ করবে।’

[১০] একশ’ চুয়াত্তর সালে আন্তিওখস তাঁর পিতৃপুরুষদের দেশে প্রবেশ করলেন; আর যেহেতু সমস্ত সেনাবাহিনী তাঁরই কাছে একত্র হল, সেজন্য ত্রিফোর সঙ্গে কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন সমর্থনকারী থাকল। [১১] আন্তিওখস তাঁকে ধাওয়া করতে লাগলেন, তাই ত্রিফো পালাতে বাধ্য হয়ে সমুদ্রতীরে অবস্থিত দোরা পর্যন্ত গেলেন, [১২] কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দুর্বিপাক জমে যাচ্ছিল ও তাঁর সৈন্যদল তাঁকে ত্যাগ করছিল। [১৩] আন্তিওখস দোরার বাইরে শিবির স্থাপন করলেন, তাঁর সঙ্গে ছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার যোদ্ধা ও আট হাজার অশ্বারোহী। [১৪] তিনি শহর অবরোধ করলেন, আর একই সময়ে জাহাজগুলি সমুদ্র থেকে আক্রমণ করল; এভাবে তিনি স্থলভূমি ও সমুদ্র থেকে, দু’দিক থেকেই শহরের উপর চাপ দিলেন, এবং কাউকে ভিতরে বা বাইরে যেতে দিলেন না।

রোম থেকে প্রতিনিধিদের প্রত্যাগমন
রোমের সঙ্গে মিত্রতা-সন্ধি ঘোষিত

[১৫] ইতিমধ্যে নুমেনিউস ও তাঁর সঙ্গীরা রোম থেকে ফিরে এসেছিলেন; তাঁদের হাতে নানা দেশের রাজাদের জন্য পত্র ছিল; পত্রগুলির বাণী এরূপ:

[১৬] ‘আমি, রোমীয়দের প্রধান শাসনকর্তা লুকিউস, তলেমি রাজার সমীপে: শুভেচ্ছা! [১৭] শিমোন মহাযাজক ও ইহুদী জনগণ দ্বারা প্রেরিত হয়ে ইহুদীদের প্রবীণবর্গ প্রাচীন বন্ধুত্ব ও মিত্রতা-চুক্তি নবায়ন করার উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে আমাদের বন্ধু ও মিত্র বলে এসেছেন। [১৮] তাঁরা পাঁচ কিলো পরিমিত সোনার এক ঢাল সঙ্গে করে এনেছেন। [১৯] সেই অনুসারে আমাদের পক্ষ থেকে নানা দেশের রাজাদের কাছে পত্র লেখা বাঞ্ছনীয় মনে করেছি, তাঁরা যেন ইহুদীদের কোন অসুবিধা না সৃষ্টি করেন, তাঁদের শহরগুলি বা তাঁদের অঞ্চলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না চালান, এবং তাঁদের সঙ্গে যারা যুদ্ধ করে, তাদের পক্ষে যেন না দাঁড়ান। [২০] তাঁদের কাছ থেকে সেই ঢাল গ্রাহ্য করা উত্তম মনে করেছি। [২১] সুতরাং, যদি কোন পাষণ্ড তাঁদের অঞ্চল থেকে পালিয়ে

আপনাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে থাকে, তবে তেমন লোকদের শিমোনের হাতে তুলে দিন, তারা যেন তাঁদের বিধান অনুযায়ী শাস্তি পায়।'

[২২] প্রধান শাসনকর্তা একই প্রকার বাণী প্রেরণ করলেন দেমেত্রিওস রাজা, আত্তালস, আরিয়ারাথেস ও আর্সাকেসের কাছে [২৩] এবং সকল দেশের কাছে, যথা: সাম্‌প্সামেস, স্পার্তা, দেলোস, মিন্দস, সিকিওন, কারিয়া, সামোস, পাম্ফিলিয়া, লিকিয়া, হালিকার্নাসোস, রোদ, ফাসেলিদা, কোস, সিদে, আরাদোস, গোর্তিন, ক্নিদস, সাইপ্রাস, কিরেনে ইত্যাদি দেশের কাছে। [২৪] তাঁরা শিমোন মহাযাজকের জন্যও এই পত্রগুলির অনুলিপির ব্যবস্থা করেছিলেন।

শিমোনের বিরুদ্ধে ৭ম আন্তিওখসের অনুযোগ

[২৫] এদিকে আন্তিওখস দোরার বাইরে স্থাপন করা তাঁর শিবির থেকে নগরীর বিরুদ্ধে অবিরত সৈন্যদল প্রেরণ করছিলেন। তিনি যুদ্ধযন্ত্র নির্মাণ করলেন, ত্রিফোকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখলেন, ফলে শহরের ভিতরে বা বাইরে যাবার গতি রোধ করলেন। [২৬] আন্তিওখসের পাশে লড়াই করার জন্য শিমোন তাঁর কাছে দু'হাজার সেরা যোদ্ধা পাঠালেন, সেইসঙ্গে সোনা-রুপো ও প্রচুর যুদ্ধাস্ত্রও পাঠালেন। [২৭] কিন্তু আন্তিওখস কিছুই গ্রহণ করতে চাইলেন না, এমনকি, শিমোনকে তিনি আগে যা মঞ্জুর করেছিলেন, তা তাঁর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিলেন ও তাঁর প্রতি সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপেই পাল্টালেন। [২৮] পরে তাঁর কাছে তিনি রাজবন্ধুদের মধ্য থেকে একজনকে, আথেনোবিওসকে, প্রেরণ করলেন, যেন শিমোনের সঙ্গে বসে তাঁর কাছে এই শর্ত ব্যক্ত করেন: 'আপনারা যাফা, গেজের, যেরুশালেমের আক্রা-দুর্গ ও আমার রাজ্যের সকল শহর দখল করে আছেন। [২৯] তাদের গোটা এলাকা নষ্ট করেছেন, দেশে মহাধ্বংস সাধন করেছেন, আমার রাজ্যের বহু জায়গা হস্তগত করেছেন। [৩০] হয় আপনাদের দখল করা শহরগুলি এখন ফিরিয়ে দেন, আর সেইসঙ্গে, যুদেয়া এলাকার বাইরে যত জায়গা হস্তগত করেছেন, সেই সকল জায়গার রাজকর ফিরিয়ে দেন; [৩১] না হয় এর বিনিময়ে ও আপনাদের সাধিত ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাঁচশ' বাট রুপো, এবং শহরগুলির রাজকরের বিনিময়ে আরও পাঁচশ' বাট রুপো দেন; অন্যথায় আমরা এসে আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।'

[৩২] রাজবন্ধু আথেনোবিওস যেরুশালেমে গেলেন; শিমোনের শোভা, সোনা-রুপোর কারুকাজ তাঁর সেই পাত্রগুলি ও তাঁর দেশের গৌরবময় অবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন; পরে তাঁকে রাজার বাণী জানিয়ে দিলেন, [৩৩] কিন্তু শিমোন তাঁকে এই উত্তর দিলেন: 'আমরা অন্য দেশের কোন জায়গা দখল করিনি, পরের সম্পদও দখল করিনি, বরং আমাদের পিতৃপুরুষদের যে উত্তরাধিকার আমাদের শত্রুরা কিছুকালের মত অন্যায়ভাবে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল, তা-ই আমরা দখল করেছি; [৩৪] আর এখন আমরা যেহেতু সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য আমাদের পিতৃপুরুষদের উত্তরাধিকার ফিরিয়ে নিচ্ছি। [৩৫] উপরন্তু, আপনি যে শহরগুলি দাবি করছেন, সেই যাফা ও গেজের আমাদের জনগণের দেশে যথেষ্ট ক্ষতিকর কাজ সাধন করেছে; সেই দুই শহরের জন্য আমরা একশ' তলন্ত দিতে প্রস্তুত।' [৩৬] প্রত্যুত্তরে একটা কথাও না বলে আথেনোবিওস ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গিয়ে শিমোনের বাণী, তাঁর শোভা ও নিজে যা দেখতে পেয়েছিলেন, সবই রাজাকে জানিয়ে দিলেন; তাতে রাজা প্রচণ্ড রোষে জ্বলে উঠলেন।

যুদেয়ায় কেন্দেবেওস

[৩৭] ইতিমধ্যে ত্রিফো একটা জাহাজে উঠে অর্থোসিয়ায় পালিয়ে গেছিলেন। [৩৮] তখন রাজা কেন্দেবেওসকে সমুদ্রতীরের সামরিক শাসক পদে নিযুক্ত করলেন, ও তাঁর অধীনে পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহী বাহিনী রাখলেন। [৩৯] তাঁকে যুদেয়ার সামনে শিবির স্থাপন করতে আজ্ঞা করলেন, এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন, যেন কেদ্রোন পুনর্নির্মাণ করেন, তার নগরদ্বার বলবান করেন, এবং জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করেন। তারপর রাজা ত্রিফোর পিছনে ধাওয়া করে চললেন। [৪০] যাম্নিয়ায় গিয়ে কেন্দেবেওস জনগণকে প্ররোচিত করতে, যুদেয়া দখল করতে, এবং জনগণের মধ্য থেকে মানুষকে বন্দি করে নিতে ও বধ করতে লাগলেন। [৪১] তিনি কেদ্রোন পুনর্নির্মাণ করলেন, এবং সেখানে অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন, যেন রাজাজ্ঞা অনুসারে তারা বের হয়ে যুদেয়ার পথে পথে ঘোরাফেরা করে।

শিমোনের সন্তানদের দ্বারা তাড়িত কেন্দেবেওস

১৬ [১] তখন যোহন গেজের থেকে এসে, কেন্দেবেওস যে কেমন কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তা সবই তাঁর পিতা শিমোনকে জানালেন। [২] তাই শিমোন নিজের দুই জ্যেষ্ঠ পুত্র যুদা ও যোহনকে ডেকে তাঁদের বললেন, 'আমি, আমার ভাইয়েরা, ও আমার পিতৃকুল যৌবনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ইস্রায়েলের লড়াই-সংগ্রামে যোগ দিয়েছি, এবং বহুবার ইস্রায়েলকে নিস্তার করায় সফল হয়েছি। [৩] কিন্তু এখন আমি বৃদ্ধ, কিন্তু তোমরা, স্বর্গের দয়ায়, উপযুক্ত বয়সের মানুষ; তাই তোমরা আমার ও আমার ভাইয়ের পদ গ্রহণ করে তোমাদের জনগণের পক্ষে সংগ্রাম করতে অগ্রসর হও। স্বর্গের সহায়তা তোমাদের সঙ্গে বিরাজ করুক!' [৪] যোহন অঞ্চলের যোদ্ধাদের মধ্য থেকে কুড়ি হাজার লোক ও অশ্বারোহী বেছে নিলেন, আর এরা কেন্দেবেওসের বিরুদ্ধে রওনা হয়ে মদীনে রাত কাটাল। [৫] খুব সকালে উঠে তারা সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে, এমন সময় দেখ, তাদের সামনে বিপুল এক সেনাবাহিনী—পদাতিক ও অশ্বারোহী! কিন্তু একটা খাদনদী মাঝখানে রয়েছে। [৬] যোহন ও তাঁর লোকেরা তাদের সম্মুখীন হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর লোকেরা খাদনদী পার হতে ভীত, তখন নিজেই প্রথম পার হলেন; তাঁকে দেখে তাঁর লোকেরাও তাঁর পিছনে গেল। [৭] তিনি সেনাবাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে অশ্বারোহী বাহিনী পদাতিকদের মধ্যস্থানে রাখলেন, কেননা বিপক্ষদের অশ্বারোহী দল বহুসংখ্যক ছিল। [৮] তুরিনিনাদ উঠল: কেন্দেবেওস ও তাঁর সৈন্যশ্রেণিকে পালাতে বাধ্য করা হল; তাদের অনেকে মারা পড়ল, ও বাকি সকলে গড়ের মধ্যে আশ্রয় নিল। [৯] তখনই যোহনের ভাই যুদা আহত হলেন, কিন্তু যোহন তাদের পিছনে ধাওয়া করলেন যে পর্যন্ত সেই কেদ্রোনে এসে পৌঁছলেন যা কেন্দেবেওস পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। [১০] আসদোদের অঞ্চলে যত গড় ছিল, শত্রুরা সেখান পর্যন্ত পালিয়ে গেল, কিন্তু যোহন সেগুলিতে আগুন লাগালেন। শত্রুদের প্রায় দু'হাজার লোক মারা পড়ল। তখন যোহন নিরাপদে যুদেয়ায় ফিরে গেলেন।

শিমোনকে হত্যা

তাঁর পদে তাঁর সন্তান যোহন

[১১] আবুবোসের সন্তান তলেমি যেরিখোর সমতল ভূমির সামরিক শাসক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন; তিনি ছিলেন বহু সোনা-রুপোর অধিকারী, [১২] এবং মহাযাজকের জামাতা। [১৩] তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা জ্বলে উঠল: তাঁর আশা ছিল, তিনি দেশ নিজেরই হাতে নেবেন; এ উদ্দেশ্যে শিমোনকে ও তাঁর সন্তানদের উচ্ছেদ করার জন্য কুপরিকল্পনা আঁটছিলেন। [১৪] সেসময়ে শিমোন সমস্ত অঞ্চলের শহরগুলির পরিদর্শনে ও তাদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ব্যস্ত ছিলেন; একদিন—একশ' সাতষট্টি সালের একাদশ মাসে, অর্থাৎ শেবাৎ মাসে—তিনি ও তাঁর সন্তান মাত্তাথিয়া ও যুদা যেরিখোতে এলেন। [১৫] আবুবোসের সন্তান ছলনা ক'রে দোক নামে তাঁর নিজের নির্মিত একটা ছোট গড়ে তাঁদের নিয়ে এলেন, আর সেখানে তাঁদের জন্য ঘটা করে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন—কিন্তু সেখানে তিনি আগে থেকে অস্ত্রসজ্জিত কয়েকটি লোক লুকিয়ে রেখেছিলেন। [১৬] শিমোন ও তাঁর সন্তানেরা মদোন্মত্ত হলে তলেমি ও তাঁর লোকেরা উঠে অস্ত্র হাতে ধরে ভোজালয়ে শিমোনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে, তাঁর দুই সন্তানকে ও তাঁর কয়েকজন দাসকে বধ করলেন। [১৭] এতে তিনি মহা বিদ্রোহ কর্ম সাধন করলেন, এবং মঙ্গলের প্রতিদানে অমঙ্গল ফিরিয়ে দিলেন।

[১৮] তলেমি এই বিষয়ে রাজার কাছে একটা বিবরণ-পত্র লিখে পাঠালেন; তাঁর প্রত্যাশা: রাজা তাঁর কাছে সহকারী সৈন্যদল পাঠাবেন এবং অঞ্চলটা ও সমস্ত শহরের ভার তাঁরই হাতে তুলে দেবেন। [১৯] তিনি যোহনকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে আরও লোক গেজেরে পাঠালেন, এবং তাঁর সহস্রপতিদের লিখিত আদেশ দিলেন যেন তারা আসে, কেননা তাদের হাতে বহু সোনা-রুপো উপহাররূপে দেওয়ার কথা; [২০] উপরন্তু তিনি যেরুশালেম ও মন্দিরের পর্বত দখল করতে আরও লোক পাঠালেন। [২১] কিন্তু কে যেন একজন আগে দৌড়ে যোহনকে সংবাদ দিল যে, তাঁর পিতা ও তাঁর ভাইয়েরা সকলে মারা পড়লেন; লোকটি বলে চলল, 'আপনাকেও বধ করতে তিনি লোক পাঠিয়েছেন।' [২২] তা শুনে যোহন অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন; পরে, যারা তাঁকে বধ করতে

এসেছিল, তাদের তিনি গ্রেপ্তার করে প্রাণে মারলেন; কেননা ইতিমধ্যে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, তারা তাঁকে বধ করার চেষ্টায় ছিল।

[২৩] যোহনের অন্য যত কর্মকীর্তি, তাঁর সমস্ত লড়াই-সংগ্রাম, তাঁর বীর্যবত্তা, তাঁর সাধিত প্রাচীর-পুনর্নির্মাণ ও তাঁর কর্মবিবরণ, [২৪] দেখ, মহাযাজকরূপে তাঁর পিতার পদ গ্রহণের দিন থেকে [তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত] এই সমস্ত তাঁর মহাযাজকত্বের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

———————————————

২ [৩৪] মিশ্না (ইহুদী বিধানের ব্যাখ্যা) অনুসারে মানুষ শাব্বাৎ দিনে এক কিলোমিটারের বেশি পথ চলতে পারে না।

[৪৯…] মাত্তাথিয়াসের এই বিদায় উপদেশে দু'টো বিষয় সম্পর্কেই বিশেষভাবে চেতনা দেওয়া হয়: পরীক্ষার সময়ে প্রভুর প্রতি অক্ষুণ্ন বিশ্বস্ততা, এবং নিজ গৌরব ও সুনামের জন্য যত্নশীল থাকার প্রয়োজনীয়তা।

[৬৯] এই বাক্য সাধারণত কুলপতিদের (আদি ২৫:৮; ইত্যাদি) এবং জননেতা ও রাজাদের জন্যই (বিচারক ২:১০; ২ রাজা ২২:২০; ২ বংশ ৩৪:২৮) ব্যবহৃত ছিল; এভাবে পুস্তকটা মাত্তাথিয়াসকে পুরাতন নিয়মের মহা ব্যক্তিত্বদের একজন বলে উপস্থাপন করে; যাকোব ও মোশির মত তিনিও মরবার আগে আশীর্বচন উচ্চারণ করেন।

৩ [১৮] 'ঈশ্বর' পবিত্র নামের প্রতি সম্মানের খাতিরে সেকালের ইহুদীরা 'ঈশ্বর' এর স্থানে 'স্বর্গ' কথাটা ব্যবহার করত (১ মাকা ৩:৫০; ৪:১০,৪০,৫৫; ৯:৪৬; ১২:১৫; ১৬:৩; বিশেষভাবে লক্ষণীয় সাধু মথির সুসমাচারের 'স্বর্গরাজ্য' যার অর্থই ঈশ্বরের রাজ্য)।

[২৪] পুস্তকটা তার সময়কালীন ঘটনাবলিকে ইস্রায়েলের প্রাক্তন ইতিহাসের নবায়ন বলে উপস্থাপন করে (১ শামু ১৪; ১৭; ২ শামু ৫); অর্থাৎ অতীতকালের ঘটনাগুলো বর্তমানকালেও পুনরায় ঘটছে।

৭ [১৭ক] সাম ৭৯:২-৩।

৯ [৪১ক] আমোস ৮:১০।

মাকাবীয় বংশচরিত—২য় পুস্তক

(১ম ও ২য় মাকাবীয়) গ্রীক সভ্যতায় কবলিত না হবার জন্য ইহুদীরা যে কেমন তীব্র সংগ্রাম চালিয়েছিল, তা-ই এই পুস্তক দু'টোর আলোচ্য বিষয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক উভয়েই একই সময়ের ঘটনাবলি বর্ণনা করে; পার্থক্য এ: প্রথম পুস্তকের চেয়ে দ্বিতীয় পুস্তক অধিক উপদেশমূলক ও চেতনাদায়ী বাণী উপস্থাপন করে। উভয় পুস্তক হিব্রু বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবু যে গ্রীক পাঠ্য বেঁচে গেছে তা খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর হিব্রু মূলপাঠ্যের অনুবাদ।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

খ্রিঃপূঃ ১২৪ সালের পত্র

১ [১] 'যেরুশালেমে ও যুদেয়ায় নিবাসী ইহুদীরা, মিশরে নিবাসী তাঁদের ইহুদী ভাইদের সমীপে: মঙ্গল ও শান্তি!

[২] ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন; তাঁর বিশ্বস্ত দাস আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সঙ্গে তাঁর সন্ধির কথা স্মরণ করুন; [৩] আপনাদের সকলকে এমন সদিচ্ছা মঞ্জুর করুন, যেন আপনারা তাঁকে আরাধনা করেন এবং তৎপর হৃদয় ও সদিচ্ছাপূর্ণ মন দিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন; [৪] তাঁর বিধান ও তাঁর আজ্ঞাগুলি গ্রহণের জন্য আপনাদের মন উদার করুন; আপনাদের শান্তি দান করুন; [৫] আপনাদের প্রার্থনা শুনুন, আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, এবং প্রতিকূলতার সময়ে আপনাদের ত্যাগ না করুন। [৬] আপনাদের জন্য এ-ই আমাদের প্রার্থনা।

[৭] একশ' ঊনসত্তর সালে, দেমেত্রিওসের রাজত্বকালে, আমরা ইহুদী আপনাদের কাছে একথা লিখে পাঠিয়েছিলাম: "যে সময় থেকে যাসোন ও তার দলের লোকেরা মন্দির-তোরণদ্বার পুড়িয়ে ও নির্দোষীর রক্ত ঝরিয়ে পবিত্র ভূমি ও রাজ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, [৮] হ্যাঁ, এই সমস্ত বছর ধরে যে অমঙ্গল ও সঙ্কট আমাদের

উপর নেমে পড়েছে, সেই অমঙ্গল ও সঙ্কটের মাঝে আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম আর সাড়া পেলাম। পরে আমরা সেরা ময়দার অর্ঘ্য সহ বলি উৎসর্গ করলাম, প্রদীপগুলি জ্বালালাম ও রুটি সাজালাম।” [৯] এখন আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি, যেন আপনারাও, একশ’ অষ্টাশি সালে, কিস্লেব মাসে পর্ণকুটির-পর্ব উদ্‌যাপন করেন।’

খ্রিঃপূঃ ১৬৪ সালের পত্র

[১০] ‘যেরুশালেমে ও যুদেয়ায় নিবাসী ইহুদীরা, এবং প্রবীণসভা ও যুদা, তলেমি রাজার অভিভাবক ও তৈলাভিষেকপ্রাপ্ত যাজকবংশীয় মানুষ যে আরিস্তবুলস, তাঁরই সমীপে, এবং মিশরে নিবাসী ইহুদীদের সমীপে: মঙ্গল ও সমৃদ্ধি! [১১] মহাবিপদ থেকে ঈশ্বর দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি ব’লে আমরা তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই—তিনিই রাজার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ সমর্থন করলেন! [১২] বস্তুত পবিত্র নগরীর বিরুদ্ধে যে সৈন্যশ্রেণি বিন্যস্ত ছিল, তিনি নিজেই তাদের তাড়িয়ে দিলেন। [১৩] কেননা তাদের নেতা তাঁর সৈন্যসামন্ত সঙ্গে ক’রে—এমন সৈন্যসামন্ত যা অপরাজেয় বলে পরিগণিত ছিল!—যখন পারস্যে গেলেন, তখন নানেয়া-দেবীর পুরোহিতদের আঁটা ষড়যন্ত্র দ্বারা তাঁকে নানেয়া-দেবীর মন্দিরে বধ করা হল। [১৪] নানেয়ার সঙ্গে তিনি বিবাহ করবেন, তেমন সূত্র ধরে আন্তিওখস ও তাঁর বন্ধুরা যৌতুক হিসাবে সেই অসীম ধন কেড়ে নেবার জন্যই সেখানে গিয়েছিলেন। [১৫] নানেয়া-দেবীর পুরোহিতেরা তাঁকে সেই ধন দেখাবার পর তিনি ও অল্পজন লোক পবিত্র ঘেরায় প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু আন্তিওখস সেখানে প্রবেশ করামাত্র সেই পুরোহিতেরা তাঁকে ভিতরে আটকিয়ে [১৬] ছাদের গুপ্ত একটা দরজা খুলে দিল ও বিদ্যুৎ-ঝলকের মত পাথর ছুড়ে ছুড়ে সেই সেনানায়ককে মেরে ফেলল। পরে তাঁকে টুকরো টুকরো ক’রে, যারা বাইরে অপেক্ষা করছিল, তাদের কাছে তাঁর মাথা ফেলে দিল। [১৭] দুর্জনদের যিনি মৃত্যুর হাতে তুলে দিলেন, আমাদের সেই ঈশ্বর সমস্ত বিষয়েই ধন্য হোন!

[১৮] যেহেতু আমরা কিস্লেব মাসের পঞ্চবিংশ দিনে মন্দির-শুচীকরণ দিবস উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি, সেজন্য আপনাদের কাছে এবিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা নিবেদন করা উচিত মনে করলাম, যেন আপনারাও পর্ণকুটির-পর্ব ও সেই আগুন-পর্ব উদ্‌যাপন করতে পারেন, যে আগুন তখনই দেখা দিয়েছিল যখন নেহেমিয়া মন্দির ও যজ্ঞবেদির

পুনর্নির্মাণের পরে বলি উৎসর্গ করেছিলেন। [১৯] কেননা আমাদের পিতৃপুরুষেরা যখন পারস্যে বন্দি অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন, তখন সেকালের ভক্ত যাজকেরা বেদি থেকে আগুন তুলে নিয়ে শুকনা কুয়োর মত এক গর্তের মধ্যে গোপনেই লুকিয়ে রেখেছিলেন; আর তাঁরা তা এমন ভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন যে, জায়গাটা কারও কাছে জানা ছিল না। [২০] বেশ কয়েক বছর পরে, ঈশ্বরের নিরূপিত সময়ে, নেহেমিয়া পারস্য-রাজ দ্বারা বিশেষ কাজে প্রেরিত হয়ে, যে যাজকেরা আগুন লুকিয়ে রেখেছিলেন, আগুনের সন্ধানে তাঁদের বংশধরদের পাঠালেন; আর যখন তারা একথা জানাল যে, আগুন নয়, ঘন তরল পদার্থই পেয়েছে, তখন তিনি তার কিছুটা তুলে আনতে হুকুম দিলেন। [২১] পরে যজ্ঞ সংক্রান্ত অর্ঘ্য আনা হলে নেহেমিয়া আজ্ঞা দিলেন, কাঠ ও কাঠের উপরে যা সাজানো ছিল, সবকিছুর উপরে যেন সেই তরল পদার্থ ছিটিয়ে দেওয়া হয়। [২২] তারা সেইমত করল, আর কিছুক্ষণ পরে সূর্য—যা এতক্ষণে মেঘে আচ্ছন্ন ছিল—দীপ্তিময় হতে লাগল, এবং সকলের বিস্ময়ের মধ্যে বিরাট এক দাহ জ্বলে উঠল। [২৩] বলিগুলি পুড়ে যেতে যেতে যাজকেরা প্রার্থনা নিবেদন করল: সকল যাজক ও যোনাথান প্রার্থনা শুরু করে দিতেন, আর বাকি সকলে ও নেহেমিয়া এককণ্ঠে প্রার্থনাটি চালিয়ে যেতেন। [২৪] প্রার্থনার বাণী এরূপ: "প্রভু, প্রভু ঈশ্বর, তুমি যে বিশ্বস্রষ্টা, ভয়ঙ্কর ও পরাক্রমী, ন্যায়বান ও দয়াময়, একমাত্র রাজা ও উপকর্তা, [২৫] তুমি যে একমাত্র দানশীল, একমাত্র ন্যায়বান, সর্বশক্তিমান ও সনাতন, সমস্ত অমঙ্গল থেকে ইস্রায়েলের উদ্ধারকর্তা, তুমি যে আমাদের পিতৃপুরুষদের মনোনয়ন ও পবিত্রীকরণের পাত্র করেছ, [২৬] তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের পক্ষে উৎসর্গীকৃত এই বলি গ্রহণ কর, তোমার উত্তরাধিকার রক্ষা কর ও পবিত্রীকৃত কর। [২৭] আমাদের মধ্য থেকে বিক্ষিপ্ত যারা, তাদের সংগ্রহ কর; বিজাতীয়দের হাতে ক্রীতদাস যারা, তাদের মুক্ত কর; উপেক্ষা ও ঘৃণার বস্তু যারা, তাদের দিকে মুখ তুলে চাও; এবং বিজাতীয়েরা জানুক যে, তুমি আমাদের ঈশ্বর। [২৮] যারা আমাদের অত্যাচার করে ও উদ্ধত ভাবে আমাদের টিটকারি দেয়, তাদের শাস্তি দাও। [২৯] তোমার আপন জনগণকে তোমার পবিত্র স্থানে রোপিত হতে মঞ্জুর কর—যেমনটি মোশিকে বলেছিলে।

[৩০] পরে যাজকেরা বীণার ঝঙ্কারে স্তুতিগান গেয়ে উঠল; [৩১] আর বলিগুলো পোড়া হওয়ার পর নেহেমিয়া আজ্ঞা দিলেন, যেন সেই তরল পদার্থের বাকি অংশ বড় বড় পাথরের উপরে ঢালা হয়। [৩২] তা করা হলে পর একটা অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল, কিন্তু এই অগ্নিশিখা বেদির উপর থেকে জ্বলে ওঠা তার অনুরূপ দীপ্তিময় তেজের মধ্যে একীভূত হল। [৩৩] যখন ঘটনাটার কথা ব্যাপ্ত হল এবং পারস্য-রাজ জানতে পারলেন যে, নির্বাসিত যাজকেরা যেখানে আগুন লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেই স্থানে এখন তরল পদার্থ দেখা দিল, এবং নেহেমিয়া ও তাঁর লোকেরা তা দ্বারা যজ্ঞের অর্ঘ্যগুলি বিশুদ্ধ করলেন, [৩৪] তখন রাজা, ঘটনা যে সত্য, তার প্রমাণ পেলে তাঁর আদেশে স্থানটি ঘিরে রাখা হল, আর তিনি তা পবিত্র স্থান বলে ঘোষণা করলেন। [৩৫] উপরন্তু রাজা এ থেকে যে প্রচুর রাজকর পেলেন, যারা ছিল তাঁর অনুগ্রহের পাত্র, তাদের কাছে তার একটা অংশ মঞ্জুর করলেন। [৩৬] নেহেমিয়া ও তাঁর লোকেরা স্থানটির নাম নেফ্তার রাখলেন, যার অর্থ হল শুচীকরণ; যাই হোক, অধিকাংশ লোকে তা নাফ্তা বলে ডাকে।

২ [১] ইতিহাস-পত্রে একথা পাওয়া যায় যে: যেরেমিয়া নবী নির্বাসিত লোকদের সেই আগুন নিতে আজ্ঞা দিলেন—যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি— [২] এবং তাদের কাছে বিধান দেওয়ার পর নবী নির্বাসিতদের সাবধান বাণী দিয়ে বললেন, যেন প্রভুর আজ্ঞাগুলি ভুলে না যায়, এবং সোনা-রুপোর দেবমূর্তি ও তাদের চারদিকের ঘটা দে'খে যেন নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে ভ্রষ্ট হতে না দেয়, [৩] এবং সেই ধরনের অন্যান্য বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানালেন যেন নিজেদের হৃদয়ে তারা বিধান ত্যাগ না করে। [৪] সেই লেখায় এই কথাও ছিল যে, দৈবোক্তি দ্বারা সতর্কবাণী পেয়ে নবী এমন আদেশ দিলেন, যেন তাঁবু ও মঞ্জুষাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে; সেসময়ে তিনি সেই পর্বতে এসে পৌঁছেছিলেন যার উপরে মোশি আরোহণ করে ঈশ্বরের উত্তরাধিকার পরিদর্শন করেছিলেন; [৫] সেই পর্বতচূড়ায় এসে যেরেমিয়া একটা গুহা-আবাস পেয়ে তার মধ্যে তাঁবু ও ধূপবেদি ঢুকিয়ে গুহার মুখ পাথর দিয়ে বন্ধ করলেন। [৬] তাঁর সঙ্গীদের কয়েকজন পরবর্তীকালে পথ চিহ্নিত করার জন্য ফিরে গেল, কিন্তু জায়গাটা আর খুঁজে পেল না। [৭] তা শুনে যেরেমিয়া তাদের ভর্ৎসনা করে বললেন, "জায়গাটা গোপন থাকা চাই, যতদিন না ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণকে আবার একত্র

করে নিজের প্রসন্নতা দেখান। [৮] সেসময় প্রভু এই সমস্ত কিছু প্রকাশ করবেন এবং প্রভুর গৌরব দৃষ্টিগোচর হবে, মেঘটি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন মোশির উপরে তা দেখা দিয়েছিল এবং সেই সময়েও যেমন দেখা দিয়েছিল যখন শলোমন যাচনা করলেন যেন স্থানটি গৌরবময় ভাবে পবিত্রিত হয়।” [৯] এই কথাও লেখা ছিল যে, নিজের প্রজ্ঞায় শলোমন মন্দির-উৎসর্গীকরণ ও তার সমাপ্তির জন্য বলি উৎসর্গ করলেন। [১০] আর যেমন মোশি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলে বলিগুলো পুড়িয়ে দিতে আকাশ থেকে আগুন নেমে এসেছিল, তেমনি শলোমনও প্রার্থনা করলেন, আর আকাশ থেকে নেমে আসা আগুন আহুতিবলিগুলো পুড়িয়ে দিল। [১১] মোশি বলেছিলেন, “যেহেতু পাপার্থে বলি খাওয়া হয়নি, সেজন্যই তা পুড়িয়ে দেওয়া হল।” [১২] সেইভাবে শলোমনও আট দিনের পর্ব উদ্‌যাপন করলেন।

[১৩] উপরন্তু, এই সকল লেখায় ও নেহেমিয়ার স্মরণাবলিতে লেখা ছিল যে, তিনি পুস্তকাগার স্থাপন করে রাজাদের ও নবীদের, দাউদের লেখাগুলো ও অর্ঘ্য সম্বন্ধীয় রাজাদের পত্রাবলি সংক্রান্ত পুস্তকগুলি সংগ্রহ করলেন। [১৪] যুদাও সেই সমস্ত পুস্তক আবার সংগ্রহ করলেন, যা প্রাক্তন যুদ্ধের সময়ে ছড়িয়ে পড়েছিল; সেগুলো এখনও আমাদের কাছে আছে। [১৫] আপনাদের প্রয়োজন হলে নিজেদের কাছে আনবার জন্য লোক পাঠান।

[১৬] যেহেতু আমরা শুচীকরণ-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি, সেজন্য এখন আপনাদের কাছে একথা লিখেছি; তবে একই দিনগুলিতে তা উদ্‌যাপন করা আপনাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় মনে করি। [১৭] ঈশ্বর, যিনি তাঁর গোটা জনগণের পরিত্রাণ সাধন করে আমাদের সকলকে উত্তরাধিকার, রাজত্ব, যাজকত্ব ও পবিত্রীকরণ আরোপ করলেন— [১৮] যেমনটি বিধানের মধ্য দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—যেহেতু আমাদের আশা তাঁরই উপরে স্থাপিত, সেজন্য তিনি নিশ্চয় আমাদের প্রতি শীঘ্রই দয়া দেখাবেন এবং আকাশের নিচে থাকা যত অঞ্চল থেকে আমাদের শীঘ্রই পবিত্র স্থানে একত্রে সম্মিলিত করবেন; কেননা তিনি মহা অমঙ্গল থেকে আমাদের মুক্তি দিলেন এবং পবিত্র স্থান শোধন করলেন।’

রচয়িতার মুখবন্ধ

[১৯] মাকাবীয় যুদা ও তাঁর ভাইদের সংক্রান্ত ইতিহাস, মহামন্দির-শুচীকরণ ও বেদি-উৎসর্গীকরণ, [২০] আর সেইসঙ্গে এপিফানেস আন্তিওখসের বিরুদ্ধে ও তাঁর সন্তান এউপাতোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রাম, [২১] এমনকি, সেই নানা স্বর্গীয় দর্শন যা তাদেরই অন্তরে সাহস যুগিয়েছিল যারা ইহুদী-আদর্শের পক্ষে সংগ্রাম করেছিলেন, যার ফলে অল্পজন হয়েও তাঁরা গোটা অঞ্চল দখল করলেন ও বর্বরদের লোকারণ্যকে তাড়িয়ে দিলেন, [২২] বিশ্বজগতে বিখ্যাত মন্দির পুনরায় জয় করে নিলেন, শহরগুলি মুক্ত করলেন, এবং যে বিধিনিয়ম প্রায়ই বাতিল করা হয়েছিল সেগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, যেহেতু প্রভু সমস্ত সহায়তায় তাঁদের প্রতি প্রসন্নতা দেখিয়েছিলেন— [২৩] এই সমস্ত বিষয়, যা কিরেনে-নিবাসী যাসোন পাঁচ পুস্তকে বর্ণনা করলেন, তা আমরা একটামাত্র লেখায় একীভূত করতে চেষ্টা করব। [২৪] কেননা এত বহু বহু সংখ্যা দেখে এবং ঐতিহাসিক বর্ণনার মধ্যে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক মানুষের পক্ষে বাস্তব কঠিনতা জেনে—আর বিষয়টি সত্যিই অধিক বিস্তৃত!— [২৫] আমরা এতেই সচেষ্ট হয়েছি, যেন যাঁরা এমনি পাঠ করতে ভালবাসেন তাঁদের কাছে চিত্তবিনোদন, যাঁরা মুখস্থ করতে পছন্দ করেন তাঁদের কাছে সুযোগ-সুবিধা, এবং অন্যান্য সকল পাঠকের কাছে উপকারিতা নিবেদন করতে পারি। [২৬] আমাদের পক্ষে, যারা এই সমস্ত বিষয় সংক্ষিপ্ত করার শ্রমজনক ভার নিয়েছি, কাজ সহজ হয়নি, বরং তার জন্য ঘাম ও নিশিজাগরণ প্রয়োজন হল, [২৭] ঠিক তেমন একজন লোকের মত, যে মহাভোজের আয়োজন করে সকলেরই পছন্দ মেনে নিতে চেষ্টা করে; তথাপি সাধারণ উপকার অর্পণ করার খাতিরে আমরা তেমন পরিশ্রম ভোগ করতে খুশি আছি, [২৮] অবশ্য, সূক্ষ্ম ও পূর্ণ বিবরণ প্রকৃত লেখকের উপরেই নির্ভর করবে, অপর দিকে আমাদের প্রচেষ্টা কেবল এই সংক্ষিপ্ত লেখায় ঘটনাবলির প্রধান প্রধান বিষয় উপস্থাপন করা। [২৯] বস্তুতপক্ষে, যেমন নতুন গৃহনির্মাণে স্থপতির পক্ষে গোটা নির্মাণকাজেই মনোযোগ দেওয়ার কথা, কিন্তু মৃৎশিল্পে যারা নিযুক্ত তাদের পক্ষে কেবল অলঙ্কারের বিষয়েই চিন্তান্বিত হওয়া দরকার, আমার মতে, ঠিক তেমনিই আমাদের অবস্থা। [৩০] বিষয়টি উত্থাপন করা, নানা ঘটনা দেখানো, ঘটনার সূক্ষ্ম দিক তুলে ধরা, এই সমস্ত বিষয় প্রকৃত ইতিহাস-

লেখকেরই কাজ; [৩১] কিন্তু বিবরণের সংক্ষিপ্তসার ও বিষয়ের বিস্তারিত পর্যালোচনা এড়ানোই সংক্ষিপ্তকারকের নির্দিষ্ট প্রচেষ্টা।

[৩২] সুতরাং, আসুন, এতক্ষণে আমরা যা বলে এসেছি, তাতে আর কিছু যোগ না দিয়ে বর্ণনাটি আরম্ভ করি; কেননা ইতিকাহিনীর প্রস্তাবনা বিস্তৃত ক'রে প্রকৃত ইতিকাহিনী সংক্ষিপ্ত করা তত সুবুদ্ধির পরিচয় নয়।

যেরুশালেমে হেলিওদরসের আগমন

৩ [১] ওনিয়াস মহাযাজকের ধর্মপরায়ণতা ও অন্যায়ের প্রতি তাঁর ঘৃণা গুণে যেসময় পবিত্র নগরী পূর্ণ শান্তি ভোগ করত ও বিধিনিয়ম সূক্ষ্মরূপে পালিত হত, [২] সেসময় এমনটি হত যে, রাজারা নিজেরাই পবিত্র স্থান সম্মান করতেন ও বিশিষ্ট উপহার দানে মন্দিরে গৌরব আরোপ করতেন, [৩] এমনকি, এশিয়া-রাজ সেলেউকস যজ্ঞের সেবাকর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় খরচের জন্য নিজের রাজকর থেকেই অর্থ ব্যবস্থা করতেন। [৪] কিন্তু বিল্গা-গোষ্ঠীর একজন—তার নাম শিমোন—মন্দিরের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত হয়ে নগর-বাজারের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মহাযাজকের সঙ্গে প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হল। [৫] ওনিয়াসের সঙ্গে না পারায় সে তার্সস-নিবাসী আপল্লোনিওসের কাছে গেল—আপল্লোনিওস সেসময় ছিলেন কৈলেস-সিরিয়া ও ফৈনিকিয়ার সামরিক শাসক— [৬] এবং তাঁকে একথা জানাল যে, যেরুশালেমের ধনভাণ্ডার এমন অসীম ধনে পরিপূর্ণ ছিল যে, তার সর্বমোট পরিমাণ অগণন ছিল, যজ্ঞের খরচের অনুপাতেও অতিরিক্ত ছিল; কিন্তু তা রাজারই নিয়ন্ত্রণাধীন করা যেতে পারত। [৭] আপল্লোনিওস রাজার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলেন, এবং যে ধনের কথা তাঁকে জানানো হয়েছিল, সেই বিষয় রাজাকে অবগত করলেন। তাই রাজা প্রধান অর্থমন্ত্রী হেলিওদরসকে নিযুক্ত করে উক্ত ধন অপহরণ করার বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন। [৮] হেলিওদরস সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলেন: বাইরে তিনি কৈলেস-সিরিয়া ও ফৈনিকিয়ার শহরগুলি পরিদর্শন করবেন, প্রকৃতপক্ষে সেই রাজাজ্ঞাই পালন করবেন। [৯] তিনি যেরুশালেমে এসে পৌঁছলে নগরী ও মহাযাজক তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে গ্রহণ করলে পর তিনি, তাঁকে যা জানানো হয়েছিল, তা ব্যক্ত করলেন, আর এভাবে

নিজের আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পষ্ট করলেন; পরে জিজ্ঞাসা করলেন, অবস্থাটা ঠিক সেই রকম কিনা। [১০] মহাযাজক তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সেই অর্থ ছিল বিধবা ও এতিমদের জন্য সঞ্চিত অর্থ; [১১] তাছাড়া একটা অংশ ছিল তোবিয়াসের সন্তান হির্কানসের—হির্কানস ছিলেন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব!—এবং সেই দুর্জন শিমোন তার নিজের বিচার-বিবেচনা অনুসারেই ব্যাপারটা ব্যক্ত করেছিল, কিন্তু অর্থের আসল পরিমাণ ছিল চারশ' বাট রুপো ও দু'শো বাট সোনা; [১২] উপরন্তু: স্থানের পবিত্রতার উপরে ও সমগ্র জগতে সম্মানের বস্তু সেই মন্দিরের অলঙ্ঘ্য মাহাত্ম্যের উপরে যারা বিশ্বাস রেখেছিল, তাদের প্রতি তেমন অন্যায়কর্ম সাধন করা অচিন্তনীয় বিষয়!

অবসন্ন নগরী

[১৩] কিন্তু হেলিওদরস রাজার কাছ থেকে পাওয়া নির্দেশের কারণে শক্ত প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন যে, সেই ধন রাজকোষেই স্থানান্তর করার কথা। [১৪] এই লক্ষ্যে দিন স্থির করে তিনি সঞ্চিত ধনের তালিকা লিপিবদ্ধ করতে গেলেন; এতে নগরীতে যথেষ্ট সংক্ষোভ দেখা দিল: [১৫] যাজকেরা যাজকীয় পোশাক পরে বেদির সামনে প্রণত হয়ে সঞ্চয়-বিধির ব্যবস্থা যিনি স্থির করেছিলেন, সেই স্বর্গেরই কাছে মিনতি জানাচ্ছিল, যেন সেই সঞ্চিত ধন সঞ্চয়কারীদের জন্য অক্ষুণ্ন রাখা হয়। [১৬] যে কেউ মহাযাজকের মুখ লক্ষ করত, তার হৃদয় ফেটে যেত, কেননা তাঁর চেহারা ও তাঁর বিকৃত বর্ণ তাঁর অন্তরের ভীষণ দুঃখ দেখাত; [১৭] তিনি ভয়ে এতই অভিভূত ছিলেন এবং তাঁর দেহ এতই কাঁপছিল যে, যারা তাঁকে দেখত, তারা তাঁর হৃদয়ের বেদনা বুঝতে ভুল করতে পারত না। [১৮] লোকে বাড়ি-ঘর ছেড়ে ভিড় করে ছুটাছুটি করে প্রকাশ্য মিনতিতে যোগ দিতে আসছিল, কেননা পবিত্র স্থান অসম্মানের সম্মুখীন ছিল। [১৯] সমস্ত পথ স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ ছিল, বুকের নিচে তারা চটের কাপড় পরছিল; যুবতীরা, যারা সাধারণত ঘরের মধ্যেই থাকত, তারাও কেউ কেউ নগরদ্বারে, কেউ কেউ প্রাচীরের উপরে ছুটছিল; আবার কেউ কেউ জানালা দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছিল; [২০] এরা সকলে মিনতি নিবেদনে স্বর্গের দিকে হাত প্রসারিত করছিল। [২১] তেমন অস্থির লোকারণ্যের ক্রন্দন ও মহাযাজকের দুশ্চিন্তার দুঃখজনক ভাব সত্যি ব্যথাদায়ক দৃশ্য ছিল। [২২] তারা সর্বশক্তিমান প্রভুকে মিনতি জানাত, যেন তিনি সঞ্চয়কারীদের সঞ্চিত ধন সম্পূর্ণ

নিরাপত্তায় অক্ষুণ্ন রাখেন, [২৩] আর এর মধ্যে হেলিওদরস তাঁর নির্ধারিত কর্মে হাত দিলেন।

হেলিওদরসের শাস্তি

[২৪] তিনি ও তাঁর রক্ষীদল ধনভাণ্ডারের কাছে এসে পৌঁছেছেন, এমন সময়ে আত্মাদের ও নিখিল অধিকারের অধিপতি এতই বিস্ময়কর দর্শন ঘটালেন যে, দুঃসাহস ভরে যারা সেখানে প্রবেশ করেছিল, তারা সকলে ঈশ্বরের পরাক্রমে বিহ্বল হয়ে লজ্জাকর সন্ত্রাসে অভিভূত হল। [২৫] বস্তুত তাদের চোখের সামনে এমন অশ্ব আবির্ভূত হল, যা দীপ্তিময় বস্ত্রাবরণে আবৃত ও যার পিঠে বসা ভয়ঙ্কর একজন অশ্বারোহী; হেলিওদরসের দিকে উত্তেজনার সঙ্গে দৌড়ে অশ্বটি সামনের ক্ষুর দিয়ে তাঁকে আঘাত করল। দেখতে অশ্বারোহী সোনার যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত ছিলেন। [২৬] একই সময়ে তাঁর কাছে আরও দু'জন যুবক আবির্ভূত হলেন: তাঁরা ছিলেন মহাশক্তিশালী ও পরম সুন্দর, তাঁদের পোশাকও অপরূপ ছিল; তাঁরা গিয়ে হেলিওদরসের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আঘাতের পর আঘাত হেনে তাঁকে অবিরতই কশাঘাত করতে লাগলেন। [২৭] তিনি এক নিমেষে মাটিতে পড়ে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবিষ্ট হলেন। তখন তাঁর লোকেরা তাঁকে ধরে একটা দোলায় তুলে নিল। [২৮] হ্যাঁ, এই ব্যক্তি, যিনি—যেমন উপরে বলেছি—কিছুক্ষণ আগে বহুসংখ্যক সঙ্গীকে ও নিজস্ব রক্ষীদলকে সঙ্গে নিয়ে ধনভাণ্ডারে প্রবেশ করেছিলেন, ঈশ্বরের পরাক্রমের সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতার ফলে তাঁকে এমন অবস্থায় বাইরে বহন করে নেওয়া হল, যে অবস্থায় তিনি নিজে নিজেকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। [২৯] আর হেলিওদরস ঐশশক্তি দ্বারা ভূপাতিত হয়ে সেখানে নিষ্কণ্ঠ ও পরিত্রাণের আশাবিহীন অবস্থায় থাকতে থাকতে [৩০] অন্যেরা সেই প্রভুকে ধন্য বলছিল, যিনি তাঁর আপন পবিত্র স্থানের গৌরব প্রকাশ করেছিলেন; আর সেই মন্দির, যা কিছুক্ষণ আগে ছিল উদ্বেগে ও আলোড়নে পরিপূর্ণ, সর্বশক্তিমান প্রভুর ঘটিত দর্শনের পরে আনন্দে ও পুলকে পরিপূর্ণ হল। [৩১] হেলিওদরসের কয়েকজন সঙ্গী সাথে সাথে ওনিয়াসকে মিনতি জানাল, যেন তিনি যাচনা ক'রে পরাৎপরের কাছে এই লোকটির হয়ে জীবন প্রার্থনা করেন, কেননা লোকটি মৃত্যুমুখী অবস্থায় শুয়ে ছিলেন।

[৩২] রাজা ধরে নিতে পারবেন যে, ইহুদীরা হেলিওদরসের বিষয়ে অনুচিত কিছু ঘটিয়েছে, সেই ভয়ে মহাযাজক লোকটির স্বাস্থ্যের জন্য বলি উৎসর্গ করলেন। [৩৩] মহাযাজক প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করছেন, এমন সময়ে হেলিওদরসের কাছে আবার সেই যুবকেরা দেখা দিলেন; তাঁরা একই পোশাক পরে ছিলেন, এবং তাঁর পাশে পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন, 'ওনিয়াস মহাযাজকের কাছে তোমাকে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা দেখাতে হবে: তাঁরই খাতিরে প্রভু তোমাকে জীবন ফিরিয়ে দিলেন। [৩৪] আর তুমি যে স্বর্গের কশার অভিজ্ঞতা করেছ, এখন সকলের কাছে ঈশ্বরের মহা প্রতাপের কথা প্রচার কর।' একথা বলে তাঁরা মিলিয়ে গেলেন।

প্রভুর বিশ্বাসী হেলিওদরস

[৩৫] হেলিওদরস প্রভুর কাছে বলি নিবেদন করলেন, এবং তাঁর জীবন-রক্ষাকর্তার কাছে মহামিনতি অর্পণ করলেন; পরে ওনিয়াসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা রাজার কাছে ফিরে গেলেন। [৩৬] তিনি সকলের কাছে সর্বেশ্বরের কর্মকীর্তির বিষয়ে সাক্ষ্যদান করতেন যাঁকে নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছিলেন। [৩৭] যখন রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, যেরুশালেমে পুনরায় পাঠানোর মত কে উপযুক্ত হবে, তখন তিনি উত্তর দিলেন, [৩৮] 'আপনার কোন শত্রু বা দেশের প্রতি অবিশ্বস্ত কেউ থাকলে তাকেই সেখানে পাঠান, আর আপনি তাকে বেশ কশাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় ফিরে পাবেন—যদি লোকটা কোন প্রকারে নিজেকে বাঁচাতে পারে!—কেননা সেই স্থানে কোন এক দিব্য পরাক্রম বিরাজিত। [৩৯] স্বর্গলোকে যাঁর আবাস, স্বয়ং তিনিই সেই স্থানের রক্ষাকর্তা, আর যারা কুসঙ্কল্প পোষণ করে সেখানে যায়, তাদের প্রহার করতে ও নিপাত করতে তিনি প্রস্তুত!' [৪০] এ হল হেলিওদরস ও ধনভাণ্ডার রক্ষা সংক্রান্ত ঘটনার ফলাফল।

শিমোন ও ওনিয়াস

৪ [১] যাকে উপরে পুঁজি ও স্বদেশ সংক্রান্ত গোপন তত্ত্বের প্রকাশকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই শিমোন ওনিয়াসের দুর্নাম রটাতে লাগল: সে একথা বলে বেড়াচ্ছিল

যে, হেলিওদরসের প্রহারের পিছনে ওনিয়াসই ছিলেন, আবার ওনিয়াসই এই সমস্ত অমঙ্গলের জন্য উসকানি দিয়েছিলেন; [২] শিমোনের দুঃসাহস এমন যে, যিনি নগরীর উপকর্তা, নাগরিকদের রক্ষাকর্তা, বিধিনিয়মের সমর্থনকারী, তাঁকে সে জনসাধারণের সম্পদের শত্রু বলে ডাকছিল। [৩] শত্রুভাব এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, শিমোনের কয়েকজন পন্থীর হাত দ্বারা নরহত্যাও সাধিত হল, [৪] আর তখন ওনিয়াস তেমন হিংসা কতই না অমঙ্গলকর দে'খে এবং কৈলেস-সিরিয়া ও ফৈনিকিয়ার সামরিক শাসক মেনেস্তেওসের সন্তান আপল্লোনিওস শিমোনকে তার অপকর্মে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, এই ব্যাপারেও সচেতন হয়ে [৫] তিনি রাজার কাছে গেলেন; তিনি যে তাঁর সহনাগরিকদের অভিযোক্তারূপে দাঁড়াবেন এমন নয়, বরং জনগণের সাধারণ কল্যাণের ও প্রত্যেকজনের ব্যক্তিগত কল্যাণের পৃষ্ঠপোষকরূপেই দাঁড়াবেন। [৬] কেননা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে, রাজার হস্তক্ষেপ ছাড়া সুষ্ঠু গণপরিচালনাও আর সম্ভব নয়, শিমোনও নিজের ক্ষিপ্ততা আর সামলাবে না।

মহাযাজক যাসোন দ্বারা গ্রীক জীবনাদর্শ প্রবর্তিত

[৭] যখন সেলেউকসের মৃত্যু হয় ও এপিফানেস বলে অভিহিত আন্তিওখস রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন ওনিয়াসের ভাই যাসোন ছলনা প্রয়োগে মহাযাজকত্ব-পদ নিজেরই হাতে নেন। [৮] তিনি রাজার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে তাঁকে তিনশ' ষাট বাট রুপো এবং রাজকর থেকে নেওয়া নয় কিন্তু অন্য উপায়ে নেওয়া আরও আশি বাট রুপো দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। [৯] আর শুধু তা নয়, রাজা যদি তাঁকে একটা ব্যায়াম-আগার ও একটা যুবকেন্দ্র স্থাপন করার ও যেরুশালেমের আন্তিওখস-পন্থীদের রাজতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার দেন, তবে রাজাকে তিনি আরও দেড়শ' বাট রুপো দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। [১০] রাজা অনুমতি দেওয়ায় যাসোন ক্ষমতা পাওয়ামাত্রই নিজ স্বদেশীয়দের গ্রীক জীবনাদর্শ অনুযায়ী জীবনাদর্শ পালন করতে বাধ্য করলেন। [১১] বন্ধুত্ব ও মিত্রতা সংক্রান্ত চুক্তি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করার জন্য যিনি ইহুদীদের পক্ষ থেকে রোমীয়দের কাছে প্রতিনিধিদের প্রধান বলে গিয়েছিলেন, সেই এউপোলেমসের পিতা যোহনের প্রচেষ্টায় ইহুদীদের কাছে রাজা যা যা মঞ্জুর করেছিলেন, সেই সমস্ত করমুক্তি প্রভৃতি উপকার যাসোন বাতিল করলেন, এবং বিধেয় যত প্রতিষ্ঠান

উৎপাটন করে এমন নতুন রীতিনীতি প্রবর্তন করলেন, যা বিধান-বিরুদ্ধ। [১২] তিনি এমন পর্যায়ে পৌঁছলেন যে, ঠিক আক্রা-দুর্গের পাদতলেই একটা ব্যায়াম-আগার স্থাপন করলেন এবং সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকদের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার দেবের প্রতীক-টুপিও মাথায় দিতে প্ররোচিত করলেন। [১৩] দুর্জন ও মিথ্যা-মহাযাজক যে তিনি, সেই যাসোন তাঁর ভক্তিহীনতায় কোন সীমা রাখলেন না; এমনকি, গ্রীক কৃষ্টিতে রূপান্তর-প্রক্রিয়া এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছল যে, [১৪] যাজকেরা নিজেরাও যজ্ঞবেদির সেবাকর্মে আর তৎপরতা না দেখিয়ে বরং মন্দিরকে অবজ্ঞা ক'রে ও যজ্ঞগুলো অবহেলা ক'রে ঘণ্টার ধ্বনিতে ব্যায়াম-আগারে পরিবেশিত সেই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার পরিচালনায় অংশ নিতে দৌড় দিত যা বিধান-বিরুদ্ধ; [১৫] পিতৃপুরুষদের সম্মান হেয়জ্ঞান ক'রে তারা গ্রীক গৌরবই সর্বোচ্চ জ্ঞান করত। [১৬] কিন্তু এই সমস্ত কিছু তার নিজের প্রতিফলও এনে দিল: হ্যাঁ, যাদের জীবনাদর্শ এত আগ্রহের সঙ্গে তারা পালন করত, সবকিছুতে যাদের সমান হওয়ার এত চেষ্টা করত, শেষে তারাই তাদের বিপক্ষ ও প্রতিফলদাতা হয়ে দাঁড়াল। [১৭] ঐশ বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করা তত সামান্য ব্যাপার নয়, যেমনটি পরবর্তীকালের ঘটনাগুলিতে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পাবে।

[১৮] প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর তুরসে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রথা ছিল: এবছরে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা উপলক্ষে স্বয়ং রাজা উপস্থিত হওয়ায় [১৯] দুর্জন যাসোন প্রতিনিধি হিসাবে যেরুশালেমের কয়েকজন আন্তিওখস-পন্থী লোককে পাঠালেন; তারা হের্কুলেস-দেবের উদ্দেশে যজ্ঞের জন্য তিনশ' বাট রুপো সঙ্গে করে বহন করছিল; কিন্তু এই বাহকেরাও সেই অর্থ যজ্ঞের জন্য ব্যয় করা উচিত মনে করল না, বরং সিদ্ধান্ত নিল, তা অন্য খাতে ব্যবহৃত হোক। [২০] এভাবে, বাহকদের প্রস্তাব অনুসারে, হের্কুলেস-দেবের উদ্দেশে যজ্ঞের জন্য নিরূপিত অর্থ তিন সারির দাঁড়বিশিষ্ট জাহাজ নির্মাণে প্রয়োগ করা হল।

আন্তিওখস এপিফানেসের প্রতি যেরুশালেমের অভিনন্দন

[২১] মেনেস্থেওসের সন্তান আপল্লোনিওসকে ফিলোমেতোর রাজার বিবাহোৎসবের জন্য মিশরে পাঠাবার পর আন্তিওখস যখন জানতে পারলেন যে, মিশর-রাজ তাঁর রাজব্যবস্থার বিরোধী হয়েছেন, তখন নিজের নিরাপত্তার বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন;

এজন্যই তিনি যাফায় গেলেন। পরে সেখান থেকে যেরুশালেমে গেলেন, [২২] আর যাসোন ও নগরী তাঁকে অপরূপ অভিনন্দন জানালেন: তাঁকে মশালের আলোয় জয়ধ্বনির ছন্দে নগরীতে অনুপ্রবেশ করানো হল। তারপর তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে ফৈনিকিয়ার দিকে চালিত করলেন।

মহাযাজক মেনেলাওস

[২৩] তিন বছর পরে যাসোন অর্ঘ বহন করার জন্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-প্রসঙ্গে শেষ আলাপ-আলোচনা করার জন্য মেনেলাওসকে—উপরে যাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই শিমোনের ভাইকে—রাজার কাছে পাঠালেন; [২৪] কিন্তু মেনেলাওস একবার রাজার উপস্থিতিতে আনীত হলে নিজের কর্তৃত্বের ভাব দ্বারা রাজাকে এতই তোষামোদ করলেন যে, যাসোনের ডাকের চেয়ে তিনশ' বাট রুপো ডেকে মহাযাজকত্ব নিজের জন্য অর্জন করলেন। [২৫] তিনি রাজাজ্ঞা সহ ফিরে এলেন: মহাযাজকত্বের যোগ্য এমন কিছু তিনি সঙ্গে করে আনলেন না, আনলেন শুধু নিষ্ঠুর স্বৈরশাসকের রোষ ও বন্যজন্তুর হিংস্রতা। [২৬] এভাবে যাসোন, যিনি তাঁর আপন ভাইয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, তিনি নিজেও আর একজনের বিশ্বাসঘাতকতার বস্তু হয়ে আম্মানিতিসে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। [২৭] আর মেনেলাওস একবার কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে রাজার কাছে প্রতিশ্রুত ঋণের কথা একেবারে ভুলে গেলেন; [২৮] অথচ আক্রা-দুর্গের অধিনায়ক সোস্ত্রাতস তাঁর কাছে পরিশোধের কথা নিবেদন করেছিলেন, যেহেতু সোস্ত্রাতস ছিলেন রাজকর গ্রহণে নিযুক্ত লোক। এই কারণে তাঁদের দু'জনকে রাজার দরবারে ডাকা হল। [২৯] মেনেলাওস নিজের ভাই লিসিমাখসকে অস্থায়ী মহাযাজক পদে রেখে গেলেন, এবং সোস্ত্রাতস সাইপ্রাসীয়দের অধিনায়ক ক্রাতেসকে নিজের হয়ে কাজ চালিয়ে যেতে রেখে গেলেন।

ওনিয়াসকে হত্যা

[৩০] এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে, এমন সময়ে তার্সস ও মাল্লসের অধিবাসীরা বিদ্রোহ করল, শহর দু'টোকে রাজার উপপত্নী আন্তিওখিসকে দুই উপহাররূপে দেওয়া হয়েছে ব'লে। [৩১] পরিস্থিতি ঠিক করার জন্য রাজা ইতস্তত না করেই রওনা হলেন, প্রতিনিধি

হিসাবে আন্দ্রনিকসকে রেখে গেলেন; এই আন্দ্রনিকস ছিলেন তাঁর গণ্যমান্যদের একজন। [৩২] উত্তম সুযোগ পেয়েছেন বলে মনে ক'রে মেনেলাওস মন্দির থেকে সোনার কয়েকটা পাত্র অপহরণ করে তা উপহাররূপে আন্দ্রনিকসকে দিলেন; অন্য কতগুলো পাত্রও তিনি তুরস ও নিকটবর্তী শহরগুলির কাছে বিক্রি করার সুযোগ নিলেন। [৩৩] এই ব্যাপারে নিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে ওনিয়াস আন্তিওখিয়ার নিকটবর্তী দাফ্‌নে শহরের নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন, এবং সেখান থেকে মেনেলাওসকে ভর্ৎসনা করলেন। [৩৪] তাই মেনেলাওস আন্দ্রনিকসের সঙ্গে গোপনে দেখা করে তাঁর কাছে এই যাচনা রাখলেন, যেন তিনি ওনিয়াসকে উচ্ছেদ করেন; আর তিনি ওনিয়াসের কাছে গেলেন, এবং দিব্যি দিয়ে তাঁর হাতে নিজের ডান হাত দেওয়ায় তাঁকে প্রবঞ্চনা ক'রে তাঁর মন জয় করলেন, আর যদিও ওনিয়াস তাঁর বিষয়ে তখনও যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করছিলেন, তবুও তাঁর কথামত আশ্রয়স্থল ছাড়তে সম্মত হলেন; কিন্তু আন্দ্রনিকস সমস্ত ন্যায়নীতি অবজ্ঞা করে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বধ করলেন। [৩৫] একাজের জন্য ইহুদীরা শুধু নয়, অন্য বহু জাতিও দুঃখ পেল ও তেমন ব্যক্তিত্বের অন্যায়-হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে ক্ষুব্ধ হল।

[৩৬] রাজা কিলিকিয়া অঞ্চল থেকে ফিরে এলে শহরের ইহুদীরা ওনিয়াসের অন্যায়-হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর কাছে আবেদন জানাল; তাদের সঙ্গে কয়েকজন গ্রীকও ছিল, যারা তেমন অপকর্ম নিন্দা করছিল। [৩৭] আন্তিওখস খুবই মর্মাহত হলেন, গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন, এবং মৃত ব্যক্তির প্রজ্ঞা ও বিচারবোধের জন্য চোখের জল ফেললেন। [৩৮] ক্ষোভে জ্বলে উঠে তিনি আন্দ্রনিকসকে বেগুনি কাপড়-বঞ্চিত করলেন, তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, এবং যে স্থানে আন্দ্রনিকস ওনিয়াসকে অধর্ম হাতিয়ার করে বধ করেছিলেন, রাজা শহরের মধ্য দিয়ে আন্দ্রনিকসকে সেই স্থান পর্যন্ত টেনে নিয়ে নরঘাতককে এই জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন করলেন; এইভাবে প্রভু তাঁর যোগ্য শাস্তি দিলেন।

লিসিমাখসের মৃত্যু

[৩৯] এদিকে লিসিমাখস মেনেলাওসের উসকানিতে বহুবার নগরীতে ধর্মীয় জিনিস চুরি করেছিলেন; আর যখন ঘটনাগুলি প্রকাশ পেল, তখন জনগণ লিসিমাখসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল; কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি সোনার বেশ কয়েকটা পাত্র পরের হাতে তুলে

দিয়েছিলেন। [৪০] উত্তেজিত লোকদের ভিড় বেশি সংক্ষুব্ধ হতে যাচ্ছিল বিধায় লিসিমাখস প্রায় তিন হাজার লোক অস্ত্রসজ্জিত ক'রে হিংসাত্মক প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে লাগলেন; সৈন্যদলের নায়ক ছিল কে যেন একজন যার নাম আউরানস—সে বয়সে বেশ পরিপক্ক, নির্বুদ্ধিতায় কম পরিপক্ক নয়। [৪১] এই হিংসাত্মক প্রক্রিয়া লিসিমাখসের কাজ বলে ধরে নিয়ে লোকদের মধ্যে কেউ কেউ পাথর, কেউ কেউ মোটা লাঠি, কেউ কেউ মাটি থেকে মুঠোয় করে ধুলা তুলে নিয়ে, লিসিমাখসের পাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। [৪২] তাই তারা বহুজনকে আহত করল, এমনকি, কয়েকজনকে মেরেও ফেলল, ও বাকি সকলকে পালাতে বাধ্য করল; আর সেই ধর্মহীন চোরকে তারা ধনভাণ্ডারের কাছে হত্যা করল।

দোষমুক্ত মেনেলাওস

[৪৩] এই সমস্ত ঘটনার ফলে মেনেলাওসের বিরুদ্ধে মামলা আনা হল। [৪৪] রাজা তুরসে এলে প্রবীণসভার প্রেরিত তিন ব্যক্তি তাঁর সামনে অভিযোগ উপস্থাপন করল। [৪৫] মামলা তাঁর নিজের বিরুদ্ধেই গেল, তা দেখে মেনেলাওস দরিমেনেসের সন্তান তলেমিকে বেশ কিছু অর্থ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন, যেন তিনি রাজাকে তাঁর পক্ষে টেনে নেন। [৪৬] তলেমি রাজাকে এক মণ্ডপের তলায় নিয়ে গেলেন—কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস খাওয়ার জন্য—এবং তাঁর মত পাল্টালেন। [৪৭] তাই সমস্ত অমঙ্গলের কারণ যে মেনেলাওস, তাঁকে রাজা অভিযোগ থেকে মুক্ত করলেন, আর সেই দুর্ভাগাদের—যারা স্কুথীয়দের কাছেও মামলা চালালে নিরপরাধী বলে সাব্যস্ত হত—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। [৪৮] ফলে যারা নগরী, জনগণ ও পবিত্র পাত্রগুলির পক্ষ সমর্থন করেছিল, তাদের অন্যায়-দন্ড ভোগ করানোতে ইতস্তত করা হল না। [৪৯] তুরস-নিবাসীরা নিজেরাই এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের সমাধির জন্য দানশীলতার সঙ্গে ব্যবস্থা করল। [৫০] অপরদিকে, প্রভাবশালীদের লোভের ফলে, মেনেলাওস ক্ষমতায় থাকলেন; তিনি অন্যায়কর্ম সাধনে উত্তরোত্তর বেড়ে উঠলেন এবং তাঁর নিজের সহনাগরিকদের প্রধান শত্রু বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

মিশরে দ্বিতীয় রণ-অভিযান

৫ [১] প্রায় এই সময়ে আন্তিওখস মিশরের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণ-অভিযান প্রস্তুত করছিলেন। [২] তখন এমনটি হল যে, প্রায় চল্লিশ দিন ধরে সমস্ত নগরী জুড়ে সোনার পোশাকে সজ্জিত হয়ে বাতাসের মধ্য দিয়ে অশ্বারোহীদের ছুটাছুটি দেখা দিত; আরও দেখা দিত যুদ্ধাস্ত্রে তৈরী বর্শাধারী বাহিনী [৩] ও যুদ্ধের জন্য শ্রেণিভুক্ত অশ্বারোহী-দল, এদিক ওদিক ঘর্ষণ-সঙ্ঘর্ষণ, সংখ্যার অতীত ঢাল, বর্শারণ্য, খড়্গের আন্দোলন, তীর ছুড়াছুড়ি, সোনার বস্ত্রাবরণের ঝক্‌মকানি, সবরকম যুদ্ধ-সরঞ্জাম। [৪] তাই সকলে প্রার্থনা করল, যেন তেমন দর্শন শুভলক্ষণই হয়।

এপিফানেসের প্রতিক্রিয়া

[৫] পরে, যেহেতু এমন মিথ্যা-সংবাদ রটে গেছিল যে, আন্তিওখস মারা গেছেন, সেজন্য যাসোন কমপক্ষে এক হাজার লোক সঙ্গে করে নিয়ে নগরীকে অপ্রত্যাশিত ভাবে আক্রমণ করলেন। একবার নানা স্থানে প্রাচীর ভেঙে গেলে ও নগরী হস্তগত হলে মেনেলাওস আক্রা-দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। [৬] যাসোন নির্মমভাবে তাঁর আপন সহনাগরিকদের হত্যাকাণ্ড সাধন করলেন, অথচ বুঝতে পারছিলেন না যে, আপন স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে জয়লাভ প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ পরাজয়; না, তিনি মনে করছিলেন, নিজের স্বদেশীয়দের উপরে নয়, শত্রুদেরই উপর বিজয়মালা অর্জন করছেন। [৭] কিন্তু তবুও তিনি কর্তৃত্ব হাতে নিতে পারলেন না, এবং পরিশেষে তাঁর বিদ্রোহ-কর্ম তাঁকে কিছুই এনে দিল না, কেবল লজ্জাই এনে দিল, তাই তিনি আবার আম্মানিতিসে আশ্রয় নিতে ছুটে গেলেন, [৮] আর এইভাবে ঘটল তাঁর অপকর্মের শেষ দশা: আরব-রাজ আরেতাস দ্বারা কারারুদ্ধ হয়ে, পরবর্তীকালে শহরে শহরে পলাতক হয়ে, সকলের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে, বিধিনিয়মের বিশ্বাসঘাতক বলে সবার ঘৃণার পাত্র হয়ে, স্বদেশের ও সহনাগরিকদের ঘাতক বলে সকলের দৃষ্টিতে জঘন্য বস্তু হয়ে তিনি মিশরে তাড়িত হলেন; [৯] যিনি স্বদেশের অনেক সন্তানকে নির্বাসিত করেছিলেন, তিনি নিজে নির্বাসিত অবস্থায় মরলেন; বস্তুত তিনি স্পার্তায় যাত্রা করলেন এই আশা নিয়ে যে, আত্মীয়তার খাতিরে সেখানে গিয়ে আশ্রয় পাবেন। [১০] আরও, যিনি লোকারণ্য

সমাধি-বিহীন অবস্থায় রেখে ফেলেছিলেন, তাঁর জন্য এখন এমন কেউই ছিল না যে তাঁর জন্য চোখের জল ফেলবে; তাঁর জন্য কোন সমাধি-অনুষ্ঠানও হল না, ও নিজের পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দির থেকেও তিনি বঞ্চিত হলেন।

[১১] এই সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে রাজা ধরে নিলেন, যুদেয়া বিদ্রোহ করতে যাচ্ছে; তাই বন্যজন্তুর মত রুষ্ট হয়ে মিশর থেকে ফিরে এসে অস্ত্রের জোরে নগরীকে হস্তগত করলেন [১২] এবং সৈন্যদের হুকুম দিলেন, তারা যত লোকদের সঙ্গে দেখা পাবে, যেন নির্মম ভাবে তাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে, আর যারা ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেবে, যেন তাদের সকলকে খণ্ড-বিখণ্ড করে। [১৩] তখন যুবা-বৃদ্ধদের মহাসংহার করা হল, নর-নারী-বালককে নিশ্চিহ্ন করা হল, বালিকা-শিশুকে টুকরো টুকরো করা হল। [১৪] সেই তিন দিনে আশি হাজার মানুষকে মেরে ফেলা হল, লড়াইতে চল্লিশ হাজার লোক প্রাণত্যাগ করল, এবং একই সংখ্যায় অন্য মানুষকে ক্রীতদাস রূপে বিক্রি করা হল।

মন্দির লুট

[১৫] এতে তুষ্ট না হয়ে আন্তিওখস সমস্ত পৃথিবীর পবিত্রতম মন্দিরে প্রবেশ করার দুঃসাহস দেখালেন; তাঁর সঙ্গে পথপ্রদর্শকরূপে ছিলেন সেই মেনেলাওস, যিনি বিধিনিয়ম ও স্বদেশের বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন; [১৬] এবং অশুচি হাত দ্বারা সেই আন্তিওখস পবিত্র পাত্রগুলি কেড়ে নিলেন; যা কিছু অন্য রাজারা স্থানের শোভা ও গৌরবের জন্য এবং সম্মানের চিহ্নরূপে রেখেছিলেন, তিনি তাঁর সেই ভক্তিহীন হাত দ্বারা তা সবই লুট করে নিলেন।

[১৭] নিজেকে এত মহান মনে করে আন্তিওখস বুঝতে পারলেন না যে, শহরবাসীদের পাপের কারণে প্রভু কেবল কিছুকালের মতই ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং ফলে স্থানটির প্রতি অযত্ন দেখাচ্ছিলেন। [১৮] জনগণ যদি বহু পাপে নিমজ্জিত না হয়ে থাকত, তবে যেমন সেই হেলিওদরসের বেলায় ঘটেছিল, যিনি সেলেউকস রাজা দ্বারা ধনভাণ্ডারের পরিদর্শনে প্রেরিত হয়েছিলেন, তেমনি মন্দিরে প্রবেশ করামাত্র আন্তিওখসকেও কশাঘাতে আঘাত করা হত ও নিজের দুঃসাহস থেকে বঞ্চিত করা হত। [১৯] কিন্তু প্রভু স্থানটির খাতিরে জনগণকে বেছে নিয়েছিলেন এমন নয়, বরং জনগণের

খাতিরেই স্থানটিকে বেছে নিয়েছিলেন; [২০] সুতরাং স্থানটিও, জনগণের উপর নেমে আসা দুর্বিপাকের অংশী হওয়ার পর, যথাসময়ে জনগণের সমৃদ্ধিরও অংশী হল; হ্যাঁ, সর্বশক্তিমানের ক্রোধের ফলে পরিত্যক্ত হওয়ার পর মহানৃপতির নবীন প্রসন্নতা গুণে স্থানটি তার গোটা গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

[২১] মন্দির থেকে আঠারশ' বাট রুপো অপহরণ করে আন্তিওখস শীঘ্রই আন্তিওখিয়ায় ফিরে গেলেন; পারলে, তাঁর অহঙ্কারে তিনি স্থলভূমিকে পোতচালনা-যোগ্য ও সমুদ্রকে পায়ে চালনাযোগ্য করারও চেষ্টা করতেন—এতই উদ্ধত ছিল তাঁর গর্ব! [২২] কিন্তু তিনি দেশকে হয়রানি করতে নানা কর্মচারীকে রেখে গেলেন: যেরুশালেমে রেখে গেলেন সেই ফিলিপকে—জাতিতে ফ্রিগীয়, কিন্তু ব্যবহারে তাঁর চেয়েও বর্বর, তাঁকে যিনি মনোনীত করেছিলেন; [২৩] গারিজিমের উপরে আন্দ্রনিকসকে; এবং এঁদের ছাড়া সেই মেনেলাওসকে, যিনি সহনাগরিকদের প্রতি অন্যদের চেয়ে দাম্ভিক, যেহেতু তিনি ইহুদীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুভাব পোষণ করতেন।

আপল্লোনিওস

[২৪] পরে তিনি সামরিক প্রধান সেই আপল্লোনিওসকে পাঠালেন; তাঁর সঙ্গে ছিল বাইশ হাজার যোদ্ধার সৈন্যদল, এবং তাঁকে এই হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন বয়ঃপ্রাপ্ত সকল পুরুষকে বধ করেন এবং স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করেন। [২৫] যেরুশালেমে এসে পৌঁছে লোকটা শান্তি-ভাবের ভান করে পবিত্র শাব্বাৎ দিন পর্যন্ত ক্ষান্ত থাকলেন; পরে, সেই দিনে ইহুদীরা বিশ্রাম করছিল বলে তিনি সেই সুযোগ নিয়ে তাঁর সকল লোককে সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় মাঠে দাঁড়াতে আদেশ দিলেন [২৬] এবং যত লোক তা দেখতে বাইরে এল, তিনি তাদের সকলকে খড়্গের আঘাতে মারলেন; পরে তাঁর অস্ত্রসজ্জিত লোক সঙ্গে নিয়ে নগরীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বহু বহু মানুষকে বধ করলেন।

[২৭] কিন্তু যুদা—মাকাবীয় বলেও যিনি অভিহিত—আরও ন'জনের সঙ্গে মরুপ্রান্তরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা পাহাড়পর্বতের মধ্যে বন্যজন্তুদের মত বাস করলেন; যেন কোন কলুষে কলুষিত না হন, তাঁরা কিছুই খেতেন না, কেবল বন্য শাক খেতেন।

বিজাতীয় উপাসনা-রীতি প্রবর্তন

৬ [১] এই সমস্ত ঘটনার কিছুকাল পরে রাজা এথেন্স-নিবাসী গেরন্তেসকে পাঠালেন, যেন সে ইহুদীদের তাদের ঐতিহ্যগত বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করতে ও ঐশ বিধিনিয়ম অনুযায়ী জীবনাদর্শ পালন না করতে বাধ্য করে; [২] উপরন্তু সে যেরুশালেমের মন্দিরকে কলুষিত করতে, এই মন্দিরকে অলিম্পস-নিবাসী জেউসের উদ্দেশে ও গারিজিমের উপরের মন্দিরকে অতিথি-প্রতিপালক জেউসের উদ্দেশে উৎসর্গ করতে তাদের বাধ্য করবে, যেহেতু সেখানকার অধিবাসীরা এই মর্মে অনুরোধ রেখেছিল। [৩] এই সমস্ত অমঙ্গলের আগমন সহ্য করা সমস্ত জনগণের পক্ষে ভারী কষ্টকর হল। [৪] মন্দির বিজাতীয়দের দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলতা ও লাম্পট্যে পূর্ণ হল, বস্তুত এরা বেশ্যাদের নিয়ে আমোদপ্রমোদ করত, নানা পবিত্র প্রাঙ্গণের মধ্যে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিলিত হত, আর তাছাড়া একেবারে লজ্জাকর ব্যবহার অনুপ্রবেশ করাত। [৫] যজ্ঞবেদি এমন বলিগুলিতে ভরা ছিল, যা পবিত্র না হওয়ায় বিধান দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। [৬] শাব্বাৎ পালন, ঐতিহ্যগত পর্বোৎসব উদ্‌যাপন, ইহুদী বলে আত্মপরিচয় দেওয়া—এই সমস্ত করা আর সম্ভব ছিল না। [৭] জনগণকে রাজার জন্মতিথিতে যজ্ঞে অংশ নিতে নিষ্ঠুর জোর প্রয়োগে বাধ্য করা হত; আর দিওনিসোস-দেবের যত পর্ব উপলক্ষে চিরহরিৎ লতার মালায় নিজেদের ভূষিত করতে ও দিওনিসোস-দেবের উদ্দেশে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে তাদের বাধ্য করা হত। [৮] তলেমাইস-অধিবাসীদের প্ররোচনায় নিকটবর্তী গ্রীক শহরগুলির জন্য এমন রাজাজ্ঞা জারি করা হল, সেখানকার নাগরিকেরাও যেন ইহুদীদের উপরে একই নির্দেশগুলি বলবৎ করে, যজ্ঞ সংক্রান্ত ভোজে অংশগ্রহণ করতে তাদের বাধ্য করে, [৯] আর যে কেউ স্বেচ্ছায় গ্রীক রীতিনীতি অনুযায়ী জীবনাদর্শ পালন করতে রাজি হবে না, যেন তাদের সকলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল যে, ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী।

[১০] উদাহরণ স্বরূপ, দু'জন স্ত্রীলোক তাদের শিশুদের পরিচ্ছেদিত করেছে বলে অভিযুক্ত হল; তাদের শিশুদের তাদের বুকে টাঙিয়ে দেওয়া হলে পর সেই স্ত্রীলোকদের শহরের পথে পথে সকলের দৃষ্টিগোচরে নিয়ে যাওয়া হল, আর শেষে নগরপ্রাচীরের উপর দিয়ে তাদের নিচে ফেলে দেওয়া হল। [১১] অন্য লোকে, শাব্বাৎ পালন করার

উদ্দেশ্যে যারা কারও মনোযোগ আকর্ষণ না করে নিকটবর্তী গুহাগুলিতে জড় হয়েছিল, তাদের ফিলিপের দরবারে অভিযুক্ত করা হল, ফলে সেই গুহাগুলির মধ্যেই তাদের সকলকে পুড়িয়ে দেওয়া হল, কারণ দিনটির পবিত্রতার সম্মানার্থে তাদের বিবেক আত্মরক্ষা করতেও সম্মত হল না।

নির্যাতনকালে ঈশ্বরের গুপ্ত সঙ্কল্প

[১২] এখন, যে কেউ এই পুস্তক পড়বেন, তাঁদের আমি অনুরোধ করি, যেন তাঁরা এই সমস্ত দুর্বিপাকের জন্য নিরাশ হয়ে না পড়েন, বরং যেন একথা বিবেচনা করেন যে, শাস্তি আমাদের আপন জাতির বিনাশের জন্য নয়, তাদের সংশোধনের জন্যই আসে। [১৩] আর আসলে, ভক্তিহীনেরা যে শুধু কিছুকালের মতই স্বাধীনতা পায় আর সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তির পাত্র হয়, তা মহা প্রসন্নতার চিহ্ন। [১৪] অন্য সকল জাতির বেলায় প্রভু তাদের শাস্তি দেবার আগে ধৈর্যের সঙ্গে তাদের পাপের পূর্ণ মাত্রার জন্য অপেক্ষা করেন, কিন্তু আমাদের বিষয়ে তিনি অন্যভাবেই ব্যবহার করতে সঙ্কল্প করলেন, [১৫] যেন তখনই আমাদের শাস্তি না দিতে হয়, যখন আমাদের পাপ পূর্ণ মাত্রায় এসে পৌঁছে। [১৬] এজন্য তিনি আমাদের কাছ থেকে তাঁর দয়া কখনও সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়ে নেন না, কিন্তু দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে যদিও আমাদের সংশোধন করেন, তবু তিনি তাঁর আপন জনগণকে পরিত্যাগ করেন না। [১৭] স্মরণযোগ্য কথা হিসাবেই একথা বলা হয়েছে; কিন্তু এবার আসুন, আর দেরি না করে আমাদের বর্ণনায় ফিরে যাই।

এলেয়াজারের সাক্ষ্যমরণ

[১৮] এলেয়াজার ছিলেন সবচেয়ে গণ্যমান্য শাস্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম; তাঁর বেশ বয়স হয়েছিল, ও তাঁর মুখের চেহারা খুবই সম্মাননীয় ছিল; এলেয়াজারের মুখ জোর করে খুলে তাঁকে শূকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হচ্ছিল। [১৯] কিন্তু তিনি দূষিত জীবনের চেয়ে সম্মানপূর্ণ মৃত্যুকেই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে পীড়নযন্ত্রের দিকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেলেন; [২০] তিনি মাংসটা থুথু দিয়ে ফেলে দিলেন, ঠিক যেমন তাদেরই মানায়, প্রাণের মূল্যেও যা কিছু খাওয়া বিধেয় নয়, তেমন খাদ্য থেকে সরে যাওয়া যাদের সাহস আছে। [২১] বিধানবিরুদ্ধ তেমন আনুষ্ঠানিক ভোজের ভার যাদের হাতে

ছিল, এই লোকটির সঙ্গে তাদের দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্বের খাতিরে তারা তাঁকে পাশে টেনে নিয়ে তাঁকে আবেদন জানাল, যেন এমন মাংস আনিয়ে দেন, যা তাঁর পক্ষে খাওয়া বিধেয়, এমনকি তাঁর নিজেরই রাঁধা মাংস, এবং রাজার আদিষ্ট সেই যজ্ঞবলির মাংস খেতে ভান করে আসলে নিজেরই প্রস্তুত করা সেই মাংস খান; [২২] তবেই, এভাবে ব্যবহার করলেই, প্রাচীন বন্ধুত্বের খাতিরে এই মমতাকে সুযোগ করে তিনি মৃত্যু এড়াতে পারবেন। [২৩] কিন্তু এমন প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে যা তাঁর বয়সের উপযোগী, যা তাঁর বৃদ্ধ বয়সের মর্যাদা ও সেইসঙ্গে তাঁর পাকা চুলেরও সম্মানের উপযোগী, এমনকি ছেলেবেলা থেকে তাঁর অনিন্দ্য ব্যবহারের উপযোগী, এবং বিশেষভাবে ঈশ্বরেরই আদিষ্ট পবিত্র বিধিনিয়মের উপযোগী, সেই অনুসারে তিনি উত্তর দিলেন, যেন তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পাতালে পাঠায়; [২৪] তিনি বললেন, 'ভান করা আমাদের বয়সকে আদৌ মানায় না; পাছে অনেক যুবক একথা ভাবে যে, এলেয়াজার নব্বই বছর বয়সে বিজাতীয়দের রীতিনীতি মেনে নিয়েছে, [২৫] ফলে এই ক্ষণিকের জীবনায়ুর খাতিরে আমার এই ভানের দরুন পাছে তারাও আমার কারণে পথভ্রষ্ট হয় আর আমি আমার বৃদ্ধ বয়সের জন্য শুধু কলঙ্ক ও অসম্মান অর্জন করি। [২৬] কেননা যদিও এখন মানুষের শাস্তি এড়াতে পারি, তবু জীবিত বা মৃত অবস্থায় কোন মতেই আমি সর্বশক্তিমানের হাত এড়াতে পারব না। [২৭] সুতরাং, এখন বীরপুরুষ হয়েই এজীবন ত্যাগ করে আমি নিজেকে আমার বয়সের যোগ্য বলে দেখাব; [২৮] এতে যুবকদের কাছে সুযোগ্যই একটা আদর্শ রেখে যাব, যেন পবিত্র ও পূজনীয় বিধিনিয়মের জন্য তারাও তৎপরতা ও উৎসাহের সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে!'

একথা বলে তিনি তৎপরতার সঙ্গে পীড়নযন্ত্রের দিকে এগিয়ে চললেন। [২৯] যারা সেদিকে তাঁকে টেনে নিচ্ছিল, তারা তাদের কিছুক্ষণ আগেকার ব্যবহার বিরোধিতায় পরিণত করল, কারণ তিনি যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন, তাদের মতে সেই সব কথা উন্মাদনার নামান্তর। [৩০] কিন্তু তিনি আঘাতের পর আঘাত খেয়ে মরার সময়ে নিশ্বাস ফেলে একথা বললেন, 'পবিত্র জ্ঞান যাঁর অধিকার, সেই প্রভু ভালই জানেন যে, মৃত্যু এড়াতে পারলেও আমি কশাঘাতগ্রস্ত হয়ে দেহে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছি, তবু তাঁর ভয়ের খাতিরে আমি ইচ্ছুক হয়েই প্রাণে এইসব কিছু সহ্য করছি।'

[৩১] তিনি এভাবেই প্রাণত্যাগ করলেন; এতে যুবকদের কাছে শুধু নয়, বেশির ভাগ লোকের কাছেও আপন মৃত্যুকে তৎপরতার দৃষ্টান্ত ও দৃঢ়তার স্মৃতি রূপে রেখে গেলেন।

সাত ভাইয়ের সাক্ষ্যমরণ

৭ [১] সেসময় এমনটি ঘটল যে, সাত ভাই ও তাদের মাকে গ্রেপ্তার করা হল; বেত ও কশাঘাতের জোরে রাজা বিধানবিরুদ্ধ সেই শূকরের মাংস তাদের খেতে বাধ্য করতে চেষ্টা করলেন। [২] সকলের মুখপাত্র হয়ে তাদের একজন বলল, 'আমাদের কাছ থেকে আপনি কোন্ কথা বের করতে বা জানতে চেষ্টা করছেন? আমাদের পিতৃপুরুষদের বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করার চেয়ে আমরা বরং মৃত্যুবরণ করতেই প্রস্তুত!' [৩] রাজা রুষ্ট হয়ে উঠে চাটু ও কড়াইতে আগুন ধরাতে হুকুম দিলেন। [৪] পাত্রগুলো গরমে লাল হয়ে উঠলেই রাজা হুকুম দিলেন, যেন তাদের মুখপাত্র হয়ে যে কথা বলেছিল, তার অন্যান্য ভাই ও তার মায়ের চোখের সামনে তার জিহ্বা কেটে ফেলা হয়, তার মাথার চামড়া উঠিয়ে দেওয়া হয়, ও তার হাত-পা কেটে ফেলা হয়। [৫] তেমন সম্পূর্ণ নিরুপায় অবস্থায় সে তখনও শ্বাস নিচ্ছিল, এমন সময় রাজা তাকে আগুনের কাছে নিয়ে গিয়ে তাতে জিয়ন্তই ঝলসে দিতে হুকুম দিলেন। চাটুর ধূম চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে অন্যান্য ভাইয়েরা ও তার মা বীরের মত মৃত্যুবরণ করতে পরস্পরকে উৎসাহ দিতে লাগল; তারা বলছিল, [৬] 'প্রভু ঈশ্বর লক্ষ করছেন, আর তিনি অবশ্যই আমাদের প্রতি সহবেদনশীল, যেমনটি মোশি তাঁর সেই গীতিকায় স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাঁর আপন দাসদের প্রতি করুণা দেখাবেন।'

[৭] প্রথমজন এইভাবে ইহলোক ত্যাগ করলে পর তারা বিদ্রূপের মধ্যে দ্বিতীয়জনকে পীড়ন করার জন্য টেনে নিল, এবং তার মাথার চামড়া-সমেত চুল ছিঁড়ে ফেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার শরীর অঙ্গে অঙ্গে নিপীড়িত হওয়ার আগে তুমি কি সেই মাংস খেতে রাজি?' [৮] মাতৃভাষায় উত্তর দিয়ে সে বলল, 'না!' তাই সেও প্রথমজনের সেই একই পীড়ন ভোগ করল। [৯] শেষ নিশ্বাস টানতে টানতে সে বলে উঠল, 'পাষণ্ড! আপনি বর্তমান জীবন থেকেই আমাদের মুছে দিতে পারেন বটে, কিন্তু

আমরা তাঁর বিধিনিয়মের জন্য মৃত্যুবরণ করছি বলে, বিশ্বরাজ যিনি, তিনি নবীন ও অনন্ত জীবনেই আমাদের পুনরুত্থিত করে তুলবেন।'

[১০] দ্বিতীয়জনের পর তৃতীয়জনকে পীড়ন করা হল; তাদের হুকুমে সে সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বা বের করে ও সাহসভরে হাত দু'টো বাড়িয়ে দিয়ে [১১] সসম্মানে বলল, 'স্বর্গ থেকেই এই অঙ্গগুলো পেয়েছি; তাঁর বিধিনিয়মের খাতিরে এগুলোর প্রতি আমার কোন চিন্তা নেই; আশা রাখি, তাঁর কাছ থেকে এগুলো আবার পাব!' [১২] পীড়ন এতই তুচ্ছ করতে পারে, যুবকটির এমন তেজ দেখে রাজা নিজে ও তাঁর পরিষদেরা সকলেই অবাক হলেন। [১৩] একেও মেরে ফেলে তারা একই পীড়ন দ্বারা চতুর্থজনকেও নিপীড়ন করতে লাগল। [১৪] মৃত্যুক্ষণ কাছে এলে সে বলল, 'মানুষের কারণে মৃত্যুবরণ করা উত্তম, যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন আশা পূরণের প্রতীক্ষা করতে পারি যে, তিনি আমাদের পুনরুত্থিত করবেন; কিন্তু আপনার পুনরুত্থান জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থান হবে না।' [১৫] তারপর পঞ্চমজনকে আনা হল, তাকেও তারা পীড়ন করতে লাগল; [১৬] কিন্তু রাজার দিকে তাকাতে তাকাতে সে বলল, 'মানুষদের উপরে আপনার অধিকার আছে, এবং নিজে মরণশীল হয়েও আপনি যাই খুশি করতে পারেন; কিন্তু মনে করবেন না যে, আমাদের জনগণ ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। [১৭] আপনি শুধু অপেক্ষা করুন, তবে নিজেই দেখতে পাবেন তাঁর প্রতাপের মহত্ত্ব আপনাকে ও আপনার বংশধরদের কেমন পীড়ন করবে।' [১৮] এর পরে তারা ষষ্ঠজনকে নিল; মৃত্যুবরণ করতে করতে সে বলল, 'নির্বোধের মত নিজেকে ভোলাবেন না; আমাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি বলে আমরা আমাদের দোষের ফলেই এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করছি; আর সেজন্য আমাদের উপর তেমন মারাত্মক দশা এসে পড়েছে। [১৯] কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবার পর আপনি যে শাস্তি থেকে রেহাই পাবেন, তা মনে করবেন না।'

[২০] কিন্তু তবু মায়েরই আচরণ বিশেষ প্রশংসা ও সম্মানপূর্ণ স্মৃতির যোগ্য, কেননা সাত সন্তান সকলকেই একই দিনে মৃত্যুবরণ করতে দেখেও তিনি প্রভুর উপরে তাঁর সমস্ত আশার খাতিরে এই সমস্ত কিছু সাহসভরে সহ্য করে নিলেন। [২১] উদার অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণা হয়ে ও আপন নারীসুলভ কোমলতাকে পুরুষযোগ্য সাহস দিয়ে

দৃঢ়তর করে তুলে তিনি মাতৃভাষায় সন্তানদের প্রত্যেকজনকে এই কথা বলে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, [২২] ‘তোমরা কীভাবে আমার গর্ভে স্থান পেয়েছিলে, আমি তা জানি না; আত্মা ও জীবন, তা আমি তোমাদের দিইনি, তোমাদের প্রত্যেকটা অঙ্গও আমি গড়িনি। [২৩] সুতরাং আদিতে যিনি মানুষকে গড়লেন ও সবকিছুর উৎপত্তি নির্ধারণ করলেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা তাঁর দয়াগুণে তোমাদের পুনরায় আত্মা ও জীবন ফিরিয়ে দেবেন, কেননা তাঁর বিধিনিয়মের খাতিরে তোমরা এখন নিজেদের কথা চিন্তা কর না।’

[২৪] আন্তিওখস মনে করছিলেন, নারীটি নাকি তাঁকে অবজ্ঞা করছেন, নারীর গলায় তিনি যেন ঠাট্টার সুর ধরতে পারছেন; আর যেহেতু কনিষ্ঠজন তখনও বেঁচে ছিল, সেজন্য রাজা তাকে যুক্তি দেখাচ্ছিলেন, আর শুধু কথা দিয়ে নয়, দিব্যি দিয়ে এমন প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছিলেন যে, সে যদি তার পিতৃপুরুষদের প্রথা ত্যাগ করে, তাহলে তিনি তাকে ধনবান করবেন, বড় সুখীও করবেন, এমনকি তাকে তাঁর আপন বন্ধু-পদে উন্নীত করবেন ও তাকে কতগুলো সরকারী দায়িত্ব দেবেন। [২৫] ছেলেটি তেমন কথায় আদৌ কান দিচ্ছিল না বিধায় রাজা তার মাকে ডেকে বারবার বললেন, তিনিই যেন ছেলেটিকে সদুপদেশ দেন সে যেন নিজেকে বাঁচাতে পারে। [২৬] রাজা একথা বারবার বলার পর তিনি সন্তানকে সদুপদেশ দিতে রাজি হলেন; [২৭] তখন তার দিকে ঝুঁকে তিনি নিষ্ঠুর সেই অত্যাচারীকে ভুলিয়ে মাতৃভাষায় ছেলেটিকে বললেন, ‘সন্তান, আমাকে দয়া কর! আমি তোমাকে ন’মাস ধরে গর্ভে বহন করেছি, তিন বছর ধরে তোমাকে দুধ দিয়েছি, তোমাকে লালন-পালন করেছি, এই বয়স পর্যন্ত তোমাকে চালনা করেছি, তোমার জন্য সবই ব্যবস্থা করেছি। [২৮] সন্তান, দোহাই তোমার! আকাশ ও পৃথিবীর দিকে একবার চেয়ে দেখ, সেখানে যা কিছু রয়েছে, তা লক্ষ কর, আর একথা জেনে নিও যে, ঈশ্বর এমন কোন কিছু থেকে সেইসব গড়েননি, যা আগে থেকেই ছিল; আর মানবজাতির উৎপত্তিও সেইরূপ। [২৯] তুমি এই ঘাতকটাকে ভয় পেয়ো না; কিন্তু তোমার ভাইদের যোগ্য ভাই বলে নিজেকে দেখিয়ে মৃত্যু গ্রহণ করে নাও, যেন দয়ার দিনে আমি তোমার ভাইদের সঙ্গে তোমাকেও ফিরে পেতে পারি।’

[৩০] তিনি কথা বলা শেষ করছেন, এমন সময় যুবকটি বলল, ‘তোমরা কিসের অপেক্ষায় আছ? আমি তো রাজার আদেশ মেনে নিতে যাচ্ছি না, সেই বিধানেরই

আদেশের প্রতি বরং বশ্যতা স্বীকার করি, যা মোশির মধ্য দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া হয়েছে। [৩১] কিন্তু আপনি, আপনি যিনি হিব্রুদের সমস্ত অমঙ্গলের সাধক, আপনি তো ঈশ্বরের হাত এড়াতে পারবেন না। [৩২] আমরা আমাদের পাপের জন্য যন্ত্রণাভোগ করছি; [৩৩] আর আমাদের শাস্তি ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে যদিও জীবনময় প্রভু ক্ষণিকের মত আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ, তবুও তিনি যথাসময় তাঁর এই দাসদের প্রতি আবার মুখ তুলে চাইবেন। [৩৪] কিন্তু আপনি, হে ধূর্ত, সকল মানুষের মধ্যে আপনিই, হে সবচেয়ে ভক্তিহীন, আপনি যে স্বর্গের সন্তানদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াচ্ছেন, গুপ্ত যত আশা পোষণ করে নিজেকে অযথা বড় করবেন না, [৩৫] কারণ সর্বদ্রষ্টা সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিচার থেকে এখনও রেহাই পাননি। [৩৬] আমাদের ভাইয়েরা, ক্ষণিকের নিপীড়ন সহ্য করে অমর জীবনের উদ্দেশে ঈশ্বরের সন্ধির জন্য মারা পড়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের বিচারমঞ্চে আপনি আপনার স্পর্ধার যোগ্য শাস্তি ভোগ করবেন। [৩৭] আমার ভাইয়েরা যেমন করেছে, তেমনি আমিও পিতৃপুরুষদের বিধিনিয়মের জন্য দেহ ও প্রাণ উৎসর্গ করছি; এতে ঈশ্বরকে মিনতি জানাই, যেন তিনি তাঁর আপন জনগণের প্রতি শীঘ্রই দয়া দেখান, আর তীব্র আঘাত ও দুর্বিপাকের মধ্যে যেন আপনাকে স্বীকার করতে হয় যে, একমাত্র তিনিই ঈশ্বর, [৩৮] যাতে করে, আমাদের সমস্ত জাতির উপরে সর্বশক্তিমানের যে ক্রোধ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই নেমে পড়েছে, আমার ও আমার ভাইদের নিয়েই যেন সেই ক্রোধ ক্ষান্ত হয়ে পড়ে।’

[৩৯] রাজা, যিনি ইতিমধ্যে তেমন ঠাট্টা-তামাশার জন্য অধিক রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, তিনি আরও রেগে উঠে অন্যান্য ভাইদের চেয়ে এই ছেলেটির প্রতি আরও নিষ্ঠুরতা দেখালেন। [৪০] তাই এও প্রভুতে সম্পূর্ণ ভরসা রেখে অকলুষিত অবস্থায় পরজীবনে পার হল। [৪১] সন্তানদের পরে মাও অবশেষে মরলেন।

[৪২] কিন্তু আর নয়, যজ্ঞ সংক্রান্ত ভোজ এবং অচিন্তনীয় নিষ্ঠুরতা বিষয়ে এই বর্ণনা যথেষ্ট হোক।

বিপ্লবে ধর্মাগ্রহীদের জয়লাভ

মাকাবীয় যুদার বিপ্লব

৮ [১] যুদা, যিনি মাকাবীয় বলেও পরিচিত, ও তাঁর সঙ্গীরা গ্রামে গ্রামে গোপনে গিয়ে তাঁদের স্বদেশীয় লোকদের নিজ দলে সংগ্রহ করছিলেন; যারা ইহুদী ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থেকেছিল, তাদেরও জড় করে তাঁরা অবশেষে প্রায় ছ'হাজার লোক সংগ্রহ করলেন। [২] তাঁরা প্রভুর কাছে মিনতি নিবেদন করলেন, যেন তিনি সকলের পায়ে পদদলিত এই জনগণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, ভক্তিহীনদের দ্বারা অপবিত্রীকৃত মন্দিরের প্রতি দয়া করেন, [৩] যে নগরী বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ করা হচ্ছে, তার প্রতি যেন করুণা দেখান, যে রক্ত তাঁর সাক্ষাতে চিৎকার করছে, সেই ঝরানো রক্তের চিৎকার যেন কান পেতে শোনেন, [৪] নিরপরাধী শিশুদের নিষ্ঠুর সংহার ভুলে না যান, ও তাঁর নামের বিরুদ্ধে উচ্চারিত ভক্তিহীন কথার বিষয়ে প্রতিশোধ নেন। [৫] নিজেকে দলপতি ক'রে মাকাবীয় এবার বিজাতীয়দের কাছে অপরাজেয় হয়ে উঠলেন, কেননা প্রভুর ক্রোধ দয়ায় পরিণত হয়েছিল। [৬] যত শহর ও গ্রামের উপরে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি সেগুলিকে পুড়িয়ে দিতেন, সুবিধাজনক স্থান হস্তগত করতেন, ও শত্রুদের উপরে বেশ ভারী আঘাত হানতেন; [৭] তেমন আক্রমণের জন্য উপযুক্ত সময় হিসাবে তিনি সাধারণত রাত্রিই বেছে নিতেন। তাঁর বীর্যবত্তার খ্যাতি সর্বস্থানে ধ্বনিত ছিল।

নিকানোর ও গর্গিয়াসের রণ-অভিযান

[৮] যুদা এই ব্যাপারে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করছেন ও সফলতা লাভে অবিরত এগিয়ে যাচ্ছেন দেখে ফিলিপ কৈলেস-সিরিয়া ও ফৈনিকিয়ার সামরিক শাসক তলেমির কাছে পত্র লিখে পাঠালেন, যেন রাজ-সুবিধার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে সহকারী সৈন্যদল পাঠানো হয়। [৯] তলেমি পাত্রক্লুসের সন্তান নিকানোরকে—ইনি ছিলেন প্রধান রাজবন্ধুদের একজন—নিযুক্ত করলেন, এবং ইহুদী জাতিকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করার জন্য তাঁকে ইতস্তত না করেই আন্তর্জাতিক এক সৈন্যদলের অধিনায়ক হিসাবে পাঠালেন; সৈন্যদলের সংখ্যা কমপক্ষে কুড়ি হাজার লোক; এবং নিকানোরের সহকারী

হিসাবে তিনি গর্গিয়াসকে নিযুক্ত করলেন: এই গর্গিয়াস ছিলেন পেশাদার সেনাপতি ও যুদ্ধক্ষেত্রে সুদক্ষ যোদ্ধা। [১০] নিকানোর একটা প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন, যা অনুসারে রোমীয়দের কাছে রাজার পক্ষ থেকে যে রাজকর দেয় ছিল, সেই দু'হাজার তলন্ত ইহুদী যুদ্ধবন্দিকে বিক্রি করেই তোলা হবে। [১১] এমনকি, ইতস্তত না করে তিনি সমুদ্রতীরের শহরগুলির কাছে আমন্ত্রণ-পত্র পাঠালেন, যেন তারা এসে ইহুদী ক্রীতদাস কেনে: প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এক মোহরের বিনিময়ে তিনি নব্বইজন বন্দি দেবেন; তিনি তো কল্পনা করতে পারছিলেন না যে, সর্বশক্তিমানের প্রতিফল তাঁর উপরে নেমে আসছিল।

[১২] নিকানোরের রণ-অভিযানের খবর যুদার কাছে এলে তিনি শত্রুদের আগমনের বিষয়ে নিজের লোকদের সতর্ক করলেন। [১৩] তাই যারা ভীরুব্যক্তি ও যত লোক ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে আস্থা রাখত না, তারা সেই সমস্ত জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেল। [১৪] অন্য কেউ তাদের বাকি সম্পদ বিক্রি করে একই সময়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করত, দুর্জন নিকানোর আক্রমণের আগেও যাদের বিক্রি করে দিয়েছিলেন, প্রভু যেন তাদের নিস্তার করেন— [১৫] যদিও তাদের নিজেদের খাতিরে নয়, কমপক্ষে তাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সেই সন্ধির খাতিরে, আর তাঁর সেই গৌরবময় ও মহিমময় নামেরই খাতিরে, যা তারা বহন করত।

[১৬] মাকাবীয় নিজের লোক জড় ক'রে—তারা সংখ্যায় ছিল প্রায় ছ'হাজার যোদ্ধা —তাদের উৎসাহ দিতেন, যেন শত্রুদের সামনে নিরাশ না হয়, তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ভাবে আসা সেই বিজাতীয় লোকারণ্যের সামনেও যেন ভয়ে অভিভূত না হয়, তারা বরং যেন বীরপুরুষেরই মত লড়াই করে; [১৭] তারা নিজেদের চোখের সামনে যেন সেই সমস্ত হিংসাত্মক কর্ম রাখে, যা সেই বিজাতীয়েরা পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে ভক্তিহীনভাবে সাধন করল; নগরীর প্রতি ওরা কেমন অপমানজনক ও অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার করল, এবং ঐতিহ্যগত জীবনাদর্শ কেমন বাতিল করল, এই সমস্ত কথাও তারা যেন চোখের সামনে রাখে। [১৮] তিনি বললেন, 'এরা নিজেদের অস্ত্র ও দুঃসাহসের উপরে ভরসা রাখুক, কিন্তু আমরা সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখি, যিনি, তাঁর বিরুদ্ধে যারা এগিয়ে আসে, তাদের ও সেইসঙ্গে গোটা জগৎকেও এক চিহ্নেই নিপাত করতে

সক্ষম।' [১৯] পিতৃপুরুষদের আমলে যত ঐশ হস্তক্ষেপ ঘটেছিল, তিনি তা তাদের মনে করিয়ে দিলেন, যথা: সেন্নাখেরিবের সময়, যখন এক লক্ষ পঁচাশি হাজার লোক মারা পড়েছিল; [২০] আরও, বাবিলনের সময়, যখন গালাতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে ইহুদীদের সংখ্যা কেবল আট হাজার যোদ্ধা ছিল, ও তাদের সঙ্গে ছিল চার হাজার মাকিদনীয় যোদ্ধা, অথচ মাকিদনীয়েরা নিপাতিত হতে হতে সেই আট হাজার যোদ্ধা স্বর্গ থেকে পাওয়া সহায়তা গুণে এক লক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করল এবং এর ফলে প্রচুর মালও লুট করে নিল।

[২১] তেমন কথা বলে তিনি তাদের এতই উৎসাহিত করে তুললেন যে, তারা বিধিনিয়ম ও দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হল; পরে তিনি সেনাবাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করলেন: [২২] প্রতিটি সৈন্যশ্রেণির নেতা হিসাবে তিনি তাঁর আপন ভাই সেই শিমোন, যোসেফ ও যোনাথানকে নিযুক্ত করলেন; এক একজনের অধীনে ছিল এক হাজার পাঁচজন যোদ্ধা; [২৩] তারপর তিনি এস্‌দ্রিয়াকে পবিত্র পুস্তক পাঠ করে শোনাতে আজ্ঞা দিলেন, এবং "ঈশ্বর থেকেই সাহায্য" এই সাঙ্কেতিক স্বরধ্বনি দিয়ে প্রথম সৈন্যশ্রেণির মাথায় গিয়ে নিকানোরকে আক্রমণ করলেন। [২৪] সর্বশক্তিমান তাদের মিত্র হওয়ায় তারা ন'হাজারের বেশিই শত্রুকে বধ করল, নিকানোরের বেশির ভাগ সৈন্যদের আহত বা পঙ্গু করল, ও বাকি সকলকে পালাতে বাধ্য করল। [২৫] আর তাদের কেনার জন্য যারা অগ্রিম টাকা দিয়েছিল, তাদের সেই টাকাও তাদের হাতে পড়ল। যথেষ্ট সময় শত্রুদের পিছনে ধাওয়া করার পর তারা ফিরে গেল, কেননা আর বেশি সময় ছিল না; [২৬] বস্তুত শাব্বাতের পূর্বসন্ধ্যাই ছিল, আর এই কারণে তারা শত্রু-ধাওয়াতে আর বেশি সময় দিতে পারল না। [২৭] শত্রুদের অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে ও সমস্ত কিছু লুট করে নিয়ে তারা, যেহেতু শাব্বাৎ ছিল, সেজন্য আরও গভীরভাবে সেই প্রভুকে ধন্য বলে তাঁর স্তুতিবাদ করল, যিনি ত্রাণকর্ম সাধন করেছিলেন এবং এই দিনটিতে তাদের জন্য তাঁর দয়ার প্রথম শিশির-বিন্দু নিরূপণ করেছিলেন। [২৮] শাব্বাৎ অতিবাহিত হলে পর তারা লুটের মালের একটা অংশ নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে, এবং বিধবা ও এতিমদের মধ্যে ভাগ ভাগ করে দিল, এবং বাকিটুকু নিজেদের মধ্যে ও তাদের ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করল। [২৯] একাজ সমাধা করে

তারা দয়াবান প্রভুর কাছে সাধারণ প্রার্থনা নিবেদন করল, তাঁকে সনির্বন্ধ আবেদন জানাল, যেন তিনি তাঁর দাসদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপেই পুনর্মিলিত হন।

তিমথি ও বাক্কিদেস পরাজিত

[৩০] তারা তিমথি ও বাক্কিদেসের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করল, তাঁদের কুড়ি হাজারের বেশি সৈন্যদের মেরে ফেলল ও নানা উচ্চ গড় হস্তগত করল। সেই প্রচুর লুটের মাল তারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ ভাগ করল: এক ভাগ নিজেদের জন্য, ও অন্য ভাগ নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য ও বিধবা ও এতিমদের জন্য রাখল; বৃদ্ধদের কথাও তারা মনে রাখল। [৩১] যত্নের সঙ্গে শত্রুদের অস্ত্রশস্ত্র কুড়িয়ে তারা সেই সমস্ত কিছু উপযুক্ত জায়গায় রেখে লুটের বাকি অংশ যেরুশালেমে নিয়ে গেল। [৩২] তারা তিমথির রক্ষীদলের উপজাতীয় নেতাকেও বধ করল; সে তো নিতান্ত ধূর্ত এক লোক ছিল, এবং ইহুদীদের সে বড় কষ্ট দিয়েছিল। [৩৩] যেরুশালেমে জয়লাভ উদ্‌যাপন করার সময়ে তারা তাদের পুড়িয়ে দিল, যারা পবিত্র তোরণদ্বারে আগুন দিয়েছিল; তাদের সঙ্গে সেই কাল্লিস্থেনেসকেও পুড়িয়ে দিল, যে ক্ষুদ্র একটা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল: সে তার ভক্তিহীন কর্মের যোগ্য মজুরি পেল।

নিকানোরের পলায়ন ও স্বীকারোক্তি

[৩৪] তিনগুণ অপকর্মা যে নিকানোর, যিনি ইহুদীদের বিক্রি করার জন্য এক হাজার ব্যবসায়ী আমন্ত্রণ করেছিলেন, [৩৫] তিনি, যাদের নগণ্য বলে জ্ঞান করেছিলেন, সেই লোকদেরই দ্বারা—ঈশ্বরের সাহায্যে—নিজেকে অবনমিত দেখে নিজের দীপ্তিময় পোশাক ত্যাগ করলেন, এবং পলাতক এক ক্রীতদাসের মত মাঠের মধ্য দিয়ে অসহায় অবস্থায় যেতে যেতে আন্তিওখিয়ায় সৌভাগ্য বশতই গিয়ে পৌঁছলেন—আসলে তাঁর সমস্ত সেনাবাহিনী বিনষ্ট হয়েছিল। [৩৬] এভাবে, যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যেরুশালেমে বন্দিদের বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে রোমীয়দের জন্য রাজকর পূরণ করবেন, তিনি এখন স্বীকার করছিলেন যে, ইহুদীদের রক্ষাকর্তা একজন ছিলেন, এর ফলে ইহুদীরা অপরাজেয় ছিল, যেহেতু তারা সেই রক্ষাকর্তার আদিষ্ট বিধিনিয়ম পালন করছিল।

আন্তিওখস এপিফানেসের মৃত্যু

৯ [১] প্রায় একই সময়ে আন্তিওখস পারস্যের অঞ্চলগুলি থেকে লজ্জাকর ভাবে ফিরে আসছিলেন। [২] তিনি পের্সেপলিস নামে শহরে প্রবেশ করে এমন মতলব এঁটেছিলেন যে, মন্দিরের সমস্ত কিছু অপহরণ করবেন ও শহর হস্তগত করবেন; কিন্তু শহরবাসীরা সকলে মিলে নিজেদের বাঁচাবার জন্য অস্ত্র ধারণ করল, এবং এর ফলে শহরবাসীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে আন্তিওখস অবমানিত হয়ে পিছটান দিতে বাধ্য হলেন। [৩] এক্‌বাতানায় এসে পৌঁছে তিনি নিকানোর ও তিমথির দশার কথা জানতে পারলেন। [৪] ভীষণ রোষে জ্বলে উঠে তিনি মনস্থ করলেন, যারা তাঁকে পালাতে বাধ্য করেছিল, তাদের দ্বারা ঘটিত পরাজয়ের কলঙ্কের জন্য ইহুদীদেরই উপরে নিজের আক্রোশ ঝেড়ে দেবেন; তাই রথ-চালককে ঘোড়াগুলিকে কখনও না থামিয়ে গন্তব্য স্থান পর্যন্ত চালাতে হুকুম দিলেন; কিন্তু স্বর্গের রায় ইতিমধ্যে তাঁর উপর ঝুলছিল! নিজের অহঙ্কারে তিনি একথা বলেছিলেন, 'সেখানে এসে পৌঁছামাত্র আমি যেরুশালেমকে ইহুদীদের কবরস্থান করব!' [৫] কিন্তু যিনি সমস্ত কিছু দেখেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সেই প্রভু তাঁকে নিরাময়ের অতীত ও অদৃশ্য এক ঘায়ে আঘাত করলেন। বস্তুত আন্তিওখস সেই কথা বলতে না বলতেই নাড়িভুঁড়িতে অসহ্য ব্যথায় ও পেটে ভীষণ যন্ত্রণায় আক্রান্ত হলেন; [৬] আর তেমন কিছু সত্যিই তাঁরই যোগ্য মজুরি, যিনি নানা বর্বর ব্যথাজনক যন্ত্র দ্বারা পরের নাড়িভুঁড়ি যন্ত্রণাভুক্ত করেছিলেন। [৭] তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর আস্ফালনে মোটেই ক্ষান্ত হচ্ছিলেন না, বরং তখনও অহঙ্কারে পূর্ণ হয়ে নিজের ক্ষোভের আগুন নিশ্বাসে নিশ্বাসে ইহুদীদের উপর ছড়াচ্ছিলেন এবং দৌড় আরও দ্রুত করার হুকুম দিচ্ছিলেন, এমন সময়ে রথ হঠাৎ এক পাশে গড়িয়ে পড়লে তিনি রথ থেকে পড়ে গেলেন, আর তেমন পতনের ফলে সর্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হলেন। [৮] যিনি কিছুক্ষণ আগে নিজের অতিমানবিক দর্পের মাথায় মনে করেছিলেন, সমুদ্রের তরঙ্গকেও আজ্ঞা দেবেন ও পর্বতচূড়া দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবেন, এখন ভূপাতিত অবস্থায় তাঁকে দোলে করেই বহন করা দরকার হল: এতে ঈশ্বরের পরাক্রম সকলেরই কাছে প্রকাশ্য, [৯] কেননা সেই দুর্জনের চোখ কীটে এতই ভরে গেল, আর তিনি জীবিত থাকতেও তাঁর মাংস তীব্র যন্ত্রণা ও ব্যথার মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে এমনভাবে পড়ে যাচ্ছিল যে, তাঁর গায়ের

দুর্গন্ধে ও পচা অবস্থায় গোটা সৈন্যদলের অসুখ হল। [১০] যিনি কিছুক্ষণ আগে মনে করেছিলেন, আকাশের জ্যোতিষ্করাজি স্পর্শ করছেন, তাঁর অসহ্য দুর্গন্ধে এখন কেউই তাঁকে বহন করতে এগিয়ে আসতে পারছিল না।

[১১] তখন, অবশেষে, তাঁর সেই শোচনীয় অবস্থায় আন্তিওখস তাঁর অতিরিক্ত অহঙ্কার খর্ব করতে, ও ঐশ কশাঘাতের ফলে প্রকৃত সচেতনতার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন—তবু এর মধ্যেও তীব্র যন্ত্রণায় আক্রান্ত ছিলেন। [১২] নিজে নিজের দুর্গন্ধ আর সহ্য করতে না পেরে তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের কাছে নিজেকে বশীভূত করা ন্যায্য: মরণশীল কোন মানুষের পক্ষে নিজেকে ঈশ্বরের সমতুল্য বলে গণ্য করা ঠিক নয়!' [১৩] তাঁর প্রতি যিনি এখন আর দয়া দেখাবেন না, সেই দুর্জন সেই প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন; তিনি নাকি একথা বলছিলেন যে, [১৪] একটু আগে যা ভূমিসাৎ করার জন্য ও কবরস্থানে পরিণত করার জন্য সেদিকে ছুটে যাচ্ছিলেন, সেই পবিত্র নগরীকে মুক্ত বলে ঘোষণা করবেন; [১৫] আগে সমাধির অযোগ্য মনে ক'রে শিশুদের সমেত যাদের বন্যজন্তুদের খাদ্যরূপে ফেলে দেবেন বলে স্থির করেছিলেন, সেই সকল ইহুদীদের এথেন্স-অধিবাসীদের সমান করবেন; [১৬] আগে যা লুট করেছিলেন, সেই পবিত্র মন্দিরকে অপরূপ উপহার দানে অলঙ্কৃত করবেন, পবিত্র পাত্রগুলিকে অধিক পরিমাণেই ফিরিয়ে দেবেন, এবং নিজ রাজকর দ্বারা যজ্ঞ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বহন করবেন; [১৭] এমনকি, নিজেই ইহুদী হবেন, এবং ঈশ্বরের প্রতাপের কথা প্রচার করার জন্য যত লোকালয়ে ঘুরে বেড়াবেন।

ইহুদীদের কাছে আন্তিওখসের পত্র

[১৮] কিন্তু নিজের যন্ত্রণায় কোন বিরাম না পাওয়ায়—বস্তুত তাঁর উপরে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এসে গেছিল!—তিনি নিজের বিষয়ে আর কোন আশা না রেখে ইহুদীদের কাছে নিম্নলিখিত পত্র লিখে পাঠালেন: পত্রটি মিনতি-ভঙ্গি অনুসারে লেখা, আর তার বাণী এই:

[১৯] 'উৎকৃষ্ট ইহুদীদের কাছে, সেই নাগরিকদেরই কাছে, রাজা ও সেনানায়ক আন্তিওখস তাদের সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। [২০] তোমরা ও তোমাদের ছেলেরা সকলে যদি ভাল থাক এবং তোমাদের সমস্ত কিছু তোমাদের ইচ্ছা

অনুসারে চলে, তবে আমরা স্বর্গের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। [২১] তোমাদের সম্মান ও মঙ্গলময়তার কথা আমি স্মরণ করি।

পারস্যের প্রদেশগুলি থেকে ফিরে এসে অসহ্য পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছি বলে আমি সকলের নিরাপত্তার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন মনে করলাম। [২২] আমি যে আমার অবস্থার বিষয়ে হতাশ হয়েছি এমন নয়, বস্তুত আমি বড় আশা পোষণ করছি, এই পীড়া থেকে রেহাই পাব, [২৩] কিন্তু তবুও একথা ভেবে যে, আমার পিতাও উত্তর প্রদেশগুলিতে রণ-অভিযান চালাবার সময়ে সবসময় রাজ্যভারে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ইঙ্গিত করতেন [২৪] যাতে করে, অপ্রত্যাশিত কোন কিছু ঘটলে কিংবা ভারী অসুবিধার জনরব রটিয়ে পড়লে, দেশনিবাসীরা জানতে পারত রাজ্যভার কার হাতে আছে এবং এর ফলে যেন উদ্বিগ্ন না হয়; [২৫] এবং এ কথা ছাড়া এই বিষয়েও সচেতন হয়ে যে, নিকটবর্তী নৃপতিরা ও আমাদের রাজ্য-সীমানার প্রতিবেশীরা আসল সুযোগের চেষ্টায় আছে ও কী কী ঘটছে তা দেখবার অপেক্ষায় আছে, সেজন্য আমি রাজারূপে আমার ছেলে আন্তিওখসকে মনোনীত করেছি, যাঁকে আমি, উত্তর প্রদেশগুলিতে আগেকার যাত্রা করার সময়েও তোমাদের অনেকের হাতে বারবার ন্যস্ত করেছিলাম ও তোমাদের দায়িত্বে রেখে গেছিলাম। তাঁর কাছে আমার পত্রের অনুলিপি এই পত্রের সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে। [২৬] সুতরাং আমি তোমাদের কাছে মিনতি ও সনির্বন্ধ আবেদন জানাই: আমার কাছ থেকে প্রকাশ্য ও ব্যক্তিগত যত উপকার পেয়েছ, তা স্মরণ করে তোমরা প্রত্যেকে আমার প্রতি ও আমার ছেলের প্রতি যে সদিচ্ছার মনোভাব পোষণ করছ, সেই মনোভাব পোষণে অবিচল থাক। [২৭] আস্থা রাখি, আমার নির্দেশমত তিনি তোমাদের প্রতি ন্যায্যতা ও মানবতা বজায় রেখে সদ্ব্যবহার করবেন।'

[২৮] এইভাবে এই নরঘাতক ও ঈশ্বরনিন্দুক, পরকে যেমন নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ করিয়েছিলেন নিজেই তেমন যন্ত্রণা ভোগ ক'রে, বিদেশী মাটির বুকে, পার্বত্য এলাকায়, ও শোচনীয় অবস্থায় নিজের জীবনের শেষ নাগালে পৌঁছলেন। [২৯] ফিলিপ, যিনি তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন, তাঁর মৃতদেহ বহন করার ভার নিলেন; পরে আন্তিওখসের সন্তানের ভয়ে ফিলোমেতোর তলেমির কাছে মিশরে চলে গেলেন।

মন্দির শুচীকরণ

১০ [১] মাকাবীয় ও তাঁর লোকেরা প্রভু দ্বারা চালিত হয়ে মন্দির ও নগরীর সংস্কার করলেন, [২] এবং বিদেশীরা বাজারে যে যে যজ্ঞবেদি গেঁথেছিল, সেগুলো, আর সেইসঙ্গে যত দেবালয়ও নামিয়ে দিলেন। [৩] তারা সকলে পবিত্রধাম শুচি করল ও অন্য একটা যজ্ঞবেদি গেঁথে তুলল; পরে চকমকি পাথর দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সেই আগুন ব্যবহার ক'রে তারা বলি উৎসর্গ করল—দু'বছর ব্যবধানের পর এই প্রথম যজ্ঞ! —ধূপদাহ করল, প্রদীপগুলি জ্বালাল ও ভোগ-রুটি সাজাল। [৪] একাজ সমাধা করে তারা প্রণিপাত করে প্রভুকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করল, যেন তিনি তেমন অমঙ্গলে তাদের পতিত হতে না দেন, কিন্তু তারা আবার পাপ করলে তিনি যেন প্রসন্নতার সঙ্গেই তাদের সংশোধন করেন এবং ভক্তিহীন ও বর্বর জাতিগুলির হাতে তুলে না দেন। [৫] মন্দির-শুচীকরণ সেই একই দিনে অনুষ্ঠিত হল, যে দিনে বিদেশীরা তা কলুষিত করেছিল, অর্থাৎ একই মাসের, কিস্লেব মাসের পঞ্চবিংশ দিনে। [৬] তারা আনন্দের সঙ্গে আট দিন উদ্‌যাপন করল—যেইভাবে পর্ণকুটির-পর্ব উদ্‌যাপিত হয়; তারা একথা স্মরণ করছিল, অল্পকাল আগে পর্ণকুটির-পর্ব উপলক্ষে তারা পর্বতে পর্বতে ও গুহায় গুহায় বন্যজন্তুর মত কেমন জীবন যাপন করেছিল। [৭] পরে তির্সাস-লাঠি, পল্লবিত শাখা ও খেজুরপাতা হাতে করে তাঁর উদ্দেশে বন্দনা নিবেদন করল, যিনি নিজের পবিত্র স্থান-শুচীকরণ সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন। [৮] উপরন্তু তারা প্রকাশ্য বিধি ও সাধারণ সম্মতি দ্বারা এই সিদ্ধান্ত নিল যে, গোটা ইহুদী জনগণ প্রতি বছর এই সকল দিন উদ্‌যাপন করবে।

৫ম আন্তিওখসের রাজত্বকালের প্রথম পর্ব

[৯] তেমনটি হল এপিফানেস বলে অভিহিত আন্তিওখসের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনাবলি। [১০] এখন আমরা সেই ভক্তিহীনের ছেলে এউপাতোর আন্তিওখসের ইতিকথা ব্যক্ত করব, এবং সেকালের যুদ্ধ-সংগ্রামের নানা অশুভ ফল সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করব। [১১] রাজপদ গ্রহণ করে ইনি রাজ-বিষয়ের পরিচালনায় প্রধান বলে কে যেন একজন লিসিয়াসকে নিযুক্ত করলেন, যিনি ছিলেন কৈলেস-সিরিয়া ও ফৈনিকিয়ার

প্রধান সামরিক শাসক। [১২] অপরদিকে, মাক্রন বলে অভিহিত তলেমি, যিনি ইহুদীদের প্রথম ন্যায়বান শাসক, তিনি, তাদের প্রতি পূর্ববর্তীকালে সাধিত অন্যায়কর্মের কারণে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন, [১৩] আর এই কারণে রাজবন্ধুরা এউপাতোরের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে তিনি বারবার শুনতেন যে, তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে সম্বোধন করা হয়, কারণ তিনি নাকি সাইপ্রাসকে ত্যাগ করেছিলেন, যা তাঁর হাতে ফিলোমেতোর দ্বারা ন্যস্ত করা হয়েছিল, আরও, তিনি এপিফানেস আন্তিওখসের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন; আরও, তিনি তাঁর পদমর্যাদা সম্মানের সঙ্গে পালন করেননি—এই সমস্ত কারণে তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন।

গর্গিয়াস ও ইদুমীয় গড়

[১৪] গর্গিয়াস এবার অঞ্চলের সামরিক শাসক হলেন: তিনি বেতন-ভিত্তিতে সংগ্রহ করা এক সৈন্যদল রাখতেন ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে অবিরত যুদ্ধ-অবস্থায় থাকতেন। [১৫] একইসময়ে ইদুমীয়েরাও, যারা নানা গুরুত্বপূর্ণ গড়ের উপরে কর্তৃত্ব রাখছিল, ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করছিল, এবং যেরুশালেম থেকে আসা যত অপকর্মাকে আশ্রয় দিয়ে যুদ্ধ-অবস্থা বজায় রাখতে চেষ্টা করছিল। [১৬] মাকাবীয়ের লোকেরা প্রার্থনা নিবেদন করে ও ঈশ্বরকে মিনতি জানিয়ে, যেন তিনি তাদেরই মিত্র হন, ইদুমীয়দের গড়গুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালাল, [১৭] এবং তেজের সঙ্গে সেগুলি আক্রমণ করে সেই সুবিধাজনক স্থানগুলি দখল করল, প্রাচীরের উপরে যারা লড়াই করছিল, তাদের প্রতিরোধ করল, এবং যত লোক তাদের হাতে পড়ল তাদের সকলকে বধ করল: তারা না হলেও কমপক্ষে কুড়ি হাজার লোক মেরে ফেলল। [১৮] কিন্তু তবুও কমপক্ষে ন'হাজার লোক দু'টো দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল যা অত্যন্ত দৃঢ় এবং অবরোধে দাঁড়াবার মত প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুতে পূর্ণ। [১৯] তখন শিমোনকে, যোসেফকে, জাখেয়কে ও অবরোধের জন্য যথেষ্ট সৈন্যকে সেখানে রেখে মাকাবীয় এমন অন্য এলাকার দিকে রওনা হলেন, যেখানে তাঁর পক্ষে মনোযোগ রাখা খুবই দরকার ছিল। [২০] কিন্তু শিমোনের লোকেরা অর্থের প্রতি লোভী হওয়ায় গড়ের মধ্যের কয়েকটা লোক দ্বারা উৎকোচ গ্রহণ করতে প্ররোচিত হল, এবং তাদের কাছ থেকে সত্তর হাজার দ্রাক্মা গ্রহণ করে নিয়ে তাদের কয়েকজনকে পালাতে দিল। [২১] ব্যাপারটা

মাকাবীয়কে জানানো হলে তিনি সমাজনেতাদের সংগ্রহ করে তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনলেন যে, শত্রুদের মুক্ত করে দেওয়ায় তারা অর্থের বিনিময়ে তাদের নিজেদের ভাইদেরই বিক্রি করেছে। [২২] তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার পর তিনি ইতস্তত না করে দুর্গ দু'টো আক্রমণ করতে বসলেন। [২৩] তাঁর শুরু করা সমস্ত কর্মকাণ্ডে অস্ত্রের জোরে কৃতকার্য তিনি এই দু'টো দুর্গে কুড়ি হাজারের বেশি লোক মেরে ফেললেন।

যুদা দ্বারা তিমথি পরাজিত ও গেজের শহর হস্তগত

[২৪] তিমথি, যিনি পূর্ববর্তীকালে ইহুদীদের হাতে হার মেনেছিলেন, এবার তিনি বেতন-ভিত্তিতে বিরাট এক সৈন্যদল গঠন করলেন, এবং এশিয়া থেকে এমন অশ্বারোহী দল সংগ্রহ করে যার সংখ্যা তত কম ছিল না, অস্ত্রের জোরে যুদেয়াকে বশীভূত করার অভিপ্রায়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন। [২৫] তিনি কাছে কাছে আসছেন বিধায় মাকাবীয় ও তাঁর লোকেরা মাথায় ধুলা ছড়িয়ে ও বুকের নিচে চটের কাপড় পরে ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানাতে লাগলেন, [২৬] বেদির সামনে প্রণিপাত করে তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাদের প্রতি প্রসন্ন হন, শত্রুদের কাছে নিজেকে শত্রু বলে, ও বিপক্ষদের কাছে বিপক্ষ বলে দেখান—যেমনটি বিধান স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করে। [২৭] প্রার্থনা শেষে তারা অস্ত্র ধারণ করল এবং নগরীর বাইরে যথেষ্ট দূরে যেতে লাগল; তখনই থামল, যখন শত্রুদের কাছাকাছি এসে পৌঁছল। [২৮] ভোরের প্রথম আলোয় দুই পক্ষের সংগ্রাম শুরু হল: নিজের সাফল্য ও জয়ের জামিনরূপে এক পক্ষের কেবল নিজের বীর্যবত্তা নয়, প্রভুতে আস্থাও ছিল, অপর পক্ষ নিজেদের সাহসকেই করছিল যুদ্ধে তাদের প্রধান অবলম্বন। [২৯] সংগ্রাম তীব্রতম অবস্থায় এলে শত্রুরা দেখতে পেল, স্বর্গ থেকে আবির্ভূত হচ্ছেন পাঁচজন দীপ্তিময় পুরুষ যাঁরা সোনার বল্গায় যুক্ত ঘোড়ায় চড়ছিলেন এবং ইহুদীদের চালিত করছিলেন; [৩০] মাকাবীয়ের চারপাশে স্থান নিয়ে ও নিজেদের বর্মে তাঁকে সামলিয়ে তাঁরা তাঁকে অপরাজেয় করছিলেন; কিন্তু বিপক্ষদের বিরুদ্ধে তীর ও বিদ্যুৎ-ঝলক ছুড়ছিলেন যে পর্যন্ত শত্রুরা অন্ধ ও বিহ্বল হয়ে এলোমেলো ভাবে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। [৩১] কুড়ি হাজার পাঁচশ'জন পদাতিক ও ছ'শোজন অশ্বারোহী মারা পড়ল। [৩২] তিমথি নিজে গেজের নামে সুরক্ষিত গড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন;

সেখানে খেরেয়াস অধিনায়ক ছিল। [৩৩] মাকাবীয়ের সৈন্যেরা চার দিন ধরে উৎসাহের সঙ্গে গড়কে অবরোধ করল, [৩৪] আর ইতিমধ্যে যারা অবরুদ্ধ ছিল, তারা জায়গাটার নিরাপত্তায় আস্থা রেখে ভয়ঙ্কর ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা ও ভক্তিহীন কটুবাক্য তাদের দিকে ছুড়ছিল। [৩৫] পঞ্চম দিনের প্রথম আলোয় মাকাবীয়ের কুড়িজন যুবক সেই ঈশ্বরনিন্দাজনক কথায় সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠে সাহসের সঙ্গে প্রাচীরের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে তাদের হাতে যে কেউ পড়ল তাদের সকলকে হিংস্রতার সঙ্গে টুকরো টুকরো করল। [৩৬] অন্য কেউ পিছন থেকে প্রবল হামলা চালিয়ে উচ্চ গড়গুলি দাহ করল, এবং আগুন জ্বালিয়ে সেই ঈশ্বরনিন্দুক সকলকে জিয়ন্তই পুড়িয়ে দিল; এর মধ্যে সেই প্রথম দল নগরদ্বার খুলে দিয়ে অন্য সৈন্যদের শহরের ভিতরে আসবার সুযোগ দিল আর তাদের আগে আগে শহরকে দখল করল। [৩৭] তিমথি একটা গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে, তাঁর ভাই খেরেয়াস ও আপল্লোফানেসকে বধ করল। [৩৮] লড়াই শেষে তারা বন্দনাগান ও ধন্যবাদগীতি গেয়ে সেই প্রভুকে ধন্য বলল, যিনি ইস্রায়েলকে এত কৃপা দেখিয়েছিলেন ও তাদের বিজয়ভূষিত করেছিলেন।

লিসিয়াসের প্রথম রণ-অভিযান

১১ [১] এই ঘটনার পর পরেই লিসিয়াস, যিনি রাজার অভিভাবক ও আত্মীয় ছিলেন এবং রাজ-বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন, এই সমস্ত ঘটনার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে, [২] প্রায় আশি হাজার পদাতিক সৈন্য ও তাঁর সমস্ত অশ্বারোহী বাহিনী জড় করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেলেন; তাঁর অভিপ্রায়: তিনি নগরীকে গ্রীকদের বাসস্থান করবেন, [৩] বিজাতীয়দের অন্যান্য উপাসনা-গৃহের মত মন্দিরের কাছ থেকেও রাজকর আদায় করবেন, এবং মহাযাজকত্ব-পদকে বাৎসরিক বিক্রয়ের বস্তু করবেন। [৪] তিনি তো ঈশ্বরের প্রতাপের কথায় কোন মতেই মূল্য দিচ্ছিলেন না, কিন্তু হাজার হাজার পদাতিক, হাজার হাজার ঘোড়া ও আশিটা হাতির প্রতাপেই ভর করছিলেন।

[৫] যুদেয়াতে প্রবেশ করে ও বেথ্-জুরের কাছে এগিয়ে এসে—এই বেথ্-জুর ছিল যেরুশালেম থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরবর্তী সুরক্ষিত একটা স্থান—তিনি তা অবরোধ করলেন। [৬] যখন মাকাবীয়ের লোকেরা জানতে পারল যে, লিসিয়াস নানা

গড় অবরোধ করছেন, তখন হাহাকার ও চোখের জলের মধ্যে তারা ও গোটা জনগণ প্রভুকে মিনতি জানাল, যেন তিনি ইস্রায়েলকে ত্রাণ করতে তাঁর মঙ্গলকর এক দূত পাঠান। [৭] মাকাবীয় নিজে সকলের আগে অস্ত্র কোমরে বেঁধে তাদের ভাইদের সাহায্যে যাবার জন্য নিজের সঙ্গে বিপদের সম্মুখীন হতে অন্য সকলকে আহ্বান করলেন। [৮] তারা তখনও যেরুশালেমের কাছে আছেন, এমন সময়ে তাদের সামনে অগ্রনায়করূপে ঘোড়ার পিঠে বসা সাদা পোশাক-পরিবৃত এক অশ্বারোহী দেখা দিলেন: তিনি সোনার অস্ত্র নাড়াচ্ছিলেন। [৯] তারা সকলে মিলে দয়াবান ঈশ্বরকে ধন্য বলল, এবং হৃদয়ে এমন উৎসাহ অনুভব করল যে, মানুষকে শুধু নয়, হিংস্রতম বন্যজন্তুকে ও লোহার প্রাচীরকেও আক্রমণ করতে প্রস্তুত। [১০] তারা যুদ্ধের জন্য শ্রেণিভুক্ত হয়ে এগিয়ে চলছিল, আর তাদের সঙ্গে স্বর্গ থেকে আসা এক মিত্র ছিলেন, কেননা প্রভু তাদের প্রতি দয়া দেখিয়েছিলেন। [১১] শত্রুদের উপরে সিংহেরই মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা এগারো হাজার পদাতিক ও এক হাজার ছ'শো অশ্বারোহীকে ভূপাতিত করল, বাকি সকলকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করল। [১২] বেশির ভাগ পলাতকেরা আহত ও অস্ত্রবিহীন অবস্থায় নিজেদের বাঁচাতে পারল; লিসিয়াস নিজে লজ্জাকর পলায়ন দ্বারাই রেহাই পেলেন।

ইহুদীদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন

[১৩] কিন্তু লিসিয়াস আদৌ কম বুদ্ধির মানুষ ছিলেন না; যে পরাজয় এইমাত্র ভোগ করেছিলেন যখন তিনি সেই সম্বন্ধে চিন্তা করলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, হিব্রুরা অপরাজেয় ছিল কারণ শক্তিশালী ঈশ্বর নিজে তাদের হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তাই তিনি, [১৪] সব বিষয়েই যুক্তিসম্মত শর্ত গ্রহণ করার জন্য তাদের কাছে প্রস্তাব উপস্থাপন করতে লোক পাঠালেন, এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি নিজে চাপ দেবেন যেন রাজা তাদের বন্ধু হন। [১৫] মাকাবীয় সাধারণ কল্যাণের কথা ভেবে লিসিয়াসের সমস্ত প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি জানালেন, আর আসলে মাকাবীয় ইহুদীদের সম্বন্ধে যা কিছু লিসিয়াসের কাছে লিখিত আকারে উপস্থাপন করেছিলেন, রাজা সেই সমস্ত বিষয় মেনে নিলেন।

[১৬] ইহুদীদের কাছে লিসিয়াস যে পত্র লিখে পাঠালেন, তার বাণী এই:

‘আমি, লিসিয়াস, ইহুদীদের সমীপে: শুভেচ্ছা! [১৭] আপনাদের দ্বারা প্রেরিত হয়ে যোহন ও আব্‌শালোম নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে তুলে দিলেন, এবং তাতে উল্লিখিত বিষয়ে সম্মতি চাইলেন। [১৮] রাজাকে যা জানানো প্রয়োজন ছিল, আমি তা জানালাম, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য ছিল, তা তিনি মঞ্জুর করলেন। [১৯] সুতরাং রাজ্যের সুবিধার লক্ষ্যে আপনারা যদি সদিচ্ছা বজায় রাখেন, আমি পরবর্তীকালেও আপনাদের কল্যাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। [২০] সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমি আপনাদের দু’জন প্রতিনিধিকে ও আমার প্রতিনিধিদের নির্দেশ দিলাম, তাঁরা যেন আপনাদের সঙ্গে সেই ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেন। [২১] আপনাদের সমৃদ্ধি হোক। একশ’ আটচল্লিশ সালের দিওস্করস মাস, মাসের চতুর্বিংশ দিন।’

[২২] রাজার পত্রের বাণী এই:

‘আমি, আন্তিওখস রাজা, ভাই লিসিয়াসের সমীপে: শুভেচ্ছা! [২৩] আমাদের পিতা দেবতাদের মধ্যে অতীত হলেন, আমাদের ইচ্ছাই, যেন রাজ্যে নাগরিক সকলে নিরাপত্তার সঙ্গে তাদের নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হতে পারে। [২৪] আমরা সচেতন আছি যে, ইহুদীরা আমাদের পিতার পরিকল্পিত সেই গ্রীক জীবনাদর্শ মেনে নিতে সম্মত নয়, কিন্তু তাদের নিজেদেরই জীবনাদর্শে আসক্ত হয়ে নিজেদের বিধিনিয়ম অনুসরণ করার সম্মতি যাচনা করছে। [২৫] আমাদের পক্ষ থেকে, যেহেতু আমাদেরও ইচ্ছা যে, এই জনগণও যে কোন উদ্বেগ থেকে মুক্ত থাকবে, সেজন্য এই আজ্ঞা জারি করছি, তথা: তাদের মন্দির তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, এবং তারা তাদের পিতৃপুরুষদের রীতিনীতি অনুসারে তাদের সমস্ত ব্যাপার চালিয়ে যাক। [২৬] অতএব আপনার উচিত, দূত পাঠিয়ে তাদের কাছে ডান হাত প্রসারিত করা, যেন আমাদের সিদ্ধান্ত অবগত হয়ে তারা আস্থা রাখে ও মনের আনন্দে নিজেদের সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত থাকে।’

[২৭] জনগণের কাছে রাজার পত্রের বাণী এই:

‘আমি, আন্তিওখস রাজা, ইহুদী প্রবীণসভার সমীপে ও অন্য সকল ইহুদীর সমীপে: শুভেচ্ছা! [২৮] তোমরা ভাল থাকলে, তবে আমাদের ইচ্ছাও পূর্ণ; আমরা নিজেরাই ভাল আছি। [২৯] মেনেলাওস আমাদের জানালেন যে, তোমরা বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমাদের ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকতে ইচ্ছা কর। [৩০] এই পরিপ্রেক্ষিতে, যারা ক্সান্থিকোস

মাসের ত্রিংশ দিনের আগে ফিরে আসবে, তারা নিশ্চিত হোক যে, ভয় করার মত তাদের কিছুই নেই। [৩১] ইহুদীরা তাদের নিজেদের খাদ্য সংক্রান্ত নিয়ম ও আগের মত তাদের বিধিনিয়ম পালন করতে পারবে; এবং অজ্ঞতাবশত সাধিত অপরাধের কারণে তাদের কারও হয়রানি করা চলবে না। [৩২] এবিষয়ে তোমাদের মনের শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আমি মেনেলাওসকে প্রেরণ করলাম। [৩৩] তোমাদের সমৃদ্ধি হোক। একশ' আটচল্লিশ সালের ক্সান্থিকোস মাস, মাসের পঞ্চবিংশ দিন।'

[৩৪] রোমীয়েরাও ইহুদীদের কাছে পত্র পাঠালেন; পত্রের বাণী এই:

'আমরা, রোমীয়দের প্রতিনিধি কুইন্তুস মেম্মিউস, তিতুস মানিলিউস ও মানিউস সের্গিউস, ইহুদী জনগণের সমীপে: শুভেচ্ছা! [৩৫] রাজার আত্মীয় লিসিয়াস আপনাদের যা মঞ্জুর করলেন, সেই বিষয়ে আমরাও সম্মতি জানাচ্ছি। [৩৬] কিন্তু যে যে বিষয় তিনি রাজাকে জানাবেন বলে বিচার-বিবেচনা করলেন, সেই বিষয়ে আমাদের কথা এই: নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করার পর ইতস্তত না করে আপনাদের একজনকে পাঠান, আমরা যেন আপনাদের সুবিধামতই ব্যাপারটা ব্যক্ত করতে পারি, কেননা আমরা আন্তিওখিয়া অভিমুখে পথে আছি। [৩৭] সুতরাং, আপনাদের অভিপ্রায় জানাবার জন্য আমাদের কাছে শীঘ্রই লোক পাঠান। [৩৮] আপনাদের সমৃদ্ধি হোক। একশ' আটচল্লিশ সালের ক্সান্থিকোস মাস, মাসের পঞ্চবিংশ দিন।'

যাফা ও যামনিয়ায় সাধিত জঘন্য কর্ম

১২ [১] এই সমস্ত চুক্তি শেষে লিসিয়াস রাজার কাছে ফিরে গেলেন, আর ইহুদীরা কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হল। [২] কিন্তু স্থানীয় সেনাপতিদের মধ্যে কয়েকজন, তথা: তিমথি, গেন্নেওসের সন্তান আপল্লোনিওস, হিয়েরনিমোস ও দেমোফন, এবং এঁদের বাদে সাইপ্রাসের সামরিক শাসক নিকানোর—এঁরা সকলে ইহুদীদের শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করতে দিচ্ছিলেন না।

[৩] যাফার অধিবাসীরা শোচনীয় একটা দুষ্কর্ম সাধন করল: যত ইহুদীরা তাদের সঙ্গে বাস করছিল, তাদের ও তাদের স্ত্রী-পুত্রদের এই বিশেষ ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত রাখা কয়েকটা নৌকায় উঠতে তারা আমন্ত্রণ জানাল; তাদের ক্ষতি করার অভিপ্রায়ের

একটা ইঙ্গিতমাত্রও ছিল না; [৪] বরং এই সিদ্ধান্ত ছিল শহরবাসীদের মিলিত সঙ্কল্পের ফল; এজন্য ইহুদীরা শান্তি সুস্থির করার উদ্দেশ্যে কোন সন্দেহ পোষণ না করে আমন্ত্রণে সাড়া দিল। কিন্তু ডাঙা থেকে বেশ দূরে যাওয়ার পর তারা তাদের নৌকাগুলি ডুবিয়ে দিল: কমপক্ষে দু'শোজন লোক মরল।

[৫] স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে সাধিত তেমন হিংস্র কর্মের কথা শুনে যুদা তাঁর নিজের লোকদের বিশেষ বিশেষ হুকুম দিলেন, [৬] এবং ন্যায়বিচারক ঈশ্বরকে ডেকে তাঁর ভাইদের ঘাতকদের বিরুদ্ধে রওনা হলেন; রাত্রিবেলায় তিনি বন্দরে আগুন লাগালেন, যত জাহাজ পুড়িয়ে দিলেন আর যত মানুষ সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের সকলকেই খড়্গের আঘাতে মারলেন। [৭] তারপর, যেহেতু নগরদ্বার রুদ্ধ ছিল, তিনি হটলেন; মনে করছিলেন, আর এক দিন এসে যাফার সমস্ত শহরবাসীকে উচ্ছেদ করবেন। [৮] আর যখন জানতে পারলেন যে, যাম্নিয়ার নাগরিকেরা, তাদের মধ্যে যত ইহুদী বাস করছিল, তাদের নিয়ে তারাও একই পদ্ধতি ব্যবহারের অভিপ্রায় করছিল, [৯] তখন রাতে যাম্নিয়ার নাগরিকদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজগুলো সমেত গোটা বন্দরে আগুন দিলেন, আর আগুনের শিখার দীপ্তি যেরুশালেম পর্যন্ত, অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূর পর্যন্তই দেখা যাচ্ছিল।

গিলেয়াদে রণ-অভিযান

[১০] তিমথির দিকে অভিযান চালিয়ে তারা শহর থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে গেছে, এমন সময়ে কমপক্ষে পাঁচ হাজার আরবীয় পদাতিক ও পাঁচশ'জন অশ্বারোহী যুদাকে আক্রমণ করল; [১১] তখন তুমুল লড়াই বেধে গেল, কিন্তু যুদার লোকেরা ঈশ্বরের সাহায্যে জয়ী হল; সেই পরাজিত যাযাবরেরা যুদাকে অনুরোধ করল, যেন তিনি তাদের দিকে বন্ধুত্বের ডান হাত অর্পণ করেন; তারা তাঁকে তাদের পশুধন দেবে ও বাকি সমস্ত বিষয়ে তাঁর সহায়তা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। [১২] এই আরবীয়েরা বহু ক্ষেত্রে তাঁর উপকারিতা করতে পারবে বলে অনুভব করে যুদা তাদের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করতে রাজি হলেন, এবং একে অন্যকে ডান হাত মেলানোর পর আরবীয়েরা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেল।

[১৩] যুদা প্রাচীরবেষ্টিত আর এক শহর আক্রমণ করলেন, যা চারদিকে প্রাকারে ঘেরা ও যার নিবাসীরা নানা জাতির মানুষ ছিল; শহরের নাম কাস্পিন। [১৪] নিজেদের প্রাচীরের শক্তিতে ও প্রচুর খাদ্য-সামগ্রীতে নির্ভরশীল হয়ে তারা যুদার লোকদের প্রতি উদ্ধত ভাব দেখাচ্ছিল, ও টিটকারির সঙ্গে ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা ও অনির্বচনীয় কটুবাক্যও যোগ দিচ্ছিল। [১৫] কিন্তু যুদার লোকেরা বিশ্বের সেই মহাপ্রভুকে ডেকে, যিনি যোশুয়ার সময়ে প্রাচীরভেদক যন্ত্র বা অন্য যুদ্ধযন্ত্র ব্যবহার না করেই যেরিখোর পতন সাধন করেছিলেন, নগরপ্রাচীরের বিরুদ্ধে তীব্র হামলা চালাল। [১৬] ঈশ্বরের ইচ্ছায় তারা শহর হস্তগত করে এমন অবর্ণনীয় মহাসংহার ঘটাল যে, মনে হচ্ছিল, তার কাছাকাছি হ্রদ—দু'শো হাত প্রশস্ত হ্রদ—অধিক পরিমাণ রক্তে পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছিল।

কার্নাইমে সংগ্রাম

[১৭] সেখান থেকে একশ' ত্রিশ কিলোমিটার দূরে গিয়ে তারা খারাক্সে এসে পৌঁছল; শহর ইহুদীদের সেই অঞ্চলে অবস্থিত যা তুবিয়ান বলে পরিচিত; [১৮] কিন্তু সেদিকে তারা তিমথিকে পেল না, কেননা তিনি সেখানে কিছুই করতে পারেননি, কেবল বলবান এক সৈন্যদলকে মোতায়েন রেখে সেখান থেকে চলে গেছিলেন। [১৯] দসিতেওস ও সসিপাতের, মাকাবীয়ের এই দু'জন অধিনায়ক হামলা চালিয়ে গড়ে মোতায়েন রাখা তিমথির লোকদের নিশ্চিহ্ন করল; তারা ছিল দশ হাজারের বেশি যোদ্ধা। [২০] মাকাবীয় নিজে সেনাবাহিনীকে নানা দলে বিভক্ত করে এক একটা দলের জন্য দলপতি নিযুক্ত করলেন এবং তিমথির পিছনে ধাওয়া করলেন: তিমথির সঙ্গে ছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্য ও দু'হাজার পাঁচশ'জন অশ্বারোহী। [২১] যুদা এসেছেন, একথা শুনে তিমথি ইতস্তত না করে কার্নাইম নামে জায়গায় স্ত্রীলোক-বালকদের ও সমস্ত মালপত্র এগিয়ে দিলেন, কেননা জায়গাটা অপরাজেয় ও অগম্য স্থানে অবস্থিত ছিল, যেহেতু তার সমস্ত প্রবেশপথ ছিল অতি সঙ্কীর্ণ। [২২] যুদার প্রথম সৈন্যদল দেখা দিলে শত্রুরা সর্বদ্রষ্টার আত্মপ্রকাশে আতঙ্কিত ও সন্ত্রাসিত হয়ে পালাতে লাগল: একজন এদিকে, একজন ওদিকে ছুটছিল, ফলে একে অন্যকেই প্রায় আঘাত করছিল ও নিজেদের খড়্গের মুখে দৌড়োচ্ছিল। [২৩] যুদা সজোরেই তাদের ধাওয়া করলেন, সেই পাপীদের টুকরো টুকরো করলেন, ও প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষকে নিশ্চিহ্ন

করলেন। [২৪] স্বয়ং তিমথি দসিতেওসের ও সসিপাতেরের লোকদের হাতে পড়ে কুটিলভাবেই তাদের অনুরোধ করছিলেন, যেন তারা তাঁকে রেহাই দিয়ে ছেড়ে দেয়; তাঁর কথা এ ছিল যে, তাদের কারও পিতামাতা ও কারও ভাই তাঁর নিজের হাতে জামিন হয়ে ছিল, যাদের দশা বেশ শোচনীয় হবে! [২৫] অনেক কথার পরে যখন তিনি এই বিষয়ে তাদের নিশ্চিত করলেন যে, নিজের দেওয়া-কথা রক্ষা করবেন ও জামিনদারদের নিরাপদ অবস্থায় ছেড়ে দেবেন, তখন তারা নিজেদের ভাইদের নিরাপত্তার খাতিরে তাঁকে যেতে দিল।

[২৬] পরে যুদা কার্নাইম ও আতার্গাতে-দেবালয়ে গিয়ে পৌঁছে সেখানে পঁচিশ হাজারমানুষ বধ করলেন।

এফ্রোন ও স্কুথোপলিস

[২৭] এদের পরাজিত ও বিনষ্ট করার পর তিনি সুরক্ষিত নগর সেই এফ্রোনের বিরুদ্ধে নিজের সৈন্যদল চালিত করলেন; সেখানে বাস করছিল লিসানিয়াস ও বহু জাতির মানুষ। সেখানকার সবচেয়ে বলবান যুবকেরা নগরপ্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে তেজের সঙ্গে লড়াই করছিল, তাছাড়া শহরের মধ্যে প্রচুর যুদ্ধযন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত ছিল। [২৮] কিন্তু ইহুদীরা সেই প্রভুকে ডেকে, যিনি আপন প্রতাপে শত্রুদের বল ধ্বংস করেন, শহরকে হস্তগত করল ও পঁচিশ হাজার শহরবাসীকে বধ করল। [২৯] সেখান থেকে রওনা হয়ে তারা স্কুথোপলিসের দিকে গেল; [৩০] শহরটা যেরুশালেম থেকে একশ' দশ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু সেখানকার ইহুদী বাসিন্দা যেহেতু এই সাক্ষ্য দিল যে, স্কুথোপলিসের নাগরিকেরা তাদের প্রতি সবসময় সদ্ব্যবহার করেছিল ও দুর্দশার দিনে বিশেষ সহানুভূতি দেখিয়েছিল, [৩১] এজন্য যুদার লোকেরা শহরবাসীদের ধন্যবাদ জানাল, এবং ইহুদী জাতির প্রতি ভাবীকালেও বন্ধুত্ব দেখাতে তাদের অনুরোধ করল।

তারা সপ্ত সপ্তাহ উৎসবের অল্প দিন আগেই যেরুশালেমে এসে পৌঁছল।

গর্গিয়াসের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান

[৩২] পঞ্চাশত্তমী বলে অভিহিত এই পর্বের পর তারা ইদুমেয়ার সেনাপতি গর্গিয়াসের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাল। [৩৩] গর্গিয়াস তাঁর তিন হাজার পদাতিক

সৈন্য ও চারশ'জন অশ্বারোহীর সামনে এগিয়ে এলেন, [৩৪] আর তখন যে যুদ্ধ বেধে গেল, সেই যুদ্ধে অল্প কয়েকজন ইহুদী মারা পড়ল। [৩৫] বাকেনোরের লোকদের মধ্যে দসিতেওস নামে একজন যোদ্ধা—সে নিপুণ অশ্বারোহী বীরপুরুষ ছিল—গর্গিয়াসকে আক্রমণ করল; তাঁর চাদর ধরে সে তাঁকে প্রবল শক্তির সঙ্গে টেনে নিচ্ছিল; চাচ্ছিল, সে সেই ধূর্তকে জীবিতই ধরবে; কিন্তু থ্রাকীয় একজন অশ্বারোহী দসিতেওসের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাঁধ কেটে ফেলল; তাই গর্গিয়াস মারিসাতে পালিয়ে যেতে পারলেন। [৩৬] এদিকে, যেহেতু এস্‌দ্রিয়া ও তার লোকেরা বেশ কিছু সময় ধরে লড়াই করার ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সেজন্য যুদা প্রভুকে মিনতি জানালেন, যেন যুদ্ধে তিনি তাদের মিত্র ও নেতা রূপে নিজেকে দেখান। [৩৭] তারপর মাতৃভাষায় জোর গলায় রণধ্বনি তুলে ও বন্দনাগান করতে করতে তিনি গর্গিয়াসের সৈন্যদলকে আকস্মিক আঘাতে আক্রমণ করে তাদের হটিয়ে দিলেন।

মৃতদের কল্যাণে পাপার্থে বলিদান

[৩৮] পরে যুদা সৈন্যদলকে জড় করে আদুল্লাম শহরের দিকে এগিয়ে গেলেন। সপ্তাহের সপ্তম দিন হওয়ায় তারা প্রথামত আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন করে সেখানে শাব্বাৎ কাটাল। [৩৯] ব্যাপারটা প্রয়োজনীয় বলে দাঁড়িয়েছে বিধায় যুদার লোকেরা পরদিন মৃতদের তাদের পূর্বপুরুষদের সমাধিমন্দিরে তাদের মৃত আত্মীয়দের সঙ্গে সমাধি দেবার জন্য রণক্ষেত্র থেকে মৃতদেহগুলো তুলতে গেল। [৪০] কিন্তু তারা যখন দেখতে পেল যে, প্রত্যেক মৃতজনের জামার নিচে যাম্নিয়ার দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত একটা ছোট্ট মূর্তি আছে—এ ব্যবহার এমন, যা ইহুদীদের পক্ষে বিধানবিরুদ্ধ, তখন, এরা সকলে কোন্ কারণেই মারা পড়েছে, ব্যাপারটা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াল। [৪১] তাই যে ন্যায়বিচারক গুপ্ত অপরাধ স্পষ্ট করে তোলেন, সেই ঈশ্বরের পথ ধন্য ক'রে [৪২] তারা সকলে প্রার্থনায় মন দিল; তারা মিনতি জানাল, যেন সেই সাধিত পাপের জন্য পূর্ণ ক্ষমা দান করা হয়। মহাবীর যুদা যোদ্ধাদের পাপমুক্ত থাকতে সদুপদেশ দিলেন,—তারা তো দেখেছিল সেই মারা পড়া লোকদের পাপের ফল কী! [৪৩] তারপর সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে প্রায় চার হাজার রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ করে তা যেরুশালেমে পাঠিয়ে দিলেন যেন একটা পাপার্থে বলিদান করা হয়; তাঁর এই কাজ সত্যিই মঙ্গলময় ও প্রশংসনীয় কাজ,

কারণ পুনরুত্থানের কথা চিন্তা করেই তিনি তা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। [৪৪] কেননা তাঁর যদি দৃঢ় প্রত্যয় না থাকত যে পতিতেরা পুনরুত্থান করবে, তাহলে মৃতদের কল্যাণে প্রার্থনা করা অনাবশ্যক ও অর্থহীন হত। [৪৫] কিন্তু ভক্তিপূর্ণ অন্তরে যারা চিরনিদ্রা যায়, তাদের জন্য সঞ্চিত অপরূপ পুরস্কারেরই কথা যদি ছিল যুদার লক্ষ্য, তাহলে তাঁর ধারণা সাধু ও পবিত্র ছিল। সুতরাং, মৃতেরা যেন পাপক্ষমা লাভ করে, এই উদ্দেশ্যে তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন, যেন মৃতদের জন্য প্রায়শ্চিত্তবলি উৎসর্গ করা হয়।

৫ম আন্তিওখস ও লিসিয়াসের রণ-অভিযান

মেনেলাওসের ভয়ঙ্কর মৃত্যু

১৩ [১] একশ' ঊনপঞ্চাশ সালে যুদার লোকেরা জানতে পারল যে, এউপাতোর আন্তিওখস বহুসংখ্যক সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে যুদেয়ার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছেন; [২] তাঁর সঙ্গে তাঁর অভিভাবক ও প্রধান মন্ত্রী সেই লিসিয়াসও ছিলেন; উপরন্তু তাঁর ছিল এক লক্ষ দশ হাজার গ্রীক পদাতিক সৈন্য, পাঁচ হাজার তিনশ'জন অশ্বারোহী, বাইশটা হাতি ও তিনশ'টা রথ যার গায়ে কাস্তে লাগানো ছিল। [৩] এদের সঙ্গে মেনেলাওসও যোগ দিলেন; তিনি যথেষ্ট কুটিলতার সঙ্গে আন্তিওখসকে উৎসাহিত করছিলেন, স্বদেশের কল্যাণের খাতিরে নয়, কিন্তু এই অভিপ্রায়ে, রাজা যেন তাঁকে আবার তাঁর আগের পদে নিযুক্ত করেন। [৪] কিন্তু রাজার রাজা সেই পাষণ্ডের উপরে আন্তিওখসের রোষ উত্তেজিত করলেন, আর যখন লিসিয়াস রাজাকে স্পষ্টভাবেই দেখালেন যে, মেনেলাওসই সমস্ত অমঙ্গলের কারণ, তখন আন্তিওখস হুকুম দিলেন, যেন মেনেলাওসকে বেরেয়াতে নিয়ে গিয়ে সেখানকার প্রথা অনুসারে মেরে ফেলা হয়। [৫] সেই জায়গায় পঞ্চাশ হাত উচ্চ একটা ঘর আছে, যা ছাইয়ে ভরা, আর তার ভিতরে উচ্চদেশে ছাইমুখী কিনারা রয়েছে। [৬] যে কেউ ধর্ম সংক্রান্ত চুরি কিংবা অন্য কোন জঘন্য দুষ্কর্মে দোষী বলে সাব্যস্ত হয়, তাকে সকলে সেই উচ্চস্থান থেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলা দেয়। [৭] ঠিক এটি হল সেই দুর্জনের মৃত্যুদশা, আর মেনেলাওস সমাধির জন্য ভূমিও পেলেন না; [৮] তাঁর পক্ষে তা ন্যায্য শাস্তি, কেননা সেই বেদি, যার আগুন ও

ছাই পবিত্র ছিল, তার বিরুদ্ধে বহু দুষ্কর্ম সাধন করার পর ছাইয়েরই মধ্যে তাঁর মৃত্যু হল।

মদীনের কাছে ইহুদীদের প্রার্থনা ও তাদের সফলতা

[৯] সেসময়ে রাজা এগিয়ে যেতে যেতে বর্বর মনোভাব ও অভিপ্রায় পোষণ করছিলেন, অর্থাৎ তাঁর পিতার আমলে ইহুদীদের প্রতি অমঙ্গলকর যা কিছু ঘটেছিল, তিনি তাদের কাছে তার চেয়ে শোচনীয় কিছু দেখাবেন। [১০] একথা শুনতে পেয়ে যুদা জনগণকে দিন-রাত প্রভুর কাছে প্রার্থনায় রত থাকতে আজ্ঞা করলেন, যেন আগে তিনি যেমন বারবার করেছিলেন, তেমনি এবারও তাদের সাহায্য করেন, যারা বিধান, স্বদেশ ও পবিত্র মন্দির থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছিল; [১১] আরও, যে জনগণ এইমাত্র কিছু স্বস্তি পেতে শুরু করছিল, তিনি যেন সেই জনগণকে সেই দুর্নামা বিজাতীয়দের হাতে পড়তে না দেন। [১২] তারা সকলে মিলে তাঁর আদেশমত এই সমস্ত করার পর এবং তিন দিন ধরে অবিরতই হাহাকার, উপবাস ও প্রণিপাত ক'রে দয়াবান প্রভুকে মিনতি জানানোর পর, যুদা তাদের অন্তরে উৎসাহ যুগিয়ে দিলেন ও তাদের তৈরী থাকতে আজ্ঞা দিলেন। [১৩] পরে, প্রবীণবর্গের সঙ্গে আলাদা ভাবে আলাপ-আলোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রাজার সৈন্যদল যুদেয়াতে প্রবেশ করে নগরীকে হস্তগত করার আগে ঈশ্বরের সাহায্যে সংগ্রামের জন্য বেরিয়ে পড়া তাদের উচিত। [১৪] এই সবকিছুর ফলাফল বিশ্বস্রষ্টার হাতে ন্যস্ত করে তিনি বিধিনিয়ম, মন্দির, নগরী, স্বদেশ ও তাদের যত প্রতিষ্ঠানের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বীরপুরুষদের মত লড়াই করতে নিজের লোকদের উৎসাহিত করলেন; পরে মদীনের কাছে শিবির স্থাপন করলেন। [১৫] "ঈশ্বর থেকেই জয়লাভ" তাঁর লোকদের এই সাঙ্কেতিক স্বরধ্বনি দিয়ে তিনি সেরা যোদ্ধাদের মধ্য থেকে বাছাই করা সবচেয়ে বীর্যবান যুবকদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুশিবিরে রাজার তাঁবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তিন হাজার লোক মেরে ফেললেন, ও সবচেয়ে বড় হাতিকে আর সেইসঙ্গে, হাতির পিঠে যে ঘর, তার মধ্যে যে যোদ্ধা ছিল, তাকেও বিঁধিয়ে দিলেন; [১৬] শেষে তাদের এই হামলায় গোটা শিবির আতঙ্কে ও বিভ্রান্তিতে পূর্ণ হলে তারা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ফিরে গেল। [১৭] দিনের নতুন আলো উদিত হতে না হতেই সমস্ত কিছু সমাধা হয়েছিল—সেই প্রভুর রক্ষার খাতিরে, যা তিনি যুদাকে মঞ্জুর করেছিলেন।

ইহুদীদের সঙ্গে ৫ম আন্তিওখসের আপস-মীমাংসা চেষ্টা

[১৮] ইহুদীদের দুঃসাহসের এই প্রমাণ পেয়ে রাজা এবার ছলনা হাতিয়ার করেই তাদের সুরক্ষিত স্থান জয় করতে চেষ্টা করতে লাগলেন; [১৯] তাই তিনি ইহুদীদের সুরক্ষিত গড় সেই বেথ্-জুরের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হল, তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হল, এক কথায় তাঁর সেই আক্রমণে তিনি ব্যর্থ হলেন।

[২০] যুদা অবরুদ্ধদের কাছে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পৌঁছিয়ে দিলেন, [২১] কিন্তু রদোকস—সে ইহুদীয় সৈন্যশ্রেণির একজন—শত্রুদের কাছে গোপন তথ্য জানিয়ে দিল; ইহুদীরা তার খোঁজ নিল, এবং তাকে ধরে দণ্ডিত করল। [২২] রাজা পুনরায় বেথ্-জুরের সৈন্যদলের সঙ্গে আপস-মীমাংসা করতে চেষ্টা করলেন; তিনি বন্ধুত্বের ডান হাত অর্পণ করলেন, তারা তা গ্রহণ করলে তিনি চলে গেলেন, পরে যুদার লোকদের আক্রমণ করলেন, কিন্তু পরাস্ত হলেন। [২৩] এসময় তিনি এই সংবাদ পেলেন যে, ফিলিপ—যাঁকে রাজ-বিষয় দেখাশোনার জন্য আন্তিওখিয়ায় ফেলে রাখা হয়েছিল—বিদ্রোহ করেছিলেন; এতে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়লেন, ইহুদীদের আপস-মীমাংসা করতে আমন্ত্রণ করলেন, তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, এবং শপথ করে কথা দিলেন, তিনি যুক্তিসঙ্গত সমস্ত শর্ত মেনে নেবেন। মীমাংসা হলে পর তিনি বলি উৎসর্গ করলেন, মন্দিরের প্রতি সম্মান দেখালেন ও স্থানটিকে দানশীলতার সঙ্গে সমৃদ্ধ করলেন। [২৪] তিনি মাকাবীয়কে শালীনতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন, এবং হেগেমোনিদেসকে তলেমাইস থেকে গেরেনীয়দের অঞ্চল পর্যন্ত সামরিক শাসক হিসাবে রেখে [২৫] নিজে তলেমাইসে গেলেন। কিন্তু তলেমাইসের অধিবাসীরা তেমন চুক্তিতে অসন্তোষ দেখাল; তারা সংক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানাল ও সেই সমস্ত ব্যবস্থা বাতিল করতে চাইল। [২৬] তখন লিসিয়াস বাণীস্তম্ভে উঠে চুক্তির পক্ষে এমন হৃদয়গ্রাহী কথা বললেন যে, তাদের মন জয় করলেন ও তাদের প্রশমিত করলেন, আর তারা চুক্তির যুক্তি মেনে নিল। পরে তিনি আন্তিওখিয়ায় ফিরে গেলেন। এ-ই রাজার রণ-অভিযান ও তাঁর প্রত্যাগমন বৃত্তান্ত।

মহাযাজক আল্কিমসের কর্মকাণ্ড

১৪ [১] এই সমস্ত ঘটনার তিন বছর পরে যুদার লোকেরা জানতে পারল যে, সেলেউকসের সন্তান দেমেত্রিওস বিরাট এক সৈন্যদল ও নৌবহর নিয়ে ত্রিপোলিস বন্দরে নেমে [২] দেশ হস্তগত করেছিলেন এবং আন্তিওখসকে ও তাঁর অভিভাবক সেই লিসিয়াসকে বধ করেছিলেন। [৩] কে যেন একজন আল্কিমস—যে পূর্বকালে মহাযাজক হয়েছিল, কিন্তু বিদ্রোহের সময়ে স্বেচ্ছায় নিজেকে কলুষিত করেছিল—যখন বুঝল যে, কোনও দিকে তার পক্ষে রেহাই পাবার উপায় ছিল না, পবিত্র বেদির কাছেও তার আর যাবার উপায় ছিল না, [৪] তখন, একশ' একান্ন সালের দিকে, দেমেত্রিওস রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রথানুযায়ী মন্দিরের জলপাইগাছের শাখা বাদে একটা সোনার মুকুট ও একটা খেজুরপাতাও নিবেদন করল; আর সেই দিনের মত সে ওখানে শান্ত রইল।

[৫] শেষে সে তার উন্মাদ সঙ্কল্প বাস্তবায়িত করার সুযোগ পেল: যখন দেমেত্রিওস মন্ত্রণাসভায় তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইহুদীদের মনোভাব ও সঙ্কল্প কী, তখন সে উত্তরে বলল, [৬] 'যে ইহুদীরা নিজেদের হাসিদীয় বলে অভিহিত করে, মাকাবীয় যুদাই যাদের নেতা, তারা যুদ্ধ ও বিদ্রোহ-প্রিয় লোক, এবং রাজ্যকে স্থৈর্য পাওয়ায় বাধা দেয়। [৭] এজন্য আমিও আমার বংশগত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে—বলতে চাই, মহাযাজকত্ব থেকেই বঞ্চিত হয়ে এখানে এসেছি [৮] সর্বপ্রথমে রাজার সুবিধার বিষয়ে অকপট চিন্তা দ্বারা চালিত হয়ে, এবং দ্বিতীয়ত আমার সহনাগরিকদের বিষয়ে চিন্তিত হয়ে, কেননা উক্ত লোকদের দায়িত্বহীন ব্যবহার আমাদের গোটা জাতির মানুষের উপরে কম অমঙ্গল নামিয়ে আনছে না। [৯] হে রাজন্, এই সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অবগত হয়ে আপনি, সকলের প্রতি আপনার অনুগ্রহপূর্ণ প্রসন্নতার খাতিরে, আমাদের দেশের ও আমাদের অত্যাচারিত জাতির ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিন; [১০] কেননা যতদিন যুদা সেখানে থাকে, পরিবেশ-পরিস্থিতি কখনও শান্তি ভোগ করবে না।' [১১] তিনি একথা বলামাত্র বাকি রাজবন্ধুরা—তাঁরা তো যুদার সাফল্যের বিরোধীই ছিলেন!—দেমেত্রিওসের ক্ষোভ জ্বালিয়ে তুললেন। [১২] রাজা সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান হাতি-দলপতি নিকানোরকে যুদেয়ার সামরিক শাসক পদে উন্নীত করলেন, এবং পাঠিয়ে দিয়ে [১৩] তাঁকে এই নির্দেশ দিলেন, যেন যুদাকে উচ্ছেদ করেন, তাঁর সকল

লোককে বিক্ষিপ্ত করেন, ও আল্কিমসকে মহত্তম মন্দিরের মহাযাজকরূপে অধিষ্ঠিত করেন। [১৪] তখন যুদেয়ার সেই বিজাতীয়েরা, যারা যুদার সামনে থেকে পালিয়ে গেছিল, তারা রাশি রাশি করে নিকানোরের সঙ্গে যোগ দিতে ছুটে গেল, যেহেতু তারা ধরে নিচ্ছিল যে, ইহুদীদের দুর্ভাগ্য ও দুর্বিপাক তাদের সৌভাগ্য এনে দেবে।

যুদার সঙ্গে নিকানোরের বন্ধুত্ব

[১৫] যখন ইহুদীরা শুনল যে, নিকানোর আসছেন এবং বিজাতীয়েরা তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হচ্ছে, তখন দেহে ধুলা ছড়িয়ে তারা তাঁরই কাছে মিনতি নিবেদন করল, যিনি তাঁর আপন জনগণকে চিরকালের মত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ও প্রত্যক্ষ আত্মপ্রকাশ দ্বারা তাঁর আপন উত্তরাধিকারকে অনুক্ষণ রক্ষা করে থাকেন। [১৬] তাদের নেতার আদেশে তারা সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে দেসাউ গ্রামের কাছে শত্রুদের সম্মুখীন হল। [১৭] যুদার ভাই শিমোন নিকানোরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু শত্রুদের আকস্মিক আগমনের ফলে একটু পিছটান দিতে বাধ্য হলেন। [১৮] তথাপি নিকানোর যুদার লোকদের বীর্যবত্তা ও স্বদেশের জন্য যুদ্ধ-সংগ্রামে তাদের সাহসের বিষয় অবগত হয়ে তেমন বিষয়ে নিষ্পত্তি করার জন্য রক্তপাতের উপরে নির্ভর করতে সাহস করছিলেন না। [১৯] এজন্য তিনি ইহুদীদের কাছে বন্ধুত্বের ডান হাত অর্পণ ও গ্রহণ করতে পসিদোনিওসকে, থেওদতসকে ও মাত্তাথিয়াসকে পাঠালেন। [২০] দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর দলপতি তাঁর সৈন্যদলকে এর ফলাফল জানিয়ে দিলেন, আর যেহেতু তারা স্পষ্টভাবেই একমত ছিল, চুক্তি গ্রহণ করা হল। [২১] এক বিশেষ দিন স্থির করা হল, যে দিনটিতে দুই পক্ষের দলপতিরা একে অন্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন: এক এক পক্ষ থেকে এক এক পালকি এগিয়ে এল এবং আসন স্থাপন করা হল। [২২] কিন্তু শত্রুদের পক্ষ থেকে হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কিছু সাধিত হতেও পারে, এই ভয়ে যুদা নানা উপযুক্ত স্থানে অস্ত্রসজ্জিত লোক মোতায়েন রাখলেন। তাই দলপতিরা বৈঠকে বসলেন ও মীমাংসায় পৌঁছলেন। [২৩] নিকানোর যেরুশালেমে থাকলেন, নিন্দাজনক কিছুই করলেন না, এমনকি, তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে যত লোক এসেছিল, তাদের ফিরিয়ে দিলেন। [২৪] তিনি চাচ্ছিলেন, যুদা সবসময় তাঁর কাছে থাকবেন, সেই বীরপুরুষের প্রতি তিনি গভীরভাবেই আসক্ত হলেন, [২৫] তাঁকে পরামর্শ

দিলেন, যেন যুদা বিবাহ করেন ও বহু বহু সন্তানের পিতা হন; যুদা বিবাহ করলেন, নিজ পরিবার নিয়ে সেখানে বসতি করলেন ও সাধারণ জীবন যাপন করলেন।

আল্কিমসের প্ররোচনা

নিকানোরের হুমকি

[২৬] সেই দু'জনের পারস্পরিক বন্ধুত্ব দেখে আল্কিমস, তাঁদের দু'জনের মধ্যে যে চুক্তি স্থির করা হয়েছিল, তার একটা অনুলিপি যোগাড় করে দেমেত্রিওসকে গিয়ে একথা বললেন যে, নিকানোর রাজ-সুবিধার বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করছিলেন এবং রাজ্যের বিপক্ষ সেই যুদাকে রাজবন্ধুদের মধ্যে পরবর্তীকালীন খালি স্থান দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। [২৭] এই ধূর্ত ও বুদ্ধিমান লোকের নিন্দাজনক কথায় ক্ষোভে জ্বলে উঠে রাজা নিকানোরকে পত্র লিখে পাঠালেন, তাঁকে একথা বললেন যে, সাধিত চুক্তিতে তিনি একেবারে অসন্তুষ্ট, এবং তাঁকে এই আজ্ঞা দিলেন, যেন সঙ্গে সঙ্গেই মাকাবীয়কে শেকলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁর কাছে আন্তিওখিয়ায় পাঠান। [২৮] তেমন আজ্ঞা পেয়ে নিকানোর উদ্বিগ্ন ও বিহ্বল হয়ে পড়লেন, কেননা যে মানুষ কোন অন্যায় করেননি, তাঁর সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করার চিন্তাও তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। [২৯] কিন্তু, যেহেতু রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, সেজন্য আজ্ঞাটি কৌশল দ্বারা কার্যকর করার জন্য তিনি একটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। [৩০] নিকানোর তাঁর প্রতি ঠাণ্ডা হচ্ছেন ও তাঁর সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিতে আগের চেয়ে বেশি রুক্ষ হচ্ছেন, তা লক্ষ করে যুদা ধরে নিলেন, এই ঠাণ্ডা ভাবের পিছনে অবশ্য কল্যাণকর কিছু নেই, তাই যথেষ্ট সংখ্যক সঙ্গীকে সংগ্রহ করে নিকানোরের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। [৩১] নিকানোর যখন বুঝলেন যে, যুদাই কৌশলের সঙ্গে তাঁকে ফাঁকি দিয়েছেন, তখন সেই মহত্তম ও পবিত্রতম মন্দিরে গেলেন—সেসময়ে যাজকেরা নিয়মিত বলি উৎসর্গ করছিল—এবং লোকটাকে তাঁর হাতে তুলে দিতে তাদের আজ্ঞা করলেন। [৩২] যখন যাজকেরা শপথ করে বলল যে, সেই আসামী যে কোথায় আছেন, তা তারা জানত না, [৩৩] তখন তিনি মন্দিরের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিব্যি দিয়ে শপথ করে বললেন, 'যদি তোমরা যুদাকে শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আমার হাতে তুলে না দাও, আমি ঈশ্বরের এই

আবাস ভূমিসাৎ করব, যজ্ঞবেদি ভেঙে ফেলব, এবং এখানে দিওনিসোস-দেবের উদ্দেশে দীপ্তিময় মন্দির গড়ে তুলব।’ [৩৪] তেমন কথা উচ্চারণ করে তিনি চলে গেলেন। যাজকেরা স্বর্গের দিকে হাত বাড়িয়ে তাঁকেই ডাকল, যিনি আমাদের জনগণের পক্ষে সর্বদাই সংগ্রাম করেছেন; তারা এইভাবে প্রার্থনা করল: [৩৫] ‘হে প্রভু, যাঁর পক্ষে প্রয়োজন কিছুই নেই, তুমি এতেই প্রীত হলে যে, যে মন্দিরে তুমি বসবাস কর, তা আমাদের মাঝেই থাকবে। [৩৬] এখন, হে পবিত্রজন, হে সমস্ত পবিত্রতার প্রভু, তোমার এই গৃহ, যা কিছুকাল আগেই শুচীকৃত হয়েছে, চিরকালের মতই অকলুষিত অবস্থায় রক্ষা কর।’

রাজিজের মৃত্যু

[৩৭] রাজিজ নামে যেরুশালেমের প্রবীণবর্গের কে যেন একজনকে নিকানোরের কাছে অভিযুক্ত করা হল। তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তি, যিনি তাঁর আপন নাগরিকদের ভালবাসতেন; তিনি সকলের কাছে ছিলেন সম্মানের পাত্র, ও তাঁর মঙ্গলময়তার জন্য ইহুদীদের পিতা বলে পরিচিত ছিলেন। [৩৮] বিপ্লবের পূর্ববর্তী দিনগুলিতে তাঁকে ইহুদী-আদর্শাবলম্বন অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, আর আসলে তিনি ইহুদী জীবনাদর্শের জন্য পূর্ণ ধর্মাগ্রহের সঙ্গেই দেহ-মনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। [৩৯] সকল ইহুদীর প্রতি নিজ শত্রুভাব দেখাবার অভিপ্রায়ে নিকানোর রাজিজকে গ্রেপ্তার করতে পাঁচশ’জনের বেশি সৈন্যকে পাঠালেন; [৪০] তিনি মনে করছিলেন, এঁকে গ্রেপ্তার করায় ইহুদীদের উপর ভারী আঘাত হানবেন। [৪১] সেই সৈন্যদল দুর্গমিনার দখল করতে যাচ্ছিল ও প্রাঙ্গণের ফটক ভেঙে খুলে ফেলার চেষ্টায় তা পুড়িয়ে দেবার জন্য আগুন আনাতে আজ্ঞা দিচ্ছিল, এমন সময়ে রাজিজ চারদিকে সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেলছে দেখে নিজেই নিজের খড়্গের উপর পড়লেন, [৪২] কেননা এই ধূর্তদের হাতে পড়ার চেয়ে ও নিজের বংশ-মর্যাদার অযোগ্য টিটকারি ভোগ করার চেয়ে তিনি বরং সুপুরুষের মত মৃত্যুই ভোগ করতে ইচ্ছা করলেন। [৪৩] কিন্তু তেমন লড়াইয়ের উত্তেজনায় তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায়, সৈন্যেরা ফটকের বাইরে চাপ দিতে দিতে তিনি সাহসের সঙ্গে প্রাচীরের উপরে ছুটে গেলেন ও বীরপুরুষের মত সৈন্যের ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। [৪৪] সৈন্যেরা সঙ্গে সঙ্গে হটে যাওয়ায় তিনি শূন্য জায়গার মাঝখানেই

পড়লেন। [৪৫] তখনও শ্বাস নিতে নিতে ও ক্ষোভে জ্বলতে জ্বলতে তিনি আবার পায়ে উঠে দাঁড়ালেন—তাঁর রক্ত সবদিকেই ছিটকে পড়ছিল—এবং ক্ষতজনিত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মধ্যে ভিড়ের মধ্য দিয়ে দৌড় দিয়ে খাড়া শৈলের উপরে উঠে দাঁড়ালেন; [৪৬] একেবারে শেষ অবস্থায় গিয়েও তবু নিজের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে তা দু'হাতে নিয়ে ভিড়ের উপরে ফেলে দিলেন আর এইভাবে জীবন ও আত্মার প্রভুকে ডাকলেন, তিনি যেন একদিন তাঁকে তা আবার ফিরিয়ে দেন; আর এইভাবে তাঁর মৃত্যু হল।

নিকানোরের ঈশ্বরনিন্দা

১৫ [১] যুদার লোকেরা সামারিয়ার অঞ্চলে আছে, একথা জানতে পেরে নিকানোর ঝুঁকি না নিয়ে বিশ্রামবারেই তাদের আক্রমণ করতে স্থির করলেন। [২] যে ইহুদীরা তাঁর পিছনে যেতে বাধ্য হয়েছিল, তারা তাঁকে বলছিল, 'তাদের এতই নিষ্ঠুর ও বর্বর ভাবে বধ করা আপনার উচিত নয়; যে দিনটির উপর সর্বদ্রষ্টা বিশেষ পবিত্রতা বর্ষণ করলেন, সে দিনটির প্রতি শ্রদ্ধা দেখান!' [৩] প্রত্যুত্তরে সেই তিনগুণ পাষণ্ড ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, শাব্বাৎ দিন উদ্‌যাপন করার আদেশ দিয়েছেন, স্বর্গে এমন প্রভু আছেন কিনা। [৪] তারা উত্তর দিল, 'স্বয়ং জীবনময় প্রভু, সেই স্বর্গীয় নৃপতি নিজেই সপ্তম দিন পালন করার আদেশ দিয়েছেন।' [৫] আর তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, 'তবে আমি পৃথিবীতে নৃপতি বলে তোমাদের আদেশ দিচ্ছি: অস্ত্র ধারণ কর ও রাজার ব্যবস্থা পালন কর!' যাই হোক, তিনি তাঁর নিষ্ঠুর অভিপ্রায় সফল করতে পারলেন না।

যুদার স্বপ্ন

[৬] নিকানোর তাঁর অপরিসীম স্পর্ধায় স্থির করেছিলেন, যুদার লোকদের কাছ থেকে সবকিছু লুট করে নিয়ে তিনি এমন জয়চিহ্ন বসাবেন যা সকলের দৃষ্টিগোচর হবে; [৭] অপরদিকে যুদা তাঁর ভরসাপূর্ণ সেই ধারণায় স্থির থাকলেন যে, প্রভু তাঁর পক্ষে দাঁড়াবেন। [৮] তিনি নিজের লোকদের উৎসাহ দিয়ে বলছিলেন, যেন তারা বিজাতীয়দের আক্রমণে নিরাশ না হয়, বরং সেই সমস্ত সহায়তা-দানের কথা শক্ত করে মনে রাখে যা অতীতকালে তাদের কাছে স্বর্গ থেকে এসেছিল, সুতরাং, যেন তারা এখন

সেই জয়লাভের প্রতীক্ষায় থাকে যা সর্বশক্তিমান এবারই তাদের মঞ্জুর করবেন। [৯] বিধানের ও নবীদের বাণী দ্বারা তাদের অন্তরে সাহস যুগিয়ে ও আগেকার সেই সমস্ত লড়াই-সংগ্রামের কথাও তাদের মনে করিয়ে দিয়ে যখন তারা বিজয়ী হয়েছিল, তিনি তাদের সাহস আরও বৃদ্ধি করলেন। [১০] তাদের ভাব এইভাবে সুস্থির করে তিনি বিজাতীয়দের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ব্যবহার ও তাদের শপথলঙ্ঘন স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করলেন। [১১] ঢাল ও বর্শাজনিত নিরাপত্তা দ্বারা তত নয়, বরং উত্তম বাণীজনিত আস্থা দ্বারাই তাদের অস্ত্রসজ্জিত করার পর তিনি বিশ্বাসযোগ্য একটা স্বপ্ন, এমনকি, সত্যাশ্রয়ী একটা দর্শন বর্ণনা ক'রে তাদের উৎসাহিত করে তুললেন। [১২] দর্শনটা এরূপ: প্রাক্তন মহাযাজক ওনিয়াস, যিনি ছিলেন উৎকৃষ্ট পুরুষ, আচরণে শালীন, আচার-ব্যবহারে কোমল, কথনে বাক্‌পটু, এবং বাল্যকাল থেকে সমস্ত সদ্‌গুণ পালনে দীক্ষিত মানুষ—সেই ওনিয়াস দু'হাত প্রসারিত করে গোটা ইহুদী সমাজের জন্য প্রার্থনা করছিলেন। [১৩] যুদা আর এক ব্যক্তিত্বেরও দর্শন পেলেন, যিনি শুভ্র কেশ ও মর্যাদার জন্য বিশিষ্ট এবং অপরূপ ও শোভাময় মহিমায় পরিবৃত। [১৪] ওনিয়াস বললেন, 'ইনি এমন ব্যক্তি, যিনি তাঁর আপন ভাইদের ভালবাসেন ও জনগণের ও পবিত্র নগরীর জন্য বহু প্রার্থনা নিবেদন করে থাকেন: হ্যাঁ, ইনি যেরেমিয়া, ঈশ্বরের সেই নবী!' [১৫] আর যেরেমিয়া ডান হাত বাড়িয়ে যুদাকে সোনার একটা খড়্গ দান করলেন; দানকালে তিনি এই কথা উচ্চারণ করলেন, [১৬] 'এই পবিত্র খড়্গ ঈশ্বরের দানরূপেই গ্রহণ কর; তা দ্বারা তুমি শত্রুদের টুকরো টুকরো করবে।'

[১৭] যুদার উত্তম কথা দ্বারা উৎসাহিত হয়ে—যে কথা মানুষের অন্তরে বীর্যবত্তা সঞ্চার করতে ও যুবকদের প্রাণ বীরপুরুষদের প্রাণের মত করে তুলতে উপযুক্ত—তারা স্থির করল, শিবিরে গণ্ডিবদ্ধ অবস্থায় থাকবে না, বরং সাহসের সঙ্গে হামলা চালাবে ও বীরপুরুষেরই যোগ্য সাহসের সঙ্গে হাত-লড়াইতেই যুদ্ধের ফলাফল স্থাপন করবে; কেননা নগরী, পবিত্র পাত্রগুলি ও মন্দির বিপদের সম্মুখীন ছিল। [১৮] স্ত্রী-পুত্রদের ও ভাই-আত্মীয়দের চিন্তা ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল, কেননা প্রধান ও মুখ্য চিন্তা ছিল পবিত্রীকৃত মন্দিরেরই প্রতি। [১৯] যারা নগরীতে থেকে গেছিল, তাদেরও কম উদ্বেগ ছিল না, যেহেতু খোলা মাঠে সন্নিকট লড়াইয়ের বিষয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছিল। [২০] সকলে এখন

আসন্ন পরীক্ষার অপেক্ষায় ছিল। শত্রুরা ইতিমধ্যে এগিয়ে আসতে শুরু করেছিল, সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য শ্রেণিতে শ্রেণিতে করে বিন্যস্ত ছিল, হাতিগুলিকে উপযুক্ত জায়গায় স্থান দেওয়া হয়েছিল, এবং অশ্বারোহী বাহিনী দু'পাশে শ্রেণিভুক্ত ছিল। [২১] মাকাবীয় তাঁর সম্মুখীন ওই লোকারণ্য, ওদের নানা রকম অস্ত্র-সরঞ্জাম ও হাতিগুলির হিংস্র চেহারা ভালভাবে লক্ষ করলেন; পরে স্বর্গের দিকে দু'হাত তুলে আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক সেই প্রভুকে ডাকলেন: তিনি তো সম্পূর্ণরূপেই সচেতন ছিলেন যে, অস্ত্রের জোরে নয়, বরং তাঁর সুবিচার অনুসারেই তিনি জয়লাভ তাদেরই মঞ্জুর করেন যারা তা পাবার যোগ্য। [২২] যুদা এই বলে প্রার্থনা করলেন: 'প্রভু, যুদা-রাজ হেজেকিয়ার সময়ে তুমি তোমার দূত প্রেরণ করেছিলে, আর তিনি সেন্নাখেরিবের শিবিরে কমপক্ষে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। [২৩] এখন, হে স্বর্গীয় নৃপতি, আমাদের আগে আগে ভয় ও আশঙ্কা ছড়াতে মঙ্গলকর এক দূত আবার প্রেরণ কর। [২৪] তোমার বাহুর পরাক্রম দ্বারা তারা আতঙ্কিত হোক, যেহেতু ভক্তিহীন কথা বলতে বলতে তারা তোমার পবিত্র জনগণকে আক্রমণ করতে এসেছে।' আর একথা বলে তিনি প্রার্থনাটি শেষ করলেন।

নিকানোরের পরাজয় ও তাঁর মৃত্যু

[২৫] নিকানোরের লোকেরা তুরিধ্বনি ও রণনিনাদ তুলতে তুলতে এগিয়ে আসছিল, [২৬] কিন্তু যুদার লোকেরা মিনতি ও প্রার্থনা উচ্চারণ করতে করতেই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। [২৭] আর এইভাবে নিজ হাতে লড়াই করতে করতে ও নিজ হৃদয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে তারা কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করল, এবং ঈশ্বরের প্রকাশ্য উপস্থিতির বিষয়ে খুবই পুলকিত ছিল। [২৮] লড়াই শেষ হলে তারা বিজয়োল্লাসে ফিরে আসছে, এমন সময়ে নিকানোরকে চিনতে পারল—তিনি সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মরা অবস্থায় পড়ে আছেন।

[২৯] চারদিকে জয়ধ্বনি ও কোলাহল, আর তারা পিতৃভাষায় সর্বশক্তিমানকে ধন্য বলছিল। [৩০] যিনি নিজ সহনাগরিকদের জন্য মনে-প্রাণে সংগ্রাম করায় সর্বদাই প্রধান চরিত্র হয়েছিলেন, যিনি নিজ স্বদেশীয়দের প্রতি তাঁর যৌবনকালীন স্নেহ রক্ষা করে এসেছিলেন, তিনি হুকুম দিলেন, যেন নিকানোরের মাথা ও বাহু সমেত তাঁর হাত কেটে

ফেলা হয় ও যেরুশালেমে আনা হয়। [৩১] সেখানে গিয়ে পৌঁছে তিনি সকল স্বদেশীয়কে ও যাজককে যজ্ঞবেদির সম্মুখে একত্রে ডাকলেন; তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আক্রা-দুর্গের লোকদের ডেকে পাঠালেন [৩২] এবং তাদের কাছে ঘৃণ্য নিকানোরের মাথা ও সেই হাত দেখালেন, যা সেই ঈশ্বরনিন্দুক স্পর্ধায় ভরা কথা উচ্চারণ করে সর্বশক্তিমানের পবিত্র গৃহের বিরুদ্ধে বাড়িয়েছিলেন। [৩৩] পরে ভক্তিহীন নিকানোরের জিহ্বা কেটে ফেলে তিনি হুকুম দিলেন যেন তা টুকরো টুকরো করে আকাশের পাখিদের কাছে ফেলা হয়, এবং তাঁর ক্ষিপ্ততার মজুরি অর্থাৎ তাঁর সেই হাত যেন মন্দিরের সামনে টাঙানো হয়। [৩৪] এতে সকলে স্বর্গের দিকে মুখ ফিরিয়ে গৌরবময় প্রভুকে এইভাবে ধন্য বলল: 'ধন্য যিনি আপন আবাস অক্ষুণ্ণই বজায় রেখেছেন!'

[৩৫] তিনি আক্রা-দুর্গের উপর থেকে, সকলের দৃষ্টিগোচরে, নিকানোরের মাথা টাঙিয়ে দিলেন, যেন তা ঈশ্বরের সহায়তার স্পষ্ট চিহ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। [৩৬] তারা সার্বজনীন ভোট দ্বারা একমত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিল, যেন সেই দিনটি অপালিত দিন বলে কেটে না যায়, বরং দিনটি যেন দ্বাদশ মাসের—আরামীয় ভাষায় আদার বলে অভিহিত মাসের—ত্রয়োদশ দিনে, অর্থাৎ মোর্দেকাই-দিবসের পূর্বদিনে উদ্‌যাপিত হয়।

লেখকের শেষ বাণী

[৩৭] এভাবেই ঘটে নিকানোর সংক্রান্ত বিবরণীর সমাপ্তি, আর যেহেতু সেসময় থেকে নগরী হিব্রুদের হাতে থাকল, সেজন্য আমিও আমার বর্ণনা এইখানে সমাপ্ত করি। [৩৮] ঘটনা-বিন্যাস যদি রচনা ও সাজানোর দিক দিয়ে সুন্দর বলে বিবেচনাযোগ্য, তবে আমার ইচ্ছা ঠিক তা-ই ছিল; কিন্তু যদি অল্পমূল্য ও ভালও নয় মন্দও নয় বলে বিবেচনাযোগ্য, তবে আমি কেবল তা-ই করতে পারলাম। [৩৯] কেবল আঙুররস পান করা, কিংবা কেবল জল পান করাও যেমন ক্ষতিকর, আর অপরদিকে জলের সঙ্গে মেশানো আঙুররস যেমন মনোরম ও মনে তৃপ্তিকর পরিতোষ আনে, তেমনি, যারা পুস্তক পাঠ করে, ঘটনাগুলি সুবিন্যস্ত করার কৌশল তাদের কানে মধুর লাগে। এইখানে সমাপ্তি হোক।

___

২ [৮] ২ মাকাবীয় 'পবিত্র স্থান' এর পরিবর্তে মাঝে মাঝে কেবল 'স্থানটি' বলে (যোহন ১১:৪৮ এর মত)।

[২৮] 'প্রকৃত লেখক' হলেন কিরেনে-নিবাসী যাসোন (২ মাকা ২:২৩ দ্রঃ)।

৩ [৩০] ঐশশক্তির ভয়ঙ্কর আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে লেখক সবকিছুর উপরে ঈশ্বরের সর্বক্ষমতা ব্যক্ত করেন।

৪ [৪৭] সেকালের ধারণায়, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও নিকৃষ্টতার জন্য স্কুথীয়েরাই ছিল অতুলনীয়।

যোব

বাইবেল মানুষকে আমন্ত্রণ করে যেন সে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য যোবের যে সংগ্রাম তাতে যোগ দেয়। ঈশ্বর যোবকে ভালবাসেন, তাঁকে শুধু যাচাই-ই করেন, এজন্য ঈশ্বর ধর্মময় ও যোবের সঙ্গে আমরাও তাঁকে দুঃখকষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করতে পারি না। কিন্তু তবুও দুঃখকষ্টের সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে, আর সেজন্য ঈশ্বর আত্মপক্ষসমর্থন করতে বাধ্য; তথাপি তিনি যোবের প্রশ্নের উত্তর দেন না, বরং বারবার বলেন যে, মানুষ ঈশ্বরের মন বুঝতে সর্বদাই অক্ষম; এর প্রমাণস্বরূপ তিনি সৃষ্টির উপরে তাঁর প্রভাব দেখান যা দেখা সত্ত্বেও মানুষ বুঝতে অক্ষম। এক কথায়, ঈশ্বর চান, মানুষ নিজের মানবীয় সমস্যার দিকে তত মন না দিয়ে ঈশ্বরেরই দিকে মনোযোগ ফেরান। (এবিষয়ে একথা বলা বাঞ্ছনীয় যে, দুঃখকষ্টের প্রশ্নে ঈশ্বর শেষ উত্তর যিশুতেই দিয়েছেন: যিশুও যন্ত্রণাভোগের পানপাত্র সরাতে ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় প্রাধান্য দিলেন, তাই ঈশ্বর সেই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে বিশ্বপরিত্রাণ সাধন করলেন; আর সর্বকালের মানুষের জন্য সাধু পল বলেন যে, আমাদের দুঃখকষ্ট যিশুর যন্ত্রণার বাকি একটা অংশ বলে গণ্য করা প্রয়োজন, তবেই তা যত কষ্টময় হোক না কেন অর্থপূর্ণ ও পরিত্রাণদায়ী হবে)। পুস্তকের সমাপ্তি অংশ দেখায় যে, যোব সত্যিই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, ও তাঁর বন্ধুদের মানবীয় বিচারবুদ্ধি একেবারে অনর্থক।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২

শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত যোব

১ [১] একসময় উজ দেশে একজন লোক ছিলেন, তাঁর নাম যোব। লোকটি ছিলেন সৎ ও ন্যায়বান; পরমেশ্বরকে ভয় করতেন ও অধর্ম থেকে দূরে থাকতেন। [২] তাঁর ঘরে সাত ছেলে ও তিন মেয়ের জন্ম হয়েছিল। [৩] তাঁর ছিল সাত হাজার মেষ, তিন

হাজার উট, পাঁচশ’ জোড়া বলদ ও পাঁচশ’টা গাধী; দাসদাসীরাও অনেকে ছিল। প্রাচ্য দেশে তিনিই সকলের চেয়ে ঐশ্বর্যবান লোক ছিলেন।

[৪] তাঁর ছেলেরা এক একজনের নির্দিষ্ট দিনে এক এক ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে ঘটা করে ভোজসভায় বসত, এবং লোক পাঠিয়ে তাদের তিন বোনকেও তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে নিমন্ত্রণ জানাত। [৫] ভোজসভার পালা একবার শেষ হলে যোব তাদের সকলকে আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালনের জন্য নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন, এবং পরদিন সকালে উঠে তাদের সকলের সংখ্যা অনুসারে আহুতিবলি উৎসর্গ করতেন। কেননা যোব ভাবতেন, ‘কী জানি, আমার ছেলেরা পাপ করে নিজেদের হৃদয়ে ঈশ্বরনিন্দা করেছে কিনা!’ আর প্রতিবার যোব ঠিক তাই করতেন।

[৬] একদিন প্রভুর সভায় যোগ দিতে ঈশ্বরসন্তানেরা এসে উপস্থিত হলেন, তাঁদের মধ্যে সেদিন শয়তানও এসে উপস্থিত হল। [৭] তাই প্রভু শয়তানকে বললেন, ‘তুমি কোথা থেকে আসছ?’ শয়তান উত্তরে প্রভুকে বলল, ‘আমি পৃথিবীতে এদিক ওদিক গিয়ে নানা জায়গা থেকে ঘুরে এলাম।’ [৮] প্রভু শয়তানকে বললেন, ‘তুমি কি আমার দাস যোবকে লক্ষ করে দেখেছ? পৃথিবীতে তার মত কেউই নেই; লোকটি সৎ ও ন্যায়বান, পরমেশ্বরকে ভয় করে ও অধর্ম থেকে দূরে থাকে।’ [৯] শয়তান প্রভুকে উত্তর দিয়ে বলল, ‘যোব বিনা স্বার্থেই কি পরমেশ্বরকে ভয় করে? [১০] তুমি তার চারদিকে, তার বাড়ির চারদিকে ও তার সবকিছুর চারদিকে কি রক্ষণ-বেষ্টনী রাখনি? সে যা কিছুতে হাত দিয়েছে, তা তুমি আশিসমণ্ডিতই করেছ, আর তার পশুপাল দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। [১১] কিন্তু তুমি হাত বাড়িয়ে তার সেই সবকিছু স্পর্শ কর, তবেই দেখবে, সে তোমার মুখের উপরেই তোমাকে কেমন ধন্য বলবে!’ [১২] প্রভু শয়তানকে বললেন, ‘আচ্ছা, তার সবকিছু এখন তোমারই হাতে; তুমি শুধু তার উপরে হাত বাড়াবে না।’ শয়তান তখন প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিল।

[১৩] একদিন যোবের ছেলেমেয়েরা বড় ভাইয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করছে, [১৪] এমন সময় একজন দূত যোবকে এসে বলল, ‘বলদগুলো লাঙল টানছিল, এবং গাধীগুলো কাছাকাছি চরে বেড়াচ্ছিল; [১৫] সেসময়ে শেবায়ীয়েরা সেগুলোর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো লুট করে নিল ও রাখালদের খড়্গের আঘাতে মেরে ফেলল; এই

যে আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি, কেবল এই আমিই রেহাই পেয়েছি।' [১৬] সে তখনও
কথা বলছে, এর মধ্যে আর একজন দূত এসে বলল, 'আকাশ থেকে দেবাগ্নি পড়ল;
মেষপাল ও রাখালদের ধরে তাদের সকলকেই গ্রাস করল; এই যে আমি আপনাকে
খবর দিচ্ছি, কেবল এই আমিই রেহাই পেয়েছি।' [১৭] সে তখনও কথা বলছে, এর
মধ্যে আর একজন দূত এসে বলল, 'কাল্দীয়েরা তিন দল হয়ে উটপালের উপরে
ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো কেড়ে নিল ও রাখালদের খড়্গের আঘাতে মেরে ফেলল; এই যে
আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি, কেবল এই আমিই রেহাই পেয়েছি।' [১৮] সে তখনও কথা
বলছে, এর মধ্যে আর একজন দূত এসে বলল, 'আপনার ছেলেমেয়েরা বড় ভাইয়ের
বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করছিলেন; [১৯] হঠাৎ মরুপ্রান্তর থেকে এক ঝড়ো বাতাস ছুটে
এসে বাড়ির চার কোণে আঘাত হানতে লাগল; বাড়িটা তরুণ-তরুণীদের উপরে ধসে
পড়ল আর তাঁরা মারা পড়লেন; এই যে আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি, কেবল এই আমিই
রেহাই পেয়েছি।'

[২০] তখন যোব উঠে নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন ও মাথা মুড়িয়ে নিলেন;
পরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণিপাত করে [২১] বললেন,

আমি মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে এসেছি,
উলঙ্গ হয়ে সেখানে ফিরে যাব।
প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন।
প্রভুর নাম ধন্য হোক!

[২২] এইসব কিছুতে যোব পাপ করলেন না; পরমেশ্বরকে অবিবেচক বলে
দোষারোপ করলেন না।

২ [১] আর একদিন প্রভুর সভায় যোগ দিতে ঈশ্বরসন্তানেরা এসে উপস্থিত হলেন,
প্রভুর সভায় যোগ দিতে তাঁদের সঙ্গে শয়তানও এসে উপস্থিত হল। [২] তাই প্রভু
শয়তানকে বললেন, 'তুমি কোথা থেকে আসছ?' শয়তান উত্তরে প্রভুকে বলল, 'আমি
পৃথিবীতে এদিক ওদিক গিয়ে নানা জায়গা থেকে ঘুরে এলাম।' [৩] প্রভু শয়তানকে
বললেন, 'তুমি কি আমার দাস যোবকে লক্ষ করে দেখেছ? পৃথিবীতে তার মত কেউই

নেই; লোকটি সৎ ও ন্যায়বান, পরমেশ্বরকে ভয় করে ও অধর্ম থেকে দূরে থাকে। সে এখনও তার সততা রক্ষা করে চলছে; আর তাকে বিনাশ করতে তুমি আমাকে বৃথাই প্ররোচিত করেছিলে।’ [৪] শয়তান উত্তরে প্রভুকে বলল, ‘চামড়ার বদলে চামড়া! নিজের প্রাণের বদলে একজন নিজের সবকিছুও দেবে। [৫] কিন্তু তুমি হাত বাড়িয়ে তাকে হাড়ে-মাংসে স্পর্শ কর, তবেই দেখবে, সে তোমার মুখের উপরেই তোমাকে কেমন ধন্য বলবে!’ [৬] প্রভু শয়তানকে বললেন, ‘আচ্ছা, সে এখন তোমারই হাতে; তুমি শুধু তার প্রাণ রেহাই দাও।’ [৭] শয়তান তখন প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিল।

সে যোবের পায়ের পাতা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত সর্বাঙ্গে আঘাত করে বিষাক্ত ফোড়া ওঠাল; [৮] যোব একটা পাথরকুচি নিয়ে ফোড়াগুলো ঘসতে লাগলেন ও ছাইয়ের মধ্যে বসে রইলেন। [৯] তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, ‘তুমি কি এখনও তোমার সততা রক্ষা করে চলছ? ঈশ্বরকে ধন্য বলেই মর!’ [১০] কিন্তু যোব তাঁকে বললেন, ‘তুমি নির্বোধ এক স্ত্রীলোকের মতই কথা বলছ! আমরা পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?’ এই সবকিছুতে যোব নিজের ওষ্ঠাধরে পাপ করলেন না।

[১১] যোবের উপর এই সমস্ত অমঙ্গল নেমে পড়েছিল, তা জানতে পেয়ে তাঁর তিনজন বন্ধু যে যাঁর জায়গা থেকে রওনা হলেন। তেমান-নিবাসী এলিফাজ, শুয়াহ্-নিবাসী বিল্দাদ ও নাআমাথ-নিবাসী জোফার, এই তিনজন একমত হয়ে স্থির করলেন, তাঁরা গিয়ে তাঁকে সহানুভূতি দেখাবেন ও সান্ত্বনা দেবেন। [১২] দূর থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন না; তাঁরা প্রত্যেকেই জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন, নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, মাথার উপরে ছাই ওড়ালেন; [১৩] পরে সাত দিন সাত রাত তাঁর সঙ্গে মাটিতে বসে রইলেন; তাঁরা কেউই তাঁকে একটা কথাও বললেন না, কারণ দেখতে পাচ্ছিলেন, সত্যিই তাঁর দুঃখযন্ত্রণা গভীর।

যোব—জন্মদিনের উপর অভিশাপ

৩ [১] শেষে যোব মুখ খুলে নিজের জন্মদিনকে অভিশাপ দিতে লাগলেন। [২] যোব বলে উঠলেন:

[৩] বিলুপ্ত হোক সেই দিন, যে দিনটিতে আমি জন্মেছিলাম,
সেই রাতও, যে রাতটি ঘোষণা করেছিল, 'একটা ছেলে গর্ভে এসেছে!'
[৪] সেই দিনটি অন্ধকার হোক,
ঊর্ধ্ব থেকে ঈশ্বর সেই দিনটির বিষয়ে আর চিন্তা না করুন,
কোন জ্যোতি তা কখনও উজ্জ্বল না করুক;
[৫] অন্ধকার ও মৃত্যু-ছায়া তা নিজের বলে দাবি করুক,
তার উপরে মেঘমালা একটা আচ্ছাদন বিছিয়ে দিক,
সূর্যগ্রহণ তা ভয়ঙ্কর করুক।
[৬] সেই রাত হোক তিমিরের শিকার,
বছরের দিনগুলির তালিকা থেকে বিচ্যুত হোক,
মাসের সংখ্যায় তালিকাভুক্ত না হোক।

[৭] দেখ, সেই রাত বন্ধ্যাই হোক,
তার মধ্যে প্রবেশ না করুক কোন আনন্দগান।
[৮] যারা লেভিয়াথানকে জাগাতে বিজ্ঞ, যারা দিনকে অভিশাপ দেয়,
তারা সেই রাতের উপর শাপ নিক্ষেপ করুক।
[৯] তার সান্ধ্য তারানক্ষত্র অন্ধকারময় হোক,
বৃথাই তা আলোর প্রতীক্ষায় থাকুক,
তা যেন না দেখতে পায় উষার চোখের পাতার উন্মীলন।
[১০] কেননা তা আমার জন্য রুদ্ধ করেনি আমার মাতৃগর্ভের পথ,
আমার চোখের কাছ থেকেও দুঃখ গুপ্ত রাখেনি।

[১১] হায় রে, গর্ভে থাকতেই আমার কেন হয়নি মরণ?
উদর থেকে বের হওয়ামাত্রই আমার কেন হয়নি বিনাশ?
[১২] কেন হাঁটু দু'টো তখন আমাকে গ্রহণ করল?
কেনই বা তখন আমাকে দুধ দিতে দু'টো স্তন ছিল?
[১৩] আহা, তবে আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকতাম,
নিদ্রামগ্ন হয়ে আরামে থাকতাম;

[১৪] থাকতাম সেই রাজাদের ও পৃথিবীর সেই সব মন্ত্রীর পাশে,
যাঁরা নিজেদের জন্য ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করেছেন ;
[১৫] বা সেই জনপ্রধানদের সঙ্গে, সোনা যাঁদের অধিকারে,
রুপোয় যাঁদের সমাধিমন্দির ভরা ;
[১৬] কিংবা সরিয়ে রাখা একটা অকালজাত শিশুর মত হতাম,
সেই শিশুদেরই মত, যারা কখনও পায়নি আলোর দর্শন।
[১৭] সেখানে তো দুর্জনেরা কাউকে আর উৎপীড়ন করে না,
সেইখানে যে বিশ্রাম পায় পরিশ্রান্ত সকল।
[১৮] হ্যাঁ, সেখানে বন্দিরা সবাই মিলে নিরাপদে থাকে,
তারা আর শোনে না নির্যাতকের চিৎকার।
[১৯] ছোট বড় সবাই সেখানে একসঙ্গে থাকে,
দাসও তার মনিবের হাত থেকে মুক্ত।

[২০] দুঃখই যার একমাত্র সম্পদ, কেন তাকে আলো দেখতে দেওয়া ?
তিক্ততাই যার প্রাণে, কেনই বা তার কাছে জীবনদান ?
[২১] তারা তো মৃত্যুর প্রত্যাশায় থাকে, অথচ মৃত্যু আসেই না,
গুপ্তধনের চেয়েও তারা তার সন্ধানে থাকে ;
[২২] কবর দেখতে পেলেই তারা আনন্দিত,
সমাধিমন্দির একবার খুঁজে পেলেই তারা উল্লসিত।
[২৩] কেন তাকেই আলো দেখতে দেওয়া,
পথ যার চোখে গুপ্ত, পরমেশ্বর যার চারদিকে দিলেন প্রাচীর ?

[২৪] হাহাকার আমার একমাত্র খাদ্য,
আমার গর্জনধ্বনি জলোচ্ছ্বাসের মত উৎসারিত ;
[২৫] যা ভয় করছি, তা-ই আমার প্রতি ঘটছে,
যাতে সন্ত্রাসিত, তা-ই আমার নাগাল পাচ্ছে।
[২৬] আমার জন্য শান্তি নেই ! নেই স্বস্তি, নেই আরাম ;
কেবল মর্মজ্বালার আগমন !

এলিফাজ—ঈশ্বরে ভরসা

৪ [১] তেমান-নিবাসী এলিফাজ তখন একথা বললেন :

[২] তোমাকে একবার যাচাই করলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়েছ!
অথচ কেইবা কথা বলা থেকে নিজেকে সংযত রাখতে পারে?
[৩] দেখ, তুমি অনেককে উদ্বুদ্ধ করেছ,
আবার দুর্বলের হাতে বল যুগিয়ে দিয়েছ।
[৪] তোমার কথা ছিল পতনোন্মুখের নির্ভর,
আবার ভগ্ন হাঁটুতে তুমি বল সঞ্চার করেছ।
[৫] এখন তোমার পালা এসেছে, আর সহ্য হয় না তোমার,
এই প্রথম স্পর্শে তুমি সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বল!
[৬] তোমার ধর্মভাব, তা কি আর তোমার আস্থা নয়?
তোমার সদাচরণ, তা কি আর তোমার আশা নয়?

[৭] নির্দোষী হয়ে যার বিনাশ হয়েছে, এমন কার্ কথা তোমার মনে পড়ে?
কোথায়ই বা ঘটেছে ন্যায়নিষ্ঠদের উচ্ছেদ?
[৮] আমি তো দেখেছি, যে কেউ অধর্ম চাষ করে,
যে কেউ অমঙ্গল-বীজ বোনে, সে ঠিক তাই কাটে।
[৯] ঈশ্বরের একটা ফুৎকারে তাদের বিনাশ হয়,
তাঁর রোষের ফুৎকারে তাদের সংহার হয়।
[১০] সিংহ গর্জন করুক, যতই ভয়ঙ্কর হোক তার হুঙ্কার,
কিন্তু যুবসিংহের দাঁতের মত সবই ভেঙে যায়।
[১১] শিকারের অভাবে সিংহের মৃত্যু হল,
আর সিংহীর যত বাচ্চাকে ছড়িয়ে দেওয়া হল।

[১২] একটা গোপন কথা আমাকে জানানো হল,
মৃদু এক মর্মরধ্বনি আমার কানে এল।
[১৩] রাত্রিকালে যখন দুঃস্বপ্ন মনকে দিশেহারা করে,

নিদ্রার ঘোর যখন মানুষকে আচ্ছন্ন করে,
[১৪] এমন সময় সন্ত্রাস ও আতঙ্ক ধরে ফেলল আমায়,
কম্পান্বিত করে তুলল আমার সকল হাড়;
[১৫] কার্ যেন শ্বাস আমার মুখ দিয়ে বয়ে গেল,
শিহরে উঠল দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে!
[১৬] কে যেন একজন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল
—তার চেহারা চিনতে পারলাম না;
হ্যাঁ, আমার চোখের সামনে এক ছায়ামূর্তি দাঁড়ানো;
আবার মৃদু এক মর্মরধ্বনি ..., তারপর আমি এক কণ্ঠস্বর শুনলাম:

[১৭] 'মরণশীল মানুষ কি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধর্মময় হতে পারে?
কিংবা তার নির্মাতার সাক্ষাতে মানুষ কি নিরপরাধী হতে পারে?
[১৮] দেখ, নিজের দাসদের তিনি বিশ্বাস করেন না,
নিজের দূতদের মধ্যেও তিনি ত্রুটি পান;
[১৯] তাহলে যারা সেই মাটির ঘরে বাস করে,
ধুলায় যার ভিত, কীট কামড়ালেই যার পতন,
তাদের কী দশা হবে?
[২০] সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই চূর্ণ হয়ে
তারা চিরকালের মত বিলুপ্ত হয়—তাদের প্রতি আর কারও চিন্তা নেই!
[২১] তাদের তাঁবুর গোঁজ কি উপড়ে ফেলা হয় না?
হ্যাঁ, তারা মরে, কিন্তু প্রজ্ঞা-বঞ্চিত হয়ে!'

৫ [১] তবে ডাক দেখি! কেউ কি তোমাকে সাড়া দেবে?
পুণ্যজনদের মধ্যে কার্ শরণ তুমি নেবে?
[২] কেননা ক্ষোভ মূর্খের মৃত্যু ঘটায়,
ঈর্ষা নির্বোধের বিনাশ ঘটায়।
[৩] আমি দেখেছিলাম, মূর্খ মাটিতে নিজের শিকড় নামাল,

কিন্তু আমি তার আবাসের উপরে অকস্মাৎ অভিশাপ নামিয়ে আনলাম।
[৪] তার সন্তানেরা সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত,
নগরদ্বারে তারা অত্যাচারিত—উদ্ধারকর্তা কেউ নেই।
[৫] ক্ষুধিত মানুষ তার শস্য খেয়ে ফেলে,
কাঁটাঝোপের বেড়া ভেঙে তারা সেইসব কেড়ে নেয়;
লোভী যত মানুষ তার সম্পদ চুষে খায়।
[৬] কারণ অমঙ্গল যে ধুলা থেকে উদ্গত হয়, তা কখনও হয় না,
দুর্দশাও মাটি থেকে গজিয়ে ওঠে না;
[৭] মানুষই বরং তার নিজের দুর্দশার উদ্ভব ঘটায়,
ঠিক যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঊর্ধ্বের দিকে উড়ে যায়।

[৮] কিন্তু আমি, আমি তো সহায়ক বলে ঈশ্বরেরই অন্বেষণ করতাম,
পরমেশ্বরেরই হাতে আমার পক্ষসমর্থনের ভার তুলে দিতাম;
[৯] তাঁরই হাতে, যিনি এমন মহা মহা কাজ সাধন করেন, যা গণনার অতীত,
যিনি এমন আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক, যার সংখ্যা নেই।
[১০] তিনি তো পৃথিবীর উপর বৃষ্টি নামিয়ে আনেন,
মাঠের উপর জলবর্ষণ করেন।
[১১] তিনি অবনমিতদের তুলে আনেন,
শোকার্তদের সমৃদ্ধিতে উন্নীত করেন;
[১২] তিনি কুটিলদের ভাবনা ব্যর্থ করেন,
তাই তাদের হাত সেই মতলব সাধনে অক্ষম হয়ে পড়ে।
[১৩] তিনি প্রজ্ঞাবানদের তাদের নিজেদের কুটিলতার ফাঁদে ধরে ফেলেন,
বাঁকা-মনদের ষড়যন্ত্র বিফল করেন।
[১৪] তাই তারা দিবালোকেও অন্ধকারের মুখে পড়ে,
মধ্যাহ্নে রাত্রিবেলার মত হাঁতড়ে বেড়ায়।
[১৫] কিন্তু তিনি ওদের কবল থেকে অত্যাচারিতকে ত্রাণ করেন,
শক্তিশালীদের হাত থেকে নিঃস্বকে বাঁচান।

[১৬] তখন দীনহীনের জন্য আশা ফুটে ওঠে,
অধর্ম নিজের মুখ বন্ধ করে।
[১৭] আহা, সুখী সেই মানুষ, যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয়;
তাই তুমি সর্বশক্তিমানের শাসন অবজ্ঞা করো না;

[১৮] কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন;
তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে।
[১৯] তিনি ছ'টা সঙ্কট থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন,
সপ্তম সঙ্কটে কোন অমঙ্গল তোমাকে আর স্পর্শ করবে না;
[২০] দুর্ভিক্ষের দিনে তিনি মৃত্যু থেকে তোমাকে রেহাই দেবেন,
যুদ্ধের দিনে খড়্গের আঘাত থেকে তোমাকে মুক্ত করবেন।
[২১] জিহ্বার কশাঘাত থেকে তুমি আশ্রয় পাবে,
বিনাশের আগমনেও তুমি ভীত হবে না।
[২২] বিনাশ ও দুর্ভিক্ষ হবে তোমার হাসির বিষয়,
বন্যজন্তুদেরও তুমি ভয় পাবে না;
[২৩] হ্যাঁ, মাঠের পাথরের সঙ্গে তোমার সন্ধি হবে,
হিংস্র পশুরাও তোমার পাশে শান্তিতে থাকবে।
[২৪] তুমি এতে নিশ্চিত হবে যে, তোমার তাঁবু বিপদমুক্ত,
পরিদর্শন করে তুমি দেখবে যে, তোমার মেষঘেরি নিরাপদ।
[২৫] তুমি দেখতে পাবে, তোমার বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে,
তোমার সন্তানসন্ততিরা মাঠের ঘাসের মত বেড়ে উঠছে।
[২৬] সময় হলে যেমন শস্যের আঁটি জমা হয়,
পূর্ণায়ু হলে তেমনি তোমাকে সমাধি দেওয়া হবে।

[২৭] দেখ, আমরা এসব কিছু লক্ষ করেছি, আর আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা-ই।
তেমন কথা শোন; নিজেই সুবিবেচক হয়ে উঠবে।

কেবল কষ্টভোগীই জানে নিজের কষ্ট

৬ [১] তখন যোব উত্তরে বললেন:

[২] হায়, যদি মাপা যেতে পারত আমার দুঃখের ভার,
তুলাদণ্ডেই যদি তুলে দেওয়া হত আমার যত ব্যথা,
[৩] তবে তা নিশ্চয় সমুদ্রের বালুকার চেয়েও ভারী হত!
এজন্যই আমার কথা এখন অসংলগ্ন,
[৪] কারণ সর্বশক্তিমানের তীরগুলো আমাতে বিদ্ধ,
ফলে আমার আত্মা পান করছে সেগুলোর বিষ,
আমার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিভীষিকা শ্রেণিবদ্ধ।

[৫] বন্য গাধা ঘাস পেলে কি কখনও চিৎকার করে?
জাব সামনে থাকলে বলদ কি কখনও ডাকে?
[৬] স্বাদ নেই এমন খাদ্য কি কখনও লবণ ছাড়া খাওয়া যায়?
ডিমের শ্বেতাংশের কি কিছু স্বাদ আছে?
[৭] আমার মুখ যা স্পর্শ করতে রাজি নয়,
তা-ই এখন আমার বিতৃষ্ণাজনক খাদ্য।

[৮] আহা, আমার যাচনায় যদি সাড়া দেওয়া হত!
আমার প্রত্যাশা যদি ঈশ্বর পূরণ করতেন!
[৯] আহা, প্রীত হয়ে ঈশ্বর যদি আমায় চূর্ণ করতেন,
হাত বাড়িয়ে যদি আমাকে উচ্ছেদ করতেন!
[১০] তবে আমি কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম,
নির্মম যন্ত্রণায়ও আমি উল্লাস করতাম,
কারণ সেই পবিত্রজনের কোনও বাণী আমি অস্বীকার করিনি।

[১১] কিন্তু আমার বল কী যে, আমি প্রতীক্ষা করে যাব?
আমার পরিণাম কী যে, আমার আয়ু প্রসারিত করব?

[১২] আমার বল কি কঠিন পাথরের বল?
আমার দেহমাংস কি ব্রঞ্জের তৈরী?
[১৩] যা দ্বারা নিজেকে সাহায্য করব, এমন কিছু নেই কি আমার?
সমস্ত সহায়তা থেকে আমি কি বঞ্চিত?

[১৪] শীর্ণ লোকের প্রতি বন্ধুর সহানুভূতি কর্তব্য,
নইলে সে সর্বশক্তিমানের ভয় প্রত্যাখ্যান করবে।

[১৫] আমার ভাইয়েরা নিজেদের পরিচয় দিল, তারা জলস্রোতের মত প্রবঞ্চক,
উপত্যকার খাদনদীর মত ভাস্যমান;
[১৬] হিমের জন্য সেই স্রোত কৃষ্ণবর্ণ হয়,
তুষার গলে গেলে ফুলে ওঠে,
[১৭] কিন্তু গরমের দিন এলেই তার কোন চিহ্ন আর থাকে না,
রোদের তাপে নিজ নদীগর্ভ থেকেও মিলিয়ে যায়।
[১৮] তার খোঁজে যাত্রীরা যাত্রার পথ ছাড়ে,
মরুপ্রান্তরের ভিতরে এগিয়ে যায়, আর তখন তাদের বিনাশ হয়।
[১৯] তেমার যাত্রীরা সেদিকে তাকায়,
শেবার পথচারীরা সেগুলোর উপরে প্রত্যাশা রাখে,
[২০] কিন্তু তাদের প্রত্যাশা শুধু নিরাশাই জন্মায়,
সেখানে এসে পৌঁছে তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

[২১] তবে এ কি তোমাদের অস্তিত্ব? না!
আমায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ভয় পাচ্ছ।

[২২] আমি কি বলেছি, আমাকে একটা কিছু দাও?
নিজেদের খরচেই আমাকে কিছু উপহার দাও?
[২৩] বিরোধীর হাত থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও?
হিংসাপন্থীদের হাত থেকে আমাকে মুক্ত কর?
[২৪] তোমরাই বরং আমাকে উদ্বুদ্ধ কর, তবে আমি নীরব থাকব;

আমাকে বুঝিয়ে দাও, কিসেতে আমার ভুলভ্রান্তি হয়েছে।
[২৫] ন্যায় কথায় অপমানজনক কিছু নেই,
কিন্তু তর্কের কী লক্ষ্য আছে?
[২৬] আমার কথার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানো, এ কি তোমাদের চিন্তা?
নিরাশ মানুষের কথা বাতাসে ওড়ানো কথার মত, এ কি তোমাদের ভাবনা?
[২৭] এতিমের জন্যও তোমরা গুলিবাঁট করবে!
তোমাদের বন্ধুকেও তোমরা এমনিই বিক্রি করবে!

[২৮] দোহাই তোমাদের, এখন আমার দিকে তাকাও,
তোমাদের মুখের উপরে আমি মিথ্যা বলব না।
[২৯] এসো, তোমাদের কথা ফিরিয়ে নাও, এতে অন্যায় কিছু নেই;
তোমাদের কথা ফিরিয়ে নাও, কারণ আমার ধর্মময়তা এখনও অক্ষুণ্ণ।
[৩০] আমার জিহ্বায় কি অন্যায় রয়েছে?
আমি কি দুর্দশার স্বাদ বুঝতে আর সক্ষম নই?

৭ [১] পৃথিবীতে কি মানুষ কঠোর পরিশ্রমের অধীন নয়?
তার দিনগুলি কি দিনমজুরের দিনগুলির মত নয়?
[২] দাস যেমন ছায়ার আকাঙ্ক্ষা করে,
দিনমজুর যেমন তার মজুরির অপেক্ষায় থাকে,
[৩] মাসের পর মাসের শূন্যতাই তেমনি হল আমার প্রাপ্য,
দুর্দশাপূর্ণ রাত্রিই হল আমার ভাগ্য।
[৪] শুয়ে পড়ে আমি ভাবি, আবার কখন উঠব?
কিন্তু রাত আর শেষ হয় না,
আর আমি ভোর পর্যন্ত শুধু ছট্‌ফট্ করতে থাকি।
[৫] কীট ও মাটির ঢেলা আমার মাংসের আচ্ছাদন,
আমার চামড়া ফেটে ক্ষয় হয়েছে।
[৬] আমার আয়ু তাঁতীর মাকুর চেয়েও দ্রুত চলে গেল,

আশাবিহীন হয়ে ফুরিয়ে গেল।
[৭] স্মরণে রেখ, আমার জীবন শ্বাসমাত্র,
আমার চোখ আর মঙ্গল দেখতে পাবে না।
[৮] একদিন আমাকে যে দেখতে পেল,
তার চোখ আমাকে আর দেখতে পাবে না,
তোমার দৃষ্টি আমার দিকে ফিরবে, কিন্তু আমি তখন আর থাকব না।

[৯] মেঘ উবে গেলে সেই মেঘ আর দেখা দেয় না;
তেমনি পাতালে যে নেমে যায়, সেও আর কখনও উঠে আসে না।
[১০] সে নিজের ঘরে আর কখনও ফিরবে না,
তার স্থান তাকে আর চিনতে পারবে না।
[১১] এজন্যই আমি মুখ বুজে থাকব না,
আত্মার এই সঙ্কটে আমি কথা বলব,
প্রাণের এই তিক্ততায় বিলাপ করব।
[১২] আমি কি সাগর বা কোন সমুদ্র-দানব যে
তুমি আমাকে প্রহরীর অধীনে রাখবে?
[১৩] আমি যখন বলি, আমার বিছানাই আমাকে স্বস্তি দেবে,
আমার যন্ত্রণায় আমার শয্যাই আমাকে আরাম দেবে,
[১৪] তখন তুমি নানা স্বপ্নে আমাকে আতঙ্কিত কর,
বিভীষিকার নানা দৃশ্যে আমাকে সন্ত্রাসিত কর।
[১৫] এর চেয়ে আমার প্রাণ শ্বাসরোধেই প্রীত,
আমার এই সমস্ত ব্যথার চেয়ে বরং মরণেই প্রীত!

[১৬] আমি এসব কিছু নিয়ে শুধু হাসি! আমি তো আর বেশি দিন বাঁচব না;
তবে আমাকে ছাড়, আমার আয়ু যে শ্বাসমাত্র!
[১৭] মানুষ কী যে তুমি তাকে তত মূল্য দেবে,
ও তার উপর তত মনোযোগ রাখবে?
[১৮] তুমি তো প্রতি সকালেই তাকে তলিয়ে দেখ,

পলে পলে তাকে যাচাই কর।

[১৯] আর কতকাল? কখন তুমি আমা থেকে দৃষ্টি ফেরাবে?
আমাকে কি ঢোঁক গিলবার সুযোগও দেবে না?
[২০] হে মানবদ্রষ্টা, আমি যদিও পাপ করে থাকি,
তাতে তোমার বিরুদ্ধে কীবা করেছি?
কেন আমাকে তোমার তীরের লক্ষ্যবস্তু করেছ?
তোমার পক্ষে আমি কি বোঝাই হয়েছি?
[২১] আমার অধর্ম মুছে দাও না কেন?
আমার শঠতা ভুলে যাও না কেন?
আমি তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুলায় শায়িত হব;
তুমি আমার সন্ধান করবে, কিন্তু আমি তখন আর থাকব না।

ঈশ্বরের ন্যায্যতার গতি

৮ [১] শুয়াহ্-নিবাসী বিল্দাদ তখন একথা বললেন:

[২] আর কতকাল তুমি এই ধরনের কথা বলে চলবে?
আর কতকাল তোমার মুখের বাণী হবে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-বাতাস?
[৩] ঈশ্বর কি ন্যায়বিচার বিকৃত করেন?
সেই সর্বশক্তিমান কি ন্যায্যতা বিকৃত করেন?
[৪] তোমার সন্তানেরা যখন তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছে,
তিনি তখন তাদের নিজেদের অধর্মের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন।

[৫] তুমি যদি সযত্নে ঈশ্বরের অনুসন্ধান কর,
যদি সেই সর্বশক্তিমানের কাছে সাধাসাধি কর,
[৬] তুমি যদি ন্যায়বান ও সৎ হও,
তবে তিনি এখনই তোমার পক্ষে উঠে দাঁড়াবেন,
ও তোমার ধর্মময়তার আবাস এমন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন যে,

[৭] তোমার আগামী অবস্থার তুলনায়
তোমার আগের অবস্থা সামান্যই ব্যাপার মনে হবে।

[৮] হ্যাঁ, আগেকার যুগের মানুষকে জিজ্ঞাসা কর,
তাদের পিতৃপুরুষদের অভিজ্ঞতায় মনোযোগ দাও,
[৯] কেননা আমরা গতকালেরই মানুষ—কিছুই জানি না,
পৃথিবীতে আমাদের আয়ু ছায়ারই মত।
[১০] ওরা কি তোমাকে উদ্বুদ্ধ করবে না? তোমাকে বলবে না?
ওদের অন্তরের স্মৃতিভাণ্ডার থেকে কি এই সমস্ত উক্তি বের করবে না?

[১১] পঙ্কিল জলাভূমিতে ছাড়া নলখাগড়া কি বেড়ে উঠতে পারে?
জল ছাড়া ঝাউগাছ কি বড় হতে পারে?
[১২] তা যখন বড় হচ্ছে, যখনও কাটা যায় না,
তখন অন্য সকল ঘাসের আগেই তা শুষ্ক হয়।

[১৩] যারা ঈশ্বরকে ভুলে যায়, তেমনিই সেই সকল মানুষের দশা,
তেমনি উবে যায় ভক্তিহীনদের আশা;
[১৪] যার উপর তার নির্ভর, তা ভঙ্গুর,
যার উপর তার অবলম্বন, তা মাকড়সার জালমাত্র।
[১৫] সে তার ঘরের গায়ে হেলান দিক, তা স্থির থাকবে না;
সে তা শক্ত করে ধরুক, তা দাঁড়িয়ে থাকবে না।

[১৬] সে সূর্যের সামনে সতেজই হোক,
উদ্যানের উপরেও তার কোমল শাখাগুলো বিস্তৃত হোক,
[১৭] পাথুরে মাটি জুড়ে তার শিকড় জড়িয়ে যাক,
পাথরের মধ্যেও একটা স্থান পেতে চেষ্টা করুক,
[১৮] তবু স্বস্থান থেকে তা উৎপাটন করলে
সেই স্থান তা অস্বীকার করে বলবে, ‘আমি তোমাকে কখনও দেখিনি!’
[১৯] এই যে তার আচরণের ফুর্তি!

আর তখন মাটি থেকে ঘটবে অন্য গাছের উদ্ভব!

[২০] দেখ, ঈশ্বর সৎমানুষকেও প্রত্যাখ্যান করেন না,
দুষ্কর্মাদের হাতও তিনি ধরে রাখেন না।
[২১] তিনি তোমার মুখ আবার হাসিতে পূর্ণ করবেন,
হ্যাঁ, তোমার ওষ্ঠ আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে।
[২২] তোমার শত্রুরা লজ্জায় পরিবৃত হবে,
কিন্তু দুর্জনদের তাঁবু আর থাকবে না।

ঈশ্বরের ধর্মময়তা সমস্ত বিধানের ঊর্ধ্বে

৯ [১] যোব তখন উত্তর দিয়ে একথা বললেন:

[২] আমি তো জানি, ঠিক তা-ই বটে;
ঈশ্বরের কাছে মর্তমানুষ কী করেই বা ধর্মময় হতে পারে?
[৩] যদিও কেউ তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে চাইত,
তবু হাজার কথার মধ্যে তাঁকে একটারও উত্তর দিতে পারত না।
[৪] অন্তরে প্রজ্ঞাবান, বলে পরাক্রান্ত যে তিনি,
তাঁর প্রতিরোধ ক'রে কেই বা কখনও রেহাই পেল?

[৫] তিনি পাহাড়পর্বত স্থানান্তর করেন—আর সেগুলো তা জানে না;
সক্রোধে তিনি তাদের উল্টিয়ে ফেলেন।
[৬] তিনি পৃথিবীকে তার স্থান থেকে কাঁপিয়ে তোলেন,
আর তখন তার স্তম্ভগুলো টলতে লাগে।
[৭] তিনি বারণ দেন আর সূর্য উদিত হয় না,
তিনি তারানক্ষত্রের আলো সীল মেরে বন্ধ করেন।

[৮] তিনি একাকী আকাশমণ্ডল বিছিয়ে দেন,
সাগর-তরঙ্গের উপর দিয়ে চলাচল করেন।
[৯] তিনি সপ্তর্ষি ও মৃগশীর্ষের নির্মাতা,

তিনি আবার কৃত্তিকা ও দক্ষিণের কক্ষগুলোরও নির্মাতা।
[১০] তিনি এমন মহা মহা কর্ম সাধন করেন যা সন্ধানের অতীত,
তিনি এমন আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক, যার সংখ্যা নেই।

[১১] এই যে! তিনি আমার সামনে দিয়ে যান আর আমি তাঁকে দেখতে পাই না;
পাশ দিয়েও চলেন আর আমি কিছুই টের পাই না!
[১২] তিনি কেড়ে নিলে কে তাঁকে বাধা দেবে?
কে তাঁকে বলবে: কী করছ তুমি?
[১৩] পরমেশ্বর তাঁর ক্রোধ ফিরিয়ে নেন না;
রাহাবের সমর্থকেরাও তাঁর পদতলে জড়সড়!

[১৪] তবে আমিই কি তাঁকে প্রত্যুত্তর দেব?
আমিই কি কথা বাছাই করে তাঁর সামনে রুখে দাঁড়াব?
[১৫] আমি ঠিক হলেও তাঁকে উত্তর দিয়ে কী লাভ?
আমার বিচারকের কাছে আমার কেবল দয়াই প্রার্থনা করা উচিত!
[১৬] আমি ডাকলে যদিও তিনি উত্তর দিতেন,
তবু তিনি যে আমার কণ্ঠে কান দেবেন, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।
[১৭] কেননা তিনি আমাকে কেমন যেন ঝড়েই ভেঙে ফেলেন,
অকারণে আমার ঘা বাড়িয়ে তোলেন;
[১৮] আমাকে শ্বাস টানতে দেন না,
বরং তিক্ততায়ই আমাকে পরিপূর্ণ করেন!

[১৯] বলের কথা ধরলে, দেখ, তিনিই শক্তিশালী;
বিচারের কথা ধরলে, তাঁর বিপক্ষ হয়ে কে তাঁকে আহ্বান করবে?
[২০] আমি নির্দোষী হলেও আমার মুখই আমাকে দোষী করবে,
আমি নিরপরাধী হলেও এই নিরপরাধিতাই আমার শঠতা প্রমাণ করবে!
[২১] আমি নির্দোষী, তবু আমার জন্য আমার আর চিন্তা নেই,
আমার নিজের জীবনই আমার কাছে ঘৃণ্য!

[২২] সবই সমান! এজন্য আমি স্পষ্ট বলি,
তিনি নির্দোষী কি দুর্জন দু'জনকেই সংহার করেন।
[২৩] কশা যদি মানুষকে হঠাৎ মেরে ফেলে,
তবু নির্দোষীর দুর্দশায় তিনি হাসেন।
[২৪] পৃথিবী দুর্জনেরই হাতে সমর্পিত!
তিনি তার বিচারকদের চোখে পরদা দেন;
আর তিনিই যদি না করেন তবে তেমন কাজ কে করে?

[২৫] আমার দিনগুলি দৌড়বাজের চেয়েও দ্রুতগামী,
সেগুলি উড়ে যায়—কিঞ্চিৎ মঙ্গলের দর্শনও পায় না;
[২৬] দ্রুতগামী নৌকার মতই চলে যায়,
এমন ঈগলেরই মত, যা শিকারের উপরে নেমে পড়ে।

[২৭] যদি বলি: আমার বিলাপ ভুলে যাব,
মুখের বিষণ্ণতা দূর করব, প্রফুল্লমনা হব,
[২৮] তবু আমার সকল ব্যথায় আমি ভীত;
আমি তো জানি: তুমি আমাকে নির্দোষী বলে গণ্য করবেই না!
[২৯] আর আমি যখন দোষী,
তখন কেন বৃথাই পরিশ্রম করব?
[৩০] যদিও তুষারের জলে নিজেকে ধুয়ে নিই,
যদিও ক্ষার দিয়ে হাত পরিষ্কার করি,
[৩১] তবু তুমি আমাকে ডোবায় নিমজ্জিত করবে,
আর তখন আমার নিজের পোশাকও আমাকে ঘৃণা করবে!

[৩২] কেননা তিনি আমার মত মানুষ নন যে, তাঁকে উত্তর দিই,
বা বিচারালয়ে আমরা পরস্পর সম্মুখীন হই।
[৩৩] আমাদের মধ্যে এমন কোন মধ্যস্থ নেই,
যিনি আমাদের দু'জনের উপরে হাত বাড়াবেন।

[৩৪] তিনি আমার উপর থেকে তাঁর দণ্ড সরিয়ে নিন,
তাঁর বিভীষিকা যেন আমাকে সন্ত্রাসিত না করে;
[৩৫] তবেই তাঁকে ভয় না করে আমি কথা বলব;
কিন্তু যেহেতু তেমন নয়, সেজন্য নিজের সঙ্গে আমি একাই আছি।

১০ [১] আমি আমার নিজের জীবন নিয়ে ক্লান্ত হয়েছি!
তাই আমি আমার অসন্তোষের কথা মুক্তকণ্ঠে বলব,
আমার প্রাণের তিক্ততায় কথা বলব।
[২] আমি পরমেশ্বরকে বলব: আমাকে দোষী করো না!
আমাকে বল আমার বিপক্ষে তোমার কী আছে।
[৩] আমাকে অত্যাচার করা,
তোমার হাতের তৈরী বস্তু তুচ্ছ করা,
ধূর্তদের ষড়যন্ত্রে সায় দেওয়া, তোমার পক্ষে এ কি ঠিক?
[৪] তোমার চোখ কি মানুষের চোখ?
তোমার দৃষ্টি কি মানুষের দৃষ্টির মত?
[৫] তোমার আয়ু কি মর্তমানুষের আয়ুর মত?
তোমার বছরগুলি কি মানুষের দিনগুলির মত?
[৬] এজন্য কি তুমি আমার অপরাধ তলিয়ে দেখছ
ও আমার পাপ তন্ন তন্ন করে খোঁজ করছ?
[৭] তুমি তো জান, আমি অপরাধী নই,
এও জান যে, তোমার হাত থেকে উদ্ধার করবে এমন কেউই নেই।

[৮] তোমার হাত আমাকে গড়েছে, আমি তোমারই রচনা,
আমার সর্বাঙ্গ তুমিই সুসংযুক্ত করেছ;
আর এখন কি আমাকে কবলিত করবে?
[৯] স্মরণ কর, তুমি মাটির মত আমাকে গড়েছ,
এখন আমাকে ধুলায় ফিরিয়ে দেবে কি?

[১০] তুমি কি দুধের মত আমাকে ঢালনি?
দুগ্ধ-ছানার মত কি আমাকে ঘনীভূত করনি?
[১১] তুমি আমাকে চামড়া ও মাংসে পরিবৃত করেছ,
হাড় ও শিরা দিয়ে আমাকে বুনেছ;
[১২] আমাকে জীবন ও কৃপা মঞ্জুর করেছ,
তোমার যত্নে আমার আত্মা পালন করেছ।

[১৩] তবু এই সমস্ত কিছু তুমি অন্তরে গুপ্ত করে রাখছিলে;
আমি জানি, এ ছিল তোমার মনের চিন্তা।
[১৪] আমি পাপ করলে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে আছ,
দণ্ড না দিয়ে আমার অপরাধ ছাড়বে না।
[১৫] আমি দোষী হলে, তবে আমাকে ধিক্!
আমি নির্দোষী হলেও মাথা উচ্চ করতে পারি না;
আমি লজ্জায় পরিপূর্ণ, নিজের দুঃখে নিমজ্জিত!
[১৬] আমি মাথা উচ্চ করলে তুমি সিংহের মত আমার শিকারে নাম
ও আমার বিরুদ্ধে তোমার অদ্ভুত কাজ বাড়াও।
[১৭] তুমি বারে বারে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়,
আমার প্রতি তোমার ক্ষোভ বাড়াও,
নতুন নতুন সৈন্যদল আমাকে আক্রমণ করে।

[১৮] আমাকে কেন গর্ভ থেকে বের করে আনলে?
আহা, আমি যদি তখনই প্রাণত্যাগ করতাম!
কোন চোখ যদি আমাকে না দেখত!
[১৯] তবে আমি অজাতেরই মত থাকতাম,
উদর থেকে কবরেই আমাকে তুলে নেওয়া হত!
[২০] আমার দিনগুলি এবার কি স্বল্প নয়?
তবে আমাকে ছাড়, যেন আমি একটু সান্ত্বনার স্বাদ পেতে পারি,
[২১] যতদিন না আমি সেই স্থানে যাই,

অন্ধকারের ও মৃত্যু-ছায়ার সেই দেশেই না যাই
যেখান থেকে আর ফিরে আসব না:
[২২] ঘোর অন্ধকার ও গোলযোগের সেই দেশে না যাই,
যেখানে আলোও অন্ধকারের মত।

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা স্বীকার্য

১১ [১] নাআমাথ-নিবাসী জোফার তখন একথা বললেন:

[২] এত প্রলাপের কি উত্তর দিতে হবে না?
বাচাল বলেই মানুষ কি ঠিক?
[৩] তোমার বাক্‌চাতুরিতে কি মানুষ বাক্‌শূন্য হয়ে যাবে?
তুমি কি বিদ্রূপ করে চলবে, আর কেউই প্রত্যুত্তরে কিছু বলবে না?
[৪] তুমি নাকি বলছ, আমার আচরণ নিখুঁত,
আমি তাঁর দৃষ্টিতে অনিন্দনীয়।
[৫] কেউ কি ঈশ্বরকেই কথা বলার সুযোগ দেবে না?
তিনিই তোমার বিরুদ্ধে একবার আপন মুখ খুলুন,
[৬] তিনিই প্রজ্ঞার সেই রহস্য তোমাকে জানিয়ে দিন,
যা জ্ঞানের কাছে তত দুর্জ্ঞেয়;
তবেই তুমি বুঝবে যে,
ঈশ্বর তোমার অপরাধের অনেকটাও ছেড়ে দিচ্ছেন।
[৭] তুমি কি মনে কর, ঈশ্বরকে তলিয়ে দেখতে পার?
কিংবা সর্বশক্তিমানের পূর্ণতার সীমান্তে পৌঁছতে পার?
[৮] তা তো আকাশের চেয়েও উচ্চতর! তুমি কী করতে পার?
তা পাতালের চেয়েও সুগভীর! তুমি কী বুঝতে পার?
[৯] তার পরিমাণ পৃথিবীর চেয়েও বিস্তারী,
সমুদ্রের চেয়েও প্রসারী।
[১০] তিনি যদি হঠাৎ কাউকে আক্রমণ করেন, যদি তাকে বন্দি করেন,

তিনি যদি কাউকে বিচারমঞ্চে আহ্বান করেন,
তাঁকে প্রতিরোধ করার সাধ্য কার্?
[১১] তিনি তো অসার যত মানুষকে জানেন,
শঠতাও দেখেন, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আছে;
[১২] তাই অবোধ মানুষ সুবিবেচক হোক,
মানুষ যে জন্ম থেকেই বন্য গাধামাত্র!

[১৩] এখন, তুমি যদি তোমার হৃদয় তাঁর দিকে ফেরাও,
তাঁর দিকে যদি অঞ্জলি প্রসারিত কর,
[১৪] যে অধর্ম তোমার হাতে লিপ্ত, তা যদি দূর করে দাও,
অন্যায় যদি তোমার তাঁবুতে বাস করতে না দাও,
[১৫] তবেই তোমার মুখ বিনা কলঙ্কে উচ্চ করতে পারবে,
তবেই তুমি পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে আর তোমার কোন ভয় থাকবে না।
[১৬] কারণ তুমি তখন তোমার দুর্দশা ভুলে যাবে,
তা সরে যাওয়া জলের মতই মনে হবে;
[১৭] তোমার জীবন মধ্যাহ্নের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
অন্ধকারও প্রভাতের মত হবে।
[১৮] আশা আছে বলে তোমার সাহস থাকবে,
চারদিকে তাকিয়ে তুমি তখন ভরসাভরে শুয়ে পড়বে।
[১৯] হ্যাঁ, তুমি শুয়ে পড়বে, আর কেউই তোমাকে বিরক্ত করবে না,
বরং অনেকে তোমার প্রসন্নতার পাত্র হতে চাইবে।
[২০] কিন্তু দুর্জনদের চোখ ক্ষীণ হয়ে আসবে,
তারা কোথাও আশ্রয় পেতে পারবে না;
তাদের শেষ নিশ্বাস, এই তো তাদের একমাত্র আশা।

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা তাঁর কর্মকীর্তিতে দর্শনীয়

১২ [১] যোব তখন উত্তর দিয়ে একথা বললেন:

[২] অবশ্য, তোমরাই প্রকৃত মানুষ,
তোমাদের মৃত্যু হলে তখন প্রজ্ঞারও মৃত্যু হবে!
[৩] তবু তোমাদের মত আমারও কাণ্ডজ্ঞান আছে;
তোমাদের চেয়ে আমি তত ছোট নই;
বাস্তবিক সেইসব কথা কে না জানে?
[৪] ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করলে যে কেউ তাঁর সাড়া পেতে চায়,
বন্ধুর কাছে সে হাসির পাত্র হয়েছে;
হ্যাঁ, যে ধার্মিক, যে সৎ, সে হাসির পাত্র হয়েছে!

[৫] সুখে আছে যারা, তারা ভাবে: 'দুর্ভাগ্যে অবজ্ঞাও যোগ দাও!
যার পা পিছলে যাচ্ছে, তাকে ধাক্কা দাও।'
[৬] অথচ দস্যুদের তাঁবু শান্তিভোগ করে,
যারা ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে, যারা ঈশ্বরকে নিজেদের হাতে রাখতে চায়,
তারা নিরাপদেই থাকে।

[৭] তুমি শুধু পশুদের জিজ্ঞাসা কর, সেগুলো তোমাকে উদ্বুদ্ধ করবে;
আকাশের পাখিদের জিজ্ঞাসা কর, সেগুলো তোমাকে সবই জানিয়ে দেবে।
[৮] ভূমির সরিসৃপকেও জিজ্ঞাসা কর, তারা তোমাকে সুমন্ত্রণা দেবে;
সমুদ্রের মাছকেও জিজ্ঞাসা কর, সেগুলো তোমাকে সবই বলে দেবে।
[৯] এই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কোনটাই বা একথা না জানে যে,
প্রভুর হাত এই সবকিছু এইভাবে নিরূপণ করল?
[১০] তাঁরই হাতে রয়েছে সমস্ত জীবের প্রাণ,
প্রতিটি মানবের শ্বাস।

[১১] জিহ্বা যেমন খাদ্যের স্বাদ নির্ণয় করতে পারে,
তেমনি কান কি কথার মধ্যে কথা নির্ণয় করতে পারে না?
[১২] প্রজ্ঞা প্রাচীনদের সম্পদ;
সদ্বিবেচনা দীর্ঘায়ুর অধিকার।

[১৩] কিন্তু তাঁরই কাছে রয়েছে প্রজ্ঞা ও পরাক্রম ;
সুমন্ত্রণা ও সদ্বিবেচনা তাঁরই।
[১৪] দেখ, তিনি ভেঙে ফেললে আর পুনর্নির্মাণ করা যায় না ;
তিনি মানুষকে রুদ্ধ করলে মুক্ত করা যায় না।
[১৫] দেখ, তিনি জল অবরোধ করলে সবকিছু শুষ্ক হয় ;
তিনি জল ছেড়ে দিলে তা পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে।
[১৬] বল ও বুদ্ধিকৌশল তাঁরই,
প্রবঞ্চিত ও প্রবঞ্চকও তাঁরই।
[১৭] তিনি মন্ত্রীদের প্রজ্ঞাহীন করে তোলেন,
বিচারকর্তাদের কাণ্ডজ্ঞান-বঞ্চিত করেন।
[১৮] তিনি রাজাদের রাজবন্ধন খুলে দেন,
তাঁদের কোমরে বন্দির বাঁধনই বেঁধে দেন।
[১৯] তিনি যাজকদের জুতো-বঞ্চিত করেন,
প্রতাপশালীদের পদচ্যুত করেন।
[২০] তিনি বাক্‌চতুরদের বাক্যহীন করে তোলেন,
প্রবীণদের সুবুদ্ধি-বঞ্চিত করেন।
[২১] তিনি অভিজাতদের উপর অবজ্ঞা বর্ষণ করেন,
শক্তিশালীদের শক্তির বন্ধনী ছিন্ন করেন।
[২২] তিনি অন্ধকারের গভীরতম বিষয় অনাবৃত করেন,
ঘন ছায়াকে আলোয় আনেন।
[২৩] তিনি জাতিগুলিকে মহান করে তোলেন, আবার বিনাশ করেন,
দেশগুলিকে প্রসারিত করেন, আবার ছেড়ে দেন।
[২৪] তিনি জননায়কদের কাণ্ডজ্ঞান কেড়ে নেন,
পথহীন মরুভূমিতে তাদের ফেলে রাখেন,
[২৫] তখন তারা আলোবিহীন অন্ধকারে হাঁতড়ে বেড়ায়,
মাতালের মত টলতে টলতে হেঁটে চলে।

১৩ [১] দেখ, এই সবকিছু আমি নিজের চোখেই দেখেছি,

এই সবকিছু নিজের কানেই শুনে বুঝতেও পেরেছি।

[২] তোমরা যা জান, তা আমিও জানি,

তোমাদের চেয়ে আমি তত ছোট নই।

[৩] কিন্তু আমি সর্বশক্তিমানের সঙ্গে কথা বলতে চাই,

ঈশ্বরেরই সঙ্গে বিবাদ করার ইচ্ছা আছে!

[৪] তোমরা তো মিথ্যা রটনাকারী মাত্র,

তোমরা সকলে অসার চিকিৎসক!

[৫] আহা, তোমরা যদি একেবারেই নীরব থাকতে!

এ-ই তোমাদের উচিত প্রজ্ঞা!

[৬] দোহাই তোমাদের, আমার যুক্তি শোন,

আমার ওষ্ঠের তর্কে মন দাও।

[৭] তোমরা কি ঈশ্বরের পক্ষে অন্যায়-কথা বলবে?

তাঁর পক্ষে কি প্রতারণা অবলম্বন করেই কথা বলবে?

[৮] তোমরা এইভাবে কি তার পক্ষপাতী হবে?

ঈশ্বরের পক্ষে কি ওকালতি করবে?

[৯] তিনি তোমাদের পরীক্ষা করলে তোমাদের কি মঙ্গল হবে?

মানুষ যেমন মানুষকে ভোলায়, তেমনি তোমরা কি তাঁকে ভোলাবে?

[১০] তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের ভর্ৎসনা করবেন,

তোমরা যদি গোপনে পক্ষপাত কর!

[১১] তাঁর মহত্ত্ব কি তোমাদের অন্তর সন্ত্রাসিত করে না?

তাঁর ভয়ঙ্করতা দ্বারা কি তোমরা আক্রান্ত হবে না?

[১২] তোমাদের যত সুমন্ত্রণা ছাইভস্ম-বচনমাত্র,

তোমাদের দুর্গগুলি মাটিরই দুর্গ!

[১৩] তাই তোমরা এখন চুপ কর, আমাকেই কথা বলতে দাও,
আমার যা ঘটবার তা-ই ঘটুক।
[১৪] আমি আমার নিজের মাংস নিজের দাঁতে কামড়িয়ে রাখছি,
আমার নিজের প্রাণ নিজের হাতে তুলে নিচ্ছি।
[১৫] আচ্ছা, তিনি আমাকে বধ করুন, আর কোন আশা নেই তো আমার,
আমি শুধু তাঁর সামনে আমার আচরণের পক্ষসমর্থন করতে চাই।
[১৬] এমনকি, আমার জন্য এটিই হবে পরিত্রাণ,
কারণ কোন ভক্তিহীন তাঁর সামনে কখনও দাঁড়াতে সাহস করবে না।
[১৭] তবে তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন,
আমার এই নিবেদন কান পেতে শোন।
[১৮] দেখ, বিচারের জন্য আমি সবই বিন্যাস করলাম,
নিশ্চিত আছি, আমাকে নির্দোষী বলে সাব্যস্ত করা হবে।
[১৯] এই বিচারে কে আমার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছুক?
তবে আমি নীরব থাকব, মৃত্যুবরণ করতে রাজি হব।
[২০] একটা কথা মাত্র, আমাকে এই দু'টো বিষয় মঞ্জুর করা হোক,
তবে আমি তোমার শ্রীমুখ থেকে নিজেকে লুকোব না:
[২১] তোমার থাবা আমা থেকে দূরে সরিয়ে দাও,
তোমার বিভীষিকা যেন আমাকে আর আতঙ্কিত না করে;
[২২] তারপর তুমি আমাকে আহ্বান কর, আমি সাড়া দেব;
কিংবা আমি জিজ্ঞাসা করব, আর তুমি উত্তর দেবে।
[২৩] তবে, আমার অপরাধ, আমার পাপ কত?
আমাকে দেখাও আমার অধর্ম, আমার পাপ।
[২৪] তুমি কেন তোমার শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখছ?
কেন আমাকে তোমার শত্রু বলে গণ্য করছ?
[২৫] তুমি কি বাতাসে তাড়িত একটা পাতা সন্ত্রাসিত করবে?
তুমি কি শুষ্ক ঘাসের পিছনে ধাওয়া করবে?

[২৬] তুমি তো আমার বিরুদ্ধে তিক্ত বিচারদণ্ড জারি করছ,
আমার যৌবনকালের দোষত্রুটি উপস্থিত করছ,
[২৭] আমার পা বেড়িতে আবদ্ধ করছ,
আমার সমস্ত পদক্ষেপে চোখ রাখছ,
আমার প্রতিটি পদচিহ্ন মেপে নিচ্ছ!

[২৮] এদিকে আমি পচা কাঠের মত,
পোকায়-কাটা কাপড়ের মত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছি।

১৪ [১] হায় রে, মানুষ—নারীজাত যে মানুষ,
স্বল্পায়ু ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ যে মানুষ!
[২] সে ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে ম্লান হয়,
ছায়ার মত চলে যায়—সে ক্ষণস্থায়ী!
[৩] অথচ তেমন প্রাণীর উপরেই কি তুমি চোখ নিবদ্ধ রাখ?
একেই তোমার বিচারমঞ্চে আহ্বান কর?
[৪] অশুচি থেকে শুচির উদ্ভব ঘটাতে পারে এমন সাধ্য কার্ আছে?
কারও নেই!
[৫] তার আয়ুর দিনগুলি যখন নিরূপিত,
তার মাসের সংখ্যা যখন তোমার উপরেই নির্ভরশীল,
তুমিই যখন তার জন্য এমন সীমানা স্থাপন করেছ
যা লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়,
[৬] তখন তার কাছ থেকে দৃষ্টি ফেরাও, তাকে একাই ফেলে রাখ,
দিনমজুরের মত সেও যেন দিনের শেষে একটু সুখ ভোগ করতে পারে।

[৭] কারণ গাছেরও একটা আশা আছে,
ছিন্ন হলে তা আবার পল্লবিত হবে,
তার কোমল শাখা বাড়তে ক্ষান্ত হবে না।
[৮] যদিও মাটিগর্ভে তার মূল প্রাচীন হয়,

যদিও ভূমিতে তার গুঁড়ি মারা যায়,
[৯] তবু জলের গন্ধ পেলে তা আবার পল্লবিত হয়ে ওঠে,
নতুন গাছের মত তাতে নতুন নতুন শাখা ধরে।
[১০] কিন্তু মানুষ মরলে শায়িত হয়ে ক্ষয় হয়,
প্রাণত্যাগ করে মর্তমানুষ আর কোথায় থাকে?
[১১] সমুদ্র থেকে জল মিলিয়ে যায়,
নদী শুষ্ক হয়ে মারা যায়,
[১২] তেমনি মানুষ একবার শুয়ে আর ওঠে না,
যতদিন না আকাশ বিলুপ্ত হয়, সে আর জাগবে না,
নিদ্রা থেকে আর জেগে উঠবে না।

[১৩] হায়, তুমি যদি আমাকে পাতালে লুকিয়ে রাখতে!
গুপ্তই রাখতে যতক্ষণ তোমার ক্রোধ গত না হয়;
আমার জন্য যদি একটা ক্ষণ নিরূপণ করতে,
এবং পরে আমার কথা স্মরণ করতে!
[১৪] মানুষ একবার মরে কি পুনরুজ্জীবিত হবে?
আমি আমার সৈনিক জীবনের সমস্ত দিন প্রতীক্ষায় থাকব,
যতক্ষণ আমার পালার সময় না আসে।
[১৫] পরে তুমি আমাকে ডাকবে আর আমি উত্তর দেব;
তুমি তোমার হাতের রচনার প্রতি মমতা দেখাবে।
[১৬] তখন তুমি নিশ্চয় আমার পদক্ষেপ গুনে রাখবে,
কিন্তু আমার পাপের প্রতি আর তত লক্ষ রাখবে না।
[১৭] হ্যাঁ, আমার অধর্ম এক থলিতে আটকানো থাকবে,
আর তুমি আমার অপরাধের উপরে একটা আবরণ দেবে।
[১৮] হায়, পর্বত যেমন পড়ে বিলুপ্ত হয়,
শৈল যেমন তার জায়গা থেকে সরে যায়,
[১৯] জল যেমন পাথরকে ক্ষয় করে,

বন্যা যেমন মাটি ভাসিয়ে নিয়ে যায়,

তেমনি তুমি মর্তমানুষের আশা ক্ষয় কর।

[২০] হ্যাঁ, তুমি চিরকালের মত তাকে পরাস্ত কর আর সে গত হয়,

তুমি তো তার মুখ বিকৃত কর, তারপর তাকে বিদায় দাও!

[২১] তার সন্তানেরা গৌরবের পাত্র হোক—সে কিন্তু তা জানে না;

তারা অপমানের পাত্র হোক—সে কিন্তু তা উপলব্ধি করে না!

[২২] সে কেবল নিজের ব্যথাই টের পায়,

কেবল নিজেরই জন্য ব্যাকুল হয়।

দ্বিতীয় বক্তব্যমালা

যোব নিজ কথা দ্বারাই দোষী বলে সাব্যস্ত

১৫ [১] তেমান-নিবাসী এলিফাজ তখন একথা বললেন:

[২] প্রজ্ঞাবান কি অসার কথা দিয়েই উত্তর দেবে?
সে কি পুববাতাসেই পেট ভরাবে?
[৩] সে কি অর্থশূন্য কথায় অবলম্বন করেই আত্মপক্ষ সমর্থন করবে?
সে কি নিষ্ফল উক্তি প্রয়োগ করবে?
[৪] কিন্তু তুমি তো ধর্মভাবও ধ্বংস করছ,
ঈশ্বরভক্তিও বিলীন করছ।
[৫] হ্যাঁ, তোমার শঠতাই কথা রাখে তোমার মুখে,
তুমি ধূর্তদের জিহ্বাই বেছে নিয়েছ।
[৬] তোমারই মুখ তোমাকে দোষী বলে প্রতিপন্ন করছে, আমি নই;
তোমার নিজের ওষ্ঠই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করছে।

[৭] তুমি নাকি সেই প্রথমজাত আদম?
পাহাড়পর্বতের আগেই কি তোমার জন্ম হয়েছে?
[৮] তুমি কি পরমেশ্বরের গুপ্ত মন্ত্রণাসভায় বসে শোন?
প্রজ্ঞা কি কেবল তোমাতেই গণ্ডিবদ্ধ?
[৯] আমরা যা না জানি, তুমি এমন কী জান?
আমাদের যা বোঝার অতীত, তুমি এমন কী বোঝ?
[১০] পাকা চুল ও বৃদ্ধ মানুষ আমাদেরও মধ্যে আছেন,
তোমার পিতার চেয়েও তাঁরা বয়সে প্রাচীন।
[১১] ঈশ্বরের সান্ত্বনা-ধারা তোমার কাছে সামান্য ব্যাপার কি?
তোমার প্রতি উচ্চারিত শালীন কথাও কি তোমার কাছে কিছু নয়?
[১২] তোমার হৃদয় কেন তোমাকে এমনি টানে?

তোমার চোখ কেন এতই মিটমিট করে যে,
[১৩] তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই তোমার আত্মা ফেরাও,
ও তোমার মুখ থেকে তেমন কথা নির্গত হয়?

[১৪] মর্তমানুষ কী যে, সে নিজেকে শুচি মনে করতে পারে?
নারীজাত মানুষ কী যে, নিজেকে ধর্মময় মনে করতে পারে?
[১৫] দেখ, তিনি তাঁর পবিত্রজনদেরও বিশ্বাস করেন না,
তাঁর দৃষ্টিতে আকাশও নির্মল নয়;
[১৬] তবে যে জঘন্য ও ভ্রষ্ট,
জলের মতই যে শঠতা পান করে, সেই মানুষ কী!
[১৭] ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাব, আমার কথা শোন;
আমি যা দেখেছি, তা বর্ণনা করব;
[১৮] প্রজ্ঞাবানেরা যা প্রকাশ করেন,
তাঁদের পিতারা তাঁদের কাছে যা গুপ্ত রাখেননি, তা বর্ণনা করব;
[১৯] দেশ কেবল তাঁদেরই দেওয়া হয়েছিল,
তাঁদের মধ্যে বিজাতীয় কেউই তখনও চলাচল করেনি।
[২০] দুর্জন সারা জীবন ধরেই ক্লেশে জর্জরিত,
দুর্দান্তের বছর-সংখ্যা নিরূপিতই আছে।
[২১] তার কান সন্ত্রাসী শব্দের ধ্বনিতে পূর্ণ,
শান্তির দিনেও দস্যু তাকে আক্রমণ করে।
[২২] অন্ধকার এড়াতে পারবে এমন বিশ্বাস তার নেই;
না, খড়্গের জন্যই সে চিহ্নিত!
[২৩] সে রুটির খোঁজে ঘোরাফেরা করে, কিন্তু: 'কোথায় যাব?'
সে জানে, অন্ধকারের দিন তার সন্নিকট!
[২৪] সঙ্কট ও দুর্দশা তার অন্তর সন্ত্রাসে পূর্ণ করে,
আক্রমণ করতে তৈরী রাজার মত
সেইসব কিছু তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

[২৫] কারণ সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়েছে,
সর্বশক্তিমানের বিরুদ্ধে আস্ফালন করেছে।
[২৬] সে মাথা উচ্চ করেই তাঁর বিরুদ্ধে দৌড়িয়েছে,
তার হাতে ছিল স্থূল ও শক্ত ঢাল।
[২৭] মেদ তার মুখ ঢাকলেও,
তার কটিদেশ হৃষ্টপুষ্ট হলেও,
[২৮] কিন্তু তবুও উৎসন্ন শহরগুলিই হবে তার বাসস্থান,
এমন ঘরে বাস করবে, যেখানে কেউই আর বাস করে না,
পাথররাশি হওয়াই যার নিরূপিত ভবিষ্যৎ।
[২৯] সে ধনী হবে না, তার সম্পদ টিকবে না;
সেগুলোর ফলও পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে না।
[৩০] সে অন্ধকার এড়াবে না,
অগ্নিশিখা শুষ্ক করবে তার যত শাখা,
বাতাস-ই তার সমস্ত ফল উড়িয়ে নেবে।
[৩১] যা অসার, তাতে নির্ভর করে সে নিজেকে না ভোলাক,
কেননা সর্বনাশই হবে তার প্রতিফল।
[৩২] কালের আগেই তার ডালপালা ম্লান হয়ে পড়বে,
তার কোন শাখা আর সতেজ হবে না।
[৩৩] আঙুরলতার মত তার কাঁচা ফল ঝরে পড়বে,
জলপাইগাছের মত তার নবীন ফুল খসে পড়বে;
[৩৪] কারণ ভক্তিহীনদের জনসমাবেশ বন্ধ্যা হবে,
যারা উৎকোচ ভালবাসে, আগুনই তাদের তাঁবু গ্রাস করবে।
[৩৫] সে অনিষ্ট গর্ভধারণ ক'রে মিথ্যার জন্মদান করে;
নিজের পেটে সে প্রবঞ্চনা লালন-পালন করে।

মানব অন্যায্যতা ও ঐশ ন্যায্যতা

১৬ [১] যোব তখন উত্তর দিয়ে একথা বললেন:

[২] তেমন কথা আমি আগেও কতবার শুনেছি!
তোমরা সকলে এমন সান্ত্বনাদানকারী, যারা কষ্টই দেয়।
[৩] অসার কথা কি কখনও শেষ হবে না?
তেমন উত্তর দিতে তোমাকে কিসে উত্তেজিত করছে?
[৪] তোমাদের মত কথা বলতে আমিও পারতাম,
যদি তোমরা আমার জায়গায় থাকতে!
আমি কথা দিয়েই তোমাদের জড়াতে পারতাম,
তোমাদের বিরুদ্ধে মাথা নাড়াতে পারতাম!
[৫] হ্যাঁ, আমার মুখ দিয়ে তোমাদের সাহস দিতাম,
আর তখন আমার ওষ্ঠের সান্ত্বনায় তোমরা আরাম পেতে।
[৬] যখন কথা বলি, তখন আমার ক্লেশ ক্ষান্ত হয় না,
যখন নীরব থাকি, তখন সেই ক্লেশ কি কোন প্রকারে হ্রাস পায়?
[৭] কিন্তু এখন তা আমাকে অবসন্ন করেছে,
আমার সকল প্রতিবেশীকে তুমি আতঙ্কিত করেছ।
[৮] তা আমাকে ঘিরে ফেলেছে, ও আমার বিপক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াচ্ছে;
আমার অভিযোক্তা আমার মুখের উপরেই আমাকে অভিযুক্ত করছে;
[৯] তার ক্রোধ আমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করছে, উৎপীড়ন করছে,
আমার দিকে দাঁতে দাঁত ঘষছে,
আমার শত্রু আমার বিরুদ্ধে চোখ লাল করছে।
[১০] তারা আমার বিরুদ্ধে মুখ খুলে হা করে আছে,
বিদ্রূপ করে আমার গালে চড় মারে,
আমার বিরুদ্ধে একজোট হয়।
[১১] হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাকে দুষ্কর্মার হাতে তুলে দিয়েছেন,

আমাকে দুর্জনদের হাতে ফেলে দিয়েছেন।

[১২] আমি শান্তিতেই ছিলাম আর তিনি আমাকে নষ্ট করেছেন,
ঘাড় ধরে আমাকে আছাড় মেরেছেন,
আমাকে তাঁর লক্ষ্যবস্তুরূপে দাঁড় করিয়েছেন :
[১৩] তাঁর তীরন্দাজেরা আমাকে ঘিরে ফেলে,
তিনি আমার কোমর বিঁধিয়ে দেন, দয়াটুকু দেখান না,
মাটিতে আমার পিত্ত ঢেলে দেন।
[১৪] তিনি অবিরতই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন,
যোদ্ধার মত আমার বিরুদ্ধে দৌড়ে আসেন।
[১৫] আমি আমার চামড়ার উপরে চটের কাপড় বুনেছি,
ধুলায় আমার মাথা সমাহিত করেছি।
[১৬] আমার মুখ কান্নায় বিকৃত হয়েছে,
আমার চোখের পাতার উপরে ঘোর অন্ধকার বিরাজ করছে।
[১৭] তা সত্ত্বেও আমার হাত অত্যাচার থেকে মুক্ত,
আমার প্রার্থনাও শুদ্ধ!
[১৮] পৃথিবী! আমার রক্ত ঢেকো না!
আমার চিৎকারের যেন কখনও বিরতি না হয়!
[১৯] সুতরাং দেখ, ইতিমধ্যে স্বর্গে আমার সাক্ষী আছেন,
আমার পক্ষসমর্থক সেই ঊর্ধ্বেই আছেন;
[২০] আমার বন্ধুরা আমাকে বিদ্রূপ করে,
কিন্তু পরমেশ্বরেরই উদ্দেশে জল ফেলে আমার চোখ,
[২১] যেন তিনি পরমেশ্বরের কাছে মানুষের পক্ষে কথা বলেন,
যেভাবে আদমসন্তান বন্ধুর পক্ষে কথা বলে।
[২২] কারণ কেবল কয়েক বছর কেটে যাবে,
পরে আমি সেই পথে চলে যাব যেখান থেকে কেউ ফেরে না।

১৭ [১] আমার আত্মা নিঃশেষিত, আমার আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসছে ;

কবর আমার প্রতীক্ষায় আছে !

[২] বিদ্রূপকারীরা কি সত্যিই আমার চারদিকে নয় ?

তাদের শত্রুমিতেই নিবদ্ধ আমার চোখ।

[৩] দোহাই তোমার ! তুমিই হও আমার জামিনদার,

আর কে আছে যে, আমার জন্য জামিন দেবে ?

[৪] তুমি এদের মন থেকে বুদ্ধি বিচ্যুত করেছ,

তাই এদের জয়ী হতে দেবে না।

[৫] পুরস্কারের আশায় বন্ধুকে যে তুলে দেয়,

ক্ষীণ হয়ে আসে তার সন্তানদের চোখ।

[৬] আমি হয়েছি জাতিগুলির হাসির বস্তু,

এমন মানুষ, যার মুখে লোকে থুথু ফেলে।

[৭] দুঃখে নিস্তেজ হয়েছে আমার চোখ,

আমার সর্বাঙ্গ হয়েছে ছায়ার মত।

[৮] এতে সরল মানুষেরা স্তম্ভিত হয়,

ভক্তিহীনের বিরুদ্ধে নির্দোষী উত্তেজিত হয়।

[৯] তবু ধার্মিক তার নিজের আচরণে সুস্থির হয়ে চলবে,

শুদ্ধ যার হাত, সে উত্তরোত্তর প্রবল হবে।

[১০] এসো, তোমরা সকলে, আবার ফিরে এসো,

তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান একজনকেও পাব না।

[১১] আমার আয়ু গেল, আমার সঙ্কল্প সকল ভগ্ন,

আমার মনস্কামনাও তাই !

[১২] এরা রাতকে দিন করে,

অন্ধকারের সামনেও এরা বলে, আলো সন্নিকট।

[১৩] আশার মত যদি আমার কিছু থাকে, তবে পাতালই আমার গৃহ,

অন্ধকারেই শয্যা পাতি,
[১৪] অবক্ষয়কে আমি বলি, তুমি আমার পিতা,
কীটকে বলি, তুমি আমার মা, আমার বোন!
[১৫] তবে আমার সেই আশা কোথায়?
কে আমার জন্য আশা দেখতে পায়?
[১৬] তা কি পাতাল-দ্বার পর্যন্ত নেমে যাবে?
আমরা সকলে মিলে কি ধুলায় শায়িত হব?

দুর্জনের অপরিহার্য নিয়তি

১৮ [১] শুয়াহ্‌-নিবাসী বিল্দাদ তখন একথা বললেন:

[২] আর কতকাল তোমরা কথা সংযত রাখবে?
চিন্তা কর, পরে কথা বলব।
[৩] পশু বলে পরিগণিত হওয়ায় আমাদের কী লাভ?
তোমাদের চোখে আমরা কেন পাষণ্ড বলে দাঁড়াব?
[৪] তুমি তো ক্রোধে নিজেকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে পার,
কিন্তু তোমার খাতিরে পৃথিবী পরিত্যক্ত হবে না,
গিরি-শৈলও নিজেদের জায়গা থেকে সরে যাবে না!
[৫] দুর্জনের আলো নিশ্চয়ই নিভে যাবে,
তার বাতির শিখাও নিস্তেজ হয়ে পড়বে।
[৬] তার তাঁবুতে আলো অন্ধকার হবে,
যে প্রদীপ তার উপর আলো ছড়ায়, তাও নির্বাপিত হবে।
[৭] তার চলার তেজ খর্ব হবে,
তার নিজের কল্পনা-ঝল্পনা তার পতন ঘটাবে,
[৮] কারণ তার পা জালে জড়িয়ে পড়বে,
সে ফাঁদের উপরে পা বাড়াবে।
[৯] তার পাদমূল ফাঁসে আবদ্ধ হবে,

ফাঁদ ছুটবে, আর সে ধরা পড়বে।
[১০] তার জন্য ফাঁস মাটিতে লুক্কায়িত রয়েছে,
তার চলার পথে জাল পাতা আছে।
[১১] বিভীষিকা সবদিক দিয়ে তাকে আতঙ্কিত করছে,
তার পিছু পিছু তাকে ধাওয়া করছে।
[১২] ক্ষুধা হবে তার সঙ্গী,
সর্বনাশ তার পাশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে।
[১৩] অসুখ তার চামড়া গ্রাস করবে,
মৃত্যুর জ্যেষ্ঠ পুত্র তার সর্বাঙ্গ খেয়ে ফেলবে।
[১৪] যার উপর তার ভরসা ছিল,
তার সেই তাঁবু থেকে তাকে উপড়ে ফেলা হবে,
তখন বিভীষিকা-রাজের কাছে তাকে টেনে নেওয়া হবে।
[১৫] তুমি তার তাঁবুতে বাস করতে পারবে
—তার উপর তার আর অধিকার নেই;
তার আবাসে গন্ধক ছড়িয়ে দেওয়া হবে।
[১৬] নিচে তার শিকড় শুষ্ক হবে,
উপরে তার শাখা কেটে ফেলা হবে।
[১৭] তার স্মৃতি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবে,
রাস্তা-ঘাটে তার নামের উল্লেখ আর হবে না।
[১৮] আলো থেকে অন্ধকারে বিতাড়িত হয়ে
সে সংসার থেকে বিচ্যুত হবে।
[১৯] তার স্বজাতীয়দের মধ্যে তার আর থাকবে না সন্তানসন্ততি, থাকবে না বংশ,
তার আবাসের স্থানে একজনমাত্রও অবশিষ্ট থাকবে না।
[২০] তার পরিণামের জন্য পাশ্চাত্যের মানুষ স্তম্ভিত হবে,
ভয়ে প্রাচ্যের মানুষ রোমাঞ্চিত হবে।
[২১] এই তো শঠতার দশা,

যে কেউ ঈশ্বরকে জানে না, এই তো তার আবাস।

যখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত,

তখনই তার বিশ্বাস যথার্থ বলে প্রমাণিত

১৯ [১] যোব তখন উত্তরে একথা বললেন:

[২] আর কতক্ষণ তোমরা আমার প্রাণে পীড়া দেবে?
আর কতক্ষণ তোমাদের বক্তৃতায় আমাকে চূর্ণ করবে?
[৩] এই দশ দশবার আমাকে অপমান করেছ,
লজ্জাবোধ না করে আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছ!
[৪] আর যদিও আমি পথভ্রষ্ট হয়েছি,
তবুও আমার ভ্রান্তি আমার নিজেরই ব্যাপার।
[৫] আর যদি তোমরা আমার উপরে এত দর্প করতে চাও,
যদি আমার গ্লানি আমার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে চাও,
[৬] তবে জেনে রাখ, ঈশ্বরই আমার প্রতি অন্যায় করেছেন!
তিনিই তাঁর আপন জালে আমাকে জড়িয়ে নিয়েছেন।

[৭] দেখ, আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিৎকার করি, কিন্তু সাড়া পাই না;
সহায়তা যাচনা করি, কিন্তু কোন বিচার হয় না।
[৮] আমার পথে তিনি এমন প্রাচীর দিয়েছেন,
যা আমি অতিক্রম করতে অক্ষম,
আমার রাস্তায় অন্ধকার পেতে দিয়েছেন।
[৯] তিনি খুলে নিয়েছেন আমার গৌরব-বসন,
আমার মাথা থেকে তুলে নিয়েছেন মুকুট।
[১০] আমাকে নিঃশেষ করার জন্য
তিনি চারদিক থেকে আমাকে আক্রমণ করছেন,
গাছের মত আমার প্রত্যাশা উপড়ে ফেলছেন।

[১১] তিনি আমার উপর তাঁর ক্রোধ জ্বালিয়েছেন,
আমাকে তাঁর বিরোধী বলে গণ্য করছেন।
[১২] তাঁর যত সৈন্যদল সবাই মিলে এগিয়ে আসছে,
আমাকে লক্ষ্যবস্তু করেই পথ চলছে,
শিবিরটা আমার তাঁবুর চারপাশেই বসানো।

[১৩] তিনি আমার ভাইদের আমা থেকে দূরে রেখেছেন,
আমার পরিচিতেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
[১৪] আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করেছে,
আমার নিজের অতিথিরা আমার কথা ভুলে গেছে।
[১৫] আমার বাড়ির দাসীরা আমার প্রতি অপরিচিতের মত ব্যবহার করছে,
তাদের চোখে আমি অচেনা মানুষ হয়ে গেছি।
[১৬] আমার দাসকে ডাকি—কৈ, সে উত্তর দেয় না;
আমাকেই তার দয়ার পাত্র হতে হচ্ছে।
[১৭] আমার শ্বাস আমার বধূর বিতৃষ্ণার ব্যাপার,
আমার সহোদরদের কাছে আমি বিতৃষ্ণার বস্তু।
[১৮] ছেলেদের কাছেও আমি ঘৃণার বিষয়,
আমি উঠে দাঁড়ালে তারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে।
[১৯] আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সকলে আমাকে বিভীষিকার মত দেখে,
আমার প্রিয়জনেরাও এখন আমার প্রতি বিমুখ।
[২০] হাড় চামড়ায় লেগে গেছে,
কেবল আমার দাঁতের চামড়াই রেহাই পেয়েছে!
[২১] বন্ধু আমার, তোমরাই আমাকে দয়া দেখাও, দয়া দেখাও!
কারণ ঈশ্বরের হাত এবার আমাকে আঘাত করেছে।
[২২] ঈশ্বরের মত কেন তোমরাও আমাকে পীড়ন করছ?
আমার মাংস গ্রাস করায় তোমরা কি কখনও ক্ষান্ত হবে না?

[২৩] আহা, কেউ যদি আমার এই সমস্ত কথা লিখে রাখত,
সেই কথা যদি কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ হত,
[২৪] তা যদি লোহার বাটালি ও সীসা দিয়ে
চিরকালের মত পাথরে খোদাই করা হত!
[২৫] আমি জানি, আমার মুক্তিসাধক জীবিতই আছেন!
আমি জানি, সেই চরমদিনে তিনি ধুলার উপরে উঠে দাঁড়াবেন!
[২৬] আমার এই চর্ম বিনষ্ট হওয়ার পর
আমার এই মাংসেই আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব।
[২৭] আমি, আমি নিজেই তাঁকে দেখতে পাব;
আমারই চোখ তাঁর দর্শন পাবে,—এই আমি, অন্যে নয়!
হৃদয় বুকের মধ্যে ক্ষীণ হয়ে আসে।
[২৮] যখন তোমরা বল, 'আমরা কেমন করে তাকে নির্যাতন করব?
বিচারে কী অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনতে পারি?'
[২৯] তখন তোমরা নিজেরাই সেই খড়্গ ভয় কর,
কারণ ক্রোধ খড়্গের আঘাতে দন্ড দেবে;
আর তখন তোমরা এ জানতে পারবে যে, নিশ্চয়ই বিচার আছে!

দুর্জনের অনিবার্য বিলোপ

২০ [১] নাআমাথ-নিবাসী জোফার তখন একথা বললেন:

[২] আমার চিন্তা-ভাবনাই আমাকে উত্তর দিতে উত্তেজিত করে,
আর এজন্যই আমি অধৈর্য হলাম।
[৩] আমি এমন ভর্ৎসনার কথা শুনেছি, যা আমাকে অপমানিত করছে,
কিন্তু আমার অন্তর প্রতিবাদ করতে আমাকে প্রেরণা দিচ্ছে।
[৪] তুমি কি একথা জান না যে, অনাদিকাল থেকে,
পৃথিবীতে মানুষ-স্থাপনের সময় থেকেই,
[৫] দুর্জনদের আনন্দগান ক্ষণিকেরই ব্যাপার,

ভক্তিহীনের ফুর্তিও নিমেষমাত্র?
[৬] তার মহত্ত্ব যদিও আকাশছোঁয়া,
তার মাথা যদিও মেঘলোকস্পর্শী,
[৭] তবু তার নিজের মলের মতই সে বিলুপ্ত হবে;
আর যারা তাকে দেখত, তারা বলবে, সে কোথায়?
[৮] সে স্বপ্নেরই মত মিলিয়ে যাবে, আর পাওয়া যাবে না কো তার উদ্দেশ,
সে রাত্রিকালীন দর্শনের মত উবে যাবে।
[৯] যে চোখ তাকে দেখত, তা তাকে আর দেখবে না,
তার ঘরও তাকে আর দেখতে পাবে না।
[১০] তার সন্তানেরা গরিবদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে,
তাদের হাত তার সম্পদ ফিরিয়ে দেবে।
[১১] তার হাড় ছিল যৌবনের তেজে পরিপূর্ণ,
কিন্তু এখন ধুলায় শায়িত তার সঙ্গে!
[১২] যদিও অপকর্ম তার মুখে মিষ্টি লাগত,
যদিও তা লুকিয়ে রাখত জিহ্বার নিচে,
[১৩] যদিও তা ছাড়তে সে সম্মত ছিল না,
যদিও মুখের মধ্যে তা রাখত,
[১৪] তবু তার খাদ্য পেটে বিকৃত হবে,
তার অন্ত্ররাজিতে হবে কালসাপের বিষের মত।
[১৫] গ্রাস করা তার সেই যত ধন সে উগরে দেবে,
ঈশ্বর তার পেট থেকে সেইসব বের করে দেবেন।
[১৬] সে কালসাপের বিষ চুষে খেল,
চন্দ্রবোড়ার জিহ্বা তাকে সংহার করবে।
[১৭] সে আর কখনও দেখবে না কোন স্রোতস্বিনী,
মধু ও দুধ-প্রবাহী নদীও নয়।
[১৮] সে নিজের শ্রমের ফল ফিরিয়ে দেবে, তা আস্বাদ করবে না,

তার ব্যবসার ফলও সে ভোগ করবে না,
[১৯] কেননা দুঃখীদের সে অত্যাচার ও পরিত্যাগ করল,
নিজে যা গাঁথেনি এমন গৃহ সে ছিনিয়ে নিল;
[২০] তার পেট কখনও শান্তি পেত না,
তাই তার ধনও তাকে রক্ষা করবে না।
[২১] তার গ্রাসে কিছুই বাকি থাকত না,
তাই তার সমৃদ্ধিও থাকবে না।
[২২] তার পূর্ণ প্রাচুর্যের দিনেও সে কষ্টে ভুগবে,
যত দুর্দশা তার মাথায় নেমে পড়বে।
[২৩] সে যখন নিজের পেট পূর্ণ করতে উদ্যত হবে,
ঈশ্বর তার উপরে তাঁর ক্রোধের আগুন নিক্ষেপ করবেন,
তার উপরে বর্ষণ করবেন জ্বলন্ত অঙ্গার।
[২৪] যদিও সে লৌহাস্ত্র এড়াতে পারে,
তবু ব্রঞ্জের ধনুকে বিদ্ধ হবে।
[২৫] তার পিঠ থেকেই বের হবে সেই তীর,
তার যকৃৎ থেকে চক্‌মকে তীরের অগ্রভাগ।
নানাবিধ সন্ত্রাস তাকে আক্রমণ করবে;
[২৬] সমস্ত অন্ধকার তার জন্যই সঞ্চিত।
এমন আগুন তাকে গ্রাস করবে যা কোন মানুষ জ্বালায়নি,
তার তাঁবুতে বাকি সবকিছু সেই আগুন ছাই করবে।
[২৭] আকাশমণ্ডল তার শঠতা অনাবৃত করবে,
পৃথিবী তার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে।
[২৮] বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার ঘর,
ঐশক্রোধের দিনেই তা বয়ে যাবে।
[২৯] এটিই ধূর্ত মানুষের জন্য ঈশ্বরের নির্ধারিত ভাগ্য,
এটিই তার জন্য ঈশ্বরের নিরূপিত উত্তরাধিকার!

সত্য স্বীকার করার জন্য সাহস দরকার

২১ [১] যোব তখন উত্তর দিয়ে একথা বললেন :

[২] তোমরা মন দিয়েই আমার কথা শোন,
আমার প্রতি তা-ই তোমাদের দেওয়া সান্ত্বনা হোক।
[৩] আমাকেও একটু কথা বলতে দাও ;
আমার একথার পরেই তুমি আমাকে বিদ্রূপ কর।
[৪] আমার অনুযোগ কি মানুষের কাছে?
আর আমি অধৈর্য হব না কেন?
[৫] তোমরা আমার প্রতি মনোযোগ দাও, তবে স্তম্ভিত হবে,
তোমাদের মুখে হাত দেবে।
[৬] ভাবলেই আমি বিহ্বল হই,
আমার মাংস শিহরে ওঠে।
[৭] দুর্জনেরা কেন বেঁচে থাকে?
তারা কেন বৃদ্ধ হয়, এমনকি প্রতাপশালী ও তেজময়ী হয়?
[৮] তাদের বংশ তাদের সঙ্গে সমৃদ্ধ,
তাদের সন্তানসন্ততিরা তাদের চোখের সামনেই বেড়ে ওঠে।
[৯] তাদের ঘর শান্তিপূর্ণ, ভয়শূন্য,
ঈশ্বরের যে দণ্ড, তা তাদের জন্য নয়।
[১০] তাদের বৃষ সঙ্গম করলে তা ব্যর্থ হয় না,
গাভী গর্ভবতী হলে তার গর্ভপাত হয় না।
[১১] তারা নিজ নিজ বালকদের মেষপালের মত বাইরে চালনা করে,
তাদের সন্তানেরা নেচে নেচে আনন্দ করে।
[১২] তারা সেতার ও বীণার ঝঙ্কারে গান করে,
বাঁশির সুরে ফুর্তি করে।
[১৩] তারা সুখে তাদের আয়ু যাপন করে,

পরে নিরুদ্বেগে পাতালে নেমে যায়।

[১৪] অথচ তারা ঈশ্বরকে বলত : 'আমাদের কাছ থেকে দূর হও,
আমরা জানতে চাই না তোমার কোন পথ!
[১৫] সেই সর্বশক্তিমান কে যে আমরা তাঁর সেবা করব?
তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে আমাদের কী লাভ?'
[১৬] দেখ, তাদের সমৃদ্ধি কি তাদের হাতে নয়?
[তাই কেন বলব :] দুর্জনদের মতলব আমা থেকে দূর হোক?

[১৭] কতবার নিভে যায় দুর্জনদের প্রদীপ?
কতবার তাদের উপরে নেমে পড়ে দুর্বিপাক?
কবেই বা ঈশ্বর সক্রোধে তাদের উপর ক্লেশ বর্ষণ করেন?
[১৮] [অথচ লোকে বলে :] তারা বাতাসের সামনে হোক শুষ্ক ঘাসের মত!
হোক ঝঞ্ঝায় উড়িয়ে দেওয়া তুষের মত!
[১৯] [লোকে বলে :] ঈশ্বর তাদের সন্তানদের জন্যই শাস্তি জমান।
তবে তিনি তার কাছেই প্রতিফল দিন, তাহলেই সে তা টের পাবে।
[২০] সে নিজের চোখেই দেখুক তার নিজের সর্বনাশ,
পান করুক সর্বশক্তিমানের ক্রোধের পাত্রে!
[২১] কেননা তার মাস-সংখ্যা শেষ হলে
তার ভাবী কুলের প্রতি তার আর কী চিন্তা থাকবে?
[২২] কেউ কি ঈশ্বরকে সদ্‌জ্ঞান শিক্ষা দেবে?
তিনি তো পাতিত রক্তের বিচার করেন!
[২৩] কেউ সম্পূর্ণ বলবান অবস্থায় মরে,
সবদিক দিয়ে শান্তশিষ্ট ও সমৃদ্ধিশীল হয়ে মরে;
[২৪] তার কোমর মেদে পরিপূর্ণ,
তার হাড়ের মজ্জাও সতেজ।
[২৫] অন্য কেউ প্রাণে তিক্ত হয়ে মরে,
মঙ্গলের আস্বাদ কখনও না পেয়ে মরে।

[২৬] এরা দু'জনে মিলে ধুলায় শুয়ে থাকে,
দু'জনে কীটে আচ্ছাদিত।

[২৭] দেখ, আমি জানি তোমাদের যত চিন্তা,
জানি আমার বিরুদ্ধে তোমাদের যত অন্যায়-বিচার।
[২৮] তোমরা বলছ: 'সেই প্রতাপশালীর বাড়ি কোথায়?
কোথায় সেই দুর্জনদের আবাস-তাঁবু?'
[২৯] যারা পরিভ্রমণ করে, তোমরা কি তাদের জিজ্ঞাসা করনি?
ওরা বর্ণনা দিলে তোমরা কি মনোযোগ দিয়ে শোননি?
[৩০] হ্যাঁ, দুর্দশার দিনে অপকর্মা রেহাই পায়,
ক্রোধের দিনে সে রক্ষা পায়!
[৩১] তার সামনে কে ব্যক্ত করে তার আচরণ?
কে তাকে দেয় তার কর্মের যোগ্য প্রতিফল?
[৩২] তাকে কবরস্থানে তুলে নেওয়া হবে,
তার কবরের ধারে পাহারা দেওয়া হবে,
[৩৩] উপত্যকার মাটি তার কাছে হালকা,
সে সকলকে পিছু পিছু টেনে নেয়,
তার সামনেও অসংখ্য লোকের ভিড়!
[৩৪] তবে তোমরা কেন আমাকে বৃথাই সান্ত্বনা দাও?
তোমাদের উত্তরে প্রবঞ্চনা ছাড়া বাকি আর কিছু নেই!

তৃতীয় বক্তব্যমালা

নিজ দোষ স্বীকার করা-ই ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলনের পথ

২২ [১] তেমান-নিবাসী এলিফাজ তখন একথা বললেন :

[২] জ্ঞানবান যখন কেবল নিজেরই উপকার করতে পারে,
তখন মানুষ কি ঈশ্বরকে উপকার করতে পারে?
[৩] তুমি ধার্মিক হলে তাতে সর্বশক্তিমানের কী উপকার?
তুমি সদাচরণ করলে তাতে তাঁর কী লাভ?
[৪] তিনি কি তোমার ধর্মভাবের জন্যই তোমাকে শাসন করছেন?
এজন্যই কি তোমাকে বিচারে আহ্বান করছেন?

[৫] না! বরং তোমার মহা অধর্মের জন্য,
তোমার সীমাহীন শঠতার জন্যই তোমার প্রতি তাঁর এই ব্যবহার।
[৬] কেননা তুমি অন্যায়ভাবে তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে অর্থ দাবি করেছ,
তুমি বস্ত্রহীনের পোশাক কেড়ে নিয়েছ।
[৭] তুমি পিপাসিতকে পান করতে জল দাওনি,
ক্ষুধিতকে খাবার দিতে অস্বীকার করেছ,
[৮] পরাক্রমীর হাতে জমি তুলে দিয়েছ,
যেন তার উপরে তোমার প্রিয়পাত্রই বাস করে।
[৯] তুমি বিধবাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছ,
এতিমের বাহু ভেঙে দিয়েছ।
[১০] এজন্যই এখন তোমার চারপাশে ফাঁদ!
এজন্যই আকস্মিক বিভীষিকা তোমাকে বিহ্বল করে তোলে।
[১১] এজন্যই তোমার আলো অন্ধকার হয়েছে, আর তুমি দেখতে পাচ্ছ না,
এজন্যই জলোচ্ছ্বাস তোমাকে নিমজ্জিত করেছে।

[১২] ঈশ্বর কিন্তু কি ঊর্ধ্বলোকে থাকেন না?
তারকারাজির মাথা দেখ: সেগুলো কেমন উচ্চ!
[১৩] অথচ তুমি নাকি বলছ, 'ঈশ্বর কী জানেন?
তমসার মধ্যে তিনি কি বিচার করতে পারেন?
[১৪] ঘন মেঘ তাঁর অন্তরাল, তাই তিনি দেখতে পান না;
তিনি সেই গগনতলেই চলাচল করেন।'
[১৫] তুমি কি সেকালের পথ ধরে চলবে,
যা ধরে চলেছিল যত শঠতাপূর্ণ মানুষ?
[১৬] তাদের তো অকালেই কেড়ে নেওয়া হল,
তাদের ভিত বন্যায় ভেসে গেল।
[১৭] তারা নাকি ঈশ্বরকে বলছিল, 'আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাও;
সেই সর্বশক্তিমান আমাদের বিরুদ্ধে কী করতে পারেন?'
[১৮] অথচ তিনিই তাদের ঘর মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করেছিলেন,
যদিও দুর্জনদের মতলব তাঁর কাছ থেকে বেশ দূরে ছিল।
[১৯] তা দেখে ধার্মিকেরা আনন্দিত হয়,
নিরপরাধী ওদের ঠাট্টা করে বলে,
[২০] 'হ্যাঁ, আমাদের বিরোধীরা এবার ধ্বংসিত হয়েছে,
তাদের যা কিছু বাকি রইল, তা আগুন গ্রাস করেছে।'

[২১] তাই তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, তবেই শান্তি পাবে,
তবেই পরম মঙ্গল তোমার কাছে আসবে।
[২২] তাঁর মুখ থেকে নির্দেশবাণী গ্রহণ করে নাও,
তাঁর বচনগুলো হৃদয়ে গেঁথে রাখ।
[২৩] তুমি যদি নত হয়ে সর্বশক্তিমানের কাছে ফের,
তোমার তাঁবু থেকে যদি অন্যায় দূরে রাখ,
[২৪] তোমার সোনা যদি ধুলার হাতে ছেড়ে দাও,
ওফিরের সোনা যদি জলস্রোতের পাথরকুচির মধ্যে ফেলে রাখ,

[২৫] তাহলে সর্বশক্তিমান নিজেই হবেন তোমার সোনা,
স্বয়ং তিনিই তোমার রাশি রাশি রুপোর তাল।
[২৬] হ্যাঁ, তুমি তখন সেই সর্বশক্তিমানে আনন্দ ভোগ করবে,
ঈশ্বরের দিকে মুখ তুলে চাইবে।
[২৭] তুমি তাঁকে মিনতি জানাবে আর তিনি সাড়া দেবেন,
আর তুমি তোমার ব্রতগুলি উদ্‌যাপন করতে পারবে।
[২৮] তুমি যা কিছু করতে স্থির করবে, তা সফল হবে,
তোমার চলার পথে আলো উদ্ভাসিত হবে।
[২৯] কারণ তিনি গর্বোদ্ধতের স্পর্ধা নত করেন,
কিন্তু যার চোখ অবনমিত, তিনি তার পরিত্রাণ সাধন করেন।
[৩০] তিনি নিরপরাধীকে নিষ্কৃতি দেন,
তাই হাত শুদ্ধ রাখ, তবেই নিষ্কৃতি পাবে।

ঈশ্বর দূরবর্তী, অমঙ্গল-ই বিজয়ী

২৩ [১] যোব তখন উত্তর দিয়ে একথা বললেন :

[২] আজকের দিনেও আমার বিলাপ তিক্ত,
এখনও তাঁর হাত আমার হাহাকারের উপরে ভারী।
[৩] আহা! যদি জানতাম, কোথায় আমি তাঁর উদ্দেশ পাব;
তাঁর সিংহাসন পর্যন্তই যদি যেতে পারতাম!
[৪] তাহলে তাঁর সম্মুখেই আমার এই ব্যাপার ব্যক্ত করতাম,
আমার ওষ্ঠ আমার সমস্ত দাবিতে পূর্ণ হত।
[৫] তিনি উত্তরে কি কি বলেন, তা আমি জানতে পারতাম,
তিনি আমাকে কী বলতে চান, তা আমি বুঝতে পারতাম।
[৬] তিনি কি পরাক্রম দেখিয়েই আমার সঙ্গে তর্ক করতেন?
না! কিন্তু তবুও আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।
[৭] তবে তাঁর এই বিপক্ষকে ন্যায়বান বলে বিচার করতেন,

আর আমি আমার বিচারকের হাত থেকে চিরকালের মত রেহাই পেতাম।

[৮] কিন্তু দেখ, আমি পুবে যাই, কিন্তু সেখানে তিনি নেই,
পশ্চিমে যাই, কিন্তু তাঁকে দেখতে পাই না।
[৯] উত্তরে তাঁর খোঁজ করি, কিন্তু তাঁর সন্ধান পাই না,
দক্ষিণ দিকে ফিরি, কিন্তু তিনি অদৃশ্যই থাকেন।
[১০] অথচ আমি যেই পথ ধরি না কেন, তিনি তা জানেন;
তিনি আমাকে আগুনে যাচাই করলে আমি নিখাদ সোনার মত উত্তীর্ণ হব।
[১১] আমার পদক্ষেপ তাঁর পদচিহ্নে লেগে আছে,
সরে না গিয়ে আমি তাঁর চলার পথ ধরে চলেছি;
[১২] তাঁর ওষ্ঠের আজ্ঞা ছেড়ে দূরে যাইনি,
তাঁর মুখের বচনগুলি হৃদয়ে গচ্ছিত রেখেছি।
[১৩] কিন্তু তিনি একমনা; কে তাঁকে ফেরাতে পারে?
তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।
[১৪] কোন সন্দেহ নেই! আমার বিষয়ে যা স্থির করেছেন,
তা তিনি করবেনই করবেন,
এবং তেমন সঙ্কল্প তাঁর কাছে বহুই রয়েছে।
[১৫] এজন্যই আমি তাঁর সামনে আতঙ্কিত;
তেমন কথা ভেবে আমি তাঁর ভয়ে কম্পিত হই।
[১৬] ঈশ্বর আমার সাহসটুকু নিঃশেষিত করেছেন,
সর্বশক্তিমান আমাকে আতঙ্কিত করেছেন;
[১৭] অন্ধকারের আগমনের জন্যই যে আমি অবসন্ন, এমন নয়,
ঘন তমসার আগমনের জন্যই যে আমি পতিত, এজন্যও নয়।

২৪ [১] কেন সর্বশক্তিমানের কাছে সেই নিরূপিত কাল গুপ্ত নয়,
কিন্তু তাঁকে জানে যারা তারা তাঁর সেই দিনগুলি দেখতে পায় না?
[২] দুর্জনেরা জমির আল সরিয়ে দেয়,

তারা মেষপাল ছিনিয়ে নিয়ে তা চরিয়ে বেড়ায়।
[৩] তারা এতিমের গাধা কেড়ে নেয়,
বিধবার বলদ বন্ধক রাখে।
[৪] তারা নিঃস্বকে পথের বাইরে ঠেলে দেয়,
দেশের দীনহীনেরা লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়।
[৫] দেখ, মরুপ্রান্তরের বন্য গাধার মত তারা কাজের জন্য বেরিয়ে পড়ে,
ভোর থেকেই খাবার খোঁজ করে বেড়ায়,
মরুভূমি তাদের সন্তানদের জন্য খাবার যুগিয়ে দেয়।
[৬] এমন মাঠে শস্য কাটে, যে মাঠ তাদের নয়,
দুর্জনের আঙুরখেতে পড়ে থাকা গুচ্ছ জড় করে;
[৭] বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হয়ে রাত কাটায়,
শীত থেকে রক্ষা পাবার মত একটা কাপড়মাত্রও তাদের নেই।
[৮] পর্বতমালার বৃষ্টিতে তারা ভেজে,
আশ্রয় না থাকায় শৈলের গায়ে শরণ নেয়।
[৯] পিতৃহীনকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নেওয়া হয়,
দরিদ্রের অবলম্বন বন্ধকী দ্রব্য বলে রাখা হয়।
[১০] তাই এরা বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হয়ে বেড়ায়,
ক্ষুধার জ্বালায় শস্যের আঁটি বয়ে বেড়ায়;
[১১] ওদের বাগানে জলপাই পেষাই করে,
আঙুরফল মাড়াই করে, তেষ্টায় ভোগে।
[১২] শহর থেকে মুমূর্ষুদের হাহাকার শোনা যায়,
ক্ষতবিক্ষতদের প্রাণ সাহায্যের জন্য চিৎকার করে,
অথচ ঈশ্বর তাদের প্রার্থনায় মনোযোগ দেন না!

[১৩] আছে তারা, যারা আলো-বিদ্রোহীর দল,
তারা তার কোনও গতিও জানে না,
তার কোনও পথেও চলে না।

[১৪] দিনের আলো গেলেই নরঘাতক ওঠে,
সে দীনহীন ও নিঃস্বকে হত্যা করে,
রাত্রিকালে চোরের মতই ঘুরে বেড়ায়।
[১৫] ব্যভিচারীর চোখও অন্ধকারে ওত পেতে থাকে,
সে ভাবে : কারও চোখ আমাকে দেখতে পাবে না ;
আর ঢেকে রাখে নিজের মুখ।
[১৬] তারা অন্ধকারে ঘরের সিঁধ কাটে,
দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে,
আলোর কথা শুনতেই চায় না।
[১৭] তাদের সকলের পক্ষে মৃত্যু-ছায়াই হল তাদের প্রভাত,
তারা ঘোর অন্ধকারের ভয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
[১৮] অথচ তারা স্রোতের বেগে চালিত খড়কুটোর মত,
দেশে তাদের উত্তরাধিকারের অংশ অভিশাপের বস্তু,
তারা আঙুরখেতের পথে আর ফেরে না।

[১৯] অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্মের কারণে যেমন বরফ মিলিয়ে যায়,
তেমনি—লোকে বলে—পাতাল পাপীকে মিলিয়ে দেয়।
[২০] গর্ভ তাদের ভুলে যায়,
তারা কীটের সুস্বাদু খাদ্য,
তাদের কথা কারও স্মরণে থাকে না,
অন্যায় ছিন্ন হয় গাছের মত।
[২১] বস্তুত নিঃসন্তান বন্ধ্যাকে সে অত্যাচার করে,
বিধবাকেও সে উপকার করে না।
[২২] তখন, জোর করে যিনি ক্ষমতাশালীদের টেনে নিয়ে যান,
সেই ঈশ্বর উত্থিত হলেই কারও জীবনের আশা থাকে না।
[২৩] তিনি তাকে আশ্রয় দিলে সে নির্ভয়ে থাকে,
কিন্তু অন্যদের আচরণের উপর তিনি দৃষ্টি রাখেন।

[২৪] তারা কিছুকালের মত উচ্চ হয়, পরে আর থাকে না,
তাদের নত করা হয়—অন্য সকল মর্তমানুষের মত;
শিষের মাথার মতই ছিন্ন হয়।

[২৫] তাই কি নয়? কে আমাকে মিথ্যাবাদী করবে?
কে আমার কথা শূন্যতায় পরিণত করবে?

ঈশ্বর সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে

২৫ [১] শুয়াহ্-নিবাসী বিল্দাদ তখন একথা বললেন:

[২] প্রভুত্ব ও সম্ভ্রম তাঁরই,
ঊর্ধ্বলোকে শান্তিবিধাতা যিনি!
[৩] তাঁর সৈন্যদল কি গণনা করা যায়?
তাঁর আলো কার্ উপরেই না ওঠে?
[৪] তবে ঈশ্বরের দরবারে মর্তমানুষ কেমন করে ধার্মিক হবে?
নারী-সন্তান কেমন করে শুদ্ধ হবে?
[৫] দেখ, তাঁর চোখে চাঁদও নিস্তেজ,
তারানক্ষত্রও নির্মল নয়;
[৬] তবে এই কীট, এই মর্তমানুষ কী?
এই পোকা, এই আদমসন্তান কী?

ঈশ্বর মানুষের ধারণার অতীত

২৬ [১] যোব তখন উত্তর দিয়ে একথা বললেন:

[২] বলহীনকে তুমি কেমন সাহায্য করেছ!
দুর্বল বাহুকে কেমন পরিত্রাণ করেছ!
[৩] প্রজ্ঞাহীনকে কেমন সুমন্ত্রণা দিয়েছ!
কেমন বদান্যতার সঙ্গেই বুদ্ধি প্রকাশ করেছ!

[৪] কার্ কাছেই বা তুমি কথা বলেছ?
তোমা থেকে কার্ আত্মা বাণী দিয়েছে?

[৫] মৃতেরা কম্পান্বিত,
জলরাশি ও সেখানকার নিবাসীরা সকলে কম্পিত।
[৬] ঈশ্বরের সামনে পাতাল অনাবৃত,
বিনাশ-জগৎ অনাচ্ছাদিত।
[৭] তিনি শূন্যের উপরে উত্তরাংশ বিছিয়ে দেন,
অনস্তিত্বের উপরে পৃথিবীকে ঝুলিয়ে রাখেন।
[৮] তিনি জলরাশিকে মেঘের মধ্যে আটকিয়ে রাখেন,
তবু সেই ভারে মেঘপুঞ্জ ফাটে না।
[৯] তিনি নিজ চন্দ্রাসনের মুখ ঢেকে রাখেন,
তার উপর দিয়ে নিজ মেঘ বিস্তৃত করেন।
[১০] তিনি জলরাশির উপরে চক্ররেখা টেনেছেন
অন্ধকার ও আলোর মধ্যদেশের সীমা পর্যন্ত।
[১১] গগনতলের স্তম্ভগুলো কম্পিত হয়,
তাঁর ভর্ৎসনায় চমকে ওঠে।
[১২] তিনি তাঁর পরাক্রম গুণে সমুদ্রকে আলোড়িত করেন,
তাঁর সুবুদ্ধি দ্বারা রাহাবকে দমন করেন।
[১৩] তাঁর ফুৎকারে আকাশ পরিষ্কার হয়,
তাঁরই হাত কুটিল সাপকে বিঁধিয়ে দেয়।
[১৪] দেখ, এই কেবল তাঁর কর্মকীর্তির প্রান্ত;
তাঁর বিষয়ে মানুষ কাকলিমাত্র শুনতে পায়!
কিন্তু তাঁর পরাক্রমের গর্জন কে বুঝতে পারে?

ঈশ্বরের প্রতাপ স্বীকার করতে করতে যোব নিজেকে নির্দোষী সাব্যস্ত করেন

২৭ [১] যোব এবিষয়ে তাঁর গম্ভীর কথা বলে চললেন; তিনি বললেন:

[২] জীবনময় ঈশ্বরের দিব্যি!—যিনি অগ্রাহ্য করেছেন আমার বিচার,
সেই সর্বশক্তিমানের দিব্যি!—যিনি তিক্ত করেছেন আমার প্রাণ,
[৩] আমার মধ্যে যতদিন শ্বাস থাকবে,
আমার নাকে যতদিন ঈশ্বরের প্রাণবায়ু থাকবে,
[৪] আমার ওষ্ঠ ততদিন অন্যায়-কথা বলবে না,
আমার জিহ্বাও প্রবঞ্চনার কথা উচ্চারণ করবে না!
[৫] আমি কখনও বলব না যে, তোমরা ঠিক;
মৃত্যু পর্যন্ত আমি আমার সততা অস্বীকার করব না।
[৬] আমার ধর্মময়তা আমি রক্ষা করব, ছাড়ব না,
আমি জীবিত থাকতে আমার বিবেক আমাকে ধিক্কার দেবে না।
[৭] আমার শত্রুই বরং দুর্জন বলে গণ্য হোক,
আমার প্রতিদ্বন্দ্বীই অন্যায়কারী বলে সাব্যস্ত হোক।
[৮] তোমরা কি একথা বল না: ভক্তিহীন উচ্ছিন্ন হলে,
ও পরমেশ্বর তার প্রাণ হরণ করলে তার আর কী আশা থাকে?
[৯] তার উপরে যখন দুর্দশা নেমে পড়বে,
তখন ঈশ্বর কি তার চিৎকার শুনবেন?
[১০] সে কি সর্বশক্তিমানে আমোদ পাবে?
সে কি অনুক্ষণ পরমেশ্বরকে ডাকবে?

[১১] আমি ঈশ্বরের হাত বিষয়ে সঠিক উপদেশ দেব,
সর্বশক্তিমানের চিন্তা-ভাবনা তোমাদের কাছে গোপন রাখব না।
[১২] দেখ, তোমরা সকলেই তা দেখতে পাচ্ছ,
তবে এই সমস্ত অসার কথা বলে কেন সময় নষ্ট কর?
[১৩] এটিই ধূর্ত মানুষের জন্য ঈশ্বরের নির্ধারিত ভাগ্য,
এটিই দুর্দান্তের জন্য সর্বশক্তিমানের নিরূপিত উত্তরাধিকার।
[১৪] তার যত সন্তান হোক না কেন, খড়্গই তাদের নিয়তি,
তার বংশধরদের জন্য তৃপ্তি পাবার মত খাদ্য থাকবে না;

[১৫] বেঁচে থাকবে যারা, মড়কই তাদের কবর দেবে,
তাদের বিধবারা বিলাপ করার সুযোগ পাবে না।
[১৬] সে যদিও ধুলার মত রুপো জমায়,
যদিও কাদামাটির মত পোশাক জড় করে,
[১৭] তবু তা জড় করলেও ধার্মিকজনই সেই পোশাক পরবে,
নির্দোষী মানুষই সেই রুপো ভাগ ভাগ করে নেবে।
[১৮] তার গাঁথা গৃহ কাঠপোকার বাসার মত,
খেত-রক্ষকের তৈরী কুঁড়ে ঘরের মত।
[১৯] সে ধনী হয়ে শোয়, কিন্তু আর বেশিক্ষণের জন্য নয়;
সে চোখ খোলে—আর কিছুই নেই!
[২০] দিনের বেলায় সন্ত্রাস তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে,
রাতে ঘূর্ণিঝড় তাকে উড়িয়ে নেয়;
[২১] পুববাতাস তাকে তুলে নিয়ে চলে যায়,
তার স্থান থেকে তাকে দূরে উপড়ে ফেলে।
[২২] ঈশ্বর তীর ছুড়ে ছুড়ে মারবেন, দয়া করবেন না;
সে তাঁর হাত এড়াতে চেষ্টা করে।
[২৩] লোকে তার এই দশায় হাততালি দেয়,
তার বাসস্থান থেকে তার দিকে শিস দেয়।

প্রজ্ঞার প্রশংসাবাদ

২৮ [১] অবশ্য, রুপোর খনি আছে,
সোনারও নিখাদ হওয়ার স্থান আছে;
[২] লোহা মাটি থেকে বের করা হয়,
পাথর গলিয়ে দিলে পিতল পাওয়া যায়।
[৩] মানুষ অন্ধকারের একটা সীমা রাখে,
অন্ধকারময় ঘন তমসার মধ্যে

সে চরম প্রান্ত পর্যন্তই কালো পাথর খনন করে।
[৪] মানুষ যেখানে পা বাড়াতেও ভুলে গেছে,
সেইখানে, লোকালয় থেকে দূরান্ত স্থানে তারা গর্ত খোঁড়ে,
লোকদের কাছ থেকে দূরেই ঝুলে তারা দুলতে থাকে।
[৫] যে মাটি থেকে শস্যের উৎপত্তি হয়,
নিচের সেই মাটি হল সর্বনাশা আগুনের স্থান।
[৬] সেই মাটির পাথর হল নীলকান্তমণির জন্মস্থান,
সেই মাটির ধুলায় রয়েছে সোনা।
[৭] তেমন পথ চিলের অজানা,
শকুনের চোখেরও অগোচর।
[৮] হিংস্র কোন পশু সেই পথ পায়ে মাড়ায় না,
কোন সিংহও সেখানে কখনও হেঁটে বেড়ায়নি।
[৯] মানুষ শৈলে আঘাত হানে,
পাহাড়পর্বতকে সমূলে উল্টিয়ে ফেলে,
[১০] শৈলের মধ্যে স্থানে স্থানে খাল কাটে,
বহুমূল্য সবকিছুর উপরে চোখ নিবদ্ধ রাখে,
[১১] নদনদীর উৎসের আবিষ্কারে ঘুরে বেড়ায়,
গুপ্ত যা কিছু আছে, সে তা আলোয় আনে।
[১২] কিন্তু প্রজ্ঞা কোথা থেকে বের করা হয়?
কোথায়ই বা সদ্বিবেচনার স্থান?

[১৩] মানুষ তো সেদিকের পথ জানেই না,
জীবিতদের দেশে তা পাওয়া যায় না।
[১৪] অতল গহ্বর স্পষ্টই বলে, তা আমাতে নেই;
সমুদ্রও স্পষ্ট বলে, আমার কাছেও তা নেই।
[১৫] সবচেয়ে খাঁটি সোনার বিনিময়েও তা পাওয়া যায় না,
কোন রুপোর তাল মেপেও তা কেনা যায় না।

[১৬] ওফিরের সোনার সঙ্গেও তার মূল্য তুলনা করা হয় না,
বহুমূল্য সেই বৈদূর্যমণি ও নীলকান্তমণির সঙ্গেও নয়।
[১৭] সোনা ও স্বচ্ছ কাচ তার সমতুল্য হয় না,
খাঁটি সোনার পাত্রের সঙ্গেও তার বিনিময় হয় না।
[১৮] প্রবাল ও স্ফটিকের নামও উল্লেখ করা বৃথা,
সমুদ্রের যত মুক্তার চেয়ে প্রজ্ঞারই আবিষ্কার করা শ্রেয়।
[১৯] কুশের পোখরাজের সঙ্গেও তার তুলনা করা চলে না,
সোনা খাঁটি হলেও মূল্যহীন।
[২০] কিন্তু প্রজ্ঞা কোথা থেকে আসে?
কোথায়ই বা সদ্বিবেচনার স্থান?

[২১] সকল প্রাণীর চোখের কাছ থেকে তা গুপ্ত,
আকাশের পাখিদের কাছ থেকেও তা লুক্কায়িত।
[২২] বিনাশ ও মৃত্যু মিলে বলে,
'আমরা নিজেদের কানেই তার খ্যাতির কথা শুনেছি।'
[২৩] কেবল ঈশ্বরের কাছেই তার পথ জানা,
কেবল তিনিই জানেন, তা কোথায় পাওয়া যায়;
[২৪] কারণ তিনি পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন,
গগনতলের নিচে যা কিছু আছে, তিনি তা সবই দেখতে পান।
[২৫] তিনি যখন বাতাসের ওজন নির্ধারণ করলেন,
যখন জলরাশিকে একটা সীমানার মধ্যে সঙ্কুচিত রাখলেন,
[২৬] তিনি যখন বৃষ্টির নিয়ম নির্ধারণ করলেন,
যখন বিদ্যুৎ-ঝলক ও বজ্রনাদের পথ স্থির করলেন,
[২৭] তখন তিনি প্রজ্ঞা দেখলেন, তার মূল্যায়ন করলেন,
তা ধারণ করলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই তা তলিয়ে দেখলেন;
[২৮] পরে মানুষকে বললেন, 'দেখ, প্রভুকে ভয় করা, এই তো প্রজ্ঞা,
অধর্ম থেকে সরে যাওয়া, এই তো সদ্বিবেচনা।'

সেদিনের সুখ

২৯ [১] যোব এবিষয়ে তাঁর গম্ভীর কথা বলে চললেন; তিনি বললেন:

[২] আহা! যদি আমি সেইমত আবার হতে পারতাম,
আগেকার মাসগুলিতে যেমন ছিলাম!
সেই দিনগুলিতেই, যখন ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করতেন!
[৩] হ্যাঁ, সেসময়ে আমার মাথার উপরে তাঁর প্রদীপ জ্বলতে থাকত,
তাঁর আলোতে আমি অন্ধকারেও চলতে পারতাম।
[৪] আমি যদি সেই শস্যকাটার সময় আবার দেখতে পেতাম,
যখন ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব আমার তাঁবুর উপর বিরাজ করত!
[৫] সর্বশক্তিমান তখনও আমার সঙ্গে ছিলেন,
আমার সন্তানেরাও আমার চারপাশে ছিল!
[৬] সেসময়ে আমি দুধেই পা ধুয়ে নিতাম,
শৈল থেকে তেল নদীর মতই বয়ে যেত।
[৭] সেসময়ে আমি নগরদ্বারের দিকে বেরিয়ে যেতাম,
সেই খোলা জায়গায় আমার আসন পেতে দিতাম;
[৮] আমাকে দেখে যুবকেরা পাশে সরে যেত,
প্রবীণেরা পায়ে উঠে দাঁড়াতেন;
[৯] গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও কথা বলা বন্ধ করতেন,
নিজ নিজ মুখে হাত দিয়ে থাকতেন।
[১০] সমাজনেতারা নীরব হয়ে পড়তেন,
তাঁদের জিহ্বা তালুতে লেগে থাকত;
[১১] যারা আমাকে শুনত, তারা আমাকে সুখী বলত,
যারা আমাকে দেখত, তারা আমার প্রশংসাবাদ করত,
[১২] কারণ দুঃখী চিৎকার করলে আমি তাকে সাহায্যদান করতাম,
এতিম ও অসহায়কে উদ্ধার করতাম।

[১৩] মরণাপন্নের আশীর্বাদ আমার উপরে নেমে আসত,
বিধবার অন্তরে আমি আনন্দ সঞ্চার করতাম।
[১৪] আমি পোশাকরূপে ধর্মময়তা পরতাম,
আমার ন্যায়নিষ্ঠা ছিল আমার আলোয়ান ও আমার মাথার পাগড়ি।
[১৫] আমি ছিলাম অন্ধের চোখ,
ছিলাম খোঁড়ার পা;
[১৬] আমি ছিলাম দুঃখীদের পিতা,
অপরিচিতের বিবাদ তদন্ত করতাম;
[১৭] দুষ্কর্মার চোয়াল ভেঙে দিতাম,
তার দাঁত থেকে শিকার ছিনিয়ে নিতাম।
[১৮] ভাবতাম: আমি নিজ বাসার মধ্যেই মরব,
আমার দিন বালুকণার মত বহুসংখ্যক হবে।
[১৯] আমার মূল জল পর্যন্ত বিস্তৃত,
রাতে আমার শাখায় শিশিরপাত করে;
[২০] আমার গৌরব নিত্যসতেজ থাকবে,
আমার ধনুক আমার হাতে নিত্যদৃঢ় থাকবে।

[২১] লোকে প্রত্যাশার সঙ্গেই আমার কথা শুনত,
আমার সুমন্ত্রণার জন্য নীরব থাকত।
[২২] আমার কথার পরে তারা প্রতিবাদ করত না,
আমার বচনগুলো তাদের উপরে ফোঁটা ফোঁটা পড়ত।
[২৩] যেমন বৃষ্টির, তেমন আমারই প্রতীক্ষায় তারা থাকত,
যেন শেষ বর্ষার জন্য তারা হা করে থাকত।
[২৪] আমি তাদের প্রতি হাসিমুখ দেখালে তারা বিশ্বাস করত না,
আমার মুখের আলো সাগ্রহে গ্রহণ করত।
[২৫] আমি তাদের পথ দেখাতাম, প্রধান হিসাবে আসন নিতাম,
সৈন্যদলের মধ্যে যেমন রাজা, তেমনিই থাকতাম,

শোকার্তদের সান্ত্বনাদানকারীর মতই থাকতাম।

বর্তমান অবস্থা

৩০ [১] এখন কিন্তু যারা আমার চেয়ে অল্পবয়সী,
তারা আমাকে নিয়ে উপহাস করে ;
অথচ অবজ্ঞায় আমি তাদের পিতাদের
আমার মেষপালের কুকুরদের সঙ্গেও রাখতাম না !
[২] তাদের হাতের বলে আমার কী উপকার ?
তাদের তেজ তো গেল !
[৩] অভাবে ও ক্ষুধায় অসাড় হয়ে
তারা উৎসন্ন শূন্যভূমি ঘুরে ঘুরে
জলহীন প্রান্তরে জাবর কাটে।
[৪] তারা ঝোপের কাছে তেতো শাক তোলে,
রোতনগাছের শিকড়ই তাদের খাদ্য।
[৫] তারা মানবসমাজ থেকে বিতাড়িত,
যেমন চোরের পিছু পিছু, তেমনি তাদের পিছু পিছু লোকে চিৎকার করে ;
[৬] তাই তারা ভয়ঙ্কর উপত্যকায় বাস করতে বাধ্য,
পৃথিবীর গুহায় ও শৈল-ফাটলে থাকতে বাধ্য।
[৭] তারা ঝোপের মধ্য থেকে গর্জন করে,
জঙ্গলের মধ্যে সমবেত হয়।
[৮] তারা মূর্খের জাত, এমনকি অনামা মানুষের সন্তান ;
মাটির চেয়েও তারা অধিক পদদলিত।

[৯] অথচ আমি এখন তাদের গানের বিষয় হয়েছি,
হ্যাঁ, তাদের রূপকথার বিষয় হয়েছি !
[১০] বিতৃষ্ণা-ভরে তারা আমা থেকে দূরে থাকে,
আমার মুখে থুথু ফেলতেও ক্ষান্ত হয় না।

[১১] তিনি আমার ছিলা খুলে আমাকে নত করেছেন,
তাই তারা আমার সামনে বল্গা ছেড়ে দিয়েছে।
[১২] সাপের ওই বাচ্চারা আমার ডানে রুখে দাঁড়ায়,
চলার পথে আমাকে ঠেলা দেয়,
আমার বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র খাটাতে ব্যস্ত থাকে।
[১৩] তারা আমার পথ ধ্বংস করেছে,
আমার সর্বনাশের জন্য মতলব আঁটে,
তাদের রোধ করবে এমন কেউ নেই!
[১৪] যেন প্রাচীরের বিরাট ছিদ্রের মধ্য দিয়েই তারা এগিয়ে আসে,
আর আমি তেমন ধ্বংসস্তূপের নিচে টলে যাই।
[১৫] যত বিভীষিকা সবদিক দিয়ে আমার সম্মুখীন,
আমার দৃঢ় আস্থা বাতাসের মত উবে গেল,
আমার ত্রাণের আশা মেঘের মত কেটে গেল।

[১৬] এখন আমার প্রাণ আমার মধ্যে ক্ষয় হচ্ছে,
দুঃখের দিনগুলো আমাকে আঁকড়ে ধরছে।
[১৭] রাত্রিকালে আমার হাড় ব্যথায় বিদ্ধ হয়,
আমার জ্বালা আমায় দংশন করে, কখনও নিদ্রা যায় না।
[১৮] তাঁর প্রবল শক্তির আঘাতে আমার পোশাক জীর্ণ হয়,
তিনি আমার জামার কলার ধরে আমার গলা এঁটে ধরেন।
[১৯] তিনি আমাকে কাদার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন,
এখন আমি ধুলা ও ছাইমাত্র।

[২০] আমি তোমার কাছে চিৎকার করি, কিন্তু তুমি সাড়া দাও না;
আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু তুমি লক্ষও কর না।
[২১] আমার প্রতি তুমি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছ,
তোমার শক্ত হাতে আমাকে পীড়ন করছ;
[২২] তুমি আমাকে তুলে ঝড়ো বাতাসের পিঠে চড়াচ্ছ,

ঝড়ঝঞ্ঝায় আমায় বিক্ষিপ্ত করছ।
[২৩] আমি তো জানি, তুমি আমাকে মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যাচ্ছ,
সমস্ত জীবিতের মিলন-স্থানেই নিয়ে যাচ্ছ।

[২৪] তিনি একবার হাত বাড়ালে তাঁকে ডাকায় কোন লাভ নেই,
যদিও তাঁর কশার আঘাতে মানুষ সাহায্য চেয়ে চিৎকার করে।
[২৫] বিপদগ্রস্তের জন্য আমি কি চোখের জল ফেলতাম না?
নিঃস্বের জন্য কি শোকার্ত হতাম না?
[২৬] অথচ আমি মঙ্গলের প্রতীক্ষায় ছিলাম, কিন্তু অমঙ্গল ঘটল,
আলোর প্রতীক্ষায় ছিলাম, কিন্তু এল অন্ধকার।
[২৭] আমার অন্ত্র জ্বলতে থাকে, ক্ষান্ত হয় না,
দুঃখের দিন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।
[২৮] আমি এগিয়ে যাচ্ছি কৃষ্ণবর্ণ হয়ে, কিন্তু রোদের কারণে নয়,
আমার আর্তনাদ শোনাবার জন্যই জনসমাবেশে উঠে দাঁড়াই।
[২৯] আমি শিয়ালদের ভাই হয়েছি,
হয়েছি উটপাখিদের সাথী।
[৩০] আমার চামড়া কৃষ্ণবর্ণ হয়েছে, খসে পড়ছে,
আমার হাড় উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে।
[৩১] আমার বীণার সুর হাহাকারে পরিণত,
বিলাপগানেই পরিণত আমার বাঁশির সুর।

আত্মপক্ষসমর্থন

৩১ [১] আমি আমার চোখের সঙ্গে চুক্তি করেছিলাম,
কোন কুমারীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব না।
[২] কিন্তু ঊর্ধ্ব থেকে ঈশ্বর আমার জন্য কী ভাগ্য নিরূপণ করছেন?
উপর থেকে তিনি আমার জন্য কী অধিকার স্থির করছেন?
[৩] সর্বনাশ, তা কি অন্যায়কারীর জন্য নয়?

দুর্গতি, তা কি দুষ্কৃতকারীর জন্য নয়?
[৪] তিনি কি আমার পথ দেখেন না?
আমার সকল পদক্ষেপ গণনা করেন না?
[৫] আমি যদি মিথ্যার সহচর হয়ে থাকি,
আমার পদক্ষেপ যদি ছলনার পথে দৌড়ে থাকে,
[৬] তবে তিনি ধর্মময়তার তুলাদণ্ডেই আমাকে রাখুন,
তখন ঈশ্বর আমার সততা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন!
[৭] আমার পদক্ষেপ যদি বিপথে গিয়ে থাকে,
আমার হৃদয় যদি আমার চোখের অনুগামী হয়ে থাকে,
আমার হাতে যদি কোন কলঙ্ক লেগে থাকে,
[৮] তবে আমি বুনলে অপরেই ফল ভোগ করুক,
আমার যত চারাগাছও উপড়ে ফেলা হোক।
[৯] আমার হৃদয় যদি কোন নারীতে মুগ্ধ হয়ে থাকে,
আমার প্রতিবেশীর দরজায় আমি যদি উঁকি মেরে থাকি,
[১০] তবে আমার বধূ অপরের জাঁতা ঘুরাক,
অন্য লোকে তাকে ভোগ করুক।
[১১] কেননা তেমন কাজ জঘন্যই কাজ,
তা এমন অপরাধ, যা বিচারকদের দ্বারা দণ্ডনীয়;
[১২] তা এমন আগুন, যা সর্বনাশ পর্যন্তই গ্রাস করে;
তবে তেমন আগুন আমার সমস্ত শস্যও নিঃশেষে ধ্বংস করত।
[১৩] আমার কোন দাসদাসী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে
আমি বিচারে যদি তাদের অধিকার লঙ্ঘন করে থাকি,
[১৪] তবে ঈশ্বর যখন উঠে দাঁড়াবেন, আমি তখন কী করব?
তিনি যখন ব্যাপার অনুসন্ধান করবেন, তখন আমি কী উত্তর দেব?
[১৫] যিনি মাতৃগর্ভে আমাকে গড়েছেন, তিনি কি তাদেরও গড়েননি?
একইজন কি মাতৃগর্ভে আমাদের গঠন করেননি?

[১৬] আমি দরিদ্রকে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু থেকে কখনও বঞ্চিত করিনি,
বিধবার চোখও ক্ষীণ হয়ে আসতে দিইনি ;
[১৭] এতিমকেও আমার খাবারের একটা অংশ না দিয়ে
আমি এক টুকরো রুটিও কখনও একা খাইনি,
[১৮] কারণ ঈশ্বর ছেলেবেলা থেকে পিতারই মত আমাকে লালন-পালন করেছেন,
মাতৃগর্ভে থাকাকাল থেকে আমাকে চালনা করেছেন।
[১৯] আমি কি বস্ত্রহীন এমন দুর্ভাগাকে কখনও দেখেছি,
কিংবা গায়ে দেওয়ার মত কিছু নেই এমন নিঃস্বকে
আমি কি কখনও দেখেছি,
[২০] যারা অন্তর থেকেই আমাকে আশীর্বাদ করেনি,
কিংবা আমার মেষশাবকদের লোমে নিজেদের দেহ গরম করেনি?
[২১] নগরদ্বারে আমার কোন পক্ষসমর্থককে দে'খে
আমি যদি কোন এতিমের উপর হাত বাড়িয়ে থাকি,
[২২] তবে আমার কাঁধের হাড় খসে পড়ুক,
আমার বাহুর কনুই ভেঙে যাক!
[২৩] কেননা ঈশ্বরের শাস্তি আমার অন্তরে ভয় জাগাত,
তাঁর মহত্ত্বের সামনে আমি নিজেকে সামলাতে পারতাম না।

[২৪] আমি যদি সোনায় আমার আশা রাখতাম,
খাঁটি সোনাকেও যদি বলতাম: তুমিই আশ্রয় আমার ;
[২৫] আমার বিপুল সম্পদের উপর,
বা নিজ হাতে অর্জিত ধনের উপর যদি আনন্দ করতাম ;
[২৬] তেজস্বী সূর্য দেখে
বা জ্যোৎস্না-বিহারী চাঁদ দেখে
[২৭] আমার হৃদয় যদি গোপনে তাতে মুগ্ধ হত,
এবং মুখে হাত দিয়ে আমি যদি সেগুলোর প্রতি চুম্বন নিবেদন করতাম,
[২৮] তবে তাও বিচারের যোগ্য অপরাধ হত,

কেননা তাতে ঊর্ধ্ববাসী সেই ঈশ্বরকেই অস্বীকার করতাম।
[২৯] আমার শত্রুর বিপদে আমি কি আনন্দ করেছি?
তার অমঙ্গলে কি মেতে উঠেছি?
[৩০] বরং আমার মুখকে আমি পাপ করতে দিইনি,
অভিশাপ দিয়েও তার মৃত্যু যাচনা করিনি।
[৩১] আমার তাঁবুর লোকে একথা কি বলত না:
যোবের দেওয়া মাংস খেয়ে কে তৃপ্ত হয়নি?
[৩২] বিদেশী মানুষ খোলা মাঠে রাত কাটাত না,
পথিকদের জন্য আমি দরজা খুলে রাখতাম।
[৩৩] আমি কি আদমের মত আমার অধর্ম ঢেকেছি?
আমার অপরাধ কি বুকে লুকিয়ে রেখেছি?
[৩৪] আমি কি বিপুল জনতার ভিড় এত ভয় করেছি,
গোষ্ঠীদের বিদ্রূপে কি এত উদ্বিগ্ন হয়েছি যে,
চুপ করে দরজার বাইরে যেতাম না?

[৩৫] হায় হায়! কেউই কি আমার কথা শুনবে না?
এই যে, আমার স্বাক্ষর! সর্বশক্তিমান নিজেই এখন উত্তর দিন!
আমার সেই প্রতিবাদী আমার বিরুদ্ধে যে দোষপত্র লিখেছেন,
[৩৬] অবশ্য আমি তা নিজের কাঁধে বয়ে নেব,
নিজের ভূষণ বলেই তা মাথায় বাঁধব।
[৩৭] আমি তাঁকে আমার সমস্ত পদক্ষেপের হিসাব দেব,
রাজপুরুষের মত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব!

[৩৮] আমার ভূমি যদি আমার বিরুদ্ধে হাহাকার করে,
তার সঙ্গে তার হালও মিলে যদি চোখের জল ফেলে,
[৩৯] আমি যদি অর্থ না দিয়ে তার ফল ভোগ করে থাকি,
যদি তার অধিকারীদের প্রাণহানির কারণ হয়ে থাকি,
[৪০] তবে গমের জায়গায় কাঁটাই উৎপন্ন হোক,

যবের জায়গায় আগাছাই উদ্ভূত হোক!

এইখানে যোবের কথার সমাপ্তি।

এলিহুর বাণী

৩২ [১] সেই তিনজন মানুষ যোবের সঙ্গে তর্ক বন্ধ করলেন, কারণ তিনি নিজের ধর্মময়তার পক্ষসমর্থন করতেন। [২] তখন রাম-গোত্রের বুজ-নিবাসী বারাখেলের সন্তান এলিহুর ক্রোধ জ্বলে উঠল। যোবের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ জ্বলে উঠল, কারণ যোব দাবি করছিলেন, ঈশ্বর নন, তিনিই ঠিক! [৩] তাঁর তিনজন বন্ধুর বিরুদ্ধেও তাঁর ক্রোধ জ্বলে উঠল, কারণ তাঁরা যোবকে উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারায় ঈশ্বরকেই দোষী করেছিলেন। [৪] সেই তিনজন যোবের সঙ্গে কথা বলার সময়ে এই এলিহু অন্যান্যদের চেয়ে কম বয়সী হওয়ায় অপেক্ষা করেছিলেন; [৫] কিন্তু যখন দেখলেন, সেই তিনজনের মুখে উত্তর দেওয়ার মত আর কিছু নেই, তখন এলিহু ক্রোধে জ্বলে উঠলেন।

[৬] বুজ-নিবাসী বারাখেলের সন্তান এলিহু তখন কথা বলতে লাগলেন; তিনি বললেন:

আমি তো যুবক, আপনারা প্রাচীন,
তাই আপনাদের প্রতি সম্মানের খাতিরে
আপনাদের কাছে আমার অভিমত প্রকাশ করতে ভয় করছিলাম।
[৭] আমি ভাবছিলাম: বয়সই কথা বলবে,
বার্ধক্যই প্রজ্ঞা শেখাবে।
[৮] কিন্তু মানুষের মধ্যে যে আত্মা রয়েছে, সেই আত্মা,
সর্বশক্তিমানের সেই প্রেরণাই মানুষকে সদ্বিবেচক করে।
[৯] প্রাচীন বলে প্রাচীনেরাই যে প্রজ্ঞাবান, তা নয়,
প্রবীণেরাই যে সবসময় ন্যায় নির্ণয় করেন, তাও নয়।
[১০] তাই আমি বলি: আমার কথা শুনুন,
আমিও আমার মত ব্যক্ত করি।

[১১] দেখুন, আমি আপনাদের কথার দিকে ঝুঁকে ছিলাম,
আপনাদের যুক্তিতে কান দিলাম।
যতক্ষণ ধরে আপনারা যুক্তির খোঁজে বেড়াচ্ছিলেন,
[১২] ততক্ষণ ধরে আমি আপনাদের কথায় মনোযোগ দিলাম।
কিন্তু দেখুন, আপনাদের মধ্যে কেউই যোবের মন জয় করতে পারেননি,
আপনাদের মধ্যে কেউই তাঁর কথার প্রকৃত উত্তর দেননি।
[১৩] তবে একথা বলবেন না : আমরা প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছি,
কিন্তু ঈশ্বরই ওঁকে পরাস্ত করুন, মানুষ নয়!
[১৪] আর যখন ইনি আমার প্রতি কোন কথা উচ্চারণ করেননি,
তখন আমিও আপনাদের কথা দিয়ে তাঁকে উত্তর দেব না।

[১৫] তাঁরা বিহ্বল, আর উত্তর দিচ্ছেন না,
বলার মত তাঁদের আর কথা নেই।
[১৬] আমি অপেক্ষা করেছি, কিন্তু তাঁরা যখন আর কিছুই বলেন না,
যখন বিনা উত্তরে এমনি বসে আছেন,
[১৭] তখন আমিও আমার পক্ষ থেকে কিছুটা বলব,
আমিও আমার মত ব্যক্ত করব।
[১৮] কেননা অনুভব করছি যে, আমি কথায় পরিপূর্ণ,
আমার অন্তরে যে আত্মা, তা আমাকে প্রেরণা দিচ্ছে।
[১৯] দেখুন, আমার মধ্যে তা গণ্ডিবদ্ধ নতুন আঙুররসের মত,
এমন আঙুররসের মত যা নতুন কুপো ফাটিয়ে দিচ্ছে।
[২০] আমি কথা বলব, বললে স্বস্তি পাব,
আমি ওষ্ঠ খুলে উত্তর দেব।
[২১] আমি কারও মুখাপেক্ষা করব না,
কাউকে তোষামোদ করব না,
[২২] কেননা আমি তোষামোদ করতে জানি না,
করলে, তবে আমার নির্মাতা অল্পকালের মধ্যে আমাকে নিশ্চিহ্ন করতেন।

যোবের অন্যায়বিচার

৩৩ [১] তবে, যোব, দোহাই আপনার, আমার যা বলার আছে তা শুনুন,
আমার সমস্ত কথায় কান দিন।
[২] দেখুন, আমি মুখ খুলছি,
আমার তালুর মধ্যে আমার জিহ্বা কথা বলছে।
[৩] আমার হৃদয়ের সরলতাই কথা বলবে,
আমার ওষ্ঠে স্পষ্ট কথা ফুটবে।
[৪] ঈশ্বরের আত্মা আমাকে গড়েছে,
সর্বশক্তিমানের ফুৎকার আমাকে জীবন দিয়েছে।
[৫] আপনি পারলে আমাকে উত্তর দিন,
নিজের বক্তব্য প্রস্তুত করুন, তৈরি হোন।
[৬] দেখুন, ঈশ্বরের সামনে আমিও আপনার মত,
আমাকেও মাটি দিয়ে গড়া হয়েছে।
[৭] তাই আমাকে ভয় করার আপনার কোন কারণ নেই,
আমার হাত আপনার উপর ভারী হবে না।

[৮] আপনি আমার কানে একথাই শুধু শুধু শুনিয়ে আসছেন যে,
—হ্যাঁ, আমি তো আপনার কথার সুর ভালই শুনতে পেয়েছি!—
[৯] 'আমি শুদ্ধ, আমি নিষ্পাপ,
আমি নিষ্কলঙ্ক, আমি নিরপরাধী;
[১০] অথচ তিনি আমার বিরুদ্ধে ছুতার পর ছুতা উত্থাপন করছেন,
আমাকে তাঁর শত্রু বলে গণ্য করছেন;
[১১] আমার পা বেড়িতে আবদ্ধ করছেন,
আমার সমস্ত পদক্ষেপে চোখ রাখছেন।'
[১২] দেখুন, এবিষয়ে—আমি আপনাকে বলছি—আপনি ঠিক নন;
কেননা মানুষের চেয়ে ঈশ্বর মহান।

[১৩] তাই তাঁর প্রতি কেনই বা আপনার এই অসন্তোষ
তিনি যদি আপনার প্রতিটি কথার উত্তর না দেন?

[১৪] যেই প্রকারে হোক ঈশ্বর কথা বলেন,
কিন্তু কেউ মন দেয় না!
[১৫] স্বপ্নে ও রাত্রিকালীন দর্শনে,
যখন মানুষের উপরে ঘোর নিদ্রা নেমে পড়ে,
মানুষ যখন শয্যায় শুয়ে পড়ে,
[১৬] তখন তিনি মানুষের কান খুলে দেন,
দুঃস্বপ্নে তাকে আতঙ্কিত করেন,
[১৭] যেন তিনি মানুষকে তার অপকর্ম থেকে ফেরাতে পারেন,
যেন অহঙ্কার থেকে তাকে দূরে রাখতে পারেন;
[১৮] এইভাবে তিনি গহ্বর থেকে তার প্রাণ,
মৃত্যু-নদী থেকে তার জীবন রক্ষা করেন।

[১৯] তিনি ব্যথার মধ্য দিয়ে রোগ-শয্যায় তাকে শাসন করেন,
হ্যাঁ, সেই সময়েই, যখন মানুষের হাড় নিরন্তর নিপীড়িত,
[২০] যখন খাবারের চিন্তাও তার বিতৃষ্ণা জন্মায়,
সুস্বাদু খাদ্যও তার রুচি জাগায় না,
[২১] যখন দেখতে না দেখতেই তার দেহ ক্ষয় হয়ে যায়,
তার চামড়ার নিচের হাড় চোখে পড়ে,
[২২] যখন তার প্রাণ গহ্বরের কাছাকাছি হয়,
তার জীবন মৃতদের আবাসের দিকে এগিয়ে চলে।
[২৩] কিন্তু যদি তার সঙ্গে এক স্বর্গদূত থাকেন,
এক মধ্যস্থ, হাজারের মধ্যে একজন,
যিনি মানুষকে তার কর্তব্য দেখান,
[২৪] তবে উনি তাঁর প্রতি দয়া দেখিয়ে বলুন:
‘গহ্বরে নেমে যাওয়া থেকে একে রেহাই দাও,

আমি তার জন্য মুক্তিমূল্য পেলাম।’
[২৫] তবেই তার মাংস বালকের মাংসের চেয়েও সতেজ হবে,
সে যৌবনকাল ফিরে পাবে।
[২৬] সে পরমেশ্বরের কাছে মিনতি জানাবে যিনি তার প্রতি প্রসন্ন হলেন,
ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শন করে সে আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়বে,
আর তিনি মর্তমানুষকে তার ধর্মময়তা ফিরিয়ে দেবেন।
[২৭] সে মানুষদের কাছে গান গেয়ে বলবে:
‘আমি পাপ করেছিলাম, ন্যায় বিকৃত করেছিলাম,
কিন্তু আমার কাজের যোগ্য প্রতিফল আমাকে দেওয়া হয়নি;
[২৮] তিনি গহ্বর থেকে আমাকে রেহাই দিলেন,
তাই আমার জীবন আবার আলোর দর্শন পাচ্ছে।’

[২৯] দেখুন, ঈশ্বর মানুষের জন্য এই সমস্ত কিছু সাধন করেন,
দু’বার, তিনবার করেন
[৩০] গহ্বর থেকে তার প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য,
জীবিতদের আলোতে তা আলোময় করার জন্য।
[৩১] যোব, মনোযোগ দিন, আমার কথা শুনুন;
নীরব থাকুন, আমার আরও বলার আছে।
[৩২] কিন্তু যদি আপনার কিছু বক্তব্য থাকে, উত্তর দিন;
বলুন, কেননা আমি দেখতে চাই, আপনি নির্দোষী বলেই গণ্য।
[৩৩] যদি বলার মত কিছু না থাকে, তবে আমার কথা শুনুন,
নীরব হোন, আমি আপনাকে প্রজ্ঞা শেখাব।

এতক্ষণে কেউই ঈশ্বরের পক্ষে যথার্থ কথা বলেনি

৩৪ [১] এলিহু বলে চললেন:

[২] প্রজ্ঞাবান সকলে, আমার কথা শুনুন;
জ্ঞানবান সকলে, আমার বচনে কান দিন,
[৩] কেননা মুখের তালু যেমন নানা খাদ্যের নানা স্বাদ পায়,
তেমনি কান কথা নির্ণয় করে।
[৪] আসুন, যা ন্যায়, তা বিচার-বিবেচনা করি,
মঙ্গল কি, আমাদের নিজেদের মধ্যে তা নিশ্চিত করি।

[৫] দেখুন, যোব বললেন, 'আমি নিরপরাধী,
কিন্তু ঈশ্বর আমার ন্যায্য অধিকার অবহেলা করেন;
[৬] আমার অধিকারের বিরুদ্ধে আমি মিথ্যাবাদী বলে পরিগণিত,
নির্দোষী হয়েও আমি এমন আঘাতে আঘাতগ্রস্ত, যা নিরাময়ের অতীত।'
[৭] যোবের মত কেইবা আছে?
তিনি তো জলের মতই উপহাস পান করেন,
[৮] দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে চলেন,
ধূর্তদের সঙ্গে পথ চলেন।
[৯] কেননা তিনি বলেছেন: 'পরমেশ্বরের প্রসন্নতার পাত্র হওয়ায়
মানুষের কিছুই লাভ নেই।'

[১০] সুতরাং, হে বুদ্ধিমান সকলে, আমার কথা শুনুন:
এ দূরের কথা যে, ঈশ্বর দুষ্কর্ম করবেন,
সর্বশক্তিমান অন্যায় করবেন!
[১১] কারণ তিনি মানুষকে তার কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেন,
মানুষের আচরণ অনুযায়ী তার দশা ঘটান।
[১২] তিনি যে অন্যায় করবেন, তা ধারণার অতীত,
সর্বশক্তিমান তো ন্যায়বিচার বিকৃত করেন না!
[১৩] কেইবা তাঁকে পৃথিবীর কর্তৃত্বভার দিল?
কে তাঁর হাতে তুলে দিল সমগ্র জগতের শাসনভার?
[১৪] তাঁর যদি এমন সঙ্কল্প থাকত যে,

তিনি নিজের আত্মা ও প্রাণবায়ু নিজের কাছে ফিরিয়ে আনবেন,
[১৫] তবে সমস্ত মানবকুল একনিমেষেই মরত,
এবং মানুষ আবার ধুলায় ফিরে যেত।
[১৬] আপনার যদি সদ্বিবেচনা থাকে, তবে একথা শুনুন,
আমার বচনে কান দিন।
[১৭] যে ন্যায়বিরোধী, সে কি শাসন করবে?
আপনি কি সেই ধর্মময় ও পরাক্রমীকে দোষী করবেন?

[১৮] রাজাকে কি বলা যায়, আপনি পাপিষ্ঠ?
নেতৃবৃন্দকে কি বলা যায়, আপনারা দুর্জন?
[১৯] তিনি তো ক্ষমতাশালীদেরও মুখাপেক্ষা করেন না,
দরিদ্রের চেয়ে ধনীকেও নিজের প্রীতির পাত্র করেন না,
কেননা তারা সকলেই তাঁর হাতের রচনা।
[২০] তারা একনিমেষে মরে, মধ্যরাতেই মরে,
প্রতাপশালীরা বিলুপ্ত হয়ে মিলিয়ে যায়,
বিনা কষ্টেই পরাক্রমীদের সরিয়ে দেওয়া হয়।
[২১] কেননা তিনি মানুষের পথে দৃষ্টি রাখেন,
তার সমস্ত পদক্ষেপ লক্ষ করেন।
[২২] এমন অন্ধকার বা মৃত্যু-ছায়া নেই,
যেখানে দুষ্কৃতকারীরা লুকোতে পারে।
[২৩] কেননা ঈশ্বরের বিচারমঞ্চে দাঁড়াবার জন্য
মানুষের পক্ষে স্থিরীকৃত কোন বিশেষ কাল নেই।
[২৪] তিনি কিছুই তদন্ত না করে ক্ষমতাশালীদের খন্ড খন্ড করেন,
আর তাদের স্থানে অন্যদের দাঁড় করান।
[২৫] তিনি তাদের কর্ম জানেন বলেই
রাতে তাদের উল্টিয়ে ফেলেন আর তারা চূর্ণ হয়।
[২৬] তারা দুর্জন বলেই তিনি তাদের প্রহার করেন,

সকলের দৃষ্টিগোচরেই করেন;
[২৭] কারণ তারা তাঁর অনুসরণে ক্ষান্ত হয়ে পিঠ ফেরাল,
তাঁর সমস্ত পথ অবহেলা করল,
[২৮] ফলে তারা তাঁর কাছে আনাল গরিবের চিৎকার,
তাঁকে শুনিয়ে দিল দুঃখীদের হাহাকার।

[২৯] তিনি মৌন থাকলে কে তাঁকে দোষ আরোপ করতে পারে?
তিনি শ্রীমুখ ঢাকলে কে তাঁর দর্শন পেতে পারে?
অথচ তিনি জাতিগুলির বা ব্যক্তির উপরে চোখ রাখেন,
[৩০] ভক্তিহীন মানুষ যেন রাজত্ব না করে,
জনগণকে ফাঁদে ফেলতে যেন কেউ না থাকে।
[৩১] ধরুন, কেউ ঈশ্বরকে বলে:
'আমি অপরাধী, আর পাপ করব না;
[৩২] আমাকে উদ্বুদ্ধ কর, যেন দেখতে পাই;
যদি অন্যায় করে থাকি, আর করব না।'
[৩৩] তাই আপনার বিবেচনায় কি তেমন মানুষকে শাস্তি দেওয়া উচিত?
আমি তো জানি, এসব কিছু নিয়ে আপনি শুধু হাসেন!
কাজেই যেহেতু সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনারই ব্যাপার, আমার নয়,
সেহেতু আপনি যা জানেন, তা-ই বলুন।
[৩৪] বুদ্ধিমান লোকেরা আমাকে একথা বলবেন,
আমার কথা শুনে প্রজ্ঞাবান মানুষেরাও মিলে বলবেন:
[৩৫] 'যোব কিছু না জেনেই কথা বলেন,
তার কথাগুলোর মধ্যে সুবুদ্ধিটুকুও নেই।'
[৩৬] আচ্ছা, যোবকে শেষ পর্যন্তই পরীক্ষা করা হোক,
কেননা তিনি শঠতাপূর্ণ মানুষেরই মত উত্তর দিয়েছেন।
[৩৭] বস্তুত তিনি পাপের সঙ্গে বিদ্রোহও যোগ করছেন,
আমাদের মধ্যে হাততালিও দিচ্ছেন,

আর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বেশি কথা বলছেন।

ঈশ্বর মানুষের ধারণার অতীত

৩৫ [১] এলিহু বলে চললেন:

[২] আপনি যখন বলেন: 'ঈশ্বরের সামনে আমি ঠিক,'
তখন আপনি কি মনে করেন আপনার তেমন ধারণা ন্যায়সঙ্গত?
[৩] আবার বলেছেন: 'তোমার কী লাভ?
আমি পাপ করি বা না করি, তাতে আমার কী উপকার?'
[৪] আচ্ছা, আমি আপনাকে উত্তর দেব,
সেইসঙ্গে আপনার বন্ধুদেরও উত্তর দেব।

[৫] আকাশমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে দেখুন,
লক্ষ করুন মেঘমালা আপনার চেয়ে কেমন উচ্চ!
[৬] আপনি পাপ করলে, তাতে তাঁর কী কোন ক্ষতি হয়?
আপনি অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে, তাতে তাঁর কী কোন অসুবিধা হয়?
[৭] আপনি ধার্মিক হলে, তাতে তাঁকে কী দেন?
আরও, আপনার হাত থেকে তিনি কী পান?
[৮] আপনার শঠতার ফল আপনার মত মানুষের উপরে পড়ে,
আপনার ধর্মময়তার ফল আদমসন্তানের উপরেই নেমে পড়ে!

[৯] অত্যাচারের ভারে মানুষ চিৎকার করে,
ক্ষমতাশালীদের বাহু থেকে মানুষ রক্ষা যাচনা করে।
[১০] কিন্তু কেউ বলে না, 'আমার নির্মাতা সেই পরমেশ্বর কোথায়,
যিনি রাতে আনন্দগান মঞ্জুর করেন,
[১১] বন্যজন্তুদের চেয়ে আমাদের বেশি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন,
আকাশের পাখিদের চেয়ে আমাদের বেশি বুদ্ধিমান করেন!'
[১২] তখন অপকর্মাদের অহঙ্কারের সামনে

মানুষ চিৎকার করে, কিন্তু তিনি উত্তর দেন না।
[১৩] বস্তুত ঈশ্বর অসার কথায় কান দেন না,
সেই সর্বশক্তিমান তাতে লক্ষ রাখেন না।
[১৪] ফলে তিনি তখনই আপনার এই কথায়ও কান দেবেন না,
যখন আপনি বলেন: 'আমি তাঁকে দেখতে পাই না,
আমার বিচার তাঁর সামনে, আমি তাঁর অপেক্ষায় আছি।'
[১৫] এতেও তিনি কান দেবেন না যখন আপনি বলেন,
'তাঁর ক্রোধ কখনও শাস্তি দেয় না,
তিনি শঠতার দিকে তত লক্ষ রাখেন না।'
[১৬] তাই যোব যখন মুখ খোলেন, তখন অসার কথা বলেন,
অজ্ঞের মত শুধু শুধু কথা বলেন।

যোবের কষ্টভোগের প্রকৃত অর্থ

৩৬ [১] এলিহু বলে চললেন:

[২] আপনি আমার প্রতি একটু ধৈর্য রাখুন,
আমি আপনাকে ব্যাপারটা দেখাব,
কারণ পরমেশ্বরের পক্ষে বলার আরও কথা আমার আছে।
[৩] আমি দূর থেকে আমার জ্ঞান আনব,
আমার নির্মাতাকে উচিত ধর্মময়তা আরোপ করব।
[৪] সত্যি, আমার কথা মিথ্যা নয়,
জ্ঞানে পরিপক্ব এক ব্যক্তি আপনার সামনে উপস্থিত।

[৫] এই যে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য! তিনি বলবেন না:
'এসব কিছু নিয়ে আমি হাসি;'
তাঁর হৃদয়ের স্থৈর্যেই তিনি মহান!
[৬] তিনি দুর্জনদের বাঁচিয়ে রাখেন না,

বরং দুঃখীদের পক্ষে ন্যায়বিচার করেন।
[৭] তিনি ধার্মিকদের কাছ থেকে চোখ ফেরান না,
বরং রাজাদের সঙ্গে তাদের সিংহাসনে আসন দেন,
চিরকালের মত তাদের উন্নীত করেন।
[৮] কিন্তু তারা যদি বেড়িতে আবদ্ধ হয়,
যদি ক্লেশের দড়িতে বাঁধা পড়ে,
[৯] তবে তাদের তিনি তাদের কর্ম দেখিয়ে দেন,
তাদের সেই অধর্মও দেখিয়ে দেন, যা নিয়ে তারা গর্ব করে;
[১০] তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তিনি তাদের কান খুলে দেন,
তাদের শঠতা থেকে সরে যেতে আজ্ঞা দেন।
[১১] তারা যদি কান দেয় ও তাঁর অধীনতা স্বীকার করে,
তবে সমৃদ্ধিতেই নিজ নিজ দিনগুলি কাটাবে,
সুখেই নিজ নিজ বছরগুলি যাপন করবে।
[১২] কিন্তু যদি কান না দেয়, তবে অস্ত্রের আঘাতে মারা পড়বে,
নিজেদের অচেতনতায় প্রাণত্যাগ করবে।
[১৩] ভক্তিহীন-হৃদয়েরা ক্রোধ জমায়,
তিনি তাদের বাঁধলে তারা রক্ষা যাচনা করে না;
[১৪] তারা যৌবনকালে মারা পড়ে,
সেবাদাসদের মধ্যেই তাদের প্রাণ যায়।
[১৫] কিন্তু তিনি দুঃখীকে তার দুঃখ দ্বারাই নিস্তার করেন,
দুর্দশা দ্বারাই তার কান উন্মুক্ত করেন।

[১৬] তিনি আপনাকেও সঙ্কটের মুখ থেকে বের করে নিতে চান,
এমন স্থানে আপনাকে আনতে চান, যা সঙ্কীর্ণ নয়, বিস্তীর্ণই এক স্থান,
আর তখন আপনার টেবিলে চর্বিওয়ালা খাদ্য সাজানো হবে।
[১৭] কিন্তু আপনার মাত্রা যদি দুর্জনেরই যোগ্য বিচারে পূর্ণ হয়,
তবে বিচার ও শাস্তি আপনার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

[১৮] শাস্তির হুমকি আপনাকে বিদ্রোহ করতে ভ্রান্ত না করুক,
প্রায়শ্চিত্তের ভার আপনাকে পথভ্রষ্ট না করুক।
[১৯] আপনি যেন দুঃখ এড়াতে পারেন, আপনার ঐশ্বর্য কি যথেষ্ট হবে?
আপনার শক্তির যত প্রচেষ্টাও কি যথেষ্ট হবে?
[২০] সেই রাতের আকাঙ্ক্ষা করবেন না,
যখন জাতিগুলি নিজ নিজ স্থানে চলে যায়।
[২১] সাবধান, অধর্মের দিকে ফিরবেন না,
নইলে অত্যাচারের চেয়ে সেই অধর্মেই প্রীত হবেন।

[২২] দেখুন, ঈশ্বর তাঁর পরাক্রমে সর্বোচ্চ,
কেইবা তাঁর মত ভয়ঙ্কর?
[২৩] কেবা তাঁর কাজের গতি স্থির করেছে?
কেবা তাঁকে বলতে পেরেছে, তুমি অন্যায় করেছ?
[২৪] মনে রাখুন: তাঁর সেই কাজের বন্দনা করা চাই,
নানা গানে অন্য মানুষেরাও যার গুণকীর্তন করেছে।
[২৫] প্রতিটি মানুষ সেই কাজের দিকে বিস্ময়ে ভরা চোখে তাকায়,
মর্তমানুষ দূর থেকে তা সন্দর্শন করে।
[২৬] দেখুন, ঈশ্বর এমনই মহান যে, তাঁকে জানতে আমরা অক্ষম:
তাঁর বছর-সংখ্যা অগণন।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রশংসাগান

[২৭] তিনি জলবিন্দু-সকল ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করেন,
সেগুলির বাষ্প বৃষ্টিরূপে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরান;
[২৮] মেঘপুঞ্জ তা ঢেলে দেয়,
তা মানুষের উপরে মুষলধারায় পড়ে।
[৩১] এই সমস্ত কিছু দ্বারা তিনি জাতিগুলির বিচার সম্পাদন করেন,
ও প্রচুর খাদ্য যুগিয়ে দেন।

[২৯] তাছাড়া, মেঘমালার বিস্তার বা তাঁর আবাসের গর্জনধ্বনি,
তেমন কিছু কেবা বুঝতে পারে?
[৩০] দেখুন, তিনি তাঁর চারদিকে আলো ছড়িয়ে দেন,
সমুদ্রের ভিত আবৃত করেন।
[৩২] তিনি নিজের হাত বিদ্যুৎ-ঝলকে পূর্ণ করেন,
সেগুলোকে লক্ষ্য ভেদ করার আজ্ঞা দেন।
[৩৩] এমন কোলাহল দেয় সেই ঝড়ের আগমনের সংবাদ,
যার প্রতাপ মানুষকে ভয়ে পরিপূর্ণ করে।

৩৭ [১] এজন্যই আমার হৃদয় কেঁপে উঠছে,
বুকে দুপ্ দুপ্ করছে।
[২] শোন, শোন, সেই তো তাঁর সুরের প্রচণ্ড আওয়াজ,
সেই তো তাঁর মুখনিঃসৃত কোলাহল।
[৩] তিনি সমস্ত আকাশের নিচে বিদ্যুৎ-ঝলক ছুড়ে দেন,
পৃথিবীর চারপ্রান্ত পর্যন্তই তা প্রেরণ করেন।
[৪] তারপরে আসে তাঁর কণ্ঠনিনাদ,
নিজ মহত্ত্বের কণ্ঠে তিনি বজ্রনাদ করেন।
যতক্ষণ তাঁর সেই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়,
ততক্ষণ তিনি কিছুই রোধ করেন না।
[৫] ঈশ্বর নিজ কণ্ঠে আশ্চর্যময় ভাবে গর্জন করেন,
এমন মহা মহা কাজ সাধন করেন, যা আমাদের ধারণার অতীত।

[৬] কেননা তিনি তুষারকে বলেন, পৃথিবীতে পড়,
বৃষ্টিধারাকে বলেন, মুষলধারায় পড়।
[৭] তিনি বন্ধ করেন প্রতিটি মানুষের কাজ,
যেন তাঁর গড়া সকল মানুষ তাঁরই কাজ জ্ঞাত হয়।
[৮] তখন যত বন্যজন্তু নিজ নিজ আশ্রয়স্থানে চলে যায়,

নিজ নিজ আস্তানায় শুয়ে থাকে।
[৯] দক্ষিণ থেকে ঝড়ের আগমন,
উত্তর থেকে শীতের আবির্ভাব।
[১০] ঈশ্বরের ফুৎকারে বরফ জন্মায়,
জলাশয়ও জমাট হয়ে যায়।
[১১] তিনি ঘন মেঘ জলে ভরেন,
মেঘের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-ঝলক ছড়ান।
[১২] তাঁর পরিচালনায় সেগুলো ঘোরে,
যেন বিশ্বের বুকে তাঁর আজ্ঞামত কাজ করে।
[১৩] তিনি কখনও দণ্ডের, কখনও তাঁর দেশের জন্য,
কখনও বা কৃপার খাতিরেই এইসব কিছু প্রেরণ করেন।

[১৪] যোব, আপনি এতে কান দিন, একটু দাঁড়ান,
ঈশ্বরের আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা বিবেচনা করুন।
[১৫] আপনি কি জানেন, তিনি কেমন করে এসব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন,
ও তাঁর মেঘ কেমন করে বিদ্যুৎ-ঝলক ছড়ায়?
[১৬] আপনি কি জানেন, মেঘমালা কেমন করে বাতাসে ভেসে বেড়ায়?
এ এমন অপরূপ কাজ, যা সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয়।
[১৭] যখন দক্ষিণা বাতাসে পৃথিবী স্তব্ধ হয়,
তখন আপনি, যার নিজের পোশাক উষ্ণ হয়,
[১৮] আপনিও কি তাঁর সঙ্গে পিটিয়ে পিটিয়ে বিস্তৃত করেন সেই আকাশমণ্ডল
যা ছাঁচে ঢালাই করা আয়নার মত দৃঢ়?
[১৯] আমাদের জানান, তাঁকে কী বলব?
বরং আর তর্ক নয়, যেহেতু অন্ধকারে রয়েছি!
[২০] তাঁকে কি বলা যাবে: 'আমিই কথা বলব?'
কেউ কি ইচ্ছা করবে, সে কবলিত হবে?
[২১] আচ্ছা, এমন সময় আছে, যখন আলো মিলিয়ে যায়,

অন্ধকারময় মেঘের পিছনেই মিলিয়ে যায়,
পরে বাতাস এসে সেই মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যায়।
[২২] উত্তর থেকে সোনালী প্রভার আবির্ভাব,
পরমেশ্বরের ঊর্ধ্বে ভয়ঙ্কর বিভার উদ্ভব।
[২৩] সেই সর্বশক্তিমান আমাদের নাগালের অতীত,
তিনি পরাক্রমে মহান;
তাঁর ন্যায়বিচার ও মহা ধর্মময়তা গুণে তিনি অত্যাচার করেন না।
[২৪] এজন্য মানুষ তাঁকে ভয় করে,
কারণ যে কেউ নিজেকে প্রজ্ঞাবান মনে করে,
তাদের দিকে তিনি আদৌ তাকান না।

ঈশ্বরের নিজের বক্তব্যমালা

ঈশ্বরের প্রথম বাণী—স্রষ্টার প্রজ্ঞা স্বীকার্য

৩৮ [১] প্রভু ঘূর্ণিবায়ুর মধ্য থেকে যোবকে উত্তর দিয়ে বললেন,

[২] এ কে, যে জ্ঞানশূন্য কথা দিয়ে
আমার সুমন্ত্রণা আচ্ছন্ন করছে?
[৩] বীরের মত কোমর কষে বাঁধ;
আমি তোমাকে প্রশ্ন করব আর তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।
[৪] যখন আমি পৃথিবীর ভিত স্থাপন করছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে?
তোমার যখন এত বুদ্ধি, তখন বল দেখি!
[৫] তুমি কি জান, কে পৃথিবীর পরিমাপ স্থির করল?
কিংবা, কে তার উপর দিয়ে ফিতা টানল?
[৬] তার স্তম্ভগুলো কিসের উপরে ভর করে আছে?
কিংবা, কে তার সংযোগপ্রস্তর বসাল?
[৭] সেসময়ে প্রভাতী তারানক্ষত্র মিলে আনন্দধ্বনি তুলছিল,
ঈশ্বরসন্তানেরা মিলে জয়ধ্বনি করছিলেন।

[৮] সমুদ্র যখন মাতৃগর্ভ ছেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল,
কে কবাটের পিছনে তাকে বন্দি করে রাখল?
[৯] সেসময়ে আমিই মেঘমালার কাপড় দিয়ে তাকে ঘিরে রাখলাম,
ঘন তমসার কাঁথা দিয়ে তাকে জড়িয়ে রাখলাম।
[১০] তারপর আমি তার এলাকা স্থির করলাম,
অর্গল ও কবাট দিয়ে আটকে রাখলাম।
[১১] বললাম, তুমি এপর্যন্ত আসবে, আর নয়;
এইখানে তোমার তরঙ্গমালার দর্প চূর্ণ হবে।

[১২] তোমার জন্মকাল থেকে তুমি কি প্রভাতকে কখনও আজ্ঞা দিয়েছ?
উষার উদয়-স্থান কি কখনও নির্ধারণ করেছ,
[১৩] তা যেন পৃথিবীর চারপ্রান্ত ধ'রে
মর্ত থেকে দুর্জনদের ঝেড়ে ফেলে?
[১৪] তখন পৃথিবী কাদামাটি-সীলমোহরের মত হয়ে ওঠে,
আর সবকিছু পর্বীয় পোশাকের মত প্রকাশ পায়।
[১৫] তখন দুর্জনেরা আলো-বঞ্চিত হয়,
আঘাত করতে উদ্যত বাহু চূর্ণ হয়।
[১৬] তুমি সমুদ্রের উৎসধারায় কখনও গিয়ে পৌঁছেছ?
অতল গহ্বরের নিচে কি কখনও চলাচল করেছ?
[১৭] তোমার কাছে কি মৃত্যুলোকের দ্বার দেখানো হয়েছে?
মৃত্যু-ছায়ার দ্বারও কি কখনও দেখেছ?
[১৮] তোমার কি কোন ধারণা আছে, কতখানি পৃথিবীর বিস্তার?
তুমি যখন এসব কিছু জান, তখন বল দেখি!
[১৯] কোন্ পথ ধরে আলোর আবাসে যাওয়া যায়?
কোথায়ই বা অন্ধকারের বাসস্থান?
[২০] তবে তুমি তাদের নিজ নিজ এলাকায় নিয়ে যেতে পারবে,
কিংবা কমপক্ষে তাদের বাড়ির পথ দেখাতে পারবে!
[২১] তুমি তা জান বৈ কি, সেসময়ে তো তোমার জন্ম হয়েছিল!
তুমি তো বহু বহু দিনের মানুষ!

[২২] তুমি কি হিম-ভাণ্ডারে কখনও গিয়ে পৌঁছেছ?
শিলাবৃষ্টির ভাণ্ডারও কি কখনও দেখেছ?
[২৩] তা আমি সঙ্কটকালের জন্যই রাখছি,
যুদ্ধ-সংগ্রামের দিনের জন্যই তা রাখছি।
[২৪] কোন্ দিক দিয়ে আলো বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে,
ও পুববাতাস পৃথিবী জুড়ে ব্যাপ্ত হয়?

[২৫] কে বৃষ্টিধারা পতনের জন্য খাত কেটেছে?
কে বজ্র-বিদ্যুতের জন্য পথ প্রস্তুত করেছে,
[২৬] যেন জনবিহীন দেশেও বৃষ্টি পড়ে,
জনশূন্য প্রান্তরেও বর্ষা হয়?

[২৭] তবে মরুভূমিও পিপাসা মেটায়,
তাতে মরুপ্রান্তরেও নতুন ঘাস গজিয়ে ওঠে।
[২৮] বৃষ্টির কি কোন জনক আছে?
শিশিরবিন্দুর জন্মদাতা কে?
[২৯] বরফ কার্ গর্ভ থেকে নির্গত হয়েছে?
আকাশের নীহারকে কে জন্ম দিয়েছে?
[৩০] জল পাথরের মত জমে যায়,
অতল গহ্বরের মুখ শক্ত হয়ে যায়।

[৩১] তুমি কি সেই সুন্দর কৃত্তিকা বাঁধতে পার?
মৃগশীর্ষের বন্ধন কি খুলতে পার?
[৩২] তুমি কি ঠিক সময়ে প্রভাতী তারার উদয় ঘটাতে পার?
স্বাতি ও তার সন্তানদের চালাতে পার?
[৩৩] তুমি কি আকাশমণ্ডলের বিধিবিধান জান?
পৃথিবীতে তার নিয়ম-কানুন বহাল করতে পার?
[৩৪] তুমি কি মেঘ পর্যন্ত কণ্ঠস্বর তুলতে পার,
যেন বহুজল তোমাকে আচ্ছাদিত করে?
[৩৫] তুমি কি বিদ্যুৎ-ঝলক ছুড়ে ছুড়ে মারলে সেগুলো কি চলে যাবে?
তোমাকে কি বলবে: এই যে আমরা?
[৩৬] কে সারসকে দিয়েছে প্রজ্ঞা,
মোরগকে দিয়েছে সদ্বিবেচনা?
[৩৭] কে প্রজ্ঞাবলে মেঘের সংখ্যা গুনতে পারে?
কে আকাশের কুপোগুলো উল্টাতে পারে,

[৩৮] যেন ধুলা গলে গিয়ে এক পিণ্ড হয়
ও মাটি জমাট বাঁধে?

[৩৯] তুমিই কি সিংহীর জন্য শিকার খোঁজ করতে যাও?
সিংহশিশুদের ক্ষুধা মিটিয়ে দাও,
[৪০] যখন সেগুলো আস্তানায় শুয়ে থাকে,
বা ঝোপে ওত পেতে থাকে?
[৪১] কে দাঁড়কাকের জন্য খাদ্য যুগিয়ে দেয়,
যখন তার শিশুরা ঈশ্বরের কাছে ডাকে,
ও খাদ্যের অভাবে ঘুরে বেড়ায়?

৩৯ [১] তুমি কি পাহাড়িয়া ছাগীদের প্রসবকাল জান?
হরিণী প্রসব করলে তুমি কি সেখানে বসে তাকিয়ে থাক?
[২] তারা কত মাস ধরে গর্ভবতী, তুমিই কি তা কখনও গণনা করেছ?
তুমি কি জান তাদের প্রসবকাল?
[৩] তারা হেঁট হয়, প্রসব করে,
অমনি যন্ত্রণা ঝেড়ে ফেলে।
[৪] তাদের শিশুরা বলবান হয়, তারা মাঠে বড় হয়,
তারা রওনা হয় আর ফেরে না।

[৫] কে বন্য গাধাকে স্বাধীন করে ছাড়ে?
কে বন্য খচ্চরের বন্ধন খুলে দেয়?
[৬] আমি মরুভূমিকে তার গৃহ করেছি,
লবণভূমিকে তার বাসস্থান করেছি।
[৭] সে শহরের কোলাহলকে পরিহাস করে,
কোন চালকের ডাক মানে না।
[৮] পাহাড়পর্বত তার চারণভূমি,
সে যত নতুন ঘাসের খোঁজে বেড়ায়।

[৯] বন্য মহিষ কি তোমার সেবা করতে রাজি হবে?
সে কি তোমার জাবপাত্রের কাছে রাত কাটাবে?
[১০] তুমি হাল চাষের জন্য কি বন্য মহিষকে বাঁধতে পার?
সে কি তোমার পিছু পিছু উপত্যকায় মই দেবে?
[১১] তার বল মহৎ বিধায় তুমি কি তার উপর আস্থা রাখবে?
তোমার কাজ কি তার হাতে তুলে দেবে?
[১২] তুমি কি তার উপরে এমন নির্ভর করবে যে,
সে ফিরে এসে তোমার শস্য খামারে জড় করবে?

[১৩] উটপাখি উল্লাস করে ডানা দোলায়,
কিন্তু সারসের ও বাজপাখির সঙ্গে তার পালকের তুলনা হয় না।
[১৪] সে তো মাটিতে নিজ ডিম ফেলে রাখে,
ধুলায়ই তা উষ্ণ হতে দেয়।
[১৫] তার মনে থাকে না যে, হয় তো তা পায়ে চূর্ণ হতে পারে,
কিংবা বন্যজন্তু তা মাড়িয়ে দিতে পারে।
[১৬] সে তার শিশুদের প্রতি যেন পরের শিশুদেরই প্রতি নির্দয় হয়,
প্রসবযন্ত্রণা বিফল হলেও নিশ্চিন্ত থাকে,
[১৭] কেননা পরমেশ্বর তাকে জ্ঞানহীন করেছেন,
তাকে সদ্বিবেচনার একটুও অংশ দেননি।
[১৮] অথচ সে যখন পাখা বাড়িয়ে দৌড়োয়,
তখন অশ্ব-অশ্বারোহীকে পরিহাস করে।

[১৯] তুমিই কি ঘোড়াকে বল দিয়েছ?
তার ঘাড়ে কেশব দিয়েছ?
[২০] তাকে তুমিই কি পঙ্গপালের মত লাফালাফি করাও?
তার নাসারবের তেজ ভয়ঙ্কর!
[২১] সে উপত্যকায় ক্ষুর ঘষে, নিজের বলে উৎফুল্ল হয়,
অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছুটে যায়।

[২২] সে আশঙ্কাকে পরিহাস করে, কিছুতেই উদ্বিগ্ন হয় না,
খড়্গের সামনে থেকে ফেরে না।
[২৩] তূণ তার উপরে শব্দ করে,
ধারালো বর্শা ও তীর শব্দ করে।
[২৪] সে উগ্রতায় উত্তেজনায় ভূমি খেয়ে ফেলে,
তুরিনিনাদ শুনলে তাকে আর সামলানো যায় না।
[২৫] তুরির প্রথম সুরে সে হ্রেষা শব্দ করে,
দূর থেকে সংগ্রামের গন্ধ পায়,
সেনাপতিদের হুঙ্কার ও রণধ্বনি শোনে।

[২৬] তোমারই বুদ্ধিতে কি বাজপাখি ওড়ে,
ও দক্ষিণদিকে তার পাখা মেলে যায়?
[২৭] তোমারই আদেশে কি ঈগল ঊর্ধ্বে ওঠে,
ও উচ্চস্থানে বাসা বাঁধে?
[২৮] সে শৈলের মধ্যে বসতি করে, সেইখানে রাত কাটায়,
সেই শৈলের চূড়ায় ও সর্বোচ্চ স্থানে থাকে।
[২৯] সেখান থেকে সে শিকার অবলোকন করে,
তার চোখ দূর থেকে তা লক্ষ করে।
[৩০] তার শিশুরাও রক্ত চোষে,
যেখানে একটা শব, সেখানে সেও থাকে।

৪০ [১] প্রভু যোবকে আরও বললেন,

[২] প্রতিবাদী কি সর্বশক্তিমানের সঙ্গে তর্ক করবে?
ঈশ্বরের অভিযোক্তা তবে উত্তর দিক!

[৩] তখন যোব প্রভুকে উদ্দেশ করে বললেন,

[৪] দেখ, আমি ছোট্ট ; তোমাকে কী উত্তর দেব ?
আমি নিজ মুখে হাত দিলাম !
[৫] আমি একবার কথা বলেছি, আর প্রতিবাদ করব না ;
দু’বার কথা বলেছি, আর বলব না।

ঈশ্বরের দ্বিতীয় বাণী—মানুষ, তুমি কী জান ?

[৬] তখন প্রভু ঘূর্ণিবায়ুর মধ্য থেকে যোবকে উত্তর দিলেন। বললেন :

[৭] বীরের মত কোমর কষে বাঁধ ;
আমি তোমাকে প্রশ্ন করব আর তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।
[৮] তুমি কি সত্যিই আমার বিচার মুছে দেবে ?
নিজেকে নির্দোষী করার জন্য কি আমাকে দোষী করবে ?
[৯] তোমার বাহুতে কী ঈশ্বরের শক্তি আছে ?
তুমিও কি তাঁর মত বজ্রনাদ তুলতে পার ?
[১০] আচ্ছা, মহিমা ও মহত্ত্বে ভূষিত হও,
প্রভা ও গৌরবে পরিবৃত হও ;
[১১] তোমার ক্রোধের হুঙ্কার ছড়িয়ে দাও,
প্রতিটি দর্পীকে লক্ষ করে নামিয়ে দাও ;
[১২] প্রতিটি দর্পীকে লক্ষ করে নত কর,
দুর্জনেরা যেইখানে থাকুক না কেন তাদের মাড়িয়ে দাও ;
[১৩] তাদের মিলিত করে সকলকেই ধুলায় আচ্ছন্ন কর,
অন্ধকারে তাদের মুখ আটকে দাও ;
[১৪] তখন আমিই প্রথম তোমাকে সম্মান দেখাব,
তুমি যে তোমার ডান হাতে বিজয়ী হলে !

[১৫] জলহস্তীকে দেখ : আমি তোমার সঙ্গে তাকেও গড়েছি ;
সে বলদের মত তৃণভোজী।
[১৬] দেখ, কটিদেশে তার কেমন বল,

উদরের পেশিতে তার কেমন তেজ।
[১৭] সে এরসগাছের মত লেজ উচ্চ করে,
তার উরুত দু'টোর শিরাগুলো শক্ত করে জোড়া।
[১৮] তার হাড়গুলো ব্রঞ্জের নলের মত,
তার পাঁজর লোহার অর্গলের মত।
[১৯] ঈশ্বরের কাজের মধ্যে সে-ই প্রথম গড়া,
তার নির্মাতা খড়্গ দ্বারা তাকে ধমক দিলেন।
[২০] পাহাড়পর্বত তার খাদ্য যোগায়,
সমস্ত বন্যজন্তুও সেখানে লীলা করে।
[২১] সে শুয়ে থাকে পদ্মবনে,
নলবনের অন্তরালে, জলাভূমিতে।
[২২] পদ্মগাছ নিজের ছায়ায় তাকে ছায়া দেয়,
খরস্রোতের ঝাউগাছ তাকে ঘিরে থাকে।
[২৩] নদী হঠাৎ উথলে উঠুক, সে ভয় পায় না,
যর্দন ছেপে তার মুখে এসে পড়লেও সে থাকে সুস্থির।
[২৪] কে তাকে চোখ ধরে টানতে পারে?
ফাঁদ ফেলে কে তার নাক ফুঁড়তে পারে?

[২৫] তুমি কি বড়শিতে লেভিয়াথানকে তুলতে পার?
হাতসুতে তার জিহ্বা বাঁধতে পার?
[২৬] নলকাঠি দিয়ে তার নাক কি ফুঁড়তে পার?
বড়শি দিয়ে তার হনু কি বিঁধতে পার?
[২৭] সে কি তোমার কাছে বহু মিনতি করবে,
বা তোমাকে কোমল কথা শোনাবে?
[২৮] সে কি তোমার সঙ্গে চুক্তি স্থির করবে,
তুমি যেন তাকে তোমার চিরদাস বলে গ্রহণ কর?
[২৯] পাখির সঙ্গে যেমন খেলা কর, তেমনি কি তার সঙ্গে খেলা করবে?

তোমার যুবতীদের জন্য কি তাকে বেঁধে রাখবে?
[৩০] জেলের দল কি তাকে বিক্রির জন্য বাজারে ওঠাবে?
বণিকেরা কি নিজেদের মধ্যে তাকে ভাগ ভাগ করে নেবে?
[৩১] তুমি কি তার চামড়া লোহার ফলায়
বা তার মাথা জেলের কোঁচে বিঁধতে পার?
[৩২] তুমি শুধু তার উপরে তোমার হাত বাড়াও,
এবং তেমন লড়াইয়ের স্মরণে আর কখনও তা করতে চেষ্টা করবে না!

৪১ [১] দেখ, তাকে বশীভূত করার প্রত্যাশা মিথ্যা;
তাকে দেখামাত্র মানুষ লুটিয়ে পড়ে।
[২] তাকে উত্তেজিত করবে এমন সাহসী কেউই নেই;
তবে আমার সামনে কে দাঁড়াতে পারে?
[৩] কে আমাকে অগ্রিম কিছু দিয়েছে যে, আমি তাকে প্রতিদান দিতে বাধ্য?
সমস্ত আকাশের নিচে সবই আমার!
[৪] আমি তার নানা অঙ্গ সম্বন্ধে নীরব থাকব না:
তার বল ও শরীরের সুগঠনের বিষয়েও নীরব থাকব না।
[৫] তার বাইরের পোশাক কে খুলে দিয়েছে?
কে যেতে পেরেছে তার দ্বিগুণ বর্মার মধ্যে?
[৬] তার মুখের কবাট কে খুলতে পেরেছে?
তার দাঁতের চারদিকে সন্ত্রাস!
[৭] তার পিঠ ফলকশ্রেণি-মণ্ডিত,
একটা আর একটার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ;
[৮] সেগুলো একে অন্যের সঙ্গে এমন সংলগ্ন যে,
তার অন্তরালে বাতাসও প্রবেশ করতে অক্ষম।
[৯] সেগুলো পরস্পর সংযুক্ত,
সেগুলো একত্রে সংলগ্ন, কিছুতেই ভিন্ন হয় না।

[১০] তার হাঁচিতে আলো ছড়িয়ে পড়ে,
তার চোখ উষার চোখের পাতার মত।
[১১] তার মুখ থেকে জ্বলন্ত মশাল নির্গত হয়,
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়।
[১২] তার নাসারন্ধ্র থেকে,
যেন আগুনের উপরে ফুটন্ত জলের হাঁড়ি থেকেই ধোঁয়া নির্গত হয়।
[১৩] তার শ্বাসে অঙ্গার জ্বলে ওঠে,
তার মুখ থেকে বের হয় আগুনের শিখা।
[১৪] ঘাড়েই রয়েছে তার বল,
তার আগে আগে সন্ত্রাসই দৌড়িয়ে চলে।
[১৫] তার মাংসের পাট পরস্পর সংযুক্ত,
তা তার উপরে দৃঢ়বদ্ধ, সরতে পারে না।
[১৬] তার হৃৎপিন্ড পাথরের মত কঠিন,
জাঁতার নিচের পাটের মতই শক্ত।
[১৭] সে উঠে দাঁড়ালে শক্তিশালীরাও উদ্বিগ্ন হয়,
সন্ত্রাসিত হয়ে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।
[১৮] তার নাগাল পায় যে খড়্গা, তা নিষ্ফল;
বর্শা, তীর ও বল্লমও বিফল।
[১৯] তার কাছে লোহা খড়কুটোর মত,
ব্রঞ্জ পচা কাঠের মত।
[২০] তীর তাকে তাড়াতে পারে না,
তার কাছে ফিঙের পাথর তুষের মত।
[২১] গদা তার কাছে ঘাসের মত,
বর্শার শব্দে সে হাসে।
[২২] তার তলদেশ ধারালো পাথরকুচির মত,
সে কাদার উপর দিয়ে কাঁটার মইয়ের মত চলে।

[২৩] সে অতল জলকে হাঁড়িতে জলের মত ফোটায়,
সমুদ্রকেও মলমের পাত্রের মত।
[২৪] পিছনে সে চক্‌মক্‌ পথ ছাড়ে,
অতল গহ্বর পাকাচুলের মত দেখায়।
[২৫] পৃথিবীতে তার তুলনায় কিছুই নেই,
নির্ভীক হবার জন্যই তাকে গড়া হয়েছে।
[২৬] সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যত দাম্ভিক প্রাণীর উপর,
যত গর্বোদ্ধত জন্তুর মধ্যে সে-ই রাজা।

যোবের শেষ উত্তর

৪২ [১] তখন যোব প্রভুকে উত্তর দিয়ে বললেন:

[২] আমি বুঝতে পারছি, তোমার পক্ষে সবই সাধ্য,
তোমার কোন সঙ্কল্প বৃথা যেতে পারে না।
[৩] সে-ই কে, যে জ্ঞানবিহীন হয়ে তোমার সুমন্ত্রণা আচ্ছন্ন করতে পারে?
সত্যি, আমি যা বুঝি না, তেমন কথাই আমি বলেছি,
এমন কথা, যা আমার পক্ষে দুরূহ, আমার বোধের অতীত।
[৪] আমি নাকি বলছিলাম, 'দোহাই তোমার, শোন, আর আমি কথা বলব;
আমি তোমাকে প্রশ্ন করব, আর তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।'
[৫] আগে আমি পরের কথা শুনেই তোমাকে জানতাম;
এখন কিন্তু আমার নিজের চোখই তোমাকে দেখতে পাচ্ছে;
[৬] এজন্য নিজেকে অবজ্ঞা ক'রে
আমি ধুলা ও ছাইতে বসে অনুতাপ করছি।

উপসংহার—যোবের বন্ধুরা বিচারিত

[৭] যোবকে এই সমস্ত কথা বলার পর প্রভু তেমান-নিবাসী এলিফাজকে বললেন, 'তোমার ও তোমার দুই বন্ধুর উপর আমার আক্রোশ জ্বলে উঠেছে, কারণ আমার দাস

যোব আমার বিষয়ে যেমন যথার্থ কথা বলেছে, তোমরা সেইমত কথা বলনি। [৮] সুতরাং তোমরা সাতটা বাছুর ও সাতটা ভেড়া নিয়ে আমার দাস যোবের কাছে গিয়ে তোমাদের কল্যাণে আহুতি দাও; আর আমার দাস যোব তোমাদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করবে, যেন তার খাতিরে আমি তোমাদের নির্বুদ্ধিতার শাস্তি না দিই; কেননা আমার দাস যোব আমার বিষয়ে যেমন যথার্থ কথা বলেছে, তোমরা সেইমত কথা বলনি।'

[৯] তখন তেমান-নিবাসী এলিফাজ, শুয়াহ্-নিবাসী বিল্দাদ ও নাআমাথ-নিবাসী জোফার গিয়ে প্রভুর কথামত কাজ করলেন; এবং প্রভু যোবের প্রার্থনা গ্রহণ করলেন।

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত যোব

[১০] যোব তাঁর বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করার পর প্রভু তাঁকে তাঁর আগের অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন; এমনকি প্রভু যোবের আগেকার সম্পদ দ্বিগুণ করলেন।

[১১] তাঁর সকল ভাই, বোন, আর আগেকার পরিচিতজনেরা সকলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল; তাঁর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে তারা তাঁকে সহানুভূতি দেখাল, এবং প্রভু তাঁর উপর যত অমঙ্গল এনেছিলেন, তার জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিল; তারা এক একজন তাঁকে একটা করে রুপোর মুদ্রা ও একটা করে সোনার আংটি উপহার দিল।

[১২] প্রভু আগেরটার চেয়ে যোবের এই বর্তমান অবস্থাকেই বেশি আশীর্বাদ করলেন, ফলে যোব চৌদ্দ হাজার মেষ, ছ'হাজার উট, এক হাজার জোড়া বলদ ও এক হাজার গাধীর মালিক হলেন। [১৩] তাঁর ঘরে আরও সাত ছেলে ও তিন মেয়ের জন্ম হল। [১৪] তিনি বড় মেয়ের নাম ঘুঘু, দ্বিতীয়জনের নাম দারুচিনি, ও তৃতীয়জনের নাম কাজল রাখলেন। [১৫] যোবের মেয়েদের মত সুন্দরী তরুণী সমস্ত দেশে মিলল না; তাদের পিতা তাদের ভাইদের সঙ্গে তাদেরও উত্তরাধিকারিণী করলেন।

[১৬] এই সমস্ত কিছুর পর যোব আরও একশ' চল্লিশ বছর বেঁচে থেকে চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত তাঁর পুত্রপৌত্রদের দেখতে পান। [১৭] শেষে, বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে যোবের মৃত্যু হয়।

---

১ [৬] 'শয়তান' সাধারণ একটা নাম যার অর্থই প্রতিদ্বন্দ্বী; ঐশসভায় সে অভিযোক্তা বলে দাঁড়াচ্ছে (জাখা ৩:১-২)।

২ [৮] অশুচি বলে সংক্রামক চর্মরোগী শিবিরের বাইরে থাকতে বাধ্য ছিল (লেবীয় ১৩:৪৬), এজন্য যোব ছাইয়ের মধ্যে বসেন।

[৯] স্ত্রীর কথা বিদ্রূপজনক: রোগমুক্তির আশা না থাকায় যোবের স্ত্রী ঈশ্বরকে অভিশাপ দিতে পরামর্শ দেন, যাতে ঈশ্বর আকস্মিক মৃত্যু ঘটালে যোব তত কষ্ট এড়াতে পারেন।

[১০] বাইবেলের ভাষায় তারাই নির্বোধ যারা ঈশ্বরের শেষ বিচারের কথা না ভেবে কথা বলে ও কাজ করে।

৩ [৮] সেকালের পুরাণ অনুসারে লেভিয়াথান (সমুদ্র-দানব) নিদ্রা থেকে জেগে উঠলে সূর্য গ্রাস করবে।

৯ [২৩] ঈশ্বর সর্বশক্তিমান: যত উপহার বা যত দুর্বিপাকের তিনিই মূলকারণ, একথাই যোবকে অস্থির করে; আর আসলে মানুষ যখন ভাবে কেনই বা ঈশ্বর অমঙ্গল ও দুঃখকষ্ট পাঠান তখন তার পক্ষে অস্থির হওয়া স্বাভাবিক বইকি।

১০ [১৩] যে যত্নের সঙ্গে ঈশ্বর মানুষকে গড়েছিলেন তা ভেবে যোব মনে করছিলেন তিনি ঈশ্বরের স্নেহের পাত্র; কিন্তু এখন তিনি এমন প্রশ্নের সম্মুখীন যা তাঁকে অবসন্ন করে: খেলার পুতুল হিসাবেই কি স্রষ্টা মানুষকে গড়েছেন?

১৩ [১০] ঈশ্বরের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই যে তিনি কারও পক্ষপাতী নন (দ্বিঃবিঃ ১০:১৭); মানুষ তাঁর পক্ষ সমর্থন করলেও অযথা পক্ষপাতিত্ব দেখাতে পারে না। বাস্তবিকই ঈশ্বর নিজেও বিচার করার সময়ে নির্বুদ্ধিতার জন্য যোবের বন্ধুদের ভর্ৎসনা করে যোবের একথা সত্য বলে প্রমাণ করলেন (যোব ৪২:৮)।

১৬ [২১] 'যেন তিনি …': বাক্যটা রহস্যময়, এই 'তিনি' কে? সম্ভবত যোব সেই ঈশ্বরের একটা আভাস পাচ্ছেন যিনি অবশেষে তাঁকে খোঁজ করবেন (যোব ৭:২১; ১৪:১৫); তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা রাখেন তিনি যেন সেই নির্যাতনকারীর হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেন যিনি বর্তমানে তাঁকে নির্মমভাবে আছাড় মারছেন। (যোব ১৬:১২-১৩)।

১৯ [২৫] প্রাচীন ইস্রায়েলে, মুক্তিসাধক এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি বলে বিপদাপন্ন আত্মীয়দের বিপদমুক্ত করতে বাধ্য (লেবীয় ২৫:২৫; রুথ ৪:৪)। ১৪:১২ পদে যোব দৈহিক পুনরুত্থানকে এমন প্রত্যাশা বলে গণ্য করেছিলেন যা তাঁর অভিজ্ঞতা-বিরুদ্ধ, ফলত অবাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত নয়; কিন্তু তিনি এখন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, তাঁর মুক্তিসাধক এসে তাঁকে পুনরুত্থিত করে তুলবেন।

২৪ [১] 'কাল' ও 'দিনগুলি': অর্থাৎ ঈশ্বরের বিচারের সেই কাল যা বিষয়ে নবীগণ ভাববাণী দিয়েছিলেন।

২৬ [১২] সৃষ্টবস্তুর তুলনায় ঈশ্বরের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এ: তিনি বিশ্বস্রষ্টা, আবার তিনি বিদ্রোহী সমুদ্রের উপর জয়ী; সমুদ্রই অমঙ্গলের প্রতীক।

৩৩ [২৩] মানুষকে ন্যায় পথ দেখাবেন ও তার হয়ে প্রার্থনা করবেন এমন স্বর্গদূতের কথা এই যোব পুস্তকেই প্রথম উপস্থাপিত; পরবর্তীকালে অন্যান্য পুস্তকও একথা তুলে ধরবে (দা ৯:২১-২৩; তোবিত ১২:১২)। কিন্তু যোব ইতিমধ্যে (যোব ৯:৩৩) একজন মধ্যস্থ পাবার আবেদন করলেন; তাছাড়া তিনি ভালই জানেন যে, তাঁর সাক্ষী ও মুক্তিসাধক একজন আছেন (যোব ১৬:১৯; ১৯:২৫)।

৪২ [৬] শেষ মুহূর্তে যোব পবিত্র ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বিষয়ে অধিক সচেতন হয়ে ওঠেন: এক দিকে মানুষ হিসাবে তিনি ঐশমহিমার সম্মুখীন হয়ে নিজেকে নগণ্য স্বীকার করেন, অপর দিকে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানান যিনি তেমন অসীম ও রহস্যময় জগতের মধ্যে অপূর্ব যত্ন ও মমতা দেখিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখেন।

[৮] আব্রাহাম, মোশি, শামুয়েল ও যেরেমিয়ার মত যোব পরের হয়ে প্রার্থনা নিবেদন করেন: তাঁর মর্মান্তিক যন্ত্রণাভোগ বৃথা হয়নি, নিজের বেলায়ও নয়, পরের বেলায়ও নয়, কেননা সেই যন্ত্রণাভোগ তাঁর প্রার্থনা কার্যমণ্ডিত করেছে।

সামসঙ্গীত মালা

সামসঙ্গীত-মালাই বাইবেলের כתובים (কেতুবিম) অর্থাৎ ‘লেখাসমূহ’ নামক তৃতীয় অংশের প্রথম পুস্তক। পুস্তকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটিই ছিল ইহুদীদের প্রার্থনা-পুস্তক; এর অর্থ হল যে এটির মধ্য দিয়েই ইহুদীরা প্রার্থনা করতেন ও প্রার্থনা করতে শিখতেন যেহেতু বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সামসঙ্গীতগুলো স্বয়ং ঈশ্বরেরই বাণী: মানুষ মুখ খুলবে ও ঈশ্বর তাঁর বাণীতে তা পরিপূর্ণ করবেন (সাম ৮১:১১); আবার, মানুষ কণ্ঠ দেবে ও ঈশ্বরের বাণী (স্বয়ং খ্রিষ্টই) উচ্চারিত প্রার্থনাটা পিতার কাছে নিবেদন করবেন; আরও, বাইবেলের অন্যান্য পুস্তকের মত এই পুস্তক হাতে তুলে মানুষ যেন আগে শোনে এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাকে কী বলেন, এবং ঈশ্বরের এই বাণী যেন গ্রহণ করে। এই পুস্তক যিশুর নিজের প্রার্থনা-পুস্তক ছিল বিধায় (মথি ২৬:৩০) খ্রিষ্টমণ্ডলীও তা নিজের প্রার্থনা-পুস্তক বলে গ্রহণ করল ও করে থাকে। বাস্তবিকই ইহুদীরা যেমন পুস্তকটা মুখস্থ করছিলেন, মণ্ডলীর ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত বহু ভক্তদের পক্ষে সমস্ত সামসঙ্গীতগুলো মুখস্থ জানাই ছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এই পুস্তকে নানা প্রার্থনা খোঁজ করা ছাড়া মানুষ যেন যিশু সংক্রান্ত কতগুলো ভাববাণীও খুঁজে বের করায় নিবিষ্ট থাকে, কেননা তিনি নিজে বলেছিলেন সামসঙ্গীত-মালা তাঁর কথা বলে (লুক ২৪:৪৪); সুতরাং প্রার্থনা-পুস্তক ছাড়া সামসঙ্গীত-মালা ধ্যান-পুস্তক বলেও গ্রহণীয়। সামসঙ্গীত-মালায় সঙ্কলিত সামসঙ্গীতগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা: (ক) প্রশংসাগান: ৮, ২৯, ৩৩, ৪৬–৪৮, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৬, ৭৭, ৮৪, ৮৭, ৯৩, ৯৫–৯৯, ১০৪, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৭, ১২২, ১২৯, ১৩৪–১৩৬, ১৩৯, ১৪৫–১৫০; (খ) ধন্যবাদ-স্তুতি: ১০, ৩০, ৩১, ৪০, ৪১, ৭৩, ৯২, ১০৩, ১০৭, ১১৬, ১৩৮; (গ) বিলাপ-গান ও সাহায্য-প্রার্থনা: ৩–৭, ১৩, ১৪, ১৭, ২২, ২৫–২৮, ৩৫, ৩৬, ৩৮–৪০, ৪২–৪৪, ৫১, ৫২, ৫৪–৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৭০, ৭১, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৬, ৮৮–৯০, ৯৪, ১০৯, ১২০, ১২৩, ১২৯, ১৩০, ১৩৭, ১৪০–১৪৩; (ঘ) প্রজ্ঞাধর্মী সামসঙ্গীত: ১, ৩২, ৩৪, ৩৭, ৪৯, ১১২, ১১৯, ১২৮, ১২৯, ১৩৩; (ঙ) আস্থামূলক সামসঙ্গীত: ৪, ১১, ১৬, ২৩, ৬২, ৯১, ১০২, ১২১, ১২৫, ১৩১; (চ) রাজকীয়-মশীহমূলক সামসঙ্গীত: ২, ৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ৩১, ৪৫, ৬৭, ৬৯, ৭২, ৮৫, ১০১, ১১০, ১৩২।

সূচীপত্র

সামসঙ্গীতঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১
৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১
৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১
৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০
১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪
১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮
১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২
১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০

প্রথম খণ্ড

সামসঙ্গীত ১

[১] সুখী সেই মানুষ,
দুর্জনদের মন্ত্রণায় যে চলে না,
পাপীদের পথেও দাঁড়ায় না,
বিদ্রূপকারীদের আসরেও যে বসে না,
[২] বরং প্রভুর বিধানে যার প্রীতি,
তাঁর বিধান যে জপ করে নিশিদিন।

[৩] সে যেন জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের মত,
যথাসময় যা হবে ফলবান,
যার পাতা হবে না ম্লান,
সে যা করে, সেই সবই সার্থক হবে।
[৪] দুর্জনেরা কিন্তু তেমন নয়, তেমন নয়!
তারা যেন বাতাসে তাড়িত তুষ।

[৫] তাই দুর্জনেরা সেই বিচারে উঠে দাঁড়াতে পারবে না,
পাপীরাও ধার্মিকদের জনসমাবেশে।
[৬] কেননা প্রভু দৃষ্টি রাখেন ধার্মিকদের পথে,
কিন্তু দুর্জনদের পথের হবে বিলোপ।

সামসঙ্গীত ২

[১] বিজাতিরা কোলাহল করছে কেন?
কেনই বা জাতিসকলের এই অনর্থক বলাবলি?
[২] প্রভু ও তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে
রুখে দাঁড়াচ্ছে পৃথিবীর রাজাসকল,
নায়কেরা একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে—

[৩] ‘এসো, ছিঁড়ে ফেলি ওদের শৃঙ্খল,
দূরে ফেলে দিই ওদের দড়ি।’

[৪] স্বর্গে আসীন যিনি, তিনি তো হাসেন,
ওদের নিয়ে উপহাস করেন প্রভু।
[৫] তারপর তিনি ক্রোধভরে ওদের উদ্দেশ করে কথা বলেন,
উত্তপ্ত হয়ে ওদের সন্ত্রস্ত করেন—
[৬] ‘আমি নিজেই আমার রাজাকে করেছি প্রতিষ্ঠিত
আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপর।’

[৭] আমি প্রভুর বিধি প্রচার করব ;
তিনি বলেছেন আমায় :
‘তুমি আমার পুত্র ; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।
[৮] আমার কাছে যাচনা কর, দেশগুলিকে করব তোমার উত্তরাধিকার,
পৃথিবীর প্রান্তসীমা করব তোমার সম্পদ।
[৯] লৌহদন্ড দ্বারা তুমি ওদের ভেঙে ফেলবে,
কুমোরের পাত্রের মতই ওদের টুকরো টুকরো করবে।’

[১০] তাই তোমরা, রাজারা, সুবিবেচক হও,
পৃথিবীর অধিপতিরা, সাবধান হও ;
[১১] সভয়ে প্রভুকে সেবা কর,
সকম্পে তাঁর পা চুম্বন কর,
[১২] পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হলে পথে তোমাদের বিলোপ ঘটে,
কারণ পলকেই জ্বলে ওঠে তাঁর ক্রোধ।

[১৩] তারা সকলেই সুখী, তাঁর আশ্রিতজন যারা।

সামসঙ্গীত ৩

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা। সেসময়ে তিনি তাঁর পুত্র আব্‌শালোমের সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন।*

[২] প্রভু, কতই না শত্রু আমার!
কতই না আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়,
[৩] কতই না আমার সম্বন্ধে বলে:
'পরমেশ্বরের কাছে তার জন্য পরিত্রাণ নেই।' *(বিরাম)*

[৪] তুমি কিন্তু, প্রভু, আমার চারদিকে যেন ঢালের মত,
তুমিই আমার গৌরব, তুমি তো আমার মাথা উঁচু কর।
[৫] চিৎকার করে আমি প্রভুকে ডাকি,
আর তাঁর পবিত্র পর্বত থেকে তিনি আমাকে সাড়া দেন। *(বিরাম)*

[৬] শয়ন করে আমি ঘুমিয়ে পড়ি,
জেগে উঠবই, কারণ প্রভু ধরে রাখেন আমায়।
[৭] চারদিকে আমার বিরুদ্ধে শতসহস্রজন দাঁড়িয়ে আছে,
তবুও আমি তাদের ভয় করি না।
[৮] প্রভু, উত্থিত হও! আমাকে ত্রাণ কর গো পরমেশ্বর আমার।
তুমিই তো আঘাত হেনেছ আমার সকল শত্রুর মুখে,
ভেঙে দিয়েছ দুর্জনদের দাঁত।
[৯] প্রভুরই তো পরিত্রাণ—
তোমার আপন জাতির উপরেই তোমার আশীর্বাদ। *(বিরাম)*

সামসঙ্গীত ৪

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রে। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] আমি ডাকলেই সাড়া দিও, হে আমার ধর্মময়তার পরমেশ্বর;
সঙ্কটে আমায় দিয়েছ আরাম,
আমাকে দয়া কর, আমার প্রার্থনা শোন।

[৩] হে মানবসন্তান, আর কতকাল তোমরা আমার গৌরব অপমান করবে,
মোহমায়া ভালবাসবে, মিথ্যার অন্বেষণ করবে? *(বিরাম)*
[৪] জেনে রেখ, প্রভু আপন ভক্তজনের জন্য সাধন করেন আশ্চর্য কাজ,
আমি ডাকলেই শুনবেন প্রভু।

[৫] কম্পিত হও, আর পাপ নয়,
শয্যায় হৃদয়গভীরে ধ্যান কর, থাক নিশ্চুপ। *(বিরাম)*
[৬] যথার্থ যজ্ঞ উৎসর্গ কর,
প্রভুতে ভরসা রাখ।

[৭] অনেকে বলে: 'কে আমাদের দেখাবে মঙ্গল?'
তোমার শ্রীমুখের আলো, প্রভু, আমাদের উপর উদ্ভাসিত হোক।
[৮] গম ও আঙুররসের প্রাচুর্যে ওদের যত আনন্দ,
তার চেয়েও বেশি আনন্দ তুমি দিয়েছ আমার হৃদয়ে।
[৯] তেমন শান্তিতে শয়ন করে আমি ঘুমিয়ে পড়ি,
কারণ একমাত্র তুমিই, প্রভু, আমাকে ভরসাভরে বিশ্রাম করতে দাও।

সামসঙ্গীত ৫

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। বাঁশি যন্ত্রে। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] আমার কথায় কান দাও, প্রভু;
আমার বিলাপে মনোযোগ দাও।
[৩] আমার কণ্ঠ, আমার চিৎকার শোন,
আমার রাজা, আমার পরমেশ্বর!
তোমার কাছেই তো, প্রভু, আমি প্রার্থনা করি।

[৪] প্রভাতে তুমি তো শোন আমার কণ্ঠ;
প্রভাতে তোমার জন্য সবকিছু সাজিয়ে আমি চেয়ে থাকি।

[৫] দুষ্কর্মে প্রীত এমন ঈশ্বর তুমি নও;
অপকর্মা আতিথ্য পায় না তোমার কাছে।
[৬] তোমার চোখের সামনে দাম্ভিকেরা দাঁড়াতে পারে না,
সকল অপকর্মাকে তুমি ঘৃণা কর,
[৭] মিথ্যাবাদীকে বিলোপ কর,
রক্তলোভী ও ছলনাপটু মানুষ প্রভুর অধিক বিতৃষ্ণার পাত্র।

[৮] আমি কিন্তু তোমার মহাকৃপায়
তোমার গৃহে ঢুকব,
তোমার পবিত্র মন্দির পানে
তোমার শ্রদ্ধায় প্রণিপাত করব।

[৯] আমার শত্রুদের জন্য, প্রভু,
তোমার ধর্মময়তায় আমাকে চালনা কর,
আমার সামনে তোমার পথ সরল কর।

[১০] ওদের মুখে বিশ্বাসযোগ্য কথা নেই,
ওদের অন্তরে সর্বনাশ;
ওদের গলদেশ খোলা কবরেরই মত,
ওদের জিহ্বা তোষামোদে পটু।

[১১] ওদের দোষী সাব্যস্ত কর গো পরমেশ্বর,
ওদের ষড়যন্ত্র হোক ওদের নিজেদের পতন;
ওদের অসংখ্য অন্যায়ের জন্য ওদের বিতাড়িত কর,
তোমার বিরুদ্ধেই তো বিদ্রোহ করেছে ওরা।

[১২] কিন্তু তোমার আশ্রিতজন সকলেই উৎফুল্ল হোক,
তারা নিত্যই করুক আনন্দগান।
তুমি রক্ষা কর তাদের!
যারা তোমার নাম ভালবাসে, তারা যেন তোমাতে উল্লাস করতে পারে।

[১৩] কারণ তুমি, প্রভু, ধার্মিককে আশিসধন্য কর,
তোমার প্রসন্নতা ঢালের মতই তাকে ঘিরে রাখে।

সামসঙ্গীত ৬

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রে। মুদারায়। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] আমাকে ভর্ৎসনা কর, প্রভু,—কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে নয়,
আমাকে শাস্তি দাও,—কিন্তু রুষ্ট হয়ে নয়।
[৩] আমাকে দয়া কর, প্রভু,—ম্লান হয়ে যাচ্ছি,
আমাকে নিরাময় কর, প্রভু,—আমার হাড় সন্ত্রাসিত।
[৪] আমার প্রাণও নিতান্ত সন্ত্রাসিত;
তুমি কিন্তু, প্রভু,—আর কতকাল?

[৫] ফিরে চাও, প্রভু, নিস্তার কর আমার প্রাণ,
তোমার কৃপার দোহাই আমাকে কর পরিত্রাণ।
[৬] মৃত্যুলোকে তোমার কথার স্মরণ নেই;
পাতালে কেবা করে তোমার স্তুতি?

[৭] ক্রন্দনে শ্রান্ত হয়ে
আমি প্রতি রাতে বিছানা প্লাবিত করি,
শয্যা অশ্রুসিক্ত করি।
[৮] দুঃখে আমার চোখ ক্ষীণ হয়ে আসে,
দুর্বল হয়ে আসে আমার বিরোধীদের জন্য।

[৯] আমা থেকে দূরে সরে যাও, অপকর্মা সকল!
প্রভু যে শুনেছেন আমার কান্নার সুর।
[১০] প্রভু শুনেছেন মিনতি আমার,
প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রহণ করেন।
[১১] লজ্জিত, অতি সন্ত্রস্ত হোক আমার সকল শত্রু,
লজ্জিত হয়ে তারা এখুনি পিছু হটে যাক।

সামসঙ্গীত ৭

[১] *বিলাপগান। দাউদের রচনা। তা তিনি বেঞ্জামিনীয় কুশের কথার কারণে প্রভুর উদ্দেশে গান করলেন।*

[২] প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়—
আমার প্রতিটি নির্যাতকের হাত থেকে আমাকে ত্রাণ কর, কর উদ্ধার;
[৩] পাছে সিংহের মত সে আমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে,
উদ্ধারকর্তা না থাকলে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে।

[৪] প্রভু, পরমেশ্বর আমার, আমি যদি এমন কিছু করে থাকি,
আমার হাতে যদি কোন অন্যায় থাকে,
[৫] যদি অকারণে আমার বিরোধীদের রেহাই দিয়ে
আমার মিত্রকে অপকার দিয়ে পরিশোধ করে থাকি,
[৬] তবে শত্রু ধাওয়া করে ধরুক আমার প্রাণ,
মাটিতে মাড়িয়ে দিক আমার জীবন,
ধুলায় লুটিয়ে দিক আমার সম্মান। *(বিরাম)*

[৭] ক্রোধভরে উত্থিত হও, প্রভু!
আমার বিরোধীদের কোপের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াও;
জাগ, ঈশ্বর আমার! জারি কর সুবিচার।
[৮] সর্বজাতির সমাবেশ তোমার চারপাশে সমবেত হোক,
ঊর্ধ্ব থেকে তাদের বিরুদ্ধে ফিরে তাকাও।

[৯] প্রভু জাতিসকলের বিচারক—
আমার ধর্মময়তা অনুসারে আমার বিচার কর, প্রভু,
আমার সততা অনুসারে, পরাৎপর।
[১০] দুর্জনের অনাচার শেষ করে দাও,
কিন্তু ধার্মিককে সুপ্রতিষ্ঠিত কর,
তুমি যে পরীক্ষা কর অন্তর ও প্রাণ, হে ধর্মময় পরমেশ্বর।

[১১] পরাৎপর পরমেশ্বরই আমার ঢাল,
তিনি সরলহৃদয়কে উদ্ধার করেন।
[১২] পরমেশ্বর ধর্মময় বিচারকর্তা,
ঈশ্বর প্রতিদিন আক্রোশ প্রকাশ করেন।
[১৩] মন না ফেরালে তিনি খড়্গ শাণিত করবেন,
ধনুক বেঁকিয়ে তা প্রস্তুত করবেন,
[১৪] তিনি মারণাস্ত্র প্রস্তুত ক'রে
অগ্নিময় করছেন তীর।

[১৫] দেখ! দুর্জন অপকর্ম গর্ভে ধারণ করে,
দুষ্কর্মে পূর্ণগর্ভ হয়ে মিথ্যাকে প্রসব করে।
[১৬] সে খোঁড়ে গভীর একটা গর্ত,
কিন্তু তার নিজের তৈরী গহ্বরে সে নিজেই পড়ে;
[১৭] তার অধর্ম তার নিজের মাথায় ফিরে আসে,
তার হিংসা তার নিজের শিরে নেমে পড়ে।

[১৮] প্রভুর ধর্মময়তার জন্য আমি তাঁকে জানাব ধন্যবাদ,
পরাৎপর প্রভুর করব নামগান।

সামসঙ্গীত ৮

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: গিত্তিৎ। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] হে প্রভু, আমাদের প্রভু,
সারা পৃথিবী জুড়ে কী মহিমময় তোমার নাম,
[৩] বালক ও দুধের শিশুরই মুখে আমি তোমার স্বর্গীয় মাহাত্ম্যের সঙ্কীর্তন করব।
তুমি শত্রু ও বিদ্রোহীদের স্তব্ধ করে দিতে
তোমার বিরোধীদের বিরুদ্ধে স্থাপন করেছ একটি দৃঢ়দুর্গ।

[৪] আমি যদি তাকাই তোমার আঙুলের কারুকার্য তোমার সেই আকাশের দিকে,
সেই চন্দ্র ও তারকারাজির দিকে যা তুমি নিজেই বসিয়েছ,
[৫] তবে, মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ,
কীইবা আদমসন্তান যে তুমি তার যত্ন নাও?

[৬] অথচ ঐশজীবদের চেয়ে তাকে সামান্যই শুধু ছোট করেছ তুমি,
তাকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট:
[৭] তাকে দিয়েছ তোমার হাতের কারুকার্যের শাসনভার,
সবকিছু রেখেছ তার পদতলে—
[৮] মেষ ও বৃষের পাল,
বন্য সমস্ত জন্তু,
[৯] আকাশের পাখি ও সাগরের মাছ,
সমুদ্রের পথে পথে চরে যত প্রাণী।

[১০] হে প্রভু, আমাদের প্রভু,
সারা পৃথিবী জুড়ে কী মহিমময় তোমার নাম।

সামসঙ্গীত ৯

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: পুত্রের মরণে। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

আলেফ [২] সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি করব প্রভুর স্তুতিবাদ,
প্রচার করব তোমার সকল আশ্চর্য কাজের কথা।
[৩] তোমাতে আনন্দ করব, করব উল্লাস,

করব তোমার নামগান, হে পরাৎপর।

বেথ [৪] যখন আমার শত্রুরা পিছিয়ে যায়,
তখন তোমার সম্মুখে তারা হোঁচট খায়, লুপ্ত হয়,
[৫] কারণ বিচারে তুমি রায় দিয়েছ আমার পক্ষে,
ধর্মময় বিচারক রূপে নিয়েছ আসন।

গিমেল [৬] বিজাতীয়দের ধমক দিয়েছ, দুর্জনকে করেছ বিলোপ,
তাদের নাম মুছে দিয়েছ চিরতরে, চিরকালের মত।
[৭] শত্রু তো নিঃশেষিত চিরকালীন ধ্বংসস্তূপই যেন,
যত নগর তুমি উচ্ছিন্ন করেছ, সেগুলির স্মৃতিও বিলুপ্ত হল।

হে [৮] প্রভু কিন্তু চিরসমাসীন,
বিচারের জন্যই স্থাপন করেছেন বিচারাসন—
[৯] ধর্মময়তার সঙ্গে জগতের বিচার করবেন,
সততার সঙ্গে জাতিসকলের বিচারগুলির নিষ্পত্তি করবেন।

বাউ [১০] অত্যাচারিতের জন্য প্রভু হবেন দুর্গ,
সঙ্কটকালেই দুর্গ তিনি।
[১১] যারা তোমার নাম জানে, তারা তোমাতেই ভরসা রাখবে,
কারণ তোমার অন্বেষীদের তুমি ত্যাগ কর না কো প্রভু।

জাইন [১২] সিয়োনে সমাসীন প্রভুর উদ্দেশে তোমরা স্তবগান কর,
জাতিসকলের কাছে প্রচার কর তাঁর কর্মকীর্তির কথা,
[১৩] কারণ রক্তপাতের সেই প্রতিফলদাতা সবই মনে রাখেন,
তিনি দীনদুঃখীদের চিৎকার ভোলেন না।

হেথ [১৪] আমাকে দয়া কর, প্রভু,
চেয়ে দেখ, আমার শত্রুদের হাতে কী দুর্দশা আমার,
মৃত্যু-দ্বার থেকে আমাকে তুলে আন,

[১৫] আমি যেন তোমার সকল প্রশংসা বর্ণনা করতে পারি,
সিয়োন কন্যার দ্বারে দ্বারে যেন তোমার পরিত্রাণে মেতে উঠতে পারি।

টেথ [১৬] বিজাতিরা নিজেদের তৈরী গহ্বরে ডুবে গেল,
তাদের সেই গোপন জালে তাদের নিজেদের পা ধরা পড়ল।
[১৭] প্রভু আত্মপ্রকাশ করেছেন, সম্পন্ন করেছেন বিচার;
নিজের হাতের কর্মকাণ্ডে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে দুর্জন। *(গানবাজনার বিরতি; বিরাম)*

ইয়োধ [১৮] দুর্জনেরা পাতালে ফিরে যাক,
সেই সকল বিজাতিও, যারা পরমেশ্বরকে ভুলে যায়;

কাফ [১৯] কারণ চিরকালের মত তিনি ভুলে থাকেন না কো নিঃস্বের কথা,
দীনদুঃখীদের আশাও বিলীন হয়ে থাকবে না চিরকাল ধরে।

[২০] উত্থিত হও, প্রভু! মানুষ বেশি শক্তি না দেখাতে পারে যেন—
তোমার সম্মুখে বিজাতিরা বিচারিত হোক।
[২১] প্রভু, ভয় দেখাও তাদের,
জানুক বিজাতিরা, মানুষই মাত্র তারা। *(বিরাম)*

সামসঙ্গীত ১০

লামেধ [১] কেন দূরে থাক, প্রভু?
সঙ্কটকালে কেন লুকিয়ে থাক?
[২] দুর্জনের অহঙ্কারে দীনহীনের কী জ্বালা,
তার আঁটা ফন্দি-ফিকিরে সে ধরা পড়ে।
মেম [৩] নিজের কামনা-বাসনা নিয়ে দুর্জন দম্ভ করে,
সে লোভী মানুষকে ধন্য করে, প্রভুকে উপেক্ষা করে।
নুন [৪] গর্বোদ্ধত হয়ে দুর্জন তাঁর অন্বেষণ করে না,
তার ভাবনা-চিন্তার সার—পরমেশ্বর নেই।

[৫] তার যত পথ সদাই সফল,
তার পক্ষে বেশি উঁচুই তো তোমার বিচারগুলি,
তার সকল বিরোধীকে সে তুচ্ছ করে।
[৬] সে মনে মনে বলে, ‘আমি টলব না,
যুগযুগ ধরে সুখী হব, আমার কখনও দুর্ভাগ্য হবে না।’

পে [৭] তার মুখ অভিশাপ ছলনা শাসানিতে পূর্ণ,
অধর্ম অপকর্ম তার জিহ্বার অন্তরালে।
[৮] ঝোপে সে ওত পেতে বসে থাকে,
নিভৃতস্থান থেকে নির্দোষকে সংহার করে।
আইন হতভাগার উপর নিবদ্ধ রয়েছে তার দু’চোখ,
[৯] ঝোপে লুকানো সিংহের মতই সে নিভৃতে ওত পেতে থাকে ;
ওত পেতে থাকে দীনহীনকে ধরবার জন্য,
তার নিজের জালে দীনহীনকে সে টেনে ধরে ফেলে।

[১০] তাকে সে অবনমিত ক’রে নিষ্পেষিতই করে,
তার প্রচণ্ড ভারে সে পড়ে হতভাগাদের উপর।
[১১] মনে মনে সে বলে, ‘ঈশ্বর ভুলে গেছেন,
মুখ লুকিয়েছেন ; আর কখনও কিছুই দেখবেন না।’

কোফ [১২] উত্থিত হও, প্রভু ! হাত তোল গো ঈশ্বর !
ভুলে থেকো না দীনদুঃখীদের কথা।
[১৩] কেন দুর্জন পরমেশ্বরকে উপেক্ষা করে ?
কেন মনে মনে বলে, ‘তিনি জবাবদিহি চাইবেন না ?’

রেশ [১৪] অথচ তুমি তো দেখ দুর্দশা, দেখ দুঃখ,
সবকিছু লক্ষ কর, সবকিছু নিজ হাতেই তুলে নাও।
তোমারই কাছে হতভাগা নিজেকে সঁপে দেয়,
তুমিই তো এতিমের সহায়।

শিন [১৫] দুর্জন ও দুরাচারের বাহু ভেঙে দাও;
তার সেই নষ্টামি যা ধরা পড়ত না, চাও তার জবাবদিহি।
[১৬] প্রভুই রাজা চিরদিন চিরকাল;
বিজাতিরা তাঁর দেশ থেকে লুপ্ত হবে।

তাউ [১৭] দীনদুঃখীদের বাসনা তুমি তো শোন, প্রভু,
তুমি তাদের অন্তর সুস্থির কর, কান দিয়েই শোন,
[১৮] এতিম, অত্যাচারিতের পক্ষে বিচার করার জন্য,
মাটির তৈরী মানুষ যেন আর কখনও ভয় না ছড়াতে পারে।

সামসঙ্গীত ১১

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। দাউদের রচনা।*

আমি প্রভুতেই নিয়েছি আশ্রয়;
কী করে তোমরা আমাকে বল:
'হে পাখি, পালিয়ে যাও তোমার পর্বতের দিকে?'

[২] দেখ, ধনুক বেঁকিয়ে দুর্জনেরা ছিলায় লাগাচ্ছে তীর
অন্ধকারে সরলহৃদয়দের বিদ্ধ করবে ব'লে।
[৩] ভিত্তি ভেঙে পড়লে,
ধার্মিক আর কীবা করতে পারে?

[৪] প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে বিরাজিত,
প্রভু তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসনে সমাসীন।
তাঁর চোখ লক্ষ রাখে,
তাঁর দৃষ্টি আদমসন্তানদের পরীক্ষা করে।

[৫] ধার্মিক কি দুর্জন সকলকেই প্রভু পরীক্ষা করেন,
কিন্তু যারা হিংসা ভালবাসে, তাঁর প্রাণ তাদের ঘৃণা করে;
[৬] দুর্জনদের উপর তিনি ঝরাবেন জ্বলন্ত অঙ্গার, জ্বলন্ত গন্ধক,

উত্তপ্ত ঝঞ্ঝাই হবে তাদের পানপাত্রের অংশ।

[৭] কারণ প্রভু ধর্মময়, তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন,
ন্যায়নিষ্ঠ মানুষই পাবে তাঁর শ্রীমুখের দর্শন।

সামসঙ্গীত ১২

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। মুদারায়। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] ত্রাণ কর গো প্রভু! ভক্তপ্রাণ বলে আর কেউ নেই;
আদমসন্তানদের মধ্যে এখন বিশ্বস্তদের অন্তর্ধান।
[৩] একে অন্যকে সবাই মিথ্যা কথা বলে,
তোষামোদে পটু ঠোঁট দ্বিভাব কথা বলে।

[৪] ছেঁটে ফেলুন প্রভু তোষামোদে পটু সকল ঠোঁট,
বড়াই প্রিয় যত জিভ।
[৫] ওরা বলে, 'আমাদের জিভের জোরেই আমরা বিজয়ী,
আমাদের ঠোঁট আছে! তবে কেবা আমাদের প্রভু?'

[৬] 'দীনহীনদের অত্যাচার, নিঃস্বদের আর্তনাদের জন্য
এখন উত্থিত হব—বলছেন প্রভু;
যার উপর থুথু ফেলা হয়, তাকে আমি পরিত্রাণে অধিষ্ঠিত করব।'

[৭] প্রভুর কথাসকল শুদ্ধ কথা,
মাটির মূষাতে নিখাদ করা,
আগুনে সাতবারই শোধন করা রুপোর মত।

[৮] তুমি, প্রভু, আমাদের উপর দৃষ্টি রাখবে,
তেমন মানুষের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করবে চিরকাল।
[৯] দুর্জনেরা যখন চারদিকে চলাফেরা করে,
আদমসন্তানদের মধ্যে তখন নীচতার উদয়।

সামসঙ্গীত ১৩

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] আর কতকাল, প্রভু? তুমি কি আমাকে ভুলে থাকবে চিরকাল?
আর কতকাল আমা থেকে লুকিয়ে রাখবে শ্রীমুখ?
[৩] আর কতকাল মনে দুশ্চিন্তা,
অন্তরে বেদনা আমাকে প্রতিদিন সইতে হবে?
আর কতকাল আমার শত্রু আমার মাথায় উঠবে?

[৪] চেয়ে দেখ! আমাকে সাড়া দাও গো প্রভু, পরমেশ্বর আমার;
দাও আলো আমার চোখে, পাছে মৃত্যুঘুমে ঘুমিয়ে পড়ি,
[৫] পাছে আমার শত্রু বলে, 'তার সঙ্গে পেরেছি এবার,'
আমি টলমল হলে পাছে আমার বিপক্ষরা মেতে ওঠে।

[৬] আমি কিন্তু তোমার কৃপায় ভরসা রাখি,
তোমার পরিত্রাণে মেতে ওঠে আমার অন্তর,
প্রভুর উদ্দেশে গাইব গান, তিনি যে করেছেন আমার উপকার।

সামসঙ্গীত ১৪

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। দাউদের রচনা।*

নির্বোধ মনে মনে বলে, 'পরমেশ্বর নেই।'
তারা ভ্রষ্ট মানুষ, করে জঘন্য কাজ;
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই।

[২] স্বর্গ থেকে প্রভু আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন,
দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

[৩] সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার;
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই।

[৪] যারা আমার জাতিকে গ্রাস করে যেমন রুটি গ্রাস করে খায়,
যারা প্রভুকে ডাকে না,
ওইসব অপকর্মার কি কোন জ্ঞান নেই?

[৫] ওরা নিদারুণ ভয়ে অভিভূত হবে,
কারণ ধার্মিকের বংশের সঙ্গেই তো পরমেশ্বর।
[৬] তোমরা তো দীনহীনের প্রকল্প অবজ্ঞা কর,
কিন্তু প্রভুই তার আশ্রয়স্থল!

[৭] সিয়োন থেকে কে নিয়ে আসবে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ?
প্রভু যখন তাঁর আপন জাতিকে আবার ফিরিয়ে আনবেন,
তখন যাকোব মেতে উঠবে, ইস্রায়েল আনন্দ করবে।

সামসঙ্গীত ১৫

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

কে তোমার তাঁবুতে আতিথ্য পাবে, প্রভু?
কে তোমার পবিত্র পর্বতে বসবাস করবে?

[২] যার আচরণ নিখুঁত, যার কাজ ধর্মময়,
অন্তর থেকে যে সত্য কথা বলে,
[৩] যার জিহ্বায় কুৎসা নেই,
বন্ধুর যে করে না অপকার,
প্রতিবেশীকে যে দেয় না অপবাদ,

[৪] যার দৃষ্টিতে ভ্রষ্ট মানুষ অবজ্ঞার পাত্র,
কিন্তু প্রভুভীরুকে যে সম্মান করে,
ক্ষতি হলেও যে আপন শপথের অন্যথা করে না,
[৫] সুদে যে টাকা দেয় না,
নির্দোষের বিরুদ্ধে যে নেয় না কোন ঘুষ,

এমনই যার আচরণ, সে টলবে না কোনদিন।

সামসঙ্গীত ১৬

[১] *মিক্তাম। দাউদের রচনা।*

আমাকে রক্ষা কর গো ঈশ্বর,
তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়।

[২] প্রভুকে বলেছি, ‘প্রভু, তুমিই আমার মঙ্গল,
তোমার ঊর্ধ্বে কেউই নেই।’

[৩] দেশে সেই পবিত্রজনদের প্রতি,
আর সেই মহীয়ানদের প্রতিই ছিল আমার পরম প্রীতি।
[৪] অন্য দেবতার অনুগামী যারা, বহু বহু কষ্ট তাদের!
আমি কিন্তু তাদের উদ্দেশে রক্ত-নৈবেদ্য আর ঢেলে দেব না,
ওষ্ঠেও আর তুলে নেব না তাদের নাম।

[৫] প্রভুই আমার স্বত্বাংশ, আমার পানপাত্র,
তোমার হাতেই আমার নিয়তির ভার।
[৬] সীমানা আমার পক্ষে পড়েছে মনোহর স্থানে,
আমার উত্তরাধিকার আমার কাছে সত্যি অপরূপ।

[৭] প্রভুকে ধন্য বলব, তিনি যে আমাকে মন্ত্রণা দেন,
রাত্রিতেও আমাকে উদ্বুদ্ধ করে আমার অন্তর।
[৮] আমার সামনে প্রভুকে অনুক্ষণ রাখি,
তিনি আমার ডান পাশে বলে আমি টলব না।

[৯] তাই আমার অন্তর আনন্দ করে, মেতে ওঠে আমার প্রাণ,
আমার দেহও ভরসাভরে করে বিশ্রাম,
[১০] তুমি যে আমাকে বিসর্জন দেবে না পাতালের হাতে,

না, তোমার ভক্তজনকে তুমি সেই গহ্বর দেখতে দেবে না।

[১১] তুমি আমাকে জানিয়ে দেবে জীবনের পথ,
তোমার সম্মুখেই আনন্দের পূর্ণতা,
তোমার ডান পাশেই চিরন্তন সুখ।

সামসঙ্গীত ১৭

[১] *প্রার্থনা। দাউদের রচনা।*

প্রভু, ধার্মিকের মিনতি শোন,
মন দিয়ে শোন আমার চিৎকার;
আমার প্রার্থনায় কান দাও তুমি,
আমার ওষ্ঠে ছলনা নেই।
[২] তোমা থেকেই আসুক আমার সুবিচার,
তোমার চোখ সততায় নিবদ্ধ থাকুক।

[৩] যাচাই কর আমার অন্তর, রাত্রিতে দেখতে এসো,
আগুনেও আমাকে পরীক্ষা কর, কিছুই খুঁজে পাবে না।
[৪] অন্য মানুষের কাজকর্মের মত
কিছুই লঙ্ঘন করেনি আমার মুখ,
তোমার ওষ্ঠের বাণী অনুসারে
আমি হিংসকের যত পথ করেছি পরিহার।
[৫] আমার পদক্ষেপ তোমার পথগুলিতে সুস্থির থাকল,
তাই টলেনি আমার পা।

[৬] তুমি আমাকে সাড়া দেবে বলে তোমাকে ডাকি, ঈশ্বর,
কান দাও, আমার কথা শোন।
[৭] দেখাও তোমার কৃপা কত অপরূপ,
তুমি যে শত্রুদের কবল থেকে তোমার ডান হাতের আশ্রয়ীর পরিত্রাতা।

[৮] চোখের মণির মতই আমাকে রক্ষা কর,
তোমার পক্ষ-ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখ
[৯] সেই দুর্জনদের হাত থেকে যারা আমাকে বিনাশ করছে,
মারমুখী সেই শত্রুদের হাত থেকে যারা ঘিরে ফেলেছে আমায়।

[১০] অন্তর ওরা রুদ্ধ করে রাখে,
ওদের মুখ গর্বের কথা বলে;
[১১] ওরা পিছু পিছু এসে এই যে ঘিরে ধরেছে আমায়,
চোখ নিবদ্ধ রাখে আমাকে ভূপাতিত করবে বলে;
[১২] ওরা শিকারের জন্য ক্ষুধার্ত সিংহের মত,
নিভৃতে বসা যুবসিংহের মত।

[১৩] উত্থিত হও, প্রভু; ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওকে ভূপাতিত কর,
তোমার খড়্গ দ্বারা দুর্জনের হাত থেকে বাঁচাও আমার প্রাণ,
[১৪] নিজের হাতে আমাকে বাঁচাও, প্রভু, ওই অমন মানুষের হাত থেকে,
সংসারের ওই মানুষের হাত থেকে যাদের অধিকার এই জীবনকালে।

তোমার দানগুলিতে ওদের উদর পূর্ণ কর,
ওদের সন্তানেরাও তৃপ্ত হোক,
ওদের শিশুদের জন্য ওরা বাকি অংশটুকু রেখে যাক।
[১৫] আমি কিন্তু ধর্মময়তা গুণে পাব তোমার শ্রীমুখের দর্শন,
জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।

সামসঙ্গীত ১৮

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। প্রভুর দাস দাউদের রচনা। যেদিন প্রভু সমস্ত শত্রুর হাত থেকে ও শৌলের হাত থেকে দাউদকে উদ্ধার করলেন, সেদিন তিনি প্রভুর উদ্দেশে এই সঙ্গীতের বাণী নিবেদন করলেন।* [২] *তিনি বললেন:*

আমি তোমাকে ভালবাসি, প্রভু, আমার বল!
[৩] প্রভুই আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ, আমার মুক্তিদাতা,
আমার ঈশ্বর, আমার সেই শৈল যার কাছে নিয়েছি আশ্রয়,
আমার ঢাল, আমার ত্রাণশক্তি, আমার দুর্গ।
[৪] আমি প্রশংসনীয় সেই প্রভুকে ডাকি,
আমার শত্রুদের হাত থেকে পাবই পরিত্রাণ।

[৫] মৃত্যুর বাঁধন জড়িয়ে ধরেছিল আমায়,
ধ্বংসের খরস্রোত আতঙ্কিত করেছিল আমায়;
[৬] পাতালের বাঁধন আমায় ঘিরে ফেলেছিল,
সম্মুখীন ছিল মৃত্যুর ফাঁদ।

[৭] সেই সঙ্কটে আমি প্রভুকে ডাকলাম,
আমার পরমেশ্বরের কাছে চিৎকার করলাম;
তাঁর মন্দির থেকে তিনি শুনলেন আমার কণ্ঠ,
আমার সেই চিৎকার তাঁর কানে গেল।

[৮] পৃথিবী টলে উঠল, কাঁপতে লাগল;
পাহাড়পর্বতের ভিত আলোড়িত হল,
টলে উঠল তিনি রেগে উঠেছিলেন বলে।
[৯] তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে উদ্গীর্ণ হল ধোঁয়া,
তাঁর মুখ থেকে সর্বগ্রাসী আগুন;
তাঁর কাছ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার।

[১০] আকাশ নত করে তিনি নেমে এলেন,
কালো মেঘ ছিল তাঁর পদতলে।
[১১] খেরুব-পিঠে চড়ে তিনি উড়তে লাগলেন,
বায়ুর পাখায় ভর করে ভেসে এলেন।

[১২] অন্ধকারকে তিনি করলেন নিজের সর্বাঙ্গীণ আবরণ,
কালো জলরাশি, ঘন ঘন মেঘ ছিল তাঁর তাঁবু।
[১৩] তাঁর অগ্রণী দীপ্তি থেকে নির্গত হল মেঘপুঞ্জ,
শিলাবৃষ্টি ও জ্বলন্ত অঙ্গার।

[১৪] প্রভু আকাশ থেকে বজ্রনাদ করলেন,
পরাৎপর শোনালেন নিজ কণ্ঠস্বর।
[১৫] তীর ছুড়ে ছুড়ে তিনি ওদের ছত্রভঙ্গ করলেন,
বিদ্যুৎ হেনে ওদের বিহ্বল করলেন।

[১৬] তোমার ধমকে, প্রভু,
তোমার নাকের ফুৎকারের তাড়নায়
দেখা দিল সাগরের তলদেশের স্রোত,
অনাবৃত হল জগতের ভিত।

[১৭] ঊর্ধ্ব থেকে হাত বাড়িয়ে তিনি আমায় ধরলেন,
জলরাশি থেকে আমায় টেনে তুললেন,
[১৮] শক্তিশালী শত্রুর হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন,
আমার সেই বিদ্বেষীদের হাত থেকে,
যারা আমার চেয়ে বলিষ্ঠ ছিল।

[১৯] আমার বিপদের দিনে ওরা রুখে দাঁড়াল আমার সামনে,
প্রভু কিন্তু হলেন অবলম্বন আমার;
[২০] তিনি আমাকে বের করে আনলেন উন্মুক্ত স্থানে,
আমাতে প্রীত বলেই আমাকে নিস্তার করলেন।

[২১] প্রভু আমার ধর্মময়তা অনুযায়ী আমাকে প্রতিদান দেন,
আমার হাতের শুচিতা অনুযায়ী আমাকে পুরস্কৃত করেন;
[২২] কারণ আমি পালন করেছি প্রভুর পথসকল,
আমার পরমেশ্বরকে ত্যাগ করেছি, তেমন কুকর্ম করিনি।

[২৩] তাঁর সমস্ত সুবিচার রয়েছে আমার সামনে,
আমি তাঁর বিধিনিয়মও সরিয়ে দিইনি আমা থেকে,
[২৪] বরং তাঁর সঙ্গে থেকেছি নিষ্কলঙ্ক,
অন্যায় থেকে নিজেকে রেখেছি মুক্ত।
[২৫] প্রভু আমার ধর্মময়তা অনুযায়ী আমাকে পুরস্কৃত করেন,
তাঁর দৃষ্টিতে আমার হাতের শুচিতা অনুযায়ী পুরস্কৃত করেন।

[২৬] সৎমানুষের প্রতি তুমি সৎ,
খাঁটি মানুষের প্রতি তুমি খাঁটি;
[২৭] পুণ্যবানের প্রতি তুমি পুণ্যবান,
কুটিলের প্রতি তুমি কিন্তু বিচক্ষণ।

[২৮] হ্যাঁ, বিনীত জনগণকেই তুমি পরিত্রাণ কর,
গর্বোদ্ধতদের চোখ কিন্তু অবনত কর।
[২৯] তুমিই তো, প্রভু, আমার প্রদীপ আলোময় করে রাখ,
আমার পরমেশ্বরই আমার অন্ধকার উজ্জ্বল করে তোলেন।
[৩০] তোমার সঙ্গে আমি সেনাদলের বিরুদ্ধে ছুটেই যাব,
আমার পরমেশ্বরের সঙ্গে লাফ দিয়ে প্রাচীর পার হতে পারব।

[৩১] তিনিই ঈশ্বর, তাঁর পথ নিখুঁত,
প্রভুর কথা পরিশুদ্ধ;
তাঁর আশ্রয় নিয়েছে যারা,
তিনি নিজেই তাদের সকলের ঢাল।

[৩২] আসলে, প্রভু ছাড়া, কেবা পরমেশ্বর?
আমাদের পরমেশ্বর ব্যতীত, শৈল কেইবা আছে?
[৩৩] ঈশ্বর যিনি, তিনিই আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধেন,
তিনিই নিখুঁত করেন আমার চলার পথ।

[৩৪] তিনি আমার পা হরিণীর পায়ের মত করেন,
তাঁরই গুণে আমি পর্বতশিখরে অবিচল হয়ে থাকতে পারি ;
[৩৫] তিনি আমার হাত যুদ্ধকুশল করে তোলেন,
তাই আমার বাহু ব্রঞ্জের ধনুক বাঁকাতে পারে।

[৩৬] তুমি আমাকে দিয়েছ তোমার বিজয়ের ঢাল,
আমায় ধরে রেখেছে তোমার ডান হাত,
তোমার রণশিক্ষা আমায় করেছে মহান ;
[৩৭] প্রসারিত করেছ আমার চলার পথ,
তাই টলেনি আমার দু'টো পা।

[৩৮] আমার শত্রুদের ধাওয়া করে আমি ধরেই ফেলেছি তাদের,
আর ফিরে আসিনি তাদের শেষ না করে দিয়ে।
[৩৯] তাদের চূর্ণ করেছি, আর উঠতে পারেনি তারা,
পড়েছে আমার পদতলে।

[৪০] যুদ্ধের জন্য তুমি আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধলে,
আমার আক্রমণকারীদের আমার অধীনে নত করলে,
[৪১] আমাকে দেখিয়েছ আমার শত্রুদের পিঠ,
আমার বিদ্বেষীদের আমি স্তব্ধ করে দিলাম।

[৪২] চিৎকার করছিল তারা, কিন্তু তাদের ত্রাণ করার মত কেউই ছিল না,
প্রভুর কাছেও, তিনি কিন্তু সাড়া দিলেন না।
[৪৩] আমি তাদের গুঁড়িয়ে দিলাম বাতাসে ওড়া ধুলার মত,
তাদের মাড়িয়ে দিলাম পথের কাদার মত।

[৪৪] জনতার বিদ্রোহ থেকে তুমি রেহাই দিয়েছ আমায়,
আমায় রেখেছ জাতিসকলের শীর্ষপদে।
অপরিচিত এক জাতি আমার সেবা করে,
[৪৫] আমার কথা শোনামাত্র আমার প্রতি বাধ্য হয়।

বিদেশীরা আমাকে অনুনয়-বিনয় করে,
[৪৬] বিদেশীরা ম্লান হয়ে দুর্গ ছেড়ে কম্পিত হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

[৪৭] চিরজীবী হোন প্রভু! ধন্য আমার শৈল!
আমার ত্রাণেশ্বর বন্দিত হোন!
[৪৮] হে ঈশ্বর, তুমিই তো আমার পক্ষে প্রতিশোধ নাও,
জাতিসকলকে আমার অধীনে আন,
[৪৯] তুমি তো আমার শত্রুদের ক্রোধ থেকে আমাকে রেহাই দাও,
তুমি তো আমার আক্রমণকারীদের ঊর্ধ্বেই আমাকে তুলে আন,
হিংসক মানুষের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

[৫০] তাই প্রভু, জাতি-বিজাতির মাঝে আমি করব তোমার স্তুতি,
করব তোমার নামের গুণগান।

[৫১] তিনি তাঁর রাজাকে বিজয়দানে মহিমান্বিত করেন,
তাঁর মশীহের প্রতি,
দাউদ ও তাঁর বংশের প্রতি কৃপা দেখান চিরকাল।

সামসঙ্গীত ১৯

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] আকাশমণ্ডল বর্ণনা করছে ঈশ্বরের গৌরব,
গগনতল ঘোষণা করছে তাঁর হাতের কর্মকীর্তি;
[৩] দিন দিনের কাছে সেই কথা ব্যক্ত করে,
রাত রাতের কাছে সেই জ্ঞান জ্ঞাত করে।
[৪] নেই কোন কথা, নেই কোন বাণী,
শোনা যায় না কো তাদের কণ্ঠস্বর,
[৫] তবু সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাদের স্বরধ্বনি,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাদের বচন।

সেখানে তিনি তাঁবু গাড়লেন সূর্যেরই জন্য
[৬] যে বরের মত বাসর থেকে বেরিয়ে এসে
বীরের মতই মেতে ওঠে পথে দৌড়োবার জন্য ;
[৭] আকাশের এক প্রান্ত থেকে উঠে সে অপর প্রান্তে পরিক্রমা করে,
কিছুই এড়াতে পারে না কো তার উত্তাপ।

[৮] প্রভুর বিধান নিখুঁত,
প্রাণকে পুনরুজ্জীবিত করে ;
প্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য,
সরলমনাকে প্রজ্ঞাবান করে।
[৯] প্রভুর আদেশমালা ন্যায্য,
হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে ;
প্রভুর আজ্ঞা নির্মল,
চোখে আলো দান করে।

[১০] প্রভুভয় শুদ্ধ, চিরস্থায়ী,
প্রভুর বিচারগুলি সত্যাশ্রয়ী, সব ক'টি ধর্মময়,
[১১] সোনার চেয়ে, অজস্র খাঁটি সোনার চেয়েও মূল্যবান,
মধুর চেয়ে, মৌচাকের ঝরে পড়া মধুর চেয়েও সুমধুর।

[১২] সেগুলি দ্বারা তোমার এ দাস সতর্ক হয়ে ওঠে,
সেগুলি পালনে রয়েছে মহালাভ।
[১৩] নিজের ভুলভ্রান্তি কেবা বুঝতে পারে ?
আমার অজ্ঞাত পাপ ক্ষমা কর।

[১৪] স্পর্ধা থেকেও তোমার এ দাসকে দূরে রাখ,
তা যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে ;
তবেই আমি হব পুণ্যবান,
গুরু অন্যায় থেকে নিষ্কলঙ্ক।

[১৫] তোমার গ্রহণযোগ্য হোক আমার মুখের কথা,
তোমার সম্মুখীন হোক আমার হৃদয়ের জপন,
ওগো প্রভু, আমার শৈল, আমার মুক্তিসাধক।

সামসঙ্গীত ২০

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] সঙ্কটের দিনে প্রভু তোমাকে সাড়া দিন,
যাকোবের পরমেশ্বরের নাম তোমাকে নিরাপদে রাখুক।
[৩] পবিত্রধাম থেকে তিনি তোমার কাছে সাহায্য প্রেরণ করুন,
সিয়োন থেকে তোমাকে সুস্থির রাখুন।

[৪] তিনি স্মরণ করুন তোমার সকল অর্ঘ্যদান,
তোমার আহুতি গ্রহণ করুন। *(বিরাম)*
[৫] তোমার মনোবাঞ্ছা মঞ্জুর করুন,
তোমার যত প্রকল্প সফল করুন।

[৬] তোমার বিজয়ের জন্য আমরা আনন্দধ্বনি তুলব,
আমাদের পরমেশ্বরের নামে পতাকা উত্তোলন করব;
তোমার সকল যাচনা পূরণ করুন প্রভু।

[৭] এখন আমি জানি—
প্রভু তাঁর তৈলাভিষিক্তজনকে পরিত্রাণ করেন;
তাঁর ডান হাতের বিজয়ী পরাক্রম দ্বারা
তাঁর পবিত্র স্বর্গ থেকে তাঁকে সাড়া দিলেন।

[৮] কেউ যুদ্ধরথে, আবার কেউ অশ্বে প্রতাপশালী,
আমরা কিন্তু প্রতাপশালী আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর নামে।
[৯] ওরা হাঁটু পেতে লুটিয়ে পড়ে,
আমরা কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, থাকি অবিচল।

[১০] রাজাকে বিজয়ী কর, প্রভু!
আমরা ডাকলে সেদিন আমাদের সাড়া দাও।

সামসঙ্গীত ২১

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] প্রভু, তোমার শক্তিতে রাজা আনন্দিত,
তোমার বিজয়দানে তিনি কতই না উল্লসিত!
[৩] তাঁর মনোবাঞ্ছা তুমি করেছ মঞ্জুর,
অগ্রাহ্য করনি তাঁর ওষ্ঠের অভিলাষ। *(বিরাম)*

[৪] মঙ্গল আশিসদানে তুমি তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে
খাঁটি সোনার মুকুটেই তাঁর মাথা করেছ বিভূষিত।
[৫] তোমার কাছে তিনি যাচনা করলেন জীবন, তা মঞ্জুর করেছ তাঁকে,
দীর্ঘায়ু চিরদিন চিরকাল।

[৬] তোমার বিজয়দানে তাঁর গৌরব মহান,
প্রভা ও মহিমায় তাঁকে করেছ শ্রীমণ্ডিত;
[৭] তাঁকে করেছ চিরকালীন আশিসধারার আধার,
তোমার উপস্থিতির আনন্দে তাঁকে করেছ আনন্দিত।
[৮] রাজা প্রভুতেই তো ভরসা রাখেন,
পরাৎপরের কৃপাগুণে তিনি টলবেন না।

[৯] তোমার হাত তোমার সকল শত্রুকে খুঁজে এনে ধরবে,
তোমার ডান হাত তোমার বিদ্বেষীদের খুঁজে বের করবে।
[১০] তোমার আবির্ভাবের দিনে তুমি তাদের একটা অগ্নিকুণ্ডই করবে,
সক্রোধে প্রভু তাদের গ্রাস করবেন,
আগুন তাদের কবলিত করবে।
[১১] তুমি তাদের সন্তানদের বিলোপ করবে পৃথিবী থেকে,

তাদের বংশকে আদমসন্তানদের মধ্য থেকে।

[১২] তোমার বিরুদ্ধে তারা দুরভিসন্ধি করেছে, খাটিয়েছে ফন্দি,
তবুও তারা কিছুই পারবে না,
[১৩] কারণ তখন তারা পিঠ ফেরাবে,
যখন তুমি ধনুক বেঁকিয়ে তাদের মুখ লক্ষ করবে।

[১৪] তোমার শক্তিতে উন্নীত হও, ওগো প্রভু,
বাদ্যের ঝঙ্কারে আমরা গাইব তোমার পরাক্রমের গুণগান।

সামসঙ্গীত ২২

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: প্রভাতের হরিণী। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?'
আমার গর্জনের যত বাণী থেকে দূরেই রয়েছে আমার পরিত্রাণ!
[৩] হে আমার পরমেশ্বর, দিনমানে ডাকি, কিন্তু তুমি দাও না সাড়া,
রাতেও ডাকি, বিরাম নেই তো আমার।

[৪] অথচ তুমি সেই পবিত্রজন, তুমি সিংহাসনে সমাসীন,
তুমি ইস্রায়েলের প্রশংসাবাদ।
[৫] তোমাতে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ভরসা রাখল,
ভরসা রাখল আর তাদের তুমি রেহাই দিলে।
[৬] তারা তোমার কাছে চিৎকার করেই নিষ্কৃতি পেল,
তোমাতে ভরসা রেখেই তাদের লজ্জিত হতে হল না।

[৭] কিন্তু আমি তো কীট, মানুষ নই,
লোকদের অপবাদ, জনতার অবজ্ঞার পাত্র।
[৮] আমাকে দেখে সকলে উপহাস করে,
মুখ বেঁকিয়ে নাড়ায় মাথা—

[৯] ‘প্রভুর উপর ও নির্ভর করেছে, ওকে তিনিই রেহাই দিন ;
ওর প্রিয়জন বলে ওকে তিনিই উদ্ধার করুন।’

[১০] অথচ তুমিই গর্ভ থেকে আমাকে বের করে আনলে,
মাতৃবক্ষে নিরাপদে রাখলে আমায় ;
[১১] জন্ম থেকে আমি তোমার হাতে সমর্পিত,
মাতৃগর্ভ থেকে তুমি তো আমার ঈশ্বর।
[১২] আমা থেকে দূরে থেকো না,
কারণ সঙ্কট আসন্ন! সহায়ক কেউ নেই!

[১৩] আমাকে ঘিরে ফেলেছে অনেক বৃষ,
বাশানের বলিষ্ঠ বৃষ ছেঁকে ধরেছে আমায় ;
[১৪] গ্রাসোদ্যত গর্জমান সিংহের মত
ওরা আমার দিকে ব্যাদান করছে মুখ।

[১৫] আমি জলের মত পতিত, আমার সকল হাড় গ্রন্থিচ্যুত,
আমার হৃদয় মোমের মত হয়ে বুকের মধ্যে গলে যায়।
পাথরকুচির মত শুষ্ক আমার গলা,
[১৬] তালুতে লাগানো আমার জিভ ;
তুমি মরণধুলায় শায়িত করেছ আমায়।

[১৭] কুকুরের পাল আমাকে ঘিরে ফেলেছে,
চারদিকে দুরাচারের দল ;
আমার হাত, আমার পা বিঁধে ফেলেছে ওরা,
[১৮] আমি আমার সকল হাড় গুনতে পারি,
ওরা আমার উপর দৃষ্টি রেখে তাকায়—
[১৯] ওরা নিজেদের মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করে,
আমার পোশাক নিয়ে গুলিবাঁট করে।

[২০] তুমি কিন্তু, ওগো প্রভু, দূরে থেকো না,
ওগো শক্তি আমার, আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো।
[২১] খড়্গের আঘাত থেকে আমার প্রাণ,
কুকুরের গ্রাস থেকে আমার এই একমাত্র জীবন উদ্ধার কর ;
[২২] আমায় ত্রাণ কর সিংহের মুখ থেকে, বন্য বৃষের শিং থেকে ;
হ্যাঁ, তুমি সাড়া দিয়েছ আমায়।

[২৩] তাই আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব,
তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে।
[২৪] তাঁর প্রশংসা কর তোমরা, প্রভুভীরু,
তাঁর গৌরবকীর্তন কর, সমগ্র যাকোবকুল,
তাঁকে শ্রদ্ধা জানাও, সমগ্র ইস্রায়েলকুল।

[২৫] তিনি তো অবজ্ঞা করেননি,
ঘৃণাও করেননি অবনমিতের অবনতি ;
তার কাছ থেকে শ্রীমুখও লুকিয়ে রাখেননি,
বরং সে চিৎকার করলেই তিনি তাকে সাড়া দিলেন।

[২৬] তুমিই আমার প্রশংসাবাদের পাত্র মহা জনসমাবেশে,
যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের সামনে আমার ব্রতগুলি উদ্‌যাপন করব ;
[২৭] বিনম্ররা খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে ;
প্রভুর অন্বেষী সকল তাঁর প্রশংসা করবে—
‘তোমাদের হৃদয় চিরজীবী হোক!’

[২৮] পৃথিবীর সকল প্রান্ত স্মরণ করবে, প্রভুর দিকে ফিরে চাইবে,
জাতি-বিজাতির সকল গোষ্ঠী তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করবে,
[২৯] কারণ প্রভুরই তো রাজ-অধিকার,
তিনি জাতি-বিজাতির উপর প্রভুত্ব করেন।
[৩০] যারা পৃথিবী-গর্ভে সুপ্ত, তারা তাঁকেই শুধু প্রণাম করবে ;

যারা ধুলায় নেমে গেল, তারা তাঁর সম্মুখে হাঁটু পাতবে:
তিনিই বাঁচিয়ে রাখেননি তাদের প্রাণ।
[৩১] কোন এক বংশধারা তাঁর সেবা করবে,
আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছে প্রচারিত হবে প্রভুর কথা;
[৩২] তারা তাঁর ধর্মময়তার কথা ঘোষণা করবে,
যে জাতি একদিন জন্ম নেবে, সেই জাতির মানুষকে তারা বলবে:
'তিনিই এসব কিছু সাধন করলেন।'

সামসঙ্গীত ২৩

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

প্রভু আমার পালক;
অভাব নেই তো আমার।

[২] আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে,
আমায় নিয়ে যান শান্ত জলের কূলে;

[৩] তিনি সঞ্জীবিত করেন আমার প্রাণ,
তাঁর নামের খাতিরে
আমায় চালনা করেন ধর্মপথে।

[৪] মৃত্যু-ছায়ার উপত্যকাও যদি পেরিয়ে যাই,
আমি কোন অনিষ্টের ভয় করি না, তুমি যে আমার সঙ্গে আছ।
তোমার যষ্টি, তোমার পাচনি আমাকে সান্ত্বনা দেয়।

[৫] আমার সম্মুখে তুমি সাজাও ভোজনপাট
আমার শত্রুদের সামনে;
আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত কর;
আমার পানপাত্র উচ্ছলিত।

[৬] মঙ্গল ও কৃপাই হবে আমার সহচর
আমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে,
আমি প্রভুর গৃহে ফিরব—চিরদিনের মত!

সামসঙ্গীত ২৪

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু,
জগৎ ও জগদ্বাসী সকল;
[২] তিনি সাগরের জলরাশির উপরে তা স্থাপন করলেন,
নদনদীর উপরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন।

[৩] প্রভুর পর্বতে কে গিয়ে উঠবে,
তাঁর পবিত্রধামে কে থাকতে পারবে?

[৪] সেই তো, যার হাত নির্দোষ, শুদ্ধ যার হৃদয়,
অলীকতার প্রতি যে তোলে না প্রাণ,
নেয় না ছলনার শপথ।
[৫] সেই তো পাবে প্রভুর কাছ থেকে আশিসধারা,
তার ত্রাণেশ্বরের কাছ থেকে ধর্মময়তা পাবে।
[৬] এই তো তাঁর সেই অনুসন্ধানী বংশের মানুষ,
তোমার শ্রীমুখ অন্বেষী, যাকোবের ঈশ্বর। *(বিরাম)*

[৭] হে তোরণ, উত্তোলন কর শির,
উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার!
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।
[৮] কে এই গৌরবের রাজা?
শক্তিমান পরাক্রমী প্রভু,
যুদ্ধে পরাক্রমী প্রভু।

[৯] হে তোরণ, উত্তোলন কর শির,
উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার!
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।
[১০] এই গৌরবের রাজা, তিনি কে?
সেনাবাহিনীর প্রভু,
তিনিই গৌরবের রাজা। *(বিরাম)*

সামসঙ্গীত ২৫

[১] *দাউদের রচনা।*

আলেফ তোমার প্রতি, প্রভু, তুলে ধরি আমার প্রাণ;
বেথ [২] তোমাতেই, পরমেশ্বর আমার, ভরসা রাখি;
আমাকে যেন লজ্জা না পেতে হয়,
আমার শত্রুরা যেন আমার উপর জয়োল্লাস না করে।
গিমেল [৩] যারা তোমাতে আশা রাখে, তারা কেউই লজ্জা পাবে না;
তারাই লজ্জা পাবে, যারা অকারণে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

দালেথ [৪] আমাকে চিনিয়ে দাও তোমার পথসকল, প্রভু,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার পন্থাসকল।
হে [৫] তোমার সত্যে আমাকে চালনা কর, আমাকে শিক্ষা দাও,
তুমিই তো আমার ত্রাণেশ্বর,
বাউ তোমাতেই আশা রাখি সারাদিন।

জাইন [৬] তোমার স্নেহ, তোমার কৃপা মনে রেখ, প্রভু,
অনাদিকাল থেকেই সেই স্নেহ, সেই কৃপা।
হেথ [৭] আমার যৌবনকালের পাপ ও অন্যায় মনে রেখো না,
তোমার কৃপায় আমায় মনে রেখ
তোমার মঙ্গলময়তার খাতিরে, প্রভু।

টেথ [৮] প্রভু মঙ্গলময়, ন্যায়শীল,
তাই পাপীদের তিনি শেখান তাঁর আপন পথ।
ইয়োধ [৯] ন্যায়মার্গে বিনম্রদের চালনা করেন,
বিনম্রদের শিখিয়ে দেন তাঁর আপন পথ।
কাফ [১০] যারা তাঁর সন্ধি, তাঁর নির্দেশমালা পালন করে,
তাদের জন্য প্রভুর সকল পথ কৃপা ও সত্যেরই পথ।

লামেধ [১১] তোমার নামের দোহাই, প্রভু,
ক্ষমা কর আমার অপরাধ—কতই না বড় অপরাধ।
মেম [১২] কে সেই মানুষ যে প্রভুকে করে ভয়?
তিনি তাকে দেখাবেন কোন্ পথ বেছে নিতে হবে।
নুন [১৩] তার প্রাণ মঙ্গলময়তায় দিন যাপন করবে,
তার বংশ পাবে দেশের উত্তরাধিকার।
সামেখ [১৪] যারা প্রভুকে ভয় করে, তাদের জন্যই তাঁর মনের গোপন কথা,
তিনি তাদের জানান তাঁর সন্ধির কথা।

আইন [১৫] প্রভুর দিকেই নিবদ্ধ আমার চোখ,
তিনি তো আমার পা জাল থেকে বের করে দেন।
পে [১৬] আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমাকে দয়া কর,
আমি যে একাই, আমি যে দুঃখী।

সাধে [১৭] আমার অন্তরের যত সঙ্কট দূর করে দাও,
আমার যত ক্লেশ থেকে আমায় বের করে আন।
কোফ [১৮] আমার অবনতি, আমার দুর্দশা দেখ,
হরণ কর গো আমার সকল পাপ।
রেশ [১৯] দেখ আমার শত্রুদের—অনেকেই তারা,
তারা তীব্র ঘৃণায় আমাকে ঘৃণা করে।

শিন [২০] আমার প্রাণ রক্ষা কর, উদ্ধার কর আমায়;

আমাকে যেন লজ্জা না পেতে হয়—তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়।

তাউ [২১] সততা সরলতা আমাকে পালন করুক,
তোমাতেই যে রেখেছি আশা।

[২২] পরমেশ্বর, ইস্রায়েলকে মুক্ত কর
তার সকল সঙ্কট থেকে।

সামসঙ্গীত ২৬

[১] *দাউদের রচনা।*

আমার সুবিচার কর, প্রভু,—সততায় চলেছি আমি;
প্রভুতেই ভরসা রেখেছি, আমি টলব না।
[২] আমাকে পরীক্ষা কর, প্রভু, আমাকে যাচাই কর,
আগুনে শোধন কর আমার অন্তর, আমার হৃদয়।

[৩] তোমার কৃপা তো আমার চোখের সামনে,
আমি তোমার সত্যে চলি।
[৪] আমি মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে বসি না,
যাই না ভণ্ডদের সঙ্গে,
[৫] অপকর্মাদের সংসর্গ ঘৃণা করি,
বসি না দুর্জনদের সঙ্গে।

[৬] নির্দোষিতায় হাত ধুয়ে
তোমার বেদি প্রদক্ষিণ করতে করতে, প্রভু,
[৭] আমি স্তুতিবাদ জানাই,
বর্ণনা করি তোমার সকল আশ্চর্য কাজ।
[৮] তোমার আবাস, তোমার এই গৃহ ভালবাসি, প্রভু,
এই স্থানটি, যেখানে বিরাজে তোমার গৌরব।

[৯] আমার প্রাণ হরণ করো না কো পাপীদের সঙ্গে,
আমার জীবন রক্তলোভী লোকদের সঙ্গে ;
[১০] অধর্মই তো তাদের হাতে,
অন্যায়-উপহারে পূর্ণই তাদের ডান হাত।

[১১] আমি কিন্তু সততায় চলি,
আমার মুক্তি সাধন কর, আমাকে দয়া কর।
[১২] আমার পা থাকে সমতল পথে ;
মহা জনসমাবেশে আমি প্রভুকে ধন্য বলব।

সামসঙ্গীত ২৭

[১] *দাউদের রচনা।*

প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ,
কাকে ভয় করব আমি ?
প্রভুই আমার জীবনের আশ্রয়দুর্গ,
কার্ ভয়ে কম্পিত হব আমি ?

[২] আমাকে গ্রাস করবার জন্য
যখন আমার বিরুদ্ধে অপকর্মারা এগিয়ে আসে,
তখন আমার বিপক্ষ ও শত্রু যারা,
তারাই হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়ে।

[৩] আমার বিরুদ্ধে যদিও সেনাদল শিবির বসায়,
আমার হৃদয় ভয় করবে না ;
আমার বিরুদ্ধে যদিও যুদ্ধ বাধে,
তখনও আমি ভরসা রাখব।

[৪] প্রভুর কাছে আমার শুধু এই যাচনা—এইটুকু মাত্র অন্বেষণ করি—
আমি প্রভুর গৃহে বাস করতে চাই

আমার জীবনের সমস্ত দিন,
প্রভুর কান্তির উপর যেন দৃষ্টি রাখতে পারি,
তাঁর মন্দির দর্শনে যেন মুগ্ধ হতে পারি।

[৫] তিনি তো অশুভ দিনে
আপন কুটিরে লুকিয়ে রাখবেন আমায়,
আপন তাঁবু-নিভৃতে আমায় গোপন করে রাখবেন,
শৈলশিখরে আমায় তুলে আনবেন।

[৬] তখন যত শত্রু ঘিরে ফেলেছে আমায়,
তাদের উপর আমার মাথা উঁচু করব;
জয়ধ্বনি তুলে তাঁর তাঁবুতে আমি বলি উৎসর্গ করব,
বাদ্যের ঝঙ্কারে প্রভুর উদ্দেশে গাইব গান।

[৭] শোন, প্রভু, আমার কণ্ঠ—ডাকছি তো আমি:
আমাকে দয়া কর, আমাকে সাড়া দাও।
[৮] তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে:
'তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা,'
আমি তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করি, প্রভু।

[৯] আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না তোমার শ্রীমুখ,
ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার দাসকে সরিয়ে দিয়ো না—তুমিই যে আমার সহায়;
আমায় দূরে ঠেলে দিয়ো না,
আমায় পরিত্যাগ করো না, ত্রাণেশ আমার।
[১০] আমার পিতা, আমার মাতা আমায় পরিত্যাগ করলেন,
প্রভু কিন্তু গ্রহণ করলেন আমায়।

[১১] তোমার পথ আমাকে শেখাও, প্রভু,
আমার শত্রুদের কারণে আমাকে চালনা কর সরল পথে;
[১২] আমার বিপক্ষদের ইচ্ছার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ো না,

মিথ্যাসাক্ষীর দল আমার বিরুদ্ধে উঠে নিশ্বাসে নিশ্বাসে হিংসা ছড়ায়।

[১৩] আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—
প্রভুর মঙ্গলময়তা দেখবই আমি জীবিতের দেশে।
[১৪] প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক, শক্ত হও,
তোমার অন্তর দৃঢ় হোক, প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক।

সামসঙ্গীত ২৮

[১] *দাউদের রচনা।*

হে প্রভু, আমার শৈল,
চিৎকার ক'রে আমি তোমাকে ডাকছি,
আমার প্রতি বধির থেকো না;
তুমি আমার প্রতি মৌন থাকলে,
তবে আমি তাদেরই মত হব যারা সেই গর্তে নেমে যায়।

[২] যখন আমি তোমার কাছে চিৎকার করি,
যখন তোমার পরম পবিত্রস্থানের দিকে দু'হাত তুলি,
তখন তুমি শোন গো আমার মিনতির কণ্ঠ।

[৩] আমায় টেনে নিয়ে যেয়ো না দুর্জন আর অপকর্মাদের সঙ্গে,
বন্ধুদের সঙ্গে ওরা শান্তির কথা বলে,
কুকর্মই কিন্তু ওদের হৃদয়ে।

[৪] ওদের কর্ম, ওদের কুকাজ অনুযায়ী ওদের প্রতিফল দাও,
ওদের হাতের অপকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দাও,
দাও ওদের যোগ্য প্রতিদান।
[৫] প্রভুর কর্মকীর্তি, তাঁর হাতের কর্মকান্ড ওরা বোঝেনি,
তাই তিনি ওদের ভেঙে দিয়ে আর পুনর্নির্মাণ করবেন না।

[৬] ধন্য প্রভু!
তিনি তো শুনেছেন আমার মিনতির কণ্ঠ,

[৭] প্রভুই আমার শক্তি, আমার ঢাল;
তাঁর উপরেই আমার অন্তর নির্ভরশীল;
আমি সহায়তা পেয়েছি বলেই আমার অন্তর উল্লসিত,
গানে গানে আমি তাঁকে বলি, 'ধন্যবাদ।'

[৮] প্রভুই তাঁর আপন জাতির শক্তি,
তিনিই তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের আশ্রয়দুর্গ, তাঁর পরিত্রাণ;
[৯] তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর,
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।

সামসঙ্গীত ২৯

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

প্রভুতে আরোপ কর তোমরা, হে ঈশ্বরের সন্তান,
প্রভুতে আরোপ কর গৌরব ও শক্তি।
[২] প্রভুতে আরোপ কর তাঁর নামের গৌরব,
তাঁর পবিত্রতার আবির্ভাবে প্রভুর সম্মুখে কর প্রণিপাত।

[৩] প্রভুর কণ্ঠস্বর জলরাশির উপরে বিরাজিত,
গৌরবের ঈশ্বর বজ্রনাদ করেন,
প্রভু বিপুল জলরাশির উপরে বিরাজিত।
[৪] প্রভুর কণ্ঠস্বর শক্তিশালী,
প্রভুর কণ্ঠস্বর মহিমময়।

[৫] প্রভুর কণ্ঠস্বর এরসগাছ ভেঙে ফেলে,
প্রভু লেবাননের এরসগাছ ভেঙে ফেলেন।

[৬] তাঁর কণ্ঠস্বরে লেবানন লাফিয়ে ওঠে বাছুরের মত,
সিরিয়োন মহিষশাবকের মত।

[৭] প্রভুর কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে দেয় আগুনের বিদ্যুৎমালা,
[৮] প্রভুর কণ্ঠস্বর প্রান্তর কম্পিত করে,
প্রভু কাদেশ প্রান্তর কম্পিত করেন।
[৯] প্রভুর কণ্ঠস্বরে হরিণী প্রসব করে,
বনের পাতা খসে পড়ে।

তাঁর মন্দিরে সবাই বলে ওঠে: 'গৌরব!'
[১০] প্রভু জলপ্লাবনের উপরে সমাসীন,
প্রভু রাজারূপে চিরসমাসীন।
[১১] প্রভু তাঁর আপন জাতিকে শক্তি দেন,
প্রভু তাঁর আপন জাতিকে ধন্য করেন শান্তিদানে।

সামসঙ্গীত ৩০

[১] *সামসঙ্গীত। [প্রভুর উদ্দেশে] গৃহ-উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে গান। দাউদের রচনা।*

[২] তোমার বন্দনা করব, প্রভু: তুমি যে তুলে নিয়েছ আমায়,
আমার শত্রুদের দাওনি আমার উপর আনন্দ করতে।
[৩] প্রভু, পরমেশ্বর আমার, চিৎকার করেছি তোমার কাছে,
আর তুমি আমায় করেছ নিরাময়।
[৪] পাতাল থেকেই তুমি আমার প্রাণ তুলে এনেছ, প্রভু,
আমি সেই গর্তে নেমে যাচ্ছিলাম আর তুমি আমায় করেছ সঞ্জীবিত।

[৫] প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান কর, তাঁর ভক্তজন সকল,
তাঁর পবিত্রতা স্মরণ ক'রে কর তাঁর স্তুতিগান।
[৬] কিছুক্ষণ ধরেই মাত্র তাঁর ক্রোধ,
কিন্তু তাঁর প্রসন্নতা জীবনপ্রসারী।

সন্ধ্যায় বিলাপের আগমন,
কিন্তু প্রভাতে আনন্দোচ্ছ্বাস।

[৭] আমার সুখের দিনে আমি বললাম :
‘আমি টলব না!’
[৮] তোমার প্রসন্নতায় তুমি, প্রভু,
আমাকে স্থিতমূল করেছ প্রতাপশালী একটা পর্বতের মত।
তুমি কিন্তু যখন লুকিয়ে রেখেছ শ্রীমুখ,
আমি তখন হয়ে পড়েছি সন্ত্রাসিত।

[৯] চিৎকার করে আমি তোমাকে ডাকছি, প্রভু,
আমার প্রভুরই কাছে দয়া ভিক্ষা করছি।
[১০] কীবা লাভ, আমি যদি মরি,
সেই গহ্বরে যদি নেমে যাই?
ধুলাই কি করবে তোমার স্তুতি?
তা কি করবে তোমার বিশ্বস্ততা প্রচার?

[১১] প্রভু, শোন, আমাকে দয়া কর,
প্রভু, হও তুমি আমার সহায়।
[১২] তুমি নৃত্যেই পরিণত করেছ আমার বিলাপ,
আমার চটের কাপড় খুলে দিয়ে আমায় পরিয়েছ আনন্দ-বসন;
[১৩] তাই আমার অন্তর নিরন্তর করবে তোমার স্তবগান,
প্রভু, পরমেশ্বর আমার, চিরকাল করব তোমার স্তুতিগান।

সামসঙ্গীত ৩১

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] প্রভু, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

তোমার ধর্মময়তায় আমাকে রেহাই দাও।
[৩] কান দাও, শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার কর।

হও তুমি আমার জন্য একটি শৈলাশ্রয়,
আমার পরিত্রাণের জন্য একটি দৃঢ় গিরিদুর্গ।
[৪] তুমিই তো আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ,
তোমার নামের দোহাই আমাকে চালনা কর, দেখাও পথ।

[৫] আমার জন্য গোপনে পাতা সেই জাল থেকে আমায় বের করে আন,
তুমিই তো আশ্রয়দুর্গ আমার।
[৬] তোমারই হাতে নিজেকে সঁপে দিই,
হে প্রভু, সত্যের ঈশ্বর, সাধন কর আমার মুক্তিকর্ম!

[৭] যারা অলীক দেবমূর্তির সেবা করে, তাদের আমি ঘৃণা করি,
আমি কিন্তু প্রভুর উপরেই ভরসা রাখি।
[৮] তুমি আমার দশা দেখেছ,
আমার প্রাণের যত সঙ্কট জেনেছ বলে
তোমার এই কৃপার জন্য আমি মেতে উঠব, আনন্দ করব।
[৯] তুমি আমাকে তুলে দাওনি কো শত্রুর হাতে,
বরং উন্মুক্ত স্থানেই রেখেছ আমার চরণ।

[১০] আমাকে দয়া কর, প্রভু; সঙ্কটে পড়ে আছি—
চোখ গলা অন্ত্ররাজি আমার, দুঃখে ক্ষীণ হয়ে আসে,
[১১] আমার জীবন বেদনায়,
আমার আয়ুষ্কাল ক্রন্দনে নিঃশেষিত,
আমার বল কষ্টে টলমান,
আমার হাড় শুষ্ক হয়ে গেছে।

[১২] আমার সকল বিরোধীর কাছে আমি অপবাদের পাত্র,
প্রতিবেশীদের কাছে শঙ্কার বস্তু,

পরিচিতদের কাছে মহাবিভীষিকা,
পথে আমাকে দেখে সকলে আমা থেকে পালিয়ে যায়।
[১৩] মৃতের মত আমাকে ভুলে গেছে সবাই,
আমি হয়েছি ফেলানো একটা পাত্রের মত।

[১৪] শুনি অনেকের কানাকানি,
চারদিকে শঙ্কা-ভয়।
আমার বিরুদ্ধে ওরা একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হয়,
আমার প্রাণ নেবার জন্য ষড়যন্ত্র করে।

[১৫] আমি কিন্তু তোমাতে ভরসা রাখি, প্রভু;
আমি বলি, 'তুমি আমার পরমেশ্বর,
[১৬] তোমার হাতেই আমার আয়ুষ্কাল,'
আমার শত্রুদের, আমার নিপীড়কদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর।
[১৭] তোমার দাসের উপর শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল,
তোমার কৃপায় ত্রাণ কর আমায়।

[১৮] তোমাকে ডেকেছি, প্রভু!
আমি লজ্জায় না পড়ি যেন;
দুর্জনেরাই লজ্জায় পড়ুক,
[১৯] ওরাই পাতালে থাকুক নিশ্চুপ।
নির্বাক্ হোক মিথ্যাপটু সেই ঠোঁট যা অহঙ্কার ও বিদ্রূপ দেখিয়ে
ধার্মিকের বিরুদ্ধে উদ্ধতভাবে কথা বলে।

[২০] কতই না মহান তোমার সেই মঙ্গলময়তা, প্রভু,
যা তাদের জন্য তুমি সঞ্চিত রাখ যারা ভয় করে তোমায়,
যা আদমসন্তানদের দৃষ্টিগোচরে
তুমি তোমার আশ্রিতজনকে মঞ্জুর কর।

[২১] মানুষের চক্রান্ত থেকে
তুমি আপন শ্রীমুখের নিভৃতে তাদের লুকিয়ে রাখ,
জিভের আক্রমণ থেকে
তুমি আপন কুটিরেই তাদের নিরাপদে রাখ।

[২২] ধন্য প্রভু! সুরক্ষিত নগরে আমার জন্য
তিনি সাধন করলেন তাঁর কৃপার আশ্চর্য কীর্তি।
[২৩] বিহ্বল হয়ে আমি বলেছিলাম,
'তোমার দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন আমি,'
তবু যখন তোমার কাছে চিৎকার করলাম,
তুমি তখন শুনলে আমার মিনতির কণ্ঠ।

[২৪] প্রভুকে ভালবাস, তাঁর ভক্তজন সবাই,
প্রভু আপন বিশ্বস্তদের রক্ষা করেন,
কিন্তু অহঙ্কারীর উপর অপর্যাপ্ত প্রতিফল দেন।
[২৫] শক্ত হও, অন্তর দৃঢ় করে তোল তোমরা,
তোমরা সকলে, যারা প্রভুর প্রত্যাশায় আছ।

সামসঙ্গীত ৩২

[১] *দাউদের রচনা। মাস্কিল।*

সুখী সেই জন, যার অন্যায় হরণ করা হল,
আবৃত হল যার পাপ।
[২] সুখী সেই মানুষ, যাকে প্রভু দোষ আরোপ করেন না,
যার আত্মায় ছলনা নেই।

[৩] নীরব থাকতাম বলে ক্ষয় ধরত আমার হাড়ে,
গর্জন করতাম সারাদিন।
[৪] দিনরাত ভারী ছিল আমার উপর তোমার হাত,

বিকৃত হচ্ছিল আমার বল গ্রীষ্মের তাপে যেন। *(বিরাম)*

[৫] কিন্তু যখন আমার পাপ জানালাম তোমায়,
যখন আর আবৃত রাখিনি আমার অপরাধ,
যখন বললাম, ‘প্রভুর কাছে আমার যত অন্যায় স্বীকার করব,’
তখনই তুমি হরণ করলে আমার পাপের দণ্ড। *(বিরাম)*

[৬] তাই প্রতিটি ভক্তজন সঙ্কটকালে তোমার কাছে প্রার্থনা করুক;
বিশাল জলোচ্ছ্বাস এলেও তার নাগাল পাবেই না।
[৭] তুমিই আমার গোপন আশ্রয়,
সঙ্কট থেকে তুমিই তো রক্ষা কর আমায়,
মুক্তির আনন্দগানের মধ্যে তুমিই আমায় ঘিরে রাখ। *(বিরাম)*

[৮] আমি তোমাকে সদ্বিবেচনা দেব,
তোমাকে দেখাব তোমার চলার পথ,
তোমার উপর চোখ নিবদ্ধ রেখে তোমাকে মন্ত্রণা দেব।

[৯] ঘোড়া ও খচ্চরের মত নির্বোধ হয়ো না তোমরা,
বল্গা-লাগাম দিয়েই তাদের সামলাতে হয়,
নইলে তারা তোমার কাছে আসবে না।

[১০] দুর্জনের অনেক যন্ত্রণা আছে,
কিন্তু প্রভুতে যে ভরসা রাখে, কৃপাই তাকে ঘিরে থাকে।

[১১] প্রভুতে আনন্দ কর, মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল,
সানন্দে চিৎকার কর তোমরা সবাই, সরলহৃদয় যারা।

সামসঙ্গীত ৩৩

[১] প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল,
ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন।

[২] সেতারের সুরে প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ,
দশতন্ত্রী বীণা বাজিয়ে তাঁর উদ্দেশে কর স্তবগান।
[৩] তাঁর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
নিপুণ হাতে সেতার বাজাও জয়ধ্বনির মধ্যে।

[৪] ন্যায়সঙ্গতই তো প্রভুর বাণী,
বিশ্বস্ততায় সাধিত তাঁর প্রতিটি কাজ।
[৫] তিনি ধর্মময়তা ও ন্যায় ভালবাসেন;
পৃথিবী প্রভুর কৃপায় পরিপূর্ণ।

[৬] প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল,
তাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব।
[৭] তিনি যেন চর্মপুটেই সংগ্রহ করেন সাগরের জল,
ভাণ্ডারে রাখেন অতলের জল।

[৮] প্রভুকে ভয় করুক সমগ্র পৃথিবী,
তাঁকে শ্রদ্ধা করুক সকল জগদ্বাসী।
[৯] কারণ তিনি কথা বলতেই সবই আবির্ভূত হয়,
তিনি আজ্ঞা দিতেই সবই উপস্থিত হয়।

[১০] প্রভু দেশগুলির প্রকল্প ব্যর্থ করেন,
জাতিসকলের ভাবনা বিফল করেন,
[১১] প্রভুর প্রকল্প কিন্তু চিরস্থায়ী,
তাঁর হৃদয়ের ভাবনা যুগযুগস্থায়ী।
[১২] সুখী সেই দেশ, প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর;
সুখী সেই জাতি, যাকে তিনি বেছে নিলেন আপন উত্তরাধিকার রূপে।

[১৩] প্রভু স্বর্গ থেকে তাকিয়ে সকল আদমসন্তানকে দেখেন,
[১৪] নিজ বাসস্থান থেকে সকল মর্তবাসীর দিকে লক্ষ করেন;
[১৫] তিনিই তো গড়েছেন এক একজনেরই হৃদয়,

তিনিই তো বোঝেন তাদের সকল কাজ।

[১৬] আপন সুবিপুল বাহিনীগুণে রাজা পান না কো পরিত্রাণ,
আপন মহাপ্রতাপে যোদ্ধাও উদ্ধার পায় না,
[১৭] অশ্বও তো ত্রাণের জন্য বৃথা আশা,
তার প্রবল শক্তিবলেও সে নিষ্কৃতি দিতে পারে না।

[১৮] কিন্তু দেখ, প্রভুর চোখ নিবদ্ধ তাদেরই প্রতি,
যারা তাঁকে ভয় করে, যারা তাঁর কৃপার প্রত্যাশায় থাকে,
[১৯] তিনি মৃত্যু থেকে তাদের প্রাণ উদ্ধার করবেন,
তাদের বাঁচিয়ে রাখবেন দুর্ভিক্ষের দিনে।

[২০] আমাদের প্রাণ প্রভুর প্রতীক্ষায় আছে,
তিনিই আমাদের সহায়, আমাদের ঢাল;
[২১] তাঁকে নিয়ে আমাদের অন্তর আনন্দিত,
তাঁর পবিত্র নামেই যে আমরা ভরসা রাখি।
[২২] আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।

সামসঙ্গীত ৩৪

[১] *দাউদের রচনা। সেসময়ে তিনি আবিমেলেখের সামনে উন্মাদ হবার ভান করলেন, এবং আবিমেলেখ দ্বারা তাড়িত হয়ে চলে গেলেন।*

আলেফ [২] সর্বদাই আমি প্রভুকে বলব ধন্য,
নিয়তই আমার মুখে তাঁর প্রশংসাবাদ।

বেথ [৩] প্রভুতে গর্ব করে আমার প্রাণ,
শুনুক, আনন্দ করুক বিনম্র সকল।

গিমেল [৪] আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর,
এসো, আমরা একসঙ্গে তাঁর নাম বন্দনা করি।

দালেথ [৫] প্রভুর অন্বেষণ করেছি, তিনি আমাকে সাড়া দিলেন,
যত ভয়-শঙ্কা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন।

হে [৬] তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।

জাইন [৭] এই দীনহীন ডাকে, প্রভু শোনেন,
তার সকল সঙ্কট থেকে তাকে পরিত্রাণ করেন।

হেথ [৮] প্রভুর দূত প্রভুভীরুদের চারপাশে শিবির বসান,
তাদের নিস্তার করেন।

টেথ [৯] আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়,
সুখী সেই মানুষ, যে তাঁর আশ্রিতজন।

ইয়োধ [১০] প্রভুকে ভয় কর, তাঁর পবিত্রজন সকল,
যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের তো নেই কোন কিছুর অভাব।

কাফ [১১] যুবসিংহেরা অভাবগ্রস্ত হয়ে ক্ষুধায় ভুগছে,
কিন্তু প্রভুর অন্বেষীদের নেই কোন মঙ্গলের অভাব।

লামেধ [১২] এসো, সন্তানেরা, আমাকে শোন;
তোমাদের শেখাব প্রভুভয়—

মেম [১৩] কে সেই মানুষ, জীবনই যার অভিলাষ?
মঙ্গল দেখতে চায় ব'লে দীর্ঘায়ু যার আকাঙ্ক্ষা?

নুন [১৪] কুকর্ম থেকে তোমার জিহ্বা মুক্ত রাখ,
ছলনার কথা থেকে তোমার ওষ্ঠ,

সামেখ [১৫] পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম কর,
শান্তির অন্বেষণ ক'রে কর অনুসরণ।

আইন [১৬] ধার্মিকদের উপর নিবদ্ধ প্রভুর চোখ,
তাদের চিৎকারের প্রতি তাঁর কান;

পে [১৭] প্রভুর মুখ অপকর্মাদের প্রতিকূল
পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতি উচ্ছেদ করার জন্য।

সাধে [১৮] তারা চিৎকার করে, প্রভু শোনেন,
তাদের সকল সঙ্কট থেকে তাদের উদ্ধার করেন।

কোফ [১৯] যারা ভগ্নহৃদয়, প্রভু তাদের কাছে কাছে থাকেন,
যাদের আত্মা বিচূর্ণ, তিনি তাদের পরিত্রাণ করেন।

রেশ [২০] ধার্মিকের অনেক দুর্দশা আছে,
কিন্তু সেই সবকিছু থেকে প্রভু তাকে উদ্ধার করেন;

শিন [২১] তিনি তার প্রতিটি হাড়ের যত্ন নেন,
সেগুলির একটাও ভগ্ন হবে না।

তাউ [২২] কুকর্ম ঘটায় দুর্জনের মৃত্যু,
যারা ধার্মিককে ঘৃণা করে, তারা দণ্ডিত হবে।
[২৩] প্রভু তাঁর আপন দাসদের প্রাণমুক্তি সাধন করেন;
তাঁর আশ্রিতজন কেউই দণ্ডিত হবে না।

সামসঙ্গীত ৩৫

[১] *দাউদের রচনা।*

যারা আমাকে অভিযুক্ত করে, তাদের অভিযুক্ত কর, প্রভু,
যারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।
[২] হাতে নাও ঢাল ও রক্ষাফলক,
আমার সাহায্যে উত্থিত হও।
[৩] যারা আমাকে ধাওয়া করে,

তাদের বিরুদ্ধে বর্শা ও বল্লম হাতে ধর ;
আমার প্রাণকে বল,
‘আমিই তোমার পরিত্রাণ।’

[৪] যারা আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে,
তারা লজ্জিত অপমানিত হোক ;
যারা আমার অনিষ্ট ভাবে,
তারা নতমুখ হয়ে পিছু হটে যাক।

[৫] তারা বাতাসের সামনে তুষেরই মতন হোক,
তাদের ঠেলা দিন প্রভুর দূত।
[৬] তাদের পথ অন্ধকারময় পিচ্ছিল হোক,
তাদের ধাওয়া করুন প্রভুর দূত।

[৭] তারা আমার জন্য অকারণেই পেতেছে গোপন জাল,
আমার প্রাণের জন্য অকারণেই খুঁড়েছে গহ্বর।
[৮] তাদের উপর অজান্তেই নেমে আসুক সর্বনাশ,
তাদের সেই গোপন জাল তাদেরই ধরুক,
সেখানে তাদের সর্বনাশে তারাই পড়ুক।

[৯] তখন আমার প্রাণ প্রভুতে উল্লাস করবে,
তাঁর পরিত্রাণে মেতে উঠবে ;
[১০] আমার সকল হাড় বলে উঠুক,
‘কেবা তোমারই মত, প্রভু?’
তুমিই তো দীনজনকে তার চেয়ে শক্তিশালীর হাত থেকে,
দীনহীন ও নিঃস্বকে লুণ্ঠকের হাত থেকে উদ্ধার কর।

[১১] উঠেছিল হিংসাত্মক সাক্ষীর দল ;
আমি যা জানতাম না, তা নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করত ;
[১২] মঙ্গলের প্রতিদানে আমার অনিষ্ট করত—

আমার প্রাণ, আহা, সন্তানবিহীন যেন!

[১৩] অথচ তারা অসুস্থ হলে আমি চটের কাপড় পরতাম,
উপবাসে নিজেকে ক্লিষ্ট করতাম,
অন্তরে প্রার্থনা জপতাম।
[১৪] ঘুরে বেড়াতাম যেন বন্ধুর জন্য, আপন ভাইয়ের জন্যই দুঃখ ক'রে,
যেন মায়ের বিলাপে শোকার্ত হয়ে মাথা নত করে রাখতাম।

[১৫] কিন্তু আমি পায়ে হোঁচট খেলে তারা আনন্দিত হয়ে একত্র হয়,
আমার অজান্তে আমাকে আঘাত করতেই একত্র হয়,
আমার নিন্দা করে, কখনও থামে না।
[১৬] এই অশুচি, এই বিদ্রূপকারী সকলে একজোট হয়ে
আমার বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষে।

[১৭] কতকাল তুমি তাকিয়ে থাকবে, প্রভু?
তাদের হিংসা থেকে উদ্ধার কর আমার প্রাণ,
সিংহের দাঁত থেকে আমার একমাত্র জীবন।
[১৮] মহা জনসমাবেশে আমি তোমাকে জানাব ধন্যবাদ,
সুবিপুল জনতার মাঝে করব তোমার প্রশংসাবাদ।

[১৯] আমার মিথ্যাবাদী শত্রুসকল
আমাকে নিয়ে যেন আনন্দ না করে;
যারা আমাকে অকারণে ঘৃণা করে,
তারা যেন চোখ বেঁকিয়ে তামাশা না করে।
[২০] তারা বলে না কো শান্তির কথা,
দেশের শান্ত লোকদের বিরুদ্ধে ছলনা খাটায়।
[২১] আমার দিকে মুখ ব্যাদান ক'রে তারা বিদ্রূপ করে বলে,
'কী মজা! স্বচক্ষেই দেখেছি আমরা।'

[২২] প্রভু, তুমি সবকিছু দেখেছ—বধির থেকো না!
প্রভু, আমা থেকে দূরে থেকো না!
[২৩] জাগ! জেগে ওঠ আমার সুবিচারের জন্য,
আমার পক্ষসমর্থনের জন্য, পরমেশ্বর আমার, প্রভু আমার।
[২৪] তোমার ধর্মময়তায় আমার বিচার কর, প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
আমাকে নিয়ে তারা যেন আনন্দ না করে;

[২৫] তারা যেন মনে মনে না বলে, 'খুশি তো আমরা,'
যেন না বলে, 'গ্রাস করেছি তাকে।'
[২৬] যারা আমার অনিষ্ট নিয়ে আনন্দ করে,
তারা লজ্জিত হোক, হোক নতমুখ;
যারা আমার উপর বড়াই করে,
তারা লজ্জায় অপমানে পরিবৃত হোক।

[২৭] যারা আমার ধর্মময়তায় প্রীত,
তারা সানন্দে চিৎকার করুক, করুক উল্লাস;
তারা অনুক্ষণ বলে উঠুক, 'প্রভু মহান!
তিনি তাঁর দাসের শান্তিতে প্রীত।'
[২৮] তখন আমার জিহ্বা জপ করে যাবে ধর্মময়তা তোমার,
তোমার প্রশংসাবাদ সারাদিন ধরে।

সামসঙ্গীত ৩৬

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। প্রভুর দাস দাউদের রচনা।*

[২] দুর্জনের হৃদয়ে পাপের দৈবোক্তি বিরাজিত;
ঈশ্বরভয় নেই তার চোখের সামনে।
[৩] সে এত তোষামোদে চোখে নিজেকে দেখে যে,
নিজের শঠতা খোঁজে না, তা ঘৃণাও করে না।

[৪] তার মুখের কথা অপকর্ম, ছলনাপূর্ণ,
সদ্বিবেচনা থেকে, সৎকাজ থেকে সে বিরত থাকে।
[৫] শয্যায় শুয়ে সে অপকর্মের কথা ভাবে,
কুপথে দাঁড়ায়, প্রত্যাখ্যান করে না সে অনাচার।

[৬] ওগো প্রভু, আকাশছোঁয়াই তোমার কৃপা,
মেঘলোক-প্রসারী বিশ্বস্ততা তোমার,
[৭] উঁচু পাহাড়পর্বতের মত তোমার ধর্মময়তা,
মহা অতলের মত তোমার ন্যায়—
মানুষ কি পশু সকলকেই তুমি ত্রাণ কর, প্রভু।
[৮] ওগো পরমেশ্বর, তোমার কৃপা কত মূল্যবান!
তোমার পক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় পায় আদমসন্তান;

[৯] তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত,
তুমি তোমার অমৃতধারায় তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও।
[১০] তোমাতেই যে জীবনের উৎস!
তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

[১১] যারা তোমায় জানে, তাদের দান করে থাক গো তোমার কৃপা,
সরলহৃদয়দের কাছে ধর্মময়তা তোমার।
[১২] অহঙ্কারী যেন আমার দিকে পা না বাড়াতে পারে,
দুর্জনের হাত আমাকে যেন না তাড়িত করে।

[১৩] এই যে! লুটিয়ে পড়েছে অপকর্মার দল,
তারা নিক্ষিপ্তই এখন, উঠে দাঁড়াতে অক্ষম।

সামসঙ্গীত ৩৭

[১] *দাউদের রচনা।*

আলেফ দুষ্কর্মার বিষয়ে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না;

অপকর্মার বিষয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ো না;
[২] তারা তো ঘাসের মত শীঘ্রই শুষ্ক হবে,
ম্লান হবে মাঠের তৃণের মত।

বেথ [৩] প্রভুতে ভরসা রাখ, সৎকর্ম কর,
এ দেশে বসবাস কর, বিশ্বস্ততা পালন কর;
[৪] প্রভুতে আনন্দ কর,
তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।

গিমেল [৫] প্রভুর সামনে মেলে ধর তোমার পথ,
তাঁর উপর ভরসা রাখ—কাজ করবেনই তিনি;
[৬] তিনি তোমার ধর্মময়তা ফুটিয়ে তুলবেন আলোকেরই মত,
তোমার ন্যায্যতা মধ্যাহ্নেরই মত।

দালেথ [৭] প্রভুর সামনে নিশ্চুপ হয়ে থাক, তাঁর প্রতীক্ষা কর;
যার পথ সমৃদ্ধ, যে ফন্দি খাটায়,
তেমন মানুষের বিষয়ে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না।

হে [৮] ক্রোধ থেকে দূরে থাক, রোষ বর্জন কর,
ক্ষুব্ধ হয়ো না—শুধু অমঙ্গলই তো এর ফল;
[৯] কারণ দুষ্কর্মারা উচ্ছিন্ন হবে,
কিন্তু যারা প্রভুতে আশা রাখে, তারা পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

বাউ [১০] আর কিছুকাল, তারপর বিলীন হবেই দুর্জন,
তার স্থানের দিকে যত তাকাও, সে তো আর নেই।
[১১] কিন্তু দীনহীনেরা পাবে দেশের উত্তরাধিকার,
তারা করবে মহাশান্তি উপভোগ।

জাইন [১২] দুর্জন ধার্মিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে,
তার বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষে।

[১৩] কিন্তু তাকে নিয়ে প্রভু হাসেন,
দেখেন তো তিনি, এসে গেছে তার দিন।

হেথ [১৪] দীনহীন ও নিঃস্বকে ভূলুণ্ঠিত করবে ব'লে,
সৎপথের মানুষকে হত্যা করবে ব'লে,
দুর্জনেরা খড়্গ কোষমুক্ত করে, বাঁকায় ধনুক,
[১৫] তাদের খড়্গ তাদের নিজেদের হৃদয়ে ঢুকবে,
ভাঙবেই তাদের ধনুক।

টেথ [১৬] দুর্জনদের প্রাচুর্যের চেয়ে
ধার্মিকের সামান্য সম্পদই শ্রেয়;
[১৭] কারণ দুর্জনদের বাহু ভেঙে যাবে,
কিন্তু স্বয়ং প্রভুই ধার্মিকদের ধরে রাখেন।

ইয়োধ [১৮] প্রভু জানেন সৎমানুষের জীবন,
তাদের উত্তরাধিকার থাকবে চিরকাল।
[১৯] দুর্দশার দিনে তারা লজ্জিত হবে না,
দুর্ভিক্ষের দিনে পরিতৃপ্তই হবে।

কাফ [২০] দুর্জনেরা কিন্তু বিলুপ্ত হবে,
চারণভূমির শোভার মতই হবে প্রভুর শত্রুসকল;
তারা নিঃশেষিত হবে,
ধোঁয়ার মতই নিঃশেষিত হবে।

লামেধ [২১] ঋণ ক'রে দুর্জন তা করে না শোধ,
ধার্মিক কিন্তু দয়াবান দানশীল।
[২২] প্রভুর আশিসধন্য যারা, তারা পাবে দেশের উত্তরাধিকার,
কিন্তু তাঁর অভিশপ্ত যারা, তারা উচ্ছিন্ন হবে।

মেম [২৩] প্রভু মানুষের পদক্ষেপ অবিচল করেন,

তিনি তার পথে প্রীত।
[২৪] প্রভু তার হাত ধরে রাখেন ব'লে
পড়লেও সে পড়ে থাকবে না।

নুন [২৫] আমি যুবক ছিলাম, এখন তো প্রবীণ,
ধার্মিক যে পরিত্যক্ত, তার বংশ যে অন্নের ভিখারী,
তেমন কিছু দেখিনি।
[২৬] সারাদিন সে দয়া করে, করে ঋণদান,
তার বংশ আশিসধন্য হবে।

সামেখ [২৭] কুকর্ম থেকে সরে যাও, সৎকর্ম কর,
তবেই তুমি বসবাস করবে চিরকাল।
[২৮] কারণ প্রভু ন্যায়ই ভালবাসেন,
তিনি আপন ভক্তজনদের করবেন না পরিত্যাগ।

আইন দুর্জনদের ধ্বংস হবে চিরকালের মত,
তাদের বংশ উচ্ছিন্ন হবে।
[২৯] ধার্মিকেরাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার,
সেখানে তারা বসবাস করবে চিরকাল ধরে।

পে [৩০] ধার্মিকের মুখ জপ করে প্রজ্ঞার বাণী,
তার জিহ্বা বলে ন্যায়ের কথা।
[৩১] তার পরমেশ্বরের বিধান তার অন্তরে বিরাজিত,
টলবে না কো তার পদক্ষেপ।

সাধে [৩২] ধার্মিকের দিকে তাকিয়ে থাকে দুর্জন,
তাকে হত্যা করবে, সেই সুযোগ অন্বেষণ করে।
[৩৩] প্রভু তার হাতে তাকে ছেড়ে দেবেন না,
বিচারেও তাকে দণ্ডিত হতে দেবেন না।

কোফ [৩৪] প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক, পালন কর তাঁর পথ,
তুমি যেন দেশের উত্তরাধিকার পেতে পার তিনি তোমাকে উন্নীত করবেন,
তুমি দেখতে পাবে দুর্জনদের উচ্ছেদ।

রেশ [৩৫] আমি দুর্জনকে মহীয়ান দেখলাম,
সে ছিল সুপ্রসারী, যেন সবুজ গাছের মত;
[৩৬] সেদিকে আবার গেলাম—কৈ! আর ছিল না সে;
তাকে খুঁজলাম—কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না।

শিন [৩৭] নির্দোষকে দেখ, ন্যায়নিষ্ঠকে লক্ষ কর:
শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য ভাবী বংশ আছে।
[৩৮] কিন্তু সকল অন্যায়কারীর ধ্বংস হবে,
দুর্জনদের ভাবী বংশ উচ্ছিন্ন হবে।

তাউ [৩৯] প্রভু থেকেই আসে ধার্মিকদের পরিত্রাণ,
সঙ্কটকালে তিনিই তাদের আশ্রয়দুর্গ।
[৪০] প্রভু তাদের সাহায্য করেন, তাদের রেহাই দেন,
দুর্জনদের হাত থেকে রেহাই দেন,
তাঁর আশ্রিতজন বলে তাদের ত্রাণ করেন।

সামসঙ্গীত ৩৮

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা। স্মরণার্থক।*

[২] আমাকে ভর্ৎসনা কর, প্রভু,—কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে নয়,
আমাকে শাস্তি দাও,—কিন্তু রুষ্ট হয়ে নয়।
[৩] তোমার তীরগুলি বিঁধে ফেলেছে আমায়,
আমার উপর নেমে পড়েছে তোমার হাত।
[৪] তোমার আক্রোশের ফলে আমার দেহের কোন অঙ্গ সুস্থ নয়,
আমার পাপের ফলে আমার একটা হাড়ও অক্ষত নয়;

[৫] মাথা ছাপিয়ে উঠেছে যত শঠতা আমার,
তা ভারী বোঝাই যেন, আমার পক্ষে তো বেশি ভারী।

[৬] আমার মূর্খতার ফলে
আমার ক্ষতসকল দুর্গন্ধময় পচনশীল।
[৭] আমি অত্যন্ত নুব্জ, ভ্রষ্ট,
শোকার্ত মনে ঘুরি সারাদিন।
[৮] কটিদেশ জুড়ে আমার কী জ্বালা,
আমার দেহের কোন অঙ্গ সুস্থ নয়।
[৯] আমি অত্যন্ত বিষণ্ন, চূর্ণবিচূর্ণ,
হৃদয়ের ক্রন্দনে গর্জে উঠি।

[১০] প্রভু, তোমার সামনেই তো প্রতিটি বাসনা আমার,
আমার বিলাপ তোমার কাছে গোপন নয়।
[১১] কেঁপে ওঠে হৃদয়, আমাকে ত্যাগ করেছে আমার বল,
আমার চোখের আলো—তাও আমার সঙ্গে নেই।

[১২] আমার প্রিয়জন ও বন্ধুসকল আমার ক্ষতগুলি থেকে দূরে দাঁড়ায়,
আমার প্রতিবেশীও দূরে থাকে ;
[১৩] যারা আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট, তারা ফাঁদ ফেলে,
যারা আমার অনিষ্ট খোঁজে, তারা সর্বনাশের কথা বলে,
ছলনার চিন্তায় থাকে সারাদিন।

[১৪] বধিরের মত আমি তো শুনি না,
আমি বোবারই মত যে খোলে না মুখ,
[১৫] আমি তেমন মানুষের মত যে কিছুই শোনে না,
যার মুখে কোন উত্তর নেই।
[১৬] প্রভু, আমি তোমারই প্রত্যাশায় আছি,
প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তুমি আমাকে সাড়া দেবে।

[১৭] আমি তো বলেছি,
‘আমাকে নিয়ে ওরা যেন আনন্দ না করতে পারে,
আমার পা টলমল হলে
ওরা যেন আমার উপর বড়াই না করতে পারে।’
[১৮] এই যে প্রায় পড়ে যাচ্ছি,
আমার যন্ত্রণা অনুক্ষণ আমার সামনে।
[১৯] তাই আমি আমার অপরাধ স্বীকার করি,
আমার পাপের জন্য উদ্বিগ্নই আমি।

[২০] আমার শত্রুরা সজীব, শক্তিশালী,
অনেকেই আমাকে অকারণে ঘৃণা করে।
[২১] মঙ্গলের প্রতিদানে তারা অনিষ্ট করে,
মঙ্গল অনুসরণ করি বলে তারা আমাকে অভিযুক্ত করে।
[২২] আমায় ত্যাগ করো না, প্রভু,
আমা থেকে দূরে থেকো না, পরমেশ্বর আমার;
[২৩] আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো,
হে প্রভু, আমার পরিত্রাণ।

সামসঙ্গীত ৩৯

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। ইদুথুনের সুর অনুসারে। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] আমি বলেছি, ‘আমার পথসকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখব,
জিহ্বা থেকে যেন পাপ দূরে রাখতে পারি;
যতক্ষণ দুর্জন আমার সামনে থাকবে,
ততক্ষণ আমি মুখে বন্ধনী দেব।’

[৩] নির্বাক্ নিশ্চুপ হয়ে থাকলাম:
মঙ্গলের অভাবে মৌন থাকলাম,

আর বেড়ে চলল আমার দুঃখব্যথা!
[৪] বুকে হৃদয়ের কী সন্তাপ;
ভাবতে ভাবতে জ্বলতে লাগল আগুন,
তখন আমার এ জিহ্বায় একথা বললাম:
[৫] 'আমাকে জানাও, প্রভু, আমার পরিণাম,
কতটুকু আমার জীবনের আয়ু,
যেন জানতে পারি আমি কত না ভঙ্গুর।'

[৬] দেখ! আমার দিনগুলি কত মুষ্টিমেয় করেছ তুমি;
তোমার সামনে শূন্যতাই যেন আমার আয়ুষ্কাল।
মর্তবাসী প্রতিটি মানুষ একটা ফুৎকার মাত্র; *(বিরাম)*
[৭] আসা-যাওয়া করেও মানুষ একটা ছায়া মাত্র;
তার ব্যস্ততা সত্ত্বেও সে একটা ফুৎকার মাত্র;
সে জমায় অনেক কিছু, অথচ জানে না কে তা সংগ্রহ করবে।
[৮] এখন কিসের অপেক্ষায় আছি, প্রভু?
তোমাতেই শুধু আমার আশা।
[৯] আমার সমস্ত অন্যায় থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
আমাকে করো না নির্বোধের অপবাদের পাত্র।
[১০] নীরব আছি, খুলি না মুখ,
কারণ তুমিই তো করেছ এসব কিছু;

[১১] তোমার আঘাত আমা থেকে দূর করে দাও,
তোমার হাতের চাপে আমি যে নিঃশেষিত।
[১২] শঠতার জন্য শাস্তি দিয়ে তুমি মানুষকে সংশোধন কর;
কীটের মত ক্ষয় কর তার কামনার ধন;
প্রতিটি মানুষ একটা ফুৎকার মাত্র। *(বিরাম)*

[১৩] আমার প্রার্থনা শোন, প্রভু;
আমার চিৎকারে কান দাও গো তুমি;
আমার কান্না-বিলাপে বধির থেকো না,
কারণ তোমার গৃহে আমি তো বিদেশী,
আমিও প্রবাসী আমার সকল পিতৃপুরুষের মত।
[১৪] আমা থেকে সরিয়ে নাও তোমার দৃষ্টি,
যাওয়ার আগে, চিহ্নবিহীন হওয়ার আগে
আমি যেন পেতে পারি একটু আনন্দের স্বাদ।

সামসঙ্গীত ৪০

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। দাউদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

[২] আমি প্রভুর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছিলাম,
আমার উপর আনত হয়ে তিনি আমার চিৎকার শুনলেন;
[৩] ধ্বংসের গর্ত থেকে, পঙ্কিল জলাভূমি থেকে
তিনি আমায় টেনে তুললেন।
আমার পা তিনি শৈলের উপর স্থাপন করলেন,
সুদৃঢ় করলেন আমার পদক্ষেপ।

[৪] আমার মুখে তিনি দিলেন একটি নতুন গান,
আমাদের পরমেশ্বরের প্রশংসাগান।
তা দেখে অনেকেই ভীত হবে,
প্রভুতে ভরসা রাখবে।
[৫] সুখী সেই জন, যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যে গর্বিতদের দিকে তাকায় না,
তাদের দিকেও না, যারা সরে গেছে মিথ্যাপথে।

[৬] কত আশ্চর্য কাজ তুমি সাধন করেছ, প্রভু, আমার পরমেশ্বর,
আমাদের জন্য তোমার কত চিন্তা!
কেউই নেই তোমার মত।
আমি সেগুলির কথা প্রচার করতাম, বর্ণনা করতাম,
কিন্তু সংখ্যাই যে গণনার অতীত।

[৭] যজ্ঞ ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নও,
বরং উন্মুক্ত করেছ আমার কান;
আহুতি ও পাপার্থে বলিদান চাওনি তুমি,
[৮] তখন আমি বললাম, 'এই যে আমি আসছি।'
শাস্ত্রগ্রন্থে আমার বিষয়ে লেখা আছে,
[৯] আমি যেন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করি;
হে আমার পরমেশ্বর, এতে আমি প্রীত,
আমার অন্তরাজি-গভীরেই তোমার বিধান বিরাজিত।

[১০] আমি মহা জনসমাবেশে ধর্মময়তার কথা প্রচার করলাম,
দেখ, রুদ্ধ করি না কো আমার ওষ্ঠ, তুমি তো জান, প্রভু।
[১১] তোমার ধর্মময়তা লুকিয়ে রাখিনি হৃদয়-মাঝে,
বরং খুলে বলি তোমার বিশ্বস্ততা, তোমার ত্রাণকর্মের কথা।
আমি মহা জনসমাবেশের মাঝে
তোমার কৃপা, তোমার বিশ্বস্ততার কথা গোপন রাখিনি।

[১২] তোমার স্নেহ থেকে আমায় বঞ্চিত করো না, প্রভু;
তোমার কৃপা, তোমার বিশ্বস্ততা আমায় অনুক্ষণ রক্ষা করুক।
[১৩] অগণিত দুঃখবিপদ যে জড়িয়ে ধরেছে আমায়,
আমার যত শঠতা ধরে ফেলেছে আমায়,
আর দেখতে পাচ্ছি না কিছু।
আমার মাথার চুলের চেয়েও সেগুলি সংখ্যায় বেশি,

আমার হৃদয় নিঃশেষিত।

[১৪] প্রসন্ন হয়ে, প্রভু, আমাকে কর উদ্ধার,
আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।
[১৫] লজ্জিত নতমুখ হোক তারা সবাই,
আমার প্রাণ হরণ করতে সচেষ্ট যারা;
আমার অমঙ্গলে যারা প্রীত,
তারা অপমানিত হয়ে পিছু হটে যাক।
[১৬] যারা আমাকে 'কি মজা, কি মজা' বলে,
তারা নিজেরাই লজ্জায় আচ্ছন্ন হোক।

[১৭] তোমার সকল অন্বেষী মেতে উঠুক,
তোমাতে আনন্দ করুক,
যারা তোমার ত্রাণ ভালবাসে,
তারা অনুক্ষণ বলে উঠুক, 'প্রভু মহান!'

[১৮] কিন্তু দীনহীন নিঃস্ব যে আমি!
প্রভুই আমার জন্য চিন্তা করবেন।
তুমিই তো আমার সহায়, আমার মুক্তিদাতা,
আর দেরি করো না, পরমেশ্বর আমার।

সামসঙ্গীত ৪১

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] সুখী সেই মানুষ, যে চিন্তা করে দীনজনের কথা;
বিপদের দিনে প্রভু তাকে নিষ্কৃতি দেন।
[৩] প্রভু তাকে রক্ষা করে বাঁচিয়ে রাখবেন,
দেশে সে সুখ ভোগ করবে।
তুমি শত্রুদের ইচ্ছার হাতে তাকে সঁপে দেবে না।

[৪] ব্যাধি-শয্যায় প্রভু হবেন তার অবলম্বন,
হ্যাঁ, তার রোগ-শয্যা তুমি উল্টিয়েই দেবে।

[৫] আমি বলেছি, 'প্রভু, আমাকে দয়া কর ;
নিরাময় কর আমার প্রাণ—তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।'
[৬] আমার শত্রুরা আমার বিষয়ে অমঙ্গলের কথা বলে :
'ও কখন মরবে? কখন বিলুপ্ত হবে ওর নাম?'
[৭] যে কেউ আমাকে দেখতে আসে সে মিথ্যা বলে,
তার হৃদয় অপকর্ম জমায়,
তারপর বাইরে গিয়ে সেইসব রটিয়ে বেড়ায়।
[৮] আমার বিদ্বেষীরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে বিড়বিড় করে,
আমার বিরুদ্ধে আমার অমঙ্গল ভাবে :
[৯] 'মারাত্মক কোন কিছু ভর করেছে ওকে,
যেখানে শুয়ে আছে, সেখান থেকে ও আর উঠতে পারবে না।'

[১০] যার উপর আমার ভরসা ছিল,
আমার অন্ন যে ভাগ করে খেত,
আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুও আমার বিরুদ্ধে বাড়াচ্ছে পা।
[১১] তুমি কিন্তু, প্রভু, আমাকে দয়া কর, আমাকে তুলে আন,
আমি যেন তাদের দিতে পারি প্রতিফল।

[১২] আমার শত্রু যদি আমার উপর সানন্দে চিৎকার না করতে পারে,
এতেই আমি বুঝব যে তুমি আমাতে প্রীত ;
[১৩] আমার সততার জন্য তুমি আমায় ধরে রাখ,
তোমার সম্মুখেই আমায় সংস্থিত কর চিরকাল।

[১৪] ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে। আমেন, আমেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

সামসঙ্গীত ৪২

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। মাস্কিল। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা।*

[২] হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল,
তেমনি, পরমেশ্বর, তোমারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল আমার প্রাণ।
[৩] পরমেশ্বরের জন্য, জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর,
কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?

[৪] এখন আমার নিজের অশ্রুজল আমার নিশিদিনের অন্ন,
লোকে যে সারাদিন আমাকে বলে, 'কোথায় তোমার পরমেশ্বর?'
[৫] একথা স্মরণ করে আমি প্রাণ উজাড় করে দিই—
জনতার সঙ্গে আমি শোভাযাত্রা ক'রে
তাদের নিয়ে যেতাম পরমেশ্বরের গৃহের দিকে,
উৎসব-মুখর ভিড়ের মাঝে হর্ষধ্বনি তুলে, ধন্যবাদগীতি গেয়ে।

[৬] প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি?
কেন আমার মধ্যে তুমি গর্জন কর?
পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় থাক—আমি আবার করবই তাঁর স্তুতিবাদ,
তিনি আমার শ্রীমুখের পরিত্রাণ, আমার পরমেশ্বর।

[৭] আমার মধ্যে আমার প্রাণ অবসন্ন,
তাই তোমায় স্মরণ করি
যর্দন ও হার্মোনের দেশ থেকে, মিসার পর্বত থেকে।
[৮] তোমার জলপ্রতাপের গর্জনে এক অতলের কাছে অন্য অতলের ডাক,
তোমার ঊর্মিমালা ও তরঙ্গরাশি বয়ে গেল আমার উপর দিয়ে।
[৯] দিনমানে প্রভু জারি করেন কৃপা,
রাতে আমার সঙ্গেই তাঁর গান—

একটি প্রার্থনা আমার জীবনেশ্বরের কাছে।

[১০] আমার শৈল ঈশ্বরকে বলব,
‘কেন আমায় ভুলে গেছ?
কেনই বা শোকার্ত হয়ে শত্রুর তাড়নায় আমায় চলতে হয়?’
[১১] আমার বিরোধীদের অপবাদে
চূর্ণবিচূর্ণ আমার হাড়;
তারা যে সারাদিন আমাকে বলে,
‘কোথায় তোমার পরমেশ্বর?’

[১২] প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি?
কেন আমার মধ্যে তুমি গর্জন কর?
পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় থাক—আমি আবার করবই তাঁর স্তুতিবাদ,
তিনি আমার শ্রীমুখের পরিত্রাণ, আমার পরমেশ্বর।

সামসঙ্গীত ৪৩

[১] পরমেশ্বর, আমার সুবিচার কর;
অসৎ এক জাতির বিরুদ্ধে আমার পক্ষ সমর্থন কর;
ছলনা ও শঠতার মানুষের হাত থেকে আমায় রেহাই দাও।
[২] তুমি আমার রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর;
কেন ত্যাগ কর আমায়?
কেনই বা শোকার্ত হয়ে শত্রুর তাড়নায় আমায় চলতে হয়?

[৩] তোমার আলো, তোমার সত্য প্রেরণ কর,
তারাই আমাকে চালনা করুক;
আমাকে নিয়ে যাক তোমার পবিত্র পর্বতে, তোমার আবাসগৃহে।
[৪] তখন আমি যাব পরমেশ্বরের বেদির কাছে,
আমার আনন্দের, আমার পুলকের ঈশ্বরের কাছে;

সেতারের সুরে গাইব তোমার স্তুতি, হে পরমেশ্বর, আমার পরমেশ্বর।

[৫] প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি?
কেন আমার মধ্যে তুমি গর্জন কর?
পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় থাক—আমি আবার করবই তাঁর স্তুতিবাদ,
তিনি আমার শ্রীমুখের পরিত্রাণ, আমার পরমেশ্বর।

সামসঙ্গীত ৪৪

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। কোরাহ্‌-সন্তানদের রচনা। মাস্কিল।*

[২] পরমেশ্বর, নিজ কানেই শুনেছি—
আমাদের পিতৃগণ আমাদের বলেছেন সেই সমস্ত কর্মের কথা
যা তুমি সাধন করেছিলে তাঁদের আমলে, সেই প্রাচীনকালে।

[৩] তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করতে তুমি বিজাতিদের তাড়িয়েছিলে নিজেরই হাতে,
তাঁদের সমৃদ্ধি দিতে তুমি জাতিসকলকে ছিন্নভিন্ন করেছিলে।
[৪] তাঁরা এই দেশ দখল করেছিলেন নিজেদের খড়্গাবলে নয়,
তাঁদের বাহু যে তাঁদের জয়ী করেছিল, তাও তো নয়;
তোমার ডান হাত, তোমার বাহু, তোমার শ্রীমুখেরই আলো তা করল,
কারণ তাঁদের প্রতি তুমি প্রসন্নই ছিলে।

[৫] হে পরমেশ্বর, তুমিই যে আমার রাজা,
আজ্ঞা কর, যাকোব করবে জয়লাভ!
[৬] আমরা আমাদের বিপক্ষদের পিছিয়ে দিই তোমারই দ্বারা,
আমাদের শত্রুদের মাড়িয়ে দিই তোমারই নামগুণে।

[৭] আমার ধনুকে আমি তো ভরসা রাখি না,
আমার খড়্গাও আমাকে ত্রাণ করে না,
[৮] তুমিই বিপক্ষদের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ কর,
আমাদের বিদ্বেষীদের লজ্জিত কর।

[৯] আমরা পরমেশ্বরে গর্ব করি সারাদিন,
তোমার নামের স্তুতি করি চিরকাল। *(বিরাম)*

[১০] কিন্তু এখন তুমি আমাদের পরিত্যাগ করেছ, করেছ অপমানের পাত্র,
তুমি আর বেরিয়ে যাও না আমাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে;
[১১] বিপক্ষদের সামনে পিছিয়ে যেতে আমাদের বাধ্য করলে,
আমাদের বিদ্বেষীরা লুণ্ঠন করে আমাদের সম্পদ।

[১২] তুমি আমাদের তুলে দিয়েছ জবাইখানার মেষের মত,
আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছ বিজাতিদের মাঝে;
[১৩] তোমার আপন জাতিকে বিক্রি করেছ বিনামূল্যেই যেন,
সেই মূল্যে তোমার হয়নি কোন লাভ।

[১৪] প্রতিবেশীদের কাছে আমাদের করেছ অপবাদের পাত্র,
আশেপাশের লোকদের কাছে উপহাস ও বিদ্রূপের বস্তু;
[১৫] বিজাতীয়দের কাছে আমাদের করেছ তামাশার বিষয়,
জাতিসকল অবজ্ঞায় মাথা নাড়ে।

[১৭] বিদ্রূপকারী ও নিন্দুকদের ডাকে,
প্রতিশোধকামী শত্রুদের সামনে
[১৬] আমার অপমানের কথা সামনেই রয়েছে সারাদিন,
লজ্জায় ঢেকে যায় আমার মুখ।

[১৮] আমাদের প্রতি এসব কিছু ঘটেছে এখন,
অথচ তোমাকে ভুলে গেছিলাম এমন নয়,
অবিশ্বস্তও ছিলাম না কো তোমার সন্ধির প্রতি।
[১৯] পিছন ফিরে তাকায়নি আমাদের হৃদয়,
আমাদের পদক্ষেপ কখনও সরে যায়নি তোমার পথ ছেড়ে।
[২০] তবুও তুমি এখন শিয়ালের আস্তানায় আমাদের করেছ চূর্ণ,
আমাদের আচ্ছন্ন করেছ মৃত্যু-ছায়ায়।

[২১] আমরা যদি ভুলে যেতাম আমাদের পরমেশ্বরের নাম,
যদি অঞ্জলি প্রসারিত করতাম বিদেশী কোন দেবতার প্রতি,
[২২] তবে পরমেশ্বর কি তা দেখতেন না?
তিনি তো জানেন হৃদয়ের যত গোপন গতি।
[২৩] তোমার খাতিরেই তো আমরা সারাদিন মৃত্যুর সম্মুখীন,
বধ্য মেষেরই মত গণ্য।

[২৪] জাগ! কেন ঘুমিয়ে রয়েছ, প্রভু?
নিদ্রাভঙ্গ হও; আমাদের পরিত্যাগ করো না চিরকাল ধরে!
[২৫] কেন লুকিয়ে রাখছ শ্রীমুখ?
কেনই ভুলে থাকছ আমাদের এ দশা, এ নিপীড়ন?
[২৬] ধুলায় তো তলিয়ে আছে আমাদের প্রাণ,
মাটিতে লেগে আছে আমাদের দেহ।

[২৭] উত্থিত হও, আমাদের সহায়তা কর,
তোমার কৃপার দোহাই সাধন কর আমাদের মুক্তিকর্ম!

সামসঙ্গীত ৪৫

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: লিলিফুল ...। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। মাস্কিল। প্রেম-গীত।*

[২] মধুর বাণী ফুটে ওঠে আমার হৃদয়ে—
রাজাকে শোনাব আমার কাব্য।
আমার জিহ্বা যেন ক্ষিপ্র লেখকের লেখনীর মত।

[৩] আদমসন্তানদের মধ্যে তুমি সুন্দরতম,
তোমার ওষ্ঠ প্রসাদে উচ্ছ্বসিত,
পরমেশ্বর যে তোমাকে আশিসধন্য করেছেন চিরকালের মত।

[৪] হে বীর, কটিদেশে খড়্গ বেঁধে নাও!
প্রভা ও মহিমা তোমারই!
[৫] সফল হও! সত্য, নম্রতা ও ধর্মময়তার পক্ষে রথে চড়!
তোমার ডান হাত তোমাকে শেখাবে ভয়ঙ্কর কীর্তি;
[৬] তোমার তীরগুলি জাতিসকলকে তোমার পদতলে বিদ্ধ করে,
রাজশত্রুরা নিষ্প্রাণ হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

[৭] হে পরমেশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী;
তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড।
[৮] তুমি ধর্মময়তা ভালবাস কিন্তু অধর্ম ঘৃণা কর,
এজন্য পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর তোমার সমকক্ষদের চেয়ে
তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন।

[৯] তোমার বসন সবই গন্ধরস, অগুরু ও দারুচিনির,
গজদন্তময় প্রাসাদগুলি থেকে তোমাকে বিনোদিত করে বীণার ঝঙ্কার।
[১০] তোমার প্রণয়িনীদের মধ্যে রয়েছেন কত রাজকন্যা;
ওফিরের সোনায় অলঙ্কৃতা হয়ে তোমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রানী।

[১১] শোন কন্যা, দেখ, কান পেতে শোন—
তোমার স্বজাতি, তোমার পিতৃগৃহের কথা ভুলে যাও;
[১২] রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হবেন;
তোমার প্রভুই তিনি—তাঁর চরণে কর প্রণিপাত।
[১৩] তুরস-বাসীরা আনে উপহার,
দেশে ধনবান সবাই তোমার শ্রীমুখের প্রত্যাশায় আছে।

[১৪] অন্তঃপুরে রাজকন্যার কী মহাগৌরব!
রত্নস্বর্ণ-খচিতই তাঁর বসন-ভূষণ।
[১৫] সুসজ্জিতা হয়ে তিনি এখন আনীতাই রাজার সামনে,
তাঁর পিছনে তাঁর কুমারী সখীদেরও আনা হচ্ছে তোমার সামনে,

[১৬] আনন্দোল্লাসের মাঝে আনীতা হয়ে
তাঁরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করছেন।
[১৭] তোমার পুত্রেরা থাকবে তোমার পিতৃপুরুষদের স্থলে,
তুমি তাদের করে তুলবে জনপ্রধান সারা পৃথিবীর উপর।

[১৮] আমি চিরস্মরণীয় করব তোমার নাম,
তাই জাতিসকল তোমার স্তুতিগান করে যাবে চিরদিন চিরকাল।

সামসঙ্গীত ৪৬

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। সুর: আলামোথ। গান।*

[২] পরমেশ্বর আমাদের আশ্রয়, আমাদের শক্তি,
সঙ্কটকালে তিনি নিত্য নিকটবর্তী সহায়;
[৩] তাই আমরা ভয় করব না যদিও পৃথিবী কম্পিত হয়,
যদিও পাহাড়পর্বত টলে যায় সমুদ্র-গর্ভে;
[৪] গর্জে ফুলে উঠুক জলরাশি,
তার তরঙ্গের আঘাতে কেঁপে উঠুক পর্বতমালা। *(বিরাম)*

[৫] রয়েছে এমন এক নদী যার নানা স্রোতস্বিনী
আনন্দিত করে তোলে পরমেশ্বরের নগর, পরাৎপরের পবিত্র আবাস;
[৬] পরমেশ্বর তার মধ্যে থাকেন—টলবে না সেই নগর,
ভোরের আবির্ভাবেই পরমেশ্বর তার সহায়তা করবেন।
[৭] দেশগুলো গর্জে উঠল, টলে গেল রাজ্যসকল,
তিনি কণ্ঠস্বর শোনালেই পৃথিবী ভয়ে গলে গেল।

[৮] সেনাবাহিনীর প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন,
যাকোবের পরমেশ্বর আমাদের দুর্গ। *(বিরাম)*

[৯] এসো তোমরা, দেখ প্রভুর কর্মকীর্তি,
পৃথিবীতে কী ভয়ঙ্কর কাজ করেছেন তিনি—
[১০] পৃথিবীর প্রান্তসীমায় রণ-যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটান,
ধনুক ভেঙে দেন, বর্শার অঙ্কুশ ছেটে ফেলেন,
আগুনে পুড়িয়ে দেন ঢাল।
[১১] 'শান্ত হও তোমরা, জেনে নাও, আমিই তো পরমেশ্বর,
জাতি-বিজাতির মাঝে আমি উচ্চতম, পৃথিবী জুড়ে উচ্চতম।'

[১২] সেনাবাহিনীর প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন,
যাকোবের পরমেশ্বর আমাদের দুর্গ। *(বিরাম)*

সামসঙ্গীত ৪৭

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

[২] সর্বজাতি, করতালি দাও,
আনন্দের কণ্ঠে পরমেশ্বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি,
[৩] কারণ পরাৎপর প্রভু ভীতিপ্রদ,
সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি মহান রাজা।

[৪] যত জাতিকে তিনি আমাদের অধীনে আনলেন,
যত দেশ আমাদের পদতলে;
[৫] আমাদের উত্তরাধিকার বেছে নিলেন আমাদেরই জন্য—
তাঁর প্রীতিভাজন যাকোবের গর্বের পাত্র। *(বিরাম)*

[৬] পরমেশ্বর আরোহণ করছেন জয়ধ্বনির মধ্যে,
প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে।
[৭] স্তবগান কর, পরমেশ্বরের স্তবগান কর,
স্তবগান কর, আমাদের রাজার উদ্দেশে স্তবগান কর।
[৮] পরমেশ্বরই সারা পৃথিবীর রাজা,

তাই নৈপুণ্যের সঙ্গে স্তবগান কর।

[৯] পরমেশ্বর জাতি-বিজাতির উপর রাজত্ব করেন,
পরমেশ্বর তাঁর পবিত্র সিংহাসনে সমাসীন।
[১০] আব্রাহামের পরমেশ্বরের আপন জাতির সঙ্গে
জাতিসকলের নেতৃবৃন্দ আজ সম্মিলিত;
কারণ পরমেশ্বরেরই তো পৃথিবীর সমস্ত ঢাল,
সর্বোচ্চ তিনি।

সামসঙ্গীত ৪৮

[১] *গান। সামসঙ্গীত। কোরাহ্‌-সন্তানদের রচনা।*

[২] আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে
প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়।
[৩] তাঁর সেই পবিত্র পর্বত, সেই সুন্দর উঁচুস্থানই
সারা পৃথিবীর আনন্দের আধার।
উত্তরপ্রান্তে ওই সিয়োন পর্বত—
ওই তো মহান রাজার রাজপুর।
[৪] তার দুর্গশ্রেণির মাঝে পরমেশ্বর
যেন দুর্গরূপেই দর্শন দিলেন।

[৫] ওই দেখ, রাজারা সম্মিলিত হয়ে
একসঙ্গে এগিয়ে এলেন;
[৬] দেখেই তাঁরা স্তম্ভিত হলেন,
সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন।

[৭] ওখানে তাঁদের অন্তরে জাগল শিহরণ,
প্রসবিনী নারীর যন্ত্রণাই যেন,
[৮] যেন পুব বাতাসের আঘাতে

ভেঙে যায় তার্শিশের যত জাহাজ।

[৯] যেমনটি শুনেছিলাম, তেমনি দেখেছি আমরা
সেনাবাহিনীর প্রভুর নগরীতে,
আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে—
পরমেশ্বর তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখলেন চিরকালের মত। *(বিরাম)*
[১০] তোমার মন্দিরে আমরা তোমার কৃপার কথা ধ্যান করি, পরমেশ্বর,
[১১] তোমার নামের মত, পরমেশ্বর,
তোমার প্রশংসাও পৃথিবীর চারপ্রান্তে পরিব্যাপ্ত,
তোমার ডান হাত ধর্মময়তায় পরিপূর্ণ।
[১২] সিয়োন পর্বত আনন্দিত,
তোমার বিচারগুলির জন্য যুদা-কন্যারা উল্লসিত।

[১৩] ঘুরে ঘুরে তোমরা সিয়োন প্রদক্ষিণ কর,
তার দুর্গমিনার গুনে দেখ,
[১৪] ভাল করে দেখ তার সব প্রাকার, তার দুর্গশ্রেণি পরিদর্শন কর,
আগামী প্রজন্মের মানুষকে একথা যেন বলতে পার—
[১৫] ইনিই তো পরমেশ্বর, আমাদের পরমেশ্বর চিরদিন চিরকাল,
যিনি মৃত্যুর ওপারে আমাদের চালিত করবেন।

সামসঙ্গীত ৪৯

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। কোরাহ্‌-সন্তানদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

[২] শোন, সকল জাতি,
কান পেতে শোন, সকল জগদ্বাসী—
[৩] উঁচু-নিচু শ্রেণির যত মানুষ,
ধনী-নিঃস্ব নির্বিশেষে।

[৪] আমার মুখ বলে প্রজ্ঞার বাণী,
আমার অন্তর জপ করে সুবুদ্ধির কথা।
[৫] আমি একটা প্রবাদে কান দেব,
বীণার সুরে আমার রহস্য উদ্ঘাটন করব।

[৬] কেন ভয় করব দুর্দশার দিনে?
যখন দুষ্কর্মাদের শঠতা আমাকে ঘিরে ফেলে, তখন ভয় কেন?
[৭] নিজেদের ধনসম্পদের উপর তো তারা ভরসা রাখে,
নিজেদের বিপুল সম্পত্তি নিয়ে তো গর্ব করে।

[৮] কেউই তো মুক্তিমূল্য দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না,
কেউই পরমেশ্বরকে দিতে পারে না কো নিজের মুক্তিমূল্য।
[৯] বেশিই তো নিজের প্রাণমুক্তির মূল্য,
[১০] চিরজীবী হবার জন্য, সেই গহ্বর না দেখবার জন্য
তা কখনও যথেষ্ট হবে না।

[১১] মানুষ তো দেখে—
প্রজ্ঞাবানদের মৃত্যু হয়, মূর্খ নির্বোধ দু'জনেরই বিলোপ হয়,
নিজ ধনসম্পদ তারা অন্যদের কাছে রেখে যায়।
[১২] তাদের সমাধিই হবে তাদের চিরকালীন গৃহ,
তাদের আবাস যুগযুগ ধরে।
অথচ নিজ নিজ নাম অনুসারেই তারা রেখেছিল দেশের নাম!

[১৩] মানুষ সৌভাগ্যে কাটাতে পারে না কো জীবন,
সে তো নশ্বর পশুরই মত!

[১৪] যারা অসার সম্পদের মালিক, এই তো তাদের পরিণাম,
নিজেদের মুখের কথায় যারা প্রসন্ন, এই তো তাদের ভবিষ্যৎ— *(বিরাম)*
[১৫] তারা মেষপালের মত পাতালে চালিত হবে;
মৃত্যুই চরাবে তাদের;

তারা সরাসরিই নেমে যাবে।
প্রত্যূষে ক্ষয় হবে তাদের রূপ,
পাতাল হবে তাদের আবাসগৃহ।

[১৬] অবশ্যই, পরমেশ্বর আমার প্রাণকে মুক্তি দেবেন,
হ্যাঁ, তিনি নিজেই পাতালের হাত থেকে আমাকে তুলে আনবেন। *(বিরাম)*

[১৭] মানুষ ধনী হলে তুমি ভয় পেয়ো না,
তার গৃহের গৌরব বৃদ্ধি পেলেও নয়;
[১৮] মৃত্যুকালে সঙ্গে করে সে কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না,
তার সেই গৌরবও তার পিছু পিছু যাবে না।

[১৯] জীবনকালে সে নিজেকে ধন্য মনে করে বলত,
'মঙ্গল ভোগ করেছ বলে তুমি স্তুতির পাত্র!'
[২০] না, সে যাবে তার পিতৃপুরুষদের বংশের সঙ্গে,
যারা আলো আর দেখতে পাবে না।

[২১] মানুষ সৌভাগ্যে কাটাতে পারে না কো জীবন,
সে তো নশ্বর পশুরই মত!

সামসঙ্গীত ৫০

[১] *সামসঙ্গীত। আসাফের রচনা।*

সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর স্বয়ং প্রভু কথা বলছেন,
সূর্যের উদয়স্থল থেকে তার অস্তস্থল পর্যন্ত মর্তকে ডাকছেন।
[২] সৌন্দর্যের পরম কান্তি সেই সিয়োন থেকে
পরমেশ্বর উদ্ভাসিত হন।

[৩] আমাদের পরমেশ্বর আসছেন, নীরব থাকবেন না;
তাঁর সম্মুখে সর্বগ্রাসী আগুন,

প্রচণ্ড ঝড় তাঁর চতুর্দিকে।

[৪] ঊর্ধ্বলোক থেকে তিনি স্বর্গকে ডাকছেন,
মর্তকে ডাকছেন তাঁর আপন জাতির বিচারের জন্য—
[৫] 'বলি উৎসর্গে আমার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছে যারা,
আমার সেই ভক্তদের আমার সামনে তোমরা সংগ্রহ কর।'
[৬] তখন স্বর্গ তাঁর ধর্মময়তা প্রচার করে—
স্বয়ং পরমেশ্বর বিচারকর্তা। *(বিরাম)*

[৭] 'শোন, আমার জাতি, আমি কথা বলব;
তোমার বিরুদ্ধেই, ইস্রায়েল, সাক্ষ্য দেব—
আমিই পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর!
[৮] তোমার সমস্ত যজ্ঞের জন্য যে তোমাকে ভর্ৎসনা করছি, তা নয়,
তোমার আহুতি সবসময়ই তো আমার সামনে।
[৯] কোন বৃষ নেব না তোমার গোশালা থেকে,
কোন ছাগও তোমার ঘেরি থেকে।
[১০] আমারই তো বনের সকল প্রাণী,
পাহাড়পর্বতে অজস্র যত জন্তু।
[১১] আমি চিনি পর্বতের সকল পাখি,
আমারই তো মাঠের যত জীব।

[১২] আমার ক্ষুধা পেলেও আমি বলতাম না তোমায়,
আমারই তো জগৎ ও তার যত বস্তু।
[১৩] আমি কি খাই বলদের মাংস?
আমি কি পান করি ছাগের রক্ত?

[১৪] স্তুতিবাদই হোক পরমেশ্বরের কাছে তোমার যজ্ঞ,
পরাৎপরের কাছে তোমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন কর;
[১৫] সঙ্কটের দিনে আমায় ডাক:

আমি তোমাকে নিস্তার করব আর তুমি আমাকে সম্মান করবে।’

[১৬] কিন্তু দুর্জনকে পরমেশ্বর বলেন,
‘কি করে আমার বিধিনিয়ম আবৃত্তি কর,
কি করে আমার সন্ধির কথা মুখে তুলে আন?
[১৭] তুমি তো যে শৃঙ্খলা ঘৃণা কর,
পিছনে ফেলে দাও আমার বাণীসকল।

[১৮] চোরকে দেখে তুমি তার সঙ্গে কত খুশি,
ব্যভিচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বই কর;
[১৯] অনিষ্ট কথনে ছেড়ে দাও মুখ,
ছলনাই আঁটে তোমার জিভ;
[২০] সারাদিন বসে তুমি তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে কথা বল,
আপন সহোদরের কুৎসা রটাও।
[২১] তুমি তাই কর আর আমি কি নীরব থাকব?
তুমি কি মনে কর, আমি তোমার মত?
আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করব,
তোমার মুখের উপরেই তোমাকে অভিযুক্ত করব।

[২২] একথা বুঝে নাও তোমরা, যারা পরমেশ্বরকে ভুলে গেছ,
পাছে তিনি তোমাদের ছিন্নভিন্ন করেন,
তবে উদ্ধারকর্তা থাকবে না কেউ।
[২৩] স্তুতি-যজ্ঞ, সেই তো আমার প্রতি সম্মান,
যার আচরণ নিখুঁত, তাকে দেখাব পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।’

সামসঙ্গীত ৫১

[১] গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা। [২] সেসময়ে, তিনি বেথশেবার কাছে যাওয়ার পর, নাথান নবী তাঁর কাছে এলেন।

[৩] আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, তোমার কৃপা অনুসারে,
তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।
[৪] আমার অন্যায় থেকে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর,
আমার পাপ থেকে শোধন কর আমায়।

[৫] আমার অপরাধ আমি তো জানি;
আমার সামনেই অনুক্ষণ আমার পাপ;
[৬] তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে করেছি পাপ।
তোমার চোখে যা কুৎসিত, তাই করেছি আমি—
কাজেই তোমার বাণীতে তুমি ধর্মময়,
তোমার বিচারে তুমি ত্রুটিহীন।

[৭] সত্যি, অন্যায়েই হয়েছে আমার জন্ম,
পাপেই আমার জননী আমায় গর্ভধারণ করলেন।
[৮] জানি, আন্তর সত্যনিষ্ঠায় তুমি প্রীত,
হৃদয়ের নিভৃতে তুমি প্রজ্ঞা শেখাও আমায়।
[৯] হিসোপ দিয়ে আমায় পাপমুক্ত কর, তবেই শুদ্ধ হব;
আমাকে ধৌত কর, তবেই তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠব;

[১০] আমাকে শোনাও পুলক ও আনন্দের সুর,
মেতে উঠবে সেই হাড়গুলি যা তুমি করেছ চূর্ণ।
[১১] আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ,
আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।

[১২] আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর,
আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।
[১৩] তোমার শ্রীমুখ থেকে আমাকে সরিয়ে দিয়ো না কো দূরে,
আমা থেকে তোমার পবিত্র আত্মাকে করো না হরণ।
[১৪] আমাকে ফিরিয়ে দাও তোমার ত্রাণের পুলক,

আমার মধ্যে এক উদার আত্মা ধরে রাখ।

[১৫] আমি অপরাধীদের শেখাব তোমার পথসকল,

পাপীরা তখন ফিরবে তোমার কাছে।

[১৬] হে পরমেশ্বর, আমার ত্রাণেশ্বর, রক্তপাত থেকে উদ্ধার কর আমায়,

আর আমার জিহ্বা করবে তোমার ধর্মময়তার গুণকীর্তন।

[১৭] হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ।

[১৮] যজ্ঞে তুমি যে প্রীত নও,

আমি আহুতি দিলে তাতেও তুমি প্রসন্ন নও।

[১৯] ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি,

ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

[২০] তোমার প্রসন্নতায় সিয়োনের মঙ্গল কর,

পুনর্নির্মাণ কর যেরুশালেমের প্রাচীর।

[২১] তখনই তুমি যথার্থ যজ্ঞ, আহুতি ও পূর্ণাহুতিতে প্রীত হবে,

তখনই তোমার বেদির উপরে নিবেদিত হবে বৃষের বলি।

সামসঙ্গীত ৫২

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। মাস্কিল। দাউদের রচনা।* [২] *সেসময়ে এদোমীয় দোয়েগ এসে শৌলকে এই খবর দিল যে, 'দাউদ আবিমেলেখের ঘরে প্রবেশ করেছে।'*

[৩] হে প্রভাবশালী মানুষ, কেন দুষ্কর্ম নিয়ে গর্ব কর?

ঈশ্বরের কৃপা নিত্যস্থায়ী!

[৪] তোমার জিহ্বা ধ্বংসের কথা কল্পনা করে,

তা শাণিত ক্ষুরেরই মত,

হে প্রতারণার সাধক।

[৫] ভালোর চেয়ে মন্দ,
সরল কথার চেয়ে মিথ্যাই তুমি ভালবাস ; *(বিরাম)*
[৬] তুমি সর্বনাশেরই সব কথা ভালবাস,
হে ছলনাপটু জিভ।

[৭] তাই ঈশ্বর তোমাকে ধ্বংস করবেন চিরকালের মত,
তোমার তাঁবু থেকে তোমাকে ধরে নিয়ে উচ্ছিন্ন করবেন,
তোমাকে নির্মূল করবেন জীবিতের দেশ থেকে ; *(বিরাম)*
[৮] তা দেখে ধার্মিকেরা ভয় পেয়ে
সেই লোকের পিছনে হেসে বলবে :
[৯] 'এই যে সেই লোক,
যে পরমেশ্বরকে করেনি তার আপন আশ্রয়দুর্গ,
বরং ধনসম্পদের প্রাচুর্যে ভরসা রাখল,
সব ধ্বংস করে শক্তি সঞ্চয় করল।'

[১০] আমি কিন্তু পরমেশ্বরের গৃহে যেন সতেজ জলপাইগাছের মত,
পরমেশ্বরের কৃপায় ভরসা রাখি চিরদিন চিরকাল।
[১১] তুমি যা করেছ, তার জন্য তোমার স্তুতি করব চিরকাল ;
তোমার ভক্তদের সামনে আশা রাখব তোমার নামেই,
মঙ্গলময় সেই নাম।

সামসঙ্গীত ৫৩

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর : মাহালাথ। মাস্কিল। দাউদের রচনা।*

[২] নির্বোধ মনে মনে বলে, 'পরমেশ্বর নেই।'
তারা ভ্রষ্ট মানুষ, অপকর্ম করে ;
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই।

[৩] স্বর্গ থেকে পরমেশ্বর আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন,
দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

[৪] তারা সবাই বিপথে গেছে,
সবাই মিলে কদাচার;
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই,
একজনও নেই।

[৫] যারা আমার জাতিকে গ্রাস করে যেমন রুটি গ্রাস করে খায়,
যারা পরমেশ্বরকে ডাকে না,
ওই অপকর্মাদের কি কোন জ্ঞান নেই?

[৬] ওরা ভয়শূন্য স্থানে নিদারুণ ভয়ে অভিভূত হবে,
কারণ পরমেশ্বর অত্যাচারীদের হাড় ছড়িয়ে দিলেন;
তুমি ওদের লজ্জায় অভিভূত করলে,
কারণ পরমেশ্বর ওদের করলেন পরিত্যাগ।

[৭] সিয়োন থেকে কে নিয়ে আসবে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ?
পরমেশ্বর যখন তাঁর আপন জাতিকে আবার ফিরিয়ে আনবেন,
তখন যাকোব মেতে উঠবে, ইস্রায়েল আনন্দ করবে।

সামসঙ্গীত ৫৪

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রে। মাস্কিল। দাউদের রচনা।*
[২] *সেসময়ে জিফের কয়েকটি লোক এসে শৌলকে বলল, 'দেখুন, দাউদ আমাদের কাছে লুকিয়ে আছে।'*

[৩] পরমেশ্বর, তোমার নামের দোহাই সাধন কর আমার পরিত্রাণ,
তোমার পরাক্রমের দোহাই সম্পন্ন কর আমার সুবিচার।
[৪] পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনা শোন,
কান দাও আমার মুখের কথায়।

[৫] উদ্ধত লোক আমার বিরুদ্ধে উঠছে,
হিংসাপন্থী লোক আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে,
তারা নিজেদের সামনে পরমেশ্বরকে রাখে না। *(বিরাম)*

[৬] সত্যি, পরমেশ্বরই আমার সহায়,
কেবল প্রভুই ধরে রাখেন আমার প্রাণ।
[৭] অনিষ্ট ফিরে যাক আমার শত্রুদের কাছে,
তোমার বিশ্বস্ততায় তুমি তাদের স্তব্ধ করে দাও।

[৮] আমি স্বেচ্ছাপূর্বক তোমার কাছে বলি উৎসর্গ করব,
তোমার নামের স্তুতিবাদ করব, প্রভু, মঙ্গলময় সেই নাম ;
[৯] হ্যাঁ, সেই নাম সকল সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছে আমায়,
আর আমি বিজয়ীর চোখে আমার শত্রুদের উপর তাকাতে পারলাম।

সামসঙ্গীত ৫৫

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রে। মাস্কিল। দাউদের রচনা।*

[২] আমার প্রার্থনায় কান দাও গো পরমেশ্বর,
আমার মিনতি থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখো না।
[৩] আমাকে শোন, সাড়া দাও ;
আমি তো দুশ্চিন্তায় অস্থির,
[৪] শত্রুর কোলাহলে, দুর্জনের অত্যাচারে আমি সন্ত্রাসিত।
আমার উপর ওরা দুর্দশা আনে,
ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে নির্যাতন করে।

[৫] বুকে হৃদয় কেঁপে কেঁপে ওঠে,
মৃত্যুর বিভীষিকা আমার উপর ঝরে পড়ে ;
[৬] আমাতে ভয় শিহরণ ঢোকে ;
আমাকে আতঙ্ক আচ্ছাদিত করে।

[৭] আমি বলি, 'কে আমাকে দিতে পারবে কপোতের মত ডানা,
আমি যেন উড়ে চলে গিয়ে বিশ্রাম পেতে পারি?
[৮] দেখ, আমি দূরে পালিয়ে
প্রান্তরে রাত্রিযাপন করতাম, *(বিরাম)*
[৯] ঝড়ঝঞ্ঝার কবল থেকে আশ্রয় পাবার জন্য
শীঘ্রই চলে যেতাম।'

[১০] ওদের ধ্বংস কর, প্রভু; ওদের ভাষায় বিভেদ আন;
নগরে আমি যে দেখি হিংসা বিবাদ।
[১১] দিনরাত নগরপ্রাচীরের উপর দিয়ে
ওরা ঘোরাফেরা করে,
[১২] ভিতরে অপকর্ম অধর্ম বিরাজিত;
ভিতরে শুধু সর্বনাশ;
শাসানি ও ছলনা কখনও রাস্তা-ঘাট ছাড়ে না।

[১৩] কোন শত্রু যে আমাকে অপবাদ দেয়, তেমন নয়,
তবে তা সহ্য করতাম।
কোন বিদ্বেষীও যে আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তেমন নয়,
তবে তার কাছ থেকে নিজেকে লুকোতে পারতাম।
[১৪] কিন্তু তুমিই তো তাই করছ,
তুমি যে আমার বন্ধু, আমার পরমাত্মীয়, আমার সাথী।
[১৫] আমরা মিলে কত না মধুর আলাপ করতাম,
কতই না অন্তরঙ্গতার সঙ্গে পরমেশ্বরের গৃহের দিকে হেঁটে চলতাম।

[১৬] ওদের উপর মৃত্যু নামুক;
ওরা জিয়ন্তই পাতালে নেমে যাক,
কারণ ওদের ঘরে ওদের অন্তরে অনিষ্ট বিরাজিত।

[১৭] আমি কিন্তু পরমেশ্বরকে ডাকি,
আর প্রভু ত্রাণ করেন আমায়।
[১৮] সন্ধ্যা সকাল মধ্যাহ্নে আমি বিলাপ করি, গর্জে উঠি,
আর তিনি শোনেন আমার কণ্ঠ।
[১৯] আমার আক্রমণকারীদের হাত থেকে
তিনি শান্তিদানে আমাকে মুক্ত করেন,
কারণ ভিড় করেই ওরা আমাকে ঘিরে রাখছিল।

[২০] আদি থেকে যিনি সিংহাসনে সমাসীন,
সেই ঈশ্বর আমাকে শুনে ওদের অবনমিত করবেন,
কারণ ওদের পরিবর্তনও নেই,
পরমেশ্বরকেও ওরা ভয় করে না।

[২১] ও বন্ধুর বিরুদ্ধে বাড়ায় হাত,
আপন সন্ধি লঙ্ঘন করে।
[২২] ননির চেয়ে মসৃণ ওর মুখ,
কিন্তু ওর অন্তরে সংগ্রাম,
তেলের চেয়েও স্নিগ্ধ ওর কথা,
কিন্তু খোলা খড়্গোরই মত।

[২৩] প্রভুর উপর ফেলে দাও তোমার বোঝা,
তিনি তোমাকে ধরে রাখবেন;
ধার্মিককে তিনি কখনও টলমল হতে দেবেন না।

[২৪] ওগো পরমেশ্বর, রক্তলোভী ছলনাপটু মানুষ যারা,
তাদের তুমি গভীর গহ্বরে নামিয়ে দেবে;
তারা আয়ুর মধ্যভাগেও পৌঁছতে পারবে না।
আমি কিন্তু তোমাতেই ভরসা রাখি।

সামসঙ্গীত ৫৬

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: যোনাথ্ এলেম রেহোকীম। দাউদের রচনা। মিক্তাম। সেসময়ে ফিলিস্তিনিরা তাঁকে গাথে বন্দি করে রাখছিল।*

[২] আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর,
মানুষ যে অত্যাচার করে আমায়;
সারাদিন আক্রমণ চালিয়ে আমাকে তাড়না দেয়।
[৩] সারাদিন আমার শত্রুরা অত্যাচার করে আমায়,
কিন্তু, সেই ঊর্ধ্বলোকে, অনেকেই আমার পক্ষে সংগ্রামরত।

[৪] ভয়ের দিনে আমি তোমাতে ভরসা রাখি,
[৫] পরমেশ্বরে আমি তাঁর বাণীর প্রশংসা করি,
পরমেশ্বরেই তো ভরসা রাখি, ভীত হব না,
নশ্বর মানুষ আমার জন্য কীবা করতে পারবে?

[৬] সারাদিন ওরা আমার কথা উলট-পালট করে,
আমার অনিষ্টের জন্য ভাবতে থাকে;
[৭] ষড়যন্ত্র করে, চেয়ে থাকে আমার দিকে,
আমার প্রাণ হরণের প্রত্যাশায়
লক্ষ করে আমার পদক্ষেপ।
[৮] অমন অপকর্মের জন্য ওরা যেন রেহাই না পেতে পারে!
ক্রোধভরে, পরমেশ্বর, জাতিসকলকে ধুলায় লুটিয়ে দাও।

[৯] তুমি আমার দুর্দশার হিসাব রেখেছ,
তোমার পাত্রে রাখ গো আমার চোখের জল,
এসব কি তোমার খাতায় নেই?

[১০] আমি তোমাকে ডাকলেই
সেদিন আমার শত্রুরা পিছন ফিরে চলে যাবে।

এতেই আমি জানি, পরমেশ্বর আমার পক্ষে।

[১১] পরমেশ্বরে আমি তাঁর বাণীর প্রশংসা করি,
প্রভুতে তাঁর বাণীর প্রশংসা করি,
[১২] পরমেশ্বরেই তো ভরসা রাখি, ভীত হব না,
লোকে আমার জন্য কীবা করতে পারবে?

[১৩] ওগো পরমেশ্বর, আমি আমার সকল ব্রতের অধীন—
তোমাকে অর্ঘ্য নিবেদন করে জানাব ধন্যবাদ;
[১৪] কারণ তুমি মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ,
পতন থেকে আমার পা করেছ উদ্ধার;
আমি যেন তোমার সম্মুখে, পরমেশ্বর,
জীবনের আলোতে চলতে পারি।

সামসঙ্গীত ৫৭

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: বিনাশ করো না। দাউদের রচনা। মিক্তাম। সেসময়ে তিনি শৌলের সামনে থেকে গুহায় পালিয়ে যান।*

[২] আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, আমাকে দয়া কর,
তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছে আমার প্রাণ;
আমি তোমার পক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় নেব
যতক্ষণ সর্বনাশ না চলে যায়।
[৩] চিৎকার করে আমি পরাৎপর পরমেশ্বরকে ডাকি,
সেই ঈশ্বরকে যিনি পরাৎপর প্রতিফলদাতা।
[৪] স্বর্গ থেকে পাঠিয়ে তিনি আমায় ত্রাণ করুন,
আমার অত্যাচারীদের ভর্ৎসনা করুন; *(বিরাম)*
পরমেশ্বর তাঁর কৃপা ও বিশ্বস্ততা পাঠান যেন।

[৫] সিংহপালের মাঝে আমি শুয়েই থাকি,
মানুষদের প্রতি ওরা ঈর্ষায় জ্বলন্ত :
ওদের দাঁত বর্শা ও তীর,
ওদের জিহ্বা তীক্ষ্ণ খড়্গ।

[৬] স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হও, পরমেশ্বর,
সারা পৃথিবীর উপর বিরাজ করুক তোমার গৌরব।

[৭] আমার পায়ের সামনে ওরা জাল পাতল,
আমার প্রাণের জন্য পাতল ফাঁস,
আমার সামনে গর্ত খুঁড়ল,
কিন্তু তার মধ্যে নিজেরাই পড়ে গেল। *(বিরাম)*

[৮] আমার অন্তর সুস্থির, পরমেশ্বর,
আমার অন্তর সুস্থির,
আমি গান গাইব, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার।
[৯] জাগ, আমার গৌরব!
জাগ, সেতার ও বীণা!
আমি উষাকে জাগরিত করব।

[১০] জাতিসকলের মাঝে আমি তোমার স্তুতিগান করব, প্রভু;
সর্বদেশের মানুষের মাঝে করব তোমার স্তবগান,
[১১] কারণ মহান, আহা, আকাশছোঁয়াই তোমার কৃপা,
মেঘলোক-প্রসারী বিশ্বস্ততা তোমার।

[১২] স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হও, পরমেশ্বর,
সারা পৃথিবীর উপর বিরাজ করুক তোমার গৌরব।

সামসঙ্গীত ৫৮

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর : বিনাশ করো না। দাউদের রচনা। মিক্তাম।*

[২] হে প্রতাপশালীরা, তোমরা কি সত্যি ন্যায্য রায় উচ্চারণ কর?
তোমরা কি সততার সঙ্গে আদমসন্তানদের বিচার কর?
[৩] না! অন্তরে তোমরা অন্যায়ই গড়ে তোল,
পৃথিবী জুড়ে তোমাদের হাত হিংসাই তৈরি করে।
[৪] মাতৃগর্ভ থেকে দুর্জনেরা বিপথগামী,
জন্ম থেকে মিথ্যাবাদীরা পথভ্রষ্ট।

[৫] বিষাক্ত সাপেরই মত ওরা বিষাক্ত,
বধির চন্দ্রবোড়ারই মত যা কান বন্ধ করে,
[৬] পাছে শোনে সাপুড়ের সুর,
নিপুণ মন্ত্রজালিকের সুর।

[৭] ওদের মুখের দাঁত ভেঙে দাও গো পরমেশ্বর,
উপড়ে ফেল যত সিংহের দাঁত, ওগো প্রভু।
[৮] সরে যাওয়া জলের মতই ওরা বিলীন হয়ে যাক,
ম্লান হয়ে পড়া তেমন মানুষদের মত নিজেদের তীর মাড়িয়ে দিক,
[৯] চলতে চলতে গলে যাওয়া শামুকের মত হোক,
সূর্য দেখে না, গর্ভে এমন মৃত ভ্রূণেরই মত হোক।
[১০] কাঁটাগাছ কিংবা বন্যজন্তু বা আগুন
এক পলকেই ওদের ছিনিয়ে নিক।

[১১] প্রতিশোধ দেখে ধার্মিকজন আনন্দ করবে,
দুর্জনের রক্তে পা ধুয়ে নেবে।
[১২] মানুষ তখন বলবে, ‘ধার্মিকের জন্য সত্যি পুরস্কার আছে;
সত্যি ঈশ্বর আছেন, যিনি পৃথিবীতে বিচার সম্পাদন করেন।’

সামসঙ্গীত ৫৯

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: বিনাশ করো না। দাউদের রচনা। মিক্তাম। সেসময়ে শৌল দাউদকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের কাছে ওত পেতে থাকতে লোক পাঠিয়েছিলেন।*

[২] শত্রুদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর, পরমেশ্বর আমার,
আক্রমণকারীদের হাত থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ।
[৩] অপকর্মাদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
আমাকে ত্রাণ কর রক্তলোভী মানুষদের হাত থেকে।

[৪] দেখ, ওরা আমার প্রাণ নেবার জন্য ওত পেতে আছে,
শক্তিশালীরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে;
আমার কোন অন্যায় নেই, নেই কোন পাপ, ওগো প্রভু,
[৫] আমি নির্দোষী হলেও ওরা ছুটে আসছে, নিজেদের প্রস্তুত করছে।
জাগ, আমার কাছে এসে চেয়ে দেখ!
[৬] হে প্রভু সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
সকল বিজাতির শাস্তি দিতে নিদ্রাভঙ্গ হও,
জঘন্য বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি দয়া করো না। *(বিরাম)*

[৭] সন্ধ্যায় ওরা ফিরে আসে, কুকুরের মত ডাক ছাড়ে,
শহরের পথে-ঘাটে ঘোরে।
[৮] দেখ, ওদের মুখে কেমন কথা!
ওদের ঠোঁটে রয়েছে খড়্গ:
‘কেবা আমাদের শুনতে পায়?’

[৯] তুমি কিন্তু, প্রভু, ওদের নিয়ে তুমি তো হাস,
সকল বিজাতিকে উপহাস কর।
[১০] হে শক্তি, তোমারই দিকে চেয়ে আছি,
তুমিই যে আমার দুর্গ, হে পরমেশ্বর।

[১১] সেই কৃপাময় পরমেশ্বর এসে দাঁড়াবেন আমার সামনে,
পরমেশ্বরের জন্যই আমি আমার শত্রুদের উপর বিজয়ীর চোখে তাকাতে পারব।

[১২] তুমি ওদের সংহার করো না, পাছে আমার স্বজাতি ভুলে যায়,
তোমার প্রতাপে ওদের তাড়িত করে লুটিয়ে দাও,
হে প্রভু, আমাদের ঢাল।
[১৩] ওদের ঠোঁটের কথা মুখের পাপমাত্র!
ওদের অহঙ্কারে নিজেরাই ধরা পড়ুক,
ওরা যে অভিশাপ ও মিথ্যা উচ্চারণ করে!
[১৪] ওদের শেষ করে ফেল, রুষ্ট হয়ে ওদের শেষ করে ফেল,
ওরা নিশ্চিহ্ন হোক;
জানুক যে পরমেশ্বরই পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত
যাকোবের উপর প্রভুত্ব করেন। *(বিরাম)*

[১৫] সন্ধ্যায় ওরা ফিরে আসে, কুকুরের মত ডাক ছাড়ে,
শহরের পথে-ঘাটে ঘোরে;
[১৬] শিকারের খোঁজে ঘোরে;
তৃপ্ত না হলে গড়গড় করে।

[১৭] আমি কিন্তু করব তোমার শক্তির গুণগান,
প্রভাতে করব তোমার কৃপার গুণকীর্তন,
তুমি যে হলে আমার দুর্গ,
সঙ্কটের দিনে আমার আশ্রয়স্থল।

[১৮] হে শক্তি, তোমার উদ্দেশে স্তবগান করব,
হে পরমেশ্বর, তুমি যে আমার দুর্গ,
তুমি যে আমার কৃপাময় পরমেশ্বর।

সামসঙ্গীত ৬০

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: শুশান এদুৎ। মিক্তাম। দাউদের রচনা। শিক্ষণীয়।* [২] *সেসময়ে তিনি আরাম-নাহারাইমের ও আরাম জোবার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, এবং যোয়াব ফেরার পথে লবণ-উপত্যকায় এদোমীয়দের বারো হাজার লোক পরাজিত করলেন।*

[৩] হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের ত্যাগ করেছ, করেছ ভগ্নচূর্ণ,
তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে, এখন ফিরে এসো আমাদের কাছে।
[৪] এ দেশকে কম্পান্বিত করেছ, করেছ দীর্ণ,
এর ফাটলগুলি সংস্কার কর—টলে যাচ্ছে যে দেশ!
[৫] তোমার জাতিকে দেখিয়েছ দুর্দশার দিন,
আমাদের পান করিয়েছ এমন এক আঙুররস—
আমাদের ঘুর লাগে এখন।

[৬] যারা তোমাকে ভয় করে, তাদের দিয়েছ একটা চিহ্ন,
ধনুকের আঘাত থেকে তারা যেন দূরে পালিয়ে যেতে পারে। *(বিরাম)*
[৭] তোমার প্রীতিভাজনেরা যেন নিস্তার পেতে পারে,
তোমার ডান হাত দ্বারা আমাদের ত্রাণ কর, সাড়া দাও।

[৮] তাঁর পবিত্রধামে পরমেশ্বর কথা বললেন,
'আমি উল্লাস করব, শিখেম বিভক্ত করব,
সুক্কোথ উপত্যকা মেপে নেব।
[৯] গিলেয়াদ তো আমার, মানাশেও আমার,
এফ্রাইম আমার শিরস্ত্রাণ, যুদা আমার রাজদণ্ড,
[১০] মোয়াব আমার ধোয়ার পাত্র,
এদোমের উপর পাদুকা নিক্ষেপ করব,
ফিলিস্তিয়ার উপর আমার জয়নাদ তুলব।'

[১১] কে আমাকে সুরক্ষিত নগরীতে নিয়ে যাবে?
কে আমাকে এদোমে চালনা করবে?
[১২] হে পরমেশ্বর, তুমিই নয় কি, যে তুমি ত্যাগ করেছ আমাদের,
যে তুমি, হে পরমেশ্বর, আর বেরিয়ে যাও না আমাদের বাহিনীর সঙ্গে?

[১৩] শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তায় এসো,
বৃথাই যে মানুষের দেওয়া পরিত্রাণ।
[১৪] পরমেশ্বরের সঙ্গে আমরা পরাক্রম সাধন করব,
তিনিই তো আমাদের শত্রুদের পায়ে মাড়িয়ে দেবেন।

সামসঙ্গীত ৬১

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রে। দাউদের রচনা।*

[২] আমার চিৎকার শোন গো পরমেশ্বর,
আমার প্রার্থনায় মনোযোগ দাও।
[৩] পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই তোমায় ডাকছি,
আমার অন্তর মূর্ছিত-প্রায়;
আমার পক্ষে উঁচু সেই শৈলে আমায় নিয়ে চল।
[৪] তুমিই তো হলে আমার আশ্রয়,
শত্রুর সামনে দৃঢ় দুর্গমিনার।

[৫] তোমার তাঁবুতে বাস করব চিরকাল,
তোমার ডানার নিভৃতে আশ্রয় নেব, *(বিরাম)*
[৬] কারণ তুমি, পরমেশ্বর, শুনেছ আমার ব্রতসকল,
যারা ভয় করে তোমার নাম,
তাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার দিয়েছ আমায়।

[৭] রাজার আয়ুর দিনগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে দাও,
তাঁর জীবনের বর্ষগুলি প্রসারিত হোক যুগে যুগান্তে।

[৮] পরমেশ্বরের সম্মুখে তিনি সিংহাসনে চিরসমাসীন থাকুন,
কৃপা ও বিশ্বস্ততা তাঁকে রক্ষা করুক।
[৯] তবেই আমি চিরদিন করব তোমার নামগান,
দিনে দিনে আমার ব্রতগুলি উদ্‌যাপন করব।

সামসঙ্গীত ৬২

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। ইদুথুনের সুর অনুসারে। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] কেবল পরমেশ্বরেই স্বস্তি পায় আমার প্রাণ,
তাঁরই কাছ থেকে আসে আমার পরিত্রাণ।
[৩] কেবল তিনিই আমার শৈল, আমার পরিত্রাণ,
তিনি আমার দুর্গ—আমি টলব না।

[৪] এই যে মানুষ হেলে পড়া কোন প্রাচীরের মত,
টলমল কোন বেড়ারই মত,
তাকে বিধ্বস্ত করতে তোমরা একযোগে আক্রমণ চালাবে আর কতকাল?
[৫] উচ্চপদ থেকে তাকে নামাবার জন্য ওরা শুধু ফন্দি আঁটে,
মিথ্যায় প্রসন্ন ওরা,
মুখে আশীর্বাদ করে,
কিন্তু মনে মনে অভিশাপ দেয়। *(বিরাম)*

[৬] কেবল পরমেশ্বরেই স্বস্তি পায় আমার প্রাণ,
তাঁরই কাছ থেকে আসে আমার আশা;
[৭] কেবল তিনিই আমার শৈল, আমার পরিত্রাণ,
তিনি আমার দুর্গ—আমি টলব না।
[৮] পরমেশ্বরেই আমার পরিত্রাণ, আমার গৌরব;
পরমেশ্বরেই আমার শক্তিশৈল, আমার আশ্রয়।
[৯] হে জনগণ, তাঁর উপরেই অনুক্ষণ ভরসা রাখ,

তাঁর সম্মুখে অন্তর উজাড় করে দাও—পরমেশ্বর আমাদের আশ্রয়। *(বিরাম)*

[১০] সত্যি, আদমসন্তান একটা ফুৎকার মাত্র,
মানবসন্তান মায়াই শুধু,
দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে তারা মিলে ফুৎকারের চেয়েও লঘুভার।

[১১] তোমরা শোষণে ভরসা রেখো না,
লুণ্ঠনেও বৃথা আশা রেখো না ;
ধনসম্পদে হৃদয় আসক্ত করো না,
যদিও সেই সম্পদ বাড়ে।

[১২] পরমেশ্বর একটি কথা বলেছেন,
আমি শুনেছি দু'টি কথা—
পরমেশ্বরেরই তো সর্বশক্তি,
[১৩] কৃপাও তোমার, ওগো প্রভু,
তুমি তো প্রত্যেককে কাজ অনুযায়ী দান কর প্রতিফল।

সামসঙ্গীত ৬৩

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা। সেসময়ে তিনি যুদার মরুপ্রান্তরে ছিলেন।*

[২] ওগো পরমেশ্বর, ওগো আমার ঈশ্বর, ভোর হতে তোমারই অন্বেষণ করি,
তোমারই জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর,
তোমারই জন্য আমার দেহ ব্যাকুল,
যেন শুষ্ক, শীর্ণ, জলহীন ভূমি।
[৩] তাই পবিত্রধামে তোমার দিকেই দৃষ্টি রাখি
তোমার শক্তি ও গৌরব দেখবার জন্য।

[৪] তোমার কৃপা জীবনের চেয়ে শ্রেয়,
তাই আমার ওষ্ঠ তোমার মহিমাকীর্তন করবে।
[৫] তাই যতদিন বাঁচব আমি তোমাকে বলব ধন্য,

তোমার নামে দু’হাত তুলব।
[৬] সুস্বাদু ভোজেই যেন তৃপ্ত হবে আমার প্রাণ,
আনন্দপ্লুত ওষ্ঠে আমার মুখ করবে তোমার প্রশংসাবাদ।

[৭] শয়নে আমি তোমায় স্মরণ করি,
রাতের প্রহরে প্রহরে করি তোমার ধ্যান।
[৮] তুমি আমার সহায় হলে,
তাই তোমার পক্ষ-ছায়ায় আমি করি আনন্দগান।
[৯] তোমাকে আঁকড়ে থাকে আমার প্রাণ,
আমাকে ধরে রাখে তোমার ডান হাত।

[১০] কিন্তু আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট যারা,
তারা নেমে যাবে পৃথিবীর তলদেশে।
[১১] তাদের তুলে দেওয়া হবে খড়্গের মুখে,
শিয়ালদেরই খাদ্য হবে তারা।
[১২] রাজা কিন্তু পরমেশ্বরে আনন্দ করবেন,
যে কেউ তাঁর দিব্যি দিয়ে শপথ করে, সে গর্ববোধ করবে,
কারণ বন্ধ করা হবেই মিথ্যাবাদীদের মুখ।

সামসঙ্গীত ৬৪

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] শোন, পরমেশ্বর, আমার বিলাপের কণ্ঠ,
শত্রুর ভয়ভীতি থেকে আমার জীবন রক্ষা কর।
[৩] দুষ্কর্মাদের চক্রান্ত থেকে, অপকর্মাদের কোলাহল থেকে
আমাকে লুকিয়ে রাখ।

[৪] ওরা জিহ্বা তীক্ষ্ণ করে খড়্গের মত,
তীরের মতই ছোড়ে তিক্ত কথা।

[৫] নিভৃতস্থান থেকে ওরা নির্দোষকে লক্ষ করে,
হঠাৎ তীর ছোড়ে, আর কিছুই করে না ভয়।
[৬] কুকর্মের জন্য ওরা মন স্থির করে,
গোপনে ফাঁদ পাতার ষড়যন্ত্র করে,
ওরা বলে, 'কে তা দেখতে পাবে?'
[৭] অন্যায়ের কথা ভেবে ওরা সুচিন্তিত ফন্দি খাটায়।
মানুষ তো একটা সমাধিস্থল, তার অন্তর অতল।

[৮] পরমেশ্বর কিন্তু ওদের উপর তীর ছুড়বেন,
হঠাৎ আহত হবে ওরা;
[৯] ওদের নিজেদের জিহ্বাই ঘটাবে ওদের পতন,
ওদের দেখে সবাই মাথা নেড়ে উপহাস করবে।

[১০] তখন ভয় পেয়ে
সকলে পরমেশ্বরের কীর্তিকথা প্রচার করবে,
তিনি যা সাধন করেছেন, তা বুঝতে পারবে।

[১১] ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করবে,
প্রভুতে আশ্রয় নেবে;
সরলহৃদয় সকল মানুষ উৎফুল্ল হবে।

সামসঙ্গীত ৬৫

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা। গান।*

[২] হে পরমেশ্বর, সিয়োনে প্রশংসা তোমার প্রাপ্য;
তোমার কাছে ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়;
[৩] তুমি যে মিনতি শোন;
তোমার কাছে আসে নশ্বর সকল জীব।
[৪] আমাদের পক্ষে ভারী তো অপরাধের বোঝা,

কিন্তু আমাদের যত অন্যায় তুমি মার্জনা কর।

[৫] সুখী সেই জন, যাকে বেছে নিয়ে তুমি কাছে ডাকলে,
সে তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস।
তোমার গৃহের মঙ্গলদানে,
তোমার মন্দিরের পবিত্রতায় আমরা পরিতৃপ্ত হব।
[৬] তোমার ধর্মময়তার ভয়ঙ্কর কীর্তি দ্বারাই
তুমি তো আমাদের সাড়া দাও, হে আমাদের ত্রাণেশ্বর;
পৃথিবীর সকল প্রান্তের,
সুদূর যত সাগরের ভরসা যে তুমি,

[৭] তুমি পরাক্রমে পরিবৃত হয়ে
মহাপ্রতাপে পাহাড়পর্বত কর অবিচল।
[৮] তুমি শান্ত কর সাগর-গর্জন,
তরঙ্গ-গর্জন, জাতিসকলের কোলাহল।
[৯] তোমার মহা মহা চিহ্ন দে'খে
ভয় পেল পৃথিবীর প্রান্তদেশের অধিবাসী।
প্রভাত ও সন্ধ্যার বহির্দ্বারে
তুমি জাগাও আনন্দধ্বনি।

[১০] এই পৃথিবীকে দেখতে এসে তা তুমি জলসিক্ত কর,
প্রচুর দানেই তাকে ধনবতী করে তোল;
উছলে পড়ে পরমেশ্বরের নদী,
শস্যের ফসল ফলাও তুমি;
এভাবেই তুমি প্রস্তুত কর মাটির বুক—
[১১] জলসিক্ত কর তার খাঁজ, সমান কর তার আল,
তা কোমল কর বৃষ্টিধারায়,
তার অঙ্কুর আশীর্বাদ কর।

[১২] তুমি বছরকে তোমার মঙ্গলদানেই মুকুটভূষিত কর,
তোমার রথ গমনে ঝরে পড়ে প্রাচুর্যের ধারা;
[১৩] প্রান্তরের চারণভূমিতেও ঝরে পড়ে থাকে সেই ধারা;
গিরিশ্রেণির গায়ে আনন্দের সাজ।
[১৪] মাঠ মেষপাল-বসনে পরিবৃত,
উপত্যকা শস্য-আবরণে অলঙ্কৃত,
সবকিছু জয়ধ্বনি করে, করে গান।

সামসঙ্গীত ৬৬

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। গান। সামসঙ্গীত।*

সমগ্র পৃথিবী,
পরমেশ্বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল আনন্দচিৎকার,
[২] তাঁর নামের গৌরবে স্তবগান কর,
তাঁকে অর্পণ কর গৌরবময় প্রশংসাগান।
[৩] পরমেশ্বরকে বল: 'তোমার কর্মকীর্তি কত ভয়ঙ্কর!
তোমার প্রতাপ কত মহান!
তাই তোমার শত্রুরা তোমার বশ্যতা স্বীকার করে।
[৪] সমগ্র পৃথিবী তোমার উদ্দেশে প্রণত হোক,
তোমার উদ্দেশে স্তবগান করুক, করুক তোমার নামগান।' *(বিরাম)*

[৫] এসো তোমরা, দেখ পরমেশ্বরের যত কাজ,
আদমসন্তানদের জন্য তাঁর কর্মকীর্তি কেমন ভয়ঙ্কর!
[৬] তিনি সাগর শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করলেন,
পায়ে হেঁটেই পার হল তারা;
সেইখানে এসো, আমরা তাঁকে নিয়ে আনন্দ করি।
[৭] স্বপরাক্রমে যিনি শাসন করেন চিরকাল,
তাঁর চোখ দেশগুলিকে লক্ষ করে,

বিদ্রোহীরা তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না। *(বিরাম)*

[৮] জাতিসকল, আমাদের পরমেশ্বরকে বল ধন্য,
শোনা যাক তাঁর প্রশংসাগানের সুর।
[৯] তিনিই তো জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন আমাদের প্রাণ,
আমাদের পা টলমল হতে দিলেন না।
[১০] তুমি আমাদের পরীক্ষা করেছ, পরমেশ্বর,
আমাদের শোধন করেছ যেইভাবে রুপো শোধন করা হয়।
[১১] আমাদের নিয়ে গেছ কারাবাসে,
আমাদের পিঠে চাপিয়েছ বোঝা।
[১২] আমাদের মাথার উপর দিয়ে
মানুষকে চড়াতে দিয়েছ ঘোড়া ;
আগুন ও জল পার হয়ে এসেছি আমরা,
শেষে কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ প্রাচুর্যের দিকে।

[১৩] আহুতিবলি নিয়ে আমি তোমার গৃহে ঢুকব,
তোমার কাছে উদ্‌যাপন করব সেই ব্রতসকল,
[১৪] আমার ওষ্ঠ যা উচ্চারণ করল,
সঙ্কটে আমার মুখ যা প্রতিজ্ঞা করল।
[১৫] তোমার উদ্দেশে আমি দগ্ধ মেষের ধূপ-ধোঁয়ার সঙ্গে
নধর পশু আহুতিরূপে উৎসর্গ করব,
বৃষের সঙ্গে ছাগও বলিদান করব। *(বিরাম)*

[১৬] এসো, শোন তোমরা সকলে, পরমেশ্বরকে ভয় কর যারা,
এসো, তোমাদের বলব আমার জন্য কী করেছেন তিনি—
[১৭] আমার এই মুখে আমি চিৎকার করে ডেকেছিলাম তাঁকে,
আমার এই জিহ্বায় বেজে উঠেছিল তাঁর বন্দনাগান।
[১৮] মনে মনে আমি যদি অধর্মের প্রতি আসক্ত থাকতাম,

তবে প্রভু আমাকে শুনতেন না।
[১৯] কিন্তু সত্যি শুনেছেন পরমেশ্বর,
তিনি মনোযোগ দিয়েছেন আমার প্রার্থনার কণ্ঠে।

[২০] ধন্য পরমেশ্বর! তিনি তো ফিরিয়ে দেননি প্রার্থনা আমার,
আমা থেকে ফিরিয়ে নেননি তিনি তাঁর কৃপা।

সামসঙ্গীত ৬৭

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রে। সামসঙ্গীত। গান।*

[২] পরমেশ্বর আমাদের দয়া করুন, আমাদের আশীর্বাদ করুন,
আমাদের উপর আপন শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তুলুন, *(বিরাম)*
[৩] যেন পৃথিবীতে জ্ঞাত হয় তোমার পথ,
সকল দেশের মাঝে তোমার পরিত্রাণ।

[৪] জাতিসকল তোমার স্তুতি করুক, পরমেশ্বর,
সর্বজাতি করুক তোমার স্তুতি।

[৫] মহোল্লাসে আনন্দগান করুক সকল দেশ,
তুমি যে ন্যায়ের সঙ্গেই জাতিসকল বিচার কর,
পৃথিবীতে যত দেশ চালিত কর। *(বিরাম)*

[৬] জাতিসকল তোমার স্তুতি করুক, পরমেশ্বর,
সর্বজাতি করুক তোমার স্তুতি।

[৭] এই দেশভূমি দিয়েছে তার আপন ফসল;
পরমেশ্বর, আমাদের পরমেশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন।
[৮] পরমেশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন,
তাঁকে ভয় করুক পৃথিবীর সকল প্রান্ত।

সামসঙ্গীত ৬৮

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। দাউদের রচনা। সামসঙ্গীত। গান।*

[২] উত্থিত হোন পরমেশ্বর, তাঁর শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হোক,
তাঁর বিদ্বেষীরা তাঁর সম্মুখ থেকে পালিয়ে যাক।
[৩] ধোঁয়া যেমন দূর করা হয়,
তেমনি তুমি ওদের দূর করে দাও,
মোম যেমন গলে আগুনের মুখে,
তেমনি পরমেশ্বরের সম্মুখে দুর্জনেরা লুপ্ত হোক।

[৪] ধার্মিকেরা কিন্তু আনন্দ করুক,
পরমেশ্বরের সম্মুখে উল্লাস করুক,
আনন্দে মেতে উঠুক,
[৫] পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান গাও তোমরা, কর তাঁর নামগান,
মেঘপ্রান্তরে 'প্রভু' নামে যিনি রথে চড়েন,
প্রস্তুত কর তাঁর পথ, তাঁর সম্মুখে কর আনন্দোল্লাস।

[৬] এতিমদের পিতা, বিধবাদের রক্ষক,
তা-ই পরমেশ্বর নিজের পবিত্র বাসস্থানে।
[৭] পরমেশ্বর সঙ্গীহীনদের ঘরে আসন দেন,
বন্দিদের আনন্দময় মুক্তিদানে বের করে আনেন,
বিদ্রোহীরা কিন্তু বসবাস করবে দগ্ধ মাটির দেশে।

[৮] হে পরমেশ্বর, যখন তুমি বেরিয়ে যেতে তোমার আপন জাতির সামনে,
যখন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে তুমি যাত্রা করতে, *(বিরাম)*
[৯] তখন সিনাইয়ের পরমেশ্বরের সম্মুখে, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর যিনি,
সেই পরমেশ্বরের সম্মুখে পৃথিবী কেঁপে উঠল,
আকাশ ঝরাল বৃষ্টিধারা।
[১০] তুমি তখন অপর্যাপ্ত বর্ষা সিঞ্চন করলে, পরমেশ্বর,

তোমার উত্তরাধিকারের শ্রান্ত মানুষকে তুমি উজ্জীবিত করলে।
[১১] তোমার লোকেরা সেই স্থানে বাস করল,
যা তোমার মঙ্গলময়তায়, পরমেশ্বর, তুমি প্রস্তুত করেছিলে দীনহীনের জন্য।

[১২] প্রভু একটি বাণী ঘোষণা করেন,
শুভসংবাদ এ: ‘সেনাদল সুবিশাল!
[১৩] যত রাজা ও সেনাদল পালিয়ে যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে,
ঘরের সেই সুন্দরী লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ করে নিচ্ছে।

[১৪] তোমরা মেষঘেরিতে ঘুমিয়ে পড়ছ,
এমন সময়ে কপোতীর ডানা রুপোয় মোড়া,
পালকে পালকে সোনার আভা।’
[১৫] সেই সর্বশক্তিমান যখন রাজাদের চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন,
তখন সাল্‌মোন পর্বতে হল তুষারপাত।

[১৬] বাশানের পর্বত পরমেশ্বরেরই পর্বত,
বহুচূড়াময় পর্বতই বাশানের পর্বত;
[১৭] হে বহুচূড়াময় পর্বতমালা, কেন ঈর্ষার চোখে তাকাও সেই পর্বতের দিকে?
পরমেশ্বর নিজেই সেই পর্বত বেছে নিয়েছেন আপন আবাসরূপে,
সেইখানে প্রভু বসবাস করবেন চিরকাল।

[১৮] লক্ষ লক্ষ, অসংখ্যই পরমেশ্বরের রথ,
প্রভু সিনাই থেকে এসে প্রবেশ করলেন পবিত্রধামে।
[১৯] বন্দিদের সঙ্গে করে নিয়ে তুমি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলে,
মানুষদের কাছ থেকে, বিদ্রোহীদেরও কাছ থেকে উপঢৌকন পেলে,
যেন একটি বাসস্থান পেতে পার, হে প্রভু পরমেশ্বর।

[২০] ধন্য প্রভু দিনের পর দিন!
আমাদের ত্রাণেশ্বর আমাদের ভার বহন করেন। *(বিরাম)*
[২১] আমাদের ঈশ্বর পরিত্রাণকারী ঈশ্বর,

পরমেশ্বর প্রভুরই তো যত মৃত্যুর নির্গম-দ্বার!
[২২] হ্যাঁ, পরমেশ্বর তাঁর শত্রুদের মাথা
এবং অধর্মচারীদের সকেশ ললাটও চূর্ণ করবেন।

[২৩] প্রভু বললেন, 'বাশান থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব,
সমুদ্রতল থেকেই তাদের ফিরিয়ে আনব,
[২৪] তোমার পা যেন রক্তে সিঞ্চিত হয়,
তোমার কুকুরদের জিভ যেন শত্রুদের মধ্যে নিজ নিজ অংশ পেতে পারে।'

[২৫] তোমার শোভাযাত্রা, পরমেশ্বর, এখন দেখা দিচ্ছে,
আমার ঈশ্বর, আমার রাজার শোভাযাত্রা পবিত্রধাম অভিমুখে—
[২৬] আগে গায়কদল, পিছনে বাদকদল,
মাঝখানে খঞ্জনি বাজিয়ে কুমারীর দল।

[২৭] মহা জনসমাবেশে তোমরা পরমেশ্বরকে বল ধন্য,
ইস্রায়েলের উদ্ভবের সময় থেকেই প্রভুকে বল ধন্য।
[২৮] সেখানে দেখ, কনিষ্ঠজন বেঞ্জামিন আগে আগে আছে,
পরপর যুদার নেতারা তাদের লোকসহ,
জাবুলোনের নেতারা, নেফ্তালির নেতাসকল।

[২৯] পরমেশ্বর, তোমার শক্তি জারি কর,
পরমেশ্বর, আমাদের জন্য যা করেছ, তা দৃঢ় করে তোল।
[৩০] যেরুশালেম-শিখরে তোমার মন্দিরের খাতিরে
তোমার কাছে রাজারা আনবেন উপহার।

[৩১] নলবনের সেই পশুকে ধমক দাও,
জাতিদের বাছুরগুলির সঙ্গে সেই বৃষের পালকেও ধমক দাও,
বিনীত হয়ে ওরা তাল তাল রুপো এনে দিক;
যুদ্ধপ্রিয় যত জাতিকে বিক্ষিপ্ত কর;
[৩২] মিশর থেকে রাজদূতেরা আসবে,

ইথিওপিয়া পরমেশ্বরের কাছে হাত পাতবে।

[৩৩] পৃথিবীর রাজ্যসকল, পরমেশ্বরের উদ্দেশে কর গান,
প্রভুর উদ্দেশে তোল বাদ্যের ঝঙ্কার, *(বিরাম)*
[৩৪] তাঁরই উদ্দেশে, প্রাচীনকাল থেকে স্বর্গের স্বর্গে রথে চড়েন যিনি ;
এই যে, তিনি শক্তিশালী কণ্ঠে বজ্রনাদ করেন।

[৩৫] পরমেশ্বরে আরোপ কর শক্তি,
তাঁর মহিমা ইস্রায়েলের উপর,
তাঁর শক্তি মেঘলোকে বিরাজিত।
[৩৬] পরমেশ্বর, তোমার পবিত্রধাম থেকে তুমি ভয়ঙ্কর,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিনি, তিনি তাঁর আপন জাতিকে শক্তি ও বল দান করেন।
ধন্য পরমেশ্বর!

সামসঙ্গীত ৬৯

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর : লিলিফুল। দাউদের রচনা।*

[২] আমাকে ত্রাণ কর গো পরমেশ্বর,
আমার গলা যে ছাপিয়ে উঠছে জল।
[৩] পাঁকের গভীরে ডুবে গেছি, পা রাখার মত স্থান নেই,
অথৈ জলে পড়ে গেছি,
আমায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে খরস্রোত।

[৪] ডেকে ডেকে আমি পরিশ্রান্ত, আমার গলদেশ শুষ্ক,
আমার পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ।

[৫] যারা আমাকে অকারণে ঘৃণা করে,
তারা আমার মাথার চুলের চেয়েও সংখ্যায় বেশি।
যারা আমাকে অন্যায়ভাবে স্তব্ধ করে দেয়,
আমার সেই শত্রুরা অনেক শক্তিশালী।

আমি যা চুরি করিনি,
তা নাকি আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে?

[৬] হে পরমেশ্বর, তুমি জান আমি কতই না মূর্খ,
তোমার কাছে আমার কোন অপরাধ গোপন নয়।
[৭] হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, যারা তোমাতে আশা রাখে,
আমার কারণে তাদের যেন লজ্জিত না হতে হয়;
হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যারা তোমার অন্বেষণ করে,
আমার কারণে তাদের যেন অপমানিত না হতে হয়।
[৮] কারণ তোমার জন্যই আমি অপবাদ সহ্য করছি,
লজ্জায় ঢেকে যায় আমার মুখ।
[৯] আমার আপন ভাইদের কাছে আমি আজ বিদেশী যেন,
আমার সহোদরদের কাছে অপরিচিত লোকের মত।
[১০] কারণ তোমার গৃহের জন্য আগ্রহ গ্রাস করছে আমায়,
আমার উপরেই পড়ছে তোমার অপমানকারীদের অপবাদ।

[১১] উপবাস করে করেছি ক্রন্দন,
এজন্যও তারা আমাকে দিল অপবাদ।
[১২] গায়ে দিয়েছি চটের কাপড়,
অথচ তাদের কাছে হলাম কৌতুকের পাত্র।
[১৩] নগরদ্বারে বসে যারা, তারা আমার নিন্দা করে,
আমাকে নিয়ে গান বাঁধে মাতালের দল।

[১৪] আমি কিন্তু তোমার কাছে, প্রভু,
প্রসন্নতার সময়ে প্রার্থনা করি;
তোমার মহাকৃপায়, পরমেশ্বর,
তোমার পরিত্রাণের বিশ্বস্ততায় আমাকে সাড়া দাও।

[১৫] পাঁকের গভীর থেকে আমাকে উদ্ধার কর আমি যেন না ডুবে যাই ;
আমার বিদ্বেষীদের হাত থেকে,
অথৈ জলগর্ভ থেকে আমি যেন উদ্ধার পাই।
[১৬] বন্যার খরস্রোত আমায় যেন না বয়ে নিয়ে যায়,
আমাকে যেন গ্রাস না করে সাগরতল,
আমার উপর যেন আপন মুখ বন্ধ না করে গহ্বর।

[১৭] আমাকে সাড়া দাও, প্রভু, তোমার কৃপা যে মঙ্গলময়!
তোমার অপার স্নেহের দোহাই আমার দিকে ফিরে চাও।
[১৮] তোমার দাস থেকে লুকিয়ে রেখো না গো শ্রীমুখ,
সঙ্কটে আছি, শীঘ্রই আমাকে সাড়া দাও।
[১৯] কাছে এসো, আমার প্রাণমুক্তির মূল্য দাও ;
আমার শত্রুদের কারণে আমাকে মুক্ত কর।

[২০] তুমি তো জান আমার লাঞ্ছনা, আমার লজ্জা, আমার অপমান,
তোমার সামনেই তো আমার সকল শত্রু।
[২১] সেই অপবাদ ভেঙে দিয়েছে আমার হৃদয়, আমি অসুস্থ এখন ;
সহানুভূতি আশা করেছি—পাইনি কিছুই ;
কোন এক সান্ত্বনাদাতার প্রতীক্ষায় ছিলাম—পাইনি কাউকে।

[২২] আমার খাদ্যে ওরা মাখিয়েছে বিষ,
আমার তৃষ্ণায় পান করার মত আমাকে দিল সির্কা।
[২৩] ওদের ভোজনপাট হোক ওদের নিজেদের ফাঁদ,
ওদের প্রাচুর্য হোক ওদের নিজেদের ফাঁস।
[২৪] ওদের চোখ অন্ধ হোক ওরা যেন না দেখতে পায়,
ওদের কোমর কাঁপতে থাকুক অনুক্ষণ।

[২৫] ওদের উপর ঢেলে দাও তোমার আক্রোশ,
ওদের ধরে ফেলুক তোমার উত্তপ্ত ক্রোধ।

[২৬] ওদের বসতি হোক জনহীন,
ওদের শিবিরে কেউই বাস না করে যেন।
[২৭] কারণ যাকে তুমি আঘাত করেছ, ওরা তাকে তো ধাওয়া করে,
যাকে তুমি আহত করেছ, তার যন্ত্রণা ওরা বাড়িয়ে দেয়।

[২৮] দ্বিগুণ কর ওদের দণ্ড,
ওরা তোমার ধর্মময়তা পেতে অক্ষম হোক।
[২৯] জীবনগ্রন্থ থেকে মুছে ফেলা হোক ওদের নাম,
ধার্মিকদের সঙ্গে ওরা তালিকাভুক্ত যেন না হয়।

[৩০] আর আমি—আমি তো দুঃখী, বেদনাপীড়িতই আমি!
পরমেশ্বর, তোমার পরিত্রাণ আমায় নিরাপদে রাখুক।
[৩১] গান গেয়ে আমি পরমেশ্বরের নামের প্রশংসা করব,
ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর মহিমাকীর্তন করব;
[৩২] বলদ বা শিং-ক্ষুর থাকা বাছুরগুলির চেয়ে
এতেই প্রীত হবেন প্রভু।

[৩৩] তা দেখে বিনম্রা আনন্দিত হোক,
ঈশ্বর-অন্বেষী সকল! তোমাদের হৃদয় উজ্জীবিত হোক;
[৩৪] কারণ প্রভু নিঃস্বকে শোনেন,
বন্দিদশায় পতিত তাঁর আপনজনদের তিনি অবজ্ঞা করেন না।

[৩৫] আকাশ ও পৃথিবী তাঁর প্রশংসা করুক,
করুক যত সাগর ও সাগর-গর্ভে যত জলচর প্রাণী।
[৩৬] কারণ পরমেশ্বর সিয়োনকে ত্রাণ করবেন,
যুদার নগরগুলি পুনর্নির্মাণ করবেন,
তখন লোকে সেখানে বাস করবে, হবে সেই দেশের মালিক।
[৩৭] তাঁর দাসদের বংশ পাবে সেই দেশের উত্তরাধিকার,
যারা তাঁর নাম ভালবাসে, তারা সেখানে করবে বসবাস।

সামসঙ্গীত ৭০

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। দাউদের রচনা। স্মরণার্থক।*

[২] দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার,
আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

[৩] লজ্জিত নতমুখ হোক তারা,
আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট যারা;
আমার অমঙ্গলে যারা প্রীত,
তারা অপমানিত হয়ে পিছু হটে যাক।
[৪] যারা 'কি মজা, কি মজা' বলে,
লজ্জায় তারা নিজেদের মুখ ফিরিয়ে দিক।

[৫] তোমার সকল অন্বেষী মেতে উঠুক,
তোমাতে আনন্দ করুক,
যারা তোমার ত্রাণ ভালবাসে,
তারা অনুক্ষণ বলে উঠুক, 'পরমেশ্বর মহান!'

[৬] কিন্তু দীনহীন নিঃস্ব যে আমি!
আমার কাছে শীঘ্রই এসো, পরমেশ্বর।
তুমিই তো আমার সহায়, আমার মুক্তিদাতা,
আর দেরি করো না, প্রভু।

সামসঙ্গীত ৭১

[১] প্রভু, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।
[২] তোমার ধর্মময়তায় আমাকে উদ্ধার কর, রেহাই দাও,
কান দাও, কর গো পরিত্রাণ।
[৩] হও তুমি আমার জন্য একটি শৈলাশ্রয়,

যেখানে আমাকে ত্রাণ করার জন্য
তুমি আমাকে চিরকালের মত ঢুকতে আজ্ঞা কর,
তুমিই যে আমার শৈল, তুমিই যে আমার গিরিদুর্গ।

[৪] হে আমার পরমেশ্বর, দুর্জনের হাত থেকে,
অসৎ নির্দয় মানুষের হাত থেকে আমাকে রেহাই দাও।
[৫] তুমিই তো আমার আশা, প্রভু,
যৌবনকাল থেকে তুমিই তো আমার ভরসা, প্রভু।
[৬] জন্ম থেকেই আমি তোমার উপর নির্ভরশীল,
মাতৃগর্ভ থেকে তুমিই আমার সহায়,
তোমার উদ্দেশে আমার অবিরত প্রশংসাবাদ।

[৭] অনেকের কাছে আমি হয়েছি প্রহেলিকা যেন,
তুমিই কিন্তু হলে আমার দৃঢ় আশ্রয়।
[৮] আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পূর্ণ,
পূর্ণই তোমার কান্তিতে সারাদিন ধরে।

[৯] বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না,
আমি শক্তিহীন হলে, তখনও আমাকে পরিত্যাগ করো না।
[১০] আমার শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে,
যারা আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট, তারা একজোট হয়ে মন্ত্রণা করছে;

[১১] ওরা বলে: 'পরমেশ্বর তাকে ত্যাগ করেছেন,
ধাওয়া করে ধর তাকে,
উদ্ধার করার মত তার কেউ নেই।'
[১২] আমা থেকে দূরে থেকো না, পরমেশ্বর,
আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, পরমেশ্বর আমার।
[১৩] আমার অভিযোগকারী সবাই লজ্জিত নিঃশেষিত হোক,
আমার অনিষ্ট করতে সচেষ্ট সবাই

অপবাদে অপমানে আচ্ছন্ন হোক।

[১৪] আমি কিন্তু অনুক্ষণ আশা রাখব,
করে যাব নব নব প্রশংসা তোমার।
[১৫] আমার মুখ প্রচার করে যাবে তোমার ধর্মময়তা,
সারাদিন তোমার পরিত্রাণের কথা,
যদিও তার পরিমাপ আমার জানার অতীত।

[১৬] এবার আমি প্রভুর পরাক্রান্ত কর্মকীর্তির বর্ণনায় আসব,
তোমারই, শুধু তোমারই ধর্মময়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেব।
[১৭] যৌবনকাল থেকে তুমি, পরমেশ্বর, উদ্বুদ্ধ করেছ আমায়,
আর আমি আজও প্রচার করে চলি তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।
[১৮] এখন আমি যে বৃদ্ধ, যে শুভ্রকেশ,
আমায় ত্যাগ করো না গো পরমেশ্বর,
যতক্ষণ না প্রচার করি তোমার প্রতাপ,
আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছে তোমার পরাক্রম।
[১৯] হে পরমেশ্বর, তোমার ধর্মময়তা আকাশছোঁয়া,
তুমি মহাকর্মই করেছ সাধন,
কেইবা তোমার মত, পরমেশ্বর?

[২০] তুমি আমাকে বহু সঙ্কট ও অমঙ্গল দেখতে দিয়েছ,
তবু আমাকে পুনরুজ্জীবিত করবে,
আমাকে পুনরুত্থিতই করবে পৃথিবীর অতল থেকে,
[২১] মহত্তর মর্যাদায় আমাকে ভূষিত করবে,
আমাকে পুনরায় সান্ত্বনা দান করবে।

[২২] তখন বীণার ঝঙ্কারে আমি তোমার বিশ্বস্ততার জন্য
তোমাকে ধন্যবাদ জানাব, হে আমার পরমেশ্বর;
সেতার বাজিয়ে তোমার স্তবগান করব, হে ইস্রায়েলের পবিত্রজন।

[২৩] তোমার স্তবগান গেয়ে আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ,
মুখর হয়ে উঠবে এই প্রাণ, যার মুক্তিকর্ম তুমি সাধন করলে।
[২৪] আমার জিহ্বাও সারাদিন ধরে
তোমার ধর্মময়তা প্রচার করে যাবে,
কারণ আমার অনিষ্ট করতে সচেষ্ট যারা,
তারা হল লজ্জিত নতমুখ।

সামসঙ্গীত ৭২

[১] *শলোমনের রচনা।*

পরমেশ্বর, রাজাকে তোমার সুবিচার,
রাজপুত্রকে তোমার ধর্মময়তা প্রদান কর;
[২] তিনি ধর্মময়তায় তোমার আপন জনগণকে,
সুবিচার মতে তোমার দীনদুঃখীদের বিচার করুন।

[৩] পর্বতমালা জনগণের কাছে বয়ে আনুক শান্তি,
উপপর্বত ধর্মময়তাই বয়ে আনুক।
[৪] তিনি জাতির দীনদুঃখীদের পক্ষে বিচার করবেন,
করবেন নিঃস্ব মানুষের সন্তানদের পরিত্রাণ,
অত্যাচারীকে কিন্তু চূর্ণ করবেন।

[৫] তিনি দীর্ঘায়ু হবেন সূর্যের মত,
চন্দ্রের মত—যুগযুগস্থায়ী।

[৬] তিনি নেমে আসবেন তৃণভূমির উপরে বর্ষার মত,
সেই বৃষ্টিধারার মত যা মাটিকে জলসিক্ত করে।
[৭] তাঁর জীবনকালে ধর্মময়তা হবে প্রস্ফুটিত,
চন্দ্র যতদিন না বিলীন হয়,
ততদিন মহাশান্তি হবে বিরাজিত।

[৮] তিনি এক সাগর থেকে আর এক সাগর পর্যন্ত আধিপত্য করবেন,
মহানদী থেকে পৃথিবীর প্রান্তসীমায়।
[৯] মরুবাসীরা তাঁর সম্মুখে হাঁটু পাত করবে,
তাঁর শত্রুরা ধুলা চেটে খাবে।

[১০] তার্শিশ ও দ্বীপপুঞ্জের রাজারা নিয়ে আসবেন অর্ঘ্যদান,
শেবা ও সাবার রাজারা রাজস্ব আনবেন;
[১১] সকল রাজা তাঁর উদ্দেশে প্রণিপাত করবেন,
তাঁকে সেবা করবে সকল দেশ।

[১২] কেননা যে-নিঃস্ব সাহায্যের জন্য চিৎকার করে,
যে-দীনজন অসহায় হয়, তিনি তাদের উদ্ধার করবেন।
[১৩] তিনি দীনহীন ও নিঃস্বের প্রতি দয়া করবেন,
ত্রাণ করবেন নিঃস্বদের প্রাণ।
[১৪] শোষণ আর হিংসার কবল থেকে তাদের মুক্ত করবেন,
তাঁর দৃষ্টিতে তাদের রক্ত হবে মূল্যবান।

[১৫] তিনি দীর্ঘজীবী হবেন,
তাঁকে দেওয়া হবে শেবা দেশের সোনা;
তাঁর জন্য নিত্যই প্রার্থনা করা হবে,
সারাদিন ধরে তাঁকে বলা হবে ধন্য।

[১৬] দেশে গমের প্রাচুর্য হবে,
পর্বত চূড়ায় চূড়ায় দোলবে তার শিষ।
লেবাননের মতই ফলবে তার ফল,
তার শস্য ফুটে উঠবে যেন মাটির ঘাস।

[১৭] তাঁর নাম বিরাজ করুক চিরকাল!
সূর্যের সামনে চিরস্থায়ী থাকুক সেই নাম,
তবেই সেই নামে সকল দেশ হবে আশিসধন্য,

তারা তাঁকে সুখী বলবে।

[১৮] ধন্য প্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
তিনিই আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক!
[১৯] ধন্য তাঁর গৌরবময় নাম চিরকাল,
সমস্ত পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হোক।
আমেন, আমেন।

[২০] যেসের পুত্র দাউদের প্রার্থনা-মালা সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড

সামসঙ্গীত ৭৩

[১] *সামসঙ্গীত। আসাফের রচনা।*

আহা, ইস্রায়েলের প্রতি,
শুদ্ধহৃদয়দেরই প্রতি পরমেশ্বর কতই না মঙ্গলময়!

[২] অথচ আমি প্রায় হোঁচট খাচ্ছিলাম,
প্রায় টলে যাচ্ছিল আমার পা,
[৩] কারণ দুর্জনদের সমৃদ্ধি দেখে
দাম্ভিকদের ঈর্ষা করেছিলাম।
[৪] ওদের কখনও দুঃখকষ্ট নেই,
ওদের দেহ হৃষ্টপুষ্ট।
[৫] ওরা মরমানুষের মত দুর্দশাগ্রস্ত নয়;
অন্য লোকদের মত আঘাতগ্রস্ত নয়—

[৬] অহঙ্কার যেন ওদের গলার মালা,
হিংসাই ওদের বসন যেন।
[৭] ওদের মেদপিন্ড থেকে বেরিয়ে আসে ওদের চোখ,
ওদের হৃদয় থেকে কত কুচিন্তা উপচে পড়ে।

[৮] ওরা ব্যঙ্গ করে, ঈর্ষায় ভরা কথা বলে,
উঁচুস্থান থেকে অত্যাচারের হুমকি দেয়।
[৯] ওরা আকাশ পর্যন্তই মুখ উঁচু করে,
ওদের জিহ্বা পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়ায়;

[১০] এজন্য তাঁর জনগণ এই দিকে ফেরে
যেখানে প্রচুর জল পান করতে পারে।
[১১] ওরা বলে, ‘কী করেই বা জানবেন ঈশ্বর?

পরাৎপরের কি জানা থাকতে পারে?’
[১২] দেখ, এরাই তো দুর্জন;
সবসময় নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ায় ধনসম্পদ।

[১৩] তাই বৃথাই আমি শুদ্ধ রেখেছি হৃদয়,
বৃথাই নির্দোষিতায় ধুয়েছি দু’হাত।
[১৪] আমি তো আঘাতগ্রস্ত সারাদিন ধরে,
দণ্ডিতই প্রতিটি সকালে।
[১৫] যদি বলতাম, ‘ওদের মতই কথা বলব,’
তাহলে তোমার এ যুগের সন্তানদের প্রতি অবিশ্বস্ত হতাম।

[১৬] এসব বুঝবার জন্য ভাবতে লাগলাম,
কিন্তু আমার চোখে এ কী কঠিন কাজ!
[১৭] অবশেষে ঈশ্বরের পবিত্রধামে ঢুকেই
আমি বুঝতে পারলাম ওদের পরিণাম।

[১৮] আসলে তুমি তো পিচ্ছিল স্থানেই ওদের রাখ,
ওদের লুটিয়ে দাও সর্বনাশের মুখে।
[১৯] এক পলকেই ওদের কী ধ্বংস হল—
ওরা আতঙ্কে নিঃশেষিত, বিলীন।
[২০] প্রভু, জেগে ওঠার পর একটা স্বপ্নের মত,
জেগে উঠে তুমি অপচ্ছায়াই বলে ওদের অবজ্ঞা কর।

[২১] যখন অস্থির ছিল আমার মন,
যখন উদ্বিগ্ন ছিল আমার হৃদয়,
[২২] তখন আমি অবোধ অজ্ঞ ছিলাম,
তোমার সামনে ছিলাম পশুরই মত।

[২৩] আমি কিন্তু নিরন্তর তোমার সঙ্গে আছি,
তুমি আমার ডান হাত ধারণ করে রাখ।

[২৪] তোমার সুমন্ত্রণা দ্বারা তুমি আমায় চালনা কর,
আর শেষে তোমার আপন গৌরবে আমায় গ্রহণ করবে।

[২৫] স্বর্গে আমার জন্য আর কেইবা থাকতে পারে?
তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই।
[২৬] আমার দেহ, আমার হৃদয় নিঃশেষিতও হতে পারে,
পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল,
আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।

[২৭] ওই দেখ, তোমা থেকে যারা দূরে আছে, তারা লুপ্ত হবে,
তোমার প্রতি যারা অবিশ্বস্ত, তুমি তাদের সকলকে স্তব্ধ করে দাও।
[২৮] আমি কিন্তু—পরমেশ্বরের কাছে থাকাই আমার মঙ্গল,
তোমার কর্মকীর্তি বর্ণনা করার জন্য
আমি প্রভু পরমেশ্বরেই নিয়েছি আশ্রয়।

সামসঙ্গীত ৭৪

[১] *মাস্কিল। আসাফের রচনা।*

পরমেশ্বর, কেন তুমি আমাদের ত্যাগ করেছ চিরকালের মত?
কেন তোমার চারণভূমির মেষপালের প্রতি জ্বলে ওঠে তোমার ক্রোধ?
[২] মনে রেখ সেই জনমণ্ডলীর কথা তুমি যাকে একদিন কিনলে,
সেই গোষ্ঠীকে তোমার সম্পদরূপে তুমি যার মুক্তিকর্ম সাধন করলে,
সেই সিয়োন পর্বতকে তুমি যেখানে করলে বসবাস।

[৩] বাড়াও পা এ চিরকালীন ধ্বংসস্তূপের দিকে,
শত্রু সবকিছু ধ্বংস করল তোমার পবিত্রধামে।
[৪] তোমার বিরোধীরা গর্জে উঠল আমাদের সঙ্গে তোমার সেই সাক্ষাৎ-স্থানে,
সেখানে নিজেদের পতাকা পুঁতে রাখল চিহ্নরূপে।

[৫] বনের গভীরে কুড়াল উঁচু করে চালায় যারা,
[৬] তাদের মত কুঠার গদার আঘাতে
তারা ভেঙে ফেলল কাঠের যত কারুকাজ।

[৭] তারা আগুনে দিল তোমার পবিত্রধাম,
তোমার নামের আবাস ভূমিসাৎ ক'রে কলুষিতই করল।
[৮] তারা মনে মনে বলছিল, 'এসো, আমরা এদের সম্পূর্ণই চূর্ণ করি ;'
তারা পুড়িয়ে দিল দেশে আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সমস্ত সাক্ষাৎ-স্থান।

[৯] আমরা আর কোন চিহ্ন দেখি না,
আর কোন নবী নেই,
আর আমরা কেউই জানি না এসব আর কতকাল?

[১০] আর কতকাল, পরমেশ্বর, বিরোধী দল দিয়ে যাবে অপবাদ?
শত্রু কি তোমার নাম উপেক্ষা করে যাবে চিরকাল?
[১১] কেন তুমি ফিরিয়ে নাও হাত?
কেনই বা তুমি ডান হাত এমনিই রাখ কোলের উপর?

[১২] অথচ পরমেশ্বর আদি থেকেই আমার রাজা,
তিনি পৃথিবীর বুকে সাধন করলেন পরিত্রাণ।
[১৩] তোমার প্রতাপে তুমি বিভক্ত করলে সাগর,
জলরাশির উপর টুকরো টুকরো করে ফেললে নাগদানবদের মাথা।
[১৪] তুমি লেভিয়াথানের সাত মাথা চূর্ণ করলে,
তার দেহটাকে মরুপ্রাণীদেরই খেতে দিলে,

[১৫] তুমিই খুলে দিলে জলের উৎস ও স্রোতের মুখ,
তুমিই সনাতন নদনদী শুষ্ক করলে।
[১৬] দিনও তোমার, রাতও তোমার,
তুমিই বসিয়েছ চন্দ্র ও সূর্য,
[১৭] তুমিই স্থাপন করেছ পৃথিবীর সীমারেখা,

তুমিই প্রবর্তন করেছ গ্রীষ্ম ও শীতের ঋতুচক্র।

[১৮] মনে রেখ, শত্রু প্রভুকে দিল অপবাদ,
নির্বোধ এক জাতি উপেক্ষা করল তোমার নাম।
[১৯] তোমার এ কপোতটির প্রাণ তুমি দিয়ো না গো বন্যজন্তুর মুখে,
তোমার দুঃখীদের প্রাণ ভুলে থেকো না চিরকাল ধরে।

[২০] তোমার আপন সন্ধি রক্ষা কর,
কেননা পৃথিবীর যত অন্ধকার কোণ হিংসার আস্তানায় পরিপূর্ণ।
[২১] অত্যাচারিতকে যেন না ফিরতে হয় অপমানিত হয়ে,
দুঃখী ও নিঃস্ব যেন করতে পারে তোমার নামের প্রশংসাবাদ।

[২২] উত্থিত হও, পরমেশ্বর ; আত্মপক্ষ সমর্থন কর ;
মনে রেখ, নির্বোধ মানুষ তোমায় অপবাদ দেয় সারাদিন।
[২৩] তোমার বিরোধীদের চিৎকার ভুলো না,
বাড়ে দিনে দিনে তোমার বিরোধীদের কোলাহল।

সামসঙ্গীত ৭৫

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর : বিনাশ করো না। সামসঙ্গীত। আসাফের রচনা। গান।*

[২] আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, পরমেশ্বর,
তোমাকে জানাই ধন্যবাদ ;
নিকটবর্তী—এ-ই তোমার নাম,
তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তি সঙ্কীর্তিত।

[৩] হ্যাঁ, আমারই নিরূপিত সময়ে
আমি সততার সঙ্গে বিচার সম্পাদন করব।
[৪] টলমল হয়ে উঠুক জগৎ ও তার সকল অধিবাসী,
আমিই তার স্তম্ভ ধরে রাখি অবিচল। *(বিরাম)*

[৫] দাম্ভিকদের আমি বলি, ‘দম্ভ করো না,’
দুর্জনদের বলি, ‘মাথা উঁচু করো না,
[৬] মাথা উঁচু করো না ঊর্ধ্বলোকের দিকে,
কথা বলো না উদ্ধতভাবে।’

[৭] পুব থেকে নয়, পশ্চিম থেকেও নয়,
পার্বত্য মরুপ্রান্তর থেকেও নয়,
[৮] পরমেশ্বর থেকেই বরং আসে বিচার,
কাউকে তিনি অবনমিত করেন, কাউকে উন্নীত করেন।
[৯] প্রভুর হাতে একটা পানপাত্র আছে,
মসলা-মেশানো সফেন আঙুররসে পূর্ণ সেই পাত্র ;
তিনি পাত্র থেকে তা ঢেলে দিচ্ছেন,
আর তার তলানি পর্যন্তই খাবে তারা,
তারা সকলেই পান করবে পৃথিবীর দুর্জন যারা।

[১০] আমি কিন্তু উল্লাস করব চিরকাল,
যাকোবের পরমেশ্বরের উদ্দেশে করব স্তবগান ;
[১১] আমি দুর্জনদের স্পর্ধা উচ্ছিন্ন করব,
তখন ধার্মিকদের প্রতাপ উন্নীত হবে।

সামসঙ্গীত ৭৬

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রে। সামসঙ্গীত। আসাফের রচনা। গান।*

[২] যুদায় পরমেশ্বর সুপরিচিত,
ইস্রায়েলে তাঁর নাম সুমহান।
[৩] শালেমে তাঁর তাঁবু,
সিয়োনে তাঁর আবাসগৃহ,
[৪] এইখানে তিনি ভেঙে দিলেন ধনুকের যত বিদ্যুৎশিখা,

ঢাল, খড়্গ, সংগ্রাম। *(বিরাম)*

[৫] শিকারের পর্বতমালায়
কত উজ্জ্বল তুমি, হে মহামহিম!
[৬] সম্পদ-লুণ্ঠিত হয়ে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হল যত বীর,
কোন যোদ্ধা আর খুঁজে পাচ্ছিল না তার আপন হাত।
[৭] হে যাকোবের পরমেশ্বর, তোমার ধমক শুনে
থামল রথ, থামল অশ্ব।

[৮] তুমি—ভয়ঙ্কর তুমি!
তোমার ক্রোধ জ্বলে উঠলে কেবা দাঁড়াতে পারে তোমার সামনে?
[১০] পৃথিবীর সকল বিনম্রদের পরিত্রাণ করবে ব'লে
যখন তুমি বিচার করতে উত্থিত হও, পরমেশ্বর,
[৯] স্বর্গ থেকে যখন তুমি ঘোষণা কর তোমার বিচার আদেশ,
তখন ভয়ে মর্ত হয়ে পড়ে নিশ্চুপ। *(বিরাম)*

[১১] তুমি তো চূর্ণই কর মানুষের রোষ,
এ রোষ থেকে যারা বেঁচেছে, তাদের তুমি তোমাতেই ঘিরে রাখ।
[১২] তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে ব্রত নিয়ে সেগুলি পালনও কর।
যারা তাঁর চারপাশে আছে, সেই ভয়ঙ্করের কাছে তারা আনুক উপহার।
[১৩] তিনিই তো ক্ষমতাশালীদের শ্বাস কেড়ে নেন,
পৃথিবীর রাজাদের কাছে তিনি ভয়ঙ্কর।

সামসঙ্গীত ৭৭

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। ইদুথুনের সুর অনুসারে। আসাফের রচনা। সামসঙ্গীত।*

[২] আমার কণ্ঠ পরমেশ্বরের কাছে যায়, আমি তো ডাকছি;
আমার কণ্ঠ পরমেশ্বরের কাছে যায়, তিনি যেন আমায় শুনতে পান।

[৩] সঙ্কটের দিনে প্রভুর অন্বেষণ করি,
সারারাত আমার হাত অক্লান্তভাবে প্রসারিত থাকে,
সান্ত্বনা মানে না আমার প্রাণ।
[৪] তোমার কথা স্মরণ ক'রে, পরমেশ্বর, আমি করি বিলাপ,
ভাবতে ভাবতে আমার আত্মা হয়ে পড়ে মূর্ছাতুর। *(বিরাম)*

[৫] জাগরণে তুমি তো খোলা রাখ আমার চোখ,
আমি অস্থির, আমি নির্বাক্।
[৬] চিন্তা করি বিগত দিনগুলির কথা,
অতীতকালের বছরগুলির কথা স্মরণ করি।
[৭] রাতে আমার হৃদয়ে বাজতে থাকে একটি গান,
ভাবতে ভাবতে আমার আত্মা এই প্রশ্নের হয় সম্মুখীন:

[৮] প্রভু কি আমাদের ত্যাগ করবেন চিরকালের মত?
তিনি কি আর কখনও প্রসন্ন হবেন না?
[৯] তাঁর কৃপা কি ফুরিয়ে গেছে চিরদিনের মত?
চিরতরে কি নিঃশেষ হয়েছে তাঁর সেই কথা?
[১০] ঈশ্বর কি ভুলে গেছেন তাঁর দয়া?
ক্রুদ্ধ হয়ে কি বন্ধ করেছেন তাঁর স্নেহধারা? *(বিরাম)*

[১১] তখন আমি বলি, 'এই তো আমার দুঃখ,
পরাৎপরের ডান হাতের পরিবর্তন হল।'
[১২] প্রভুর মহাকর্মের কথা স্মরণ করব,
স্মরণ করব অতীতকালের তোমার আশ্চর্য কাজের কথা।
[১৩] মনে মনে জপ করব তোমার কর্মকাহিনী,
ধ্যান করব তোমার মহাকর্ম সকল।

[১৪] পরমেশ্বর, তোমার পথ পুণ্যময়,
পরমেশ্বরের মত কেইবা তেমন মহান ঈশ্বর?

[১৫] তুমিই সেই ঈশ্বর, যিনি আশ্চর্য কাজ সাধন করেন,
জাতিসকলের মাঝে যিনি আপন প্রতাপ প্রকাশ করেন;
[১৬] নিজ বাহুবলে তুমি তোমার আপন জনগণ,
যাকোব ও যোসেফের সন্তানদের করেছ মুক্ত। *(বিরাম)*

[১৭] পরমেশ্বর, জলরাশি তোমাকে দেখল!
দেখে কম্পিত হল সেই জলরাশি;
অতলদেশও আলোড়িত হয়ে উঠল।
[১৮] মেঘপুঞ্জ ঢেলে দিল জলধারা,
আকাশে বেজে উঠল বজ্রধ্বনি,
চারদিকে ছুটাছুটি করল তোমার তীর।

[১৯] ঘূর্ণিঝড়ে নিনাদিত হল তোমার বজ্রনাদ,
বিদ্যুৎ ঝলকে আলোকিত হল জগৎ;
পৃথিবী আলোড়িত হল, কেঁপে উঠল;
[২০] তোমার পথ ছিল সাগরের মাঝে,
তোমার সরণি বিশাল জলরাশির মাঝে,
অথচ তোমার পায়ের চিহ্ন অদৃশ্যই ছিল।

[২১] মোশি ও আরোনের হাত দ্বারা
তুমি তোমার আপন জাতিকে চালনা করলে মেষপালেরই মত।

সামসঙ্গীত ৭৮

[১] *মাস্কিল। আসাফের রচনা।*

হে আমার আপন জাতি, আমার শিক্ষায় কান দাও,
আমার মুখের কথা কান পেতে শোন।
[২] এক উপমা-কাহিনীর জন্য আমি মুখ খুলব,
অতীতের গূঢ় ইতিকথা উচ্চারণ করব।

[৩] আমরা যা শুনেছি জেনেছি,
আমাদের পিতৃগণ যা বর্ণনা করেছেন আমাদের কাছে,
[৪] আমরা তা গোপন রাখব না তাদের সন্তানদের কাছে;
আগামী যুগের মানুষের কাছে
বর্ণনা করব প্রভুর প্রশংসা, তাঁর প্রতাপ,
সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন।

[৫] যাকোবে তিনি এক সাক্ষ্য স্থাপন করলেন,
ইস্রায়েলে এক বিধান জারি করলেন;
আমাদের পিতৃগণকে আজ্ঞা দিলেন
তাঁরা যেন তাই শেখান আপন সন্তানদের কাছে,
[৬] আগামী যুগের মানুষ, অনাগত যত সন্তান
তা যেন জানতে পারে,

আর তারাও তেমনি যেন উঠে আপন সন্তানদের কাছে তা বর্ণনা করে;
[৭] তারাও যেন পরমেশ্বরে আস্থা রাখে,
ঈশ্বরের কর্মকাহিনী ভুলে না যায়,
বরং তাঁর সমস্ত আজ্ঞা যেন পালন করে;
[৮] তারা যেন না হয় তাদের আপন পিতৃগণের মত,
সেই বিদ্রোহী ও জেদি যুগের মানুষ,
এমন যুগের মানুষ যাদের অন্তর ছিল অস্থির,
যাদের আত্মা ঈশ্বরের প্রতি ছিল অবিশ্বস্ত।

[৯] এফ্রাইম সন্তানেরা ধনুকে সজ্জিত হয়েও
পিঠ ফিরিয়ে দিল সংগ্রামের দিনে;
[১০] তারা পরমেশ্বরের সন্ধি মানল না,
তাঁর বিধানের পথে চলতে অস্বীকার করল।
[১১] তারা ভুলে গেল তাঁর মহাকর্মের কথা,

সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি দেখিয়েছিলেন তাদের ;

[১২] তাদের পিতৃগণের সামনে তিনি সাধন করেছিলেন আশ্চর্য কর্মকীর্তি
মিশর দেশে, তানিসের মাঠে।
[১৩] সাগর দু'ভাগ করে তিনি পার করিয়েছিলেন তাদের,
জলকে দাঁড় করিয়েছিলেন বাঁধের মত ;
[১৪] দিনের বেলায় একটা মেঘ দ্বারা,
সারারাত ধরে আগুনের আলো দ্বারা তাদের চালনা করতেন।
[১৫] মরুপ্রান্তরে শৈলশিলা বিদীর্ণ ক'রে
তিনি তাদের প্রচুর জল পান করালেন যেন সমুদ্রের অতল থেকে ;
[১৬] শৈল থেকে বের করে আনলেন কত জলস্রোত,
নদনদীর মতই বইয়ে দিলেন জল।

[১৭] অথচ মরুদেশে পরাৎপরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে
তারা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করে চলল ;
[১৮] মনোমত খাদ্য চেয়ে
অন্তরে ঈশ্বরকে যাচাই করল।
[১৯] তারা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে গজগজ করে একথা বলল,
'ঈশ্বর কি মরুপ্রান্তরে ভোজনপাট সাজাতে পারবেন?'
[২০] এই যে! তিনি শৈলে আঘাত হানলেই বইতে লাগল জল,
উছলে পড়ল যত খরস্রোত।
'তিনি কি রুটিও দিতে পারবেন,
আপন জনগণের জন্য কি মাংস যোগাতে পারবেন?'

[২১] তখন একথা শুনে প্রভু কুপিত হলেন,
যাকোবের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলে উঠল,
ইস্রায়েলের উপর জাগল তাঁর ক্রোধ ;
[২২] তারা যে পরমেশ্বরে বিশ্বাস রাখল না,

ভরসা রাখল না তাঁর পরিত্রাণে।

[২৩] তবুও তিনি ঊর্ধ্বের মেঘপুঞ্জকে আজ্ঞা দিলেন,
খুলে দিলেন আকাশের যত দ্বার,
[২৪] তাদের উপর খাদ্যরূপে বর্ষণ করলেন মান্না,
তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম।
[২৫] মানুষ খেল শক্তিশালীদের রুটি,
তিনি তাদের কাছে পাঠালেন অপর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ;

[২৬] আকাশে তিনি পুব হাওয়া বইয়ে দিলেন,
আপন প্রতাপে আনলেন দক্ষিণ হাওয়া ;
[২৭] তাদের উপর তিনি মাংস বর্ষণ করলেন ধুলার মত,
উড়ন্ত পাখি সাগরের বালুকণার মত,
[২৮] তা পড়ালেন তাদের শিবিরের মাঝে,
তাদের আবাসগুলির চতুর্দিকে।

[২৯] তারা খুব তৃপ্তির সঙ্গেই খেল,
তিনি তো তাদের সেই বাসনা করেছিলেন মঞ্জুর।
[৩০] সেই বাসনা তখনও তাদের ছাড়েনি,
খাদ্য তখনও ছিল তাদের মুখে,
[৩১] সেই সময় পরমেশ্বরের ক্রোধ তাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠল,
তাদের মধ্যে বলিষ্ঠ যত মানুষকে তিনি সংহার করলেন,
ইস্রায়েলের যত যুবযোদ্ধাকে নিপাতিত করলেন।

[৩২] এসব কিছু সত্ত্বেও তারা পাপ করে চলল,
তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তিতে বিশ্বাস রাখল না ;
[৩৩] তাই তিনি এক ফুৎকারেই ফুরিয়ে দিলেন তাদের আয়ুর দিন,
ভয়-ভীতিতে তাদের আয়ুর সন।

[৩৪] তিনি তাদের সংহার করলে তারা তাঁকে খুঁজত,
তাঁর দিকে ফিরত, ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করত ;
[৩৫] তখন স্মরণ করত যে পরমেশ্বরই তাদের শৈল,
ঈশ্বর, সেই পরাৎপরই, তাদের মুক্তিসাধক।

[৩৬] মুখে তারা তাঁকে তোষামোদ করত,
জিহ্বায় তাঁকে মিথ্যা বলত ;
[৩৭] তাঁর প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল না কো তাদের অন্তর,
বিশ্বস্ত ছিল না তারা তাঁর সন্ধির প্রতি।

[৩৮] তবুও তাঁর করুণায় তিনি তাদের শঠতা ক্ষমা ক'রে
তাদের ধ্বংস করলেন না,
বহুবার ক্রোধ সংযত করলেন,
জাগাননি সমস্ত রোষ,
[৩৯] বরং স্মরণ করলেন, দেহমাংসের মানুষই মাত্র তারা,
তারা বাতাসই যেন—বয়ে গেলে আর ফেরে না।

[৪০] প্রান্তরে তারা কতবার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল,
মরুভূমিতে কতবার তাঁকে দুঃখ দিল ;
[৪১] বারবার ঈশ্বরকে যাচাই করল,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনকে ব্যথা দিল।

[৪২] তারা স্মরণ করল না তাঁর হাতের কথা,
সেদিনের কথা, যেদিন তিনি অত্যাচারীর কবল থেকে তাদের মুক্ত করলেন,
[৪৩] যেদিন মিশরে তাঁর নানা চিহ্ন দেখিয়ে দিলেন,
যেদিন তানিসের মাঠে ঘটালেন কত অলৌকিক কাজ।
[৪৪] তিনি তাদের নদনদী রক্তে পরিণত করলেন
তারা যেন কোন জলধারা থেকে পান না করতে পারে।

[৪৫] তাদের গ্রাস করতে তিনি পাঠিয়ে দিলেন ডাঁশের ঝাঁক,
তাদের যন্ত্রণা দিতে বেঙের পাল।
[৪৬] তিনি শুঁয়াপোকার হাতে দিলেন তাদের ফসল,
পঙ্গপালের কবলে তাদের শ্রমের ফল।

[৪৭] শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধ্বংস করলেন তাদের সমস্ত আঙুরখেত,
তুষারপাতে তাদের সমস্ত ডুমুরগাছ।
[৪৮] তিনি তাদের গবাদি পশুকে সঁপে দিলেন শিলাবৃষ্টির হাতে,
তাদের মেষপাল বজ্রের হাতে।

[৪৯] তাদের উপর তাঁর উত্তপ্ত ক্রোধ,
কোপ, আক্রোশ, মর্মজ্বালা ঝেড়ে দিয়ে
পাঠিয়ে দিলেন দুর্দশার দূতের দল।
[৫০] নিজ ক্রোধের পথ প্রস্তুত করে
তিনি মৃত্যু থেকে নিস্তার দিলেন না তাদের,
তাদের জীবন তুলে দিলেন মড়কের হাতে;
[৫১] মিশরে সকল প্রথমজাতকে,
হামের তাঁবুতে তাঁবুতে বীরত্বের প্রথমফল আঘাত করলেন।
[৫২] তিনি মেষপালের মতই তাঁর আপন জনগণকে বের করে আনলেন,
প্রান্তরের মধ্য দিয়ে মেষের মতই তাদের চালনা করলেন;
[৫৩] তাদের তিনি নিরাপদে নিয়ে চললেন,
ফলে তারা কিছুই ভয় করল না,
সাগর কিন্তু তাদের শত্রুকে ঢেকে দিল।

[৫৪] তিনি তাঁর পবিত্র ভূমিতে তাদের নিয়ে গেলেন,
সেই পর্বতে যা তাঁর আপন ডান হাত করেছিল জয়,
[৫৫] তাদের সম্মুখ থেকে বিজাতীয়দের তাড়িয়ে দিলেন,
সেই উত্তরাধিকার তাদেরই বণ্টন করলেন,

ওদের তাঁবুতে বসালেন ইস্রায়েলের গোষ্ঠীসকল।

[৫৬] তারা কিন্তু তাঁকে যাচাই করল,
পরাৎপর পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল,
তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলল না ;
[৫৭] তাদের পিতৃগণের মত তারাও পথভ্রষ্ট, অবিশ্বস্ত হল,
ঘুরেই বসল বেয়াড়া ধনুকের মত।
[৫৮] তাদের উঁচুস্থানগুলি নিয়ে তারা তাঁকে ক্ষুব্ধ করল,
তাদের দেবমূর্তি নিয়ে তাঁকে ঈর্ষান্বিত করল ;

[৫৯] তা শুনে পরমেশ্বর কুপিত হলেন,
ইস্রায়েলকে সম্পূর্ণরূপেই প্রত্যাখ্যান করলেন।
[৬০] মানুষের মাঝে তিনি যে তাঁবুতে বসবাস করতেন,
শীলোর সেই আবাস ছেড়ে,
[৬১] বন্দিদশায় নিজ প্রতাপ,
শত্রুহাতে নিজ মহিমা তুলে দিলেন ;
[৬২] তাঁর আপন জাতিকে তিনি তুলে দিলেন খড়্গের মুখে,
তাঁর আপন উত্তরাধিকারের প্রতি কুপিত হলেন।

[৬৩] আগুন তাদের যুবকদের গ্রাস করল,
তাদের কুমারীদের জন্য বাজল না কোন বিবাহের গান ;
[৬৪] তাদের যাজকেরা খড়্গের আঘাতে পড়ল,
তাদের বিধবা নারীরা ক্রন্দন করতে পারল না।

[৬৫] তখন প্রভু যেন ঘুম থেকেই জেগে উঠলেন
আঙুররসে মত্ত যোদ্ধাই যেন ;
[৬৬] তাঁর শত্রুদের তিনি পিঠে আঘাত হানলেন,
তাদের দিলেন চিরকালীন অপবাদ।

[৬৭] যোসেফের তাঁবুগুলি প্রত্যাখ্যান ক'রে,
এফ্রাইম গোষ্ঠীকেও বেছে না নিয়ে,
[৬৮] তিনি বরং যুদা গোষ্ঠীকেই বেছে নিলেন,
সেই সিয়োন পর্বত যা তাঁর ভালবাসার পাত্র।
[৬৯] তিনি তাঁর আপন পবিত্রধাম আকাশের মতই উঁচু করে নির্মাণ করলেন,
তা পৃথিবীর মতই সুস্থাপিত করলেন চিরকাল ধরে;

[৭০] তিনি তাঁর দাস দাউদকে বেছে নিলেন,
মেষঘেরি থেকে নিয়ে নিলেন তাঁকে।
[৭১] দুগ্ধবতী মেষিকাদের পিছনে গমনাবস্থা থেকে তাঁকে আনলেন,
তাঁর আপন জাতি যাকোব,
তাঁর আপন উত্তরাধিকার ইস্রায়েলকে চরাবার জন্য,
[৭২] আর তিনি অন্তরের সততায় চরালেন তাদের,
সুদক্ষ হাতেই তাদের চালনা করলেন।

সামসঙ্গীত ৭৯

[১] *সামসঙ্গীত। আসাফের রচনা।*

পরমেশ্বর, বিজাতিরা ঢুকেছে তোমার আপন উত্তরাধিকারে,
অশুচি করেছে তোমার পবিত্র মন্দির,
ধ্বংসস্তূপেই পরিণত করেছে যেরুশালেম।
[২] তোমার দাসদের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের,
তোমার ভক্তদের দেহমাংস বন্যজন্তুদের খেতে দিয়েছে ওরা।
[৩] যেরুশালেমের চারদিকে ওরা তাদের রক্ত ঝরিয়েছে জলেরই মত,
আর সমাধি দেওয়ার মত কেউই ছিল না।

[৪] প্রতিবেশীদের কাছে আমরা এখন অপবাদের পাত্র,
আশেপাশের জাতিসকলের কাছে উপহাস ও বিদ্রূপের বস্তু।

[৫] আর কতকাল, প্রভু? তুমি কি ক্রুদ্ধ থাকবে চিরদিন?
তোমার ঈর্ষা কি জ্বলতে থাকবে আগুনের মত?

[৬] যারা তোমাকে জানে না,
সেই বিজাতিদের উপর,
যারা তোমার নাম করে না,
সেই সব রাজ্যের উপর ঢেলে দাও তোমার রোষ,
[৭] কারণ যাকোবকে গ্রাস করেছে ওরা,
ধ্বংস করেছে তার আবাসগৃহ।

[৮] পিতৃপুরুষদের অপরাধের জন্য আমাদের দায়ী করো না,
তোমার স্নেহ শীঘ্রই আমাদের কাছে আসুক,
আমরা যে নিতান্ত নিরুপায়।
[৯] তোমার নামের গৌরবের খাতিরেই, হে আমাদের ত্রাণেশ্বর,
আমাদের সহায়তা কর;
তোমার নামের দোহাই আমাদের উদ্ধার কর,
ক্ষমা কর আমাদের যত পাপ।

[১০] বিজাতিরা কেনই বা বলবে,
'কোথায় ওদের পরমেশ্বর?'
আমাদের চোখের সামনে বিজাতিদের মাঝে জ্ঞাত হোক
তোমার দাসদের রক্তপাতের জন্য সেই প্রতিশোধ।

[১১] তোমার কাছে যেতে পারে যেন বন্দিদের হাহাকার,
দণ্ডিতদের মৃত্যু থেকে বাঁচাও তোমার বাহুবলে।
[১২] আমাদের প্রতিবেশীরা তোমাকে অপবাদ দিয়েছে, প্রভু,
ওদের বুকে তুমি সাতগুণ সেই অপবাদ ফিরিয়ে দাও;
[১৩] আর আমরা, তোমার আপন জনগণ, তোমার চারণভূমির মেষপাল,
তোমাকে ধন্যবাদ জানাব চিরকাল,

যুগযুগ ধরে ঘোষণা করব তোমার প্রশংসাবাদ।

সামসঙ্গীত ৮০

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: শোশান্নিম-এদুৎ। আসাফের রচনা। সামসঙ্গীত।*

[২] হে ইস্রায়েলের পালক, কান পেতে শোন;
তুমি তো যোসেফকে মেষপালের মতই চালনা কর,
খেরুবদের উপরে আসীন হয়ে
[৩] এফ্রাইম, বেঞ্জামিন ও মানাশের সামনে উদ্ভাসিত হও।
জাগাও তোমার পরাক্রম,
আমাদের ত্রাণ করতে এসো।

[৪] হে পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর,
শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

[৫] হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
তোমার জনগণের প্রার্থনার প্রতি
তুমি ক্ষুব্ধ থাকবে আর কতকাল?
[৬] তুমি খাদ্যরূপে অশ্রুজলই খেতে দিয়েছ তাদের,
পূর্ণমাত্রায় তাদের পান করিয়েছ অশ্রুজল।
[৭] প্রতিবেশীদের কাছে তুমি আমাদের করেছ বিবাদের কারণ,
আমাদের শত্রুরা আমাদের নিয়ে করে উপহাস।

[৮] হে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর,
শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

[৯] মিশর থেকে তুমি আনলে একটি আঙুরলতা,
বিজাতিদের তাড়িয়ে দিয়েই তুমি সেই লতা পুঁতলে;
[১০] তার জন্য তুমি নিড়িয়ে নিলে ভূমি,

তা শিকড় নামাল আর সেই লতায় পৃথিবী হল পরিপূর্ণ।

[১১] তার ছায়ায় আবৃত হল পাহাড়পর্বত,
আবৃত হল তার শাখায় বিশাল বিশাল এরসগাছ;
[১২] তা ছড়িয়ে দিল ডালপালা সাগর পর্যন্ত,
মহানদী পর্যন্ত তার নবীন অঙ্কুর।

[১৩] তুমি কেন ভেঙে দিলে তার প্রাচীর?
এখন যত পথিক লুটে নেয় তার ফল।
[১৪] বন্যশূকর তা তছনছ করে ফেলে,
সেখানে চরে বনের পশু।

[১৫] হে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, ফিরে এসো,
স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ,
এ আঙুরলতাকে দেখতে এসো।
[১৬] রক্ষা কর সেই চারাগাছ যা তোমার ডান হাত পুঁতেছে একদিন,
সেই পুত্রসন্তানকে যাকে নিজের জন্যই করেছ শক্তিশালী।
[১৭] সেই লতা এখন আগুনে পোড়া, এখন কাটা—
তোমার শ্রীমুখের ধমকে ওরা লুপ্ত হবেই।

[১৮] তোমার হাত থাকুক তোমার ডান পাশের মানুষের উপর,
থাকুক সেই আদমসন্তানের উপর যাকে নিজের জন্যই তুমি করেছ শক্তিশালী।
[১৯] আর কখনও তোমাকে ছেড়ে আমরা চলে যাব না,
তুমি আমাদের সঞ্জীবিত করবে আর আমরা করব তোমার নাম।

[২০] হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর,
শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

সামসঙ্গীত ৮১

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: গিত্তিৎ। আসাফের রচনা।*

[২] আমাদের শক্তি-পরমেশ্বরের উদ্দেশে সানন্দে চিৎকার কর,
যাকোবের পরমেশ্বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি,
[৩] গান ধর, বাজাও খঞ্জনি,
বীণার সঙ্গে মধুর সেতার,
[৪] বাজাও তুরি অমাবস্যায়,
পূর্ণিমার রাতে, আমাদের পর্বদিনে।

[৫] এ তো ইস্রায়েলের বিধি,
যাকোবের পরমেশ্বরের আদেশ।
[৬] যখন তিনি মিশর দেশের বিরুদ্ধে বেরিয়ে গেলেন,
তখনই তিনি তা সাক্ষ্যরূপে যোসেফকে দিলেন।

আমি শুনেছি অজানা কণ্ঠের এক বাণী :
[৭] 'তার কাঁধ থেকে আমি সরিয়ে দিয়েছি বোঝা,
তার হাত ছেড়ে দিয়েছে ঝুড়ি।
[৮] সঙ্কটে তুমি ডাকলে আর আমি তোমাকে নিস্তার করলাম,
বজ্রধ্বনির অন্তরাল থেকে আমি তোমাকে সাড়া দিলাম,
মেরিবার জলাশয়ে তোমাকে পরীক্ষা করলাম। *(বিরাম)*

[৯] শোন, আমার জাতি, সাবধান করে দিচ্ছি তোমায়,
ওগো ইস্রায়েল, তুমি যদি শুনতে আমায়!
[১০] তোমার মধ্যে যেন কোন বিদেশী দেবতা না থাকে,
বিজাতীয় কোন দেবতার উদ্দেশে তুমি যেন না কর প্রণিপাত।
[১১] আমিই প্রভু, তোমার পরমেশ্বর!
আমিই মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছি তোমায়,
মুখ খুলে রাখ, আমি তা পরিপূর্ণ করব।

[১২] আমার জনগণ কিন্তু আমার কণ্ঠ শুনতে চাইল না,
ইস্রায়েল আমাকে মানতে চাইল না,

[১৩] তাই আমি তাদের জেদি হৃদয়ের হাতে তাদের ছেড়ে দিলাম,
নিজেদের মত অনুসারেই চলুক তারা।

[১৪] আমার জনগণ যদি শুনত আমায়!
ইস্রায়েল যদি চলত আমার সকল পথে!
[১৫] তাহলে আমি এখনই তাদের শত্রুদের নমিত করতাম,
তাদের প্রতিপক্ষদেরই বিরুদ্ধে ফেরাতাম হাত।

[১৬] যারা প্রভুকে ঘৃণা করে, তারা তার বশ্যতা স্বীকার করত,
তাদের শাস্তি হত চিরকালস্থায়ী।
[১৭] তোমাদের কিন্তু আমি সেরা গম খেতে দিতাম,
পাহাড়িয়া মধুতেই তোমাদের পরিতৃপ্ত করতাম।'

সামসঙ্গীত ৮২

[১] *সামসঙ্গীত। আসাফের রচনা।*

পরমেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন ঐশ সমাবেশে,
ঐশজীবদের মধ্যে তিনি বিচার সম্পাদন করেন।

[২] 'আর কতকাল তোমরা সম্পন্ন করবে অন্যায়-বিচার?
দুর্জনদেরই পক্ষপাতিত্ব করে যাবে আর কতকাল? *(বিরাম)*
[৩] দীনজন ও এতিমের সুবিচার কর,
দীনহীন ও নিপীড়িতের অধিকার রক্ষা কর,
[৪] দীনজন ও নিঃস্বকে রেহাই দাও,
দুর্জনদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার কর।

[৫] তারা কিছুই জানে না, বোঝেও না কিছু,
অন্ধকারেই তারা চলে;
টলে যাচ্ছে পৃথিবীর সব ভিত।

[৬] আমি বলেছি, “তোমরা ঐশজীব!
তোমরা সবাই পরাৎপরের সন্তান।”
[৭] অথচ মানুষের মতই মরবে,
অন্য যে কোন নেতার মতই তোমাদের হবে পতন।’

[৮] উত্থিত হও, পরমেশ্বর; পৃথিবীর বিচার কর,
সকল দেশ যে তোমারই সম্পদ।

সামসঙ্গীত ৮৩

[১] *গান। সামসঙ্গীত। আসাফের রচনা।*

[২] পরমেশ্বর, নিশ্চুপ থেকো না,
থেকো না বধির নিষ্ক্রিয়, ওগো ঈশ্বর।
[৩] দেখ, তোমার শত্রুরা কোলাহল করছে,
যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তারা মাথা উঁচু করছে।

[৪] ওরা তোমার জাতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটছে,
তোমার আশ্রিতজনদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করছে।
[৫] ওরা বলে, ‘এসো, দেশরূপে এদের নিশ্চিহ্ন করি,
ইস্রায়েলের নাম যেন আর কখনও স্মরণ করা না হয়।’

[৬] ওরা একমন হয়ে একসঙ্গে মন্ত্রণা করছে,
তোমার বিরুদ্ধে সন্ধি স্থাপন করছে,
[৭] এদোমের যত তাঁবু এবং ইশ্মায়েলীয় সকল,
মোয়াব এবং আগারের বংশধর যারা;
[৮] গেবাল, আম্মোন ও আমালেক,
ফিলিস্তিয়া তুরস-অধিবাসীদের সঙ্গে;
[৯] আশুরও যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে,
এরাই তো লোট সন্তানদের বাহু। *(বিরাম)*

[১০] ওদের তুমি তাই কর, মিদিয়ানকে যা করেছিলে,
সিসেরা ও যাবিনকে যা করেছিলে কিশোন নদীর ধারে।
[১১] এন্দোরে ধ্বংস হয়েছিল ওরা,
হয়েছিল মাটির সার।
[১২] ওদের নেতাদের তুমি ওরেব ও জেয়েবের মত করে ফেল,
ওদের সকল নায়ককে করে ফেল জেবা ও সাল্‌মুন্নার মত।
[১৩] ওরা বলেছিল, 'আমাদের নিজেদেরই জন্য, এসো,
পরমেশ্বরের চারণভূমি দখল করি।'

[১৪] হে আমার পরমেশ্বর, তুমি ওদের ঘূর্ণিবায়ুর মত কর,
বাতাস-তাড়িত ধুলারই মত কর;
[১৫] আগুন যেমন বন পুড়িয়ে ফেলে,
জ্বলন্ত শিখা যেমন গ্রাস করে পাহাড়পর্বত,
[১৬] তুমি তেমনি তোমার ঝড়ঝঞ্ঝায় ওদের ধাওয়া কর,
তোমার ঘূর্ণিঝড়ে ওদের সন্ত্রস্ত কর।
[১৭] ওদের মুখ লজ্জায় ঢেকে দাও,
ওরা যেন তোমার নাম অন্বেষণ করে, প্রভু।
[১৮] ওরা লজ্জিত, সন্ত্রাসিত হোক চিরদিন চিরকাল ধরে,
নতমুখ হোক, বিলুপ্ত হোক।
[১৯] জানুক ওরা যে তুমি, প্রভুই যাঁর নাম,
সারা পৃথিবীর উপর কেবল তুমিই পরাৎপর।

সামসঙ্গীত ৮৪

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: গিত্তিৎ। কোরাহ্‌-সন্তানদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

[২] তোমার আবাসগৃহগুলো কতই না মনোরম,
হে সেনাবাহিনীর প্রভু;

[৩] প্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য
আমার প্রাণ ব্যাকুল, আহা মূর্ছাতুর ;
জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে
আমার হৃদয়, আমার দেহ।

[৪] চড়ুই পাখিও খুঁজে পায় বাসা,
দোয়েলও পায় শাবকদের রেখে যাওয়ার নীড়—
সেই তো তোমার বেদি, হে সেনাবাহিনীর প্রভু,
হে আমার রাজা, হে আমার পরমেশ্বর।

[৫] সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে,
তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে। *(বিরাম)*
[৬] সুখী তারা, তোমাতেই যাদের শক্তি,
যাদের অন্তরে বিরাজিত তোমার যত পথ।

[৭] গন্ধতরুর উপত্যকা পেরিয়ে যেতে যেতে
তারা তা ঝরনায় পরিণত করে,
প্রথম বৃষ্টিও তা ভূষিত করে আশিসধারায় ;
[৮] প্রাকার প্রাকার তারা এগিয়ে চলে,
যতক্ষণ না দেবতাদের দেবতা সিয়োনেই দর্শন দেন।

[৯] হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনা শোন,
কান দাও, হে যাকোবের পরমেশ্বর। *(বিরাম)*
[১০] হে পরমেশ্বর, হে আমাদের ঢাল, চেয়ে দেখ,
দেখ তোমার তৈলাভিষিক্তজনের মুখের দিকে।

[১১] তোমার প্রাঙ্গণে যাপিত একদিন
অন্যত্র যাপিত সহস্র দিনের চেয়ে শ্রেয় ;
দুর্জনের তাঁবুতে বাস করার চেয়ে
আমি বরং দাঁড়াব আমার পরমেশ্বরের গৃহের দুয়ারপ্রান্তে।

[১২] কারণ প্রভু পরমেশ্বর—তিনি তো সূর্য, তিনি ঢাল,
প্রভু অনুগ্রহ দান করেন, দান করেন গৌরব ;
যাদের আচরণ নিখুঁত,
তাদের তিনি মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করেন না।

[১৩] হে সেনাবাহিনীর প্রভু,
সুখী সেই জন, যে তোমাতেই ভরসা রাখে।

সামসঙ্গীত ৮৫

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

[২] তোমার এ দেশের প্রতি তুমি প্রসন্ন ছিলে, প্রভু,
যাকোবের বন্দিদের ফিরিয়ে এনেছ তুমি ;
[৩] হরণ করেছ তোমার জনগণের অপরাধ,
আবৃত করেছ তাদের সকল পাপ ; *(বিরাম)*
[৪] সংবরণ করেছ তোমার সমস্ত কোপ,
ফিরিয়ে নিয়েছ তোমার উত্তপ্ত ক্রোধ।

[৫] হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর,
আমাদের উপর তোমার এ ক্ষোভ নিবৃত্ত কর।
[৬] তুমি কি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ থাকবে চিরকাল ধরে?
তুমি কি তোমার ক্রোধ প্রসারিত করে যাবে যুগে যুগান্তরে?

[৭] তোমার আপন জনগণ যেন তোমাতে হতে পারে আনন্দিত,
তুমি কি আমাদের করবে না পুনরুজ্জীবিত?
[৮] আমাদের দেখাও, প্রভু, তোমার কৃপা,
আমাদের দাও গো তোমার পরিত্রাণ।

[৯] আমি শুনব প্রভু ঈশ্বর কী কথা বলবেন ;
আপন জনগণের কাছে, আপন ভক্তদের কাছে তিনি বলেন শান্তি ;

তারা কিন্তু নির্বুদ্ধিতার দিকে যেন না ফিরে যায়!
[১০] যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের জন্য কাছেই রয়েছে তাঁর পরিত্রাণ,
আমাদের এ দেশে তাঁর গৌরব করবে বসবাস;

[১১] কৃপা ও সত্যের হবে সম্মিলন,
ধর্মময়তা ও শান্তি করবে পরস্পর চুম্বন;
[১২] মর্ত থেকে সত্য হবে অঙ্কুরিত,
স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াবে মুখ।

[১৩] সত্যিই প্রভু দান করবেন মঙ্গল,
আর আমাদের ভূমি দান করবে তার আপন ফসল।
[১৪] তাঁর আগে আগে ধর্মময়তা চলবে,
আর তিনি সেই পথে পদার্পণ করবেন।

সামসঙ্গীত ৮৬

[১] *প্রার্থনা। দাউদের রচনা।*

প্রভু, কান পেতে শোন, আমাকে সাড়া দাও,
দীনহীন, নিঃস্ব যে আমি।
[২] আমার প্রাণ রক্ষা কর, আমি যে তোমারই ভক্তজন,
ত্রাণ কর এ দাসকে যে তোমাতে ভরসা রাখে।
তুমিই তো আমার পরমেশ্বর!

[৩] আমাকে দয়া কর, প্রভু,
তোমাকেই যে ডাকি সারাদিন ধরে।
[৪] তোমার দাসের প্রাণ আনন্দিত করে তোল,
তোমারই প্রতি, প্রভু, তুলে ধরেছি আমার প্রাণ।

[৫] প্রভু, তুমি মঙ্গলময়, তুমি ক্ষমাশীল,
যারা তোমাকে ডাকে, তাদের প্রতি তোমার কৃপা মহান।

[৬] আমার প্রার্থনায় কান দাও, প্রভু,
মন দিয়ে শোন আমার মিনতির কণ্ঠ।

[৭] আমার সঙ্কটের দিনে ডাকব তোমায়,
কারণ তুমি আমাকে দেবেই সাড়া।
[৮] দেবতাদের মধ্যে কেউই নেই তোমার মত, প্রভু,
তোমার কর্মকীর্তির মত আর কিছুই নেই।

[৯] তোমার গড়া সকল দেশ এসে তোমার সম্মুখে, প্রভু, করবে প্রণিপাত,
তারা গৌরবান্বিত করবে তোমার নাম;
[১০] কারণ তুমি মহান, তুমি সাধন কর আশ্চর্য কাজ,
শুধু তুমিই যে পরমেশ্বর।

[১১] তোমার পথ আমাকে শেখাও, প্রভু,
যেন তোমার সত্যে চলতে পারি;
আমাকে দান কর এমন অখণ্ড হৃদয়,
যেন ভয় করতে পারি তোমার নাম।

[১২] প্রভু, পরমেশ্বর আমার, সমস্ত হৃদয় দিয়ে করব তোমার স্তুতিবাদ,
তোমার নাম গৌরবান্বিত করব চিরকাল;
[১৩] কারণ আমার প্রতি তোমার কৃপা মহান,
পাতাল-গর্ভ থেকেই তুমি উদ্ধার করেছ আমার প্রাণ।

[১৪] ওগো পরমেশ্বর, আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে উদ্ধত লোকে,
একপাল হিংস্র মানুষ আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে,
নিজেদের সামনে ওরা তোমাকে রাখে না।

[১৫] তুমি কিন্তু, প্রভু, স্নেহশীল দয়াবান ঈশ্বর,
ক্রোধে ধীর, কৃপা ও বিশ্বস্ততায় ধনবান,
[১৬] আমার দিকে মুখ ফেরাও, আমাকে দয়া কর,

তোমার দাসকে তোমার শক্তি দাও,
তোমার দাসীর সন্তানকে কর পরিত্রাণ।

[১৭] তোমার মঙ্গলময়তার একটি চিহ্ন দেখাও আমায়,
যাতে আমার বিদ্বেষীরা লজ্জিত হয়ে দেখতে পায়,
তুমিই, প্রভু, আমাকে সহায়তা কর,
তুমিই আমাকে সান্ত্বনা দাও।

সামসঙ্গীত ৮৭

[১] *কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। সামসঙ্গীত। গান।*

তার ভিত পবিত্র পর্বতশ্রেণির চূড়ায়;
[২] এই সিয়োনের তোরণ প্রভু ভালবাসেন
যাকোবের সমস্ত আবাসের চেয়ে।
[৩] হে পরমেশ্বরের নগর,
তোমার বিষয়ে বলা হয় কতই না গৌরবের কথা। *(বিরাম)*

[৪] যারা আমাকে জানে,
তাদের মধ্যে রাহাব ও বাবিলনের কথা উল্লেখ করব;
দেখ, ফিলিস্তিয়া, তুরস, ইথিওপিয়া—
সেখানে জন্মেছে সবাই।
[৫] কিন্তু সিয়োন সম্পর্কে বলা হবে, 'এর ওর জন্ম হয়েছে তারই কোলে;
পরাৎপর নিজেই তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখেন।'

[৬] সর্বজাতির গণনাগ্রন্থে প্রভু একথা লিখবেন,
'সেইখানে হল এর জন্ম।' *(বিরাম)*
[৭] নেচে নেচে তারা গাইবে,
'আমার জলের উৎস, সবই তোমার মাঝে।'

সামসঙ্গীত ৮৮

[১] *গান। সামসঙ্গীত। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: মাহালাথ লেয়ান্নোথ। মাস্কিল। স্বদেশীয় হেমানের জন্য।*

[২] প্রভু, ত্রাণেশ্বর আমার, দিনমানে চিৎকার করলাম,
রাতে তোমার সামনে থাকি।
[৩] আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে যেতে পারে যেন,
কান পেতে শোন আমার বিলাপ।

[৪] আমার প্রাণ যে দুঃখে ভরা,
পাতালের কাছেই পৌঁছে গেছে আমার জীবন।
[৫] যারা সেই গহ্বরে নেমে যায়, আমি তাদেরই সঙ্গে পরিগণিত,
আমি হয়েছি এমন মানুষের মত যার শক্তি নেই।
[৬] মৃতদের মাঝেই আমার প্রাণ,
আমি সমাধি-শায়িত তেমন নিহত লোকদেরই মত,
যাদের আর কোন স্মরণ নেই তোমার,
তোমার হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যারা।

[৭] গর্তের তলায়, অন্ধকারের গর্ভে, অতল গভীরে
তুমি আমায় রেখেছ ফেলে;
[৮] আমার উপর জমে আছে তোমার রোষ,
তোমার ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছ আমায়। *(বিরাম)*

[৯] আমা থেকে তুমি আমার বন্ধুদের সরিয়ে দিয়েছ দূরে,
আমাকে করেছ তাদের ঘৃণার পাত্র;
আমি তো কারারুদ্ধ, আর পারি না বেরিয়ে যেতে;
[১০] দুর্দশায় ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ।
তোমাকে ডাকি, প্রভু, সারাদিন ধরে,
তোমার প্রতি আমার দু'হাত বাড়াই।

[১১] মৃতদেরই জন্য কি তুমি সাধন কর আশ্চর্য কাজ?
ছায়ামূর্তি কি উঠে করতে পারে তোমার স্তুতি? *(বিরাম)*
[১২] সমাধিতে হয় কি প্রচারিত তোমার কৃপা?
বিলুপ্তির দেশে কি বিশ্বস্ততা তোমার?
[১৩] অন্ধকারে হয় কি পরিচিত তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তি?
বিস্মরণের দেশে কি ধর্মময়তা তোমার?

[১৪] আমি কিন্তু তোমার কাছে, প্রভু, সাহায্য চেয়ে চিৎকার করি,
প্রত্যুষে আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে যায়।
[১৫] কেন, প্রভু, তুমি ত্যাগ করছ আমার প্রাণ?
কেন আমা থেকে লুকিয়ে রাখছ শ্রীমুখ?

[১৬] তরুণ বয়স থেকেই আমি দুঃখী, মরণমুখী,
তোমার বিভীষিকা সহ্য করে আমি সন্ত্রাসিত।
[১৭] তোমার ক্রোধ বয়ে গেছে আমার উপর দিয়ে,
তোমার যত আতঙ্ক আমাকে স্তব্ধ করে দিল।

[১৮] সেই সব সারাদিন আমায় ঘিরে ফেলেছে বন্যার মত,
আমায় ঘিরে ফেলেছে সব দিক দিয়ে।
[১৯] প্রিয়জন ও বন্ধুকে তুমি আমা থেকে সরিয়ে দিয়েছ দূরে,
অন্ধকার একমাত্র সঙ্গী আমার।

সামসঙ্গীত ৮৯

[১] *মাস্কিল। স্বদেশীয় এথানের জন্য।*

[২] আমি প্রভুর কৃপাধারার কথা গাইব চিরকাল,
নিজ মুখেই তোমার বিশ্বস্ততার কথা প্রচার করব যুগে যুগান্তরে;
[৩] হ্যাঁ, আমি বলেছি, 'তোমার কৃপা চিরস্থায়ী,
তোমার বিশ্বস্ততা স্বর্গে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।'

[৪] ‘আমার মনোনীতজনের সঙ্গে আমি সন্ধি করেছি স্থাপন,
আমার দাস দাউদের কাছে করেছি শপথ ;
[৫] তোমার বংশ আমি করব চিরপ্রতিষ্ঠিত,
তোমার সিংহাসন করব যুগযুগস্থায়ী।’ *(বিরাম)*

[৬] প্রভু, স্বর্গ করে তোমার আশ্চর্য কাজের স্তুতি,
করে তোমার বিশ্বস্ততার স্তুতি পবিত্রজনদের সমাবেশে।
[৭] ঊর্ধ্বলোকে কেইবা প্রভুর সঙ্গে তুলনা করতে পারে?
দেবসন্তানদের মধ্যে কেইবা প্রভুর মত?

[৮] পবিত্রজনদের সভায় ঈশ্বর ভয়ঙ্কর,
যারা তাঁর চারপাশে রয়েছে, তাদের মধ্যে তিনি মহান, ভীতিপ্রদ।
[৯] কেইবা তোমার মত, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর?
শক্তিমান তুমি, প্রভু ; তোমার বিশ্বস্ততা চারদিকে তোমায় ঘিরে।

[১০] তুমিই সাগরের গর্ব শাসন কর,
তুমিই তার উত্তাল তরঙ্গমালা প্রশমিত কর ;
[১১] তুমিই সেই রাহাবকে মৃতদেহের মতই চূর্ণ করলে,
তোমার বাহুবলে তোমার শত্রুদের ছড়িয়ে দিলে।

[১২] আকাশ তোমার, পৃথিবীও তোমার,
তুমিই জগৎ ও জগতের সমস্ত কিছু স্থাপন করলে ;
[১৩] তুমিই সৃষ্টি করলে সাফোন ও আমানুস,
তাবর ও হার্মোন তোমার নামে করে আনন্দগান।

[১৪] তোমার বাহুর কী পরাক্রম!
তোমার হাত শক্তিশালী, তোমার ডান হাত উত্তোলিত।
[১৫] ধর্মময়তা ও ন্যায় তোমার সিংহাসনের ভিত,
কৃপা ও বিশ্বস্ততা অগ্রণী তোমার।

[১৬] সুখী সেই জাতি, যে তোমার জয়ধ্বনি জানে,
যে তোমার শ্রীমুখের আলোতে চলে, প্রভু।
[১৭] তোমার নামেই তারা আনন্দে মেতে থাকে সারাদিন ধরে,
তোমার ধর্মময়তায় উন্নীত হয়।

[১৮] তুমিই তো আমাদের শক্তির কান্তি,
তোমার প্রসন্নতায় তুমি আমাদের শক্তি উন্নীত কর।
[১৯] কারণ আমাদের ঢাল, তা তো প্রভুরই,
আমাদের রাজা, তিনিও তো ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের।

[২০] এককালে দর্শন দিয়ে কথা ব'লে
তুমি একথা বলেছিলে তোমার ভক্তজনদের কাছে:
'একটি যোদ্ধার চেয়ে একটি ছেলেকেই আমি রাজা করলাম,
জনগণের মধ্য থেকে একটি যুবককে উন্নীত করলাম।

[২১] আমার দাস দাউদের পেয়েছি সন্ধান,
তাকে অভিষিক্ত করেছি আমার পবিত্র তেলে;
[২২] তাই আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে,
আমার বাহু তাকে করে তুলবে শক্তিশালী।

[২৩] কোন শত্রু তাকে বশীভূত করতে পারবে না,
কোন দুষ্কর্মাও তাকে অত্যাচার করতে পারবে না।
[২৪] আমি তার সামনেই তার বিপক্ষদের চূর্ণ করব,
তার বিদ্বেষীদের আঘাত করব।

[২৫] আমার বিশ্বস্ততা ও আমার কৃপা তার সঙ্গে থাকবে,
আমার নামে তার শক্তি উন্নীত হবে।
[২৬] সাগরের উপর প্রসারিত করব তার হাত,
নদনদীর উপর তার ডান হাত।

[২৭] সে আমাকে ডাক দিয়ে বলবে, “তুমিই আমার পিতা,
আমার ঈশ্বর, আমার ত্রাণশৈল তুমি।”
[২৮] তাই আমি তাকে আমার প্রথমজাত পুত্রই করে তুলব,
করে তুলব পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে সর্বোচ্চ রাজা।

[২৯] আমার কৃপা আমি তার জন্য রক্ষা করব চিরকাল,
আমার সন্ধি তার জন্য থাকবে অবিচল।
[৩০] তার বংশ আমি করব চিরস্থায়ী,
তার সিংহাসন করব আকাশের আয়ুর মত।

[৩১] তার সন্তানেরা যদি ত্যাগ করে আমার বিধান,
যদি না চলে আমার নির্দেশমতে,
[৩২] তারা যদি লঙ্ঘন করে আমার বিধিমালা,
যদি না মেনে চলে আমার আজ্ঞাবলি,
[৩৩] তাহলে বেতের আঘাতে আমি তাদের অন্যায়ের যোগ্য শাস্তি দেব,
তাদের শঠতার জন্য তাদের কশাঘাত করব।
[৩৪] আমি কিন্তু তার কাছ থেকে আমার কৃপা অপসারণ করব না,
আমার বিশ্বস্ততা মিথ্যা হতে দেব না।

[৩৫] আমার সন্ধি আমি লঙ্ঘন করবই না,
আমার ওষ্ঠ যা উচ্চারণ করেছে, তার অন্যথা হতে দেবই না।
[৩৬] আমার আপন পবিত্রতার দিব্যি দিয়ে একবারই করেছি শপথ,
আমি নিশ্চয়ই দাউদের কাছে মিথ্যা বলব না।
[৩৭] তার বংশ হবে চিরস্থায়ী,
তার সিংহাসন আমার সামনে হবে সূর্যের মত,
[৩৮] চন্দ্রের মত চিরপ্রতিষ্ঠিত,
ঊর্ধ্বলোকে বিশ্বস্ত সাক্ষী যেন।’ *(বিরাম)*

[৩৯] অথচ তুমি তাঁকে ত্যাগই করেছ, করেছ প্রত্যাখ্যান,
তোমার তৈলাভিষিক্তজনের উপর তুমি কুপিত হলে।
[৪০] ভঙ্গ করেছ তোমার দাসের সঙ্গে তোমার সন্ধি,
তাঁর মুকুট ধুলায় করেছ কলুষিত।

[৪১] তুমি ভেঙে দিয়েছ তাঁর সকল প্রাচীর,
ধ্বংসস্তূপই করেছ তাঁর যত দুর্গ,
[৪২] তাঁকে লুণ্ঠন করেছে সকল পথিক,
প্রতিবেশীদের কাছে তিনি হয়েছেন অপবাদের পাত্র।

[৪৩] তুমি উন্নীত করেছ তাঁর বিপক্ষদের ডান হাত,
তাঁর সকল শত্রুকে দিয়েছ আনন্দ করতে।
[৪৪] ভোঁতা করেছ তাঁর খড়্গের ধার,
সংগ্রামেও তাঁর অবলম্বন হওনি।

[৪৫] তুমি কেড়ে নিয়েছ তাঁর প্রভা,
মাটিতে ফেলে দিয়েছ তাঁর সিংহাসন।
[৪৬] কমিয়ে দিয়েছ তাঁর যৌবনের আয়ু,
তাঁকে পরিয়েছ লজ্জার আবরণ। *(বিরাম)*

[৪৭] আর কতকাল, প্রভু? তুমি কি লুকিয়ে থাকবে চিরদিন?
তোমার রোষ কি জ্বলতে থাকবে আগুনের মত?
[৪৮] মনে রেখ কত ক্ষণস্থায়ী আমার জীবন;
কোন্ অসার উদ্দেশ্যে তুমি আদমসন্তানদের সৃষ্টি করলে?
[৪৯] মৃত্যু কখনও না দেখে জীবিতই থাকবে, কেবা তেমন মানুষ?
কে পারবে পাতালের হাত থেকে নিজেকে নিষ্কৃতি দিতে? *(বিরাম)*

[৫০] প্রভু, কোথায় তোমার কৃপার সেই অতীতের কথা,
যা তুমি তোমার বিশ্বস্ততার দিব্যি দিয়ে শপথ করেছিলে দাউদের কাছে?
[৫১] মনে রেখ, প্রভু, তোমার দাসদের অপমান,

বুকে আমিই সইছি সকল জাতির সেই অপমানের কথা,
[৫২] সেই যে সমস্ত অপমানে তোমার শত্রুরা অপমান করছে, প্রভু,
অপমান করছে তোমার তৈলাভিষিক্তজনের পদক্ষেপ।

[৫৩] ধন্য প্রভু চিরকাল!
আমেন, আমেন।

চতুর্থ খণ্ড

সামসঙ্গীত ৯০

[১] *প্রার্থনা। প্রভুর মানুষ মোশির রচনা।*

ওগো প্রভু, যুগযুগ ধরে
তুমি হলে আমাদের আশ্রয়দুর্গ।
[২] পাহাড়পর্বতের জন্মের আগে,
পৃথিবী ও জগতের প্রসবের আগে,
অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল ধরে তুমি ঈশ্বর।

[৩] ‘হে আদমসন্তানেরা, ফিরে যাও!’
একথা বলে তুমি মানুষকে ধুলায় ফিরিয়ে আন।
[৪] তোমার চোখে হাজার বছর সেই গতদিনেরই মত যা বয়ে গেল,
রাতের এক প্রহরই যেন।

[৫] তুমি নিদ্রার বন্যায় বয়ে নিয়ে যাও তাদের,
তারা প্রভাতে বেড়ে ওঠা ঘাসের মত—
[৬] প্রভাতে তা ফুটে উঠে বেড়ে ওঠে,
সন্ধ্যায় কাটা পড়ে শুষ্ক হয়।

[৭] কারণ আমরা এখন তোমার ক্রোধে নিঃশেষিত,
তোমার রোষে সন্ত্রাসিত;
[৮] নিজের সামনে তুমি মেলে রেখেছ আমাদের অসৎ কাজ,
নিজের শ্রীমুখের আলোতে আমাদের গোপন কাজ।

[৯] আমাদের সকল দিন কেটে যায় তোমার কোপের মাঝে,
আমাদের বছরগুলি নিঃশেষিত হয় এক নিশ্বাসের মত।
[১০] আমাদের আয়ুষ্কাল—তা তো সত্তর বছর,
আশি বছর বলিষ্ঠদের জন্য।

কিন্তু সেগুলি জুড়ে দুঃখ ও কষ্ট,
শীঘ্রই সেগুলি কেটে যায় আর আমরা উবে যাই!

[১১] কেবা জানে তোমার ক্রোধের শক্তি?
কেবা দেখে তোমার কোপের ভার?

[১২] আমাদের আয়ুর দিনগুলি গুনতে আমাদের শেখাও,
তবে আমরা লাভ করব প্রজ্ঞাপূর্ণ অন্তর।
[১৩] ফিরে চাও, প্রভু,—আর কতকাল?
তোমার দাসদের প্রতি দেখাও দয়া।

[১৪] প্রভাতে তোমার কৃপায় আমাদের পরিতৃপ্ত কর,
আর আমরা সানন্দে চিৎকার করব, মেতে উঠব চিরদিন ধরে।
[১৫] যতদিন ক্লিষ্ট হয়েছি, যতবছর অমঙ্গল দেখেছি আমরা,
ততদিন তুমি আমাদের করে তোল আনন্দিত।

[১৬] প্রকাশিত হোক তোমার কর্মকীর্তি তোমার দাসদের কাছে,
তোমার মহিমা তাদের সন্তানদের কাছে।
[১৭] আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর মাধুর্য আমাদের উপর বিরাজ করুক,
আমাদের জন্য সুস্থির কর আমাদের হাতের কাজ,
সুস্থির কর আমাদের হাতের কাজ।

সামসঙ্গীত ৯১

[১] তুমি যে বাস কর পরাৎপরের গোপন আশ্রয়ে,
তুমি যে সর্বশক্তিমানের ছায়ায় কর রাত্রিযাপন,
[২] প্রভুকে বল: ‘আমার আশ্রয়, আমার গিরিদুর্গ,
আমার পরমেশ্বর, তোমাতেই ভরসা রাখি।’

[৩] ব্যাধের ফাঁদ ও সর্বনাশা মড়ক থেকে
তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন।

[৪] তাঁর পালক দিয়ে তিনি তোমাকে ঢেকে রাখবেন,
তাঁর ডানার নিচে তুমি পাবে আশ্রয়।

তাঁর বিশ্বস্ততা ঢাল ও রক্ষাফলক যেন।
[৫] ভয় করবে না তুমি রাত্রির বিভীষিকা,
দিনমানে উড়ন্ত তীর,
[৬] অন্ধকারে চলন্ত মড়ক,
মধ্যাহ্নে বিনাশী রোগ।

[৭] লুটিয়ে পড়বে সহস্রজন তোমার পাশে,
দশ সহস্রজন তোমার ডান দিকে,
তোমার কাছে তবু কিছুই আসবে না,
[৮] তুমি এমনি চোখ মেলেই তাকাও,
তখন দেখবেই তুমি দুর্জনদের শাস্তি।

[৯] স্বয়ং প্রভুই তোমার আশ্রয়,
সেই পরাৎপরকে তুমি করেছ তোমার আবাস,
[১০] তাই তোমার উপর কোন অনিষ্ট এসে পড়বে না,
আসবে না কো তোমার তাঁবুপ্রান্তে কোন দুর্বিপাক।
[১১] কারণ তোমার জন্যই আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দিলেন,
তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন ;

[১২] তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন,
পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।
[১৩] সিংহ ও কেউটের উপর তুমি পা দেবে,
তুমি মাড়িয়ে যাবে যুবসিংহ ও দানব।

[১৪] আমাতে আসক্ত বলে আমি তাকে রেহাই দেব,
আমার নাম জানে বলে আমি তাকে নিরাপদে রাখব।
[১৫] সে আমাকে ডাকবে আর আমি দেব সাড়া,

সঙ্কটে আমি থাকব তার সঙ্গে,
তাকে নিস্তার করব, গৌরবান্বিত করব ;
[১৬] দীর্ঘায়ু দিয়ে তৃপ্তি দেব তাকে,
তাকে দেখাব আমার পরিত্রাণ।

সামসঙ্গীত ৯২

[১] *সামসঙ্গীত। গান। শাব্বাতের জন্য।*

[২] প্রভুর স্তুতিগান গাওয়া কত সুন্দর,
হে পরাৎপর, তোমার নামগান করা,
[৩] প্রভাতে তোমার কৃপা,
রাতে তোমার বিশ্বস্ততা ঘোষণা করা
[৪] দশতন্ত্রী ও বীণা বাজিয়ে, সেতারের মধুর সুরে—
কতই না সুন্দর।

[৫] কারণ তোমার কর্মকাণ্ড দিয়ে তুমি, প্রভু, আমাকে আনন্দিত কর,
তোমার হাতের কর্মকীর্তির জন্য আমি হর্ষধ্বনি তুলি—
[৬] কতই না মহান তোমার কর্মকীর্তি, প্রভু ;
তোমার চিন্তা-ভাবনা কতই গভীর।

[৭] মূর্খ মানুষ জানে না,
নির্বোধ মানুষও একথা বোঝে না—
[৮] দুর্জনেরা যদিও ঘাসের মত অঙ্কুরিত হয়,
সকল অপকর্মা যদিও বিকশিত হয়,
তবু তারা বিধ্বস্ত হবে চিরকাল ধরে ;
[৯] তুমি কিন্তু, প্রভু,—তুমি মহামহিম চিরকাল।

[১০] এই যে, প্রভু, তোমার শত্রুসকল,
এই যে, তোমার শত্রুরা লুপ্ত হবে,

সকল অপকর্মা ছত্রভঙ্গ হবে।
[১১] তুমি তো আমার মাথা বন্য বৃষের মাথার মত উন্নীত কর,
আমি সিক্ত হয়েছি তাজা তেলে।
[১২] আমার চোখ দেখবে ওত পেতে থাকা সেই শত্রুদের পতন,
আমার কান শুনবে আমার বিরোধী সেই অপকর্মাদের দুর্দশার কথা।

[১৩] ধার্মিক মানুষ বিকশিত হবে খেজুরগাছের মত,
বেড়ে উঠবে লেবাননের এরসগাছের মত,
[১৪] প্রভুর গৃহে রোপিত হয়ে
তারা আমাদের পরমেশ্বরের প্রাঙ্গণে বিকশিত হবে।

[১৫] প্রাচীন বয়সেও তারা হবে ফলবান,
থাকবে সরস সতেজ,
[১৬] তারা যেন ঘোষণা করতে পারে যে প্রভু ন্যায়শীল—
তিনি আমার শৈল, তাঁর মধ্যে অধর্ম নেই।

সামসঙ্গীত ৯৩

[১] প্রভু রাজত্ব করেন,
তিনি মহিমায় পরিবৃত,
প্রভু শক্তিতে পরিবৃত সুসজ্জিত;

[২] জগৎ সত্যিই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, তা কখনও টলবে না;
তোমার রাজাসন আদি থেকেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত,
অনাদিকাল থেকেই তুমি বিরাজিত।

[৩] নদনদী তোলে, প্রভু,
নদনদী তোলে কণ্ঠস্বর,
নদনদী তোলে তর্জন-গর্জন;

[৪] বিশাল জলরাশির কণ্ঠস্বরের চেয়ে মহান,
সাগরের তরঙ্গমালার চেয়েও মহিমময়,
ঊর্ধ্বলোকে প্রভু মহিমময়।

[৫] তোমার নির্দেশগুলি অতি বিশ্বাসযোগ্য;
তোমার গৃহে পবিত্রতাই শোভা পায়, প্রভু, চিরদিন।

সামসঙ্গীত ৯৪

[১] হে প্রতিফলদাতা ঈশ্বর, ওগো প্রভু,
হে প্রতিফলদাতা ঈশ্বর, উদ্ভাসিত হও।
[২] উত্থিত হও, পৃথিবীর বিচারকর্তা,
গর্বিতদের দাও যোগ্য প্রতিফল।

[৩] প্রভু, দুর্জনেরা আর কতকাল?
আর কতকাল দুর্জনেরা উল্লাস করে যাবে?
[৪] ওরা বাগাড়ম্বর ক'রে বলে উদ্ধত কথা,
সব অপকর্মা দম্ভ করে।

[৫] ওরা তোমার আপন জাতিকে চূর্ণ করে, প্রভু,
তোমার আপন উত্তরাধিকার করে অত্যাচার,
[৬] বিধবা ও প্রবাসীকে সংহার করে,
এতিমকে হত্যা করে।

[৭] ওরা বলে: 'প্রভু দেখেন না,
বোঝেন না কো যাকোবের পরমেশ্বর।'
[৮] হে জাতির অবোধ মানুষ, বুঝে নাও,
হে মূর্খ, কবে তোমাদের সুবুদ্ধি হবে?

[৯] যিনি কান বসালেন, তিনি কি শুনতে পান না?
যিনি চোখ গড়লেন, তিনি কি দেখতে পান না?

[১০] যিনি দেশগুলি শাসন করেন, তিনি কি শাস্তি দিতে পারেন না?
তিনি যে মানুষকে জ্ঞানশিক্ষা দেন!
[১১] প্রভু তো মানুষের চিন্তা-ভাবনা জানেন,
জানেন যে সেগুলি একটা ফুৎকার মাত্র।

[১২] সুখী সেই মানুষ, যাকে তুমি শাসন কর, প্রভু,
যাকে শেখাও তোমার বিধানের কথা,
[১৩] অমঙ্গলের দিনে তুমি এইভাবে তাকে আরাম দেবে,
যতদিন গহ্বর না খোঁড়া হয় দুর্জনের জন্য।

[১৪] কারণ প্রভু আপন জাতিকে ফেলে যাবেন না,
আপন উত্তরাধিকার ছেড়ে যাবেন না,
[১৫] বরং আবার বিচার ধর্মময়তায় পরিণত হবে,
সরলহৃদয় সকল মানুষ সেই ধর্মময়তা করবে অনুসরণ।

[১৬] দুষ্কর্মাদের বিরুদ্ধে কে উঠে দাঁড়াবে আমার পক্ষ হয়ে?
অপকর্মাদের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে আমার পক্ষে?
[১৭] প্রভু যদি না হতেন আমার সহায়,
কিছুক্ষণের মধ্যে আমি স্তব্ধতার দেশেই বসবাস করতাম।

[১৮] আমি যখন বললাম: ‘পা পিছলে পড়ে যাচ্ছি,’
তোমার কৃপাই, প্রভু, তখন ধরে রাখল আমায়।
[১৯] অন্তরে যখন দুশ্চিন্তা বেশি ছিল,
তোমার সান্ত্বনাই তখন জুড়িয়ে দিল আমার প্রাণ।

[২০] যে সর্বনাশা আসন বিধির বিরুদ্ধে অধর্ম তৈরি করে,
তার সঙ্গে তোমার কি থাকতে পারে কোন যোগাযোগ?
[২১] ওরা ধার্মিকের প্রাণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে,
নির্দোষ রক্তকে দণ্ডিত করে।

[২২] প্রভুই কিন্তু আমার দুর্গ,
আমার পরমেশ্বরই আমার শৈলাশ্রয় ;
[২৩] তিনি ওদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে ওদের শঠতা ফিরিয়ে দেবেন,
ওদের অপকর্মের জন্য ওদের স্তব্ধ করে দেবেন,
ওদের স্তব্ধ করে দেবেন আমাদের পরমেশ্বর প্রভু।

সামসঙ্গীত ৯৫

[১] এসো, প্রভুর উদ্দেশে সানন্দে চিৎকার করি,
আমাদের ত্রাণশৈলের উদ্দেশে তুলি জয়ধ্বনি।
[২] চল, ধন্যবাদগীতি গেয়ে তাঁর সম্মুখে যাই,
বাদ্যের ঝঙ্কারে তাঁর উদ্দেশে তুলি জয়ধ্বনি।

[৩] কারণ প্রভু মহান ঈশ্বর,
সব দেবতার ঊর্ধ্বে তিনি মহান রাজা ;
[৪] তাঁরই হাতে ভূগর্ভ,
তাঁরই তো পাহাড়পর্বত-চূড়া,
[৫] সাগর তাঁরই, তিনিই তা করলেন ;
তাঁর দু'হাতই গড়ল স্থলভূমি।

[৬] এসো, প্রণত হই ; এসো, প্রণিপাত করি,
আমাদের নির্মাণকর্তা প্রভুর সম্মুখে করি জানুপাত,
[৭] তিনি যে আমাদের পরমেশ্বর,
আর আমরা তাঁর চারণভূমির জনগণ,
তাঁর হাতের মেষপাল।

তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে !
[৮] 'হৃদয় কঠিন করো না,
যেমনটি ঘটল মেরিবায় ও সেইদিন মাস্‌সায় সেই মরুদেশে ;

[৯] সেখানে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমায় যাচাই করল,
আমার কাজ দেখেও আমায় পরীক্ষা করল।

[১০] চল্লিশ বছর আমি অতিষ্ঠ হলাম সেই প্রজন্মের মানুষকে নিয়ে,
শেষে বললাম, “তারা ভ্রষ্টহৃদয় এক জাতি,
তারা জানে না আমার কোন পথ।”
[১১] তাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি শপথ করলাম,
তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।’

সামসঙ্গীত ৯৬

[১] প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, সমগ্র পৃথিবী;
[২] প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, ধন্য কর তাঁর নাম,
দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ।

[৩] জাতি-বিজাতির মাঝে বর্ণনা কর তাঁর গৌরব,
সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ।

[৪] প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়,
সকল দেবতার চেয়ে ভয়ঙ্কর তিনি।
[৫] জাতিগুলির সকল দেবতা পুতুল মাত্র,
কিন্তু প্রভুই আকাশমণ্ডলের নির্মাণকর্তা;

[৬] প্রভা ও মহিমা তাঁর সম্মুখে,
শক্তি ও কান্তি তাঁর পবিত্রধামে।

[৭] প্রভুতে আরোপ কর, হে জাতিগুলির গোত্রসকল,
প্রভুতে আরোপ কর গৌরব ও শক্তি,
[৮] প্রভুতে আরোপ কর তাঁর নামের গৌরব;

অর্ঘ্যদান হাতে করে তাঁর প্রাঙ্গণে কর প্রবেশ,
[৯] তাঁর পবিত্রতার আবির্ভাবে প্রভুর সম্মুখে কর প্রণিপাত।
সমগ্র পৃথিবী, তাঁর উদ্দেশে কম্পিত হও।

[১০] জাতি-বিজাতির মাঝে বল, 'প্রভু রাজত্ব করেন।'
জগৎ সত্যিই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, তা কখনও টলবে না;
তিনি সততার সঙ্গে জাতিসকলকে বিচার করবেন।

[১১] আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, পৃথিবী মেতে উঠুক,
গর্জে উঠুক সাগর ও তার যত প্রাণী;
[১২] উল্লাস করুক মাঠ ও মাঠের সবকিছু,
বনের সব গাছপালা সানন্দে চিৎকার করুক
[১৩] সেই প্রভুর সম্মুখে যিনি আসছেন;
কারণ তিনি পৃথিবী বিচার করতে আসছেন,
ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎ,
বিশ্বস্ততার সঙ্গে জাতিসকলকে বিচার করবেন।

সামসঙ্গীত ৯৭

[১] প্রভু রাজত্ব করেন, পৃথিবী মেতে উঠুক,
যত দ্বীপপুঞ্জ আনন্দ করুক।
[২] মেঘ ও অন্ধকার তাঁর সর্বাঙ্গীণ আবরণ,
ধর্মময়তা ও ন্যায় তাঁর সিংহাসনের ভিত।

[৩] আগুন তাঁর অগ্রগামী হয়ে
চতুর্দিকে তাঁর শত্রুদের পুড়িয়ে ফেলে।
[৪] তাঁর বিদ্যুৎমালা জগৎকে আলোকিত করে,
তা দেখে পৃথিবী কম্পিত হয়।

[৫] সমগ্র পৃথিবীর প্রভুর সামনে,
সেই প্রভুর সামনে পাহাড়পর্বত মোমের মত বিগলিত হয় ;
[৬] স্বর্গ তাঁর ধর্মময়তা ঘোষণা করে,
সর্বজাতি তাঁর গৌরবের দর্শন পায়।

[৭] যারা প্রতিমা পূজা করে,
যারা দেবমূর্তি নিয়ে গর্ব করে,
তারা সবাই লজ্জিত হোক,
সব দেবতা তাঁর সামনে প্রণত হোক।

[৮] তা শুনে সিয়োন আনন্দিত,
তোমার বিচারগুলির জন্য, প্রভু, যুদা-কন্যারা উল্লসিত।
[৯] কারণ তুমি, প্রভু, সারা পৃথিবীর উপর পরাৎপর,
সব দেবতার ঊর্ধ্বে উচ্চতম।

[১০] তোমরা যারা প্রভুকে ভালবাস, তারা অন্যায় ঘৃণা কর ;
কারণ তিনি আপন ভক্তদের প্রাণ রক্ষা করেন,
দুর্জনদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করেন।

[১১] এক আলো অঙ্কুরিত হল ধার্মিকের জন্য,
আনন্দ সরলহৃদয়ের জন্য।
[১২] প্রভুতে আনন্দ কর, ধার্মিকজন সকল,
কর তাঁর অবিস্মরণীয় পবিত্রতার স্তুতিগান।

সামসঙ্গীত ৯৮

[১] *সামসঙ্গীত।*
প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
তিনি যে সাধন করেছেন কত আশ্চর্য কাজ।
আপন ডান হাত ও পবিত্র বাহু দ্বারা

তিনি করেছেন জয়লাভ।

[২] প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ,
জাতি-বিজাতির চোখের সামনে আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ,
[৩] ইস্রায়েলকুলের প্রতি আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ,
পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

[৪] সমগ্র পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি,
আনন্দে ফেটে পড়, চিৎকার কর, কর গান।
[৫] সেতার বাজাও, সেতার ও বাদ্যের সুরে সুরে কর প্রভুর স্তবগান,
[৬] তূর্যনিনাদে, শিঙার সুরে সেই রাজা প্রভুর সম্মুখে তোল জয়ধ্বনি।

[৭] সাগর ও তার যত প্রাণী গর্জে উঠুক,
গর্জে উঠুক জগৎ ও জগদ্বাসী,
[৮] নদনদী দিক করতালি,
গিরিমালা সমস্বরে [৯] প্রভুর সম্মুখে সানন্দে চিৎকার করুক,
কারণ তিনি পৃথিবী বিচার করতে আসছেন,
ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎ,
সততার সঙ্গে জাতিসকলকে বিচার করবেন।

সামসঙ্গীত ৯৯

[১] প্রভু রাজত্ব করেন, জাতিসকল আলোড়িত হোক,
তিনি খেরুবদের উপরে আসীন, শিহরে উঠুক জগৎ।
[২] সিয়োনে প্রভু মহান,
তিনি সকল জাতির উপরে উচ্চতম।
[৩] তারা করুক তোমার মহান ও ভয়ঙ্কর নামের স্তুতিগান,
পবিত্রই সেই নাম!

[৪] হে শক্তিশালী রাজা, তুমি যে ন্যায় ভালবাস,
তুমিই তো সততা করেছ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ;
যাকোবে তুমিই ন্যায় ও ধর্মময়তার সাধক।
[৫] আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বন্দনা কর,
তাঁর পাদপীঠে কর প্রণিপাত,
পবিত্রই তিনি!

[৬] মোশি ও আরোন আছেন তাঁর যাজকদের মাঝে,
যাঁরা তাঁর নাম করেন, তাঁদের মধ্যে শামুয়েল।
তাঁরা প্রভুকে ডাকতেন আর তিনি সাড়া দিতেন,
[৭] মেঘ-স্তম্ভ থেকে তিনি তাঁদের কাছে কথা বলতেন,
তাঁরা মেনে চলতেন তাঁর নির্দেশগুলি
আর সেই বিধান যা তিনি দিয়েছিলেন তাঁদের।

[৮] হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, তুমি তাঁদের সাড়া দিতে,
যদিও তাঁদের পাপের শাস্তি দিতে
তুমি তাঁদের জন্য ছিলে ধৈর্যশীল ঈশ্বর।

[৯] আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বন্দনা কর,
তাঁর পবিত্র পর্বত পানে কর প্রণিপাত,
পবিত্রই আমাদের পরমেশ্বর প্রভু!

সামসঙ্গীত ১০০

[১] *সামসঙ্গীত। ধন্যবাদার্থক।*

সমগ্র পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি,
[২] সানন্দে প্রভুর সেবা কর,
তাঁর সম্মুখে এসো হর্ষধ্বনির ছন্দে।

[৩] জেনে রেখ—প্রভুই স্বয়ং পরমেশ্বর,
তিনি আমাদের গড়লেন আর আমরা তাঁরই,
আমরা তাঁর জনগণ, তাঁর চারণভূমির মেষপাল।

[৪] প্রবেশ কর তাঁর তোরণে ধন্যবাদগীতি গেয়ে,
তাঁর প্রাঙ্গণে প্রশংসাগান গেয়ে,
তাঁকে জানাও ধন্যবাদ, ধন্য কর তাঁর নাম।

[৫] প্রভু সত্যি মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী,
তাঁর বিশ্বস্ততা যুগে যুগান্তরে।

সামসঙ্গীত ১০১

[১] *দাউদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

আমি গান করব কৃপা ও ন্যায়ের কথা,
তোমার উদ্দেশে, প্রভু, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার।
[২] নিখুঁত পথে প্রবুদ্ধ হয়ে চলব,
তুমি কবে আমার কাছে আসবে?

[৩] ঘরে আমি অন্তরের সততায় আচরণ করব,
চোখের সামনে রাখব না অধর্মের কোন কাজ;
আমি ধর্মত্যাগীকে ঘৃণা করি,
সে আমাকে আঁকড়ে থাকবে না।

[৪] যার অন্তর কুটিল, সে আমা থেকে দূরে থাকুক,
আমি কোন দুষ্কর্মাকে চিনব না।
[৫] গোপনে যে পরনিন্দা করে,
আমি তাকে স্তব্ধ করে দেব;
যার চোখ গর্বোদ্ধত, অন্তর দর্পিত,

আমি তাকে সহ্য করব না।

[৬] আমার দৃষ্টি দেশের বিশ্বস্ত মানুষের প্রতি,
তারাই যেন আমার সঙ্গে থাকে—
যে নিখুঁত পথে চলে,
সে হবে আমার দাস।

[৭] কোন প্রতারক আমার ঘরে আসন পাবে না;
কোন মিথ্যাবাদী আমার চোখের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

[৮] প্রতিদিন সকালে আমি দেশের সকল দুর্জনকে স্তব্ধ করে দেব,
প্রতিটি অপকর্মাকে যেন প্রভুর নগরী থেকে উচ্ছেদ করতে পারি।

সামসঙ্গীত ১০২

[১] *অবসন্ন হয়ে প্রভুর কাছে নিজের দুঃখের কথা ভেঙে বলে, এমন দুঃখীর প্রার্থনা।*

[২] ওগো প্রভু, আমার প্রার্থনা শোন,
আমার এ চিৎকার তোমার কাছে যেতে পারে যেন।
[৩] আমার সঙ্কটের দিনে
আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না গো শ্রীমুখ,
আমি ডাকলে কান পেতে শোন,
শীঘ্রই আমাকে সাড়া দাও।

[৪] আমার আয়ুর দিনগুলি ধোঁয়ার মতই বিলীন হচ্ছে,
আমার হাড় জ্বলছে চুল্লির মত;
[৫] আমার আঘাতগ্রস্ত হৃদয় ঘাসের মত শুষ্ক হচ্ছে,
খাবার খেতে ভুলে যাই;
[৬] আমার দীর্ঘ ক্রন্দনে
আমার হাড় মাংসে লেগে গেছে।

[৭] আমি যেন প্রান্তরে একটা গগনভেলা,
ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা পেঁচক যেন ;
[৮] আমি জেগে থাকি,
এই যে, আমি ছাদের উপরে বসা সঙ্গীহীন একটা পাখির মত।

[৯] আমার শত্রুরা আমাকে অপবাদ দেয় সারাদিন ধরে,
উন্মত্ত হয়ে আমাকে অভিশাপ দেয়।
[১১] তুমি আমাকে উঁচু করে দূরে ফেলে দিলে,
তাই তোমার আক্রোশ, তোমার ক্রোধের সম্মুখীন হয়ে
[১০] আমি এখন খাদ্যরূপে ছাই খাই,
আমার পানীয়ে মেশাই অশ্রুজল।
[১২] আমার আয়ুর দিনগুলি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া ছায়ার মত,
আমি ঘাসের মতই শুষ্ক হচ্ছি।

[১৩] প্রভু, তুমি কিন্তু সিংহাসনে চিরসমাসীন,
তোমার স্মৃতি যুগযুগস্থায়ী ;
[১৪] তুমি উত্থিত হবে, তুমি সিয়োনের প্রতি করুণাবিষ্ট হবে,
কেননা এই তো তাকে দয়া করার সময়—
এসে গেছে সেই শুভক্ষণ ;
[১৫] কেননা তোমার দাসেরা তার প্রতিটি পাথর ভালবাসে,
তার ধুলাস্তূপের জন্য তারা দয়ায় বিগলিত।

[১৬] জাতি-বিজাতি প্রভুর নাম শ্রদ্ধা করবে,
তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা ;
[১৭] কারণ প্রভু সিয়োনকে পুনর্নির্মাণ করবেন,
তিনি সগৌরবে দর্শন দেবেন।
[১৮] তিনি অবহেলিত মানুষের প্রার্থনার প্রতি মুখ তুলে চাইবেন,
তাদের প্রার্থনা অবজ্ঞা করবেন না।

[১৯] ভাবী যুগের মানুষের জন্য একথা লেখাই থাকবে,
তবে নবসৃষ্ট এক জাতি প্রভুর প্রশংসা করবে।
[২০] কারণ তাঁর ঊর্ধ্বস্থিত পবিত্রধাম থেকে প্রভু বাড়ালেন শ্রীমুখ,
স্বর্গ থেকে পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করলেন,
[২১] তিনি যে শুনতে চান বন্দিদের হাহাকার,
দণ্ডিতদের মৃত্যু থেকে মুক্তি দিতে চান ;
[২২] যেন সিয়োনে ধ্বনিত হয় প্রভুর নাম,
যেরুশালেমে তাঁর প্রশংসাবাদ ;
[২৩] তখন প্রভুর সেবা করার জন্য
যত জাতি, যত রাজ্য একত্রে সম্মিলিত হবে।

[২৪] আমার মাঝপথে তিনি লুটিয়ে দিয়েছেন আমার বল,
কেটে দিয়েছেন আমার আয়ুর দিনগুলি ;
[২৫] আমি বলি, হে আমার ঈশ্বর,
আমার আয়ুর মধ্যভাগে তুলে নিয়ো না গো আমায়,
তোমার বছরপরম্পরা, তা তো যুগযুগান্তর ব্যাপী।

[২৬] পুরাকালে তুমি পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করলে,
আকাশমণ্ডলও তোমারই আপন হাতের কাজ।
[২৭] সেগুলি বিলুপ্ত হবে, তুমি কিন্তু থেকে যাবে,
সেই সবকিছু জীর্ণ হবে একটা বস্ত্রের মত ;
সেগুলি তুমি পোশাকেরই মত বদলে নেবে,
তখন সেগুলি কেটে যাবে।
[২৮] তুমি কিন্তু অভিন্ন হয়ে থাক,
তোমার বছরপরম্পরার সমাপ্তি নেই।

[২৯] তোমার দাসদের সন্তানেরা একটি আবাস পাবে,
তাদের বংশধরেরা তোমার সম্মুখে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

সামসঙ্গীত ১০৩

[১] *দাউদের রচনা।*

প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য ;
আমার অন্তরে যা কিছু আছে, ধন্য কর তাঁর পবিত্র নাম।
[২] প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য ;
ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার :
[৩] তিনিই তো তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন,
তোমার সমস্ত রোগ-ব্যাধি নিরাময় করেন,
[৪] গহ্বর থেকে মুক্ত করেন তোমার জীবন,
তোমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত,
[৫] তোমার আকাঙ্ক্ষা মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত করেন,
তাই তোমার যৌবন ঈগলের মত নবীন হয়ে ওঠে।

[৬] সকল অত্যাচারিতের প্রতি
ধর্মময়তা ও ন্যায়ই প্রভুর আচরণ।
[৭] তিনি মোশিকে জানালেন তাঁর পথসকল,
ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে তাঁর কর্মকীর্তি।

[৮] প্রভু স্নেহশীল, দয়াবান,
ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান।
[৯] তিনি অনুযোগ করে থাকেন না অনুক্ষণ,
অসন্তোষও রাখেন না চিরকাল ধরে।
[১০] আমাদের প্রতি তাঁর আচরণ আমাদের পাপরাশির অনুপাতে নয়,
আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিদান আমাদের যত অপরাধের অনুপাতে নয়।

[১১] পৃথিবীর ঊর্ধ্বে যতখানি উঁচু আকাশমণ্ডল,
যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের প্রতি ততখানি দৃঢ় তাঁর কৃপা।
[১২] পশ্চিম থেকে পুব যত দূরবর্তী,

তিনি আমাদের কাছ থেকে তত দূরে ফেলে দেন আমাদের যত অপরাধ।

[১৩] পিতা যেমন সন্তানদের স্নেহ করেন,
যারা তাঁকে ভয় করে, প্রভুও তাদের প্রতি তত স্নেহশীল।
[১৪] কেননা আমরা যে কি দিয়ে গড়া, তা তিনি জানেন,
আমরা যে ধুলা, তা তিনি মনে রাখেন।

[১৫] ঘাসের মতই তো মানুষের আয়ুষ্কাল,
সে মাঠের ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়,
[১৬] তার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেলেই সে তো আর থাকে না,
সেই স্থানও তাকে আর চিনতে পারে না।

[১৭] প্রভুর কৃপা কিন্তু অনাদিকাল থেকে চিরকালস্থায়ী তাদেরই প্রতি,
তাঁকে ভয় করে যারা,
তাঁর ধর্মময়তা সন্তানদের সন্তানসন্ততিদের প্রতি, তাদেরই প্রতি,
[১৮] যারা তাঁর সন্ধি মানে
ও তাঁর আদেশগুলি মনে রেখে পালন করে।

[১৯] প্রভু স্বর্গে স্থাপন করেছেন তাঁর রাজাসন,
তাঁর রাজ-শাসন সবকিছুই ঘিরে;
[২০] মহাশক্তিধর যারা,
তাঁর বাণীর স্বর শোনামাত্র তাঁর আদেশ মেনে চল যারা,
তাঁর সেই সকল দূত, প্রভুকে বল ধন্য;

[২১] তাঁর সেবাকর্মী যারা, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর যারা,
তাঁর সেই সকল বাহিনী, প্রভুকে বল ধন্য;
[২২] সর্বস্থানে যেখানে তাঁর শাসন বিরাজিত,
তাঁর সকল কাজ, প্রভুকে বল ধন্য।

প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য।

সামসঙ্গীত ১০৪

[১] প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য!

প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তুমি সুমহান—
তুমি প্রভা ও মহিমায় সুসজ্জিত,

[২] উত্তরীয়ের মত আলোতে বিভূষিত।
তুমি আকাশ বিছিয়ে দাও চাঁদোয়ার মত,

[৩] ঊর্ধ্ব জলরাশির উপরে স্থাপন কর নিজ কক্ষের কড়িকাঠ;
মেঘমালাকে কর তোমার রথ,
বাতাসের পাখায় ভর করে কর চলাচল;
[৪] বাতাসকে কর তোমার দূত,
আগুনের শিখাকে তোমার নিজের সেবক।

[৫] তুমি পৃথিবী ভিত্তির উপরে স্থাপন করলে,
তা টলবে না, কখনও না।
[৬] অতল সাগর তা ঢাকত বসনের মত,
জলরাশি গিরিমালার উপর বিরাজ করত।

[৭] সেই জলরাশি তোমার ধমকে পালিয়ে গেল,
তোমার কণ্ঠের গর্জনে ছুটে চলে গেল।
[৮] তখন উঠল গিরিমালা, নামল উপত্যকা সেই সেই স্থানেই
যা যা তুমি নির্ধারিত করেছ তাদের জন্য।
[৯] তুমি দিলে একটা সীমা—জলরাশি তা অতিক্রম করবে না,
পৃথিবীকে ঢাকতে ফিরে আসবে না।

[১০] গিরিখাতে তুমি জলের উৎসধারা উচ্ছলিত করলে,
গিরিমালার মাঝখান দিয়ে সেই ধারা করে চলাচল;
[১১] সকল বন্যজন্তু পান করে সেই উৎসের জল,
সেখানে তৃষ্ণা মেটায় বন্য গর্দভের দল।
[১২] সেই ধারে আকাশের পাখি বাসা বাঁধে,
শাখায় শাখায় ব'সে তারা করে গান।

[১৩] তোমার সুউঁচু কক্ষগুলো থেকে তুমি গিরিমালা জলসিক্ত কর,
তোমার কর্মের ফলভারে পৃথিবী পরিতৃপ্ত হয়।
[১৪] পশুপালের জন্য তুমি অঙ্কুরিত কর নবীন ঘাস,
মানুষের প্রয়োজনে নানা উদ্ভিদ,
সে যেন ভূমি থেকে খাদ্য উৎপাদন করতে পারে—
[১৫] সেই আঙুররস, যা আনন্দিত করে মানুষের অন্তর,
সেই তেল, যা উজ্জ্বল করে তার মুখ,
সেই রুটি, যা সবল করে তার অন্তর।

[১৬] পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে প্রভুর বৃক্ষগুলি,
লেবাননের সেই এরস বৃক্ষগুলি যা তিনি নিজে পুঁতলেন।
[১৭] সেখানে পাখি বাঁধে নীড়,
শীর্ষের শাখায় থাকে সারসের বাসা।
[১৮] বন্য ছাগের জন্য রয়েছে সুউঁচু গিরিমালা,
শৈলশিলা হল বিজ্জুর আশ্রয়স্থল;

[১৯] ঋতু নির্ধারণের জন্য তিনি গড়লেন চাঁদ,
সূর্য জানে নিজ অস্তগমন-স্থান।
[২০] তুমি অন্ধকার বিছিয়ে দিলেই রাত্রি হয়,
তখন বনের সমস্ত জীবজন্তু চলাফেরা করে—
[২১] যুবসিংহ গর্জে শিকারের লোভে,

খাদ্যের জন্য সে ঈশ্বরকে ডাকে।

[২২] সূর্য উঠলেই তারা ফিরে চলে যায়,
নিজ নিজ আস্তানায় শুয়ে থাকে।
[২৩] তখন মানুষ নিজের কাজের জন্য বেরিয়ে পড়ে,
সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করে।

[২৪] হে প্রভু, কী অগণন তোমার কর্মকীর্তি!
প্রজ্ঞার সঙ্গেই নির্মাণ করেছ এ সবকিছু,
তোমার কর্মরচনায় পৃথিবী পরিপূর্ণ।

[২৫] এই যে সাগর—কত বিরাট, কত বিপুল—
সেখানে চরে ছোট বড় অসংখ্য প্রাণী।
[২৬] সেখানে চলাচল করে জাহাজ আর সেই লেভিয়াথান
যা তুমি গড়েছ তার সঙ্গে আমোদপ্রমোদ করার জন্য।

[২৭] এরা সকলে তোমার দিকে চেয়ে আছে,
যথাসময় তুমি যেন তাদের খাদ্য দান কর।
[২৮] তুমি দাও, তারা সংগ্রহ করে,
তুমি হাত খোল, তারা মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত হয়।

[২৯] তুমি শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখ,
তারা সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ে,
তুমি তাদের প্রাণবায়ু ফিরিয়ে নাও,
তারা মরে, ধুলায় ফিরে যায়।
[৩০] তুমি নিজ প্রাণবায়ু পাঠিয়ে দাও, তারা সৃষ্ট হয়,
এভাবেই তুমি ধরণীর মুখ নবীন করে তোল।

[৩১] প্রভুর গৌরব হোক চিরকাল;
আপন কর্মকীর্তি নিয়ে প্রভু আনন্দিত হোন।

[৩২] তিনি তাকালে পৃথিবীর বুকে জাগে শিহরণ,
তিনি স্পর্শ করলে পর্বতশিখরে ঘটে ধূমের উদ্গিরণ।

[৩৩] সারা জীবন ধরে আমি প্রভুর উদ্দেশে গাইব গান,
আমার পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্তবগান করব জীবিত থাকব যতদিন।
[৩৪] তাঁর কাছে মনঃপূত হোক আমার এ জপন,
প্রভুতেই তো আনন্দ আমার।

[৩৫] পৃথিবী থেকে পাপীরা উচ্ছিন্ন হোক,
দুর্জনেরা নিশ্চিহ্ন হোক চিরকাল।
প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১০৫

[১] প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, কর তাঁর নাম,
জাতিসকলের মাঝে তাঁর কর্মকীর্তি-কাহিনী কর প্রচার।
[২] তাঁর উদ্দেশে গান কর, তাঁর জন্য তোল বাদ্যের ঝঙ্কার,
জপ কর তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজের কথা।
[৩] তাঁর পবিত্র নাম নিয়ে গর্ব কর,
প্রভুর অন্বেষীদের অন্তর আনন্দিত হোক।

[৪] প্রভু ও তাঁর শক্তির সন্ধান কর,
অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর।
[৫] স্মরণ কর তাঁর সাধিত আশ্চর্য কর্মকীর্তি,
তাঁর অলৌকিক কাজ, তাঁর মুখের সুবিচার—
[৬] তোমরা যে তাঁর দাস আব্রাহামের বংশধর,
তাঁর মনোনীত যাকোবের সন্তান।

[৭] তিনিই তো প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর,
তাঁর বিচারগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত।
[৮] তিনি চিরকাল স্মরণে রাখেন তাঁর সেই সন্ধি—
সেই বাণী যা জারি করেছিলেন সহস্র প্রজন্মের জন্য,
[৯] সেই সন্ধি যা স্থাপন করেছিলেন আব্রাহামের সঙ্গে,
যা শপথ করেছিলেন ইসহাকের প্রতি।
[১০] তিনি তা বিধিরূপেই স্থির করেছিলেন যাকোবের জন্য,
চিরকালীন সন্ধিরূপেই ইস্রায়েলের জন্য—
[১১] তিনি বলেছিলেন : 'তোমাদের অধিকৃত সম্পদরূপে
আমি তোমাকে দেব কানান দেশ।'

[১২] তারা যখন সংখ্যায় সামান্য ছিল,
যখন স্বল্পজন ও সেই দেশে প্রবাসী ছিল,
[১৩] যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে,
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ঘুরে বেড়াত,

[১৪] তখন তিনি কাউকে দিলেন না তাদের অত্যাচার করতে,
তাদের খাতিরে রাজাদের ভর্ৎসনা করলেন :
[১৫] 'আমার তৈলাভিষিক্তজনদের তোমরা স্পর্শ করো না,
আমার নবীদের কোন অনিষ্ট করো না।'

[১৬] তিনি সেই দেশের উপরে দুর্ভিক্ষ ডেকে আনলেন,
ধ্বংস করলেন তাদের সমস্ত অন্নের সম্বল।
[১৭] তাদের আগে তিনি একজনকে পাঠিয়ে দিলেন,
সেই যোসেফ দাসরূপে বিক্রি হলেন।
[১৮] তাঁর দু' পা বন্ধন দিয়ে ক্লিষ্ট করা হল,
তাঁর গলায় দেওয়া হল বেড়ি,
[১৯] শেষে কিন্তু তাঁর বাণী সত্য হল,

প্রভুর উক্তি তাঁকে সত্যবাদী প্রমাণিত করল।

[২০] রাজা আদেশ দিলেন তাঁকে মোচন করতে,
সেই বহু জাতির শাসনকর্তা তাঁকে মুক্তি দিলেন,
[২১] তাঁকে করলেন প্রাসাদের প্রভু,
তাঁর সমস্ত ধনসম্পদের কর্তা,
[২২] তিনি যেন অমাত্যদের মনোমত সদুপদেশ দেন,
প্রবীণদের প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ করেন।

[২৩] তারপর ইস্রায়েল নিজে মিশরে গেলেন,
যাকোব নিজে হাম দেশে প্রবাসী হলেন।
[২৪] প্রভু কিন্তু তাঁর আপন জাতির জনসংখ্যা কতই না বৃদ্ধি করলেন,
তাদের শত্রুদের চেয়ে তাদের শক্তিশালী করলেন।
[২৫] তাদের অন্তর পরিবর্তন করালেন, তারা যেন তাঁর আপন জাতিকে ঘৃণা করে,
তারা যেন তাঁর আপন দাসদের সঙ্গে প্রতারণা করে।

[২৬] তিনি তাঁর দাস মোশি
আর তাঁর মনোনীত ব্যক্তি আরোনকে পাঠিয়ে দিলেন।
[২৭] তাঁদের বাণীতে তাঁর নানা চিহ্ন দেখিয়ে দিলেন,
হাম দেশে সাধন করলেন তাঁর নানা অলৌকিক কাজ।

[২৮] তিনি অন্ধকার পাঠিয়ে দিলেন আর সবকিছু অন্ধকার হল,
তারা কিন্তু তাঁর বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করল।
[২৯] তিনি তাদের নদনদী রক্তে পরিণত করলেন,
ঘটালেন তাদের সমস্ত মাছের মৃত্যু।

[৩০] তাদের দেশ বেঙে পূর্ণ হল
রাজপ্রাসাদই পর্যন্ত।
[৩১] তিনি কথা বললেন—এল ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঁশ,
এল দলে দলে মশা সারা দেশ জুড়ে।

[৩২] বৃষ্টির বদলে তিনি তাদের দিলেন শিলাবৃষ্টি,
তাদের দেশের উপর আগুনের শিখা।
[৩৩] তাদের আঙুরখেত ও ডুমুরগাছ আঘাত করলেন,
ছিন্নভিন্ন করলেন দেশের যত গাছপালা।

[৩৪] তিনি কথা বললেন—এল পঙ্গপাল,
অসংখ্য পতঙ্গের দল।
[৩৫] সেগুলো গ্রাস করল সেই দেশের যত উদ্ভিদ,
গ্রাস করল ভূমির যত ফসল।

[৩৬] তিনি তাদের দেশে সকল প্রথমজাতকে আঘাত করলেন,
আঘাত করলেন তাদের সকল বীরত্বের প্রথম ফসল।
[৩৭] তিনি রুপো ও সোনাসহ তাঁর আপন জনগণকে বের করে আনলেন,
গোষ্ঠীদের মধ্যে হোঁচট খায়নি কেউ।

[৩৮] তাদের চলে যাওয়ায় আনন্দিত হল মিশর,
তাদের ভয়ে যে তারা অভিভূত হয়ে পড়েছিল।
[৩৯] তাদের আবৃত করার জন্য তিনি পেতে দিলেন একটি মেঘ,
রাতে আলোর জন্য দিলেন আগুন।

[৪০] তারা চাইলেই তিনি এনে দিলেন ভারুই পাখির ঝাঁক,
স্বর্গ থেকে রুটি দিয়েই তাদের পরিতৃপ্ত করলেন।
[৪১] একটা শৈল দীর্ণ করলেন—জল প্রবাহিত হল,
তা বয়ে গেল যেন মরুপ্রান্তরে একটা নদীর মত,
[৪২] তিনি যে স্মরণ করলেন
তাঁর দাস আব্রাহামকে দেওয়া তাঁর সেই পুণ্য কথা।
[৪৩] তিনি তাঁর আপন জাতিকে আনন্দের সঙ্গে,
আনন্দচিৎকারে তাঁর মনোনীতদের বের করে আনলেন।

[৪৪] তিনি তাদের দিলেন বিজাতিদের দেশ,
আর তারা সংগ্রহ করল অন্যান্য জাতির শ্রমের ফল,
[৪৫] তারা যেন তাঁর বিধিনিয়ম মেনে চলে,
তাঁর বিধিবিধান পালন করে।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১০৬

[১] আল্লেলুইয়া!

প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
[২] কেইবা প্রভুর শত পরাক্রমের কাহিনী বলতে পারে?
কেইবা শোনাতে পারে তাঁর সমস্ত প্রশংসাবাদ?
[৩] সুখী তারা, যারা ন্যায় মেনে চলে,
যারা অনুক্ষণ ধর্মময়তা বজায় রেখে চলে।
[৪] তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে স্মরণে রেখ, প্রভু,
তোমার পরিত্রাণদানে আমাকে দেখতে এসো,
[৫] আমি যেন তোমার মনোনীতদের মঙ্গল দেখতে পাই,
যেন তোমার জনগণের আনন্দ নিয়ে আনন্দ করতে পারি,
যেন গর্ব করতে পারি তোমার উত্তরাধিকারের সঙ্গে।

[৬] আমাদের পিতৃগণের মত আমরাও করেছি পাপ,
করেছি শঠতা, করেছি দুষ্কর্ম।
[৭] মিশরে আমাদের পিতৃগণ
বুঝতে পারেনি তোমার সমস্ত আশ্চর্য কাজ।
তারা স্মরণে রাখেনি তোমার অসংখ্য কৃপার কীর্তি,
সাগর তীরে—সেই লোহিত সাগর তীরে বিদ্রোহ করল।

[৮] কিন্তু আপন পরাক্রম প্রকাশ করার জন্যে
তিনি আপন নামের খাতিরে তাদের পরিত্রাণ করলেন।

[৯] তিনি ধমক দিলেই লোহিত সাগর শুষ্ক হল,
তিনি সাগরতলের মধ্য দিয়ে যেন প্রান্তরের মধ্য দিয়েই তাদের নিয়ে চললেন,
[১০] বিদ্বেষীর হাত থেকে তাদের পরিত্রাণ করলেন,
শত্রুর হাত থেকে তাদের মুক্ত করলেন।

[১১] জলরাশি তাদের প্রতিপক্ষদের ঢেকে দিল,
তাদের একজনও বাঁচতে পারল না।
[১২] তারা তখন তাঁর বাণীতে বিশ্বাস রাখল,
গাইল তাঁর প্রশংসাগান।

[১৩] অথচ তারা শীঘ্রই ভুলে গেল তাঁর কর্মসকল,
তাঁর প্রকল্পে প্রত্যাশা রাখল না;
[১৪] প্রান্তরে কত না বাসনায় আসক্ত হল,
মরুদেশে ঈশ্বরকে যাচাই করল।
[১৫] তারা যা যা চাইল, তিনি তা তাদের দিলেন,
কিন্তু তাদের ফেলে দিলেন ক্ষয়রোগের হাতে;

[১৬] তারা তাঁবুতে তাঁবুতে বসে
মোশির প্রতি ও প্রভুর সেই পবিত্রজন আরোনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হল।
[১৭] খুলে গেল পৃথিবী, দাথানকে গ্রাস করে নিল,
আবিরামের দলকে ঢেকে দিল।
[১৮] আগুন জ্বলে উঠল তাদের দলের মাঝে,
দুর্জনদের পুড়িয়ে ফেলল আগুনের শিখা।

[১৯] হোরেব পর্বতে তারা একটা বাছুর তৈরি করল,
ঢালাই করা মূর্তির সামনে প্রণত হল।
[২০] তৃণভোজী একটা বৃষের বিগ্রহের সঙ্গে

তারা বিনিময় করল তাদের গৌরব।

[২১] ভুলে গেল তারা সেই ঈশ্বরকে যিনি ত্রাণ করেছিলেন তাদের,
যিনি মিশরে সাধন করেছিলেন মহাকীর্তিকলাপ,
[২২] হাম দেশে কতগুলো আশ্চর্য কাজ,
লোহিত সাগর তীরে ভয়ঙ্কর কীর্তিকলাপ।

[২৩] তিনি তাদের ধ্বংস করবেন বলে স্থির করেছিলেন,
যদি না তাঁর সেই মনোনীতজন মোশি
প্রাচীরের ফাটলে না দাঁড়াতেন তাঁর সম্মুখীন হয়ে
তাদের ধ্বংসের কথা থেকে যেন তাঁর রোষ ফেরাতে পারেন।

[২৪] লোভনীয় এক দেশ তারা উপেক্ষা করল,
তাঁর বাণীতে বিশ্বাস রাখল না।
[২৫] তাঁবুতে তাঁবুতে বসে গড়গড় করল,
প্রভুর প্রতি বাধ্য হল না।

[২৬] তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে হাত তুলে শপথ করলেন—
প্রান্তরে তাদের ভূলুণ্ঠিত করবেন,
[২৭] ভূলুণ্ঠিত করবেন তাদের বংশ বিজাতিদের মাঝে,
পৃথিবীর চারদিকেই তাদের ছড়িয়ে দেবেন।

[২৮] তারা বায়াল-পেওরের জোয়ালে নিজেদের বশীভূত করল,
খেল মৃতদের বলিদান,
[২৯] অমন কাজ ক'রে তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলল,
তাই তাদের মধ্যে দেখা দিল মড়ক।

[৩০] কিন্তু ফিনেয়াস দাঁড়িয়ে মধ্যস্থতা করলেন
আর এতে থেমে গেল মড়ক,
[৩১] একাজের জন্য তিনি ধর্মময় বলে গণ্য হলেন

যুগে যুগে চিরকাল ধরে।

[৩২] মেরিবার জলাশয়েও তারা তাঁকে ক্রুদ্ধ করল,
আর তাদের এই অপরাধের জন্য মোশিরও অনিষ্ট ঘটল—
[৩৩] কেননা তারা তাঁর আত্মা তিক্ত করল,
আর তিনি বলে ফেললেন অনুচিত কথা।

[৩৪] তারা বিজাতিদের ধ্বংস করল না,
যেমনটি প্রভু তাদের করতে বলেছিলেন,
[৩৫] বরং বিজাতীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই করল,
শিখতে লাগল ওদের কর্মসকল।

[৩৬] তারা ওদের দেবমূর্তিগুলি পূজা করল,
আর এগুলি হল তাদের ফাঁদ।
[৩৭] তারা আপন পুত্রকন্যাদের অপদেবতাদের প্রতি
বলিরূপে উৎসর্গ করল।

[৩৮] তারা ঝরাল নির্দোষের রক্ত,
আপন পুত্রকন্যাদেরই রক্ত,
কানানীয় দেবমূর্তির প্রতি তাদের বলিরূপে উৎসর্গ করল,
সেই রক্তধারায় দেশ অশুচি হল।
[৩৯] তেমন কাজ করে তারা নিজেদের কলুষিত করল,
তাদের ব্যবহার ছিল ব্যভিচার যেন।

[৪০] তাঁর আপন জাতির উপর জ্বলে উঠল প্রভুর ক্রোধ,
তাঁর আপন উত্তরাধিকার হল তাঁর বিতৃষ্ণার পাত্র।
[৪১] তিনি তাদের ছেড়ে দিলেন বিজাতীয়দের হাতে,
তাদের বিদ্বেষীরাই তাদের উপর চালাল শাসন।
[৪২] তাদের শত্রুরা তাদের নিপীড়ন করল,
তাদের হাতের অধীনে তাদের নমিত হতে হল।

[৪৩] তিনি বারবার তাদের উদ্ধার করলেন,
তারা কিন্তু ইচ্ছা করেই বিদ্রোহ করল,
নিজেদের শঠতায় নিমজ্জিত হল।
[৪৪] তবুও তাদের চিৎকার শোনামাত্রই
তিনি তাদের দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখলেন।
[৪৫] তিনি স্মরণ করলেন তাদের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা,
তাঁর মহাকৃপায় তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন।
[৪৬] তিনি এমনটি করলেন—যারা তাদের বন্দিদশায় রেখেছিল,
তাদের কাছে তারা যেন করুণা পেতে পারে।

[৪৭] আমাদের ত্রাণ কর গো প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর,
বিজাতিদের মধ্য থেকে আমাদের সংগ্রহ কর
আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের প্রতি ধন্যবাদ জানাতে পারি,
গর্ব করতে পারি তোমার প্রশংসাগানে।

[৪৮] ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে।
গোটা জনগণ বলুক, আমেন!

আল্লেলুইয়া!

পঞ্চম খণ্ড

সামসঙ্গীত ১০৭

[১] প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
[২] একথা তারাই বলুক, প্রভু যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন,
শত্রুর হাত থেকেই মুক্ত করলেন,
[৩] পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ,
নানা দেশ থেকেই যাদের সংগ্রহ করলেন।

[৪] তারা ঘুরছিল প্রান্তরে, মরুদেশে,
পাচ্ছিল না বাস করার মত কোন নগরের পথ;
[৫] তারা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত ছিল,
মূর্ছা যাচ্ছিল তাদের প্রাণ।

[৬] সেই সঙ্কটে তারা প্রভুকে চিৎকার করে ডাকল,
সমস্ত ক্লেশ থেকে তিনি তাদের উদ্ধার করলেন:
[৭] সরল পথে তাদের নিয়ে চললেন,
বাস করার মত একটি নগরে তারা যেন যেতে পারে।

[৮] তারা প্রভুকে ধন্যবাদ দিক তাঁর কৃপার জন্য,
আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য;
[৯] তিনি যে পরিতৃপ্ত করলেন তৃষাতুরের প্রাণ,
ক্ষুধিতের প্রাণ পরিপূর্ণ করলেন মঙ্গলদানে।

[১০] তারা বসে ছিল অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়,
ছিল দুর্দশা ও বেড়িতে বন্দি,
[১১] তারা যে বিদ্রোহ করেছিল ঈশ্বরের উক্তির প্রতি,
পরাৎপরের প্রকল্প উপেক্ষা করেছিল।

[১২] তিনি তাদের অন্তর শ্রমের ভারে নত করলেন,
ভেঙে পড়ছিল তারা, কিন্তু সাহায্য করার মত কেউ ছিল না।

[১৩] সেই সঙ্কটে তারা প্রভুকে চিৎকার করে ডাকল,
সমস্ত ক্লেশ থেকে তিনি তাদের পরিত্রাণ করলেন :
[১৪] অন্ধকার থেকে, মৃত্যু-ছায়া থেকে তাদের বের করে আনলেন,
তাদের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেললেন।

[১৫] তারা প্রভুকে ধন্যবাদ দিক তাঁর কৃপার জন্য,
আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য ;
[১৬] তিনি যে ব্রঞ্জের ফটক ভেঙে ফেললেন,
লোহার অর্গল টুকরো টুকরো করলেন।

[১৭] তারা নিজেদের অধর্মাচরণের ফলে মূর্খ হয়ে
নিজেদের শঠতার ফলে করছিল দুঃখভোগ ;
[১৮] যে কোন খাদ্য গ্রহণে তাদের অরুচি ছিল,
তারা প্রায় পৌঁছেছিল মৃত্যু-দ্বারে।

[১৯] সেই সঙ্কটে তারা প্রভুকে চিৎকার করে ডাকল,
সমস্ত ক্লেশ থেকে তিনি তাদের পরিত্রাণ করলেন :
[২০] আপন বাণী পাঠিয়ে তাদের নিরাময় করলেন,
গহ্বর থেকে তাদের নিষ্কৃতি দিলেন।

[২১] তারা প্রভুকে ধন্যবাদ দিক তাঁর কৃপার জন্য,
আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য ;
[২২] তাঁর কাছে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করুক,
আনন্দধ্বনির সঙ্গে বলে যাক তাঁর কর্মকীর্তি।

[২৩] যারা জাহাজে চড়ে সমুদ্রে যেত,
বাণিজ্য করত মহাসাগরের বুকে,

[২৪] তারা দেখল প্রভুর কর্মকীর্তি,
তলদেশে তাঁর আশ্চর্য যত কাজ—

[২৫] তিনি কথা বলেই জাগালেন এমন প্রচণ্ড ঝড়,
যা উত্তাল করে তুলল সমুদ্রের ঢেউ :
[২৬] তারা আকাশে উঠল, গভীর অতলে নামল,
এই দুর্বিপাকে বিগলিত হল তাদের প্রাণ ;
[২৭] মাতালের মত টলমল করে নড়তে লাগল,
তাদের সমস্ত বুদ্ধি মিলিয়ে গেল।

[২৮] সেই সঙ্কটে তারা প্রভুকে চিৎকার করে ডাকল,
সমস্ত ক্লেশ থেকে তিনি তাদের বের করে আনলেন :
[২৯] তিনি ঝড় প্রশমিত করলেই তরঙ্গমালা হল নিশ্চুপ,
[৩০] স্বস্তি পেয়ে তারা আনন্দিত হল,
আর তিনি অভীষ্ট বন্দরে তাদের চালিত করলেন।

[৩১] তারা প্রভুকে ধন্যবাদ দিক তাঁর কৃপার জন্য,
আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য ;
[৩২] জনসমাবেশে তাঁর বন্দনা করুক,
তাঁর প্রশংসাগান করুক প্রবীণদের সভায়।

[৩৩] তিনি নদনদীকে প্রান্তরই করলেন,
জলের উৎসধারাকে করলেন তৃষ্ণার ভূমি,
[৩৪] উর্বর মাটিকে করলেন লবণের দেশ,
সেই অধিবাসীদের অপকর্মের জন্যই তাই করলেন।

[৩৫] তারপর তিনি কিন্তু প্রান্তরকে জলাশয়ই করলেন,
দগ্ধ মাটিকে করলেন জলের উৎসধারা,
[৩৬] সেখানে তিনি ক্ষুধার্তদের একটি বসতি দিলেন,
আর তারা বাস করার মত একটা নগর স্থাপন করল।

[৩৭] তারা মাঠে বীজ বুনল, পুঁতল আঙুরলতা,
করল প্রচুর ফসল।
[৩৮] তিনি তাদের আশীর্বাদ করলে তাদের জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পেল,
তাদের গবাদি পশুর সংখ্যা তিনি কমতে দিলেন না।

[৩৯] তারপর কিন্তু উৎপীড়ন, দুর্দশা ও বেদনার ভারে
তারা সংখ্যায় কমতে লাগল, অবনত হল;
[৪০] যিনি ক্ষমতাশালীদের উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করেন,
তিনি তাদের ঘোরালেন পথহীন মরুদেশে।

[৪১] তিনি কিন্তু নিঃস্বকে দীনতা থেকে তুলে আনেন,
তাদের বংশ মেষপালের মতই বৃদ্ধি করেন।
[৪২] তা দেখে ন্যায়নিষ্ঠ সকলে আনন্দিত হয়ে ওঠে,
যত শঠতা বন্ধ করে তার আপন মুখ।

[৪৩] যে কেউ প্রজ্ঞাবান, সে এসব কিছু ভেবে দেখুক,
সে বুঝতে পারবে প্রভুর কৃপার কীর্তি।

সামসঙ্গীত ১০৮

[১] *গান। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] আমার অন্তর সুস্থির, পরমেশ্বর,
আমি গান গাইব, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার, প্রাণ আমার!
[৩] জাগ, সেতার ও বীণা!
আমি উষাকে জাগরিত করব।

[৪] জাতিসকলের মাঝে আমি তোমার স্তুতিগান করব, প্রভু;
সর্বদেশের মানুষের মাঝে করব তোমার স্তবগান,
[৫] কারণ মহান, আহা, আকাশছোঁয়াই তোমার কৃপা,
মেঘলোক-প্রসারী বিশ্বস্ততা তোমার।

[৬] স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হও, পরমেশ্বর,
সারা পৃথিবীর উপর বিরাজ করুক তোমার গৌরব।

[৭] তোমার প্রীতিভাজনেরা যেন নিস্তার পেতে পারে,
তোমার ডান হাত দ্বারা আমাদের ত্রাণ কর, আমাকে সাড়া দাও।

[৮] তাঁর পবিত্রধামে পরমেশ্বর কথা বললেন,
'আমি উল্লাস করব, শিখেম বিভক্ত করব,
সুক্কোথ উপত্যকা মেপে নেব।
[৯] গিলেয়াদ তো আমার, মানাশে আমার,
এফ্রাইম আমার শিরস্ত্রাণ, যুদা আমার রাজদণ্ড,
[১০] মোয়াব আমার ধোয়ার পাত্র,
এদোমের উপর পাদুকা নিক্ষেপ করব,
ফিলিস্তিয়ার উপর আমার জয়নাদ তুলব।'

[১১] কে আমাকে সুরক্ষিত নগরীতে নিয়ে যাবে?
কে আমাকে এদোমে চালিত করবে?
[১২] হে পরমেশ্বর, তুমিই নয় কি, যে তুমি ত্যাগ করেছ আমাদের,
যে তুমি, হে পরমেশ্বর, আর বেরিয়ে যাও না আমাদের বাহিনীর সঙ্গে?

[১৩] শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তায় এসো,
বৃথাই যে মানুষের দেওয়া পরিত্রাণ।
[১৪] পরমেশ্বরের সঙ্গে আমরা পরাক্রম সাধন করব,
তিনিই তো আমাদের শত্রুদের মাড়িয়ে দেবেন।

সামসঙ্গীত ১০৯

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। দাউদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

হে আমার প্রশংসাবাদের পাত্র পরমেশ্বর, বধির থেকো না;
[২] আমার বিরুদ্ধে যে খোলা রয়েছে দুর্জনের মুখ, ছলনাপটুর মুখ;

মিথ্যাবাদী জিহ্বা দিয়ে ওরা আমার বিষয়ে কথা বলে,
[৩] ঘৃণার কথা আমার চারদিকে,
ওরা আমার বিরুদ্ধে অকারণেই সংগ্রাম করে।

[৪] আমার ভালবাসার বিনিময়ে ওরা তোলে অভিযোগ,
অথচ আমি প্রার্থনায় রত।
[৫] মঙ্গলের প্রতিদানে ওরা আমার অমঙ্গল করে,
ভালবাসার প্রতিদানে আমাকে ঘৃণা করে।

[৬] তুমি ওর বিরুদ্ধে এক দুর্জন নিযুক্ত কর,
এক অভিযোক্তা দাঁড়িয়ে উঠুক ওর ডান পাশে।
[৭] বিচারে ও দোষী বলে প্রতিপন্ন হোক,
ওর প্রার্থনা পাপরূপে গণ্য হোক।
[৮] সীমিত হোক ওর আয়ুষ্কাল,
অন্য কেউ ওর স্থান দখল করুক;
[৯] ওর সন্তানেরা হোক পিতৃহীন,
ওর বধূ বিধবা হোক।
[১০] ওর সন্তানেরা পথে পথে ঘুরে বেড়াক ভিখারী হয়ে,
ওদের বিধ্বস্ত গৃহ থেকে ওরা বিতাড়িত হোক,

[১১] ওর সবকিছু পড়ুক পাওনাদারের ফাঁদে,
বাইরের লোক লুট করে নিক ওর শ্রমের ফল।
[১২] কেউ যেন ওকে না দেখায় সহানুভূতি,
ওর এতিম সন্তানদের প্রতি কেউ যেন না দেখায় দয়া,
[১৩] ওর বংশপরম্পরা বিচ্ছিন্ন হোক,
এক প্রজন্মেই মুছে যাক ওদের নাম।
[১৪] ওর পিতৃপুরুষদের অপরাধ প্রভুর কাছে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হোক,
ওর মাতার পাপ যেন কখনও না বিমোচিত হয়—

[১৫] তা অনুক্ষণ থাকুক প্রভুর সামনে,
ওদের স্মৃতি তিনি পৃথিবী থেকে ছিন্ন করুন।

[১৬] কেননা ও দয়া করতে ভুলে গেছে,
বরং দীনহীন, নিঃস্ব, ভগ্নপ্রাণ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাওয়া করল।
[১৭] ও অভিশাপ ভালবেসেছে, ওর নিজের উপরেই তা এসে পড়ুক,
আশীর্বচনে প্রীত ছিল না, ওর কাছ থেকে তা দূরে থাকুক।
[১৮] ও অভিশাপ পরিধান করল পোশাকের মত,
তা ওর অন্তরে জলের মতই,
ওর হাড়ে তেলের মতই ঢুকুক,
[১৯] হোক ওর গায়ে জড়ানো বসনের মত,
ওর কোমরে বাঁধা কটিবন্ধনীর মত।

[২০] যারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে,
আমার প্রাণের বিরুদ্ধে অনিষ্ট কথা বলে,
এ হোক তাদের জন্য প্রভুর প্রতিদান।

[২১] তুমি কিন্তু, ওগো পরমেশ্বর প্রভু,
তোমার নাম অনুসারেই আমার সঙ্গে ব্যবহার কর,
আমাকে উদ্ধার কর—তোমার কৃপা যে মঙ্গলময়।

[২২] আমি দীনহীন, আমি নিঃস্ব,
আমার মধ্যে আমার হৃদয় বিদ্ধই যেন।
[২৩] আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া ছায়ার মতই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে,
পঙ্গপালের মত আমাকে ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে।

[২৪] অনাহারে আমার হাঁটু কাঁপে,
আমার দেহ শীর্ণ শুষ্ক হচ্ছে,
[২৫] আমি হলাম ওদের অপবাদের পাত্র,
আমাকে দেখে ওরা অবজ্ঞায় মাথা নাড়ায়।

[২৬] আমাকে সহায়তা কর গো প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
তোমার কৃপাগুণে আমাকে পরিত্রাণ কর।
[২৭] সকলে যেন জানতে পারে যে এখানে তোমার হাত আছে,
যে তুমিই এসব কিছু করেছ, প্রভু।

[২৮] ওরা অভিশাপ দিক,
তুমি কিন্তু, ওগো, আশীর্বাদ কর,
উঠে দাঁড়িয়ে ওরা লজ্জায় পড়ুক,
তোমার দাস কিন্তু আনন্দিত হোক;
[২৯] আমার অভিযোক্তারা অপমানে পরিবৃত হোক,
আলোয়ানের মত লজ্জা ওদের জড়িয়ে ধরুক।

[৩০] আমার মুখে উচ্চকণ্ঠে জেগে উঠুক প্রভুর স্তুতি,
সবার মাঝে করব তাঁর প্রশংসাবাদ;
[৩১] কেননা বিচারকদের হাত থেকে নিঃস্বের প্রাণ ত্রাণ করার জন্য
তিনি দাঁড়িয়েছেন তার ডান পাশে।

সামসঙ্গীত ১১০

[১] *দাউদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

আমার প্রভুর প্রতি প্রভুর উক্তি,
‘আমার ডান পাশেই আসন গ্রহণ কর,
যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের
আমি করি তোমার পাদপীঠ।’

[২] প্রভু তোমার প্রতাপের রাজদণ্ড সিয়োন থেকে ব্যাপ্ত করেন,
প্রভুত্ব কর তোমার শত্রুদের মাঝে।

[৩] তোমার পরাক্রমের দিনে—পবিত্রতার মহিমায়—তোমার জনগণ স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছে,
উষার গর্ভ থেকে তোমার কাছে এগিয়ে আসছে যৌবনের শিশির।

[৪] প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না—
'মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।'

[৫] প্রভু তোমার ডান পাশে আছেন,
তাঁর ক্রোধের দিনে তিনি রাজাদের চূর্ণ করবেন;
[৬] তিনি জাতি-বিজাতির মাঝে বিচার সম্পাদন করবেন;
মৃতদেহ জমিয়ে তাদের মাথা চূর্ণ করবেন বিস্তীর্ণ দেশ জুড়ে।
[৭] যাবার পথে তিনি খরস্রোতের জল পান করেন,
তাই তিনি মাথা উঁচু করে তোলেন।

সামসঙ্গীত ১১১

[১] আল্লেলুইয়া!

আলেফ সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি করব প্রভুর স্তুতিবাদ
বেথ ন্যায়নিষ্ঠদের সভায়, জনসমাবেশে।
গিমেল [২] প্রভুর কর্মকীর্তি সুমহান,
দালেথ যারা তাতে প্রীত, তারা করে তার মর্মধ্যান।
হে [৩] তাঁর কাজসকল প্রভা ও মহিমামণ্ডিত!
বাউ তাঁর ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।

জাইন [৪] তিনি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির এক স্মৃতিচিহ্ন দেন,
হেথ প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল।
টেথ [৫] যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের খাদ্য দান করেন,
ইয়োধ আপন সন্ধির কথা তিনি স্মরণে রাখেন চিরকাল।
কাফ [৬] বিজাতীয়দের উত্তরাধিকার তাঁর আপন জনগণকে দিয়ে

লামেধ তিনি তাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন আপন কর্মকীর্তির প্রতাপ।

মেম [৭] তাঁর হাতের কর্মকীর্তি বিশ্বস্ততা ও ন্যায়বিচার-মণ্ডিত,

নুন তাঁর সকল আদেশ বিশ্বাসযোগ্য,

সামেখ [৮] তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত চিরদিন চিরকাল ধরে,

আইন বিশ্বস্ততা ও ন্যায়নীতিতেই সাধিত।

পে [৯] তাঁর আপন জাতির কাছে তিনি মুক্তি পাঠিয়ে দিলেন,

সাধে আপন সন্ধি জারি করলেন চিরকালের মত ;

কোফ তাঁর নাম পবিত্র, ভয়ঙ্কর,

রেশ [১০] প্রভুভয়ই প্রজ্ঞার সূত্রপাত।

শিন সেই আদেশগুলির সাধক যারা, তারা সুবিবেচক।

তাউ তাঁর প্রশংসা চিরস্থায়ী।

সামসঙ্গীত ১১২

[১] আল্লেলুইয়া !

আলেফ সুখী সেই মানুষ, যে প্রভুকে করে ভয়,

বেথ তাঁর আজ্ঞাবলিতে যার পরম প্রীতি।

গিমেল [২] তার বংশ পৃথিবীতে শক্তিশালী হবে,

দালেথ ন্যায়নিষ্ঠদের কুল আশিসধন্য হবে।

হে [৩] তার ঘরে কত ঐশ্বর্য, কত ধন,

বাউ তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।

জাইন [৪] ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য সে যেন অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস,

হেথ সে দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়।

টেথ [৫] যে দয়া করে, যে করে ঋণদান, তার মঙ্গল হয়,

ইয়োধ সে ন্যায়ের সঙ্গে কাজ সম্পাদন করে।

কাফ [৬] সে কখনও টলবে না,

লামেধ	ধার্মিকজন স্মরণীয় থাকবে চিরকাল।
মেম	[৭] সে ভয় করে না কোন অশুভ সংবাদ,
নুন	তার অন্তর সুস্থির, প্রভুতেই নির্ভরশীল।
সামেখ	[৮] তার অন্তর সুদৃঢ়, সে ভীত নয়,
আইন	যতক্ষণ না নিজ শত্রুদের উপরে তাকাতে পারে।

পে	[৯] নিঃস্বকে সে মুক্তহস্তে দান করে,
সাধে	তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী,
কোফ	তার শক্তি গৌরবে উত্তোলিত।
রেশ	[১০] তা দেখে দুর্জন ক্ষুব্ধ হয়,
শিন	দাঁতে দাঁত ঘষে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যায়,
তাউ	দুর্জনদের বাসনা ব্যর্থ হয়।

সামসঙ্গীত ১১৩

[১] আল্লেলুইয়া!

প্রশংসা কর তোমরা, হে প্রভুর সেবক,
প্রশংসা কর প্রভুর নাম।
[২] প্রভুর নাম ধন্য হোক এখন থেকে চিরকাল,
[৩] সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই
প্রভুর নাম প্রশংসিত হোক।

[৪] প্রভু সকল দেশের ঊর্ধ্বে উচ্চতম,
তাঁর গৌরব আকাশমণ্ডলের ঊর্ধ্বে বিরাজিত।
[৫] কেইবা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর মত,
ঊর্ধ্বলোকে আসীন যিনি,
[৬] আনত হয়ে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করেন?

[৭] তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন,
আবর্জনার স্তূপ থেকে নিঃস্বকে টেনে তোলেন,
[৮] তাকে আসন দিতে নেতৃবৃন্দের মাঝে,
তাঁর আপন জাতির নেতৃবৃন্দের মাঝে।
[৯] তিনি বন্ধ্যাকে গৃহিণী করেন,
তাকে পুত্রসন্তানদের আনন্দময়ী মাতা করেন।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১১৪

[১] ইস্রায়েল যখন মিশর থেকে বেরিয়ে গেল,
যাকোবকুল যখন ভিন্নভাষী এক জাতি থেকে বেরিয়ে গেল,
[২] যুদা তখন হয়ে উঠল তাঁর পবিত্রধাম,
ইস্রায়েল তাঁর রাজ্যভূমি।

[৩] তা দেখে পালিয়ে গেল সাগর,
উজানে বইল যর্দন,
[৪] পাহাড়পর্বত লাফিয়ে উঠল মেষের মত,
উপপর্বত মেষশাবকের মত।

[৫] তোমার কী হল, সাগর, যে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ?
তোমার কী হল, যর্দন, যে তুমি উজানে বইছ?
[৬] হে পাহাড়পর্বত, কেন তোমরা লাফিয়ে উঠছ মেষের মত?
আর তোমরা, উপপর্বত, মেষশাবকের মত?

[৭] হে পৃথিবী, কম্পিত হও প্রভুর সামনে,
যাকোবের সেই পরমেশ্বরের সামনে,
[৮] যিনি শৈলকে পরিণত করেন জলাশয়ে,
পাথরকে জলের উৎসধারায়।

সামসঙ্গীত ১১৫

[১] আমাদের নয়, প্রভু, আমাদের নয়,
তোমার কৃপা, তোমার বিশ্বস্ততার খাতিরে
নিজেরই নাম কর গৌরবমণ্ডিত।

[২] বিজাতিরা কেনই বা বলবে :
'কোথায় ওদের সেই পরমেশ্বর?'
[৩] স্বর্গেই তো আমাদের পরমেশ্বর,
যা ইচ্ছা করেন, তিনি সেই সবই সাধন করেন।

[৪] ওদের দেবমূর্তিগুলি রুপো আর সোনা,
মানুষেরই হাতে গড়া :
[৫] মুখ আছে, তবু কিছুই বলে না,
চোখ আছে, তবু দেখে না,
[৬] কান আছে, তবু শোনে না,
নাক আছে, তবু ঘ্রাণ পায় না,
[৭] হাত আছে, তবু স্পর্শ করতে পারে না,
পা আছে, তবু চলতে পারে না,
নিজেদের গলায় কোন শব্দই উচ্চারণ করে না।
[৮] সেগুলির মত হোক তারা, সেগুলি গড়ে যারা,
তারা সকলেই, সেগুলিতে ভরসা রাখে যারা।

[৯] ইস্রায়েল, প্রভুতেই ভরসা রাখ,
তিনি তাদের সহায়, তাদের ঢাল।
[১০] আরোনকুল, প্রভুতেই ভরসা রাখ,
তিনি তাদের সহায়, তাদের ঢাল।
[১১] প্রভুভীরু সকল, প্রভুতেই ভরসা রাখ,
তিনি তাদের সহায়, তাদের ঢাল।

[১২] প্রভু আমাদের স্মরণে রাখেন,
আমাদের আশিসধন্য করবেন,
ইস্রায়েলকুলকে আশিসধন্য করবেন,
আরোনকুলকে আশিসধন্য করবেন,
[১৩] প্রভুভীরু ছোট কি বড়
তাদের সকলকেই আশিসধন্য করবেন।
[১৪] প্রভু তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন,
তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।
[১৫] সেই প্রভুর আশিসপাত্র তোমরা হতে পার যেন,
স্বর্গমর্ত্যের নির্মাতা যিনি।

[১৬] স্বর্গ, তা তো প্রভুরই স্বর্গ,
মর্ত কিন্তু তিনি দিয়েছেন আদমসন্তানদের হাতে।
[১৭] যারা মৃত, যারা স্তব্ধতার দেশে নেমে যায়,
তারাই যে প্রভুর প্রশংসা করবে, তা তো নয়;
[১৮] বরং আমরা জীবিত যারা, এই আমরাই তো প্রভুকে বলব ধন্য
এখন থেকে চিরকাল ধরে।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১১৬

[১] আমি প্রভুকে ভালবাসি,
তিনি যে শুনলেন আমার কণ্ঠ, শুনলেন মিনতি আমার,
[২] সত্যিই, যখন তাঁকে ডাকলাম,
সেইদিন তিনি আমাকে কান পেতে শুনলেন।

[৩] মৃত্যুর বাঁধন জড়িয়ে ধরছিল আমায়,
পাতালের যন্ত্রণা আবদ্ধ করে রাখছিল আমায়,

সঙ্কটে বেদনায় আবদ্ধ হয়ে [৪] আমি করলাম প্রভুর নাম—
'দোহাই প্রভু, আমার প্রাণের নিষ্কৃতি দাও।'

[৫] প্রভু দয়াবান, ধর্মময়,
আমাদের পরমেশ্বর স্নেহশীল।
[৬] প্রভু সরলমনাকে রক্ষা করেন;
নিরুপায় ছিলাম, আর তিনি আমাকে পরিত্রাণ করলেন।

[৭] প্রাণ আমার, এখন ফিরে যাও তোমার বিশ্রামস্থানে,
প্রভু যে করলেন তোমার উপকার।
[৮] তুমি মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ, অশ্রু থেকে আমার চোখ,
পতন থেকে আমার পা নিস্তার করলে।
[৯] আমি প্রভুর সম্মুখে চলতে থাকব
জীবিতের দেশে।

[১০] আমি তখনও বিশ্বাস রেখেছি যখন বলতাম,
'আমি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত,'
[১১] বিহ্বল হয়ে আমি বলতাম,
'সকল মানুষ মিথ্যাবাদী।'
[১২] আমার প্রতি প্রভুর সমস্ত উপকারের জন্য
প্রতিদানে আমি তাঁকে কী দিতে পারব?
[১৩] পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরে
আমি করব প্রভুর নাম।

[১৪] প্রভুর উদ্দেশে আমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন করব
তাঁর সমস্ত জনগণের সামনে।

[১৫] প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান
তাঁর ভক্তদের মৃত্যু।

[১৬] দোহাই প্রভু! আমি তো তোমার দাস,
আমি তোমারই দাস, তোমার দাসীর পুত্র,
তুমি খুলে দিয়েছ আমার শৃঙ্খল।
[১৭] তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ ক'রে
আমি করব প্রভুর নাম।

[১৮] প্রভুর উদ্দেশে আমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন করব
তাঁর সমস্ত জনগণের সামনে,
[১৯] প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে,
হে যেরুশালেম, তোমারই অন্তঃস্থলে।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১১৭

[১] প্রভুর প্রশংসা কর, সকল দেশ,
তাঁর মহিমাকীর্তন কর, সকল জাতি।
[২] দৃঢ়ই যে আমাদের প্রতি তাঁর কৃপা,
প্রভুর বিশ্বস্ততা চিরস্থায়ী।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১১৮

[১] প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।

[২] বলুক ইস্রায়েল,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।
[৩] বলুক আরোনকুল,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।

[৪] বলুক প্রভুভীরু সকল,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।

[৫] আমার যন্ত্রণায় আমি প্রভুকে ডাকলাম,
প্রভু সাড়া দিয়ে আমাকে আনলেন উন্মুক্ত স্থানে।
[৬] প্রভু আমার পক্ষে, আমার নেই কোন ভয়,
মানুষ আমাকে কীবা করতে পারে?
[৭] প্রভু আমার পক্ষে, তিনি আমার সহায়,
তাই আমি শত্রুদের উপর তাকাতে পারব।

[৮] মানুষের উপর ভরসা রাখার চেয়ে
প্রভুতে আশ্রয় নেওয়া শ্রেয়।
[৯] ক্ষমতাশালীদের উপর ভরসা রাখার চেয়ে
প্রভুতে আশ্রয় নেওয়া শ্রেয়।

[১০] সকল দেশ ঘিরে ফেলেছিল আমায়,
প্রভুর নামেই আমি তাদের টুকরো টুকরো করলাম।
[১১] তারা ছেকে ধরেছিল, ঘিরে ফেলেছিল আমায়,
প্রভুর নামেই আমি তাদের টুকরো টুকরো করলাম।
[১২] তারা মৌমাছির মত ছেকে ধরেছিল আমায়,
—কাঁটাঝোপে আগুনেরই মত জ্বলছিল তারা—
প্রভুর নামেই আমি তাদের টুকরো টুকরো করলাম।

[১৩] তারা আমাকে জোরেই ঠেলা দিয়েছিল আমি যেন লুটিয়ে পড়ি,
প্রভু কিন্তু হলেন আমার সহায়।
[১৪] প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

[১৫] ধার্মিকদের তাঁবুতে তাঁবুতে জাগে আনন্দচিৎকার জয়ধ্বনি—
প্রভুর ডান হাত পরাক্রম সাধন করল,

[১৬] প্রভুর ডান হাত এবার উত্তোলিত,
প্রভুর ডান হাত পরাক্রম সাধন করল।

[১৭] আমি মরব না, জীবিতই থাকব,
প্রভুর কর্মকাহিনী বর্ণনা করে যাব।
[১৮] প্রভু কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন আমায়,
তবুও আমায় সঁপে দেননি মৃত্যুর হাতে।

[১৯] আমার জন্য খুলে দাও তোমরা ধর্মময়তার তোরণদ্বার,
প্রবেশ করে আমি প্রভুকে জানাব ধন্যবাদ।
[২০] এই তো প্রভুর তোরণদ্বার,
এর মধ্য দিয়ে ধার্মিকেরাই প্রবেশ করবে।
[২১] আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, তুমি যে আমাকে দিয়েছ সাড়া,
তুমি যে হলে আমার পরিত্রাণ।

[২২] গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল,
তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর;
[২৩] এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ,
আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়।
[২৪] এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন,
এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি।

[২৫] দোহাই প্রভু, কর গো ত্রাণ!
দোহাই প্রভু, কর গো জয়দান!
[২৬] যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি আশিসধন্য;
প্রভুর গৃহ থেকে আমরা তোমাদের আশীর্বাদ করি।
[২৭] প্রভুই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের আলো দান করেন।

শাখাপল্লব হাতে নিয়ে
বেদির দুই শিং পর্যন্ত শোভাযাত্রায় সার বেঁধে চল।

[২৮] তুমিই আমার ঈশ্বর,
আমি তোমায় জানাই ধন্যবাদ ;
হে আমার পরমেশ্বর,
আমি তোমার বন্দনা করি।

[২৯] প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।

সামসঙ্গীত ১১৯

আলেফ

[১] সুখী তারা, নিখুঁত যাদের পথ,
প্রভুর বিধানে যারা চলে।
[২] সুখী তারা, যারা তাঁর নির্দেশমালা পালন করে,
সমস্ত হৃদয় দিয়ে যারা তাঁর অন্বেষণ করে।
[৩] তারা কোন অন্যায় করে না,
তারা তাঁর সমস্ত পথে চলে।
[৪] তুমি জারি করেছ তোমার আদেশমালা,
তারা যেন তা সযত্নেই মেনে চলে।
[৫] আহা! তোমার বিধিকলাপ মেনে চলায়
আমার পথসকল সুস্থির হোক।
[৬] তবে তোমার সকল আজ্ঞার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে
আমি লজ্জায় পড়ব না।
[৭] আমি যখন শিখব তোমার ন্যায়বিচার সকল,
তখন সরল অন্তরে তোমাকে জানাব ধন্যবাদ।
[৮] তোমার বিধিকলাপ মেনে চলব,
আমায় কখনও পরিত্যাগ করো না।

বেথ

[৯] তরুণ কী ভাবে বিশুদ্ধ রাখবে নিজের পথ?
সে মেনে চলুক তোমার বাণী।

[১০] সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি তোমার অন্বেষণ করি,
তুমি আমায় বিচ্যুত হতে দিয়ো না তোমার আজ্ঞাবলি থেকে।
[১১] তোমার বিরুদ্ধে পাছে করি পাপ,
হৃদয়ে গেঁথে রাখি তোমার বচন সকল।
[১২] ওগো প্রভু, তুমি ধন্য!
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।
[১৩] আমার ওষ্ঠে আমি প্রচার করলাম
তোমার মুখের সকল সুবিচার।
[১৪] তোমার নির্দেশ পথেই আনন্দ আমার,
যত ঐশ্বর্যের চেয়ে এ আনন্দ সুগভীর।
[১৫] ধ্যান করতে চাই তোমার আদেশমালা,
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চাই তোমার সকল পথে।
[১৬] তোমার বিধিমালায় আমি মনে পাই সুখ,
তোমার বাণী কখনও ভুলব না।

গিমেল [১৭] তোমার এ দাসের উপকার কর,
তবে আমি বাঁচব, তোমার বাণী মেনে চলব।
[১৮] খুলে দাও আমার চোখ,
আমি যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তোমার বিধানের আশ্চর্য কর্মকীর্তির উপর।
[১৯] এ পৃথিবীতে আমি তো প্রবাসী আছি,
আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না গো তোমার আজ্ঞাবলি।
[২০] তোমার শাসনবিধির অভিলাষে
অনুক্ষণ জরজর আমার প্রাণ।
[২১] তুমি তো দর্পী মানুষকে ধমক দাও,
যারা তোমার আজ্ঞাবলি ছেড়ে চলে যায়, তারা অভিশপ্ত হোক।
[২২] আমা থেকে অপবাদ ও বিদ্রূপ দূর করে দাও,
আমি তো পালন করি তোমার নির্দেশ সকল।

[২৩] ক্ষমতাশালীরা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্তে বসে,
তবুও তোমার দাস ধ্যান করে যায় তোমার বিধিকলাপ।
[২৪] তোমার নির্দেশমালাই আমার সুখ,
সেই নির্দেশই তো আমার মন্ত্রণাদাতা।

দালেথ [২৫] ধুলায় তলিয়ে আছে আমার প্রাণ,
তোমার বাণী অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
[২৬] তোমাকে জানালাম আমার যত পথ আর তুমি আমাকে দিয়েছ সাড়া,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।
[২৭] তোমার আদেশমালার পথে আমাকে উদ্বুদ্ধ কর,
তবে ধ্যান করব তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।
[২৮] দুঃখে আমার প্রাণ শুধু ফেলে অশ্রুধারা,
তোমার বাণী অনুসারে আমাকে তুলে আন।
[২৯] আমা থেকে দূরে রাখ মিথ্যা পথ,
তোমার বিধানের অনুগ্রহ মঞ্জুর কর আমায়।
[৩০] আমি বেছে নিয়েছি বিশ্বস্ততার পথ,
সামনে রেখেছি তোমার সুবিচারগুলি।
[৩১] তোমার নির্দেশমালা আঁকড়ে ধরে আছি,
আমায় নিরাশ হতে দিয়ো না গো প্রভু।
[৩২] তোমার আজ্ঞাবলির পথে ছুটে চলি,
তুমি যে উদার করেছ আমার হৃদয়।

হে [৩৩] আমাকে দেখাও, প্রভু, তোমার বিধিপথ,
আমি শেষ পর্যন্তই তা পালন করব।
[৩৪] আমাকে সুবুদ্ধি দাও—পালন করব তোমার বিধান,
সমস্ত হৃদয় দিয়ে তা মেনে চলব।
[৩৫] তোমার আজ্ঞাবলির পথে আমায় চালনা কর,
সেইখানে যে আমার প্রীতি।

[৩৬] তোমার নির্দেশমালার দিকে নত কর আমার হৃদয়,
লোভের দিকে নয়।
[৩৭] অসার দৃশ্য থেকে ফেরাও আমার চোখ,
তোমার পথে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
[৩৮] তোমার দাসের কাছে দেওয়া কথা রক্ষা কর,
সে যেন তোমাকে ভয় করতে পারে।
[৩৯] যে নিন্দা আমি ভয় করছি, তা তুমি দূর করে দাও,
তোমার বিচারগুলি যে মঙ্গলময়।
[৪০] দেখ, আমি ভালবাসি তোমার আদেশমালা,
তোমার ধর্মময়তায় আমাকে সঞ্জীবিত কর।

বাউ [৪১] প্রভু, আসুক আমার কাছে তোমার কৃপা,
তোমার কথা অনুসারে তোমার পরিত্রাণ;
[৪২] তবে আমি নিন্দুকদের প্রত্যুত্তর দিতে পারব,
তোমার বাণীতেই যে ভরসা রাখি।
[৪৩] আমার মুখ থেকে কখনও অপসারণ করো না সত্যকথা,
তোমার সুবিচারগুলিতেই যে আশা রাখি।
[৪৪] আমি তোমার বিধান মেনে চলতে থাকব
চিরদিন চিরকাল।
[৪৫] পথে আমি সুস্থির হয়ে চলব,
আমি যে অন্বেষণ করেছি তোমার আদেশগুলি।
[৪৬] তোমার নির্দেশমালা প্রচার করব রাজাদের সামনে,
করব না কো লজ্জাবোধ।
[৪৭] তোমার আজ্ঞাগুলিতে আমার কী সুখ,
সেগুলি আমি তো ভালবাসি।
[৪৮] তোমার আজ্ঞা ভালবাসি, সেগুলির দিকে তুলব আমার দু'হাত,
ধ্যান করে যাব তোমার বিধিকলাপ।

জাইন [৪৯] স্মরণে রেখ তোমার এ দাসের কাছে দেওয়া তোমার সেই কথা,
যার উপর তুমি স্থাপন করেছ আমার আশা।
[৫০] আমার দুর্দশায় এই তো সান্ত্বনা আমার—
তোমার বচন আমাকে সঞ্জীবিত করে।
[৫১] দর্পী মানুষ আমাকে কতই না অবজ্ঞা করে,
আমি কিন্তু সরে যাইনি তোমার বিধান থেকে।
[৫২] অতীতকালের তোমার সুবিচার সকল স্মরণে রাখি,
প্রভু, এতেই সান্ত্বনা পাই।
[৫৩] যারা পরিত্যাগ করে তোমার বিধান,
সেই দুর্জনদের বিরুদ্ধে রোষ ধরেছে আমায়।
[৫৪] আমার এ নির্বাসনের দেশে
তোমার বিধিমালা আমার কাছে সঙ্গীত যেন।
[৫৫] রাতে তোমার নাম স্মরণ করি, প্রভু,
আমি মেনে চলি তোমার বিধান।
[৫৬] তোমার আদেশমালা পালন করা :
এটিই সাধনা আমার।

হেথ [৫৭] আমার নিয়তি—এ কথা বলেছি, প্রভু,
তোমার প্রতিটি বাণী মেনে চলাই নিয়তি আমার।
[৫৮] সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি তোমার শ্রীমুখের প্রত্যাশায় আছি,
তোমার কথামত আমাকে দয়া কর।
[৫৯] আমার পথসকল সম্বন্ধে আমি চিন্তা করলাম,
তোমার নির্দেশমালার দিকেই চালিত করি আমার চরণ।
[৬০] দেরি না করে শীঘ্রই আসছি
তোমার আজ্ঞাবলি মেনে চলার জন্য।
[৬১] দুর্জনদের বাঁধন জড়িয়ে ফেলেছে আমায়,
তবু আমি ভুলিনি কো তোমার বিধান।

[৬২] তোমার ন্যায়বিচারগুলির জন্য
মাঝরাতে উঠে করি তোমার স্তুতি।
[৬৩] আমি তাদেরই বন্ধু, যারা তোমাকে করে ভয়,
যারা তোমার আদেশমালা মেনে চলে।
[৬৪] প্রভু, এ পৃথিবী তোমার কৃপায় পরিপূর্ণ,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিসকল।

টেথ [৬৫] তোমার বাণী অনুসারে, প্রভু,
তোমার এ দাসের মঙ্গল করেছ তুমি।
[৬৬] আমাকে শেখাও সদ্বিবেচনা, শেখাও সদ্‌জ্ঞান,
আমি যে তোমার আজ্ঞাবলিতে রেখেছি বিশ্বাস।
[৬৭] অবনমিত হবার আগে আমি চলতাম ভ্রান্ত পথে,
এখন কিন্তু তোমার কথা মেনে চলি।
[৬৮] তুমি মঙ্গলময়, তুমি মঙ্গল সাধন কর,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।
[৬৯] দর্পী মানুষ মিথ্যা ব'লে আমার নাম কলঙ্কিত করে,
আমি কিন্তু সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার আদেশমালা পালন করি।
[৭০] তাদের হৃদয় মেদপিণ্ডের মতই স্থূলতায় ভরা,
তোমার বিধানেই কিন্তু আমি মনে পাই সুখ।
[৭১] অবনমিত হওয়ায় আমার মঙ্গল,
এতেই যে শিখি তোমার বিধিকলাপ।
[৭২] তোমার মুখের বিধান আমার কাছে
অজস্র সোনা ও রুপোর চেয়েও শ্রেয়তর।

ইয়োধ [৭৩] তোমার দু'হাত গড়েছে, রূপায়িত করেছে আমায়,
আমাকে সুবুদ্ধি দাও, তবেই আমি শিখব তোমার আজ্ঞাবলি।
[৭৪] যারা তোমাকে ভয় করে, আমাকে দেখে তারা আনন্দিত হবে,
আমি যে তোমার বাণীতেই আশা রাখি।

[৭৫] আমি জানি, প্রভু,—তোমার বিচারগুলি ন্যায্য,
এও জানি যে আপন বিশ্বস্ততা বজায় রেখে তুমি আমায় নমিত করলে।
[৭৬] তোমার এ দাসের কাছে তোমার কথামত
তোমার কৃপাই হোক সান্ত্বনা আমার।
[৭৭] আসুক আমার কাছে তোমার স্নেহধারা, তবে আমি জীবন পাব,
তোমার বিধানই তো আমার সুখ।
[৭৮] যারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটায়, সেই দর্পী মানুষই লজ্জায় পড়ুক,
আমি ধ্যান করে যাব তোমার আদেশমালা।
[৭৯] যারা তোমাকে ভয় করে, যারা জানে তোমার নির্দেশমালা,
ফিরে আসুক তারা আমার কাছে।
[৮০] তোমার বিধিকলাপ পালনে নিখুঁত থাকুক আমার অন্তর,
আমি যেন লজ্জায় না পড়ি।

কাফ

[৮১] তোমার ত্রাণলাভের জন্য ম্রিয়মাণ আমার প্রাণ,
তোমার বাণীতেই আশা রাখি।
[৮২] তোমার বচনের জন্য ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ,
আমি বলি, তুমি কখন আমাকে সান্ত্বনা দেবে?
[৮৩] আমি যেন ধোঁয়ার মধ্যে রেখে দেওয়া একটা চর্মপুটের মত,
তবু ভুলিনি তোমার বিধিকলাপ।
[৮৪] কতটুকু তোমার এ দাসের আয়ু?
কখন তুমি আমার তাড়কদের বিচার করবে?
[৮৫] আমার জন্য কতগুলো গর্তই না খুঁড়েছে সেই দর্পীর দল,
তোমার বিধান মতে চলে না কো তারা।
[৮৬] তোমার সকল আজ্ঞায় বিশ্বস্ততাই প্রকাশ পায়,
মিথ্যা অভিযোগ তুলে ওরা আমায় নির্যাতন করছে—আমার সহায়তা কর।
[৮৭] এ পৃথিবীতে ওরা প্রায় নিঃশেষিত করে ফেলেছে আমায়,
আমি কিন্তু পরিত্যাগ করিনি তোমার আদেশমালা।

[৮৮] তোমার কৃপা অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর,
তবেই আমি মেনে চলব তোমার মুখের সাক্ষ্য।

লামেধ [৮৯] প্রভু, তোমার বাণী চিরস্থায়ী,
তা স্বর্গেই চিরপ্রতিষ্ঠিত।
[৯০] তোমার বিশ্বস্ততা যুগযুগস্থায়ী,
তুমি এ পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করেছ বলে পৃথিবী থাকে অবিচল।
[৯১] তোমার শাসনবিধি গুণেই আজও সবকিছু থাকে অবিচল,
সবকিছুই যে তোমার সেবায় রত।
[৯২] তোমার বিধান যদি না হত আমার সুখ,
তবে আমার এ দুর্দশায় হত আমার পরিণাম।
[৯৩] তোমার আদেশগুলি আমি কখনও ভুলব না,
সেগুলি গুণেই যে তুমি আমাকে সঞ্জীবিত রাখ।
[৯৪] আমি তোমারই—ত্রাণ কর আমায়!
আমি যে অন্বেষণ করেছি তোমার আদেশগুলি।
[৯৫] আমাকে বিলোপ করার জন্য দুর্জনেরা ওত পেতে আছে,
কিন্তু তোমার নির্দেশমালায় আমার সকল চিন্তা।
[৯৬] আমি দেখেছি সব শ্রেষ্ঠতার পরিসীমা,
তোমার আজ্ঞা কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিসীম।

মেম [৯৭] আমি কতই না ভালবাসি তোমার বিধান,
তা তো আমার সারাদিনের ধ্যান।
[৯৮] তোমার আজ্ঞা আমাকে আমার শত্রুদের চেয়ে প্রজ্ঞাবান করে,
সেই আদেশমালা যে আমার সঙ্গে থাকে অনুক্ষণ।
[৯৯] আমার শিক্ষাগুরুদের চেয়েও আমি সুবিবেচক,
তোমার নির্দেশমালাই যে আমার ধ্যান।
[১০০] আমার সুবুদ্ধি প্রবীণদের চেয়েও সুগভীর,
আমি যে পালন করি তোমার আদেশগুলি।

[১০১] তোমার বাণী মান্য করার জন্য
সকল অন্যায় পথ থেকে পা দূরে রাখি।
[১০২] তোমার সুবিচারগুলি থেকে দূরে যাই না কো আমি,
তুমি নিজেই যে শিক্ষা দান কর আমায়।
[১০৩] আমার জিহ্বায় কতই না সুস্বাদু তোমার বচন,
আমার মুখে তা মধুর চেয়েও সুমধুর।
[১০৪] তোমার আদেশমালা থেকে আমি সুবুদ্ধি পাই,
তাই আমি ঘৃণা করি সকল মিথ্যা পথ।

নুন [১০৫] তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ,
আমার চলার পথের আলো।
[১০৬] আমি শপথ করেছি—সেই শপথ রক্ষা করব,
মেনে চলবই তোমার ন্যায়বিচার সকল।
[১০৭] আমি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত,
তোমার বাণী অনুসারে, প্রভু, আমাকে সঞ্জীবিত কর।
[১০৮] আমার মুখের অর্ঘ্য গ্রহণ কর, প্রভু,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার সুবিচার সকল।
[১০৯] আমার প্রাণ নিয়তই সঙ্কটের মাঝে,
আমি কিন্তু ভুলি না তোমার বিধান।
[১১০] দুর্জনেরা আমার জন্য পেতেছে ফাঁদ,
আমি কিন্তু সরে যাইনি তোমার আদেশমালা ছেড়ে।
[১১১] তোমার নির্দেশমালাই আমার চিরকালীন উত্তরাধিকার,
কারণ আমার হৃদয়ের আনন্দ সেই মালা।
[১১২] তোমার বিধিকলাপ পালনে নত করেছি আমার অন্তর,
সেই বিধিই চিরকালীন পুরস্কার আমার।

সামেখ [১১৩] দুমনা মানুষকে আমি ঘৃণা করি,
ভালবাসি তোমার বিধান।

[১১৪] তুমিই আমার গোপন আশ্রয়, আমার ঢাল,
তোমার বাণীতেই আশা রাখি।
[১১৫] আমার সামনে থেকে দূর হও, অপকর্মা সবাই,
আমি আমার পরমেশ্বরের আজ্ঞাবলি পালন করতে চাই।
[১১৬] তোমার কথামত আমায় ধারণ করে রাখ, তবে জীবন পাব,
আমার আশায় আমাকে নিরাশ হতে দিয়ো না।
[১১৭] আমায় ধরে রাখ, তবেই আমি পাব পরিত্রাণ,
তোমার বিধিমালায় নিয়তই পাব সুখ।
[১১৮] যারা তোমার বিধিমালা ছেড়ে বিপথে যায়,
তাদের সকলকে তুমি তো অবজ্ঞা কর,
তাদের প্রতারণা হবেই নিষ্ফল।
[১১৯] পৃথিবীর যত দুর্জনকে তুমি মনে কর আবর্জনা যেন,
তাই আমি ভালবাসি তোমার নির্দেশকলাপ।
[১২০] তোমার ক্রোধের সামনে আমার দেহে জাগে শিহরণ,
আমি ভয় করি তোমার সুবিচার সকল।

আইন [১২১] যা ন্যায়, যা ধর্মময়, তা করেছি আমি,
আমাকে তুলে দিয়ো না গো আমার অত্যাচারীদের হাতে।
[১২২] সযত্নেই রক্ষা কর তোমার এ দাসের মঙ্গল,
দর্পীর দল আমাকে অত্যাচার করে না যেন।
[১২৩] তোমার পরিত্রাণের প্রতীক্ষায়,
তোমার ধর্মময়তার কথার প্রতীক্ষায় ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ।
[১২৪] তোমার কৃপা অনুসারেই তোমার দাসের সঙ্গে ব্যবহার কর,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।
[১২৫] আমি তোমার দাস—আমাকে সুবুদ্ধি দাও,
তবেই জানতে পারব তোমার নির্দেশমালা।
[১২৬] প্রভুর কর্মসাধনের সময় এসে গেছে,

ওরা তো ভঙ্গ করেছে তোমার বিধান।
[১২৭] তাই আমি সোনার চেয়ে, নিখাদ সোনার চেয়েও
তোমার আজ্ঞাবলি ভালবাসি।
[১২৮] তাই তোমার আদেশমালা অনুসারেই পথ চলতে থাকি,
ঘৃণা করি সকল মিথ্যা পথ।

পে [১২৯] তোমার নির্দেশমালা আশ্চর্যময়,
তাই তা পালন করে আমার প্রাণ।
[১৩০] তোমার বাণী ফুটেই আলো দান করে,
সরলমনাকে সুবুদ্ধি দান করে।
[১৩১] মুখ ব্যাদান করে হাঁপাচ্ছি আমি,
আমি যে তোমার আজ্ঞাবলি বাসনা করি।
[১৩২] আমার দিকে মুখ ফিরে চাও, আমাকে দয়া কর,
যারা তোমার নাম ভালবাসে, এই তো তাদের সুবিচার।
[১৩৩] তোমার কথামত আমার চরণ সুস্থির কর,
অপকর্ম যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে।
[১৩৪] মানুষের অত্যাচার থেকে আমায় মুক্ত কর,
তবেই মেনে চলব তোমার আদেশমালা।
[১৩৫] তোমার দাসের উপর শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।
[১৩৬] আমার দু'চোখ বেয়ে ঝরছে অশ্রুধারা,
ওরা যে অমান্য করে তোমার বিধান।

সাধে [১৩৭] প্রভু, তুমি ধর্মময়,
তোমার যত বিচার ন্যায্য।
[১৩৮] ধর্মময়তার সঙ্গে, গভীর বিশ্বস্ততার সঙ্গে
তুমি জারি করেছ তোমার নির্দেশমালা।
[১৩৯] প্রবল আগ্রহ গ্রাস করছে আমায়,

আমার বিপক্ষরা যে ভোলে তোমার বাণীসকল।
[১৪০] তোমার দেওয়া কথা অধিক পরীক্ষাসিদ্ধ,
তোমার দাস সেই কথা ভালবাসে।
[১৪১] আমি তুচ্ছ, আমি অবজ্ঞার বস্তু,
তবু ভুলি না তোমার আদেশমালা।
[১৪২] তোমার ধর্মময়তা চিরধর্মময়,
তোমার বিধান সত্য।
[১৪৩] সঙ্কট, উদ্বেগ ধরেছে আমায়,
তবু তোমার আজ্ঞাবলিই আমার সুখ।
[১৪৪] তোমার নির্দেশকলাপ চিরধর্মময়,
আমাকে সুবুদ্ধি দাও, তবে আমি জীবন পাব।

কোফ [১৪৫] সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমায় ডাকছি—প্রভু, সাড়া দাও,
পালন করব তোমার বিধিসকল।
[১৪৬] তোমায় ডাকছি—ত্রাণ কর আমায়,
মেনে চলবই তোমার নির্দেশমালা।
[১৪৭] উষার আগে উঠে চিৎকার করে সাহায্য চাই,
তোমার বাণীতেই আশা রাখি।
[১৪৮] তোমার বচন ধ্যান করার জন্য
রাতের প্রতিটি প্রহরের আগেই জাগ্রত আমার চোখ।
[১৪৯] তোমার কৃপায় শোন গো আমার কণ্ঠ,
তোমার সুবিচারগুলি অনুসারে, প্রভু, আমাকে সঞ্জীবিত কর।
[১৫০] যারা আমাকে ধাওয়া করে, তাদের অভিসন্ধিতে এগিয়ে আসছে তারা,
তারা তোমার বিধান থেকে বহু দূরে।
[১৫১] তুমি কিন্তু, প্রভু, কাছেই রয়েছ তুমি,
তোমার সকল আজ্ঞা সত্য।
[১৫২] অনেক আগে থেকে আমি একথা জানি—

তোমার নির্দেশমালা তুমি স্থাপন করেছ চিরকালের মত।

রেশ [১৫৩] আমার দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখ—আমাকে নিস্তার কর,
আমি তো ভুলিনি তোমার বিধান।
[১৫৪] আমার পক্ষ সমর্থন কর, আমার মুক্তিকর্ম সাধন কর,
তোমার কথামত আমাকে সঞ্জীবিত কর।
[১৫৫] দুর্জনদের কাছ থেকে দূরেই রয়েছে পরিত্রাণ,
ওরা যে অন্বেষণ করে না তোমার বিধিকলাপ।
[১৫৬] তোমার স্নেহধারা কতই না মহান, ওগো প্রভু,
তোমার সুবিচারগুলি অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
[১৫৭] আমার নির্যাতকেরা, আমার বিপক্ষরা সংখ্যায় অনেক,
তবুও আমি সরে যাইনি তোমার কোন সাক্ষ্য থেকে।
[১৫৮] ওই বিদ্রোহীদের দেখে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম,
ওরা যে অমান্য করে তোমার কথা।
[১৫৯] দেখ আমি কতই না ভালবাসি তোমার আদেশগুলি,
প্রভু, তোমার কৃপা অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
[১৬০] সত্যই তোমার বাণীর সার,
তোমার প্রতিটি ন্যায়বিচার চিরস্থায়ী।

শিন [১৬১] ক্ষমতাশালীরা আমাকে অকারণে নির্যাতন করে,
তবু আমার অন্তর ভয় করে তোমার বাণীসকল।
[১৬২] মানুষ মহাধন খুঁজে পেয়ে যেমন আনন্দ করে,
তেমনি তোমার বচন নিয়ে আমি আনন্দিত।
[১৬৩] আমি মিথ্যা ঘৃণা করি, অত্যন্ত ঘৃণা করি,
ভালবাসি তোমার বিধান।
[১৬৪] তোমার ন্যায়বিচারগুলির জন্য
দিনে সাতবার করি তোমার প্রশংসাবাদ।
[১৬৫] যারা তোমার বিধান ভালবাসে, তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি,

তাদের চলার পথে হোঁচট-শৈল নেই।
[১৬৬] তোমার পরিত্রাণের জন্য চেয়ে আছি, প্রভু,
পূর্ণ করে থাকি তোমার আজ্ঞাবলি।
[১৬৭] আমার প্রাণ মেনে চলে তোমার নির্দেশমালা,
একান্ত ভালবাসে সেই মালা।
[১৬৮] মেনে চলি তোমার আদেশগুলি, তোমার নির্দেশমালা,
তোমার সামনেই যে আমার সকল পথ।

তাউ [১৬৯] তোমার সম্মুখে, প্রভু, যেতে পারে যেন আমার ডাক,
তোমার বাণী অনুসারে আমাকে সুবুদ্ধি দাও।
[১৭০] তোমার সম্মুখে যেতে পারে যেন মিনতি আমার,
তোমার দেওয়া কথা অনুসারে আমাকে উদ্ধার কর।
[১৭১] আমার ওষ্ঠ জপ করে যাক তোমার প্রশংসাবাদ,
তুমি যে আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।
[১৭২] আমার জিহ্বা গান করে যাক তোমার বচন,
ধর্মময় যে তোমার সকল আজ্ঞা।
[১৭৩] তোমার হাত হোক আমার সহায়,
আমি যে বেছে নিয়েছি তোমার আদেশমালা।
[১৭৪] প্রভু, আমি বাসনা করি তোমার পরিত্রাণ,
তোমার বিধান, সেই তো আমার সুখ।
[১৭৫] বেঁচে থাকুক আমার প্রাণ, করে যাক তোমার প্রশংসাবাদ,
তোমার সুবিচার সকল আমার সহায়তা করুক।
[১৭৬] হারানো মেষের মত ঘুরে ঘুরে চলি,
তোমার এ দাসের সন্ধান কর,
আমি তো ভুলিনি তোমার আজ্ঞাবলি।

সামসঙ্গীত ১২০

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

সঙ্কটের মাঝে আমি চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলাম,
তিনি আমাকে সাড়া দিলেন।
[২] মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ, প্রতারণাময় জিহ্বা থেকে, প্রভু,
উদ্ধার কর আমার প্রাণ।

[৩] হে প্রতারণাময় জিভ, তোমাকে কী দেওয়া হবে?
তিনি আর কী দেবেন তোমায়?
[৪] বীরযোদ্ধার তীক্ষ্ণ তীর,
রোতনকাষ্ঠের অঙ্গার।

[৫] হায়! আমি আজ মেশেক দেশে প্রবাসী আছি,
বসবাস করছি কেদার শিবির-মাঝে।
[৬] বহুদিন ধরেই আমার প্রাণ বসবাস করছে এমন লোকদের সঙ্গে
যারা শান্তি ঘৃণা করে।
[৭] আমি ঠিকই বলি শান্তির কথা,
কিন্তু তারা যুদ্ধেরই পক্ষে।

সামসঙ্গীত ১২১

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

আমি চোখ তুলি গিরিমালার দিকে,
আমার সাহায্য কোথা থেকে আসবে?
[২] আমার সাহায্য সেই প্রভু থেকেই আসবে,
আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি।

[৩] তিনি তোমার পা দেবেন না টলমল হতে,
ঘুমিয়ে পড়বেন না কো তোমার রক্ষক।

[৪] দেখ, ঘুমিয়ে পড়বেন না, হবেন না নিদ্রামগ্ন
ইস্রায়েলের রক্ষক।

[৫] প্রভুই তোমার রক্ষক, প্রভুই তোমার ছায়া,
তিনি তোমার ডান পাশে দাঁড়ান।
[৬] দিনমানের সূর্য কি রাত্রিবেলার চাঁদ,
কিছুই তোমায় আঘাত করবে না।

[৭] প্রভু যত অনিষ্ট থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন,
রক্ষা করবেন তোমার প্রাণ।
[৮] প্রভু তোমার গমনাগমন রক্ষা করবেন
এখন থেকে চিরকাল ধরে।

সামসঙ্গীত ১২২

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

আমি আনন্দ পেলাম ওরা যখন আমাকে বলল,
‘এসো, চলি প্রভুর গৃহে!’
[২] এখন এসে থেমেছে আমাদের চরণ
তোমার তোরণদ্বারে, হে যেরুশালেম।

[৩] যেরুশালেম দৃঢ়সংবদ্ধ নগরীর মতই গড়া,
[৪] সেইখানে উঠে আসে গোষ্ঠীসকল, প্রভুরই গোষ্ঠীসকল—
ইস্রায়েলের বিধি তো তারা করবে প্রভুর নামের স্তুতি,
[৫] সেইখানে যে অধিষ্ঠিত আছে বিচারাসনগুলি,
দাউদকুলের সিংহাসনগুলি।

[৬] যেরুশালেমের জন্য তোমরা শান্তি যাচনা কর!
যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের সমৃদ্ধি হোক;
[৭] শান্তি হোক তোমার প্রাচীর-মাঝে,

তোমার দুর্গশ্রেণির মাঝে সমৃদ্ধি হোক!

[৮] আমার ভাই ও বন্ধুদের খাতিরে
আমি বলব, 'তোমাতেই বিরাজ করুক শান্তি!'
[৯] আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহের খাতিরে
আমি তোমার মঙ্গল অন্বেষণ করব।

সামসঙ্গীত ১২৩

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

আমি চোখ তুলি তোমার দিকে,
তুমি যে স্বর্গে আসীন।

[২] দেখ, দাসদের চোখ যেমন গৃহকর্তার হাতের দিকে,
দাসীর চোখ যেমন গৃহিণীর হাতের দিকে,
তেমনি আমাদের চোখ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর দিকে,
তিনি যেন আমাদের দয়া করেন।

[৩] আমাদের দয়া কর, প্রভু, আমাদের দয়া কর!
আমরা যে বিদ্রূপে অত্যন্ত পরিপূর্ণ।
[৪] সত্যি, আমাদের প্রাণ অত্যন্ত পরিপূর্ণ:
আত্মতৃপ্ত মানুষেরা আমাদের অবিরতই উপহাস করে।
অহঙ্কারীরাই বিদ্রূপের যোগ্য!

সামসঙ্গীত ১২৪

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

প্রভু যদি আমাদের পক্ষে না থাকতেন,
—ইস্রায়েল একথা বলুক—
[২] যখন মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে উঠেছিল,

প্রভু যদি আমাদের পক্ষে না থাকতেন,
[৩] তখন ওরা ওদের উত্তপ্ত ক্রোধে
আমাদের জিয়ন্তই গ্রাস করত ;
[৪] তখন জলরাশি আমাদের বয়ে নিয়ে যেত,
খরস্রোত আমাদের উপর দিয়ে ছুটে চলে যেত,
[৫] আমাদের উপর দিয়ে
ছুটে চলে যেত উন্মত্ত জল।

[৬] ধন্য প্রভু!
তিনি আমাদের হতে দেননি ওদের দাঁতের শিকার ;
[৭] ব্যাধের ফাঁদ থেকে পাখির মতই
পালিয়েছে আমাদের প্রাণ :
ফাঁদ ভেঙেছে—পালিয়েছি আমরা।

[৮] আমাদের সহায়তা সেই প্রভুর নামে,
আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি।

সামসঙ্গীত ১২৫

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

যারা প্রভুতে ভরসা রাখে, তারা সিয়োন পর্বতের মত—
তা তো টলে না, স্থিতমূল থাকে চিরকাল।
[২] গিরিমালা যেরুশালেমকে ঘিরে রাখে,
প্রভুও তাঁর আপন জাতিকে ঘিরে থাকেন
এখন থেকে চিরকাল ধরে।

[৩] দুর্জনের প্রভাবদণ্ড তিনি থাকতে দেবেন না
ধার্মিকদের সম্পদের উপর,
ধার্মিকেরাও পাছে অন্যায়ের দিকে বাড়ায় হাত।

[৪] সৎমানুষের মঙ্গল কর, প্রভু,
সরলহৃদয় মানুষের মঙ্গল কর।
[৫] কিন্তু যারা বাঁকা পথে চলে,
প্রভু অপকর্মাদেরই সঙ্গে তাদের একত্রিত করুন।

ইস্রায়েলের উপর শান্তি বিরাজ করুক।

সামসঙ্গীত ১২৬

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

প্রভু যখন সিয়োনের বন্দিদের ফিরিয়ে আনলেন,
আমরা তখন যেন স্বপ্নই দেখি!
[২] তখন আমাদের মুখ হাসিতে মুখর,
আমাদের জিহ্বা আনন্দচিৎকারে পূর্ণ।
তখন বিজাতিদের মধ্যে একথা চলত,
'তাদের জন্য কী মহা মহা কাজ না করেছেন প্রভু!'

[৩] আমাদের জন্য মহা মহা কাজ সাধন করেছেন প্রভু,
আমরা আনন্দিত।
[৪] আমাদের বন্দিদের ফিরিয়ে আন, প্রভু,
তাদের ফিরিয়ে আন নেগেব প্রান্তরে খরস্রোতের মত।

[৫] যে অশ্রুর মধ্যে বীজ বোনে,
সানন্দে চিৎকার করতে করতেই সে ফসল সংগ্রহ করবে।
[৬] সে যায়, কাঁদতে কাঁদতে সে চলে যায়,
সঙ্গে নিয়ে যায় বপনের বীজ;
সে আসে, সানন্দে চিৎকার করতে করতেই সে ফিরে আসে,
সঙ্গে নিয়ে আসে ফসলের আঁটি।

সামসঙ্গীত ১২৭

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত। শলোমনের রচনা।*

প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে
বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে।
প্রভু নিজেই নগরটি প্রহরা না দিলে
বৃথাই প্রহরী জাগ্রত থাকে।

[২] বৃথাই এত সকালে ওঠ, এত বিলম্বে শুতে যাও,
তোমরা তো শ্রমের অন্ন খাবে!
তারা যখন ঘুমিয়ে আছে,
তখনই প্রভু তাঁর প্রীতিভাজনদের সবকিছু দেন।

[৩] দেখ! পুত্রসন্তানেরা প্রভুর দেওয়া সম্পদ যেন,
গর্ভের ফল তাঁর পুরস্কার।
[৪] যৌবনকালের পুত্রসন্তানেরা
যোদ্ধার হাতে তীরগুলি যেন।

[৫] সেই তীরে ভরা যার তূণ, সুখী সেই মানুষ;
নগরদ্বারে শত্রুদের সঙ্গে বিবাদ ক'রে
সে লজ্জায় পড়বেই না।

সামসঙ্গীত ১২৮

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

সুখী সেই সকলে, যারা প্রভুকে করে ভয়,
যারা তাঁর সমস্ত পথে চলে।

[২] তুমি খাবে তোমার দু'হাতের শ্রমফলে,
তোমার হবে সুখ, হবে মঙ্গল।

[৩] তোমার বধূ উর্বরা আঙুরলতার মত
তোমার গৃহের অন্তঃপুরে;
তোমার পুত্রেরা জলপাই-চারার মত
তোমার ভোজনপাট ঘিরে।
[৪] যে প্রভুকে করে ভয়,
তেমন আশিসেই ধন্য হবে সেই মানুষ।

[৫] প্রভু সিয়োন থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করুন;
তুমি যেন যেরুশালেমের মঙ্গল দেখতে পাও
তোমার জীবনের সমস্ত দিন;
[৬] তুমি যেন তোমার সন্তানদের সন্তানসন্ততিদের দেখতে পাও।

ইস্রায়েলের উপর শান্তি বিরাজ করুক।

সামসঙ্গীত ১২৯

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

আমার যৌবনকাল থেকে ওরা কতবারই না নির্যাতন করেছে আমায়,
ইস্রায়েল একথা বলুক,
[২] আমার যৌবনকাল থেকে ওরা কতবারই না নির্যাতন করেছে আমায়,
তবুও আমার উপর করতে পারেনি জয়লাভ।

[৩] আমার পিঠে কৃষকেরা চালিয়েছে লাঙল,
রচনা করেছে সুদীর্ঘ গভীর রেখা।
[৪] প্রভু ধর্মময়,
তিনি ছিঁড়ে দিলেন দুর্জনদের দড়ি।

[৫] যারা সিয়োন ঘৃণা করে,
তারা সবাই লজ্জায় পিছু হটে যাক।
[৬] তারা হবে ছাদের উপরে সেই ঘাসের মত,

উচ্ছিন্ন হবার আগে যা শুকিয়ে যায়;
[৭] সেই ঘাস ভরাতে পারে না কো শস্যকাটিয়ের মুষ্টি,
ভরাতে পারে না কো যে আঁটি বাঁধে তার কোল।

[৮] তাদের উদ্দেশ ক'রে পথচারীরা কেউই বলে না,
'প্রভুর আশিস তোমাদের উপর বিরাজ করুক।'

প্রভুর নামে আমরাই তোমাদের আশীর্বাদ করি।

সামসঙ্গীত ১৩০

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

গভীর তলদেশ থেকে আমি চিৎকার করে তোমাকে ডাকছি, প্রভু,
[২] শোন গো প্রভু আমার কণ্ঠস্বর।
আমার এ মিনতির কণ্ঠের প্রতি
তোমার কান মনোযোগী হোক।

[৩] প্রভু, তুমি যদি লক্ষ কর সমস্ত অপরাধ,
কেইবা পারবে দাঁড়াতে, ওগো প্রভু?
[৪] তোমার কাছে কিন্তু আছে ক্ষমা,
মানুষ যেন তোমাকে ভয় করতে পারে।

[৫] প্রভু, আমি আশা রাখি;
আমার প্রাণ আশা রাখে;
আমি তাঁর বাণীর প্রত্যাশায় আছি।
[৬] প্রহরীরা যেমন উষার জন্য,
প্রহরীরা যেমন উষার জন্য,
তাদের চেয়ে প্রভুর জন্য অধিক ব্যাকুল আমার প্রাণ।

[৭] ইস্রায়েল, প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক,
কারণ প্রভুর কাছে রয়েছে কৃপা,
তাঁর কাছের মুক্তি মহান।
[৮] তিনি নিজেই ইস্রায়েলকে মুক্ত করবেন
তার সমস্ত অপরাধ থেকে।

সামসঙ্গীত ১৩১

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

প্রভু, আমার হৃদয় গর্বিত নয়,
আমার চোখও উদ্ধত নয়।
বিরাট কোন কিছুর পিছনে,
আমার বোধাতীত আশ্চর্যময় কোন কিছুর পিছনে
যাই না কো আমি।

[২] আমার প্রাণ বরং আমি শান্ত রাখি,
রাখি নিশ্চুপ;
মায়ের কোলে দুধ-ছাড়ানো শিশুর মত,
দুধ-ছাড়ানো তেমন শিশুরই মত আমার প্রাণ।

[৩] ইস্রায়েল, প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক
এখন থেকে চিরকাল ধরে।

সামসঙ্গীত ১৩২

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

প্রভু, দাউদের কথা,
তাঁর সেই দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ কর,
[২] তিনি প্রভুর কাছে কী শপথ করলেন,

যাকোবের সেই শক্তিমানের কাছে কী ব্রত নিলেন—

[৩] 'আমি নিজ বসতবাড়িতে ঢুকব না,
শয্যায় শুতে যাব না ;
[৪] ঘুম নামতে দেব না আমার চোখে,
তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে দেব না আমার চোখের পাতা,
[৫] যতক্ষণ না খুঁজে পাই প্রভুর জন্য একটি স্থান,
যাকোবের সেই শক্তিমানের জন্য একটি আবাস।'

[৬] দেখ, এফ্রাথায় আমরা তার কথা শুনলাম,
যায়ারের মাঠে তা খুঁজে পেলাম ;
[৭] এসো, তাঁর আবাসে যাই,
তাঁর পাদপীঠে প্রণিপাত করি।

[৮] ওঠ, প্রভু! তোমার সেই বিশ্রামস্থানে এসো,
তুমি ও তোমার প্রতাপের সেই মঞ্জুষা, এসো ;
[৯] তোমার যাজকেরা ধর্মময়তায় পরিবৃত হোক,
তোমার ভক্তরা সানন্দে চিৎকার করুক।
[১০] তোমার দাস দাউদের খাতিরে,
ফিরিয়ে দিয়ো না গো তোমার তৈলাভিষিক্তজনের মুখ ;

[১১] প্রভু দাউদের কাছে শপথ করলেন,
ফিরিয়ে নেবেন না সেই সত্য কথা—
'তোমার ঔরসের এক ফল
আমি তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব।
[১২] তোমার সন্তানেরা যদি আমার সন্ধি পালন করে,
যদি পালন করে আমার নির্দেশ যা তাদের শিখিয়ে দেব,
তাদের পুত্রেরা তবে
তোমার সিংহাসনে বসবে চিরকাল।'

[১৩] কারণ প্রভু সিয়োনকে করেছেন মনোনীত,
তাকেই চেয়েছেন তাঁর আপন বাসস্থান রূপে।
[১৪] ‘এইখানে হবে আমার বিশ্রামস্থান চিরকাল ধরে,
এইখানে বাস করব—এই তো বাসনা আমার।

[১৫] আমি তার খাদ্যভাণ্ডার প্রচুর আশিসে ধন্য করব,
তার নিঃস্ব যত মানুষকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করব।
[১৬] তার যাজকদের ত্রাণবসনে পরিবৃত করব,
তার ভক্তরা চিৎকার করতে করতে আনন্দে ফেটে পড়বে।

[১৭] সেখানে আমি দাউদের জন্য অঙ্কুরিত করব প্রতাপ,
আমার তৈলাভিষিক্তজনের জন্য জ্বালিয়ে রাখব এক প্রদীপ।
[১৮] তার শত্রুদের আমি লজ্জায় পরিবৃত করব,
তার মাথায় কিন্তু দীপ্তিময় থাকবে তার মুকুট।’

সামসঙ্গীত ১৩৩

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা
কতই না ভাল, কতই না সুন্দর!

[২] যেমন মাথায় সেই উৎকৃষ্ট তেল যা দাড়ি বেয়ে,
আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে,
ঝরে পড়ে তাঁর পোশাকের গলবন্ধনীর উপর,
[৩] তেমনি সেই হার্মোনের শিশির,
যা ঝরে পড়ে সিয়োনের চূড়ায় চূড়ায়।
সেইখানে তো প্রভু জারি করেছেন আশীর্বাদ,
চিরকালীন জীবনদান।

সামসঙ্গীত ১৩৪

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

এসো, প্রভুকে বল ধন্য,
তোমরা সবাই যারা প্রভুর সেবক,
তোমরা যারা রাত্রিকালে
থাক প্রভুর গৃহে।
[২] পবিত্রধামের দিকে দু'হাত তুলে
প্রভুকে বল ধন্য।

[৩] সিয়োন থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করুন প্রভু,
আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি।

সামসঙ্গীত ১৩৫

[১] আল্লেলুইয়া!

প্রশংসা কর প্রভুর নাম,
তাঁর প্রশংসা কর তোমরা যারা প্রভুর সেবক;
[২] তোমরা যারা থাক প্রভুর গৃহে,
আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের প্রাঙ্গণে।

[৩] প্রভুর প্রশংসা কর—প্রভু যে মঙ্গলময়,
তাঁর নামের উদ্দেশে স্তবগান কর, কারণ তা মনোরম।
[৪] যাকোবকে নিজেরই জন্য বেছে নিয়েছেন প্রভু,
ইস্রায়েলকে বেছে নিয়েছেন নিজস্ব অধিকাররূপে।

[৫] আমি তো জানি, প্রভু মহান,
সব দেবতার ঊর্ধ্বেই আমাদের প্রভু।
[৬] প্রভু যা ইচ্ছা করেন, সেই সবই সাধন করেন,
আকাশে ও পৃথিবীতে, সাগরে ও তার সব অতল দেশে।

[৭] পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তিনি মেঘমালা উঠিয়ে আনেন,
বৃষ্টির জন্য বিদ্যুৎ গড়েন,
তাঁর ভাণ্ডার থেকে বের করে আনেন বাতাস।

[৮] তিনি মিশরের মানুষ কি পশুর
প্রথমজাতদের আঘাত করলেন।
[৯] হে মিশর, তোমার মাঝে, ফারাও ও তার সকল দাসের বিরুদ্ধে,
তিনি পাঠিয়ে দিলেন নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ।

[১০] তিনি আঘাত করলেন বহু দেশ,
শক্তিশালী রাজাদের সংহার করলেন—
[১১] আমোরীয়দের রাজা সিহোন,
বাশানের রাজা ওগ্-কে,
এবং কানানের সকল রাজ্যকে সংহার করলেন।
[১২] ওদের দেশ তিনি দিলেন উত্তরাধিকাররূপে,
তাঁর আপন জাতি ইস্রায়েলের উত্তরাধিকাররূপে।

[১৩] প্রভু, তোমার নাম চিরস্থায়ী,
প্রভু, তোমার স্মৃতি যুগযুগস্থায়ী।
[১৪] প্রভু যে তাঁর আপন জাতির সুবিচার করেন,
তাঁর আপন দাসদের প্রতি তিনি দয়াময়।

[১৫] বিজাতীয়দের দেবমূর্তিগুলি রুপো আর সোনা,
মানুষেরই হাতে গড়া:
[১৬] মুখ আছে, তবু কিছুই বলে না,
চোখ আছে, তবু দেখে না,
[১৭] কান আছে, তবু শোনে না,
মুখেও সেগুলির নিশ্বাস নেই।
[১৮] সেগুলির মত হোক তারা, সেগুলি গড়ে যারা,

তারা সকলেই, সেগুলিতে ভরসা রাখে যারা।

[১৯] ইস্রায়েলকুল, বল : প্রভু ধন্য ;
আরোনকুল, বল : প্রভু ধন্য ;
[২০] লেবিকুল, বল : প্রভু ধন্য ;
প্রভুভীরু সকল, বল : প্রভু ধন্য।

[২১] সিয়োন থেকে বলা হোক : প্রভু ধন্য,
তিনি যেরুশালেমে বসবাস করেন।

আল্লেলুইয়া !

সামসঙ্গীত ১৩৬

[১] প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
[২] দেবতার দেবতাকে জানাও ধন্যবাদ—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
[৩] প্রভুর প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

[৪] তিনিই মহা আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
[৫] সুবুদ্ধির সঙ্গেই নির্মাণ করেছেন আকাশমণ্ডল—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
[৬] স্থাপন করেছেন পৃথিবী জলরাশির উপর—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
[৭] তিনি নির্মাণ করেছেন মহাবাতি সকল—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
[৮] দিবা নিয়ন্ত্রণের জন্য গড়েছেন সূর্য—

তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী;
[৯] রাত্রি নিয়ন্ত্রণের জন্য গড়েছেন চন্দ্র ও তারকারাজি—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

[১০] তিনি মিশরের প্রথমজাতদের আঘাত করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী;
[১১] ওদের মধ্য থেকে ইস্রায়েলকে বের করে আনলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী;
[১২] শক্তিশালী হাতে ও প্রসারিত বাহুতেই তাদের বের করে আনলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
[১৩] তিনি লোহিত সাগর দু'ভাগে বিভক্ত করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী;
[১৪] ইস্রায়েলকে পার করালেন তার মাঝখান দিয়ে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী;
[১৫] ফারাও ও তাঁর সেনাদলকে উল্টিয়ে দিলেন লোহিত সাগর-বুকে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

[১৬] তিনি তাঁর আপন জাতিকে প্রান্তরে চালনা করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী;
[১৭] মহান রাজাদের আঘাত করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী;
[১৮] প্রতাপশালী রাজাদের সংহার করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
[১৯] তিনি আমোরীয়দের রাজা সিহোনকে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী;
[২০] এবং বাশানের রাজা ওগ্‌-কে সংহার করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

[২১] ওদের দেশ তিনি দিলেন উত্তরাধিকাররূপে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী;
[২২] তাঁর আপন দাস ইস্রায়েলকেই তা দিলেন উত্তরাধিকাররূপে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
[২৩] আমাদের অবনতির দিনে আমাদের স্মরণ করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী;
[২৪] আমাদের অত্যাচারীদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

[২৫] তিনি প্রতিটি প্রাণীকে খাদ্য দান করেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
[২৬] স্বর্গেশ্বরকে জানাও ধন্যবাদ—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

সামসঙ্গীত ১৩৭

[১] বাবিলনের নদনদী কূলে বসে
আমরা কাঁদছিলাম সিয়োনের কথা স্মরণ ক'রে;
[২] সেখানকার ঝাউগাছে
ঝুলিয়ে রেখেছিলাম আমাদের বীণা।

[৩] আমাদের বন্দি করে এনেছিল যারা,
সেইখানে যে তারা চাইত আমরা গাইব গান;
আমাদের অত্যাচারীরা আনন্দই চাইত—
'আমাদের শোনাও সিয়োনের একটি গান।'

[৪] আমরা কী করে গাইব প্রভুর গান
এ বিদেশী মাটির বুকে?
[৫] ওগো যেরুশালেম, আমি যদি তোমায় ভুলে যাই,

আমার ডান হাতও আমাকে ভুলে যাক!
[৬] আমার জিহ্বা তালুতে লেগে যাক,
আমি যদি স্মরণে না রাখি তোমায়,
যেরুশালেমকে যদি না রাখি
আমার সমস্ত আনন্দের ঊর্ধ্বে।

[৭] স্মরণ কর গো প্রভু এদোম সন্তানদের কথা,
যেরুশালেমের সেই দিনে ওরা বলত:
'ভূমিসাৎ কর!
ভিত সমেত তাকে ভূমিসাৎ কর!'

[৮] হে বিনাশিতা বাবিলন কন্যা,
তুমি যা কিছু করেছ আমাদের প্রতি,
সে-ই সুখী, যে তার যোগ্য প্রতিদান তোমাকে দেবে!

[৯] সে-ই সুখী, যে তোমার শিশুদের ধরে
শৈলের উপরে আছাড় মারবে!

সামসঙ্গীত ১৩৮

[১] *দাউদের রচনা।*

সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি তোমায় জানাই ধন্যবাদ,
ঐশজীবদের সামনে করি তোমার স্তবগান,
[২] তোমার পবিত্র মন্দির পানে করি প্রণিপাত,
তোমার কৃপা, তোমার বিশ্বস্ততার জন্য করি তোমার নামের স্তুতি,
তুমি যে তোমার সমস্ত নাম দ্বারা তোমার বচন করেছ মহান।

[৩] যেদিন তোমাকে ডেকেছি তুমি আমায় দিয়েছ সাড়া,
শক্তি উদ্দীপিত করেছ আমার প্রাণে।
[৪] প্রভু, তোমার মুখের সমস্ত কথা শুনে

পৃথিবীর সকল রাজা করেন তোমার স্তুতি।
[৫] তাঁরা গান করেন প্রভুর সমস্ত পথের কথা,
কারণ প্রভুর গৌরব মহান।
[৬] সর্বোচ্চ হয়েও প্রভু অবনমিতকে দেখেন,
কিন্তু দূর থেকে গর্বিতকে চিনতে পারেন।

[৭] আমি যদি সঙ্কট মাঝে চলি,
তুমি তো আমাকে সঞ্জীবিত কর—
আমার শত্রুদের ক্রোধের বিরুদ্ধে তুমি তো বাড়াও হাত,
আমায় ত্রাণ করে তোমার ডান হাত।
[৮] প্রভু আমার জন্য সবকিছুই করবেন;
প্রভু, তোমার কৃপা চিরস্থায়ী;
নিজ হাতের কর্মকীর্তি করো না গো পরিত্যাগ।

সামসঙ্গীত ১৩৯

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। দাউদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

প্রভু, তুমি তো আমাকে তলিয়ে দেখ, আমাকে জান;
[২] তুমি তো জান আমি কখন বসি, কখন উঠি,
দূর থেকেই তুমি বুঝতে পার আমার চিন্তাসকল,
[৩] তুমি তো লক্ষ রাখ আমি কখন হাঁটি, কখন শুই,
আমার সকল পথ তোমার কাছে পরিচিত।

[৪] একটা কথা জিহ্বায় আসার আগেই
তুমি, প্রভু, সেই সবই জান;
[৫] পিছনে সামনে তুমি আমায় ঘিরে রাখ,
আমার উপর রাখ তোমার হাত।
[৬] আমার কাছে তেমন জ্ঞান অপরূপ,

এত উঁচু যে আমি তার নাগাল পাই না।

[৭] তোমার আত্মা থেকে আমি দূরে কোথায় বা যাব?
তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় বা পালাতে পারব?
[৮] স্বর্গে যদি গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি আছ;
পাতালে যদি শয্যা পাতি, দেখ, সেখানেও তুমি আছ।
[৯] যদি উষার পাখায় ভর ক'রে
আমি সমুদ্রের অতীতে বসবাস করি,
[১০] সেখানেও তোমার হাত আমায় চালিত করে,
সেখানেও তোমার ডান হাত আমায় ধরে রাখে।

[১১] আমি যদি বলি: 'আমায় ঢেকে রাখুক অন্ধকার,
আমার চারদিকে আলো হোক রাত,'
[১২] তোমার কাছে কিন্তু অন্ধকারও অন্ধকারময় নয়,
রাত দিনেরই মত আলোময়:
যেমন অন্ধকার তেমন আলো।

[১৩] তুমিই গঠন করেছ আমার অন্ত্ররাজি,
তুমিই আমায় বুনে বুনে গড়েছ আমার মাতৃগর্ভে।
[১৪] আমি তোমার স্তুতি করি, তুমি যে ভয়ঙ্করভাবেই আমাকে করেছ অপরূপ:
তোমার সমস্ত কর্মকীর্তিই অপরূপ,
তা ভাল করে জানে আমার প্রাণ।

[১৫] আমি যখন গোপনে হচ্ছিলাম সংগঠিত,
পৃথিবীর গভীরে যখন হচ্ছিল এ দেহের বয়ন,
তখন তোমার কাছে আমার হাড়গুলি ছিল না লুক্কায়িত।
[১৬] তোমার চোখ দেখেইছে আমার অগঠিত ভ্রূণ;
সবকিছুই লেখা ছিল তোমার গ্রন্থে;
নিরূপিত ছিল আমার আয়ুষ্কাল,

যদিও তখনও শুরু হয়নি একটিও দিন।

[১৭] তোমার ভাবনা-চিন্তা আমার পক্ষে কতই না জ্ঞানের অতীত,
হে ঈশ্বর, সেগুলির সংখ্যা কতই না অগণন;
[১৮] যদি গুনে দেখি, তবে সেগুলির সংখ্যা বালুকা-কণার চেয়ে বেশি,
যখন শেষ করি, তখনও তোমারই সঙ্গে আছি।

[১৯] পরমেশ্বর যদি দুর্জনদের সংহার করতেন!
আমা থেকে দূরে যাও তোমরা, রক্তলোভী মানুষ!
[২০] ওরা ফন্দি খাটিয়েই তোমার বিরুদ্ধে কথা বলে,
প্রতারণা ক'রে তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

[২১] যারা তোমাকে ঘৃণা করে, প্রভু, আমি কি ঘৃণা করি না তাদের?
যারা তোমার বিরুদ্ধে ওঠে, আমি কি অতিষ্ঠ নই তাদের নিয়ে?
[২২] আমি তাদের ঘৃণা করি চরম ঘৃণায়,
আমার নিজেরই শত্রু বলে তাদের গণ্য করি।

[২৩] আমায় তলিয়ে দেখ গো ঈশ্বর, জেনে নাও আমার অন্তর,
আমায় পরীক্ষা কর, জেনে নাও আমার চিন্তাসকল।
[২৪] দেখ আমি চলি কিনা অধর্ম পথে,
আমায় চালনা কর সনাতন পথে।

সামসঙ্গীত ১৪০

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] প্রভু, অপকর্মার হাত থেকে আমাকে নিস্তার কর,
হিংসাপন্থী মানুষের হাত থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ।
[৩] যারা মনে মনে অনিষ্টের কথা ভাবে, তাদের হাত থেকে,
যারা দিনে দিনে যুদ্ধ বাধায়, তাদের হাত থেকে নিরাপদে রাখ।
[৪] ওরা জিহ্বা সাপেরই জিহ্বার মত তীক্ষ্ণ করে,

ঠোঁটের পিছনে কেউটের বিষ। *(বিরাম)*

[৫] প্রভু, দুর্জনের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর,
হিংসাপন্থী মানুষের হাত থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ;
ওরা ভাবে কি করে আমার পায়ে ধাক্কা দেবে,
[৬] গর্বিতের দল আমার জন্য পাতে গোপন ফাঁদ,
বাঁধন বিছিয়ে দেয় জালের মতন,
আমার পথে রাখে ফাঁস। *(বিরাম)*

[৭] আমি প্রভুকে বলি: তুমিই আমার ঈশ্বর,
শোন গো প্রভু আমার মিনতির কণ্ঠ।
[৮] ওগো পরমেশ্বর প্রভু, ওগো ত্রাণশক্তি আমার,
সংগ্রামের দিনে আমার মাথা লুকিয়ে রাখ।
[৯] ওগো প্রভু, দুর্জনের বাসনা মঞ্জুর করো না,
ওগো পরাৎপর, ওর ষড়যন্ত্র সফল হতে দিয়ো না। *(বিরাম)*

[১০] আমাকে ঘিরে ধরেছে যারা,
ওদের ঠোঁটের শঠতা মাথা পর্যন্তই ওদের ঢেকে দিক।
[১১] ওদের উপর বর্ষিত হোক জ্বলন্ত অঙ্গার,
সেই গহ্বরে তিনি ওদের লুটিয়ে দিন, ওরা যেন আর কখনও না উঠতে পারে।
[১২] নিন্দুক যেন এ পৃথিবীতে কোথাও স্থির থাকতে না পারে,
অনিষ্ট যেন হিংসাপন্থীকে তাড়না দেয় সর্বনাশের দিকে।

[১৩] আমি জানি—প্রভু দীনহীনের পক্ষই সমর্থন করেন,
নিঃস্বদের সুবিচার নিষ্পন্ন করেন।
[১৪] হ্যাঁ, ধার্মিকেরাই করবে তোমার নামের স্তুতি,
ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে।

সামসঙ্গীত ১৪১

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

প্রভু, তোমায় ডাকছি, আমার কাছে শীঘ্রই এসো।
আমি তোমায় ডাকলেই শোন গো আমার কণ্ঠস্বর।
[২] আমার এ প্রার্থনা তোমার সম্মুখে হয় যেন ধূপের মত,
আমার উত্তোলিত দু'হাত হোক সান্ধ্য অর্ঘ্য যেন।

[৩] প্রভু, বসাও প্রহরী আমার মুখে,
রক্ষা কর আমার ঠোঁটের দ্বার।
[৪] আমার হৃদয় অন্যায়ের দিকে নত হতে দিয়ো না,
দিয়ো না অপকর্মাদের সঙ্গে করতে অধর্মের কোন কাজ,
ওদের সুখাদ্য আমি যেন না স্পর্শ করি।

[৫] ধার্মিকজন আমায় আঘাত করুক,
ভক্তজন আমায় তিরস্কার করুক,
কিন্তু আমার মাথা কখনও মাখা হবে না দুর্জনদের তেলে;
ওদের অপকর্মের মধ্যেও আমার প্রার্থনা নিত্যই থাকবে!

[৬] ওদের নেতাদের ফেলে দেওয়া হোক শৈলের হাতে;
আর তখন শুনুক ওরা, আমার কথা কত মধুর!
[৭] যেমন মাটি ফেটে টুকরো টুকরো হয়,
তেমনি ওদের হাড় ছড়িয়ে দেওয়া হোক পাতালের মুখে!

[৮] প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তোমারই প্রতি নিবদ্ধ আমার চোখ,
তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছি—অরক্ষিত রেখো না গো আমার প্রাণ।
[৯] আমার জন্য পাতা ফাঁদ থেকে আমায় রক্ষা কর,
অপকর্মাদের জাল থেকে রক্ষা কর।
[১০] দুর্জনেরা পড়ে যাক নিজেদের জালে,

আমি সেই সব পার হয়ে যাব।

সামসঙ্গীত ১৪২

[১] *মাস্কিল। দাউদের রচনা। সেসময়ে তিনি গুহার মধ্যে ছিলেন। প্রার্থনা।*

[২] চিৎকার করেই আমি প্রভুকে ডাকি,
চিৎকার করেই প্রভুর কাছে দয়া ভিক্ষা করি।
[৩] তাঁর সম্মুখে উজাড় করে দিই ভাবনা আমার,
তাঁর সম্মুখে খুলে বলি আমার সঙ্কটের কথা।

[৪] যখন আমার মধ্যে আত্মা মূর্ছাতুর,
তখন তুমিই জান আমার পথ;
আমি যে পথে চলি,
সেইখানে ওরা আমার জন্য পেতেছে গোপন ফাঁদ।

[৫] আমার ডান দিকে চেয়ে দেখ,
কেউই আমাকে চিনতে পারে না;
আমার নেই কোন আশ্রয়,
কেউই আমার প্রাণের যত্ন করে না।

[৬] প্রভু, তোমার কাছে চিৎকার করে বলি:
‘তুমি আমার আশ্রয়,
আমার অংশ জীবিতের দেশে।’
[৭] শোন গো আমার বিলাপ,
আমি যে নিতান্ত নিরুপায়।
আমার নির্যাতকদের হাত থেকে উদ্ধার কর আমায়,
ওরা যে আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

[৮] কারাবাস থেকে বের করে আন আমার প্রাণ,
আমি যেন করতে পারি তোমার নামের স্তুতি।

ধার্মিকেরা আমায় ঘিরে রাখবে,
কারণ তুমি করবে আমার উপকার।

সামসঙ্গীত ১৪৩

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

শোন, প্রভু, আমার প্রার্থনা ;
আমার মিনতি কান পেতে শোন ;
তোমার বিশ্বস্ততা, তোমার ধর্মময়তায় আমাকে সাড়া দাও।
[২] তোমার এ দাসকে বিচারে দাঁড় করিয়ো না ;
তোমার সম্মুখে জীবিত কেউই যে ধর্মময় নয়!

[৩] শত্রু ধাওয়া করে আমার প্রাণ,
মাটিতে পিষে মারে আমার জীবন,
বহুদিন আগের সেই মৃতদের মত আমাকে অন্ধকারে বসিয়ে রাখে।

[৪] তাই আমার মধ্যে আত্মা মূর্ছাতুর,
বুকে হৃদয় অবসন্ন।
[৫] অতীত দিনগুলি মনে ক'রে
তোমার সকল কাজের কথা ভাবি,
তোমার হাতের কর্মকাণ্ডের কথা করি অনুধ্যান।
[৬] তোমার দিকে বাড়াচ্ছি হাত,
তোমার জন্য শুষ্ক ভূমির মতই তৃষিত আমার প্রাণ। *(বিরাম)*

[৭] শীঘ্রই আমাকে সাড়া দাও, প্রভু,
আমার আত্মা যে নিঃশেষিত ;
আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না গো শ্রীমুখ,
নইলে তাদেরই মত হব যারা সেই গহ্বরে নেমে যায়।

[৮] প্রভাতে আমাকে শোনাও তোমার কৃপার কথা,
তোমাতেই যে ভরসা রাখি।
আমাকে শেখাও চলার পথ,
তোমার প্রতি যে তুলে ধরি আমার প্রাণ।

[৯] আমার শত্রুদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর, প্রভু,
তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়।
[১০] আমাকে শেখাও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে,
তুমিই তো আমার পরমেশ্বর,
তোমার মঙ্গলময় আত্মা আমাকে চালনা করুন সমতল পথে।

[১১] তোমার নামের দোহাই, প্রভু, আমাকে সঞ্জীবিত কর,
তোমার ধর্মময়তায় এ সঙ্কট থেকে আমাকে বের করে আন।
[১২] তোমার কৃপায় আমার শত্রুদের স্তব্ধ করে দাও ;
আমার সকল অত্যাচারীর বিলোপ ঘটাও,
আমি যে তোমার দাস!

সামসঙ্গীত ১৪৪

[১] *দাউদের রচনা।*

ধন্য প্রভু, আমার শৈল,
তিনি আমার হাত যুদ্ধকুশল,
আমার আঙুল রণনিপুণ করে তোলেন ;
[২] তিনি আমার কৃপাসিন্ধু, আমার গিরিদুর্গ,
আমার দুর্গ, আমার মুক্তিদাতা,
তিনি আমার সেই ঢাল যার কাছে নিয়েছি আশ্রয়,
তিনি যত জাতিকে আমার অধীনে আনেন।

[৩] প্রভু, মানুষ কী যে তুমি তার যত্ন নাও?
কীইবা মানবসন্তান যে তুমি তার জন্য চিন্তা কর?
[৪] মানুষ—সে তো ফুৎকারই মাত্র,
তার আয়ুষ্কাল ছায়ার মতই চলে যায়।

[৫] প্রভু, তোমার আকাশ নত করে নেমে এসো,
পর্বতমালা স্পর্শ কর, পর্বতচূড়ায় ঘটবে ধূমের উদ্গিরণ।
[৬] বিদ্যুৎ হান, বিদ্যুৎ শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দিক,
তীর ছুড়ে ছুড়ে ওদের বিহ্বল করে ফেল।
[৭] ঊর্ধ্ব থেকে হাত বাড়িয়ে বাঁচাও আমায়,
আমাকে উদ্ধার কর বিপুল জলরাশি থেকে,
সেই বিদেশীদের হাত থেকে,
[৮] যাদের মুখ অসত্যবাদী,
যাদের ডান হাত মিথ্যার হাত।

[৯] হে পরমেশ্বর, তোমার উদ্দেশে আমি গাইব নতুন গান,
তোমার উদ্দেশে বাজাব দশতন্ত্রী বীণা;
[১০] তুমি তো রাজাদের বিজয়ী কর,
তোমার দাস দাউদকে মুক্ত কর।

খড়্গের মারণ-আঘাত থেকে বাঁচাও আমায়,
[১১] আমাকে উদ্ধার কর সেই বিদেশীদের হাত থেকে,
যাদের মুখ অসত্যবাদী,
যাদের ডান হাত মিথ্যার হাত।

[১২] আমাদের পুত্রেরা হোক
তরুণ বয়সে বেড়ে ওঠা গাছের মত,
আমাদের কন্যারা হোক
মন্দির নির্মাণকাজে খোদাই করা স্তম্ভের মত।

[১৩] আমাদের শস্যভাণ্ডার হোক পরিপূর্ণ,
সব ধরনের ফসলে উপচে পড়ুক।
হাজার হাজার হোক আমাদের মেষ,
মাঠে মাঠে অসংখ্যই হোক,
[১৪] আমাদের বলদগুলি ভারী, হৃষ্টপুষ্ট হোক;
কোন দুর্ঘটনা, কোন নির্বাসন যেন না হয়,
পথে-ঘাটে কোন হাহাকার যেন না শোনা যায়।

[১৫] সুখী সেই জাতি, যার জন্য এসব কিছু বাস্তব,
সুখী সেই জাতি, প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর।

সামসঙ্গীত ১৪৫

[১] *প্রশংসাগান। দাউদের রচনা।*

আলেফ ওগো আমার পরমেশ্বর, ওগো রাজন্‌,
আমি তোমার বন্দনা করব,
ধন্য করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
বেথ [২] প্রতিদিন তোমাকে বলব ধন্য,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
গিমেল [৩] প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়,
তাঁর মহত্ত্ব পরিমাপের অতীত।

দালেথ [৪] একটি যুগ আর একটি যুগের মানুষকে শোনাবে তোমার কর্মের মহিমাকীর্তন,
ঘোষণা করবে তোমার পরাক্রান্ত শত কাজ।
হে [৫] তারা প্রচার করবে তোমার মহিমময় গৌরবের প্রভা,
আর আমি ধ্যান করব তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।
বাউ [৬] তারা বলে যাবে তোমার ভয়ঙ্কর মহাশক্তি,

আর আমি বর্ণনা করব তোমার মহত্ত্বের গুণ।

জাইন [৭] তারা প্রকাশ করবে তোমার অপার মঙ্গলময়তার স্মৃতি,
তোমার ধর্মময়তার জন্য জাগিয়ে তুলবে আনন্দচিৎকার।

হেথ [৮] প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল,
ক্রোধে ধীর, কৃপায় মহান।

টেথ [৯] প্রভু সকলের প্রতি মঙ্গলময়,
তাঁর স্নেহ তাঁর সকল কাজে বিরাজিত।

ইয়োধ [১০] প্রভু, তোমার সকল কাজ করবে তোমার স্তুতি;
তোমার ভক্তরা তোমাকে বলবে ধন্য।

কাফ [১১] তারা বলে যাবে তোমার রাজ্যের গৌরব,
প্রচার করবে তোমার পরাক্রম।

লামেধ [১২] আদমসন্তানদের কাছে তারা জানাবে তোমার পরাক্রান্ত কীর্তির কথা,
জানাবে তোমার রাজ্যের মহিমময় গৌরব।

মেম [১৩] তোমার রাজ্য সর্বকালীন রাজ্য,
তোমার শাসন সর্বযুগস্থায়ী।

(নুন) প্রভু সকল বাণীতে বিশ্বাসযোগ্য,
সকল কাজে কৃপাময়।

সামেখ [১৪] যারা পতনোন্মুখ, প্রভু তাদের সকলকে ধরে রাখেন,
যারা অবনত, তিনি তাদের সকলকে টেনে তোলেন।

আইন [১৫] সকলের চোখ তোমার দিকে চেয়ে থাকে,
যথাসময়েই তুমি তাদের খাদ্য দান কর।

পে [১৬] তুমি যেই খোল হাত,
যত জীবের বাসনা পূর্ণ কর।

সাধে [১৭] প্রভু সকল পথে ধর্মময়,
সকল কাজে কৃপাময়।

কোফ [১৮] যারা তাঁকে ডাকে, অন্তর দিয়েই তাঁকে ডাকে,
প্রভু তাদের সকলের কাছে কাছেই থাকেন।
রেশ [১৯] যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের বাসনা পূর্ণ করেন,
তাদের চিৎকার শুনেই তাদের পরিত্রাণ করেন।
শিন [২০] যারা তাঁকে ভালবাসে, প্রভু তাদের সকলকে রক্ষা করেন,
কিন্তু সকল দুর্জনকে ধ্বংস করেন।

তাউ [২১] আমার মুখ প্রচার করবে প্রভুর প্রশংসাবাদ,
সর্বপ্রাণীকুল ধন্য করুক তাঁর পবিত্র নাম
চিরদিন চিরকাল।

সামসঙ্গীত ১৪৬

[১] আল্লেলুইয়া!

প্রভুর প্রশংসা কর, আমার প্রাণ!
[২] আমি প্রভুর প্রশংসা করব সারা জীবন ধরে;
আমার পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্তবগান করব
জীবিত থাকব যতদিন।

[৩] তোমরা ভরসা রেখো না ক্ষমতাশালীদের উপর,
আদমসন্তানের উপরেও নয়, তার যে ত্রাণশক্তি নেই।
[৪] তার প্রাণবায়ু বের হলেই সে তো ফিরে যায় মাটিগর্ভে;
সেদিন তার সমস্ত প্রকল্প বিলুপ্ত হয়।

[৫] সুখী সেই মানুষ, যার সহায় যাকোবের ঈশ্বর,
যার আশা তার সেই পরমেশ্বর প্রভুর উপর,
[৬] আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন যিনি,
যিনি নির্মাণ করলেন সাগর ও তার মধ্যে যা কিছু আছে।

তিনি বিশ্বস্ততা বজায় রাখেন চিরকাল ধরে,
[৭] অত্যাচারিতের পক্ষে সুবিচার করেন,
ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করেন,
প্রভু কারারুদ্ধকে মুক্ত করেন।
[৮] প্রভু খুলে দেন অন্ধের চোখ,
প্রভু অবনতকে টেনে তোলেন,
প্রভু ধার্মিককে ভালবাসেন,
প্রভু প্রবাসীকে রক্ষা করেন।
[৯] তিনি এতিম ও বিধবাকে সুস্থির রাখেন,
কিন্তু বাঁকা করেন দুর্জনের পথ।
প্রভু রাজত্ব করেন চিরকাল ধরে,

[১০] হে সিয়োন, তোমার পরমেশ্বর রাজত্ব করেন
যুগে যুগান্তরে।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১৪৭

[১] আল্লেলুইয়া!

প্রভুর প্রশংসা কর!
আমাদের পরমেশ্বরের স্তবগান করা সুন্দর,
তাঁর প্রশংসাগান কত মধুর, কত সমীচীন।
[২] প্রভু যেরুশালেমকে পুনর্নির্মাণ করেন,
ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের সংগ্রহ করেন,
[৩] ভগ্নহৃদয় মানুষকে নিরাময় করেন,
বেঁধে দেন তাদের ক্ষতস্থান।

[৪] তিনি তারকারাজির সংখ্যা গুনে রাখেন,
এক একটাকে নাম ধরে ডাকেন।
[৫] আমাদের প্রভু মহান, সর্বশক্তিমান,
তাঁর সুবুদ্ধি সীমার অতীত।
[৬] প্রভু বিনম্রকে সুস্থির রাখেন,
কিন্তু দুর্জনকে পথের ধুলায় অবনমিত করেন।

[৭] প্রভুর উদ্দেশে গাও ধন্যবাদগীতি,
আমাদের পরমেশ্বরের উদ্দেশে সেতারের সুরে গেয়ে ওঠ গান।
[৮] তিনি আকাশ মেঘ দিয়ে ঢেকে রাখেন,
পৃথিবীর জন্য বৃষ্টিধারা জমিয়ে রাখেন;
পর্বতে পর্বতে অঙ্কুরিত করেন ঘাস।
[৯] পশুপালকে খাদ্য দান করেন,
কাকশিশু ডাকলে তাকেও খাদ্য দান করেন।

[১০] অশ্বের তেজে তিনি তো প্রীত নন,
মানুষের দ্রুত চরণেও তাঁর প্রসন্নতা নেই।
[১১] যারা তাঁকে ভয় করে, যারা তাঁর কৃপায় আশা রাখে,
তাদেরই প্রতি প্রসন্ন প্রভু।

[১২] যেরুশালেম! প্রভুর মহিমাকীর্তন কর;
সিয়োন! তোমার পরমেশ্বরের প্রশংসা কর,
[১৩] তিনি যে সুদৃঢ় করেন তোমার নগরদ্বারের অর্গল,
তোমার সন্তানদের আশিসধন্য করেন তোমার অন্তঃস্থলে।
[১৪] তোমার চতুঃসীমানায় শান্তি স্থাপন করেন,
সেরা গমের ফসলে তোমাকে পরিতৃপ্ত করেন।

[১৫] তিনি এ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন তাঁর বচন,
তাঁর বাণী দ্রুত বেগে ছুটে যায়।

[১৬] তিনি তুষার বিছিয়ে দেন গালিচার মত,
ছাইয়ের মত ছড়িয়ে দেন জমাট শিশির।
[১৭] তিনি হিমকণা ছুড়ে দেন টুকরো টুকরো নুড়ির মত,
তেমন শীতে কেবা দাঁড়াতে পারে?
[১৮] তিনি তাঁর বাণী পাঠিয়ে সেই সব বিগলিত করেন,
তিনি বাতাস বহালে জল প্রবাহিত হয়।

[১৯] তিনি তাঁর আপন বাণী ঘোষণা করেন যাকোবের কাছে,
তাঁর সমস্ত বিধি ও সুবিচার ইস্রায়েলের কাছে।
[২০] অন্যান্য দেশের জন্য তাই করলেন, এমন নয়,
অন্য কেউ জানতে পারেনি তাঁর সমস্ত সুবিচার।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১৪৮

[১] আল্লেলুইয়া!

প্রভুর প্রশংসা কর স্বর্গলোক থেকে,
তাঁর প্রশংসা কর ঊর্ধ্বলোকে,
[২] তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর সকল দূত,
তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর সকল বাহিনী।
[৩] তাঁর প্রশংসা কর, সূর্য-চন্দ্র,
তাঁর প্রশংসা কর, উজ্জ্বল সকল তারা।
[৪] তাঁর প্রশংসা কর, স্বর্গের স্বর্গ,
তোমরাও, আকাশের ঊর্ধ্বে জলধারা।

[৫] প্রভুর নামের প্রশংসা করুক তারা সবাই,
তিনি আজ্ঞা দিতেই তারা যে হল সৃষ্ট।
[৬] তিনি তাদের স্থাপন করলেন চিরকালের মত,

এমন বিধি জারি করলেন যা কখনও লোপ পাবে না।

[৭] প্রভুর প্রশংসা কর মর্তলোক থেকে,
সমুদ্র-দানব ও সকল অতল,
[৮] অগ্নি, শিলাবৃষ্টি ও তুষার, কুয়াশা,
তাঁর বাণীতে বাধ্য ঝঞ্ঝা-বাতাস,
[৯] তোমরাও, পাহাড়পর্বত ও সকল উপপর্বত,
ফলবান বৃক্ষ ও সকল এরসগাছ,
[১০] জীবজন্তু ও সকল পশুপাল,
সরিসৃপ ও উড়ন্ত পাখির দল,

[১১] তোমরাও, পৃথিবীর রাজা ও সকল দেশ,
নেতৃবৃন্দ ও পৃথিবীর সকল অধিপতি,
[১২] কুমার-কুমারী সকল,
শিশু-বৃদ্ধ একসঙ্গে সবাই।
[১৩] প্রভুর নামের প্রশংসা করুক তারা সবাই,
শুধু যে তাঁরই নাম মহীয়ান,
তাঁর প্রভা মর্তে ও স্বর্গে বিরাজিত।
[১৪] তিনি বৃদ্ধি করেছেন তাঁর আপন জাতির শক্তি।
এই তো তাঁর সকল ভক্তের,
তাঁর কাছের জনগণ সেই ইস্রায়েল সন্তানদের প্রশংসাগান।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১৪৯

[১] আল্লেলুইয়া!

প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
ভক্তজনদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসাগান।

[২] তার আপন নির্মাতাকে নিয়ে ইস্রায়েল আনন্দিত হোক,
তাদের আপন রাজাকে নিয়ে মেতে উঠুক সিয়োন সন্তানসকল।

[৩] নৃত্যের তালে তালে তারা প্রশংসা করুক তাঁর নাম,
খঞ্জনি ও সেতারের সুরে সুরে তাঁর উদ্দেশে করুক স্তবগান।
[৪] প্রভু যে তাঁর আপন জাতিতে প্রসন্ন আছেন,
বিনম্রদের ত্রাণমুকুটেই বিভূষিত করেন।

[৫] ভক্তরা সগৌরবে করুক উল্লাস,
নিজ নিজ শয্যায় জাগিয়ে তুলুক আনন্দচিৎকার,
[৬] তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক ঈশ্বরের বন্দনাগান,
তাদের হাতে থাকুক দুধারী খড়্গ;
[৭] বিজাতিদের উপর যে নিতে হবে প্রতিশোধ,
ভিনজাতিদের শাস্তি দিতে হবে,
[৮] ওদের রাজাদের নিগড়বদ্ধ করতে হবে,
ওদের রাজপুরুষদের লোহার বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে।
[৯] নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী ওদের বিচার করতে হবে—
এই তো তাঁর সকল ভক্তের মহিমা।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১৫০

[১] আল্লেলুইয়া!

ঈশ্বরের প্রশংসা কর তাঁর পবিত্রধামে,
তাঁর প্রশংসা কর তাঁর গগনতলের দৃঢ়দুর্গে;
[২] তাঁর প্রশংসা কর তাঁর পরাক্রান্ত কীর্তিকলাপের জন্য,
তাঁর প্রশংসা কর তাঁর অসীম মহত্ত্বের জন্য।

[৩] তাঁর প্রশংসা কর তূর্যনিনাদের সুরে,
তাঁর প্রশংসা কর সেতার ও বীণার ঝঙ্কার তুলে,
[৪] তাঁর প্রশংসা কর খঞ্জনি ও নৃত্যের তালে তালে,
তাঁর প্রশংসা কর সারেঙ্গী ও বাঁশির তানে তানে।
[৫] তাঁর প্রশংসা কর করতালের কলরবে,
তাঁর প্রশংসা কর করতালের জয়নাদে।

[৬] সর্বপ্রাণীকুল করুক প্রভুর প্রশংসা।

আল্লেলুইয়া!

---

১ [১–২:১…] এই দুই সামসঙ্গীত মুখবন্ধ স্বরূপ, কেননা তা সমগ্র সামসঙ্গীত-মালার নীতি-শিক্ষা ও মশীহমুখী ধারণা তুলে ধরে।

[১-২] ঐশবিধানই প্রকৃত সুখের পথ, এজন্য যে জন তাতে প্রীত ও সারাক্ষণ তা মেনে চলে সে সুখী বলে ঘোষিত। নবসন্ধিতে খ্রিষ্ট বিধানের স্থান নিলেন, তাই যে মানুষ তাঁকে আঁকড়ে ধরে সে-ই পূর্ণ সুখ পেয়ে গেছে।

[৪] তারাই 'দুর্জন' যারা ঈশ্বরের সঙ্কল্প বাস্তবায়নে বাধা দিতে সচেষ্ট; তারা উড়ে যাবে কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্কল্প চিরস্থায়ী।

২ [১] ইহুদী ও খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্য এই সামসঙ্গীতকে মশীহমুখী বলে গণ্য করে।

[৬] ঈশ্বরের পর্বত প্রধানত ছিল সিনাই পর্বত যেখানে মোশি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ও বিধান গ্রহণ করেছিলেন। যখন শলোমন সিয়োন পর্বতে মন্দির গাঁথলেন (২ শামু ৫:৭-৯), তখন এই পর্বত হয়ে উঠল অনন্য পর্বত যেখানে ঈশ্বর বিরাজমান ও তাঁর উপাসকেরা তাঁর কথা শুনতে ও তাঁর আরাধনা করতে যেত। সেখানে ঈশ্বর তাঁর রাজাকে তৈলাভিষিক্ত করলেন বিধায় মশীহ-কালে সেইখানে সকল জাতির একত্র হবার কথা (ইশা ২:১-৩; ১১:৯; জাখা ১৪:১৬-১৯; হিব্রু ১২:২২; প্রকাশ ২১:১)।

[৭] ২ শামু ৭ এর কথা অনুযায়ী হিব্রুদের কাছে পত্র এই পদে ঐশবাণীর সনাতন প্রজনন পূর্বকথিত বলে সমর্থন করে।

[১১] 'তাঁর পা চুম্বন কর', হিব্রু মূলপাঠ্য অস্পষ্ট: অনুবাদান্তরে: 'পুত্রকে চুম্বন কর' কিংবা 'শিক্ষাবাণী গ্রহণ কর'।

৩ [৬] 'জেগে উঠবই …': খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ এই পদে খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান পূর্বকথিত বলে দেখেন।

৪ [১] 'ধর্মময়তার পরমেশ্বর': কেবল ঈশ্বর মানুষকে ধর্মময় করতে পারেন। এই সামসঙ্গীত ইহুদীদের নৈশ-প্রার্থনা।

৫ [১১] ঈশ্বরের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ধার্মিক মানুষ ঈশ্বরের দরবারেই বিচার ও সাহায্য প্রার্থনা করে, পুরাতন নিয়মে এ ধারণা খুবই প্রচলিত। নবসন্ধিতে যিশু মানুষকে শেখান ঈশ্বর প্রতিশোধে নয় ক্ষমাদানেই প্রীত, এবং ক্রুশের উপরে নির্যাতনকারীদের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবিষয়ে বাস্তব দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। উপরন্তু, সাধু পলের কথা অনুসারে, ক্রুশে ঝুলে যিশু নিজেই ঈশ্বরের চোখে অভিশাপ স্বরূপ হলেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের বা মানুষের উচ্চারিত যত অভিশাপ, প্রতিশোধ ও শাস্তি নিজেই বহন করলেন (ইশা ৫৩:১ …); সত্যি ঈশ্বর যিশুতে ভালবাসায় প্রতিশোধ নিলেন!

৯ [১–১০ …] এই দুই সামসঙ্গীত হিব্রু একটা বিশেষ রচনা-রীতি ব্যবহার করে যা অনুসারে হিব্রু বর্ণমালার এক একটা অক্ষর এক একটা পদের প্রথম অক্ষর বলে ব্যবহৃত। এই সামসঙ্গীতেও প্রতিশোধের কথা উপস্থিত: এবিষয়ে সাম ৫ এর ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে, তা এখানে ও পরবর্তী সামসঙ্গীতগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১৬ [১০] সামসঙ্গীতের রচয়িতা প্রভুর হাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করেছেন; প্রভুর সঙ্গে তেমন একাত্মতা যেন মৃত্যু দ্বারা ছিন্ন না হয়ে বরং চিরস্থায়ীই হয় এজন্য তিনি মৃত্যু এড়াবার জন্য প্রার্থনা করেন (সেকালের ইহুদীরা পুনরুত্থানের কথা জানত না; তারা মনে করত, মৃত মানুষ পাতালে নেমে যায় যেখানে ঈশ্বর উপস্থিত নন)।

১৮ [২৯] প্রদীপটা হল দাউদকুল যা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে (সাম ১৩২:১৭; ২ শামু ২১:১৭; ১ রাজা ১১:৩৬)।

১৯ [৫] গ্রীক পাঠ্য: '…ছড়িয়ে পড়ে তাদের কণ্ঠ', এভাবে পদের অর্থ প্রেরিতদূতদের উপর আরোপ করা হয়েছিল।

[১০] 'প্রভুভয়': আক্ষরিক অনুবাদ; কয়েকজন শাস্ত্রবিদের প্রস্তাবিত অনুবাদ: 'প্রভুর উক্তি'।

[১৫] ইস্রায়েলের (ও মানবজাতিরও) ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি বলেই প্রভু মৃত্যু থেকে তাদের মুক্তিসাধক (ইশা ৪১:১৪)।

২০ [১–২১ …] উভয় সামসঙ্গীতে যথেষ্ট মশীহমুখী ধারণা লক্ষণীয় যা মশীহ-যিশুতে আরোপণীয়।

২২ [২] ক্রুশের উপরে যিশু এই বাণী উচ্চারণ করেছিলেন; কিন্তু এই কথাও স্মরণযোগ্য যে, ২২,২৫,২৬ পদে ঈশ্বর তাঁর নিরপরাধী নির্যাতিত ভক্তজনকে সাড়া দেন এবং সকল দেশের মানুষ তেমন আশ্চর্য কাজ যুগযুগ ধরে স্মরণ করবে।

২৩ [৫] মণ্ডলীর পিতৃগণ বাপ্তিস্ম ও খ্রিষ্টদেহ সাক্রামেন্ত সংক্রান্ত শিক্ষা দানকালে এই পদ ব্যবহার করতেন।

[৬] 'ফিরব' এর স্থানে গ্রীক, সিরীয় ও লাতিন পাঠ্যে রয়েছে: 'বাস করব'।

৩৩ [৯] এপদে আদিলগ্নের সৃষ্টিকর্ম ও ঈশ্বরের বর্তমান সাধিত সকল কর্মও পরিলক্ষিত।

৩৪ [৯ক] খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ এপদে খ্রিষ্টদেহসূচক অর্থ আরোপ করতেন: সাক্রামেন্তের আকারে খ্রিষ্টের দেহ আস্বাদনে ভক্তজন প্রভুর মঙ্গলময়তার আত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করে।

৩৬ [১০] খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ বলতেন, এই পদ সর্বজাতির জীবন ও আলো খ্রিষ্টেরই কথা পূর্বঘোষণা করে।

৪০ [৭] কান উন্মুক্ত করা হল যেন প্রভুর দাস ঈশ্বরের ইচ্ছা শুনে তা পূর্ণ করতে পারে। গ্রীক পাঠ্যে: 'আমার জন্য একটি দেহ গড়ে তুলেছ'; তাতে হিব্রুদের কাছে পত্র খ্রিষ্টের দেহধারণের কথা তুলে ধরে (হিব্রু ১০:৫)।

[৮] বলিদানের চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয় (১ শামু ১৫:২২)। তাছাড়া এখানে মশীহমুখী অর্থও লক্ষণীয়: খ্রিষ্টই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে মানুষ হলেন ও মৃত্যুবরণ করলেন; তাঁর সমস্ত জীবন ধরেই পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করলেন (যোহন ৫:৩৯)।

৪৫ [১] ইহুদী ও খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্য এই সামসঙ্গীতে মশীহের বিবাহোৎসব দেখেছে: খ্রিষ্টই বর, মণ্ডলী তাঁর কনে।

৪৬ [১] মন্দিরে ঈশ্বরের উপস্থিতিই সিয়োনের রক্ষা, এবং নদনদীর জল নগরীকে শুদ্ধ ক'রে তা নব এদেন বাগানে পরিণত করে। খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ এতে নব যেরুশালেমরূপে মণ্ডলীর প্রতীক দেখলেন যে মণ্ডলী খ্রিষ্টের দেহ ও তাঁর কনে।

৫১ [১৪] 'উদার আত্মা': মানুষেরই উদারমনা আত্মা, কিংবা ঈশ্বরেরই আত্মা বা প্রেরণা যা বদান্যতার সঙ্গেই দেওয়া।

[১৭] নিজে থেকে মানুষ প্রভুর প্রশংসাবাদ করতে অক্ষম; প্রভুই তার ওষ্ঠ খুলে দিয়ে তাঁর প্রশংসাগান করার জন্য তাকে যোগ্য করে তোলেন। এই সত্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই প্রাহরিক উপাসনার শুরুতে এপদ তিনবার করে আবৃত্তি করা হয়।

৬৩ [৫] 'তোমার নামে …': হয় 'তোমার নাম উচ্চারিত হলে দু'হাত তুলব' না হয় 'তোমার উপস্থিতিতে দু'হাত তুলব'।

৬৬ [৯] 'তিনিই তো জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন আমাদের প্রাণ': এই বাক্যের জন্য ও লোহিত সাগর-পারের উল্লেখের জন্য (৬৬:৬ক) গ্রীক মণ্ডলী এই সামসঙ্গীতের নাম 'পুনরুত্থান-সামসঙ্গীত' রাখল, ও পাস্কার নিশিজাগরণীতে তা ব্যবহার করে থাকে। লাতিন মণ্ডলীও তা প্রভুর পুনরুত্থানের দিনে (রবিবারে) গান করে।

৬৮ [১৪] ইহুদী রাব্বিগণের ব্যাখ্যা অনুসারে ‘কপোতী’ হল ইস্রায়েল নিজে; তার ডানা লুণ্ঠিত সম্পদ (রুপো) বহন করে।

৭০ [১] আদি সন্ন্যাসীগণ বিশ্বাস করতেন যে, এপদ অবিরত জপ করলে মানুষ যত প্রলোভন জয় করবে।

৭২ [১] ইহুদী ও খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্য উভয়ই এই সামসঙ্গীতকে মশীহ-রাজেরই বর্ণনা বলে গ্রহণ করে যাঁর কথা নবী ইশাইয়া ও জাখারিয়া পূর্বঘোষণা করেছিলেন (ইশা ৯:৫; ১১:১-৫; জাখা ৯:৯ ···)।

৭৪ [১৪] ‘লেভিয়াথানের সাত মাথা’: সেকালের পুরাণ অনুসারে লেভিয়াথান এমন সমুদ্র-দানব যার সাত মাথা ছিল।

৮০ [১৬] আরামীয় তারগুম-অনুবাদ মশীহমুখী অর্থ বহন করে: ‘সেই রাজাকে, সেই মশীহকেই যাঁকে নিজের জন্য ··· ।

৮৪ [৮] ‘প্রাকার প্রাকার ···’ এর অনুবাদান্তরে ‘উত্তরোত্তর শক্তিতে ···’।

৮৬ [১১] ‘অখন্ড হৃদয়’: ঈশ্বরের অনন্য পথ পালনে একনিষ্ঠ হৃদয় চাই।

৮৭ [১ ···] ঈশ্বরের নগরী সিয়োন সকল জাতির মানুষের পবিত্র মাতা-নগরী হওয়ার কথা, এজন্য ইস্রায়েলের পার্শ্ববর্তী যত দেশকে সত্যময় ঈশ্বরকে স্বীকার করার জন্য সিয়োনে যোগ দিতে আহ্বান করা হচ্ছে। খ্রিষ্টমন্ডলীর ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যা অনুসারে মাতা মণ্ডলীই ঈশ্বরের পবিত্র নগরী যেখানে বাপ্তিস্ম দ্বারা সকল দেশের মানুষ নবজন্ম নিতে আহূত (সাম ৮৭:৬)।

১০৩ [১৩] ‘স্নেহ’: হিব্রু শব্দটা তেমন স্নেহ মাতৃস্নেহ বলে চিহ্নিত করে; প্রভু মানুষের প্রতি মাতৃস্নেহ দেখান। এই ব্যাখ্যা এই পদ ও জুবিলী বাইবেলের অন্য সকল পদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১০৮ [১] এই সামসঙ্গীত ২ পদ থেকে ৬ পদ পর্যন্ত সাম ৫৭:৮-১২ এর সমান; ৭ পদ থেকে ১৪ পদ পর্যন্ত সাম ৬০:৭-১৪ এর সমান; কেবল কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য লক্ষণীয়।

১১০ [১] যে ‘প্রভুর প্রতি’ প্রভুর উক্তি উচ্চারিত, তিনি হলেন রাজা; এজন্য এই পদ ও সমস্ত সামসঙ্গীত মশীহ-রাজে আরোপ করা হল।

[৩] হিব্রু মূলপাঠ্য যথেষ্ট অস্পষ্ট; গ্রীক: আমি জন্ম দিয়েছি তোমায়; সিরীয় পাঠ্য: আমি পুত্ররূপে জন্ম দিয়েছি তোমায়। গ্রীক পাঠ্য অনুসারে মন্ডলীর পিতৃগণ পিতা ঈশ্বর থেকে পুত্রের সনাতন প্রজননের কথা তুলে ধরেছেন।

[৪] হিব্রুদের কাছে পত্র এই পদ দ্বারা খ্রিষ্টের সনাতন যাজকত্ব সমর্থন করে।

[৭] অর্থ অস্পষ্ট: (ক) মশীহ-রাজ ঈশ্বরের অনুগ্রহের জলস্রোতে পান করেন; (খ) বীরযোদ্ধার মত তিনি শত্রুদের ধাওয়া করতে করতে পিপাসা মেটান; (গ) রাজপদে তৈলাভিষেক-রীতি খরস্রোতের ধারে অনুষ্ঠিত ছিল।

১১১ [১০] প্রভুকে সম্ভ্রম করেই মানুষ তাঁর কাছ থেকে প্রজ্ঞা পায়। অনুবাদান্তরে: 'প্রভুভয় প্রজ্ঞার প্রথম ফল'; এই অনুবাদ অনুসারে, প্রজ্ঞা হল ঈশ্বরের এমন দান যা পেয়ে মানুষ তাঁকে উপযুক্ত সম্মান ও বিশ্বস্ততা দেখাতে পারে। • 'তাঁর প্রশংসা' (অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রশংসা), কিংবা তার প্রশংসা (অর্থাৎ সেই মানুষের) প্রশংসা চিরস্থায়ী।

১১২ [৪] 'দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়': ধার্মিক মানুষের সৌভাগ্যই লক্ষণীয়, কেননা ১১১ সাম যে যে গুণ ঈশ্বরে আরোপ করে, ১১২ সাম সেই একই গুণাবলি ধার্মিক মানুষে আরোপ করে।

১১৩ [সাম ১১৮ পর্যন্ত] এই সামসঙ্গীতগুলো 'হাল্লেল' বলে পরিচিত; এগুলো ইহুদীদের তিন প্রধান পর্বোৎসবে (পাস্কা, পঞ্চাশত্তমী ও পর্ণকুটির পর্বে) বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিল; খ্রিষ্টমণ্ডলীও সাপ্তাহিক পাস্কা-দিবসে (রবিবারে) এগুলো ব্যবহার করে থাকে। অন্তিম ভোজ শেষে এগুলো গান করেই যিশু জৈতুন পর্বতের দিকে গিয়েছিলেন।

১১৮ [২৫] 'কর গো ত্রাণ': হিব্রু ভাষায় হোসিআনা, যা কালক্রমে 'হোশআনা' জয়ধ্বনিতে পরিণত হয় (ও যা নূতন নিয়মে 'হোশান্না' বলে উল্লিখিত)।

১২০ [সাম ১৩৪ পর্যন্ত] এই সকল সামসঙ্গীত 'আরোহণ-সঙ্গীত' বলে অভিহিত, কেননা (বিশেষভাবে তিন মহাপর্ব উপলক্ষে) যেরুশালেমে আরোহণ করতে করতেই তীর্থযাত্রীরা তা গান করত (ইশা ২:৩; যেরে ৩১:৬; সাম ৮৪)।

১৩২ [১৭] প্রদীপটা হল দাউদকুল যা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে (১ রাজা ১১:৩৬)।

১৩৬ [১] ইহুদী ঐতিহ্যে এই সামসঙ্গীত 'মহা হাল্লেল' বলে অভিহিত। ধুয়োটা সম্ভবত গোটা জনগণই গান করত।

১৩৯ [২৪] 'সনাতন পথ' দুই অর্থ বহন করে: ধর্মীয় ঐতিহ্যের পথ (যেরে ৬:১৬; ১৮:১৫), এবং অমরতার দিকে পথ (গ্রীক ও সিরীয় পাঠ্য অনুসারে)।

১৪১ [২] দু'হাত উত্তোলিত রেখে ভক্তজন ঈশ্বরের কাছে নিজেকেই উৎসর্গ করে; যে অর্ঘ্য আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে তা তার সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গের প্রতীকমাত্র।

১৪৫ [১] কুম্রানের পাঁকানো পুঁথিগুলোতে প্রতিটি পদের পর ধুয়ো হিসাবে আছে: 'প্রভু ধন্য, তাঁর নাম চিরধন্য।' যিশুর সময়কালীন ঐতিহ্য অনুসারে, এই সামসঙ্গীতে প্রচুর আশীর্বাদ নিহিত: এই সামসঙ্গীত যে বারবার আবৃত্তি করে, সে মঙ্গলকর প্রভুর অনুকারী ও সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠবে।

[১৩গ] 'প্রভু সকল বাণীতে…': এই পদ হিব্রু সাধারণ পাণ্ডুলিপিতে নেই, কিন্তু কুম্রানের প্রাচীনতম পাঁকানো পুঁথিগুলোতে ও অন্য সকল মূলপাঠ্যে পদটা উপস্থিত।

[১৬] প্রভু বিশেষভাবে আপন বাণী দানেই মানুষের ক্ষুধা মেটান (দ্বিঃবিঃ ৮:৩; আমোস ৮:১১-১২); এজন্য সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা অনুসারে ঈশ্বরের হাত হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিনি মানুষের পরিত্রাণলাভের বাসনা পূর্ণ করেন ও নিজেকে খাদ্যরূপে দান করে মানুষের ক্ষুধা মেটান।

১৪৬ [সাম ১৫০ পর্যন্ত] এই পাঁচ সামসঙ্গীত 'প্রাতঃকালীন হাল্লেল' বলে অভিহিত; এগুলোই ইহুদী প্রাতঃকালীন প্রার্থনার একটা অংশ-বিশেষ; খ্রিষ্টমণ্ডলীও একই প্রথা পালন করে আসছে।

১৪৭ [১২-২০] খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ সামসঙ্গীতের এই দ্বিতীয় অংশ ব্যাখ্যা করে স্বর্গতীর্থের দিকে যাত্রী খ্রিষ্টের কনে মর্ত-মণ্ডলী ও স্বর্গে গৌরবমণ্ডিতা মণ্ডলীর কথা তুলে ধরেছেন।

১৪৯ [১] এই সামসঙ্গীত সম্ভবত মাকাবীয়দের সময়ে রচিত হয়েছিল (১ মাকা ৪:২৪; ২ মাকা ১৫:২৫-২৭); সেকালের ধারণায়, মশীহ-কালে ইস্রায়েল হবে ঈশ্বরের বিচারের অস্ত্র (সাম ১৪৯:৬; জাখা ৯:১৩-১৬)।

প্রবচনমালা

প্রবচনমালা পুস্তকটি সাধারণ সুবুদ্ধির কথা তুলে ধরে না, বরং শুরু থেকেই ঘোষণা করে যে প্রকৃত প্রজ্ঞা প্রভুভয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; অর্থাৎ মানবজ্ঞান-বিকাশ ও প্রভুর প্রতি আত্মনিবেদন পাশাপাশিই থাকবার কথা। উপরন্তু প্রজ্ঞা ঈশ্বরের দান বলেই উপস্থাপিত; অতএব প্রজ্ঞাবান হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রজ্ঞা প্রার্থনা করতে হয়; অবশেষে একথাও স্মরণীয় যে, কোন মানুষ যদি নিজের জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে না পারে, তবে সে যেন নিরাশ না হয়, কেননা ঈশ্বরকে জানবার প্রকৃত পথ মানবজ্ঞান নয়, ঈশ্বর নিজে নিজের বাণী দ্বারাই নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১

‘প্রবচনমালা’ পুস্তকের উদ্দেশ্য

১ [১] দাউদের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ শলোমনের প্রবচনমালা,

[২] প্রজ্ঞা ও শাসন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য,
সুগভীর বচনের অর্থ বুঝবার জন্য,
[৩] প্রবুদ্ধ শাসন-বোধ,
ধর্মময়তা, ন্যায় ও সততা অর্জন করার জন্য,
[৪] অনভিজ্ঞ মানুষকে চেতনা,
ও যুবককে সদ্‌জ্ঞান ও চিন্তাশীল মন দেবার জন্য।
[৫] প্রজ্ঞাবান শুনুক, তার জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে,
সদ্বিবেচক মানুষ সুমন্ত্রণা লাভ করবে,
[৬] ফলে প্রবচন ও রূপকের মর্মার্থ বুঝতে পারবে,
প্রজ্ঞাবানদের উক্তি ও তাদের প্রহেলিকার মর্ম ধারণ করতে পারবে।

[৭] প্রভুভয়ই সদ্‌জ্ঞানের সূত্রপাত ;
মূর্খ মানুষ প্রজ্ঞা ও শাসন অবজ্ঞার চোখে দেখে।

দুর্জনদের সঙ্গ পরিহার

[৮] সন্তান আমার, তোমার পিতার শিক্ষাবাণী শোন,
তোমার মাতার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না।
[৯] কারণ তা উভয়ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ,
তোমার গলার হার।
[১০] সন্তান আমার, পথভ্রান্ত ছেলেরা যদি তোমাকে ভোলাতে চেষ্টা করে,
তুমি সেই পথে চলো না।
[১১] তারা যদি বলে : ‘আমাদের সঙ্গে চল,
এসো, রক্তপাত করার জন্য ষড়যন্ত্র করি,
একটু ফুর্তি করার জন্য নির্দোষীর জন্য ওত পেতে থাকি,
[১২] পাতালের মত ওদের জিয়ন্তই গ্রাস করি,
যারা গহ্বরে নেমে যায় তাদেরই মত ওদের সর্বাঙ্গই গ্রাস করি ;
[১৩] আমরা সবরকম বহুমূল্য ধন পাব,
নিজ নিজ ঘর লুটের বস্তুতে ভরিয়ে তুলব ;
[১৪] আমাদের ভাগ্যের অংশী হও,
আমাদের সকলেরই এক থলি থাকবে’—
[১৫] সন্তান আমার, তাদের সঙ্গে সেই পথে চলো না,
তাদের মার্গ থেকে দূরেই রাখ তোমার পা ;
[১৬] কারণ তাদের পা অপকর্মের দিকে দৌড়োয়,
রক্তপাত করতে তারা দ্রুতই ছোটে।
[১৭] বৃথাই জাল পাতা হয়
পাখিদের চোখের সামনে !
[১৮] ওরা নিজেদের রক্তের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে,
নিজেদেরই প্রাণের বিরুদ্ধে ওত পেতে থাকে।

[১৯] যারা অন্যায়-লাভের পিছনে যায়, এ তাদের পরিণাম,
স্বয়ং অর্থলালসাই ছিনিয়ে নেয় অর্থললুপদের প্রাণ।

স্বয়ং প্রজ্ঞার আহ্বান বাণী

[২০] প্রজ্ঞা পথে পথে চিৎকার করে ডাকে,
রাস্তা-ঘাটে নিজ কণ্ঠস্বর শোনায়;
[২১] সে নগরপ্রাচীরের উপর থেকে ডাকে,
নগরদ্বারের প্রবেশপথে নিজের বাণী ঘোষণা করে:
[২২] 'অনভিজ্ঞ সকল, তোমরা আর কতকাল অনভিজ্ঞতা ভালবাসবে?
বিদ্রূপকারীরা আর কতকাল নিজেদের ঠাট্টা-তামাশায় রত থাকবে?
নির্বোধেরা আর কতকাল সদ্‌জ্ঞান ঘৃণার চোখে দেখবে?
[২৩] আমার সদুপদেশের দিকে ফের;
দেখ, আমি তোমাদের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব,
তোমাদের জানিয়ে দেব আমার সকল বাণী।'
[২৪] যেহেতু আমি ডাকলে তোমরা সম্মতি দিলে না,
আমি হাত বাড়ালে তোমরা কেউই মনোযোগ দিলে না,
[২৫] বরং আমার সমস্ত পরামর্শ অবহেলা করলে,
আমার সদুপদেশ অগ্রাহ্য করলে,
[২৬] সেজন্য তোমাদের বিপদের ব্যাপারে আমিও হাসব,
তোমাদের উপরে সন্ত্রাস নেমে এলে পরিহাস করব:
[২৭] হ্যাঁ, যখন সন্ত্রাস তোমাদের উপরে ঝড়ো বাতাসের মত নেমে পড়বে,
বিপদ ঘূর্ণিবায়ুর মত তোমাদের কাছে এসে পৌঁছবে,
সঙ্কট ও সঙ্কোচ তোমাদের আঘাত করবে, তখন আমি পরিহাস করব।
[২৮] তখন তারা আমাকে ডাকবে, কিন্তু আমি সাড়া দেব না;
অবিরত আমার সন্ধান করবে, কিন্তু আমার উদ্দেশ পাবে না।
[২৯] যেহেতু তারা সদ্‌জ্ঞান ঘৃণা করল,
প্রভুভয়কে বেছে নিল না,

[৩০] আমার সুমন্ত্রণা মেনে নিল না,
আমার সমস্ত সদুপদেশ অবজ্ঞা করল,
[৩১] সেজন্য তাদের নিজেদের ব্যবহারের ফল ভোগ করবে,
তাদের নিজেদের মতলবের ফলাফলে তৃপ্ত হবে।
[৩২] হ্যাঁ, অনভিজ্ঞদের পথভ্রান্তি তাদের নিজেদের মৃত্যু ঘটাবে,
নির্বোধদের নিশ্চিন্ততা তাদের নিজেদের বিনাশ ডেকে আনবে;
[৩৩] কিন্তু আমার কথায় যে কান দেয়, সে ভরসাভরে বাস করবে,
শান্তি ভোগ করবে, অমঙ্গলের আশঙ্কা করবে না।'

গুপ্তধন ও রক্ষা স্বরূপ প্রজ্ঞা

২ [১] সন্তান আমার, যদি আমার কথাসকল গ্রহণ কর,
যদি আমার আজ্ঞাসকল নিজের অন্তরে গচ্ছিত রাখ,
[২] যদি প্রজ্ঞার দিকে কান দাও,
যদি সুবুদ্ধির দিকে হৃদয় নত কর,
[৩] হ্যাঁ, যদি সদ্বিবেচনা লাভের জন্য যাচনা কর,
যদি সুবুদ্ধি লাভের জন্য চিৎকার কর,
[৪] যদি রুপোর মতই তার অন্বেষণ কর,
গুপ্ত ধনের মতই তার অনুসন্ধান কর,
[৫] তবে প্রভুভয় বুঝতে পারবে,
ঈশ্বরজ্ঞানের সন্ধান পাবে।
[৬] কেননা প্রভুই প্রজ্ঞা দান করেন,
তাঁরই মুখ থেকে সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি নিঃসৃত হয়।
[৭] তিনি ন্যায়বানদের জন্য তাঁর রক্ষা গচ্ছিত রাখেন,
যারা সততায় চলে, তিনি তাদের ঢাল।
[৮] কেননা যারা ন্যায়পথে চলে, তিনি তাদের রক্ষা করেন,
তাঁর ভক্তদের সমস্ত পথের উপর দৃষ্টি রাখেন।

[৯] তবে তুমি ধর্মময়তা ও ন্যায় উপলব্ধি করবে,
সততা ও সমস্ত মঙ্গলপথও উপলব্ধি করবে।
[১০] কেননা প্রজ্ঞা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করবে,
সদ্‌জ্ঞান পুলকিত করবে তোমার প্রাণ।

[১১] চিন্তাশীলতা তোমাকে রক্ষা করবে,
সুবুদ্ধি তোমার উপর দৃষ্টি রাখবে
[১২] যেন তোমাকে উদ্ধার করে কুপথ থেকে,
সেই সকল লোকের হাত থেকে, কুটিল যাদের কথা,
[১৩] অন্ধকার রাস্তায় চলবার জন্য
যারা সরল পথ ত্যাগ করে,
[১৪] যারা অপকর্ম সাধনে আনন্দ পায়,
কুটিল চক্রান্তে উল্লসিত হয়,
[১৫] যারা বাঁকা পথের পথিক,
যাদের রাস্তা ঘোরালো।
[১৬] চিন্তাশীলতা তোমাকে রক্ষা করবে বিজাতীয় স্ত্রীলোক থেকে,
সেই বিদেশিনী থেকে যার কথা মানুষের মন ভোলায়,
[১৭] যৌবনকালের সখাকে যে ত্যাগ করেছে,
তার আপন পরমেশ্বরের সন্ধি সে ভুলে গেছে;
[১৮] কেননা ওর বাড়ি চালিত করে মৃত্যুর দিকে,
ওর পথ ছায়া-রাজ্যের দিকে।
[১৯] যারা ওর কাছে যায়, তারা কেউই আর ফেরে না,
তারা জীবন পথের নাগাল কখনও পায় না।

[২০] তাই তুমি ভাল মানুষের মার্গে চলবে,
ধার্মিকের পথ অবলম্বন করবে,
[২১] কেননা ন্যায়বান মানুষই দেশে বসবাস করবে,
নিখুঁত মানুষই সেখানে বসতি করবে।

[২২] কিন্তু দুর্জনেরা দেশ থেকে উচ্ছিন্ন হবে,
বিশ্বাসঘাতককে সেখান থেকে উপড়ে ফেলা হবে।

প্রজ্ঞা ও প্রভুভয়

৩ [১] সন্তান আমার, আমার নির্দেশবাণী ভুলো না,
তোমার হৃদয় আমার আজ্ঞাগুলো পালন করুক ;
[২] যেহেতু সেগুলি দ্বারাই তুমি দীর্ঘায়ু হবে,
তোমার জীবন প্রসারিত হবে,
তুমি শান্তি ভোগ করবে।
[৩] কৃপা ও বিশ্বস্ততা তোমাকে কখনও ত্যাগ না করুক,
এগুলো তুমি তোমার গলায় বেঁধে রাখ,
তোমার হৃদয়-ফলকে লিখে রাখ।

[৪] তবেই পরমেশ্বরের ও মানুষের দৃষ্টিতে
তুমি অনুগ্রহ ও সাফল্য লাভ করবে।
[৫] সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুতে ভরসা রাখ,
তোমার নিজের বিচারবুদ্ধিতে আস্থা রেখো না ;
[৬] তোমার সমস্ত পদক্ষেপে তাঁকে স্বীকার কর,
তবে তিনি তোমার সমস্ত পথ সরল করবেন।
[৭] নিজেকে প্রজ্ঞাবান বলে মনে করো না ;
প্রভুকে ভয় কর, অপকর্ম থেকে দূরে থাক ;
[৮] এতে তোমার শরীরের সুস্বাস্থ্য হবে,
এতে তোমার হাড় আরাম পাবে।
[৯] তুমি তোমার ধন দ্বারা প্রভুকে সম্মান কর,
তোমার সমস্ত শস্যের প্রথমাংশ দ্বারাও তাঁকে সম্মান কর ;
[১০] তবে তোমার যত গোলাঘর শস্যের প্রাচুর্যে ভরে উঠবে,
তোমার মাড়াইকুন্ড নতুন আঙুররসে উথলে পড়বে।

[১১] সন্তান আমার, তুমি প্রভুর শাসন অস্বীকার করো না,
তাঁর সদুপদেশে ক্লান্তিবোধ করো না ;
[১২] কেননা পিতা প্রিয়তম পুত্রকে যেমন ভর্ৎসনা করেন,
তেমনি প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকে ভর্ৎসনা করেন।

জীবনবৃক্ষ স্বরূপ প্রজ্ঞা

[১৩] সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছে,
সেই মানুষ, যে সুবুদ্ধি লাভের জন্য ব্যবস্থা করেছে ;
[১৪] কেননা প্রজ্ঞা রুপোর চেয়ে অধিক লাভজনক,
প্রজ্ঞালাভ সোনার চেয়েও আয়কর।
[১৫] প্রজ্ঞা রত্নের চেয়ে বহুমূল্যবান ;
তার তুলনায় তোমার যত কামনা-বাসনা শূন্য।
[১৬] তার ডান হাতে রয়েছে দীর্ঘায়ু,
তার বাঁ হাতে ঐশ্বর্য ও সম্মান ;
[১৭] তার সমস্ত পথ মাধুর্যের পথ,
তার সমস্ত মার্গে শান্তি উপস্থিত।
[১৮] যে কেউ তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, প্রজ্ঞা তার পক্ষে জীবনবৃক্ষ ;
যে কেউ তাকে আলিঙ্গন করে, সে সুখে জীবন যাপন করে।
[১৯] প্রভু প্রজ্ঞা দ্বারা পৃথিবীর ভিত স্থাপন করলেন,
সুবুদ্ধি দ্বারা আকাশমন্ডল দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন ;
[২০] তাঁর জ্ঞান দ্বারা অতল গহ্বর উদ্ঘাটিত হল,
ও মেঘমালা ফোঁটা ফোঁটা শিশির বর্ষণ করে।

[২১] সন্তান আমার, সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতা রক্ষা কর,
এগুলো কখনও তোমার দৃষ্টি থেকে দূরে না যাক ;
[২২] এগুলোই হবে তোমার প্রাণের জীবন,
তোমার গলার শোভা।

[২৩] তবে তুমি তোমার পথে ভরসাভরে হেঁটে চলবে,
তোমার পায়ে হোঁচট লাগবে না।
[২৪] তুমি শুইলে তোমাকে ভয়ে কম্পিত হতে হবে না,
তুমি শুইবে, তোমার নিদ্রা মধুর হবে।
[২৫] আকস্মিক সন্ত্রাসের জন্য তুমি ভীত হবে না,
দুর্জনের বিনাশ এলে তার জন্যও নয়;
[২৬] কেননা স্বয়ং প্রভু হবেন তোমার নিরাপত্তা,
তিনি ফাঁদ থেকে রক্ষা করবেন তোমার পদক্ষেপ।

[২৭] যাদের মঙ্গল করা উচিত, তাদের মঙ্গল করতে অস্বীকার করো না,
যখন তা করবার সাধ্য তোমার আছে।
[২৮] তোমার প্রতিবেশীকে বলো না:
'যাও, আবার এসো, কালকে দেব',
যখন বস্তুটা তোমার হাতে থাকে।
[২৯] তোমার বন্ধুর বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধি করো না,
যখন সে তোমার পাশে পাশে প্রত্যয়ের সঙ্গে বাস করে।
[৩০] অকারণে কারও সঙ্গে বিবাদ করো না,
যদি সে তোমার অপকার না করে থাকে।
[৩১] হিংসাপন্থীকে হিংসা করো না,
তার আচরণও কোন মতেই অনুকরণ করো না;
[৩২] কেননা ধূর্ত মানুষ প্রভুর চোখে জঘন্য,
কিন্তু ন্যায়বানদের তিনি তাঁর অন্তরঙ্গতায় গ্রহণ করেন।
[৩৩] প্রভুর অভিশাপ দুর্জনের ঘরের উপর,
কিন্তু ধার্মিকদের আবাস তিনি আশীর্বাদ করেন।
[৩৪] বিদ্রূপকারীদের তিনি বিদ্রূপ করেন,
কিন্তু বিনম্রদের অনুগ্রহ দান করেন।
[৩৫] প্রজ্ঞাবানেরা গৌরবের অধিকারী হবে,

কিন্তু নির্বোধেরা কেবল অবজ্ঞাই পাবে।

প্রজ্ঞা মনোনয়ন

৪ [১] সন্তানেরা আমার, পিতার শিক্ষাবাণী শোন,
সদ্বিবেচনা কি, তা জানবার জন্য মনোযোগ দাও,
[২] কেননা আমি সুশিক্ষাই তোমাদের দান করছি;
আমার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না।
[৩] কারণ আমিও আমার পিতার প্রকৃত সন্তান ছিলাম,
মাতার চোখে কোমল ও অনন্যই ছিলাম।
[৪] পিতা আমাকে শিক্ষা দিয়ে বলতেন:
'তোমার হৃদয় আমার কথা ধরে রাখুক;
আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, জীবন পাবে।
[৫] প্রজ্ঞা উপার্জন কর, সদ্বিবেচনা উপার্জন কর;
তা কখনও ভুলো না,
আমার মুখের কথা থেকে কখনও দূরে যেয়ো না।
[৬] প্রজ্ঞাকে ত্যাগ করো না, তা তোমাকে রক্ষা করবে;
তাকে ভালবাস, তা তোমার উপরে দৃষ্টি রাখবে।
[৭] প্রজ্ঞা উপার্জন কর: এ প্রজ্ঞার সূত্রপাত!
যা কিছু উপার্জন করেছ, সেই মূল্যে সদ্বিবেচনা উপার্জন কর।
[৮] তাকে সম্মান দেখাও, তা তোমাকে উন্নীত করবে;
তাকে আলিঙ্গন করলে তা হবে তোমার গৌরব।
[৯] তা তোমার মাথায় অনুগ্রহের মালা পরিয়ে দেবে,
গরিমার মুকুটে তোমাকে ভূষিত করবে।

[১০] সন্তান আমার, শোন, আমার কথা গ্রহণ করে নাও,
তবে তোমার জীবনের বছরগুলি বহুসংখ্যক হবে।
[১১] আমি তোমাকে দেখাচ্ছি প্রজ্ঞার পথ,

তোমাকে চালনা করছি সততার মার্গে।

[১২] তুমি হেঁটে চললে তোমার পদক্ষেপে বাধা ঘটবে না,
তুমি দৌড় দিলে হোঁচট খাবে না।

[১৩] শাসন আঁকড়ে ধর, তা কখনও ছেড়ে যেয়ো না,
তা পালন কর, কেননা শাসন-ই তোমার জীবন।

[১৪] দুর্জনের মার্গে চলো না,
অপকর্মার পথে এগিয়ে যেয়ো না।

[১৫] সেই পথ এড়াও, তার কাছ দিয়ে যেয়ো না,
তার দিকে পিঠ ফেরাও, তোমার পথে এগিয়ে যাও।

[১৬] কেননা অপকর্ম না করলে তাদের নিদ্রা হয় না,
কারও পতন না ঘটালে তারা নিদ্রা যেতে অস্বীকার করে।

[১৭] হ্যাঁ, তারা অপকর্মের রুটি খায়,
অত্যাচারের আঙুররস পান করে।

[১৮] ধার্মিকদের পথ প্রভাতের আলোর মত,
যা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উত্তরোত্তর জ্যোতির্ময় হয়।

[১৯] দুর্জনদের পথ অন্ধকারের মত :
তারা কিসেতে হোঁচট খাবে, তা জানে না।

[২০] সন্তান আমার, আমার বাণীর প্রতি মনোযোগ দাও,
আমার কথায় কান দাও।

[২১] তা তোমার চোখের আড়াল হতে দিয়ো না,
তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তা রক্ষা কর।

[২২] কেননা যারা তার সন্ধান পায়, তাদের পক্ষে তা জীবন,
তাদের সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যস্বরূপ।

[২৩] তোমার হৃদয়ের উপর সযত্নে দৃষ্টি রাখ,
কেননা তা থেকেই জীবন নিঃসৃত হয়।

[২৪] কুটিল মুখ তোমা থেকে দূরে রাখ,

ছলনাপটু ওষ্ঠ তোমা থেকে দূর করে দাও।
[২৫] তোমার চোখ যেন সোজা সামনের দিকে তাকায়,
তোমার চোখের পাতা যেন সামনের দিকে নিবদ্ধ থাকে।
[২৬] তোমার পথ সম্বন্ধে সতর্ক থাক,
তোমার সকল পথ স্থিতমূল হোক।
[২৭] ডানে কি বামে ফিরো না,
অপকর্ম থেকে পা দূরে রাখ।

ব্যভিচার ও প্রকৃত ভালবাসা

৫ [১] সন্তান আমার, আমার প্রজ্ঞার প্রতি মনোযোগ দাও,
আমার সুবুদ্ধির প্রতি কান দাও;
[২] যেন তুমি আমার সুচিন্তিত বাণী পালন করতে পার,
ও তোমার ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞানের কথা রক্ষা করতে পারে।
[৩] বিজাতীয়া স্ত্রীলোকের ওষ্ঠ থেকে মধু ঝরে পড়ে,
তার মুখের তালু তেলের চেয়েও স্নিগ্ধ;
[৪] কিন্তু তার শেষ ফল সোমরাজের মত তিক্ত,
দুধারী খড়্গের মত তীক্ষ্ণ।
[৫] তার পা মৃত্যুর দিকে নেমে যায়,
তার পদক্ষেপ পাতালে চালনা করে।
[৬] সাবধান! জীবনের পথ হারিয়ো না;
তার পদক্ষেপ এদিক ওদিক করে, আর তুমি তা জান না।

[৭] সুতরাং, সন্তানেরা আমার, আমার কথা শোন;
আমার মুখের বাণী থেকে দূরে যেয়ো না।
[৮] তুমি সেই স্ত্রীলোক থেকে তোমার পথ অধিক দূরেই রাখ,
তার ঘরের দ্বারের কাছেও যেয়ো না;
[৯] পাছে সে তোমার তেজ অন্যজনের হাতে দেয়,

তোমার বছরগুলি নিষ্ঠুর মানুষের হাতে তুলে দেয়;
[১০] পাছে অপর কেউই তোমার ধনে তৃপ্ত হয়,
আর তোমার শ্রমের ফল বিজাতীয়ের ঘরে চলে যায়;
[১১] পাছে তুমি তোমার ভাগ্যের জন্য দুঃখ কর,
যখন তোমার দেহ ও মাংস ক্ষয় হয়;
[১২] পাছে বল: 'হায়, আমি যে শাসন ঘৃণাই করেছি!
আমার হৃদয় সংশোধন-বাণী তুচ্ছ করেছে;
[১৩] আমি শুনতে চাইনি আমার গুরুদের কথা,
আমাকে যারা উদ্বুদ্ধ করছিল, তাদের বাণীতে কান দিইনি;
[১৪] এখন আমি প্রায় সবরকম অপকর্মের কাছেই উপস্থিত
লোকের ভিড়ে ও জনমণ্ডলীতে।'

[১৫] তুমি পান কর তোমারই জলভাণ্ডারের জল,
তোমার কুয়োর টাটকা জল পান কর।
[১৬] তোমার জলের উৎস কি বাইরে বয়ে যাবে?
শহরের খোলা জায়গায় কি জলস্রোত বইবে?
[১৭] তা বরং কেবল তোমারই জন্য হোক,
তোমার সঙ্গে কোন বিজাতীয়ের জন্য না হোক।
[১৮] ধন্য হোক তোমার জলের উৎস,
তুমি তোমার যৌবনের বধূতে আনন্দ কর।
[১৯] প্রীতিকর মৃগী ও সৌন্দর্যভরা হরিণী সেই বধূ:
তার বুক তোমাকে সর্বদাই আপ্যায়িত করুক;
তার প্রেমে তুমি সততই মুগ্ধ থাক।
[২০] সন্তান আমার, বিজাতীয়া স্ত্রীলোকে কেন মুগ্ধ হবে?
কেন পরজাতীয়ার বুক জড়িয়ে ধরবে?
[২১] কেননা প্রভুর দৃষ্টি মানুষের পথের উপরে নিবদ্ধ,
তিনি তার সকল পথ লক্ষ করেন।

[২২] দুর্জন তার নিজের শঠতায় ধরা পড়ে,
সে দৃঢ়ভাবে বাঁধা তার নিজের পাপের দড়িতে।
[২৩] শাসনের অভাবে সে মারা পড়বে,
তার নিজের বড় মূর্খতার কারণে ভ্রান্ত হবে।

বিবিধ পরামর্শ

৬ [১] সন্তান আমার, যদি প্রতিবেশীর জামিন হয়ে থাক,
যদি অপরের পক্ষে হাতে হাত রেখে থাক,
[২] তোমার নিজের মুখের কথায় যদি ফাঁদে পড়ে থাক,
তোমার নিজের মুখের কথায় যদি আটকে পড়ে থাক,
[৩] তবে, সন্তান আমার, নিজেকে উদ্ধার করার জন্য একাজ কর:
যেহেতু তুমি তোমার প্রতিবেশীর হাতে ধরা পড়ে গেছ,
সেজন্য যাও, নত হও, তোমার প্রতিবেশীকে সাধাসাধি কর;
[৪] তোমার চোখকে নিদ্রা যেতে দিয়ো না,
চোখের পাতাকে বিশ্রাম করতে দিয়ো না;
[৫] হরিণী যেমন ফাঁদ থেকে, তেমনি তুমিও নিজেকে মুক্ত কর,
পাখি যেমন জালিকের হাত থেকে, তেমনি তুমিও নিজেকে উদ্ধার কর।

[৬] হে অলস! পিঁপড়ের কাছে যাও,
তার যত অভ্যাস লক্ষ করে প্রজ্ঞাবান হও।
[৭] তার অধ্যক্ষ বলতে কেউ নেই,
সরদার বা মনিবও নেই,
[৮] তবু সে গ্রীষ্মকালে নিজের খাদ্য যোগায়,
ফসল কাটার সময়ে অন্ন জমায়।
[৯] হে অলস! আর কতকাল শুয়ে থাকবে?
কখন্ ঘুম থেকে উঠবে?
[১০] একটু ঘুম, একটু তন্দ্রাভাব,

একটু বিশ্রামের জন্য হাত জড়সড় করা ;
[১১] আর ইতিমধ্যে দরিদ্রতা তোমার কাছে আসবে দস্যুর মত,
চরম অভাবও আসবে ভিক্ষুকের মত।

[১২] পাষণ্ড ও শঠতাপূর্ণ যে মানুষ,
সে বিকৃত মুখে চলে,
[১৩] সে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করে, পা ঘষাঘষি করে ইশারা দেয়,
অঙুলিতর্জন করে,
[১৪] হৃদয়ে সে কুটিল সঙ্কল্প আঁটে,
সবসময় অমিল সৃষ্টি করে।
[১৫] সেজন্য হঠাৎ তার সর্বনাশ এসে উপস্থিত হবে,
একনিমেষে সে ভেঙে যাবে, আর প্রতিকার থাকবে না।

[১৬] এই ছ'টা বিষয় প্রভুর ঘৃণার বস্তু,
এমনকি, সাতটা বিষয় তাঁর কাছে জঘন্য :
[১৭] উদ্ধত চোখ, মিথ্যাবাদী জিহ্বা,
এমন হাত যা নির্দোষীর রক্তপাত করে,
[১৮] এমন হৃদয় যা দুরভিসন্ধি আঁটে,
এমন পা যা দুষ্কর্ম সাধন করতে দ্রুত,
[১৯] এমন মিথ্যাসাক্ষী যে অসত্য কথা রটিয়ে বেড়ায়
ও ভাইদের মধ্যে অমিল ঘটায়।

[২০] সন্তান আমার, তোমার পিতার আজ্ঞা পালন কর,
তোমার মাতার নির্দেশবাণী অবজ্ঞা করো না।
[২১] তা সর্বদাই তোমার হৃদয়ে গেঁথে রাখ,
তোমার গলায় বেঁধে রাখ।
[২২] চলার সময়ে তা তোমাকে পথ দেখাবে,
শোয়ার সময়ে তোমার উপর দৃষ্টি রাখবে,

জেগে ওঠার সময়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবে।
[২৩] কেননা আজ্ঞা প্রদীপ, ও নির্দেশবাণী আলো,
এবং সংশোধন ও শাসন জীবনের পথ।
[২৪] তা তোমাকে রক্ষা করবে ধূর্ত স্ত্রীলোক থেকে,
বিজাতীয়ার স্নিগ্ধ জিহ্বা থেকে।
[২৫] তুমি হৃদয়ে ওর সৌন্দর্য বাসনা করো না,
ওর চোখের লীলা যেন তোমাকে না ভোলায়,
[২৬] কেননা বেশ্যা এক টুকরো রুটি খোঁজ করে,
কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীলোকের লক্ষ্য হল বলবান এক প্রাণ।
[২৭] আগুন বুকে তুলে নিলে
পোশাক কি পুড়ে যাবে না?
[২৮] জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে চললে
পা কি পুড়ে যাবে না?
[২৯] তেমনি তার দশা, পরস্ত্রীর কাছে যে যায়;
তাকে যে স্পর্শ করে, সে অদন্ডিত থাকবে না।
[৩০] ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জুড়াবার জন্য যে চুরি করে,
লোকে সেই চোরকে ঘৃণার চোখে দেখে না;
[৩১] অথচ ধরা পড়লে তাকেও সাতগুণ ফিরিয়ে দিতে হবে,
তার ঘরের সবকিছুও তুলে দিতে হবে।
[৩২] কিন্তু ব্যভিচারী বুদ্ধিহীন,
তেমন কাজ করে সে নিজেই নিজেকে নষ্ট করে।
[৩৩] সে আঘাত ও অবমাননা পাবে,
তার দুর্নাম কখনও ঘুচবে না।
[৩৪] কেননা প্রেমের অন্তর্জ্বালা স্বামীর ঈর্ষা জাগায়,
প্রতিশোধের দিনে সে ক্ষমা করবে না;
[৩৫] সে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণে রাজি হবে না,

বড় বড় উপহারেও প্রশমিত হবে না।

৭ [১] সন্তান আমার, আমার কথাসকল পালন কর,
আমার আজ্ঞাসকল নিজের অন্তরে গচ্ছিত রাখ।
[২] আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, জীবন পাবে;
চোখের মণির মত আমার নির্দেশবাণী রক্ষা কর;
[৩] তোমার আঙুলগুলিতে সেগুলো বেঁধে রাখ,
তোমার হৃদয়-ফলকে তা লিখে রাখ।
[৪] প্রজ্ঞাকে বল: তুমি আমার বোন,
সদ্বিবেচনাকে তোমার সখী বল;
[৫] সে যেন বিজাতীয়া স্ত্রীলোক থেকে তোমাকে বাঁচায়,
সেই পরজাতীয়া থেকেও, যার ভাষা মানুষকে ভোলায়।

[৬] আমার ঘরের জানালা থেকে আমি
জাফরি দিয়ে লক্ষ করছিলাম;
[৭] অনভিজ্ঞদের মধ্যে আমার দৃষ্টি পড়ল,
আমি যুবকদের মধ্যে বুদ্ধিহীন একজনকে দেখলাম:
[৮] সে বাজারের মধ্য দিয়ে—ওই বিজাতীয়ার ঘরের কাছাকাছি কোণের দিকে যাচ্ছিল,
তার ঘরের পথ দিয়েই চলছিল;
[৯] তখন সন্ধ্যাবেলা, দিন অবসান হয়েছিল—
রাত ও অন্ধকারের আবির্ভাব।
[১০] তখন দেখ, এক স্ত্রীলোক তার সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে আসে,
সে বেশ্যা-পোশাকে পরিবৃতা, তার হৃদয়ে চতুরতা উপস্থিত।
[১১] সে বাচাল ও গর্বিতা,
তার পা ঘরে থাকে না।
[১২] সে কখনও রাস্তায়, কখনও খোলা জায়গায়,

কোণে কোণে ওত পেতে থাকে।
[১৩] সে তাকে ধরে চুম্বন করে,
নির্লজ্জ মুখে তাকে বলে :
[১৪] 'আমার মিলন-যজ্ঞ দেওয়ার কথা ছিল ;
আজ আমি আমার মানত পূরণ করেছি ;
[১৫] এজন্যই তোমার সঙ্গে দেখা করতে বাইরে এসেছি,
তোমার মুখ খোঁজ করতে এসেছি, আর এখন তোমাকে পেয়েছি।
[১৬] খাটে আমি কোমল চাদর বিছিয়ে দিয়েছি,
তা মিশরের সূক্ষ্ম কাপড় !
[১৭] আমি গন্ধরস, অগুরু ও দারুচিনি দিয়ে
আমার বিছানা সুগন্ধময় করেছি।
[১৮] চল, আমরা সকাল পর্যন্ত কামরসে মত্ত হই,
আমরা একসাথে প্রেম-লীলায় সুখভোগ করি।
[১৯] কেননা স্বামী ঘরে নেই,
তিনি দূর যাত্রা করেছেন ;
[২০] টাকার থলি সঙ্গে নিয়ে গেছেন,
পূর্ণিমার দিনে ঘরে ফিরবেন।'
[২১] কুটিল ওষ্ঠে সে তাকে মুগ্ধ করে,
স্নিগ্ধ কথায় তাকে ভোলায় ;
[২২] আর সে মূর্খের মত তার পিছনে যায়,
যেমন বলদ জবাইখানায় যায়,
জালে ধরা হরিণের মতই সে তার পিছনে যায়।
[২৩] শেষে তার দেহ তীরে বিদ্ধ হয়,
যেমন পাখি ফাঁদে পড়তে দ্রুতই ছোটে,
আর বোঝে না যে, আসন্নই তার প্রাণের সর্বনাশ।
[২৪] এখন, সন্তান আমার, আমার বাণী শোন,

আমার মুখের কথায় মনোযোগ দাও।
[২৫] তোমার হৃদয় ওর পথে না যাক,
তুমি ওর রাস্তায় ঘোরাফেরা করো না।
[২৬] কেননা সে অনেককেই বিদ্ধ করে তাদের পতন ঘটিয়েছে,
আর যাদের সে শেষ করে ফেলেছে, তারা সকলে ছিল বলবান!
[২৭] তার ঘর হল পাতালের পথ,
যে পথ মৃত্যুর অন্তঃপুরে নেমে যায়।

প্রজ্ঞার দ্বিতীয় আহ্বান বাণী

৮ [১] প্রজ্ঞা কি ডাকছে না?
সুবুদ্ধি কি নিজের কণ্ঠস্বর শোনাচ্ছে না?
[২] সে তো যত উচ্চস্থানের চূড়ায়, যত পথের ধারে,
যত চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়ায়;
[৩] সে তো নগরদ্বারের ধারে, শহরের প্রবেশপথে,
দরজায় দরজায় জোর গলায় আহ্বান করে বলে,
[৪] 'হে মানুষ, তোমাদের উদ্দেশ করে আমি কথা বলছি,
মানবসন্তানদের কাছেই আমার বাণী।
[৫] হে অনভিজ্ঞ, বিচারবুদ্ধি লাভে উদ্বুদ্ধ হও,
হে নির্বোধ, সদ্বিবেচক হও।
[৬] শোন, কারণ আমি উৎকৃষ্ট কথা বলব,
যা ন্যায়, আমার ওষ্ঠ এমন কথা ব্যক্ত করবে।
[৭] আমার মুখ সত্য ঘোষণা করবে,
অধর্ম আমার ওষ্ঠের কাছে জঘন্য বস্তু।
[৮] আমার মুখের সমস্ত কথা ধর্মময়,
তার মধ্যে বাঁকা বা কুটিল কিছুই নেই।
[৯] যে উপলব্ধি করে, তার কাছে সেই সমস্ত কথা ঠিক,

যে সদ্‌জ্ঞান উপার্জন করেছে, তার কাছে সেই সমস্ত কথা সরলসোজা।

[১০] আমার শিক্ষাবাণীই গ্রহণ কর, রুপো নয়,
খাঁটি সোনার চেয়ে সদ্‌জ্ঞান গ্রহণ কর,
[১১] কেননা প্রজ্ঞা মণিমুক্তার চেয়েও মূল্যবান,
বহুমূল্য কোন বস্তু তার সমান নয়।’

প্রজ্ঞার নিজের কথায় ব্যক্ত প্রজ্ঞার প্রশংসাবাদ

[১২] আমি যে প্রজ্ঞা, বিচারবুদ্ধির সঙ্গেই আমার আবাস,
সদ্‌জ্ঞান ও চিন্তাশীলতা আমারই অধিকার।
[১৩] অপকর্ম ঘৃণা করা, এ তো প্রভুভয়;
দর্প, স্পর্ধা, দুর্ব্যবহার ও কুটিল মুখ আমি ঘৃণার চোখে দেখি।
[১৪] আমারই তো সুমন্ত্রণা ও কাণ্ডজ্ঞান;
আমি নিজেই সদ্বিবেচনা; পরাক্রম আমারই।
[১৫] আমা দ্বারা রাজারা রাজত্ব করে,
জনপ্রধানেরা ন্যায়ধর্ম জারি করে;
[১৬] আমা দ্বারা শাসকেরা শাসন করে,
অমাত্যরা ও পৃথিবীর বিচারকর্তারাও তাই।
[১৭] যারা আমাকে ভালবাসে, আমিও তাদের ভালবাসি;
যারা অবিরত আমার সন্ধান করে, তারা আমার সন্ধান পায়।
[১৮] আমার কাছে রয়েছে ঐশ্বর্য ও সম্মান,
স্থায়ী সমৃদ্ধি ও ধর্মময়তার ফল।
[১৯] আমার ফল সোনার চেয়ে, খাঁটি সোনার চেয়েও বহুমূল্যবান,
প্রজ্ঞালাভ উৎকৃষ্ট রুপোর চেয়েও আয়কর।
[২০] আমি ধর্মময়তা-মার্গে চলি,
ন্যায্যতার পথে এগিয়ে চলি,
[২১] আমার বন্ধুদের আমি যেন মঙ্গলদানে সজ্জিত করি,
তাদের ধনভাণ্ডার যেন পরিপূর্ণ করি।

[২২] আপন কর্মসাধনের আদি রূপেই প্রভু আমাকে সৃষ্টি করেছেন,
তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রারম্ভে—সেসময় থেকেই !
[২৩] অনাদিকাল থেকে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি,
আদি থেকেই, পৃথিবীর উদ্ভবের সময় থেকেই।
[২৪] অতল গহ্বর তখনও হয়নি যখন আমার জন্ম হয়েছিল,
জলপূর্ণ উৎসধারাও তখনও হয়নি।
[২৫] পর্বতমালার ভিত স্থাপিত হওয়ার আগে,
উপপর্বতের উদ্ভবের আগে আমার জন্ম হয়েছিল ;
[২৬] তিনি তখনও স্থলভূমি বা কোন মাঠও নির্মাণ করেননি,
জগতের প্রথম ধূলিকণাও তখনও গড়েননি।
[২৭] যখন তিনি আকাশ দৃঢ়স্থাপিত করেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম ;
যখন তিনি অতল গহ্বরের বুকে বৃত্ত-রেখা খোদাই করেন,
[২৮] যখন তিনি ঊর্ধ্বে মেঘমালা পুঞ্জিভূত করেন,
যখন অতল গহ্বরের উৎসধারা প্রবল হয়ে ওঠে,
[২৯] যখন তিনি সমুদ্রের সীমারেখা স্থির করেন,
—জলরাশি তাঁর সেই আদেশ লঙ্ঘন না করুক !—
যখন তিনি পৃথিবীর ভিত্তিমূল নিরূপণ করেন,
[৩০] তখন আমি দক্ষ কারিগরের মত তাঁর পাশে ছিলাম,
আমি ছিলাম তাঁর দৈনন্দিনের পুলক,
ক্ষণে ক্ষণে তাঁর সম্মুখে আমোদপ্রমোদ করতাম ;
[৩১] আমোদপ্রমোদ করে বেড়াতাম তাঁর পৃথিবীর সকল স্থানে,
মানবসন্তানদের মধ্যে থাকতাম পুলকিত প্রাণে।

[৩২] তবে, সন্তানেরা আমার, এখন আমার কথা শোন ;
সুখী তারা, যারা আমার সমস্ত পথে চলে।
[৩৩] শিক্ষাবাণী শোন, প্রজ্ঞাবান হও,
তা অবহেলা করো না।

[৩৪] সুখী সেই মানুষ, যে আমার কথা শোনে,
আমার প্রবেশপথে প্রহরা দেবার জন্য
দৈনন্দিন যে আমার দরজায় জাগ্রত থাকে।
[৩৫] কারণ যে আমাকে পায়, সে জীবন পায়,
সে প্রভুর প্রসন্নতা ভোগ করে;
[৩৬] কিন্তু যে আমার খোঁজে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, সে নিজের ক্ষতি করে;
যারা আমাকে ঘৃণা করে, তারা সকলে মৃত্যুকে ভালবাসে।

প্রজ্ঞার আতিথেয়তা

৯ [১] প্রজ্ঞা তার নিজের গৃহ নির্মাণ করল,
তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করল;
[২] পশু মারল, আঙুররস মিশিয়ে দিল,
শেষে সাজাল ভোজনপাট।
[৩] নিজ অনুচারিণী যুবতীদের পাঠিয়ে
সে শহরের সর্বোচ্চ স্থান থেকে ঘোষণা করল:
[৪] 'যে অনভিজ্ঞ, সে এখানেই আসুক,'
বুদ্ধিহীনকে সে বলে,
[৫] 'এসো তোমরা, আমার রুটি খাও,
পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম।
[৬] নির্বুদ্ধিতা ত্যাগ কর, তবেই বাঁচবে,
এগিয়ে চল সদ্বিবেচনার পথে।'

অবোধদের বিরুদ্ধে বাণী

[৭] বিদ্রূপকারীকে যে উদ্বুদ্ধ করতে চায়, সে হবে তার অবজ্ঞার পাত্র;
দুর্জনকে যে ভর্ৎসনা করে, সে হবে তার অপমানের বস্তু।
[৮] বিদ্রূপকারীকে ভর্ৎসনা করো না, পাছে সে তোমাকে ঘৃণা করে;

প্রজ্ঞাবানকেই বরং ভর্ৎসনা কর, সে তোমাকে ভালবাসবে।
[৯] প্রজ্ঞাবানকে সুপরামর্শ দাও, সে আরও প্রজ্ঞাবান হবে;
ধার্মিককে সদ্‌জ্ঞান দাও, তার জ্ঞানভাণ্ডার আরও বৃদ্ধি পাবে।

[১০] প্রজ্ঞার সূচনা হল প্রভুভয়,
পবিত্রজনদের সদ্‌জ্ঞান, এই তো সদ্বিবেচনা।

[১১] আমা দ্বারাই বাড়বে তোমার আয়ুষ্কাল,
তোমার জীবনের বছর-সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
[১২] তুমি প্রজ্ঞাবান হলে, তোমার প্রজ্ঞাই হবে তোমার লাভ;
তুমি বিদ্রূপকারী হলে, একাই এর দণ্ড বহন করবে।
[১৩] অস্থির নারী, সে তো হীনবুদ্ধি;
এমন বুদ্ধিহীন নারী, যে কিছু জানে না।
[১৪] সে বাড়ির দরজার সামনে বসে,
শহরের একটা উচ্চস্থানে সিংহাসনেই বসে;
[১৫] সে পথিকদের ডাকে,
কিন্তু তারা নিজ নিজ পথে এগিয়ে চলে;
[১৬] সে বলে, 'যে অনভিজ্ঞ, সে এখানে আসুক।'
বুদ্ধিহীনকে সে বলে,
[১৭] 'চুরি-করা জল মিষ্টি,
গোপনে ভোগ করা রুটি সুস্বাদু।'
[১৮] কিন্তু ও বুঝতে পারে না যে, সেখানে ছায়াদেশ উপস্থিত,
এও জানে না যে, পাতাল-গভীরেই তার নিমন্ত্রিতদের বাসস্থান।

শলোমনের প্রথম বচনমালা

১০ [১] শলোমনের প্রবচনমালা।

প্রজ্ঞাবান সন্তান পিতার আনন্দের কারণ,
নির্বোধ সন্তান মাতার দুঃখ জন্মায়।

[২] অন্যায়ের ফলে যে ধন, তা কোন উপকারে আসে না,
কিন্তু ধর্মময়তা মৃত্যু থেকে উদ্ধার করে।

[৩] প্রভু ধার্মিকদের ক্ষুধায় ভুগতে দেন না,
কিন্তু দুর্জনদের কামনা ব্যর্থ করেন।

[৪] শিথিল হাত ধনশূন্য করে,
পরিশ্রমী হাত ধনবান করে।

[৫] গ্রীষ্মকালে সঞ্চয় করা, এ সুবিবেচনার পরিচয়,
ফসল কাটার সময়ে ঘুমিয়ে থাকা, এ অসারতার চিহ্ন।

[৬] ধার্মিকের মাথায় আশিসধারা বিরাজিত ;
দুর্জনদের মুখ অত্যাচার ঢেকে রাখে।

[৭] ধার্মিকের স্মৃতি আশিসমণ্ডিত,
দুর্জনদের নাম পচনশীল।

[৮] যার হৃদয় প্রজ্ঞাময়, সে আজ্ঞা মেনে নেয়,
মূর্খ বাচাল মানুষ বিনাশের দিকে ধাবিত।

[৯] যে সততায় চলে, সে নিরাপদে চলে,
নিজের পথ যে বাঁকা করে, সে শীঘ্রই ধরা পড়ে।

[১০] চোখের সঙ্কেত দুঃখ ঘটায়,
স্পষ্ট ভর্ৎসনা শান্তি আনে।

[১১] ধার্মিকের মুখ জীবনের উৎস,
দুর্জনদের মুখ হিংসা ঢেকে রাখে।

[১২] বিদ্বেষ ঝগড়া জাগায়,
ভালবাসা সমস্ত অপরাধ আবৃত করে।

[১৩] সদ্বিবেচক মানুষের ওষ্ঠে প্রজ্ঞা পাওয়া যায়,
বুদ্ধিহীনের পিঠে লাঠি দেখা দেয়।

[১৪] যারা প্রজ্ঞাবান, তারা সদ্‌জ্ঞান সঞ্চয় করে,
মূর্খের মুখ হল আসন্ন সর্বনাশ।

[১৫] ধনবানের ধনই তার আপন দৃঢ়দুর্গ,
দরিদ্রদের দরিদ্রতাই তাদের আপন সর্বনাশ।

[১৬] ধার্মিকের মজুরি জীবনের উদ্দেশে,
অপকর্মার লাভ পাপের উদ্দেশে।

[১৭] যে শাসন মানে, সে জীবন-পথে চলে,
যে ভর্ৎসনা অবহেলা করে, সে পথভ্রষ্ট হয়।

[১৮] নিজের হিংসা যে ঢেকে রাখে, তার ওষ্ঠ মিথ্যাবাদী,
পরনিন্দা যে রটিয়ে বেড়ায়, সে নির্বোধ।

[১৯] অধিক কথনে অধর্মের অভাব নেই,
যে কেউ ওষ্ঠ সংযত রাখে, সে সদ্বিবেচক।

[২০] উৎকৃষ্ট রুপোই ধার্মিকের জিহ্বা,
দুর্জনদের হৃদয়ের মূল্য বরং অসার।

[২১] ধার্মিকের ওষ্ঠ অনেকের পুষ্টি যোগায়,
বুদ্ধির অভাব মূর্খদের মৃত্যু ঘটায়।

[২২] প্রভুর আশীর্বাদ ধনবান করে,
পরিশ্রম তাতে কিছুই যোগ দেয় না।

[২৩] অপকর্ম সাধনে নির্বোধের আমোদ,
প্রজ্ঞা চাষ করাই সদ্বিবেচকের আমোদ।

[২৪] দুর্জন যা ভয় করে, তা তার নাগাল পায়,
ধার্মিকদের বাসনা বরং পূরণ করা হয়।

[২৫] ঘূর্ণিবায়ু বয়ে গেলে দুর্জন আর থাকে না,
কিন্তু ধার্মিক স্থিতমূল থাকে চিরকাল।

[২৬] যেমন দাঁতের কাছে সির্কা ও চোখের কাছে ধূম,
তেমনি প্রেরণকর্তার কাছে অলস দূত।

[২৭] প্রভুভয় আয়ু প্রসারিত করে,
কিন্তু দুর্জনদের বছর-সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে।

[২৮] ধার্মিকদের আশা আনন্দেই সিদ্ধি পায়,
কিন্তু দুর্জনদের প্রত্যাশা বিলীন হবে।

[২৯] প্রভুর পথ সৎমানুষের কাছে দৃঢ়দুর্গ,
কিন্তু অপকর্মাদের জন্য তা সর্বনাশ।

[৩০] ধার্মিক মানুষ কখনও বিচলিত হবে না,
কিন্তু দুর্জনেরা পৃথিবীতে আশ্রয় পাবে না।

[৩১] ধার্মিকের মুখ ব্যক্ত করে প্রজ্ঞার বাণী,
কিন্তু ছলনাপটু জিহ্বা ছিন্ন করা হবে।

[৩২] ধার্মিকের ওষ্ঠ প্রসন্নতা-জ্ঞানে পূর্ণ,
দুর্জনদের মুখ ছলনামাত্র।

১১ [১] ছলনার নিক্তি প্রভুর কাছে জঘন্য বস্তু,
ন্যায্য বাটখারায় তিনি প্রসন্ন।

[২] অহঙ্কার এলে দুর্নামও আসে;
বিনম্রতার সঙ্গে প্রজ্ঞারই আগমন।

[৩] ন্যায়বানদের সততা তাদের চালনা করে,
অবিশ্বস্তদের অসততা তাদের নষ্ট করে।

[৪] ক্রোধের দিনে ধন কোন উপকারে আসে না;
ধর্মময়তা মৃত্যু থেকে উদ্ধার করে।

[৫] সৎমানুষের ধর্মময়তা তার পথ সরল করে;
দুর্জনের নিজের দুষ্কর্ম তার পতন ঘটায়।

[৬] ন্যায়বানদের ধর্মময়তা তাদের উদ্ধার করে;
অবিশ্বস্তরা তাদের নিজেদের লালসায় ধরা পড়ে।

[৭] দুর্জন মরলে তার আশ্বাসও বিলুপ্ত হয়;
অধর্মের প্রত্যাশাও মিলিয়ে যায়।

[৮] ধার্মিকজন সঙ্কট থেকে নিস্তার পায়;
তার স্থানে দুর্জন উপস্থিত হয়।

[৯] মুখ দ্বারা ভক্তিহীন তার প্রতিবেশীকে বিনাশ করে;
কিন্তু সদ্‌জ্ঞান দ্বারা ধার্মিকেরা নিস্তার পায়।

[১০] ধার্মিকদের মঙ্গল হলে শহর উল্লাস করে;
দুর্জনদের বিনাশ হলে আনন্দ-ফুর্তি হয়।

[১১] ন্যায়বানদের আশীর্বাদে শহরের উন্নতি হয়;
কিন্তু দুর্জনদের বাণীতে শহর উৎপাটিত হয়।

[১২] প্রতিবেশীকে যে তুচ্ছ করে, সে বুদ্ধিহীন;
বুদ্ধিমান নীরব থাকে।

[১৩] বাজে কথা বলতে বলতে যে ঘুরে বেড়ায়,
সে গোপন কথা অনাবৃত করে;
আত্মায় যে বিশ্বস্ত, সে সবই গোপন রাখে।

[১৪] রাজনীতির অভাবে জনগণের পতন হয়;
সুমন্ত্রণাদাতা অনেক হলেই সফলতা হয়।

[১৫] অপরের জন্য যে জামিন হয়, তার ক্লেশ সুনিশ্চিত;
জামিনের কাজ যে ঘৃণা করে, সে নিরাপদ।

[১৬] অনুগ্রহ-প্রিয়া স্ত্রীলোক জমায় গৌরব;
দুর্দান্তেরা জমায় ধন।

[১৭] সহৃদয় মানুষ তার নিজের প্রাণেরই উপকার করে;
নির্দয় তার নিজের মাংসের কাঁটা।

[১৮] দুর্জন অসার মজুরি উপার্জন করে;
যে কেউ ধর্মময়তা-বীজ বোনে, সে বাস্তব মজুরি পায়।

[১৯] যে কেউ ধর্মময়তায় অটল, সে জীবন পায়;
যে কেউ অধর্মের পিছনে দৌড়োয়, সে নিজের মৃত্যু ঘটায়।

[২০] বাঁকা-হৃদয়ের মানুষেরা প্রভুর চোখে জঘন্য;
কিন্তু যাদের আচরণ সৎ, তারা তাঁর প্রসন্নতার পাত্র।

[২১] এতে নিশ্চিত হও যে, অপকর্মা অদণ্ডিত থাকবে না;
কিন্তু ধার্মিকদের বংশ নিষ্কৃতি পাবে।

[২২] যেমন শূকরের নাকে সোনার নথ,
তেমনি সেই সুন্দরী নারী যার সুবুদ্ধি নেই।

[২৩] যা উত্তম, তা-ই ধার্মিকদের একমাত্র অভিলাষ;
ক্রোধ, কেবল তা-ই দুর্জনেরা প্রত্যাশা করতে পারে।

[২৪] কেউ কেউ অর্থ ছড়ায় অথচ আরও সমৃদ্ধ হয়;
কেউ কেউ অতিমাত্রায় কৃপণ অথচ অভাবে পড়ে।

[২৫] মঙ্গলকারী মানুষ সমৃদ্ধি পাবে;
যে পরের তৃষ্ণা মেটায়, তার তৃষ্ণাও মেটানো হবে।

[২৬] যে শস্য আটক করে রাখে, লোকে তাকে অভিশাপ দেয়;
কিন্তু যে শস্য বিক্রি করে, তার মাথার উপরে আশীর্বাদ বিরাজ করে।

[২৭] মঙ্গল সাধনে যে তৎপর, সে ঐশপ্রসন্নতাও অন্বেষণ করে;
কিন্তু অমঙ্গল যে খুঁজে বেড়ায়, অমঙ্গলই হবে তার দশা।

[২৮] নিজের ধনে যে নির্ভর করে, তার পতন হবে;
কিন্তু ধার্মিকেরা পল্লবের মত প্রস্ফুটিত হবে।

[২৯] যে নিজের পরিবারের কাঁটা, বাতাসই হবে তার উত্তরাধিকার;
আর মূর্খ প্রজ্ঞাবানের দাস হবে।

[৩০] ধার্মিকদের ফল জীবনবৃক্ষ;
প্রজ্ঞাবান পরের প্রাণ জয় করে।

[৩১] দেখ, ধার্মিকজন পৃথিবীতে তার প্রাপ্য পায়,
তাই দুর্জন ও পাপী আরও কতই না পাবে।

১২ [১] যে শাসন ভালবাসে, সে সদ্‌জ্ঞান ভালবাসে;
কিন্তু যে শাসন ঘৃণা করে, সে নির্বোধ।

[২] সৎমানুষ প্রভুর প্রসন্নতা আকর্ষণ করে;
কিন্তু যারা ষড়যন্ত্রে প্রীত, তিনি তাদের দোষী করেন।

[৩] অধর্ম দ্বারা মানুষ সুস্থির হয়ে থাকে না ;
কিন্তু ধার্মিকদের মূল বিচলিত হবে না।

[৪] গুণবতী বধূ স্বামীর মুকুট ;
কিন্তু নির্লজ্জ বধূ স্বামীর হাড়ের পচন।

[৫] ধার্মিকদের চিন্তা সবই ন্যায়,
কিন্তু দুর্জনদের সঙ্কল্প সবই ছলনা।

[৬] দুর্জনদের কথাবার্তা রক্তপাতের জন্য ওত পেতে থাকামাত্র ;
কিন্তু ন্যায়বানদের মুখ সেইসব কিছু থেকে রেহাই পাবে।

[৭] দুর্জনদের পতন হলে তারা আর থাকে না ;
কিন্তু ধার্মিকদের ঘর অটল থাকে।

[৮] মানুষ তার বুদ্ধির জন্য প্রশংসা পায় ;
কিন্তু যার হৃদয় কুটিল, সে তাচ্ছিল্যের বস্তু।

[৯] যে ক্ষুদ্র হলেও তবু এক দাস রাখে,
সে সেই দর্পিতের চেয়ে উৎকৃষ্ট, যার খাদ্য নেই।

[১০] ধার্মিক তার নিজের পশুর প্রতি যত্নশীল ;
কিন্তু দুর্জনদের ভাব নিষ্ঠুর।

[১১] যে নিজের জমি চাষ করে, সে রুটিতে পরিতৃপ্ত হয় ;
কিন্তু যে মরীচিকার পিছু পিছু দৌড়োয়, সে বুদ্ধিহীন।

[১২] দুর্জন অমঙ্গলকর ফাঁদ বাসনা করে ;
কিন্তু ধার্মিকদের মূল ফলদায়ী।

[১৩] ওষ্ঠের অধর্মে অমঙ্গলকর ফাঁদ থাকে ;
কিন্তু ধার্মিক তেমন সঙ্কট থেকে রক্ষা পাবে।

[১৪] প্রচুর মঙ্গল হল মানুষের নিজের মুখের ফল ;
মানুষ তার নিজের হাতের কাজ অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।

[১৫] মূর্খের পথ তার চোখে সোজা-সরল ;
কিন্তু প্রজ্ঞাবান পরামর্শ শোনে।

[১৬] মূর্খের ক্ষোভ একেবারে ব্যক্ত হয় ;
কিন্তু সতর্ক মানুষ অপমান ঢেকে রাখে।

[১৭] যে সত্যাকাঙ্ক্ষী, সে ধর্মময়তার কথা প্রচার করে ;
কিন্তু মিথ্যাসাক্ষী প্রচার করে ছলনার কথা।

[১৮] কেউ কেউ বিচার-বিবেচনা না করে কথা বলে :
সে খড়্গের মত বিঁধিয়ে দেয় ;
কিন্তু প্রজ্ঞাবানদের জিহ্বা নিরাময় করে।

[১৯] সত্যবাদী ওষ্ঠ চিরস্থায়ী ;
কিন্তু মিথ্যাবাদী জিহ্বা ক্ষণস্থায়ী।

[২০] যে অপকর্ম আঁটে, তার হৃদয়ে ছলনা থাকে ;
কিন্তু যারা শান্তির পরামর্শ দেয়, তাদের সঙ্গে আনন্দই থাকে।

[২১] ধার্মিকের কোন ক্ষতি ঘটবে না ;
কিন্তু দুর্জনেরা দুর্দশায় পূর্ণ হবে।

[২২] মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ প্রভুর চোখে জঘন্য ;
কিন্তু যারা বিশ্বস্ততায় চলে, তারা তাঁর প্রসন্নতার পাত্র।

[২৩] সতর্ক মানুষ নিজের জ্ঞান গোপন রাখে ;
কিন্তু নির্বোধদের হৃদয় মূর্খতা প্রচার করে।

[২৪] পরিশ্রমী হাত কর্তৃত্ব পায় ;
কিন্তু অলস হাত পরাধীন দাস হয়।

[২৫] দুশ্চিন্তা মানুষের হৃদয় ভারী করে;
কিন্তু উত্তম বাণী তা উৎফুল্ল করে তোলে।

[২৬] ধার্মিকজন নিজের বন্ধুর পথদিশারী;
কিন্তু দুর্জনদের পথ পথভ্রান্তি ঘটায়।

[২৭] অলস শিকারের মত পশু পাবে না;
কিন্তু পরিশ্রমীর পক্ষে তার সম্পদ বহুমূল্যবান।

[২৮] ধর্মময়তা-মার্গে রয়েছে জীবন;
বাঁকা পথ মৃত্যুতে চালনা করে।

১৩ [১] প্রজ্ঞাবান সন্তান পিতার শাসনের ফল;
বিদ্রূপকারী ভর্ৎসনা শোনে না।

[২] নিজের মুখের ফলে মানুষ মঙ্গল ভোগ করে;
অবিশ্বস্তদের প্রাণ অত্যাচারে তৃপ্তি পায়।

[৩] নিজের মুখের উপরে যে সতর্ক দৃষ্টি রাখে, সে নিজের প্রাণ রক্ষা করে;
যে কেউ ওষ্ঠ বেশি খুলে দেয়, তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

[৪] অলসের প্রাণ অর্থললুপ, কিন্তু কিছুই পায় না;
পরিশ্রমীদের প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়।

[৫] ধার্মিক মিথ্যাকথা ঘৃণা করে;
কিন্তু দুর্জন পরনিন্দা ও দুর্নাম রটিয়ে বেড়ায়।

[৬] যার আচরণ নিখুঁত, ধর্মময়তা তাকে রক্ষা করে;
পাপ দুর্জনের সর্বনাশ ঘটায়।

[৭] কেউ আছে যে ধনবান হওয়ার ভান করে, কিন্তু তার কিছু নেই;
আর কেউ আছে যে ধনশূন্য হওয়ার ভান করে, কিন্তু তার আছে মহাধন।

[৮] মানুষের ধন তার প্রাণের মুক্তিমূল্য ;
কিন্তু দরিদ্রকে কোন হুমকি শুনতে হবে না।

[৯] ধার্মিকের আলো আনন্দদায়ী ;
দুর্জনদের প্রদীপ নিভে যায়।

[১০] দম্ভে কেবল ঝগড়া-বিবাদের উদ্ভব হয় ;
যারা পরামর্শ শোনে, তাদেরই কাছে প্রজ্ঞা বিরাজিত।

[১১] একনিমেষে অর্জিত ধন ক্ষয় হয় ;
আস্তে আস্তে যে সঞ্চয় করে, তার ধন বৃদ্ধি পায়।

[১২] বিলম্বিত প্রত্যাশা হৃদয় পীড়িত করে ;
মনোবাঞ্ছার সিদ্ধি জীবনবৃক্ষ স্বরূপ।

[১৩] বাণীকে যে তুচ্ছ করে, সে নিজের সর্বনাশ ঘটায় ;
আজ্ঞা যে মেনে চলে, সে পুরস্কার পাবে।

[১৪] প্রজ্ঞাবানের নির্দেশবাণী জীবনের উৎস ;
তা মৃত্যুর ফাঁদ এড়াবার পথ।

[১৫] পাকা বুদ্ধি অনুগ্রহ জয় করে ;
কিন্তু অবিশ্বস্তদের পথ রূঢ় পথ।

[১৬] যে কেউ সতর্ক, সে জেনে শুনেই কাজ করে ;
নির্বোধ নিজের মূর্খতা প্রকাশ করে।

[১৭] দুর্জন দূত অনিষ্ট ঘটায় ;
বিশ্বস্ত দূত স্বাস্থ্যস্বরূপ।

[১৮] শাসন যে অমান্য করে, সে দরিদ্রতা ও লজ্জা পাবে ;
ভর্ৎসনা যে মান্য করে, সে সমাদৃত হবে।

[১৯] বাসনার সিদ্ধি প্রাণে মধুর লাগে ;
অন্যায় থেকে সরে যাওয়া নির্বোধের কাছে জঘন্য কাজ।

[২০] প্রজ্ঞাবানদের সহচর হও, নিজেই প্রজ্ঞাবান হবে ;
যে নির্বোধদের বন্ধু, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

[২১] অমঙ্গল পাপীদের পিছনে ধাওয়া করে ;
কিন্তু সমৃদ্ধিই হবে ধার্মিকদের পুরস্কার।

[২২] সৎমানুষ সন্তানসন্ততিদের জন্য উত্তরাধিকার রেখে যায় ;
পাপীর ধন ধার্মিকদের জন্যই সঞ্চিত।

[২৩] দরিদ্রদের ভূমির আল অন্নে পরিপূর্ণ ;
কিন্তু এমন কেউ আছে, যে ন্যায়ের অভাবে মরে।

[২৪] লাঠি যে কম ব্যবহার করে, সে সন্তানকে ঘৃণা করে ;
কিন্তু তাকে যে ভালবাসে, সে তাকে শাসন করতে তৎপর।

[২৫] ধার্মিক তৃপ্তি সহকারেই খায় ;
দুর্জনদের উদর শূন্য থাকে।

১৪ [১] গৃহিণীর প্রজ্ঞা তার ঘর গেঁথে তোলে ;
মূর্খতা নিজের হাতেই তা ভেঙে ফেলে।

[২] যে সততায় চলে, সে-ই প্রভুকে ভয় করে ;
যে বাঁকা পথে চলে, সে তাঁকে অবজ্ঞা করে।

[৩] মূর্খের মুখে থাকে অহঙ্কারের অঙ্কুর ;
কিন্তু প্রজ্ঞাবানদের ওষ্ঠ তাদের রক্ষা করে।

[৪] বলদ না থাকলে গোলাঘর শূন্য ;
বৃষের তেজে ধনের প্রাচুর্য।

[৫] প্রকৃত সাক্ষী মিথ্যা বলে না ;
মিথ্যাসাক্ষী নিশ্বাসে নিশ্বাসেই অসত্য বলে।

[৬] বিদ্রূপকারী প্রজ্ঞার অন্বেষণ করে, তবু তা বৃথা কাজ ;
দূরদর্শীর পক্ষে সদ্‌জ্ঞান সুলভ।

[৭] নির্বোধের কাছ থেকে দূরে থাক,
তার কাছে সদ্‌জ্ঞানের ওষ্ঠ পাবে না।

[৮] নিজ পথ বুঝে নেওয়াতেই সতর্ক মানুষের প্রজ্ঞা ;
কিন্তু নির্বোধদের মূর্খতা ছলনামাত্র।

[৯] মূর্খ যারা, তারা দোষকে কোন মূল্য দেয় না ;
কিন্তু ন্যায়বানদের মধ্যেই ঐশপ্রসন্নতা বিরাজিত।

[১০] হৃদয় নিজের তিক্ততা উপলব্ধি করে ;
অপর কেউই তার আনন্দের অংশী হতে পারে না।

[১১] দুর্জনদের ঘর বিধ্বস্ত হবে ;
ন্যায়বানদের তাঁবু সমৃদ্ধ হবে।

[১২] একটা পথ আছে, যা মানুষের দৃষ্টিতে সরল ;
কিন্তু তার পরিণাম মৃত্যু-পথ।

[১৩] হাসির দিনেও হৃদয় যন্ত্রণাভোগ করে ;
আনন্দের পরিণামও ক্লেশ হতে পারে।

[১৪] যে অটল নয়, সে নিজের আচরণের ফল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করবে ;
সৎমানুষ নিজের কর্মফলেই তৃপ্তি পাবে।

[১৫] যে নির্বোধ, সে সকল কথা বিশ্বাস করে ;
সতর্ক মানুষ নিজ পদক্ষেপের উপর দৃষ্টি রাখে।

[১৬] প্রজ্ঞাবান ভয় ক'রে অন্যায় থেকে সরে যায়;
নির্বোধ অভিমানী ও দুঃসাহসী।

[১৭] ক্রোধ-প্রকৃতির মানুষ মূর্খের মত কাজ করে;
কিন্তু চিন্তাশীল মানুষ সহনশীল।

[১৮] অনভিজ্ঞরা মূর্খতার অধিকারী হবে;
সতর্ক মানুষ সদ্‌জ্ঞান-মুকুটে ভূষিত হবে।

[১৯] অপকর্মারা সৎমানুষদের উদ্দেশে প্রণিপাত করবে;
দুর্জনেরা ধার্মিকদের দরজায় প্রণত হবে।

[২০] গরিব মানুষ বন্ধুর কাছেও ঘৃণার পাত্র;
কিন্তু ধনবানের বন্ধু বহু।

[২১] প্রতিবেশীকে যে অবজ্ঞা করে, সে পাপ করে;
বিনম্রদের যে দয়া করে, সে সুখে থাকে।

[২২] যারা অপকর্ম করে, তারা কি ভ্রান্ত হয় না?
যারা সৎকাজ করে, তারা কৃপা ও বিশ্বস্ততার পাত্র।

[২৩] সমস্ত পরিশ্রমে একটা লাভ আছে,
ওষ্ঠের বাচালতা কেবল অভাব ঘটায়।

[২৪] প্রজ্ঞাবানদের ধনই তাদের মুকুট;
নির্বোধদের মূর্খতা মূর্খতা ফলায়।

[২৫] প্রকৃত সাক্ষী লোকদের প্রাণ রক্ষা করে;
যে মিথ্যা রটায়, সে ছলনাই করে।

[২৬] প্রভুভয়ে রয়েছে দৃঢ়দুর্গ;
তাঁর সন্তানদের পক্ষে তা আশ্রয়স্বরূপ।

[২৭] প্রভুভয় জীবনের উৎস,
তা মৃত্যুর ফাঁদ এড়াবার পথ।

[২৮] বহুসংখ্যক প্রজাই রাজার মহিমা ;
জনগণের অভাব নৃপতির সর্বনাশ।

[২৯] যে ক্রোধে ধীর, সে বড় সুবুদ্ধির অধিকারী ;
যে ক্রোধে প্রবণ, সে মূর্খতা দেখায়।

[৩০] শান্ত হৃদয় সর্বাঙ্গের জীবন ;
কিন্তু হিংসা হাড়ের পচন।

[৩১] দীনহীনকে যে অত্যাচার করে, সে নিজের নির্মাতাকে অপমান করে ;
নিঃস্বের প্রতি যে দয়াবান, সে তাঁকে সম্মান করে।

[৩২] অপকর্মা নিজের অপকর্মে ভেসে যাবে ;
কিন্তু ধার্মিক নিজের সততায় আশ্রয় পাবে।

[৩৩] সদ্বিবেচক হৃদয়ে প্রজ্ঞা বসবাস করে ;
নির্বোধদের অন্তরে তা কি দেখা দেবে?

[৩৪] ধর্মময়তা জাতির উন্নতি সাধন করে ;
পাপ জাতিগুলির কলঙ্ক।

[৩৫] রাজার প্রসন্নতা বুদ্ধিমান সেবকের প্রতি ;
কিন্তু তাঁর দুর্নাম যে ঘটায়, সে তাঁর ক্রোধের পাত্র।

১৫ [১] কোমল উত্তর ক্রোধ প্রশমিত করে ;
কটুবাক্য কোপ উত্তেজিত করে।

[২] প্রজ্ঞাবানদের জিহ্বা সদ্‌জ্ঞান আকর্ষণীয় করে ;
নির্বোধদের মুখ মূর্খতা ব্যক্ত করে।

[৩] প্রভুর চোখ সর্বস্থানেই রয়েছে,
তা অপকর্মা ও ভাল সকলকেই তলিয়ে দেখে।

[৪] নিরাময়কারী জিহ্বা জীবনবৃক্ষ স্বরূপ;
ছলনাপটু জিহ্বা আত্মা ভেঙে ফেলে।

[৫] মূর্খ নিজের পিতার শাসন অগ্রাহ্য করে;
যে ভর্ৎসনা মানে, সে-ই সতর্ক হবে।

[৬] ধার্মিকের ঘরে থাকে মহাধন;
দুর্জনের আয়ে থাকে উদ্বেগ।

[৭] প্রজ্ঞাবানদের ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞান ব্যাপ্ত করে;
নির্বোধদের হৃদয় তেমন নয়।

[৮] দুর্জনদের যজ্ঞ প্রভুর চোখে জঘন্য,
ন্যায়বানদের প্রার্থনা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য।

[৯] দুর্জনদের পথ প্রভুর চোখে জঘন্য,
ধর্মময়তা যার লক্ষ্য, তাকেই তিনি ভালবাসেন।

[১০] যে সৎপথ ত্যাগ করে, তার জন্য শাস্তি কঠোর;
সংশোধন যে ঘৃণা করে, তার মৃত্যু হবে।

[১১] পাতাল ও বিনাশস্থান প্রভুর দৃষ্টিগোচর;
তবে আদমসন্তানদের হৃদয়ও কি তেমনি নয়?

[১২] বিদ্রূপকারী সংশোধন ভালবাসে না;
সে প্রজ্ঞাবানদের সহচর নয়।

[১৩] আনন্দিত হৃদয় মুখকে উৎফুল্ল করে তোলে;
কিন্তু হৃদয়ের ব্যথায় আত্মা ভেঙে পড়ে।

[১৪] সদ্বিবেচকের হৃদয় সদ্‌জ্ঞান অন্বেষণ করে;
নির্বোধদের মুখ মূর্খতার মাঠে চরে।

[১৫] দুঃখার্তের সকল দিন অশুভ;
যার হৃদয় উৎফুল্ল, তার জন্য সবসময়ই উৎসব।

[১৬] উদ্বেগের মধ্যে প্রচুর সম্পদের চেয়ে
প্রভুভয়ের আশ্রয়ে সামান্য সম্পদই শ্রেয়।

[১৭] ঘৃণার পরিবেশে মোটা-সোটা বলদের মাংসের চেয়ে
ভালবাসার পরিবেশে শাকের রান্নাই শ্রেয়।

[১৮] ক্রোধ-প্রকৃতির যে মানুষ, সে ঝগড়া খুঁচিয়ে তোলে;
ক্রোধে যে ধীর, সে ঝগড়া থামিয়ে দেয়।

[১৯] অলসের পথ কাঁটার বেড়ার মত;
ন্যায়বানদের পথ সমতল পথ।

[২০] প্রজ্ঞাবান সন্তান পিতার আনন্দের কারণ;
নির্বোধ মানুষ মাকে অবজ্ঞা করে।

[২১] মূর্খতা তারই আনন্দ, যে বুদ্ধিহীন;
বুদ্ধিমান লোক সরল পথে চলে।

[২২] সুমন্ত্রণার অভাবে যত সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়;
বহু সুমন্ত্রণাদাতার দেওয়া সঙ্কল্প সফল হয়।

[২৩] উত্তর দিতে যে সক্ষম, তা তার পক্ষে আনন্দ;
ঠিক সময় দেওয়া বাণী কেমন উত্তম!

[২৪] বুদ্ধিমানের জন্য জীবন-পথ ঊর্ধ্বগামী,
যেন তাকে সেই পাতাল থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়, যা অধঃস্থিত।

[২৫] প্রভু দর্পীদের ঘর নামিয়ে দেন,
বিধবার জমির সীমানা স্থির রাখেন।

[২৬] দুরভিসন্ধি প্রভুর চোখে জঘন্য,
প্রীতিপূর্ণ কথা তাঁর চোখে বিশুদ্ধ।

[২৭] অর্থলোভী নিজ পরিজনদের কাঁটা;
উৎকোচ যে ঘৃণা করে, সে জীবন পাবে।

[২৮] ধার্মিকের মন উত্তর দেবার আগে চিন্তা করে;
দুর্জনদের মুখ হিংসার কথা ব্যক্ত করে।

[২৯] প্রভু দুর্জনদের কাছ থেকে দূরে থাকেন,
কিন্তু তিনি ধার্মিকদের প্রার্থনা শোনেন।

[৩০] আলোময় চোখ হৃদয়ে আনন্দ জন্মায়;
শুভসংবাদ হাড়গুলি পুনরুজ্জীবিত করে।

[৩১] যার কান জীবনদায়ী সাবধান বাণী শোনে,
সে প্রজ্ঞাবানদের মধ্যে বসতি করে।

[৩২] শাসন যে অমান্য করে, সে নিজের প্রাণকে অবজ্ঞা করে;
সাবধান বাণী যে শোনে, সে বুদ্ধি উপার্জন করে।

[৩৩] ঈশ্বরভীতি মানুষকে প্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে;
গৌরবের আগে বিনম্রতাই চাই।

১৬ [১] মানুষের হৃদয় বহু পরিকল্পনা সাজাতে পারে,
কিন্তু কেবল প্রভুই সাড়া দেন।

[২] মানুষ নিজের আচরণ শুদ্ধ মনে করে,
কিন্তু প্রভুই আত্মাকে তলিয়ে দেখেন।

[৩] যা কিছু কর, সবই প্রভুর হাতে সঁপে দাও,
তবে তোমার যত সঙ্কল্প সফল হবে।

[৪] প্রভু বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সবকিছু নির্মাণ করেছেন,
দুর্জনকেও তিনি গড়েছেন দুর্দশার দিনের উদ্দেশ্যে।

[৫] গর্বোদ্ধত হৃদয় প্রভুর দৃষ্টিতে জঘন্য,
তেমন হৃদয় নিশ্চয় অদণ্ডিত থাকবে না।

[৬] সহৃদয়তা ও বিশ্বস্ততায় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়,
প্রভুভয়ের আশ্রয়ে অনিষ্ট এড়ানো হয়।

[৭] মানুষের পথ যখন প্রভুর দৃষ্টিতে গ্রহণীয়,
তখন তিনি তার সঙ্গে শত্রুদেরও পুনর্মিলিত করেন।

[৮] অন্যায়ভাবে অর্জিত প্রচুর সম্পদের চেয়ে
ন্যায্যতায় অর্জিত সামান্য সম্পদই শ্রেয়।

[৯] মানুষ নিজের আচরণে অনেক চিন্তা দেয়,
কিন্তু প্রভুই তার পদক্ষেপ সুস্থির করেন।

[১০] রাজার ওষ্ঠে দৈববাণী উপস্থিত,
বিচারে তাঁর মুখ সত্যলঙ্ঘন করবে না।

[১১] খাঁটি তুলাদণ্ড ও নিক্তি প্রভুরই;
থলির বাটখারাগুলো তাঁরই তৈরী বস্তু।

[১২] দুরাচার রাজাদের চোখে জঘন্য;
যেহেতু সিংহাসন ধর্মময়তায়ই স্থির থাকে।

[১৩] ধর্মশীল ওষ্ঠে রাজা প্রীত;
তিনি ন্যায়বাদীর প্রতি প্রসন্ন।

[১৪] রাজার ক্রোধ মৃত্যুর দূতের মত ;
কিন্তু প্রজ্ঞাবান তা প্রশমিত করবে।

[১৫] রাজার মুখের আলোয় রয়েছে জীবন ;
তাঁর প্রসন্নতা শেষ বর্ষার মেঘের মত।

[১৬] সোনার চেয়ে প্রজ্ঞালাভ কেমন উত্তম !
রুপোর চেয়ে সদ্বিবেচনা বেছে নাও !

[১৭] অন্যায় থেকে সরে যাওয়াই ন্যায়বানদের মার্গ ;
যে নিজের পথ রক্ষা করে, সে নিজের প্রাণ বাঁচায়।

[১৮] বিনাশের আগে আসে অহঙ্কার ;
পতনের আগে মনে আসে গর্ব।

[১৯] অহঙ্কারীদের সঙ্গে লুটের মাল ভাগ ভাগ করার চেয়ে
দরিদ্রদের সঙ্গে নম্রচিত্ত হওয়াই শ্রেয়।

[২০] কথনে যে চিন্তাশীল, সে মঙ্গল পাবে ;
প্রভুতে যে ভরসা রাখে, সে সুখে থাকে।

[২১] যার মন প্রজ্ঞাপূর্ণ, সে সদ্বিবেচক বলে অভিহিত হবে ;
মধুর কথন আরও সহজে পরের মন জয় করে।

[২২] বুদ্ধি বুদ্ধিমানের পক্ষে জীবনের উৎস ;
মূর্খতা মূর্খদের শাস্তি।

[২৩] প্রজ্ঞাবানের হৃদয় মুখ সদ্বিবেচক করে ;
তার ওষ্ঠ আরও সহজে পরের মন জয় করে।

[২৪] মনোহর বাণী মৌচাকের মত ;
তা জিহ্বার পক্ষে মাধুর্য, স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাময়।

[২৫] একটা পথ আছে, যা মানুষের চোখে সোজা-সরল,
কিন্তু তার পরিণাম মৃত্যু-পথ।

[২৬] শ্রমিকের ক্ষুধাই তাকে পরিশ্রম করায়;
বস্তুত তার মুখ তাকে প্রেরণা দেয়।

[২৭] পাষণ্ড অনিষ্ট আঁটে,
তার ওষ্ঠে যেন জ্বলন্ত কয়লা উপস্থিত।

[২৮] কুটিল মানুষ ঝগড়া-বিবাদ বাধায়,
পরনিন্দুক বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়।

[২৯] অত্যাচারী প্রতিবেশীকে লোভ দেখায়,
এবং তাকে অন্যায়-পথের দিকে চালিত করে।

[৩০] যে চোখ টেপে, সে ফন্দি খাটায়;
যে ঠোঁট বাঁকায়, সে দুষ্কর্ম করেই ফেলেছে।

[৩১] পাকা চুল শোভার মুকুট;
তা ধর্মময়তা-পথে পাওয়া যায়।

[৩২] ক্রোধে যে ধীর, সে বীরের চেয়েও উত্তম;
নিজের আত্মাকে যে বশীভূত রাখে,
সে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ, শহর যে জয় করে।

[৩৩] গুলিবাঁটের গুলি কোলে ফেলা হয়,
কিন্তু নিষ্পত্তি কেবল প্রভুর উপরেই নির্ভর করে।

১৭ [১] ভোজসভায় ও ঝগড়া-বিবাদেও ভরা ঘরের চেয়ে
শান্তির সঙ্গে এক টুকরো শুষ্ক রুটি শ্রেয়।

[২] যে দাস বুদ্ধির সঙ্গে চলে, সে অযোগ্য সন্তানের উপরে কর্তৃত্ব করবে,
ভাইদের মধ্যে সে উত্তরাধিকারের অংশী হবে।

[৩] রুপোর জন্যই মূষা ও সোনার জন্যই হাপর,
কিন্তু প্রভুই হৃদয় যাচাই করেন।

[৪] দুষ্কর্মা শঠতাপূর্ণ ওষ্ঠে মনোযোগ দেয়;
মিথ্যাবাদী পরনিন্দুক জিহ্বায় কান দেয়।

[৫] দীনহীনকে যে পরিহাস করে, সে তার নির্মাতাকে অপমান করে;
পরের বিপদে যে আনন্দ পায়, সে অদণ্ডিত থাকবে না।

[৬] সন্তানদের সন্তানসন্ততিরা বৃদ্ধদের মুকুট,
পিতারাই সন্তানদের শোভা।

[৭] সাধু ভাষা অবোধের ওষ্ঠে শোভা পায় না;
মিথ্যাকথা জননেতার ওষ্ঠে আরও কম শোভা পায়।

[৮] গ্রাহকের দৃষ্টিতে উপহার জাদু-রত্নার মত;
তা যে দিকে ফেরে, সেই দিকে কৃতকার্য হয়।

[৯] অপরাধ যে আবৃত রাখে, সে বন্ধুত্ব পোষণ করে;
অপরাধ যে অনাবৃত করে, সে বন্ধুত্বের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়।

[১০] বুদ্ধিমানের মনে সাবধান বাণী যত রেখাপাত করে,
নির্বোধের মনে একশ' প্রহারও তত রেখাপাত করে না।

[১১] অপকর্মা কেবল বিদ্রোহ চায়,
তার বিরুদ্ধে নির্দয় দূতকে পাঠানো হবে।

[১২] মূর্খতা-মগ্ন নির্বোধের চেয়ে
শাবক-বঞ্চিতা ভালুকীর সঙ্গেই দেখা করা শ্রেয়।

[১৩] উপকারের বিনিময়ে যে অপকার করে,
অপকার তার ঘর ত্যাগ করবে না।

[১৪] ঝগড়ার আরম্ভ জলরাশি ছাড়বার মত,
তাই শেষ পর্যায়ের আগে ঝগড়া ত্যাগ কর।

[১৫] দুর্জনকে যে নির্দোষী করে ও ধার্মিককে যে দোষী করে,
তারা দু'জনেই প্রভুর চোখে জঘন্য।

[১৬] নির্বোধের হাতে অর্থ কেন থাকবে?
কি প্রজ্ঞা কিনবার জন্য? তার তো সেই বুদ্ধি নেই!

[১৭] বন্ধু সবসময় ভালবাসে,
ভাই দুর্দশার জন্যই জন্ম নেয়।

[১৮] যে মানুষ জামিন দেয়, সে বুদ্ধিহীন;
প্রতিবেশীর জন্য যে জামিন হয়, সেও তাই।

[১৯] যে ঝগড়া ভালবাসে, সে অধর্ম ভালবাসে;
যে উচ্চ তোরণ গাঁথে, সে বিনাশের খোঁজে বেড়ায়।

[২০] যার হৃদয় কুটিল, সে সুখ পাবে না;
যার জিহ্বা বাঁকা, সে বিপদে পড়বে।

[২১] নির্বোধের জন্মদাতা নিজের ক্লেশ জন্মায়;
অবোধের পিতা আনন্দ চেনে না।

[২২] উৎফুল্ল হৃদয় উত্তম ঔষধ;
ভগ্ন আত্মা হাড় শুষ্ক করে।

[২৩] দুর্জন চাদরের নিচে উৎকোচ গ্রহণ করে,
যেন ন্যায়পথ বাঁকাতে পারে।

[২৪] বুদ্ধিমানের সামনে প্রজ্ঞাই উপস্থিত;
কিন্তু নির্বোধের চোখ পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে।

[২৫] নির্বোধ সন্তান তার পিতার যন্ত্রণা,
আর সে তার জননীর শোক জন্মায়।

[২৬] যে নির্দোষ, তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত নয়,
নিরপরাধীকে প্রহার করা আরও খারাপ।

[২৭] যে কেউ কথন সংযত রাখে, সে জ্ঞানবান;
আত্মা যে শান্ত রাখে, সে বুদ্ধিমান।

[২৮] মূর্খও নীরব থাকলে প্রজ্ঞাবান বলে গণ্য হয়;
যে কেউ ওষ্ঠ রুদ্ধ রাখে, সেও সদ্বিবেচক বলে পরিগণিত হয়।

১৮ [১] যে একা থাকতে চায়, সে নিজের ইচ্ছা পালন করতে চায়,
এবং সমস্ত উপায় দিয়ে ঝগড়া-বিবাদ বাধায়।

[২] নির্বোধ সুবুদ্ধিতে প্রীত নয়,
কেবল নিজের ভাব প্রকাশেই সে প্রীত।

[৩] অপকর্ম এলে অসম্মানও আসে,
অপমানের সঙ্গে দুর্নামেরও আগমন।

[৪] মানুষের মুখের কথা গভীর জলের মত,
প্রজ্ঞার উৎস উপচে পড়া জলস্রোতের মত।

[৫] বিচারে ধার্মিকের ক্ষতি করার জন্য
দুর্জনের পক্ষপাত করা ভাল নয়।

[৬] নির্বোধের ওষ্ঠ ঝগড়া-বিবাদও সঙ্গে করে নিয়ে আসে,
তার মুখ ‘মার মার’ বলে ডাকে।

[৭] নির্বোধের মুখ তার সর্বনাশ ঘটায়,
তার নিজের ওষ্ঠই তার নিজের ফাঁদ।

[৮] পরনিন্দুকের কথা মিষ্টান্নের মত,
তা সরাসরিই অন্তরাজিতে নেমে যায়।

[৯] স্বকর্মে যে অলস,
সে বিনাশকের সহোদর।

[১০] প্রভুর নাম সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ;
ধার্মিক তাতে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদে থাকে।

[১১] ধনবানের ধনই তার দৃঢ়দুর্গ,
তার ধারণায় তা উচ্চ প্রাচীরস্বরূপ।

[১২] পতনের আগে মানুষের হৃদয় গর্বিত,
গৌরবের আগে বিনম্রতাই চাই।

[১৩] শুনবার আগে যে উত্তর দেয়,
তা তার পক্ষে মূর্খতা ও লজ্জার বিষয়।

[১৪] মানুষের আত্মা পীড়ায় তাকে সুস্থির করে,
কিন্তু ভগ্ন আত্মাকে কে বহন করতে পারে?

[১৫] সদ্বিবেচকের হৃদয় সদ্‌জ্ঞান উপার্জন করে,
প্রজ্ঞাবানদের কান সদ্‌জ্ঞানের সন্ধান করে।

[১৬] উপহার মানুষের সামনে যত দরজা খুলে দেয়,
তাকে উপস্থিত করে বড় লোকের সাক্ষাতে।

[১৭] যে প্রথমে আত্মপক্ষ সমর্থন করে, মনে হয়, সে-ই নির্দোষ;
কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী এসে তার যুক্তি খণ্ডন করে।

[১৮] গুলিবাঁট ক'রে ঝগড়া বন্ধ করা হয়,
ও ক্ষমতাশালীদের মধ্যে মীমাংসা করা হয়।

[১৯] ক্ষুব্ধ ভাই দৃঢ়দুর্গের চেয়েও দুর্গম,
আর ঝগড়া-বিবাদ দুর্গের অর্গলের মত শক্ত।

[২০] মানুষের অন্তর তার মুখের ফলে ভরে,
মানুষ নিজের ওষ্ঠের ফলে নিজের উদর পূর্ণ করে।

[২১] মৃত্যু ও জীবন জিহ্বার হাতে:
যারা জিহ্বাকে ভালবাসে, তারা তার ফল ভোগ করতে বাধ্য।

[২২] বধূকে যে পেয়েছে, সে মহাধন পেয়েছে,
সে প্রভুর প্রসন্নতাই পেয়েছে।

[২৩] গরিব মানুষ মিনতি নিবেদন করে,
ধনবান কড়া উত্তর দেয়।

[২৪] যার অনেক বন্ধু আছে, সে টুকরো টুকরো হবে;
কিন্তু এমন বন্ধু আছে, যে ভাইয়ের চেয়েও ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

১৯ [১] উচ্ছৃঙ্খল ধনীর চেয়ে সেই দরিদ্রই শ্রেয়,
যে সততায় চলে।

[২] সুচিন্তিত নয় যে একাগ্রতা, তা ভাল নয়,
যে অতিদ্রুত পদক্ষেপে চলে, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

[৩] মূর্খতা মানুষের পথে বাধা দেয়,
পরে সেই মানুষ প্রভুর উপরেই রুষ্ট হয়।

[৪] ধনসম্পদে বন্ধু বাড়ে,
কিন্তু গরিবকে তার বন্ধু থেকেও বঞ্চিত করা হয়।

[৫] মিথ্যাসাক্ষী অদণ্ডিত থাকবে না,
কোন মিথ্যাভাষী নিষ্কৃতি পাবে না।

[৬] অনেকে দানশীল মানুষের স্তুতিবাদ করে,
যে উপহার দেয়, সকলেই তার বন্ধু।

[৭] দরিদ্রের নিজের ভাইয়েরাই তাকে অবজ্ঞা করে,
আরও নিশ্চিত কথা : তার বন্ধুরা তার কাছ থেকে দূরে যায় ;
সে কথার সন্ধানে যায়, কিন্তু সেই কথা কোথাও নেই !

[৮] বুদ্ধি যে উপার্জন করে, সে নিজেকে ভালবাসে,
সুবুদ্ধি যে রক্ষা করে, সে মঙ্গল পাবে।

[৯] মিথ্যাসাক্ষী অদণ্ডিত থাকবে না,
মিথ্যাভাষীর বিনাশ হবে।

[১০] সুখভোগ নির্বোধের অনুপযুক্ত,
মনিবদের উপরে দাসের কর্তৃত্ব আরও অনুপযুক্ত।

[১১] মানুষের বুদ্ধি তাকে ক্রোধে ধীর করে,
আর অপমান দেখেও না দেখাই তার শোভা।

[১২] রাজার কোপ সিংহের গর্জনের মত ;
কিন্তু তাঁর প্রসন্নতা ঘাসের উপরে শিশিরের মত।

[১৩] নির্বোধ সন্তান পিতার সর্বনাশ,
ঝগড়াটে স্ত্রী অবিরত বিদারণের মত।

[১৪] ঘর ও ধন পিতাদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার ;
কিন্তু বুদ্ধিমতী স্ত্রী প্রভুরই দান।

[১৫] অলসতা ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করে,
অলস ক্ষুধায় ভুগবেই।

[১৬] আজ্ঞা যে পালন করে, সে নিজের প্রাণ রক্ষা করে;
নিজের আচরণ যে অবহেলা করে, তার মৃত্যু হবে।

[১৭] দরিদ্রকে যে ভিক্ষা দান করে, সে প্রভুকে ধার দেয়,
তিনি তার সেই উপকারের যোগ্য প্রতিদান দেবেন।

[১৮] তোমার সন্তানকে শাসন কর, কারণ এতে আশা আছে;
কিন্তু এমন রোষের সঙ্গে না যে তার কারণে তার মৃত্যু ঘটে!

[১৯] ক্রোধ-প্রবণ মানুষ শাস্তির যোগ্য,
তাকে প্রশ্রয় দিলে সে আরও প্রবণ হবে।

[২০] পরামর্শ শোন, শাসন মেনে নাও,
যেন শেষকালে প্রজ্ঞাবান হতে পার।

[২১] মানুষের মনে বহু সঙ্কল্প উপস্থিত,
কিন্তু প্রভুরই পরিকল্পনা স্থির থাকবে।

[২২] সহৃদয়তাই মানুষের বাসনা,
মিথ্যাবাদীর চেয়ে গরিব মানুষ ভাল।

[২৩] প্রভুভয় জীবনে চালনা করে,
যার তা আছে, সে তৃপ্ত মনে অমঙ্গল থেকে মুক্ত।

[২৪] অলস থালায় হাত ডোবায়,
তা আবার মুখে দিতেও তার কষ্ট হয়।

[২৫] বিদ্রূপকারীকে প্রহার করলে অনভিজ্ঞ চতুর হবে;
সদ্বিবেচককে ভর্ৎসনা করলে সে সদ্‌জ্ঞান উপলব্ধি করে।

[২৬] পিতার উপর যে দুর্ব্যবহার করে ও মাকে তাড়িয়ে দেয়,
সে নির্লজ্জ ও পাষণ্ড সন্তান।

[২৭] সন্তান আমার, শিক্ষাবাণী শুনতে ক্ষান্ত হও,
হ্যাঁ, যদি সদ্‌জ্ঞানের বচন থেকে দূরে সরে যেতে চাও!

[২৮] পাষণ্ড যে সাক্ষী, সে ন্যায়বিচার বিদ্রূপ করে,
দুর্জনদের মুখ অধর্ম গ্রাস করে।

[২৯] বিদ্রূপকারীদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে লাঠি,
মূর্খের পিঠের জন্য কোড়া।

২০ [১] আঙুররস বিদ্রূপকারী, মদ কলহকারী;
তাতে যে মত্ত হয়, সে প্রজ্ঞাবান নয়।

[২] রাজার রোষ সিংহের গর্জনের মত;
যে তাঁকে উত্তেজিত করে, সে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নেয়।

[৩] ঝগড়া-বিবাদ এড়ানো মানুষের গৌরব,
মূর্খমাত্রই রাগে ফেটে পড়ে।

[৪] অলস ঠিক সময়ে হাল দেয় না,
ফসলের সময়ে সে খোঁজ করবে, কিন্তু কিছুই পাবে না।

[৫] মানব-হৃদয়ের চিন্তা গভীর জলের মত;
বুদ্ধিমান লোক তা তুলে আনতে পারবে।

[৬] অনেকেই নিজ নিজ সাধুতার কীর্তন করে,
কিন্তু বিশ্বস্ত লোককে কে খুঁজে পাবে?

[৭] ধার্মিক নিজ সততায় চলে,
তার চলে যাওয়ার পরে তার সন্তানেরা সুখে থাকবে।

[৮] বিচারাসনে আসীন রাজা
এক দৃষ্টিতেই সমস্ত অধর্ম ঝেড়ে ফেলেন।

[৯] কে বলতে পারে : আমি হৃদয় শুদ্ধ করেছি,
আমার পাপ থেকে আমি পরিশুদ্ধ ?

[১০] ভিন্ন ভিন্ন বাটখারা ও ভিন্ন ভিন্ন মাপ,
প্রভুর চোখে দু'টোই জঘন্য।

[১১] খেলা দিয়েও বালক দেখায়
তার ভাবী কর্ম শুদ্ধ ও সরল হবে কিনা।

[১২] যে কান শোনে ও যে চোখ দেখে,
তা দু'টোই প্রভুর গড়া।

[১৩] ঘুম ভালবেসো না, পাছে দীনতা ঘটে ;
তুমি চোখ মেলে রাখ, তৃপ্তি সহকারে খাদ্য পাবে।

[১৪] ক্রেতা বলে : ভাল নয়, ভাল নয়,
কিন্তু যখন চলে যায়, তখন গর্ব করে।

[১৫] সোনা আছে, বহু মণিমুক্তাও আছে,
কিন্তু জ্ঞানপূর্ণ ওষ্ঠই অমূল্য রত্ন।

[১৬] অপরের জন্য যে জামিন হয়, তার পোশাক নাও ;
বিজাতীয়া স্ত্রীলোকের জন্য সে জামিন হয়েছে বিধায়
তার কাছ থেকে বন্ধক নাও।

[১৭] মিথ্যাকথার ফল মানুষের মিষ্টি লাগে,
কিন্তু পরে তার মুখ বালুকণায় পূর্ণ হবে।

[১৮] পরামর্শ নেওয়ার পরেই তোমার যত সঙ্কল্প স্থির কর,
বিচার-বিবেচনা করেই যুদ্ধে নাম।

[১৯] যে বেশি কথা বলতে বলতে ঘুরে বেড়ায়, সে গোপন কথা অনাবৃত করে ;
যার মুখ আলগা, তার সঙ্গে মেলামেশা করো না।

[২০] যে তার পিতা বা মাতাকে অভিশাপ দেয়,
তার প্রদীপ ঘোর অন্ধকারে নিভে যাবে।

[২১] যে অর্থ প্রথমে শীঘ্রই জমা হয়,
তার শেষ ফল আশীর্বাদমণ্ডিত হবে না।

[২২] তুমি বলো না : অপকারের প্রতিফল দেব!
প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।

[২৩] ভিন্ন ভিন্ন বাটখারা প্রভুর চোখে জঘন্য ;
ছলনার তুলাদণ্ড ভাল নয়।

[২৪] প্রভুই মানুষের পদক্ষেপ চালনা করেন,
তবে মানুষ কেমন করে বুঝবে তার আপন পথ?

[২৫] হঠাৎ 'পবিত্রীকৃত হল' বলে ওঠা-ই ফাঁদস্বরূপ,
এবং মানতের পর চিন্তা-ভাবনা করাও তাই।

[২৬] প্রজ্ঞাবান রাজা দুর্জনদের ঝেড়ে ফেলেন,
তাদের উপর দিয়ে মাড়াই-চাকা চালান।

[২৭] মানুষের আত্মা প্রভুর মশাল,
তা হৃদয়ের অন্তঃপুর তন্ন তন্ন করে তদন্ত করে।

[২৮] কৃপা ও বিশ্বস্ততা রাজাকে রক্ষা করে ;
কৃপায়ই তাঁর রাজাসন স্থাপিত।

[২৯] যুবকদের বলই তাদের গর্ব,
পাকা চুল বৃদ্ধদের ভূষণ।

[৩০] প্রহারের ঘা অন্যায়কে উদ্গিরণ করায়,
দণ্ডপ্রহার হৃদয়ের অন্তঃপুর শোধন করে।

২১ [১] রাজার হৃদয় প্রভুর হাতে জলস্রোতের মত :
তিনি যে দিকে ইচ্ছা, সেদিকে তা ফেরান।

[২] মানুষের সকল পথই তার চোখে সোজা-সরল ;
কিন্তু প্রভুই হৃদয় ওজন করেন!

[৩] ধর্মময়তা ও ন্যায় অনুশীলন করা
প্রভুর কাছে বলিদানের চেয়ে গ্রহণীয়।

[৪] উদ্ধত চোখ ও গর্বিত হৃদয়,
দুর্জনদের সেই প্রদীপ পাপময়।

[৫] পরিশ্রমীর পরিকল্পনা ধনলাভে বাস্তবায়িত হয়,
কিন্তু কাজে হাত দিতে যে অতিব্যস্ত, তার অভাব নিশ্চিত।

[৬] মিথ্যাবাদী জিহ্বা দ্বারা যে ধনলাভ,
তা ক্ষণিকের বাষ্প ও মৃত্যুজনক ফাঁদ।

[৭] দুর্জনদের অপকর্ম তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়,
কেননা তারা ন্যায়াচরণ করতে অস্বীকার করে।

[৮] দোষীর পথ অতীব বাঁকা পথ ;
কিন্তু নিষ্কলঙ্ক মানুষের কর্ম সরল।

[৯] ঝগড়াটে স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে বাস করার চেয়ে
ছাদের এক কোণে বাস করাই শ্রেয়।

[১০] দুর্জনের প্রাণ অনিষ্টের আকাঙ্ক্ষী,
তার দৃষ্টিতে তার প্রতিবেশী দয়ার পাত্র নয়।

[১১] বিদ্রূপকারীকে লাঠি দিয়ে মারলে অবোধ প্রজ্ঞাবান হয়,
প্রজ্ঞাবানকে বুঝিয়ে দিলে তার সদ্‌জ্ঞান বাড়ে।

[১২] ধর্মময় যিনি, তিনি দুর্জনদের কুল লক্ষ করেন,
তিনি দুর্জনদের দুর্দশায় নিক্ষেপ করেন।

[১৩] দরিদ্রের চিৎকারে কান যে বন্ধ করে,
সে নিজে ডাকবে, কিন্তু সাড়া পাবে না।

[১৪] গুপ্ত দান ক্রোধ প্রশমিত করে,
গোপনে দেওয়া উপহার প্রশমিত করে প্রচণ্ড ক্রোধ।

[১৫] যখন ন্যায় অনুধাবিত, তখন ধার্মিকের পক্ষে আনন্দ হয়,
কিন্তু অপকর্মাদের পক্ষে তা সর্বনাশ।

[১৬] সুবুদ্ধির পথ থেকে যে সরে যায়,
সে ছায়ামূর্তির সমাবেশে বিশ্রাম করবে।

[১৭] আমোদ যে ভালবাসে, তার দীনতা ঘটবে;
আঙুররস ও তেল যে ভালবাসে, সে ধনবান হবে না।

[১৮] দুর্জন ধার্মিকের পক্ষে মুক্তিমূল্য-স্বরূপ,
অপকর্মাও ন্যায়নিষ্ঠদের পক্ষে।

[১৯] ঝগড়াটে ও ক্রোধ-প্রবণা স্ত্রীর সঙ্গে বাস করার চেয়ে
জনহীন ভূমিতে বাস করা শ্রেয়।

[২০] প্রজ্ঞাবানের আবাসে বহুমূল্য ধনকোষ ও সুগন্ধি থাকে;
কিন্তু নির্বোধ সবকিছু ছড়িয়ে দেয়।

[২১] যে ধর্মময়তার ও সহৃদয়তার অনুগামী হয়,
সে জীবন, সমৃদ্ধি ও গৌরব পাবে।

[২২] প্রজ্ঞাবান বলবানদের শহর আক্রমণ করে,
এবং যার উপরে তারা ভরসা রাখত,
সে তাদের সেই শক্তির পতন ঘটায়।

[২৩] যে কেউ মুখ ও জিহ্বার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে,
সে সঙ্কট থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করে।

[২৪] যে অভিমানী ও উদ্ধত, তার নাম বিদ্রূপকারী ;
সে অতিরিক্ত দর্পের সঙ্গে ব্যবহার করে।

[২৫] অলসের অভিলাষ তাকে মৃত্যুর দিকে চালিত করে,
যেহেতু তার হাত শ্রম করতে রাজি নয়।

[২৬] দুর্জন সারাদিন ধরে লোভে প্রবণ ;
ধার্মিক মাত্রা না রেখে দান করে।

[২৭] দুর্জনদের বলিদান জঘন্য কাজ,
অসৎ অভিপ্রায়ে উৎসর্গীকৃত হলে তা আরও জঘন্য।

[২৮] মিথ্যাসাক্ষীর বিনাশ হবে ;
কিন্তু যে মানুষ শুনতে জানে, সে সবসময় কথা বলবে।

[২৯] দুর্জন আস্ফালন করে ;
কিন্তু ন্যায়বান তার নিজের পথ সম্বন্ধে চিন্তা করে।

[৩০] প্রভুর সামনে নেই প্রজ্ঞা,
নেই সুবুদ্ধি, নেই সুমন্ত্রণা।

[৩১] যুদ্ধের দিনের জন্য অশ্ব তৈরী ;
কিন্তু বিজয় প্রভুরই হাতে।

২২ [১] প্রচুর ধনের চেয়ে সুনাম অর্জন করা ভাল ;
রুপো ও সোনার চেয়ে অনুগ্রহই শ্রেয়।

[২] ধনবান ও ধনহীন একত্রে মেলে ;
প্রভুই দু'জনের নির্মাতা।

[৩] সতর্ক মানুষ বিপদ দেখে নিজেকে লুকোয় ;
অনভিজ্ঞ মানুষ এগিয়ে গিয়ে দণ্ড পায়!

[৪] প্রভুভয়ই বিনম্রতার পুরস্কার :
তাছাড়া রয়েছে ধন, গৌরব ও জীবন।

[৫] কুটিল মানুষের পথে কাঁটা ও ফাঁদ উপস্থিত ;
যে নিজের উপর দৃষ্টি রাখে, সে সেগুলো থেকে দূরে থাকে।

[৬] বালককে যে পথে চলতে হবে, সেই পথে তাকে দীক্ষিত কর,
বার্ধক্যকালেও সে তা ছাড়বে না।

[৭] ধনবান ধনহীনের উপর কর্তৃত্ব চালায়,
এবং ঋণী মহাজনের দাস হয়।

[৮] যে অধর্ম-বীজ বোনে, সে দুর্দশা-ফসল কাটবে,
ও তেমন কোপের লাঠি লোপ পাবে।

[৯] যে দানশীল, সে আশীর্বাদের পাত্র হবে,
কারণ সে দীনজনের সঙ্গে নিজের খাদ্য ভাগ করে।

[১০] বিদ্রূপকারীকে তাড়িয়ে দাও, গোলমালও চলে যাবে,
ঝগড়া-বিবাদ ও অপমানও ঘুচে যাবে।

[১১] শুদ্ধহৃদয়কে যে ভালবাসে, যার কথা অনুগ্রহপূর্ণ,
রাজা তার বন্ধু।

[১২] প্রভুর চোখ সদ্‌জ্ঞান রক্ষা করে ;
কিন্তু তিনি অবিশ্বস্তদের কথা উল্টিয়ে দেন।

[১৩] অলস বলে : বাইরে সিংহ আছে,
রাস্তার মধ্যেই আমি মারা পড়ব।

[১৪] বিজাতীয় স্ত্রীলোকের মুখ গভীর একটা গহ্বর ;
যে প্রভুর ক্রোধের পাত্র, সে সেই গহ্বরে পড়বে।

[১৫] বালকের হৃদয়ে মূর্খতা বাঁধা থাকে ;
কিন্তু শাসন-দণ্ড তা তাড়িয়ে দেবে।

[১৬] দীনহীনকে যে অত্যাচার করে, সে তার ধনবৃদ্ধিই ঘটায়,
ধনবানকে যে দান করে, সে তাকে অভাবী করে।

প্রজ্ঞাবানদের বচনমালা

প্রজ্ঞাবানদের প্রথম বচনমালা

২২ [১৭] তুমি প্রজ্ঞাবানদের বচনমালা কান পেতে শোন,
আমার সদ্জ্ঞানে মনোযোগ দাও;
[১৮] কেননা সেই সমস্ত কথা অন্তরে রাখা
ও একসঙ্গে ওষ্ঠে প্রস্তুত রাখা, তা মনোরম।
[১৯] তোমার ভরসা যেন প্রভুতে থাকে,
সেজন্য আমি তোমাকেই আজ এই সমস্ত কথা জানালাম।

[২০] যত পরামর্শ ও সদ্জ্ঞান ধরে
আমি তোমার জন্য কি ত্রিশটা উক্তি লিখিনি?
[২১] তাতে তুমি যেন সত্য বাণী ব্যক্ত করতে পার,
ও কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে
তুমি যেন তাকে নিশ্চিত উত্তর দিতে পার।

[২২] গরিব বলে গরিবের দ্রব্য কেড়ে নিয়ো না,
দুঃখীকেও বিচারালয়ে চূর্ণ করো না।
[২৩] কেননা প্রভু তাদেরই পক্ষ সমর্থন করবেন,
আর তাদের দ্রব্য যারা কেড়ে নেয়, তিনি তাদের প্রাণ কেড়ে নেবেন।

[২৪] কোপ-প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করো না,
ক্রোধ-স্বভাবের মানুষের সঙ্গে যাতায়াত করো না;
[২৫] পাছে তুমি তার আচার-আচরণ শেখ,
ও নিজের জন্য ফাঁদ প্রস্তুত কর।

[২৬] যারা পরের পক্ষে হাত তোলে ও ঋণের জামিন হয়,
তুমি তাদের একজন হয়ো না।

[২৭] তোমার যদি পরিশোধ করার সঙ্গতি না থাকে,
তবে গায়ের নিচ থেকে তোমার শয্যা নেওয়া হবে।

[২৮] তোমার পিতৃপুরুষেরা যা স্থাপন করেছিলেন,
সেই পুরাতন সীমানা-ফলক তুমি স্থানান্তর করো না।
[২৯] তুমি কোন মানুষকে তার নিজের কাজে তৎপর দেখেছ?
সে রাজার সেবায় দাঁড়াবে,
নিচু লোকদের সেবায় থাকবে না।

২৩ [১] যখন তুমি ক্ষমতাশালীর সঙ্গে ভোজে বস,
তখন তোমার সামনে যা আছে, ভালোমত তা বিবেচনা করে দেখ;
[২] আর বেশি ক্ষুধার্ত হলে
তবে নিজের গলায় নিজে ছুরি দাও।
[৩] তার সুস্বাদু খাদ্যে লালসা করো না,
কারণ তা বঞ্চনার খাদ্য।

[৪] ধন জমাতে অতিব্যস্ত হয়ো না,
তেমন চিন্তা প্রত্যাখ্যান কর।
[৫] ধনের দিকে একবার তাকালে, তুমি দেখবে সেগুলো আর নেই;
কারণ সেগুলোতে পাখা গজাবেই
ও ঈগলের মত আকাশে উড়ে যাবে।

[৬] যার চোখ মন্দ, তার খাদ্য খেয়ো না,
তার সুখাদ্য খেতে লালসা করো না;
[৭] কেননা সে এমন মানুষ, যে শুধু হিসাবের কথাই ভাবে;
সে তোমাকে বলবে: খাওয়া-দাওয়া কর!
কিন্তু তার হৃদয় তোমার সঙ্গে নয়।
[৮] তুমি যে টুকরো রুটি খেয়েছ, তা উগরে ফেলবে,

আর তোমার সমস্ত মধুর কথা অপব্যয় করবে।

[৯] নির্বোধের সঙ্গে কথা বলো না,
সে তোমার প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা অবজ্ঞা করবে।

[১০] পুরাতন সীমানা-ফলক স্থানান্তর করো না,
এতিমদের জমি দখল করো না;
[১১] কেননা তাদের প্রতিফলদাতা শক্তিশালী,
তিনি তোমার বিরুদ্ধে তাদের পক্ষ সমর্থন করবেন।
[১২] তুমি শিক্ষাবাণীতে হৃদয় নত কর,
সদ্‌জ্ঞানের কথায় কান দাও।

[১৩] বালককে শাসন করতে ত্রুটি করো না;
লাঠি দিয়ে মারলেও সে মরবে না;
[১৪] এমনকি, তুমি তাকে লাঠি দিয়ে প্রহর করলে
পাতাল থেকে তার প্রাণ রক্ষা করবে।

[১৫] সন্তান আমার, তোমার হৃদয় যদি প্রজ্ঞাময় হয়,
তবে আমারও হৃদয় আনন্দিত হবে;
[১৬] বাস্তবিক আমার সর্বাঙ্গই উল্লসিত হবে,
যখন তোমার ওষ্ঠ ন্যায় বাণী উচ্চারণ করবে।

[১৭] তোমার হৃদয় পাপীদের হিংসা না করুক,
কিন্তু অনুক্ষণ প্রভুভয়ে নিষ্ঠাবান হোক,
[১৮] কেননা এভাবে তোমার একটা ভবিষ্যৎ থাকবে,
আর তোমার আশা ছিন্ন হবে না।
[১৯] শোন, সন্তান আমার; প্রজ্ঞাবান হও,
তোমার হৃদয় সৎপথে চালিত কর।
[২০] যারা শুধু শুধু আঙুররসে মত্ত হয়, তাদের সঙ্গী হয়ো না,
যারা পেটুক ও মাংস বেশি পছন্দ করে, তাদেরও সঙ্গী হয়ো না,

[২১] কেননা মাতাল ও পেটুকের শেষ দশাই দীনতা,
আর ঘুম ঘুম ভাব মানুষকে ছেঁড়া কাপড় পরায়।
[২২] তোমার জন্মদাতা যিনি, তোমার সেই পিতার কথা শোন,
তোমার মাতা বৃদ্ধা হলে তাঁকে অবজ্ঞা করো না।

[২৩] প্রকৃত সত্যকে উপার্জন কর, তা কখনও বিক্রি করো না:
তা হল প্রজ্ঞা, শিক্ষাবাণী ও সদ্বিবেচনা।

[২৪] ধার্মিকের পিতা মহা উল্লাসে মেতে উঠবেন,
প্রজ্ঞাবান সন্তানের জন্মদাতা তার সেই সন্তানে আনন্দ ভোগ করবেন।
[২৫] তোমার পিতামাতা আনন্দ ভোগ করুন,
তোমার জননী উল্লাসে মেতে উঠুন।

[২৬] সন্তান আমার, তোমার আস্থা আমার উপর স্থাপন কর,
তোমার চোখ আমার সমস্ত পথে নিবদ্ধ থাকুক।
[২৭] কেননা বেশ্যা গভীর একটা গহ্বর,
বিজাতীয়া স্ত্রীলোক সঙ্কীর্ণ একটা কুয়ো।
[২৮] সে দস্যুর মত ওত পেতে থাকে,
মানুষদের মধ্যে অবিশ্বস্তদের দলের সংখ্যা বাড়ায়।

[২৯] কারা হায় হায় করে? কারা হাহাকার করে?
কারা ঝগড়া করে? কারা বকবক করে?
কারা অকারণে মার খায়?
কাদের চোখ বিবর্ণ হয়?
[৩০] তারা, যারা আঙুররসের পিছনে বেশি সময় কাটায়
ও সুরা খেয়ে দেখবার জন্য তার খোঁজে বেড়ায়।
[৩১] আঙুররস রক্তলাল হলেও তার দিকে তাকিয়ো না,
তা পাত্রে চক্‌মক্‌ করলেও নয়,
তা গলায় সহজে নেমে গেলেও নয়।

[৩২] শেষে তা তোমাকে সাপের মত কামড়াবে,
বিষাক্ত সাপের মত কামড় দেবে।
[৩৩] আর তখন তোমার চোখ অদ্ভুত দৃশ্য দেখবে,
তোমার মন এলোমেলো কথা বলবে;
[৩৪] আর তোমার মনে হবে, তুমি সমুদ্র-গভীরে শুয়ে আছ,
কিংবা মাস্তুলের উপরেই শুয়ে ঘুমাচ্ছ!
[৩৫] তুমি বলবে: 'ওরা আমাকে আঘাত করেছে, অথচ ব্যথা পাইনি;
আমাকে লাঠি দিয়ে মেরেছে, কিন্তু কিছুই টের পাইনি।
কখন আমি জেগে উঠব, যেন আরও আঙুররসের খোঁজে যাই?'

২৪ [১] তুমি অপকর্মাদের হিংসা করো না,
তাদের সঙ্গে থাকতেও বাসনা করো না।
[২] কেননা তাদের হৃদয় ধ্বংসের পরিকল্পনা আঁটে,
তাদের ওষ্ঠ কেবল অমঙ্গলেরই কথা ব্যক্ত করে।

[৩] প্রজ্ঞা দ্বারা ঘর গাঁথা হয়,
সুবুদ্ধি দ্বারা তা স্থিতমূল করা হয়;
[৪] সদ্‌জ্ঞান দ্বারা তার যত ভাণ্ডারকক্ষ পূর্ণ করা হয়
সবরকম মূল্যবান ও সুন্দর জিনিস দিয়ে।

[৫] প্রজ্ঞাবানের মহা ক্ষমতা আছে,
সদ্‌জ্ঞানে মানুষের শক্তি প্রমাণিত হয়।
[৬] বস্তুত যুদ্ধ করতে গেলে তোমার সুপরামর্শ দরকার,
এবং জয়লাভ বহু সুমন্ত্রণাদাতার উপরে নির্ভর করে।

[৭] মূর্খের পক্ষে প্রজ্ঞা বেশি উচ্চ;
নগরদ্বারে সে মুখ খুলতে পারে না।

[৮] যে অন্যায় সাধন করতে ব্যস্ত,
লোকে তাকে ষড়যন্ত্রকারী বলে ডাকে।

[৯] মূর্খের সঙ্কল্প পাপময়,
মানুষের কাছে দাম্ভিক জঘন্য।

[১০] সঙ্কটের দিনে যদি অবসন্ন হও,
তবে তোমার শক্তি বেশি নয়।

[১১] যারা মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে, তাদের উদ্ধার কর,
যারা মারণযন্ত্রের দিকে উপনীত হচ্ছে, তাদের বাঁচাও।
[১২] যদি বল : 'দেখ, আমি তো কিছুই জানতাম না!'
তবে হৃদয়কে ওজন করেন যিনি, তিনি কি তা বুঝবেন না?
তোমার প্রাণের উপর দৃষ্টি রাখেন যিনি,
তিনি কি প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন না?

[১৩] সন্তান আমার, মধু খাও, কেননা তা উত্তম,
চাক থেকে ঝরে পড়া মধু তোমার জিহ্বায় মিষ্টি লাগবে।
[১৪] জেনে রাখ, তোমার পক্ষে প্রজ্ঞা ঠিক তাই :
তা কিনলে তোমার একটা ভবিষ্যৎ থাকবে,
তোমার আশা ছিন্ন হবে না।
[১৫] ওহে দুর্জন! তুমি ধার্মিকের আবাসের বিরুদ্ধে ওত পেতে থেকো না,
তার বাসস্থান ধ্বংস করো না,
[১৬] কেননা ধার্মিক সাতবার পড়লেও আবার উঠে দাঁড়ায় ;
দুর্জনেরাই দুর্দশা এলে ভেঙে পড়ে।

[১৭] তোমার শত্রুর পতনে আনন্দ করো না,
সে পড়লে তোমার হৃদয় যেন উল্লাস না করে,
[১৮] পাছে প্রভু তা দেখে অসন্তুষ্ট হন,
এবং তার উপর থেকে নিজের ক্রোধ ফেরান।

[১৯] দুষ্কর্মাদের বিষয়ে ক্ষুব্ধ হয়ো না,
দুর্জনদেরও হিংসা করো না,
[২০] কেননা অপকর্মার জন্য কোন ভবিষ্যৎ নেই,
দুর্জনদের প্রদীপ নিভে যাবে।

[২১] প্রভুকে ভয় কর, সন্তান আমার; রাজাকেও ভয় কর;
বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ো না;
[২২] কেননা হঠাৎ তাদের উপর বিপদ নেমে আসবে;
আর তখন উভয়ই যে কী মহাসংহার ঘটাবেন, তা কে জানে?

প্রজ্ঞাবানদের দ্বিতীয় বচনমালা

[২৩] এগুলিও প্রজ্ঞাবানদের বচন:

বিচারে পক্ষপাত করা ভাল নয়।
[২৪] দোষীকে যে বলে, তুমি নির্দোষী,
জাতিগুলি তাকে অভিশাপ দেবে, দেশগুলি তাকে ঘৃণা করবে।
[২৫] কিন্তু দোষীকে যারা দোষী বলে সাব্যস্ত করে, তাদের মঙ্গল হবে,
তাদের উপরে আশীর্বাদ নেমে আসবে।

[২৬] যে অকপট উত্তর দেয়,
সে ওষ্ঠ চুম্বন করে।

[২৭] তোমার বাইরের কাজ সেরে নাও,
খেত-খামার ঠিকঠাক কর,
পরে তোমার ঘর বাঁধ।

[২৮] তোমার প্রতিবেশীর বিপক্ষে এমনিই সাক্ষ্য দিয়ো না,
তোমার ওষ্ঠও ছলনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করো না।

[২৯] একথা বলো না : ‘সে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার করেছে,
আমিও তার প্রতি সেইমত ব্যবহার করব ;
হ্যাঁ, এক একজনকে তার নিজ নিজ কাজের যোগ্য প্রতিফল দেব !’

[৩০] আমি অলসের খেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম,
বুদ্ধিহীনের আঙুরখেতের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম :
[৩১] আর দেখ, সব জায়গায় কাঁটাগাছ জন্মেছে,
মাটি আগাছায় ঢাকা,
পাথরের প্রাচীরও ভেঙে পড়া।
[৩২] লক্ষ করতে করতে আমি এব্যাপারে মন দিলাম,
আর তা দেখে এই শিক্ষা পেলাম :
[৩৩] ‘একটু ঘুম, একটু তন্দ্রাভাব,
আর একটু বিশ্রামের জন্য হাত জড়সড় করা,
[৩৪] আর ইতিমধ্যে দীনতা হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসছে,
অভাবও এগিয়ে আসছে ভিক্ষুকের মত।’

শলোমনের দ্বিতীয় বচনমালা

২৫ [১] এগুলিও শলোমনের প্রবচন; যুদা-রাজ হেজেকিয়ার লোকেরা এগুলি লিখে নিয়েছিল।

[২] রহস্যাবৃতভাবে কাজ করা পরমেশ্বরের গৌরব,
সেই রহস্যগুলি তদন্ত করা রাজাদের গৌরব।
[৩] আকাশ যেমন উঁচু ও পৃথিবী যেমন গভীর,
তেমনি রাজাদের হৃদয় তদন্তের অতীত।

[৪] রুপো থেকে খাদ বের করে ফেল,
আর স্বর্ণকারের জন্য উপযুক্ত মাল বের হবে;
[৫] রাজার সামনে থেকে দুর্জনকে বের করে দাও,
তাঁর সিংহাসন ধর্মময়তায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হবে।

[৬] রাজার সামনে দম্ভ করো না,
মহামান্যদের জায়গায় দাঁড়িয়ো না;
[৭] কেননা উচ্চপদের লোকদের সামনে অবনমিত হওয়ার চেয়ে
তোমার পক্ষে এই বরং শ্রেয় যে, তোমাকে বলা হবে:
'এখানে উঠে এসো।'

নিজের চোখে যা দেখেছ,
[৮] তা নিয়ে মামলা করতে অতিব্যস্ত হয়ো না;
নইলে শেষে তুমি কী করবে,
যখন তোমার প্রতিবেশী তোমার যুক্তি খণ্ডন করবে?

[৯] প্রতিবেশীর সঙ্গে তোমার নিজের মামলা সম্বন্ধে কথা বল,
কিন্তু পরের গোপন কথা প্রকাশ করো না,
[১০] পাছে যে শোনে, সে তোমার নিন্দা করে,
তখন তোমার দুর্নাম কখনও ঘুচবে না।

[১১] উপযুক্ত সময়ে দেওয়া বাণী
রুপোর থালার উপরে বসানো সোনার ফলের মত।
[১২] যেমন সোনার নথ ও খাঁটি সোনার গহনা,
তেমনি মনোযোগী লোকের কানে প্রজ্ঞাবানের সংশোধনের কথা।

[১৩] ফসল কাটার সময়ে যেমন ঠাণ্ডা তুষার,
তেমনি প্রেরণকর্তার কাছে বিশ্বস্ত দূত;
হ্যাঁ, সে তার মনিবের প্রাণ জুড়ায়।

[১৪] যে মানুষ উপহার দেওয়ার বিষয়ে বড় বড় কথা বলে, কিন্তু তা করে না,
সে এমন মেঘ ও বাতাসের মত যার সঙ্গে কোন বৃষ্টি আসে না।

[১৫] ধৈর্য দ্বারা বিচারকের মন জয় করা যেতে পারে,
কোমল জিহ্বা হাড় ভেঙে ফেলতে পারে।

[১৬] তুমি মধু পেলে পরিমাণ মত খাও,
পাছে বেশি খেলে তোমার বমি হয়।

[১৭] প্রতিবেশীর ঘরে ঘন ঘন পা দিয়ো না,
পাছে বিরক্ত হয়ে সে তোমাকে ঘৃণা করে।

[১৮] প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যে মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়,
সে গদা, খড়্গ ও তীক্ষ্ণ তীর স্বরূপ।

[১৯] সঙ্কটের দিনে অবিশ্বস্ত মানুষের উপরে ভরসা
খারাপ দাঁত ও খোঁড়া পায়ের মত,
[২০] শীতকালে পোশাক ছাড়বার মত।

বিষণ্ন হৃদয়ের কাছে যে গান করে
সে যেন পচা ঘায়ের উপরে সির্কা দেয়।

[২১] তোমার শত্রুর যদি ক্ষুধা পায়, তাকে কিছু খেতে দাও;
যদি তার পিপাসা পায়, তাকে জল দাও;
[২২] তাই করলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি করে রাখবে,
এবং প্রভু তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

[২৩] উত্তরা বাতাস বৃষ্টি আনে,
তেমনি মুখে ক্রোধের ভাব ছলনাপূর্ণ কথার উদ্ভব ঘটায়।

[২৪] ঝগড়াটে স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে বাস করার চেয়ে
ছাদের এক কোণে বাস করাই শ্রেয়।

[২৫] পিপাসিত লোকের পক্ষে যেমন ঠাণ্ডা জল,
তেমনি দূরদেশ থেকে পাওয়া শুভসংবাদ।

[২৬] ঘোলা জলের ঝরনা ও ময়লা জলের উৎস যেমন,
তেমনি সেই ধার্মিক, যে দুর্জনের সামনে বিচলিত।

[২৭] বেশি মধু খাওয়া ভাল নয়,
কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অধ্যয়ন করা ভাল।

[২৮] যার আত্মার আর প্রতিরোধক নেই,
সে এমন শহরের মত, যা ভেঙে গেছে, যার প্রাচীর নেই।

২৬ [১] গ্রীষ্মকালে তুষার, ও ফসল কাটার সময়ে বৃষ্টি যেমন,
তেমনি নির্বোধের পক্ষেও সম্মান উপযুক্ত নয়।

[২] যেমন চড়ুই পাখি ডানা দোলায় ও দোয়েল পাখি ওড়ে,
তেমনি অকারণে দেওয়া অভিশাপ সিদ্ধ হবে না।

[৩] ঘোড়ার জন্য চাবুক, গাধার জন্য বল্গা,
ও নির্বোধদের পিঠের জন্য লাঠি।

[৪] নির্বোধকে তার মূর্খতা অনুসারে উত্তর দিয়ো না,
পাছে তুমিও তার মত হও।

[৫] নির্বোধকে তার মূর্খতা অনুসারেই উত্তর দাও,
পাছে সে নিজেকে প্রজ্ঞাবান মনে করে।

[৬] যে নির্বোধের মাধ্যমে খবর পাঠায়,
সে নিজের পা কেটে ফেলে ও তিক্ত পানীয় পান করে।

[৭] খোঁড়ার পা খুঁড়িয়ে চলে,
তেমনি নির্বোধদের মুখে নীতিকথা।

[৮] গুলতিতে পাথর দেওয়া,
ও নির্বোধকে সম্মান আরোপ করা একই কথা।

[৯] মাতালের হাতে যে কাঁটা ফোটে, তা যেমন,
নির্বোধের মুখে নীতিকথা তেমন।

[১০] তীরন্দাজ সকলকে আঘাত করে যেমন,
তেমন সেই মানুষ, যে নির্বোধকে বা মাতালকে কাজে লাগায়।

[১১] যেমন কুকুর নিজের বমির দিকে ফেরে,
তেমনি নির্বোধ নিজ মূর্খতার দিকে ফেরে।

[১২] তুমি কি এমন লোককে দেখেছ যে নিজেকে প্রজ্ঞাবান মনে করে?
তার উপরে প্রত্যাশা রাখার চেয়ে নির্বোধের উপরেই প্রত্যাশা রাখা শ্রেয়।

[১৩] অলস বলে: পথে হিংস্র পশু আছে,
রাস্তার মধ্যে সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

[১৪] কবজাতে যেমন দরজা ঘোরে,
বিছানায় তেমনি অলস ঘোরে।

[১৫] অলস থালায় হাত ডোবায়,
তা আবার মুখে দিতেও তার কষ্ট হয়।

[১৬] সুবুদ্ধির সঙ্গে উত্তর দেয় তেমন সাতজনের চেয়ে,
অলস নিজেকে বেশি প্রজ্ঞাবান মনে করে।

[১৭] পথে যেতে যেতে যে লোক পরের ঝগড়ার মধ্যে নাক গলায়,
সে তেমন লোকের মত যে কুকুরকে কান ধরে নেয়।

[১৮] যে পাগল জ্বলন্ত কাঠ
ও মৃত্যুজনক তীর ছোড়ে, সে যেমন,
[১৯] তেমন সেই লোক, যে প্রতিবেশীকে প্রবঞ্চনা করে,
আর বলে : আমি কেবল তামাশাই করছিলাম !

[২০] কাঠ শেষ হলে আগুন নিভে যায়,
নিন্দুক না থাকলে ঝগড়াও মিটে যায়।

[২১] জ্বলন্ত কয়লার পক্ষে কয়লা ও আগুনের পক্ষে কাঠ যেমন,
তেমনি ঝগড়ার আগুন জ্বালাবার পক্ষে ঝগড়াটে লোক।

[২২] পরনিন্দুকের কথা মিষ্টান্নের মত,
তা সরাসরিই অন্তরাজিতে নেমে যায়।

[২৩] তোষামোদে পটু ওষ্ঠ ও কুটিল হৃদয়
মাটির পাত্রের উপরে খাদ-মেশানো রুপোর প্রলেপের মত।

[২৪] যে ঘৃণা করে, সে কথায় ভান করতেও পারে ;
কিন্তু অন্তরে ছলনা রাখে ;
[২৫] তার কণ্ঠ মধুময় হলেও তাকে বিশ্বাস করো না,
কারণ তার হৃদয়ে সাতটা জঘন্য বস্তু রয়েছে।
[২৬] ঘৃণা নিজেকে কপটতায় আবৃত করে,
কিন্তু তার শঠতা জনসমাবেশে অনাবৃত হবে।

[২৭] যে গর্ত খোঁড়ে, সে তার মধ্যে পড়বে,
পাথর যে গড়িয়ে দেয়, তারই উপরে তা ফিরে আসবে।

[২৮] মিথ্যাবাদী জিহ্বা যাদের চূর্ণ করে তাদের ঘৃণা করে;
তোষামোদে পটু মুখ বিনাশ ঘটায়।

২৭ [১] আগামীকাল সম্বন্ধে বড়াই করো না,
কেননা আজকের দিন কী হবে, তাও তুমি জান না।

[২] অপরেই তোমার প্রশংসা করুক, তোমার নিজের মুখ না করুক;
অন্য লোকে করুক, তোমার নিজের ওষ্ঠ না করুক।

[৩] পাথর ভারী, বালুরও যথেষ্ট ওজন,
কিন্তু মূর্খের ঘটিত বিরক্তি ওই দু'টোর চেয়েও ভারী।

[৪] ক্রোধ নিষ্ঠুর ও কোপ বন্যার মত,
কিন্তু প্রেমের অন্তর্জ্বালার সামনে কে দাঁড়াতে পারে?

[৫] অপ্রকাশ্য ভালবাসার চেয়ে
প্রকাশ্য তিরস্কার শ্রেয়।

[৬] বন্ধুর প্রহার বিশ্বস্ততায় পূর্ণ,
কিন্তু শত্রুর চুম্বন অসার।

[৭] যার পেট ভরা, সে মধু পায়ে মাড়িয়ে দেয়,
কিন্তু ক্ষুধার্ত প্রাণের কাছে তিক্ত খাবারও মিষ্টি।

[৮] নীড় ছেড়ে দূরে উড়ে যাওয়া পাখি যেমন
বাসস্থান ছেড়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষও তেমন।

[৯] গন্ধদ্রব্য ও ধূপ হৃদয়কে আনন্দিত করে তোলে,
তেমনি বন্ধুর মাধুর্য স্বনির্ভরশীলতার চেয়ে মূল্যবান।

[১০] তোমার বন্ধুকে বা পিতার বন্ধুকে ত্যাগ করো না ;
বিপদের দিনে তোমার ভাইয়ের ঘরে যেয়ো না ;
দূরবর্তী ভাইয়ের চেয়ে নিকটবর্তী বন্ধুই শ্রেয়।

[১১] সন্তান আমার, প্রজ্ঞাবান হও ; আমার হৃদয় তুমি আনন্দিত করে তুলবে ;
তবে আমাকে যে টিটকারি দেয়, তাকে সমুচিত উত্তর দিতে পারব।

[১২] সতর্ক মানুষ বিপদ দেখে নিজেকে লুকোয় ;
অনভিজ্ঞ মানুষ এগিয়ে গিয়ে দণ্ড পায় !

[১৩] অপরের জন্য যে জামিন হয়, তার পোশাক নাও ;
বিজাতীয়া স্ত্রীলোকের জন্য সে জামিন হয়েছে বিধায়
তার কাছ থেকে বন্ধক নাও।

[১৪] যে ভোরে উঠে জোর গলায় বন্ধুকে আশীর্বাদ করে,
তা তার পক্ষে অভিশাপরূপে গণ্য হবে।

[১৫] বর্ষাকালে অবিরত বিন্দুপাত,
আর ঝগড়াটে স্ত্রী—দু'টোই সমান ;

[১৬] তাকে যে সংযত করতে চায়, সে বাতাসই সংযত করে,
হ্যাঁ, সে তৈলাক্ত বস্তু শক্ত করে ধরে !

[১৭] লোহা লোহাকে তীক্ষ্ণ করে,
তেমনি একজন আর একজনের সংসর্গে তীক্ষ্ণ হয়।

[১৮] ডুমুরগাছের রক্ষক তার ফল ভোগ করে,
মনিবের প্রতি যে যত্ন দেখায়, সে সমাদৃত হবে।

[১৯] জল যেমন মুখের পক্ষে আয়নার মত,
তেমনি মানুষের পক্ষে মানুষের হৃদয়।

[২০] পাতাল ও বিনাশ-স্থান যেমন কখনও তৃপ্ত হয় না,
তেমনি মানুষের চোখ কখনও তৃপ্তি পায় না।

[২১] রুপোর জন্যই মূষা ও সোনার জন্যই হাপর,
মানুষ পরের প্রশংসা দ্বারাই যাচাইকৃত।

[২২] যদিও দিস্তা দিয়ে দানার মধ্যে মূর্খকে হামানে গুঁড়ো কর,
তথাপি তার মূর্খতা তাকে ছেড়ে যাবে না।

[২৩] তুমি তোমার মেষপালের অবস্থা জেনে নাও,
তোমার গবাদি পশুদের যত্ন কর;
[২৪] কেননা ধন চিরস্থায়ী নয়,
মুকুটও বংশের পর বংশের জন্য টিকে থাকে না।
[২৫] খড় নিয়ে যাওয়ার পর নতুন ঘাস দেখা দেয়,
এবং পাহাড়পর্বতের ঘাস যোগাড় করা হয়;
[২৬] মেষশাবকেরা তোমাকে পোশাক দেয়,
ছাগশিশুরা দেয় জমি কিনবার অর্থ;
[২৭] ছাগীরা যথেষ্ট দুধ দেয় তোমার খাদ্যের জন্য,
তোমার পরিবারেরও খাদ্যের জন্য,
তোমার দাসীদেরও প্রতিপালন করার জন্য।

২৮ [১] কেউ ধাওয়া না করলেও নির্বোধ পালায়;
অন্যদিকে ধার্মিকেরা সিংহের মতই সাহসী।

[২] দেশের অধর্মের ফলে তার অনেক শাসনকর্তা হয়;
বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান দ্বারা শৃঙ্খলা স্থায়ী হয়।

[৩] যে গরিব নেতা গরিবদের অত্যাচার করে,
সে এমন বৃষ্টির ঢলের মত, যার পরে খাদ্য থাকে না।

[৪] যারা বিধান লঙ্ঘন করে, তারা দুর্জনের প্রশংসা করে;
যারা বিধান মেনে চলে, তারা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

[৫] অপকর্মারা ন্যায়ের অর্থ উপলব্ধি করে না,
যারা প্রভুর অন্বেষণ করে, তারা সবই উপলব্ধি করে।

[৬] ধনী হলেও উচ্ছৃঙ্খলতায় চলে এমন মানুষের চেয়ে
সততায় চলে এমন গরিব মানুষই শ্রেয়।

[৭] সে-ই সদ্বিবেচক সন্তান, যে বিধান মেনে চলে;
পেটুকদের সখা পিতার উপরে অসম্মান ডেকে আনে।

[৮] যে সুদ ও বৃদ্ধি নিয়ে নিজের ধন বাড়ায়,
সে তাদেরই জন্য জমায়, যারা দরিদ্রদের উপরে সেই ধন বর্ষণ করবে।

[৯] বিধান না শোনার জন্য যে অন্যদিকে কান ফেরায়,
তার প্রার্থনাও জঘন্য বস্তুস্বরূপ।

[১০] যে ন্যায়বানদের কুপথে টেনে নিয়ে ভ্রান্ত করে,
সে নিজের গর্তে পড়বে;
নির্দোষী যারা, তারা উত্তরাধিকাররূপে মঙ্গল পাবে।

[১১] ধনী নিজেকে প্রজ্ঞাবান মনে করে,
কিন্তু যে দরিদ্র বুদ্ধিমান, সে তাকে যাচাই করবে।

[১২] ধার্মিকদের মহা উল্লাসে মহা গৌরব হয়,
কিন্তু দুর্জনেরা ক্ষমতা পেলে সকলে লুকোয়।

[১৩] নিজের অপরাধ যে গোপন করে, সে কিছুতেই কৃতকার্য হবে না;
তা স্বীকার ক'রে যে ত্যাগও করে, সে করুণা পাবে।

[১৪] সুখী সেই মানুষ, যে সবসময় অন্তরে ভয় রাখে;
হৃদয়কে যে কঠিন করে, অমঙ্গলেই তার পতন হবে।

[১৫] গর্জনকারী সিংহ ও ক্ষুধার্ত ভালুক যেমন,
তেমন সেই দুর্জন, যে গরিব প্রজার শাসনকর্তা।

[১৬] বুদ্ধিহীন যে ভূপতি, সে আবার বড় অত্যাচারী;
লোভ যে ঘৃণা করে, সে দীর্ঘজীবী হবে।

[১৭] নরঘাতক বলে যে মানুষ দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত,
সে সেই গহ্বর পর্যন্ত পালাবে, কেউ তাকে সহায়তা করবে না।

[১৮] যে সততায় চলে, সে রক্ষা পাবে;
যে বাঁকা পথে চলে, হঠাৎ তার পতন হবে।

[১৯] যে নিজের জমি চাষ করে, সে রুটিতে পরিতৃপ্ত হয়;
যে মরীচিকার পিছু পিছু দৌড়োয়, সে দীনতায়ই পূর্ণ হবে।

[২০] বিশ্বস্ত মানুষ অনেক আশীর্বাদের পাত্র হবে;
কিন্তু শীঘ্রই যে ধনবান হয়, সে অদণ্ডিত থাকবে না।

[২১] পক্ষপাত করা ভাল নয়;
অথচ এক টুকরো রুটির জন্যও মানুষ পাপ করে!

[২২] যার চোখ লোভী, সে ধন জমাতে ব্যতিব্যস্ত;
সে ভাবে না যে, দীনতা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

[২৩] যার জিহ্বা তোষামোদে পটু, সে যত অনুগ্রহ পাবে,
তার চেয়ে অপরকে যে সংশোধন করে, শেষে সে-ই বেশি অনুগ্রহ পাবে।

[২৪] পিতামাতার ধন চুরি ক'রে যে বলে: এ তো পাপ নয়,
সে বিনাশকের সখা।

[২৫] লোভী মানুষ ঝগড়া বাধায়,
প্রভুতে যে ভরসা রাখে, সে সমৃদ্ধিশীল হবে।

[২৬] নিজের হৃদয়ে যে ভরসা রাখে, সে নির্বোধ;
যে প্রজ্ঞা-পথে চলে, সে নিষ্কৃতি পাবে।

[২৭] যে দরিদ্রকে দান করে, তার কখনও অভাব হবে না;
কিন্তু যে চোখ রুদ্ধ করে, সে প্রচুর অভিশাপ পাবে।

[২৮] দুর্জনেরা ক্ষমতা পেলে সকলে লুকোয়;
কিন্তু তাদের বিনাশ হলে ধার্মিকেরাই ক্ষমতায় আসে।

২৯ [১] সংশোধনের কথা শুনেও যে নিজের মন কঠিন করে,
সে হঠাৎ ভেঙে পড়বে, তার প্রতিকার থাকবে না।

[২] ধার্মিকেরা ক্ষমতায় এলে প্রজারা আনন্দ করে;
দুর্জনেরা ক্ষমতা পেলে প্রজারা হাহাকার করে।

[৩] প্রজ্ঞাকে যে ভালবাসে, সে পিতাকে আনন্দিত করে;
কিন্তু যে বেশ্যার পিছনে যায়, সে নিজের ধন নষ্ট করে।

[৪] রাজা ন্যায়বিচার দ্বারাই দেশে সমৃদ্ধি আনেন;
উৎকোচ গ্রহণ করতে যে ভালবাসে, সে দেশের ধ্বংস ঘটায়।

[৫] পরকে যে তোষামোদ করে,
সে তার পায়ের নিচে জাল পাতে।

[৬] অপকর্মার অপকর্মে ফাঁদ থাকে,
কিন্তু ধার্মিক ছুটতে ছুটতে আনন্দ করে।

[৭] দরিদ্রেরা যেন সুবিচার পায় এজন্য ধার্মিক নজর রাখে;
দুর্জন এব্যাপারে কিছুই বোঝে না।

[৮] বিদ্রূপকারীরা শহরে ক্রোধের আগুন লাগিয়ে দেয়;
কিন্তু প্রজ্ঞাবানেরা ক্রোধ প্রশমিত করে।

[৯] যার জ্ঞান নেই, তার সঙ্গে প্রজ্ঞাবানদের মামলা হলে,
সে রাগ করুক কি হাসুক, কিছুতেই মীমাংসা হবে না।

[১০] রক্তলোভী মানুষেরা সৎমানুষকে ঘৃণা করে;
কিন্তু ন্যায়বানেরা তাকে যত্ন করে।

[১১] নির্বোধ তার সমস্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে,
শেষে প্রজ্ঞাবান তাকে প্রশমিত করে।

[১২] যে শাসনকর্তা মিথ্যা কথায় কান দেয়,
তার মন্ত্রীরা সকলে দুর্জন হবে।

[১৩] দরিদ্র ও অত্যাচারী একটা ব্যাপারে সমান:
দু'জনের চোখ প্রভুই আলোময় করেন।

[১৪] যে রাজা ন্যায়েরই বিধানে দীনহীনদের বিচার করেন,
তাঁর সিংহাসন নিত্যস্থায়ী থাকবে।

[১৫] লাঠি ও সংশোধন-বাণী প্রজ্ঞা দান করে;
কিন্তু যে সন্তানকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়,
সে মাতার উপরে অসম্মান ডেকে আনে।

[১৬] দুর্জনেরা ক্ষমতা পেলে অধর্ম বৃদ্ধি পায়;
কিন্তু ধার্মিকেরা তাদের বিনাশ দেখতে পাবে।

[১৭] তোমার সন্তানকে শাসন কর, সে তোমাকে শান্তি দেবে,
সে তোমার প্রাণকে আনন্দিত করে তুলবে।

[১৮] ঐশবাণী যেখানে প্রকাশিত নয়, সেখানে জনগণ উচ্ছৃঙ্খল হয়;
কিন্তু সে-ই সুখে থাকে, যে বিধান মেনে চলে।

[১৯] কথা দ্বারা দাসকে শাসন করা যায় না,
সে বোঝে বটে, কিন্তু বাধ্য হবে না।

[২০] তুমি কি এমন মানুষকে দেখেছ যে কথা বলতে ব্যস্ত?
তার চেয়ে বরং নির্বোধের উপরেই বেশি আশা রাখা যেতে পারে।

[২১] ছেলেবেলা থেকে যে দাসকে আশকারা দেওয়া হয়,
শেষে সেই দাস দম্ভ করবে।

[২২] ক্রোধ-প্রকৃতির মানুষ ঝগড়া বাধায়,
রোষ-স্বভাবের মানুষ সবরকম অপরাধ করে।

[২৩] মানুষের অহঙ্কার তার অবমাননা ঘটায়,
নম্রহৃদয় মানুষ সম্মান অর্জন করে।

[২৪] যে চোরের ভাগীদার, সে নিজেই নিজের শত্রু;
সে শপথনামা শোনে, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করে না।

[২৫] মানুষকে ভয় করা ফাঁদের মত;
প্রভুতে যে ভরসা রাখে, সে নিরাপদে থাকে।

[২৬] অনেকে শাসনকর্তার প্রসন্নতার অন্বেষণ করে;
কিন্তু প্রভুই সকলের বিচারকর্তা।

[২৭] ধার্মিকদের চোখে দুষ্কর্মা জঘন্য;
দুর্জনের চোখে ন্যায়নিষ্ঠেরাই জঘন্য।

আগুরের বচনমালা

৩০ [১] মাস্‌সা-নিবাসী যাকের সন্তান আগুরের বচনমালা। ইথিয়েলের প্রতি, ইথিয়েল ও উকালের প্রতি এই ব্যক্তির উক্তি।

[২] আমি মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে মূর্খ,
মানবীয় সদ্বিবেচনা নেই আমার;
[৩] আমি প্রজ্ঞার কথা শিখিনি,

পবিত্র জ্ঞানও নেই আমার।

[৪] কে স্বর্গে আরোহণ করে আবার নেমে এসেছেন?
কে নিজের হাতের মুঠোয় বাতাস জড় করেছেন?
কে নিজের চাদরের মধ্যে জলরাশি বেঁধেছেন?
কে পৃথিবীর সকল প্রান্ত সুস্থির করেছেন?
তাঁর নাম কী? তাঁর পুত্রের নাম কী? তুমি কি এই সমস্ত জান?

[৫] পরমেশ্বরের প্রত্যেকটা বাণী আগুনে যাচাই করা;
যারা তাঁর আশ্রয় নেয়, তিনি তাদের ঢাল।
[৬] তাঁর সমস্ত বাণীতে কিছুই যোগ করো না;
পাছে তিনি তোমাকে ভর্ৎসনা করেন
আর তুমি মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হও।

[৭] তোমার কাছে আমি দু'টো যাচনা রাখি,
আমি মরবার আগে তুমি তা আমাকে দিতে অস্বীকার করো না:
[৮] আমা থেকে ছলনা ও মিথ্যা দূরে রাখ;
দীনতা বা ঐশ্বর্য আমাকে দিয়ো না;
কিন্তু আমার যতটুকু খাদ্য দরকার, ততটুকু আমাকে দাও,
[৯] পাছে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পর
আমি তোমাকে অস্বীকার করে বলি: 'প্রভু কে?'
কিংবা পাছে দরিদ্র হয়ে পড়ে আমি চুরি করে বসি,
ও আমার পরমেশ্বরের নামের প্রতি অসম্মান দেখাই।

[১০] মনিবের কাছে দাসের দুর্নাম করো না,
পাছে সে তোমাকে অভিশাপ দেয়,
আর তোমাকে সেই দন্ড বহন করতে হয়।

[১১] এমন প্রজন্মের মানুষ আছে, যারা পিতাকে অভিশাপ দেয়,
ও মাতাকে আশীর্বাদ করে না।

[১২] এমন প্রজন্মের মানুষ আছে, যারা নিজেদের শুদ্ধ মনে করে,
তবু নিজেদের মলিনতা থেকে ধৌত হয়নি।
[১৩] এমন প্রজন্মের মানুষ আছে, যাদের চোখ কতই না উদ্ধত!
যাদের চোখের পাতা কেমন না গর্বিত!
[১৪] এমন প্রজন্মের মানুষ আছে, যাদের দাঁত খড়্গ ও চোয়াল ছুরি,
যেন দেশ থেকে বিনম্রদের,
ও মানবসমাজ থেকে নিঃস্বদের উচ্ছিন্ন করে গ্রাস করতে পারে।

সংখ্যা-সংক্রান্ত নানা বচন

[১৫] জোঁকের দু'টো মেয়ে আছে: 'দাও! দাও!'
তিনটে জিনিস আছে, যা কখনও তৃপ্ত হয় না,
এমনকি চারটে জিনিস আছে যা কখনও বলে না: 'যথেষ্ট!'—
[১৬] পাতাল ও বন্ধ্যা স্ত্রীলোক,
আবার, ভূমি, যা জলে কখনও তৃপ্ত হয় না,
শেষে আগুন, যা বলে না: 'যথেষ্ট!'

[১৭] যে চোখ পিতাকে অবজ্ঞা করে,
মাতার প্রতি দেয় বাধ্যতা তুচ্ছ করে,
সেই চোখকে উপত্যকার কাকেরা ঠুকরে বের করে নিক,
ঈগলের শাবকেরা তা খেয়ে ফেলুক।

[১৮] তিনটে জিনিস আমার কাছে কঠিন লাগে,
এমনকি আমি চারটে জিনিস বুঝতে পারি না:
[১৯] আকাশে ঈগলের পথ,
শৈলের উপর দিয়ে সাপের পথ,
সমুদ্র-গভীরে জাহাজের পথ,
যুবতীর অন্তরে পুরুষের পথ।

[২০] ব্যভিচারিণীর পথ এরূপ :
সে খায়, এবং মুখ মুছে বলে :
আমি খারাপ কিছু করিনি !

[২১] তিনটে জিনিসের ভারে পৃথিবী কাঁপে,
এমনকি চারটে জিনিসের ভার পৃথিবী সহ্য করতে পারে না :
[২২] দাসের ভার, যখন সে রাজা হয়,
মূর্খের ভার, যখন সে তৃপ্তি সহকারে খায়,
[২৩] ঘৃণ্য স্ত্রীলোকের ভার, যখন সে স্বামী পায়,
আর দাসীর ভার, যখন সে উত্তরাধিকারিণী হয়।

[২৪] পৃথিবীতে চারটে অতিক্ষুদ্র প্রাণী রয়েছে,
তবু সেগুলি বড় প্রজ্ঞায় পূর্ণ :
[২৫] পিঁপড়া এমন জাতের প্রাণী যার শক্তি নেই,
তবু গ্রীষ্মকালে খাদ্য যোগাড় করে ;
[২৬] শাফন এমন জাতের প্রাণী যার বল নেই,
তবু শৈলরাজির মধ্যে ঘর বাঁধে ;
[২৭] পঙ্গপাল এমন প্রাণী যার রাজা নেই,
তবু দল বেঁধে রণযাত্রা করে ;
[২৮] টিকটিকি এমন প্রাণী যাকে হাত দিয়ে ধরা যেতে পারে,
তবু রাজাদের প্রাসাদেও প্রবেশ করে।

[২৯] তিনটে প্রাণী গাম্ভীর্যের সঙ্গে চলে,
এমনকি চারটে প্রাণী সুন্দরভাবে চলে :
[৩০] সিংহ, যে পশুদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী,
সে কারও সামনে থেকে পিছটান দেয় না ;
[৩১] কোমরে প্রবল ডোরাকাটা অশ্ব, ছাগ,
ও সৈন্যদলের অগ্রভাগে রাজা।

[৩২] তুমি যদি নিজেকে বড় করে তুলে মূর্খের মত কাজ করে থাক,
এবং পরে চিন্তা-ভাবনা করে থাক,
তবে মুখে হাত দাও,
[৩৩] কেননা দুধে চাপ দিলে মাখন বের হয়,
নাকে চাপ দিলে রক্ত বের হয়,
ক্রোধে চাপ দিলে ঝগড়া বের হয়।

লেমুয়েলের বচনমালা

৩১ [১] মাস্‌সার রাজা লেমুয়েলের বচনমালা ;
তাঁর মাতা তাঁকে এই বচনগুলি শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

[২] সন্তান আমার! হে আমার গর্ভের সন্তান!
হে আমার মানতের সন্তান, কী বলব?
[৩] তুমি স্ত্রীলোকদের তোমার শক্তি দিয়ো না ;
রাজাদেরও যারা বিনাশ করে, তাদের তোমার ঐশ্বর্য দিয়ো না।

[৪] রাজাদের পক্ষে, হে লেমুয়েল,
রাজাদের পক্ষে আঙুররস খাওয়া উপযুক্ত নয়,
মদ্যপানীয় বাসনা করা শাসনকর্তাদের পক্ষে উপযুক্ত নয় ;
[৫] পাছে পান করে তাঁরা তাঁদের জারীকৃত বিধিনিয়ম ভুলে যান,
ও বিচারে দুঃখীদের পক্ষ অবহেলা করেন।

[৬] যে মরণাপন্ন, তাকেই মদ্যপানীয় দাও,
যে তিক্তপ্রাণ, তাকেই আঙুররস দাও।
[৭] সে পান করে নিজের দীনতার কথা ভুলে যাক,
নিজের দুর্দশার কথা আর তার মনে না থাকুক।

[৮] তুমি বোবার পক্ষে মুখ খোল,
এতিমদের রক্ষা করার জন্যই মুখ খোল।
[৯] হ্যাঁ, মুখ খোল, ন্যায়বিচার কর,
দুঃখী ও নিঃস্বের পক্ষ সমর্থন কর।

উত্তম গৃহিণী

আলেফ [১০] গুণবতী নারী—তাকে কে পেতে পারে?
মণিমুক্তার চেয়েও তার মূল্য অনেক বেশি।

বেথ [১১] তার স্বামীর হৃদয় তার উপরে ভরসা রাখে,
সেই স্বামীর লাভের অভাব হবে না।

গিমেল [১২] তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে
সে স্বামীর মঙ্গল করে, তার অমঙ্গল নয়।

দালেথ [১৩] সে পশম ও ক্ষোম যোগাড় করে,
তার দু'হাত উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করে।

হে [১৪] সে এমন বাণিজ্য-তরণির মত,
যা দূর থেকে যত খাদ্য-সামগ্রী তার ঘরে আনে।

বাউ [১৫] সে রাত থাকতেই উঠে তার ঘরের সকলের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে,
এবং দাসীদের উপযুক্ত নির্দেশ দেয়।

জাইন [১৬] সে একখণ্ড জমির কথা বিচার-বিবেচনা করে তা কিনে নেয়,
কাজ করে অর্থ যোগাড় করেই সে সেই জমিতে আঙুরগাছ পোঁতে।

হেথ [১৭] সে তৎপর হয়ে কোমর কষে বাঁধে,
কাজে ব্যস্ত থেকে দেখায় তার বাহুর কেমন শক্তি।

টেথ [১৮] সে দেখতে পায়, তার কাজকর্ম সফলতা পাচ্ছে,

রাতেও তার প্রদীপ নিভে যায় না।

ইয়োধ [১৯] সুতাকাটার যন্ত্র হাতে নিয়ে
সে আঙুল দিয়ে টাকু চালায়।

কাফ [২০] দরিদ্রের প্রতি সে হাত বাড়ায়,
নিঃস্বের প্রতি বাহু প্রসারিত করে।

লামেধ [২১] তুষারপাত হলেও তার ঘরের কারও জন্য সে ভয় পায় না,
কারণ সকলে গরম কাপড় পরে আছে।

মেম [২২] সে নিজে নিজের বিছানার কম্বল বুনে তৈরি করে,
তার পরন সূক্ষ্ম ক্ষোম ও বেগুনি দামী কাপড়।

নুন [২৩] তার স্বামী নগরদ্বারে সম্মানের পাত্র,
সেখানে সে দেশের প্রবীণদের সঙ্গেই আসন গ্রহণ করে।

সামেখ [২৪] সে নিজে ক্ষোমের কাপড় তৈরি করে তা বিক্রি করে,
বণিকের জন্য কোমর-বন্ধনী সরবরাহ করে।

আইন [২৫] শক্তি ও মর্যাদা, এই তো তার পরন,
সে হাসিমুখেই আগামী দিনের অপেক্ষায় থাকতে পারে।

পে [২৬] সে প্রজ্ঞার সঙ্গে মুখ খোলে,
তার জিহ্বায় সহৃদয় নির্দেশবাণী উপস্থিত।

সাধে [২৭] বাড়ির সকলের আচরণের দিকে সে লক্ষ রাখে,
তার অন্ন অলসতার ফল নয়।

কোফ [২৮] তার সন্তানেরা উঠে তাকে সুখী ঘোষণা করে,
তার স্বামীও উঠে তার প্রশংসাবাদ করে বলে,

রেশ [২৯] ‘অনেক নারী আপন কর্মে নিজেদের গুণবতী দেখিয়েছে,

কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠা।’

শিন [৩০] কমনীয়তা প্রবঞ্চক, সৌন্দর্য অসার,
কিন্তু যে নারী প্রভুকে ভয় করে, সে-ই প্রশংসনীয়া।

তাউ [৩১] তার কর্মের ফল তাকে দেওয়া হোক,
নগরদ্বারে তার নিজের কর্মই তার প্রশংসাবাদ করুক।

---

১ [৭] প্রভুকে যে সম্ভ্রম করে সে তাঁর কাছ থেকে সদ্‌জ্ঞান পাবে। অনুবাদান্তরে: ‘প্রভুভয় সদ্‌জ্ঞানের প্রথম ফল’; এই অনুবাদ অনুসারে, সদ্‌জ্ঞান হল ঈশ্বরের এমন দান যা পেয়ে মানুষ তাঁকে উপযুক্ত সম্মান ও বিশ্বস্ততা দেখাতে পারে।

২ [১-৪] প্রজ্ঞা প্রভুর দান বটে, কিন্তু মানুষ যেন জিজ্ঞাসু মন ও শেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেই তা পাবার যোগ্যতা দেখায়।

[১৬] ‘বিজাতীয়া স্ত্রীলোক’, অর্থাৎ পরের স্ত্রী। দাম্পত্য জীবনে অবিশ্বস্ততা ঈশ্বরের সন্ধির প্রতি অবিশ্বস্ততার শামিল।

৩ [১৮] আদিলগ্নে, সেই এদেন বাগানে (আদি ২—৩), ‘জীবনবৃক্ষ’ মানুষের আয়ত্তে ছিল; তা এখন আবার মানুষের আয়ত্তে এল সদ্‌গুরুদের বাণী দ্বারা। প্রভু জীবনলাভের এই যে নতুন সুযোগ দিয়েছেন, মানুষ যেন তা আবার নষ্ট না করে (প্রবচন ৩:১১)। নবসন্ধিতে খ্রিষ্টই ঈশ্বরের প্রজ্ঞা (১ করি ১:২৪,৩০) ও জীবনদায়ী রুটি বলে উপস্থাপিত (যোহন ৬)।

৫ [৫] প্রবচনমালায় মৃত্যু প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ফল বলে উপস্থাপিত (প্রবচন ২:১৮; ৫:২৩; ৬:২৯,৩৪-৩৫; ৭:২২)। কিন্তু লেখক বোঝাতে চান যে, তেমন জীবনধারণ নৈতিক জীবনেরও বিনাশ ঘটায় (প্রবচন ১:২৯-৩২; ১৬:২২)।

৬ [১] প্রবচনমালায়, জামিন হওয়ার বিরুদ্ধ মনোভাবের কারণ এ: মানুষ যেন চালাকির শিকার না হয়। পরবর্তীকালে তা দয়াধর্ম বলেই উপস্থাপিত (বেন-সিরা)।

৮ [১৩] সবধরনের গর্ব ও দর্প প্রভুর চোখে ঘৃণ্য (প্রবচন ৬:১৭; ১৫:২৫)। নবীগণ ও সামসঙ্গীত-রচয়িতাগণ বারবার এ রিপুর বিরুদ্ধে বজ্রনাদ করলেন (ইশা ২:১১-১২,১৭; ১৬:৬; যেরে ১৩:১৭; সাম ১৯:১৪; ১১৯:৫১,৬৯; সিরা ১১:৩০)। এই রিপুর বিপরীতে প্রবচনমালা বিনম্রতারই প্রশংসাবাদ করে (প্রবচন ১১:২; ১৫:৩৩; ২৯:২৩)।

[৩০…] প্রজ্ঞা সৃষ্টিকর্মে ঈশ্বরের সহযোগী বলে উপস্থাপিত। বেন-সিরা ও প্রজ্ঞা-পুস্তক এই ধারণা আরও গভীরতর করে তোলে। সৃষ্টিকর্মে ঐশবাণীর সহযোগিতা এই ধারণা প্রতিধ্বনিত করে (যোহন ১:১-৩)।

২৪ [১৮] দুর্জন দণ্ডনীয় বটে, কিন্তু দণ্ড দেওয়া প্রভুরই কাজ (দ্বিঃবিঃ ৩২:২৫)। যে কেউ দুর্জনকে শাস্তি দেওয়াটাকে ব্যক্তিগত ব্যাপার করে, সে নিজের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ ডেকে আনে।

[২০] প্রদীপটা হল আনন্দ, জীবন (যেরে ২৫:১০) ও স্থায়ী বংশপরম্পরার প্রতীক (১ রাজা ১৫:৪; ২ রাজা ৮:১৯)।

৩১ [১১] আদিপুস্তক নারীকে পুরুষের মত একজন সহায়ক বলে উপস্থাপন করেছিল (আদি ২:১৮); এখানে বলা হচ্ছে স্বামী আপন সঙ্গিনীর উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পারে।

উপদেশক

বাইবেলের মধ্যে এই পুস্তকই সম্ভবত সবচেয়ে দুরূহ বাণী ব্যক্ত করে; উপদেশক বহু প্রশ্ন উত্থাপন করেন, কিন্তু যে উত্তর অর্পণ করেন তা আজকের পাঠক-পাঠিকার মন তত জয় করতে পারে না; আসলে উপদেশক চিন্তাশীল ও জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকাকেই উদ্দেশ করেন, এবং ঈশ্বর, জগৎ ও মানবজীবন বিষয়ে যত নিশ্চয়তা চ্যালেঞ্জ করেন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১ [১] দাউদের সন্তান যেরুশালেম-রাজ সেই উপদেশকের বাণী।

মুখবন্ধ

[২] উপদেশক একথা বলছেন, অসারের অসার, অসারের অসার! সবই অসার!
[৩] সূর্যের নিচে তার পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়ে মানুষ যে সমস্ত পরিশ্রম করে, তাতে তার
কী লাভ? [৪] এক প্রজন্ম যায়, আর এক প্রজন্ম আসে, কিন্তু পৃথিবী নিত্যস্থায়ী।
[৫] সূর্যও ওঠে, আবার সূর্য অস্ত যায়; তা তার সেই স্থানের দিকে দৌড়োয়, যেখান
থেকে আবার ওঠে। [৬] বাতাস দক্ষিণ দিকে বয়ে যায়, গিয়ে উত্তর দিকে ঘুরে আসে;
তা ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে; বারবার নিজের চক্রপথে ফিরে আসে। [৭] যত
জলস্রোত সমুদ্রের দিকে যায়, অথচ সমুদ্র কখনও ভরে না; গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার পরেও
জলস্রোত সেদিকে বইতে থাকে। [৮] সবকিছু ক্লান্তিজনক, এর কারণ ব্যাখ্যা করার
সাধ্য কারও নেই। চোখের পক্ষে দৃশ্য কখনও যথেষ্ট হয় না, কানের পক্ষেও শোনা
কখনও যথেষ্ট হয় না।

[৯] যা একবার হয়েছে, তা আবার হবে;
মানুষ যা একবার করেছে, তা আবার করবে;
সূর্যের নিচে নূতন কিছুই নেই।

[১০] এমন কিছু আছে কি, যা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে: দেখ, এ নূতন? ঠিক তা-ই আগে, আমাদের আগেকার যুগগুলির সেই সময়েও ছিল। [১১] প্রাচীন যুগগুলির কোন স্মৃতি আর থাকল না, আগামী যুগগুলিরও তেমনি হবে—এগুলিরও কোন স্মৃতি এগুলির যত ভাবী যুগের কাছে থাকবে না।

শলোমনের স্বীকারোক্তি

[১২] আমি, উপদেশক, যেরুশালেমে ইস্রায়েলের রাজা ছিলাম। [১৩] আমি মনে স্থির করেছি, আকাশের নিচে যা কিছু ঘটে, সেই সমস্ত বিষয় প্রজ্ঞার সঙ্গে তলিয়ে দেখব, সবই অনুসন্ধান করব। আহা, মানুষকে ব্যস্ত রাখার জন্য ঈশ্বর কেমন কষ্টকর কর্ম তার উপরে চাপিয়েছেন! [১৪] সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, আমি তা সবই দেখেছি; দেখ, সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

[১৫] যা বাঁকা, তা সোজা করা যায় না;
আর যা নেই, তা গোনা যায় না।

[১৬] আমি ভাবলাম, পরে মনে মনে বললাম, দেখ, আমার আগে যাঁরা যেরুশালেমে রাজত্ব করেছেন, তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি প্রজ্ঞা অর্জন করেছি; আমার হৃদয় যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও বিদ্যায় অভিজ্ঞ হয়েছে। [১৭] তখন মনে স্থির করলাম, প্রজ্ঞা ও বিদ্যার গভীর পরিচয় অর্জন করব, মূর্খতা ও উন্মাদনারও পরিচয় অর্জন করব; আর এখন আমি লক্ষ করলাম, এও বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

[১৮] বেশি প্রজ্ঞায় বেশি উদ্বেগ হয়;
যে বিদ্যা বাড়ায়, সে দুঃখ বাড়ায়।

২ [১] আমি ভাবলাম, ‘আচ্ছা, আমি আমোদ পরীক্ষা করব; দেখতে চাই তার সুখভোগের ফল কি।’ কিন্তু দেখ, তাও অসার! [২] হাসির বিষয়ে আমি বললাম, ‘মূর্খতা!’ এবং আমোদের বিষয়ে বললাম, ‘এতে কী লাভ?’ [৩] আমার মন তখনও প্রজ্ঞায় নিবিষ্ট থাকতেই আমি সঙ্কল্প নিলাম, উগ্র পানীয় পান করে শরীর খুশি করব,

উন্মাদনা আলিঙ্গন করব, যতদিন না আবিষ্কার করতে পারি, আকাশের নিচে যত আদমসন্তান রয়েছে, তাদের নিরূপিত জীবনকালে তাদের পক্ষে কী কী করা ভাল।

[৪] আমি মহা মহা কাজে হাত দিলাম, নিজের জন্য নানা গৃহ গেঁথে তুললাম, নানা আঙুরখেত প্রস্তুত করলাম। [৫] আবার নিজের জন্য অনেক উদ্যান ও ফলবাগান প্রস্তুত করে তার মধ্যে সবরকম ফলগাছ পুঁতলাম; [৬] আর সেই সমস্ত চাষভূমিতে সেচের জন্য স্থানে স্থানে পুকুর খনন করলাম।

[৭] আমি দাসদাসী কিনলাম, আমার ঘরেও অনেক দাস জন্ম নিল; এবং আমার আগে যেরুশালেমে যাঁরা ছিলেন, সেই সকলের চেয়ে আমার গবাদি পশু ও ছাগ-মেষের পাল বেশিই ছিল। [৮] আমি রুপো ও সোনা, এবং নানা রাজার ও নানা প্রদেশের ধন জমালাম; অনেক গায়ক-গায়িকাকে যোগাড় করলাম, সেইসঙ্গে যোগাড় করলাম একটি উপপত্নীকে, নানা উপপত্নীকে, যারা আদমসন্তানদের পুলকস্বরূপ।

[৯] আমি মহান হলাম, আমার আগে যাঁরা যেরুশালেমে ছিলেন, সেই সকলের চেয়ে পরাক্রমশালী হলাম; আমার প্রজ্ঞা কিন্তু আমার কাছেই থাকল! [১০] আমার চোখ দু'টো যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করত, তা আমি তাদের দিতে অস্বীকার করিনি; আমার হৃদয়কে কোন সুখভোগ করতে বারণ করিনি; বস্তুত আমার সমস্ত পরিশ্রমে আমার হৃদয় আনন্দ পেত: এ হল আমার সমস্ত পরিশ্রমের মজুরি।

[১১] আমার হাত যে সকল কাজ করেছিল, যে পরিশ্রমে আমি পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম, সেই সমস্ত কিছু বিবেচনা করলাম; আর দেখ, সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র: সূর্যের নিচে কিছুই লাভ নেই! [১২] পরে আমি প্রজ্ঞা, মূর্খতা ও উন্মাদনার কথা বিবেচনা করে বসলাম; ভাবলাম, এই রাজার পরে যিনি রাজাসনে বসবেন, তিনি কী করবেন? আগে যা ঘটেছিল, তা-ই মাত্র! [১৩] তখন আমি লক্ষ করলাম যে, যেমন অন্ধকারের চেয়ে আলোর উপকার বেশি, তেমনি উন্মাদনার চেয়ে প্রজ্ঞারও উপকার বেশি; [১৪] হ্যাঁ,

প্রজ্ঞাবানের চোখ তার মাথায় রয়েছে,
কিন্তু নির্বোধ অন্ধকারে হেঁটে বেড়ায়;

তবু একথাও জানি যে, দু'জনের শেষ দশা এক। [১৫] তখন আমি ভাবলাম, 'যেহেতু নির্বোধের যে দশা, তা আমারও দশা হবে, সেজন্য আমি যে বেশি প্রজ্ঞাবান হয়েছি, তাতে লাভ কী?' এই সিদ্ধান্তে এলাম: এও অসার! [১৬] কেননা নির্বোধই হোক, প্রজ্ঞাবানই হোক, কারও স্মৃতি চিরস্থায়ী নয়, ভাবীকালে কারও মনে কিছুই থাকবে না। নির্বোধ ও প্রজ্ঞাবান, দু'জনেরই মৃত্যু হবে। [১৭] তাই আমার চোখে জীবন ঘৃণার বিষয় হল, কেননা সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, সবই আমার বিতৃষ্ণা জন্মায়, যেহেতু সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

[১৮] আমি সূর্যের নিচে যা কিছুর জন্য পরিশ্রম করলাম, সবই আমার ঘৃণার বিষয় হল, কারণ আমার পরে যে আমার পদে বসবে, তারই হাতে তা রেখে যেতে হবে। [১৯] আর সে যে প্রজ্ঞাবান হবে বা নির্বোধ হবে, একথা কে জানে? অথচ আমি সূর্যের নিচে যত পরিশ্রম ও বুদ্ধি খাটিয়ে যা কিছু সাধন করলাম, তার ফল সে-ই ভোগ করবে—এও অসার!

[২০] তাই আমি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছলাম যে, সূর্যের নিচে যত পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম, তার অন্তরে নিরাশ হলাম, [২১] কারণ যে মানুষ প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও সাফল্যের সঙ্গে পরিশ্রম করেছে, তাকে তার সমস্ত বিষয়সম্পদ এমন অন্যজনের হাতে রেখে যেতে হবে, যে তার জন্য একটুও পরিশ্রম করেনি। এও অসার, এও আদৌ ঠিক নয়! [২২] তবে তার সমস্ত পরিশ্রমে ও তার হৃদয়ের সমস্ত উদ্বেগে মানুষ সূর্যের নিচে যে পরিশ্রম করে, সেই পরিশ্রমে তার কী লাভ? [২৩] কেননা তার সমস্ত দিন ব্যথা ও কষ্টকর দুশ্চিন্তা দ্বারা চিহ্নিত; রাতেও তার হৃদয় বিশ্রাম পায় না। এও অসার!

[২৪] সুতরাং ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও নিজের পরিশ্রমের মধ্যে নিজেই সুখভোগ করা, মানুষের পক্ষে এর চেয়ে শ্রেয় কিছু নেই; এবং আমি লক্ষ করলাম, এও পরমেশ্বরের হাত থেকে আসে। [২৫] কেননা কেইবা ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও সুখভোগ করতে পারে, যদি না এসব কিছু তাঁর হাত থেকে আসে? [২৬] যে মানুষ তাঁর প্রীতিভাজন, তাকে তিনি প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আনন্দ দান করেন, কিন্তু পাপীকে এমন দণ্ড দেন, সে যেন পরমেশ্বরের প্রীতিভাজনের জন্যই ধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে। কিন্তু এও অসার, এও বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

মৃত্যু

৩ [১] সমস্ত বিষয়েরই জন্য এক সময় আছে, ও আকাশের নিচে সমস্ত ব্যাপারের জন্য এক কাল আছে:

জন্মের কাল, মরণের কাল;
[২] বীজ-বোনার কাল,
গাছ-উৎপাটনের কাল;
[৩] বধ করার কাল,
নিরাময় করার কাল;
[৪] ভাঙবার কাল, গাঁথবার কাল;
কাঁদবার কাল, হাসবার কাল;
বিলাপ করার কাল, নাচবার কাল;
[৫] পাথর ফেলার কাল, পাথর জড় করার কাল;
আলিঙ্গনের কাল, আলিঙ্গন-বিরতির কাল;
সন্ধানের কাল, হারাবার কাল;
[৬] বাঁচিয়ে রাখার কাল, ফেলে দেওয়ার কাল;
[৭] ছিঁড়ে ফেলার কাল, সেলাই করার কাল;
নীরব থাকার কাল, কথা বলার কাল;
[৮] প্রেম করার কাল, ঘৃণা করার কাল;
যুদ্ধের কাল, শান্তির কাল।

[৯] মানুষ যে পরিশ্রম করে, সেই পরিশ্রমে তার কী লাভ? [১০] আদমসন্তানেরা যেন তাতে ব্যস্ত থাকে, পরমেশ্বর যে কাজ তাদের দিয়েছেন, তা আমি বিবেচনা করলাম। [১১] তিনি যা কিছু করেন, সেই সমস্ত কিছু নিজ নিজ সময়ের জন্যই উপযোগী; কিন্তু আদমসন্তানদের হৃদয়ে তিনি কালপ্রবাহের ধারণা রাখা সত্ত্বেও মানুষ পরমেশ্বরের সাধিত কাজের আদি বা অন্ত ধারণ করতে অক্ষম। [১২] এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, সারা জীবন ধরে আনন্দভোগ করা ও সৎকর্ম পালন করা ছাড়া

তাদের আর মঙ্গল নেই। [১৩] আর যখন মানুষ খাওয়া-দাওয়া করতে পারে ও নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারে, তখন এ পরমেশ্বরের দান।

[১৪] আমি ভালই জানি যে, পরমেশ্বর যা কিছু করেন, তা চিরস্থায়ী;

তাতে যোগ দেবারও কিছু নেই,
বিয়োগ করারও কিছু নেই।
পরমেশ্বর এভাবে ব্যবহার করেন,
যেন মানুষ তাঁকে ভয় করে।

[১৫] যা ঘটছে, তা আগেই ঘটে গেছে;
যা ঘটবে, তা ইতিমধ্যেই ঘটছে।
যা অতীত হয়েছে, পরমেশ্বর তার জবাবদিহি দাবি করেন।

[১৬] আমি সূর্যের নিচে এও লক্ষ করলাম যে,
ন্যায্যতার স্থানে অন্যায্যতা রয়েছে,
ধর্মময়তার স্থানে অধর্ম রয়েছে।

[১৭] আমি ভাবলাম, ধার্মিক ও দুর্জন, দু'জনকেই পরমেশ্বর বিচার করবেন, কারণ সমস্ত ব্যাপারের জন্য ও সমস্ত কাজের জন্য বিশেষ এক কাল আছে। [১৮] পরে আদমসন্তানদের বিষয়ে আমি মনে মনে বললাম, পরমেশ্বর তাদের যাচাই করে দেখাতে চান যে, তারা আসলে পশুমাত্র। [১৯] বাস্তবিকই মানুষের দশা ও পশুর দশা এক; হ্যাঁ, এ যেমন মরে, ও তেমনি মরে; তাদের সকলের শ্বাস এক। পশুর চেয়ে মানুষ কোন প্রাধান্যের অধিকারী নয়, যেহেতু সবই অসার।

[২০] সকলেই একই স্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—সবকিছু ধুলা থেকে বের হয়, সবকিছু ধুলায় ফিরে যায়। [২১] আদমসন্তানদের আত্মা ঊর্ধ্বগামী এবং পশুদের আত্মা ভূতলের দিকে অধোগামী—একথা কে জানে? [২২] আমি লক্ষ করলাম, নিজের কর্মসাধনে আনন্দভোগ করা ছাড়া মানুষের আর মঙ্গল নেই, কারণ এটিই তার ভাগ্য। আসলে, তার মৃত্যুর পরে যা ঘটবে, তা দেখবার জন্য কে তাকে চালিত করতে পারবে?

৪ [১] সূর্যের নিচে যত অত্যাচার ঘটে, তাও আমি বিবেচনা করতে লাগলাম। আর দেখ, অত্যাচারিতদের অশ্রুপাত, কিন্তু তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার মত কেউ নেই! অত্যাচারীদের হাতে বল আছে, কিন্তু অত্যাচারিতদের সান্ত্বনা দেওয়ার মত কেউই নেই।

[২] তাই যারা এখনও জীবিত আছে, তাদের চেয়ে, যারা ইতিমধ্যে মারা গেছে, তাদেরই আমি সুখী ঘোষণা করি; [৩] কিন্তু সেই উভয়ের চেয়েও সে-ই সুখী, যার জন্ম এখনও হয়নি ও সূর্যের নিচে সাধিত অপকর্ম দেখেনি।

[৪] আমি এও লক্ষ করলাম যে, সমস্ত পরিশ্রম ও সমস্ত কার্যদক্ষতা একজনের প্রতি আর একজনের ঈর্ষার ফলমাত্র। এও অসার, এও বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

[৫] নির্বোধ হাত জড়সড় ক'রে
নিজ মাংসই গ্রাস করে।

[৬] বাতাসকে ধরবার জন্য
দুই মুঠো পরিশ্রমের চেয়ে
এক মুঠো বিশ্রাম শ্রেয়।

[৭] তাছাড়া আমি সূর্যের নিচে অসার অন্য কিছুও লক্ষ করলাম: [৮] একজন লোক একা আছে, উত্তরাধিকারী তার কেউ নেই, পুত্রসন্তানও নেই, ভাইও নেই; অথচ পরিশ্রমে সে ক্ষান্ত হয় না, তার চোখও যত ধনে তৃপ্ত হয় না। সে বলে: আমি কার্ জন্যই বা পরিশ্রম করছি ও আমার প্রাণকে মঙ্গল-বঞ্চিত করছি? এও অসার, এও অমঙ্গলকর ব্যাপার।

[৯] মাত্র একজনের চেয়ে দু'জন ভাল, কেননা এভাবে তারা তাদের পরিশ্রমে শ্রেয় ফল পায়। [১০] বস্তুত তারা পড়লে একজন তার সঙ্গীকে ওঠাতে পারে; কিন্তু ধিক্ তাকে, যে একা, কেননা সে পড়লে তাকে তুলতে পারবে এমন কেউ নেই। [১১] আবার, দু'জন একসাথে ঘুমোলে উষ্ণ হয়, কিন্তু একজন কেমন করে একা হয়ে উষ্ণ হবে? [১২] যেখানে একজন একা হয়ে পরাস্ত হয়, সেখানে দু'জনে প্রতিরোধ করবে। ত্রিগুণ সুতো তত শীঘ্রই ছেঁড়ে না!

[১৩] বৃদ্ধ ও নির্বোধ যে রাজা আর পরামর্শ নিতে পারেন না,
তাঁর চেয়ে বরং গরিব ও প্রজ্ঞাবান এক যুবকই ভাল,
[১৪] যদিও যুবকটি রাজা হবার জন্য কারাগার থেকে বের হয়,
যদিও সেই রাজার রাজত্বকালে সে দীনাবস্থায় জন্মেছিল।

[১৫] আমি লক্ষ করলাম, সূর্যের নিচে চলাচল করে যত প্রাণী, তারা সেই যুবকেরই পক্ষে দাঁড়ায়, যে রাজার পদে উঠল। [১৬] যুবকটি অগণন প্রজাদের আগে আগে নিজের স্থান নিল বটে, কিন্তু পরবর্তীকালের মানুষ তার বিষয়ে তত খুশি হবে না। এও অসার, এও বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

[১৭] পরমেশ্বরের গৃহে যাওয়ার সময়ে তোমার পদক্ষেপ বিষয়ে সতর্ক থাক। নির্বোধদের মত বলি উৎসর্গ করার চেয়ে বরং শুনবার জন্য এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়, কেননা ওরা যে অন্যায় করছে, তাও বোঝে না।

৫ [১] তুমি অতিব্যস্ত হয়ে তোমার মুখকে কথা বলতে দিয়ো না; পরমেশ্বরের সামনে কথা উচ্চারণ করতে তোমার হৃদয়ও যেন তত ব্যস্ত না হয়; কেননা পরমেশ্বর রয়েছেন স্বর্গে আর তুমি রয়েছ মর্তে, সুতরাং তোমার কথা স্বল্প হোক, [২] কেননা

স্বপ্ন যেমন বহু দুশ্চিন্তা থেকে হয়,
তেমনি নির্বোধের প্রলাপ অধিক কথা থেকে হয়।

[৩] পরমেশ্বরের কাছে মানত করলে তা পূরণ করতে দেরি করো না, কারণ নির্বোধদের প্রতি তিনি প্রীত নন; যা প্রতিশ্রুত হয়েছ, তা পূরণ কর।

[৪] মানত করে তা পূরণ না করার চেয়ে বরং মানত না করাই শ্রেয়। [৫] তোমার মুখকে তোমাকে অপরাধী করতে দিয়ো না; 'এ ভুল' এমন কথাও দূতের সামনে বলো না; পরমেশ্বর কেন তোমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার হাতের কাজ বিনাশ করবেন? [৬] বস্তুত

বহু স্বপ্ন থেকে
বহু অসারতা ও অধিক কথার উৎপত্তি হয়;

অতএব তুমি পরমেশ্বরকে ভয় কর।

[৭] তুমি যদি দেখ যে, দেশে গরিব অত্যাচারিত, এবং ন্যায়বিচার ও ধর্মময়তা লঙ্ঘন করা হয়, তেমন ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ো না, কেননা একটি কর্তৃপক্ষের উপরে উচ্চতর একটি কর্তৃপক্ষ সজাগ থাকেন, আর সেই দু'টোর উপরে উচ্চতর আর একটি কর্তৃপক্ষ রয়েছেন। [৮] দেশের ফল সকলেরই জন্য উপকার; রাজা কৃষিবর্ধনের জন্য দায়ী।

[৯] অর্থ যে ভালবাসে, তার পক্ষে অর্থ কখনও যথেষ্ট হয় না;
বিলাসিতা যে ভালবাসে, তার অর্থলাভ হয় না।

এও অসার।

[১০] যেখানে সম্পদ বৃদ্ধি পায়,
সেখানে পরজীবী বৃদ্ধি পায়;
তবে দৃষ্টিসুখ ছাড়া
সম্পদে মালিকের আর কী লাভ?

[১১] শ্রমিক বেশি বা কম আহার করুক,
তার নিদ্রা মধুর;
কিন্তু ধনীর অধিক প্রাচুর্য
তাকে নিদ্রা যেতে দেয় না।

[১২] আমি সূর্যের নিচে আর এক বিরাট অনিষ্ট লক্ষ করেছি: মালিকের নিজের লোকসানেই রক্ষিত ধন! [১৩] একটা দুর্ঘটনা, আর সেই ধন গেল; ছেলে জন্ম নিল, আর তার হাতে কিছু নেই। [১৪] মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে; যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি উলঙ্গ হয়েই আবার চলে যায়; তার পরিশ্রমের কোন ফলও সে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে না। [১৫] এও বিরাট অনিষ্ট যে, সে যেমন আসে, আবার ঠিক সেইভাবে তাকে চলে যেতে হবে। বাতাসের জন্য পরিশ্রম করার পর

তার হাতে কী লাভ থাকল? [১৬] তাছাড়া সে সম্ভবত অনেক দুঃখ, পীড়া ও ক্ষোভের মধ্যেই অন্ধকারে ও বিলাপে তার জীবনের সকল দিন কাটিয়েছে।

[১৭] দেখ, আমার শেষ সিদ্ধান্ত এ: পরমেশ্বর মানুষকে যে ক'দিন বাঁচতে দেন, সেই সমস্ত দিন সে সূর্যের নিচে তার সেই পরিশ্রমের ফল ঘটা করে খাওয়া-দাওয়ায় ও সুখভোগে ভোগ করুক; কারণ এ তার ভাগ্য। [১৮] পরমেশ্বর যাকে ধনসম্পত্তি দেন, তা ভোগ করার, তার নিজের অংশ নেওয়ার, ও নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার অধিকারও তাকে দেন; এও পরমেশ্বরের দান; [১৯] তখন মানুষ নিজের পরমায়ুর চিন্তায় তত বসে থাকবে না, কারণ পরমেশ্বর তার হৃদয়ের আনন্দেই তাকে ব্যস্ত রাখেন।

৬ [১] আমি সূর্যের নিচে আর এক অনিষ্ট লক্ষ করেছি, তা মানুষের পক্ষে ভারী: [২] পরমেশ্বর একজনকে এত ধনসম্পত্তি ও সম্মান দেন যে, আকাঙ্ক্ষিত যত বস্তুর মধ্যে তার জন্য কিছুই ঘাটতি পড়ে না, কিন্তু পরমেশ্বর তা ভোগ করতে তাকে দেন না, আসলে অপর কেউ তা ভোগ করে; এ অসার ও অনিষ্টকর দুর্দশা। [৩] ধরা যাক: একজনের একশ'টি সন্তান আছে, বহু বছর বেঁচে দীর্ঘজীবীও হয়, কিন্তু সে যদি মঙ্গল ভোগ করতে না পারে, তার যদি সমাধিও না থাকে, তাহলে আমার কথা হল, তার চেয়ে বরং অকালজাত শিশুও আরামে আছে। [৪] হ্যাঁ,

সে বৃথাই আসে, অন্ধকারে চলে যায়,
আর তার নাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে;

[৫] সে সূর্যও দেখতে পায়নি, সূর্যের কথা পর্যন্তও জানতে পারেনি; অথচ সেই প্রথমজনের চেয়ে এরই বিশ্রাম আরামদায়ক। [৬] কেননা দু'হাজার বছর বাঁচলেও সে কখনও মঙ্গল ভোগ করবে না। পরিশেষে সকলকে কি একই জায়গায় যেতে হবে না?

[৭] মানুষের সমস্ত পরিশ্রম তার মুখের জন্য,
অথচ তার আকাঙ্ক্ষা কখনও তৃপ্তি পায় না।

[৮] নির্বোধের চেয়ে প্রজ্ঞাবানের লাভজনক কী আছে?
জীবিতদের সামনে সদাচরণ করতে জানে

এমন দীনহীনের কী লাভ?

[৯] আকাঙ্ক্ষার হুলের চেয়ে
বরং যা দৃষ্টিগোচর তা-ই শ্রেয়;
কেননা এও অসার, এও বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

[১০] যা হয়েছে, অনেক দিন থেকেই তার একটা নাম আছে;
হ্যাঁ, সকলে জানে, মানুষ যে কি:
নিজের চেয়ে বলবানের সঙ্গে লড়াই করতে সে অসমর্থ।

[১১] বহু কথা অসারতা বাড়ায়: তাতে মানুষের কি উপকার?

[১২] বস্তুত জীবনকালে মানুষের মঙ্গল কি, তা কে জানে? তার অসার জীবনকাল তো সে ছায়ার মতই কাটায়; আর কেইবা মানুষকে জানাতে পারে, তার চলে যাওয়ার পরে সূর্যের নিচে কী ঘটবে?

বিবিধ সাবধান বাণী

৭ [১] উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তেলের চেয়ে সুনাম শ্রেয়,
জন্মদিনের চেয়ে মৃত্যুর দিন শ্রেয়।
[২] উৎসবের বাড়িতে যাওয়ার চেয়ে
বিলাপের বাড়িতে যাওয়া শ্রেয়;
কারণ তা সমস্ত মানুষের শেষ পরিণাম;
জীবিত মানুষ একথা ধ্যান করুক।
[৩] হাসির চেয়ে শোক শ্রেয়,
বিষণ্ন মুখের অন্তরালে উৎফুল্ল হৃদয় থাকতে পারে।
[৪] প্রজ্ঞাবানের হৃদয় থাকে বিলাপের ঘরে,
নির্বোধের হৃদয় উৎসবের ঘরে।
[৫] নির্বোধের গান শোনার চেয়ে
প্রজ্ঞাবানের ভর্ৎসনা শোনা শ্রেয়;

[৬] কেননা যেমন হাঁড়ির নিচে কাঁটা-পোড়ার শব্দ,
তেমনি নির্বোধের হাসি; কিন্তু এও অসার।
[৭] অত্যাচারিত হয়ে প্রজ্ঞাবান ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে,
উপহার হৃদয়ের বিনাশ ঘটায়।

[৮] কাজের আরম্ভের চেয়ে তার সমাপ্তি শ্রেয়;
দর্পের চেয়ে ধৈর্য শ্রেয়।

[৯] আত্মায় সহজে ক্ষুব্ধ হয়ো না, কারণ নির্বোধের বুক ক্ষোভের আশ্রয়।
[১০] একথা জিজ্ঞাসা করতে নেই: বর্তমানকালের চেয়ে অতীতকাল কেন ভাল ছিল?
কেননা তেমন জিজ্ঞাসা প্রজ্ঞা থেকে আগত নয়।

[১১] পৈতৃক ধনের মত প্রজ্ঞাও উত্তম;
যারা সূর্য দেখতে পায়
তাদের পক্ষে তা আরও উপযোগী।

[১২] কারণ প্রজ্ঞাও আশ্রয়, ধনও আশ্রয়, এবং সদ্‌জ্ঞান যে সুবিধা দেয় তা এ,

যারা প্রজ্ঞার অধিকারী,
প্রজ্ঞা তাদের উপরে জীবন সঞ্চার করে।
[১৩] পরমেশ্বরের সৃষ্টিকাজ বিবেচনা করে দেখ:
তিনি যা বাঁকা করেছেন,
তা সোজা করার সাধ্য কার্?
[১৪] সুখের দিনে সুখী হও,
এবং দুঃখের দিনে এবিষয় ধ্যান কর:
এটা সেটা দু'টোই পরমেশ্বর নিরূপণ করেছেন,
পরবর্তীকালে যা ঘটবার কথা,
তার কিছুই যেন মানুষ আবিষ্কার করতে না পারে।
[১৫] আমার নিজের অসারতার দিনে
আমি সবই দেখেছি—

ধার্মিকের ধর্মময়তা সত্ত্বেও তার বিনাশ,
দুর্জনের অধর্ম সত্ত্বেও তার দীর্ঘায়ু।
[১৬] অতিধার্মিক হয়ো না,
অতিমাত্রা প্রজ্ঞাবানও হয়ো না।
কেন তোমার নিজের বিনাশ চাও?
[১৭] অতি দুর্জন হয়ো না,
উন্মাদও হয়ো না।
কেন তোমার নিজের অকাল মৃত্যু চাও?
[১৮] তুমি এটা আঁকড়ে থাক,
সেটা থেকেও হাত ছেড়ে দিয়ো না, এ তো মঙ্গল,
কারণ পরমেশ্বরকে যে ভয় করে,
সে এইসব কিছুতে সফল হবে।

[১৯] প্রজ্ঞাবানকে প্রজ্ঞা শক্তিশালী করে তোলে, শহরের দশজন শাসকের চেয়েও শক্তিশালী। [২০] পৃথিবীতে এমন ধার্মিক মানুষ নেই যে কেবল সৎকর্ম করে, পাপ কখনও করে না। [২১] আরও, যত জনশ্রুতি শোনা যেতে পারে, সবগুলোতে কান দিয়ো না, পাছে একথা শোন যে, তোমার দাস তোমার নিন্দা করেছে; [২২] হ্যাঁ, তোমার হৃদয় একথা ভালই জানে যে, তুমিও বারবার পরনিন্দা করেছ!

[২৩] এসব কিছু প্রজ্ঞার সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি বললাম, ‘প্রজ্ঞাবান হব!’ কিন্তু প্রজ্ঞা আমার আয়ত্তের বাইরে!

[২৪] যা ঘটেছে, তা আয়ত্তের বাইরে,
তা গভীর, গভীর;
কে তার নাগাল পেতে পারে?

[২৫] আমি পুনরায় মনে স্থির করলাম, আমি প্রজ্ঞাকে ও সবকিছুর শেষ কারণকে জানতে, তলিয়ে দেখতে ও তার সন্ধান পেতে মনোনিবেশ করব; এও জানতে চেষ্টা করব যে, অপকর্ম নির্বুদ্ধিতামাত্র, ও উন্মাদনা মূর্খতামাত্র।

[২৬] আমি দেখতে পাচ্ছি,
নারী মৃত্যুর চেয়ে তিক্ত;
হ্যাঁ, নারী ফাঁদস্বরূপ,
তার হৃদয় জাল, তার বাহু বেড়ি।
যে মানুষ পরমেশ্বরের প্রীতিভাজন,
সে তা এড়াতে পারে,
কিন্তু পাপী তাতে জড়িয়ে পড়ে।
[২৭] উপদেশক একথা বলছেন:
দেখ, শেষ কারণ পাবার জন্য
একটার পর একটা বিষয় তলিয়ে দেখে
আমি এইসব কিছু আবিষ্কার করেছি।
[২৮] সন্ধান করতে করতেও যা এখনও পাইনি, তা এ:
সহস্রজনের মধ্যে যথার্থ মানুষকে পেয়েছি,
কিন্তু সকল নারীর মধ্যে যথার্থ একটা নারীকেও পাইনি।
[২৯] দেখ, আমার শেষ সিদ্ধান্ত কেবল এ,
পরমেশ্বর মানুষকে সরল করে গড়েছেন,
কিন্তু তারা মোহময় অনেক ধ্যানধারণা সন্ধান করে।

৮ [১] প্রজ্ঞাবানের মত কে?

'মানুষের প্রজ্ঞা তার মুখ উজ্জ্বল করে
ও তার মুখের কাঠিন্যে পরিবর্তন আনে,'
একথার অর্থ কে ব্যাখ্যা করতে পারে?
[২] ব্যাখ্যা এই: তুমি রাজার আজ্ঞা পালন কর;
এবং পরমেশ্বরের সামনে নেওয়া শপথের কারণে
[৩] তাঁর সামনে থেকে চলে যেতে ব্যস্ত হয়ো না,
অপকর্মেও লিপ্ত থেকো না;

কেননা তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।

[৪] রাজার বাণী সর্বোচ্চ বাণী,

যেহেতু 'আপনি কী করছেন?'

এমন কথা তাঁকে কে বলতে পারে?

[৫] আজ্ঞা যে মেনে চলে, তার অনিষ্ট হবে না;

প্রজ্ঞাবানের হৃদয় কাল ও বিচার জানে।

[৬] আর আসলে সমস্ত ব্যাপারের জন্য

কাল ও বিচার আছে,

কিন্তু মানুষের মাথায় ভারী দুর্দশা রয়েছে।

[৭] কেননা কী ঘটবে, তা সে জানে না;

তা কেমন ঘটবে, একথাও কেউ তাকে বলতে পারে না।

[৮] বাতাসের উপরে কোন মানুষের এমন কর্তৃত্ব নেই যে,

সে বাতাস ধরে রাখতে পারবে;

নিজের মৃত্যু-দিনের উপরেও কারও কর্তৃত্ব নেই:

লড়াই এড়ানো সম্ভব নয়,

দুষ্কর্মও দুর্জনকে নিষ্কৃতি দেয় না।

[৯] সূর্যের নিচে যত কর্ম সাধিত হয়, আমি এবিষয় ধ্যান করতে করতে, একই সময়ে মানুষ নিজেরই সর্বনাশের জন্য অন্য মানুষের উপরে কর্তৃত্ব করতে করতে, আমি এসব কিছু লক্ষ করলাম।

[১০] আবার, আমি দেখলাম, দুর্জনদের সমাধি দেওয়ার পর লোকে সেই পবিত্র স্থান ছেড়ে শহরে ফিরে আসামাত্র দুর্জনদের দুর্ব্যবহার ভুলে যায়; এও অসার।

[১১] অপকর্মের দণ্ড সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয় না বিধায় আদমসন্তানদের হৃদয় অপকর্ম সাধনের ইচ্ছায় ভরা। [১২] কেননা শতবার অপকর্ম করলেও পাপী দীর্ঘজীবী। কিন্তু তবুও আমি একথা নিশ্চিত হয়ে জানি যে, যারা পরমেশ্বরকে ভয় করে, তাদের মঙ্গল হবে, ঠিক এই কারণে যে, তারা ঈশ্বরভীরু; [১৩] কিন্তু দুর্জনের মঙ্গল হবে না, তার আয়ু ছায়ার মত প্রসারিত হবে না, কারণ সে ঈশ্বরভীরু নয়।

[১৪] পৃথিবীতে এই মায়ার লীলাও প্রকাশ পায়: এমন ধার্মিকজনেরা আছে, যাদের ভাগ্যে রয়েছে দুর্জনেরই কর্মের যোগ্য প্রতিফল; আবার এমন দুর্জনেরা আছে, যাদের ভাগ্যে রয়েছে ধার্মিকেরই কর্মের যোগ্য প্রতিফল। আমি বলছি, এও অসার। [১৫] এজন্যই আমি আমোদপ্রমোদে সায় দিই, কারণ ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও আমোদপ্রমোদ করা ছাড়া সূর্যের নিচে মানুষের আর সুখ নেই; পরমেশ্বর সূর্যের নিচে মানুষকে যে আয়ু মঞ্জুর করেন, সেই সমস্ত দিন ধরে তার পরিশ্রমে সেটিই হোক তার সঙ্গী।

[১৬] যখন আমি প্রজ্ঞার পরিচয় জানতে এবং পৃথিবীতে যত উদ্বেগ ঘটে, তা লক্ষ করতে মনোনিবেশ করলাম—মানুষ তো দিবারাত্র কখনও বিশ্রাম দেখে না!—[১৭] তখন পরমেশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিকর্ম লক্ষ করে দেখলাম যে, সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, মানুষ তার কারণটা আবিষ্কার করতে পারে না; তা আবিষ্কার করার জন্য যতই পরিশ্রম করুক না কেন, সে পারবেই না। এমনকি, প্রজ্ঞাবানও যদি বলে, 'আমি তা জানতে পেরেছি,' তবু কেউই তার সন্ধান পেতে পারবে না।

মানব দশা

৯ [১] আসলে, এসমস্ত বিষয় ধ্যানে মনোনিবেশ করে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ধার্মিক ও প্রজ্ঞাবান এবং তাদের কাজকর্ম সবই পরমেশ্বরের হাতে।

মানুষ ভালবাসাকেও জানে না,
ঘৃণাও জানে না:
তার সামনে সবই অসার!
[২] সকলের দশা এক:
ধার্মিক কি দুর্জন, শুচি কি অশুচি,
যজ্ঞবলি যে উৎসর্গ করে কি যজ্ঞবলি যে উৎসর্গ করে না,
ন্যায়বান কি পাপী, শপথ যে করে কি শপথ যে করে না,
—সকলের দশা এক।

[৩] সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, তার মধ্যে অনিষ্ট ঠিক এ যে, সকলের একই দশা হয়; তাছাড়া আদমসন্তানদের হৃদয়ও অনিষ্টে ভরা, আর তারা জীবিত থাকতে থাকতে মূর্খতা তাদের হৃদয়ের মধ্যে বসতি করে; শেষে তারা মৃতদের কাছে চলে যায়।

[৪] আসলে, কে মনোনীত হবে?
সকল জীবিতদের জন্য একথা নিশ্চিত যে,
মৃত সিংহের চেয়ে বরং জীবিত কুকুরই হওয়া শ্রেয়।

[৫] জীবিতেরা তো জানে, তাদের মরতে হবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না; তাদের জন্য আর কোন মজুরি নেই, কারণ তাদের স্মৃতি উবে গেছে। [৬] তাদের ভালবাসা, তাদের ঘৃণা, তাদের হিংসা, সবই গেছে; সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, তাতে তারা আর কখনও অংশ নিতে পারবে না।

[৭] তবে যাও, আনন্দের মধ্যে তোমার রুটি খাও,
হৃষ্টচিত্তে তোমার আঙুররস পান কর,
কারণ ইতিমধ্যে তোমার সমস্ত কাজকর্ম
পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হয়েছে।
[৮] তোমার পোশাক সর্বদাই শুভ্র থাকুক,
তোমার মাথায় যেন কখনও তেলের অভাব না হয়।
[৯] সূর্যের নিচে
পরমেশ্বর তোমার ক্ষণিকের জীবনের যত দিন তোমাকে দিয়েছেন,
সেই সমস্ত দিন ধরে
তোমার প্রিয়া বধূর সঙ্গে সুখে জীবনযাপন কর,
কারণ এজীবনের মধ্যে
ও সূর্যের নিচে যে কষ্ট ভোগ করছ, তার মধ্যে
এ-ই তোমার দশা।
[১০] তুমি যে কোন কাজ করতে পাও,
যথাশক্তিতে তা করে যাও;

কারণ তোমাকে যেখানে যেতে হচ্ছে,
সেই পাতালে কাজও নেই,
পরিকল্পনা, বিদ্যা ও প্রজ্ঞাও নেই।
[১১] আমি সূর্যের নিচে এও লক্ষ করলাম:
দৌড় যে দ্রুতগামীদেরই হয়, এমন নয়;
যুদ্ধও বীরদের নয়,
খাদ্যও প্রজ্ঞাবানদের নয়,
ধনও কুটিলদের নয়,
অনুগ্রহলাভও বুদ্ধিমানদের নয়,
যেহেতু কাল ও দৈব সকলেরই প্রতি ঘটে।
[১২] বাস্তবিকই মানুষও তার কাল জানে না;
অশুভ জালে ধরা পড়া মাছের মত,
ফাঁদে ধরা পড়া পাখির মত,
তেমনি আদমসন্তানেরাও দুর্দশায় ধরা পড়ে থাকে,
যখন তা তাদের উপরে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রজ্ঞা ও নির্বুদ্ধিতা

[১৩] সূর্যের নিচে আমার অর্জিত প্রজ্ঞার আর একটা উদাহরণ দেব, আর তা আমার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়: [১৪] ক্ষুদ্র একটা শহর ছিল, বাসিন্দাও স্বল্প ছিল; পরে মহান কোন এক রাজা এসে তা অবরোধ করে তার গায়ে বড় বড় অবরোধ-যন্ত্র গাঁথলেন। [১৫] কিন্তু সেই শহরের মধ্যে প্রজ্ঞাবান একজন গরিব লোক ছিল যে তার প্রজ্ঞা দ্বারা শহরটা বাঁচাতে পারল, কিন্তু সেই গরিব লোকের কথা কেউই আর স্মরণ করল না। [১৬] তাই আমি বলছি:

বলের চেয়ে প্রজ্ঞাই শ্রেয়,
কিন্তু গরিবের প্রজ্ঞাকে তুচ্ছ করা হয়,
তার কথায় কেউ কান দেয় না।

[১৭] নির্বোধদের প্রধানের চিৎকারের চেয়ে প্রজ্ঞাবানদের শান্ত কথাই বেশি শোনা হয়। [১৮] যুদ্ধাস্ত্রের চেয়ে প্রজ্ঞা শ্রেয়, কিন্তু একজনমাত্র পাপী বহু মঙ্গল নষ্ট করে।

১০ [১] একটা মরা মাছি

গন্ধদ্রব্য-প্রস্তুতকারকের সুগন্ধি দুর্গন্ধময় করে :
প্রজ্ঞা ও সম্মানের চেয়ে
কিঞ্চিৎ উন্মাদনাও গুরুভার।

[২] প্রজ্ঞাবানের হৃদয় তার ডান দিকে,
কিন্তু নির্বোধের হৃদয় বাঁ দিকে ঝোঁকে।

[৩] যেই পথে চলুক না কেন
নির্বোধ মানুষ বুদ্ধিহীন,
আর প্রত্যেকে তার বিষয়ে বলে :
সে কেমন নির্বোধ!

[৪] যদি তোমার উপরে ক্ষমতাশালীর উগ্রভাব জন্মে, তবু তোমার স্থান ছেড়ো না, শান্তভাব গুরু গুরু অপমানও প্রশমিত করে।

[৫] আমি সূর্যের নিচে একটা অনিষ্ট লক্ষ করেছি: তা হচ্ছে, শাসনকর্তা-ঘটিত ভুল; [৬] উন্মাদনা অধিক উচ্চপদেই দাঁড় করানো হয়, আর ধনীরা নিচে বসে। [৭] আমি দাসদের ঘোড়ার পিঠে, ও অধিপতিদের দাসের মত পায়ে হেঁটে চলতে দেখেছি।

[৮] গর্ত যে খোঁড়ে, সে তার মধ্যে পড়ে;
বেড়া যে ভেঙে ফেলে, তাকে সাপে কামড়ায়;
[৯] পাথর যে কাটে, সে আঘাতগ্রস্ত হয়;
কাঠ যে চেরে, সে বিপদগ্রস্ত হয়।

[১০] লোহা ভোঁতা হলে ও তাতে ধার না দিলে, তা চালাতে দ্বিগুণ কষ্ট লাগে; প্রজ্ঞা-ব্যবহারের উপরেই কাজের ফলাফল নির্ভর করে।

[১১] যদি সাপ মন্ত্রমুগ্ধ হওয়ার আগেই কামড় দেয়,
তবে মন্ত্রজালিকের করার আর কিছু থাকে না।

[১২] প্রজ্ঞাবানের মুখনিঃসৃত বাণী অনুগ্রহজনক,
নির্বোধের নিজ ওষ্ঠই তার নিজের সর্বনাশ:
[১৩] আরম্ভে তার কথা উন্মাদনা,
শেষে তা ক্ষতিকর প্রলাপ:
[১৪] যার জ্ঞান কম, সে অনেক কথা বলে।
কী হবে, তা মানুষ জানে না;
ভবিষ্যতে কী হবে, তা আমাদের কে জানাতে পারে?

[১৫] নির্বোধের পরিশ্রম তাকে ক্লান্ত করে,
শহরে কোন্ পথ ধরে যেতে হয়, তাও সে জানে না।

[১৬] হে দেশ, তোমাকে ধিক্,
যদি তোমার রাজা বালকই হন,
ও তোমার প্রধানেরা যদি সকাল পর্যন্ত ভোজে বসে থাকে।
[১৭] হে দেশ, তুমি সুখী,
যদি তোমার রাজা রাজবংশের মানুষ,
ও তোমার নেতৃবৃন্দ ঠিক সময়ে
মানুষের মত মানুষ হয়েই ভোজে বসে,
—মাতলামির জন্য নয়!

[১৮] অলসতার ফলে ছাদ ধ্বসে যায়,
হাতের শিথিলতার ফলে ঘরে বৃষ্টির জল পড়ে।

[১৯] খুশি হওয়ার জন্যই ভোজসভা আয়োজিত,
আঙুররস জীবন আনন্দিত করে তোলে,
কিন্তু অর্থই সবকিছু যোগায়।

[২০] মনে মনেও রাজার নিন্দা করো না,
তোমার শোয়ার ঘরেও ক্ষমতাশালীর নিন্দা করো না,
কেননা আকাশের এক পাখি সেই স্বর নিয়ে যাবে ;
হ্যাঁ, পাখাযুক্ত এক দূত সেই কথা জ্ঞাত করবে।

১১ [১] তোমার রুটি জলের উপরে ছুড়ে দাও,
অনেক দিনের পরে তা আবার পাবে।
[২] সাতজনকে, এমনকি, আটজনকেও একটা অংশ দাও,
পৃথিবীতে কি দুর্দশা ঘটবে, তা তুমি জান না।
[৩] মেঘপুঞ্জ যখন বর্ষার জলে ভরে যায়,
তখন সেই জল মর্তের উপরে বর্ষণ করে ;
গাছ যখন ডানে বা বামে পড়ে,
তখন গাছটা যে দিকে পড়ে, সেই দিকে থাকে।
[৪] যে বাতাস মানে,
সে কখনও বীজ বুনবে না ;
যে মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে,
সে কখনও ফসল কাটবে না।
[৫] বাতাসের গতি যেমন তুমি জান না,
গর্ভবতীর গর্ভে হাড় কেমন গঠিত হয়,
তাও যেমন তুমি জান না,
তেমনি সবকিছুর সাধক সেই পরমেশ্বরের কাজও তুমি জান না।
[৬] তুমি সকালে তোমার বীজ বোন,
সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার হাতকে বিশ্রাম নিতে দিয়ো না,
কেননা এটা বা সেটা, কোন্‌টা সফল হবে,
কিংবা উভয় সমভাবে ভাল হবে কিনা,
তা তুমি জান না।

[৭] আলো মধুর,
চোখ সূর্য দেখতে প্রীত।
[৮] অনেক বছর জীবিত থাকলেও
মানুষ সেই সমস্ত বছরের সুখ ভোগ করুক;
কিন্তু সে একথা স্মরণে রাখুক যে,
অন্ধকারময় দিন বহু হবে।
যা কিছু ঘটে, তা সবই অসার!
[৯] হে যুবক, তোমার তরুণ বয়সে আনন্দ কর,
তোমার যৌবনকালে তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হোক;
তোমার হৃদয়ের যত পথ,
তোমার চোখের বাসনা,
সবই পালন কর;
কিন্তু স্মরণে রেখ,
পরমেশ্বর এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে
তোমাকে বিচারমঞ্চে আহ্বান করবেন।
[১০] তোমার হৃদয় থেকে ক্ষোভ দূর করে দাও,
শরীর থেকে দুঃখ সরিয়ে দাও,
কারণ তারুণ্য ও কৃষ্ণ কেশ,
দু'টোই অসার।

১২ [১] তোমার যৌবনকালে তোমার স্রষ্টার কথা স্মরণ কর,
কারণ একসময় দুঃখের দিন আসবে,
এমন বছরগুলিও আসবে,
যখন তোমাকে বলতে হবে, 'আমি আর তৃপ্তি পাচ্ছি না।'
[২] সেসময়ে সূর্য, আলো, চন্দ্র ও তারানক্ষত্র অন্ধকারময় হবে,
বৃষ্টির পরে আবার মেঘ ফিরে আসবে;

[৩] বাড়ির প্রহরীরা কম্পিত হবে,
তেজস্বী যত মানুষ কুব্জ হবে,
জাঁতা ঘোরায় এমন স্ত্রীলোকেরা
স্বল্পজন রয়েছে বলে কাজ ত্যাগ করবে,
যত নারী একসময় জানালা দিয়ে তাকাচ্ছিল,
তারা টের পাবে, তাদের চোখ অন্ধকারময় হচ্ছে;
[৪] যত সদর দরজা বন্ধ হয়ে থাকবে;
জাঁতার শব্দ কমে যাবে,
পাখির প্রথম ডাকে তুমি উঠে দাঁড়াবে,
যত আনন্দগান ক্ষীণ হয়ে যাবে;
[৫] লোকে উচ্চস্থানে যেতে ভীত হবে,
প্রতিটি পদক্ষেপে সন্ত্রস্ত হবে,
বাদামগাছ পুষ্পিত হবে,
ফড়িং কষ্ট করেই চলবে,
টোপা কুল হারিয়ে ফেলবে নিজের কটুস্বাদ,
কারণ মানুষ তখন তার নিত্য আবাসে চলে যাবে
আর বিলাপীর দল পথে পথে হেঁটে বেড়াবে।
[৬] হ্যাঁ, সেসময়ে রুপোর সুতো ছিঁড়ে যাবে,
সোনার প্রদীপ ফেটে যাবে,
উৎসের ধারে কলসি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে,
কুয়োর মাথায় কপিকল ভেঙে যাবে;
[৭] সেসময়ে ধুলা তার আগেকার অবস্থায়, সেই মাটিগর্ভে, ফিরে যাবে,
এবং প্রাণবায়ু যাঁর দান, সেই পরমেশ্বরের কাছে ফিরে যাবে।

[৮] উপদেশক একথা বলছেন, অসারের অসার, সবই অসার!

উপসংহার

[৯] উপদেশক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন; তাছাড়া তিনি লোকদের সদ্‌জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করলেন, কারণ তিনি যাচাই করে ও তলিয়ে দেখেই বহু বহু প্রবচন সম্পাদন করলেন। [১০] উপদেশক আকর্ষণীয় ভাষায় লিখতে সযত্নেই সচেষ্ট ছিলেন, যেন সত্যবাণী সূক্ষ্ম রচনায় প্রকাশ পায়। [১১] প্রজ্ঞাবানদের বাণী অঙ্কুশের মত, তাদের সঙ্কলিত বচনমালা শক্ত করে পোঁতা গোঁজের মত—তেমন বচনমালা অদ্বিতীয় এক পালকেরই দান! [১২] সন্তান, এর চেয়ে যা কিছু বেশি থাকতে পারে, সেবিষয়ে সাবধান; কারণ বহুপুস্তকের রচনা-কাজ কখনও শেষ হয় না, এবং অতিরিক্ত অধ্যয়নের ফলে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

[১৩] গোটা বক্তৃতার সারকথা এ: পরমেশ্বরকে ভয় কর, তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন কর, কারণ এটিই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। [১৪] কারণ পরমেশ্বর সমস্ত কর্ম—ভাল হোক কি মন্দ হোক গুপ্ত সমস্ত বিষয়ই বিচারে ডেকে আনবেন।

---

১ [১২-১৪] শলোমন নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করেন: সকলের চেয়ে প্রজ্ঞাবান হওয়া সত্ত্বেও তিনি সুখ পাবার নানা প্রচেষ্টায় নিজের যত জীবন-অভিজ্ঞতা অসার বলে ঘোষণা করেন।

২ [১৪] দেখবার জন্য যেখানে থাকার কথা সেইখানে প্রজ্ঞাবানের চোখ থাকে বিধায় প্রজ্ঞাবান নিজের সামনে যে জীবন-পথ তা ভাল মতই দেখতে পায়।

৫ [৬] নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা ক্ষেত্রে তত সন্তুষ্ট না হলেও উপদেশকের মূলমন্ত্রই প্রভুভয়—একথা সন্দেহের অতীত।

৬ [৭-১২] এই অনুচ্ছেদের প্রকৃত অর্থ বোঝা খুবই কঠিন; সম্ভবত উপদেশকের বক্তব্য এ: মানুষ পরিশ্রম করে, আর এর লক্ষ্য হল সে যেন খাবার পেতে পারে; তথাপি সে যতই প্রজ্ঞাবান বা নির্বোধ হোক না কেন বা গরিবদের মত নানা অসুবিধা জয় করার জন্য যতই সংগ্রাম করুক না কেন নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে অক্ষম। সুতরাং ব্যতিব্যস্ত হয়ে অসার প্রত্যাশা পোষণ করার চেয়ে একটু শান্ত-স্থির থাকাই তার পক্ষে ভাল। মানুষ বর্তমান ক্ষণ ভোগ করুক যেহেতু অতীতে যা ঘটেছে তা তো গেছে। আর কেমন করে মানুষ সর্বশক্তিমানের কাছে কৈফিয়ত চাইবে? ঈশ্বরের সঙ্গে বাক্-সংগ্রাম করা অনর্থক কাজ। যখন মানুষ তার নিজের ক্ষণ-জীবনের জন্য যা যা প্রয়োজনীয় তা জানে না, কেমন করে তার মৃত্যুর পরে তার যে কী ঘটবে তা জানতে পারবে?

৭ [২] জীবনের শেষ ক্ষণটাই আসল ক্ষণ: তখনই মানুষের জীবন বিচার করা যায়। মানুষের পক্ষে তেমন সত্য-ক্ষণের গুরুত্ব অতুলনীয় (সাম ৯০:২ দ্রঃ)।

[১৪] উপদেশক বারবার একথা বলেন যে, মানুষ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, এবং জগতের জন্য ঈশ্বরের সঙ্কল্প যে কি, সে নিজে থেকে তা আবিষ্কার করতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর যেভাবে সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন তা সেভাবে গ্রহণ করাই তার পক্ষে সবচেয়ে মঙ্গলকর কাজ (উপ ১:১৫; যোব ১:২১; ২:১০)।

১০ [১০] প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি যে যে গুণের অধিকারী, তা সে শুভ লক্ষ্যের উদ্দেশ্যেই অনুশীলন করতে সক্ষম; সবকিছুর সদ্ব্যবহার করে সে সমস্ত কাজে কৃতকার্য। অপর দিকে নির্বোধ মানুষ যতই সচেষ্ট হোক না কেন সোজা-সরল কাজেও সবসময় লক্ষ্যভ্রষ্ট ও অকৃতকার্য (উপ ১০:১৫)।

১১ [৯] উপদেশক নিজ যুবা শিষ্যকে ভোগ-ভিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণের দিকে চালনা করছেন এমন নয়; তিনি শুধু একথা বলতে চান: শুভক্ষণে আনন্দ কর, কিন্তু মনে রেখ, তোমার সমস্ত কর্মের জন্য ঈশ্বরের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে (যোব ১৪:৩)।

১২ [৬] রাব্বিদের প্রাচীন ব্যাখ্যা অনুসারে, এপদ পর্যন্ত যে বর্ণনা তা প্রতীকমূলক ভাবে মানব দেহকেই লক্ষ করে (বাহু, হাঁটু, দাঁত, চোখ, হৃদয় ইত্যাদি)।

[৭] এই পদ আদিপুস্তকের ২:৭ ও ৩:১৯ এর উপর নির্ভর করে (যোব ৩৪:১৪; সাম ১০৪:২৯; ১৪৬:৪; সিরা ৪০:১১)। ঈশ্বর থেকে আগত প্রাণবায়ু মানুষকে এই ক্ষণ-জীবনের জন্যই মাত্র দেওয়া, পরে তা আবার ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবে। উপদেশকের সময় মানুষ পুনরুত্থানের কথা তখনও জানত না, তবু উপদেশক নিরাশার শিকার হন না: মানবকুলের জন্য ঈশ্বরের যে ব্যবস্থা তা তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেন।

[১২] পাঠক-পাঠিকার কাছে পুস্তকের পরামর্শ: জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়, কিন্তু এক্ষেত্রেও একটা মাত্রা বজায় রাখা চাই; এই শেষ কথা কেমন যেন বেসুর লাগে, কেননা পুস্তক বরাবর উপদেশক পাঠক-পাঠিকাকে চিন্তাশীল ও জিজ্ঞাসু করার জন্য অন্য ধরনেরই কথা বলে এসেছেন। এজন্য শাস্ত্রবিদদের মতে এই শেষ পদ দু'টো পরবর্তীকালীন পুস্তক-সম্পাদক রাব্বিদেরই বাণী বলে ধরে নেওয়া উচিত।

[১৩] কাল ও পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুযায়ী চিন্তাধারারও পরিবর্তন ও নবায়ন ঘটে বইকি; কিন্তু যা অপরিবর্তনশীল মানুষ যেন তা কখনও ভুলে না যায়, তথা ঈশ্বরের প্রতি সম্ভ্রম ও তাঁর আজ্ঞাপালন যেহেতু প্রভুভয়েতেই রয়েছে প্রজ্ঞা ও আজ্ঞাপালনেই রয়েছে মঙ্গল ও জীবন। এই পদও সম্ভবত উপদেশকের নিজের বাণী নয়, পরবর্তীকালীন সম্পাদক রাব্বিদের বাণী বলে গ্রহণীয় যাঁরা ভয় করছিলেন, পাঠক-পাঠিকা এই পুস্তক পড়ে দিশেহারা হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

পরম গীত

পরম গীতে দাম্পত্য-জীবন ক্ষেত্রে মানব-ভালবাসা সম্বন্ধে ইস্রায়েলীয়দের স্বকীয় ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত: ঈশ্বর যা যা সৃষ্টি করেছেন তা সবই ভাল ও উত্তম, সুতরাং কীর্তনীয়। এই আক্ষরিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রতীকমূলক ব্যাখ্যাও যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করে: ইহুদী ঐতিহ্য ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের (বা ঈশ্বরের বাণীর) ভালবাসা, এবং খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্য মণ্ডলীর প্রতি, কিংবা মানবজাতির প্রতি, বা প্রতিটি মানবাত্মার প্রতি খ্রিষ্টের ভালবাসার কথা তুলে ধরে: ঈশ্বর মানুষকে গভীরভাবেই ভালবাসেন, মানুষ বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের অবিরত অন্বেষণ করে ও তখনই মাত্র তৃপ্তি পায় যখন তাঁকে খুঁজে পায়। ভালবাসা এক দিনের ব্যাপার নয়, দুই পক্ষের ঐক্যলাভই তার উদ্দেশ্য, যা সারা জীবনেরই প্রচেষ্টা।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

১ [১] পরম গীত, যা শলোমনের লেখা।

আমাকে চুম্বন কর!

[প্রেমিকা]

[২] তিনি নিজের শ্রীমুখের চুম্বনে আমাকে চুম্বন করুন;
তোমার প্রেম-লীলা যে আঙুররসের চেয়েও মধুর!
[৩] তোমার সুগন্ধি তেলের সুবাস উৎকৃষ্ট;
ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধি তেলের মতই তোমার নাম;
এজন্য যুবতীরা তোমাকে ভালবাসে।
[৪] তোমার পিছু পিছু আমাকে আকর্ষণ কর! এসো, ছুটে যাই!
রাজা অন্তঃপুরেই আমাকে প্রবেশ করিয়ে আনুন।
আমরা তোমাতে উল্লসিত ও আনন্দিত হব,

আঙুররসের চেয়েও তোমার প্রেমের গুণকীর্তন করব।
তোমাকে ভালবাসা সত্যি সমীচীন।

[৫] হে যেরুশালেমের কন্যারা,
আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, কিন্তু সুন্দরী,
—কেদারের তাঁবুর মত, সাল্মার চাঁদোয়ার মত।
[৬] আমি যে কৃষ্ণাঙ্গিনী, তা তোমরা লক্ষ করো না,
সূর্যই আমাকে কৃষ্ণবর্ণা করেছে।
আমার সহোদরেরা আমার উপর কুপিত হল,
আমাকে আঙুরখেতগুলোর রক্ষিকা করল;
আমার আঙুরখেত, যেটা আমার নিজের, তা আমি রক্ষা করিনি।
[৭] আমার প্রাণ যাকে ভালবাসে যে তুমি, আমাকে বল,
কোথায় তুমি পাল চরাবে?
মধ্যাহ্নে কোথায় পাল শুইয়ে রাখবে?
যেন তোমার সখাদের পালের পিছু পিছু
আমি মুখ-আবৃতা নারীর মত না হই।

[দর্শকেরা]

[৮] নারীকুলে হে সুন্দরতমা! তুমি যদি না জান,
তবে পালের পদচিহ্ন ধরে চল,
রাখালদের তাঁবুগুলির কাছেই
তোমার ছোট্ট ছাগীদের চরাও।

[প্রেমিক]

[৯] হে আমার সখী, ফারাওর রথের এক অশ্বিনীর সঙ্গেই
আমি তোমার তুলনা করছি:
[১০] মাকড়ির মধ্যে তোমার মুখমণ্ডল,
রত্ন-ভূষণের মধ্যে তোমার গলদেশের, আহা কী শোভা!

[১১] আমরা তোমার জন্য সোনার মাকড়ি তৈরি করব,
তা রুপোর দানায় দানায় অলঙ্কৃত হবে।

[প্রেমিকা]

[১২] রাজা যখন উদ্যানে আছেন,
আমার জটামাংসীর সুবাস তখন ছড়িয়ে পড়ে।
[১৩] আমার প্রেমিক আমার কাছে গন্ধনির্যাসে ভরা ক্ষুদ্র এক থলির মত,
যা আমার বুকের উপরে শায়িত।
[১৪] আমার প্রেমিক আমার কাছে মেহেদি পুষ্পগুচ্ছের মত
এন্-গেদির সমস্ত আঙুরখেতের মধ্যে।

[প্রেমিক]

[১৫] আহা, তুমি কেমন সুন্দরী, সখী আমার! কেমন সুন্দরী তুমি!
তোমার চোখ দু'টো কপোত স্বরূপ।

[প্রেমিকা]

[১৬] আহা, তুমি কেমন সুন্দর, প্রেমিক আমার! আহা, কেমন মনোহর তুমি!
আমাদের পালঙ সবুজবর্ণ।
[১৭] এরসগাছ আমাদের গৃহের কড়িকাঠ,
দেবদারুগাছ আমাদের ছাদের বরগা।

২ [১] আমি শারোনের গোলাপফুল,
উপত্যকার লিলিফুল।

[প্রেমিক]

[২] যেমন কাঁটাবনের মধ্যে লিলিফুল,
তেমনি যুবতীদের মধ্যে আমার প্রেমিকা।

[প্রেমিকা]

[৩] যেমন বনের গাছের মধ্যে আপেলগাছ,

তেমনি যুবকদের মধ্যে আমার প্রেমিক ;
তার প্রীতিকর ছায়ায় আমি বসি ;
তার ফল আমার মুখে মিষ্ট।
[৪] তিনি আমাকে আঙুররস-কক্ষে নিয়ে গেছেন,
আমার উপরে ভালবাসাই তার ধ্বজ।
[৫] তোমরা কিশমিশ দিয়ে আমাকে সুস্থির কর,
আপেল দিয়ে আমার প্রাণ জুড়াও,
আমি যে প্রেমপীড়িতা!
[৬] তাঁর বাঁ হাত রয়েছে আমার মাথার নিচে,
তাঁর ডান হাত আলিঙ্গন করে আমায়।

[প্রেমিক]

[৭] হে যেরুশালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি,
মৃগী ও বন্য হরিণীদের দিব্যি দিয়েই বলছি:
তোমরা আমার ভালবাসার পাত্রীকে জাগিয়ো না,
তাকে নিদ্রাভঙ্গ করো না, যতক্ষণ না তার বাসনা হয়।

আমার প্রেমিকের কণ্ঠস্বর!

[প্রেমিকা]

[৮] আমার প্রেমিকের কণ্ঠস্বর!
ওই দেখ, পর্বতশ্রেণির উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তিনি আসছেন ;
গিরিমালা ডিঙিয়ে আসছেন।
[৯] আমার প্রেমিক মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত ;
ওই দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন,
জানালার মধ্য দিয়ে উঁকি মারছেন,
জাফরির মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছেন।

[১০] আমার প্রেমিক এখন কথা বলছেন ; আমাকে বলছেন :
‘ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী ! কাছে চলে এসো !
[১১] কেননা দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে,
বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে,
[১২] মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে,
আনন্দগানের সময় এসেছে,
আমাদের দেশে ঘুঘুর সুর শোনা যাচ্ছে।
[১৩] ডুমুরগাছ তার প্রথম ফল দেখাচ্ছে,
মুকুলিত যত আঙুরলতা সুবাস ছড়াচ্ছে।
তবে ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী ! কাছে চলে এসো !
[১৪] হে কপোতী আমার, শৈলের ফাটলে,
খাড়া পর্বতের নিভৃত কোণেই যার বাস,
আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ,
আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর !
তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর,
তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।’
[১৫] তোমরা আমাদের জন্য সেই শিয়ালদের,
ক্ষুদ্র সেই শিয়ালদের ধর,
যেগুলো যত আঙুরখেত নষ্ট করে ;
কারণ আমাদের সমস্ত আঙুরখেত মুকুলিত হয়েছে।

[১৬] আমার প্রেমিক আমারই, আর আমি তাঁরই :
তিনি লিলিফুলের মধ্যে পাল চরান।
[১৭] দিনের প্রথম বাতাস বওয়ার আগে,
যত ছায়া পালিয়ে যাওয়ার আগেই

ফিরে এসো, প্রেমিক আমার,
তুমি যে মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত
সেই বিচ্ছিন্ন পর্বতশ্রেণির উপর!

আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে তাঁর অন্বেষণ করছি

৩ [১] রাত্রিকালে আমি আমার শয্যায়,
আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁর অন্বেষণ করলাম;
অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না।
[২] এবার উঠে আমি নগরীর চারদিকে ঘুরব,
গলিতে গলিতে, চত্বরে চত্বরে ঘুরব,
আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁর অন্বেষণ করব;
অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না।
[৩] প্রহরীরা নগরীতে ঘুরতে ঘুরতে আমাকে দেখতে পেল;
'আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তোমরা কি দেখেছ তাঁকে?'
[৪] আমি তাদের পেরিয়ে যাচ্ছি,
এমন সময় তাঁকেই পেলাম, আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে,
তাঁকে আঁকড়ে ধরলাম, তাঁকে আর ছাড়বই না
যতক্ষণ না তাঁকে আমার মাতার ঘরে না আনি,
আমার জননীর কক্ষে না আনি।

[প্রেমিক]
[৫] হে যেরুশালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি,
মৃগী ও বন্য হরিণীদের দিব্যি দিয়েই বলছি:
তোমরা আমার ভালবাসার পাত্রীকে জাগিয়ো না,
তাকে নিদ্রাভঙ্গ করো না, যতক্ষণ না তার বাসনা হয়।

[কবি]

[৬] গন্ধনির্যাস ও ধূপধুনোতে সুবাসিত হয়ে,
সবরকম সুগন্ধি দ্রব্যে সুরোভিত হয়ে,
ধোঁয়া-স্তম্ভের মত যিনি প্রান্তর থেকে এগিয়ে আসছেন,
তিনি কে?
[৭] এই যে আসছে শলোমনের বাহন—
তার চারপাশে ষাটজন বীরপুরুষ,
ইস্রায়েলের সেরা বীরপুরুষ;
[৮] ওরা সকলে দক্ষ খড়্গাধারী, সকলেই রণনিপুণ;
প্রত্যেকের কোমরে বাঁধা একটা খড়্গ,
ওরা রাত্রিকালের বিভীষিকার জন্য তৈরী।
[৯] শলোমন রাজা নিজের বাহন তৈরি করালেন:
লেবাননের কাঠের তার স্তম্ভ,
[১০] রুপোর তার তলদেশ,
সোনার তার আসন,
বেগুনি কাপড়ের তার অভ্যন্তর
—যেরুশালেমের কন্যারাই ভালবাসার সঙ্গে তা খচিত করল।
[১১] হে সিয়োন কন্যারা, বেরিয়ে এসো,
শলোমন রাজাকে দেখতে এসো;
তিনি সেই মুকুটে ভূষিত,
যা তাঁর মা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন
তাঁর বিবাহের দিনে,
তাঁর মনের আনন্দের দিনে।

[প্রেমিক]

৪ [১] আহা, তুমি কেমন সুন্দরী, সখী আমার! কেমন সুন্দরী তুমি!

পরদার পিছনে তোমার চোখ দু'টো কপোত স্বরূপ ;
তোমার চুল ছাগপালের মত
যা গিলেয়াদ-পর্বত থেকে নেমে আসছে ;
[২] তোমার দাঁত লোমকাটার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত এমন মেষপালের মত
যা স্নাত হয়ে উঠে আসছে :
তারা সকলে জোড়ে জোড়ে উঠে আসছে,
তাদের মধ্যে একটাও সঙ্গীহীন নয়।
[৩] তোমার ওষ্ঠ সিঁদুরে-লাল ফিতা স্বরূপ,
তোমার কথন মনোহর,
তোমার পরদার পিছনে
তোমার গাল দু'টো ডালিম-খণ্ডের মত,
[৪] তোমার গলদেশ দাউদের সেই দুর্গের মত
যা নৈপুণ্যের সঙ্গে নির্মিত ;
তার মধ্যে হাজার ঢাল টাঙানো,
—সবগুলো বীরপুরুষেরই ঢাল।
[৫] তোমার কুচযুগল দু'টো হরিণশাবকের মত,
হরিণীর দু'টো যমজ শাবকের মত
যা লিলিফুলের মধ্যে চরে বেড়ায়।
[৬] দিনের প্রথম বাতাস বওয়ার আগে,
যত ছায়া পালিয়ে যাওয়ার আগে
আমি গন্ধনির্যাসের পর্বতে যাব,
ধূপধুনোর উপপর্বতে যাব।
[৭] সখী আমার, তুমি সর্বাঙ্গসুন্দরী,
তোমাতে কালিমা নেই।
[৮] কনে আমার, আমার সঙ্গে লেবানন থেকে এসো ;
আমারই সঙ্গে লেবানন থেকে এসো ;

নেমে এসো আমানার পর্বতচূড়া থেকে,
সেনির ও হার্মোনের পর্বতচূড়া থেকে,
সিংহদের বাসস্থান থেকে,
চিতাবাঘের পাহাড়পর্বত থেকে।
[৯] তুমি আমার মন হরণ করেছ,
বোন আমার, কনে আমার!
তুমি আমার মন হরণ করেছ
তোমার এক চাহনিতে,
তোমার মালার একটা রত্নায়।
[১০] তোমার প্রেম কেমন মনোরম,
বোন আমার, কনে আমার!
তোমার প্রেম-লীলা আঙুররসের চেয়েও কতই না তৃপ্তিকর!
তোমার তেলের সুবাস
সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্যের চেয়েও কতই না উৎকৃষ্ট!
[১১] কনে! তোমার ওষ্ঠ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা বন্যমধু ঝরে পড়ে,
তোমার জিহ্বার তলে রয়েছে মধু ও দুধ;
তোমার পোশাকের সুগন্ধ লেবাননের সুগন্ধের মত।
[১২] বোন আমার, কনে আমার, তুমি রুদ্ধ উদ্যান,
তুমি রুদ্ধ জলাশয়, সীলমোহর-যুক্ত নির্ঝর।
[১৩] তোমার চারাগুলি একটা ডালিম-বাগান:
তার মধ্যে রয়েছে সুস্বাদু যত ফল,
জটামাংসীর সঙ্গে মেহেদিগাছ,
[১৪] জটামাংসী ও কুঙ্কুম,
বচ, দারুচিনি ও সবরকম সুগন্ধি ধুনোগাছ,
গন্ধনির্যাস, অগুরু ও শ্রেষ্ঠ যত সুগন্ধির গাছ।

[প্রেমিকা]

[১৫] তুমি যত উদ্যানের জল-সিঞ্চনকারী উৎস,
তুমি জীবন্ত জলের কূপ,
লেবানন থেকে উৎসারিত স্রোতোমালা।
[১৬] হে উত্তরা বাতাস, জাগ;
হে দক্ষিণা বাতাস, তুমিও এসো!
আমার উদ্যানে বও,
উদ্যানের নানা সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ুক।
আমার প্রেমিক নিজের উদ্যানে আসুন,
তার সেরা ফল ভোগ করুন।

[প্রেমিক]

৫ [১] বোন আমার, কনে আমার, আমি আমার উদ্যানে এসেছি!
আমার গন্ধনির্যাস ও সুগন্ধি দ্রব্য সংগ্রহ করছি,
চাকসমেত আমার মধু চুষে খাচ্ছি,
আমার আঙুররস ও দুধ পান করছি।
হে আমার সখাসকল! খাও, পান কর;
তৃপ্তির সঙ্গে পান কর, হে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুসকল!

এই যে, আমার প্রেমিক!

[প্রেমিকা]

[২] আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, কিন্তু আমার হৃদয় জেগে উঠল;
একটা শব্দ! আমার প্রেমিক দরজায় ঘা দিচ্ছে;
‘দরজা খুলে দাও, বোন আমার,
সখী আমার, কপোতী আমার, শুদ্ধমতী আমার;
কারণ আমার মাথা ভিজে গেছে শিশিরে,
আমার কেশরাশি রাত্রির জলবিন্দুতে।’
[৩] ‘আমি তো আমার পোশাক খুলে ফেলেছি,

কেমন করে তা আবার পরে নেব?
আমি তো পা ধুয়ে নিয়েছি,
কেমন করে তা আবার মলিন করব?’
[৪] আমার প্রেমিক দরজার ছিদ্র দিয়ে হাত বাড়ালেন,
এতে আমার অন্তর শিহরে উঠল।
[৫] আমি আমার প্রেমিকের জন্য দরজা খুলে দিতে উঠলাম;
আমার হাত বেয়ে গন্ধনির্যাস ঝরে পড়ছিল,
আমার আঙুল বেয়ে গন্ধনির্যাস ঝরে পড়ছিল
অর্গলের হাতলের উপর।
[৬] আমি আমার প্রেমিকের জন্য দরজা খুলে দিলাম,
কিন্তু আমার প্রেমিক চলে গেছিলেন, আর ছিলেন না!
তাঁর অনুসরণে বেরিয়ে পড়ল আমার প্রাণ;
আমি তাঁর অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না;
আমি তাঁকে ডাকলাম, কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না।
[৭] প্রহরীরা নগরীতে ঘুরতে ঘুরতে আমাকে দেখতে পেল,
তারা আমাকে আঘাত করল, ক্ষতবিক্ষত করল,
নগরপ্রাচীরের প্রহরী দল আমার আলোয়ান কেড়ে নিল।
[৮] হে যেরুশালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি:
যদি আমার প্রেমিকের দেখা পাও,
তাঁকে তোমরা কী বলবে?
বলবে যে, আমি প্রেমপীড়িতা।

[দর্শকেরা]

[৯] অন্যান্য প্রেমিকদের চেয়ে তোমার প্রেমিকের বিশেষত্ব কী আছে,
নারীকুলে হে সুন্দরতমা?
অন্যান্য প্রেমিকদের চেয়ে তোমার প্রেমিকের বিশেষত্ব কী আছে যে,

তুমি আমাদের তেমন দিব্যি দিয়ে শপথ করাচ্ছ?

[প্রেমিকা]

[১০] আমার প্রেমিক গৌরাঙ্গ ও রক্তবর্ণ;
দশ সহস্রজনের মধ্যেও তিনি বিশিষ্ট:
[১১] তাঁর মাথা সোনা, খাঁটিই সোনা,
তাঁর কোঁকড়া চুল খেজুরগুচ্ছ স্বরূপ,
দাঁড়কাকের মত কালো,
[১২] তাঁর চোখ দু'টো
জলস্রোতের মধ্যে কপোতের মত, যা দুধে স্নাত,
যা জলের ফোয়ারার কিনারায় আসীন।
[১৩] তাঁর গাল উদ্ভিদ-বাগিচার মত,
যা সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয়;
তাঁর ওষ্ঠ লিলিফুলের মত,
যা বেয়ে গন্ধনির্যাস ঝরে পড়ে।
[১৪] তাঁর হাত তার্শিশের মণিমুক্তায় খচিত সোনার আঙটি স্বরূপ,
তাঁর বুক নীলকান্তমণিতে খচিত গজদন্তময় কারুকাজের মত,
[১৫] তাঁর উরুত দু'টো খাঁটি সোনার ভিত্তিতে
বসানো শ্বেতপ্রস্তরময় স্তম্ভ দু'টো স্বরূপ,
তিনি লেবাননের মত দেখতে,
এরসগাছের মত উৎকৃষ্ট।
[১৬] তাঁর মুখমণ্ডল মাধুর্যমণ্ডিত;
তিনি সব দিক দিয়েই মনোহর!
আহা, যেরুশালেমের কন্যারা,
তেমনই আমার প্রেমিক, তেমনই আমার সখা!

[দর্শকেরা]

৬ [১] নারীকুলে হে সুন্দরতমা,

তোমার প্রেমিক কোথায় গিয়েছেন?
তোমার প্রেমিক কোন্ দিকের পথ ধরেছেন?
আমরা তোমার সঙ্গে তাঁর অন্বেষণ করব।

[প্রেমিকা]

[২] আমার প্রেমিক তাঁর নিজের উদ্যানে,
সুগন্ধি উদ্ভিদ-বাগিচায় গিয়েছেন
উদ্যানে পাল চরাবার জন্য ও লিলিফুল তোলার জন্য।
[৩] আমি আমার প্রেমিকেরই, আর আমার প্রেমিক আমারই;
তিনি লিলিফুলের মধ্যে পাল চরান।

আহা, আমার সখী, তুমি সুন্দরী!

[প্রেমিক]

[৪] আহা, আমার সখী, তুমি তির্সার মত সুন্দরী,
যেরুশালেমের মতই রূপবতী,
যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর মত ভয়ঙ্কর।
[৫] আমা থেকে তোমার চোখ ফেরাও,
তোমার দৃষ্টি যে আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে!
তোমার চুল এমন ছাগপালের মত,
যা গিলেয়াদ-পর্বত থেকে নেমে আসছে;
[৬] তোমার দাঁত এমন মেষের পালের মত
যারা স্নাত হয়ে উঠে আসছে:
তারা সকলে জোড়ে জোড়ে উঠে আসছে,
তাদের মধ্যে একটাও সঙ্গীহীন নয়।
[৭] তোমার পরদার পিছনে
তোমার গাল দু'টো ডালিম-খণ্ডের মত।

[৮] ষাটজন রানী আছেন,
আশিজন উপপত্নী আছেন,
অসংখ্য যুবতীও আছে।
[৯] কিন্তু আমার কপোতী, আমার শুদ্ধমতী, সে তো অনন্যা!
সে তার মাতার একমাত্র কন্যা,
তার জননীর প্রিয়তমা;
তাকে দেখে কন্যারা তাকে সুখী বলল,
রানীরা ও উপপত্নীরা তার প্রশংসাবাদ করলেন।

[১০] 'ইনি কে, যিনি উষারই মত উদীয়মান,
চন্দ্রেরই মত সুন্দরী,
সূর্যেরই মত উজ্জ্বল,
যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর মত ভয়ঙ্কর?'
[১১] আমি উপত্যকার নবজাত অঙ্কুর দেখতে,
আঙুরলতা পল্লবিত হচ্ছে কিনা, তা দেখতে,
ডালিমগাছের ফুল ফুটছে কিনা, তা দেখতে
সুপারি-বাগানে নেমে গেলাম।

[প্রেমিকা]

[১২] আমি আমার প্রাণ আর চিনতে পারছি না; তা আমাকে ভীতই করছে,
যদিও আমি সম্ভ্রান্ত জাতির কন্যা।

[দর্শকেরা]

৭ [১] মুখ ফেরাও, মুখ ফেরাও, হে শুলাম্মীয়া;
মুখ ফেরাও, মুখ ফেরাও, যেন আমরা তোমাকে দেখতে পাই।

[প্রেমিক]

তোমরা সেই শুলাম্মীয়াতে কী দেখছ,

সে যখন দুই দলের মধ্যে নাচে?
[২] হে সম্ভ্রান্ত কন্যা, পাদুকায় তোমার পা কেমন শোভা পায়!
তোমার আকর্ষণীয় উরুত দু'টো স্বর্ণালঙ্কারের মত,
যা নিপুণ শিল্পীর হাতে নির্মিত কারুকাজ;
[৩] তোমার নাভি এমন গোল বাটি স্বরূপ,
যার মধ্যে মেশানো আঙুররসের অভাব নেই;
তোমার কোমর এমন গমরাশি স্বরূপ,
যার চারপাশ লিলিফুলে শোভিত।
[৪] তোমার কুচযুগল দু'টো হরিণশাবকের মত,
হরিণীর দু'টো যমজ শাবকের মত;
[৫] তোমার গলদেশ গজদন্তময় মিনারের মত;
তোমার চোখ দু'টো হেশবোনের সেই ক্ষুদ্র হ্রদের মত,
যা বাথ-রাব্বিম নগরদ্বারের কাছে অবস্থিত;
তোমার নাক লেবাননের সেই মিনারের মত,
যা দামাস্কের দিকে প্রহরীরূপে স্থিত।
[৬] তোমার দেহের উপরে তোমার মাথা কার্মেলের মত উন্নীত,
তোমার মাথার চুল বেগুনি কাপড়ের মত,
তোমার কেশরাশির তরঙ্গে রাজা বন্দি হয়ে আছেন।
[৭] হে ভালবাসার পাত্রী, নানা আমোদের মধ্যে
তুমি কেমন সুন্দরী ও মনোহরা!
[৮] তুমি খেজুরগাছের মত উচ্চ;
তোমার কুচযুগল আঙুরগুচ্ছের মত।
[৯] আমি বললাম, 'আমি সেই খেজুরগাছে উঠব,
আমি তার ফলগুচ্ছ ধরব;'
তোমার কুচযুগল হোক আঙুরগুচ্ছের মত,
তোমার শ্বাসের আঘ্রাণ হোক আপেলের আঘ্রাণের মত;

[১০] তোমার মুখের তালু হোক এমন উত্তম আঙুররসের মত,
যা সরাসরি আমার প্রেমিকের দিকে বয়ে যায়,
যা নিদ্রাগতদের ওষ্ঠ বেয়ে ঝরে পড়ে।

আমি আমার প্রেমিকেরই

[প্রেমিকা]

[১১] আমি আমার প্রেমিকেরই,
তাঁর বাসনা আমারই প্রতি।
[১২] প্রেমিক আমার, এসো, মাঠে যাই,
গ্রামাঞ্চলে রাত্রিযাপন করব।
[১৩] চল, প্রত্যূষে উঠে আঙুরখেতে যাই;
দেখি, আঙুরলতা পল্লবিত হয়েছে কিনা,
তাতে মুকুল ধরেছে কিনা,
ডালিমগাছের ফুল ফুটেছে কিনা;
সেইখানে তোমাকে আমার প্রেম নিবেদন করব।
[১৪] প্রেমফল সুবাস ছড়াচ্ছে;
আমাদের দ্বারে দ্বারে রয়েছে
নবীন ও পুরাতন সবরকম উত্তম উত্তম ফল;
প্রেমিক আমার, তা আমি তোমারই জন্য গচ্ছিত রেখেছি।

৮ [১] আহা, তুমি যদি আমার সহোদর হতে,
আমার মাতার বুক যাকে লালন করেছে!
তবে তোমাকে বাইরে পেয়ে চুম্বন করতাম,
আর কেউই আমাকে তুচ্ছ করত না।
[২] আমি তোমাকে পথ দেখাতাম,
আমার মাতার ঘরে নিয়ে যেতাম,
আর তুমি আমাকে সবকিছুতেই দীক্ষিতা করতে,

আমি তোমাকে সুগন্ধি-মেশানো আঙুররস পান করাতাম,
আমার ডালিমের মিষ্ট রস পান করাতাম!
[৩] তাঁর বাঁ হাত রয়েছে আমার মাথার নিচে,
তাঁর ডান হাত আলিঙ্গন করে আমায়।

[প্রেমিক]
[৪] হে যেরুশালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি,
তোমরা আমার ভালবাসার পাত্রীকে জাগিয়ো না,
তাকে নিদ্রাভঙ্গ করো না, যতক্ষণ না তার বাসনা হয়।

প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান

[দর্শকেরা]
[৫] নিজের প্রেমিকের উপর ভর দিয়ে
প্রান্তর থেকে এগিয়ে আসছে, সে কে?

[প্রেমিকা]
আমি আপেলগাছের তলায় তোমাকে জাগিয়ে তুললাম,
সেইখানে তোমার মা গর্ভবতী হয়েছিলেন,
সেইখানে তোমার জননী তোমাকে প্রসব করেছিলেন।
[৬] তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর,
সীলমোহরের মত রাখ তোমার বাহুর উপর;
কেননা প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান;
উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা পাতালের মতই নিষ্ঠুর,
তার শিখা আগুনের শিখা,
তা ঐশাগ্নির ঝলক!
[৭] বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না,
নদনদীও পারে না প্রেমকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে;

প্রেমের বিনিময়ে কেউ যদিও নিজের বাড়ির সমস্ত ঐশ্বর্য দিত,
তবু অবজ্ঞা ছাড়া সে কিছুই পেত না।
[৮] আমাদের ছোট্ট একটি বোন আছে,
তার বুক এখনও হয়নি ;
যেদিন তার বিষয়ে প্রস্তাব হবে,
সেদিন আমাদের বোনের জন্য আমরা কী করব ?
[৯] সে একটা গড় হলে
তার ছাদে আমরা একটা রুপোর প্রাকার গাঁথব ;
সে একটা তোরণ হলে
আমরা তাকে এরসগাছের তক্তা দিয়ে ঘিরে রাখব।
[১০] আমি তো গড়,
এবং আমার কুচযুগল হল তার উচ্চ মিনার ;
তেমনই আমি তাঁর চোখে শান্তিমণ্ডিতা হলাম।

[প্রেমিক]

[১১] বায়াল-হামোনে শলোমনের একটা আঙুরখেত ছিল,
তিনি তা কৃষকদের হাতে ইজারা দিলেন ;
ফসলের মূল্য হিসাবে প্রত্যেকের এক এক হাজার রুপোর মুদ্রা দেওয়ার কথা।
[১২] আমার নিজের আঙুরখেত কিন্তু আমারই হাতে ;
হে শলোমন, দশ হাজার মুদ্রা হোক তোমার জন্য,
আর দু'শো মুদ্রা হোক সেই কৃষকদের জন্য।
[১৩] হে তুমি, উদ্যানেই যার বাস,
বন্ধুরা তোমার কণ্ঠ শুনবার জন্য কান পেতে আছে ;
আমাকে একথা শুনতে দাও :
[১৪] 'প্রেমিক আমার, পালিয়ে যাও,
মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত হও
সুগন্ধময় পর্বতশ্রেণির উপর !'

১ [১] ‘পরম’ বলে গীতটা বিশ্বেরই শ্রেষ্ঠ গীত বলে ঘোষিত (শলোমনের গীতাবলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলেই যে পরম তা নয়)।

প্রজ্ঞা পুস্তক

প্রজ্ঞা পুস্তক হিব্রু বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত নয়; তা সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব ৫০ সালে আলেক্সান্দ্রিয়ায় (মিশরে) গ্রীক ভাষায় লেখা হয়। প্রথম অংশে (১–৫ অধ্যায়) বিশ্বস্ত ভক্তজনের নিয়তি সঙ্কীর্তিত: মৃত্যুর পরে তারা অমরতায় ভূষিত হবে; এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল এ, প্রজ্ঞা পুস্তকই প্রথম মানবাত্মার অমরতা স্পষ্টভাবে সমর্থন করে। দ্বিতীয় অংশে (৬–৯ অধ্যায়) প্রজ্ঞার প্রখ্যাত গুরু শলোমন প্রজ্ঞার গুণকীর্তন করেন ও মানুষকে প্রজ্ঞার অন্বেষণ করতে প্রেরণা দেন। তৃতীয় অংশ মিশর থেকে ইস্রায়েল জাতির মুক্তি-যাত্রা সৌন্দর্য-মণ্ডিত ভাষায় বর্ণনা করে। কিন্তু পুস্তকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান এ হল যে, প্রজ্ঞা ব্যক্তি-বিশেষ রূপেই উপস্থাপিত: প্রজ্ঞাই এজগতে ঈশ্বরের যত কর্মের মাধ্যম, আবার প্রজ্ঞা ঐশস্বরূপের সহভাগী; এভাবে এমন পটভূমিকা প্রস্তুত করা হয় যাতে নূতন নিয়মের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা যিশুকেই ঈশ্বরের মাংসধারী প্রজ্ঞা বলে আবিষ্কার করতে পারে (সাধু যোহন ও পলের ঐশতত্ত্বই এধারণা দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত)।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯

ধর্মনীতি জীবনের উৎস

১ [১] তোমরা, পৃথিবীতে শাসনকর্তা যারা, ধর্মনীতি ভালবাস,
প্রভুর সম্বন্ধে সুচিন্তা পোষণ কর,
সরল অন্তরে তাঁর অন্বেষণ কর।
[২] যারা তাঁকে যাচাই করে না,
তাদেরই দ্বারা তিনি নিজেকে অনুসন্ধান পেতে দেন;
যারা তাঁকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে না,
তাদেরই কাছে তিনি দেখা দেন।
[৩] কুটিল চিন্তা মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়;
তাকে যাচাই করলে সর্বশক্তি নির্বোধকে দূর করে দেয়।

[৪] প্রজ্ঞা অপকর্মার প্রাণে কখনও প্রবেশ করবে না,
পাপের অধীন দেহের মধ্যেও কখনও বসতি করবে না,
[৫] কারণ উদ্বোধক সেই পবিত্র আত্মা ছলনা থেকে নিজেকে দূরে রাখেন,
অবোধ কথন থেকেও দূরে থাকেন,
অন্যায়-অধর্ম দেখা দিলেই তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন।
[৬] প্রজ্ঞা এমন আত্মা, মানুষের প্রতি বন্ধুসুলভ যার ভাব,
কিন্তু নিজের ওষ্ঠে যে ঈশ্বরনিন্দা করে, প্রজ্ঞা তাকে রেহাই দেবে না,
কেননা ঈশ্বর মানুষের ভাবগতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী,
তার হৃদয়ের সূক্ষ্মদর্শী,
তার সমস্ত কথার শ্রোতা।
[৭] বস্তুত বিশ্বজগৎ প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ,
সেই আত্মা সমস্ত কিছু একতাবদ্ধ রাখেন, উচ্চারিত সমস্ত কথা জানেন।

[৮] এজন্য যে কেউ অন্যায় কথা বলে, সে তাঁর অগোচর হবে না,
প্রতিফলদাতা সেই ন্যায্যতা তাকে রেহাই দেবে না।
[৯] হ্যাঁ, ভক্তিহীনের সঙ্কল্প সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত হবে,
তার সমস্ত কথা প্রভুর কান পর্যন্ত পৌঁছবে,
তখন তার সমস্ত অন্যায়ের দণ্ড হবে।
[১০] সূক্ষ্মতম এমন এক কান আছে, যা সবকিছুই শোনে,
বিড়বিড়ানির মর্মরধ্বনিও তার অশ্রুত থাকে না।
[১১] তাই তোমরা অসার বিড়বিড়ানি বিষয়ে সতর্ক থাক,
পরনিন্দা থেকে জিহ্বা বিরত রাখ,
কারণ গোপনে উচ্চারিত একটা কথাও নিষ্ফল হবে না,
এবং মিথ্যাবাদী মুখ প্রাণের মৃত্যু ঘটায়।
[১২] তোমাদের জীবনের ভুলভ্রান্তিতে মৃত্যুকে উত্তেজিত করো না,
তোমাদের হাতের কর্মে নিজেদের উপরে বিনাশ ডেকে এনো না,
[১৩] কেননা ঈশ্বর মৃত্যুকে গড়েননি,

জীবিতদের বিনাশেও তিনি প্রীত নন।
[১৪] আসলে তিনি জীবনকেই উদ্দেশ্য করে সবকিছু সৃষ্টি করলেন।
পৃথিবীর যত প্রাণী, সবই তো সুস্থ;
তাদের মধ্যে নেই মৃত্যুর বিষ,
পৃথিবীর উপরে পাতালেরও রাজত্ব নেই,
[১৫] কেননা ধর্মময়তা অমর।

ভক্তিহীনদের চিন্তাধারা

[১৬] কিন্তু ভক্তিহীনেরা তাদের কথা-কর্মে নিজেদের উপরে মৃত্যুকে ডাকে,
তাকে বন্ধু মনে করে তারা তার জন্য নিজেদের উজাড় করে দেয়,
তার সঙ্গে তারা চুক্তি করে, তারা যে তারই অধিকার হবার যোগ্য!

২ [১] অসার যুক্তি করে তারা নিজেদের মধ্যে বলে:
‘আমাদের জীবন অল্পকালব্যাপী ও দুঃখে ভরা,
মানুষ মরলে আর প্রতিকার নেই,
এবং আমাদের জানা মতে, পাতাল থেকে ফিরে এসেছে এমন কেউ নেই।
[২] দৈবাৎ আমাদের জন্ম হল,
তারপর আমাদের অবস্থা এমনই হবে, আমরা ঠিক যেন কখনও হইনি।
আমাদের নাসিকার ফুৎকার ধূমমাত্র,
যুক্তিক্ষমতা আমাদের হৃৎকম্পনের স্ফুলিঙ্গমাত্র।
[৩] তা একবার নিভে গেলে দেহ ছাই হবে,
আর আত্মা লঘুভার হাওয়ার মত মিলিয়ে যাবে।
[৪] সময় কাটতে কাটতে আমাদের নাম বিস্মৃত হবে,
আমাদের কর্ম কারও স্মরণে থাকবে না।
আমাদের জীবন মেঘের পদচিহ্নের মত কেটে যাবে;
তার অবসান হবে এমন কুয়াশার মত,
যা সূর্যের রশ্মি দ্বারা বিতাড়িত,

যা তার তাপে বিগলিত।
[৫] আমাদের জীবনকাল ছায়ার গমনের মত,
আমাদের পরিণামের প্রত্যাগমন নেই,
কেননা সীল মারা হয়েছে, আর কেউই ফেরে না।

[৬] তবে এসো, বর্তমান মঙ্গল ভোগ করি,
যৌবনের তেজের সঙ্গে সৃষ্টবস্তু ব্যবহার করি!
[৭] উৎকৃষ্ট আঙুররস ও সুগন্ধিতে পরিতৃপ্ত হই,
আমাদের হাত থেকে যেতে না দিই বসন্তকালীন ফুল।
[৮] বরং গোলাপকুঁড়ি ম্লান হওয়ার আগে, এসো, তাতে নিজেদের ভূষিত করি;
[৯] কোন মাঠে যেন আমাদের উচ্ছৃঙ্খলতা অনুপস্থিত না হয়,
সর্বস্থানে রেখে যাই আমাদের ফুর্তির চিহ্ন,
কেননা এ আমাদের নিয়তি, এ আমাদের ভাগ্য।
[১০] এসো, যে ধার্মিক গরিব, তাকে অত্যাচার করি,
বিধবারা যেন আমাদের হাত থেকে রেহাই না পায়,
দীর্ঘায়ু ও পাকা চুলের প্রাচীন মানুষ, তার প্রতিও কিসের সম্মান!
[১১] আমাদের শক্তিই হোক ন্যায্যতার মানদণ্ড,
কারণ দুর্বলতা নিজেই নিজের নিষ্ফলতার সাক্ষী।
[১২] এসো, ধার্মিকের জন্য ফাঁদ পেতে থাকি, কারণ সে আমাদের বিরক্ত করে,
সে আমাদের কাজের বিরোধী;
বিধানের বিরুদ্ধে আমাদের পাপের জন্য সে আমাদের ভর্ৎসনা করে,
আর আমাদের বাল্যকালের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে পাপের বিষয়ে আমাদের অভিযুক্ত করে।
[১৩] তার দাবি, সে ঈশ্বরজ্ঞানের অধিকারী,
নিজেকে প্রভুর সন্তান বলে ডাকে।
[১৪] আমাদের পক্ষে সে হয়ে উঠেছে আমাদের ভাবগতির নিন্দাস্বরূপ,
শুধু তাকে দেখলেও আমাদের অসহ্য লাগে;

[১৫] কারণ তার জীবনাচরণ অন্যদের চেয়ে অন্যরকম,
তার সমস্ত পথও সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।
[১৬] তার ধারণায় আমরা জাল টাকার মত,
আমাদের যত পথ আবর্জনার মতই সে এড়িয়ে চলে;
সে প্রচার করে বেড়ায়, ধার্মিকদের শেষ পরিণাম সুখ,
বড়াই করে বলে, ঈশ্বর নিজেই তার পিতা।
[১৭] এসো, দেখি তার এই সমস্ত কথা সত্য কিনা,
তাকে যাচাই করে দেখি, শেষে তার কেমন দশা হবে;
[১৮] কেননা ধার্মিক মানুষ যদি ঈশ্বরের সন্তান,
তবে তিনি তাকে সাহায্য করবেন,
তার বিরোধীদের হাত থেকে তাকে নিস্তার করবেন।
[১৯] এসো, লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন দ্বারা তাকে যাচাই করি,
যাতে তার কোমলতা জানতে পারি,
তার সহিষ্ণুতাও যেন পরীক্ষা করতে পারি।
[২০] এসো, অপমানজনক মৃত্যুতে তাকে দণ্ডিত করি,
সে নিজেই তো দাবি করছে, তার উদ্ধার হবেই।’

ভক্তিহীনদের ভুল-ধারণা

[২১] এ ওদের ধারণা, কিন্তু ওরা নিজেদের ভোলায়;
যেহেতু ওদের শঠতা ওদের অন্ধ করে ফেলেছে।
[২২] না, ওরা ঈশ্বরের রহস্যগুলি জানে না,
পুণ্যাচরণের মজুরিতে ওরা কোন প্রত্যাশা রাখে না,
ত্রুটিহীন প্রাণের যে পুরস্কার, তাতেও ওদের কোন বিশ্বাস নেই।
[২৩] বরং ঈশ্বর মানুষকে অক্ষয়শীলতার উদ্দেশেই সৃষ্টি করেছেন,
তাকে তাঁর আপন অনন্ততার প্রতিমূর্তিই করে গড়েছেন।
[২৪] কিন্তু দিয়াবলের হিংসার ফলেই মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছে;
যারা দিয়াবলের পক্ষের মানুষ, তারাই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা করে।

ধার্মিকদের ভাগ্য ও ভক্তিহীনদের ভাগ্য

৩ [১] কিন্তু ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
[২] নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল;
[৩] আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
[৪] যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরতায়ই পরিপূর্ণ।
[৫] সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন,
তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
[৬] হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।
[৭] ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
[৮] তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।
[৯] যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

[১০] কিন্তু ভক্তিহীনেরা তাদের ভাবনার জন্য শাস্তি পাবে,
কারণ তারা ধার্মিককে তুচ্ছ করেছে, প্রভুকে ত্যাগ করেছে।
[১১] হ্যাঁ, দুর্ভাগাই তারা, যারা প্রজ্ঞা ও শাসন অবজ্ঞা করে,
তাদের প্রত্যাশা শূন্য, তাদের পরিশ্রম বৃথা,

তাদের যত কর্ম ফলহীন।
[১২] তাদের বধূরা নির্বোধ,
তাদের সন্তানেরা ধূর্ত,
তাদের বংশধরেরা অভিশপ্ত।

ভক্তিহীন সন্তানের মাতা হওয়ার চেয়ে বন্ধ্যা হওয়াই শ্রেয়

[১৩] সুখী সেই বন্ধ্যা, যার কলুষ হয়নি,
পাপময় শয্যা যে জানেনি;
প্রাণদের পরিদর্শনের সেই দিনে সে তার আপন ফল পাবে।
[১৪] সুখী সেই নপুংসক, যার হাত অপকর্ম করেনি,
প্রভুর বিরুদ্ধে অসন্তোষ যার অন্তরে স্থান পায়নি;
তার বিশ্বস্ততার জন্য সে বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হবে,
প্রভুর মন্দিরে তার থাকবে অধিক আকাঙ্ক্ষণীয় অংশের অধিকার।
[১৫] কেননা সৎকর্মের ফল গৌরবময়,
অক্ষয়ই সদ্বিবেচনার মূল!
[১৬] ব্যভিচারীদের সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে না,
অবৈধ মিলনের বংশ নিশ্চিহ্ন হবে।
[১৭] দীর্ঘায়ু হলেও তারা শূন্যতা বলে গণ্য হবে,
শেষে তাদের বার্ধক্য হবে সম্মান-রহিত।
[১৮] আর যদিও আগে আগে তাদের মৃত্যু হয়, তাদের কোন আশা থাকবে না,
বিচারের দিনে সান্ত্বনাও তাদের থাকবে না,
[১৯] কারণ অপকর্মাদের বংশের শেষ পরিণাম ভয়ঙ্কর!

৪ [১] বরং নিঃসন্তান হয়েও সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া শ্রেয়,
কেননা সদ্‌গুণের স্মৃতি অমরতায় প্রসারিত,
যেহেতু ঈশ্বর ও মানুষ দ্বারাও সদ্‌গুণ স্বীকৃত।
[২] উপস্থিত হলে তা অনুকরণ করা হয়,

অনুপস্থিত হলে তা আকাঙ্ক্ষিত ;

মাল্যভূষিত হয়ে তা চিরকাল ধরে জয়যাত্রা করে,

কারণ কলঙ্কমুক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হল।

[৩] কিন্তু ভক্তিহীনদের বংশ বহুসংখ্যক হয়েও নিষ্ফল হবে,

জারজ মূল থেকে উৎপন্ন হয়ে তাদের শিকড় কখনও গভীর হবে না,

অটল ভিত্তির উপরেও স্থিতমূল হতে পারবে না।

[৪] যদিও কিছুকালের মত তার শাখা পুষ্পিত হয়,

তবু তেমন ক্ষণিকের অঙ্কুর বাতাসে আলোড়িত হবে,

ঝড়ঝঞ্ঝার তীব্র আঘাতে উৎপাটিত হবে।

[৫] তখনও-নরম সেই শাখা ছিন্ন হবে,

তাদের ফল বৃথা হবে, খাবারের মত পরিপক্ব নয় ;

কোন কাজেই লাগবে না।

[৬] কেননা অবৈধ শয্যায় সঞ্জাত সন্তানেরা

বিচারের দিনে তাদের পিতামাতার অপকর্মের সাক্ষী হবে।

ধার্মিকের অকাল মৃত্যু

[৭] অকালে মৃত্যুবরণ করলেও ধার্মিক বিশ্রাম পাবে।

[৮] সম্মানপূর্ণ বার্ধক্য, তা তো দীর্ঘায়ুর নামান্তর নয়,

বছরগুলির সংখ্যা দ্বারাও তা পরিমেয় নয় ;

[৯] সদ্বিবেচনা, আসলে এ পাকা চুল

নিষ্কলঙ্ক জীবন, এ তো প্রকৃত পরমায়ু।

[১০] ঈশ্বরের অনুগৃহীত হয়ে সে তাঁর ভালবাসার পাত্র হল,

পাপীদের মধ্যে জীবনযাপন করল বিধায় সে অন্যত্র স্থানান্তরিত হল।

[১১] তাকে কেড়ে নেওয়া হল,

পাছে শঠতার দরুন তার মতিগতির পরিবর্তন হয়,

পাছে ছলনার দরুন তার প্রাণের পথভ্রান্তি ঘটে ;

[১২] কেননা রিপুর আকর্ষণ মঙ্গলকে অন্ধকারময় করে,

কামনা-বাসনার ঘূর্ণিঝড় সরল মনকে বিকৃত করে।
[১৩] অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠে
সে দীর্ঘ জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছে।
[১৪] তার প্রাণ প্রভুর গ্রহণীয় হল,
তাই তিনি তার আশেপাশের ধূর্ততা থেকে তাকে শীঘ্রই তুলে নিলেন।
লোকে তা দেখে, অথচ বুঝতে অক্ষম,
তারা এবিষয় উপলব্ধি করতে অক্ষম যে,
[১৫] অনুগ্রহ ও দয়া তাঁর মনোনীতদের প্রাপ্য,
সহায়তা তাঁর পুণ্যজনদের ভাগ্য।
[১৬] মৃত ধার্মিকজন এখনও-জীবিত ভক্তিহীনদের দোষী বলে সাব্যস্ত করে;
অল্প কালের মধ্যে সিদ্ধতার নাগাল পেয়েছে, এমন যৌবনকাল
অধার্মিকের দীর্ঘ বার্ধক্যকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে।
[১৭] লোকে প্রজ্ঞাবানের শেষ পরিণতি দেখতে পাবে,
তবু তার জন্য ঈশ্বর যা স্থির করেছেন, তারা তা বুঝতে পারবে না,
এও বুঝতে পারবে না, কোন্ উদ্দেশ্যে প্রভু তাকে নিরাপদে রেখেছেন।
[১৮] তারা দেখতে পাবে, তারা অবজ্ঞাও করবে,
কিন্তু প্রভু তাদের উপহাস করবেন।
[১৯] শেষে তারা এমন লাশে পরিণত হবে, যার সম্মানটুকুও নেই,
মৃতদের মধ্যে যা চির বিদ্রূপের বস্তু;
কারণ ঈশ্বর নির্বাক্-ই তাদের সরাসরি নিক্ষেপ করবেন,
মূল থেকে তাদের কাঁপিয়ে তুলবেন;
তখন তারা সম্পূর্ণই বিনষ্ট হবে,
দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে স্থান পাবে,
তাদের স্মৃতিও লুপ্ত হবে।

বিচার মঞ্চে ভক্তিহীনেরা

[২০] তাদের পাপ-হিসাবের দিনে তারা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসবে;

তাদের নিজেদের শঠতাই উঠে দাঁড়িয়ে তাদের অভিযুক্ত করবে।

৫ [১] তখন ধার্মিকজন মহা সৎসাহসের সঙ্গে তাদেরই সামনে দাঁড়াবে,
যারা তাকে অত্যাচার করল,
যারা তার সমস্ত লাঞ্ছনা হেয়জ্ঞান করল।
[২] তাকে দেখে এরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হবে,
তার অপ্রত্যাশিত পরিত্রাণ লাভে অবাক হয়ে পড়বে।
[৩] তখন অনুতপ্ত হয়ে তারা নিপীড়িত আত্মায়
হাহাকার ক'রে পরস্পরের মধ্যে বলবে:
[৪] 'এই যে সেই লোক, যাকে আমরা একসময় উপহাস করতাম,
নির্বোধ হয়ে যাকে আমাদের বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু করতাম;
আমরা তার জীবন ক্ষিপ্ততাই বলে গণ্য করতাম,
তার পরিণাম সম্মান-বিহীন যেনই গণনা করতাম।
[৫] এখন সে কেমন করে ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে পরিগণিত?
কেমন করেই বা পবিত্রজনদের নিয়তির সহভাগী?
[৬] তবে আমরা সত্য পথ ছেড়ে ভ্রষ্টই হয়েছি,
ধর্মময়তার আলো উদ্ভাসিত হয়নি আমাদের উপর,
আমাদের উপরে সূর্যও কখনও উদিত হয়নি।
[৭] আমরা অধর্ম ও বিনাশ পথে তৃপ্তি পেয়েছি,
অগম্য মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়েই হেঁটে বেড়িয়েছি,
কিন্তু প্রভুর পথ যে জানতে পারলাম না!
[৮] আমাদের তত দর্পে আমাদের কী লাভ হয়েছে?
আমাদের ঐশ্বর্য ও স্পর্ধা আমাদের কী ফল দিয়েছে?
[৯] এসব কিছু ছায়ার মত কেটে গেছে,
দ্রুতগামী সংবাদের মত অতীত হয়েছে,
[১০] হ্যাঁ, তা এমন তরণির মত চলে গেছে,
যা উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়,

যার গমনপথের কোন লক্ষণও পাওয়া সম্ভব নয়,
ঊর্মিমালার উপরে যার তলির রেখাও অদৃশ্য হয়ে থাকে;
[১১] কিংবা, তা আকাশে উড়ন্ত এমন পাখির মতই চলে গেছে,
যার দৌড়ের কোন চিহ্ন পাওয়া সম্ভব নয়;
তার পালকের স্পর্শে লঘুভার হাওয়া আঘাতগ্রস্ত হয়,
তার প্রচন্ড ভরবেগে বিভক্ত হয়,
তবু এর পরে সেই পাখির গমনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।
[১২] কিংবা, তা এমন তীরের মতই চলে গেছে, যা লক্ষ্যের দিকে ছোড়া হলে
হাওয়া বিভক্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার একীভূত হয়,
যার ফলে তীরের গমনপথ নির্ণয় করা অসাধ্য।
[১৩] তেমনি আমরাও জন্ম নিতে না নিতেই অতীত হয়েছি,
দেখানোর মত তেমন সদ্‌গুণের চিহ্ন আমাদের ছিল না;
আমরা হয়েছি আমাদের নিজেদের অধর্মের গ্রাস!'
[১৪] হ্যাঁ, ভক্তিহীনের প্রত্যাশা বাতাসে বয়ে যাওয়া তুষের মত,
ঝড়ে তাড়িত লঘুভার ফেনার মত;
হাওয়ায় ধূমের মত বিক্ষিপ্ত হয়ে
তা মাত্র একদিনেরই অতিথির স্মৃতির মত উবে যায়।

ধার্মিকদের গৌরবময় ভবিষ্যৎ ও ভক্তিহীনদের শাস্তি

[১৫] কিন্তু ধার্মিকেরা জীবিত থাকে চিরকাল,
তাদের মজুরি প্রভুর কাছে রয়েছে,
পরাৎপর নিজেই তাদের প্রতি যত্নশীল।
[১৬] এজন্য তারা পাবে মহিমময় এক মুকুট,
প্রভুর হাত থেকে সুন্দর এক কিরীট,
কারণ তাঁর ডান হাত হবে তাদের আশ্রয়,
তাঁর বাহু হবে তাদের ঢাল।
[১৭] অস্ত্রসজ্জা রূপে তিনি তাঁর আপন উদ্যোগ ধারণ করবেন,

শত্রুদের শাস্তি দিতে তিনি সৃষ্টিকে অস্ত্রসজ্জিত করবেন;
[১৮] বক্ষস্ত্রাণ রূপে ধর্মময়তা পরিধান করবেন,
শিরস্ত্রাণ রূপে সুস্পষ্ট ন্যায়বিচার;
[১৯] ঢাল রূপে অপরাজেয় আপন পবিত্রতাই ধারণ করবেন;
[২০] তাঁর নির্দয় ক্রোধ তাঁর হাতে ধারালো খড়্গাস্বরূপ;
নির্বোধদের বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে জগৎও সংগ্রাম করবে।
[২১] তখন বিদ্যুৎ-ঝলকের অভ্রান্ত তীর ছুড়ে মারা হবে,
শক্ত ধনুকের মত সেই মেঘলোক থেকে তীরগুলো লক্ষ্যভেদ করবে;
[২২] ফিঙে থেকে শিলাবৃষ্টির ক্ষোভপূর্ণ শিলাকুচি নিক্ষিপ্ত হবে।
তাদের বিরুদ্ধে উচ্ছ্বসিত হবে সমুদ্রের ক্রোধোন্মত্ত জলরাশি,
নদনদী তাদের নির্মমভাবে নিমজ্জিত করবে।
[২৩] প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে,
ঘূর্ণিবায়ুর মত তাদের চারদিকে ছড়িয়ে দেবে।
অন্যায় ও অবিচার সমগ্র পৃথিবীকে জনশূন্য করবে,
অধর্ম-অপকর্ম প্রতাপশালীদের সিংহাসন উল্টিয়ে দেবে।

শাসকদের প্রজ্ঞার অন্বেষণ করা উচিত

৬ [১] শোন, রাজারা, বুঝতে চেষ্টা কর;
সারা পৃথিবীর অধিপতিরা, উদ্বুদ্ধ হও।
[২] কান পেতে শোন তোমরা সকলে, যারা অগণিত মানুষের শাসক,
তোমাদের প্রজাদের বিপুল সংখ্যায় যারা তত গর্বিত!
[৩] কেননা তোমাদের শাসনক্ষমতা প্রভু থেকেই আগত,
তোমাদের প্রতাপও সেই পরাৎপর থেকে আগত,
যিনি তোমাদের সমস্ত কর্ম তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করবেন,
তোমাদের যত অভিপ্রায় তলিয়ে দেখবেন;
[৪] অতএব, তাঁর রাজ্যের সেবক হয়ে

যদি তোমরা ন্যায্যভাবে শাসন করে না থাক,
বিধানও যদি পালন করে না থাক,
ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেও যদি আচরণ করে না থাক,
[৫] তবে তিনি ভয়াবহভাবে তোমাদের সামনে অকস্মাৎ রুখে দাঁড়াবেন,
কারণ যারা উচ্চতে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে বিচার কঠিন ;
[৬] নিম্ন পর্যায়ের মানুষ দয়ার যোগ্য,
কিন্তু প্রতাপশালীরা কঠোরভাবে পরীক্ষিত হবে।
[৭] বিশ্বপ্রভু তো কারও সামনে পিছটান দেন না,
মহত্ত্বের সামনেও তিনি সঙ্কুচিত হন না,
কারণ তিনি ছোটকেও গড়েছেন, বড়কেও গড়েছেন,
তাই সকলের প্রতি সমান যত্ন দেখান।
[৮] কিন্তু তবুও প্রতাপশালীদের জন্য কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে।
[৯] সুতরাং, হে রাজনেতা সকল, আমার বাণী তোমাদেরই লক্ষ করে,
যেন প্রজ্ঞার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমাদের পতন না ঘটে।
[১০] যে কেউ পবিত্র বিষয় পবিত্রতার সঙ্গে পালন করে,
সে পবিত্র বলে গণ্য হবে,
যে কেউ সেগুলো শিখে উদ্বুদ্ধ হয়েছে,
সেগুলোতেই সে আত্মপক্ষসমর্থন পাবে।
[১১] অতএব আমার বাণীর আকাঙ্ক্ষী হও,
সেই বাণী বাসনা কর, তবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে।

প্রজ্ঞা যে খোঁজ করে, সে প্রজ্ঞা পায়

[১২] প্রজ্ঞা উজ্জ্বল, কখনও ম্লান হয় না।
প্রজ্ঞাকে যে ভালবাসে, সে সহজেই পায় তার দর্শন,
তার সন্ধান যে করে, সে সহজেই পায় তার সন্ধান।
[১৩] নিজেকে জ্ঞাত করতে প্রজ্ঞা নিজেই আপন আকাঙ্ক্ষীদের কাছে আসে।
[১৪] তার জন্য যে কেউ সকালে সকালে ওঠে, তার কোন কষ্ট হবে না,

সে বরং দরজায় এসে দেখবে, প্রজ্ঞা সেখানে আসীন।

[১৫] প্রজ্ঞা-ধ্যানে নিবিষ্ট থাকা, এ তো সিদ্ধ সদ্বিবেচনার প্রমাণ,

তার জন্য যে জাগ্রত থাকে, সে হঠাৎ নিরুদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে।

[১৬] যারা তাকে পাবার যোগ্য, তাদের সন্ধানে সে নিজেই বেরিয়ে পড়ে,

মঙ্গলভাব দেখিয়ে সে রাস্তা-ঘাটে তাদের কাছে দেখা দেয়,

সমস্ত মঙ্গলময়তা দেখিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে আসে।

[১৭] উদ্বুদ্ধ হওয়ার সরল আকাঙ্ক্ষা, এ প্রজ্ঞালাভের সূচনা;

উদ্বুদ্ধ হতে যত্নশীল হওয়া, এ প্রজ্ঞার প্রতি ভালবাসা;

[১৮] তার বিধিনিয়ম পালনেই সেই ভালবাসার প্রকাশ,

বিধিনিয়মের প্রতি সম্মানেই অক্ষয়শীলতার নিশ্চিত অঙ্গীকার;

[১৯] এবং অক্ষয়শীলতা ঈশ্বরের সান্নিধ্য দান করে;

[২০] ফলে প্রজ্ঞালাভের আকাঙ্ক্ষা রাজ্যের দিকে চালিত করে।

[২১] অতএব, হে জাতিগুলির রাজনেতারা,

যদি রাজাসনে ও রাজদণ্ডেই তোমরা প্রীত,

প্রজ্ঞাকে সম্মান কর; তবে রাজত্ব করতে পারবে চিরকাল ধরে।

প্রজ্ঞা বিষয়ে কথা বলতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ শলোমন

[২২] প্রজ্ঞা যে কী, তার উদ্ভব কেমন, আমি এখন একথা ব্যাখ্যা করব:

তার নিগূঢ় রহস্য তোমাদের কাছে গোপন রাখব না,

বরং তার উৎপত্তি থেকেই তার পাদচিহ্ন পালন করে আসব,

তার পরিচয় সুস্পষ্টই করে তুলব,

সত্য থেকে সরব না।

[২৩] গ্রাসকারী সেই হিংসা আমার সহচর হবে না,

প্রজ্ঞার সঙ্গে হিংসার তো কোন সম্বন্ধ নেই।

[২৪] প্রজ্ঞাবানের বিপুল সংখ্যাই জগতের পরিত্রাণ,

সুবিবেচক রাজাই তাঁর আপন জাতির নিরাপত্তার সার।

[২৫] তাই তোমরা আমার বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠ; তোমাদের লাভ নিশ্চিত।

সকল মানুষের মত শলোমন

৭ [১] সকলের মত আমিও মরণশীল মানুষ,
মাটি দিয়ে গড়া সেই প্রথম প্রাণীর এক বংশধর।
এক জননীর গর্ভে আমাকে মাংসগত রূপ দেওয়া হল,
[২] দশ মাস ধরে সেখানে আমি রক্তে সুসংবদ্ধ হয়ে উঠলাম;
পুরুষের বীজ ও নিদ্রার সঙ্গী সেই পরিতোষ—এরই ফল আমি।
[৩] জন্ম নেওয়ামাত্র আমিও সাধারণ হাওয়া শ্বাস নিলাম,
সকলের জন্য সমান সেই ভূমিতে আমিও ভূমিষ্ঠ হলাম,
সকলের সমান কান্নায় আমিও আমার প্রথম চিৎকার তুললাম;
[৪] কাঁথার মধ্যে লালিত-পালিত হলাম—সকলেরই যত্নের বস্তু;
[৫] কোনও রাজার অস্তিত্বের সূত্রপাতও ভিন্ন হয়নি:
[৬] জীবনে প্রবেশও এক, জীবন থেকে প্রস্থানও সমান!

প্রার্থনার কার্যকারিতা

[৭] এজন্য আমি যাচনা করলাম, আর আমাকে সদ্বিবেচনা দেওয়া হল;
মিনতি করলাম, আর আমার অন্তরে প্রজ্ঞার আত্মা এল।
[৮] সমস্ত রাজদণ্ড ও রাজাসনের চেয়ে আমি প্রজ্ঞাতেই প্রীত হলাম;
তার তুলনায় ধনসম্পদ শূন্যতা বলে গণ্য করলাম;
[৯] অমূল্য মণিমুক্তার সঙ্গেও আমি প্রজ্ঞার তুলনা করিনি,
কারণ তার তুলনায় যত সোনা মুষ্টিমেয় বালুকামাত্র,
তার সামনে রুপোও কাদার মত পরিগণিত হবে।
[১০] স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের চেয়েও তাকে আমি ভালবাসলাম,
আলোর চেয়েও প্রজ্ঞালাভে প্রীত হলাম,
কারণ প্রজ্ঞা থেকে বিকীর্ণ যে উজ্জ্বল দীপ্তি, তা নিদ্রাহীন।
[১১] প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলও আমার কাছে এল,
তার হাতে যে ঐশ্বর্য, তা অপরিমেয়।

[১২] আমি এই সমস্ত মঙ্গল ভোগ করলাম, সেগুলো যে প্রজ্ঞা দ্বারাই চালিত ;
কিন্তু একথা জানতাম না যে, প্রজ্ঞাই তাদের মাতা।
[১৩] সরল মনে যা শিখেছি, আমি সেই প্রজ্ঞার কথা মুক্তহস্তে সম্প্রদান করি,
তার ঐশ্বর্য গোপন রাখি না।
[১৪] কেননা প্রজ্ঞা মানুষের কাছে এমন এক ধন, যার সীমা নেই।
যারা তা অর্জন করে, তারা ঈশ্বরের বন্ধুত্বেই ভূষিত হয়,
সেই শিক্ষাবাণীর দানগুলি গুণেই তারা তাঁর প্রশংসার পাত্র হয়ে ওঠে।

প্রজ্ঞার উৎস ঈশ্বরকে আহ্বান

[১৫] ঈশ্বর এমনটি হতে দিন, আমি যেন সুচিন্তিত কথা ব্যক্ত করতে পারি,
আমার অন্তরে এমন চিন্তারও যেন উদয় হয়,
যা সেই পাওয়া মঙ্গলদানের যোগ্য ;
কেননা তিনিই প্রজ্ঞা অভিমুখে পথপ্রদর্শক,
তিনিই আবার প্রজ্ঞাবানদের সংদিশারী।
[১৬] তাঁরই হাতে রয়েছি আমরা, হ্যাঁ, আমরা ও আমাদের সকল উক্তি,
তাঁরই হাতে সমস্ত সুবুদ্ধি ও আমাদের সমস্ত কৌশল।
[১৭] তিনি আমাকে সবকিছুর সূক্ষ্মতম জ্ঞান মঞ্জুর করলেন,
যেন আমি বুঝতে পারি জগতের গঠন ও সমস্ত পদার্থের গুণ,
[১৮] যেন বুঝতে পারি কালের আদি, তার অন্ত ও তার মধ্যপথ,
অয়নান্ত-পালা ও ঋতুর পরম্পর লীলা,
[১৯] বর্ষ-চক্র ও জ্যোতিষ্করাজির স্থান,
[২০] পশুদের স্বভাব ও বন্যজন্তুদের সহজাত প্রবৃত্তি,
আত্মাদের প্রভাব ও মানুষদের চিন্তা-যুক্তি,
গাছপালার বৈচিত্র ও শিকড়ের বিশেষ বিশেষ গুণ।
[২১] যা কিছু গুপ্ত, যা কিছু প্রকাশ্য, তা সমস্তই জানি,
নিখিলের নির্মাতা সেই প্রজ্ঞাই যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করল!

প্রজ্ঞার গুণকীর্তন

[২২] প্রজ্ঞায় এমন আত্মা বিদ্যমান যা সুবুদ্ধিমণ্ডিত, পবিত্র,
অদ্বিতীয়, বহুবিধ, সূক্ষ্ম,
গতিশীল, প্রাঞ্জল, কলঙ্কমুক্ত,
স্বচ্ছ, নিরস্ত্র, মঙ্গলপ্রিয়, তীক্ষ্ণ,
[২৩] বাধামুক্ত, শুভকামী, মানব-প্রেমী,
সুস্থির, সুনিশ্চিত, উদ্বেগহীন,
সর্বশক্তিমান, সর্বদর্শী,
এবং বুদ্ধিসম্পন্ন, বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্মতম সকল আত্মায় পরিব্যাপ্ত।
[২৪] প্রজ্ঞা সমস্ত গতির চেয়েও দ্রুতগামী ;
তার শুদ্ধতা গুণে সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত, সবকিছুতে প্রবেশ করতে সক্ষম।
[২৫] প্রজ্ঞা ঈশ্বরের স্বয়ং পরাক্রমের নিঃসৃত ফুৎকার,
সর্বশক্তিমানের গৌরবের শুদ্ধ নির্গমন ;
এজন্য কলুষিত কোন কিছু তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় না।
[২৬] প্রজ্ঞা সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব,
ঈশ্বরের কর্মসাধনার কলঙ্কমুক্ত দর্পণ,
তাঁর মঙ্গলময়তার প্রতিমূর্তি।
[২৭] যদিও একক, তবু সবকিছুই করতে সক্ষম ;
নিজে অভিন্ন হয়ে থেকেও সবকিছু নবীন করে তোলে,
ও যুগের পর যুগ পুণ্যবানদের প্রাণে প্রবেশ ক'রে
তাদের করে তোলে ঈশ্বরের বন্ধু, তাদের করে তোলে নবী।
[২৮] কেননা ঈশ্বর তাকেই মাত্র ভালবাসেন, প্রজ্ঞার সঙ্গে যে বাস করে।
[২৯] সত্যি, প্রজ্ঞা সূর্যের চেয়েও সুন্দরতম,
সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের চেয়েও উজ্জ্বল ;
আলোর সঙ্গে তার তুলনা করলে, প্রজ্ঞাই আসে প্রথম।
[৩০] বস্তুত আলোর পরে আসে রাত,

কিন্তু প্রজ্ঞার উপরে অধর্ম জয়ী হতে অক্ষম।

৮ [১] প্রজ্ঞা জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শক্তির সঙ্গে পরিব্যাপ্ত;
উত্তম মঙ্গলময়তার সঙ্গে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রজ্ঞার প্রতি শলোমনের ভালবাসা

[২] তরুণ বয়স থেকে আমি তাকেই ভালবেসেছি, তারই অন্বেষণ করেছি;
তাকেই নিজের কনে রূপে নিতে চেষ্টা করেছি,
হ্যাঁ, আমি তার সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছি!
[৩] সে তার আপন বংশমর্যাদা প্রকাশ করে,
সে তো ঈশ্বরের জীবনেই সহভাগিতা ভোগ করে,
কেননা বিশ্বপ্রভু তাকে ভালবেসেছেন।
[৪] এমনকি, সে ঐশজ্ঞানে দীক্ষিত,
তিনি যা যা করবেন, প্রজ্ঞাই তা বেছে নেয়।
[৫] যখন ধনসম্পদ এজীবনে একটি আকাঙ্ক্ষণীয় মঙ্গল,
তখন সবকিছুতে যা ক্রিয়াশীল,
সেই প্রজ্ঞার চেয়ে মহত্তর ধন কী থাকতে পারে?
[৬] যদি বুদ্ধিই সবকিছুতে ক্রিয়াশীল,
তবে সৃষ্টির মধ্যে কেইবা তার চেয়ে নিপুণ নির্মাতা?
[৭] আর কেউ যদি ধর্মময়তা ভালবাসে,
সদ্‌গুণ হল তার পরিশ্রমের ফল;
কারণ প্রজ্ঞা সেই আত্মসংযম ও সদ্বিবেচনায়,
সেই ধর্মময়তা ও সুস্থিরতায় উদ্বুদ্ধ করে,
মানুষের পক্ষে এজীবনে যার চেয়ে উপযোগী আর কিছু নেই।
[৮] কেউ যদি বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা বাসনা করে,
তবে প্রজ্ঞাই অতীত ঘটনা জানে ও ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস পায়,
সে-ই জানে যত চিকন তর্কযুক্তি ও যত প্রহেলিকার উত্তর,

চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণও পূর্বঘোষণা করে,
আর সেই সঙ্গে কাল ও যুগের ঘটনাগুলিকেও পূর্বপ্রচার করে।
[৯] তাই স্থির করেছি, আমার জীবন-সঙ্গিনী রূপে আমি তাকেই নেব,
একথা জেনে যে, শুভদিনে সে আমার পরামর্শদাতা হবে,
দুঃখে-উদ্বেগে আমাকে সান্ত্বনা দেবে।
[১০] তার মধ্য দিয়ে আমি বিপুল জনসমাবেশে গৌরব লাভ করব,
যুবা হয়েও প্রবীণদের মাঝে সম্মানের পাত্র হয়ে উঠব।
[১১] বিচারে সবাই আমাকে বিচক্ষণ দেখবে,
প্রতাপশালীরা আমার বিষয়ে আশ্চর্য হবে।
[১২] আমি নীরব থাকলে তারা আমার বাণীর প্রতীক্ষায় থাকবে,
আমি কথা বললে তারা মনোযোগ দেবে;
আমি দীর্ঘ বক্তব্য দিলে তারা মুখে হাত দেবে।
[১৩] প্রজ্ঞার মধ্য দিয়ে আমি অমরতা লাভ করব,
আমার পরে যারা রাজপদে বসবে, তাদের কাছে চিরন্তন স্মৃতি রাখব।
[১৪] জাতিগুলিকে শাসন করব, দেশসকল আমার অধীন হবে;
[১৫] আমার নাম শুনে ভয়ঙ্কর রাজনেতারা ভয়ে অভিভূত হবে,
লোকদের মধ্যে মঙ্গলময়, যুদ্ধে সাহসী নিজেকে দেখাব।
[১৬] বাড়ি ফিরে এসে আমি তার কাছে বিশ্রাম করব,
কারণ তার সাহচর্যে তিক্ত বলতে কিছুই নেই,
তার সঙ্গও দুঃখজনক নয়,
বরং প্রাণে আনন্দ-সুখ সঞ্চার করে।

প্রজ্ঞা বিষয়ে কথা বলার আগের প্রস্তুতি

[১৭] মনে মনে এসমস্ত বিষয় ধ্যান ক'রে,
একথাও ভেবে যে, প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলনে রয়েছে অমরতা,
[১৮] তার বন্ধুত্বলাভে পরম সন্তোষ,
তার কর্মফলে অফুরন্ত ঐশ্বর্য,

তার সঙ্গে অবিরত সম্পর্কে সদ্বিবেচনা,
তার সমস্ত কথার সহভাগিতায় খ্যাতি,
আমি চেষ্টা করে বেড়াচ্ছিলাম,
কেমন করে তাকে আমার সঙ্গিনী রূপে নিতে পারব।
[১৯] আমি ছিলাম সজ্জন প্রকৃতির এক তরুণ,
আমার সৌভাগ্যই যে আমি পেয়েছিলাম সৎ প্রাণ;
[২০] বরং বলব, সৎ হওয়ায় আমি কলুষমুক্ত এক দেহে প্রবেশ করেছিলাম।
[২১] কিন্তু একথা জেনে যে, ঈশ্বর নিজেই আমাকে প্রজ্ঞা না দিলে
অন্য উপায়ে আমি তার অধিকারী হতে পারব না,
—তেমন শুভদান যে কার্ কাছ থেকে আসে, একথা জানা তো সুবুদ্ধিরই পরিচয়!
—
আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম, তাঁকে মিনতি জানালাম,
এবং সমস্ত হৃদয় দিয়ে বলে উঠলাম:

প্রজ্ঞা পাবার জন্য প্রার্থনা

৯ [১] 'হে পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, হে দয়ার প্রভু,
তুমি যে তোমার বাণী দ্বারা সমস্তই নির্মাণ করলে,
[২] তুমি যে তোমার প্রজ্ঞা দ্বারা মানুষকে গড়লে,
তুমি যা কিছু সৃষ্টি করেছ, তার উপর সে যেন প্রভুত্ব করে,
[৩] যেন পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎকে শাসন করে
ও ন্যায়নিষ্ঠ অন্তরে বিচার উচ্চারণ করে,
[৪] আমাকে দান কর সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার আসনে তোমার সঙ্গে আসীন,
তোমার সন্তানদের সংখ্যা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।
[৫] কারণ আমি তোমার দাস, তোমার দাসীর পুত্র,
আমি দুর্বল ও স্বল্পায়ুর মানুষ,
ধর্মময়তা ও বিধিনির্দেশ বুঝতে ধীর।

[৬] সত্যিই, মানবসন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষও
তোমা থেকে আগত প্রজ্ঞার অভাবী হলে
শূন্যময় বলেই গণ্য হবে।
[৭] তুমি আমাকে তোমার জনগণের রাজা হবার জন্য বেছে নিলে,
তোমার পুত্রকন্যাদের বিচারকর্তা হবার জন্য বেছে নিলে ;
[৮] আমাকে নির্দেশ দিয়েছ,
যেন তোমার পবিত্র পর্বতে তোমার জন্য একটা মন্দির গেঁথে তুলি,
যেন তোমার আবাসের নগরীতে একটা যজ্ঞবেদি গড়ে তুলি,
সেই পবিত্র তাঁবুরই একটা সাদৃশ্য গড়ে তুলি,
যা তুমি আদি থেকে প্রস্তুত করেছিলে।
[৯] তোমারই সঙ্গে রয়েছে সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার সাধিত কাজ জানে,
যা তখনও উপস্থিত ছিল যখন তুমি জগৎ নির্মাণ করলে ;
সে তো জানে তোমার দৃষ্টিতে কি কি গ্রহণীয়
ও তোমার বিধিগুলির কী কী অনুরূপ।
[১০] পবিত্র স্বর্গধাম থেকে, তোমার গৌরবের আসন থেকে তুমি তাকে পাঠাও,
সে যেন আমার সহায়তা করে ও আমার সঙ্গে শ্রম করে,
তবে আমি জানতে পারব কি কি গ্রহণীয় তোমার।
[১১] কারণ সে সমস্তই জানে, সমস্তই বোঝে,
আমার কাজকর্মে সে সুবুদ্ধির সঙ্গে আমাকে চালনা করবে,
তার আপন গৌরবে আমাকে রক্ষা করবে।
[১২] তাহলে আমার কাজকর্ম তোমার গ্রহণীয় হবে ;
আমি তোমার জনগণকে সততার সঙ্গে বিচার করব,
আমার পিতার রাজাসনেরও যোগ্য হয়ে উঠব।

[১৩] কোন্ মানুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানতে পারে?
কেইবা প্রভুর ইচ্ছা কল্পনা করতে পারে?
[১৪] মরমানুষের চিন্তাধারা তো দুর্বল,

আমাদের যত ধ্যানধারণাও তত সুস্থির নয়;
[১৫] কারণ ক্ষয়শীল এক দেহ প্রাণের উপর চাপ দেয়,
মাটির এই তাঁবুও মনের ও তার বহু ভাবনার জন্য ভারীই বোঝা।
[১৬] পার্থিব বিষয় স্পষ্টভাবে দেখা, আমাদের পক্ষে তা যখন যথেষ্টই কঠিন,
আমাদের নাগালে যা রয়েছে,
তাও যখন শুধু কষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারি,
তখন স্বর্গীয় বিষয় কে আবিষ্কার করতে পারে?
[১৭] কেইবা তোমার অভিপ্রায় জানতে পেরেছে,
যদি তুমি তাকে প্রজ্ঞা না দিয়ে থাক,
ঊর্ধ্ব থেকে তোমার পবিত্র আত্মাকে যদি না তার কাছে প্রেরণ করে থাক?
[১৮] এইভাবে মর্তবাসীদের পথ সোজা করা হল,
তোমার যা যা গ্রহণীয়, তাতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হল;
হ্যাঁ, প্রজ্ঞা দ্বারাই তারা পরিত্রাণ পেল।’

ইতিহাসে সক্রিয় প্রজ্ঞা

আদিলগ্ন থেকে সেই যাত্রাকাল পর্যন্ত কাজে সক্রিয় প্রজ্ঞা

১০ [১] জগতের পিতাকে যখন প্রথম গড়া হয়,
তখন তাকে প্রজ্ঞাই রক্ষা করল,
ও তার পতন থেকে প্রজ্ঞাই তাকে উদ্ধার করল,
[২] আর সেইসঙ্গে তাকে সমস্ত কিছুর উপরে কর্তৃত্ব করার শক্তি দিল।
[৩] কিন্তু অধর্মময় একজন যখন নিজ ক্রোধে প্রজ্ঞাকে ত্যাগ করল,
তখন নিজ ভ্রাতৃঘাতী রোষে বিনষ্ট হল।
[৪] তার কারণে যখন পৃথিবী জলে ডুবে গেল,
তখন আবার প্রজ্ঞাই তা পরিত্রাণ করল,
সে সেই ধার্মিককে সামান্য একটা কাঠের মধ্য দিয়ে চালিত করল।
[৫] অপকর্মে পরস্পর-সহযোগিতার ফলে
সমস্ত জাতি যখন এলোমেলো অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল,
প্রজ্ঞাই তখন সেই ধার্মিককে চিনল,
ঈশ্বরের সামনে তাকে কলঙ্কমুক্ত করে রাখল,
ও সন্তানের প্রতি তার মমতা সত্ত্বেও তাকে দৃঢ়মনা করে তুলল।
[৬] সেই ভক্তিহীনদের বিনাশ ঘটতে ঘটতে
সে তখন সেই ধার্মিককে নিস্তার করল,
যখন সে সেই পাঁচ শহরের উপরে পড়া আগুন থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল।
[৭] সেই অপকর্মের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যরূপে
এখনও এমন দেশ রয়েছে, যা উৎসন্ন, ধূমায়মান দেশ,
সেই দেশের গাছ এমন ফল উৎপন্ন করে, যা কখনও পাকে না;
অবিশ্বাসী একটা প্রাণের স্মৃতিচিহ্ন রূপে
সেখানে লবণের একটা স্তম্ভও দাঁড়ায়।
[৮] কেননা প্রজ্ঞার পথ ত্যাগ করার ফলে

তারা যে শুধু মঙ্গল না জানবার ক্ষতি ভোগ করল এমন নয়,
জীবিতদের কাছে নির্বুদ্ধিতার একটা স্মৃতিচিহ্নও রেখে গেল,
যেন তাদের অপরাধ গুপ্ত না থাকে।
[৯] কিন্তু প্রজ্ঞা তার আপন ভক্তদের যত সঙ্কট থেকে নিস্তার করল।
[১০] সেই ধার্মিক মানুষ আপন ভাইয়ের ক্রোধ থেকে পলাতক হওয়ার সময়ে
প্রজ্ঞা তাকে ন্যায় পথে চালনা করল,
তাকে দেখাল ঈশ্বরের রাজ্য,
তাকে দিল পবিত্র যত বিষয়ের জ্ঞান,
তার পরিশ্রমে তাকে সফলতা দিল,
বাড়িয়ে দিল তার শ্রমের ফল;
[১১] তার বিরোধীদের কৃপণতার বিরুদ্ধে সে তার পাশে দাঁড়াল,
তাকে ধনবান করে তুলল;
[১২] শত্রুদের হাত থেকে তাকে রেহাই দিল,
সেই শত্রুদের পাতা ফাঁদ থেকে তাকে রক্ষা করল,
কঠোর লড়াইতে তাকে জয়ভূষিত করল,
যেন সে একথা জানতে পারে যে, সমস্ত কিছুর চেয়ে ধর্মময়তাই শক্তিশালী।

[১৩] সে সেই বিক্রীত ধার্মিককে একা ফেলে রাখল না,
বরং পাপ থেকে তাকে নিস্তার করল;
[১৪] তার সঙ্গে সেও সেই গহ্বরে নেমে গেল,
তার শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাকে একা ফেলে রাখল না,
যতদিন না তার জন্য একটা রাজদণ্ড
ও তার বিরোধীদের উপরে কর্তৃত্বও এনে দিল;
তাতে তার অভিযোক্তাদের মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত করল
আর তাকে দিল চিরন্তন গৌরব।

[১৫] প্রজ্ঞাই পুণ্য একটি জনগণকে, কলঙ্কমুক্তই এক বংশকে
অত্যাচারী এক দেশ থেকে নিস্তার করল;

[১৬] প্রভুর এক সেবকের প্রাণে প্রবেশ ক'রে
সে নানা অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম দ্বারা
ভয়ঙ্কর রাজাদের প্রতিরোধ করল ;
[১৭] পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিল,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করল,
দিনমানে সে হল তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;
[১৮] বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করাল তাদের,
[১৯] কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করল।
[২০] তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
[২১] প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল,
শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

১১ [১] পবিত্র এক নবীর মধ্য দিয়ে সে তাদের কর্ম সাফল্যমণ্ডিত করল :

[২] তারা জনশূন্য প্রান্তর পার হয়ে
অগম্য মরুভূমিতে তাঁবু বসাল।
[৩] বিরোধীদের সামনে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াল, শত্রুদের দূরে রাখল।

ইস্রায়েলীয়দের পিপাসা ও মিশরীয়দের পিপাসা

[৪] পিপাসিত হলে তারা তোমাকেই ডাকল,
তখন খাড়া শৈল থেকে তাদের জল দেওয়া হল,
হ্যাঁ, কঠিন এক পাথর থেকে নির্গত হল তাদের পিপাসার প্রতিকার।
[৫] তাতে যা কিছু হয়েছিল তাদের শত্রুদের শাস্তি দেওয়ার উপায়,

প্রয়োজনের দিনে তা তাদের জন্য হল উপকার।
[৬] সনাতন নদীর জলস্রোতের পরিবর্তে,
যা রক্ত ও কাদায় কলুষিত হয়ে গেছিল
[৭] শিশুহত্যা-রাজাজ্ঞার শাস্তিরূপে,
তুমি—প্রত্যাশার অতীতে—তাদের মঞ্জুর করলে প্রচুর জল,
[৮] ও তাদের সেই দিনগুলির পিপাসার মধ্য দিয়ে
তুমি দেখালে তাদের বিপক্ষদের কেমন কঠোর শাস্তি দেওয়া হল।
[৯] বস্তুত একবার পরীক্ষিত হলে—যদিও এমন শাস্তি ভোগ করল যা দয়ায় পূর্ণ—
তারা বুঝতে পারল কেমন ক্রোধপূর্ণ বিচারেই না যন্ত্রণা ভোগ করল সেই ভক্তিহীন সকল,
[১০] কেননা এদের তুমি সেইভাবে পরীক্ষা করলে
পিতা যেভাবে সংশোধন করেন,
কিন্তু ওদের তুমি সেইভাবে শাস্তি দিলে নির্দয় রাজা যেভাবে দণ্ড দেন।
[১১] দূরে ছিল কি কাছে ছিল, তারা সবসময়ই ছিল ক্লেশের মধ্যে,
[১২] কেননা দ্বিগুণ যন্ত্রণা তাদের ধরল,
এবং অতীতের স্মরণে ক্রন্দন;
[১৩] হ্যাঁ, তারা যখন জানল যে, তাদের শাস্তি থেকে অন্যেরা পাচ্ছিল উপকার,
তখন প্রভুকে উপলব্ধি করল।
[১৪] কেননা যাঁকে তারা একসময় বাইরে ফেলে রেখেছিল
ও পরবর্তীকালে বিদ্রূপের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিল,
সব ঘটনার শেষে, এমন পিপাসা ভোগ ক'রে
যা ধার্মিকদের পিপাসা থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন,
তারা তাঁর প্রতি কেবল সম্মান পোষণ করল।

শাস্তি দানে ঈশ্বরের সহিষ্ণুতা

[১৫] তাদের অধর্মের সেই অসার যুক্তির কারণে,

যা বুদ্ধিহীন সরিসৃপ ও নীচ পোকা পূজা করতে তাদের ভ্রষ্ট করেছিল,
তুমি শাস্তিরূপে তাদের বিরুদ্ধে পাঠালে বুদ্ধিহীন পশুর অরণ্য,
[১৬] তারা যেন বোঝে যে, যা দ্বারা মানুষ পাপ করে, তা দ্বারা মানুষ শাস্তি পায়।
[১৭] নিশ্চয়, ঘোর বস্তু থেকে বিশ্বকে যা সৃষ্টি করেছিল,
তোমার সেই সর্বশক্তিশালী হাতের পক্ষে কোন অসুবিধা ছিল না যে,
তাদের বিরুদ্ধে ভালুক ও হিংস্র সিংহের বিরাট দল পাঠাবে,
[১৮] কিংবা নবসৃষ্ট এমন অজানা জন্তুও পাঠাবে, যা ছিল ক্রোধে পূর্ণ,
যা ছড়াত অগ্নিময় নিশ্বাস,
বা ছাড়ত দুর্গন্ধময় ধোঁয়া,
বা চোখ থেকে ঝলকিয়ে তুলত ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা:
[১৯] এসব এমন জন্তু, যাদের আক্রমণ তাদের নিশ্চিহ্ন করবে শুধু নয়,
যাদের ভয়ঙ্কর চেহারাও ছিল তাদের সংহার করতে সক্ষম।
[২০] এ ছাড়াও তারা এক ফুৎকার দ্বারা বিনষ্ট হতে পারত,
ন্যায় দ্বারা তাড়িত হয়ে, তোমার পরাক্রান্ত আত্মা দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়ে!
কিন্তু তুমি পরিমাপ, সূক্ষ্ম হিসাব ও ওজন অনুসারে
সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করলে।
[২১] বল প্রয়োগে জয়ী হওয়া তোমার পক্ষে সততই সাধ্য;
তোমার বাহুর প্রতাপ কেইবা প্রতিরোধ করতে পারবে?
[২২] তোমার সামনে সমগ্র জগৎ তো তুলাদণ্ডে ধুলারই মত,
মাটিতে পড়া প্রাতঃকালীন শিশির-বিন্দুর মত।
[২৩] অথচ তুমি সকলের প্রতি দয়াময়, কারণ তোমার পক্ষে সবই সাধ্য;
তুমি মানুষের পাপ দেখেও দেখ না, সে যেন অনুতাপ করে।
[২৪] কেননা যা কিছু আছে, তুমি সেইসব ভালবাস;
যা কিছু গড়েছ, সেগুলোর তুমি কিছুই ঘৃণা কর না;
যেহেতু কোন কিছুর প্রতি যদি তোমার ঘৃণা থাকত, তা তুমি গড়তে না!
[২৫] তুমি ইচ্ছা না করলে

কেমন করেই বা কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারবে?
অস্তিত্বের উদ্দেশে তোমার আহ্বান না থাকলে
তা কেমন করেই বা বেঁচে থাকবে?
[২৬] তুমি বরং সব কিছু বাঁচাও, কারণ, হে জীবনপ্রেমী প্রভু, সবই তোমার;

১২ [১] কারণ তোমার অক্ষয়শীল আত্মা সবকিছুতে বিদ্যমান।
[২] এজন্য তুমি ধাপে ধাপেই অপরাধীদের শাস্তি দাও,
তাদের পাপ তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েই তাদের ভর্ৎসনা কর,
যেন অপকর্ম ত্যাগ করে তারা তোমাতেই, প্রভু, আস্থা রাখে।

কানানীয়দের শাস্তি দানে ঈশ্বরের সহিষ্ণুতা

[৩] যারা তোমার পবিত্র ভূমির আগেকার বাসিন্দা,
[৪] তারা ঘৃণ্য কাজ সাধন করত বলে
সেই জাদুক্রিয়া ও অপবিত্র কর্মের জন্য তাদের তুমি ঘৃণা করতে।
[৫] এই সকল নির্মম পুত্রঘাতক,
মানব রক্তমাংসের ভোজসভায় এই সকল নাড়িভুঁড়ি-খেগো,
গুপ্ত সম্প্রদায়ের এই সকল দীক্ষিত,
[৬] নিরুপায় প্রাণের ঘাতক এই সকল পিতামাতা,
এদের তুমি আমাদের পিতৃগণের হাত দ্বারা বিনাশ করতে স্থির করলে,
[৭] যে অঞ্চল তুমি অন্য সকল অঞ্চলের চেয়ে বেশি মান্য করতে,
তা যেন ঈশ্বরের সন্তানদের যোগ্য এক ঔপনিবেশিক দলকে গ্রহণ করে।
[৮] কিন্তু মানুষ বলে তাদের প্রতিও তুমি কোমল ব্যবহার করলে:
তোমার আপন বাহিনীর অগ্রদলরূপে তুমি পাঠালে ভিমরুলের ঝাঁক,
যেন এগুলি তাদের আস্তে আস্তেই বিনাশ করে।
[৯] যুদ্ধক্ষেত্রে ধার্মিকদের হাতে ভক্তিহীনদের তুলে দিতে,
কিংবা হিংস্র জন্তু বা কড়া নির্দেশ দ্বারা এক নিমেষেই তাদের বিলুপ্ত করতে
তুমি অক্ষম ছিলে, এমন নয়,

[১০] বরং তোমার বিচারদণ্ড আস্তে আস্তেই দেওয়ায়
তুমি তাদের মনপরিবর্তন করার সুযোগ দিলে,
যদিও তুমি জানতে যে, তাদের বংশ ধূর্ত, তাদের স্বভাব অসৎ,
এও জানতে যে, তাদের মনের কখনও পরিবর্তন হবে না;
[১১] কারণ তাদের মূলবংশ আদি থেকেই অভিশপ্ত বংশ ছিল।
তুমি কারও ভয়েই যে তাদের পাপ অদণ্ডিত রাখছিলে, এমন নয়!
[১২] বস্তুত কেইবা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে, 'আপনি কী করলেন?'
আর কেইবা তোমার দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে?
তোমারই গড়া জাতিগুলোর বিনাশের জন্য
কেইবা তোমাকে অভিযুক্ত করতে সাহস করবে?
অধার্মিক মানুষদের পক্ষসমর্থক রূপে
কেইবা তোমার বিরুদ্ধে বিচারমঞ্চে দাঁড়াতে পারবে?
[১৩] কেননা তুমি ছাড়া এমন আর কোন দেবতা নেই
যে সবকিছুর প্রতি যত্ন দেখাবে,
যার কাছে তোমাকে দেখাতে হবে যে,
তোমার বিচার অন্যায়-বিচার নয়।
[১৪] যাদের তুমি শাস্তি দিয়েছ, তাদের পক্ষ সমর্থনে
এমন রাজাও নেই, জননেতাও নেই,
যে তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।
[১৫] ন্যায্য হওয়ায় তুমি তো ন্যায়নীতিতেই সবকিছু শাসন কর,
এবং শাস্তির যোগ্য নয় এমন মানুষকে দণ্ডিত করা,
এমন ব্যবহার তুমি তো তোমার পরাক্রমের সম্পূর্ণ অসঙ্গত ব্যবহার বলে গণ্য কর।
[১৬] কারণ তোমার শক্তি ধর্মময়তার উৎস,
তোমার সার্বজনীন কর্তৃত্ব তোমাকে সকলের প্রতি মমতাপূর্ণ করে।
[১৭] তুমি তো তোমার প্রতাপ তখনই দেখাও,
যখন তোমার সার্বিক পরাক্রমে বিশ্বাস রাখা হয় না;

যারা স্পর্ধা জানে, তাদেরই বেলায় তুমি সেই স্পর্ধা নমিত কর।
[১৮] শক্তি সংযত রেখে তুমি তো বরং কোমলতার সঙ্গেই বিচার কর,
মহা মমতার সঙ্গেই আমাদের শাসন কর,
কারণ তুমি এমনি ইচ্ছা করলে, আর তখনই তোমার প্রতাপ উপস্থিত!

ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের শিক্ষা

[১৯] তেমন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার জনগণকে একথায় উদ্বুদ্ধ করলে যে,
ধার্মিকজনকে মানবপ্রেমিক হতে হবে;
তোমার সন্তানদের তুমি এই মধুর আশায়ও পূর্ণ করলে যে,
পাপের পরে তুমি অনুতাপ মঞ্জুর কর।
[২০] কেননা, যখন তুমি তোমার সন্তানদের মৃত্যুর যোগ্য সেই শত্রুদের
এত যত্ন ও মমতা দেখিয়েই শাস্তি দিলে,
—কেননা তারা যেন তাদের শঠতা ত্যাগ করে
সেই উদ্দেশ্যে তুমি তাদের সময় ও উপায় দিয়েছিলে—
[২১] তখন কত মনোযোগ দিয়েই না তুমি তোমার সেই সন্তানদের বিচার করলে,
যাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে শপথ করেই
তেমন উত্তম প্রতিশ্রুতির নানা সন্ধি স্থির করলে!
[২২] তাই তুমি আমাদের এই শিক্ষা দাও যে,
আমাদের শত্রুদের তুমি যখন পরিমিত মাত্রায়ই আঘাত কর,
তখন বিচার করার সময়ে আমরা যেন তোমার মঙ্গলময়তার কথা ভাবি,
আর যখন আমরা নিজেরা বিচারিত হই, তখন যেন দয়ায় প্রত্যাশা রাখি।

পশু-পূজা বিষয়ক শেষ বাণী

[২৩] এজন্যই যারা নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে অধর্মময় জীবন যাপন করল,
তাদের তুমি তাদের নিজেদের জঘন্য বস্তু দ্বারা উৎপীড়ন করেছ;
[২৪] তারা তো ভ্রান্তিপথে বেশি দূরেই সরে গেছিল,

বস্তুত তারা নির্বোধ বালকদের মত প্রবঞ্চিত হয়ে
নীচতম ও ঘৃণ্যতম জন্তুদের দেবতা বলে গণ্য করত।
[২৫] সেজন্য তুমি যেন জ্ঞানশূন্য বালকদেরই মত
তাদের এমন শাস্তি দিলে, যা তাদের তাচ্ছিল্যের বস্তু করল।
[২৬] কিন্তু যে কেউ তেমন তাচ্ছিল্য-শাস্তি দিয়ে
নিজেকে দেয় না সংশোধিত করতে,
সে ঈশ্বরেরই যোগ্য দন্ড ভোগ করবে।
[২৭] বস্তুত তারা যে সমস্ত জন্তুর জন্য যন্ত্রণা ভোগ করে ক্ষোভ দেখাত,
দেবতা বলে গণ্য করা যে জন্তু দ্বারা তারা দন্ডিত ছিল,
তাদের তারা তাদের প্রকৃত চেহারায় চিনতে পারল,
আর সেদিন পর্যন্ত যাঁকে জানতে অস্বীকার করেছিল,
তখন তারা বুঝল, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর।
আর সেই কারণেই তাদের উপর চরম দণ্ড নেমে পড়ল।

মূর্তিপূজা—সৃষ্টবস্তুকে ঈশ্বর বলে মান্য করা

১৩ [১] ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন নয় যত মানুষ, তারা সত্যিই স্বভাবে নির্বোধ;
তারাও নির্বোধ, যারা দৃশ্য মঙ্গলদানগুলি দেখেও তাঁকেই চিনতে পারল না, যিনি আছেন,
সৃষ্টিকর্ম অধ্যয়ন করেও সেগুলোর নির্মাতাকে জানতে পারল না।
[২] বরং আগুন বা বাতাস বা সূক্ষ্ম হাওয়া,
বা তারামণ্ডল বা প্রবল জলরাশি বা আকাশের বাতিগুলো—
তা-ই তারা দেবতা ও বিশ্বনিয়ন্তা বলে বিবেচনা করল।
[৩] সেগুলির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তারা যখন সেগুলিকে দেবতা বলে মেনে নিল,
তখন চিন্তা করুক, এই সবকিছুর চেয়ে কতই না মহত্তর হবেন প্রভু,
কারণ সৌন্দর্যের স্বয়ং সাধকই তো সেগুলি সৃষ্টি করলেন!
[৪] সেগুলির প্রতাপ ও কর্মক্ষমতা দেখে তারা যখন অবাক,

তখন এ থেকে অনুমান করুক তিনি কতই না প্রতাপশালী, যিনি সেগুলির নির্মাতা।
[৫] বস্তুত সৃষ্টবস্তুগুলোর মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে
সাদৃশ্যের পথ ধরে তাঁরই দর্শন পাওয়া যায়, সেগুলিকে যিনি রচনা করলেন।
[৬] যাই হোক, এদের বিরুদ্ধে অনুযোগ লঘুতর,
কেননা ঈশ্বর-অন্বেষার ও তাঁর সন্ধান পাওয়ার চেষ্টায়
সম্ভবত এদের ভুল ধারণা হয়।
[৭] তাঁর সৃষ্টিকর্ম বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে তারা তা তন্ন তন্ন করে তদন্ত করে থাকে,
আর তত সৌন্দর্য দেখে সেগুলির চেহারার মায়ায় পতিত হয়;
[৮] কিন্তু তবুও এদের জন্য কোন ছুতা নেই,
[৯] কারণ বিশ্বকে তন্ন তন্ন করে তদন্ত করার মত যখন তাদের তত জ্ঞান ছিল,
তখন কেনই বা আরও শীঘ্রই বিশ্বপতির সন্ধান পেতে পারেনি?

এই বিষয়ে কয়েকটা উদাহরণ

[১০] দুর্ভাগাই তারা, মৃত বস্তুর উপরে যাদের প্রত্যাশা,
যারা দেবতা বলে ডাকে সেই সব কাজ, যা মানুষের হাতে তৈরী,
যা সোনা ও রুপোর কারুকাজমাত্র,
পশুদের প্রতিমূর্তিমাত্র,
প্রাচীনকালে কার্ যেন হাত দ্বারা খোদাই করা মূল্যহীন পাথরমাত্র!

[১১] কাঠকাটিয়ের কথা ধর: সে উপযুক্ত গাছ নামায়,
যত্নের সঙ্গে তার ছাল খুলে দেয়,
পরে নিপুণ দক্ষতা লাগিয়ে
সেই কাঠ দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের উপযুক্ত এক পাত্র গড়ে।
[১২] তারপর তার সেই কাজের বাকি অংশটুকু কুড়িয়ে নিয়ে
তা নিজের খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহার করে—আর তৃপ্তির সঙ্গে খায়!
[১৩] এ থেকে যা কিছু এখনও বাকি রয়েছে—যা কোন কাজেই লাগে না—
তেমন বাঁকা ও গিঁটভরা কাঠ তুলে নিয়ে

সময় কাটাবার জন্য তাতে কিছুটা খোদাই করে ;
মন না দিয়ে, এমনি আমোদের খাতিরেই, গড়তে গড়তে
সে সেই কাঠকে মানুষের মত গঠন দেয়,
[১৪] কিংবা তা নীচ পশুর সাদৃশ্যে খোদাই করে।
পরে রঙিন মাটি দিয়ে লেপ দেয়, তার বহির্ভাগে লাল রঙ লাগায়,
যত কালিমা অদৃশ্য করে তা চক্‌চকে করে ;
[১৫] তারপর তার জন্য যোগ্য আবাস প্রস্তুত ক'রে
তা দেওয়ালে দেয়—পেরেক মেরেই তা স্থির করে।
[১৬] তা যেন না পড়ে, সেই ব্যবস্থাও সে করে,
কেননা সে ভালই জানে যে, তেমন বস্তু নিজেকে সাহায্য করতে অক্ষম,
বস্তুত তা কেবল একটা মূর্তি, তার সাহায্য দরকার।
[১৭] অথচ সে নিজের সম্পত্তির জন্য,
নিজের বিবাহের জন্য বা নিজের সন্তানদের জন্য প্রার্থনা করতে গিয়ে
সেই অচলা বস্তুর সঙ্গে কথা বলতে তার লজ্জা হয় না ;
স্বাস্থ্যের জন্য—যা দুর্বল, তা ডাকে,
[১৮] জীবনের জন্য—যা মৃত, তার কাছে আবেদন জানায়,
সাহায্যের জন্য—যা অনভিজ্ঞ, তার কাছে মিনতি জানায়,
যাত্রার জন্য—যা চলতেও পারে না, তার কাছে যাচনা রাখে,
[১৯] অর্থলাভ, চাকরি ও ব্যবসায় সাফল্যের জন্য
সে এমন কিছুর কাছে দক্ষতা প্রার্থনা করে,
যার হাতের কোন দক্ষতা নেই।

১৪ [১] কিংবা, একটা লোক উত্তাল তরঙ্গ পার হতে জাহাজে ওঠে,
সেও এমন কাঠকে ডাকে, যা তার বহনকারী জাহাজের চেয়ে ভঙ্গুর।
[২] বস্তুত জাহাজ অর্থলাভের কামনার ফল,
তার গঠনও দক্ষ কারুকর্মের প্রজ্ঞার ফল,
[৩] কিন্তু, হে পিতা, তোমারই দূরদৃষ্টি তা চালিত করে,

কারণ তুমি সমুদ্রেও একটা পথ নিরূপণ করেছ,
তরঙ্গের মধ্যেও নিরাপদ একটা মার্গ স্থির করেছ,
[৪] এতে দেখাও যে, তুমি সমস্ত কিছু থেকে ত্রাণ করতে সক্ষম,
যেন অভিজ্ঞতা না থাকলেও একটি মানুষ সমুদ্রপথ ধরতে পারে।
[৫] তুমি তো চাও না যে, তোমার প্রজ্ঞার সমস্ত কর্ম অনুর্বর হবে,
এজন্য মানবকুল ক্ষুদ্র একটা কাঠের উপরেও রাখে নিজের প্রাণের নির্ভর,
এবং ভেলায় করে তরঙ্গমালা পার হয়েও বাঁচে।
[৬] আদিতে, যখন সেই গর্বিত মহাবীরেরা মারা পড়ছিল,
তখনও বিশ্বের আশা একটা ভেলায় আশ্রয় নিয়ে
তোমার হাত দ্বারা চালিত হয়ে বিশ্বের কাছে নবীন প্রজন্মের বীজ রাখল।

[৭] যে কাঠ ন্যায্য কর্মের জন্য ব্যবহৃত, সেই কাঠ ধন্য,
[৮] কিন্তু হাতের কাজের ফল যে মূর্তি ও তার নির্মাতা উভয়েই অভিশপ্ত,
নির্মাতা একারণে অভিশপ্ত যে, সে তা গড়েছে,
মূর্তি একারণে অভিশপ্ত যে, ক্ষয়শীল হলেও তা ঈশ্বর বলে অভিহিত হল।
[৯] কেননা দুর্জন ও তার দুষ্কর্ম, উভয়েই ঈশ্বরের ঘৃণার পাত্র :
[১০] কর্ম ও কর্তা উভয়ে সমান দণ্ডের বস্তু হবে।
[১১] এজন্য বিজাতীয়দের দেবমূর্তিগুলির জন্যও দণ্ড থাকবে,
কেননা ঈশ্বরের সৃষ্টবস্তুর মধ্যে সেগুলি হয়েছে জঘন্য বস্তু,
হয়েছে মানুষদের প্রাণের জন্য পতনের কারণ,
হয়েছে নির্বোধদের পায়ে ফাঁস।

মূর্তিপূজার উৎপত্তি ও সেই পূজার ফল

[১২] দেবমূর্তি তৈরি করার প্রথম কল্পনাই হল ব্যভিচারের সূচনা,
সেগুলোর উদ্ভাবনই আনল জীবনের অবক্ষয়।
[১৩] কেননা সেগুলি আদিতেও ছিল না, চিরকালেও থাকবে না।
[১৪] মানুষের অসারতাই সেগুলিকে জগতে আনল,

এজন্য সেগুলির জন্য শীঘ্র পরিণাম নিরূপিত।

[১৫] একটি পিতা, অকাল মৃত্যুশোকে অতিদুঃখিত হয়ে পড়ে ব্যবস্থা করল,
যেন তার সেই অতিশীঘ্রই-কেড়ে নেওয়া সন্তানের একটা মূর্তি তৈরি করা হয়;
এর ফলে সে তাই দেবতা বলে সম্মান জানাল,
কিছুক্ষণ আগে যা ছিল লাশমাত্র,
এ নিজের লোকদের মধ্যে রহস্যময় উপাসনা-রীতি ও ধর্মানুষ্ঠানেরও প্রচলন করল।
[১৬] আর তেমন ভক্তি-বিরুদ্ধ প্রথা দিনের পর দিন সবল হয়ে উঠে
শেষে বিধিরূপেই পালন করা হল!

[১৭] নৃপতিদের হুকুমেও একসময় মূর্তিপূজা করা হত:
দূরে থাকায় তাদের প্রতি ব্যক্তিময় সম্মান দেখাতে পারত না বিধায়
প্রজারা, দূরবর্তী সেই আকৃতির সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি অনুসারে,
তাদের সম্মানের বস্তু সেই রাজার দৃশ্য প্রতিমূর্তি তৈরি করল,
যাতে যে অনুপস্থিত, তাকে ঠিক যেন উপস্থিত বলেই উদ্যোগের সঙ্গে
তোষামোদ করতে পারে।

[১৮] এমন জাতি যারা সেই উপাসনা-রীতি সম্বন্ধে কিছুই জানত না,
শিল্পীর উৎসাহই সেই পথে তাদের চালিত করল।
[১৯] কেননা প্রভাবশালীর প্রীতির পাত্র হওয়ার বাসনায়
সেই শিল্পী শিল্পকর্ম দ্বারা তার প্রতিমূর্তি আরও সুন্দর করতে চেষ্টা করল;
[২০] ফলে লোকেরা কিছুক্ষণ আগে যাকে মানুষ বলে সম্মান করত,
শিল্পকর্মের কান্তিতে আকর্ষিত হয়ে তাকে পূজার বস্তু বলে গণ্য করল।
[২১] তেমন প্রথা জীবিতদের পক্ষে ফাঁদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল,
কারণ লোকেরা দুর্দশা বা স্বৈরশাসনের বন্দি হয়ে প'ড়ে
পাথরকে ও কাঠকে সেই অনির্বচনীয় নামটি আরোপ করল!
[২২] ঈশ্বরজ্ঞান বিষয়ে ভ্রষ্ট হওয়া কিন্তু তাদের পক্ষে যথেষ্ট হয়নি,
বস্তুত, অজ্ঞতার মহাযুদ্ধের মধ্যে বাস করলেও,

তারা তেমন মহা মহা অমঙ্গলের নাম শান্তিই রাখে!
[২৩] শিশুঘাতকময় দীক্ষা ও গুপ্ত রহস্যগুলি উদ্‌যাপনে,
কিংবা অদ্ভুত উপাসনা সংক্রান্ত হইচইপূর্ণ ভোজসভা পালনে
[২৪] তারা জীবনকেও শুদ্ধ রাখে না, বিবাহকেও নয়,
এবং একে অন্যকে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে হত্যা করে,
কিংবা অপরকে ব্যভিচার দ্বারা ক্লিষ্ট করে।
[২৫] সর্বস্থানে মহা গোলমাল: রক্তপাত ও নরহত্যা, চুরি ও প্রবঞ্চনা,
উৎকোচ, বিশ্বাসঘাতকতা, কোলাহল, শপথভঙ্গন;
[২৬] সৎ লোকদের উপর গোলমাল, উপকারের প্রতি কৃতঘ্নতা,
প্রাণের কলুষ, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ পাপ,
বিবাহ-বন্ধনে বিশৃঙ্খলতা, ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খল কদাচার।
[২৭] অনামা দেব-দেবীর মূর্তিপূজা:
এ-ই সমস্ত অমঙ্গলের সূচনা, কারণ ও পরিণাম।
[২৮] বস্তুত যারা মূর্তি পূজা করে, তারা হয় হইচইপূর্ণ ভোজসভায় মত্ত হয়,
না হয় মিথ্যা-দৈববাণী দেয়,
না হয় অপকর্মাদেরই যোগ্য জীবন যাপন করে,
না হয় সহজে শপথভঙ্গ করে।
[২৯] কেননা নিষ্প্রাণ বস্তুর উপরে ভরসা রাখায়
তারা শপথভঙ্গ করার ফলে যে দণ্ডিত হবে, তা কল্পনা করে না।
[৩০] কিন্তু এই দ্বিবিধ অপরাধের জন্য ন্যায়বিচার তাদের নাগাল পাবেই,
কারণ মূর্তির প্রতি আসক্ত হওয়ায় তারা ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা বিকৃত করল,
এবং পবিত্রতা অবজ্ঞা করে প্রবঞ্চনার সঙ্গে শপথভঙ্গ করল।
[৩১] কেননা যার দিব্যি দিয়ে তারা শপথ করে, তার পরাক্রম নয়,
কিন্তু পাপীদের প্রাপ্য যে শাস্তি,
তা-ই অসৎ মানুষদের অপরাধের পিছু পিছু নিত্যই চলে।

১৫ [১] কিন্তু তুমি, হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি তো মঙ্গলময় ও বিশ্বস্ত,

তুমি ধৈর্যশীল, তুমি দয়া অনুসারে সবকিছু শাসন কর।
[২] যদিও পাপ করি, তবু আমরা তোমারই,
যেহেতু তোমার প্রতাপ স্বীকার করি;
কিন্তু পাপ করব না একথা জেনে যে, আমরা তোমারই বলে গণ্য।
[৩] বস্তুত, তোমাকে জানা-ই সিদ্ধ ধর্মময়তা,
তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরতার মূল।
[৪] জঘন্য শিল্পের কোন মানব-আবিষ্কার আমাদের পথভ্রান্ত করেনি,
চিত্রকরের নিষ্ফল পরিশ্রমও নয়—তা তো নানা রঙে বিকৃত প্রতিকৃতিমাত্র,
[৫] যার দৃশ্য নির্বোধের অন্তরে বাসনা জাগায়,
মৃত প্রতিমূর্তির প্রাণহীন রূপের প্রতি আকাঙ্ক্ষাই সৃষ্টি করে।
[৬] তারাই অনিষ্টপ্রেমী ও তেমন অসার প্রত্যাশার যোগ্য,
যারা দেবমূর্তি তৈরি করে, আকাঙ্ক্ষা করে ও পূজা করে।
[৭] কুমোরের কথা ধর: সে পরিশ্রম করে নরম মাটি মাখে,
আমাদের ব্যবহারের জন্য যত রকম পাত্র গড়ে:
একই ভিজা মাটি দিয়ে
সে এমন পাত্র গড়ে, যা উত্তম ব্যবহারের জন্য স্থিরীকৃত,
এমন পাত্রও গড়ে, যা বিপরীত ব্যবহারে নির্ধারিত—পদ্ধতি এক!
কিন্তু এক একটা পাত্র যে কোন্ ব্যবহারে নিরূপিত,
তা কুমোরই স্থির করে।
[৮] পরে—আহা কী ঘৃণ্য শ্রম!—
একই মাটি থেকে সে অসার দেবমূর্তি গড়ে,
অথচ সে নিজেই অল্পকাল আগেই মাটি থেকে জন্ম নিল
আর অল্পকাল পরে সে, যা থেকে উদ্গত হয়েছে, সেই মাটিতে ফিরে যাবে,
যখন তার কাছ থেকে তার প্রাণের কৈফিয়ত চাওয়া হবে।
[৯] কিন্তু তবুও, তাকে যে মরতে হবে,
কিংবা, তার জীবন যে অল্পকালব্যাপী, তাতে তার কোন দুশ্চিন্তা হয় না;

এমনকি, স্বর্ণকার ও রুপোকারদের সঙ্গে সে প্রতিযোগিতাই করে
ব্রঞ্জের শিল্পকারদের কাজ অনুকরণ করে;
অসার বস্তু গড়া—এ তার গর্ব!
[১০] তার হৃদয় ছাইমাত্র, তার আশা মাটির চেয়েও নীচতর,
তার জীবন ভিজা মাটির চেয়েও নগণ্য,
[১১] কারণ যিনি তাকে গড়লেন,
তার অন্তরে ক্রিয়াশীল প্রাণ সঞ্চার করলেন,
তার মধ্যে জীবন্ত আত্মা প্রবিষ্ট করলেন, সে তাঁর ধারণা বিকৃত করেছে।
[১২] আর শুধু তা নয়, আমাদের এই জীবন তার কাছে লীলার ব্যাপারই যেন,
আমাদের জীবনকাল লাভজনক মেলামাত্র।
সে বলে: 'সবকিছু থেকে, অনিষ্ট থেকেও
লাভ বের করা চাই!'
[১৩] সকলের চেয়ে এ-ই ভাল জানে যে, তার কর্ম পাপময়,
কেননা মর্ত মাল দিয়ে পাত্র ও দেবমূর্তি উভয় তৈরি করে।
[১৪] কিন্তু তারাই সবচেয়ে নির্বোধ,
তাদেরই অবস্থা শিশুর প্রাণের চেয়েও শোচনীয়,
যারা তোমার জনগণের শত্রু হয়ে তাকে অত্যাচার করল।
[১৫] তারা বিজাতীয়দের সেই দেবমূর্তিগুলি ঈশ্বর বলে গণ্য করল,
দেখবার মত যেগুলির চোখও নেই
নিশ্বাস নেবার মত নাসিকাও নেই,
শুনবার মত কানও নেই,
ছোঁবার মত হাতের আঙুলও নেই,
যেগুলির পা হাঁটতে অক্ষম।
[১৬] একজন মানুষ সেগুলিকে তৈরি করেছে,
ধার করে নেওয়াই যার প্রাণবায়ু, এমন প্রাণীই সেগুলিকে গড়েছে।
কোন মানুষ এমন দেবতাকে গড়তে পারে না, যা তারই সদৃশ;

[১৭] সে মরণশীল হওয়ায় তার অপকর্মপূর্ণ হাত মরা বস্তুই মাত্র জন্মাতে পারে।
যে বস্তুগুলিকে সে পূজা করে, তাদের চেয়ে সে নিজেই শ্রেষ্ঠ,
সে কমপক্ষে একদিন জীবিতই ছিল, কিন্তু সেগুলি কখনও জীবিত হয়নি।
[১৮] তারা ঘৃণ্যতম এমন পশুদেরও পূজা করে,
যেগুলি নির্বুদ্ধিতা ক্ষেত্রে অন্য পশুদের চেয়েও নীচতর,
[১৯] যেগুলির সৌন্দর্যের লেশমাত্র নেই
—সৌন্দর্যই পশুদের আকর্ষণীয় করতে পারে—
যেগুলি ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ ও আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত।

ইস্রায়েলের জন্য ভারুই পাখি, মিশরের জন্য বেঙ

১৬ [১] এজন্য তারা যোগ্যরূপেই সেই ধরনের প্রাণী দ্বারা দণ্ডিত হল,
ও অসংখ্য কীট দ্বারা উৎপীড়িত হল।
[২] তেমন শাস্তি না দিয়ে তুমি বরং তোমার জনগণের উপকারই করলে;
তাদের ক্ষুধার প্রবল আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে
তুমি তাদের জন্য অতিরুচিকর খাদ্য—সেই ভারুই পাখি—ব্যবস্থা করলে।
[৩] কেননা খাদ্য বাসনা করলেও, সেই মিশরীয়েরা
তাদের বিরুদ্ধে পাঠানো সেই পশুদের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ ক'রে
তাদের ক্ষুধার সাধারণ আকাঙ্ক্ষাও হারিয়ে ফেলল;
কিন্তু তোমার জনগণ ক্ষণিকের অনাটনের পর
অতিরুচিকর খাদ্য স্বাদ করল।
[৪] এ প্রয়োজন ছিল যে,
সেই বিরোধীদের উপর অপরিহার্য দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে,
কিন্তু তোমার জনগণের কাছে এ-ই দেখানো যথেষ্ট ছিল যে,
তাদের শত্রুরা কেমন পীড়ায় ভুগছে।

ব্রঞ্জের সাপ ও মৃত্যুদায়ী পশু

[৫] কেননা পশুদের ভীষণ আক্রোশ যখন তাদের আক্রমণ করল,
তারা যখন সেই পেঁচাল সাপগুলির কামড়ে বিনষ্ট হচ্ছিল,
তখন তোমার ক্রোধ শেষ মাত্রায় ব্যাপ্ত হয়নি।
[৬] সংশোধনের উদ্দেশ্যেই তারা ক্ষণিকের মত আঘাতগ্রস্ত হল,
ও তোমার বিধানের আজ্ঞার স্মরণার্থেই একটা ত্রাণ-চিহ্ন পেল;
[৭] কেননা যে কেউ সেই চিহ্নের দিকে চোখ ফেরাত,
সে যা দেখত তা দ্বারা নয়,
বিশ্বত্রাতা সেই তোমারই দ্বারা বরং ত্রাণ পেত।
[৮] এর দ্বারাও তুমি আমাদের শত্রুদের কাছে প্রমাণিত করলে যে,
তুমিই সমস্ত অনিষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার কর।
[৯] বস্তুত মিশরীয়েরা পঙ্গপাল ও মাছির কামড়ে মারা পড়ল,
তাদের প্রাণের কোন প্রতিকারও পাওয়া গেল না,
যেহেতু তেমন প্রাণীদের মধ্য দিয়েই তিরস্কার পাবার যোগ্য হল।
[১০] কিন্তু তোমার সন্তানদের উপরে বিষাক্ত সাপের কামড়ও জয়ী হতে পারল না,
কারণ তাদের নিরাময় করতে তোমার দয়াই এসে দাঁড়াল।
[১১] তারা যেন তোমার বাণী মনে রাখে,
সেজন্য দংশিত হলে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই নিরাময় করা হত,
পাছে গভীর বিস্মরণ-গর্ভে পতিত হয়ে
তোমার মঙ্গলদানগুলি থেকে বঞ্চিত হয়।
[১২] কোন ঘাস যে তাদের সুস্থ করল এমন নয়; কোন মলম, তাও নয়,
বরং তোমার বাণীই, প্রভু, তাদের সুস্থ করল—সেই যে বাণী সবই নিরাময় করে!
[১৩] কেননা তোমারই তো জীবন ও মৃত্যুর উপর অধিকার আছে,
তুমিই পাতালদ্বারে নামিয়ে দাও, আবার সেখান থেকে তুলে আন।
[১৪] নিজের শঠতায় মানুষ হত্যা করতে পারে,
কিন্তু যার আত্মা গেল, তার সেই আত্মাকে সে ফিরিয়ে আনতে পারে না,

যার প্রাণ পাতালে গ্রহণ করা হল, তার সেই প্রাণকে সে মুক্তি দিতে পারে না।

শিলাবৃষ্টি ও মান্না

[১৫] তোমার হাত এড়ানো সম্ভব নয়:
[১৬] সেই ভক্তিহীনেরা, যারা তোমাকে জানতে অস্বীকার করল,
তারা তোমার বাহুবলেই আঘাতগ্রস্ত হল,
অদ্ভুত জলবর্ষণ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা উৎপীড়িত হল,
মুষলধারায় আপ্লাবিত হল, হল আগুনের গ্রাসের বস্তু।
[১৭] আরও আশ্চর্যের বিষয়! সবকিছু নিভিয়ে দেয় যে জল,
সেই জলে আগুন উত্তরোত্তর জ্বলে উঠত!
কেননা প্রকৃতি ধার্মিকদের মিত্র হয়।
[১৮] এক সময় অগ্নিশিখা নিভে যেত,
যেন ভক্তিহীনদের বিরুদ্ধে পাঠানো পশুদের না পুড়িয়ে ফেলে,
যেন তেমন দৃশ্যে তাদের বোঝাতে পারে যে,
ঈশ্বরের রায়-ই তাদের পিছনে ধাওয়া করছে।
[১৯] অন্য সময় জলের মধ্যেও সেই অগ্নিশিখা
আগুনের প্রতাপের চেয়েও উদ্দীপ্ত হয়ে পুড়ত,
যেন অধর্মের দেশের অঙ্কুর বিনাশ করতে পারে।
[২০] কিন্তু তোমার জনগণের প্রতি তোমার কেমন ব্যবহার!
স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই মিটিয়েছ তাদের ক্ষুধা,
স্বর্গ থেকে তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি
বিনা কষ্টে প্রস্তুতই পাওয়া এমন রুটি,
যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে, মেটাতে পারে যত রুচি।
[২১] তোমার এই খাদ্য প্রকাশ করত তোমার সন্তানদের প্রতি তোমার মাধুর্য;
যে যে এই খাদ্য খেত, তা ছিল তাদের প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী,
যে যা ইচ্ছা করত, তাতেই এই খাদ্য পরিণত হত।
[২২] তুষার ও বরফ আগুনের সামনেও গলে যেত না,

তোমার জনগণ যেন স্বীকার করতে পারে যে,
আগুন শিলাবৃষ্টির মধ্যে জ্বলন্ত থেকে শত্রুদের যত ফল গ্রাস করছিল,
জলবর্ষণের মধ্যেও সেইসব বিনষ্ট করছিল।
[২৩] কিন্তু ধার্মিকেরা যেন পুষ্ট হতে পারে,
আগুন তার নিজের গুণও ভুলে যাচ্ছিল!

[২৪] তার নির্মাণকর্তা সেই তোমারই প্রতি বাধ্য হয়ে
সৃষ্টি অধার্মিকদের শাস্তি দিতে শক্ত হয়,
কিন্তু তোমার আশ্রিতজনদের উপকার করতে কোমল হয়।
[২৫] এজন্য সৃষ্টি সেসময়েও সবকিছুতে রূপান্তরিত হয়ে
তোমার সর্বপুষ্টিকর বদান্যতার সেবা করছিল—অভাবীর বাসনা অনুসারে;
[২৬] যাদের তুমি ভালবাস, প্রভু, তোমার সেই সন্তানেরা একথা যেন বুঝতে পারে যে,
বিবিধ ফসলই যে মানুষকে পরিপুষ্ট করে এমন নয়,
বরং তোমার বাণীই বাঁচিয়ে রাখে তাদের, যারা তোমাতে বিশ্বাস রাখে।
[২৭] কেননা আগুন যা বিনষ্ট করতে পারেনি,
সূর্যের ক্ষণিকের রশ্মির তাপে তা গলে যেত,
[২৮] যেন একথা জ্ঞাত হয় যে,
তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য সূর্যের আগেই ওঠা দরকার,
আলোর প্রথম আগমনেই তোমার কাছে প্রার্থনা করা দরকার;
[২৯] কিন্তু কৃতঘ্ন মানুষের প্রত্যাশা শীতকালীন কুয়াশার মত গলে যায়,
এমন জলের মত বয়ে যায়, যা কোন উপকারের নয়।

অন্ধকার ও অগ্নিস্তম্ভ

১৭ [১] হ্যাঁ, তোমার বিচারগুলি সত্যি মহান, বোধগম্য নয়;
এজন্য অদীক্ষিত সকল প্রাণ ভ্রষ্ট হল।
[২] শঠতাপূর্ণ সেই মানুষেরা মনে করছিল,

তারা পবিত্র জনগণের উপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে,
কিন্তু নিজেরাই ছিল অন্ধকারে শৃঙ্খলিত, দীর্ঘ রাত্রির বেড়িতে আবদ্ধ,
নিজেদের ঘরে কারারুদ্ধ, সনাতন দূরদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত!
[৩] তারা মনে করছিল, তারা ও তাদের গোপন পাপ লুকিয়ে থাকবে,
অন্ধকারময় বিস্মরণ-গর্ভে আচ্ছাদিত থাকবে,
কিন্তু নিজেরাই হল বিক্ষিপ্ত, ভীষণ আশঙ্কায় আঘাতগ্রস্ত,
সকলেই অপচ্ছায়া দ্বারা আলোড়িত।
[৪] তারা যে গুপ্ত স্থানে ছিল,
তাও আতঙ্ক থেকে তাদের রক্ষা করতে পারেনি,
কিন্তু তাদের চারদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ প্রতিধ্বনিত হত,
দুঃখার্ত ও বিষণ্ন মুখের ছায়ামূর্তি দেখা দিত।
[৫] কোন আগুনের এমন তেজ ছিল না যে, তাদের আলো দেবে,
জ্যোতিষ্করাজির উজ্জ্বল দীপ্তিও
সেই ঘোর রাত্রিকে আলোকিত করতে সক্ষম ছিল না।
[৬] তাদের কাছে কেবল মহা এক হাপর দেখা দিত,
যা আপনা আপনি জ্বলে উঠত, যা ভয়ঙ্কর;
একবার সেই দৃশ্য মিলিয়ে গেলে তারা সন্ত্রাসিত হয়ে,
যা দেখেছিল, তা আরও ভয়ঙ্কর মনে করত।
[৭] তেমন দশায় শক্তিহীন ছিল তাদের জাদু-মন্ত্র,
নিজেদের ব'লে যা দাবি করত, তাদের সেই দম্ভপূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধিও তাই,
[৮] কেননা যারা এমন কথা দিত যে, পীড়িত প্রাণ থেকে যত ভয় ও উদ্বেগ তাড়িয়ে দেবে,
তারা এমন আশঙ্কার ফলে পীড়িত হত, যা হাস্যকর আশঙ্কা!
[৯] তাদের সন্ত্রাসিত করার মত ভয়ঙ্কর কিছু না থাকলেও
তারা সেই কীটের দ্রুত গমনে, সেই সরিসৃপের হিস্ হিস্ ধ্বনিতে ভীত হয়ে পড়ত;
তারা ভয়ে কম্পিত হয়ে মারা পড়ত,

সেই শূন্য হাওয়ার দিকেও তাকাতে অস্বীকার করত, যা এমনিও এড়ানো সম্ভব নয়।
[১০] ধূর্ততা নিজের ভীরুতার সাক্ষী, তাতে নিজেই নিজেকে দণ্ডিত করে,
বিবেকের চাপে তা সর্বদাই ধরে নেয়, অনিষ্টতর কিছু ঘটবে।
[১১] বস্তুত ভয় আর কিছু নয়,
কেবল সুবুদ্ধির দেওয়া সাহায্য অস্বীকার করা ;
[১২] নিজের অন্তরে তুমি তেমন সাহায্যের উপর যত কম নির্ভর কর,
তোমার নিজের পীড়নের কারণ না জানা-ই তত বিপদাশঙ্কায় পূর্ণ।
[১৩] কিন্তু এমন রাত্রিকালে যা সত্যি প্রভাববিহীন,
—যেহেতু প্রভাববিহীন পাতালের অগম্য গভীরতা থেকেই নির্গত সেই রাত্রি—
তারা একই নিদ্রায় মগ্ন হয়ে
[১৪] ভয়াবহ ছায়ামূর্তি দ্বারা তাড়িত ছিল,
আবার ছিল প্রাণের হতাশায় অসাড় ;
কারণ আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সন্ত্রাস ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের উপর।

[১৫] তাই যে কেউ সেখানে পড়ত,
সেইখানে, অর্গলবিহীন সেই কারাবাসে সে রুদ্ধ হয়ে থাকত।
[১৬] হোক কৃষক, হোক রাখাল,
হোক এমন মজুর, যে নির্জন স্থানে কাজে ব্যস্ত,
সে ধরাই পড়ত, সেই অনিবার্য নিয়তি ভোগ করত,
কেননা সকলেই ছিল তমসার একই শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত।
[১৭] হাওয়া-বাতাসের শিস,
ঘন ঘন শাখার মধ্যে পাখিদের মধুর কলরব,
বেগমান জলপ্রবাহের মর্মর,
পতনশীল শৈলের তীব্র কোলাহল,
[১৮] উন্মত্ত পশুর অদৃশ্য দৌড়,
হিংস্রতম বন্যজন্তুর গর্জন,
পর্বতমালার ফাটল থেকে নির্গত প্রতিধ্বনি,

সবই তাদের অসাড় করত, সবই তাদের আতঙ্কিত করত।
[১৯] কারণ সারা বিশ্ব ছিল উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত,
প্রত্যেকে ছিল নির্বিঘ্ন, নিজ নিজ কাজে রত;
[২০] কেবল তাদের উপরেই বিস্তৃত ছিল এক গভীর রাত,
তা সেই অন্ধকারের পূর্বচিহ্ন, যা তাদের আচ্ছন্ন করার কথা।
কিন্তু অন্ধকারের চেয়ে ভারী ছিল সেই বোঝা,
তারা নিজেরা নিজেদের জন্য যে বোঝা ছিল।

১৮ [১] তোমার পুণ্যজনদের জন্য উজ্জ্বলতম এক আলো জ্বলছিল;
সেই মিশরীয়েরা তাদের কণ্ঠস্বর শুনে কিন্তু তাদের না দেখতে পেয়ে
ওদের ভাগ্যবান বলছিল,—ওরা যে তাদের মত পীড়া ভোগ করেনি;
[২] এমনকি ওদের প্রতি কৃতজ্ঞও ছিল,—ওরা প্রথম অত্যাচারিত হয়েও
তাদের কোন ক্ষতি করছিল না;
তারা যে ওদের শত্রু হয়েছিল, এজন্য ওদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছিল।
[৩] অন্ধকারের চেয়ে তুমি তোমার সন্তানদের দিলে একটি অগ্নিস্তম্ভ,
তা যেন অজানা যাত্রাপথে তাদের দিশারী হয়,
তাদের গৌরবময় প্রস্থানে যেন অনপকারী সূর্য স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।
[৪] যাদের দ্বারা বিধানের অক্ষয়শীল আলো জগতের কাছে মঞ্জুর করার কথা,
তোমার সেই সন্তানদের যারা কারাগারে রুদ্ধ করে রেখেছিল,
তারা আলো-বঞ্চিত হতে ও অন্ধকারে বন্দি হতে সত্যিই যোগ্য ছিল!

দুঃখের রাত ও মুক্তির রাত

[৫] তারা তো পুণ্যজনদের নবজাত শিশুদের হত্যা করতে স্থির করেছিল,
—ফেলে রাখা হয়েছিল যাদের, তাদের মধ্য থেকে কেবল একজন
শিশুই ত্রাণ পেয়েছিল!—
তাই শাস্তি স্বরূপ তুমি তাদের সন্তানদের বিপুল সংখ্যা মুছে দিলে,
প্রবল জলরাশির মধ্যে তাদের সকলের বিনাশ ঘটালে।

[৬] সেই রাতটি আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে পূর্বঘোষিত হয়েছিল,
কেমন প্রতিশ্রুতিতে তারা বিশ্বাস রাখছিল,
তা জেনে তারা যেন নিরাপদে আনন্দ করতে পারে।
[৭] তাই তোমার জনগণের প্রত্যাশা এ ছিল,
ধার্মিকদের পরিত্রাণ ও শত্রুদের সংহার।
[৮] আর আসলে তুমি বিরোধীদের উপর যেমন প্রতিশোধ নিলে,
তোমার কাছে আমাদের আহ্বান করায়
আমাদের তেমনি গৌরবান্বিত করলে।
[৯] সৎলোকদের পুণ্যময় সন্তানেরা আড়ালে যজ্ঞবলি উৎসর্গ করল,
এবং একমত হয়ে এ দিব্য নিয়ম প্রচলন করল যে,
পুণ্যজনেরা মঙ্গল-অমঙ্গল সবকিছুরই একইভাবে সহভাগী হবে;
আর সঙ্গে সঙ্গে তারা পিতৃপুরুষদের স্তুতিবন্দনা গেয়ে উঠল।
[১০] শত্রুদের এলোমেলো চিৎকারের স্বরধ্বনি আসছিল,
যারা আপন সন্তানদের উপর কাঁদছিল,
ছড়িয়ে পড়ছিল তাদের বিলাপের সুর।
[১১] একই দণ্ড দাস মনিব দু'জনকেই আঘাত করেছিল,
রাজা প্রজা উভয়েই একই দুর্দশায় ভুগছিল।
[১২] একই মৃত্যুতে আঘাতগ্রস্ত অগণিত মৃতলোক ছিল সবারই ঘরে,
তাদের সমাধি দিতে জীবিতেরা আর যথেষ্ট ছিল না,
কারণ এক আঘাতেই বিনষ্ট হয়েছিল তাদের বংশের সবচেয়ে উত্তম ফল।
[১৩] তাদের মন্ত্রতন্ত্রের কারণে যারা অবিশ্বাসী হয়ে থেকেছিল,
তাদের প্রথমজাতদের মৃত্যুর সামনে তারা তখন একথা স্বীকার করল যে,
এই জাতি সত্যি ঈশ্বরের সন্তান।
[১৪] সবকিছুর উপরে তখন গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে,
রজনী তখন অর্ধপথ পেরিয়ে যাচ্ছে,
[১৫] এমন সময় তোমার সর্বশক্তিমান বাণী স্বর্গ থেকে রাজাসন ছেড়ে

সেই বিনাশ-ভূমির মধ্যে নির্মম বীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল,
শাণিত খড়্গারূপে সঙ্গে করে আনছিল তোমার আপন চূড়ান্ত আদেশ।
[১৬] তখন উঠে দাঁড়িয়ে সবকিছুই মৃত্যুতে পরিপূর্ণ করল;
সেই বাণী গগনস্পর্শী ছিল, আবার পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াচ্ছিল।
[১৭] তখন ভয়ঙ্কর স্বপ্নের নানা আকস্মিক ছায়ামূর্তি তাদের আতঙ্কিত করল,
অচিন্তনীয় আশঙ্কা-ভয় তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
[১৮] আধমরা অবস্থায় এখানে সেখানে পড়তে পড়তে
তারা দেখাচ্ছিল তাদের নিজ নিজ মৃত্যুর কারণ,
[১৯] কেননা ভয়ঙ্কর তাদের সেই স্বপ্নগুলি আগে থেকে তাদের সতর্ক করেছিল,
যেন তারা না মরে নিজ নিজ যন্ত্রণার কারণ না জেনে।

প্রান্তরে আরোনের মহাকাজ

[২০] মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কিন্তু ধার্মিকদেরও স্পর্শ করল,
বস্তুত মরুপ্রান্তরে বহুজনেরই মহাসংহার হল;
কিন্তু ক্রোধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না,
[২১] কেননা অনিন্দ্য এক মানুষ
তাদের পক্ষে মিনতি জানাবার জন্য তৎপর হয়ে
আপন সেবাকাজের অস্ত্রস্বরূপ প্রার্থনা তুলে নিল,
এবং সেই সঙ্গে প্রায়শ্চিত্তকারী ধূপস্বরূপ মিনতিও অর্পণ করল,
ক্রোধ প্রতিরোধ করল, দুর্বিপাকের শেষ ঘটাল,
এতে সে দেখাল যে, সে তোমার আপন সেবক।
[২২] সে ঐশ ক্ষোভের উপর জয়ী হল, কিন্তু দৈহিক শক্তিতে নয়,
অস্ত্রের বলেও নয়;
বরং বাণী দ্বারাই সে শাস্তিদানকারীকে প্রশমিত করল,
পিতৃগণের কাছে দেওয়া শপথ ও নানা সন্ধি তাঁকে স্মরণ করায়ই তেমনটি করল।
[২৩] মৃতেরা একে অন্যের উপরে রাশি রাশি হয়ে পড়ে ছিল,
এমন সময় সেই অনিন্দ্য মানুষ তাদের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে ঐশ ক্রোধ থামাল,

জীবিতদের কাছে তার যাওয়ার পথ ছিন্ন করল।
[২৪] কেননা সারা বিশ্ব ছিল তার দীর্ঘ পোশাকে,
বহুমূল্য মণির চার শ্রেণিতে খোদাই করা ছিল পিতৃগণের গৌরবময় নাম,
এবং তার মাথার কিরীটে তোমার মহত্ত্ব।
[২৫] তেমন কিছুর সামনে থেকে বিনাশক পিছটান দিল, তাতে ভীত হল।
বস্তুত ক্রোধের এই একমাত্র প্রমাণই যথেষ্ট ছিল।

লোহিত সাগর পার

১৯ [১] ভক্তিহীনদের উপরে নির্মম রোষ শেষ পর্যন্ত নেমে পড়ল,
কেননা ঈশ্বর আগে থেকেই জানতেন তাদের ভাবী কাজ,
[২] হ্যাঁ, তিনি জানতেন যে, তাঁর আপন জনগণকে যেতে দিয়ে,
এমনকি, তাদের চলে যাওয়াটা যেন শীঘ্রই ঘটে, তাও চেষ্টা ক'রে
তারা মন পাল্টিয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করবে।
[৩] বস্তুত তারা তখনও মৃত্যুশোকে ব্যস্ত আছে,
তখনও নিজেদের মৃতজনদের কবরের উপর চোখের জল ফেলছে,
এমন সময় আর একটা নির্বোধ সিদ্ধান্ত নিল,
হ্যাঁ, তারা যাদের চলে যেতে অনুরোধ করেছিল,
পলাতক রূপে তাদের পিছনে ধাওয়া করল।
[৪] তেমন চরম অবস্থায় তাদের যোগ্য ভাগ্যই তাদের চালিত করছিল,
ফলে তারা যা ঘটেছিল সবই ভুলে গেল,
যাতে তাদের পীড়ার যা কিছু তখনও বাকি ছিল,
তা যেন তারা পূর্ণ মাত্রায় ভরে তোলে,
[৫] আর তোমার জনগণ অসাধারণ সেই যাত্রায় পা দিতে দিতে,
তারা যেন এক বিশেষ ধরনের মৃত্যুর সম্মুখীন হয়।
[৬] কেননা সমগ্র সৃষ্টি তোমার আজ্ঞাগুলিতে বাধ্য হয়ে
তার নিজের স্বরূপটির নতুন এক রূপ আবার ধারণ করছিল,

যেন তোমার সন্তানেরা নিরাপদে রেহাই পায়।
[৭] শিবিরের উপরে ছায়া ছড়াতে মেঘটি ছিল,
আগে যেখানে জল ছিল, সেখানে এখন শুষ্ক মাটি ভেসে উঠছিল,
লোহিত সাগরে বাধামুক্ত একটা পথ উন্মুক্ত হল,
প্রচণ্ড তরঙ্গের স্থানে দেখা দিল সবুজ সমতল ভূমি;
[৮] তেমন আশ্চর্যময় অলৌকিক লক্ষণ বিস্ময়ের চোখে দেখতে দেখতে
তোমার হাত দ্বারা আশ্রিত হয়ে গোটা জনগণ পার হল।
[৯] চরে বেড়ায় এমন ঘোড়ার দলের মত,
আনন্দে লাফায় এমন মেষশিশুদের মত
তারা তোমার প্রশংসাগান করছিল, প্রভু,—তুমি যে তাদের নিস্তারকর্তা।
[১০] কেননা তাদের নির্বাসনের ঘটনাগুলি তখনও তাদের স্মরণে ছিল:
সেই মাটি, যা পশুদের পরিবর্তে মশা উৎপন্ন করেছিল,
সেই নদী, যা মাছের পরিবর্তে কোটি কোটি বেঙ উদ্গিরণ করেছিল।
[১১] পরে তারা পাখিদের নতুন প্রকার প্রজন্মও দেখতে পেল,
যখন ক্ষুধার জ্বালায় রুচিকর খাদ্য দাবি করল;
[১২] আর আসলে তাদের তৃপ্ত করার জন্য সমুদ্র থেকে ভারুই পাখি উঠে এল।

মিশর সদোমের চেয়েও দোষী

[১৩] কিন্তু পাপীদের উপরে নানা শাস্তি নেমে পড়ল,
—তাদের সতর্ক করার জন্য
কোলাহলপূর্ণ বিদ্যুৎ-ঝলকও পূর্বলক্ষণ রূপে ঘটেছিল;
তাদের অপকর্মের ফলে তারা যোগ্য যন্ত্রণা ভোগ করল,
বিদেশী মানুষদের প্রতি তারা যে পোষণ করেছিল এত তিক্ত ঘৃণা!
[১৪] বস্তুত অন্য কেউ অচেনা অতিথিকে সাদরে গ্রহণ করেনি,
কিন্তু এই মিশরীয়েরা উপকারী অতিথিদেরই ক্রীতদাস করল।
[১৫] আরও, সেই পাপীদের জন্য অবশ্য দণ্ড থাকবে,
যেহেতু শত্রুভাবে বিদেশীদের গ্রহণ করল;

[১৬] কিন্তু সেই মিশরীয়েরা, তাদেরই অভ্যর্থনা জানিয়ে
যারা তাদের একই অধিকারের অংশীদার ছিল,
পরবর্তীকালে কঠোরতম কর্ম তাদের উপর চাপিয়ে দিল।
[১৭] এজন্য তারা অন্ধতায় আঘাতগ্রস্ত হল,
ধার্মিকের দুয়ারপ্রান্তে সেই পাপীদের মত,
যখন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে
প্রত্যেকে খোঁজ করছিল নিজ নিজ দরজার প্রবেশপথ।

প্রকৃতিতে বিদ্যমান নবীন মিল

[১৮] তখন পদার্থের নতুন বিধান দেখা দিল,
বীণায় যেমন সুর রাগের পরদা নিত্য রক্ষা করেও
নানা তালে অবলম্বন করে।
ঘটনাবলির প্রতি সূক্ষ্ম মনোযোগ দিলে
বলা যায় যে, তখন ঠিক তাই ঘটল:
[১৯] স্থলভূমির পশু জলচর হল,
জলজন্তু স্থলভূমিতে উঠল,
[২০] আগুন জলে আরও প্রতাপশালী হল,
জল ভুলে গেল আগুন নিভিয়ে দেওয়ার গুণ,
[২১] অগ্নিশিখা নিজের মধ্যে চলন্ত ক্ষুদ্র প্রাণীর মাংস ক্ষয় করল না,
সেই স্বর্গীয় খাদ্যও গলাল না,
যা ছিল কুয়াশার মত দেখতে, ফলে যা সহজে গলিত হতে পারত।

উপসংহার

[২২] প্রভু, সর্বতভাবেই তুমি তোমার আপন জাতিকে মহিমান্বিত ও গৌরবমণ্ডিত করেছ,
সর্বকালে সর্বস্থানে তাদের সহায়তা করায় কখনও অবহেলা করনি।

---

১ [১১] এই পুস্তকের ধারণায়, শারীরিক মৃত্যুই যে প্রকৃত মৃত্যু তা নয়, প্রকৃত মৃত্যু একপ্রকারে আধ্যাত্মিকই মৃত্যু; তেমন আধ্যাত্মিক মৃত্যু দুর্জন ও ভক্তিহীনদের এজীবনে ইতিমধ্যেই উপস্থিত, এবং পরজীবনে তা চিরস্থায়ী হবে। অপরদিকে ধার্মিকজন অমরতাই ভোগ করতে আহূত (প্রজ্ঞা ২:২২-২৩; ৩:৪-৯; ৫:১৫)।

[১৬] ভক্তিহীনেরা মৃত্যুর অধীনে জীবনযাপন করে, কেননা তারা তাদের মূল্যবোধে আধ্যাত্মিক কোন কিছুকেও স্থান দেয় না (প্রজ্ঞা ২:২-৯), কোন নৈতিকতাও মানে না।

২ [২০] শেষ মুহূর্তে ঈশ্বর নিজেই এসে ধার্মিকজনকে মৃত্যু থেকে উদ্ধার করবেন: ভক্তিহীনেরা ঠিক এই আশাকেই উপহাস করে।

[২৩] আদি ১:২৬-২৭ সম্বন্ধে লেখকের ব্যাখ্যা: ঈশ্বরের স্বরূপ হল তাঁর অমরতা, এজন্য ঐশ অমরতার প্রতিমূর্তিতে গড়া মানুষ অমরতা ভোগ করতে আহূত।

[২৪] আদি ৩ সম্বন্ধে লেখকের ব্যাখ্যা: মানুষ অমরতা ভোগ করতে আহূত, তাতে দিয়াবল হিংসা বোধ করল।

৩ [৮] ঈশ্বর পৃথিবীর সকল জাতির উপরে রাজত্ব করেন: সেই অনন্ত রাজত্বে ধার্মিকেরাও যোগ দেবে (দা ৭:১৮ …)।

[৯] এখানে 'সত্য' বলতে মানুষের উপরে ঈশ্বরের রহস্যময় ও যত্নপূর্ণ পরিকল্পনা বোঝায় (প্রজ্ঞা ৪:৭)। • 'যারা বিশ্বস্ত, তারা …', অনুবাদান্তরে: যারা ভালবাসায় বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে জীবনযাপন করবে।

[১৩-১৪] শারীরিক অবস্থা নিজে থেকে প্রশংসনীয়ও নয়, দন্ডনীয়ও নয়; সদাচরণই মানুষকে প্রশংসার পাত্র করে, আবার তার দুরাচার তাকে দণ্ডের পাত্র করে। এ পদ দু'টো বিবাহ বা কৌমার্যের কথা তুলে ধরছে না। • 'প্রভুর মন্দির' বলতে এখানে প্রভুর স্বর্গীয় আবাস বোঝায়।

৪ [১] মানুষের সদাচরণ, তা-ই স্মরণ করে ঈশ্বর মানুষকে অমরতা দান করবেন।

[৭…] দীর্ঘায়ু যে অবশ্যই ঐশ আশীর্বাদের চিহ্ন তা নয়; একথার প্রমাণ হল ধার্মিকের অকাল মৃত্যু।

[১৭] ধার্মিকের অকাল মৃত্যু যে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের চিহ্ন, ভক্তিহীনেরা তা বুঝতে অক্ষম।

৫ [৫] 'ঈশ্বরের সন্তান' ও 'পবিত্রজন' বলতে এখানে সম্ভবত স্বর্গদূতদের বোঝায়: ধামিকজন এঁদের সাহচর্যে প্রবেশাধিকার পাবে।

[১৫] ধার্মিকেরা জীবিত থাকে চিরকাল, কেননা এজগতে থাকতেও অমরতা-বিশিষ্ট জীবনে প্রত্যাশা রাখে; অন্য অর্থে: ধার্মিকেরা পরজীবনে অমরতা ভোগ করে। উভয় ব্যাখ্যা একই কথা সমর্থন করে, তথা: পরজীবনে ধার্মিকের গৌরব এজীবনে তার সদাচরণের প্রতিফল।

৬ [১৬] প্রজ্ঞায় ঈশ্বরের নিজের যত্ন ব্যক্ত যিনি মানুষকে উদ্দীপিত করেন, ও ইচ্ছা করেন মানুষ তাকে জানবে।

[২০] প্রজ্ঞা যে স্বর্গীয় রাজত্ব দানের প্রতিশ্রুতি দেয়, প্রজ্ঞালাভের আকাঙ্ক্ষাই তা পাবার প্রথম পদক্ষেপ।

৭ [২৫] ঈশ্বরের সঙ্গে প্রজ্ঞার সম্পর্কের যে স্বরূপ তা এপদে বিবৃত; ধারণাটা হিব্রুদের কাছে পত্রেও ধ্বনিত (হিব্রু ১:৩)।

৯ [১] 'পিতৃপুরুষদের' কথা এখানে কুলপতিদের ও দাউদ পর্যন্ত তাঁদের বংশধরদের লক্ষ করে (১ রাজা ৮:৫৭)।

[১৫] আমাদের 'মাটির' দেহ (আদি ২:৭) একটা 'তাঁবুর' মত যা অস্থায়ী (যোব ৪:২১; ইশা ৩৩:২০)।

১০ [১-৫] আদিপুস্তকের নানা ঘটনা উপস্থাপিত: সৃষ্টিলগ্নে মানুষের নিঃসঙ্গতা (১খ) ও তার পতনের পরে প্রজ্ঞার উপকারিতা (১গ); সমস্ত সৃষ্টজীবের উপরে মানুষের কর্তৃত্ব (২); কাইনের মৃত্যু যা তার নরহত্যার ফল বলে ব্যক্ত (৩); জলপ্লাবন যা এখানে কাইনের অপরাধের ফল বলে উল্লিখিত (৪); বাবেল (৫ক); ইসহাককে বলিদান (৫খ,গ); সদোম ও গমোরা (৬-৮); যাকোবের স্বপ্ন (১০গ); লাবানের কাছে যাকোবের পরিশ্রম (১০ঙ); যাকোবের লড়াই যা আদি ৩২:২৩-৩২ পদে বিবৃত (১২ঘ); মিশরে বিক্রীত যোসেফ (১৩); মোশি (১৬); মিশর থেকে মুক্তি-যাত্রা ও মেঘ-স্তম্ভ যা স্বয়ং প্রজ্ঞাই (১৭); মোশি (১১:১)।

[১০] 'তাকে দেখাল ঈশ্বরের রাজ্য': প্রজ্ঞার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যাকোবকে শেখান কীভাবে তাঁর রাজত্ব অনুশীলন করা হয়।

১১ [৪] এখানে যাত্রাপুস্তক সংক্রান্ত ধ্যান-বর্ণনার শুরু।

[১৪] মোশিকেই নদীতে ফেলে রাখা হয়েছিল (যাত্রা ১:২২; প্রেরিত ৭:১৯-২১)।

[১৫] বুদ্ধিহীন পশুরা মিশরীয়দের আঘাত করল যারা তাদের পূজা করত।

[২৫] ঈশ্বর যা যা সৃষ্টি করেছেন তা সযত্নে পালনও করে থাকেন (ইশা ৪১:৪; ৪৮:১৩; রো ৪:১৭)।

১২ [২১] 'উত্তম প্রতিশ্রুতির নানা সন্ধি', অর্থাৎ আব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পাদিত নানা সন্ধি (আদি ১৫; ১৭; ২২:১৬-১৮; ২৬:৩-৪; ৫০:২৪; ইত্যাদি)।

১৪ [১২] নবীদের ভাষাই ব্যবহৃত, যা অনুসারে ব্যভিচার বলতে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ততা বোঝায় (যেরে ২:২০; ⋯)।

১৬ [৬] ব্রঞ্জের সেই সর্পমূর্তির ঘটনায় (গণনা ২১:৪-৯) আধ্যাত্মিক অর্থ আরোপ করা হয়: সেই সাপটাই ইস্রায়েলীয়দের প্রভুর আজ্ঞা পালনে অর্থাৎ বাধ্যতায় ফিরিয়ে আনে।

[৭] 'চোখ ফেরানো' আধ্যাত্মিক অর্থ অনুসারেই ব্যবহৃত: সাপের দিকে তাকালে মানুষ ঈশ্বরেরই কাছে ফিরত (গণনা ২১:৮-৯)।

[৯-১১] সাধারণ পশুর কামড়ে মিশরীয়েরা মরে; বিষাক্ত সাপের কামড়ে ইস্রায়েলীয়েরা নিরাময় হয়। নিরাময়-শক্তি ঈশ্বরের বাণীর বিশেষ গুণ (সাম ১০৭:২০)।

[১৩] প্রকৃত পুনরুত্থানের কথা উল্লিখিত না হলেও তবু ঈশ্বরের শক্তি যে মৃত্যু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় তা স্পষ্টভাবেই ঘোষিত।

[২০] মান্না সংক্রান্ত এই সমস্ত ধারণা সেকালে প্রচলিত ইহুদী ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে।

১৭ [২] 'সনাতন দূরদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত', অর্থাৎ সেই মানুষেরা ছিল ঈশ্বরের যত্নশীল দূরদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত।

১৮ [৪] 'বিধান' হল মোশির মধ্য দিয়ে দেওয়া ঈশ্বরের বিধান; তাছাড়া বিধান বলতে এখানে সেই সমস্ত ধর্মীয় ও নৈতিক সত্যগুলো বোঝায় যা ইস্রায়েলীয়দের কাছে রহস্যময় ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সকল দেশ ও জাতি যে একদিন ঐশবিধান গ্রহণ করবে, তা নবীরাও বলেছিলেন (ইশা ২:২-৫; ৪২:৬; ৪৯:৬); এবং বিধান যে চিরকালস্থায়ী, এই কথাও আগে থেকে বলা হয়েছিল (বারুক ৪:১)।

১৯ [৬] মিশর থেকে চলে যাওয়ার সময়ে যে যে আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল, তা আদিপুস্তকে (আদি ১) বর্ণিত সৃষ্টিকর্মের নবায়ন বা পুনর্গঠনই যেন এখানে বর্ণিত।

বেন-সিরা

সিরার ছেলে যিশু যেরুশালেমের একজন শাস্ত্রী যিনি ঐশবিধান ও মন্দিরের ঐশ উপাসনার মাহাত্ম্য তুলে ধবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন; তিনি ইস্রায়েলের ইতিহাসের অতীতকালের মহাব্যক্তিত্বের প্রতিও যথেষ্ট ভক্তি প্রকাশ করেন। নানা উপযোগী বাণী প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে একথাই ঘোষণা করেন যে, প্রজ্ঞা ঈশ্বর থেকে আগত, এবং তা বিধানের মধ্য দিয়েই প্রাপ্য। পুস্তকটার মূলপাঠ্য হিব্রু ভাষায় লিখিত (এই মূলপাঠ্যের অধিকাংশ সম্প্রতিকালে পাওয়া গেল), কিন্তু বেন-সিরার (অর্থাৎ সিরার ছেলে যিশুর) একজন নাতি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০ সালে তা গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন। পুস্তকের পদের ধারাবাহিক সংখ্যাগুলো লাতিন পাঠ্যের সংখ্যা অনুসরণ করে, কিন্তু যেহেতু লাতিন পাঠ্যে বেশি পদ যোগ দেওয়া হয়েছিল, সেজন্য নানা স্থানে পদের সংখ্যার পূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। পুস্তকটি হিব্রু নয় গ্রীক বাইবেলেরই অন্তর্ভুক্ত পুস্তক।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১

মুখবন্ধ

[১] বিধান-পুস্তক, নবী-পুস্তক ও পরবর্তীকালীন নানা লেখার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে বহু ও মহা শিক্ষাবাণী হস্তান্তরিত হয়েছে; ফলত, তার সুশিক্ষা ও প্রজ্ঞার জন্য ইস্রায়েল উচিত প্রশংসার পাত্র। উপরন্তু, এ প্রয়োজন যে, পাঠকেরা কেবল নিজেদের জন্যই সুদক্ষ হওয়ায় ক্ষান্ত হবেন না,

[৫] বরং, একবার সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে তাঁরা বাইরের লোকদের কাছেও বাণীতে ও নানা লেখায় নিজেদের উপযোগী করবেন। আমার পিতামহ যিশু দীর্ঘদিন ধরে বিধান-পুস্তক, নবী-পুস্তক

[১০] ও আমাদের পিতৃপুরুষদের অন্যান্য পুস্তক পাঠে নিবিষ্ট হয়ে থেকে, এবং সেবিষয়ে অদ্বিতীয় অধিকার লাভ ক'রে সুশিক্ষা ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে কিছুটা লিখতে প্রেরণা পেলেন, যেন সদ্‌জ্ঞান-আকাঙ্ক্ষী মানুষ তাঁর অবদানও গ্রহণ করায় বিধান অনুযায়ী জীবনযাপনে উত্তরোত্তর এগিয়ে যেতে পারেন।

[১৫] সুতরাং, আপনারা সদিচ্ছা ও মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করতে আমন্ত্রিত; ক্ষমা দান করতেও আমন্ত্রিত, যদি অনুবাদের কাজে আমাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন কোন স্থানে এমনটি মনে হয় যে,

[২০] আমরা কয়েকটা বাক্যের প্রকৃত ভাব ফুটিয়ে তোলায় অকৃতকার্য হয়েছি। বস্তুত, যা হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল, অন্য ভাষায় অনূদিত হয়ে তার মূলভাব আর প্রকাশ পায় না। একথা কেবল এই পুস্তক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বটে, কিন্তু স্বয়ং বিধান-পুস্তক, নবী-পুস্তক

[২৫] ও বাকি পুস্তকগুলিও মূল রচনায় যেমন প্রকাশ পায়, অনুবাদে তেমন সাদৃশ্য আর দেখায় না। এউয়ের্গেতেস রাজার অষ্টাত্রিংশ বর্ষে আমি মিশরে এসে ও এখানে বেশ কিছু দিন থেকে, যখন এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাবাণীর একটা অনুলিপি আবিষ্কার করলাম,

[৩০] তখন আমিও এ প্রয়োজন মনে করলাম যে, তার অনুবাদ কাজে আমাকে তৎপরতা ও শ্রমের সঙ্গে রত থাকতে হবে। আর এই সমস্ত কাল ধরে এই ব্যাপারে যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ দেবার পর আমি এই পুস্তক সম্পন্ন করেছি, এবং তাঁদেরই জন্য তা প্রকাশ করতে যাচ্ছি, বিদেশে বাসিন্দা হয়ে যাঁরা সুশিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছা করেন,

[৩৫] যেন বিধান অনুসারে জীবনযাপন করার জন্য নিজেদের আচার-আচরণ সংস্কার করতে পারেন।

নানাবিধ বচন

প্রজ্ঞা রহস্যময়

১ [১] সমস্ত প্রজ্ঞা প্রভু থেকে আগত,
সে তাঁর সঙ্গে নিত্যই বিদ্যমান।
[২] সমুদ্রের বালুকণা, বৃষ্টির জলবিন্দু,
সবযুগের দিনগুলি,—এইসব কেইবা গুনতে পারবে?
[৩] আকাশের উচ্চতা, পৃথিবীর বিস্তার,
গহ্বরের গভীরতা,—কেইবা সেখানে গিয়ে এইসব আবিষ্কার করতে পারবে?
[৪] প্রজ্ঞা নিখিলের আগেই সৃষ্ট হল,
উদ্বুদ্ধ সদ্বিবেচনা অনাদিকাল থেকেই বিরাজিত।
[৬] কার্ কাছেই বা কখনও জ্ঞাত হয়েছে প্রজ্ঞার মূল?
কেইবা তার সমস্ত সঙ্কল্প জানে?
[৮] প্রজ্ঞাবান, মহাভয়ঙ্কর, সিংহাসনে আসীন একজনমাত্র আছেন;
[৯] সেই প্রভু নিজেই প্রজ্ঞা সৃষ্টি করলেন,
তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, তা পরিমাপ করলেন,
তাঁর সমস্ত নির্মাণকাজের উপরে তা বর্ষণ করলেন,
[১০] আপন দানশীলতা অনুসারে তা বর্ষণ করলেন সমস্ত প্রাণীর উপর,
যারা তাঁকে ভালবাসে, তাদের কাছেই তা মঞ্জুর করলেন।

প্রভুভয়

[১১] প্রভুভয় গৌরব ও গর্বের বিষয়,
সুখ ও পুলকের মুকুট।
[১২] প্রভুভয় হৃদয়কে উৎফুল্ল করে তোলে,
দান করে সুখ, আনন্দ, দীর্ঘায়ু।
[১৩] প্রভুভীরুদের পক্ষে সবকিছুর পরিণাম হবে মঙ্গলকর,

মৃত্যুর দিনে তারা আশিসধন্য হবে।

[১৪] প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার সূত্রপাত ;

ভক্তদের সঙ্গে তাদের মাতৃগর্ভেই সে সৃষ্ট হয়েছিল ;

[১৫] সে মানুষদের মাঝে চিরন্তন আবাসরূপে আপন নীড় বাঁধল,

বিশ্বস্তভাবে থাকবে তাদের বংশধরদের সঙ্গে।

[১৬] প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার পূর্ণতা ;

আপন ভক্তদের সে আপন ফলদানে মত্ত করে তোলে ;

[১৭] তাদের সমস্ত ঘর আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়ে ভরে তুলবে,

আপন ফলদানে পরিপূর্ণ করবে তাদের সমস্ত গোলাঘর।

[১৮] প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার মুকুট ;

সে শান্তি ও সুস্থতা প্রস্ফুটিত করে।

[১৯] ঈশ্বর প্রজ্ঞা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, তা পরিমাপ করলেন ;

তিনি সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি বর্ষণ করলেন ;

প্রজ্ঞা যাদের অধিকার, তাদের গৌরব উন্নীত করলেন।

[২০] প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার মূল ;

তার শাখা পরমায়ু !

ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ

[২২] অন্যায়-ক্রোধ ধর্মসম্মত বলে গণ্য করা যায় না,

কেননা ক্রোধের ভার তার নিজের সর্বনাশ।

[২৩] ধৈর্যশীল মানুষ কিছুকালের মত সহ্য করে,

শেষে কিন্তু তার আনন্দ বিস্ফুরিত হবে ;

[২৪] কিছুকালের মত সে চিন্তা-ভাবনা লুকিয়ে রাখে,

এবং অনেকের ওষ্ঠ তার সুবুদ্ধির কথা বর্ণনা করবে।

প্রজ্ঞা ও ন্যায়-আচরণ

[২৫] প্রজ্ঞার ধনভাণ্ডারে রয়েছে শিক্ষামূলক বচন,

কিন্তু পাপীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরভক্তি ঘৃণ্য বস্তু।
[২৬] যদি প্রজ্ঞা ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞাগুলি পালন কর:
প্রভু তোমাকে প্রজ্ঞা মঞ্জুর করবেন।
[২৭] কেননা প্রভুভয় হল প্রজ্ঞা ও শিক্ষাবাণী,
তিনি বিশ্বস্ততা ও কোমলতায় প্রীত।
[২৮] প্রভুভয়ের প্রতি অবাধ্য হয়ো না,
দুমনা হয়ে তার অনুশীলন করো না।
[২৯] মানুষের সামনে ভণ্ড হয়ো না,
নিজের ওষ্ঠের উপর দৃষ্টি রাখ।
[৩০] নিজেকে উন্নীত করো না, পাছে তোমার পতন ঘটে,
পাছে তুমি নিজে তোমার উপর অসম্মান ডেকে আন।
কেননা প্রভু তোমার গোপন তত্ত্ব প্রকাশ করবেন,
ও গোটা সমাজের সামনে তোমাকে নমিত করবেন,
যেহেতু তুমি প্রভুভয়ের অনুশীলন করনি,
ও তোমার হৃদয় ছলনায় পূর্ণ।

পরীক্ষার দিনে প্রভুভয়

২ [১] সন্তান, প্রভুর সেবাই যদি তোমার গভীর আকাঙ্ক্ষা,
কঠোর পরীক্ষার জন্য তোমার প্রাণ তৈরি কর।
[২] তোমার হৃদয় সরল হোক, নিষ্ঠাবান হও,
সঙ্কটের দিনে বিভ্রান্ত হয়ো না।
[৩] তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাক, তাঁকে ত্যাগ করো না,
তবে তোমার শেষ দিনগুলিতে তুমি উন্নীত হবে।
[৪] তোমার যা কিছু ঘটে, তা গ্রহণ করে নাও,
তোমার নিম্নাবস্থার অনিশ্চয়তায় ধৈর্যশীল হও;
[৫] কেননা সোনা আগুনে যাচাই করা হয়,

প্রভুর অনুগৃহীত মানুষও অবমাননার হাপরে পরীক্ষিত হয়।

[৬] তুমি তাঁর উপরে আস্থা রাখ, তিনি হবেন তোমার অবলম্বন ;

ন্যায়পথ ধরে চল, তাঁর উপরে প্রত্যাশা রাখ।

[৭] প্রভুভীরু সকল, তাঁর দয়ার প্রতীক্ষায় থাক,

সরো না, পাছে তোমাদের পতন হয়।

[৮] প্রভুভীরু সকল, তাঁর উপর আস্থা রাখ,

তোমাদের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না।

[৯] প্রভুভীরু সকল, তাঁর শুভদানে প্রত্যাশা রাখ,

চিরন্তন সুখ ও দয়ায় প্রত্যাশা রাখ।

[১০] অতীত যুগের কথা ভেবে দেখ :

প্রভুতে আস্থা রেখে কাকেই বা লজ্জা পেতে হল?

তাঁর ভয়ে নিষ্ঠাবান থেকে কেইবা পরিত্যক্ত হল?

তাঁকে ডেকে কেইবা তাঁর অবহেলার বস্তু হল?

[১১] কেননা প্রভু করুণাময় ও দয়াবান,

তিনি পাপ ক্ষমা করেন ও ক্লেশের দিনে ত্রাণ করেন।

[১২] ধিক্ তাদের, ভীরু যাদের হৃদয়, অলস যাদের হাত!

ধিক্ সেই পাপীকে, দুই পথে যে চলে!

[১৩] ধিক্ সেই অলস হৃদয়কে, যা বিশ্বাসহীন!

এজন্যই সে রক্ষা পাবে না।

[১৪] ধিক্ তোমাদের, যারা সহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলেছ!

যখন প্রভু তোমাদের দেখতে আসবেন, তখন তোমরা কী করবে?

[১৫] যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর কোন বাণী অমান্য করে না,

আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা তাঁর পথসকল পালন করে।

[১৬] যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার অন্বেষণ করে,

আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা ঐশবিধানে তৃপ্তি পাবে।

[১৭] যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা নিজেদের অন্তর প্রস্তুত করে রাখে,

তাঁর সামনে নিজেদের প্রাণ নত করে রাখে।
[১৮] তবে এসো, কোন মানুষের কবলে নয়, প্রভুর হাতেই পড়ি,
কারণ তাঁর মহত্ত্ব যেমন, তাঁর দয়াও তেমন।

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

৩ [১] সন্তানেরা, আমাকে শোন, আমি তো তোমাদের পিতা;
এমনভাবেই ব্যবহার কর যেন পরিত্রাণ পেতে পার।
[২] কেননা প্রভু সন্তানদের চেয়ে পিতাকেই গৌরবমণ্ডিত করেন;
পুত্রসন্তানদের উপরে মাতার অধিকার সমর্থন করেন।
[৩] পিতাকে যে সম্মান করে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়;
[৪] মাতাকে যে শ্রদ্ধা করে, সে যেন রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করে।
[৫] পিতাকে যে সম্মান করে, সে নিজ সন্তানদের কাছ থেকে আনন্দ পাবে,
প্রার্থনার দিনে সে সাড়া পাবে।
[৬] পিতাকে যে শ্রদ্ধা করে, সে দীর্ঘায়ু হবে;
প্রভুর প্রতি যে বাধ্য, সে মাতাকে সান্ত্বনা দেয়;
[৭] মনিবের যেমন সেবা করা হয়, সে তেমনি পিতামাতার সেবা করে।
[৮] কাজে-কথায় তোমার পিতাকে সম্মান কর,
যেন পিতার আশীর্বাদ তোমার উপর নেমে আসে।
[৯] কেননা পিতার আশীর্বাদ সন্তানদের গৃহ সুস্থির করে তোলে,
ও মাতার অভিশাপ তার ভিত উপড়ে ফেলে।
[১০] তোমার পিতার অসম্মানে গৌরববোধ করো না,
পিতার অসম্মান তো তোমার পক্ষে গৌরব নয়;
[১১] কেননা একজনের গৌরব নির্ভর করে পিতার সম্মানের উপর,
অগৌরবে পতিতা মাতা সন্তানদের পক্ষে লজ্জাকর।
[১২] সন্তান, তোমার পিতার পরিণত বয়সে তাঁর অবলম্বন হও,
তাঁর জীবনকালে তাঁকে দুঃখ দিয়ো না।

[১৩] যদিও তিনি জ্ঞানহীন হয়ে পড়েন, তাঁকে সহানুভূতি দেখাও,
তোমার পূর্ণ তেজের দিনে তাঁকে অবজ্ঞা করো না।
[১৪] কেননা পিতার প্রতি দয়া-প্রদর্শন কখনও বিস্মৃত হবে না,
তা বরং তোমার পাপের ক্ষতিপূরণ বলে গণ্য হবে।
[১৫] তোমার নিজের ক্লেশের দিনে ঈশ্বর তোমার কথা মনে রাখবেন,
জমাট শিশির যেমন সূর্যতাপে গলে,
তেমনি তোমার সমস্ত পাপ গলে যাবে।
[১৬] পিতাকে যে একা ফেলে রাখে, সে ঈশ্বরনিন্দুকের মত,
মাতাকে যে ক্ষুব্ধ করে তোলে, সে প্রভুর অভিশাপের পাত্র।

বিনম্রতা

[১৭] সন্তান, তোমার কর্মকাণ্ডে শালীনতা বজায় রাখ,
তবে ঈশ্বরের অনুগৃহীতদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।
[১৮] তুমি যত বড় হও, তত বিনম্রতার সঙ্গে ব্যবহার কর,
তবে প্রভুর কাছে অনুগ্রহ পাবে;
[২০] কেননা প্রভুর পরাক্রম মহান,
বিনম্রদের দ্বারাই তিনি গৌরবান্বিত।
[২১] তোমার পক্ষে কঠিন বিষয় বুঝতে চেষ্টা করো না,
তোমার ক্ষমতার অতীত কোন ব্যাপারও অনুসন্ধান করো না।
[২২] তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে, তাতেই মন দাও,
রহস্যময় বিষয়ে ব্যস্ত হওয়া তোমার প্রয়োজন নেই।
[২৩] যা তোমার সাধ্যের অতীত, তাতে নিজেকে জড়িয়ো না,
তোমাকে যা দেখানো হয়েছে,
তা তো এমনিই মানুষের ধারণ-ক্ষমতার অতীত।
[২৪] অনেকেই তো নিজ ধ্যানধারণার ফলে পথভ্রষ্ট হয়েছে;
তাদের কুটিল কল্পনা তাদের চিন্তা-ধারণা বিভ্রান্ত করেছে।

গর্ব

[২৬] জেদি হৃদয়ের শেষ পরিণাম হবে অমঙ্গল,

বিপদ যে ভালবাসে, সেই বিপদেই হবে তার বিনাশ।

[২৭] জেদি হৃদয়ের উপর পড়বে নানা সঙ্কটের চাপ;

পাপী মানুষ রাশি রাশি পাপ সঞ্চয় করবে।

[২৮] দর্পী মানুষের দুর্বিপাকের জন্য কোন প্রতিকার নেই,

কারণ তার অন্তরে স্থান পেয়েছে অনিষ্টকর শিকড়।

[২৯] সুবিবেচক মানুষের হৃদয় প্রবচন ধ্যানে রত থাকে;

মনোযোগী কান, এ প্রজ্ঞাবানের বাসনা।

সাহায্যদান

[৩০] জল জ্বলন্ত আগুন নিভিয়ে দেয়,

অর্থদান পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে।

[৩১] যে কেউ উপকারের প্রতিদান দেয়, সে তার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তাশীল;

হ্যাঁ, তার পতনের দিনে সে অবলম্বন পাবেই।

৪ [১] সন্তান, দীনহীনকে তার জীবিকা দিতে অস্বীকার করো না,

অভাবী মানুষের চোখ যখন তোমার দিকে নিবদ্ধ, তখন পাষণ্ড হয়ো না।

[২] ক্ষুধার্তকে দুঃখ দিয়ো না,

সঙ্কটে পতিত মানুষকে ক্ষুব্ধ করো না।

[৩] ক্ষুব্ধ হৃদয়কে আলোড়িত করো না,

অভাবীকে তার প্রত্যাশিত দান থেকে বঞ্চিত করো না।

[৪] নিঃস্বের মিনতি ফিরিয়ে দিয়ো না,

দীনহীন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না।

[৫] গরিব মানুষ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না,

কেউ তোমাকে অভিশাপ দেবে, এমন সুযোগ সৃষ্টি করো না,

[৬] কেননা তিক্ততা-ভরা অন্তরে কেউ তোমাকে অভিশাপ দিলে

তার নির্মাতা তার প্রার্থনায় সাড়া দেবেন।

[৭] জনমণ্ডলীর ভালবাসার পাত্র হতে চেষ্টা কর,
মহাব্যক্তিত্বের সামনে মাথা নত কর।

[৮] দীনহীনের প্রতি কান দাও,
তার শান্তি-কামনায় মমতার সঙ্গে উত্তর দাও।

[৯] অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার কর,
বিচার-দানে ছোটমনা হয়ো না।

[১০] পিতৃহীনদের কাছে পিতার মত হও,
তাদের মাতার প্রতি স্বামীসুলভ যত্ন দেখাও;
তবে তুমি পরাৎপরের সন্তানের মত হবে,
তিনি তোমার মাতার চেয়েও তোমাকে বেশি ভালবাসবেন।

প্রজ্ঞা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে

[১১] প্রজ্ঞা নিজের সন্তানদের প্রতিপালন করে,
যারা তার অন্বেষণ করে, সে তাদের যত্ন নেয়।

[১২] প্রজ্ঞাকে যে ভালবাসে, সে জীবনকেই ভালবাসে,
যারা তৎপর হয়ে তার সন্ধান করে, তারা আনন্দে পূর্ণ হবে।

[১৩] যে প্রজ্ঞার অধিকারী, সে গৌরবের অধিকারী হবে,
যেইখানে সে যাক না কেন, প্রভু তাকে আশীর্বাদ করেন।

[১৪] যারা প্রজ্ঞার সেবা করে, তারা সেই পবিত্রজনেরই পরিচর্যা করে,
এবং প্রজ্ঞাকে যারা ভালবাসে, প্রভু তাদের ভালবাসেন।

[১৫] যে কেউ প্রজ্ঞার কথায় কান দেয়, সে ন্যায়বিচার সম্পাদন করে,
যে তার প্রতি মনোযোগ দেয়, সে নির্ভয়ে বাস করে।

[১৬] সে যদি প্রজ্ঞায় ভরসা রাখে, উত্তরাধিকার রূপে প্রজ্ঞাই পাবে,
আর তার বংশধরেরা সেই অধিকার রক্ষা করবে;

[১৭] কেননা, যদিও প্রজ্ঞা আগে তাকে মোচড়ানো পথে চালনা করে,
তার অন্তরে ভয় ও আশঙ্কা সঞ্চার করে,

ও তার সংশোধন দ্বারা তাকে উৎপীড়ন করে

যতদিন না তার উপরে আস্থা রাখতে পারে

ও তার বিধিনিয়ম দ্বারা তাকে পরীক্ষা করে,

[১৮] তবু পরে প্রজ্ঞা তার কাছে সরাসরি ফিরে আসবে, তাকে আনন্দিত করবে,

ও তার আপন রহস্য তার কাছে প্রকাশ করবে।

[১৯] কিন্তু সে যদি ভ্রষ্ট পথে চলে, প্রজ্ঞা তাকে যেতে দেবে,

তার নিজের নিয়তির হাতে তাকে ফেলে রাখবে।

শালীন ব্যবহার ও পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

[২০] অবস্থা-পরিস্থিতি লক্ষ কর, অনিষ্টের বিষয়ে সাবধান থাক,

তোমার নিজের বিষয়েও লজ্জাবোধ করো না।

[২১] কেননা এমন লজ্জা আছে, যা পাপের দিকে চালিত করে,

আবার এমন লজ্জা আছে, যা গৌরব ও অনুগ্রহের নামান্তর।

[২২] নিজের বিষয়ে বেশি কঠোর হয়ো না,

লজ্জা তোমার পতন ঘটাবে, এমনটি হতে দিয়ো না।

[২৩] উপযুক্ত সময়ে কথা বলতে অস্বীকার করো না,

তোমার প্রজ্ঞা লুকিয়ে রেখো না।

[২৪] কেননা কথন থেকেই প্রজ্ঞার পরিচয়লাভ,

এবং জিহ্বার বচন থেকেই সুশিক্ষার প্রকাশ।

[২৫] সত্যের প্রতিবাদ করো না,

বরং তোমার অজ্ঞতা বিষয়ে লজ্জাবোধ কর।

[২৬] তোমার পাপ স্বীকার করতে লজ্জিত হয়ো না,

নদীর প্রবাহ প্রতিরোধ করো না।

[২৭] মূর্খ মানুষের অধীনে নিজেকে বশীভূত করো না,

প্রভাবশালীর পক্ষপাত করো না।

[২৮] সত্যের পক্ষে মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম কর,

তবে প্রভু ঈশ্বর তোমার পক্ষে যুদ্ধ করবেন।

[২৯] কথায় দম্ভ দেখিয়ো না
যখন কর্মে তুমি অলস ও শিথিল!
[৩০] নিজের ঘরে সিংহের মত হয়ো না,
আবার, কর্মচারীদের সামনে ভীরু হয়ো না।
[৩১] তোমার হাত পাবার উদ্দেশ্যে প্রসারিত না হোক,
আবার, ফিরিয়ে দেওয়ার সময়ে তা রুদ্ধ না হোক।

ধন ও দম্ভ

৫ [১] তোমার ধনসম্পদের উপরে নির্ভর করো না; এই কথাও বলো না,
‘স্বনির্ভরশীল হবার জন্য যা দরকার, তা আমার আছে!’
[২] তোমার স্বভাব ও তোমার বলের অনুগামী হয়ো না,
হলে তোমার হৃদয়ের দুর্মতিকে প্রশ্রয় দেবে।
[৩] একথা বলো না, ‘আমার উপর কে প্রভুত্ব করবে?’
কারণ প্রভু নিশ্চয়ই তোমার যোগ্য প্রতিফল দেবেন।
[৪] একথা বলো না, ‘পাপ করেছি, তবু আমার কী অমঙ্গল ঘটল?’
কারণ প্রভু ধৈর্য রাখতে পারেন!
[৫] ক্ষমালাভের বিষয়ে তত নিশ্চিত হয়ো না,
যার ফলে আরও রাশি রাশি পাপ জমাতে থাক।
[৬] একথা বলো না, ‘তাঁর করুণা মহান;
তিনি আমার বহু পাপ ক্ষমা করবেন’,
কারণ তাঁর কাছে দয়া ও ক্রোধ দু’টোই রয়েছে,
আর তাঁর রোষ পাপীদের উপর বর্ষিত হবে।
[৭] প্রভুর কাছে ফিরতে দেরি করো না,
দিনের পর দিন ব্যাপারটা স্থগিত করো না,
কারণ প্রভুর ক্রোধ অকস্মাৎ জ্বলে উঠবে,
তখন, সেই শাস্তির দিনে, তোমাকে নিশ্চিহ্ন করা হবে।

[৮] অন্যায়-ধনসম্পদের উপর আস্থা রেখো না,
তাতে দুর্বিপাকের দিনে তোমার উপকার হবে না।

প্রজ্ঞাবানের নীতিকথা

[৯] গম যে কোন বাতাসে ঝেড়ো না,
যে কোন পথেও পা বাড়িয়ো না,
যেমনটি দু'কথার মানুষ সেই পাপী করে থাকে!
[১০] তোমার নিশ্চিত ধারণায় নিষ্ঠাবান হও,
এক কথার মানুষ হও।
[১১] শুনতে আগ্রহ দেখাও,
উত্তর দিতে ধীর হও।
[১২] কোন বিষয়ে তোমার জানা থাকলে তোমার প্রতিবেশীকে উত্তর দাও;
জানা না থাকলে মুখে হাত দাও।
[১৩] কথনে সম্মানও থাকতে পারে, অসম্মানও থাকতে পারে;
মানুষের জিহ্বাই তার সর্বনাশ।
[১৪] তুমি হয়ো না পরনিন্দুক নামের যোগ্য,
তোমার জিহ্বা দিয়ে ফাঁদ বসিয়ো না,
কারণ লজ্জা যেমন চোরের প্রাপ্য,
কঠোর দণ্ড তেমনি মিথ্যাবাদীর মজুরি।
[১৫] তুমি ছোট কি বড় ব্যাপারে কারও অপমান করো না,
বন্ধুত্বের বিনিময়ে শত্রুতার পাত্র হয়ো না;

৬ [১] কারণ দুর্নাম লজ্জা ও ঘৃণা আকর্ষণ করে;
ঠিক তাই ঘটে দু'কথার মানুষ সেই পাপীর ক্ষেত্রে।
[২] নিজের দুর্মতির হাতে নিজেকে তুলে দিয়ো না,
পাছে তা রোষভরা বৃষের মত তোমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে;
[৩] তুমি তোমার নিজের পল্লব গ্রাস করবে, নিজের যত ফল বিনষ্ট করবে,

শেষে নিজেকে শুষ্ক কাঠের অবস্থায় ফেলে রাখবে।

[৪] উগ্রমেজাজের অধীন যে মানুষ, সেই মেজাজই তার বিনাশ ঘটায়,
তাকে তার শত্রুদের উপহাসের বস্তু করে।

বন্ধুত্ব

[৫] মধুর কণ্ঠ বন্ধুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে,
শালীন কথন শান্তি-কামনা আকর্ষণ করে।

[৬] যারা তোমার শান্তি-কামনা করে, তারা অনেকে হোক,
তবু সহস্রজনের মধ্য থেকে একজনমাত্রই হোক তোমার পরামর্শদাতা।

[৭] যদি কাউকে তোমার বন্ধু করতে চাও, তাকে যাচাই কর;
সঙ্গে সঙ্গে তার উপর আস্থা রেখো না।

[৮] কেননা এমন কেউ আছে, যে নিজ সুবিধায়ই বন্ধু,
কিন্তু দুর্দশার দিনে তোমার পাশে দাঁড়াবে না।

[৯] এমন বন্ধুও আছে, যে শত্রুতে রূপান্তরিত হয়
ও তোমাদের মধ্যে যে ঝগড়া
তার কথা প্রকাশ করবে—তোমার অসম্মানে!

[১০] এমন বন্ধু আছে, যে খাওয়া-দাওয়াতেই সঙ্গী,
কিন্তু দুর্দশার দিনে তোমার পাশে দাঁড়াবে না।

[১১] তোমার সমৃদ্ধির সময়ে সে হবে তোমার যেন দ্বিতীয় তুমি,
তোমার ঘরের সকলের সঙ্গেও সে অবাধে কথা বলবে;

[১২] কিন্তু তোমার অবমাননা হলে সে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে,
তোমার সামনে থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে।

[১৩] তোমার শত্রুদের কাছ থেকে দূরে থাক,
তোমার বন্ধুদের বিষয়ে সাবধান থাক।

[১৪] বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো প্রবল আশ্রয়,
তেমন বন্ধুকে যে পায়, সে তো মহাধন পায়।

[১৫] বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো অমূল্য সম্পদ,

তার যোগ্যতা পরিমাপের অতীত।

[১৬] বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনদায়ী অমৃতের মত,
যারা প্রভুকে ভয় করে, তারাই তেমন বন্ধুকে পাবে।
[১৭] প্রভুকে যে ভয় করে, সে বন্ধুত্বকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে,
কারণ সে নিজে যেমন, তার সঙ্গীও তেমন হবে।

প্রজ্ঞা লাভের জন্য সাধনা

[১৮] সন্তান, তরুণ বয়স থেকে শাসনবাণী ধ্যানে রত থাক,
তবে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রজ্ঞা লাভ করবে।
[১৯] লাঙল দেয় ও বীজ বোনে,
তেমন মানুষেরই মত প্রজ্ঞার কাছে এগিয়ে যাও,
গিয়ে তার উৎকৃষ্ট ফলের প্রতীক্ষায় থাক ;
চাষের জন্য তোমার একটু পরিশ্রম হবে বটে,
তবু শীঘ্রই তুমি ভোগ করবে তার উৎপন্ন ফল।
[২০] প্রজ্ঞা তো সত্যিই বিশৃঙ্খলের পক্ষে কঠোর,
যার সুমতি নেই, সে নিষ্ঠাবান হতে পারবে না ;
[২১] তার পক্ষে বরং তা হবে মূল্যহীন একটা পাথরের মত,
তা ফেলে দিতে সে তত দেরি করবে না।
[২২] কেননা প্রজ্ঞা ঠিক নিজের নামেরই মত প্রচ্ছন্ন,
অনেকের কাছে সে স্পষ্ট নয়।
[২৩] সন্তান, শোন ; আমার অভিমত গ্রহণ কর ;
আমার সুমন্ত্রণা অস্বীকার করো না।
[২৪] তোমার পা তার বেড়িতে ঢোকাও,
ঘাড় তার শেকলে সঁপে দাও ;
[২৫] কাঁধ নত করে তা বহন করে চল,
তার বাঁধন অসহ্য বলে মনে করো না ;
[২৬] সমস্ত প্রাণ দিয়ে তার কাছে এগিয়ে এসো,

তোমার যথাসাধ্যই তার যত পথ ধরে চল ;
[২৭] তার পদচিহ্ন অনুসরণ কর, তার অন্বেষণ কর ; তোমাকে দেখা দেবে ;
একবার তার নাগাল পেয়ে তাকে আর ছেড়ো না।
[২৮] কারণ পরিশেষে তার মধ্যে বিশ্রাম পাবে,
আর সে তোমার জন্য আনন্দে রূপান্তরিত হবে।
[২৯] তখন তার বেড়ি হবে তোমার প্রবল আশ্রয়,
তার যত শেকল হবে গৌরব-বসন।
[৩০] তার জোয়াল, তা তো সোনার ভূষণ,
তার যত শেকল, তা তো বেগুনি ফিতা।
[৩১] তুমি তা গৌরব-বসন রূপেই পরিধান করবে,
তা আনন্দ-মুকুট রূপেই মাথায় পরে নেবে।
[৩২] সন্তান, ইচ্ছা করলে তুমি সুশিক্ষিত হতে পারবে ;
সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করলে নিপুণ হতে পারবে।
[৩৩] শ্রবণে প্রীত হলে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে,
কান দিলে হবে প্রজ্ঞাবান।
[৩৪] প্রবীণদের সভায় যোগ দাও ;
প্রজ্ঞাবান কেউ আছে? তারই সঙ্গ নাও।
[৩৫] সমস্ত ঐশবাণী সদিচ্ছার সঙ্গে শোন,
সুচিন্তিত প্রবচন যেন তোমাকে না এড়ায়।
[৩৬] সুবিবেচক কাউকে দেখলে শীঘ্রই তার কাছে যাও ;
তোমার পায়ে ক্ষয় হোক তার দরজার সোপান।
[৩৭] প্রভুর সমস্ত নির্দেশবাণী ধ্যান করে থাক,
তাঁর আজ্ঞাগুলি তোমার নিত্য চিন্তার বস্তু হোক ;
তিনি তোমার হৃদয় সুস্থির করবেন,
তখন তোমার প্রজ্ঞার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি পাবে।

বিবিধ পরামর্শ

৭ [১] অনিষ্ট করো না, পাছে অনিষ্ট তোমাকে ধরে ফেলে।

[২] অন্যায় থেকে দূরে যাও, তাও তোমা থেকে দূরে যাবে।

[৩] সন্তান, অন্যায়ের হলরেখায় বীজ বুনো না,
পাছে তোমাকে তার সাতগুণ সংগ্রহ করতে হয়।

[৪] প্রভুর কাছে কর্তৃত্ব চেয়ো না,
রাজার কাছেও সম্মানের আসন যাচনা করো না।

[৫] প্রভুর সামনে নিজেকে ধার্মিক করো না,
রাজার সামনেও নিজেকে প্রজ্ঞাবান দেখিয়ো না।

[৬] বিচারক হতে চেষ্টা করো না,
পরে অন্যায় নির্মূল করার শক্তি তোমার নাও থাকতে পারে,
প্রভাবশালীর সামনে ভীরুও হতে পার,
এতে তোমার সততা কলঙ্কিত হবে।

[৭] নাগরিকদের সভার অপকার করো না,
সমাজের চোখে নিজেকে তুচ্ছ করো না।

[৮] পাপে নিজেকে দু'বার আবদ্ধ হতে দিয়ো না,
কেননা একবারমাত্রও তুমি অদণ্ডিত থাকবে না।

[৯] একথা বলো না : 'তিনি আমার উপহারের প্রাচুর্য বিস্ময়ের চোখেই দেখবেন,
পরাৎপর ঈশ্বরের কাছে আমি অর্ঘ্য নিবেদন করলে তিনি তা অবশ্যই গ্রহণ করবেন।'

[১০] প্রার্থনাকালে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ো না,
অর্থদান অবহেলা করো না।

[১১] যার প্রাণ দুঃখে ভরা, এমন মানুষকে বিদ্রূপ করো না,
কেননা একজন আছেন, যিনি উন্নীত করেন, আবার নমিত করেন।

[১২] তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ো না,
বন্ধুর বিরুদ্ধেও তেমন কিছু করো না।

[১৩] সাবধান, কখনও মিথ্যায় অবলম্বন করো না,

কেননা তা থেকে ভাল কোন ফল আসতে পারে না।

[১৪] প্রবীণদের সভায় বেশি কথা বলো না,

প্রার্থনাকালে বারবার একই কথা বলো না।

[১৫] ক্লান্তিকর কাজ হেয়জ্ঞান করো না,

পরাৎপরের সৃষ্টি সেই কৃষিকর্মও নয়।

[১৬] পাপীদের লোকারণ্যে যোগ দিয়ো না,

মনে রেখ: ঐশ ক্রোধ দেরি করবে না।

[১৭] খুবই বিনম্র হও,

কেননা ভক্তিহীনের শাস্তি আগুন ও কীট।

[১৮] লোভের জন্য বন্ধুকে বিনিময় করো না,

ওফিরের সোনার জন্য বিশ্বস্ত একজন ভাইকেও নয়।

[১৯] প্রজ্ঞাপূর্ণা ও মঙ্গলময়ী বধূকে হেয়জ্ঞান করো না,

কেননা তার মঙ্গলানুভবতা সোনার চেয়েও মূল্যবান।

[২০] বিশ্বস্তভাবে কাজ করে যে দাস, তার প্রতি দুর্ব্যবহার করো না,

সাধ্যমত কাজ করে যে মজুর, তার প্রতিও রুক্ষ ব্যবহার করো না।

[২১] সুবিবেচক যে দাস, তাকেই তোমার প্রাণ ভালবাসুক,

তাকে মুক্ত করে দিতে অস্বীকার করো না।

ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে বাণী

[২২] তোমার কি গবাদি পশু আছে? তার যত্ন নাও;

তোমার লাভ হলে তা নিজের অধিকারে রাখ।

[২৩] তোমার কি কোন ছেলে আছে? তাদের সৎশিক্ষার ব্যবস্থা কর,

তরুণ বয়স থেকেই তাদের তোমার বশ্যতা স্বীকার করতে শেখাও।

[২৪] তোমার কি কোন মেয়ে আছে? তাদের দেহের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ,

কিন্তু অধিক মমতাপূর্ণ মুখ তাদের দেখিয়ো না।

[২৫] মেয়ের বিবাহ ব্যবস্থা কর, এতে তোমার এক মহাকর্ম সমাধা হবে;

কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান-পূর্ণ পুরুষের সঙ্গেই তার বিবাহ দাও।
[২৬] তোমার কি এমন বধূ আছে, যিনি তোমার মনের মত? তাঁকে ত্যাগ করো না;
কিন্তু ঘৃণাস্পদ বধূকে কখনও বিশ্বাস করো না।

[২৭] তোমার পিতাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে শ্রদ্ধা কর,
তোমার মাতার প্রসবযন্ত্রণার কথা ভুলো না।
[২৮] মনে রেখ, তাঁরাই তোমাকে জন্ম দিলেন;
তাঁরা তোমার জন্য যা করলেন, তার প্রতিদানে তুমি তাঁদের কী দেবে?

[২৯] প্রভুকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভয় কর,
তাঁর যাজকদের সম্মান কর।
[৩০] তোমার নির্মাণকর্তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাস,
তাঁর সেবকদের প্রতি অবহেলা করো না।
[৩১] প্রভুকে ভয় কর, যাজককে শ্রদ্ধা দেখাও,
যাজকের প্রাপ্য অংশ তার হাতে দাও, যেমনটি তোমাকে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তথা,
প্রথমফসল, সংস্কার-বলি, অর্ঘ্যরূপে পশুটার কাঁধ,
পবিত্রতা-লাভের বলি, পবিত্র সমস্ত বিষয়ের প্রথমাংশ।

[৩২] দীনহীনের প্রতিও হাত বাড়াও,
যেন তোমার আশীর্বাদ সিদ্ধ হয়।
[৩৩] তোমার দানশীলতা সমস্ত প্রাণীর উপর পরিব্যাপ্ত হোক,
মৃতজনকেও তোমার অনুগ্রহ-বঞ্চিত করো না।
[৩৪] যারা কাঁদে, তাদের এড়িয়ো না,
যারা শোকার্ত, তাদের শোকের অংশী হও।
[৩৫] অসুস্থকে দেখতে যেতে ইতস্তত করো না,
এইভাবে তুমি ভালবাসার পাত্র হবে।

[৩৬] তোমার সমস্ত কর্মকাণ্ডে তোমার শেষ পরিণামের কথা মনে রেখ,
তবে তুমি কখনও পাপ করবে না।

দূরদর্শিতা ও কাণ্ডজ্ঞান

৮ [১] প্রভাবশালী মানুষের সঙ্গে তর্কাতর্কি করো না,
পাছে পরে তার হাতে পড়।
[২] ধনী লোকের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করো না,
পাছে সে তোমার বিরুদ্ধে তার অর্থের জোর খাটায় ;
কেননা সোনা অনেককে ধ্বংস করেছে,
ও রাজাদের হৃদয় ভ্রষ্ট করেছে।
[৩] ঝগড়াটে মানুষের সঙ্গে তর্কাতর্কি করো না,
আগুনের উপরে রাশি রাশি কাঠ দিয়ো না।
[৪] মূর্খের সঙ্গে তামাশা করো না,
যেন তোমার পিতৃপুরুষদের অপমান না করা হয়।
[৫] অনুতপ্ত পাপীকে গালাগালি দিয়ো না,
মনে রেখ : আমরা সকলে দণ্ডের যোগ্য !
[৬] মানুষ বৃদ্ধ হলে, তাকে হেয়জ্ঞান করো না,
কেননা আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ বৃদ্ধ হবে।
[৭] কারও মৃত্যুতে আনন্দিত হয়ো না ;
মনে রেখ : আমাদের সকলকেই মরতে হবে !
[৮] প্রজ্ঞাবানদের উক্তি তুচ্ছ করো না,
বরং তাদের বচনমালার সবদিক ধ্যান কর,
কেননা তাদের কাছ থেকে আগত সুশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে
মহামান্যদের সেবা করতে পারবে।
[৯] বৃদ্ধ মানুষেরা যা বলেন, তা অবহেলা করো না,
কেননা তাঁরাও তাঁদের পিতামাতাদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছেন,

তাঁদের কাছ থেকে তুমি সদ্বিবেচনা শিখবে,
যথাসময় উত্তর দিতেও শিখবে।
[১০] পাপীর জ্বলন্ত কয়লায় ইন্ধন দিয়ো না,
পাছে তার শিখার আগুনে তুমি নিজে পোড়।
[১১] হিংসাপন্থীর সামনে থেকে পিছটান দিয়ো না,
পাছে সে তোমার নিজের কথা ফাঁদ করে তোমাকে ধরে ফেলে।
[১২] তোমার চেয়ে বলবান মানুষের কাছে ধার দিয়ো না,
তাকে যা ধার দিয়েছ, তা হারানো বলে মনে কর।
[১৩] তোমার সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে জামিন হতে যেয়ো না,
যদি হয়ে থাক, তা শোধ করতেও প্রস্তুত থাক।
[১৪] বিচারকের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ো না,
কেননা তাঁর মত অনুসারে তারই পক্ষে বিচার হবে।
[১৫] অভদ্র লোকের সঙ্গে যাত্রায় পা বাড়িয়ো না,
পাছে সে তোমার কাছে অসহ্য হয়;
সে তার ইচ্ছামতই ব্যবহার করবে,
আর তার নির্বুদ্ধিতার কারণে তার সঙ্গে তোমারও সর্বনাশ হবে।
[১৬] রোষ-প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে তর্কাতর্কি করো না,
তার সঙ্গে নির্জন কোন স্থানেও যেয়ো না,
কেননা রক্তপাত তার চোখে কিছু নয়,
আর যেখানে সাহায্যের উপায় নেই,
সেইখানে সে তোমাকে আক্রমণ করবে।
[১৭] মূর্খের কাছে পরামর্শ চেয়ো না,
কেননা সে কোন গোপন কথা রক্ষা করতে পারবে না।
[১৮] অচেনা লোকের সামনে এমন কিছু করো না, যা গোপন রাখা উচিত,
কেননা তুমি জান না, সে কী না করবে।
[১৯] অমুক তমুকের কাছে তোমার হৃদয় খুলো না,

সৌভাগ্য তোমা থেকে দূর করো না।

স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে বাণী

৯ [১] তোমার প্রিয়া বধূর বিষয়ে অন্তর্জ্বালায় উত্তপ্ত হয়ো না,
পাছে তাকে শেখাও, সে কেমন করে তোমাকে ক্ষতি করবে।
[২] তোমার প্রাণ কোন নারীর হাতে দিয়ো না,
পাছে সে সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর কর্তৃত্ব করে।
[৩] গণিকার সঙ্গে সংসর্গ করো না,
পাছে তার ফাঁসে ধরা পড়।
[৪] গায়িকার সঙ্গে দিনের পর দিন সাক্ষাৎ করো না,
পাছে তার কৌশলে আবদ্ধ হও।
[৫] যুবতী মেয়ের উপর চোখ নিবদ্ধ রেখো না,
পাছে দু'জনেই একই দণ্ডের পাত্র হও।
[৬] তোমার প্রাণ বেশ্যাদের হাতে দিয়ো না,
পাছে নিজের উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেল।
[৭] শহরের পথে পথে চোখ দমন কর,
সেই শহরের নির্জন স্থানে ঘোরাফেরা করো না।
[৮] রূপবতী নারী থেকে দৃষ্টি ফেরাও,
এমন সৌন্দর্যের উপর চোখ নিবদ্ধ রেখো না, যা পরের সম্পদ।
নারীর সৌন্দর্যের কারণে অনেকে ভ্রষ্ট হয়েছে;
এমনটি করলে, কামনা আগুনের মতই জ্বলে ওঠে।
[৯] বিবাহিতা নারীর সঙ্গে কখনও বসো না,
আঙুররস পান করার জন্য তার সঙ্গে এক টেবিলে বসো না,
পাছে তোমার প্রাণ তার প্রতি আসক্ত হয়,
আর তুমি আত্মসংযম হারিয়ে সর্বনাশে পিছলে পড়।

একে অন্যের প্রতি সম্পর্ক

[১০] অনেক দিনের বন্ধুকে ত্যাগ করো না,
কেননা অল্প দিনের বন্ধু তার সমকক্ষ নয়।
নতুন আঙুররস, নতুন বন্ধু,
পরিণত হলে তা তৃপ্তির সঙ্গেই পান কর।
[১১] পাপীর গৌরব বিষয়ে হিংসা করো না,
কেননা তার যে কী পরিণাম হবে, তা তুমি জান না।
[১২] ভক্তিহীনদের সাফল্য বিষয়ে খুশি হয়ো না,
মনে রেখ : অদণ্ডিত হয়ে তারা পাতালে পৌঁছবে না।
[১৩] মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা যার হাতে, এমন মানুষ থেকে দূরে থাক,
তবে মৃত্যুভয়ের অভিজ্ঞতা করবে না।
তার কাছে গেলে, সতর্ক থাক যেন কোন ভুল না কর,
পাছে সে তোমার জীবন হরণ করে ; জেনে রাখ : তুমি ফাঁদের মধ্যে চলছ,
নগরপ্রাচীরের প্রাকারের উপরেই হাঁটছ।
[১৪] প্রতিবেশীর সঙ্গে তোমার যথাসাধ্য সুসম্পর্ক রাখ,
প্রজ্ঞাবানদের কাছে পরামর্শ নাও।
[১৫] কথা বলতে ইচ্ছা করলে, সদ্‌জ্ঞানী মানুষদের সঙ্গেই আলাপ কর,
পরাৎপরের বিধানমালাই হোক তোমার আলাপের বিষয়।
[১৬] ধার্মিক মানুষেরাই হোক তোমার ভোজনের সঙ্গী,
তোমার গর্ব প্রভুভয়ে স্থাপিত হোক।
[১৭] নিপুণ হাতের কারুকাজ প্রশংসার বস্তু,
কিন্তু জননেতাকে কথায়ই নিপুণ হওয়া চাই।
[১৮] বাচাল মানুষ তার নিজের শহরের সন্ত্রাস,
যে কথা দমন করতে অক্ষম, সে হবে বিতৃষ্ণার পাত্র।

শাসন সম্বন্ধে বাণী

১০ [১] প্রজ্ঞাবান শাসনকর্তা তার আপন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে,
সদ্‌জ্ঞানী মানুষের শাসন পালিত হবে।
[২] যেমন বিচারক, তেমন তাঁর কর্মচারী;
যেমন নগরপাল, তেমন নগরবাসী।
[৩] বিশৃঙ্খল রাজা হবেন নিজের জনগণের সর্বনাশ,
শহরের সমৃদ্ধি সমাজনেতাদের সুবুদ্ধিতেই নির্ভর করে।
[৪] পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ প্রভুর হাতে,
তিনি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত মানুষের উদ্ভব ঘটাবেন।
[৫] মানুষের সাফল্য প্রভুর হাতে,
তিনিই শাস্ত্রীকে গৌরবে ভূষিত করেন।

গর্বের বিরুদ্ধে

[৬] তোমার প্রতিবেশীর যে কোন অনিষ্টের বিষয়ে ক্ষুব্ধ হয়ো না;
ক্রোধের বশে কিছুই করো না।
[৭] প্রভুর কাছে ও মানুষদের কাছে গর্ব ঘৃণার বস্তু,
অন্যায্যতা উভয়েরই দৃষ্টিতে ঘৃণ্য কাজ।
[৮] অন্যায্যতা, হিংসা ও অর্থলালসার কারণে
রাজক্ষমতা এক জাতি থেকে অন্য জাতির হাতে যায়।
[৯] যে মাটি ও ছাইমাত্র, গর্ব করার মত তার কী আছে?
সে জীবিত থাকতেও তার অন্ত্ররাজি বিতৃষ্ণার বস্তু।
[১০] দীর্ঘদিনের অসুস্থতা চিকিৎসককে হাসির পাত্র করে;
আজ যিনি রাজা, কাল তিনি লাশমাত্র।
[১১] কেননা মানুষ যখন মরে,
তখন পোকা, হিংস্র পশু ও কীট, এ তো তার উত্তরাধিকার।
[১২] প্রভু থেকে সরে যাওয়া,

আপন নির্মাতা থেকে হৃদয় দূরে রাখাই মানব-গর্বের সূচনা।
[১৩] যেহেতু পাপ-ই তো গর্বের সূচনা,
পাপের হাতে যে নিজেকে সঁপে দেয়, চারপাশে সে জঘন্য কাজ ছড়ায়।
এজন্য প্রভু কল্পনার অতীত দুর্বিপাকে আঘাত করেন,
তাদের নিঃশেষে উল্টিয়ে দেন।
[১৪] প্রভু নৃপতিদের আসন ভেঙে দিলেন,
তাদের পদে বিনম্রদেরই আসন দিলেন।
[১৫] প্রভু জাতিসকলের মূল উপড়ে ফেললেন,
তাদের স্থানে নিম্নাবস্থার মানুষকে রোপণ করলেন।
[১৬] প্রভু জাতিসকলের দেশ উল্টিয়ে দিলেন,
পৃথিবীর ভিত্তিমূল থেকেই তাদের ধ্বংস করলেন।
[১৭] তিনি তাদের উৎপাটন করে নিশ্চিহ্ন করলেন,
পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতি মুছে দিলেন।
[১৮] গর্ব মানুষদের জন্য সৃষ্ট হয়নি,
রোষপূর্ণ ক্রোধও নারীজাতদের জন্য নয়।
[১৯] কোন্ জাতি সম্মানের পাত্র? মানবজাতি।
কোন্ জাতি সম্মানের পাত্র? তারা, প্রভুভীরু যারা।
কোন্ জাতি অসম্মানের পাত্র? মানবজাতি।
কোন্ জাতি অসম্মানের পাত্র? তারা, বিধান লঙ্ঘন করে যারা।
[২০] নেতা তার নিজের ভাইদের মধ্যে সম্মানের পাত্র;
আর যারা প্রভুভীরু, তারা তাঁর সম্মানের পাত্র।
[২২] ধনী মানুষ, মহামান্য মানুষ, দীনহীন মানুষ,
প্রভুভয়ই হোক এদের সকলের গর্ব।
[২৩] সুবিবেচক যে গরিব, তাকে হেয়জ্ঞান করা ন্যায্য নয়,
এবং পাপী মানুষকে শ্রদ্ধা করা আদৌ উচিত নয়।
[২৪] গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিচারক ও প্রভাবশালী মানুষ সকলেই শ্রদ্ধার পাত্র,

কিন্তু তারা কেউই প্রভুভীরুর চেয়ে মহান নয়।

[২৫] স্বাধীন মানুষেরা প্রজ্ঞাবান ক্রীতদাসের সেবা করবে,

উদ্বুদ্ধ মানুষেরা এতে গজগজ করবে না।

বিনম্রতা ও অকপটতা

[২৬] নিজের কাজ সম্পাদনে নিজেকে তত দেখিয়ো না,

তত গর্বও করো না, যখন অভাবের মধ্যে আছ!

[২৭] গর্ব ক'রে যে ঘুরে বেড়ায় অথচ যার খাদ্যের অভাব,

তার চেয়ে সে-ই শ্রেয়, যে পরিশ্রম করে, কিন্তু সবকিছুতে পরিপূর্ণ।

[২৮] সন্তান, নিজের বিষয়ে মাত্রা বজায় রেখেই গর্ব কর,

তোমার প্রকৃত যোগ্যতা অনুসারেই নিজেকে গণ্য কর।

[২৯] নিজে নিজের ক্ষতি করে, এমন মানুষের পক্ষ কে সমর্থন করবে?

নিজে নিজেকে হেয়জ্ঞান করে, এমন মানুষকে কে শ্রদ্ধা করবে?

[৩০] দরিদ্র মানুষ তার সুবুদ্ধির জন্যই সম্মানিত,

ধনী মানুষ তার ঐশ্বর্যের জন্যই শ্রদ্ধার পাত্র।

[৩১] দরিদ্রতায় যে শ্রদ্ধার পাত্র, ঐশ্বর্যে সে আর কতই না শ্রদ্ধার পাত্র হবে!

ঐশ্বর্যে যে অশ্রদ্ধার পাত্র, দরিদ্রতায় সে আর কতই না অশ্রদ্ধার পাত্র হবে!

বাইরের চেহারা থেকে সাবধান

১১ [১] প্রজ্ঞা বিনম্রকে মাথা উচ্চ করতে সক্ষম করে তোলে,

তাকে মহামান্যদের মধ্যে আসন দেয়।

[২] তার সৌন্দর্যের জন্য কারও প্রশংসা করো না,

তার বাহ্যিক চেহারার জন্য কারও অপছন্দ করো না।

[৩] যত প্রাণীদের পাখা আছে, তাদের মধ্যে মৌমাছি ক্ষুদ্র বটে,

কিন্তু তার উৎপাদিত বস্তু মিষ্ট জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে মিষ্ট।

[৪] তোমার সাজসজ্জা নিয়ে গর্ব করো না,

গৌরবের দিনেও অহঙ্কার করো না,
কেননা প্রভুর কর্মকীর্তি আশ্চর্যময়,
অথচ তাঁর কর্মকীর্তি মানুষের কাছে গুপ্ত।
[৫] অনেক নৃপতিকে ধুলায় বসতে বাধ্য করা হয়েছে,
এবং অচেনা মানুষ তাঁদের কিরীট নিজের মাথায় নিল।
[৬] অনেক প্রভাবশালীকে নমিত করা হল,
গণ্যমান্য বহু মানুষকে পরের হাতে তুলে দেওয়া হল।
[৭] অনুসন্ধান করার আগে নিন্দা করো না,
আগে ভাব, পরে ভর্ৎসনা কর।
[৮] শুনবার আগে উত্তর দিয়ো না,
বক্তৃতার মধ্যে হস্তক্ষেপ করো না।
[৯] যা তোমার বিষয় নয়, তা নিয়ে তর্কাতর্কি করো না,
পাপীদের ঝগড়ায় হস্তক্ষেপ করো না।

কেবল ঈশ্বরেই ভরসা রাখ

[১০] সন্তান, তোমার কর্মকাণ্ডে বেশি কিছু হাতে নিয়ো না,
বেশি বাড়ালে দণ্ড এড়াতে পারবে না;
দৌড়োলেও কোথাও গিয়ে পৌঁছবে না,
পালালেও রেহাই পাবে না।
[১১] এমন মানুষ আছে, যে যত ব্যতিব্যস্ত হয়ে কাজ করে,
তত পিছেই পড়ে থাকে।
[১২] এমন মানুষ আছে, যে দুর্বল, যার সাহায্য প্রয়োজন,
যে সম্পদে নির্ধন ও দরিদ্রতায় ধনবান;
অথচ প্রভু তার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন,
হীনাবস্থা থেকে তাকে তুলে আনেন,
[১৩] তার মাথা উচ্চ করে রাখেন,
তাতে অনেকে বিস্মিত হয়।

[১৪] মঙ্গল-অমঙ্গল, জীবন-মৃত্যু,
নিঃস্বতা-ঐশ্বর্য—সবই প্রভু থেকেই আগত।
[১৭] প্রভুর দান ভক্তদের জন্য নিশ্চিত,
চিরকাল ধরে তাদের চালিত করার জন্য তাঁর অনুগ্রহ সর্বদাই উপস্থিত।
[১৮] এমন মানুষ আছে, যে কৃপণতা ও কষ্টভোগের জোরেই ধনী হয়;
এই দেখ, তার প্রাপ্য মজুরি এ:
[১৯] যদিও সে ভাবে, 'স্বস্তি পেলাম, এবার আমার সঞ্চয়ের ফল ভোগ করব,'
তবু সে জানে না, আর কতদিন বাকি আছে!
অপরের হাতে সব কিছু ছেড়ে তাকে মরতেই হবে!
[২০] তোমার কর্তব্য কাজে নিষ্ঠাবান হও, তাতে রত থাক,
তোমার কাজ করতে করতেই প্রাচীন হও।
[২১] পাপীর কর্মকীর্তির সামনে হা করে থেকো না,
প্রভুতে আস্থা রাখ, পরিশ্রমে নিষ্ঠাবান হও,
কেননা দরিদ্রকে হঠাৎ, এক নিমেষেই, ধনবান করা,
এমন কাজ প্রভুর পক্ষে সহজ।
[২২] প্রভুর আশীর্বাদ, এ তো ভক্তের মজুরি,
ঈশ্বর এক নিমেষেই আপন আশীর্বাদ মুকুলিত করেন।
[২৩] তুমি একথা বলো না, 'আমার কিসের প্রয়োজন?
এখন থেকে আমার হাতে কতটুকু সম্পদ থাকবে?'
[২৪] একথা বলো না, 'স্বনির্ভরশীল হবার জন্য যা দরকার, তা আমার আছে;
এখন আমার প্রতি আর কী অমঙ্গল ঘটতে পারে?'
[২৫] প্রাচুর্যের দিনে মানুষ দুর্দশার কথা ভুলে যায়,
আর দুর্দশার দিনে প্রাচুর্যের কথা তার মনে থাকে না।
[২৬] মৃত্যুর দিনে
মানুষকে তার আচরণের যোগ্য প্রতিফল দেওয়া প্রভুর পক্ষে সহজ।
[২৭] এক ঘণ্টার দুঃখ সুখের কথা মুছে দেয়;

মানুষের মৃত্যুক্ষণে তার কর্ম প্রকাশ পাবে।
[২৮] শেষ পরিণামের আগে কাউকে ভাগ্যবান বলো না;
শেষ পরিণামেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত হয়।

দুর্জনে ভরসা রেখো না

[২৯] অমুক তমুককে ঘরে এনো না,
কেননা প্রবঞ্চনাকারীর ফাঁদ বহু।
[৩০] যেমন কাচে রুদ্ধ তিতিরপাখি, তেমন গর্বিতের হৃদয়:
গুপ্তচরের মত সে তোমার পতনের জন্য লক্ষ রাখে,
[৩১] সে মঙ্গল অমঙ্গলে পরিণত করে, ওত পেতে থাকে,
উত্তম জিনিসের মধ্যেও খুঁত পাবে।
[৩২] আগুনের একটামাত্র স্ফুলিঙ্গের ফলে হাপর ভরে,
পাপী রক্তপাতের জন্য ওত পেতে থাকে।
[৩৩] পাষণ্ডের বিষয়ে সাবধান—সে তো অপকর্ম সাজায়—
পাছে তোমাকেও সবসময়ের মত কলুষিত করে।
[৩৪] অচেনা লোককে ঘরে ওঠাও, সে সবকিছু উল্টোপাল্টা করবে,
তোমার আপনজনদের কাছেও তোমাকে অচেনা করবে।

মঙ্গল করার সময়ে উপকারী কয়েকটা নিয়ম

১২ [১] কারও মঙ্গল করতে গেলে, জেনে নাও কার্ মঙ্গল করতে যাচ্ছ,
তবে তোমার শুভকর্ম পুরস্কৃত হবে।
[২] ভক্তপ্রাণের মঙ্গল কর, তেমন মঙ্গলের প্রতিদান পাবে,
হয় তো তার কাছ থেকে নয়, কিন্তু নিশ্চয় পরাৎপরের কাছ থেকে।
[৩] অন্যায় কর্মে যে স্থিতমূল, তার জন্য নেই মঙ্গল;
অর্থদান করতে যে অস্বীকার করে, তার জন্যও নেই।
[৪] ভক্তপ্রাণের প্রতি দানশীল হও,

পাপীর সাহায্যে যেয়ো না।

[৫] বিনম্রের প্রতি দানশীল হও, ভক্তিহীনকে কিছু দিয়ো না;
তাকে খাদ্য দিতে বাধা দাও, তুমি নিজেও দিয়ো না,
পাছে তা দ্বারা সে তোমার চেয়ে শক্তিশালী হয়;
বস্তুত তার প্রতি তোমার প্রতিটি উপকারের জন্য
তুমি দ্বিগুণ অমঙ্গল পাবে।

[৬] কেননা পরাৎপর নিজেই পাপীদের ঘৃণা করেন,
আর তিনি ভক্তিহীনদের যোগ্য প্রতিফল দেবেন।

[৭] সৎমানুষের প্রতি দানশীল হও,
পাপীর সাহায্যে যেয়ো না।

প্রকৃত ও ভণ্ড বন্ধু

[৮] অনুকূলতার দিনে বন্ধুকে চেনা নাও যেতে পারে,
কিন্তু প্রতিকূলতার দিনে শত্রু নিশ্চয় লুকিয়ে থাকবে না।

[৯] একজনের মঙ্গলের দিনে তার শত্রুরা দুঃখে থাকে,
একজনের অমঙ্গলের দিনে তার বন্ধুও দূরে দাঁড়ায়।

[১০] তোমার শত্রুকে কখনও বিশ্বাস করো না,
কেননা যেমন ব্রঞ্জে মরচে, তেমনি তার শঠতা।

[১১] যদিও সে নমিত ভাবে নুব্জ হয়ে এগিয়ে আসে,
তুমি সাবধান থাক, তার বিষয়ে সতর্ক থাক;
তার সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার কর, তুমি যেন আয়না পরিষ্কার কর,
দেখতে পাবে, তার মরচে তত দীর্ঘস্থায়ী নয়।

[১২] তাকে তোমার পাশে দাঁড়াতে দিয়ো না,
পাছে তোমাকে উল্টিয়ে নিজেই দাঁড়ায় তোমার স্থানে;
তাকে তোমার ডান পাশে আসন দিয়ো না,
পাছে সে তোমার আসন নিতে চেষ্টা করে;
শেষে আমার কথা তোমার মনে পড়বে,

আর দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করবে যে, আমার কথা ঠিক ছিল।

[১৩] সাপ সাপুড়কে কামড়ালে কে তাকে সহানুভূতি দেখাবে?
হিংস্র জন্তুর সঙ্গে যে ঝুঁকি নেয়, তার জন্যও কে দুঃখ পাবে?
[১৪] পাপীর সঙ্গে যে সংসর্গ রাখে,
তার অপকর্মে যে সঙ্গী, তেমনি হবে তার দশা।
[১৫] সে তোমার কাছে কিছুকালের মত থাকবে,
কিন্তু তোমার প্রথম পতনে সে রুখে দাঁড়াবে।
[১৬] শত্রুর ওষ্ঠে মধু থাকতেও পারে,
কিন্তু তার হৃদয়ে থাকবেই তোমাকে গর্তে ফেলবার মতলব।
শত্রুর চোখে জল দেখা দিতেও পারে,
কিন্তু সুযোগ পেলে সে তোমার রক্তেও যথেষ্ট তৃপ্তি পাবে না।
[১৭] তোমার অমঙ্গল ঘটলে, সে ওখানে প্রথম হয়েই দাঁড়াবে,
আর তোমাকে সাহায্য করার ছুতায় তোমাকে উল্টিয়ে দেবে।
[১৮] সে মাথা নাড়াবে, হাততালি দেবে,
পরে যথেষ্টই বিড়বিড় করবে ও তার মুখের ভাবের পরিবর্তন দেখা দেবে।

তোমার সমকক্ষদের সঙ্গেই মেলামেশা কর

১৩ [১] আলকাতরা যে স্পর্শ করে, সে কলুষিত হবে,
গর্বিতের সঙ্গে যে সম্পর্ক রাখে, সে তার মত হবে।
[২] অধিক ভারী বোঝা বহন করো না,
তোমার চেয়ে শক্তিশালী ও ধনবান মানুষের সঙ্গে সংসর্গ করো না।
মাটির পাত্র কেন হাপরের কাছে রাখবে?
একে অন্যের ধাক্কা খেলে পাত্রটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।
[৩] ধনী অন্যায় সাধন করে, এমনকি চিৎকারও করে,
দরিদ্র অন্যায় ভোগ করে, এমনকি তাকে ক্ষমাও চাইতে হয়।
[৪] তুমি উপযোগী হলে ধনী তোমাকে শোষণ করবে,

তুমি অভাবী হলে সে তোমাকে ত্যাগ করবে।
[৫] তুমি কি ধনবান? সে তোমার সঙ্গে জীবনযাপন করবে;
তোমাকে বিবস্ত্র করার ব্যাপারে তার বিবেক অস্থির হবে না।
[৬] তার কি তোমার দরকার আছে? সে তোমাকে ভোলাবে,
তোমাকে হাসি মুখ দেখাবে, তোমাকে আশা দেবে,
তোমাকে মিষ্টি কথা শোনাবে,
এই কথাও বলবে: 'তোমার কিছু দরকার আছে কি?'
[৭] তার ভোজসভায় সে তোমাকে লজ্জার বস্তু করবে,
তোমাকে দু' তিনবার শোষণ করবে,
আর শেষে তোমার পিছনে হাসবে;
পরে তোমাকে দেখলে তোমাকে এড়াবে,
আর তোমার বিষয়ে খুশিতে মাথা নাড়াবে।

[৮] সাবধান, নিজেকে প্রবঞ্চিত হতে দিয়ো না,
তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে অবনমিতও হতে দিয়ো না।
[৯] প্রভাবশালী তোমাকে ডাকলে তুমি অনিচ্ছা দেখাও;
সে তোমাকে উত্তরোত্তর ডেকে থাকবে।
[১০] জোর করে বেশি এগিয়ে যেয়ো না, পাছে তোমাকে একপাশে ফেলা হয়;
কিন্তু বেশি দূরেও থেকো না, পাছে তোমার কথা বিস্মৃত হয়।
[১১] তার সমকক্ষ বলে তার সঙ্গে ব্যবহার করতে চেষ্টা করো না,
তার এক সাগর-কথায় আস্থা রেখো না;
[১২] কেননা তার বাচালতা দিয়ে সে আসলে তোমাকে পরীক্ষা করবে,
হাসি মুখ দেখাবে, কিন্তু তোমাকে যাচাই করবে।
[১৩] গোপন কথা যে রটিয়ে বেড়ায়, সে নির্মম,
দুর্ব্যবহার ও শেকল থেকে তোমাকে রেহাই দেবে না।
[১৪] সাবধান থাক, খুবই সতর্ক থাক,
কারণ তুমি তোমার নিজের সর্বনাশের সঙ্গেই হেঁটে চলছ!

[১৫] প্রতিটি প্রাণী তার সদৃশ প্রাণীকে ভালবাসে,
প্রতিটি মানুষ তার প্রতিবেশী মানুষকে ভালবাসে।
[১৬] প্রতিটি প্রাণী তার জাতের প্রাণীর সঙ্গে মেশে,
মানব তার সদৃশ মানবের সঙ্গে সংসর্গ করে।
[১৭] নেকড়ে ও মেষশাবকের মধ্যে কেমন একাত্মতা থাকতে পারে?
পাপী ও ভক্তপ্রাণের মধ্যে ঠিক তাই।
[১৮] হায়না ও কুকুরের মধ্যে কেমন শান্তি থাকতে পারে?
ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেও কেমন শান্তি থাকবে?
[১৯] যেমন প্রান্তরে বন্য গাধা সিংহের শিকার,
তেমনি দরিদ্র ধনীর চারণমাঠ।
[২০] যেমন অহঙ্কারীর চোখে হীনাবস্থা ঘৃণ্য বস্তু,
তেমনি দরিদ্র ধনীর চোখে ঘৃণ্য।
[২১] ধনী হোঁচট খেলে বন্ধুরা তাকে ধরে রাখে;
দরিদ্র পড়লে বন্ধুরা তাকে তাড়িয়ে দেয়।
[২২] ধনী পিছলে পড়লে অনেকে তার সাহায্য করে;
বাজে কথা বললেও সে প্রশংসার পাত্র।
দরিদ্র পিছলে পড়লে তাকে ভর্ৎসনা করা হয়;
সুচিন্তিত কথা বললেও কেউ তাকে মূল্য দেয় না।
[২৩] ধনী কথা বলে—সবাই চুপ করে থাকে;
পরে মেঘলোক পর্যন্ত তার কথার প্রশংসা করে।
দরিদ্র কথা বলে—সবাই বলে: এ কে?
সে হোঁচট খেলে তারা তাকে আরও উল্টিয়ে দেয়।
[২৪] ধন ভাল, যদি তা পাপবিহীন;
দরিদ্রতা মন্দ, এ ভক্তিহীনের কথা।
[২৫] হৃদয় মানুষের চেহারার পরিবর্তন ঘটায়:
হয় ভালোর দিকে, না হয় মন্দের দিকে।

[২৬] আনন্দময় মুখ উত্তম হৃদয়ের পরিচয়,
কিন্তু প্রবচন রচনা করা ক্লান্তিকর কাজ।

প্রকৃত সুখ

১৪ [১] সুখী সেই মানুষ, যে মুখে পাপ করেনি,
পাপের কারণে যাকে দুঃখ করতে নেই।
[২] সুখী সেই জন, যার বিবেক তাকে ভর্ৎসনা করে না,
যে কখনও আশা হারায়নি।

হিংসা ও লোভ

[৩] নীচ মানুষের পক্ষে ধন শোভা পায় না,
কৃপণের পক্ষে ধনের কি দরকার?
[৪] নিজেকে অভাবে রেখে যে জমায়, সে পরের জন্যই জমায়,
তার ধন নিয়ে অন্যেরা ঐশ্বর্যের মধ্যে জীবনযাপন করবে।
[৫] নিজের ক্ষেত্রে যে হীন, সে কার্ উপকার করবে?
সে নিজের ধনও ভোগ করতে অক্ষম!
[৬] নিজের ক্ষেত্রে যে হীন, তার চেয়ে হীনতর আর কেউ নেই;
এ-ই তার অধর্মের প্রতিদান!
[৭] সে মঙ্গল করলে, ইচ্ছা না করেই তা করে,
আর শেষে সে নিজে নিজের অধর্ম প্রকাশ করে।
[৮] যার চোখ হিংসুক, সে অপকর্মা;
সে অন্য দিকে তাকায়, পরের প্রাণের জন্য তার চিন্তা নেই।
[৯] লোভী মানুষের চোখ তার অংশটুকু নিয়ে তৃপ্ত নয়,
লোভ প্রাণকে শুষ্ক করে ফেলে।
[১০] কৃপণ রুটির বিষয়েও হিংসায় গজগজ করে;
তার টেবিলে অভাব বিরাজ করে।

[১১] সন্তান, সাধ্যমত নিজের মঙ্গল কর,
প্রভুর কাছে যোগ্য অর্ঘ্য নিবেদন কর।
[১২] মনে রেখ: মৃত্যু দেরি করবে না,
পাতালের ক্রয়-পত্রও তুমি কখনও দেখনি।
[১৩] মরার আগে বন্ধুর মঙ্গল কর;
তোমার সামর্থ্য অনুসারে তার প্রতি দানশীল হও।
[১৪] আজকের মঙ্গল অস্বীকার করো না,
উত্তম বাসনার একটা অংশও তোমার পাশ কাটিয়ে চলে না যাক।
[১৫] তোমাকে কি পরের হাতে তোমার সম্পদ রেখে যেতে হবে না?
তোমার শ্রমের ফলও কি গুলিবাঁট দ্বারা ভাগ ভাগ করা হবে না?
[১৬] দাও, গ্রহণ কর, প্রাণ আপ্যায়িত কর,
কেননা পাতালে আমোদের মত খোঁজ করার কিছু নেই।
[১৭] প্রতিটি দেহ পোশাকের মত জীর্ণ হয়,
এ সনাতন বিধান: মানুষ মরবেই মরবে!
[১৮] যেমন ঘন শাখাময় গাছের পাতার মত,
যার কয়েকটা খসে পড়ে, আর কয়েকটা গজিয়ে ওঠে,
তেমনি রক্তমাংসের মানুষ:
একজন মরে, আর একজন জন্ম নেয়।
[১৯] প্রতিটি সাধনার ফল একদিন পচবে, মিলিয়ে যাবে;
সেই কর্মের সাধকও তার সঙ্গে চলে যাবে।

প্রজ্ঞাবানের সুখ

[২০] সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
[২১] প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।
[২২] সে শিকারীর মত তার পিছু পিছু ধাওয়া করে,

তার সমস্ত পথে ওত পেতে থাকে ;
[২৩] তার জানালায় উঁকি মারে,
তার দরজায় আড়ি পেতে শোনে ;
[২৪] তার বাড়ির পাশে বাসা বাঁধে,
তার দেওয়ালে খুঁটি মারে ;
[২৫] তার কাছে তার আপন তাঁবু বসিয়ে
উৎকৃষ্ট আশ্রয় নেয় ;
[২৬] তার আপন সন্তানদের তার ছায়ায় রাখে,
তার শাখার তলে দিন কাটায় ;
[২৭] তার দ্বারা সে গরম থেকে রক্ষা পাবে,
তার গৌরবের ছায়ায় বসতি করবে।

১৫ [১] যে প্রভুকে ভয় করে, সে এভাবে ব্যবহার করবে,
যে বিধানপণ্ডিত, সে প্রজ্ঞা লাভ করবে।
[২] প্রজ্ঞা মাতার মত তার কাছে এগিয়ে আসবে,
কুমারী কনের মত তাকে গ্রহণ করবে ;
[৩] সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
[৪] সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।
[৫] প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
জনসমাবেশের মাঝে তার মুখ খুলে দেবে ;
[৬] সে পাবে সুখ, পাবে আনন্দ-মুকুট,
লাভ করবে চিরন্তন নাম।
[৭] অবোধেরা প্রজ্ঞাকে কখনও পেতে পারবে না,
পাপীরাও কখনও পাবে না তার দর্শন।
[৮] প্রজ্ঞা তো গর্ব থেকে দূরে থাকে,

মিথ্যাবাদীরা তাকে স্মরণ করে না।

[৯] প্রশংসাবাদ পাপীর মুখে শোভা পায় না,

যেহেতু তা প্রভু দ্বারা সেখানে রাখা হয়নি।

[১০] কেননা প্রশংসাবাদ কেবল প্রজ্ঞার আশ্রয়েই উচ্চারিত হতে হবে;

স্বয়ং প্রভুই প্রশংসাবাদের প্রেরণা দেন।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা

[১১] তুমি একথা বলো না, 'আমার বিদ্রোহের জন্য প্রভুই দায়ী,'

কারণ তিনি যা ঘৃণা করেন, তা করেন না।

[১২] একথা বলো না, 'তিনিই আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন,'

কারণ পাপী তাঁর কোন প্রয়োজনে আসে না।

[১৩] প্রভু সমস্ত জঘন্য কাজ ঘৃণা করেন,

তাঁকে ভয় করে আর জঘন্য কাজও ভালবাসে এমন কেউ নেই।

[১৪] আদিতে তিনি মানুষকে গড়লেন,

পরে তাকে তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার হাতে ছেড়ে দিলেন।

[১৫] ইচ্ছা করলে তুমি আজ্ঞাগুলি পালন করবে;

বিশ্বস্ত হওয়াই তোমার সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করবে।

[১৬] তিনি তোমার সামনে রেখেছেন আগুন ও জল;

তোমার যেদিকে ইচ্ছে, সেইদিকে হাত বাড়াও।

[১৭] মানুষের সামনে রয়েছে জীবন-মরণ;

এক একজন যাতে প্রীত, তা-ই তাকে দেওয়া হবে।

[১৮] কেননা প্রভুর প্রজ্ঞা মহান,

তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বদর্শী।

[১৯] প্রভুর চোখ তাদেরই প্রতি, যারা তাঁকে ভয় করে;

মানুষদের সমস্ত কর্ম তাঁর কাছে জানা।

[২০] ভক্তিহীন হতে তিনি তো কাউকে বাধ্য করেননি,

পাপ করতেও কাউকে অনুমতি দেননি।

ভক্তিহীনদের শেষ দশা

১৬ [১] অযোগ্য সন্তানসন্ততি বাসনা করো না,
ভক্তিহীন সন্তানের বিষয়ে প্রীত হয়ো না।
[২] তারা যতই বহুসংখ্যক হোক না কেন, তাদের বিষয়ে প্রীত হয়ো না,
যদি তাদের মধ্যে প্রভুভয় না থাকে।
[৩] তাদের দীর্ঘায়ুর উপরে নির্ভর করো না,
তাদের সংখ্যার উপরে অধিক আস্থা রেখো না,
কেননা সহস্রজনের চেয়ে মাত্র একজনেরই পিতা হওয়া শ্রেয়,
ভক্তিহীন সন্তানের পিতা হওয়ার চেয়ে নিঃসন্তান হয়ে মরা শ্রেয়।
[৪] একজনমাত্র সদ্‌জ্ঞানী শহরকে জনপূর্ণ করতে পারে,
কিন্তু দুষ্কৃতকারীদের বংশ উচ্ছিন্ন হবে।
[৫] আমার চোখ তেমন কিছুর মত বহু কিছু দেখেছে,
আমার কান এর চেয়ে ভারী কিছুও শুনেছে।
[৬] পাপীদের জনসমাবেশে আগুন জ্বলে ওঠে,
বিদ্রোহী জাতির উপর জ্বলন্ত ঐশ ক্রোধ ছড়িয়ে পড়ে।
[৭] ঈশ্বর আদিকালের সেই মহাবীরদের ক্ষমা করেননি,
তারা তো নিজেদের শক্তিতে আস্থা রেখেই বিদ্রোহ করেছিল।
[৮] তিনি লোটের সহনাগরিকদের রেহাই দেননি,
বরং তাদের গর্বের জন্য তাদের ঘৃণাই করলেন।
[৯] তিনি বিনাশের জাতিগুলির প্রতি মমতা দেখাননি,
তারা তো নিজেদের পাপকর্মের বিষয়ে গর্ববোধ করত।
[১০] তেমনিভাবে তিনি সেই ছ'লক্ষ মানুষের প্রতিও ব্যবহার করলেন,
যারা তাদের জেদে একজোট হয়েছিল।
[১১] একজনমাত্র মানুষ থাকলেও যে কঠিনমনা,
সে যে অদণ্ডিত থাকবে, তা সত্যি অদ্ভুত,
[১২] কেননা দয়া ও ক্রোধ ঈশ্বরেরই হাতে :

ক্ষমাদানে ও ক্রোধবর্ষণে তিনি পরাক্রমী।
তাঁর দয়া তত মহান, তাঁর কঠিনতা যত মহান :
তিনি মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী বিচার করেন।
[১৩] তার অন্যায়-লাভ সঙ্গে নিয়ে পাপী রেহাই পাবে না,
ভক্তপ্রাণের ধৈর্যও আশাভ্রষ্ট হবে না।
[১৪] তিনি সমস্ত অর্থদানের প্রতি লক্ষ রাখেন ;
প্রত্যেকের প্রতি যে যার কর্ম অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে।

ঈশ্বরের প্রতিদান নিশ্চিত

[১৭] এই কথা বলো না : 'প্রভুর কাছ থেকে লুকিয়ে থাকব !
সেই ঊর্ধ্বলোকে কে আমাকে স্মরণ করবে ?
এত সংখ্যক লোকদের মধ্যে কেউ আমাকে লক্ষ করবে না,
সীমাহীন সৃষ্টির মধ্যে আমি কী ?'
[১৮] দেখ, তাঁর আগমনে স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ,
অতল গহ্বর ও মর্ত কম্পিত হয়।
[১৯] তিনি দৃষ্টিপাত করলে
পাহাড়পর্বত ও পৃথিবীর ভিতও নিস্তেজ হয়ে কেঁপে ওঠে।
[২০] কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে কেউ মন দেয় না,
কেইবা তাঁর গতির কথা ভাবে ?
[২১] ঝড়ো হাওয়া নিজেতে অদৃশ্য,
তাঁর কর্মকীর্তির বেশির ভাগও মানবদৃষ্টি এড়িয়ে চলে।
[২২] 'কে প্রচার করবে তাঁর ন্যায়কর্মের কথা ?
কে চেয়ে থাকবে ? সন্ধি কি ?—তা তো অতীতের কথা !'
[২৩] এ-ই তার চিন্তা, যার হৃদয় ধূর্ত ;
তেমন মানুষ নির্বোধ, ভ্রষ্ট, নিজ মূর্খতায় মগ্ন।

সৃষ্টিকর্মে মানুষের স্থান

[২৪] সন্তান, আমাকে শোন ; সদ্‌জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ হও ;
হৃদয়গভীরে আমার বাণীর প্রতি মনোযোগ দাও।
[২৫] আমি আমার শিক্ষাবাণী সূক্ষ্মরূপেই ব্যক্ত করব,
সযত্নেই সদ্‌জ্ঞানের কথা প্রচার করব।
[২৬] আদিতে যখন ঈশ্বর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন,
তখন সেগুলো হতে হতেই তাদের যে যার নির্ধারিত স্থান দিলেন ;
[২৭] তিনি আপন কর্মকান্ড চিরকালের মতই নিরূপণ করলেন,
ভাবী যুগের মানুষের জন্য সেগুলোর স্বীয় স্বীয় কাজ স্থির করলেন।
সেগুলোর ক্ষুধাও পায় না, শ্রান্তিও হয় না,
অথচ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে কখনও ক্ষান্ত হয় না।
[২৮] সেগুলোর একটাও আর একটার পথ ঘেঁষে না,
তাঁর একটা আজ্ঞাও সেগুলো কখনও অমান্য করবে না।
[২৯] তারপর প্রভু পৃথিবীর উপরে দৃষ্টিপাত করলেন,
তাঁর আপন পরমদানে তা পরিপূর্ণ করলেন ;
[৩০] মাটির বুকে তিনি সবরকম প্রাণী বসিয়ে রাখলেন,
আর এই প্রাণীসকল পৃথিবীর গর্ভে ফিরে যাবে।

১৭ [১] প্রভু মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন,
আবার সেই মাটিতে তাকে ফিরিয়ে দেবেন।
[২] তিনি মানুষকে কতগুলো দিন ও কাল না দিলেন!
পৃথিবীর উপরে যা কিছু আছে, তাদের উপর অধিকার তাকেই দিলেন।
[৩] তাকে শক্তিমন্ডিত করলেন তিনি নিজেই যেমন শক্তিমন্ডিত,
নিজের প্রতিমূর্তিতেই তাকে গড়লেন।
[৪] প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে তিনি মানুষের প্রতি ভয় সঞ্চার করলেন,
যেন মানুষ পশু ও পাখিদের উপরে প্রভুত্ব করতে পারে।
[৬] তিনি বিচারবুদ্ধি, জিহ্বা, চোখ ও কান তাদের দিলেন,

একটি হৃদয়ও তাদের দিলেন, যেন তারা চিন্তা করতে পারে।
[৭] তিনি সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি দানে তাদের অন্তর পূর্ণ করলেন ;
তাদের দেখালেন কি মঙ্গল আর কি অমঙ্গল।
[৮] তাদের হৃদয়ে তাঁর আপন আলো সঞ্চার করলেন,
যেন তাঁর আপন কর্মকীর্তির মহত্ত্ব তাদের দেখাতে পারেন ;
[১০] আর তারা যেন তাঁর কর্মকীর্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে
তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসাবাদ করে।
[১১] তাদের সামনে তিনি সদ্‌জ্ঞান রাখলেন,
উত্তরাধিকার রূপে তাদের দিলেন জীবন-বিধান।
[১২] তাদের সঙ্গে চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করলেন,
তাদের কাছে তাঁর আপন বিচারমালা জ্ঞাত করলেন।
[১৩] তাদের চোখ তাঁর গৌরবের মহত্ত্বের দর্শন পেল,
তাদের কান তাঁর মহিমময় কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।
[১৪] তিনি তাদের বললেন, 'সমস্ত অন্যায়-অধর্ম বিষয়ে সাবধান থাক!'
প্রতিবেশী-সংক্রান্ত নির্দেশও তিনি এক একজনকে দিলেন।

বিচারকর্তা ঈশ্বর

[১৫] মানুষের সমস্ত পথ সর্বদাই তাঁর সামনে,
তাঁর চোখের কাছে তা গোপন থাকে না।
[১৭] প্রতিটি জাতির উপরে তিনি এক একজন জননেতা নিযুক্ত করলেন,
কিন্তু ইস্রায়েল প্রভুরই আপন স্বত্বাংশ।
[১৯] তাদের সকল কর্ম সূর্যের মতই তাঁর সামনে উপস্থিত,
তাঁর চোখ তাদের আচরণ সর্বদাই লক্ষ করে।
[২০] তাদের অন্যায়-অধর্ম তাঁর কাছে গোপন নয়,
তাদের সকল পাপ প্রভুর সামনে উপস্থিত।
[২২] অর্থদান তাঁর কাছে সীলমোহর স্বরূপ,
দানশীলতাকে তিনি চোখের মণির মত রক্ষা করবেন।

[২৩] একদিন তিনি উঠে তাদের প্রতিদান দেবেন,
তাদের উপর তাদের যোগ্য প্রতিফল বর্ষণ করবেন।
[২৪] কিন্তু যে অনুতাপ করে, তাকে তিনি ফিরে আসতে দেন,
আশাভ্রষ্ট যত মানুষের প্রাণে আশা সঞ্চার করেন।

মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান

[২৫] প্রভুর কাছে ফের, আর পাপ নয়!
তাঁর শ্রীমুখের সামনে মিনতি জানাও,
আর এইভাবে নিজ অপরাধ লঘুভার কর।
[২৬] পরাৎপরের কাছে ফিরে এসো, অধর্মের প্রতি পিঠ ফেরাও;
শঠতা নিঃশেষেই ঘৃণা কর।
[২৭] কেননা সেই জীবিতেরা যারা তাঁকে স্তুতির অর্ঘ্য অর্পণ করে,
তাদের পরিবর্তে সেই পাতালে কেইবা পরাৎপরের প্রশংসাগান করবে?
[২৮] যার কোন অস্তিত্ব নেই, তার স্তুতিবাদের মত মৃতদের স্তুতিবাদও শূন্য,
যে জীবিত, যে সুস্থ, সে-ই প্রভুর প্রশংসাগান করে!
[২৯] আহা, কতই না মহান প্রভুর করুণা!
যারা তাঁর প্রতি ফেরে, তাদের প্রতি কতই না মহান তাঁর ক্ষমা!
[৩০] মানুষ তো সবকিছু পেতে পারে না,
কেননা মানবসন্তান অমর নয়।
[৩১] সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল কী আছে? অথচ তাও ম্লান হয়।
তেমনি অনিষ্টের প্রতিই রক্তমাংসের লালসা।
[৩২] তিনি উচ্চতম আকাশমণ্ডলের বাহিনী পরিদর্শন করেন,
কিন্তু মানুষেরা, তারা সকলে মাটি ও ছাইমাত্র।

ঈশ্বরের মহত্ত্ব

১৮ [১] চিরজীবনময় যিনি, তিনি নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন।

[২] কেবল প্রভুই ধর্মময় বলে গণ্য হবেন।

[৪] কাউকে দেওয়া হয়নি তাঁর কর্মকীর্তি প্রচার করতে ;
কে তলিয়ে দেখবে তাঁর মহা মহা কাজ?

[৫] কে পরিমাণ করবে তাঁর মহত্ত্বের প্রতাপ?
কে তাঁর দয়ার কীর্তি-কাহিনী উত্তরোত্তর বর্ণনা করে যাবে?

[৬] যোগ করা বা বিয়োগ করার কিছু নেই,
প্রভুর আশ্চর্য কাজ তলিয়ে দেখা সম্ভব নয়।

[৭] একজন যখন শেষ করে, সে তখনই শুরু করে ;
আর যখন থামে, তখন বিহ্বল হয়।

মানুষের শূন্যতা

[৮] মানুষ কী? তার উপযোগিতা কী?
তার পক্ষে মঙ্গল কী? অমঙ্গল কী?

[৯] মানুষের আয়ু : উপরে একশ' বছর!

[১০] সমুদ্রে যেমন এক জলবিন্দু বা বালুর এক কণা,
শাশ্বতকালের সামনে তেমনি এই স্বল্প বছরগুলি।

[১১] এজন্য প্রভু মানুষের প্রতি ধৈর্যশীল,
ও তাদের উপরে তাঁর দয়া বর্ষণ করেন।

[১২] তিনি তো দেখেন ও জানেন তাদের পরিণাম কেমন হীন,
এজন্য নিজের করুণা তত মহান করেন।

[১৩] মানুষের দয়া প্রতিবেশী পর্যন্ত বিস্তৃত,
কিন্তু প্রভুর দয়া নিখিল প্রাণীর প্রতিই প্রসারিত।
তিনি ভর্ৎসনা করেন, সংশোধন করেন, উদ্বুদ্ধ করেন,
এবং মেষপালকের মত ফিরিয়ে আনেন তাঁর আপন পাল।

[১৪] যারা তাঁর সংশোধনের বাণী গ্রহণ করে,
ও তাঁর সুবিচার অন্বেষণে তৎপর, তিনি তাদের প্রতি দয়াবান।

দান করা সম্বন্ধে বাণী

[১৫] সন্তান, উপকারের সঙ্গে ভর্ৎসনা,

ও উপহারের সঙ্গে তিক্ত কথা মিশিয়ো না।

[১৬] শিশির কি উত্তাপকে প্রশমিত করে না?

তেমনি উপহারের চেয়ে কথাই মূল্যবান।

[১৭] দেখ, উত্তম উপহারের চেয়েও কথা কি শ্রেয় নয়?

দানশীল মানুষ দু'টোই অর্পণ করে।

[১৮] মূর্খ মানুষ কিছু অর্পণ করে না—কেবল টিটকারিই তার দান;

হিংসুকের উপহার চোখ ক্ষীণ করে।

চিন্তাশীলতা ও দূরদর্শিতা

[১৯] কথা বলার আগে, শেখ;

অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে, নিজের প্রতি যত্ন নাও।

[২০] বিচার আসবার আগে নিজেকে পরীক্ষা কর,

তাই ঐশ রায়ের দিনে নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন হবে।

[২১] অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে নিজেকে নমিত কর,

কিন্তু একবার পাপ করলে, অনুতাপ দেখাও।

[২২] ঠিক সময়ে মানত পূরণ করায় কিছুই যেন তোমাকে বাধা না দেয়,

শোধ করতে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো না।

[২৩] মানত করার আগে নিজেকে প্রস্তুত কর,

এমন একজনের মত হয়ো না, প্রভুকে যে যাচাই করে।

[২৪] চরম দিনগুলির ঐশরোষের কথা মনে রেখ,

প্রতিফলের কালের কথাও চিন্তা কর, যখন তিনি শ্রীমুখ ফিরিয়ে নেবেন।

[২৫] সমৃদ্ধির দিনে দুর্ভিক্ষের কথা ভাব;

প্রাচুর্যের দিনে দরিদ্রতা ও অভাবের কথা চিন্তা কর।

[২৬] সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে,

প্রভুর সামনে সবকিছু ক্ষণস্থায়ী।

[২৭] প্রজ্ঞাবান সমস্ত কিছুতে সতর্ক,

পাপের দিনে শঠতা থেকে মুক্ত থাকে।

[২৮] সদ্‌জ্ঞানী যে কোন মানুষ প্রজ্ঞা চেনে,

প্রজ্ঞার যে সন্ধান পেয়েছে, তাকে সে সম্মান করে।

[২৯] যারা উক্তির অর্থ বোঝে, তারাও প্রজ্ঞাবান,

নিজেদের প্রজ্ঞা দেখায়।

আত্মসংযম

[৩০] তোমার কামনা-বাসনা দ্বারা নিজেকে শাসিত হতে দিয়ো না,

তোমার সমস্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা সংযত রাখ।

[৩১] নিজের প্রাণকে যদি তার যত কামনা-বাসনায় তৃপ্তি পেতে দাও,

তা তোমাকে তোমার শত্রুদের তাচ্ছিল্যের বস্তু করবে।

[৩২] আমোদপ্রমোদে ভরা জীবন ভোগ করো না,

দ্বিগুণ দরিদ্রতা : এ তার ফলাফল।

[৩৩] ধার নেওয়া অর্থ অপব্যয় ক'রে দরিদ্রতার পথে যেয়ো না,

—যখন তোমার থলিতে কিছু নেই!

১৯ [১] মদ্যপ্রিয় মজুর কখনও ধনী হবে না;

সামান্য ব্যাপার যে হেয়জ্ঞান করে, শীঘ্রই তার পতন হবে।

[২] আঙুররস ও নারী সুবিবেচক মানুষকে ভ্রষ্ট করে,

যে বারবার বেশ্যাদের সঙ্গে যায়, সে লজ্জাবোধ হারাবে।

[৩] পোকা ও কীট তাকে উত্তরাধিকার রূপে পাবে;

যার লজ্জাবোধ নেই, সে প্রাণ হারাবে।

বাচালতার বিরুদ্ধে

[৪] সহজে যে পরের উপর আস্থা রাখে, সে হালকা মনা,

পাপকর্ম যে সাধন করে, সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে।

[৫] অনিষ্টে যে প্রীত, সে শাস্তি পাবে;

[৬] বাচালতা যে ঘৃণা করে, সে অনিষ্ট এড়ায়।

[৭] তোমাকে যা বলা হয়েছে, তা কখনও রটিয়ে বেড়িয়ো না,

তবে তোমার কোন ক্ষতি হবে না;

[৮] বন্ধু হোক কি শত্রু হোক, কাউকেই সেই কথা বলো না,

চুপ করায় যদি তোমার পাপ না হয়, সেই বিষয়ে কিছুই বলো না।

[৯] কেননা কেউ তোমাকে শুনবেই, ফলে তুমি অবিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য হবে,

আর পরিশেষে তুমি ঘৃণার পাত্র হবে।

[১০] কিছু শুনেছ? তা তোমার সঙ্গে মরুক!

সাহস ধর, তা তোমাকে ফাটাবে না!

[১১] এক টুকরো সংবাদের জন্য মূর্খ যন্ত্রণায় ভুগবে,

শিশুর জন্য যেমন প্রসবিনী নারী যন্ত্রণায় ভোগে।

[১২] যেমন উরুতের মাংসে বিদ্ধ তীর,

তেমনি মূর্খের বুকে সংবাদ।

যা কিছু শোন তা বিশ্বাস করো না

[১৩] বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ কর: হয় তো সে কিছুই করেনি,

আর কিছু যদি করেই থাকে, তবে আর করবে না।

[১৪] পরকে জিজ্ঞাসাবাদ কর: হয় তো সে কিছুই বলেনি,

আর কিছু যদি বলেই থাকে, তবে আর বলবে না।

[১৫] বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ কর, কারণ পরনিন্দা খুবই সাধারণ,

সব কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়।

[১৬] সময় সময় মানুষ পিছলে পড়ে, কিন্তু ইচ্ছা করে নয়;

নিজের জিহ্বা দিয়ে কখনও পাপ করেনি এমন মানুষ কে?

[১৭] হুমকি দেবার আগে তোমার প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসাবাদ কর;

এবং পরাৎপরের বিধানকে স্থান দাও।

প্রকৃত ও নকল প্রজ্ঞা

[২০] ঈশ্বরভীতি, এ-ই সমস্ত প্রজ্ঞা,
এবং সমস্ত প্রজ্ঞায় রয়েছে বিধান-পালন।
[২২] কিন্তু অনিষ্ট-জ্ঞানে প্রজ্ঞা থাকে না,
পাপীদের মন্ত্রণায়ও সদ্বিবেচনা আদৌ থাকে না।
[২৩] এমন নৈপুণ্য আছে, যা জঘন্য,
প্রজ্ঞা যার নেই, সে নির্বোধ।
[২৪] বুদ্ধিতে পূর্ণ হওয়া ও বিধান লঙ্ঘন করার চেয়ে
কম বুদ্ধিমান ও ভয়ে পূর্ণ হওয়াই শ্রেয়।
[২৫] এমন নৈপুণ্য আছে যা সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু অন্যায্যতাই যার লক্ষ্য,
আবার এমন কেউ আছে যে প্রতারণা অবলম্বন করেই মামলায় জয়ী হয়।
[২৬] এমন মানুষ আছে, যে দুঃখে নুব্জ হয়ে হাঁটে,
অথচ তার অন্তর প্রবঞ্চনায় পূর্ণ;
[২৭] সে মাথা নত রাখে, সে বধির হওয়ার ভান করে,
তুমি তার মুখোশ না খুলে দিলে সে তোমার উপর জয়ী হবে।
[২৮] এমন মানুষ আছে, যে শক্তির অভাবেই পাপ করে না,
কিন্তু সুযোগ পেলে অনিষ্ট সাধন করবে।
[২৯] চেহারা থেকেই মানুষের পরিচয়লাভ,
মুখ দেখলেই সদ্বিবেচক মানুষকে চেনা যায়।
[৩০] মানুষের সাজসজ্জা, তার হাসির ভঙ্গি,
ও তার চলার গতি—এতে তার পরিচয় প্রকাশ পায়।

নীরবতা বজায় রাখা ও কথা বলা

২০ [১] এমন ভর্ৎসনা আছে, যা অসময়োচিত,
আবার এমন কেউ আছে যে মৌন থাকে, সে-ই সুবিবেচক।
[২] আহা, রোষ পোষণ করার চেয়ে ভর্ৎসনা করা কতই না শ্রেয়!

[৩] নিজেকে যে দোষী বলে স্বীকার করে, সে অবমাননা এড়ায়।

[৪] নপুংসক মানুষ যুবতীর কুমারীত্ব হরণ করতে চেষ্টা করে যেমন, তেমনি সেই মানুষ, যে বলপ্রয়োগেই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

[৫] এমন মানুষ আছে যে মৌন থাকে ও প্রজ্ঞাবান বলে গণ্য হয়,
আবার এমন মানুষ আছে, যে তার বাচালতার জন্য ঘৃণার পাত্র।

[৬] এমন মানুষ আছে যে কেমন উত্তর দেবে না জানায় মৌন থাকে,
আবার এমন মানুষ আছে যে উপযুক্ত সময় জানে বিধায় মৌন থাকে।

[৭] প্রজ্ঞাবান উপযুক্ত সময় পর্যন্ত মৌন থাকে,
কিন্তু বাচাল ও নির্বোধ মানুষ উপযুক্ত সময়টা সর্বদাই ভুল বোঝে।

[৮] যে বেশি কথা বলে, সে নিজেকে ঘৃণ্য করবে,
বলপ্রয়োগে যে কর্তৃত্ব দখল করে, সে ঘৃণার পাত্র হবে।

অবিশ্বাস্য অথচ সত্য!

[৯] এমন মানুষ আছে যে দুর্ঘটনায় সৌভাগ্য পায়,
আবার এমন লাভ আছে যা লোকসানে পরিণত হয়।

[১০] এমন দানশীলতা আছে যা তোমাকে উপকৃত করে না,
আবার এমন দানশীলতা আছে যা তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়।

[১১] এমন মর্যাদা আছে যা অবমাননায় চালিত করে,
আবার এমন নিম্নাবস্থার মানুষ আছে যে মাথা উচ্চ করে।

[১২] এমন মানুষ আছে যে অল্প দামে অনেক কিছু কেনে,
সেই মানুষও আছে যে তার জন্য সাতগুণ দাম দেয়।

[১৩] প্রজ্ঞাবান নিজের কথা দ্বারা নিজেকে গ্রহণীয় করে,
কিন্তু মূর্খ মানুষ বৃথাই মিষ্টি কথা বলে।

[১৪] নির্বোধের উপহার তোমার কোন উপকারে আসবে না,
কেননা সে যা দান করেছে,
তার চোখ তার সাতগুণের বেশি প্রত্যাশা করে।

[১৫] সে কম দেয় আর বেশি দাবি করে,

সে ঘোষকের মতই মুখ খোলে।

আজ ধার দেয়, কাল ফেরত চায়,

তেমন মানুষ ঘৃণ্য।

[১৬] মূর্খ বলে: ‘বন্ধু নেই আমার!

আমার শুভকর্মের জন্য কৃতজ্ঞতা নেই;

[১৭] যারা আমার রুটি ভাগ করে খায়, তারা শঠতাপূর্ণ জিভের মানুষ!’

সে কতবারই ও কতজনেরই না হাসির বস্তু হবে!

অনুচিত কথন

[১৮] জিহ্বার ভুলের চেয়ে ভুলবশত মাটিতে পিছলে পড়াই শ্রেয়,

এভাবে অন্যায়কারীর পতন এত শীঘ্রই আসে।

[১৯] রুক্ষ মানুষ এমন অশিষ্ট গল্পের মত,

যা বারে বারে অভদ্রলোকদের মুখে থাকে।

[২০] মূর্খের মুখ থেকে এলে মহাবাক্য পরিত্যক্ত হয়,

যেহেতু সে উপযুক্ত সময়ে তা উচ্চারণ করে না।

[২১] এমন মানুষ আছে যে দরিদ্রতার কারণেই পাপ করতে বাধা পায়,

বিশ্রামকালে তার বিবেক অস্বস্তিবোধ করে না।

[২২] এমন মানুষ আছে যে মিথ্যা-লজ্জার খাতিরে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে,

নির্বোধের অভিমতের খাতিরেই সে নিজের ক্ষতি সাধন করে।

[২৩] এমন মানুষ আছে যে মিথ্যা-লজ্জার খাতিরে বন্ধুর কাছে প্রতিশ্রুত হয়,

আর এভাবে বন্ধুকে সে আপনা-আপনিই শত্রু করে।

মিথ্যাকথা

[২৪] মিথ্যা মানুষের গায়ে বিশ্রী কলঙ্ক,

তা উচ্ছৃঙ্খলদের মুখে সর্বদা বিরাজমান।

[২৫] অভ্যস্ত মিথ্যাবাদীর চেয়ে চোরই শ্রেয়,

তবু দু’জনে সমান সর্বনাশের অধিকারী হবে।

[২৬] মিথ্যাভ্যাস জঘন্য অভ্যাস,
লজ্জাই হবে মিথ্যাবাদীর চিরসঙ্গী।

নানা উক্তি

[২৭] প্রজ্ঞাবান কথা দ্বারাই নিজের পদোন্নতি ঘটায়,
সুবিবেচক মানুষ মহামান্যদের প্রিয়পাত্র হয়।
[২৮] যে মাটি চাষ করে, সে প্রচুর ফসল সংগ্রহ করবে,
যে মহামান্যদের প্রিয়পাত্র হয়, সে অন্যায়ের ক্ষমা জয় করবে।
[২৯] দান ও উপহার প্রজ্ঞাবানদের চোখ অন্ধ করে,
যেন মুখে দেওয়া কাপড়ের মত তা তীব্র তিরস্কারের শ্বাস রুদ্ধ করে।
[৩০] গুপ্ত প্রজ্ঞা ও অদৃশ্য ধন :
উভয়তে কী লাভ?
[৩১] নিজের প্রজ্ঞা যে গুপ্ত রাখে, তার চেয়ে সে-ই শ্রেয়,
যে নিজের মূর্খতা গুপ্ত রাখে।

নানা ধরনের পাপ

২১ [১] সন্তান, তুমি কি পাপ করেছ? আর পাপ নয়;
এবং প্রাক্তন অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও।
[২] পাপ থেকে যেন সাপ থেকেই পালাও,
কাছে গেলে সে তোমাকে কামড়াবে।
তার দাঁত সিংহেরই দাঁত,
তা মানুষের প্রাণ হরণ করে।
[৩] সমস্ত অপরাধ দুধারী খড়্গের মত,
তেমন ঘায়ের জন্য প্রতিকার নেই।
[৪] আতঙ্ক ও হিংসা ধনকে মিলিয়ে দেয়,
তেমনি গর্বিত মানুষের গৃহ উৎসন্নস্থান হবে।

[৫] দরিদ্রের মুখে উচ্চারিত প্রার্থনা সরাসরি ঈশ্বরের কানে গিয়ে পৌঁছে,
আর তাঁর বিচার আসতে দেরি করে না।
[৬] ভর্ৎসনা যে ঘৃণা করে, সে পাপীর পদচিহ্নে চলে,
কিন্তু যে প্রভুকে ভয় করে, সে হৃদয়গভীরেই অনুতাপ করে।
[৭] বাচাল মানুষ চারদিকেই নিজেকে পরিচিত করে,
কিন্তু সুবিবেচক মানুষের কাছে নিজের সমস্ত ত্রুটি পরিচিত।
[৮] পরের ধনে যে নিজের ঘর বাঁধে,
সে এমন মানুষের মত, যে নিজের কবরের জন্য পাথর জমায়।
[৯] দুষ্কৃতকারীদের সভা রাশি রাশি তুষ যেন,
বিশাল অগ্নিশিখাই তাদের পরিণাম।
[১০] পাপীদের পথ সমতল ও পাথরবিহীন,
কিন্তু তার শেষে রয়েছে পাতালের গহ্বর।

প্রজ্ঞাবান ও মূর্খ

[১১] যে কেউ বিধান মেনে চলে, সে নিজের স্বভাবের গতির উপর প্রভুত্ব করে,
প্রজ্ঞাই প্রভুভয়ের সিদ্ধি।
[১২] যার সহজাত দক্ষতার অভাব, তাকে কিছু শেখানো সম্ভব নয়,
কিন্তু এমন সহজাত দক্ষতাও আছে, যা তিক্ততা বাড়ায়।
[১৩] প্রজ্ঞাবানের সদ্‌জ্ঞান বন্যার মত বৃদ্ধি পায়,
তার পরামর্শ জীবন-উৎসের মত।
[১৪] মূর্খের অন্তর ভগ্ন পাত্রের মত,
তা কোন জ্ঞান ধারণ করবে না।
[১৫] সুবিবেচক মানুষ যদি সুচিন্তিত কথা শোনে,
সে তা সমর্থন করে ও তার সঙ্গে আর একটা যোগ দেয়।
উচ্ছৃঙ্খল মানুষ যদি একই কথা শোনে, সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে,
ও নিজের পিঠের পিছনে তা ফেলে দেয়।
[১৬] মূর্খের আলাপ যাত্রাপথে বোঝার মত,

কিন্তু বুদ্ধিমানের ওষ্ঠে প্রসাদই পাওয়া যায়।
[১৭] সদ্বিবেচকের কথন জনমণ্ডলীতে অপেক্ষিত,
তিনি যা বলেন, তা হবে গভীর চিন্তার বিষয়।
[১৮] মূর্খের প্রজ্ঞা ধ্বংসিত গৃহের মত,
অবোধের জ্ঞান এলোমেলো বকবকানি মাত্র।
[১৯] বুদ্ধিহীনের দৃষ্টিতে শাসন পায়ে শেকল স্বরূপ,
তার ডান হাতে হাতকড়ি স্বরূপ।
[২০] মূর্খ জোর গলায় হাসে,
কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ মৃদু হাসিমুখ দেখায়।
[২১] সদ্বিবেচকের দৃষ্টিতে শাসন সোনার হার;
তার ডান হাতে ভূষণ যেন।
[২২] মূর্খ সরাসরিই বাড়ির ভিতরে পা বাড়ায়,
অভিজ্ঞ মানুষ সম্মান দেখায়।
[২৩] নির্বোধ মানুষ দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি মারে,
ভদ্রলোক বাইরে অপেক্ষা করে।
[২৪] দরজায় কান দেওয়া অভদ্রতার চিহ্ন,
সদ্বিবেচক মানুষ তেমন ব্যবহার করতে লজ্জাবোধ করবে।
[২৫] মূর্খদের ওষ্ঠ কেবল পরের কথাই আবৃত্তি করে,
সদ্বিবেচকের কথা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা কথা।
[২৬] মূর্খদের হৃদয় তাদের মুখে রয়েছে,
কিন্তু প্রজ্ঞাবানদের মুখ তাদের হৃদয়ে বিরাজ করে।
[২৭] ভক্তিহীন যখন শয়তানকে অভিশাপ দেয়,
তখন নিজেকেই অভিশাপ দেয়।
[২৮] পরনিন্দুক নিজেরই ক্ষতি করে,
সে হবে তার নিজের পরিবেশের ঘৃণার পাত্র।

অলস সম্বন্ধে বাণী

২২ [১] অলস মানুষ কলঙ্কপূর্ণ পাথরের মত,
তার লজ্জাকর অবস্থায় লোকে শিস দেয়।
[২] অলস মানুষ গোবর-পিণ্ডের মত,
যে কেউ তা তুলে নেয়, সে হাত ঝেড়ে ফেলে।

অভদ্র ছেলে সম্বন্ধে বাণী

[৩] অভদ্র ছেলের পিতা হওয়া লজ্জার বিষয়,
কিন্তু মেয়ের জন্ম লোকসান।
[৪] সদ্বিবেচক মেয়ে স্বামীর পক্ষে হবে ধন,
কিন্তু নির্লজ্জ মেয়ে তার আপন পিতার পক্ষে হবে দুঃখ।
[৫] নির্লজ্জ মেয়ে পিতার ও স্বামীর দু'জনেরই মর্যাদাহানির কারণ,
সে হবে দু'জনেরই ঘৃণার পাত্র।
[৬] অসময় কথন যেন শোকের দিনে বাজনার মত,
কিন্তু সময়ে অসময়ে কশা ও সংশোধন প্রজ্ঞার নামান্তর।

মূর্খ সম্বন্ধে বাণী

[৯] মূর্খকে যে সদুপদেশ দেয়, সে আঠা দিয়ে কুচির সঙ্গে কুচি লাগায়,
সে ঘোর নিদ্রা থেকে নিদ্রামগ্নকে জাগায়।
[১০] মূর্খের সঙ্গে যে যুক্তি করে, সে নিদ্রামগ্নের সঙ্গেই যুক্তি করে;
শেষে সে তাকে বলবে: 'ব্যাপারটা কি?'
[১১] মৃতলোকের জন্য অশ্রুপাত কর, সে তো আলো হারিয়ে ফেলেছে;
মূর্খের জন্য অশ্রুপাত কর, সে তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।
কিন্তু মৃতলোকের জন্য তোমার অশ্রুপাত কম তিক্ত হোক,
সে তো এখন বিশ্রাম করছে;
কেননা মূর্খের জীবন মৃত্যুর চেয়ে শোচনীয়।

[১২] মৃতলোকের জন্য শোকপালন সাত দিন;
মূর্খ ও ভক্তিহীনের জন্য শোকপালন তোমার জীবনের সমস্ত দিন।
[১৩] নির্বোধের সঙ্গে বেশি কথা ব্যয় করো না,
অবোধের সঙ্গে সংসর্গ করো না,
তার বিষয়ে সাবধান থাক, পাছে তোমার অসুবিধা ঘটে,
তার সংস্পর্শে পাছে তোমার কলুষ হয়।
তার কাছ থেকে দূরে থাক, শান্তি পাবে,
ও তার নির্বুদ্ধিতার জন্য তোমাকে ক্ষুব্ধ হতে হবে না।
[১৪] সীসার চেয়ে গুরুভার আর কী আছে?
'মূর্খ' এনাম ছাড়া তার আর কী নাম?
[১৫] অবোধকে বহন করার চেয়ে
বালু, লবণ, লোহার পিন্ড বহন করা সহজ।
[১৬] গৃহের সুসংবদ্ধ কড়িকাঠ
ভূমিকম্পে অসংলগ্ন হয় না,
তেমনি চিন্তা-ভাবনার পরে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হৃদয়
বিপদের দিনে সঙ্কুচিত হবে না।
[১৭] সুচিন্তিত ধারণায় স্থাপিত যে হৃদয়,
তা মসৃণ দেওয়ালের উপরে লেপের মত।
[১৮] উচ্চস্থানের উপরে রাখা কুচি
বাতাসের মুখে দাঁড়ায় না,
তেমনি মূর্খের হৃদয়, যে নিজের ভাবনায় ভীত হয়ে
ভয়ের মুখে দাঁড়ায় না।

বন্ধুত্ব

[১৯] চোখ বিঁধিয়ে দাও, অশ্রু ঝরবে,
হৃদয় বিঁধিয়ে দাও, তার ভাব ব্যক্ত করবে।
[২০] পাখিদের পাথর মার, তারা ভয়ে পালিয়ে যাবে,

বন্ধুকে অপমান কর, বন্ধুত্ব নষ্ট করবে।
[২১] যদি বন্ধুর বিরুদ্ধে খড়্গ নিষ্কোষিত করে থাক,
নিরাশ হয়ো না, এখনও আছে প্রত্যাগমনের পথ।
[২২] যদি বন্ধুর বিরুদ্ধে মুখ খুলে থাক,
ভয় করো না, এখনও আছে মিলনের আশা ;
কিন্তু অপমান, উদ্ধত ভাব, গুপ্ত তত্ত্ব প্রকাশ, ও পিঠে আঘাত—
এই সকল ক্ষেত্রে মিলিয়ে যাবে সমস্ত বন্ধু।
[২৩] তোমার প্রতিবেশীর আস্থা তার অভাবের দিনেই জয় কর,
যেন তার সঙ্গে তার নবীন সমৃদ্ধি ভোগ কর।
ক্লেশের দিনে তার পাশে পাশে থাক,
যেন তার উত্তরাধিকারের অংশী হও।
[২৪] আগুনের আগে হাপরে দেখা দেয় বাষ্প ও ধূম,
তেমনি রক্তপাতের আগে দেখা দেয় কটুকথা।
[২৫] বন্ধুকে আশ্রয় দিতে আমি লজ্জা করব না,
তার কাছ থেকে নিজেকে লুকোব না ;
[২৬] আর যদি তার কারণে আমার অমঙ্গল ঘটে,
তবে যে কেউ একথা শুনবে, সে তার বিষয়ে সাবধান থাকবে।

সতর্কতা

[২৭] কে আমার মুখের দ্বারে রাখবে প্রহরী,
আমার ওষ্ঠে উপযোগী সীলমোহর,
যেন তার কারণে আমার পতন না হয়,
ও আমার জিহ্বা আমার সর্বনাশ না ঘটায়?

২৩ [১] হে প্রভু, হে পিতা, হে আমার জীবনস্বামী,
তাদের ইচ্ছার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ো না,
তাদের কারণে আমাকে পড়তে দিয়ো না।

[২] কে আমার চিন্তা-ভাবনার উপর প্রয়োগ করবে কশা,
আমার হৃদয়ের উপর প্রজ্ঞার শাসন,
যেন আমার ভুল-ত্রুটি রেহাই না পায়,
আমার পাপগুলি অদণ্ডিত না থাকে,
[৩] পাছে আমার ভুল-ত্রুটি বহুসংখ্যক হয়,
এবং আমার পাপগুলি এমনই প্রচুর হয় যে,
আমি আমার বিপক্ষদের সামনে পড়ি
ও আমার শত্রু আমার বিষয়ে উল্লাস করে?
[৪] হে প্রভু, হে পিতা, হে আমার জীবনস্বামী,
আমার চোখ যেন উদ্ধত না হয়,
[৫] আমা থেকে হিংসা দূর করে দাও,
[৬] লাম্পট্য ও কামাসক্তি যেন আমাকে না ধরে ফেলে,
আমাকে নির্লজ্জ বাসনার হাতে ফেলে রেখো না।

শপথ সম্বন্ধে বাণী

[৭] সন্তানেরা, আমার মুখের উপদেশ শোন,
যে কেউ তা রক্ষা করে, সে ধরা পড়বে না।
[৮] পাপী তার নিজের ওষ্ঠ দ্বারা জড়ানো,
পরনিন্দুক ও গর্বিত মানুষ তাতে হোঁচট খায়।
[৯] তোমার মুখকে শপথ করতে অভ্যস্ত করো না,
সেই পবিত্রজনের অযথা নাম-উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়ো না;
[১০] কেননা যে দাসের উপর অবিরতই কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়,
তার গা যেমন ঘা-বিহীন হবে না,
যে শপথ করে ও শুধু শুধু সেই নাম উচ্চারণ করে,
সেও তেমনি পাপবিহীন হবে না।
[১১] বহু শপথের মানুষ অধর্মে পূর্ণ হয়,
তার গৃহ থেকে কশা দূরে যাবে না।

সে যদি অপরাধ করে, তার পাপ তার উপরেই বর্তে,
সে যদি অসতর্ক থাকে, দ্বিগুণ পাপ করে।
সে যদি মিথ্যা শপথ করে, সে নিরপরাধী বলে গণ্য হবে না,
বস্তুত তার গৃহ দুর্বিপাকে পূর্ণ হবে।

অনুচিত কথন

[১২] এমন কথা বলার ভঙ্গি আছে, যা মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয়;
তা যেন যাকোবের উত্তরাধিকারের মধ্যে পাওয়া না যায়,
কেননা ভক্তপ্রাণেরা তেমন কিছু প্রত্যাখ্যান করে থাকে;
না, পাপের মধ্যে তারা গড়াগড়ি দেবে না।
[১৩] তোমার মুখ অশিষ্ট কথনে অভ্যস্ত না হোক,
কেননা তাতে পাপময় কথা উপস্থিত।
[১৪] যখন তুমি গণ্যমান্যদের মধ্যে বস,
তখন তোমার পিতামাতার কথা স্মরণ কর;
পাছে তাদের সামনে নিজেরই কথা ভুলে গিয়ে
মূর্খের মত ব্যবহার কর;
তখন তুমি ইচ্ছা করবে, তোমার যেন কখনও জন্ম না হত,
আর নিজের জন্মের দিনকে অভিশাপ দেবে।
[১৫] নির্লজ্জ কথনে অভ্যস্ত মানুষ
সারা জীবন ধরে নিজেকে সংস্কার করবে না।

অশুচিতা

[১৬] দু' প্রকার মানুষ আছে, যারা পাপকর্মের বৃদ্ধি ঘটায়,
তৃতীয় প্রকার মানুষও আছে, যে ঐশক্রোধ ডেকে আনে:
জ্বলন্ত আগুনের মত উত্তপ্ত বাসনা
নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত নিভবে না;
যে মানুষ নিজ দেহমাংস অশুচিতার হাতে ছাড়ে,

আগুন তাকে পুড়িয়ে ক্ষয় না করা পর্যন্ত থামবে না;
[১৭] অশুচি মানুষের পক্ষে সমস্ত খাদ্য রুচিকর,
তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হবে না।
[১৮] যে মানুষ নিজ বিবাহ-শয্যার প্রতি অবিশ্বস্ত,
ও মনে মনে বলে: 'কে আমাকে দেখতে পায়?
আমার চারদিকে অন্ধকার, প্রাচীর আমাকে লুকোয়,
কেউ আমাকে দেখতে পারে না, কেন ভয় করব?
আমার পাপগুলির কথা পরাৎপরের মনে থাকবে না,'
[১৯] মানুষদের চোখ-ই তেমন মানুষের ভয়ের বিষয়;
সে তো জানে না যে,
প্রভুর চোখ সূর্যের চেয়ে সহস্র গুণে উজ্জ্বল;
প্রভুর চোখ মানুষদের সকল কাজ দেখতে পায়,
গুপ্ততম স্থানও ভেদ করতে পারে।
[২০] সৃষ্ট হবার আগেও সবকিছু তাঁর কাছে জ্ঞাত ছিল,
সম্পন্ন হবার পরেও জ্ঞাত রয়েছে।
[২১] তেমন মানুষ শহরের ময়দানেই শাস্তি পাবে,
তার সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত মুহূর্তেই সে ধরা পড়বে।

ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক

[২২] একই প্রকারে ঘটবে সেই বধূর বেলায়, যে স্বামীকে ত্যাগ করে,
ও তার স্বামীর সামনে এমন উত্তরাধিকারী উপস্থিত করে
যে অন্যজনের সঙ্গে মিলনের ফল।
[২৩] প্রথম কথা: সে পরাৎপরের বিধানের প্রতি অবাধ্য হয়েছে,
দ্বিতীয় কথা: সে স্বামীর প্রতি প্রবঞ্চনাময়ী হয়েছে,
তৃতীয় কথা: সে ব্যভিচারে বেশ্যার মত ব্যবহার করেছে,
এবং এমন সন্তানদের প্রসব করেছে যারা অন্যজনের সঙ্গে মিলনের ফল।
[২৪] তেমন নারীকে জনমণ্ডলীর সামনে আনা হবে,

এবং তার সন্তানদের বিষয় তদন্ত করা হবে।
[২৫] তার সন্তানেরা কোথাও মূল গাড়বে না,
তার শাখাগুলোতে ফল ধরবে না।
[২৬] সে অভিশপ্তই এক স্মৃতি রেখে যাবে,
কখনও মোছা হবে না তার দুর্নাম।
[২৭] যারা বেঁচে যাবে, তারা তখন বুঝবে যে, প্রভুভয়ের চেয়ে শ্রেয় কিছু নেই,
তাঁর আজ্ঞা-পালনের চেয়ে মধুর কিছু নেই।

প্রজ্ঞার প্রশংসাবাদ

২৪ [১] প্রজ্ঞা নিজেই নিজের প্রশংসাবাদ করে,
তার আপন জনগণের মাঝে নিজের গুণকীর্তন করে।
[২] পরাৎপরের জনমণ্ডলীর মধ্যে মুখ খোলে,
তাঁর পরাক্রমের সম্মুখে নিজের গুণকীর্তন করে :
[৩] 'আমি পরাৎপরের মুখনিঃসৃত,
কুয়াশাই যেন পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হলাম।
[৪] আমি সেই ঊর্ধ্বেই আমার তাঁবু স্থাপন করলাম,
মেঘ-স্তম্ভেই স্থাপিত ছিল আমার সিংহাসন।
[৫] আমি একাকীই আকাশমণ্ডল পরিক্রমা করলাম,
গভীর গহ্বরের মধ্যে হেঁটে বেড়ালাম;
[৬] সাগরের ঊর্মিমালার উপরে, সারা পৃথিবীর উপরে,
সমস্ত জাতি ও দেশের উপরেই কর্তৃত্ব নিলাম।
[৭] এসকলের মধ্যে একটা বিশ্রামস্থান খুঁজে বেড়ালাম,
সন্ধান করছিলাম, কার্ অঞ্চলে বসতি করব।
[৮] তখন বিশ্বস্রষ্টা আমাকে এক আজ্ঞা দিলেন,
আমার স্রষ্টা নিজেই আমার জন্য তাঁবু স্থাপন করলেন,
আমাকে বললেন, "যাকোবেই তাঁবু বসাও,

ইস্রায়েলকে নিজ উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ কর।”
[৯] অনাদিকাল থেকে—সেই প্রারম্ভেই—তিনি আমাকে সৃষ্টি করলেন,
অনন্তকাল ধরে আমার অন্তর্ধান হবে না।
[১০] পবিত্র তাঁবুতে আমি তাঁর সম্মুখে সেবাকর্ম পালন করলাম,
এভাবে সিয়োনে প্রতিষ্ঠিত হলাম।
[১১] ভালবাসার পাত্র সেই নগরীতেই তিনি আমার বিশ্রামস্থান দিলেন,
যেরুশালেমেই রয়েছে আমার অধিকার।
[১২] আমি গৌরবময় এক জাতির মাঝে শিকড় গাড়লাম,
হ্যাঁ, প্রভুর স্বত্বাংশে, তাঁর সেই উত্তরাধিকারে।
[১৩] আমি বৃদ্ধি পেয়েছি যেন লেবাননের একটা এরসগাছের মত,
হার্মোন পর্বতের উপরে একটা দেবদারুগাছের মত ;
[১৪] বৃদ্ধি পেয়েছি যেন এন্-গেদির একটা খেজুরগাছের মত,
যেরিখোর একটা গোলাপ ঝোপের মত,
সমভূমিতে মহীয়ান জলপাইগাছের মত,
বৃদ্ধি পেয়েছি সরলগাছের মত।
[১৫] দারুচিনি ও সুগন্ধি মলম যেন আমি ছড়িয়েছি সুগন্ধ,
সেরা গন্ধনির্যাস যেন বিস্তার করেছি আমার সুবাস ;
হ্যাঁ, গাল্বানুম, ওনিক্স, স্তাক্ত যেন,
তাঁবুতে একটা ধূপ-মেঘই যেন।
[১৬] যেন তার্পিনগাছের মত ডালপালা বাড়িয়ে দিয়েছি,
আমার ডালপালা মহিমা ও কান্তির ডাল।
[১৭] আমি একটা আঙুরলতার মত, যা উৎপন্ন করে মনোহর অঙ্কুর,
আর আমার ফুল, তা তো গৌরব ও ঐশ্বর্যের ফুল।
[১৯] আমার আকাঙ্ক্ষী সকল, আমার কাছে এগিয়ে এসো,
আমার উৎপাদিত ফলগুলিতে পরিতৃপ্ত হও।
[২০] কারণ আমাকে স্মরণ করা-ই মধুর চেয়েও সুমধুর,

উত্তরাধিকার রূপে আমাকে পাওয়া-ই মৌচাকের চেয়েও মধুময়।
[২১] যারা আমাকে খাবে, তাদের সকলের আরও ক্ষুধা পাবে,
যারা আমাকে পান করে, তাদের সকলের আরও তেষ্টা পাবে।
[২২] যে কেউ আমার প্রতি বাধ্য, তাকে লজ্জিত হতে হবে না,
আমাতেই যে কেউ কর্ম সাধন করে, সে কখনও পাপ করবে না।

প্রজ্ঞা ও বিধান

[২৩] এই সমস্ত কিছু হল পরাৎপর ঈশ্বরের বিধান-পুস্তক,
সেই যে বিধান মোশি আমাদের জন্য আদিষ্ট করলেন,
যাকোবের জনসমাজের জন্য এক উত্তরাধিকার।
[২৫] এই সমস্ত কিছুই প্রজ্ঞাকে উপচিয়ে পড়ায় পিশোন নদীর মত,
ও নবীন ফলের সময়ে দজলা নদীর মত;
[২৬] এই সমস্ত কিছুই সুবুদ্ধিকে উথলে পড়ায় ফোরাত নদীর মত,
ও ফসল কাটার সময়ে যর্দনের মত;
[২৭] এবং শাসনকে প্রবাহিত করায় নীল নদের মত,
আঙুরফল সংগ্রহ করার সময়ে গিহোন নদীর মত।
[২৮] প্রথম মানুষ তার বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে শেষ করেনি,
চরম মানুষও তা সূক্ষ্মরূপে তলিয়ে দেখতে পারেনি;
[২৯] কেননা প্রজ্ঞার চিন্তা সমুদ্রের চেয়েও বিস্তৃত,
ও তার সুমন্ত্রণা অতল গহ্বরের চেয়েও গভীর।
[৩০] আমি—নদী থেকে উদ্গত নালার মত,
উদ্যানের মধ্যে প্রবাহী জলস্রোতের মত—
[৩১] এই আমি বললাম, 'আমার উদ্যান জলসিক্ত করব,
আমার বাগিচায় জল সিঞ্চন করব।'
আর দেখ, আমার সেই নালা নদী হয়ে গেছে,
আমার নদী হয়ে গেছে সাগর।
[৩২] আমি আমার শিক্ষাবাণী উষারই মত আবার উজ্জ্বল করে তুলব,

তার দীপ্তি বহু দূরে প্রসারিত করব।
[৩৩] আমি শিক্ষাবাণী নবীয় বাণীরই মত আবার বর্ষণ করব,
ভাবী যুগের মানুষের জন্য তা রেখে যাব।
[৩৪] দেখ, আমি শুধু আমার নিজেরই জন্য নয়,
বরং শিক্ষাবাণীর অন্বেষীদের জন্যও কাজ করেছি।

উত্তম স্বামী ও ধূর্ত স্বামী

২৫ [১] তিনটে বিষয় আছে, যা আমার প্রাণের প্রীতি,
যা প্রভুর চোখে ও মানুষদের চোখেও প্রীতিকর :
ভাইদের মধ্যে মনের মিল, প্রতিবেশীদের মধ্যে বন্ধুত্ব,
এবং সেই বধূ ও স্বামী, যারা একত্রে আনন্দময় জীবন যাপন করে।
[২] তিন প্রকার মানুষ আছে, যারা আমার প্রাণের বিতৃষ্ণার পাত্র,
যাদের জীবন আমার চোখে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য :
উদ্ধতমনা দরিদ্র, মিথ্যাবাদী ধনী,
এবং ব্যভিচারী এমন বৃদ্ধ মানুষ, যার জ্ঞানবোধ নেই।
[৩] যৌবনকালে যখন সংগ্রহ করনি,
তখন তোমার বার্ধক্যকালে কেমন করে কিছু পাবে?
[৪] আহা, পাকাচুলের মানুষের পক্ষে বিচার করা কেমন শোভা পায়!
প্রবীণদের পক্ষে সুমন্ত্রণায় দক্ষ হওয়া কেমন সমীচীন!
[৫] প্রাচীনদের পক্ষে প্রজ্ঞা কেমন শোভা পায়!
গণ্যমান্যদের পক্ষে সুচিন্তিত পরামর্শ ও সুমন্ত্রণা কেমন সমুচিত!
[৬] বহুবিধ অভিজ্ঞতা, এ প্রবীণদের মুকুট,
প্রভুভয়, এ তাদের গৌরব।
[৭] ন'টা বিষয় আছে, যার কথা ভেবে আমি অন্তরে সুখ পাই;
দশম একটা আছে, তা এখন আমার মুখে উপস্থিত :
সেই মানুষ, যে নিজ সন্তানদের বিষয়ে গর্ব করতে পারে,

সেই মানুষ, যে তার শত্রুদের পতন দেখা পর্যন্ত জীবিত থাকে,
[৮] সুখী সেই জন, যে বুদ্ধিমতী বধূর সঙ্গে ঘর করে,
যে বলদ ও গাধা একসঙ্গে জুড়ে চাষ করে না,
যে নিজের জিহ্বা দিয়ে পাপ করে না,
যে নিজের চেয়ে অযোগ্য মানুষের সেবা করতে বাধ্য নয়,
[৯] সুখী সেই জন, যে সদ্বিবেচনার সন্ধান পেয়েছে,
যে মনোযোগী কান উদ্দেশ করে কথা বলে,
[১০] প্রজ্ঞার যে সন্ধান পেয়েছে, সে কেমন মহান!
কিন্তু যে প্রভুকে ভয় করে, তার চেয়ে মহান কেউ নেই।
[১১] প্রভুভয় সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে;
যে কেউ তা জয় করেছে, তার সঙ্গে কার্ তুলনা করা যাবে?

ধূর্ত নারী

[১৩] যে কোন ক্ষত! কিন্তু হৃদয়ের ক্ষত নয়;
যে কোন ধূর্ততা! কিন্তু নারীর ধূর্ততা নয়;
[১৪] যে কোন দুর্বিপাক! কিন্তু বিদ্বেষীদের ঘটিত দুর্বিপাক নয়;
যে কোন প্রতিশোধ! কিন্তু শত্রুদের প্রতিশোধ নয়।
[১৫] সাপের বিষের চেয়ে অনিষ্টকর বিষ নেই,
শত্রুর রোষের চেয়ে তীব্র রোষ নেই।
[১৬] ধূর্ত বধূর সঙ্গে ঘর করার চেয়ে
আমি বরং একটা সিংহ বা একটা নাগদানবের সঙ্গেই বাস করব!
[১৭] নারীর ধূর্ততা তার চেহারা বিকৃত করে,
তার মুখ ভালুকের মুখের মত ভয়ানক করে।
[১৮] যখন তার স্বামী প্রতিবেশীদের মধ্যে আসন নেয়,
তখন ইচ্ছা না করলেও সে তীব্র আর্তনাদ ছাড়ে।
[১৯] নারীর শঠতার তুলনায় অন্য সমস্ত শঠতা কিছুই নয়;
আহা, তার উপর পাপীর ভাগ্য ঝাঁপিয়ে পড়ুক!

[২০] বৃদ্ধ মানুষের পায়ের পক্ষে বালিয়াড়িতে আরোহণ করা যেমন,
তেমনি শান্ত প্রকৃতির মানুষের পক্ষে ঝগড়াটে স্ত্রীলোক।
[২১] নারীর সৌন্দর্যে নিজেকে বশীভূত হতে দিয়ো না,
কোন নারীর জন্য মাথা হারিয়ো না।
[২২] বধূ যদি স্বামীর ভরণপোষণ করে,
স্বামী হবে ক্রোধ, অপমান ও মহাঘৃণার পাত্র।
[২৩] বিষণ্ণ মন, দুঃখার্ত মুখ, বিদীর্ণ হৃদয়:
তেমনি ধূর্ত স্ত্রীলোক।
শিথিল হাত ও দুর্বল হাঁটু:
তেমনি সেই বধূ, যে আপন স্বামীকে সুখী করে না।
[২৪] একজন নারী দ্বারাই হয়েছে পাপের সূচনা,
আবার তার কারণেই আমাদের সকলকে মরতে হয়।
[২৫] জলকে ছিদ্র পেতে দিয়ো না,
ধূর্ত স্ত্রীলোককেও কথা বলার পূর্ণ সুযোগ দিয়ো না।
[২৬] সে যদি তোমার কথামত না চলে,
তাকে ছাড়।

গুণবতী নারীর স্বামীর সুখ

২৬ [১] যার বধূ গুণবতী, সেই মানুষ, আহা, কেমন সুখী!
দ্বিগুণ হবে তার আয়ুষ্কাল।
[২] উত্তম বধূ তার নিজের স্বামীর সুখ,
তার স্বামী শান্তিতেই জীবনযাপন করবে।
[৩] গুণবতী বধূ উত্তম সম্পদ!
তাকে তাদেরই জন্য বণ্টন করা হয়, যারা প্রভুকে ভয় করে।
[৪] সেই স্বামী ধনী হোক কি নির্ধন হোক, তার হৃদয় আনন্দিত হবে,
যে কোন সময় উৎফুল্ল হবে তার মুখ।

ধূর্ত নারী

[৫] তিনটে বিষয় আছে, যা আমার হৃদয় ভয় করে :
চতুর্থ একটা বিষয় আমাকে সন্ত্রাসিত করে :
শহরে রটিয়ে পড়া পরনিন্দা, জনতার কোলাহল,
এবং মিথ্যা অভিযোগ—এই সমস্ত কিছু মৃত্যুর চেয়েও মন্দ ;
[৬] কিন্তু একটি নারী যে আর একটি নারীর বিষয়ে অন্তর্জ্বালায় পোড়ে,
তা হৃদয়ভঙ্গ ও শোকের ব্যাপার ;
এবং তার জিহ্বার কশা সমস্ত কিছু একসঙ্গে বাঁধে।
[৭] বলদের অসংলগ্ন জোয়াল : এ ধূর্ত স্ত্রীলোক !
যে তাকে জয় করতে চায়, সে বিছেকে ধরতে চায়।
[৮] মাতাল স্ত্রীলোক ক্ষোভের ব্যাপার,
সে নিজের লজ্জা লুকোতে পারবে না।
[৯] স্ত্রীলোকের উচ্ছৃঙ্খলতা তার বড় বড় চোখেই প্রকাশিত,
তার চোখের পাতাই তা সত্য বলে প্রমাণ করে।
[১০] জেদি মেয়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ,
প্রশ্রয় পেলে সে যেন কোন সুযোগ সৃষ্টি না করে।
[১১] তার নির্লজ্জ চোখের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখ,
সে তোমার অসম্মান ঘটালে আশ্চর্য হয়ো না !
[১২] পিপাসিত যাত্রী যেমন মুখ খুলে
পাশাপাশির যে কোন জল পান করে,
তেমনি সে তাঁবুর প্রতিটি খুঁটির ধারে ধারে ব'সে
যত তীরের জন্য তূণ খুলে দেয়।

উত্তম বধূর প্রশংসা

[১৩] বধূর লাবণ্য স্বামীকে মুগ্ধ করবে,
তার সদ্‌জ্ঞান তার সমৃদ্ধি ঘটায়।

[১৪] নীরব নারী, এ প্রভুরই দান,
মার্জিত চরিত্রের মূল্যে কোন দাম মেটে না।
[১৫] শালীনা নারী অনুগ্রহধারা স্বরূপ,
বিনয়িনী প্রাণের মূল্য গণনার অতীত।
[১৬] সূর্য প্রভুর পাহাড়পর্বতের উপরে উজ্জ্বল,
গুণবতী নারীর সৌন্দর্যই তার গৃহের ভূষণ।
[১৭] পবিত্র দীপাধারের উপরে যেমন জ্বলন্ত প্রদীপ,
তেমনি সুগঠিত দেহে মুখমণ্ডলের কান্তি।
[১৮] রুপোর ভিত্তির উপরে যেমন সোনার স্তম্ভ,
তেমনি দৃঢ় পায়ের পাতার উপরে সুগঠিত পা।

দুঃখজনক বিষ

[২৮] দু'টো বিষয় আছে, যা আমার হৃদয়কে সঙ্কুচিত করে,
তৃতীয় একটা আছে, যা আমার রোষ ডেকে আনে :
একটি যোদ্ধা, সে যখন চরম দরিদ্রতায় নিঃশেষিত হয়,
সুবিবেচক মানুষেরা, তারা যখন বিদ্রূপের বস্তু,
একজন মানুষ, সে যখন ধর্মময়তা থেকে পাপের দিকে ফেরে :
তেমন মানুষকে প্রভু খড়্গের জন্য চিহ্নিত করে রাখেন।

বাণিজ্য

[২৯] বণিকের পক্ষে অপরাধ থেকে মুক্ত থাকা বড়ই কঠিন,
ব্যবসায়ীও নিজেকে পাপমুক্ত করে রাখতে পারবে না।

২৭ [১] অর্থলাভের খাতিরে অনেকে পাপ করেছে,
যে ধনবান হতে চেষ্টা করে, সে [প্রভুভয় থেকে] চোখ ফেরায়।
[২] দু'টো পাথরের জোড়ায় খুঁটা স্থান নেয়,
ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পাপ জোর করে ঢোকে।

[৩] মানুষ যদি ভালোমত প্রভুভয় আঁকড়ে না ধরে,
তার গৃহ শীঘ্র উল্টে যাবে।

কথন থেকেই মানুষের পরিচয় লাভ

[৪] চালনি চাললে আবর্জনা থেকে যায়,
তেমনি মানুষের ত্রুটি তার কথনেই ভেসে ওঠে।
[৫] হাপর কুমোরের পাত্র যাচাই করে,
মানুষের পরীক্ষা তার কথাবার্তায় সাধিত।
[৬] ফল দেখায় গাছ কেমনভাবে চাষ করা হয়েছে,
তেমনি কথন প্রকাশ করে মানুষের ভাব।
[৭] মানুষ কথা বলার আগে তার প্রশংসা করো না,
এ-ই মানুষকে পরীক্ষা।

সদগুণ

[৮] যদি সদ্‌গুণের চেষ্টায় থাক, তার নাগাল পাবেই,
তা গৌরব-বসনই যেন পরিধান করবে।
[৯] পাখিরা তাদের সদৃশদের সঙ্গে সংসর্গ করে,
সত্য সত্যের সাধকের কাছে ফিরবে।
[১০] সিংহ ওত পেতে থাকে শিকারের জন্য,
তেমনি পাপ অন্যায়কারীদের জন্য।
[১১] ভক্তপ্রাণের কথায় সর্বদাই প্রজ্ঞা বিরাজিত,
কিন্তু নির্বোধ চাঁদের মত পরিবর্তনশীল।
[১২] অবোধদের মধ্যে থাকতে সময়ের দিকে লক্ষ রাখ,
সুবিবেচকদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটাও।
[১৩] মূর্খদের কথন ঘৃণ্য,
তাদের হাসি পাপময় উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ধ্বনিত।
[১৪] প্রায়ই যারা শপথ করে, তাদের কথনে শ্রোতার চুল শিহরে ওঠে,

তাদের ঝগড়া-বিবাদ তোমাকে কান বন্ধ করতে বাধ্য করে।
[১৫] গর্বিতদের মধ্যে ঝগড়ার ফল রক্তপাত,
তাদের কটুকথা কেবল শোনাও লজ্জাকর।

গুপ্ত কথা

[১৬] গুপ্ত কথা যে প্রকাশ করে, সে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়,
প্রিয় কোন বন্ধুকেও সে আর কখনও পাবে না।
[১৭] বন্ধুকে ভালবাস, তার প্রতি বিশ্বস্ত হও,
কিন্তু যদি তার গুপ্ত কথা প্রকাশ করে থাক, তার পিছনে আর যেয়ো না,
[১৮] কেননা মানুষ যাকে হত্যা করেছে তাকে যেমন ধ্বংস করে,
তেমনি তুমি তোমার প্রতিবেশীর বন্ধুত্ব হত্যা করেছ।
[১৯] আবার, তুমি যেমন পাখিকে তোমার হাত থেকে পালাতে দিয়েছ,
তেমনি তোমার বন্ধুকে যেতে দিয়েছ, তাকে আর ফিরে পাবে না।
[২০] তার পিছনে আর যেয়ো না, সে তো দূরেই গেছে;
সে পালিয়েছে—যেমন হরিণ ফাঁস থেকে পালায়।
[২১] কেননা ঘা বাঁধানো যায়, ও অপমান ক্ষমা করা যায়,
কিন্তু গুপ্ত কথা যে প্রকাশ করেছে, তার পক্ষে আর আশা নেই।

কপটতা

[২২] যে চোখ পিটপিট করে, সে অনিষ্ট আঁটে,
কেউ তা থেকে তাকে বিরত করতে পারবে না।
[২৩] তোমার সামনে তার কথা মিষ্ট,
তোমার আলাপে সে বিস্ময় প্রকাশ করে,
কিন্তু তোমার পিছনে উল্টো কথা বলবে,
ও তোমার নিজের কথা দ্বারা তোমার পতন ঘটাবে।
[২৪] আমি বহু কিছু ঘৃণা করি, কিন্তু তার মত কিছুই ঘৃণা করি না;
প্রভুও তাকে ঘৃণা করেন।

[২৫] ঊর্ধ্বে যে পাথর ছোড়ে, সে নিজের মাথার উপরেই তা ছোড়ে,
পিঠে আঘাত তাকেই আঘাত করে, যে আঘাত হেনেছে।
[২৬] যে গর্ত খোঁড়ে, সে নিজে তার মধ্যে পড়বে,
যে ফাঁস বসায়, সে তাতে জড়িয়ে পড়বে।
[২৭] অপকর্ম অপকর্মার উপরেই আবার নেমে আসবে,
তা কোথা থেকে আসে, সে তাও বুঝতে পারবে না।
[২৮] বিদ্রূপ ও অপমান অহঙ্কারীর চিহ্ন,
কিন্তু প্রতিশোধ সিংহের মত তার জন্য ওত পেতে থাকবে।
[২৯] ভক্তপ্রাণদের পতনে যারা আনন্দিত, তারা ফাঁসে ধরা পড়বে,
মৃত্যুর আগে যন্ত্রণাই তাদের ক্ষয় করবে।

ক্ষমা

[৩০] ক্ষোভ ও ক্রোধ: তাও জঘন্য বস্তু,
পাপী মানুষ দু'টোতেই নিপুণ।

২৮ [১] যে প্রতিশোধ নেয়, সে প্রভুর প্রতিশোধের অভিজ্ঞতা করবে,
যিনি পাপের সূক্ষ্ম হিসাব রাখেন।
[২] তোমার প্রতিবেশীর অপরাধ ক্ষমা কর,
আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন তোমার পাপের ক্ষমা হবে।
[৩] যে কেউ অন্তরে অপরের প্রতি ক্রোধ পোষণ করে,
সে কেমন করে প্রভুর কাছে সুস্থতা দাবি করবে?
[৪] সে যখন তার নিজের সদৃশ মানুষেরই প্রতি দয়াবান নয়,
তখন কোন্ সাহসেই বা নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে?
[৫] রক্তমাংসের মানুষমাত্র হয়ে সে যখন অন্তরে ক্ষোভ রাখে,
তখন কেইবা তার পাপ ক্ষমা করবে?
[৬] তোমার শেষ পরিণামের কথা মনে রাখ, আর ঘৃণা নয়!
ক্ষয় ও মৃত্যুর কথা মনে রেখে আজ্ঞাগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থাক।

[৭] আজ্ঞাগুলির কথা মনে রাখ, অন্তরে প্রতিবেশীর প্রতি ক্ষোভ রেখো না,
পরাৎপরের সন্ধির কথা মনে রাখ, অপমানের হিসাব রেখো না।

ঝগড়া-বিবাদ

[৮] ঝগড়া-বিবাদ এড়াও, তাতে কম পাপ করবে,
কেননা ঝগড়াটে মানুষ ঝগড়া বাধায়।
[৯] পাপী মানুষ বন্ধুদের মধ্যে গোলমালের বীজ বোনে,
এবং শান্তশিষ্ট মানুষদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঢোকায়।
[১০] ইন্ধন যে প্রকারের, সেই প্রকারের আগুন জ্বলে,
হিংসা যে প্রকারের, সেই প্রকারের ঝগড়া বাধে ;
মানুষের রোষ তার বলের পরিমাপে,
তার ধন যত বাড়ে, তার ক্রোধও তত বাড়ে।
[১১] আকস্মিক ঝগড়া আগুন জ্বালায়,
হিংস্র বিবাদের শেষ পরিণাম রক্তপাত।
[১২] স্ফুলিঙ্গে ফুঁ দাও, তা জ্বলে উঠবে,
তাতে থুথু ফেল, তা নিভে যাবে :
অথচ ফুঁ ও থুথু দু'টোই তোমার মুখ থেকে বের হয় !

জিহ্বা

[১৩] পরনিন্দুক ও ত্রি-জিহ্বা মানুষ অভিশপ্ত হোক,
শান্তিতে জীবন কাটাত, এমন বহু মানুষের সে-ই ঘটিয়েছে সর্বনাশ।
[১৪] তৃতীয় ব্যক্তির শোনা কথা অনেকের শান্তি নষ্ট করেছে,
তাদের এক দেশ থেকে অন্য দেশে তাড়িয়ে দিয়েছে,
নানা শক্তিশালী নগর ধ্বংস করেছে,
বলবান কতগুলো কুল উল্টিয়ে দিয়েছে।
[১৫] তৃতীয় ব্যক্তির শোনা কথা উত্তম উত্তম বধূকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলেছে,
তাদের শ্রমের ফল-বঞ্চিতা করেছে।

[১৬] তাকে যে মনোযোগ দেয়, সে আর কখনও মনে শান্তি পাবে না,
জীবনে সে আর কখনও সুখ দেখবে না।
[১৭] কশাঘাতে গায়ে দাগড়ার দাগ ওঠে,
কিন্তু জিহ্বার আঘাতে হাড় ভঙ্গ হয়।
[১৮] অনেকে খড়্গের আঘাতে মারা পড়ল,
কিন্তু আরও বেশি মারা পড়ল জিহ্বার কারণে।
[১৯] সুখী সেই মানুষ, যে তা থেকে আশ্রয় পেয়েছে,
যে তার রোষের অভিজ্ঞতা করেনি,
যে তার জোয়াল টানেনি,
যে তার শেকলে আবদ্ধ হয়নি।
[২০] কেননা তার জোয়াল লোহার জোয়াল,
তার শেকল ব্রঞ্জের শেকল।
[২১] তার ঘটিত মৃত্যু শোচনীয়,
তার তুলনায় পাতাল বাঞ্ছনীয়।
[২২] ভক্তপ্রাণ মানুষের উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই,
এরা তার জ্বালায় পুড়বে না।
[২৩] প্রভুকে ত্যাগ করেছে যারা, তারা তার মধ্যে পড়বে,
তেমন মানুষদের মধ্যে তা জ্বলে উঠবে, নিভবে না;
তাদের উপর সিংহের মতই ঝাঁপিয়ে পড়বে,
বাঘের মত তাদের দীর্ণ-বিদীর্ণ করবে।
[২৪] দেখ, কাঁটাগাছ দিয়ে তোমার জমিটুকু ঘিরে ফেল,
সোনা-রুপো তালাবদ্ধ রাখ,
[২৫] পরে দাঁড়িপাল্লা তৈরি করে তোমার সমস্ত কথা ওজন কর,
এবং দরজা ও খিল দিয়ে তোমার মুখ রুদ্ধ কর।
[২৬] জিহ্বার কারণে যেন হোঁচট না খাও, এবিষয়ে সতর্ক থাক,
পাছে তারই সামনে তোমার পতন হয়, যে তোমার জন্য ওত পেতে আছে।

ধার দেওয়া সম্বন্ধে বাণী

২৯ [১] দয়াকর্ম যে পালন করে, সে প্রতিবেশীকে ধার দেয়,
নিজের হাত দিয়েই যে তাকে সবল করে, সে আজ্ঞাগুলি মেনে চলে।
[২] অভাবের দিনে প্রতিবেশীকে ধার দাও,
তুমিও নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিবেশীকে ধার ফিরিয়ে দাও।
[৩] নিজের দেওয়া কথা রক্ষা কর, তার প্রতি বিশ্বস্ত হও,
তবে তোমার যা কিছু প্রয়োজন, তা যে কোন মুহূর্তেই পাবে।
[৪] অনেকে ধার একটা অপ্রত্যাশিত লাভ বলে মনে করে,
যারা তাদের সাহায্য করেছে, তারা তাদের অসুবিধা ঘটায়।
[৫] যতক্ষণ না পায় মানুষ দাতার হাত চুম্বন করে,
বন্ধুর সাহায্য পাবার আশায় বিনীত কণ্ঠে কথা বলে,
কিন্তু পরিশোধের সময় এলে সে আরও সময় নিতে চায়,
শূন্য কথাই ফিরিয়ে দেয়, পরিস্থিতিকেই দায়ী করে।
[৬] তাকে ধার ফিরিয়ে দেওয়াতে পারলেও
দাতা কেবল অর্ধেকাংশই ফিরে পাবে,
এমনকি, তাও অপ্রত্যাশিত লাভ বলে তাকে মনে করতে হবে;
অন্যথা, দাতা তার আপন সম্পদ ক্ষেত্রে প্রবঞ্চিত হবে,
অকারণে তার নতুন আর এক শত্রু হবে,
সেই শত্রু তাকে অভিশাপ ও অপমান ফিরিয়ে দেবে,
দেয় সম্মানের চেয়ে কটুবাক্যই তাকে ফিরিয়ে দেবে।
[৭] অনেকে ধার দিতে অস্বীকার করে, কিন্তু শঠতার কারণে নয়;
তারা তো উদ্বিগ্ন, পাছে অকারণেই প্রবঞ্চিত হয়।

অর্থদান

[৮] তথাপি তুমি নিঃস্বের প্রতি ধৈর্যশীল হও,
ভিক্ষার জন্য তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ো না।

[৯] আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার খাতিরে দরিদ্রকে সাহায্যদান কর,
তার প্রয়োজন অনুসারে তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না।
[১০] ভাই ও বন্ধুর জন্য তোমার টাকা-কড়ি হারিয়ে যাক,
তা একটা পাথরের তলে পড়ে থেকে তাতে বৃথা মরচে না পড়ুক।
[১১] ঐশ্বর্যকে পরাৎপরের আজ্ঞামতই ব্যবহার কর,
তবে তা সোনার চেয়েও তোমার উপযোগী হবে।
[১২] তোমার ভিক্ষাদান তোমার গোলাঘরে জমিয়ে রাখ,
তা সমস্ত অমঙ্গল থেকে তোমাকে বাঁচাবে।
[১৩] শক্ত ঢাল ও ভারী বর্শার চেয়েও
তা শত্রুর সামনে তোমার হয়ে লড়াই করবে।

জামিন সম্বন্ধে বাণী

[১৪] সৎমানুষ প্রতিবেশীর পক্ষে জামিন হয়,
কেবল নির্লজ্জ মানুষই তাকে ত্যাগ করবে।
[১৫] যে তোমার পক্ষে জামিন হয়েছে, তার উপকার ভুলো না,
তোমার পক্ষে সে নিজের প্রাণ দিয়েছে।
[১৬] পাপী মানুষ তার জামিনের ধনের জন্য চিন্তাটুকু করে না,
অকৃতজ্ঞ মানুষ স্বভাবতই তার নিজের নিস্তারকর্তাকে ভুলে যাবে।
[১৭] জামিন ঘটিয়েছে বহু সৎমানুষের সর্বনাশ,
সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তাদের এদিক ওদিক ছড়িয়ে দিয়েছে;
[১৮] প্রতাপশালী মানুষকে নির্বাসিত করেছে,
ভিনদেশের মানুষদের মধ্যে
উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করেছে।
[১৯] যে পাপী তৎপরতার সঙ্গে জামিন দিতে এগিয়ে আসে,
ও লাভের চেষ্টায় আছে, সে অসংখ্য মামলায় জড়িত হবে।
[২০] তোমার সামর্থ্য অনুসারে তোমার প্রতিবেশীকে সাহায্য কর,
কিন্তু নিজের বিষয়েও সাবধান থাক, পাছে তোমার পতন হয়।

পরের বাড়িতে অধিক সময় কাটানো সম্বন্ধে বাণী

[২১] জীবনে প্রথম বিষয় এই এই : জল, রুটি, বস্ত্র,
এবং পারিবারিক ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঘর।
[২২] পরের ঘরে জাঁকজমকের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া করার চেয়ে
খারাপ তক্তার ছাদের নিচে দরিদ্রের মত বাস করা শ্রেয়।
[২৩] কম থাকুক কি বেশি থাকুক, তোমার যা আছে, তাতে খুশি হও,
তবে তোমার পরিজনদের অসন্তোষের কথা শুনবে না।
[২৪] ঘর ঘর করা কেমন হীন জীবন!
যেইখানে থাক না কেন, মুখ খোলারও সাহস তোমার হয় না;
[২৫] তুমি সেখানকার একজন নও,
পরের পাত্রে আঙুররস ঢালবে, কিন্তু 'ধন্যবাদ' শুনবে না,
এমনকি, তিক্ত কথাই তোমাকে শুনতে হবে, যেমন :
[২৬] 'ওঠ, বিদেশী, ভোজের জন্য সব সাজাও,
তৈরী তোমার কী আছে? আমাকে কিছু খেতে দাও!'
[২৭] 'চলে যাও, বিদেশী, গণ্যমান্য লোকদের জন্য স্থান দাও;
আমার ভাই অতিথি হয়ে আসছে, আমার ঘরের দরকার।'
[২৮] আতিথ্য ক্ষেত্রে ভর্ৎসনা শোনা ও ঋণীই যেন অপমানিত হওয়া,
তেমন কিছু বুদ্ধিমানের কাছে ভারীই বিষয়।

সন্তানপালন

৩০ [১] নিজের সন্তানকে যে ভালবাসে, সে প্রায়ই তাকে কশাঘাত করে,
যেন শেষে তার বিষয়ে আনন্দিত হতে পারে।
[২] নিজের সন্তানকে যে শাসন করে, সে নিজে উপকৃত হবে,
এবং আত্মীয়দের মধ্যে বড়াই করতে পারবে।
[৩] নিজের সন্তানকে যে শিক্ষা-দীক্ষা দান করে, সে শত্রুকে ঈর্ষান্বিত করবে,
কিন্তু বন্ধুদের মধ্যে গর্ব করতে পারবে।

[৪] পিতা কি মরলেন? মরলেও তা এমন, যেন তিনি মরেননি,
কেননা নিজের পরে নিজের মত একজনকে রেখে যান।
[৫] জীবনকালে তিনি সন্তানের সাহচর্যে আনন্দ পেতেন,
মৃত্যুকালে তিনি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত।
[৬] শত্রুদের সামনে তিনি প্রতিফলদাতা একজনকে রেখে যান,
বন্ধুদের জন্য এমন একজনকে রেখে যান,
যে তাদের উপর উপকার বর্ষণ করবে।
[৭] নিজের সন্তানকে যে আদর করে, সে একদিন তার ক্ষত বাঁধবে,
এক একটা চিৎকারে তার হৃদয় ফেটে যাবে।
[৮] ভালোমত দমন না করা ঘোড়া জেদি হয়,
নিজের ইচ্ছার হাতে ছেড়ে রাখা সন্তান একগুঁয়ে হয়।
[৯] সন্তানকে বেশি প্রশ্রয় দাও, আর সে তোমাকে আতঙ্কিত করবে,
তার সঙ্গে খেলা কর, আর সে তোমার উপর দুঃখ ডেকে আনবে।
[১০] তার সঙ্গে হেসো না, পাছে একদিন তোমাকে তার সঙ্গে কাঁদতে হয়,
এবং পরিশেষে তোমাকে দাঁতে দাঁত ঘষতে হয়।
[১১] তার তরুণ বয়সে তাকে তত স্বাধীনতা দিয়ো না,
তার দোষত্রুটি না দেখার ভান করো না।
[১২] তার তরুণ বয়সেই তার ঘাড় নত কর,
সে ছোট থাকতেই তার গায়ে আঘাত কর,
পাছে একদিন একগুঁয়ে হয়ে তোমার প্রতি অবাধ্য হয়,
আর তোমাকে গভীর দুঃখ ভোগ করতে হয়।
[১৩] তোমার সন্তানকে শাসন কর, অধ্যবসায়ী হয়ে তাকে যত্ন কর,
নইলে তোমাকে তার উদ্ধত ভাবের সম্মুখীন হতে হবে।

স্বাস্থ্য

[১৪] দেহে পীড়িত ধনীর চেয়ে
সুস্থ ও বলবান দরিদ্র শ্রেয়।

[১৫] সুস্বাস্থ্য ও তেজ সমস্ত সোনার চেয়ে মূল্যবান,
শক্তিশালী দেহও অসীম ধনের চেয়ে মূল্যবান।
[১৬] দৈহিক স্বাস্থ্যের চেয়ে শ্রেয় ধন নেই,
হৃদয়ের আনন্দের ঊর্ধ্বে সুখ নেই।
[১৭] হীন জীবনের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়,
চিরন্তন সেই বিশ্রামও চিরস্থায়ী অসুস্থতার চেয়ে শ্রেয়।
[১৮] কবরের উপরে রাখা খাদ্য-নৈবেদ্য যেমন,
রুদ্ধ মুখে ঢালা ভাল ভাল খাদ্য তেমন।
[১৯] ফল-নৈবেদ্যে দেবমূর্তির কী উপকার?
তা তো খায় না, তার সুগন্ধও ঘ্রাণ করে না;
তেমনি সেই মানুষ, যে প্রভু দ্বারা নির্যাতিত।
[২০] সে চেয়ে থাকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে,
সে এমন নপুংসকের মত, যে যুবতী মেয়েকে আলিঙ্গন করে,
—সে কেমন দীর্ঘশ্বাস ফেলে!

আনন্দ

[২১] দুঃখের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ো না,
নিজের চিন্তা-ভাবনা দিয়ে নিজেকে উৎপীড়ন করো না।
[২২] হৃদয়ের আনন্দ মানুষের পক্ষে জীবন,
মানুষের উৎফুল্লতা দীর্ঘায়ু দান করে।
[২৩] তোমার প্রাণ আপ্যায়িত কর, তোমার হৃদয়কে সান্ত্বনা দাও,
দুঃখ-মায়া দূর করে রাখ।
কেননা দুঃখ-মায়া অনেকের বিনাশ ঘটিয়েছে,
উপকারিতা বলতে তাতে নেই কিছু।
[২৪] প্রেমের অন্তর্জ্বালা ও রোষ আয়ু সঙ্কুচিত করে,
দুশ্চিন্তা বার্ধক্যকালকে কাছে আনে।
[২৫] আনন্দপূর্ণ হৃদয় খাদ্যের সামনে খুশি,

যা খায়, তা সুখস্বাচ্ছন্দ্যেই খায়।

ধনসম্পদ

৩১ [১] ধনজনিত অনিদ্রা দেহ জীর্ণ করে,

তেমন দুশ্চিন্তা নিদ্রা দূর করে।

[২] অনিদ্রাজনিত দুশ্চিন্তা তোমার নিদ্রায় বাধা দেয়,

কঠিন রোগের মত তা নিদ্রা বিচ্যুত করে।

[৩] ধন সংগ্রহণে ধনী শ্রম করে,

থামলে সে বিলাসিতা গাণ্ডেপিণ্ডে ভোগ করে।

[৪] তার হীনাবস্থায় দরিদ্র শ্রম করে,

থামলে সে নিঃস্বতায় পড়ে।

[৫] সোনা যে ভালবাসে, সে অপরাধ থেকে মুক্ত হবে না,

অর্থের পিছনে যে ছোটে, সে তা দ্বারা বিকৃত হবে।

[৬] সোনার কারণে অনেকের বিনাশ ঘটেছে,

তাদের সর্বনাশ তাদের সামনেই ছিল উপস্থিত।

[৭] যারা তার চরণে বলি উৎসর্গ করে, তা তাদের জন্য ফাঁস,

নির্বোধ তাতে ধরা পড়ে।

[৮] সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,

সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।

[৯] কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;

কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

[১০] পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?

তা হবে তার গৌরবের কারণ।

অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?

অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

[১১] তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,

জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।

খাওয়া-দাওয়া

[১২] তোমার সামনে কি ঘটা করে আয়োজিত খাবার টেবিল রয়েছে?
তার দিকে মুখ হা করো না;
একথা বলো না: ‘এ কেমন প্রাচুর্য!’
[১৩] মনে রেখ: লোভী চোখ ভাল নয়।
চোখের চেয়ে মন্দ কী সৃষ্ট হয়েছে?
এজন্য চোখ অবিরত অশ্রুপাত করে।
[১৪] গৃহকর্তা যে খাদ্যের উপর চোখ নিবদ্ধ রাখে,
তার দিকে হাত বাড়িয়ো না,
তার সঙ্গে একই থালায় রুটি ভিজিয়ো না।
[১৫] তোমার নিজের প্রয়োজনের আলোয় অন্যজনদের প্রয়োজন বুঝে নাও,
সব কিছুতে চিন্তাশীল হও।
[১৬] তোমার সামনে যা আয়োজিত হয়, তা ভদ্রলোকেরই মত গ্রহণ কর,
তোমার খাবার পেটুকের মত গ্রাস করো না,
পাছে নিজেকে ঘৃণার পাত্র কর।
[১৭] ভদ্রতার খাতিরে তুমিই প্রথম থাম,
পেটুক হয়ো না, পাছে সকলের নিন্দার পাত্র হও;
[১৮] আর তুমি অনেক অতিথির মধ্যে বসলে
তবে এমনটি না হয় যেন তুমিই প্রথম হাত বাড়াও।
[১৯] ভদ্রলোকের পক্ষে সামান্য কিছুই যথেষ্ট,
একবার শয্যায় শয়ন করলে তার শ্বাস রুদ্ধ হয় না।
[২০] ভোজনে মিতাচার স্বাস্থ্যকর নিদ্রা বয়ে আনে,
মানুষ বেশ সকালেই ওঠে, আর তার চিত্ত প্রফুল্ল;
অনিদ্রা, পেটে ব্যথা ও বমি-বমি করা গা,
এ পেটুকের সঙ্গী।

[২১] যদি তোমাকে বেশি খেতে বাধ্য করা হয়,
ওঠ, গিয়ে খাবারটা উগরে দাও, তাতে আরাম পাবে।
[২২] সন্তান, আমাকে শোন, আমাকে হেয়জ্ঞান করো না,
শেষে তুমি দেখতে পাবে যে, আমার কথা সত্য।
তোমার সমস্ত কাজে মাত্রা বজায় রেখে চল,
তবে রোগ কখনও তোমার নাগাল পাবে না।
[২৩] যে ঘটা করে ভোজের আয়োজন করে, অনেকের ওষ্ঠ তার প্রশংসা করবে,
আর তার বদান্যতার সাক্ষ্য সত্যাশ্রয়ী।
[২৪] কিন্তু ভোজ আয়োজনে যে কৃপণতা দেখায়,
তার বিষয়ে সকলে গজগজ করে,
আর তার কৃপণতার সাক্ষ্য যথার্থ।

আঙুররস সম্বন্ধে বাণী

[২৫] আঙুররসের বিষয়ে নিজেকে তত বলবান দেখিয়ো না,
কেননা আঙুররস অনেকের সর্বনাশ ঘটিয়েছে।
[২৬] হাপর লোহার টেম্পার যাচাই করে,
তেমনি আঙুররস দাম্ভিকদের প্রতিযোগিতায় হৃদয় যাচাই করে।
[২৭] মানুষের পক্ষে আঙুররস যেন জীবনের মত,
অবশ্যই, তুমি যদি মাত্রা বজায় রেখে পান কর।
জীবন কী, আঙুররস যদি না থাকে?
মানুষের আনন্দের উদ্দেশ্যেই তা সৃষ্ট হয়েছে।
[২৮] হৃদয়ের ফুর্তি, প্রাণের আনন্দ,
তা-ই আঙুররস, যখন যথাসময় ও যথামাত্রায় পান করা হয়।
[২৯] উত্তেজনার সঙ্গে বা প্রতিযোগিতার জন্য অতিমাত্রায় পান করা আঙুররস
প্রাণের তিক্ততা বয়ে আনে।
[৩০] মাতলামি নির্বোধের রোষ বাড়ায়—তার নিজের সর্বনাশে,
তার বল কমায়—আর সে মার খাবে।

[৩১] ভোজের সময়ে তোমার পাশের অতিথিকে প্ররোচিত করো না,
সে আনন্দ ভোগ করতে করতে তুমি তার পিছনে হেসো না,
তাকে কোন ভারী কথা শুনিয়ো না,
ঋণ শোধ করার দাবি রাখায় তাকে বিরক্ত করো না।

ভোজসভায় সমুচিত ব্যবহার

৩২ [১] লোকে কি তোমাকে ভোজপতি করেছে? গর্বোদ্ধত হয়ো না;
সকলের সঙ্গে সাধারণ একজনের মত ব্যবহার কর;
তাদের যত্ন কর, পরে নিজে ভোজে বস;
[২] তোমার কর্তব্য কাজ সম্পন্ন করার পর তোমার আসন নাও,
যেন তাদের আনন্দে আনন্দ করতে পার,
ও ভোজের সাফল্যের জন্য মুকুট পেতে পার।
[৩] হে প্রবীণ, কথা বল, তাতে তোমার শোভা পায়,
কিন্তু মার্জিত ভাবে, গানবাজনায় বিঘ্ন ঘটিয়ো না।
[৪] সবাই শুনতে ব্যস্ত, তাই তুমি কথা বলে চলো না,
অসময় নিজেকে তত প্রজ্ঞাবান দেখিয়ো না।
[৫] সোনার আঙটিতে বসানো চুনির সীলমোহর যেমন,
তেমনি ভোজসভায় গানবাজনা।
[৬] সোনার ফ্রেমে বসানো পান্নার সীলমোহর যেমন,
তেমনি আঙুররসের মাধুর্যের সঙ্গে গানবাজনার সুর।
[৭] হে যুবক মানুষ, কথা বল—যদি প্রয়োজন হয়!
কিন্তু দু'বার মাত্র—যখন তোমাকে প্রশ্ন করা হয়, কেবল তখনই!
[৮] তোমার কথন সংক্ষিপ্ত রাখ, স্বল্প কথায় অনেক কিছু বল;
এমন একজনের মত ব্যবহার কর, যে খুবই জানে, কিন্তু মৌন থাকে।
[৯] গণ্যমান্যদের মধ্যে নিজেকে তাদের সমকক্ষ মনে করো না,
অন্য কেউ কথা বলার সময়ে বেশি মন্তব্য রেখো না।

[১০] বজ্রনাদের আগে আসে বিদ্যুৎ-ঝলক,

অনুগ্রহ শালীন মানুষের আগে আগে চলে।

[১১] ঠিক সময়ই ওঠ, সকলের শেষে প্রস্থান করো না,

শীঘ্রই ঘরে যাও, ইতস্তত করো না।

[১২] ফিরে সেখানেই আমোদ কর, যা খুশি তাই কর,

কিন্তু উদ্ধত কথা বলে পাপ করো না।

[১৩] এবং এই সমস্ত কিছুর জন্য তোমার স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাও,

তিনি তো তাঁর মঙ্গলদানে তোমাকে মত্ত করে তোলেন।

প্রভুভয়

[১৪] যে কেউ প্রভুকে ভয় করে, সে সংশোধনের বাণী গ্রহণ করবে;

যারা তাঁর সন্ধান করে, তারা তাঁর প্রসন্নতা পাবে।

[১৫] যে কেউ বিধানের অন্বেষণ করে, তাতে সে মনে তৃপ্তি পাবে,

কিন্তু ভণ্ড মানুষের মনে তা হবে বাধাস্বরূপ।

[১৬] যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা সুবিচার পাবে,

তাদের সৎকর্ম আলোর মত দীপ্তিময় হবে।

[১৭] পাপী মানুষ তিরস্কার সরিয়ে দেয়,

তার জেদি ব্যবহারের জন্য সে ছুতা পায়।

[১৮] বুদ্ধিমান মানুষ সাবধান বাণী তুচ্ছ করে না,

দুর্জন ও গর্বিত মানুষ ভয়ের বিষয়ে কিছু জানে না।

[১৯] চিন্তা-ভাবনা না করে কিছুই করো না,

তবে কাজ শেষে তোমাকে দুঃখ করতে হবে না।

[২০] অসমতল পথে হেঁটে বেড়িয়ো না,

পাছে পাথরে হোঁচট খাও।

[২১] সমতল পথে বেশি আত্মনির্ভরশীল হয়ো না,

[২২] তোমার নিজের সন্তানদের বিষয়েও সাবধান থাক।

[২৩] সমস্ত কাজে নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক,

এও আজ্ঞাগুলি পালন করা।

[২৪] যে কেউ বিধানে আস্থা রাখে, সে তার আজ্ঞাগুলির প্রতি বাধ্যতা দেখায়,
যে কেউ প্রভুতে ভরসা রাখে, সে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হবে না।

৩৩ [১] যে কেউ প্রভুকে ভয় করে, তার কোন অমঙ্গল হবে না,
পরীক্ষার মধ্যেও সে উদ্ধার পাবে।
[২] প্রজ্ঞাবান বিধান ঘৃণা করে না,
কিন্তু এবিষয়ে যে ভণ্ড, সে ঝড়ের মধ্যে জাহাজের মত।
[৩] বুদ্ধিমান মানুষ বিধানে বিশ্বাস রাখে,
তার কাছে বিধান দৈববাণীর মতই বিশ্বাসযোগ্য।
[৪] তোমার উপদেশ প্রস্তুত কর, আর লোকে তোমাকে শুনবে;
তোমার তত্ত্ব সুসংবদ্ধ কর, পরে উত্তর দাও।
[৫] মূর্খের ভাব গরুর গাড়ির চাকার মত,
তার যুক্তি চাকার বেড়ের মত নিজের উপর ঘুরতে থাকে।
[৬] অস্থির ঘোড়া বিদ্রূপকারী বন্ধুর মত,
তার পিঠে যে কেউ চরুক না কেন, সে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে।

অসমতা

[৭] কেন একটা দিন অন্য দিনের চেয়ে উত্তম,
যদিও বছরের প্রতিটি দিনের আলো সূর্য থেকেই আসে?
[৮] দিনগুলি প্রভুর মন অনুসারেই আলাদা আলাদা করা হয়েছে,
তিনি ঋতু ও পর্ব পৃথক পৃথক করেছেন।
[৯] কতগুলি দিন তিনি মর্যাদা ও পবিত্রতায় মণ্ডিত করেছেন,
আর কতগুলি দিন তিনি সাধারণ দিনগুলির সংখ্যায় স্থান দিয়েছেন।
[১০] মানুষ মাটি থেকে আগত,
আদম নিজেই ভূমি থেকে সৃষ্ট হলেন।
[১১] প্রভু তাঁর মহাপ্রজ্ঞায় তাদের পৃথক পৃথক করেছেন,

তাদের জন্য আলাদা আলাদা নিয়তি নিরূপণ করেছেন।

[১২] কাউকে তিনি আশিসধন্য করে উন্নীত করেছেন,

ও তাদের পবিত্র করে নিজের সঙ্গে বেঁধেছেন,

কাউকে তিনি অভিশপ্ত করে নমিত করেছেন

ও তাদের পদচ্যুত করেছেন।

[১৩] যেমন কুমোরের হাতে মাটি,

যা সে নিজের ইচ্ছামত মাখে,

তেমনি তাদের নির্মাতার হাতে মানুষেরা,

যাদের তিনি তাঁর বিচারমত প্রতিফল দেন।

[১৪] অমঙ্গলের বিপরীতে দাঁড়ায় মঙ্গল,

মৃত্যুর বিপরীতে জীবন;

তেমনি ভক্তপ্রাণের বিপরীতে দাঁড়ায় পাপী।

[১৫] সুতরাং পরাৎপরের সকল কর্ম বিবেচনা করে দেখ;

তুমি দেখবে, সেগুলি দু'টো দু'টো করে দাঁড়ায়

—একটা আর একটার বিপরীতে।

[১৬] আমি যদিও সকলের পরে এসেছি, তবু অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকলাম,

হ্যাঁ, আঙুরফল-সংগ্রহকারীরা যা ফেলে রেখেছে,

তা কুড়োয় এমন মানুষের মত।

[১৭] প্রভুর আশীর্বাদে লক্ষ্যে পৌঁছেছি,

আঙুরফল-সংগ্রহকারীর মত মাড়াইকুণ্ড পূর্ণ করেছি।

[১৮] লক্ষ কর—কেবল নিজের জন্যই শ্রম করেছি, এমন নয়;

যারা শিক্ষাবাণীর অন্বেষণ করে, তাদেরও জন্য।

[১৯] হে সমাজনেতা সকল, আমার কথা শোন,

তোমরা, যারা জনমণ্ডলীকে পরিচালনা কর, মনোযোগ দাও।

ব্যক্তি স্বাধীনতা

[২০] পুত্র কি বধূ, ভাই কি বন্ধু,

তুমি জীবিত থাকতে এদের কাউকেই তোমার উপর অধিকার দিয়ো না।
অন্য কাউকেও তোমার ধন দান করো না,
পাছে পরে তোমার দুঃখ হলে তার কাছ থেকে তা ফিরিয়ে চাইতে হয়।
[২১] যতদিন জীবিত থাক, যতদিন তোমার শ্বাস থাকে,
ততদিন কারও হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ো না।
[২২] সন্তানদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করার চেয়ে,
এ-ই বরং ভাল যে, সন্তানেরা তোমারই কাছে যাচনা করবে।
[২৩] তোমার সমস্ত কাজে তুমিই হও কর্তা,
তোমার সুনাম কলঙ্কিত হবে এমনটি হতে দিয়ো না।
[২৪] যখন তোমার জীবনের আয়ু ফুরিয়ে যায়,
সেই মৃত্যুক্ষণেই উত্তরাধিকার বণ্টন কর।

ক্রীতদাসদের সম্বন্ধে বাণী

[২৫] গাধার জন্য জাব, লাঠি ও বোঝা;
ক্রীতদাসের জন্য রুটি, শাসন ও কাজ।
[২৬] তোমার দাসকে কঠোর পরিশ্রম করাও, তুমি মনে বিশ্রাম পাবে;
তার হাত শিথিল রাখ, আর সে স্বাধীনতা চাইবে।
[২৭] জোয়াল ও বল্গা ঘাড় নত করে;
ধূর্ত ক্রীতদাসের জন্য উৎপীড়ন ও শাস্তি।
[২৮] তাকে কাজে লাগাও, সে যেন শিথিল না থাকে,
কেননা শিথিলতা যত কুকর্ম শেখায়।
[২৯] তার যে উচিত কাজ, তাকে সেই কাজ করাও,
সে অবাধ্য হলে তার পায়ে বেড়ি লাগাও।
[৩০] কিন্তু কারও কাছ থেকে অতিমাত্রায় কিছুই দাবি করো না;
ন্যায্যতা-বিপরীত কিছু করো না।
[৩১] তোমার কি একজনমাত্র ক্রীতদাস আছে? সে তোমারই মত হোক,
যেহেতু তোমার নিজের রক্তমূল্যে তাকে কিনেছ;

[৩২] তোমার কি একজনমাত্র ক্রীতদাস আছে?
তোমার কাছে সে ভাইয়েরই মত হোক,
যেহেতু তুমি যেমন নিজের কাছে প্রয়োজনীয়,
সেও তেমনি তোমার কাছে প্রয়োজনীয়।
[৩৩] তার প্রতি দুর্ব্যবহার করলে সে যদি পালিয়ে যায়,
কোন্ পথ ধরে তুমি তার খোঁজে যাবে?

স্বপ্ন সম্বন্ধে বাণী

৩৪ [১] অসার ও মোহময় আশা অবোধেরই জন্য,
স্বপ্ন নির্বোধদের গায়ে পাখা লাগায়।
[২] যে ছায়া ধরে ও বাতাসের পিছনে ছোটে, সে যেমন
তেমনি সেই লোক, যে স্বপ্নে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।
[৩] স্বপ্নের দৃশ্য প্রতিবিম্বমাত্র,
একটি মুখের সামনে মুখের প্রতিচ্ছবি।
[৪] অশুদ্ধ থেকে শুদ্ধের মত কী বের হবে?
মিথ্যা থেকে সত্যের মত কী বের হবে?
[৫] দৈববাণী, শাকুনবিদ্যা ও স্বপ্ন, সবই অসারতামাত্র,
তা যন্ত্রণাভুক্ত প্রসবিনী নারীর ছায়ামূর্তির মত।
[৬] যদি পরাৎপরের কাছ থেকে সেগুলি প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত না হয়ে থাকে,
তবে তোমার মনকে তাতে ব্যস্ত হতে দিয়ো না।
[৭] কেননা স্বপ্ন অনেককে ভ্রান্ত করেছে,
আর যারা সেগুলিতে আশা রেখেছিল, স্বপ্ন তাদের পথভ্রষ্ট করেছে।
[৮] বিধান পালনের জন্য তেমন মিথ্যা দরকার নেই,
প্রজ্ঞা সত্যবাদী মুখেই সিদ্ধতায় মণ্ডিত হয়।

যাত্রার উপকারিতা

[৯] যে যথেষ্ট যাত্রা করেছে, সে অনেক কিছু জানে;
মহা অভিজ্ঞতার মানুষ সুবুদ্ধির সঙ্গেই কথা বলবে।
[১০] যে কখনও পরীক্ষিত হয়নি, সে কম জানে;
যে যথেষ্ট যাত্রা করেছে, সে বিচক্ষণ হয়ে উঠেছে।
[১১] যাত্রাকালে আমি অনেক কিছু দেখতে পেয়েছি,
আমার জানা আমার কথার চেয়ে বড়।
[১২] বহুবার বিপদে পড়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি,
কিন্তু রেহাই পেয়েছি, আর তার কারণ এই:
[১৩] প্রভুভীরুদের আত্মা চীরজীবী হবে,
কেননা তাদের আশা তাঁরই উপরে স্থাপিত,
যিনি তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম।
[১৪] যে কেউ প্রভুকে ভয় করে, সে কিছুতে দ্বিধাগ্রস্ত নয়,
সে ভীত নয়, কেননা তিনিই তার আশা।
[১৫] যে কেউ প্রভুকে ভয় করে, সুখী তার প্রাণ,
কার্ উপর তার নির্ভর? কে তার অবলম্বন?
[১৬] প্রভুর দৃষ্টি তাদেরই প্রতি, যারা তাঁকে ভালবাসে;
তিনি তাদের প্রতাপময় নিরাপত্তা ও বলবান অবলম্বন,
উত্তপ্ত বাতাস থেকে আশ্রয়, মধ্যাহ্নকালীন সূর্য থেকে আশ্রয়,
হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা, পতনের দিনে সহায়;
[১৭] তিনি প্রাণ জুড়ান, চোখ আলোময় করেন,
সুস্বাস্থ্য, জীবন ও আশিস দান করেন।

প্রকৃত ধর্মিষ্ঠতা

[১৮] অন্যায়ভাবে পাওয়া বলির উৎসর্গ ত্রুটিপূর্ণ উৎসর্গ;
দুষ্কর্মাদের উপহার গ্রহণীয় নয়।

[১৯] পরাৎপর ভক্তিহীনদের অর্ঘ্যে প্রীত নন,
বলির বাহুল্যে তিনি পাপ ক্ষমা করেন না।
[২০] দরিদ্রদের সম্পদ থেকে নেওয়া বলি উৎসর্গ করা
পিতার চোখের সামনে সন্তানকে বধ করার মত।
[২১] অল্প রুটি দরিদ্রদের জীবন;
তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা নরহত্যার মত।
[২২] পরের খাদ্য যে কেড়ে নেয়, সে তাকে হত্যা করে,
মজুরকে মজুরি দিতে যে অস্বীকার করে, সে রক্তপাত করে।
[২৩] যদি একজন গাঁথে ও আর একজন নামিয়ে দেয়,
কষ্ট ছাড়া তারা তাতে কী পাবে?
[২৪] যদি একজন আশীর্বাদ করে ও আর একজন অভিশাপ দেয়,
প্রভু কার্ কণ্ঠস্বর শুনবেন?
[২৫] মৃতদেহকে স্পর্শ করার পর স্নান করা, আর পরে তা আবার স্পর্শ করা,
এমন প্রক্ষালনে কি লাভ?
[২৬] তেমনি সেই মানুষ, যে নিজের পাপের জন্য উপবাস করে,
আর পরে গিয়ে আবার সেই পাপ করে।
কে তার প্রার্থনা শুনবে?
তেমন আত্ম-অবমাননায় তার কী লাভ?

৩৫ [১] যে কেউ বিধান পালন করে, সে অর্ঘ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে;
যে কেউ আজ্ঞাগুলিকে মেনে চলে, সে মিলন-যজ্ঞ নিবেদন করে।
[২] যে কেউ কৃতজ্ঞতা জানায়, সে সেরা ময়দাই নিবেদন করে,
যে কেউ অর্থদান করে থাকে, সে স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করে।
[৩] অন্যায়-অপকর্ম থেকে দূরে থাকা, এ প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য কর্ম,
অন্যায্যতা থেকে দূরে থাকা, এ প্রায়শ্চিত্তবলি স্বরূপ।
[৪] প্রভুর সম্মুখে খালি হাতে এগিয়ে এসো না,
কেননা এই সমস্ত কিছু আজ্ঞাগুলিরই দাবি।

[৫] ধার্মিকের অর্ঘ্য যজ্ঞবেদির সমৃদ্ধি ঘটায়,
তার সুবাস পরাৎপরের সম্মুখে ঊর্ধ্বে যায়।
[৬] ধার্মিক মানুষের বলিদান গ্রহণযোগ্য,
তার বলির স্মৃতি-অংশ বিস্মৃত হবে না।
[৭] অন্তরের দানশীলতায় প্রভুর গৌরবকীর্তন কর,
তোমার শ্রমের ফল দানে কৃপণ হয়ো না।
[৮] অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে সর্বদাই উৎফুল্ল মুখ দেখাও,
আনন্দের সঙ্গেই মন্দিরের উদ্দেশে দশমাংশ নিবেদন কর।
[৯] পরাৎপর যেমন তোমার প্রতি দানশীল হলেন, তেমনি তুমিও তাঁর প্রতি দানশীল হও,
তোমার সামর্থ্য অনুসারে অন্তরের দানশীলতায় দানশীল হও;
[১০] কেননা প্রভু এমন, যিনি প্রতিফল দেন,
তিনি সাত সাতবারই ফিরিয়ে দেবেন।
[১১] উপহার দানে তাঁকে কিনবার চেষ্টা করো না, তিনি তা গ্রহণ করবেন না,
অসৎ মনে উৎসর্গ-করা বলিদানের উপরে নির্ভর করো না;
[১২] কেননা প্রভু এমন বিচারক,
কারও প্রতি যাঁর কোন পক্ষপাত নেই।
[১৩] দরিদ্রের বিরুদ্ধে তিনি কারও পক্ষপাতী নন,
এমনকি, অত্যাচারিতের প্রার্থনাই তিনি শোনেন।
[১৪] তিনি এতিমের মিনতি অবহেলা করেন না,
বিধবার মিনতিও নয়, সে যখন তার মনের দুঃখ উজাড় করে দেয়।
[১৫] বিধবার চোখের জল কি তার চোয়াল বেয়ে ঝরে না?
তার চিৎকারও কি তারই বিরুদ্ধে নয়, যে সেই চোখের জলের কারণ?
[১৬] সদিচ্ছার সঙ্গে যে কেউ ঈশ্বরের সেবা করে, সে গ্রহণযোগ্য হবে,
তার প্রার্থনা মেঘলোকের নাগাল পাবে।
[১৭] বিনম্রদের প্রার্থনা মেঘলোক ভেদ করে এগিয়ে যায়,

যতক্ষণ না এসে পৌঁছে, ততক্ষণ সেই প্রার্থনা কোন সান্ত্বনা মানে না;
[১৮] না, পরাৎপর লক্ষ না করা পর্যন্ত,
ধার্মিকদের যোগ্যতা প্রমাণিত ক'রে তিনি ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত
সেই প্রার্থনা ক্ষান্ত হবে না।

[১৯] তখন প্রভু ধীর হবেন না,
তাদের ব্যাপারে ধৈর্যশীল হবেন না,
[২০] যতদিন না তিনি নির্মমদের কোমর চূর্ণ করেন,
ও দেশগুলির উপরে প্রতিফল বর্ষণ করেন;
[২১] যতদিন না তিনি হিংসাপন্থীদের লোকারণ্য উচ্ছেদ করেন,
ও অন্যায়কারীদের প্রতাপদণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ করেন;
[২২] যতদিন না তিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী,
ও মানুষদের কাজকর্মে তাদের সঙ্কল্প অনুযায়ী প্রতিফল দেন;
[২৩] যতদিন না তিনি তাঁর আপন জনগণের বিচার সম্পন্ন করেন,
ও নিজের দয়া দানে তাদের আনন্দিত করেন।
[২৪] সঙ্কটকালে দয়া কেমন সুন্দর দৃশ্য!
তা অনাবৃষ্টির সময়ে বর্ষায় ভরা মেঘের মত।

ইস্রায়েলের মুক্তি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা

৩৬ [১] সর্বেশ্বর প্রভু, আমাদের দয়া কর, চেয়ে দেখ,
সকল জাতির উপর সঞ্চার কর তোমার ভয়।
[২] বিজাতিদের উপর তোল তোমার হাত,
তারা যেন দেখতে পায় তোমার প্রতাপ।
[৩] তাদের চোখে যেমন আমাদের মাঝে নিজেকে দেখিয়েছ পবিত্র,
আমাদের চোখে তেমনি তাদের মাঝে নিজেকে দেখাও মহান।
[৪] আমরা যেমন স্বীকার করেছি যে তুমি ছাড়া, প্রভু, অন্য ঈশ্বর নেই,
তারাও তেমনি তোমাকে স্বীকার করুক।

[৫] নতুন চিহ্ন পাঠাও, আরও আশ্চর্য কাজ সাধন কর,
দেখাও তোমার হাত, তোমার ডান বাহুর গৌরব।
[৬] তোমার রোষ জাগিয়ে তোল, ক্রোধ বর্ষণ কর,
বিপক্ষকে ধ্বংস কর, শত্রুকে নিশ্চিহ্ন কর।
[৭] দিন ত্বরান্বিত কর, শপথ স্মরণ কর,
তোমার মহা মহা কাজ কীর্তিত হোক।
[৮] যে রেহাই পেয়েছে, ক্রোধের আগুন তাকে গ্রাস করুক,
তোমার জনগণকে অত্যাচার করে যারা, তারা বিনষ্ট হোক।
[৯] সেই শত্রু-নেতাদের মাথা চূর্ণ কর,
যারা বলে, 'আমরা ব্যতীত আর কেউ নেই!'
[১০] যাকোবের সকল গোষ্ঠী সম্মিলিত কর,
তাদের ফিরিয়ে দাও সেই উত্তরাধিকার, যেমনটি আদিতে ছিল।
[১১] সেই জাতির প্রতি দয়া কর, প্রভু, যার নাম তোমার আপন নাম;
সেই ইস্রায়েলের প্রতি, যাকে তুমি করে তুলেছ তোমার প্রথমজাতরূপে।
[১২] তোমার পবিত্র নগরীর প্রতি,
তোমার বিশ্রামস্থান সেই যেরুশালেমের প্রতি দয়া কর।
[১৩] সিয়োনকে তোমার প্রশংসাগানে,
তোমার আপন জাতিকে তোমার গৌরবে পূর্ণ কর।
[১৪] প্রথমেই যাদের সৃষ্টি করেছ, তাদের পক্ষসমর্থন কর,
তোমার আপন নামে দেওয়া ভাববাণী পূর্ণ কর।
[১৫] যারা তোমার প্রতীক্ষায় আছে, তাদের পুরস্কৃত কর,
তোমার নবীরা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হোন।
[১৬] তোমার দাসদের প্রার্থনায় সাড়া দাও, প্রভু,
তোমার আপন জনগণের উপর আরোনের সেই আশীর্বচন অনুসারে;
[১৭] সকল মর্তবাসী যেন জানতে পারে যে,
তুমিই প্রভু, সর্বযুগের ঈশ্বর।

নির্ণয়বোধ

[১৮] উদর সব ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে বটে,
কিন্তু এক খাদ্য অন্য খাদ্যের চেয়ে উত্তম।
[১৯] জিহ্বা যেমন বন্যজন্তুর স্বাদ বোঝে,
তেমনি বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রোতা মিথ্যাপূর্ণ কথা নির্ণয় করে।
[২০] ধূর্ত হৃদয় হবে পরের দুঃখের কারণ,
তাকে কেমন প্রতিফল দেওয়া উচিত, তার জন্য অভিজ্ঞতা চাই।

বধূ বেছে নেওয়া সম্বন্ধে বাণী

[২১] নারী যে কোন স্বামীকে গ্রহণ করে নেবে,
কিন্তু এক কন্যা অন্য কন্যার চেয়ে উত্তম।
[২২] নারীর সৌন্দর্য দর্শকের মুখমণ্ডল উৎফুল্ল করে তোলে,
তার চেয়ে মানুষের আর কোন বাসনা নেই।
[২৩] আর যদি তার জিহ্বায় কোমলতা ও মাধুর্য বিরাজ করে,
তবে তার স্বামী মানবসন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবান।
[২৪] যে বধূকে নেয়, সে প্রধান ধন পেয়ে গেছে,
তার জন্য উপযোগী সহায়, অবলম্বন-স্তম্ভও পেয়ে গেছে।
[২৫] যেখানে বেড়া নেই, সেই সম্পদ লুটের বস্তু,
যেখানে বধূ নেই, সেখানে পুরুষ ঝগড়াটে ও লক্ষ্যহীন।
[২৬] শহরে শহরে ছুটে বেড়ায়,
অস্ত্রসজ্জিত এমন চোরে কে আস্থা রাখে?
[২৭] তেমনি সেই পুরুষের দশা, যার নীড় নেই,
যে সেইখানে শুয়ে পড়ে, যেখানে রাত তার নাগাল পায়।

ভণ্ড বন্ধু

৩৭ [১] যে কোন বন্ধু বলে: 'আমিও তোমার বন্ধু,'

কিন্তু এমন বন্ধু আছে, কেবল নামেই যে বন্ধু।
[২] সাথী বা বন্ধু যখন শত্রু হয়,
তখন তা কি মরণদায়ী দুঃখ নয়?
[৩] হে ধূর্ত প্রবণতা, কোথা থেকে তুমি বের হয়েছ যে,
তোমার শঠতায় পৃথিবীকে আচ্ছন্ন কর?
[৪] এক প্রকার সাথী সুখের দিনে বন্ধুর সঙ্গে আনন্দ করে,
আর ক্লেশের দিনে তার বিপক্ষে দাঁড়াবে।
[৫] এক প্রকার সাথী বন্ধুর জন্য অন্তরেই দুঃখ ভোগ করে,
আর সংগ্রামের সময়ে ঢাল ধারণ করবে।
[৬] তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কথা ভুলে যেয়ো না,
তোমার সমৃদ্ধির দিনে তাকে বিস্মৃত হয়ো না।

পরামর্শদাতা

[৭] যে কোন পরামর্শদাতা পরামর্শ দেয়,
কিন্তু কেউ কেউ নিজের স্বার্থেই পরামর্শ দেয়।
[৮] পরামর্শদাতার বিষয়ে সাবধান থাক,
জেনে নাও তার প্রয়োজন কী কী,
—যেহেতু তার পরামর্শ ও তার স্বার্থ এক!—
পাছে তোমার বিষয়ে গুলিবাঁট ক'রে
[৯] তোমাকে বলে: 'তোমার পথ উত্তম,'
পরে সরে গিয়ে দেখতে চায় তোমার কী হবে।
[১০] তোমার দিকে বাঁকা চোখে তাকায়,
এমন লোকের কাছে পরামর্শ নিয়ো না,
তোমার বিষয়ে হিংসা পোষণ করে, এমন লোকদের কাছ থেকে তোমার সঙ্কল্প গুপ্ত রাখ।
[১১] তার বিপক্ষীয়ার বিষয়ে কোন নারীর কাছে পরামর্শ নিয়ো না,
যুদ্ধের বিষয়ে কাপুরুষের কাছেও নয়,

মূল্যের বিষয়ে ব্যবসায়ীর কাছেও নয়,
বিক্রয়ের বিষয়ে ক্রেতার কাছেও নয়,
কৃতজ্ঞতার বিষয়ে হিংসুকের কাছেও নয়,
মমতার বিষয়ে নির্মম মানুষের কাছেও নয়,
যে কোন কাজের বিষয়ে অলসের কাছেও নয়,
ফসল কাটার বিষয়ে সাময়িক মজুরের কাছেও নয়,
বড় কোন কাজের বিষয়ে অলস ক্রীতদাসের কাছেও নয়;
কোনও পরামর্শের বিষয়ে এদের উপর নির্ভর করো না।
[১২] বরং ভক্তপ্রাণের সঙ্গেই সাহচর্য কর,
যাকে তুমি আজ্ঞা-পালনকারী বলে জান,
যার প্রাণ তোমার প্রাণের মত,
তুমি হোঁচট খেলে যে তোমাকে সহানুভূতি দেখাবে।
[১৩] শেষে, তোমার হৃদয় যে পরামর্শ দেয়, তাতেই স্থির থাক,
কেননা তার চেয়ে তোমার কাছে বিশ্বস্ত কেউ নেই;
[১৪] বস্তুত মানুষের প্রাণ প্রায়ই তাকে স্পষ্ট এমন সাবধান বাণী দেয়,
যা মিনারে থাকা সাতজন প্রহরীর সাবধান বাণীর চেয়েও স্পষ্ট।
[১৫] এই সমস্ত কিছু বাদে তুমি পরাৎপরের কাছে প্রার্থনা কর,
যেন তিনি সত্যের শরণে তোমার পদক্ষেপ চালিত করেন।

সত্যকার ও মিথ্যা প্রজ্ঞা

[১৬] আলাপ-আলোচনাই সমস্ত কাজের সূচনা:
যে কোন কাজের আগে বিচার-বিবেচনা করা উচিত।
[১৭] হৃদয়ই চিন্তা-ভাবনার মূল,
আর এ থেকে এই চারটে বিষয় উদ্গত হয়, তথা:
[১৮] মঙ্গল ও অমঙ্গল, জীবন ও মৃত্যু,
আর এই সমস্তের উপরে জিহ্বাই সর্বদা প্রভুত্ব চালায়।
[১৯] কেউ আছে যে পরকে শেখাতে দক্ষ,

কিন্তু নিজের বেলায় একেবারে অকেজো।
[২০] আবার বাক্‌পটু কেউ আছে, যে ঘৃণার পাত্র,
শেষে সে না খেয়ে মরবে,
[২১] সে তো প্রভুর কাছ থেকে অনুগ্রহ পায়নি,
যেহেতু একেবারে প্রজ্ঞাবিহীন।
[২২] আবার কেউ আছে, যে কেবল নিজেকেই প্রজ্ঞাবান মনে করে;
তার মতে: তার সুবুদ্ধির ফল সুনিশ্চিত।
[২৩] কিন্তু প্রকৃত প্রজ্ঞাবান জনগণকে সদুপদেশ দেয়,
তারই সুবুদ্ধির ফল সুনিশ্চিত।
[২৪] প্রজ্ঞাবান মানুষ আশীর্বাদে পরিপূর্ণ,
যারা তাকে দেখে, তারা সকলে তাকে সুখী বলে।
[২৫] মানুষের আয়ুষ্কালে দিনগুলির সংখ্যা নিরূপিত,
কিন্তু ইস্রায়েলের দিনগুলি অগণন।
[২৬] প্রজ্ঞাবান জনগণের মধ্যে আস্থা জয় করবে,
তার নাম জীবিত থাকবে চিরকাল।

মিতাচারিতা

[২৭] সন্তান, তোমার জীবনকালে নিজের প্রাণ যাচাই কর,
তার জন্য যা কিছু ক্ষতিকর, তা তাকে দিয়ো না।
[২৮] কেননা সবকিছু যে সবার জন্য উপযোগী এমন নয়,
সবাই যে সবকিছু পছন্দ করে, তাও নয়।
[২৯] রুচিকর খাদ্যের বিষয়ে পেটুক হয়ো না,
খাদ্য-সামগ্রীর প্রতি লোভী হয়ো না,
[৩০] কেননা বেশি খেলে অসুখ হয়,
অতিরিক্ত খেলে পেটে ব্যথা হয়।
[৩১] অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে অনেকে মরেছে,
কিন্তু যে কেউ সংযত থাকে, সে নিজের প্রাণ দীর্ঘায়িত করে।

ঔষধ ও অসুস্থতা

৩৮ [১] চিকিৎসককে উচিত সম্মান দেখাও,

সেও প্রভু দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে।

[২] রোগমুক্তি পরাৎপর থেকেই আসে,

তা রাজার কাছ থেকে পাওয়া উপহারের মত।

[৩] চিকিৎসকের জ্ঞান তার মাথা উচ্চ রাখে,

মহামান্যদের মধ্যেও সে সম্ভ্রমের পাত্র।

[৪] প্রভু মাটি থেকে ঔষধ সৃষ্টি করেছেন,

সদ্বিবেচক মানুষ তা হেয়জ্ঞান করে না।

[৫] জল একসময় কি এক টুকরো কাঠ দ্বারা মিষ্ট হয়নি,

যাতে প্রকাশিত হয় তার প্রভাব?

[৬] ঈশ্বর মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন,

সে যেন তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তি বিষয়ে গৌরববোধ করতে পারে।

[৭] সেগুলি দ্বারা তিনি নিরাময় করেন ও কষ্টে আরাম দেন,

এবং ঔষধ-প্রস্তুতকারী মিশ্রণ প্রস্তুত করে।

[৮] তাই তাঁর কর্মকীর্তির শেষ নেই,

তাঁর কাছ থেকে পৃথিবীতে সমৃদ্ধি আসে।

[৯] সন্তান, অসুখের দিনে অবসন্ন হয়ো না,

বরং প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে সুস্থ করবেন।

[১০] ত্রুটিপূর্ণ সমস্ত কিছু ত্যাগ কর, হাত অকলুষিত রাখ,

সমস্ত পাপ থেকে হৃদয় পরিশুদ্ধ কর।

[১১] ধূপ অর্পণ কর, সেরা ময়দা অর্ঘ্যরূপে নিবেদন কর,

তোমার সামর্থ্য অনুসারে নধর পশুর বলি উৎসর্গ কর।

[১২] পরে চিকিৎসককে স্থান দাও—প্রভু তাকেও সৃষ্টি করেছেন!—

সে তোমা থেকে দূরে না থাকুক, কেননা তোমার দরকার আছে।

[১৩] এমন সময় আছে, যখন সাফল্য তাদেরই হাতে।

[১৪] কেননা তারাও প্রভুর কাছে প্রার্থনা করবে,
যেন উপশম করার ব্যাপারে তিনি তাদের অনুগ্রহ দান করেন,
নিরাময়ের ব্যাপারেও সহায়তা করেন, যাতে পীড়িত ব্যক্তি সঞ্জীবিত হয়।
[১৫] নিজের নির্মাতার চোখে যে কেউ পাপ করে,
সে চিকিৎসকের হাতে পড়ুক!

শোকপালন

[১৬] সন্তান, মৃতজনের উপরে চোখের জল ফেল,
গভীর দুঃখ ভোগ করে এমন মানুষের মত বিলাপগান গেয়ে ওঠ;
পরে মৃতদেহকে উপযুক্ত রীতি অনুযায়ী সমাধি দাও,
ও তার সমাধিমন্দির অবহেলা করো না।
[১৭] তিক্ত অশ্রু ফেল, বুক চাপড়াও,
শোকপালন মৃতজনের মর্যাদা অনুযায়ী হোক:
—দু' তিন দিন, নিন্দাজনক কথা এড়াবার জন্য—
পরে তোমার দুঃখে সান্ত্বনা পাও।
[১৮] কেননা দুঃখ মৃত্যুতে চালিত করতে পারে,
হৃদয়ের দুঃখ শক্তি ক্ষয় করে।
[১৯] দুর্বিপাকে দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী,
দুঃখে ভরা জীবন হৃদয়ের কাছে দুঃসহ।
[২০] তোমার হৃদয় দুঃখের হাতে ছেড়ে দিয়ো না,
তা দূর করে দাও, নিজের পরিণামের কথা ভাব।
[২১] ভুলো না: ফিরে আসার উপায় নেই!
এতে মৃতজনের কোন উপকার নেই,
আর তুমি নিজে নিজের ক্ষতি সাধন কর।
[২২] আমার দশা মনে রেখ, যেহেতু তা তোমারও হবে:
গতকাল আমি, আজ তুমি!
[২৩] মৃতজনকে একবার বিশ্রাম দেওয়া হলে,

তার স্মৃতিকেও বিশ্রাম করতে দাও,

তার আত্মা একবার চলে গেলে তার জন্য আর অস্থির হয়ো না।

নানা পেশা সম্বন্ধে বাণী

[২৪] শাস্ত্রীর প্রজ্ঞালাভ তার অবসরের ফল,

যার কর্মকান্ড সীমিত, সে প্রজ্ঞাবান হয়ে উঠবে।

[২৫] যে লাঙল চালায়, সে যখন অঙ্কুশ চালাতেই গর্ব করে,

সে কেমন করে প্রজ্ঞাবান হতে পারবে?

সে তো বলদ চালায়, তাদের কাজেই ব্যস্ত,

বাছুরই তার একমাত্র কথাবার্তার বিষয়!

[২৬] হালের রেখা দিতেই তার মন ব্যস্ত,

গাভীদের জাব দেবার জন্য সে অনিদ্র থাকে।

[২৭] তেমনি সেই সমস্ত কারিগর বা কারুশিল্পী,

যারা যেমন দিন তেমনি রাতও কাটায়;

যারা সীলমোহর খোদাই করে,

যারা নতুন অঙ্কন আবিষ্কার করতে নিত্য ব্যাপৃত,

নমুনাটিকে সঠিকভাবে অনুকরণ করতে নিবিষ্ট;

কাজ শেষ করার জন্য তারা তো রাতে জেগে থাকে।

[২৮] তেমনি কর্মকার; সে নেহাইয়ের সামনে বসে থাকে,

লোহার যত কাজে মন ব্যস্ত রাখে;

আগুনের নিশ্বাস তার দেহ দগ্ধ করে,

হাপরের তাপের সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করতে হয়;

হাতুড়ির শব্দ তার কান কালা করে,

তার চোখ কাজের নমুনার উপরে নিবদ্ধ,

কাজ শেষ করাই তার একমাত্র চিন্তা,

কার্যসিদ্ধির লক্ষ্যে রাতে জেগে থাকে।

[২৯] তেমনি কুমোর; কাজে বসে

সে পা দিয়ে চক্র ঘোরায়,
তার কাজের জন্য সর্বদাই চিন্তিত;
তার কর্মকাণ্ডের হিসাব সূক্ষ্মতম।
[৩০] সে মাটিতে হাতের চাপে গড়নের রূপ দেয়,
সেইসঙ্গে পা দিয়ে মাটির গতি রোধ করে;
সূক্ষ্ম রঙ দেবার জন্য সে চিন্তান্বিত,
চুল্লি পরিষ্কার করার জন্য সে রাতে জেগে থাকে।
[৩১] এরা সকলে নিজেদের হাতের উপরেই নির্ভরশীল;
প্রত্যেকে যে যার শিল্পকর্মে নিপুণ।
[৩২] এরা না থাকলে একটা নগর নির্মাণ করা সম্ভব হবে না,
লোকেরাও শহরে বসতি করতে কি হাঁটাচলা করতে পারবে না।
[৩৩] তবু জন-মন্ত্রণাসভায় এদের খোঁজে কেউ বেরোয় না,
জনমণ্ডলীতে এদের বিশেষ কোন স্থান নেই,
এরা বিচারাসনেও বসে না,
বিচারের রীতিনীতিও এদের জানা নেই।
[৩৪] এরা তো শিক্ষাদান উজ্জ্বল করে না, ন্যায়নীতিও নয়,
প্রবচনমালার রচয়িতাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়;
না, এরা জড় পদার্থেরই অবলম্বন,
এদের প্রার্থনা পেশাগত কাজেই সীমিত।

শাস্ত্রীর গুণকীর্তন

৩৯ [১] কিন্তু পরাৎপরের বিধানে যে মনোনিবেশ করে,
সেই বিধান যে ধ্যান করে, সে তেমন নয়।
সে সকল প্রাচীনদের প্রজ্ঞা অনুসন্ধান করে,
নবীদের বচনগুলি অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকে।
[২] সে প্রসিদ্ধ মানুষদের বচন অন্তরে গেঁথে রাখে,

রূপকের সূক্ষ্ম অর্থ ভেদ করে,
[৩] প্রবচনগুলির মর্মার্থ অনুসন্ধান করে,
রূপকের প্রহেলিকায় ব্যস্ত থাকে,
[৪] মহীয়ানদের মাঝেই তার সেবাকর্ম,
জননেতাদের সভায় সে উপস্থিত,
বিজাতিদের দেশে যাত্রা করে,
তাতে মানুষদের মধ্যে যা ভাল-মন্দ রয়েছে,
সে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
[৫] খুব সকালে উঠে
সে তার নির্মাতা প্রভুর দিকে হৃদয় ফেরায়,
পরাৎপরের সম্মুখে মিনতি জানায়,
প্রার্থনার উদ্দেশে ওষ্ঠ উন্মোচিত করে,
নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।
[৬] মহাপ্রভুর ইচ্ছা হলে
সে সুবুদ্ধির আত্মায় পরিপূর্ণ হবে,
প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী বর্ষার মত ছড়িয়ে দেবে,
প্রার্থনায় প্রভুকে ধন্যবাদ জানাবে।
[৭] সে সুমন্ত্রণা ও সদ্‌জ্ঞানে ন্যায়বান হয়ে উঠবে,
ঈশ্বরের রহস্যগুলি ধ্যান করবে।
[৮] সে আপন অর্জিত ধর্মশিক্ষার আলো ব্যক্ত করবে,
প্রভুর সন্ধির বিধানে গর্ববোধ করবে।
[৯] বহু বহু লোক তার সুবুদ্ধির প্রশংসাবাদ করবে,
তার কথা কখনও বিস্মৃত হবে না,
তার স্মৃতি কখনও মুছে যাবে না,
যুগের পর যুগ জীবিত থাকবে তার নাম।
[১০] জাতিসকল তার প্রজ্ঞার কথা বলবে,

জনমণ্ডলী প্রচার করবে তার প্রশংসাবাদ।
[১১] দীর্ঘায়ু হলে সে এমন সুনাম রেখে যাবে
যা সহস্র নামের চেয়েও গৌরবময়,
সে মরলে, তা তার পক্ষে যথেষ্ট।

ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য আহ্বান

[১২] আমি আমার ধ্যানের আরও কয়েকটা কথা ব্যক্ত করব,
অর্ধমাসের চন্দ্রের মতই আমি তাতে পরিপূর্ণ।
[১৩] আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
[১৪] সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।
ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।
[১৫] তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর,
গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ।
তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে:
[১৬] 'প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!
তিনি যা নিরূপণ করেছেন, তা যথাসময় ঘটবে।'
তুমি বলবে না: 'এ কি? সেটা কেন?'
সমস্ত বিষয় যথাসময় নিরীক্ষণ করা হবে।
[১৭] তাঁর বাণীতে, জল থেমে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়,
তাঁর কণ্ঠে, জলভাণ্ডার খুলে যায়,
[১৮] তাঁর আদেশে, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই ঘটে,
তাঁর পরিত্রাণকর্মে কেউ বাধা দিতে পারে না।
[১৯] তাঁর সম্মুখে রয়েছে মানুষের সমস্ত কাজ,
তাঁর চোখের সামনে গুপ্ত থাকা সম্ভব নয়;

[২০] তাঁর দৃষ্টি এক শাশ্বতকাল থেকে অপর শাশ্বতকাল পর্যন্ত প্রসারী,
তাঁর কাছে আশ্চর্যের কিছু নেই।
[২১] তুমি বলবে না : 'এ কি? সেটা কেন?'
কারণ সমস্ত কিছু একটা উদ্দেশ্য অনুসারেই সৃষ্ট হয়েছে।
[২২] যেভাবে তাঁর আশীর্বাদ নদীর মত স্থলভূমি আবৃত করে,
ও বন্যার মত পৃথিবীকে জলসিক্ত করে,
[২৩] সেইভাবে জাতিগুলি তাঁর ক্রোধ উত্তরাধিকাররূপে পাবে,
ঠিক সেই সময়ের মত,
যখন তিনি জলাশয় লবণাক্ত প্রান্তরে পরিণত করলেন।
[২৪] পুণ্যজনদের জন্য তাঁর পথ সকল যেমন সোজা-সরল,
দুর্জনদের জন্য তেমনি সেগুলো বাধাবিঘ্নতে ভরা।
[২৫] মঙ্গলদানগুলি আদি থেকে মঙ্গলকর মানুষদের জন্য সৃষ্ট হয়েছে,
একই প্রকারে অমঙ্গল সব কিছু পাপীদের জন্য সৃষ্ট হয়েছে।
[২৬] মানুষের জীবনের জন্য প্রধান প্রয়োজন এই এই :
জল, আগুন, লোহা, লবণ,
গমের ময়দা, দুধ, মধু,
আঙুরফলের রস, তেল ও বস্ত্র।
[২৭] এই সমস্ত কিছু ভক্তপ্রাণদের জন্য মঙ্গলকর,
কিন্তু পাপীদের জন্য তা অমঙ্গলকর হয়।
[২৮] এমন কয়েকটা বাতাস আছে, যা শাস্তির জন্য সৃষ্ট হয়েছে,
তাঁর রোষে তিনি সেগুলিকে আঘাত হিসাবে ব্যবহার করেন ;
পরিণামের দিনে সেগুলি তাদের হিংসাত্মক শক্তি ঝেড়ে দেবে,
তাতে তাদের স্রষ্টার রোষ প্রশমিত করবে।
[২৯] আগুন, শিলাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু,
এই সমস্ত সৃষ্ট হয়েছে শাস্তির উদ্দেশ্যে ;
[৩০] হিংস্র পশুর দাঁত, বিছে, চন্দ্রবোড়া,

ও প্রতিশোধকারী খড়্গ ভক্তিহীনদের বিনাশের উদ্দেশ্যে :
[৩১] আদেশ পালন করতে করতে এই সমস্ত উল্লাস করে,
সমস্ত প্রয়োজনের জন্য তারা পৃথিবীতে তৈরী ;
উপযুক্ত সময়ে তাঁর বাণী ব্যর্থ করবে না।
[৩২] এজন্য আমি আদি থেকে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলাম,
এজন্য চিন্তা-ভাবনা করেছি, এজন্য বিষয়টা লিপিবদ্ধ করেছি ;
[৩৩] 'প্রভুর সকল কর্ম মঙ্গলময় ;
উপযুক্ত সময়ে তিনি প্রয়োজনমত সবকিছু যুগিয়ে দেবেন।
[৩৪] তুমি বলবে না : "এটা সেটার চেয়ে মন্দ,"
কেননা উপযুক্ত সময়ে সমস্ত কিছু নিজ নিজ যোগ্যতা প্রকাশ করবে।
[৩৫] তাই এখন তোমরা সমস্ত হৃদয় ও কণ্ঠ দিয়ে বন্দনাগান কর,
এবং প্রভুর নাম ধন্য বল।'

মানুষের দুরবস্থা

৪০ [১] সমগ্র মানবজাতির জন্য কঠিন দশা সৃষ্ট হল,
আদমসন্তানদের ঘাড়ে চাপা রয়েছে ভারী জোয়াল
—মাতৃগর্ভে তাদের উদ্ভবের দিন থেকে
সকলের সেই সাধারণ মাতার কাছে প্রত্যাগমন-দিন পর্যন্ত!
[২] যে বিষয়ে তাদের মন দুশ্চিন্তায় ও তাদের হৃদয় ভয়ে পূর্ণ হয়,
তা হল মৃত্যুদিনের চিন্তা।
[৩] গৌরবময় সিংহাসনে আসীন মানুষ থেকে
সেই নিঃস্ব পর্যন্ত, যে মাটিতে ও ছাইয়ে শুয়ে আছে ;
[৪] বেগুনি কাপড় ও মুকুট পরা মানুষ থেকে
সেই ব্যক্তি পর্যন্ত, যে চটের কাপড় পরে আছে,
সকলের জন্য সমস্ত কিছু হচ্ছে রোষ, হিংসা, সংক্ষোভ, অস্থিরতা,
মৃত্যুর ভয়, রেশারেশি ও ঝগড়া-বিবাদ।

[৫] শয্যায় শুয়ে যখন মানুষ বিশ্রাম করে,
তখনও তার নিদ্রা তার দুশ্চিন্তা আরও আলোড়িত করে।
[৬] কিছুক্ষণের মত, এক নিমেষই মাত্র, সে বিশ্রাম করে;
পরে নিদ্রাকালে, উজ্জ্বল দিনমানেই যেন,
সে নিজের হৃদয়ের ছায়ামূর্তি দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়,
এমন মানুষের মত, যে যুদ্ধে রেহাই পেয়েছে;
[৭] এবং উদ্ধারের মুহূর্তে সে জাগে এতে বিস্মিত হয়ে যে,
ভয় করার মত কিছুই ছিল না!
[৮] মানুষ থেকে পশু পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর ভাগ্য এই এই,
—কিন্তু পাপীদের জন্য এর সাতগুণ!—
[৯] মৃত্যু, রক্তপাত, রেশারেশি, খড়্গ,
দুর্বিপাক, দুর্ভিক্ষ, দুর্ঘটনা, মারী।
[১০] এই সমস্ত অমঙ্গল দুষ্কর্মাদের জন্য সৃষ্ট হল,
আর তাদের কারণেই সেই জলপ্লাবন ঘটল।
[১১] যা কিছু মাটি থেকে আগত, তা মাটিতে ফিরে যায়;
যা কিছু জল থেকে আগত, তা সমুদ্রে ফিরে যায়।

নানা বচন

[১২] সমস্ত প্রকার উৎকোচ ও অন্যায্যতা মুছে ফেলা হবে,
কিন্তু বিশ্বস্ততা থাকবে চিরকাল।
[১৩] অন্যায়ভাবে পাওয়া ধন খাদনদীর মত শুকিয়ে যাবে,
হ্যাঁ, সেই একমাত্র বজ্রনাদের মত, যা বৃষ্টির লক্ষণ।
[১৪] সে হাত খুলে আনন্দ করবে,
একই প্রকারে পাপীরা বিনাশের হাতে পড়বে।
[১৫] ভক্তিহীনদের বংশ বেশি শাখা উৎপন্ন করবে না,
কলুষিত যত মূল কেবল কঠিন পাথর পায়।
[১৬] জলস্রোত ও নদীতীরে পোঁতা যে ঝাউগাছ,

তা-ই অন্য সমস্ত ঘাসের আগে উৎপাটিত হবে।

[১৭] মঙ্গলানুভবতা যেন আশিসপূর্ণ পরমদেশের মত,
দয়াকর্ম চিরস্থায়ী।

[১৮] স্বনির্ভরশীল মানুষ ও শ্রমিকের জন্য জীবন মধুর হবে,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে আরও মধুর হবে তারই জন্য, যে ধনের সন্ধান পায়।

[১৯] সন্তানেরা ও নগরীর ভিত একটা নাম চিরস্থায়ী করে,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে কলঙ্কমুক্ত নারীই অধিক সম্মানের পাত্র।

[২০] আঙুররস ও গানবাজনা হৃদয়কে আনন্দিত করে,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে প্রজ্ঞাকে ভালবাসাই আনন্দদায়ী।

[২১] বাঁশি ও বীণা সঙ্গীত শ্রুতিমধুর করে তোলে,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে মধুর কণ্ঠই শ্রেয়।

[২২] চোখ মাধুর্য ও সৌন্দর্য আকাঙ্ক্ষা করে,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে সবুজ মাঠ বাসনা করে।

[২৩] বন্ধু ও সাথীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সর্বদাই প্রীতিকর,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে বধূ ও স্বামীই শ্রেয়তর।

[২৪] ভাইয়েরা ও মিত্রেরা বিপদের দিনে উপযোগী,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে অর্থদানই নিস্তার করবে।

[২৫] সোনা ও রুপো তোমার পদক্ষেপ সুস্থির করে,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে সুপরামর্শই মূল্যবান বলে গণ্য।

[২৬] অর্থ ও প্রতাপ হৃদয়কে আস্থাবান করে,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে প্রভুভয়ই উত্তম।
প্রভুভয় থাকলে আর কিছুর অভাব হয় না,
তা থাকলে সাহায্যের সন্ধান নিষ্প্রয়োজন।

[২৭] প্রভুভয় যেন আশিসপূর্ণ পরমদেশের মত;
অন্য যত সুনামের চেয়ে এরই রক্ষা মূল্যবান।

ভিক্ষুক মনোভাব

[২৮] সন্তান, পরজীবীর মত ব্যবহার করো না;
পরজীবী হওয়ার চেয়ে মরাই ভাল।
[২৯] পরের থালার দিকে তাকিয়ে জীবনযাপন করা
জীবন বলে গণ্য করা চলে না।
পরের খাদ্য গলা কলুষিত করে,
বুদ্ধিমান ও ভদ্র যে মানুষ, সে তেমন ব্যবহারের বিষয়ে সাবধান থাকবে।
[৩০] তেমন পরজীবী যা বলে, তা মিষ্টি শোনায় বটে,
কিন্তু তার পেটে আগুনই জ্বলে।

মৃত্যু

৪১ [১] হে মৃত্যু, তোমার কথা স্মরণ করা কেমন তিক্ত সেই মানুষের পক্ষে,
যে নিজের সম্পদ ভোগ করতে করতে শান্তিতে বাস করে,
সেই মানুষের পক্ষে, যে দুশ্চিন্তা-বিহীন ও সমস্ত কিছুতে ভাগ্যবান,
যে এখনও খাদ্যের স্বাদ উপভোগ করতে সক্ষম!
[২] হে মৃত্যু, তোমার রায় গ্রহণীয় সেই মানুষের কাছে,
যে অভাবী ও নিঃশেষিত হচ্ছে যার বল,
সেই মানুষের কাছে, যে বার্ধক্যে জীর্ণ ও দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ,
ক্ষোভ-প্রকৃতির সেই মানুষের কাছে, যে ধৈর্য হারিয়েছে!
[৩] তুমি মৃত্যুর রায় ভয় পেয়ো না,
তোমার পূর্বপুরুষদের ও তোমার বংশধরদের কথাই স্মরণ কর!
[৪] এ তো প্রতিটি প্রাণীর জন্য প্রভুর রায়;
তবে পরাৎপরের মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি আপত্তি কেন?
দশ, কি শত, কি সহস্র বছর হোক জীবনের আয়ু,
পাতালে আয়ুর কথা তোমার বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হবে না।

ভক্তিহীনদের শাস্তি

[৫] জঘন্য সন্তানেরা—তেমনই পাপীদের সন্তানেরা,
যারা মিলিত হয় ভক্তিহীনদের আস্তানায়।
[৬] পাপীদের সন্তানদের উত্তরাধিকার বিনষ্ট হবে,
তাদের বংশধরেরা ভোগ করবে চিরস্থায়ী দুর্নাম।
[৭] দুর্জন পিতার বিরুদ্ধে সন্তানেরা কটুবাক্য শোনাবে,
কারণ তার কারণে তারা দুর্নামের পাত্র।
[৮] ধিক্ তোমাদের, দুর্জন সকল!
তোমরা তো পরাৎপর ঈশ্বরের বিধান ত্যাগ করেছ।
[৯] যখন তোমরা জন্মেছিলে, তখন অভিশাপের উদ্দেশ্যেই জন্মেছিলে;
আর যখন মরবে, তখন অভিশাপই হবে তোমাদের স্বত্বাংশ।
[১০] যা কিছু মাটি থেকে আগত, তা মাটিতে ফিরে যায়,
তেমনি দুর্জনেরা অভিশাপ থেকে বিনাশের দিকে এগিয়ে চলে।
[১১] শোকপালন মৃতজনদের লাশ-সম্পর্কিত,
পাপীদের কুনাম মুছে ফেলা হবে।
[১২] তোমার সুনামের বিষয়ে সতর্ক থাক, কেননা সহস্র সোনার মহাধনের চেয়ে
নামই তোমার পক্ষে স্থায়ী হবে।
[১৩] সুখের জীবনের দিনগুলির জন্য একটা সংখ্যা নিরূপিত,
কিন্তু সুনাম চিরস্থায়ী।

লজ্জাবোধ

[১৪] সন্তানেরা, শান্তশিষ্ট হয়ে আমার শিক্ষাবাণী রক্ষা কর;
গুপ্ত প্রজ্ঞা ও অদৃশ্য ধন,
উভয়তে কি লাভ?
[১৫] নিজের প্রজ্ঞা যে গুপ্ত রাখে, তার চেয়ে সে-ই শ্রেয়,
যে নিজের মূর্খতা গুপ্ত রাখে।

[১৬] পরবর্তী এই বিষয়গুলিতে লজ্জাবোধ রক্ষা কর,
কেননা সমস্ত প্রকার লজ্জা যুক্তিসঙ্গত নয় ;
সমস্ত পরিস্থিতিও সকলের কাছে সঠিকভাবে পরিগণিত নয়।
[১৭] লজ্জাবোধ কর—পিতামাতার সামনে উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয়ে,
সমাজনেতা ও প্রভাবশালীর সামনে মিথ্যার বিষয়ে,
[১৮] বিচারক ও শাসকের সামনে অন্যায়ের বিষয়ে,
জনসমাবেশের সামনে অধর্মের বিষয়ে,
[১৯] সাথী ও বন্ধুর সামনে অসততার বিষয়ে,
তোমার পরিবেশের সামনে চুরির বিষয়ে,
[২০] শপথ ও সন্ধি লঙ্ঘন করার বিষয়ে,
খাওয়া-দাওয়ার সময়ে টেবিলের উপরে কনুই রাখার বিষয়ে,
[২১] নেওয়া ও দেওয়ার সময়ে অশালীনতার বিষয়ে,
যারা তোমাকে মঙ্গলবাদ জানায়,
তাদের কাছে প্রতি-মঙ্গলবাদ না জানানোর বিষয়ে,
[২২] দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের উপরে দৃষ্টিপাতের বিষয়ে,
স্বজাতীয় মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে,
[২৩] পরের উত্তরাধিকার বা উপহারের অপহরণের বিষয়ে,
পরের বধূকে বাসনার বিষয়ে,
[২৪] তার দাসীর সঙ্গে নির্লজ্জ সংসর্গের বিষয়ে
—তার শয্যার কাছে এগিয়ে যেয়ো না!—
[২৫] বন্ধুদের সামনে কটুবাক্যের বিষয়ে
—উপহার দেওয়ার পর কাউকে অপমান করো না—
[২৬] যা শুনেছ, তা রটিয়ে বেড়াবার বিষয়ে,
গোপন তত্ত্ব প্রকাশের বিষয়ে।
[২৭] তবেই তুমি প্রকৃত লজ্জাবোধের পরিচয় পাবে,
এও দেখতে পাবে যে, তুমি সকলের অনুগ্রহের পাত্র।

৪২ [১] পরবর্তী এই বিষয়গুলিতে লজ্জাবোধ করো না,
এবং এমনটি যেন না হয় যে, কেবল জনমতের ভয়েই তুমি পাপ কর না :
[২] পরাৎপরের বিধান ও সন্ধির বিষয়ে,
ভক্তিহীনকে ক্ষমা করার জন্য রায়ের বিষয়ে,
[৩] সহকর্মী ও যাত্রীদের সঙ্গে হিসাবের বিষয়ে,
বন্ধুদের কাছে উত্তরাধিকার বণ্টনের বিষয়ে,
[৪] দাঁড়িপাল্লা ও নিক্তির সঠিকতার বিষয়ে,
কম বা বেশি লাভের বিষয়ে,
[৫] ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দামাদামির বিষয়ে,
সন্তানদের ঘন ঘন শাসনের বিষয়ে,
রক্তাক্ত করা পর্যন্ত ধূর্ত ক্রীতদাসকে কশাঘাতের বিষয়ে।
[৬] কৌতূহলী বধূ থাকাতে সীলমোহর ব্যবহার করা উচিত,
আর যেখানে বেশি হাত থাকে, সেখানে চাবির উপর নির্ভর কর।
[৭] যত মাল সরবরাহ কর, সবই গণনা কর, সবই ওজন কর;
দেনা-পাওনা সবই লিখিত আকারে হোক।
[৮] বুদ্ধিহীন ও মূর্খকে সংশোধন করতে লজ্জাবোধ করো না,
সেই অতিবৃদ্ধকেও নয়, যে যুবকদের সঙ্গে ঝগড়া করে;
তবেই তুমি নিজেকে সত্যি সুবিবেচক বলে দেখাবে,
ও সকলের সমর্থন জয় করবে।

মেয়ের জন্য পিতার দুশ্চিন্তা

[৯] মেয়ে পিতার কাছে গুপ্ত দুশ্চিন্তা স্বরূপ,
তার বিষয়ে চিন্তা নিদ্রা দূর করে :
তার যৌবনকালে, পাছে ম্লান হয়,
তার বিবাহ-জীবনে, পাছে ঘৃণার পাত্রী হয়।
[১০] সে যতদিন যুবতী, ততদিন ভয় আছে, সে ভ্রষ্টা হবে,

ও পিতৃগৃহে থাকতে গর্ভবতী হবে ;
স্বামীর ঘর করার সময়ে, পাছে অপরাধে পতিতা হয়,
বিবাহকালে, পাছে বন্ধ্যা হয়।
[১১] একগুঁয়ে মেয়ের উপরে আরও সতর্ক থাক,
পাছে সে তোমাকে তোমার শত্রুদের তাচ্ছিল্যের বস্তু করে,
শহরের গল্প ও সমাজের আলাপের পাত্র করে,
ফলে সকলের সামনে তোমাকে লজ্জায় অভিভূত করে।
[১২] সে সমস্ত পুরুষকে নিজের সৌন্দর্য যেন না দেখায়,
অন্য নারীদের সঙ্গে যেন শুধু হাতে না বসে থাকে,
[১৩] কেননা পোশাক থেকে পোকা,
ও নারী থেকে শঠতা বের হয়।
[১৪] নারীর কোমলতার চেয়ে পুরুষের রুক্ষ ব্যবহার শ্রেয় :
নারীরা লজ্জা ও বিদ্রূপ ঘটায়।

ঈশ্বরের গৌরব

প্রকৃতিতে ঈশ্বরের গৌরব

৪২ [১৫] এখন আমি প্রভুর কর্মকীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেব,
যা কিছু দেখেছি, তা বর্ণনা করব।
প্রভুর বাণীগুণেই তাঁর সমস্ত কর্ম অস্তিত্ব পেয়েছে,
তাঁর শুভ ইচ্ছা অনুসারেই তাঁর বিধি সাধিত হয়েছে।
[১৬] জ্যোতির্ময় সূর্য সবকিছুর উপর দৃষ্টিপাত করে,
প্রভুর গৌরবে তাঁর কর্মকীর্তি পরিপূর্ণ।
[১৭] প্রভুর পবিত্রজনেরাও তাঁর সকল আশ্চর্য কাজ
বর্ণনা করতে সক্ষম নন;
নিখিল সৃষ্টি যেন তাঁর গৌরবের উদ্দেশে দৃঢ়স্থাপিত থাকে,
সর্বশক্তিমান প্রভু যা স্থির করেছেন, তাও জ্ঞাত করতে তাঁরা সক্ষম নন।
[১৮] তিনি অতল গহ্বর তলিয়ে দেখেন, হৃদয়কেও তলিয়ে দেখেন,
তাদের সমস্ত গোপন তত্ত্ব ভেদ করেন।
যা কিছু জানবার আছে, পরাৎপরের কাছে সেই সবই জানা,
তিনি যত যুগলক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখেন,
[১৯] তাতে তিনি অতীত কি ভাবী সব ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন,
গুপ্ত যত ঘটনার পদচিহ্ন প্রকাশ করেন।
[২০] কোন চিন্তাই তাঁকে এড়াতে পারে না,
একটা কথাও তাঁর কাছে গোপন নয়।
[২১] তিনি তাঁর প্রজ্ঞার মহত্ত্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত করলেন,
অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল ধরেই তিনি আছেন।
তাঁর সঙ্গে কিছুই যোগ করা বা বিয়োগ করাও সম্ভব নয়,
কোন মন্ত্রণাদাতা তাঁর প্রয়োজন নেই।
[২২] তাঁর সাধিত কর্মকীর্তি, আহা, কত মনোরম!

অথচ সেগুলির একটা স্ফুলিঙ্গই মাত্র চোখে পড়ে!
[২৩] এসমস্ত কিছু জীবন্ত, তা চিরস্থায়ী,
যে কোন অবস্থায় সবই তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করে চলে।
[২৪] সমস্ত কিছু জোড় জোড় করে আছে, একটা অপর একটার সামনে,
তিনি অপূর্ণাঙ্গ কিছুই করেননি:
[২৫] এক একটা অপরটার উৎকৃষ্টতার পরিপূরণ;
তাঁর গৌরব দর্শনে কেইবা তৃপ্তি পাবে?

সূর্য, চন্দ্র, তারা, রঙধনু

৪৩ [১] স্বচ্ছ গগনতলই ঊর্ধ্বলোকের গর্ব,
তেমনি আকাশমণ্ডলের সৌন্দর্য—গৌরবময় দৃশ্য!
[২] বের হতে হতে সূর্য তার উদয়লগ্নে ঘোষণা করে:
‘আহা, পরাৎপরের কর্ম কেমন আশ্চর্যময়!’
[৩] মধ্যাহ্নে সে পৃথিবীকে শুষ্ক করে,
তার উত্তাপের সামনে কে দাঁড়াতে পারে?
[৪] তাপ পাবার জন্য হাপরের আগুনে ফুঁ দেওয়া দরকার,
সূর্য এর তিনগুণ বেশিই পাহাড়পর্বত পুড়িয়ে ফেলে;
অগ্নিশিখা উদ্গিরণ ক’রে
সে তার যত রশ্মি ঝলকিয়ে, ধাঁধিয়ে দেয় মানুষের চোখ।
[৫] মহান সেই প্রভু, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন,
ও যাঁর বাণী তাকে তার দৌড়ে ত্বরান্বিত করে।
[৬] আর সেই চন্দ্র! যা কলা-পালনে নিত্যই নিষ্ঠাবান,
যেন ঋতু চিহ্নিত করে; তা কেমন সনাতন চিহ্ন!
[৭] চন্দ্রের উপরেই পর্বোৎসবের নির্দেশ নির্ভর করে;
তা এমন জ্যোতিষ্ক, যা মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ক্ষীণকায় হয়।
[৮] তা থেকেই মাস নিজের নাম ধারণ করে,

আশ্চর্যভাবে তা কলা-ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে।
আকাশপরদায় দীপ্তিময় হয়ে
তা ঊর্ধ্বলোকের বাহিনীর জন্য নিশান স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।
[৯] তারানক্ষত্রের গৌরবই আকাশমন্ডলের সৌন্দর্য!
সেগুলি ঊর্ধ্বলোকের প্রভুর দীপ্তিময় ভূষণ।
[১০] তারা সেই পবিত্রজনের আদেশমতই দণ্ডায়মান হয়,
যে যার প্রহরী-স্থানে ক্ষান্ত হয় না।
[১১] রঙধনু লক্ষ ক'রে তাঁর নির্মাতাকে ধন্য বল;
সে তো নিজের দীপ্তিতে পরমসুন্দর!
[১২] আকাশমন্ডলকে সে গৌরবের ধনুকে ঘেরে,
পরাৎপরের নিজের হাত তা পেতে দিল।

প্রকৃতির নানা আশ্চর্যের বিষয়

[১৩] তিনি এক আদেশে তুষার প্রেরণ করেন,
নিজের বিচারের বিদ্যুৎ ঝলকিয়ে দেন।
[১৪] একই প্রকারে তাঁর ভান্ডার উন্মুক্ত হয়,
তখন মেঘগুলি পাখির মত উড়ে যায়।
[১৫] তিনি তাঁর প্রতাপ গুণে মেঘপুঞ্জ জমাট করেন,
তখন সেগুলি শিলায় শিলায় গুঁড়ো হয়।
[১৭ক] তাঁর বজ্রনাদ পৃথিবীকে কম্পিত করে,
[১৬] তাঁর আবির্ভাবে পাহাড়পর্বত কেঁপে ওঠে,
তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দক্ষিণাবাতাস বয়,
[১৭খ] উত্তরা ঝড়ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণিবায়ুও তাই করে।
[১৮] তিনি তুষার বিছিয়ে দেন যেন নেমে আসা পাখির মত,
সেই তুষারপাত যেন নেমে বসা পঙ্গপালের মত;
চোখ তুষার নির্মলতার সৌন্দর্যে বিস্মিত,
তুষারপাত দর্শনে হৃদয় আশ্চর্যান্বিত।

[১৯] তিনি পৃথিবীর উপর জমাট শিশির বিছিয়ে দেন লবণের মত,
তখন তা বরফ হয়ে কাঁটার মত খাঁড়া হয়ে দাঁড়ায়।
[২০] ঠাণ্ডা বাতাস উত্তর থেকে বয়,
তাতে জলাশয়ের উপরে বরফ জমাট হয়;
বরফ সমস্ত জলরাশির উপরে ব'সে
তা বর্মের মত পরিবৃত করে।
[২১] বাতাস পর্বতমালাকে শুষ্ক করে, প্রান্তরকে পুড়িয়ে ফেলে,
ঘাস গ্রাস করে আগুনের মত।
[২২] কিন্তু এই সমস্ত কিছুর প্রতিকারে আসছে আকস্মিক মেঘ,
শিশিরের আগমন উত্তাপ থেকে আরাম দেয়।
[২৩] ঈশ্বর তাঁর বাণীবলে অতল গহ্বরকে দমন করলেন,
সেখানে দ্বীপপুঞ্জকে রোপণ করলেন।
[২৪] সমুদ্রপথে চরে যারা, তারা সেই সমুদ্রের বিপদের কথা বলে,
তাদের বর্ণনায় আমাদের কান আশ্চর্য হয়;
[২৫] কেননা সেখানেও রয়েছে অদ্ভুত ও আশ্চর্য বস্তু,
রয়েছে সব প্রকার প্রাণী ও সামুদ্রিক নানা দানব।
[২৬] ঈশ্বরের দোহায় দূত শুভযাত্রা করে,
সমস্ত কিছু চলে তাঁর বাণীমত।
[২৭] আমরা আরও কতই না বলতে পারতাম!
কিন্তু কখনও শেষ করতাম না।
যাই হোক, সমাপ্তি স্বরূপ বলব: 'তিনি সবকিছু!'
[২৮] তাঁর গৌরবকীর্তন করার জন্য কোথায় শক্তি পাব,
যেহেতু তিনি সেই মহান, যিনি তাঁর সমস্ত কর্মের ঊর্ধ্বে?
[২৯] প্রভু ভয়ঙ্কর, মহামহিম,
তাঁর পরাক্রম আশ্চর্যময়।
[৩০] প্রভুর গৌরবকীর্তনে তোমরা তাঁর বন্দনা কর,

—যথাসাধ্যই কর, কারণ তিনি এর চেয়েও বন্দনীয়।
তাঁর বন্দনাগানে তোমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর,
ক্লান্ত হয়ে পড়ো না—তোমাদের তো কখনও শেষ হবে না।
[৩১] এমন কেইবা তাঁর দর্শন পেয়েছে যে, তাঁর বর্ণনা করবে?
তিনি যেমন আছেন,
কেইবা সেই অনুসারে তাঁর মহিমাকীর্তন করতে পারে?
[৩২] এর চেয়ে আরও মহা মহা নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে;
তাঁর যত কর্মকীর্তি—আমরা কেবল তার মুষ্টিমেয় কিছুরই দর্শন পাই।
[৩৩] কেননা প্রভু সমস্ত কিছুই নির্মাণ করলেন,
আর ভক্তপ্রাণ যারা, তাদের তিনি প্রজ্ঞা দান করলেন।

পিতৃপুরুষদের প্রশংসাবাদ

৪৪ [১] এসো, আমরা এখন সেই প্রসিদ্ধ মানুষ,
আমাদের সেই পূর্বপুরুষদেরই প্রশংসাবাদ করি,
—তাঁদের পরম্পরা-যুগ অনুসারে।
[২] প্রভু তাঁদের মধ্যে বিপুল গৌরব সঞ্চার করলেন,
অনাদিকাল থেকেই তাঁর মাহাত্ম্য বিরাজিত!
[৩] তাঁরা নিজ নিজ রাজ্যে প্রভুত্ব করলেন,
তাঁদের পরাক্রমের জন্য ছিলেন নাম করা বীরপুরুষ;
তাঁদের সুবুদ্ধির জন্য ছিলেন সুপরামর্শদাতা,
এবং নবীয় বাণীও উচ্চারণ করলেন।
[৪] তাঁদের সুমন্ত্রণা দ্বারা,
জনগণের কাছে শিক্ষাবাণী দানে তাঁদের সুবুদ্ধি দ্বারা,
ও তাঁদের সদুপদেশের প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী দ্বারা
তাঁরা জনগণকে চালনা করলেন;
[৫] তাঁরা নানা সঙ্গীতের সুর দিলেন,

কাব্যিক গান রচনা করলেন;

[৬] আবার, তাঁরা ছিলেন ধনবান ও প্রভাবশালী,

নিজ নিজ ঘরে শান্তিতে জীবনযাপন করলেন।

[৭] তাঁরা সকলে তাঁদের সমসাময়িক লোকদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন,

ছিলেন সেই দিনগুলির গর্বের বিষয়।

[৮] তাঁদের কেউ কেউ এমন সুনাম রেখে গেছেন যে,

তাঁদের প্রশংসাবাদ এখনও ধ্বনিত।

[৯] কিন্তু অন্য কারও কারও কোন স্মৃতিই নেই;

তারা মিলিয়ে গেল, যেন তাদের কখনও অস্তিত্বও হয়নি;

তাদের অবস্থা, তারা যেন কখনও হয়নি,

তারা ও তাদের পরে তাদের সন্তানেরাও সেইরূপ।

[১০] কিন্তু এঁরাই সেই দয়াগুণসম্পন্ন মানুষ,

যাঁদের সৎকর্মের কথা আজও বিস্মৃত হয়নি।

[১১] তাঁদের উত্তরপুরুষদের মধ্যেই অক্ষয় রয়েছে তাঁদের সম্পদ,

তাঁদের সেই বংশজ সম্পদ।

[১২] তাঁদের উত্তরপুরুষেরা ঐশবিধিনিয়ম পালনে নিষ্ঠাবান থাকে,

ও তেমন আদর্শের ফলে তাঁদের সন্তানসন্ততিরাও তেমনি থাকবে।

[১৩] চিরস্থায়ী হবে তাঁদের বংশ,

অম্লান হবে তাঁদের গৌরব।

[১৪] তাঁদের মৃতদেহ শান্তিতে সমাহিত হল,

ও তাঁদের নাম যুগে যুগে জীবনময়।

[১৫] জাতিসকল তাঁদের প্রজ্ঞার কথা বলবে,

জনমণ্ডলী প্রচার করবে তাঁদের প্রশংসাবাদ।

এনোখ, নোয়া, আব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব

[১৬] এনোখ প্রভুর প্রীতির পাত্র ছিলেন ও তাঁকে [স্বর্গে] স্থানান্তর করা হল:

মনপরিবর্তনের এমন আদর্শ, যা সকল যুগের মানুষের জন্য।

[১৭] নোয়া [প্রভুর দৃষ্টিতে] সম্পূর্ণরূপে ধার্মিক বলে পরিগণিত হলেন,
ক্রোধের দিনে তিনি হলেন নতুন বংশের নবপল্লব ;
তাঁর দ্বারা একটা অবশিষ্টাংশ পৃথিবীতে বেঁচে গেল,
যখন সেই জলপ্লাবন ঘটেছিল।
[১৮] তাঁর সঙ্গে সনাতন নানা সন্ধি স্থির করা হল,
যেন জলপ্লাবন দ্বারা সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট না হয়।
[১৯] বহু জাতির মহা পিতৃপুরুষ সেই আব্রাহাম !
গৌরবে কেউই তাঁর সমকক্ষ কখনও হয়নি।
[২০] তিনি পরাৎপরের বিধান মেনে চললেন,
ও তাঁর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হলেন।
এ সন্ধি তিনি নিজের মাংসে স্থির করলেন,
এবং পরীক্ষায় বিশ্বস্ততার পরিচয় দিলেন।
[২১] এজন্য ঈশ্বর শপথ করে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশে জাতিসকলকে আশিসধন্য করবেন,
তাঁর বংশের সংখ্যা পৃথিবীর ধূলিকণার মত বৃদ্ধি করবেন,
তাঁর বংশকে জ্যোতিষ্করাজির মত উন্নীত করবেন,
ও তাদের এমন উত্তরাধিকার দান করবেন,
যা এক সাগর থেকে অন্য সাগরে
মহানদী থেকে পৃথিবীর প্রান্তসীমায় বিস্তৃত।
[২২] তাঁর পিতা আব্রাহামের খাতিরে,
ইসহাকের কাছেও তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন
[২৩] গোটা মানবজাতির সেই আশীর্বাদ ;
এমনটি করলেন, যেন যাকোবের মাথার উপরেই সেই সন্ধি অধিষ্ঠিত হয়।
তিনি তাঁর কাছে আপন আশীর্বাদের কথা বহাল রাখলেন,
তাঁকেই দেশকে তাঁর আপন উত্তরাধিকার রূপে দিলেন ;
এবং সেই দেশ নানা অংশে বিভক্ত ক'রে

বারো গোষ্ঠীর মধ্যে তা বণ্টন করলেন।

মোশি, আরোন ও ফিনেয়াস

৪৫ [১] তিনি তাঁর বংশ থেকে এমন দয়াবান মানুষের উদ্ভব ঘটালেন,
যিনি সবার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হলেন :
হ্যাঁ, তিনি হলেন ঈশ্বরের ও মানুষের ভালবাসার পাত্র,
সেই মোশি, যাঁর স্মৃতি আশীর্বাদ!
[২] গৌরবদানে তাঁকে তিনি পবিত্রজনদের সমান করলেন,
তাঁকে শক্তিমান করলেন—তাতে তাঁর শত্রুরা ভয়ে অভিভূত হল।
[৩] তাঁর কথার খাতিরে তিনি সেই নানা চিহ্নকর্ম বন্ধ করে দিলেন,
ও রাজাদের সামনে তাঁকে গৌরবান্বিত করলেন ;
আপন জনগণের জন্য তাঁকে সেই আজ্ঞাগুলি দিলেন,
ও তাঁর আপন গৌরবের একটা অংশ তাঁকে দেখালেন।
[৪] তাঁর বিশ্বস্ততা ও কোমলতার জন্য তাঁকে পবিত্রিত করলেন,
সকল জীবিতের মধ্য থেকে তাঁকেই বেছে নিলেন।
[৫] তাঁকে তাঁর আপন কণ্ঠস্বর শোনালেন,
ও সেই অন্ধকারময় মেঘে তাঁকে প্রবেশ করালেন,
মুখোমুখি হয়েই তাঁর হাতে আজ্ঞাগুলি তুলে দিলেন,
এমন আজ্ঞা, যা জীবন ও সুবুদ্ধির বিধান ;
তিনি যেন যাকোবের কাছে তাঁর সন্ধি,
ইস্রায়েলের কাছে তাঁর বিধিনিয়ম ব্যাখ্যা করেন।
[৬] তিনি সেই আরোনকে উন্নীত করলেন, যিনি মোশির মত পবিত্র,
তাঁর আপন ভাই, লেবি গোষ্ঠীর মানুষ।
[৭] তাঁর সঙ্গে তিনি চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করলেন,
তাঁকে জনগণের যজন-ভার আরোপ করলেন।
তাঁকে বিশিষ্ট পোশাক দানে সম্মানিত করলেন,

গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করলেন।
[৮] তাঁকে তিনি গৌরবময় সিদ্ধতায় মণ্ডিত করলেন,
উৎকৃষ্ট নানা ভূষণে তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন:
সেই জাঙাল, সেই জোব্বা ও সেই এফোদ।
[৯] তাঁর পোশাকের আঁচলে তিনি রাখলেন ডালিম,
তাঁর চারদিকে বহু সোনার কিঙ্কিণি,
যেন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে সেগুলি বাজে,
আর এইভাবে তাদের রুনুঝুনু শব্দ
তাঁর জনগণের সন্তানদের পক্ষে স্মরণিকা রূপে মন্দিরে ধ্বনিত হয়।
[১০] তাঁকে তিনি সোনার এবং নীল ও বেগুনি সুতোর
পবিত্র পোশাকে অলঙ্কৃত করলেন—তা সূচিশিল্পীরই কারুকাজ;
সেই বিচারের বুকপাটায়, সেই উরিম ও তুম্মিমে,
এবং সেই সিঁদুরে-লাল ক্ষোম-সুতোতেও তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন, যা শিল্পীরই কারুকাজ;
[১১] সোনায় খচিত সীলমোহরের মত কাটা
সেই বহুমূল্য মণিমুক্তায়ও তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন,
যা খোদকারেরই কারুকাজ;
সংখ্যা অনুসারে ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলোর নাম
যেন তাতে খোদাই করে লেখা থাকে স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ।
[১২] তিনি তাঁর পাগড়ির উপরে সোনার একটা মুকুট রাখলেন,
যার উপর পবিত্রীকরণের সীল খোদাই করা ছিল:
তা সম্মানেরই চিহ্ন, বিশিষ্ট কারুকাজ,
চোখ আনন্দিত করার জন্য হার।
[১৩] তাঁর আগে তেমন সুন্দর কিছু কখনও দেখা হয়নি,
এবং অন্য কেউই তা কখনও পরিধান করেনি:
কেবল তাঁর সন্তানেরা ও তাঁর বংশধরেরাই

তা পরিধান করবে চিরকাল ধরে।
[১৪] তাঁর বলিদানগুলি সম্পূর্ণই পুড়িয়ে দেওয়ার কথা,
দিনে দু'বার, সবসময়ের মত।
[১৫] মোশি তাঁকে পবিত্রীকৃত করলেন,
তাঁকে পবিত্র তেলে অভিষিক্ত করলেন:
আর এ ছিল তাঁর পক্ষে চিরন্তন সন্ধিস্বরূপ,
তাঁর সন্তানদেরও পক্ষে—যতদিন আকাশ স্থায়ী থাকবে, ততদিন ধরে:
যেন তিনি উপাসনা পরিচালনা করেন, যাজকত্ব অনুশীলন করেন,
ও প্রভুর নামে জনগণকে আশীর্বাদ করেন।
[১৬] প্রভু সকল জীবিতের মধ্য থেকে তাঁকে বেছে নিলেন,
তিনি যেন তাঁর উদ্দেশে বলি,
ধূপ ও গন্ধদ্রব্য স্মরণ-চিহ্নরূপে নিবেদন করেন,
এবং তাঁর জনগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করেন।
[১৭] তাঁর হাতে তিনি তাঁর আজ্ঞাগুলির,
ও বিধানের নিয়মনীতির ভার তুলে দিলেন,
যেন যাকোবের কাছে তাঁর বিধিনিয়ম শেখান
ও তাঁর বিধান বিষয়ে ইস্রায়েলকে আলোকিত করেন।
[১৮] অন্য গোত্রের মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল,
মরুপ্রান্তরে তাঁর প্রতি হিংসা পোষণ করল:
তারা ছিল দাথান ও আবিরামের লোক,
আবার কোরাহ্‌র দলের লোক—রোষে ও ক্রোধে পরিপূর্ণ যে লোক।
[১৯] প্রভু তা দেখে ক্ষুব্ধ হলেন;
তারা তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধে নিশ্চিহ্ন হল।
তিনি তাদের সর্বনাশ ঘটিয়ে অলৌকিক কাজ সাধন করলেন,
তাঁর জ্বলন্ত আগুনে তাদের নিঃশেষ করলেন।
[২০] তিনি আরোনের গৌরব বৃদ্ধি করলেন,

তাঁকে একটা উত্তরাধিকার বণ্টন করলেন,
তাঁর জন্য প্রথমফলের অর্ঘ্য স্থির করলেন,
আর সমস্ত কিছুর আগে, প্রচুর রুটি দান করলেন।
[২১] বস্তুত তাঁরা প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করা বলি ভোগ করেন,
যা তিনি আরোনের ও তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলেন।
[২২] তথাপি জনগণের দেশের মধ্যে আরোনের উত্তরাধিকার নেই,
জনগণের মধ্যে তাঁর জন্য অংশ নেই,
কেননা "আমি নিজেই তোমার অংশ ও তোমার উত্তরাধিকার।"
[২৩] এলেয়াজারের সন্তান ফিনেয়াস প্রভুভয়ে তাঁর সদাগ্রহের জন্য,
ও জনগণের বিদ্রোহের দিনে তাঁর স্থিরতার জন্য গৌরবে তৃতীয় হলেন;
বস্তুত তিনি উদার সাহসের সঙ্গে দাঁড়ালেন
এবং ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরকে প্রশমিত করলেন।
[২৪] এজন্য তাঁর সঙ্গে শান্তি-সন্ধি স্থির করা হল,
যেন পবিত্রধামে ও জনগণের মধ্যে প্রধান দায়িত্ব বহন করেন;
তাতে তাঁর কাছে ও তাঁর বংশধরদের কাছে
মহাযাজক-মর্যাদা নিশ্চিত করা হল—চিরকালের মত।
[২৫] যেসের সন্তান, যুদা গোষ্ঠীর মানুষ সেই দাউদের সঙ্গেও এক সন্ধি হল;
তা এমন রাজকীয় পরম্পরা, যা কেবল গোত্রের অভ্যন্তরেই হস্তান্তরিত;
কিন্তু আরোনের পরম্পরা তাঁর সকল বংশধরদেরই কাছে হস্তান্তরিত!
[২৬] ঈশ্বর তোমাদের হৃদয়ে প্রজ্ঞা সঞ্চার করুন,
যেন তোমরা জনগণকে ন্যায়নীতিতে শাসন কর,
তাতে পিতৃপুরুষদের সদ্‌গুণাবলি ম্লান হবে না,
এবং তাঁদের সকল বংশধরের কাছে হস্তান্তরিত হবে তাঁদের গৌরব।

যোশুয়া ও কালেব

৪৬ [১] নূনের সন্তান যোশুয়া যুদ্ধে মহাবীর ছিলেন,

নবী-ভূমিকায় তিনি মোশির পদ নিলেন।
তাঁর নামের অর্থ অনুযায়ী
তিনি ঈশ্বরের মনোনীতদের ত্রাণকর্ম সাধনে মহান হলেন,
হ্যাঁ, তিনি বিপ্লবী শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিলেন,
যেন ইস্রায়েলকে দেশের দখল বণ্টন করতে পারেন।
[২] যখন হাত উত্তোলন করতেন, শহরগুলির বিরুদ্ধে যখন খড়্গা চালাতেন, তখন
তিনি, আহা, কেমন গৌরবময় ছিলেন!
[৩] তাঁর আগে কেইবা কখনও তত সুস্থির হতে পারল?
তিনি নিজেই প্রভুর যুদ্ধ চালালেন।
[৪] তাঁর হাত দ্বারা সূর্যের গতি কি থামেনি?
একটা দিন কি দু'টো দিনের মত দীর্ঘান্বিত হয়নি?
[৫] তিনি শক্তিমান সেই পরাৎপরকে ডাকলেন,
সেসময়ে শত্রুরা চারদিক থেকে তাঁকে চাপ দিচ্ছিল;
এবং মহাপ্রভু প্রবল ও প্রচণ্ড শিলাবর্ষণে
তাঁকে সাড়া দিলেন।
[৬] তিনি সেই শত্রু-জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন,
সেই নিম্নগামী পথে বিরোধীদের বিনাশ করলেন,
যেন বিজাতীয়রা যুদ্ধে তাঁর পরাক্রম জানতে পারে,
এও জানতে পারে যে, প্রভুর সাক্ষাতেই তারা যুদ্ধ করছিল!
[৭] বস্তুত তিনি শক্তিমানের অনুসারী ছিলেন,
মোশির সময়ে যেফুন্নির সন্তান কালেবের সঙ্গে
তিনি ধর্মসম্মত কর্ম সাধন করলেন,
তিনি তখন গোটা জনসমাবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন,
তাতে বাধা দিলেন যেন লোকেরা পাপ না করে,
তাদের বিদ্রোহের সুর ক্ষান্ত করে দিলেন।
[৮] এজন্য ছ'লক্ষ পথযাত্রীদের মধ্য থেকে

কেবল এ দু'জনকেই বাঁচিয়ে রাখা হল,
যেন তাঁরা ইস্রায়েলকে তার আপন অধিকারে প্রবেশ করান,
সেই দেশেই, যে দেশ দুধ ও মধুপ্রবাহী।
[৯] প্রভু কালেবকে এমন তেজ মঞ্জুর করলেন,
যা তাঁর পরিণত বয়স পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকল,
যেন তিনি সেই দেশের উচ্চস্থানগুলিতে এসে পৌঁছতে পারেন,
যে দেশ তাঁর বংশধরেরা উত্তরাধিকার রূপে রক্ষা করতে পারল,
[১০] ফলে ইস্রায়েল সন্তান সকলেই যেন একথা জানতে পারে যে,
প্রভুর অনুসরণ করা মঙ্গলময়।

বিচারকবৃন্দ

[১১] আর সেই বিচারকদের ক্ষেত্রে—প্রত্যেকে নিজ নিজ নাম অনুসারে—
যাঁদের হৃদয় কখনও অবিশ্বস্ততায় লিপ্ত হয়নি,
যাঁরা প্রভুকেও কখনও ছেড়ে দূরে যাননি,
আহা, তাঁদের স্মৃতি আশিসমণ্ডিত হোক!
[১২] তাঁদের হাড় সমাধিমন্দির থেকে পুনরায় প্রস্ফুটিত হোক,
তাই তাঁদের সুনাম তাঁদের সন্তানদের উপর বিরাজ করুক চিরকাল,
যেহেতু তাঁরা ইতিমধ্যে গৌরবান্বিত।

শামুয়েল

[১৩] শামুয়েল ছিলেন তাঁর প্রভুর ভালবাসার পাত্র:
তিনি হলেন প্রভুর নবী, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন,
এবং তাঁর জনগণের উপরে সেই নায়কদের তৈলাভিষিক্ত করলেন।
[১৪] তিনি প্রভুর বিধানমতে জনসমাজকে শাসন করলেন,
এবং প্রভু যাকোবের উপর লক্ষ রাখলেন।
[১৫] তাঁর বিশ্বস্ততা গুণে তিনি নবী বলে পরিগণিত হলেন,
তাঁর বাণী দ্বারা তিনি সত্যাশ্রয়ী দৈবদ্রষ্টা বলে স্বীকৃত হলেন।

[১৬] তিনি সেই শক্তিমান প্রভুকে ডাকলেন,
হ্যাঁ, শত্রুরা যখন চারদিক থেকে তাঁকে তাড়া দিচ্ছিল,
তিনি তখন দুধের মেষশিশুকে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করলেন।
[১৭] আর প্রভু আকাশ থেকে বজ্রনাদ করলেন;
মহা কলরবে শোনালেন নিজ কণ্ঠস্বর,
[১৮] শত্রুদের নেতাদের ও ফিলিস্তিনিদের সকল জনপ্রধানকে
তিনি চূর্ণবিচূর্ণ করলেন।
[১৯] তাঁর চিরন্তন নিদ্রা-ক্ষণের আগে
তিনি প্রভুর ও তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের সামনে এ সাক্ষ্য দিলেন:
‘কারও কাছ থেকে আমি
অর্থ, এমন কি জুতোও জোর করে নিইনি,’
আর কেউই তাঁর প্রতিবাদ করেনি।
[২০] নিদ্রা যাওয়ার পরেও তিনি ভাববাণী দিলেন:
রাজার কাছে তাঁর শেষ পরিণামের কথা পূর্বঘোষণা করলেন;
সমাধিমন্দিরের মধ্য থেকেও তিনি আবার কণ্ঠস্বর শোনালেন,
যেন নবীয় বাণীগুণে জনগণের শঠতা মুছে দিতে পারেন।

নাথান, দাউদ ও শলোমন

৪৭ [১] এঁদের সকলের পরে, দাউদের সময়ে ভাববাণী দেবার জন্য,
নাথানের উদ্ভব হল।
[২] মিলন-যজ্ঞবলি থেকে যেমন চর্বি আলাদা করে রাখা হয়,
তেমনি ইস্রায়েলের মধ্য থেকে দাউদকে আলাদা করে রাখা হল।
[৩] তিনি সিংহদেরই নিয়ে, যেন ছাগের ছানাই নিয়ে খেলা করলেন,
ভালুকদেরও নিয়ে যেন মেষশিশুদের নিয়ে!
[৪] তাঁর তরুণ বয়সে তিনি কি সেই দীর্ঘকায়কে বধ করলেন না,
এবং জনগণ থেকে দুর্নাম মুছে দিলেন না?

তিনি তো ফিঙে দিয়ে একটা পাথর ছুড়লেন,
আর গলিয়াথের আস্ফালন খর্ব করলেন।
[৫] কেননা তিনি পরাৎপর প্রভুকে ডেকেছিলেন,
আর তিনি তাঁর ডান হাতে এমন শক্তি মঞ্জুর করলেন,
যেন বলবান যোদ্ধাকে উচ্ছেদ করা হয়
ও তাঁর আপন জনগণের প্রতাপ উত্তোলন করা হয়।
[৬] এজন্য লোকে তাঁর সেই দশ সহস্রজনের বিষয়ে তাঁকে স্বীকৃতি দিল,
এবং গৌরবমুকুট তাঁকে অর্পণ করায়
প্রভুর ধন্যবাদগীতি করতে করতে তাঁর প্রশংসা করল।
[৭] কেননা তিনি চারদিকে শত্রুদের নিঃশেষে সংহার করলেন,
তাঁর বিপক্ষ সেই ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করলেন,
ও তাদের প্রতাপ চূর্ণ করলেন—চিরকালের মত।
[৮] তাঁর সমস্ত কর্মকীর্তিতে তিনি গৌরবের কথা দ্বারা
পরাৎপর সেই পবিত্রজনকে ধন্যবাদ জানালেন;
সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর উদ্দেশে স্তুতিগান করলেন,
এবং তাঁর আপন নির্মাতাকে ভালবাসলেন।
[৯] তিনি যজ্ঞবেদির সামনে গায়কদল রাখলেন,
ও তাদের বাদ্য-ঝঙ্কারে সঙ্গীত মধুর করলেন;
[১০] তিনি পর্বোৎসবগুলি জ্যোতির্ময় করলেন,
মহাপর্বগুলি ঘটা করে শ্রীমণ্ডিত করলেন,
তাতে ঈশ্বরের পবিত্র নাম হল প্রশংসার পাত্র,
ও পবিত্রধামে ভোর থেকেই ধ্বনিত হল স্তুতিগান।
[১১] প্রভু তাঁর পাপ ক্ষমা করলেন,
তাঁর প্রতাপ উত্তরোত্তর উন্নীত করলেন,
তাঁকে মঞ্জুর করলেন রাজকীয় এক সন্ধি,
ও ইস্রায়েলে গৌরবময় এক সিংহাসন।

[১২] তাঁর পদে বুদ্ধিমান এক সন্তান অধিষ্ঠিত হলেন,
যিনি তাঁর খাতিরে নিরাপদে বাস করলেন।
[১৩] শলোমন শান্তিকালে রাজত্ব করলেন,
ঈশ্বর এমনটি করলেন, যেন চারদিকে শান্তি বিরাজ করে,
যাতে তিনি তাঁর নামের উদ্দেশে এক গৃহ গেঁথে তোলেন,
ও চিরস্থায়ী এক পবিত্রধাম প্রস্তুত করেন।
[১৪] যৌবনকালে তুমি কেমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিলে!
নদীর মত তুমি সুবুদ্ধিতে উপচে পড়তে!
[১৫] তোমার জ্ঞান পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হল,
দুরূহ উক্তিতে তা পরিপূর্ণ করল।
[১৬] তোমার নাম দূরবর্তী দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্তই গিয়ে পৌঁছল,
তোমার শান্তিতে তুমি ভালবাসার পাত্র হলে।
[১৭] তোমার সঙ্গীত, তোমার প্রবাদমালা, তোমার উক্তি,
ও তোমার উত্তর ছিল বিশ্বের আশ্চর্যের বিষয়।
[১৮] সেই ঈশ্বর প্রভুর নামে,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলে অভিহিত যিনি,
তুমি রাশি রাশি সোনা সঞ্চয় করেছ যেন টিনের মত,
রুপোকে প্রচুর করেছ সীসার মত।
[১৯] তুমি তোমার দেহকে নারীদের হাতে ছেড়ে দিলে,
তাতে তোমার নিজের কামনা-বাসনার দাস হলে।
[২০] তোমার গৌরব কলঙ্কিত করলে,
ও তোমার বংশকে এমনভাবে কলুষিত করলে যে,
তোমার সন্তানদের উপরে ঐশ ক্রোধ,
ও তোমার ক্ষিপ্ততার জন্য যন্ত্রণা আকর্ষণ করলে।
[২১] রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হল,
এবং এফ্রাইম থেকে বিদ্রোহী এক রাজ্য উৎপন্ন হল।

[২২] কিন্তু প্রভু তাঁর দয়া কখনও ফিরিয়ে নেন না,
তাঁর কোন বাণী তিনি ব্যর্থ হতে দেন না ;
না, তিনি তাঁর মনোনীতজনের উত্তরপুরুষদের উচ্ছেদ করবেন না,
তাঁকে যিনি ভালবেসেছেন, তাঁর বংশকে তিনি উচ্ছেদ করবেন না।
এজন্য তিনি যাকোবকে একটা অবশিষ্টাংশ,
ও দাউদকে তাঁর নিজের মূল থেকে উৎপন্ন এক পল্লব মঞ্জুর করলেন।

রেহোবোয়াম ও যেরোবোয়াম

[২৩] শলোমন তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে বিশ্রাম করলেন,
তাঁর নিজের বংশের একজনকে তাঁর পদে রেখে গেলেন,
দেশের সবচেয়ে নির্বোধ সভ্য সেই বুদ্ধিহীন রেহোবোয়ামকে রেখে গেলেন,
যিনি নিজ পরামর্শ দানে জনগণকে উত্তেজিত করলেন।
[২৪] পরে নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম ইস্রায়েলকে পাপ করালেন,
ও এফ্রাইমকে পাপের পথে নামালেন ;
সেসময় থেকে তাদের অপরাধ এতই বৃদ্ধি পেল যে,
তাদের আপন দেশ থেকে তারা তাড়িত হল।
[২৫] কেননা তারা সমস্ত প্রকার শঠতা সাধন করল,
যে পর্যন্ত প্রতিশোধ এসে তাদের নাগাল পেল।

এলিয় ও এলিশেয়

৪৮ [১] তখন এলিয় নবীর উদ্ভব হল : তিনি আগুনের মত,
তাঁর বাণী মশালের মত জ্বলন্ত।
[২] তিনি তাদের উপরে দুর্ভিক্ষ ডেকে আনলেন,
ও তাঁর ধর্মাগ্রহে তাদের সংখ্যা কমালেন।
[৩] প্রভুর বাণীগুণে তিনি আকাশ রুদ্ধ করলেন,
একই প্রকারে তিন তিনবারও আগুন নামিয়ে আনলেন।

[৪] এলিয়, তোমার নানা আশ্চর্য কাজ দ্বারা তুমি কেমন গৌরবময় ছিলে!
কে বড়াই করবে, সে তোমার সমকক্ষ?
[৫] তুমি তো মৃত এক মানুষকে মৃত্যু থেকে,
পরাৎপরের বাণীগুণে পাতাল থেকেই জাগিয়ে তুললে;
[৬] তুমি রাজাদের সর্বনাশে,
ও উচ্চপদস্থ লোকদের তাদের শয্যা থেকে ঠেলে দিলে।
[৭] সিনাইয়ের উপরে তুমি ভর্ৎসনা-বাণী শুনলে,
হোরেবের উপরে শুনলে প্রতিশোধের বাণী।
[৮] তুমি রাজাদের প্রতিফলদাতারূপে,
ও নবীদের তোমার পদ নিতে তৈলাভিষিক্ত করলে।
[৯] তোমাকে অগ্নিময় ঘূর্ণিবায়ুতে ঊর্ধ্বে কেড়ে নেওয়া হল,
—অগ্নিময় অশ্বের রথে;
[১০] তুমি ভাবীকালকে ভর্ৎসনা করতে নিযুক্ত হয়েছিলে,
ক্রোধ ছড়িয়ে পড়ার আগে তা প্রশমিত করার জন্য,
পিতাদের হৃদয় সন্তানদের প্রতি ফেরাবার জন্য (ক),
ও যাকোবের গোষ্ঠীগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য।
[১১] সুখী তারা, যারা তোমার দর্শন পাবে,
ও যারা ভালবাসায় নিদ্রা গেল!
কেননা আমরাও নিশ্চয় জীবন পাব।
[১২] এলিয় ঘূর্ণিবায়ুতে মুড়িয়ে যাচ্ছিলেন,
এমন সময় এলিশেয় তাঁর আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন;
তাঁর জীবনকালে তিনি প্রভাবশালীদের সামনে কম্পিত হলেন না,
কেউই তাঁকে বশীভূত করতে পারল না।
[১৩] তাঁর পক্ষে কোন কাজই অধিক কঠিন ছিল না,
এমনকি, সমাধিগুহাতেও তাঁর দেহ ভাববাণী দিল।
[১৪] জীবনকালে অলৌকিক কাজ সাধন করলেন,

এবং মৃত্যুর পরে তাঁর কর্মকীর্তি আশ্চর্যময় ছিল।
[১৫] এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও জনগণ মনপরিবর্তন করল না,
নিজেদের পাপকর্মও তারা ত্যাগ করল না,
যে পর্যন্ত তাদের নিজেদের দেশ থেকে পাল ধরে তাদের ঠেলে দেওয়া হল
ও সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল।
[১৬] কেবল অল্প সংখ্যক এক জনগণই অবশিষ্ট থাকল,
তাদের সঙ্গে দাউদকুলের এক নায়ক ছিলেন।
এদের কয়েকজন ঈশ্বরের যা গ্রহণীয় তা-ই করল,
অন্যেরা পাপকর্মের বৃদ্ধি ঘটাল।

হেজেকিয়া ও ইশাইয়া

[১৭] হেজেকিয়া তাঁর নগরীকে দৃঢ় করলেন,
তার মধ্যে জল নিয়ে এলেন,
লোহা দিয়ে শৈলে একটা প্রণালী খনন করলেন,
ও জলভাণ্ডার গেঁথে তুললেন।
[১৮] তাঁর দিনগুলিতে সেন্নাখেরিব রণ-অভিযানে এলেন
আর সেই রাপ্সাকেসকে প্রেরণ করলেন;
তিনি সিয়োনের বিরুদ্ধে হাত বাড়ালেন,
নিজের দম্ভে আস্ফালন করে বড়াই করলেন।
[১৯] তখন শহরবাসীদের হৃদয় ও হাত কাঁপতে লাগল,
তারা প্রসবিনীদের মত যন্ত্রণায় আক্রান্ত হল।
[২০] তারা দয়াময় প্রভুকে ডাকল,
—তাঁর দিকে হাত প্রসারিত ক'রে।
সেই পবিত্রজন সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গলোক থেকে তাদের শুনলেন
ও ইশাইয়ার হাত দ্বারা তাদের মুক্ত করলেন।
[২১] তিনি আশুরীয়দের শিবির আঘাত করলেন,
ও তাঁর দূত তাদের নিশ্চিহ্ন করলেন;

[২২] কেননা হেজেকিয়া যা প্রভুর গ্রহণীয় তা-ই করলেন,
এবং তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের পথে নিষ্ঠাবান ছিলেন,
যেমনটি সেই ইশাইয়া নবী তাঁকে নির্দেশ করছিলেন,
যিনি দর্শনে মহান ও সত্যাশ্রয়ী।
[২৩] তাঁর দিনগুলিতে সূর্য পিছে গেল,
তিনি রাজার আয়ু বাড়িয়ে দিলেন।
[২৪] আত্মার প্রভাবে তিনি চরমকালের দর্শন পেলেন,
সিয়োনের দীনদুঃখীদের সান্ত্বনা দিলেন।
[২৫] তিনি কালের সমাপ্তি পর্যন্ত ভাবীকাল,
এবং ঘটবার আগেও গুপ্ত বিষয়গুলি প্রকাশ করলেন।

যোশিয়া, শেষ রাজা ও নবীরা

৪৯ [১] যোশিয়ার স্মৃতি এমন ধূপ-মিশ্রণের মত,
যা গন্ধদ্রব্য-প্রস্তুতকারীর শিল্প দ্বারা প্রস্তুত।
সেই স্মৃতি সকলের মুখে মধুর মত মিষ্ট,
তা যেন ভোজসভায় গানবাজনার মত।
[২] তিনি জনগণের সংস্কার-কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োজিত হলেন,
এবং অধর্মের ঘৃণ্য যত চিহ্ন সমূলে উচ্ছিন্ন করলেন।
[৩] তিনি নিজের হৃদয়কে প্রভুতে স্থাপন করলেন,
অন্যায়কারীদের দিনগুলিতে ধর্মের প্রাধান্য তুলে ধরলেন।
[৪] দাউদ, হেজেকিয়া ও যোশিয়ার কথা বাদে
তাঁরা সকলে পাপের উপর পাপ সাধন করলেন;
পরাৎপরের বিধান ত্যাগ করেছিলেন বিধায়
যুদা-রাজারা মিলিয়ে গেলেন;
[৫] কারণ তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা অন্যদের হাতে,
ও তাঁদের গৌরব বিজাতীয় এক দেশের হাতে ছেড়ে দিলেন।

[৬] শত্রুরা পবিত্রধামের মনোনীত নগরীটিকে পুড়িয়ে দিল,
তার সমস্ত পথ জনশূন্য করল,
[৭] ঠিক যেভাবে যেরেমিয়া আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন ;
কারণ তাঁরা তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করলেন,
যদিও মাতৃগর্ভে থাকতেই তিনি নবীরূপে পবিত্রীকৃত হয়েছিলেন
উৎপাটন, আঘাত ও *বিনাশ করার জন্য*,
কিন্তু *গেঁথে তোলা ও রোপণও করার জন্য* (ক)।
[৮] এজেকিয়েল গৌরবের এক দর্শন পেলেন,
যা ঈশ্বর খেরুবদের রথের উপরে তাঁকে দেখালেন ;
[৯] কেননা তিনি ঝড় বিষয়ক সেই বাণীতে
শত্রুদের কথা উল্লেখ করলেন,
যেন যারা সরল পথে চলছিল, তাদের উপকার হয়।
[১০] আহা, সেই দ্বাদশ নবী!
তাঁদের হাড় তাঁদের সমাধিমন্দির থেকে পুনরায় প্রস্ফুটিত হোক,
যেহেতু তাঁরা যাকোবকে সান্ত্বনা দিলেন,
ও বিশ্বাস ও প্রত্যাশায় তাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন।

জেরুব্বাবেল ও যোশুয়া, নেহেমিয়া

[১১] আমরা জেরুব্বাবেলের কেমন মহিমাকীর্তন করব?
তিনি যেন ডান হাতে সীলমোহর-যুক্ত আঙটির মত ;
[১২] তেমনি যেহোসাদাকের সন্তান সেই যোশুয়াও :
তাঁরা তাঁদের জীবনকালে গৃহকে পুনর্নির্মাণ করলেন,
এবং প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র এক পুণ্যধাম উত্তোলন করলেন,
যা চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশ নিরূপিত।
[১৩] নেহেমিয়ার স্মৃতিও সত্যি মহান!
তিনি আমাদের বিধ্বস্ত প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করলেন
আর সেখানে তোরণদ্বার ও অর্গল দিলেন ;

তিনি আমাদের বাড়ি-ঘরও পুনর্নির্মাণ করলেন।

আদিপুরুষেরা

[১৪] পৃথিবীতে এমন কেউ কখনও সৃষ্ট হয়নি যে এনোখের সমকক্ষ ;
বস্তুত তাঁকে পৃথিবী থেকে তুলে নেওয়া হল।
[১৫] আর অন্য কোন মানুষ কখনও জন্মেনি যে যোসেফেরই মত,
যিনি ভাইদের মধ্যে অগ্রনেতা, জনগণের নির্ভর ;
তাঁর হাড়ও সম্মানের বস্তু হল।
[১৬] শেম ও সেথ মানুষদের মধ্যে গৌরবের পাত্র হলেন,
কিন্তু সমস্ত সৃষ্টজীবের ঊর্ধ্বে রয়েছেন আদম।

মহাযাজক শিমোন

৫০ [১] ওনিয়াসের সন্তান মহাযাজক শিমোনই সেই ব্যক্তি,
যিনি তাঁর জীবনকালে গৃহকে মেরামত করলেন,
ও তাঁর দিনগুলিতে পবিত্রধাম দৃঢ় করলেন।
[২] তিনি দ্বিগুণ গভীরতায় গভীর ভিত্তিমূল স্থাপন করলেন,
মন্দিরের ঘেরার প্রাকারগুলো গেঁথে তুললেন।
[৩] তাঁর দিনগুলিতে দিঘিটা খনন করা হল,
বিশাল সাগরের মত বড় এক দিঘি।
[৪] সর্বনাশ থেকে আপন জনগণকে উদ্ধার করার জন্য চিন্তিত হয়ে
তিনি নগরীকে অবরোধ থেকে দৃঢ় করলেন।
[৫] জনগণের মধ্যে তাঁর চলাকালে,
পরদাযুক্ত গৃহ থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে
আহা, তিনি কেমন গৌরবময় ছিলেন!
[৬] তিনি সত্যিই ছিলেন মেঘপুঞ্জের মধ্যে প্রভাতী তারার মত,
পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নার মত,

[৭] পরাৎপরের মন্দিরের উপরে জাজ্বল্যমান সূর্যের মত,
গৌরবের মেঘপুঞ্জের মধ্যে দীপ্তিময় রঙধনুর মত,
[৮] বসন্তকালীন গোলাপফুলের মত,
জলস্রোতের তীরে লিলিফুলের মত,
গ্রীষ্মকালীন ধূপগাছের পল্লবের মত,
[৯] ধূপদানিতে আগুন ও ধূপের মত,
সমস্ত প্রকার বহুমূল্য মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত পুরো সোনার পাত্রের মত,
[১০] ফলে ভরা জলপাইগাছের মত,
আকাশ-চুম্বী দেবদারু বৃক্ষের মত।
[১১] যখন তিনি উপাসনার পোশাক পরিধান করতেন,
যখন সেই সুন্দর সুন্দর ভূষণে নিজেকে সজ্জিত করতেন,
তখন পবিত্র যজ্ঞবেদির সোপান আরোহণ করতে করতে
তিনি পবিত্রধাম ও তার সমস্ত প্রাঙ্গণ গৌরবে পরিপূর্ণ করতেন ;
[১২] যখন তিনি যাজকদের হাত থেকে বলিগুলির অংশ গ্রহণ করে নিতেন,
—নিজেই বেদির অঙ্গারধানীর পাশে দাঁড়িয়ে—
তখন যেন লেবাননের এরসবৃক্ষের পর্ণরাজির মত
ও তাঁর চারদিকে যেন খেজুর বৃক্ষকণ্ডের মত
ভাইয়েরা মালাই যেন তাঁকে ঘিরে রাখতেন ;
[১৩] যখন সকল আরোন-সন্তান নিজেদের গৌরবে
প্রভুর অর্ঘ্য নিজ নিজ হাতে ক'রে
গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল,
[১৪] তখন তিনি সর্বশক্তিমান পরাৎপরকে অর্ঘ্য নিবেদন করতে করতে
বেদিগুলিতে উপাসনা-রীতি পালন করতেন :
[১৫] তিনি পানপাত্রের উপরে হাত বাড়াতেন,
আঙুরফলের রস ঢালতেন,
নিখিলের রাজা সেই পরাৎপরের উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভরূপে

তা বেদির ভিত্তিমূলে ঢেলে দিতেন।

[১৬] তখন আরোন-সন্তানেরা জয়ধ্বনি তুলত,
পিটানো ব্রঞ্জের তুরি বাজাত,
এবং পরাৎপরের সম্মুখে আহ্বানরূপে
উদাত্ত তুরিনিনাদ শোনাত।

[১৭] আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা জনগণ মিলে
মাটিতে মাথা নত ক'রে ভূমিষ্ঠ হয়ে
সেই প্রভুকে পূজা করত,
সর্বশক্তিমান যিনি, পরাৎপর ঈশ্বর যিনি;

[১৮] গায়কদল প্রশংসাগান গেয়ে উঠত,
—মৃদু বাদ্য-ঝঙ্কারে তাদের গান কেমন মধুর ছিল!—

[১৯] এবং প্রভুর সেবাকর্ম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত,
ও উপাসনা-অনুষ্ঠান সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত
জনগণ সেই দয়াময়ের সম্মুখে প্রার্থনায় রত হয়ে
পরাৎপর প্রভুকে মিনতি করত।

[২০] তখন, প্রভুর আশীর্বাদ নিজের ওষ্ঠ থেকে প্রদান করার জন্য
—যেহেতু তাঁর নাম উচ্চারণ করার গৌরব তাঁরই ছিল—
তিনি অবরোহণ করতে করতে
ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর উপরে দু'হাত উত্তোলন করতেন;

[২১] এবং পরাৎপরের আশীর্বাদ গ্রহণ করার জন্য
সকলে পুনরায় প্রণিপাত করত।

ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য আহ্বান

[২২] এখন তোমরা নিখিল বিশ্বের ঈশ্বরকে ধন্য বল,
যিনি সর্বস্থানে মহা মহা কর্মকীর্তির সাধক,
যিনি আমাদের জন্মদিন থেকেই আমাদের দিনগুলি উন্নীত করেছেন,
ও তাঁর দয়া অনুসারেই আমাদের প্রতি ব্যবহার করেছেন।

[২৩] তিনি হৃদয়ের আনন্দ আমাদের মঞ্জুর করুন,
আমাদের দিনগুলিতে শান্তি বিরাজ করুক,
—ইস্রায়েলের মধ্যে যুগ যুগ ধরে।
[২৪] তাঁর করুণা বিশ্বস্তভাবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকুক,
আমাদের এই দিনগুলিতে তিনি আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করুন।

নানা বচন ও উপসংহার

[২৫] দু'টো জাতির উপরে আমি ক্ষুব্ধ,
এমনকি, তৃতীয়টা একটা জাতিও নয় : তথা,
[২৬] সেইর পর্বতের সেই বাসিন্দারা ও সেই ফিলিস্তিনিরা,
এবং মূর্খ সেই জাতি, যা শিখেমে বাস করে।
[২৭] সুবুদ্ধি ও সদ্‌জ্ঞান-পূর্ণ শিক্ষাবাণী এই পুস্তকে গণ্ডিবদ্ধ করা হয়েছে
যেরুশালেম-নিবাসী এলেয়াজার সিরার ছেলে সেই যিশু দ্বারা,
যিনি আপন হৃদয় থেকে বর্ষার মত প্রজ্ঞা ঢেলে দিলেন।
[২৮] সুখী সেই জন, যে এই সমস্ত বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে ;
তা নিজের হৃদয়ে গেঁথে রাখুক, সে প্রজ্ঞাবান হবে ;
[২৯] তা অনুশীলন করলে সে সমস্ত কিছুর জন্য যথেষ্ট শক্তি পাবে,
যেহেতু প্রভুর স্বয়ং আলোই তার পথ।

পরিশিষ্ট

সিরার ছেলে যিশুর প্রার্থনা

৫১ [১] হে প্রভু, হে রাজন্‌, আমি তোমার স্তুতিবাদ করব,
হে ত্রাণেশ্বর আমার, আমি তোমার প্রশংসাবাদ করব,
তোমার নামের স্তুতিবাদ করব ;
[২] কারণ তুমিই হলে আমার রক্ষাকর্তা, আমার সহায়,
তুমিই বিনাশ থেকে, নিন্দাভরা জিহ্বার ফাঁদ থেকে,

মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ থেকে আমার দেহের মুক্তি সাধন করলে।
যারা চারদিকে আমাকে ঘিরে ফেলছিল,
তাদের সামনে তুমি আমার সহায় হলে, আমার মুক্তি সাধন করলে
[৩] —তোমার মহাদয়া ও তোমার মহানামের খাতিরে—
তাদের কবল থেকে, যারা আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত ছিল,
তাদের হাত থেকে, যারা আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল,
সেই বহু সঙ্কট থেকে, যাতে আমি ভুগছিলাম,
[৪] সেই শ্বাসরোধক অগ্নিশিখা থেকে,
যা চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলছিল,
সেই আগুনের মধ্য থেকে, যা আমি জ্বালাইনি,
[৫] গভীরতম পাতাল-গর্ভ থেকে,
অশুচি জিহ্বা ও মিথ্যা অভিযোগ থেকে তুমি আমার মুক্তি সাধন করলে—
[৬] হ্যাঁ, রাজার কানে অন্যায়কারী জিহ্বার একটা অভিযোগ এসেছিল ;
আমার প্রাণ তখন ছিল মৃত্যুর সন্নিকট,
আমার জীবন ছিল পাতালদ্বারে উপস্থিত।
[৭] আমি সবদিক দিয়ে আক্রান্ত ছিলাম,
আমার সহায়তা করতে কেউই ছিল না ;
সাহায্যের জন্য মানুষের দিকে তাকালাম—কেউই ছিল না !
[৮] প্রভু, আমি তখন তোমার বহুবিধ দয়ার কথা স্মরণ করলাম,
স্মরণ করলাম তোমার সেই সমস্ত কর্মকীর্তি, যা অনাদিকালীন,
কারণ যারা ধৈর্যশীল হয়ে তোমার উপর প্রত্যাশী,
তাদের তুমি উদ্ধার কর,
ও শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ কর।
[৯] তখন এই পৃথিবীর বুক থেকে আমার মিনতি ঊর্ধ্বে প্রেরণ করলাম ;
মৃত্যু থেকে নিস্তার যাচনা করলাম।
[১০] আমি প্রভুকে ডাকলাম, আমার প্রভুর পিতাকে ডাকলাম,

সঙ্কটকালে, গর্বিতদের সেই দিনগুলিতে যখন আমরা অসহায়,
তিনি যেন আমাকে ছেড়ে না যান।
আমি অবিরত তোমার নামের প্রশংসা করব,
কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমার বন্দনা করব।
[১১] আমার মিনতি পূর্ণ হল;
কেননা তুমি সর্বনাশ থেকে আমার পরিত্রাণ সাধন করলে,
সেই অশুভ কালের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করলে।
[১২] তাই আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাব, তোমার প্রশংসাগান করব,
এবং প্রভুর নাম ধন্য বলব।

প্রজ্ঞা লাভের জন্য গভীর অন্বেষা

[১৩] আমি তখনও যুবা ছিলাম, তখনও কোন যাত্রায় পা বাড়াইনি,
সেসময়েও প্রার্থনাকালে তৎপর হয়ে প্রজ্ঞার অন্বেষণ করতাম।
[১৪] পবিত্রধামের বাইরে দাঁড়িয়ে তা পাবার জন্য প্রার্থনা করতাম,
'শেষদিন পর্যন্তই তার অন্বেষণ করে চলব।'
[১৫] তার ফুল ফোটার কাল থেকে তার আঙুরগুচ্ছ পাকবার কাল পর্যন্ত
আমার হৃদয় প্রজ্ঞায় আনন্দিতই ছিল।
আমার চরণ ন্যায়পথ ধরে চলল;
তরুণ বয়স থেকে তার অনুগামী হলাম।
[১৬] কান একটু পাতলাম, আর তাকে গ্রহণ করলাম,
যে শিক্ষাবাণী পেয়েছি, আহা, তা কেমন গভীর!
[১৭] তার সহায়তায় আমার অগ্রগতি হল;
যিনি আমাকে প্রজ্ঞা আরোপ করলেন, তাঁকে আমি গৌরব আরোপ করব।
[১৮] বস্তুত আমি স্থির করেছি, প্রজ্ঞার সাধনা করে চলব;
ন্যায় সাধনে তৎপর হলাম, লজ্জিত হতে হবে না।
[১৯] তাকে জয় করার জন্য আমার প্রাণ সংগ্রাম করল;
বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করলাম।

ঊর্ধ্বে হাত বাড়ালাম,
তার বিষয়ে আমার যে অজ্ঞতা, তার জন্য বিলাপ করলাম।
[২০] তাকেই লক্ষ করে আমার প্রাণ চালিত করলাম,
তখন শুদ্ধতায়ই তার সন্ধান পেলাম।
প্রথম থেকে আমার হৃদয়কে তার প্রতি নিবদ্ধ রাখলাম,
তাই আমি কখনও পরিত্যক্ত হব না।
[২১] তার অন্বেষায় আমার অন্তর অস্থির ছিল,
এজন্য আমি এই শুভসম্পদের অধিকারী হলাম।
[২২] পুরস্কারস্বরূপ প্রভু আমাকে এমন জিহ্বা দিলেন,
যা দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসাবাদ করব।
[২৩] কাছে এসো তোমরা, শিক্ষাবাণীর অভাব যাদের,
আমার শিক্ষালয়ে স্থান নাও।
[২৪] এই সমস্ত কিছুর অভাবে কেন চিৎকার কর,
যখন তোমাদের প্রাণ সেগুলোর জন্য এত তৃষাতুর?
[২৫] আমি মুখ খুলে একথা বললাম:
'বিনা অর্থেই তাকে কিনে নাও;
[২৬] তার জোয়ালে ঘাড় পেতে দাও,
তোমাদের প্রাণ শিক্ষাবাণী গ্রহণ করুক:
তা তো কাছেই রয়েছে, তাকে পাওয়া যেতে পারে।'
[২৭] নিজেরাই দেখ, কেমন অল্পই শ্রম করেছি,
অথচ কেমন মহাস্বস্তি পেয়েছি।
[২৮] বহু রুপো লাগিয়ে শিক্ষাবাণী কিনে নাও,
তা দ্বারা বহু সোনা লাভ করবে।
[২৯] তোমাদের প্রাণ প্রভুর দয়ায় আনন্দিত হোক,
তাঁর প্রশংসা করায় তোমরা যেন কখনও লজ্জাবোধ না কর।
[৩০] নির্ধারিত সময়ের আগেই তোমাদের কাজ সম্পন্ন কর,

আর নিরূপিত সময়ে তিনি তোমাদের উপযুক্ত পুরস্কার দান করবেন।

ইতি: সিরার ছেলে যিশুর প্রজ্ঞা।

---

[১] হিব্রু বাইবেল তিন ভাগে বিভক্ত: বিধান (যা পঞ্চপুস্তক বলেও পরিচিত), নবী-পুস্তকাবলি (যোশুয়া থেকে মালাখি পর্যন্ত), এবং অন্যান্য পুস্তক (সামসঙ্গীত-মালা, যোব, প্রবচনমালা, ইত্যাদি)। লুক-রচিত সুসমাচারও পুরাতন নিয়মের পবিত্র পুস্তকগুলো ঠিক এইভাবে তিন ভাগে বিভক্ত বলে উপস্থাপন করে (লুক ২৪:৪৪)। বর্তমানকালে পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলি নানা ভাবে বিভক্ত।

[৫] 'বাইরের লোকেরা': সম্ভবত তারা যারা শাস্ত্রীদের কাছে শিক্ষা পায়নি (যোহন ৭:১৫); আবার, তারা সেই ইহুদীরাই হতে পারে যারা ইস্রায়েলের বাইরে জীবনযাপন করত; অবশেষে, তারা সেই সকল বিধর্মী হতে পারে যারা ইস্রায়েলের জনমণ্ডলীর সভ্য নয় (মার্ক ৪:১১; ১ করি ৫:১২)।

১ [১১] প্রভুভয়ই ঈশ্বরের সামনে ভক্তজনের প্রকৃত মনোভাব; তা আতঙ্কের মত কিছুই নয়, বরং গভীর ভক্তি-সম্ভ্রম ও বাধ্যতার শামিল। এই মনোভাব বেন-সিরা পুস্তকে যথেষ্ট প্রাধান্যের অধিকারী, ও প্রজ্ঞার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত (সিরা ১:১৪)।

[২৬] প্রজ্ঞা বিধান-পরায়ণতার ফল ও তার পুরস্কার (উপ ১২:১৩)।

২ [১২] 'দুই পথে চলা': ঈশ্বরের সেবায় দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের অভাব।

[১৪] 'প্রভু দেখতে আসবেন': বাইবেলের এই বিশিষ্ট বাক্য মুক্তি বা শাস্তি দানের জন্য ঈশ্বরের আগমন বোঝায় (যাত্রা ৪:৩১; ২০:৫; ইশা ১৩:১১; জেফা ২:৭; লুক ১:৬৮)।

[১৫] ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ঈশ্বরভীতি ও বাধ্যতায় প্রকাশ পায়; তেমন ভালবাসা ভাবী কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা বা দাবি করে না; খ্রিষ্টীয় ধর্মনীতিও এধরনের ভালবাসা সমর্থন করে।

৩ [২৮] গর্বই মূল-অনিষ্ট যা জেদি হৃদয়ে প্রকাশ পায় (যাত্রা ৭:১৪; ৮:২৮); তা হৃদয়ে একবার শিকড় গাড়লে হৃদয়টা নিরাময়ের অতীত হয়।

৫ [১] গর্বের মূল হিসাবে ধনসম্পদই বিশেষভাবে উল্লিখিত; 'স্বনির্ভরশীল …': এর অর্থ এই নয় যে, আমার যা আছে তাতে আমি খুশি, বরং ধনসম্পদই আমার একমাত্র অন্বেষা (লুক ১২:১৮-১৯)।

[৪] ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি না দিলেও তার ক্রোধ যথাসময়ই পাপীকে ধরবে (উপ ৮:১১-১৪)।

[৬] ঈশ্বর মঙ্গলময় তাই আমি পাপ করে চলব, তেমন ভাব ভুল, কেননা ঈশ্বর ন্যায়বান, আর পাপী দণ্ডিত হবেই।

৭ [৯] আগেকার নবীরাও এধারণার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন (ইশা ১:১১-১৫; যেরে ৭:২১-২৪; আমোস ৫:২১-২৫); পরিত্রাণ পেতে হলে মানুষের অনুতাপ ও ঈশ্বরের দয়া দু'টোই প্রয়োজন (ইশা ১:১৬-২০; যেরে ৭:১-১৫)।

[৩২-৩৬] গরিব, মৃত ব্যক্তি ও শোকার্তদের প্রতি দয়া-মমতা দেখানোই ইহুদী ও খ্রিষ্টীয় আধ্যাত্মিকতার বিশেষ চিহ্ন; ধারণাটা নবীদের ও দ্বিতীয় বিবরণের দেওয়া চেতনা থেকে আগত।

৮ [৫ক] 'আমরা সকলে দণ্ডের যোগ্য!': প্রাক্তন সন্ধিতে ঘোষিত পাপের সার্বজনীনতা (অর্থাৎ সকল মানুষই পাপী) নবসন্ধিতে আরও স্পষ্টভাবেই ঘোষিত (১ রাজা ৮:৪৬; উপ ৭:২০; রো ৩:৯-২০)।

১০ [১৯] মানুষ বলেই যে মানুষ সম্মানের পাত্র তা নয়; ঈশ্বরের প্রতি তার মনোভাবই তাকে সম্মানের পাত্র করে।

১২ [১] সেকালের ইহুদীরা নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য গ্রীক সভ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বাধ্য ছিল; এজন্যই সকলের প্রতি উপকার করার বিষয়ে এই সাবধান-বাণী।

১৪ [২৭] এই 'গৌরব' হয় তো সেই মেঘ লক্ষ করে যা প্রভুর উপস্থিতির চিহ্ন (যাত্রা ১৬:১০; এজে ১:২৮); তা হল সেই 'শেখিনা' (অর্থাৎ ঈশ্বরের উপস্থিতি) যা বিষয়ে রাব্বিরা কথা বলতেন।

১৬ [১৮] কেউই ঈশ্বরের আগমন এড়াতে পারে না; তার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা দরকার।

১৮ [৭] যদিও মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারে (রো ১:১৯ ···), তবু তাঁর মহত্ত্ব এমন যা তার বুদ্ধির অতীত; তাঁর সম্বন্ধে মানুষ যা কিছু জানে না কেন, সেই সমস্ত ধারণা তাঁর জানবার সূচনামাত্র (সিরা ৪৩:২৭-৩২)।

[৩০] 'আত্মসংযম' শিরনামটা মূলপাঠ্যেরই অংশ।

২৩ [১] যখন এই বেন-সিরা পুস্তক লেখা হয়, তখনই মাত্র ইহুদী ভক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে পিতা বলে ডাকতে শুরু করে।

২৪ [১ ···] 'প্রজ্ঞার প্রশংসাবাদ' শিরনামটা মূলপাঠ্যেরই অংশ। এই অধ্যায়ই সমস্ত পুস্তকের সর্বোচ্চ চূড়া: এখানে প্রজ্ঞা সংক্রান্ত তত্ত্ব এবং সৃষ্টিকর্মে ও পরিত্রাণের ইতিহাসে তার ভূমিকা উপস্থাপিত। বিখ্যাত এই অধ্যায়ই সম্ভবত পরমত্রিত্ব বিষয়ক খ্রিষ্টীয় ঐশতত্ত্ব-প্রকাশ

প্রভাবান্বিত করেছে, এবং ঐশবাণীর ভূমিকাও বর্ণনা করার নেপথ্যে রয়েছে যা সাধু যোহন-রচিত সুসমাচারের বৈশিষ্ট্য।

[৩] 'আমি পরাৎপরের মুখনিঃসৃত' : এখানে প্রজ্ঞা সৃষ্টিকর্তা সেই ঐশবাণীরই ভূমিকা অর্জন করে।

[৭] প্রজ্ঞা পৃথিবীতে থাকবার জন্য একটা স্থান খোঁজ করে : ঈশ্বর তার জন্য ইস্রায়েলকেই আবাস রূপে বণ্টন করেন। ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে, প্রজ্ঞার আবাস হবার জন্য সকল জাতিই আমন্ত্রিত হয়েছিল, কিন্তু কেবল ইস্রায়েল তাকে সাদরে গ্রহণ করল।

[২১] যারা প্রজ্ঞাকে খাদ্য ও পানীয় রূপে গ্রহণ করে, তারা তাকে পাবার বাসনা করে ও প্রজ্ঞা তাদের এই বাসনা বৃদ্ধি করে, কেননা এজগতে প্রজ্ঞার চেয়ে আকাঙ্ক্ষণীয় ও উৎকৃষ্ট আর কিছুই নেই। অন্য কথা ব্যবহার করে যিশুও এমন জল ও রুটির কথা বলেছিলেন যা পিপাসিতের পিপাসা মেটায় ও ক্ষুধার্তকে পরিতৃপ্ত করে (যোহন ৪:১৩-১৪; ৬:৩৫)।

২৮ [৩] এখানে আধ্যাত্মিক সুস্থতার কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা পাপমুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্য।

[১৩] 'ত্রি-জিহ্বা', অর্থাৎ সেই তৃতীয় ব্যক্তি যে দু' বন্ধুর মধ্যে শত্রুতা জন্মায়। ইহুদী ব্যাখ্যা অনুসারে, তেমন ত্রি-জিহ্বা মানুষের অপকর্মের কারণে তিন ব্যক্তির সর্বনাশ ঘটে তথা, নিন্দুক, নিন্দার পাত্র ও সেই ব্যক্তি যে নিন্দার কথা শোনে।

৩০ [১] 'সন্তানপালন' শিরনামটা মূলপাঠ্যেরই অংশ।

৩১ [১২)]'খাওয়া-দাওয়া' শিরনামটা মূলপাঠ্যেরই অংশ।

৩৩ [২৫] 'ক্রীতদাসদের সম্বন্ধে বাণী' শিরনামটা মূলপাঠ্যেরই অংশ।

৩৬ [১৪] রাব্বিদের ব্যাখ্যা অনুসারে, বিশ্বসৃষ্টির আগে যে ছ'টা বস্তুর পূর্বাস্তিত্ব ছিল, তাদের মধ্যে ইস্রায়েলই একটা (আদি ১:১ এর ব্যাখ্যা, মিদ্রাশ রাব্বা ১:৪)।

৪২ [১৫] ইস্রায়েলীয়েরা সৃষ্টিকর্মের ভূমিকা ঐশবাণীরই বিশিষ্ট ভূমিকা বলে গণ্য করে (সাম ৩৩:৬); সাধু যোহন-রচিত সুসমাচার এই প্রাচীন ধারণা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে (যোহন ১)।

[১৭] 'পবিত্রজন' : অর্থাৎ সেই স্বর্গদূতবৃন্দ যাঁরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে থাকেন।

[১৮] কাল নির্ধারণের জন্যই জ্যোতিষ্করাজি সৃষ্ট হয়েছিল (আদি ১:১৪); যে ধারণা অনুসারে জ্যোতিষ্করাজি মানুষের দৈব নিয়ন্ত্রণ করে, এই পুস্তক সেই ধারণার বিরোধী : মানুষ ও বিশ্বের নিয়তি ও ভবিষ্যৎ কারও হাতে নয়, কেবল ঈশ্বরেরই হাতে।

৪৪ [১] 'পিতৃপুরুষদের প্রশংসাবাদ' শিরনামটা মূলপাঠ্যেরই অংশ।

[২১] ‘এক সাগর থেকে অন্য সাগরে’: অর্থাৎ, মরু-সাগর থেকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত। • ‘মহানদী’ হল ফোরাত নদী। • ‘পৃথিবীর প্রান্তসীমা’ (সাম ৭২:৮; জাখা ৯:১০)।

৪৬ [৫] ‘পরাৎপর’: ইহুদীরা এই নাম দ্বারা ঈশ্বরকে স্বর্গমর্তের স্রষ্টা ও দেশের প্রভু বলে স্বীকার করত; বিপদের সময়েও তারা এনাম দ্বারাই ঈশ্বরকে ডাকত।

[১৩] ‘সেই নায়কদের তৈলাভিষিক্ত করলেন’: তিনি শৌল ও দাউদকে রাজা পদে তৈলাভিষিক্ত করলেন।

৪৮ [১০ক] মালা ৩:২৪।

৪৯ [৭ক] যেরে ১:১০।

৫১ [১২ক] হিব্রু মূলপাঠ্যে ৫১:১২ এর পরে নিম্নলিখিত সামসঙ্গীত রয়েছে: প্রতিটি পদে ঈশ্বরকে এমন নাম আরোপ করা হয় যা তাঁর শক্তি ও পরাক্রম ঘোষণা করে; তিনি তাঁর আপন জনগণের ত্রাণকর্তা রূপেও কীর্তিত।

সামসঙ্গীত (৫১:১২ক)

প্রভুর প্রশংসা কর, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
প্রশংসাবাদের প্রভু যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
ইস্রায়েলের রক্ষক যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
বিশ্বস্রষ্টা যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
ইস্রায়েলের বিক্ষিপ্তদের একত্রে সংগ্রহ করেন যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
তাঁর আপন নগরী ও পবিত্রধাম নির্মাণ করেন যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
দাউদকুলের প্রতাপ উন্নীত করেন যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
সাদোক-সন্তানদের আপন যাজক রূপে বেছে নিয়েছেন যিনি,

তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
আব্রাহামের ঢাল যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
ইস্রায়েলের শৈল যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
যাকোবের সেই শক্তিমান যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
সিয়োনকে বেছে নিয়েছেন যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
রাজাধিরাজদের রাজা যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
তিনি বৃদ্ধি করেন তাঁর আপন জাতির শক্তি,
ও তাঁর সকল ভক্তের,
তাঁর কাছের জনগণ সেই ইস্রায়েল সন্তানদের প্রশংসাগান।
আল্লেলুইয়া।

ইশাইয়া

ইশাইয়া পুস্তক বাইবেলের ‘নবীগণ’ বিভাগের দ্বিতীয় অংশের প্রথম পুস্তক। পুস্তকটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: (ক) নবীদের দ্বারা ঘোষিত ঐশবাণীর প্রতি বাধ্যতা দেখানোর ব্যাপারে ইস্রায়েল জনগণ যথেষ্ট অবহেলা করেছে; মন ফেরাতে অনিচ্ছুক বলে তারা কঠোর বিচারে বিচারিত হয়ে নির্বাসিত হবে; মন ফেরালে মুক্তিদান নিশ্চিত বলে প্রতিশ্রুত (১–৩৯ অধ্যায়)। (খ) ইস্রায়েল এই সান্ত্বনা বাণী শোনে যে, তারা প্রভুর ক্ষমালাভের যোগ্য হবে: প্রভু নিজেই হবেন তাদের মুক্তিসাধক, এবং ইস্রায়েলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে তাদের নিজের গৌরবের অংশী করবেন; কিন্তু মন না ফেরালে ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত বলে ঘোষিত (৪০–৫৫ অধ্যায়)। (গ) ইস্রায়েল শুধু নয়, সকল দেশ ও জাতিই হবে প্রভুর সাধিত নবসৃষ্টির পাত্র; এমনকি আকাশ ও পৃথিবীও পুনঃসৃষ্ট হবে। ঈশ্বরের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইস্রায়েলের বিশেষ ভূমিকা পরিলক্ষিত। সকলেই পরিত্রাণ পেতে আহূত, কিন্তু সদাচরণ না করলে মানুষ সার্বজনীন পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত হবে (৫৬–৬৬ অধ্যায়)। এক কথায়, দ্বিতীয় বিবরণের আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ইশাইয়া পুস্তক প্রভুর পরাক্রান্ত বাণীর গুণকীর্তন করে: সেই বাণী ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যক্ত করে, ঐশইচ্ছা অনুসারে মানবেতিহাসকে বিচার করে, এবং নবী দ্বারা যে রায় ঘোষণা করে তার সিদ্ধিও ঘটায়। এই বাণীর প্রতি বাধ্যতাই পরিত্রাণ লাভের চাবিকাঠি। ইশাইয়া খ্রিষ্টপূর্ব ৭৪০ সালে নবী বলে আহূত হন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬

১ [১] আমোজের সন্তান ইশাইয়ার দর্শন; তিনি যুদা-রাজ উজ্জিয়া, যোথাম,
আহাজ ও হেজেকিয়ার সময়ে যুদা ও যেরুশালেম সম্বন্ধেই এই দর্শন পান।

অকৃতজ্ঞ এক জাতির বিরুদ্ধে বাণী

[২] শোন, আকাশমণ্ডল; কান দাও, পৃথিবী; কারণ প্রভু কথা বলছেন:
'আমি সন্তানদের লালন-পালন করেছি, তাদের পোষণ করেছি,
কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।
[৩] বলদ তার মনিবকে জানে, গাধাও তার প্রভুর জাবপাত্র জানে,
কিন্তু ইস্রায়েল জানে না; না, আমার জনগণ বোঝে না।'
[৪] ধিক্ সেই পাপিষ্ঠ জাতিকে, শঠতায় ভারগ্রস্ত সেই জনগণকে!
আহা, অপকর্মার বংশ, বিকৃত-মনা সন্তানেরা!
তারা প্রভুকে ত্যাগ করেছে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনকে অবজ্ঞা করেছে,
তাঁর প্রতি পিঠ ফিরিয়েছে!
[৫] তোমাদের আর কেন প্রহারিত হতে হবে?
তোমরা তো বিদ্রোহ করে চল!
গোটা মাথাই ব্যথিত, গোটা হৃদয়ই পীড়িত।
[৬] পায়ের তালু থেকে মাথা পর্যন্ত সুস্থ কোন স্থান নেই;
শুধু ক্ষত, প্রহারচিহ্ন, খোলা ঘা,
যা পরিষ্কার করা হয়নি, বাঁধা হয়নি, তেল দিয়ে নরমও করা হয়নি।

[৭] তোমাদের দেশ একটা ধ্বংসস্থান,
তোমাদের শহরগুলো আগুনে পোড়া,
তোমাদের ভূমি—তা তো বিদেশীরা তোমাদের চোখের সামনেই গ্রাস করছে,
তা এমন ধ্বংসস্থানের মত, যা বিদেশীদের হাতে বিনষ্ট।
[৮] সিয়োন কন্যা একা হয়ে পড়েছে, তা যেন আঙুরখেতে কুটিরের মত,
শসাখেতে কুড়েঘরের মত, অবরুদ্ধ এক নগরীর মত!
[৯] সেনাবাহিনীর প্রভু যদি আমাদের জন্য কিছুটা লোককে অবশিষ্ট না রাখতেন,
তবে আমরা সদোমের মত হতাম, গমোরার সদৃশ।

কপটতার বিরুদ্ধে বাণী

[১০] সদোমের শাসনকর্তারা, প্রভুর বাণী শোন;
গমোরার লোকেরা, আমাদের পরমেশ্বরের নির্দেশবাণীতে কান দাও।
[১১] প্রভু একথা বলছেন, 'তোমাদের এই অসংখ্য যজ্ঞবলিতে আমার কী?
ভেড়ার আহুতির প্রতি ও বাছুরের চর্বির প্রতি আমার আর রুচি নেই;
বৃষ বা মেষশাবক বা ছাগ—এই সমস্তের রক্তে আমি তো প্রীত নই!
[১২] আমার সম্মুখে হাজির হবার জন্য যখন তোমরা আস,
তখন তোমাদের কাছে কেইবা এমন দাবি রেখেছে যে,
এতগুলো পা আমার সমস্ত প্রাঙ্গণ মাড়াবে?
[১৩] এই সমস্ত শস্য-নৈবেদ্য আমার কাছে আর নিয়ে এসো না;
সেগুলির ধূম আমার কাছে জঘন্যই লাগে; অমাবস্যা, শাব্বাৎ, ধর্মসভা
—অধর্ম ও সেইসঙ্গে পর্বোৎসব, আমি তা সহ্য করি না;
[১৪] তোমাদের অমাবস্যা ও যত সম্মেলন আমি ঘৃণা করি;
তা আমার পক্ষে এমন বোঝা যা আমি বইতে ক্লান্ত হয়েছি।
[১৫] তোমরা হাত বাড়ালে আমি তোমাদের কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিই;
যদিও তোমরা তোমাদের প্রার্থনা শতগুণে বাড়াও, তবু আমি কান দেব না।
তোমাদের হাত বেয়ে রক্তই ঝরে!
[১৬] তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর,

আমার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও;
অনাচার ত্যাগ কর;
[১৭] সদাচরণ করতে শেখ:
ন্যায়ের সন্ধান কর, অত্যাচারীকে শাসন কর;
এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর।
[১৮] এসো, একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি—একথা বলছেন প্রভু,—
সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে;
টকটকে লাল হলেও হয়ে উঠবে পশমের মত।
[১৯] তোমরা অনুগত ও বাধ্য হলে ভূমির উত্তম ফল খাবে;
[২০] কিন্তু জেদি ও অবাধ্য হলে খড়্গই তোমাদের খেয়ে ফেলবে;
কারণ প্রভুর আপন মুখ একথা উচ্চারণ করেছে।'

যেরুশালেমের উপরে বিলাপ

[২১] দেখ, বিশ্বস্ত নগরী কেমন বেশ্যা হয়েছে!
সে তো ন্যায়নীতিতে পূর্ণ ছিল,
ধর্মময়তা তার মধ্যে বসবাস করত,
কিন্তু এখন—সে খুনী!

[২২] তোমার রুপো খাদে পরিণত হয়েছে,
তোমার আঙুররসে এখন জল মেশানো।
[২৩] তোমার জননায়কেরা বিদ্রোহী;
তারা চোরদের সঙ্গী;
প্রত্যেকেই উপহার ভালবাসে,
উৎকোচের অন্বেষী;
তারা এতিমের সুবিচার আর করে না,
বিধবার বিবাদও তাদের কাছে আর কখনও এসে পৌঁছে না।

[২৪] সেজন্য—সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের সেই শক্তিশালী প্রভুর উক্তি :
'আহা, আমি আমার বিরোধীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করব,
আমার শত্রুদের প্রতিফল দেব।

[২৫] তোমার উপরে আমার হাত বাড়াব,
তোমার যত খাদ পটাশ দিয়ে শোধন করব,
তোমার সমস্ত গাদ একেবারে সরিয়ে দেব।

[২৬] আমি তোমার বিচারকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব—ঠিক যেমনটি আগে ছিল,
তোমার মন্ত্রীদেরও—ঠিক যেমনটি আদিতে ছিল।
তারপরে তোমাকে ধর্মময়তার নগরী ও বিশ্বস্ত নগরী বলে ডাকা হবে।'

[২৭] সিয়োন ন্যায্যতা দ্বারা মুক্ত করা হবে,
ও তার যে লোকেরা ফিরবে, তারা ধর্মময়তা দ্বারা মুক্তি পাবে।
[২৮] কিন্তু বিদ্রোহী ও পাপী সবাই মিলে বিধ্বস্ত হবে,
প্রভুকে যারা ত্যাগ করেছে, তাদেরও বিনাশ হবে।

পবিত্র গাছের বিরুদ্ধে বাণী

[২৯] সেই যে সমস্ত ওক্ গাছে তোমরা প্রীত ছিলে,
সেগুলোর বিষয়ে তোমাদের লজ্জা লাগবে;
সেই যে সমস্ত উদ্যান তোমরা বেছে নিয়েছিলে,
সেগুলোর বিষয়ে লজ্জায় লাল হয়ে যাবে।
[৩০] কারণ তোমরা হয়ে উঠবে যেন শুষ্ক পল্লব-ওক্ গাছের মত,
যেন জলহীন উদ্যানের মত।
[৩১] শক্তিশালী মানুষ হয়ে উঠবে যেন খড়কুটোর মত,
তার কর্মকাণ্ড যেন স্ফুলিঙ্গের মত :
দু'টোই মিলে জ্বলে উঠবে,
কেউই তা নিভিয়ে দেবে না।

চিরন্তন শান্তি

২ [১] আমোজের সন্তান ইশাইয়া যুদা ও যেরুশালেম সম্বন্ধে এ দর্শন পান :

[২] সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে,
প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণির চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে,
উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে,
তখন সকল দেশ তার কাছে ভেসে আসবে।
[৩] বহু জাতি এসে বলবে,
'চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে,
যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে,
তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,
আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।'
কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী,
যেরুশালেম থেকেই প্রভুর বাণী।
[৪] তিনি দেশে দেশে বিচার সম্পাদন করবেন,
বহু জাতির বিবাদ মিটিয়ে দেবেন।
তারা নিজেদের খড়্গা পিটিয়ে পিটিয়ে করবে লাঙলের ফলা,
নিজেদের বর্শাকে করবে কাস্তে।
এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে খড়্গা উঁচু করবে না,
তারা রণশিক্ষাও আর করবে না।
[৫] যাকোবকুল, চল,
প্রভুর আলোতে চলি।

প্রভুর দিন

[৬] তুমি তো তোমার আপন জনগণকে,
সেই যাকোবকুলকে পরিত্যাগ করেছ,

কারণ তারা পুবদেশের মন্ত্রজালিকে ভরা,
ফিলিস্তিনিদের মত দৈবগণনা চর্চা করে,
বিজাতীয়দের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলে।
[৭] দেশ রুপো ও সোনায় ভরা, তার ধনরাশির সীমা নেই ;
দেশ ঘোড়ায় ভরা, তার রথের সংখ্যা নেই।
[৮] দেশ দেবমূর্তিতে ভরা :
তারা তাদের নিজেদের হাতের কাজের সামনে প্রণত হয়,
তাদের আঙুল যা গড়েছে, তারই সামনে !
[৯] এজন্য আদমকে অবনমিত করা হবে,
মানুষকে নমিত করা হবে ;
তুমি তাদের আবার উচ্চ করো না।

[১০] শৈলের মধ্যে যাও, ধুলায় লুকাও,
ভয়ঙ্কর প্রভুর দর্শনে অভিভূত হয়ে,
তাঁর জ্যোতির্ময় মহিমায় সন্ত্রাসিত হয়ে।
[১১] আদম নিজের উদ্ধত চোখ নত করবে,
অবনমিত হবে মানুষের গর্ব ;
সেদিন কেবল প্রভুই উন্নীত হবেন।

[১২] কেননা যা কিছু গর্বিত ও উদ্ধত,
যা কিছু উচ্চ করা হয়, সেই সমস্ত কিছুরই বিরুদ্ধে
সেনাবাহিনীর প্রভুর এমন দিন আসছে,
যেন তাদের সকলকে নত করা হয়—
[১৩] লেবাননের উচ্চ ও সমুন্নত সমস্ত এরসগাছের বিরুদ্ধে,
বাশানের সমস্ত ওক্ গাছের বিরুদ্ধে,
[১৪] উচ্চ যত পর্বতের বিরুদ্ধে,
গর্বোদ্ধত সমস্ত উপপর্বতের বিরুদ্ধে,
[১৫] অতি উচ্চ যত দুর্গের বিরুদ্ধে,

অগম্য সমস্ত নগরপ্রাচীরের বিরুদ্ধে,
[১৬] তার্শিশের সমস্ত জাহাজের বিরুদ্ধে,
বহুমূল্য বলে যা গণ্য, সেই সবকিছুর বিরুদ্ধে!
[১৭] আদমের দর্প নত করা হবে,
মানুষের গর্ব অবনমিত করা হবে;
সেদিন কেবল প্রভুই উন্নীত হবেন,
[১৮] আর যত দেবমূর্তি নিঃশেষে বিলুপ্ত হবে।

[১৯] লোকেরা শৈলের গুহাতে ও পৃথিবীর ফাটলের মধ্যে যাবে,
ভয়ঙ্কর প্রভুর দর্শনে অভিভূত হয়ে,
তাঁর জ্যোতির্ময় মহিমায় সন্ত্রাসিত হয়ে,
যখন তিনি পৃথিবীকে কম্পান্বিত করতে উত্থিত হবেন।

[২০] সেদিন প্রত্যেকেই পূজার জন্য তৈরি করা যত রুপোর মূর্তি ও সোনার মূর্তি ইঁদুরের ও বাদুড়ের কাছে ফেলে দেবে,

[২১] এবং শৈলের ফাটলে ও খাড়া পাহাড়ের ফাঁকের মধ্যে যাবে,
ভয়ঙ্কর প্রভুর দর্শনে অভিভূত হয়ে,
তাঁর জ্যোতির্ময় মহিমায় সন্ত্রাসিত হয়ে,
যখন তিনি পৃথিবীকে কম্পান্বিত করতে উত্থিত হবেন।
[২২] তাই তোমরা আদম-সঙ্গ ত্যাগ কর,
যার নাকে রয়েছে শ্বাসমাত্র!
তাকে কী মূল্য দেওয়া যায়?

যেরুশালেমে নৈরাজ্য

৩ [১] দেখ, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু যেরুশালেম ও যুদা থেকে
যত রকম সম্বল হরণ করতে যাচ্ছেন;
হরণ করতে যাচ্ছেন সমস্ত অন্নভাণ্ডার, সমস্ত জলভাণ্ডার,

[২] বীর ও যোদ্ধা,
বিচারকর্তা ও নবী,
গণক ও প্রবীণ,
[৩] পঞ্চাশপতি ও সম্ভ্রান্ত মানুষ,
মন্ত্রী, বিজ্ঞ জাদুকর, নিপুণ মন্ত্রজালিক
—সকলকেই হরণ করতে যাচ্ছেন তিনি।
[৪] আমি তাদের নেতারূপে বালকদের নিযুক্ত করব,
রাস্তার ছেলেরাই তাদের উপর কর্তৃত্ব চালাবে।
[৫] লোকে একে অন্যের হাতে,
প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর হাতে হবে দুর্ব্যবহারের বস্তু:
তরুণ প্রবীণের প্রতি ঔদ্ধত্য দেখাবে,
নিচু শ্রেণির মানুষ উচ্চ বংশের মানুষকে অসম্মান করবে।
[৬] হ্যাঁ, পিতৃগৃহে মানুষ এই বলে তার আপন ভাইকে ধরবে,
'তোমার আলোয়ান আছে, আমাদের নেতা হও,
এই ধ্বংসস্তূপের ভার তুমিই হাতে নাও।'
[৭] কিন্তু সেদিন সেই লোক প্রত্যুত্তরে বলে উঠবে,
'আমি তো চিকিৎসক নই;
আমার ঘরে নেই রুটি, নেই বস্ত্র;
আমাকে জননেতা করো না।'
[৮] বস্তুত যেরুশালেম এবার বিধ্বস্ত, যুদা পতিত,
কারণ তাদের জিহ্বা ও কর্ম, সবই প্রভুর প্রতিকূল,
তাঁর গৌরবময় দৃষ্টির প্রতি অপমান!
[৯] তাদের ব্যক্তি-পক্ষপাত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে,
সদোমের মত তারা নিজেদের পাপ প্রচার করে বেড়াচ্ছে,
তা গোপন রাখে না। ধিক্ তাদের!
নিজেরাই নিজেদের অমঙ্গল ঘটাতে যাচ্ছে।

[১০] বল: ধার্মিক মানুষ সুখী! তার মঙ্গল হবে,
সে তার নিজের কর্মফল ভোগ করবে।
[১১] ধিক্ দুর্জনকে! তার অমঙ্গল ঘটবে,
সে নিজের হাতের অপকর্ম অনুযায়ী মজুরি পাবে।
[১২] আমার জনগণ! একটি বালকই তাদের পীড়ন করছে,
মেয়েছেলেই তাদের উপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে!
হে আমার আপন জাতি, তোমার পথদিশারী যারা,
তারাই তোমাকে পথভ্রষ্ট করছে, তোমার চলার পথ তারাই নষ্ট করছে।
[১৩] প্রভু অভিযোগ তোলার জন্য উঠেছেন,
জনগণের বিচার করতে দাঁড়িয়েছেন।
[১৪] প্রভু আপন জনগণের প্রবীণদের ও নেতাদের বিচার করতে যাচ্ছেন:
'তোমরাই আঙুরখেত গ্রাস করে ফেলেছ,
দীনহীনের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জিনিস তোমাদেরই ঘরে রয়েছে।
[১৫] কোন্ অধিকারেই বা তোমরা আমার জনগণকে চূর্ণবিচূর্ণ করছ?
কোন্ অধিকারেই বা দীনহীনের মুখ গুঁড়ো করে দিচ্ছ?'
সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি!

যেরুশালেমের স্ত্রীলোকেরা

[১৬] প্রভু আরও বলছেন:
'সিয়োনের কন্যারা গর্বিতা,
তারা ঘাড় উচ্চ করে কটাক্ষপাত করে বেড়ায়,
ছোট ছোট পদক্ষেপ ফেলে,
ও পায়ে রণরণি শব্দ করে,
[১৭] এজন্য প্রভু সিয়োনের কন্যাদের মাথা টাকপড়া করবেন,
প্রভু তাদের খুলি চুলছাড়া করবেন।'

[১৮] সেদিন প্রভু তাদের পায়ের নূপুর, জালিবস্ত্র ও চন্দ্রহার, [১৯] ঝুমকো, চুড়ি, ঘোমটা, [২০] ললাটভূষণ, পায়ের মল, গলার হার, আতরের কৌটা, বাজু, [২১] আঙটি, নথ, [২২] পর্বীয় পোশাক, চাদর, শাল, ঝালী, [২৩] আয়না, ক্ষোমের কাপড়, শিরোভূষণ ও আলোয়ান—এই সমস্ত বেশভূষা খুলে নেবেন।

[২৪] আর তখন সুগন্ধির বদলে থাকবে পচন,
গলার হারের বদলে দড়ি,
কায়দা করে চুলবিন্যাসের বদলে টাক,
দামী পোশাকের বদলে চটের পটি,
সৌন্দর্যের বদলে লজ্জাকর দাগ।

যেরুশালেমের দুরবস্থা

[২৫] 'তোমার বীরপুরুষেরা খড়্গের আঘাতে,
তোমার যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়বে।'
[২৬] তার যত নগরদ্বার হাহাকার ও বিলাপ করবে,
আর সে মাটিতে শুয়ে থাকবে—উৎসন্না হয়ে!

৪ [১] সেদিন সাতজন স্ত্রীলোক একজন পুরুষকে ধরে বলবে: 'আমরা আমাদের নিজেদের রুটি খাব, আমাদের নিজেদের পোশাক পরব; শুধু আমাদের তোমার নাম বহন করতে দাও। আমাদের অপমান দূর কর।'

প্রভুর বীজাঙ্কুর

[২] সেদিন প্রভুর সেই বীজাঙ্কুর কান্তিতে ও গৌরবে বেড়ে উঠবে;
ইস্রায়েলের যারা রেহাই পাবে,
তখন দেশভূমির ফল হবে তাদের গর্ব, তাদের ভূষণ।
[৩] সিয়োনে যাদের অবশিষ্ট রাখা হবে,
যেরুশালেমে যে কেউ বাকি থাকবে,
তারা পবিত্র বলে অভিহিত হবে,

—অর্থাৎ তারা, যেরুশালেমে জীবিত থাকবে বলে যাদের নাম লেখা আছে।
[৪] প্রভু বিচারের আত্মা ও দহনের আত্মা দ্বারা
সিয়োন কন্যাদের মলিনতা ধৌত করার পর,
যেরুশালেমের মধ্য থেকে যত রক্তচিহ্ন মুছে দেবার পর
[৫] প্রভু সিয়োন পর্বতের সমস্ত আবাসের উপরে
ও সেখানে সমবেত সকলের উপরে সৃষ্টি করবেন
দিনের বেলায় একটি মেঘ,
ও রাতের বেলায় উজ্জ্বল অগ্নিশিখাময় ধূম;
হ্যাঁ, সমস্ত কিছুর উপরে
ঐশগৌরব যেন চাঁদোয়ার মত বিরাজ করবে,
[৬] পর্ণকুটিরের মত দিনমানের গরমে দেবে ছায়া,
ঝড় ও বর্ষার দিনে দেবে আশ্রয় ও ছাউনি।

আঙুরলতা বিষয়ক গান

৫ [১] আমার সখার উদ্দেশে আমি একটা গান গাইব,
তার আঙুরখেতের প্রেমগান।
আমার সখার ছিল একটা আঙুরখেত,
উর্বরতম এক উপপর্বতের উপর।
[২] সে তার চারপাশ কোদাল দিয়ে কোপাল, তার যত পাথর তুলে ফেলল,
সেখানে পুঁতল সেরা আঙুরগাছ;
তার মাঝখানে একটা উচ্চ ঘর গেঁথে তুলল,
মাড়াইকুন্ডও খুঁড়ে নিল।
সে প্রত্যাশা করছিল, লতায় ফল ধরবে,
কিন্তু ধরল বুনো আঙুর।
[৩] তাই এখন, যেরুশালেম-অধিবাসীরা ও যুদার মানুষ, বিনয় করি,
আমার ও আমার আঙুরখেতের মধ্যে তোমরাই বিচার কর।

[৪] আমার আঙুরখেতে আমার পক্ষে আর এমন কী করার ছিল,
যা আমি করিনি?
আমি যখন প্রত্যাশা করছিলাম, আঙুরফল ধরবে,
তখন কেন তাতে ধরল বুনো আঙুর?

[৫] এখন শোন, আমার আঙুরখেতের প্রতি যা করতে যাচ্ছি,
তা তোমাদের জানিয়ে দেব:
আমি তার বেড়া উঠিয়ে দেব যাতে খেতটা চারণমাঠ হয়ে যায়;
তার প্রাচীর ভেঙে ফেলব যাতে খেতটা পদদলিত হয়।
[৬] আমি তা মরুভূমি করব,
তার লতা ছাঁটা হবে না, খেত কোদাল দিয়ে কোপানো হবে না,
সেখানে গজিয়ে উঠবে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ;
মেঘপুঞ্জকে আজ্ঞা দেব, যেন তার উপর বৃষ্টির জল আর বর্ষণ না করে।
[৭] আচ্ছা, সেনাবাহিনীর প্রভুর সেই আঙুরখেত, সে তো ইস্রায়েলকুল;
তাঁর সুখের সেই চারাগাছ, তা তো যুদার মানুষ;
তিনি ন্যায় প্রত্যাশা করছিলেন, কিন্তু দেখ, অন্যায়!
তিনি ধর্মময়তা প্রত্যাশা করছিলেন, কিন্তু দেখ, অত্যাচারিতের চিৎকার!

অভিশাপ

[৮] ধিক্ তোমাদের, যারা ঘরের সঙ্গে ঘর যোগ কর,
জমির সঙ্গে জমি যুক্ত কর;
শেষে আর জায়গা থাকবে না,
ফলে কেবল তোমরাই হবে দেশের বাসিন্দা।
[৯] আমি নিজের কানেই সেনাবাহিনীর প্রভুর এই উক্তি শুনেছি,
'একথা নিশ্চিত! বহু বহু বাড়ি ধ্বংসস্তূপ হবে,
বড় বড় সুন্দর সুন্দর হলেও তা নিবাস-বিহীন হবে।'
[১০] কারণ ত্রিশ বিঘা আঙুরখেতে কেবল এক মণ আঙুররস উৎপন্ন হবে,

দশ মণ বীজে কেবল এক মণ শস্য উৎপন্ন হবে!

[১১] ধিক্ তাদের, যারা সকালে সকালে উঠে
উগ্র পানীয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়,
যারা অনেক রাত করে যতক্ষণ না আঙুররস তাদের উত্তপ্ত করে তোলে!
[১২] তাদের ভোজসভার জন্য বীণা ও সেতার,
খঞ্জনি ও বাঁশি ও আঙুররস আছে বটে,
কিন্তু প্রভুর কাজের দিকে তাদের নজর নেই,
তাঁর হাতের কাজ তারা দেখেই না।
[১৩] এজন্যই আমার জনগণকে তাদের নির্বুদ্ধিতার ফলে দেশছাড়া করা হবে;
তাদের জননায়কেরা ক্ষুধায়,
তাদের লোকসমাজ তেষ্টার জ্বালায় নিঃশেষিত হবে।
[১৪] এজন্য পাতাল গলদেশ ব্যাদান করছে,
মুখ খুলে হা করে আছে;
ওদের জননায়কেরা, ওদের লোকসমাজ,
ওদের কোলাহল ও নগরীর উল্লাস—সবই তার মধ্যে নেমে পড়বে।

[১৫] আদমকে অবনমিত করা হবে,
মানুষকে নত করা হবে,
দর্পীদের চোখ অবনমিত হবে।
[১৬] সেনাবাহিনীর প্রভুই সেই বিচারে উন্নীত হবেন,
সেই পবিত্রজন ঈশ্বরই ধর্মময়তায় নিজেকে পবিত্র বলে দেখাবেন।
[১৭] তখন মেষশিশু যেন নিজ চারণমাঠে চরার মত চরে বেড়াবে,
ছাগশিশু ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘাস পাবে।

[১৮] ধিক্ তাদের, যারা ছলনার সুতো দিয়ে শঠতা টেনে বেড়ায়,
যারা গরুর গাড়ির দড়ি দিয়ে পাপ টেনে নেয়;
[১৯] তারা বলে, 'তিনি দেরি না করে নিজ কাজ শীঘ্রই সেরে ফেলুন,

যেন আমরা তা দেখতে পাই;
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের যত পরিকল্পনা ত্বরান্বিত হোক,
সিদ্ধিই লাভ করুক,
যেন আমরা তার অভিজ্ঞতা করতে পারি।'

[২০] ধিক্ তাদের, যারা মন্দকে ভাল, আর ভালকে মন্দ বলে,
অন্ধকার আলোয়, ও আলো অন্ধকারে পরিণত করে,
তিক্ততা মিষ্টতায়, ও মিষ্টতা তিক্ততায় রূপান্তরিত করে।

[২১] ধিক্ তাদের, যারা নিজেদের মনে করে প্রজ্ঞাবান,
নিজেদের গণ্য করে বুদ্ধিমান!

[২২] ধিক্ তাদের, যারা আঙুররস পান করতে মহান,
উগ্র পানীয় মেশাতে বীর,
[২৩] যারা উপহারের বিনিময়ে দোষীকে নির্দোষ করে,
ও নির্দোষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।
[২৪] এজন্যই অগ্নি-জিহ্বা যেমন খড়কুটো গ্রাস করে,
অগ্নিশিখা যেমন শুষ্ক ঘাস নিঃশেষ করে,
তেমনি তাদের শিকড় পচা কাঠের মত হবে,
তাদের ফুল ধুলার মত উড়ে যাবে;
কারণ তারা সেনাবাহিনীর প্রভুর নির্দেশবাণী প্রত্যাখ্যান করেছে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের বচন অবজ্ঞা করেছে।

প্রভুর ক্রোধ

[২৫] এজন্য তাঁর আপন জাতির উপর প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠেছে,
আঘাত করতে তিনি তাদের উপরে হাত প্রসারিত করেছেন;
এজন্য পাহাড়পর্বত কম্পিত হল,
ওদের লাশ রাস্তার মধ্যে আবর্জনারই মত হল।

তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।

দূরবর্তী এক জাতির হুমকি

[২৬] তিনি দূরবর্তী এক জাতির দিকে একটা নিশানা উত্তোলন করবেন,
পৃথিবীর প্রান্তবাসীদের জন্য শিস দেবেন,
আর দেখ, তারা দ্রুতপদে শীঘ্রই আসবে।
[২৭] তাদের মধ্যে কেউই ক্লান্ত নয়, হোঁচট খায় না কেউ,
কারও তন্দ্রাভাব হয় না, কেউই ঘুমোয় না,
তাদের কটিবন্ধনী খুলে যায় না,
তাদের পাদুকার বাঁধন ছেঁড়ে না।
[২৮] তাদের তীর ধারালো,
তাদের ধনুকে চাড়া দেওয়া;
তাদের ঘোড়ার ক্ষুর চকমকি পাথরের মত,
তাদের রথের চাকাগুলো ঘূর্ণিবায়ুর মত।
[২৯] তাদের হুঙ্কার সিংহীর হুঙ্কারের মত,
তারা যুবসিংহদের মত গর্জন করে,
গর্জন করতে করতে তারা শিকার ধরে ফেলে,
তা নিয়ে পালিয়ে যায়—উদ্ধার করার মত কেউ নেই!
[৩০] তারা সেদিন এদের উপরে
সমুদ্রগর্জনের মত গর্জে উঠবে।
তখন পৃথিবীর দিকে তাকাও:
দেখ, সবই অন্ধকার ও সঙ্কট!
আলোও মেঘমণ্ডলে অন্ধকারময়!

ইম্মানুয়েল : আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর

ইশাইয়াকে আহ্বান

৬ [১] যে বছর উজ্জিয়া রাজার মৃত্যু হয়, সেই বছরে আমি দেখতে পেলাম, উচ্চ ও সমুন্নত এক সিংহাসনে প্রভু সমাসীন। মন্দির তাঁর বসনের প্রান্তভাগে পরিপূর্ণ। [২] তাঁর ঊর্ধ্বে রয়েছে এক দল সেরাফ, তাঁদের প্রত্যেকের ছ'টা করে পাখা; দু'টো পাখা দিয়ে তাঁরা নিজ মুখ ঢেকে রাখছেন, দু'টো পাখা দিয়ে পা ঢেকে রাখছেন, দু'টো পাখা দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন। [৩] তাঁরা উচ্চকণ্ঠে একে অন্যকে বলছিলেন,

'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু।
সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।'

[৪] তাঁদের উচ্চকণ্ঠের স্বরধ্বনিতে প্রবেশদ্বারের কবাট কাঁপছিল, একইসময়ে গৃহ ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। [৫] আমি তখন বলে উঠলাম,

'হায়, এবার আমার বিনাশ উপস্থিত!
আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-মানুষ,
আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-জাতির মাঝে বাস করছি;
অথচ আমার চোখ রাজাকে, সেনাবাহিনীর সেই প্রভুকে দেখল।'

[৬] তখন সেরাফদের একজন আমার কাছে উড়ে এলেন, তাঁর হাতে এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার, তা তিনি চিমটে দিয়ে বেদির উপর থেকে নিয়েছিলেন। [৭] তা দিয়ে তিনি আমার মুখ স্পর্শ করে বললেন,

'দেখ, এ তোমার ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে,
তোমার শঠতা ঘুচে গেল,
তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল।'

[৮] পরে আমি প্রভুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, তিনি বলছিলেন, 'কাকে আমি প্রেরণ করব? আমাদের হয়ে কেইবা যাবে?' আমি উত্তর দিয়ে বললাম, 'এই যে আমি, আমাকে প্রেরণ কর।' [৯] তিনি বললেন,

'তবে যাও, এই জনগণকে বল:
তোমরা শুনতে থাক, কিন্তু কখনও বুঝো না!
তোমরা দেখতে থাক, কিন্তু কখনও উদ্বুদ্ধ হয়ো না!
[১০] তুমি এই জনগণের হৃদয় স্থূল কর,
এদের কান খাটো কর, এদের চোখ বন্ধ করে দাও,
পাছে এরা চোখে দেখতে পায়, কানে শুনতে পায়, হৃদয়ে বোঝে,
এবং পথ ফিরিয়ে নিরাময় হয়।'

[১১] আমি বললাম, 'প্রভু, কতদিন ধরে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'যতদিন না শহরগুলো বিধ্বস্ত ও নিবাস-বিহীন হয়, বাড়ি-ঘর জনশূন্য হয়, ভূমি ধ্বংসস্থান হয়ে একেবারে উৎসন্ন হয়, [১২] সেনাবাহিনীর প্রভু লোকদের দূর করেন, দেশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়, ততদিন ধরে। [১৩] তার দশ ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকলে তাও দাহনে আবার গ্রাস করা হবে, সেই ওক্ ও তার্পিন গাছের মত, যার পতন হলে তার শুধু গুঁড়ি থাকে; বস্তুত এই জাতির মূলকান্ড হবে পবিত্র এক বংশ।'

এই পরিস্থিতিতে ইশাইয়ার ভূমিকা

৭ [১] যুদা-রাজ উজ্জিয়ার পৌত্র যোথামের সন্তান আহাজের সময়ে আরাম-রাজ রেজিন ও রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকা যেরুশালেম আক্রমণ করার জন্য রণ-অভিযানে এগিয়ে এলেন, কিন্তু তা জয় করতে পারলেন না। [২] দাউদকুলকে এই খবর দেওয়া হল, 'আরামীয়েরা এফ্রাইম অঞ্চলে শিবির বসিয়েছে।' তখন তাঁর হৃদয় ও তাঁর প্রজাদের হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠল, ঠিক যেমন বনের গাছপালা বাতাসের আঘাতে আলোড়িত হয়। [৩] তখন প্রভু ইশাইয়াকে বললেন, 'তুমি ও তোমার ছেলে শেয়ার-যাশুব দু'জনে বেরিয়ে পড়; উপরের দিঘির নালার শেষ মাথায় গিয়ে ধোপার মাঠের

রাস্তায় আহাজের সঙ্গে দেখা কর। [৪] তুমি তাকে একথা বলবে: সাবধান, অস্থির হয়ো না; ওই দুই ধূমময় কাঠের টুকরোর জন্য, আরামীয়দের সেই রেজিনের ও রেমালিয়ার সন্তানের প্রচণ্ড ক্রোধের কারণে ভয় পেয়ো না, তোমার হৃদয় ভেঙে না পড়ুক। [৫] এই কারণেও ভয় পেয়ো না যে, আরাম, এফ্রাইম ও রেমালিয়ার সন্তান তোমার বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করছে; তারা নাকি বলছে, [৬] এসো, আমরা যুদার বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাই, তাকে ধ্বংস করি, আমাদের পক্ষে যোগ দিতে তাকে বাধ্য করি; তারপর সেখানে রাজপদে তাবেয়েলের সন্তানকে বসাব। [৭] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

তেমন কিছু ঘটবে না, তা কখনও হবে না!
[৮] কারণ আরামের মাথা দামাস্ক,
ও দামাস্কের মাথা রেজিন;
আরও পঁয়ষট্টি বছর কেটে যাবে,
পরে এফ্রাইম জাতিরূপে আর থাকবে না।
[৯] সামারিয়ার মাথা এফ্রাইম,
ও এফ্রাইমের মাথা রেমালিয়ার সন্তান।
কিন্তু তোমরা যদি আমার উপর আস্থা না রাখ,
সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।'

ইম্মানুয়েলের চিহ্ন

[১০] প্রভু আহাজের সঙ্গে আর একবার কথা বললেন; তাঁকে বললেন, [১১] 'তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে একটা চিহ্ন যাচনা কর, তা অধোলোক কিংবা ঊর্ধ্বলোকের চিহ্ন হোক।' [১২] কিন্তু আহাজ উত্তরে বললেন, 'আমি যাচনা করব না; আমি প্রভুকে যাচাই করব না।' [১৩] তখন তিনি বললেন,

'হে দাউদকুল, তোমরা একবার শোন:
মানুষের ধৈর্য যাচাই করতে তোমরা কি এখনও ক্ষান্ত নও যে,
এবার আমার পরমেশ্বরেরও ধৈর্য যাচাই করবে?
[১৪] তাই প্রভু নিজেই তোমাদের একটা চিহ্ন দেবেন।

দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল।
[১৫] বালকটি দধি ও মধু খাবে
যতদিন যা অমঙ্গল তা অগ্রাহ্য করবার,
এবং যা মঙ্গল তা বেছে নেবার জ্ঞান না হয়।
[১৬] যা অমঙ্গল তা অগ্রাহ্য করবার,
এবং যা মঙ্গল তা বেছে নেবার জ্ঞান বালকটির না হওয়ার আগেই
যে দেশের দুই রাজাকে তুমি ভয় পাচ্ছ,
সেই দেশ পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে।
[১৭] তোমার প্রতি, তোমার জনগণের প্রতি ও তোমার পিতৃকুলের প্রতি
প্রভু এমন দিনগুলি প্রেরণ করবেন,
এফ্রাইম যেসময়ে যুদা থেকে পৃথক হল,
সেসময় থেকে যার মত দিন আর কখনও দেখা হয়নি:
তিনি আশুরের রাজাকে প্রেরণ করবেন।’
[১৮] সেদিন এমনটি ঘটবে,
মিশরের নানা জলস্রোতের প্রান্তে যত মাছি রয়েছে,
আশুরে যত মৌমাছি রয়েছে,
তাদের সকলের প্রতি প্রভু শিস দেবেন।
[১৯] সেগুলো এসে
উৎসন্ন উপত্যকাগুলিতে,
শৈলের ফাটলগুলিতে,
সমস্ত কাঁটাঝোপে ও মাঠে মাঠে বসবে।
[২০] সেদিন প্রভু
[ফোরাত] নদীর ওপার থেকে ভাড়া করে নেওয়া ক্ষুর দ্বারা,
অর্থাৎ আশুর-রাজ দ্বারা,
মাথা ও পায়ের লোম খেউরি করে দেবেন,

দাড়িও ফেলে দেবেন।

[২১] সেদিন এমনটি ঘটবে,
প্রত্যেকে একটা বকনা ও দু'টো মেষ পুষবে;
[২২] সেগুলো যে দুধ দেবে,
সেই দুধের প্রাচুর্যে সে দধি খাবে;
এদেশের মধ্যে অবশিষ্ট সমস্ত লোক
দধি ও মধু খাবে।
[২৩] সেদিন এমনটি ঘটবে,
যে যে স্থানে সহস্র রুপোর টাকা মূল্যের সহস্র আঙুরলতা আছে,
সেই সকল স্থান হয়ে যাবে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছের স্থান।
[২৪] লোকে তীর ধনুক নিয়েই সেই স্থানে প্রবেশ করবে,
কেননা সমস্ত দেশ শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছের জঙ্গল হবে।
[২৫] যে সকল পার্বত্য-ভূমি কোদাল দিয়ে চাষ করা হত,
শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছের ভয়ে
কেউ সেই সকল স্থান আর পেরিয়ে যাবে না;
তা এমন স্থান হবে, যেখানে গবাদি পশুই চরে বেড়াবে,
মেষপালই যাতায়াত করবে।

মাহের-শালাল-হাশ-বাস

৮ [১] প্রভু আমাকে বললেন, 'বড় একটা ফলক নাও, ও সাধারণ একটা কলম
দিয়ে লেখ, মাহের-শালাল-হাশ-বাসের সমীপে। [২] এবং বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীরূপে
যাজক উরিয়া ও যেবারাখিয়ার সন্তান জাখারিয়াকে নাও।' [৩] পরে আমি নারী-নবীর
কাছে গেলে তিনি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। প্রভু আমাকে বললেন,
'এর নাম মাহের-শালাল-হাশ-বাস রাখ, [৪] কারণ বালকটির "বাপ-মা" একথা
উচ্চারণ করার জ্ঞান হওয়ার আগেই দামাস্কের ঐশ্বর্য ও সামারিয়ার লুণ্ঠিত সম্পদ
আশুরের রাজার চোখের সামনেই কেড়ে নেওয়া হবে।'

শিলোয়া ও ফোরাত নদী

[৫] প্রভু আমার সঙ্গে আর একবার কথা বললেন; তিনি আমাকে বললেন, [৬] ‘যেহেতু এই লোকেরা শিলোয়ার শান্ত গতি-জলস্রোত অগ্রাহ্য করে এবং রেজিনকে ও রেমালিয়ার সন্তানকে নিয়ে মেতে ওঠে, [৭] সেজন্য দেখ, প্রভু নদীর প্রবল ও প্রচুর জলরাশি, অর্থাৎ আশুর-রাজ ও তার সমস্ত প্রতাপ তাদের বিরুদ্ধে আনবেন; নদীটা ফেঁপে উঠে সমস্ত খাল ভরে দেবে, তার সমস্ত কূল ছাপিয়ে যাবে; [৮] তা যুদা দেশের মধ্যে প্রবেশ করবে, উথলে উঠে সবকিছুর উপর দিয়ে বয়ে বয়ে ঘাড় পর্যন্ত উঠবে; আর তার বিস্তৃত ডানা, হে ইম্মানুয়েল, তোমার সমগ্র দেশের বিস্তার ঢেকে দেবে।

[৯] জাতিসকল, কম্পিত হও, তোমাদের টুকরো টুকরো করা হবে;
সুদূর দেশগুলো, তোমরা সকলে শোন:
অস্ত্র বেঁধে নাও, তবু তোমাদের টুকরো টুকরো করা হবে,
অস্ত্র বেঁধে নাও, তবু তোমাদের টুকরো টুকরো করা হবে।
[১০] মতলব আঁট, তবু তা ব্যর্থ হবে;
ঘোষণাপত্র প্রস্তুত কর, তবু তা নিষ্ফল হবে,
কারণ ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন।’

ইশাইয়ার বিশেষ ভূমিকা

[১১] কেননা, যখন প্রভুর প্রবল হাত আমাকে ধারণ করল,
যখন তিনি এই জাতির পথে পা বাড়াতে আমাকে নিষেধ করলেন,
তখন প্রভু আমাকে ঠিক একথা বললেন:
[১২] ‘এই জাতি যা চক্রান্ত বলে ডাকে, তা তোমরা চক্রান্ত বলো না;
এরা যাতে ভীত, তাতে তোমরা ভীত হয়ো না—না, আতঙ্কিত হয়ো না।’
[১৩] সেনাবাহিনীর প্রভু যিনি, কেবল তাঁকেই তোমরা পবিত্র বলে মান;
কেবল তিনিই হোন তোমাদের ভয় ও আতঙ্কের কারণ।
[১৪] তিনিই হবেন পবিত্রধাম; এবং ইস্রায়েলের উভয় কুলের জন্য হবেন

এমন প্রস্তর যা মানুষের পতন ঘটাবে,
এমন শৈল যাতে লোকে হোঁচট খাবে :
যেরুশালেম-বাসীদের জন্য একটা ফাঁদ, একটা ফাঁস।
[১৫] তাদের মধ্যে অনেকে হোঁচট খেয়ে পড়বে—তারা চূর্ণবিচূর্ণ হবে ;
ধরা পড়বে, বন্দি হবে।
[১৬] এই সাক্ষ্যবাণীতে বাঁধন দেওয়া হোক,
এই নির্দেশবাণী সীলমোহরে যুক্ত করা হোক আমার শিষ্যদের হৃদয়ে !
[১৭] আমি প্রভুতে আস্থা রাখি, যিনি যাকোবকুল থেকে শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখছেন ;
তাঁর উপরেই আমি আশা রাখি।
[১৮] এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানেরা, প্রভু যাদের আমাকে দিয়েছেন,
সিয়োন পর্বতে যাঁর আবাস, সেনাবাহিনীর সেই প্রভুর পক্ষ থেকে
এই আমরা ইস্রায়েলের কাছে চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ স্বরূপ।
[১৯] আর যদি লোকে তোমাদের বলে,
'শিস দিয়ে ও ফিসফিস করে যে সব ভূতের ওঝা ও গণক কথা বলে,
তোমরা তাদের অভিমত অনুসন্ধান কর !
প্রজারা কি তাদের দেবতাদের অভিমত অনুসন্ধান করবে না ?
জীবিতদের জন্য তারা কি মৃতদের অভিমত অনুসন্ধান করবে না ?'
[২০] তখন তোমরা এই নির্দেশবাণী ও সাক্ষ্যবাণীর উপরেই নির্ভর কর ;
তারা যদি এই বাণী অনুসারে নিজেদের কথা ব্যক্ত না করে,
তবে তাদের পক্ষে উষার উদয় নেই।

অন্ধকারে উদ্দেশবিহীন ঘোরাফেরা

[২১] সে অত্যাচারিত ও ক্ষুধিত হয়ে দেশের চারদিকে ঘুরে বেড়াবে,
এবং ক্ষুধিত হলে উত্তপ্ত হয়ে
তার নিজের রাজাকে ও দেবকে অভিশাপ দেবে।
সে ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলবে,
[২২] আবার ভূমির দিকে তাকাবে ;

আর দেখ—কেবল সঙ্কট ও অন্ধকার,
কেবল যন্ত্রণার রাত্রি,
এমন নিবিড় তমসা, যার মধ্যে মানুষ তাড়িত হয়!
[২৩] কিন্তু যে দেশ যন্ত্রণায় ছিল, তার জন্য এখন আর তমসা নেই।

শান্তি-রাজ্যের আবির্ভাব

পুরাকালে জাবুলোন দেশ ও নেফ্তালি দেশ তিনি দুর্নামে আচ্ছন্ন করেছিলেন,
কিন্তু ভাবীকালে সমুদ্রপথ, যর্দনের ওপারের
বিজাতীয়দের সেই প্রদেশ তিনি গৌরবান্বিত করবেন।

৯ [১] যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল;
যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল, তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল।
[২] তুমি বাড়িয়েছ পুলক, আনন্দ করেছ মহান,
তোমার সম্মুখে তারা আনন্দ করে,
যেইভাবে শস্য কেটে লোকে আনন্দ করে,
যেইভাবে লুটের মাল ভাগ ক'রে লোকে পুলকিত হয়।
[৩] কারণ সেই যে জোয়াল তাদের উপর চেপে ছিল,
তাদের কাঁধে সেই বাঁক, তাদের অত্যাচারীর সেই দণ্ড
তুমি ভেঙে ফেলেছ মিদিয়ানের সেদিনের মত।
[৪] তুমুল যুদ্ধে পরা যত সৈন্যের পাদুকা,
রক্তমাখা যত পোশাক
পুড়িয়ে দেওয়া হবে, হবে আগুনের ইন্ধন।

[৫] কারণ এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য,
এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের,
তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার,
তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর,
সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'।

[৬] সীমাহীন শান্তিতে তিনি আধিপত্য প্রসারিত করবেন
দাউদের সিংহাসন ও রাজ্যের উপর,
ন্যায় ও ধর্মময়তায় তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করার জন্য
এখন থেকে চিরকাল ধরে।
এসব কিছু সাধন করবে সেনাবাহিনীর প্রভুর উত্তপ্ত প্রেম।

সামারিয়ার দুরবস্থা

[৭] প্রভু যাকোবের প্রতি এক বাণী ছুড়লেন,
তা ইস্রায়েলের উপরে পড়ল।
[৮] সমস্ত জনগণ, এফ্রাইম ও সামারিয়ার অধিবাসীরা,
তারা সকলেই তা জানতে পারবে;
ওরাই তো দর্পে ও হৃদয়ের গর্বে বলছিল,
[৯] 'ইট পড়ে গেল, আচ্ছা, আমরা পাথর দিয়েই গাঁথব;
ডুমুরগাছ কাটা হল, আচ্ছা, আমরা সেগুলোর জায়গায় এরসগাছ দেব।'
[১০] প্রভু ওদের বিরুদ্ধে রেজিনের বিরোধীদের প্রেরণা দিলেন,
ওদের শত্রুদের উত্তেজিত করলেন—
[১১] পুব থেকে আরামীয়েরা, পশ্চিম থেকে ফিলিস্তিনিরা,
তারাই হা করে ইস্রায়েলকে গ্রাস করল।
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।

[১২] আর যিনি তাদের প্রহার করছিলেন,
জনগণ তাঁর কাছে ফিরে আসেনি,
না, সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ তারা করেনি!
[১৩] তাই প্রভু ইস্রায়েলের মাথা ও লেজ ছেঁটে দিলেন,
একদিনেই খেজুরগাছ ও নলখাগড়া কেটে দিলেন।
[১৪] প্রবীণ ও উচ্চপদস্থ মানুষই সেই মাথা;

মিথ্যার গুরু নবীই সেই লেজ।
[১৫] এই জাতির পথদিশারী যারা, তারাই এদের পথভ্রষ্ট করল,
তাতে চালিত যারা, তারা পথহারা হল।
[১৬] এজন্য প্রভু তাদের যুবকদের রেহাই দেবেন না,
এতিম ও বিধবাদের প্রতিও করুণাবিষ্ট হবেন না,
কারণ তারা সকলে ধর্মভ্রষ্ট, সকলে ভক্তিহীন;
প্রতিটি মুখ জ্ঞানহীন কথা উচ্চারণ করে।
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।

[১৭] হ্যাঁ, অধর্ম আগুনের মত জ্বলছে,
তা শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ গ্রাস করছে;
বনের গভীরে জ্বলে উঠছে,
ঘন ঘন ধূম-স্তম্ভ ঊর্ধ্বের দিকে যাচ্ছে।
[১৮] প্রভুর কোপে দেশে আগুন ধরেছে,
লোকেরা নিজেরাই যেন সেই আগুনের ইন্ধন;
আপন ভাইয়ের প্রতি কারও মমতা নেই!
[১৯] তারা ডান দিকে সবকিছু ছিঁড়ে নেয়, অথচ এখনও ক্ষুধায় ভুগছে,
বাঁ দিকে গ্রাস করে, কিন্তু তাদের তৃপ্তি হয় না,
প্রত্যেকে নিজ বাহুর মাংস খেয়ে ফেলে।
[২০] মানাশে এফ্রাইমের বিরুদ্ধে,
এফ্রাইম মানাশের বিরুদ্ধে,
আবার উভয়ে মিলে যুদাকে আক্রমণ করছে।
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।

১০ [১] ধিক্ তাদের, যারা অন্যায়-বিধি জারি করে,

যারা অত্যাচারী বিধান রচনা করে,
[২] ফলে যেন দুঃখীদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করতে পারে,
আমার জনগণের দীনহীনদের অধিকার চালাকি করে কেড়ে নিতে পারে,
বিধবাদের তাদের আপন শিকার করতে পারে,
এতিমদের সম্পদ লুট করতে পারে।
[৩] সেই শাস্তির দিনে, যখন দূর থেকে বিনাশ এসে পড়বে,
তখন তোমরা কী করবে?
রক্ষা পেতে কার্ কাছে ছুটে যাবে?
কোথায় রাখবে তোমাদের যত ধন?
[৪] বন্দিদের মধ্যে নত হওয়া, মৃতদের মধ্যে পতিত হওয়া
—এছাড়া তোমাদের জন্য অন্য পথ থাকবে না!
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।

আশুরের বিরুদ্ধে বাণী

[৫] ধিক্ আশুরকে! সে আমার ক্রোধের দণ্ড!
তাদের হাতে সেই লাঠিই আমার রোষ!
[৬] আমি তাকে ভক্তিহীন এক জাতির বিরুদ্ধে প্রেরণ করছি,
যারা আমার কোপের পাত্র, সেই জাতির বিরুদ্ধেই তাকে আজ্ঞা দিচ্ছি,
সে যেন তাদের সবকিছু লুট করে নেয়,
সেই লুটের মাল নিয়ে যায়,
সেই জাতিকে পথের কাদার মত মাড়িয়ে দেয়।
[৭] কিন্তু তার সঙ্কল্প সেরকম নয়,
তার হৃদয়ের ভাবনাও সেরকম নয়,
বরং তাদের নিশ্চিহ্ন করা, অসংখ্য জাতিকে উচ্ছেদ করাই তার ভাব।
[৮] এমনকি সে বলে:
‘আমার নেতারা কি সকলে রাজা নন?

[৯] কাল্‌নো কি কার্কেমিশের মত নয়?
হামাথ কি আর্পাদের মত নয়?
সামারিয়া কি দামাস্কের মত নয়?
[১০] সেই দেব-দেবীর রাজ্যগুলো
যেখানে যেরুশালেমের ও সামারিয়ার মূর্তিগুলোর চেয়েও
মূর্তির সংখ্যা বেশি ছিল,
আমার হাত যখন সেই সকল রাজ্যের নাগাল পেয়েছে,
[১১] তখন আমি কি সামারিয়া ও তার দেব-দেবীর প্রতি যেমন ব্যবহার করেছি,
যেরুশালেম ও তার যত প্রতিমার প্রতিও সেইমত ব্যবহার করব না?'

[১২] সিয়োন পর্বতে ও যেরুশালেমে তাঁর আপন কাজ সমাধা করার পর প্রভু আশুর-রাজের হৃদয়ের উদ্ধত কর্মফল ও তার চোখের স্পর্ধা-ভরা ভাবকে শাস্তি দেবেন;
[১৩] কারণ সে নাকি বলল:

'আমার নিজের হাতের বলে ও আমার নিজের প্রজ্ঞা দ্বারাই
আমি এসব কিছু করলাম—আমি কেমন বুদ্ধিমান!
আমি জাতিসকলের সীমানা উপড়ে ফেললাম,
তাদের সঞ্চিত ধন লুট করে নিলাম,
রাজাসনে আসীন ছিল যারা,
মহাবীরের মতই আমি তাদের নামিয়ে দিলাম।
[১৪] আমার হাত জাতিসকলের ধন পাখির নীড়ের মতই খুঁজে পেল,
ফেলানো ডিম যেমন জড় করা হয়,
তেমনি আমি সমগ্র পৃথিবীকে জড় করলাম;
কোন পাখা নড়ল না,
কিচমিচ শব্দ করতেও কেউই ঠোঁট খুলল না।'

[১৫] কুড়াল দিয়ে যে কাটে, কুড়াল কি তার উপর আস্ফালন করবে?
করাত যে চালায়, করাত কি তার চেয়ে নিজেকেই বড় মনে করবে?

এ যেন, লাঠি যার হাতে রয়েছে, লাঠিই তাকে চালাতে চায়!
কিংবা যেন, যা কাঠের নয়, বেত তা উচ্চ করতে চায়!
[১৬] এজন্য সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু
তার বলিষ্ঠ যোদ্ধাদের শরীরে রোগের শীর্ণতা এনে দেবেন,
তার গরিমার তলে এমন জ্বালা জ্বলতে থাকবে, যা আগুনের জ্বালার মত।
[১৭] হ্যাঁ, ইস্রায়েলের আলো আগুন হয়ে উঠবে,
তার পবিত্রজন যিনি, তিনি হয়ে উঠবেন এমন অগ্নিশিখার মত,
যা একদিনের মধ্যে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ সবই গ্রাস করে ছাই করে;
[১৮] তিনি তার বন ও উদ্যানের গৌরব নিশ্চিহ্ন করবেন,
প্রাণ ও দেহ সবই সংহার করবেন;
তখন তা এমন রোগীর মত হবে, যার ক্ষয় হচ্ছে;
[১৯] আর তার বনের যে সমস্ত গাছপালা রেহাই পাবে,
তা এমন অল্পই হবে যে, একটা বালকও তার হিসাব করতে পারবে।

ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ

[২০] সেদিন এমনটি ঘটবে,
ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ও যাকোবকুলে যারা রেহাই পেয়েছে তারাও
তার উপর আর ভর করবে না যে তাদের প্রহার করেছিল,
কিন্তু বিশ্বস্ততার সঙ্গে ইস্রায়েলের পবিত্রজন সেই প্রভুর উপর ভর করবে।
[২১] একটা অবশিষ্টাংশ, যাকোবেরই সেই অবশিষ্টাংশ,
শক্তিশালী ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবে।
[২২] কেননা, হে ইস্রায়েল,
তোমার লোকেরা সমুদ্রের বালুকণার মত হলেও
তাদের কেবল একটা অবশিষ্টাংশই ফিরে আসবে;
এমন সর্বনাশ নিরূপিত,
যার ফলে ধর্মময়তা উছলে পড়বে,
[২৩] কারণ সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু সারা পৃথিবীর মধ্যে

সেই নিরূপিত বিনাশকর্ম সাধন করবেন।

প্রভুতে ভরসা

[২৪] সুতরাং সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন :
‘হে সিয়োন-নিবাসী জাতি আমার,
যদিও আশুর তোমাকে বেত্রাঘাত করে ও তোমার বিরুদ্ধে লাঠি ওঠায়
—মিশর যেমন একদিন করেছিল—
তাকে তুমি ভয় পেয়ো না।
[২৫] কারণ আর অতি অল্পকালের মধ্যেই
আমার ক্রোধ নিঃশেষিত হবে,
আর আমার কোপ ওদের শেষ করে ফেলবে।’
[২৬] সেনাবাহিনীর প্রভু তার দিকে কশা ঘোরাবেন,
যেমনটি ওরেব শৈলে মিদিয়ানকে নিঃশেষে আঘাত করেছিলেন;
তিনি তাঁর লাঠি সাগরের উপরে ওঠাবেন,
যেমনটি মিশরেও করেছিলেন।
[২৭] সেদিন এমনটি ঘটবে,
তোমার কাঁধ থেকে তার বোঝা,
তোমার ঘাড় থেকে তার সেই জোয়াল সরিয়ে দেওয়া হবে।
প্রাচুর্যের সামনে সেই জোয়াল হার মানবে।

আকস্মিক আক্রমণ

[২৮] সে আইয়াতে এসে পৌঁছেছে, মিগ্রোনের দিকে এগিয়ে গেছে,
মিখ্মাশে তার মালপত্র রেখে গেছে।
[২৯] তারা গিরিপথ পেরিয়ে গেছে,
গেবাতে শিবির বসিয়েছে;
রামা কাঁপছে, শৌল-গিবেয়া পালাচ্ছে।
[৩০] হে বাথ-গাল্লিম, তুমি জোর গলায় চিৎকার কর,

লাহিশা, মনোযোগ দাও,
আহা, দুঃখিনী আনাথোথ!
[৩১] মাদ্মেনার লোক পলাতক,
গেবিম-নিবাসীরাও পালিয়ে যাচ্ছে।
[৩২] আজই সে নোবে থামবে,
সিয়োন-কন্যার পর্বতের বিরুদ্ধে,
যেরুশালেম-গিরির বিরুদ্ধে সে অঙ্গুলিতর্জন করবে।
[৩৩] এই যে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর!
তিনি মহাপ্রতাপে শাখাগুলি চিরে নিচ্ছেন;
সেগুলির সর্বোচ্চ মাথা এখন সবই ছিন্ন,
সর্বোচ্চ যত গাছ এখন সবই পতিত!
[৩৪] বনের যত ঝাড় লোহা দ্বারা কাটা,
এবং লেবানন সেই শক্তিমানের আঘাতে নিপাতিত।

দাউদের সেই বংশধর

১১ [১] যেসের মূলকাণ্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবেন;
তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন।
[২] প্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা,
সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা,
সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবে।
[৩] তিনি প্রভুভয়ে প্রীত হবেন।
তিনি চেহারা অনুসারে বিচার করবেন না,
জনশ্রুতি অনুসারেও নিষ্পত্তি করবেন না;
[৪] বরং ধর্মময়তায় দীনহীনদের বিচার করবেন,
সততায় দেশের অত্যাচারিতদের পক্ষে নিষ্পত্তি করবেন;
তিনি নিজ মুখের লাঠি দ্বারা দেশ আঘাত করবেন,

নিজ ওষ্ঠের ফুৎকারে দুর্জনকে বধ করবেন;
[৫] ধর্মময়তা হবে তাঁর কটিবাস,
বিশ্বস্ততা হবে তাঁর কোমর-বন্ধনী।
[৬] নেকড়েবাঘ মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে,
চিতাবাঘ ছাগশিশুর পাশে শুয়ে থাকবে,
বাছুর, যুবসিংহ ও নধর পশু একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
একটি ছোট্ট বালকই তাদের চালনা করবে।
[৭] গাভী ও ভালুকী একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
তাদের বাচ্চা একসঙ্গে শুয়ে থাকবে।
বলদের মত সিংহও বিচালি খাবে।
[৮] দুধের শিশু কেউটে সাপের গর্তের উপরে খেলা করবে,
দুধ-ছাড়ানো বালক চন্দ্রবোড়ার আস্তানার মধ্যে হাত ঢোকাবে।
[৯] তারা আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানেই
অনিষ্ট বা ক্ষতিকর কিছুই আর ঘটাবে না,
কারণ সমুদ্র যেমন জলরাশিতে আচ্ছন্ন,
তেমনি পৃথিবী হবে প্রভুজ্ঞানে পরিপূর্ণ।

নির্বাসন থেকে প্রত্যাগমনের চিহ্ন

[১০] সেদিন যেসের শিকড়—যিনি জাতিসকলের নিশানারূপে দাঁড়ান—
হবেন দেশগুলির অন্বেষার পাত্র,
তাঁর বিশ্রামস্থান গৌরবময় হয়ে উঠবে।
[১১] সেদিন এমনটি ঘটবে,
প্রভু আপন জনগণের অবশিষ্টাংশকে,
অর্থাৎ আশুর ও মিশরে,
পাথ্রোস, কুশ ও এলামে,
শিনার, হামাথ ও সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে যারা বেঁচে রয়েছে,
সেখান থেকে তাদের মুক্ত করে আনবার জন্য আবার হাত বাড়াবেন।

[১২] তিনি দেশগুলির জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করবেন,
ইস্রায়েলের বিতাড়িত সকলকে জড় করবেন ;
পৃথিবীর চার কোণ থেকে যুদার বিক্ষিপ্ত লোকদের সম্মিলিত করবেন।
[১৩] এফ্রাইমের ঈর্ষা ক্ষান্ত হবে,
যুদার যত বিরোধীকে উচ্ছেদ করা হবে,
না, এফ্রাইম যুদার উপরে আর ঈর্ষা করবে না,
যুদাও এফ্রাইমের বিরুদ্ধে আর শত্রুতা করবে না।
[১৪] বরং তারা মিলে পশ্চিম দিকে উড়ে গিয়ে
ফিলিস্তিনিদের পিঠে নেমে পড়বে,
তারা মিলে পুবদেশের লোকদের সম্পদ লুট করবে ;
এদোম ও মোয়াবের উপরে হাত বাড়াবে,
এবং আম্মোনীয়েরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।
[১৫] প্রভু মিশরীয় সমুদ্রের খাড়ি শুকনো করে দেবেন,
আপন ফুৎকারের প্রতাপে [ফোরাত] নদীর উপর হাত বাড়াবেন,
তা সাত খালে বিভক্ত করবেন,
তখন লোকেরা পায়ে জুতো পরেই তা পার হবে।
[১৬] যখন ইস্রায়েল মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিল,
তখন তার জন্য যেমন পথ হয়েছিল,
তেমনি যারা আশুর থেকে রেহাই পাবে,
তাঁর আপন জনগণের সেই অবশিষ্টাংশের জন্যও থাকবে এক রাস্তা।

সামসঙ্গীত

১২ [১] আর সেদিন তুমি বলে উঠবে :

‘প্রভু, আমি তোমাকে জানাই ধন্যবাদ,
আমার উপর তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে,
তোমার ক্রোধ কিন্তু প্রশমিত হয়েছে,

আর তুমি সান্ত্বনা দিয়েছ আমায়।
[২] সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ,
আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না ;
কারণ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।'

[৩] তোমরা আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে ;
[৪] সেদিন তোমরা বলবে,
'প্রভুর স্তুতিবাদ কর, কর তাঁর নাম ;
জাতিসকলের মাঝে তাঁর কর্মকীর্তির কথা জ্ঞাত কর,
ঘোষণা কর : তাঁর নাম মহীয়ান।
[৫] প্রভুর স্তবগান কর, তিনি যে সাধন করেছেন মহিমময় কাজ,
সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক।
[৬] সানন্দে চিৎকার কর, জাগাও হর্ষধ্বনি, সিয়োন অধিবাসী,
কারণ তোমাদের মধ্যে মহানই ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।'

নানা দেশের বিরুদ্ধে বাণী

বাবিলনের বিরুদ্ধে বাণী

১৩ [১] বাবিলন সংক্রান্ত দৈববাণী, যা আমোজের সন্তান ইশাইয়া দর্শনযোগে পান।

[২] গাছশূন্য এক পর্বতের উপরে একটা নিশানা উত্তোলন কর,
তাদের জন্য চিৎকার কর,
হাত দিয়ে ইশারা কর,
যেন তারা নৃপতি-তোরণদ্বারে প্রবেশ করে।
[৩] আমার পবিত্রীকৃত যোদ্ধাদের জন্য আমি আজ্ঞা জারি করেছি,
আমি আমার ক্রোধের সেবকরূপে আমার বীরপুরুষদের,
আমার গর্বিত মহাবীরদের আহ্বান করেছি।
[৪] পর্বতে পর্বতে ভিড়ের শব্দ,
যেন বিপুল জনসমাজের শব্দ!
বহু রাজ্যের, সম্মিলিত জাতিসকলের উদাত্ত শব্দের মত শব্দ!
সেনাবাহিনীর প্রভু যুদ্ধের জন্য সৈন্যদল পরিদর্শন করছেন।
[৫] তারা দূর দেশ থেকে, আকাশমণ্ডলের প্রান্ত থেকেই আসছে;
সমগ্র দেশ উচ্ছেদ করার জন্য
প্রভু ও তাঁর ক্রোধের সেবকেরা আসছেন।
[৬] হাহাকার কর, কারণ প্রভুর সেই দিন আসন্ন;
দিনটি বিনাশকের কাছ থেকে সর্বনাশের মতই আসছে।
[৭] এজন্য সকলের বাহু দুর্বল,
প্রতিটি মানুষের হৃদয় নিঃশেষিত;
[৮] তারা সন্ত্রাসিত,
নানা যন্ত্রণা ও ব্যথায় আক্রান্ত,
প্রসবিনী নারীর মত মোচড় খাচ্ছে;
একে অন্যের দিকে হতাশ হয়ে তাকাচ্ছে,

তাদের মুখ অগ্নিশিখার মুখ!
[৯] দেখ, প্রভুর দিন নির্দয় হয়ে আসছে:
পৃথিবীকে মরুভূমি করার জন্য,
যত পাপীকে উচ্ছেদ করার জন্য
কুপিত, রুষ্ট, ক্রুদ্ধই সেই দিন!
[১০] কেননা আকাশের তারানক্ষত্র ও কালপুরুষ আর আলো দেবে না;
সূর্য উদয়কালে অন্ধকারময় হবে,
চাঁদও আপন জ্যোৎস্না আর ছড়িয়ে দেবে না।
[১১] আমি জগৎকে তার অধর্মের জন্য,
দুর্জনদের তাদের শঠতার জন্য যোগ্য শাস্তি দেব;
আমি অহঙ্কারীদের দর্প ক্ষান্ত করে দেব,
দুর্দান্তদের গর্ব অবনমিত করব।
[১২] আমি মানুষকে খাঁটি সোনার চেয়েও দুষ্প্রাপ্য করব,
আদমকে ওফিরের সোনার চেয়েও দুর্লভ করব।
[১৩] এজন্যই আমি আকাশমণ্ডল কাঁপিয়ে তুলব,
এবং সেনাবাহিনীর প্রভুর কোপে তাঁর সেই জ্বলন্ত ক্রোধের দিনে
পৃথিবী তার ভিত্তিমূলের উপরে টলতে থাকবে।
[১৪] তখন, ধাওয়া করা হরিণের মত,
কারও দ্বারা জড় করা নয় এমন মেষপালের মত,
প্রত্যেকে যে যার জাতির দিকে ফিরবে,
প্রত্যেকে যে যার দেশের দিকে পালাবে।
[১৫] যত মানুষকে পাওয়া যাবে, তাদের সকলকে বিঁধিয়ে দেওয়া হবে;
যত মানুষ ধরা পড়বে, তারা সকলে খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে।
[১৬] তাদের চোখের সামনেই তাদের শিশুদের আছাড় মারা হবে,
তাদের বাড়ি-ঘর লুট করা হবে, তাদের বধূরা অসম্মানের বস্তু হবে।
[১৭] দেখ, আমি তাদের বিরুদ্ধে মেদীয়দের উত্তেজিত করছি,

তারা তো রুপো তুচ্ছই করে,
সোনার দিকে তাদের চিন্তাটুকুও নেই।
[১৮] তাদের ধনুক দ্বারা তারা যুবকদের নিশ্চিহ্ন করবে,
গর্ভফলের প্রতি করুণা দেখাবে না,
শিশুদের প্রতিও তাদের চোখ মমতা দেখাবে না।
[১৯] তখন বাবিলন—সমস্ত রাজ্যের সেই মণিমুক্তা,
কাল্দীয়দের সেই উজ্জ্বল গর্বের বস্তু—
সেই সদোম ও গমোরার মত হবে,
যা পরমেশ্বর উৎপাটন করেছিলেন।
[২০] তার মধ্যে কোন বসতি আর থাকবে না,
পুরুষপুরুষানুক্রমে সেখানে আর কেউই বাস করবে না।
আরবীয় সেখানে তাঁবু গাড়বে না,
রাখালেরাও সেখানে মেষপাল শুইয়ে রাখবে না।
[২১] বরং সেখানে আস্তানা করবে মরুপ্রান্তরের পশু,
পেচকে তাদের বাড়ি-ঘর দখল করবে,
উটপাখিতে সেখানে বাসা করবে,
সেখানে ছাগেরা নাচবে।
[২২] তাদের প্রাসাদগুলিতে নেকড়ে গর্জনধ্বনি তুলবে,
তাদের বিলাস-বাড়িগুলোতে শিয়ালে চিৎকার করবে।
হ্যাঁ, তার ক্ষণ এবার কাছে এসে গেছে,
তার দিনগুলি প্রসারিত হবে না!

প্রভুর দেশে প্রত্যাগমন

১৪ [১] প্রভু যাকোবের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবেন, তিনি আবার ইস্রায়েলকে বেছে
নেবেন, তাদের আপন দেশভূমিতে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। তাদের সঙ্গে বিদেশী
মানুষ যোগ দেবে, তারা যাকোবকুলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। [২] জাতিসকল তাদের গ্রহণ

করে নিয়ে তাদের দেশে আবার চালনা করবে, এবং ইস্রায়েলকুল প্রভুর দেশভূমিতে তাদের সকলকে আপন দাসদাসীর মত অধিকার করে নেবে; এভাবে যারা তাদের বন্দি করেছিল, তারা তাদের বন্দি করবে ও তাদের সেই বিরোধীদের উপর কর্তৃত্ব করবে।

বাবিলন-রাজের মৃত্যু

[৩] সেদিন, যখন প্রভু তোমার দুঃখ ও উদ্বেগ থেকে, এবং যে কঠোর দাসত্বে তুমি আবদ্ধ ছিলে, তা থেকে তোমাকে বিশ্রাম দেবেন, [৪] তখন তুমি বাবিলন-রাজ বিষয়ে এই বিদ্রূপের গান ধরে বলবে:

'আহা, সেই নিপীড়কের শেষ দশা কেমন হয়েছে!
তার আস্ফালন শেষ হয়েছে!
[৫] প্রভু দুর্জনদের লাঠি ছিন্ন করেছেন,
শাসনকর্তাদের রাজদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন।
[৬] তারা কোপে জাতিসকলকে আঘাত করত,
আঘাত করায় কখনও ক্ষান্ত হত না,
তারা ক্রোধে জাতিসকলের উপরে কর্তৃত্ব চালাত,
স্বস্তি না দিয়েই তাদের তাড়না করত।
[৭] সমগ্র পৃথিবী এখন শান্ত প্রশান্ত,
আনন্দচিৎকারে হর্ষধ্বনি তুলছে।
[৮] দেবদারু ও লেবাননের এরসগাছও
তোমার বিষয়ে উচ্চকণ্ঠে আনন্দগান করে বলে,
"যে সময় তোমাকে ভূমিসাৎ করা হয়েছে,
সেসময় থেকে কোন কাঠকাটিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আর আসে না।"

[৯] তোমার ব্যাপারে, নিচে সেই পাতাল
তোমার আগমনে অভিনন্দন জানাবার জন্য অস্থির;
তোমার জন্য তারা ছায়ামূর্তি—পৃথিবীর সেই নেতাসকলকে—
জাগিয়ে তুলছে,

পাতাল জাতিগুলির রাজাদেরও তাদের রাজাসন থেকে উঠিয়ে দিচ্ছে।
[১০] সকলে একথা বলে তোমাকে গ্রহণ করবে:
“আমাদের মত তোমাকেও ভূমিসাৎ করা হল,
তুমিও আমাদের সমান হলে!
[১১] তোমার ঘটা, তোমার সেতারের ঝঙ্কার, সবই পাতালে নিক্ষেপ করা হল,
তোমার নিচে কীটের বিছানা,
তোমার গায়ে পোকার কম্বল!
[১২] হে প্রভাতী তারা, হে উষার সন্তান,
আকাশ থেকে তোমার এ কেমন পতন?
হে জাতিগুলির বিজয়ী শাসক,
তোমার এ কেমন ভূমিসাৎ?
[১৩] অথচ তুমি ভাবছিলে, আমি স্বর্গ পর্যন্তই আরোহণ করব,
ঈশ্বরের তারানক্ষত্রের ঊর্ধ্বেও আমার সিংহাসন স্থাপন করব,
আমি সমাবেশ-পর্বতে, উত্তরদিকের দূরতম প্রান্তেই আসীন হব।
[১৪] আমি মেঘলোকের ঊর্ধ্বতম অঞ্চলে গিয়ে উঠব,
আমি পরাৎপরের সমকক্ষ হব!”
[১৫] বরং তোমাকে পাতালে,
অতল গহ্বরের গভীরতম স্থানেই নিক্ষেপ করা হল!

[১৬] যত মানুষ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে,
তারা সকলে তোমার দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখছে,
তোমার ব্যাপারটা বিবেচনা করে বলছে,
“এ কি সেই পুরুষ, যে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলছিল,
যত রাজ্যকে উল্টিয়ে দিচ্ছিল?
[১৭] এ তো বিশ্বকে মরুপ্রান্তর করল,
এ তো যত শহর ধ্বংস করে দিল,
বাড়ি যাবার জন্য বন্দিদের কখনও মুক্ত করেনি!”

[১৮] জাতিগুলির অন্য সকল রাজা,
তারা সকলেই সসম্মানে বিশ্রাম করছে,
প্রত্যেকে যে যার আপন সমাধিমন্দিরে শুয়ে আছে।
[১৯] কিন্তু তোমাকে তোমার সমাধি থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হল
কুৎসিত একটা অজাত ভ্রূণেরই মত!
—যারা খড়্গের আঘাতে বিদ্ধ,
যারা গহ্বরের এই প্রস্তররাশিতে পতিত,
তুমি এখন তাদের রাশি রাশি মৃতদেহে আচ্ছাদিত—
পশুর পায়ে মাড়িয়ে যাওয়া একটা লাশের মতই তুমি!
[২০] তুমি ওদের সঙ্গে সমাধিতে যোগ দেবে না,
কারণ তুমি তোমার নিজের দেশ উচ্ছেদ করেছ,
তোমার নিজের প্রজাদের খুন করে ফেলেছ;
না, কোন কালেই অপকর্মার বংশের নামের উল্লেখ হবে না!
[২১] তোমরা এখন ওর সন্তানদের হত্যাকাণ্ড প্রস্তুত কর,
ওদের পিতার অপরাধের কারণেই তা প্রস্তুত কর;
তারা উঠে আর কখনও পৃথিবীকে জয় না করুক,
জগৎকে নগরে নগরে পরিপূর্ণ না করুক।'
[২২] আমি তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—,
আমি বাবিলনের নাম ও তার অবশিষ্টাংশকে উচ্ছেদ করব;
সন্তানসন্ততি ও বংশকে উচ্ছেদ করব—প্রভুর উক্তি।
[২৩] আমি ওই নগরী শজারুর অধিকার করব, জলাভূমিই করব;
বিনাশ-ঝাড়ুতেই তাকে ঝাড় দেব
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।

নানা দেশের বিরুদ্ধে বাণী

[২৪] সেনাবাহিনীর প্রভু শপথ করে বলেছেন:

‘সত্যি! আমি যেমন সঙ্কল্প করেছি, তেমনিই ঘটবে;
আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা সিদ্ধিলাভ করবেই।
[২৫] তাই আমি আমার আপন দেশে আশুরীয়কে ভেঙে ফেলব,
আমার পর্বতমালায় তাকে পায়ে মাড়িয়ে দেব;
ফলে লোকদের ঘাড় থেকে তার সেই জোয়াল খসে পড়বে,
তাদের কাঁধ থেকে সেই বোঝাও সরে পড়বে।’
[২৬] সমস্ত পৃথিবীর বিষয়ে এটি নেওয়া সিদ্ধান্ত,
সমস্ত দেশের উপরে এটি প্রসারিত হাত।
[২৭] কারণ সেনাবাহিনীর প্রভুই তেমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,
কে তা ব্যর্থ করবে?
তাঁর হাত প্রসারিত! কে তা ফেরাবে?

[২৮] যে বছর আহাজ রাজার মৃত্যু হয়, সেই বছরে এই দৈববাণী এসে উপস্থিত হল:

[২৯] হে গোটা ফিলিস্তিয়া, যে লাঠি তোমাকে প্রহার করত,
তা ভেঙে গেছে বলে আনন্দ করো না।
কেননা সেই মূল-সাপ থেকে কেউটে সাপের উদ্ভব হবে,
এবং জ্বলন্ত উড়ন্ত নাগদানবই হবে তার গর্ভফল!
[৩০] সবচেয়ে হতভাগারা চারণভূমি পাবে,
ও নিঃস্বেরা নির্ভয়ে বিশ্রাম করবে;
কিন্তু আমি দুর্ভিক্ষ দ্বারা তোমার মূলকাণ্ড ধ্বংস করব,
এবং তোমার অবশিষ্টাংশ সংহার করব।
[৩১] হে নগরদ্বার, চিৎকার কর; হাহাকার কর, হে শহর;
হে গোটা ফিলিস্তিয়া, বিগলিত হও,
কেননা উত্তরদিক থেকে ধূম আসছে,
আর ওর সৈন্যশ্রেণি থেকে কেউ সরে যায় না।
[৩২] এই দেশের দূতদের কি উত্তর দেওয়া হবে?
‘প্রভু সিয়োনের ভিত স্থাপন করেছেন,

সেইখানে তাঁর আপন জনগণের দীনহীনেরা আশ্রয় পাবে।’

১৫ [১] মোয়াব সংক্রান্ত দৈববাণী।

আহা, একরাতেই ধ্বংসিতা হয়ে আর-মোয়াব এখন নিস্তব্ধ;
আহা, একরাতেই ধ্বংসিতা হয়ে কির-মোয়াব এখন নিস্তব্ধ!
[২] চোখের জল ফেলতে
দিবোনের লোকেরা উচ্চস্থানগুলিতে গিয়েছে;
নেবোর উপরে ও মেদেবার উপরে
মোয়াব বিলাপ করছে;
সকলের মাথা মুণ্ডিত,
প্রত্যেকের দাড়ি কাটা।
[৩] রাস্তায় রাস্তায় তারা চটের কাপড় পরে থাকে;
তাদের ছাদের উপরে, তাদের চত্বরে চত্বরে
প্রত্যেকে বিলাপ করছে,
চোখের জল ফেলতে ফেলতে নিঃশেষিত হচ্ছে।
[৪] হেশবোন ও এলেয়ালে হাহাকার করছে,
তাদের চিৎকারের সুর যাহাস পর্যন্তই গিয়ে পোঁছে।
এজন্য মোয়াবের যোদ্ধারা শিহরিত,
ও তার মধ্যে তার প্রাণ কম্পান্বিত।
[৫] মোয়াবের জন্য আমার হৃদয় হাহাকার করছে;
তার পলাতকেরা জোয়ার পর্যন্ত,
প্রায় এগ্লাথ-শেলিশিয়া পর্যন্তই এসে পোঁছেছে।
তারা লুহিথের আরোহণ-পথ দিয়ে উঠতে উঠতে চোখের জল ফেলছে,
হোরোনাইমের পথে মর্মান্তিক ভাবে হাহাকার করছে।
[৬] নিম্রিমের জলাশয় মরুপ্রান্তর হল;
ঘাস শুষ্ক হল, নবীন ঘাসও শেষ হল,

সবুজ বলতে আর কিছু নেই!
[৭] এজন্য তারা যে ধন উপার্জন করেছে ও সঞ্চয় করেছে,
ঝাউগাছ-জলাশয়ের ওপারে তা বহন করছে।
[৮] আহা, মোয়াবের গোটা অঞ্চল জুড়েই
সেই হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছে;
তার চিৎকার এগ্লাইম পর্যন্ত,
বের্-এলিম পর্যন্তও তার সেই চিৎকার গিয়ে পৌঁছে।
[৯] দিমোনের জলাশয় রক্তে পরিপূর্ণ,
কিন্তু আমি দিমোনকে আরও অমঙ্গলকর আঘাতে আঘাত করব—
মোয়াবে যারা রেহাই পাবে, তাদের জন্য
ও দেশভূমির অবশিষ্টাংশের জন্য এক সিংহ প্রেরণ করব।

যেরুশালেমের কাছে মোয়াবের মিনতি

১৬ [১] মরুপ্রান্তরের নিকটবর্তী সেলা থেকে
তোমরা দেশ-শাসকের কাছে মেষশাবক পাঠিয়ে দাও।
[২] যেমন পলাতক পাখি, যেমন বিক্ষিপ্ত নীড়,
আর্নোনের ঘাটগুলিতে মোয়াব-কন্যারা তেমনি হবে।
[৩] মন্ত্রণা কর, সিদ্ধান্ত নাও,
মধ্যাহ্নে তোমার ছায়া রাত্রিকালের মত কর;
বিতাড়িত লোকদের লুকিয়ে রাখ,
পলাতকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো না।
[৪] মোয়াবের বিতাড়িত লোকদের তোমার ঘরে গ্রহণ কর,
সংহারকের সামনে তাদের আশ্রয় রূপে দাঁড়াও।
একবার উৎপীড়ন শেষ হলে ও বিনাশ ক্ষান্ত হলে,
যারা দেশকে পদদলিত করছে, একবার তারা চলে গেলে
[৫] সিংহাসনটা কৃপায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হবে;

দাউদের তাঁবুতে বিশ্বস্ততার সঙ্গে এমন বিচারক সেই আসনে বসবেন,
যিনি সুবিচারে তৎপর, যিনি ধর্মময়তার সাধক।
[৬] আমরা শুনেছি মোয়াবের অহঙ্কারের কথা :
সে নিতান্তই অহঙ্কারী ;
শুনেছি তার দম্ভ, অহঙ্কার, আক্রোশ,
ও অসার আস্ফালনের কথা।

মোয়াবের বিলাপ

[৭] এজন্য মোয়াবীয়েরা মোয়াবের জন্য বিলাপ করছে,
তারা প্রত্যেকেই বিলাপ করছে ;
কির-হারেসেথের আঙুর-পিঠার জন্য
মনঃক্ষুণ্ন হয়ে সকলে দুঃখিত।
[৮] হেশবোনের মাঠগুলি ও সিব্‌মার আঙুরলতাগুলি ম্লান হয়ে পড়েছে ;
জাতিগুলির নেতারা সেগুলির যত চারাগাছ ছিন্ন করেছে ;
সেগুলি যাসের পর্যন্ত পৌঁছত,
মরুপ্রান্তরের মধ্যেও প্রবেশ করত ;
সেগুলির যত শাখা চারদিকে এত বিস্তৃত ছিল যে,
সাগর পর্যন্তই ছড়িয়ে পড়েছিল।
[৯] এজন্য সিব্‌মার আঙুরলতার ব্যাপারে
যাসের যেমন কাঁদে, আমিও তেমনি কাঁদব।
হে হেশবোন, হে এলেয়ালে,
আমার চোখের জলে তোমাকে প্লাবিত করব ;
কেননা তোমার গ্রীষ্মের ফসল ও তোমার আঙুর সংগ্রহের উপরে
আনন্দচিৎকার আর নেই।
[১০] ফলবাগান থেকে আনন্দ-ফুর্তি ফুরিয়ে গেল ;
আঙুরখেতে কোন আনন্দগানের সুর আর শোনা যাচ্ছে না,
ফুর্তির কোন চিৎকারও আর ধ্বনিত হচ্ছে না।

কেউ মাড়াইকুণ্ডে আঙুরফল আর মাড়াই করছে না,
আমিই সেই আনন্দচিৎকার বন্ধ করেছি।
[১১] এজন্য মোয়াবের ব্যাপারে আমার অন্তরাজি,
কির-হারেসেথের ব্যাপারে আমার অন্তর বীণার মত শিহরে উঠছে।
[১২] মোয়াব দেখা দেবে,
উচ্চস্থানগুলিতে ক্লান্তি বোধ করবে,
প্রার্থনা করতে তার পবিত্রধামে যাবে,
কিন্তু তাতেও কোন ফল হবে না!

[১৩] তেমনটি ছিল সেই বাণী, যা একসময় প্রভু মোয়াব বিষয়ে দিয়েছিলেন। [১৪] কিন্তু এখন প্রভু একথা বলছেন: 'বেতনজীবীর বছর অনুসারে তিন বছরের মধ্যে মোয়াবের গৌরব ও সেইসঙ্গে তার গোটা অসংখ্য জনগণ তাচ্ছিল্যের বস্তু হবে; এবং তার অবশিষ্টাংশ অতি অল্পসংখ্যক ও বলহীন হবে।'

দামাস্ক, ইস্রায়েল ও অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে বাণী

১৭ [১] দামাস্ক সংক্রান্ত দৈববাণী।

দেখ, দামাস্ক শহরগুলোর তালিকা থেকে উচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছে,
তা ধ্বংসস্তূপের ঢিবি হবে।
[২] তার শহরগুলো চিরকালের মত পরিত্যক্ত হয়ে
যত পশুপালের চারণভূমি হবে;
পশুরা সেখানে শুইবে, কেউ তাদের ভয় দেখাবে না।
[৩] এফ্রাইম থেকে দুর্গটা নিশ্চিহ্ন করা হবে,
ও দামাস্ক থেকে তার রাজ-অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে;
এবং ইস্রায়েলীয়দের গৌরবের যেমন দশা হয়েছে,
আরামীয়দের অবশিষ্টাংশের তেমন দশা হবে,
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।

[৪] যখন সেই দিন আসবে,
তখন যাকোবের গৌরব সঙ্কুচিত হবে,
তার হৃষ্টপুষ্ট দেহ শীর্ণ হবে।
[৫] এমনটি ঘটবে, যেমন শস্যকাটিয়ে হাত বাড়িয়ে শিষ কেটে
শস্য সংগ্রহ করে ;
কিংবা যেমন রেফাইম উপত্যকায়
লোকে পড়ে থাকা শিষ কুড়োয় ;
[৬] কিছুই থাকবে না, কেবল সামান্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে,
যেমনটি ঘটে জলপাই গাছ থেকে ঝেড়ে নেওয়ার সময়ে :
একটা গাছের চূড়ায় দু' তিনটে ফল,
ফলবান একটা শাখার উপরে চার পাঁচটা ফল।
—ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি।

[৭] সেদিন মানুষ আপন নির্মাতার দিকে দৃষ্টি রাখবে, তার চোখ ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। [৮] নিজের হাতের কাজ সেই যজ্ঞবেদির দিকে সে আর দৃষ্টি রাখবে না, তার চোখও নিজের আঙুলের তৈরী বস্তু সেই পবিত্র দণ্ডগুলো বা নানা ধূপবেদির প্রতি নিবদ্ধ থাকবে না।

[৯] সেদিন তোমার সকল দৃঢ়দুর্গের দশা জঙ্গলে ও কাঁটাঝোপে পরিত্যক্ত সেই শহরগুলোরই দশার মত হবে, যেগুলিকে হিব্বীয় ও আমোরীয় ইস্রায়েল সন্তানদের আগমনে ত্যাগ করেছিল ; সবই হবে উৎসন্নস্থান।

[১০] যেহেতু তুমি তোমার ত্রাণেশ্বরকে ভুলে গেছ,
ও তোমার দৃঢ়দুর্গ সেই শৈলকে স্মরণ করনি,
সেজন্য তুমি সুন্দর সুন্দর চারাগাছ পুঁতছ
ও তা বিদেশী কলমের সঙ্গে লাগাচ্ছ ;
[১১] তুমি দিনমানে সেগুলিকে পোঁত, সেগুলিকে বাড়তে দেখ,
পরদিন সকালে তোমার সমস্ত বীজও অঙ্কুরিত হতে দেখ,
কিন্তু অসুস্থতা ও নিরাময়ের অতীত এমন ব্যথার দিনে

তার ফসল মিলিয়ে যাবে।
[১২] হায়! বহুজাতির কোলাহল!
তারা সমুদ্র-কল্লোলের মত কল্লোল করছে;
হায়! বহুদেশের গর্জন!
তারা প্রবল বন্যার গর্জনের মত গর্জন করছে।
[১৩] দেশগুলি মহাসাগরের গর্জনের মত গর্জন করছে,
কিন্তু প্রভু তাদের ধমক দিলেই তারা দূরে পালাচ্ছে;
এবং বাতাসের সামনে তুষই যেন তারা পর্বতে তাড়িত হয়,
ঝড়ের সামনে ধুলার পাকের মত বিতাড়িত হয়।
[১৪] সন্ধ্যাকালে আকস্মিক সন্ত্রাস উপস্থিত,
ভোরের আগে তারা আর নেই।
এ-ই আমাদের অপহারকদের ভাগ্য,
এ-ই আমাদের লুটেরাদের দশা।

১৮ [১] আহা, ঝিঁঝির শব্দকারী পোকার দেশ,
যা কুশের নদনদীর ওপারে অবস্থিত,
[২] যা সমুদ্রপথে নলে তৈরী নৌকাতে
জলের উপর দিয়ে দূতদের প্রেরণ করছ!
‘যাও, হে দ্রুতগামী দূতেরা,
যে জাতির মানুষেরা দীর্ঘকায় ও মসৃণাঙ্গ,
যে জনগণ আদি থেকে যুগে যুগে ভয়ঙ্কর,
যে জাতির মানুষেরা নিষ্ঠুর ও সদাবিজয়ী,
যার দেশ নদনদী দ্বারা বিভক্ত, তারই দিকে যাও!’
[৩] হে জগদ্বাসী সকলে, হে মর্তবাসী সকলে,
যখন পাহাড়পর্বতের উপরে নিশানা উত্তোলিত হবে, তখন চেয়ে দেখ!
যখন তুরি বাজবে, তখন শোন!

[৪] কেননা প্রভু আমাকে একথা বলেছেন :
‘নির্মল আকাশে প্রকট রোদের মত,
গ্রীষ্মের ফসল-কাটার সময়ে শিশির-মেঘের মত,
আমি শান্তশিষ্ট হয়ে আমার বাসস্থান থেকে দৃষ্টিপাত করব।’
[৫] কেননা আঙুর সঞ্চয় করার আগে, মুকুল গজিয়ে ওঠার পর
ও ফুল থেকে আঙুরফল জন্ম নিয়ে পাকা গুচ্ছ হওয়ার পর
তিনি দা দিয়ে তার ডগা ছেঁটে দেবেন
ও তার শাখাগুলি ছিঁড়ে ফেলে দেবেন।
[৬] ওরা মিলে পরিত্যক্ত হবে
পর্বতের হিংস্র পাখিদের ও বন্যজন্তুদের হাতে ;
হিংস্র পাখিরা সেগুলির উপরে গ্রীষ্মকাল কাটাবে,
সকল বন্যজন্তু সেগুলির উপরে শীতকাল কাটাবে।
[৭] সেসময়ে ওই দীর্ঘকায় ও মসৃণাঙ্গ জাতির লোকদের দ্বারা,
আদি থেকে যুগে যুগে ভয়ঙ্কর ওই জনগণ দ্বারা,
নিষ্ঠুর ও সদাবিজয়ী ওই জাতির লোকদের দ্বারা,
নদনদী দ্বারা বিভক্ত যাদের দেশ, তাদের দ্বারা
সেনাবাহিনীর প্রভুর কাছে অর্ঘ্য আনা হবে ;
সেই অর্ঘ্য সিয়োন পর্বতে আনা হবে,
সেই স্থানে, যা প্রভুর নামের স্থান।

১৯ [১] মিশর সংক্রান্ত দৈববাণী।

দেখ, প্রভু দ্রুতগামী এক মেঘে চড়ে মিশরে প্রবেশ করছেন।
মিশরের যত দেবমূর্তি তাঁর সামনে কম্পিত,
ও মিশরের হৃদয় তার অন্তরে বিগলিত।
[২] আমি মিশরীয়দের বিরুদ্ধে মিশরীয়দের উত্তেজিত করব :
তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে,

প্রত্যেকে একে অন্যের বিরুদ্ধে,
শহর শহরের বিরুদ্ধে, রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে।
[৩] মিশরীয়েরা বোধ-জ্ঞান হারাবে,
আর আমি তাদের রাজনীতি বিলুপ্ত করব;
এজন্য তারা দেবমূর্তি ও জাদুকরের,
ভূতের ওঝা ও গণকদের অভিমত অনুসন্ধান করবে।
[৪] কিন্তু আমি মিশরীয়দের কড়া এক কর্তার হাতে তুলে দেব,
নিষ্ঠুর এক রাজা তাদের উপর রাজত্ব করবে।
—সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি।
[৫] জল সমুদ্র থেকে হ্রাস পাবে,
নদী চড়া পড়ে শুষ্ক হবে;
[৬] তার যত জলস্রোত দুর্গন্ধময় হবে,
মিশরের খালগুলি সঙ্কীর্ণ হয়ে তাতে চড়া পড়বে;
নল ও খাগড়া ম্লান হবে।
[৭] নীল নদের তীরে ও তার মোহনায় যত গাছ,
এবং নদের কাছাকাছি যা কিছু বোনা আছে,
সবই শুষ্ক হবে, বাতাসে উড়ে যাবে, কিছুই থাকবে না।
[৮] জেলেরা হাহাকার করবে,
যত লোক নীল নদে বড়শি ফেলে সকলেই বিলাপ করবে;
যারা জলে জাল ফেলে, তারা অবসন্ন হবে।
[৯] যারা ক্ষোম-অংশুক প্রস্তুত করে, তারা দুশ্চিন্তায় পড়বে,
যারা শুক্লবস্ত্র বোনে, তারা নিরাশ হবে;
[১০] তাঁতীরা দিশেহারা হবে,
বেতনজীবী সকলে প্রাণে দুঃখ পাবে।
[১১] জোয়ানের নেতারা কেমন নির্বোধ!
ফারাওর সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান মন্ত্রণাদাতারা বুদ্ধিহীন মন্ত্রণাসভা মাত্র!

তোমরা কেমন করে ফারাওকে বলতে পার,
‘আমি প্রজ্ঞাবানদের পুত্র, প্রাচীন রাজাদের সন্তান?’
[১২] তবে তোমার সেই প্রজ্ঞাবানেরা কোথায়?
তারা তোমাকে বলে দিক, তোমার কাছে ব্যক্ত করুক
মিশরের বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রভু কি পরিকল্পনা করেছেন!
[১৩] জোয়ানের নেতারা নির্বোধ;
নোফের নেতারা নিজেদের ভোলাচ্ছে।
যারা মিশরীয় গোষ্ঠীপতি,
তারা মিশরকে পথভ্রান্ত করেছে।
[১৪] প্রভু তাদের অন্তরে দিশেহারা আত্মা সঞ্চার করেছেন;
মাতাল যেমন নিজের বমিতে ভ্রান্ত হয়ে পড়ে,
তেমনি ওরা মিশরকে তার সমস্ত কর্মকাণ্ডে ভ্রান্ত করেছে।
[১৫] মিশর যাই কিছু করুক না কেন, তা সফল হবে না:
মাথা কি লেজ, খেজুরগাছ বা নলখাগড়া—কিছুই সফল হবে না।

[১৬] সেদিন মিশরীয়েরা স্ত্রীলোকের মত হবে; সেনাবাহিনীর প্রভু তাদের বিরুদ্ধে হাত নাড়ালেই তারা কেঁপে উঠবে, সন্ত্রাসিত হবে। [১৭] যুদা দেশভূমি হয়ে উঠবে মিশরের সন্ত্রাস: সেনাবাহিনীর প্রভু তার বিরুদ্ধে যে পরিকল্পনা করেছেন, তার জন্য যখন যুদার কথা উল্লেখ করা হবে মিশর আতঙ্কিত হয়ে পড়বে।

[১৮] সেদিন মিশর দেশে পাঁচটা শহর থাকবে, যেগুলো কানানের ভাষায় কথা বলবে ও সেনাবাহিনীর প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করবে; সেগুলোর একটা সূর্যপুর বলে অভিহিত হবে।

[১৯] সেদিন মিশর দেশের মাঝে সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি থাকবে, এবং সীমানার কাছাকাছিতে প্রভুর উদ্দেশে একটা স্মৃতিস্তম্ভ থাকবে: [২০] মিশর দেশে এ হবে সেনাবাহিনীর প্রভুর বিষয়ে চিহ্ন ও সাক্ষ্য স্বরূপ। বিরোধীদের সামনে তারা যখন প্রভুর কাছে চিৎকার করবে, তখন তিনি তাদের উদ্ধার করতে এক ত্রাণকর্তা ও মহাবীরকে প্রেরণ করবেন। [২১] প্রভু মিশরীয়দের কাছে

নিজেকে প্রকাশ করবেন, আর সেদিন মিশরীয়েরা প্রভুকে স্বীকার করবে, বলি ও শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করে তাঁর সেবা করবে, প্রভুর কাছে ব্রত নিয়ে তা উদ্‌যাপন করবে। [২২] প্রভু মিশরকে আবার আঘাত করবেন, কিন্তু একবার তাদের আঘাত করার পর তাদের নিরাময় করবেন। তারা প্রভুর কাছে ফিরবে, আর তিনি সাড়া দিয়ে তাদের নিরাময় করবেন।

[২৩] সেদিন মিশর থেকে আশুরের দিকে এক রাস্তা থাকবে; আশুরের মানুষ মিশরে, ও মিশরের মানুষ আশুরে যাতায়াত করবে; মিশর ও আশুরের মানুষ মিলে উপাসনা করবে।

[২৪] সেদিন মিশরের ও আশুরের সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে ইস্রায়েল পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। [২৫] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলে তাকে আশীর্বাদ করবেন, 'আমার জনগণ মিশর, আমার হাতের রচনা আশুর, ও আমার উত্তরাধিকার ইস্রায়েল আশিসধন্য হোক!'

২০ [১] যে বছরে আশুর-রাজ সার্গোনের প্রেরিত প্রধান সেনাপতি আসদোদে এসে তা আক্রমণ করে হস্তগত করেন, [২] সেসময়ে প্রভু আমোজের সন্তান ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে এই কথা বললেন, 'যাও, কোমর থেকে চটের কাপড় খুলে দাও, পা থেকেও জুতো খোল।' তিনি সেইমত করলেন, বিবস্ত্র হয়ে ও খালি পায়ে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন।

[৩] পরে প্রভু বললেন, 'আমার দাস ইশাইয়া যেমন মিশর ও কুশের জন্য চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ রূপে তিন বছর বিবস্ত্র হয়ে ও খালি পায়ে হেঁটে বেড়াল, [৪] তেমনি আশুর-রাজ মিশরের বন্দিদের ও কুশের নির্বাসিতদের—যুবা-বৃদ্ধ সকলকেই বিবস্ত্র অবস্থায়, খালি পায়ে ও অনাবৃত নিতম্বে চালাবে—মিশরের কেমন লজ্জা! [৫] তখন তারা তাদের আস্থা সেই কুশ ও তাদের গর্ব সেই মিশরের বিষয়ে অভিভূত ও লজ্জিত হবে। [৬] সেদিন এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা বলবে, আশুর-রাজের হাত থেকে উদ্ধার পাবার উদ্দেশ্যে আমরা সাহায্যের আশায় যার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম, দেখ, এই আমাদের সেই আস্থা! তবে এখন কেমন করে নিষ্কৃতি পাব?'

বাবিলনের পতন

২১ [১] সাগর-নিকটবর্তী মরুপ্রান্তর সংক্রান্ত দৈববাণী।

নেগেবের উপরে যেমন ঝঞ্ঝা মহাবেগে বয়,
তেমনি মরুপ্রান্তর থেকে,
ভয়ঙ্কর এক দেশ থেকেই সেই ব্যক্তি আসছে।
[২] এক নিদারুণ দর্শন আমাকে দেখানো হল :
বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাসঘাতকতা করছে,
বিনাশক বিনাশ করছে।
হে এলামীয়েরা, এগিয়ে যাও ;
হে মেদীয়েরা, অবরোধ কর !
আমি সমস্ত বিলাপ বন্ধ করে দিলাম।
[৩] এজন্য আমার কটিদেশ যন্ত্রণায় আক্রান্ত,
প্রসবিনীর ব্যথার মত ব্যথা আমাকে ধরল ;
আমি এতই বিহ্বল যে, শুনতে চাই না ;
এতই ভীত যে, দেখতে চাই না।
[৪] আমার হৃদয় দিশেহারা, নিরাশা আমাকে দখল করছে ;
আমি যে সন্ধ্যাকাল ভালবাসতাম, তা আমার কাছে হয়ে গেছে সন্ত্রাস।
[৫] ভোজনপাট সাজানো হল,
প্রহরীরা সজাগ,
খাওয়া-দাওয়া চলছে।
'হে অধিনায়কেরা, ওঠ ; ঢালে তেল মাখ !'

[৬] কেননা প্রভু আমাকে একথা বললেন,
'যাও, একজন প্রহরী মোতায়েন রাখ,
সে যা যা দেখবে, তা জানিয়ে দিক,
[৭] সে অশ্বারোহী-দল দেখবে,

জোড় জোড় করে অশ্বারোহীকে,
গাধায় চড়ে এমন লোকের দল,
উটে চড়ে এমন লোকের দল দেখবে,
সে খুবই সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করুক,
খুবই সতর্কতার সঙ্গে!’
[৮] তখন প্রহরী চিৎকার করে বলল,
‘প্রভু, আমি সারাদিন ধরে
নিরন্তর প্রহরী-দুর্গে দাঁড়িয়ে থাকি;
আমি সারারাত ধরে
আমার প্রহরা-স্থানে পায়ে দাঁড়িয়ে থাকি।
[৯] ওই দেখ, এক দল অশ্বারোহী আসছে,
জোড় জোড় করে অশ্বারোহী আসছে।’
তারা চিৎকার করে বলছে,
‘পতন হয়েছে, হ্যাঁ, বাবিলনের পতন হয়েছে!
তার দেব-দেবীর সকল মূর্তি ভূমিসাৎ হল!’
[১০] হে আমার আপন জাতি, তুমি যে চূর্ণবিচূর্ণ,
আমার নিজের খামারে মাড়াই করা সন্তান আমার!
আমি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই সেনাবাহিনীর প্রভুর কাছ থেকে
যা কিছু শুনেছি, তা তোমাদের জানিয়েছি।

নানা দেশ সম্বন্ধে বাণী

[১১] দুমা সংক্রান্ত দৈববাণী।
সেইর থেকে কে যেন আমার দিকে চিৎকার করে বলছে:
‘প্রহরী, রাত কত?
প্রহরী, রাত কত?’
[১২] প্রহরী উত্তরে বলে:
‘প্রভাত আসছে, পরে আবার রাত আসবে;

তোমরা জিজ্ঞাসা করতে চাইলে জিজ্ঞাসা কর;
ফের, এখানে এসো!'

[১৩] আরাবা সংক্রান্ত দৈববাণী।
হে দেদানীয় পথযাত্রী সকল,
তোমরা যারা আরাবায় বনের মধ্যে রাত কাটাও,
[১৪] পিপাসিতদের সঙ্গে দেখা করার সময়
তাদের জন্য জল নিয়ে যাও।
হে তেমা-দেশবাসী,
পলাতকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময়
তাদের জন্য রুটি নিয়ে যাও।
[১৫] কেননা তারা খড়্গের সামনে থেকে,
ধারালো খড়্গের সামনে থেকে,
টানা ধনুকের সামনে থেকে,
ও তুমুল যুদ্ধের সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

[১৬] কেননা প্রভু আমাকে একথা বললেন: 'বেতনজীবীর বছর অনুসারে আর এক বছর-কাল, পরে কেদারের সমস্ত গৌরব লুপ্ত হবে। [১৭] আর কেদারীয় যোদ্ধা সেই তীরন্দাজদের হাত থেকে যারা রেহাই পাবে, তারা অল্পসংখ্যকই হবে, কারণ প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলেছেন।'

যেরুশালেমে আনন্দ-ফুর্তির বিরুদ্ধে বাণী

২২ [১] দর্শন-উপত্যকা সংক্রান্ত দৈববাণী।

এখন তোমার কি হয়েছে যে,
তোমার লোক সকলে ঘরের ছাদে উঠেছে,
[২] হে কোলাহলপূর্ণ, হইচইপূর্ণ নগর,
উল্লাসিনী নগর?

তোমার নিহত লোক, তারা তো খড়্গের আঘাতে পতিত হয়নি,
যুদ্ধেও তারা মারা পড়েনি;
[৩] তোমার নেতারা সকলে মিলেই পালিয়ে গেছে;
ধনুকের একটা আঘাত না পড়লেও তারা বন্দি হয়েছে;
তোমার বীরযোদ্ধারা সকলে মিলে শত্রুহস্তে পড়েছে,
কিংবা দূরে পালিয়ে গেছে!

[৪] এজন্য আমি বলছি: 'আমার দিকে আর নয়, অন্য দিকে চোখ ফেরাও,
আমাকে তিক্ত চোখের জল ফেলতে দাও;
আমার আপন জাতি-কন্যার সর্বনাশের জন্য
আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করো না।'
[৫] কারণ এদিন আশঙ্কা, বিনাশ ও ব্যাকুলতার দিন,
এমন দিন, যা সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর রচিত দিন!
দর্শন-উপত্যকায় নগরপ্রাচীর সবই ভগ্ন,
পর্বতমালার দিকে উচ্চারিত শুধু আর্তনাদ!
[৬] এলামীয়েরা তূণ ধরে নিল,
আরামীয়েরা ঘোড়ার পিঠে উঠছে,
কিরের যোদ্ধারা ঢাল অনাবৃত করল।
[৭] তোমার উত্তম উত্তম উপত্যকা রথে পরিপূর্ণ হল;
অশ্বারোহীরা নগরদ্বারের কাছে স্থান নিল।
[৮] এভাবেই যুদার রক্ষা খসে পড়ল।
সেদিন তোমরা অরণ্য-গৃহে সেই অস্ত্র-সরঞ্জামের দিকে চোখ ফেরালে;
[৯] তোমরা তো দেখলে দাউদ-নগরীতে কতগুলো ভগ্নস্থান;
নিচের দিঘির জল একস্থানে একত্র করলে;
[১০] যেরুশালেমের বাড়ি-ঘর পরিদর্শন ক'রে
তোমরা প্রাচীর দৃঢ় করার জন্য কতগুলো বাড়ি-ঘর ভেঙে ফেললে;
[১১] পুরাতন দিঘির জলের জন্য

তোমরা দুই প্রাচীরের মাঝখানে একটা জলাধার তৈরি করলে;
কিন্তু এসব কিছুর নির্মাতা যিনি, তাঁর দিকে তোমরা তাকাওনি,
দীর্ঘকাল থেকেই এসব কিছু গড়লেন যিনি, তাঁকে দেখওনি।

[১২] সেদিন সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু কান্না-বিলাপ করতে,
মাথার চুল খেউরি করতে ও চটের কাপড় পরতে তোমাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন;
[১৩] কিন্তু তার বদলে রয়েছে আমোদপ্রমোদ, বলদ-জবাই, মেষ-কাটা,
মাংসাহার ও আঙুররস-পান;
'এসো, খাওয়া-দাওয়া করি, কারণ কাল মারা পড়ব!'

[১৪] তখন সেনাবাহিনীর প্রভু আমার কানে একথা প্রকাশ করলেন:
'তোমাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত
নিশ্চয় তোমাদের এই অপরাধের মার্জনা হবে না;'
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

প্রাসাদ-অধ্যক্ষ শেবনার বিরুদ্ধে বাণী

[১৫] সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন:
তুমি ওই মন্ত্রীকে, প্রাসাদ-অধ্যক্ষ ওই শেব্নাকে গিয়ে বল:
[১৬] 'এখানে তোমার কী? আবার এখানে তোমার কেইবা আছে যে,
তুমি এইখানে নিজের জন্য একটা সমাধি খুঁড়তে লাগলে?'
সে তো নিজের জন্য একটা সমাধি খুঁড়তে লাগল,
নিজের জন্য শৈলে একটা বিশ্রামস্থান কাটতে লাগল!
[১৭] দেখ, পুরুষ! প্রভু শক্ত করে তোমাকে ধরে
একেবারে ছুড়ে ফেলবেন।
[১৮] তিনি তোমাকে একটা গোলক পিণ্ডের মত ভাল মতই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
বিস্তীর্ণ এক দেশে নিক্ষেপ করবেন;
সেখানে তুমি মরবে, সেখানে তোমার যত গৌরবময় রথও চলে যাবে,

তুমি যে তোমার প্রভুর প্রাসাদের কলঙ্কমাত্র!
[১৯] আমি তোমার পদ থেকে তোমাকে দূরে ঠেলে দেব,
তোমার আসন থেকে তোমাকে উল্টিয়ে ফেলব।
[২০] সেদিন এমনটি ঘটবে,
আমি আমার আপন দাসকে,
হিল্কিয়ার সন্তান সেই এলিয়াকিমকে ডাকব;
[২১] তোমার বসন তাকেই পরাব,
তোমার বন্ধনী তারই কোমরে বাঁধব,
তোমার কর্তৃত্ব তারই হাতে তুলে দেব।
সে যেরুশালেম-বাসীদের জন্য ও যুদাকুলের জন্য পিতা হবে।
[২২] আমি দাউদকুলের চাবিকাঠি তাঁর কাঁধে রেখে দেব:
সে যা খুলে দেবে, কেউই তা বন্ধ করতে পারবে না;
সে যা বন্ধ করবে, কেউই তা খুলে দিতে পারবে না।
[২৩] আমি তাকে একটা গোঁজের মত শক্ত মাটিতে পুঁতে রাখব,
সে তার পিতৃকুলের পক্ষে গৌরবাসন হয়ে উঠবে।

[২৪] তার পিতৃকুলের সমস্ত গৌরব—সন্তানসন্ততি ও বংশধর, বাটি থেকে ঘট
পর্যন্ত ছোট হলেও যত পাত্রই—তার উপর নির্ভর করবে। [২৫] সেদিন—
সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—শক্ত মাটিতে পোঁতা সেই গোঁজ সরে গিয়ে ছিন্ন হয়ে পড়ে
যাবে, ও যা কিছু তার উপর নির্ভর করছিল, সেই সমস্ত কিছু টুকরো টুকরো হয়ে যাবে,
কারণ প্রভু এই কথা বলেছেন।

তুরসের বিরুদ্ধে বাণী

২৩ [১] তুরস সংক্রান্ত দৈববাণী।

হে তার্শিশের জাহাজগুলি, বিলাপ কর,
কেননা সেখানে ঘটল সর্বনাশ:

তার আর কোন ঘর নেই, আর নেই কোন বন্দর!
তারা যখন কিত্তিমীয়দের দেশ থেকে ফিরে আসছিল,
তখনই একথা তাদের জানানো হল।
[২] হে উপকূলের অধিবাসী সকল, নীরব হও,
তোমরাও, সিদোনের বণিক সকল,
যারা সমুদ্র পার হও,
যাদের কর্মচারীরা
[৩] মহাজলরাশির উপর দিয়ে চলে।
শিহোর নদীর শস্য, নীল নদের ফসল
ছিল তুরসের ঐশ্বর্য, ছিল জাতিগুলির হাট।
[৪] লজ্জিতা হও, সিদোন,
তুমি যে সমুদ্রের দৃঢ়দুর্গ!
সাগর এখন একথা বলছে:
'আমি প্রসবযন্ত্রণায় ভুগিনি, প্রসব করিনি,
যুবকদের মানুষ করিনি,
যুবতীদেরও প্রতিপালন করিনি।'
[৫] মিশরে এই জনরব শোনামাত্র
লোকে তুরসের কথা শুনে দুঃখভোগ করবে।
[৬] তোমরা পার হয়ে তার্শিশে যাও, বিলাপ কর,
হে উপকূলের অধিবাসীরা।
[৭] এ কি তোমাদের সেই উল্লাসিনী নগরী,
যা প্রাচীনকালেও প্রাচীনা ছিল,
উপনিবেশ স্থাপনের জন্য
যার পা তাকে দূরদেশে নিয়ে যেত?
[৮] এই মুকুট-বিতরণকারিণী তুরস,
যার বণিকেরা সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ ছিল,

যার মহাজনেরা ছিল পৃথিবীতে গৌরবান্বিত,
এর বিরুদ্ধে কে এমনটি নিরূপণ করেছে?
[৯] সেনাবাহিনীর প্রভুই তেমনটি নিরূপণ করেছেন!
তার সমস্ত ভূষণের অহঙ্কার লজ্জায় ফেলার জন্য,
পৃথিবীতে সেই গৌরবান্বিতদের অবনমিত করার জন্যই
তিনি এ নিরূপণ করেছেন।

[১০] হে তার্শিশ-কন্যা, তুমি নীল নদের মত তোমার দেশ চাষ কর;
বন্দরটা আর নেই!
[১১] তিনি সাগরের উপরে হাত বাড়িয়েছেন;
রাজ্য সকল কাঁপিয়ে তুলেছেন,
প্রভু কানানের বিষয়ে
তার দৃঢ়দুর্গগুলি উচ্ছেদ করার আজ্ঞা জারি করেছেন।

[১২] তিনি বললেন, 'হে মানভ্রষ্টা, হে কুমারী সিদোন-কন্যা,
তুমি আর উল্লাসে মেতে উঠো না!
ওঠ, পার হয়ে কিত্তিমীয়দের কাছে যাও,
সেখানেও তোমার জন্য স্বস্তি হবে না।'
[১৩] ওই দেখ কাল্দীয়দের সেই দেশ:
সেই জাতি আর নেই!
আশুর বন্য বিড়ালদের জন্যই ওকে স্থির করেছে;
তারা উচ্চ দুর্গ নির্মাণ করেছিল, প্রাকারও গেঁথে তুলেছিল;
আর আশুর সেইসব করেছে ধ্বংসস্তূপের ঢিবি!
[১৪] হে তার্শিশের জাহাজগুলি, বিলাপ কর,
কেননা তোমাদের আশ্রয়স্থলের ঘটেছে সর্বনাশ।

[১৫] সেদিন এমনটি ঘটবে: এক রাজার আয়ু অনুসারে তুরস সত্তর বছর ধরে বিস্মৃতা হবে। সত্তর বছর শেষে তুরসের উপর বেশ্যার এই গান আরোপ করা হবে:

[১৬] ‘হে চিরবিস্মৃতা বেশ্যা,
বীণা ধরে শহরে হেঁটে বেড়াও ;
নিপুণ হাতে বাজাও, বহু বহু গান ধর,
যেন আবার স্মৃতিপথে আসতে পার।’

[১৭] কিন্তু সেই সত্তর বছর শেষে প্রভু তুরসকে দেখতে যাবেন, আর সে পুনরায় তার লাভজনক ব্যবসায় ব্যস্ত হবে; সে জগতের সকল রাজ্যের সঙ্গে পৃথিবীর বুকে বেশ্যাগিরি করবে। [১৮] তার মজুরি ও তার লাভ প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বলে উৎসর্গীকৃত হবে; তা কোষে রাখা কিংবা সঞ্চয় করা হবে না, বরং তাদেরই কাছে যাবে, যারা প্রভুর সম্মুখে বাস করে, যেন তারা তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে ও এমন বস্ত্রাদি পেতে পারে যা দীর্ঘস্থায়ী।

চরমকাল

প্রভুর বিচার

২৪ [১] দেখ, প্রভু পৃথিবীকে শূন্যস্থান করছেন, তা মরুভূমি করছেন,
ভূমণ্ডল উল্টিয়ে ফেলছেন, তার অধিবাসীদের বিক্ষিপ্ত করছেন।
[২] এই দশা ভোগ করবে প্রজা ও যাজক, দাস ও কর্তা,
দাসী ও কর্ত্রী, ক্রেতা ও বিক্রেতা,
পাওনাদার ও দেনাদার, ঋণ দিয়েছে ও ঋণ নিয়েছে উভয়েই।
[৩] পৃথিবী একেবারে লুণ্ঠিত হবে, সবই লুটতরাজ,
কারণ প্রভু এই বাণী উচ্চারণ করেছেন।
[৪] পৃথিবী শোকাকুল, নিস্তেজ,
জগৎ ম্লান, নিস্তেজ,
আকাশ ও পৃথিবী দু'টোই মিলে ম্লান!
[৫] পৃথিবী তার আপন অধিবাসীদের পদতলে কলুষিত,
কারণ তারা সমস্ত বিধান লঙ্ঘন করেছে,
বিধি অমান্য করেছে, চিরন্তন সন্ধি ভঙ্গ করেছে।
[৬] এজন্য অভিশাপ পৃথিবীকে গ্রাস করছে,
ও তার অধিবাসীরা এর দণ্ড বহন করছে;
এজন্য পৃথিবীর অধিবাসীরা দগ্ধ হল,
কেবল স্বল্প লোক অবশিষ্ট রইল।

উৎসন্ন নগরীর বর্ণনা

[৭] নতুন আঙুররস শোকাকুল, আঙুরখেত ম্লান;
যারা একদিন প্রফুল্লচিত্ত ছিল,
তারা সবাই এখন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।
[৮] খঞ্জনির আনন্দ এবার ক্ষান্ত হয়েছে,

শেষ হয়েছে উল্লাসীদের কোলাহল,
বীণার আনন্দ এবার ক্ষান্ত হয়েছে।
[৯] গানে গানে কেউই আর আঙুররস খায় না,
যে কেউ উগ্র পানীয় পান করে, তা তিতই লাগে তার মুখে।
[১০] শূন্যতার নগরী এবার শুধু ধ্বংসস্তূপ,
রুদ্ধই প্রতিটি ঘরের প্রবেশপথ।
[১১] রাস্তা-ঘাটে সবার চিৎকার—আঙুররস আর নেই!
সমস্ত আনন্দ মিলিয়ে গেল,
দেশ থেকে পুলক নির্বাসিত হল।
[১২] নগরীতে শুধু রয়েছে ধ্বংসন,
টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে আছে তার তোরণদ্বার।
[১৩] কেননা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে, জাতিসকলের মাঝে এমনটি ঘটবে,
ঠিক যেমন ঘটে জলপাইগাছ ঝাড়বার সময়ে,
ঠিক যেমন ঘটে আঙুর-সংগ্রহকাল শেষে
পড়ে থাকা আঙুরফল জড় করার সময়ে।
[১৪] ওরা জোর গলায় চিৎকার করবে,
প্রভুর প্রতাপের উদ্দেশে হর্ষধ্বনি তুলবে,
পশ্চিম থেকে উচ্চধ্বনি শোনাবে;
[১৫] তাই পুব থেকে তোমরা প্রভুর গৌরবকীর্তন কর,
সমুদ্রের যত দ্বীপপুঞ্জে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামকীর্তন কর।
[১৬] পৃথিবীর চরম প্রান্ত থেকে আমরা শুনেছি এই সামগান:
‘সেই ধার্মিকেরই জয়!’

শেষ সংগ্রাম

কিন্তু আমি ভাবলাম, ‘হায় হায়!
হায়, আমাকে ধিক্!’
বিশ্বাসঘাতকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,

হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকেরা দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!
[১৭] হে মর্তবাসী, সন্ত্রাস, গহ্বর, ফাঁদ এবার অনিবার্য।
[১৮] যে কেউ সন্ত্রাসের চিৎকার থেকে পালিয়ে রেহাই পাবে,
সে সেই গহ্বরে পড়বে,
যে কেউ গহ্বর থেকে উঠে আসবে,
সে সেই ফাঁদে ধরা পড়বে।
ঊর্ধ্বের সমস্ত জলদ্বার খুলে গেল,
পৃথিবীর ভিত কেঁপে উঠল।
[১৯] একটা ফাটল—পৃথিবী ফেটে গেল;
একটা ঝাঁকুনি—পৃথিবী ঝেঁকে উঠল;
একটা কাঁপন—পৃথিবী কম্পিত হল।
[২০] পৃথিবী মাতালের মত টলটলাবে,
টোঙের মত দোলবে;
তার উপরে তার শঠতার ভার এমনই হবে যে,
তার পতন হবে, সে আর কখনও উঠতে পারবে না।
[২১] সেদিন এমনটি ঘটবে,
প্রভু ঊর্ধ্বলোকে ঊর্ধ্বের সেনাদলকে তার যোগ্য শাস্তি দেবেন,
ও মর্তলোকে মর্ত-রাজাদের তাদের যোগ্য প্রতিফল দেবেন।
[২২] তাদের সকলকে একটা গর্তের মধ্যে জড় করে বন্দি করা হবে,
একটা কারাগারে রুদ্ধ করা হবে,
আর বহুদিন পরে তাদের কৈফিয়ত দিতে হবে।
[২৩] তখন চন্দ্র মলিন হবে ও সূর্য লজ্জিত হবে,
কারণ সিয়োন পর্বতে ও যেরুশালেমে সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভুই রাজা,
ও তাঁর প্রবীণদের সামনে তিনি গৌরবমণ্ডিত।

ধন্যবাদগীতি

২৫ [১] প্রভু, তুমি আমার পরমেশ্বর,
আমি তোমার বন্দনা করব, করব তোমার নামগান,
কারণ তুমি সাধন করেছ আশ্চর্য কাজ,
পুরাকালে সঙ্কল্পিত সেই বিশ্বস্ততাপূর্ণ ও সত্যময় কাজ।
[২] কেননা নগরীকে তুমি প্রস্তররাশিতে,
সুরক্ষিত নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছ;
বিদেশীদের সেই রাজপুর এখন আর নগর নয়,
তা কখনও পুনর্নির্মিত হবে না।
[৩] তাই বলবান এক জাতি করে তোমার গৌরবকীর্তন,
তোমায় সম্ভ্রম করে দুর্দান্ত জাতিগুলির শহর।
[৪] কারণ তুমি দরিদ্রের দৃঢ়দুর্গ,
সঙ্কটকালে নিঃস্বের দৃঢ়দুর্গ,
ঝড়ঝঞ্ঝার দিনে আশ্রয়, গরমের দিনে ছায়া;
হ্যাঁ, দুর্দান্তদের শ্বাস শীতকালীন বর্ষার মত,
[৫] শুষ্ক দেশে রোদের তাপের মত।
যেমন মেঘের ছায়াতে রোদের তাপ,
তুমি তেমনি প্রশমিত কর সেই বর্বরদের কোলাহল;
ক্ষান্ত কর সেই দুর্দান্তদের জয়গান।

সকল জাতির জন্য এক মহাভোজ

[৬] সেনাবাহিনীর প্রভু এই পর্বতের উপর সকল জাতির জন্য
সাজিয়ে রাখবেন উৎকৃষ্ট খাদ্যের এক মহাভোজ,
উত্তম আঙুররস, রসাল-শাঁসাল খাদ্য, সেরা আঙুররসের এক মহাভোজ।
[৭] এই পর্বতের উপরে তিনি বিলুপ্ত করবেন সেই আচ্ছাদন,
যা আচ্ছন্ন করে রাখছিল সকল জাতির মানুষের মুখ,

সেই আবরণ, যা পাতা ছিল সকল দেশের মানুষের উপর।
[৮] তিনি মৃত্যুকে চিরকালের মতই বিলুপ্ত করবেন;
স্বয়ং পরমেশ্বর প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল,
তাঁর আপন জাতির অপমান গোটা পৃথিবী থেকে দূর করে দেবেন,
কারণ স্বয়ং প্রভুই একথা বললেন।

[৯] সেদিন সকলে বলবে, 'দেখ, ইনিই আমাদের পরমেশ্বর;
আমরা তাঁর উপরেই এই প্রত্যাশা রেখেছিলাম যে,
ইনি আমাদের ত্রাণ করবেন;
ইনিই সেই প্রভু, যাঁর উপরে প্রত্যাশা রেখেছিলাম;
এসো, তাঁর পরিত্রাণের জন্য উল্লাস করি, আনন্দ করি!'
[১০] কারণ প্রভুর হাত এই পর্বতের উপরেই থাকবে।
কিন্তু বিচালি যেমন সারকুণ্ডে মাড়িয়ে দেওয়া হয়,
তেমনি মোয়াবকে মাটিতে মাড়িয়ে দেওয়া হবে।
[১১] যে সাঁতার দেয়, সাঁতারের জন্য সে যেমন হাত বাড়ায়,
মোয়াব তেমনি সেখানে হাত বাড়াবে;
কিন্তু তার হাত যাই কিছু করতে চেষ্টা করবে না কেন,
তিনি তার গর্ব অবনমিতই করবেন।
[১২] তিনি নামিয়ে দেবেন, ধ্বংস করবেন, ধূলিসাৎ করবেন
তোমার নগরপ্রাচীরের অগম্য যত দৃঢ়দুর্গ।

ধন্যবাদগীতি ও সামসঙ্গীত

২৬ [১] সেদিন যুদা-দেশে সকলে এই সঙ্গীত গান করবে:
'আমাদের শক্তিশালী এক নগরী আছে,
ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।
[২] খুলে দাও নগরদ্বার,
প্রবেশ করুক সেই ধর্মময় জাতি যে বিশ্বস্ততা বজায় রাখে।

[৩] যার মন সুস্থির, তুমি তাকে পূর্ণ শান্তিতেই পালন করবে,
কারণ সে তোমাতেই ভরসা রাখে,
[৪] তোমরা প্রভুতে ভরসা রাখ চিরকাল ধরে,
প্রভুই তো শাশ্বত শৈল ;
[৫] কারণ উচ্চস্থানে যাদের বাস,
তিনি তাদের অবনত করলেন,
উচ্চতম সেই নগরকে অবনত করে ভূমিসাৎ করলেন।
[৬] লোকদের পা—অত্যাচারিতদের পা, দীনহীনদের পদক্ষেপ
এখন তা পদদলিত করছে।'

[৭] ধার্মিকের পথ সমতল পথ,
ধার্মিকের রাস্তা তুমি কর সরল-সোজা।
[৮] সত্যি, তোমার বিচারগুলির পথে আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু,
তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।
[৯] রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ,
প্রভাতে আমার আত্মা তোমার অন্বেষণ করে,
কারণ যখন তোমার বিচারগুলি পৃথিবীতে আসে,
তখন জগতের অধিবাসীরা ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হয়।
[১০] দুর্জনের প্রতি দয়া দেখালেও
সে ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হবেই না ;
সততার দেশে সে তো অনিষ্টের সাধক,
প্রভুর মাহাত্ম্যের দিকে তাকায় না।
[১১] প্রভু, তোমার হাত তো উত্তোলিত,
তবু তারা তা দেখে না ;
তোমার জনগণের প্রতি তোমার উত্তপ্ত প্রেম দেখে তারা লজ্জিত হোক ;
হ্যাঁ, তোমার বিরোধীদের জন্য তৈরী আগুন তাদের গ্রাস করুক।

[১২] প্রভু, তুমি আমাদের মঞ্জুর করবে শান্তি,
কারণ তুমিই তো সম্পন্ন কর আমাদের সকল কাজ।
[১৩] হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু,
তুমি ছাড়া অন্য প্রভুরা আমাদের উপর কর্তৃত্ব করল ;
কিন্তু কেবল তোমার প্রতি, তোমার নামেরই প্রতি আমাদের সম্মান !
[১৪] মৃতেরা পুনরুজ্জীবিত হবে না,
ছায়ামূর্তি পুনরুত্থিত হবে না,
কারণ তুমি শাস্তি দিয়ে ওদের ধ্বংস করেছ,
ওদের স্মৃতি নিঃশেষে মুছে দিয়েছ।
[১৫] তুমি এই জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছ, প্রভু,
এই জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছ, নিজের গৌরব প্রকাশ করেছ,
দেশের চতুঃসীমানা বিস্তার করেছ।

[১৬] প্রভু, সঙ্কটে তারা তোমার আশ্রয় নিতে চাইল,
তুমি তাদের শাস্তি দিচ্ছিলে বিধায়
তারা প্রার্থনায় নিজেদের উজাড় করে দিল।
[১৭] প্রসবকাল আসন্ন হলে গর্ভবতী নারী
যেমন যন্ত্রণায় মোচড় খেতে খেতে চিৎকার করে,
তোমার সামনে, প্রভু, আমরা সেইমত ছিলাম।
[১৮] আমরাও গর্ভধারণ করলাম,
আমরাও প্রসবযন্ত্রণায় ভুগলাম,
কিন্তু প্রসব করলাম শুধু বাতাসমাত্র !
আমরা দেশে পরিত্রাণ আনিনি,
জগতেও কোন নিবাসীর জন্ম হয়নি।
[১৯] কিন্তু তোমার মৃতজনেরা পুনরুজ্জীবিত হবে,
তাদের মৃতদেহ পুনরুত্থিত হবে।
তোমরা যারা ধুলায় শায়িত,

পুনর্জাগরিত হও, আনন্দধ্বনি তোল,
কারণ তোমাদের শিশির জ্যোতির্ময় শিশির ;
কিন্তু পৃথিবী ছায়ামূর্তিই প্রসব করবে।

প্রভুর শাস্তি

[২০] চল, আমার জাতি ; তোমার অন্তঃকক্ষে প্রবেশ কর,
পিছনে দরজা বন্ধ করে দাও।
কিছুক্ষণের মত লুকিয়ে থাক,
যতক্ষণ না সেই কোপ গত হয়।
[২১] কেননা দেখ, পৃথিবীর অধিবাসীদের অপরাধের শাস্তি দিতে
প্রভু আপন আবাস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন ;
পৃথিবী নিজের উপরে পাতিত রক্ত প্রকাশ করবে,
নিজের নিহতদের আর আচ্ছন্ন রাখবে না।

২৭ [১] সেদিন প্রভু তাঁর নিদারুণ, বিরাট ও পরাক্রমী খড়্গ দ্বারা
কুটিল সাপ সেই লেভিয়াথানকে,
হ্যাঁ, কুণ্ডলিত সাপ সেই লেভিয়াথানকে শাস্তি দেবেন ;
সমুদ্র-বাসী সেই নাগকে মেরে ফেলবেন।

প্রভুর আঙুরখেত

[২] সেদিন লোকে বলবে :
‘সেই যে উৎকৃষ্ট আঙুরখেত—তোমরা তার গুণগান কর !’
[৩] স্বয়ং প্রভু আমিই তার রক্ষক,
আমিই পলে পলে তা জলসিক্ত করি ;
পাছে তার ক্ষতি হয়,
আমি দিনরাত তা যত্ন করি।
[৪] আমি এখন ক্রুদ্ধ নই।

আঃ! আমাকে বিরোধিতা করতে
যদি কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা থাকত!
সেইসব আক্রমণ করে আমি একেবারে পুড়িয়ে দিতাম!
[৫] সে বরং আমার কাছে আশ্রয় নিতে আসুক,
আমার সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করুক,
শান্তি-চুক্তি করুক আমার সঙ্গে!

নির্বাসন ও ক্ষমাদান ও মহা প্রত্যাগমন

[৬] ভাবী দিনগুলিতে যাকোব শিকড় গাড়বে,
ইস্রায়েল মুকুলিত হবে, হবে প্রস্ফুটিত,
ভূমণ্ডলকে ফলাদিতে পরিপূর্ণ করে তুলবে।
[৭] প্রভু ইস্রায়েলের প্রহারকদের যেমন প্রহার করেছিলেন,
ইস্রায়েলকেও কি সেইমত প্রহার করলেন?
কিংবা তার হত্যাকারীদের তিনি যেমন হত্যা করেছিলেন,
তাকেও কি সেইমত হত্যা করলেন?
[৮] তাকে তাড়িয়ে দেওয়ায়, ত্যাগ করায়ই তুমি তাকে শাস্তি দিলে,
পুববাতাসের দিনের মত
তুমি প্রবল ফুৎকারেই তাকে ঝেড়ে দূর করলে।
[৯] তখন যাকোবের অপরাধ এভাবেই ক্ষমা হবে,
তখন এটিই হবে তার পাপহরণের গোটা ফল,
সে যখন যজ্ঞবেদির সমস্ত পাথর চূর্ণবিচূর্ণ চুনের পাথরের মত করবে,
ও কোন পবিত্র দণ্ড ও কোন ধূপবেদি আর থাকবে না।
[১০] কারণ সুদৃঢ় নগরটি শূন্যস্থান হয়েছে,
হয়েছে নির্জন স্থান, মরুভূমির মত পরিত্যক্ত;
সেখানে বাছুর চরে বেড়ায়, শুয়ে পড়ে ও যত ঘাস খায়।
[১১] সেখানকার ডালপালা শুষ্ক হলে তা টুকরো টুকরো করা হবে,
স্ত্রীলোকেরা এসে তা দিয়ে আগুন জ্বালাবে।

সত্যি! তেমন জাতি নির্বোধ এক জাতি;
এজন্য তার নির্মাতা তার প্রতি করুণা করবেন না,
যিনি তাকে গড়লেন, তিনি তার প্রতি দয়া দেখাবেন না।

[১২] সেদিন এমনটি ঘটবে,
প্রভু [ফোরাত] নদীর প্রণালী থেকে মিশরের জলস্রোত পর্যন্ত
শস্যমাড়াই আরম্ভ করবেন,
আর তোমাদের, হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, একে একে করে জড় করা হবে।
[১৩] সেই দিন যখন আসবে, তখন বড় তুরিটা বাজবে;
আর যারা আশুরে বিক্ষিপ্ত, যারা মিশরে তাড়িত,
তারা ফিরে আসবে।
তারা যেরুশালেমে পবিত্র পর্বতের উপরে
প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করবে।

ইস্রায়েল ও যুদা বিষয়ক কাব্যমালা

সামারিয়ার বিরুদ্ধে বাণী

২৮ [১] এফ্রাইমের মাতালদের দর্পমুকুটকে ধিক্!
তার জ্যোতির্ময় শোভার যে ক্ষণস্থায়ী ফুল উর্বর উপত্যকার মাথায় রয়েছে,
আঙুররসে পরাভূত যত লোকদের সেই নগরকে ধিক্!
[২] দেখ, প্রভু দ্বারা প্রেরিত হয়ে
প্রতাপশালী ও শক্তিমান এক পুরুষ
শিলা-ঝড়ের মত, প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝার মত,
প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত সবকিছুই নিজের হাতে ভূমিসাৎ করে।
[৩] এফ্রাইমের মাতালদের সেই দর্পমুকুট
পদতলে মাড়িয়ে দেওয়া হবে;
[৪] এবং তার জ্যোতির্ময় ভূষণের সেই যে ক্ষণস্থায়ী ফল,
যা উর্বর উপত্যকার মাথায় রয়েছে,
তার দশা হবে এমন আশুপক্ব ডুমুরফলের মত,
যা উপযুক্ত কালের আগে দেখা দেয়:
তা দেখে লোকে পেড়ে নেয়; হাতে পাওয়ামাত্রই তা খায়।
[৫] সেদিন সেনাবাহিনীর প্রভুই তাঁর আপন জনগণের অবশিষ্টাংশের জন্য
হবেন মহিমময় মুকুট ও জ্যোতির্ময় শিরোভূষণ;
[৬] যারা বিচারাসনে বসে,
তাদের জন্য তিনি হবেন ন্যায়বিচারের প্রেরণা,
যারা নগরদ্বারে আক্রমণ রোধ করে,
তাদের জন্য হবেন পরাক্রম।

নকল নবীদের ও কুমন্ত্রণাদাতাদের বিরুদ্ধে বাণী

[৭] এরাও আঙুররসে ভ্রান্ত

ও মদ্যপানে টলটলায়মান হচ্ছে।
যাজক কি নবী সকলেই মদ্যপানে ভ্রান্ত,
আঙুররসে নিমজ্জিত, মদ্যপানে টলটলায়মান,
দর্শনে ভ্রান্ত ও বিচার-সম্পাদনে টলটলায়মান।
[৮] বস্তুত সকল ভোজনপাট দুর্গন্ধময় বমিতে পরিপূর্ণ,
নোংরা নয় এমন স্থান নেই!
[৯] [তারা বলে:] ‘সে কাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে চায়?
সে কাকে বাণীর যুক্তি বোঝাতে চায়?
সেই শিশুদেরই কি, যাদের এইমাত্র দুধ ছাড়ানো হয়েছে?
সেই শিশুদেরই কি, মায়ের বুক থেকে যাদের এইমাত্র সরানো হয়েছে?
[১০] হ্যাঁ, সাউলাসাউ, সাউলাসাউ,
কাউলাকাউ, কাউলাকাউ,
জে এর সাম্‌, জে এর সাম্‌।’
[১১] আচ্ছা, তিনি বিদ্রূপের ওষ্ঠে ও বিদেশী ভাষায়
এই জনগণের সঙ্গে কথা বলবেন;
[১২] আগেও তিনি তাদের বলেছিলেন:
‘এই যে বিশ্রাম! ক্লান্ত মানুষকে বিশ্রাম নিতে দাও।
এই যে প্রাণ জুড়াবার স্থান!’ কিন্তু তারা শুনতে রাজি হল না।
[১৩] সেজন্য তাদের প্রতি প্রভুর এই বাণী উচ্চারিত:
‘সাউলাসাউ, সাউলাসাউ,
কাউলাকাউ, কাউলাকাউ,
জে এর সাম্‌, জে এর সাম্‌,’
যেন তারা এগিয়ে চলতে চলতে পিছনে পড়ে তাদের দেহ ভেঙে যায়,
এবং ফাঁদে ধরা পড়ে তাদের বন্দি করা হয়।

[১৪] সুতরাং, হে বিদ্রূপকারী মানুষের দল,
যেরুশালেমের এই জাতির শাসনকর্তারা,

প্রভুর বাণী শোন ;
[১৫] তোমরা নাকি বলছ :
‘আমরা মৃত্যুর সঙ্গে সন্ধি স্থির করেছি,
পাতালের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি ;
তাই সংহারকের কশা এদিক দিয়ে এলে আমাদের নাগাল পাবে না,
কারণ আমরা মিথ্যাকে আমাদের আশ্রয় করেছি,
ছলনার আড়ালে লুকিয়েছি।’

[১৬] অতএব পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন :
‘দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের জন্য
যাচাই-করা মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি ;
যে কেউ বিশ্বাস করে, সে টলবে না।
[১৭] আমি ন্যায়বিচারকে করব মানদণ্ড,
ধর্মময়তাকে করব ওলন।’
শিলাবৃষ্টি তোমাদের ওই মিথ্যার আশ্রয় দূরে ঝেড়ে ফেলবে,
জলরাশি তোমাদের ওই লুকোনোর স্থান ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।
[১৮] মৃত্যুর সঙ্গে তোমাদের ওই সন্ধি মুছে ফেলা হবে,
পাতালের সঙ্গে তোমাদের ওই চুক্তি দাঁড়াতে পারবে না।
সংহারকের কশা যখন ওদিক দিয়ে যাবে,
তখন তার পায়ে তোমাদের মাড়িয়ে দেওয়া হবে।
[১৯] তা যতবার আসবে, ততবার তোমাদের ধরবে,
আর আসলে তা প্রতি সকালেই আসবে—
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত !
কেবল বিভীষিকার জোরেই তোমরা একথা বুঝবে।
[২০] কারণ গা প্রসারিত করার পক্ষে বিছানা খাটো,
গায়ে জড়াবার পক্ষে কম্বল ছোট !
[২১] হ্যাঁ, প্রভু উত্থিত হবেন,

যেমন পেরাজিম পর্বতের উপরে তিনি উত্থিত হয়েছিলেন ;
তিনি ক্রুদ্ধ হবেন,
যেমন গিবেয়োন-উপত্যকায় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ;
এভাবে তিনি তাঁর আপন কর্মের,
তাঁর সেই রহস্যময় কর্মের সিদ্ধি ঘটাবেন,
তাঁর আপন কর্ম, তাঁর সেই অসাধারণ কর্ম সম্পন্ন করবেন।
[২২] সুতরাং তোমরা তোমাদের বিদ্রূপ বন্ধ কর,
পাছে তোমাদের শেকল আরও শক্ত হয় ;
কারণ সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর কাছ থেকে
আমি সারা পৃথিবী সম্বন্ধে উচ্ছেদ-বিধির কথা শুনেছি।

কৃষকের উপমা-কাহিনী

[২৩] তোমরা কান দাও, আমার কণ্ঠস্বর শোন,
মনোযোগ দাও, আমার বাণী শোন।
[২৪] বীজ বোনার উদ্দেশ্যে কৃষক কি সারাদিন হাল চাষ করে,
মাটি খুঁড়ে ভূমির ঢেলা ভাঙে?
[২৫] মাটি সমান করার পর
সে কি মরিচ ছড়ায় না ও জিরে বোনে না?
সে কি শ্রেণি শ্রেণি করে গম ও যব,
এবং খেতের সীমানায় ভুট্টা কি বোনে না?
[২৬] তার পরমেশ্বরই তাকে শিক্ষা দেন ;
তিনিই তাকে সঠিক নিয়ম শেখান।
[২৭] বস্তুত মউরি মাড়ন-মইতে মাড়াই করতে নেই,
এবং জিরের উপরে গাড়ির চাকা ঘোরাতে নেই,
কিন্তু মউরি লাঠি দিয়ে,
ও জিরে বাঁশ দিয়ে মাড়াই করা উচিত।
[২৮] গম কি চূর্ণ হয়?

অবশ্যই, কিন্তু তা কখনও শেষ পর্যন্ত মাড়াই হয় না;
গাড়ির চাকা ও ঘোড়ার ক্ষুর তা ছড়ায় বটে,
কিন্তু তুমি তো তা একেবারে চূর্ণ কর না।
[২৯] এও সেনাবাহিনীর প্রভুর দান;
তিনিই সুমন্ত্রণায় আশ্চর্যময়, কর্মজ্ঞানে মহান।

যেরুশালেম সম্বন্ধে বাণী

২৯ [১] আরিয়েল, আরিয়েল, ধিক্ তোমায়!
তুমি যে দাউদের শিবিরনগর!
এক বছরের পর অন্য বছর যাক,
উৎসবচক্র ঘুরে আসুক।
[২] কিন্তু আমি আরিয়েলের উপরে সঙ্কোচ ঘটাব,
তখন হবে কান্নাকাটি;
তাতে তুমি আমার পক্ষে প্রকৃতই আরিয়েল হবে।
[৩] দাউদের মত আমিও তোমার বিরুদ্ধে শিবির বসাব,
গড় দিয়ে চারদিকে তোমাকে ঘিরে ফেলব,
তোমার বিরুদ্ধে অবরোধ-জাঙ্গাল নির্মাণ করব।
[৪] তখন তুমি অবনত হয়ে মাটি থেকে কথা বলবে,
ধুলামাটি থেকে তোমার কথা ফিসফিস করে উঠবে;
মাটি থেকে নির্গত তোমার সুর ভূতের ওঝার সুরের মত হবে,
ধুলামাটি থেকে তোমার কথার শব্দ ফুস্‌ফুসের মত হবে।

[৫] তোমার অত্যাচারীদের বিপুল দল হবে সূক্ষ্ম ধুলার মত,
তোমার পীড়কদের বিপুল দল হবে তাড়িত তুষের মত।
আর হঠাৎ, এক নিমেষেই,
[৬] বজ্রধ্বনি, ভূমিকম্প ও মহাশব্দের সঙ্গে,
ঘূর্ণিঝড়, ঝঞ্ঝা ও সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখার সঙ্গে

সেনাবাহিনীর প্রভু তোমাকে দেখতে আসবেন।
[৭] তখন সকল জাতির যে বিপুল দল
আরিয়েলের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালায়,
যারা তাকে ও তার নানা গড় আক্রমণ করে ও অবরুদ্ধ করে,
সেইসব একটা স্বপ্নের মত হবে,
হবে রাত্রিকালীন দর্শনের মত।
[৮] এমনটি ঘটবে, যেমন ক্ষুধার্ত মানুষ স্বপ্ন দেখে : সে খাচ্ছে,
কিন্তু জেগে উঠলে তার উদর শূন্য ;
কিংবা যেমন পিপাসিত মানুষ স্বপ্ন দেখে : সে পান করছে,
কিন্তু জেগে উঠলে, দেখ, সে দুর্বল, তার গলা দগ্ধ ;
যে সব দেশের মানুষের দল
সিয়োন পর্বতের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাচ্ছে,
তাদের দশা তেমনি হবে।
[৯] বিস্মিত হও তোমরা, স্তম্ভিত হও ;
চোখ রুদ্ধ কর, অন্ধ হও ;
মাতাল হও, কিন্তু আঙুররসে নয়,
টলটলায়মান হও, কিন্তু মদ্যপানের ফলে নয়।
[১০] কারণ প্রভু তোমাদের উপরে
ঘোর নিদ্রাজনক আত্মা বর্ষণ করেছেন,
তোমাদের নবী-চোখ বন্ধ করেছেন,
তোমাদের দৈবদ্রষ্টা-মাথা ঢেকে রেখেছেন।

[১১] সমস্ত দর্শন তোমাদের পক্ষে সীলমোহর-যুক্ত পুস্তকের কথার মত হবে ; যে লেখাপড়া জানে, পুস্তকটা তাকে দিয়ে তুমি যদি বল, ‘দয়া করে, এ পড়,’ তবে সে উত্তরে বলবে, ‘আমি পারি না, কারণ পুস্তকটা সীলমোহর-যুক্ত।’ [১২] কিংবা যে লেখাপড়া জানে না, পুস্তকটা তাকে দিয়ে তুমি যদি বল, ‘দয়া করে, এ পড়,’ তবে সে উত্তরে বলবে, ‘আমি লেখাপড়া জানি না।’

[১৩] পরে প্রভু একথা বললেন :

‘যেহেতু এই জাতির মানুষেরা
কেবল কথায়ই আমার কাছে এগিয়ে আসে,
কেবল ওষ্ঠেই আমাকে সম্মান করে,
কিন্তু তাদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে,
আমার প্রতি দেখানো তাদের উপাসনাও
মানবীয় রীতি ও মুখস্থ করা মাত্র,
[১৪] সেজন্য দেখ, আমি এই জনগণকে
আবার আশ্চর্য কাজ ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়ে আশ্চর্যান্বিত করে চলব ;
লোপ পাবে তাদের প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞা,
মিলিয়ে যাবে তাদের বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি।’

ধর্মনীতিই বিজয়ী

[১৫] ধিক্‌ তাদের, যারা প্রভুর কাছ থেকে তাদের মতলব গোপন রাখার জন্য
গভীর জলে নেমে যায়,
যারা অন্ধকারে কাজ করে বলে, ‘কে আমাদের দেখতে পায় ?
কে আমাদের চিনতে পারে ?’
[১৬] আহা, কেমন বিকৃত বুদ্ধি !
কুমোর কি মাটির সমান বলে গণ্য ?
নির্মিত বস্তু কি নির্মাতার বিষয়ে বলতে পারে,
‘সে আমাকে নির্মাণ করেনি ?’
পাত্র কি কুমোরের বিষয়ে বলতে পারে,
‘তার জ্ঞান নেই ?’
[১৭] একথা কি সত্য নয় যে,
আর অল্পকাল পরে লেবানন একটা ফল-বাগানে পরিণত হবে,
ও ফলবাগানটা অরণ্য বলেই গণ্য হবে ?

[১৮] সেদিন বধিরেরা পুস্তকটির বাণী শুনতে পাবে,
অন্ধকার ও তমসা থেকে মুক্ত হয়ে
অন্ধদের চোখ দেখতে পাবে।
[১৯] বিনম্ররা প্রভুতে আরও আনন্দ পাবে,
সবচেয়ে নিঃস্ব মানুষ ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনে উল্লাস করবে।
[২০] কারণ নিপীড়ক তখন আর থাকবে না, বিদ্রূপকারী মিলিয়ে যাবে,
তারা সকলেই উচ্ছিন্ন হবে যারা শঠতা খাটায়,
[২১] কথা দ্বারা যারা পরকে দোষী করে,
নগরদ্বারে যারা বিচারকের সামনে ফাঁদ পাতে,
যারা ধার্মিককে অতল গহ্বরে টানে।
[২২] সুতরাং, আব্রাহামের মুক্তিসাধক সেই প্রভু যাকোবকুলকে একথা বলছেন,
'এখন থেকে যাকোবকে আর লজ্জিত হতে হবে না,
তার মুখ আর মলিন হবে না;
[২৩] কারণ আমার নিজের হাতের কাজ—তার সন্তানদের—তার নিজের সঙ্গে দে'খে
সে আমার নাম পবিত্র বলে স্বীকার করবে,
যাকোবের পবিত্রজনকে পবিত্র বলে স্বীকার করবে,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে সম্ভ্রম করবে।
[২৪] যাদের আত্মা ভ্রান্ত, তারা সদ্বিবেচনার কথা বুঝবে,
যারা গড়গড় করে, তারা নির্দেশবাণী গ্রহণ করে নেবে।'

বৃথা আশ্রয়স্থল মিশর

৩০ [১] ধিক্ সেই বিদ্রোহী সন্তানদের—প্রভুর উক্তি!—
যারা এমন পরিকল্পনা সাধন করে, যা আমা থেকে আসে না,
এবং এমন সন্ধি স্থির করে, যার প্রেরণা আমি দিইনি,
ফলে পাপের উপর পাপ জমায়।

[২] আমার অভিমত যাচনা না করে তারা মিশরের দিকে রওনা হচ্ছে,
যেন ফারাওর রক্ষায় সাহায্য পেতে পারে,
যেন মিশরের ছায়াতে আশ্রয় নিতে পারে।
[৩] তাই ফারাওর সেই রক্ষা হবে তোমাদের লজ্জা,
মিশরের ছায়ায় সেই আশ্রয় হবে তোমাদের অপমান।
[৪] কারণ তার রাজপুরুষেরা ইতিমধ্যে জোয়ানে চলে গেছে,
তার দূতেরা হানেসে এসে পৌঁছেছে।
[৫] কোন উপকারের নয়, সাহায্য দিতে অসমর্থ, লাভজনক নয়,
বরং কেবল বিরক্তি ও দুর্নামই ঘটায়,
এমন জাতির জন্য সকলে বিরক্ত হবে।

[৬] নেগেবের পশুগুলো সংক্রান্ত দৈববাণী।
সঙ্কট ও সঙ্কোচের এমন এক দেশে,
যা গর্জনকারী সিংহী ও সিংহের,
চন্দ্রবোড়া ও উড়ন্ত নাগের উপযুক্ত দেশ,
এমন দেশেই গিয়ে তারা গাধার পিঠে করে তাদের ধন
ও উটের ঝুটে করে তাদের সম্পত্তি নিয়ে
এমন জাতির কাছে যাচ্ছে, যা কোন উপকার করতে অক্ষম।
[৭] হ্যাঁ, মিশরের সাহায্য অসার, বৃথা;
এজন্য আমি তার এই নাম রাখলাম: 'রাহাব, সেই অচল!'
[৮] এবার তুমি যাও, এদের জন্য ফলকের উপরে এই কথা লেখ,
এক পুস্তকে তা লিপিবদ্ধ কর,
যেন তা ভাবীকালের জন্য চিরন্তন সাক্ষ্যরূপে থাকে।

[৯] কেননা এরা বিদ্রোহী জাতি, মিথ্যাবাদী সন্তান,
প্রভুর নির্দেশবাণী শুনতে অসম্মত সন্তান!
[১০] দর্শকদের তারা বলে, 'তোমরা কিছুই দর্শন করো না।'
লক্ষণবেত্তাদের বলে, 'আমাদের জন্য সত্য লক্ষণ দিয়ো না,

বরং আমাদের প্রীতিজনক বাণী শোনাও, মোহময় লক্ষণ বল;
[১১] সরল পথ থেকে সর, আসল রাস্তা ছাড়,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনকে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দূর করে দাও।'
[১২] সুতরাং ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন একথা বলছেন,
'যেহেতু তোমরা এই সতর্ক বাণী অগ্রাহ্য করেছ,
অধর্ম ও দুষ্কর্মে ভরসা রেখে তার উপরেই অবলম্বন করেছ,
[১৩] সেজন্য এই অপরাধ তোমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী বিনাশের ফাটল হবে,
উচ্চ প্রাচীরের মাথায় এমন ফোলা দেখা দেবে,
যার পতন অকস্মাৎ এক নিমেষেই ঘটে,
[১৪] এবং একবার পড়ে মাটির পাত্রের মত টুকরো টুকরো হয়ে যায়,
এমন নির্মমভাবেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় যে,
চুল্লি থেকে আগুন তুলতে কিংবা কুয়ো থেকে জল তুলতে
তার সেই টুকরোগুলোর মধ্যে একটা কুচিও পাওয়া যায় না।'

[১৫] কেননা প্রভু পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন একথা বলছেন:
'মন ফেরানো ও শান্ত থাকায়ই তোমাদের পরিত্রাণ।
চুপচাপ থাকা ও ভরসা রাখায়ই তোমাদের শক্তি।
কিন্তু তোমরা রাজি হলে না।
[১৬] এমনকি তোমরা নাকি বললে, "না!
আমরা ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাব।"
আচ্ছা, এবার পালাও!
"আমরা দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চলে যাব।"
আচ্ছা, তোমাদের তাড়কেরাও দ্রুতগামী হবে।
[১৭] একজনের হুমকিতে সহস্রজনে ভয় পাবে,
পাঁচজনের হুমকিতে তোমরা সকলে পালাবে,
যতক্ষণ না তোমাদের অবশিষ্টাংশ
হবে পর্বতের উপরে একটা লাঠির মত,

উপপর্বতের উপরে একটা পতাকাদণ্ডের মত।’

[১৮] তবুও প্রভু তোমাদের প্রতি সদয় হবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন;
তোমাদের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবার জন্য উন্নীত হচ্ছেন;
কেননা প্রভু সুবিচারেরই পরমেশ্বর।
সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় আছে!

[১৯] হে যেরুশালেম-নিবাসী সিয়োনের জনগণ, তোমাদের আর চোখের জল ফেলতে হবে না; তোমাদের আর্তকণ্ঠের সুরে তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হবেন; শোনামাত্রই তোমাদের সাড়া দেবেন। [২০] যদিও প্রভু তোমাদের সঙ্কটের রুটি ও কষ্টের জল দেন, তবু তোমাদের সদ্‌গুরু আর লুকিয়ে থাকবেন না; তোমাদের নিজেদের চোখ তোমাদের সদ্‌গুরুকে দেখতে পাবে; [২১] আর ডানে বা বামে ফেরার সময়ে তোমাদের কান তোমাদের পিছনে এই বাণী শুনতে পাবে, ‘এটিই পথ, তোমরা এই পথেই চল।’ [২২] তোমরা তোমাদের সেই খোদাই-করা রুপোতে মোড়া মূর্তিগুলো ও ছাঁচে ঢালাই-করা সোনায় মোড়া মূর্তিগুলো অশুচি বলে গণ্য করবে; অশুচি বস্তুর মত সেইসব কিছু ফেলে দেবে; সেগুলিকে বলবে, ‘দূর, দূর!’

[২৩] তবেই তুমি মাটিতে যে বীজ বুনবে, তার জন্য তিনি বৃষ্টি মঞ্জুর করবেন; ভূমি যে রুটি উৎপাদন করে, সেই রুটি প্রচুর ও পুষ্টিকর হবে; সেদিন তোমার গবাদি পশু প্রশস্ত চারণমাঠে চরে বেড়াবে। [২৪] যত বলদ ও গাধা মাঠে চাষ করে, সেগুলো বেলচা ও চালনিতে ঝাড়া সুস্বাদু কলাই খাবে। [২৫] যে মহা হত্যাকাণ্ডের দিনে যত দুর্গের পতন হবে, সেদিন প্রতিটি উচ্চ পর্বতে ও প্রতিটি উচ্চ উপপর্বতে জলস্রোত ও খাদনদী হবে। [২৬] যখন প্রভু তাঁর আপন জনগণের ঘা বেঁধে দেবেন, ও তাঁর প্রহারজনিত ক্ষত নিরাময় করবেন, তখন চাঁদের আলো সূর্যের আলোর মত হবে, আর সূর্যের আলো সাতগুণ বেশি হবে—সাত দিনের আলোরই সমান হবে!

আশুরের বিরুদ্ধে বাণী

[২৭] দেখ, প্রভুর নাম দূর থেকে আসছে,
তাঁর ক্রোধ জ্বলন্ত, তাঁর রোষ ভারী,

তাঁর ওষ্ঠ আক্রোশে পরিপূর্ণ,
তাঁর জিহ্বা সর্বগ্রাসী আগুনের মত!
[২৮] তাঁর ফুৎকার প্লাবিনী বন্যার মত—তা গলা পর্যন্তই ছাপিয়ে উঠবে;
তা সকল দেশের মানুষকে বিনাশের কুলোয় ঝাড়তে আসছে,
জাতিগুলোর মুখে এমন বল্গা দিতে আসছে,
যা ভ্রান্তির দিকে তাদের নিয়ে যাবে।
[২৯] তোমাদের সঙ্গীত হবে রাত্রিকালীন উৎসবের সঙ্গীতের মত,
তোমাদের হৃদয়ে আনন্দ বিরাজ করবে,
যেমন তারই হৃদয়ে আনন্দ আছে, প্রভুর পর্বতের কাছে,
ইস্রায়েলের শৈলের কাছে যাবার জন্য যে বাঁশির সুরে রওনা হয়।
[৩০] প্রভু নিজ প্রতাপময় কণ্ঠস্বর শোনাবেন;
প্রচন্ড ক্রোধ, সর্বগ্রাসী আগুন, বিদ্যুৎ-ঝলক, ঝড়ঝঞ্ঝা ও শিলাবৃষ্টির মধ্যে
তিনি দেখাবেন কেমন ভারী তাঁর বাহু।
[৩১] কেননা প্রভুর কণ্ঠস্বরে আশুর ভেঙে পড়বে,
তিনি যে দণ্ড দিয়ে তাকে আঘাত করবেন!
[৩২] প্রভু নিরূপিত দণ্ডের যত আঘাত তার উপর নামিয়ে দেবেন,
সেই সকল দণ্ড সেতার ও বীণার তালে তালে নেমে পড়বে।
তিনি ওই জাতির বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করবেন,
[৩৩] কারণ তোফেথ যথেষ্ট সময় থেকেই সাজানো রয়েছে,
রাজার জন্যও তা প্রস্তুত আছে;
তেমন অগ্নিকুন্ড গভীর ও প্রশস্ত, আগুন ও ইন্ধন প্রচুর;
প্রভুর ফুৎকার গন্ধকস্রোতের মত তাতে আগুন ধরাবে।

মিশর আবার কী? প্রভুই যেরুশালেমকে রক্ষা করবেন

৩১ [১] ধিক্ তাদের, যারা সাহায্যের জন্য মিশরে যায়,
রণ-অশ্বে ভরসা রাখে,

রথ বিপুল ব'লে,
অশ্বারোহীর দল অধিক বলবান ব'লে সেগুলির উপরে নির্ভর করে,
কিন্তু ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের দিকে তাকায় না,
প্রভুর অন্বেষণ করে না।
[২] অথচ অমঙ্গল ঘটানোর মত জ্ঞান তাঁরও আছে,
তাছাড়া তিনি আপন বাণী ফিরিয়ে নেন না;
তিনি দুষ্কর্মাদের কুলের বিরুদ্ধে,
ও অপকর্মাদের সহায়কদের বিরুদ্ধে উঠবেন।
[৩] মিশরীয় তো মানুষমাত্র, দেবতা নয়;
তার রণ-অশ্ব মাংসমাত্র, আত্মা নয়।
প্রভু নিজ হাত বাড়াবেন,
তখন সেই সহায়কেরা হোঁচট খাবে,
যে সহায়তা পেয়েছে, তারও পতন হবে,
সকলে মিলে বিনষ্ট হবে।

[৪] কারণ প্রভু আমাকে ঠিক একথা বললেন,
'রাখালের সমস্ত দল সিংহ ও যুবসিংহের বিরুদ্ধে সমবেত হলে
তারা শিকারের জন্য যেমন গর্জন করে,
—তাদের চিৎকারেও ভয় পায় না,
তাদের কোলাহলেও উদ্বিগ্ন নয়—
সেইমত সেনাবাহিনীর প্রভু
সিয়োন পর্বত ও তার উপপর্বতের পক্ষে যুদ্ধ করতে নেমে আসবেন।
[৫] পাখি যেমন নীড়ের উপরে উড়তে থাকে,
সেইমত সেনাবাহিনীর প্রভু যেরুশালেম রক্ষা করবেন,
তাকে রক্ষা করায় উদ্ধার করবেন,
তার উপর দিয়ে ডিঙিয়েই তা মুক্ত করে দেবেন।'
[৬] ইস্রায়েল সন্তানেরা, তাঁরই কাছে ফিরে এসো,

যাঁর প্রতি এত দুরন্ত বিদ্রোহ করেছ।
[৭] সেদিন প্রত্যেকে ফেলে দেবে
নিজ নিজ যত রুপোর মূর্তি, নিজ নিজ যত সোনার মূর্তি,
—তোমাদের সেই পাপময় হাতের কাজ!
[৮] আশুর এমন খড়্গের আঘাতে পড়বে, যা মানুষের খড়্গ নয়,
এমন খড়্গ তাকে গ্রাস করবে, যা আদমের খড়্গ নয়;
সে সেই খড়্গের সামনে থেকে পালাবে,
তার যুবা যোদ্ধাদের দাসত্বের অধীন করা হবে।
[৯] অভিভূত হয়ে সে তার শৈলদুর্গ ছেড়ে পালাবে,
যুদ্ধ-নিশান দর্শনে তার অধিনায়কেরা আতঙ্কিত হবে।
সিয়োনে যাঁর আগুন, যেরুশালেমে যাঁর চুল্লি আছে,
সেই প্রভুরই উক্তি।

উত্তম রাজা

৩২ [১] দেখ, এক রাজা ধর্মময়তায় রাজত্ব করবেন,
জনপ্রধানেরা ন্যায়নীতি-মতে শাসন করবেন।
[২] প্রত্যেকে হবেন যেন ঝড়ো বাতাসের বিরুদ্ধে আশ্রয়ের মত,
ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে অন্তরালের মত,
যেন শুষ্ক মাটিতে জলস্রোতের মত,
মরুভূমিতে কোন প্রকাণ্ড শৈলের ছায়ার মত।
[৩] তখন যারা দেখতে পারে, তাদের চোখ আর বুজে থাকবে না,
যারা শুনতে পারে, তাদের কান খাড়া থাকবে।
[৪] চঞ্চল আত্মার মানুষ সুবিবেচক হতে শিখবে,
তোতলার জিহ্বা সহজে স্পষ্ট কথা বলবে।
[৫] নির্বোধ মানুষ উদারমনা বলে আর অভিহিত হবে না,
ছলনাপটু মানুষও পরোপকারী বলে গণ্য হবে না;

[৬] কারণ নির্বোধ মানুষ, সে তো নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কথা বলে;
তার হৃদয় শঠতা খাটায়:
সে দুষ্কর্ম সাধন করে,
প্রভু সম্বন্ধে ভ্রান্তিজনক কথা উচ্চারণ করে,
ক্ষুধিতের উদর শূন্য রাখে,
পিপাসিতকে জল থেকে বঞ্চিত করে।
[৭] ছলনাপটু যে মানুষ, তার কর্ম তো সবই মন্দ!
মিথ্যাকথা দ্বারা অত্যাচারিতকে নষ্ট করার জন্য
সে কুসঙ্কল্প আঁটে;
যখন ন্যায় নিঃস্বের পক্ষে, তখনও!
[৮] কিন্তু উদারমনা মানুষ উদারমনা সঙ্কল্প করে,
তার সমস্ত কর্মও উদার।

যেরুশালেমের স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে বাণী

[৯] হে নিশ্চিন্তা স্ত্রীলোকেরা, উঠে দাঁড়াও, আমার কণ্ঠ শোন; হে নিরুদ্বিগ্না কন্যারা, আমার বাণীতে কান দাও। [১০] হে নিরুদ্বিগ্নারা, এক বছর আর কিছু দিন, পরে তোমরা উদ্বিগ্না হবে, কেননা আঙুরফল-সঞ্চয় বন্ধ করা হবে, ফল পাড়বার সময় আর আসবে না। [১১] হে নিশ্চিন্তারা, কম্পিতা হও; হে নিরুদ্বিগ্নারা, উদ্বিগ্না হও; পোশাক খুলে ফেল, কাপড় ছাড়, কোমরে চট বাঁধ। [১২] সকলে মনোরম মাঠের জন্য, ফলবতী আঙুরলতার জন্য, [১৩] ও আমার আপন জনগণের ভূমির জন্য বুক চাপড়াও—সেই যে ভূমিতে কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা গজিয়ে উঠেছে! আনন্দ-ভরা সমস্ত বাড়ির জন্য ও উল্লাসিনী নগরীর জন্যও বুক চাপড়াও; [১৪] কারণ রাজপুরী পরিত্যক্ত হবে, কোলাহলপূর্ণ নগরী নির্জন হয়ে পড়বে, ওফেল ও প্রহরা-দুর্গ চিরকালীন গুহা হবে, হবে বন্য গাধার আনন্দ-স্থান ও পশুপালের চারণমাঠ।

আত্মাকে বর্ষণ

[১৫] কিন্তু শেষে ঊর্ধ্বলোক থেকে আমাদের উপরে আত্মাকে বর্ষণ করা হবে;

তখন মরুপ্রান্তর উর্বর উদ্যানে পরিণত হবে,
এমন উর্বর উদ্যান, যা অরণ্য বলে গণ্য হবে।
[১৬] ন্যায় সেই মরুপ্রান্তরে বসতি করবে,
ধর্মময়তা সেই উর্বর উদ্যানে বাস করবে।
[১৭] শান্তি হবে ধর্মময়তার ফল,
সুস্থিরতা ও চিরন্তন নিরাপত্তা হবে ধর্মময়তার ফসল।
[১৮] আমার জনগণ বাস করবে শান্তির বাসস্থানে,
নিরাপত্তার আবাসে, নিরুদ্বেগের বিশ্রামস্থানে।
[১৯] যদিও অরণ্যটা নিঃশেষে ধ্বংস হয়,
যদিও নগরটা সম্পূর্ণরূপেই ভূমিসাৎ হয়,
[২০] তবু তোমরা সুখী হবে—
হ্যাঁ, তোমরা সমস্ত জলস্রোতের ধারে বীজ বুনবে,
বলদ ও গাধা অবাধে চরতে দেবে।

প্রতীক্ষিত মুক্তি ও যেরুশালেমে প্রত্যাগমন

৩৩ [১] ধিক্ তোমাকে, তুমি যে কখনও ধ্বংসিত না হয়ে ধ্বংস করে বেড়াচ্ছ,
তুমি যে কখনও বিশ্বাসঘাতকতার পাত্র না হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করছ!
ধ্বংস করতে ক্ষান্ত হলে তুমি নিজে ধ্বংসিত হবে,
বিশ্বাসঘাতকতা শেষ করলে তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।
[২] হে প্রভু, আমাদের প্রতি সদয় হও, আমরা তোমারই প্রতীক্ষায় আছি;
প্রতি প্রভাতে হও তুমি আমাদের বাহু যেন,
সঙ্কটকালে আমাদের পরিত্রাণ।
[৩] কোলাহলের শব্দে পালিয়ে যায় জাতিসকল,
তুমি উঠে দাঁড়ালেই দেশগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।
[৪] তোমাদের লুটের মাল জমে যেমনটি শুঁয়াপোকা এসে জমে,
তার উপর লোকে ছুটে আসে পঙ্গপালের ছুটাছুটি যেন।

[৫] প্রভু উচ্চতম, তিনি ঊর্ধ্বলোকেই তো করেন বসবাস,
ন্যায় ও ধর্মময়তায় সিয়োনকে পরিপূর্ণ করেন।
[৬] তোমার আয়ুষ্কালে তিনি হবেন সুস্থিরতা;
প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-ই ত্রাণকারী ধনভাণ্ডার;
প্রভুভয় তার ধনসম্পদ।
[৭] দেখ, তাদের বীরপুরুষেরা রাস্তা-ঘাটে চিৎকার করছে,
শান্তির দূতেরা তীব্রস্বরে ক্রন্দন করছে।
[৮] যত পথ জনশূন্য, রাস্তা-ঘাটে আর কোন পথিক নেই,
যত চুক্তি-সন্ধি ভগ্ন, সাক্ষীরা উপেক্ষিত, কারও প্রতি সম্মান নেই।
[৯] বিলাপ করতে করতে শুষ্ক হচ্ছে দেশ,
লজ্জায় ম্লান হচ্ছে লেবানন,
শারোন হয়ে গেছে প্রান্তরেরই মত,
বাশান ও কার্মেলের যত গাছ পাতা ঝেড়ে ফেলে।
[১০] 'এখন উঠব,' বলছেন প্রভু,
'এখন উন্নীত হব, এখন উত্তোলিত হব।
[১১] তোমরা ভুসি গর্ভধারণ করেছ, তোমরা খড় প্রসব করবে,
আমার ফুৎকার আগুনের মত তোমাদের গ্রাস করবে।
[১২] জাতিসকল চুন দিয়েই যেন পুড়িয়ে দেওয়া হবে,
ফালি করা কাঁটাকুচির মত তাদের আগুনে দগ্ধ করা হবে।
[১৩] দূরে আছ যারা, শোন কী করেছি আমি,
কাছে আছ যারা, জেনে নাও আমার প্রতাপ।'
[১৪] সিয়োনে যত পাপী সন্ত্রাসিত,
যত ভক্তিহীনকে ধরেছে শিহরণ—
'আমাদের মধ্যে কে বাস করতে পারে সর্বগ্রাসী আগুনের সঙ্গে?
চিরকালীন দাহনের সঙ্গে আমাদের মধ্যে কেই বাস করতে পারে?'
[১৫] যে ধার্মিকভাবে চলে ও সত্য কথা বলে,

অত্যাচারের অর্থলাভ যে অগ্রাহ্য করে,
ঘুষ-স্পর্শ থেকে যে হাত দূরে রাখে;
রক্তপাতের কথা শোনা থেকে যে কান বিরত রাখে,
অনিষ্ট দর্শন থেকে যে বুজিয়ে রাখে চোখ;
[১৬] তেমন মানুষই উঁচুস্থানে করবে বসবাস,
গিরিদুর্গ হবে তার আশ্রয়স্থল,
তাকে খাদ্য দেওয়া হবে, নিশ্চিত হবে তার জল।

[১৭] তোমার চোখ রাজার প্রতি, তাঁর সৌন্দর্যে, নিবদ্ধ থাকবে,
সীমাহীন এক দেশ দেখতে পাবে।
[১৮] তোমার হৃদয় বিগত বিভীষিকার কথা ভাববে:
'যে হিসাব করছিল, সে এখন কোথায়?
যে টাকা-কড়ি তুলাদণ্ডে দিচ্ছিল, সে এখন কোথায়?
যে দুর্গমিনার পরিদর্শন করছিল, সে এখন কোথায়?'
[১৯] তুমি সেই ধূর্ত জাতিকে আর দেখতে পাবে না,
সেই জাতিকে, যার কথন তোমার কাছে অচেনা অজানা,
যার ভাষা অস্পষ্ট অর্থহীন।
[২০] তোমার পর্বপুরী সিয়োনের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখ!
তোমার চোখ যেরুশালেম দেখতে পাবে,
তা এমন নগরী, যা শান্ত আবাস,
এমন তাঁবু, যা কখনও সরানো হবে না,
যার গোঁজ কখনও উপড়ে ফেলা হবে না,
যার দড়িগুলোর একটাও ছিঁড়বে না।
[২১] কারণ সেইখানে রয়েছেন সেই প্রতাপময়,
আমাদের সপক্ষ সেই প্রভু!
তা হবে নদনদী ও বিস্তীর্ণ স্রোতমালার স্থান;
সেখানে দাঁড় বেয়ে কোন পোত যাতায়াত করবে না,

প্রতাপময় কোন জাহাজও তা পার হয়ে যাবে না।
[২২] কারণ স্বয়ং প্রভু আমাদের বিচারকর্তা,
স্বয়ং প্রভু আমাদের বিধানকর্তা,
স্বয়ং প্রভু আমাদের রাজা:
তিনিই আমাদের পরিত্রাণ করবেন।
[২৩] তোমার সমস্ত দড়ি ঢিলা হয়ে পড়েছে,
মাস্তুলের গোড়া শক্ত করে রাখতে পারছে না,
পাল খাটিয়ে দিতে পারছে না।
তখন ভাগ করার মত এমন বিরাট লুটের মাল থাকবে যে,
খোঁড়ারাও লুট করতে থাকবে;
[২৪] নগরবাসীরা কেউই বলবে না: 'আমি অসুস্থ';
সেখানকার নিবাসী জনগণ অপরাধের ক্ষমা পাবে।

এদোমের উপরে দণ্ডাজ্ঞা

৩৪ [১] জাতিসকল, কাছে এসে শোন;
দেশগুলি, মনোযোগ দিয়ে শোন;
শুনুক পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে,
জগৎ ও তার মধ্যে যা কিছু উৎপন্ন হয়।
[২] কারণ প্রভু সকল দেশের উপরে ক্রুদ্ধ,
তাদের সমস্ত সৈন্যদলের উপরে রুষ্ট;
তিনি তাদের বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন,
হত্যাকাণ্ডে তাদের তুলে দিলেন।
[৩] তাদের নিহতদের বাইরে ফেলা দেওয়া হচ্ছে,
তাদের শবের দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে,
তাদের রক্ত পর্বত পর্বত বেয়ে ঝরছে।
[৪] আকাশের সমস্ত বাহিনী উবে যাচ্ছে,

আকাশমণ্ডল একটা লিপি-পত্রের মত গুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে;
আঙুরলতার পতিত পল্লবের মত,
ডুমুরগাছের জীর্ণ পাতার মত
তার যত জ্যোতিষ্ক শীর্ণ হয়ে পড়ছে।

[৫] কেননা স্বর্গে আমার খড়্গ মত্ত হয়েছে;
দেখ, তা এদোমের উপরে পড়ছে,
এমন জাতির উপরে,
যাকে শাস্তির উদ্দেশ্যে বিনাশ-মানতের বস্তু করা হল।
[৬] প্রভুর খড়্গ রক্তে ভরা, চর্বিতে মাখা,
—মেষশাবক ও ছাগের রক্তে ভরা, ভেড়ার মেটের চর্বিতে মাখা—
কেননা বস্রাতে প্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে,
এদোম দেশে বিরাট পশুবধ।
[৭] তাদের সঙ্গে মহিষও মারা পড়ছে, ষাঁড়ের সঙ্গে বাছুর;
তাদের দেশ রক্তভরা,
ধুলা চর্বিতে মাখা।

[৮] কারণ এই দিন প্রভুর প্রতিশোধের দিন,
এই বর্ষ সিয়োনের বিরোধীর উপর প্রতিফল-বর্ষ।
[৯] সেই দেশের যত জলস্রোত আলকাতরায়,
তার ধুলা গন্ধকে পরিণত হবে,
তার ভূমি জ্বলন্ত আলকাতরা হবে।
[১০] তা দিনরাত কখনও নিভবে না,
তার ধোঁয়া চিরকাল উঠতে থাকবে;
তা পুরুষানুক্রমে জনশূন্য থাকবে,
সেখান দিয়ে কেউই আর কখনও যাবে না।
[১১] পানিভেলা ও শজারুই তা অধিকার করে নেবে,
পেচক ও দাঁড়কাক সেখানে বাসা বাঁধবে;

তার উপরে প্রভু ঘোরের দড়ি ও শূন্যতার ওলনসুতো ধরবেন।
[১২] সেখানে রাজ-অধিকার ঘোষণা করতে
রাজপুরুষ কেউই আর থাকবে না;
সেখানকার সমস্ত সমাজনেতার চিহ্নমাত্র থাকবে না।
[১৩] তার প্রাসাদগুলিতে কাঁটাগাছ,
তার সমস্ত দুর্গে বিছুটি ও শেয়ালকাঁটা গজিয়ে উঠবে;
দেশটা হবে শিয়ালের আস্তানা,
উটপাখির মাঠ।
[১৪] বনবিড়াল নেকড়ের সঙ্গে মিলবে,
ছাগ একে অন্যকে ডাকবে,
নিশাচরও সেখানে বাস করে শান্ত বিশ্রামস্থান পাবে।
[১৫] সেখানে সাপ বাসা করে ডিম পাড়বে,
তা ফুটিয়ে শাবকদের নিজের ছায়ায় জড় করবে;
সেখানে চিলও যার যার সঙ্গিনীর খোঁজে সমবেত হবে।
[১৬] তোমরা প্রভুর পুস্তকে অনুসন্ধান কর, তা পড়;
এগুলোর একটাও অনুপস্থিত হবে না,
এগুলো কেউই সঙ্গী-বঞ্চিত থাকবে না;
কারণ তাঁরই মুখ তেমন আজ্ঞা জারি করেছে,
তাঁরই প্রেরণা এগুলোকে জড় করছে।
[১৭] তিনি গুলিবাঁট করে সেগুলোকে যার যার অধিকার দিলেন,
তাঁর হাত সূক্ষ্মরূপে প্রত্যেকটির অংশ নিরূপণ করলেন,
সেগুলো তা অধিকার করবে চিরকাল ধরে,
পুরুষানুক্রমে সেখানে বাস করবে।

যেরুশালেমের মহা বিজয়

৩৫ [১] প্রান্তর ও শুষ্ক মাটি পুলকিত হোক,

মরুভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক,
[২] গোলাপফুলের মত প্রস্ফুটিত হোক।
হ্যাঁ, আনন্দফুর্তির সঙ্গে গান করুক;
তাকে দেওয়া হবে লেবাননের গৌরব,
কার্মেল ও শারোনের মহিমা।
তারা দেখতে পাবে প্রভুর গৌরব, আমাদের পরমেশ্বরের মহিমা।
[৩] সবল কর দুর্বল যত হাত,
সুস্থির কর কম্পিত যত হাঁটু,
[৪] ভীরুহৃদয়দের বল: 'সাহস ধর, ভয় করো না;
এই যে তোমাদের পরমেশ্বর!
ঐশ্বরিক প্রতিদান সেই প্রতিশোধ আসছে।
তিনি তোমাদের ত্রাণ করতে আসছেন।'
[৫] তখন অন্ধের চোখ খুলে যাবে,
বধিরের কান উন্মোচিত হবে।
[৬] খোঁড়া মানুষ হরিণের মত লাফ দেবে,
বোবার মুখ আনন্দচিৎকার করবে,
কারণ প্রান্তরে জলধারা উৎসারিত হবে,
মরুভূমিতে খরস্রোত প্রবাহিত হবে।
[৭] দগ্ধ ভূমি জলাশয় হয়ে উঠবে,
শুষ্ক মাটি জলের উৎসে রূপান্তরিত হবে,
শিয়ালে যেখানে শুয়ে থাকত,
সেই সকল স্থান হবে নলখাগড়ার বন।

[৮] তার মাঝখান দিয়ে চলে যাবে একটা রাস্তা,
তা পবিত্র পথ বলে অভিহিত হবে;
অশুচি কেউ তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না,
কেননা স্বয়ং প্রভুই পথ উন্মুক্ত করবেন;

নির্বোধ মানুষ সেখানে চলাচল করবে না।
[৯] সেখানে কোন সিংহ থাকবে না,
হিংস্র কোন পশুও তার উপর পা বাড়াবে না,
না, তেমন কিছু সেখানে দেখা দেবে না।
সেই পথ দিয়ে কেবল বিমুক্ত মানুষই চলবে,
[১০] এবং প্রভু যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, তারা ফিরে আসবে,
হর্ষধ্বনি তুলতে তুলতে তারা সিয়োনে প্রবেশ করবে;
তাদের মাথা হবে চিরন্তন আনন্দে বিভূষিত;
সুখ ও আনন্দ হবে তাদের সহচর;
শোক ও কান্না তখন পালিয়ে যাবে।

যেরুশালেমের বিরুদ্ধে সেন্নাখেরিবের রণ-অভিযান

৩৬ [১] হেজেকিয়া রাজার চতুর্দশ বর্ষে আশুর-রাজ সেন্নাখেরিব প্রাচীরে ঘেরা সমস্ত যুদা-নগরের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে সেগুলোকে হস্তগত করলেন। [২] পরে আশুরের রাজা লাখিশ থেকে প্রধান পাত্রবাহককে বিপুল সৈন্যদলের সঙ্গে যেরুশালেমে হেজেকিয়া রাজার কাছে পাঠালেন। তিনি উপরের দিঘির নালার কাছে ধোপার মাঠের রাস্তায় থামলেন।

[৩] হিল্কিয়ার সন্তান রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিম, শেব্না কর্মসচিব ও আসাফের সন্তান রাজ-ঘোষক যোয়াহ্ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেলেন। [৪] প্রধান পাত্রবাহক তাঁদের বললেন, 'তোমরা হেজেকিয়াকে একথা বল: রাজাধিরাজ আশুর-রাজ একথা বলছেন, তুমি যে সাহস দেখাচ্ছ, তা কেমন সাহস? [৫] তুমি কি মনে কর যে, যুদ্ধ-সংগ্রামে রণকৌশল ও পরাক্রমের চেয়ে অসার কথাই প্রবল? বল দেখি, কার্ উপরে ভরসা রেখে তুমি আমার বিদ্রোহী হচ্ছ? [৬] ওই দেখ, তুমি থেঁতলানো নলগাছ সেই মিশরের উপরে ভরসা রাখছ; কিন্তু যে কেউ তার উপরে ভর করে, তা তার হাতে ফোটে ও বিঁধিয়ে দেয়; যত লোক মিশর-রাজ ফারাওর উপরে ভরসা রাখে, তাদের পক্ষে তিনি ঠিক তাই। [৭] আর যদি তোমরা আমাকে বল, আমরা

আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উপরে ভরসা রাখি, তবে তিনি কি সেই ঈশ্বর নন, যাঁর যত উচ্চস্থান ও যজ্ঞবেদি ধ্বংস ক'রে হেজেকিয়া যুদার ও যেরুশালেমের লোকদের আদেশ দিয়েছে: তোমরা কেবল এই যজ্ঞবেদির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে? [৮] এবার তুমি আমার প্রভু আশুর-রাজের সঙ্গে বাজি রাখ: আমি তোমাকে দু'হাজার ঘোড়া দেব, অবশ্য তুমি যদি সেগুলোর জন্য দু'হাজার অশ্বারোহী যোগাড় করতে পার। [৯] কেমন করে আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম প্রজাদের একজনকেও হটিয়ে দিতে পারবে? অথচ তুমি রথ ও অশ্বারোহীদের ব্যাপারে মিশরের উপরেই ভরসা রেখেছ! [১০] তুমি কি মনে কর, আমি প্রভুর সম্মতি ছাড়া এই দেশ ধ্বংস করতে এসেছি? প্রভু নিজেই আমাকে বলেছেন, তুমি এই স্থানের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে তা ধ্বংস কর।'

[১১] তখন এলিয়াকিম, শেব্না ও যোয়াহ্ উত্তরে প্রধান পাত্রবাহককে বললেন, 'দয়া করে আপনার এই দাসদের সঙ্গে আরামীয় ভাষায় কথা বলুন, কেননা আমরা তা বুঝতে পারি; নগরপ্রাচীরের উপরে থাকা লোকদের কর্ণগোচরে আমাদের সঙ্গে ইহুদী ভাষায় কথা বলবেন না।' [১২] কিন্তু প্রধান পাত্রবাহক প্রতিবাদ করে বললেন, 'আমার প্রভু কি তোমার প্রভুরই কাছে ও তোমারই কাছে একথা বলতে আমাকে পাঠিয়েছেন? ওই যে লোকেরা নগরপ্রাচীরে বসে আছে, তোমাদের সঙ্গে যারা তাদের নিজেদের মল খেতে ও মূত্র পান করতে বাধ্য হতে যাচ্ছে, তাদেরই কাছে কি তিনি পাঠাননি?'

[১৩] প্রধান পাত্রবাহক তখন উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় ইহুদী ভাষায় বলতে লাগলেন, 'তোমরা রাজাধিরাজ আশুর-রাজের কথা শোন! [১৪] রাজা একথা বলছেন, হেজেকিয়া যেন তোমাদের না ভোলায়! কেননা তোমাদের উদ্ধার করার সাধ্য তার নেই। [১৫] আরও, প্রভু নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার করবেন, এই নগরী কখনও আশুরের রাজার অধীন হবে না, একথা বলে হেজেকিয়া যেন প্রভুতে ভরসা রাখতে তোমাদের মন জয় না করে। [১৬] তোমরা হেজেকিয়ার কথায় কান দিয়ো না, কারণ আশুরের রাজা একথা বলছেন: তোমরা আমার সঙ্গে শান্তি স্থাপন কর, আত্মসমর্পণ কর; তবেই তোমরা প্রত্যেকে যে যার আঙুরলতা ও ডুমুরগাছের ফল ভোগ করতে পারবে, প্রত্যেকে যে যার কুয়োর জল পান করতে পারবে; [১৭] শেষে আমি এসে তোমাদের নিজেদের দেশের মত এক দেশে—গম ও উত্তম আঙুররসের এক দেশে, রুটি ও আঙুরখেতের এক দেশে

নিয়ে যাব। [১৮] প্রভু আমাদের উদ্ধার করবেন, একথা বলে হেজেকিয়া যেন তোমাদের না ভোলায়। জাতিগুলির দেবতারা কি আশুরের রাজার হাত থেকে তাদের নিজেদের দেশ উদ্ধার করেছে? [১৯] হামাথ ও আর্পাদের দেবতারা কোথায়? সেফার্বাইমের দেবতারা কোথায়? ওরা কি সামারিয়াকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করেছে? [২০] সেই সমস্ত দেশের সকল দেবতার মধ্যে কোন্ কোন্ দেবতা আমার হাত থেকে তাদের নিজেদের দেশ উদ্ধার করেছে? তাই প্রভু যে আমার হাত থেকে যেরুশালেম উদ্ধার করবেন, এ কি সম্ভব?' [২১] কিন্তু লোকেরা নীরব থাকল, উত্তরে একটা কথাও বলল না, কারণ রাজার এই আজ্ঞা ছিল: 'তাকে উত্তর দিতে নেই!'

[২২] হিল্কিয়ার সন্তান রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিম, শেব্না কর্মসচিব ও আসাফের সন্তান রাজ-ঘোষক যোয়াহ্ ছিঁড়ে ফেলা পোশাকেই হেজেকিয়ার সাক্ষাতে এসে প্রধান পাত্রবাহকের কথা জানিয়ে দিলেন।

৩৭ [১] তা শুনে হেজেকিয়া রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে চটের কাপড় পরে প্রভুর গৃহে গেলেন। [২] তিনি রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিমকে, শেব্না কর্মসচিবকে ও যাজকদের প্রবীণবর্গকে চটের কাপড় পরা অবস্থায় আমোজের সন্তান নবী ইশাইয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। [৩] তাঁরা তাঁকে বললেন, 'হেজেকিয়া একথা বলছেন: আজকের দিন সঙ্কট, শাস্তি ও লজ্জার দিন, কেননা সন্তানেরা প্রসব-দ্বারে আসে, কিন্তু মায়ের প্রসব করার শক্তি নেই। [৪] জীবনময় পরমেশ্বরকে বিদ্রূপ করার জন্য প্রধান পাত্রবাহকের প্রভু সেই আশুর-রাজ তাকে যে সমস্ত কথা বলতে পাঠিয়েছেন, হয় তো আপনার পরমেশ্বর প্রভু সেই সমস্ত কথা শুনবেন, এবং আপনার পরমেশ্বর প্রভু যে কথা শুনেছেন, সেই সমস্ত কথার জন্য তাকে শাস্তি দেবেন। সুতরাং, যারা এখনও বেঁচে রয়েছে, সেই অবশিষ্ট লোকদের জন্য আপনি প্রার্থনা নিবেদন করুন।'

[৫] হেজেকিয়া রাজার পরিষদেরা ইশাইয়ার কাছে গেলে [৬] ইশাইয়া তাঁদের বললেন, 'তোমাদের প্রভুকে একথা বল: প্রভু একথা বলছেন, তুমি যা শুনেছ, এবং যা বলে আশুরের রাজার কর্মচারীরা আমাকে টিটকারি দিয়েছে, সেই সমস্ত কথায় ভয় পেয়ো না। [৭] দেখ, আমি তার অন্তরে এমন এক আত্মা পাঠাব যে, সে একটা খবর শোনামাত্র

তার নিজের দেশে ফিরে যাবে, আর তার সেই দেশে আমি খড়্গের আঘাতে তার মৃত্যু ঘটাব।'

[৮] প্রধান পাত্রবাহক ফিরে গেলেন, গিয়ে দেখতে পেলেন যে, আশুরের রাজা লিব্না আক্রমণ করছিলেন। আসলে প্রধান পাত্রবাহক খবর পেয়েছিলেন যে, রাজা ইতিমধ্যে লাখিশ ছেড়ে চলে গেছিলেন, [৯] যেহেতু সেন্নাখেরিব কুশের তির্হাকা রাজা সম্বন্ধে এই খবর পেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে আক্রমণ করতে আসছেন।

তিনি হেজেকিয়াকে একথা বলতে আবার কয়েকজন দূত পাঠালেন; [১০] 'তোমরা যুদা-রাজ হেজেকিয়াকে একথা বলবে: তোমার সেই ঈশ্বর, যাঁর উপর তোমার এত ভরসা, তিনি এখন বলবেন, যেরুশালেম আশুরের রাজার হাতে তুলে দেওয়া হবে না; তাঁর এই কথায় তুমি কিন্তু ভুলো না। [১১] দেখ, আশুরের রাজারা যে সকল দেশ বিনাশ-মানতের বস্তু করতে স্থির করেছিলেন, সেই সমস্ত দেশের তাঁরা যে কী দশা ঘটিয়েছেন, সেই কথা তুমি শুনেছ। তাহলে কি তুমি উদ্ধার পাবে? [১২] আমার পিতৃপুরুষেরা যে সকল জাতির বিনাশ ঘটিয়েছেন—গোজান, হারান, রেজেফ ও তেল-বাশার-নিবাসী এদেনীয়েরা—তাদের দেবতারা কি তাদের উদ্ধার করেছে? [১৩] হামাথের রাজা, আর্পাদের রাজা, সেফার্বাইম শহর, হেনা ও ইব্বার রাজা—এরা সকলে কোথায়?'

[১৪] দূতদের হাত থেকে পত্র নিয়ে হেজেকিয়া তা পড়লেন; পরে হেজেকিয়া প্রভুর গৃহে গেলেন, এবং প্রভুর সামনে সেই গোটানো পত্র খুলে [১৫] প্রভুর সাক্ষাতে এই বলে প্রার্থনা করলেন: [১৬] 'খেরুবদের উপরে সমাসীন হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি, কেবল তুমিই পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের পরমেশ্বর; তুমিই আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করেছ! [১৭] প্রভু, কান পেতে শোন! প্রভু, চোখ উন্মীলিত করে চেয়ে দেখ! জীবনময় পরমেশ্বরকে বিদ্রূপ করার জন্য সেন্নাখেরিব কী বলে পাঠিয়েছে, তা শোন। [১৮] প্রভু, কথাটা সত্য বটে: আশুরের রাজারা জাতিগুলোকে ও তাদের দেশগুলো ঠিকই বিনাশ করেছে, [১৯] এবং তাদের দেবতাদের আগুনেই ফেলে দিয়েছে; কারণ সেগুলো তো ঈশ্বর নয়, বরং কাঠ ও পাথর মাত্র—মানুষেরই হাতে গড়া বস্তু; এজন্যই ওরা সেগুলোকে বিনাশ করেছে। [২০] কিন্তু এখন, হে আমাদের

পরমেশ্বর প্রভু, তুমি তার হাত থেকে আমাদের ত্রাণ কর, যেন পৃথিবীর যত রাজ্য জানতে পারে যে, তুমি, হে প্রভু, কেবল তুমিই পরমেশ্বর।’

এই পরিস্থিতিতে ইশাইয়ার ভূমিকা

[২১] তখন আমোজের সন্তান ইশাইয়া হেজেকিয়ার কাছে একথা বলে পাঠালেন: ‘প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর একথা বলছেন, তুমি আশুর-রাজ সেন্নাখেরিবের বিষয়ে আমার কাছে যে প্রার্থনা করেছ, তা আমি শুনেছি; [২২] তা সম্বন্ধে প্রভু যে উক্তি দিয়েছেন, তা এ:

কুমারী সিয়োন-কন্যা তোমাকে অবজ্ঞা করছে,
তোমাকে উপহাস করছে।
তোমার পিছনে যেরুশালেম-কন্যা মাথা নাড়ছে।
[২৩] তুমি কাকে অপমান করেছ? কাকে টিটকারি দিয়েছ?
কার্ বিরুদ্ধে তুমি জোর গলায় কথা বলেছ?
কার্ বিরুদ্ধে গর্বোদ্ধত হয়ে তুমি চোখ তুলেছ?
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের বিরুদ্ধে!
[২৪] তোমার পরিচারকদের মধ্য দিয়ে তুমি প্রভুকে অপমান করেছ,
তুমি ভেবেছ: “আমার বহু বহু রথের জোরে
আমি পর্বতমালার চূড়ায়,
লেবাননের চরম শিখরে গিয়ে উঠেছি;
তার সবচেয়ে উচ্চ এরসগাছ কেটে দিয়েছি,
তার সেরা দেবদারুগাছ ছিন্ন করেছি;
তার দূরতম জায়গায়, তার উর্বর অরণ্যে প্রবেশ করেছি।
[২৫] আমি খনন করে বিদেশের জল পান করেছি,
আমার পদতল দিয়ে মিশরের যত জলস্রোত শুষ্ক করেছি।”

[২৬] তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?
আমি দীর্ঘকাল থেকেই এসব কিছু নিরূপণ করেছি,

পুরাকাল থেকেই এসব কিছু স্থির করেছি;
এখন তা বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছি!
এ নিরূপিত ছিল যে,
তুমি সমস্ত দৃঢ়দুর্গ ধ্বংসস্তূপ করবে;
[২৭] সেগুলোর নিবাসীরা—খাটোই যাদের হাত!—
ছিল আতঙ্কিত, ছিল দিশেহারা,
ছিল যেন মাঠের ঘাসের মত,
নরম সবুজ-ঘাসের মত,
ছাদের উপরে এমন ঘাসের মত, যা পুববাতাসে দগ্ধ।
[২৮] কিন্তু তোমার বসে থাকা, তোমার বাইরে যাওয়া, তোমার ভিতরে আসা,
এইসব আমার কাছে জানা;
আমার উপরে তোমার কোপের কথাও আমি জানি।
[২৯] আমার উপরে তোমার কোপ আছে,
তোমার আস্ফালন আমার কান পর্যন্তই গিয়ে উঠেছে,
তাই আমি তোমার নাকে দেব আমার কড়া,
ও তোমার ওষ্ঠে আমার বল্গা;
এবং তুমি যে পথ দিয়ে এসেছিলে,
সেই পথ দিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে দেব।

[৩০] তোমার পক্ষে, হেজেকিয়া, এই হবে চিহ্ন:
এবছরে লোকে স্বতঃস্ফূর্ত শস্য,
ও দ্বিতীয় বছরে তার মূলোৎপন্ন শস্য খাবে;
কিন্তু তৃতীয় বছরে তোমরা বীজ বুনবে ও ফসল কাটবে,
আঙুরখেত করবে ও তার ফসল খাবে।
[৩১] যুদাকুলের যে অবশিষ্টাংশ রেহাই পাবে,
তারা নিচে শিকড় গাড়তে থাকবে,
উপরে ফল ফলাতে থাকবে।

[৩২] কেননা যেরুশালেম থেকে একটা অবশিষ্টাংশ,
সিয়োন থেকে রেহাই পাওয়া এক দল মানুষ নির্গত হবে।
সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্যোগ তা-ই সাধন করবে!

[৩৩] সুতরাং আশুর-রাজের বিরুদ্ধে প্রভু একথা বলছেন,
সে এই নগরীতে প্রবেশ করবে না,
এখানে তীর ছুড়বে না,
ঢাল নিয়ে তার সম্মুখীন হবে না,
তার গায়ে জাঙ্গালও বাঁধবে না।
[৩৪] সে যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়ে ফিরে যাবে;
না, সে এই নগরীতে প্রবেশ করবেই না—প্রভুর উক্তি!
[৩৫] আমি নিজের খাতিরে ও আমার আপন দাস দাউদের খাতিরে
এই নগরী রক্ষা করব—আমিই হব তার ঢাল।'

[৩৬] তখন প্রভুর দূত বেরিয়ে গিয়ে আশুরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার সৈন্যকে প্রাণে মারলেন; বেঁচে থাকা লোকেরা সকালে উঠল, আর দেখ, সবই মৃত দেহ। [৩৭] তাই আশুর-রাজ সেন্নাখেরিব তাঁবু গুটিয়ে দেশে ফিরে গেলেন আর সেখানে, সেই নিনেভেতে, রয়ে গেলেন। [৩৮] একদিন তিনি তাঁর দেবতা নিস্রোকের মন্দিরে পূজা করছিলেন, এমন সময় তাঁর দুই সন্তান আদ্রাম-মেলেখ ও সারেজের তাঁকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করল ও আরারাৎ এলাকায় পালিয়ে গেল। তাঁর সন্তান এসারহাদ্দোন তাঁর পদে রাজা হলেন।

হেজেকিয়ার অসুস্থতা ও নিরামায়-লাভ

৩৮ [১] প্রায় সেসময়েই হেজেকিয়ার এমন অসুখ হল যে, তিনি মরণাপন্ন অবস্থায় পড়লেন। আমোজের সন্তান নবী ইশাইয়া এসে তাঁকে বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: তুমি তোমার সবকিছুর সুব্যবস্থা করে ফেল, কারণ তোমার মৃত্যুর দিন এসে গেছে, তুমি বাঁচবে না।' [২] তখন হেজেকিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে এই বলে প্রভুর কাছে

প্রার্থনা করলেন: [৩] ‘মনে রেখ, প্রভু, আমি তোমার সাক্ষাতে বিশ্বস্ততায় ও একনিষ্ঠ হৃদয়েই চলেছি, এবং তোমার দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময়, তেমন কাজই করেছি।’ আর তখন হেজেকিয়া অঝোরে কেঁদে ফেললেন।

[৪] তখন প্রভুর বাণী ইশাইয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, [৫] ‘যাও, হেজেকিয়াকে বল: তোমার পিতৃপুরুষ দাউদের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি, আমি তোমার চোখের জল দেখেছি; দেখ, আমি তোমার আয়ুষ্কাল আরও পনেরো বছর বৃদ্ধি করব; [৬] আশুরের রাজার হাত থেকে তোমাকে ও এই নগরীকে উদ্ধার করব; আমি এই নগরীকে রক্ষা করব। [৭] প্রভু যা বলেছেন, তিনি যে তা সাধন করবেন, প্রভুর কাছ থেকে আপনার কাছে তার চিহ্ন এ: [৮] দেখ, সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে যে ছায়া আহাজের সিঁড়ির দশ ধাপ নেমে গেছে, তা আমি সেই দশ ধাপ পিছিয়ে দেব।’ আর সূর্য যত ধাপ নেমে গেছিল, তার দশ ধাপ পিছিয়ে গেল।

হেজেকিয়ার প্রার্থনা-সঙ্গীত

[৯] যুদা-রাজ হেজেকিয়ার লিপি; তিনি অসুস্থ হয়ে যখন অসুস্থতা থেকে সুস্থ হন, তখনকার লেখা।

[১০] আমি বলেছিলাম,
আমার জীবনের মধ্যাহ্নে আমাকে চলে যেতেই হবে,
বাকি বছরগুলিতে আমি সমর্পিত হব পাতালের দ্বারে।
[১১] বলেছিলাম, আমি প্রভুকে আর দেখতে পাব না এই জীবিতের দেশে,
জগদ্বাসীদের মধ্যে কোন মানুষকে আর দেখতে পাব না।
[১২] আমার আবাস উপড়ে ফেলা হল,
আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হল রাখালের একটা তাঁবুর মত।
তাঁতীর মত আমি গুটিয়েছি আমার জীবন;
তিনি সেই তাঁত থেকে আমাকে ছিন্ন করলেন।
এক দিন এক রাতের মধ্যে তুমি তো নিঃশেষ কর আমায়;
[১৩] ভোরের আগে আমি সত্যি নিঃশেষিত হব!

সিংহের মত তিনি আমার সকল হাড় চূর্ণবিচূর্ণ করেন,
এক দিন এক রাতের মধ্যে তুমি তো নিঃশেষ কর আমায়।
[১৪] দোয়েলের মত আমি কিচমিচ করে ডাকি,
কবুতরের মত করি বিলাপ।
ঊর্ধ্বে তাকিয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ—
প্রভু, আমার কী দুর্দশা! আমাকে নিরাপদে রাখ।
[১৫] আমি কী বলব? তিনি আমার কাছে কথা বললেন,
নিজেই এই সমস্ত কিছু সাধন করলেন।
আমার প্রাণের তিক্ততার কারণে
আমার বাকি বছরগুলি ধরে আমি নম্রভাবে চলব।

[১৬] প্রভু তাঁর আপনজনদের কাছে কাছে থাকেন:
তারা জীবিত থাকবেই
ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে, তাঁর আত্মা তা সঞ্জীবিত করবে।
আমাকে সুস্থ কর, আমাকে সঞ্জীবিত কর!
[১৭] এই যে, আমার তিক্ততা সমৃদ্ধিতে পরিণত হল!
আমি যেন সেই সর্বনাশের গহ্বর থেকে উদ্ধার পাই
তুমি আসক্ত হলে আমার প্রতি;
হ্যাঁ, তোমার পিছনে ফেলে দিয়েছ আমার সকল পাপ।
[১৮] কারণ পাতাল করে না তোমার স্তুতি,
মৃত্যুও করে না কো তোমার প্রশংসাবাদ।
সেই গহ্বরে যারা নেমে যায়,
তারা প্রত্যাশা রাখে না কো তোমার বিশ্বস্ততার উপর।
[১৯] যারা জীবিত, যারা জীবিত,
তারাই করে তোমার স্তুতি যেমন আমি করছি আজ।
পিতা আপন সন্তানদের কাছে
জ্ঞাত করেন তোমার বিশ্বস্ততার কথা।

[২০] প্রভু আমাকে ত্রাণ করতে এলেন,
তাই আমরা প্রভুর গৃহে বাদ্যের ঝঙ্কারে গাইব
আমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে।

[২১] ইশাইয়া বললেন, 'ডুমুরফলের তৈরী একটা জাব নিয়ে এসে তা নালী-ঘায়ের উপরে মেখে দেওয়া হোক, আর তিনি প্রাণে বাঁচবেন।' [২২] হেজেকিয়া বললেন, 'আমি যে প্রভুর গৃহে যাব, এর চিহ্ন কী?'

বাবিলনের রাজ-প্রতিনিধিরা

৩৯ [১] সেসময় বালাদানের সন্তান বাবিলন-রাজ মেরোদাক-বালাদান হেজেকিয়ার কাছে নানা পত্র ও উপহার পাঠালেন, কারণ তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে, হেজেকিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে আবার সেরে উঠেছিলেন। [২] এতে হেজেকিয়া প্রীত হলেন; নিজের সমস্ত ধনভাণ্ডার, রুপো, সোনা, গন্ধদ্রব্য ও খাঁটি তেল এবং অস্ত্রাগারে ও ধনাগারে যা কিছু ছিল, সেই দূতদের কাছে তিনি সবই দেখালেন; নিজের রাজপ্রাসাদে বা নিজের সমস্ত রাজ্যে এমন কিছু রইল না, যা হেজেকিয়া সেই দূতদের দেখাননি।

[৩] তখন ইশাইয়া নবী হেজেকিয়া রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই লোকেরা কী বলল? কোথা থেকে ওরা আপনার কাছে এল?' হেজেকিয়া উত্তর দিলেন, 'ওরা দূরদেশ থেকে, সেই বাবিলন থেকেই আমার কাছে এল।' [৪] ইশাইয়া আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার প্রাসাদে ওরা কী কী দেখেছে?' হেজেকিয়া উত্তর দিলেন, 'আমার প্রাসাদে যা কিছু আছে, ওরা তা সবই দেখেছে; আমার ধনাগারগুলোর মধ্যে এমন কিছু নেই, যা আমি তাদের দেখাইনি।' [৫] ইশাইয়া হেজেকিয়াকে বললেন, 'এবার সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণী শুনুন: [৬] দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন তোমার প্রাসাদে যা কিছু আছে, এবং তোমার পিতৃপুরুষেরা আজ পর্যন্ত যা কিছু সঞ্চয় করেছে, তা সবই বাবিলনে নেওয়া হবে; এখানে আর কিছুই থাকবে না—একথা বলছেন প্রভু! [৭] আর তোমা থেকে যাদের উদ্ভব হবে, তোমা থেকে উৎপন্ন সেই সন্তানদের মধ্যে কয়েকজনকে তুলে নেওয়া হবে, এবং তারা বাবিলন-রাজের প্রাসাদে নপুংসক হবে!' [৮] হেজেকিয়া ইশাইয়াকে বললেন, 'আপনি প্রভুর যে বাণী আমাকে

জানিয়েছেন, তা উত্তম!’ তিনি ভাবছিলেন, ‘তা উত্তম হবে না কেন? অন্তত আমার জীবনকালে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকবে!’

ইস্রায়েলের কাছে সান্ত্বনা-বাণী

মুক্তিসংবাদ

৪০ [১] 'সান্ত্বনা দাও, আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও,
—একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর—
[২] যেরুশালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল,
তার কাছে একথা প্রচার কর :
তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল,
দেওয়াই হল তার শঠতার দাম,
কারণ তার সকল পাপের জন্য
প্রভুর হাত থেকেই সে পেল দ্বিগুণ শাস্তি।'

[৩] এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে :
'মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
মরুভূমিতে আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।
[৪] উঁচু করা হোক প্রতিটি উপত্যকা,
নিচু করা হোক প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি উপপর্বত,
অসমতল ভূমি হোক সমতল,
শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি।
[৫] তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব,
মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে,
কারণ প্রভুর মুখ কথা উচ্চারণ করল।'

[৬] এক কণ্ঠস্বর বলে, 'চিৎকার কর!'
আর আমি বলি, 'চিৎকার করে কী বলব?'
'প্রতিটি মানুষ ঘাসের মত,
আর তার সমস্ত কান্তি মাঠের ফুলের মত।

[৭] শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কারণ প্রভুর ফুৎকার তার উপর বয়ে যায়।
—সত্যি, মানবকুল ঘাসেরই মত।
[৮] শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী।'

[৯] হে শুভসংবাদ-দাত্রী সিয়োন,
উচ্চ পর্বতে গিয়ে ওঠ!
হে শুভসংবাদ-দাত্রী যেরুশালেম,
যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর!
উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর, ভয় করো না;
যুদার শহরগুলোকে বল:
'এই যে তোমাদের পরমেশ্বর!'
[১০] দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন,
আপন বাহুবলেই তিনি আধিপত্য করেন।
দেখ, তাঁর মজুরি আছে তাঁর সঙ্গে,
তাঁর আগে আগে চলছে তাঁর আপন পুরস্কার।
[১১] পালকের মত তিনি চরিয়ে বেড়ান তাঁর আপন পাল,
শাবকদের বাহুতে সংগ্রহ করেন;
কোলে করে তাদের বহন করেন,
দুগ্ধদাত্রী মেষিকাদের ধীরে ধীরেই চালনা করেন।

[১২] নিজ করতলে কেবা মেপেছে জলরাশি,
বিঘত দিয়ে নিরূপণ করেছে আকাশমণ্ডল?
এক পাত্রে কেবা ধরে রেখেছে পৃথিবীর ধুলা,
দাঁড়িপাল্লায় ওজন করেছে পাহাড়পর্বত,
তুলাদণ্ডে উপপর্বত সকল?
[১৩] প্রভুর আত্মাকে কেইবা দিয়েছে নির্দেশ,

কিংবা পরামর্শদাতা রূপে তাঁকে কেইবা দিয়েছে জ্ঞান?
[১৪] এমন কার্ কাছেই বা তিনি পরামর্শ চাইলেন,
সে যেন তাঁকে বুদ্ধি দেয় ও শেখায় ন্যায়পথ,
তাঁকে যেন জ্ঞানশিক্ষা দেয় ও দেখায় সদ্বিবেচনার পথ?
[১৫] সত্যি, দেশগুলি কলসির এক জলবিন্দুরই মত,
তুলাদণ্ডে ধূলিকণার মতই গণ্য তারা;
সত্যি, পাতলা ধুলার মতই তিনি তুলে ধরেন যত দ্বীপ।
[১৬] লেবানন যথেষ্ট নয় ইন্ধনের জন্য,
তার যত পশুও যথেষ্ট নয় আহুতির জন্য।
[১৭] তাঁর সামনে কিছুই তো নয় সকল দেশ,
তাঁর কাছে অসারের চেয়েও অসার আর শূন্যতা বলেই গণ্য তারা।
[১৮] তোমরা কার্ সঙ্গেই বা ঈশ্বরের তুলনা করবে?
তাঁর মত ব'লে কোন্ মূর্তিই বা উপস্থিত করবে?

[১৯] শিল্পকার প্রতিমা ছাঁচে ঢালাই করে,
স্বর্ণকার তা সোনার পাতায় মোড়ে
ও তার জন্য রুপোর শেকল তৈরি করে।
[২০] বলি উৎসর্গ করার মত যার কম আছে,
সে একটা কাঠ বেছে নেয়, যা পচনশীল নয়;
সে নিপুণ শিল্পকার খোঁজে,
সে যেন তার জন্য এমন এক মূর্তি তৈরি করে, যা থাকবে অচল।
[২১] তোমরা কি জান না?
তোমরা কি শোননি?
আদি থেকে কি একথা তোমাদের জানানো হয়নি?
তোমরা কি পৃথিবীর ভিত্তি বোঝনি?
[২২] তিনিই পৃথিবীর ঊর্ধ্বচক্রের উপরে সমাসীন!
সেখান থেকে তাঁর চোখে মর্তবাসীরা পঙ্গপালমাত্র।

তিনি আকাশমন্ডল চাঁদোয়ার মত বিছিয়ে দেন,
তাঁর আপন নিবাস-তাঁবুর মত তা বিস্তার করেন।
[২৩] তিনি প্রতাপশালীদের বিলুপ্ত করেন,
পৃথিবীর শাসকদের নিশ্চিহ্ন করেন।
[২৪] তারা এখনও রোপিত হয়নি,
এখনও তাদের বোনা হয়নি,
তাদের মূলকান্ডও এখনও মাটিতে শিকড় গাড়েনি,
অমনি তিনি তাদের উপর ফুৎকার দেন আর তারা শুকিয়ে যায়,
ঘূর্ণিবায়ু তাদের খড়কুটোর মত উড়িয়ে দেয়।

[২৫] 'তোমরা কার্ সঙ্গে আমার তুলনা করবে?
কেইবা আমার মত?'—সেই পবিত্রজন বলছেন।
[২৬] ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলে দেখ:
এই সমস্ত কিছু কে সৃষ্টি করেছেন?
তিনি তাদের বাহিনী সঠিক সংখ্যা অনুসারে বের করে আনেন,
সকলের নাম ধরে তাদের আহ্বান করেন,
তাঁর সর্বশক্তি ও তাঁর প্রবল পরাক্রম গুণে
তাদের একটাও অনুপস্থিত নয়!
[২৭] তবে, যাকোব, তুমি কেমন করে বলতে পার,
তুমিও, ইস্রায়েল, কেমন করে বলতে পার:
'আমার পথ প্রভুর কাছ থেকে গুপ্ত,
আমার অধিকার আমার পরমেশ্বরের অবহেলার বিষয়?'
[২৮] তোমরা কি জান না?
তোমরা কি শোননি?
প্রভুই সনাতন পরমেশ্বর,
তিনিই পৃথিবীর প্রান্তের সৃষ্টিকর্তা।
তিনি ক্লান্তও হন না, শ্রান্তও হন না,

তাঁর বুদ্ধি অনুসন্ধানের অতীত।
[২৯] তিনি ক্লান্তকে শক্তি দেন,
শক্তিহীনের বল বৃদ্ধি করেন।
[৩০] তরুণেরা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়,
যুবকেরা হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়ে;
[৩১] কিন্তু যারা প্রভুতে আশা রাখে, তারা নবীন শক্তি লাভ করবে,
তারা ঈগলের মত ডানা মেলবে,
দৌড়ালে শ্রান্ত হবে না,
হাঁটলে ক্লান্ত হবে না।

দেবমূর্তির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের হুমকি

৪১ [১] দ্বীপপুঞ্জ, আমার সাক্ষাতে নীরব হও!
দেশগুলিও নবীন শক্তি লাভ করুক;
এগিয়ে এসে তারা কথা বলুক;
এসো, আমরা বিচারের জন্য একত্র হই।
[২] কে পুবদিক থেকে ধর্মময় একজনের উদ্ভব ঘটালেন,
ও নিজের পদক্ষেপে চলতে তাকে আহ্বান করলেন?
তিনি তার হাতে জাতিগুলিকে তুলে দেন,
রাজাদের তার অধীন করেন।
তিনি তার খড়্গধারীদের ধুলার মত অসংখ্য করেন,
ঝড়ে খড়ের মত তার তীরন্দাজদের অগণন করেন।
[৩] তিনি তাদের পিছনে ধাওয়া করে নিরাপদে এগিয়ে চলেন;
এমন পথে এগিয়ে চলেন, যে পথে তিনি পা ফেলেন না।
[৪] এই সমস্ত কিছু কার্ কাজ? তেমন কাজ কার্ দ্বারা সাধিত?
কে আদি থেকে যুগ যুগ ধরে যত প্রজন্মকে আহ্বান করলেন?
আমি, প্রভু, আমিই আদি,

আমিই আছি অন্তিমকালীন মানুষদের সঙ্গে।
[৫] দ্বীপপুঞ্জ চেয়ে দেখে ভয়ে অভিভূত,
পৃথিবীর চারপ্রান্ত সন্ত্রাসিত,
তারা অগ্রসর হয়ে কাছে আসে।
[৬] তারা একে অন্যকে সাহায্য করে ;
যে যার ভাইকে বলে, 'সাহস ধর !'
[৭] কর্মকার স্বর্ণকারকে আশ্বাস দেয় ;
হাতুড়ি দিয়ে যে লোহা সমান করে,
সে নেহাইয়ের উপরে যে আঘাত হানে,
জোড়ের বিষয়ে তাকে বলে, 'ঠিক আছে,'
এবং পেরেক দিয়ে প্রতিমাটিকে দৃঢ় করে, যেন তা না নড়ে।

[৮] কিন্তু, হে আমার দাস ইস্রায়েল,
হে যাকোব, যাকে আমি বেছে নিয়েছি,
তুমি যে আমার বন্ধু আব্রাহামের বংশ,
[৯] তোমাকেই আমি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে শক্ত করে ধরে নিয়েছি,
তোমাকেই দূরতম অঞ্চল থেকে আহ্বান করে বলেছি,
'তুমি আমার দাস,
আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি, তোমাকে পরিত্যাগ করিনি।'
[১০] ভয় করো না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি ;
ব্যাকুল হয়ো না, কারণ আমি তোমার পরমেশ্বর ;
আমি তোমাকে শক্তিশালী করে তুলছি, সাহায্যও করছি,
সত্যিই আমার বিজয়ী হাতে তোমাকে ধরে রাখছি।
[১১] দেখ, যারা তোমার বিরুদ্ধে রোষ দেখাচ্ছিল,
তারা সকলে লজ্জিত ও অবনমিত হবে ;
যারা তোমার সঙ্গে বিবাদ করছিল,
তাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে, তাদের বিনাশ হবে।

[১২] যারা তোমার বিরোধিতা করছিল,
তুমি তাদের খোঁজ করবে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ পাবে না;
যারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল,
তাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে, শূন্যই করা হবে।
[১৩] কেননা আমিই তোমার পরমেশ্বর প্রভু,
আমি তোমার ডান হাত শক্ত করে ধরে আছি,
আমি তোমাকে বলছি, 'ভয় করো না,
আমি তোমার সহায়তা করব।'
[১৪] হে কীটমাত্র যাকোব,
হে মরাদেহ ইস্রায়েল, ভয় করো না!
আমিই তোমার সহায়তা করব—প্রভুর উক্তি—
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনই তোমার মুক্তিসাধক।
[১৫] দেখ, আমি তোমাকে শস্যমাড়াইযন্ত্রের তীক্ষ্ণ বহুদন্তময় নতুন গুঁড়ির মত করছি;
তুমি পর্বতগুলো মাড়িয়ে গুঁড়ো করবে,
উপপর্বতগুলো তুষে পরিণত করবে।
[১৬] তুমি তাদের ঝাড়বে আর হাওয়া তাদের উড়িয়ে নেবে,
ঝড়ো বাতাস তাদের চারদিকে ছড়িয়ে দেবে।
কিন্তু তুমি প্রভুতে উল্লাস করবে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনে গর্ববোধ করবে।
[১৭] দীনহীন ও নিঃস্ব জলের সন্ধান করছে, কিন্তু জল নেই;
পিপাসায় তাদের জিহ্বা শুষ্ক হয়েছে;
আমি প্রভু তাদের সাড়া দেব,
আমি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর তাদের ফেলে রাখব না।
[১৮] আমি গাছশূন্য উপপর্বতের উপরে নদনদী উৎসারিত করব,
উপত্যকার মাঝে স্থানে স্থানে ঝরনার জল প্রবাহিত করব;

আমি মরুপ্রান্তরকে জলাশয়ে,
শুষ্ক ভূমিকে জলের উৎসধারায় পরিণত করব।
[১৯] আমি মরুপ্রান্তরে এরস, শিরীষ, গুলমেদি ও জলপাইগাছ রোপণ করব,
মরুভূমিতে দেবদারু, তালিশ ও সরলগাছ পাশে পাশে বসিয়ে রাখব ;
[২০] যেন তারা দেখে জানতে পারে,
যেন সকলে বিবেচনা করে বুঝতে পারে যে,
প্রভুর হাত এই কাজ সাধন করল,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন।

[২১] প্রভু একথা বলছেন : 'তোমাদের বিবাদ উপস্থিত কর ;'
যাকোবের রাজা বলছেন : 'তোমাদের সমস্ত যুক্তি সামনে আন।'
[২২] ওরা সেইসব সামনে নিয়ে এসে
যা যা ঘটতে যাচ্ছে, আমাদের তেমন সংবাদ দিক।
অতীত কালে কী কী ঘটেছে? তা বর্ণনা কর,
যেন আমরা তা বিচার-বিবেচনা করে
স্বীকার করতে পারি যে, সেই সবকিছু সিদ্ধিলাভ করেছে ;
কিংবা আসন্ন সমস্ত ঘটনা আমাদের শুনিয়ে দাও,
[২৩] ভাবীকালে কী কী ঘটবে, তোমরা তেমন সংবাদও দাও,
তবে আমরা স্বীকার করব যে, তোমরা সত্যিই দেবতা।
হ্যাঁ, তোমরা মঙ্গলকর কি অমঙ্গলকর একটা কিছু কর,
আর আমরা ব্যাকুল হয়ে সবাই মিলে অভিভূত হব।
[২৪] এই যে, তোমরা কিছুই না,
তোমাদের কর্ম মূল্যহীন,
তোমাদের যে বেছে নেয়, সে জঘন্য।
[২৫] উত্তর থেকে আমি একজনের উদ্ভব ঘটিয়েছি, আর সে উপস্থিত হল ;
সূর্যোদয়ের দেশ থেকে তাকে নাম ধরে আহ্বান করা হয়েছে ;
কুমোর যেমন পা দিয়ে মাটিতে চাপ দেয়,

তেমনি সে প্রতাপশালীদের কাদার মত মাড়িয়ে দেবে।
[২৬] কে আদি থেকে এর পূর্বসংবাদ দিয়েছে, যেন আমরা তা জানতে পারি?
অতীতেও কে একথা বলেছে, যেন আমরা বলতে পারি, 'একথা ঠিক'?
কেউই এর পূর্বসংবাদ দেয়নি, কেউই একথা শোনায়নি,
কেউই তোমাদের কথা বলতে শোনেনি।
[২৭] আমিই প্রথম সিয়োনকে এ সংবাদ দিয়েছি, 'দেখ, এই যে তারা!'
যেরুশালেমকে আমি শুভসংবাদ-দাতা একজনকে প্রেরণ করেছি।
[২৮] আমি চেয়ে দেখলাম, কেউই নেই,
না, ওদের মধ্যে মন্ত্রণাদাতা এমন কেউ নেই যে,
আমি জিজ্ঞাসা করলে সে আমাকে একটা উত্তর দেবে।
[২৯] দেখ, ওরা সকলে মিলে কিছুই না,
ওদের কর্ম অসার,
ওদের যত দেবমূর্তি বাতাস ও শূন্যতামাত্র।

দাসের প্রথম গীতিকা

৪২ [১] এই যে আমার সেই দাস, আমি নিজেই যাঁর নির্ভর;
তিনি আমার মনোনীতজন, আমার প্রাণ তাঁতেই প্রসন্ন।
আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি;
সকল দেশের কাছে তিনি নিয়ে যাবেন সুবিচার।
[২] তিনি চিৎকার করবেন না, জোর গলায় কথা বলবেন না,
রাস্তা-ঘাটে নিজ কণ্ঠস্বর শোনাবেন না।
[৩] তিনি থেঁতলানো নলগাছ ছিঁড়ে ফেলবেন না,
টিমটিমে সলতেও নিভিয়ে দেবেন না;
তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গেই ন্যায় ঘোষণা করবেন;
[৪] তিনি ক্ষান্ত হবেন না, ভেঙে পড়বেন না,
যতদিন না পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন;

দ্বীপপুঞ্জ তাঁর বিধিবিধানের অপেক্ষায় থাকবে।

[৫] প্রভু ঈশ্বর,
যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করে তা বিছিয়ে দিয়েছেন,
যিনি মর্তকে ও তা থেকে যা কিছু উৎপন্ন
পিটিয়ে পিটিয়ে তা পেতে দিয়েছেন,
যিনি মর্তবাসীদের শ্বাস দান করেন,
ও মর্তের উপরে যা কিছু হাঁটে, তাকে আত্মা দান করেন,
তিনি একথা বলছেন:
[৬] 'আমি প্রভু ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে তোমাকে আহ্বান করেছি,
আমি তোমার হাত শক্ত করে ধরেছি; তোমাকে গড়েছি,
জনগণের জন্য সন্ধি ও দেশগুলির জন্য আলোরূপেই
তোমাকে নিযুক্ত করেছি
[৭] অন্ধদের চোখ খুলে দেবার জন্য,
এবং কারাবাস থেকে বন্দিদের,
ও যারা অন্ধকারে বাস করে,
কারাকুয়ো থেকে তাদের বের করে আনার জন্য।
[৮] আমি প্রভু, এ-ই আমার নাম!
আমি আমার গৌরব অন্যের হাতে ছেড়ে দেব না,
আমার মর্যাদাও দেবমূর্তির হাতে তুলে দেব না।
[৯] দেখ, প্রথম ঘটনাগুলো সিদ্ধিলাভ করেছে,
এবার নতুনগুলির বিষয়ে পূর্বসংবাদ দিই;
সেগুলি পুষ্পিত হবার আগেই তার কথা তোমাদের শোনাই।'

জয়গান

[১০] প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে ধ্বনিত হোক তাঁর প্রশংসাগান;
তাঁর স্তুতিগান করুক সাগর ও তার গভীরে যা কিছু আছে,

দ্বীপপুঞ্জ ও তার যত অধিবাসী।
[১১] মেতে উঠুক প্রান্তর ও তার যত শহর, কেদারের যত বাসস্থান,
সেলা-বাসীরা আনন্দধ্বনি তুলুক,
পর্বতচূড়া থেকে চিৎকার করুক।
[১২] তারা প্রভুতে আরোপ করুক গৌরব,
দ্বীপগুলিতে প্রচার করুক তাঁর প্রশংসাবাদ।
[১৩] বীরের মত বেরিয়ে আসছেন প্রভু,
যোদ্ধার মত নিজ উদ্যোগ করেন উত্তেজিত,
জয়ধ্বনি করেন, রণনিনাদ তোলেন,
নিজ বীরত্ব দেখান শত্রুদের উপর।
[১৪] বহুদিন ধরে আমি চুপ করে থাকলাম,
নীরব থাকলাম, নিজেকে সংযত রাখলাম ;
হাঁপ ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এখন
প্রসবিনী নারীর মত চিৎকার করব।
[১৫] পর্বত-উপপর্বত উচ্ছন্ন করে দেব,
তাদের ঘাস শুষ্ক করে ফেলব ;
নদনদী দ্বীপপুঞ্জে পরিণত করব,
জলাশয় শুকিয়ে দেব।
[১৬] আমি অন্ধ মানুষকে নিয়ে যাব তাদের অজানা পথে,
তাদের অজানা রাস্তায় তাদের চালনা করব ;
তাদের সামনে অন্ধকার আলোতে পরিণত করব,
অসমতল ভূমি করব সমতল।
তেমন কিছুই করব, তা করায় অবহেলা করব না!
[১৭] যারা দেবমূর্তিতে ভরসা রাখে,
যারা প্রতিমাকে বলে, ‘তোমরাই আমাদের দেবতা,’
তারা সকলে লজ্জিত হয়ে পিছনে হটে যাবে।

ইস্রায়েল জাতি অন্ধ

[১৮] বধিরসকল, শোন ;
অন্ধেরা, দেখবার জন্য চেয়ে দেখ।
[১৯] আমার দাস ছাড়া আর অন্ধ কে ?
আমার প্রেরিতদূতের মত বধির কে ?
আমার প্রিয় বন্ধুর মত অন্ধ কে ?
প্রভুর দাসের মত বধির কে ?
[২০] তুমি তো অনেক কিছু দেখেছ, কিন্তু মন দাওনি ;
তোমার কান খোলা, কিন্তু তুমি শোন না।
[২১] আপন ধর্মময়তার খাতিরে
প্রভু বিধানকে মহান ও মহিমময় করতে প্রীত হলেন।
[২২] অথচ এরা অপহৃত লুণ্ঠিত এক জাতি,
সকলে গুহাতে ফাঁদে বাঁধা,
সকলে কারারুদ্ধ।
এরা অপহৃত ছিল, আর উদ্ধারকর্তা কেউ ছিল না ;
লুণ্ঠিত ছিল, আর কেউ বলেনি, 'ফিরিয়ে দাও।'
[২৩] তোমাদের মধ্যে কে এতে কান দেয় ?
মনোযোগ দিয়ে কে ভবিষ্যতের জন্য তা শুনে রাখে ?
[২৪] কে যাকোবকে লুটেরাদের হাতে তুলে দিয়েছেন ?
ইস্রায়েলকে অপহারকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন ?
সেই প্রভু কি নয়, যাঁর বিরুদ্ধে আমরা পাপ করেছি ?
তারা তাঁর পথে চলতে অসম্মত ছিল, তাঁর বিধানের প্রতি অবাধ্য ছিল।
[২৫] এজন্য তিনি তার উপরে
তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ ও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বর্ষণ করলেন।
ফলে তার চারদিকে ঐশক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল,
—তা সত্ত্বেও সে বুঝল না ;

সেই আগুন তাকে পুড়িয়ে ফেলল,
—তা সত্ত্বেও সে মনোযোগ দিল না।

ইস্রায়েলের রক্ষাকর্তা ও মুক্তিসাধক ঈশ্বর

৪৩ [১] এখন একথা বলছেন সেই প্রভু,
যিনি, হে যাকোব, তোমাকে সৃষ্টি করলেন,
যিনি, হে ইস্রায়েল, তোমাকে গড়লেন :
ভয় পেয়ো না, কারণ আমি তোমার মুক্তি সাধন করলাম ;
নাম ধরেই তোমাকে ডাকলাম : তুমি তো আমারই।
[২] তোমাকে জলরাশির মধ্য দিয়ে যেতে হলে
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব ;
নদনদীও তোমাকে নিমজ্জিত করবে না।
তোমাকে আগুনের মধ্য দিয়ে চলতে হলে
তোমার কোন জ্বালা হবে না,
তার শিখা তোমাকে পুড়িয়ে দেবে না ;
[৩] কেননা আমি প্রভু, তোমার পরমেশ্বর,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন, তোমার ত্রাণকর্তা।
তোমার মুক্তিমূল্য হিসাবে আমি মিশরকে দিয়েছি,
কুশ ও শেবাকে তোমার বদলে দিয়েছি।
[৪] যেহেতু তুমি আমার দৃষ্টিতে মূল্যবান,
যেহেতু তুমি মর্যাদার পাত্র, আর আমি তোমাকে ভালবাসি,
সেজন্য আমি তোমার পরিবর্তে মানুষদের,
তোমার প্রাণের বিনিময়ে দেশগুলোকে দিই।
[৫] ভয় করো না, আমি তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি ;
পুব দিক থেকে তোমার বংশকে আনব,
পশ্চিম দিক থেকে তোমাকে জড় করব।

[৬] উত্তর দিককে বলব, ‘এদের ছেড়ে দাও!’
দক্ষিণ দিককে বলব, ‘এদের রুদ্ধ রেখো না!’
দূর থেকে আমার সন্তানদের এনে দাও;
পৃথিবীর প্রান্ত থেকে আমার কন্যাদের ফিরিয়ে আন;
[৭] সেই সকলকে, যারা আমার নামে অভিহিত,
যাদের আমার গৌরবের খাতিরেই সৃষ্টি করেছি,
গড়েছি, ও নির্মাণ করেছি!

[৮] বের করে আন সেই জাতিকে যে অন্ধ, অথচ যার চোখ আছে,
সেই বধিরকেও, অথচ যার কান আছে।
[৯] সকল দেশ মিলে একত্র হোক,
জাতিসকল এখানে সমবেত হোক।
তাদের মধ্যে কে এর সংবাদ দিতে পারে?
কে অতীত ঘটনা আমাদের শোনাতে পারে?
নিজ নিরপরাধিতা দেখাতে তারা নিজেদের সাক্ষীদের উপস্থিত করুক,
যেন অন্যরা শুনে বলতে পারে, ‘কথা সত্য।’
[১০] তোমরাই আমার সাক্ষী—প্রভুর উক্তি—
আমার সেই দাস, যাকে আমি বেছে নিয়েছি,
তোমরা যেন আমাকে জেনে আমাতে বিশ্বাস রাখ,
এবং বুঝতে পার যে, আমিই তিনি।
আমার আগে কোন দেবতাকে গড়া হয়নি,
আমার পরেও কোন দেবতা থাকবে না।
[১১] আমি, আমিই প্রভু!
আমি ব্যতীত আর ত্রাণকর্তা নেই।
[১২] আমিই পূর্বসংবাদ দিয়েছি, আমিই পরিত্রাণ সাধন করেছি;
আমিই তোমাদের কাছে নিজেকে শুনিয়েছি,
তোমাদের মধ্যবর্তী কোন বিজাতীয় দেবতা নয়!

তোমরা আমার সাক্ষী—প্রভুর উক্তি।
আমি ঈশ্বর,
[১৩] অনাদিকাল থেকে আমি সর্বদা সেই একই।
আমার হাত থেকে কেউ কিছু উদ্ধার করতে পারে না;
আমি যা কিছু করি, কে তার অন্যথা করবে?

[১৪] প্রভু, তোমাদের মুক্তিসাধক, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন, একথা বলছেন:
'আমি তোমাদেরই খাতিরে বাবিলনে লোক পাঠিয়েছি,
তাদের কারাগারের সকল শলাকা উঠিয়ে দেব,
কাল্দীয়দের আনন্দধ্বনি শোকে পরিণত করব।
[১৫] আমিই প্রভু, তোমাদের পবিত্রজন,
ইস্রায়েলের সৃষ্টিকর্তা, তোমাদের রাজা!'

[১৬] একথা বলছেন সেই প্রভু,
যিনি সমুদ্রে পথ করে দিলেন
ও প্রচণ্ড জলরাশির মাঝে রাস্তা উন্মুক্ত করলেন,
[১৭] যিনি রথ, অশ্ব, সৈন্য ও বীরযোদ্ধাকে একসঙ্গে বের করে আনলেন;
এখন তারা শুয়ে আছে, আর কখনও উঠতে পারবে না;
তারা সলতের মত নিঃশেষিত হয়ে নিভে গেল।
[১৮] তোমরা অতীতের কথা আর মনে করো না,
প্রাচীন যত ঘটনা আর চিন্তা করো না!
[১৯] এই দেখ, আমি নতুন কিছু করতে যাচ্ছি:
ঠিক এখনই তা গজিয়ে উঠছে, তোমরা কি এবিষয়ে সচেতন নও?
আমি প্রান্তরেও একটা পথ প্রস্তুত করছি,
মরুভূমিতে নানা রাস্তা করে দিচ্ছি।
[২০] বন্যজন্তু, শিয়াল ও উটপাখি আমার গৌরবকীর্তন করবে,
কারণ আমি প্রান্তরে জল দিই,
মরুভূমিতে নদনদী যোগাই,

আমার জনগণের, আমার মনোনীতদেরই পিপাসা মিটিয়ে দেবার জন্য,
[২১] যে জনগণকে আমি নিজের জন্য গড়েছি,
তারা যেন প্রচার করে আমার প্রশংসাবাদ।

ইস্রায়েলের অকৃতজ্ঞতা

[২২] কিন্তু তুমি, যাকোব, তুমি তো আমাকে ডাকনি,
এমনকি আমার বিষয়ে তুমি ক্ষান্তই হয়েছ, হে ইস্রায়েল।
[২৩] আহুতির জন্য তুমি তো একটা মেষশাবকও আননি,
তোমার যজ্ঞগুলো দিয়ে আমাকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানাওনি।
শস্য-নৈবেদ্য দাবি করে আমি তোমাকে বিরক্ত করিনি,
ধূপ চেয়েও তোমাকে ক্লান্ত করিনি।
[২৪] নিজের অর্থব্যয়ে তুমি তো গন্ধনল কেননি,
তোমার বলীকৃত পশুর চর্বি দানেও আমাকে পরিতৃপ্ত করনি।
বরং তোমার পাপ দ্বারা আমাকে শ্রান্ত করেছ,
তোমার শঠতা দ্বারা আমাকে ক্লান্ত করেছ।
[২৫] আমি, আমিই তোমার যত বিদ্রোহ কর্ম
আমার নিজের খাতিরে মুছে দিই,
এবং তোমার সমস্ত পাপ আর স্মরণে রাখি না!
[২৬] আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও,
তবে আমরা মিলে ব্যাপারটা বিচার করব;
কথা বল, নিজের নিরপরাধিতা দেখাও।
[২৭] আচ্ছা, তোমার আদিপিতা পাপ করল,
তোমার ধর্ম-ব্যাখ্যাতারা আমার প্রতি বিদ্রোহ করল,
[২৮] এজন্য আমি পবিত্রধামের প্রধানদের অপমানের পাত্র করলাম;
এজন্য যাকোবকে বিনাশ-মানতের বস্তু হতে দিলাম,
ইস্রায়েলকে বিদ্রূপে সঁপে দিলাম।

ইস্রায়েলের জন্য গচ্ছিত আশীর্বাদ

৪৪ [১] হে আমার দাস যাকোব,
হে ইস্রায়েল, যাকে আমি মনোনীত করেছি, এখন শোন।
[২] যিনি তোমাকে গড়েছেন,
যিনি মাতৃগর্ভে তোমাকে গঠন করেছেন,
যিনি তোমাকে সহায়তা করবেন,
সেই প্রভু একথা বলছেন:
'হে আমার দাস যাকোব,
হে যেশুরুন, যাকে আমি মনোনীত করেছি, ভয় করো না;
[৩] কেননা আমি তৃষাতুর ভূমির উপরে জল,
ও শুষ্ক মাটির উপরে খরস্রোত প্রবাহিত করব।
তোমার বংশের উপরে আমার আত্মা,
তোমার সন্তানদের উপরে আমার আশীর্বাদ বর্ষণ করব;
[৪] তারা জলাশয়ে ঘাসের মত,
জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজিয়ে উঠবে।
[৫] একজন বলবে: "আমি তো প্রভুরই,"
আর একজন যাকোবের নামে অভিহিত হবে,
এবং আর একজন নিজের হাতের উপরে লিখবে, "প্রভুর উদ্দেশে,"
আর সে ইস্রায়েল বলে পরিচিত হবে।'
[৬] প্রভু, ইস্রায়েলের রাজা, তার মুক্তিসাধক, সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
'আমিই আদি, আমিই অন্ত,
আমি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নেই।
[৭] কেইবা আমার মত? সে এগিয়ে আসুক, তা-ই ঘোষণা করুক;
নিজেই তা স্বীকার করুক, আমার সামনে কথাটা ব্যক্ত করুক,
আমি যখন সেই পুরাকালীন জনগণকে প্রতিষ্ঠিত করেছি,
সেসময় থেকে যত ভাবী ঘটনা সে বলে দিক,

যা যা ঘটবে, তার পূর্বসংবাদ আমাদের জানিয়ে দিক।
[৮] তোমরা অস্থির হয়ো না, ভয় করো না;
আমি তোমাদের কাছে কি দীর্ঘকাল থেকে
এই সমস্ত কিছু শোনাইনি, তার পূর্বসংবাদ দিইনি?
তোমরাই আমার সাক্ষী:
আমি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর কি আছে?
না, অন্য শৈল নেই! কোন শৈলও আমার জানা নেই!'

[৯] যারা প্রতিমা গড়ে, তারা সকলে অসার; তাদের বহুমূল্য কাজ কোন উপকারের নয়; আর যারা তাদের পক্ষে কথা বলে, তারা অন্ধ, নির্বোধ, লজ্জার বস্তু। [১০] কে এমন দেবতা গড়ে, এমন দেবতা ঢালাই করে, যা তার কোন উপকারে আসে না? [১১] দেখ, তার সকল অনুগামী লজ্জিত হবে; সেই শিল্পকারেরা মানুষমাত্র। তারা সকলে মিলে একত্র হোক, সকলে উঠে দাঁড়াক! তারা সকলে একেবারে কম্পিত ও লজ্জিত হবে। [১২] কর্মকার যন্ত্র হাতে নেয়, তা দিয়ে কয়লার উপরে কাজ করে, হাতুড়ি দিয়ে একটা মূর্তি গড়ে, ও তার শক্তিশালী হাত দিয়ে তা প্রস্তুত করে; সে ক্ষুধায় দুর্বল হয়, জল পান না করায় শ্রান্ত হয়ে পড়ে। [১৩] ছুতোর সুতো দিয়ে মাপ নেয়, সিঁদুর দিয়ে তার নকশা আঁকে, ছেনি দিয়ে খোদাই করে, কম্পাস দিয়ে তার মাপ ঠিক করে, এবং পুরুষের আদল ও মানুষের সৌন্দর্য অনুসারে তা তৈরি করে, যেন তা কোন একটা ঘরে বাস করতে পারে। [১৪] সে এরসগাছ কাটে, কিংবা তর্সা বা ওক্‌গাছ নেয়; তা বনের অন্য গাছগুলির মধ্যে বাড়তে দেয়; সরলগাছ পোঁতে, আর বৃষ্টি তা পুষ্ট করে তোলে। [১৫] এসব কিছু জ্বালানি কাঠ হয়ে মানুষের ব্যবহারে আসে; সে তার একটা অংশ নিয়ে আগুন পোহায়; আবার তন্দুর গরম করে রুটি তৈরি করে; এমনকি একটা দেবতাও গড়ে তার উদ্দেশে প্রণিপাত করে, একটা মূর্তি গড়ে তার সামনে প্রণত হয়। [১৬] সে সেসব কিছুর আর একটা অংশ আগুনে পোড়ায়, তার উপরে খাবার প্রস্তুত করে, মাংস ঝলসায়, তারপর তৃপ্তির সঙ্গে খায়। একইসময়ে সে আগুন পোহিয়ে বলে, 'আহা, আমি আগুন পোহাচ্ছি! আগুনের তাপ কেমন ভোগ করছি!' [১৭] বাকি সবকিছু দিয়ে সে একটা দেবতা, তার ইষ্টদেবতাকেই তৈরি করে, প্রণত হয়ে তাকে পূজা করে,

ও তার কাছে এই বলে প্রার্থনা করে: ‘আমাকে উদ্ধার কর, তুমিই যে আমার ঈশ্বর!’ [১৮] তারা কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না; কেননা তাদের চোখ বন্ধ, তাই তারা দেখতে পায় না; তাদের হৃদয় রুদ্ধ, তাই তারা বুঝতে পারে না। [১৯] একটু চিন্তা করতে কেউই থামে না, কারও এমন জ্ঞান বা বুদ্ধি নেই যে বলবে: ‘আমি এর একটা অংশ ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করেছি, এমনকি এর উত্তপ্ত কয়লায় রুটি তৈরি করেছি, ও মাংস ঝলসে নিয়ে খেয়েছি; এর বাকি অংশ দিয়ে কি একটা জঘন্য বস্তু তৈরি করব? আমি কি এক টুকরো কাঠের উদ্দেশে প্রণতি জানাব?’ [২০] সে ভস্মভোজী! তার মোহগ্রস্ত হৃদয় তাকে ভ্রান্ত করে; তা থেকে সে নিজেকে উদ্ধার করতে পারে না; এ কথাও ভাবে না যে, ‘আমার ডান হাতে এই যে বস্তু রয়েছে, তা কি মিথ্যা নয়?’

[২১] হে যাকোব, এই সমস্ত কথা স্মরণে রেখ,
কারণ, হে ইস্রায়েল, তুমি আমার দাস।
আমিই তোমাকে গড়েছি; তুমি আমার দাস;
ইস্রায়েল, তোমার বিষয়ে আমি আশাভ্রষ্ট হব না।
[২২] আমি ঘুচিয়ে ফেলেছি তোমার অন্যায় সকল একটা মেঘের মত,
তোমার যত পাপ কুয়াশার মত।
আমার কাছে ফিরে এসো, কেননা আমি তোমার মুক্তি সাধন করেছি।
[২৩] হে আকাশমণ্ডল, আনন্দধ্বনি তোল,
কেননা প্রভু আপন কাজ সাধন করলেন;
হে পৃথিবীর গভীরতম যত স্থান, জয়ধ্বনি তোল!
হে পাহাড়পর্বত, সানন্দে চিৎকার কর,
তোমরাও, যত বন ও তোমাদের সমস্ত গাছপালা,
কেননা প্রভু যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন,
ইস্রায়েলে তাঁর আপন গৌরব প্রকাশ করলেন।

ঈশ্বরের মনোনীতজন সেই কুরোশ

বিশ্বস্রষ্টা ও ইতিহাসের নিয়ন্তা সেই ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য আহ্বান

[২৪] যিনি তোমার মুক্তিসাধক,
তুমি মাতৃগর্ভে থাকতেই যিনি তোমার নির্মাতা,
সেই প্রভু একথা বলছেন :
'আমি প্রভুই নিখিল সৃষ্টির নির্মাতা,
আমি একাকী আকাশমণ্ডল বিছিয়ে দিয়েছি ;
আমি যখন মর্তকে পিটিয়ে পিটিয়ে পেতে দিতাম,
তখন কে আমার সঙ্গে ছিল?
[২৫] আমিই তো গণকদের যত চিহ্ন ব্যর্থ করি,
মন্ত্রজালিকদের নির্বোধ করি,
প্রজ্ঞাবানদের হটিয়ে দিই,
ও তাদের জ্ঞান মূর্খতা করি ;
[২৬] আমি আমার আপন দাসের বাণী সিদ্ধ করি,
আমার দূতদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করি ;
আমি যেরুশালেমকে বলি : তোমার তো জননিবাসী হবে,
যুদার শহরগুলোকে বলি : তোমরা পুনর্নির্মিত হবে,
আর আমি তার ধ্বংসস্তূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব ;
[২৭] আমি মহাসাগরকে বলি : শুষ্ক হও,
তোমার নদনদী শুকিয়ে ফেলব ;
[২৮] আমি কুরোশকে বলি : আমার মেষপালক,
আর সে আমার সমস্ত মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করবে,
হ্যাঁ, সে যেরুশালেমকে বলবে : তুমি পুনর্নির্মিত হবে,
এবং মন্দিরকে বলবে : ভিত থেকেই তুমি পুনর্নির্মিত হবে।'

৪৫ [১] প্রভু তাঁর তৈলাভিষিক্তজন কুরোশ সম্বন্ধে একথা বলেন,

‘আমি তার ডান হাত শক্ত করে ধরে আছি,
যেন তার সামনে দেশগুলিকে বশীভূত করি,
রাজাদের কোমরের রাজবন্ধনী খুলে ফেলি,
তার সামনে সমস্ত দ্বারের অর্গল খুলে দিই,
যাতে আর কোন নগরদ্বার বন্ধ না থাকে।
[২] আমি তোমার আগে আগে রণ-অভিযানে চলব,
অসমতল জায়গা সমতল করব,
ব্রঞ্জের অর্গল ভেঙে ফেলব,
লোহার ডাণ্ডা ছিন্ন করব।
[৩] আমি তোমার হাতে গুপ্ত ধন,
ও গোপন স্থানে লুক্কায়িত ঐশ্বর্য তুলে দেব,
যেন তুমি জানতে পার,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু আমিই তোমাকে তোমার নাম ধরে ডাকি।
[৪] আমার দাস যাকোবের খাতিরে,
আমার মনোনীতজন ইস্রায়েলের খাতিরেই
আমি তোমার নাম ধরে তোমাকে ডেকেছি;
তুমি আমাকে না জানা সত্ত্বেও আমি তোমাকে একটা উপাধি দিয়েছি।
[৫] আমিই প্রভু, আর কেউ নয়;
আমি ছাড়া অন্য ঈশ্বর নেই।
তুমি আমাকে না জানা সত্ত্বেও আমি তোমাকে বলবান করব,
[৬] যেন পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকলে জানতে পারে যে,
আমি ব্যতীত অন্য কেউ নেই।
আমিই প্রভু, আর কেউ নয়।
[৭] আমি আলো গড়ে তুলি, অন্ধকার সৃষ্টি করি,
আমি সমৃদ্ধি ঘটাই, অমঙ্গল সৃষ্টি করি;
আমি প্রভু এই সমস্ত কিছু সাধন করি।

[৮] হে আকাশমণ্ডল, ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর,
মেঘমালা ধর্মময়তা বর্ষণ করুক।
উন্মোচিত হোক মর্তের মুখ, অঙ্কুরিত হোক পরিত্রাণ,
আর সেইসঙ্গে ধর্মময়তা ফুটে উঠুক।
আমি প্রভু এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি।'

[৯] ধিক্ তাকে, যে তার আপন নির্মাতার সঙ্গে তর্ক করে;
সে তো মাটির পাত্রগুলির মধ্যে একটা পাত্রমাত্র।
মাটি কি কুমোরকে বলবে, 'তুমি কী করছ?'
কিংবা, 'তোমার এই নির্মিত বস্তুর হাত নেই!'
[১০] ধিক্ তাকে, যে তার আপন পিতাকে বলে, 'কিসের জন্ম দিচ্ছ?'
কিংবা একটা স্ত্রীলোককে বলে, 'কী প্রসব করছ?'
[১১] সেই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলের পবিত্রজন ও তার নির্মাতা,
তিনি একথা বলছেন: 'আমার সন্তানদের বিষয়ে যা করা উচিত,
তোমরা কি তা আমার কাছ থেকে দাবি করছ?
আমার নিজের হাতের কাজ সম্বন্ধে আমাকে আজ্ঞা দিচ্ছ?
[১২] আমিই তো পৃথিবী নির্মাণ করেছি
ও তার উপরে মানুষকে সৃষ্টি করেছি;
আমিই নিজের হাতে আকাশমণ্ডল বিস্তৃত করেছি
ও আকাশের সমস্ত বাহিনীকে আজ্ঞা দিয়েছি!
[১৩] আমিই এই মানুষকে জাগিয়ে তুলেছি ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে,
আমি তার সকল পথ সরল করব।
সে আমার নগরী পুনর্নির্মাণ করবে,
আমার নির্বাসিতদের ফিরিয়ে দেবে,
বিনামূল্যে, বিনা পুরস্কারেই তাদের ফিরিয়ে দেবে;'
একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

[১৪] প্রভু একথা বলছেন :
‘মিশরের উৎপন্ন ঐশ্বর্য, কুশের যত বাণিজ্য,
ও শেবার সেই লম্বা লম্বা মানুষ তোমার হাতে চলে আসবে,
তারা তোমারই হবে, শৃঙ্খলিত অবস্থায় তোমার পিছু পিছু হেঁটে চলবে,
তোমার কাছে প্রণিপাত করে মিনতির কণ্ঠে বলবে :
কেবল তোমারই সঙ্গে ঈশ্বর আছেন ; তিনি ছাড়া আর কেউ নয় ;
অন্য কোন ঈশ্বর নেই।’
[১৫] সত্যি তুমি এমন ঈশ্বর যিনি লুকিয়ে থাকেন,
ওগো ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, পরিত্রাতা ;
[১৬] লজ্জিত অপমানিত হবে তারা সবাই,
তারাই অপমানিত হয়ে চলে যাবে,
দেবমূর্তি খোদাই করে যারা।
[১৭] ইস্রায়েল প্রভু দ্বারা হবে চিরপরিত্রাণে পরিত্রাণকৃত।
তোমরা আর কখনও লজ্জিত অপমানিত হবে না।
[১৮] কারণ একথা বলছেন সেই প্রভু,
যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করলেন ;
তিনিই সেই পরমেশ্বর,
যিনি পৃথিবী সংগঠন ক’রে নির্মাণ করলেন, করলেন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত,
যিনি তা ঘোর অঞ্চল হবার জন্য করেননি সৃষ্টি,
বাসস্থানই হবার জন্য বরং তা সংগঠন করলেন :
‘আমিই প্রভু, আর কেউ নয় !
[১৯] নিভৃতে, পৃথিবীর কোন অন্ধকার স্থান থেকে আমি কথা বলিনি,
যাকোব-বংশকে বলিনি :
ঘোর অঞ্চলেই আমার অন্বেষণ কর।
আমি তো প্রভু ! সত্যকথা বলি,
ন্যায়কথা ঘোষণা করি।

[২০] একত্র হও, এসো, এগিয়ে এসো সবাই মিলে,
তোমরা যারা ভিনজাতির দেশ থেকে রেহাই পেলে।
তাদের তো কিছুই জ্ঞান নেই,
কাঠের প্রতিমা বয়ে বেড়ায় যারা,
যারা এমন দেবতার কাছে প্রার্থনা করে,
যার ত্রাণ করার ক্ষমতা নেই।
[২১] খুলে বল, তোমাদের যুক্তি উপস্থিত কর,
তারা একসঙ্গে মন্ত্রণাও করুক;
প্রথম থেকে কে শুনিয়েছেন এসব কিছু?
সেকাল থেকে এসব কিছুর সংবাদ দিলেন কে?
আমি, সেই প্রভু, তাই না?
আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নেই,
আমি ছাড়া অন্য ধর্মময় ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা নেই।
[২২] আমার দিকে ফিরে তাকাও,
তবেই ত্রাণ পাবে তোমরা, হে পৃথিবীর সকল প্রান্ত,
কারণ আমিই ঈশ্বর, আর কেউ নয়!
[২৩] নিজের দিব্যি দিয়ে করেছি শপথ,
আমার মুখ থেকে যে সত্য বাণী বের হয় তার অন্যথা হবে না—
প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে,
প্রতিটি জিহ্বা আমার দিব্যি দিয়ে শপথ করবে।'
[২৪] তারা তখন বলবে:
'শুধু প্রভুতেই রয়েছে ধর্মময়তা, রয়েছে শক্তি!'
যারা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল,
তারা লজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে আসবে।
[২৫] ইস্রায়েলের সকল বংশধর প্রভুতে পাবে ধর্মময়তা, পাবে গৌরব।

বাবিলনের পতন ও তার উপর বিলাপ

৪৬ [১] বেল নুব্জ, নেবো উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে;
তাদের মূর্তিগুলো জন্তুদের ও পশুদের পিঠে ফেলানো;
তোমরা যে বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছিলে,
তা ক্লান্ত পশুর পক্ষেও ভারী।
[২] তারা মিলে উপুড় হয়ে আছে, নুব্জ হয়ে আছে,
তাদের যারা বয়ে বেড়াচ্ছিল, তারা তাদের ত্রাণ করতে পারেনি,
বরং নিজেরাই বন্দিদশায় চলে যাচ্ছে।
[৩] হে যাকোবকুল, হে ইস্রায়েলকুলের সকলেই যারা রেহাই পেয়েছ,
তোমরা আমার কথা শোন,
সেই তোমরা, মাতৃগর্ভ থেকেই যাদের আমি বহন করে আসছি,
মাতৃবক্ষ থেকেই যাদের তুলে বহন করা হচ্ছে।
[৪] তোমাদের বার্ধক্যকাল পর্যন্ত আমি সেই একই থাকব,
তোমাদের চুল পাকা হওয়া পর্যন্ত আমিই তোমাদের বহন করে চলব।
আগেও যেমন করেছি, তেমনি আমিই তোমাদের তুলে বহন করব;
আমি নিজেই তোমাদের বহন করব, তোমাদের নিষ্কৃতি দেব।
[৫] তোমরা কার্ সঙ্গে আমার তুলনা করবে?
আমাকে কার্ সমান করবে?
আমাকে কার্ সদৃশ করলে তোমরা আমাদের উভয়কে সমকক্ষ করবে?
[৬] তারা থলি থেকে সোনা ঢালে,
তুলাদণ্ডে রুপোর ওজন নেয়:
স্বর্ণকারকে বানি দেয়, যেন সে এক দেবতা গড়ে,
পরে প্রণত হয়ে তা পূজাই করে;
[৭] কাঁধে তুলে নিয়ে তা বয়ে বেড়ায়,
পরে তা তার আসনে বসিয়ে দিলে তা সেখানে অচল হয়ে থাকে,
তার সেই স্থান থেকে আর সরে না।

প্রত্যেকে তার কাছে চিৎকার করে, কিন্তু তা সাড়া দেয় না;
সঙ্কট থেকে কাউকে ত্রাণ করে না।
[৮] কথাটা মনে রাখ, পুরুষত্ব দেখাও;
হে বিদ্রোহীর দল, ব্যাপারটা উপলব্ধি কর।
[৯] প্রাচীনকালের ঘটনাগুলো স্মরণ কর,
কেননা আমিই ঈশ্বর, আর কেউ নয়;
আমিই পরমেশ্বর, আমার মত কেউ নেই।
[১০] আমি আদি থেকেই শেষের পূর্বসংবাদ দিই;
যা এখনও সাধিত নয়, এমন কিছুর সংবাদ বহুদিন আগেই জানিয়ে
আমি বলি: 'আমার পরিকল্পনা স্থির থাকবে,
আমার মনোবাঞ্ছা আমি সিদ্ধ করব!'
[১১] আমি পুব থেকে শিকারী পাখিকে,
দূরতম এক দেশ থেকে আমার পরিকল্পনার মানুষকে ডাকি।
আমি যেমন কথা বলেছি, সেইমত ঘটবে;
আমি যেমন কল্পনা করেছি, সেইমত কাজ সাধন করব।
[১২] হে অদম্য হৃদয়ের মানুষ,
তোমরা যারা ধর্মময়তা থেকে দূরে রয়েছ, আমাকে শোন।
[১৩] আমি আমার ধর্মময়তা কাছে নিয়ে আসছি:
তা দূরে নয়, আমার পরিত্রাণ দেরি করবে না।
সিয়োনে আমি পরিত্রাণ,
ইস্রায়েলে আমার গৌরব স্থাপন করব।

৪৭ [১] নামো! ধুলায় বসো,
হে কুমারী বাবিলন-কন্যা!
মাটিতে বসো, সিংহাসন আর নেই,
হে কাল্দীয়দের কন্যা!

কেননা তোমার এমনটি আর ঘটবে না যে,
তুমি কোমলা ও সুখভোগিনী বলে অভিহিতা হবে।
[২] জাঁতা নিয়ে শস্য পেষাই কর;
ঘোমটা খোল, কোমরে সায়া বেঁধে নাও,
পা অনাবৃত কর, নদনদী পার হও।
[৩] তোমার উলঙ্গতা প্রকাশিত হোক,
তোমার লজ্জার বিষয়ও দৃশ্য হোক।
'আমি প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি, কেউই রেহাই পাবে না;'
[৪] আমাদের মুক্তিসাধক যিনি,
যাঁর নাম সেনাবাহিনীর প্রভু, তিনি ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।

[৫] নীরবে বস, অন্ধকারে আশ্রয় নাও,
হে কাল্দীয়দের কন্যা।
কেননা তুমি রাজ্যগুলির ঠাকুরানী বলে আর অভিহিতা হবে না।
[৬] আমি আমার আপন জনগণের উপরে ক্রুদ্ধ ছিলাম,
আমার আপন উত্তরাধিকার অপবিত্র করেছিলাম;
এজন্য তোমার হাতে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম;
কিন্তু তুমি তাদের প্রতি কোন মমতা দেখাওনি,
বরং তার বৃদ্ধদের উপরেও তোমার দুর্বহ জোয়াল ভারী করেছ।
[৭] তুমি নাকি ভাবছিলে:
'চিরকাল ধরেই আমি ঠাকুরানী হয়ে থাকব।'
এই সমস্ত বিষয়ে তুমি কখনও মন দাওনি,
ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করনি।

[৮] সুতরাং তুমি এখন একথা শোন, হে বিলাসিনী,
তুমি যে ভরসাভরে বসে বসে ভাবছিলে,
'আমি! এবং আমি ছাড়া আর কেউ নেই!
আমি বিধবা হয়ে বসব না,

সন্তানদের মৃত্যুশোকও আমি চিনব না।’
[৯] অথচ তোমার বেলায় উভয় ঘটনাই খাটবে—অকস্মাৎ, একদিনেই :
তোমার প্রচুর জাদু সত্ত্বেও,
তোমার বহু মন্ত্রতন্ত্র সত্ত্বেও
সন্তানদের মৃত্যু ও বৈধব্য তোমার উপরে নেমে পড়বে।
[১০] তোমার অধর্মে ভরসা রেখে
তুমি ভাবছিলে, ‘কেউই আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।’
তোমার প্রজ্ঞা ও তোমার জ্ঞান তোমাকে পথভ্রষ্টা করেছে।
অথচ তুমি নাকি মনে মনে বলছিলে :
‘আমি! এবং আমি ছাড়া আর কেউ নেই!’
[১১] এবার তোমার উপরে এমন অমঙ্গল ঝাঁপিয়ে পড়বে,
যা তুমি মন্ত্রবলে দূর করতে পারবে না ;
তোমার উপরে এমন বিপদ এসে পড়বে,
যা তুমি এড়াতে পারবে না ;
তোমার উপরে এমন আকস্মিক সর্বনাশ নেমে পড়বে,
যার কথা তুমি কল্পনাও করতে পার না।
[১২] তোমার তরুণ বয়স থেকে যাতে তুমি শ্রম করে আসছ,
তোমার সেই নানা মন্ত্রতন্ত্র ও বহু জাদু নিয়ে বসেই থাক ;
কি জানি, তোমার উপকার হতেও পারে!
হয় তো তুমি ভয় দেখাতে পারবে!
[১৩] তোমার বহু জাদু-সভার ফলে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ ;
এখন সেই সমস্ত জ্যোতিষী তোমাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুক,
সেই সমস্ত নক্ষত্রদর্শীও, যারা মাসে মাসে তোমাকে বলে
তোমার প্রতি যা যা ঘটবার কথা।
[১৪] এই যে, ওরা খড়ের মত,
আগুন ওদের পুড়িয়ে ফেলবে ;

অগ্নিশিখার হাত থেকে নিজেদেরও বাঁচাতে পারবে না ;
এ আগুন তাপ পোহাবার অঙ্গার বা সামনে বসবার আগুন নয় !
[১৫] তরুণ বয়স থেকে যার জন্য তুমি এত শ্রম করেছ,
তোমার সেই সমস্ত জাদুকরের যোগ্যতা তোমার পক্ষে ঠিক তাই হল ;
প্রত্যেকে যে যার পথে চলে যায়,
তোমাকে বাঁচাবে, এমন কেউ নেই।

প্রভু আগে থেকেই এসব কিছুর কথা বলেছিলেন

৪৮ [১] যাকোবকুল, একথা শোন,
হ্যাঁ, তোমরা যারা ইস্রায়েল নামে অভিহিত,
যুদা-বংশ থেকে যাদের উদ্ভব,
যারা প্রভুর নামের দিব্যি দিয়ে শপথ করে থাক,
যারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে ডাক,
—কিন্তু সততায় নয়, সরলতায় নয়—
[২] কারণ তোমরা পবিত্র নগরীর মানুষ বলে পরিচয় দাও,
এবং ইস্রায়েলের সেই পরমেশ্বরের উপর নির্ভর কর,
সেনাবাহিনীর প্রভু যাঁর নাম।
[৩] আমি তো সেকাল থেকেই অতীত ঘটনার পূর্বসংবাদ দিয়েছিলাম,
সেগুলি আমার মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল,
আমি সেই সমস্ত কিছু শুনিয়েছিলাম ;
আমি অকস্মাৎ কাজ সাধন করলাম, আর সেগুলি উপস্থিত হল।
[৪] কারণ আমি জানতাম যে, তুমি জেদি,
তোমার মন লোহার ডাণ্ডার মত,
তোমার কপাল ব্রঞ্জেরই কপাল !
[৫] আমি সেকাল থেকে তোমাকে তার পূর্বসংবাদ দিয়েছিলাম,
ঘটবার আগেই তা তোমার কাছে শুনিয়েছিলাম,

যেন তুমি না বলতে পারতে, ‘আমার দেবমূর্তিই এসব করেছে,
আমার প্রতিমা, আমার ছাঁচে ঢালাই করা প্রতিমূর্তিই এসবের আজ্ঞা দিয়েছে।’
[৬] তুমি তো এর পূর্বসংবাদ শুনেছিলে, এর সিদ্ধিও এখন দেখতে পাচ্ছ;
তুমি কি তা স্বীকার করবে না?
এখন আমি তোমাকে এমন নতুন ও রহস্যময় বিষয়ের কথা শোনাব,
যা তুমি কল্পনাও করতে পার না।
[৭] এই সমস্ত কিছু এখনকার সৃষ্টি, আগেকার নয়;
আজকের আগে তুমি তার বিষয়ে কিছুই শোননি,
পাছে তুমি বল, ‘এ আগেও জানতাম।’
[৮] না, তুমি তা কখনও শোননি, কখনও জাননি,
তোমার কান অনেক দিন থেকেই উন্মুক্ত নয়,
কেননা আমি জানতাম যে, তুমি নিতান্ত ধূর্ত,
মাতৃগর্ভে থাকতেই তুমি বিদ্রোহী বলে পরিচিত।
[৯] আমার নামের খাতিরেই আমার ক্রোধ সংযত রাখব,
আমার সম্মানের খাতিরেই তোমার ব্যাপারে মুখে বল্গা দেব,
পাছে তোমাকে উচ্ছেদ করি।
[১০] দেখ, আমি তোমাকে খাঁটি করেছি, কিন্তু রুপোর মত নয়;
দুঃখজ্বালার হাপরেই তোমাকে যাচাই করেছি।
[১১] আমার নিজের খাতিরে, কেবল নিজেরই খাতিরে তেমনটি করছি;
কেমন করে নিজেকে অপবিত্র হতে দেব?
আমার আপন গৌরব আমি অন্যকে দেব না!

[১২] হে যাকোব, হে ইস্রায়েল, যাকে আমি আহ্বান করেছি, আমাকে শোন:
আমি, কেবল এই আমিই আদি, আবার আমিই অন্ত।
[১৩] আমার এই হাত পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করেছে,
আমার এই ডান হাত আকাশমণ্ডল বিস্তৃত করেছে;
আমি তাদের ডাকলেই তারা সকলে মিলে এসে উপস্থিত হয়।

[১৪] একত্র হও, তোমরা সকলে, আমাকে শোন ;
তোমাদের মধ্যে কে এই সবকিছুর পূর্বসংবাদ দিয়েছে?
প্রভু যাকে ভালবাসেন, তেমন ব্যক্তিই
বাবিলন ও কাল্দীয় জাতি সম্বন্ধে আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করবে।
[১৫] আমি, আমিই কথা বলেছি ; আমিই তাকে আহ্বান করেছি,
তাকে এনেছি, আর তার কর্মকীর্তি সফল হবে।

[১৬] তোমরা এগিয়ে এসো, এই কথা শোন।
আদি থেকে আমি কখনও গোপনে কথা বলিনি ;
যেসময় এই ঘটনা ঘটে, সেসময় আমি সেখানে উপস্থিত ;
আর এখন প্রভু পরমেশ্বর আমাকে ও তাঁর আত্মাকে প্রেরণ করেছেন।
[১৭] যিনি তোমার মুক্তিসাধক, ইস্রায়েলের পবিত্রজন,
সেই প্রভু একথা বলছেন :
‘আমি প্রভু, তোমার পরমেশ্বর,
আমি তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করি,
যে পথে তোমাকে চলতে হয়, সেই পথে আমিই তোমাকে চালনা করি।
[১৮] আহা ! তুমি যদি আমার আজ্ঞায় মনোযোগ দিতে !
তবে তোমার সমৃদ্ধি হত নদীর মত,
তোমার ধর্মময়তা হত সমুদ্র-তরঙ্গের মত ;
[১৯] তোমার বংশ হত বালুকার মত,
তোমার ঔরসজাত সন্তানেরা বালুকণার মত ;
আমার সামনে থেকে তোমার নাম
কখনও উচ্ছিন্ন হত না, কখনও লুপ্ত হত না।’

[২০] বাবিলন ছেড়ে বেরিয়ে এসো,
কাল্দীয়দের কাছ থেকে পালিয়ে যাও ;
আনন্দোচ্ছ্বাসের কণ্ঠে একথা ঘোষণা কর,
তা প্রচার কর,

পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কথাটা ব্যাপ্ত কর ;
বল : 'প্রভু তাঁর আপন দাস যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করেছেন।'
[২১] মরুপ্রান্তর দিয়ে তিনি তাদের চালনা করতে করতে
তারা কখনও পিপাসিত হল না ;
তাদের জন্য তিনি শৈল থেকে জলস্রোত নির্গত করলেন ;
তিনি শৈল ফাটালেন, জল প্রবাহিত হল।
[২২] প্রভু বলছেন, দুর্জনদের জন্য শান্তি নেই !

দাসের দ্বিতীয় গীতিকা

৪৯ [১] শোন, দ্বীপপুঞ্জ ;
মনোযোগ দিয়ে শোন, সুদূর জাতিসকল :
প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে ডেকেছেন,
মাতৃবক্ষ থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন আমার নাম।
[২] তিনি আমার মুখ তীক্ষ্ণ খড়্গেরই মত করলেন,
আপন হাতের ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখলেন,
আমাকে ধারালো একটা তীর করলেন,
আপন তূণেই আমাকে আবৃত করলেন।
[৩] তিনি আমাকে বললেন,
'ইস্রায়েল, তুমি আমার আপন দাস,
তোমাতেই আমার কান্তি প্রকাশ করব।'
[৪] কিন্তু আমি বললাম,
'আমার পরিশ্রম বৃথাই গেছে,
অকারণে ও অনর্থই আমার শক্তি ব্যয় করেছি।
তবু আমার বিচার যে প্রভুরই কাছে,
আমার শ্রমের ফল যে আমার পরমেশ্বরের কাছে, একথা নিশ্চিত।'
[৫] আর এখন সেই প্রভু কথা বললেন,

যিনি মাতৃগর্ভ থেকে আপন দাসরূপে আমাকে গড়েছেন,
যেন যাকোবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনি,
ও তাঁর সঙ্গে ইস্রায়েলকে পুনর্মিলিত করি,
—বাস্তবিকই প্রভুর দৃষ্টিতে আমি গৌরবের পাত্র হয়েছি,
পরমেশ্বরই হলেন আমার শক্তি।
[৬] তিনি বললেন:
'যাকোবের সমস্ত গোষ্ঠী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য,
ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ফিরিয়ে আনার জন্যই যে তুমি আমার দাস,
তা তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়।
তাই আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করব,
তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।'
[৭] যে ব্যক্তির প্রাণ অবজ্ঞার পাত্র,
যে ব্যক্তি দেশগুলোর বিতৃষ্ণার বস্তু,
ক্ষমতাশালীদের সেই দাসের কাছে একথা বলছেন প্রভু,
ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক, সেই পবিত্রজন:
রাজারা দেখে উঠে দাঁড়াবে,
নেতৃবৃন্দ দেখে প্রণিপাত করবে,
তারা সেই প্রভুরই জন্য তা-ই করবে, বিশ্বস্ত যিনি,
তা-ই করবে ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই জন্য,
যিনি তোমাকে বেছে নিলেন।

আনন্দপূর্ণ প্রত্যাগমন

[৮] প্রভু একথা বলছেন,
প্রসন্নতার সময়ে তোমাকে দিয়েছি সাড়া,
তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে,
আমি তোমাকে গড়েছি, জনগণের জন্য সন্ধিরূপে তোমাকে নিযুক্ত করেছি,
তুমি যেন দেশের পুনরুত্থান সাধন কর,

যেন সেই উৎসন্ন সম্পদ পুনরধিকার কর,
[৯] তুমি যেন বন্দিদের বল, ‘বেরিয়ে এসো,’
যারা অন্ধকারে রয়েছে, তাদের যেন বল, ‘আলোতে এসো।’
তারা চরে বেড়াবে যত পথে,
গাছশূন্য সমস্ত পাহাড়ে পাবে চারণভূমি,
[১০] তারা কখনও ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হবে না,
উত্তপ্ত বাতাস ও রোদ তাদের কখনও আঘাত করবে না।
কারণ যিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল,
তিনি নিজেই তাদের চালনা করবেন,
তিনি তাদের চালিত করবেন জলের উৎসধারার কূলে।
[১১] আমি সমস্ত পর্বত পথেই পরিণত করব,
আমার রাস্তা সকল উঁচু করা হবে।
[১২] ওই দেখ, এরা দূর থেকে আসছে;
ওই দেখ, ওরা উত্তর ও পশ্চিম থেকে,
আবার ওরা আসুয়ান দেশ থেকে আসছে।

[১৩] সানন্দে চিৎকার কর, আকাশমণ্ডল; পৃথিবী, মেতে ওঠ,
আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়, পর্বতমালা,
কারণ প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন,
তাঁর দীনদুঃখীদের স্নেহ করেন।
[১৪] কিন্তু সিয়োন বলল, ‘প্রভু আমাকে ত্যাগ করেছেন,
প্রভু আমাকে ভুলে গেছেন।’
[১৫] কোন নারী কি নিজের কোলের শিশুকে ভুলে যেতে পারে?
নিজের গর্ভজাত সন্তানকে কি স্নেহ না করে পারে?
তারা যদিও ভুলে যায়, আমি তোমাকে ভুলব না।
[১৬] দেখ, আমি আমার আপন হাতের তালুতেই তোমাকে খোদাই করেছি,
তোমার নগরপ্রাচীর সর্বদাই আমার সামনে আছে।

[১৭] যারা তোমাকে পুনর্নির্মাণ করবে, তারা ছুটে আসছে,
তোমার ধ্বংসন ও বিনাশ-সাধকেরা তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

[১৮] তুমি চারদিকে চোখ তুলে দেখ,
এরা সকলে সমবেত হচ্ছে, তোমারই কাছে আসছে।
'আমার জীবনের দিব্যি—প্রভুর উক্তি—
তুমি ভূষণের মত এদের সকলকে পরে নেবে,
কনের অলঙ্কারের মত এদের সকলকে ধারণ করবে।'
[১৯] কেননা তোমার ধ্বংসস্তূপ, তোমার ভগ্নস্থান ও তোমার উৎসন্ন দেশ
তোমার অধিবাসীদের পক্ষে এখন থেকে বেশি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়বে,
এবং যারা তোমাকে গ্রাস করছিল, তারা দূরে থাকবে।
[২০] যাদের কাছ থেকে তুমি বঞ্চিতা হয়েছিলে,
সেই সন্তানেরা তোমার কানে আবার বলবে:
'আমার পক্ষে এই স্থান সঙ্কীর্ণ;
সর, বাস করার মত আমাকে জায়গা দাও।'
[২১] তখন তুমি ভাববে:
'আমার এই সকলের পিতা কে?
আমি তো সন্তান-বঞ্চিতা, বন্ধ্যাই ছিলাম;
আমি তো নির্বাসিতা, গৃহছাড়াই ছিলাম;
এদের কে লালন-পালন করেছে?
দেখ, আমি একাকিনী হয়ে পড়েছিলাম,
তবে এরা কোথা থেকে এল?'

[২২] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন,
'দেখ, হাত দিয়ে আমি দেশগুলিকে ইশারা করব,
জাতিসকলের জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করব:
তারা তোমার সন্তানদের কোলে করেই ফিরিয়ে আনবে,
তোমার কন্যাদের কাঁধে করেই বহন করবে।

[২৩] রাজারাই হবে তোমার প্রতিপালক পিতা,
তাদের রাজকন্যারা হবে তোমার ধাইমা।
তারা মাটিতে অধমুখ হয়ে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে,
তোমার পায়ের ধুলা চেটে খাবে;
তখন তুমি জানবে যে: আমিই প্রভু,
যারা আমাতে প্রত্যাশা রাখে, তাদের লজ্জিত হতে হবে না!'
[২৪] বীরের কাছ থেকে কি লুটের মাল কেড়ে নেওয়া যায়?
বন্দি কি দুরন্তের হাত থেকে কখনও মুক্তি পেতে পারে?
[২৫] অথচ প্রভু একথা বলছেন:
বীরের বন্দিকে কেড়ে নেওয়াই হবে,
দুরন্তের লুটের মাল মুক্ত করাই হবে;
তোমার বিরোধীদের আমিই বিরোধিতা করব;
তোমার সন্তানদের আমিই ত্রাণ করব।
[২৬] তোমার অত্যাচারীদের আমি
তাদের নিজেদের দেহমাংস খেতে বাধ্য করব,
তারা নতুন আঙুররসের মত নিজেদের রক্তেই মত্ত হবে।
তখন সমস্ত মানবকুল জানতে পারবে যে,
আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা,
তোমার মুক্তিসাধক, যাকোবের বীর।

ইস্রায়েলের শাস্তি

৫০ [১] প্রভু একথা বলছেন,
'আমি যে ত্যাগপত্র দিয়ে তোমাদের মাকে ত্যাগ করেছি,
তার সেই ত্যাগপত্র কোথায়?
কিংবা আমার পাওনাদারদের মধ্যে
কার্ কাছে তোমাদের বিক্রি করেছি?

দেখ, তোমাদের সমস্ত শঠতার কারণেই তোমাদের বিক্রি করা হয়েছে,
তোমাদের সমস্ত বিদ্রোহ-কর্মের কারণেই তোমাদের মাকে ত্যাগ করা হয়েছে।
[২] আমি তো এখন এসেছি, অথচ উপস্থিত কেউ নেই কেন?
আমি তো ডাকছি, অথচ সাড়া নেই কেন?
মুক্তিকর্ম সাধন করার জন্য আমার হাত কি এত খাটো হয়ে পড়েছে?
কিংবা আমার কি উদ্ধার করার শক্তি নেই?
দেখ, আমি এক ধমকেই সাগরকে শুষ্ক করি,
নদনদীকে মরুপ্রান্তর করি:
জলের অভাবে সেগুলোর মাছ পচে, পিপাসায় মারা পড়ে।
[৩] আমি আকাশমন্ডলকে কালো আবরণ পরাই,
চটের কাপড় দিয়ে তা আচ্ছন্ন করি।'

দাসের তৃতীয় গীতিকা

[৪] প্রভু পরমেশ্বর আমাকে এমন দীক্ষাপ্রাপ্ত জিহ্বা দিয়েছেন,
যেন আমি বুঝতে পারি, ক্লান্ত মানুষকে কেমন সান্ত্বনার বাণী দিতে হয়;
প্রতি সকালে তিনি আমার কান জাগ্রত করে তোলেন,
যেন আমি দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যের মত শুনতে পাই।
[৫] প্রভু পরমেশ্বর আমার কান উন্মুক্ত করেছেন;
আর আমি প্রতিবাদ করিনি, পিছিয়ে যাইনি।
[৬] যারা আমাকে মারছিল, তাদের দিকে পিঠ,
যারা আমার দাড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছিল, তাদের দিকে গাল পেতে দিলাম;
অপমান ও থুথু থেকে মুখ ঢেকে রাখিনি।
[৭] প্রভু পরমেশ্বর আমার সহায়তা করেন,
এজন্যই আমি বিহ্বল হই না,
এজন্যই পাথরের মতই কঠিন করে তুলেছি আমার মুখ।
আমি জানি, আমাকে লজ্জিত হতে হবে না।
[৮] যিনি আমাকে ধর্মময়তা মঞ্জুর করেন, তিনি কাছে আছেন,

কে আমার সঙ্গে বিবাদ করবে? এসো, আমরা মুখোমুখি হই!
কে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে?
সে এগিয়ে আসুক!
[৯] দেখ, প্রভু পরমেশ্বর আমার সহায়তা করেন,
কে আমাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করবে?
দেখ, তারা সকলে কাপড়ের মত জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে,
কীটে তাদের গ্রাস করবে।
[১০] তোমাদের মধ্যে কে প্রভুকে ভয় করে?
কে তাঁর দাসের বাণীর প্রতি বাধ্য?
যে অন্ধকারে চলে, আলো যার নেই,
সে প্রভুর নামে প্রত্যাশা রাখুক,
তার আপন পরমেশ্বরে ভর করুক।
[১১] দেখ, আগুন জ্বালাচ্ছ ও জ্বলন্ত মশাল হাতে রাখছ যে তোমরা,
তোমরা সকলে তোমাদের সেই আগুনের আলোয় চল,
—তোমাদের জ্বালানো সেই মশালের আলোয়ই চল।
আমার কাছ থেকে তোমাদের প্রাপ্য এ :
যন্ত্রণায় শুয়ে পড়বে!

ভরসা রাখ!
ঈশ্বরের রাজ্য সকলের সামনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেই

৫১ [১] আমার কথা শোন, তোমরা যারা ধর্মময়তা অনুসরণ কর,
যারা প্রভুর অন্বেষণ কর।
বিবেচনা করে দেখ সেই শৈলের কথা,
যা থেকে তোমাদের কেটে নেওয়া হয়েছে,
সেই পাথরখাদের কথা, যা থেকে তোমাদের তুলে নেওয়া হয়েছে।
[২] বিবেচনা করে দেখ তোমাদের পিতা আব্রাহাম

ও তোমাদের প্রসব করেছিলেন যিনি, সেই সারার কথা :
আমি যখন তাকে আহ্বান করেছিলাম, সে তখন একাই ছিল ;
আমি কিন্তু তাকে আশিসধন্য করেছি ও তার বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছি।
[৩] সত্যি, প্রভু সিয়োনের প্রতি করুণা দেখান,
তার সমস্ত ধ্বংসস্তূপের প্রতি করুণা দেখান,
তার মরুপ্রান্তর তিনি এদেনের মত,
তার মরুভূমি প্রভুর উদ্যানের মত করে তোলেন।
তার মধ্যে থাকবে পুলক ও আনন্দ,
থাকবে স্তুতিগান ও বাদ্যের ঝঙ্কার।

[৪] হে আমার আপন জনগণ, আমার কথা মন দিয়ে শোন,
হে আমার আপন জাতি, আমার বচনে কান দাও ;
কেননা আমা থেকেই বিধান নির্গত হবে,
আমার ন্যায় হয়ে উঠবে জাতিসকলের আলো।
[৫] আমার ধর্মময়তা আসন্ন,
আমার পরিত্রাণ সন্নিকট ;
আমার বাহু জাতিসকলের কাছে ন্যায় বয়ে আনবে।
দ্বীপপুঞ্জ আমার প্রত্যাশায় থাকবে,
আমার বাহুতে আশা রাখবে।
[৬] তোমরা আকাশমণ্ডলের দিকে চোখ তোল,
নিচে এই ভূমণ্ডলের দিকে তাকাও,
কেননা আকাশমণ্ডল ধোঁয়ার মত উবে যাবে,
ভূমণ্ডল বস্ত্রের মত জীর্ণ হবে,
তার অধিবাসীরা কীটের মত মারা পড়বে।
কিন্তু আমার পরিত্রাণ হবে চিরস্থায়ী,
আমার ধর্মময়তা কখনও লোপ পাবে না।
[৭] তোমরা, যারা ধর্মময়তায় বিজ্ঞ,

হে জনগণ, যারা আমার বিধান হৃদয়েই বহন কর, আমাকে শোন।
মানুষের অপমান ভয় করো না,
তাদের বিদ্রূপে উদ্বিগ্ন হয়ো না;
[৮] কারণ কীটে তাদের বস্ত্রের মত গ্রাস করবে,
পোকায় তাদের পশমের মত খেয়ে ফেলবে,
কিন্তু আমার ধর্মময়তা হবে চিরস্থায়ী,
আমার পরিত্রাণ হবে যুগযুগস্থায়ী।

[৯] জাগ, জাগ, শক্তি পরিধান কর, হে প্রভুর হাত!
জাগ, যেমনটি সেই পুরাকালে, সেই অতীত যুগে জেগেছিলে।
তুমিই কি সেই রাহাবকে টুকরো টুকরো করে কাটনি?
সেই প্রকাণ্ড নাগকে বিঁধিয়ে দাওনি?
[১০] তুমিই কি সমুদ্রকে,
সেই মহাগহ্বরের জলরাশিকে শুষ্ক করনি?
সমুদ্রের গভীরতম স্থানকে কি পথ করনি
যেন বিমুক্তরা পার হয়ে যায়?
[১১] প্রভু যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, তারা ফিরে আসবে,
হর্ষধ্বনি তুলতে তুলতে তারা সিয়োনে প্রবেশ করবে;
তাদের মাথা হবে চিরন্তন আনন্দে বিভূষিত;
সুখ ও আনন্দ হবে তাদের সহচর;
শোক ও কান্না তখন পালিয়ে যাবে।

[১২] আমি, আমিই তোমার সান্ত্বনাদানকারী!
তুমি কে যে মানুষকে ভয় পাচ্ছ?—সে তো মরণশীল;
কেন আদমসন্তানকে ভয় পাচ্ছ?—তার দশা তো ঘাসেরই মত।
[১৩] তুমি তো তোমার নির্মাতা সেই প্রভুকে ভুলে গেছ,
যিনি আকাশমণ্ডল বিস্তৃত করেছেন,
যিনি পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করেছেন!

সমস্ত দিন তুমি অবিরতই বিরোধীর রোষের সামনে ভীত ছিলে,
যখন সে তোমাকে বিনাশ করতে চেষ্টা করছিল।
কিন্তু বিরোধীর সেই রোষ এখন কোথায়?
[১৪] যে শেকলের ভারে নুব্জ, সে শীঘ্রই মুক্ত হবে;
সে সেই গর্তে মারা যাবে না,
তার খাদ্যের অভাবও হবে না।
[১৫] আমিই প্রভু, তোমার পরমেশ্বর,
যিনি সমুদ্রকে এমনভাবে আলোড়িত করেন যে,
তার তরঙ্গ গর্জনধ্বনি তোলে;
সেনাবাহিনীর প্রভু—এ-ই আমার নাম।
[১৬] আমিই আমার আপন বাণী তোমার মুখে রাখলাম,
আমার হাতের ছায়াতে তোমাকে লুকিয়ে রাখলাম—
এই আমি, যিনি আকাশমণ্ডল বিস্তৃত করেছি,
পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করেছি,
ও সিয়োনকে বলেছি: 'তুমি আমার আপন জাতি।'

[১৭] জাগ, জাগ,
ওঠ, যেরুশালেম!
তুমি প্রভুর হাত থেকে তাঁর রোষের পানপাত্রে পান করেছ;
সেই মাদ্যপাত্রে পান করেছ,
তার তলানি পর্যন্ত চেটে খেয়েছ।
[১৮] যত সন্তানকে সে প্রসব করেছে,
তাদের মধ্যে তাকে চালনা করবে এমন কেউ নেই;
যত সন্তানকে সে লালন-পালন করেছে,
তাদের মধ্যে তার হাত ধরবে এমন কেউ নেই।
[১৯] দ্বিগুণ সর্বনাশ তোমার প্রতি ঘটেছে—
কে সহানুভূতি দেখাচ্ছে?

লুটতরাজ ও বিনাশ, দুর্ভিক্ষ ও খড়্গ—
কে তোমাকে সান্ত্বনা দান করছে?
[২০] জালে বদ্ধ হরিণের মত
তোমার সন্তানেরা অসহায় হয়ে পথের কোণে কোণে পড়ে আছে;
তারা প্রভুর রোষে,
তোমার পরমেশ্বরের ধমকে পরিপূর্ণ।
[২১] তাই দুঃখিনী যে তুমি, এই কথাও শোন,
মত্তা যে তুমি, কিন্তু আঙুররসে নয়, শোন।
[২২] তোমার প্রভু পরমেশ্বর,
তোমার ঈশ্বর, যিনি তাঁর আপন জনগণের পক্ষসমর্থক,
তিনি একথা বলছেন:
দেখ, আমি সেই মাদ্যপাত্র,
আমার রোষের সেই পানপাত্র তোমার হাত থেকে নিলাম;
সেই পানপাত্রে তোমাকে আর পান করতে হবে না।
[২৩] তা আমি তোমার পীড়কদের হাতে তুলে দেব,
যারা তোমাকে বলত, হেঁট হও, আমরা তোমার উপর দিয়ে চলব।
আর তখন তুমি তোমার পিঠ ভূমি ও রাস্তার মত করছিলে
যেন তারা তোমার উপর দিয়ে হাঁটতে পারে।

৫২ [১] জাগ, জাগ,
হে সিয়োন, শক্তি পরিধান কর;
হে পবিত্র নগরী যেরুশালেম,
তোমার সুন্দরতম বসন পরিধান কর;
কেননা অপরিচ্ছেদিত বা অশুচি কোন মানুষ
তোমার মধ্যে আর কখনও প্রবেশ করবে না।
[২] গায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেল, ওঠ,
হে বন্দি যেরুশালেম!

তোমার ঘাড়ের সেই বন্ধনগুলো খুলে ফেল,
হে বন্দি সিয়োন কন্যা!

[৩] কারণ প্রভু একথা বলছেন:
'বিনামূল্যে তোমাদের বিক্রি করা হয়েছিল,
বিনা অর্থে তোমাদের মুক্ত করা হবে।'
[৪] কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন,
'আমার আপন জনগণ আগে মিশরে গিয়ে
সেখানে প্রবাসীর মত বসতি করল;
শেষে আশুর অকারণে তাদের অত্যাচার করল।
[৫] তেমন অবস্থায় আমি এখন কী করব?—প্রভুর উক্তি—
যেহেতু আমার আপন জনগণ অকারণে নির্বাসিত হয়েছে,
যেহেতু তাদের কর্তারা আনন্দে চিৎকার করছে—প্রভুর উক্তি—
এবং আমার নাম সমস্ত দিন, সারাদিন ধরেই, নিন্দার বস্তু হচ্ছে,
[৬] সেজন্য আমার জনগণ আমার নাম জানবে,
সেদিন তারা বুঝবে যে, আমিই বলছিলাম: এই যে আমি!'

[৭] আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ
যে শুভসংবাদ প্রচার করে,
শান্তি ঘোষণা করে,
মঙ্গলের শুভসংবাদ প্রচার করে,
ঘোষণা করে পরিত্রাণ,
সিয়োনকে বলে, 'তোমার পরমেশ্বর রাজত্ব করেন।'
[৮] এক কণ্ঠস্বর! উচ্চকণ্ঠে তোমার প্রহরীরা ডাকছে,
একসঙ্গে তারা সানন্দে চিৎকার করছে,
কারণ তারা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে প্রভু সিয়োনে ফিরে আসছেন।
[৯] হে যেরুশালেমের ধ্বংসস্তূপ,
তোমরা মিলে গান কর, আনন্দে ফেটে পড়,

কারণ প্রভু তাঁর আপন জাতিকে সান্ত্বনা দিলেন,
যেরুশালেমের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন।
[১০] প্রভু তাঁর আপন পবিত্র হাত
সকল জাতির দৃষ্টিগোচরে অনাবৃত করেছেন;
পৃথিবীর সকল প্রান্ত
দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।
[১১] যাও, চলে যাও, সেখান থেকে বেরিয়ে যাও,
অশুচি কোন কিছু স্পর্শ করো না।
তার মধ্য থেকে বেরিয়ে যাও, নিজেদের শুচীকৃত কর তোমরা,
যারা প্রভুর পাত্রগুলি বহন কর!
[১২] বস্তুত তোমাদের তত ত্বরা করে বেরিয়ে পড়তে নেই,
পলাতকের মত তোমাদের চলে যেতে নেই,
কারণ তোমাদের পুরোভাগে প্রভুই চলছেন,
আবার তোমাদের পশ্চাদ্ভাগে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরই উপস্থিত।

দাসের চতুর্থ গীতিকা

[১৩] দেখ! আমার দাস কৃতকার্যই হবেন:
তিনি উন্নীত হবেন, উত্তোলিত হবেন, হবেন মহামহিম।
[১৪] একদিন যেমন তাঁর জন্য বহু মানুষ শিহরে উঠেছিল,
—অন্য মানুষের তুলনায় তাঁর চেহারা এমনই বিকৃত ছিল যে,
আদমসন্তানদের সঙ্গে তাঁর আর কোন সাদৃশ্যই ছিল না—
[১৫] একদিন তেমনি বহু দেশের মানুষ তাঁর বিষয়ে বিস্ময়মগ্ন হয়ে যাবে।
রাজারা তাঁর কারণে মুখ বন্ধ রাখবে,
কারণ তাদের কাছে যা কখনও বলা হয়নি, তারা তা দেখতে পাবে;
যা কখনও শোনেনি, তারা তা উপলব্ধি করবে।

৫৩ [১] আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে?

প্রভুর বাহু কার্ কাছে প্রকাশিত হয়েছে?
[২] তিনি তো তাঁর সামনে বেড়ে উঠেছেন একটা চারাগাছের মত,
শুষ্ক ভূমিতে একটা শিকড়ের মত।
তাঁর এমন রূপ বা শোভা নেই যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে;
তেমন আকৃতি নেই যা আমাদের মন জয় করতে পারে।
[৩] অবজ্ঞাত ও মানুষের পরিত্যক্ত,
এমন কষ্টভোগী মানুষ যন্ত্রণার সঙ্গে যাঁর দীর্ঘ পরিচয়;
যার সামনে লোকে মুখ আচ্ছাদন করে
তেমন মানুষের মতই তিনি অবজ্ঞাত হলেন,
আর আমরা তাঁকে কোন সম্মানই দিইনি।
[৪] অথচ তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন;
বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট;
আর আমরা নাকি মনে করছিলাম, তিনি প্রহারিত,
পরমেশ্বর দ্বারা আঘাতগ্রস্ত, জর্জরিত!
[৫] তিনি বরং আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন;
আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন;
যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল।
তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।
[৬] আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম,
প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে চলতাম;
প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন।
[৭] অত্যাচারিত হয়ে তিনি দুঃখভোগ স্বীকার করলেন
—তবু খুললেন না মুখ।
তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত,
লোমকাটিয়েদের সামনে নীরব মেষেরই মত
—তবু খুললেন না মুখ।

[৮] বিচারিত হয়ে তাঁকে জোর প্রয়োগে নেওয়া হল ;
তাঁর যুগের মানুষদের মধ্যে কে তাঁর দশায় শোক করল ?
হ্যাঁ, তাঁকে জীবিতদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হল,
তাঁর জনগণের শঠতার জন্যই তাঁর উপরে মৃত্যুর আঘাত নেমে পড়ল।
[৯] তাঁকে দুর্জনদের সঙ্গে সমাধি দেওয়া হল,
ধনবানের সঙ্গেই তাঁর কবর,
যদিও তিনি কোন অপকর্ম করেননি, যদিও তাঁর মুখেও ছলনা ছিল না।

[১০] প্রভুর মঙ্গল-ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁকে যন্ত্রণায় চূর্ণ করবেন ;
যদি তিনি সংস্কার-বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করেন,
তবে তাঁর আপন বংশকে দেখতে পাবেন, দীর্ঘায়ু হবেন,
ও তাঁর মধ্য দিয়ে প্রভুর মঙ্গল-ইচ্ছা সিদ্ধিলাভ করবে।

[১১] তেমন আন্তর পীড়ন ভোগ করার পর
তিনি জীবনের আলো দেখতে পেয়ে তৃপ্তি পাবেন ;
মানুষ তাঁকে জানবে,
ফলে আমার ধর্মময় দাস অনেককে ধর্মময় করে তুলবেন ;
তিনি নিজেই তাদের শঠতা বহন করবেন।

[১২] তাই আমি তাঁর জন্য বহু মানুষের সঙ্গে একটা অংশ স্থির করব,
ক্ষমতাশালীদের সঙ্গে তিনি লুটের মাল ভাগ করে নেবেন ;
কেননা তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন,
এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন ;
অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন
এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

ঈশ্বর আপন কনে যেরুশালেমকে ফিরে পান

৫৪ [১] সানন্দে চিৎকার কর, বন্ধ্যা,

—তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি!
সানন্দে চিৎকার কর, উল্লাসে ফেটে পড়,
তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি!
কারণ বিবাহিতার সন্তানদের চেয়ে
পরিত্যক্তার সন্তানেরা বেশি—এই কথা প্রভু বলছেন।
[২] তোমার তাঁবুর স্থান বিস্তৃত কর,
ব্যয় আশঙ্কা না করে তোমার আবাসের পরদাগুলো বিছিয়ে দাও,
দড়িগুলো লম্বা কর, শক্ত কর যত গোঁজ,
[৩] কারণ তুমি ডানে বামে বিস্তীর্ণা হবে,
তোমার বংশ দেশগুলো দেশছাড়া করবে,
পরিত্যক্ত শহরগুলোতে লোক বসাবে।
[৪] ভয় করো না, তোমাকে আর লজ্জা পেতে হবে না;
উদ্বিগ্না হয়ো না, তোমাকে আর দুর্নাম ভোগ করতে হবে না;
কারণ তুমি তোমার যৌবনের লজ্জার বিষয় ভুলে যাবে,
তোমার বৈধব্যের দুর্নামও আর মনে থাকবে না।
[৫] কেননা তোমার নির্মাতাই তোমার পতি,
তাঁর নাম সেনাবাহিনীর প্রভু;
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনই তোমার মুক্তিসাধক,
তিনি সমস্ত পৃথিবীর পরমেশ্বর বলে অভিহিত।
[৬] হ্যাঁ, প্রভু তোমাকে পরিত্যক্তা ও আত্মায় দুঃখিনী পত্নীর মত,
যৌবনকালের বিচ্যুতা বধূর মত ডেকে ফিরিয়েছেন;
—এই কথা বলছেন তোমার আপন পরমেশ্বর!
[৭] আমি ক্ষুদ্রই এক মুহূর্তের জন্য তোমাকে ত্যাগ করেছি,
কিন্তু মহাস্নেহে তোমাকে ফিরিয়ে নেব।
[৮] আমি ক্রোধের আবেশে
এক মুহূর্তের জন্য তোমা থেকে শ্রীমুখ লুকিয়েছিলাম,

কিন্তু চিরকালীন কৃপায় তোমাকে স্নেহ করেছি ;
—এই কথা বলছেন প্রভু, তোমার মুক্তিসাধক।
[৯] আমার কাছে এখন এমনটি হবে নোয়ার সেই দিনগুলির মত,
যখন আমি শপথ করেছিলাম যে,
নোয়ার জলরাশি পৃথিবীকে আর প্লাবিত করবে না ;
তেমনি এখন আমি শপথ করছি যে,
তোমার উপর আর কখনও ক্রুদ্ধ হব না,
তোমাকে আর কোন ধমক দেব না।
[১০] পর্বতমালা সরে যাক, উপপর্বতও টলে যাক,
কিন্তু আমার কৃপা তোমা থেকে সরে যাবে না,
আমার শান্তি-সন্ধিও টলবে না ;
—এই কথা বলছেন প্রভু, তোমাকে যিনি স্নেহ করেন।

[১১] হে দুঃখিনী, হে ঝঞ্ঝা-আলোড়িতা, হে সান্ত্বনা-বঞ্চিতা,
দেখ, আমি রসাঞ্জনের উপরে তোমার পাথর বসাব,
নীলকান্তমণির উপরে তোমার ভিত স্থাপন করব ;
[১২] পদ্মরাগমণি দিয়ে তোমার আলিসা,
মণিমাণিক্য দিয়ে তোমার সমস্ত তোরণদ্বার,
ও বহুমূল্য মণিমুক্তা দিয়ে তোমার সমস্ত প্রাচীরবেষ্টনী নির্মাণ করব।
[১৩] তোমার সকল সন্তান প্রভুর কাছেই শিক্ষা পাবে,
তোমার সন্তানদের মহা সমৃদ্ধি হবে।
[১৪] তোমাকে ধর্মময়তায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা হবে,
তুমি অত্যাচার থেকে মুক্তা হবে :
না, তোমাকে আর কোন বিভীষিকায় ভীত হতে হবে না,
কারণ তা তোমার কাছে আসবে না।
[১৫] দেখ, তোমার প্রতি আক্রমণ ঘটলে, তা আমা থেকে হবে না ;
যে তোমাকে আক্রমণ করবে, তোমার খাতিরে তার পতন হবে।

[১৬] দেখ, যে কর্মকার জ্বলন্ত অঙ্গারে বাতাস দেয়,
ও নিজের ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি তৈরি করে,
তাকে আমিই সৃষ্টি করেছি,
তা নিশ্চিহ্ন করার জন্য আমি ধ্বংসনকারীকেও সৃষ্টি করেছি।
[১৭] তোমার বিরুদ্ধে গড়া কোন অস্ত্র সফল হবে না,
বিচারে তোমার প্রতিবাদী সমস্ত জিহ্বাকে তুমি দণ্ডিত করবে।
এটি প্রভুর দাসদের অধিকার,
এটি সেই ধর্মময়তা, যা আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রাপ্য ;
—প্রভুর উক্তি।

ঈশ্বরের আহ্বান—আমার বাণী খাও

৫৫ [১] ওহে, তৃষিত লোকসকল, জলের কাছে এসো ;
যার অর্থ নেই, তুমিও এসো।
এসো, খাদ্য কিনে নিয়ে খাও ;
এসো, বিনা অর্থে খাদ্য, বিনা মূল্যে আঙুররস ও দুধ কিনে নাও।
[২] তোমরা কেন অখাদ্যের জন্য অর্থব্যয় করবে ?
কেন অতৃপ্তিকর খাদ্যের জন্য তোমাদের মজুরি নষ্ট করবে ?
আমার কথা কান পেতে শোন, তবেই উৎকৃষ্ট খাদ্য খাবে,
রসাল শাঁসাল খাদ্য ভোগ করবে।
[৩] কান দাও, আমার কাছে এসো ;
শোন, তবেই তোমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে।

আমি তোমাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী এক সন্ধি স্থাপন করব ;
দাউদের প্রতি আমার সেই মহাকৃপা স্থির রাখব।
[৪] দেখ, আমি তাকে জাতিগুলির জন্য সাক্ষীরূপে,
দেশগুলির উপরে জননায়ক ও বিধানকর্তা রূপে নিযুক্ত করেছি।
[৫] দেখ, তুমি তোমার অচেনা এক জাতিকে আহ্বান করবে ;

তোমাকে জানে না এমন এক জাতি তোমার কাছে ছুটে আসবে ;
এমনটি ঘটবে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর খাতিরে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই খাতিরে,
যিনি তোমাকে গৌরবান্বিত করেছেন।

[৬] প্রভুর অন্বেষণ কর, যেহেতু তিনি নিজের উদ্দেশ পেতে দেন ;
তাঁকে ডাক, যেহেতু তিনি কাছে আছেন।
[৭] দুর্জন নিজের পথ, শঠতার মানুষ নিজের যত প্রকল্প ত্যাগ করুক ;
সে প্রভুর কাছে ফিরে আসুক, তিনি তাকে স্নেহ করবেন ;
সে আমাদের পরমেশ্বরের কাছে ফিরে আসুক,
কারণ তিনি ক্ষমাদানে মহান।
[৮] কারণ আমার সঙ্কল্পসকল ও তোমাদের সঙ্কল্পসকল এক নয়,
তোমাদের পথসকল ও আমার পথসকল এক নয়—প্রভুর উক্তি।
[৯] পৃথিবী থেকে আকাশমণ্ডল যত উঁচু,
তোমাদের পথ থেকে আমার পথ,
তোমাদের সঙ্কল্প থেকে আমার সঙ্কল্প তত উঁচু।
[১০] বৃষ্টি ও তুষার যেমন আকাশ থেকে নেমে আসে,
এবং মাটি জলসিক্ত না করে,
ও সেই মাটি যেন বীজবুনিয়েকে বীজ ও মানুষকে খাদ্য দান করে
তা উর্বর ও অঙ্কুরিত না করে সেখানে ফিরে যায় না,
[১১] তেমনি ঘটে আমার মুখনিঃসৃত বাণীর বেলায় :
আমি যা ইচ্ছা করি, তা সম্পন্ন না করে,
এবং যে উদ্দেশ্যে আমি তা প্রেরণ করেছি, তা সাফল্যমণ্ডিত না করে
আমার বাণী নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না।

[১২] তোমরা আনন্দের সঙ্গেই বেরিয়ে যাবে,
শান্তিতেই তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে।
পর্বত-উপপর্বত তোমাদের সামনে আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়বে,

মাঠের সকল গাছপালা করতালি দেবে।
[১৩] কাঁটাগাছ আর নয়, দেবদারুই গজিয়ে উঠবে,
শেয়ালকাঁটা আর নয়, গুলমেদিই বেড়ে উঠবে;
এমনটি ঘটবে প্রভুর সুনামের উদ্দেশে,
এমন চিরস্থায়ী চিহ্ন, যা লোপ পাবে না।

পুস্তকের ৩য় অংশ

প্রভুর গৃহ সকল জাতির জন্য প্রার্থনা গৃহ

৫৬ [১] প্রভু একথা বলছেন :

তোমরা সুবিচার পালন কর, ধর্মময়তা অনুশীলন কর,
কারণ আমার পরিত্রাণ প্রায় এসে গেছে,
আমার ধর্মময়তা-প্রকাশ সন্নিকট।
[২] সুখী সেই মানুষ, যে এভাবে আচরণ করে,
সেই আদমসন্তান, যে এসব কিছু আঁকড়ে ধরে থাকে,
যে শাব্বাৎ পালন করে, তা অপবিত্র করে না,
যে তার আপন হাত সমস্ত দুষ্কর্ম থেকে দূরে রাখে।
[৩] প্রভুতে আসক্ত বিজাতি কোন মানুষ যেন না বলে,
'নিশ্চয় প্রভু আমাকে তাঁর আপন জনগণ থেকে বিচ্যুত করবেন!'
কোন নপুংসকও যেন না বলে,
'দেখ, আমি শুষ্ক গাছ!'
[৪] কেননা প্রভু একথা বলছেন :
যে যে নপুংসক আমার শাব্বাৎ পালন করে,
আমার সন্তোষজনক বিষয় বেছে নেয়,
আমার সন্ধি আঁকড়ে ধরে থাকে,
[৫] তাদের আমি আমার গৃহের মধ্যে ও আমার নগরপ্রাচীরের মধ্যে
পুত্রকন্যাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান ও শ্রেষ্ঠ নাম মঞ্জুর করব;
তাদের দেব এমন চিরকালীন নাম,
যা কখনও লোপ পাবে না।
[৬] আর যে বিজাতি মানুষ প্রভুর সেবা করার জন্য,
প্রভুর নাম ভক্তি করার জন্য,
ও তাঁর আপন দাস হবার জন্য প্রভুতে আসক্ত হয়েছে,

অর্থাৎ যে কেউ শাব্বাৎ অপবিত্র না করে তা পালন করে,
এবং আমার সন্ধি আঁকড়ে ধরে থাকে,
[৭] আমি তাদের চালনা করব আমার পবিত্র পর্বতের উপর ;
আমার প্রার্থনা-গৃহে তাদের আনন্দিত করব।
তাদের আহুতি ও যজ্ঞগুলো তখন আমার বেদির উপরে গ্রহণীয় হবে,
কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

[৮] যিনি ইস্রায়েলের নির্বাসিত যত মানুষকে জড় করেন,
সেই প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি :
আমি ইতিমধ্যে যাদের জড় করেছি,
তাদের ছাড়া আরও মানুষকে জড় করব।

অপকর্মাদের জন্য শান্তি নেই

অনুতপ্ত পাপীদের জন্য ক্ষমা ও আশীর্বাদ

[৯] হে বন্যজন্তুগুলি, সকলে খেতে এসো ;
হে বনের পশুগুলি, সকলে এসো।
[১০] তার প্রহরীরা সকলে অন্ধ,
তারা জ্ঞানহীন ;
তারা সকলে বোবা কুকুর, ঘেউ ঘেউ করতে অক্ষম ;
এদিক ওদিক শুয়ে তারা স্বপ্নই দেখে, তারা নিদ্রাপ্রিয়।
[১১] লোভী অতৃপ্তিকর কুকুর :
এ-ই সেই পালকেরা, যারা সুবুদ্ধিবিহীন।
প্রত্যেকে যে যার পথের দিকে চলে,
প্রত্যেকে যে যার স্বার্থের জন্য ব্যস্ত—কোন ব্যতিক্রম নেই!
[১২] প্রত্যেকে বলে : ‘এসো, আমি আঙুররস আনি,
আমরা মদ্যপানে মত্ত হই।
আর যেমন আজকের দিন, তেমনি কালও হবে ;

এমনকি, এর চেয়ে আরও ভাল হবে।’

৫৭ [১] ধার্মিকজন মারা পড়ছে, কিন্তু সেবিষয়ে কেউই মনে মনে চিন্তাটুকুও করে না;
ভক্তজনদের কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না যে,
অনিষ্ট থেকে রেহাই দেবার জন্যই ধার্মিককে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।
[২] সে শান্তিতে প্রবেশ করে;
এবং যে কেউ সরল পথে চলে,
সে নিজের বিছানার উপরে বিশ্রাম করে।
[৩] কিন্তু তোমরা, হে ডাকিনীর সন্তানেরা,
হে ব্যভিচারীর ও বেশ্যার বংশ,
এখন তোমরা এখানে এসো!
[৪] কাকে তোমরা ভেংচি দিচ্ছ?
কার্ দিকে তোমরা মুখ বাঁকাও ও জিহ্বা বের কর?
তোমরা কি বিদ্রোহীদের সন্তান, মিথ্যাবাদীদের বংশ নও?
[৫] তোমরা তো তার্পিনগাছের বাগানের মধ্যে,
যত সবুজ গাছের তলায় কামে জ্বলে থাক,
নানা উপত্যকায় ও শৈল-ফাটলের মধ্যে
তোমাদের ছেলেদের বলি দাও।
[৬] খাদনদীর চিকন পাথরগুলির মধ্যেই
রয়েছে তোমার প্রাপ্য অংশ;
এগুলিই তোমার স্বত্বাংশ!
এগুলির উদ্দেশেই তুমি পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করেছ,
এগুলির কাছেই তোমার শস্য-নৈবেদ্য এনেছ।
এসব কিছু দেখে আমি কি ক্ষান্ত হব?
[৭] তুমি প্রকাণ্ড ও উচ্চ পর্বতের উপরে
তোমার বিছানা পেতেছ;

সেখানেও তুমি বলি দিতে উঠেছিলে।
[৮] তুমি দরজা ও চৌকাটের পিছনে
তোমার বিজাতীয় স্মৃতিচিহ্নগুলি রেখেছ।
তুমি আমাকে ত্যাগ করে তোমার খাটের কাপড় খুলে
তার উপরে উঠেছ আর বিছানাটা বিস্তৃত করেছ;
আর যাদের বিছানা তুমি ভালবাস,
তাদের সঙ্গে চুক্তি করেছ:
তাদের উলঙ্গতার দিকে তুমি চোখ নিবদ্ধ রেখেছ!
[৯] তুমি জলপাই তেল নিয়ে মেলেখের কাছে গিয়েছ,
প্রচুর সুগন্ধিদ্রব্য গায়ে মেখেছ,
তোমার দূতদের দূরদেশে পাঠিয়েছ,
পাতাল পর্যন্তই নিজেকে নমিত করেছ!
[১০] তোমার এত বহু পথে তুমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছ,
কিন্তু 'এ বৃথা চেষ্টা' এ বলনি।
তোমার তেজ নবীকৃত করার জন্য উপায় খুঁজে পেয়েছ,
এজন্য মূর্ছা যাওনি।
[১১] বল দেখি, কার্ সামনে এমন ভীতা,
কার্ সামনেই বা এমন সন্ত্রাসিতা হয়েছ যে,
আমার প্রতি অবিশ্বস্তা হয়েছ,
আমার কথা বিস্মৃতা হয়েছ,
আমার বিষয়ে চিন্তাটুকু করনি?
আমি বহুদিন থেকে নীরব আছি,
তাই বুঝি আমাকে ভয় কর না?
[১২] আমি তোমার এই ধর্মময়তা ব্যক্ত করব,
আর সেইসঙ্গে তোমার যত কাজ!
তেমন কাজ তোমার কোনও উপকারে আসবে না।

[১৩] যখন তুমি হাহাকার করবে,
তখন যত অসার বস্তু তুমি জমিয়েছ, সেগুলিই তোমাকে উদ্ধার করুক।
বাতাসই সেগুলিকে উড়িয়ে নেবে,
একটা ফুৎকার সেইসব নিয়ে যাবে।
কিন্তু যে কেউ আমাতে ভরসা রাখে, সে দেশের উত্তরাধিকারী হবে,
সে আমার পবিত্র পর্বত অধিকার করবে।

[১৪] তখন লোকে বলবে :
সমতল কর, সমতল কর, পথ প্রস্তুত কর,
আমার আপন জনগণের পথ থেকে বাধা দূর কর।
[১৫] কেননা সেই উচ্চ ও সর্বোচ্চ যিনি,
যিনি অনন্তকাল-নিবাসী ও যাঁর নাম 'পবিত্র',
তিনি একথা বলছেন :
'আমি সর্বোচ্চ ও পবিত্র স্থানে বাস করি,
কিন্তু বিনম্রদের আত্মাকে সঞ্জীবিত করার জন্য
ও চূর্ণ মানুষের হৃদয় পুনরুজ্জীবিত করার জন্য
আমি চূর্ণ ও বিনম্র-আত্মা মানুষের সঙ্গেও বাস করি।
[১৬] কারণ আমি সবসময় অভিযোগ তুলব,
সর্বদাই ক্রুদ্ধ হব এমনটি চাই না ;
নইলে যে আত্মা ও প্রাণবায়ুর আমি নিজে নির্মাতা,
তারা আমার সামনে মূর্ছা যাবে।

[১৭] তার পাপময় লোভের জন্য আমি ক্রুদ্ধ হলাম,
তাকে আঘাত করলাম, ক্রোধে নিজের মুখ লুকালাম,
অথচ সে বিমুখ হয়ে তার মনোমত পথে চলল।
[১৮] আমি তার পথগুলি দেখেছি, তবু তাকে নিরাময় করব,
তাকে চালনা করব, তার অন্তরে নতুন সান্ত্বনা সঞ্চার করব,
[১৯] আমি তার দুঃখীদের ওষ্ঠে স্তুতির ফল সৃষ্টি করব।

শান্তি! দূরবর্তী নিকটবর্তী সকলের জন্য শান্তি!
—একথা বলছেন প্রভু—আমি তাদের নিরাময় করব।'
[২০] কিন্তু দুর্জনেরা এমন আলোড়িত সমুদ্রের মত,
যা স্থির হতে পারে না,
যার জলে পঙ্কিল মাটি ও কাদা ওঠে।
[২১] আমার পরমেশ্বর বলছেন: দুর্জনদের জন্য শান্তি নেই!

ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য উপবাস ও শাব্বাৎ-পালন

৫৮ [১] মুক্তকণ্ঠে চিৎকার কর, ক্ষান্ত হয়ো না কখনও;
তুরির মত উচ্চধ্বনি তোল;
আমার জনগণকে তাদের বিদ্রোহ-কর্মের কথা,
যাকোবকুলকে তাদের পাপের কথা ঘোষণা কর।
[২] তারা দিনের পর দিন আমাকে খোঁজ করে থাকে,
আমার পথগুলি জানতে বাসনা করে
—তেমন এক দেশের মানুষের মত যারা ধর্মময়তা পালন করে,
যারা তাদের আপন পরমেশ্বরের বিচার ত্যাগ করেনি;
তারা ধর্মশাসন যাচনা করে,
পরমেশ্বরের সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করে।
[৩] 'আমরা কেন উপবাস করব, যখন তুমি তা দেখ না?
কেন দেহসংযম করব, যখন তুমি তা লক্ষ কর না?'
দেখ, তোমাদের উপবাস-দিনে তোমরা তো যা খুশি তাই কর,
তোমাদের সকল মজুরকে অত্যাচার কর।
[৪] দেখ, তোমরা ঝগড়া-বিবাদের মধ্যেই তো উপবাস করে থাক,
কুদৃষ্টিতে ঘুসাঘুসি করে অপরকে আঘাত কর।
আজকের মত তেমন উপবাস করলে
তোমরা ঊর্ধ্বলোকে তোমাদের কণ্ঠস্বর কখনও শোনাতে পারবে না।

[৫] আমার সন্তোষজনক উপবাস কি এই প্রকার?
মানুষের দেহসংযমের দিন কি এই প্রকার?
নলখাগড়ার মত মাথা হেঁট করা,
চট ও ছাই বিছিয়ে দেওয়া,
তুমি কি একেই উপবাস ও প্রভুর গ্রহণীয় দিন বল?
[৬] বরং অন্যায্যতার গিঁট খুলে দেওয়া,
জোয়ালের বন্ধন মুক্ত করা,
অত্যাচারিতকে স্বাধীন করে ছেড়ে দেওয়া,
যত জোয়াল ছিন্ন করা—এ কি আমার সন্তোষজনক উপবাস নয়?
[৭] ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নেওয়া,
গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দেওয়া,
উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দেওয়া,
তোমার আপন জাতির মানুষের প্রতি বিমুখ না হওয়া—এও কি নয়?
[৮] তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে,
তোমার ক্ষত শীঘ্রই সেরে উঠবে!
তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে,
আর প্রভুর গৌরব তোমার পিছু পিছু চলবে।
[৯] তখন তুমি ডাকবে আর প্রভু সাড়া দেবেন;
তুমি চিৎকার করবে আর তিনি বলবেন: 'এই যে আমি!'
তোমার মধ্য থেকে যদি জোয়াল, অঙুলিতর্জন ও শঠতাপূর্ণ কথন দূর করে দাও,
[১০] যদি ক্ষুধিতের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দাও,
যদি দুঃখীর অভাব মিটিয়ে দাও,
তবে অন্ধকারের মধ্যে তোমার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
তোমার তমসা মধ্যাহ্নের মত হবে।
[১১] প্রভু তোমাকে নিত্যই চালনা করবেন,
দগ্ধ ভূমিতে তোমার প্রাণ পরিতৃপ্ত করবেন,

তোমার হাড় পুনরুজ্জীবিত করে তুলবেন,
আর তুমি জলসিক্ত উদ্যানের মত হবে,
এমন উৎসধারার মত হবে,
যার জল কখনও শুষ্ক হয় না।
[১২] তোমার বংশের মানুষ প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করবে,
পুরাকালের ভিত্তিমূল আবার গেঁথে তুলবে।
তুমি ভগ্নস্থান-সংস্কারক বলে অভিহিত হবে,
নিবাসের জন্য ধ্বংসিত পথের উদ্ধারকর্তা বলে পরিচিত হবে।

[১৩] যদি তুমি শাব্বাৎ-লঙ্ঘন থেকে তোমার পা ফেরাও,
যদি আমার উদ্দেশে পবিত্র সেই দিনে ইচ্ছামত ব্যবহার না কর,
যদি শাব্বাৎকে 'পুলক'
ও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র দিনকে 'গৌরবমণ্ডিত' বল,
যদি তোমার নিজের পথে না চলে, ইচ্ছামত ব্যবহার না করে,
ও অসার কথা না বলে দিনটিকে গৌরবমণ্ডিত কর,
[১৪] তবে তুমি প্রভুতেই পুলক পাবে;
এবং আমি এমনটি করব, যেন তুমি দেশের উচ্চস্থানগুলিতে চড়
ও তোমার পিতা যাকোবের উত্তরাধিকার ভোগ কর,
কারণ প্রভুর মুখ একথা উচ্চারণ করেছে।

অপকর্ম সাধন করলে মানুষ ঈশ্বরের বিচারাধীন হয়

৫৯ [১] না, প্রভুর হাত এতই খাটো নয় যে, তিনি ত্রাণ করতে অক্ষম;
তাঁর কানও এতই ভারী নয় যে, তিনি শুনতে অক্ষম।
[২] কিন্তু তোমাদের সমস্ত শঠতা
তোমাদের পরমেশ্বর ও তোমাদের মধ্যে বিরাট গর্ত খুঁড়েছে;
তোমাদের পাপরাশি
তাঁকে তোমাদের কাছ থেকে শ্রীমুখ লুকোতে বাধ্য করেছে,

ফলে তিনি তোমাদের শোনেন না ;
[৩] কারণ তোমাদের হাতের পাতা রক্তে,
তোমাদের আঙুল শঠতায় কলঙ্কিত,
তোমাদের ওষ্ঠ মিথ্যা বলে,
তোমাদের জিহ্বা কুকথা রটায়।
[৪] কেউই ন্যায্যতা অনুসারে অভিযোগ আনে না,
কেউই সত্য অনুসারে তর্কযুক্তি করে না।
সবাই অসারেই ভরসা রাখে, মিথ্যাই বলে,
শঠতা গর্ভে ধারণ করে, অন্যায় প্রসব করে।

[৫] তারা চন্দ্রবোড়ার ডিম ফোটায়,
মাকড়সার জাল বোনে ;
সেই ডিম যে খায়, সে মারা পড়ে,
সেই ডিম চূর্ণ করলে কালসাপ বের হয়।
[৬] তাদের জালের সুতোতে কাপড় হয় না,
তাদের কাজকর্মেও পোশাক হয় না ;
তাদের কাজকর্ম সবই অধর্মের কাজ,
তাদের হাতে রয়েছে অত্যাচারের ফল।
[৭] তাদের পা অপকর্মের দিকে দৌড়োয়,
নির্দোষীর রক্তপাত করতে তারা দ্রুতই ছোটে ;
তাদের চিন্তা সবই অধর্মের চিন্তা,
তাদের পথে রয়েছে ধ্বংস ও সর্বনাশ।
[৮] তারা শান্তির পথ জানে না,
তাদের গতিপথে সুবিচার নেই ;
তারা তাদের পথ বাঁকা করে,
যে কেউ সেই পথে চলে, সে শান্তি জানে না।

[৯] তাই সুবিচার আমাদের কাছ থেকে দূরে গেছে,
ধর্মময়তাও আমাদের নাগাল পেতে পারে না।
আমরা আলোর জন্য প্রত্যাশা করছিলাম,
কিন্তু দেখ, অন্ধকার!
দীপ্তির জন্য প্রত্যাশা করছিলাম,
কিন্তু তমসায় আমাদের চলতে হচ্ছে।
[১০] অন্ধের মত আমরা দেওয়ালে দেওয়ালে হাঁতড়াই,
যার চোখ নেই, তেমন মানুষের মত হাঁতড়ে হাঁতড়ে হাঁটি;
সন্ধ্যাকালে যেমন, মধ্যাহ্নে ঠিক তেমনি হোঁচট খাই;
জীবিত ও তেজময় মানুষদের মধ্যে আমরা মৃতই যেন।
[১১] আমরা সকলে ভালুকের মত গর্জন করি,
ঘুঘুর মত দারুণ আর্তস্বর করে ডাকি;
আমরা সুবিচারের জন্য প্রত্যাশা করি,
কিন্তু তা নেই;
পরিত্রাণের জন্য প্রত্যাশা করি,
কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তা দূরেই রয়েছে।

[১২] কারণ তোমার দৃষ্টিতে আমাদের বিদ্রোহ-কর্ম অনেক,
আমাদের পাপ আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য বহন করে;
হ্যাঁ, আমাদের যত বিদ্রোহ-কর্ম আমাদেরই সঙ্গে রয়েছে,
আর আমরা আমাদের যত শঠতা স্বীকার করি,
[১৩] তা হল: বিদ্রোহ ও প্রভুকে অস্বীকার,
আমাদের আপন পরমেশ্বরের প্রতি পিঠ ফেরানো,
অত্যাচার ও বিপ্লব পোষণ করা,
মিথ্যাকথা গর্ভে ধারণ করা ও হৃদয় থেকে তা বের করা।
[১৪] তাতে সুবিচার পিছনে হটে পড়ে,
এবং ধর্মময়তা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে,

কেননা রাস্তা-ঘাটে সত্য হোঁচট খেয়ে পড়েছে,
এবং সততা প্রবেশ করতে অক্ষম হয়ে রয়েছে।
[১৫] সত্য মিলিয়ে গেছে,
এবং অপকর্ম থেকে যে নিজেকে সংযত রাখে, তাকে লুট করা হয়।

তিনি এইসব কিছু দেখলেন,
সুবিচার না থাকায় অসন্তুষ্ট হলেন।
[১৬] তিনি তো দেখলেন যে, কেউই ছিল না,
বিস্মিত হলেন যে, পরের হয়ে মধ্যস্থতা করতে কেউ ছিল না।
তাই তাঁর আপন বাহু তাঁর হয়ে পরিত্রাণ সাধন করল,
তাঁর আপন ধর্মময়তা হল তাঁর নির্ভর।
[১৭] তিনি বক্ষস্ত্রাণ রূপে ধর্মময়তা পরিধান করবেন,
শিরস্ত্রাণ রূপে পরিত্রাণ ধারণ করলেন;
বস্ত্র রূপে প্রতিশোধ পরিধান করলেন,
আলোয়ান রূপে গায়ে জড়িয়ে নিলেন উদ্যোগ।
[১৮] তিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী মজুরি দেন:
তাঁর বিরোধীদের কাছে ক্রোধ, তাঁর শত্রুদের কাছে দণ্ড,
দ্বীপপুঞ্জের কাছে তাদের প্রাপ্য মজুরি দেবেন।
[১৯] পশ্চিমে তারা প্রভুর নাম ভয় করবে,
পুবে তারা তাঁর গৌরব ভয় করবে,
কারণ তিনি এমন প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত আসবেন,
যা প্রভুর ফুৎকারে তাড়িত।
[২০] সিয়োনের জন্য,
যাকোবে যারা বিদ্রোহ-কর্ম বন্ধ করে, তাদেরই জন্য
এক মুক্তিসাধক আসবেন—প্রভুর উক্তি।

[২১] প্রভু একথা বলছেন, 'আমার পক্ষ থেকে, তাদের সঙ্গে আমার সন্ধি এ: আমার যে আত্মা তোমার উপরে অধিষ্ঠিত এবং যে সমস্ত বাণী তোমার মুখে দিয়েছি, তা

তোমার মুখ থেকে, তোমার সন্তানদের মুখ থেকে, ও তোমার সন্তানদের বংশধরদের মুখ থেকে এখন থেকে চিরকাল ধরে কখনও দূরে যাবে না।’ প্রভুই এই কথা বলছেন!

ঈশ্বরের আলোয় আলোমণ্ডিতা যেরুশালেম

জগৎকে আলোকিত করে

৬০ [১] ওঠ, আলোমণ্ডিতা হও, কারণ তোমার আলো এসে গেছে,
প্রভুর গৌরব তোমার উপরে উদিত হয়েছে।
[২] দেখ, অন্ধকার পৃথিবীকে এখনও আচ্ছন্ন করছে,
তমসা সর্বজাতিকে এখনও আবৃত করছে,
কিন্তু তোমার উপরে স্বয়ং প্রভু উদিত হচ্ছেন,
তোমার উপরে দৃশ্যমান হচ্ছে তাঁর আপন গৌরব।
[৩] দেশগুলি তোমার আলোর কাছে আসবে,
রাজারাও আসবে তোমার উদয়ের মহিমার কাছে।
[৪] তুমি চারদিকে চোখ তুলে দেখ:
এরা সকলে একত্রে জড় হয়ে তোমার কাছে আসছে।
তোমার সন্তানেরা দূর থেকে আসছে,
তোমার কন্যাদের বাহুতে ক’রে বহন করা হচ্ছে।
[৫] তা দেখে তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
তোমার অন্তর দুলে উঠবে, উথলেই উঠবে,
কারণ সমুদ্রের যত ধন তোমার কাছে ভেসে আসবে,
দেশগুলির ঐশ্বর্য তোমার কাছে এসে পৌঁছবে।
[৬] উট দলে দলে এসে তোমার রাস্তা-ঘাট সমস্তই দখল করবে,
—মিদিয়ান ও এফার দ্রুতগামী উট—
শাবা থেকে সকলেই আসবে,
তারা আনবে সোনা ও ধূপ,
প্রচার করবে প্রভুর প্রশংসাবাদ।

[৭] কেদারের সমস্ত মেষপাল তোমার কাছে জড় হবে,
নেবায়োথের সমস্ত ভেড়া তোমার সেবায় থাকবে,
আমার যজ্ঞবেদির উপরে তারা হবে গ্রহণীয় নৈবেদ্য ;
আর আমি ভূষিত করব আমার কান্তির গৃহ।

[৮] এ কারা উড়ে আসছে মেঘের মত,
খোপের দিকে কপোতের মত ?
[৯] সত্যি ! যত দ্বীপপুঞ্জ আমার দিকে চেয়ে আছে,
দূর থেকে তোমার সন্তানদের,
ও তাদের সঙ্গে তাদের সোনা-রুপোও ফিরিয়ে আনবার জন্য
তার্শিশের জাহাজগুলি রয়েছে সবার আগে,
—তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নামের খাতিরে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই খাতিরে,
যিনি প্রকাশ করছেন তোমার কান্তি।
[১০] ভিনজাতীয় মানুষেরা তোমার নগরপ্রাচীর পুনর্নির্মাণ করবে,
তাদের রাজারা তোমার সেবায় থাকবে,
কেননা ক্রোধে আমি তোমাকে আঘাত করেছি,
কিন্তু প্রসন্নতায় তোমাকে স্নেহ করেছি।
[১১] তোমার সমস্ত তোরণদ্বার সর্বদাই খোলা থাকবে,
দিনরাত কখনও বন্ধ হবে না,
যেন সর্বদেশের দলকে তোমার কাছে আনা হয়,
সারিবদ্ধ ক'রে তাদের রাজাদেরও সঙ্গে আনা হয়।

[১২] কেননা যে দেশ বা রাজ্য তোমার সেবা করতে অসম্মত,
তাদের বিনাশ হবে,
তেমন দেশগুলো নিঃশেষেই ধ্বংসিত হবে।
[১৩] তোমার কাছে আসবে লেবাননের গৌরব,
দেবদারু, তালিশ ও সরলগাছ একসঙ্গে আসবে,

যেন আমার পবিত্রধাম বিভূষিত করতে পারে,
গৌরবান্বিত করতে পারে আমার চরণস্থান।
[১৪] যারা তোমাকে অত্যাচার করছিল,
তাদের সন্তানেরা হেঁট হয়ে তোমার কাছে আসবে ;
যারা তোমাকে তুচ্ছ করছিল,
তারা সকলে তোমার পদতলে প্রণত হয়ে লুটিয়ে পড়বে।
তারা তোমাকে উদ্দেশ করে বলবে : 'হে প্রভুর নগরী,
হে ইস্রায়েলের পবিত্রজনের সিয়োন!'
[১৫] তুমি একসময় পরিত্যক্তা ছিলে, ছিলে বিতৃষ্ণার বস্তু,
তোমার মধ্য দিয়ে কেউই যাতায়াত করত না ;
কিন্তু আমি এখন তোমাকে সর্বযুগের গৌরবের পাত্র করব,
করব সকল পুরুষপরম্পরার আনন্দের উৎস।
[১৬] তুমি সকল দেশের দুধ চুষে খাবে,
রাজাদের ঐশ্বর্য গ্রাস করবে।
এবং এই কথা জানবে যে, আমি প্রভুই তোমার পরিত্রাতা,
যাকোবের শক্তিশালী এই আমিই তোমার মুক্তিসাধক।
[১৭] আমি ব্রঞ্জের বদলে সোনা, লোহার বদলে রুপো,
কাঠের বদলে ব্রঞ্জ, পাথরের বদলে লোহাই আনব।
আমি শান্তিকে করব তোমার নেতা,
ধর্মময়তাকে তোমার শাসনকর্তা।
[১৮] তোমার দেশে অত্যাচারের কথা আর শোনা যাবে না,
তোমার চতুঃসীমানার মধ্যে ধ্বংস ও বিনাশের কথারও উল্লেখ হবে না।
বরং তুমি তোমার নগরপ্রাচীরের নাম রাখবে 'পরিত্রাণ',
তোমার তোরণদ্বারের নাম 'প্রশংসাগান'।

[১৯] সূর্য দিনের বেলায় আর তোমার আলো হবে না,
চাঁদের জ্যোৎস্নাও তোমাকে আলোকিত করবে না ;

হে রাত্রি, চাঁদ ও জ্যোৎস্না মিলে যে তোমার জন্য হবে রাত্রির আলো,
এমনটি আর হবে না,
বরং স্বয়ং প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো,
তোমার পরমেশ্বরই তোমার কান্তি।
[২০] তোমার সূর্য আর অস্ত যাবে না,
তোমার চাঁদও মিলিয়ে যাবে না,
কারণ স্বয়ং প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো;
আর তোমার শোকের সময়ের সমাপ্তি হবে।
[২১] তোমার জনগণ, তারা সকলেই, ধার্মিক হবে,
তারা চিরকালের মত দেশ অধিকার করবে,
তারা যে আমার রোপিত গাছের শাখা,
আমার আপন হাতের কাজ—আমার গৌরবের উদ্দেশ্যে।
[২২] যে ছোট, সে সহস্র হয়ে উঠবে,
যে ক্ষুদ্র, সে হয়ে উঠবে বিপুল এক জাতি;
যথাসময়ে আমি, প্রভু, শীঘ্রই এই সমস্ত কিছুর সিদ্ধি ঘটাব।

ঈশ্বরের আত্মায় পরিপূর্ণ মশীহ
অত্যাচারিতদের সান্ত্বনা ও মুক্তি দান করেন

৬১ [১] প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত,
কেননা প্রভুই আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন।
তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দিতে,
ভগ্নহৃদয় মানুষকে সারিয়ে তুলতে,
বন্দিদের কাছে মুক্তি,
এবং কারারুদ্ধদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে,
[২] প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ,
আমাদের পরমেশ্বরের প্রতিশোধের দিন ঘোষণা করতে,

শোকার্ত সকল মানুষকে সান্ত্বনা দিতে,
[৩] সিয়োনের শোকার্ত মানুষকে আনন্দের সুর শোনাতে,
তাদের দিতে ছাইয়ের বদলে শিরোভূষণ,
শোক-বস্ত্রের বদলে আনন্দ-তেল,
অবসন্ন হৃদয়ের বদলে প্রশংসাগান।
তারা ‘ধর্মময়তা-তার্পিনগাছ’ বলে অভিহিত হবে,
—প্রভুর গৌরব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁর আপন রোপিত গাছ।
[৪] তারা সেই প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করবে,
সেই পুরাতন ধ্বংসরাশি পুনরুত্তোলন করবে,
বহু যুগ আগের সেই বিধ্বস্ত শহরগুলি সংস্কার করবে।
[৫] ভিনজাতির মানুষেরাই তোমাদের পাল চরাবে,
ভিনদেশের মানুষেরাই তোমাদের মাঠ ও আঙুরখেত চাষ করবে।
[৬] কিন্তু তোমাদের বলা হবে ‘প্রভুর যাজক’,
তোমরা ‘আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক’ বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।
[৭] তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব’লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।
[৮] কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।
[৯] তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।

যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে :
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

[১০] প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে,
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,
হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
[১১] কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,
প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।

যেরুশালেমের উজ্জ্বল গৌরব

৬২ [১] সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুশালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,
যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।
[২] তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,
তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।
[৩] তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।
[৪] কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর 'ধ্বংসিতা' বলবে না;

বরং তোমায় ডাকা হবে ‘তার মধ্যে আমার প্রীতি’,
আর তোমার দেশকে ‘বিবাহিতা’,
কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
[৫] হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;
বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।

[৬] হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপরে
আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম,
তারা দিনরাত কখনও নীরব হয়ে থাকবে না।
যারা প্রভুকে স্মরণ কর,
তোমরা বিশ্রাম করো না,
[৭] তাঁকেও দিয়ো না বিশ্রাম নিতে,
যতক্ষণ না তিনি যেরুশালেম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন,
তাকে না করেন পৃথিবীর প্রশংসার পাত্র।
[৮] প্রভু তাঁর আপন ডান হাত ও শক্তিশালী বাহুর দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন,
আমি নিশ্চয় খাদ্যের জন্য
তোমার শত্রুদের তোমার গম আর দেব না;
ভিনজাতির মানুষেরাও সেই আঙুররস আর খাবে না,
যার জন্য তুমিই শ্রম করেছ।
[৯] না! যারা শস্য জড় করবে,
তারাই তা খাবে ও প্রভুর প্রশংসাগান করবে;
যারা আঙুরফল সংগ্রহ করবে,
আমার পবিত্র প্রাঙ্গণে তারাই তার রস পান করবে।

[১০] তোমরা এগিয়ে যাও, তোরণদ্বার দিয়ে এগিয়ে যাও,
লোকদের জন্য পথ প্রস্তুত কর,
সমতল কর, রাস্তা সমতল কর,
যত পাথর সরিয়ে ফেল,
জাতিগুলির জন্য নিশানা উত্তোলন কর।
[১১] দেখ, প্রভু পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত একথা শোনাচ্ছেন :
সিয়োন কন্যাকে বল,
'দেখ, তোমার পরিত্রাতা আসছেন!
দেখ, তাঁর মজুরি আছে তাঁর সঙ্গে ;
তাঁর আগে আগে চলছে তাঁর আপন পুরস্কার।'

[১২] তারা এই নামেই আখ্যাত হবে : পবিত্র জাতি, প্রভুর বিমুক্ত।
এবং তুমি 'অন্বেষিতা', 'অপরিত্যক্তা নগরী' বলে অভিহিতা হবে।

জাতিগুলোকে বিচার

৬৩ [১] ইনি কে, এদোম থেকে যিনি আসছেন,
বস্রা থেকে যিনি আসছেন রক্তবর্ণ বসন পরে?
ইনি কে, আপন পোশাকে যিনি উজ্জ্বল?
আপন শক্তির পূর্ণতায় যিনি গম্ভীরভাবে এগিয়ে আসছেন?
এই আমি! ধর্মময়তায় আমি কথা বলি,
পরিত্রাণ সাধন করতে আমি মহান।
[২] তোমার পোশাক রক্তবর্ণ কেন?
মাড়াইকুণ্ডে আঙুর যে মাড়াই করে, তোমার বসন তার বসনের মত কেন?
[৩] মাড়াইকুণ্ডে আমি একাই আঙুর মাড়াই করলাম,
আমার আপন জাতির কেউই ছিল না আমার সঙ্গে,
ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের মাড়াই করলাম,
রুষ্ট হয়ে তাদের পদদলিত করলাম।

ছিটকে পড়ল আমার বসনে তাদের রক্ত,
আমার সমস্ত পোশাক হল কলঙ্কিত,
[৪] কারণ আমার অন্তরে ছিল প্রতিশোধের দিন,
এসে গেছেই আমার মুক্তিকর্মের সন।
[৫] চেয়ে দেখলাম: সাহায্য করতে ছিল না কেউ;
স্তম্ভিত হলাম: সমর্থক ছিল না কেউ।
তখন আমার আপন বাহুই ত্রাণ করল আমায়,
আমার রোষ, তা-ই হল আমার সমর্থক।
[৬] ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তাদের মাড়িয়ে দিলাম,
রুষ্ট হয়ে তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করলাম,
তাদের রক্ত মাটিতে ঝরালাম।

পিতার উদারতা ও সন্তানদের সঙ্কীর্ণতা

[৭] আমি প্রভুর কৃপাধারার কীর্তন করব,
—প্রভুর প্রশংসাগান,
আমাদের প্রতি তিনি যা কিছু করেছেন, তার গুণকীর্তন করব।
ইস্রায়েলকুলের প্রতি তিনি কেমন মহামঙ্গলময়!
তিনি তাঁর স্নেহ অনুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার করলেন,
হ্যাঁ, তাঁর মহাকৃপা অনুসারেই ব্যবহার করলেন।

[৮] তিনি বললেন, 'এরা সত্যিই আমার আপন জনগণ,
এমন সন্তান, যারা আমাকে আশাভ্রষ্ট করবে না।'
তাই তিনি হলেন তাদের ত্রাণকর্তা।
[৯] তাদের সকল সঙ্কটে
সাধারণ এক দূত বা স্বর্গদূত যে তাদের ত্রাণ করল, এমন নয়,
তাঁর আপন শ্রীমুখই বরং তাদের পরিত্রাণ করল;
ভালবাসা ও স্নেহ দেখিয়ে তিনি নিজেই তাদের মুক্তি সাধন করলেন;

তাদের তুলে নিজের কাছে বহন করে নিলেন
অতীতকালের সমস্ত দিন ধরে।
[১০] কিন্তু তারা বিদ্রোহ করল,
তাঁর পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিল;
তাই তিনি হলেন তাদের শত্রু,
নিজেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।
[১১] তখন তারা সেই প্রাচীনকালের দিনগুলির কথা স্মরণ করল,
তাঁর দাস মোশির কথা মনে করল।
তিনি কোথায়,
যিনি তাঁর মেষপালের পালককে জল থেকে বের করে আনলেন?
তিনি কোথায়,
যিনি তাঁর অন্তরে তাঁর আপন পবিত্র আত্মাকে রাখলেন,
[১২] যিনি মোশির ডান পাশে
তাঁর আপন গৌরবময় বাহু চলতে দিলেন,
যিনি নিজের জন্য চিরন্তন সুনাম অর্জন করার জন্য
তাদের সামনে জলরাশি বিভক্ত করলেন,
[১৩] যিনি মরুপ্রান্তরে একটা অশ্বের মত
জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা করলেন?
তারা কেউই হোঁচট খায়নি,
[১৪] যেমনটি পশুপাল উপত্যকার মধ্য দিয়ে সহজে নেমে আসে।
হ্যাঁ, প্রভুর আত্মাই বিশ্রামের দিকে তাদের চালনা করল।
এভাবেই তুমি গৌরবময় সুনাম অর্জন করার জন্য
তোমার জনগণকে চালনা করলে।

[১৫] স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ,
তোমার পবিত্র গৌরবময় সেই আবাস থেকে দৃষ্টিপাত কর।
কোথায় তোমার উদ্যোগ, তোমার পরাক্রম?

তোমার সেই অন্তরঙ্গ মমতা ও তোমার সেই স্নেহ,
তা কি আমার বেলায় ফুরিয়ে গেছে?
[১৬] তুমি তো আমাদের পিতা!
যদিও আব্রাহাম আমাদের আর চেনেন না,
যদিও ইস্রায়েল আমাদের আর স্বীকার করেন না,
তবু তুমি, প্রভু, আমাদের পিতা,
অনাদিকাল থেকে আমাদের মুক্তিসাধকই তোমার নাম!
[১৭] প্রভু, আমরা তোমার সমস্ত পথ ছেড়ে ভ্রান্ত হব,
তুমি কেন এমনটি হতে দিচ্ছ?
আমাদের হৃদয় তোমাকে আর ভয় করবে না,
তুমি কেন এমন কঠিন করছ আমাদের হৃদয়?
তোমার আপন দাসদের খাতিরে,
তোমার আপন উত্তরাধিকার সেই গোষ্ঠীগুলোর খাতিরে ফিরে এসো!
[১৮] তোমার জনগণ এত অল্পকালেই তোমার পবিত্র স্থান অধিকার করল,
আমাদের বিরোধীরা তোমার পবিত্রধাম মাড়িয়ে দিল।
[১৯] আমরা এখন হয়েছি তাদেরই মত,
যাদের উপর তুমি কখনও কর্তৃত্ব করনি,
যারা আপন ব'লে কখনও বহন করেনি তোমার আপন নাম।

আহা, তুমি যদি আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করে নেমে আসতে!
তবে তোমার সম্মুখে পর্বতমালা কেঁপে উঠত।

৬৪ [১] আগুন যেমন ঝোপ প্রজ্বলিত করে ও জল ফোটায়,
সেইমত আগুন তোমার বিরোধীদের ধ্বংস করুক,
যেন তোমার শত্রুদের মধ্যে জ্ঞাত হয় তোমার নাম।
তোমার সম্মুখে দেশগুলি কম্পান্বিত হবে,
[২] কেননা তুমি এমন ভয়ঙ্কর কীর্তি সাধন কর,

যা প্রত্যাশার অতীত!
[৩] হ্যাঁ, পুরাকাল থেকে কেউ কখনও এমনটি শোনেনি,
কারও কান কখনও এমনটি শোনেনি,
কারও চোখও কখনও এমনটি দেখেনি যে,
তুমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর আছেন,
যিনি আপন শরণাগতদের পক্ষে তেমন মহাকর্ম সাধন করেন।
[৪] যারা ধর্মময়তা পালনে আনন্দিত,
যারা তোমার পথে চলে তোমাকে স্মরণ করে,
তুমি গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে থাক।
দেখ, এখন তুমি ক্রুদ্ধ, কারণ আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি;
সেকালের পথ চললেই আমরা পরিত্রাণ পাব!
[৫] আমরা সকলে অশুচি বস্তুর মত হয়েছি,
আমাদের ধর্মময়তার যত কর্ম মলিন বস্ত্রের মত;
আমরা সকলে পাতার মত জীর্ণ হয়েছি,
আমাদের যত শঠতা আমাদের উড়িয়ে নিয়ে গেছে বাতাসের মত।
[৬] কেউই তোমার নাম আর করে না,
তোমাকে আঁকড়ে ধরার জন্য কেউই সচেষ্ট নয়,
কারণ তুমি আমাদের কাছ থেকে তোমার শ্রীমুখ লুকিয়েছ,
ও আমাদের শঠতার হাতে আমাদের নরম হতে দিয়েছ।
[৭] কিন্তু তুমি, হে প্রভু, তুমি তো আমাদের পিতা;
আমরা মাটি, তুমি আমাদের কুমোর,
আমরা সকলে তোমার হাতের রচনা।
[৮] প্রভু, তুমি নিঃশেষে ক্রুদ্ধ হয়ো না,
শঠতার কথা চিরকালের মত স্মরণে রেখো না।
দোহাই তোমার, চেয়ে দেখ: আমরা তোমার আপন জনগণ!
[৯] তোমার পবিত্র নগরগুলো এখন মরুপ্রান্তর,

সিয়োন মরুপ্রান্তর, যেরুশালেম ধ্বংসস্থান!
[১০] আমাদের পিতৃপুরুষেরা যেখানে তোমার প্রশংসাবাদ করতেন,
আমাদের পবিত্রতা ও কান্তির সেই গৃহ এখন আগুনে ভূমিসাৎ!
আমাদের যত প্রিয় বস্তু ধ্বংসস্তূপ!
[১১] প্রভু, এসব কিছু সত্ত্বেও তুমি কি এমনি চুপ করে থাকবে?
তুমি কি নীরব থাকবে?
অতিমাত্রায় আমাদের অবনমিত করবে?

আসন্ন বিচার

৬৫ [১] যারা আমার কাছে কোন যাচনা রাখত না,
তাদের আমি নিজের উদ্দেশ পেতে দিয়েছি;
যারা আমার খোঁজ করত না,
তাদের আমি নিজেকে খুঁজে পেতে দিয়েছি;
যে জাতি আমার নাম করত না,
আমি তাকে বলেছি, 'এই যে আমি আছি, এই যে আমি আছি।'
[২] সারাদিন ধরে এমন এক বিদ্রোহী জাতির প্রতি হাত বাড়িয়েছি,
যে জাতি কুপথেই চলে ও তার নিজের চিন্তাধারা পালন করে;
[৩] যে জাতি, মুখের উপরেই, আমাকে অবিরত ক্ষুব্ধ করে তোলে।
তারা বাগানে বাগানে বলি দেয়,
ইটের উপরে ধূপ জ্বালায়,
[৪] সমাধিগুহায় বসে,
গুপ্ত স্থানে রাত কাটায়,
শূকরের মাংস খায়,
এবং তাদের পাতে ঘৃণ্য মাংসের ঝোল থাকে।
[৫] তারা বলে: 'দূরে থাক!
আমার কাছে এসো না, কেননা তোমার পক্ষে আমি অতিপবিত্র।'

এসব কিছু আমার নাকের কাছে ধূম,
সারাদিন জ্বালা আগুন।
[৬] দেখ, আমার সামনে এসব কিছু লিখিত অবস্থায় আছে;
আমি নীরব থাকব না; না, আমি পূর্ণ প্রতিফল দেব,
পুরো মাত্রায় প্রতিফল দেব;
[৭] হ্যাঁ, তোমাদের অপরাধ ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধ,
সবকিছুরই প্রতিফল দেব—একথা বলছেন প্রভু।
তারা পর্বতে পর্বতে ধূপ জ্বালাত,
উপপর্বতের উপরে আমাকে অপমান করত;
সেজন্য আমি তাদের মজুরি হিসাব করে
তাদের কোলে তা বর্ষণ করব।

[৮] প্রভু একথা বলছেন:
আঙুরগুচ্ছে ফলের রস দেখলে
লোকে যেমন বলে: এ নষ্ট করো না,
কেননা এতে আশীর্বাদ আছে,
আমি আমার দাসদের খাতিরে তেমনি করব,
অর্থাৎ, সকলকে বিনাশ করব না।
[৯] আমি যাকোব থেকে এক বংশের,
যুদা থেকে আমার পর্বতগুলোর এক উত্তরাধিকারীর উদ্ভব ঘটাব।
আমার মনোনীতজনেরাই তার অধিকারী হবে,
আমার দাসেরাই সেখানে বসবাস করবে।
[১০] শারোন হবে মেষপালের চারণমাঠ,
ও আখোর উপত্যকা হবে গবাদি পশুর ঘেরি,
—যারা আমার অন্বেষণ করে, আমার সেই জনগণেরই জন্য!
[১১] কিন্তু তোমরা যারা প্রভুকে ত্যাগ করছ,
আমার পবিত্র পর্বত ভুলে যাচ্ছ,

ভাগ্য-দেবের জন্য ভোজনপাট সাজিয়ে থাক,
এবং নিরূপণী-দেবীর উদ্দেশে মেশানো আঙুররসের পাত্র পূর্ণ করে থাক,
[১২] তোমাদের আমি খড়্গের জন্যই নিরূপণ করলাম,
আর জবাইয়ের জন্য তোমাদের মাথা নত করা হবে ;
কারণ আমি ডাকলাম, কিন্তু তোমরা উত্তর দিলে না,
আমি কথা বললাম, কিন্তু তোমরা কান দিলে না।
আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তেমন কাজই তোমরা করেছ,
যাতে আমি প্রীত নই, তা-ই তোমরা বেছে নিয়েছ।
[১৩] অতএব প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন,
দেখ, আমার আপন দাসেরা খাবে,
কিন্তু তোমরা ক্ষুধায় ভুগবে ;
দেখ, আমার আপন দাসেরা পান করবে,
কিন্তু তোমরা পিপাসায় ভুগবে ;
দেখ, আমার আপন দাসেরা আনন্দিত হবে,
কিন্তু তোমরা লজ্জার বস্তু হবে ;
[১৪] দেখ, আমার আপন দাসেরা মনের আনন্দে
চিৎকার করতে করতে ফেটে পড়বে,
কিন্তু তোমরা মনের দুঃখে চিৎকার করবে,
আত্মার জ্বালায় হাহাকার করবে।
[১৫] তোমরা আমার মনোনীতজনদের মধ্যে
তোমাদের নাম অভিশাপ রূপে রেখে যাবে :
‘প্রভু পরমেশ্বর তোমার এরূপ মৃত্যু ঘটান !’
কিন্তু আমার আপন দাসেরা অন্য নামে অভিহিত হবে।
[১৬] যে কেউ দেশে আশীর্বাদ যাচনা করবে,
সে বিশ্বস্ত পরমেশ্বরেরই দেওয়া আশীর্বাদ যাচনা করবে ;
যে কেউ দেশে শপথ করবে,

সে বিশ্বস্ত পরমেশ্বরের দিব্যি দিয়েই শপথ করবে,
কারণ প্রাচীন সমস্ত সঙ্কটের কথা বিস্মৃত হবে,
আমার দৃষ্টি থেকে তা লুক্কায়িত থাকবে।
[১৭] কেননা, দেখ, আমি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে যাচ্ছি,
অতীতে যা কিছু ছিল, তা স্মরণে থাকবে না,
আর মনে পড়বে না;
[১৮] বরং আমি যা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি,
তার জন্য সকলে চিরকাল উল্লাস করবে, পুলকে মেতে উঠবে;
কেননা দেখ, আমি যেরুশালেমকে পুলক-ভূমি,
ও তার জনগণকে উল্লাস-ভূমি হবার জন্যই সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।
[১৯] আমি যেরুশালেমকে নিয়ে পুলকে মেতে উঠব,
আমার জনগণকে নিয়ে উল্লাস করব।
তার মধ্যে আর শোনা যাবে না কান্নার সুর বা হাহাকার।
[২০] এমন শিশু আর থাকবে না, যে কেবল কিছুদিন জীবিত থাকবে;
এমন বৃদ্ধও থাকবে না, যে তার পরমায়ুর নাগাল পাবে না;
কেননা বালকই একশ' বছর বয়সেই মরবে,
আর যে কেউ একশ' বছর জীবিত থাকবে না,
তাকে অভিশপ্ত বলে গণ্য করা হবে।
[২১] তারা ঘর বেঁধে সেইখানে বাস করবে,
আঙুরখেত করে তার ফল ভোগ করবে।
[২২] তারা ঘর বাঁধলে অন্যেরা বাস করবে না,
তারা পুঁতলে অন্যেরা ফল ভোগ করবে না,
কারণ গাছের আয়ু যেমন, আমার জনগণের আয়ু তেমন,
এবং আমার মনোনীতেরা দীর্ঘদিন ধরে
তাদের আপন হাতের শ্রমফল ভোগ করবে।
[২৩] তারা বৃথা শ্রম করবে না,

আকস্মিক মৃত্যুর উদ্দেশে সন্তানদের জন্ম দেবে না,
কারণ তারা হবে প্রভুর আশিসধন্য বংশ,
তাদের সন্তানেরাও তাই।
[২৪] তারা ডাকবার আগেই আমি সাড়া দেব,
তারা কথা বলতে না বলতেই আমি শুনব।
[২৫] নেকড়ে ও মেষশিশু একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
বলদের মত সিংহও বিচালি খাবে,
কিন্তু ধুলাই হবে সাপের খাদ্য ;
তারা আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানেই
অনিষ্টকর বা ক্ষতিকর কিছুই ঘটাবে না।
এই কথা প্রভু বলছেন।

ঈশ্বরের সার্বজনীন বিচার

৬৬ [১] প্রভু একথা বলছেন :

যখন স্বর্গ আমার সিংহাসন ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ,
তখন আমার জন্য তোমরা কোথায় গৃহ গেঁথে তুলবে?
কিংবা কোথায় হবে আমার বিশ্রামস্থান?
[২] আমারই হাত কি এই সবকিছু গড়েনি?
এসব কিছু কি আমারই নয়?—প্রভুর উক্তি!
আমার চোখ কার্ দিকেই বা তাকায়,
সেই বিনম্র ও চূর্ণ আত্মা মানুষের দিকেই ছাড়া,
যে আমার বাণীতে কম্পিত হয়?

[৩] একজন একটা বলদ জবাই করে, তারপর নরহত্যা করে ;
একজন একটা মেষ বলি দেয়, তারপর একটা কুকুর গলা টিপে মারে ;
একজন শস্য-নৈবেদ্য আনে, তারপর শূকরের রক্ত নিবেদন করে ;
একজন ধূপ জ্বালায়, তারপর জঘন্য কিছু পূজা করে!

এরা নিজ নিজ পথ বেছে নিয়েছে,
এরা নিজেদের ঘৃণ্য প্রথায় প্রীত;

[৪] আমিও তাদের সর্বনাশের জন্য নানা মায়া বেছে নেব,
তারা যাতে ভীত, তা-ই তাদের উপরে নামিয়ে দেব,
কারণ আমি ডাকলাম, কিন্তু কেউ উত্তর দিল না,
আমি কথা বললাম, কিন্তু কেউ কান দিল না।
আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তেমন কাজই তারা করল,
যাতে আমি প্রীত নই, তা-ই তারা বেছে নিল।

[৫] তোমরা যারা প্রভুর বাণীতে কম্পিত,
তোমরা প্রভুর বাণী শোন।
তোমাদের যে ভাইয়েরা তোমাদের ঘৃণা করে,
ও আমার নামের কারণে তোমাদের বঞ্চিত করে,
তারা বলেছে: 'প্রভু নিজের গৌরব প্রকাশ করুন,
যেন আমরা তোমাদের আনন্দ দেখতে পাই!'
আচ্ছা, তারা লজ্জিত হবেই।

[৬] নগরী থেকে কলহের সুর,
মন্দির থেকে এক কণ্ঠস্বর!
এ প্রভুরই কণ্ঠস্বর, যিনি শত্রুদের প্রতিফল দেন।

[৭] ব্যথা ওঠবার আগে সে প্রসব করল;
গর্ভযন্ত্রণার আগে পুত্রসন্তানের জন্ম দিল।

[৮] এমন কথা কে শুনেছে?
এমন ব্যাপার কেইবা দেখেছে?
একদিনেই কি কোনও দেশের জন্ম হয়?
একনিমেষেই কি কোনও জাতির উদ্ভব হয়?
অথচ প্রসবকাল উপস্থিত হওয়ামাত্র

সিয়োন তার সন্তানদের প্রসব করল!

[৯] প্রসবকাল উপস্থিত করি যে আমি,
আমি কি প্রসব ঘটাব না? একথা বলছেন প্রভু।
প্রসব ঘটিয়েছি যে আমি, আমি কি গর্ভ রোধ করব?
একথা বলছেন তোমার পরমেশ্বর।

[১০] যেরুশালেমের সঙ্গে আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস।
তার সঙ্গে মহোল্লাসে উল্লসিত হও তোমরা সবাই,
যারা তার উপর বিলাপ করেছিলে।

[১১] তবেই তার সান্ত্বনার বুক চুষে খেয়ে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে,
তার অফুরন্ত প্রাচুর্য চুষে পান ক'রে তোমরা উৎফুল্ল হবে।

[১২] কারণ প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, আমি তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি,
প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব।
তোমরা চুষে খাবে, বাহুতে করে তোমাদের বহন করা হবে,
কোলের উপরে তোমাদের নাচানো হবে।

[১৩] মা যেমন নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়,
আমি তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেব;
যেরুশালেমেই তোমরা সান্ত্বনা পাবে।

[১৪] এসব কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়,
তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে।
প্রভুর হাত তাঁর আপন দাসদের কাছে নিজেকে জ্ঞাত করবে,
কিন্তু আপন শত্রুদের প্রতি তিনি ক্রোধ দেখাবেন।

[১৫] কারণ দেখ, প্রভু আগুনসহ আগমন করছেন,
তাঁর রথগুলি ঘূর্ণিবায়ুর মত,
সকোপে ক্রোধ ঢেলে দেবার জন্য,
আগুনের শিখা দ্বারা তাঁর ধমক বর্ষণ করার জন্য।

[১৬] কেননা প্রভু আগুন দ্বারা ও নিজ খড়্গ দ্বারা
সমস্ত মানবজাতির উপর বিচার সম্পন্ন করবেন;
আর অনেকেই প্রভু দ্বারা মারা পড়বে।
[১৭] সেই যে একজন মাঝখানে রয়েছে, তার অনুসরণে
যারা বাগানে বাগানে নিজেদের পবিত্রীকৃত ও শুচীকৃত করে,
যারা শূকরের মাংস, ঘৃণ্য সবকিছু ও ইঁদুর খায়,
তারা সকলে একই পরিণাম ভোগ করবে—প্রভুর উক্তি—
[১৮] আর সেইসঙ্গে তাদের সমস্ত কাজ ও সঙ্কল্পও লোপ পাবে।

আমি সকল দেশ ও সকল ভাষার মানুষকে সংগ্রহ করতে আসছি: তারা এসে আমার গৌরব দর্শন করবে। [১৯] আমি তাদের মধ্যে এক চিহ্ন রাখব, এবং তাদের মধ্যে যারা রেহাই পেয়েছে, তাদের আমি বিজাতীয়দের কাছে—তার্শিশ, পুৎ, লুদ, মেশেক, তুবাল ও যাবানের কাছে, দূরবর্তী যে দ্বীপপুঞ্জ কখনও আমার কথা শোনেনি ও আমার গৌরব দেখেনি, তাদেরই কাছে প্রেরণ করব; তারা বিজাতীয়দের কাছে আমার গৌরবের কথা প্রচার করবে।

[২০] প্রভু একথা বলছেন: তারা বিজাতীয়দের মধ্য থেকে তোমাদের সকল ভাইকে প্রভুর উদ্দেশে নৈবেদ্যরূপে ঘোড়া, রথ, পালকি, খচ্চর ও উটে করে আমার পবিত্র পর্বতে, যেরুশালেমেই, ফিরিয়ে আনবে, ঠিক যেমন ইস্রায়েল সন্তানেরা বিশুদ্ধ পাত্রে করে প্রভুর গৃহে অর্ঘ্য আনে।

[২১] প্রভু একথা বলছেন: আমি তাদের মধ্যেও কয়েকজনকে যাজক ও লেবীয় রূপে নিযুক্ত করব।

[২২] হ্যাঁ, আমি যে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে যাচ্ছি,
তা যেমন আমার সম্মুখে চিরস্থায়ী হবে,
—প্রভুর উক্তি—
তেমনি তোমাদের বংশ ও তোমাদের নাম চিরস্থায়ী হবে।
[২৩] প্রতি অমাবস্যায় ও প্রতি সপ্তাহের শাব্বাৎ দিনে
সমস্ত মানবকুল আমার সম্মুখে প্রণিপাত করতে আসবে
—প্রভু এই কথা বলছেন।
[২৪] তারা বাইরে যাওয়ার পথে,
যত লোক আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-কর্ম করেছে,
তাদের মৃতদেহ দেখতে পাবে;
কারণ তাদের কীট কখনও মরবে না,
তাদের আগুন কখনও নিভবে না,
তারা হবে সকলের বিতৃষ্ণার পাত্র।

---

১ [৪] ‘ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন’ নামটা এই পুস্তকেই বহুবার ও বিশেষভাবে ব্যবহৃত।

[৯] নবী ইশাইয়ার প্রচারে ‘অবশিষ্টাংশের’ কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ: ইস্রায়েলের কঠোর বিচার করা সত্ত্বেও প্রভু তাদের নিঃশেষে বিনাশ করবেন না; যে অংশ রেহাই পাবে, তারা ঐশঅনুগ্রহের পাত্র বইকি, কিন্তু সেই অনুগ্রহে সাড়া দিতে বাধ্য।

[১১] নবীর প্রচার দ্বারা ঈশ্বর যজ্ঞরীতির সমালোচনা করেন; এবিষয়ে তাঁর নির্দেশবাণী এ:
(ক) উপাসনা-কর্মের গুরুত্ব যজ্ঞের বাহুল্যের সঙ্গে জড়িত নয় (১২ পদ);
(খ) যজ্ঞবলি কেবল তাদেরই দ্বারা নিবেদিত হতে পারে যারা ঈশ্বরের দাবি মান্য করে (১৭ পদ);
(গ) যজ্ঞরীতির আগে প্রতিবেশীর প্রতি, বিশেষভাবে সমাজে দুর্বলদের প্রতি কর্তব্য পালনই প্রাধান্য পায় (যাত্রা ২২:২০; দ্বিঃবিঃ ২৪:১৭; ২৭:১৯)।
সকল নবীদের বাণীতে দ্বিতীয় বিবরণের আধ্যাত্মিকতাই বিশেষভাবে ব্যক্ত।

[১৩] যারা অন্যায্যতা, নরহত্যা বা যাদুকর্মের পন্থী, তাদেরই পালিত পর্বোৎসব প্রভুর কাছে ঘৃণ্য।

[১৮] ঈশ্বর বিচার আহ্বান করেন: তাঁর বাণীতে সাড়া দিলে মানুষ উদার ক্ষমার প্রতিশ্রুতির পাত্র হতে পারবে।

[২৯] কানানীয়েরা উদ্যানেই দেব-দেবীদের পূজা করত; ইস্রায়েলীয়েরা কেউ কেউ সেগুলোর প্রতি আসক্তি দেখাত।

[৩১] পৌত্তলিকদের কর্মকান্ড অর্থাৎ প্রতিমাপূজা স্ফুলিঙ্গের মত।

২ [৩] নবী যেরুশালেম অভিমুখে তীর্থযাত্রার কথা বলেন (দ্বিঃবিঃ ১৬:১৬; সাম ১২২:৪); ভাবীকালে সকল দেশ সেই তীর্থযাত্রায় অংশ নেবে: ইশাইয়ার সার্বজনীন দৃষ্টিকোণ লক্ষণীয় (৬০:৩; ৬৬:২০; জাখা ৮:২০-২২; ১৪:১৬-১৭)। • 'নির্দেশবাণী': ১:১০ এর মত এখানেও ঈশ্বরের বাণী 'নির্দেশবাণী' বলে উপস্থাপিত, কেননা তা বাস্তব জীবনেই পালনীয়।

[৪] ঈশ্বর যেমন, তাঁর মশীহও তেমনি সকল জাতির বিবাদ মেটাবার ভূমিকা অনুশীলন করবেন। সার্বজনীন দিক লক্ষণীয়: ঈশ্বর ও মশীহের কাজ ইস্রায়েল রাজ্যের গন্ডি অতিক্রম করে সকল জাতিকেই লক্ষ করে। আরও, সকল দেশ যখন ঈশ্বরের নির্দেশবাণী পালন করবে, তখন আর কোন যুদ্ধ থাকবে না।

[৫] 'আলো' হল পরিত্রাণের প্রতীক—বিশেষভাবে যখন আলো ঈশ্বর থেকেই আগত (১০:১৭; ৬০:১)। ঈশ্বরের বাণীও চলার পথের আলো বলে পরিগণিত (সাম ১১৯:১০৫; প্রবচন ৬:২৩)।

[৭] যুদ্ধ-রথের বাহুল্যে সন্ধির প্রতি অবিশ্বস্ততা ব্যক্ত যেহেতু যুদ্ধ-রথ মানব-নিরাপত্তার শামিল, ফলত বিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞারও শামিল। ঈশ্বরের স্থিরীকৃত ভাবীকালে যুদ্ধ-রথ ও যুদ্ধ-অশ্ব সবই মিলিয়ে যাবে (৩১:১)।

[৯] যে মানুষ প্রতিমার কাছে নিজেকে নত করত, তাকে ঈশ্বর দ্বারাই নত করা হবে।

[১২] গর্ব ও উদ্ধতভাব, এটিই সেই পাপ যা প্রভুর বিচারের দিন ত্বরান্বিত করে।

৩ [১৬-২৪] ঈশ্বরের বাণী যেরুশালেমের স্ত্রীলোকদের উদ্দেশ করে ঠিকই, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সকলেরই বিলাসিতা ও ধনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে, যেহেতু প্রভুর চোখে সেইসব হল গরিবদের মানব-মর্যাদার প্রতি অসহ্য অপমান।

৪ [১ ...] 'বীজাঙ্কুর' কথাটা তিনটে অর্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করা যায়: (ক) বীজাঙ্কুর হল সেই সমৃদ্ধি যা আসন্ন সর্বনাশের পরবর্তীকালে দেখা দেবে; তেমন সমৃদ্ধি মশীহকালীন সুখের বর্ণনা অনুসারেই বর্ণিত (আমোস ৯:১৩; ইশা ৬১:১১; সাম ৭২:১৬)। (খ) বীজাঙ্কুর একইসময় সেই জনগণের নবজন্মকেও লক্ষ করে, যে জনগণ নগণ্যই এক অবশিষ্টাংশের পর্যায়ে পড়ে এমন বীজাঙ্কুর হয়ে উঠবে যার ভাবীকাল গৌরবময়। (গ) শব্দটা মশীহ নিজেকেও লক্ষ করে (যেরে ২৩:৫; ৩৩:১৫; জাখা ৩:৮; ৬:১২; সাম ১৩২:১৭)।

[৪] 'সিয়োন কন্যারা': নবীদের কাব্যিক ভাষায় যেরুশালেমের অধিবাসীরা বারবার এ নাম দ্বারা চিহ্নিত।

[৫-৬] যাত্রাপুস্তকে মেঘ, অগ্নি ও ধূম ছিল ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ও রক্ষার প্রতীক। বিবাহোৎসবে ব্যবহৃত 'চাঁদোয়া' সিনাই পর্বতে সম্পাদিত সন্ধির কথা তুলে ধরে: সন্ধি এখানে বিবাহ-বন্ধন বলেই বর্ণিত (সাম ১৯:৫; যোয়েল ২:১৬)। অতীতকালের এই সমস্ত কিছু পুনরায় যেরুশালেমেই ঘটবে: যেরুশালেমেই ঈশ্বরের সমস্ত গৌরব বিরাজ করবে।

৫ [১-৭] বাইবেল ঈশ্বরের মনোনীত জাতিকে একাধিকবার আঙুরলতা বলে উপস্থাপন করে (ইশা ৩:১৪; ২৭:২-৫; যেরে ২:২১; ১২:১০; এজে ১৭:৬; হো ১০:১; সাম ৮০:৯-১৭; মথি ২০:১; ২১:৩৩; যোহন ১৫); মিলন-বন্ধন রূপে আপন জনগণের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধি ইঙ্গিত করার জন্য আঙুরলতার প্রতীক অধিক যুক্তিসঙ্গত যেহেতু সেকালে আঙুরলতাই ছিল ভালবাসার প্রতীক (পরম গীত ১:৬-১৪; ২:১৫; ৮:১২)।

[৮] যারা পরের সবকিছু কিনে জমায় আর তাই করে পরকে নিঃস্ব করে ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়ায়, তারা প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে, কেননা দেশ দানকালে তিনি গরিবদের অধিকার রক্ষার জন্য আজ্ঞাও দিয়েছিলেন (লেবীয় ২৫:২৩-২৮; দ্বিঃবিঃ ১৫:১-১১)। সামাজিক ন্যায্যতা ও মানবাধিকার সমর্থন না করলে সমস্ত ধর্মকর্ম বৃথা কাজ।

[১২গ] 'কিন্তু প্রভুর কাজের দিকে': ইশাইয়া পুস্তকে, প্রভুর 'হাতের কাজ' বলতে সৃষ্টিকর্ম নয়, তাঁর নানা কাজ বোঝায় যা তিনি তাঁর একমাত্র পরিকল্পনা অনুযায়ী সাধন করেন (৫:১৯; ২৯:২১; ৩১:১; ৪৫:১১)।

৬ [৩] নবী ইশাইয়ার সমস্ত বাণী 'পবিত্র' কথায় কেন্দ্রীভূত: ঈশ্বর পবিত্র, পবিত্র ঈশ্বরের সামনে মানুষের উচিত আচরণও পবিত্র হওয়া চাই। 'সেনাবাহিনীর প্রভু': ১ শামু ১:৩ , টীকা দ্রঃ; '…তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ': গণনা ১৪:২১, টীকা দ্রঃ।

[৫] বাইবেলের অন্য পুস্তক থেকে আমরা জানি যে, ঈশ্বরের শ্রীমুখ দেখে মানুষ আর বেঁচে থাকতে পারে না (যাত্রা ৩:৬; ৩৩:২০; বিচারক ৬:২২; ১৩:২২; ১ রাজা ১৯:১৩)।

[৭] ইশাইয়ার মুখ শুদ্ধ করা হল, অর্থাৎ নবী হিসাবে তাঁর আহ্বান বহাল রাখা হল ও তাঁকে ঈশ্বরের প্রেরণকাজের জন্য প্রস্তুত করা হল (যেরে ১:৯; এজে ২:৮; দ্বিঃবিঃ ১০:১৬)।

[১০] ইশাইয়ার বাণীপ্রচার বিদ্রোহী মানুষকে উদ্দেশ করে যারা শুনতে অনিচ্ছুক।

৭ [৩] শেয়ার-যাশুব নামের অর্থ 'এক অবশিষ্টাংশ ফিরবে' (কিংবা 'মন ফেরাবে'): তাতে বোঝা যায় ইশাইয়ার ছেলে আশ্বাসজনক এক প্রতিশ্রুতির জীবন্ত প্রতীক (নবীর পরিবারের সকলেও তাঁর নবীয় ভূমিকায় জড়িত)।

[১৪] বাইবেলের গ্রীক অনুবাদে 'যুবতী'র স্থানে 'কুমারী' কথা আছে; এই গ্রীক অনুবাদের উপরে ভিত্তি করেই খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী থেকে ইহুদী ঐতিহ্য সমর্থন করল আসন্ন মশীহ কুমারী-গর্ভেই জন্ম নেবেন; আর একারণে সুসমাচার-রচয়িতা সাধু মথি নবী ইশাইয়ার এই বাণী দাউদকুলের শ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকারী সেই যিশুর মাতা মারীয়ার গর্ভধারণের জন্য ব্যবহার করলেন (মথি ১:২৩)। • 'ইম্মানুয়েল' নামের অর্থই 'আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর'। যে সন্তানের

কথা এখানে বলা হচ্ছে, তিনি হলেন আহাজ রাজের ছেলে হেজেকিয়া যিনি ধর্মরাজ বলে পরিচয় দিলেন। কিন্তু ইহুদী ঐতিহ্য সমর্থন করত, ভাববাণীটা ভাবী আর এক রাজাতে, এমনকি মশীহ-রাজাতেই পূর্ণতা লাভ করবে; আমরা জানি, তিনি সেই প্রকৃত মশীহ-রাজ যিশুখ্রিষ্ট যাঁর দ্বারা ঈশ্বর সত্যি 'আমাদের সঙ্গে' বসবাস করেন।

[১৫] মঙ্গল বেছে নেবার জ্ঞান ঐশ্বরিকই এক জ্ঞান। আদম-হবা তা পাবার বাসনা করেছিলেন, কিন্তু পেতে পারলেন না; ইম্মানুয়েল তা পাবেন, আর সেজন্যই তাঁর আপন জনগণকে সমৃদ্ধি, শান্তি ও সুখের দিকে চালনা করবেন।

৮ [১] 'মাহের-শালাল-হাশ-বাস': এর অর্থ, দ্রুত লুট, ক্ষিপ্র অপহরণ।

[৬] এখানে জনগণের সেই লোকদের ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যারা প্রভুতে আর নয়, অন্যের উপরেই ভরসা রাখল; এরাই জনগণের মাথার উপর ভাবী যত সর্বনাশ ডেকে আনল।

[৮] ইম্মানুয়েল যে দেশের উপরে পরমদেশের সমৃদ্ধি আনবার কথা, সেই দেশের জনগণ ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও দাউদ-রাজবংশ অগ্রাহ্য করে তাদের এই অবিশ্বাসের জন্য সকলের উপরে শাস্তি আনবে। শাস্তি কঠোর হবে, কিন্তু ইম্মানুয়েলের খাতিরে তা সমস্ত দেশ ধ্বংস করবে না, নদী বেয়ে বেয়ে কেবল তার ঘাড় পর্যন্তই উঠবে।

[১৩] বাণীটা গুরুত্বপূর্ণ: প্রভুর পবিত্রতা স্বীকার করাই কেবল তাঁর উপরেই ভরসা রাখার শামিল। শুধু তাঁর কাছ থেকেই প্রকৃত পরিত্রাণ বা প্রকৃত হুমকি আসতে পারে।

[১৪] পবিত্রধাম সাধারণত ঈশ্বরভক্তদের আশ্রয়স্থল বলে উপস্থাপিত (১৭:১০; দ্বিঃবিঃ ৩২: ৪ ...); কিন্তু যারা ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে, ঈশ্বরের পবিত্রতা তাদের জন্য বিনাশের কারণ হয়ে ওঠে (৫:১৫-১৬,২৪; ৩০:৯-১৪; ইত্যাদি)।

৯ [১] অন্ধকার হল সর্বনাশ, অত্যাচার, বন্দিদশা ও মৃত্যুর প্রতীক; আলো হল পরিত্রাণেরই প্রতীক। একথা ছাড়া এখানে সূর্য বা উষার উদয়েরই কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে, যেহেতু সেকালে রাজার আগমন সূর্য বা উষার উদয়ের সঙ্গেই তুলনা করা হত (২ শামু ২৩:৩-৪; সাম ১১০:৩); সাম ৭২:৫, ১৭ পদে রাজা সূর্য বলেই বর্ণিত।

১১ [২] শৌল ও স্বয়ং দাউদের উপরে ঈশ্বরের আত্মা নেমে এসেছিল, কিন্তু যেসের এই মূলকাণ্ডের উপর সেই আত্মা অধিষ্ঠানই করবে; এখানে আত্মা বলতে ঈশ্বরের আত্মিক প্রেরণা বোঝায়; ঐশআত্মার যে ছ'টা দান উল্লিখিত, তা সুষ্ঠু রাজ-শাসন অনুশীলনে রাজাকে সহায়তা করবে।

২৫ [৬] এই মহাভোজ সার্বজনীন এমন মহাভোজ যা নবযুগের সূত্রপাত করবে। ঠিক এই মশীহকালীন মহাভোজের কথাই নূতন নিয়মে বারবার উল্লিখিত (মথি ৮:১১; ২২:২-১০; লুক ১৪:১৫-২৪; প্রকাশ ১৯:৯)।

২৭ [২-৫] ন্যায় ও ধর্মময়তা বিষয়ে ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততার জন্য প্রভু গোটা জনগণকে আর শাস্তি দেবেন না, বরং জনমণ্ডলীর মধ্যে পাপী যারা, তাদেরই তিনি দণ্ডিত করবেন। যে কেউ অভ্যন্তরীণ ও বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত হয়ে প্রভুর আশ্রয় নেবে, সে পরিত্রাণের যত উপকার অর্থাৎ শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করবে (৫-৬ পদ)।

[৬] পরিত্রাণকৃত ইস্রায়েলকে এমন ফলপ্রসূ গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয় যা সকলেরই জন্য ফল ধরে।

৩৫ [১] নির্বাসন-দেশ থেকে ইস্রায়েলীয়দের ফিরে আসা-দর্শনে মরুভূমির অপরূপ রূপান্তর ঘটবে: একথা পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে (৪০—৫৫ অধ্যায়) মহা আনন্দের সঙ্গে প্রচারিত হবে।

[৮] পথটা 'পবিত্র পথ' বলে অভিহিত একারণে যে, সেখান দিয়ে তাঁর আপন জনগণের সঙ্গে স্বয়ং ঈশ্বর যাত্রা করেন (৪০:৩; ৬২:১০-১২)। • 'স্বয়ং প্রভুই পথ উন্মুক্ত করবেন': প্রত্যাগমন-যাত্রা যেরুশালেম অভিমুখে ধর্মীয় শোভাযাত্রা বলে বর্ণিত যাতে স্বয়ং ঈশ্বরও অংশ নেন; তেমন ধর্মানুষ্ঠানে অংশ নিতে অযোগ্য যারা, সেই অশুচি সকলে তা থেকে বঞ্চিত।

৩৬ [১—৩৯ অধ্যায় পর্যন্ত] এই চার অধ্যায় ২ রাজা ১৮:১৩—২০:১৯ এর একই কথা উপস্থাপন করে (প্রয়োজন হলে সেখানে দেওয়া টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩৮ [১৮] সেকালে মৃত্যু ঈশ্বর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা বলে পরিগণিত ছিল; এমনকি, তারা মনে করত, মৃতদের বাসস্থান সেই পাতালে প্রভু রাজত্ব করেন না (সাম ৬:৬; ৩০:১০; ৩৮:১৩; ৮৮:১১-১৩; ১১৫:১৭)।

৪০ [১] এইখানে পুস্তকের দ্বিতীয় অংশের আরম্ভ। 'সান্ত্বনা' শব্দের বিকল্প অর্থই 'আশ্বাস'; পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে শব্দটা বহুবার ব্যবহৃত বলে ইশাইয়া-পুস্তকের এই দ্বিতীয় অংশ 'সান্ত্বনা পুস্তক' বলে পরিচিত।

৪১ [১৪] 'মুক্তিসাধক' ধারণাটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, শব্দটা পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে বহুবার ব্যবহৃত। মুক্তিসাধক ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি হওয়ায় নিজ বংশের মৃত বা জীবিত ব্যক্তির মুক্তিকর্ম সাধন করতে বাধ্য: নিঃসন্তান হয়ে মৃত তার কোন জ্ঞাতির বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করে তার পক্ষে বংশ রক্ষা করত; বিপদাপন্ন তার কোন জ্ঞাতির পক্ষে মুক্তিমূল্য দিত, ইত্যাদি। এই ধারণা অনুসারে, ঈশ্বর ইস্রায়েলের ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি বলে তার পক্ষে প্রতিশোধ নেন (৪৯:২৬), তার জন্য বংশের উদ্ভব ঘটান (৫৪:১-৮), ও মুক্তিমূল্য দিয়ে তাকে মুক্ত করেন। মুক্তিকর্ম ধারণাটা নূতন নিয়মেও উপস্থিত (মার্ক ১০:৪৫; রো ৩:২৪)।

৪২ [১] এই দাস প্রকৃতপক্ষে কে? ইস্রায়েল নিজের উপরে এই দাসের ভূমিকা আরোপ করত; নূতন নিয়মে ভূমিকাটা যিশুর উপরে আরোপ করা হয় (মথি ১২:১৮-২১)। উপরন্তু: এই অধ্যায় 'আত্মাকে' নবীয় নয়, রাজকীয়ই এক ভূমিকা অনুশীলন করার জন্য দাসকে দেওয়া হয়; এজন্য অধ্যায়টা মশীহমুখী ব্যাখ্যা অনুসারে অনুধাবনযোগ্য।

[১০] ‘নতুন’ শব্দটা কেবল ঈশ্বরের সৃষ্টবস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কেননা মানুষ প্রকৃতপক্ষে নতুন কিছুই করতে অক্ষম, ঈশ্বরই অস্তিত্ববিহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বমন্ডিত কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম। মানুষ তখনই এই অর্থে ‘নতুন’ এক গান গাইতে সক্ষম, যখন ঈশ্বর মানবজাতি বা কোন ব্যক্তির ইতিহাসে অভিনব কিছু সাধন করেন: ঐশপরিত্রাণের অভিজ্ঞতাই নতুন গানের ভিত্তি (সাম ৩৩:৩; ৪০:৪; ৯৬:১; ৯৮:১; ১৪৪:৯; ১৪৯:১; যুদিথ ১৬:১৩; প্রকাশ ৫:৯; ১৪:১৩)।

[২৫] ‘তার উপরে’, অর্থাৎ ইস্রায়েলের উপর।

৪৩ [১৯] ‘নানা রাস্তা’: কুম্রান (মরুসাগরের) পাকানো পুঁথি অনুযায়ী অনুবাদ; অনুবাদান্তরে: ‘নদনদী’।

৪৫ [১] ‘তৈলাভিষিক্তজন’: প্রভু দ্বারা তৈলাভিষিক্ত ব্যক্তির অন্তরে ঈশ্বরের আত্মা প্রবেশ করে তাকে বিশেষ এক প্রেরণকর্মের জন্য নিযুক্ত করে ও সেই কর্ম সম্পাদনের জন্য সহায়তাও দান করে; বিশেষ প্রেরণকর্মের মধ্যে তিনটেই প্রধান, তথা রাজকীয় (২ শামু ৫:৩), যাজকীয় (যাত্রা ২৯:৭) ও নবীয় (১ রাজা ১৯:১৬; ইশা ৬১:১) প্রেরণকর্ম। এই পদে রাজকীয় প্রেরণকর্মই প্রাধান্য পায়, যা কুরোশ যাঁর প্রতীক অর্থাৎ সেই খ্রিষ্টের বেলায় আরোপ করা হয় (স্মরণযোগ্য যে ঠিক এই ধারণা অনুসারেই যিশুকে ‘খ্রিষ্ট’ অর্থাৎ ‘মশীহ’ অর্থাৎ ‘তৈলাভিষিক্তজন’ বলা হয়)। খ্রিষ্টমণ্ডলীতে, বাপ্তিস্মের সময় দীক্ষিত ব্যক্তিকে খ্রিষ্টের রাজকীয়, যাজকীয় ও নবীয় প্রেরণকর্মের অংশী করার জন্য পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত করা হয়। প্রেরণকর্ম একটা মর্যাদা প্রদান করে বইকি, কিন্তু তার বিশেষ লক্ষ্য হল পরের জন্যই সেই প্রেরণকর্ম সাধন করা।

৪৯ [১-৭] এখানে দাসের প্রেরণকর্ম ব্যক্ত; প্রথম গীতিকায় (৪২:১-৮) ব্যক্ত প্রেরণকর্মের লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে এখানে নতুন কয়েকটা দিক তুলে ধরা হয়, যেমন: দাস জন্মের আগে থেকেই ঈশ্বর দ্বারা এ প্রেরণকর্মের জন্য নিরূপিত; তাঁর প্রেরণকর্ম কেবল ইস্রায়েলকে ফিরিয়ে আনায় সীমাবদ্ধ নয়, তিনি সর্বজাতির কাছে পরিত্রাণের আলো ও অভিনব এক শিক্ষা নিয়ে যাবেন। নূতন নিয়মের বাণীপ্রচারে এই সমস্ত কথা যিশুর উপরই আরোপিত। তৃতীয় গীতিকা আরও কতগুলো দিক তুলে ধরবে।

৫০ [৪-১১] এই তৃতীয় গীতিকায়, প্রভুভীরুদের ও বিধর্মীদের উদ্বুদ্ধ করাই প্রভুর দাসের প্রেরণকর্ম; তাঁর সৎসাহস ও ঐশসহায়তা গুণে তিনি যন্ত্রণাভোগ করার পর মহাগৌরব লাভ করবেন। এখানে যিশুর যন্ত্রণাভোগ পূর্বকথিত বিধায় নূতন নিয়মে এই গীতিকার কথা প্রভুর কষ্টভোগী দাসের উপর আরোপিত।

৫২ [১২] মিশর থেকে চলে যাওয়াটা ত্বরা করেই ঘটেছিল (যাত্রা ১২:১১,৩৩-৩৪); পূর্ণ স্বাধীনতাই এই নতুন চলে যাওয়ার চিহ্ন।

৫২ [১৩–৫৩:১২) দাসের চতুর্থ গীতিকা ঐশতাত্ত্বিক ধারণার জন্য ও তার হৃদয়গ্রাহী ভাষার জন্য ইশাইয়া-পুস্তকের শীর্ষস্থানের অধিকারী। বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এ এ:
(ক) ঈশ্বর তাঁর অবনমিত দাসকে গৌরবান্বিত করবেন (৫২:১৩-১৫);
(খ) এতে দর্শকেরা (মানবজাতি) আশ্চর্যান্বিত, এবং এবিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে যে, দাস যখন গৌরবান্বিত তখন অবশ্য তিনি ছিলেন ধার্মিক ও মানুষই ছিল অপরাধী (৫৩:১-৬);
(গ) নবী দর্শকদের কথার উপর ভিত্তি করে দাসের নিরপরাধিতা ও সহিষ্ণুতার কথা তুলে ধরেন, এবং আশা রাখেন প্রভু তেমন যন্ত্রণা ফলপ্রসূ করবেন (৫৩:৭-১০);
(ঘ) ঈশ্বর এই প্রার্থনায় সাড়া দেন: ধর্মময় দাস পুরস্কার পাবেন ও নিজের কাছে সকল মানুষকে আকর্ষণ করে ধর্মময়তা দান করবেন (৫৩:১১-১২)।
বাপ্তিস্মদাতা যোহন (যোহন ১:২৯) ও আদি খ্রিষ্টমণ্ডলী এই গীতিকার রহস্যময় কথা যিশুতে আরোপ করেন: তিনিই সত্যিকারে প্রভুর সেই ধর্মময় দাস যিনি সবকিছু সহ্য করতে, মানবজাতির পাপরাশি হরণ করতে ও তার জন্য প্রায়শ্চিত্তও সাধন করতে সক্ষম হলেন, এবং মৃত্যুর উপর জয়ী হয়ে অসংখ্য মানুষকে নিজের কাছে আকর্ষণ করলেন ও করে থাকেন। একারণে এই পঞ্চম গীতিকা 'পঞ্চম সুসমাচার' বলেও আখ্যায়িত।

[১৪] 'তাঁর জন্য': নানা হিব্রু পাণ্ডুলিপি, তারগুম ও সিরীয় পাঠ্য; অন্য হিব্রু পাণ্ডুলিপি, কুম্রান ও গ্রীক পাঠ্য: 'তোমার বিষয়ে'।

৫৩ [৫] 'অপমানের পাত্র হয়েছেন': আকুইলা ও তারগুমের পাঠ্য; হিব্রু পাণ্ডুলিপি অনুবাদান্তরে: 'বিদ্ধ হয়েছেন'।

৫৪ [১…] এই অধ্যায় প্রভুর কনে সেই যেরুশালেমকে উদ্দেশ করে যা প্রভুর দাসের মত অবনামিতা হয়েছিল। অধ্যায়ের কাঠামো এ: (ক) বন্ধ্যা যেরুশালেম একদিন অসংখ্য সন্তানদের জননী হবে (১-৩); বিধবা যেরুশালেম একদিন পুনরায় প্রভুর সঙ্গে মিলিতা হবে (৪-৬); পরিত্যক্তা যেরুশালেম একদিন ঈশ্বরের সন্ধিতে পুনরায় গৃহীতা হবে (৭-১০); বিধ্বস্তা যেরুশালেম একদিন পূর্ণ মহিমায় পুনর্নির্মিতা হবে (১১-১২); অত্যাচারিতা যেরুশালেম একদিন নিরাপত্তা পাবে ও আপন প্রভুর বাণী শ্রবণে শান্তিতে জীবনযাপন করবে (১৩-১৭)।

৫৫ [১…] এই অধ্যায় ইশাইয়া-পুস্তকের দ্বিতীয় অংশের সমাপ্তি: নবীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর জনগণকে তাঁর জীবনদায়ী শিক্ষাবাণী-খাদ্য দান করেন (১-৩ক); দাউদ রাজার আগেকার গৌরব আপন ভক্তদের ফিরিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন (৩খ-৫); যারা এখনও মন ফেরাতে ইচ্ছুক নয়, পাপ-ক্ষমায় ভরসা রাখতে তাদের প্রেরণা দেন, কেননা তাঁর সঙ্কল্প উদার ও তাঁর বাণী জীবনদায়ী ও সক্রিয় (৬-১১); তিনি পরম মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি বহাল রাখেন (১২-১৩)।

৫৮ [১ …] এই অধ্যায়ে সকল নবীদের আসল বাণী নিহিত : বাহ্যিক উপাসনা-কর্মে ঈশ্বর প্রীত নন; তাঁর গ্রহণযোগ্য হবার জন্য উপাসনার পাশাপাশি থাকবে সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা।

৬০ [১ …] এই অধ্যায়ে (এবং ৬১ ও ৬২ অধ্যায়েও) যেরুশালেমের গৌরবপ্রকাশ কীর্তিত : অন্ধকারে নিমজ্জিতা যেরুশালেম চিরকালের মত আলোয় ভূষিতা হবে (১-৩); পরিত্যক্তা যেরুশালেম আপন সন্তানদের ও বহুসংখ্যক বিধর্মীদের ফিরে পাবে যারা বহুমূল্যবান পাথর দানে ও তার মন্দিরের জন্য বহু উপহার দানে তাকে ঐশ্বর্যবতী করবে (৪-১৮); ঈশ্বর নিজেই হবেন তাঁর সনাতন আলো (১৯-২০); ঈশ্বরের আপন জনগণ মন ফেরাবে ও বৃদ্ধি পাবে (২১-২২)।

[৯] 'দ্বীপপুঞ্জ'; অনুবাদান্তরে, 'জাহাজগুলো'।

৬১ [১ …] এই অধ্যায়ও ৬০ অধ্যায়ে শুরু করা যেরুশালেমের গৌরবপ্রকাশ বর্ণনা করে চলে। সর্বপ্রথমে ঈশ্বরের প্রচারক নিজের প্রেরণকর্ম ব্যক্ত করেন (১-৪); ঈশ্বরের এই মুখপাত্র আপন ভাইদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন তাদের অবস্থার আশ্চর্য পরিবর্তন হবে (৫-৯); তেমন মঙ্গলদানের প্রতিশ্রুতি শুনে জনমণ্ডলী ত্রাণেশ্বরের প্রশংসাগান করে (১০-১১)।

[২] 'প্রসন্নতা-বর্ষ' : অত্যাচারিত জনগণের মুক্তিদান শাব্বাৎ-বর্ষ বা জুবিলী-বর্ষ বলেই বর্ণিত (যাত্রা ২১:২; দ্বিঃবিঃ ১৫:২; যেরে ৩৪:৮-১৬; লেবীয় ২৫:১০; এজে ৪৬:১৭)।

[৭] 'তোমাদের লজ্জা …', কুম্রানের পাকানো পুঁথির মূলপাঠ্য অনুসারে; অন্য হিব্রু পাণ্ডুলিপি : 'তাদের লজ্জা …'।

৬২ [১ …] এই অধ্যায়ও ৬০ ও ৬১ অধ্যায়ে শুরু করা যেরুশালেমের গৌরবপ্রকাশ বর্ণনা করে চলে। প্রভু নানা প্রতিশ্রুতি দেন : (ক) যেরুশালেম গৌরবান্বিতা হবে (১-৩); (খ) বর-প্রভু ও কনে-নগরীর প্রীতি-সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে (৪-৫); প্রভু নগরীর মঙ্গলের জন্য চিরতৎপর থাকবেন (৬-৭); বিধর্মীদের অত্যাচার শেষ হবে (৮-৯); বিক্ষিপ্ত হিব্রুদের প্রত্যাগমন ঘটবে (১০); বিমুক্ত মানুষই হবে সিয়োন নগরীর অধিবাসী (১১-১২)।

[৪] 'ধ্বংসিতা' : কুম্রানের পাকানো পুঁথির মূলপাঠ্য; অন্য হিব্রু পাণ্ডুলিপি : 'ধ্বংসস্থান'।

[৫] 'যেমন … তেমনি …' : কুম্রানের পাকানো পুঁথির মূলপাঠ্য অনুসারেই শব্দ দু'টো যোগ দেওয়া হয়েছে।

৬৩ [১ …] এই অধ্যায়ে ঈশ্বর তাঁর নবীর সঙ্গে (প্রকৃতপক্ষে নবীর মুখপাত্র যেরুশালেমের প্রহরীদের সঙ্গে) কথা বলেন : তিনি অত্যাচারীদের সংহার করতে ও অত্যাচারিতদের মুক্তি আদায় করতে ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধক বলে আত্মপরিচয় দেন। তিনি আপন আঙুর-মাড়াইকুণ্ডে অর্থাৎ বিচারে সর্বজাতিকে বশীভূত করবেন। আঙুর-কৃষক রূপে ঈশ্বরের এই ছবি যিশুর সময়কালীন তারগুম-ব্যাখ্যাপুস্তক অনুসারে মশীহেরই ছবি হয়ে উঠল। নূতন নিয়ম এই ছবি অনুসারে এমন যিশুকে অঙ্কিত করে যিনি অমঙ্গল-প্রভাবের উপর জয়ী হন, তবু একটা

পার্থক্য লক্ষণীয়: তেমন সংগ্রামে যিশু পরের রক্তে নয়, নিজেরই রক্তে মাখা বলে বর্ণিত (প্রকাশ ১৯:১৩-১৬)।

৬৬ [২ ...] 'কম্পিত': তা তৎপরতারই চিহ্ন! যজ্ঞরীতির চেয়ে ঈশ্বর বিনীত বাণী শ্রবণে ও তৎপর বাণী পালনেই প্রীত।

[২৪] 'তারা বাইরে যাওয়ার পথে': যেরুশালেমের বাইরে অবস্থিত ছিল বেন্-হিন্নোম উপত্যকা (যেরে ৭:৩১ দ্রঃ)। সেখানে শহরের নোংরা-আবর্জনা ফেলে দেওয়া হত, ও তা নিঃশেষ করার জন্য দিন রাত আগুন জ্বলত। যেহেতু সেখানে তাদেরও লাশ ফেলে দেওয়া হত যারা কবরস্থানের অযোগ্য ছিল, সেজন্য স্থানটা অভিশপ্ত বলে গণ্য ছিল (যেরে ১৯:২-৬)। নতুন নিয়মকালে স্থানটা গেহেন্না নামে পরিচিত ছিল (দ্রঃ মথি ৫:২২, টীকা)।

যেরেমিয়া

নবী যেরেমিয়া ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ। অন্যান্য নবীদের মত যেরেমিয়ার বাণীপ্রচারের বিষয়বস্তুও দ্বিতীয় বিবরণের ঐশতত্ত্ব দ্বারা চিহ্নিত; ইস্রায়েল জাতির আসন্ন সর্বনাশ কথাকর্মে ব্যক্ত করলেও তিনি প্রত্যাশাপূর্ণ বাণীও প্রচার করেন। তিনি এমন নতুন সন্ধি প্রচার করেন যা হৃদয়েই সম্পাদিত হবে, ও ঈশ্বরের সঙ্গে এমন নতুন সম্পর্কের ভাববাণী দেন যা ব্যক্তিময়ই সম্পর্ক; ঠিক এ আশ্বাসজনক বাণীই সর্বকালের পাঠক-পাঠিকার কাছে নবী যেরেমিয়াকে জনপ্রীয় করেছে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২

১ [১] হিল্কিয়ার সন্তান যেরেমিয়ার বাণী; যে যাজকেরা বেঞ্জামিন-এলাকায় আনাথোথে বসবাস করতেন, তিনি তাঁদের একজন।

[২] আমোনের সন্তান যুদা-রাজ যোশিয়ার সময়ে, তাঁর রাজত্বকালের ত্রয়োদশ
বর্ষে, [৩] —সুতরাং যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমেরও সময়ে, যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ সেদেকিয়ার একাদশ বর্ষের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ পঞ্চম মাসে যেরুশালেমকে দেশছাড়া-কাল পর্যন্ত—প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল।

যেরেমিয়াকে আহ্বান

[৪] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:

[৫] 'মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ার আগেই আমি তোমাকে জানতাম;
তুমি জন্ম নেবার আগেই
আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে রেখেছি।
আমি তোমাকে দেশগুলোর কাছে নবীরূপে নিযুক্ত করেছি।'

[৬] তখন আমি বললাম,
'আঃ আঃ, প্রভু পরমেশ্বর!
দেখ, আমি জানি না কেমন করে কথা বলতে হয়,
আমি তো বালকমাত্র।'
[৭] কিন্তু প্রভু আমাকে বললেন,
'"আমি বালক" এমন কথা বলো না,
আমি বরং তোমাকে যেইখানে প্রেরণ করব না কেন, তুমি সেখানে যাবে,
এবং তোমাকে যা বলতে আজ্ঞা করব, তা-ই বলবে।
[৮] তাদের সম্মুখীন হতে ভয় করো না,
কারণ তোমাকে উদ্ধার করার জন্য আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।'—প্রভুর উক্তি।
[৯] তখন প্রভু হাত বাড়িয়ে আমার মুখ স্পর্শ করলেন,
এবং প্রভু আমাকে বললেন,
'দেখ, আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম।
[১০] দেখ, আমি আজ
উৎপাটন ও ভেঙে ফেলার জন্য,
বিনাশ ও নিপাত করার জন্য,
গেঁথে তোলা ও রোপণ করার জন্য
সকল দেশ ও সকল রাজ্যের উপরে তোমাকে নিযুক্ত করলাম।'

[১১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'যেরেমিয়া, কী দেখতে পাচ্ছ?' আমি উত্তরে বললাম, 'আমি "জাগ্রত" গাছের একটা শাখা দেখতে পাচ্ছি।' [১২] প্রভু বলে চললেন, 'তুমি ঠিকই দেখেছ, কারণ আমি আমার আপন বাণী সফল করতে জাগ্রত আছি।'

[১৩] পরে প্রভুর বাণী আবার আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?' আমি উত্তরে বললাম, 'আমি আগুনের উপরে বসানো একটা হাঁড়ি দেখতে পাচ্ছি, চুল্লির মুখ উত্তর দিকে খোলা।' [১৪] প্রভু আমাকে বললেন,

‘যে অমঙ্গল সকল দেশবাসীর উপরে নেমে পড়বে,
তা উত্তর দিক থেকেই নিজের আসবার পথ খোলা পাবে।
[১৫] কারণ দেখ, আমি উত্তরের রাজ্যগুলির সকল গোত্রকে
আহ্বান করতে যাচ্ছি—প্রভুর উক্তি।
তারা এসে যেরুশালেমের সমস্ত তোরণদ্বারের সামনে,
চারদিকের সমস্ত প্রাচীরের গায়ে,
ও যুদার সকল শহরের বিরুদ্ধে নিজ নিজ সিংহাসন স্থাপন করবে।
[১৬] আমি তখন তাদের বিরুদ্ধে আমার বিচারদণ্ড ঘোষণা করব,
কারণ অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবার জন্য
ও তাদের আপন হাতের রচনার উদ্দেশে প্রণিপাত করার জন্য
আমাকে ত্যাগ করায় তারা যথেষ্ট অপরাধ করেছে।
[১৭] তাই তুমি কোমর বেঁধে নাও;
উঠে দাঁড়াও, আর আমি তোমাকে যা কিছু বলতে আজ্ঞা করি,
সবই তাদের বল; তাদের দেখে ভীত হয়ো না,
পাছে আমিই তাদের সামনে তোমাকে ভীত করি।
[১৮] আর দেখ, আমি আজ সমগ্র দেশের বিরুদ্ধে,
যুদার রাজাদের ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে,
তার যাজকদের ও দেশের লোকদের বিরুদ্ধে
তোমাকে করলাম সুরক্ষিত নগরস্বরূপ,
লোহার স্তম্ভ ও ব্রঞ্জের প্রাচীরস্বরূপ।
[১৯] তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে,
কিন্তু তোমার সঙ্গে পারবে না,
কারণ তোমাকে উদ্ধার করার জন্য
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।’
প্রভুর উক্তি।

ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততা

২ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল :

[২] 'যাও, যেরুশালেমের কানে একথা চিৎকার করে বল :
প্রভু একথা বলছেন :
তোমার কথা আমার স্মরণ হয়,
তোমার যৌবনের আসক্তি,
তোমার বিবাহকালের ভালবাসার কথাও আমার স্মরণ হয়,
যখন তুমি মরুপ্রান্তরে আমার পিছু পিছু আসতে,
—এমন দেশে যেখানে কিছুই বোনা ছিল না।
[৩] তখন ইস্রায়েল প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই ছিল,
ছিল তাঁর ফসলের প্রথমাংশ ;
যে কেউ তার ফল খেত,
তাদের সকলকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হত,
তাদের সকলের উপর অমঙ্গল নেমে পড়ত।'
প্রভুর উক্তি।
[৪] 'হে যাকোবকুল,
হে ইস্রায়েলকুলের সকল গোত্র, প্রভুর বাণী শোন!
[৫] প্রভু একথা বলছেন :
তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাতে কী অন্যায় পেল যে,
আমাকে ত্যাগ করে দূরে গিয়ে,
যা অসার, তারই পিছনে গেল ও নিজেরাই অসার হল?
[৬] তারা তো কখনও বলল না, কোথায় সেই প্রভু,
যিনি মিশর দেশ থেকে আমাদের এখানে আনলেন,
যিনি মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে,
মরুভূমি ও গর্তভরা এক ভূমির মধ্য দিয়ে,
জলহীন ও অন্ধকারময় এক ভূমির মধ্য দিয়ে,

পথিক ও নিবাসীশূন্যই এক ভূমির মধ্য দিয়ে আমাদের চালনা করলেন?
[৭] আমি তোমাদের এক উর্বরতম দেশে আনলাম,
যেন তোমরা এখানকার ফল ও উৎকৃষ্ট সবকিছু ভোগ কর।
কিন্তু তোমরা প্রবেশ করামাত্র আমার এই দেশ কলুষিত করলে,
আমার এই উত্তরাধিকার জঘন্য বস্তু করলে।
[৮] যাজকেরাও কখনও বলল না, প্রভু কোথায়?
না! বিধানপণ্ডিতেরা আমাকে জানল না,
পালকেরাও আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল,
এবং নবীরা বায়াল-দেবের নাম নিয়ে বাণী দিল
এবং অনর্থক পদার্থের অনুগামী হল।
[৯] তাই আমি তোমাদের সঙ্গে আবার বিবাদ করব—প্রভুর উক্তি—
তোমাদের পৌত্রদেরও সঙ্গে বিবাদ করব।
[১০] যাও, নিজেরাই কিত্তিম দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে চেয়ে দেখ,
কেদারেও লোক পাঠিয়ে সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা কর,
দেখ সেখানে এমন কিছু কখনও ঘটেছে কিনা।
[১১] কোন জাতি কি কখনও তার আপন দেবতাদের বদলি করেছে?
—তাছাড়া সেগুলো ঈশ্বরও নয়!—
অথচ আমার আপন জনগণ অনর্থক একটা বস্তুর সঙ্গে
তাদের "গৌরবের" বদলি করেছে।
[১২] আকাশমণ্ডল, এতে স্তম্ভিত হও!
রোমাঞ্চিত হও, নিতান্ত অভিভূত হয়ে পড়!—প্রভুর উক্তি।
[১৩] কারণ আমার আপন জনগণ এই অপরাধ দু'টো করেছে:
তারা আমাকে—জীবনময় জলের উৎস এই আমাকে ত্যাগ করেছে,
এবং পাথর কেটে নিজেদের জন্য এমন জলভাণ্ডার তৈরি করেছে,
যেগুলো ফাটল-ধরা, জল ধরে রাখতে অক্ষম।
[১৪] ইস্রায়েল কি দাস?

সে কি ক্রীতদাস অবস্থায় জাত?
তবে সে কেন হয়েছে লুটের বস্তু?
[১৫] যুবসিংহেরা গর্জন করছে,
নিজেদের হুঙ্কার শোনাচ্ছে।
তার দেশ মরুভূমি হয়েছে,
তার শহরগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, নিবাসী কেউ নেই।
[১৬] নোফ ও তাফানেসের লোকেরাও
তোমার মাথার খুলি ভেঙে দিয়েছে!
[১৭] তেমন কিছু তুমি কি নিজে নিজের প্রতি ঘটাওনি?
বাস্তবিকই তোমার পরমেশ্বর প্রভু যখন তোমাকে পথ দিয়ে চালনা করছিলেন,
তখন তুমি তাঁকে পরিত্যাগই করেছ।
[১৮] এখন হোরুস-দিঘিতে জল পান করতে
তুমি মিশরের দিকে কেন দৌড়াচ্ছ?
কেন [ফোরাত] নদীর জল পান করতে
আশুরের দিকেও দৌড়াচ্ছ?
[১৯] তোমারই অপকর্ম তোমাকে শাস্তি দিচ্ছে,
তোমারই বিদ্রোহিতা তোমাকে দণ্ডিত করছে।
তাই চিন্তা কর, বিবেচনা করে দেখ,
তোমার পক্ষে এটি কতই না অমঙ্গলকর ও তিক্ত বিষয় যে,
তুমি তোমার আপন পরমেশ্বর প্রভুকে পরিত্যাগ করেছ,
ও তোমার অন্তরে আমার প্রতি আর সম্ভ্রম নেই।
সেনাবাহিনীর প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
[২০] আসলে দীর্ঘকাল পূর্বেই তুমি তোমার জোয়াল ভেঙে ফেলেছ,
তোমার বন্ধন ছিন্ন করেছ;
তুমি নাকি বলেছ, আমি তোমার অধীন হয়ে দাসকর্ম করব না!
বাস্তবিকই সমস্ত উচ্চ পর্বতের উপরে ও সমস্ত সবুজ গাছের তলায়

তুমি শুয়ে ব্যভিচার করে এসেছ।
[২১] অথচ আমি একেবারে উৎকৃষ্ট জাতের সেরা আঙুরলতা করেই
তোমাকে পুঁতেছিলাম ;
তুমি কেমন করে জারজ আঙুরলতার শাখায় রূপান্তরিত হয়েছ?
[২২] যদিও সোডা দিয়ে তুমি নিজেকে ধুয়ে নাও ও অনেক পটাশ লাগাও,
তবু তোমার অপরাধের কলঙ্ক আমার দৃষ্টিগোচর থাকবেই।
—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
[২৩] তুমি কেমন করে বলতে পার, আমি কলুষিতা নই,
বায়াল-দেব-দেবীর পিছনে যাইনি?
উপত্যকায় তোমার আচরণ বিবেচনা করে দেখ ;
যা করেছ, তা স্বীকার কর,
হে অসার ও যাযাবর যুবতী উটী,
[২৪] মরুপ্রান্তরে অভ্যস্ত হে বন্য গাধী,
যা কামের উত্তাপে বাতাস হা করে খায়!
তার কামাবেশে কে তাকে সামলাতে পারে?
তার খোঁজ পাবার জন্য গাধার পক্ষে তত কষ্ট করার দরকার হয় না,
তার নিয়মিত মাসে তাকে পাবেই!
[২৫] সাবধান, পাছে তোমার পা পাদুকা-ছাড়া হয়,
পাছে তোমার নিজের গলাই শুষ্ক হয়।
কিন্তু তুমি তো উত্তরে বল, না! এ বৃথা চেষ্টা!
আমি বিদেশীদের ভালবাসি,
তাদেরই পিছনে যাব!
[২৬] চোর ধরা পড়লে যেমন লজ্জাবোধ করে,
তেমনি ইস্রায়েলকুল—তারা নিজেরা, তাদের রাজারা,
তাদের জনপ্রধানেরা, তাদের যাজকেরা ও তাদের নবীরা—
সকলেই লজ্জায় অভিভূত হয়েছে।

[২৭] তারা এক টুকরো কাঠকে উদ্দেশ করে বলে: তুমি আমার পিতা,
একটা পাথরকে উদ্দেশ করে বলে: তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছ।
আমার প্রতি তারা পিঠ ফেরায়, মুখ নয়;
কিন্তু অমঙ্গলের দিনে তারা বলে:
ওঠ, আমাদের বাঁচাও!
[২৮] কিন্তু যা তুমি নিজের জন্য তৈরি করেছ, তোমার সেই দেব-দেবী কোথায়?
তারাই উঠুক, যদি অমঙ্গলের দিনে তোমাকে বাঁচাতে পারে;
কেননা, হে যুদা, তোমার যত শহর, তত দেব-দেবী!
[২৯] তোমরা কেন আমার বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছ?
সকলেই আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছ।
প্রভুর উক্তি।
[৩০] আমি তোমাদের সন্তানদের বৃথাই আঘাত করেছি,
তারা সংশোধন গ্রহণ করে নেয়নি।
তোমাদেরই খড়্গ বিনাশক সিংহের মত
তোমাদের নবীদের গ্রাস করেছে।
[৩১] তবে এই প্রজন্মের মানুষ যে তোমরা,
তোমরাই প্রভুর বাণী বিবেচনা করে দেখ!
ইস্রায়েলের কাছে আমি কি মরুপ্রান্তর হয়েছি?
কিংবা আমি কি ঘোর অন্ধকারের দেশ হয়েছি?
আমার জনগণ কেন বলে: আমরা এখন স্বাধীন,
তোমার কাছে আর ফিরব না!
[৩২] যুবতী কি নিজের ভূষণ,
ও কনে কি নিজের বিবাহ-পোশাক ভুলে যায়?
অথচ আমার আপন জনগণ আমাকে ভুলে রয়েছে
—অসংখ্য দিন ধরে।
[৩৩] প্রেমের অনুসন্ধানে তুমি তোমার পথ কেমন বেছে নিতে পার!

এজন্য তুমি ধূর্তা স্ত্রীলোকদেরও
শিখিয়েছ তোমার সেই সমস্ত পথ।
[৩৪] তোমার পোশাকের আঁচলেও
নির্দোষী দীনহীনদের রক্ত পাওয়া যাচ্ছে;
তেমন কিছুর উপরেই আমি রক্ত পাচ্ছি,
প্রাচীরের কোন ছিদ্রে নয়!
[৩৫] তা সত্ত্বেও তুমি প্রতিবাদ করে বল: আমি নির্দোষী,
তাঁর ক্রোধ ইতিমধ্যে আমা থেকে দূরেই গেছে।
কিন্তু দেখ, আমি তোমার বিচার করব,
যেহেতু তুমি বলেছ: আমি পথভ্রষ্টা হইনি!
[৩৬] তোমার পথ পরিবর্তন করার জন্য
তুমি কেন এত ঘুরে বেড়াও?
আশুরের বেলায় যেমন আশাভ্রষ্টা হয়েছিলে,
মিশরের বেলায়ও সেইমত আশাভ্রষ্টা হবে।
[৩৭] সেখান থেকেও হাত মাথায় করে ফিরে আসবে,
কেননা যাদের উপর তুমি ভরসা রেখেছিলে,
প্রভু তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন;
না! তাদের সাহায্য তোমার কোন উপকারে আসবে না।'

অনুতাপ

৩ [১] 'কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করার পর
সেই স্ত্রী তার সঙ্গ ছেড়ে যদি অন্য পুরুষের হয়,
তার স্বামীর কি আবার তার কাছে ফিরে যাওয়ার অধিকার আছে?
তেমন দেশ কি সম্পূর্ণরূপেই কলুষিত হয়নি?
আচ্ছা, তুমি বহু প্রেমিকের সঙ্গে ব্যভিচার করেছ
আর এখন আমার কাছে ফিরতে সাহস করছ!—প্রভুর উক্তি।

[২] চোখ তুলে গাছশূন্য যত পর্বতের দিকে তাকাও :
কোন্ স্থানেই বা তোমার সতীত্ব লঙ্ঘন হয়নি?
তুমি তো মরুপ্রান্তরে একজন আরবীয়ের মত
রাস্তা-ঘাটে ওদের অপেক্ষায় বসে ছিলে;
তোমার ব্যভিচার ও তোমার দুষ্কর্মে
তুমি দেশ কলুষিত করেছ।
[৩] এজন্যই বৃষ্টিধারা বন্ধ করা হয়েছে,
এজন্যই শেষ বর্ষাও হয়নি।
কিন্তু তুমি তোমার বেশ্যাগিরির স্পর্ধা রক্ষা করেছ,
তোমার লজ্জাবোধের কোন ইঙ্গিতও হয়নি।
[৪] তুমি কি এইমাত্র আমাকে উদ্দেশ করে চিৎকার করে বলনি,
"পিতা আমার, তুমিই আমার তরুণ বয়সের সখা?
[৫] তিনি কি তাঁর ক্ষোভ রাখবেন চিরকাল ধরে?
শেষ পর্যন্তই কি তাঁর ক্রোধ বজায় রাখবেন?"
তুমি একথা বলই বটে,
অথচ জেদি হয়ে যথাসাধ্য অপকর্ম করে চল।'

ইস্রায়েল ও যুদার প্রকৃত পরিচয়দান

[৬] যোশিয়া রাজার সময়ে প্রভু আমাকে বললেন, 'সেই বিদ্রোহিণী ইস্রায়েল যা করেছে, তা কি তুমি দেখেছ? সে প্রতিটি উচ্চস্থানের উপরে ও প্রতিটি সবুজ গাছের তলায় গিয়ে সেই সকল জায়গায় বেশ্যাগিরি করেছে। [৭] আমি ভাবছিলাম, সেইসব কিছু করার পর সে আমার কাছে ফিরে আসবে; কিন্তু সে ফিরে আসেনি। আর তার বোন সেই অবিশ্বস্তা যুদা তা দেখল; [৮] হ্যাঁ, সেও দেখল যে, তার সেই ব্যভিচারের কারণেই আমি বিদ্রোহিণী ইস্রায়েলকে ত্যাগপত্র দিয়ে ত্যাগ করেছি, কিন্তু তার বোন সেই অবিশ্বস্তা যুদা কিছুতেই ভয় পেল না; এমনকি সেও গিয়ে বেশ্যাগিরি করতে লাগল; [৯] এবং তার নির্লজ্জ বেশ্যাগিরিতে পৃথিবী নিজেই কলুষিত; সে পাথর ও কাঠের

সঙ্গেই ব্যভিচার করেছে। [১০] এমনটি হলেও তার বোন সেই অবিশ্বস্তা যুদা সমস্ত হৃদয় দিয়ে নয়, কেবল কপটতার সঙ্গেই আমার প্রতি ফিরেছে।' প্রভুর উক্তি।

আপন বিশ্বস্ততায় ঈশ্বর অনুতপ্তা ইস্রায়েলকে ফিরিয়ে আনবেন (

[১১] প্রভু আমাকে বললেন, 'অবিশ্বস্তা যুদার চেয়ে বিদ্রোহিণী ইস্রায়েল নিজেকে বেশি ধার্মিক দেখিয়েছে। [১২] তুমি যাও, এই সকল কথা উত্তরদিকে প্রচার কর ; বল :

হে বিদ্রোহিণী ইস্রায়েল, ফিরে এসো—প্রভুর উক্তি—
ভ্রূক্ষেপ করব না কো তোমার প্রতি ;
কেননা আমি কৃপাময়—প্রভুর উক্তি—
ক্রোধ থাকবে না কো চিরকাল।
[১৩] তুমি কেবল তোমার শঠতা স্বীকার কর,
কেননা তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্তা হয়েছ,
যত সবুজ গাছের তলায় বিদেশী দেবতাদের প্রতি প্রেম ছড়িয়েছ,
ও আমার প্রতি বাধ্য হওনি—প্রভুর উক্তি।
[১৪] হে পথভ্রষ্ট সন্তানেরা, ফিরে এসো—প্রভুর উক্তি—
কেননা আমিই তোমাদের মনিব।
আমি প্রতি শহর থেকে একজন ও প্রতি গোত্র থেকে একজন ক'রে বেছে নিয়ে
তোমাদের সিয়োনে ফিরিয়ে আনব।
[১৫] আমি তোমাদের আমার মনের মত পালকদের দেব,
তারা সদ্‌জ্ঞানে ও সুবুদ্ধিতে তোমাদের চরাবে।

মহান রাজার ভোজে নিমন্ত্রিত সকল জাতি

[১৬] আর সেসময়ে, যখন তোমরা দেশে বহুসংখ্যক ও ফলবান হবে—প্রভুর উক্তি—তখন "প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা" একথা লোকে আর বলবে না, তা কারও মনে আসবে না, তারা তা স্মরণে আনবে না, তার কথা ভেবে কেউ দুঃখ করবে না, এবং তা পুনরায় তৈরি করা হবে না। [১৭] সেসময়ে যেরুশালেম প্রভুর সিংহাসন বলে অভিহিতা হবে,

এবং যেরুশালেমকে দেওয়া প্রভুর নামের খাতিরে সকল দেশ তার দিকে ভেসে আসবে, আর তারা তাদের ধূর্ত হৃদয়ের কাঠিন্য অনুসারে আর চলবে না। [১৮] সেই দিনগুলিতে যুদাকুল ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে যোগ দেবে, আর তারা মিলে উত্তর দেশ থেকে সেই দেশে ফিরে আসবে, যা আমি উত্তরাধিকাররূপে তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছি।'

অপব্যয় পুত্রের প্রত্যাগমন

[১৯] 'আমি ভাবছিলাম,
কেমন করে আমি তোমাকে আমার সন্তানদের মধ্যে স্থান দেব?
আমি মনোমোহন এক দেশ তোমাকে দেব,
দেব এমন এক উত্তরাধিকার, যা সকল দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।
আমি ভাবছিলাম, তোমরা আমাকে বলবে "পিতা আমার!"
এবং আমার অনুসরণ করায় কখনও ক্ষান্ত হবে না।
[২০] কিন্তু এমন স্ত্রীলোকের মত যে প্রেমিকের প্রতি অবিশ্বস্তা হয়,
হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছ।' প্রভুর উক্তি।

[২১] গাছশূন্য যত উপপর্বতে এক স্বর ধ্বনিত হচ্ছে,
তা ইস্রায়েল সন্তানদের কান্না ও হাহাকারের সুর!
কারণ তারা তাদের যত পথ কুটিল করেছে,
তাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুকে ভুলে গেছে।
[২২] 'হে পথভ্রষ্ট সন্তানেরা, ফিরে এসো,
আমি তোমাদের বিদ্রোহ-কর্ম নিরাময় করব।'
'এই যে, আমরা তোমার কাছে আসছি,
তুমিই যে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু!
[২৩] সত্যি, যত উপপর্বত মিথ্যামাত্র,
পর্বতের যত কোলাহলও মিথ্যামাত্র;
সত্যি, আমাদের পরমেশ্বর প্রভুতেই রয়েছে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ!
[২৪] সেই লজ্জাই আমাদের বাল্যকাল থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের শ্রমফলকে,

তাঁদের মেষের পাল ও গবাদি পশুকে,
তাঁদের পুত্রকন্যাদের গ্রাস করেছে।
[২৫] এসো, আমাদের লজ্জায় শুয়ে পড়ি,
আমাদের দুর্নাম আমাদের আচ্ছন্ন করুক;
কারণ আমাদের যৌবনকাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত
আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরা
আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি,
এবং আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কণ্ঠে কান দিইনি।'

৪ [১] প্রভু একথা বলছেন:

'ইস্রায়েল, তুমি যদি ফিরে আসতে চাও,
তবে তোমাকে আমারই দিকে ফিরতে হবে।
যদি আমার দৃষ্টি থেকে তোমার ঘৃণ্য বস্তুগুলি দূর কর,
যদি আর পথভ্রষ্টা না হও,
[২] এবং সত্য, সততা ও ধর্মময়তায় শপথ করে বল,
"জীবনময় প্রভুর দিব্যি!"
তবে দেশগুলো তাঁর দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে,
ও তাঁরই মধ্যে গৌরব বোধ করবে।'

[৩] কারণ প্রভু যুদা ও যেরুশালেমের লোকদের কাছে একথা বলছেন:
'তোমরা অবহেলিত জমি কোদাল দিয়ে চাষ কর,
কাঁটাঝোপের মধ্যে বীজ বুনো না।
[৪] হে যুদার মানুষ, হে যেরুশালেমের অধিবাসীরা,
প্রভুর উদ্দেশে পরিচ্ছেদিত হও,
তোমাদের হৃদয়কেই পরিচ্ছেদিত কর,
পাছে তোমাদের কুকর্মের ফলে
আমার রোষ আগুনের মত জ্বলে ওঠে,

এবং তার দাহ নিভিয়ে দেবে এমন কেউ থাকবে না।'

[৫] তোমরা যুদায় একথা প্রচার কর,
যেরুশালেমে তা ঘোষণা কর ; বল :
'দেশজুড়ে তুরি বাজাও,
জোর গলায় চিৎকার করে বল :
জড় হও ; এসো, আমরা সুরক্ষিত নগরগুলিতে প্রবেশ করি।
[৬] সিয়োনের দিকে সঙ্কেত-চিহ্ন উত্তোলন কর ;
পালিয়ে যাও, দেরি করো না,
কারণ উত্তর থেকে আমি অমঙ্গল নিয়ে আসছি,
নিয়ে আসছি মহা সর্বনাশ।
[৭] সিংহ নিজের ঝোপ থেকে লাফিয়ে উঠেছে,
সর্বদেশের বিনাশক পথে আছে,
তোমার দেশ ধ্বংসস্থান করার জন্য
সে নিজের আস্তানা থেকে রওনা হয়েছে :
তোমার শহরগুলো উচ্ছেদ করা হবে,
সেগুলোর মধ্যে নিবাসী কেউই আর থাকবে না।
[৮] তাই চটের কাপড় পর,
বিলাপ কর, হাহাকার কর,
কেননা প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ আমাদের ছেড়ে চলে যায়নি।'

[৯] প্রভু একথা বলছেন :
'সেদিন রাজার হৃদয় নিঃশেষিত হবে,
নেতাদের হৃদয়ও নিঃশেষিত হবে ;
যাজকেরা চমকে উঠবে,
নবীরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াবে।'
[১০] তখন আমি বললাম, 'হায়, প্রভু পরমেশ্বর,
এই লোকদের প্রতি ও যেরুশালেমের প্রতি তোমার কেমন দারুণ প্রবঞ্চনা!

তুমি নাকি বলছিলে, তোমরা শান্তি ভোগ করবে;
অথচ তাদের গলায় খড়্গ উপস্থিত।'

[১১] সেসময়ে এই লোকদের ও যেরুশালেমকে একথা বলা হবে:
'মরুপ্রান্তরের পর্বতমালা থেকে
উত্তপ্ত বাতাস আমার জাতি-কন্যার দিকে বয়ে আসছে;
তা শস্য ঝাড়বার বা বাছাই করার জন্য নয়।
[১২] আমা থেকেই এক প্রচণ্ড বাতাস আসছে।
এখন আমিও লোকদের বিরুদ্ধে বিচারদণ্ড ঘোষণা করব।'
[১৩] দেখ, সে এগিয়ে আসছে মেঘপুঞ্জের মত,
তার রথগুলি ঝড়ো বাতাসের মত,
তার অশ্বগুলি ঈগলের চেয়েও দ্রুতগামী।
হায়, আমরা হারিয়ে গেছি!
[১৪] যেরুশালেম, হৃদয় ধৌত করে তোমার শঠতা ঘুচিয়ে ফেল,
তবেই পরিত্রাণ পাবে;
আর কতদিন তোমার হৃদয়ে কুচিন্তা বাস করবে?
[১৫] এই যে, দান থেকে এক কণ্ঠ কথাটা নিয়ে আসছে,
এফ্রাইমের পর্বতমালা থেকে কে যেন এই অমঙ্গলের সংবাদ দিচ্ছে।
[১৬] তোমরা দেশসকলকে সংবাদ দাও,
যেরুশালেমকে কথাটা জানাও।
আক্রমণকারীরা সুদূর এক দেশ থেকে আসছে,
যুদার শহরগুলির বিরুদ্ধে রণধ্বনি তুলছে।
[১৭] খেত-রক্ষকের মত তারা যেরুশালেমকে চারদিকে ঘিরে ফেলেছে,
কারণ সে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে—প্রভুর উক্তি।
[১৮] তোমার আচরণ ও তোমার কাজকর্মই এসব ঘটাচ্ছে;
এ তোমার দুষ্টতার ফল;
আহা, তা কেমন তিক্ত! আহা, তা বিঁধে ফেলেছে তোমার হৃদয়!

[১৯] হায় আমার অন্তরাজি! হায় আমার অন্ত্র! আমি বিদীর্ণ;
হায় আমার হৃদয়ের দেওয়াল;
আমার হৃদয় ধুক্ ধুক্ করছে;
আমি নিশ্চুপ থাকতে পারি না,
আমি যে শুনতে পাচ্ছি তুরিনিনাদ, যুদ্ধের সিংহনাদ।
[২০] ধ্বংসের উপরে ধ্বংস—এটি সংবাদ!
সমগ্র দেশ ধ্বংসস্থান!
আমার যত তাঁবু হঠাৎ উচ্ছিন্ন হয়েছে,
এক নিমেষে আমার যত আশ্রয় ধ্বংসিত।
[২১] আমাকে কত দিন সেই পতাকা দেখতে হবে?
কত দিন সেই তুরিনিনাদ শুনতে হবে?

[২২] হায়, আমার জনগণ কেমন নির্বোধ!
তারা আমাকে জানে না,
তারা জ্ঞানশূন্য বালক,
বিচারবুদ্ধি তাদের নেই;
তারা কদাচারে নিপুণ, কিন্তু সদাচারে অজ্ঞ।

[২৩] আমি পৃথিবীর উপরে দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, তা নিরাকার ও শূন্যময়;
আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম—তাতে আর নেই কোন আলো।
[২৪] পর্বতমালার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, তা সবই কাঁপছে,
উপপর্বতও টলটল করছে।
[২৫] আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, কেউই ছিল না,
আকাশের সমস্ত পাখিও পালিয়ে গেছে।
[২৬] আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, উর্বর মাটি এখন মরুপ্রান্তর,
প্রভুর সামনে ও তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের সামনে
তার সকল শহর ধ্বংসস্তূপ।
[২৭] কেননা প্রভু একথা বলছেন,

‘সমস্ত দেশ হবে ধ্বংসস্থান—যদিও আমি তা নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করব না।
[২৮] ফলে পৃথিবী শোকপালন করবে,
এবং ঊর্ধ্বের আকাশ অন্ধকারময় হবে,
কারণ আমি কথা বলেছি, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছি,
এই ব্যাপারে মন পাল্টাব না, একথা ফিরিয়ে নেব না।’

[২৯] অশ্বারোহীদের ও তীরন্দাজদের কোলাহলে
সমস্ত শহর পালিয়ে যায়,
কেউ কেউ ঘন বনে ঝাঁপ দেয়, কেউ কেউ শৈলে ওঠে।
সকল শহর পরিত্যক্ত,
সেগুলিতে নিবাসী মানুষমাত্র নেই।
[৩০] আর তুমি, হে উৎসন্না, কী করবে?
যদিও লাল পোশাক পরে নাও,
যদিও সোনার অলঙ্কারে নিজেকে ভূষিত কর,
যদিও অঞ্জন দিয়ে চোখ চের,
তবু তোমার সৌন্দর্যের চেষ্টা বৃথাই হবে:
তোমার প্রেমিকেরা তোমাকে অবজ্ঞা করে,
তারা তোমার প্রাণনাশেরই চেষ্টায় আছে।
[৩১] বস্তুত স্ত্রীলোকের প্রসবকালের চিৎকারের মত,
প্রথম প্রসবকালের তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মত চিৎকার শুনছি:
তা সিয়োন-কন্যার চিৎকার,
সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে বলছে:
‘হায়, আমি অবসন্না,
খুনীদের হাতেই আমার প্রাণ!’

উত্তর থেকে আক্রমণ, ও তার কারণ

৫ [১] তোমরা যেরুশালেমের রাস্তায় রাস্তায় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান কর,

লক্ষ কর, বিবেচনা করে দেখ,
সেখানকার চত্বরে চত্বরে সন্ধান কর।
যদি এমন একজনকেও পেতে পার,
যে ন্যায়াচরণ করে ও সত্যের অন্বেষণ করে,
তবে আমি নগরীকে ক্ষমা করব।
[২] যদিও তারা বলে, ‘জীবনময় প্রভুর দিব্যি,’
তবু তারা মিথ্যা শপথ করে।
[৩] প্রভু, তোমার চোখ কি সত্যের সন্ধান করে না?
তুমি তাদের প্রহার করেছ, কিন্তু তারা যে ব্যথা পেয়েছে তা দেখায় না;
তাদের জীর্ণ করেছ, কিন্তু তারা সংশোধনের কথা বুঝতে অস্বীকার করে।
তারা তাদের নিজেদের মুখ পাথরের চেয়েও কঠিন করল,
তারা ফিরে আসতে চায় না।
[৪] আমি ভাবছিলাম: ‘এরা তো নীচ শ্রেণির লোক,
এরা নির্বোধের মত কাজ করে,
কারণ প্রভুর পথ ও তাদের পরমেশ্বরের নিয়মনীতি জানে না।
[৫] আমি এবার গণ্যমান্য লোকদের কাছে গিয়ে
তাদেরই কাছে কথা বলব,
তারা প্রভুর পথ ও তাদের পরমেশ্বরের নিয়মনীতি নিশ্চয় জানে।’
হায়, তারাও একজোট হয়ে জোয়াল ভেঙে দিয়েছে,
বন্ধন ছিন্ন করেছে!
[৬] এজন্য বন থেকে একটা সিংহ এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে,
প্রান্তর থেকে একটা নেকড়ে এসে তাদের খণ্ড-বিখণ্ড করবে,
একটা চিতাবাঘ তাদের শহরগুলির কাছে ওত পেতে থাকবে;
যে কেউ শহর থেকে বের হবে, সে দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে;
কারণ তাদের অধর্ম বেড়েছে,
তাদের বিদ্রোহ-কর্ম গুরুতর হয়েছে।

[৭] 'আমি কেন তোমাকে ক্ষমা করব?
তোমার সন্তানেরা তো আমাকে ত্যাগই করেছে;
যা কিছু ঈশ্বর নয়, তারই দিব্যি দিয়ে শপথ করেছে।
আমি তাদের পরিতৃপ্ত করলাম, কিন্তু তারা ব্যভিচার করল,
ও দলে দলে বেশ্যার বাড়িতে গিয়ে ভিড় করল।
[৮] তারা যেন হৃষ্টপুষ্ট ও তেজী ঘোড়ার মত,
প্রত্যেকে পরস্ত্রীর প্রতি হ্রেষা করে।
[৯] আমি কি এসব কিছুর জন্য তাদের শাস্তি দেব না?
—প্রভুর উক্তি—
তেমন জাতির উপর প্রতিশোধ নেব না?
[১০] তোমরা যেরুশালেমের আঙুরখেতে গিয়ে সবই নষ্ট কর,
কিন্তু তা নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করো না;
তার শাখাগুলো ছিঁড়ে ফেল,
কারণ সেগুলি প্রভুর নয়।
[১১] কেননা ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুল
আমার প্রতি নিতান্ত অবিশ্বস্ত হয়েছে।' প্রভুর উক্তি।

[১২] তারা প্রভুকে অস্বীকার করেছে:
তারা বলেছে, 'উনি সেই তিনি নন;
আমাদের উপর অমঙ্গল নেমে আসবে না,
আমরা খড়্গাও দেখব না, দুর্ভিক্ষও নয়।
[১৩] আর সেই নবীরা, তারা বাতাস মাত্র!
বাণী তাদের অন্তরে নেই,
তাই তারা যা বলে, তা তাদের প্রতিই ঘটুক!'
[১৪] অতএব প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, একথা বলছেন:
'যেহেতু তারা তেমন কথা উচ্চারণ করেছে,
সেজন্য দেখ, তোমার মুখে আমার যে বাণী,

তা আমি আগুন করব,
এই জাতিকে করব কাঠ,
আর সেই আগুন এই কাঠ গ্রাস করবে।
[১৫] হে ইস্রায়েলকুল—প্রভুর উক্তি—
দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে
দূর থেকে এক জাতিকে আনব :
তা বলবান এক জাতি,
তা প্রাচীন এক জাতি!
তা এমন জাতি, যার ভাষা তুমি জান না,
তারা কি বলে, তা বুঝতে পার না।
[১৬] তাদের তূণ খোলা কবরের মত,
তারা সকলে বীরযোদ্ধা।
[১৭] তারা তোমার ফসল ও তোমার অন্ন গ্রাস করবে,
তোমার ছেলেমেয়েদের গ্রাস করবে,
তোমার মেষ-ছাগের পাল ও গবাদি পশুধন গ্রাস করবে,
তোমার আঙুরখেত ও ডুমুরগাছ গ্রাস করবে,
প্রাচীরে ঘেরা সেই শহরগুলিকেও চুরমার করবে,
যার উপরে তুমি ভরসা রাখতে।
[১৮] কিন্তু সেই দিনগুলিতেও—প্রভুর উক্তি—
আমি তোমাদের নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করব না।’

[১৯] আর সেসময়ে লোকে যদি বলে, ‘আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের প্রতি এসব কিছু কেন করছেন?’ তুমি উত্তরে বলবে: ‘তোমরা যেমন আমাকে ত্যাগ করেছ ও তোমাদের আপন দেশে বিদেশী দেব-দেবীর সেবা করেছ, তেমনি এমন দেশে বিদেশীদের সেবা করবে, যা তোমাদের আপন দেশ নয়।’

দুর্ভিক্ষের দিন

[২০] তোমরা যাকোবকুলকে একথা জানাও,
যুদার মধ্যে একথা প্রচার করে বল:
[২১] ‘হে নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন জাতি,
চোখ থাকতে অন্ধ,
কান থাকতে বধির যে তোমরা,
তোমরা একথা শোন।
[২২] তোমরা কি আমাকে ভয় পাবে না?—প্রভুর উক্তি।
আমার সম্মুখে কি কম্পিত হবে না?
আমিই তো সমুদ্রের সীমানা হিসাবে বালুকে
এমন নিত্যস্থায়ী প্রতিবন্ধকরূপে স্থাপন করেছি
যা তা অতিক্রম করতে পারে না;
তার তরঙ্গমালা আস্ফালন করলেও জয়ী হতে পারে না,
গর্জন করলেও সীমানাকে অতিক্রম করতে পারে না।’
[২৩] কিন্তু এই জনগণের হৃদয় অবাধ্য ও বিদ্রোহী;
তারা পিছন দিকে ফিরে চলে গেল;
[২৪] মনে মনেও তারা একথা বলে না:
‘এসো, আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করি;
তিনিই তো ঠিক সময়ে প্রথম ও শেষ বর্ষার জল দেন,
আমাদের জন্য ফসল কাটার নিয়মিত সপ্তাহগুলি রক্ষা করেন।’
[২৫] তোমাদের সমস্ত শঠতা এসব কিছু উল্টোপাল্টো করেছে,
তোমাদের সমস্ত পাপ এই মঙ্গল থেকে তোমাদের বঞ্চিত করেছে;
[২৬] কারণ আমার জনগণের মধ্যে দুর্জন মানুষ আছে,
তারা ব্যাধের মত ওত পেতে থাকে,
মানুষকে ধরবার জন্য ফাঁদ পাতে।
[২৭] পিঁজরে যেমন পাখিতে ভরা,

তেমনি তাদের বাড়ি ছলনায় ভরা;
এজন্যই তারা সমৃদ্ধ ও ধনবান হল।
[২৮] তারা মোটা-সোটা ও মসৃণ,
তাদের অপকর্ম সীমার অতীত;
তারা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ায় না,
বিচারে এতিমদের পক্ষসমর্থনে তৎপর নয়,
নিঃস্বদের অধিকার রক্ষা করে না।
[২৯] আমি কি এসব কিছুর জন্য তাদের শাস্তি দেব না?
—প্রভুর উক্তি—
তেমন জাতিকে কি প্রতিফল দেব না?

[৩০] দেশের মধ্যে ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকর ব্যাপার সাধিত হচ্ছে:
[৩১] নবীরা মিথ্যা বাণী দেয়,
যাজকেরা নিজেদের হাতে সবকিছু নেয়;
আর আমার জনগণ এই পরিস্থিতি ভালবাসে!
কিন্তু শেষে তোমরা কী করবে?

আক্রমণ বিষয়ক অতিরিক্ত বর্ণনা

৬ [১] হে বেঞ্জামিন-সন্তানেরা, পালিয়ে যাও,
যেরুশালেমের ভিতর থেকে পালিয়ে যাও।
তেকোয়াতে তুরি বাজাও,
বেথ্-হাক্কেরেমে বিপদ-সঙ্কেত উত্তোলন কর,
কেননা উত্তরদিক থেকে মহা অমঙ্গল আসছে,
আসছে মহা সর্বনাশ।
[২] সুন্দরী ও কোমলা যে সিয়োন-কন্যা,
তাকে আমি স্তব্ধ করে দেব।
[৩] রাখালেরা নিজেদের পাল সঙ্গে নিয়ে

তার দিকে এগিয়ে আসছে;
তারা তার চারদিকে তাঁবু গেড়ে
প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশে পাল চরাচ্ছে।
[৪] ‘তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরী হও;
ওঠ, আমরা মধ্যাহ্নেই আক্রমণ চালাব।
ধিক্ আমাদের! বেলা হয়েই গেছে,
সন্ধ্যাকালের ছায়া দীর্ঘান্বিত হচ্ছে।
[৫] ওঠ, আমরা রাতের বেলায় আক্রমণ চালাব,
তার যত প্রাসাদ ধ্বংস করব।’
[৬] কেননা সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
‘তোমরা গাছ কেটে
যেরুশালেমের গায়ে জাঙ্গাল বাঁধ।
এই নগরী শাস্তির যোগ্য,
তার ভিতরে শুধু অত্যাচার!
[৭] কুয়ো যেমন নিজের জল টাটকা রাখে,
সে তেমনি নিজের শঠতা টাটকা রাখে।
তার মধ্যে হিংসা ও অত্যাচার ধ্বনিত,
ব্যথা ও ঘা আমার সামনে সর্বদাই উপস্থিত।
[৮] যেরুশালেম, সাবধান বাণী গ্রহণ কর,
পাছে আমি তোমাকে ত্যাগ করে দূরে চলে যাই,
পাছে তোমাকে ধ্বংসস্থান করি, জনহীন ভূমি করি।’
[৯] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
‘ওরা ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে
বাকি আঙুরফলের মত ঘন ঘন কুড়িয়ে নিক;
আঙুরফল যে সংগ্রহ করে, তার মত
তার শাখাগুলোর উপর আবার হাত বাড়াও।’

[১০] আমি কার্ কাছে কথা বলব,
কাকেই বা সাধাসাধি করব, সে যেন শোনে?
দেখ, তাদের কান পরিচ্ছেদিত নয়,
মনোযোগ দিতে তারা অক্ষম।
দেখ, প্রভুর বাণী তাদের কাছে তাচ্ছিল্যের বিষয়,
সেই বাণী তাদের প্রীতির পাত্র নয়।
[১১] কিন্তু আমি প্রভুর ক্রোধে পরিপূর্ণ,
তা আর সংযত রাখতে পারি না।
'রাস্তায় ছেলেদের উপরে,
যুবকদের সভার উপরেও তা ঢেলে দাও,
কারণ নর-নারী যুবা-বৃদ্ধ সকলেই একসঙ্গে তাতে ধরা পড়বে।
[১২] তাদের বাড়ি-ঘর পরের অধিকার হবে,
তাদের জমি ও নারীরাও তাই,
কারণ আমি এদেশের অধিবাসীদের উপরে
বাড়াব আমার হাত!' প্রভুর উক্তি।
[১৩] কেননা ছোটজন থেকে বড়জন পর্যন্ত
সকলেই লোভী ও কুটিল;
নবী থেকে যাজক পর্যন্ত
সকলেই ছলনায় রত।
[১৪] তারা আমার জাতির ক্ষতের যত্ন নেয় বটে,
কিন্তু ভাসা ভাসাই সেই যত্ন;
হ্যাঁ, তারা 'শান্তি শান্তি' বলে, কিন্তু শান্তি নেই।
[১৫] তারা তেমন জঘন্য কাজ করে কি লজ্জাবোধ করে?
না, আদৌ লজ্জাবোধ করে না,
লজ্জায় লাল হতেও জানে না।
'এজন্য পতিতদের মধ্যে তাদেরও পতন হবে,

শাস্তির ক্ষণে তাদের লুটিয়ে দেওয়া হবে।’ প্রভুর উক্তি।

[১৬] প্রভু একথা বলছেন :
‘তোমরা পথে পথে দাঁড়িয়ে দেখ ;
অতীতকালের মার্গের কথা, উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক’রে
সেই পথে চল।
তবে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।’
কিন্তু তারা বলল, ‘আমরা সে পথে চলব না!’
[১৭] আমি তোমাদের উপরে প্রহরী নিযুক্ত করলাম, বললাম,
‘তোমরা তুরিধ্বনিতে কান দাও।’
কিন্তু তারা বলল, ‘কান দেব না!’
[১৮] এজন্য, হে জাতি-বিজাতি, শোন ;
জনমণ্ডলী, তাদের প্রতি কি কি ঘটতে যাচ্ছে, তা জ্ঞাত হও।
[১৯] পৃথিবী, শোন!
‘দেখ, আমিই এই জাতির উপরে অমঙ্গল ডেকে আনব,
তাদের চিন্তা-ভাবনার ফল নামিয়ে আনব,
কারণ তারা আমার বাণীতে মনোযোগ দেয়নি,
আমার নির্দেশগুলো পরিত্যাগ করেছে।
[২০] কিসের জন্য শেবা থেকে আনা ধূপ আমাকে নিবেদন করা হচ্ছে?
কিসের জন্যই বা দূরদেশ থেকে আসা সুগন্ধি মসলা আমাকে দেওয়া হচ্ছে?
তোমাদের আহুতিগুলি গ্রহণীয় নয়,
তোমাদের যজ্ঞবলিতেও আমি প্রীত নই।’
[২১] সুতরাং প্রভু একথা বলছেন :
‘দেখ, আমি এই জাতির সামনে কতগুলো পাথর বসাব
যাতে পিতারা ও সন্তানেরা সবাই মিলে সেগুলোতে হোঁচট খায় ;
প্রতিবেশী ও বন্ধুরা বিনষ্ট হবে।’

[২২] প্রভু একথা বলছেন :
'দেখ, উত্তর দেশ থেকে এক সেনাদল আসছে,
পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এক মহাজাতিকে উত্তেজিত করা হচ্ছে।
[২৩] তারা ধনুক ও বর্শাধারী,
নিষ্ঠুর ও মমতাবিহীন।
তাদের শব্দ সমুদ্রগর্জনের মত,
তারা ঘোড়ায় চড়ে আসছে;
হায়, সিয়োন-কন্যা, তোমারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে
তারা এক মানুষই যেন তৈরী।'
[২৪] 'আমরা তাদের বিষয়ে কথা শুনেছি,
আমাদের হাত অবশ হল,
যন্ত্রণা, প্রসবিনীর ব্যথার মত ব্যথা আমাদের ধরল।'
[২৫] খোলা মাঠে বের হয়ো না,
পথে পা বাড়িয়ো না,
কেননা সেখানে রয়েছে শত্রুর খড়্গ,
আর চারদিকে বিরাজ করছে সন্ত্রাস।
[২৬] হে আমার জাতি-কন্যা, চটের কাপড় পর,
ছাইয়ে গড়াগড়ি দাও।
একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর জন্য শোকের মত শোক কর,
তিক্ততা ভরে বিলাপ কর,
কেননা বিনাশক অকস্মাৎ আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

[২৭] আমি জনগণের মধ্যে তাদের আচরণ জানবার ও পরীক্ষা করার জন্য
তোমাকে পরীক্ষক করে নিযুক্ত করেছি।
[২৮] তারা সকলে বিদ্রোহীদের চেয়েও বিদ্রোহী,
পরনিন্দা রটিয়ে বেড়ায়;
তারা ব্রঞ্জ ও লোহার মত :

সকলেই ভ্রষ্ট।

[২৯] সীসা আগুনে শেষ করে দেবার জন্য

হাপর তীব্র বাতাস দেয়;

কিন্তু তা নিখাদ করার প্রচেষ্টা বৃথা;

অপকর্মাদেরও বিযুক্ত করা যায় না!

[৩০] তাদের ‘অগ্রাহ্য রুপো’ বলে ডাকা হয়,

কারণ প্রভু তাদের অগ্রাহ্য করেছেন।

যেহোইয়াকিম রাজার আমলে ও পরবর্তীকালে উচ্চারিত ভাববাণী

প্রকৃত উপাসনা—অভিযোগ

৭ [১] প্রভুর কাছ থেকে যে বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ:
[২] 'প্রভুর গৃহ-দ্বারে দাঁড়াও, সেখানে এই কথা ঘোষণা কর; বল: প্রভুর বাণী শোন,
হে যুদার সেই সকল মানুষ, যারা প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করতে এই তোরণদ্বার দিয়ে
প্রবেশ কর। [৩] সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমাদের
আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার কর, তবেই এই স্থানে তোমাদের বসবাস করতে দেব।
[৪] যারা বলে, "প্রভুর মন্দির, প্রভুর মন্দির, এই তো প্রভুর মন্দির!" তাদের এ
ছলনাপূর্ণ বাণীতে তোমরা ভরসা রেখো না। [৫] বরং তোমরা যদি তোমাদের আচরণ ও
কাজকর্ম সত্যি সংস্কার কর, যদি একে অন্যের প্রতি ন্যায্যতার সঙ্গে ব্যবহার কর,
[৬] যদি প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে অত্যাচার না কর, যদি এই স্থানে নির্দোষীর
রক্তপাত না কর, যদি তোমাদের নিজেদের অমঙ্গলের জন্যই অন্য দেবতাদের পিছনে না
যাও, [৭] তবেই আমি তোমাদের বসবাস করতে দেব এই স্থানেই, এই দেশেই যা
তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিলাম প্রাচীনকাল থেকে চিরকালের মত। [৮] দেখ, তোমরা
তো মিথ্যায় ভরসা রাখ, তাতে তোমাদের কোন উপকার হবে না। [৯] তোমরা কি চুরি,
নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যাশপথ, বায়ালের উদ্দেশে ধূপদাহ, ও এমন দেবতাদের
অনুসরণ করবে যাদের সম্বন্ধে কিছুই জান না, [১০] পরে এখানে এসে, এই যে গৃহ
আমার আপন নাম বহন করে, এই গৃহে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে: এই সমস্ত জঘন্য
কাজ করে যাবার জন্য আমরা এখন নিরাপদ! [১১] এই যে গৃহ আমার আপন নাম
বহন করে, তা কি তোমাদের দৃষ্টিতে দস্যুর আস্তানা? দেখ, আমিও এইসব কিছু দেখতে
পাচ্ছি—প্রভুর উক্তি।

[১২] তাই তোমরা সেইখানে যাও, শীলোতে যে স্থান একসময় আমার ছিল,
যেখানে আমি প্রথমে আমার নামের আবাস স্থির করেছিলাম, সেইখানে যাও; এবং
আমার জনগণ সেই ইস্রায়েলের অপকর্মের কারণে আমি সেই স্থানের প্রতি যা করেছি, তা
বিবেচনা করে দেখ। [১৩] যেহেতু তোমরা এই সমস্ত কর্ম করেছ—প্রভুর উক্তি—এবং

আমি এত তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে তোমাদের কাছে কথা বললেও তোমরা কান দাওনি, আমি তোমাদের ডাকলে তোমরা উত্তর দাওনি, [১৪] সেজন্য এই যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, এই যে গৃহে তোমরা ভরসা রাখ, এবং এই যে স্থান তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছি, এর প্রতিও আমি সেইভাবে করব, যেভাবে শীলোর প্রতি করেছিলাম। [১৫] আমি যেমন তোমাদের ভাইদের, এফ্রাইমের সেই সমস্ত বংশকে বের করে দিয়েছি, তেমনি তোমাদেরও আমার চোখের সামনে থেকে বের করে দেব।'

[১৬] 'তোমার ক্ষেত্রে, তুমি এই জনগণের হয়ে প্রার্থনা করো না, তাদের হয়ে আমার কাছে মিনতি ও প্রার্থনা নিবেদন করো না, আমার কাছে সনির্বন্ধ আবেদনও জানিয়ো না, কারণ আমি তোমাকে শুনব না। [১৭] যুদার শহরে শহরে ও যেরুশালেমের রাস্তা-ঘাটে তারা যা করছে, তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ না? [১৮] ছেলেরা কাঠ কুড়োয়, পিতারা আগুন জ্বালায়, ও স্ত্রীলোকেরা ময়দা ছানে—আকাশরানীর উদ্দেশে পিঠা বানানোর জন্যই তারা এসব কিছু করছে; তারপর আমাকে অপমান করার জন্য অন্য দেবতাদের উদ্দেশে পানীয়-নৈবেদ্য ঢালে। [১৯] তারা কি আমারই অপমান করে?—প্রভুর উক্তি—নাকি নিজেদেরই অপমান করে ও তাই করে নিজেদের লজ্জার বস্তু করে?' [২০] সুতরাং প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন, 'দেখ, এই স্থানের উপরে—মানুষ ও পশু, মাঠের গাছপালা ও ভূমির ফল—এসবের উপরে আমার ক্রোধ ও রোষ বর্ষিত হবে; তা জ্বলতে থাকবে, নিভবে না।'

[২১] সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: 'তোমরা তোমাদের অন্যান্য বলির সঙ্গে আহুতিবলিও যোগ কর, আর সেগুলির সমস্ত মাংস খেয়ে ফেল! [২২] বস্তুতপক্ষে যেদিন আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলাম ও তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, সেসময়ে আহুতি বা যজ্ঞ সম্বন্ধে তাদের আজ্ঞা দিয়েছিলাম, এমন নয়; [২৩] বরং তাদের জন্য যে আজ্ঞা জারি করেছিলাম, তা ছিল এ: আমার প্রতি বাধ্য হও, তবেই আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর ও তোমরা হবে আমার আপন জনগণ; আর আমি যে সমস্ত পথে চলবার আজ্ঞা দিলাম, সেই সমস্ত পথেই চল, যেন তোমাদের মঙ্গল হয়। [২৪] কিন্তু তারা শুনল না, কান দিল না, বরং তাদের নিজেদের ধূর্ত হৃদয়ের জেদ অনুসারেই এগিয়ে চলল—

কিন্তু আসলে এগিয়ে না চলে পিছেই পড়ে গেল! [২৫] যেদিন তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মিশর দেশ থেকে বের হয়ে এসেছিল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তৎপর হয়েই দিনের পর দিন আমার সকল দাস সেই নবীদের তোমাদের কাছে প্রেরণ করে আসছি। [২৬] তবু লোকেরা আমার বাণী শোনেনি, কান দেয়নি, বরং তাদের মন কঠিন করল, তারা তাদের পিতৃপুরুষদের চেয়েও বেশি ধূর্ত হল।

[২৭] তাই তুমি তাদের এই সকল কথা বলবে, কিন্তু তারা তোমাকে শুনবে না; তুমি তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা তোমাকে উত্তর দেবে না। [২৮] তখন তুমি তাদের বলবে: এ সেই জাতি, যে তার আপন পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হয় না, সংশোধনের কথাও গ্রাহ্য করে না। সত্য লোপ পেয়েছে, এদের মুখ থেকে তা মিলিয়ে গেছে!

[২৯] তোমার নাজিরিত্বের চুল কেটে দূরে ফেলে দাও, গাছশূন্য পাহাড়পর্বতের উপরে উঠে বিলাপগান ধর, কেননা প্রভু তাঁর ক্রোধের পাত্র এই বংশকে অগ্রাহ্য করেছেন, পরিত্যাগ করেছেন। [৩০] কারণ আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, যুদার সন্তানেরা তেমন কাজই করেছে, প্রভুর উক্তি। এই যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, তা কলুষিত করার জন্য তারা তার মধ্যে তাদের ঘৃণ্য বস্তুগুলি দাঁড় করিয়েছে। [৩১] তারা তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের আগুনে পোড়াবার জন্য বেন্-হিন্নোম উপত্যকায় তোফেথের সমাধিস্তূপ গেঁথে তুলেছে—এ এমন কিছু, যা আমি আজ্ঞা করিনি, কখনও কল্পনাও করিনি!

[৩২] এজন্য দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন ওই স্থান আর তোফেথ কিংবা বেন্-হিন্নোম উপত্যকা নামে অভিহিত হবে না, কিন্তু মহাসংহার-উপত্যকা বলে অভিহিত হবে, কারণ জায়গার অভাবে লোকেরা ওই তোফেথেই কবর দেবে। [৩৩] এই জনগণের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের ও বন্যজন্তুদের খাদ্য হবে, আর সেগুলোকে তাড়িয়ে দেবে এমন কেউই থাকবে না। [৩৪] তখন আমি যুদার শহরে শহরে ও যেরুশালেমের রাস্তা-ঘাটে ফুর্তির সুর ও আনন্দের সুর, ও বরের কণ্ঠ ও কনের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেব, কেননা দেশটি উৎসন্নস্থান হয়ে পড়বে।'

৮ [১] 'সেসময়—প্রভুর উক্তি—যুদার রাজাদের হাড়, তাদের নেতাদের হাড়, যাজকদের হাড়, নবীদের হাড় ও যেরুশালেম-বাসীদের হাড় তাদের কবর থেকে বের

করে দেওয়া হবে; [২] আর সেই সকল হাড় ছড়িয়ে দেওয়া হবে সেই সূর্য, চন্দ্র ও সমস্ত আকাশের তারকা-বাহিনীর সামনে, যেগুলিকে তারা ভক্তি ও সেবা করল, যেগুলির অনুগামী হল, যেগুলির অভিমত অনুসন্ধান করল ও যেগুলির উদ্দেশে প্রণিপাত করল। সেই হাড়গুলিকে আর জড় করা হবে না, আবার কবরে আর দেওয়া হবে না, কিন্তু পড়ে থাকবে মাটির উপরে সারের মত। [৩] তখন এই ধূর্ত বংশের যত লোক বাকি থাকবে, —যে সকল জায়গায় আমি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছি, সেই সকল জায়গায় তারা জীবনের চেয়ে মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় মনে করবে।' সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।

অপকর্ম সাধনে রত ইস্রায়েল

[৪] তুমি তাদের আরও বলবে: 'প্রভু একথা বলছেন:
মানুষ পড়লে সে কি আর ওঠে না?
বিপথে গেলে মানুষ কি আর ফিরে আসে না?
[৫] তবে এই জাতি কেন যেরুশালেমে শুধু বিদ্রোহ করে থাকে?
তারা ধূর্ততাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে,
ফিরে আসতে অস্বীকার করে।
[৬] আমি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম,
কিন্তু তারা উচিত কথা বলে না।
নিজের শঠতার জন্য অনুতাপ করে কেউ বলে না:
হায়, আমি কী করলাম!
যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এমন ঘোড়ার মত
তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মগতিতে ফিরে যায়।
[৭] আকাশে সারসও তার নিজের সময় জানে,
এবং ঘুঘু, তালচোঁচ ও বক নিজ নিজ আগমনের কাল পালন করে,
কিন্তু আমার জনগণ প্রভুর নিয়ম জানে না।'

[৮] তোমরা কেমন করে বলতে পার:
'আমরা প্রজ্ঞাবান,

প্রভুর বিধান আমাদের সঙ্গে আছে?’
দেখ, শাস্ত্রীদের সেই মিথ্যা-লেখনী
বিধানকে কেমন মিথ্যাই করে ফেলেছে।
[৯] প্রজ্ঞাবান যত মানুষ লজ্জিত হবে,
দিশেহারা হবে, ফাঁদে ধরা পড়বে।
দেখ, তারা প্রভুর বাণী অগ্রাহ্য করেছে,
তবে তাদের প্রজ্ঞা কী ধরনের?

[১০] অতএব আমি তাদের স্ত্রীদের অন্য লোকদের দেব,
তাদের জমি নতুন মালিকদের দেব,
কেননা ছোটজন থেকে বড়জন পর্যন্ত
সকলেই লোভী ও কুটিল;
নবী থেকে যাজক পর্যন্ত
সকলেই ছলনায় রত।
[১১] তারা আমার জাতি-কন্যার ক্ষতের যত্ন নেয় বটে,
কিন্তু ভাসা ভাসাই সেই যত্ন;
হ্যাঁ, তারা ‘শান্তি শান্তি’ বলে, কিন্তু শান্তি নেই।
[১২] তারা তেমন জঘন্য কাজ করে কি লজ্জাবোধ করে?
না, আদৌ লজ্জাবোধ করে না,
লজ্জায় লাল হতেও জানে না।
এজন্য পতিতদের মধ্যে তাদেরও পতন হবে,
শাস্তির ক্ষণে তাদের লুটিয়ে দেওয়া হবে। প্রভুর উক্তি।

[১৩] আমি তাদের নিঃশেষেই নিশ্চিহ্ন করব—প্রভুর উক্তি:
আঙুরলতায় আর থাকবে না আঙুরফল,
ডুমুরগাছেও আর থাকবে না ডুমুরফল,
কেবল জীর্ণ পাতাই থাকবে;
আমি এমন এক জাতিকে যুগিয়েছি, যারা তাদের পদদলিত করবে!

[১৪] আমরা কেন বসে থাকি?
জড় হও; এসো, আমরা সুরক্ষিত নগরগুলিতে প্রবেশ করে
সেখানে নিস্তব্ধ হয়ে থাকি,
কারণ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুই আমাদের স্তব্ধ করে দিচ্ছেন।
তিনি তো বিষাক্ত জল আমাদের পান করাচ্ছেন,
আমরা যে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি!
[১৫] আমরা শান্তির জন্য প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু মঙ্গল হল না;
নিরাময়-ক্ষণের প্রত্যাশায় ছিলাম, কিন্তু দেখ, সন্ত্রাসই উপস্থিত।
[১৬] দান থেকে তার ঘোড়াদের হাঁপানি শোনা যাচ্ছে,
তার দ্রুতগামী ঘোড়াদের ডাকের শব্দে সমস্ত দেশ কাঁপছে;
তারা দেশ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে,
শহর ও তার অধিবাসীদের গ্রাস করতে আসছে।
[১৭] দেখ, আমি তোমাদের মাঝে পাঠাচ্ছি এমন বিষাক্ত সাপের দল,
যেগুলো কোন জাদু মানবে না; সেগুলো তোমাদের কামড়াবে।
প্রভুর উক্তি।

নবীর বিলাপ

[১৮] হায়, আমার দুঃখের প্রতিকার নেই!
আমার হৃদয় মূর্ছা যায়!
[১৯] এই যে, দূরদূরান্তর এক বিস্তীর্ণ দেশ থেকে
আমার জাতি-কন্যার চিৎকার ধ্বনিত হচ্ছে;
প্রভু কি সিয়োনে আর নেই?
তার রাজা কি তার মধ্যে আর নেই?
তারা কেন তাদের দেবমূর্তি দ্বারা,
ও বিজাতীয় অসার বস্তুগুলো দ্বারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে?
[২০] শস্য কাটার সময় গেল, ফলসংগ্রহের কাল শেষ হল,
কিন্তু আমরা পরিত্রাণ পাইনি।

[২১] আমার জাতি-কন্যার ক্ষতের জন্য আমি নিজেই বিক্ষত,
আমি সম্পূর্ণ দিশেহারা, সন্ত্রাসগ্রস্ত।
[২২] গিলেয়াদে কি আর মলম নেই?
সেখানে কি আর কোন চিকিৎসক নেই?
আমার জাতি-কন্যার ক্ষত কেন নিরাময় হয় না?
[২৩] হায়, কে আমার মাথা জলের উৎস করবে?
কে আমার চোখ অশ্রুজলের ঝরনা করবে,
যেন আমার জাতি-কন্যার নিহতদের জন্য
আমি দিনরাত অঝোরে চোখের জল ফেলতে পারি?

যুদার নৈতিক দুরাচার

৯ [১] হায়, মরুপ্রান্তরে কে আমাকে রাত্রিযাপনের জন্য আশ্রয় দেবে?
তাহলে আমি আমার স্বজাতিকে ছেড়ে দূরে চলেই যেতাম,
তারা সকলেই যে ব্যভিচারী, সকলেই যে বিশ্বাসঘাতকের দল!
[২] তারা জিহ্বা বাঁকায় ধনুকের মত,
দেশ জুড়ে সত্য নয়, মিথ্যাই বিজয়ী।
তারা অপকর্ম থেকে অপকর্মের মধ্যে পা বাড়ায়,
কিন্তু আমাকে জানে না—প্রভুর উক্তি।
[৩] প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্ধুর বিষয়ে সাবধান থাকুক!
কোন ভাইয়ের উপর ভরসা রেখো না,
কারণ প্রত্যেক ভাই যাকোবের মত প্রবঞ্চনাকারী,
প্রত্যেক বন্ধু পরনিন্দা করে বেড়ায়।
[৪] বন্ধু বন্ধুর প্রতি ছলনা খাটায়,
কেউই সত্যকথা বলে না।
তারা তাদের জিহ্বাকে মিথ্যাকথা বলতে দক্ষ করেছে,
যত কষ্ট স্বীকার করে অপকর্ম করে চলে।

[৫] তোমার জীবন ছলনার মধ্যে যাপিত জীবন ;
তাদের ছলনায় তারা আমাকে জানতে অসম্মত—প্রভুর উক্তি।
[৬] এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
দেখ, আমি তাদের নিখাদ করব, তাদের যাচাই করব ;
অপকর্মের সামনে আমি আমার জাতি-কন্যার প্রতি কেমন ব্যবহার করব ?
[৭] তাদের জিহ্বা মারাত্মক তীর,
তাদের মুখের কথা সবই ছলনা।
প্রত্যেকে প্রতিবেশীকে শান্তির কথা শোনায়,
কিন্তু মনে মনে তার জন্য ফাঁদ পাতে।
[৮] তেমন কর্মের জন্য আমি কি তাদের প্রতিফল দেব না ?
—প্রভুর উক্তি—
আমার প্রাণ কি তেমন জাতির উপর প্রতিশোধ নেবে না ?

[৯] আমি পাহাড়পর্বতের জন্য কান্না ও হাহাকার করব,
প্রান্তরের চারণভূমির জন্য বিলাপ করব,
কারণ সেগুলো দগ্ধ, সেখান দিয়ে আর কেউই যায় না,
গবাদি পশুর সুরও আর শোনা যায় না।
আকাশের পাখি ও পশু—
সবই পালিয়ে গেছে, সবই চলে গেছে।
[১০] 'আমি যেরুশালেমকে ধ্বংসস্তূপ করব,
তাকে শিয়ালের আস্তানা করব ;
যুদার শহরগুলিকে অধিবাসীবিহীন ধ্বংসস্থান করব।'
[১১] এসব কিছু বুঝতে পারে, এমন প্রজ্ঞাবান কে ?
প্রভুর নিজের মুখ থেকে বাণী শুনে তা প্রচার করতে পারে,
এমন মানুষ কে ?
কেন দেশ বিধ্বস্ত ?
কেন পথিকবিহীন প্রান্তরের মত উৎসন্ন ?

[১২] প্রভু একথা বলছেন: ‘কারণটা এ: তারা আমার সেই নির্দেশবাণী ত্যাগ করেছে, যা আমি তাদের সামনে রেখেছিলাম; তারা আমার বাণীতে কান দেয়নি, তার অনুসরণও করেনি, [১৩] বরং নিজ নিজ হৃদয়ের জেদের ও বায়াল-দেবদের অনুগামী হয়েছে, যাদের কথা তাদের পিতৃপুরুষেরা তাদের শিখিয়েছিল।’ [১৪] এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: ‘দেখ, আমি এই জনগণকে সোমরাজ খাওয়াব, বিষযুক্ত জল পান করাব; [১৫] তারা ও তাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের জানেনি, এমন বিজাতীয়দের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করব, এবং তাদের পিছু পিছু খড়্গ প্রেরণ করব, যতদিন না তাদের নিশ্চিহ্ন করি।’

[১৬] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
বিলাপকারিণীর দল ডাকতে তৈরী হও! আসুক তারা!
যারা সুদক্ষ, তাদেরই ডেকে আন! ছুটে আসুক তারা!
[১৭] শীঘ্রই এসে আমাদের উপর বিলাপগান ধরুক।
আমাদের চোখ অশ্রুজলে ভেসে যাক,
আমাদের চোখের পাতা বেয়ে অশ্রুধারা ঝরতে থাকুক।
[১৮] কারণ সিয়োন থেকে এই বিলাপের সুর ধ্বনিত হচ্ছে:
‘হায়, আমাদের কেমন বিনাশ,
হায়, আমাদের কেমন নিদারুণ লজ্জা,
আমরা যে দেশছাড়া হতে বাধ্য,
শত্রু যে আমাদের আবাসগুলো ভূমিসাৎ করল!’
[১৯] তাই, হে স্ত্রীলোকসকল, প্রভুর বাণী শোন;
তোমাদের কান তাঁর মুখের বাণী গ্রহণ করুক।
তোমাদের কন্যাদের শেখাও হাহাকার করতে,
একে অন্যকে শেখাও বিলাপগান:
[২০] ‘মৃত্যু আমাদের জানালায় উঠল,
আমাদের প্রাসাদে প্রবেশ করল,
রাস্তা-ঘাটে বালকদের উচ্ছেদ,

শহরের খোলা জায়গায় যুবকদের নিপাত।
[২১] তুমি কথা বল! এই যে প্রভুর উক্তি:
মানুষদের শব মাঠে সারের মত ফেলানো রয়েছে,
তাদের লাশ শস্যকাটিয়ের পিছনে পড়ে থাকা আঁটির মত,
তাদের সংগ্রহ করবে এমন কেউ নেই।'

প্রকৃত প্রজ্ঞা

[২২] প্রভু একথা বলছেন: 'প্রজ্ঞাবান নিজের প্রজ্ঞায় গর্ব না করুক,
বলবান তার বলে গর্ব না করুক,
ধনবান তার ধনে গর্ব না করুক।
[২৩] কিন্তু যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে এতে গর্ব করুক যে,
তার সুবুদ্ধি আছে ও সে আমাকে জানে,
কেননা আমি প্রভু,
যিনি কৃপা, ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুসারে পৃথিবীতে কাজ করেন;
হ্যাঁ, এতেই আমি প্রীত!'
প্রভুর উক্তি।

[২৪] 'দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন সেই পরিচ্ছেদিতদের শাস্তি দেব যারা কেবল দেহেই অপরিচ্ছেদিত: [২৫] আমি মিশর, যুদা, এদোম, আম্মোনীয়দের, মোয়াবীয়দের, ও কেশকোণ মুণ্ডিত সেই প্রান্তরবাসীদের সকলকেই শাস্তি দেব, কেননা এই সকল জাতি ও গোটা ইস্রায়েলকুল হৃদয়ে অপরিচ্ছেদিত।'

দেবমূর্তি ও প্রকৃত ঈশ্বর

১০ [১] হে ইস্রায়েলকুল,
প্রভু তোমাদের উদ্দেশ করে যে কথা বলছেন, তা শোন।
[২] প্রভু একথা বলছেন:
'তোমরা জাতিগুলির ব্যবহার আপন করে নিয়ো না,

আকাশের নানা লক্ষণ-চিহ্নে ভয় পেয়ো না,
বাস্তবিক বিজাতীয়রাই সেগুলিতে ভয় পায়।
[৩] কেননা জাতিগুলির বিধিনিয়ম অসার,
তা কেবল বনে কাটা কাঠের মত,
যা তারই হাতের কাজ, যে কাটালি দিয়ে কাজ করে।
[৪] তা রুপো ও সোনায় অলঙ্কৃত,
আবার হাতুড়ি দিয়ে পেরেক মেরে তা শক্ত করা হয়,
যেন না নড়ে।
[৫] সেই সকল মূর্তি তরমুজখেতে কাকতাড়ুয়া-মাত্র :
সেগুলি কথা বলতে পারে না,
সেগুলিকে বইতেই হয়, যেহেতু নিজেরাই চলতে পারে না।
তোমরা সেগুলিতে ভয় পেয়ো না,
কারণ সেগুলি কোন অমঙ্গল ঘটাতে পারে না,
মঙ্গলও ঘটাতে অক্ষম।'
[৬] প্রভু, তোমার মত কেউই নেই ;
তুমি মহান,
তোমার নামের পরাক্রমও মহান।
[৭] হে সর্বদেশের রাজা, কে তোমাকে ভয় করবে না?
তা তোমার প্রাপ্য,
কেননা দেশগুলোর সমস্ত প্রজ্ঞাবান লোকের মধ্যে,
তাদের সকল রাজ্যের মধ্যে তোমার মত কেউ নেই।
[৮] তারা একাধারে নির্বোধ ও জেদি ;
তাদের ধর্মতত্ত্ব অসার, কাঠমাত্র।
[৯] সেগুলো তার্শিশ থেকে আনা রুপোর পাতমাত্র,
ওফির থেকে আনা সোনামাত্র,
কারুশিল্পীর তৈরী ও স্বর্ণকারের হাতের কাজমাত্র,

নীল ও বেগুনি সেগুলির পোশাক,
সেইসব নিপুণ শিল্পীদের কাজ।
[১০] কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর যিনি, তিনি সত্য!
তিনিই জীবনময় পরমেশ্বর ও সনাতন রাজা;
তাঁর ক্রোধে পৃথিবী কম্পিত হয়,
তাঁর কোপে জাতিগুলি দাঁড়াতে পারে না।

[১১] তোমরা ওদের একথা বলবে: 'যে দেবতারা আকাশ ও পৃথিবী গড়েনি, তারা পৃথিবী থেকে ও আকাশের নিচ থেকে নিশ্চিহ্ন হবে।'

[১২] প্রতাপবলে তিনি পৃথিবী গড়েছেন,
তাঁর প্রজ্ঞাবলে জগৎ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেছেন,
তাঁর সুবুদ্ধিবলে আকাশ বিস্তৃত করেছেন।
[১৩] তিনি বজ্রনাদ করলে আকাশে জলরাশি গর্জন করে;
তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে মেঘমালা উঠিয়ে আনেন;
তিনি বৃষ্টির জন্য বিদ্যুৎ গড়েন,
তার ভাণ্ডার থেকে বের করে আনেন বাতাস।
[১৪] তাতে প্রতিটি মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়ে, আর কিছুই বোঝে না,
প্রতিটি স্বর্ণকার নিজ নিজ মূর্তিগুলির জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ে,
কারণ তার ছাঁচে ঢালাই করা বস্তু মিথ্যামাত্র,
সেগুলোতে প্রাণবায়ু নেই।
[১৫] সেইসব কিছু অসার, তাচ্ছিল্যের বস্তু;
সেগুলির শাস্তির দিনে সেগুলি লোপ পাবে।
[১৬] যিনি যাকোবের উত্তরাধিকার, তিনি তেমন নন,
কারণ তিনি সমস্ত বস্তুর নির্মাতা,
সেই ইস্রায়েলেরও নির্মাতা, যা তাঁর উত্তরাধিকারের গোষ্ঠী;
সেনাবাহিনীর প্রভু, এ-ই তাঁর নাম!

[১৭] হে অবরুদ্ধা,
তোমার দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য তোমার দ্রব্য-সামগ্রী জড় কর,
[১৮] কেননা প্রভু একথা বলছেন:
‘দেখ, আমি এবার দেশের অধিবাসীদের দূরেই ছুড়ব;
তাদের এমন সঙ্কটাপন্ন করব, যেন তারা আমাকে পেতে পারে।’
[১৯] আমাকে ধিক্! আমার কেমন ক্ষত!
আমার ঘা প্রতিকারের অতীত।
অথচ আমি ভেবেছিলাম:
‘এ এমন ব্যথা, যা সহ্য করতে পারি।’
[২০] আমার তাঁবু বিধ্বস্ত,
আমার সকল দড়ি ছেঁড়া,
আমার সন্তানেরা আমাকে ছেড়ে চলে গেল, তারা আর নেই।
আমার তাঁবু আবার গাড়বে
ও আমার পরদাগুলি বিস্তৃত করবে এমন একজনও নেই।
[২১] পালকেরা বুদ্ধিহীন হয়ে পড়েছে,
তারা প্রভুর অন্বেষণ করেনি;
এজন্য তাদের সমৃদ্ধি হয়নি,
তাদের সমস্ত পালও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।
[২২] এমন কোলাহলের সুর শোনা যাচ্ছে, যা এগিয়ে আসছে!
উত্তরদিক থেকে বড় কলরব আসছে;
তা যুদার শহরগুলি উৎসন্ন করবে,
সেগুলিকে করবে শিয়ালদের বাসস্থান।
[২৩] প্রভু, আমি জানি, মানুষের গতিপথ তার বশে নয়,
যে হেঁটে চলে, নিজের পদক্ষেপ চালিত করাও তার বশে নয়।
[২৪] প্রভু, আমাকে সংশোধন কর—কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ভাবে,
ক্রুদ্ধ হয়ে নয়,

পাছে তুমি আমাকে টলমান কর।
[২৫] তোমার কোপ সেই বিজাতীয়দের উপরেই ঢেলে দাও,
যারা তোমাকে জানে না,
সেই সমস্ত মানবগোষ্ঠীর উপরেও,
যারা করে না তোমার নাম;
কারণ তারা যাকোবকে গ্রাস করেছে,
গ্রাস ক'রে তাকে নিঃশেষ করেছে,
ও ধ্বংস করেছে তার বাসস্থান।

সন্ধির প্রতি অবিশ্বস্ততাজনিত শাস্তি

১১ [১] প্রভুর কাছ থেকে যে বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ:
[২] 'তুমি এই সন্ধির বাণী শোন, এবং যুদার লোকদের ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের
কাছে তা প্রচার কর। [৩] তুমি তাদের বলবে: প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা
বলছেন: অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে এই সন্ধির বাণীতে কান দেয় না— [৪] সেই যে
সন্ধির বাণী, মিশর দেশ থেকে, লোহা ঢালবার সেই হাপর থেকে তোমাদের
পিতৃপুরুষদের বের করে আনবার দিনে আমি এই বলে তাদের জন্য আজ্ঞা করেছিলাম:
তোমরা আমার প্রতি বাধ্য হও, এবং আমি যে সকল আজ্ঞা তোমাদের দিই, তা পালন
কর, তবেই তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের আপন
পরমেশ্বর, [৫] যাতে তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশ দেব বলে
যে শপথ করেছিলাম—তোমরা আজ যে দেশ অধিকার করে আছ!—আমি সেই
শপথের সিদ্ধি ঘটাই।' আমি উত্তরে বললাম, 'আমেন, প্রভু!'
[৬] পরে প্রভু আমাকে আরও বললেন, 'তুমি যুদার শহরে শহরে ও যেরুশালেমের
রাস্তায় রাস্তায় এই সমস্ত বাণী প্রচার কর; বল: তোমরা এই সন্ধির বাণীতে কান দিয়ে
তা পালন কর! [৭] কেননা যেসময় আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে
এখানে এনেছিলাম, সেসময় থেকে আজ পর্যন্ত তাদের বারবার সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়ে
দিনের পর দিন তৎপরতার সঙ্গে এই আবেদন জানালাম: আমার প্রতি বাধ্য হও!

[৮] কিন্তু তারা শুনল না, কান দিল না, বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ ধূর্ত হৃদয়ের জেদ অনুসারেই চলল। ফলে আমি এই সন্ধির সমস্ত বাণী তাদের উপরে নামিয়ে আনলাম, সেই যে সন্ধি আমি তাদের পালন করতে আজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু তারা পালন করেনি।'

[৯] প্রভু আমাকে বললেন, 'যুদার লোকদের মধ্যে ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের মধ্যে চক্রান্ত চলছে; [১০] তারা তাদের সেই পিতৃপুরুষদের শঠতার দিকে ফিরেছে, যারা আমার কথায় কান দিতে অস্বীকার করেছিল; এরাও অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য তেমন দেবতাদের পিছনে গিয়েছে: ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুল আমার সেই সন্ধি ভঙ্গ করেছে, যা আমি তাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে করেছিলাম। [১১] অতএব প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তাদের উপর এমন অমঙ্গল নামিয়ে আনব, যা থেকে তারা রেহাই পেতে পারবে না; তখন তারা আমার কাছে হাহাকার করবে, কিন্তু আমি তাদের কথা শুনব না। [১২] তখন যুদার শহরগুলি ও যেরুশালেম-অধিবাসীরা যে দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়ে থাকে, তাদের কাছে গিয়ে হাহাকার করবে, কিন্তু সেগুলো অমঙ্গলের সময়ে তাদের কোনমতে ত্রাণ করতে পারবে না।

[১৩] বস্তুত হে যুদা, তোমার যত শহর তত দেবতা; এবং যেরুশালেমের যত রাস্তা, তোমরা সেই লজ্জার বস্তুর জন্য তত বেদি, বায়ালের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবার জন্য তত বেদি দাঁড় করিয়েছ।

[১৪] আর তুমি এই জনগণের হয়ে যাচনা করো না, এদের হয়ে মিনতি বা প্রার্থনা নিবেদন করো না, কেননা এরা অমঙ্গলের চাপে যখন আমাকে ডাকবে, তখন আমি এদের কথা শুনব না।'

[১৫] আমার গৃহে আমার প্রিয়ার কী কাজ?
তার আচরণ তো কুটিলতায় পরিপূর্ণ।
মানত ও পবিত্রীকৃত মাংস কি তোমা থেকে অমঙ্গল দূর করবে?
এইভাবে কি তুমি তা এড়াতে পারবে?
[১৬] 'ফলশোভায় মনোহর সবুজ জলপাইগাছ',
প্রভু তোমাকে এই নাম দিয়েছিলেন।
কিন্তু তিনি মহা ঝড়ের গর্জনে

তাতে আগুন ধরিয়েছেন,
তাই তার শাখাগুলি ভেঙে পড়ল।

[১৭] সেনাবাহিনীর প্রভু, যিনি তোমাকে পুঁতেছিলেন, তিনি তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গলের কথা জারি করেছেন, কারণ ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুল অপকর্ম সাধন করেছে; তারা বায়ালের কাছে ধূপ জ্বালিয়ে আমাকে ক্ষুব্ধ করেছে।

আপনজনদের দ্বারা নির্যাতিত যেরেমিয়া

[১৮] প্রভু আমাকে ব্যাপারটা জানালে আমি তা জানতে পারলাম; তখন তুমি তাদের যত ষড়যন্ত্র আমাকে আবিষ্কার করতে দিলে। [১৯] আমি ছিলাম তেমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; জানতাম না যে, তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলছিল: 'এসো, গাছটা সতেজ থাকতেই ধ্বংস করি, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি, যেন এর নাম আর কারও মনে না থাকে।'

[২০] কিন্তু তুমি, হে সেনাবাহিনীর প্রভু, তুমি তো ন্যায়বিচার করে থাক;
তুমি তো মানুষের অন্তর ও প্রাণ যাচাই করে থাক।
আমি যেন দেখতে পাই তাদের উপর তোমার প্রতিশোধ!
কারণ আমি তোমারই হাতে তুলে দিয়েছি আমার পক্ষ সমর্থনের ভার।

[২১] এজন্য, আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আনাথোথের যে লোকেরা বলে, 'প্রভুর নামে বাণী দিয়ো না, দিলে আমাদের হাতে মারা পড়বে,' [২২] সেই লোকদের বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, 'দেখ, আমি তাদের প্রতিফল দিতে যাচ্ছি; তাদের যুবকেরা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, তাদের ছেলেমেয়েরা ক্ষুধায় মরবে। [২৩] তাদের কেউই রেহাই পাবে না, কারণ তাদের প্রতিফল-বর্ষে আমি আনাথোথের লোকদের বিরুদ্ধে অমঙ্গল ডেকে আনব।'

১২ [১] প্রভু, তুমি ধর্মময়; আমি কে যে তোমার সঙ্গে তর্ক করব!

তবু আমার ইচ্ছা আছে,
ন্যায় সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার মনের কথা বলব।

দুর্জনদের পথ কেন সমৃদ্ধ?
সকল বিশ্বাসঘাতক কেন শান্তি ভোগ করছে?
[২] তুমি তাদের রোপণ করেছ; তারা শিকড় গাড়ল,
এখন গজিয়ে উঠে ফলবান হচ্ছে;
তুমি তাদের মুখের নিকটবর্তী,
কিন্তু তাদের অন্তরের দূরবর্তী।
[৩] কিন্তু তুমি, প্রভু, তুমি তো আমাকে জান, আমাকে দেখ;
তুমি তো যাচাই করে দেখ যে, আমার হৃদয় তোমারই সঙ্গে।
জবাইখানার জন্য মেষের মত ওদের জোর করে নিয়ে যাও,
হত্যাকাণ্ডের দিনের জন্য ওদের আলাদা রাখ।

[৪] আর কত দিন দেশ শোক করবে ও মাঠের সমস্ত ঘাস শুকিয়ে যাবে?
দেশনিবাসীদের অপকর্মের ফলে পশু ও পাখির বিনাশ ঘটছে,
কারণ ওরা নাকি বলে: 'তিনি আমাদের শেষ দশা দেখেন না!'

[৫] 'পদাতিকদের সঙ্গে দৌড় দিলে তোমার যদি ক্লান্তি লাগে,
তবে রণ-অশ্বগুলির সঙ্গে কেমন করে পেরে উঠবে?
শান্তির দেশে তুমি তো ভরসা ভরেই থাক বটে,
কিন্তু যর্দনের অরণ্যে কী করবে?

[৬] কেননা তোমার ভাইয়েরা ও তোমার পিতৃকুল, তারাও তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে; তারা নিজেরাও জোর গলায় চিৎকার করতে করতে তোমার পিছনে ধাওয়া করবে। তারা যখন তোমাকে ভাল ভাল কথা শোনায়, তখন তুমি তাদের উপরে আস্থা রেখো না।'

প্রভু আপন উত্তরাধিকারের উপর অসন্তুষ্ট

[৭] 'আমি আমার আপন বাড়ি ত্যাগ করেছি,
ছেড়ে দিয়েছি আমার আপন উত্তরাধিকার;

যা কিছু ভালবাসতাম—তা সবই তুলে দিয়েছি শত্রুর হাতে।
[৮] আমার উত্তরাধিকার আমার পক্ষে হয়ে উঠেছে অরণ্যে সিংহের মত;
আমার বিরুদ্ধে গর্জন করল,
তাই এখন আমি তা ঘৃণা করি।
[৯] আমার উত্তরাধিকার আমার পক্ষে কি চিত্রাঙ্গ শকুনের মত হল যে,
শিকারী পাখি সবদিক দিয়ে তা আক্রমণ করছে?
হে সকল বন্যজন্তু, এসো, জড় হও,
গ্রাস করতে এসো!
[১০] বহু রাখাল আমার আঙুরখেত নষ্ট করে ফেলেছে,
আমার জমি মাড়িয়ে দিয়েছে;
আমার প্রিয়তম জমিটুকু বিধ্বস্ত প্রান্তর করেছে,
[১১] তারা তা ধ্বংসস্থান করেছে;
সেই বিধ্বস্ত অবস্থায় তা আমার কাছে বিলাপ করছে।
সমগ্র দেশই বিধ্বস্ত;
কিন্তু কারও চিন্তা নেই।
[১২] প্রান্তরের যত গাছশূন্য পর্বতের উপরে বিনাশকেরা দলে দলে আসছে,
কারণ প্রভুর এমন খড়্গ আছে,
যা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সবই গ্রাস করছে;
কারও জন্য রেহাই নেই।
[১৩] তারা বুনেছে গম, কিন্তু কেটেছে কাঁটার শস্য,
পরিশ্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের শ্রম বৃথা;
প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধের কারণে
তারা নিজেদের ফসল সম্বন্ধে হতাশ।’

পার্শ্ববর্তী জাতিগুলোও বিচার ও পরিত্রাণের পাত্র হবে

[১৪] প্রভু একথা বলছেন: ‘আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে যে উত্তরাধিকার মঞ্জুর করেছি, যারা তা স্পর্শ করেছে, আমার সেই ধূর্ত প্রতিবেশীকে আমি

তাদের দেশ থেকে উৎপাটন করব, এবং তাদের মধ্য থেকে যুদাকুলকেও উৎপাটন করব। [১৫] আর তাদের উৎপাটন করার পর আমি তাদের প্রতি আবার আমার স্নেহ দেখাব, তাদের প্রত্যেকজনকে নিজ নিজ উত্তরাধিকারে ও দেশে ফিরিয়ে আনব। [১৬] তারা যদি সযত্নেই আমার জনগণের পথ শেখে, এবং যেমন বায়ালের দিব্যি দিয়ে শপথ করতে আমার জনগণকে শেখাত, তেমনি "জীবনময় প্রভুর দিব্যি" বলে আমার নামে শপথ করে, তবে তারাও আমার জনগণের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। [১৭] কিন্তু তারা যদি কথা না শোনে, তবে আমি সেই জাতিকে সম্পূর্ণরূপেই উৎপাটন করব, আর তারা মারা পড়বে।' প্রভুর উক্তি।

কোমরবন্ধনীর চিহ্ন

১৩ [১] প্রভু আমাকে একথা বললেন: 'যাও, ক্ষোম-সুতোর একটা বন্ধনী কিনে তা কোমরে বেঁধে নাও; কিন্তু তা জলে ডোবাবে না।' [২] তাই আমি প্রভুর বাণীমত একটা বন্ধনী কিনে তা আমার কোমরে বাঁধলাম। [৩] পরে, দ্বিতীয়বারের মত, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৪] 'তুমি যে বন্ধনী কিনে কোমরে বেঁধেছ, ওঠ, তা নিয়ে ফোরাত নদীর ধারে গিয়ে সেখানকার পাথরের কোন ফাটলে লুকিয়ে রাখ।' [৫] তাই আমি প্রভুর আজ্ঞামত গিয়ে ফোরাত নদীর ধারে তা লুকিয়ে রাখলাম। [৬] পরে, বহুদিন অতিবাহিত হলে পর, প্রভু আমাকে বললেন, 'ওঠ, ফোরাতের ধারে যাও, এবং আমার আজ্ঞামত সেখানে যে বন্ধনী লুকিয়ে রেখেছ, তা সেখান থেকে তুলে নাও।' [৭] তাই আমি ফোরাতের ধারে গেলাম, খোঁজ করলাম, এবং যেখানে বন্ধনীটা লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেখান থেকে তা তুলে নিলাম; আর দেখ, বন্ধনীটা নষ্ট হয়েছে, একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে।

[৮] তখন প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৯] 'প্রভু একথা বলছেন: এইভাবে আমি যুদার দর্প ও যেরুশালেমের মহাদর্প নষ্ট করে দেব। [১০] এই যে ধূর্ত জনগণ আমার কথা শুনতে অস্বীকার করে, তাদের হৃদয়ের জেদ অনুসারে চলে, ও অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য ও তাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করার জন্য তাদের অনুগামী হয়, তারা এই বন্ধনীর মত হবে, যা একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে।

[১১] কেননা মানুষের কোমরে যেমন বন্ধনী জড়ানো থাকে, তেমনি আমি গোটা ইস্রায়েলকুল ও গোটা যুদাকুলকে আমাতে জড়িয়েছিলাম—প্রভুর উক্তি—তারা যেন আমার সুনাম, আমার প্রশংসা ও আমার সম্মানার্থে আমার আপন জনগণ হয়—কিন্তু তারা কান দিল না!'

আঙুররসের পাত্রগুলির চিহ্ন

[১২] 'তুমি তাদের এই কথাও বলবে: প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: প্রতিটি কলস আঙুররসে পূর্ণ হওয়া চাই। আর তারা যদি তোমাকে বলে, প্রতিটি কলস আঙুররসে পূর্ণ হওয়া চাই, তা আমরা কি জানি না? [১৩] তবে তুমি উত্তরে তাদের বলবে, প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি এই দেশের অধিবাসীদের, অর্থাৎ দাউদের সিংহাসনে আসীন রাজাদের, যাজকদের, নবীদের ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের সকলকেই মত্ততায় পূর্ণ করব। [১৪] পরে আমি তাদের সকলকে একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে, পিতাদের ও সন্তানদের সকলকেই একসঙ্গে চুরমার করব—প্রভুর উক্তি—তাদের বিনাশ করায় আমি মমতা দেখাব না, রেহাই দেব না, করুণা দেখাব না।'

[১৫] শোন তোমরা, কান দাও, অহঙ্কার করো না,
কেননা প্রভু কথা বলছেন।
[১৬] অন্ধকার আসবার আগে
তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর গৌরব স্বীকার কর,
নইলে রাত এলে পর্বতমালায় তোমাদের পায়ে হোঁচট লাগবে।
তোমরা আলোর প্রত্যাশায় আছ,
কিন্তু তিনি তা মৃত্যু-ছায়ায় পরিণত করবেন,
ঘোর অন্ধকারে তা রূপান্তরিত করবেন।
[১৭] তোমরা যদি না শোন,
আমার প্রাণ তোমাদের দর্পের জন্য নিরালায় কাঁদবে,
এবং আমার চোখ অশ্রুপাত করবে, তা থেকে অশ্রুধারা বইবে,
কেননা প্রভুর পালকে বন্দিদশায় নিয়ে যাওয়া হবে।

[১৮] তোমরা রাজাকে ও মাতারানীকে বল :
‘নামো, নিচে বসো,
যেহেতু তোমাদের সেই প্রিয় মুকুট
তোমাদের মাথা থেকে খসে পড়ল !’
[১৯] দক্ষিণ প্রদেশের শহরগুলো এখন রুদ্ধ ;
তা খুলে দেবে এমন কেউ নেই।
গোটা যুদাকে দেশছাড়া করা হয়েছে,
তার সকল মানুষকেই দেশছাড়া করা হয়েছে।
[২০] চোখ তুলে ওদের দিকে তাকাও,
যারা উত্তরদিক থেকে আসছে ;
তোমার হাতে যে পালকে তুলে দেওয়া হয়েছিল, তা কোথায়,
কোথায় তোমার সেই প্রিয় মেষপাল ?
[২১] তোমার নিজের সর্বনাশের জন্য
যাদের তুমি তোমার ঘনিষ্ঠতা ভোগ করতে অভ্যস্ত করেছ,
তারা যখন তোমার উপরে নির্মম কর্তৃত্ব চালাবে,
তখন তুমি কী বলবে ?
তখন, প্রসবকালে যেমন স্ত্রীলোক,
তেমনি তুমি কি যন্ত্রণায় আক্রান্ত হবে না ?
[২২] আর যদি তুমি মনে মনে বল :
‘আমার এমন দশা কেন ঘটছে?’
তবে শোন : তোমার মহা শঠতার কারণেই
ছিঁড়ে নেওয়া হল তোমার পোশাকের অন্ত,
ও তোমাকে মানভ্রষ্টা করা হল।
[২৩] কৃষ্ণাঙ্গ কি নিজের চামড়া,
কিংবা চিতাবাঘ নিজের চিত্রবিচিত্র রেখা বদলি করতে পারে ?
তাহলে অপকর্ম অভ্যাস করেছ যে তোমরা,

তোমরা কি সৎকর্ম করতে পারবে?
[২৪] এজন্য আমি প্রান্তরের বাতাসে ওড়া খড়কুটোর মত
এদের উড়িয়ে দেব।
[২৫] এ তোমার নিয়তি,
আমা দ্বারা এ তোমার জন্য নিরূপিত অংশ
—প্রভুর উক্তি—
যেহেতু তুমি আমাকে ভুলে গেছ
ও যা মিথ্যা তাতে ভরসা রেখেছ।
[২৬] আমিও তোমার সায়া তোমার মুখের উপরেই তুলে দেব,
যেন তোমার লজ্জা দেখা যায়:
[২৭] হ্যাঁ, তোমার ব্যভিচার, তোমার হ্রেষা,
তোমার বেশ্যাগিরির কুকর্ম দেখা যাবে।
উপপর্বতগুলির উপরে ও মাঠে মাঠে
আমি তোমার যত ঘৃণ্য কাজ দেখেছি।
ধিক্ তোমায়, যেরুশালেম! তুমি যে আমার অনুসরণ করায়
নিজেকে শোধন করতে অসম্মত।
আর কতদিন এমনটি চলবে?

অনাবৃষ্টি ও যুদ্ধ

১৪ [১] অনাবৃষ্টি উপলক্ষে যেরেমিয়ার কাছে প্রভুর বাণী এ:

[২] যুদা শোকপালন করছে,
তার শহরগুলি জীর্ণ,
মলিন অবস্থায় মাটিতে শায়িত,
যেরুশালেমের আর্তনাদ ঊর্ধ্বে উঠছে।
[৩] জনপ্রধানেরা নিজেদের দাসদের পাঠায় জলের খোঁজে,
তারা গিয়ে কুয়োতে কিছুমাত্র জল পায় না,

আর শূন্য পাত্র হাতে করে ফিরে আসে ;
নিরাশ ও বিষণ্ন হয়ে
তারা মাথা ঢেকে রাখে।
[৪] দেশে বৃষ্টি না হওয়ায়
ভূমি বিদীর্ণ ;
কৃষকেরা নিরাশ হয়ে
মাথা ঢেকে রাখে।
[৫] ঘাস নেই বলে
হরিণীও মাঠে প্রসব ক'রে
শাবকদের ত্যাগ করে যায়।
[৬] বন্য গাধা গাছশূন্য গিরিতে দাঁড়িয়ে
শিয়ালের মত বাতাসের জন্য হাঁপায় ;
ঘাস না থাকায়
তাদের চোখ ক্ষীণ হয়ে আসে।

[৭] 'যদিও আমাদের অপরাধ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়,
তবু, প্রভু, তুমি তোমার নামের খাতিরে একটা কিছু কর !
কেননা আমাদের অবিশ্বস্ততা বড়ই অবিশ্বস্ততা,
আমরা তোমার বিরুদ্ধেই করেছি পাপ।
[৮] হে ইস্রায়েলের প্রত্যাশা,
সঙ্কটকালে তার পরিত্রাতা,
কেন তুমি এখন এদেশে প্রবাসীর মত ?
কেন এমন পথিকের মত হও, যে কেবল এক রাতের জন্যই থাকে ?
[৯] কেন হও বিহ্বল মানুষের মত,
ত্রাণ করতে অসমর্থ বীরপুরুষের মত ?
অথচ তুমি, প্রভু, আমাদের মাঝে রয়েছ,
আর আমরা তোমারই আপন নাম বহন করি :

আমাদের পরিত্যাগ করো না!’

[১০] প্রভু এই জনগণ সম্বন্ধে একথা বলছেন: ‘তারা এমনি ঘোরাফেরা করতে ভালবাসে, নিজেদের পা থামাতে পারে না।’ এজন্যই প্রভু তাদের বিষয়ে আর প্রসন্ন নন। তিনি এখন তাদের শঠতা স্মরণে রাখবেন, তাদের পাপের জন্য শাস্তি দেবেন।

[১১] প্রভু আমাকে বললেন, ‘তুমি এই জাতির হয়ে মঙ্গল প্রার্থনা করো না। [১২] তারা উপবাস করলেও আমি তাদের মিনতিতে কান দেব না; আহুতিবলি ও শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করলেও আমি তাতে প্রসন্ন হব না; বরং খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারাই তাদের সংহার করব।’ [১৩] তখন আমি বললাম, ‘হায়, প্রভু পরমেশ্বর! এই যে, নবীরা তাদের বলছে: তোমরা খড়্গ দেখবে না, দুর্ভিক্ষ তোমাদের স্পর্শ করবে না! আমি বরং এই স্থানে পূর্ণ সমৃদ্ধিই তোমাদের মঞ্জুর করব।’ [১৪] প্রভু আমাকে বললেন, ‘নবীরা আমার নামে মিথ্যা ভাববাণী দিয়েছে; আমি তাদের পাঠাইনি, তাদের কোন আজ্ঞা দিইনি, তাদের কাছে কোন কথা কখনও বলিনি। তারা তোমাদের কাছে মিথ্যা দর্শন, অসার দৈববাণী ও তাদের নিজেদের মনের মায়া-বাণী প্রচার করে। [১৫] এজন্য যে নবীরা আমার নামে ভাববাণী দেয়, তাদের বিষয়ে প্রভু একথা বলছেন: যাদের আমি প্রেরণ করিনি অথচ একথা বলে যে, এদেশে খড়্গ বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে না, সেই নবীরাই খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা বিনষ্ট হবে। [১৬] তারা যাদের কাছে ভাববাণী দেয়, সেই লোকদের, দুর্ভিক্ষ ও খড়্গের কারণে, যেরুশালেমের রাস্তায় রাস্তায় ফেলে দেওয়া হবে, এবং তাদের ও তাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাদের কবর দেবার জন্য কেউ থাকবে না; কারণ আমি তাদের অপকর্ম তাদের নিজেদের উপরে ঢেলে দেব।

[১৭] তুমি তাদের কাছে একথা বলবে:
আমার দু’চোখ থেকে
অঝোরে দিনরাত গড়িয়ে পড়ুক অশ্রুজল,
কারণ আমার জাতি-কুমারী কন্যা
দারুণ ক্ষতে বিক্ষত হয়েছে,
বড় কঠিন আঘাতে!
[১৮] আমি গ্রামাঞ্চলে গেলে,

দেখ! খড়্গের আঘাতে নিহত কত মানুষ;
শহরে গেলে,
দেখ! দুর্ভিক্ষে পীড়িত কত মানুষ।
নবীরা আর যাজকেরাও দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়ায়,
জানে না কী করতে হবে।

[১৯] তুমি কি যুদাকে প্রত্যাখ্যান করেছ সম্পূর্ণরূপে?
সিয়োন কি তোমার এত বিতৃষ্ণার পাত্র?
কেন তুমি আমাদের এমন আঘাত দিলে যে,
আরোগ্য পেতে পারি না?
আমরা শান্তির জন্য প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু মঙ্গল হল না,
নিরাময়-ক্ষণের প্রত্যাশায় ছিলাম, কিন্তু দেখ, সন্ত্রাসই উপস্থিত!
[২০] প্রভু, আমরা আমাদের দুষ্কর্ম,
ও আমাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্বীকার করি,
তোমার বিরুদ্ধে সত্যি করেছি পাপ।
[২১] তোমার নামের দোহাই আমাদের উপেক্ষা করো না,
তোমার গৌরবের সিংহাসন করো না অসম্মান।
আমাদের সঙ্গে তোমার সন্ধি স্মরণ কর! তা ভঙ্গ করো না।
[২২] দেশগুলোর অসার বস্তুগুলির মধ্যে বৃষ্টি দিতে পারে, এমন কেউ কি আছে?
আকাশ নিজে থেকেই কি জল বর্ষণ করতে পারে?
হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, তুমিই কি সেই বৃষ্টিদাতা নও?
তোমাতেই আমাদের আশা,
যেহেতু তুমিই গড়েছ এই সমস্ত কিছু।'

১৫ [১] প্রভু আমাকে বললেন, 'যদিও মোশি ও শামুয়েল আমার সামনে দাঁড়াত, তবুও আমি এই জনগণের প্রতি আনত হতাম না। আমার সামনে থেকে তাদের দূর কর,

তারা চলে যাক! [২] আর যদি তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় চলে যাব? তবে তাদের বল: প্রভু একথা বলছেন:

মৃত্যুর পাত্র মৃত্যুর হাতে,
খড়্গের পাত্র খড়্গের হাতে,
দুর্ভিক্ষের পাত্র দুর্ভিক্ষের হাতে,
বন্দিদশার পাত্র বন্দিদশার হাতে!

[৩] আমি তাদের বিরুদ্ধে চার প্রকার অমঙ্গল প্রেরণ করব—প্রভুর উক্তি—: বধ করার জন্য খড়্গ, টানাটানি করার জন্য কুকুর, গ্রাস ও বিনাশ করার জন্য আকাশের পাখি ও বন্যজন্তু। [৪] আর আমি তাদের পৃথিবীর সকল রাজ্যের কাছে আতঙ্কের বস্তু করব; হেজেকিয়ার সন্তান যুদা-রাজ মানাশের কারণে, যেরুশালেমে তার সাধিত কাজের কারণেই তা করব।'

[৫] হে যেরুশালেম, কে তোমার প্রতি দয়া দেখাবে?
কেইবা তোমার উপর বিলাপ করবে?
তোমার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করার জন্য কেইবা একটু দাঁড়াবে?
[৬] তুমিই তো আমাকে ত্যাগ করেছ—বলছেন প্রভু—
তুমিই পিছিয়ে পড়েছ;
তাই আমি তোমাকে বিনাশ করার জন্য
তোমার বিরুদ্ধে বাড়ালাম হাত;
আমি ক্ষমা করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।
[৭] আমি দেশের নগরদ্বারগুলিতে
ঝাড়াই-যন্ত্র দিয়ে তাদের ঝেড়েছি,
তাদের সন্তানবিহীন করেছি, আমার জনগণকে বিনষ্টই করেছি,
কারণ তারা ফেরেনি তাদের পথ ছেড়ে।
[৮] আমা দ্বারা তাদের বিধবারা
সমুদ্রের বালুর চেয়েও বহুসংখ্যক হয়েছে;

আমি জননীদের ও যুবকদের উপরে
মধ্যাহ্নকালেই বিনাশক একজনকে এনেছি;
তাদের উপর অকস্মাৎ উদ্বেগ ও সন্ত্রাস ডেকে এনেছি।
[৯] সাত সন্তানের যে মাতা, সে ক্ষীণ হয়ে পড়েছে,
প্রাণ ত্যাগ করছে;
দিন থাকতে তার সূর্য অস্ত গেছে,
সে লজ্জায় ও হতাশায় অভিভূতা।
আমি তাদের অবশিষ্টাংশকেও
শত্রুদের চোখের সামনে খড়্গের হাতে তুলে দেব।
প্রভুর উক্তি।

যেরেমিয়ার আহ্বান-নবায়ন

[১০] হায় রে আমি! সমস্ত দেশে কলহ-বিবাদের মানুষ হতেই
তুমি যে আমাকে প্রসব করেছ, মা আমার!
ধারও দিইনি, ধারও নিইনি,
অথচ সকলে আমাকে অভিশাপ দেয়।
[১১] প্রভু, আমি কি যথাসাধ্য তোমার সেবা করিনি?
সঙ্কট ও অমঙ্গলের দিনে আমি কি
শত্রুর হয়ে তোমার কাছে মিনতি করিনি?
[১২] লোহা কি উত্তর দেশীয় সেই লোহা ও ব্রঞ্জ ভাঙতে পারবে?
[১৩] 'তোমার রাজ্যাধীন সমস্ত স্থানে তুমি যত পাপকর্ম সাধন করেছ,
সেই পাপের কারণে—ক্ষতিপূরণ বলে নয়!—আমি তোমার ঐশ্বর্য ও ধনকোষ
লুটতরাজের হাতে তুলে দেব।
[১৪] এমন দেশ যা তুমি জান না,
সেইখানে আমি তোমাকে তোমার শত্রুদের দাস করব,
কারণ আমার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল,
তা তোমাদের বিরুদ্ধে জ্বলতে থাকবে!'

[১৫] তুমি সবই জান!
প্রভু, আমাকে স্মরণ কর, আমার যত্ন নাও,
আমার পক্ষে আমার নির্যাতকদের যোগ্য প্রতিফল দাও।
তোমার ধৈর্যের ফলে আমাকে যেন ছিনিয়ে নেওয়া না হয়;
জেনে রাখ, আমি তোমার খাতিরেই দুর্নাম সহ্য করছি।
[১৬] তোমার বাণীগুলো পেলেই আমি তা গিলে ফেলতাম,
তোমার বাণীগুলো ছিল আমার পুলক, আমার মনের আনন্দ,
কেননা হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
আমি তোমার আপন নাম বহন করতাম।
[১৭] আমোদপ্রমোদ করার জন্য
আমি বিদ্রূপকারীদের সঙ্গে কখনও বসিনি,
বরং তোমার হাতের প্রেরণায় আমি একাকী বসতাম,
যেহেতু তুমি আমাকে ক্ষোভে পূর্ণ করেছিলে।
[১৮] আমার যন্ত্রণা কেন নিত্যস্থায়ী?
প্রতিকারের অতীত আমার এই ক্ষত কেন নিরাময় হতে অস্বীকার করে?
সত্যি, তুমি আমার কাছে এমন কুটিল স্রোতের মত,
যার জল নির্ভরযোগ্য নয়!

[১৯] প্রভু তখন এই বলে উত্তর দিলেন,
'তুমি ফিরে এলে আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনব,
যেন তুমি আমার সাক্ষাতে দাঁড়াতে পার;
তুমি হালকার চেয়ে বহুমূল্যই কথা ব্যক্ত করলে
তবে নিজেই হবে আমার মুখের মত।
ওরা তোমার কাছে ফিরে আসবে,
কিন্তু তোমাকে ওদের কাছে ফিরে যেতে হবে না;
[২০] আর এই জনগণের বেলায় আমি তোমাকে করব
যেন ব্রঞ্জের দৃঢ়তম প্রাচীরের মত;

তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে,
কিন্তু তোমার উপরে জয়ী হতে পারবে না,
কারণ তোমাকে ত্রাণ করতে ও উদ্ধার করতে
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি—প্রভুর উক্তি।
[২১] আমি দুর্জনদের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করব,
হিংসাপন্থীদের কবল থেকে তোমাকে মুক্ত করব।’

একাকী নবী যেরেমিয়া

১৬ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] ‘তুমি এই স্থানে বিবাহ করো না, ছেলেমেয়েদের জন্ম দিয়ো না, [৩] কারণ এই স্থানে যত ছেলেমেয়ে জন্ম নেয়, এবং এই দেশে যত মাতাপিতা তাদের জন্ম দেয়, তাদের বিষয়ে প্রভু একথা বলছেন: [৪] তারা মারাত্মক রোগে মরবে, তাদের জন্য কেউ বিলাপ করবে না, তাদের সমাধিও কেউ দেবে না, বরং হবে মাটির উপরে পড়ে থাকা সারের মত। তারা খড়্গের আঘাতে ও ক্ষুধায় মারা পড়বে; তাদের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের ও বন্যজন্তুদের খাদ্য হবে।’

[৫] কেননা প্রভু একথা বলছেন, ‘তুমি শোকের ঘরে ঢুকো না, বিলাপ করতে বা তাদের সহানুভূতি দেখাতে যেয়ো না, কারণ আমি এই জনগণ থেকে আমার শান্তি ফিরিয়ে নিয়েছি—প্রভুর উক্তি—কৃপা ও স্নেহও ফিরিয়ে নিয়েছি। [৬] ছোট-বড় সকলে এদেশেই মরবে; তাদের সমাধি দেওয়া হবে না, তাদের জন্য বিলাপগান থাকবে না; কেউ নিজের দেহে কাটাকাটি করবে না, মাথার চুল খেউরি করবে না। [৭] কারও মৃত্যু হলে শোকার্তদের সঙ্গে সান্ত্বনা-রুটি ভাগ করা হবে না, তার পিতা বা মাতার জন্য সান্ত্বনা-পাত্রে তাদের পান করানো হবে না।

[৮] লোকদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ায় বসতে তুমি ভোজ-বাড়িতেও ঢুকো না, [৯] কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, দেখ, আমি এই স্থানে তোমাদের চোখের সামনে, তোমাদের এই বর্তমান দিনগুলিতে ফুর্তির সুর ও আনন্দের সুর, বরের কণ্ঠ ও কনের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেব।

[১০] তুমি এই জনগণের কাছে এই সমস্ত কথা প্রচার করলে যখন তারা তোমাকে বলবে, কেন প্রভু আমাদের বিরুদ্ধে তেমন মহা অমঙ্গল স্থির করেছেন? কী অপরাধ, কী কী পাপ আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে করেছি? [১১] তখন তুমি উত্তরে তাদের বলবে, এমনটি ঘটছে, কারণ তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাকে ত্যাগ করেছে—প্রভুর উক্তি—তারা অন্য দেবতাদের অনুগামী হয়ে তাদের সেবা করেছে, তাদের কাছে প্রণিপাত করেছে, এবং আমাকে ত্যাগ করেছে ও আমার নির্দেশবাণী পালন করেনি। [১২] কিন্তু তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের চেয়েও কুব্যবহার করেছ; বস্তুত তোমরা প্রত্যেকে আমাকে শুনতে অসম্মত হয়ে নিজ নিজ ধূর্ত হৃদয়ের জেদ অনুসারে চলছ। [১৩] তাই আমি এই দেশ থেকে এমন এক দেশেই তোমাদের তাড়িয়ে দেব, যা তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছেও অজানা ছিল; এবং সেখানে তোমরা দিনরাত বিদেশী দেবতাদের সেবা করবে, কারণ আমি তোমাদের প্রতি আর দয়া দেখাব না।’

বিক্ষিপ্তদের প্রত্যাগমন

[১৪] ‘অতএব দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন কেউ আর বলবে না, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে এনেছেন; [১৫] বরং তারা বলবে, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি উত্তর দেশ থেকেই ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে এনেছেন, তাদের সেই সকল দেশ থেকেও বের করে এনেছেন, যেখানে তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলেন। আর আমি যে দেশভূমি তাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছিলাম, তাদের সেই দেশভূমিতে তাদের ফিরিয়ে আনব।’

[১৬] ‘দেখ, আমি অনেক জেলেকে পাঠাব—প্রভুর উক্তি—; তারা মাছের মত তাদের ধরবে; পরে আমি অনেক শিকারী পাঠাব, তারা শিকার করে প্রতিটি পর্বত থেকে, প্রতিটি উপপর্বত থেকে ও শৈলের ফাটল থেকে তাদের ধাওয়া করবে; [১৭] কেননা তাদের সমস্ত পথের উপরে আমার দৃষ্টি আছে, আমার কাছে লুক্কায়িত কিছুই নেই, তাদের শঠতাও আমার চোখ এড়াতে পারে না। [১৮] আমি তাদের শঠতা ও তাদের পাপের দ্বিগুণ প্রতিফল দিয়ে শুরু করব, কেননা তারা ঘৃণ্য বস্তুগুলির লাশ

দ্বারা আমার আপন দেশ কলুষিত করেছে, ও তাদের জঘন্য বস্তুগুলোতে আমার উত্তরাধিকার পরিপূর্ণ করেছে।'

[১৯] আমার বল ও আমার দুর্গ,
সঙ্কটকালে আমার আশ্রয়স্থল হে প্রভু,
পৃথিবীর চারপ্রান্ত থেকে
জাতিগুলি তোমার কাছে এসে বলবে :
'আমাদের পিতৃপুরুষেরা কেবল মিথ্যা ও অসারতাই
উত্তরাধিকার রূপে পেল,
যা কোন উপকারে আসে না।'
[২০] আদম নিজে যখন ঈশ্বর নয়,
তখন সে কি নিজের জন্য ঈশ্বর তৈরি করবে?
[২১] এজন্য দেখ, আমি তাদের দেখাব,
হ্যাঁ, এবার তাদের দেখাব আমার হাত ও পরাক্রম!
এতে তারা জানবে যে, আমার নাম প্রভু।

যুদার বিকৃত উপাসনা ও নানা উক্তি

১৭ [১] 'যুদার পাপ লোহার লেখনী ও হীরার কাঁটা দিয়েই লেখা,
তা তাদের হৃদয়-ফলকে ও তাদের বেদিগুলোর চার শিঙে খোদাই করা ;
[২] তাতে তাদের ছেলেরাও সবুজ গাছের কাছে
উচ্চ উপপর্বতের উপরে তাদের যজ্ঞবেদি
ও পবিত্র দণ্ডগুলি স্মরণ করে।
[৩] হে পর্বতের উপরে ও প্রকৃতি-ভক্ত উপাসক যে তুমি,
আমি তোমার ঐশ্বর্য ও তোমার যত ধনকোষ
লুটের মালরূপে দিয়ে দেব ;
তোমার সমস্ত অঞ্চল জুড়ে উচ্চস্থানগুলিতে সাধিত
তোমার পাপকর্মের কারণেই তেমনটি করব।

[৪] তোমাকে সবকিছুই ত্যাগ করতে হবে ;
তুমি একাকী হয়ে সেই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে,
যা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম ;
আমি এমন দেশে তোমাকে তোমার শত্রুদের দাস করব,
যে দেশ তুমি জান না,
কারণ তোমরা জ্বালিয়েছ আমার ক্রোধের আগুন,
আর তা জ্বলতে থাকবে চিরকাল।'

[৫] প্রভু একথা বলছেন :
'অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে মানুষে ভরসা রাখে,
যে নিজের বাহুতে ভর করে,
যে প্রভু থেকে নিজের হৃদয় সরিয়ে দেয়!
[৬] সে যেন প্রান্তরে একটা ঝাউগাছের মত,
মঙ্গল এলে সে পায় না তার দর্শন ;
সে মরুভূমির দগ্ধ স্থানে বাস করবে,
এমন লবণ-ভূমিতেই, যেখানে কেউ বাস করতে পারে না।

[৭] আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
[৮] সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।
উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

[৯] হৃদয় সবকিছুর চেয়ে প্রবঞ্চক, ও আরোগ্যের অতীত ;
কে হৃদয়কে বুঝতে পারে?

[১০] আমি যে প্রভু, আমি হৃদয় তলিয়ে দেখি, মন যাচাই করি ;
আমি প্রতিটি মানুষকে তার আচরণ অনুসারে,
তার কর্মফল অনুসারে যোগ্য প্রতিদান দিই।

[১১] যেমন তিতিরপাখির মত যা এমন ডিম তা দেয় যা নিজে পাড়েনি,
তেমনি সেই মানুষ যে ধন জমায়, কিন্তু অন্যায়ভাবে ;
তার আয়ুর মধ্যভাগে সেই ধন তাকে ছেড়ে যাবে,
আর শেষকালে সে মূর্খ হয়ে দাঁড়াবে।'

[১২] আদিকাল থেকে সর্বোচ্চ গৌরব-আসনই
আমাদের পবিত্রধামের স্থান!
[১৩] হে প্রভু, হে ইস্রায়েলের প্রত্যাশা,
যারা তোমাকে ত্যাগ করে, তারা সকলেই লজ্জিত হবে ;
যারা আমা থেকে সরে যায়, ধুলায়ই তালিকাভুক্ত হবে তাদের নাম,
কারণ জীবনময় জলের উৎস যে প্রভু, তারা তাঁকে করেছে পরিত্যাগ।

[১৪] আমাকে নিরাময় কর, প্রভু, তবেই আমি নিরাময় হব,
আমাকে ত্রাণ কর, তবেই আমি পাব পরিত্রাণ,
কেননা তুমিই আমার প্রশংসাবাদের পাত্র!
[১৫] দেখ, ওরা আমাকে শুধু বলে :
'কোথায় প্রভুর বাণী? তা একবার সিদ্ধিলাভ করুক!'
[১৬] অমঙ্গলের দিনে আমি তোমার কাছে সাধাসাধি করিনি,
অশুভ দিনেরও আকাঙ্ক্ষা করিনি—তা তুমি তো জান।
আমার ওষ্ঠ থেকে যা নির্গত হল,
তা তোমারই শ্রীমুখের সামনে।
[১৭] হয়ো না আমার আশঙ্কার কারণ,
তুমিই যে অমঙ্গলের দিনে আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল!
[১৮] আমার বিপক্ষরাই লজ্জিত হোক, কিন্তু আমাকে যেন লজ্জা না পেতে হয় ;

তারাই সন্ত্রাসিত হোক, কিন্তু সন্ত্রাস আমা থেকে দূরে থাকুক।
তাদের উপর নামিয়ে আন সেই অমঙ্গলের দিন,
তাদের ভেঙে ফেল, তাদের ভেঙে ফেল চিরকালের মত।

প্রকৃত শাব্বাৎ পালন

[১৯] প্রভু আমাকে একথা বললেন, 'যুদার রাজারা যে মহা নগরদ্বার দিয়ে ভিতরে আসে ও বাইরে যায়, তুমি জনসাধারণের সেই নগরদ্বারে ও যেরুশালেমের সকল তোরণদ্বারে গিয়ে দাঁড়াও; [২০] তাদের বল: হে যুদার রাজারা, তোমরাও, হে যুদার সকল লোক ও যেরুশালেম-অধিবাসী সকলে, যারা এই সকল নগরদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর, তোমরা সকলে প্রভুর বাণী শোন। [২১] প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের নিজেদের প্রাণের খাতিরে সাবধান হও: শাব্বাৎ দিনে কোন বোঝা বহন করো না, যেরুশালেমের তোরণদ্বার দিয়ে তা ভিতরে এনো না। [২২] শাব্বাৎ দিনে তোমাদের নিজেদের ঘর থেকে কোন বোঝা বের করো না, কোন কাজও করো না; কিন্তু শাব্বাতের পবিত্রতা বজায় রাখ, যেমনটি আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আজ্ঞা করেছিলাম। [২৩] কিন্তু তারা শুনতে চাইল না, কান দিল না, বরং তাদের যেন শুনতে না হয়, সংশোধনের কথা যেন গ্রহণ করতে না হয়, এজন্য তারা মন কঠিন করল। [২৪] তোমরা যদি সত্যিই আমার কথা কান পেতে শোন—প্রভুর উক্তি—যদি শাব্বাৎ দিনে এই নগরীর তোরণদ্বার দিয়ে কোন বোঝা ভিতরে না আন, যদি শাব্বাতের পবিত্রতা বজায় রাখ, সেই দিনটিতে কোন কাজ না কর, [২৫] তবে দাউদের সিংহাসনে আসীন রাজারা ও তাদের অধিনায়কেরা রথে ও ঘোড়ায় চড়ে এই নগরীর তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে—তারা, তাদের অধিনায়কেরা, যুদার লোক ও যেরুশালেম-অধিবাসীরা, সকলেই প্রবেশ করবে, এবং এই নগরী হবে চিরস্থায়ী বাসস্থান। [২৬] তারা যুদার শহরগুলি থেকে, এবং যেরুশালেমের চারদিকের অঞ্চল, বেঞ্জামিন-এলাকা, শেফেলা, পার্বত্য অঞ্চল ও নেগেব থেকে আহুতিবলি, যজ্ঞবলি, শস্য-নৈবেদ্য, ধূপ ও স্তুতির অর্ঘ্য প্রভুর গৃহে নিয়ে আসবে। [২৭] কিন্তু যদি তোমরা আমার কথায় কান না দাও, অর্থাৎ, যদি শাব্বাতের পবিত্রতা বজায় না রাখ, শাব্বাৎ দিনে বোঝা বয়ে

যেরুশালেমের তোরণদ্বারে প্রবেশ কর, তবে আমি তার সকল তোরণদ্বারে আগুন ধরাব; তা যেরুশালেমের প্রাসাদগুলি গ্রাস করবে, আর কখনও নিভবে না।'

যেরেমিয়া ও সেই কুমোর

১৮ [১] প্রভুর কাছ থেকে যে বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ: [২] 'ওঠ, কুমোরের বাড়িতে নেমে যাও, সেখানে আমি তোমাকে আমার বাণী শোনাব।' [৩] তাই আমি কুমোরের বাড়িতে নেমে গেলাম, আর দেখ, সে কুমোরের চাকায় কাজ করছিল। [৪] কিন্তু সে মাটি দিয়ে যে পাত্র গড়ছিল, তা তার হাতে সূক্ষ্ম হল না, যেমনটি মাঝে মাঝে মাটির বেলায় ঘটে যখন কুমোর কাজ করে। তাই সে তা দিয়ে আর একটা পাত্র গড়তে লাগল, যেভাবে সে ভাল মনে করল।

[৫] তখন প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৬] 'হে ইস্রায়েলকুল, তোমাদের সঙ্গে আমি কি এই কুমোরের মত ব্যবহার করতে পারি না?—প্রভুর উক্তি—দেখ, যেমন কুমোরের হাতে মাটি, তেমনি আমার হাতে তোমরা, হে ইস্রায়েলকুল। [৭] সময় সময় আমি কোন দেশ বা রাজ্যের বিষয়ে উৎপাটন, নিপাত ও বিনাশের কথা বলি, [৮] কিন্তু আমি যে দেশের বিরুদ্ধে কথা বলেছি, তারা যদি তাদের অপকর্ম থেকে ফেরে, তবে তাদের যে অমঙ্গল করব বলে মনে করেছিলাম, তা থেকে আমি ক্ষান্ত হই। [৯] অন্য সময় আমি কোন দেশ বা রাজ্যের বিষয়ে গেঁথে তোলার বা রোপণ করার কথা বলি; [১০] কিন্তু তারা যদি আমার প্রতি বাধ্য না হয়ে আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করে, তবে তাদের যে মঙ্গল করব বলে কথা দিয়েছিলাম, তা থেকে আমি ক্ষান্ত হই। [১১] সুতরাং এখন তুমি যুদার লোকদের ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে একটা অমঙ্গল প্রস্তুত করছি, তোমাদের বিরুদ্ধে একটা পরিকল্পনা করছি। তাই তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফের, নিজ নিজ পথ ও নিজ নিজ কাজ ভালোর দিকে সংস্কার কর।' [১২] কিন্তু তারা বলবে: 'এ বৃথা চেষ্টা, আমরা নিজেদেরই পরিকল্পনামত চলব, প্রত্যেকে যে যার ধূর্ত হৃদয়ের জেদ অনুসারেই কাজ করব।'

ইস্রায়েলের অনির্বচনীয় অপকর্ম

[১৩] এজন্য প্রভু একথা বলছেন :
'জাতিগুলির মধ্যে জিজ্ঞাসা কর :
এমন কথা কে শুনেছে?
ইস্রায়েল-কুমারী নিতান্ত রোমাঞ্চকর কাজ করে ফেলেছে।
[১৪] লেবাননের তুষার থেকে যে জল আসে,
মাঠের শৈল থেকে যে জল নির্গত হয়,
তা কি ত্যাগ করা যেতে পারে?
দূর থেকে যে শীতল জলস্রোত আসে,
তা কি পরিত্যাগ করা যেতে পারে?
[১৫] অথচ আমার জনগণ আমাকে ভুলে গেছে,
তারা অলীক বস্তুর উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়,
ফলে তারা তাদের নিজেদের পথে,
অতীতকালের সেই রাস্তায় হোঁচট খেয়েছে;
তারা হয়েছে বিপথের ও অসমতল রাস্তার পথিক।
[১৬] এভাবে তাদের দেশ এমন উৎসন্নস্থানে পরিণত হল,
যা আতঙ্কের চিৎকার ধ্বনিত করবে চিরকাল।
যে কেউ তার কাছ দিয়ে যাবে,
সে একেবারে বিস্মিত হয়ে মাথা নাড়বে।
[১৭] পুব বাতাস যেমন করে,
তেমনি আমি শত্রুদের চোখের সামনে তাদের বিক্ষিপ্ত করব;
তাদের সর্বনাশের দিনে
তাদের পিঠ দেখাব, শ্রীমুখ নয়!'

যেরেমিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত

[১৮] তখন তারা বলল, ‘চল, আমরা যেরেমিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটি, কেননা যাজকদের অভাবে নির্দেশবাণী, প্রজ্ঞাবানদের অভাবে সুমন্ত্রণা ও নবীদের অভাবে দৈববাণী লোপ পাবে না। চল, আমরা ওর দুর্নাম রটিয়ে ওকে প্রহার করি, ওর কোন কথায় মনোযোগ না দিই।’

[১৯] প্রভু, আমার প্রতি মনোযোগ দাও,
শোন আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের কণ্ঠস্বর।
[২০] উপকারের বদলে কি অপকার করা হবে?
তারা তো আমার চারদিকে গর্ত খুঁড়ছে!
মনে রেখ, তাদের উপর থেকে তোমার ক্রোধ দূর করার জন্য
আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে
তাদের পক্ষে কথা বলতাম।
[২১] তাই তুমি তাদের সন্তানদের দুর্ভিক্ষের হাতে তুলে দাও,
তাদের খড়্গের হাতে ফেলে দাও;
তাদের স্ত্রীলোকেরা সন্তানবিহীন ও বিধবা হোক,
তাদের পুরুষেরা মড়কে আঘাতগ্রস্ত হোক,
তাদের যুবকেরা সংগ্রামে খড়্গের আঘাতে নিপাতিত হোক।
[২২] তুমি তাদের উপরে দস্যুর দল অকস্মাৎ ডেকে আনলে
তাদের ঘরগুলো থেকে শোনা যাক হাহাকারের সুর,
কেননা তারা আমাকে ধরবার জন্য খুঁড়েছে গহ্বর,
আমার পায়ের সামনে পেতেছে গোপন ফাঁদ।
[২৩] কিন্তু, প্রভু, প্রাণনাশের জন্য
আমার বিরুদ্ধে তাদের আঁটা যত সঙ্কল্প তুমি জান;
তাদের শঠতা অদণ্ডিত রেখো না,
তোমার সম্মুখ থেকে মুছে ফেলো না তাদের পাপ;
তারা তোমার সামনে হোঁচট খাক,

তোমার ক্রোধের সময়ে তাদের প্রতি উচিত ব্যবহার কর!

ভাঙা মাটির ঘট ও পাশহুরের সঙ্গে তর্ক

১৯ [১] প্রভু যেরেমিয়াকে একথা বললেন, ‘তুমি গিয়ে কুমোরের একটা মাটির ঘট কিনে নাও। লোকদের কয়েকজন প্রবীণকে ও যাজকদের কয়েকজন প্রবীণকে সঙ্গে নিয়ে
[২] বেন্-হিন্নোম উপত্যকার দিকে, কুচি-দ্বারের প্রবেশস্থানের কাছে যাও। আমি তোমাকে যে কথা বলব, তা সেখানে প্রচার কর। [৩] তুমি বলবে, হে যুদা-রাজারা ও যেরুশালেম-অধিবাসী সকল, প্রভুর বাণী শোন। সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, আমি এই স্থানের উপর এমন অমঙ্গল ডেকে আনছি যে, যে কেউ তার কথা শুনবে, সেই শব্দে তার দুই কান বেজে উঠবে; [৪] কারণ তারা আমাকে পরিত্যাগ করেছে, এবং এই স্থানটিকে অন্য উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করেছে, হ্যাঁ, তারা এই স্থানে এমন দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়েছে, তারা, তাদের পিতৃপুরুষেরা ও যুদার রাজারাও যাদের জানত না। তারা এই স্থান নির্দোষীদের রক্তপাতে পরিপূর্ণ করেছে; [৫] কেননা বায়াল-দেবের উদ্দেশে আহুতিবলি রূপে নিজেদের ছেলেদের আগুনে পোড়াবার জন্য বায়াল-দেবের উদ্দেশে উচ্চস্থান নির্মাণ করেছে। তেমন আজ্ঞা আমি দিইনি, উচ্চারণও করিনি, আমার মনেও তা কখনও স্থান পায়নি।

[৬] এজন্য, দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন এই স্থান আর তোফেথ বা বেন্-হিন্নোম উপত্যকা নামে নয়, মহাসংহার-উপত্যকা বলেই অভিহিত হবে। [৭] আমি এই স্থানেই যুদার ও যেরুশালেমের যত চক্রান্ত বিফল করব; শত্রুদের সামনে খড়্গের আঘাতে ও তাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হাতে তাদের নিপাত করব; আমি তাদের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের ও বন্যজন্তুদের খাদ্যরূপে দেব।
[৮] আমি এই নগরী এমন উৎসন্নস্থান করব, যেখানে আতঙ্কের চিৎকার ধ্বনিত হবে; যে কেউ তার কাছ দিয়ে যাবে, সে তার সমস্ত ক্ষতস্থান দেখে আতঙ্কে চিৎকার করবে।
[৯] আমি এমনটি করব যে, তারা তাদের নিজেদের ছেলেদের মাংস ও তাদের নিজেদের মেয়েদের মাংস খেতে বাধ্য হবে: আর যখন তাদের শত্রুদের ও তাদের

প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের দ্বারা তারা অবরুদ্ধ ও দুঃখক্লিষ্ট হবে, তখন প্রত্যেকে একে অন্যকে গ্রাস করবে।

[১০] তারপর তুমি তোমার সেই সঙ্গী পুরুষদের চোখের সামনে ঘটটা ভেঙে ফেলবে, [১১] এবং তাদের এই কথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: যেমন কুমোরের একটা ঘট ভেঙে ফেললে তা আর জোড়া দেওয়া সম্ভব নয়, তেমনি আমি এই জাতিকে ও এই নগরী ভেঙে ফেলব। তখন তোফেথেও কবর দেওয়া হবে, কারণ কবর দেওয়ার মত আর জায়গা কুলোবে না। [১২] আমি এই স্থানের প্রতি ও এখানকার অধিবাসীদের প্রতি তেমনটি করব—প্রভুর উক্তি—এই নগরী আমি তোফেথের মত করব! [১৩] যেরুশালেমের বাড়ি-ঘর ও যুদার রাজাদের প্রাসাদগুলো, অর্থাৎ যে সকল বাড়ির ছাদে তারা আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও অন্য যত দেব-দেবীর উদ্দেশে পানীয়-নৈবেদ্য ঢালত, সেই সকল বাড়ি তোফেথের মত অশুচি স্থান হবে।'

[১৪] প্রভু যেরেমিয়াকে এই ভাববাণী দিতে যেখানে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সেই তোফেথ থেকে ফিরে এসে প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে গোটা জনগণকে বললেন: [১৫] 'সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, এই নগরীর জন্য যা স্থির করেছি, সেই সমস্ত অমঙ্গল তার উপরে ও তার সকল গ্রামের উপরে ডেকে আনব, কারণ তারা মন কঠিন করে আমার বাণী শুনতে অস্বীকার করেছে।'

২০ [১] যেরেমিয়া যখন এই সমস্ত বাণী দিচ্ছিলেন, তখন ইম্মেরের সন্তান পাশ্‌হুর—সে ছিল যাজক ও প্রভুর গৃহের প্রহরী-দলের অধিনায়ক—তা শুনতে পেল। [২] পাশ্‌হুর নবী যেরেমিয়াকে বেত্রাঘাত করাল, এবং প্রভুর গৃহে, উপরের বেঞ্জামিন-দ্বারের কাছে, যে কারাবাস ছিল, সেখানে তাঁকে মাথা নিচে ও পা উঁচু অবস্থায় রুদ্ধ করল। [৩] পরদিন পাশ্‌হুর যেরেমিয়াকে পীড়নযন্ত্র থেকে মুক্ত করলে তিনি তাকে বললেন, 'প্রভু তোমার নাম পাশ্‌হুর আর রাখছেন না, কিন্তু "চারদিকে সন্ত্রাস" রাখছেন; [৪] কেননা প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমাকে ও তোমার প্রিয়জন সকলকে সন্ত্রাসের হাতে তুলে দেব; তারা তাদের শত্রুদের খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, আর তোমার চোখ এইসব কিছু দেখবে! আমি সমস্ত যুদাকে বাবিলন-রাজের হাতে তুলে

দেব, আর সে তাদের বন্দি অবস্থায় বাবিলনে নিয়ে গিয়ে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারবে। [৫] আমি এই নগরীর সমস্ত ঐশ্বর্য, তার যত ভাণ্ডার, সমস্ত বহুমূল্য বস্তু ও যুদার রাজাদের সমস্ত ধনকোষ তার শত্রুদের হাতে তুলে দেব, আর তারা সেইসব কিছু লুটপাট করে তা বাবিলনে তুলে নিয়ে যাবে। [৬] তুমি, হে পাশ্‌হুর, তুমি ও তোমার বাড়ির সকলেই বন্দিদশায় পড়বে; তুমি বাবিলনে যাবে: সেখানে মরবে আর সেইখানে তোমার কবর দেওয়া হবে—তুমি ও তোমার সকল প্রিয়জন, যাদের কাছে মিথ্যার নামেই ভাববাণী দিয়েছ।'

যেরেমিয়ার স্বীকারোক্তি

[৭] তুমি আমাকে ভুলিয়েছ, প্রভু; তাতে আমি ভুলেছি;
তুমি আমার উপর বল প্রয়োগ করেছ, তাতে বিজয়ী হয়েছ;
সারাদিন ধরে আমি হয়ে উঠেছি উপহাসের পাত্র;
সকলেই আমাকে ঠাট্টা করে।
[৮] যতবার আমাকে বাণী প্রচার করতে হয়,
ততবার আমি চিৎকার করতে বাধ্য,
আমাকে চিৎকার করে বলতে হয়, 'উৎপীড়ন, অত্যাচার!'
তাই প্রভুর বাণী আমার পক্ষে হয়ে উঠেছে দুর্নাম ও উপহাসের কারণ সারাদিন ধরে।
[৯] আমি মনে মনে ভাবছিলাম:
'তাঁর কথা আর চিন্তা করব না,
তাঁর নামে আর কিছু বলব না!'
কিন্তু আমার হৃদয়ে যেন জ্বলন্ত একটা আগুন ছিল,
যা আমার হাড়ের মধ্যেই রুদ্ধ।
তা সংযত রাখার চেষ্টায় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি,
না, পারছি না।
[১০] আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আমার বিষয়ে অনেকের কানাকানি:
'চারদিকে সন্ত্রাস!

ওর নামে অভিযোগ আন; আমরাও ওর নামে অভিযোগ আনব।’
আমার সকল বন্ধু আমার পতনের অপেক্ষায় ওত পেতে ছিল:
‘কি জানি, ও নিজেকে ভোলাতে দেবে,
তবে আমরা বিজয়ী হব, আমাদের প্রতিশোধ নিতে পারব!’
[১১] কিন্তু প্রভু বীরযোদ্ধার মত আমার পাশে পাশে থাকেন,
তাই আমার নির্যাতকেরা হোঁচট খাবে, জয়ী হতে পারবে না;
অক্ষম হওয়ার ফলে ভীষণ লজ্জায় পড়বে,
ওদের অপমান হবে চিরন্তন, কেউই তা মুছতে পারবে না।
[১২] হে সেনাবাহিনীর প্রভু, তুমি তো ধার্মিককে যাচাই করে থাক,
তুমি তো মানুষের অন্তর ও প্রাণ পরীক্ষা করে থাক;
আমি যেন দেখতে পাই তাদের উপর তোমার প্রতিশোধ!
কারণ আমি তোমারই হাতে তুলে দিয়েছি আমার পক্ষ সমর্থনের ভার।
[১৩] প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, কর প্রভুর প্রশংসাগান,
কারণ তিনি অপকর্মাদের হাত থেকে
উদ্ধার করেছেন নিঃস্বের প্রাণ।
[১৪] অভিশপ্ত হোক সেই দিন, যে দিন আমি জন্মেছি!
যে দিন আমার মা আমাকে প্রসব করলেন,
সেই দিন আশিস-বঞ্চিত হোক!
[১৫] অভিশপ্ত হোক সেই মানুষ,
যে মানুষ ‘তোমার এক পুত্রসন্তান হল’ এই সংবাদ দিয়ে
আমার পিতাকে পরমানন্দে পূর্ণ করেছে।
[১৬] সেই মানুষ হোক সেই শহরগুলির মত,
যা প্রভু কোন দয়া না দেখিয়ে উচ্ছেদ করেছেন;
সে প্রভাতে কান্না, ও মধ্যাহ্নে রণধ্বনি শুনুক!
[১৭] কারণ সে আমাকে মাতৃগর্ভে মেরে ফেলেনি;
তবে আমার জননী হতেন আমার সমাধি,

আর তিনি গর্ভবতী হয়ে থাকতেন চিরকাল ধরে!
[১৮] কষ্ট ও দুঃখ দেখবার জন্য,
মৃত্যু পর্যন্তই লজ্জায় আমার দিনগুলি কাটাবার জন্য
আমি কেনই বা মাতৃগর্ভ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম?

সেদেকিয়া ও রাজকুলের কাছে যেরেমিয়ার উত্তর

২১ [১] এই বাণী প্রভুর কাছ থেকে যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, যখন
সেদেকিয়া রাজা মাল্কিয়ার সন্তান পাশ্‌হুরকে ও মাসেইয়ার সন্তান জেফানিয়া যাজককে
যেরেমিয়ার কাছে একথা বলতে পাঠালেন, [২] 'আমাদের হয়ে তুমি প্রভুর অভিমত
অনুসন্ধান কর, কেননা বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে; হয়
তো প্রভু তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজের মধ্যে আমাদের জন্য একটা সাধন করবেন যাতে ওই
রাজা আমাদের ছেড়ে দূরে চলে যেতে বাধ্য হন।' [৩] যেরেমিয়া তাদের বললেন,
'তোমরা সেদেকিয়াকে একথা বল: [৪] প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন:
দেখ, তোমাদের হাতে যত যুদ্ধাস্ত্র রয়েছে, যা দিয়ে তোমরা বাবিলন-রাজের বিরুদ্ধে ও
প্রাচীরের বাইরে তোমাদের অবরোধকারী কাল্দীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ, আমি সেই
সকল যুদ্ধাস্ত্রের মুখ তোমাদেরই বিরুদ্ধে ফেরাব, এবং এই নগরীর মধ্যে সেগুলো জড়
করব। [৫] আমি নিজে প্রসারিত হাতে ও শক্তিশালী বাহুতে ক্রোধে, রোষে ও মহাকোপে
তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। [৬] আমি এই নগরবাসী মানুষ ও পশু সকলকে সংহার
করব; তারা মহামারীতে মারা পড়বে। [৭] তারপর—প্রভুর উক্তি—আমি যুদা-রাজ
সেদেকিয়াকে, তার পরিষদদের ও জনগণকে, এমনকি, এই নগরীর যে সকল লোক
মড়ক, খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ থেকে রেহাই পাবে, তাদের বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের হাতে,
তাদের শত্রুদের হাতে ও তাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হাতে তুলে দেব; আর
সেই রাজা খড়্গের আঘাতে তাদের আঘাত করবে, তাদের প্রতি মমতা দেখাবে না, ক্ষমা
বা করুণাও দেখাবে না।'

[৮] তুমি এই লোকদের বলবে: 'প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমাদের
সামনে জীবনের পথ ও মৃত্যুর পথ রাখছি। [৯] যে কেউ এই নগরীতে থাকবে, সে

খড়্গা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মারা পড়বে; কিন্তু যে কেউ নগরী ছেড়ে তোমাদের অবরোধকারী সেই কাল্দীয়দের হাতে নিজেকে তুলে দেবে, সে বাঁচবে, এবং এতে খুশি হবে যে, সে কমপক্ষে প্রাণ বাঁচিয়েছে। [১০] কেননা আমি এই নগরীর অমঙ্গলেরই জন্য তার প্রতি মুখ ফেরাচ্ছি, তার মঙ্গলের জন্য নয়—প্রভুর উক্তি। নগরীটা বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর সে তা আগুনে পুড়িয়ে দেবে।'

[১১] যুদার রাজকুলকে তুমি বলবে:
'তোমরা প্রভুর বাণী শোন!
[১২] হে দাউদ-কুল, প্রভু একথা বলছেন:
প্রতিদিন সকালে ন্যায়বিচার সম্পাদন কর,
অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার কর,
নইলে তোমাদের কাজকর্মের ধূর্ততার কারণে
আমার ক্রোধ আগুনের মত ছড়িয়ে পড়বে,
তা জ্বলে উঠবে আর কেউ তা নিভাতে পারবে না।
[১৩] হে উপত্যকা-নিবাসিনী,
হে সমভূমির শৈলবাসিনী,
দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে—প্রভুর উক্তি।
তোমরা বলছ: আমাদের বিরুদ্ধে কে নেমে আসতে পারবে?
কে আমাদের নিবাসে প্রবেশ করতে পারবে?
[১৪] আমি তোমাদের কাজের ফল অনুসারে
তোমাদের যোগ্য শাস্তি দেব—প্রভুর উক্তি;
আমি তার বনে আগুন ধরাব,
আর সেই আগুন তার চারদিকে সবই গ্রাস করবে।'

২২ [১] প্রভু একথা বলছেন: 'তুমি যুদার রাজপ্রাসাদে গিয়ে সেখানে এই বাণী ঘোষণা কর। [২] তুমি বলবে: হে যুদা-রাজ, তুমি যে দাউদের সিংহাসনে সমাসীন, তুমি, তোমার পরিষদেরা ও তোমার এই জনগণ যারা এই সকল দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর,

প্রভুর বাণী শোন। [৩] প্রভু একথা বলছেন: তোমরা ন্যায়বিচার ও ধর্মময়তা অনুশীলন কর, অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার কর; প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে শোষণ করো না, উৎপীড়ন করো না; এ স্থানে নির্দোষীর রক্তপাত করো না। [৪] তোমরা যদি এই কথা সযত্নে পালন কর, তবে দাউদের সিংহাসনে আসীন রাজারা রথে ও অশ্বে চড়ে তাদের পরিষদদের ও প্রজাদের সঙ্গে এই প্রাসাদের দ্বার দিয়ে আবার প্রবেশ করবে। [৫] কিন্তু তোমরা এই সকল বাণীতে কান না দিলে, তবে, আমি আমার নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করছি যে—প্রভুর উক্তি—এই প্রাসাদ ধ্বংসস্থান হবে।

[৬] কেননা যুদার রাজকুল সম্বন্ধে প্রভু একথা বলছেন:
আমার কাছে তুমি ছিলে গিলেয়াদের মত,
লেবাননের পর্বতচূড়ার মত,
কিন্তু আমি তোমাকে মরুপ্রান্তর করব,
করব নিবাসী-বঞ্চিত নগরী!
[৭] আমি তোমার বিরুদ্ধে ধ্বংসনকারীদের প্রস্তুত করব,
—প্রত্যেকের হাতে থাকবে নিজ নিজ অস্ত্র!
তারা তোমার সেরা এরসগাছগুলো কেটে আগুনে ফেলে দেবে।

[৮] বহু দেশের মানুষ এই নগরীর মধ্য দিয়ে যাবে, এবং তারা একে অন্যকে বলবে: কেনই বা প্রভু এই মহানগরীর প্রতি এমন ব্যবহার করেছেন? [৯] উত্তর হবে এ: কারণ তারা তাদের পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি পরিত্যাগ করেছে, অন্য দেবতাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করেছে, ও তাদের সেবা করেছে।’

[১০] মৃতজনের জন্য তোমরা চোখের জল ফেলো না,
তার জন্য বিলাপগান ধরো না,
যে চলে যাচ্ছে, তারই জন্য বরং অঝোরে চোখের জল ফেল,
কারণ সে আর ফিরবে না,
নিজের জন্মদেশ আর দেখবে না।

[১১] কেননা যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যে শাল্লুম নিজ পিতা যোশিয়ার পদে রাজা হয়েছে কিন্তু এই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, তার বিষয়ে প্রভু একথা বলছেন : 'এই স্থানে সে আর ফিরবে না, [১২] কিন্তু তাকে যেখানে বন্দি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে সেখানে মরবে এবং এই দেশ আর দেখতে পাবে না।'

যেহোইয়াকিম ও যেহোইয়াকিনের বিরুদ্ধে বাণী

[১৩] ধিক্ তাকে, যে অধর্ম অবলম্বন করে নিজের বাড়ি,
ও অন্যায়-বিচারে নির্ভর করে তার উপরতলা গেঁথে তোলে,
যে নিজের প্রতিবেশীকে বিনা বেতনে কাজ করায়,
তার পাওনা দিতে অস্বীকার করে,
[১৪] যে বলে : 'আমি নিজের জন্য বিরাট এক বাড়ি গেঁথে তুলব,
প্রশস্ত উপরতলা সহ তা গেঁথে তুলব ;'
এবং জানালা বসায়,
এরসগাছ দিয়ে দেওয়াল মুড়ে দেয়,
ও সিঁদুরে-লাল রঙ দিয়ে ঘরটা রঙ করে।
[১৫] তুমি এরসগাছের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা করছ বলেই কি রাজত্ব করবে?
তোমার পিতা কি খাওয়া-দাওয়া করত না?
কিন্তু সে ন্যায়বিচার ও ধর্মময়তা অনুশীলন করত,
তাই তার মঙ্গল হল।
[১৬] সে দুঃখী ও নিঃস্বের অধিকার রক্ষা করত,
এজন্যই তার মঙ্গল হল ;
এ-ই আমাকে জানা!—প্রভুর উক্তি।
[১৭] কিন্তু তোমার চোখ ও তোমার হৃদয় কেবল তোমার স্বার্থের দিকেই নিবদ্ধ,
নির্দোষীর রক্তপাত ও অত্যাচার-উৎপীড়নেই ব্যস্ত।
[১৮] এজন্য যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম সম্বন্ধে
প্রভু একথা বলছেন :
'তার বিষয়ে লোকেরা "হায়, ভাই আমার! হায়, বোন আমার!"

বলে বিলাপ করবে না;
“হায় প্রভু! হায় তাঁর মহিমা!” বলেও বিলাপ করবে না।
[১৯] না! তার সমাধি হবে গাধার সমাধির মত;
লোকে তাকে টেনে যেরুশালেমের দ্বারের বাইরে ফেলে দেবে।’

[২০] তুমি লেবাননের পর্বতমালায় গিয়ে উঠে চিৎকার কর,
বাশান পর্বতে উচ্চকণ্ঠ শোনাও;
আবারিম থেকে চিৎকার কর,
কারণ তোমার সকল প্রেমিকের বিনাশ হল।
[২১] তোমার সমৃদ্ধির দিনে আমি তোমার কাছে কথা বলেছিলাম,
কিন্তু তুমি নাকি বলেছিলে: ‘না, আমি শুনব না!’
তোমার তরুণ বয়স থেকে তেমনই হল তোমার আচরণ:
তুমি আমার প্রতি কখনও বাধ্য হওনি।
[২২] বাতাস তোমার সকল রাখালকে গ্রাস করবে,
তোমার প্রেমিকেরা সকলে বন্দিদশায় চলে যাবে।
তখন তোমার সমস্ত অপকর্মের কারণে
তোমাকে লজ্জিতা ও বিষণ্ণা হতে হবে।
[২৩] হে লেবানন-নিবাসিনী, এরসগাছের মধ্যেই যার নীড়!
প্রসবযন্ত্রণার দিনে, আহা, তোমার কেমন ব্যথা হবে,
—প্রসবিনীর যন্ত্রণারই মত!

[২৪] ‘আমার জীবনের দিব্যি—প্রভুর উক্তি—যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ কনিয়া যদিও আমার ডান হাতের সীল-আঙটি হত, তবুও আমি আমার হাত থেকে তা ফেলে দিতাম। [২৫] যারা তোমার প্রাণনাশে সচেষ্ট, যাদের কারণে তুমি ভয়ে অভিভূত, আমি তোমাকে সেই বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের হাতে ও কাল্দীয়দের হাতে তুলে দেব। [২৬] তোমাকে ও তোমাকে যে প্রসব করেছে তোমার সেই মাকে তুলে অন্য দেশে ছুড়ে মারব; এবং সেই যে দেশে তোমাদের জন্ম হয়নি, সেই দেশেই তোমাদের

মৃত্যু হবে। [২৭] কিন্তু যে দেশে ফিরে আসতে তাদের প্রাণ আকাঙ্ক্ষিত, সেখানে তারা ফিরে আসতে পারবে না।

[২৮] এই কনিয়া কি তুচ্ছ ভগ্ন একটা পাত্র? এ কি এমন পাত্র যা কেউই পছন্দ করে না? তবে এ ও এর বংশ কেন বহিষ্কৃত হয়ে তাদের অজানা এক দেশে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে?'

[২৯] হে দেশ, দেশ, দেশ! প্রভুর বাণী শোন! [৩০] প্রভু একথা বলছেন: 'এই লোক সম্বন্ধে লেখ: নিঃসন্তান, জীবনকালে অকৃতকার্য পুরুষ; কারণ এর বংশধরদের কেউই দাউদের সিংহাসনে আসীন হতে ও যুদার উপরে কর্তৃত্ব করতে সফল হবে না।'

মশীহমূলক ভাববাণী—ভাবী রাজা

২৩ [১] 'ধিক্ সেই পালকদের, যারা আমার পালের মেষগুলিকে বিনষ্ট ও বিক্ষিপ্ত করে।'—প্রভুর উক্তি। [২] এজন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যে পালকেরা আমার জনগণকে চরাতে নিযুক্ত, তাদের সম্বন্ধে একথা বলছেন: 'তোমরা আমার মেষদের বিক্ষিপ্ত করেছ, তাদের তাড়িয়ে দিয়েছ, তাদের জন্য চিন্তা করনি; দেখ, আমি তোমাদের ও তোমাদের দুর্ব্যবহারের জন্য চিন্তা করব!—প্রভুর উক্তি। [৩] আমি যে সকল দেশে আমার পাল তাড়িয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে তার অবশিষ্টাংশকে নিজেই জড় করব, তাদের চারণভূমিতে ফিরিয়ে আনব; তারা উর্বর হবে ও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। [৪] আমি তাদের জন্য এমন পালকদের উদ্ভব ঘটাব যারা তাদের চরাবে, যেন তাদের আর ভীত বা নিরাশ না হতে হয়; তাদের একটাও হারানো থাকবে না।' প্রভুর উক্তি।

[৫] 'দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—
যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব;
তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন,
দেশজুড়ে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন।
[৬] তাঁর দিনগুলিতে যুদা পরিত্রাণ পাবে
ও ইস্রায়েল ভরসাভরে বসবাস করবে;
তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন: "প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।"

[৭] অতএব, দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন কেউ আর বলবে না: সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে এনেছেন; [৮] বরং তারা বলবে, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি উত্তর দেশ থেকেই ইস্রায়েলকুলের বংশধরদের বের করে এনেছেন, তাদের সেই সকল দেশ থেকেও বের করে এনেছেন, যেখানে তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলেন। আর তারা তাদের আপন দেশভূমিতে বসবাস করবে।'

নবীদের সংক্রান্ত বাণী

[৯] নবীদের বিষয়।

আমার বুকে হৃদয় ফেটে যাচ্ছে,
আমার সমস্ত হাড় কেঁপে উঠছে;
প্রভুর কারণে ও তাঁর পবিত্র বাণীর কারণে
আমি মত্ত মানুষের মত,
আঙুররসে পরাভূত মানুষের মত।
[১০] 'কেননা দেশ ব্যভিচারী মানুষে ভরা;
অভিশাপের কারণে সমগ্র দেশ শোক করছে;
প্রান্তরের চারণভূমি শুষ্ক হয়ে গেছে।
অপকর্মই তেমন লোকদের লক্ষ্য,
অন্যায়ই ওদের বল।
[১১] নবী ও যাজক, উভয়েই ধূর্ত,
আমার নিজের গৃহেই আমি ওদের দুষ্কর্ম দেখেছি—প্রভুর উক্তি।
[১২] তাই ওদের পক্ষে ওদের চলার পথ হবে পিচ্ছিল পথের মত,
অন্ধকারে তাড়িত হয়ে সেই অন্ধকারেই হবে ওদের পতন,
কারণ ওদের প্রতিফল-বর্ষে আমি ওদের উপরে অমঙ্গল ডেকে আনব।'
—প্রভুর উক্তি।

[১৩] ‘আমি সামারিয়ার নবীদের মধ্যে অযৌক্তিক বেশ কিছু দেখেছি।
তারা বায়াল-দেবের নামে ভাববাণী দিচ্ছিল,
এবং আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে পথভ্রষ্ট করছিল।
[১৪] কিন্তু আমি যেরুশালেমের নবীদের মধ্যে ভীষণ খারাপ কিছু দেখেছি:
তারা ব্যভিচার করে ও মিথ্যায় অবলম্বন করে,
অপকর্মাদের এমন সহায়তা দেয় যে,
কেউ নিজের কুপথ থেকে ফেরে না;
আমার কাছে তারা সকলে সদোমের মত,
এবং সেখানকার অধিবাসীরা গমোরার মত।’
[১৫] তাই সেনাবাহিনীর প্রভু তেমন নবীদের বিষয়ে একথা বলছেন:
‘দেখ, আমি তাদের সোমরাজ খাওয়াব,
তাদের বিষাক্ত জল পান করাব,
কারণ যেরুশালেমের নবীদের মধ্য থেকে
ধূর্ততা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।’

[১৬] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
‘সেই নবীরা তোমাদের কাছে যে ভাববাণী দেয়, তা তোমরা শুনো না;
তারা তোমাদের ভোলায়,
তাদের মনের যে মিথ্যাদর্শন, তারা তা-ই বলে,
প্রভুর মুখ থেকে যা নির্গত, তা নয়।
[১৭] যারা আমাকে অবজ্ঞা করে, তাদের ওরা শুধু বলে থাকে:
প্রভু একথা বলেছেন: তোমাদের শান্তি হবে!
এবং যারা নিজেদের জেদি হৃদয়ের অনুগামী, তাদের ওরা শুধু বলে থাকে:
তোমাদের উপর কোন অমঙ্গল এসে পড়বে না।

[১৮] কিন্তু কে প্রভুর মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর বাণী দেখতে ও শুনতে পেরেছে? কে তাঁর বাণী শুনে তার প্রতি বাধ্য হয়েছে?

[১৯] দেখ, প্রভুর ঝড়ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড ক্রোধে বইবে ;
ঘূর্ণিবাতাস ও ঝড়ঝঞ্ঝা
দুর্জনদের মাথায় নেমে পড়বে।
[২০] প্রভুর ক্রোধ প্রশমিত হবে না,
যতদিন না তিনি নিজের মনের সঙ্কল্প সিদ্ধ ও সফল করেন।
অন্তিম দিনগুলিতে তোমরা তা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারবে।

[২১] আমি তো এই নবীদের পাঠাইনি,
অথচ তারা দৌড়োচ্ছে।
আমি তো তাদের কাছে কথা বলিনি,
অথচ তারা ভাববাণী দিচ্ছে।
[২২] তারা যদি আমার মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হয়ে থাকে,
তবে আমার জনগণের কাছে আমারই বাণী শুনিয়ে দিক,
তাদের কুপথ থেকে ও তাদের দুর্ব্যবহার থেকে তাদের ফিরিয়ে নিক।'

[২৩] 'আমি কি শুধু কাছেই ঈশ্বর?—প্রভুর উক্তি—
আমি কি দূরেও ঈশ্বর নই?
[২৪] কেউ কি এমন গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে যে,
আমি তাকে দেখতে পাব না?—প্রভুর উক্তি।
স্বর্গ ও মর্ত কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?'—প্রভুর উক্তি।

[২৫] 'যে নবীরা আমার নামে মিথ্যা ভাববাণী দেয়, আমি তো শুনেছি তারা কী বলে; তারা বলে: স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্ন দেখেছি! [২৬] মিথ্যা ভাববাণী দেয় ও নিজেদের মনের ছলনারই নবী, নবীদের মধ্যে এমন নবীরা আর কতকাল থাকবে? [২৭] তাদের প্রচেষ্টা এ: তাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন বায়াল-দেবের খাতিরে আমার নাম ভুলে গেছিল, তেমনি তারা একে অন্যের কাছে নিজেদের স্বপ্নের বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমার জনগণকে আমার নাম ভুলে যেতে বাধ্য করছে। [২৮] যে নবী স্বপ্ন দেখেছে, সে স্বপ্ন

বলেই তার বর্ণনা দিক; এবং যে আমার বাণী পেয়েছে, সে সত্য রক্ষা করে আমার সেই বাণী ব্যক্ত করুক।

গমের সঙ্গে খড়ের কি সম্পর্ক?—প্রভুর উক্তি—

[২৯] আমার বাণী কি আগুনের মত নয়?

—প্রভুর উক্তি—

তা কি এমন হাতুড়ির মত নয়, যা শৈল চূর্ণবিচূর্ণ করে?

[৩০] এজন্য দেখ, আমি সেই সকল নবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি,—প্রভুর উক্তি—যারা একে অন্যের কাছ থেকে আমার বাণী চুরি করে নেয়। [৩১] দেখ, আমি সেই সকল নবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি,—প্রভুর উক্তি—যারা কেবল জিহ্বা নাড়ায়, অথচ বলে "প্রভুর উক্তি!" [৩২] দেখ, আমি সেই মিথ্যা স্বপ্নের নবীদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি,—প্রভুর উক্তি—যারা নিজেদের সেই স্বপ্ন বর্ণনা করে ও মিথ্যাকথা ও দাম্ভিকতা দ্বারা আমার জনগণকে ভ্রান্ত করে। আমি তাদের পাঠাইনি, তাদের কোন আজ্ঞাও দিইনি; তারা এই জনগণের কিছুমাত্র উপকারে আসবে না।' প্রভুর উক্তি।

[৩৩] আর যখন এই জনগণ বা কোন নবী বা যাজক তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'প্রভুর ভারবাণী কি?' তখন তুমি তাদের বলবে: তোমরাই প্রভুর ভার! আর আমি তোমাদের দূর করে দেব। প্রভুর উক্তি। [৩৪] আর যে কোন নবী, যাজক, বা জনসাধারণের মধ্যে যে কোন একজন বলবে, 'প্রভুর ভারবাণী!' আমি তাকে ও তার কুলকে শাস্তি দেব। [৩৫] নিজেদের মধ্যে, একে অন্যকে, তোমাদের যা বলতে হবে, তা এ: 'প্রভু কি উত্তর দিয়েছেন?' এবং 'প্রভু কি বলেছেন?' [৩৬] কিন্তু তোমরা 'প্রভুর ভারবাণী' একথা আর উল্লেখ করো না, কারণ প্রত্যেকজনের নিজ নিজ বাণীই তার পক্ষে ভার বলে পরিগণিত হবে, কেননা তোমরা জীবনময় পরমেশ্বরের, আমাদের আপন পরমেশ্বর, সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণী বিকৃত করেছ। [৩৭] তুমি নবীর সঙ্গে এভাবে কথা বলবে: 'প্রভু তোমাকে কি উত্তর দিয়েছেন?' কিংবা 'প্রভু কি বলেছেন?' [৩৮] কিন্তু 'প্রভুর ভারবাণী' একথা যদি তোমরা বল, তবে প্রভু একথা বলছেন: 'তোমরা বারবার বলছ "প্রভুর ভারবাণী", অথচ আমি তোমাদের কাছে লোক পাঠিয়ে বলেছি, "প্রভুর ভারবাণী" একথা বলো না; [৩৯] এজন্য দেখ, আমি একটা ভারের মত তোমাদের

একেবারে তুলে, তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে নগরী দিয়েছি, সেই নগরী থেকে ও আমার শ্রীমুখ থেকে তোমাদের ছুড়ে ফেলে দেব। [৪০] আমি তোমাদের উপরে এমন চিরকালীন দুর্নাম ও চিরকালীন অপমান রাখব, যা কখনও বিস্মৃত হবে না।'

দুই ডালি ডুমুরফল

২৪ [১] বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ যেকোনিয়াকে, যুদার নেতাদের, শিল্পকার ও কর্মকারদের যেরুশালেম থেকে দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে যাওয়ার পর প্রভু আমাকে একটা দর্শন দেখালেন; আর দেখ, প্রভুর মন্দিরের সামনে রয়েছে দুই ডালি ডুমুরফল। [২] এক ডালিতে ছিল আশুপক্ক ডুমুরফলের মত খুবই ভাল ফল, আর এক ডালিতে ছিল মন্দ ফল, এতই মন্দ যে তা খাওয়া যায় না।

[৩] প্রভু আমাকে বললেন, 'যেরেমিয়া, কী দেখতে পাচ্ছ?' আমি উত্তরে বললাম, 'আমি ডুমুরফল দেখতে পাচ্ছি; ভাল ফল খুবই ভাল; এবং মন্দ ফল খুবই মন্দ, এতই মন্দ যে তা খাওয়া যায় না।' [৪] তখন প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৫] 'প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর একথা বলছেন: এই ভাল ফল যেমন সুদৃষ্টির পাত্র, তেমনি আমি যুদার যে নির্বাসিতদের এখান থেকে কাল্দীয়দের দেশে পাঠিয়েছি, তাদের মঙ্গলের জন্য তাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখব। [৬] হ্যাঁ, তাদের মঙ্গলের জন্য আমি তাদের উপর দৃষ্টি রাখব, এই দেশে তাদের ফিরিয়ে আনব, তাদের গেঁথে তুলব, ভেঙে দেব না; তাদের রোপণ করব, উৎপাটন করব না। [৭] আমিই যে প্রভু, তা জানবার যোগ্য হৃদয় তাদের দেব; তারা হবে আমার আপন জনগণ ও আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর, কারণ তারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে। [৮] আর সেই যে মন্দ ফল এতই মন্দ যে তা খাওয়া যায় না, তার প্রতি যেমন ব্যবহার—প্রভু একথা বলছেন—আমি যুদার রাজা সেদেকিয়ার প্রতি, তার নেতাদের ও যেরুশালেমের অবশিষ্টাংশের প্রতি, অর্থাৎ এই দেশে যারা রেহাই পেয়েছে ও মিশরে যারা বাস করছে, তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার করব। [৯] অমঙ্গলের উদ্দেশ্যে আমি তাদের করব পৃথিবীর সকল রাজ্যের কাছে আতঙ্কের বস্তু; যে সমস্ত জায়গায় তাদের তাড়িয়ে দেব,

আমি সেখানে তাদের করব দুর্নাম, রূপকথা, বিদ্রূপ ও অভিশাপের পাত্র। [১০] আর তাদের কাছে ও তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশভূমি দিয়েছি, তারা সেখান থেকে একেবারে উচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করব।’

প্রভুর শাস্তির মাধ্যম বাবিলন

২৫ [১] যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের চতুর্থ বর্ষে, অর্থাৎ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের প্রথম বর্ষে, যুদার গোটা জনগণের জন্য এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল। [২] যেরেমিয়া নবী যুদার গোটা জনগণের ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের কাছে তা প্রচার করে বললেন: [৩] ‘আমোনের সন্তান যুদা-রাজ যোশিয়ার ত্রয়োদশ বর্ষ থেকে আজ পর্যন্ত, অর্থাৎ এই তেইশ বছর-কাল ধরে প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং আমি তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে তোমাদের কাছে কথা বলেছি, কিন্তু তোমরা শুনলে না। [৪] প্রভু তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে তাঁর সকল দাস সেই নবীদের তোমাদের কাছে প্রেরণ করতে থাকলেন, কিন্তু তোমরা শুনলে না, শুনবার জন্যও কান দিলে না; [৫] বাণী ছিল এ: তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ও নিজ নিজ আচরণের ধূর্ততা থেকে ফের, তবে প্রভু প্রাচীনকাল থেকে চিরকালের মত তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশভূমি দিয়েছেন, তোমরা সেখানে বাস করতে পারবে। [৬] অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য ও তাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করার জন্য তাদের অনুগামী হয়ো না, তোমাদের হাতে তৈরী বস্তু দিয়ে আমাকে ক্ষুব্ধ করো না; তবে আমি তোমাদের কোন অমঙ্গল ঘটাব না। [৭] কিন্তু তোমরা আমার কথা শুনলে না—প্রভুর উক্তি—এবং তোমাদের হাতে তৈরী বস্তু দিয়ে আমাকে ক্ষুব্ধ করে তোমাদের নিজেদের অমঙ্গল ঘটিয়েছ। [৮] তাই সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: যেহেতু তোমরা আমার কথা শুনলে না, [৯] সেজন্য দেখ, আমি উত্তরদিকের সকল গোত্রকে ও আমার দাস বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারকেও আনাব,—প্রভুর উক্তি—তাদের আমি এদেশের বিরুদ্ধে, তার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ও তার চতুর্দিকের সমস্ত দেশগুলোর বিরুদ্ধে আনব, এদের বিনাশ-মানতের বস্তু করব, আবার এদের এমন

উৎসন্নস্থান করব, যেখানে আতঙ্কের চিৎকার ধ্বনিত হবে, আর এদের ধ্বংসস্তূপের জায়গায় পরিণত করব। [১০] এদের মধ্য থেকে ফুর্তির সুর ও আনন্দের সুর, বরের কণ্ঠ ও কনের কণ্ঠ, জাঁতার শব্দ ও প্রদীপের আলো নিঃশেষ করে দেব। [১১] গোটা অঞ্চলটা ধ্বংসস্তূপের জায়গা ও উৎসন্নস্থান হবে, এবং এই দেশগুলো সত্তর বছর ধরে বাবিলন-রাজের বশীভূত হবে।

[১২] সত্তর বছর-কাল পূর্ণ হলে আমি বাবিলন-রাজকে ও সেই দেশকে তাদের অপরাধের যোগ্য শাস্তি দেব—প্রভুর উক্তি—হ্যাঁ, সেই কাল্দীয়দের দেশকে শাস্তি দেব ও তা চিরস্থায়ী উৎসন্নস্থান করব। [১৩] আর সেই দেশের বিরুদ্ধে আমি যা কিছু বলেছি, এই পুস্তকে যা কিছু লেখা আছে, যেরেমিয়া সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে যে ভাববাণী দিয়েছে, ওই দেশের প্রতি আমার সেই সমস্ত বাণীর সিদ্ধি ঘটাব। [১৪] কেননা বহু দেশ ও মহান রাজারা তাদের বশীভূত করবে, এভাবে আমি তাদের কাজ অনুযায়ী ও তাদের হাতের কাজকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল তাদের দেব।'

[১৫] প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, আমাকে একথা বললেন: 'তুমি আমার ক্রোধের এই আঙুররসের পানপাত্র নাও, এবং যে সকল দেশের কাছে আমি তোমাকে পাঠাই, তাদের তুমি তা পান করাও, [১৬] তা পান করে তারা যেন মত্ত হয় এবং তাদের মধ্যে যে খড়্গ আমি পাঠাব, তার সামনে দিশেহারা হয়ে পড়ে।' [১৭] তাই আমি প্রভুর হাত থেকে সেই পানপাত্র নিলাম, এবং প্রভু যে সকল দেশের কাছে আমাকে পাঠালেন, তাদের তা পান করালাম; [১৮] সেই দেশগুলো এই এই: যেরুশালেম ও যুদার শহরগুলি এবং তার রাজারা ও নেতারা—যেন তারা ধ্বংসস্তূপ, অভিশাপ ও এমন উৎসন্নস্থানের হাতে সমর্পিত হয়, যেখানে আতঙ্কের চিৎকার ধ্বনিত হয়—আর তেমনটি আজও ঘটছে—; [১৯] মিশর-রাজ ফারাও, তার পরিষদেরা, তার অধিনায়কেরা ও তার সমস্ত প্রজা; [২০] যত জাতের জাতি, উজ দেশের সমস্ত রাজা, ও ফিলিস্তিনিদের দেশের সমস্ত রাজা, আস্কেলোন, গাজা, এক্রোন ও আসদোদের অবশিষ্টাংশ; [২১] এদোম, মোয়াব, ও আম্মোনীয়েরা, [২২] তুরসের সমস্ত রাজা, সিদোনের সমস্ত রাজা ও সমুদ্রের ওপারে যে দ্বীপ, সেই দ্বীপের রাজারা, [২৩] দেদান, তেমা, বুজ, ও কেশকোণ মুণ্ডিত সমস্ত লোক, [২৪] প্রান্তরবাসী আরবদের সমস্ত রাজা, [২৫] জিম্রির

সমস্ত রাজা, এলামের সমস্ত রাজা ও মেদিয়ার সমস্ত রাজা, [২৬] উত্তরদিকের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সমস্ত রাজা, নির্বিশেষে এই সকলে; পৃথিবীর বুকে যত রাজ্য রয়েছে, পৃথিবীর সেই সমস্ত রাজ্য; আর এদের সকলের শেষে শেশাখের রাজা পান করবে।

[২৭] 'তুমি তাদের একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমরা পান কর, মত্ত হও, বমি কর; এবং তোমাদের মধ্যে যে খড়্গ পাঠিয়েছি, তার সামনে পতিত হও, আর উঠো না। [২৮] তারা তোমার হাত থেকে পাত্রটা নিতে অস্বীকার করলে তুমি তাদের বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের অবশ্যই পান করতে হবে! [২৯] দেখ, যে নগরী আমার আপন নাম বহন করে, আমি যখন প্রথম সেই নগরী দণ্ডিত করি, তখন তোমরা কি অদণ্ডিত থাকতে দাবি করবে? না, তোমরা অদণ্ডিত থাকবে না, কারণ আমি পৃথিবীর সকল অধিবাসীদের উপরে খড়্গ ডেকে আনব। সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।

[৩০] তুমি এই সমস্ত কিছুর ভাববাণী দেবে; তাদের বলবে:

প্রভু ঊর্ধ্বলোক থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন,
তাঁর পবিত্র বাসস্থান থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন;
তিনি চারণভূমির বিরুদ্ধে তীব্র গর্জনধ্বনি তুলছেন,
মাড়াইকুণ্ডে আঙুর মাড়াই করে যারা,
তাদের মত তিনি হর্ষধ্বনি তুলছেন দেশের সকল অধিবাসীর বিরুদ্ধে।
[৩১] পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তেমন শব্দ ছড়িয়ে পড়বে,
কারণ প্রভু দেশগুলোকে বিচারমঞ্চে উপস্থিত করছেন;
তিনি সমস্ত মানবজাতির বিচার করতে যাচ্ছেন,
দুর্জনদের খড়্গের হাতে তুলে দিচ্ছেন। প্রভুর উক্তি।
[৩২] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, অমঙ্গল এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছে,
পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস উঠছে।

[৩৩] সেদিন প্রভুর আঘাতগ্রস্ত যত মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে; তাদের জন্য কোন বিলাপগান হবে না, তাদের কেউ জড় করবে না, তাদের কবরও কেউ দেবে না, কিন্তু তারা পড়ে থাকবে মাটির উপরে সারের মত।

[৩৪] মেষপালকেরা, হাহাকার কর, চিৎকার কর!
পালের মনিবেরা, ধুলায় গড়াগড়ি দাও!
কারণ তোমাদের জবাইয়ের দিনগুলি এসে গেছে,
আর তোমরা একটা সেরা পাত্রের মত ভেঙে যাবে।
[৩৫] পালকদের জন্য আশ্রয় থাকবে না,
পালের মনিবদের জন্যও রেহাই থাকবে না।
[৩৬] শোন পালকদের চিৎকার!
শোন পালের মনিবদের হাহাকার,
কারণ প্রভু তাদের চারণভূমি বিনষ্ট করছেন;
[৩৭] প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধের কারণে
শান্ত চারণমাঠ এখন নিস্তব্ধ।
[৩৮] যুবসিংহ নিজের আস্তানা ছেড়ে আসছে;
উৎপীড়ক খড়্গের রোষের কারণে
ও তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের কারণে
তাদের দেশ এখন একটা ধ্বংসস্থান!’

যেরেমিয়াকে গ্রেপ্তার ও বিচার

২৬ [১] যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের রাজত্বকালের আরম্ভে প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল। [২] প্রভু একথা বললেন: 'প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়াও, এবং যুদার সকল শহরের যে অধিবাসীরা প্রভুর গৃহে প্রণিপাত করতে আসে, আমি যে সকল বাণী বলতে তোমাকে আজ্ঞা করেছি, তা তাদের শোনাও; একটা কথাও চেপে রেখো না। [৩] কি জানি, তারা তোমার কথা শুনে প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফিরবে; তাহলে তাদের আচরণের ধূর্ততার কারণে আমি তাদের যে অমঙ্গল করব বলে মনে করছিলাম, তা থেকে ক্ষান্ত হব। [৪] তাই তুমি তাদের একথা বলবে: প্রভু একথা বলছেন, তোমরা যদি আমাকে না শোন, তোমাদের সামনে যে নির্দেশগুলি আমি রেখেছি, যদি সেই নির্দেশপথে না চল, [৫] তোমাদের কাছে যাদের আমি নিজেই তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে পাঠিয়ে আসছি, কিন্তু যাদের কথায় তোমরা কান দাওনি, আমার দাস সেই নবীদের বাণী যদি মনোযোগ দিয়ে না শোন, [৬] তবে আমি এই গৃহকে শীলোর মত করব, এবং এই নগরীকে করব পৃথিবীর সমস্ত দেশের কাছে অভিশাপের শামিল।'

[৭] যখন যেরেমিয়া প্রভুর গৃহে এই সমস্ত কথা বলছিলেন, তখন যাজকেরা, নবীরা ও গোটা জনগণ তা শুনতে পেল; [৮] তাই যেরেমিয়া, সমস্ত লোকের কাছে প্রভু যা কিছু বলতে তাঁকে আজ্ঞা করেছিলেন, তা বলা শেষ করলে পর যাজকেরা, নবীরা ও গোটা জনগণ তাঁকে গ্রেপ্তার করল; তারা বলল, 'তোমাকে মরতে হবে! [৯] তুমি কেন প্রভুর নামে এই ভাববাণী দিয়েছ যে, এই গৃহ শীলোর মত হবে, এবং এই নগরী ধ্বংসিত ও নিবাসী-বিহীন হবে?' আর সমস্ত জনতা প্রভুর গৃহে যেরেমিয়ার বিরুদ্ধে ভিড় করে সমবেত হল।

[১০] ব্যাপারটা শুনে যুদার সমাজনেতারা রাজপ্রাসাদ থেকে প্রভুর গৃহে উঠে এলেন, এবং প্রভুর গৃহের 'নতুন' দ্বারের প্রবেশস্থানে আসন নিলেন। [১১] তখন যাজকেরা ও নবীরা সমাজনেতাদের ও গোটা জনগণকে বলল, 'লোকটা প্রাণদণ্ডের

যোগ্য, কারণ এই নগরীর বিরুদ্ধে ভাববাণী দিল, যেমনটি তোমরা নিজেদের কানে শুনেছ।' [১২] কিন্তু যেরেমিয়া সকল সমাজনেতাকে ও গোটা জনগণকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা যা শুনেছ, এই গৃহের ও এই নগরীর বিরুদ্ধে তেমন ভাববাণী দিতে স্বয়ং প্রভুই আমাকে প্রেরণ করেছেন। [১৩] সুতরাং তোমরা এখন তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার কর ও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, তবে প্রভু তোমাদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা বলেছেন, তা ফিরিয়ে নেবেন। [১৪] আর আমি, এই যে, আমি তো তোমাদেরই হাতে! আমাকে নিয়ে তোমরা যা ভাল ও ন্যায্য মনে কর, তাই কর। [১৫] তবু একথা নিশ্চিত হয়ে জেনে রাখ যে, যদি আমাকে বধ কর, তোমরা তোমাদের নিজেদের উপরে, এই নগরীর উপরে ও তার অধিবাসীদের উপরে নির্দোষীর রক্তপাতের অপরাধ ডেকে আনবে, কারণ তোমাদের কানে এই সমস্ত কথা শোনাতে প্রভু সত্যিই আমাকে প্রেরণ করেছেন।' [১৬] সমাজনেতারা ও গোটা জনগণ তখন যাজকদের ও নবীদের বলল: 'এই ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য নন, কেননা তিনি আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর নামে আমাদের কাছে কথা বলেছেন।'

[১৭] তখন দেশের প্রবীণবর্গের মধ্যে কয়েকজন উঠে গোটা জনগণকে বললেন, [১৮] 'যুদা-রাজ হেজেকিয়ার সময়ে মোরেশেথীয় মিখা নবী ভাববাণী দিতেন; তিনি যুদার গোটা জনগণকে বলেছিলেন,

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
সিয়োন লাঙল দ্বারা চাষ করা মাটির মত হবে,
যেরুশালেম ধ্বংসস্তূপের ঢিবি হবে,
এবং গৃহের পর্বত হবে ঝোপে ভরা উচ্চস্থান!(ক)

[১৯] বল দেখি, যুদা-রাজ হেজেকিয়া ও গোটা যুদা এজন্য কি তাঁকে বধ করেছিলেন? তাঁরা বরং কি প্রভুকে ভয় করে প্রভুর শ্রীমুখ প্রশমিত করলেন না, যার ফলে প্রভু তাঁদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা বলেছিলেন, তা থেকে ক্ষান্ত হলেন? তবে আমরা এখন কি নিজেদের প্রাণের উপরে এত ভারী অমঙ্গল আনব?'

[২০] উপরন্তু আর একজন লোক ছিলেন, যিনি প্রভুর নামে বাণী দিতেন; তিনি কিরিয়াথ-যেয়ারিম-নিবাসী শেমাইয়ার সন্তান উরিয়; তিনি যেরেমিয়ার সমস্ত বাণীর মত

এই নগরীর ও এই দেশের বিরুদ্ধে ভাববাণী দিলেন। [২১] আর যখন যেহোইয়াকিম রাজা, তাঁর সমস্ত বীরযোদ্ধা ও সমস্ত জনপ্রধান সেই লোকের কথা শুনতে পেলেন, তখন রাজা তাঁকে বধ করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু উরিয় তা শুনতে পেয়ে ভয়ে মিশরে পালিয়ে গেলেন। [২২] তথাপি যেহোইয়াকিম রাজা আকবোরের সন্তান এল্নাথানকে ও তার সঙ্গে অন্য কয়েকজন লোককে মিশরে পাঠালেন। [২৩] তারা উরিয়কে মিশর থেকে বের করে যেহোইয়াকিম রাজার কাছে আনল; রাজা তাঁকে খড়্গের আঘাতে বধ করে তাঁর মৃতদেহ জনসাধারণের কবরস্থানে ফেলে দিলেন।

[২৪] যাই হোক, শাফানের সন্তান আহিকামের হাত যেরেমিয়ার পক্ষে দাঁড়াল, তাই প্রাণদণ্ডের জন্য তাঁকে জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হল না।

হয় বশ্যতা স্বীকার, না হয় দুর্বিপাক

২৭ [১] যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ সেদেকিয়ার রাজত্বকালের আরম্ভে প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল। [২] প্রভু আমাকে একথা বলছেন: ‘তুমি কয়েকটা চামড়ার ফিতা ও জোয়াল যুগিয়ে তা নিজের ঘাড়ে রাখ। [৩] পরে যে দূতেরা যেরুশালেমে যুদা-রাজ সেদেকিয়ার কাছে এসেছে, তাদের মধ্য দিয়ে এদোমের রাজার কাছে, মোয়াবের রাজার কাছে, আম্মোনীয়দের রাজার কাছে, তুরসের রাজার কাছে ও সিদোনের রাজার কাছে এই সব কিছু পাঠাও, [৪] এবং যার যার প্রভুর জন্য তাদের এই বাণী দাও: সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, তোমরা নিজ নিজ প্রভুকে একথা বলবে: [৫] আমিই মহাপ্রতাপে ও প্রসারিত বাহুতে পৃথিবীকে ও পৃথিবী-বাসী মানুষ ও পশুদের গড়েছি, এবং যাকে খুশি তাকেই সেই সমস্ত দিয়ে থাকি! [৬] সম্প্রতি আমি এই সকল দেশ আমার দাস বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজারের হাতে তুলে দিয়েছি; এবং তার সেবা করতে বন্যজন্তুদেরও তার হাতে তুলে দিয়েছি। [৭] সকল দেশ তার বশ্যতা স্বীকার করবে, তার সন্তানের ও তার পৌত্রের বশ্যতা স্বীকার করবে, যতদিন না তার দেশের জন্যও সময় আসে। তখন বহু দেশ ও প্রতাপশালী রাজারা তাকে বশীভূত করবে। [৮] যে দেশ ও যে রাজ্য সেই বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজারের বশ্যতা স্বীকার করবে না ও বাবিলন-রাজের জোয়ালের

নিচে ঘাড় পাতবে না, তাদের আমি খড়্গা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা দণ্ডিত করব—প্রভুর উক্তি—যতদিন না তার হাত দ্বারা সেই দেশ ধ্বংস করি। [৯] তাই তোমাদের যত নবী, মন্ত্রজালিক, স্বপ্নদর্শক, গণক ও মায়াবী তোমাদের বলে: তোমরা বাবিলন-রাজের বশীভূত হবেই না! তাদের কথায় তোমরা কান দিয়ো না; [১০] কারণ তারা তোমাদের মিথ্যা ভাববাণী শোনায়, যার ফলে স্বদেশ থেকে তোমাদের দেশছাড়া করা হবে, আমি তোমাদের বিক্ষিপ্ত করব, আর তোমাদের সর্বনাশ ঘটবে। [১১] কিন্তু যে জাতি বাবিলন-রাজের জোয়ালের নিচে ঘাড় পাতবে ও তার বশীভূত হয়ে থাকবে—প্রভুর উক্তি—আমি সেই জাতিকে স্বদেশে শান্ত অবস্থায় থাকতে দেব; তারা সেখানে চাষ করবে, সেখানে বসবাস করবে।'

[১২] যুদা-রাজ সেদেকিয়ার কাছে আমি ঠিক এইভাবে কথা বললাম: 'আপনারা আপনাদের ঘাড় বাবিলন-রাজের জোয়ালের নিচে পেতে তাঁর ও তাঁর প্রজাদের বশীভূত হোন, তবে প্রাণ বাঁচাবেন। [১৩] যে দেশ বাবিলন-রাজের বশীভূত হয়ে থাকবে না, তার বিরুদ্ধে প্রভু যা কিছু বলেছেন, সেই অনুসারে আপনি ও আপনার প্রজারা কেন খড়্গা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মরতে চান? [১৪] যে নবীরা আপনাদের বলে: আপনারা বাবিলন-রাজের বশীভূত হবেন না, তাদের সেই বাণীতে কান দেবেন না, কারণ তারা আপনাদের মিথ্যা ভাববাণী শোনায়। [১৫] কেননা আমি তো তাদের পাঠাইনি—প্রভুর উক্তি—অথচ তারা আমার নামে মিথ্যা ভাববাণী দেয়; তাই আমি তোমাদের বিক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হব, আর এর ফলে তোমাদের ও যারা তোমাদের কাছে তেমন ভাববাণী শোনায়, তাদেরও বিনাশ হবে।'

[১৬] আমি যাজকদের ও গোটা জনগণকে বললাম, 'প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের যে নবীরা তোমাদের কাছে এমন ভাববাণী শোনায়, যা অনুসারে প্রভুর গৃহের পাত্রগুলি বাবিলন থেকে অল্প দিনের মধ্যেই ফিরিয়ে আনা হবে, তোমরা তাদের বাণীতে কান দিয়ো না, কেননা তারা তোমাদের কাছে মিথ্যা ভাববাণী শোনায়। [১৭] তোমরা তাদের কথায় কান দিয়ো না; বাবিলন-রাজের বশ্যতা স্বীকার কর, তবে বাঁচবে; এই নগরী কেন উৎসন্নস্থান হবে? [১৮] তারা যদি প্রকৃত নবী হয়, ও তাদের সঙ্গে প্রভুর বাণী সত্যিই থাকে, তবে প্রভুর গৃহে, যুদার রাজপ্রাসাদে ও যেরুশালেমে যে সকল পাত্র

বাকি রয়েছে, তা যেন বাবিলনে না যায়, এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভুর কাছে মিনতি করুক।’ [১৯] কারণ দুই স্তম্ভ, সমুদ্রপাত্র ও পীঠগুলি, এবং যে সমস্ত পাত্র এই নগরীতে বাকি রয়েছে, [২০] অর্থাৎ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ যেকোনিয়াকে এবং যুদার ও যেরুশালেমের সকল জনপ্রধানকে দেশছাড়া করে যেরুশালেম থেকে বাবিলনে নিয়ে যাবার সময়ে যে সকল পাত্র নিয়ে যাননি, সেই সবকিছু সম্বন্ধে প্রভু একথা বলছেন; [২১] হ্যাঁ, প্রভুর গৃহে, যুদার রাজপ্রাসাদে ও যেরুশালেমে বাকি পাত্রগুলি সম্বন্ধে সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: [২২] ‘সেইসব কিছু বাবিলনে আনা হবে, এবং যে পর্যন্ত আমি তত্ত্বানুসন্ধান করতে না যাব, সেপর্যন্ত সেইখানে থাকবে—প্রভুর উক্তি—পরে আমি সেগুলিকে এই স্থানে ফিরিয়ে আনব।’

হানানিয়ার সঙ্গে তর্ক

২৮ [১] সেই বর্ষে, যুদা-রাজ সেদেকিয়ার রাজত্বকালের আরম্ভে, চতুর্থ বর্ষের পঞ্চম মাসে, গিবেয়োন-নিবাসী আজ্জুরের সন্তান নবী হানানিয়া প্রভুর গৃহে যাজকদের ও গোটা জনগণের সামনে আমাকে একথা বলল: [২] ‘সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, আমি বাবিলন-রাজের জোয়াল ভেঙে ফেলব! [৩] বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার এখান থেকে প্রভুর গৃহের যে সমস্ত পাত্র বাবিলনে নিয়ে গেছে, তা আমি দু’বছরের মধ্যে এখানে ফিরিয়ে আনব। [৪] আমি যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ যেকোনিয়াকে ও যুদা থেকে নির্বাসিত হয়ে যারা বাবিলনে গিয়েছিল, তাদেরও এখানে ফিরিয়ে আনব—প্রভুর উক্তি—কারণ বাবিলন-রাজের জোয়াল ভেঙে ফেলব।’

[৫] নবী যেরেমিয়া যাজকদের সামনে, এবং প্রভুর গৃহে উপস্থিত লোকদের সামনে নবী হানানিয়াকে উত্তর দিলেন। [৬] নবী যেরেমিয়া বললেন, ‘তাই হোক! প্রভু এমনটি করুন! প্রভুর গৃহের পাত্রগুলি ও নির্বাসিত সকলকে বাবিলন থেকে এখানে ফিরিয়ে আনবার ব্যাপারে তুমি যে ভাববাণী দিলে, প্রভু তোমার সেই সকল বাণী সিদ্ধ করুন। [৭] কিন্তু আমি তোমাকে ও এখানে উপস্থিত সকলকে যে স্পষ্ট বাণী বলতে যাচ্ছি, তুমি তা ভাল মত শোন। [৮] আমার ও তোমার আগে সেকালের যত নবীরা ছিল, তারা বহু

দেশ ও মহা মহা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অমঙ্গল ও মহামারী বিষয়ে ভাববাণী দিয়েছিল। [৯] কিন্তু যে নবী শান্তির ভাববাণী দেয়, তার বাণী সত্য হলেই সে সত্যিকারে প্রভু থেকে প্রেরিত নবী বলে স্বীকৃতি পাবে।'

[১০] তখন নবী হানানিয়া নবী যেরেমিয়ার ঘাড় থেকে সেই জোয়ালটা নিয়ে ভেঙে ফেলল। [১১] এবং হানানিয়া গোটা জনগণের সামনে বলল, 'প্রভু একথা বলছেন: এভাবেই আমি দু'বছরের মধ্যে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের জোয়াল ভেঙে সমগ্র জাতির ঘাড় থেকে তা দূর করে দেব।' তাতে নবী যেরেমিয়া চলে গেলেন।

[১২] হানানিয়া নবী যেরেমিয়ার ঘাড় থেকে জোয়ালটা নিয়ে ভেঙে ফেলার পর প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৩] 'হানানিয়াকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, তুমি কাঠের জোয়াল ভেঙে ফেললে বটে, কিন্তু তার পরিবর্তে আমি লোহারই একটা জোয়াল তৈরি করব। [১৪] কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: আমি এই সকল দেশের ঘাড়ে লোহার জোয়াল চেপে দিলাম, যেন তারা বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের অধীন হয়।' [১৫] তখন নবী যেরেমিয়া নবী হানানিয়াকে বললেন, 'হানানিয়া, শোন! প্রভু তোমাকে প্রেরণ করেননি, অথচ তুমি এই লোকদের মিথ্যাকথায় বিশ্বাস করাচ্ছ। [১৬] তাই প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমাকে পৃথিবীর বুক থেকে দূর করে দেব; এই বছরেই তোমার মৃত্যু হবে, কারণ তুমি প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করেছ।' [১৭] সেই বছরের সপ্তম মাসে নবী হানানিয়ার মৃত্যু হয়।

নির্বাসিতদের কাছে পত্র

২৯ [১] এগুলো হল সেই পত্রের কথা, যা নবী যেরেমিয়া যেরুশালেম থেকে পাঠালেন নির্বাসিত বাকি প্রবীণদের কাছে, যাজকদের, নবীদের ও গোটা জনগণের কাছে, যাদের নেবুকাদ্নেজার যেরুশালেম থেকে দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে গেছিলেন। [২] যেকোনিয়া রাজা, মাতারানী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, যুদা ও যেরুশালেমের সমাজনেতারা, শিল্পকার ও কর্মকারেরা যেরুশালেম থেকে চলে যাওয়ার পরেই তিনি পত্রটা পাঠালেন। [৩] পত্রটা শাফানের সন্তান এলেয়াসা ও হিল্কিয়ার সন্তান

গেমারিয়ার হাতে পাঠানো হয়; এই দু'জনকে যুদা-রাজ সেদেকিয়া দ্বারা বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের কাছে বাবিলনে পাঠানো হয়েছিল। পত্রের কথা এই:

[৪] 'সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: যেরুশালেম থেকে দেশছাড়া করে যাদের আমি বাবিলনে এনেছি, সেই সকল নির্বাসিত লোকের প্রতি আদেশ এ: [৫] তোমরা ঘর বেঁধে সেখানে বাস কর; খেত-খামার করে তার ফল ভোগ কর; [৬] বিবাহ করে সন্তানসন্ততির জন্ম দাও; ছেলেদের জন্য স্ত্রী বেছে নাও ও মেয়েদের বিবাহ দাও, যেন তারাও সন্তানসন্ততি উৎপন্ন করে। সেখানে বংশবৃদ্ধি কর, তোমাদের জনসংখ্যা যেন হ্রাস না পায়। [৭] আমি যে শহরে তোমাদের নির্বাসিত অবস্থায় এনেছি, তার সমৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাক; তার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেহেতু তার সমৃদ্ধির উপরেই তোমাদের নিজেদের সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

[৮] সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমাদের মধ্যে যত নবী ও মন্ত্রজালিক এখনও রয়েছে, তারা যেন তোমাদের না ভোলায়; তারা যে স্বপ্ন দেখে, তাতে তোমরা কান দিয়ো না; [৯] কারণ তারা তোমাদের কাছে আমার নামে মিথ্যা ভাববাণী দেয়; আমি তাদের পাঠাইনি—প্রভুর উক্তি।

[১০] তাই প্রভু একথা বলছেন: বাবিলনকে মঞ্জুর করা সেই সত্তর বছর পূর্ণ হওয়ার পর আমি তোমাদের দেখতে আসব এবং তোমাদের পক্ষে আমার মঙ্গলবাণী সিদ্ধ করব, হ্যাঁ, তোমাদের আবার এইখানে ফিরিয়ে আনব। [১১] কারণ আমি তো জানি তোমাদের জন্য কী কী পরিকল্পনা করেছি—প্রভুর উক্তি—, শান্তিরই পরিকল্পনা, অমঙ্গলের পরিকল্পনা নয়, যেন তোমাদের দিতে পারি একটা ভবিষ্যৎ, একটা আশা। [১২] তোমরা আমাকে ডাকবে, আমার কাছে এসে প্রার্থনা করবে, আর তখনই আমি তোমাদের সাড়া দেব; [১৩] তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে; [১৪] আমি তোমাদের নিজের উদ্দেশ পেতে দেব—প্রভুর উক্তি—তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব, এবং যে সকল দেশের মধ্যে ও যে সকল জায়গায় তোমাদের বিক্ষিপ্ত করেছি, সেই সকল জায়গা থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব—প্রভুর উক্তি—এবং যেখান থেকে তোমাদের নির্বাসিত করেছি, সেইখানে তোমাদের ফিরিয়ে আনব।'

[১৫] নিশ্চয় তোমরা বলবে: 'প্রভু বাবিলনে আমাদের জন্য নবীর উদ্ভব ঘটিয়েছেন,' [১৬] কিন্তু, দাউদের সিংহাসনে আসীন রাজার বিষয়ে ও এই নগরবাসী গোটা জনগণের বিষয়ে, তোমাদের যে ভাইয়েরা তোমাদের সঙ্গে নির্বাসন-দেশে যায়নি, সেই সকলের বিষয়ে প্রভুর বাণী এ: [১৭] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'দেখ, আমি তাদের উপরে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করতে যাচ্ছি, এবং তাদের পচা ডুমুরফলের মত করব—এতই মন্দ যে তা খাওয়া যায় না। [১৮] আমি খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করব, এবং পৃথিবীর সকল রাজ্যের কাছে তাদের আশঙ্কার বস্তু করব; এবং এমনটি করব যে, যে সকল জাতির মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছি, সেই সকল জাতির কাছে তারা অভিশাপ ও বিস্ময়ের বস্তু হবে, ও এমন উৎসন্নস্থানে পরিণত হবে, যেখানে আতঙ্কের চিৎকার ধ্বনিত; [১৯] কারণ—প্রভুর উক্তি—আমি তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে তাদের কাছে আমার আপন দাস সেই নবীদের প্রেরণ করলেও তারা আমার বাণীতে কান দিল না; না! তারা শুনতে চাইল না।' প্রভুর উক্তি।

[২০] সুতরাং, তোমরা যত নির্বাসিত লোক, যাদের আমি যেরুশালেম থেকে বাবিলনে পাঠিয়েছি, তোমরা সকলে প্রভুর বাণী শোন: [২১] 'কোলাইয়ার সন্তান আহাব ও মাসেইয়ার সন্তান সেদেকিয়া, যারা আমার নামে তোমাদের কাছে মিথ্যা ভাববাণী শোনায়, তাদের বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, তাদের আমি বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজারের হাতে তুলে দেব, আর সে তোমাদের চোখের সামনে তাদের মৃত্যু ঘটাবে। [২২] আর বাবিলনে যুদার যত নির্বাসিত লোক আছে, তাদের মধ্যে ওই দুই লোকের দশা ভিত্তি করে এই অভিশাপের কথা প্রচলিত হবে, "বাবিলন-রাজ যে সেদেকিয়াকে ও আহাবকে আগুনে ঝলসে দিয়েছিলেন, তাদের মত প্রভু তোমার প্রতিও করুন!" [২৩] কেননা তারা ইস্রায়েলের মধ্যে ঘৃণ্য কাজ সাধন করেছে, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে, এবং আমি তাদের কোন আজ্ঞা না দিলেও তারা আমার নামে কথা বলেছে। আমিই জানি, আমিই সাক্ষী। প্রভুর উক্তি।'

[২৪] তুমি নেহেলামীয় শেমাইয়াকে একথা বলবে: [২৫] 'সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তুমি যেরুশালেমের সকল লোকের কাছে ও

মাসেইয়ার সন্তান জেফানিয়া যাজক ও সকল যাজকের কাছে নিজেরই উদ্যোগে এই পত্রগুলি পাঠিয়েছ, যথা: [২৬] প্রভু যেহোইয়াদা যাজকের বদলে তোমাকে যাজকপদে নিযুক্ত করেছেন, যেন তুমি প্রভুর গৃহের অধ্যক্ষ হও যাতে করে যে কোন লোক ক্ষিপ্ত হয়ে নিজেকে নবী বলে দেখাচ্ছে, তাকে তুমি হাঁড়িকাঠে ও বেড়িতে আটকাও। [২৭] আচ্ছা, আনাথোথীয় যে যেরেমিয়া তোমাদের কাছে নিজেকে নবী বলে দেখায়, তাকে তুমি কেন বশীভূত কর না? [২৮] বাস্তবিকই সে বাবিলনে আমাদের কাছে একথা বলে পাঠিয়েছে যে, দেরি হবে! তোমরা ঘর বেঁধে বাস কর, খেত-খামার করে তার ফল ভোগ কর!’

[২৯] জেফানিয়া যাজক যেরেমিয়া নবীর সাক্ষাতে পত্রটা পাঠ করার পর [৩০] প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৩১] ‘তুমি সকল নির্বাসিত লোকের কাছে একথা বলে পাঠাও: প্রভু নেহেলামীয় শেমাইয়ার বিষয়ে একথা বলেন: আমি শেমাইয়াকে না পাঠালেও যেহেতু সে তোমাদের কাছে নবীরূপে কথা বলেছে ও মিথ্যার উপরেই তোমাদের ভরসা রাখিয়েছে, [৩২] সেজন্য প্রভু একথা বলছেন, দেখ, আমি নেহেলামীয় শেমাইয়াকে ও তার বংশকে শাস্তি দেব; তার কোন পুত্রসন্তান এই জাতির মধ্যে বাস করবে না; আর আমি আমার আপন জনগণের যে মঙ্গল করব, তাও সে দেখতে পাবে না—প্রভুর উক্তি—যেহেতু সে প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করেছে।’

ইস্রায়েলের ভাবী পুনঃপ্রতিষ্ঠা

৩০ [১] প্রভুর কাছ থেকে যে বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ: [২] ‘প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: আমি তোমার কাছে যে সকল কথা বলেছি, তা একটা পুঁথিতে লিখে রাখ, [৩] কেননা দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের ও যুদার দশা ফেরাব; আর আমি তাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দিয়েছি, সেই দেশে তাদের ফিরিয়ে আনব আর তারা তা অধিকার করবে।’ [৪] ইস্রায়েল ও যুদা সম্বন্ধে প্রভু যে সকল কথা বললেন, তা এই:

[৫] প্রভু একথা বলছেন:

‘ভয়ের চিৎকার শোনা হচ্ছে,

সন্ত্রাসেরই চিৎকার, শান্তির নয়।

[৬] তোমরা এবার জিজ্ঞাসা করে দেখ,

পুরুষ কি প্রসব করতে পারে?

তবে আমি কেন এত পুরুষ দেখছি,

যারা প্রসবিনীর মত কোমরে হাত দেয়?

কেন সকলের মুখ বিষাদে ম্লান হচ্ছে? হায়!

[৭] কেননা সেই দিনটি মহান,

তার মত দিন আর নেই!

দিনটি হবে যাকোবের সঙ্কটকাল,

কিন্তু তেমন দিন থেকে সে পরিত্রাণকৃত হয়েই বের হবে।

[৮] সেইদিন—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি তার ঘাড় থেকে জোয়ালটা খুলে ভেঙে দেব, তার যত বেড়ি ছিন্ন করব; তারা বিদেশীদের দাস আর হবে না। [৯] তারা বরং তাদের পরমেশ্বর প্রভুরই ও তাদের সেই রাজা দাউদেরই দাস হবে, যাঁর উদ্ভব আমি তাদের জন্য ঘটাব।

[১০] তাই তুমি, হে আমার দাস যাকোব, ভয় করো না।

প্রভুর উক্তি।

ইস্রায়েল, হতাশ হয়ো না;

কেননা দেখ, আমি দূরদেশ থেকে তোমাকে ত্রাণ করব,

বন্দিদশার দেশ থেকে তোমার বংশের পরিত্রাণ সাধন করব।

যাকোব ফিরে এসে শান্তি ভোগ করবে,

সে নির্ভয়ে বাস করবে, তাকে ভয় দেখাবে এমন কেউ থাকবে না।

[১১] কেননা তোমার পরিত্রাণ সাধন করার জন্য

আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি—প্রভুর উক্তি।

আমি যাদের মধ্যে তোমাকে বিক্ষিপ্ত করেছি,

সেই সকল দেশ নিঃশেষে সংহার করব;

কিন্তু তোমাকে নিঃশেষে সংহার করব না;

অর্থাৎ মাত্রা বজায় রেখে তোমাকে শাস্তি দেব,
তবু তোমাকে সম্পূর্ণরূপে অদণ্ডিত রাখব না।’

[১২] প্রভু একথা বলছেন :
‘তোমার সর্বনাশ প্রতিকারের অতীত,
তোমার ঘা নিরাময়ের অতীত।
[১৩] তোমাকে যত্ন করার মত কেউ নেই,
তোমার ঘায়ের জন্য ঔষধ নেই, পটিও নেই।
[১৪] তোমার প্রেমিকেরা সকলে তোমাকে ভুলে গেছে,
তারা তোমাকে আর খোঁজ করে না ;
কারণ আমি তোমাকে
শত্রুর আঘাতেরই মত আঘাত করেছি,
কঠোর শাস্তিতেই তোমাকে আঘাত করেছি,
কেননা তোমার শঠতা সত্যিই বড়,
তোমার পাপরাশিও অসংখ্য।
[১৫] তোমার সর্বনাশের জন্য কেন চিৎকার করছ?
তোমার ঘা তো প্রতিকারের অতীত!
তোমার মহা শঠতা ও তোমার পাপরাশির কারণেই
আমি তোমার প্রতি এইভাবে ব্যবহার করেছি।
[১৬] কিন্তু যারা তোমাকে গ্রাস করে, তাদের সকলকে গ্রাস করা হবে ;
তোমার অত্যাচারীরা সকলেই বন্দিদশায় চলে যাবে ;
তোমাকে লুট করেছে যারা, তাদের লুট করা হবে,
আর তোমাকে অপহরণ করেছে যারা, তাদের অপহরণ করা হবে।
[১৭] কারণ আমি তোমার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেব,
তোমার সমস্ত ঘা নিরাময় করব। প্রভুর উক্তি।
কেননা, হে সিয়োন, তারা তোমাকে সেই পরিত্যক্তা বলে ডাকে,
কেউ যার যত্ন করে না।’

[১৮] প্রভু একথা বলছেন :
‘দেখ, আমি যাকোবের তাঁবুগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবই করব ;
তার আবাসের প্রতি করুণা দেখাব।
নগরী নিজের ধ্বংসস্তূপের উপরে পুনর্নির্মিত হবে,
রাজপুরীও পুনর্নির্মিত হবে তার প্রকৃত স্থানে।
[১৯] সেখান থেকে ধ্বনিত হবে স্তবগান ও উৎসবমুখর লোকদের সুর ;
আমি তাদের বংশবৃদ্ধি করব, তারা হ্রাস পাবে না ;
আমি তাদের সম্মানের পাত্র করব, তারা আর অবনমিত হবে না ;
[২০] তাদের সন্তানেরা আগের মতই হবে,
তাদের জনমণ্ডলী আমার সামনে হবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ;
কিন্তু তাদের বিরোধীদের আমি শাস্তি দেব।
[২১] তাদের নেতা তাদেরই মধ্যে একজন হবেন ;
তাদেরই মধ্য থেকে উৎপন্ন এক ব্যক্তি হবেন তাদের শাসনকর্তা।
আমি তাঁকে কাছে আনব, আর তিনি আমার কাছে আসবেন ;
কেননা সে কে যে আমার কাছে আসবার জন্য
নিজের প্রাণের ঝুঁকি নেবে?
—প্রভুর উক্তি—
[২২] তোমরা হবে আমার আপন জনগণ
আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।
[২৩] দেখ, প্রভুর ঝড়ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড ক্রোধে বইবে!
—প্রচণ্ডই এক ঝঞ্ঝা, যা দুর্জনদের মাথায় নেমে পড়বে!
[২৪] প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ প্রশমিত হবে না,
যতদিন না তিনি নিজের মনের সঙ্কল্প সিদ্ধ ও সফল করেন!
অন্তিম দিনগুলিতেই তোমরা তা বুঝতে পারবে।’

৩১ [১] প্রভু একথা বলছেন :
‘সেসময়ে আমি হব ইস্রায়েলের সকল গোত্রের আপন পরমেশ্বর,

আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।’
[২] প্রভু একথা বলছেন :
‘যে জনগণ খড়্গা থেকে রেহাই পেয়েছে,
তারা প্রান্তরেই অনুগ্রহ পেয়েছে ;
ইস্রায়েল এবার তার বিশ্রামস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।’
[৩] দূর থেকে প্রভু আমাকে দেখা দিয়েছেন :
‘চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই
আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি।
[৪] আমি তোমাকে পুনর্নির্মাণ করব
আর তুমি, ইস্রায়েল-কুমারী, পুনর্নির্মিত হবে।
তুমি আবার হবে তোমার খঞ্জনিতে বিভূষিতা,
উৎসবমুখর জনতার মাঝে নেচে নেচে এগিয়ে চলবে।
[৫] সামারিয়ার পর্বতমালায় তুমি আবার আঙুরগাছ পুঁতবে,
যারা পুঁতবে, তারা পুঁতবার পর ফল ভোগ করবে।
[৬] এমন দিন আসবে,
যে দিন এফ্রাইমের পর্বতে পর্বতে প্রহরীরা চিৎকার করে বলবে :
ওঠ, চল, আমরা সিয়োনে যাই,
আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে যাই !’
[৭] কেননা প্রভু একথা বলছেন :
‘যাকোবের জন্য তোমরা সানন্দে চিৎকার কর,
সর্বদেশের মধ্যে প্রধান যে দেশ তার উদ্দেশে উচ্চধ্বনি তোল,
ঘোষণা কর, প্রশংসাবাদ কর, চিৎকার করে বল :
প্রভু তাঁর আপন জনগণকে,
ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে ত্রাণ করেছেন।’

[৮] দেখ, আমি উত্তর দেশ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনছি,
পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তাদের জড় করছি ;

তাদের মধ্যে রয়েছে অন্ধ ও খোঁড়া, গর্ভবতী ও প্রসবিনী,
—বিপুল জনতা হয়ে তারা একসঙ্গে এখানে ফিরে আসবে।
[৯] তারা ফিরে আসবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে,
তারা প্রার্থনা করতে করতেই আমি তাদের ফিরিয়ে আনব;
আমি তাদের জলস্রোতের ধারে চালনা করব,
এমন সরল পথ দিয়ে তাদের চালনা করব,
যে পথে তারা হোঁচট খাবে না;
কেননা ইস্রায়েলের পক্ষে আমি পিতা,
এফ্রাইম আমার প্রথমজাত পুত্র।

[১০] জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন,
সুদূর উপকূলে তা প্রচার কর; বল:
'যিনি ইস্রায়েলকে বিক্ষিপ্ত করলেন,
তিনি তাকে সংগ্রহ করেন,'
তিনি তাকে রক্ষা করেন, মেষপালক নিজের পাল রক্ষা করে যেমন।
[১১] কারণ প্রভু যাকোবের মুক্তি সাধন করলেন,
তার চেয়ে শক্তিশালীর হাত থেকে তাকে উদ্ধার করলেন।
[১২] তারা এসে সিয়োনের উঁচুস্থানে সানন্দে চিৎকার করবে,
প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—
তারা গম, নতুন আঙুররস, তেল,
মেষ ও পশুপালের উপর উল্লাস করবে;
তারা জলসিক্ত বাগানেরই মত হবে,
তাদের আর কখনও দুঃখ হবে না।
[১৩] তখন যুবতী নেচে নেচে আনন্দ করবে,
যুবা-বৃদ্ধও মিলে আনন্দ করবে;
আমি তাদের শোক পুলকেই পরিণত করব,
তাদের সান্ত্বনা দেব; দুঃখের পর তাদের আনন্দিত করব।

[১৪] যাজকদের প্রাণ ভরিয়ে তুলব পরমদানে,
আমার জনগণ পরিতৃপ্ত হবে আমার মঙ্গলদানে—প্রভুর উক্তি।

[১৫] প্রভু একথা বলছেন:
'রামায় শোনা গেল এক সুর—বিলাপ ও তিক্ত কান্নার সুর।
রাখেল নিজ সন্তানদের জন্য কাঁদছে;
কোন সান্ত্বনা মানছে না, কারণ তারা আর নেই!'
[১৬] প্রভু একথা বলছেন:
'তোমার বিলাপ, তোমার চোখের জল সংযত রাখ,
কারণ তোমার শ্রমের জন্য একটা মজুরি আছেই—প্রভুর উক্তি—
তারা শত্রুদেশ থেকে ফিরে আসবে।
[১৭] তোমার ভবিষ্যতের একটা আশা আছেই—প্রভুর উক্তি—
তোমার সন্তানেরা তাদের আপন অঞ্চলে ফিরে আসবে।
[১৮] আমি তো শুনেইছি এফ্রাইমের খেদের এই কথা:
তুমি আমাকে শাস্তি দিয়েছ, আর আমি সেই শাস্তি ভোগ করেছি,
—দমিত নয় এমন একটা বাছুরের মত!
আমাকে ফিরিয়ে আন, তবে আমি ফিরে আসব,
তুমিই যে আমার পরমেশ্বর প্রভু।
[১৯] পথভ্রষ্ট হওয়ার পর আমি তো করেছি অনুতাপ,
আমার চেতনা হওয়ার পর আমি তো চাপড়িয়েছি বুক।
লজ্জা বোধ করেছি, আমি এখন নিতান্ত বিষণ্ন,
আমি যে আমার যৌবনকালের সেই দুর্নাম বহন করছি!
[২০] এফ্রাইম কি আমার প্রিয় সন্তান নয়?
সে কি আমার প্রীতিভাজন বালক নয়?
তাকে যত ভর্ৎসনা করেছি,
আমার কাছে তত উজ্জ্বল হল তার স্মরণ!
এজন্য আমার অন্তর তার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে,

তার প্রতি আমার স্নেহ গভীর।’ প্রভুর উক্তি।

[২১] তুমি জায়গায় জায়গায় পথের চিহ্ন রাখ,
নির্দেশ-স্তম্ভ স্থাপন কর,
যে পথে চলেছ, সেই রাস্তায় মন নিবদ্ধ রাখ।
হে ইস্রায়েল-কুমারী, ফিরে এসো,
তোমার এই সকল শহরে ফিরে এসো।
[২২] হে বিদ্রোহিণী কন্যা,
আর কতকাল অস্থির হয়ে চলবে?
কেননা প্রভু পৃথিবীতে নবীন কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন:
নারীই নরকে ঘিরে রাখবে।

যুদার ভাবী পুনঃপ্রতিষ্ঠা

[২৩] সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: ‘আমি যখন তাদের বন্দিদের ফিরিয়ে আনব, তখন যুদা দেশে ও তার সকল শহরে আবার একথা বলা হবে: হে ধর্মময়তার নিবাস, হে পবিত্র পর্বত, প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করুন।

[২৪] যুদা ও তার সকল শহর, এবং কৃষকেরা ও যারা পালের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে, তারা সেখানে মিলে বাস করবে। [২৫] কারণ আমি শ্রান্ত প্রাণকে আপ্যায়িত করব ও অবসন্ন প্রাণকে পরিতৃপ্ত করব।’

[২৬] তখন আমি জেগে উঠে দৃষ্টিপাত করলাম; আমার ঘুম মধুর লাগল।

নতুন ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও নতুন সন্ধি স্থাপন (

[২৭] প্রভু একথা বলছেন, ‘দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন আমি মানুষ ও গবাদি পশুর বীজ দ্বারা ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলকে উর্বর করব। [২৮] আর যেমন আমি উৎপাটন ও ভাঙন, নিপাত ও বিনাশের জন্য তাদের উপর জাগ্রত দৃষ্টি রাখলাম, তেমনি গাঁথা ও রোপণের জন্যও তাদের উপর জাগ্রত দৃষ্টি রাখব।’ প্রভুর উক্তি। [২৯] ‘সেই দিনগুলিতে কেউই আর বলবে না:

পিতারা অম্ল আঙুরফল খেলে
ছেলেদেরই দাঁত টকেছে।

[৩০] বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ শঠতার কারণে মৃত্যু ভোগ করবে; যে কেউ অম্ল আঙুররস খাবে, তারই দাঁত টকবে।'

[৩১] 'দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব। [৩২] মিশর দেশ থেকে তাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার জন্য যখন আমি তাদের হাত ধরেছিলাম, তখন আমি তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলাম, এই সন্ধি সেই অনুসারে নয়; আমি তাদের প্রভু হলেও তারা আমার সেই সন্ধি লঙ্ঘন করল—প্রভুর উক্তি। [৩৩] এটি হবে সেই সন্ধি যা আমি সেই দিনগুলির পরে ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব—প্রভুর উক্তি: আমি তাদের অন্তঃস্থলে আমার নির্দেশগুলি রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব। তখন আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ। [৩৪] "তোমরা প্রভুকে জানতে শেখ!" একথা ব'লে আপন প্রতিবেশীকে ও ভাইকে উপদেশ দেওয়া আর কারও প্রয়োজন হবে না, কারণ তারা ছোট বড় সকলেই আমাকে জানবে—প্রভুর উক্তি—কেননা আমি তাদের শঠতা ক্ষমা করব, তাদের পাপও আর স্মরণে আনব না।'

[৩৫] যিনি দিনমানে আলোর জন্য সূর্য,
ও রাত্রিকালে আলোর জন্য চন্দ্র ও তারানক্ষত্র নিযুক্ত করেছেন,
যিনি সমুদ্র আলোড়িত করেন ও তার তরঙ্গমালার গর্জনধ্বনি তোলান,
সেনাবাহিনীর প্রভুই যাঁর নাম,
সেই প্রভু একথা বলছেন:
[৩৬] 'এই সকল বিধিনিয়ম যখন আমার সামনে থেকে নিঃশেষিত হবে,
—প্রভুর উক্তি—
তখনই ইস্রায়েল-বংশ আমার সামনে থেকে
জাতিরূপে নিঃশেষিত হবে চিরকাল ধরে।'
[৩৭] প্রভু একথা বলছেন:
'যদি ঊর্ধ্বে আকাশমণ্ডল পরিমাপ করা যায়,

নিম্নে পৃথিবীর ভিত যদি তলিয়ে দেখা যায়,
তবে আমিও তাদের সাধিত সমস্ত কাজের জন্য
ইস্রায়েলের গোটা বংশকে ত্যাগ করব।' প্রভুর উক্তি।

[৩৮] 'দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন হানানেয়েল-দুর্গ থেকে কোণ-দ্বার পর্যন্ত নগরী প্রভুর উদ্দেশে পুনর্নির্মিত হবে। [৩৯] সেখান থেকে মানদড়ি বরাবর সম্মুখপথে গারেব উপপর্বতের উপর দিয়ে টানা হবে, ও ঘুরে গোয়াতে গিয়ে পৌঁছবে। [৪০] লাশ ও ছাইয়ে ভরা সমস্ত উপত্যকা ও কিদ্রোন খরস্রোত পর্যন্ত সকল মাঠ, পুবদিকে অশ্ব-দ্বারের কোণ পর্যন্ত, প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হবে; তা কোন কালেও আর আলোড়িত বা বিধ্বস্ত হবে না।'

যুদার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক চিহ্ন

৩২ [১] যুদা-রাজ সেদেকিয়ার দশম বর্ষে, অর্থাৎ নেবুকাদ্নেজারের অষ্টাদশ বর্ষে, প্রভুর কাছ থেকে যে বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ।

[২] সেসময়ে বাবিলন-রাজের সৈন্যসামন্ত যেরুশালেম অবরোধ করছিল, এবং যেরেমিয়া নবী যুদার রাজপ্রাসাদে, কারাবাসের প্রাঙ্গণে, আবদ্ধ ছিলেন, [৩] যেহেতু যুদা-রাজ সেদেকিয়া এই বলে তাঁকে আটকিয়ে রেখেছিলেন: 'তুমি কেন তেমন ভাববাণী দিচ্ছ? তথা: প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি এই নগরী বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেব, আর সে তা হস্তগত করবে; [৪] যুদা-রাজ সেদেকিয়া কাল্দীয়দের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না; না, তাকে বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তার মুখোমুখি হয়ে তার সঙ্গে কথা বলবে ও নিজের চোখেই তাকে দেখবে; [৫] সে সেদেকিয়াকে বাবিলনে নিয়ে যাবে, এবং আমি তাকে না দেখতে যাওয়া পর্যন্ত সে সেখানে থাকবে—প্রভুর উক্তি। তোমরা কাল্দীয়দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে সফল হবে না।'

[৬] যেরেমিয়া বললেন, 'প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৭] দেখ, তোমার জেঠা মশায় শাল্লুমের সন্তান হানামেল তোমার কাছে এসে একথা বলবে: আনাথোথে আমার যে জমি আছে, তা তুমি কিনে নাও, কারণ তা কিনবার জন্য

মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার তোমারই।’ [৮] পরে প্রভুর কথামত আমার জেঠার সন্তান হানামেল কারাবাসের প্রাঙ্গণে আমার কাছে এসে বলল, ‘দোহাই আপনার, বেঞ্জামিন-এলাকায় আনাথোথে আমার যে জমি আছে, তা আপনি কিনে নিন; কারণ উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার ও মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার আপনার। তাই তা কিনে নিন।’ তখন আমি বুঝতে পারলাম, এ প্রভুর আদেশ; [৯] তাই জেঠা মশায়ের সন্তান আনাথোথ-নিবাসী হানামেলের কাছ থেকে জমিটা কিনলাম, ও তাকে তার মূল্য বুঝিয়ে দিলাম: সতের রুপোর শেকেল। [১০] আর দলিলপত্র লিখে তাতে সীল মারলাম, এবং সাক্ষীদের ডেকে সেই রুপো নিক্তিতে ওজন করে দিলাম।

[১১] পরে নিয়মনীতি অনুসারে আমি সীল মারা দলিলপত্র ও তার খোলা অনুলিপি নিলাম, [১২] ও আমার জ্ঞাতি হানামেলের সাক্ষাতে, এবং দলিলপত্রে স্বাক্ষরকারী সাক্ষীদের সাক্ষাতে, কারাবাসের প্রাঙ্গণে উপস্থিত সমস্ত ইহুদীদের সাক্ষাতে দলিলপত্রটাকে মাহ্‌সিয়ার পৌত্র নেরিয়ার সন্তান বারুকের হাতে তুলে দিলাম। [১৩] পরে বারুককে এই আজ্ঞা দিলাম: [১৪] ‘সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তুমি এই সীল-মারা দলিল ও তার খোলা অনুলিপি দু’টোই নিয়ে এক মাটির পাত্রে রাখ, তা যেন অনেক দিন থাকে। [১৫] কেননা সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: এদেশে বাড়ি, মাঠ ও আঙুরখেতের ক্রয়-বিক্রয় আবার চলবে!’

[১৬] নেরিয়ার সন্তান বারুককে সেই দলিলপত্র দেওয়ার পর আমি প্রভুর কাছে এই বলে প্রার্থনা করলাম: [১৭] ‘আহা, প্রভু পরমেশ্বর! দেখ, তুমি তো তোমার মহাপরাক্রমে ও প্রসারিত বাহুতে আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করেছ; তোমার অসাধ্য কিছু নেই! [১৮] তুমি সহস্র পুরুষের কাছে কৃপা দেখিয়ে থাক ও পিতৃপুরুষদের অপরাধের দণ্ড তাদের পরবর্তী সন্তানদের কোল ভরে দিয়ে থাক; তুমি মহান ও পরাক্রমশালী ঈশ্বর, সেনাবাহিনীর প্রভুই তোমার নাম। [১৯] তুমি চিন্তা-ভাবনায় মহান ও কর্মসাধনে শক্তিমান; এবং তোমার চোখ, প্রত্যেকজনকে নিজ নিজ পথের ও নিজ নিজ কাজকর্মের যোগ্য ফল দেবার জন্য, আদমসন্তানদের সমস্ত পথের প্রতি উন্মীলিত রয়েছে। [২০] তুমি মিশর দেশে নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছিলে, যার অর্থ আজ

পর্যন্তও ইস্রায়েল ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে বলবৎ রয়েছে; এবং নিজে নিজের সুনাম অর্জন করেছ, যেমনটি আজও দেখা যাচ্ছে। [২১] তুমি নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ, শক্তিশালী হাত, প্রসারিত বাহু ও ভয়ঙ্কর মহাকর্ম সাধনে তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলে। [২২] আর যে দেশ দেবে ব'লে তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলে, এই দেশ তাদের দিয়েইছিলে—দুধ ও মধু-প্রবাহী এক দেশ! [২৩] তারা প্রবেশ করে দেশ অধিকার করে নিয়েছিল, কিন্তু তোমার প্রতি বাধ্য হল না, তোমার নির্দেশ-পথেও চলল না, আর তুমি যা পালন করতে আজ্ঞা করেছিলে, তারা তার কিছুই পালন করল না; এজন্য তুমি তাদের উপরে এই সমস্ত অমঙ্গল ঘটিয়েছ। [২৪] দেখ, নগরী হস্তগত করার জন্য সেই সমস্ত অবরোধ-যন্ত্র ঠিক জায়গায় বসানো হয়েছে; এবং খড়্গা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মধ্য দিয়ে এবার নগরী আক্রমণকারী কাল্দীয়দের হাতে পড়ে যাচ্ছে; তুমি যা বলেছিলে, তা সত্য হয়ে উঠেছে; এই যে, তুমি নিজেই তা দেখতে পাচ্ছ। [২৫] অথচ তুমি, হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি নাকি আমাকে বলেছ: অর্থ দিয়ে সেই জমি কিনে নাও ও সাক্ষীদের ডাক; আর ইতিমধ্যে নগরী কাল্দীয়দের হাতে দেওয়া হচ্ছে!'

[২৬] তখন প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২৭] 'দেখ, আমিই প্রভু যত প্রাণীর পরমেশ্বর; আমার পক্ষে কি অসাধ্য কিছু আছে? [২৮] তাই প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি কাল্দীয়দের হাতে ও বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজারের হাতে এই নগরী তুলে দেব, আর সে তা হস্তগত করবে। [২৯] নগরীকে আক্রমণকারী এই কাল্দীয়েরা প্রবেশ করে তাতে আগুন লাগাবে, এবং আমাকে ক্ষুব্ধ করার জন্য যে সকল বাড়ির ছাদে লোকেরা বায়াল-দেবের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও অন্য দেবতাদের উদ্দেশে পানীয়-নৈবেদ্য ঢালত, সেই সকল বাড়িও তারা আগুনে পুড়িয়ে দেবে। [৩০] কারণ আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, ইস্রায়েল সন্তানেরা ও যুদা সন্তানেরা ছেলেবেলা থেকে কেবল তা-ই করে আসছে; বস্তুত তাদের কাজকর্ম দ্বারা ইস্রায়েল সন্তানেরা আমাকে কেবল ক্ষুব্ধই করেছে—প্রভুর উক্তি। [৩১] কারণ নির্মাণের দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই নগরী আমার এমন ক্রোধ ও রোষের কারণ হয়ে এসেছে যে, আমি এখন আমার সামনে থেকে তা দূর করে দেব; [৩২] কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা ও যুদা সন্তানেরা—তারা, তাদের

রাজারা, নেতারা, যাজকেরা, নবীরা, যুদার লোকেরা ও যেরুশালেমের অধিবাসীরা, এরা সকলেই আমাকে ক্ষুব্ধ করে তোলার জন্য শুধু অপকর্মই করেছে। [৩৩] আমার প্রতি তারা তো পিঠ ফিরিয়েছে, মুখ নয়! আর আমি তৎপর ও যত্নশীল হয়ে উপদেশ দিলেও, তারা শুনতে চায়নি, সংশোধন গ্রহণ করে নেয়নি। [৩৪] বরং, যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, তা কলুষিত করার জন্য তার মধ্যে তাদের সেই সব ঘৃণ্য বস্তু দাঁড় করিয়েছে; [৩৫] মোলখ-দেবের উদ্দেশে তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের আগুনের মধ্য দিয়ে পার করাবার জন্য বেন্-হিন্নোম উপত্যকায় বায়াল-দেবের উদ্দেশে উচ্চস্থান নির্মাণ করেছে—তা এমন কিছু, যা আমি আজ্ঞা করিনি, এমনকি তেমন জঘন্য কর্ম জারি করার কল্পনাও কখনও করিনি—এইসব কিছু তারা করেছে যেন যুদাকে পাপ করাতে পারে।'

[৩৬] তাই তোমরা যে নগরী সম্বন্ধে বলে থাক, তা খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মধ্য দিয়ে বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, এই নগরী সম্বন্ধে এখন প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: [৩৭] 'দেখ, আমি আমার ক্রোধে, রোষে ও প্রচণ্ড আক্রোশে তাদের যে সকল দেশে বিক্ষিপ্ত করেছি, সেই সকল দেশ থেকে তাদের জড় করব, তাদের এখানে ফিরিয়ে আনব ও তাদের ভরসাভরেই বাস করতে দেব। [৩৮] তারা হবে আমার আপন জনগণ, আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। [৩৯] আর আমি তাদের মঙ্গলের জন্য ও তাদের পরে তাদের সন্তানদেরও মঙ্গলের জন্য তাদের একনিষ্ঠ হৃদয় দেব, সদাচরণেও তাদের নিষ্ঠাবান করব, যেন তারা সবসময় আমাকে ভয় করতে পারে। [৪০] আমি তাদের সঙ্গে এই চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করব যে, তাদের মঙ্গল করার জন্য আমি আমার প্রচেষ্টায় কখনও ক্ষান্ত হব না; এবং তারা যেন আমাকে আর কখনও ত্যাগ না করে সরে যায়, আমি তাদের হৃদয়ে আমার ভয় সঞ্চার করব। [৪১] তাদের নিয়ে ও তাদের মঙ্গল করায় আমি পুলকিত হব, তাদের স্থায়ীভাবেই এদেশে রোপণ করব—আমার সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়েই তাদের রোপণ করব।'

[৪২] কেননা প্রভু একথা বলছেন: 'আমি যেমন এই জনগণের উপরে এই সমস্ত মহা অমঙ্গল এনেছি, তেমনি তাদের কাছে যে সমস্ত মঙ্গল প্রতিশ্রুত হয়েছি, সেই সমস্তও আনব। [৪৩] আর এই যে দেশ সম্বন্ধে তোমরা বলছ: "এ তো উৎসন্নস্থান, নরশূন্য ও

পশুশূন্য এবং কাল্দীয়দের হাতে তুলে দেওয়াই উৎসন্নস্থান," এদেশের মধ্যে আবার জমি কেনা যাবে। [৪৪] বেঞ্জামিন-এলাকায়, যেরুশালেমের চারদিকের অঞ্চলে, যুদার সকল শহরে, পার্বত্য-অঞ্চলের শহরগুলিতে, শেফেলার শহরগুলিতে ও নেগেবের শহরগুলিতে লোকেরা অর্থ দিয়ে জমি কিনবে, দলিলপত্রে লিখে দেবে, সীল মারবে ও তার সাক্ষী রাখবে; কেননা আমি তাদের দশা ফেরাব।' প্রভুর উক্তি।

গৌরবময় পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি

৩৩ [১] যেরেমিয়া তখনও কারাবাসের প্রাঙ্গণে আটকে ছিলেন, এমন সময় প্রভুর বাণী দ্বিতীয়বারের মত তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'প্রভু, যিনি এটি নির্মাণ করেন, যিনি এটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তা গড়েন, প্রভুই যাঁর নাম, তিনি একথা বলেন: [৩] তুমি আমাকে ডাক, আর আমি তোমাকে উত্তর দেব, এবং এমন মহান ও দুরূহ নানা বিষয় তোমাকে শোনাব, যা তুমি জান না; [৪] কেননা এই নগরীর যে সকল বাড়ি-ঘর ও যুদার রাজাদের যে সকল প্রাসাদ জাঙ্গাল ও যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা উৎপাটিত হবে, তা সম্বন্ধে; [৫] এবং যাদের আমি আমার ক্রোধে ও আমার জ্বলন্ত কোপে আঘাত করেছি, যাদের সমস্ত অপকর্মের কারণে আমি এই নগরী থেকে আমার শ্রীমুখ লুকিয়েছি, কাল্দীয়দের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করতে করতে সেই মানুষদের মৃতদেহে এই যে সকল বাড়ি-ঘর পরিপূর্ণ হবে, এই সমস্ত কিছু সম্বন্ধেও ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর বাণী এ: [৬] দেখ, আমি এই নগরীর ক্ষত বেঁধে এর চিকিৎসা করব; তাদের নিরাময় করব, ও তাদের কাছে প্রচুর শান্তি ও বিশ্বস্ততা মঞ্জুর করব। [৭] আমি যুদা ও ইস্রায়েলের দশা ফেরাব, এবং আগেকার মত আবার তাদের গেঁথে তুলব। [৮] তারা যে সমস্ত শঠতা সাধন করে আমার বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তা থেকে আমি তাদের পরিশুদ্ধ করব, এবং তারা যে সমস্ত শঠতাপূর্ণ কর্ম সাধন করে আমার বিরুদ্ধে পাপ ও বিদ্রোহও করেছে, সেই সমস্ত কিছু আমি ক্ষমা করব। [৯] পৃথিবীর সকল জাতির সামনে এই নগরী আমার পক্ষে আনন্দ, প্রশংসা ও গর্বের কারণ হয়ে উঠবে; যখন তারা জানতে পারবে এদের জন্য আমি কত না মঙ্গল সাধন করে থাকি, তখন, আমি তাদের যে মঙ্গল ও শান্তি মঞ্জুর করব, তার জন্য তারা ভীত ও কম্পিত হবে।

[১০] প্রভু একথা বলছেন: তোমরা যে স্থানকে উৎসন্নস্থান, নরশূন্য ও পশুশূন্য বলে থাক, হ্যাঁ, যুদার যে শহরগুলি ও যেরুশালেমের যে পথগুলি উৎসন্ন, নরশূন্য, নিবাসীবর্জিত ও পশুশূন্য হয়েছে, [১১] এই স্থানেই ফুর্তির সুর ও আনন্দের সুর, ও বরের কণ্ঠ ও কনের কণ্ঠ আবার শোনা যাবে; তাদেরও কণ্ঠস্বর শোনা যাবে, যারা বলে, "সেনাবাহিনীর প্রভুর প্রশংসা কর, তিনি যে মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী," ও যারা প্রভুর গৃহে ধন্যবাদ-বলি আনে; কেননা আমি এদেশের দশা আগেকার মত ফেরাব; প্রভুর উক্তি।

[১২] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: এই নরশূন্য ও পশুশূন্য উৎসন্নস্থানে এবং এর সমস্ত শহরগুলোতে আবার রাখালদের স্থান থাকবে, আর তারা সেখানে তাদের পাল শুইয়ে রাখবে। [১৩] পার্বত্য অঞ্চলের সকল শহরে, শেফেলার সকল শহরে, নেগেবের সকল শহরে, বেঞ্জামিন-এলাকায় ও যেরুশালেমের চারদিকের অঞ্চলে, এবং যুদার সকল শহরে মেষগুলি আবার তাদের হাতের নিচ দিয়ে চলবে, সেগুলোকে যারা গণনা করে; প্রভুর উক্তি।

[১৪] দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি সেই মঙ্গলের কথার সিদ্ধি ঘটাব, যা আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুল সম্বন্ধে বলেছি। [১৫] সেই দিনগুলিতে ও সেই সময়ে আমি দাউদের জন্য ধর্মময়তার এক অঙ্কুর পল্লবিত করব; তিনি দেশে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন। [১৬] সেই দিনগুলিতে যুদা পরিত্রাণ পাবে, ও যেরুশালেম ভরসাভরে বসবাস করবে; আর নগরী এই নামে অভিহিতা হবে: প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।

[১৭] কেননা প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েলকুলের সিংহাসনে বসবে, দাউদের এমন বংশধরের অভাব হবে না; [১৮] আর নিত্যই আমার সম্মুখে আহুতি দিতে, শস্য-নৈবেদ্য পুড়িয়ে দিতে ও বলিদান করতে লেবীয় যাজকদের বংশধরের অভাব হবে না।'

[১৯] পরে প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২০] 'প্রভু একথা বলছেন: তোমরা যদি দিনের সঙ্গে আমার সন্ধি ও রাতের সঙ্গে আমার সন্ধি এমনভাবেই ভঙ্গ করতে পার যে, ঠিক সময়ে দিন বা রাত না হয়, [২১] তবে আমার দাস দাউদের সঙ্গে আমার যে সন্ধি—এবং আমার উপাসক সেই লেবীয় যাজকদের সঙ্গে

আমার যে সন্ধি—তাও ভঙ্গ করা হবে, এবং তার সিংহাসনে বসবে, দাউদের এমন বংশধরের অভাব হবে। [২২] আকাশমণ্ডলের বাহিনী গণনা করা যেমন সম্ভব নয়, ও সমুদ্রের বালুকণা পরিমাণ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আমি আমার আপন দাস দাউদের বংশের ও আমার উপাসক লেবীয়দের বৃদ্ধি ঘটাব।’

[২৩] আবার প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২৪] ‘এই জনগণ কী বলছে, তা কি তুমি টের পাওনি? তারা নাকি বলছে: প্রভু যে দুই কুলকে বেছে নিয়েছিলেন, তাদের এখন অগ্রাহ্য করেছেন; এইভাবে তারা আমার জনগণকে হেয়জ্ঞান করে, তাদের চোখে তারা আর জাতি বলে গণ্য হয় না!’ [২৫] প্রভু একথা বলছেন: ‘যদি দিন ও রাতের সঙ্গে আমার সন্ধি আর না থাকে, যদি আমি আকাশের ও পৃথিবীর বিধিনিয়ম নিরূপণ না করে থাকি, [২৬] তাহলেই আমি যাকোবের ও আমার আপন দাস দাউদের বংশকে অগ্রাহ্য করে আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের বংশের শাসনকর্তা করার জন্য তার বংশ থেকে লোক নেব না। আমি সত্যিই তাদের দশা ফেরাব ও তাদের প্রতি আমার স্নেহ দেখাব।’

সেদেকিয়ার ভাগ্য

৩৪ [১] বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার, তাঁর সমস্ত সৈন্য ও তাঁর কর্তৃত্বাধীন পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য, এবং সকল জাতি যে সময় যেরুশালেম ও তার সমস্ত শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, সেসময় প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল: [২] ‘প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: যাও, যুদা-রাজ সেদেকিয়ার সঙ্গে আলাপ করে তাকে বল: প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি বাবিলন-রাজের হাতে এই নগরী তুলে দেব, আর সে তা আগুনে পুড়িয়ে দেবে। [৩] তুমিও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না, ধরা পড়বেই, তোমাকে তার হাতে তুলে দেওয়া হবে। তুমি নিজের চোখেই তাকে দেখবে, ও সে মুখোমুখি হয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবে, পরে তোমাকে বাবিলনে যেতে হবে। [৪] তবু, হে যুদা-রাজ সেদেকিয়া, প্রভুর বাণী শোন! প্রভু তোমার বিষয়ে একথা বলেন: তুমি খড়্গের আঘাতে মরবে না! [৫] তুমি শান্তিতেই মরবে, এবং তোমার পিতৃপুরুষদের জন্য, তোমার আগেকার রাজাদের জন্য যেমন সুগন্ধি মসলাদি

পোড়ানো হয়েছিল, তেমনি তোমার জন্যও সুগন্ধি মসলাদি পোড়ানো হবে, এবং "হায় প্রভু" বলে তোমার জন্য বিলাপ করা হবে। আমিই একথা বললাম।' প্রভুর উক্তি।

[৬] যেরেমিয়া নবী যেরুশালেমে যুদা-রাজ সেদেকিয়াকে ওই সমস্ত কথা জানালেন; [৭] সেসময় বাবিলন-রাজের সৈন্যদল যেরুশালেমের বিরুদ্ধে ও যুদার বাকি সকল শহরের বিরুদ্ধে, লাখিশের বিরুদ্ধে ও আজেকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল; বাস্তবিক যুদার শহরগুলির মধ্যে প্রাচীরে ঘেরা কেবল সেই লাখিশ ও আজেকাই বাকি রয়েছিল।

মুক্ত করা ক্রীতদাসদের কথা

[৮] সেদেকিয়া রাজা যেরুশালেমের গোটা জনগণের সঙ্গে ক্রীতদাসদের কাছে মুক্তি ঘোষণা করার জন্য সন্ধি স্থির করার পর, প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল: [৯] এ স্থির করা হয়েছিল যে, প্রত্যেকজন নিজ নিজ হিব্রু ক্রীতদাসকে কি হিব্রু ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে ছেড়ে দেবে, কেউ তাদের অর্থাৎ নিজ ইহুদী ভাইকে ক্রীতদাস হতে বাধ্য করবে না। [১০] আরও, সন্ধিতে আবদ্ধ সকল সমাজনেতা ও গোটা জনগণ এতে সম্মতি জানিয়েছিল যে, প্রত্যেকজন নিজ নিজ ক্রীতদাস-দাসীকে মুক্ত করে ছেড়ে দেবে ও তাদের ক্রীতদাস হতে বাধ্য করবে না; তারা সম্মতি জানিয়ে তাদের মুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছিল। [১১] কিন্তু পরে তারা মন ফিরিয়ে বসল, ফলে, যাদের মুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছিল, সেই ক্রীতদাস-দাসীদের আবার আনিয়ে নিজেদের ক্রীতদাস-দাসী অবস্থায় বশীভূত করল।

[১২] তখন প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল: [১৩] 'প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনবার দিনে আমি তাদের সঙ্গে এই বলে সন্ধি করেছিলাম: [১৪] "তোমার যে হিব্রু ভাই তোমার কাছে নিজেকে বিক্রি করেছে, সপ্তম বছর শেষে তোমরা প্রত্যেকে তাকে মুক্ত করে দেবে; সে ছয় বছর ধরে তোমার সেবা করে যাবে, পরে তুমি তাকে মুক্ত অবস্থায়ই তোমার কাছ থেকে বিদায় দেবে।" কিন্তু তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাকে শুনতে চাইল না, আমার কথায় কান দিল না। [১৫] তোমরা কিছু দিন আগে মন ফিরিয়েছিলে, আমার দৃষ্টিতে যা ন্যায়, তেমনই কাজ

করেছিলে, অর্থাৎ প্রত্যেকজন নিজ নিজ ভাইয়ের মুক্তি ঘোষণা করেছিলে, এবং যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, তার মধ্যে আমার সামনে সন্ধি স্থির করেছিলে। [১৬] কিন্তু এখন তোমরা মন ফিরিয়ে বসেছ, আমার নাম অপবিত্র করেছ; যাদের মুক্ত করে তাদের মনের ইচ্ছা অনুসারে ছেড়ে দিয়েছিলে, তাদের তোমরা প্রত্যেকে আবার নিজ নিজ ক্রীতদাস-দাসী করেছ এবং জোর করে তাদের তোমাদের ক্রীতদাস-দাসী হতে বশীভূত করেছ।

[১৭] এজন্য প্রভু একথা বলছেন: নিজ নিজ ভাই ও প্রতিবেশীর মুক্তি ঘোষণা করার ব্যাপারে তোমরা আমার প্রতি বাধ্য হওনি। সুতরাং দেখ—প্রভুর উক্তি—তোমাদের মুক্তি আমি খড়্গ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষেরই হাতে ন্যস্ত করছি; পৃথিবীর সকল রাজ্যের কাছে তোমাদের আশঙ্কার বস্তু করব। [১৮] আর যে লোকেরা আমার সন্ধি ভঙ্গ করেছে, যারা আমার সামনে সন্ধি করে তার কথা রক্ষা করেনি, আমি তাদের সেই বাছুরের মত করব, তার মধ্য দিয়ে যাবার জন্য যা তারা দু'টুকরো করে। [১৯] যুদার নেতারা, যেরুশালেমের নেতারা, কঞ্চুকীরা, যাজকেরা ও দেশের গোটা জনগণ, যারা বাছুরের দু'টুকরোর মধ্য দিয়ে পেরিয়ে গেছে, [২০] তাদের আমি তাদের শত্রুদের হাতে ও তাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হাতে তুলে দেব; তখন তাদের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের ও বন্যজন্তুদের খাদ্য হবে। [২১] আর যুদা-রাজ সেদেকিয়াকে ও তার অধিনায়কদের আমি তাদের শত্রুদের ও তাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হাতে, হ্যাঁ, বাবিলন-রাজের যে সৈন্যদল ইতিমধ্যে তোমাদের কাছ থেকে চলে গেছে, তাদেরই হাতে তুলে দেব। [২২] দেখ, আমি আজ্ঞা দেব—প্রভুর উক্তি—আমি তাদের এই নগরীতে ফিরিয়ে আনব; তারা এই নগরী অবরোধ করে হস্তগত করবে ও আগুনে পুড়িয়ে দেবে; আর আমি যুদার সকল শহর উৎসন্ন ও নিবাসী-বিহীন করব।'

রেখাবীয়দের দৃষ্টান্ত

৩৫ [১] যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের সময়ে প্রভুর কাছ থেকে যে বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ: [২] 'যাও, রেখাব-কুলের লোকদের কাছে গিয়ে তাদের কাছে কথা বল, এবং প্রভুর গৃহের এক কক্ষে এনে তাদের পান করতে

আঙুররস দাও।’ [৩] তখন আমি হাবাৎসিনিয়ার পৌত্র যেরেমিয়ার সন্তান যায়াজানিয়াকে ও তার ভাইদের ও সকল সন্তানকে, অর্থাৎ রেখাবের গোটা কুলকে সঙ্গে নিলাম। [৪] তাদের আমি প্রভুর গৃহে পরমেশ্বরের মানুষ ইগ্দালিয়ার সন্তান হানানের সন্তানদের কক্ষে নিয়ে গেলাম; শাল্লুমের সন্তান মাসেইয়া নামে দ্বারপালের কক্ষের উপরে অধ্যক্ষদের যে কক্ষ, সেই কক্ষ তার পাশে অবস্থিত। [৫] আমি আঙুররসে পূর্ণ নানা পাত্র ও কতগুলি বাটি রেখাব-কুলের লোকদের সামনে রেখে তাদের বললাম: ‘এই আঙুররস পান কর!’ [৬] কিন্তু তারা বলল, ‘আমরা আঙুররস পান করি না, কেননা আমাদের পিতৃপুরুষ রেখাবের সন্তান যোনাদাব আমাদের এই আজ্ঞা দিয়েছেন: তোমরা ও তোমাদের সন্তানেরা কেউ কখনও আঙুররস পান করবে না; [৭] ঘরও বাঁধবে না, বীজও বুনবে না ও আঙুরখেতও চাষ করবে না, কোন আঙুরখেতের অধিকারীও হবে না, কিন্তু যাবজ্জীবন তাঁবুতে বাস করবে; যেন, তোমরা যেখানে প্রবাসী বলে বাস করছ, সেই দেশভূমিতে দীর্ঘজীবী হও। [৮] আমাদের পিতৃপুরুষ রেখাবের সন্তান যোনাদাব আমাদের যে সকল আজ্ঞা দিয়েছেন, সেইমত আমরা তাঁর বাণী পালন করে আসছি; তাই আমরা ও আমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা যাবজ্জীবন আঙুররস পান করি না, [৯] আমাদের বাসের জন্য ঘর বাঁধি না, এবং আঙুরখেত, শস্যখেত বা বীজের আমরা অধিকারী নই। [১০] আমরা তাঁবুতেই বাস করি, এবং আমাদের পিতৃপুরুষ যোনাদাব আমাদের যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছেন, সেই সকল আজ্ঞা মেনে চলে সেইমত কাজ করে আসছি। [১১] যখন বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজার এই দেশের বিরুদ্ধে এলেন, তখন আমরা নিজেদের মধ্যে বললাম, এসো, আমরা কাল্দীয় সৈন্যের ও আরামীয় সৈন্যের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য যেরুশালেমে চলে যাই; এইভাবে আমরা যেরুশালেমে বাস করতে এলাম।’

[১২] তখন প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৩] ‘সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তুমি গিয়ে যুদার লোকদের ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের বল: আমার বাণীতে বাধ্য হয়ে তোমরা কি এবার শিক্ষা নেবে না? প্রভুর উক্তি। [১৪] রেখাবের সন্তান যোনাদাব তার সন্তানদের আঙুররস পান করতে নিষেধ করলে তার সেই বাণী রক্ষা করা হয়েছে; বাস্তবিক তারা

আজ পর্যন্তও আঙুররস পান করে না, কারণ তারা তাদের পিতৃপুরুষদের আজ্ঞার প্রতি বাধ্য। কিন্তু আমি এত তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে তোমাদের কাছে কথা বললেও তোমরা আমার কথায় কান দিলে না। [১৫] আমি তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে আমার সকল দাস সেই নবীদের তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছি, প্রেরণ করে তোমাদের বলেছি: তোমরা তোমাদের কুপথ থেকে ফের, তোমাদের আচার-ব্যবহার সংস্কার কর, ও অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য তাদের অনুগামী হয়ো না; তবেই আমি তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশভূমি দিয়েছি, সেই দেশভূমিতে তোমরা বাস করবে; কিন্তু তোমরা কান দিলে না, আমার প্রতি বাধ্য হলে না। [১৬] রেখাবের সন্তান যোনাদাব যা কিছু আজ্ঞা করেছিল, তার সন্তানেরা তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করল; কিন্তু এই জনগণ আমার প্রতি বাধ্য হল না। [১৭] এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, আমি যুদার বিরুদ্ধে ও যেরুশালেমের সকল অধিবাসীর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অমঙ্গলের কথা বলেছি, সেই সমস্ত অমঙ্গল তাদের উপরে বর্ষণ করব, কারণ আমি তাদের কাছে কথা বলেছি, কিন্তু তারা শোনেনি, তাদের ডেকেছি, কিন্তু তারা উত্তর দেয়নি।’

[১৮] পরে যেরেমিয়া রেখাব-কুলকে বললেন, ‘সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষ যোনাদাবের আজ্ঞার প্রতি বাধ্য হয়েছ, তার সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছ ও তার সমস্ত আজ্ঞা অনুসারে কাজ করেছ; [১৯] এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: আমার সামনে দাঁড়াবে, রেখাবের সন্তান যোনাদাবের জন্য এমন লোকের অভাব কখনও হবে না।’

নবীর কষ্টভোগ

খ্রিঃপূঃ ৬০৫-৬০৪ সালে লিখিত পুঁথি

৩৬ [১] যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের চতুর্থ বর্ষে প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল: [২] ‘একটা পাকানো পুঁথি নাও, এবং আমি যে দিন তোমার কাছে কথা বলতে শুরু করেছি, সেই দিন থেকে, যোশিয়ারই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইস্রায়েল, যুদা ও সকল দেশের বিষয়ে তোমাকে যা কিছু বলেছি, সেই সকল বাণী সেই পুঁথিতে লেখ। [৩] কি জানি, আমি যুদাকুলের উপরে যে সমস্ত অমঙ্গল ঘটাবার সঙ্কল্প করেছি, তারা সেই কথা শুনে প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফিরবে, আর আমি তখন তাদের শঠতা ও পাপ ক্ষমা করব।’

[৪] যেরেমিয়া নেরিয়ার সন্তান বারুককে ডাকলেন, এবং যেরেমিয়ার মুখ থেকে শুনতে শুনতে বারুক পুঁথিতে সেই সমস্ত বাণী লিখে নিলেন, যা প্রভু যেরেমিয়াকে বলেছিলেন। [৫] পরে যেরেমিয়া বারুককে এই আজ্ঞা দিলেন, ‘প্রভুর গৃহে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি সেখানে ঢুকতে পারি না; [৬] তাই তুমিই যাও, এবং আমার মুখ থেকে শুনতে শুনতে তুমি এই পুঁথিতে যা কিছু লিখে নিয়েছ, প্রভুর সেই সকল বাণী উপবাস-দিনে প্রভুর গৃহে সকলের সামনে স্পষ্ট করে পড়ে শোনাও; এভাবে যুদার যে সকল মানুষ নিজ নিজ শহর থেকে এসেছে, তাদের সামনেও তা স্পষ্ট করে পড়ে শোনাবে। [৭] কি জানি, প্রভুর সামনে কাকুতি-মিনতি জানিয়ে নিজেদের নত করে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফিরবে, কারণ প্রভু এই দেশের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্রোধ ও রোষের কথা ব্যক্ত করেছেন।’ [৮] নেরিয়ার সন্তান বারুক নবী যেরেমিয়ার আজ্ঞামত সেইসবই পালন করলেন, তিনি সেই পুঁথিতে লেখা প্রভুর বাণী প্রভুর গৃহে পড়ে শোনালেন।

[৯] যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের পঞ্চম বর্ষের নবম মাসে যেরুশালেমের সমস্ত লোকের জন্য, এবং যুদার শহরগুলি থেকে যারা যেরুশালেমে এসেছিল, সেই সমস্ত লোকের জন্যও প্রভুর সামনে উপবাস ঘোষণা করা হল। [১০] তাই বারুক প্রভুর গৃহে, উপরের প্রাঙ্গণে, প্রভুর গৃহের ‘নতুন’ দ্বারের প্রবেশস্থানে,

শাস্ত্রী শাফানের সন্তান গেমারিয়ার কক্ষে সেই পাকানো পুঁথি নিয়ে গোটা জনগণের কাছে যেরেমিয়ার কথা স্পষ্ট করে পড়ে শোনালেন। [১১] শাফানের পৌত্র গেমারিয়ার সন্তান মিখাইয়া সেই পাকানো পুঁথিতে লেখা প্রভুর সমস্ত বাণী শুনে [১২] রাজপ্রাসাদে নেমে শাস্ত্রীর কক্ষে গেলেন; আর দেখ, সেখানে সমাজনেতারা সকলে, অর্থাৎ শাস্ত্রী এলিশামা, শেমাইয়ার সন্তান দেলাইয়া, আকবোরের সন্তান এল্‌নাথান, শাফানের সন্তান গেমারিয়া ও হানানিয়ার সন্তান সেদেকিয়া ইত্যাদি সকল সমাজনেতা বৈঠকে বসে ছিলেন। [১৩] যখন বারুক লোকদের কাছে ওই পাকানো পুঁথি স্পষ্ট করে পড়ে শুনিয়েছিলেন, তখন মিখাইয়া যে সকল কথা শুনেছিলেন, তা এখন তাঁদের জানালেন। [১৪] আর সমাজনেতারা সকলে একমত হয়ে কুশির প্রপৌত্র শেলেমিয়ার পৌত্র নেথানিয়ার সন্তান ইহুদিকে দিয়ে বারুককে এই কথা বলে পাঠালেন: 'তুমি লোকদের কাছে যে পাকানো পুঁথি স্পষ্টভাবে পড়ে শুনিয়েছ, তা হাতে করে এসো।' তাই নেরিয়ার সন্তান বারুক পুঁথিখানি হাতে করে তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। [১৫] তাঁরা বললেন, 'বস, আমাদের কাছে ওটা পড়ে শোনাও।' বারুক তাঁদের কাছে তা পড়ে শোনালেন। [১৬] ওই সমস্ত কথা শুনে তাঁরা সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতাকি করে বারুককে বললেন, 'ব্যাপারটা আমাদের অবশ্যই রাজাকে জানাতে হবে।' [১৭] পরে তাঁরা বারুককে এই বলে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, 'আমাদের বল, তুমি কেমন করে এই সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করলে? যেরেমিয়া কি নিজের মুখে তা উচ্চারণ করছিল?' [১৮] বারুক উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি নিজের মুখেই এই সমস্ত কথা উচ্চারণ করলেন, আর আমি কালি দিয়ে এই পাকানো পুঁথিতে তা লিখে নিলাম।' [১৯] সমাজনেতারা বারুককে বললেন, 'তুমি ও যেরেমিয়া যাও, লুকিয়ে থাক; কেউ যেন তোমাদের উদ্দেশ না পায়!' [২০] পরে তাঁরা শাস্ত্রী এলিশামার কক্ষে পুঁথিখানি রেখে প্রাঙ্গণে রাজার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানালেন।

[২১] তখন রাজা পুঁথিটা আনার জন্য ইহুদিকে পাঠালেন, আর ইহুদি শাস্ত্রী এলিশামার কক্ষ থেকে তা তুলে নিয়ে রাজার কাছে ও তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সমাজনেতাদের কাছে তা পড়ে শোনালেন। [২২] সেসময়ে রাজা প্রাসাদের শীতকালীন এলাকায় বসে ছিলেন—তখন তো নবম মাস চলছে—তাঁর সামনে জ্বলন্ত আগুনের

আওড়া ছিল। [২৩] তাই ইহুদি তিন চার পাতা পড়া শেষ করলে রাজা শাস্ত্রীর ছুরিকা দিয়ে পুঁথিটা কেটে সেই আওড়া আগুনে ফেলে দিতেন; এইভাবে শেষে পুঁথিটা সম্পূর্ণরূপেই আওড়া আগুনে ছাই হল। [২৪] পুঁথির সেই সমস্ত কথা শোনা সত্ত্বেও রাজা ও তাঁর পরিষদেরা কেউই উদ্বিগ্ন হলেন না, কেউই পোশাকও ছিঁড়ে ফেললেন না। [২৫] অথচ এল্নাথান, দেলাইয়া ও গেমারিয়া রাজাকে মিনতি করেছিলেন, যেন পুঁথিটা পুড়িয়ে দেওয়া না হয়; তবু তিনি তাঁদের কথা শুনলেন না। [২৬] এমনকি রাজা রাজপুত্র যেরাহ্মেল, আজ্রিয়েলের সন্তান সেরাইয়া ও আব্দেয়েলের সন্তান শেলেমিয়াকে শাস্ত্রী বারুক ও নবী যেরেমিয়াকে গ্রেপ্তার করতে আজ্ঞা দিলেন; কিন্তু প্রভু তাঁদের লুকিয়ে রেখেছিলেন।

[২৭] যেরেমিয়া বলতে বলতে বারুক যে পুঁথিতে সে সকল বাণী লিখেছিলেন, তা রাজা পুড়িয়ে দেবার পর প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২৮] 'আর একটা পাকানো পুঁথি নাও, এবং যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম যে পুঁথি পুড়িয়ে দিয়েছে, সেই প্রথম পুঁথির সমস্ত বাণী এই পুঁথিতে লেখ। [২৯] যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের বিরুদ্ধে তুমি একথা ঘোষণা করবে: প্রভু একথা বলছেন: তুমি এই পুঁথি এই বলে পুড়িয়ে দিয়েছ: কেন এর মধ্যে একথা লিখেছ যে, বাবিলন-রাজ অবশ্যই আসবেন, এই দেশ বিনাশ করবেন, এবং দেশ থেকে মানুষ পশু সবই নিশ্চিহ্ন করবেন? [৩০] এজন্য যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম সম্বন্ধে প্রভু একথা বলছেন: দাউদের সিংহাসনে থাকবার মত তার কোন বংশধর থাকবে না; এবং তার মৃতদেহ দিনের বেলায় রোদে ও রাতের বেলায় বরফে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকবে। [৩১] আর আমি তাকে, তার বংশকে ও তার পরিষদদের তাদের অপরাধের যোগ্য শাস্তি দেব; এবং তাদের উপরে, যেরুশালেমের উপরে ও যুদার লোকদের উপরে সেই সমস্ত অমঙ্গল ডেকে আনব, যা তাদের জন্য স্থির করেছি, যেহেতু তারা কান দিল না।'

[৩২] তাই যেরেমিয়া আর একটা পাকানো পুঁথি নিয়ে নেরিয়ার সন্তান শাস্ত্রী বারুকের হাতে তা তুলে দিলেন; এবং যেরেমিয়া বলতে বলতে তিনি, যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম যে পুঁথি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার সমস্ত কথা নতুন করে লিখলেন; তাছাড়া সেই ধরনের আরও আরও অনেক কথা এই পুঁথিতে লেখা হল।

সেদেকিয়া যেরেমিয়ার কথায় কান দেন না

৩৭ [১] যেহোইয়াকিমের সন্তান কনিয়ার পদে যোশিয়ার সন্তান সেদেকিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন; বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার তাঁকে যুদা দেশের রাজা করেছিলেন।
[২] কিন্তু তিনি, তাঁর পরিষদেরা ও দেশের জনগণ যেরেমিয়া নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর বাণীতে কান দিলেন না।

[৩] সেদেকিয়া রাজা শেলেমিয়ার সন্তান ইহুকালকে ও মাসেইয়ার সন্তান জেফানিয়া যাজককে যেরেমিয়া নবীর কাছে একথা বলতে পাঠালেন, 'আপনার দোহাই, আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন!' [৪] সেসময় যেরেমিয়া জনগণের মধ্যে যাতায়াত করতেন, কারণ তিনি তখনও কারারুদ্ধ হননি।

অবরোধের সাময়িক বিরাম

[৫] কিন্তু ইতিমধ্যে ফারাওর সৈন্যদল মিশর থেকে বের হয়ে এসেছিল, এবং কাল্দীয়েরা, যারা যেরুশালেম অবরোধ করছিল, সেই খবর শোনামাত্র যেরুশালেম থেকে চলে গেছিল। [৬] তখন প্রভুর বাণী যেরেমিয়া নবীর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:
[৭] 'প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: যুদা-রাজ আমার অভিমত অনুসন্ধান করতে লোক পাঠিয়েছে; তাকে একথা বল: দেখ, ফারাওর যে সৈন্যদল তোমাদের সাহায্য করতে বের হয়ে এসেছে, তারা মিশরে, তাদের নিজেদের দেশে, ফিরে যাবে।
[৮] আর কাল্দীয়েরা আবার এসে নগরী আক্রমণ করবে, এবং তা হস্তগত করে আগুনে পুড়িয়ে দেবে।'

[৯] প্রভু একথা বলছেন: 'তোমরা এই বলে নিজেদের ভুলিয়ো না যে, কাল্দীয়েরা আমাদের কাছ থেকে একেবারে চলে যাচ্ছে; কেননা তারা চলে যাচ্ছে না।
[১০] বাস্তবিক যে কাল্দীয়েরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তোমরা তাদের সমস্ত সৈন্যদলকে আঘাত করলেও ও তাদের মধ্যে কেবল আহত অল্পজনই বাকি থাকলেও তারাই তাদের তাঁবু থেকে উঠে এই নগরী আগুনে পুড়িয়ে দেবে।'

যেরেমিয়াকে গ্রেপ্তার

[১১] কাল্দীয়দের সৈন্যদল যে সময়ে ফারাওর সৈন্যদলের ভয়ে যেরুশালেমের অবরোধ উঠিয়ে নিয়েছিল, [১২] সেসময়ে যেরেমিয়া বেঞ্জামিন-এলাকায় তাঁর জ্ঞাতিভাইদের মধ্যে তাঁর প্রাপ্য অংশ পাবার উদ্দেশ্যে সেখানে যাবার জন্য যেরুশালেম থেকে রওনা হলেন। [১৩] যখন তিনি বেঞ্জামিন-দ্বারে এসে পৌঁছেন, তখন সেখানে প্রহরী দলের একজন প্রহরীপতি ছিল, তার নাম ইরিয়া, সে হানানিয়ার পৌত্র, শেলেমিয়ার সন্তান; লোকটা যেরেমিয়া নবীকে এই বলে গ্রেপ্তার করল, 'তুমি কাল্দীয়দের পক্ষে যোগ দিতে যাচ্ছ!' [১৪] যেরেমিয়া উত্তরে বললেন, 'এ মিথ্যাকথা, আমি কাল্দীয়দের পক্ষে যোগ দিতে যাচ্ছি না।' কিন্তু ইরিয়া তাঁর কথা না শুনে যেরেমিয়াকে গ্রেপ্তার করে অধিনায়কদের কাছে নিয়ে গেল। [১৫] অধিনায়কেরা যেরেমিয়ার উপর খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, তাঁকে মারল, এবং শাস্ত্রী যোনাথানের বাড়িতে কারারুদ্ধ অবস্থায় রাখল, কেননা তারা সেই বাড়ি কারাগার করেছিল। [১৬] যেরেমিয়া মাটির নিচে সেই ধনুকাকৃতি খিলান-কারাগারে ঢুকে সেখানে বহুদিন থাকলেন।

[১৭] পরে সেদেকিয়া রাজা লোক পাঠিয়ে তাঁকে আনালেন, এবং নিজের বাড়িতে —গোপনে—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'প্রভুর কাছ থেকে কি কোন বাণী আছে?' যেরেমিয়া বললেন, 'হ্যাঁ, আছে।' তিনি বলে চললেন, 'আপনাকে বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেওয়া হবে।' [১৮] যেরেমিয়া সেদেকিয়া রাজাকে এও বললেন, 'আপনার বিরুদ্ধে, আপনার পরিষদদের বিরুদ্ধে, বা আপনার জনগণের বিরুদ্ধে আমি কি অপরাধ করেছি যে, আপনারা আমাকে কারাগারে রেখেছেন? [১৯] আর যারা আপনাদের কাছে এই ভাববাণী দিত যে, বাবিলন-রাজ আপনাদের বা এই দেশ আক্রমণ করবেন না, আপনাদের সেই নবীরা কোথায়? [২০] এখন, হে আমার প্রভু মহারাজ, বিনয় করি, শুনুন: আমি শাস্ত্রী যোনাথানের বাড়িতে যেন না মরি, এজন্য আপনি সেখানে আমাকে আর পাঠাবেন না; বিনয় করি, আমার এই মিনতি আপনার সাক্ষাতে গ্রাহ্য হোক।' [২১] সেদেকিয়া রাজার আজ্ঞায় যেরেমিয়াকে কারাবাসের প্রাঙ্গণে রাখা হল, এবং নগরের সমস্ত রুটি ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন রুটিওয়ালাদের পাড়া থেকে একটা করে রুটি তাঁকে দেওয়া হল। এইভাবে যেরেমিয়া কারাবাসের প্রাঙ্গণে থাকলেন।

কুয়োতে যেরেমিয়া

৩৮ [১] যেরেমিয়া গোটা জনগণের কাছে যে সমস্ত কথা বলছিলেন, মাত্তানের সন্তান শেফাতিয়া, পাশ্‌হুরের সন্তান গেদালিয়া, শেলেমিয়ার সন্তান ইহুকাল ও মাল্কিয়ার সন্তান পাশ্‌হুর সেই সমস্ত কথা শুনল; তিনি বলছিলেন, [২] ‘প্রভু একথা বলছেন: যে কেউ এই নগরীতে থাকবে, সে খড়্গো, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে মারা পড়বে; কিন্তু যে কেউ কাল্দীয়দের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করবে, সে বাঁচবে: এতে খুশি হবে যে, সে কমপক্ষে প্রাণ বাঁচিয়েছে, আর আসলে বাঁচবে। [৩] প্রভু একথা বলছেন: এই নগরী অবশ্য বাবিলন-রাজের সৈন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, ও সে তা হস্তগত করবে।’ [৪] তখন সমাজনেতারা রাজাকে বললেন, ‘এই লোকের প্রাণদণ্ড হোক, কেননা এ লোকদের কাছে তেমন কথা বলে এই নগরীতে বাকি যোদ্ধাদের সাহস ও জনগণের সাহস নিঃশেষ করছে; কারণ লোকটা জাতির মঙ্গল নয়, কেবল তার অমঙ্গল চাচ্ছে।’ [৫] সেদেকিয়া রাজা বললেন, ‘দেখ, সে তোমাদেরই হাতে! কারণ তোমাদের বিরুদ্ধে রাজার কিছু করার সাধ্য নেই।’ [৬] তখন তাঁরা যেরেমিয়াকে ধরে রাজবংশীয় মাল্কিয়ার কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেন; কুয়োটা কারাবাসের প্রাঙ্গণে অবস্থিত। লোকে দড়িতে করে যেরেমিয়াকে নামিয়ে দিল; সেই কুয়োতে জল ছিল না, কিন্তু কাদা ছিল, তাই যেরেমিয়া কাদায় ডেবে গেলেন।

[৭] সেই সময়ে রাজপ্রাসাদে নিযুক্ত এবেদ-মেলেখ নামে একজন কুশীয় কঞ্চুকী শুনতে পেল যে, যেরেমিয়াকে কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। রাজা বেঞ্জামিন-দ্বারে বসে ছিলেন, [৮] এমন সময় এবেদ-মেলেখ রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে রাজাকে বলল, [৯] ‘হে আমার প্রভু মহারাজ, এই লোকেরা যেরেমিয়া নবীর প্রতি এভাবে ব্যবহার করে খুবই দুর্ব্যবহার করেছে: কুয়োতেই তাঁকে ফেলে দিয়েছে। তিনি তো সেই জায়গায় ক্ষুধায় মরবেন, কেননা নগরীতে আর রুটি নেই।’ [১০] তখন রাজা কুশীয় এবেদ-মেলেখকে এই হুকুম দিলেন, ‘তুমি এখান থেকে ত্রিশজন পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে যেরেমিয়া নবী মরবার আগে তাঁকে কুয়ো থেকে তুলে আন।’ [১১] এবেদ-মেলেখ সেই লোকদের সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদে গিয়ে ধনভাণ্ডারের পোশাক-আগার থেকে কতগুলি চেরাকাপড় ও পুরাতন চেরানেকড়া নিয়ে তা দড়ি দিয়ে কুয়োতে যেরেমিয়ার কাছে নামিয়ে দিল।

[১২] কুশীয় এবেদ-মেলেখ যেরেমিয়াকে বলল, 'এই চেরাকাপড় ও চেরানেকড়া আপনার বগলে দড়ির উপরে দিন।' যেরেমিয়া সেইমত করলেন। [১৩] তখন ওরা ওই দড়ি ধরে টেনে কুয়ো থেকে তাঁকে তুলল, এবং যেরেমিয়া কারাবাসের প্রাঙ্গণে থাকলেন।

সেদেকিয়ার সঙ্গে যেরেমিয়ার শেষ আলাপ

[১৪] সেদেকিয়া রাজা লোক পাঠিয়ে নবী যেরেমিয়াকে প্রভুর গৃহের তৃতীয় প্রবেশস্থানে নিজের কাছে আনালেন; রাজা তাঁকে বললেন: 'আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, আমার কাছ থেকে কিছুই গোপন রাখবেন না।' [১৫] যেরেমিয়া উত্তরে সেদেকিয়াকে বললেন, 'আমি তা বললে আপনি কি আমাকে নিশ্চয়ই বধ করবেন না? আরও, আমি আপনাকে পরামর্শ দিলে আপনি তো আমার কথায় কান দেবেন না।' [১৬] তখন সেদেকিয়া রাজা গোপনে যেরেমিয়ার কাছে এই বলে শপথ করলেন, 'আমাদের জীবনদাতা সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি আপনাকে বধ করব না; যারা আপনার প্রাণনাশে সচেষ্ট আছে, সেই লোকদেরও হাতে আপনাকে তুলে দেব না।'

[১৭] তখন যেরেমিয়া সেদেকিয়াকে বললেন, 'প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তুমি যদি বাইরে গিয়ে বাবিলন-রাজের সেনাপতিদের হাতে আত্মসমর্পণ কর, তবে তোমার প্রাণ বাঁচবে, এই নগরীও আগুনে দেওয়া হবে না; তুমি বাঁচবে, তোমার পরিবারও বাঁচবে। [১৮] কিন্তু যদি বের হয়ে বাবিলন-রাজের সেনাপতিদের হাতে আত্মসমর্পণ না কর, তবে এই নগরী কাল্দীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তারা তা আগুনে পুড়িয়ে দেবে, আর তুমিও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।' [১৯] সেদেকিয়া রাজা যেরেমিয়াকে বললেন, 'যে ইহুদীরা কাল্দীয়দের পক্ষে যোগ দিয়েছে, আমি তাদেরই ভয় পাই; কি জানি, আমাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর তারা আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করবে।' [২০] যেরেমিয়া বললেন, 'না, আপনাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে না; বিনয় করি, আমি আপনাকে যা কিছু বলছি, সেই বিষয়ে আপনি প্রভুর বাণী মেনে নিন, তবে আপনার মঙ্গল হবে, আপনি প্রাণে বাঁচবেন। [২১] কিন্তু আপনি যদি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন, তবে প্রভু যা আমাকে দেখিয়েছেন, তা এ: [২২] এই যে, যুদার রাজপ্রাসাদে বাকি সমস্ত স্ত্রীলোককে বাবিলন-রাজের সেনাপতিদের কাছে আনা হবে, এবং বলবে,

তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা
তোমাকে ভুলিয়েছে, চালাকি করেছে;
তোমার পা কাদামাটিতে ডুবে গেছে;
কিন্তু ওরা সকলে পিছটান দিয়ে চলে গেছে।

[২৩] সকল স্ত্রীলোককে ও তোমার সকল সন্তানকে কাল্দীয়দের হাতে আনা হবে, তুমিও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না, বরং তোমাকে বাবিলন-রাজের হাতে বন্দি অবস্থায় রাখা হবে, এবং এই নগরী আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে।'

[২৪] সেদেকিয়া যেরেমিয়াকে বললেন, 'কেউই যেন এই সমস্ত কথা না জানে, নইলে আপনার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। [২৫] আমি আপনার সঙ্গে কথাবার্তা করেছি, তা জানতে পেরে জননেতারা এসে যদি আপনাকে বলে, রাজাকে যা কিছু বলেছ, তা আমাদের বল; আমাদের কাছ থেকে কিছু গোপন রেখো না, নইলে আমরা তোমাকে বধ করব; রাজা তোমাকে কী কী বলেছেন, তা আমাদের জানাও; [২৬] তবে আপনি তাদের একথা বলবেন: রাজার কাছে আমি এই মিনতি নিবেদন করেছি, যেন তিনি আমাকে যোনাথানের বাড়িতে মরতে ফিরিয়ে না পাঠান।' [২৭] প্রকৃতপক্ষে সেই সকল জননেতা এসে যেরেমিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন; আর তিনি রাজার আজ্ঞামত তাঁদের সেই সকল কথা বললেন, ফলে তাঁরা ক্ষান্ত হয়ে চলে গেলেন; বস্তুত সেই আলাপ জানাজানি হয়নি।

যেরুশালেমের পতন (৩৮:২৮—৩৯:১৪)

[২৮] যেরুশালেম হস্তগত হওয়ার দিন পর্যন্ত যেরেমিয়া কারাবাসের প্রাঙ্গণে থাকলেন। যেরুশালেম এইভাবে হস্তগত হওয়ার পর

৩৯ [১] যুদা-রাজ সেদেকিয়ার নবম বর্ষের দশম মাসে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার ও তাঁর সমস্ত সৈন্য যেরুশালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে এসে তা অবরোধ করলেন। [২] সেদেকিয়ার একাদশ বর্ষের চতুর্থ মাসের নবম দিনে নগরপ্রাচীরে একটা গর্ত করা হল; [৩] তখন বাবিলন-রাজের সকল সেনাপতি, অর্থাৎ শিন-মাগিরীয় নের্গাল-সারেজের, প্রধান অধিনায়ক নেবোসার-সেখিম, ও উচ্চ অধিনায়ক নের্গাল-সারেজের

ইত্যাদি বাবিলন-রাজের সমস্ত অধিনায়কেরা প্রবেশ করে মধ্যম-দ্বারে আসন নিলেন। [৪] তাঁদের দেখে যুদা-রাজ সেদেকিয়া ও সমস্ত যোদ্ধা পালিয়ে গেলেন; রাতের বেলায় তাঁরা রাজ-উদ্যানের পথে সেই দুই প্রাচীরের মধ্যস্থিত নগরদ্বার দিয়ে নগরী ছেড়ে বাইরে গেলেন; তাঁরা আরাবা যাবার পথ ধরে চলে গেলেন।

[৫] কিন্তু কাল্দীয়দের সৈন্য তাঁদের পিছনে ধাওয়া করে যেরিখোর নিম্নভূমিতে সেদেকিয়া রাজার নাগাল পেল; তাঁকে ধরে তারা হামাথ প্রদেশে, রিব্লায়, বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের কাছে নিয়ে গেল, আর সেখানে রাজা তাঁর দণ্ডাদেশ দিলেন। [৬] বাবিলন-রাজ রিব্লায় সেদেকিয়ার চোখের সামনে তাঁর ছেলেদের হত্যা করলেন, বাবিলন-রাজ যুদার সমস্ত সমাজনেতাদেরও হত্যা করলেন; [৭] পরে সেদেকিয়ার চোখ দু'টো উপড়ে ফেললেন, এবং শেকলাবদ্ধ করে তাঁকে বাবিলনে নিয়ে গেলেন।

[৮] পরে কাল্দীয়েরা রাজপ্রাসাদ ও জনসাধারণের ঘর-বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিল, এবং যেরুশালেমের সমস্ত প্রাচীর ভেঙে ফেলল। [৯] জনগণের বাকি যত লোক নগরীতে থেকে গেছিল, ও যত লোক বাবিলনের পক্ষে যোগ দিয়েছিল, এবং জনগণের বাকি যত লোক, তাদের সকলকে রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে গেল। [১০] রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান জনগণের গরিব লোকদের—যারা নিঃস্ব ছিল—যুদা দেশে ফেলে রাখল; সেদিন সে তাদের যত্নে আঙুরখেত ও জমি রেখে গেল।

[১১] বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যেরেমিয়ার বিষয়ে রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদানকে এই হুকুম দিয়েছিলেন: [১২] 'তাঁকে নাও, তাঁর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ, তাঁর কোন অনিষ্ট করো না, বরং তিনি তোমাকে যেমন বলবেন, তাঁর প্রতি সেইমত ব্যবহার কর।' [১৩] তখন রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান, প্রধান অধ্যক্ষ নেবুশাজ্‌বান, ও উচ্চ অধিনায়ক নের্গাল-সারেজের এবং বাবিলন-রাজের সকল প্রধান অধিনায়ক [১৪] লোক পাঠিয়ে কারাবাসের প্রাঙ্গণ থেকে যেরেমিয়াকে নিয়ে এলেন, এবং তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার হাতে তুলে দিলেন। তাই তিনি জনগণের মধ্যে থাকলেন।

এবেদ-মেলেখ উদ্ধার পাবে

[১৫] যে সময় যেরেমিয়া কারাবাসের প্রাঙ্গণে কারারুদ্ধ ছিলেন, সেসময় প্রভুর বাণী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলেছিল: [১৬] 'তুমি গিয়ে কুশীয় এবেদ-মেলেখকে বল, সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, মঙ্গলের জন্য নয়, অমঙ্গলের জন্যই আমি এই নগরীর উপরে আমার সমস্ত বাণীর সিদ্ধি ঘটাব; সেদিন তোমার চোখের সামনেই সেই সমস্ত বাণী সিদ্ধিলাভ করবে। [১৭] কিন্তু সেদিন আমি তোমাকে উদ্ধার করব—প্রভুর উক্তি—আর তুমি যাদের ভয় পাচ্ছে, সেই লোকদের হাতে তোমাকে তুলে দেওয়া হবে না। [১৮] হ্যাঁ, আমি তোমাকে রক্ষা করবই করব, খড়্গের আঘাতে তোমার পতন হবে না; তুমি এতে খুশি হবে যে, কমপক্ষে প্রাণ বাঁচিয়েছ, কেননা তুমি আমাতে ভরসা রেখেছ। প্রভুর উক্তি।'

গেদালিয়া ও তাঁর হত্যা

৪০ [১] রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান যেরেমিয়াকে রামা থেকে মুক্ত অবস্থায় বিদায় দেওয়ার পর প্রভুর কাছ থেকে বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল। নেবুজারাদান যখন তাঁকে নিয়েছিল, তখন, যেরুশালেম ও যুদার যে সমস্ত লোককে দেশছাড়া করার জন্য বাবিলনে নেওয়া হচ্ছিল, তাদেরই মধ্যে যেরেমিয়া শেকলে আবদ্ধ ছিলেন। [২] রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান যেরেমিয়াকে নেওয়ার পর তাঁকে বলল, 'তোমার পরমেশ্বর প্রভু এই স্থানের বিষয়ে অমঙ্গলের ভাববাণী দিয়েছিলেন; [৩] প্রভু তা ঘটিয়েছেন, হ্যাঁ, যেমন বলেছিলেন, তেমনি করেছেন, যেহেতু তোমরা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছ ও তাঁর প্রতি বাধ্য হওনি। সেজন্যই তোমাদের প্রতি তেমনটি ঘটল। [৪] এখন দেখ, আজ আমি তোমার হাতের শেকল থেকে তোমাকে মুক্ত করলাম; তুমি যদি আমার সঙ্গে বাবিলনে যেতে ইচ্ছা কর, তবে এসো, আমি তোমার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখব; আর যদি আমার সঙ্গে বাবিলনে যেতে তোমার ইচ্ছা না হয়, তবে এখানে থাক। দেখ, গোটা দেশ তোমার সামনে রয়েছে: যেখানে খুশি, যেখানে যাওয়া ভাল মনে কর, তুমি সেখানে যাও। [৫] তবে, তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা না কর, তাহলে শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার কাছে ফিরে যাও,

বাবিলন-রাজ তাঁকেই যুদার শহরগুলির প্রদেশপাল নিযুক্ত করেছেন; তুমি তাঁর সঙ্গে জনগণের মধ্যে থাক, কিংবা যেখানে খুশি সেখানে যাও।' রক্ষীদলের অধিনায়ক যাত্রার জন্য খাদ্য-সামগ্রী ও একটা উপহার দিয়ে তাঁকে বিদায় দিল। [৬] তখন যেরেমিয়া মিস্পাতে আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার কাছে গিয়ে, দেশে যত লোক থেকে গেছিল, তাদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে থাকলেন।

[৭] অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া সৈন্যদের সমস্ত অধিপতি ও তাদের লোকেরা যখন শুনতে পেল যে, বাবিলন-রাজ আহিকামের সন্তান গেদালিয়াকে প্রদেশপাল নিযুক্ত করেছেন, এবং যারা বাবিলনে নির্বাসিত হয়নি, সেই সমস্ত পুরুষ, স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে ও দেশের গরিবদের তাঁরই হাতে তুলে দিয়েছেন, [৮] তখন তারা মিস্পাতে গেদালিয়ার কাছে এল; অর্থাৎ নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েল এবং যোহানান ও যোনাথান নামে কারেয়াহ্‌র দুই সন্তান, তান্‌হুমেতের সন্তান সেরাইয়া, নেতোফাতীয় ওফাইয়ের সন্তানেরা ও মাআখাথীয়ের সন্তান যেজানিয়া, এরা ও এদের লোকেরা এসে উপস্থিত হল। [৯] আর শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান গেদালিয়া তাদের কাছে ও তাদের লোকদের কাছে এই বলে শপথ করলেন, 'তোমরা কাল্দীয়দের বশ্যতা স্বীকার করতে ভয় করো না, দেশে বসতি করে বাবিলন-রাজের অধীন হও, তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে। [১০] আর আমি, দেখ, যে কাল্দীয়েরা আমাদের এখানে আসবে, আমি তাদের সামনে তোমাদের হয়ে দাঁড়াবার জন্য এই মিস্পাতে বাস করব; কিন্তু তোমরা আঙুররস, গ্রীষ্মের ফল ও তেল সংগ্রহ করে তোমাদের ভাণ্ডারে রাখ, এবং যে সকল শহর তোমরা হস্তগত করেছ, সেগুলোতে বসতি কর।'

[১১] একই প্রকারে, মোয়াবে, আম্মোনীয়দের মধ্যে এদোমে ও অন্যান্য দেশে যে সকল ইহুদী ছিল, তারা যখন শুনতে পেল যে, বাবিলন-রাজ কিছু লোককে যুদায় ফেলে রেখেছিলেন, এবং শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান গেদালিয়াকে তাদের উপরে নিযুক্ত করেছিলেন, [১২] তখন সেই ইহুদীরাও সকলে যে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত জায়গা থেকে ফিরে যুদা দেশে, মিস্পাতে, গেদালিয়ার কাছে এল। তারা প্রচুর পরিমাণ আঙুররস ও গ্রীষ্মের ফল সংগ্রহ করতে লাগল।

[১৩] পরে কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া সৈন্যদের সমস্ত অধিপতি মিস্পাতে গেদালিয়ার কাছে এসে [১৪] তাঁকে বলল, 'আপনি কি জানেন, আম্মোনীয়দের রাজা বালিস আপনাকে মেরে ফেলতে নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েলকে পাঠিয়েছেন?' কিন্তু আহিকামের সন্তান গেদালিয়া তাদের বিশ্বাস করলেন না। [১৫] তখন কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান মিস্পাতে গেদালিয়াকে গোপনে বলল, 'অনুমতি দিন, আমি গিয়ে নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েলকে হত্যা করব, কেউ তা জানতে পারবে না। সে কেন আপনাকে মেরে ফেলবে? করলে আপনার কাছে যে সকল ইহুদী জড় হয়েছে, তারা বিক্ষিপ্ত হবে, এবং যুদার বাকি সকলের বিনাশ হবে।' [১৬] কিন্তু আহিকামের সন্তান গেদালিয়া কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানানকে বললেন, 'তেমন কাজ করো না, কেননা ইশ্মায়েল সম্বন্ধে তুমি যা বলছ, তা মিথ্যা।'

৪১ [১] সপ্তম মাসে এলিশামার পৌত্র নেথানিয়ার সন্তান রাজবংশীয় ইশ্মায়েল রাজার কয়েকজন অধিনায়ক ও দশজন লোককে সঙ্গে নিয়ে মিস্পাতে আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার কাছে এল, আর তারা মিস্পাতে সকলে মিলে খাওয়া-দাওয়া করতে করতে [২] নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েল ও তার ওই দশজন সঙ্গী উঠে বাবিলন-রাজের নিযুক্ত প্রদেশপালকে, শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান সেই গেদালিয়াকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করল। [৩] আর মিস্পাতে গেদালিয়ার সঙ্গে যত ইহুদী ছিল ও সেখানে যত কাল্দীয়কে পাওয়া গেল, তাদেরও, অর্থাৎ যোদ্ধা সকলকেও ইশ্মায়েল হত্যা করল।

[৪] গেদালিয়ার হত্যাকাণ্ডের পরদিন—কেউই তখনও ব্যাপারটা জানত না—[৫] শিখেম, শীলো ও সামারিয়া থেকে লোক এল, সংখ্যায় তারা আশিজন; তাদের দাড়ি কাটা, ছেঁড়া কাপড় পরা ও দেহে কাটাকাটির দাগ। প্রভুর গৃহে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে তাদের হাতে ছিল শস্য-নৈবেদ্য ও ধূপ। [৬] নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েল তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মিস্পা থেকে বেরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসছিল; একবার তাদের কাছে এসে পৌঁছে সে তাদের বলল, 'আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার কাছে চল।' [৭] কিন্তু তারা নগরের মধ্যস্থানে এলে নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েল ও তার সঙ্গীরা তাদের বধ করে সেখানকার কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল। [৮] কিন্তু তাদের মধ্যে দশজন ছিল, যারা ইশ্মায়েলকে বলল, 'আমাদের হত্যা করবেন না, কেননা মাঠে মাঠে

আমরা যথেষ্ট গম, যব, তেল ও মধু গোপনে রেখেছি।’ তাই সে রেহাই দিয়ে তাদের ভাইদের সঙ্গে তাদের বধ করল না।

[৯] ওই লোকদের হত্যা করার পর ইশ্মায়েল যে কুয়োতে তাদের মৃতদেহ ফেলে দিয়েছিল, তা ছিল সেই বড় কুয়ো যা আসা রাজা ইস্রায়েল-রাজ বায়াশার ভয়ে তৈরি করেছিলেন; নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েল তা-ই মৃতদেহে ভরিয়ে দিল।

[১০] পরে ইশ্মায়েল, মিস্পাতে যত লোক বাকি রয়েছিল, তাদের সকলকে বন্দি করে নিয়ে গেল: যে রাজকুমারীরা ও জনগণের যে অংশ মিস্পাতে থেকে গেছিল—রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার হাতে যাদের ন্যস্ত করেছিল—তাদের সকলকে নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েল বন্দি করে নিয়ে আম্মোনীয়দের কাছে আশ্রয় পাবার জন্য রওনা হল।

[১১] কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান ও তার সঙ্গী অধিপতিরা সকলে যখন শুনতে পেল যে, নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েল এই সমস্ত দুষ্কর্ম করেছে, [১২] তখন তাদের লোকদের নিয়ে নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েলকে আক্রমণ করতে বেরিয়ে গেল, এবং গিবেয়োনের বড় দিঘির কাছে তার নাগাল পেল। [১৩] ইশ্মায়েলের সঙ্গে যে সকল লোক ছিল, তারা কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানানকে ও তার সঙ্গী অধিপতিদের দেখে আনন্দিত হল। [১৪] ইশ্মায়েল সেই সকল লোককে বন্দি করে মিস্পা থেকে নিয়ে গেছিল, তারা ঘুরে কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানানের সঙ্গে যোগ দিতে ফিরে এল। [১৫] কিন্তু নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েল ও তার দলের আটজন লোক যোহানানকে এড়িয়ে আম্মোনীয়দের কাছে পালিয়ে গেল।

[১৬] নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েল আহিকামের সন্তান গেদালিয়াকে হত্যা করার পর জনগণের যে বাকি অংশ মিস্পা থেকে বন্দি করে নিয়ে গেছিল, কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান ও তার সঙ্গী অধিপতিরা তাদের সকলকে জড় করল, অর্থাৎ যোদ্ধাদের, ছেলেমেয়েকে ও কঞ্চুকীদের সঙ্গে নিয়ে গিবেয়া থেকে তাদের ফিরিয়ে আনল। [১৭] তারা মিশরে যাবার অভিপ্রায়ে বেথলেহেমের পাশে অবস্থিত গেরুথ-কিম্‌হামে থামল, [১৮] অর্থাৎ কাল্দীয়দের কাছ থেকে বেশ দূরেই থাকল, কেননা তারা তাদের

ভয় পাচ্ছিল, যেহেতু নেথানিয়ার সন্তান ইশ্মায়েল বাবিলন-রাজের নিযুক্ত প্রদেশপাল আহিকামের সন্তান গেদালিয়াকে হত্যা করেছিল।

মিশরে পলায়ন

৪২ [১] পরে সেই সকল অধিনায়ক, বিশেষভাবে কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান ও হোশাইয়ার সন্তান আজারিয়া, এবং জনগণের ছোট বড় সকলে এগিয়ে এসে [২] নবী যেরেমিয়াকে বলল, 'আমাদের এই মিনতি আপনার গ্রাহ্য হোক! আপনি এই সমস্ত অবশিষ্ট লোকের হয়ে ও আমাদের হয়ে আপনার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, কারণ আপনি নিজেরই চোখে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা অনেকে ছিলাম, এখন অল্পজনই অবশিষ্ট রয়েছি। [৩] তাই আপনার পরমেশ্বর প্রভু আমাদের জানিয়ে দিন, আমাদের কোন্‌ পথ ধরতে হবে, আমাদের কী করতে হবে।' [৪] নবী যেরেমিয়া উত্তরে তাদের বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। দেখ, তোমাদের কথামত আমি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করব, এবং প্রভু তোমাদের জন্য যে উত্তর দেন, তা আমি তোমাদের জানাব, কিছুই গোপন রাখব না।' [৫] তারা যেরেমিয়াকে বলল, 'আপনার পরমেশ্বর প্রভু আমাদের জন্য আপনাকে যা কিছু জানাবেন, আমরা যদি তা পালন না করি, তবে প্রভু নিজেই যেন আমাদের বিরুদ্ধে সত্যময় ও বিশ্বাস্য সাক্ষীরূপে দাঁড়ান; [৬] আমাদের গ্রহণীয় হোক বা নাই হোক, আমরা যাঁর কাছে আপনাকে প্রেরণ করছি, আমাদের সেই পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হব, যেন আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হলে আমাদের মঙ্গল হয়।'

[৭] দশ দিন পরে এমনটি হল যে, প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল; [৮] তখন তিনি কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানানকে ও তার সঙ্গে যত অধিনায়ক ছিল, তাদের ও জনগণের ছোট বড় সকলকে ডেকে আনলেন; তাদের বললেন, [৯] 'নিজেদের মিনতি পেশ করতে তোমরা যাঁর কাছে আমাকে প্রেরণ করেছিলে, সেই প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: [১০] তোমরা যদি এই দেশে থাক, আমি তোমাদের গেঁথে তুলব, বিনাশ করব না; তোমাদের রোপণ করব, উৎপাটন করব না; কেননা তোমাদের প্রতি যে অমঙ্গল ঘটিয়েছি, তার জন্য আমার দুঃখ হয়েছে।

[১১] সেই বাবিলন-রাজ যে তোমাদের অন্তরে তত ভয় জন্মায়, তাকে তোমরা ভয় করো না; না, তাকে ভয় করো না—প্রভুর উক্তি—কারণ তোমাদের ত্রাণ করতে ও তার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করতে আমিই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি! [১২] আমি তার অন্তরে তোমাদের প্রতি করুণা জাগাব, তাই সে তোমাদের প্রতি করুণা দেখাবে ও তোমাদের দেশভূমিতে তোমাদের যেতে দেবে। [১৩] কিন্তু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্যতা না দেখিয়ে তোমরা যদি বল, "না, আমরা এই দেশে থাকবই না," [১৪] এবং বল, "না, আমরা মিশর দেশেই যাব, কারণ সেখানে যুদ্ধ-সংগ্রাম দেখব না, তুরিধ্বনি শুনব না, খাদ্যের অভাবে ক্ষুধায় ভুগব না, সুতরাং সেইখানে বসতি করতে চাই," [১৫] তবে, হে যুদার অবশিষ্ট লোক, তোমরা প্রভুর বাণী শোন: সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: যদি সত্যিই মনে কর, তোমরা মিশরে যাবে ও সেখানে বসতি করতেই যাবে, [১৬] তাহলে তোমাদের ভয়ের বস্তু সেই খড়্গ মিশর দেশেই তোমাদের নাগাল পাবে, এবং তোমাদের আশঙ্কার বস্তু সেই দুর্ভিক্ষ তোমাদের উপরে এসে পড়বে, আর তোমরা সেখানে মরবে। [১৭] তখন যে সকল লোক মিশরে বসতি করতে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা মারা পড়বে; আমি তাদের উপরে যে অমঙ্গল প্রেরণ করব, তাদের মধ্যে কেউই তা এড়াবে না, তা থেকে কেউই রেহাই পাবে না। [১৮] কেননা সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: যেরুশালেম-অধিবাসীদের উপরে যেমন আমার ক্রোধ ও রোষ বর্ষিত হয়েছে, তোমরা মিশরে গেলে তোমাদের উপরেও তেমনি আমার রোষ বর্ষিত হবে; হ্যাঁ, তোমরা অভিশাপ, আতঙ্ক, নিন্দা ও দুর্নামের পাত্র হবে; এবং এই স্থান আর কখনও দেখতে পাবে না।

[১৯] হে যুদার অবশিষ্ট লোক সকল, তোমাদের প্রতি প্রভু একথা বলছেন: মিশরে যেয়ো না। জেনে নাও: আমি আজ তোমাদের স্পষ্ট সাবধান বাণী দিলাম! [২০] বস্তুত তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছ, কেননা তোমরা আমাকে তোমাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুর কাছে পাঠিয়েছিলে; সেসময় আমাকে বলেছিলে, তুমি আমাদের হয়ে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর; আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যা কিছু বলবেন, তা তুমি আমাদের জানাবে আর আমরা সেইমত করব। [২১] আর আজ আমি

তোমাদের তা জানালাম; কিন্তু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যে সকল বিষয়ের জন্য আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তার কোন বিষয়ে তোমরা তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাওনি। [২২] সুতরাং এখন নিশ্চিত হয়ে জান যে, বসতি করার জন্য তোমরা যেখানে যেতে ইচ্ছা করছ, সেখানে খড়্গা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা মারা পড়বে।'

৪৩ [১] যেরেমিয়া যখন সকল লোকের কাছে তাদের পরমেশ্বর প্রভুর সকল বাণী—যে সকল বাণী জানাবার জন্য তাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁকে তাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, সেই সকল বাণী জানানো শেষ করলেন, [২] তখন হোশাইয়ার সন্তান আজারিয়া ও কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান, এবং গর্বিত ও বিদ্রোহী সেই লোকেরা সকলে যেরেমিয়াকে বলল, 'তুমি মিথ্যাই বলছ; মিশরে বসতি করতে যেয়ো না, একথা বলতে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে পাঠাননি; [৩] কিন্তু নেরিয়ার সন্তান যে বারুক, সে-ই আমাদের বিরুদ্ধে তোমাকে উসকানি দিচ্ছে, কাল্দীয়দের হাতে আমাদের তুলে দেবার জন্যই তা করছে, যেন তারা আমাদের বধ করে বা দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে যায়।'

[৪] তাই কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান এবং সৈন্যদলের সকল অধিপতি ও সমস্ত লোক যুদা দেশে থাকবার ব্যাপারে প্রভুর প্রতি বাধ্য হল না। [৫] ফলে কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান এবং সেই অধিপতিরা যুদার সমস্ত অবশিষ্ট লোককে—অর্থাৎ সকল দেশের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর সেখানকার থেকে যুদা দেশে বসবাস করার জন্য যারা ফিরে এসেছিল, [৬] সেই পুরুষ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সকলকে, এবং রাজকুমারীদের, ও যে সকল লোককে রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার সঙ্গে রেখে গেছিল, তাদের, এবং নবী যেরেমিয়াকে ও নেরিয়ার সন্তান বারুককে নিয়ে রওনা হল; [৭] প্রভুর প্রতি অবাধ্য হয়ে তারা মিশর দেশে প্রবেশ করে তাফানেসে গিয়ে পৌঁছল।

[৮] তাফানেসে প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৯] 'হাতে বড় বড় কয়েকটা পাথর নিয়ে তাফানেসে ফারাওর বাড়ির প্রবেশস্থানে যে ইটের ভাটা আছে, তার সুরকির নিচে, ইহুদীদের সাক্ষাতেই, ওই পাথরগুলো পুঁতে রাখ; [১০] পরে তাদের বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন:

দেখ, আমি আমার দাস বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারকে আনতে পাঠাব, এবং এই যে সকল পাথর তুমি মাটির নিচে পুঁতে রেখেছ, এগুলোর উপরেই তার সিংহাসন স্থাপন করব, আর সে এগুলোর উপরে তার নিজের রাজকীয় চাঁদোয়া মেলে দেবে। [১১] সে এসে মিশর দেশ পরাভূত করবে:

মৃত্যুর পাত্র মৃত্যুর হাতে,
বন্দিদশার পাত্র বন্দিদশার হাতে,
খড়্গের পাত্র খড়্গের হাতে!

[১২] সে মিশরের দেবালয়গুলিতে আগুন লাগাবে; সেই মন্দিরগুলি পুড়িয়ে দেবে ও সেগুলির দেবতাদের দেশছাড়া করবে; এবং মেষপালক যেমন গায়ে চাদর জড়ায়, তেমনি সে এই মিশর দেশ নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শান্তিতে চলে যাবে।
[১৩] সেখানে, মিশর দেশে, সে সূর্যের মন্দিরের স্মৃতিস্তম্ভগুলি চুরমার করবে ও মিশরের দেবালয়গুলি আগুনে পুড়িয়ে দেবে।'

৪৪ [১] মিশর দেশে—মিগ্‌দোলে, তাফানেসে, নোফে ও পাথ্রোস প্রদেশে যে ইহুদীরা বাস করত, তাদের বিষয়ে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল।
[২] সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: 'যেরুশালেমের উপরে ও যুদার সকল নগরের উপরে আমি যে সমস্ত অমঙ্গল ডেকে এনেছি, তা তোমরা দেখেছ। দেখ, আজ সেগুলি উৎসন্নস্থান, সেখানে কেউ বাস করে না; [৩] এর কারণ হল সেই জনগণের শঠতা, যা আমাকে ক্ষুব্ধ করার জন্য তারা সাধন করত যখন এমন দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাতে যেত, যারা তাদের, তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের অচেনাই ছিল। [৪] অথচ আমি তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে আমার সকল দাস সেই নবীদের তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, তারা যেন তোমাদের বলে: তেমন জঘন্য কাজ করো না! তা আমার ঘৃণারই বস্তু! [৫] কিন্তু তারা শুনল না, কান দিল না; না, তারা তাদের শঠতা থেকে ফিরল না, অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাতে ক্ষান্ত হল না। [৬] এজন্য আমার রোষ ও ক্রোধ উপচে পড়ল, যুদার শহরে

শহরে ও যেরুশালেমের পথে পথে জ্বলে উঠল, তাতে সেগুলো মরুপ্রান্তর ও উৎসন্নস্থান হয়েছে, যেমনটি আজও সেইভাবে রয়েছে।

[৭] অতএব এখন প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমরা কেন তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে তেমন মহা অমঙ্গল ঘটাচ্ছ? তেমন কাজে তো তোমাদের আপন স্ত্রী-পুরুষ-বালক ও দুধের শিশু সকলকেই যুদার মধ্য থেকে এমনভাবে উচ্ছেদ করবে যে, তোমাদের কেউই অবশিষ্ট থাকবে না। [৮] তোমরা এই যে মিশর দেশে বসতি করতে এসেছ, এখানে অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়ে কেন নিজেদেরই হাতে সাধিত কর্ম দ্বারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলছ? তোমরা উচ্ছিন্ন হবে, এবং পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে অভিশাপ ও দুর্নামের বস্তু হবে। [৯] তোমাদের পিতৃপুরুষদের অপকর্ম, যুদার রাজাদের ও রানীদের অপকর্ম, তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের স্ত্রীদের অপকর্ম, যা যুদা দেশে ও যেরুশালেমের পথে পথে সাধিত হত, তোমরা সেই সমস্ত কি ভুলে গেছ? [১০] এই লোকেরা আজ পর্যন্ত অনুতাপটুকুও দেখায়নি, ভয়ও পায়নি, আমার সেই নির্দেশগুলি ও বিধিনিয়মের অনুসারেও আচরণ করেনি, যা আমি তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের সামনে রেখেছি।

[১১] এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, তোমাদের অমঙ্গল ঘটাতে ও গোটা যুদাকে উচ্ছেদ করতে আমি এবার তোমাদের প্রতি উন্মুখ হলাম। [১২] যুদার অবশিষ্টাংশকে অর্থাৎ যারা মিশর দেশে বসতি করতে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমি তাদের ধরব; তাদের সকলের বিনাশ হবে, মিশর দেশেই তাদের পতন হবে; খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ দ্বারাই তাদের বিনাশ হবে: ছোট-বড় সকলে খড়্গে ও দুর্ভিক্ষে মারা পড়বে, এবং অভিশাপ, আতঙ্ক, নিন্দা ও দুর্নামের পাত্র হবে। [১৩] আমি যেমন খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা যেরুশালেমকে শাস্তি দিয়েছি, যারা মিশর দেশে বাস করে, তাদেরও তেমনি শাস্তি দেব। [১৪] যুদার যে অবশিষ্ট লোকেরা এই মিশরে বসতি করতে এসেছে এমন আশা নিয়ে যে, একদিন সেই যুদা দেশে ফিরবে যেখানে তারা বাস করতে আকাঙ্ক্ষা করছে, তাদের মধ্যে কেউই রেহাই পাবে না, কেউই নিষ্কৃতি পাবে না; স্বল্পজন রেহাই পাওয়া লোক ছাড়া আর কেউই সেখানে কখনও ফিরে যাবে না।’

[১৫] তখন যে সকল পুরুষ জানত যে, তাদের স্ত্রী অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত, তারা এবং উপস্থিত সকল স্ত্রীলোক—এক বিরাট ভিড়—এবং মিশর দেশে ও পাথ্রোস প্রদেশে বাসিন্দা গোটা জনগণ যেরেমিয়াকে উত্তর দিয়ে বলল, [১৬] 'তুমি প্রভুর নামে আমাদের যে আদেশ জানিয়েছ, সেবিষয়ে আমরা তোমাকে শুনব না; [১৭] এমনকি, আমরা নিজেদের মুখে যা প্রতিজ্ঞা করেছি, তা পালন করবই করব: আমরা আকাশরানীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাব ও পানীয়-নৈবেদ্য ঢালব, যেমনটি আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা, আমাদের রাজারা, ও আমাদের নেতারা যুদার শহরে শহরে ও যেরুশালেমের পথে পথে আগেও করতাম। সেসময় আমাদের প্রচুর খাদ্য ছিল, সুখে দিন কাটাতাম, কোন অমঙ্গল দেখতাম না; [১৮] কিন্তু যে সময় থেকে আমরা আকাশরানীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালানো ও পানীয়-নৈবেদ্য ঢালা ছেড়ে দিয়েছি, সেসময় থেকে আমাদের সবকিছুর অভাব হচ্ছে, এবং আমরা খড়্গা ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা বিলুপ্ত হচ্ছি।' [১৯] স্ত্রীলোকেরা আরও বলল, 'আমরা যখন আকাশরানীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাই ও পানীয়-নৈবেদ্য ঢালি, তখন কি আমাদের স্বামীদের বিনা অনুমতিতেই তাঁর প্রতিমূর্তিতে পিঠা তৈরি করি ও তাঁর উদ্দেশে পানীয়-নৈবেদ্য ঢালি?'

[২০] তখন যেরেমিয়া গোটা জনগণকে, পুরুষ কি স্ত্রীলোক যত লোক সেইভাবে উত্তর দিয়েছিল, তাদের সকলকে উদ্দেশ করে একথা বললেন: [২১] 'যুদার শহরে শহরে ও যেরুশালেমের পথে পথে তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা, তোমাদের রাজারা ও তোমাদের নেতারা এবং দেশের লোকেরা যে ধূপ জ্বালাতে, সেই ধূপের কথা কি প্রভু আর স্মরণ করছেন না? তা কি তাঁর মনে পড়ছে না? [২২] প্রভু তোমাদের সেই অপকর্ম ও তোমাদের সাধিত সেই জঘন্য কাজ আর সহ্য করতে পারলেন না বিধায়ই তোমাদের দেশ মরুপ্রান্তর, আতঙ্ক ও দুর্নামের বস্তু ও জনশূন্য হল, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে। [২৩] তোমরা ধূপ জ্বালিয়েছ, প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছ, প্রভুর প্রতি বাধ্য হওনি ও তাঁর নির্দেশগুলি, বিধি ও নিয়মনীতি অনুসারে চলনি বিধায়ই তোমাদের প্রতি তেমন অমঙ্গল ঘটেছে, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।'

[২৪] যেরেমিয়া গোটা জনগণকে, বিশেষভাবে সমস্ত স্ত্রীলোককেই আরও বললেন, 'মিশর দেশে রয়েছ হে সকল ইহুদী, প্রভুর বাণী শোন! [২৫] সেনাবাহিনীর প্রভু,

ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমরা ও তোমাদের স্ত্রী মুখে যা বলেছ, হাতে তা সম্পন্ন করেছ; তোমরা বলেছ: "আমরা আকাশরানীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবার জন্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ঢালবার জন্য যে মানত করেছি, তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই পূরণ করব!" আচ্ছা, তোমাদের মানত রক্ষা কর, তোমাদের মানত পূরণ কর। [২৬] তবু, মিশর দেশে রয়েছ হে সকল ইহুদী, প্রভুর বাণী শোন; প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি আমার নিজের মহানামের দিব্যি দিয়ে শপথ করছি—প্রভু বলছেন—মিশর দেশে রয়েছে এমন কোন ইহুদী আমার নাম আর কখনও মুখে আনবে না; "জীবনময় প্রভু পরমেশ্বরের দিব্যি" একথা কেউই আর উচ্চারণ করবে না। [২৭] দেখ, আমি তাদের অমঙ্গলের জন্য জেগে থাকব, মঙ্গলের জন্য নয়! গোটা যুদার যত লোক মিশর দেশে রয়েছে, তারা সকলে খড়্গা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা নিঃশেষে বিনষ্ট হবেই। [২৮] খড়্গা থেকে রেহাই পেয়ে মিশর দেশ থেকে যুদা দেশে ফিরে আসবে, এমন লোকজন সংখ্যায় নগণ্যই হবে; এতে যুদার বাকি সমস্ত লোক, যারা মিশর দেশে বসতি করার জন্য এখানে এসেছে, তারা জানতে পারবে যে, কার্ বাণী সিদ্ধিলাভ করে, আমার কি তাদের! [২৯] তোমাদের জন্য এটি হবে চিহ্ন যে—প্রভুর উক্তি—আমি এইখানে তোমাদের শাস্তি দেব, যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমাদের বিরুদ্ধে আমার বাণী নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করে—তোমাদের অমঙ্গলের জন্য!

[৩০] প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি যেমন যুদা-রাজ সেদেকিয়াকে তার প্রাণনাশে সচেষ্ট শত্রু সেই বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজারের হাতে তুলে দিয়েছি, তেমনি মিশর-রাজ ফারাও-হফ্রাকেও তার শত্রুদের হাতে, এবং যারা তার প্রাণনাশে সচেষ্ট, তাদেরও হাতে তুলে দেব।'

বারুকের উদ্ধার পূর্বঘোষিত

৪৫ [১] যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের চতুর্থ বর্ষে যখন নেরিয়ার সন্তান বারুক যেরেমিয়ার মুখ থেকে শুনতে শুনতে এই সমস্ত কথা এক পুঁথিতে লিখে নিলেন, তখন যেরেমিয়া নবী তাঁকে একথা বললেন: [২] 'হে বারুক, প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার বিষয়ে একথা বলছেন: [৩] তুমি নাকি বলেছ: হায়, ধিক্ আমাকে!

কেননা প্রভু আমার ব্যথার উপরে দুঃখও যোগ দিয়েছেন; আমি আর্তনাদ করতে করতে শ্রান্ত হয়েছি, বিশ্রামটুকু পাচ্ছি না। [৪] প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি যা গেঁথেছি, তা ভেঙে ফেলি, আর যা রোপণ করেছি, তা উৎপাটন করি; আর এইভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে! [৫] তবে তুমি কি মহা মহা সঙ্কল্প বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করবে? তেমন চিন্তা আর পোষণ করো না! কেননা দেখ, আমি গোটা মানবজাতির উপরে অমঙ্গল ডেকে আনব। প্রভুর উক্তি। কিন্তু তোমাকে আমি এটুকু কমপক্ষে মঞ্জুর করব যে, তুমি যেইখানে যাবে না কেন, সেখানে নিজের প্রাণ বাঁচাবে।'

জাতিগুলির বিরুদ্ধে দৈববাণী

৪৬ [১] জাতিগুলি সম্বন্ধে প্রভুর যে বাণী যেরেমিয়া নবীর কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ।

[২] মিশর সম্বন্ধে। যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের চতুর্থ বর্ষে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার মিশর-রাজ ফারাও-নেখোর যে সৈন্যসামন্তকে পরাজিত করলেন, ফোরাত নদীর তীরে কার্কেমিশে উপস্থিত সেই সৈন্যসামন্তের বিরুদ্ধে বাণী।

[৩] তোমরা তোমাদের ঢাল—বড়গুলো ও ছোটগুলো—প্রস্তুত কর,
এবং যুদ্ধ করতে এগিয়ে যাও।
[৪] অশ্বকে রথে লাগাও,
অশ্বে ওঠ, হে অশ্বারোহী সকল।
শিরস্ত্রাণ পরে নিয়ে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস কর,
বর্শা চক্চকে করে তোল,
বর্ম পরিধান কর!
[৫] এ কেমন দৃশ্য! আমি কী দেখতে পাচ্ছি!
তাদের সৈন্যশ্রেণি ভেঙে পড়েছে,
তারা পিঠ ফেরাচ্ছে!
তাদের বীরযোদ্ধা সকল পরাজিত,
আশ্রয় নিতে পালিয়ে যাচ্ছে,
পিছন ফিরেও তাকায় না;
চারদিকে সন্ত্রাস!
প্রভুর উক্তি।
[৬] দ্রুতগামীও রেহাই পাবে না,
বীরপুরুষও নিষ্কৃতি পাবে না।
উত্তরদিকে, ফোরাত নদীতীরে,

তারা হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়ল।

[৭] ওই কে, যে নীল নদের মত উঠে আসছে,
ফুলন্ত জলরাশির খরস্রোতের মত উপচে পড়ছে?
[৮] সে তো মিশর, যে নীল নদের মত উঠে আসছে,
যে ফুলন্ত জলরাশির খরস্রোতের মত উপচে পড়ছে;
সে বলে: 'আমি উথলে উঠব, পৃথিবী নিমজ্জিত করব,
বিনাশ করব তার যত শহর ও যত শহরবাসীকে।'
[৯] ঘোড়া সকল, ছুটে যাও,
রথ সকল, উন্মত্তের মত এগিয়ে যাও;
বেরিয়ে পড়, বীরপুরুষ সকল!
তোমরাও, কুশ ও পুতের মানুষ,
যারা ঢাল ধারণ কর;
তোমরাও, লুদের মানুষ, যারা ধনুক টান।
[১০] এদিনটি কিন্তু প্রভুরই, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বরেরই দিন!
এদিনটি তাঁর বিপক্ষদের প্রতিফল দেবার জন্য প্রতিশোধের দিন!
তাঁর খড়্গ তাদের রক্ত গ্রাস করবে,
রক্তপানে তৃপ্ত হবে, মত্তই হবে;
কেননা উত্তরদেশে ফোরাত নদীর ধারে
সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে তা হবে ভোগ-যজ্ঞস্বরূপ!
[১১] হে মিশর-কুমারী কন্যা,
গিলেয়াদে ওঠে যাও, মলমও গ্রহণ কর;
বৃথাই তুমি বহু বহু ঔষধ যোগাড় করছ,
তোমার জন্য প্রতিকার নেই।
[১২] দেশগুলো তোমার অপমানের কথা শুনেছে,
তোমার আর্তনাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ;
কেননা বীর বীরে হোঁচট খেল,

তারা দু’জনে একসঙ্গে লুটিয়ে পড়ল।

[১৩] মিশর দেশ আক্রমণ করার জন্য বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের আগমন বিষয়ে প্রভু যেরেমিয়াকে যে কথা বললেন, তার বৃত্তান্ত।

[১৪] তোমরা মিশরে একথা প্রচার কর,
মিগ্দোলে তা ঘোষণা কর,
নোফে ও তাফানেসে তা ঘোষণা কর;
বল: ‘ওঠ, তৈরী হও,
কেননা খড়্গ তোমার চারদিকে সবই গ্রাস করছে।’
[১৫] আপি কেন পালিয়ে গেল?
তোমার সেই পবিত্র বৃষ কেন দাঁড়াতে পারল না?
প্রভুই তাকে উল্টিয়ে দিলেন!
[১৬] অনেকে টলমল হয়ে
একে অন্যের উপরে পড়ছে,
তারা বলে, ‘ওঠ, আমরা এই বিনাশী খড়্গ থেকে ফিরে
স্বজাতির কাছে, আমাদের জন্মভূমিতেই যাই।’
[১৭] ডাক, হ্যাঁ, মিশর-রাজ সেই ফারাওকে ডাক!
তা শব্দমাত্র, গেলই আসল ক্ষণ!
[১৮] আমার জীবনের দিব্যি—সেই রাজার উক্তি,
সেনাবাহিনীর প্রভুই যাঁর নাম—
এমন একজন আসবে, যে পাহাড়পর্বতের মধ্যে তাবরের মত,
সমুদ্রতীরে কার্মেলের মত।

[১৯] হে মিশর-নিবাসিনী কন্যা,
নির্বাসনের জন্য পাত্র-সামগ্রী প্রস্তুত কর,
কেননা নোফ প্রান্তরেই পরিণত হবে,
হবে উৎসন্নস্থান, নিবাসী-বিহীন।

[২০] মিশর অতি সুন্দরী বকনা ছিল বটে,
কিন্তু উত্তরদিক থেকে দংশক আসছে, এই যে আসছে।
[২১] মিশরের মধ্যে তার ভাড়া করা যোদ্ধারাও
নধর বাছুরের মত ;
কিন্তু তারাও পিঠ ফেরাল,
সবাই মিলে পালাল, দাঁড়াতে পারল না ;
কেননা তাদের উপরে এসে পড়ল অমঙ্গলের দিন,
তাদের শাস্তির ক্ষণ।

[২২] তার চলে যাওয়ার শব্দ
এমন সাপের শব্দের মত যা যেতে যেতে ভারী শব্দ তোলে,
কারণ তারা সৈন্যদলের মতই এগিয়ে আসছে,
কুড়াল নিয়ে তারা তার বিরুদ্ধে আসছে
কাঠকাটিয়েদের মত।
[২৩] ওরা তার বন কেটে ফেলুক—প্রভুর উক্তি—
যদিও সেই বন অগম্য,
কারণ ওরা পঙ্গপালের চেয়েও বেশি,
সত্যি সংখ্যার অতীত।
[২৪] মিশর-কন্যা লজ্জাবোধ করছে,
সে উত্তরদেশীয় এক জাতির হাতে সমর্পিতা!

[২৫] সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: ‘দেখ, আমি নোর আমোন দেবকে, ফারাও ও মিশরকে এবং তার দেবতা ও রাজাদের, ফারাও ও তার উপরে ভরসা রাখে এমন সকলকেই শাস্তি দেব। [২৬] যারা তাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট, তাদের হাতে, বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজারের ও তার সেনাপতিদের হাতে তাদের তুলে দেব ; কিন্তু পরে সেই দেশে আগেকার মত নিবাসী থাকবে।’ প্রভুর উক্তি।

[২৭] ‘কিন্তু তুমি, হে আমার দাস যাকোব, তুমি ভয় করো না;
ইস্রায়েল, হতাশ হয়ো না;
কেননা দেখ, আমি দূরবর্তী এক দেশ থেকে,
বন্দিদশার দেশ থেকে তোমার বংশের পরিত্রাণ সাধন করব;
যাকোব ফিরে এসে শান্তি ভোগ করবে,
সে নির্ভয়ে বাস করবে; তাকে ভয় দেখাবে এমন কেউই থাকবে না।
[২৮] হে আমার দাস যাকোব, ভয় করো না,
—প্রভুর উক্তি—কেননা আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি!
আমি যাদের মধ্যে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছি,
সেই সকল দেশ নিঃশেষে সংহার করব;
কিন্তু তোমাকে নিঃশেষে সংহার করব না;
অর্থাৎ ন্যায় অনুসারে তোমাকে শাস্তি দেব,
তবু তোমাকে সম্পূর্ণরূপে অদণ্ডিত রাখব না।’

৪৭ [১] ফারাও গাজা আক্রমণ করার আগে, ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে প্রভুর যে বাণী যেরেমিয়া নবীর কাছে এসে উপস্থিত হল, এ তার বৃত্তান্ত।

[২] প্রভু একথা বলছেন:
‘দেখ, উত্তরদিক থেকে জলরাশি উথলে আসছে,
তা প্লাবিনী বন্যা হতে যাচ্ছে;
দেশ ও দেশের মধ্যে যত বস্তু,
শহর ও শহরনিবাসী সকলকে প্লাবিত করছে।
লোকেরা হাহাকার করছে,
দেশনিবাসীরা সকলে চিৎকার করছে।
[৩] শত্রুর বলবান ঘোড়ার খটখটানিতে,
রথের ঘর্ঘরাণিতে, চাকার শব্দে
পিতারা হতাশ হয়ে

সন্তানদের দিকেও মুখ ফেরাবে না।
[৪] কেননা সেই দিনটি এসে গেছে,
যেদিনে সকল ফিলিস্তিনি বিনষ্ট হবে,
যেদিন তুরস ও সিদোনও
ও তাদের সহকারীরা সকলে উচ্ছিন্ন হবে।
হ্যাঁ, প্রভু ফিলিস্তিনিদের বিনাশ করছেন,
কাপ্তোর দ্বীপের অবশিষ্ট সকলেরও বিনাশ ঘটাচ্ছেন।
[৫] মৃত্যুশোকে গাজা চুল খেউরি করল,
আস্কেলোনকে স্তব্ধ করা হল;
হে সমভূমির বাকি লোক সকল,
তোমরা আর কতকাল নিজ দেহ কাটাকাটি করে যাবে?
[৬] হে প্রভুর খড়্গ,
আর কতকাল বিশ্রামহীন থাকবে?
খাপে ফিরে যাও,
বিশ্রাম কর, ক্ষান্ত হও।
[৭] তা কেমন করে বিশ্রাম করতে পারে?
প্রভু তো তাকে আজ্ঞা দিয়েছেন
আস্কেলোনের বিরুদ্ধে ও সমুদ্রতীরের বিরুদ্ধে!
সেইখানে তিনি তা নিযুক্ত করেছেন।’

৪৮ [১] মোয়াব সম্বন্ধে।

সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন:
হায় নেবো! ও তো উচ্ছিন্ন হল;
কিরিয়াথাইম লজ্জিতা ও পরের হাতে পতিতা হল;
রাজপুরী লজ্জিতা, তা হস্তগত হল!
[২] মোয়াবের খ্যাতি আর নেই,

হেশবোনে লোকে তার অমঙ্গল আঁটছে :
‘এসো, আমরা তা উচ্ছিন্ন করি, জাতি হতে দেব না।’
তোমাকেও, হে মাদ্মেন, তোমাকেও স্তব্ধ করা হবে,
খড়্গ তোমার পিছু পিছু ধাওয়া করবে।
[৩] হোরোনাইম থেকে হাহাকারের সুর :
‘ধ্বংস ! মহা সর্বনাশ !
[৪] মোয়াব এবার ভগ্ন,’
তার শিশুরা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনাচ্ছে।
[৫] লুহিথের আরোহণ-পথে
লোকে কাঁদতে কাঁদতে উঠে যায়,
হোরোনাইমের অবরোহণ-পথে
শোনা যাচ্ছে পরাজয়ের চিৎকার।
[৬] ‘পালিয়ে যাও, নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাও !
প্রান্তরে অবস্থিত সেই আরোয়েরের মত হও।’
[৭] তুমি ভরসা রেখেছ
তোমার আপন দৃঢ়দুর্গে, তোমার আপন ধনে,
তাই তুমিও ধরা পড়বে,
আর কামোশ নির্বাসন-দেশে চলে যাবে,
তার সঙ্গে যাবে তার যাজক ও নেতা সকল।
[৮] যত শহরের বিরুদ্ধেই আসবে সেই বিনাশক ;
কোন শহর নিষ্কৃতি পাবে না।
উপত্যকা হবে বিনষ্ট, সমভূমি হবে উচ্ছিন্ন,
যেমনটি বলেছেন প্রভু।
[৯] মোয়াবের জন্য মৃত্যু-স্তম্ভ দাঁড় করাও,
সে তো এখন ধ্বংসস্তূপমাত্র।
তার শহরগুলি প্রান্তর হবে,

কেননা আর নিবাসী কেউ থাকবে না।

[১০] অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে শিথিল হাতেই করে প্রভুর কাজ,
অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে আপন খড়্গ রক্তবঞ্চিত করে!
[১১] মোয়াব বাল্যকাল থেকে শান্ত ছিল,
নিজের গাদের উপরে আঙুররস যেমন, সে তেমনি করত বিশ্রাম,
এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে তা ঢালা হয়নি,
নির্বাসন-দেশেও কখনও যায়নি;
এজন্য তার মধ্যে থেকে গেছে তার রস,
বিকৃত হয়নি তার স্বাদ।

[১২] এজন্য, দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি তার কাছে এমন লোক পাঠাব, যারা তাকে এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢালবে, তার পাত্রগুলো শূন্য করবে, ও তার কুপোগুলো ভেঙে ফেলবে। [১৩] ইস্রায়েলকুল যেমন তার ভরসা-ভূমি সেই বেথেলের বিষয়ে লজ্জাবোধ করেছে, মোয়াব তেমনি কামোশের বিষয়ে লজ্জাবোধ করবে।

[১৪] তোমরা কেমন করে বলতে পার, আমরা বীরপুরুষ,
আমরা যুদ্ধের জন্য যোগ্য বীরযোদ্ধা?
[১৫] মোয়াবের বিনাশক তার শহরগুলি আক্রমণ করতে উঠছে,
তার সেরা যুবকেরা জবাইস্থানে নেমে যাচ্ছে
—সেই রাজার উক্তি সেনাবাহিনীর প্রভু যাঁর নাম।
[১৬] মোয়াবের সর্বনাশ আগতপ্রায়,
তার অমঙ্গল দ্রুত পদেই এগিয়ে আসছে।
[১৭] তোমরা, তার ঘনিষ্ঠজন যারা, তার জন্য বিলাপ কর,
তোমরা সকলেও, যারা জান তার নাম;
বল: 'এই প্রতাপদণ্ড, এই প্রিয় যষ্টি,
কেমন ভগ্ন হয়েছে!'
[১৮] হে দিবোন-নিবাসিনী কন্যা,

তোমার প্রতাপ থেকে নেমে এসো, দগ্ধ মাটিতে বস,
কেননা তোমার বিরুদ্ধে উঠে আসছে মোয়াবের সেই বিনাশক,
সে ভেঙে ফেলেছে তোমার দৃঢ়দুর্গ সকল।
[১৯] হে আরোয়ের-নিবাসিনী,
পথের ধারে দাঁড়িয়ে লক্ষ কর;
পলাতককে ও রেহাই পেয়েছে এমন মানুষকে জিজ্ঞাসা কর,
কীবা ঘটেছে?
[২০] মোয়াব লজ্জাবোধ করছে, সে যে ভেঙে পড়েছে;
তোমরা চিৎকার কর, হাহাকার কর;
আর্নোনে এই কথা প্রচার কর যে,
ধ্বংসিত হল সেই মোয়াব!

[২১] বিচারদণ্ড এসে গেছে: সমভূমির উপরে, হোলোন, যাহাস, মেফায়াথ, [২২] দিবোন, নেবো, বেথ্-দিব্লাথাইম, [২৩] কিরিয়াথাইম, বেথ্-গামুল, বেথ্-মেয়োন, [২৪] কেরিয়োথ ও বস্রার উপরে, মোয়াবের নিকটবর্তী দূরবর্তী সকল শহরের উপরেই বিচারদণ্ড এসে গেছে।

[২৫] মোয়াবের প্রতাপ ছিন্ন হল,
তার বাহু ভগ্ন হল—প্রভুর উক্তি।

[২৬] তোমরা তাকে মাতাল কর, কারণ সে প্রভুর বিরুদ্ধেই বড়াই করত, আর মোয়াব তার নিজের বমিতে গড়াগড়ি দেবে, সে নিজেও বিদ্রূপের পাত্র হবে। [২৭] ইস্রায়েল কি তোমার কাছে বিদ্রূপের পাত্র ছিল না? সে কি চোরদের মধ্যে ধরা পড়েছিল যে, তুমি তার বিষয়ে যতবার কথা বল, ততবার মাথা নেড়ে থাক?

[২৮] হে মোয়াব-নিবাসীরা,
শহরগুলি ত্যাগ কর, শৈলে গিয়ে বাস কর,
এমন কপোতের মত হও,
যা গভীর গিরিসঙ্কটের দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে বাসা বাঁধে।

[২৯] আমরা শুনেছি মোয়াবের অহঙ্কারের কথা,
শুনেছি, সে নিতান্ত অহঙ্কারী ;
তার কেমন অভিমান ! কেমন অহঙ্কার ! কেমন দম্ভ !
তার হৃদয় কেমন দর্পিত !
[৩০] আমি তার আস্ফালন জানি—প্রভুর উক্তি—
তা কিছু নয়,
সে বড়াই করে বটে, কিন্তু সেই বড়াইও শূন্যতামাত্র।
[৩১] এজন্য আমি মোয়াবের বিষয়ে বিলাপ করব,
গোটা মোয়াবের জন্য হাহাকার করব ;
কির-হেরেসের লোকদের জন্যও আর্তনাদ করব।
[৩২] হে সিব্‌মার আঙুরখেত,
আমি যাসেরের কান্নাকাটির চেয়ে
তোমারই বিষয়ে বেশি কান্নাকাটি করব ;
তোমার শাখাগুলি সমুদ্রপারে যেত,
তা যাসের সমুদ্র পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত ;
তোমার গ্রীষ্মের ফলের উপরে,
তোমার ফলসংগ্রহের উপরে বিনাশক এসে পড়েছে।
[৩৩] মোয়াবের ফলবাগান ও ভূমি থেকে
আনন্দ-ফুর্তি ফুরিয়ে গেল ;
আঙুরকুণ্ড থেকে ফুরিয়ে গেছে আঙুররস,
আঙুর যে মাড়াই করে, সেও আর মাড়াই করে না,
আনন্দগান আর আনন্দগান নয়।

[৩৪] হেশবোন ও এলেয়ালের চিৎকার যাহাস পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত ; জোয়ার থেকে হোরোনাইম পর্যন্ত, এগ্লাথ-শেলিশিয়া পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয় চিৎকারের সুর, কেননা নিম্রিমের জলাশয় উৎসন্নস্থান হয়েছে। [৩৫] আমি মোয়াবের মধ্যে তাদের সকলকে বিলুপ্ত করব —প্রভুর উক্তি—যারা উচ্চস্থানগুলিতে উঠে যায় ও তার দেবের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়।

[৩৬] এজন্য মোয়াবের জন্য আমার হৃদয় বাঁশির মত বাজছে, কির-হেরেসের লোকদের বিষয়ে আমার অন্তর বাঁশির মত বাজছে; তারা যা উপার্জন করেছে, তার কারণেই এখন নিঃশেষিত। [৩৭] প্রতিটি মাথা চুল-মুণ্ডিত, প্রতিটি দাড়ি কাটা; সকলের হাতে কাটাকাটির দাগ ও সকলের কোমরে চটের কাপড়। [৩৮] মোয়াবের সমস্ত ছাদে ও তার চকের সর্বস্থানে কেবল বিলাপ শোনা যাচ্ছে, কেননা আমি মোয়াবকে মূল্যহীন পাত্রের মত ভেঙে ফেললাম—প্রভুর উক্তি। [৩৯] সে কেমন ভগ্ন হয়ে পড়েছে! চিৎকার কর! মোয়াব কেমন লজ্জাকর ভাবেই না পিঠ ফিরিয়েছে! তার সকল প্রতিবেশীর কাছে মোয়াব হয়েছে বিদ্রূপ ও আতঙ্কের বস্তু।

[৪০] কেননা প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, সে ঈগলের মত উড়ে আসবে,
সে মোয়াবের উপরে পাখা মেলে দেবে।
[৪১] শহরগুলি এখন পরের হাতে পতিত,
দুর্গগুলিও দখলকৃত।
সেইদিন মোয়াবের বীরপুরুষদের হৃদয়
হবে প্রসবযন্ত্রণায় আক্রান্ত নারীর হৃদয়ের মত।
[৪২] মোয়াব এবার বিলুপ্ত, সে আর জাতি নয়,
কেননা সে প্রভুর বিরুদ্ধে বড়াই করেছে।
[৪৩] হে মোয়াব-নিবাসিনী, তোমার উপরে
সন্ত্রাস, গহ্বর, ফাঁদ এসে পড়বে—প্রভুর উক্তি।
[৪৪] যে কেউ সন্ত্রাস এড়াবে,
সে গহ্বরে পড়বে;
যে কেউ গহ্বর থেকে উঠে আসবে,
সে ফাঁদে ধরা পড়বে,
কেননা আমি তার উপরে, মোয়াবেরই উপর
এসব কিছু প্রেরণ করব তাদের শাস্তি-বর্ষে—প্রভুর উক্তি।
[৪৫] হেশবোনের ছায়ায়

শ্রান্ত হয়ে পলাতকেরা দাঁড়াল।
কিন্তু হেশবোন থেকে আগুন
ও সিহোনের মধ্য থেকে অগ্নিশিখা নির্গত হবে,
আর মোয়াবের ভ্রূ
ও কলহকারীদের মাথার খুলি গ্রাস করবে।
[৪৬] হে মোয়াব, ধিক্ তোমাকে!
হে কামোশের প্রজা সকল, তোমরা বিনষ্ট!
কেননা তোমাদের ছেলেদের বন্দি করা হচ্ছে,
তোমাদের মেয়েদের বন্দিদশায় নেওয়া হচ্ছে।
[৪৭] কিন্তু আমি অন্তিম দিনগুলিতে
মোয়াবের দশা ফেরাব।
প্রভুর উক্তি।’
এইখানে মোয়াবের বিচারদণ্ডের কথা সমাপ্ত।

৪৯ [১] আম্মোনীয়দের সম্বন্ধে।

প্রভু একথা বলছেন:
‘ইস্রায়েলের কি পুত্রসন্তান নেই?
তার কি উত্তরাধিকারী কেউ নেই?
তবে মিল্কম কেন গাদ উত্তরাধিকাররূপে পেল,
ও তার প্রজারা ওর শহরগুলোতে বসতি করল?
[২] এজন্য দেখ, এমন দিনগুলি আসছে
—প্রভুর উক্তি—
যখন আমি আম্মোনীয়দের রাব্বায়
শোনাব যুদ্ধের সিংহনাদ;
তখন তা ধ্বংসস্তূপের ঢিবি হবে,
তার উপনগরগুলো আগুনে দগ্ধ হবে;

যারা একসময় ইস্রায়েলকে অধিকারচ্যুত করেছিল,
ইস্রায়েল তাদের অধিকারচ্যুত করবে ;
—বলছেন প্রভু।
[৩] হে হেশবোন, চিৎকার কর, কেননা আই এখন ধ্বংসিতা ;
হে রাব্বা-কন্যারা, হাহাকার কর,
চটের কাপড় পর, বিলাপগান ধর,
প্রাচীরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি কর,
কেননা মিল্কম নির্বাসন-দেশে চলে যাবে,
আর তার সঙ্গে যাবে তার যাজক ও নেতা সকল।
[৪] হে বিদ্রোহিণী কন্যা,
কেন তোমার উপত্যকাগুলি নিয়ে গর্ব কর ?
তুমি তো তোমার নিজের ধনে ভরসা রেখে বলে ওঠ :
কেইবা আমাকে আক্রমণ করবে ?
[৫] দেখ, আমি তোমার চারদিক থেকে
তোমার উপরে সন্ত্রাস নিয়ে আসব,
—সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি।
তোমরা প্রত্যেকে যে যার পথে বিতাড়িত হবে,
কেউই পলাতকদের সংগ্রহ করবে না।
[৬] কিন্তু পরে আমি
আম্মোনীয়দের দশা ফেরাব।'
—প্রভুর উক্তি।

[৭] এদোম সম্বন্ধে।
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
'তেমানে কি আর প্রজ্ঞা নেই ?
প্রজ্ঞাবানদের সুমন্ত্রণা কি নিশ্চিহ্ন হয়েছে ?
তাদের প্রজ্ঞা কি মিলিয়ে গেছে ?

[৮] হে দেদান-নিবাসী সকল,
পালিয়ে যাও, রওনা দাও, গুপ্ত স্থানে লুকাও,
কেননা আমি এসৌয়ের উপরে নামিয়ে আনছি তার সর্বনাশ,
আনছি তার প্রতিফলের ক্ষণ।
[৯] আঙুরফল সংগ্রহ করে যারা, যদি তারা তোমার কাছে আসে,
কিছুই ফল বাকি রাখবে না;
রাতের বেলায় যদি চোর আসে,
তাদের ইচ্ছামতই চুরি করবে।
[১০] বস্তুত আমি এসৌকে বস্ত্রহীন করব,
তার যত গুপ্ত স্থান অনাবৃত করব,
আর কোথাও লুকোতে পারবে না।
তার বংশ, তার ভাই সকল ও প্রতিবেশী
সকলে বিলুপ্ত; সে আর নেই!
[১১] তোমার এতিমদের ত্যাগ কর, আমিই বাঁচাব তাদের,
তোমার বিধবারা আমাতেই ভরসা রাখুক!

[১২] কেননা প্রভু একথা বলছেন: দেখ, পানপাত্রে পান করতে যারা বাধ্য ছিল না, এখন তাদের তাতে পান করতে হবে; তাই তুমি কি মনে কর, শাস্তি এড়াবে? না, তুমি শাস্তি এড়াবে না, তোমাকে পান করতেই হবে, [১৩] কেননা আমি আমার নিজের দিব্যি দিয়ে শপথ করেছি যে—প্রভুর উক্তি—বস্রা আতঙ্ক, দুর্নাম, উৎসন্নতা ও অভিশাপের পাত্র হবে, এবং তার সমস্ত শহর চিরন্তন ধ্বংসস্তূপ হবে।

[১৪] আমি প্রভুর কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়েছি,
দেশগুলোর মাঝে এক দূত প্রেরিত হয়েছে:
জড় হও, তার বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাও!
যুদ্ধের জন্য তৈরী হও।
[১৫] কেননা দেখ, আমি দেশগুলোর মধ্যে তোমাকে ছোট্ট করব,
মানুষদের মধ্যে অবজ্ঞাতই করব।

[১৬] ওহে তুমি, শৈলরাশির গর্তে যার বাসস্থান,
ওহে তুমি, পর্বতচূড়া যে আঁকড়ে ধরে আছ,
তোমার ভয়ঙ্করতা তোমাকে ভুলিয়েছে,
তোমার হৃদয়ের দম্ভ তোমাকে প্রবঞ্চিত করেছে;
যদিও তুমি ঈগলের মত উচ্চস্থানেই বাসা বাঁধ,
তবু আমি সেখান থেকে তোমাকে নামাব—প্রভুর উক্তি।

[১৭] এদোম আতঙ্কের বস্তু হবে; যে কেউ তার কাছ দিয়ে যাবে, তেমন কঠিন দশা দেখে সে ভয়ে চিৎকার করবে। [১৮] সদোম, গমোরা ও নিকটবর্তী শহরগুলির উৎপাটনের দিনে যেমন ঘটেছিল—বলছেন প্রভু—তেমনি এদোমেও আর কোন মানুষ বাস করবে না, কোন আদমসন্তান সেখানে আর বসতি করবে না। [১৯] দেখ, সিংহ যেমন যর্দনের বন থেকে উঠে সেই চিরন্তন চারণভূমির দিকে আসে, তেমনি একনিমেষেই আমি এদোম থেকে তাদের তাড়িয়ে দেব ও তাদের উপরে আমার মনোনীতজনকে নিযুক্ত করব; কেননা আমার সমকক্ষ কে? আমার বিপক্ষ কে? আমার সামনে দাঁড়াবে এমন পালক কোথায়? [২০] তাই তোমরা প্রভুর সঙ্কল্প শোন, যা তিনি এদোমের বিরুদ্ধে করেছেন; তাঁর সেই সিদ্ধান্ত শোন, যা তিনি তেমান-নিবাসীদের বিরুদ্ধে নিয়েছেন।

নিশ্চয়ই পালের ক্ষুদ্রতমদেরও টেনে নিয়ে যাওয়া হবে,
নিশ্চয়ই তাদের চোখের সামনে তাদের চারণভূমি উৎসন্ন করা হবে।
[২১] তাদের পতনের শব্দে পৃথিবী কাঁপছে।
লোহিত সাগর পর্যন্ত হাহাকারের সুর ধ্বনিত হচ্ছে।
[২২] দেখ, সে ঈগলের মত উড়ে আসবে, সে বস্রার উপরে পাখা মেলে দেবে।
সেইদিন এদোমের বীরপুরুষদের হৃদয়
হবে প্রসবযন্ত্রণায় আক্রান্ত নারীর হৃদয়ের মত।'

[২৩] দামাস্ক সম্বন্ধে।
হামাথ ও আর্পাদ লজ্জায় অভিভূত,

কেননা তারা অশুভ সংবাদ পেল ;
তারা আলোড়িত ও অস্থির,
তারা সাগরের মত, যা শান্ত করা যায় না।
[২৪] দামাস্ক বলহীন হয়েছে, পালাবার জন্য ফিরছে ;
হঠাৎ সে শিহরে ওঠে :
যন্ত্রণা ও ব্যথা তাকে ধরেছে,
সে প্রসবকালে স্ত্রীলোকেরই মত।
[২৫] প্রশংসার পাত্র এই নগরী,
আমার আনন্দের পুরী, কেন পরিত্যক্তা হল?
[২৬] তাই সেইদিন তার চত্বরে চত্বরে তার যুবকদের পতন হবে,
তার সকল যোদ্ধাকেও সেইদিন স্তব্ধ করা হবে।
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।
[২৭] আমি দামাস্কের প্রাচীরে আগুন লাগাব,
তা বেন্‌-হাদাদের প্রাসাদগুলো গ্রাস করবে।

[২৮] বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যা যা পরাজিত করেছিলেন, সেই কেদার ও হাৎসোর রাজ্যগুলি সম্বন্ধে।

প্রভু একথা বলছেন :
‘ওঠ, কেদারের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাও,
পুবদেশের লোকদের সবকিছুই লুট কর।
[২৯] তাদের তাঁবুগুলো ও তাদের পশুপাল কেড়ে নাও,
তাদের পরদাগুলো, তাদের সমস্ত পাত্র
ও তাদের যত উট ছিনিয়ে নিয়ে যাও ;
তাদের উপরে এই চিৎকার ধ্বনিত হোক : চারদিকে সন্ত্রাস!
[৩০] হে হাৎসোর-নিবাসীরা,
পালিয়ে যাও, দূরে চলে যাও, গুপ্ত স্থানে লুকাও,
—প্রভুর উক্তি—

কেননা বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজার
তোমাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করেছে,
তোমাদের বিরুদ্ধে সঙ্কল্প স্থির করেছে।
[৩১] ওঠ, রণযাত্রা কর সেই শান্তিপ্রিয় দেশের বিরুদ্ধে,
যা নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বাস করছে—প্রভুর উক্তি।
তার তোরণদ্বার নেই, অর্গলও নেই,
সে একাকী হয়ে বাস করে।
[৩২] তার যত উট লুটের মাল হোক,
তার বিপুল পশুধন লুটের বস্তু হোক।
যত লোকে কেশকোণ মুণ্ডন করে,
তাদের আমি চার বায়ুতে ছড়িয়ে দেব,
চারদিক থেকে তাদের উপর আনব সর্বনাশ।
প্রভুর উক্তি।
[৩৩] হাৎসোর হবে শিয়ালদের আশ্রয়স্থল,
চিরস্থায়ী উৎসন্নস্থান ;
সেখানে আর কোন মানুষ বাস করবে না,
কোন আদমসন্তান সেখানে আর বসতি করবে না।'

[৩৪] যুদা-রাজ সেদেকিয়ার রাজত্বের আরম্ভকালে এলাম সম্বন্ধে প্রভুর যে বাণী যেরেমিয়া নবীর কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ :

[৩৫] 'সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
দেখ, আমি এলামের ধনুক,
তার সেই বলের উৎস ভেঙে ফেলব।
[৩৬] এলামের বিরুদ্ধে আমি
আকাশের চারদিক থেকে চার বায়ু বহাব,
এবং ওই সকল বায়ুর দিকে তাদের উড়িয়ে দেব ;
দূরীকৃত এলামীয়েরা যার কাছে না যাবে,

এমন দেশ থাকবে না।
[৩৭] এলামীয়দের শত্রু যারা,
তাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট যারা,
তাদের সামনে আমি এলামীয়দের অন্তরে আশঙ্কা সঞ্চার করব ;
তাদের উপরে অমঙ্গল আনব,
আনব আমার জ্বলন্ত ক্রোধ—প্রভুর উক্তি।
আমি তাদের ধাওয়া করতে আমার খড়্গ প্রেরণ করব,
যতক্ষণ না তাদের নিঃশেষে সংহার করি।
[৩৮] আমি আমার সিংহাসন এলামে স্থাপন করব,
তার রাজা ও নেতা সকলকেই উচ্ছিন্ন করব—প্রভুর উক্তি।
[৩৯] কিন্তু অন্তিম দিনগুলিতে
আমি এলামের দশা ফেরাব।' প্রভুর উক্তি।

বাবিলনের পতন ও ইস্রায়েলের মুক্তি

৫০ [১] প্রভু যেরেমিয়া নবীর মধ্য দিয়ে বাবিলন সম্বন্ধে, কাল্দীয়দের দেশ সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন, তার বৃত্তান্ত।

[২] 'তোমরা দেশগুলোর মাঝে তা প্রচার কর, ঘোষণা কর,
নিশানা উত্তোলন কর, প্রচার কর, গুপ্ত রেখো না ; বল :
বাবিলন হস্তগত !
বেল লজ্জায় অভিভূত,
মার্দুক সন্ত্রাসিত,
তার সকল প্রতিমা লজ্জায় পরিবৃত,
তার পুতুলগুলো আতঙ্কিত।
[৩] কেননা উত্তরদিক থেকে এমন এক জাতি উঠে আসছে,
যা তার দেশ প্রান্তরে পরিণত করবে,
সেই দেশে আর কেউ বাস করবে না ;

মানুষ কি পশু সবাই পালিয়েছে,
সবাই চলে গেছে।

[৪] সেই দিনগুলিতে ও সেই কালে—প্রভুর উক্তি—ইস্রায়েল সন্তানেরা আসবে, তারা ও যুদা-সন্তানেরা মিলে আসবে, কাঁদতে কাঁদতে চলে আসবে, ও তাদের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ করবে। [৫] তারা সিয়োন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে, সেইদিকে মুখ নিবদ্ধ রাখবে, বলবে: এসো, আমরা এমন চিরস্থায়ী সন্ধি দ্বারা প্রভুর সঙ্গে মিলিত হই, যা কখনও বিস্মৃত হবার নয়। [৬] হারানো মেষের দল: তা-ই ছিল আমার জনগণ; তাদের পালকেরা তাদের ভ্রান্ত করেছিল, পর্বতে পর্বতে তাদের পথহারা করে ফেলেছিল; সেই মেষগুলো উপপর্বতে উপপর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ভুলে গেছিল তাদের শয়নস্থান।
[৭] যারা তাদের পেত, তারা তাদের গ্রাস করত, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা বলত: আমাদের কোন দোষ নেই, যেহেতু তারাই ধর্মময়তার নিবাস-ভূমি সেই প্রভুর বিরুদ্ধে, তাদের পিতৃপুরুষদের আশাভূমি সেই প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছে।

[৮] তোমরা বাবিলন থেকে শীঘ্রই বেরিয়ে পড়,
কাল্দীয়দের দেশ থেকে বের হও,
ছাগের মত হও, মেষপাল চালিত কর।
[৯] কেননা দেখ, আমি উত্তরদিক থেকে
কতগুলো মহাদেশ উত্তেজিত করে
বাবিলনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করছি;
তারা বাবিলনের বিরুদ্ধে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করবে,
তখন বাবিলনের পক্ষে শেষ!
তাদের তীর নিপুণ তীরন্দাজের তীরের মত,
একটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ফিরে আসে না।
[১০] কাল্দিয়া লুটের বস্তু হবে,
তার সকল লুটেরা পরিতৃপ্ত হবে—প্রভুর উক্তি।

[১১] ওহে তোমরা, যারা আমার উত্তরাধিকার লুট করছ,
তোমরা আনন্দ কর, উল্লাসও কর!
মাঠের উপরে বাছুরের মত লাফালাফি কর,
তেজস্বী ঘোড়ার মত হ্রেষা শব্দ কর!
[১২] কিন্তু তোমাদের মাতা ভীষণ লজ্জায় অভিভূতা হবে,
তোমাদের জননী হতাশায় পড়বে।
দেখ, দেশগুলোর মধ্যে সে সবার শেষে পড়বে,
সে হবে প্রান্তর, দগ্ধ মাটি, মরুভূমি।
[১৩] প্রভুর ক্রোধের কারণেই তার মধ্যে আর নিবাসী কেউ থাকবে না,
সে সম্পূর্ণ উৎসন্নস্থান হবে;
যে কেউ বাবিলনের কাছ দিয়ে যাবে,
তার সমস্ত ক্ষত দেখে সে আতঙ্কে চিৎকার করবে।

[১৪] ওহে তোমরা, যারা ধনুক টান,
বাবিলনের বিরুদ্ধে চারদিকে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস কর,
তীর ছোড় তার প্রতি, তীরব্যয়ে ক্ষান্ত হয়ো না,
কেননা প্রভুর বিরুদ্ধে সে করেছে পাপ।
[১৫] তার চারদিক থেকে তোল রণনিনাদ;
আত্মসমর্পণে সে হাত পাতছে,
তার দুর্গগুলো পড়ে যাচ্ছে,
তার প্রাচীর উৎপাটিত হচ্ছে,
কেননা এ প্রভুর প্রতিশোধ।
তোমরা ওর উপর প্রতিশোধ নাও,
সে পরের প্রতি যেমন ব্যবহার করেছে,
তার প্রতি সেইমত ব্যবহার কর।
[১৬] বাবিলন থেকে বীজবুনিয়েকে নিশ্চিহ্ন কর,
ফসল কাটার দিনে যে কাস্তে ধরে, তাকেও নিশ্চিহ্ন কর,

বিনাশী খড়্গের সামনে থেকে
প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতির কাছে ফিরে যাক,
প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের দিকে পালিয়ে যাক।

[১৭] ইস্রায়েল বিক্ষিপ্ত এক মেষপাল,
যার পিছু পিছু সিংহে ধাওয়া করে;
প্রথম আশুর-রাজই তাকে গ্রাস করেছিল,
এখন, শেষে, এই বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার তার হাড় চূর্ণ করেছে।

[১৮] এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ,
আমি আশুর-রাজকে যেমন শাস্তি দিয়েছি, বাবিলন-রাজ ও তার দেশকে তেমনি শাস্তি
দেব। [১৯] আমি ইস্রায়েলকে তার চারণভূমিতে ফিরিয়ে আনব, সে কার্মেল ও
বাশানের উপরে চরবে, এবং এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে ও গিলেয়াদে তার প্রাণ তৃপ্ত
হবে। [২০] সেই দিনগুলিতে ও সেই কালে—প্রভুর উক্তি—ইস্রায়েলের শঠতার
অনুসন্ধান করা হবে, কিন্তু কৈ, তা আর নেই; যুদার পাপের অনুসন্ধান করা হবে, কিন্তু
তা পাওয়া যাবে না; কেননা আমি যাদের অবশিষ্ট রাখব, তাদের ক্ষমা করব।'

[২১] 'মেরাথাইম দেশের বিরুদ্ধে রণযাত্রা কর,
তার বিরুদ্ধে ও পেকোদ-অধিবাসীদের বিরুদ্ধে রণযাত্রা কর।
তাদের ধ্বংস কর, বিনাশ-মানতের বস্তু কর;
—প্রভুর উক্তি—
আমি যা করতে আজ্ঞা করেছি, সেইমত কর।
[২২] দেশে সংগ্রামের শব্দ,
মহাসর্বনাশের শব্দ!
[২৩] সমস্ত পৃথিবীর সেই হাতুড়ি
কেন ছিন্ন ও ভগ্ন হল?
দেশগুলোর মধ্যে কেন বাবিলন
আতঙ্কের বস্তু হল?

[২৪] হে বাবিলন, তোমার জন্য আমি ফাঁদ পেতেছি,
আর তুমি অজান্তে তাতে ধরা পড়েছ;
তোমাকে পাওয়া গেছে, তুমি ধরা পড়েছ,
কারণ প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ।
[২৫] প্রভু নিজের অস্ত্রাগার খুললেন,
তাঁর ক্রোধের যত অস্ত্র বের করলেন,
কেননা কাল্দীয়দের দেশে
সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর একটা কাজ আছে!
[২৬] তোমরা পৃথিবীর শেষপ্রান্ত থেকে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়,
তার যত শস্যভাণ্ডার খুলে দাও,
আঁটির মত তাকে গাদা কর, তাকে বিনাশ-মানতের বস্তু কর,
তার কিছুই বাকি রেখো না।
[২৭] তার সকল বলদ জবাই কর,
সেগুলো জবাইস্থানে নেমে যাক।
হায়, তাদের দিন এসে গেছে,
এসে গেছে তাদের শাস্তির ক্ষণ।

[২৮] ওই যে তাদের কণ্ঠস্বর, যারা পালিয়েছে
ও বাবিলন দেশ থেকে রেহাই পেয়েছে,
যেন সিয়োনে জানাতে পারে
আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতিশোধ,
তাঁর মন্দিরের জন্য প্রতিশোধ।'

[২৯] 'তোমরা বাবিলনের বিরুদ্ধে তীরন্দাজদের,
যারা ধনুক টানে, তাদের সকলকে আহ্বান কর।
তার চারদিকে শিবির বসাও,
কাউকেই রেহাই পেতে দিয়ো না।
তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দাও,

সে পরের প্রতি যেমন ব্যবহার করেছে,
তার প্রতি সেইমত ব্যবহার কর ;
কেননা সে প্রভুর বিরুদ্ধে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের বিরুদ্ধেই দর্প করেছে।
[৩০] তাই সেইদিন তার চত্বরে চত্বরে তার যুবকদের পতন হবে,
তার সকল যোদ্ধাকেও সেইদিন স্তব্ধ করা হবে।'
—প্রভুর উক্তি।
[৩১] 'হে দর্পী, তোমারই সঙ্গে আমার বিবাদ!
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
কেননা তোমার দিন এসে গেছে,
এসে গেছে তোমার শাস্তির ক্ষণ।
[৩২] তখন ওই দর্পী হোঁচট খেয়ে পড়বে,
কেউ তাকে ওঠাবে না ;
আর আমি তার শহরগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেব,
আর সেই আগুন তার চারদিকের সবকিছু গ্রাস করবে।'

[৩৩] 'সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েল-সন্তানেরা ও যুদা-সন্তানেরা নির্বিশেষে অত্যাচারিত হচ্ছে; যারা তাদের বন্দিদশায় রাখছে, তারা তাদের জোর করে ধরে রাখছে, তাদের ছাড়তে রাজি নয়। [৩৪] কিন্তু তাদের মুক্তিসাধক শক্তিশালী, সেনাবাহিনীর প্রভুই তাঁর নাম! তিনি সবলভাবে তাদের পক্ষসমর্থন করবেন, যেন তিনি দেশটা সুস্থির করেন ও বাবিলনের অধিবাসীদের অস্থির করেন।

[৩৫] কাল্দীয়দের উপরে, বাবিলন-অধিবাসীদের উপরে,
তার নেতাদের উপরে,
তার প্রজ্ঞাবানদের উপরে খড়্গা!—প্রভুর উক্তি।
[৩৬] তার গণকদের উপরে খড়্গা! তারা ক্ষিপ্ত হোক।
তার বীরপুরুষদের উপরে খড়্গা! তারা আতঙ্কিত হোক।
[৩৭] তার অশ্ব ও রথগুলির উপরে,

তার মধ্যে যত বিজাতীয় মানুষের উপরে খড়্গা!
তারা মেয়েদের সমান হোক।
তার সকল ধনকোষের উপরে খড়্গা! সেগুলি লুণ্ঠিত হোক।
[৩৮] তার জলাধারের উপরে খড়্গা! সেগুলি শুষ্ক হোক।
কেননা তা প্রতিমার দেশ,
ভয়ঙ্কর মূর্তি তাদের মত্ত করে তোলে।

[৩৯] এজন্য সেখানে বনবিড়াল ও শিয়ালে বাস করবে, উটপাখিরা বাসা করবে; তা আর কখনও লোকালয় হবে না, পুরুষানুক্রমে সেখানে বসতি হবে না। [৪০] পরমেশ্বর যখন সদোম, গমোরা ও নিকটবর্তী শহরগুলির উৎপাটন করেছিলেন, তখন যেমন ঘটেছিল—প্রভুর উক্তি—তেমনি সেখানেও আর কোন মানুষ বাস করবে না, কোন আদমসন্তান সেখানে বসতি করবে না।'

[৪১] 'দেখ, উত্তরদিক থেকে এক সেনাদল আসছে, পৃথিবীর চারপ্রান্ত থেকে এক মহাজাতি ও বহু রাজা উত্তেজিত হয়ে আসছে। [৪২] তারা ধনুক ও বর্শাধারী, নিষ্ঠুর ও মমতাবিহীন; তাদের শব্দ সমুদ্রগর্জনের মত। তারা ঘোড়ায় চড়ে আসছে; হায়, বাবিলন-কন্যা, তোমারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা এক মানুষই যেন তৈরী! [৪৩] বাবিলন-রাজ তাদের বিষয়ে কথা শুনেছে, তার হাত অবশ হল, যন্ত্রণা, প্রসবিনীর ব্যথার মত ব্যথা তাকে ধরল।

[৪৪] দেখ, সিংহ যেমন যর্দনের বন থেকে উঠে সেই চিরন্তন চারণভূমির দিকে আসে, তেমনি একনিমেষেই আমি বাবিলন থেকে তাদের তাড়িয়ে দেব ও তাদের উপরে আমার মনোনীতজনকে নিযুক্ত করব; কেননা আমার সমকক্ষ কে? আমার বিপক্ষ কে? আমার সামনে দাঁড়াবে এমন পালক কোথায়? [৪৫] তাই তোমরা প্রভুর সঙ্কল্প শোন, যা তিনি বাবিলনের বিরুদ্ধে করেছেন; তাঁর সেই সিদ্ধান্ত শোন, যা তিনি কাল্দীয়দের দেশের বিরুদ্ধে নিয়েছেন।

নিশ্চয়ই পালের ক্ষুদ্রতমদেরও টেনে নিয়ে যাওয়া হবে,
নিশ্চয়ই তাদের চোখের সামনে তাদের চারণভূমি উৎসন্ন করা হবে।
[৪৬] বাবিলনের পতনের শব্দে পৃথিবী কাঁপছে।

দেশগুলোর মধ্যে হাহাকারের সুর ধ্বনিত হচ্ছে।’

৫১ [১] প্রভু একথা বলছেন :

দেখ, আমি বাবিলনের বিরুদ্ধে
ও আমার হৃদয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে
এক বিনাশক বায়ুর উদ্ভব ঘটাব ;
[২] আমি বাবিলনে ঝাড়কদের প্রেরণ করব,
তারা তাকে ঝাড়বে, তার দেশ শূন্য করবে,
কারণ অমঙ্গলের দিনে
তারা চারদিক থেকে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।
[৩] যে তীরন্দাজ ধনুক টানে, তোমরা তাকে রেহাই দিয়ো না,
নিজ বর্মে যে নিজেকে বড় দেখায়, তাকেও নয় ;
তার যুবকদেরও রেহাই দিয়ো না,
তার সমস্ত সৈন্যদলকে বিনাশ-মানতের বস্তু কর।
[৪] তারা কাল্দীয়দের দেশে নিহত হয়ে পড়বে,
তার চত্বরে চত্বরে বিদ্ধ হয়ে পড়বে।
[৫] কারণ ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের সামনে
তাদের দেশ অপকর্মে পরিপূর্ণ বটে,
কিন্তু ইস্রায়েল ও যুদা
তাদের পরমেশ্বরের, সেনাবাহিনীর সেই প্রভুর বিধবা নয়!

[৬] বাবিলনের মধ্য থেকে পালিয়ে যাও,
নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাও ;
তার শঠতায় স্তব্ধ হয়ে পড়ো না,
কেননা এ প্রভুর প্রতিশোধের ক্ষণ,
তিনি তাদের অপকর্মের যোগ্য প্রতিফল দিতে যাচ্ছেন।
[৭] প্রভুর হাতে বাবিলন ছিল সোনার পাত্রের মত,

তা দিয়ে সারা পৃথিবীকে মত্ত করল;
দেশগুলো তাঁর মদ্যপানীয় পান করেছে,
এতে মত্ত হয়েছে।
[৮] হঠাৎ বাবিলনের পতন হল, সে এখন ভগ্না;
তার জন্য বিলাপ কর;
তার ঘায়ের জন্য মলম নিয়ে এসো,
কি জানি, সে সুস্থা হবে।
[৯] 'আমরা বাবিলনকে যত্ন করেছি, কিন্তু সে সুস্থা হল না।
তাকে একা ফেলে রাখ, আমরা প্রত্যেকে যে যার দেশে যাই,
কেননা তার দণ্ডাদেশ আকাশছোঁয়া,
মেঘলোক পর্যন্ত প্রসারিত।
[১০] প্রভু আমাদের ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করেছেন,
এসো, আমরা সিয়োনে গিয়ে
আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কর্মকীর্তি প্রচার করি।'

[১১] তীর তীক্ষ্ণ কর,
ঢাল ধারণ কর!
প্রভু মেদীয় রাজাদের আত্মা উত্তেজিত করেছেন,
কেননা বাবিলনের বিরুদ্ধে
তাঁর যে সঙ্কল্প, তা বিনাশেরই সঙ্কল্প;
বস্তুত এ প্রভুর প্রতিশোধ,
তাঁর মন্দিরের জন্য প্রতিশোধ।
[১২] বাবিলনের প্রাচীরের বিরুদ্ধে নিশান উত্তোলন কর,
রক্ষীবাহিনীকে বলবান কর,
প্রহরী দল মোতায়েন রাখ,
গুপ্ত স্থানে ওত পেতে থাক,
কেননা প্রভু একটা পরিকল্পনা করেছিলেন,

ও বাবিলনের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যা বলেছেন, তা সিদ্ধ করতে যাচ্ছেন।

[১৩] ওহে, প্রচুর জলাশয়ের ধারে আসীন যে তুমি,
তুমি যে ধনকোষে পরিপূর্ণা,
এসে গেছে তোমার শেষকাল,
শেষ হয়েছে তোমার লুটপাট।
[১৪] সেনাবাহিনীর প্রভু নিজেই দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন:
'আমি তোমাকে পঙ্গপালের মতই জনগণে পরিপূর্ণ করেছি,
তারা তোমার উপরে জয়ধ্বনি তুলবে।'

[১৫] প্রতাপবলে তিনি পৃথিবী গড়েছেন,
তাঁর প্রজ্ঞাবলে জগৎ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেছেন,
তাঁর সুবুদ্ধিবলে আকাশ বিস্তৃত করেছেন।
[১৬] তিনি বজ্রনাদ করলে আকাশে জলরাশি গর্জন করে;
তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে মেঘমালা উঠিয়ে আনেন;
তিনি বৃষ্টির জন্য বিদ্যুৎ গড়েন,
তার ভাণ্ডার থেকে বের করে আনেন বাতাস।
[১৭] তখন প্রতিটি মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়ে, আর কিছুই বোঝে না,
প্রতিটি স্বর্ণকার তার মূর্তিগুলির জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ে,
কারণ তার ছাঁচে ঢালাই করা বস্তু মিথ্যামাত্র,
সেগুলোতে প্রাণবায়ু নেই।
[১৮] সেইসব কিছু অসার, তাচ্ছিল্যের বস্তু;
সেগুলির শাস্তির দিনে সেগুলি লোপ পাবে।
[১৯] যিনি যাকোবের উত্তরাধিকার, তিনি তেমন নন,
কারণ তিনি সমস্ত বস্তুর নির্মাতা,
সেই ইস্রায়েলেরও নির্মাতা, যা তাঁর উত্তরাধিকারের গোষ্ঠী;
সেনাবাহিনীর প্রভু, এ-ই তাঁর নাম!

[২০] ‘তুমি আমার হাতুড়ি ও যুদ্ধাস্ত্র ছিলে;
তোমা দ্বারা আমি দেশগুলোকে আঘাত হানতাম,
তোমা দ্বারা রাজ্যগুলিকে নিশ্চিহ্ন করতাম,
[২১] তোমা দ্বারা অশ্ব ও অশ্বারোহীকে আঘাত হানতাম,
তোমা দ্বারা রথ ও রথারোহীকে আঘাত হানতাম,
[২২] তোমা দ্বারা নর-নারীকে আঘাত হানতাম,
তোমা দ্বারা বৃদ্ধ-বালককে আঘাত হানতাম,
তোমা দ্বারা যুবক-যুবতীকে আঘাত হানতাম,
[২৩] তোমা দ্বারা পালক-পালকে আঘাত হানতাম,
তোমা দ্বারা কৃষক-বলদযুগলকে আঘাত হানতাম,
তোমা দ্বারা শাসনকর্তা-প্রদেশপালকে আঘাত হানতাম।

[২৪] কিন্তু এখন আমি তোমাদের চোখের সামনে বাবিলন ও কাল্দিয়া-অধিবাসী সকলকে তাদের সেই সমস্ত অপকর্মের প্রতিফল দেব, যা তারা সিয়োনে সাধন করেছে, প্রভুর উক্তি।

[২৫] হে বিনাশী পর্বত, তুমি যে সমস্ত পৃথিবীর বিনাশক,
এই যে আমি তোমার বিপক্ষে রয়েছি—প্রভুর উক্তি।
আমি তোমার বিরুদ্ধে হাত বাড়াব,
শৈলরাজি থেকে তোমাকে গড়িয়ে ফেলে দেব,
তোমাকে এক পোড়া পর্বত করব;
[২৬] তোমা থেকে সংযোগপ্রস্তর
বা ভিত্তিপ্রস্তর আর নেওয়া হবে না,
কেননা তুমি চিরন্তন উৎসন্নস্থান হবে।’
প্রভুর উক্তি।
[২৭] পৃথিবী জুড়ে নিশান উত্তোলন কর,
জাতিগুলির মাঝে তুরি বাজাও;
তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেশগুলোকে পবিত্রীকৃত কর,

তার বিপক্ষে আরারাৎ, মিন্নি ও আস্কেনাজ রাজ্যকে আহ্বান কর।
তার বিপক্ষে একজন সেনাপতিকে নিযুক্ত কর,
পঙ্গপালের মত ঘোড়াগুলি পাঠাও।
[২৮] তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেশগুলোকে পবিত্রীকৃত কর,
মেদিয়ার রাজাদের, তার শাসনকর্তাদের,
তার সকল প্রদেশপালকে ও তার অধীনস্থ গোটা দেশকেও
এই উদ্দেশ্যে পবিত্রীকৃত কর।
[২৯] পৃথিবী কম্পিত হচ্ছে, ব্যথা পাচ্ছে,
কেননা বাবিলন দেশকে উৎসন্নস্থান ও নিবাসীশূন্য করার জন্য
বাবিলনের বিরুদ্ধে প্রভুর সঙ্কল্প সিদ্ধিলাভ করছে।
[৩০] বাবিলনের বীরপুরুষেরা যুদ্ধে বিরত হয়েছে,
তারা দৃঢ়দুর্গের মধ্যে ফিরে গেছে;
তাদের তেজ শুকিয়ে গেছে,
তারা মেয়েদের সমান হয়েছে।
এখন তার বাড়ি-ঘর দগ্ধ,
তার অর্গলগুলো ছিন্ন।
[৩১] দৌড়বাজ দৌড়বাজের দিকে,
দূত দূতের দিকে দৌড়াচ্ছে,
যেন বাবিলন-রাজকে এই সংবাদ দেওয়া হয় যে,
তার নগরী চারদিকেই হস্তগত,
[৩২] পারঘাটা সকল দখলকৃত,
দৃঢ়দুর্গগুলো আগুনে দগ্ধ,
যোদ্ধারা সন্ত্রাসে বিহ্বল।
[৩৩] কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন:
‘বাবিলন-কন্যা মাড়াইয়ের সময়ে খামারের মত;
আর অল্পকাল, পরে তার জন্য

ফসল কাটার সময় এসে উপস্থিত হবে।’

[৩৪] বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজার
আমাকে গ্রাস করেছেন, নিঃশেষিত করেছেন,
আমাকে ফেলে রেখেছেন একটা শূন্য পাত্রের মত,
নাগদানবের মত তিনি আমাকে গ্রাস করেছেন,
আমার সুস্বাদু খাদ্য পেট ভরে খেয়েছেন,
পরে আমাকে উগরে ফেলেছেন।
[৩৫] ‘আমার ব্যথা ও আমার দুর্বিপাক বাবিলনের উপরেই পড়ুক!’
একথা বলছে সিয়োন-নিবাসিনী;
‘আমার রক্ত পড়ুক কাল্দিয়া-অধিবাসীদের উপর!’
একথা বলছে যেরুশালেম।

[৩৬] এজন্য প্রভু একথা বলছেন:
‘দেখ, আমি তোমার পক্ষ সমর্থন করতে যাচ্ছি,
তোমার জন্য প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি:
তার সমুদ্রকে শুষ্ক করব,
তার জলের উৎসধারা জলহীন করব।
[৩৭] বাবিলন হবে ধ্বংসস্তূপের ঢিবি,
শিয়ালদের আশ্রয়স্থল,
এমন জনহীন স্থান, যেখানে আতঙ্কের চিৎকার ধ্বনিত হবে।
[৩৮] তারা সবাই মিলে যুবসিংহের মত গর্জন করে,
সিংহীর শিশুদের মত তর্জন করে।
[৩৯] আমি তাদের জন্য এমন পানীয় প্রস্তুত করব, যাতে বিষ মেশানো,
তাদের মত্ত করব, যেন তারা একেবারে মাতাল হয়
ও এমন চিরন্তন নিদ্রায় নিদ্রিত হয়,
যা থেকে কখনও জাগবে না।
প্রভুর উক্তি।

[৪০] আমি মেষশাবকদের মত,
ছাগ ও ভেড়াদের মত
জবাইস্থানে তাদের টেনে নেব।'

[৪১] কেমন কথা! শেশাখ হস্তগত, দখলকৃত,
সে যে সারা পৃথিবীর প্রশংসার পাত্র!
দেশগুলোর মাঝে
বাবিলন আতঙ্কের বস্তু হয়েছে!
[৪২] সাগর বাবিলনের উপরে উঠছে,
সে তার তরঙ্গের কল্লোলে নিমজ্জিত হচ্ছে।
[৪৩] তার শহরগুলি উৎসন্নস্থান হয়েছে,
হয়েছে দগ্ধ ভূমি, মরুপ্রান্তর।
সেখানে আর কেউ বাস করে না,
কোন আদমসন্তান সেখানে আসা-যাওয়া করে না।

[৪৪] 'আমি বাবিলনে বেলকে দেখতে যাব!
সে যা কিছু কবলিত করেছে, তার মুখ থেকে তা সবই বের করব।
তার কাছে দেশগুলো আর ভেসে যাবে না!'
বাবিলনের প্রাচীর পর্যন্তও খসে পড়ল,
[৪৫] তার মধ্য থেকে বের হও, হে আমার আপন জনগণ,
প্রত্যেকে প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ থেকে
নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করুক।

[৪৬] তোমাদের মন ভেঙে না পড়ুক, দেশের মধ্যে যে জনরব শোনা যাচ্ছে, তাতে ভয় পেয়ো না, কেননা এক বছর এক জনরব ওঠে, তারপর বছর আর এক জনরব ওঠে। দেশে অত্যাচার: স্বৈরশাসক স্বৈরশাসকের বিপক্ষে ওঠে। [৪৭] সেজন্য দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন আমি বাবিলনের দেবমূর্তিগুলিকে শাস্তি দেব। তখন তার গোটা দেশ লজ্জাবোধ করবে, ও তার সকল মৃতদেহ তার মধ্যে পড়ে থাকবে। [৪৮] আর

আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সবই বাবিলনের উপরে আনন্দচিৎকার করবে, কেননা উত্তরদিক থেকে লুটেরার দল তার কাছে আসছে—প্রভুর উক্তি।

[৪৯] বাবিলনের কারণে যেমন গোটা পৃথিবীর নিহতেরা পতিত হয়েছে, তেমনি ইস্রায়েলের নিহতদের কারণে বাবিলনও পতিতা হবে!

[৫০] খড়্গ থেকে রেহাই পেয়েছ যে তোমরা, তোমরা রওনা দাও, দেরি করো না; এই দূরদেশে প্রভুকে স্মরণ কর, এবং যেরুশালেমকে হৃদয়ে আন।

[৫১] 'আমরা সেই অপমানের কথা শুনে লজ্জাবোধ করি; আমাদের মুখ বিষণ্ন হয়েছে, কেননা বিদেশী লোকেরা প্রভুর গৃহের পবিত্রধামে প্রবেশ করেছে।'

[৫২] 'এজন্য এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি তার মূর্তিগুলিকে শাস্তি দেব, আর তার দেশের সর্বস্থানে আহত লোকেরা আর্তনাদ করবে।

[৫৩] বাবিলন যদিও আকাশ পর্যন্ত ওঠে, যদিও তার শক্তিশালী রাজপুরী অগম্য করে, তবু আমার আজ্ঞায় লুটেরার দল তার কাছে আসবে।' প্রভুর উক্তি।

[৫৪] বাবিলনের মধ্য থেকে হাহাকারের তীব্র সুর, কাল্দীয়দের দেশ থেকে মহাসর্বনাশের শব্দ! [৫৫] প্রভু বাবিলন উচ্ছেদ করছেন ও তার মধ্যে সেই মহাশব্দ স্তব্ধ করে দিচ্ছেন। ওর চিৎকার যদিও তরঙ্গমালার মত গর্জন করে, সেই গর্জনধ্বনি ক্ষান্ত করা হবে, সেই কল্লোলধ্বনি শান্ত করা হবে, [৫৬] কারণ বাবিলনের উপরে এক বিনাশক আসছে, তার বীরপুরুষদের বন্দি করা হবে, তাদের ধনুক ভেঙে ফেলা হবে। কেননা প্রভু প্রতিফলদাতা ঈশ্বর, তিনি সমুচিত প্রতিফল দান করেন।

[৫৭] 'আমি তার নেতাদের, তার প্রজ্ঞাবানদের, তার প্রদেশপালদের, তার বিচারকদের ও তার যোদ্ধাদের মত্ত করব; তারা এমন চিরন্তন নিদ্রায় নিদ্রিত হবে, যা থেকে কখনও জাগবে না।'—সেই রাজার উক্তি, সেনাবাহিনীর প্রভুই যাঁর নাম।

[৫৮] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:

'বাবিলনের প্রশস্ত প্রাচীর একেবারে ভূমিসাৎ করা হবে,
তার উচ্চ তোরণদ্বারগুলো আগুনে দেওয়া হবে।
তাই অসারের উদ্দেশেই জাতিগুলি পরিশ্রম করে,
সেই আগুনের উদ্দেশেই দেশগুলো শ্রান্ত হয়ে পড়ে।'

[৫৯] যুদা-রাজ সেদেকিয়ার চতুর্থ বর্ষে মাসেইয়ার পৌত্র নেরিয়ার সন্তান সেরাইয়া যে সময়ে রাজার সঙ্গে বাবিলনে যান, সেসময়ে যেরেমিয়া নবী সেরাইয়াকে যে হুকুম দিয়েছিলেন, তার বৃত্তান্ত। সেই সেরাইয়া সেনানিবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন।

[৬০] বাবিলনের ভাবী অমঙ্গলের কথা, তা যেরেমিয়া একটা পাকানো পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করালেন। এই সমস্ত কথা বাবিলনের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। [৬১] পরে যেরেমিয়া সেরাইয়াকে বললেন, 'বাবিলনে গিয়ে পৌঁছবার পর তুমি দেখ, যেন এই সকল কথা সকলের কর্ণগোচরেই পড়ে শোনাও; [৬২] তুমি বলবে: প্রভু, তুমি বলেছ, এই স্থান তুমি উচ্ছেদ করবে, যেন এখানে মানুষ কি পশু কিছুই আর কখনও বাস না করে, বরং এই স্থান যেন চিরকালের মত উৎসন্নস্থান হয়। [৬৩] এই পাকানো পুঁথি পড়ে শোনাবার পর তুমি তা একটা পাথরে বেঁধে এই বলে ফোরাত নদীর মাঝখানে নিক্ষেপ করবে: [৬৪] বাবিলন এইভাবে ডুবে যাবে; এবং তার উপরে আমি যে অমঙ্গল নামিয়ে আনছি, তা থেকে সে আর কখনও উঠবে না—আর তারা শ্রান্ত হয়ে পড়বে।'

এই পর্যন্ত যেরেমিয়ার বাণী।

পরিশিষ্ট—যেরুশালেমের বিনাশ

৫২ [১] সেদেকিয়া একুশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে এগারো বছর যেরুশালেমে রাজত্ব করেন; তাঁর মায়ের নাম হামিতাল, তিনি লিব্না-নিবাসী যেরেমিয়ার কন্যা। [২] যেহোইয়াকিমের সমস্ত কাজ অনুসারে সেদেকিয়াও প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তেমন কাজই করলেন। [৩] প্রভুর ক্রোধের কারণেই যেরুশালেমে ও যুদায় তেমন ঘটনা ঘটেছিল; আর এর ফলে তিনি নিজের সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন।

সেদেকিয়া বাবিলন-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন।

[৪] তাঁর রাজত্বকালের নবম বর্ষে, দশম মাসে, মাসের দশম দিনে, বাবিলনের রাজা নেবুকাদ্নেজার তাঁর সমস্ত সৈন্যদলের সঙ্গে যেরুশালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে এসে নগরীর সামনে শিবির বসিয়ে তার চারদিকে উঁচু উঁচু অবরোধের প্রাচীর গেঁথে তুললেন। [৫] সেদেকিয়ার একাদশ বর্ষ পর্যন্ত নগরীকে অবরোধ করে রাখা হল।

[৬] চতুর্থ মাসে, মাসের নবম দিনে, যখন নগরীতে কঠোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল ও দেশের লোকদের জন্য একটুকু খাবারও আর ছিল না, [৭] তখন নগরপ্রাচীরে একটা গর্ত করা হল; সমস্ত যোদ্ধা পালিয়ে গেল; রাজ-উদ্যানের কাছে সেই যে দুই প্রাচীর, তার মধ্যস্থিত নগরদ্বার দিয়ে তারা নগরী ছেড়ে বাইরে গেল; কাল্দীয়েরা তখনও নগরীকে ঘিরে বসে আছে, সেসময়েই তারা আরাবায় যাবার পথ ধরে পালিয়ে গেল। [৮] কাল্দীয়দের সৈন্যেরা রাজার পিছনে ধাওয়া করে যেরিখোর নিম্নভূমিতে তাঁকে ধরে ফেলল, আর তখন তাঁর সকল সৈন্য তাঁকে ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। [৯] রাজাকে ধরে কাল্দীয়েরা হামাথ প্রদেশে, রিব্লায়, বাবিলনের রাজার কাছে তাঁকে নিয়ে গেল; আর সেখানে রাজা তাঁর দণ্ডাদেশ দিলেন। [১০] বাবিলন-রাজ সেদেকিয়ার চোখের সামনে তাঁর ছেলেদের হত্যা করলেন, রিব্লায় যুদার সমস্ত সমাজনেতাদেরও হত্যা করলেন; [১১] পরে সেদেকিয়ার চোখ দু'টো উপড়ে ফেললেন, শেকলাবদ্ধ করে তাঁকে বাবিলনে নিয়ে গেলেন, এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে কারারুদ্ধ অবস্থায় রাখলেন।

[১২] পঞ্চম মাসে, মাসের সপ্তম দিনে—বাবিলনের রাজা নেবুকাদ্নেজারের ঊনবিংশ বর্ষে—রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান—সে বাবিলন-রাজের সম্মুখেই পরিচর্যা করত—যেরুশালেমে প্রবেশ করল। [১৩] সে প্রভুর গৃহ ও রাজপ্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলল; যেরুশালেমের সমস্ত বাড়ি-ঘর ও প্রধানদের বড় বড় যত বাড়িতে আগুন দিল। [১৪] ওই রক্ষীদলের অধিনায়কের সঙ্গে যত কাল্দীয় সৈন্য ছিল, তারা যেরুশালেমের চারদিকের প্রাচীর ভেঙে ফেলল। [১৫] তখন সবচেয়ে গরিব লোকদের মধ্য থেকে কয়েকজন, জনগণের বাকি যত লোকেরা যাদের নগরীতে রাখা হয়েছিল, ও যত লোক নিজ দেশের পক্ষ ছেড়ে বাবিলনের রাজার পক্ষে যোগ দিয়েছিল, এবং জনসাধারণের মধ্যে যারা তখনও সেখানে ছিল, তাদের সকলকেই রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান দেশছাড়া করে নিয়ে গেল। [১৬] রক্ষীদলের অধিনায়ক গরিব লোকদের মধ্য থেকে শুধু এমন কয়েকজনকে রাখল, যারা আঙুরখেত পালন করবে ও জমি চাষ করবে।

[১৭] প্রভুর গৃহের ব্রঞ্জের দুই স্তম্ভ ও প্রভুর গৃহে বসানো পীঠগুলো ও ব্রঞ্জের সমুদ্রপাত্র—এই সবকিছু কাল্দীয়েরা টুকরো টুকরো করে সেই সবকিছুর ব্রঞ্জ বাবিলনে নিয়ে গেল। [১৮] তারা, কড়াই, হাতা, ছুরি, চামচ ও উপাসনা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্রঞ্জের

পাত্রও নিয়ে গেল। [১৯] রক্ষীদলের অধিনায়ক পানপাত্র, ধূপদানি ও বাটিগুলো, কড়াই, দীপাধারগুলো, পাত্র ও সেকপাত্র ইত্যাদি—সোনার পাত্রের সোনা ও রুপোর পাত্রের রুপো—সবই নিয়ে গেল। [২০] যে দুই স্তম্ভ, এক সমুদ্রপাত্র ও পীঠগুলোর নিচে ব্রঞ্জের বারোটা বলদ শলোমন প্রভুর গৃহের জন্য তৈরি করেছিলেন, সেই সমস্ত পাত্রের ব্রঞ্জের ওজন অপরিমেয় ছিল। [২১] ওই দুই স্তম্ভের প্রত্যেকটির উচ্চতা আঠারো হাত ও পরিধি বারো হাত ছিল, এবং তা চার আঙুল পুরু ছিল; তা ফাঁপা ছিল। [২২] তার উপরে ব্রঞ্জের এক মাথলা ছিল, আর সেই মাথলা পাঁচ হাত উচ্চ, এবং মাথলার উপরে চারদিকে জালিকাজ ও ডালিম-মূর্তিগুলোই ছিল; সবই ব্রঞ্জের; তার জালিকাজ-সহ দ্বিতীয় স্তম্ভও ঠিক সেই রকম ছিল। [২৩] পাশে ছিয়ানব্বইটা ডালিম ছিল, চারদিকের জালিকাজের উপরে শ্রেণিবদ্ধ একশ'টা ডালিম ছিল।

[২৪] রক্ষীদলের অধিনায়ক প্রধান যাজক সেরাইয়াকে, দ্বিতীয় শ্রেণির যাজক জেফানিয়াকে ও তিনজন দ্বারপালকে ধরল; [২৫] আবার: নগরী থেকে, যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত একজন কর্মচারী, যাঁরা রাজার উপস্থিতিতে থাকতে পারতেন—নগরীতে যাঁদের পাওয়া গেছিল—তাঁদের মধ্যে সাতজন, দেশের লোকদের সৈনিক-কর্মে আহ্বান করতে নিযুক্ত সেনাপতির সহকারী, নগরীতে খুঁজে পাওয়া আরও ষাটজন গণ্যমান্য লোক —এদের সকলকেও সে ধরল। [২৬] এদের সকলকে ধরে রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান রিব্লায় বাবিলনের রাজার কাছে আনল। [২৭] আর সেই রিব্লায়, হামাথ প্রদেশে, বাবিলনের রাজা তাঁদের আঘাত করিয়ে হত্যা করালেন। এইভাবে যুদাকে নিজের দেশভূমি থেকে নির্বাসনের দেশের দিকে নিয়ে যাওয়া হল।

[২৮] নেবুকাদ্নেজার যে সকল লোককে দেশছাড়া করে নিয়ে গেলেন, তাদের সংখ্যা এই: সপ্তম বর্ষে তিন হাজার তেইশজন ইহুদীকে দেশছাড়া করে নেওয়া হয়; [২৯] নেবুকাদ্নেজারের অষ্টাদশ বর্ষে যেরুশালেম থেকে আটশ' বত্রিশজনকে দেশছাড়া করে নেওয়া হয়; [৩০] নেবুকাদ্নেজারের ত্রয়োবিংশ বর্ষে রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান সাতশ' পঁয়তাল্লিশজন ইহুদীকে দেশছাড়া করে নিয়ে যায়; এরা সবসুদ্ধ চার হাজার ছ'শো প্রাণী।

যেহোইয়াকিনের ক্ষমালাভ

[৩১] কিন্তু যুদা-রাজ যেহোইয়াকিনের নির্বাসনকালের সপ্তত্রিংশ বর্ষে, দ্বাদশ মাসে, মাসের পঞ্চবিংশ দিনে, বাবিলন-রাজ এবিল-মেরোদাক যে বছরে রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সেই বছরে তিনি অনুগ্রহ দেখিয়ে যুদা-রাজ যেহোইয়াকিনকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। [৩২] তিনি তাঁকে মঙ্গলকর কথা শোনালেন, তাঁর সঙ্গে বাবিলনে যত রাজা ছিলেন, সকলের আসনের উচ্চস্থানেই তাঁর আসন স্থির করলেন, [৩৩] ও তাঁর কারাগারের পোশাক পাল্টিয়ে দিলেন। যেহোইয়াকিন যাবজ্জীবন প্রতিদিন রাজার নিজের টেবিলে খাওয়া-দাওয়া করলেন; [৩৪] তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত, তিনি যতদিন বাঁচলেন, ততদিন ধরে বাবিলন-রাজ দিনে দিনে তাঁর বৃত্তি ব্যবস্থা করে গেলেন।

---

১ [২] পুস্তকের শুরু থেকেই প্রভুর বাণী কেমন যেন ব্যক্তিরূপেই উপস্থিত: নিজের বাণীর প্রভাবের মধ্য দিয়ে স্বয়ং প্রভুই নবীর জীবনে ও নবীর প্রচার দ্বারা সেকালের ও বর্তমানকালের মানবেতিহাসে সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করেন।

[৫] ঈশ্বর যেমন প্রথম মানুষকে ‘গড়েছিলেন’ (আদি ২:৭), তেমনি গর্ভধারণ-ক্ষণ থেকেই প্রতিটি মানুষ গড়েন (যেরে ১৮:৬; সাম ৩৩:১৫; ইত্যাদি), অর্থাৎ যাদের তিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে ডেকে আনেন, আগে থেকেই তাদের ভালবেসে থাকেন ও জানেন, এবং তাদের গড়ে তাঁকে নিজেকেও ভালবাসতে আহ্বান করেন (রো ৮:২৯)। এক কথায়, জন্ম নেবার আগেও মানুষ ঈশ্বরের ভালবাসায় আবিষ্ট। তা বিশেষভাবে তাদেরই বেলায় ঘটে, মানবজাতির জন্য তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যাদের অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনুশীলন করার কথা (আদি ১৮:১৯; ইশা ৪৪:২,২১,২৪; ৪৯:১,৫)। • ‘পবিত্রীকৃত’ (২:৩; ১২:৩): ভাবী প্রেরণকর্মের জন্য ইস্রায়েলের পবিত্রজন দ্বারা যাদের পৃথক করে নেওয়া হয়, তাদের পবিত্রীকৃত বলা হয় (লেবীয় ২০:২৬; সাম ১০৫:১৫; গা ১:১৫)। পবিত্রীকৃত বলে তারা প্রভুর সঙ্গে অধিক গভীরতর মিলনে, ও তাঁর চিন্তা-সঙ্কল্পের অধিক সূক্ষ্মতর জ্ঞানলাভে আহূত (লুক ১:৭৫; যোহন ১৭:৩,১৭,১৯,২৫-২৬; এফে ১:৪)। শামশোন, বাপ্তিস্মদাতা যোহন, পল, ও বিশেষভাবে যিশুর বেলায় বাইবেল জন্মের আগেকারই পবিত্রীকরণের কথা বলে (বিচারক ১৩:৫; লুক ১:১৫,৪১; গা ১:১৫; যোহন ১০:৩৬)।

[৬] স্রষ্টার আহ্বানে সাড়া দেওয়া ছাড়া মানুষের আর কোন পথ নেই; ঐশআহ্বানের সামনে সামাজিক প্রথা ভিত্তিক বা ব্যক্তিগত অযোগ্যতা ভিত্তিক যে কোন আপত্তি ভিত্তিহীন: তিনি যাকে খুশি নিজের বাণী দান করেন (যাত্রা ৪:১১-১২; ১ শামু ৩:১৮,২০; যোব ৩২:৮; দ্বিঃবিঃ ১৩:৪৫)।

[৮] যখন ঈশ্বর বিশেষ প্রেরণকর্মের জন্য কাউকে নিযুক্ত করেন, তখন তার কাছে নিজের নিত্য উপস্থিতিও নিশ্চিত বলে ঘোষণা করেন: তিনি তার কাছে 'ইম্মানুয়েল' (তোমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর) হবেন (আদি ২৬:২৪; ২৮:১৫; যাত্রা ৩:১২; বিচারক ৬:১২; ইশা ৭:১৪; ৪১:১০; মথি ২৮:১৯-২০; রো ৮:৩১)।

[৯] মানুষের মুখে নিজের বাণী রেখে দিয়েই ঈশ্বর সেই মানুষকে নবী পদে নিযুক্ত করেন (ইশা ৬:৭; এজে ২:৯–৩:৩; দা ১০:১৬)। সুতরাং, যেরেমিয়া এখন স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী ব্যক্ত করতে যোগ্য (৫:১৪; ১৫:১৯; যাত্রা ৪:১২,১৫; দ্বিঃবিঃ ১৮:১৮; ইশা ৫১:১৬)। তাঁকে যা যা বলতে হবে, তা তিনি একবারই সবসময়ের মতই পাচ্ছেন না; কিন্তু এমন যোগ্যতা লাভ করেন যাতে ঈশ্বরের বাণীর সেবক হাতে পারেন।

[১০] নবীয় বাণী উল্লিখিত কর্মসকল পূর্বঘোষণা করে সেগুলোর সিদ্ধিও ঘটাবে (১১:১৭; ১২:১৪-১৭ ইত্যাদি)।

[১৭] যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে না, প্রভু তাদের একা ফেলে রাখেন (ইশা ৭:৯; মথি ১৩:২৫); মজবুত বিশ্বাসই নির্ভয় ও সৎসাহসের উৎস (প্রেরিত ৪:১৩; ২৮:৩১)।

২ [২] নবী হোশেয়ার মত যেরেমিয়াও প্রান্তরকালকে কষ্টের নয়, ঈশ্বর-মানব ভালবাসার কাল বলে চিহ্নিত করেন; সেকালে নিষ্প্রাণ সেই প্রান্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি ছিল অধিক প্রতীয়মান, উপাসনা-রীতি অধিক সূক্ষ্মতর, ধর্মিষ্ঠতা অধিক পরিশুদ্ধ: এক কথায় ইস্রায়েল ছিল অধিক বিশ্বস্ত।

[৪-১৩] নানা যুক্তির জোরে নবী ইস্রায়েলীয়দের বলেন, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, ঐশশাস্তি হবে এ ভ্রষ্টতার ফল।

[৫] 'অসার': যা কিছুর প্রতি মানুষ বেশি আসক্ত, মানুষ সেই সবকিছুতে পরিণত হয় (হো ৯:১০; সাম ১১৫:৮; ১৩৫:১৮; ২ করি ৩:১৮)।

[৮] 'পালক' বলতে রাজা বোঝায়।

[১১] প্রভুই জনগণের সবচেয়ে মহামূল্যবান সম্পদ, এমনকি জনগণ মহামূল্যবান যেহেতু প্রভুই সেই মহামূল্য; প্রভুই জনগণের জীবনের উৎস (১৩), তাদের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে প্রকৃত সত্তা, অর্থাৎ তাদের গৌরব (সাম ৮:৬)।

[১৯] প্রভুভয়ই প্রজ্ঞার সূত্রপাত ও প্রথম ফল (দ্বিঃবিঃ ৪:৬; প্রবচন ১:৭; ৯:২০; সিরা ১:১৬)। তা হারিয়ে মানুষ প্রভুকেই হারায়। প্রত্যাগমনের দিনে প্রভু জনমণ্ডলীকে প্রভুভয়েই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন, কেননা প্রভুভয়ই সন্ধিবদ্ধ জীবনের ভিত্তি (৩২:৪০)।

[৩৫] পথভ্রষ্ট বা লক্ষ্যভ্রষ্টই 'পাপ' শব্দের আক্ষরিক হিব্রু অর্থ।

৩ [১] অন্য দেবতাদের কাছে নিজেকে নিবেদন করেছে বলে ইস্রায়েল নিজেকে কলুষিত ও জঘন্য বস্তু করেছে (দ্বিঃবিঃ ২৪:৪); এজন্য পবিত্র ঈশ্বর তেমন অপবিত্র জনগণকে গ্রাহ্য

করতে পারেন না। যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে, তাদেরই পক্ষে ঈশ্বরের কাছে ফেরা সম্ভব (৩:১৩,২৫; লুক ১৫:১৮-১৯; ১৮:১৩-১৪)।

৪ [২২] 'সদাচার' এর অর্থই ঈশ্বরকে অন্বেষণ করা (আমোস ৫:৪,৬,১৪) ও সদ্‌গুণাবলির জননী সেই প্রজ্ঞাকে অন্বেষণ করা (প্রজ্ঞা ৮:৭) যাকে ছাড়া ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হওয়াও সম্ভব নয় (প্রজ্ঞা ৭:১৪,২৮), তাঁর পথসকল বোঝাও সম্ভব নয় (৯:১১; হো ১৪:১০; সাম ১০৭:৪৩)।

৭ [১১] অনিষ্ট কর্ম সাধন করে মানুষ উপাসনা-কর্মের মধ্য দিয়ে প্রভুকে ভোলাতে চায় (৬:২০)। না, ঈশ্বরের কাছে তা চালাকিমাত্র যা তাঁর চোখে জঘন্য (১১:১৫)।

[২৯] অমুণ্ডিত চুল ছিল নাজিরিত্ব অর্থাৎ পবিত্রীকরণের চিহ্ন (গণনা ৬:৫,৯); ঈশ্বর এখানে বলতে চান, ইস্রায়েল তাঁর উদ্দেশে আর পবিত্রীকৃত জনগণ নয় (৭:১-১৫; ২:৩)।

[৩২] 'দেখ, এমন দিনগুলি আসবে': এ হল ভাববাণী দেওয়ার গাম্ভীর্যপূর্ণ ভঙ্গি: যা ঘোষণা করা হচ্ছে, তা ইতিমধ্যে সিদ্ধি লাভ করছে।

৯ [২৩] 'প্রভুকে জানা': এর অর্থ হল সেই ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যিনি মানুষের জীবনের সহভাগী, ও সংহতি, ন্যায় ও ধর্মময়তার পথে তাকে আকর্ষণ ও চালিত করেন।

১১ [৩] ইস্রায়েলের কাছে যে সন্ধি প্রস্তাব করা হচ্ছে, তা যেমন প্রভুকে তেমনি ইস্রায়েলকেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাখে (১১:৫; যাত্রা ১৯:৫)।

[১৮–১২:২৬] অন্যান্য কয়েকটা অনুচ্ছেদের সঙ্গে এ অনুচ্ছেদ 'যেরেমিয়ার স্বীকারোক্তি' বলে পরিচিত; এগুলোতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় প্রভুর নবী হওয়া কেমন কষ্টকর ব্যাপার। নিজ প্রেরণকর্ম অনুশীলনে প্রকৃত নবী নিজে থেকে কিছুই ব্যক্ত করতে পারেন না (২৮:১১); তিনি অবিরত ও সম্পূর্ণরূপেই ঈশ্বরের সিদ্ধান্তের অধীন যা বিষয়ে আগে থেকে কিছুই জানেন না (২৮:১২; গণনা ২৪:১২-১৩)।

১৩ [১১] জনগণ প্রভুর প্রতি যতখানি আসক্ত, প্রভুও তাদের প্রতি ততখানি আসক্ত হবেন; বাকি যত আজ্ঞা যেমন প্রভুভয়, সেবা, ভালবাসা, বাণী-শ্রবণ, আজ্ঞা-পালন, তাঁর সমস্ত পথে চলা ইত্যাদি আজ্ঞাগুলো এই আসক্তিতে কেন্দ্রীভূত, ও তাতেই নিজ উৎসই যেন পায়। এ আসক্তি এমন যা মানুষের সমস্ত সত্তার ও প্রাণেরই একীভূত হওয়ার শামিল (আদি ২:২৪; সাম ৬৩:৯)। এই আসক্তির ফল হল এমন ব্যক্তিত্ব যা প্রভু দ্বারা নবায়িত, এবং এই নবায়নের ফলে মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছা আঁকড়ে ধরে (সাম ১১৯:৩১) ও এমন উপাসনা-রীতির পন্থী হয় যা ধর্ম কর্ম সবই নিজেতে একত্রিত করে (রো ১২:১)। এই আধ্যাত্মিকতার মূলসুর হল 'পরমেশ্বরের কাছে থাকাই আমার মঙ্গল' (সাম ৭৩:২৮)।

[২৫] এখানে 'মিথ্যা' খুবই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত যেমন, বায়াল-দেব পূজা, অন্য দেব-দেবী পূজা, মন্দির-উপাসনা, প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা বিষয়ে যত মিথ্যা শপথ, সামাজিক জীবনে

মিথ্যাকথা ও মিথ্যা শপথ, ঈশ্বরের বাণীকে বিকৃত করা, যাজক ও নবীদের মিথ্যা জীবনাচরণ, মিথ্যা দর্শন ও স্বপ্ন—এই সমস্ত কিছুর উপরে মানুষ খুব সহজে নির্ভর করে।

১৫ [১৯] 'নিজেই হবে আমার মুখের মত': নবীর বাণী পুনরায় হবে প্রভুর বাণী। এতে অনুমান করা যায়, নবী বক্তামাত্র নন, তিনি প্রভুর বাণী বহনই করেন; তেমনটি ঘটে যখন নবী সম্পূর্ণরূপেই প্রভুর বশে চলেন যাঁর বাণী বহন করতে আহূত (১:৯; ৫:১৫; যাত্রা ৪:১৬; ১ রাজা ১৭:২৪)।

২০ [৭-১০] নবী যেরেমিয়ার আর একটি স্বীকারোক্তি: প্রভুর সঙ্গে নিজের আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতায় ভিত্তি করে নবী কেমন যেন প্রভুকে বলেন, তোমা দ্বারা নিজেকে ভোলাতে দিয়েছি বলে এখন আমি বিপদে পড়েছি! কিন্তু তোমাকে রোধ করা সম্ভব নয়, কেননা আমার অন্তরে তোমার বাণী এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যা আর সামলানো যায় না (৯ পদ)। এবিষয়ে ৫:১৪; ২৩:২৯; আমোস ৩:৮ দ্রঃ।

২২ [১৩] ন্যায় ও ধর্মময়তা রক্ষা করাই রাজার প্রধান কর্তব্য, আবার প্রতিটি মানুষেরও প্রধান কর্তব্য। পৃথিবীতে অত্যাচারিতদের পক্ষসমর্থক ঈশ্বরের অধ্যক্ষ বলে রাজাকে বিনীতদের, গরিবদের ও দুর্বলদের পক্ষে দাঁড়াতে হয় (সাম ৭২:২-৪,১২-১৪; ১৩২:১৫)।

[২০-২৩] সকলের কাছে নিজের অবিশ্বস্ততাজনিত অবসন্নতা প্রচার করার জন্য যেরুশালেমকে পর্বতচূড়ায় যেতে আহ্বান করা হচ্ছে।

২৩ [৬] পালকেরা (রাজারা) যখন তাদের কর্তব্য পালনে অবহেলা করে, তখন প্রভু নিজেই ব্যাপারটা নিজের হাতে ফিরিয়ে নেন (জেফা ৩:৩-৫; লুক ১৫:৩)। তেমনটি তিনি করবেন দাউদের সেই প্রতীক্ষিত বংশধর দ্বারা (এজে ৩৪:২৩)। ইস্রায়েলের সত্যকার রাজার বাধ্য মাধ্যম বলে ইনি উত্তম সামাজিক ন্যায় বজায় রাখবেন, এবং তাঁর দ্বারা প্রভুর ধর্মময়তা পুনর্মিলিত জনগণের দু' পক্ষের কাছে এগিয়ে আসবে (৩১:২৭-২৮; ৩৭:৭)। নূতন নিয়ম অনুসারে, এই ধর্মময়তা মনোনীত জাতির সকল সদস্যকে মশীহ যিশু দ্বারা দান করা হয় (রো ১:১৭; ১ করি ১:৩০; ২ করি ৫:২১; ফিলি ৩:৯)।

২৫ [১৭] সকল দেশের কথা উল্লেখে নবী যেরেমিয়া সকল জাতির উপরে ঈশ্বরের প্রভাব দেখাতে অভিপ্রেত।

[২৬] 'শেশাখ' হল বাবিলনের গুপ্ত নাম।

২৬ [১৮ক] মিখা ৩:১২।

২৭ [১৮] তিনিই প্রকৃত নবী, পরের হয়ে প্রার্থনা করায় যিনি কৃতকার্য (১৫:১)।

৩০ [৩১ অধ্যায় পর্যন্ত] এই দুই অধ্যায় ঈশ্বরের জনগণের আশ্চর্যময় ভবিষ্যৎ বর্ণনা করে: যে জনগণ আপাতত বিক্ষিপ্ত ও অত্যাচারিত, তারা সম্পূর্ণরূপে নবায়িত অবস্থায়ই সিয়োনে সম্মিলিত হবে।

৩০ [৭] এখানে ‘প্রভুর দিনের’ কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যখন প্রভু গৌরবময় রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। যা কিছু তাঁর পবিত্রতার পরিপন্থী, সেদিন তা নিঃশেষিত হবে (যোয়েল ১:১৫; ২:১; আমোস ৫:১৮; জেফা ১:১৪-১৫)।

[৮] জোয়াল ও বেড়ির কথা ২:২০ ও ২৮:১১ পদেও উল্লিখিত হয়েছিল; এবার কিন্তু অর্থ অন্যরূপ: প্রভু নিজেই ঠিক সময় প্রকৃত মুক্তি দান করবেন (ইশা ১০:২৭; নাহুম ১:১৩)।

৩১ [২২] ইস্রায়েল ও ঈশ্বরের মধ্যে আবার প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করবে। ইশা ৫৪:৫ ..এর মত এখানেও মশীহমুখী দিক পরিলক্ষিত।

[৩১-৩৪] প্রাক্তন সন্ধি-ভঙ্গনের জন্য ইস্রায়েলকে উদার মমতার সঙ্গে ক্ষমা করার পর প্রভু যে নতুন সন্ধি স্থির করবেন, তা সিনাই পর্বতে দেওয়া নির্দেশগুলো কোন রকমে পাল্টানোর ব্যাপার নয়, আধ্যাত্মিক এক নতুন উপাসনা-কর্ম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারও নয়; না, নতুন সন্ধিতে আগেকার নির্দেশবাণী মানুষের অন্তরতম স্থলে খোদাই করে লেখা হবে (ইশা ৪৮:১৭; ৫১:৭; ৫৪:১৩; ৫৫:৩; প্রবচন ৯:১-৬; পরম গীত ৮:২; রো ৮:২; ১ করি ৯:২১)। এর অর্থ এই: মানুষের ব্যক্তিত্ব এমনভাবে নবায়িত হবে যে, পরের দ্বারা শিক্ষা না পেয়ে প্রত্যেকজন প্রভুর ইচ্ছা জানবে ও পালন করবে (জাখা ১৩:৯; ১ যোহন ২:২০,২৭)। এই ভাববাণীর মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা নবসন্ধির সিদ্ধি স্বরূপ প্রভুর শেষ ভোজ-ক্ষণে যিশু এই ভাববাণীর দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন (লুক ২২:২০; ১ করি ১১:২৫)।

[৪০] প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত এই পুনর্নির্মিত নগরী চিরকাল ধরে নিরাপদ থাকবে (১২:১৪ … ; আমোস ৯:১৫)।

৩২ [১ …] এই অধ্যায়ের ঘটনাটা যেরেমিয়ার নবীয় বাণীপ্রচারে উপস্থাপিত একটা প্রতীক যা পরিত্রাণ আসন্ন বলে ঘোষণা করে: বর্তমান সঙ্কটকাল সত্ত্বেও যুদা কিছু কালের মধ্যে সাধারণ জীবন যাপন করবে।

৪২ [৭] পবিত্রীকৃত নবী হয়েও যেরেমিয়া প্রভুর বাণীকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন না; প্রভু যতক্ষণ সাড়া দিতে প্রসন্ন না হন, তাঁকে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। (১১:১৮, টীকা দ্রঃ; ২৮ অধ্যায়)।

৪৬ [২৬] ইশা ১৯:১৬-২৫ ও এজে ২৯:১৩-১৫ এর মত এখানেও একথা ব্যক্ত যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় বিধর্মীদেরও একটা স্থান আছে (৪৮:৪৭; ৪৯:৬,৩৯)।

[২৮] মিশরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘোষিত হবার পর এই পদে ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ইস্রায়েলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘোষিত: ঈশ্বরের পরিকল্পনা সকল দেশ ও জাতিকেই স্পর্শ করে, তবু এই পরিকল্পনার শীর্ষস্থানে ইস্রায়েল জনগণই রয়েছে।

৪৯ [১২] ঈশ্বরের প্রথমজাত ও আশিসধন্য জনগণ হয়েও ইস্রায়েলকে যেরুশালেমের পতন ও নির্বাসনের পাত্র পান করতে হবে।

৫০ [৫১ অধ্যায় পর্যন্ত] এই দুই দীর্ঘ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল বাবিলনের পতন ও ইস্রায়েলের পরিত্রাণ: ঈশ্বর অত্যাচারী কোন জাতিকে সহ্য করেন না; সঙ্কটকালেও তিনি তাঁর আপনজনদের পাশাপাশি উপস্থিত, তাদের কষ্ট দেখেন ও তাদের পরিত্রাণ সাধন করবেন।

৫০ [১] নবী যেরেমিয়া ঈশ্বরের বাণীর মাধ্যমমাত্র; ঐশবাণীই কথা বলে ও কাজ সাধন করে।

[২] 'পুতুল': হিব্রু ভাষায় এই শব্দ অত্যন্ত ঘৃণ্য বস্তু বোঝায়; এর কাছাকাছি শব্দই মল।

[২০] এর অর্থ এই নয় যে, বেঁচে থাকল বলে ভাগ্যবান কেউ কেউ ক্ষমা পাবে; বরং: ক্ষমা ও বেঁচে থাকাটা পরস্পরের সঙ্গে জড়িত (ইশা ৪:৪-৬; জেফা ৩:১৩)।

৫১ [৮] 'বিধবা' উপমার মধ্য দিয়ে বলা হচ্ছে, ঈশ্বরও মৃত নন, ইস্রায়েলও একা নয়: ঈশ্বর তার সঙ্গে আছেন।

[১০] ৫০:২,২৮ পদে যা ব্যক্ত হয়েছে, এই পদ ধুয়োর মতই তা পুনরাবৃত্তি করে; এখানে ইস্রায়েলের বিশ্বাসের গভীরতম দিক প্রকাশিত: ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী কর্মকীর্তি দেখা ও তার বিষয়ে সাক্ষ্যদান করাই বিশ্বাস (সাম ৯:১৫; ৭৩:২৮)।

[১২] সেকালের ধারণায়, নিশান উত্তোলন করায় যাদুশক্তি নিহিত, তা উত্তোলন করলে জয়লাভ নিশ্চিত।

[১৩] নবীর বিশ্বাস-দৃষ্টিকোণ সুসমাচারের ধন-সংক্রান্ত ধারণা পূর্বপ্রচার করে: ঈশ্বরের কথা কখনও না ভেবে মানুষ যা কিছু জমায়, তা কোন কাজে লাগে না (মথি ৬:২,১৯,২৪; লুক ১২:২০-২১; ১৬:২৫; যাকোব ৫:১৫)।

[১৫-১৯] এই অনুচ্ছেদ ১০:১২-১৬ পদে ব্যক্ত কথা পুনরায় তুলে ধরে: ঈশ্বর যেমন সৃষ্টির প্রভু, তেমনি প্রভাবশালী সাম্রাজ্য ও সমস্ত মানবেতিহাসেরও প্রভু (১০:১২-১৬)।

[৪১] 'শেশাখ' হল বাবিলনের গুপ্ত নাম।

[৫৯-৬৪] এই প্রতীকমূলক কাজের মধ্য দিয়ে নবীর দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশিত: প্রভুর বাণী সিদ্ধি লাভ করবেই। আর সত্যি, নবীর এই ভাববাণীর পঞ্চান্ন বছর পর বাবিলনের পতন হল।

৫২ [১...] এই অধ্যায় রাজাবলির বর্ণনা (২ রাজা ২৪:১৮—২৫:৩০) পুনরায় তুলে ধরে। নবী যেরেমিয়া যে যে ভাববাণী দিয়েছিলেন সেগুলো পূর্ণতা লাভ করেছে, তা দেখানোই অধ্যায়টার উদ্দেশ্য।

[৩১-৩৪] যেরেমিয়া-পুস্তকের সমাপ্তি ঘটনাগুলো যতই নিরাশাব্যঞ্জক হোক না কেন, এই শেষ অনুচ্ছেদে প্রত্যাশারই এক পূর্বলক্ষণ নিহিত: নির্বাসনের দেশেও দাউদের বংশধরকে সম্মান আরোপিত।

বিলাপ-গাথা

রচনা-কালে বিলাপ-গাথার আলোচ্য-বিষয় ছিল যেরুশালেম-অবরোধ ও যারা রেহাই পেয়েছিল তাদের দুর্দশা। কিন্তু ইতিহাসের সেই কাল অতিক্রম করে পুস্তকটা এখন প্রতীকমূলক অর্থ বহন করে, যেন সর্বকালের পাঠক-পাঠিকা অসহ্য দুর্দশার সময়ে এই আশা রাখতে পারে যে, ঈশ্বর যেমন সেসময় শাস্তি দেওয়ার পর সুপ্রচুর আশীর্বাদ দান করেছিলেন, তেমনি এখনও নিজ দয়া সবসময়ের মত ফিরিয়ে নেবেন না। এক কথায়: ঈশ্বর ক্ষত করেন, কিন্তু আবার বেঁধে দেন। —পুস্তকের রচয়িতা কে? এবিষয়ে হিব্রু মূলপাঠ্যে কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু গ্রীক, আরামীয় ও লাতিন পাঠ্য অনুসারে নবী যেরেমিয়াই পুস্তকের লেখক।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫

প্রথম বিলাপ

১ *আলেফ* [১] হায়, কেমন একাকিনী হয়ে বসে আছে সেই নগরী,
যা একসময়ে লোকে পরিপূর্ণা ছিল!
সর্বজাতির মধ্যে যে ছিল প্রধানা,
সে হয়েছে বিধবার মত।
একসময়ে প্রদেশগুলোর মধ্যে যে ছিল ঠাকুরানী,
সে এখন করের অধীনা।

বেথ [২] সে কাঁদে সারারাত ধরে,
তার গাল বেয়ে অঝোরে পড়ে অশ্রুজল;
তার সকল প্রেমিকের মধ্যে
তাকে সান্ত্বনা দেবে এমন কেউ নেই;
তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সকল সখা,

তারা সকলেই এখন তার শত্রু।

গিমেল [৩] দুঃখ ও তীব্র শ্রমের পরে
যুদা গিয়েছে নির্বাসন-দেশে ;
জাতিসকলের মাঝেই এখন তার বাস,
সে কোথাও পাচ্ছে না একটা বিশ্রামস্থান ;
তার সমস্ত সঙ্কটের মাঝে
তার নাগাল পেয়েছে তার সকল উৎপীড়ক।

দালেথ [৪] সিয়োনের দিকে যত পথ শোক পালন করছে,
তার পর্বোৎসবে আর কেউ আসে না ;
শূন্যই তার সকল নগরদ্বার,
দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার যাজক-সমাজ ;
তার কুমারীরা দুঃখক্লিষ্ট,
সে নিজেই করছে তিক্ত কষ্টভোগ।

হে [৫] তার বিরোধীরাই এখন তার মাথা,
তার শত্রুসকল সমৃদ্ধি ভোগ করছে,
কারণ তার অসংখ্য অধর্মের জন্য
তাকে ক্লিষ্ট করেছেন প্রভু ;
শত্রুদের দ্বারা তাড়িত হয়ে
তার বালকেরা বন্দিদশায় গেল।

বাউ [৬] আর সিয়োন কন্যার যে সমস্ত শোভা,
এখন তার হয়েছে অন্তর্ধান।
তার নেতাসকল হয়েছে এমন হরিণের মত,
যেগুলো পায় না কোন চারণমাঠ ;
তাদের বিতাড়কদের আগে আগে তারা
শক্তিহীন হয়ে যায়, পালিয়ে যায়।

জাইন [৭] যেরুশালেমের এখন মনে পড়ে
তার দুঃখ ও দুর্গতির সেই সকল দিন,
—তার প্রাচীনকালের সমস্ত ঐশ্বর্য-ধন—
যে দিনে তার নিবাসীসকল মারা পড়ছিল শত্রুর হাতে,
আর তার সাহায্য করার মত কেউই ছিল না।
তার শত্রুরা তখন তার দিকে তাকাত,
তার সর্বনাশে করত উপহাস।

হেথ [৮] যেরুশালেম এমন গুরু পাপ করেছে যে,
সে হয়েছে যেন অশুচি বস্তুর মত;
যারা তাকে সম্মান করত, তারা এখন তাকে তুচ্ছ করে,
তারা যে তার উলঙ্গতা দেখতে পায়!
সে নিজেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে,
পিছন ফিরে পড়ে যায়।

টেথ [৯] তার মলিনতা রয়েছে তার বস্ত্রের প্রান্তভাগে,
মনে করছিল না সে এমনটি হবে তার নিজের পরিণাম;
আর এইজন্য আশ্চর্য হয়েছে তার পতন,
তাকে সান্ত্বনা দেবে এখন কেউ নেই।
'আমার দুঃখের দিকে চেয়ে দেখ, প্রভু,
আমার শত্রু আমার উপর যে করছে জয়োল্লাস।'

ইয়োধ [১০] তার সমস্ত মনোহর বস্তুর উপর
বিরোধী বাড়াচ্ছে তার আপন হাত;
হ্যাঁ, সে দেখতে পাচ্ছে সেই বিজাতীয় সকলকে
তার আপন পবিত্রধামে প্রবেশ করতে,
যাদের তুমি নিষেধ করেছিলে
তোমার জনসমাবেশে প্রবেশ করতে।

কাফ [১১] তার সমস্ত জনগণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে,
অন্নের অন্বেষণ করছে;
খাদ্যের বিনিময়ে নিজ নিজ মনোহর যত বস্তু দিচ্ছে,
যাতে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে তাদের আপন প্রাণ;
'চেয়ে দেখ গো প্রভু;
ভেবে দেখ আমি কেমন অবজ্ঞার পাত্র।

লামেধ [১২] তোমরা সকলে, যারা এই পথ দিয়ে চল,
ভেবে দেখ, চেয়ে দেখ তোমরা,
এমন দুঃখ আছে কিনা, যা আমার এই দুঃখের মত,
এই যে দুঃখ দেওয়া হয়েছে আমায়,
এই যে দুঃখদণ্ডে প্রভু আমায় দণ্ডিত করলেন
তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের দিনে।

মেম [১৩] ঊর্ধ্ব থেকে তিনি আমার হাড়ের মধ্যে আগুন প্রেরণ করেছেন,
সেই আগুনই এখন আমার সর্বাঙ্গে প্রভুত্ব করে;
আমার পায়ের সামনে তিনি পেতেছেন জাল,
পিছন ফিরে পড়ালেন আমায়;
আমাকে উৎসন্ন করেছেন,
করেছেন সারাদিন ধরে নিস্তেজ।

নুন [১৪] ভারী হয়েছে আমার শঠতার জোয়াল,
তাঁরই হাতে জড়ানো হল সেই শঠতা সকল;
সেগুলোর জোয়াল আমার ঘাড়ে উঠল,
খর্ব করল আমার বল;
প্রভু আমাকে তুলে দিয়েছেন সেগুলোর হাতে,
আমি আর উঠতে পারছি না।

সামেখ [১৫] আমার মাঝে আমার যে সকল বীর,

তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রভু।
আমার যুবকদের চূর্ণ করার জন্য
তিনি আমার বিরুদ্ধে আহ্বান করেছেন এক সৈন্যদল ;
প্রভু যুদা-কুমারী কন্যাকে
আঙুরমাড়াইকুণ্ডে মাড়াই করলেন।

আইন [১৬] এ কারণেই আমি কাঁদছি,
আমার চোখ হয়েছে অশ্রুজলের নির্ঝর,
আমার কাছ থেকে যে দূরেই রয়েছেন তিনি, যিনি সান্ত্বনা দেন,
যিনি আমার প্রাণ সঞ্জীবিত করতে পারেন।
আমার বালকেরা এতিম,
কারণ শত্রু হয়েছে বিজয়ী।'

পে [১৭] সিয়োন বাড়াচ্ছে হাত,
কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত কেউ নেই।
প্রভু যাকোবের সম্বন্ধে এই আজ্ঞা জারি করেছেন,
তার চারদিকের লোক তার শত্রু হোক ;
যেরুশালেম হয়েছে
তাদের মধ্যে অশুচি বস্তুই যেন।

সাধে [১৮] 'প্রভু ধর্মময়,
আমিই যে হয়েছি তাঁর বাণীর প্রতি বিদ্রোহিণী!
শোন, হে জাতিসকল,
আমার দুঃখের দিকে চেয়ে দেখ!
আমার কুমারী ও যুবাসকল
বন্দিদশায় গেছে!

কোফ [১৯] আমি আমার প্রেমিকদের ডাকলাম,
কিন্তু আমার প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করল ;

আমার যাজক, আমার প্রবীণসকল
নগরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করল,
তারা অন্নের অন্বেষায় ছিল,
যাতে বাঁচাতে পারে প্রাণ।

রেশ [২০] দেখ, প্রভু, কেমন সঙ্কট আমার!
আমার অন্তরাজি আলোড়িত,
বুকে হৃদয় কম্পান্বিত,
আমি যে সত্যিই হয়েছি বিদ্রোহিণী!
বাইরে খড়্গ আমায় নিঃসন্তান করছে,
ভিতরে মৃত্যুই যেন উপস্থিত!

শিন [২১] শোন আমার কেমন দীর্ঘশ্বাস,
অথচ আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত কেউ নেই।
আমার শত্রুরা সকলে জানতে পেরেছে আমার দুর্দশার কথা,
তারা মেতে উঠছে, কেননা তুমিই ঘটিয়েছ এসব কিছু।
পাঠাও সেই দিনটি, যা তুমি নিরূপণ করেছ,
যাতে তারাও আমার মত হয়!

তাউ [২২] তাদের সমস্ত অপকর্ম তোমার দৃষ্টিগোচর হোক,
তাদের প্রতি সেইভাবে ব্যবহার কর,
যেভাবে ব্যবহার করছ আমার প্রতি
আমার সমস্ত অপরাধের জন্য।
কেননা আমার দীর্ঘশ্বাস অগণন,
আর আমার হৃদয় মূর্ছাতুর।’

দ্বিতীয় বিলাপ

২ *আলেফ* [১] আপন ক্রোধে প্রভু কেমন অন্ধকারে

সিয়োন কন্যাকে আচ্ছন্ন করেছেন!
তিনি স্বর্গ থেকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন
ইস্রায়েলের কান্তি।
তিনি নিজের ক্রোধের দিনে
স্মরণ করেননি তাঁর আপন পাদপীঠ।

বেথ [২] প্রভু দয়া না দেখিয়ে
বিনাশ করেছেন যাকোবের সকল বাসস্থান;
কুপিত হয়ে উৎপাটন করেছেন তিনি
যুদা-কন্যার যত দৃঢ়দুর্গ;
তার রাজ্য ও তার নেতাদের তিনি
ভূমিসাৎ করেছেন, করেছেন অপবিত্র।

গিমেল [৩] জ্বলন্ত ক্রোধে তিনি উচ্ছেদ করেছেন
ইস্রায়েলের সমস্ত প্রতাপ;
শত্রুর আগমনে তিনি
ফিরিয়ে নিয়েছেন তাঁর আপন ডান হাত;
যাকোবকে জ্বালিয়েছেন এমন অগ্নিশিখার মত,
যা চারদিকে সবকিছু করে গ্রাস।

দালেথ [৪] তিনি আপন ধনুকে চাড়া দিচ্ছেন শত্রুর মত,
তাঁর ডান হাত শক্ত করে রাখছেন বিরোধীর মত;
সবই বধ করছেন,
যা চোখের পুলক।
সিয়োন কন্যার তাঁবুর উপর
তিনি নিজের রোষ বর্ষণ করছেন আগুনের মত।

হে [৫] প্রভু হয়েছেন শত্রুর মত,
ইস্রায়েলকে ধ্বংস করছেন;

ধ্বংস করছেন তার সকল প্রাসাদ,
ভেঙে ফেলছেন তার যত দৃঢ়দুর্গ ;
বৃদ্ধি করেছেন
যুদা-কন্যার বিলাপ, তার শোক।

বাউ [৬] তিনি কুটির সহ নষ্ট করেছেন সেই উদ্যান,
ধ্বংস করেছেন সেই উদ্যানের মিলন-স্থান ;
সিয়োনে মুছে ফেলেছেন
যত পর্বোৎসব ও শাব্বাতের স্মৃতি,
রাজা ও যাজককে তিনি
উপেক্ষা করেছেন তাঁর উত্তপ্ত ক্রোধে।

জাইন [৭] প্রভু পরিত্যাগ করেছেন তাঁর আপন বেদি,
ঘৃণা করেছেন তাঁর আপন পবিত্রধাম ;
তুলে দিয়েছেন শত্রুর হাতে
তার যত প্রাসাদের প্রাচীর ;
তারা প্রভুর গৃহে জাগিয়ে তুলছে কোলাহল
এক পর্বদিনেই যেন !

হেথ [৮] প্রভু সঙ্কল্প নিয়েছেন,
তিনি ভেঙে ফেলবেন সিয়োন কন্যার প্রাচীর ;
সুতো টেনে তিনি মাপতে লাগলেন,
বিলুপ্তি থেকে ফিরিয়ে নেবেন না তাঁর আপন হাত ;
তিনি বিষণ্ন করেছেন প্রাকার, বিষণ্ন করেছেন প্রাচীর,
এখন দু'টোই নিস্তেজ !

টেথ [৯] মাটিতে নিমজ্জিত রয়েছে যত নগরদ্বার,
তিনি ভেঙে ফেলেছেন, ছিন্ন করেছেন তার অর্গল ;
তার রাজা, তার নেতারা—সকলেই বিজাতীয়দের মাঝে,

বিধান-পুস্তক আর নেই ;
তার নবীরাও প্রভু থেকে
আর কোন দর্শন পায় না।

ইয়োধ [১০] সিয়োন কন্যার প্রবীণসকল
নীরব হয়ে মাটিতে বসে আছে,
মাথায় ছড়াচ্ছে ধুলা,
কোমরে চটের কাপড় বাঁধা ;
যেরুশালেমের কুমারীসকল
মাটি পর্যন্ত মাথা হেঁট করছে।

কাফ [১১] আমার চোখ বিলাপে ক্রন্দনে ক্ষীণ হয়ে এল,
আমার অন্ত্ররাজি আলোড়িত ;
আমার আপন জাতি-কন্যার বিনাশের জন্য
আমার পিত্ত মাটিতে ঢালা হচ্ছে,
কারণ নগরীর রাস্তা-ঘাটে
বালক ও দুধের শিশু সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়ছে।

লামেধ [১২] তারা তাদের মাকে শুধু শুধু বলে,
'কোথায় গম, কোথায় আঙুররস?'
কারণ নগরীর রাস্তা-ঘাটে
তারা আহত মানুষের মত মূর্ছিত হয়ে পড়ছে,
মায়ের কোলে ব'সে তারা
করে প্রাণত্যাগ।

মেম [১৩] আহা যেরুশালেম কন্যা! আমি কিসের সঙ্গে তোমার তুলনা করব,
কিসের সঙ্গেই বা তোমাকে সদৃশ করব?
আহা কুমারী সিয়োন কন্যা! তোমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য
আমি কিসের সঙ্গে তোমার তুলনা করব?

তোমার ধ্বংসন যে সত্যিই সমুদ্রের মত বিস্তীর্ণ,
তোমাকে নিরাময় করবে এমন সাধ্য কার্?

নুন [১৪] তোমার নবীরা তোমার জন্য এমন দর্শন পায়,
যা সবই অলীক ও মূর্খতামাত্র ;
তোমার দশা পাল্টাবার জন্য
তারা তোমার শঠতা অনাবৃত করে না,
বরং যে দর্শনের কথা তারা তোমাকে শোনায়,
তা সবই অলীক ও মিথ্যা দর্শন।

সামেখ [১৫] যত লোক পথ দিয়ে চলে,
তারা তোমার দিকে হাততালি দেয় ;
যেরুশালেম কন্যার দিকে
তারা শিস দেয়, মাথা নাড়ায়,
'এ কি সেই নগরী, যা "পরম সৌন্দর্য" নামে,
"সারা পৃথিবীর পুলকই" নামে আখ্যাত?'

আইন [১৬] তোমার সকল শত্রু
তোমার দিকে মুখ খুলে হা করছে,
তারা শিস দেয়, দাঁতে দাঁত ঘষে,
তারা বলে : 'গ্রাস করেছি তাকে!
এ তো সেই দিন যার প্রতীক্ষায় ছিলাম,
এবার সেই দিনটি দেখতে পেলাম!'

পে [১৭] প্রভু যা করবেন বলে সঙ্কল্প নিয়েছিলেন, তা সাধন করলেন,
তার সেই হুমকি বাস্তবায়িত করলেন ;
পুরাকালে যেমন নিরূপণ করেছিলেন,
দয়া না দেখিয়ে তিনি নিপাত করলেন ;
শত্রুদের দিলেন তোমার উপর জয়োল্লাস করতে,

তোমার বিরোধীদের প্রতাপ উন্নীত করলেন।

সাধে [১৮] আহা সিয়োন কন্যার প্রাচীর,
লোকদের হৃদয় প্রভুর কাছে চিৎকার করছে;
দিনরাত জলস্রোতের মত
বয়ে যাক তোমার চোখের জল!
নিজেকে কিছুতেই বিশ্রাম দিয়ো না,
তোমার চোখের মণিকে ক্ষান্ত হতে দিয়ো না।

কোফ [১৯] এবার তুমি ওঠ,
রাত্রিকালে প্রতিটি প্রহরের শুরুতে চিৎকার কর;
তোমার হৃদয়কে প্রভুর সামনে
জলের মত উজাড় করে দাও।
সেই সব শিশু যারা পথে-ঘাটে ক্ষুধায় মূর্ছিত হয়ে পড়ছে,
তাদের প্রাণের খাতিরে তাঁর উদ্দেশে তোল তোমার দু'হাত!

রেশ [২০] 'চেয়ে দেখ, প্রভু,
ভেবে দেখ, কার্ উপরেই বা তোমার এমন ব্যবহার!
স্ত্রীলোক কোলে করে যে শিশুকে বহন করছে,
সে সেই বালককে গ্রাস করছে!
প্রভুর আপন পবিত্রধামে
যাজক ও নবী নিপাতিত হচ্ছে।

শিন [২১] বালক ও বৃদ্ধ সবাই
পথে পথে মাটিতে পড়ে আছে;
আমার কুমারী ও যুবাসকল
খড়্গের আঘাতে পতিত হয়েছে;
তোমার ক্রোধের দিনে তুমি ঘটিয়েছ মরণ,
বধ করেছ কোন দয়া না দেখিয়ে!

তাউ [২২] তুমি যেন পর্বোৎসবের জন্য
চারদিক থেকে আহ্বান করছ আমার যত সন্ত্রাস।
প্রভুর এই ক্রোধের দিনে
কারও রেহাই নেই, কারও রক্ষা নেই।
কোলে করে বহন ক'রে যাদের আমি লালন-পালন করেছিলাম,
তাদের সকলকে সংহার করছে আমার শত্রু।'

তৃতীয় বিলাপ

৩ *আলেফ* [১] আমি সেই মানুষ, যে তাঁর কোপের কশাঘাতে
কষ্টের সঙ্গে পরিচিত।
[২] তিনি আমাকে চালনা করছেন,
আমাকে হাঁটিয়ে চলাচ্ছেন অন্ধকারে, আলোতে নয়।
[৩] কেবল আমারই বিরুদ্ধে তিনি তাঁর হাত ফেরালেন,
হাত ফেরালেন সারাদিন ধরে।

বেথ [৪] তিনি জীর্ণ করছেন আমার মাংস, আমার চামড়া,
ভেঙে ফেলছেন আমার হাড়সকল।
[৫] তিনি অবরোধ করছেন আমায়,
আমায় ঘিরে ফেলছেন বিষ ও শ্রান্তি দ্বারা।
[৬] আমায় বাস করাচ্ছেন অন্ধকার স্থানে,
বহুদিনের সেই মৃতদের মত।

গিমেল [৭] তিনি আমার চারদিকে প্রাচীর দিয়েছেন, আমি আর বাইরে যেতে অক্ষম;
তিনি ভারী করেছেন আমার শৃঙ্খল।
[৮] আমি চিৎকার করি, আমি ডাকি,
কিন্তু তিনি আমার প্রার্থনা শ্বাসরোধ করেন।
[৯] বিরাট পাথর দিয়ে তিনি অবরোধ করেছেন আমার পথ,

প্রতিরোধক বসিয়েছেন আমার রাস্তায়।

দালেথ [১০] তিনি আমার পক্ষে ওত পেতে থাকা ভালুকের মত,
অন্তরালে গুপ্ত সিংহের মত।
[১১] আমার পথ অগম্য করে তিনি দীর্ণ-বিদীর্ণ করছেন আমায়,
অসহায় করে ফেলে রাখছেন আমায়।
[১২] তাঁর ধনুক বেঁকিয়ে
আমাকে তাঁর তীরের লক্ষ্যবস্তু করে রাখছেন।

হে [১৩] তিনি তাঁর আপন তূণের তীর
ঢুকিয়েছেন আমার বুকের পাশে।
[১৪] আমি হয়েছি সর্বজাতির উপহাসের বস্তু,
সারাদিন ধরে তাদের গানের বিষয়।
[১৫] তিনি আমাকে তিক্ততায় পূর্ণ করছেন,
আমার পিপাসায় সোমরাজ পান করাচ্ছেন আমায়।

বাউ [১৬] তিনি বালু দিয়ে ভেঙে দিচ্ছেন আমার দাঁত,
ধুলায় শায়িত করেছেন আমায়।
[১৭] শান্তি-বঞ্চিতই এখন আমার প্রাণ,
মঙ্গল যে কি, তা আমি ভুলে গেছি।
[১৮] আমি বলি: 'মিলিয়ে গেল আমার প্রতাপ,
আমার সেই প্রত্যাশাও, যা প্রভুতে ছিল।'

জাইন [১৯] স্মরণ কর আমার দুঃখ, আমার দুর্দশা,
তা সোমরাজ ও বিষের মত।
[২০] আমার প্রাণ তা নিত্যই স্মরণ করছে,
ও আমার অন্তরে অবসন্ন হচ্ছে।
[২১] একথাই আমি বারবার মনে করি,
এজন্যই আমার এখনও প্রত্যাশা আছে।

হেথ [২২] প্রভুর কৃপাধারা নিশ্চয়ই ফুরিয়ে যায়নি,
তাঁর স্নেহধারাও নিঃশেষিত হয়নি।
[২৩] প্রতি প্রভাতে নতুন নতুন স্নেহ,
আহা, তাঁর বিশ্বস্ততা মহান!
[২৪] আমার প্রাণ বলে: ‘প্রভুই আমার স্বত্বাংশ,
এজন্যই আমি তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখব।’

টেথ [২৫] তাঁর উপরে যে আশা রাখে, যে প্রাণ তাঁর অন্বেষণ করে,
তার পক্ষে প্রভুই মঙ্গল।
[২৬] প্রভুর পরিত্রাণের প্রত্যাশায় থাকা,
নীরবেই প্রত্যাশায় থাকা, এ তো মঙ্গল।
[২৭] তরুণ বয়স থেকে জোয়াল বহন করা
মানুষের পক্ষে মঙ্গল।

ইয়োধ [২৮] সে একাকী বসুক, নীরব থাকুক,
তিনিই তার ঘাড়ে তা চেপে রাখছেন;
[২৯] সে মুখ ধুলায় দিক,
এখনও প্রত্যাশা থাকতেও পারে।
[৩০] প্রহারকের কাছে সে গাল পেতে দিক,
অবমাননায় পরিপূর্ণ হোক।

কাফ [৩১] কেননা প্রভু
সবসময়ের মতই পরিত্যাগ করেন এমন নয়;
[৩২] যদিও দুঃখ এনে দেন,
তবু তাঁর মহাকৃপা অনুসারে স্নেহ দেখাবেন।
[৩৩] কেননা মানবসন্তানদের দুঃখ দিয়ে, তাদের শোকার্ত ক’রে
তাঁর ইচ্ছা তৃপ্তি পায়, এমন নয়।

লামেধ [৩৪] দেশের বন্দি সকলকে

পায়ের নিচে মাড়িয়ে দেওয়া,
[৩৫] পরাৎপরের সাক্ষাতেই
মানব-অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা,
[৩৬] কারও মামলার অন্যায়-নিষ্পত্তি করা—
তেমন কিছু প্রভু কি দেখেন না?

মেম [৩৭] প্রভু আজ্ঞা না দিলে
কার্ বাণী সিদ্ধিলাভ করে?
[৩৮] পরাৎপরের মুখ থেকে কি
অমঙ্গল ও মঙ্গল দুই-ই বের হয় না?
[৩৯] জীবিত প্রাণী কেন অসন্তোষ প্রকাশ করে,
তার পাপ সত্ত্বেও সে যখন পায়ে দাঁড়াতে পারে?

নুন [৪০] এসো, আমরা আমাদের আচরণ পরীক্ষা করি, তা তলিয়ে দেখি;
প্রভুর কাছে ফিরে যাই।
[৪১] এসো, আমাদের হাতের সঙ্গে হৃদয়কেও
স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলন করি:
[৪২] আমরাই অধর্ম করেছি, বিদ্রোহী হয়েছি;
তুমি আমাদের ক্ষমা করছ না।

সামেখ [৪৩] তুমি ক্রোধে নিজেকে আচ্ছন্ন করে আমাদের ধাওয়া করছ,
বধ করছ, দয়া না দেখিয়ে।
[৪৪] তুমি মেঘে নিজেকে আচ্ছন্ন করেছ,
যেন কোন প্রার্থনা তোমার নাগাল না পেতে পারে।
[৪৫] তুমি জাতিগুলির মাঝে
আমাদের করেছ জঞ্জাল ও আবর্জনার মত।

আইন [৪৬] আমাদের শত্রুরা সকলে আমাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলে আছে,
সত্যি, তারা হা করে আছে।

[৪৭] সন্ত্রাস ও ফাঁদ হল আমাদের দশা ;
হ্যাঁ, উৎসন্নতা ও বিনাশ।
[৪৮] আমার আপন জাতি-কন্যার বিনাশের জন্য
আমার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুজল।

পে [৪৯] অশ্রুজলে অঝোরে ভাসছে আমার চোখ,
কেননা তার শান্তি নেই
[৫০] যতক্ষণ না স্বর্গ থেকে
প্রভু মুখ বাড়িয়ে দৃষ্টিপাত করেন।
[৫১] আমার নগরীর সকল কন্যার দর্শনে
আমার চোখ আমার প্রাণকে আর্দ্রসিক্ত করে।

সাধে [৫২] যারা অকারণে আমার শত্রু,
তারা আমাকে পাখির মত শিকার করেছে।
[৫৩] তারা আমার জীবনকে গহ্বরে একেবারে রুদ্ধ করেছে,
পাথর বসিয়ে আমাকে গণ্ডিবদ্ধ করেছে।
[৫৪] আমার মাথার উপরে ছাপিয়ে উঠছে জল ;
আমি বলি : 'এবার উচ্ছিন্নই আমি !'

কোফ [৫৫] প্রভু, আমি গভীরতম সেই গহ্বর থেকে
করছি তোমার নাম।
[৫৬] তুমি তো শুনছ আমার এই কণ্ঠ :
'রক্ষার জন্য আমার এই ডাকের প্রতি কান রুদ্ধ করো না !'
[৫৭] আমি ডাকলে তুমি তো কাছেই আছ,
তুমি তো বল : 'ভয় করো না !'

রেশ [৫৮] প্রভু, বিবাদে তুমি আমার পক্ষেই দাঁড়াচ্ছ,
আমার জীবনের মুক্তি আদায় করছ।
[৫৯] প্রভু, আমার প্রতি সাধিত এই যত অমঙ্গল, তুমি তো তা সবই দেখছ,

আমার অধিকার রক্ষা কর!
[৬০] তুমি তো দেখছ ওদের সমস্ত প্রতিশোধ,
আমার বিরুদ্ধে ওরা যত ষড়যন্ত্র আঁটছে, তাও দেখছ তুমি।

শিন [৬১] প্রভু, ওদের টিটকারি তুমি তো শুনতে পাচ্ছ,
আমার বিরুদ্ধে ওরা যত ষড়যন্ত্র আঁটছে,
[৬২] আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে সমস্ত কথা বলছে,
সারাদিন ধরে আমার বিরুদ্ধে ওদের সমস্ত শত্রুমির কথাও শুনতে পাচ্ছ।
[৬৩] দেখ, ওরা বসুক বা উঠুক,
আমাকে নিয়েই ওদের গান!

তাউ [৬৪] প্রভু, ওদের হাত যে অপকর্ম সাধন করছে,
ওদের দাও তার যোগ্য প্রতিফল।
[৬৫] ওদের হৃদয় কঠিন কর,
ওদের উপরে নেমে পড়ুক তোমার অভিশাপ!
[৬৬] সক্রোধে তাদের পিছনে ধাওয়া কর,
স্বর্গের নিচ থেকে তাদের উচ্ছেদ কর, প্রভু।

চতুর্থ বিলাপ

4 *আলেফ* [১] হায়, সোনা কেমন নিস্তেজ হয়েছে,
খাঁটি সোনা কেমন বিকৃত হয়েছে!
পবিত্র পাথরগুলো প্রতিটি পথের মাথায়
বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে।

বেথ [২] বহুমূল্য সেই সিয়োন-সন্তানেরা,
যারা খাঁটি সোনার তুল্য,
হায়, তারা মাটির পাত্রের মত,
কুমোরের হাতে গড়া বস্তুরই মত গণিত!

গিমেল [৩] শিয়ালেও স্তন দেয়,
নিজেদের বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায়,
কিন্তু আমার আপন জাতি-কন্যা নিষ্ঠুরা হয়েছে
মরুপ্রান্তরের উটপাখির মত।

দালেথ [৪] দুধের শিশুর জিহ্বা
পিপাসায় তালুতে লেগে গেছে;
বালক-বালিকা চায় রুটি,
কিন্তু তাদের তা দেবে এমন কেউ নেই।

হে [৫] যারা উৎকৃষ্ট খাদ্য খেত,
তারা এখন রাস্তায় রাস্তায় সম্পূর্ণই নিঃসঙ্গ;
সিঁদুরে-লাল দামী কাপড়ে যাদের লালন-পালন করা হত,
তারা এখন সারের ঢিবি আঁকড়ে ধরে আছে।

বাউ [৬] সত্যি, আমার আপন জাতি-কন্যার শঠতা বড়,
তা সেই সদোমের পাপের চেয়েও বড়,
যে সদোম এক নিমেষেই উৎপাটিত হয়েছিল,
অথচ তার বিরুদ্ধে কারও হাত বাড়ানো হয়নি।

জাইন [৭] তার জনপ্রধানেরা একসময় তুষারের চেয়ে উজ্জ্বল,
দুধের চেয়ে শুভ্রই ছিলেন;
প্রবালের চেয়ে রক্তলাল ছিল তাদের অঙ্গ,
নীলকান্তমণির মতই ছিল তাঁদের কান্তি।

হেথ [৮] এখন কালির চেয়েও কালো হয়ে পড়েছে তাঁদের মুখ,
রাস্তা-ঘাটে আর চেনা যায় না তাঁদের;
তাঁদের চামড়া হাড়ে লেগে গেছে,
কাঠের মতই শুষ্ক হয়েছে।

টেথ [৯] দুর্ভিক্ষে যারা মারা পড়ছে,
ভূমির ফলের অভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে ক্ষয় হচ্ছে যারা,
তাদের চেয়ে তারাই সুখী,
যারা খড়্গের আঘাতে পড়ল।

ইয়োধ [১০] স্নেহময়ী স্ত্রীলোকদের হাত
তাদের নিজেদের শিশুদের রান্না করে;
আমার আপন জাতি-কন্যার সর্বনাশের দিনে
সেই শিশুরাই তাদের খাদ্য!

কাফ [১১] প্রভু তাঁর আপন ক্রোধ অবাধে ঝেড়ে দিয়েছেন,
ঢেলে দিয়েছেন তাঁর জ্বলন্ত কোপ;
তিনি সিয়োনে আগুন জ্বালিয়েছেন,
আর তা গ্রাস করছে তার ভিত্তিমূল।

লামেধ [১২] পৃথিবীর রাজারা ও জগদ্বাসী সকল লোক
এমনটি বিশ্বাস করত না যে,
কোন বিপক্ষ বা শত্রু প্রবেশ করতে পারবে
যেরুশালেম-দ্বার দিয়ে।

মেম [১৩] এর কারণ হল তার নবীদের
ও তার যাজকদের অপরাধ;
তারা যে তার অন্তঃস্থলে
ঝরিয়েছে ধার্মিকদের রক্ত।

নুন [১৪] তারা অন্ধের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়
রক্তে এতই কলুষিত হয়ে যে,
তাদের পোশাক স্পর্শ করতে
লোকে সাহস করে না।

সামেখ [১৫] তাদের উদ্দেশ করে লোকে চিৎকার করে বলে:
‘পথ ছাড়! অশুচি! পথ ছাড়, পথ ছাড়, স্পর্শ করো না!’
তারা পালাচ্ছে, উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু জাতিগুলির মাঝে লোকে বলছে:
‘তারা আমার মধ্যে আর বাসিন্দা হতে পারবে না।’

আইন [১৬] প্রভুর শ্রীমুখ তাদের বিক্ষিপ্ত করেছে,
তাদের দিকে তিনি আর তাকাবেন না;
যাজকদের প্রতি করা হয়নি কোন পক্ষপাত,
প্রবীণদের প্রতিও দয়া দেখানো হল না।

পে [১৭] এখন আমাদের চোখও ক্ষীণ হয়ে পড়েছে
অসার সাহায্যের প্রত্যাশায়।
আমাদের উচ্চ মিনার থেকে আমরা এমন জাতির দিকে চেয়ে দেখতাম,
যারা আমাদের রক্ষা করতে অক্ষমই ছিল।

সাধে [১৮] শত্রুরা আমাদের পদক্ষেপের পিছু পিছু এমন ধাওয়া করল যে,
আমরা আমাদের রাস্তা-ঘাটে আর বেড়াতে পারছিলাম না।
‘আমাদের শেষকাল সন্নিকট, আমাদের আয়ু পূর্ণ হয়েছে,
হ্যাঁ, আমাদের শেষকাল এবার উপস্থিত!’

কোফ [১৯] যারা আমাদের ধাওয়া করছিল,
তারা আকাশের ঈগলের চেয়ে দ্রুতগামী ছিল;
তারা পর্বতে পর্বতে আমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করত,
মরুপ্রান্তরে আমাদের জন্য পেতে দিত ফাঁদ।

রেশ [২০] আমাদের নিজেদের প্রাণ-নিশ্বাস যিনি, প্রভুর সেই তৈলাভিষিক্তজন যিনি,
তিনি ধরা পড়লেন তাদের ফাঁদে,
সেই তিনি, যাঁর বিষয়ে আমরা বলতাম:

‘তাঁর ছায়ায় আমরা জাতিগুলির মাঝে জীবনযাপন করব।’

শিন [২১] হে উজ-নিবাসিনী এদোম-কন্যা,
মেতে ওঠ, আনন্দ কর ;
তোমার কাছেও পানপাত্রটা আসবে,
তুমি মত্তা হবে, তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত হবে।

তাউ [২২] সিয়োন-কন্যা, তোমার শঠতার দণ্ড শেষ হয়েছে ;
তিনি তোমাকে বন্দিদশায় আর ফেলবেন না ;
কিন্তু, হে এদোম-কন্যা, তিনি তোমার শঠতার যোগ্য দণ্ড দেবেন,
অনাবৃত করবেন তোমার যত পাপ।

পঞ্চম বিলাপ

৫ [১] আমাদের যা ঘটছে, তা স্মরণ কর গো প্রভু,
চেয়ে দেখ, লক্ষ কর আমাদের অসম্মান।

[২] গেল আমাদের উত্তরাধিকার বিদেশীদের হাতে,
বিজাতীয়দের হাতে আমাদের বাড়ি-ঘর।

[৩] আমরা এখন এতিম, পিতৃহীন,
বিধবারই মত আমাদের মা।

[৪] অর্থের বিনিময়েই পান করছি আমাদের নিজেদেরই জল,
দাম দিয়ে আমাদের নিজেদেরই কাঠ আমাদের কিনতে হচ্ছে।

[৫] যারা আমাদের ধাওয়া করে, তারা রয়েছে আমাদের ঘাড়ে,
আমরা পরিশ্রান্ত, নেই কো বিশ্রাম আমাদের জন্য।

[৬] প্রচুর খাদ্য পাবার জন্য
মিশরের কাছে, আশুরের কাছে পেতেছি হাত।

[৭] আমাদের পিতৃপুরুষেরা পাপ করল, এখন আর নেই কো তারা,

আমরাই তো বহন করছি তাদের অপরাধের দণ্ড ;

[৮] দাসেরাই এখন আমাদের শাসন করছে,

তাদের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করবে এমন কেউ নেই।

[৯] আমাদের প্রাণের ঝুঁকিতেই আমরা রুটি যোগাই,

প্রান্তরের সেই খড়্গের দরুন!

[১০] আমাদের চামড়া এখন জ্বলন্ত একটা চুল্লির মত,

দুর্ভিক্ষের জ্বালার দরুন!

[১১] সিয়োনে নারীরা তাদের দ্বারা অপমানিত,

যুদার শহরে শহরে কুমারীরাও তাই।

[১২] তাদের হাতে নেতাদের ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে,

প্রবীণদের মুখ তাদের দ্বারা সমাদৃত নয়।

[১৩] যুবকেরা জাঁতা ঘোরাতে বাধ্য,

তরুণেরা কাঠের ভারে হোঁচট খাচ্ছে।

[১৪] প্রবীণেরা নগরদ্বারে সভার আসনে আর বসেন না,

যুবকেরা বাদ্যযন্ত্র ছেড়ে দিল।

[১৫] অন্তরে ফুরিয়ে গেছে পুলক,

আমাদের নৃত্য বিলাপেই পরিণত।

[১৬] আমাদের মাথা থেকে পড়ে গেছে মুকুট,

ধিক্ আমাদের! কারণ করেছি পাপ।

[১৭] এজন্যই বেদনাপীড়িত আমাদের অন্তর,

এসব কিছুর জন্যই ক্ষীণ হয়ে এসেছে আমাদের চোখ।

[১৮] কারণ সিয়োন পর্বত এখন ধ্বংসস্থান,
শিয়ালে সেখানে ছুটাছুটি করছে।

[১৯] তুমি কিন্তু, প্রভু, চিরসমাসীন,
তোমার সিংহাসন যুগযুগস্থায়ী।

[২০] কেন আমাদের ভুলে যাও চিরকালের মত?
কেন দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের ত্যাগ করে থাক?

[২১] তোমার কাছে আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু; তবেই আমরা আসব ফিরে;
আমাদের দিনগুলি পুরাকালের মতই নবীন করে তোল,

[২২] যদি না তুমি নিঃশেষেই আমাদের ত্যাগ করেছ,
যদি না আমাদের উপর তোমার ক্রোধ সীমাহীন!

---

১ [১] 'বসে আছে': লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে ক্রিয়াপদের বর্তমান কাল, যা এপদে শুধু নয়, অধিকাংশ পুস্তকেই ব্যবহৃত; এর উদ্দেশ্য উপরে ব্যক্ত হয়েছে: অতীতকালের ঘটনাগুলো কেমন যেন বর্তমান কালেরই ঘটনা বলে উপস্থাপিত; যতবার পুস্তকটা পাঠ করা হয়, ততবার পাঠক-পাঠিকা যেন সেই কালের অভিজ্ঞতা নিজের অভিজ্ঞতাই বলে গ্রহণ করে। • 'বিধবা': সমাজে যার কোন দাবি বা প্রতিপালক নেই তেমন বিধবা নারীর সঙ্গেই যুদেয়া, ঈশ্বরের জনগণ ও যেরুশালেমের তুলনা করা হয়।

[২] 'সান্ত্বনা': হিব্রু ভাষায় সান্ত্বনা শব্দ 'আশ্বাস' অর্থও বহন করে; আরও, প্রকৃত সান্ত্বনা-দানকারী (আশ্বাস-দানকারী) হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, ভাবীকালে স্বয়ং মশীহ (ইশা ১২:১; ৪০:১; সাম ৭১:২১; ৮৬:১৭; লুক ২:২৫) এবং পবিত্র আত্মা (যোহন ১৪:১৬,২৬; ১৫:২৬; ১৬:৭; ১ যোহন ২:১)। • এই পুস্তকে ঈশ্বরের জনগণকে (ও যেরুশালেমকে) একটি কুমারী যুবতীর সঙ্গে তুলনা করা হয়; নবী হোশেয়াও বলেছিলেন যে, সন্ধির প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখানোর ফলে ঈশ্বরের জনগণ প্রভুর কনে-পদ থেকে বেশ্যা-পর্যায়ে পতিত হয়েছে (হো ২ অধ্যায়)।

[২০] হিব্রু ঐতিহ্যে অন্ত্ররাজি হল অনুভূতি, ও হৃদয় হল বুদ্ধি ও মনোবলের প্রতীক-স্থান।

২ [১] এপদে ঈশ্বরের পাদপীঠ বলতে জগতে তাঁর রহস্যময় উপস্থিতি বোঝায়।

[১৯] ‘হাত তোলা’ : যাত্রা ১৭:১১, টীকা দ্রঃ। এপদে, ঈশ্বরের দিকে হাত তোলার অর্থই তাঁর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেওয়া। ‘প্রভুর সামনে হৃদয় উজাড় করে দেওয়া’টাও নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করা নয়, নিজের জীবনের অন্তরতম সত্তা-ই উৎসর্গ করার শামিল।

৫ [২১] এই ‘ফিরে আসা’টা হল নির্বাসন-কাল শেষে সিয়োনে প্রত্যাগমন, আবার ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাগমন অর্থাৎ মনপরিবর্তন (২:১৪; ৩:৪০); ঈশ্বর নিজেই মানুষের মনপরিবর্তনেরও আদিকারণ, তার মুক্তিলাভেরও আদিকারণ: তাঁর অনুগ্রহই এই সমস্ত কিছুর মূল।

[২২] ইহুদীদের সমাজগৃহে এই পদের পরে পুনরায় ২১ পদ পাঠ করা হয় যেন এই পুস্তকের শেষ বাণী আশ্বাসজনক এক বাণী হয়।

বারুক

বারুক পুস্তকে আলাদা আলাদা চারটে রচনা সঙ্কলিত যা নির্বাসিত ইহুদীদের আধ্যাত্মিকতা, ঐশবিধানের প্রতি তাদের ভক্তি, তাদের তপস্যার মনোভাব, ও তাদের মশীহমুখী প্রত্যাশা ব্যক্ত করে। পুস্তকটা সম্ভবত বারুকের নিজের রচনা নয়, বরং খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীরই অজানা কোন না কোন ইহুদীর রচনা। ৬ষ্ঠ অধ্যায় মাঝে মাঝে আলাদা এক পুস্তক বলে ছাপা, তখন পুস্তকের নাম হয় 'যেরেমিয়ার পত্র', এবং আলাদা পুস্তক বলে ছাপা হওয়ার ফলে বাইবেলের পুস্তকাবলির মোট সংখ্যা তিয়াত্তরে দাঁড়ায়। পুস্তকটি হিব্রু নয় গ্রীক বাইবেলেরই অন্তর্ভুক্ত পুস্তক।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ভূমিকা

১ [১] এগুলো হল সেই পুস্তকের কথা, যা বারুক বাবিলনে লিখলেন: বারুক নেরিয়ার সন্তান, নেরিয়া মাসেইয়ার সন্তান, মাসেইয়া সেদেকিয়ার সন্তান, সেদেকিয়া হাসাদিয়ার সন্তান, হাসাদিয়া হিল্কিয়ার সন্তান। [২] বারুক পঞ্চম বর্ষে, মাসের সপ্তম দিনে, পুস্তকটা লিখলেন; সেসময়ে কাল্দীয়েরা যেরুশালেমকে হস্তগত করে আগুনে দিয়েছিল।

[৩] বারুক এই পুস্তকের সমস্ত কথা যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ যেকোনিয়ার সাক্ষাতে ও সেই গোটা জনগণেরও সাক্ষাতে পাঠ করে শোনালেন, যারা পাঠ শুনবার জন্য এসেছিল: [৪] গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব সকল, রাজপুত্রেরা, প্রবীণবর্গ, ও ছোট-বড় গোটা জনগণ—এক কথায় সুদ নদীর কাছে বাবিলনে যত লোক বাস করছিল, তারা সকলে উপস্থিত ছিল। [৫] শুনে তারা কাঁদল, উপবাস করল ও প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল; [৬] পরে প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে কিছুটা অর্থ সংগ্রহ করে [৭] তা তারা যেরুশালেমে শাল্লুমের পৌত্র, হিল্কিয়ার সন্তান যেহোইয়াকিম যাজকের কাছে, এবং তাঁর

সঙ্গে যারা যেরুশালেমে ছিল, সেই অন্যান্য যাজকদের ও জনগণের কাছে পাঠাল। [৮] শিবান মাসের সেই দশম দিনে বারুক, যুদায় নিয়ে যাবার জন্য, প্রভুর গৃহের সেই পাত্রগুলিও গ্রহণ করেন, যেগুলি পবিত্রধাম থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল: এগুলি ছিল সেই রুপোর পাত্র, যা যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ সেদেকিয়া পুনরায় তৈরি করিয়েছিলেন; [৯] বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যেকোনিয়াকে, সমাজনেতাদের, শিল্পকারদের, রাজবংশজাতদের ও দেশের জনগণকে যেরুশালেম থেকে দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে যাওয়ার পরেই সেদেকিয়া সেই পাত্রগুলি পুনরায় তৈরি করিয়েছিলেন।

[১০] তারা ওদের কাছে একথা লিখে পাঠাল: দেখ, আমরা আহুতিবলি ও পাপার্থে বলি এবং ধূপ কিনবার জন্য তোমাদের কাছে অর্থ প্রেরণ করছি; আমাদের ঈশ্বর প্রভুর বেদিতে নিবেদন করার জন্য অর্ঘ্য প্রস্তুত কর, [১১] বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের ও তাঁর সন্তান বেল্শাজারের দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা কর, যেন পৃথিবীতে তাঁদের আয়ু আকাশের আয়ুর মত দীর্ঘ হয়। [১২] প্রার্থনা কর, যেন প্রভু আমাদের শক্তি দেন ও আমাদের চোখ উজ্জ্বল করে তোলেন; আমরাও যেন বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের ও তাঁর সন্তান বেল্শাজারের ছায়ায় বাস করে বহুবছর ধরে তাঁদের সেবা করে যেতে পারি ও তাঁদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হতে পারি। [১৩] আমাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর, কেননা আমরা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছি, আর প্রভুর রোষ ও ক্রোধ আজও আমাদের কাছ থেকে দূরে যায়নি। [১৪] পরিশেষে, আমরা এই যে পুস্তক তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, তা তোমাদের পাঠ করতেই হবে—প্রভুর গৃহে, প্রকাশ্যেই, পর্বটি উপলক্ষে ও উপযুক্ত দিনগুলিতে। [১৫] তোমরা এই কথা বলবে:

পাপস্বীকার

ধর্মময়তা আমাদের ঈশ্বর প্রভুরই; আমাদের রয়েছে শুধু মুখমণ্ডলে লজ্জা, যেমনটি আজ ঘটছে ইহুদীদের ও যেরুশালেম-বাসীদের বেলায়, [১৬] আমাদের রাজাদের ও সমাজনেতাদের বেলায়, আমাদের যাজকদের, আমাদের নবীদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের বেলায়; [১৭] কেননা আমরা প্রভুর সম্মুখে পাপ করেছি, [১৮] তাঁর প্রতি অবাধ্য হয়েছি, এবং আমাদের সামনে প্রভু যে বিধিনিয়ম রেখেছিলেন, সেগুলির পথে চলার জন্য আমাদের ঈশ্বর প্রভু যে কণ্ঠস্বর শুনিয়েছিলেন, আমরা তাঁর সেই

কণ্ঠস্বরে কান দিইনি। [১৯] যে দিন থেকে প্রভু মিশর থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে এনেছিলেন, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে অবিশ্বস্ততা দেখাতে ক্ষান্ত হইনি, বরং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে অসম্মত হয়েছি। [২০] তাই আমরা আজও দেখতে পাচ্ছি, আমাদের উপরে কত অমঙ্গলই না নেমে পড়েছে; এবং প্রভু আমাদের কাছে দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশ মঞ্জুর করার জন্য যখন মিশর থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে এনেছিলেন, তখন তিনি তাঁর আপন দাস মোশির মধ্য দিয়ে যে অভিশাপের হুমকি দিয়েছিলেন, তাও আমাদের উপর এসে পড়েছে। [২১] আমাদের ঈশ্বর প্রভু যে নবীদের আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, তাঁদের বাণীতে কান না দিয়ে আমরা তাঁর কণ্ঠস্বরেই কান দিইনি; [২২] বরং আমরা প্রত্যেকেই যে যার ধূর্ত হৃদয়ের গতি অনুসরণ করে বিজাতীয় দেবতাদের সেবা করেছি ও তা-ই করেছি, আমাদের ঈশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়।

২ [১] এজন্য প্রভু আমাদের বিরুদ্ধে, ইস্রায়েলকে যারা শাসন করে আমাদের সেই বিচারকদের বিরুদ্ধে, আমাদের রাজাদের ও সমাজনেতাদের বিরুদ্ধে, এবং ইস্রায়েলের ও যুদার প্রতিটি মানুষের বিরুদ্ধে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা বাস্তবে ঘটালেন। [২] তিনি যেরুশালেমে যা ঘটালেন, তা আকাশমণ্ডলের নিচে কোথাও কখনও ঘটেনি—ঠিক যেভাবে মোশির বিধানে লেখা আছে; [৩] পর্যায়টা এমন যে, একজন তার নিজের ছেলের দেহমাংস, আর একজন তার নিজের মেয়ের দেহমাংস খেত। [৪] উপরন্তু, প্রভু আশেপাশের সকল রাজ্যের হাতে তাদের ছেড়ে দিলেন; যে জাতিগুলির মাঝে তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলেন, তাদের তিনি করলেন সেই সকল জাতির বিদ্রূপ ও বিতৃষ্ণার বস্তু। [৫] বিজয়ী হওয়ার চেয়ে তারা বরং হল অধীন, কারণ তাঁর কণ্ঠস্বরে কান না দেওয়ায় আমরা আমাদের ঈশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছিলাম।

[৬] ধর্মময়তা আমাদের ঈশ্বর প্রভুরই; আমাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের রয়েছে শুধু মুখমণ্ডলে লজ্জা, যেমনটি আজও ঘটছে। [৭] যে সকল সর্বনাশের কথা প্রভু বলে দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত আমাদের উপরে নেমে পড়েছে। [৮] অথচ আমরা প্রভুর প্রসন্নতা প্রার্থনা করিনি, যেন তিনি আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ধূর্ত হৃদয়ের গতি থেকে ফেরান; [৯] তাই প্রভু আমাদের অপকর্ম বিষয়ে সচেতন হয়ে আমাদের উপরে

সেই সর্বনাশ নামিয়ে আনলেন, কেননা প্রভু যে সকল কর্ম করতে আমাদের আদেশ করেছিলেন, সেই সকল কর্মে তিনি ধর্মময়, [১০] কিন্তু আমরাই, যে বিধিনিয়ম তিনি আমাদের সামনে রেখেছিলেন, তা মেনে না নিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বরে কান দিইনি।

মিনতি নিবেদন

[১১] হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু, তুমি যে শক্তিশালী হাতে, নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দ্বারা, মহাপরাক্রমে ও প্রসারিত বাহুতে তোমার আপন জনগণকে মিশর থেকে বের করে এনেছ এবং নিজের জন্য সুনাম অর্জন করেছ—এমন সুনাম, যা আজও তোমারই অধিকার!— [১২] আমরা পাপ করেছি, দুষ্কর্ম করেছি; হে আমাদের ঈশ্বর প্রভু, আমরা তোমার সকল আদেশ ভঙ্গ করেছি। [১৩] আমাদের কাছ থেকে তোমার রোষ ফিরে যাক, কেননা যে জাতিগুলির মাঝে তুমি আমাদের বিক্ষিপ্ত করেছ, তাদের মধ্যে আমরা স্বল্পজন মাত্রই অবশিষ্ট রয়েছি।

[১৪] প্রভু, আমাদের প্রার্থনা, আমাদের এই মিনতি শোন, তোমার নিজের খাতিরেই আমাদের মুক্ত কর, এবং যারা আমাদের বন্দি করে এনেছে, তাদের কাছে আমাদের অনুগ্রহের পাত্র কর, [১৫] যেন সমস্ত পৃথিবী জানতে পারে যে, তুমিই আমাদের ঈশ্বর প্রভু, যেহেতু ইস্রায়েল ও তাঁর বংশধরেরা বহন করে তোমার আপন নাম। [১৬] প্রভু, তোমার পবিত্র বাসস্থান থেকে দৃষ্টিপাত কর, আমাদের কথা চিন্তা কর; প্রভু, কান পেতে শোন; [১৭] প্রভু, তোমার চোখ উন্মীলিত করে চেয়ে দেখ: যারা পাতালে রয়েছে, তাদের বুক থেকে যাদের আত্মা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সেই মৃতজনেরা যে প্রভুতে গৌরব ও ধর্মময়তা আরোপ করে এমন নয়, [১৮] কিন্তু বোঝার ভারে যার প্রাণ আর্তনাদ করে, নুব্জ ও পরিশ্রান্ত হয়ে যে চলে, ক্ষীণ হয়ে এসেছে যার চোখ, ক্ষুধার্ত যার প্রাণ, তারাই, প্রভু, তোমাতে গৌরব ও ধর্মময়তা আরোপ করে।

[১৯] হে আমাদের ঈশ্বর প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষদের বা আমাদের নিজেদের ধর্মিষ্ঠতার ফলের খাতিরে নয়, [২০] বরং তুমি তোমার রোষ ও ক্রোধ আমাদের উপরে নামিয়ে এনেছ, এজন্যই আমরা আমাদের মিনতি তোমার কাছে নিবেদন করি; বস্তুত তুমি তোমার দাস সেই নবীদের মধ্য দিয়ে বলেছিলে: [২১] ‘প্রভু একথা বলছেন, *ঘাড় পাত, বাবিলন-রাজের সেবা কর* (ক), তবেই সেই দেশে বসবাস করবে, যা আমি

তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছি। [২২] কিন্তু তোমরা যদি প্রভুর কণ্ঠস্বরে কান না দিয়ে বাবিলন-রাজের সেবা না কর, [২৩] *তবে আমি যুদার শহরে শহরে ও যেরুশালেমের পথে পথে ফুর্তির সুর ও আনন্দের সুর, বরের কণ্ঠ ও কনের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেব, এবং সমস্ত দেশ নিবাসী-বিহীন উৎসন্নস্থান হবে।'*(খ) [২৪] আমরা তোমার কণ্ঠস্বরে কান দিইনি; না, আমরা বাবিলন-রাজের সেবা করিনি, আর তাই তুমি নবীদের মধ্য দিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলে, তা বাস্তবে ঘটিয়েছ: কেননা তুমি বলেছিলে যে, আমাদের রাজাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের হাড় তাঁদের সমাধি থেকে বের করে ফেলে দেওয়া হবে। [২৫] আর দেখ, *সেগুলি দিনের বেলায় রোদে ও রাতের বেলায় বরফে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে* (গ)। তাঁরা তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে, দুর্ভিক্ষে, খড়্গে ও মহামারীতেই মারা পড়লেন; [২৬] আর যে গৃহ তোমার আপন নাম বহন করে, ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের অপকর্মের কারণে তুমি আজকালের অবস্থায় তা পরিণত করেছ। [২৭] তথাপি তুমি, হে আমাদের ঈশ্বর প্রভু, তোমার মঙ্গলময়তা ও তোমার মহাস্নেহ অনুসারেই আমাদের প্রতি ব্যবহার করেছ, [২৮] যেমনটি তুমি তোমার দাস মোশির মধ্য দিয়ে বলেছিলে যখন ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে তোমার বিধান লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করে বলেছিলে: [২৯] 'তোমরা আমার কণ্ঠস্বরে কান না দিলে, তবে এই মহাসমাজ, যা এখন অধিক বিপুল, তা ছোট্ট একটা অবশিষ্টাংশে পরিণত হবে সেই দেশগুলির মধ্যে, যাদের মাঝে আমি তাদের বিক্ষিপ্ত করব; [৩০] কেননা আমি জানি, তারা আমার কথায় কান দেবে না, যেহেতু তারা কঠিনমনা মানুষ। কিন্তু তাদের নির্বাসনের দেশে তারা সচেতন হবে: [৩১] তারা স্বীকার করবে যে, আমিই তাদের ঈশ্বর প্রভু। আমি তাদের এক হৃদয় ও মনোযোগী এক কান দেব; [৩২] আর তাদের নির্বাসনের দেশে তারা আমার প্রশংসাবাদ করবে ও আমার নাম স্মরণ করবে, [৩৩] এবং প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছিল যারা, তাদের সেই পিতৃপুরুষদের দশা স্মরণ করে তারা তাদের জেদ ও অপকর্ম ত্যাগ করবে। [৩৪] তখন আমি তাদের সেই দেশে ফিরিয়ে আনব, যে দেশের বিষয়ে তাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের কাছে শপথ করে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম; তারা তা আবার অধিকার করবে, আর আমি তাদের বংশবৃদ্ধি করব, তাদের সংখ্যা আর কখনও কমবে না; [৩৫] তাদের সঙ্গে আমি

চিরন্তন সন্ধি স্থির করব: আমি হব তাদের আপন ঈশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ। আমি যে দেশ তাদের দিয়েছি, তা থেকে আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে আর কখনও দেশছাড়া করব না।’

৩ [১] হে সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, সঙ্কটাপন্ন এক প্রাণ, বিপদগ্রস্ত এক
আত্মা তোমার কাছে চিৎকার করছে! [২] শোন, প্রভু, এবং দয়া কর, কারণ আমরা
তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। [৩] তুমি তো নিত্য সমাসীন, আর আমরা নিত্য
মরণমুখী। [৪] হে সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, ইস্রায়েলের মৃতজনদের প্রার্থনা
শোন, যারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছিল, তাদের সন্তানদের এই প্রার্থনা শোন; সেসময় তারা তো তাদের ঈশ্বর প্রভুর কণ্ঠস্বরে কান দেয়নি, তাই এখন এই সমস্ত
অমঙ্গল আমাদের আঁকড়ে ধরে আছে। [৫] আমাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্মরণে
রেখো না, এখন বরং স্মরণে রেখ তোমার প্রতাপ ও তোমার নাম; [৬] তুমিই তো
আমাদের ঈশ্বর প্রভু, আর আমরা, হে প্রভু, তোমার প্রশংসাগান করব, [৭] কারণ তুমি
এজন্যই আমাদের হৃদয়ে তোমার ভয় সঞ্চার করেছ, যেন আমরা তোমার নাম করতে প্রেরণা পাই। আমাদের এই নির্বাসনের দেশে আমরা তোমার প্রশংসাগান করব, কারণ আমাদের হৃদয় থেকে আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের সমস্ত শঠতা দূর করেছি যারা
তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছিল। [৮] দেখ, আজও আমরা নির্বাসিত ও বিক্ষিপ্ত; যারা আমাদের ঈশ্বর প্রভুকে ছেড়ে দূরে গেছিল, আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের সমস্ত শঠতার কারণে আমরা এখন বিদ্রূপ, অভিশাপ ও দণ্ডের বস্তু।

প্রজ্ঞা, যা ইস্রায়েলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

[৯] শোন, ইস্রায়েল, জীবনের আজ্ঞাবলি,
কান পেতে শোন, যেন বুঝতে পার, সদ্বিবেচনা কী।
[১০] কেন, ইস্রায়েল, কেন তুমি শত্রুদেশে আছ,
কেন বৃদ্ধ হচ্ছ ভিনদেশের বুকে?
[১১] কেন মৃতদের সঙ্গে তোমার এই কলুষ,
কেনই বা তুমি তাদের মধ্যে পরিগণিত যারা পাতালে নেমে যায়?

[১২] কারণ তুমি তা-ই পরিত্যাগ করেছ, যা প্রজ্ঞার উৎস!
[১৩] তুমি যদি ঈশ্বরের পথে চলতে,
তবে চিরকালের মতই শান্তিতে জীবনযাপন করতে।
[১৪] শিখে নাও সদ্বিবেচনা কোথায়,
কোথায় শক্তি, কোথায় সুবুদ্ধি,
যেন এও জানতে পার: কোথায় দীর্ঘায়ু ও জীবন,
কোথায় চোখের আলো ও শান্তি।

[১৫] কিন্তু কেইবা আবিষ্কার করেছে কোথায় প্রজ্ঞার আবাস?
কে প্রবেশ করেছে তার গুপ্তধনাধারে?
[১৬] কোথায় দেশগুলির সেই নেতাসকল,
তারাও কোথায়, যারা পৃথিবীর জন্তুদের উপরেও কর্তৃত্ব করত,
[১৭] যারা আকাশের পাখিদের নিয়ে খেলা করত,
যারা রাশি রাশি সোনা-রুপো সঞ্চয় করত,
যাদের উপরে মানুষেরা ভরসা রাখত,
যাদের ধনসম্পদের শেষ ছিল না,
[১৮] যারা অর্থ জমিয়ে তা থেকে দুশ্চিন্তা কুড়াত,
কিন্তু যাদের কর্মের চিহ্নমাত্রই রইল না?
[১৯] তারা মিলিয়ে গেছে, পাতালে নেমে গেছে,
আর অন্যেরা তাদের পদ দখল করেছে।
[২০] নতুন প্রজন্মের মানুষ দিনের আলো দেখতে পেয়েছে,
তারাই এসে এখন দেশে বসবাস করছে,
অথচ খুঁজে পায়নি সদ্‌জ্ঞানের পথ,
[২১] তার সমস্ত মার্গেও মনোযোগ দেয়নি,
তার বিষয় চিন্তাও করেনি,
এমনকি, ছেলেরা এড়িয়েছে তাদের পিতাদের পথ।
[২২] কানান দেশে প্রজ্ঞার কথা কখনও শোনা যায়নি,

তেমানেও কেউ তার দর্শন পায়নি;
[২৩] মর্ত-সুবুদ্ধির অন্বেষী সেই আগারের সন্তানেরা,
মিদিয়ান ও তেমানের বণিক সকল,
যারা শুধু গল্প বর্ণনা করে, যারা সুবুদ্ধির সন্ধান করে,
তারা কেউই পায়নি প্রজ্ঞার পথ,
স্মরণও করেনি তার মার্গ সকল।
[২৪] ইস্রায়েল, ঈশ্বরের গৃহ কেমন বিস্তৃত,
তাঁর কর্তৃত্বের স্থান কেমন প্রশস্ত!
[২৫] তার বিস্তার সীমাহীন,
তার উচ্চতা অপরিমেয়!
[২৬] সেইখানে পুরাকাল থেকে বিখ্যাত সেই মহাবীরদের জন্মস্থান,
যারা ছিল লম্বা লম্বা মানুষ, যুদ্ধে নিপুণ;
[২৭] ঈশ্বর এদের বেছে নিলেন না,
সদ্‌জ্ঞানের পথও এদের দিলেন না:
[২৮] সদ্বিবেচনা-অভাবের ফলে তাদের বিলোপ হল,
নির্বুদ্ধিতার ফলে তাদের বিলোপ হল।
[২৯] কেইবা স্বর্গে আরোহণ করে প্রজ্ঞাকে কেড়ে নিল
ও মেঘলোক থেকে তাকে নামিয়ে আনল?
[৩০] কে সাগর পার হয়ে তার সন্ধান পেল
ও খাঁটি সোনার বিনিময়ে তাকে নিয়ে নিল?
[৩১] না, কেউ জানতে পারে না তার কাছে যাওয়ার রাস্তা,
কেউই বুঝতে পারে না তার যাতায়াতের পথ।

[৩২] কিন্তু সর্বজ্ঞ যিনি, তাকে জানেন যিনি,
নিজের সুবুদ্ধি দ্বারা তাকে তলিয়ে দেখলেন যিনি,
চিরকালের জন্য যিনি পৃথিবী প্রস্তুত করলেন,
ও চতুষ্পদ জীবজন্তুতে তা পরিপূর্ণ করলেন;

[৩৩] যিনি আলো প্রেরণ করলেই আলো এগিয়ে যায়,
যিনি ডাকলেই আলো সকম্পে তাঁর প্রতি বাধ্য হয়,
[৩৪] —নিজ নিজ প্রহরা-স্থান থেকে হয় তারানক্ষত্রের উদ্ভাস,
সবগুলিই আনন্দিত—
[৩৫] যিনি ডাকলে তারা উত্তর দেয় : 'এই যে আমরা !'
সেই যে নির্মাতার জন্য তারা সানন্দে উদ্ভাসিত,
[৩৬] তিনিই আমাদের ঈশ্বর,
তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না ;
[৩৭] তিনিই সদ্‌জ্ঞানের সমস্ত পথ অনাবৃত করলেন,
ও তাঁর আপন দাস যাকোবকে,
তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান করলেন।
[৩৮] এরপর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হল,
ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটাল।

৪ [১] প্রজ্ঞাই ঈশ্বরের বিধিনিয়ম-পুস্তক,
প্রজ্ঞাই যুগযুগস্থায়ী বিধান ;
যারা তাকে আঁকড়ে থাকে, তারা জীবন পাবে,
যারা তাকে ত্যাগ করে, তাদের মৃত্যু হবে।
[২] ফিরে এসো, যাকোব, তাকে গ্রহণ করে নাও,
তার আলোর প্রভায় পথ চল ;
[৩] যা তোমার আপন গৌরব, তা অন্যকে দিয়ো না,
যা তোমার আপন অধিকার, তাও পরজাতীয় মানুষকে নয়।
[৪] হে ইস্রায়েল, আমরাই সুখী,
কারণ ঈশ্বরের যা গ্রহণীয়, তা আমাদের কাছে প্রকাশিত হল।

দূরদেশে নির্বাসিতদের প্রতি
ও আপন সন্তানদের প্রতি যেরুশালেমের সান্ত্বনা বাণী

[৫] সাহস ধর, জাতি আমার,
তুমি যে ইস্রায়েলের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ!
[৬] সম্পূর্ণ বিনাশের উদ্দেশ্যেই যে তোমরা বিজাতীয়দের কাছে
বিক্রীত হয়েছ, এমন নয়,
ঈশ্বরের ক্ষোভ জাগিয়েছ বলেই
তোমরা শত্রুদের হাতে সমর্পিত হয়েছ।
[৭] কেননা তোমরা তোমাদের নির্মাতাকে কুপিত করেছ,
হ্যাঁ, তোমরা অপদূতদের উদ্দেশেই বলি উৎসর্গ করেছ,
ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়!
[৮] যিনি তোমাদের লালন-পালন করেছেন
সেই সনাতন ঈশ্বরকে তোমরা ভুলে গেছ,
তোমাদের যে পুষ্ট করেছে, সেই যেরুশালেমকেও দুঃখ দিয়েছ।
[৯] বস্তুত তোমাদের উপরে যখন ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে পড়ছিল,
তখন তা দেখে যেরুশালেম বলে উঠল:

শোন, হে সিয়োনের পার্শ্ববর্তী শহরসকল,
ঈশ্বর আমার কাছে মহা শোক প্রেরণ করলেন।
[১০] কেননা আমি সেই বন্দিদশা দেখতে পেয়েছি,
যার মধ্যে সেই সনাতন আমার ছেলেমেয়েদের চালিত করলেন।
[১১] আমি আনন্দের মধ্যেই তাদের লালন-পালন করেছিলাম,
চোখের জল ও শোকের মধ্যেই তাদের ছাড়তে বাধ্য হলাম।
[১২] তোমরা কেউই আমার উপর আনন্দোল্লাস করো না,
আমি যে বিধবা, আমি যে অনেকের দ্বারা পরিত্যক্তা;
আমার সন্তানদের পাপের জন্যই আমি যে স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন,
তারা যে ঈশ্বরের বিধান ছেড়ে পথভ্রষ্ট হল,

[১৩] তাঁর বিধিনিয়ম জানতে চাইল না,
তাঁর আজ্ঞাগুলির পথে চলল না,
শাসন-মার্গে এগিয়ে চলতেও চাইল না,—তাঁর সেই ন্যায্যতা অনুসারে।
[১৪] এসো, হে সিয়োনের পার্শ্ববর্তী শহরসকল,
স্মরণ কর সেই বন্দিদশা,
যার মধ্যে সেই সনাতন আমার ছেলেমেয়েদের চালিত করলেন।
[১৫] তাদের বিরুদ্ধে তিনি দূরদূরান্তের এক জাতিকে প্রেরণ করলেন,
তারা ভিন্নভাষী এমন ধূর্ত জাতির মানুষ,
যারা বৃদ্ধকেও শ্রদ্ধা দেখায়নি, শিশুকেও দয়া দেখায়নি,
[১৬] বিধবার প্রিয় ছেলেদের কেড়ে নিল,
তাকে মেয়ে-বঞ্চিতা অবস্থায় একাকিনীই ফেলে রাখল।
[১৭] কিন্তু আমি, আমি তোমাদের কেমন সহায়তা করব?
[১৮] যিনি তত অমঙ্গল তোমাদের উপর নামিয়ে আনলেন,
তিনিই তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের মুক্তি সাধন করেন।
[১৯] যাও, সন্তানেরা, যাও,
আমাকে একাকিনী হয়ে থাকতে হবে।
[২০] শান্তি-বসন ছেড়ে মিনতি-চট পরলাম আমি;
সেই সনাতনের কাছে চিৎকার করব আমার সমস্ত দিন ধরে।
[২১] সাহস ধর, সন্তানেরা, ঈশ্বরের কাছে হাহাকার কর,
তিনি তোমাদের শত্রুদের অত্যাচার ও কবল থেকে
তোমাদের মুক্তি সাধন করবেন।
[২২] কেননা সেই সনাতনের কাছ থেকেই
আমি তোমাদের পরিত্রাণ প্রত্যাশা করি,
এবং তোমাদের সেই সনাতন ত্রাণকর্তার কাছ থেকে
দয়া যে তোমাদের কাছে শীঘ্রই আসবে,
এজন্য সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে আমার অন্তরে আনন্দ এসে প্রবেশ করছে।

[২৩] শোক ও চোখের জলের মধ্যে আমি তোমাদের চলে যেতে দেখেছি,
কিন্তু ঈশ্বর পুলক ও আনন্দের মধ্যেই
তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন—চিরকালের মত।
[২৪] সিয়োনের পার্শ্ববর্তী শহরগুলি
যেমন এখন স্বচক্ষে দেখেছে তোমাদের বন্দিদশা,
তেমনি শীঘ্রই দেখতে পাবে
তোমাদের ঈশ্বরের সাধিত তোমাদের সেই পরিত্রাণ
যা সেই সনাতনের মহাগৌরব ও গরিমার মধ্যেই
তোমাদের কাছে আসবে।
[২৫] সন্তানেরা, ধৈর্যের সঙ্গে সেই ক্রোধ সহ্য কর
যা ঈশ্বর থেকে তোমাদের উপর এসে পড়ল।
শত্রু তোমাদের উৎপীড়ন করেছে বটে,
কিন্তু তোমরা শীঘ্রই দেখতে পাবে তার বিনাশ,
তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে তোমাদের নিজেদের পা।
[২৬] আমার প্রিয়তম সন্তানেরা ভঙ্গুর পথে হেঁটে চলল,
তারা ছিল শত্রু দ্বারা তাড়িত, ছিনিয়ে নেওয়া মেষপালের মত।
[২৭] সাহস ধর, সন্তানেরা, ঈশ্বরের কাছে হাহাকার কর!
যিনি এই সবকিছুর মধ্যে তোমাদের চালিত করলেন,
তিনি তোমাদের কথা স্মরণ করবেন।
[২৮] তোমরা যেমন ঈশ্বর থেকে দূরে যাওয়ার চিন্তা করেছিলে,
তেমনি ফিরে এসে তাঁর সন্ধান করার জন্য দশগুণ বেশি আগ্রহ দেখাও,
[২৯] কেননা যিনি এত অমঙ্গলের মধ্যে তোমাদের চালিত করেছেন,
তিনি পরিত্রাণের সঙ্গে তোমাদের সনাতন আনন্দও দান করবেন।

যেরুশালেমের প্রতি সান্ত্বনা বাণী

[৩০] সাহস ধর, যেরুশালেম!
যিনি তোমার নাম রেখেছেন, তিনি তোমাকে সান্ত্বনা দেবেন।

[৩১] অভিশপ্ত হোক তোমার সেই অত্যাচারী সকল,
যারা তোমার পতনে আনন্দ পেল;
[৩২] অভিশপ্ত হোক সেই শহরগুলি, যেখানে তোমার সন্তানেরা বন্দি হল,
অভিশপ্ত হোক সেই শহর, যা তাদের আটকিয়ে রাখল;
[৩৩] কেননা সে যেমন তোমার পতনের উপর আনন্দ করল,
ও তোমার বিনাশের উপর উল্লাস করল,
তেমনি নিজের উৎসন্ন অবস্থার উপর শোক করবে।
[৩৪] জনবহুল শহর হওয়ায় তার যে আনন্দ, তা তার কাছ থেকে কেড়ে নেব,
তার পুলক শোকে পরিণত হবে।
[৩৫] সেই সনাতনের নির্দেশে তার উপর আগুন নেমে পড়বে দীর্ঘ দিন ধরে,
বহুদিন ধরে সে হবে অপদূতদের বাসস্থান।
[৩৬] পুব দিকে তাকাও, যেরুশালেম!
চেয়ে দেখ সেই আনন্দ, যা স্বয়ং ঈশ্বর থেকেই তোমার কাছে আসছে!
[৩৭] দেখ, যাদের তুমি চলে যেতে দেখেছ,
তোমার সেই সন্তানেরা ফিরে আসছে,
পুব-পশ্চিম থেকে সম্মিলিত হয়ে তারা ফিরে আসছে,
—সেই পবিত্রজনের বাণীতে—
ঈশ্বরের গৌরবের উদ্দেশে তারা উল্লসিত।

৫ [১] যেরুশালেম, শোক ও দুঃখের বসন খুলে ফেল,
ঈশ্বরের গৌরবের প্রভা পরে নাও—চিরকাল ধরে।
[২] ঈশ্বরের ধর্মময়তা-উত্তরীয় জড়িয়ে নাও,
সেই সনাতনের গৌরবের কিরীটে মাথা ভূষিত কর,
[৩] কারণ আকাশের নিচে যত জাতি রয়েছে,
ঈশ্বর তাদের দেখাবেন তোমার প্রভা,
[৪] এবং ঈশ্বর চিরকালের মত তোমার এই নাম রাখবেন:

ন্যায়ের শান্তি, ধর্মময়তার গৌরব।
[৫] ওঠ, যেরুশালেম, উচ্চস্থানে সোজা হয়ে দাঁড়াও,
পুব দিকে তাকাও ;
চেয়ে দেখ তোমার সন্তানদের !
সেই পবিত্রজনের বাণীতে
তারা পুব-পশ্চিম থেকে সম্মিলিত,
ঈশ্বর স্মরণ করেছেন বলে তারা উল্লসিত।
[৬] শত্রু দ্বারা তাড়িত হয়ে তারা পায়ে হেঁটেই তোমা থেকে চলে গেল ;
এখন ঈশ্বর তোমার কাছে তাদের ফিরিয়ে আনছেন,
রাজাসনেরই মত তাদের বহন করা হচ্ছে জয়োল্লাসের মধ্যে।
[৭] কেননা ঈশ্বর স্থির করেছেন,
তিনি উচ্চ যত পর্বত ও চিরকালীন যত শৈল সমতল করবেন,
উপত্যকা ভরে তুলবেন, ভূমি সমতল করবেন,
যেন ইস্রায়েল ঈশ্বরের গৌরবের ছায়ায় নিরাপদে এগিয়ে চলতে পারে।
[৮] যত অরণ্য ও সুগন্ধি যত বৃক্ষও
ঈশ্বরের আদেশে ইস্রায়েলকে ছায়া দেবে।
[৯] কারণ ঈশ্বর আপন গৌরবের আলোয়
ইস্রায়েলকে আনন্দের মধ্যে চালনা করবেন,
—সেই দয়া ও ধর্মময়তার সঙ্গে, যা তাঁর কাছ থেকেই আগত।

যেরেমিয়ার পত্র

বাবিলনীয়দের রাজা দ্বারা বন্দি অবস্থায় যাদের অল্পদিনের মধ্যে বাবিলনে নিয়ে যাওয়ার কথা, ঈশ্বর দ্বারা যেরেমিয়া যা যা আদিষ্ট হয়েছিলেন, তাদের কাছে তা জানাবার জন্য তিনি যে পত্র লিখলেন, তার অনুলিপি এ :

৬ [১] ‘ঈশ্বরের সামনে তোমাদের সাধিত পাপের কারণে বাবিলনীয়দের রাজা
নেবুকাদ্নেজার দ্বারা তোমাদের বন্দি অবস্থায় বাবিলনে নিয়ে যাওয়া হবে। [২] একবার

সেই বাবিলনে এসে পৌঁছে তোমরা বহুবছর ও দীর্ঘকাল ধরে—সাত পুরুষ ধরেই সেখানে থাকবে; তারপরে আমি তোমাদের সেখান থেকে শান্তিতে ফিরিয়ে আনব। [৩] ইতিমধ্যে বাবিলনে তোমরা রুপো, সোনা ও কাঠের কতগুলি দেবমূর্তি দেখতে পাবে যা কাঁধে করে বহন করা হয় ও বিজাতীয়দের অন্তরে ভয় সঞ্চার করে। [৪] তাই তোমরা সাবধান থাক, সেই বিদেশীদের মত কাজ করো না; তাদের দেব-দেবীর ভয় তোমাদের দখল না করুক [৫] যখন তোমরা সেগুলির সামনে ও পিছনে সেই বিপুল জনতাকে প্রণিপাত করতে দেখবে; বরং মনে মনে বল: "মহাপ্রভু, তোমারই কাছে আমাদের প্রণিপাত করতে হয়।" [৬] কেননা আমার দূত তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, সে তোমাদের প্রাণের যত্ন নেবে।

[৭] সেগুলির জিহ্বা শিল্পকার দ্বারাই মাজা, আবার সেগুলিতে সোনা ও রুপো মোড়া হয়, তবু সেইসব মায়ামাত্র, কথা বলতেও অক্ষম। [৮] বিলাসিনী যুবতীর প্রতি যেমন করা হয়, তারা তেমনি সোনা নিয়ে তাদের দেব-দেবীর মাথায় মুকুট সাজায়। [৯] এমনকি, পুরোহিতেরা মাঝে মাঝে তাদের দেব-দেবী থেকে সোনা-রুপো কেড়ে নিয়ে নিজেদের জন্য তা ব্যয় করে বারান্দার সেবাদাসীদের দান করে। [১০] আরও, তারা সোনা, রুপো ও কাঠের সেই মূর্তিগুলিকে ঠিক মানুষের মত পোশাক দিয়ে অলঙ্কৃত করে; কিন্তু তবুও সেগুলি মরচে ও পোকা থেকে রেহাই পেতে অক্ষম। [১১] সেগুলির গায়ে বেগুনি ক্ষোম-পোশাক দেওয়ার পর, দেবালয়ের ধুলা সেগুলির উপরে প্রচুর পরিমাণেই পড়ে বিধায় সেগুলির মুখ পরিষ্কার করা দরকার হয়। [১২] দেবের নিজস্ব রাজদণ্ডও আছে, ঠিক যেন একজন প্রদেশপালের মত, কিন্তু তাকে যে কেউ অপমান করে, তাকে সে নিশ্চিহ্ন করতে অক্ষম। [১৩] তার ডান হাতে খড়্গ ও লাঠিও থাকতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ ও চোরদের হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম। [১৪] তাতে স্পষ্টই দাঁড়ায় যে, সেগুলি ঈশ্বর নয়; সুতরাং তোমরা সেগুলিকে ভয় পেয়ো না!

[১৫] মাটির পাত্র একবার ভেঙে গেলে যেমন অকেজো হয়, তাদের দেবালয়ে দাঁড় করানো দেব-দেবীও তেমনি। [১৬] যারা সেখানে প্রবেশ করে, তাদের পায়ে ওড়ানো ধুলাতেই পূর্ণ সেগুলির চোখ। [১৭] যে কেউ রাজাকে অপমান করে, তাকে মৃত্যুর দিকে চালিত করতে হবে বিধায় তার চারদিকে সমস্ত দরজা যেমন আটকিয়ে রাখা হয়, তেমনি

পুরোহিতেরা দেবালয়কে দরজা, তালা ও অর্গল দিয়ে সংরক্ষিত করে, পাছে সবকিছু চোরদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। [১৮] প্রদীপও জ্বালায় তারা, এমনকি নিজেদের জন্য যতগুলো জ্বালায়, তার চেয়ে আরও বেশি, কিন্তু সেই দেব-দেবী কাউকে দেখতে পারে না। [১৯] সেগুলি দেবালয়ের কড়িকাঠগুলোর একটার মত; জানা কথা যে, কড়িকাঠের ভিতরটা পোকায় খায়; সেইমত মাটি থেকে আসা যত পোকাও সেই সমস্ত দেব-দেবী গ্রাস করে, আর তাদের সঙ্গে তাদের পোশাকও গ্রাস করে, আর সেই দেব-দেবী কিছুই টের পায় না! [২০] দেবালয়ের ধূমে সেগুলির মুখ কালো হয়; [২১] সেগুলির গায়ে ও মাথায় বাদুড়ে, দোয়েল ও নানা রকম পাখি, এমনকি বিড়ালেও বসে। [২২] তাতে তোমরা বুঝতে পার যে, সেগুলি ঈশ্বর নয়; সুতরাং সেগুলিকে ভয় পেয়ো না।

[২৩] সৌন্দর্যের জন্য সেগুলি যে সোনায় অলঙ্কৃত, কেউ তার মরচে না ওঠালে সেই সোনা উজ্জ্বল হয় না; ঢালাই করার সময়েও সেগুলি কিছুই টের পাচ্ছিল না। [২৪] সেগুলিকে কিনবার জন্য যত অর্থ দেওয়া হয়েছে না কেন, তবু সেগুলির মধ্যে প্রাণবায়ু নেই। [২৫] আসল পা না থাকায় সেগুলিকে কাঁধে করে বহন করা হয়, তাতে মানুষের কাছে নিজেদের লজ্জাকর অবস্থা দেখায়; তাদের ভক্তেরা নিজেরাও লজ্জায় অভিভূত হয়, কেননা মাটিতে পড়লে সেগুলি নিজে থেকে উঠে দাঁড়াতে পারে না। [২৬] সোজা করে দাঁড় করালেও সেগুলি আপনা আপনি নড়বে না, কাত হয়ে পড়লেও নিজে থেকে সোজা হবে না; সেগুলির সামনে যে অর্ঘ্য রাখা হয়, তা ঠিক যেন মৃতদেরই সামনে রাখা হয়। [২৭] তাদের কাছে যা কিছু বলিরূপে উৎসর্গ করা হয়, তাদের পুরোহিতেরা তা বিক্রি করে লাভবান হয়; এদের বধূরাও বলির একটা অংশ লবণের মধ্যে রাখে, কিন্তু দরিদ্রদের ও অসহায়দের কিছুই দেয় না; আর তাদের বলির কথা বলতে গেলে, অশুচি অবস্থায় ও সম্প্রতি প্রসব করেছে যে স্ত্রীলোকেরাও তা নির্দ্বিধায় ছোঁয়। [২৮] তাতে তোমরা বুঝতে পার যে, সেগুলি ঈশ্বর নয়; সুতরাং সেগুলিকে ভয় পেয়ো না।

[২৯] আর আসলে সেগুলিকে কেমন করে ঈশ্বর বলা চলে যখন স্ত্রীলোকেরাও এই রুপো, সোনা ও কাঠের মূর্তির কাছে অর্ঘ্য নিবেদন করে? [৩০] সেগুলির দেবালয়ে পুরোহিতেরা বসে থাকে—তাদের পোশাক ছেঁড়া, মাথা ও মুখ মুণ্ডিত আর মাথা

অনাবৃত। [৩১] তাদের দেব-দেবীর সামনে তারা চিৎকার করে জোর গলায় চেঁচায়, যেমনটি লোকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভোজসভায় করে। [৩২] পুরোহিতেরা তাদের দেব-দেবীর পোশাক কেড়ে নিয়ে নিজেদের স্ত্রী-পুত্রদের পরায়। [৩৩] তেমন মূর্তিগুলি কারও উপকার কি অপকারের প্রতিদান দিতে অক্ষম, কোনও রাজাকেও নিযুক্ত কি পদচ্যুত করতে অক্ষম, [৩৪] ঐশ্বর্য ও অর্থও মঞ্জুর করতে অক্ষম, আর তাদের কাছে কেউ মানত করে তা পূরণ না করলেও তারা তার কাছে জবাবদিহি চাইতে অক্ষম। [৩৫] সেগুলি মানুষকে মৃত্যু থেকে নিস্তার করে না, দুর্বলকেও বলবানের হাত থেকে উদ্ধার করে না; [৩৬] অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয় না, মানুষকেও সঙ্কট থেকে উদ্ধার করে না; [৩৭] বিধবার প্রতি সেগুলির দয়া নেই, এতিমের মঙ্গলও করে না। [৩৮] সোনা ও রুপোয় মোড়া সেই কাঠের মূর্তি এমন পাথরেরই মত যা পাহাড় থেকে কাটা হয়েছে। সেগুলির ভক্তদের লজ্জা পেতেই হবে। [৩৯] সুতরাং, কেমন করে মানুষ ভাববে ও প্রচার করবে যে, সেগুলি ঈশ্বর?

[৪০] তাছাড়া, কাল্দীয়েরা নিজেরাই সেগুলির প্রতি তত সম্মান দেখায় না; বস্তুত এরা কথা বলতে অক্ষম একটা বোবাকে পেলে বেল-দেবের কাছে তাকে উপস্থিত করে, এবং প্রার্থনা করে যেন বেল-দেব তাকে বাক্‌শক্তি দেয়—ঠিক যেন বেল-দেব তাদের প্রার্থনা শুনতে পায়! [৪১] সচেতন হয়েও এরা দেবমূর্তিগুলিকে ত্যাগ করতে অক্ষম, এর কারণ, এরা নির্বোধ! [৪২] স্ত্রীলোকেরা কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় বসে খড় জ্বালায়, [৪৩] আর যখন তাদের একজনকে কোন পথিক দ্বারা বেছে নেওয়া হয়, তখন সে, সেই পথিকের সঙ্গে মিলিতা হওয়ার পর, তার পাশে যে বসে আছে, তাকে বিদ্রূপ করে, কেননা সে তার মত যোগ্য বলে গণ্য হয়নি ও তার দড়ি ছিন্ন হয়নি। [৪৪] দেবমূর্তিগুলির চারদিকে যা কিছু ঘটে, তা সবই মিথ্যা; সুতরাং, কেমন করে মানুষ ভাববে ও প্রচার করবে যে, সেগুলি ঈশ্বর?

[৪৫] দেবমূর্তিগুলি শিল্পকার ও স্বর্ণকারদের কাজমাত্র; মূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়: শিল্পকার সেগুলির বিষয়ে যা তৈরি করতে ইচ্ছা করে, মূর্তি তা-ই মাত্র। [৪৬] যারা সেগুলি তৈরি করে, তারা নিজেরা যখন দীর্ঘায়ু নয়, তখন তাদের তৈরী বস্তু কেমন ঈশ্বর হতে পারে? [৪৭] তারা তাদের বংশধরদের কাছে কেবল মিথ্যা ও লজ্জাই রেখে যায়।

[৪৮] বস্তুত যুদ্ধ ও দুর্বিপাক এসে পড়লে পুরোহিতেরা নিজেদের মধ্যে মন্ত্রণা করে তারা কেমন করে নিজেদের মূর্তিগুলির সঙ্গে নিজেদের লুকোতে পারবে। [৪৯] তবে মানুষ কেমন করে না বুঝবে যে, যারা যুদ্ধ ও অমঙ্গল থেকে নিজেদের বাঁচাতে অক্ষম, তারা ঈশ্বর নয়? [৫০] আর যেহেতু সেগুলি সোনা ও রুপোতে মোড়া কাঠের তৈরী, সেজন্য স্পষ্ট প্রকাশ পাবে যে, সেগুলি মিথ্যামাত্র; সকল জাতি ও রাজার কাছে একথা স্পষ্ট হবে যে, সেগুলি ঈশ্বর নয়, কেবল মানুষের হাতের কাজ, সমস্ত ঐশ্বরিক গুণ-বিহীন। [৫১] তবে কি আর এমন কেউ থাকতে পারে, যাকে এখনও বোঝাতে হবে যে, সেগুলি ঈশ্বর নয়?

[৫২] বস্তুত সেগুলি দেশের উপরে রাজাকে নিযুক্ত করতে অক্ষম, মানুষকে বৃষ্টিও মঞ্জুর করতে অক্ষম; [৫৩] নিজেদের বিবাদেরও সমাধান করে না, অত্যাচারিতকেও মুক্ত করে না; আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে থাকা কাক যেমন নিরুপায়, সেগুলিও তেমনি নিরুপায়। [৫৪] সোনা ও রুপোতে মোড়া এই কাঠের দেব-দেবীর দেবালয়ে যদি আগুন লাগে, তবে তাদের পুরোহিতেরা পালিয়ে নিজেদের বাঁচায়, কিন্তু সেগুলি কড়িকাঠের মত সেখানে থেকে পুড়ে যায়। [৫৫] সেগুলি একটি রাজার সামনে বা শত্রুদের সামনে দাঁড়াতে পারে না। [৫৬] সুতরাং, কেমন করে মানুষ ভাববে ও প্রচার করবে যে, সেগুলি ঈশ্বর?

[৫৭] রুপো ও সোনায় মোড়া এই কাঠের মূর্তি চোর ও দস্যুদের এড়াতে পারে না; বলবান যে কোন মানুষ সেগুলির সোনা-রুপো চুরি করতে পারে ও সেগুলির গায়ে জড়ানো পোশাক কেড়ে নিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু মূর্তি নিজেকেও রক্ষা করতে অক্ষম। [৫৮] এজন্য এই মিথ্যা দেব-দেবীর চেয়ে এমন রাজাই শ্রেয়, যে নিজের সাহস দেখাতে পারে, কিংবা ঘরে উপযোগী একটা যন্ত্রও শ্রেয়, তা তো ক্রেতার কাছে উপকারীই হতে পারে; তেমন মিথ্যা দেব-দেবীর চেয়ে সামান্য একটা দরজাও শ্রেয়: ঘরে যা রয়েছে, দরজা তা রক্ষা করে; এমনকি, প্রাসাদে কাঠের একটা স্তম্ভও সেগুলির চেয়ে শ্রেয়। [৫৯] সূর্য, চন্দ্র ও তারানক্ষত্র—যা উজ্জ্বল হতে ও বিশেষ বিশেষ সঙ্কল্প অনুসারে সেবা করতে নিরূপিত—তারা তো বাধ্য; [৬০] একই প্রকারে বিদ্যুৎ-ঝলকও, তা যখন হঠাৎ দেখা দেয়, তখন দেখতে সুন্দর; আবার, বাতাস প্রতিটি দেশের

উপর দিয়েই বয়; [৬১] মেঘমালা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে হুকুম পেয়েছে, তা পালন করে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আনাগোনা করে; এবং পাহাড়পর্বত ও বন ধ্বংস করার জন্য আগুন ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রেরিত হয়ে সেই হুকুম পালন করে। [৬২] কিন্তু সেই দেবমূর্তি এসব কিছুর সমকক্ষ নয়, সৌন্দর্যেও নয়, ক্ষমতায়ও নয়। [৬৩] তাই কেউ ভাবতে ও প্রচার করতে পারে না যে, সেগুলি ঈশ্বর, যখন সেগুলি বিচার সম্পাদন করতে অক্ষম, কোন উপকারও করতে অক্ষম। [৬৪] সুতরাং, একথা জেনে যে, সেগুলি ঈশ্বর নয়, তোমরা সেগুলিকে ভয় পেয়ো না।

[৬৫] বস্তুত সেগুলি রাজাদের অভিশাপও দেয় না, আশীর্বাদও করে না, [৬৬] জাতিগুলির জন্য আকাশে কোন চিহ্নও দেখায় না, সূর্যের মতও দীপ্তিমান হয় না, চন্দ্রের মতও আলো ছড়ায় না। [৬৭] সেগুলির চেয়ে পশুরাও ভাল অবস্থায় আছে, কেননা কোন একটা আশ্রয়ে পালিয়ে নিজেদের জন্য চিন্তা করতে পারে। [৬৮] সুতরাং এমন প্রমাণের লেশমাত্র নেই যে, সেগুলি ঈশ্বর; তাই সেগুলিকে ভয় পেয়ো না।

[৬৯] সোনা-রুপোতে মোড়া তাদের সেই কাঠের মূর্তি শশাগাছের মাঠে এমন কাকতাড়ুয়ার মত—তা কিছুই রক্ষা করে না; [৭০] আবার, সোনা-রুপোতে মোড়া তাদের সেই কাঠের মূর্তি কাঁটাঝোপে একটা শাখার মত, যার উপরে সব রকম পাখি বসতে পারে; কিংবা সেগুলি অন্ধকারে ফেলে দেওয়া লাশের মত। [৭১] সেগুলির ক্ষোম-পোশাক ও শোভা জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে তোমরা বুঝবে যে, সেগুলি ঈশ্বর নয়। শেষ পর্যায়ে সেগুলিকে গ্রাস করা হবে, এবং সেগুলি দেশের লজ্জার কারণ হবে। [৭২] তবে সেই ধার্মিক মানুষই শ্রেয়, যার কোন দেবমূর্তি নেই; লজ্জা তাকে কখনও স্পর্শ করবে না।’

---

১ [১২] একজনের ‘ছায়ায় বাস করা’ বলতে তার রক্ষায় বাস করা বোঝায় (ইশা ৩০:৩; মার্ক ৪:৩২)।

[১৪] যে পর্বটি উপলক্ষে পুস্তকটা পাঠ করা দরকার, তা হল সেকালের সর্বপ্রধান পর্ব, অর্থাৎ পর্ণকুটির পর্ব।

[১৫খ…] এ বিভাগের প্রথম অংশ হল পাপস্বীকার (১:১৫–২:১০): অতীতকালের যুদার অধিবাসীরাই সন্ধি-ভঙ্গনের জন্য দায়ী, তাই নির্বাসিতেরা যত দুর্বিপাক এখন ভোগ করছে,

তা তাদের সেই পাপের ফল। দ্বিতীয় অংশ হল মিনতি নিবেদন (২:১১–৩:৮): নির্বাসন কঠোর একটা পরিস্থিতি বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তার একটা উদ্দেশ্য আছে; উদ্দেশ্যটাই যেন জনগণ নিজেদের অবস্থা বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে ও পাপাচরণ ত্যাগ করে। এই সমস্ত কিছু এই সাক্ষ্য দেয় যে, নির্বাসিতজনদের এ মনোভাব আছে, সুতরাং তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যাশা রাখতে পারে (২:৩৪-৩৫)।

২ [১১] মিশর থেকে মুক্তিদান-ই প্রভুর সর্বোচ্চ আশ্চর্য কাজ ও তাঁর সুনামের কারণ; তার উপর নির্ভর করেই মানুষ এই আশা রাখতে পারে যে, ভাবী কালেও প্রভু মুক্তিদায়ী আরও আশ্চর্য কাজ সাধন করবেন।

২ [২১ক] যেরে ২৭:১১।

[২৩খ] যেরে ৭:৩৪।

[২৫গ] যেরে ৩৬:৩০।

৩ [৯–৪:৪] ইস্রায়েল প্রজ্ঞার উৎস ত্যাগ করেছে, এ তাদের নির্বাসনের কারণ (৩:৯-১৪); প্রজ্ঞা কেবল ঈশ্বরের কাছে জ্ঞাত; তা তিনি কেবল ইস্রায়েলকেই প্রকাশ করেছেন, কেননা ঐশবিধানই সেই প্রজ্ঞা (৩:১৫–৪:১); সুতরাং ইস্রায়েল প্রজ্ঞার কাছে ফিরে আসুক (৪:২-৪)।

৩ [১১] মৃতেরা যেমন, বিধর্মীরাও তেমনি ইস্রায়েলীয়দের কলুষিত করে (লেবীয় ৫:২)।

[২২-২৩] তাদের অসাধারণ জ্ঞানের জন্য অধিক বিখ্যাত কানান, তেমান ইত্যাদি দেশের অধিবাসীরাও প্রজ্ঞা পায়নি।

[৩৮] পৃথিবীতে কে দৃশ্যমান হল ও জীবন কাটাল? সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে, প্রজ্ঞাই দৃশ্যমান হল। অন্যদিকে প্রাচীন লাতিন অনুবাদ অনুসারে, ‘তিনি দৃশ্যমান হলেন ও … জীবন কাটালেন’; তাতে মশীহ ও খ্রিষ্টমুখী অর্থ দাঁড়ায়।

৫ [৫] ‘পুব দিকে তাকাও’, কেননা পুব থেকেই পরিত্রাণ আসবার কথা (ইশা ৪১:২,২৫; ৪৬:১১; মথি ২:২)।

এজেকিয়েল

নবী এজেকিয়েল ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ। নিজে একজন যাজক হওয়ায় নবী এজেকিয়েলের কাছে মুখ্য বিষয় হল প্রভুর গৌরব; নির্বাসিত মানুষ হলেও তাঁর কাছে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো কেমন যেন খুঁটিনাটি ব্যাপার যা গৌরবময় ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা লজ্ঘন করতে পারে না। তাঁর মত কঠোর পরীক্ষায় পরীক্ষিত ভাবীকালের সকল মানুষের কাছে তিনি অতুলনীয় এক দৃঢ় বিশ্বাসের এই অবদান রাখেন যে, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ বিশ্বস্ততা দেখিয়ে মানুষ যেন প্রতিকূল অবস্থায়ও প্রভুর গৌরবের দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে জীবন-পথে এগিয়ে চলে। প্রভুর গৌরবই যে আমাদের প্রতি তাঁর যত্ন ও মমতার শামিল।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮

প্রভুর রথের দর্শন

১ [১] ত্রিংশ বর্ষের চতুর্থ মাসে, সেই মাসের পঞ্চম দিনে, আমি কেবার নদীর ধারে
নির্বাসিত লোকদের মধ্যে ছিলাম, এমন সময় স্বর্গ খুলে গেল, আর আমি ঐশ্বরিক নানা
দর্শন পেলাম। [২] যেহোইয়াকিন রাজার নির্বাসনকালের পঞ্চম বর্ষের সেই মাসের
পঞ্চম দিনে, কাল্দীয়দের দেশে কেবার নদীর ধারে, [৩] প্রভুর বাণী বুজির সন্তান যাজক
এজেকিয়েলের কাছে এসে উপস্থিত হল; আর তখন, সেই জায়গায়, প্রভুর হাত হঠাৎ
তাঁর উপর নেমে এল।

[৪] আমি চেয়ে দেখছিলাম, আর দেখ, উত্তরদিক থেকে ঝড়ো বাতাস বয়ে আসছে
—এমন বিশাল মেঘ এগিয়ে আসছে, যার চারদিকে ঝলসে উঠছে আগুন ও উজ্জ্বলতম
আলো; আর তার মাঝখানে, একেবারে আগুনেরই অন্তঃস্থলে, পিতলের মত কোন কিছুর

প্রভা জ্বলজ্বল করছে; [৫] তার মাঝখানে কেমন যেন চার প্রাণী বিরাজমান যাদের আকৃতি মানুষেরই মত— [৬] প্রত্যেকেরই ছিল চারটে করে মুখ ও চারটে করে পাখা; [৭] তাদের পা সোজা, তাদের পদতল বাছুরের পদতলের মত; তা স্বচ্ছ ব্রঞ্জের মতই জ্যোতির্ময়। [৮] তাদের চারপাশে, পাখার নিচে, ছিল মানুষের হাতের মত হাত; চারটে প্রাণী প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মুখমণ্ডল ও পাখা ছিল; [৯] তাদের পাখা পরস্পর-স্পর্শী। এগিয়ে যেতে যেতে তারা পিছনের দিকে ফিরত না, প্রত্যেকে সোজা সামনের দিকেই যেত। [১০] দেখতে তাদের মুখ এরূপ: তাদের মানুষের মত একটা মুখ ছিল; তাছাড়া ডান দিকে সিংহের মুখ ও বাঁ দিকে বৃষের মুখ, এবং প্রত্যেকের ঈগলের মুখও ছিল। [১১] তাদের পাখা বিস্তৃত ছিল ঊর্ধ্বের দিকে; প্রত্যেকের দু'টো করে পাখা ছিল যা পার্শ্ববর্তী প্রাণীর পাখা স্পর্শ করত, আর দু'টো করে পাখা ছিল যা তাদের পা ঢেকে রাখত। [১২] তারা প্রত্যেকে সামনের দিকে এগিয়ে যেত, সেই দিকেই যেত যে দিকে আত্মা তাদের চালিত করত; যেতে যেতে তারা পিছনের দিকে ফিরত না। [১৩] সেই প্রাণীদের মধ্যে ছিল কেমন যেন মশালের মত দেখতে জ্বলন্ত অঙ্গার, যা তাদের মধ্যে চলমান ছিল; আগুন উজ্জ্বলতম ছিল, ও সেই আগুন থেকে নানা ঝলক নির্গত হচ্ছিল। [১৪] সেই প্রাণীরা বিদ্যুতের মত চলাচল করছিল।

[১৫] আমি ওই প্রাণীদের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় দেখ, মাটির উপরে চারমুখী ওই প্রাণীদের পাশে এক একটার জন্য একটা করে চাকা ছিল। [১৬] চার চাকার গঠন বৈদূর্যের প্রভার মত দেখতে; চারটের রূপ একই, এবং দেখতে তাদের গঠন ছিল কেমন যেন একটা চাকার মত যা আর একটা চাকার মধ্যে অবস্থিত। [১৭] চলাকালে ওই চার চাকা চারদিকে চলতে পারত, চলতে চলতে পিছন দিকে ফেরা তাদের পক্ষে দরকার ছিল না। [১৮] তাদের বেড় ছিল উঁচু ও ভয়ঙ্কর, এবং সেই চারটে বেড়ের চারদিক চোখে পরিপূর্ণ ছিল। [১৯] প্রাণীদের চলাকালে তাদের পাশে পাশে ওই চাকাগুলিও চলত; এবং প্রাণীরা যখন মাটি থেকে উঠত, চাকাগুলিও তখন উঠত। [২০] যেইদিকে আত্মা ওদের চালিত করত, চাকাগুলি সেইদিকে যেত, আবার ওদের সঙ্গে সঙ্গে উঠত, কেননা সেই প্রাণীদের আত্মা ওই চাকাগুলোতে ছিল। [২১] প্রাণীরা যখন চলত, চাকাগুলিও তখন চলত; আর প্রাণীরা যখন দাঁড়াত, চাকাগুলিও তখন

দাঁড়াত; আবার, প্রাণীরা যখন মাটি থেকে উঠত, চাকাগুলিও তখন তাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠত, কেননা সেই প্রাণীদের আত্মা চাকাগুলোতে ছিল।

[২২] সেই প্রাণীদের মাথার উপরে এক প্রকার বিতান ছিল; তা উজ্জ্বলতম স্ফটিকের মত তাদের মাথার উপরে বিস্তৃত ছিল, [২৩] আর সেই বিতানের নিচে ছিল তাদের বিস্তৃত পাখা, এক একটা পরস্পরমুখী; প্রত্যেক প্রাণীর দু'টো করে পাখা ছিল, যা তাদের দেহ ঢেকে রাখত। [২৪] তারা যখন চলছিল, আমি তখন তাদের ডানার ধ্বনিও শুনতে পেলাম; এমন ধ্বনি যা মহাজলরাশির তর্জনের মত, সর্বশক্তিমানের বজ্রনাদের মত, ঝঞ্ঝার গর্জনের মত, সৈন্য-শিবিরের তুমুল ধ্বনির মত। আর যখন তারা দাঁড়াত, তখন পাখা নামিয়ে দিত। [২৫] তাদের মাথার উপরের সেই বিতানের ঊর্ধ্বে একটা শব্দও হল।

[২৬] তাদের মাথার উপরের সেই বিতানের ঊর্ধ্বে কোন একটা কিছু দেখা দিল, যা নীলকান্তমণির মত—সিংহাসনের আকারেই এক নীলকান্তমণির মত; আর সেই প্রকার সিংহাসনের উপরে, একেবারে ঊর্ধ্বেই, এমন এক আকৃতি ছিল, যার চেহারা মানুষের মত। [২৭] আমি লক্ষ করলাম যে, দেহের যে অংশ কোমরের মত মনে হচ্ছিল, তা থেকে দেহের উপর পর্যন্ত তা দীপ্তিময় পিতলের মত ছিল, কেমন যেন আগুনেই পরিপূর্ণ; এবং দেহের যে অংশ কোমরের মত মনে হচ্ছিল, তা থেকে নিচ পর্যন্ত আমি আগুনের মত কিছু দেখলাম, যা চারদিকে উজ্জ্বলতম আলো বিকিরণ করত। [২৮] বৃষ্টির দিনে মেঘপুঞ্জের মধ্যে রঙধনুর যেমন বিভা, চারদিকের সেই জ্যোতির বিভা ঠিক সেইরূপ ছিল। এ ছিল প্রভুর গৌরবের সাদৃশ্যের রূপ। তা দেখামাত্র আমি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম ও কার্ যেন কণ্ঠস্বর কথা বলতে শুনতে পেলাম।

বিশেষ কাজের জন্য নিযুক্ত এজেকিয়েল

২ [১] তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, পায়ে ভর করে দাঁড়াও; তোমার কাছে কথা বলব।' [২] তিনি একথা বলতে না বলতেই আত্মা আমার মধ্যে প্রবেশ করে এমনটি করল যেন আমি পায়ে ভর করে দাঁড়াই; তখন যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি তাঁকে শুনলাম। [৩] তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, আমি

ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে, সেই বিদ্রোহী জাতির মানুষদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করতে যাচ্ছি, যারা আমার প্রতি বিদ্রোহী হয়েছে। তারা ও তাদের পিতৃপুরুষেরা আমার বিরুদ্ধে অবাধ্যতা দেখিয়ে আসছে, আজ পর্যন্তও দেখাচ্ছে। [৪] যাদের কাছে আমি তোমাকে প্রেরণ করতে যাচ্ছি, সেই সন্তানেরা জেদি ও তাদের হৃদয় কঠিন। তাদের তুমি বলবে: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন। [৫] তারা শুনুক বা না শুনুক—তারা তো বিদ্রোহী বংশ!—তবু কমপক্ষে এ জানতে পারবে যে, তাদের মধ্যে একজন নবী রয়েছে। [৬] কিন্তু তুমি, হে আদমসন্তান, তাদের ভয় পেয়ো না, তাদের কথায়ও ভীত হয়ো না; তোমার চারদিকে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ বটে, এবং তুমি বিছেদের মধ্যে বাস করবে; কিন্তু তুমি তাদের কথায় ভয় পেয়ো না, তাদের মুখ দেখে উদ্বিগ্ন হয়ো না: তারা তো বিদ্রোহী বংশ। [৭] তুমি তাদের কাছে আমার বাণী জানিয়ে দেবে, তারা শুনুক বা না শুনুক; কেননা তারা নিতান্ত বিদ্রোহী বংশ।

[৮] আর তুমি, হে আদমসন্তান, তোমাকে আমি যা বলি, তা শোন, এবং এই বিদ্রোহী বংশের মানুষদের মত বিদ্রোহী হয়ো না; তাই এখন মুখ খোল, আমি তোমাকে যা দিতে যাচ্ছি, তা খাও।' [৯] আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, আমার প্রতি বাড়ানো একটা হাত; আর দেখ, সেই হাতে রয়েছে একটা পাকানো পুঁথি। [১০] তিনি আমার সামনে তা খুলে ধরলেন; পুঁথিটা ভিতরে বাইরে দু'দিকেই লেখা—হাহাকার, বিলাপ, শোকের উক্তিই সেই লেখা!

৩ [১] তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, তোমার সামনে যা রয়েছে, তা খাও, পাকানো পুঁথিটা খাও, পরে গিয়ে ইস্রায়েলকুলের কাছে কথা বল।' [২] আমি মুখ খুললাম, আর তিনি আমাকে সেই পুঁথি খেতে দিলেন; [৩] আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে এই যে পুঁথি দিচ্ছি, তা খেয়ে তোমার উদর পুষ্ট কর ও তোমার অন্ত্ররাজি ভরিয়ে তোল।' আমি তা খেলাম, আমার মুখে তা মধুর মত মিষ্টি লাগল।

[৪] পরে তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, এখন তুমি যাও, ইস্রায়েলকুলের কাছে গিয়ে আমার এই সব কথা জানাও, [৫] কারণ তুমি অদ্ভুত বা ভিন্ন ভাষার কোন জাতির কাছে নয়, ইস্রায়েলকুলের কাছেই প্রেরিত হচ্ছ; [৬] এমন অদ্ভুত ও ভিন্ন ভাষার

বহুজাতির কাছেও তুমি প্রেরিত নও, যাদের কথা তোমার পক্ষে বোঝার অতীত; তাদেরই কাছে আমি যদি তোমাকে পাঠাতাম, তবে তারা তোমার কথায় অবশ্য কান দিত; [৭] কিন্তু ইস্রায়েলকুল তোমার কথা শুনতে চাইবে না, কারণ তারা আমার কথা শুনতে চায় না; গোটা ইস্রায়েলকুল-ই শক্তমনা ও কঠিন হৃদয়ের এক কুল। [৮] দেখ, আমি তোমার মুখ তাদের মুখের মত কঠোর করলাম, তোমাকে তাদের মত শক্তমনা করে তুললাম; [৯] যে হীরক চকমকি পাথরের চেয়েও শক্ত, তারই মত আমি তোমাকে শক্তমনা করলাম। তাই তুমি তাদের ভয় পেয়ো না, তাদের সামনে অভিভূত হয়ো না; তারা তো বিদ্রোহী বংশের মানুষ!'

[১০] পরে তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে যা কিছু বলি, সেই সমস্ত বাণী তুমি হৃদয়ে গ্রহণ কর, সেই সমস্ত বাণী কান পেতে শোন, [১১] পরে যাও, সেই নির্বাসিত লোকদের কাছে, তোমার আপন জাতির মানুষদের কাছে গিয়ে তাদের কাছে কথা বল। তারা শুনুক বা না শুনুক, তুমি তাদের বলবে: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন।'

[১২] তখন আত্মা আমাকে তুলে নিল, এবং আমি আমার পিছনে মহাকল্লোলের একটা শব্দ শুনতে পেলাম: 'তাঁর বাসস্থান থেকে, ধন্য প্রভুর গৌরব!' [১৩] তা ছিল ওই প্রাণীদের পাখার শব্দ যা পরস্পরের গায়ে আঘাত করছিল, সেইসঙ্গে তা ছিল ওই চাকাগুলোর শব্দ ও মহাকল্লোলের শব্দ। [১৪] আত্মা আমাকে তুলে নিয়ে গেলে আমি মনস্তাপে দুঃখার্ত হয়ে চলে গেলাম; প্রভুর হাত আমার উপরে ভারী ছিল। [১৫] আমি তেল-আবিবে এসে গেলাম, সেই নির্বাসিত লোকদের কাছে, যারা কেবার নদীর ধারে বসতি করেছিল; আর তারা যেখানে বাস করছিল, সেখানে আমি স্তব্ধ অবস্থায় তাদের মাঝে সাত দিন থাকলাম।

প্রহরীরূপে নবী

[১৬] এই সাত দিন শেষে প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৭] 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম; আমার মুখের একটা বাণী শুনলেই তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের সতর্ক করবে। [১৮] যখন আমি দুর্জনকে বলি, তুমি মরবেই মরবে, তখন তুমি যদি এই বিষয়ে তাকে

সতর্ক না কর; এবং সেই দুর্জন যেন তার কুপথ ছেড়ে নিজের প্রাণ বাঁচায় তুমি যদি সাবধান বাণীর মত তাকে কিছু না বল, তবে সেই দুর্জন তার নিজের অপরাধের কারণে মরবে বটে, কিন্তু তোমারই কাছে আমি তার রক্তের কৈফিয়ত চাইব! [১৯] তবু তুমি দুর্জনকে সতর্ক করলে সে যদি নিজের দুষ্কর্ম ও কুপথ থেকে না ফেরে, তবে সে তার নিজের অপরাধের কারণে মরবে, কিন্তু তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাবে।

[২০] আবার, কোন ধার্মিক মানুষ যদি তার নিজের ধর্মিষ্ঠতা থেকে ফিরে অন্যায় করে, আমি তার জন্য বিঘ্ন ঘটাব আর সে মরবে; তুমি তাকে সতর্ক না করার ফলে সে তার নিজের পাপের কারণে মরবে, ও তার সাধিত শুভকর্মের কিছুই স্মরণে থাকবে না; কিন্তু তোমারই কাছে আমি তার রক্তের কৈফিয়ত চাইব! [২১] তবু তুমি ধার্মিক মানুষকে পাপ না করতে সতর্ক করলে সে যদি পাপ না করে, তবে তাকে সতর্ক করা হয়েছে বলে সে অবশ্য বাঁচবে আর তুমিও নিজের প্রাণ বাঁচাবে।'

ইস্রায়েলকুলের জন্য নানা চিহ্ন

[২২] সেই জায়গায়ও প্রভুর হাত আমার উপরে নেমে এল, আর তিনি আমাকে বললেন, 'ওঠ, উপত্যকায় যাও; সেখানে তোমার কাছে কথা বলব।' [২৩] আমি উঠে সেই উপত্যকায় গেলাম; আর দেখ, প্রভুর গৌরব সেই জায়গায় উপস্থিত; কেবার নদীর ধারে যে গৌরব দেখেছিলাম, ঠিক তারই মত দেখতে; আর আমি উপুড় হয়ে পড়লাম। [২৪] তখন আত্মা আমার মধ্যে প্রবেশ করে এমনটি করল যেন আমি পায়ে ভর করে দাঁড়াই; আর তিনি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'যাও, তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে ভিতরে থাক। [২৫] কিন্তু, হে আদমসন্তান, দেখ, তোমার গায়ে দড়ি দেওয়া হবে, তোমাকে বেঁধে দেওয়া হবে, তখন তুমি বাইরে তাদের মধ্যে যেতে পারবে না। [২৬] আমি এমনটি করব, যেন তোমার জিহ্বা মুখের তালুতে লেগে থাকে, তখন তুমি বোবা হবে; এইভাবে তাদের কাছে তুমি ভর্ৎসনাকারী হবে না, কেননা তারা বিদ্রোহী বংশ। [২৭] কিন্তু যখন আমি তোমার কাছে কথা বলব, তখন তোমার মুখ খুলে দেব আর তুমি তাদের উদ্দেশ করে বলবে: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন; যে শুনতে চায়, সে শুনুক, যে শুনতে চায় না, সে না শুনুক; কেননা তারা বিদ্রোহী বংশ।'

৪ [১] ‘আর তুমি, হে আদমসন্তান, তুমি একটা মাটি-ফলক নিয়ে তা তোমার সামনে রাখ, ও তার উপরে এক নগরীর, যেরুশালেমেরই ছবি আঁক। [২] তা অবরোধ কর: তার গায়ে গড় গাঁথ, জাঙ্গাল বাঁধ, জায়গায় জায়গায় শিবির স্থাপন কর ও তার চারদিকে প্রাচীরভেদক যন্ত্র বসাও। [৩] পরে একখানা লোহার তাওয়া নিয়ে তোমার ও নগরীর মাঝখানে লোহার প্রাচীর হিসাবে তা বসাও, এবং তোমার মুখ তার দিকে নিবদ্ধ রাখ, তাতে তা অবরুদ্ধ হবে, এমনকি, তুমিই তা অবরোধ করে থাকবে! ইস্রায়েলকুলের জন্য এ চিহ্নস্বরূপ হবে।

[৪] পরে তুমি বাঁ পাশ হয়ে শুয়ে নিজের উপরে ইস্রায়েলকুলের অপরাধ বহন কর। যতদিন তুমি সেই পাশ হয়ে শুয়ে থাকবে, ততদিন তাদের অপরাধ বহন করবে। [৫] আমি তাদের অপরাধ-বর্ষের সংখ্যা অনুসারে দিনের সংখ্যা তোমার জন্য স্থির করলাম: তা তিনশ’ নব্বই দিন; তুমি ইস্রায়েলকুলের অপরাধ বহন করবে। [৬] সেই দিনগুলি শেষে তুমি তোমার ডান পাশ ফিরে শুয়ে থাকবে, এবং যুদাকুলের অপরাধ বহন করবে; আমি চল্লিশ দিন, এক এক বছরের জন্য এক এক দিন, তোমার জন্য স্থির করলাম। [৭] তুমি তোমার মুখ যেরুশালেমের অবরোধের দিকে নিবদ্ধ রাখবে, বাহু প্রসারিত রাখবে, ও তার বিরুদ্ধে ভাববাণী দেবে। [৮] দেখ, আমি তোমাকে কতগুলো দড়িতে বেঁধে দিলাম, তাতে তুমি এক পাশ থেকে অন্য পাশে ফিরতে পারবে না, যতদিন না তোমার অবরোধের দিনগুলি শেষ কর।

[৯] এর মধ্যে তুমি গম, যব, ডাল, মসুরি, জোয়ার ও সূক্ষ্ম গম সংগ্রহ করে সবই এক পাত্রে রাখ, এবং তা দিয়ে রুটি তৈরি কর: যতদিন পাশ হয়ে শুয়ে থাকবে, ততদিন, অর্থাৎ তিনশ’ নব্বই দিন ধরে তা খেয়ে থাকবে। [১০] তোমার দৈনিক খাদ্য-পরিমাণ হবে কুড়ি তোলা: তা দিনের বিশেষ বিশেষ সময়ে খাবে। [১১] যে জল পান করবে, তাও পরিমিত হবে: হিনের ষষ্ঠাংশ করে পান করবে; তা দিনের বিশেষ বিশেষ সময়ে পান করবে। [১২] এই খাদ্য তুমি যবের পিঠার মত করে খাবে, এবং তাদের চোখের সামনে মানুষের মলের আগুনেই তা পাক করবে। [১৩] এইভাবেই—প্রভু আমাকে বললেন—ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের অশুচি রুটি খাবে সেই বিজাতীয়দের মাঝে, যেখানে আমি তাদের বিক্ষিপ্ত করব।’

[১৪] তখন আমি বলে উঠলাম: 'আহা, প্রভু পরমেশ্বর, দেখ, আমি কখনও নিজেকে অশুচি করিনি! ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমি কখনও স্বয়ংমৃত বা পশু দ্বারা বিদীর্ণ কিছুই খাইনি, অশুচি মাংসও আমার মুখে কখনও ঢোকেনি।' [১৫] উত্তরে তিনি আমাকে বললেন: 'আচ্ছা, মানুষের মলের বদলে গোবরের আগুনেই আমি তোমার রুটি তোমাকে পাক করতে দিচ্ছি।' [১৬] তিনি বলে চললেন, 'আদমসন্তান, দেখ, আমি যেরুশালেমে রুটিভাণ্ডার ভেঙে দিতে যাচ্ছি, তখন তারা পরিমিত মাত্রায় রুটি খাবে, পরিমিত মাত্রায় আশঙ্কার মধ্যে জল পান করবে; [১৭] এভাবে রুটি ও জলের অভাবে তারা সবাই মিলে আতঙ্কিত হবে, নিজ নিজ অপরাধের ভারে ক্ষীণ হবে।'

৫ [১] 'আর তুমি, হে আদমসন্তান, তুমি একটা ধারালো খড়্গা নিয়ে তা নাপিতের ক্ষুরের মত ব্যবহার করে তোমার মাথা ও দাড়ি খেউরি কর; পরে নিক্তি নিয়ে সেই কাটা চুল ভাগ ভাগ কর। [২] তার তিন ভাগের এক ভাগ তুমি নগরীর অবরোধের শেষ কালে নগরীর মাঝখানে আগুনে পুড়িয়ে দেবে, আর এক ভাগ নিয়ে নগরীর চারদিকে খড়্গা দ্বারা কুটিকুটি করবে, আর বাকি ভাগটা বাতাসে উড়িয়ে দেবে, তখন আমি তাদের পিছু পিছু খড়্গা নিষ্কোষিত করব। [৩] আবার তুমি তার স্বল্পসংখ্যক চুল নিয়ে তোমার চাদরের অঞ্চলে তা বেঁধে রাখবে, [৪] এবং তার আর একটুকু নিয়ে আগুনে ফেলে পুড়িয়ে দেবে। তা থেকে এমন আগুন নির্গত হবে, যা সমগ্র ইস্রায়েলকুলের উপরে নেমে পড়বে।

[৫] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: এ-ই সেই যেরুশালেম, যাকে আমি বিজাতীয়দের মাঝে স্থাপন করেছি, ও যার চারদিকে নানা দেশ রেখেছি; [৬] কিন্তু সেই বিজাতীয়দের চেয়ে সে আরও ধূর্ততার সঙ্গে আমার বিধিনিয়মের প্রতি, ও তার চারদিকের দেশগুলোর চেয়ে আমার নিয়মনীতির প্রতি আরও বিদ্রোহী হয়েছে; হ্যাঁ, তারা আমার নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করেছে ও আমার বিধিপথে চলেনি।

[৭] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেহেতু তোমরা চারদিকের জাতিগুলির চেয়ে বেশি গোলযোগ করেছ, আমার বিধিপথে চলনি, আমার নিয়মনীতি পালন করনি, এমনকি তোমাদের চারদিকের জাতিগুলির নিয়মনীতি অনুসারেও চলনি, [৮] সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমিও এখন তোমার বিপক্ষে! আমি

জাতিসকলের চোখের সামনে তোমার উপর বিচার সাধন করব। [৯] তোমার জঘন্য কাজের জন্য আমি তোমার মধ্যে এমন কিছু ঘটাব, যা কখনও ঘটাইনি আর কখনও ঘটাব না। [১০] ফলে তোমার মধ্যে পিতারা সন্তানদের খেয়ে ফেলবে, ও সন্তানেরা নিজ নিজ পিতাদের খেয়ে ফেলবে। আমি তোমার উপর বিচার সাধন করব, ও তোমার যা অবশিষ্ট থাকবে, তা সবই বাতাসে ছড়িয়ে দেব।

[১১] আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—যখন তুমি তোমার ঘৃণ্য কর্ম ও সমস্ত জঘন্য বস্তু দ্বারা আমার পবিত্রধাম কলুষিত করেছ, তখন আমিও সবকিছু খেউরি করব, আমার চোখ মমতা দেখাবে না, আমিও করুণা দেখাব না। [১২] তোমার লোকদের তিন ভাগের এক ভাগ মহামারীতে মরবে কিংবা তোমার মধ্যে ক্ষুধায় নিঃশেষিত হবে; আর এক ভাগ তোমার চারদিকে খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে; এবং শেষ ভাগকে আমি চারদিকে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের পিছু পিছু খড়্গ নিষ্কোষিত করব।

[১৩] প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি আমার ক্রোধ ঝেড়ে যাব, ও তাদের উপর আমার রোষ বহাল রাখব; আর যখন আমার রোষ পরিতৃপ্ত হবে, তখন তারা জানতে পারবে যে, আমি প্রভু উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায়ই কথা বলেছি।

[১৪] আমি চারদিকের জাতিগুলির মধ্যে, সকল পথিকের চোখের সামনে তোমাকে মরুপ্রান্তর ও বিতৃষ্ণার বস্তু করব। [১৫] তুমি তোমার চারদিকের জাতিগুলির কাছে বিতৃষ্ণা ও টিটকারি, দৃষ্টান্ত ও বিভীষিকার বিষয় হবে, কারণ আমি ক্রোধ, রোষ ও ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়ে তোমার উপর বিচার সাধন করব—আমিই, প্রভু, একথা বললাম! [১৬] তাদের উপরে আমি দুর্ভিক্ষের মারাত্মক তীর ছুড়ব, সেগুলো তোমাদের বিনাশ করবে, কেননা আমি তোমাদের বিনাশের জন্যই সেগুলোকে প্রেরণ করব; তখন আমি তোমাদের উপরে দুর্ভিক্ষের চাপ আরও ভারী করব, ও তোমাদের অন্নভাণ্ডার উচ্ছেদ করব। [১৭] আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষ ও বন্যজন্তু পাঠাব; সেগুলো তোমাকে নিঃসন্তান করবে; মহামারী ও হত্যাকাণ্ড তোমার মধ্য দিয়ে যাবে, আর সেইসঙ্গে আমি তোমার উপরে খড়্গ ডেকে আনব। আমিই, প্রভু, একথা বললাম।’

ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতের বিরুদ্ধে বাণী

৬ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] ‘আদমসন্তান, ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতের দিকে মুখ ফিরে তাদের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও; [৩] বল: হে ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বত, প্রভু পরমেশ্বরের বাণী শোন! প্রভু পরমেশ্বর পর্বত, উপপর্বত, খাদনদী ও উপত্যকা সকলকেই একথা বলছেন: দেখ, আমি, আমিই তোমাদের বিরুদ্ধে এক খড়্গ প্রেরণ করতে যাচ্ছি, ও তোমাদের উচ্চস্থানগুলি নিশ্চিহ্ন করতে যাচ্ছি। [৪] তোমাদের যত যজ্ঞবেদি ধ্বংস করা হবে, ও তোমাদের যত ধূপবেদি ভেঙে ফেলা হবে; আমি তোমাদের নিহত লোকদের তোমাদের পুতুলগুলোর সামনে ফেলে দেব, [৫] ইস্রায়েল সন্তানদের মৃতদেহ তাদের পুতুলগুলোর সামনে রাখব, ও তোমাদের যজ্ঞবেদিগুলির চারদিকে তোমাদের হাড় ছড়াব। [৬] তোমরা যেইখানে বাস কর না কেন, সেখানকার শহরগুলিকে উৎসন্ন করা হবে ও উচ্চস্থানগুলিকে ধ্বংস করা হবে, এভাবে তোমাদের যজ্ঞবেদিগুলি উৎসন্ন ও বিনষ্ট হয়ে পড়বে, এবং তোমাদের পুতুলগুলো ভেঙে ফেলা হবে, সেগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তোমাদের ধূপবেদিগুলি উচ্ছিন্ন হবে, তোমাদের যত তৈরী বস্তু বিলুপ্ত হবে। [৭] তোমাদের লোকেরা তোমাদের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে মারা পড়বে, তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

[৮] তথাপি জাতিগুলির মাঝে যখন কেবল খড়্গ থেকে রেহাই পাওয়া লোকেরাই তোমাদের মধ্যে থাকবে, যখন তোমরা নানা দেশে বিক্ষিপ্ত হবে, তখন আমি একটা অবশিষ্টাংশ রাখব। [৯] তোমাদের সেই রেহাই পাওয়া লোকদের যাদের কাছে বন্দি অবস্থায় আনা হবে, সেই জাতিগুলির মধ্যে তারা আমাকে স্মরণ করবে; কেননা তাদের যে ব্যভিচারী হৃদয় আমাকে ত্যাগ করে দূরে চলে গেছে, ও তাদের যে চোখ তাদের পুতুলগুলোর অনুগমনে ব্যভিচার করেছে, তা আমি ভেঙে ফেলব; তারা তাদের সাধিত অপকর্মের জন্য ও তাদের সমস্ত জঘন্য কর্মের জন্য নিজেরা নিজেদের ঘৃণা করবে। [১০] তখন তারা জানবে যে, আমিই প্রভু; আমি তাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটাবার কথা বৃথা বলিনি।

[১১] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তুমি হাততালি দাও, পা দিয়ে মাটি মাড়াও, এবং বল: আচ্ছা! তাদের সমস্ত জঘন্য অপকর্মের জন্য ইস্রায়েলকুল খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও

মহামারীতে মারা পড়বে! [১২] দূরবর্তী মানুষ মহামারীতে মরবে, নিকটবর্তী মানুষ খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, আর যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে বা উদ্ধার পাবে সে দুর্ভিক্ষে মরবে: এইভাবে আমি তাদের উপরে আমার রোষ নিঃশেষে ঝেড়ে যাব। [১৩] তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু, যখন সমস্ত উঁচু উপপর্বতে, সমস্ত পর্বতচূড়ায়, তাদের যজ্ঞবেদির চারদিকে, পুতুলগুলোর মধ্যে তাদের নিহত লোকেরা পড়ে থাকবে, হ্যাঁ, সেই সমস্ত সবুজ গাছ ও পাতাবহুল ওক্ গাছের তলায় পড়ে থাকবে, যেখানে তারা নিজ নিজ পুতুলগুলোর উদ্দেশে সুরভিত নৈবেদ্য উৎসর্গ করত। [১৪] আমি তাদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াব, এবং মরুপ্রান্তর থেকে রিব্লা পর্যন্ত—তারা যেইখানে বাস করুক না কেন—দেশ উৎসন্ন ও শুষ্ক করব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।’

শেষ পরিণাম আসন্ন

৭ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] ‘আদমসন্তান, প্রভু পরমেশ্বর ইস্রায়েল-দেশভূমিকে একথা বলছেন: শেষ পরিণাম! দেশের চার কোণের জন্য শেষ পরিণাম আসছে। [৩] এখন তোমার উপরেও শেষ পরিণাম উপস্থিত; আমি তোমার উপরে আমার ক্রোধ ছুড়ব, তোমার আচরণ অনুসারে তোমাকে বিচার করব, তোমার জঘন্য কর্মের ফল তোমার উপর নামিয়ে আনব। [৪] তোমার প্রতি আমার চোখ মমতা দেখাবে না, আমিও করুণা দেখাব না; না! তোমার আচরণ অনুযায়ী ফল তোমার উপরে নামিয়ে আনব ও তোমার যত জঘন্য কর্ম তোমারই মধ্যে থাকবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

[৫] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: অমঙ্গল! অচিন্তনীয় অমঙ্গল আসছে। [৬] শেষ পরিণাম আসছে, তোমার উপরে শেষ পরিণাম আসছে; শেষ পরিণাম এখনই আসছে। [৭] হে দেশনিবাসী মানুষ, তোমার পালা আসছে, কাল আসছে, দিনটি সন্নিকট: তা কোলাহলের দিন, পাহাড়পর্বতের উপরে ফুর্তির দিন নয়। [৮] আমি এখন, কিছুকালের মধ্যে, আমার রোষ তোমার উপরে ঢেলে দেব, আমার ক্রোধ তোমার বিরুদ্ধে নিঃশেষে ঝেড়ে যাব; তোমার আচরণ অনুসারে তোমাকে বিচার করব, তোমার সমস্ত জঘন্য কর্মের ফল তোমার উপরে নামিয়ে আনব। [৯] আমার চোখ মমতা দেখাবে না, আমিও

করুণা দেখাব না; তোমার আচরণ অনুযায়ী ফল তোমার উপরে নামিয়ে আনব ও তোমার যত জঘন্য কর্ম তোমারই মধ্যে থাকবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমি, সেই প্রভু, আমিই আঘাত করি।

[১০] ওই দেখ, সেই দিন! দেখ, তা আসছে; তোমার পালা উপস্থিত, হিংসা প্রস্ফুটিত, দম্ভ বিকশিত। [১১] আর শঠতার দণ্ড যে অত্যাচার, তা উন্নীত হচ্ছে। তাদের কিছুই আর থাকছে না, তাদের কোলাহলের ও তাদের গর্জনধ্বনিরও কিছুই থাকছে না। [১২] কাল আসছে, দিনটি সন্নিকট; ক্রেতা আনন্দ না করুক, বিক্রেতা শোক না করুক, কেননা রোষ সকলেরই উপরে উপস্থিত। [১৩] বস্তুত তারা দু'জনে জীবিত থাকলেও বিক্রেতা বিক্রীত জমির অধিকার আর ফিরে পাবে না, কেননা তাদের শোভার বিরুদ্ধে যে দণ্ডাদেশ, তা ফেরানো হবে না। প্রত্যেকে তার নিজের অপরাধে জীবনযাপন করবে; কেউই আর বল ফিরে পাবে না। [১৪] তুরি বাজছে, সবই প্রস্তুত, অথচ কেউই যুদ্ধে নামে না, কেননা সেই সমস্ত লোকের ভিড়ের উপরে আমার রোষ উপস্থিত। [১৫] বাইরে খড়্গ, ভিতরে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ: যে মাঠে থাকবে, সে খড়্গে মরবে; যে শহরে থাকবে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী তাকে গ্রাস করবে; [১৬] আর তাদের মধ্যে যারা রেহাই পেয়ে নিজেদের বাঁচাবে, তারা পাহাড়পর্বতের উপরে থেকে উপত্যকার ঘুঘুর মত বিলাপ করবে—প্রত্যেকে নিজ নিজ শঠতার জন্য।

[১৭] সকলের হাত দুর্বল হবে, সকলের হাঁটু জলের মত গলে যাবে। [১৮] তারা কোমরে চটের কাপড় পরবে, আতঙ্কে আচ্ছন্ন হবে। সকলের মুখে কালি পড়বে, সকলের মাথায় ক্ষুর পড়বে। [১৯] তারা পথে পথে রুপো ফেলে দেবে, তাদের সোনা অশুচি বস্তু হবে, প্রভুর রোষের দিনে তাদের সেই রুপো ও সোনা তাদের বাঁচাতে পারবে না; তা তাদের ক্ষুধা মেটাবে না, তা তাদের পেট ভরাতে পারবে না, কেননা সেই সোনা-রুপোই তাদের অপরাধের কারণ। [২০] তারা নিজেদের হারের শোভায় গর্ব করত, তা দিয়েই তাদের সেই জঘন্য প্রতিমাগুলো ও ঘৃণ্য বস্তুগুলো গড়ত: এই কারণে আমি সেইসব কিছু তাদের পক্ষে অশুচি বস্তু করব; [২১] সেই সমস্ত কিছু আমি শিকারের বস্তুরূপে বিদেশীদের হাতে তুলে দেব, দেশের নিচ লোকদের হাতে লুটের বস্তুরূপে সঁপে দেব,

আর তারা তা অপবিত্র করবে। [২২] আমি তাদের কাছ থেকে আমার শ্রীমুখ ফেরাব,
তখন আমার ধনভাণ্ডার অপবিত্রীকৃত হবে: দস্যুরা তার মধ্যে ঢুকে তা অপবিত্র করবে।
[২৩] তুমি একটা শেকল প্রস্তুত কর, কেননা দেশ রক্তপাতের অপরাধে, ও নগরী
অত্যাচারে পরিপূর্ণ। [২৪] আমি জাতিসকলের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত জাতিগুলিকে আনব,
তারা ওদের যত ঘর দখল করবে; আমি শক্তিশালী লোকদের গর্ব খর্ব করব, আর
তাদের পবিত্রধাম অপবিত্রীকৃত হবে। [২৫] আশঙ্কা আসবে: তারা শান্তির অন্বেষণ
করবে, কিন্তু শান্তি মিলবে না। [২৬] দুর্দশার উপরে দুর্দশা ঘটবে, জনরবের উপরে
জনরব হবে; নবীদের কাছে তারা দৈবদর্শন চাইবে, কিন্তু যাজকদের নির্দেশবাণী ও
প্রবীণদের সুমন্ত্রণা লোপ পাবে। [২৭] রাজা শোকপালন করবে, অমাত্য উৎসন্নতায়
পরিবৃত হবে, দেশের জনগণের হাত কম্পিত হবে। আমি তাদের ব্যবহার অনুসারে
তাদের প্রতি ব্যবহার করব, তাদের বিচারমান অনুসারে তাদের বিচার করব; তাতে
তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

যেরুশালেমে সাধিত পাপের দর্শন

৮ [১] ষষ্ঠ বর্ষের ষষ্ঠ মাসে, সেই মাসের পঞ্চম দিনে, আমি ঘরে বসে ছিলাম ও
যুদার প্রবীণেরা আমার সামনে বসে ছিলেন, এমন সময় সেখানে প্রভু পরমেশ্বরের হাত
হঠাৎ আমার উপর নেমে এল। [২] তখন আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, সেখানে
মানুষের মত দেখতে কোন একটা কিছু ছিল; দেহের যে অংশ কোমরের মত মনে
হচ্ছিল, তা থেকে দেহের নিচ পর্যন্ত আগুন ছিল; এবং কোমর থেকে উপর পর্যন্ত
দীপ্তিময় পিতলের মত জ্যোতির্ময় ছিল। [৩] হাতের মত কোন একটা কিছু বাড়ানো
হল, আর তা আমার মাথার চুল ধরল; এবং আত্মা আমাকে পৃথিবী ও আকাশের
মাঝখান পথে তুলে ঐশ্বরিক দর্শনযোগে যেরুশালেমে, উত্তরমুখী ভিতর-প্রাঙ্গণের
প্রবেশস্থানে নিয়ে গেল, যেখানে সেই অন্তর্জ্বালার মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, যা উত্তপ্ত প্রেমের
জ্বালা উত্তেজিত করে। [৪] আর দেখ, সেখানে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব
উপস্থিত; উপত্যকায় যা দেখেছিলাম, এ দেখতে তার মত ছিল। [৫] তিনি আমাকে
বললেন: 'আদমসন্তান, চোখ তুলে উত্তরদিকে তাকাও।' আমি উত্তরদিকে চোখ

তুললাম, আর দেখ, যজ্ঞবেদি-দ্বারের উত্তরে, ঠিক প্রবেশস্থানেই, সেই অন্তর্জ্বালার মূর্তি উপস্থিত। [৬] তিনি আমাকে বললেন: 'আদমসন্তান, এরা কী করছে, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? আমার পবিত্রধাম থেকে আমাকে সরিয়ে দেবার জন্য ইস্রায়েলকুল এখানে কেমন অধিক জঘন্য কর্ম করছে! অথচ তুমি এর চেয়ে আরও বেশি জঘন্য কিছু দেখবে!'

[৭] তিনি আমাকে প্রাঙ্গণের প্রবেশস্থানে নিয়ে গেলেন; তখন আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, দেওয়ালে এক ছিদ্র। [৮] তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, এই দেওয়াল নামিয়ে দাও।' আমি দেওয়ালটা নামিয়ে দিলাম, আর দেখ, একটা দরজা। [৯] তিনি আমাকে বললেন, 'ভিতরে গিয়ে দেখ, তারা এখানে কিনা জঘন্য কাজ সাধন করছে।' [১০] আমি ভিতরে গিয়ে চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, সবরকম সরিসৃপ ও জঘন্য পশুর দৃশ্য, এবং ইস্রায়েলকুলের সমস্ত পুতুল চারদিকে দেওয়ালের গায়ে আঁকা; [১১] তাদের সামনে ইস্রায়েলকুলের প্রবীণবর্গের সত্তরজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে, এবং তাদের মাঝখানে শাফানের সন্তান যায়াজানিয়া দাঁড়িয়ে আছে, আর প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধুনুচি; আর ধূপ-মেঘের সৌরভ ঊর্ধ্বে উঠছে। [১২] তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুলের প্রবীণবর্গ অন্ধকারে, প্রত্যেকে যে যার ঠাকুরঘরে, কি কি কাজ সাধন করে, তা কি তুমি দেখতে পেলে? তারা নাকি বলে: প্রভু আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না, প্রভু দেশ পরিত্যাগ করেছেন!' [১৩] তিনি আমাকে বললেন, 'অথচ তুমি এর চেয়ে আরও বেশি জঘন্য কিছু দেখবে!'

[১৪] পরে তিনি আমাকে প্রভুর গৃহের উত্তরদ্বারের প্রবেশস্থানে নিয়ে গেলেন; আর দেখ, সেখানে নানা স্ত্রীলোক বসে তাম্মুজ দেবের জন্য কাঁদছে। [১৫] তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, তুমি এ কি দেখতে পেলে? অথচ তুমি এর চেয়ে আরও বেশি জঘন্য কিছু দেখবে!'

[১৬] পরে তিনি আমাকে প্রভুর গৃহের ভিতর-প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন, আর দেখ, প্রভুর মন্দিরের প্রবেশস্থানে, বারান্দা ও যজ্ঞবেদির মাঝখান জায়গায়, প্রায় পঁচিশজন পুরুষ রয়েছে; তারা প্রভুর মন্দিরের দিকে পিঠ ও পুবদিকে মুখ ফিরিয়ে পুবদিকে সূর্যের উদ্দেশে প্রণিপাত করছে। [১৭] তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, তুমি এ কি দেখতে পেলে? এখানে যুদাকুল যে জঘন্য কর্ম সাধন করছে, তাদের পক্ষে কি তা এতই

সামান্য ব্যাপার যে, আমার ক্রোধ জাগাবার জন্য দেশকেও উৎপীড়নে পরিপূর্ণ করছে? দেখ, তারা নিজ নিজ নাকে সেই পবিত্র পল্লব দিচ্ছে! [১৮] তাই আমিও রোষভরে ব্যবহার করব। আমার চোখ মমতা দেখাবে না, আমিও করুণা দেখাব না: তারা আমার কানে তীব্র চিৎকার শোনাতে থাকুক, কিন্তু আমি তাদের কথা শুনব না।'

শাস্তি

৯ [১] তখন এক উদাত্ত কণ্ঠ আমার কানে চিৎকার করে বলল: 'তোমরা যারা নগরীকে শাস্তি দিতে নিযুক্ত, এগিয়ে এসো, প্রত্যেকে নিজ নিজ সর্বনাশা অস্ত্র হাতে করে এসো।' [২] আর দেখ, উত্তরমুখী উপরের তোরণদ্বার থেকে ছ'জন পুরুষ এগিয়ে এল, তাদের প্রত্যেকের হাতে সর্বনাশা অস্ত্র ছিল; তাদের মাঝখানে ক্ষোমের পোশাক পরা আর একজন পুরুষ ছিল, তার কোমরে শাস্ত্রীর লেখার থলি ছিল। তারা ভিতরে এসে ব্রঞ্জের যজ্ঞবেদির পাশে দাঁড়াল।

[৩] তখন ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব যে খেরুবদের উপরে ছিল, তা থেকে উঠে গৃহের প্রবেশদ্বারের দিকে গেল। তিনি ক্ষোমের পোশাক পরা সেই পুরুষকে ডাকলেন যার কোমরে শাস্ত্রীর লেখার থলি ছিল। [৪] প্রভু তাকে বললেন: 'নগরীর মধ্য দিয়ে, এই যেরুশালেমের মধ্য দিয়ে যাও, এবং তার মধ্যে যত জঘন্য কর্ম সাধিত হয়, তার জন্য যে সকল মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও কাঁদে, তাদের প্রত্যেকের কপাল ক্রুশ চিহ্নে চিহ্নিত কর।' [৫] পরে আমি শুনলাম, তিনি অন্যান্যদের বলছিলেন, 'তোমরা নগরীর মধ্য দিয়ে এর পিছু পিছু যাও, আঘাত কর! তোমাদের চোখ যেন দয়া না দেখায়, করুণা দেখিয়ো না। [৬] বৃদ্ধ, যুবক, কুমারী, শিশু, স্ত্রীলোক—সকলকেই নিঃশেষে বধ কর; কিন্তু যাদের কপাল ক্রুশ চিহ্নে চিহ্নিত, তাদের কাউকেই স্পর্শ করো না। আমার এই পবিত্রধাম থেকেই শুরু কর!' গৃহের সামনে যত প্রবীণেরা ছিল, তাদের নিয়েই তারা শুরু করল। [৭] তিনি তাদের আরও বললেন, 'গৃহ কলুষিত কর, সমস্ত প্রাঙ্গণ মৃতদেহগুলিতে ভরিয়ে তোল; এবার বেরিয়ে পড়!' তাই তারা বেরিয়ে পড়ে নগরীর মধ্যে আঘাত হানতে লাগল।

[৮] তারা আঘাত হানবার সময়ে আমি একা হয়ে রইলাম; তখন মাটিতে উপুড় হয়ে আমি কেঁদে কেঁদে বলে উঠলাম: ‘আহা, প্রভু পরমেশ্বর! যেরুশালেমের উপরে তোমার রোষ বর্ষণ করে তুমি কি ইস্রায়েলের অবশিষ্ট অংশটুকুও বিনাশ করবে?’ [৯] তিনি উত্তরে আমাকে বললেন, ‘ইস্রায়েল ও যুদাকুলের শঠতা অপরিসীম; দেশ রক্তপাতে ভরা, ও নগরী উৎপীড়নে পরিপূর্ণ; কেননা তারা বলে: প্রভু দেশ পরিত্যাগ করেছেন, প্রভু দেখতে পাচ্ছেন না! [১০] সুতরাং আমার চোখও মমতা দেখাবে না, আমিও করুণা দেখাব না: তাদের কর্মফল তাদের মাথার উপরে পড়বে।’ [১১] তখন ক্ষোমের পোশাক পরা মানুষটি যার কোমরে শাস্ত্রীর লেখার থলি ছিল, সে ফিরে এসে এই সংবাদ জানাল: ‘আমি আপনার আজ্ঞামত কাজ করেছি।’

১০ [১] আমি চেয়ে দেখছিলাম, আর দেখ, খেরুবদের মাথার উপরে যে বিতান, তাতে নীলকান্তমণির মত একটা কিছু বিরাজ করছিল, তাদের উপরে সিংহাসনের মত দেখতে কেমন যেন কিছু ছিল। [২] তিনি ক্ষোমের পোশাক পরা পুরুষকে বললেন, ‘তুমি চাকাগুলোর মাঝখানে খেরুবের নিচে প্রবেশ কর, এবং খেরুবদের মধ্য থেকে এক অঞ্জলি জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে নগরীর উপরে ছড়াও।’ আর আমি দেখতে দেখতে পুরুষটি সেখানে গেল।

[৩] যখন সেই পুরুষ প্রবেশ করল, তখন খেরুবেরা গৃহের ডান পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, এবং ভিতরের প্রাঙ্গণ মেঘে পরিপূর্ণ ছিল। [৪] প্রভুর গৌরব খেরুবের উপর থেকে উঠে গৃহের চৌকাটের উপরে দাঁড়াল, এবং গৃহ মেঘটিতে, ও প্রাঙ্গণ প্রভুর গৌরবের দীপ্তিতে পরিপূর্ণ হল। [৫] খেরুবদের পাখার মহাশব্দ বাইরের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল, তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই কণ্ঠস্বরের মত যখন তিনি কথা বলেন। [৬] তিনি যখন ক্ষোমের পোশাক পরা সেই পুরুষকে এই আজ্ঞা দিলেন, ‘তুমি চাকাগুলোর মধ্য থেকে, খেরুবদের মধ্য থেকে আগুন নাও,’ তখন সে প্রবেশ করে এক চাকার পাশে দাঁড়াল। [৭] এক খেরুব খেরুবদের মাঝখানে থাকা আগুন পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে তার কিছুটা নিয়ে ক্ষোমের পোশাক পরা সেই পুরুষের অঞ্জলিতে দিল, আর সে তা গ্রহণ করে বের হল। [৮] খেরুবদের পাখাগুলির নিচে মানুষের হাতের মত কোন কিছু দেখা যাচ্ছিল।

[৯] আমি আবার চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, এক খেরুবের পাশে এক চাকা, অন্য খেরুবের পাশে অন্য চাকা, এইভাবে চার খেরুবের পাশে চার চাকা; সেই চাকাগুলোর গঠন বৈদূর্যের প্রভার মত দেখতে; [১০] মনে হচ্ছিল, চার চাকার রূপ একই, কেমন যেন একটা চাকার মধ্যে আর একটা চাকা রয়েছে; [১১] চলাকালে ওই চার চাকা চারদিকে চলতে পারত, চলতে চলতে পিছন দিকে ফেরা তাদের দরকার ছিল না, কেননা যে স্থান মুখের সম্মুখ, সেই স্থানের দিকেই তারা যেত, আর যেতে যেতে ফিরত না। [১২] তাদের সর্বাঙ্গ, অর্থাৎ তাদের পিঠ, হাত ও পাখা এবং চাকাগুলি চারদিকে চোখে পরিপূর্ণ ছিল, চারটে চাকায়ও চোখ ছিল। [১৩] আমি শুনতে পেলাম, সেই চাকাগুলোকে 'ঘূর্ণি' নাম রাখা হল। [১৪] প্রতিটি খেরুবের চার মুখ: প্রথম মুখ খেরুবের মুখ, দ্বিতীয় মুখ মানুষের মুখ, তৃতীয় মুখ সিংহের মুখ ও চতুর্থ মুখ ঈগলের মুখ।

[১৫] সেই খেরুবেরা ঊর্ধ্বে উঠল। এরা ছিল সেই প্রাণী যাদের আমি কেবার নদীর কাছে দেখেছিলাম। [১৬] খেরুবদের চলাকালে তাদের পাশে পাশে চাকাগুলিও চলত; এবং খেরুবেরা যখন মাটি থেকে উঠত, তখন নিজ নিজ পাখা ওঠাত, চাকাগুলিও তখন তাদের পাশে পাশে উঠত। [১৭] তারা যখন দাঁড়াত, চাকাগুলিও তখন দাঁড়াত; তারা যখন উঠত, চাকাগুলিও তখন তাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠত, কেননা সেই প্রাণীদের আত্মা চাকাগুলোতে ছিল।

প্রভুর গৌরব গৃহকে ত্যাগ করে

[১৮] প্রভুর গৌরব গৃহের প্রবেশদ্বারের উপর থেকে চলে গিয়ে খেরুবদের উপরে দাঁড়াল। [১৯] তখন এরা পাখা বাড়াল ও আমার চোখের সামনে মাটি থেকে ঊর্ধ্বে যেতে লাগল; তাদের পাশে পাশে চাকাগুলিও ঊর্ধ্বে যেতে লাগল; খেরুবেরা প্রভুর গৃহের পুবদ্বারের প্রবেশস্থানে দাঁড়াল, এবং সেসময়ে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব, ঊর্ধ্বে, তাদের উপরে ছিল।

[২০] তারা ছিল সেই একই প্রাণী যাদের আমি কেবার নদীর ধারে দেখেছিলাম; তখন জানতে পারলাম, এরা খেরুব। [২১] প্রতিটি প্রাণীর চার চারটে মুখ ও চার চারটে পাখা, এবং তাদের পাখার নিচে মানুষের হাতের মত কোন কিছু ছিল।

[২২] আমি কেবার নদীর ধারে যে যে চেহারা দেখেছিলাম, এদের চেহারা ঠিক সেই চেহারার মত। প্রত্যেক প্রাণী সোজা সামনের দিকেই যেত।

যেরুশালেমে সাধিত পাপ

১১ [১] পরে আত্মা আমাকে তুলে প্রভুর গৃহের পুবদ্বারের কাছে নিয়ে গেল; আর দেখ, সেই দ্বারের প্রবেশস্থানে পাঁচজন পুরুষ উপস্থিত; এবং তাদের মধ্যে আমি আজ্জুরের সন্তান যায়াজানিয়া ও বেনাইয়ার সন্তান পেলাতিয়া, এই দু'জন সমাজনেতাকে দেখলাম। [২] তখন প্রভু আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, এই নগরীর মধ্যে এরাই অধর্ম আঁটে ও কুপরামর্শ দেয়; [৩] এরাই বলে: ঘরগুলো গাঁথার সময় এখনও কিছু দেরি আছে; নগরীটি হল হাঁড়ি, আর আমরা মাংস। [৪] তাই তুমি এদের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও; হে আদমসন্তান, ভাববাণী দাও।'

[৫] প্রভুর আত্মা আমার উপরে নেমে এল, আর তিনি আমাকে বললেন, 'বল, প্রভু একথা বলছেন: হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা তেমনই কথা বলছ, কিন্তু তোমাদের মনে যা কিছু উঠেছে, সেই সমস্ত কিছু আমি জানি। [৬] তোমরা এই নগরীতে নিহত লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছ, তার সমস্ত রাস্তা নিহত লোকে ভরিয়ে তুলেছ। [৭] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যাদের তোমরা নগরীর মধ্যে ফেলে দিয়েছ, তোমাদের হাতে নিহত সেই লোকেরাই মাংস, এবং নগরীটি হাঁড়ি। কিন্তু আমি তোমাদের বের করে আনব। [৮] তোমরা খড়্গ ভয় পাচ্ছ, আর আমি তোমাদের বিরুদ্ধে খড়্গই আনব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [৯] আমি নগরীর মধ্য থেকে তোমাদের বের করে এনে বিদেশীদের হাতে তুলে দেব, এবং তোমাদের উপর বিচার সাধন করব। [১০] তোমরা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে; আমি ইস্রায়েলের এলাকায় তোমাদের বিচার করব; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু। [১১] এই নগরী তোমাদের পক্ষে হাঁড়ি হবে না, এবং তোমরা এর মধ্যে থাকা মাংস হবে না! আমি ইস্রায়েলের এলাকায় তোমাদের বিচার করব; [১২] তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু; কেননা তোমরা আমার বিধিপথে চলনি, আমার নিয়মনীতি পালন করনি, বরং তোমাদের চারদিকের জাতিগুলির নিয়মনীতিমতই কাজ করেছ।'

[১৩] আর আমি ভাববাণী দিতে দিতেই বেনাইয়ার সন্তান পেলাতিয়া মারা পড়ল। আমি উপুড় হয়ে জোর গলায় চিৎকার করে বললাম, 'হায়, প্রভু পরমেশ্বর! তুমি কি ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে নিঃশেষে সংহার করবে?'

নবায়িত জনগণের প্রত্যাগমন

[১৪] তখন প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:
[১৫] 'আদমসন্তান, তোমার ভাইদের কাছে, তাদের সকলেরই কাছে, তোমার গোত্রের সকলের কাছে ও গোটা ইস্রায়েলকুলের কাছে যেরুশালেম-অধিবাসীরা নাকি বলে থাকে: প্রভু থেকে বেশ দূরেই থাক; এই দেশের অধিকার আমাদেরই হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে!
[১৬] তাই তুমি একথা বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হ্যাঁ, আমিই জাতিসকলের মাঝে তাদের দূর করে দিয়েছি, আমিই দেশ-বিদেশে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছি, তবু তারা যে সকল দেশে গিয়েছে, সেখানে আমি নিজে কিছুকালের মত তাদের পবিত্রধাম হয়েছি!
[১৭] তাই তুমি বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব, তোমরা যে সকল দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছ, সেখান থেকে তোমাদের জড় করব, এবং ইস্রায়েল-দেশভূমি তোমাদেরই দেব। [১৮] তারা ফিরে আসবে, ও সেখানকার যত ঘৃণ্য মূর্তি ও জঘন্য বস্তু সেখান থেকে দূর করে দেবে। [১৯] আমি তাদের অখণ্ড এক হৃদয় দেব, তাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা, তাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরময় হৃদয়, মাংসময়ই এক হৃদয় তাদের দেব, [২০] যেন তারা আমার বিধিপথে চলে ও আমার নিয়মনীতি পালনে নিষ্ঠাবান থাকে; তারা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। [২১] কিন্তু যাদের হৃদয় তাদের ঘৃণ্য মূর্তিগুলির পিছনে ও তাদের জঘন্য বস্তুর পিছনে যায়, আমি তাদের কর্মফল তাদের মাথার উপরে নামিয়ে দেব। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

প্রভুর গৌরব যেরুশালেম ত্যাগ করে

[২২] তখন খেরুবেরা পাখা ওঠাতে লাগল; তাদের পাশে পাশে চাকাগুলিও উঠতে লাগল; আর সেসময়ে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব ঊর্ধ্বে, তাদের উপরে, ছিল।
[২৩] পরে প্রভুর গৌরব নগরীর মধ্যস্থান থেকে ঊর্ধ্বে গিয়ে নগরীর পুবমুখী পর্বতের

উপরে দাঁড়াল। [২৪] তখন এক আত্মা আমাকে তুলে দর্শনযোগে, পরমেশ্বরের আত্মায়, কাল্দীয়দের দেশে নির্বাসিত লোকদের কাছে নিয়ে গেল; আর আমি যে দর্শন পেয়েছিলাম, তা আমার সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। [২৫] তখন, প্রভু আমাকে যা কিছু দেখিয়েছিলেন, আমি নির্বাসিত লোকদের কাছে তা বর্ণনা করলাম।

জনপ্রধান ও জনগণের জন্য এক চিহ্ন

১২ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, তুমি বিদ্রোহী বংশের মানুষদের মধ্যে বাস করছ; দেখবার চোখ থাকলেও তারা দেখে না, শুনবার কান থাকলেও তারা শোনে না, কারণ তারা বিদ্রোহী বংশের মানুষ। [৩] তাই, হে আদমসন্তান, তুমি তোমার নির্বাসিত মানুষের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, এবং দিনের বেলায় তাদের চোখের সামনে অন্য দেশে চলে যেতে প্রস্তুত হও; তুমি যেখানে থাক, সেখান থেকে তাদের চোখের সামনে অন্য জায়গায় চলে যাও; কি জানি, তারা বুঝতে পারবে যে, তারা বিদ্রোহী বংশের মানুষ। [৪] তুমি দিনের বেলায় তাদের চোখের সামনে তোমার জিনিসপত্র নির্বাসিত মানুষের জিনিসপত্রের মত গুছিয়ে নাও; কিন্তু সূর্যাস্তের সময়েই তাদের চোখের সামনে এমনভাবেই বাইরে যাবে, ঠিক যেন নির্বাসিত এক মানুষ চলে যায়। [৫] তুমি তাদের উপস্থিতিতে প্রাচীরে একটা গর্ত করে তা দিয়ে বাইরে চলে যাও। [৬] তাদের উপস্থিতিতে তোমার জিনিসপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বাইরে চলে যাও। নিজের মুখ ঢেকে রাখবে, যেন দেশ দেখতে না পাও; কেননা আমি তোমাকে ইস্রায়েলকুলের জন্য লক্ষণস্বরূপ করেছি।' [৭] আমি সেই আজ্ঞামত কাজ করলাম: দিনের বেলায় আমার জিনিসপত্র নির্বাসিত মানুষের জিনিসপত্রের মত গুছিয়ে নিলাম, এবং সূর্যাস্তের দিকে নিজেরই হাতে প্রাচীরে একটা গর্ত করে অন্ধকারের মধ্যে বাইরে গিয়ে তাদের চোখের সামনে আমার জিনিসপত্র কাঁধে তুলে নিলাম।

[৮] পরদিন সকালে প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৯] 'আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুল—সেই বিদ্রোহী বংশের মানুষেরা—কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেনি, তুমি কী করছ? [১০] তাদের তুমি এই উত্তর দাও: প্রভু পরমেশ্বর

একথা বলছেন: এই বাণী যেরুশালেমের জনপ্রধানকে ও নগরবাসী সমগ্র ইস্রায়েলকুলকে লক্ষ করে। [১১] তুমি বল: আমি তোমাদের পক্ষে লক্ষণস্বরূপ; কেননা আমি যেমন তোমার প্রতি করলাম, সেইমত তাদের প্রতি করতে যাচ্ছি; হ্যাঁ, তাদের দেশছাড়া করে নির্বাসন-দেশে নিয়ে যাওয়া হবে। [১২] তাদের মধ্যে যে জনপ্রধান আছে, সে অন্ধকার সময়ে নিজের বোঝা কাঁধে তুলে নেবে; এবং তার চলে যাওয়ার জন্য প্রাচীরে যে গর্ত করা হবে, সে সেই গর্তের মধ্য দিয়ে বাইরে চলে যাবে। সে মুখ ঢেকে রাখবে, যেন চোখে দেশ না দেখতে পায়। [১৩] কিন্তু আমি তার উপরে আমার জাল ফেলব, তখন সে আমার ফাঁদে ধরা পড়বে; আমি কাল্দীয়দের দেশে, সেই বাবিলনে, তাকে নিয়ে যাব; তবু সে তা দেখতে পাবে না, আর সেখানে মরবে। [১৪] তার পরিচর্যায় নিযুক্ত সকল লোক, তার প্রহরী দল, তার সমস্ত সৈন্যদল—তাদের সকলকেই আমি বাতাসে ছড়িয়ে দেব, ও তাদের পিছু পিছু খড়্গ নিষ্কোষিত করব। [১৫] আর তারা জানবে যে, আমিই প্রভু—যখন আমি জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করব ও নানা দেশে তাদের ছড়িয়ে দেব। [১৬] তবু তাদের একটা অংশ আমি খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী থেকে অবশিষ্ট রাখব, তারা যে সকল জাতির মাঝে যাবে, তাদের কাছে যেন তাদের সমস্ত জঘন্য কর্মের কথা বর্ণনা করে; তারাও যেন জানতে পারে যে, আমিই প্রভু।'

[১৭] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৮] 'আদমসন্তান, ভয়ের মধ্যে রুটি খাও, ও উদ্বেগ ও আশঙ্কার মধ্যে জল পান কর। [১৯] দেশের জনগণকে একথা বল: ইস্রায়েল-দেশভূমির, যেরুশালেম-অধিবাসীদের বিষয়ে প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তারা আশঙ্কার মধ্যে রুটি খাবে, আতঙ্কের মধ্যে জল পান করবে; কেননা তার নিবাসী লোকদের অধর্মের কারণে তাদের দেশের মধ্যে যা কিছু আছে, দেশ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে। [২০] জনবহুল শহরগুলি ধ্বংসিত হবে ও দেশ উৎসন্নস্থান হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

[২১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২২] 'আদমসন্তান, ইস্রায়েল-দেশভূমির বিষয়ে কেন এই প্রবাদ প্রচলিত যে, দিনগুলি কেটে যাচ্ছে আর সমস্ত দৈবদর্শন লোপ পাচ্ছে? [২৩] অতএব, তুমি তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা

বলছেন: আমি এই প্রবাদকেই বিলুপ্ত করব; ইস্রায়েলের বিষয়ে এই প্রবাদ আর চলবে না; এমনকি, তাদের বল: এমন দিনগুলি এগিয়েই আসছে, যখন সমস্ত দৈবদর্শন সিদ্ধিলাভ করবে। [২৪] কারণ মায়া-দর্শন বা মিথ্যা মন্ত্র ইস্রায়েলকুলের মধ্যে আর থাকবে না। [২৫] কেননা আমি, প্রভু, আমিই কথা বলব; আর আমি যে বাণী উচ্চারণ করব, তা দেরি না করে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করবে। এমনকি, হে বিদ্রোহী বংশ যে তোমরা, তোমাদের জীবনকালেই আমি কথা বলব ও সেই কথার সিদ্ধি ঘটাব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

[২৬] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২৭] 'আদমসন্তান, দেখ, ইস্রায়েলকুল নাকি বলে, এই লোক যে দর্শন পায়, তা বহুদিন পরের জন্য; লোকটা দূরবর্তী কালের বিষয়েই ভাববাণী দিচ্ছে। [২৮] এজন্য তুমি তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমার সমস্ত কথা সিদ্ধিলাভ করতে আর দেরি হবে না; আমি যে বাণী উচ্চারণ করব, তার সিদ্ধি ঘটাব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

নকল নবীদের বিরুদ্ধে বাণী

১৩ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, ইস্রায়েলের যে নবীরা ভাববাণী দেয়, তুমি তাদের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও; যারা নিজেদের মনোমত ভাববাণী দেয়, তাদের তুমি বল: তোমরা প্রভুর বাণী শোন! [৩] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ধিক্ সেই নির্বোধ নবীদের, যারা কোন দর্শন না পেয়ে নিজ নিজ আত্মা অনুসারে ভাববাণী দেয়। [৪] হে ইস্রায়েল, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শিয়ালদের মতই তোমার নবীরা! [৫] তোমরা প্রাচীরের ফাটলগুলির মধ্যে কখনও যাওনি, এবং ইস্রায়েলকুল যেন প্রভুর দিনে সংগ্রামে দাঁড়াতে পারে, এর জন্যও তোমরা তাদের রক্ষায় কোন প্রাকারও তৈরি করনি। [৬] যারা বলে: "প্রভুর উক্তি!" অথচ যাদের প্রভু পাঠাননি, সেই নবীরা মায়া-দর্শন পেয়েছে, মিথ্যা মন্ত্রও পড়েছে। আর এখন নাকি তারা আশা রাখছে যে, তাদের ভাববাণী সিদ্ধিলাভ করবে! [৭] যখন তোমরা বল: "প্রভুর উক্তি!" অথচ আমি তোমাদের পাঠাইনি, তখন কি তোমরা যে দর্শন পেয়েছ, তা কি মায়া নয়? আর তোমরা যে মন্ত্র পড়েছ, তাও কি মিথ্যা নয়? [৮] এজন্য

প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা মিথ্যাকথা বলেছ ও মায়া-দর্শন পেয়েছ বিধায়, দেখ, আমি এখন তোমাদের বিপক্ষে!—প্রভুর উক্তি। [৯] সত্যিই আমার হাত সেই নবীদের বিরুদ্ধ হবে, যারা মায়া-দর্শন পায় ও মিথ্যা মন্ত্র পড়ে; তারা আমার জনগণের সভায় স্থান পাবে না, তাদের নাম ইস্রায়েলের বংশাবলি-পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হবে না, এবং ইস্রায়েল-দেশভূমিতে প্রবেশ করবে না; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর; [১০] কেননা শান্তি না থাকলেও তারা "শান্তি" বলে আমার জনগণকে ভোলায়; এবং জনগণ প্রাচীর মেরামত করলে, দেখ, তারা তাতে কাদামাটির প্রলেপ দেয়। [১১] তাই এরা যারা কাদামাটির প্রলেপ দেয়, তাদের তুমি বল: প্রাচীরটা পড়ে যাবেই! মুষলধারে বৃষ্টি আসবে, তখন শিলাবৃষ্টির শিলাকুচি যে তোমরা, তোমরাই পড়বে; প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস বইবে, [১২] আর প্রাচীরটা হঠাৎ পড়ে গেল! তখন লোকে কি তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে না: তোমাদের দেওয়া কাদামাটির প্রলেপ কোথায়? [১৩] সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমিই আমার রোষে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস ডেকে আনব, আমার ক্রোধে মুষলধারে বৃষ্টি আসবে, আমার বিনাশী আক্রোশে বিশাল পাথরের মত শিলাবৃষ্টি হবে; [১৪] তোমরা যে প্রাচীরে কাদামাটির প্রলেপ দিয়েছ, তা আমি ভেঙে ফেলব, তা ভূমিসাৎ করব, তখন তার ভিত্তিমূল অনাবৃত হবে; সেই প্রাচীর পড়বেই, আর তার সঙ্গে তোমাদেরও বিনাশ হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু! [১৫] আর সেই প্রাচীরের বিরুদ্ধে, ও যারা তাতে কাদামাটির প্রলেপ দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আমার রোষ নিঃশেষে ঝেড়ে যাওয়ার পর আমি তোমাদের বলব: প্রাচীরও গেল, আর প্রলেপ দিয়েছিল যারা, তারাও গেল, [১৬] অর্থাৎ যারা যেরুশালেমের বিষয়ে ভাববাণী দেয় ও শান্তি না থাকলেও তার জন্য শান্তির দর্শন পায়, সেই নবীরাও গেল! প্রভুর উক্তি।

[১৭] এখন, তুমি, হে আদমসন্তান, তোমার জাতির যে কন্যারা নিজ নিজ মন অনুসারেই ভাববাণী দেয়, তাদের উদ্দেশ করে কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও। [১৮] তুমি তাদের বলবে: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ধিক্ সেই স্ত্রীলোকদের, যারা লোকদের শিকার করার জন্য সমস্ত কবজিতে জাদু-তাবিজ সেলাই করে ও প্রত্যেকের মাথার মাপ অনুযায়ী মাথার রুমাল তৈরি করে। তোমরা কি আমার জনগণের প্রাণ

শিকার করবে ও নিজেদের প্রাণ বাঁচাবে? [১৯] তোমরা তো দু’ এক মুঠো যব বা দু’ এক টুকরো রুটির জন্য আমার জনগণের মধ্যে আমাকে সম্মানচ্যুত করেছ; হ্যাঁ, যে মৃত্যুর যোগ্য নয়, তার মৃত্যু ঘটিয়ে, ও যে বাঁচবার যোগ্য নয়, তাকে বাঁচিয়ে তোমরা আমার এই জনগণকে ভুলিয়েছ যারা মিথ্যাকথা বিশ্বাস করে থাকে। [২০] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, তোমাদের যে যে তাবিজ দ্বারা তোমরা পাখি শিকারের মত লোকদের শিকার করে থাক, আমি সেগুলির বিপক্ষে দাঁড়াই; আমি তোমাদের বাহু থেকে সেই সকল তাবিজ ছিঁড়ে ফেলব; এবং যাদের তোমরা পাখির মত শিকার করে থাক, আমি সেই সকল লোককে মুক্ত করে দেব; [২১] আমি তোমাদের সেই টুপি ছিঁড়ে ফেলব, তোমাদের হাত থেকে আমার জনগণকে উদ্ধার করব; তারা শিকারে ধরা পড়ার জন্য তোমাদের হাতে আর থাকবে না; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

[২২] কেননা আমি যে ধার্মিককে উদ্বিগ্ন করিনি, তোমরা মিথ্যাকথা দিয়ে তার হৃদয় দুঃখ-ভরা করেছ, এবং দুর্জনের হাত সবল করেছ, যেন সে জীবনলাভের উদ্দেশে নিজের কুপথ থেকে না ফেরে। [২৩] এজন্য তোমরা মায়া-দর্শন আর পাবে না, মন্ত্র আর পড়বে না; এবং আমি তোমাদের হাত থেকে আমার জনগণকে উদ্ধার করব; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।’

মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বাণী

১৪ [১] ইস্রায়েলের কয়েকজন প্রবীণ আমার কাছে এসে আমার সামনে বসলেন। [২] তখন প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৩] ‘আদমসন্তান, এই লোকেরা তাদের সেই পুতুলগুলো তাদের নিজেদের হৃদয়ে দাঁড় করিয়েছে, ও নিজেদের শঠতার কারণটার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে; আমি কি এমনটি হতে দেব যে, এরা আমার অভিমত অনুসন্ধান করবে? [৪] তাই তুমি এদের কাছে কথা বলে এদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ইস্রায়েলকুলের যে কোন মানুষ নিজের পুতুলকে হৃদয়ে দাঁড় করায়, ও নিজের শঠতার কারণটার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, এবং পরে নবীর কাছে আসে, তাকে আমি, প্রভু, আমিই তার অসংখ্য পুতুলগুলোর বিষয়ে উত্তর দেব,

[৫] যারা তাদের পুতুলগুলোর খাতিরে আমা থেকে সরে গেছে, আমি যেন সেই ইস্রায়েলকুলের হৃদয়ের পুনর্নাগাল পেতে পারি।

[৬] তাই তুমি ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা ফের, তোমাদের পুতুলগুলো থেকে মুখ ফেরাও, তোমাদের সমস্ত জঘন্য কর্ম থেকে মুখ ফেরাও, [৭] কেননা ইস্রায়েলকুলের মধ্যে ও ইস্রায়েলে প্রবাসী যত বিদেশীর মধ্যে যে কেউ আমা থেকে দূরে সরে যায়, নিজের পুতুলগুলো নিজের হৃদয়ে দাঁড় করায়, ও নিজের শঠতার কারণটার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, সে যদি আমার অভিমত অনুসন্ধান করার জন্য নবীর কাছে আসে, তবে আমি, প্রভু, নিজেই তাকে উত্তর দেব। [৮] আমি সেই মানুষের বিরুদ্ধে মুখ ফেরাব, তাকে চিহ্ন ও প্রবাদস্বরূপ দাঁড় করাব, এবং আমার আপন জনগণের মধ্য থেকে তাকে উচ্ছেদ করব; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

[৯] কোন নবী যদি নিজেকে ভুলিয়ে ভাববাণী দেয়, তবে জেনে রাখ, আমি, প্রভু, আমিই সেই নবীকে ভুলিয়েছি; আমি তার বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়ে আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের মধ্য থেকে তাকে উচ্ছেদ করব। [১০] এইভাবে তারা উভয়ে নিজ নিজ অপরাধের দণ্ড নিজেরা বহন করবে; অভিমত যে অনুসন্ধান করেছে, তার অপরাধের দণ্ড ও নবীর অপরাধের দণ্ড সমান হবে; [১১] যেন ইস্রায়েলকুল আর আমাকে ত্যাগ করে বিপথে না গিয়ে ও নিজেদের সমস্ত অধর্মে নিজেদের কলুষিত না করে বরং যেন হয় আমার আপন জনগণ আর আমি হই তাদের আপন পরমেশ্বর। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।’

বিচার অপরিহার্য

[১২] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৩] ‘আদমসন্তান, কোন দেশ আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে আমার বিরুদ্ধে পাপ করলে আমি যখন তার বিরুদ্ধে হাত বাড়াই, তার অন্নভাণ্ডার বিধ্বস্ত করি ও তার মধ্যে দুর্ভিক্ষ পাঠিয়ে সেখানকার মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করি, [১৪] তখন তার মধ্যে যদিও নোয়া, দানেল ও যোব, এই তিনজনে থাকে, তারা নিজ ধর্মিষ্ঠতা দ্বারা কেবল নিজেদেরই প্রাণ রক্ষা করবে—প্রভুর উক্তি।

[১৫] কিংবা, আমি যদি সেই দেশের সর্বস্থানেই এমন হিংস্র পশু পাঠাই যেগুলো লোকদের নিঃসন্তান করে, এবং দেশকে এমন প্রান্তর করে তোলে যা দিয়ে হিংস্র পশুর ভয়ে কোন পথিক যেতে পারে না, [১৬] সেই দেশে সেই তিনজন থাকলেও—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমার জীবনেরই দিব্যি, তারাও ছেলে বা মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে না, কেবল নিজেরাই উদ্ধার পাবে, কিন্তু সেই দেশ প্রান্তর হয়ে যাবে।

[১৭] কিংবা, আমি যদি সেই দেশের বিরুদ্ধে খড়্গ এনে বলি : "দেশের সর্বস্থানেই খড়্গ এগিয়ে যাক!" এবং সেখানকার মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করি, [১৮] সেই দেশে সেই তিনজন থাকলেও, আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর উক্তি—তারাও ছেলে বা মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে না, কেবল নিজেরাই উদ্ধার পাবে।

[১৯] কিংবা, আমি যদি সেই দেশে মহামারী পাঠাই, এবং সেখানকার মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করার জন্য তার উপরে আমার রোষ বর্ষণ করে হত্যাকাণ্ড ঘটাই, [২০] সেই দেশে নোয়া, দানেল ও যোব থাকলেও, আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর উক্তি—তারাও ছেলে বা মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে না, তারা নিজ ধর্মিষ্ঠতা দ্বারা কেবল নিজেদেরই প্রাণ উদ্ধার করবে।

[২১] কেননা প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন : আমি মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করার জন্য যখন যেরুশালেমের বিরুদ্ধে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ, হিংস্র পশু ও মহামারী—আমার এই চারটে মহাদণ্ড পাঠাব, [২২] তখন, দেখ, তার মধ্যে এমন কিছুসংখ্যক লোক অবশিষ্ট থাকবে, যারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রেহাই পাবে ; দেখ, তারা তোমাদের কাছে আসবে, যেন তোমরা তাদের আচার ব্যবহার ও কাজকর্ম দেখতে পাও এবং আমি যেরুশালেমের উপরে যে সমস্ত অমঙ্গল এনে দিয়েছি, সেই সম্বন্ধে যেন তোমরা সান্ত্বনা পাও। [২৩] তোমরা তাদের আচার ব্যবহার ও কাজকর্ম দেখলে তারা তোমাদের সান্ত্বনা দেবে ; এবং তখন তোমরা জানবে যে, আমি তার মধ্যে যা কিছু ঘটিয়েছি, তার কিছুই অকারণে ঘটাইনি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

আগুনে নিক্ষিপ্ত আঙুরলতা

১৫ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল :

[২] ‘আদমসন্তান, অন্য সকল গাছের চেয়ে আঙুরলতার গাছ,
বনের গাছপালার মধ্যে আঙুরলতার শাখা, কিসে শ্রেষ্ঠ?
[৩] কোন কিছু তৈরি করার জন্য কি তা থেকে কাঠ নেওয়া যায়?
কিংবা কোন পাত্র ঝুলাবার জন্য কি তাতে ডাণ্ডা তৈরী হয়?
[৪] দেখ, তা ইন্ধন হিসাবে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়;
আগুন তার দুই মাথা গ্রাস করে,
মধ্যদেশও কিছুটা পুড়ে যায়।
আর তখন তা কি কোন কাজে লাগবে?
[৫] দেখ, অক্ষুণ্ন থাকতেও তা কোন কাজে লাগত না,
তবে যখন আগুন তা গ্রাস করে পুড়িয়ে দিল,
তখন তা কি কোন কাজে লাগতে পারবে?
[৬] সুতরাং, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
ইন্ধন হবার জন্য বনের গাছপালার মধ্যে
যেমন আমি আঙুরলতার গাছই আগুনে দিয়েছি,
যেরুশালেম-অধিবাসীদের প্রতি আমি তেমনি ব্যবহার করব।
[৭] আমি তাদের বিরুদ্ধে মুখ ফেরাব;
তারা আগুন থেকে রেহাই পেলেও আগুন কিন্তু তাদের গ্রাস করবে;
যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে মুখ ফেরাই,
তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।
[৮] আমি দেশ উৎসন্নস্থান করব,
কারণ তারা অবিশ্বস্ত হয়েছে।’
প্রভুর উক্তি।

যেরুশালেমের ইতিহাসের রূপক-বর্ণনা

১৬ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] ‘আদমসন্তান,
যেরুশালেমকে তার জঘন্য কর্ম জানাও। [৩] বল: প্রভু পরমেশ্বর যেরুশালেমকে একথা

বলছেন: উৎপত্তিতে ও জন্মসূত্রে তুমি কানানীয়দেরই দেশের; তোমার পিতা ছিল আমোরীয় ও মাতা হিত্তীয়া। [৪] তোমার জন্মদিনে, ঠিক যেদিনে তুমি জন্মেছিলে, তোমার নাড়ি কাটা হয়নি, শুচি করার জন্য তোমাকে জলে স্নান করানো হয়নি, তোমাকে লবণ মাখানো হয়নি, কাঁথায়ও তোমাকে জড়ানো হয়নি। [৫] এর একটামাত্র কাজও করার জন্য, তোমার প্রতি একটু মমতাও দেখাবার জন্য তোমার প্রতি কেউই দৃষ্টিপাত করেনি; না, তোমার সেই জন্মদিনেই তোমাকে ঘৃণার বস্তুর মত খোলা মাঠে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

[৬] আর আমি তোমার কাছ দিয়ে গেলাম, দেখলাম, তুমি তোমার রক্তের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করছিলে; আর তুমি তোমার রক্তে লিপ্তা থাকতে থাকতে আমি তোমাকে বললাম: "বাঁচ!" হ্যাঁ, তুমি তোমার রক্তে লিপ্তা থাকতে থাকতে আমি তোমাকে বললাম: "বাঁচ!" [৭] আমি মাঠের ঘাসের মতই তোমার বৃদ্ধি ঘটালাম, তখন তুমি বৃদ্ধি পেয়ে বড় হয়ে উঠলে, পরম কান্তিতে ভূষিতা হলে; তোমার বুকে যৌবনের ছাপ দেখা দিল, তোমার চুল লম্বা লম্বা হল; কিন্তু তুমি ছিলে বিবস্ত্রা, উলঙ্গিনী। [৮] তখন আমি তোমার কাছ দিয়ে গেলাম, তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম; আর দেখ, তোমার সময় ভালবাসার সময়, তাই আমি তোমার উপরে আমার আপন চাদরের প্রান্তভাগ বাড়িয়ে তোমার উলঙ্গতা ঢেকে দিলাম; এবং শপথ করে তোমার সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করলাম—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আর তুমি আমারই হলে। [৯] আমি তোমাকে জলে স্নান করালাম, তোমার দেহ থেকে সমস্ত রক্ত মুছে দিলাম, ও তেল মাখালাম; [১০] তোমাকে বিচিত্র বসন পরালাম, পায়ে তহশচর্মের জুতো, ও মাথায় ক্ষোমের ভূষণ দিলাম ও রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে দিলাম; [১১] তোমাকে নানা ভূষণে ভূষিতা করলাম, হাতে দিলাম কঙ্কণ ও গলায় হার; [১২] নাকে দিলাম নথ, কানে দুল ও মাথায় উজ্জ্বল মুকুট। [১৩] এভাবে তুমি সোনা ও রুপোতে বিভূষিতা হলে; তোমার পরিচ্ছদ ক্ষোম-সুতো ও রেশমীতে নির্মিত এবং শিল্পকর্মে বিচিত্র হল; সেরা ময়দা, মধু ও তেল ছিল তোমার খাদ্য; তুমি উত্তরোত্তর সুন্দরী হয়ে অবশেষে রানীপদে উন্নীতা হলে। [১৪] তোমার সৌন্দর্যের জন্য তোমার খ্যাতি জাতিসকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, কারণ

আমি তোমার উপর যে মহিমা আরোপ করেছিলাম, তাতেই তোমার সৌন্দর্য সিদ্ধিলাভ করেছিল—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[১৫] কিন্তু তুমি নিজের সৌন্দর্যে নিজেই আসক্তা হলে, এবং নিজের খ্যাতি হাতিয়ার করে বেশ্যা হলে—যত পথিকের সঙ্গে তোমার কামজনিত অভিলাষ পূর্ণ করলে। [১৬] তুমি তোমার নানা পোশাক নিয়ে নিজের জন্য চিত্র বিচিত্র উচ্চস্থানগুলি প্রস্তুত করে সেগুলির উপরে বেশ্যাগিরি করতে লাগলে: এমন কিছু হবেই না, হবারও নয়! [১৭] যে সকল হার—আমারই সোনা ও রুপো দিয়ে তৈরী যে হার আমিই তোমাকে দিয়েছিলাম, তুমি তা নিয়ে পুরুষাকৃতি-প্রতিমা তৈরি করে তোমার বেশ্যাগিরির জন্য তা ব্যবহার করেছ; [১৮] পরে সেই বিচিত্র পোশাক নিয়ে সেই প্রতিমাগুলো সুসজ্জিত করেছ, এবং আমার তেল ও আমার ধূপ তাদেরই সামনে রেখেছ। [১৯] আমি যে রুটি তোমাকে দিয়েছিলাম, যে ময়দা, তেল ও মধু তোমাকে খেতে দিয়েছিলাম, তা তুমি সুরভিত নৈবেদ্যরূপে তাদের সামনে রেখেছ—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [২০] তুমি, আমারই ঘরে প্রসব করা তোমার যে পুত্রকন্যারা, তাদের নিয়ে খাদ্যরূপে তাদের উদ্দেশে বলি দিয়েছ। তোমার সমস্ত বেশ্যাচার কি এতই সামান্য ব্যাপার ছিল যে, [২১] তুমি আমার সন্তানদেরও জবাই করে উৎসর্গ করেছ, ও আগুনের মধ্য দিয়ে পার করিয়েছ? [২২] তোমার সমস্ত জঘন্য কর্মে ও বেশ্যাগিরিতে নিমজ্জিতা হওয়ায় তুমি তোমার যৌবনের সেই সময় স্মরণ করনি, যখন নিজের রক্তের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে তুমি ছিলে বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী।

[২৩] তোমার এই সমস্ত অপকর্মের পরে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—ধিক্‌ তোমাকে, ধিক্‌ তোমাকে! [২৪] তুমি নিজের জন্য স্তূপ গেঁথে তুলেছ ও যে কোন খোলা জায়গায় উচ্চস্থান প্রস্তুত করেছ; [২৫] প্রতিটি পথের মাথায় তোমার উচ্চস্থান নির্মাণ করেছ, এবং প্রত্যেক পথিকের জন্য পা খুলে দিয়ে ও তোমার বেশ্যাচার বাড়িয়ে তোমার নিজের সৌন্দর্যকে ঘৃণ্য করেছ। [২৬] স্থূলাঙ্গ তোমার যে প্রতিবেশীরা, সেই মিশরীয়দের সঙ্গে তুমি বেশ্যাচার করেছ, এবং আমাকে ক্ষুব্ধ করে তোলার জন্য তোমার বেশ্যাগিরি আরও বাড়িয়েছ। [২৭] এজন্য দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়ে তোমার

নিরূপিত বৃত্তি খর্ব করলাম; এবং তোমার বিদ্বেষী সেই ফিলিস্তিনিদের কন্যাদেরই হাতে তোমাকে তুলে দিলাম, তোমার নির্লজ্জ ব্যবহারে যাদের লজ্জা লাগত।

[২৮] আরও, তুমি তৃপ্ত না হওয়ায় আশুরীয়দের সঙ্গেও বেশ্যাগিরি করেছ; কিন্তু তাদের সঙ্গে বেশ্যাচার করলেও তৃপ্ত না হওয়ায় [২৯] তুমি কানানীয়দের দেশে, কাল্দিয়া পর্যন্তই, তোমার বেশ্যাগিরি বাড়িয়েছ: কিন্তু এতেও তৃপ্ত হলে না! [৩০] তোমার হৃদয় কেমন অধৈর্য ছিল!—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—তুমি তো এই সমস্ত কাজ করেছ, যা নির্লজ্জ বেশ্যারই যোগ্য কাজ! [৩১] যখন তুমি প্রতিটি রাস্তার মাথায় তোমার স্তূপ গেঁথে তুলতে ও যে কোন খোলা জায়গায় নিজের জন্য উচ্চস্থান প্রস্তুত করতে, তখন তুমি লাভের অন্বেষিণী বেশ্যার মত ছিলে না, [৩২] বরং এমন ব্যভিচারিণীরই মত ছিলে, যে স্বামীর বদলে প্রণয়ীদের গ্রহণ করে থাকে। [৩৩] প্রতিটি বেশ্যাকে তার মজুরি দেওয়া হয়, কিন্তু তোমার প্রেমিকদের কাছে তুমিই উপহার দিয়েছ, এবং তাদের উৎকোচও দিয়েছ, যেন সবদিক থেকেই তোমার কাছে তোমার বেশ্যাবৃত্তির জন্য আসে। [৩৪] এতে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের চেয়ে তোমার বেশ্যাগিরি বিপরীত, কেননা তোমার বেশ্যাগিরিতে কেউই তোমার পিছনে ছুটে আসত না, তুমি বরং এতই বিকৃতা ছিলে যে, উপহার তুমি নিজে দিয়েছ, কিন্তু একটাও পাওনি।

[৩৫] সুতরাং, হে বেশ্যা, প্রভুর বাণী শোন; [৩৬] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেহেতু তোমার গুপ্তস্থান অনাবৃত হয়েছে, এবং তোমার প্রেমিকদের সঙ্গে তোমার বেশ্যাচারের সময়ে যেহেতু তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত হয়েছে, সেজন্য, এবং তোমার সমস্ত জঘন্য পুতুলগুলোর জন্য, ও তুমি তাদের উদ্দেশে যে রক্ত উৎসর্গ করেছ, তোমার সন্তানদের সেই রক্তের জন্যও, [৩৭] দেখ, আমি তোমার সেই সকল প্রেমিককে জড় করব যাদের কাছে তুমি তত তৃপ্তি দিয়েছ; সেই সকলকে জড় করব যাদের তুমি পছন্দ করেছ ও যাদের পছন্দ করনি; এবং চারদিক থেকে তাদের জড় করে আমি তাদের সামনে তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত করব, যেন তারা তোমার সমস্ত উলঙ্গতা দেখতে পায়। [৩৮] ব্যভিচারিণী ও রক্তপাতী স্ত্রীলোকদের যোগ্য দণ্ডাজ্ঞার মত আমি তোমাকে দণ্ডাজ্ঞা দেব, এবং তোমার উপরে রোষ ও উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা বর্ষণ করব। [৩৯] আমি তোমাকে তাদের হাতে তুলে দেব, তখন তারা তোমার যত স্তূপ ভেঙে ফেলবে, তোমার

যত উচ্চস্থান উৎপাটন করবে, তোমাকে বিবস্ত্রা করবে, এবং তোমার সুন্দর অলঙ্কার কেড়ে নেবে; তারা তোমাকে বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী করে রাখবে। [৪০] পরে তারা তোমার বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করবে, তোমাকে পাথর ছুড়ে মারবে ও খড়্গের আঘাতে বিঁধিয়ে দেবে। [৪১] তারা তোমার বাড়ি-ঘরে আগুন দেবে, বহু নারীদের চোখের সামনে তোমাকে যোগ্য বিচারদন্ড দেওয়া হবে; এইভাবে আমি তোমার বেশ্যাগিরি বন্ধ করাব, আর তুমি আর কাউকে উপহার দেবে না। [৪২] তোমার উপর আমার রোষ পরিতৃপ্ত হলে আমার উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা তোমাকে ছেড়ে যাবে; আমি শান্ত হব, আর ক্ষুব্ধ হব না। [৪৩] আর যেহেতু তুমি তোমার তরুণ বয়সের কথা কখনও স্মরণ করনি, এবং আমার রোষ জাগানো ছাড়া কিছু করনি, সেজন্য দেখ, আমিও তোমার সমস্ত কর্মফল তোমার উপরে নামিয়ে দেব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। তোমার এইসব জঘন্য কর্মের পরে তুমি আর কুকর্ম জমাবে না।

[৪৪] দেখ, যে কেউ প্রবাদ ব্যবহার করে থাকে, তোমার বিষয়ে তাকে এই প্রবাদ ব্যবহার করতে হবে: "যেমন মাতা তেমন কন্যা"। [৪৫] তুমি তোমার মাতার যোগ্য কন্যা, সেও তার স্বামীকে ও সন্তানদের তুচ্ছ করত; আবার, তুমি তোমার বোনদের যোগ্য বোন, তারাও তাদের স্বামী ও সন্তানদের তুচ্ছ করত: তোমাদের মাতা ছিল হিত্তীয়া ও তোমাদের পিতা আমোরীয়। [৪৬] তোমার বড় বোন সামারিয়া, সে নিজ কন্যাদের সঙ্গে তোমার উত্তরে বসবাস করে; এবং তোমার ছোট বোন সদোম, সে নিজ কন্যাদের সঙ্গে দক্ষিণে বসবাস করে। [৪৭] কিন্তু তুমি যে তাদের পথে চলেছ ও তাদের জঘন্য কর্ম অনুসারে কাজ করেছ, তা শুধু নয়, বরং তা সামান্য ব্যাপার বলে তোমার আচার-ব্যবহারে তাদের চেয়েও ভ্রষ্টা হয়েছ। [৪৮] আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—তুমি ও তোমার কন্যারা যেমন কাজ করেছ, তোমার বোন সদোম ও তার কন্যারা তেমন কাজ কখনও করেনি! [৪৯] দেখ, তোমার বোন সদোমের অপরাধ ছিল এ: তার ও তার কন্যাদের দর্প, পেটুকতা ও নিষ্ক্রিয় শিথিলতা, আর তারা দীনহীন ও নিঃস্বের হাত সবল করত না। [৫০] তারা অহঙ্কারিণী ছিল, ও আমার সামনে জঘন্য কর্ম করত, তাই আমি তা দেখে তাদের দূর করে দিলাম, [৫১] অথচ সামারিয়া তোমার পাপের অর্ধেক পাপও করেনি, কিন্তু তুমি তোমার জঘন্য কর্ম তাদের চেয়েও বেশি

বাড়িয়েছ, এবং তোমার সাধিত সমস্ত জঘন্য কর্ম দ্বারা তোমার বোনদের ধার্মিক বলে প্রতীয়মান করেছ!

[৫২] তোমাকেও তোমার নিজের অপমানের বোঝা বহন করতে হবে, কেননা তুমিই এমনটি করেছ যেন তারা ধার্মিক বলে গণ্য হয়। আর যেহেতু তুমি তোমার সমস্ত পাপকর্ম দ্বারা তাদের চেয়ে বেশিই ঘৃণ্য হয়েছ, সেজন্য তারা তোমার চেয়ে বেশি ধার্মিক; তবে তোমাকেই লজ্জায় অভিভূত হতে হবে ও নিজের অপমানের বোঝা বহন করতে হবে, কেননা তুমিই এমনটি করেছ যেন তোমার বোনেরা ধার্মিক বলে গণ্য হয়। [৫৩] কিন্তু আমি তাদের দশা ফেরাব; সদোম ও তার কন্যাদের দশা, এবং সামারিয়া ও তার কন্যাদের দশা ফেরাব, এবং তাদের সঙ্গে তোমারও দশা ফেরাব, [৫৪] যেন তুমি তোমার অপমানের বোঝা বহন করতে পার ও যা কিছু করেছ, তার জন্য লজ্জাবোধ করতে পার—এতে তাদের সান্ত্বনা হবে। [৫৫] তোমার বোন সদোম ও তার কন্যারা তাদের আগেকার দশায় ফিরবে, সামারিয়া ও তার কন্যারা তাদের আগেকার দশায় ফিরবে, তুমিও ও তোমার কন্যারা তোমাদের আগেকার দশায় ফিরবে। [৫৬] অথচ, তোমার অহঙ্কারের সময়ে তুমি কি তোমার বোন সদোমের নাম মুখে আনতে না? [৫৭] সেসময় তোমার দুষ্কর্ম তখনও প্রকাশ পায়নি। তবে এখন আরাম-কন্যারা, তার চারদিকের নিবাসীরা ও ফিলিস্তিয়া-কন্যারা কেন তোমাকে টিটকারি দিচ্ছে? এরা কেন চারদিকেই তোমাকে উপহাস করছে? [৫৮] বস্তুত তুমি তোমার কদাচার ও তোমার জঘন্য আচরণেরই দণ্ড বহন করছ, প্রভুর উক্তি।

[৫৯] কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তুমি যেমন ব্যবহার করেছ, আমি তোমার প্রতি সেইমত ব্যবহার করেছি; কারণ তুমি শপথ অবজ্ঞা করে সন্ধি ভঙ্গ করেছ। [৬০] কিন্তু তোমার তরুণ বয়সে তোমার সঙ্গে আমার যে সন্ধি ছিল, তা আমি স্মরণ করব, এবং তোমার সঙ্গে এমন সন্ধি স্থির করব যা চিরস্থায়ী। [৬১] তখন তোমার আচার-ব্যবহারের কথা স্মরণ করে তুমি লজ্জাবোধ করবে—যখন তুমি তোমার বড় বোনদের সঙ্গে তোমার ছোট বোনদেরও গ্রহণ করবে, আর আমি কন্যারূপেই তাদের তোমাকে দেব, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার সন্ধির জোরে নয়! [৬২] আমি তোমার সঙ্গে আমার সন্ধি নবায়ন করব; তাতে তুমি জানবে যে, আমিই প্রভু; [৬৩] ফলে আমি যখন

তোমার সমস্ত কর্ম ক্ষমা করব, তখন তুমি যেন তা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করতে পার, ও নিজের অপমানের খাতিরে আর কখনও মুখ খুলতে না পার—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।’

সেকালের রাজাগণ বিষয়ক রূপক-কাহিনী

১৭ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] ‘আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুলের কাছে একটা প্রহেলিকা উপস্থাপন কর, একটা উপমা-কাহিনী বল। [৩] তুমি বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

এক প্রকাণ্ড ঈগল পাখি ছিল,
তার ডানা বিশাল, তার পালক লম্বা লম্বা ও বিচিত্র লোমে পরিপূর্ণ;
পাখিটা লেবাননে এসে
এরসগাছের চূড়া ছিঁড়ে নিল;
[৪] সে তার সর্বোচ্চ ডাল ছিন্ন ক’রে
বণিকদের দেশে নিয়ে গিয়ে দোকানদারদের এক নগরে রাখল।
[৫] সেই দেশের এক বীজাঙ্কুর বেছে নিয়ে
সে তা উর্বর এক খেতে লাগিয়ে দিল;
মহাজলরাশির স্রোতের ধারেই তা রাখল,
ঝাউগাছের মতই তা রোপণ করল।
[৬] তা গজিয়ে উঠে তত উঁচু নয় এমন বিস্তীর্ণ আঙুরলতা হল;
তার শাখা সেই ঈগলের দিকে ফিরল,
ও সেই পাখির নিচেই তার শিকড় গাড়ল।
তা এমন আঙুরলতা হল,
যাতে পল্লব গজাল ও শাখা বিস্তৃত করল।

[৭] কিন্তু বিশাল ডানা ও বহু লোমে পরিপূর্ণ
আর এক প্রকাণ্ড ঈগল পাখি ছিল।
আর দেখ, আঙুরলতা তারও দিকে শিকড় বাড়াল,

তারও দিকে শাখা বিস্তার করল,
সে যেখানে রোপিত ছিল,
সেই বাগিচা থেকে যেন তাকে জলসিক্ত করে।
[৮] সে জলরাশির ধারে
উর্বর মাটিতে রোপিতা হয়েছিল,
বহু শাখায় ভূষিতা ও ফলবতী হয়ে
যেন উৎকৃষ্ট আঙুরলতা হতে পারে।

[৯] আচ্ছা, তুমি তাদের একথা বল:
প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
সে কি সফল হতে পারবে?
বরং সেই পাখি কি তার শিকড় উৎপাটন করবে না?
তার যত ফল কি সংগ্রহ করবে না
যেন তার ডালের নবীন যত ডগা ম্লান হয়?
সমূলে তাকে তুলে নেবার জন্য
তত বলবান হাত বা বহু বহু লোক লাগবেই না!
[১০] সে রোপিত আছে বটে,
কিন্তু সফল হতে পারবে?
নাকি, পুব বাতাস তাকে স্পর্শ করামাত্র সে একেবারে শুকিয়ে যাবে?
সে যে বাগিচায় গজিয়ে উঠেছিল, ঠিক সেইখানে শুকিয়ে যাবে!'

[১১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১২] 'সেই বিদ্রোহী বংশের মানুষকে তুমি একথা বল: তোমরা কি এর অর্থ জান না? তাদের বল: দেখ, বাবিলন-রাজ যেরুশালেমে এসে তার রাজাকে ও তার নেতাদের নিজেরই কাছে সেই বাবিলনে নিয়ে গেল। [১৩] সে রাজবংশের একজনকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করল ও শপথে তাকে আবদ্ধ করল। পরে সে দেশের পরাক্রমী সকলকে দেশছাড়া করল, [১৪] যেন রাজ্য দুর্বল হয়ে আর বৃদ্ধি পেতে না পারে, সেও যেন স্থিতিশীল হয়ে তার সঙ্গে সেই সন্ধি রক্ষা করে। [১৫] কিন্তু সে তার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে রণ-অশ্ব ও বহু

সৈন্য যোগাড় করার জন্য মিশরে দূত পাঠাল। সে কি সফল হতে পারবে? এমন কাজ যে করে, সে কি কখনও নিষ্কৃতি পাবে? সন্ধি যে ভঙ্গ করে, সে কি কখনও অদণ্ডিত থাকবে? [১৬] আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—যে রাজা তাকে রাজা করল, যার শপথ সে তুচ্ছ করল, যার সন্ধি সে ভঙ্গ করল, সেই রাজারই বাসস্থানে ও তারই কাছে, সেই বাবিলনে, সে মরবে। [১৭] আর ফারাও তার মহাপ্রতাপে ও বিপুল বাহিনী দিয়েও যুদ্ধে তার কোন উপকারে আসবে না যখন অনেক লোকের প্রাণ বিনাশ করার জন্য জাঙ্গাল বাঁধা হবে ও গড় গেঁথে তোলা হবে। [১৮] সে তো শপথ অবজ্ঞা করে সন্ধি ভঙ্গ করেছে; দেখ, হাত অর্পণ করার পরেও সে সেইভাবে ব্যবহার করেছে, তাই সে নিষ্কৃতি পাবে না।

[১৯] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমার জীবনেরই দিব্যি, আমার যে শপথ সে অবজ্ঞা করেছে, আমার যে সন্ধি সে ভঙ্গ করেছে, এই সমস্ত কিছুর ফল আমি তার মাথায় নামিয়ে আনব। [২০] আমি তার উপরে আমার জাল ফেলব, সে আমার ফাঁদে ধরা পড়বে; আমি তাকে বাবিলনে নিয়ে যাব, এবং সেইখানে তার বিচার করব, কারণ সে আমার প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখিয়েছে। [২১] তার সৈন্যদলের সেরা যোদ্ধারা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, যারা রেহাই পাবে, তাদের চার বায়ুতে বিক্ষিপ্ত করা হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই, প্রভু, একথা বললাম।

[২২] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
আমিই উচ্চ এরসগাছের চূড়া থেকে,
তার সর্বোচ্চ ডালগুলো থেকে একটা কচি ডাল তুলে নিয়ে
উচ্চ ও সমুন্নত এক পর্বতে তা রোপণ করব;
[২৩] ইস্রায়েলের সর্বোচ্চ পর্বতেই তা রোপণ করব।
তা বহু শাখায় ভূষিত হবে ও ফলবান হবে,
হয়ে উঠবে বিশাল এরসগাছ।
তার তলে সবরকম উড়ন্ত প্রাণী বাসা বাঁধবে,
তার শাখার ছায়ায় সবরকম পাখি বিশ্রাম করবে।
[২৪] তাতে বনের সমস্ত গাছ জানবে যে,

আমিই প্রভু,
যিনি উঁচু গাছ নত করি ও নিচু গাছ উঁচু করি ;
সতেজ গাছ শুষ্ক করি ও শুষ্ক গাছ সতেজ করি।
আমিই, প্রভু, একথা বললাম, আর তাই করব।’

প্রভুর ন্যায় পথ

১৮ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] ‘তোমরা কেন ইস্রায়েল-দেশভূমির বিষয়ে এই প্রবাদ বলে চল যে, পিতারা অম্ল আঙুরফল খেলে ছেলেদেরই দাঁত টকেছে? [৩] আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর উক্তি—ইস্রায়েলের মধ্যে তোমাদের এই প্রবাদ তোমরা আর বলতে পারবে না। [৪] দেখ, সমস্ত প্রাণ আমারই: যেমন পিতার প্রাণ, তেমনি সন্তানের প্রাণও আমার; যে পাপ করেছে, সেই মৃত্যুভোগ করবে।

[৫] যে কেউ ধার্মিক হয় এবং ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, [৬] পর্বতের উপরে খায় না, ইস্রায়েলকুলের পুতুলগুলির প্রতি তাকায় না, প্রতিবেশীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা করে না, ঋতুমতী স্ত্রীর কাছে যায় না, [৭] কাউকে অত্যাচার করে না, ঋণীকে বন্ধকী দ্রব্য ফিরিয়ে দেয়, কারও জিনিস জোর করে কেড়ে নেয় না, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে, বস্ত্রহীনকে পোশাক পরায়, [৮] সুদে ঋণ দেয় না, অর্থবৃদ্ধি দাবি করে না, অন্যায় থেকে হাত দূরে রাখে, মানুষদের মধ্যে ন্যায্যতার সঙ্গে নিষ্পত্তি করে, [৯] আমার বিধিপথে চলে, ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সদাচরণ ক’রে আমার নিয়মনীতি পালন করে, সে-ই ধার্মিক, সে-ই বাঁচবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[১০] কিন্তু কোন মানুষের যদি এমন সন্তান থাকে যে হিংসাপন্থী ও রক্তলোভী এবং সেই প্রকার কুকর্ম সাধন করে, [১১] পিতা তেমন কিছু কখনও না করলেও তার যদি এমন সন্তান থাকে যে পর্বতের উপরে খায়, প্রতিবেশীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা করে, [১২] দীনহীন ও নিঃস্বকে অত্যাচার করে, পরের জিনিস জোর করে কেড়ে নেয়, বন্ধকী দ্রব্য ফিরিয়ে দেয় না, পুতুলগুলির প্রতি তাকায়, জঘন্য কর্ম সাধন করে, [১৩] সুদে ঋণ

দেয়, ও অর্থবৃদ্ধি দাবি করে, তবে সেই সন্তান কি বাঁচবে? না, সে বাঁচবে না; তেমন জঘন্য কাজ করেছে বিধায় সে মরবে, সে নিজেই নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে।

[১৪] কিন্তু ধর, এর সন্তান যদি পিতার সাধিত পাপকর্ম দেখে, কিন্তু দেখেও সেইমত পাপকর্ম না করে, [১৫] পর্বতের উপরে না খায়, ইস্রায়েলকুলের পুতুলগুলোর দিকে না তাকায়, প্রতিবেশীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা না করে, [১৬] কারও অত্যাচার না করে, বন্ধকী দ্রব্য না রাখে, কারও জিনিস জোর করে কেড়ে না নেয়, কিন্তু ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে ও বস্ত্রহীনকে পোশাক পরায়, [১৭] দুঃখীর প্রতি অত্যাচার থেকে নিজের হাত দূরে রাখে, সুদ বা অর্থবৃদ্ধি দাবি না করে, আমার নিয়মনীতি পালন করে ও আমার বিধিপথে চলে, তবে সে তার পিতার অপরাধের ফলে মরবে না, সে অবশ্য বাঁচবে। [১৮] কিন্তু তার পিতা ভারী অত্যাচার করত, ভাইয়ের জিনিস জোর করে কেড়ে নিত, স্বজাতীয় লোকের মধ্যে অসৎকর্ম করত বিধায় তার নিজের অপরাধের ফলে মরবে।

[১৯] তোমরা নাকি বলছ: সন্তান কেন পিতার অপরাধের দণ্ড বহন করে না? কারণটা এ: সেই সন্তান ন্যায় ও ধর্মাচরণ করেছে এবং আমার বিধিগুলো রক্ষা ও পালন করেছে, এজন্য সে বাঁচবে। [২০] পাপ যে করেছে, তাকেই মরতে হবে; পিতার অপরাধের ভার সন্তান বহন করে না, ও সন্তানের অপরাধের ভার পিতা বহন করে না; ধার্মিককে তার ধর্মিষ্ঠতা, ও দুর্জনকে তার দুষ্কর্ম আরোপ করা হবে।

[২১] কিন্তু দুর্জন যদি নিজের সাধিত সমস্ত পাপ থেকে ফেরে, ও আমার বিধিসকল পালন করে, এবং ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, সে অবশ্যই বাঁচবে, সে মরবে না। [২২] সেই ক্ষণ থেকে তার আগেকার কোন অধর্ম তার বিরুদ্ধে আর স্মরণ করা হবে না; বরং সে যে ধর্মাচরণ করেছে, তা গুণেই বাঁচবে। [২৩] আমি কি দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত?—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই কি আমি প্রীত নই?

[২৪] কিন্তু ধার্মিক মানুষ যদি নিজের ধর্মিষ্ঠতা থেকে ফিরে অন্যায় করে, ও দুর্জনের সমস্ত জঘন্য কর্মের অনুকরণে অধর্ম সাধন করে, তবে সে কি বাঁচবে? তার আগের যত শুভকর্ম আর স্মরণে আনা হবে না; সে যে অপরাধ করেছে ও যে পাপ করেছে, তার কারণেই মরবে।

[২৫] তোমরা নাকি বলছ: প্রভুর ব্যবহার সঠিক নয়। হে ইস্রায়েলকুল, একবার শোন! আমার ব্যবহার কি সঠিক নয়, না, তোমাদেরই ব্যবহার সঠিক নয়? [২৬] ধার্মিক মানুষ যখন নিজের ধর্মিষ্ঠতা থেকে ফিরে অন্যায় করে ও তার কারণে মরে, তখন ঠিক তার সাধিত অন্যায়ের কারণেই মরে। [২৭] একই প্রকারে দুর্জন যখন নিজের সাধিত দুষ্কর্ম থেকে ফিরে ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, তখন সে নিজেকে বাঁচায়। [২৮] সে বিবেচনা করে নিজের সাধিত সমস্ত অধর্ম থেকে ফিরল; তাই সে অবশ্যই বাঁচবে, মরবে না। [২৯] অথচ ইস্রায়েলকুল নাকি বলছে, প্রভুর ব্যবহার সঠিক নয়! হে ইস্রায়েলকুল, আমার ব্যবহার কি সঠিক নয়, না, তোমাদেরই ব্যবহার সঠিক নয়? [৩০] সুতরাং, হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের প্রত্যেকের আচার ব্যবহার অনুসারেই তোমাদের বিচার করব—প্রভুর উক্তি। মন ফেরাও, তোমাদের যত অন্যায় প্রত্যাখ্যান কর, তখন সেই অন্যায় হবে না তোমাদের সর্বনাশের কারণ। [৩১] তোমাদের সাধিত সমস্ত অন্যায় ছেড়ে নিজেদের মুক্ত কর; নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা। হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা কেন মরতে চাও? [৩২] আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। মন ফেরাও, তবেই বাঁচবে।'

সেকালের রাজাগণ বিষয়ক রূপক-কাহিনী

১৯ [১] এখন তুমি ইস্রায়েলের নেতাদের বিষয়ে একটা বিলাপগান ধর; [২] বল:

'তোমার মাতা কী ছিল?
সে ছিল সিংহদের মধ্যে সিংহী;
যুবসিংহদের মধ্যে শুয়ে
সে শাবকদের লালন-পালন করত।
[৩] সিংহশিশুদের একটাকে সে উন্নীত করল,
আর সে যুবসিংহ হল:
সে শিকার করা পশুকে বিদীর্ণ করতে শিখল,
শিখল মানুষকে গ্রাস করতে।
[৪] জাতিগুলি তার কথা শুনতে পেল,

আর সে তাদের গর্তে ধরা পড়ল,
ও শেকলাবদ্ধ অবস্থায় তাকে মিশরে নেওয়া হল।
[৫] সেই সিংহী যখন দেখল, আর প্রত্যাশা নেই,
আশাও ভেঙে গেল,
তখন সে আর একটা সিংহশিশুকে ধরে
তাকে যুবসিংহ করল।
[৬] সে সিংহদের মধ্যে যাতায়াত করত
যুবসিংহ ছিল ব'লে!
সেও শিকার করা পশুকে বিদীর্ণ করতে শিখল,
শিখল মানুষকে গ্রাস করতে।
[৭] সে তাদের প্রাসাদগুলি নামিয়ে দিল,
তাদের শহরগুলি উৎসন্ন করল।
দেশ ও দেশের অধিবাসীরা
তার গর্জনধ্বনিতে স্তম্ভিত হত।
[৮] তখন জাতিগুলি ও চারদিকের যত প্রদেশ
তাকে আক্রমণ করল:
তারা তার উপরে জাল ফেলল,
আর সে তাদের গর্তে ধরা পড়ল।
[৯] বড়শি দ্বারা তারা তাকে পিঁজরে রাখল,
শেকলে আবদ্ধ করে তাকে বাবিলন-রাজের কাছে নিয়ে গেল,
শেষে তাকে কারাগারে পুরে দিল,
যেন ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে তার হুঙ্কার আর শোনা না যায়।
[১০] তোমার মাতা ছিল
জলাশয়ের ধারে রোপিতা একটা আঙুরলতার সদৃশ।
জলের প্রাচুর্যের ফলে
সে ফলবতী ও শাখায় পূর্ণা হল;

[১১] তার শাখাদণ্ড এমন দৃঢ় হল যে,
তা রাজদণ্ড হবার যোগ্য ছিল ;
সে দৈর্ঘ্যে মেঘস্পর্শী হল,
এবং উচ্চতায় ও শাখার প্রাচুর্যে আশ্চর্যের বিষয় হল।
[১২] কিন্তু তাকে রোষে উৎপাটন করা হল,
তাকে ভূমিসাৎ করা হল ;
পুববাতাস তাকে শুষ্ক করল,
তাকে ফল-বঞ্চিতা করল ;
তার সেই দৃঢ় শাখাপ্রশাখা শুকিয়ে গেল,
আর আগুন তাকে গ্রাস করল।
[১৩] এখন সে জলহীন ও শুষ্ক ভূমিতে,
প্রান্তরেই, রোপিতা হয়ে রয়েছে ;
[১৪] তার সেই শাখাদণ্ড থেকে আগুন নির্গত হয়ে
শাখাপ্রশাখা ও ফল সবই গ্রাস করল ;
এখন তার আর এমন দৃঢ় শাখাদণ্ড নেই,
যা কর্তৃত্বের রাজদণ্ড হতে পারে।'
এ বিলাপগান, এবং বিলাপগান রূপে ব্যবহারযোগ্য।

ইস্রায়েলের ইতিহাসে অবিশ্বস্ততার বর্ণনা

২০ [১] সপ্তম বর্ষের পঞ্চম মাসে, মাসের দশম দিনে, ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের মধ্যে
কয়েকজন পুরুষ প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করার জন্য এসে আমার সামনে বসলেন।
[২] তখন প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৩] 'আদমসন্তান,
ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের কাছে কথা বল। তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
তোমরা কি আমার অভিমত অনুসন্ধান করতে এসেছ? আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর
উক্তি—আমি এমনটি হতে দেব না যে, তোমরা আমার অভিমত অনুসন্ধান করবে।

[৪] তুমি কি তাদের বিচার করতে প্রস্তুত? আদমসন্তান, তুমি কি তাদের বিচার করতে প্রস্তুত? তবে তাদের পিতৃপুরুষদের যত জঘন্য কর্ম তাদের দেখাও।

[৫] তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি যেদিন ইস্রায়েলকে বেছে নিয়েছিলাম, সেদিন যাকোবকুলের বংশের পক্ষে শপথ করেছিলাম, এবং মিশর দেশে তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলাম; হাত উত্তোলন করে আমি তাদের বলেছিলাম: আমিই তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু। [৬] সেদিন আমি হাত উত্তোলন করে তাদের পক্ষে শপথ করে বলেছিলাম যে, আমি তাদের মিশর দেশ থেকে বের করব, এবং তাদেরই জন্য বেছে নেওয়া এমন এক দেশে চালনা করব, যা দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশ, যা সর্বদেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেশ। [৭] আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা যার উপরে তোমাদের চোখ নিবদ্ধ রেখেছ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ চোখ থেকে সেই ঘৃণ্য বস্তু দূর কর, এবং মিশরের পুতুলগুলো দ্বারা নিজেদের অশুচি করো না; আমিই তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু। [৮] কিন্তু তারা আমার প্রতি বিদ্রোহী হল, আমার কথা শুনতে রাজি হল না: যার উপর চোখ নিবদ্ধ রেখেছিল, তারা কেউই সেই ঘৃণ্য বস্তুগুলি দূর করল না, মিশরের সেই পুতুলগুলোও ছাড়ল না; তাই আমি বললাম: আমি তাদের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করব, মিশর দেশের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ ঝেড়ে দেব। [৯] কিন্তু আমার নামের খাতিরে আমি অন্যথা করলাম, যেন আমার নাম সেই বিজাতীয়দের চোখে অপবিত্রীকৃত না হয় যাদের মধ্যে তারা বাস করছিল, এবং যাদের দৃষ্টিগোচরে আমি ইস্রায়েলীয়দের মিশর দেশ থেকে বের করে আনায় ইস্রায়েলীয়দের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলাম।

[১০] এইভাবে আমি মিশর দেশ থেকে তাদের বের করে প্রান্তরে চালনা করলাম; [১১] তাদের আমি আমার বিধিগুলো দিলাম, আমার নিয়মনীতিও তাদের জানিয়ে দিলাম যা পালন করলে তাতেই মানুষ বাঁচে। [১২] তাদের ও আমার মধ্যে চিহ্নস্বরূপে তাদের আমি আমার শাব্বাৎগুলিকেও দিলাম, যেন তারা জানতে পারে যে, আমি, প্রভু, আমিই তাদের পবিত্র করে থাকি। [১৩] কিন্তু ইস্রায়েলকুল সেই মরুপ্রান্তরে আমার প্রতি বিদ্রোহী হল, আমার বিধিপথে চলল না, এবং আমার সেই নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করল যা পালন করলে তাতেই মানুষ বাঁচে; আমার শাব্বাৎগুলোর পবিত্রতাও তারা অবিরত

লঙ্ঘন করল; তখন আমি বললাম, তাদের সংহার করার জন্য আমি প্রান্তরে তাদের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করব। [১৪] কিন্তু আমার নামের খাতিরে আমি অন্যথা করলাম, যেন সেই বিজাতীয়দের চোখে আমার নাম অপবিত্রীকৃত না হয় যাদের সামনে ইস্রায়েলীয়দের বের করে এনেছিলাম। [১৫] পরে, প্রান্তরে, আমি তাদের বিপক্ষে হাত উত্তোলন করে শপথ করে বললাম: আমি, সর্বদেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর যে দেশ, দুধ ও মধু-প্রবাহী যে দেশ, তাদের জন্য আমার নিরূপিত সেই দেশে তাদের নিয়ে যাব না, [১৬] কারণ তারা আমার নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করেছিল, আমার বিধিপথে চলেনি, ও আমার শাব্বাতের পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছিল—বস্তুত তাদের হৃদয় তাদের সেই পুতুলগুলোরই প্রতি আসক্ত ছিল। [১৭] তথাপি আমার চোখ তাদের প্রতি মমতা দেখাল, আর আমি তাদের বিনাশ সাধন করিনি, সেই প্রান্তরে তাদের নিঃশেষ করিনি।

[১৮] সেই প্রান্তরে আমি তাদের সন্তানদের বললাম: তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের বিধিপথে চলো না, তাদের নিয়মনীতি পালন করো না, তাদের পুতুলগুলো দ্বারাও নিজেদের কলুষিত করো না; [১৯] আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর, আমারই বিধিপথে চল, আমারই নিয়মনীতি রক্ষা করে পালন কর। [২০] আমার শাব্বাৎগুলির পবিত্রতা বজায় রাখ, যেন তা-ই আমার ও তোমাদের মধ্যে চিহ্নস্বরূপ হয়; তবেই সকলে জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর। [২১] কিন্তু সেই সন্তানেরাও আমার প্রতি বিদ্রোহী হল; তারা আমার বিধিপথে চলল না, আমার সেই নিয়মনীতি রক্ষা ও পালন করল না যা পালন করলে তাতেই মানুষ বাঁচে; বরং আমার শাব্বাৎগুলোর পবিত্রতাও লঙ্ঘন করল। তখন আমি বললাম, আমি তাদের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করব, প্রান্তরে তাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ ঝেড়ে দেব। [২২] তথাপি আমি হাত ফিরিয়ে নিলাম, আমার নামের খাতিরে অন্যথা করলাম, যেন সেই বিজাতীয়দের চোখে আমার নাম অপবিত্রীকৃত না হয় যাদের সামনে ইস্রায়েলীয়দের বের করে এনেছিলাম। [২৩] আর সেই প্রান্তরে তাদের বিপক্ষে হাত উত্তোলন করে শপথ করে বললাম, জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করব, নানা দেশে ছড়িয়ে দেব, [২৪] কারণ তারা আমার নিয়মনীতি পালন করল না, আমার বিধিগুলো অগ্রাহ্য করল, আমার শাব্বাৎগুলোর পবিত্রতা লঙ্ঘন করল, যেহেতু তাদের চোখ তাদের পিতাদের

সেই পুতুলগুলোর প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। [২৫] তখন আমি মঙ্গলজনক নয় এমন বিধিগুলো, ও যাতে মানুষ বাঁচে না এমন নিয়মনীতিও তাদের দিলাম! [২৬] তাদের সন্ত্রাসিত করার উদ্দেশ্যে আমি এমনটিও হতে দিলাম, তারা যেন আগুনের মধ্য দিয়ে তাদের প্রথমজাতদের পার করিয়ে তাদের নিজেদের অর্ঘ্য-নৈবেদ্যে নিজেদের অশুচি করে, যেন তারা জানতে পারে যে, আমিই প্রভু।

[২৭] এজন্য তুমি, হে আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুলের কাছে কথা বল; তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার প্রতি অবিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করে এতেও আমাকে অপমান করেছে যে, [২৮] আমি তাদের যে দেশ দেব বলে হাত উত্তোলন করে শপথ করেছিলাম, যখন সেই দেশে তাদের আনলাম, তখন তারা সবরকম উঁচু পর্বত ও সব ধরনের সবুজ গাছ দেখতে পেল, আর সেইখানে বলি দিল ও তাদের সেই প্ররোচনাজনক অর্ঘ্য নিবেদন করল; সেইখানে তাদের সুরভিত গন্ধদ্রব্য রাখল ও তাদের পানীয়-নৈবেদ্য ঢালল। [২৯] আমি তাদের বললাম, তোমরা এই যে উচ্চস্থানে যাও, এটা বা কী? আর তাই আজ পর্যন্ত তার নাম 'উচ্চস্থান' হয়ে রয়েছে। [৩০] তাই তুমি ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা যখন তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রথামত নিজেদের অশুচি করছ, যখন তাদের ঘৃণ্য কর্ম অনুসারে ব্যভিচার করছ, [৩১] তোমাদের অর্ঘ্য-নৈবেদ্য দ্বারা ও তোমাদের ছেলেদের আগুনের মধ্য দিয়ে পার করিয়ে যখন তোমরা আজ পর্যন্ত তোমাদের সমস্ত পুতুল দ্বারা নিজেদের অশুচি করছ, তখন, হে ইস্রায়েলকুল, আমি কি এমনটি হতে দেব যে, তোমরা আমার অভিমত অনুসন্ধান করবে? আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—না, আমি এমনটি হতে দেব না যে, তোমরা আমার অভিমত অনুসন্ধান করবে। [৩২] আর তোমরা যা অন্তরে মনে করছ, তা কখনও হবে না; তোমরা তো বলছ, আমরা জাতিগুলির মতই হব, অন্যান্য দেশের সেই গোষ্ঠীদেরই মত হব যারা কাঠ ও পাথর পূজা করে। [৩৩] আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমি শক্তিশালী হাতে, প্রসারিত বাহুতে ও রোষ বর্ষণ করে তোমাদের উপর রাজত্ব করব। [৩৪] এবং শক্তিশালী হাতে, প্রসারিত বাহুতে ও রোষ বর্ষণ করে জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের বের করে আনব; যে সকল দেশে তোমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছ, সেই

সকল দেশ থেকে তোমাদের জড় করব, [৩৫] এবং সর্বজাতির প্রান্তরে তোমাদের এনে সেইখানে মুখোমুখি হয়ে তোমাদের বিচার করব। [৩৬] আমি মিশর দেশের প্রান্তরে যেমন তোমাদের পিতৃপুরুষদের বিচার করেছিলাম, তেমনি তোমাদের বিচার করব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [৩৭] আমি আমার লাঠির নিচ দিয়ে যেতে তোমাদের বাধ্য করব, এবং সন্ধির জোয়ালের নিচ দিয়ে তোমাদের চালিত করব। [৩৮] যে সকল বিদ্রোহী মানুষ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের সকলকে তোমাদের মধ্য থেকে দূর করে দেব; তারা যে দেশে বর্তমানে বাস করছে, সেখান থেকে তাদের বের করে আনব বটে, কিন্তু তারা ইস্রায়েল-দেশভূমিতে প্রবেশ করবে না; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

[৩৯] হে ইস্রায়েলকুল, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা যাও, প্রত্যেকে নিজ নিজ পুতুল পূজা কর, কিন্তু অবশেষে তোমরা আমার কথা শুনতে বাধ্য হবে; তখন তোমাদের অর্ঘ্য-নৈবেদ্য ও পুতুল দ্বারা আমার পবিত্র নাম আর অপবিত্র করবে না, [৪০] কারণ আমার পবিত্র পর্বতে, ইস্রায়েলের সেই উঁচু পর্বতে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—গোটা ইস্রায়েলকুল, দেশে সকলেই, আমার সেবা করবে; সেইখানে আমি প্রসন্নতার সঙ্গে তাদের গ্রহণ করে নেব, সেইখানে আমি তোমাদের সমস্ত অর্ঘ্য, তোমাদের নৈবেদ্যের প্রথমাংশ ও তোমাদের যত পবিত্রীকৃত উপহার দাবি করব। [৪১] যখন জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের বের করে আনব, যখন তোমাদের জড় করব সেই সমস্ত দেশ থেকে যেখানে তোমরা বিক্ষিপ্ত ছিলে, তখন আমি সুরভিত সুগন্ধির মত প্রসন্নতার সঙ্গে তোমাদের গ্রহণ করে নেব: জাতিগুলির দৃষ্টিগোচরে আমি তোমাদের দ্বারা নিজেকে পবিত্র বলে দেখাব। [৪২] আর আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশ দেব বলে হাত উত্তোলন করে শপথ করেছিলাম, সেই ইস্রায়েল-দেশভূমিতে যখন তোমাদের আনব, তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু। [৪৩] সেখানে তোমরা তোমাদের সেই আচার ব্যবহার ও সমস্ত অপকর্ম স্মরণ করবে, যা দ্বারা নিজেদের কলুষিত করেছ; এবং তোমাদের সাধিত সেই সমস্ত কুকর্মের জন্য নিজেদেরই অধিক ঘৃণা করবে। [৪৪] হে ইস্রায়েলকুল—প্রভুর উক্তি—আমি যখন তোমাদের দুরাচার

অনুসারে নয়, তোমাদের কুকর্ম অনুসারেও নয়, কিন্তু আমার নিজের নামের খাতিরেই তোমাদের প্রতি ব্যবহার করব, তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

যেরুশালেমের উপরে প্রভুর খড়্গা

২১ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, দক্ষিণদিকে মুখ ফেরাও, দক্ষিণ দেশের দিকে বাণী বর্ষণ কর, দক্ষিণ অঞ্চলের বনের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও। [৩] দক্ষিণ অঞ্চলের বনকে বল: প্রভুর বাণী শোন; প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমার মধ্যে আগুন জ্বালাতে যাচ্ছি, তা তোমার মধ্যে সমস্ত সতেজ গাছ ও সমস্ত শুষ্ক গাছ গ্রাস করবে; সেই জ্বলন্ত শিখা নিভে যাবে না; দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত সকল মুখ সেই আগুনে পুড়ে যাবে; [৪] তাতে সকল প্রাণী দেখবে যে, আমি, প্রভু, আমিই তা জ্বালিয়েছি, আর তা নিভে যাবে না।' [৫] তখন আমি বললাম, 'আহা, প্রভু পরমেশ্বর, তারা আমার বিষয়ে বলে: লোকটা কি উপমাচ্ছলেই মাত্র কথা বলে না?'

[৬] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৭] 'আদমসন্তান, যেরুশালেমের দিকে মুখ ফেরাও, পবিত্রধামের দিকে বাণী বর্ষণ কর, ইস্রায়েল-দেশভূমির বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও। [৮] ইস্রায়েল-দেশভূমিকে বল: প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে! আমি খড়্গা নিষ্কোষিত করে তোমার মধ্য থেকে ধার্মিক ও দুর্জন উভয়কে উচ্ছেদ করতে যাচ্ছি। [৯] যেহেতু আমি তোমার মধ্য থেকে ধার্মিক ও দুর্জন উভয়কে উচ্ছেদ করতে যাচ্ছি, সেজন্য আমার খড়্গা দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর বিরুদ্ধেই নিষ্কোষিত হবে; [১০] তাতে সমস্ত প্রাণী জানবে যে, আমি, প্রভু, আমিই খড়্গা নিষ্কোষিত করেছি, তা কোষে আর ফিরবে না।

[১১] হে আদমসন্তান, গভীর আর্তনাদ তোল: ভগ্ন হৃদয়ে ও তিক্ত বেদনায় তাদের সামনে গভীর আর্তনাদ তোল। [১২] তারা যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে: এই গভীর আর্তনাদ কেন? তখন তুমি উত্তরে বলবে: আসন্ন সংবাদের কারণেই: হ্যাঁ, প্রতিটি হৃদয় বিগলিত হবে, প্রতিটি হাত দুর্বল হবে, প্রতিটি আত্মা নিস্তেজ হবে, প্রতিটি হাঁটু জলের মত হবে। দেখ, ক্ষণ আসছে, তা সিদ্ধিলাভ করছে।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[১৩] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৪] 'আদমসন্তান, ভাববাণী দাও, বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

খড়্গ, খড়্গ,
শাণিত ও উজ্জ্বলীকৃত খড়্গ!
[১৫] সংহার করার জন্যই শাণিত,
বিদ্যুতের মত ঝক্‌মক্‌ করার জন্যই উজ্জ্বলীকৃত!
[১৬] উজ্জ্বল হবার জন্য, তা হাত দিয়ে যেন ধরা হয়,
এজন্যই খড়্গ নিরূপিত;
তা শাণিত ও উজ্জ্বল করা হল,
যেন সংহারকের হাতে দেওয়া হয়।
[১৭] আদমসন্তান, হাহাকার কর, চিৎকার কর,
কেননা তেমন খড়্গ আমার আপন জনগণের বিরুদ্ধে,
ইস্রায়েলের সমস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত!
তারা আমার জনগণের সঙ্গে খড়্গে সমর্পিত হবে।
তাই তুমি বুক চাপড়াও।
[১৮] কেননা পরীক্ষা আসবেই:
তুচ্ছ একটা রাজদণ্ডও যদি না থাকত, তবে কী হত?
প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
[১৯] সুতরাং, হে আদমসন্তান,
ভাববাণী দাও, হাততালি দাও:
সেই খড়্গ দু'টো এমনকি তিনটে খড়্গ হয়ে উঠুক;
তা তো মহাসংহারেরই খড়্গ,
যা চারদিকে তাদের ঘিরে রাখে।
[২০] আমি তাদের সমস্ত নগরদ্বারে
সেই মহাসংহারক খড়্গ রাখলাম,
যেন সকলের হৃদয় বিগলিত করি,

ও সকলের ঘনঘন পতন ঘটাতে পারি।
আঃ! তা বিদ্যুতের মত ঝক্‌মক্‌ করার জন্য তৈরী,
তা সংহারের জন্য শাণিত।
[২১] তাই, হে খড়্গ, ডানে নিজেকে শাণিত দেখাও,
ও বামে ফের,
তোমার মুখ সবদিকেই ধাবিত হোক।
[২২] আমিও হাততালি দেব,
ও আমার রোষ পরিতৃপ্ত করব!
আমিই, প্রভু, একথা বললাম।'

বাবিলন-রাজের খড়্গ

[২৩] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২৪] 'আদমসন্তান, বাবিলন-রাজের খড়্গের আগমনের জন্য দুই পথ আঁক; সেই দুই পথ এক দেশ থেকে আসবে; পরে তুমি এক নির্দেশক দণ্ড খোদাই কর, নগরীমুখী পথের মাথায়ই তা খোদাই কর। [২৫] খড়্গের জন্য, আম্মোনীয়দের রাব্বামুখী এক পথ আঁক, ও যুদার প্রাচীরে ঘেরা যেরুশালেমমুখী আর এক পথ আঁক; [২৬] কেননা বাবিলন-রাজ শুভলক্ষণ পাবার জন্য দুই পথের সঙ্গমস্থানে, সেই দুই পথের মাথায়, দাঁড়িয়ে আছে: সে নানা তীর নাড়িয়ে গুলিবাঁট করবে, ঠাকুরগুলোর অভিমত যাচনা করবে, ও যকৃৎ নিরীক্ষণ করবে। [২৭] তার ডান হাতে এই গুলি উঠবে: 'যেরুশালেম', আর সেইখানে তাঁকে প্রাচীরভেদক যন্ত্র বসাতে, সংহারের আজ্ঞা দিতে, জোর গলায় রণনিনাদ তুলতে, নগরদ্বারগুলির বিরুদ্ধে প্রাচীরভেদক যন্ত্র বসাতে, জাঙ্গাল বাঁধতে ও উচ্চ মিনার প্রস্তুত করতে হবে। [২৮] যারা তার কাছে মিত্রতা শপথ করল, তাদের কাছে তেমন পূর্বলক্ষণ অসার মনে হবে, কিন্তু সে তাদের কাছে তাদের শঠতা স্মরণ করিয়ে দেবে ও তাদের হস্তগত করবে। [২৯] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমাদের বিদ্রোহ কর্মের মধ্য দিয়ে তোমরা তোমাদের শঠতা স্মরণীয় করেছ ও তোমাদের সমস্ত কাজকর্মে তোমাদের পাপ প্রকাশিত করেছ—এসব কিছু করেছ বিধায় তোমরা ধরা পড়বে। [৩০] হে ভক্তিহীন ও ধূর্ত ইস্রায়েল-জনপ্রধান, তোমার শঠতা শেষ করে দেবার জন্য

যার চরম দিন এবার উপস্থিত, [৩১] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: পাগড়িটা নামাও, রাজমুকুট খোল! আগে যেমনটি ছিল, তা আর তেমনি হবে না: যা খর্ব তা উঁচু করা হবে, ও যা উঁচু তা খর্ব করা হবে। [৩২] সর্বনাশ, সর্বনাশ, আমি সাধন করব তার সর্বনাশ; তা আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে না, যতদিন তিনি না আসেন, অধিকার যাঁর; তাঁকেই আমি তা দেব।'

আম্মোনীয়দের উপরে খড়্গ

[৩৩] 'আর তুমি, আদমসন্তান, এই ভাববাণী দাও: প্রভু পরমেশ্বর আম্মোনীয়দের বিষয়ে ও তাদের টিটকারি বিষয়ে একথা বলছেন। তুমি বল: খড়্গ, খড়্গ সংহারের জন্য এবার নিষ্কোষিত, গ্রাস করার জন্য ও বিদ্যুতের মত ঝক্‌মক্‌ করার জন্য এবার উজ্জ্বলীকৃত! [৩৪] তোমার বিষয়ে মায়া-দর্শন ও তোমার বিষয়ে মিথ্যা মন্ত্র থাকা সত্ত্বেও খড়্গ সেই ধূর্ত দুর্জনদের গলায় দেওয়া হবে, যাদের দিন এসেছে যাদের শাস্তির কাল শেষ মাত্রায় এসে পৌঁছেছে।

[৩৫] খড়্গটা আবার কোষে রাখ। তুমি যে স্থানে সৃষ্ট ও যে দেশে উৎপন্ন হয়েছিলে, সেইখানে আমি তোমাকে বিচার করব; [৩৬] আমি তোমার উপরে আমার রোষ বর্ষণ করব; আমার ক্রোধের আগুনে আমি তোমার বিরুদ্ধে ফুঁ দেব, এবং হিংসাপন্থী ও বিনাশ-সাধনে নিপুণ মানুষদের হাতে তোমাকে তুলে দেব। [৩৭] তুমি আগুনের ইন্ধন হবে, দেশ তোমার রক্তে মাখা হবে, তোমার কথা কারও স্মরণে আর থাকবে না, কেননা আমিই, প্রভু, একথা বললাম।'

যেরুশালেমের জঘন্য কাজ

২২ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, তুমি কি বিচার করতে প্রস্তুত? সেই রক্তলোভী নগরীর বিচার করতে প্রস্তুত? তবে তার সমস্ত জঘন্য কর্ম তাকে দেখাও। [৩] বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে নগরী, যে নিজের উপরে শেষকাল ডেকে আনবার জন্য নিজের মধ্যে রক্তপাত করে থাক ও নিজেকে কলুষিত করার জন্য নিজের জন্য পুতুলগুলো তৈরি করে থাক! [৪] তুমি যে

রক্তপাত করেছ, তা দ্বারা নিজেকে অপরাধী করেছ; এবং যে পুতুলগুলো তৈরি করেছ, তা দ্বারা নিজেকে কলুষিত করেছ: এতে তুমি তোমার শেষ দিনগুলি ত্বরান্বিত করেছ, তোমার আয়ুর চরম মাত্রায় এসে পৌঁছেছ। এজন্য আমি তোমাকে জাতিগুলির ও দেশসকলের কাছে বিদ্রূপের বস্তু করব। [৫] তোমার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলেই তোমাকে বিদ্রূপ করবে, হে কলঙ্ক ও কলহপূর্ণা নগরী!

[৬] দেখ, তোমার মধ্যে যত ইস্রায়েলের নেতারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে রক্তপাত করার জন্য ব্যস্ত। [৭] তোমার মধ্যে পিতামাতাদের তুচ্ছ করা হয়, তোমার মধ্যে বিদেশীর প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়, তোমার মধ্যে এতিম ও বিধবাকে অত্যাচার করা হয়। [৮] তুমি আমার পবিত্রধাম অবজ্ঞা করেছ, আমার শাব্বাৎগুলোর পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছ। [৯] রক্তপাত করার জন্য তোমার মধ্যে পরনিন্দুকেরা রয়েছে; আবার তোমার মধ্যে তারাও রয়েছে যারা পাহাড়পর্বতের উপরে খাওয়া-দাওয়া করে ও কদাচার করে। [১০] তোমার মধ্যে কন্যারা পিতার উলঙ্গতা অনাবৃত করে, তোমার মধ্যে মানুষ ঋতুমতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিত হয়। [১১] তোমার মধ্যে একজন আর একজনের স্ত্রীর সঙ্গে জঘন্য কাজ করে; এবং আর একজন পুত্রবধূকে ঘৃণ্যভাবে কলুষিত করে; এবং আর একজন তার নিজের বোনকে—নিজেরই পিতার কন্যাকে—মানভ্রষ্টা করে। [১২] রক্তপাত করার জন্য তোমার মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ করা হয়; তুমি সুদ ও অর্থবৃদ্ধি নাও, শোষণ করে তোমার প্রতিবেশীকে শূন্য কর এবং আমার কথা ভুলে থাক। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[১৩] দেখ, তুমি যে অন্যায় সাধন করেছ ও তোমার মধ্যে যে রক্তপাত করা হয়েছে, এই সমস্ত কিছুর জন্য আমি হাততালি দিচ্ছি। [১৪] আমি যে দিন তোমার কাছে কৈফিয়ত চাইব, সেইদিন তোমার হৃদয় কি সুস্থির থাকবে? তোমার হাত কি সবল থাকবে? আমি, প্রভু, আমিই একথা বললাম, আমি সেই কথার সিদ্ধি ঘটাব: [১৫] আমি জাতিসকলের মাঝে তোমাকে বিক্ষিপ্ত করব, নানা দেশে তোমাকে ছড়িয়ে দেব; তোমার মলিনতা শেষ করে দেব; [১৬] আর যখন জাতিসকলের চোখের সামনে তুমি নিজের দোষের ফলে কলুষিতা হবে, তখন জানবে যে, আমিই প্রভু।’

[১৭] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৮] 'আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুল আমার কাছে গাদস্বরূপ হয়েছে; তারা সকলে হাপরের মধ্যে রুপো, ব্রঞ্জ, দস্তা, লোহা ও সীসা হলেও গাদ হয়ে গেছে। [১৯] তাই প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা সকলে গাদস্বরূপ হয়েছ, এজন্য দেখ, আমি তোমাদের যেরুশালেমের মধ্যে জড় করব। [২০] যেমন আগুনে ফুঁ দিয়ে গলাবার জন্য রুপো, ব্রঞ্জ, লোহা, সীসা ও দস্তা হাপরের মধ্যে জড় করা হয়, তেমনি আমি আমার ক্রোধে ও বিক্ষভে তোমাদের জড় করব ও সেখানে ঢুকিয়ে গলাব। [২১] আমি তোমাদের সংগ্রহ করব, এবং আমার ক্রোধের আগুনে ফুঁ দিয়ে নগরীর মধ্যে তোমাদের গলিয়ে দেব। [২২] যেমন হাপরের মধ্যে রুপোকে গলানো হয়, তেমনি নগরীর মধ্যে তোমাদের গলানো হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমি, প্রভু, আমিই তোমাদের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করলাম।'

[২৩] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২৪] 'আদমসন্তান, যেরুশালেমকে বল: তুমি এমন দেশ, যা পরিষ্কৃতা হয়নি ও ঝড়ের দিনে বৃষ্টিতে ধৌত হয়নি। [২৫] তার মধ্যে নেতারা এমন গর্জনকারী সিংহের মত যা নিজের শিকার বিদীর্ণ করে। তারা চক্রান্ত করে লোকদের গ্রাস করে, ধন ও বহুমূল্য বস্তু কেড়ে নেয়, তার মধ্যে অনেক স্ত্রীলোককে বিধবা করে। [২৬] তার যাজকেরা আমার বিধান লঙ্ঘন করে, আমার পবিত্রধাম অপবিত্র করে, পবিত্র অপবিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে না, শুচি অশুচির প্রভেদ শেখায় না, আমার শাব্বাৎগুলোর দিকে লক্ষ রাখে না, আর আমি তাদের মধ্যে অপবিত্রীকৃত হচ্ছি। [২৭] তার মধ্যে তার নেতারা এমন নেকড়ের মত, যা নিজের শিকার বিদীর্ণ করে; তারা রক্তপাত করে, অন্যায় লাভের জন্য লোকদের বিলুপ্ত করে। [২৮] তার নবীরা প্রাচীরে কাদামাটির প্রলেপ দিয়েছে, হ্যাঁ, তারা মায়া-দর্শন পায় ও মিথ্যা মন্ত্র পড়ে; এবং প্রভু কথা না বললেও তারা বলে প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন। [২৯] দেশের জনগণ শোষণ ও ডাকাতিতে লিপ্ত, তারা দীনহীন ও নিঃস্বকে অত্যাচার করে ও বিদেশীর অধিকার অবজ্ঞা করে তার প্রতি দুর্ব্যবহার করে। [৩০] আমি যেন দেশের বিনাশ সাধন না করি, এজন্য তাদের মধ্যে এমন একজন পুরুষের খোঁজ করলাম, যে দেশের রক্ষায় একটা প্রাচীর গাঁথবে ও আমার সামনে তার ফাটলে দাঁড়াবে, কিন্তু পেলাম না। [৩১] এজন্য আমি তাদের উপরে আমার বিক্ষভ বর্ষণ করব, আমার

রোষের আগুন দ্বারা তাদের সংহার করব; তাদের কর্মের ফল তাদের মাথায় নামিয়ে দেব।’ প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

যেরুশালেম ও সামারিয়ার ইতিহাসের রূপক-বর্ণনা

২৩ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] ‘আদমসন্তান, দু’জন স্ত্রীলোক ছিল, তারা এক মাতার কন্যা; [৩] তারা যৌবনকাল থেকেই মিশরে বেশ্যাগিরি করেছিল; সেখানে তাদের বুককে আদর করা হয়েছিল ও তাদের কুমারী-বক্ষস্থল সোহাগ করা হয়েছিল। [৪] তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম অহলা, ও তার বোনের নাম অহলিবা; তারা দু’জনে আমারই হল, ও পুত্রকন্যা প্রসব করল। অহলা হচ্ছে সামারিয়া, এবং অহলিবা হচ্ছে যেরুশালেম। [৫] আমারই থাকতে অহলা বেশ্যাগিরি করতে লাগল, তার প্রেমিকদের প্রতি, সেই যোদ্ধা আশুরীয়দের প্রতি সে কামাসক্তা হল, [৬] যারা নীল ক্ষোম পোশাক পরা প্রদেশপাল ও শাসনকর্তা, সকলেই মনোহর যুবক ও অশ্বারোহী বীরপুরুষ। [৭] সে তাদের, অর্থাৎ সেরা আশুরীয়দের সঙ্গে বেশ্যারূপে নিজেকে দান করল, এবং যাদের প্রতি কামাসক্তা ছিল, তাদের সকলের পুতুলগুলো দ্বারা নিজেকে কলুষিতা করল। [৮] মিশরের সময় থেকে তার সেই বেশ্যাচারও সে ছাড়েনি যখন তার যৌবনকালে লোকে তার সঙ্গে মিলিত হত, তার কুমারী-বুক সোহাগ করত ও তার উপরে তাদের কামবাণ ছুড়ত। [৯] এজন্য আমি তার প্রেমিকদের হাতে—যাদের প্রতি সে কামাসক্তা ছিল, সেই আশুরীয়দের হাতে তাকে তুলে দিলাম। [১০] তারা তার উলঙ্গতা অনাবৃত করল, তার পুত্রকন্যাদের ছিনিয়ে নিয়ে তাকে খড়্গের আঘাতে বধ করল। তাকে তেমন শাস্তি দেওয়া হল বিধায় সে নারীকুলে একটা প্রতীক হল।

[১১] এসব কিছু দেখেও তার বোন অহলিবা নিজের কামাসক্তিতে তার চেয়ে, হ্যাঁ, বেশ্যাগিরিতে সেই বোনের চেয়ে বেশি ভ্রষ্টা হল। [১২] সেও নিকটবর্তী আশুরীয়দের প্রতি কামাসক্তা হল—ক্ষোম পোশাক পরা প্রদেশপাল ও শাসনকর্তা, অশ্বারোহী বীরপুরুষ, সকলেই মনোহর যুবক। [১৩] আমি তো দেখলাম, সে নিজেকে কলুষিতা করেছে, দু’জনেই একই পথে চলছিল। [১৪] কিন্তু সে তার বেশ্যাগিরি বাড়াতে লাগল। সে দেওয়ালে আঁকা পুরুষদের অর্থাৎ কাল্দীয়দের সিঁদুরে আঁকা ছবি দেখল,

[১৫] যাদের সকলের কোমরে বন্ধনী, মাথায় অলঙ্কারপূর্ণ কিরীট, যারা সকলেই দেখতে সেনাপতির মত, কাল্দীয় দেশজাত বাবিলন-সন্তানদের মূর্ত প্রতীক। [১৬] তাদের দেখামাত্র সে কামাসক্তা হয়ে কাল্দিয়ায় তাদের কাছে দূত পাঠাল, [১৭] তাই বাবিলন-সন্তানেরা তার কাছে এসে প্রেম-শয্যার সহভাগী হল, ও তাদের ঘৃণ্য কদাচারে তাকে কলুষিতা করল; সে তাদের সঙ্গে থেকে নিজেকে অশুচি করল, যতদিন না সে নিজে একাজে ঘৃণাবোধ করল। [১৮] কিন্তু সে সেই বেশ্যাগিরি করছিল ও নিজের উলঙ্গতা অনাবৃত করছিল বিধায় আমার প্রাণে যেমন তার বোনের প্রতি ঘৃণা হয়েছিল, তেমনি তার প্রতিও ঘৃণা হল। [১৯] কিন্তু সে তার বেশ্যাগিরি বাড়িয়ে চলল, কেননা তার সেই তরুণ বয়সের কথা স্মরণ করত যখন মিশর দেশে বেশ্যাগিরি করত। [২০] সে নিজের কামাসক্তি তার কদাচারী প্রেমিকদের সঙ্গেই দেখাল, যাদের মাংস গাধারই মাংস, যাদের অঙ্গ ঘোড়ারই অঙ্গ! [২১] আর এইভাবে সে তার সেই তরুণ বয়সের কদাচার আবার বাসনা করল যখন মিশরে তার বুককে আদর করা হত ও তার কুমারী-বক্ষস্থল সোহাগ করা হত।

[২২] এজন্য, হে অহলিবা, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, ঘৃণাবোধ করে যাদের প্রতি তুমি নিজে বিমুখ হয়েছ, তোমার সেই প্রেমিকদের আমি তোমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করব, চারদিক থেকে তাদের তোমাকে আক্রমণ করতে আনব। [২৩] বাবিলন-সন্তানেরা ও কাল্দীয়েরা সকলে, পেকোদ, শোয়া ও কোয়া এবং তাদের সঙ্গে আশুরীয়েরা, সকলেই মনোহর যুবক, প্রদেশপাল ও শাসনকর্তা, সেনাপতি ও অশ্বারোহী বীরপুরুষ—এদের সকলকে তোমাকে আক্রমণ করতে আনব; [২৪] তারা অস্ত্রশস্ত্র, রথ, গরুর গাড়ি, ও বহু বহু লোকের ভিড় সঙ্গে নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে আসবে, বড় ও ছোট ঢাল ধরে ও শিরস্ত্রাণ পরে তোমার বিরুদ্ধে চারদিকে উপস্থিত হবে। আমি তাদের হাতে বিচার-ভার তুলে দিলাম, তারা নিজ বিচারমান অনুসারে তোমার বিচার করবে। [২৫] আমি তোমার উপরে আমার উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা নিঃশেষে ঝেড়ে যাব, তারা সরোষে তোমার প্রতি ব্যবহার করবে; তোমার নাক ও কান কেটে ফেলবে ও তোমার বাকি লোকেরা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে; তারা তোমার পুত্রকন্যাদের ছিনিয়ে নেবে, ও তোমার বাকি লোককে আগুনে গ্রাস করা হবে। [২৬] তারা তোমাকে

বিবস্ত্রা করবে ও তোমার যত অলঙ্কার কেড়ে নেবে। [২৭] এইভাবে আমি তোমার ঘৃণ্য কদাচার ও মিশর দেশে শুরু করা তোমার বেশ্যাগিরি বন্ধ করে দেব: তুমি তাদের দিকে আর চোখ তুলবে না, মিশরকেও আর স্মরণ করবে না। [২৮] কেননা প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, তুমি যাদের ঘৃণা করছ, ঘৃণাবোধ করে যাদের প্রতি তুমি নিজেই এখন বিমুখ, আমি তাদের হাতে তোমাকে তুলে দিলাম। [২৯] তারা তোমাকে ঘৃণা করবে, তোমার সমস্ত শ্রমফল কেড়ে নেবে, তোমাকে উলঙ্গিনী ও বিবস্ত্রা করে ফেলে রাখবে: তাতে তোমার বেশ্যাচার-ঘটিত উলঙ্গতা, তোমার কদাচার ও তোমার বেশ্যাগিরি সবই অনাবৃত হবে। [৩০] তোমার প্রতি এভাবে ব্যবহার করা হবে, কেননা তুমি জাতিসকলের সঙ্গে বেশ্যাগিরি করেছ ও তাদের পুতুলগুলো দ্বারা নিজেকে কলুষিতা করেছ। [৩১] যেহেতু তুমি তোমার বোনের পথে চলেছ, এজন্য আমি তার পানপাত্র তোমার হাতে দেব। [৩২] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

তুমি তোমার বোনের পানপাত্রে পান করবে,
সেই পাত্র গভীর, বড়ই সেই পাত্র।
তুমি বিদ্রূপ ও পরিহাসের বস্তু হবে,
সেই পাত্রে অনেকটাই ধরে!
[৩৩] তুমি পরিপূর্ণা হবে মত্ততা ও উদ্বেগে;
আতঙ্ক ও ধ্বংসের পাত্র,
তা-ই ছিল তোমার বোন সামারিয়ার পাত্র।
[৩৪] তুমিও সেই পাত্রে পান করবে,
তার তলানি পর্যন্তই পান করবে;
পরে দাঁত দিয়েই তা ভেঙে ফেলবে,
ও তার টুকরো কুচি দিয়ে নিজের বুক দীর্ণ-বিদীর্ণ করবে;
কেননা আমি কথা বলেছি।
প্রভুর উক্তি।

[৩৫] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তুমি আমাকে ভুলে গেছ ও আমার প্রতি পিঠ ফিরিয়েছ, সেজন্য তুমি তোমার নিজের কদাচার ও বেশ্যাচারের দণ্ড বহন করবে।'

[৩৬] প্রভু আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, তুমি কি অহলা ও অহলিবার বিচার করতে প্রস্তুত? তবে তাদের জঘন্য কর্মকাণ্ড তাদের দেখাও। [৩৭] কেননা তারা ব্যভিচার-কর্ম সাধন করেছে ও তাদের হাতে রক্ত আছে; তারা তাদের পুতুলগুলোর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে, এমনকি, আমার ঘরে প্রসব করা তাদের ছেলেমেয়েদের ওদের খাদ্যরূপে আগুনের মধ্য দিয়ে পার করিয়েছে। [৩৮] তারা আমার প্রতি এই দুষ্কর্মও সাধন করেছে: সেইদিন আমার পবিত্রধাম কলুষিত করেছে, আমার শাব্বাৎগুলোর পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছে। [৩৯] কারণ তাদের সেই পুতুলগুলোর উদ্দেশে তাদের নিজেদের ছেলেদের বলি দেওয়ার পর তারা সেই একই দিনে আমার পবিত্রধামে এসে তা অপবিত্র করেছে; দেখ, আমার গৃহের মধ্যে এমন কাজই করেছে তারা! [৪০] তাছাড়া তারা দূরদেশের লোকদের আনবার জন্য দূত পাঠিয়েছে; দূতকে পাঠানোর পর, দেখ, তারা এল; তাদের জন্য তুমি স্নান করলে, চোখে কাজল দিলে, ও অলঙ্কারে নিজেকে ভূষিতা করলে; [৪১] পরে রাজকীয় শয্যায় শুয়ে সামনে ভোজনপাট সাজিয়ে তার উপরে আমার ধূপ ও আমার তেল রাখলে। [৪২] নিরুদ্বিগ্ন বহুলোকের ভিড়ের কলরব শোনা যাচ্ছিল; এদের সঙ্গে আবার বহুলোকের ভিড় যোগ দিল যারা প্রান্তরের সবদিক থেকে আসছিল; তারা ওই দু'জনের হাতে কঙ্কণ ও মাথায় গৌরবময় মুকুট দিল। [৪৩] ব্যভিচার-কর্মে যে অভ্যস্তা, সেই স্ত্রীলোকের বিষয়ে আমি ভাবলাম, এখন তারা কি এর বেশ্যাচারের অংশী হবে? [৪৪] আর আসলে তারা, যেমন বেশ্যার কাছে যাওয়া যায়, তেমনি তার কাছে ভিতরে গেল; এইভাবে তারা অহলা ও অহলিবার, সেই দুই কদাচারী মেয়েদের কাছে ভিতরে গেল। [৪৫] কিন্তু ধার্মিক মানুষেরা ব্যভিচারিণী ও খুনীদের বিচারমতে তাদের বিচার করবে, যেহেতু তারা ব্যভিচারিণী ও তাদের হাত রক্তপাতে লিপ্ত।'

[৪৬] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: 'আমি তাদের বিরুদ্ধে একটা জনসমাবেশ ঘটাব, এবং তারা আতঙ্ক ও লুটের বস্তু হবে। [৪৭] সেই জনসমাবেশ তাদের পাথর

ছুড়ে মারবে, ও খড়্গের আঘাতে তাদের টুকরো টুকরো করবে; তারা তাদের ছেলেমেয়েদের বধ করবে ও তাদের ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেবে। [৪৮] আমি এইভাবে দেশ থেকে কদাচার বাতিল করে দেব, তাতে সকল স্ত্রীলোক শিখবে যে, তেমন কদাচারী কাজ আদৌ করতে নেই। [৪৯] তোমাদের কদাচারের বোঝা তোমাদের উপরে নেমে পড়বে, এবং তোমরা তোমাদের পুতুল-পূজার পাপকর্মের দণ্ড বহন করবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর।'

যেরুশালেমের অবরোধের পূর্বঘোষণা

২৪ [১] নবম বর্ষের দশম মাসে, মাসের দশম দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, তুমি এই দিনের, আজকের এই দিনের নাম লিখে রাখ, কেননা আজকের এই দিনে বাবিলন-রাজ যেরুশালেমকে আক্রমণ করতে শুরু করল।

[৩] তুমি এই বিদ্রোহী বংশের মানুষের কাছে একটা উপমা-কাহিনী উপস্থাপন কর; বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

হাঁড়ি চড়াও,
চড়াও, ও তার মধ্যে জলও দাও।
[৪] টুকরো টুকরো মাংস, উত্তম উত্তম যে অংশ,
উরুত ও কাঁধ তার মধ্যে একত্র কর;
সেরা হাড়গুলিতেও তা পূর্ণ কর;
[৫] পালের উৎকৃষ্ট মেষ নাও,
এবং হাঁড়ির নিচে কাঠ সাজাও,
তা বহুক্ষণ ধরে সিদ্ধ কর,
যেন হাড়গুলিও তার মধ্যে ভাল করে পাক হয়।
[৬] কেননা প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
সেই রক্তপূর্ণা নগরীকে ধিক্,
সেই হাঁড়িকে ধিক্, যার গায়ে মরচে ধরেছে,

যা থেকে মরচে ওঠানো যায় না!
তুমি একটা একটা করে টুকরো বের করে তা খালি কর,
তার বিষয়ে গুলিবাঁট পড়েনি।
[৭] কেননা তার রক্ত তার মধ্যে রয়েছে,
সে শুষ্ক শৈলের উপরে সেই রক্ত রেখেছে,
মাটিতে তা ঢালেনি,
ধুলা দিয়েও তা ঢাকেনি।
[৮] আমার ক্রোধ জাগাবার জন্য,
প্রতিশোধ নেবার জন্যই
সে তার রক্ত না ঢেকে
বরং শুষ্ক শৈলেই রেখেছে।
[৯] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
সেই রক্তপূর্ণা নগরীকে ধিক্!
আমিও বিশাল রাশি সাজাব।
[১০] কাঠ জমাও, আগুন জ্বালাও,
মাংস সুসিদ্ধ কর, সুরস ঝোল কর,
হাড়গুলি দগ্ধ হোক!
[১১] শূন্য হাঁড়িটা কয়লার উপরে বসাও,
যেন তা তপ্ত হলে
তার ব্রঞ্জ আগুনে লাল হয়,
তার মধ্যে তার মলিনতা গলে যায়,
ও তার মরচে ক্ষয় হয়ে যায়।
[১২] মরচের জন্য কেমন পরিশ্রম!
কিন্তু তা ওঠে না,
আগুন দ্বারাও তা নিশ্চিহ্ন হয় না।

[১৩] তোমার মলিনতা একেবারে নীচপ্রকার: আমি তোমাকে শোধন করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তুমি নিজেকে শোধিতা হতে দিলে না। এজন্য তুমি তোমার মলিনতা থেকে আর শোধিতা হবে না, যতদিন না আমি তোমার উপরে আমার ক্রোধ ঝেড়ে দিই। [১৪] আমিই, প্রভু, কথা বললাম! একথা সিদ্ধিলাভ করবে, আমি একাজ সাধন করবই, ক্ষান্ত হব না, দয়া দেখাব না, মমতাও দেখাব না। তোমার যেমন আচরণ ও তোমার যেমন কাজ, তোমাকে সেইমত বিচার করা হবে।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

নবীর শোকপালন

[১৫] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৬] 'হে আদমসন্তান, দেখ, আমি আকস্মিক এক মারাত্মক আঘাতেই তোমার চোখের প্রীতি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে যাচ্ছি; কিন্তু তোমাকে শোক করতে, কাঁদতে বা চোখের জল ফেলতে নেই। [১৭] নীরবেই দীর্ঘশ্বাস ফেল, মৃতজনের জন্য শোক করো না; মাথায় শিরোভূষণ বাঁধ, পায়ে জুতো দাও, দাড়ি ঢেকে রেখো না, শোকের রুটিও খেয়ো না।'

[১৮] সকালবেলায় আমি লোকদের কাছে কথা বললাম, আর সন্ধ্যাবেলায় আমার স্ত্রীর মৃত্যু হল; পরদিন সকালে আমি সেই আজ্ঞামত কাজ করলাম। [১৯] লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'তুমি যেভাবে ব্যবহার করছ, এর অর্থ কি আমাদের জানাবে না?' [২০] উত্তরে আমি বললাম, 'প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলেছে: [২১] তুমি ইস্রায়েলকুলকে একথা বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমার যে পবিত্রধাম তোমাদের শক্তির গর্ব, তোমাদের চোখের প্রীতি ও তোমাদের প্রাণের অভিলাষ, তা আমি অপবিত্রীকৃত হতে দেব; তোমাদের যে পুত্রকন্যাকে সেখানে ফেলে রেখেছ, তারা খড়্গের আঘাতে পড়বে। [২২] আমি যেমন করেছি, তোমরাও তখন সেইমত করবে: দাড়ি ঢেকে রাখবে না ও শোকের রুটি খাবে না। [২৩] তোমরা মাথায় শিরোভূষণ ও পায়ে জুতো দেবে, শোক করবে না, কাঁদবেও না, কিন্তু তোমাদের অপরাধের জন্য ক্ষীণ হয়ে যাবে, ও নিজেদের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

[২৪] এজেকিয়েল তোমাদের পক্ষে প্রতীক-চিহ্ন হবে: যখন এই সব কিছু ঘটবে, তখন তোমরা ঠিক তারই মত ব্যবহার করবে, আর তখন জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর। [২৫] আর তুমি, হে আদমসন্তান, যে দিন আমি তাদের কাছ থেকে তাদের

শক্তি, তাদের কান্তির পুলক, তাদের চোখের প্রীতি, তাদের প্রাণের অভিলাষ, তাদের পুত্রকন্যাদের কেড়ে নেব, [২৬] সেদিন এই সংবাদ দিতে রেহাই পাওয়া একজন লোক তোমার কাছে আসবে। [২৭] সেদিন রেহাই পাওয়া সেই লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য তোমার মুখ খুলে দেওয়া হবে, তখন তুমি কথা বলবে, আর বোবা থাকবে না; তাদের পক্ষে তুমি প্রতীক-চিহ্ন হবে, তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

নানা দেশের বিরুদ্ধে বাণী

২৫ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, আম্মোনীয়দের দিকে মুখ ফেরাও ও তাদের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও। [৩] আম্মোনীয়দের বল: প্রভু পরমেশ্বরের বাণী শোন। প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেহেতু তুমি আমার পবিত্রধাম অপবিত্রীকৃত দেখে তার বিষয়ে, ইস্রায়েল-দেশভূমি উৎসন্ন দেখে তার বিষয়ে, এবং যুদাকুল নির্বাসনের দেশে যাত্রা করছে দেখে তার বিষয়ে বলেছ "কি মজা, কি মজা!" [৪] সেজন্য দেখ, আমি তোমাকে পুবদেশীয় লোকদের হাতে সম্পদরূপে তুলে দিচ্ছি, তারা তোমার মধ্যে নিজেদের শিবির স্থাপন করবে ও তোমার মধ্যে নিজেদের তাঁবু ফেলবে: তারাই তোমার ফল ভোগ করবে ও তোমার দুধ পান করবে। [৫] আমি রাব্বাকে উটের বাথানে ও আম্মোনীয়দের শহরগুলিকে মেষঘেরিতে পরিণত করব; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

[৬] কেননা প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: 'যেহেতু তুমি ইস্রায়েল-দেশভূমির দশায় হাততালি দিয়েছ, নেচেছ ও মনে মনে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার সঙ্গেই আনন্দ করেছ, [৭] সেজন্য দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে হাত বাড়াচ্ছি, তোমাকে জাতিগুলির হাতে লুটের বস্তুরূপে তুলে দেব, জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাকে উচ্ছেদ করব, ও দেশগুলির মধ্য থেকে তোমাকে বিলুপ্ত করব। আমি তোমাকে ধ্বংস করব, তাতে তুমি জানবে যে, আমিই প্রভু।'

[৮] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: 'যেহেতু মোয়াব ও সেইর বলছে: দেখ, যুদাকুল অন্য সকল জাতির সমান, [৯] সেজন্য দেখ, আমি মোয়াবের পাশ শহরগুলির দিকে খুলে দেব, অর্থাৎ চতুর্দিকে তার যত শহর, বিশেষভাবে দেশের ভূষণ সেই বেথ্‌-যেশিমোথ, বায়াল-মেয়োন ও কিরিয়াথাইম [১০] সম্পদরূপে পুবদেশীয় লোকদের দেব, যেমনটি সম্পদরূপে আম্মোনীয়দেরও তাদের দিয়েছিলাম; ফলে জাতিগুলির মধ্যে তাদের কথা বিস্মৃত হবে। [১১] এইভাবে আমি মোয়াবের বিষয়ে বিচার সম্পন্ন করব, তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

[১২] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ‘যেহেতু এদোম প্রতিশোধ নেওয়ার মনোভাবে যুদাকুলের উপরে ক্রোধ ঝেড়েছে, এবং তাদের উপরে প্রতিশোধ নেওয়ায় নিতান্ত শাস্তির যোগ্য হয়েছে, [১৩] সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি এদোমের উপর আমার হাত বাড়াব, তার মধ্য থেকে মানুষ ও পশু সকলকেই উচ্ছেদ করব ও তার দেশ মরুপ্রান্তর করব; তেমান থেকে দেদান পর্যন্ত লোকেরা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে। [১৪] এদোমের উপরে আমার পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার ভার আমার জনগণ ইস্রায়েলের হাতে তুলে দেব, তখন আমার যেমন ক্রোধ ও যেমন রোষ, তারা এদোমের প্রতি তেমনি ব্যবহার করবে। এইভাবে আমার প্রতিশোধ জ্ঞাত হবে।’ প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[১৫] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ‘যেহেতু ফিলিস্তিনিরা প্রতিশোধ নেওয়ার মনোভাবে কাজ করেছে, হ্যাঁ, চিরশত্রুতার কারণে সবকিছু বিনাশ করার জন্য যেহেতু তারা শঠতার সঙ্গে প্রতিশোধ নিয়েছে, [১৬] সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি ফিলিস্তিনিদের উপরে আমার হাত বাড়াচ্ছি, ক্রেথীয়দের নিশ্চিহ্ন করব, এবং সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের বাকি সকলকে বিনাশ করব। [১৭] আমি সরোষে নানা শাস্তি দিয়ে তাদের উপর ভারী প্রতিশোধ নেব; আর আমি যখন তাদের উপর প্রতিশোধ নেব, তখন তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।’

২৬ [১] একাদশ বর্ষে, মাসের প্রথম দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:

[২] ‘আদমসন্তান, যেহেতু যেরুশালেমের বিষয়ে তুরস বলেছে:
“কি মজা! জাতিগুলির তোরণদ্বার ভেঙে গেল!
আমার ধনবতী হওয়ার পালা এসেছে, সে তো ধ্বংসিতা!”
[৩] সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
হে তুরস, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে!
সমুদ্র যেমন তরঙ্গ ওঠায়, তেমনি তোমার বিরুদ্ধে আমি বহুদেশ ওঠাব।
[৪] তারা তুরসের প্রাচীর ধ্বংস করবে,

তার মিনারগুলি ভেঙে ফেলবে;
আমি শহরটার ধুলাও উড়িয়ে দেব, তাকে শুষ্ক শৈল করব।
[৫] সমুদ্রের মধ্যে সে হবে জাল নেড়ে দেবার জায়গা,
কেননা আমি কথা বলেছি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
সে জাতিগুলির লুটের বস্তু হবে।
[৬] আর স্থলভূমিতে তার যে কন্যারা আছে,
তারা খড়্গের আঘাতে পড়বে;
তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।

[৭] কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি উত্তরদিক থেকে ঘোড়া, রথ ও অশ্বারোহীদের এবং বহুলোকের ভিড় ও বিপুল সৈন্যদল সহ রাজাধিরাজ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারকে তুরসের বিরুদ্ধে নিয়ে আসছি।

[৮] সে স্থলভূমিতে অবস্থিত তোমার কন্যাদের
খড়্গের আঘাতে বধ করবে,
তোমার বিরুদ্ধে গড় গাঁথবে,
তোমার গায়ে জাঙ্গাল বাঁধবে,
তোমার বিরুদ্ধে ঢাল উচ্চ করবে।
[৯] সে তোমার প্রাচীরে দুর্গভেদক যন্ত্র বসাবে,
ও তার ধারালো অস্ত্র দিয়ে তোমার মিনারগুলি ভেঙে ফেলবে।
[১০] তার ঘোড়াগুলো এতই প্রচুর হবে যে,
তাদের ধুলা তোমাকে ঢেকে ফেলবে;
সে যখন ভগ্ন প্রাচীর-নগরে ঢুকবার মত
তোমার নগরদ্বারের ভিতরে ঢুকবে,
তখন অশ্বারোহীদের, গরুর গাড়ির ও রথের শব্দে
তোমার প্রাচীর কাঁপবে।
[১১] সে তার ঘোড়াদের ক্ষুরে তোমার সমস্ত পথ মাড়িয়ে দেবে,
খড়্গের আঘাতে তোমার জনগণকে বধ করবে,

ও তোমার প্রকাণ্ড স্তম্ভগুলো ভূমিসাৎ করবে।

[১২] ওরা তোমার সম্পত্তি লুট করবে,

তোমার বাণিজ্যদ্রব্য কেড়ে নেবে,

তোমার প্রাচীর ভেঙে ফেলবে,

ও তোমার দীপ্তিময় প্রাসাদগুলো ধ্বংস করবে:

ওরা তোমার পাথর, কাঠ ও ধুলাও সমুদ্রে ফেলে দেবে।

[১৩] আমি তোমার গানের চিৎকার বন্ধ করে দেব,

তোমার বীণার ঝঙ্কার আর কখনও শোনা হবে না।

[১৪] আমি তোমাকে শুষ্ক শৈল করব;

তুমি হবে জাল নেড়ে দেবার জায়গা;

তোমাকে আর পুনর্নির্মাণ করা হবে না;

কেননা আমিই, প্রভু, কথা বললাম।'

প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[১৫] প্রভু পরমেশ্বর তুরসকে একথা বলছেন: 'যখন তোমার মধ্যে ভয়ঙ্কর মহাসংহার ঘটবে, তখন, তোমার পতনের শব্দে, তোমার আহতদের আর্তনাদে, দ্বীপপুঞ্জ কি কাঁপবে না? [১৬] সমুদ্রতীরের নেতারা সকলেই যে যার সিংহাসন থেকে নামবে, নিজ নিজ আলোয়ান ত্যাগ করবে, শিল্পকর্মে খচিত নিজ নিজ কাপড়গুলি খুলে ফেলবে; তারা শোকের কাপড় পরবে, এবং মাটিতে বসে অনুক্ষণ সন্ত্রাসিত থাকবে তোমার দশায় আতঙ্কিত হয়ে। [১৭] তারা তোমার উদ্দেশে বিলাপগান ধরে বলবে:

এই নগরী, যার নিবাসীরা নানা সমুদ্র থেকে আসত,

তত বিখ্যাত এই নগরী,

যার প্রতাপ ও যার নিবাসীদের প্রতাপ সমুদ্রে বিরাজ করত,

এই নগরী কেন নিশ্চিহ্ন হল?

[১৮] এখন, তার পতনের দিনে,

দ্বীপপুঞ্জ কম্পান্বিত,

তোমার এই শেষ দশার জন্য

সমুদ্রের দ্বীপগুলি সন্ত্রাসিত।’

[১৯] কেননা প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ‘যখন আমি নিবাসীবিহীন শহরগুলির মত তোমাকে উচ্ছিন্ন শহর করব, যখন আমি তোমার উপরে সেই অতল গহ্বর ওঠাব ও মহাজলরাশি তোমাকে আচ্ছন্ন করবে, [২০] তখন আমি তোমাকে, যারা পাতালে গেছে, অতীতকালের সেই লোকদের কাছে নামাব, এবং অধোলোকে, সেই চির উৎসন্ন জায়গায়, পাতালগামীদের সঙ্গে বাস করাব, যেন তুমি আর বাসস্থান না হও, জীবিতদের দেশেও যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হও। [২১] আমি তোমাকে আতঙ্কের বস্তু করব, তোমার আর অস্তিত্ব থাকবে না; তোমার জন্য সন্ধান করা হবে, কিন্তু তোমার সন্ধান আর কখনও মিলবে না।’ প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

২৭ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] ‘আদমসন্তান, তুরসের উদ্দেশে বিলাপগান ধর। [৩] সমুদ্রের প্রবেশস্থানে অবস্থিত যে নগরী, বহু দ্বীপপুঞ্জে নিবাসী জাতিগুলির বণিক যে নগরী, সেই তুরসকে তুমি বল:

প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
হে তুরস, তুমি নাকি বলছিলে: আমি পরমাসুন্দরী!
[৪] তোমার কর্তৃত্ব ছিল নানা সমুদ্রের মধ্যস্থলে।
তোমার নির্মাতারা তোমাকে অপার সৌন্দর্যে মণ্ডিতা করল:
[৫] তারা সেনিরীয় দেবদারু কাঠ দিয়ে
তোমার সমস্ত তক্তা প্রস্তুত করল,
তোমার জন্য মাস্তুল তৈরি করার জন্য
লেবানন থেকে এরসগাছ আনাল;
[৬] বাশান দেশীয় ওক্ গাছ থেকে
তোমার দাঁড় তৈরি করল;
কিত্তীমদের দ্বীপপুঞ্জ থেকে আনা তাশুরকাঠে
খচিত গজদন্তে তোমার তক্তা প্রস্তুত করা হল।
[৭] তোমার পতাকা হবার জন্য মিশর দেশ থেকে আনা

সূচিকর্মে চিত্রিত ক্ষোম কাপড় ছিল তোমার পাল ;
এলিশার দ্বীপপুঞ্জ থেকে আনা নীল ও বেগুনি কাপড়
ছিল তোমার আচ্ছাদন।
[৮] সিদোন ও আর্বাদ-নিবাসীরা ছিল তোমার দাঁড়ী ;
হে তুরস, তোমার প্রজ্ঞাবান যারা,
তারাই ছিল তোমার মধ্যে কর্ণধার।
[৯] গেবালের প্রবীণবর্গ ও তার নিপুণ লোকেরা
ছিল তোমার মধ্যে তোমার ছিদ্র-প্রতিকারক।
সমুদ্রের যত জাহাজ ও তাদের নাবিকেরা
বাণিজ্যদ্রব্য বিনিময় করার জন্য তোমার মধ্যে ছিল।
[১০] পারস্য, লুদ ও পুৎ দেশীয়েরা
ছিল তোমার সৈন্যসামন্তের মধ্যে তোমার যোদ্ধা ;
তারা তোমার মধ্যে ঢাল ও শিরস্ত্রাণ টাঙিয়ে রাখত ;
তারাই তোমাতে আরোপ করছিল শোভা।
[১১] আর্বাদের লোকেরা তাদের সৈন্যসামন্তের সঙ্গে
চারদিকে তোমার প্রাচীরের উপরে ছিল,
বীরযোদ্ধারা তোমার মিনারে মিনারে ছিল,
তারা চারদিকে তোমার প্রাচীরে নিজ নিজ ঢাল টাঙাত ;
তারাই সিদ্ধ করছিল তোমার কান্তি।

[১২] সবরকম ধনের প্রাচুর্যের কারণে তার্শিশ তোমার সঙ্গে ব্যবসা করত : তারা রুপো, লোহা, দস্তা ও সীসার সঙ্গে তোমার পণ্যের বিনিময় করত। [১৩] যাবান, তুবাল ও মেশেক তোমার সঙ্গে ব্যবসা করত : তারা ক্রীতদাস ও ব্রঞ্জের মাল দিয়ে তোমার বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় করত। [১৪] তোগার্মার লোকেরা ঘোটক, রণ-অশ্ব ও খচ্চরের সঙ্গে তোমার পণ্যের বিনিময় করত। [১৫] দেদান-সন্তানেরা তোমার সঙ্গে ব্যবসা করত, বহু দ্বীপপুঞ্জ তোমার ক্রেতা ছিল : তারা গজদন্তময় শিং ও আবলুস কাঠ তোমার মূল্যরূপে আনত। [১৬] তোমার তৈরী জিনিসের বাহুল্যের কারণে আরাম তোমার সঙ্গে

ব্যবসা করত; সেখানকার লোকেরা বহুমূল্য মণিমুক্তা, বেগুনি, বুটাদার কাপড়, ক্ষোম
বস্ত্র এবং প্রবাল ও পদ্মরাগমণির সঙ্গে তোমার পণ্যের বিনিময় করত। [১৭] যুদা এবং
ইস্রায়েল-দেশও তোমার সঙ্গে ব্যবসা করত: সেখানকার লোকেরা মিন্নিথের গম, পক্কান্ন,
মধু, তেল ও সুরভি মলমের সঙ্গে তোমার বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় করত।
[১৮] সবরকম ধনের বাহুল্যের জন্য তোমার তৈরী জিনিসের প্রাচুর্যের কারণে দামাস্ক
তোমার সঙ্গে ব্যবসা করত, সেখানকার লোকেরা হেল্‌বোনের আঙুররস ও শুভ্র পশম
আনত। [১৯] দান ও যাবান উজাল থেকে এসে তোমার সঙ্গে ব্যবসা করত; তোমার
বিনিময়যোগ্য মালের মধ্যে কান্তলোহা, কাশ ও দারুচিনি থাকত। [২০] দেদান ঘোড়ার
জন্য কম্বল দিয়ে তোমার সঙ্গে বাণিজ্য করত। [২১] আরব এবং কেদারের নেতারা
সকলে তোমার ক্রেতা ছিল: মেষশাবক, ভেড়া ও ছাগ, এগুলি বিষয়ে তারা তোমার সঙ্গে
বাণিজ্য করত। [২২] শেবার ও রায়েমার ব্যবসায়ীরাও তোমার সঙ্গে বাণিজ্য করত;
তারা সবরকম উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য ও সবরকম বহুমূল্য পাথর এবং সোনার সঙ্গে তোমার
পণ্যের বিনিময় করত। [২৩] হারান, কান্নে, এদেন, শেবার এই ব্যবসায়ীরা, এবং
আশুর ও কিল্মাদ তোমার সঙ্গে বাণিজ্য করত: [২৪] এরা তোমার বাজারে তোমার
সঙ্গে অপূর্ব বস্ত্র, নীল সুতো, শিল্পিত পোশাক ও শক্ত সুতোয় সেলাইকৃত নানা রঙে
বিচিত্র গালিচা বিনিময় করত। [২৫] তার্শিশের জাহাজগুলি তোমার পণ্যের বাহন ছিল।

এইভাবে তুমি নানা সমুদ্রের মাঝে
ধনী ও গৌরবময়ী হলে।
[২৬] তোমার দাঁড়ীরা তোমাকে প্রশস্ত জলে নিয়ে গেল,
কিন্তু গভীর সমুদ্রে পুব বাতাস
তোমাকে ভেঙে ফেলল।
[২৭] তোমার ধন, তোমার যত পণ্যদ্রব্য,
তোমার বিনিময়যোগ্য দ্রব্য-সামগ্রী,
তোমার নাবিকেরা, তোমার কর্ণধারেরা,
তোমার ছিদ্র-প্রতিকারক ও দ্রব্য-বিনিময়কারীরা,
তোমার মধ্যে সেই সমস্ত যোদ্ধা,

তোমার মধ্যে সেই জনসমাজ
তোমার পতনের দিনে
নানা সমুদ্র-মাঝে মারা পড়বে।
[২৮] তোমার কর্ণধারদের হাহাকারের শব্দে
উপনগরগুলি কম্পিত হবে।
[২৯] আর সকল দাঁড়ী
নিজ নিজ জাহাজ থেকে নামবে,
নাবিক ও সমুদ্রগামী সকল কর্ণধার
স্থলভূমিতে থাকবে,
[৩০] তোমার জন্য চিৎকার করবে,
তিক্তকণ্ঠে হাহাকার করবে,
মাথায় ধুলা দেবে
ও ছাইয়ে গড়াগড়ি দেবে।
[৩১] তারা তোমার জন্য মাথার চুল খেউরি করবে,
কোমরে চট বাঁধবে,
ও তোমার জন্য তিক্ত দুঃখে
কান্নার সঙ্গে তীব্র চিৎকার তুলবে।
[৩২] তারা শোক করে তোমার জন্য বিলাপ করবে,
তোমার বিষয়ে বিলাপ করে বলবে:
"কে সেই তুরসের মত,
যা এখন সমুদ্রের মাঝখানে ধ্বংসিতা?"
[৩৩] সমুদ্রপথে তোমার পণ্যদ্রব্য নানা স্থানে নিয়ে যেতে যেতে
তুমি বহু বহু জাতিকে তৃপ্ত করতে;
তোমার ধনের ও বিনিময়যোগ্য দ্রব্যের প্রাচুর্যে
তুমি পৃথিবীর রাজাদের ধনবান করতে।
[৩৪] এখন তুমি তরঙ্গমালায় নিমজ্জিতা হয়ে

সমুদ্র-গভীরে শুয়ে আছ;
তোমার বিনিময়যোগ্য দ্রব্য-সামগ্রী ও তোমার সমস্ত নাবিক
তোমার সঙ্গে ডুবে গেল।
[৩৫] দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা সকলে
তোমার দশায় বিহ্বল হল;
তাদের রাজারা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল,
তাদের মুখে আশঙ্কার ভাব!
[৩৬] জাতিসকলের ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে;
তুমি আতঙ্কের বস্তু হবে,
তুমি যে চিরকালের মত মিলিয়ে গেলে!'

২৮ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, তুরসের জনপ্রধানকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

যেহেতু তোমার হৃদয় গর্বিত হয়েছে,
ও তুমি বলেছ: আমি ঈশ্বর!
আমি গভীর সমুদ্রে ঐশ্বরিক আসনে আসীন!
অথচ তুমি মানুষমাত্র, ঈশ্বর নও,
তোমার মন পরমেশ্বরের মনের সমকক্ষ করেছ,
[৩] সেজন্য দেখ, তুমি দানেলের চেয়েও প্রজ্ঞাবান!
রহস্যময় কোন কথা তোমার কাছে আবৃত নয়;
[৪] তোমার প্রজ্ঞায় ও তোমার সুবুদ্ধিতে
তুমি তোমার নিজের প্রতাপ গড়েছ,
তোমার পেটিকায় সোনা ও রুপো জমিয়েছ;
[৫] তোমার মহাজ্ঞান ও বাণিজ্যের ফলে
তোমার ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে,
আর তোমার সেই ঐশ্বর্যে তোমার হৃদয় গর্বিত হয়েছে;

[৬] সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :
যেহেতু তুমি তোমার মন পরমেশ্বরের মনের সমকক্ষ করেছ ;
[৭] সেজন্য দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে
ভিনদেশের মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র জাতিকে আনব,
তারা তোমার পরম প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে খড়্গ নিষ্কোষিত করবে,
তোমার বিভা কলুষিত করবে,
[৮] তোমাকে গহ্বরের মধ্যে নিক্ষেপ করবে,
আর তোমার মৃত্যু হবে সমুদ্রের মাঝে মৃতদের মৃত্যুর মত।
[৯] তোমার হত্যাকারীদের সামনে
তখন তুমি কি আবার বলবে : আমি ঈশ্বর ?
কিন্তু যে তোমাকে বিঁধিয়ে দেবে,
তার হাতে তুমি তো মানুষমাত্র, ঈশ্বর নও।
[১০] ভিনদেশের মানুষদের হাতে
তোমার মৃত্যু হবে অপরিচ্ছেদিতদের মৃত্যুর মত,
কারণ আমিই একথা বলেছি।'
—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[১১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল : [১২] 'আদমসন্তান, তুরসের রাজার জন্য বিলাপগান ধর ; তাকে বল : প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :

তুমি ছিলে পরমসিদ্ধির আদর্শ,
ছিলে প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, সৌন্দর্যে সিদ্ধ ;
[১৩] তুমি পরমেশ্বরের উদ্যানে, সেই এদেনেই থাকতে,
সবরকম বহুমূল্য প্রস্তর, রুধিরাখ্য, পোখরাজ, হীরক, হেমকান্তি, বৈদূর্য,
সূর্যকান্ত, নীলকান্ত, ফিরোজা ও মরকত ছিল তোমার আচ্ছাদন ;
খঞ্জনি ও বাঁশির কারুকার্যের সোনায় তুমি ছিলে অলঙ্কৃত ;
এই সব কিছু তোমার সৃষ্টিদিনেই প্রস্তুত করা হয়েছিল।
[১৪] আমি তোমাকে রক্ষকরূপে

বিস্তৃত পাখা-খেরুব করেছিলাম;
তুমি ছিলে পরমেশ্বরের পবিত্র পর্বতের উপর,
হেঁটে বেড়াচ্ছিলে অগ্নিময় প্রস্তরের মধ্যে।
[১৫] তোমার সৃষ্টিদিন থেকে আচরণে তুমি আদর্শবান ছিলে,
যতক্ষণ না তোমার মধ্যে শঠতা দেখা দিল।
[১৬] তোমার বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে
তুমি অত্যাচারে ও পাপে পরিপূর্ণ হলে;
তাই আমি তোমাকে পরমেশ্বরের পর্বত থেকে বিচ্যুত করলাম,
এবং তোমাকে, হে রক্ষী খেরুব, অগ্নিময় প্রস্তরের মধ্যে বিনষ্ট করলাম।
[১৭] তোমার হৃদয় তোমার কান্তির কারণে গর্বিত হয়েছিল,
তোমার বিভার কারণে তোমার প্রজ্ঞা বিকৃত হয়েছিল,
তাই আমি তোমাকে মাটিতে ফেলে দিলাম,
রাজাদের সামনে রাখলাম, যেন তারা তোমাকে দেখতে পায়।
[১৮] তোমার অপকর্মের ভারে, তোমার বাণিজ্যের অন্যায়ে,
তুমি তোমার পবিত্রধাম কলুষিত করলে,
তাই আমি তোমার মধ্য থেকে এমন আগুন জাগিয়ে তুলেছি,
যা তোমাকে গ্রাস করবে।
আমি তোমার সকল দর্শকের চোখের সামনে
তোমাকে মাটিতে ছাইয়ে পরিণত করলাম।
[১৯] জাতিসকলের মধ্যে যত লোক তোমাকে জানে,
তারা সকলে তোমার দশায় বিহ্বল হল;
তুমি আতঙ্কের বস্তু হলে,
তুমি যে চিরকালের মত মিলিয়ে গেলে!’

[২০] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২১] ‘আদমসন্তান, সিদোনের দিকে মুখ ফেরাও ও তার বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও। [২২] তাকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

সিদোন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে!
আমি তোমাতে আমার গৌরব প্রকাশ করব;
তাতে জানা যাবে যে, আমিই প্রভু,
যখন আমি তোমার উপরে শাস্তি ডেকে আনব
ও তোমার মধ্যে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করব।
[২৩] আমি তার বিরুদ্ধে মহামারী প্রেরণ করব,
তখন তার সমস্ত পথে রক্ত বইবে;
খড়্গো বিদ্ধ মানুষেরা তার মধ্যে মারা পড়বে,
কারণ খড়্গা চারদিকে তার উপর উত্তোলিত হবে;
তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।

[২৪] তখন যারা ইস্রায়েলকুলকে অবজ্ঞা করে, ইস্রায়েলকুলের জন্য তার সেই চতুর্দিকের জাতিগুলির মধ্যে জ্বালাজনক কোন হুল কিংবা ব্যথাজনক কোন কাঁটা আর উৎপন্ন হবে না; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।

[২৫] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যে জাতিগুলির মধ্যে ইস্রায়েলকুল বিক্ষিপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যখন আমি তাদের সংগ্রহ করব, তখন জাতিসকলের চোখের সামনে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করব। আমি আমার দাস যাকোবকে যে দেশভূমি দিয়েছি, তারা সেই দেশভূমিতে বাস করবে; [২৬] তারা সেখানে ভরসাভরেই বাস করবে, ঘর বাঁধবে, আঙুরবাগান চাষ করবে। তারা ভরসাভরে বাস করবে, কারণ যারা তাদের অবজ্ঞা করে, সেসময়ে আমি তাদের সেই চতুর্দিকের জাতিগুলিকে শাস্তি দেব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু, তাদের পরমেশ্বর।'

২৯ [১] দশম বর্ষের দশম মাসে, মাসের দ্বাদশ দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, মিশর-রাজ ফারাওর দিকে মুখ ফেরাও, এবং তার বিরুদ্ধে ও গোটা মিশরের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও। [৩] তুমি একথা বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

হে মিশর-রাজ ফারাও, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে!
ওহে, নীল নদের স্রোতস্বিনীর মাঝখানে শুয়ে থাকা প্রকাণ্ড কুমির যে তুমি,
তুমি নাকি বলেছ: নদী আমারই, আমিই তার নির্মাতা!
[৪] আমি তোমার হনুতে বড়শি দেব,
তোমার স্রোতস্বিনীর মাছগুলিকে
তোমার আঁশে লাগিয়ে দেব,
এবং স্রোতস্বিনীর মধ্য থেকে তোমাকে তুলে আনব,
তোমার স্রোতস্বিনীর মাছগুলিও তখন
তোমার আঁশে লেগে থাকবে;
[৫] আমি তোমার স্রোতস্বিনীর সমস্ত মাছসুদ্ধ
তোমাকে প্রান্তরে ফেলে দেব;
তুমি খোলা মাঠের মাঝে পড়ে থাকবে,
তোমাকে সংগ্রহ করা হবে না,
তোমাকে কবরও দেওয়া হবে না:
আমি তোমাকে বন্যজন্তুদের
ও আকাশের পাখিদের খাদ্যরূপে দেব।
[৬] তাতে মিশর-নিবাসীরা সকলে জানবে যে, আমিই প্রভু,
কেননা তারা ইস্রায়েলকুলের পক্ষে
হয়েছিল নলগাছেরই অবলম্বন!
[৭] যখন তারা তোমাকে হাতে ধরতে চাইল,
তখন তুমি ফেটে গিয়ে তাদের সমস্ত কাঁধ বিদীর্ণ করেছিলে;
আর যখন তারা তোমাতে ভর করে দাঁড়াতে চাইল,
তখন তুমি ভেঙে গেলে ও তাদের সমস্ত কটিদেশ অসাড় করলে।

[৮] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে খড়্গ আনব, ও তোমার মধ্য থেকে মানুষ ও পশু সকলকেই উচ্ছেদ করব। [৯] মিশর দেশ

উৎসন্নস্থান ও মরুপ্রান্তর হবে; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু; কেননা তুমি বলছিলে: নদী আমারই, আমিই তার নির্মাতা!

[১০] এজন্য দেখ, আমি তোমার ও তোমার স্রোতস্বিনীর বিপক্ষে! আমি মিগ্দোল থেকে সিয়েনে পর্যন্ত, ও ইথিওপিয়ার সীমানা পর্যন্ত, মিশর দেশকে মরুভূমি ও উৎসন্নস্থান করব। [১১] মানুষের পা তা দিয়ে যাতায়াত করবে না; পশুর পাও তা দিয়ে যাতায়াত করবে না; তা চল্লিশ বছর ধরে সেই অবস্থায় থাকবে। [১২] আমি মিশর দেশকে শুষ্ক দেশগুলির মধ্যে উৎসন্নস্থান করব, এবং উচ্ছিন্ন শহরগুলির মধ্যে তার শহরগুলি চল্লিশ বছর ধরে উৎসন্নস্থান থাকবে; আমি মিশরীয়দের জাতিসকলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত করব, তাদের দেশবিদেশে ছড়িয়ে দেব। [১৩] তথাপি প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যে সকল জাতির মধ্যে মিশরীয়েরা বিক্ষিপ্ত হবে, চল্লিশ বছর শেষে আমি সেগুলোর মধ্য থেকে তাদের সংগ্রহ করব: [১৪] আমি তাদের দশা ফেরাব ও তাদের উৎপত্তিস্থান সেই পাথ্রোস দেশে তাদের ফিরিয়ে আনব; সেখানে তারা ছোট্ট এক রাজ্য হবে। [১৫] অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে তা ছোট্ট হবে, এবং নিজে জাতিগুলির উপরে আর কর্তৃত্ব করবে না; কেননা আমি তাদের সঙ্কুচিত করব, যেন তারা জাতিগুলির উপরে আর কর্তৃত্ব করতে না পারে। [১৬] মিশর আর ইস্রায়েলকুলের ভরসা হবে না; বরং মিশর তাদের কাছে তাদের শঠতা স্মরণ করিয়ে দেবে, যেহেতু একসময় তারা তার কাছ থেকেই সাহায্য প্রত্যাশা করে শঠতা করেছিল; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর।'

[১৭] সপ্তবিংশ বর্ষের প্রথম মাসে, মাসের প্রথম দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৮] 'আদমসন্তান, বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার নিজ সৈন্যদলকে তুরসের বিরুদ্ধে বিরাট এক রণ-অভিযানে চালিত করেছে; সকলের মাথা টাকপড়া ও সকলের কাঁধে চামড়া শক্ত হয়েছে; কিন্তু তুরসের বিরুদ্ধে সে যে রণ-অভিযান চালিয়েছে, তার মজুরি সে বা তার সৈন্য কেউই পায়নি। [১৯] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি মিশর দেশ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারকে দান করছি; সে তার বিপুল ঐশ্বর্য কেড়ে নেবে, তার সমস্ত কিছু লুট করবে ও ছিনিয়ে নেবে; তা-ই হবে তার সৈন্যদলের মজুরি। [২০] সে যে রণ-অভিযান চালিয়েছে, তার মজুরি

হিসাবে আমি মিশর দেশ তাকে দান করছি, কেননা তারা আমারই জন্য কাজ করেছে। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[২১] সেইদিন আমি ইস্রায়েলকুলের জন্য শক্তিশালী একজনের উদ্ভব ঘটাব, এবং তাদের মাঝে তোমার মুখ খুলে দেব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

৩০ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, ভাববাণী দাও; বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

তোমরা এই বলে হাহাকার কর: হায়! সে কেমন দিন!
[৩] কারণ সেই দিন সন্নিকট;
হ্যাঁ, প্রভুর সেই দিন সন্নিকট:
মেঘাচ্ছন্ন এক দিন, জাতিগুলির জন্য আশঙ্কারই এক ক্ষণ।
[৪] মিশরের উপরে খড়্গা আসবে,
ও কুশে যন্ত্রণা বিরাজ করবে,
কারণ সেসময়ে মিশরে বিদ্ধ লোকেরা মারা পড়বে,
তার সমস্ত ঐশ্বর্য কেড়ে নেওয়া হবে,
ও উৎপাটিত হবে তার ভিত্তিমূল।
[৫] কুশ, পুৎ, লুদ ও সবরকম বিদেশী মানুষ,
এবং কুব ও মিত্রদেশীয় সকল মানুষও
তাদের সঙ্গে খড়্গোর আঘাতে মারা পড়বে।
[৬] প্রভু একথা বলছেন:
মিশরের স্তম্ভ সেই মিত্ররা, তারাও মারা পড়বে,
তার পরাক্রমের গর্ব খর্ব হবে:
মিগ্দোল থেকে সিয়েনে পর্যন্ত তারা খড়্গোর আঘাতে মারা পড়বে।
প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
[৭] তারা বিধ্বস্ত দেশগুলির মধ্যে প্রান্তর হবে,
ও তার শহরগুলি হবে উৎসন্নস্থান।

[৮] তখন তারা জানবে যে, আমিই প্রভু,
যখন আমি মিশরে আগুন লাগাব
ও তার সমস্ত অবলম্বন চূর্ণ হবে।

[৯] সেইদিন নিরুদ্বিগ্না সেই কুশের মধ্যে সন্ত্রাস ছড়াবার জন্য দূতেরা নৌকাযোগে আমার কাছ থেকে নির্গত হবে; তাই মিশরের সেই দিনটিতে কুশে যন্ত্রণা বিরাজ করবে, কেননা দেখ, সেই দিন আসছে।' [১০] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: 'আমি বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের হাত দ্বারা মিশরের কোলাহল স্তব্ধ করে দেব। [১১] সে ও তার জনগণ, জাতিগুলির মধ্যে সেই অতি নিষ্ঠুর লোকেরা দেশটাকে বিনাশ করতে আমন্ত্রিত হবে, তখন তারা মিশরের বিরুদ্ধে খড়্গ নিষ্কোষিত করবে ও দেশকে মৃতদেহে পূর্ণ করবে। [১২] আর আমি স্রোতস্বিনীকে শুষ্ক করব, দেশকে বর্বর লোকদের কাছে বিক্রি করে দেব, ও বিদেশীদের হাতে দেশ ও সেখানকার সবকিছু ধ্বংস করব: আমিই, প্রভু, একথা বললাম।'

[১৩] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
'আমি পুতুলগুলিকেও বিনষ্ট করব,
নোফ থেকে সেই অলীক দেবতাদের নিশ্চিহ্ন করব।
মিশর দেশ নেতা-বিহীন হয়ে পড়বে,
সেখানে আমি সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেব,
[১৪] পাথ্রোসকে ধ্বংস করব,
জোয়ানে আগুন লাগাব,
নোর উপরে বিচারদণ্ড আনব।

[১৫] আমি মিশরের দৃঢ়দুর্গ সেই সীনের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করব, ও নোর বিপুল জনতাকে উচ্ছেদ করব; [১৬] মিশরে আগুন লাগাব; যন্ত্রণায় সীন ছট্‌ফট্ করবে; নোতে বাঁধ-প্রাচীরে একটা গর্ত করা হবে আর জলরাশি বাইরে ভেসে যাবে। [১৭] ওন ও বি-বেশেতের যুবকেরা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, এবং সেই সকল শহর বন্দিদশায় চলে যাবে। [১৮] তাফানেসে দিন অন্ধকার হয়ে যাবে, কেননা তখন

সেই জায়গায় আমি মিশরের জোয়ালগুলো ভেঙে ফেলব; তাই তার মধ্যে তার পরাক্রমের গর্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে; সে নিজে মেঘাচ্ছন্ন হবে, ও তার কন্যারা বন্দিদশায় চলে যাবে। [১৯] মিশরের উপরে আমি তেমন বিচারদণ্ড আনব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

[২০] একাদশ বর্ষের প্রথম মাসে, মাসের সপ্তম দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২১] 'আদমসন্তান, আমি মিশর-রাজ ফারাওর বাহু ভেঙে দিয়েছি; কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ: খড়্গ-ধারণের উপযুক্ত শক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য তার সেই বাহুর কোন প্রতিকার করা হয়নি, পটি দিয়েও তা বাঁধা হয়নি, কোন প্রকারেই তা বাঁধা হয়নি। [২২] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি মিশর-রাজ ফারাওর বিপক্ষে! আমি তার বলবান বাহু ভেঙে ফেলব, ভাঙা বাহুও ভেঙে ফেলব, এবং তার হাত থেকে খড়্গ খসাব। [২৩] আমি মিশরীয়দের জাতিগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্ত করব ও নানা দেশে তাদের ছড়িয়ে দেব। [২৪] আমি বাবিলন-রাজের বাহু বলবান করব, ও তারই হাতে আমার খড়্গ দেব; কিন্তু ফারাওর বাহু ভেঙে ফেলব, তাই সে ওর সামনে আহত মানুষের মত কাতর চিৎকার তুলবে। [২৫] আমি বাবিলন-রাজের বাহু বলবান করব, কিন্তু ফারাওর বাহু খসে পড়বে; তাতে জানা হবে যে, আমিই প্রভু, যখন আমি বাবিলন-রাজের হাতে আমার খড়্গ দেব, এবং সে মিশর দেশের বিরুদ্ধে তা বাড়াবে। [২৬] আমি মিশরীয়দের জাতিগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্ত করব ও নানা দেশে ছড়িয়ে দেব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

৩১ [১] একাদশ বর্ষের তৃতীয় মাসে, মাসের প্রথম দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, মিশর-রাজ ফারাওকে ও তার বহুসংখ্যক প্রজাদের বল:

তুমি তোমার মাহাত্ম্যে কার্ মত নিজেকে গণ্য কর?
[৩] দেখ, আশুর ছিল লেবাননের একটা এরসগাছ,
ডালে সে ছিল সুন্দর, ছায়ায় ঘন ও দৈর্ঘ্যে লম্বা;
তার শিখর মেঘমালার মধ্যেই ছিল!

[৪] সে জলাশয়ে পুষ্ট হয়েছিল,
অতল গহ্বর তাকে উচ্চ করেছিল ;
তার স্রোতস্বিনী তার উদ্যানের চারদিকে বইত,
এবং সে মাঠের গাছপালার মধ্যে তার নানা জলস্রোত প্রবাহিত করত।
[৫] এই কারণেই মাঠের সমস্ত গাছপালার চেয়ে
সে দৈর্ঘ্যে অধিক লম্বা ছিল,
এবং সে বড় হওয়ার সময়ে প্রচুর জল পাওয়ার ফলে
তার ডালপালা বৃদ্ধি পেল ও তার শাখা বিস্তৃত হল।
[৬] আকাশের সকল পাখি তার ডালে বাসা বাঁধত,
তার শাখার নিচে বনের সকল জন্তু প্রসব করত,
এবং তার ছায়ায় বহু বহু জাতি বসত।
[৭] তার সেই মাহাত্ম্যে সে সুন্দর ছিল,
ডালের দৈর্ঘ্যে ছিল মনোহর,
কেননা তার মূল প্রচুর জলের ধারে ছিল।
[৮] পরমেশ্বরের উদ্যানে
তার সমকক্ষ কোন এরসগাছ ছিল না,
দেবদারুগাছও ডালপালায় তার সমান ছিল না,
সাধারণগাছও তার একটামাত্র ডালের মত ছিল না :
পরমেশ্বরের উদ্যানে
কোনও গাছ সৌন্দর্যে তার সমকক্ষ ছিল না !
[৯] আমি তার প্রচুর শাখার মধ্যে তাকে সুন্দর করেছিলাম,
এজন্য পরমেশ্বরের উদ্যানে
এদেনের সমস্ত গাছপালা তাকে হিংসা করত।’

[১০] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ‘যেহেতু সে দৈর্ঘ্যে লম্বা হল, মেঘমালার মধ্যে শিখর স্থাপন করল, ও তার মাহাত্ম্যে তার হৃদয় গর্বিত হল,

[১১] সেজন্য আমি তাকে জাতিগুলির নেতার হাতে তুলে দেব, আর সেই নেতা তার প্রতি তার দুষ্কর্ম অনুযায়ী ব্যবহার করবে। আমি তাকে পরিত্যাগ করেছি!

[১২] বিদেশীরা, জাতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর সেই লোকেরা, তাকে কেটে ফেলল ও পর্বতে পর্বতে পেতে দিল। এখন তার শাখা প্রতিটি উপত্যকায় পড়ে আছে, এবং তার ভাঙা ডালপালা দেশের সকল জলপ্রবাহে রয়েছে। পৃথিবীর সকল জাতি তার ছায়া থেকে চলে গেল, তাকে একা ফেলে রাখল। [১৩] তার পড়া কাণ্ডে আকাশের সকল পাখি বসে, ও তার শাখার মধ্যে বন্যজন্তু বাস করে; [১৪] সুতরাং: জলের নিকটবর্তী কোন গাছ নিজের দৈর্ঘ্যে গর্ব না করুক, নিজের শিখর মেঘমালার মধ্যে স্থাপন না করুক, নিজের দৈর্ঘ্যে কোন জলপায়ী গাছের উপর ভরসা না রাখুক, কেননা সকলের নিরূপিত শেষ দশা হল মৃত্যু, অধোলোক, আদমসন্তানদের মধ্যে ও পাতালবাসীদের সঙ্গে বসবাস!'

[১৫] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: 'পাতালে তার নেমে যাওয়ার দিনে আমি শোক করলাম; আমি তার জন্য অতল গহ্বরকে আচ্ছন্ন করলাম, ও তার স্রোতস্বিনীর গতি বন্ধ করলাম, তাতে জলরাশি শুষ্ক হল; তার জন্য আমি লেবাননকে শোকের পোশাক পরালাম, ও বনের সকল গাছপালা তার জন্য জীর্ণ হল। [১৬] যখন আমি তাকে অধোলোকে পাতালবাসীদের কাছে ফেলে দিলাম, তখন তার পতনের শব্দে জাতিগুলিকে কম্পান্বিত করলাম; আর এদেনের সমস্ত গাছপালা, লেবাননের উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ জলপায়ী গাছগুলি অধোলোকে সান্ত্বনা পেল। [১৭] তার সঙ্গে তারাও পাতালে খড়্গো বিদ্ধ লোকদের মধ্যে নেমেছিল, যারা তার বাহুস্বরূপ হয়ে তারই ছায়ায় জাতিগুলির মধ্যে বাস করেছিল। [১৮] তাই তুমি গৌরবে ও মাহাত্ম্যে এদেনের গাছপালার মধ্যে কার্ মত নিজেকে গণ্য কর? এদেনের গাছপালার সঙ্গে তোমাকেও অধোলোকে নিক্ষেপ করা হবে; তুমি অপরিচ্ছেদিতদের মধ্যে খড়্গো বিদ্ধ লোকদের সঙ্গে শুয়ে থাকবে। তেমনটি হবে ফারাও ও তার বিপুল জনগণ।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

৩২ [১] দ্বাদশ বর্ষের দ্বাদশ মাসে, মাসের প্রথম দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] ‘আদমসন্তান, মিশর-রাজ ফারাওর উদ্দেশে বিলাপগান ধর; বল:

জাতিগুলির মধ্যে তুমি সিংহ বলেই গণ্য ছিলে;
কিন্তু তুমি ছিলে জলচর কুমিরের মত,
তুমি তোমার নদনদীর মধ্যে আস্ফালন করতে,
পা দিয়ে জল মলিন করতে,
ও নদনদীর জল কাদাময় করতে।’

[৩] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
‘আমি বহু জাতির সমাবেশের মধ্যে
তোমার উপরে আমার জাল ফেলব,
আর তারা আমার টানা জালে তোমাকে তুলবে।
[৪] তখন আমি তোমাকে স্থলে ছেড়ে দেব,
তোমাকে খোলা মাঠের মাঝে ফেলে রাখব।
আমি তোমার উপরে আকাশের পাখিদের বসাব,
সমস্ত বন্যজন্তুদের তোমাকে দিয়ে তৃপ্ত করব।
[৫] আমি পর্বতে পর্বতে তোমার মাংস ফেলব,
তোমার লাশে উপত্যকাগুলি পূর্ণ করব।
[৬] তোমা থেকে যে রক্ত ক্ষরে,
সেই রক্ত আমি দেশকে পর্বত পর্যন্ত পান করাব,
আর যত জলপ্রবাহ তোমাতে পরিপূর্ণ হবে।
[৭] তুমি নিঃশেষিত হয়ে পড়লে আমি আকাশ আচ্ছাদিত করব,
তার তারানক্ষত্র অন্ধকারময় করব,
সূর্যকে মেঘাচ্ছন্ন করব,
তখন চন্দ্র জ্যোৎস্না দেবে না।

[৮] আকাশে যত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আছে,
সেই সবগুলিকে আমি তোমার উপরে অন্ধকারময় করব,
ও তোমার দেশের উপরে অন্ধকার পাতব।
প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
[৯] আমি বহু জাতির হৃদয়ে সন্ত্রাস জন্মাব,
যখন তোমার অজানা নানা দেশে
জাতিগুলির মধ্যে তোমার ভঙ্গের কথা জ্ঞাত করব।
[১০] তোমার দশায় আমি বহু জাতিকে বিস্মিত করব,
তাদের রাজারা তোমার দশায় রোমাঞ্চিত হবে,
যখন তাদের চোখের সামনেই আমি আমার খড়্গ চালাব।
তোমার পতনের দিনে
তারা প্রত্যেকে নিমেষে নিমেষে
নিজ নিজ প্রাণের জন্য কম্পিত হবে।’
[১১] কেননা প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
‘বাবিলন-রাজের খড়্গ তোমার নাগাল পাবে।
[১২] আমি বীরপুরুষদের খড়্গের আঘাতে
নিষ্ঠুরতমই জাতিগুলির খড়্গের আঘাতে
তোমার বহুসংখ্যক প্রজাদের নিপাত করব;
তারা মিশরের দর্প চূর্ণ করবে,
তখন তার সমস্ত লোকারণ্য নিশ্চিহ্ন হবে।
[১৩] আমি মহাজলরাশির ধারে
তার সমস্ত গবাদি পশু উচ্ছেদ করব;
তখন মানুষের পা সেই জল আর মলিন করবে না,
পশুদের ক্ষুরও তা কাদাময় করবে না।
[১৪] সেসময়ে আমি সেখানকার জল আবার শান্ত করব,
ও সেখানকার স্রোতস্বিনী তেলের মত প্রবাহিত করব।

প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[১৫] যখন আমি মিশর দেশ উৎসন্নস্থান করি
ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা থেকে দেশকে বঞ্চিত করি,
যখন তার সকল নিবাসীকে আঘাত করি,
তখন জানা হবে যে, আমিই প্রভু।

[১৬] এ বিলাপগান। এই বিলাপ গান করা হবে। জাতিগুলির কন্যারাই এই বিলাপগান গাইবে; মিশরের উপরে ও তার লোকারণ্যের উপরে তারা এই বিলাপগান গাইবে।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[১৭] দ্বাদশ বর্ষে, মাসের পঞ্চদশ দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৮] 'আদমসন্তান, মিশরের লোকারণ্যের বিষয়ে কাতর কণ্ঠে চিৎকার কর; বলবান জাতিগুলির কন্যাদের সঙ্গে অধোলোকে পাতালগামীদের কাছে তাদের নামিয়ে দাও।

[১৯] তুমি কার্ চেয়ে সুন্দর? নেমে যাও, অপরিচ্ছেদিতদের সঙ্গে শুয়ে পড়।

[২০] তারা খড়্গো নিহতদের মধ্যে মারা পড়বে, খড়্গটা সমর্পিত হয়েছে। মিশরের ও তার বহুসংখ্যক প্রজাদের পতন হল। [২১] পাতালের মধ্য থেকে বীরপুরুষেরা, তার সেই সমর্থনকারীরা, তাকে উদ্দেশ করে বলবে: এসো, অপরিচ্ছেদিতদের সঙ্গে, খড়্গ-বিদ্ধ মানুষদের সঙ্গে শুয়ে পড়।

[২২] সেখানে আশুর আছে, ও তার কবরের চারদিকে তার সমস্ত সৈন্যসামন্তও আছে; তারা সকলে নিহত, খড়্গ-বিদ্ধ; [২৩] কেননা তাদের কবর গর্তের গভীর স্থানে দেওয়া হয়েছে, এবং তার সৈন্যসামন্ত তার কবরের চারদিকে আছে: তারা সকলে নিহত, খড়্গো বিদ্ধ, কেননা জীবিতদের দেশে সন্ত্রাস ছড়াত।

[২৪] সেখানে এলাম আছে, ও তার কবরের চারদিকে তার সমস্ত সৈন্যসামন্তও আছে; তারা সকলে নিহত, খড়্গো বিদ্ধ; তারা অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় অধোলোকে নেমে গেছে, যারা জীবিতদের দেশে সন্ত্রাস ছড়াত। এখন তারা পাতালগামীদের সঙ্গে নিজেদের লজ্জার বোঝা বহন করছে। [২৫] নিহত লোকদের মধ্যে তার সমস্ত সৈন্য সমেত তার বিছানা পাতা হয়েছে; তার চারদিকে তার কবরগুলো রয়েছে; তারা সকলে

অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়, খড়্গে বিদ্ধ, কেননা জীবিতদের দেশে সন্ত্রাস ছড়াত; এখন তারা পাতালগামীদের সঙ্গে নিজেদের লজ্জার বোঝা বহন করছে; খড়্গে বিদ্ধ লোকদের মধ্যেই তাদের রাখা হয়েছে।

[২৬] মেশেক, তুবাল সেখানে আছে, ও তাদের কবরের চারদিকে তাদের সমস্ত সৈন্যসামন্তও আছে; তারা সকলে অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়, খড়্গে বিদ্ধ, কেননা জীবিতদের দেশে সন্ত্রাস ছড়াত; [২৭] তারা অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় মারা পড়েছে, তাই সেই বীরপুরুষদের সঙ্গে শুইবে না, যারা নিজ নিজ যুদ্ধসজ্জাসুদ্ধ পাতালে নেমে গেছে, যাদের খড়্গ তাদের মাথার নিচে রাখা হয়েছে ও যাদের ঢাল তাদের হাড়ের উপরে রয়েছে, কেননা জীবিতদের দেশে এই বীরপুরুষেরা সন্ত্রাস ছড়াত। [২৮] তাই তুমিও অপরিচ্ছেদিতদের মধ্যে ও খড়্গে বিদ্ধ লোকদের সঙ্গে শুয়ে থাকবে।

[২৯] সেখানে এদোম, তার রাজারা ও তার সকল নেতা আছে; পরাক্রান্ত হলেও খড়্গে বিদ্ধ লোকদের সঙ্গে তাদের রাখা হয়েছে; তারা অপরিচ্ছেদিত লোকদের সঙ্গে ও পাতালগামীদের সঙ্গে শুয়ে থাকবে।

[৩০] সেখানে উত্তরদেশীয় নেতারা সকলে ও সিদোনের সকল লোক আছে; তাদের পরাক্রমজনিত সন্ত্রাস সত্ত্বেও তারা নিহত লোকদের সঙ্গে নেমে গেছে; তারা খড়্গে বিদ্ধ লোকদের সঙ্গে অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় শুয়ে রয়েছে, এবং পাতালগামীদের সঙ্গে নিজেদের লজ্জার বোঝা বহন করছে।

[৩১] এই সকলকেই ফারাও দেখবে, এবং তেমন লোকারণ্যের দৃশ্যে সান্ত্বনা পাবে; ফারাও ও তার সমস্ত সৈন্য খড়্গে বিদ্ধ হবে। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [৩২] কেননা যদিও আমিই তাকে দিয়েছি জীবিতদের দেশে সন্ত্রাস ছড়াতে, তবু ফারাও ও তার সমস্ত লোকারণ্য অপরিচ্ছেদিত লোকদের মধ্যে, খড়্গে বিদ্ধ লোকদের সঙ্গে শুয়ে থাকবে।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

যেরুশালেমকে অবরোধ

প্রহরীরূপে নিযুক্ত নবী

৩৩ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, তোমার জাতির সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: আমি কোন দেশের বিরুদ্ধে খড়্গ আনলে যদি সেই দেশের লোকেরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন লোককে নিয়ে তাকে প্রহরী নিযুক্ত করে, [৩] এবং সে খড়্গকে দেশের বিরুদ্ধে আসতে দেখলে যদি তুরি বাজিয়ে লোকদের সতর্ক করে, [৪] তবে যে কেউ তুরির শব্দ শুনেও সতর্ক না হয়, যদি খড়্গ এসে পৌঁছে ও তাকে সংহার করে, সে নিজে নিজের সর্বনাশের জন্য দায়ী হবে। [৫] সে তুরির শব্দ শুনেও সতর্ক হয়নি: সে নিজে নিজের সর্বনাশের জন্য দায়ী হবে; যদি সতর্ক হত, তবে নিষ্কৃতি পেত। [৬] কিন্তু সেই প্রহরী খড়্গ আসতে দেখলে যদি তুরি না বাজায়, এবং লোকদের সতর্ক করা না হয়, আর যদি খড়্গ এসে পৌঁছে ও তাদের মধ্যে কাউকে সংহার করে, তবে তার অপরাধের কারণে তার সংহার হবে বটে, কিন্তু আমি সেই প্রহরীর কাছেই তার রক্তের কৈফিয়ত চাইব।

[৭] হে আদমসন্তান, আমি তোমাকেই ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম; আমার মুখের একটা বাণী শুনলে তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের সতর্ক কর। [৮] যখন আমি দুর্জনকে বলি: হে দুর্জন, তুমি মরবেই মরবে, তখন তুমি তার পথের বিষয়ে সেই দুর্জনকে সতর্ক করার জন্য যদি কিছু না বল, তবে সেই দুর্জন নিজের অপরাধের কারণে মরবে বটে, কিন্তু তোমারই কাছে আমি তার রক্তের কৈফিয়ত চাইব! [৯] কিন্তু তুমি সেই দুর্জনকে তার পথ থেকে ফেরাবার জন্য তার পথের বিষয়ে সাবধান বাণীর মত কিছু শোনালে যদি সে তার পথ থেকে না ফেরে, তবে সে তার নিজের অপরাধের কারণে মরবে, কিন্তু তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাবে।

[১০] আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুলকে বল: তোমরা নাকি বলে থাক, আমাদের যত অন্যায়, যত পাপের ভার আমাদের উপরেই রয়েছে, ফলে আমরা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি! কী করে বাঁচব? [১১] তাদের তুমি বল: আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই

আমি প্রীত। তোমরা মন ফেরাও, তোমাদের কুপথ থেকে ফের; কারণ হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা কেন মরবে?

[১২] আদমসন্তান, তোমার জাতির সন্তানদের একথাও বল: ধার্মিকজন পাপ করলে তার আগের ধর্মিষ্ঠতা তাকে বাঁচাবে না; আবার দুর্জন দুষ্কর্ম থেকে ফিরলে তার আগের দুষ্কর্ম তার হোঁচটের কারণ হবে না, যেমনটি ধার্মিকজনও পাপ করলে তার আগের ধর্মিষ্ঠতা গুণে বাঁচবে না। [১৩] আমি যখন ধার্মিককে বলি: তুমি বাঁচবে, তখন সে যদি নিজের ধর্মিষ্ঠতায় ভরসা রেখে অন্যায় করে, তবে তার আগের যত ধর্মকর্ম আর স্মরণ করা হবে না; সে যে অন্যায় করেছে, তার কারণে মরবে। [১৪] আর যখন আমি দুর্জনকে বলি: তুমি মরবেই মরবে, তখন সে যদি তার পাপ থেকে ফিরে ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে— [১৫] সেই দুর্জন যদি বন্ধকী দ্রব্য ফেরত দেয়, কেড়ে নেওয়া জিনিস ফিরিয়ে দেয়, এবং অন্যায় না করে জীবনদায়ী বিধিপথে চলে—তবে সে অবশ্যই বাঁচবে, সে মরবে না। [১৬] তার আগেকার সাধিত সমস্ত পাপ তার বিরুদ্ধে আর স্মরণ করা হবে না; সে ন্যায় ও ধর্মাচরণ করেছে, অবশ্য বাঁচবে।

[১৭] অথচ তোমার জাতির সন্তানেরা নাকি বলছে: প্রভুর ব্যবহার সঠিক নয়; কিন্তু তাদেরই ব্যবহার সঠিক নয়! [১৮] ধার্মিকজন যখন নিজের ধর্মিষ্ঠতা থেকে ফিরে অন্যায় করে, তখন সে তার কারণে মরবে। [১৯] আর দুর্জন যখন তার দুষ্কর্ম থেকে ফিরে ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, তখন তার কারণেই বাঁচবে। [২০] অথচ তোমরা নাকি বলছ: প্রভুর ব্যবহার সঠিক নয়। হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের ব্যবহার অনুসারে তোমাদের প্রত্যেকের বিচার করব।’

যেরুশালেমের অধিবাসীদের সম্বন্ধে বাণী

[২১] আমাদের নির্বাসনের দ্বাদশ বর্ষের দশম মাসে, মাসের পঞ্চম দিনে, যেরুশালেম থেকে একজন পলাতক আমার কাছে এসে বলল, ‘নগরী হস্তগত হয়েছে।’ [২২] সেই পলাতকের আসবার আগের সন্ধ্যায় প্রভুর হাত আমার উপর নেমে এসেছিল, এবং সকালে সেই পলাতক এলে প্রভু আমার মুখ খুলে দিলেন, আমি আর বোবা রইলাম না।

[২৩] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২৪] ‘আদমসন্তান, ইস্রায়েল-দেশভূমিতে যারা সেই ধ্বংসস্তূপে বাস করে, তারা বলছে: আব্রাহাম একমাত্র ছিলেন আর দেশ উত্তরাধিকাররূপে পেয়েছিলেন; কিন্তু আমরা অনেক লোক, আমাদেরই কাছে দেশ উত্তরাধিকাররূপে দেওয়া হয়েছে! [২৫] তাই তুমি তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যখন তোমরা রক্ত সমেত মাংস খেয়ে থাক, নিজ নিজ পুতুলগুলোর দিকে চোখ তুলে থাক, ও রক্তপাত করে থাক, তখন তোমরাই কি দেশের উত্তরাধিকারী হবে? [২৬] যখন তোমরা তোমাদের খড়্গে নির্ভর করে থাক, জঘন্য কর্ম সাধন করে থাক, ও প্রত্যেকে পরের স্ত্রীকে কলুষিত করে থাক, তখন তোমরাই কি দেশের উত্তরাধিকারী হবে? [২৭] তাই তুমি তাদের একথা বলবে: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমার জীবনেরই দিব্যি! যারা সেই সকল ধ্বংসস্তূপে আছে, তারা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে; আর যে কেউ মাঠে আছে, তাকে আমি পশুদের কাছে খাদ্যরূপে দেব; এবং যারা শৈলের ফাটলে বা গুহাতে থাকে, তারা মহামারীতে মরবে। [২৮] আমি দেশকে উৎসন্নস্থান ও মরুপ্রান্তর করব, তার পরাক্রমের গর্ব খর্ব হবে। ইস্রায়েলের পর্বতমালা ধ্বংসিত হবে, সেই পথ দিয়ে কেউই আর যাবে না। [২৯] তখন তারা জানবে যে, আমিই প্রভু, যখন আমি তাদের সাধিত সমস্ত জঘন্য কর্মের কারণে দেশকে উৎসন্নস্থান ও মরুপ্রান্তর করব।

[৩০] আদমসন্তান, তোমার জাতির সন্তানেরা প্রাচীরের কাছে ও ঘরের দরজায় দরজায় তোমার বিষয়ে কথাবার্তা বলে। তারা একে অন্যকে বলে: চল, আমরা গিয়ে শুনি প্রভু থেকে কী বাণী আসছে। [৩১] তারা রীতিমত তোমার কাছে আসে, এবং তোমার সামনে বসে তোমার সমস্ত বাণী শোনে, কিন্তু তা কাজে লাগায় না। তারা তো মুখেই মাত্র প্রীত, অথচ তাদের হৃদয় লোভের পিছনে যায়। [৩২] দেখ, তাদের কাছে তুমি প্রেমগানের মত: কণ্ঠ মধুর ও বাদ্যের ঝঙ্কার সুচারু। তারা তোমার বাণী শোনে, কিন্তু তা কাজে লাগায় না। [৩৩] কিন্তু যখন এর সিদ্ধি ঘটবে—দেখ, তা ঘটছেই—তখন তারা জানবে যে, তাদের মধ্যে একজন নবী রয়েছে।’

ইস্রায়েলের পালকেরা

৩৪ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] ‘আদমসন্তান, ইস্রায়েলের পালকদের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও; ভাববাণী দাও, সেই পালকদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ইস্রায়েলের সেই পালকদের ধিক্, যারা নিজেদেরই পালন করছে! এ কি বরং উচিত নয় যে, পালকেরা মেষগুলিকেই পালন করবে? [৩] তোমরা তো দুধ খেয়ে নিজেদের পুষ্ট কর, পশমের কাপড় পর, সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট মেষকে জবাই কর, কিন্তু পালকে প্রতিপালন কর না। [৪] যে মেষগুলি দুর্বল, তাদের তোমরা বলবান করনি, যেগুলি পীড়িত, তাদের নিরাময় করনি, যেগুলি ক্ষতবিক্ষত, তাদের ক্ষতস্থান বাঁধনি, যেগুলি পথভ্রষ্ট, তাদের ফিরিয়ে আননি, যেগুলি পথহারা, তাদের খোঁজ করনি, বরং নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে ও অত্যাচার চালিয়েই তাদের শাসন করেছ। [৫] কোন পালক না থাকায় মেষগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে; তারা সমস্ত বন্যজন্তুর খাদ্য হয়েছে: হ্যাঁ, তারা এখন বিক্ষিপ্ত। [৬] আমার মেষপাল পর্বতে পর্বতে ও যত উচ্চ উপপর্বতে ভ্রষ্ট হয়ে বেড়াচ্ছে; আমার মেষগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে; আর তাদের খোঁজ করবে বা তাদের উপর দৃষ্টি রাখবে এমন কেউ নেই!

[৭] সুতরাং, হে পালকেরা, প্রভুর বাণী শোন। [৮] আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—যেহেতু কোন পালক না থাকায় আমার পাল লুটের বস্তু ও আমার মেষগুলি যত বন্যজন্তুর খাদ্য হয়েছে; আরও, যেহেতু আমার পালকেরা আমার পাল খোঁজ করেনি, বরং সেই পালকেরা নিজেদেরই পালন করেছে, আমার মেষপাল পালন করেনি, [৯] সেজন্য, হে পালকেরা, প্রভুর বাণী শোন। [১০] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি সেই পালকদের বিপক্ষে! আমি তাদের হাত থেকে আমার মেষপাল ফেরত চাইব, এবং তাদের পালন-দায়িত্ব বন্ধ করব; তাতে সেই পালকেরা নিজেদের আর পালন করবে না, কেননা আমি আমার মেষগুলিকে তাদের মুখ থেকে উদ্ধার করব যেন আর কখনও তাদের খাদ্যের বস্তু না হয়। [১১] কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব, তার উপর দৃষ্টি রাখব। [১২] বিক্ষিপ্ত পালের মধ্যে থাকার সময়ে পালক যেমন মেষগুলির উপর দৃষ্টি রাখে, তেমনি আমি আমার মেষগুলির উপর দৃষ্টি রাখব। মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দিনে তারা

যেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমি তাদের উদ্ধার করব। [১৩] আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের বের কের আনব, সমস্ত দেশ থেকে তাদের সংগ্রহ করব, ও আমি তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব। আমি ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে ও যত উপত্যকায় ও অঞ্চলের সকল চারণভূমিতে তাদের চরাব। [১৪] আমি সেরা চারণমাঠে তাদের চালনা করব, এবং তাদের ঘেরি হবে ইস্রায়েলের উচ্চ উচ্চ পর্বতের উপর; সেখানে তারা উত্তম ঘেরিতে শুয়ে বিশ্রাম করবে, এবং ইস্রায়েলের পর্বতমালায় উর্বরতম চারণমাঠে চরে বেড়াবে। [১৫] আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [১৬] যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ফিরিয়ে আনব, যেটা ক্ষতবিক্ষত তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেব, যেটা দুর্বল তাকে বলবান করব, কিন্তু যেটা হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান তাকে বিনাশ করব। আমি ন্যায়ের সঙ্গেই তাদের চরাব। [১৭] আর তোমাদের বিষয়ে, হে আমার মেষপাল, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি মেষ ও মেষের মধ্যে, আবার ভেড়া ও ছাগের মধ্যে বিচার করব। [১৮] তোমাদের কাছে এ কি সামান্য ব্যাপার যে, উত্তম চারণমাঠে চরছ, আবার নিজেদের ফেলে রাখা ঘাস পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছ? এবং নির্মল জল পান করছ, আবার বাকিটুকুটা পা দিয়ে ময়লা করছ? [১৯] আমার মেষগুলির দশা এ: তোমরা যা পায়ে মাড়িয়েছ, সেগুলিকে তা-ই খেতে হচ্ছে, ও তোমরা যা পা দিয়ে ময়লা করেছ, সেগুলিকে তা-ই পান করতে হচ্ছে!

[২০] সুতরাং প্রভু পরমেশ্বর তাদের বিষয়ে একথা বলছেন: দেখ, আমি, আমিই হৃষ্টপুষ্ট মেষ ও রুগ্ন মেষের মধ্যে বিচার করব। [২১] যেহেতু তোমরা পাশ ও কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে ও শিং দিয়ে গুঁতো মারতে মারতে সেগুলিকে বাইরে বিক্ষিপ্ত না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হওনি, [২২] সেজন্য আমি আমার মেষপালকে ত্রাণ করব, তারা আর শিকারের বস্তু হবে না; এবং আমি মেষ ও মেষের মধ্যে বিচার করব।

[২৩] তাদের জন্য আমি অনন্য এক পালকের উদ্ভব ঘটাব, যিনি তাদের প্রতিপালন করবেন—তিনি আমার দাস দাউদ; তিনিই তাদের চরাবেন, তিনিই তাদের পালক হবেন; [২৪] আর আমি প্রভু হব তাদের আপন পরমেশ্বর, এবং আমার দাস দাউদ তাদের মধ্যে জনপ্রধান হবেন; আমিই, প্রভু, একথা বললাম। [২৫] আমি তাদের সঙ্গে

শান্তির এক সন্ধি স্থির করব, হিংস্র যত জন্তুকে দেশ থেকে দূর করে দেব; তখন তারা নিরাপদে প্রান্তরে বাস করবে ও বনে বনে বিশ্রাম করবে।

[২৬] আমি তাদের সকলকে ও আমার পর্বতের চারদিকের সমস্ত অঞ্চল আশীর্বাদের পাত্র করব: যথাসময় জলধারা বর্ষণ করব, আর সেই জলধারা হবে আশিসধারা! [২৭] মাঠের গাছপালা ফলশালী হয়ে উঠবে, ভূমি তার আপন ফসল দেবে, আর তারা তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ভরসাভরে বাস করবে; আর তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু, যখন আমি তাদের জোয়ালের ডাণ্ডা ছিন্ন করব, ও যারা তাদের উপর প্রভুত্ব চালাচ্ছে, তাদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করব। [২৮] তারা জাতিগুলির লুটতরাজের বস্তু আর হবে না, বন্যজন্তুও তাদের আর গ্রাস করবে না; তারা বরং নিরাপদে বাস করবে, তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউ থাকবে না।

[২৯] আমি তাদের জন্য উর্বরতম উদ্যান প্রস্ফুটিত করব, তখন দেশের মধ্যে তারা আর ক্ষুধায় ভুগবে না, এবং জাতিগুলির অপমানও তাদের আর ভোগ করতে হবে না। [৩০] তাতে তারা জানবে যে, আমি—তাদের পরমেশ্বর প্রভু—তাদের সঙ্গে আছি, এবং তারা—ইস্রায়েলকুল—আমার আপন জনগণ। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[৩১] আর তোমরা, হে আমার মেষগুলো, তোমরাই আমার আপন চারণভূমির মেষপাল, আর আমি তোমাদের আপন পরমেশ্বর।'—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

এদোমের পাহাড়পর্বতের বিরুদ্ধে বাণী

৩৫ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, সেইর পর্বতের দিকে মুখ ফেরাও ও তার বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও। [৩] তাকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে সেইর পর্বত, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে! আমি তোমার বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়াব, এবং তোমাকে উৎসন্নস্থান ও আতঙ্কের স্থান করব। [৪] আমি তোমার শহরগুলিকে ধ্বংসস্তূপ করব, আর তুমি মরুপ্রান্তর হবে; তাতে তুমি জানবে যে, আমিই প্রভু।

[৫] যেহেতু তুমি অন্তরে অনাদিকালীন শত্রুভাব গেঁথে রেখেছ ও ইস্রায়েল সন্তানদের—তাদের সেই দুর্বিপাকের দিনে যখন তাদের পাপ শেষ মাত্রায় পৌঁছেছিল—

খড়্গে তুলে দিয়েছ, [৬] সেজন্য, আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমি তোমাকে রক্তের হাতে তুলে দেব আর রক্ত তোমার পিছনে ধাওয়া করবে; তুমি রক্ত ঘৃণা করনি বিধায় রক্ত তোমার পিছনে ধাওয়া করবে। [৭] আমি সেইর পর্বতকে আতঙ্কের বস্তু ও মরুপ্রান্তর করব, এবং তার উপরে যে কেউ যাতায়াত করবে, আমি সেই পর্বত থেকে তাদের সকলকে উচ্ছেদ করব। [৮] আমি তোমার পর্বতমালা মৃতদেহে পূর্ণ করব; তোমার যত উপপর্বতে, তোমার যত উপত্যকায় ও তোমার সমস্ত জলপ্রবাহে খড়্গে বিদ্ধ মানুষ মারা পড়বে, [৯] আমি তোমাকে চিরন্তন উৎসন্নস্থান করব, এবং তোমার শহরগুলি নিবাসীবিহীন হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

[১০] যেহেতু তুমি বলেছ: এই দুই জাতি ও এই দুই দেশ আমারই হবে, আমরাই তাদের অধিকার করে নেব, যদিও সেখানে প্রভু থাকেন, [১১] সেজন্য আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—তুমি যেমন তাদের প্রতি তোমার ঘৃণা অনুযায়ী ব্যবহার করেছ, তেমনি আমি তোমার সেই ক্রোধ ও হিংসা অনুযায়ী ব্যবহার করব। আমি যখন তোমার বিচার করব, তখন তাদের খাতিরে নিজেকে প্রকাশ করব: [১২] তখন তুমি জানবে যে, আমিই প্রভু। ইস্রায়েল-পর্বতমালার বিরুদ্ধে তুমি যে টিটকারি দিয়েছ, আমি সেই সব শুনেছি; তুমি বলেছ: সেগুলি তো উৎসন্নস্থান, আমাদের চারণভূমি হওয়ার জন্য সেগুলি আমাদেরই দেওয়া হয়েছে। [১৩] এইভাবে তোমরা আমার বিরুদ্ধে আস্ফালন করে কথা বলেছ, আমার বিরুদ্ধে বহু কথা বলেছ: আমি সব শুনেছি!

[১৪] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেহেতু সমগ্র দেশ আনন্দ করেছে, সেজন্য আমি তোমাকে উৎসন্নস্থান করব; [১৫] হ্যাঁ, তুমি ইস্রায়েলকুলের উত্তরাধিকার উৎসন্ন হয়েছে দেখে যেমন আনন্দ করেছ, আমি তোমার প্রতি সেইমত ব্যবহার করব; হে সেইর পর্বত, তুমি উৎসন্নস্থান হবে, তুমিও, এদোম, তুমিও সম্পূর্ণরূপে তা-ই হবে। তাতে জানা হবে যে, আমিই প্রভু।’

ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতের জন্য প্রতিশ্রুতি

৩৬ [১] ‘এখন, আদমসন্তান, ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও; বল: হে ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বত, প্রভুর বাণী শোন। [২] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: শত্রু তোমাদের বিষয়ে বলেছে: “কি মজা!” আর, “সেই সনাতন উচ্চস্থানগুলি এখন আমাদেরই অধিকার হল!” [৩] এজন্য তুমি ভাববাণী দাও; বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেহেতু তোমাদের প্রতিবেশী লোকেরা তোমাদের জাতিগুলির বাকি অংশ অধিকার করার জন্য উৎসন্ন করেছে ও চারদিকে গ্রাস করেছে, এবং তোমরা লোকদের নিন্দার ও টিটকারির পাত্র হয়েছ, [৪] সেজন্য, হে ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বত, তোমরা প্রভু পরমেশ্বরের বাণী শোন: সেই পর্বত, উপপর্বত, জলপ্রবাহ ও উপত্যকাগুলি এবং সেই উৎসন্ন ধ্বংসস্তূপ ও সেই পরিত্যক্ত শহরগুলি যা চারদিকের জাতিগুলির বাকি অংশের শিকারের বস্তু ও তাদের হাসির পাত্র হয়েছ, তোমাদের সকলকে উদ্দেশ করে প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন; [৫] হ্যাঁ, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি নিশ্চয়ই সেই জাতিগুলির বাকি অংশের বিরুদ্ধে—বিশেষভাবে গোটা এদোমের বিরুদ্ধে আমার উত্তপ্ত প্রেমের আগুনেই কথা বলছি, কেননা তারা সমস্ত হৃদয়ের আনন্দে ও প্রাণের অবজ্ঞায় লুটের আশায় চারণভূমি করার জন্য আমার দেশ নিজেদেরই অধিকার করেছে। [৬] এজন্য তুমি ইস্রায়েল-দেশভূমির বিষয়ে ভাববাণী দাও, এবং সেই পর্বত, উপপর্বত, জলপ্রবাহ ও উপত্যকাগুলিকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি আমার উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় ও আমার রোষে বলছি: যেহেতু তোমরা জাতিগুলির অপমানের বোঝা বহন করেছ, [৭] সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি হাত তুলে শপথ করছি: তোমাদের চারদিকে যত জাতি আছে, তারাই তাদের নিজেদের অপমানের বোঝা বহন করবে!

[৮] কিন্তু তোমরা, হে ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বত, তোমরা তোমাদের গাছের শাখা বাড়িয়ে আমার জনগণ ইস্রায়েলের জন্য ফল উৎপন্ন কর, কেননা তাদের ফিরে আসার দিন সন্নিকট। [৯] কারণ দেখ, আমি তোমাদের কাছে আসছি, আমি তোমাদের দিকে মুখ ফেরাচ্ছি, তখন তোমাদের উপর আবার চাষ ও বীজবপন হবে। [১০] তোমাদের উপরে বাস করে যত মানুষ, সেই গোটা ইস্রায়েলকুল, তাদের সকলকেই আমি

বহুসংখ্যক করব; শহরগুলি আবার বাসস্থান হবে, এবং সমস্ত ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মিত হবে। [১১] তোমাদের উপরে বাস করে যত মানুষ ও যত পশু, তাদের আমি বহুসংখ্যক করব, আর তারা বংশবৃদ্ধি করবে ও ফলবান হবে; আমি তোমাদের আগের মত বহুসংখ্যক করব, এবং তোমাদের আদিম অবস্থার চেয়ে বেশিই মঙ্গলদান মঞ্জুর করব; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু। [১২] আমি তোমাদের উপর দিয়ে মানুষকে, আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকেই যাতায়াত করাব; তারাই তোমাদের অধিকার করবে, ও তোমরা হবে তাদের উত্তরাধিকার, তাদের তোমরা আর কখনও সন্তানবিহীন করবে না।

[১৩] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেহেতু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ একথা বলছে: তুমি মানুষকে গ্রাস কর, তুমি তোমার জাতিকে সন্তানবিহীন করেছ, [১৪] সেজন্য তুমি মানুষকে আর গ্রাস করবে না, এবং তোমার জাতিকে আর সন্তানবিহীন করবে না—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [১৫] আমি এমনটি করব, যেন তোমাকে জাতিগুলির অপমানজনক কথা আর শুনতে না হয়, যেন তোমাকে দেশগুলির টিটকারির পাত্র আর হতে না হয়; তুমি তোমার জাতিকে আর সন্তানবিহীন করবে না।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[১৬] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৭] 'হে আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুল যখন তার নিজের দেশভূমিতে বাস করত, তখন তার আচরণ ও কাজকর্ম দ্বারা তা কলুষিত করেছিল; আমার কাছে তাদের আচরণ ছিল স্ত্রীলোকের রক্তস্রাবের অশুচিতার মত। [১৮] তাই সেই দেশে তারা যে রক্তপাত করেছিল, এবং তাদের পুতুলগুলো দ্বারা তারা দেশ যে কলুষিত করেছিল, এসব কিছুর জন্য আমি তাদের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করেছিলাম। [১৯] আমি জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলাম, এবং তারা নানা দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল; তাদের আচরণ ও কাজকর্ম অনুসারেই আমি তাদের বিচার করেছিলাম। [২০] তারা যে দিকে চালিত হল, সেই জাতিসকলের মাঝে গিয়ে পৌঁছে আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করল, ফলে লোকে তাদের বিষয়ে এখন বলে: এরা প্রভুর আপন জনগণ, তা সত্ত্বেও দেশ থেকে তাদের বের করে দেওয়া হয়েছে। [২১] কিন্তু আমি আমার সেই পবিত্র নামের খাতিরেই উদ্বিগ্ন ছিলাম, যা

ইস্রায়েলকুল জাতিসকলের মধ্যে যেখানে গিয়েছে, সেখানে অপবিত্র করেছে। [২২] তাই তুমি ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের খাতিরে নয়, আমার সেই পবিত্র নামের খাতিরেই কাজ করছি, যা তোমরা যেখানে গিয়েছ, সেখানে জাতিসকলের মধ্যে অপবিত্র করেছ! [২৩] আমি আমার সেই মহা নামের পবিত্রতা দেখাতে যাচ্ছি, যা জাতিসকলের মধ্যে অপবিত্রতার বস্তু হয়েছে, যা তোমরা নিজেরাই তাদের মধ্যে অপবিত্র করেছ। তখনই জাতিসকল জানবে যে, আমিই প্রভু,—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—যখন আমি তাদের চোখের সামনে তোমাদের মধ্যে আমার পবিত্রতা দেখাব; [২৪] কারণ আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের নেব, সকল দেশ থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব, তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের নিয়ে আসব। [২৫] তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল আর তোমরা শুদ্ধ হবে; তোমাদের সমস্ত মলিনতা থেকে, তোমাদের সকল পুতুল থেকে তোমাদের শোধন করব। [২৬] তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়, তোমাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা। তোমাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরময় হৃদয়, মাংসময়ই এক হৃদয় তোমাদের দেব। [২৭] তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব। [২৮] আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশ দিয়েছিলাম, তোমরা সেই দেশেই বাস করবে; তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর। [২৯] আমি তোমাদের সমস্ত কলুষ থেকে তোমাদের পরিত্রাণ করব; আমি গম ডেকে এনে প্রচুর করে দেব, তোমাদের উপর দুর্ভিক্ষ আর ডেকে আনব না। [৩০] আমি গাছের ফল ও মাঠের ফসল প্রচুর করে দেব, যেন দুর্ভিক্ষের কারণে জাতিসকলের মধ্যে তোমাদের আর অপমান ভোগ করতে না হয়। [৩১] তখন তোমরা তোমাদের দুর্ব্যবহার ও অসৎ কর্মকাণ্ড স্মরণ করবে, এবং তোমাদের শঠতা ও জঘন্য কাজকর্মের জন্য নিজেদেরই অধিক ঘৃণা করবে। [৩২] জেনে রাখ—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—তোমাদের খাতিরেই যে আমি এই কাজ করছি, এমন নয়। হে ইস্রায়েলকুল, তোমাদের আচরণের জন্য লজ্জিত ও বিষণ্ণ হও!

[৩৩] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেদিন আমি তোমাদের সমস্ত শঠতা থেকে তোমাদের পরিশুদ্ধ করব, সেদিন তোমাদের শহরগুলিতে তোমাদের পুনরায় বাস করতে দেব, তখন তোমাদের যত ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মিত হবে। [৩৪] আর সেই দেশ, যা পথিকদের চোখে ছিল ধ্বংসস্থান, সেই বিধ্বস্ত দেশে পুনরায় চাষের কাজ চলবে। [৩৫] তখন লোকে বলবে: এই যে দেশ ছিল বিধ্বস্ত এক দেশ, এখন হয়ে উঠেছে এদেন বাগানের মত; এই যে শহরগুলি ছিল উচ্ছিন্ন, ধ্বংসিত, উৎপাটিত, এখন হয়ে উঠেছে সুরক্ষিত নগর, হয়ে উঠেছে বাসস্থান। [৩৬] তাতে তোমাদের চারদিকে যে জাতিগুলি অবশিষ্ট হয়ে রয়েছে, তারা জানতে পারবে যে, আমি প্রভুই বিলুপ্ত যত স্থান পুনর্নির্মাণ করেছি, ও বিধ্বস্ত যত স্থান পুনরায় চাষের ভূমি করেছি। আমিই, প্রভু, একথা বলেছি, আর তাই করব।

[৩৭] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি ইস্রায়েলকুলের মিনতিতে আবার সাড়া দেব, ও তাদের জন্য এ মঞ্জুর করব: আমি তাদের মানুষকে মেষপালের মত বহুসংখ্যক করব, [৩৮] পবিত্রীকৃত মেষগুলির মতই বহুসংখ্যক করব—সেই মেষপালেরই মত যা পর্ব-মহাপর্ব উপলক্ষে যেরুশালেমে দেখা যায়। তখন ধ্বংসিত শহরগুলি মানুষপালেই পরিপূর্ণ হবে, তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।’

শুষ্ক হাড়ের দর্শন

৩৭ [১] প্রভুর হাত আমার উপর নেমে এল: তিনি প্রভুর আত্মায় আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে এমন উপত্যকার মাঝখানে নামিয়ে রাখলেন, যা হাড়ে পরিপূর্ণ ছিল। [২] তিনি সেই সব হাড়ের পাশ দিয়ে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন; আর দেখ, সেই উপত্যকা জুড়ে সেই হাড়গুলো অসংখ্যই ছিল; আর সবগুলো ছিল শুষ্ক। [৩] তিনি আমাকে বললেন, ‘হে আদমসন্তান, এই সমস্ত হাড় কি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে?’ আমি উত্তরে বললাম, ‘প্রভু পরমেশ্বর, আপনিই জানেন!’ [৪] তিনি আমাকে বললেন, ‘তুমি এই সমস্ত হাড়ের উপর ভাববাণী দাও; এগুলোকে বল: হে শুষ্ক হাড়, প্রভুর বাণী শোন। [৫] প্রভু পরমেশ্বর এই সমস্ত হাড়কে একথা বলছেন: আমি তোমাদের মধ্যে প্রাণবায়ু প্রবেশ করাতে যাচ্ছি, আর তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে। [৬] আমি তোমাদের উপরে

শিরা দেব, তোমাদের উপরে মাংস বৃদ্ধি পেতে দেব, তোমাদের উপরে চামড়া বিস্তার করব, তোমাদের মধ্যে প্রাণবায়ু দেব, ফলে তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু!’

[৭] আমি সেই আজ্ঞামত ভাববাণী দিলাম; আর আমি ভাববাণী দিতে দিতে একটা শব্দ হল, ঘরঘর শব্দই হল, আর দেখ, এক একটা হাড় যার যার বিশেষ হাড়ের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। [৮] তখন আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, সেগুলোর উপরে শিরা হল, মাংসও বৃদ্ধি পেল, চামড়াও বিস্তারলাভ করল, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রাণবায়ু ছিল না। [৯] তিনি আমাকে বললেন: ‘প্রাণবায়ুর উদ্দেশে ভাববাণী দাও; হে আদমসন্তান, ভাববাণী দাও, প্রাণবায়ুকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে প্রাণবায়ু, চারবায়ু থেকে এসো, এই মৃতদের উপরে ফুৎকার দাও, যেন তারা পুনরুজ্জীবিত হয়।’ [১০] আমি তাঁর আজ্ঞামত ভাববাণী দিলাম; আর প্রাণবায়ু তাদের মধ্যে প্রবেশ করল এবং তারা পুনরুজ্জীবিত হল ও নিজেদের পায়ে ভর করে দাঁড়াল—তারা ছিল অতিশয় বিশাল বাহিনী।

[১১] তখন তিনি আমাকে বললেন, ‘আদমসন্তান, এই সমস্ত হাড় হল সমগ্র ইস্রায়েলকুল; দেখ, তারা নাকি বলছে, “আমাদের হাড় শুষ্ক হয়ে গেছে, আমাদের আশা ভ্রষ্ট হয়েছে, আমরা একেবারে বিলুপ্ত!” [১২] তাই তুমি ভাববাণী দাও, তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে আমার আপন জনগণ, আমি এখন তোমাদের সমাধিগুহা খুলে দিতে যাচ্ছি, তোমাদের কবর থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করব, ইস্রায়েল-দেশভূমির দিকে তোমাদের চালনা করব। [১৩] তোমরা তখনই জানবে যে আমিই প্রভু, আমি যখন, হে আমার আপন জনগণ, তোমাদের কবর খুলে দেব ও তোমাদের সমাধিগুহা থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করব। [১৪] আমি তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, আর তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে; তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের পুনর্বাসন করাব; তখন তোমরা জানবে যে, আমিই, প্রভু, আমি একথা বলেছি, আর তাই করব।’ প্রভুর উক্তি।

যুদা ও ইস্রায়েল হবে এক রাজ্য

[১৫] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৬] 'আদমসন্তান, এক টুকরো কাঠ তুলে নিয়ে তার উপরে একথা লেখ: "যুদার জন্য, ও সেই ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য যারা তার প্রতি বিশ্বস্ত।" পরে আর এক টুকরো কাঠ তুলে নিয়ে তার উপরে লেখ: "এফ্রাইমের কাঠ সেই যোসেফের জন্য, ও তার প্রতি বিশ্বস্ত ইস্রায়েলকুলের জন্য।" [১৭] তুমি সেই কাঠ দু'টো একে অন্যের সঙ্গে জোড়া দাও যেন এক কাঠ হয়; কাঠ দু'টো তোমার হাতে এক হোক। [১৮] তোমার জাতির সন্তানেরা যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, "তোমার কাছে এর অর্থ কী, তা কি আমাদের জানাবে?" [১৯] তখন তুমি উত্তরে তাদের বলবে: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: এফ্রাইমের হাতে যোসেফের যে কাঠ রয়েছে, আমি সেই কাঠ তুলে নিতে যাচ্ছি, সেইসঙ্গে তুলে নিতে যাচ্ছি ইস্রায়েলের সেই গোষ্ঠীগুলিকে যা তার প্রতি বিশ্বস্ত, এবং সেই কাঠ যুদার কাঠের সঙ্গে জোড়া দেব যেন এক কাঠ হয়; আমার হাতে তারা এক হবে।

[২০] তুমি সেই যে দু'টো কাঠে সেই কথা লিখেছ, তা তাদের দৃষ্টিগোচরে তোমার হাতে রেখে [২১] তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, ইস্রায়েল সন্তানেরা যেখানে যেখানে গিয়েছে, আমি সেখানকার দেশগুলোর মধ্য থেকে তাদের নেব, চারদিক থেকে তাদের সংগ্রহ করব, ও তাদের নিজেদের দেশভূমিতে তাদের নিয়ে আসব; [২২] আমি সেই দেশে, ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতেই, তাদের একমাত্র জাতি করব, ও এক রাজাই তাদের সকলের উপরে রাজা হবে; তারা আর দুই জাতি হবে না, আর কখনও দুই রাজ্যে বিভক্ত হবে না। [২৩] তারা তাদের সেই পুতুলগুলো ও ঘৃণ্য কর্ম দ্বারা এবং তাদের কোন শঠতা দ্বারা নিজেদের অশুচি করবে না; যে সকল বিদ্রোহ কর্ম সাধনে তারা পাপ করেছে, তাদের সেই সমস্ত দুষ্কর্ম থেকে আমি তাদের ত্রাণ করব; তাদের পরিশুদ্ধ করব: তারা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। [২৪] আমার দাস দাউদ তাদের উপরে রাজত্ব করবেন, সকলের জন্য থাকবেন একমাত্র পালক; তারা আমার নিয়মনীতির পথে চলবে আর আমার বিধিগুলো পালনে নিষ্ঠাবান হবে। [২৫] আমি আমার আপন দাস যাকোবকে যে দেশ দিয়েছি, সেই যে দেশে তাদের পিতৃপুরুষেরা বাস করছিল, সেই দেশেই তারা বাস করবে; তারা,

তাদের সন্তানেরা, ও তাদের সন্তানদের সন্তানসন্ততিরা সেখানে বাস করবে চিরকালের মত; আর আমার আপন দাস দাউদ তাদের জনপ্রধান হবেন চিরকাল ধরে! [২৬] আমি তাদের সঙ্গে শান্তির এক সন্ধি স্থির করব, তাদের সঙ্গে এমন সন্ধি স্থির করব যা চিরন্তন। আমি তাদের পুনর্বাসন করাব, তাদের বৃদ্ধি ঘটাব, ও তাদের মাঝে আমার পবিত্রধাম স্থাপন করব চিরকালের মত। [২৭] তাদের মাঝে থাকবে আমার আবাস: আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ। [২৮] তখন দেশগুলো জানবে যে, আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করে তোলেন, যখন আমার পবিত্রধাম তাদের মাঝে থাকবে চিরকাল।'

গোগের বিরুদ্ধে বাণী

৩৮ [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, তুমি মাগোগের দেশে মেশেক ও তুবালের প্রধান নেতা সেই গোগের দিকে মুখ ফেরাও ও তার বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও। বল: [৩] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ওহে মেশেক ও তুবালের প্রধান নেতা যে গোগ, এই যে, আমি তোমার বিপক্ষে! [৪] আমি তোমাকে এদিক ওদিক ঠেলা দেব, তোমার হনুতে বড়শি লাগাব, এবং তোমাকে ও তোমার সমস্ত সৈন্য, ঘোড়াগুলো ও পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত সমস্ত অশ্বারোহী, বড় ও ছোট ঢাল-ধারী বিপুল সৈন্যদল, খড়্গধারী সমস্ত লোককে বাইরে আনাব। [৫] পারস্য, কুশ ও পুৎ তাদের সঙ্গী; এরা সকলে ঢাল ও শিরস্ত্রাণ-ধারী; [৬] গোমের ও তার সকল সৈন্যদল, উত্তরদিকের প্রান্তবাসী তোগার্মার কুল ও তার সকল সৈন্যদল: এই নানা মহাজাতি তোমার সঙ্গী। [৭] তৈরী হও! নিজেকে প্রস্তুত কর—তুমি ও তোমার কাছে সমাগত তোমার সেই বহুসংখ্যক লোক আমার সেবায় প্রস্তুত থাক! [৮] বহুদিন কেটে যাবে, পরে তোমাকে হুকুম দেওয়া হবে: শেষ বছরগুলিতে তুমি এমন এক দেশের বিরুদ্ধে যাবে, যা খড়্গ থেকে রেহাই পেয়েছে ও বহুজাতির মধ্য থেকে ইস্রায়েলের চিরোৎসন্ন পাহাড়পর্বতে সংগৃহীত হয়েছে। তারা জাতিগুলির মধ্য থেকে স্বদেশে ফিরে এসেছে, আর এখন সকলে ভরসাভরে বাস করছে। [৯] তুমি এগিয়ে যাবে, ঝড়ঝঞ্ঝার মতই

সেখানে গিয়ে পৌঁছবে; তুমি, তোমার গোটা সৈন্যদল ও তোমার সঙ্গী সেই বহুজাতি এমন একটা মেঘের মত হবে, যা সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে।

[১০] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: সেইদিন নানা বিষয় তোমার মনে পড়বে, আর তুমি একটা দুরভিসন্ধি আঁটবে। [১১] তুমি বলবে: আমি এই অরক্ষিত দেশের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাব, এই শান্তশিষ্ট লোকদের আক্রমণ করব যারা নিরুদ্বিগ্নে বাস করছে, যারা সকলে প্রাচীরবিহীন জায়গায় বাস করছে যেখানে অর্গল বা তোরণদ্বার নেই; [১২] তখন আমি লুট করব, সবকিছু কেড়ে নেব, তাদের বসতিস্থানগুলি সেই ধ্বংসস্তূপের উপরে, ও দেশগুলোর মধ্য থেকে জড় করা এই জাতির উপরে হাত বাড়াব যারা পশুপালনে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে জীবন কাটায় এবং পৃথিবীর নাভিস্থলে বাস করে। [১৩] শেবা, দেদান ও তার্শিশের বণিকেরা এবং সেখানকার সকল যুবসিংহ তোমাকে বলবে: তুমি কি লুট করবার জন্যই এলে? সবকিছু কেড়ে নেবার জন্যই কি তোমার লোকদের জড় করলে? সোনা-রুপো নিয়ে যাওয়া, পশুধন ও ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া, বিরাট লুটের মাল জয় করা, এ কি তোমার অভিপ্রায়?

[১৪] সুতরাং, হে আদমসন্তান, ভাববাণী দাও; গোগকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: সেইদিন যখন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েল নিরুদ্বিগ্নে বাস করবে, তখন তুমি উঠবে, [১৫] তুমি তোমার বাসস্থান থেকে, উত্তরদিকের সেই প্রান্ত থেকে আসবে; তুমি ও তোমার সঙ্গী সেই বহুজাতিও আসবে—সকলে ঘোড়ায় চড়ে আসবে, অসংখ্য এক জনতা, পরাক্রমী এক সৈন্যদল। [১৬] তুমি মেঘের মত দেশ আচ্ছন্ন করতে আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে। অন্তিম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে যে, আমি তোমাকে আমার নিজের দেশ আক্রমণ করতে আনব, যেন সর্বজাতি আমাকে জানতে পারে, যখন আমি তোমার মধ্য দিয়েই, হে গোগ, তাদের চোখের সামনে আমার পবিত্রতা দেখাব।

[১৭] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তুমি কি সেই ব্যক্তি নও যার বিষয়ে আমি আমার দাসদের মধ্য দিয়ে, ইস্রায়েলের সেই নবীদেরই মধ্য দিয়ে পুরাকালে কথা বলেছিলাম? তারা তো সেসময়ে ও বহুবছর ধরে এই ভাববাণী দিল যে, আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে পাঠাব। [১৮] কিন্তু সেইদিন যখন গোগ ইস্রায়েল-দেশভূমি আক্রমণ

করবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—তখন আমার ক্রোধ জ্বলে উঠবে। [১৯] আমার উত্তপ্ত
প্রেমের জ্বালায় ও জ্বলন্ত কোপে আমি তোমাদের বলছি: সেইদিন ইস্রায়েল-দেশভূমিতে
মহা ভূমিকম্প হবে। [২০] সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি, বনের জন্তু, মাটির বুকে চরে
সমস্ত সরিসৃপ ও পৃথিবীর বুকে বাস করে যত মানুষ আমার সামনে কম্পিত হবে,
পাহাড়পর্বত পড়ে যাবে, শৈলগিরি চূর্ণ হবে ও যত নগরপ্রাচীর খসে পড়বে। [২১] আর
আমি ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে তার বিরুদ্ধে খড়্গ ডেকে আনব—প্রভু পরমেশ্বরের
উক্তি! তাদের প্রত্যেকের খড়্গ নিজ নিজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে ফিরবে; [২২] আর আমি
মহামারী ও রক্ত দ্বারা তার যোগ্য শাস্তি দেব: তার উপরে, তার সমস্ত সৈন্যদলের উপরে
ও তার সঙ্গী সেই বহুজাতির উপরে মুষলধারে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি, আগুন ও গন্ধক বর্ষণ
করব। [২৩] আমি আমার মহত্ত্ব ও পবিত্রতা দেখাব ও বহুদেশের সামনে নিজেকে
প্রকাশ করব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু!’

৩৯ [১] ‘আর তুমি, হে আদমসন্তান, তুমি এখন গোগের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও;
বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ওহে মেশেক ও তুবালের প্রধান নেতা যে গোগ,
এই যে, আমি তোমার বিপক্ষে! [২] আমি এদিক ওদিক তোমাকে ঠেলা দেব, তোমাকে
চালিয়ে বেড়াব, ও উত্তরদিকের প্রান্ত থেকে তোমাকে এনে ইস্রায়েলের পর্বতমালায়
তোমাকে নিয়ে আসব। [৩] আমি তোমার হাতের ধনু ছিন্ন করব ও তোমার ডান হাত
থেকে তোমার যত তীর নিয়ে ছড়িয়ে দেব। [৪] তুমি, তোমার গোটা সৈন্যদল ও
তোমার সঙ্গী সেই বহুজাতি—তোমরা সকলেই ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে মারা পড়বে;
আমি তোমাকে সবরকম হিংস্র পাখি ও বন্যজন্তুর খাদ্য করব। [৫] খোলা মাঠে
তোমাকে নিপাত করা হবে, কারণ আমিই একথা বললাম—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি!

[৬] আমি মাগোগের উপরে ও যারা নিরুদ্বিগ্ন হয়ে দ্বীপপুঞ্জে বাস করে, তাদের
উপরেও আগুন প্রেরণ করব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু। [৭] আমি আমার
আপন জনগণ ইস্রায়েলের মধ্যে আমার পবিত্র নাম জ্ঞাত করব; আর এমনটি হতে দেব
না যে, আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করা হবে; তাতে জাতি-বিজাতি জানবে যে, আমিই
প্রভু, ইস্রায়েলের মধ্যে পবিত্র! [৮] দেখ, এসব কিছু ঘটছে ও সিদ্ধিলাভ করছে—প্রভু
পরমেশ্বরের উক্তি—: এ-ই সেই দিন, যে দিনের কথা আমি বলেছি। [৯] ইস্রায়েলের

শহরগুলির অধিবাসীরা বেরিয়ে পড়বে, এবং ঢাল ও ফলক, ধনু ও তীর, লাঠি ও বর্শা, এসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সবই পুড়িয়ে দেবে; সেইসব কিছু নিয়ে তারা সাত বছর ধরে আগুন জ্বালাবে। [১০] তারা মাঠ থেকে কাঠ আনবে না, বনের গাছপালা কাটবে না, কারণ সেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই তারা আগুন জ্বালাবে; যারা তাদের ধন লুট করেছিল, এবার তারাই তাদের ধন লুট করবে; আর যারা তাদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিল, এবার তারাই তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেবে। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[১১] সেইদিন আমি গোগের জন্য সমাধিগুহা-রূপে ইস্রায়েলের মধ্যে নাম করা এক জায়গা স্থির করব; তা সমুদ্রের পুবদিকে অবস্থিত সেই আবারিম উপত্যকা যা পথিকদের যাত্রাপথ রোধ করে। সেইখানে গোগকে ও তার সমস্ত লোকারণ্যকে কবর দেওয়া হবে, এবং জায়গাটার নাম "হামোন-গোগ উপত্যকা" রাখা হবে। [১২] দেশ শুচি করার জন্য ইস্রায়েলকুল তাদের কবর দিতে সাত মাস ব্যস্ত থাকবে। [১৩] দেশের গোটা জনগণই তাদের কবর দেবে, এবং যে দিন আমার নিজের গৌরব প্রকাশ করব, তাদের কাছে সেই দিনটি গৌরবময় হবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [১৪] এমন লোকদের পৃথক করা হবে যারা, দেশ শুচি করার জন্য, পথিকদের সাহায্যে ভূমির উপরে ফেলে রাখা মৃতজনদের কবর দেবার জন্য দেশজুড়ে অবিরত যাতায়াত করবে; তারা সপ্তম মাসের শেষে অনুসন্ধান করতে লাগবে। [১৫] দেশজুড়ে যাতায়াত করতে করতে তারা যখন মানুষের হাড় দেখবে, তখন তার পাশে একটা স্তম্ভ-চিহ্ন রাখবে; পরে যারা কবর দেয়, হামোন-গোগ উপত্যকায় তারা তাদের কবর দেবে। [১৬] নগরের নাম হামোনা হবে। এইভাবে তারা দেশ শুচি করবে।

[১৭] আদমসন্তান, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: সব জাতের পাখিদের ও সমস্ত বন্যজন্তুকে বল: জড় হয়ে এসো, সবদিক থেকে আমার যজ্ঞানুষ্ঠানে সমবেত হও, কেননা আমি ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতের উপরে তোমাদের জন্য এক মহাযজ্ঞ করব, যেন তোমরা মাংস খেতে ও রক্ত পান করতে পার। [১৮] তোমরা বীরপুরুষদের মাংস খাবে ও ভূপতিদের রক্ত পান করবে: তারা সকলে বাশানদেশীয় ভেড়া, মেষশাবক, ছাগ ও মোটা-সোটা বৃষ! [১৯] তোমাদের জন্য আমি যে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রস্তুত করব, তাতে তোমরা তৃপ্ত হওয়া পর্যন্তই চর্বি খাবে ও মত্ত হওয়া পর্যন্তই রক্ত পান করবে।

[২০] তোমরা আমার ভোজনপাটে ঘোড়া ও পশুবাহন, বীরপুরুষ ও সবরকম যোদ্ধাকে খেয়ে তৃপ্ত হবে। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[২১] আমি জাতি-বিজাতির মধ্যে আমার গৌরব প্রকাশ করব, এবং আমি যে দণ্ডাদেশ দেব ও তাদের উপরে যে হাত রাখব, তা জাতি-বিজাতি সকলেই দেখতে পাবে। [২২] সেদিন থেকে ইস্রায়েলকুল সবসময়ের মতই জানবে যে, আমি প্রভুই তাদের পরমেশ্বর!'

এজেকিয়েলের ভাববাণীর সার কথা

[২৩] 'বিজাতীয়েরাও জানবে যে, ইস্রায়েলকুল নিজের অপরাধের কারণেই নির্বাসিত হয়েছিল: যেহেতু তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, সেজন্য আমি তাদের কাছ থেকে আমার শ্রীমুখ লুকিয়েছিলাম, ও তাদের বিপক্ষদের হাতে তাদের তুলে দিয়েছিলাম যেন তারা সকলে খড়্গের আঘাতে মারা পড়ে। [২৪] তাদের যেমন মলিনতা ও যেমন অধর্ম, আমি তাদের প্রতি তেমন ব্যবহার করেছিলাম; আমি তাদের কাছ থেকে আমার শ্রীমুখ লুকিয়েছিলাম।

[২৫] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: এখন আমি যাকোবের দশা ফেরাব, গোটা ইস্রায়েলকুলের প্রতি আমার স্নেহ দেখাব, এবং আমার পবিত্র নামের পক্ষে উদ্যোগী হব। [২৬] তারা যখন ভরসাভরে নিজেদের দেশভূমিতে বাস করবে, যখন আর কেউই তাদের ভয় দেখাবে না, তখন তারা আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিদ্রোহ-কর্ম সাধন করেছিল, তা সবই ভুলে যাবে। [২৭] যখন আমি জাতিগুলির মধ্য থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব ও তাদের শত্রুদের যত দেশ থেকে তাদের সংগ্রহ করব, এবং বহুদেশের চোখের সামনে তাদেরই মধ্যে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করব, [২৮] তখন তারা জানবে যে, আমিই প্রভু, তাদের পরমেশ্বর, কেননা আমি দেশগুলোর মধ্যে তাদের নির্বাসিত করার পর তাদেরই নিজেদের দেশভূমিতে একত্রিত করেছি, আর তাদের মধ্যে কাউকেই সেখানে অবশিষ্ট রাখিনি। [২৯] আমি তাদের কাছ থেকে আমার শ্রীমুখ আর লুকোব না, কারণ আমি ইস্রায়েলকুলের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

নতুন ব্যবস্থা

ভাবী নতুন গৃহ

৪০ [১] আমাদের নির্বাসনকালের পঞ্চবিংশ বর্ষে, বর্ষের আরম্ভে, মাসের দশম দিনে, অর্থাৎ নগরী-পতনের পরে চতুর্দশ বর্ষের সেই দিনে, প্রভুর হাত আমার উপরে নেমে এল: তিনি আমাকে সেইখানে নিয়ে গেলেন। [২] তিনি ঐশ্বরিক দর্শনযোগে আমাকে ইস্রায়েল দেশে নিয়ে গিয়ে উচ্চতম এক পর্বতে নামিয়ে রাখলেন যার উপরে, দক্ষিণদিকে, মনে হচ্ছিল, এক নগরী নির্মিত ছিল। [৩] তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন, আর দেখ, এক পুরুষ যাঁর চেহারা ব্রঞ্জের মত, যাঁর হাতে একটা ক্ষোমের ফিতা ও মাপবার জন্য একটা নল, নগরদ্বারের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। [৪] সেই পুরুষ আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে যা যা দেখাব, তুমি সেইসব কিছু সযত্নে লক্ষ কর, কান পেতে শোন, সবকিছুতে মনোযোগ দাও, কারণ তোমাকে এজন্যই এখানে আনা হয়েছে, যেন আমি তোমাকে এইসব কিছু দেখাই। তুমি যা কিছু দেখ, তা ইস্রায়েলকুলকে জানাবে।'

[৫] আর দেখ, গৃহের চারদিকে এক প্রাচীর। সেই পুরুষের হাতে যে নল, তা ছিল ছ'হাত লম্বা, এর প্রতিটি হাত এক হাত চার আঙুল। তিনি মেপে দেখলেন প্রাচীরটা কত পুরু: এক নল; তার উচ্চতাও মাপলেন: এক নল। [৬] তিনি পুবদ্বারে গেলেন, তার সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন, এবং তোরণদ্বারের চৌকাটের নিম্ন অংশ মাপলেন: এক নল চওড়া। [৭] প্রতিটি কক্ষ এক নল লম্বা ও এক নল চওড়া; এক এক কক্ষের মধ্যে পাঁচ পাঁচ হাত ব্যবধান ছিল; এবং তোরণদ্বারের বারান্দার পাশে গৃহের দিকে তোরণদ্বারের চৌকাটের নিম্ন অংশ এক নল ছিল। [৮] তিনি গৃহের দিকে তোরণদ্বারের বারান্দা মাপলেন: তা ছিল এক নল। [৯] পরে তিনি তোরণদ্বারের বারান্দা মাপলেন: তা ছিল আট হাত; তার উপস্তম্ভগুলি মাপলেন: দুই হাত; তোরণদ্বারের বারান্দা গৃহমুখী ছিল। [১০] পুবদ্বারের কক্ষ এক পাশে তিনটে, অন্য পাশে তিনটে ছিল; তিনটের একই পরিমাপ ছিল; এবং এপাশে ওপাশে অবস্থিত উপস্তম্ভগুলিরও একই পরিমাপ ছিল। [১১] তিনি তোরণদ্বারের প্রবেশস্থানের প্রস্থ মাপলেন: তা ছিল দশ হাত; আর

তোরণদ্বারের দৈর্ঘ্য ছিল তেরো হাত। [১২] কক্ষগুলির সামনে এক হাত পুরু এক নীচু পাঁচিল ছিল; এবং অন্য পাশেও এক হাত পুরু এক নীচু পাঁচিল ছিল; এবং প্রত্যেক কক্ষ এক পাশে ছ'হাত, এবং অন্য পাশে ছ'হাত ছিল। [১৩] পরে তিনি এক কক্ষের ছাদ থেকে অপর কক্ষের ছাদ পর্যন্ত তোরণদ্বারের বিস্তার মাপলেন: তা ছিল পঁচিশ হাত, এক প্রবেশদ্বার অপর প্রবেশদ্বারের সামনে ছিল। [১৪] তিনি উপস্তম্ভগুলি ষাট হাত গণ্য করলেন; এক প্রাঙ্গণ উপস্তম্ভগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত হল, তার চারদিকে তোরণদ্বার ছিল। [১৫] প্রবেশস্থানের তোরণদ্বারের অগ্রদেশ থেকে ভিতরের তোরণদ্বারের বারান্দার অগ্রদেশ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাত ছিল। [১৬] তোরণদ্বারের ভিতরে সবদিকে কক্ষগুলির ও তার উপস্তম্ভগুলির জালিবদ্ধ জানালা ছিল, তার মণ্ডপগুলিও সেইমত ছিল; জানালাগুলি ভিতরে চারদিকে ছিল; এবং উপস্তম্ভগুলিতে খেজুরগাছ আঁকা ছিল।

[১৭] পরে তিনি আমাকে বাইরের প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন; আর দেখ, সেখানে অনেক কক্ষ ও চারদিকে প্রাঙ্গণের জন্য নির্মিত এক মেঝে ছিল যা সম্পূর্ণরূপে পাথরে বাঁধা; পাথরবাঁধা সেই মেঝে ধরে ত্রিশটা কক্ষ। [১৮] পাথরবাঁধা সেই মেঝে তোরণদ্বারগুলির পাশে তোরণদ্বারের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ছিল, এ নিচের পাথরবাঁধা মেঝে। [১৯] পরে তিনি তোরণদ্বারের নিচের অগ্রদেশ থেকে ভিতরের প্রাঙ্গণের অগ্রদেশ পর্যন্ত বাইরের বিস্তার মাপলেন, পুবদিকে ও উত্তরদিকে তা একশ' হাত। [২০] পরে তিনি বাইরের প্রাঙ্গণের উত্তরদ্বারের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার মাপলেন। [২১] তার কক্ষ এক পাশে তিনটে ও অন্য পাশে তিনটে, এবং তার উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলির পরিমাপ প্রথম তোরণদ্বারের পরিমাপের মত: পঞ্চাশ হাত লম্বা ও পঁচিশ হাত চওড়া। [২২] তার জানালা, মণ্ডপ ও আঁকা খেজুরগাছগুলি পুবদ্বারের পরিমাপ অনুরূপ ছিল; লোকেরা সাতটা ধাপ দিয়ে তাতে উঠত; তার সামনে তার মণ্ডপ ছিল। [২৩] উত্তরদ্বারের ও পুবদ্বারের সামনে ভিতরের প্রাঙ্গণের তোরণদ্বার ছিল; তিনি এক তোরণদ্বার থেকে অন্য তোরণদ্বার পর্যন্ত একশ' হাত মাপলেন।

[২৪] পরে তিনি আমাকে দক্ষিণদিকে নিয়ে গেলেন, আর দেখ, দক্ষিণদিকে এক তোরণদ্বার; তিনি তার উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলি মাপলেন, সেগুলোর একই পরিমাপ ছিল। [২৫] আগের জানালার মত চারদিকে তার ও তার মণ্ডপগুলিরও জানালা ছিল;

তোরণদ্বারটি ছিল পঞ্চাশ হাত লম্বা ও পঁচিশ হাত চওড়া। [২৬] সেখানে ওঠবার সাতটা ধাপ ছিল, ও সেগুলির সামনে তার মণ্ডপ ছিল; এবং তার উপস্তম্ভে এক দিকে এক, ও অন্য দিকে এক, এইভাবে আঁকা দুই খেজুরগাছ ছিল। [২৭] দক্ষিণদিকে ভিতরের প্রাঙ্গণের এক তোরণদ্বার ছিল; পরে তিনি দক্ষিণমুখী এক তোরণদ্বার থেকে অন্য তোরণদ্বার পর্যন্ত একশ' হাত মাপলেন।

[২৮] পরে তিনি আমাকে দক্ষিণদ্বার দিয়ে ভিতরের প্রাঙ্গণের মধ্যে নিয়ে গেলেন; এবং আগের পরিমাপ অনুসারে দক্ষিণদ্বার মাপলেন। [২৯] তার কক্ষ, উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলি ওই পরিমাপের অনুরূপ ছিল; এবং চারদিকে তার ও তার মণ্ডপের জানালা ছিল; তোরণদ্বার পঞ্চাশ হাত লম্বা ও পঁচিশ হাত চওড়া। [৩০] চারদিকে মণ্ডপ ছিল, তা পঁচিশ হাত লম্বা ও পাঁচ হাত চওড়া। [৩১] তার মণ্ডপগুলি বাইরের প্রাঙ্গণের পাশে, এবং তার উপস্তম্ভে আঁকা খেজুরগাছ ছিল; এবং তার সিঁড়ির আটটা ধাপ। [৩২] পরে তিনি আমাকে পুবমুখী ভিতরের প্রাঙ্গণের মধ্যে নিয়ে গেলেন; এবং ওই পরিমাপ অনুসারে তোরণদ্বার মাপলেন। [৩৩] তার কক্ষ, উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলি ওই পরিমাপের অনুরূপ ছিল; এবং চারদিকে তার ও তার মণ্ডপের জানালা ছিল; তোরণদ্বারটি ছিল পঞ্চাশ হাত লম্বা ও পঁচিশ হাত চওড়া। [৩৪] তার মণ্ডপগুলি বাইরের প্রাঙ্গণের পাশে ছিল, এবং এদিকে ওদিকে তার উপস্তম্ভে আঁকা খেজুরগাছ ছিল, এবং তার সিঁড়ির আটটা ধাপ। [৩৫] পরে তিনি আমাকে উত্তরদ্বারে নিয়ে গেলেন; এবং ওই পরিমাপ অনুসারে তা মাপলেন। [৩৬] তার কক্ষ, উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলি এবং চারদিকে জানালা ছিল; উত্তরদ্বারটা ছিল পঞ্চাশ হাত লম্বা ও পঁচিশ হাত চওড়া। [৩৭] তার উপস্তম্ভগুলি বাইরের প্রাঙ্গণের পাশে, এবং এদিকে ওদিকে উপস্তম্ভে আঁকা খেজুরগাছ ছিল; এবং তার সিঁড়ির আটটা ধাপ।

[৩৮] তোরণদ্বারগুলির উপস্তম্ভের কাছে দরজাসহ একটা করে কক্ষ ছিল; সেখানে লোকেরা আহুতিবলি ধুয়ে দিত। [৩৯] আর তোরণদ্বারের বারান্দায় এধারে-ওধারে দু'টো করে টেবিল ছিল; সেগুলোর উপরে আহুতিবলি, পাপার্থে বলি ও সংস্কার-বলি জবাই করা হত। [৪০] তোরণদ্বারের পাশে বাইরে উত্তরদ্বারের প্রবেশস্থানে সিঁড়ির কাছে দু'টো টেবিল ছিল, আবার তোরণদ্বারের বারান্দার পার্শ্ববর্তী অন্য পাশে দু'টো টেবিল

ছিল। [৪১] তাই তোরণদ্বারের পাশে এধারে-ওধারে চারটে করে টেবিল ছিল; সবসুদ্ধ আটটা টেবিল: সেগুলির উপরে বলি জবাই করা হত। [৪২] আহুতিবলির জন্য চারটে টেবিল ছিল, তা খোদাই করা পাথরে নির্মিত, এবং দেড় হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া ও এক হাত উঁচু ছিল; আহুতি ও অন্য যজ্ঞের বলি যা দিয়ে জবাই করা হত, সেই সকল অস্ত্র সেখানে রাখা হত। [৪৩] আর চার চার আঙুল চওড়া আঁকড়া চারদিকে দেওয়ালে মারা ছিল, এবং টেবিলগুলির উপরে অর্ঘ্যের মাংস রাখা হত। [৪৪] ভিতরের তোরণদ্বারের বাইরে ভিতরের প্রাঙ্গণে গায়কদলের কক্ষগুলি ছিল, একটা ছিল উত্তরদ্বারের পাশে, সেটা দক্ষিণমুখী; আর একটা ছিল পুবদ্বারের পাশে, সেটা উত্তরমুখী। [৪৫] তিনি আমাকে বললেন, 'এই দক্ষিণমুখী কক্ষ সেই যাজকদের হবে যারা গৃহের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত, [৪৬] আর এই উত্তরমুখী কক্ষ সেই যাজকদের হবে যারা যজ্ঞবেদির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। এরা সাদোক-সন্তান, লেবি-সন্তানদের মধ্যে এরাই প্রভুর উপাসনার জন্য তাঁর কাছে এগিয়ে যায়।'

[৪৭] পরে তিনি সেই প্রাঙ্গণ মাপলেন: তা একশ' হাত লম্বা ও একশ' হাত চওড়া, চারদিকে সমান ছিল; গৃহের সামনে ছিল যজ্ঞবেদি। [৪৮] পরে তিনি আমাকে গৃহের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে সেই বারান্দার উপস্তম্ভগুলি মাপলেন: প্রত্যেকটা এদিকে পাঁচ হাত, ওদিকে পাঁচ হাত; এবং তোরণদ্বারের বিস্তার এদিকে তিন হাত, ওদিকে তিন হাত ছিল। [৪৯] বারান্দার দৈর্ঘ্য কুড়ি হাত ও প্রস্থ বারো হাত ছিল; এবং দশ ধাপ দিয়ে লোকে তাতে উঠত; আর উপস্তম্ভের কাছে এদিকে এক স্তম্ভ, ওদিকে এক স্তম্ভ ছিল।

৪১ [১] পরে তিনি আমাকে বড়কক্ষের কাছে নিয়ে গিয়ে উপস্তম্ভগুলি মাপলেন: সেগুলি এদিকে ছ'হাত, ওদিকে ছ'হাত চওড়া ছিল, এ-ই তাঁবুর বিস্তার। [২] প্রবেশস্থান দশ হাত লম্বা, ও সেই প্রবেশস্থানের পাশে এদিকের দেওয়াল পাঁচ হাত, ওদিকের দেওয়াল পাঁচ হাত। পরে তিনি বড়কক্ষ মাপলেন: চল্লিশ হাত লম্বা ও কুড়ি হাত চওড়া। [৩] ভিতরে প্রবেশ করে তিনি প্রবেশস্থানের প্রত্যেক স্তম্ভ মাপলেন: দুই হাত; প্রবেশস্থান মাপলেন: ছ'হাত; প্রবেশস্থানের প্রস্থ মাপলেন: সাত হাত। [৪] তিনি তার দৈর্ঘ্য মাপলেন: কুড়ি হাত; বড়কক্ষের অগ্রদেশে তার প্রস্থ মাপলেন: কুড়ি হাত; পরে তিনি আমাকে বললেন, 'এ-ই পরম পবিত্রস্থান।'

[৫] পরে তিনি গৃহের দেওয়াল মাপলেন: তা ছিল ছ'হাত; পরে চারদিকে গৃহের চার পাশে থাকা ভবনের প্রস্থ মাপলেন: তা ছিল চার হাত। [৬] এক শ্রেণির উপরে অন্য শ্রেণি, এইভাবে পার্শ্ববর্তী তিন শ্রেণি কক্ষ, তার এক এক শ্রেণিতে ত্রিশ কক্ষ ছিল; এবং গৃহের গায়ে সংলগ্ন হবার জন্য চারদিকের সেই পার্শ্ববর্তী সকল কক্ষের জন্য গৃহের গায়ে এক দেওয়াল ছিল; তার উপরে সেই সমস্ত কিছু নির্ভর করত, কিন্তু গৃহের দেওয়ালে সংবদ্ধ ছিল না। [৭] আর উচ্চতা অনুক্রমে কক্ষগুলি উত্তরোত্তর চওড়া হয়ে গৃহ ঘিরল, কারণ তা চারদিকে ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে গৃহ ঘিরল, এজন্য উচ্চতা অনুক্রমে গৃহের গায়ে উত্তরোত্তর চওড়া হল; এবং সবচেয়ে নিচের শ্রেণি থেকে মধ্যশ্রেণি দিয়ে সবচেয়ে উঁচু শ্রেণিতে যাবার পথ ছিল। [৮] আরও দেখলাম: ঘরের মেঝে চারদিকে উঁচু, তা ছিল পাশের কক্ষগুলির ভিত: এই ভিত ছয় ছয় হাত সম্পূর্ণ এক এক নল। [৯] পাশের কক্ষ-শ্রেণির বাইরের যে দেওয়াল, তা পাঁচ হাত চওড়া ছিল, এবং বাকি জায়গা গৃহের পাশের সেই সকল কক্ষের জায়গা ছিল। [১০] কক্ষগুলির মধ্যে গৃহের চারদিকে প্রত্যেক পাশে কুড়ি হাত চওড়া জায়গা ছিল। [১১] আর পাশের কক্ষ-শ্রেণির দুই দরজা সেই খোলা জায়গার দিকে ছিল, একটা দরজা উত্তরমুখী, অন্য দরজা দক্ষিণমুখী ছিল; এবং চারদিকে সেই খোলা জায়গা ছিল পাঁচ হাত চওড়া। [১২] খোলা জায়গার সামনে পশ্চিমদিকে যে দালান ছিল, তার প্রস্থ সত্তর হাত ছিল, এবং চারদিকে সেই দালানের দেওয়াল ছিল পাঁচ হাত পুরু; দেওয়ালটি নব্বই হাত লম্বা ছিল। [১৩] পরে তিনি গৃহের দৈর্ঘ্য মাপলেন: তা ছিল একশ' হাত; পরে খোলা জায়গার, ভবনের ও তার দেওয়ালের দৈর্ঘ্য মাপলেন: তা ছিল একশ' হাত। [১৪] পুবদিকে গৃহের ও খোলা জায়গার অগ্রদেশ একশ' হাত চওড়া ছিল। [১৫] তিনি খোলা জায়গার অগ্রদেশে অবস্থিত দালানের দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ তার পিছনে যা ছিল, তা এবং এদিকে ওদিকে তার অপ্রশস্ত বারান্দা মাপলেন: তা ছিল একশ' হাত।

বড়কক্ষের ভিতরটা, প্রাঙ্গণের বারান্দাগুলি, [১৬] চৌকাটগুলি, জালিবদ্ধ জানালাগুলি এবং অপ্রশস্ত বারান্দাগুলি, এক এক প্রবেশস্থানের সামনে চারদিকে কাঠে মোড়া ছিল, মেঝে থেকে জানালা পর্যন্ত, জানালাগুলিতে পরদা ছিল। [১৭] প্রবেশস্থানের উপরের দেশ, অন্তর্গৃহ, বাইরের জায়গা ও সমস্ত দেওয়াল, চারদিকে ভিতরে ও বাইরে

যা যা ছিল, সবকিছুর উপরে ছিল [১৮] খেরুবের ও খেজুরগাছের শিল্পকর্ম; দুই দুই খেরুবের মধ্যে এক এক খেজুরগাছ, এবং এক এক খেরুবের দুই দুই মুখ ছিল: [১৯] এক পাশের খেজুরগাছের দিকে মানুষের মুখ, এবং অন্য পাশের খেজুরগাছের দিকে সিংহের মুখ চারদিকে গোটা গৃহে চিত্রিত ছিল। [২০] ভূমি থেকে প্রবেশদ্বারের উপরিভাগ পর্যন্ত বড়কক্ষের দেওয়ালে খেরুব ও খেজুরগাছ চিত্রিত ছিল। [২১] মন্দিরের দ্বারকাঠগুলি চতুষ্কোণ, এবং পবিত্রধামের অগ্রদেশে [২২] বেদির মত কোন কিছু ছিল যা কাঠের তৈরী, তিন হাত উঁচু ও দুই হাত লম্বা; এবং তার কোণ, পায়া ও গা কাঠের ছিল; পরে তিনি আমাকে বললেন, 'এ প্রভুর সামনে অবস্থিত ভোজনপাট।' [২৩] বড়কক্ষের ও পবিত্রধামের দুই দরজা ছিল, এবং এক এক দরজার দুই দুই পাল্লা ছিল; [২৪] দুই দুই ঘূর্ণি পাল্লা ছিল, অর্থাৎ এক দরজার দুই পাল্লা ও অন্য দরজার দুই পাল্লা ছিল। [২৫] সেইসব কিছু, বড়কক্ষের সেই সমস্ত পাল্লায়, দেওয়ালে শিল্পকর্মের মত খেরুব ও খেজুরগাছ চিত্রিত ছিল। আর বাইরের বারান্দার অগ্রদেশে কাঠের ছাউনি ছিল। [২৬] বারান্দার দুই পাশে, তার এদিকে ওদিকে জালিবদ্ধ জানালা ও আঁকা খেজুরগাছ ছিল। গৃহের পাশের কক্ষগুলি ও বারান্দার ছাউনি এরূপ ছিল।

৪২ [১] পরে তিনি আমাকে উত্তরদিকের পথে বাইরের প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন; এবং খোলা জায়গার সামনে ও দালানের সামনে উত্তরদিকে অবস্থিত কক্ষে নিয়ে গেলেন। [২] অগ্রদেশে উত্তরদিকে তার দৈর্ঘ্য ছিল একশ' হাত, আবার তা ছিল পঞ্চাশ হাত চওড়া। [৩] ভিতরের প্রাঙ্গণের কুড়ি হাতের সামনে এবং বাইরের প্রাঙ্গণের পাথরবাঁধা মেঝের সামনে এক অপ্রশস্ত বারান্দার অনুরূপ অন্য অপ্রশস্ত বারান্দা তৃতীয় তালা পর্যন্ত ছিল। [৪] কক্ষগুলির আগে ভিতরের দিকে দশ হাত চওড়া একশ' হাতের এক পথ ছিল, এবং সবগুলির দরজাগুলো উত্তরমুখী ছিল। [৫] উপরের কক্ষগুলি ছোট ছিল, কেননা দালানের অধঃস্থিত ও মধ্যস্থিত কক্ষ থেকে এগুলির জায়গা অপ্রশস্ত বারান্দা দিয়ে সঙ্কুচিত ছিল। [৬] কেননা সেগুলোর তিন শ্রেণি ছিল, কিন্তু প্রাঙ্গণ-স্তম্ভের সদৃশ স্তম্ভ ছিল না, এজন্য অধঃস্থিত ও মধ্যস্থিত কক্ষগুলির চেয়ে উপরের কক্ষগুলি সঙ্কুচিত ছিল। [৭] বাইরে কক্ষগুলির অনুবর্তী অথচ বাইরের প্রাঙ্গণের পার্শ্ববর্তী কক্ষগুলির আগে এক প্রাচীর ছিল, তা পঞ্চাশ হাত লম্বা। [৮] কারণ বাইরের প্রাঙ্গণের পার্শ্ববর্তী কক্ষগুলির

দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাত ছিল, কিন্তু দেখ, বড়কক্ষের আগে তা একশ’ হাতই ছিল। [৯] বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে সেখানে গেলে প্রবেশস্থান এই কক্ষের নিচে পুবদিকে পড়ত।

[১০] প্রাঙ্গণের প্রাচীরের চওড়া পাশে পুবদিকে খোলা জায়গার আগে এবং দালানের আগে কক্ষ-শ্রেণি ছিল। [১১] সেগুলির আগে যে পথ ছিল, তার আকার উত্তরদিকে থাকা কক্ষগুলির মত ছিল; দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সেগুলো অনুযায়ী ছিল; আর সেগুলির সমস্ত নির্গম-স্থান ও গঠনও সেই অনুসারে ছিল। সেগুলোর দরজাগুলো যেমন, [১২] দক্ষিণদিকের কক্ষগুলির দরজাও তেমনি ছিল; এক দরজা পথের মুখে ছিল; সেই পথ সেখানকার প্রাচীরের আগে, যে আসত, তার পুবদিকে পড়ত। [১৩] পরে তিনি আমাকে বললেন, ‘খোলা জায়গার আগে উত্তর ও দক্ষিণদিকের যে সকল কক্ষ আছে, সেগুলি পবিত্র কক্ষ। যে যাজকেরা প্রভুর সামনে এগিয়ে আসে, তারা সেখানে পরমপবিত্র দ্রব্যগুলি খাবে; সেখানে তারা পরমপবিত্র দ্রব্যগুলি, এবং শস্য-নৈবেদ্য, পাপার্থে বলি ও সংস্কার-বলি রাখবে, কেননা স্থানটি পবিত্র। [১৪] যে সময় যাজকেরা প্রবেশ করে, সেইসময়ে তারা পবিত্র সেই স্থান থেকে বাইরের প্রাঙ্গণে বাইরে যাবে না; তারা যে যে পোশাক পরে উপাসনা-কর্ম সম্পাদন করে, সেই সকল পোশাক সেখানে রাখবে, কেননা সেই সমস্ত কিছু পবিত্র; তারা অন্য পোশাক পরিধান করবে, পরে জনগণের জায়গায় যাবে।’

[১৫] ভিতরের গৃহের পরিমাপ শেষ করার পর তিনি আমাকে বাইরে পুবদ্বারের দিকে নিয়ে গেলেন, এবং তার চারদিক মাপলেন। [১৬] তিনি নল দিয়ে পুব পাশ মাপলেন, মাপবার নলে তা সবসুদ্ধ পাঁচশ’ নল ছিল। [১৭] তিনি উত্তর পাশ মাপলেন, মাপবার নলে তা পাঁচশ’ নল। [১৮] তিনি দক্ষিণ পাশ মাপলেন, মাপবার নলে তা পাঁচশ’ নল। [১৯] তিনি পশ্চিম পাশের দিকে ফিরে মাপবার নল দিয়ে পাঁচশ’ নল মাপলেন। [২০] এভাবে তিনি তার চার পাশ মাপলেন; যা পবিত্র ও যা সাধারণ, তার মধ্যে পার্থক্য রাখবার জন্য তার চারদিকে প্রাচীর ছিল; তা পাঁচশ’ নল লম্বা ও পাঁচশ’ নল চওড়া ছিল।

প্রভুর গৌরবের প্রত্যাগমন

৪৩ [১] তখন তিনি আমাকে পুবদ্বারের দিকে নিয়ে গেলেন; [২] আর দেখ, পুবদিক থেকে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব এগিয়ে আসছে; সেই আগমনের শব্দ ছিল মহাজলরাশির শব্দের মত, ও তাঁর গৌরবে পৃথিবী আলোময় ছিল। [৩] আমি দর্শনে যা দেখতে পেলাম, তা ছিল সেই দর্শনেরই মত যা আমি সেসময় পেয়েছিলাম যখন নগরী বিনাশের জন্য এসেছিলাম; আবার, এ ঠিক সেই দর্শনেরই মত যা আমি কেবার নদীর ধারে পেয়েছিলাম। তখন আমি মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়লাম। [৪] প্রভুর গৌরব পুবদ্বারের পথ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করল। [৫] আত্মা আমাকে তুলে ভিতরের প্রাঙ্গণে নিয়ে গেল; আর দেখ, গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল। [৬] সেই পুরুষ তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় আমি শুনতে পেলাম, গৃহের মধ্য থেকে কে একজন যেন আমার কাছে কথা বলছেন; [৭] তিনি আমাকে বললেন: 'আদমসন্তান, এ আমার সিংহাসনের স্থান, এ আমার পদতল রাখার স্থান। এইখানে আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মাঝে বসবাস করব চিরকাল ধরে; এবং ইস্রায়েলকুল—লোকেরা ও তাদের রাজারা—তারা তাদের ব্যভিচার কর্ম দ্বারা, তাদের রাজাদের লাশ দ্বারা, তাদের স্মৃতিস্তম্ভ দ্বারা আমার পবিত্র নাম আর কলুষিত করবে না। [৮] তারা আমার চৌকাটের নিম্ন অংশের কাছে তাদের চৌকাটের নিম্ন অংশ, ও আমার চৌকাটের পাশে তাদের চৌকাট দিত, ফলে আমার ও তাদের মধ্যে কেবল দেওয়ালটা ছিল; তারা তাদের সাধিত যত জঘন্য কর্ম দ্বারা আমার পবিত্র নাম কলুষিত করত, আর এজন্য আমি জ্বলন্ত ক্রোধে তাদের নিঃশেষ করলাম। [৯] কিন্তু এখন থেকে তারা তাদের সেই ব্যভিচার ও তাদের রাজাদের লাশ আমা থেকে দূর করে দেবে, আর আমি তাদের মাঝে বসবাস করব চিরকাল ধরে।

[১০] হে আদমসন্তান, তুমি ইস্রায়েলকুলের কাছে এই গৃহের বর্ণনা দাও, যেন তারা তাদের শঠতার বিষয়ে লজ্জাবোধ করে; তারা এর সমস্ত স্থান মেপে নিক; [১১] আর যদি তারা তাদের সাধিত যত দুষ্কর্মের বিষয়ে লজ্জাবোধ করে, তবে তুমি তাদের কাছে গৃহের আকার, গঠন, নির্গম-স্থানগুলো ও প্রবেশস্থানগুলো, তার সমস্ত দিক ও সমস্ত বিধি, তার সমস্ত আকৃতি ও তার সমস্ত নিয়ম ব্যক্ত কর: সবকিছু তাদের চোখের সামনে

লিখিত আকারে রাখ, যেন তারা এই সমস্ত নিয়ম ও বিধি পালন করে কাজ করে। [১২] গৃহ সংক্রান্ত ব্যবস্থা এ: পর্বতশিখরে চারদিকেই তার সমস্ত পরিসীমা পরমপবিত্র। দেখ, এটিই গৃহ সংক্রান্ত ব্যবস্থা।'

যজ্ঞবেদি

[১৩] হাত অনুসারে যজ্ঞবেদির পরিমাপগুলো এই; প্রত্যেক হাত এক হাত চার আঙুল। তার মূল এক হাত উঁচু ও এক হাত চওড়া, এবং চারদিকে তার প্রান্তের বেড় এক বিঘত; এ যজ্ঞবেদির তল। [১৪] আর ভূমিতে অবস্থিত মূল থেকে অধঃস্থিত সোপানাকৃতি পর্যন্ত উচ্চতা ছিল দুই হাত ও প্রস্থ এক হাত; আবার সেই ছোট সোপানাকৃতি থেকে বড় সোপানাকৃতি পর্যন্ত উচ্চতা ছিল চার হাত ও প্রস্থ এক হাত। [১৫] বেদির পুণ্যচুল্লি চার হাত; এবং পুণ্যচুল্লি থেকে ঊর্ধ্বমুখী চার শিং ছিল। [১৬] সেই পুণ্যচুল্লি বারো হাত লম্বা ও বারো হাত চওড়া, চারদিকে সমান। [১৭] সোপানটা চার পাশে চৌদ্দ হাত লম্বা ও চৌদ্দ হাত চওড়া, তার চারদিকের বেড় আধ হাত, এবং তার মূল চারদিকে এক হাত; তার ধাপগুলি ছিল পুবমুখী।

[১৮] তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: বলির রক্ত নিবেদন করার জন্য যে দিন যজ্ঞবেদি তৈরি করা হবে, সেই দিনের জন্য তার সংক্রান্ত বিধি এই। [১৯] সাদোক-গোত্রজাত যে লেবীয় যাজকেরা আমার উপাসনা-কর্ম সম্পাদন করতে আমার কাছে এগিয়ে আসে, তাদের তুমি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা বাছুর দেবে। [২০] পরে তার রক্তের কিছুটা অংশ নিয়ে বেদির চার শিঙে, সোপানের চার কোণে ও চারদিকে তার নিকালে ঢেলে বেদি পাপমুক্ত করবে, ও তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে। [২১] পরে তুমি ওই পাপার্থে বাছুর নিয়ে যাবে, আর পবিত্রধামের বাইরে গৃহের নির্ধারিত জায়গায় তা পুড়িয়ে দেবে। [২২] তুমি দ্বিতীয় দিনে পাপার্থে বলিরূপে খুঁতবিহীন একটা ছাগ উৎসর্গ করবে, বাছুর দিয়ে যেমন করেছিল, তেমনি এবারও যজ্ঞবেদি পাপমুক্ত করবে। [২৩] তার পাপমুক্তিকরণ শেষ হওয়ার পর তুমি খুঁতবিহীন একটা বাছুর ও পালের খুঁতবিহীন একটা ভেড়া উৎসর্গ করবে। [২৪] তুমি সেগুলিকে প্রভুর সামনে উপস্থিত করবে, এবং যাজকেরা সেগুলির উপরে লবণ ছিটিয়ে প্রভুর উদ্দেশে আহুতিরূপে সেগুলিকে উৎসর্গ

করবে। [২৫] সাত দিন ধরে প্রতিদিন তুমি পাপার্থে বলিরূপে একটা করে ছাগ উৎসর্গ করবে; আর খুঁতবিহীন একটা বাছুর ও পালের একটা ভেড়া উৎসর্গ করা হবে। [২৬] সাত দিন ধরে যজ্ঞবেদির জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করা হবে, তা শুচীকৃত করা হবে ও প্রতিষ্ঠা করা হবে। [২৭] সেই সকল দিন শেষ হওয়ার পর অষ্টম দিন থেকে যাজকেরা সেই যজ্ঞবেদিতে তোমাদের আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করবে। তখন আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্নতা দেখাব।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

পবিত্রধামে প্রবেশাধিকার

৪৪ [১] পরে তিনি পবিত্রধামের পুবমুখী বহির্দ্বারে আমাকে ফিরিয়ে আনলেন; তা বন্ধ ছিল। [২] প্রভু আমাকে বললেন, 'এই তোরণদ্বার বন্ধ থাকবে, খোলা যাবে না; এ দিয়ে কেউ প্রবেশ করবে না; কেননা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুই এ দিয়ে প্রবেশ করেছেন, আর সেজন্যই তা বন্ধ থাকবে। [৩] জনপ্রধান বলে কেবল সেই জনপ্রধানই প্রভুর সামনে খাবার জন্য এর মধ্যে বসবেন; তিনি এই তোরণদ্বারের বারান্দার পথ দিয়ে ভিতরে আসবেন ও সেই পথ দিয়ে বাইরে যাবেন।'

[৪] পরে তিনি উত্তরদ্বারের পথে আমাকে গৃহের সামনে নিয়ে গেলেন; আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, প্রভুর গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল; তখন আমি উপুড় হয়ে পড়লাম; [৫] প্রভু আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, প্রভুর গৃহ সংক্রান্ত সমস্ত বিধি ও সমস্ত নিয়ম বিষয়ে যা কিছু আমি তোমাকে বলব, তুমি তাতে মনোযোগ দাও, তা ভাল করে লক্ষ কর ও ভাল করে শোন; এবং এই গৃহে প্রবেশ করার ও পবিত্রধাম থেকে বাইরে যাবার সমস্ত পথের বিষয়ে মনোযোগ দাও। [৬] তুমি সেই বিদ্রোহী দলকে, সেই ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে ইস্রায়েলকুল, তোমাদের সকল জঘন্য কর্ম যথেষ্ট হয়েছে! [৭] যারা হৃদয়েও পরিচ্ছেদিত নয় ও দেহেও পরিচ্ছেদিত নয়, সেই বিজাতীয়দেরই তোমরা আমার পবিত্রধামে থাকতে ও আমার গৃহকে অপবিত্র করতে প্রবেশ করিয়েছ, আর সেইসঙ্গে তোমরা আমার খাদ্য, চর্বি ও রক্ত উৎসর্গ করছিলে ও তোমাদের জঘন্য কর্ম সাধনে আমার সন্ধি ভঙ্গ করছিলে। [৮] আমার পবিত্র দ্রব্য-সামগ্রী নিজেরা যত্ন না করে তোমরা বরং অন্য কাউকেই আমার পবিত্রধামের

রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছ। [৯] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হৃদয়েও পরিচ্ছেদিত নয় ও দেহেও পরিচ্ছেদিত নয় এমন বিজাতীয় কোন মানুষই আমার পবিত্রধামে প্রবেশ করবে না—ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে যে সকল বিজাতীয় মানুষ আছে, তাদের কেউই প্রবেশ করবেই না!'

লেবীয়দের কথা

[১০] আর সেই লেবীয়েরা, ইস্রায়েলের ভ্রান্তির সময়ে যারা আমা থেকে দূরে গেছিল ও তাদের পুতুলগুলোর অনুগামী হয়েছিল, তারাও নিজেদের অপরাধের দণ্ড বহন করবে; [১১] তারা আমার পবিত্রধামে পরিসেবক হবে, গৃহের সকল তোরণদ্বারে পরিদর্শক ও গৃহের পরিসেবক হবে; তারা জনগণের জন্য আহুতিবলি ও অন্য বলি জবাই করবে, এবং জনগণের সেবা করার জন্য তাদের সামনে প্রস্তুত থাকবে। [১২] জনগণের পুতুলগুলোর সামনে তারা জনগণের সেবা করেছিল এবং ইস্রায়েলকুলের পক্ষে অপরাধের কারণ হয়েছিল বিধায় আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়ালাম—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আর তারা তাদের শঠতার দণ্ড বহন করবে। [১৩] আমার উদ্দেশে যজনকর্ম করতে তারা আমার কাছে আর এগিয়ে আসবে না, এবং আমার পবিত্র দ্রব্যগুলির, বিশেষভাবে আমার পরমপবিত্র দ্রব্যগুলির কাছেও আসবে না; কিন্তু তাদের নিজেদের সাধিত জঘন্য কর্মের লজ্জার বোঝা বহন করবে। [১৪] আমি গৃহের সমস্ত সেবাকর্মে ও তার মধ্যে করণীয় সমস্ত কর্মে গৃহের তত্ত্বাবধান তাদের হাতে দিচ্ছি।

[১৫] সাদোক-সন্তান সেই লেবীয় যাজকেরা, ইস্রায়েল সন্তানেরা আমাকে ত্যাগ করে বিপথে যাওয়ার সময় যারা আমার পবিত্রধামের বিধিসকল পালন করেছিল, তারাই আমার সেবা করার জন্য আমার কাছে এগিয়ে আসবে, এবং আমার উদ্দেশে চর্বি ও রক্ত উৎসর্গ করার জন্য আমার সাক্ষাতে দাঁড়াবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [১৬] তারাই আমার পবিত্রধামে প্রবেশ করবে, তারাই আমার সেবা করার জন্য আমার ভোজনপাটের কাছে আসবে ও আমার সমস্ত বিধি রক্ষা করবে। [১৭] ভিতরের প্রাঙ্গণের তোরণদ্বারে প্রবেশ করার সময়ে তারা ক্ষোম পোশাক পরবে; ভিতরের প্রাঙ্গণের সকল তোরণদ্বারে ও গৃহের মধ্যে সেবাকর্ম সম্পাদনের সময়ে তাদের গায়ে পশম-জাতীয় কাপড় থাকবে

না। [১৮] তাদের মাথায় ক্ষোম শিরোভূষণ ও কোমরে ক্ষোম জাঙে থাকবে; যা কিছু ঘাম জন্মায়, এমন কাপড় কোমরে বাঁধবে না। [১৯] যখন তারা বাইরের প্রাঙ্গণে, অর্থাৎ জনগণের কাছে বাইরের প্রাঙ্গণে বের হবে, তখন তাদের সেবাকর্মের পোশাকগুলি খুলে পবিত্রস্থানের কক্ষে রেখে দেবে, এবং অন্য পোশাক পরবে, যেন তাদের ওই পোশাক দিয়ে জনগণকে পবিত্রীকরণের অংশী না করে। [২০] তারা মাথার চুল খেউরি করবে না, লম্বা চুলও রাখবে না, মাথার চুল সাধারণ মাত্রায় কেটে রাখবে। [২১] ভিতরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার দিনে যাজকদের মধ্যে কেউই আঙুররস পান করবে না। [২২] তারা বিধবাকে কিংবা পরিত্যক্তা কোন স্ত্রীলোককে বধূরূপে নেবে না, কিন্তু ইস্রায়েল-কুলজাত কুমারী কোন মেয়েকে, কিংবা যাজকের কোন বিধবাকে বধূরূপে নিতে পারবে। [২৩] তারা আমার জনগণকে পবিত্র ও সাধারণ বস্তুর প্রভেদ শেখাবে, এবং শুচি ও অশুচির প্রভেদ জানাবে। [২৪] বিবাদ হলে তারা বিচারের জন্য উপস্থিত থাকবে; আমার সকল নিয়মনীতি অনুসারেই বিচার সম্পাদন করবে; আমার সমস্ত পর্বে আমার নির্দেশগুলি ও আমার সমস্ত বিধি পালন করবে, এবং আমার শাব্বাৎগুলোর পবিত্রতা বজায় রাখবে। [২৫] তারা কোন মৃতলোকের লাশের কাছে গিয়ে নিজেদের অশুচি করবে না, কেবল পিতা কি মাতা, ছেলে কি মেয়ে, ভাই কি অবিবাহিতা বোনের জন্যই তারা অশুচি হতে পারবে। [২৬] যাজক শুচীকৃত হওয়ার পর তার জন্য সাত দিন গুনতে হবে; [২৭] পরে যেদিন সে পবিত্রধামের মধ্যে সেবাকর্ম সম্পাদন করার জন্য পবিত্রধামে অর্থাৎ ভিতরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবে, সেদিন নিজের জন্য পাপার্থে বলি উৎসর্গ করবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [২৮] তাদের একটা উত্তরাধিকার থাকবে: আমিই তাদের সেই উত্তরাধিকার! ইস্রায়েলের মধ্যে তাদের কোন স্বত্বাংশ দেওয়া হবে না, আমিই তাদের স্বত্বাংশ। [২৯] শস্য-নৈবেদ্য, পাপার্থে বলি ও সংস্কার বলি হবে তাদের খাদ্য, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে বিনাশ-মানতের সমস্ত বস্তু তাদেরই হবে। [৩০] সমস্ত প্রথমফসলের মধ্যে সেরা অংশ, এবং তোমাদের সমস্ত অর্ঘ্যের মধ্যে প্রত্যেকটা অর্ঘ্য সবই যাজকদের হবে; একই প্রকারে তোমরা তোমাদের ছানা ময়দার প্রথমাংশ যাজককে দেবে, যেন তোমাদের ঘরের উপরে আশীর্বাদ আনতে পার।

[৩১] পাখি হোক কি পশু হোক, এবং এমনি মরেছে বা পশুর কবলে পড়ে বিদীর্ণ হয়েছে এমন পশুর কিছুই যাজকেরা খাবে না।'

দেশ বিভাগ

প্রভুর অংশ

৪৫ [১] 'যখন তোমরা গুলিবাঁটক্রমে দেশকে উত্তরাধিকাররূপে বিভাগ করবে, তখন দেশের একখণ্ড ভূমি প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র ভূমি বলে পৃথক রাখবে: তার দৈর্ঘ্য হবে পঁচিশ হাজার হাত ও প্রস্থ কুড়ি হাজার হাত: অঞ্চলটা গোটাই পবিত্র হবে। [২] তার মধ্যে পাঁচশ' হাত লম্বা ও পাঁচশ' হাত চওড়া, চারদিকে চতুষ্কোণ ভূমি পবিত্রধামের জন্য থাকবে; আবার তার বহির্ভাগে চারদিকে পঞ্চাশ হাত খালি জায়গা থাকবে। [৩] ওই পরিমিত অংশের মধ্যে তুমি পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ও দশ হাজার হাত চওড়া ভূমি মাপবে: তারই মধ্যে পবিত্রধাম—পরম পবিত্রস্থান—হবে। [৪] এ-ই হবে দেশের পবিত্রীকৃত অংশ: অংশটা হবে পবিত্রধামের পরিসেবক যাজকদের জন্য যারা প্রভুর সেবা করার জন্য এগিয়ে আসে; এ হবে তাদের ঘর-বাড়ির জন্য স্থান ও পবিত্রধামের জন্য পবিত্র স্থান। [৫] আবার পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ও দশ হাজার হাত চওড়া ভূমি হবে গৃহের পরিসেবক লেবীয়দের জন্য: এ হবে বাস করার জন্য তাদের নগর। [৬] আর নগরের নিজের অধিকাররূপে তোমরা পবিত্র অঞ্চলের পাশে পাশে পাঁচ হাজার হাত চওড়া ও পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ভূমি দেবে: এ হবে গোটা ইস্রায়েলকুলের জন্য।

জনপ্রধানের অংশ এবং তাঁর অধিকার ও কর্তব্য

[৭] আবার পবিত্র অঞ্চলের ও নগরীর অধিকারের দুই পাশে, সেই পবিত্র অঞ্চলের আগে ও নগরীর অধিকারের আগে, অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তের পশ্চিমে ও পুব প্রান্তের পুবে এবং পশ্চিম সীমানা থেকে পুব সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশগুলির মধ্যে কোন অংশের সমতুল্য ভূমি জনপ্রধানকেই দেবে। [৮] দেশে এ ইস্রায়েলের মধ্যে হবে তাঁর স্বত্বাধিকার; তাই আমার নিযুক্ত জনপ্রধানেরা আমার জনগণকে আর অত্যাচার করবে না, কিন্তু ইস্রায়েলকুলের জন্য যে যার গোষ্ঠী অনুসারে দেশ রাখবে।

[৯] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে ইস্রায়েলের জনপ্রধানেরা, আর অত্যাচার নয়! আর অপহরণ নয়! ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুসারেই ব্যবহার কর; আমার জনগণকে শোষণ করায় ক্ষান্ত হও!—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [১০] ন্যায্য পাল্লা, ন্যায্য এফা ও ন্যায্য বাৎ তোমাদের হোক! [১১] এফা ও বাতের একই পরিমাণ হবে, যেন বাৎ হোমরের দশ ভাগের এক ভাগ, এফাও হোমরের দশভাগের এক ভাগ হয়; দু'টোর পরিমাণ হোমরের অনুরূপ হবে। [১২] আর শেকেল কুড়ি গেরা পরিমিত হবে: কুড়ি শেকেলে, পঁচিশ শেকেলে, ও পনেরো শেকেলে তোমাদের মিনা হবে।

[১৩] তোমরা যে বিশেষ অর্ঘ্য নিবেদন করবে, তা এ: গমের হোমর থেকে এফার ছ'ভাগের এক ভাগ, ও যবের হোমর থেকে এফার ছ'ভাগের এক ভাগ। [১৪] তেলের বিষয়ে, বাৎ পরিমিত তেলের নির্দিষ্ট অংশ এক কোর থেকে বাতের দশ ভাগের এক ভাগ; কোর দশ বাৎ পরিমিত অথচ হোমরের সমান, কেননা দশ বাতে এক হোমর হয়। [১৫] আর ইস্রায়েলের উর্বর ভূমিতে চরে এমন মেষপাল থেকে দু'শোটা মেষের মধ্যে একটা মেষ; লোকদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তা-ই শস্য-নৈবেদ্যের, আহুতিবলির ও মিলন-যজ্ঞবলির উদ্দেশ্যে হবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [১৬] দেশের গোটা জনগণ ইস্রায়েলের জনপ্রধানকে এই অর্ঘ্য দিতে বাধ্য হবে।

[১৭] পর্বে, অমাবস্যায় ও শাব্বাৎ দিনে, ইস্রায়েলকুলের সমস্ত উৎসবে, আহুতিবলি এবং শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ব্যবস্থা করার দায়িত্ব জনপ্রধানেরই হবে: তিনি ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য পাপার্থে বলি ও শস্য-নৈবেদ্যের এবং আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গের ব্যবস্থা করবেন। [১৮] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: প্রথম মাসের প্রথম দিনে তুমি খুঁতবিহীন একটা বাছুর নিয়ে পবিত্রধাম পাপমুক্ত করবে। [১৯] যাজক সেই পাপার্থে বলির রক্তের কিছুটা নিয়ে গৃহের চৌকাটে, যজ্ঞবেদির সোপানের চার প্রান্তে, এবং ভিতরের প্রাঙ্গণের তোরণদ্বারের চৌকাটে দেবে। [২০] যে কেউ ভুলবশত বা অজ্ঞতাবশত পাপ করেছে, তার জন্য যাজক সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে সেইমত করবে, এইভাবে তোমরা গৃহের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে। [২১] প্রথম মাসের চতুর্থ দিনে তোমাদের পাস্কা হবে, তা সাত দিনের উৎসব, খামিরবিহীন রুটি খেতে হবে। [২২] সেই দিনে জনপ্রধান নিজের জন্য ও দেশের গোটা

জনগণের জন্য পাপার্থে বলিরূপে একটা বৃষ উৎসর্গ করবেন। [২৩] উৎসবের সেই সাত দিনব্যাপী তিনি প্রভুর উদ্দেশে আহুতিবলি হিসাবে সপ্তাহব্যাপী প্রতিদিন খুঁতবিহীন সাতটা বৃষ ও সাতটা ভেড়া উৎসর্গ করবেন, এবং পাপার্থে বলি হিসাবে প্রতিদিন একটা ছাগ উৎসর্গ করবেন। [২৪] শস্য-নৈবেদ্যসংক্রান্ত প্রতিটি বৃষের জন্য এক এক এফা ও ভেড়ার জন্য এক এক এফা ময়দা, ও প্রতিটি এফার জন্য এক এক হিন তেল দেবেন। [২৫] সপ্তম মাসে, মাসের পঞ্চদশ দিনে, পর্বের সময়ে তিনি পাপার্থে বলি ও আহুতিবলি এবং শস্য-নৈবেদ্য ও তেল সম্বন্ধে সেই সাত দিনের মত করবেন।’

বিবিধ বিধি-নিয়ম

৪৬ [১] ‘প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ভিতরের প্রাঙ্গণের পুবদ্বার কাজের ছ’ দিন ধরে বন্ধ থাকবে, কিন্তু শাব্বাৎ দিনে খোলা হবে, এবং অমাবস্যার দিনেও খোলা হবে। [২] জনপ্রধান বাইরে থেকে তোরণদ্বারের বারান্দার পথ দিয়ে প্রবেশ করে তোরণদ্বারের চৌকাটের কাছে দাঁড়াবেন, এবং যাজকেরা তাঁর আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলিগুলি উৎসর্গ করবে। তিনি তোরণদ্বারের প্রবেশস্থানে প্রণিপাত করবেন, পরে বেরিয়ে আসবেন, কিন্তু সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত তোরণদ্বার বন্ধ করা হবে না। [৩] দেশের জনগণ শাব্বাৎ দিনে ও অমাবস্যায় সেই তোরণদ্বারের প্রবেশস্থানে প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করবে।

[৪] শাব্বাৎ দিনে জনপ্রধানকে প্রভুর উদ্দেশে আহুতিবলিরূপে খুঁতবিহীন ছ’টা মেষশাবক ও খুঁতবিহীন একটা ভেড়া উৎসর্গ করতে হবে; [৫] শস্য-নৈবেদ্য হিসাবে প্রতিটি ভেড়ার জন্য এক এফা ময়দা, এবং মেষশাবকদের জন্য তাঁর হাতে যতটা উঠবে, এবং প্রতিটি এফার জন্য এক হিন তেল। [৬] অমাবস্যার দিনে খুঁতবিহীন একটা বাছুর, এবং ছ’টা মেষশাবক ও একটা ভেড়া—এগুলিও খুঁতবিহীন হবে। [৭] শস্য-নৈবেদ্য হিসাবে তিনি প্রতিটি বাছুরের জন্য এক এফা, ভেড়ার জন্য এক এফা ময়দা, ও মেষশাবকদের জন্য তাঁর হাতে যতটা উঠবে, এবং প্রতিটি এফার জন্য এক এক হিন তেল দেবেন। [৮] জনপ্রধান যখন আসবেন, তখন তোরণদ্বারের বারান্দার পথ দিয়ে প্রবেশ করবেন, আবার সেই পথ দিয়ে বাইরে যাবেন। [৯] দেশের জনগণ সকল পর্বের

সময় যখন প্রভুর উপস্থিতিতে আসবে, তখন প্রণিপাত করার জন্য যে লোক উত্তরদ্বারের পথ দিয়ে প্রবেশ করবে, সে দক্ষিণদ্বারের পথ দিয়ে বাইরে যাবে; এবং যে লোক দক্ষিণদ্বারের পথ দিয়ে প্রবেশ করবে, সে উত্তরদ্বারের পথ দিয়ে বাইরে যাবে; যে লোক যে দ্বারের পথ দিয়ে প্রবেশ করবে, সে সেখান দিয়ে ফিরে যাবে না, কিন্তু তার বিপরীত পথ দিয়েই বাইরে যাবে। [১০] জনপ্রধান তাদের মধ্যে থেকে প্রবেশের সময়ে তাদের মত প্রবেশ করবেন, ও বাইরে যাবার সময়ে তাদের মত বাইরে যাবেন। [১১] উৎসবে ও পর্বে শস্য-নৈবেদ্য হবে প্রতিটি বাছুরের জন্য এক এফা, প্রতিটি ভেড়ার জন্য এক এফা, ও মেষশাবকদের জন্য তাঁর হাতে যতটা উঠবে, এবং প্রতিটি এফার জন্য এক হিন তেল।

[১২] জনপ্রধান যখন প্রভুর উদ্দেশে স্বেচ্ছাকৃত আহুতিবলি বা মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করবেন, তখন তাঁর জন্য পুবদ্বার খুলে দিতে হবে। তিনি শাব্বাৎ দিনে যেমন করেন, তেমনি তাঁর নিজের আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করবেন, পরে বাইরে যাবেন, এবং তিনি বাইরে যাবার পর সেই তোরণদ্বার বন্ধ করা হবে। [১৩] তুমি প্রত্যেক দিন প্রভুর উদ্দেশে আহুতিবলির জন্য এক বছরের একটা খুঁতবিহীন মেষশাবক উৎসর্গ করবে; প্রত্যেক দিন সকালেই তা উৎসর্গ করবে। [১৪] আর প্রত্যেক দিন সকালে তার সঙ্গে শস্য-নৈবেদ্যরূপে এফার ছ'ভাগের এক ভাগ ময়দা, ও সেই সেরা ময়দা আর্দ্র করার জন্য হিনের তিন ভাগের এক ভাগ তেল: এ প্রভুর উদ্দেশে শস্য-নৈবেদ্য, এ নিত্য-নৈমিত্তিক বিধি। [১৫] এইভাবে প্রত্যেক দিন সকালে সেই মেষশাবক, নৈবেদ্য ও তেল উৎসর্গ করা হবে: এ নিত্য-নৈমিত্তিক আহুতি।

[১৬] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: জনপ্রধান যদি নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোন একজনকে তাঁর উত্তরাধিকারের কিছু দান করেন, তা উত্তরাধিকার বলে তাদের স্বত্ব হবে। [১৭] কিন্তু তিনি যদি নিজের কোন দাসকে তাঁর উত্তরাধিকারের কিছু দান করেন, তা মুক্তিবর্ষ পর্যন্ত সেই দাসেরই থাকবে, পরে আবার জনপ্রধানের হবে; তাঁর উত্তরাধিকার কেবল তাঁর ছেলেমেয়েদেরই হবে; সেই উত্তরাধিকার তাদেরই। [১৮] জনপ্রধান অত্যাচার করে জনগণকে অধিকারচ্যুত করার জন্য তাদের স্বত্বাধিকার থেকে কিছু নেবেন না; তিনি নিজেরই উত্তরাধিকারের মধ্য থেকে নিজের ছেলেমেয়েদের

স্বত্বাধিকার দেবেন, যেন আমার জনগণের কেউই তার নিজের স্বত্বাধিকার থেকে বিচ্যুত না হয়।’

[১৯] পরে তিনি তোরণদ্বারের পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথ দিয়ে আমাকে যাজকদের উত্তরমুখী পবিত্র কক্ষ-শ্রেণিতে নিয়ে গেলেন; আর দেখ, পশ্চিমদিকে পিছনে একটা জায়গা ছিল। [২০] তখন তিনি আমাকে বললেন, ‘এই জায়গায় যাজকেরা সংস্কার-বলি ও পাপার্থে বলি রান্না করবে ও নৈবেদ্য ভাজবে; জনগণকে পবিত্রীকরণের অংশী করার অবকাশে প’ড়ে তারা যেন তা বাইরের প্রাঙ্গণে নিয়ে না যায়।’ [২১] পরে তিনি আমাকে বাইরের প্রাঙ্গণে এনে সেই প্রাঙ্গণের চার কোণ দিয়ে নিয়ে গেলেন; আর দেখ, ওই প্রাঙ্গণের প্রত্যেকটা কোণে এক এক প্রাঙ্গণ ছিল। [২২] প্রাঙ্গণের চার কোণে চল্লিশ হাত লম্বা ও ত্রিশ হাত চওড়া প্রাচীরে ঘেরা নানা প্রাঙ্গণ ছিল; সেই চার কোণের প্রাঙ্গণগুলির একই পরিমাপ ছিল; [২৩] চারটের মধ্যে প্রত্যেকটার চারদিকের গাঁথনি-শ্রেণির তলায় নানা উনান পাতা ছিল। [২৪] তিনি আমাকে বললেন, ‘এগুলো উনান-ঘর, এখানে গৃহের রাধকেরা জনগণের বলি সিদ্ধ করবে।’

গৃহের ঝরনা

৪৭ [১] পরে তিনি আমাকে আবার গৃহের প্রবেশস্থানে ফিরিয়ে আনলেন, আর দেখ, গৃহের চৌকাটের নিম্ন অংশের তলা থেকে জল বেরিয়ে এসে পুবদিকে বয়ে চলছে, কারণ গৃহের সামনের দিকটা পুবমুখী ছিল। সেই জল গৃহের ডান দিকের তলা থেকে নেমে এসে যজ্ঞবেদির ডান পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। [২] তিনি উত্তরদ্বারের পথ দিয়ে আমাকে বাইরে নিয়ে গেলেন, এবং বাইরের পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে পুবদ্বার পর্যন্ত নিয়ে গেলেন; আর আমি দেখতে পেলাম, জল ডান দিক দিয়েই বেরিয়ে আসছে। [৩] সেই পুরুষ হাতে একটা ফিতা করে পুব দিকে গিয়ে এক হাজার হাত মেপে আমাকে সেই জলধারা হেঁটে পার করালেন: সেখানে জল আমার গোড়ালি পর্যন্ত উঁচু ছিল। [৪] আবার তিনি এক হাজার হাত মেপে আমাকে সেই জলধারা হেঁটে পার করালেন: সেখানে জল আমার হাঁটু পর্যন্ত উঁচু ছিল। আবার তিনি এক হাজার হাত মেপে আমাকে সেই জলধারা হেঁটে পার করালেন: সেখানে জল কোমর পর্যন্ত উঁচু ছিল। [৫] আবার তিনি এক হাজার হাত

মাপলেন: সেখানে জলধারা এমন নদী ছিল যা পার হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না; কারণ সেই জল বেড়ে উঠেছিল, গভীরতম জলাশয় হয়ে উঠেছিল—এমন নদী যা পায়ে হেঁটে পার হওয়া অসাধ্য। [৬] তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি দেখতে পেয়েছ কি?'

পরে তিনি আমাকে আবার সেই নদীর কূলে নিয়ে গেলেন; [৭] ফিরে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলাম, নদীর কূলে এপারে ওপারে বহু বহু গাছপালা। [৮] তিনি আমাকে বললেন, 'এই জলধারা পুবদিকে বয়ে আরাবা সমতল ভূমিতে নেমে সাগরের দিকে যায়, এবং সাগরে প্রবেশ করলে তার জল নিরাময় হয়। [৯] এই জলস্রোত যেইখানে বয়ে যায়, সেখানকার যত জীবজন্তু বাঁচবে; মাছও সেখানে অধিক প্রচুর হবে, কারণ এই জলধারা যেইখানে বয়ে যায়, সেখানে নিরাময় করে, এবং জলস্রোতটা যেখানে গিয়ে পৌঁছবে, সেখানে সবকিছু সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। [১০] তার তীরে জেলেরা থাকবে, এন্-গেদি থেকে এন্-এগ্লাইম পর্যন্ত বহু বহু জাল নেড়ে দেওয়া থাকবে। মাছগুলো—নিজ নিজ জাত অনুযায়ী—মহাসমুদ্রের মাছের মতই প্রচুর হবে। [১১] কিন্তু তার বিল ও জলাভূমির নিরাময় হবে না: লবণাক্ত থাকা-ই সেগুলোর দশা। [১২] নদীর ধারে এপারে ওপারে সবরকম ফলদায়ী গাছ গজিয়ে উঠবে, যেগুলোর পাতা কখনও ম্লান হবে না; সেগুলো ফলদানেও কখনও ক্ষান্ত হবে না, মাসে মাসে তাদের ফল পাকবে, কারণ তাদের জল পবিত্রধাম থেকেই বেরিয়ে আসে; তাদের ফল খেতে রুচিকর হবে, ও তাদের পাতা হবে আরোগ্যদায়ী।'

দেশের সীমানা

[১৩] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: 'তোমরা যোসেফকে দু'টো অংশ দিয়ে ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তরাধিকাররূপে যে দেশ ভাগ ভাগ করে দেবে, তার এলাকা এই: [১৪] তোমরা সকলে সমান সমান অংশ পাবে; কারণ আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের এই দেশ দেব বলে হাত উচ্চ করে শপথ করেছিলাম; সুতরাং এদেশ উত্তরাধিকাররূপে তোমাদেরই হবে। [১৫] দেশের সীমানা এই: উত্তরদিকে মহাসমুদ্র থেকে জেদাদের প্রবেশস্থান পর্যন্ত হেথ্লোনের পথ; [১৬] হামাথ, বেরোথা, সিব্রাইম, যা দামাস্কের এলাকা ও হামাথের এলাকার মধ্যে অবস্থিত; হাউরানের সীমানার কাছে

অবস্থিত হাৎসের-তিকোন। [১৭] আর সমুদ্র থেকে সীমানা দামাস্কের এলাকায় অবস্থিত হাৎসের-এনন পর্যন্ত যাবে, আর উত্তরদিকে হামাথের এলাকা: এ উত্তরপ্রান্ত। [১৮] পুবদিকে হাউরান, দামাস্ক ও গিলেয়াদের এবং ইস্রায়েল-দেশের মধ্যবর্তী যর্দনই সীমানা; এবং এই সীমানা পুব সাগর ও তামার পর্যন্ত মাপবে: এ পুবপ্রান্ত। [১৯] দক্ষিণপ্রান্ত দক্ষিণে তামার থেকে মেরিবা-কাদেশ জলাশয় মিশরের স্রোতোমার্গ ও মহাসমুদ্র পর্যন্ত: নেগেবের দিকে এ দক্ষিণপ্রান্ত। [২০] পশ্চিমপ্রান্ত মহাসমুদ্র; দক্ষিণ সীমানা থেকে হামাথের প্রবেশস্থান পর্যন্ত এ পশ্চিমপ্রান্ত।

[২১] এইভাবে তোমরা ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলি অনুসারে নিজেদের মধ্যে এই দেশ বিভাগ করবে। [২২] তোমরা নিজেদের জন্য, এবং যে বিদেশী লোকেরা তোমাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে তোমাদের মধ্যে সন্তানদের জন্ম দিয়েছে, তাদেরও মধ্যে তা উত্তরাধিকাররূপে বিভাগ করবে, যেহেতু এরা ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে স্বজাতীয় মানুষের মত পরিগণিত হবে। ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তারা তোমাদের সঙ্গে নিজেদের উত্তরাধিকারের জন্য গুলিবাঁট করবে। [২৩] তোমাদের যে গোষ্ঠীর মধ্যে সেই বিদেশী মানুষ স্থায়ী বসতি করেছে, তোমরা তাকে সেই গোষ্ঠীর মধ্যে তার উত্তরাধিকার দেবে।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

পবিত্র ভূমি বণ্টন

৪৮ [১] 'গোষ্ঠীগুলির নাম এই এই: উত্তরপ্রান্ত থেকে হেথ্‌লোনের পথ দিয়ে হামাথের প্রবেশস্থানের কাছ দিয়ে হাৎসের-এনন পর্যন্ত, দামাস্কের এলাকায়, উত্তরদিকে হামাথের পাশে পাশে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত দানের এক অংশ হবে। [২] দানের সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত আশেরের এক অংশ। [৩] আশেরের সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত নেফ্তালির এক অংশ। [৪] নেফ্তালির সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত মানাশের এক অংশ। [৫] মানাশের সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত এফ্রাইমের এক অংশ। [৬] এফ্রাইমের সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত রুবেনের এক অংশ। [৭] রুবেনের সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত যুদার এক অংশ।

[৮] যুদার সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত সেই অংশ থাকবে যা তোমরা পৃথক রাখবে: তা পঁচিশ হাজার হাত চওড়া পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে অন্যান্য অংশের মত; তার মধ্যস্থানে পবিত্রধাম থাকবে। [৯] প্রভুর উদ্দেশে তোমরা যে অংশটা পৃথক রাখবে, তা পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ও দশ হাজার হাত চওড়া হবে। [১০] দেশের সেই পবিত্রীকৃত অংশ যাজকদের জন্য হবে; তা উত্তরদিকে পঁচিশ হাজার হাত লম্বা, পশ্চিমদিকে দশ হাজার হাত চওড়া, পুবদিকে দশ হাজার হাত চওড়া ও দক্ষিণদিকে পঁচিশ হাজার হাত লম্বা। তার মধ্যস্থানে প্রভুর পবিত্রস্থান থাকবে। [১১] তা সাদোক-সন্তানদের মধ্যে পবিত্রীকৃত যাজকদের জন্য হবে: তারা আমার আদেশবাণী রক্ষা করেছিল, ইস্রায়েল সন্তানদের ভ্রান্তির সময়ে লেবীয়েরা যেমন ভ্রান্ত হয়েছিল, ওরা তেমন ভ্রান্ত হয়নি। [১২] লেবীয়দের এলাকার কাছে দেশের পবিত্র অঞ্চল থেকে নেওয়া সেই অংশ—যা পরমপবিত্রই অংশ—তাদের কাছে দেওয়া বিশেষ উপহাররূপে পরিগণিত হবে। [১৩] যাজকদের এলাকার পাশে পাশে লেবীয়েরা পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ও দশ হাজার হাত চওড়া ভূমি পাবে; তার পুরো দৈর্ঘ্য পঁচিশ হাজার হাত ও পুরো প্রস্থ দশ হাজার হাত হবে। [১৪] তারা তার কিছু বিক্রি বা বিনিময় করবে না; দেশের সেই প্রথমাংশ বাজেয়াপ্ত করা যাবে না, কেননা তা প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত। [১৫] আর পঁচিশ হাজার হাত লম্বা সেই ভূমির সামনে বিস্তার পরিমাপে যে পাঁচ হাজার হাত বাকি থাকে, তা সাধারণ স্থান বলে নগরীর, বসতির ও চারণভূমির জন্য হবে: নগরীটি তার মধ্যস্থানে থাকবে।

[১৬] তার পরিমাপ এরকম হবে: উত্তরপ্রান্ত চার হাজার পাঁচশ' হাত, দক্ষিণপ্রান্ত চার হাজার পাঁচশ' হাত, পুবপ্রান্ত চার হাজার পাঁচশ' হাত, ও পশ্চিমপ্রান্ত চার হাজার পাঁচশ' হাত। [১৭] নগরীর উত্তরদিকে দু'শো পঞ্চাশ হাত, দক্ষিণদিকে দু'শো পঞ্চাশ হাত, পুবদিকে দু'শো পঞ্চাশ হাত ও পশ্চিমদিকে দু'শো পঞ্চাশ হাত চওড়া জমি খালি থাকবে। [১৮] পবিত্রীকৃত অংশের সামনে বাকি জায়গাটা হবে পুবদিকে দশ হাজার হাত ও পশ্চিমে দশ হাজার হাত লম্বা, আর তা পবিত্রীকৃত অংশের সামনে থাকবে: সেখানে উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী নগরীর কর্মচারীদের খাদ্যের জন্য হবে। [১৯] ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই নগরীর এই কর্মচারীদের নেওয়া হবে। [২০] সেই অংশটা

সবসুদ্ধ পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ও পঁচিশ হাজার হাত চওড়া হবে; তোমরা নগরীর অধিকাররূপে পবিত্রীকৃত অংশের চার ভাগের এক ভাগ পৃথক রাখবে। [২১] পবিত্রীকৃত অংশের ও নগরীর অধিকারের দুই পাশে যে সমস্ত ভূমি বাকি পড়েছে, তা জনপ্রধানের হবে; অর্থাৎ—পুবদিকে পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ওই পবিত্রীকৃত অংশ থেকে পুবসীমানা পর্যন্ত, ও পশ্চিমদিকে পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ওই পবিত্রীকৃত অংশ থেকে পশ্চিমসীমানা পর্যন্ত অন্য সকল অংশের সামনে জনপ্রধানের অংশ হবে, এবং পবিত্রীকৃত অংশ ও গৃহের পবিত্রধাম তার মধ্যে অবস্থিত থাকবে। [২২] জনপ্রধানের প্রাপ্য অংশের মধ্যে অবস্থিত লেবীয়দের অধিকার ও নগরীর অধিকার ছাড়া যা কিছু যুদার সীমানা ও বেঞ্জামিনের সীমানার মধ্যে আছে, তা জনপ্রধানের হবে।

[২৩] বাকি গোষ্ঠীগুলি এই সকল অংশ পাবে: পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত বেঞ্জামিনের এক অংশ। [২৪] বেঞ্জামিনের সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত শিমেয়োনের এক অংশ। [২৫] শিমেয়োনের সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত ইসাখারের এক অংশ। [২৬] ইসাখারের সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত জাবুলোনের এক অংশ। [২৭] জাবুলোনের সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত গাদের এক অংশ। [২৮] গাদের সীমানার গায়ে দক্ষিণপ্রান্তের দিকে তামার থেকে মেরিবা-কাদেশ জলাশয় মিশরের স্রোতোমার্গ ও মহাসমুদ্র পর্যন্ত দক্ষিণ সীমানা হবে। [২৯] তোমরা ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলির উত্তরাধিকার রূপে যে দেশ গুলিবাঁটক্রমে বিভাগ করবে, তা এই, এবং তাদের ওই সকল অংশ এই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

নগরীর তোরণদ্বার ও তার নতুন নাম

[৩০] 'নগরীর নির্গম-পথগুলি এই এই: উত্তর পাশে চার হাজার পাঁচশ' হাত। [৩১] নগরীর তোরণদ্বারগুলো ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলির নাম অনুসারে হবে: তিন তোরণদ্বার উত্তরদিকে থাকবে: রূবেনের এক তোরণদ্বার, যুদার এক তোরণদ্বার ও লেবির এক তোরণদ্বার। [৩২] পুব পাশে চার হাজার পাঁচশ' হাত, আর তিন তোরণদ্বার থাকবে: যোসেফের এক তোরণদ্বার, বেঞ্জামিনের এক তোরণদ্বার, দানের এক তোরণদ্বার। [৩৩] দক্ষিণ পাশে চার হাজার পাঁচশ' হাত, আর তিন তোরণদ্বার থাকবে:

শিমেয়োনের এক তোরণদ্বার, ইসাখারের এক তোরণদ্বার ও জাবুলোনের এক তোরণদ্বার। [৩৪] পশ্চিম পাশে চার হাজার পাঁচশ' হাত ও তার তিন তোরণদ্বার থাকবে: গাদের এক তোরণদ্বার, আশেরের এক তোরণদ্বার ও নেফ্তালির এক তোরণদ্বার। [৩৫] মোট পরিধি আঠার হাজার হাত। সেদিন থেকে নগরীর নাম হবে: "আদোনাই শাম্মাহ্"।'

---

১ [১] 'স্বর্গ খুলে গেল': নবী এজেকিয়েল ইস্রায়েল দেশে নয়, নির্বাসনের দেশ সেই বাবিলনেই আছেন যেখানে প্রভুর গৌরবের আবাস সেই মন্দির নেই; এজন্যই তিনি তেমন দর্শন স্বর্গেই দেখেন। নবীর কথা স্পষ্ট: যেরুশালেম থেকে বহু দূরে থাকা সত্ত্বেও নির্বাসিত ইস্রায়েলীয়েরা প্রভু থেকে দূরে নয়, কেননা তাঁর উচ্চ স্বর্গীয় আবাস থেকে তিনি সমগ্র বিশ্বের উপর রাজত্ব করেন; সুতরাং তিনি নানা দেশে বিক্ষিপ্ত তাঁর আপন জনগণেরও কাছে কাছে আছেন। • 'দর্শন': নবী এজেকিয়েলের পুস্তকে বাণীর সঙ্গে দর্শনের কথাই যথেষ্ট প্রাধান্যের অধিকারী; এমনকি বহুবার এমনটি ঘটে যে, আর কোন বাণী নয়, কেবল দর্শনই উপস্থাপিত। বস্তুতপক্ষে নবী এজেকিয়েল এমন ব্যক্তিত্ব যিনি ঈশ্বরের অকথনীয় মাহাত্ম্য সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করতে না পেরে বোধাতীত দর্শন বর্ণনা করেই তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন। তিনি কেমন যেন বলেন, আমার দর্শন বোধগম্য নয় যেহেতু ঈশ্বর নিজেই বোধগম্য নন।

[২৮] ঈশ্বর যখন নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন নবী এজেকিয়েল, অন্যান্য নবীদের মত, 'গৌরবের' কথা ব্যবহার করেন, কেননা তেমন ঐশ আত্মপ্রকাশে প্রাকৃতিক কতগুলো ঘটনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পরাক্রম ও পবিত্রতাই ব্যক্ত। কিন্তু এজেকিয়েলের বর্ণনা ঐশগৌরবের বহু বৈশিষ্ট্য দ্বারাই চিহ্নিত যেগুলো বোঝা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য; প্রকৃতপক্ষে নবী বলতে চান: ঈশ্বর আমাদের আয়ত্তের অতীত, আবার আমাদের খুবই কাছাকাছি; আর পবিত্রধামে ঐশগৌরবের উপস্থিতিতে মানুষ বুঝবে যে, যেরুশালেমের আসন্ন বিনাশের ফলে ঐশগৌরব আঘাতগ্রস্ত হবে না।

২ [১] 'আদমসন্তান': ঐশগৌরবের ভয়ঙ্কর দৃশ্যের পাশাপাশি মাটির তৈরী মানুষ পায়েও দাঁড়াতে পারে না।

[২] ঈশ্বর আপন জনগণের পরিত্রাণ সাধন করতে যাঁদের বেছে নিতেন, তাঁদের নিজের 'আত্মা' অর্থাৎ ঐশশক্তি বা প্রেরণার অংশী করতেন; এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিচারকবৃন্দ, রাজাগণ ও নবীরাই ছিলেন তেমন অনুগ্রহের পাত্র। নবী এজেকিয়েলের বর্ণনায় ঈশ্বরের 'আত্মা' যথেষ্ট পরাক্রমী বলে বর্ণিত; সেই আত্মা ছাড়া নবী কিছুই করতে অক্ষম।

[৩] 'প্রেরণ' শব্দটা নবীদের প্রেরণকর্ম চিহ্নিত করে (যাত্রা ৩:১০; বিচারক ৬:১৪; ইশা ৬:৮; যেরে ১:৭; এজে ৩:৪; ১৩:৬; মালা ৩:১; মার্ক ৩:৪; ইত্যাদি)।

[৪] 'প্রভু একথা বলছেন' : নবী নিজে থেকে কিছু বলতে পারেন না, তাঁর সমস্ত বাণী স্বয়ং ঈশ্বরেরই বাণী।

[৫] ইস্রায়েল নবীদের বাণী মেনে নিতে কখনও তত উৎসাহ দেখায়নি, এজন্যই তারা 'বিদ্রোহী বংশ' (যাত্রা ৪:১; আমোস ২:১২; ৭:১২-১৩; ইশা ৬:৯-১০; ৩০:১০; যেরে ১১:২১; মথি ২৩:৩৭; ইত্যাদি)।

[৮] নবীও 'বিদ্রোহী' হন যখন ভয়ের কারণে বা অন্য কোন কারণে ঐশবাণীর বশ্যতা স্বীকার করতে অসম্মত (যাত্রা ৩:৭–৪:১৭; যেরে ১২:১-৩; ১৫:১০-২১; ইশা ৪২:১৮-২০; ৪৯:৮; ৫০:৫-৭)।

৩ [৬] ইস্রায়েলের অবিশ্বাস এমন যে, তার তুলনায় বিধর্মীরাও অধিক বাধ্য।

[২৪...] এ পদগুলোর অর্থ যথেষ্ট অস্পষ্ট; যাই হোক, যা স্পষ্ট দাঁড়ায় তা এ: নবী যে কোন অবস্থায়ই, নিজের ঘরে আটকে থেকেও, ঈশ্বরের বাণী প্রচার করার জন্য ব্যস্ত থাকবেন।

৫ [১] বিজয়ীরা বন্দিদের মাথা ও দাড়ি খেউরি করত; সুতরাং এজেকিয়েল বলতে চান, বন্দিদশা আসন্ন।

[১৩] 'তারা জানবে ...': নবী এজেকিয়েল ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতির চিহ্ন নিরীক্ষণ করে এ সত্য প্রমাণ করতে অভিপ্রেত যে, অনুকূল-প্রতিকূল সব ঘটনারই মধ্যে ইস্রায়েল জানে ঈশ্বর কে। যেহেতু বহু জাতি ইস্রায়েলের ইতিহাসে সংশ্লিষ্ট, সেজন্য তারাও ঈশ্বরকে আবিষ্কার করার সুযোগ পেতে পারবে; আর বহু জাতি শুধু কেন, ইতিহাসের ঘটনাসমূহের মধ্য দিয়ে সমস্ত গাছপালা (১৭:২৪) ও সকল দেশও (৩৬:২৩,৩৬) প্রভুজ্ঞান লাভ করতে আহূত। • 'উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা' : মনোনীত জাতির অবিশ্বস্ততাই ঈশ্বরের উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা জাগায়।

৬ [৪] 'পুতুল' : হিব্রু ভাষায় এই শব্দ অত্যন্ত ঘৃণ্য বস্তু বোঝায়; এর কাছাকাছি শব্দই মল।

[৯] 'ব্যভিচারী হৃদয়' : একমাত্র ঈশ্বরের স্থানে, এমনকি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেবতাদের মান্য করাই নবী এজেকিয়েলের ভাষায় ব্যভিচার।

[১১] 'আচ্ছা ...': যেরুশালেমের পতনে নবী আনন্দিত, কেননা নগরীর বিনাশ তার মধ্যে সাধিত জঘন্য কর্মের সমাপ্তির শামিল।

১১ [১৬] নির্বাসিতদের দূর করে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু যে অন্তরঙ্গতা ঈশ্বর একসময় যেরুশালেম-মন্দিরে আপন জনগণের সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় রাখতেন, নির্বাসনের দেশেও তাদের সঙ্গে সেই অন্তরঙ্গতার কিছুটা রক্ষা করে থাকেন।

১২ [১১] লক্ষণটার ব্যাখ্যা ১১ অধ্যায়ে দেওয়া আছে; একসময় তাঁর আপন জনগণের ইতিহাসে ঈশ্বরই যেমন সক্রিয় ছিলেন, আজ ঠিক তেমনি নবীই ঈশ্বরের সেই সক্রিয়তার লক্ষণ।

১৪ [৬] নবী জাখারিয়া স্পষ্টই বলেন যে, মন ফেরানোই নবীদের বাণীপ্রচারের বিষয়বস্তু (জাখা ১:৪); এজন্য নবী এজেকিয়েলও বিনাশ-বাণী দেওয়ার পর শ্রোতাদের মন ফেরানোর জন্য আমন্ত্রণ করেন (হো ১৪:৩; যেরে ৩:১৪)।

[১৪] 'দানেল' ছিলেন একজন বিধর্মী ব্যক্তি যিনি সেকালের বিধর্মীদের কাছে সাধু বলে গণ্য ছিলেন। নোয়া ও যোবের সঙ্গে বিধর্মীই একজন ব্যক্তিকে জড়িত করে নবী এজেকিয়েল সার্বজনীন মনোভাবের মানুষ বলে আত্মপরিচয় দেন।

[২৩] নব আগত নির্বাসিতেরা যে কুকাজ সাধন করে তা দেখে পুরাতন নির্বাসিতদের স্বীকার করতে হবে যে, যেরুশালেমের উপরে ঈশ্বর যে অমঙ্গল পাঠিয়েছেন তা সত্যি সেই কুকাজের যোগ্য শাস্তি।

১৫ [২] পুরাতন নিয়মে আঙুরলতা প্রতিশ্রুত দেশের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক (আদি ৪৯:১১; গণনা ১৩:২৩-২৪; ১ রাজা ৫:৫; মিখা ৪:৪); কিন্তু আঙুরলতা বিশেষভাবে জনগণেরই ইতিহাসের দৃষ্টান্ত বলে উপস্থাপিত (হো ৯:১০; ১০:১; ইশা ৫:১-৭; যেরে ২:২১; ৬:৯; এজে ১৭:৬-৮; সাম ৮০:৯, ১৫)। নূতন নিয়মও একই আঙুরলতা-প্রতীক তুলে ধরে (মার্ক ১২:১-১১; যোহন ১৫:১-৬)। নিজেকে প্রভুর প্রিয় আঙুরলতা বলে গণ্য করে ইস্রায়েল এই নিশ্চয়তায় যতখানি তুষ্ট (এজে ১৬:১৫), নিজের অনুর্বরতা বিষয়ে ততখানি চিন্তিত নয় (ইশা ৫:১-৭; যেরে ৭:১-১৫); এজন্য তেমন অনুর্বর আঙুরলতা শুধু আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ারই যোগ্য।

১৬ [১…] এই অধ্যায় যেরুশালেমের প্রেমলীলা বর্ণনা করে; বাইবেলে যে তেমন ভাষা ব্যবহৃত তা একটু আশ্চর্য লাগতে পারে বইকি, একারণেই ইহুদীরা নির্দেশ করেছিলেন, এই অধ্যায়, ২৩ অধ্যায়, ও পরম গীত কেবল পরিপক্ব মানুষই পাঠ করতে পারবে। কেননা মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের অচিন্তনীয় ভালবাসার বর্ণনায় মানব-হৃদয় বিদীর্ণই হওয়ার কথা, তা তাচ্ছিল্যের বিষয় নয়। ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ততা ব্যভিচার ও বেশ্যাচার বলে বর্ণিত।

[৮] বিবাহ অবিচ্ছেদ্য সন্ধি বলে উপস্থাপিত (প্রবচন ২:১৭; মালা ২:১৪; হো ৫৪:৪-৮; যেরে ২:২)।

[১৪] নবী এজেকিয়েল একথা স্মরণ করান যে, কনের সৌন্দর্য প্রভুরই দান।

[৪৬] 'কন্যা' বলতে এখানে সামারিয়া ও সদোমের উপনগরগুলো বোঝায়।

১৯ [১০] 'তোমার মাতা ··· আঙুরলতার সদৃশ': তারগুমের পাঠ্য; হিব্রু মূলপাঠ্য অস্পষ্ট: 'তোমার রক্তে আঙুরলতাই যেন'।

২০ [১২] শাব্বাৎ ঈশ্বরের দান ও এমন চিহ্ন যাতে স্মরণ করা হয় যে ঈশ্বর ইস্রায়েলের সঙ্গে বিশেষ এক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন: ইস্রায়েল যেমন পবিত্র অর্থাৎ অন্যান্য জাতির মধ্য থেকে পৃথকীকৃত এক জাতি, শাব্বাৎও পবিত্র অর্থাৎ অন্যান্য দিনগুলো থেকে পৃথকীকৃত একটি দিন, আর তাই বলে পালনীয় (২০:২০; ৪৪:২৪)। অথচ ইস্রায়েল শাব্বাৎ দিনকে অন্যান্য

দিনগুলোর মত পালন করে তা অপবিত্রই করে (২০:১৩,১৬,২১,২৪); এবং তাই করে, শাব্বাৎ যার চিহ্ন, সেই সন্ধিও অগ্রাহ্য করে, ও পুতুলদের সঙ্গে নিজেকে সন্ধিবদ্ধ করে (২০:১৬)। খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কাছে প্রভুর দিন একই ধারণা অনুসারে পালনীয়।

২১ [৮] 'ধার্মিক ও দুর্জন': অর্থাৎ সকল অধিবাসীরা একই দশা ভোগ করবে; তারা যেরুশালেমের অবরোধের ফল ভোগ করবে।

[১৭] 'বুক চাপড়াও'; আক্ষরিক অনুবাদ: উরুত চাপড়াও।

২৩ [১ ...] এই অধ্যায় যেরুশালেমের প্রেমলীলা বর্ণনা করে; বাইবেলে যে তেমন ভাষা ব্যবহৃত তা একটু আশ্চর্য লাগতে পারে বইকি, একারণেই ইহুদীরা নির্দেশ করেছিলেন, এই অধ্যায়, ২৩ অধ্যায়, ও পরম গীত কেবল পরিপক্ব মানুষই পাঠ করতে পারবে। কেননা মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের অচিন্তনীয় ভালবাসার বর্ণনায় মানব-হৃদয় বিদীর্ণই হওয়ার কথা, তা তাচ্ছিল্যের বিষয় নয়। ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ততা ব্যভিচার ও বেশ্যাচার বলে বর্ণিত।

[৩৪] পদের অর্থ অস্পষ্ট। সম্ভাব্য অর্থ: পানপাত্র থেকে রাগের সঙ্গে পান করতে করতে সে পাত্রটা টুকরো টুকরো করে, আর সেই টুকরো কুচি দিয়ে নিজের বুক দীর্ণ-বিদীর্ণ করে।

২৪ [৭-৮] সেকালের ধারণায়, রক্ত মাটির নিচে চলে গেলে বা ধুলায় ঢাকা পড়লে তবে ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করে প্রতিশোধ দাবি করে না, কিন্তু শুষ্ক শৈলের উপরে রাখলে তা মাটির নিচে যেতে পারে না, ফলে প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রভুর ক্রোধ জাগায়। এই পদে, প্রতিশোধ নেবার লক্ষ্যে উদ্দীপ্ত হবার জন্য প্রভু নিজেই রক্ত শৈলের উপরে রাখেন।

২৮ [১ ...] এই অধ্যায় আদিপুস্তকের ২–৩ অধ্যায়ের বিশিষ্ট দিক তুলে ধরে যেমন, ঈশ্বরের সঙ্গে সদৃশ হওয়ার দাবি (২); অহংকারী প্রজ্ঞা (৩-৪); মৃত্যুর হুমকি (৮); এদেন বাগান ও সৃষ্টিকর্ম (১৩); রক্ষক খেরুব (১৪); যত মঙ্গলদানের প্রত্যাহার (১৬)। পাপের গভীরতম মূলকারণ তদন্ত করে নবী এ সত্য আবিষ্কার করেন যে, ঈশ্বরের সঙ্গে সদৃশ হওয়ার জন্য মানুষের দাবিই পাপের মূলকারণ।

৩৩ [২৪] ইস্রায়েলীয়েরা আব্রাহামের বংশধর বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সম্পাদিত সন্ধির শর্তগুলোও আছে যেগুলো পালন না করলে আব্রাহামের কথা তুলে ধরা যুক্তিসঙ্গত নয়: তাদের অবাধ্যতার কারণে তারা আশীর্বাদ নয়, শাস্তিই ভোগ করবে।

৩৪ [৬] ইস্রায়েল প্রভুরই জনগণ; রাজারা প্রভুর কাছ থেকে সেই জনগণকে চালনা করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন; অথচ রাজাদের পরিচালনায় প্রভুর জনগণ নির্বাসনের দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছে।

[১৬] 'বিনাশ করব': হয়তো এই পদ ১৭ পদ লক্ষ করে যেখানে মেষ মেষের মধ্যে বিচার উল্লিখিত। অন্য সকল পাঠ্যে (গ্রীক, লাতিন ইত্যাদি পাঠ্যে) 'বিনাশ করব' এর স্থানে রয়েছে 'প্রতিপালন করব'।

[২৩] ইস্রায়েলের যেমন অনন্য এক ঈশ্বর আছেন, তেমনি তাদের অনন্য এক পালক থাকবেন, কেননা তারা পুনরায় এক-জাতি বলে একত্রিত হবে (১ রাজা ১২:২০-৩৩; যেরে ২৩:৪-৫; এজে ৩৭:১৫-২৮; যোহন ১০:১৬)।

[২৫] যুদ্ধ নেই বিধায়ই শান্তি আছে কথাটা তত যুক্তিসঙ্গত নয়, কেননা বাইবেলের ভাষায় শান্তি এমন জীবনপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জীবনাবস্থার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যা ঈশ্বরেরই শ্রেষ্ঠ দান।

৩৬ [২০] বিজাতীয়েরা ইস্রায়েলের নির্বাসন ঈশ্বরের শাস্তি নয়, নিজ জনগণকে রক্ষা করায় প্রভুর অক্ষমতাই বলে গণ্য করে; তাই বিক্ষিপ্ত ইস্রায়েলের প্রতি তাদের বিদ্রূপ স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রূপ, এই অর্থেই তারা প্রভুর নাম অপবিত্র করল।

[২৩] জগতের ইতিহাস চালনা করায় ঈশ্বর নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করেন: এই পদে, ইস্রায়েলকে সম্মিলিত ও পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে তাদের ইতিহাস চালনা করায়ই তিনি নিজ পবিত্রতা প্রকাশ করেন।

[২৭] পুরাতন নিয়মের ধারণায়, 'আত্মা' এমন নবীকরণ-শক্তি যা মানুষকে অভিনব কিছু সাধন করতে যোগ্য করে তোলে; এই পদে, নবীনত্ব প্রভুর আজ্ঞা পালন করায় প্রকাশ পায়।

৩৭ [১] উপত্যকায় ফেলানো হাড়গুলো বিশেষ দুর্ভাগ্যের চিহ্ন, কেননা সেকালের ধারণায় মানুষ নিজ পিতৃপুরুষদের সমাধি-মন্দিরেই সমাহিত হওয়ার কথা (আদি ৩৫:২৯; ৫০:৫)।

[১১] নির্বাসিত ইস্রায়েলীয়দের প্রত্যাশা মৃত, এমনকি তারা নিজেরাই একপ্রকারে মৃত; এদেরই কাছে নবী এজেকিয়েল জীবনের সংবাদ দেন। নিরাশা ও মৃত্যুর গভীরতম স্থল থেকে ঈশ্বরের আত্মা অর্থাৎ জীবনদানকারী ঈশ্বরের প্রেরণা জীবনী শক্তি উৎসারিত করতে যাচ্ছে; এই সংবাদে নির্বাসিতেরা যেন আশা ফিরে পায় (ইশা ৪০:১,২; ৫৪:৭; এজে ২৮:২৫)। লক্ষণীয় বিষয়, এই পদে ঈশ্বরের আত্মা নবীর বাণী দ্বারাই জাগিয়ে তোলা হচ্ছে।

৩৯ [৭] পবিত্রতা ঈশ্বরের নানা গুণাবলির মধ্যে বিশেষ একটা গুণ নয়, বরং পবিত্রতা হল তাঁর ঈশ্বরত্বের আসল সত্তা; এই অর্থে পবিত্রতা পরাক্রম ও জীবনের পূর্ণতার শামিল।

[১২] শত্রুদের কবর দেওয়া হয় না (২ রাজা ৯:৩৭; ইত্যাদি), কিন্তু গোগকে কবর দেওয়া হয় যেন তার লাশের চিহ্নটুকুও না থাকে যা অধিবাসীদের কলুষিত করবে।

[১৭] শত্রুদের রক্তপান তাদের সম্পূর্ণ বিনাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, কেননা সেকালের মানুষ মনে করত, রক্তই মানুষের প্রাণ।

[২৯] যেখানে ঈশ্বরের শ্রীমুখ (অর্থাৎ তাঁর উপস্থিতি) সেখানে তাঁর আত্মা প্রদত্ত।

৪৫ [৭] প্রভুই নিজে যাদের রাজা, সেই ইস্রায়েলীয়দের অন্য রাজা থাকতে পারেন না (১১:১২; ৩০:৩২; ২৫:৮)। এজন্য দাউদের বংশধর ইস্রায়েলের পালকই হবেন, কিন্তু তাঁর নাম 'রাজা' নয়, 'জনপ্রধান' হবে।

৪৭ [১] ইস্রায়েলের মত পাথুরে দেশে জলের ঝরনা ঈশ্বরের জীবনদায়ী প্রতাপের প্রতীক বলে পরিগণিত ছিল। নবী এজেকিয়েল দেখতে পান, নব সিয়োন নগরীতে গৃহের তলা থেকে জল বেরিয়ে আসে: অল্প জল নয়, প্রচুর জলই উৎসারিত হয়, আর এই জলের স্পর্শে পাথুরে দেশ উর্বর এক অঞ্চল হয়—এই দৃশ্যে সেই প্রভুর জীবনদায়ী ও অপরাজেয় শক্তি প্রকাশিত যিনি সেই গৃহে বসবাস করেন। এই জলের দৃশ্যে এদেন বাগানের কথা পরিলক্ষিত যেখানে জীবন-বৃক্ষ রোপিত (আদি ২:৯-১৪)। নূতন নিয়মে সাধু যোহনই বিশেষভাবে এই দৃশ্য তুলে ধরেন: নব মন্দির হল স্বয়ং যিশুর দেহ যার পাশ থেকে এমন জল উৎসারিত যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী (যোহন ২:২১; ১৯:৩৪; ৪:১৪; ৭:৩৭-৩৯); ঐশপ্রকাশ পুস্তকের বর্ণনা অনুসারে বলীকৃত স্বর্গীয় মেষশাবকের সিংহাসনই জীবন-নদীর উৎস (প্রকাশ ২২:১,২)।

৪৮ [৩৫] ‘আদোনাই শাম্মাহ্’ এর অর্থ: প্রভু সেইখানে বিরাজমান। এই কথাই এজেকিয়েলের সকল বাণীর সার।

দানিয়েল

ইস্রায়েলীয়েরা বাবিলনে নির্বাসিত, রাজ্য হিসাবে ইস্রায়েল বিনষ্ট। কিন্তু যে সকল রাজ্য বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোও একটার পর একটা বিনষ্ট হবে; তখন মাত্র একটি রাজ্য থাকবে যা ঈশ্বরেরই রাজ্য ও মানবপুত্রই যার শাসনকর্তা। হতাশাগ্রস্ত ইহুদীদের কাছে ঈশ্বরের ভাবী রাজ্যের এই প্রত্যাশা অর্পণ করাই পুস্তকের অভিপ্রায়, শ্রোতামণ্ডলী যেন বিজাতীয়দের ধর্মীয় প্রথা অনুসারে না চলে মৃত্যুবরণ পর্যন্তই বরং প্রকৃত বিশ্বাস-পথে চলে।

[৩:২৬-৯৫, এবং ১৩ ও ১৪ অধ্যায় (অর্থাৎ এই পুস্তকে *বাঁকা অক্ষরে* যা লেখা, তা) হিব্রু মূলপাঠ্যের নয়, গ্রীক পাঠ্যেরই অংশ-বিশেষ]।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

দানিয়েল ও তাঁর সাথীরা

১ [১] যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে বাবিলন-রাজ
নেবুকাদ্নেজার যেরুশালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে নগরী অবরোধ করলেন।
[২] প্রভু যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমকে এবং পরমেশ্বরের গৃহের বেশ কয়েকটা পাত্র তাঁর
হাতে তুলে দিলেন, আর তিনি সেইসব কিছু শিনারে নিয়ে গিয়ে পাত্রগুলি তাঁর নিজের
দেবমন্দিরের ধনাগারে রাখলেন।
[৩] রাজা তাঁর উচ্চ রাজকর্মচারী আস্পেনাজকে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে
রাজবংশের বা অভিজাত বংশের কয়েকজন যুবককে আনতে হুকুম দিলেন; [৪] তাদের
হতে হবে দেহে নিখুঁত, চেহারায় সুদর্শন, প্রজ্ঞার সমস্ত বিষয়ে বিচক্ষণ, জ্ঞানবিদ্যার
সমস্ত ক্ষেত্রে সুদক্ষ, সুবিবেচক, ও রাজপ্রাসাদে পরিচর্যার যোগ্য; আস্পেনাজ ব্যবস্থা
করবেন, যেন তারা কাল্দিয়া-সাহিত্য ও ভাষা শেখে। [৫] রাজা এও স্থির করলেন যে,
রাজ-টেবিলে পরিবেশিত খাবার ও আঙুররস থেকে প্রতিদিনের খোরাক তাদের দেওয়া

হবে; তিন বছর ধরে তাদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যেন সেই তিন বছর শেষে তারা রাজ-পরিচর্যায় নিযুক্ত হতে পারে। [৬] সেই যুবকদের মধ্যে ছিলেন যুদা-সন্তান দানিয়েল, হানানিয়া, মিশায়েল ও আজারিয়া; [৭] কিন্তু সেই প্রধান রাজকর্মচারী তাঁদের অন্য নাম রাখলেন; তিনি দানিয়েলকে বেল্তেশাজার, হানানিয়াকে শাদ্রাখ, মিশায়েলকে মেশাখ, ও আজারিয়াকে আবেদ্নেগো নাম দিলেন।

[৮] কিন্তু দানিয়েল মনে স্থির করলেন যে, তিনি রাজ-টেবিলের সেই খাবার ও আঙুররস খেয়ে নিজেকে কোন মতে অশুচি করবেন না; তাই প্রধান রাজকর্মচারীকে অনুরোধ করলেন যেন তেমন কলুষ থেকে তাঁকে রেহাই দেন। [৯] পরমেশ্বর প্রধান রাজকর্মচারীর কাছে দানিয়েলকে কৃপা ও মমতার পাত্র করলেন; [১০] তবু প্রধান রাজকর্মচারী দানিয়েলকে বললেন: 'আমার ভয় হয়, পাছে আমার প্রভু মহারাজ—যিনি নিজে স্থির করলেন তোমাদের কি কি খাওয়া ও পান করা উচিত—তোমাদের সমবয়সী যুবকদের মুখের চেয়ে তোমাদের মুখ রুগ্ন দেখেন; তখন তোমাদের কারণে রাজার কাছে আমারই মাথার বিপদ হবে।' [১১] পরে প্রধান রাজকর্মচারী যে প্রহরীর হাতে দানিয়েল, হানানিয়া, মিশায়েল ও আজারিয়ার ভার ন্যস্ত করেছিলেন, তাকে দানিয়েল বললেন: [১২] 'আপনার দোহাই, আপনার দাসদের দশ দিন পরীক্ষা করুন; আমাদের শুধু শাকসবজি ও জল খেতে দেওয়া হোক, [১৩] পরে, রাজ-টেবিলের খাবার খায় যারা, তাদের চেহারার সঙ্গে আমাদের চেহারা আপনার সামনে তুলনা করা হোক; তখন আপনি যেমন দেখবেন, সেই অনুসারে আপনার এই দাসদের প্রতি ব্যবহার করবেন।' [১৪] সে রাজি হল, তাই দশ দিন ধরে তাঁদের পরীক্ষা করল, [১৫] এবং সেই দশ দিন শেষে দেখা গেল, যারা রাজ-টেবিলের খাবার খেত, তাদের চেয়ে এঁদেরই চেহারা সুন্দর ও শরীর হৃষ্টপুষ্ট। [১৬] ফলে তাঁদের জন্য যে খাবার ও আঙুররস বরাদ্দ ছিল, প্রহরী তা না দিয়ে তাঁদের শুধু শাকসবজি দিতে লাগল।

[১৭] পরমেশ্বর এই চার যুবককে সাহিত্য ও প্রজ্ঞার সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী করে তুললেন; দানিয়েল সবরকম দর্শন ও স্বপ্নের অর্থ বুঝবার অধিকারও পেলেন। [১৮] রাজা যে সময় শেষে সেই সকল যুবককে নিজের সাক্ষাতে আনতে বলে রেখেছিলেন, সেই সময় পার হলে প্রধান রাজকর্মচারী নেবুকাদ্নেজারের কাছে তাঁদের

উপস্থিত করলেন। [১৯] রাজা তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলেন, কিন্তু সকলের মধ্যে দানিয়েল, হানানিয়া, মিশায়েল ও আজারিয়ার সমকক্ষ কাউকেই পাওয়া গেল না, ফলে তাঁরাই রাজ-পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকলেন। [২০] প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি-সংক্রান্ত যে কোন বিষয় রাজা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর সমগ্র রাজ্যের সকল মন্ত্রজালিক ও গণকের চেয়ে তাঁরা দশগুণ বেশি বিজ্ঞ ছিলেন। [২১] দানিয়েল কুরোশ রাজার প্রথম বর্ষ পর্যন্ত সেখানে থাকলেন।

মূর্তি বিষয়ক নেবুকাদ্নেজারের স্বপ্ন

২ [১] নেবুকাদ্নেজারের রাজত্বকালের দ্বিতীয় বর্ষে নেবুকাদ্নেজার একটা স্বপ্ন দেখলেন, আর তাঁর আত্মা এতই উদ্বিগ্ন হল যে, তিনি আর ঘুমোতে পারছিলেন না। [২] তখন রাজা ওই স্বপ্নের অর্থ তাঁকে বুঝিয়ে দেবার জন্য মন্ত্রজালিক, গণক, মায়াবী ও কাল্দীয়দের আহ্বান করতে হুকুম দিলেন। তারা এসে রাজার সাক্ষাতে দাঁড়াল। [৩] তিনি তাদের বললেন, 'আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, আর আমার আত্মা এখন তা জানবার জন্য উদ্বিগ্ন।' [৪] কাল্দীয়েরা আরামীয় ভাষায় রাজাকে উদ্দেশ করে বলল: 'মহারাজ, আপনি চিরজীবী হোন! আপনার এই দাসদের কাছে আপনার স্বপ্ন ব্যক্ত করুন, আমরা অর্থটা জানাব।' [৫] রাজা কাল্দীয়দের উত্তর দিয়ে বললেন, 'আমি কথা দিচ্ছি! তোমরা যদি আমার স্বপ্ন ও তার অর্থ আমার কাছে প্রকাশ না কর, তবে টুকরো টুকরো হবে, এবং তোমাদের বাড়ি-ঘর সবই সারের ঢিবি করা হবে; [৬] কিন্তু যদি আমার স্বপ্ন ও তার অর্থ প্রকাশ করতে পার, তবে আমার কাছ থেকে উপহার, পুরস্কার ও মহাসম্মান পাবে; সুতরাং আমার স্বপ্ন ও তার অর্থ আমার কাছে প্রকাশ কর।' [৭] তারা প্রত্যুত্তরে বলল, 'মহারাজ, আপনার দাসদের কাছে স্বপ্নটা ব্যক্ত করুন, আমরা অর্থ জানাব।' [৮] রাজা উত্তরে বললেন, 'আমি ভালই বুঝতে পারছি, আমার দেওয়া কথা বুঝতে পেরেছ বলে তোমরা সময় কিনতে চাচ্ছ! [৯] যাই হোক, যদি তোমরা আমার স্বপ্ন নিজেরাই না বলতে পার, তবে তোমাদের সকলের জন্য ব্যবস্থা একটামাত্র! কেননা তোমরা আমার সামনে প্রবঞ্চনাময় ও বাঁকা কথা বলবার জন্যই একজোট হয়েছ, যতক্ষণ না পরিস্থিতি অন্য রকম হয়। তাই তোমরা আমার স্বপ্ন আমাকে বল, তাহলে আমি বুঝব, স্বপ্নের অর্থ আমাকে জানাতে পার কিনা।' [১০] কাল্দীয়েরা রাজার সামনে এই উত্তর দিল: 'মহারাজের সমস্যা সমাধান করতে পারে, পৃথিবীতে এমন মানুষ নেই; বাস্তবিক যতই মহান ও পরাক্রান্ত হোন না কেন কোন রাজা কখনও কোন মন্ত্রজালিককে বা গণককে বা কাল্দীয়কে এমন কথা জিজ্ঞাসা করেননি। [১১] মহারাজ যে কথা জিজ্ঞাসা করছেন, তা দুরূহ; বস্তুত যাঁরা মাংসদেহের প্রাণীর মধ্যে বাস করেন না, সেই দেবতারা ছাড়া আর কেউ নেই যে, মহারাজকে তা জানাতে পারে।' [১২] তা শুনে রাজা

এতই ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট হয়ে উঠলেন যে, বাবিলনের সমস্ত জ্ঞানীগুণীকে প্রাণদণ্ড দিতে হুকুম দিলেন। [১৩] জ্ঞানীগুণীদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে, তেমন রাজবিধি জারি করা হলেই লোকেরা দানিয়েলকে ও তাঁর সঙ্গীদের প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তাঁদের খোঁজ করতে লাগল।

[১৪] রাজকীয় প্রধান ঘাতক আরিওক বাবিলনীয় জ্ঞানীগুণীদের প্রাণদণ্ড দেবার জন্য বেরিয়ে পড়তে উদ্যত হচ্ছেন, এমন সময় দানিয়েল তাঁকে সুবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বললেন; [১৫] তিনি রাজকীয় প্রধান ঘাতক আরিওককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজা কেন এত কঠোর হুকুম জারি করেছেন?' আরিওক দানিয়েলকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন; [১৬] তখন দানিয়েল রাজার কাছে প্রবেশ করে কিছু সময় দিতে প্রার্থনা করলেন: তিনি নিজে রাজাকে সেই স্বপ্নের অর্থ জানাবেন। [১৭] পরে দানিয়েল ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গী হানানিয়া, মিশায়েল ও আজারিয়াকে ব্যাপারটা জানালেন, [১৮] আর তাঁরা ওই রহস্য সম্বন্ধে স্বর্গেশ্বরের কাছে করুণা প্রার্থনা করলেন, যেন দানিয়েল ও তাঁর সঙ্গীরা বাবিলনের অন্য জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে প্রাণদণ্ডের পাত্র না হন। [১৯] তখন রাত্রিকালীন দর্শনে দানিয়েলের কাছে রহস্যটা প্রকাশিত হল; অতএব দানিয়েল স্বর্গেশ্বরের স্তবস্তুতি করলেন। [২০] দানিয়েল বললেন,

'পরমেশ্বরের নাম ধন্য হোক যুগে যুগে চিরকাল,
কেননা প্রজ্ঞা ও পরাক্রম তাঁরই।
[২১] তিনিই কাল ও ঋতুর লীলা নিরূপণ করে থাকেন,
রাজাদের নামিয়ে দেন, আবার মানুষকে রাজপদে উন্নীত করেন;
তিনি প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞা দান করেন,
জ্ঞানবানদের জ্ঞান মঞ্জুর করেন।
[২২] তিনি গভীর ও গুপ্ত বিষয় অনাবৃত করেন,
অন্ধকারে যা লুকোনো আছে, তা তিনি জানেন,
এবং তাঁরই কাছে জ্যোতি বিরাজ করে।
[২৩] আমি তোমার স্তুতি ও প্রশংসাবাদ করি,
হে আমার পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর,

তুমি যে আমাকে দান করেছ প্রজ্ঞা ও সামর্থ্য,
আমরা তোমার কাছে যা যাচনা করেছিলাম, তা তুমি আমাকে জানিয়েছ,
তুমি আমাকে জানিয়ে দিয়েছ রাজার স্বপ্ন।’

[২৪] তখন দানিয়েল আরিওকের কাছে গেলেন যাঁকে রাজা বাবিলনের জ্ঞানীগুণীদের প্রাণদণ্ড দিতে নিযুক্ত করেছিলেন; প্রবেশ করে তিনি তাঁকে বললেন, ‘আপনি বাবিলনের জ্ঞানীগুণীদের হত্যা করবেন না; রাজার সাক্ষাতে আমাকে নিয়ে চলুন, আর আমি রাজাকে অর্থ জানাব।’ [২৫] আরিওক সঙ্গে সঙ্গে দানিয়েলকে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন; রাজাকে তিনি বললেন, ‘যুদার নির্বাসিতদের মধ্যে এই একজন লোককে পেলাম, যিনি মহারাজকে সেই অর্থ জানাবেন।’

[২৬] রাজা দানিয়েলকে—যাঁর নাম বেল্তেশাজার দেওয়া হয়েছিল—জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, তুমি কি সত্যি সেই স্বপ্ন ও তার অর্থ আমাকে জানাতে পার?’ [২৭] দানিয়েল রাজার সামনে দাঁড়িয়ে উত্তর দিয়ে বললেন, ‘মহারাজ যে রহস্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করছেন, কোন জ্ঞানীগুণী বা মন্ত্রজালিক বা জ্যোতির্বেত্তা তা জানাতে পারেনি; [২৮] কিন্তু স্বর্গে এমন ঈশ্বর আছেন, যিনি সমস্ত রহস্যময় বিষয় অনাবৃত করেন; তিনিই মহারাজ নেবুকাদ্নেজারকে প্রকাশ করবেন অন্তিম দিনগুলোতে কী কী ঘটবে। সুতরাং আপনার স্বপ্ন, ও শয্যায় শুয়ে আপনার মনে যে দর্শন দেখা দিল, তা এ: [২৯] হে মহারাজ, আপনি শয্যায় শুয়ে থাকাকালে আপনার যে যে চিন্তা উৎপন্ন হয়েছে, তা ভাবীকাল সংক্রান্ত; রহস্য-প্রকাশক যিনি, তিনি আপনাকে প্রকাশ করলেন ভবিষ্যতে কী কী ঘটতে যাচ্ছে। [৩০] অন্য কোন জীবিত লোকের চেয়ে আমার প্রজ্ঞা বেশি বলেই যে এই রহস্য আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে, এজন্য নয়, বরং এইজন্য, যেন মহারাজকে রহস্যের অর্থ জানানো হয়, আর আপনি যেন নিজের মনের চিন্তা বুঝতে পারেন।

[৩১] মহারাজ, আপনি চেয়ে দেখছিলেন, আর হঠাৎ এক মূর্তি, অসাধারণ জ্যোতির্মণ্ডিত এক বিশাল মূর্তি আপনার সামনে দাঁড়াল যা দেখতে ভয়ঙ্কর। [৩২] তার মাথা ছিল খাঁটি সোনার, বুক ও বাহু রুপোর, পেট ও উরুত ব্রঞ্জের, [৩৩] পায়ের হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লোহার, পায়ের পাতা কিছুটা লোহার ও কিছুটা পোড়া মাটির।

[৩৪] আপনি চেয়ে দেখছিলেন, এমন সময় একটা পাথর খসে পড়ল—কিন্তু মানুষের হাতে নয়—এবং মূর্তির সেই লোহা ও পোড়া মাটির পা দু'টোতে আঘাত করে তা চূর্ণবিচূর্ণ করল। [৩৫] তখন সেই লোহা, পোড়া মাটি, ব্রঞ্জ, রুপো ও সোনাও সেইসঙ্গে চূর্ণ হয়ে গ্রীষ্মকালে খামারের তুষের মত হল; বাতাস সেইসব উড়িয়ে নিয়ে গেল, সেগুলোর আর কোন চিহ্ন রইল না; আর সেই যে পাথর ওই মূর্তিকে আঘাত করেছিল, তা বেড়ে বেড়ে এমন বিশাল পর্বত হয়ে উঠল যে, সমস্ত পৃথিবী তাতে পূর্ণ হল। [৩৬] এটি স্বপ্ন। এখন আমরা মহারাজকে তার অর্থ জানিয়ে দেব।

[৩৭] হে মহারাজ, আপনি রাজাধিরাজ! স্বর্গেশ্বর আপনাকে রাজ্য, ক্ষমতা, পরাক্রম ও মহিমা দিয়েছেন; [৩৮] তিনি মানবসন্তান, বন্যজন্তু ও আকাশের পাখি—সবই আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন, এইসব কিছুর উপরে কর্তৃত্ব আপনারই: আপনিই সেই সোনার মাথা। [৩৯] আপনার পরে আর এক রাজ্যের উদয় হবে যা আপনারটার চেয়ে ক্ষুদ্র; তারপর তৃতীয় আর এক রাজ্যের উদয় হবে—ব্রঞ্জের এই রাজ্যই সমগ্র পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করবে। [৪০] চতুর্থ আর এক রাজ্যও হবে যা লোহার মত দৃঢ়, যা সেই লোহার মত যা সবকিছু চূর্ণবিচূর্ণ করে। লোহা যেমন সবকিছু টুকরো টুকরো করে, তেমনি সেই রাজ্য সবই ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করবে। [৪১] আর আপনি তো দেখেছেন, সেই পায়ের পাতা দু'টো ও পায়ের আঙুল ছিল কিছুটা কুমোরের পোড়া মাটির ও কিছুটা লোহার: এর অর্থ হল এই যে, রাজ্য বিভক্ত হবে, তবু রাজ্যে লোহার কিছু দৃঢ়তা থাকবে, যেমন আপনি নিজেই দেখেছিলেন যে, এঁটেল মাটির সঙ্গে লোহা মেশানো ছিল। [৪২] পায়ের আঙুল যেমন কিছুটা লোহার ও কিছুটা পোড়া মাটির ছিল, তেমনি রাজ্যের একটা অংশ দৃঢ় ও একটা অংশ ভঙ্গুর হবে। [৪৩] আপনি যে দেখেছেন, লোহা এঁটেল মাটির সঙ্গে মেশানো, এর অর্থ হল এ: সেই অংশ দু'টো একদিন রক্ত-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মিশে যাবে, কিন্তু কখনও এক হতে পারবে না, যেমনটি লোহাও পোড়া মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হতে পারে না। [৪৪] সেই রাজাদের দিনগুলিতে স্বর্গেশ্বর এমন এক রাজ্যের উদ্ভব ঘটাবেন যা কখনও বিধ্বস্ত হবে না; সেই রাজ্য অন্য জাতির হাতে যাবে না; বরং অন্য সকল রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত করবে আর নিজেই হবে চিরস্থায়ী। [৪৫] কেননা আপনি নিজেই তো দেখেছেন যে, পর্বত থেকে একটা পাথর

খসে পড়ল—কিন্তু মানুষের হাতে নয়—এবং সেই লোহা, ব্রঞ্জ, পোড়া মাটি, রুপো ও সোনা—সবই চূর্ণবিচূর্ণ করল। এখন থেকে যা ঘটতে যাচ্ছে, মহান ঈশ্বর তা মহারাজকে প্রকাশ করলেন। স্বপ্নটা সত্য ও তার ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য।'

[৪৬] তখন নেবুকাদ্নেজার রাজা মাটিতে উপুড় হয়ে দানিয়েলকে প্রণাম করলেন, এবং হুকুম দিলেন, যেন তাঁর উদ্দেশে অর্ঘ্য ও সুগন্ধি নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। [৪৭] পরে দানিয়েলকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'সত্যি, তোমাদের ঈশ্বর দেবতাদের ঈশ্বর, রাজাদের প্রভু ও রহস্যগুলির প্রকাশক, কারণ তুমি এই রহস্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছ।' [৪৮] তখন রাজা দানিয়েলকে মহান করলেন, তাঁকে অনেক বহুমূল্য উপহার দিলেন, এবং তাঁকে বাবিলনের সমস্ত প্রদেশের প্রদেশপাল ও বাবিলনের সকল জ্ঞানীগুণীর প্রধান বলে নিযুক্ত করলেন; [৪৯] এবং দানিয়েলের সুপারিশক্রমে রাজা শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগোর হাতে বাবিলন প্রদেশের ব্যবস্থাপনার ভার দিলেন; কিন্তু দানিয়েল রাজ-দ্বারেই নিযুক্ত থাকলেন।

অগ্নিকুণ্ডে সেই তিনজন যুবক

৩ [১] নেবুকাদ্নেজার রাজা একটা সোনার মূর্তি তৈরি করালেন, তা ষাট হাত উচ্চ
ও ছয় হাত চওড়া; তা তিনি বাবিলন প্রদেশের দুরা সমভূমিতে দাঁড় করালেন।
[২] পরে নেবুকাদ্নেজার রাজা সেই যে মূর্তি দাঁড় করিয়েছিলেন, তার উৎসর্গীকরণ
উপলক্ষে উপস্থিত হবার জন্য ক্ষিতিপাল, প্রদেশপাল, গণশাসক, মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ,
বিচারকর্তা, ব্যবস্থাপক, অধিপতি ও প্রদেশগুলোর সমস্ত শাসনকর্তাকে ডাকিয়ে সমবেত
করলেন। [৩] মূর্তি-উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে ক্ষিতিপালেরা, প্রদেশপালেরা, গণশাসকেরা,
বিচারকর্তারা, কোষাধ্যক্ষেরা, ব্যবস্থাপকেরা, অধিপতিরা ও প্রদেশগুলোর সমস্ত
শাসনকর্তা এলেন এবং নেবুকাদ্নেজার রাজার দাঁড় করানো সেই মূর্তির সামনে
দাঁড়ালেন। [৪] তখন ঘোষক উচ্চকণ্ঠে বলল: 'হে জাতিসকল, দেশসকল ও নানা
ভাষার মানুষসকল, তোমাদেরই উদ্দেশ করে এই আজ্ঞা জারি করা হচ্ছে: [৫] যে সময়ে
তোমরা শিঙা, বাঁশি, বীণা, চতুস্তন্ত্রী যন্ত্র, পরিবাদিনী, মৃদঙ্গ ও সবরকম বাদ্যযন্ত্রের সুর
শুনবে, সেসময়ে উপুড় হয়ে নেবুকাদ্নেজার রাজার দাঁড় করানো সোনার মূর্তির উদ্দেশে
প্রণাম জানাবে। [৬] যে কেউ উপুড় হয়ে প্রণাম করবে না, সেই মুহূর্তেই তাকে জ্বলন্ত
অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হবে।' [৭] তাই সমস্ত লোক যখন শিঙা, বাঁশি, বীণা, চতুস্তন্ত্রী
যন্ত্র, পরিবাদিনী, মৃদঙ্গ ও সবরকম বাদ্যযন্ত্রের সুর শুনল, তখন সমস্ত জাতি, দেশ ও
ভাষার মানুষ উপুড় হয়ে নেবুকাদ্নেজার রাজার দাঁড় করানো সোনার মূর্তির উদ্দেশে
প্রণাম জানাল।

[৮] কিন্তু সেই সময়ে কয়েকজন কাল্দীয় ইহুদীদের বিরুদ্ধে শঠতাপূর্ণ অভিযোগ
আনবার জন্য এগিয়ে এল; [৯] তারা নেবুকাদ্নেজার রাজাকে বলল: 'হে রাজন্,
চিরজীবী হোন! [১০] হে রাজন্, আপনি এমন রাজপত্র জারি করেছেন যা অনুসারে যে
কেউ শিঙা, বাঁশি, বীণা, চতুস্তন্ত্রী যন্ত্র, পরিবাদিনী, মৃদঙ্গ ও সবরকম বাদ্যযন্ত্রের সুর
শুনবে, সে উপুড় হয়ে ওই সোনার মূর্তির উদ্দেশে প্রণাম জানাবে; [১১] এবং যে কেউ
উপুড় হয়ে প্রণাম করবে না, তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হবে। [১২] আচ্ছা,
এমন কয়েকজন ইহুদী লোক আছে যাদের হাতে আপনি বাবিলন প্রদেশের ব্যবস্থাপনার

ভার দিয়েছেন, অর্থাৎ সেই শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগো; তারা, হে রাজন্‌, আপনার আজ্ঞা মানে না; তারা আপনার দেব-দেবীর সেবাও করে না, এবং আপনি যে সোনার মূর্তি দাঁড় করিয়েছেন, তাকেও প্রণাম করে না।' [১৩] তখন নেবুকাদ্নেজার ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট হয়ে উঠে শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগোকে আনতে আদেশ দিলেন, আর তাঁদের রাজার সামনে আনা হল। [১৪] নেবুকাদ্নেজার তাঁদের বললেন, 'হে শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগো, এ কি সত্য যে, তোমরা আমার দেব-দেবীরও সেবা কর না, আমার দাঁড় করানো সোনার মূর্তিকেও প্রণাম কর না? [১৫] আচ্ছা, শিঙা, বাঁশি, বীণা, চতুস্তন্ত্রী যন্ত্র, পরিবাদিনী, মৃদঙ্গ ও সবরকম বাদ্যযন্ত্রের সুর শোনামাত্র যদি তোমরা উপুড় হয়ে আমার তৈরী সোনার মূর্তিকে প্রণাম করতে প্রস্তুত হও, ভালই, কিন্তু যদি প্রণাম না কর, তবে সেই মুহূর্তেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে তোমাদের ফেলে দেওয়া হবে; তখন এমন কোন্‌ দেবতা আমার হাত থেকে তোমাদের নিস্তার করবে?' [১৬] শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগো উত্তরে রাজাকে বললেন, 'হে নেবুকাদ্নেজার, আপনাকে এই কথার উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে কোন প্রয়োজন নেই; [১৭] আমরা যাঁর সেবা করি, আমাদের সেই পরমেশ্বর যদি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড ও আপনার হাত থেকে আমাদের নিস্তার করতে সক্ষম, তবে, হে রাজন্‌, তিনি আমাদের নিস্তার করবেন। [১৮] কিন্তু যদিও তিনি না করেন, তবু হে রাজন্‌, জেনে নিন, আমরা আপনার দেব-দেবীরও সেবা করব না, আপনার দাঁড় করানো সোনার মূর্তিকেও প্রণাম করব না।'

[১৯] তখন নেবুকাদ্নেজার ক্রোধে জ্বলে উঠলেন ও শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগোর বিরুদ্ধে মুখ আরও ভয়ঙ্কর করলেন; তিনি সাধারণ তাপের চেয়ে অগ্নিকুণ্ডের তাপ সাতগুণ বাড়াতে হুকুম দিলেন, [২০] এবং তাঁর সৈন্যদের সবচেয়ে বলিষ্ঠ যোদ্ধার মধ্যে কয়েকজনকে আজ্ঞা করলেন, যেন তারা শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগোকে বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দেয়। [২১] তখন ওই যুবকদের, জামা, চাদর, পোশাক, পাগড়ি ইত্যাদি বস্ত্র পরা অবস্থায় বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। [২২] কিন্তু যে লোকেরা শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগোকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দেওয়ার জন্য রাজার কড়া হুকুম অনুসারে তা অধিক উত্তপ্ত করে তুলেছিল, তারা নিজেরা সেই একই মুহূর্তে আগুনের শিখায় মারা পড়ল, [২৩] যে মুহূর্তে শাদ্রাখ, মেশাখ

ও আবেদ্নেগোও বাঁধা অবস্থায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়ছিলেন; [২৪] তাঁরা অগ্নিশিখার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, ঈশ্বরের প্রশংসা করছিলেন ও প্রভুকে ধন্য বলছিলেন। [২৫] আজারিয়া উঠে দাঁড়িয়ে আগুনের মধ্যে জোর গলায় এই বলে প্রার্থনা করলেন:

[২৬] 'ধন্য তুমি, প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর,
প্রশংসার যোগ্য ও গৌরবময় তোমার নাম চিরকাল।
[২৭] তুমি যা কিছু করেছ, তাতে তুমি ন্যায়শীল;
তোমার সকল কর্ম সত্যময়,
তোমার সমস্ত পথ সরল, তোমার সকল বিচার ন্যায্য।
[২৮] আমাদের উপরে,
ও আমাদের পিতৃপুরুষদের পবিত্র নগরী সেই যেরুশালেমের উপরে
তুমি যা নামিয়ে এনেছ,
তাতে তুমি যে রায় দিয়েছ, তা ন্যায্য;
কেননা আমাদের পাপ-অপরাধের কারণে
তুমি সত্য ও ন্যায় বিচার মতেই ব্যবহার করেছ আমাদের প্রতি।

[২৯] কারণ আমরা পাপ করেছি,
তোমাকে ত্যাগ করে অন্যায় করেছি, নিতান্তই পাপ করেছি।
তোমার আজ্ঞাগুলির প্রতি আমরা বাধ্য হইনি,
[৩০] সেগুলিকে পালনও করিনি,
তাও করিনি, যা তুমি আমাদের মঙ্গলার্থে
আমাদের করতে আজ্ঞা করেছিলে।
[৩১] হ্যাঁ, যা কিছু নামিয়ে এনেছ আমাদের উপর,
যা কিছু করেছ আমাদের প্রতি,
ন্যায়বিচার মতেই তা তুমি করেছ:
[৩২] তুমি আমাদের তুলে দিয়েছ এমন শত্রুদের হাতে,
যারা ধর্মহীন, দুর্জনদের মধ্যে যারা সবচেয়ে মন্দ,

এমন অসৎ রাজারও হাতে আমাদের তুলে দিয়েছ,
সারা পৃথিবীর উপরে সবচেয়ে দুষ্কর্মা যে রাজা।
[৩৩] এখন আমরা আমাদের নিজেদের মুখ খুলতেও যোগ্য নই,
লজ্জা ও অপমান, তা-ই তোমার দাসদের প্রাপ্য,
তাদের নিয়তি, যারা তোমার উপাসক।
[৩৪] তোমার নামের দোহাই
আমাদের ত্যাগ করো না চিরকাল ধরে,
তোমার সন্ধি ভঙ্গ করো না ;
[৩৫] তোমার প্রিয়জন আব্রাহাম,
তোমার দাস ইসহাক, তোমার পবিত্রজন ইস্রায়েলের খাতিরে
আমাদের কাছ থেকে তোমার দয়া ফিরিয়ে নিয়ো না ;
[৩৬] তাঁদের তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে,
তাঁদের বংশ তুমি বাড়াবে আকাশের তারকারাজির মত,
সমুদ্রতীরে বালুকণার মত।
[৩৭] প্রভু, সকল জাতির চেয়ে আমরা এখন হয়ে গেছি ক্ষুদ্রতম জাতি,
আমাদের পাপরাশির কারণে
আমরা এখন পৃথিবী জুড়ে অবমাননার পাত্র।

[৩৮] এখন আমাদের জননায়ক নেই, নবী নেই, নেতা নেই,
আহুতি নেই, যজ্ঞ নেই, অর্ঘ্য নেই, ধূপ নেই,
নেই এমন এক স্থান যেখানে তোমাকে প্রথমফসল অর্পণ করে
আমরা তোমার প্রসন্নতা জয় করতে পারি।
[৩৯] আমাদের চূর্ণ হৃদয়, আমাদের অনুতপ্ত প্রাণ
যেন তোমার কাছে গ্রহণীয় হয়
ভেড়া ও বৃষের আহুতির মত,
সহস্র নধর মেষশাবকের মত ;
[৪০] তেমনই হোক আজ তোমার সম্মুখে আমাদের যজ্ঞ,
তোমার গ্রহণীয় হোক,

কারণ যারা তোমাতে ভরসা রাখে, তারা আশাভ্রষ্ট হবে না।

[৪১] *আমরা এখন আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার অনুসরণ করি,*
তোমাকে ভয় করি, পুনরায় তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করি ;
আমাদের করো না গো লজ্জার পাত্র,
[৪২] *তোমার বদান্যতা অনুসারেই বরং ব্যবহার কর আমাদের প্রতি,*
তোমার দয়ারই মহত্ত্ব অনুসারে ব্যবহার কর।
[৪৩] *তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তি দ্বারা আমাদের উদ্ধার কর,*
গৌরবমণ্ডিত কর গো প্রভু তোমার আপন নাম।
[৪৪] *তারাই নতমুখ হোক, যারা তোমার দাসদের অনিষ্ট সাধন করে ;*
অপমানিত হোক তারা, সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হোক,
তাদের শক্তি চূর্ণ হোক!
[৪৫] *তারা জানুক যে, তুমিই একমাত্র প্রভু ঈশ্বর,*
তুমিই সারা পৃথিবীর উপরে গৌরবময়।'

[৪৬] *এদিকে রাজার যে দাসেরা এই তিন যুবককে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়েছিল, তারা আদৌ ক্ষান্ত হল না, বরং তেল, খড়, আলকাতরা ও শুকনা ঘাস দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের আগুন বাড়াতে থাকল,* [৪৭] *যে পর্যন্ত আগুনের শিখা অগ্নিকুণ্ডের উপরে ঊনপঞ্চাশ হাত উঠল* [৪৮] *ও বাইরে ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সেই সকল কাল্দীয়দের পুড়িয়ে ফেলল।* [৪৯] *কিন্তু প্রভুর দূত আজারিয়ার ও তাঁর সঙ্গীদের পাশে অগ্নিকুণ্ডে নেমে এলেন ; তিনি আগুনের শিখা তাদের কাছ থেকে বাইরের দিকে সরিয়ে দিলেন* [৫০] *এবং অগ্নিকুণ্ডের ভিতরটা এমন স্থান করলেন, যেখানে শিশিরময় বাতাস বইত। তাতে আগুন তাদের আদৌ স্পর্শ করল না, তাদের কোন ক্ষতি বা অসুবিধাও ঘটাল না।* [৫১] *তখন সেই তিনজন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে একসুরেই যেন ঈশ্বরের স্তুতিগান ও গৌরবকীর্তন করতে লাগলেন ও তাঁকে ধন্য ব'লে বলে উঠলেন :*

[৫২] *'ধন্য তুমি, প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর,*
প্রশংসা ও মহাবন্দনার যোগ্য তুমি চিরকাল।
ধন্য তোমার গৌরবময় পবিত্র নাম,

মহাপ্রশংসা ও মহাবন্দনার যোগ্য তুমি চিরকাল।

[৫৩] ধন্য তুমি তোমার গৌরবময় পবিত্র মন্দির-মাঝে,
মহাস্তব ও মহাগৌরবের যোগ্য তুমি চিরকাল।

[৫৪] ধন্য তুমি তোমার রাজাসনে,
স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনার যোগ্য তুমি চিরকাল।

[৫৫] ধন্য তুমি, খেরুবদের উপরে আসীন হয়ে তুমি যে সাগরতল তলিয়ে দেখ,
প্রশংসা ও গৌরবের যোগ্য তুমি চিরকাল।

[৫৬] ধন্য তুমি আকাশমণ্ডলের গগনতলে,
স্তবস্তুতি ও গৌরবের যোগ্য তুমি চিরকাল।

[৫৭] প্রভুর নিখিল সৃষ্টি, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৫৮] প্রভুর দূতবৃন্দ, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৫৯] আকাশমণ্ডল, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৬০] নভ-শীর্ষের জলরাশি, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৬১] প্রভুর শক্তিবাহিনী, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৬২] সূর্য চন্দ্র, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৬৩] আকাশের তারকারাজি, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৬৪] বৃষ্টিধারা ও নিশাজল, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৬৫] বায়ুরাজি, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৬৬] অগ্নি ও উত্তাপ, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
[৬৭] শীত ও উষ্ণ, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
[৬৮] শিশির ও তুহিন, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
[৬৯] হিম ও নীহার, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
[৭০] বরফ ও তুষার, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
[৭১] দিন ও রাত্রি, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
[৭২] আলো ও অন্ধকার, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
[৭৩] মেঘ ও বিদ্যুৎ, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
[৭৪] বলুক পৃথিবী, প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
[৭৫] পর্বত উপপর্বত, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
[৭৬] ভূমির উদ্ভিদ, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
[৭৭] জলের উৎসধারা, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
[৭৮] সমুদ্র-সাগর ও নদনদী, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
[৭৯] জলদানব ও জলচর প্রাণী, বল: প্রভু ধন্য,

তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৮০] আকাশের পাখি, বল: প্রভু ধন্য,

তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৮১] পোষা ও বন্য পশু, বল: প্রভু ধন্য,

তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৮২] মানবকুল, বল: প্রভু ধন্য,

তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৮৩] ইস্রায়েল বলুক: প্রভু ধন্য,

তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৮৪] প্রভুর যাজকবর্গ, বল: প্রভু ধন্য,

তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৮৫] প্রভুর সেবকবৃন্দ, বল: প্রভু ধন্য,

তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৮৬] ধার্মিকদের প্রাণ ও আত্মা, বল: প্রভু ধন্য,

তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৮৭] পুণ্যজন ও নম্রহৃদয় সকল, বল: প্রভু ধন্য,

তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

[৮৮] হানানিয়া, আজারিয়া, মিশায়েল, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল,
কারণ তিনি পাতাল থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন,
মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করলেন,
জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্য থেকে আমাদের নিস্তার করলেন,
আগুনের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করলেন।

[৮৯] প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,

তাঁর দয়া যে চিরস্থায়ী।

[৯০] প্রভুভীরু সকল, দেবতাদের দেবতাকে বল ধন্য,

তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর,

তাঁর দয়া যে চিরস্থায়ী।’

[২৪/৯১] নেবুকাদ্নেজার রাজা স্তম্ভিত হয়ে হঠাৎ পায়ে উঠে দাঁড়ালেন; তাঁর মন্ত্রীদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমরা কি তিনজন মানুষকে বাঁধা অবস্থায় আগুনের মধ্যে ফেলে দিইনি?’ উত্তরে তারা বলল, ‘হ্যাঁ, মহারাজ।’ [২৫/৯২] তখন তিনি বলে চললেন, ‘দেখ, আমি চারজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি; তারা বাঁধন-মুক্ত হয়ে আগুনের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর তাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না; এমনকি চতুর্থজনের চেহারা দেবপুত্রেরই মত।’ [২৬/৯৩] তখন নেবুকাদ্নেজার সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ‘হে পরাৎপর ঈশ্বরের দাস শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগো, বেরিয়ে এসো, এখানে এসো।’ তখন শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগো আগুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন। [২৭/৯৪] পরে ক্ষিতিপাল, প্রদেশপাল, গণশাসক, ও রাজমন্ত্রীরা ওই তিনজনকে লক্ষ করতে সমবেত হলেন, আর দেখলেন, আগুন তাঁদের শরীরের উপর একটু প্রভাবও ফেলতে পারেনি: তাঁদের মাথার একটা চুল পর্যন্তও পোড়েনি, তাঁদের পোশাকেও আগুনের স্পর্শের কোন চিহ্ন নেই, তাদের দেহে আগুনের গন্ধও নেই।

[২৮/৯৫] নেবুকাদ্নেজার বলে উঠলেন, ‘ধন্য শাদ্রাখের, মেশাখের ও আবেদ্নেগোর ঈশ্বর! তিনি তাঁর দূত পাঠিয়ে তাঁর সেই দাসদের নিস্তার করলেন যারা তাঁর উপরে আস্থা রেখে রাজার আজ্ঞা অমান্য করেছে ও নিজেদের দেহ সঁপে দিয়েছে, যেন তাদের ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতার সেবা ও পূজা করতে না হয়। [২৯/৯৬] তাই আমি এই আজ্ঞা জারি করছি যে, যে কোন দেশ, জাতি ও ভাষার মানুষই হোক না কেন, যে কেউ শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগোর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দাজনক একটা কথাও উচ্চারণ করবে, তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হোক ও তার বাড়ি সারের ঢিবি করা হোক; কারণ তেমন উদ্ধারকর্ম সাধন করার সামর্থ্য আর কোন দেবতার নেই।’ [৩০/৯৭] তখন রাজা বাবিলন প্রদেশে শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগোকে উচ্চপর্যায়ে উন্নীত করলেন।

বিশাল গাছ বিষয়ক নেবুকাদ্নেজারের স্বপ্ন

৩ [৩১/৯৮] সমগ্র পৃথিবী-নিবাসী সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষের প্রতি নেবুকাদ্নেজার রাজার বিজ্ঞাপন: তোমাদের মহাশান্তি হোক! [৩২/৯৯] পরাৎপর পরমেশ্বর আমার পক্ষে যে সকল চিহ্ন ও আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করেছেন, তা আমি প্রচার করা বিহিত মনে করলাম।

[৩৩/১০০] আহা! তাঁর সমস্ত চিহ্ন কেমন মহান!
কেমন পরাক্রমশালী তাঁর আশ্চর্য কীর্তিকলাপ!
তাঁর রাজ্য চিরকালীন রাজ্য,
ও তাঁর কর্তৃত্ব যুগযুগস্থায়ী।

৪ [১] আমি নেবুকাদ্নেজার আমার ঘরে, আমার প্রাসাদে, সুখে-শান্তিতে ছিলাম। [২] আমি এমন স্বপ্ন দেখলাম যা আমাকে সন্ত্রাসিত করল, এবং শয্যায় শুয়ে আমার যে নানা চিন্তা হল ও আমার মনে যে দর্শন দেখা দিল, তা আমাকে উদ্বিগ্ন করল। [৩] তাই আমি আজ্ঞাপত্র জারি করলাম, যেন আমাকে সেই স্বপ্নের অর্থ জানাবার জন্য বাবিলনের সমস্ত জ্ঞানী লোকদের আমার কাছে আনা হয়। [৪] মন্ত্রজালিক, গণক, কাল্দীয় ও জ্যোতির্বেত্তারা আমার কাছে এলে আমি তাদের কাছে সেই স্বপ্ন ব্যক্ত করলাম, কিন্তু তারা আমাকে তার অর্থ বলতে পারল না। [৫] অবশেষে দানিয়েল—যাঁর নাম আমার দেবের নাম অনুসারে বেল্তেশাজার—যাঁর অন্তরে পবিত্র দেবদের আত্মা বিরাজ করে, তিনি আমার সাক্ষাতে এলেন, আর আমি তাঁর কাছে সেই স্বপ্ন ব্যক্ত করলাম; যথা: [৬] 'হে মন্ত্রজালিকদের প্রধান বেল্তেশাজার, আমি জানি, তোমার অন্তরে পবিত্র দেবদের আত্মা বিরাজ করে, এবং কোন রহস্য তোমার পক্ষে দুরূহ নয়; আমি স্বপ্নে যে যে দর্শন পেয়েছি, তা ও তার অর্থ আমার কাছে ব্যক্ত কর।

[৭] শয্যায় শুয়ে আমার মনে যে দর্শন দেখা দিল, তা এই:
আমি চেয়ে দেখলাম,
আর দেখ, পৃথিবীর মধ্যস্থলে একটা গাছ রয়েছে,

উচ্চতায় তা বিশাল।

[৮] গাছটা বৃদ্ধি পেয়ে বলবান ও উচ্চতায় আকাশছোঁয়াই হল,
তা সমস্ত পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই দেখা যেতে পারত।

[৯] তার পাতা সুন্দর ও তার ফল প্রচুর ছিল,
তার মধ্যে সকলের জন্য খাদ্য ছিল;
তার ছায়ায় বন্যজন্তুরা আশ্রয় নিত,
তার শাখায় আকাশের পাখিরা বাসা বাঁধত,
এবং সমস্ত প্রাণী তা থেকে পুষ্টি পেত।

[১০] আমি শয্যায় শুয়ে, আমার মনে যে দর্শন দেখা দিচ্ছিল, তা লক্ষ করছিলাম, আর দেখ, একজন প্রহরী, পবিত্র এক ব্যক্তি, স্বর্গ থেকে নেমে এলেন।

[১১] তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন,
গাছটা কাট, তার শাখা কেটে ফেল,
তার পাতা ঝেড়ে ফেল, তার ফল ছড়িয়ে দাও;
তার তলা থেকে পশুরা ও তার শাখা থেকে পাখিরা পালিয়ে যাক।

[১২] কিন্তু মাটিতে তার মূলের কাণ্ডকে
লোহা ও ব্রঞ্জের শেকলে আবদ্ধ করে
মাঠের কোমল ঘাসের মধ্যে রাখ;
গাছটা আকাশের শিশিরে ভিজুক,
এবং তার শেষ দশা হোক মাঠের পশুদের সঙ্গে।

[১৩] তার হৃদয়ের পরিবর্তন হোক,
ও তাকে মানুষের হৃদয়ের বদলে পশুরই হৃদয় দেওয়া হোক:
তার উপর দিয়ে সাত কাল কেটে যাবে।

[১৪] একথা প্রহরীবর্গের সিদ্ধান্তে জারীকৃত,
ও বিষয়টা পবিত্রজনদের দ্বারাই ঘোষিত,
যাতে জীবিত সকল মানুষ জানতে পারে যে,
মানব রাজ্যের উপরে পরাৎপরই কর্তৃত্ব করেন:

তিনি যাকে তা দিতে ইচ্ছা করেন, তাকে তা দেন,
ও মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নীচ লোককেও
তার উপরে নিযুক্ত করেন।

[১৫] এ সেই স্বপ্ন, যা আমি নেবুকাদ্নেজার রাজা দেখেছি। এখন হে বেল্তেশাজার, তার অর্থ আমাকে বল। তুমিই তা বলতে পার, কেননা আমার রাজ্যের কোন জ্ঞানীগুণী আমাকে তার অর্থ বলতে পারে না, যেহেতু তোমারই অন্তরে পবিত্র দেবদের আত্মা বিরাজ করে।'

[১৬] তখন বেল্তেশাজার নামে পরিচিত দানিয়েল কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন, ভাবনায় বিহ্বল হলেন। রাজা বললেন, 'হে বেল্তেশাজার, স্বপ্নটা ও তার অর্থ তোমাকে বিহ্বল না করুক।' বেল্তেশাজার উত্তরে বললেন, 'প্রভু আমার, এই স্বপ্ন আপনার শত্রুদেরই প্রতি প্রযোজ্য হোক, ও তার অর্থ আপনার বিপক্ষদেরই প্রতি সিদ্ধিলাভ করুক। [১৭] আপনি সেই যে গাছ দেখেছিলেন, যা বৃদ্ধি পেয়ে বলবান ও উচ্চতায় আকাশছোঁয়াই হল, ও যা সমস্ত পৃথিবীর প্রান্ত থেকে দেখা যেতে পারত, [১৮] যার সুন্দর সুন্দর পাতা ও প্রচুর প্রচুর ফল ছিল, যার মধ্যে সকলের জন্য খাদ্য ছিল, যার তলে বন্যজন্তুরা আশ্রয় নিত, যার শাখায় আকাশের পাখিরা বাসা বাঁধত, [১৯] হে রাজন্, সেই গাছ আপনি নিজেই: আপনি তো বৃদ্ধি পেয়ে বলবান হলেন, আপনার উচ্চতা আকাশছোঁয়া হল ও আপনার কর্তৃত্ব পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হল। [২০] মহারাজ দেখেছিলেন, একজন প্রহরী, একজন পবিত্র ব্যক্তি, স্বর্গ থেকে নেমে আসছিলেন, আর বলছিলেন: গাছটা কাট, তা ধ্বংস কর, কিন্তু মাটিতে তার মূলের কাণ্ডকে লোহা ও ব্রঞ্জের শেকলে আবদ্ধ করে মাঠের কোমল ঘাসের মধ্যে রাখ; তা আকাশের শিশিরে ভিজুক, তার শেষ দশা হোক বন্যজন্তুদের সঙ্গে, যতদিন না তার উপর দিয়ে সাত কাল কেটে যায়; [২১] হে মহারাজ, এর অর্থ এই, এবং আমার প্রভু মহারাজের উপরে যা ঘটবার কথা, পরাৎপরের সেই নিরূপিত আজ্ঞা এ:

[২২] আপনাকে মানবসমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে,
আপনার বসতি হবে বন্যজন্তুদের সঙ্গে,
বলদের মত আপনাকে ঘাস খাওয়ানো হবে,

আপনি আকাশের শিশিরে ভিজবেন,
এবং আপনার উপর দিয়ে সাত কাল কেটে যাবে,
যতদিন না আপনি স্বীকার করেন যে,
মানব রাজ্যের উপরে পরাৎপরই কর্তৃত্ব করেন :
তিনি যাকে তা দিতে ইচ্ছা করেন, তাকে তা দেন।

[২৩] পরে এমন কথা বলা হয়েছিল, যেন গাছটার মূল ও তার কাণ্ড রেখে দেওয়া হয় : তার মানে, আপনি যখন স্বীকার করবেন যে, স্বর্গই কর্তৃত্ব করেন, তখন আপনার রাজ্য আপনার হাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। [২৪] সুতরাং, হে রাজন্, আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন : দয়াধর্ম দ্বারা আপনার সমস্ত পাপ এবং দীনদুঃখীদের প্রতি দয়া দেখিয়েই আপনার যত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করুন ; হয় তো আপনার শান্তিকাল প্রসারিত হবে।'

[২৫] সেই সমস্ত কিছু নেবুকাদ্নেজার রাজার বেলায় সিদ্ধিলাভ করল। [২৬] বারো মাস পরে তিনি বাবিলনের রাজপ্রাসাদের ছাদে বেড়াচ্ছিলেন, [২৭] এমন সময় রাজা বলে উঠলেন, 'এ কি সেই মহতী বাবিলন নয়, যা আমি আমার মাহাত্ম্যের গৌরবের উদ্দেশ্যে আমার মহাপ্রভাবেই রাজপ্রাসাদই বলে নির্মাণ করেছি?' [২৮] রাজার মুখ থেকে এই বাণী নির্গত হতে না হতেই আকাশ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল :

'হে রাজন্ নেবুকাদ্নেজার !
তোমাকে উদ্দেশ করে কথা বলা হচ্ছে :
তোমার রাজ-অধিকার তোমা থেকে কেড়ে নেওয়া হল !
[২৯] তোমাকে মানবসমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে,
তোমার বসতি হবে বন্যজন্তুদের সঙ্গে,
বলদের মত তোমাকে ঘাস খাওয়ানো হবে,
ও তোমার উপর দিয়ে সাত কাল কেটে যাবে,
যতদিন না তুমি স্বীকার কর যে,
মানব রাজ্যের উপরে পরাৎপরই কর্তৃত্ব করেন :
তিনি যাকে তা দিতে ইচ্ছা করেন, তাকে তা দেন।'

[৩০] সেই মুহূর্তেই নেবুকাদ্নেজারের বেলায় সেই বাণী সিদ্ধিলাভ করল: তাঁকে মানবসমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, তিনি বলদের মত ঘাস খেতে লাগলেন, তাঁর শরীর আকাশের শিশিরে ভিজল, ক্রমে তাঁর লোম ঈগলের পালকের মত, ও তাঁর নখ পাখির নখরের মত হয়ে উঠল।

[৩১] 'কিন্তু সেই সময় শেষে আমি নেবুকাদ্নেজার স্বর্গের দিকে চোখ তুললাম, ও আমার মধ্যে চেতনা ফিরে এল; তাই আমি পরাৎপরকে ধন্যবাদ জানালাম এবং সেই চিরজীবনময় ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরবকীর্তন করলাম

যাঁর কর্তৃত্ব চিরকালীন কর্তৃত্ব,
ও যাঁর রাজ্য যুগযুগস্থায়ী।
[৩২] পৃথিবীর অধিবাসী সকলে
তাঁর সামনে শূন্যতাই যেন;
তিনি স্বর্গীয় বাহিনী ও মর্ত অধিবাসীদের উপরে
যেমন খুশি তেমনি করেন।
এমন কেউই নেই যে তাঁর হাত থামিয়ে দেবে,
ও তাঁকে বলবে: তুমি কী করছ?

[৩৩] সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে চেতনা ফিরে এল, এবং আমার রাজ্যের গৌরবার্থে আমার প্রতাপ ও গরিমা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল: আমার মন্ত্রীরা ও আমার অমাত্যেরা আমার অন্বেষণ করল, এবং আমি আমার রাজ্যে পুনঃস্থাপিত হলাম, ও আমার মহিমা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেল। [৩৪] এখন আমি নেবুকাদ্নেজার সেই স্বর্গরাজের প্রশংসা, বন্দনা ও গৌরবকীর্তন করি, যাঁর সমস্ত কাজ সত্যময়, ও যাঁর সকল পথ ন্যায্য: সগর্বে চলে যারা, তিনি তাদের অবনমিত করতে সক্ষম।'

বেলশাজারের ভোজসভা

৫ [১] বেল্শাজার রাজা তাঁর এক হাজার প্রজাপ্রধানের জন্য এক মহাভোজের আয়োজন করলেন, এবং সেই এক হাজার লোকের চোখের সামনে আঙুররস পান করতে বসলেন। [২] যথেষ্ট আঙুররস পান করার পর বেল্শাজার এই হুকুম দিলেন, যেরুশালেমে একসময় যে মন্দির ছিল, তা থেকে তাঁর পিতা নেবুকাদ্নেজার সোনার ও রুপোর যে সকল পাত্র নিয়ে এসেছিলেন, তা যেন আনা হয়, যাতে রাজা ও তাঁর প্রজাপ্রধানেরা, তাঁর পত্নীরা ও তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত স্ত্রীলোকেরা সেই পাত্রগুলিতেই পান করতে পারেন। [৩] তখন যেরুশালেমে পরমেশ্বরের গৃহ-মন্দির থেকে তুলে নেওয়া ওই সোনার পাত্রগুলো আনা হল, এবং রাজা ও তাঁর প্রজাপ্রধানেরা, তাঁর পত্নীরা ও তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত স্ত্রীলোকেরা সেই সকল পাত্রে পান করলেন। [৪] তাঁরা আঙুররস পান করতে করতে সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ, লোহা, কাঠ ও পাথরের সেই দেব-দেবীর প্রশংসা করতে লাগলেন। [৫] ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মানুষের হাত দেখা দিল যার আঙুল রাজকক্ষের দেওয়ালের লেপের উপরে, দীপাধারের উল্টো দিকেই, লিখতে লাগল; সেই আঙুলটাকে লিখতে দেখে [৬] রাজার মুখ বিবর্ণ হল, মনে তিনি বিহ্বল হলেন, তাঁর কোমরের গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ল ও তাঁর হাঁটুতে হাঁটু ঠেকতে লাগল। [৭] রাজা চিৎকার করে গণক, কাল্দীয় ও জ্যোতির্বেত্তাদের ডাকিয়ে আনতে আদেশ দিলেন। তারা এলে রাজা বাবিলনের জ্ঞানীগুণীদের বললেন, 'যে কেউ সেই লেখাটা পড়ে তার অর্থ আমাকে জানাতে পারবে, সে বেগুনি কাপড়ে ভূষিত হবে, গলায় তাকে সোনার হার দেওয়া হবে, এবং যে তিনজনের হাতে রাজ-শাসনের ভার রয়েছে, সে তাদের একজন হবে।' [৮] তখন রাজার জ্ঞানীগুণীরা ভিতরে এল, কিন্তু সেই লেখা পড়তে বা তার অর্থ রাজাকে জানাতে পারল না। [৯] বেল্শাজার রাজা খুবই বিহ্বল হলেন ও তাঁর মুখ আরও বিবর্ণ হল; তাঁর প্রজাপ্রধানেরাও দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

[১০] তখন রাজা ও তাঁর প্রজাপ্রধানদের সেই কোলাহলে আকর্ষিতা হয়ে রানী ভোজশালায় এলেন; রানী বললেন, 'হে রাজন্, চিরজীবী হোন! ভাবনায় বিহ্বল হবেন না, আপনার মুখ এত বিবর্ণ না হোক; [১১] আপনার রাজ্যে এমন একজন আছেন যাঁর

অন্তরে পবিত্র দেবদের আত্মা বিরাজ করে; আপনার পিতার সময়ে তাঁর মধ্যে আলো, সুবুদ্ধি ও এমন প্রজ্ঞা দেখা গেল যা দেবদেরই প্রজ্ঞার তুল্য; এবং আপনার পিতা নেবুকাদ্নেজার রাজা—হ্যাঁ, রাজন্, আপনার পিতাই তাঁকে মন্ত্রজালিকদের, গণকদের, কাল্দীয়দের ও জ্যোতির্বেত্তাদের প্রধান বলে নিযুক্ত করেছিলেন। [১২] সেই দানিয়েলে—রাজা যাঁকে বেল্তেশাজার নাম দিয়েছিলেন—এমন সূক্ষ্ম আত্মা, জ্ঞান ও সুবুদ্ধি পাওয়া গেছিল যা দ্বারা তিনি স্বপ্নের অর্থ বলতে, রহস্য অনাবৃত করতে ও ধাঁধা ভাঙতে সমর্থ ছিলেন। সুতরাং দানিয়েলকে আহ্বান করা হোক, আর তিনি এর অর্থ জানাবেন।'

[১৩] তখন দানিয়েলকে রাজার সাক্ষাতে আনা হল; রাজা দানিয়েলকে বললেন, 'আমার পিতা মহারাজ যুদা থেকে যাদের দেশছাড়া করে এনেছিলেন, সেই নির্বাসিত ইহুদী লোকদের একজন তুমিই কি সেই দানিয়েল? [১৪] তোমার সম্বন্ধে আমি শুনতে পেয়েছি যে, তোমার অন্তরে দেবদের আত্মা বিরাজ করে, এবং তোমার মধ্যে আলো, সুবুদ্ধি ও অসাধারণ প্রজ্ঞাই রয়েছে। [১৫] এই লেখা পড়ে তার অর্থ আমাকে জানাবার জন্য একটু আগে আমার সামনে জ্ঞানীগুণী ও গণকদের আনা হয়েছে, কিন্তু তারা পারল না। [১৬] এখন, আমাকে বলা হয়েছে যে, অর্থ প্রকাশ করতে ও ধাঁধা ভাঙতে তুমি দক্ষ। সুতরাং, যদি তুমি এই লেখা পড়তে ও তার অর্থ আমাকে জানাতে পার, তাহলে বেগুনি কাপড়ে ভূষিত হবে, তোমার গলায় সোনার হার দেওয়া হবে, এবং যে তিনজনের হাতে রাজ-শাসনের ভার রয়েছে, তুমি তাদের একজন হবে।'

[১৭] দানিয়েল রাজাকে উদ্দেশ করে বললেন: 'আপনার উপহার আপনারই থাকুক, আপনার পুরস্কারও অন্যকে দিন; কিন্তু আমি মহারাজের কাছে লেখাটা পড়ব ও তার অর্থ তাঁকে জানাব। [১৮] হে রাজন্, পরাৎপর পরমেশ্বর আপনার পিতা নেবুকাদ্নেজারকে রাজ্য, মহিমা, গৌরব ও প্রতাপ দিয়েছিলেন; [১৯] তিনি তাঁকে যে মহিমা দিয়েছিলেন, তার জন্য সমস্ত জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ তাঁর সামনে কাঁপত, তাঁকে ভয় করত; তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে হত্যা করতেন, যাকে ইচ্ছা তাকে বাঁচিয়ে রাখতেন, যাকে ইচ্ছা তাকে উন্নীত করতেন ও যাকে ইচ্ছা তাকে নমিত করতেন। [২০] কিন্তু তাঁর হৃদয় যখন গর্বে স্ফীত হল ও তাঁর আত্মা দুঃসাহসে জেদি হল, তখন তাঁকে সিংহাসন থেকে বিচ্যুত করা হল ও তাঁর গৌরব হরণ করা হল। [২১] তাঁকে

মানবসমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, তাঁর হৃদয় পশুদের হৃদয়ের সমান হল, তিনি বন্য গাধাদের সঙ্গে বাস করলেন, ও বলদের মত ঘাস খেলেন; তাঁর শরীর আকাশের শিশিরে ভিজল, যতদিন না স্বীকার করলেন যে, মানব রাজ্যের উপরে পরাৎপর পরমেশ্বরই কর্তৃত্ব করেন, ও তার উপরে যাকে ইচ্ছা তাকে নিযুক্ত করেন। [২২] আর তাঁর পুত্র যে আপনি, হে বেল্শাজার, আপনি এই সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও হৃদয় অবনমিত করেননি। [২৩] এমনকি, স্বর্গের প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং তাঁর গৃহের নানা পাত্র আপনার সামনে আনা হয়েছে, আর আপনি, আপনার প্রজাপ্রধানেরা, আপনার পত্নীরা ও আপনার পরিচর্যায় নিযুক্ত স্ত্রীলোকেরা সেগুলিতে আঙুররস পান করেছেন; এবং রুপো, সোনা, ব্রঞ্জ, লোহা, কাঠ ও পাথরের যে দেব-দেবী দেখতে পারে না, শুনতে পারে না, কিছু বুঝতেও পারে না, আপনি সেগুলোরই প্রশংসা করেছেন; কিন্তু আপনার শ্বাস যাঁর হাতে, ও আপনার সকল পথ যাঁর অধীন, সেই পরমেশ্বরের প্রতি আপনি শ্রদ্ধা দেখাননি। [২৪] এজন্য তাঁর কাছ থেকে সেই হাত পাঠানো হল যা এই সমস্ত কথা লিখল।

[২৫] যা লেখা আছে, তা এ: *মেনে, মেনে, তেকেল,* এবং *পার্সিন*; [২৬] এবং এর অর্থ এ: *মেনে*—ঈশ্বর আপনার রাজ্য পরিমাপ করেছেন ও তার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন; [২৭] *তেকেল*—দাঁড়িপাল্লায় আপনাকে ওজন করা হয়েছে ও দেখা গেল, ওজন কম; [২৮] *পার্সিন*—আপনার রাজ্য বিভক্ত করা হল ও মেদীয় ও পারসিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল।’ [২৯] তখন বেল্শাজারের আজ্ঞায় দানিয়েল বেগুনি কাপড়ে ভূষিত হলেন, তাঁর গলায় সোনার হার দেওয়া হল, এবং যে তিনজনের হাতে রাজ-শাসনের ভার রয়েছে, প্রকাশ্য প্রচারে তাঁকে তাদের একজন বলে ঘোষণা করা হল।

[৩০] ঠিক সেই রাতে কাল্দিয়া-রাজ বেল্শাজারকে হত্যা করা হয়;

৬ [১] মেদীয় দারিউশ রাজ্য নিলেন; তাঁর বয়স তখন প্রায় বাষট্টি বছর।

সিংহের গর্তে দানিয়েল

৬ [২] দারিউশ নিজের অভিপ্রায়মত রাজ্যের সমস্ত প্রদেশে একশ' কুড়িজন ক্ষিতিপাল নিযুক্ত করলেন [৩] ও তাঁদের উপরে তিনজন গণপালকে রাখলেন; সেই তিনজনের মধ্যে দানিয়েল ছিলেন একজন। এঁদেরই কাছে ওই ক্ষিতিপালদের হিসাব দেওয়ার কথা, যেন রাজাকে প্রবঞ্চনা করা না হয়। [৪] অন্যান্য গণপাল ও ক্ষিতিপালদের চেয়ে দানিয়েল শ্রেষ্ঠই ছিলেন, কারণ তাঁর অন্তরে এমন অসাধারণ আত্মা বিরাজ করছিল যে, রাজা ভাবছিলেন, তাঁকে সমগ্র রাজ্যের উপরে নিযুক্ত করবেন। [৫] ফলে গণপাল ও ক্ষিতিপাল সকলেই রাজ-ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দানিয়েলের কোন একটা দোষ ধরতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু তাঁর বেলায় অভিযোগ করার মত বা অবহেলা দেখাবার মত কিছুই পেতে পারলেন না; তিনি এমনই বিশ্বস্ত ছিলেন যে, তাঁর মধ্যে প্রবঞ্চনা বা অবহেলার লেশমাত্র ছিল না। [৬] তাই তাঁরা ভাবলেন, 'তার ঈশ্বরের বিধান বিষয়ে ছাড়া আমরা ওই দানিয়েলের বিরুদ্ধে অন্য কোন দোষ পাব না।' [৭] তাই সেই গণপালেরা ও ক্ষিতিপালেরা একজোট হয়ে রাজাকে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ দারিউশ, চিরজীবী হোন! [৮] রাজ্যের গণপালেরা, প্রদেশপালেরা, ক্ষিতিপালেরা, মন্ত্রীরা ও গণশাসকেরা সকলে মিলে এবিষয়ে একমত যে, এমন রাজাজ্ঞা ও কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক, যা অনুসারে যে কেউ আজ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে মহারাজের কাছে ছাড়া অন্য কোন দেবতা বা মানুষের কাছে আবেদন জানায়, তবে হে রাজন্, তাকে সিংহের গর্তে ফেলা হবে। [৯] এখন, হে রাজন্, আপনি সেই নিষেধাজ্ঞা স্থির করে বিধিপত্রে স্বাক্ষর দিন, যেন মেদীয়দের ও পারসিকদের অন্যান্য আইনেরই মত অপরিবর্তনীয় হয় যা বাতিল হবার নয়।' [১০] তখন দারিউশ রাজা সেই পত্রে স্বাক্ষর দিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন।

[১১] দানিয়েল যখন জানতে পারলেন, পত্রটা স্বাক্ষরিত হয়েছে, তখন ঘরের মধ্যে গেলেন; তাঁর কক্ষের জানালা যেরুশালেমমুখী ছিল; তিনি দিনে তিনবার জানুপাত করে তাঁর ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা ও স্তুতি নিবেদন করলেন—যেমন আগেও করতেন। [১২] সেই লোকেরা একজোট হয়ে এসে দেখতে পেলেন, দানিয়েল তাঁর ঈশ্বরের কাছে

আবেদন ও মিনতি নিবেদন করছেন। [১৩] তাই সঙ্গে সঙ্গে রাজার কাছে গিয়ে তাঁরা তাঁর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে তাঁকে বললেন: 'হে রাজন্, আপনি কি এই নিষেধপত্রে স্বাক্ষর দেননি যে, যে কেউ আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে মহারাজের কাছে ছাড়া অন্য দেবতা বা মানুষের কাছে আবেদন জানায়, তাকে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হবে?' রাজা উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ; ঠিক তাই স্থির করা হয়েছে, যেমন মেদীয়দের ও পারসিকদের সকল আইন যা বাতিল হবার নয়।' [১৪] তখন রাজার এই কথায় তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আচ্ছা, নির্বাসিত ইহুদীদের একজন, সেই দানিয়েল, আপনাকে, হে রাজন্, ও আপনার স্বাক্ষরিত নিষেধাজ্ঞাও অমান্য করে; বস্তুত সে দিনে তিনবার প্রার্থনা করে।' [১৫] তেমন কথা শুনে রাজা খুবই মনঃক্ষুণ্ন হলেন, মনে মনে ভাবছিলেন কেমন করে দানিয়েলকে নিস্তার করতে পারবেন, এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁকে বাঁচাবার জন্য সবদিক দিয়ে চেষ্টা করলেন। [১৬] কিন্তু সেই লোকেরা রাজার উপরে চাপ দিয়ে তাঁকে বলতে লাগলেন, 'মহারাজ, মনে রাখবেন, মেদীয়দের ও পারসিকদের আইন অনুসারে রাজা যে নিষেধাজ্ঞা বা বিধিতে একবার স্বাক্ষর দিয়েছেন, তা আর বদলানো যায় না।' [১৭] তখন রাজা হুকুম দিলেন যেন দানিয়েলকে গ্রেপ্তার করে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হয়। দানিয়েলকে উদ্দেশ করে রাজা বললেন, 'যাঁকে তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করে থাক, সেই ঈশ্বর তোমাকে নিস্তার করুন!' [১৮] পরে একটা পাথর আনা হলে তা গর্তের মুখে বসানো হল, এবং কেউ যেন দানিয়েলের দশার পরিবর্তন ঘটাতে না পরে, সেজন্য রাজা তাঁর আঙটি দিয়ে ও প্রজাপ্রধানদের আঙটি দিয়ে পাথরটার উপরে সীলমোহর করে দিলেন। [১৯] পরে রাজা রাজপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে উপবাস পালন করে রাত কাটালেন, তাঁর কাছে কোন উপপত্নীকে পাঠানো হল না, তাঁর ঘুমও হল না।

[২০] পরদিন রাজা খুব সকালে উঠে শীঘ্রই সিংহের গর্তের দিকে গেলেন; [২১] গর্তের কাছাকাছি এসে পৌঁছে তিনি কাতর কণ্ঠে দানিয়েলকে ডাকতে লাগলেন: 'হে জীবনময় ঈশ্বরের দাস দানিয়েল, যাঁকে তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করে থাক, তোমার সেই ঈশ্বর কি সিংহের কবল থেকে তোমাকে নিস্তার করতে পেরেছেন?' [২২] দানিয়েল উত্তরে বললেন, 'হে রাজন্, চিরজীবী হোন! [২৩] আমার ঈশ্বর তাঁর দূত পাঠিয়ে সিংহদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন; তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, কারণ তাঁর সামনে

আমি নিরপরাধী বলে গণ্য হয়েছি; আপনার সামনেও, হে রাজন্, আমি কোন অপরাধ করিনি।’ [২৪] এতে রাজা খুবই আনন্দিত হলেন, এবং দানিয়েলকে গর্ত থেকে তুলে নিতে আজ্ঞা করলেন। গর্ত থেকে তাঁকে তুলে নিলে তাঁর দেহে কোন রকম আঘাত দেখা গেল না, কারণ তিনি তাঁর ঈশ্বরে আস্থা রেখেছিলেন।

[২৫] তখন রাজা হুকুম দিলেন, যারা দানিয়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল, যেন তাদের এনে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হয়, তাদের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীদেরও যেন সেখানে ফেলে দেওয়া হয়। আর তারা গর্তের তলা স্পর্শ করতে না করতেই সিংহেরা তাদের আক্রমণ করে তাদের হাড় চূর্ণবিচূর্ণ করল।

[২৬] তখন দারিউশ রাজা সমস্ত পৃথিবীর জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষের কাছে এই পত্র লিখলেন: ‘সকলের মহাশান্তি হোক! [২৭] আমার এই রাজাজ্ঞা অনুসারে, আমার অধীনস্থ সমগ্র রাজ্য জুড়ে সকলে দানিয়েলের ঈশ্বরকে সম্মান করুক ও ভয় করুক, কারণ

তিনি জীবনময় ঈশ্বর ও চিরকালস্থায়ী;
তাঁর রাজ্য অবিনাশ্য,
তাঁর আধিপত্য অন্তহীন।
[২৮] তিনি নিস্তার করেন ও উদ্ধার করেন,
স্বর্গে ও মর্তে চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ সাধন করেন;
তিনি দানিয়েলকে সিংহদের কবল থেকে নিস্তার করেছেন।’

[২৯] এই দানিয়েল দারিউশের ও পারসিক কুরোশের রাজত্বকালে সমৃদ্ধিশীল ছিলেন।

দানিয়েলের নানা স্বপ্ন

চার পশু ও মানবপুত্র

৭ [১] বাবিলন-রাজ বেল্শাজারের প্রথম বর্ষে দানিয়েল শয্যায় শুয়ে থাকাকালে একটা স্বপ্ন দেখলেন, ও তাঁর মনে নানা দর্শনও দেখা দিল। তিনি সেই স্বপ্নের একটা বিবরণী লিখলেন; বিবরণীতে দানিয়েল বলেন:

[২] আমি রাত্রিবেলায় একটা দর্শনে দেখছিলাম, এমন সময় আকাশের চারবায়ু প্রচণ্ড বেগে মহাসমুদ্রের উপরে বইতে লাগল, [৩] আর বিশাল চারটে পশু সমুদ্র থেকে বেরিয়ে উঠতে লাগল—সেগুলোর প্রত্যেকের চেহারা আলাদা ছিল: [৪] প্রথমটা ছিল সিংহের মত, তার ডানাও ছিল, ঈগল পাখির ডানার মত ডানা। আমি দেখতে দেখতে তার সেই দুই ডানা কেড়ে নেওয়া হল, এবং মাটি থেকে উচ্চতে তোলা হলে তাকে মানুষের মত দুই পায়ে দাঁড় করানো হল ও মানব হৃদয় তাকে দেওয়া হল। [৫] পরে দেখ, ভালুকের মত দ্বিতীয় একটা পশু: তা এক পাশে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছিল, এবং তার মুখে, তার দাঁতেই, তিনটে পাঁজরের হাড় ছিল; তাকে বলা হল: ওঠ, প্রচুর মাংস গ্রাস কর। [৬] এর পরে আমি তাকিয়ে আছি, এমন সময় চিতাবাঘের মত আর একটা পশু উপস্থিত: তার পিঠে পাখির ডানার মত চারটে ডানা ছিল; তার চারটে মাথাও ছিল; একে কর্তৃত্ব দেওয়া হল।

[৭] আমি রাত্রিবেলায় আবার দর্শনে দেখছিলাম, এমন সময় ভয়ঙ্কর, সন্ত্রাসজনক ও খুবই শক্তিশালী চতুর্থ একটা পশু দেখা দিল: তার বিশাল বিশাল লোহার দাঁত ছিল; তা সবকিছু গ্রাস করছিল ও চূর্ণবিচূর্ণ করছিল, আর বাকিটুকু পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছিল; আগের পশুদের চেয়ে এটা আলাদা ছিল—তার ছিল দশটা শিং! [৮] আমি তখনও সেই শিঙের দিকে তাকিয়ে আছি, আর দেখ, সেগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র আর একটা শিং গজিয়ে উঠছে, আর এটা যেন জায়গা পায়, আগের শিংগুলির তিনটে শিং উপড়ে ফেলা হল; আর দেখ, ওই শিঙে ছিল মানুষের চোখের মত চোখ ও একটা মুখ যা দম্ভ-ভরা কথা বলে।

[৯] আমি তখনও তাকিয়ে আছি,
এমন সময় কয়েকটা সিংহাসন এনে রাখা হল,
এবং প্রাচীন একজন আসন নিলেন :
তাঁর পোশাক তুষারের মত শুভ্র,
ও তাঁর মাথার চুল পশমের মত শুভ্র ;
তাঁর সিংহাসন ছিল অগ্নিশিখার মত,
তার চাকাগুলো জ্বলন্ত আগুনের মত।
[১০] তাঁর সম্মুখ থেকে অগ্নি-স্রোত নির্গত হয়ে বয়ে চলছিল ;
লক্ষ লক্ষ কারা যেন তাঁর সেবা করছিল,
এবং কোটি কোটি কারা যেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।
তখন বিচারসভা আসন নিল,
ও পুস্তকগুলো খোলা হল।

[১১] আমি তাকিয়ে রইলাম। পরে, আমি তাকাতে তাকাতেই, ওই শিংটা যে দম্ভ-ভরা কথা উচ্চারণ করছিল, সেই কথাগুলোর তীব্র শব্দের কারণে পশুটাকে বধ করা হল, ও তার দেহ বিনষ্ট হলে পর আগুনের উপরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল। [১২] অন্য পশুগুলো নিজ নিজ কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত হল, এবং তাদের আয়ু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই স্থির করা হল।

[১৩] আমি রাত্রিবেলায় আবার দর্শনে দেখছিলাম,
এমন সময়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে
মানবপুত্রের মত কে যেন একজন এগিয়ে আসছেন :
তিনি সেই প্রাচীনজনের কাছে এসে উপস্থিত হলে
তাঁকে তাঁর সাক্ষাতে আনা হল ;
[১৪] তাঁকে আরোপ করা হল
কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ-অধিকার ;
সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ
তাঁর সেবায় নিবদ্ধ হল।

তাঁর কর্তৃত্ব সনাতন কর্তৃত্ব
যা কখনও লোপ পাবে না,
এবং তাঁর রাজ্য কখনও বিলুপ্ত হবে না।

[১৫] আমি, দানিয়েল, আমার দেহের মধ্যে আত্মায় বিষণ্ন হলাম, আমার মনের নানা দর্শন আমাকে এতই বিহ্বল করেছিল! [১৬] যাঁরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের একজনের কাছে এগিয়ে গিয়ে এই সমস্ত কিছুর প্রকৃত অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম, আর তিনি আমাকে তার অর্থ এই বলে প্রকাশ করলেন: [১৭] 'ওই চারটে বিশাল পশু হল চার রাজা, পৃথিবী থেকেই যাদের উদ্ভব হবে; [১৮] কিন্তু পরাৎপরের পবিত্রজনেরা রাজ্য গ্রহণ করবে এবং রাজত্ব করবে চিরকাল—যুগে যুগে চিরকাল।' [১৯] আমি তখন সেই চতুর্থ পশুর আসল কথা জানতে চাইলাম, সেই যে পশু অন্য সকল পশুর চেয়ে আলাদা ও অধিক ভয়ঙ্কর, যার দাঁত লোহার ও নখ ব্রঞ্জের, যা সবকিছু গ্রাস করছিল ও চূর্ণবিচূর্ণ করছিল ও বাকিটুকু পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছিল। [২০] আর তার মাথায় সেই দশটা শিঙের অর্থ, ও যে অন্য শিংটা গজিয়ে উঠেছিল, যার সামনে তিনটে শিং পড়ে গেল; আবার জানতে চাইলাম সেই শিঙের আসল কথা, যে শিঙের চোখ ছিল ও এমন মুখ ছিল যা দম্ভ-ভরা কথা বলছিল, এবং অন্য শিংগুলোর চেয়ে যা বড় দেখাচ্ছিল। [২১] আমি তাকিয়ে দেখছিলাম, এমন সময়ে সেই শিং পবিত্রজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের উপর বিজয়ী হচ্ছিল, [২২] যতক্ষণ না সেই প্রাচীনজন এলেন; তখন পরাৎপরের পবিত্রজনদের পক্ষে বিচার সম্পন্ন করা হল, এবং সেই সময় এল যখন পবিত্রজনদেরই রাজ্যভার গ্রহণ করার কথা।

[২৩] তাই তিনি আমাকে একথা বললেন:

'চতুর্থ পশুটা হল পৃথিবীর চতুর্থ এক রাজ্য,
যা সকল রাজ্যের চেয়ে আলাদা হবে
ও সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করবে,
মাড়িয়ে দেবে ও চূর্ণবিচূর্ণ করবে।
[২৪] তার দশটা শিঙের অর্থ এ:
ওই রাজ্য থেকে দশ রাজার উদ্ভব হবে,

আর তাদের পরে আর এক রাজার উদ্ভব হবে,
যে আগেকার রাজাদের চেয়ে আলাদা হবে,
ও সেই তিন রাজাকে ভূপাতিত করবে;
[২৫] সে পরাৎপরকে টিটকারি দেবে,
পরাৎপরের পবিত্রজনদের উৎপীড়ন করবে,
এবং উপাসনা-কাল ও বিধান বদলাবার কথাও ভাববে;
পবিত্রজনেরা এক কাল, নানা কাল ও অর্ধেক কালের জন্য
তার হাতে সমর্পিত হবে।
[২৬] পরে বিচার সম্পন্ন হবে,
আর তার কর্তৃত্ব তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হবে,
অবশেষে তাকে নিঃশেষে বিনাশ করা হবে,
সে নিশ্চিহ্নই হয়ে যাবে।
[২৭] তখন রাজ-অধিকার, কর্তৃত্ব
ও সমস্ত আকাশের নিচের যত রাজ্যের মহিমা
সেই পরাৎপরেরই পবিত্র জনগণকে দেওয়া হবে,
যাঁর রাজ্য সনাতন রাজ্য,
বিশ্বের যত কর্তৃত্ব যাঁকে সেবা করবে
ও যাঁর প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করবে।'

[২৮] এইখানে বিবরণীর সমাপ্তি। আমি দানিয়েল মনে খুবই বিহ্বল হলাম, আমার মুখ বিবর্ণ হল, এবং এই সবকিছু হৃদয়ে গেঁথে রাখলাম।

ভেড়া ও ছাগের দর্শনলাভ

৮ [১] বেল্শাজার রাজার রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে আমি দানিয়েল সেই প্রথম দর্শন পাবার পর আর এক দর্শন পেলাম। [২] আমি দর্শনটা লক্ষ করছিলাম, এমন সময় দেখতে পেলাম, আমি এলাম প্রদেশের শুশান রাজপুরীতে আছি; দর্শন লক্ষ করতে করতে এও দেখলাম যে, আমি উলাই নদীকূলে আছি। [৩] আমি চোখ তুলে তাকালাম,

আর দেখ, এক ভেড়া নদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে; তার দু'টো শিং, দু'টোই উচ্চ, কিন্তু একটা অন্যটার চেয়ে খুবই উচ্চ, যদিও এ উচ্চতরটা পরেই গজিয়ে উঠল। [৪] আমি দেখলাম, ভেড়াটা পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে ঢু মারছিল, আর তার সামনে কোন পশু দাঁড়াতে পারছিল না, তার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে এমন কেউও ছিল না: পশুটা যা খুশি তাই করছিল ও প্রভাবশালী হয়ে উঠল।

[৫] আমি ভালোমত লক্ষ করছিলাম, আর দেখ, পশ্চিমদিক থেকে এক ছাগ মাটি স্পর্শ না করেই সমগ্র পৃথিবী পার হয়ে আসছিল; তার দুই চোখের মাঝখানে ছিল প্রকাণ্ড এক শিং। [৬] নদীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যে ভেড়াটা আমি দেখেছিলাম, সেই দুই শিংওয়ালা ভেড়াটার কাছে এগিয়ে এসে ছাগটা তার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে দৌড়োতে লাগল। [৭] আর আমি দেখলাম যে, তাকে আক্রমণ করার পর সে প্রচণ্ড ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে ভেড়ার গায়ে ঢু মেরে তার দুই শিং ভেঙে ফেলল—তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি ওই ভেড়ার আর রইল না; পরে সে তাকে মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে পায়ে মাড়াতে লাগল; তার হাত থেকে ভেড়াটাকে উদ্ধার করবে এমন কেউ ছিল না। [৮] পরে ছাগটা আরও প্রভাবশালী হয়ে উঠল, কিন্তু অধিক শক্তিশালী হলেই তার সেই প্রকাণ্ড শিং ভেঙে গেল, আর সেটার জায়গায় আকাশের চারবায়ুমুখী অন্য চারটে প্রকাণ্ড শিং গজিয়ে উঠল।

[৯] সেই শিংগুলির মধ্য থেকে ক্ষুদ্রতম এক শিং গজিয়ে উঠল যা দক্ষিণ ও পুবদিকে এবং শোভার দেশের দিকে অধিক বৃদ্ধি পেতে লাগল; [১০] এমনকি আকাশমণ্ডলের বাহিনী পর্যন্তও বেড়ে উঠে সেই বাহিনীর ও তারকারাজির একটা অংশ মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পায়ে মাড়াতে লাগল। [১১] তা বাহিনীপতিরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল; তাঁর নিত্য বলিদান বাতিল করে দিল ও তাঁর পবিত্রধামের ভিত উৎপাটন করল; [১২] সেনাবাহিনীকেও তা আলোড়িত করল, এবং নিত্য বলিদানের স্থানে অধর্মই প্রতিষ্ঠিত করল ও সত্যকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল; তা তেমন কাজই করল, ও কৃতকার্যও হল!

[১৩] আমি শুনতে পেলাম, কে যেন এক পবিত্রজন কথা বলছেন, এবং যিনি কথা বলছিলেন, তাঁকে আর এক পবিত্রজন জিজ্ঞাসা করলেন: 'নিত্য বলিদান যে বাতিল

করা হল, অধর্ম যে সবকিছু ধ্বংস করছে, পবিত্রধাম ও বাহিনীকে যে মাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমন দর্শন আর কতদিনের জন্য?' [১৪] প্রথমজন উত্তরে তাঁকে বললেন: 'দু'হাজার তিনশ' সন্ধ্যা ও সকাল কেটে যাবে, পরে পবিত্রধামের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।'

[১৫] আমি দানিয়েল তেমন দর্শন লক্ষ করছিলাম ও তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, আর দেখ, পুরুষের মত দেখতে কে যেন একজন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; [১৬] এবং আমি কার্ যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম যা উলাইয়ের মধ্য থেকে চিৎকার করে বলল: 'গাব্রিয়েল, দর্শনের অর্থ একে বুঝিয়ে দাও।' [১৭] আমি তখন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তিনি সেখানকার দিকে এগিয়ে এলেন, আর তিনি একবার এসে উপস্থিত হলে আমি অভিভূত হয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম। তিনি আমাকে বললেন, 'হে আদমসন্তান, ভাল করে বুঝে নাও, কারণ এই দর্শন অন্তিমকাল সংক্রান্ত।' [১৮] তিনি আমার সঙ্গে তখনও কথা বলছিলেন, এমন সময় আমি ঘোর নিদ্রায় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম; কিন্তু তিনি আমাকে স্পর্শ করে আবার দাঁড় করালেন। [১৯] তিনি বললেন: 'দেখ, ক্রোধের শেষকালে যা ঘটবে, তা আমি তোমাকে প্রকাশ করি, কারণ দর্শন অন্তিমকাল সংক্রান্ত। [২০] তুমি যে পশুটাকে দেখলে, যার দু'টো শিং ছিল, তা হল মেদীয় ও পারসিক রাজা। [২১] লোমশ ছাগটা হল গ্রীসদেশের রাজা, এবং তার দু'চোখের মাঝখানে যে প্রকাণ্ড শিং, তা হচ্ছে প্রথম রাজা। [২২] তা যে ভেঙে গেল ও তার জায়গায় যে আর চারটে শিং গজিয়ে উঠল, তার মর্মার্থ এই: সেই জাতি থেকে চার রাজ্যের উদ্ভব হবে, কিন্তু ওটার মত তত পরাক্রমী হবে না।

[২৩] তাদের রাজ্যের শেষকালে
অধর্ম শেষ মাত্রায় পূর্ণ হলে
দুঃসাহসী ও কুটিলমনা এক রাজার উদ্ভব হবে;
[২৪] তার প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে উঠবে,
কিন্তু নিজেরই প্রভাবে নয়;
সে অসম্ভব মতলব খাটাবে,

তার সমস্ত প্রচেষ্টায় সফল হবে,
এবং শক্তিশালী মানুষদের ও পবিত্রজনদের জনগণকে বিনাশ করবে।
[২৫] তার কুটিলতার ফলে
তার হাতে ছলনার সমৃদ্ধি হবে,
সে নিজে গর্বিত-মনা হয়ে উঠবে,
এবং চাতুরি করে অনেকের বিনাশ ঘটাবে;
সে অধিপতিদের অধিপতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে,
কিন্তু কোন মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাকে ভেঙে দেওয়া হবে।
[২৬] সন্ধ্যা ও সকালের বিষয়ে যে দর্শন প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্য।
কিন্তু তুমি এই দর্শনের কথা গুপ্তই রাখ,
কারণ এ অনেক দিন পরের ব্যাপার।’

[২৭] এতে আমি দানিয়েল কিছু দিনের মত শ্রান্ত ও অসুস্থ হয়ে রইলাম; পরে উঠে আবার রাজার পরিচর্যায় আমার কাজ করে চললাম। দর্শনটার বিষয়ে আমি অভিভূত ছিলাম, কিন্তু তা বুঝতে পারছিলাম না।

সত্তর সপ্তাহ-বর্ষ

৯ [১] মেদীয় বংশজাত আহাসুয়েরোসের সন্তান যে দারিউশ কাল্দিয়া-রাজ্যের
রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর প্রথম বর্ষে, [২] তাঁর রাজত্বকালেরই প্রথম বর্ষে, আমি
দানিয়েল শাস্ত্রগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করে সেই বছর-গণনায় ব্যস্ত ছিলাম, যে বছরের বিষয়ে
প্রভু নবী যেরেমিয়ার কাছে কথা বলেছিলেন, অর্থাৎ সেই সত্তর বছর, যা যেরুশালেমের
উৎসন্ন-দশা শেষ হবার আগে অতিবাহিত হওয়ার কথা। [৩] আমি উপবাস পালনে,
চটের কাপড়ে ও ছাই মেখে প্রার্থনা ও মিনতি করতে করতে প্রভু পরমেশ্বরের দিকে মুখ
ফেরালাম, [৪] এবং আমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে এই স্বীকারোক্তি উচ্চারণ
করলাম: 'হে প্রভু, হে মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, তুমি যে তাদের প্রতি সন্ধি ও কৃপা রক্ষা
করে থাক যারা তোমাকে ভালবাসে ও তোমার আজ্ঞা পালন করে, [৫] আমরা পাপ
করেছি, শঠতা করেছি, দুষ্কর্ম করেছি, বিদ্রোহী হয়েছি, তোমার বিধি ও নিয়মনীতি থেকে
সরে গেছি। [৬] তোমার দাস সেই যে নবীরা তোমার নামে আমাদের রাজাদের,
সমাজনেতাদের, পিতৃপুরুষদের ও দেশের গোটা জনগণের কাছে কথা বলেছিলেন,
তাঁদের কথায় আমরা কান দিইনি। [৭] প্রভু, ধর্মময়তা তোমার, কিন্তু আমাদের রয়েছে
শুধু মুখমণ্ডলে লজ্জা, যেমনটি আজও দেখা যাচ্ছে: বস্তুত যুদার মানুষ ও যেরুশালেম-
অধিবাসীরা এবং গোটা ইস্রায়েল এই অবস্থায় রয়েছে, যারা নিকটবর্তী বা দূরবর্তী, যারা
সেই সকল দেশে রয়েছে, যেখানে তুমি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছ, যেহেতু তারা তোমার
প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখিয়েছে। [৮] হে প্রভু, আমরা, আমাদের রাজারা, সমাজনেতারা ও
পিতৃপুরুষেরা সকলে ভীষণ লজ্জার যোগ্য, কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি।
[৯] করুণা ও ক্ষমা আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের! কারণ আমরা তাঁর প্রতি বিদ্রোহী
হয়েছি, [১০] আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হইনি: তিনি তাঁর দাস সেই
নবীদের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে যে সমস্ত বিধিনিয়ম রেখেছেন, আমরা সেই পথে
চলিনি। [১১] গোটা ইস্রায়েল-ই তোমার বিধান লঙ্ঘন করেছে, তোমার প্রতি বাধ্যতা
দেখাবার অনিচ্ছায় বিপথে গেছে, সেজন্য পরমেশ্বরের দাস মোশির বিধানে লেখা সেই

শপথ করা অভিশাপ আমাদের উপরে বর্ষিত হয়েছে, কারণ আমরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি।

[১২] আর আমাদের ও আমাদের শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে তিনি যে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেই সমস্ত বাণীর সিদ্ধি ঘটিয়ে আমাদের উপরে এমন ভারী অমঙ্গল এনেছেন, যার সমান, আকাশের নিচে, যেরুশালেমের প্রতি কখনও ঘটেনি। [১৩] মোশির বিধানে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে এই সমস্ত অমঙ্গল আমাদের উপরে এসেছে; তা সত্ত্বেও আমাদের শঠতা ত্যাগ না করায় ও তোমার সত্যের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ায় আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর শ্রীমুখ প্রশমিত করিনি। [১৪] প্রভু এই অমঙ্গলের প্রতি সজাগ থাকলেন, শেষে তা আমাদের উপরে আনলেন, কেননা আমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর সমস্ত কাজে ধর্মময়, আর আমরা তাঁর প্রতি অবাধ্য হয়েছি। [১৫] প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, তুমি তো শক্তিশালী হাতে মিশর দেশ থেকে তোমার আপন জনগণকে বের করে এনেছিলে ও নিজের জন্য সুনাম অর্জন করেছিলে —যেমনটি আজও দেখা যাচ্ছে!—আমরা পাপ করেছি, দুষ্কর্ম করেছি। [১৬] প্রভু, দোহাই তোমার, তোমার সমস্ত ধর্মময়তা অনুসারে যেরুশালেমের প্রতি—তোমার আপন নগরী, তোমার পবিত্র পর্বতের প্রতিই তোমার ক্রোধ ও রোষ প্রশমিত হোক, কেননা আমাদের পাপের কারণে ও আমাদের পিতৃপুরুষদের শঠতার কারণে যেরুশালেম ও তোমার জনগণ চারদিকের সমস্ত লোকের টিটকারির পাত্র হয়েছে।

[১৭] এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, তোমার এই দাসের প্রার্থনা ও মিনতি শোন, এবং তোমার উৎসন্নস্থান সেই পবিত্রধামের উপর—প্রভুর খাতিরে—তোমার শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল। [১৮] হে আমার পরমেশ্বর, কান পেতে শোন, এবং চোখ উন্মীলিত করে আমাদের উৎসন্নস্থানের দিকে, সেই নগরীর দিকেই চেয়ে দেখ, যা তোমার আপন নাম বহন করে! আমরা তো আমাদের ধর্মিষ্ঠতার জোরে নয়, তোমার মহাস্নেহকেই হাতিয়ার করে তোমার সামনে আমাদের মিনতি রাখছি। [১৯] শোন, প্রভু! ক্ষমা কর, প্রভু! শোন, প্রভু, আমাদের পক্ষসমর্থন কর! হে আমার পরমেশ্বর, তোমার নিজের খাতিরেই আর দেরি করো না, কারণ তোমার নগরী ও তোমার জনগণ তোমার আপন নাম বহন করে।’

[২০] আমি তখনও কথা বলছিলাম, তখনও প্রার্থনায় রত ছিলাম এবং আমার পাপ ও আমার জাতি ইস্রায়েলের পাপ স্বীকার করছিলাম, এবং আমার পরমেশ্বরের পবিত্র পর্বতের জন্য আমার পরমেশ্বর প্রভুর সামনে মিনতি নিবেদন করছিলাম, [২১] যখন আমার প্রার্থনার কথা শেষ হতে না হতেই সেই গাব্রিয়েল—যাঁকে আমি প্রথম দর্শনে দেখেছিলাম—আমার কাছে দ্রুতবেগে উড়ে এলেন: তখন সান্ধ্য বলিদানের সময়। [২২] আমাকে উদ্বুদ্ধ করে তিনি আমাকে বললেন: 'দানিয়েল, আমি তোমাকে উদ্বুদ্ধ করতে ও চেতনা দিতে এসেছি। [২৩] তোমার মিনতির আরম্ভ থেকেই একটা বাণী উদ্গত হল, তাই আমি তোমাকে তার সংবাদ দিতে এসেছি, কারণ তুমি মহাপ্রীতির পাত্র। সুতরাং তুমি এখন সেই বাণীতে মনোযোগ দাও আর এই দর্শন বুঝে নাও:

[২৪] তোমার জাতির ও তোমার পবিত্র নগরীর পক্ষে
অধর্মের শেষ দশা ঘটাবার জন্য,
পাপ মুছে দেবার জন্য,
অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য,
চিরস্থায়ী ধর্মময়তা আনবার জন্য,
দর্শন ও ভাববাণী সত্য বলে সপ্রমাণ করার জন্য,
ও মহাপবিত্রজনকে তৈলাভিষিক্ত করার জন্য,
সত্তর সপ্তাহ নিরূপিত হয়েছে।

[২৫] তাই তুমি জেনে রাখ, বুঝে নাও: "যেরুশালেম পুনর্নির্মাণ করতে ফিরে যাও" এই বাণী বের হওয়ার সময় থেকে তৈলাভিষিক্ত এক জনপ্রধানের আগমন পর্যন্ত সাত সপ্তাহ হবে। বাষট্টি সপ্তাহ ধরে যত খোলা জায়গা ও প্রাকার পুনর্নির্মিত হবে—তা সঙ্কটের সময়ই হবে। [২৬] এই বাষট্টি সপ্তাহ পরে তৈলাভিষিক্ত একজনকে উচ্ছেদ করা হবে, কিন্তু তাঁর দোষে নয়; এবং ভাবীকালে আসন্ন জনপ্রধানের এক জনগণ নগরীকে ও পবিত্রধাম ধ্বংস করবে; তার শেষ পরিণাম প্লাবন দ্বারা চিহ্নিত হবে, এবং শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত নিরূপিত সর্বনাশের পর সর্বনাশ হবে। [২৭] সে এক সপ্তাহ ধরে বহুজনের সঙ্গে দৃঢ় সন্ধি স্থাপন করবে, এবং এক সপ্তাহের অর্ধেক কালের মধ্যে বলিদান ও অর্ঘ্য বাতিল

করে দেবে ; জঘন্য বস্তুগুলোর পাশটির উপরে এক সর্বনাশক থাকবে, আর সেখানে শেষ পর্যন্তই থাকবে, অর্থাৎ ততক্ষণ যতক্ষণ না সেই সর্বনাশকের নিরূপিত উচ্ছেদ ঘটে।'

শেষ মহাদর্শন

১০ [১] পারস্য-রাজ কুরোশের তৃতীয় বর্ষে বেল্তেশাজার নামে পরিচিত দানিয়েলের কাছে এক বাণী প্রকাশিত হল—সত্য ও মহাসজ্ঘাত সংক্রান্তই এবাণী! তিনি বাণীর অর্থ বুঝলেন, দর্শনের অর্থও তাঁকে বুঝতে দেওয়া হল।

[২] সেসময় আমি দানিয়েল তিন সপ্তাহ ধরে তপস্যা করছিলাম; [৩] এই তিন সপ্তাহ-কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি সুস্বাদু খাবার খাইনি, আমার মুখে মাংস বা আঙুররস প্রবেশ করেনি, গায়ে তেলও মাখাইনি। [৪] পরে, প্রথম মাসের চতুর্বিংশ দিনে যখন আমি মহানদীকূলে, সেই দজলা নদীকূলে ছিলাম, [৫] তখন চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, ক্ষোমের পোশাক পরা ও কোমরে উফাজের সোনার বন্ধনী বাঁধা কে যেন একজন! [৬] তাঁর দেহ বৈদূর্যমণির মত, তাঁর মুখ বিদ্যুতের মত দেখতে, তাঁর চোখ জ্বলন্ত আগুনের মত, তাঁর হাত-পা উজ্জ্বল ব্রঞ্জের মত, এবং তাঁর কথার সুর বিপুল জনতার কোলাহলের মত। [৭] আমি দানিয়েল একাকী সেই দর্শন পেলাম; যারা আমার সঙ্গে ছিল, তারা সেই দর্শন পায়নি, তবু এমন মহাবিভীষিকায় অভিভূত হয়ে পড়ল যে, নিজেদের লুকোতে পালিয়ে গেল। [৮] তাই সেই মহাদর্শনের দিকে তাকাতে আমি একা হয়ে রইলাম; আমার কেমন যেন আর বল ছিল না, আমার চেহারা অন্য রকম হল, সমস্ত বল হারিয়ে ফেললাম। [৯] আমি তাঁর বাণীর সুর শুনলাম, কিন্তু সেই বাণীর সুর শোনামাত্র ঘোর নিদ্রায় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম। [১০] আর দেখ, কার্ যেন হাত আমাকে স্পর্শ করে কম্পমান এই আমাকে হাঁটুতে দাঁড় করিয়ে আমার দু'হাতের পাতার উপরে ভর করাল। [১১] তিনি আমাকে বললেন, 'হে মহাপ্রীতির পাত্র দানিয়েল, আমি তোমাকে যে যে কথা বলতে যাচ্ছি, তা তুমি বুঝে নাও: উঠে দাঁড়াও, কারণ এখন তোমারই কাছে আমি প্রেরিত হয়েছি।' তিনি আমাকে একথা বললে আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালাম। [১২] তখন তিনি আমাকে বললেন, 'দানিয়েল, ভয় করো না; কারণ সেই যে প্রথম দিন তুমি পরমেশ্বরের সামনে নত হয়ে বুঝবার জন্য চেষ্টা করেছ, সেদিন থেকে তোমার সমস্ত বাণী শোনা হয়েছে, আর তোমার সেই বাণীর জন্যই আমি এসেছি। [১৩] পারস্য-রাজ্যের জনপ্রধান একুশ দিন ধরে আমাকে প্রতিরোধ করল;

তবু প্রথম শ্রেণির দূতপ্রধান মিখায়েল আমার সহায়তায় এলে তাঁকেই আমি সেখানে, পারস্য-রাজদের সেই জনপ্রধানের কাছে, রেখে এলাম। [১৪] অন্তিম দিনগুলিতে তোমার জাতির প্রতি যা ঘটবে, তা তোমাকে জানাতে এসেছি; কারণ সেই দিনগুলি সম্বন্ধে এখনও একটা দর্শন আছে।'

[১৫] তিনি আমার কাছে এধরনের কথা বলতে বলতে আমি মাটিতে উপুড় হয়ে নির্বাক্ হয়ে রইলাম। [১৬] আর দেখ, মানুষের মত দেখতে কে যেন একজন আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করলেন; তখন আমি মুখ খুলে কথা বললাম; যিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁকে আমি বললাম: 'প্রভু আমার, এই দর্শনে আমার তীব্র যন্ত্রণা ধরেছে, সমস্ত বল হারিয়ে ফেলেছি; [১৭] কারণ আমার প্রভুর এই দাস কেমন করে আমার এই প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে পারে, যখন আমার মধ্যে কিছুই বল আর থাকল না, আমার মধ্যে শ্বাসও আর নেই!' [১৮] মানুষের মত দেখতে সেই একজন আমাকে আবার স্পর্শ করে আমাতে শক্তি যোগালেন; [১৯] আমাকে বললেন, 'হে মহাপ্রীতির পাত্র, ভয় করো না, তোমার শান্তি হোক, শক্তি দেখাও, সাহস ধর।' তিনি আমাকে এই কথা বলতে বলতেই আমার শক্তি ফিরে এল; তখন বললাম: 'আমার প্রভু কথা বলুন, কেননা আপনি আমার শক্তি যুগিয়েছেন।' [২০] তখন তিনি বললেন, 'আমি কিজন্য তোমার কাছে এসেছি, তুমি কি জান? এখন আমি পারস্যের সেই জনপ্রধানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ফিরে যাব; পরে চলে যাব, আর তখন গ্রীসদেশের জনপ্রধান আসবে। [২১] আচ্ছা, সত্য-পুস্তকে যা লেখা আছে, তা আমি তোমাকে জানিয়ে দেব। এই কাজে আমাকে সাহায্য করতে তোমাদের দূতপ্রধান মিখায়েল ছাড়া আর কেউ নেই;

১১ [১] আর আমি, মেদীয় দারিউশের প্রথম বর্ষে, তাঁকে সবল ও শক্তিশালী করতে দাঁড়িয়েছিলাম।

[২] যাই হোক, এখন আমি তোমার কাছে আসল সত্য প্রকাশ করব। দেখ, পারস্যে আরও তিন রাজার উদ্ভব হবে, আর চতুর্থ রাজা অন্য সকলের চেয়ে ধনশালী হবে, এবং নিজের ধন দ্বারা শক্তিশালী হলে গ্রীস-রাজ্যের বিরুদ্ধে সকলকে উত্তেজিত করবে। [৩] পরে পরাক্রমী এক রাজার উদ্ভব হবে, সে মহাকর্তৃত্বের সঙ্গে কর্তৃত্ব করবে ও তার যা ইচ্ছে তাই করবে, [৪] কিন্তু সে প্রভাবশালী হলেই তার রাজ্য টুকরো টুকরো করা

হবে, আকাশের চারবায়ুর দিকে বিভক্ত হবে, কিন্তু তার বংশের মধ্যে নয়, আর তার যে কর্তৃত্ব ছিল, তাও আর থাকবে না; বস্তুত তার রাজ্য উৎপাটিত হয়ে ওর বংশধরদের নয়, অন্যদেরই হবে।

[৫] দক্ষিণ দেশের রাজা বলবান হয়ে উঠবে, কিন্তু তার অধিনায়কদের একজন তার চেয়েও বলবান হয়ে উঠবে, ও তার কর্তৃত্ব তার নিজের কর্তৃত্বের চেয়ে মহা কর্তৃত্বই হবে। [৬] আর কয়েক বছর পরে তারা মৈত্রী-চুক্তি স্থির করবে, আর সন্ধি-স্থাপনের জন্য দক্ষিণ দেশের রাজার কন্যা উত্তর দেশের রাজার কাছে আসবে, কিন্তু সেই কন্যা নিজের বাহুবল রক্ষা করতে পারবে না, সে নিজে ও তার বংশও টিকবে না; বরং সেসময়ে সেই মহিলাকে, ও তার সঙ্গে তার যত অনুগামী, তার পুত্র ও তার স্বামী, সকলকেই তুলে দেওয়া হবে। [৭] তার মূলের এক পল্লব থেকে কে যেন একজন তার পদে জেগে উঠবে; সে উত্তর দেশের রাজার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে গিয়ে তার দুর্গগুলোর দিকে এগিয়ে যাবে, ও আক্রমণ করে সেগুলো দখল করবে। [৮] সে মূর্তি-সমেত তাদের দেবতাদের এবং তাদের সোনা-রুপোর বহুমূল্য পাত্রগুলি লুটের বস্তু বলে কেড়ে নিয়ে মিশরে নিয়ে যাবে, পরে কয়েক বছর ধরে উত্তর দেশের রাজার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষান্ত থাকবে। [৯] সে দক্ষিণ দেশের রাজার রাজ্য আক্রমণ করবে, কিন্তু পরিশেষে স্বদেশে ফিরে যাবে। [১০] তার পুত্রসন্তানেরা যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে বিপুল সৈন্যসামন্ত জড় করবে, এবং তারা বন্যার মত ভেসে আসবে: পুনরায় যুদ্ধে নামবার জন্য ও তার দুর্গ পর্যন্ত যাবার জন্য তারা দেশ পেরিয়ে যাবে। [১১] দক্ষিণ দেশের রাজা ক্রোধে জ্বলে উঠে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়ে উত্তর দেশের রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে; সেও মহাসৈন্যসামন্ত নিয়ে এগিয়ে আসবে, কিন্তু তার মহাসৈন্যসামন্ত ওর হাতে পড়ে যাবে, [১২] আর সে ওই সৈন্যসামন্তকে পরাস্ত করার পর গর্বে স্ফীত হবে, কিন্তু তবুও হাজার হাজার লোককে ভূপাতিত করা সত্ত্বেও প্রবল হবে না। [১৩] উত্তর দেশের রাজা ফিরে আসবে, আগেরটার চেয়ে বড় সৈন্যদল জড় করবে, আর কয়েক বছর পরে মহাসৈন্য ও প্রচুর যুদ্ধ-সরঞ্জাম সহ এগিয়ে আসবে। [১৪] সেসময়ে দক্ষিণ দেশের রাজার বিরুদ্ধে বহু লোক উঠবে, এবং এই দর্শন যেন সিদ্ধিলাভ করে, সেই প্রত্যাশায় তোমার জাতির মধ্যে হিংসাপন্থী লোকেরা রুখে দাঁড়াবে, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

[১৫] তাই উত্তর দেশের রাজা আসবে, জাঙ্গাল বাঁধবে, ও সুরক্ষিত একটা নগর হস্তগত করবে। তখন দক্ষিণ দেশের সৈন্য ও তার সেরা যোদ্ধারা দাঁড়াতে পারবে না, দাঁড়াবার শক্তিই তাদের থাকবে না। [১৬] তার বিরুদ্ধে যে আসবে, সে যা ইচ্ছে তাই করবে, তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না; সে সেই শোভার দেশে নিজেকে সুস্থির করবে ও তার হাতে থাকবে সর্বনাশ! [১৭] পরে সে দক্ষিণ দেশের রাজার সমস্ত রাজ্য দখল করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হবে, তার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করবে, তার বিনাশ ঘটাবার জন্য ওকে তার নিজের কন্যাকে বধূরূপে দেবে, কিন্তু তার এই মতলব ব্যর্থ হবে, তার কোন উপকারে আসবে না। [১৮] পরে সে দ্বীপপুঞ্জের দিকে চোখ ফিরিয়ে সেগুলোর অনেককে হস্তগত করবে, কিন্তু এক সেনাপতি তার দম্ভ স্তব্ধ করে দেবে, এমনকি, সে তার দম্ভ তারই উপরে ফিরিয়ে দেবে। [১৯] তখন সে নিজের দেশের দুর্গগুলোর দিকে মুখ ফেরাবে, কিন্তু হোঁচট খেয়ে পড়বে, এবং তার উদ্দেশ আর মিলবে না। [২০] পরে তার পদে এমন একজনের উদ্ভব হবে, যে রাজ্যের শোভাস্থানে কর-আদায়কারীদের প্রেরণ করবে, কিন্তু সে অল্প দিনের মধ্যে উচ্ছিন্ন হবে, যদিও জনতার বিপ্লবে নয়, যুদ্ধেও নয়।

[২১] পরে নীচপ্রকৃতির এমন একজন তার পদ পাবে, যে রাজমর্যাদার অধিকারীও নয়: সে গোপনে এসে ছলনা হাতিয়ার করেই রাজ-অধিকার দখল করবে। [২২] তার দ্বারা সেই আপ্লাবনকারী সৈন্যসামন্ত আপ্লাবিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর তার সঙ্গে সন্ধির সেই জনপ্রধানও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। [২৩] তার সঙ্গে মৈত্রী-চুক্তি স্থির হওয়ামাত্র সে ছলনা হাতিয়ার করেই ব্যবহার করবে, কারণ সে এসে অল্প লোকের সমর্থনে পরাক্রমশালী হবে। [২৪] সে গোপনে প্রদেশের সব চেয়ে উর্বর জায়গায় প্রবেশ করবে, এবং তার পিতৃপুরুষেরা এবং পিতৃপুরুষদের পিতৃপুরুষেরাও যা করেনি, তা করবে: সে তার অনুগামীদের মধ্যে লুটের মাল, কেড়ে নেওয়া বস্তু ও সম্পত্তি বিতরণ করবে ও গড়গুলির বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটবে—কিন্তু সীমিত কালের জন্য! [২৫] তার নিজের বল ও দুঃসাহস তাকে এমন উত্তেজিত করবে যে, সে মহাসৈন্য সঙ্গে করে দক্ষিণ দেশের রাজার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। দক্ষিণ দেশের রাজা মহাসৈন্য সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করবে, কিন্তু দাঁড়াতে পারবে না, কেননা তার বিরুদ্ধে বহু চক্রান্ত আঁটা হবে। [২৬] তার নিজের অন্নের অংশী যারা, তারাই তার বিনাশ ঘটাবে; তার সৈন্যদল আপ্লাবিত হবে

আর অনেকে মারা পড়বে। [২৭] এই দুই রাজা কিছুই চিন্তা করবে না, কেবল একে অন্যের অমঙ্গল ঘটাবে, এবং একই টেবিলে খেতে বসে প্রতারণাময় কথা বলবে, কিন্তু দু'জনে কেউই সফল হবে না, কেননা নিরূপিত কালে পরিণাম তাদের অপেক্ষায় থাকবে। [২৮] আর সে বহু সম্পত্তি নিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবে, ও তার অন্তরে পবিত্র সন্ধির প্রতি বিরোধিতা বিরাজ করবে; নিজের মনোমত কাজ সেরে সে স্বদেশে ফিরে যাবে। [২৯] নিরূপিত কালে সে আবার দক্ষিণ দেশের বিরুদ্ধে আসবে, কিন্তু তার প্রথম প্রচেষ্টার চেয়ে তার এই নতুন প্রচেষ্টার পরিণাম ভিন্নই হবে। [৩০] কারণ কিত্তীমদের জাহাজগুলো তার বিরুদ্ধে আসবে, আর সে আশাভ্রষ্ট হয়ে ফিরে যাবে; সে জ্বলন্ত ক্রোধে ফিরবে ও পবিত্র সন্ধির বিরুদ্ধে কাজ করবে, এবং সে একবার ফিরে এসে, যারা পবিত্র সন্ধি ত্যাগ করে, তাদের প্রতি প্রসন্নতা দেখাবে। [৩১] তার সামরিক সেনাদল উঠে রাজপুরীর পবিত্রধাম কলুষিত করবে, নিত্য বলিদান বন্ধ করে দেবে এবং সেখানে সর্বনাশা সেই জঘন্য বস্তু স্থাপন করবে। [৩২] যারা সন্ধি লঙ্ঘন করেছে, সে তাদের তোষামোদ করে ভোলাবে, কিন্তু যারা তাদের পরমেশ্বরকে জানে, তারা সুস্থির হয়ে প্রতিরোধ করবে। [৩৩] জনগণের মধ্যে যারা সদ্বিবেচক, তারা অনেককে সদুপদেশ দেবে, কিন্তু কিছু কালের মত তারা খড়্গ, অগ্নিশিখা, বন্দিদশা ও লুটের কারণে হোঁচট খাবে। [৩৪] আর এভাবে হোঁচট খেতে খেতে তারা সামান্যই সাহায্য পাবে; বস্তুত অনেকে তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে, কিন্তু সরলভাবে নয়। [৩৫] সদ্বিবেচকদের মধ্যে কেউ কেউ হোঁচট খাবে, তাই তাদের কয়েকজনকে যাচাইকৃত, পরিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ করা হবে—পরিণামের কাল পর্যন্ত, কেননা নিরূপিত কাল আসতে এখনও দেরি আছে। [৩৬] তাই সেই রাজা যা ইচ্ছা তাই করবে; সমস্ত দেবতার চেয়ে নিজেকে বড় করে দেখাবে, নিজেকে মহিমান্বিত করবে, এবং দেবতাদের দেবতার বিরুদ্ধে অচিন্তনীয় কথা বলবে, ও ক্রোধ শেষ মাত্রা না পৌঁছা পর্যন্ত সে কৃতকার্য হবে; কেননা যা নিরূপিত, তা সিদ্ধিলাভ করবেই। [৩৭] সে তার নিজের পিতৃপুরুষদের দেবতাদেরও মানবে না, স্ত্রীলোকদের প্রিয় দেবতাকে বা অন্য কোন দেবতাকেও নয়, কেননা সে সকলের উপরে নিজেকেই বড় করে দেখাবে। [৩৮] সে বরং দুর্গ-দেবের প্রতিই সম্মান দেখাবে: সে তার পিতৃপুরুষদের অজানা দেবকেই সোনা, রুপো, মণিমুক্তা ও বহুমূল্য উপহার দানে

সম্মান করবে। [৩৯] সেই বিজাতীয় দেবের সাহায্যে সে অতি দৃঢ় দুর্গগুলি আক্রমণ করবে, আর যত লোক তাকে স্বীকার করবে, তাদের সে অধিক সম্মানিত করবে: তাদের সে অনেকের উপরে কর্তৃত্ব করার অধিকার দেবে, এবং প্রতিদানস্বরূপ তাদের মধ্যে জমিজমা ভাগ ভাগ করে মঞ্জুর করবে।

[৪০] পরিণামের কালে দক্ষিণ দেশের রাজা তাকে ঢোসাবে, আর উত্তর দেশের রাজা রথ, অশ্বারোহী ও বহু জাহাজের সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে; সে নানা দেশ দখল করে সেগুলিকে বন্যার মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। [৪১] সে সেই শোভার দেশ জুড়েও ছড়িয়ে পড়বে; তখন বহুদেশেরও পতন হবে, কিন্তু এদোম, মোয়াব ও বেশির ভাগ আম্মোনীয়েরা তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। [৪২] তাই সে নানা দেশের উপরে হাত বাড়াবে; মিশর দেশও রেহাই পাবে না। [৪৩] মিশরীয়দের সোনা-রুপোর ভাণ্ডারগুলি ও সমস্ত বহুমূল্য বস্তু তার হস্তগত হবে: লিবীয়েরা ও কুশীয়েরা তার অনুচারী হবে। [৪৪] কিন্তু পুব ও উত্তর দেশ থেকে আগত নানা সংবাদ তাকে বিহ্বল করবে, আর সে মহাক্রোধের সঙ্গে অনেককে উচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করার জন্য রওনা দেবে। [৪৫] সে সমুদ্রের ও সেই পবিত্র শোভার পর্বতের মধ্যস্থানে তার রাজকীয় তাঁবু গাড়বে। অথচ সে তার নিজের পরিণামের নাগাল পাবে, আর কেউই তাকে সাহায্য করবে না।

১২ [১] যে মহা দূতপ্রধান তোমার জাতির সন্তানদের রক্ষাকর্তা, সেসময়ে সেই মিখায়েল উঠে দাঁড়াবেন। তখন এমন সঙ্কটের কাল দেখা দেবে, যা মানবজাতির উৎপত্তির সময় থেকে সেই সময় পর্যন্ত কখনও হয়নি; কিন্তু সেই কালে তোমার আপন জাতি নিষ্কৃতি পাবে—তারা সকলেই নিষ্কৃতি পাবে, যাদের নাম পুস্তকে লেখা রয়েছে। [২] ধুলার দেশে যারা নিদ্রিত, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার জেগে উঠবে—কেউ কেউ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, কেউ কেউ লজ্জা ও অনন্ত দুর্নামের উদ্দেশে। [৩] জ্ঞানবানেরা গগনতলের দীপ্তির মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে; এবং যারা অনেককে ধর্মিষ্ঠতা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে, তারা চিরকাল ধরে তারানক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হবে।

[৪] কিন্তু, হে দানিয়েল, তুমি চরমকাল পর্যন্ত এ বাণীগুলি গোপন করে রাখ ও পুস্তকের উপর সীলমোহর করে দাও। অনেকেই স্তম্ভিত হবে, কিন্তু সদ্‌জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।’

[৫] আমি দানিয়েল তখন চেয়ে তাকালাম, আর দেখ, অন্য কারা দু'জন দাঁড়িয়ে আছেন, একজন নদীকূলে এপারে, অন্যজন নদীকূলে ওপারে। [৬] তাঁদের একজন ক্ষোমের পোশাক পরা সেই মানুষকে—যিনি জলের ঊর্ধ্বে ছিলেন, তাঁকে—বললেন, 'আশ্চর্যময় এই সমস্ত কিছু কখন সিদ্ধিলাভ করবে?' [৭] তখন আমি শুনতে পেলাম, নদীর ঊর্ধ্বে থাকা সেই ক্ষোমের পোশাক পরা মানুষ ডান ও বাঁ হাত স্বর্গের দিকে তুলে, চিরজীবী যিনি তাঁরই দিব্যি দিয়ে শপথ করে বললেন, 'এক কাল, নানা কাল ও অর্ধেক কাল! তারপর পবিত্র জাতির প্রতাপ-ভঙ্গকাল পূর্ণ হলে এই সমস্ত কিছু সিদ্ধিলাভ করবে।' [৮] আমি একথা শুনলাম বটে, কিন্তু বুঝতে পারলাম না, তাই বললাম: 'প্রভু আমার, এই সমস্ত কিছুর শেষ পরিণাম কেমন হবে?' [৯] তিনি উত্তরে বললেন, 'দানিয়েল, তুমি এবার যাও; এই সমস্ত বাণী শেষ পরিণাম পর্যন্ত সীল দিয়ে মোহরযুক্ত অবস্থায় গোপন করে রাখা থাকবে। [১০] অনেককে পরিশুদ্ধ, নির্মল ও নিখুঁত করা হবে, কিন্তু দুর্জনেরা দুষ্কর্ম করে চলবে: দুর্জনেরা কেউই বুঝবে না; কেবল জ্ঞানবানেরাই বুঝবে। [১১] আর যে সময়ে নিত্য বলিদান বাতিল করা হবে ও সর্বনাশা সেই জঘন্য বস্তু বসানো হবে, সেই সময় থেকে এক হাজার দু'শো নব্বই দিন হবে। [১২] সুখী সেই মানুষ, যে নিষ্ঠাবান থাকবে ও সেই এক হাজার তিনশ' পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত পৌঁছবে। [১৩] কিন্তু তুমি তোমার নিজের শেষ পরিণামের দিকে এগিয়ে যাও ও বিশ্রাম কর; দিনগুলি শেষে তোমার নিজের মজুরির জন্য উঠে দাঁড়াবেই।'

সুসান্নার কাহিনী

১৩ [১] বাবিলনে যোয়াকিম নামে একজন লোক বাস করতেন; [২] তিনি সুসান্না নামে একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছিলেন; এই সুসান্না ছিলেন হিল্কিয়ার কন্যা; তিনি ছিলেন পরম সুন্দরী ও প্রভুভীরু এক নারী। [৩] তাঁর পিতামাতা ধার্মিক মানুষ ছিলেন, কন্যাটিকে তাঁরা মোশির বিধান অনুসারে গড়ে তুলেছিলেন। [৪] যোয়াকিম খুবই ধনী ছিলেন, বাড়ির পাশে তাঁর এক বাগান ছিল, এবং অন্য সকলের চেয়ে মহা সম্মানের পাত্র বলে গণ্য হওয়ায় ইহুদীরা তাঁর কাছে যেত। [৫] সেই বছরে জনগণের মধ্য থেকে বিচারক পদে দু'জন প্রবীণকে বেছে নেওয়া হয়েছিল; তেমন মানুষদের বিষয়ে প্রভু বলেছিলেন, 'প্রবীণ ও বিচারকদের মধ্য দিয়েই শঠতা বাবিলনে দেখা দিয়েছে: তারা তো কেবল চেহারায়ই জনগণের পরিচালক।' [৬] এই দু'জন যোয়াকিমের বাড়িতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করত, এবং যাদের কোন বিবাদ বা সমস্যা থাকত, মীমাংসা-সমাধানের জন্য তারা সকলে এসে এই দু'জনের সঙ্গে দেখা করত। [৭] দুপুরবেলায়, লোকে চলে যাওয়ার পর, সুসান্না স্বামীর বাগানে একটু বেড়াতে আসতেন। [৮] সেই দু'জন প্রবীণ দিনের পর দিন তাঁকে সেখানে গিয়ে বেড়াতে দেখত, আর ক্রমে ক্রমে তাদের অন্তরে তাঁর প্রতি প্রবল আসক্তি জন্মাতে লাগল: [৯] জ্ঞানবুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে তারা স্বর্গের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে আর চেষ্টা করল না, ন্যায়বিচারের কথাও ভুলে গেল। [১০] দু'জনেই তাঁর প্রতি প্রবল কামাসক্তিতে জ্বলছিল, কিন্তু তাদের সেই কামনা একে অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখত, [১১] কেননা তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার যে গভীর আকাঙ্ক্ষা তাদের ছিল, তা প্রকাশ করতে তারা লজ্জাবোধ করছিল। [১২] কিন্তু তাঁকে প্রতিদিন দেখবার জন্য যথেষ্টই সচেষ্ট ছিল। একদিন একজন অপরজনকে বলল, [১৩] 'চলুন, এবার বাড়ি যাই, খাওয়া-দাওয়ার সময় এসেছে;' আর তাই বলে দু'জনে যে যার পথে চলে গেল। [১৪] কিন্তু আবার ফিরে এসে দু'জনে হঠাৎ মুখোমুখি হল, আর তখন, ব্যাপারটা বোঝাতে বাধ্য হয়ে, দু'জনেই একে অন্যের কাছে তাদের সেই প্রবল আসক্তি স্বীকার করল, এবং তাঁকে একা পাবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সুযোগের জন্য মন্ত্রণা করল।

[১৫] তখন এমনটি ঘটল যে, তারা উপযুক্ত সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছে, এমন সময় সুসান্না রীতিমত প্রবেশ করলেন; তাঁর সঙ্গে কেবল দু'জন অনুচারিণী ছিল। সেদিন যথেষ্ট গরম পড়েছিল বলে তিনি বাগানে স্নান করতে ইচ্ছা করলেন। [১৬] সেখানে কেউই ছিল না, কেবল সেই দু'জন প্রবীণ ছিল যারা তাঁকে চুপে চুপে লক্ষ করার জন্য ওত পেতে ছিল। [১৭] সুসান্না অনুচারিণীদের বললেন, 'খানিকটা তেল ও আতর নিয়ে এসো, পরে বাগানের দরজা বন্ধ কর, আমি স্নান করব।' [১৮] তাদের যেমন করতে আজ্ঞা করা হয়েছিল, অনুচারিণীরা সেইমত করল: বাগানের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তারা, সুসান্না যা চেয়েছিলেন, তা নিয়ে আসবার জন্য পাশের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকল; তারা তো প্রবীণদের বিষয়ে কিছুই জানত না, কেননা সেই দু'জন লুকিয়ে ছিল। [১৯] অনুচারিণীরা চলে যাওয়ামাত্র সেই দু'জন প্রবীণ গোপন স্থান ছেড়ে সুসান্নার কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে বলল, [২০] 'দেখ, বাগানের সমস্ত দরজা এখন বন্ধ, কেউই আমাদের দেখতে পারে না, আর আমরা, আমরা যে তোমাকে খুবই কামনা করছি! রাজি হও, আমাদের কাছে ধরা দাও। [২১] তুমি রাজি না হলে আমরা তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলব যে, তোমার সঙ্গে একজন যুবক ছিল বলেই তুমি অনুচারিণীদের বের করে দিয়েছ।' [২২] সুসান্না কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমি তো সবদিক দিয়েই বিপদে আছি: আমি রাজি হলে আমার জন্য মৃত্যু! রাজি না হলে আপনাদের হাত থেকে রেহাই নেই! [২৩] কিন্তু প্রভুর সামনে পাপ করার চেয়ে নিরপরাধী হয়ে আপনাদের হাতে পড়া আমার পক্ষে শ্রেয়।' [২৪] তখন তিনি জোর গলায় চিৎকার করলেন; সেই দু'জন প্রবীণও তাঁর বিরুদ্ধে চিৎকার করতে লাগল, [২৫] আর তাদের একজন বাগানের দরজার দিকে দৌড় দিয়ে তা খুলে দিল। [২৬] বাড়ির দাসেরা বাগানে তেমন শব্দ শুনে, কিনা ঘটছে তা দেখবার জন্য পাশের দরজা দিয়ে ছুটে এল। [২৭] প্রবীণেরা তাদের সাজানো কথা বর্ণনা করার পর দাসেরা একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ল, কেননা সুসান্না সম্বন্ধে তেমন কথা কখনও বলা হয়নি।

[২৮] পরদিন গোটা জনগণ সুসান্নার স্বামী যোয়াকিমের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল; সেই দু'জন প্রবীণও সেখানে গেল, সুসান্নাকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তারা দুরভিসন্ধিতে পূর্ণ ছিল। [২৯] জনগণকে উদ্দেশ করে তারা বলল, 'হিল্কিয়ার মেয়ে, যোয়াকিমের স্ত্রী সেই সুসান্নাকে আনা হোক।' লোক পাঠিয়ে সুসান্নাকে ডাকা হল,

[৩০] আর তিনি এলেন; তাঁর সঙ্গে তাঁর পিতামাতা, সন্তানেরা ও সকল আত্মীয়স্বজনও এসে উপস্থিত হলেন। [৩১] সুসান্না দেখতে খুবই কোমলা, গঠনে খুবই সুন্দরী; [৩২] তাঁর মাথায় কাপড় ছিল, আর সেই ধূর্তেরা তা সরিয়ে দিতে হুকুম দিল যেন তাঁর সৌন্দর্য ভোগ করতে পারে। [৩৩] তাঁর সকল জ্ঞাতি কাঁদছিল; যারা তাঁকে দেখছিল, তারা সকলেও কাঁদছিল। [৩৪] সেই দু'জন প্রবীণ জনগণের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় হাত রাখল। [৩৫] সুসান্না অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে স্বর্গের দিকে চোখ তুললেন, তাঁর হৃদয় প্রভুর ভরসায় পূর্ণ ছিল। [৩৬] তখন প্রবীণেরা বলল, 'আমরা বাগানে একাই বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় সুসান্না দু'জন অনুচারিণীকে সঙ্গে করে এল, এবং বাগানের দরজা বন্ধ করে দিয়ে অনুচারিণীদের বিদায় দিল। [৩৭] আর তখনই একটা যুবক তার কাছে এগিয়ে গেল—সে গোপন স্থানে লুকিয়ে ছিল—ও তার সঙ্গে মিলিত হল। [৩৮] সেসময় আমরা বাগানের এক কোণে ছিলাম; তেমন দুষ্কর্ম দেখে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম; [৩৯] তাদের একসঙ্গেই থাকতে দেখেছি বটে, কিন্তু যুবকটিকে ধরতে পারলাম না, কেননা আমাদের দু'জনের চেয়ে বলিষ্ঠ হওয়ায় সে দরজা খুলে পালিয়ে গেল। [৪০] একে কিন্তু ধরলাম, আর এর কাছে যুবকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু এ তা বলতে রাজি হল না। আমরা এসব কিছুর সাক্ষী।' [৪১] তারা প্রবীণ ও জনগণের বিচারক হওয়ায় সমবেত সকল লোক তাদের কথা বিশ্বাস করল, আর সুসান্নার প্রাণদণ্ড হল। [৪২] তখন সুসান্না উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হে সনাতন ঈশ্বর, তুমি যে যত গোপন বিষয় জান, তুমি যে একটা কিছু ঘটবার আগেও তা জান, [৪৩] তুমি তো জান যে, এঁরা আমার বিষয়ে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছেন! এঁদের শঠতা আমার বিরুদ্ধে যা কিছু কল্পনা করেছে, সেবিষয়ে নিরপরাধী হয়েই আমাকে মরতে হচ্ছে!'

[৪৪] প্রভু তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলেন; [৪৫] এবং সুসান্নাকে মৃত্যুর দিকে চালিত করা হচ্ছে, এমন সময় প্রভু একজন তরুণের পবিত্র আত্মা জাগিয়ে তুললেন—তরুণটির নাম দানিয়েল; [৪৬] তরুণটি চিৎকার করে বলে উঠলেন: 'এঁর রক্তপাতের জন্য আমি দায়ী নই!' [৪৭] সকলে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার এই কথায় তুমি কী বলতে চাও?' [৪৮] তখন দানিয়েল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইস্রায়েল সন্তান, আপনারা কি এত মূর্খ? আপনারা তো সত্যের অনুসন্ধান না করে ও ইস্রায়েলের একজন কন্যাকে

কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ না করেই তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতা করেছেন! [৪৯] *বিচারের জায়গায় ফিরে যান, কেননা এই দু'জন এঁর বিষয়ে মিথ্যাসাক্ষ্যই দিয়েছে।'* [৫০] *লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেল, আর প্রবীণবর্গ দানিয়েলকে বললেন, 'এগিয়ে এসো, আমাদের মাঝে আসন নাও, আমাদের উদ্বুদ্ধ কর, কেননা ঈশ্বর তোমাকে প্রবীণ-উপযুক্ত গুণ মঞ্জুর করেছেন।'* [৫১] *দানিয়েল বললেন, 'আপনারা এই দু'জনকে আলাদা করে রাখুন, আমি এদের জেরা করব।'* [৫২] *সেই দু'জনকে আলাদা করে রাখা হলে দানিয়েল তাদের একজনকে ডাকিয়ে এনে তাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ওহে, দুষ্কর্মে বৃদ্ধ হয়েছ যে তুমি! তোমার আগেকার সাধিত যত পাপ এখন তোমার নাগাল পেয়েছে:* [৫৩] *তুমি অন্যায় বিচারে অপরাধীদের নির্দোষী ও নির্দোষীদের দুষ্কর্মা বলে সাব্যস্ত করতে, অথচ প্রভু বলেছেন: নির্দোষী বা ধার্মিকের প্রাণনাশ করবে না।* [৫৪] *আচ্ছা, তুমি যখন এঁকে দেখেছ, তখন বল দেখি: কোন্ গাছের তলায় তাদের একসঙ্গে থাকতে দেখেছিলে?' প্রবীণ উত্তরে বলল, 'একটা শিরীষ গাছের তলায়।'* [৫৫] *দানিয়েল বললেন, 'সত্যি, তোমার মিথ্যাসাক্ষ্য তোমার মাথার উপরে নেমে পড়বে; কেননা ঈশ্বরের দূত ইতিমধ্যে ঈশ্বরের কাছ থেকে রায় পেয়েছেন: তিনি তোমাকে দু'খণ্ড করে ভেঙে দেবেন।'* [৫৬] *এই একজনকে সরিয়ে দিয়ে তিনি অপর একজনকে ডাকিয়ে এনে তাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ওহে, যুদার নয়, কানানেরই বংশধর যে তুমি! সৌন্দর্য তোমাকে ভুলিয়েছে, কামাসক্তি তোমার হৃদয় ভ্রষ্ট করেছে!* [৫৭] *তোমরা ঠিক তাই করতে ইস্রায়েলের স্ত্রীলোকদের নিয়ে, আর তারা ভয়ে তোমাদের কাছে আসত। কিন্তু যুদার একটি কন্যা তোমাদের শঠতা সহ্য করেনি।* [৫৮] *বল দেখি, তুমি কোন্ গাছের তলায় তাদের একসঙ্গে থাকতে দেখেছ?' প্রবীণ উত্তর দিল, 'একটা ওক্ গাছের তলায়।'* [৫৯] *দানিয়েল বললেন, 'সত্যি, তোমারও মিথ্যাসাক্ষ্য তোমার মাথার উপরে নেমে পড়বে; কেননা ঈশ্বরের দূত তোমাকে দু'খণ্ড করে মৃত্যু ঘটাবার জন্য খড়্গ হাতে করে তোমার অপেক্ষায় রয়েছেন।'*

[৬০] *তখন গোটা জনসমাবেশ আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ল, এবং সেই ঈশ্বরকে ধন্য বলল, যিনি, তাঁর উপরে প্রত্যাশা রাখে যারা, তাদের পরিত্রাণ করেন।* [৬১] *পরে সেই দু'জন প্রবীণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে—যাদের দানিয়েল তাদের নিজেদের মুখে তাদের স্বীকার করিয়েছিলেন যে তারা মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছিল—জনসমাবেশ সেই দণ্ডে*

তাদের দণ্ডিত করল, তারা যে দণ্ডে পরকে দণ্ডিত করতে চেয়েছিল, [৬২] এবং মোশির বিধান অনুসারে তাদের প্রাণদণ্ড দিল। সেইদিন নিরপরাধীর রক্ত বাঁচানো হল। [৬৩] হিল্কিয়া ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের কন্যা সুসান্নার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন, তাঁদের সঙ্গে সুসান্নার স্বামী যোয়াকিম ও তাঁর সকল আত্মীয়ও ধন্যবাদ জানালেন, কেননা সুসান্নার মধ্যে অসতের মত কিছুই পাওয়া গেল না। [৬৪] সেদিন থেকে দানিয়েল জনগণের দৃষ্টিতে মহান হয়ে উঠলেন।

দানিয়েল ও বেল-দেবের পুরোহিতেরা

১৪ [১] আস্তিয়াগেস রাজা তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলে তাঁর পদে পারসিক কুরোশ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। [২] দানিয়েল ছিলেন রাজার ঘনিষ্ঠ; এমনকি, রাজবন্ধুদের মধ্যে তিনিই অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন। [৩] সেসময় বাবিলনীয়দের বেল নামে একটা দেবমূর্তি ছিল; প্রত্যেক দিন লোকে তাকে বারো বস্তা করে সেরা ময়দা, চল্লিশটা মেষ ও ছ'মণ আঙুররস নিবেদন করত। [৪] রাজাও এই মূর্তিকে পূজা করতেন, ও প্রত্যেক দিন গিয়ে তার উদ্দেশে প্রণিপাত করতেন। [৫] কিন্তু দানিয়েল তাঁর আপন ঈশ্বরেরই উদ্দেশে প্রণিপাত করতেন বলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বেলের উদ্দেশে কেন প্রণিপাত কর না?' দানিয়েল উত্তরে বললেন, 'আমি মানুষের হাতে তৈরী মূর্তির পূজা করি না, কেবল সেই জীবনময় ঈশ্বরকে পূজা করি, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ও সমস্ত প্রাণীর প্রভু।' [৬] রাজা বলে চললেন, 'তবে তুমি কি একথা বিশ্বাস কর না যে, বেল জীবনময় ঈশ্বর? তিনি প্রত্যেক দিন যে কতই না পান করেন, কতই না খান, তা তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না?' [৭] দানিয়েল হাসি মুখে রাজাকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'মহারাজ, নিজেকে ভোলাবেন না! সেই মূর্তি ভিতরে মাটির ও বাইরে ব্রঞ্জের; তা কখনও কিছুই খায়নি, কখনও কিছুই পান করেনি।' [৮] তাতে রাজা ক্ষুব্ধ হলেন, এবং বেল-দেবের পুরোহিতদের ডেকে তাদের বললেন, 'তোমরা যদি আমাকে না বল, এই সমস্ত খরচ কে খায়, তবে মরবে; কিন্তু যদি আমাকে দেখাতে পার যে, বেল-দেব সেইসব কিছু খান, তবে দানিয়েল মরবে, কেননা সে বেলকে টিটকারি দিয়েছে।' [৯] দানিয়েল রাজাকে বললেন, 'আপনার কথামত হোক।' স্ত্রী-পুত্রদের কথা না ধরে বেলের পুরোহিতেরা সংখ্যায় ছিল সত্তরজন। [১০] রাজা দানিয়েলকে সঙ্গে করে বেলের গৃহে গেলেন, [১১] এবং বেলের পুরোহিতেরা তাঁকে বলল, 'দেখুন, আমরা এখান থেকে বাইরে চলে যাচ্ছি; আপনিই, হে মহারাজ, খাবার সাজান ও মেশানো আঙুররস ঢালুন; পরে দরজা বন্ধ করে আপনার নিজের আঙটি দিয়ে তার উপর সীলমোহরের ছাপ মেরে দিন। আগামীকাল সকালে এখানে এসে আপনি যদি দেখতে না পান যে, বেল সবকিছু খেয়েছে, তবে আমাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক, অন্যথায়,

আমাদের যিনি নিন্দা করেছেন, সেই দানিয়েলকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক।' [১২] তারা তো উদ্বিগ্ন ছিল না, কারণ টেবিলের নিচে একটা গোপন পথ প্রস্তুত করেছিল, আর সেই পথ দিয়ে তারা রীতিমত ফিরে যেত ও সমস্ত কিছু নিজ নিজ ঘরে নিয়ে যেত।

[১৩] তখন এমনটি ঘটল যে, তারা চলে গেলে রাজা বেলের সামনে খাবার সাজিয়ে রাখলেন; [১৪] এদিকে দানিয়েল রাজার দাসদের কিছুটা ছাই আনতে হুকুম দিলেন, আর তারা কেবল রাজার উপস্থিতিতেই তা মন্দিরের সমস্ত মেঝেতে ছড়িয়ে দিল; পরে বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল, এবং রাজার আঙটি দিয়ে তার উপরে সীলমোহরের ছাপ মেরে দিয়ে চলে গেল। [১৫] সেই রাতে পুরোহিতেরা রীতিমত তাদের স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে এসে সবকিছু খেল, সবকিছু পান করল। [১৬] পরদিন রাজা খুব সকালে উঠলেন, দানিয়েলও উঠলেন। [১৭] রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দানিয়েল, সীলমোহরের ছাপগুলো কি এখনও অক্ষুণ্ন?' দানিয়েল উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, মহারাজ, সবগুলো অক্ষুণ্ন।' [১৮] দরজা খুলে রাজা টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আহা বেল, তুমি মহান! তোমাতে ছলনা নেই।' [১৯] দানিয়েল মুচকি হাসলেন, এবং পাছে রাজা ভিতরে যান, তাঁকে সংযত রেখে বললেন, 'আপনি এবার মেঝেরই দিকে তাকান, একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখুন, সেই পদচিহ্ন কাদের।' [২০] রাজা বললেন, 'আমি তো পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছেলেদেরই পদচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি!' [২১] ক্রোধে জ্বলে উঠে তিনি পুরোহিতদের তাদের স্ত্রী-পুত্রদের-সমেত গ্রেপ্তার করালেন; পরে তাঁকে সেই গোপন দরজা দেখানো হল, যা দিয়ে তারা ঢুকে, টেবিলে যা কিছু থাকত, তা সবই খেয়ে ফেলত। [২২] রাজা তাদের প্রাণদণ্ড দিলেন, বেলকে দানিয়েলের হাতে তুলে দিলেন, আর দানিয়েল মূর্তিটাকে তার মন্দির-সমেত ধ্বংস করলেন।

সিংহের গর্তে দানিয়েল

[২৩] বিশাল একটা নাগদানব ছিল, তাকেও বাবিলনীয়েরা পূজা করত। [২৪] রাজা দানিয়েলকে বললেন, 'এবার তুমি বলতে পারবে না যে, ইনি জীবনময় ঈশ্বর নন; অতএব তাঁর উদ্দেশে প্রণিপাত কর।' [২৫] দানিয়েল বললেন, 'আমি আমার ঈশ্বর প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করি, তিনিই জীবনময় ঈশ্বর। মহারাজ, আপনি

অনুমতি দিলে আমি কোন খড়্গ বা লাঠি হাতিয়ার না করে নাগদানবটাকে বধ করব।' [২৬] রাজা বললেন, 'অনুমতি দিলাম।' [২৭] তখন দানিয়েল খানিকটা আলকাতরা, চর্বি ও লোম নিয়ে এক হাঁড়িতে তা পাক করলেন, পরে পিঠা তৈরি করে তা নাগদানবের মুখে ছুড়লেন, আর নাগদানবটা তা গিলে ফেলে ফেটে গেল; পরে তিনি বললেন, 'এই যে আপনাদের পূজার বস্তু!' [২৮] ব্যাপারটা শুনে বাবিলনীয়েরা খুবই ক্ষুব্ধ হল; তারা রাজার বিরুদ্ধে উঠে বলল, 'রাজা ইহুদী হলেন: তিনি বেলকে ধ্বংস করলেন, নাগদানবকে বধ করলেন, পুরোহিতদের প্রাণদণ্ড দিলেন।' [২৯] তারা তাঁকে গিয়ে বলল, 'দানিয়েলকে আমাদের হাতে তুলে দিন, নইলে আপনাকে ও আপনার পরিবার-পরিজন সকলকে মেরে ফেলব।' [৩০] তারা রাজার উপরে এতই চাপ দিল যে, রাজা দেখলেন, আর উপায় নেই, দানিয়েলকে তাদের হাতে তুলে দিতেই হবে। [৩১] তারা তাঁকে সিংহের গর্তে ফেলে দিল, আর তিনি সেখানে ছ' দিন থাকলেন। [৩২] সেই গর্তে সাতটা সিংহ ছিল: প্রত্যেক দিন দু'টো মানুষের লাশ ও দু'টো মেষ তাদের দেওয়া হত; কিন্তু এবারে তাদের কিছুই দেওয়া হল না, যেন দানিয়েলকে গ্রাস করে।

[৩৩] সেসময় হাবাকুক নবী যুদেয়ায় ছিলেন; তিনি একটা শুরুয়া প্রস্তুত করে ও একটা পাত্রে রুটি টুকরো টুকরো করে নিয়ে মাঠে ফসলকাটিয়েদের কাছে দিতে যাচ্ছিলেন। [৩৪] প্রভুর দূত তাঁকে বললেন, 'তুমি গিয়ে এই খাবার দানিয়েলকে দাও; সে বাবিলনে, সিংহের গর্তের মধ্যে আছে।' [৩৫] হাবাকুক উত্তরে বললেন, 'প্রভু, আমি তো বাবিলন কখনও দেখিনি, সেই গর্ত সম্বন্ধেও কিছু জানি না।' [৩৬] তখন প্রভুর দূত তাঁকে চুল ধরে বায়ুবেগে বাবিলনে নিয়ে গিয়ে সিংহের গর্তের মুখে নামিয়ে রাখলেন। [৩৭] হাবাকুক চিৎকার করে বললেন, 'দানিয়েল, দানিয়েল, এই খাবার নাও, যা ঈশ্বর তোমার কাছে পাঠালেন।' [৩৮] দানিয়েল বলে উঠলেন, 'ঈশ্বর, তুমি আমার কথা স্মরণ করলে! যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের তুমি ফেলে রাখনি।' [৩৯] দানিয়েল উঠে খেতে লাগলেন, আর এদিকে প্রভুর দূত হাবাকুককে একনিমেষে আগেকার জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

[৪০] সপ্তম দিনে রাজা দানিয়েলের জন্য শোক পালন করতে এলেন; গর্তের ধারে এসে পৌঁছে তিনি ভিতরে তাকালেন, আর দেখ, দানিয়েল সেখানে বসে আছেন।

[৪১] তখন জোর গলায় বলে উঠলেন: 'হে প্রভু, দানিয়েলের ঈশ্বর, তুমি মহান! তুমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নেই!' [৪২] পরে তিনি সেই গর্ত থেকে দানিয়েলকে বের করে আনালেন, এবং তার মধ্যে তাদেরই নিক্ষেপ করালেন, যারা দানিয়েলের সর্বনাশের জন্য চক্রান্ত করেছিল; আর তাদের একনিমেষে তাঁর চোখের সামনেই গ্রাস করা হল।

---

২ [১ ...] বিধর্মী রাজা নেবুকাদ্রেজারের রাজ্যে দানিয়েল ঈশ্বরের রহস্যাবৃত পরিকল্পনা অনাবৃত করেন: বিজাতীয় যত রাজ্য একটার পর একটা বিনষ্ট হবে, অর্থাৎ ঈশ্বর যত মানব-রাজ্যের বিচার করে নিজের রাজ্যের সূচনা পূর্বঘোষণা করেন।

[২৮] 'ঈশ্বরের রহস্যময় বিষয়': নূতন নিয়ম ঠিক এই শব্দই ব্যবহার করে যখন মানবেতিহাসে বাস্তবায়িত সেই ঐশপরিকল্পনার কথা তুলে ধরে যা কালের পূর্ণতায় সুসমাচার-প্রচারে অনাবৃত হল (মার্ক ৪:১১; রো ১৬:২৫; কল ৪:৩; এফে ৩:১০)।

[৪৬] দানিয়েলকে প্রণাম করায় রাজা প্রকৃতপক্ষে দানিয়েলকে নয়, নবীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ঐশবাণীকেই সম্মান দেখান: এই ব্যাখ্যা পরবর্তী পদে রাজার নিজের কথায়ই প্রমাণিত।

৩ [১ ...] এই অধ্যায় ঈশ্বরের প্রতি খাঁটি বিশ্বাসীর বিশ্বস্ততার আদর্শ তুলে ধরে: মৃত্যুকেও ভয় না করে শুধু একেশ্বরকেই আরাধনা করা দরকার।

[৮৮] 'আগুনের হাত থেকে ...': এই পদের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালীন প্রতীকমূলক ব্যাখ্যা অনুসারে অগ্নিকুণ্ডটা হয়ে উঠল মৃত্যুর প্রতীক, এবং যুবকদের মুক্তিলাভ পুনরুত্থানেরই প্রতীক।

৬ [২ ...] অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তির মত সিংহের গর্ত থেকে মুক্তিও প্রতীকমূলক ব্যাখ্যা অনুসারে মৃত্যু থেকেই মুক্তির প্রতীক বলে গণ্য করা যায় যা পুনরুত্থানের শামিল (দা ১২:১-৩; হিব্রু ১১:৩৩)। খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলোতে খ্রিষ্টীয় শিল্পকলা এই কাহিনী ভিত্তি করেই খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের ছবি অঙ্কন করেছে।

৭ [১ ...] (ক) চার পশুর বর্ণনা পুরাতন নিয়মের নানা পুস্তকের অন্যান্য বর্ণনার নেপথ্যেও নিহিত, যথা অপশক্তির উপরে স্রষ্টা ঈশ্বরের জয়লাভ (সাম ৭৪:১৩-১৪; ৮৯:১০-১১; আদি ১:২), মিশর থেকে মুক্তি-যাত্রা (ইশা ৫১:৯-১০), ও ঈশ্বরের চরমকালীন যুদ্ধ (ইশা ২৭:১)। নূতন নিয়মে ঐশপ্রকাশ পুস্তকও একই বর্ণনার উপর নির্ভর করে (প্রকাশ ১৩)।
(খ) মেঘের সঙ্গে মানবপুত্রের আগমন সুসমাচারে বারবার উল্লিখিত (মার্ক ১৩:২৬; মথি ২৫:৩১; লুক ১৭:২২-৩০); কাইয়াফাকে উত্তর দিতে গিয়ে যিশু এই বর্ণনা অনুসারেই কথা বলে গৌরবে নিজের অভিব্যক্তি বর্ণনা করলেন (মার্ক ১৪:৬২; প্রেরিত ৭:৫৫-৫৬; প্রকাশ ১:১৩; ১৯:১১-১৬)।

[১০] ঐশবিচারের জন্য নানা সিংহাসন আনা হল, কিন্তু কে কে সেই আসনগুলোতে বসলেন সেবিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। নূতন নিয়মের বর্ণনায়, স্বর্গদূতদের মাঝে মানবপুত্র নিজেই বিচারক (মথি ২৫:৩১); এবং ঐশপ্রকাশ পুস্তক তাঁকে এই প্রাচীনজনের বর্ণনা অনুসারেই বর্ণনা করে (প্রকাশ ১:১৩-১৪); তাছাড়া খ্রিষ্ট আপন প্রেরিতদূতদের প্রতিশ্রুতি দিলেন, বারোটা আসনে আসীন হয়ে তাঁরাও তাঁর সঙ্গে জগতের বিচার সম্পাদন করবেন (মথি ১৯:২৮; লুক ২২:৩০)। • 'পুস্তকগুলো': সেকালের ধারণায়, পুস্তকগুলোতে মানুষের শুভ ও অশুভ কর্মের কথা লিপিবদ্ধ (ইশা ৬৫:৬; সাম ৫৬:৯; প্রকাশ ২০:১২); তাছাড়া পুস্তকগুলোতে সেই সকল মানুষ তালিকাভুক্ত যাদের ভাবী জগতের মানুষ হওয়ার কথা (ইশা ৪:৩; মালা ৩:১৬; দা ১২:১; লুক ১০:২০; প্রকাশ ১৩:৮)।

[১৮] পবিত্রজনদের কথা স্বর্গদূতদের নয়, ঈশ্বরের জনগণ সেই বিশ্বস্ত ইস্রায়েল জাতিকে লক্ষ করে; নূতন নিয়মেও একই ধারণা প্রতিধ্বনিত (কল ১:১২)।

৯ [২৭] 'জঘন্য বস্তুগুলোর পাশটির উপরে...': প্রতিমাগুলোর বেদির চার শিঙের উপরে...। গ্রীক পাঠ্যে: মন্দিরের পাশটির চূড়ায় সে সর্বনাশা সেই জঘন্য বস্তু বসাবে। নবীদের ভাষায়, জঘন্য বস্তু বলতে প্রতিমা বোঝায়।

১২ [২] ঈশ্বর শেষ শত্রু সেই মৃত্যুর উপর জয়ী হয়ে তার হাত থেকে তাঁর সেই ভক্তজনদের কেড়ে নেন মৃত্যু যাদের অন্যায্য ভাবে কবলিত করেছিল।

[৩] পুনরুত্থানের কথা জনগণের জ্ঞানবান সেই পরিচালকদেরই প্রতি সর্বপ্রথমে প্রতিশ্রুত যারা নিজ বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেছে: কেবল ঈশ্বরই মানুষকে ধর্মময় করে তুলতে পারেন বটে, কিন্তু সেই পরিচালকগণ নিজেদের শিক্ষাদানে জনগণকে ধর্মিষ্ঠতা পথে চালনা করল (ইশা ৫৩:১১)। যে দীপ্তিতে তারা দীপ্তিমান, তা অনন্ত জীবনেরই প্রতীক।

[৯] খ্রিষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দীর আগে থেকেই 'ঈশ্বর' পবিত্র নামের স্থানে 'স্বর্গ' কথাটা ব্যবহৃত হতে লাগল।

হোশেয়া

নবী হোশেয়া ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর মানুষ; তাঁর নাটকীয় জীবন এমন প্রতীক বলে গণ্য করা উচিত যা অবিশ্বস্ত ইস্রায়েলের প্রতি (ও অবিশ্বস্ত মানবজাতির প্রতি) কয়পাময় ঈশ্বরের ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা তুলে ধরে। মানুষের যে অবিশ্বস্ততা ঈশ্বর সহ্য করেন না, তা হল দূষিত উপাসনা-কর্ম, সামাজিক অন্যায্যতা, ও ঈশ্বরে অনাস্থা।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

১ [১] যুদা-রাজ উজ্জিয়া, যোথাম, আহাজ ও হেজেকিয়ার সময়ে, এবং যোয়াশের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সময়ে প্রভুর এই বাণী বেয়েরির সন্তান হোশেয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল।

হোশেয়ার প্রতি প্রভুর আজ্ঞা

[২] প্রভু যখন হোশেয়ার মধ্য দিয়ে কথা বলতে শুরু করেন, তখন প্রভু হোশেয়াকে বললেন: 'যাও, স্ত্রীরূপে একটা বেশ্যা নাও ও বেশ্যাচারের সন্তানদের পিতা হও, কেননা এই দেশ প্রভুর কাছ থেকে সরে যাওয়ায় বেশ্যাচার ছাড়া কিছুই করে না!'

[৩] তাই তিনি গিয়ে দিব্লাইমের কন্যা গোমেরকে নিলেন, আর সেই স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল।
[৪] প্রভু তাঁকে বললেন, 'তুমি তার নাম যেস্রেয়েল রাখ, কারণ অল্প দিন পরে আমি যেহুর কুলকে যেস্রেয়েলের রক্তপাতের প্রতিফল দেব, এবং ইস্রায়েলকুলের রাজ্য শেষ করে দেব।
[৫] সেইদিন আমি যেস্রেয়েল-উপত্যকায় ইস্রায়েলের ধনু ছিন্ন করব।'

[৬] স্ত্রীলোকটা আবার গর্ভধারণ করে এক কন্যা প্রসব করল। প্রভু হোশেয়াকে বললেন, 'তুমি তার নাম লো-রুহামা রাখ, কারণ আমি ইস্রায়েলকুলকে আর স্নেহ করব না; না, তাদের আর কখনও দয়া করব না।
[৭] যুদাকুলকেই বরং আমি স্নেহ করব,

তাদেরই পরিত্রাণ করব; ধনু বা খড়্গ বা যুদ্ধ বা রণ-অশ্ব বা অশ্বারোহী দ্বারা নয়, তাদের পরমেশ্বর প্রভু দ্বারাই তারা পরিত্রাণ পাবে।'

[৮] লো-রুহামাকে দুধ-ছাড়ানোর পরে গোমের গর্ভবতী হল এবং একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। [৯] প্রভু বললেন, 'তুমি তার নাম লো-আম্মি রাখ, কারণ তোমরা আমার জনগণ নও, আর তোমাদের পক্ষে আমি নেই।'

সুখময় এক যুগের প্রতিশ্রুতি

২ [১] ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা
হবে সমুদ্রের সেই বালুকণার মত,
যা পরিমাণ ও গণনার অতীত:
এবং এমনটি ঘটবে যে, যেখানে এই কথা তাদের বলা হয়েছিল:
'তোমরা আমার জনগণ নও,'
সেই স্থানে তাদের বলা হবে:
'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান'।
[২] যুদা-সন্তানেরা ও ইস্রায়েল-সন্তানেরা
পুনরায় একসাথে মিলিত হবে,
নিজেদের উপরে তারা অনন্য এক নেতাকে নিযুক্ত করবে,
ও নিজেদের দেশ থেকে বেশ দূরেই ছড়িয়ে পড়বে,
কেননা যেস্রেয়েলের দিন মহান হবে!
[৩] তোমাদের ভাইদের তোমরা 'আম্মি' বল,
আর তোমাদের বোনদের বল: 'রুহামা'।

সেই অবিশ্বস্তা বধূ মিলন-বিচ্ছেদ ঘটায়

[৪] বিবাদ কর, তোমাদের মায়ের সঙ্গে বিবাদ কর,
কারণ সে আমার স্ত্রী আর নয়,
আমিও তার স্বামী আর নই।

নিজের মুখ থেকে সে তার বেশ্যাচারের যত চিহ্ন মুছে দিক,
নিজের বুক থেকে তার ব্যভিচার দূর করে দিক;
[৫] নইলে আমি তাকে নিঃশেষে বিবস্ত্রা করব,
জন্মলগ্নে তার যেমন অবস্থা ছিল, আমি তাকে ঠিক তেমনি করব,
তাকে প্রান্তরের সমান ও মরুভূমির মত করব,
পিপাসায় তার মৃত্যু ঘটাব।
[৬] তার সন্তানদের আমি স্নেহ করব না,
যেহেতু তারা বেশ্যাচারের সন্তান।
[৭] হ্যাঁ, তাদের মা বেশ্যাগিরি করেছে,
তাদের জননী লজ্জাকর কাজ করেছে;
সে নাকি বলছিল: 'আমি আমার প্রেমিকদের পিছু পিছু যাব,
তারাই আমার রুটি ও আমার জল,
আমার পশম ও আমার ক্ষোম-কাপড়,
আমার তেল ও আমার যত পানীয় আমাকে দিয়ে থাকে!'
[৮] এজন্য দেখ, আমি কাঁটা দিয়ে তোমার পথ রোধ করব,
তার চারদিকে প্রাচীর দেব
যেন সে নিজের কোন পথের সন্ধান না পেতে পারে।
[৯] সে তার প্রেমিকদের পিছু পিছু দৌড়োবে,
কিন্তু তাদের নাগাল পাবে না;
সে তাদের খোঁজ করে বেড়াবে,
কিন্তু তাদের খোঁজ পাবে না।
সে তখন বলবে: 'আমি আমার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরব,
কারণ এখনকার চেয়ে তখনই আমার মঙ্গল বেশি ছিল।'
[১০] সে তো বুঝতে পারেনি যে,
আমিই সেই গম, নতুন আঙুররস ও তেল তাকে দিচ্ছিলাম,
আমিই তার জন্য যুগিয়ে দিচ্ছিলাম সেই রুপো আর সোনা,

যা তারা বায়াল-দেবের উদ্দেশে ব্যবহার করল।
[১১] এজন্য আমিও গমের সময়ে আমার গম,
ও আঙুরফলের ঋতুতে আমার আঙুররস ফিরিয়ে নেব;
সেই পশম ও ক্ষোম-কাপড়ও নেব,
যা তার উলঙ্গতা আচ্ছাদিত করার জন্যই ছিল।
[১২] তখন তার প্রেমিকদের চোখের সামনে
আমি তার লজ্জা অনাবৃত করব—
কেউই তাকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে না!
[১৩] আমি তার সমস্ত আমোদপ্রমোদ,
তার পর্বোৎসব, অমাবস্যা, শাব্বাৎ
ও যত মহাপর্ব বাতিল করে দেব;
[১৪] তার আঙুরলতা ও ডুমুরগাছ সবই বিনষ্ট করব,
যা সম্বন্ধে সে বলছিল,
'এ তো আমার প্রেমিকদের দেওয়া উপহার!'
আমি সেইসব কিছু জঙ্গল করব,
করব বন্যজন্তুদের চারণমাঠ।
[১৫] তাকে আমি বায়াল-দেবদের সেই দিনগুলির প্রতিফল ভোগ করাব,
যখন তাদের উদ্দেশে সে ধূপ জ্বালাত,
ও যত আঙটি ও অলঙ্কারে নিজেকে অলঙ্কৃতা করত,
তার প্রেমিকদের পিছু পিছু যেত,
কিন্তু এই আমাকে ভুলে থাকত!
—প্রভুর উক্তি।

প্রভু পুনর্মিলন ঘটান

[১৬] সুতরাং দেখ, আমি তাকে ভুলিয়ে
প্রান্তরে আনব ও তার হৃদয়ের উপরেই কথা বলব।
[১৭] সেখান থেকে আমি তার আঙুরখেত ফিরিয়ে দেব,

আখোর উপত্যকাকে আশাদ্বারে পরিণত করব।
সেখানে সে সাড়া দেবে,
যেমন সাড়া দিত তার তরুণ বয়সের দিনগুলিতে,
মিশর থেকে বেরিয়ে আসার দিনগুলিতে।
[১৮] সেইদিন যখন আসবে—প্রভুর উক্তি—
তুমি আমাকে ‘আমার স্বামী’ বলে ডাকবে,
আমাকে ‘আমার বায়াল-দেব’ বলে আর ডাকবে না।
[১৯] আমি তার মুখ থেকে বায়াল-দেবদের যত নাম বাতিল করে দেব,
তাদের নামগুলির আর স্মরণ থাকবে না।
[২০] সেইদিন আমি তাদের জন্য
বন্যজন্তু, আকাশের পাখি ও ভূমির সরিসৃপদের সঙ্গে এক সন্ধি করব;
ধনুক, খড়্গ ও রণসজ্জা ভেঙে দিয়ে
তা দেশের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করব;
নিরাপদেই তাদের শুতে দেব।
[২১] আমি তোমাকে চিরকালের মত আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব,
ধর্মময়তা, ন্যায়, কৃপা ও স্নেহেই
তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব;
[২২] আমি বিশ্বস্ততায়ই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব,
তখন তুমি প্রভুকে জানবে।
[২৩] সেইদিন যখন আসবে, আমি তখন সাড়া দেব,
—প্রভুর উক্তি—
আমি আকাশকে সাড়া দেব,
আকাশ ভূমিকে সাড়া দেবে;
[২৪] আর ভূমি গম, নতুন আঙুররস ও তেলকে সাড়া দেবে,
আর এগুলো যেস্রেয়েলকে সাড়া দেবে।
[২৫] আমি নিজেরই জন্য তাকে এ দেশে রোপণ করব,

লো-রুহামাকে স্নেহ করব,
লো-আম্মিকে বলব, ‘তুমি আমার আপন জনগণ,’
এবং সে বলবে, ‘তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।’

সেই মিলনের মূল্য

৩ [১] প্রভু আমাকে বললেন, ‘তুমি আবার যাও, এবার এমন স্ত্রীলোককে ভালবাস,
যে আর একজনকে ভালবাসে, যে ব্যভিচারিণী; ঠিক যেমনটি প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের
ভালবাসেন, যদিও তারা অন্য দেবতাদের প্রতি ফেরে ও কিশমিশের পিঠা ভালবাসে।’
[২] তাই আমি পনেরো রুপোর টাকা ও বারো মণ যবের বিনিময়ে তাকে কিনে
নিলাম; [৩] তাকে বললাম, ‘তুমি অনেক দিন ধরে আমার সঙ্গে শান্ত থাকবে;
ব্যভিচার করবে না, কোন পুরুষের সঙ্গে যাবে না; আমিও তোমার প্রতি সেইমত
ব্যবহার করব।’ [৪] কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা অনেক দিন ধরে থাকবে রাজাহীন,
নেতাহীন, যজ্ঞহীন, স্মৃতিস্তম্ভহীন, এফোদহীন ও তেরাফিমহীন। [৫] পরে ইস্রায়েল
সন্তানেরা ফিরে আসবে ও তাদের পরমেশ্বর প্রভুর ও তাদের রাজা দাউদের অন্বেষণ
করবে, এবং অন্তিমকালে সভয়ে প্রভুর ও তাঁর মঙ্গলময়তার দিকে ফিরবে।

অভিযোগ পেশ

৪ [১] হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, প্রভুর বাণী শোন,
কারণ দেশবাসীদের বিরুদ্ধে প্রভু অভিযোগ আনছেন:
দেশে তো সততা নেই, সহৃদয়তা নেই, ঈশ্বরজ্ঞান নেই।
[২] মিথ্যাশপথ, মিথ্যাকথা, নরহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার চলছে,
হত্যাকাণ্ড ও একের পর এক রক্তপাত সাধিত হচ্ছে।
[৩] এজন্য দেশ শোকপালন করছে,
দেশবাসী সকলে ম্লান হচ্ছে,
তাদের সঙ্গে বন্যজন্তু ও আকাশের পাখিরাও তেমনি করছে,
সমুদ্রের মাছগুলিও মিলিয়ে যাবে।

[৪] কিন্তু কেউ অভিযোগ না করুক, কেউ অনুযোগ না করুক,
কারণ তোমার বিরুদ্ধেই, হে যাজক, আমার অভিযোগ।
[৫] দিনের বেলায়ই তুমি হোঁচট খাচ্ছ,
রাতের বেলায় নবীও তোমার সঙ্গে হোঁচট খাচ্ছে,
তবে আমি তোমার মাতাকে
তার সদ্‌জ্ঞান-অভাবের কারণে স্তব্ধ করে দেব,
[৬] আমার আপন জনগণকেই স্তব্ধ করা হবে।
যেহেতু তুমি সদ্‌জ্ঞান অগ্রাহ্য করেছ,
সেজন্য আমি যাজকরূপে তোমাকেই অগ্রাহ্য করব;
যেহেতু তুমি তোমার পরমেশ্বরের নির্দেশবাণী ভুলে গেছ,
সেজন্য আমি তোমার সন্তানদের কথা ভুলে যাব।
[৭] তারা সংখ্যায় যত বেশি ছিল,
আমার বিরুদ্ধে তত বেশি পাপ করল;
তাদের গৌরব যিনি, তাঁকে তারা দুর্নামের সঙ্গে বিনিময় করল।
[৮] আমার জনগণের পাপ—এতেই তারা নিজেদের পুষ্ট করে,
আমার জনগণের শঠতা—এর প্রতিই তাদের লোভ।
[৯] কিন্তু জনগণের যেমন দশা, যাজকেরও তেমন দশা—
তাদের আচরণের জন্য আমি তাদের শাস্তি দেব,
তাদের অপকর্মের প্রতিফল দেব।
[১০] তারা খাবে, কিন্তু তৃপ্তি পাবে না,
বেশ্যাগিরি করবে, কিন্তু তাদের বংশবৃদ্ধি হবে না,
কারণ তারা প্রভুকে মান্য করায় ক্ষান্ত হয়েছে।
[১১] বেশ্যাগিরি, আঙুররস ও মাতলামি বুদ্ধি হরণ করে।
[১২] আমার জনগণ তাদের সেই গাছের অভিমত যাচনা করে,
আর তাদের সেই ডাল তাদের উত্তর দেয়,
কারণ বেশ্যাচারের এক আত্মা তাদের ভ্রান্ত করছে

আর তারা তাদের আপন পরমেশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে বেশ্যাগিরি করছে।
[১৩] তারা পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় যজ্ঞ করে
ও উপপর্বতের চূড়ায় চূড়ায়
ওক্, ঝাউ ও তার্পিন গাছের তলায় ধূপ জ্বালায়,
কেননা সেগুলোর ছায়া মনোহর।
তাই তোমাদের কন্যারা বেশ্যা হয়
ও তোমাদের পুত্রবধূরা ব্যভিচার করে।
[১৪] তোমাদের কন্যারা বেশ্যা হলে
ও তোমাদের পুত্রবধূ ব্যভিচার করলে আমি তাদের শাস্তি দেব না,
কেননা যাজকেরা নিজেরাও বেশ্যাদের সঙ্গে গোপন জায়গায় যায়
ও সেবাদাসীদের সঙ্গে যজ্ঞ করে;
অবোধ এক জাতি সর্বনাশের দিকে যাচ্ছে।

[১৫] ইস্রায়েল, তুমি যখন বেশ্যাগিরি কর,
তখন যুদাও যেন নিজেকে দণ্ডনীয় না করে।
তোমরা গিল্গালে যেয়ো না,
বেথ্-আবেনেও যেয়ো না,
এবং ‘জীবনময় প্রভুর দিব্যি!’ বলে শপথ করো না।
[১৬] আর যখন ইস্রায়েলীয়েরা বিদ্রোহিণী গাভীর মত বিদ্রোহী,
তখন প্রভু কেমন করে তাদের চরাবেন
প্রশস্ত মাঠে মেষশাবককে যেভাবে চরানো হয়?
[১৭] এফ্রাইম প্রতিমাগুলোতে আসক্ত;
তাকে একাই ছাড়!
[১৮] তাদের মদ্যপানীয় শেষ হলেও
তারা তবু অবিরত বেশ্যাচার করে চলে,
ও তাদের নেতারা দুর্নাম প্ররোচনা করতে ভালবাসে।
[১৯] ঘূর্ণিবায়ু তার পাখা দু’টো দিয়ে তাদের তুলে নেবে,

ফলে তারা তাদের সেই যজ্ঞের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করবে।

যাজকবর্গ ও রাজকুল

৫ [১] হে যাজকেরা, একথা শোন,
ইস্রায়েলকুল, মনোযোগ দাও,
হে রাজকুল, কান পেতে শোন,
কারণ ন্যায্যতা-রক্ষা তোমাদেরই হাতে ;
অথচ তোমরা মিস্পাতে ফাঁদস্বরূপ হয়েছ,
ও তাবরে পাতা জালস্বরূপ হয়েছ ;
[২] তারা শিত্তিমে গভীর একটা গর্ত খুঁড়েছে,
কিন্তু আমি তাদের সকলেরই দণ্ড দিতে যাচ্ছি।
[৩] এফ্রাইমকে আমি জানি,
ইস্রায়েলও আমার কাছে গোপন নয়।
এফ্রাইম, তুমি তো বেশ্যাগিরি করেছ!
ইস্রায়েল নিজেকে কলুষিত করেছে।
[৪] তাদের কাজকর্ম তাদের পরমেশ্বরের কাছে ফিরতে বাধা দেয়,
কারণ তাদের মধ্যে বেশ্যাচারের এক আত্মা বিরাজ করছে,
আর তারা প্রভুকে আর জানে না।
[৫] ইস্রায়েলের দম্ভ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়,
ইস্রায়েল ও এফ্রাইম নিজেদের অপরাধে নিজেরাই হোঁচট খাবে,
যুদাও হোঁচট খাবে তাদের সঙ্গে।
[৬] তাদের মেষপাল ও গবাদি পশু নিয়ে
তারা প্রভুর অন্বেষায় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তাঁকে পায় না,
কারণ তিনি তাদের কাছ থেকে চলে গেছেন।
[৭] প্রভুর প্রতি তারা অবিশ্বস্ত হয়েছে,
তারা যে উৎপন্ন করেছে জারজ সন্তান ;

এখন অমাবস্যাই তাদের ও তাদের জমিজমা গ্রাস করবে।

ভ্রাতৃযুদ্ধ ও তার শাস্তি

[৮] তোমরা গিবেয়াতে শিঙা বাজাও,
রামায় তুরিধ্বনি তোল,
বেথ্‌-আবেনে রণ-নিনাদ তুলে বল:
বেঞ্জামিন, সজাগ হও!
[৯] শাস্তির দিনে এফ্রাইম ধ্বংসস্থান হবে:
ইস্রায়েল-গোষ্ঠীদের জন্য আমি এমন কিছু ঘোষণা করছি,
যা অবশ্যই ঘটবে।
[১০] যুদার নেতারা তাদেরই মত হয়েছে,
যারা সীমানা-ফলক স্থানান্তর করে,
তাদের উপরে আমি আমার ক্রোধ বন্যার মতই ঢেলে দেব।
[১১] এফ্রাইম অত্যাচারী, সে ন্যায়বিচার মাড়িয়ে দিচ্ছে,
সে অসারের অনুগামী হতে লাগল।
[১২] কিন্তু আমি এফ্রাইমের পক্ষে হব কীটের মত,
যুদাকুলের পক্ষে কাঠপোকার মত।
[১৩] যখন এফ্রাইম তার নিজের রোগ
ও যুদা তার নিজের ঘা দেখতে পেল,
তখন এফ্রাইম আশুরের কাছে গেল,
সেই মহারাজের কাছে লোক পাঠাল;
কিন্তু সে তোমাদের রোগমুক্ত করতে অক্ষম,
তোমাদের ঘাও নিরাময় করতে অক্ষম,
[১৪] কারণ আমি এফ্রাইমের পক্ষে হব সিংহের মত,
যুদাকুলের পক্ষে যুবসিংহের মত।
আমি, আমিই তাদের দীর্ণ-বিদীর্ণ করে চলে যাব,
আমার শিকার নিয়ে যাব, উদ্ধার করার মত কেউই থাকবে না।

[১৫] আমি আমার নিজের জায়গায় ফিরে যাব,
যতদিন না তারা তাদের দোষ স্বীকার করে ;
তারা আমার শ্রীমুখের অন্বেষণ করবে,
তাদের সঙ্কটে সযত্নেই আমার অনুসন্ধান করবে।

ইস্রায়েলের উত্তর—অবিশ্বস্ততা

৬ [১] 'এসো, প্রভুর কাছে ফিরে যাই, তিনি আমাদের ছিঁড়ে ফেললেন,
কিন্তু আমাদের নিরাময় করবেন ;
আমাদের আঘাত করলেন,
কিন্তু বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান।
[২] দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন,
আর তৃতীয় দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন ;
তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।
[৩] এসো, তাঁকে জানি, প্রভুকে জানবার জন্য ছুটে চলি,
ভোরের মতই সুনিশ্চিত তাঁর আগমন।
ঘন ঘন বৃষ্টির মতই তিনি আমাদের কাছে আসবেন,
আসবেন বসন্তের সেই জলবর্ষণের মত যা মাটিকে জলসিক্ত করে।'

[৪] এফ্রাইম, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব ?
যুদা, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব ?
সকালের মেঘের মতই তোমার প্রেম,
তা শিশিরেরই মত, যা প্রত্যূষে উবে যায়।
[৫] এজন্যই নবীদের দ্বারা আমি তাদের আঘাত করলাম,
আমার মুখের বচন দ্বারা তাদের সংহার করলাম,
আলোকের মতই উদিত হয় আমার বিচার :
[৬] কারণ আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়,
আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।

[৭] কিন্তু তারা আদমের মত সন্ধি লঙ্ঘন করেছে,
এই যে কোথায় তারা আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!
[৮] গিলেয়াদ তো অপকর্মাদের নগর,
তা রক্তে কলঙ্কিত।
[৯] ওত পেতে থাকা দস্যুদের মত
এক দল যাজক শিখেমের দিকের পথে নরহত্যা করে:
আহা, কেমন জঘন্য ব্যাপার!
[১০] বেথেলে আমি রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখেছি,
সেইখানে হয়েছে এফ্রাইমের বেশ্যাচার,
সেইখানে ঘটেছে ইস্রায়েলের কলুষ।
[১১] আমি যখন আমার আপন জনগণের দশা ফেরাব,
তখন তোমার জন্যও, হে যুদা, নিরূপিত থাকবে এক ফসল!

৭ [১] যখনই আমি ইস্রায়েলকে নিরাময় করতে চাই,
তখনই এফ্রাইমের শঠতা ও সামারিয়ার অপকর্ম প্রকাশ পায়;
কারণ প্রতারণাই তাদের চর্চা:
ভিতরে চোরের প্রবেশ,
বাইরে দস্যুর লুটতরাজ!
[২] আমি যে তাদের সমস্ত অধর্ম স্মরণে রাখি,
একথা তারা কি ভাবেই না?
তাদের সমস্ত কর্ম চারদিকে তাদের ঘিরে রাখে,
সেইসব কিছু আমার মুখেরই সামনে উপস্থিত।

[৩] তারা তাদের অপকর্ম দ্বারা রাজাকে আনন্দিত করে,
তাদের মিথ্যাকথা দ্বারা নেতাদের পুলকিত করে।
[৪] তারা সকলে ব্যভিচারী,
এমন তন্দুরের মত উত্তপ্ত,

যার আগুন রুটিওয়ালা ওসকায় না
যতক্ষণ না ময়দা ছানার পর খামির গেঁজে ওঠে।
[৫] আমাদের রাজার উৎসব-দিনে
নেতারা আঙুররসে উত্তপ্ত হয়,
আর সে বিদ্রূপকারীদের হাতের সঙ্গে হাত মেলায়;
[৬] কারণ তন্দুরের আগুনের মত তারা কুটিলতায় পূর্ণ হৃদয়ে এগিয়ে এসেছে,
তাদের রোষ সারারাত ধরে তন্দ্রাবেশে থাকে,
আর সকালে প্রচন্ড অগ্নিশিখার মত জ্বলে ওঠে।
[৭] তারা সকলে তন্দুরের মত উত্তপ্ত,
তাদের গণশাসকদের গ্রাস করে।
এইভাবে তাদের সকল রাজাদের পতন হল,
আর তারা কেউই আমাকে কখনও ডাকে না।
[৮] এফ্রাইম তো জাতিগুলির সঙ্গে মিশে গেছে;
এফ্রাইম এক পিঠ ভাজা পিঠার মত।
[৯] বিদেশীরা তার বল গ্রাস করে,
কিন্তু সে তা টের পায় না;
তার মাথায় চুল পেকেছে,
কিন্তু সে তা টের পায় না।
[১০] ইস্রায়েলের দম্ভ তারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়,
কিন্তু তারা তাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফেরে না,
এসব কিছু সত্ত্বেও তাঁর অন্বেষণও করে না।

[১১] এফ্রাইম এমন কপোতের মত যা নিজেকে ভোলাতে দেয়,
সত্যিই, সে বুদ্ধিহীন;
তারা একবার মিশরকে, একবার আশুরকে ডাকে।
[১২] তারা যেইদিকে যাবে,
আমি তাদের উপরে আমার জাল বিস্তার করব;

আকাশের পাখিদের মত তাদের নামিয়ে দেব;
তাদের নিজেদের জনমণ্ডলীতে শাস্তি দেব।
[১৩] ধিক্ তাদের! তারা যে আমাকে ছেড়ে দূরে চলে গেছে;
সর্বনাশ তাদের! তারা যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।
আমি তাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে চাচ্ছিলাম,
কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাকথা বলেছে।
[১৪] তাদের বিছানায় তারা চিৎকার করে বটে,
কিন্তু সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার কাছে হাহাকার করেই না।
তারা শস্য ও নতুন আঙুররসের জন্য দেহে কাটাকাটি করে বটে,
কিন্তু সেইসঙ্গে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চলে।
[১৫] অথচ আমিই তাদের বাহুর অবলম্বন হয়ে তা সবল করেছি,
কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রই এঁটেছে।
[১৬] ঊর্ধ্বে আছেন যিনি, তাঁর কাছে তারা তো ফেরে না,
তারা এমন ধনুকের মত, যার তীর হবে লক্ষ্যভ্রষ্ট।
তাদের নেতারা নিজেদের জিহ্বার আস্ফালনের জন্য
খড়্গের আঘাতে পড়বে,
আর এজন্য তারা মিশর দেশে হবে উপহাসের বস্তু।

একটা চিহ্ন

৮ [১] মুখে তুরি দাও!
ঈগল পাখির মত সর্বনাশ প্রভুর গৃহের উপর নেমে আসছে!
কারণ তারা আমার সন্ধি লঙ্ঘন করেছে,
নির্দেশগুলোর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে;
[২] ইস্রায়েল নাকি আমার কাছে চিৎকার করে বলে:
'হে আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তোমাকে স্বীকার করি!'
[৩] অথচ ইস্রায়েল যা মঙ্গল তা দূরে ফেলে দিয়েছে;

তাই শত্রু তার পিছনে ধাওয়া করবে।
[৪] তারা রাজাদের বানিয়েছে—কিন্তু আমার সম্মতিতে নয়;
তারা নেতাদের নিযুক্ত করেছে—কিন্তু আমার অজান্তে;
তাদের সোনা-রুপো দিয়ে দেবমূর্তি তৈরি করেছে
—কিন্তু তাদের সর্বনাশ হবেই।
[৫] সামারিয়া, তোমার বাছুর আমি তুচ্ছই করি!
ওদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ জ্বলে উঠল;
নিজেদের নিষ্কলঙ্ক করতে আর কতকাল ওরা দেরি করবে?
[৬] কেননা সেই বাছুর ইস্রায়েল দ্বারাই গড়া,
তা একটা কারুকর্মীর হাতের কাজ, তা ঈশ্বর নয়;
টুকরো টুকরো করা হবেই সামারিয়ার সেই বাছুর!
[৭] তারা বাতাস বুনেছে, তাই ঝঞ্ঝাই সংগ্রহ করবে।
তাদের গমে শিষ থাকবে না,
গজিয়ে উঠলেও তা কখনও ময়দা দেবে না,
দিলেও, তা ভিনদেশীরাই গ্রাস করবে।
[৮] ইস্রায়েলকেও গ্রাস করা হয়েছে;
এখন তারা জাতিসকলের মধ্যে হীন পাত্রেরই মত।
[৯] তারা তো আশুর পর্যন্তই গেল,
সেই আশুর, যা এমন বন্য গাধা যে একাকীই থাকে;
এফ্রাইম নিজের জন্য প্রেমিকদের কিনে নিয়েছে;
[১০] জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের কিনে নিয়েছে বিধায়
এখন আমি এদের সকলকে একত্রে ঘিরে ফেলব;
তারা শীঘ্রই টের পাবে সেই রাজাধিরাজের বোঝা!
[১১] এফ্রাইম নিজের পাপের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি উত্তরোত্তর গাঁথতে থাকে,
কিন্তু এই যজ্ঞবেদিগুলিই তাদের পক্ষে পাপের অবকাশ।
[১২] তার জন্য আমি হাজার বিধিনিয়ম লিখে গেছি,

কিন্তু সেইসব বিজাতীয় একজনের কাছ থেকে আগত বলেই গণ্য।

[১৩] তারা আমার কাছে বলি উৎসর্গ করে থাকে,
সেই পশুর মাংসও খেয়ে থাকে,
কিন্তু প্রভু তা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রাহ্য করবেন না ;
তিনি তাদের অপরাধ স্মরণ করবেন,
তাদের পাপের শাস্তি দেবেন,
তাদের মিশরে ফিরে যেতে হবে।
[১৪] সত্যিই, ইস্রায়েল তার নিজের নির্মাতাকে ভুলে গেছে,
নিজের জন্য নানা প্রাসাদ গেঁথেছে ;
আর এদিকে যুদা সুরক্ষিত নগর উত্তরোত্তর নির্মাণ করে থাকে ;
কিন্তু তাদের শহরে শহরে আমি আগুন প্রেরণ করব,
আর সেই আগুন গ্রাস করবে তাদের সেই দুর্গসকল।

দুঃখ ও নির্বাসন

৯ [১] হে ইস্রায়েল, তত আনন্দ-ফুর্তি করো না,
জাতিসকলের মতও উল্লাসে মেতে উঠো না,
কারণ তুমি বেশ্যাচার করার জন্য
তোমার আপন পরমেশ্বরকে ছেড়ে দূরে গেছ ;
শস্যের যত খামারে তোমার বেশ্যাগিরির মজুরি ভালবেসেছ।
[২] খামার বা আঙুরমাড়াইকুন্ড তাদের খাদ্য দেবে না,
নতুন আঙুররসও তাদের আশাভ্রষ্ট করবে।
[৩] তারা প্রভুর দেশে আর বাস করবে না,
এফ্রাইমকে মিশরে ফিরে যেতে হবে,
ও আশুরে অশুচি খাদ্য খেতে হবে।
[৪] তারা প্রভুর উদ্দেশে আঙুররস-নৈবেদ্য আর ঢালবে না,
তাদের সমস্ত বলিদান তাঁর প্রীতিকর হবে না।

শোকের রুটিই হবে তাদের রুটি,
যারা তা খাবে, তারা অশুচি হবে।
তাদের রুটি হবে কেবল তাদেরই জন্য,
যেহেতু প্রভুর গৃহে তা প্রবেশ করবে না।
[৫] মহাপর্বদিনে তোমরা তখন কী করবে?
কী করবে প্রভুর পর্বোৎসবে?

নির্যাতিত নবী

[৬] দেখ, তারা বিনাশ থেকে রেহাই পাবে,
কিন্তু মিশর তাদের ঘিরে ফেলবে,
মেম্ফিস হবে তাদের কবরস্থান।
তাদের যত রুপোর পাত্র হবে বিছুটিগাছের অধিকার,
তাদের তাঁবুতে তাঁবুতে গজিয়ে উঠবে কাঁটাগাছ।
[৭] দণ্ডের দিনগুলি এসে গেছে,
প্রতিফল-দানের দিনগুলি এবার উপস্থিত,
—একথা ইস্রায়েল জ্ঞাত হোক:
নবী উন্মাদ, অনুপ্রাণিত মানুষ নির্বোধ—
এসব কিছুর কারণ হল তোমার বহু অপরাধ, তোমার ভারী বিদ্বেষ।
[৮] আমার পরমেশ্বরের সঙ্গে যে নবী, সে-ই এফ্রাইমের প্রহরী,
কিন্তু তার সকল পথে রয়েছে ব্যাধের ফাঁদ,
তার আপন পরমেশ্বরের গৃহেও রয়েছে বিদ্বেষ।
[৯] গিবেয়ার সময়ের মতই তারা অত্যন্ত ভ্রষ্ট,
কিন্তু তিনি তাদের অপরাধ স্মরণ করবেন,
তাদের পাপের শাস্তি দেবেন।

বায়াল-পেওর

[১০] আমি মরুপ্রান্তরে আঙুরফলের মত ইস্রায়েলকে পেয়েছিলাম;

আমি ডুমুরগাছের অগ্রিম আশুপক্ব ফলের মত
তোমাদের পিতৃপুরুষদের দেখেছিলাম;
কিন্তু তারা বায়াল-পেওরের কাছে এসে পৌঁছেই
সেই লজ্জাকর বস্তুর উদ্দেশে নিজেদের নিবেদন করল,
তাদের ভালবাসার বস্তুর মত ঘৃণ্য হয়ে পড়ল।
[১১] এফ্রাইমের গৌরব উড়ে যাবে পাখির মত,
আর প্রসব হবে না, গর্ভ ও গর্ভধারণও আর হবে না।
[১২] যদিও তারা সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে,
তারা মানুষ হবার আগেই তাদের আমি উচ্ছেদ করব;
ধিক্ তাদের, যদি আমি তাদের ত্যাগ করি কোন দিন!
[১৩] আমি তো দেখতে পাচ্ছি,
এফ্রাইমকে আমি দেখতাম নবীন ঘাসের মাঠে রোপিত তুরসের মত;
তাই এফ্রাইম তার সন্তানদের নিয়ে যাবে জবাইখানায়!
[১৪] প্রভু, তাদের দাও … ; তাদের তুমি কী দেবে?
তাদের অনুর্বর গর্ভ ও শুষ্ক বুক দাও!

গিলগাল

[১৫] গিল্গালে তাদের সমস্ত শঠতা দেখা দিল,
সেইখানে আমি তাদের ঘৃণা করতে লাগলাম।
তাদের পাপময় কর্মকাণ্ডের জন্য
আমি আমার গৃহ থেকে তাদের তাড়িয়ে দেব,
তাদের আর ভালবাসব না;
তাদের নেতারা সকলে বিদ্রোহী!
[১৬] এফ্রাইম ক্ষতবিক্ষত,
তাদের মূল এবার শুষ্ক,
তারা আর ফল দেবে না।
যদিও তারা সন্তানদের জন্ম দেয়,

আমি তাদের প্রিয় গর্ভফল মেরে ফেলব।
[১৭] আমার পরমেশ্বর তাদের প্রত্যাখ্যান করবেন,
কেননা তারা তাঁর প্রতি বাধ্য হয়নি।
তখন তারা জাতিগুলির মধ্যে উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াবে।

রাজা ও সেই বাছুর

১০ [১] ইস্রায়েল উর্বরতম আঙুরলতা ছিল, তাতে প্রচুর ফল ধরত;
কিন্তু তার ফল যত প্রচুর হত, সে তত যজ্ঞবেদি গাঁথত;
তার মাটি যত উৎকৃষ্ট হত, সে তত সুন্দর করত নিজ স্মৃতিস্তম্ভ।
[২] তাদের হৃদয় পিচ্ছিল;
এখন তারা এর জন্য দণ্ড বহন করবে।
তিনি নিজে তাদের যত যজ্ঞবেদি ভেঙে ফেলবেন,
তাদের যত স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করবেন।
[৩] তখন তারা বলবে: 'আমাদের আর রাজা নেই,
কারণ আমরা প্রভুকে ভয় করিনি;
কিন্তু রাজাও কিবা করতে পারতেন?'
[৪] তারা অসার কথা বলে, মিথ্যা শপথ করে, নানা সন্ধি স্থির করে:
তাই ন্যায়বিচার মাঠের রেখায় রেখায় বিষগাছের মত ছড়িয়ে পড়ে।
[৫] সামারিয়ার অধিবাসীরা বেথ্‌-আবেনের সেই বাছুরটার জন্য উদ্বিগ্ন,
সেখানকার লোকেরা তার জন্য শোকপালন করে, তার পূজারিরাও তাই করে;
তার সেই যে গৌরব এখন আমাদের কাছ থেকে দূর করা হচ্ছে,
তার জন্য তারা মেতে উঠুক!

[৬] তাকেও মহান রাজার উপঢৌকন রূপে আশুরে নিয়ে যাওয়া হবে;
তখন এফ্রাইম লজ্জাবোধ করবে,
ইস্রায়েল তার সেই মন্ত্রণার জন্য লজ্জায় লাল হয়ে যাবে।
[৭] জলের উপরে খড়কুটোর মত

সামারিয়া ও তার রাজা ভেসে ভেসে মিলিয়ে যাবে।
[৮] শঠতার যত উচ্চস্থান—যা ইস্রায়েলের পাপস্বরূপ—
সবই বিনষ্ট হবে,
তাদের সমস্ত যজ্ঞবেদির উপরে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ গজিয়ে উঠবে;
তারা পাহাড়পর্বতকে বলবে: 'আমাদের ঢেকে ফেল,'
উপপর্বতগুলোকে বলবে: 'আমাদের উপরে পড়।'

[৯] হে ইস্রায়েল, গিবেয়ার দিনগুলি থেকেই তুমি পাপ করে আসছ;
সেইখানে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছিল,
শঠতার বংশের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তা কি গিবেয়াতে তাদের ধরবে না?
[১০] আমি তাদের দণ্ড দিতে আসছি;
তাদের বিরুদ্ধে জাতিসকল একজোট হবে,
কারণ তারা তাদের দ্বিগুণ শঠতার সঙ্গে লেগে আছে।

[১১] এফ্রাইম এমন পোষ-মানা গাভী,
যা শস্য মাড়াই করতে ভালবাসে;
কিন্তু তার সেই সুন্দর ঘাড়ের উপরে
আমি জোয়ালটা ভারী করে দেব;
আমি এফ্রাইমকে লাঙলে লাগাব,
যাকোবকে হাল টানতে হবে।
[১২] নিজেদের জন্য তোমরা ধর্মময়তার উদ্দেশে বীজ বোন,
কৃপা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ কর;
তোমাদের ফেলানো জমি চাষ কর:
প্রভুর অন্বেষণ করার সময় এসে গেছে,
যতদিন তিনি না এসে তোমাদের উপরে ধর্মময়তা বর্ষণ করেন।
[১৩] তোমরা অপকর্ম চাষ করেছ,
অধর্ম-ফসল সংগ্রহ করেছ,
মিথ্যা-ফল আহার করেছ।

তুমি তোমার রথে ও তোমার বহু বহু যোদ্ধায় ভরসা রেখেছ বলে
[১৪] তোমার শহরগুলোর বিরুদ্ধে জেগে উঠবে যুদ্ধের কোলাহল,
ও তোমার যত দৃঢ়দুর্গের হবে সর্বনাশ।
যুদ্ধের দিনে শাল্মান যেমন বেথ্-আর্বেলের সর্বনাশ ঘটিয়েছিল,
এবং মাকে আছাড় মেরে
ছেলেদের উপরেই টুকরো টুকরো করা হয়েছিল,
[১৫] হে বেথেল, তোমার মহা অপকর্মের জন্য তোমার প্রতি তেমনি করা হবে:
প্রভাতে ইস্রায়েলের রাজা মিলিয়ে যাবে!

পিতার ভালবাসা অবজ্ঞাত

১১ [১] ইস্রায়েল যখন তরুণ ছিল, আমি তখন তাকে ভালবাসলাম,
মিশর থেকে আমার সন্তানকে ডেকে আনলাম।
[২] কিন্তু আমি তাদের যত ডাকতাম,
তারা আমা থেকে তত দূরে চলে যেত;
তারা বায়াল-দেবদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করত,
দেবমূর্তির উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত।
[৩] এফ্রাইমকে আমিই হাঁটতে শিখিয়েছিলাম,
নিজেই তাদের হাত ধরে রাখতাম,
কিন্তু আমি যে তাদের যত্ন করছিলাম, তা তারা বুঝল না।
[৪] আমি মানবতা-বন্ধন দিয়ে, প্রেম-বাঁধন দিয়েই তাদের আকর্ষণ করতাম;
তাদের পক্ষে আমি এমন একজনেরই মত ছিলাম,
যে আপন শিশুকে মুখের কাছে তুলে নেয়;
তার দিকে হাত বাড়িয়ে আমি তার খাদ্য দিতাম।
[৫] সে মিশর দেশে ফিরে যাবে না,
আশুরই বরং হবে তার রাজা,
তারা যে আমার কাছে ফিরে আসতে অসম্মত হয়েছে!

[৬] তাদের শহরগুলির উপরে খড়্গ নেমে পড়বে,
তাদের নগরদ্বারের অর্গল ধ্বংস করবে,
তাদের মতলবের কারণে তাদের গ্রাস করবে।
[৭] আমার আপন জনগণ আমাকে ছেড়ে বিপথে যেতে প্রবণ,
ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলতে আহূত হলেও
তারা কেউই ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলতে জানে না।

ঈশ্বরের ভালবাসা প্রতিশোধের চেয়েও গভীর

[৮] এফ্রাইম, কেমন করে আমি তোমাকে ত্যাগ করব?
ইস্রায়েল, কেমন করে পরের হাতে তোমাকে তুলে দেব?
কেমন করে তোমাকে আদ্মার মত করব?
কেমন করে তোমার প্রতি সেইভাবে ব্যবহার করব
যেইভাবে ব্যবহার করেছিলাম জেবোইমের প্রতি?
আমার মধ্যে হৃদয় উৎপাটিত হচ্ছে,
আমার অন্তরাজি করুণায় দগ্ধ হচ্ছে।
[৯] আমি আমার উত্তপ্ত ক্রোধ জ্বলে উঠতে দেব না,
এফ্রাইমের সর্বনাশ আর ঘটাব না,
কারণ আমি ঈশ্বর, মানুষ নই;
আমি তোমার মধ্যে সেই পবিত্রজন,
তোমার কাছে রোষভরে আসব না।
[১০] তারা প্রভুর অনুসরণ করবে,
তিনি সিংহের মত গর্জনধ্বনি তুলবেন:
আর তিনি যখন গর্জনধ্বনি তুলবেন,
তখন তাঁর সন্তানেরা পশ্চিম থেকে ছুটে আসবে,
[১১] তারা মিশর থেকে চড়ুই পাখির মত,
আশুর থেকে কপোতের মত ছুটে আসবে,
আর আমি তাদের আপন আবাসে তাদের বাস করাব।

প্রভুর উক্তি।

এফ্রাইমের ছলনা

১২ [১] এফ্রাইম মিথ্যাকথায় ও ইস্রায়েলকুল ছলনায় আমাকে ঘিরে ফেলেছে,
কিন্তু যুদা এখনও ঈশ্বরের সঙ্গে চলে
ও সেই পবিত্রজনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।
[২] এফ্রাইম বাতাসই খায়
ও পুববাতাসের পিছনে ছুটে চলে;
দিনে দিনে মিথ্যাকথা ও অত্যাচার বাড়ায়;
তারা আশুরের সঙ্গে সন্ধি করে,
আবার মিশরের কাছে তেল নিয়ে যায়!

যাকোব ও এফ্রাইমের বিরুদ্ধে বাণী

[৩] যুদার সঙ্গে প্রভুর বিবাদ আছে,
তিনি যাকোবকে তার আচরণ অনুযায়ী শাস্তি দেবেন,
তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন।
[৪] মাতৃগর্ভে সে তার ভাইয়ের পাদমূল ধরেছিল,
আর বয়স্ক হয়ে পরমেশ্বরের সঙ্গে লড়াই করেছিল;
[৫] হ্যাঁ, সে স্বর্গদূতের সঙ্গে লড়াই করে বিজয়ী হয়েছিল,
ও কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে দয়া প্রার্থনা করেছিল;
সে বেথেলে তাঁকে আবার পেয়েছিল,
আর তিনি সেখানে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন:
[৬] প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
প্রভু, এ-ই তাঁর স্মরণীয় নাম।
[৭] তাই তুমি তোমার আপন পরমেশ্বরের কাছে ফের,
সহৃদয়তা ও ন্যায়বিচার রক্ষা কর,

তোমার আপন পরমেশ্বরেই প্রত্যাশা রাখ—চিরকাল ধরে।
[৮] ব্যবসায়ীর হাতে রয়েছে ছলনার নিক্তি,
সে ঠকাতে ভালবাসে।
[৯] এফ্রাইম বলেছে: 'আমি তো ঐশ্বর্যবান,
এবার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছি;
আমার যখন এই সমস্ত সম্পদ থাকে,
তারা আমাতে পাপ বা শঠতা কিছুই পাবে না।'

[১০] অথচ আমিই মিশর দেশের সেই সময় থেকে
তোমার আপন পরমেশ্বর প্রভু!
আমি তোমাকে আবার তাঁবুতে বাস করাব,
সাক্ষাতের সেই দিনগুলির মত।
[১১] আমি নবীদের কাছে আবার কথা বলব,
আমি আরও আরও দর্শন মঞ্জুর করব,
ও নবীদের মুখ দিয়ে উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করব।

[১২] গিলেয়াদ কি শঠতায় পূর্ণ?
তারাও অলীকতামাত্র;
গিল্গালে তারা বৃষ বলিদান করে,
এজন্য তাদের যজ্ঞবেদিগুলি
মাঠের আলে আলে পাথরের ঢিবির মত হবে।
[১৩] যাকোব আরাম দেশে পালিয়ে গেছিল;
ইস্রায়েল একটা স্ত্রী পাবার জন্য দাসত্ব বরণ করল
ও স্ত্রীর বিনিময়ে হয়েছিল পশুপালের রক্ষক।
[১৪] প্রভু একজন নবী দ্বারা
ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন,
একজন নবী দ্বারাই তাকে লালন-পালন করেছিলেন।

[১৫] কিন্তু এফ্রাইম তাঁকে তিক্ততার সঙ্গে ক্ষুব্ধ করে তুলল ;
এজন্য প্রভু তার রক্তপাতের অপরাধ তার উপরে নামিয়ে দেবেন
ও তার টিটকারির যোগ্য প্রতিফল দেবেন।

বিনষ্ট এফ্রাইম

১৩ [১] এফ্রাইম যখন কথা বলত, তখন ইস্রায়েলে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিত ;
কিন্তু বায়াল-দেবের ব্যাপারে দোষী হওয়ায় সে মরল।
[২] তবু তারা পাপ করে চলছে,
তাদের রুপো দিয়ে তারা ছাঁচে ঢালাই করা এমন প্রতিমা তৈরি করল,
যা তাদের নিজেদেরই পরিকল্পিত দেবমূর্তি :
সবগুলোই কারুশিল্পীর কাজমাত্র।
সেগুলোর বিষয়ে লোকে বলে : 'কেমন বলির উৎসর্গকারী মানুষ !
বাছুরগুলিকেই তারা চুম্বন করে !'
[৩] তাই তারা হবে সকালের মেঘের মত,
শিশিরের মত যা প্রত্যূষে উবে যায়,
তুষের মত যা খামার থেকে দূরে ফেলা হয়,
ধূমের মত যা জানালা থেকে চলে যায়।

[৪] অথচ আমিই মিশর দেশের সেই সময় থেকে
তোমার পরমেশ্বর প্রভু !
আমাকে ছাড়া তুমি আর কোন ঈশ্বরকে জানবে না,
আমি ব্যতীত ত্রাণকর্তা বলে আর কেউ নেই।
[৫] আমিই মরুপ্রান্তরে, সেই ভয়ঙ্কর তৃষ্ণার দেশে, তোমাকে যত্ন করেছি।
[৬] তাদের সেই চারণমাঠে তারা পরিতৃপ্ত হল,
আর পরিতৃপ্ত হলে তাদের হৃদয় গর্বিত হল,
এজন্যই তারা আমাকে ভুলে গেল।
[৭] তাই আমি তাদের পক্ষে সিংহের মত হব,

চিতাবাঘের মত পথের ধারে ওত পেতে থাকব,
[৮] শাবক-বঞ্চিতা ভালুকীর মত তাদের আক্রমণ করব,
তাদের হৃদয়ের পরদা ছিঁড়ে ফেলব,
আর সেখানে সিংহীর মত তাদের গ্রাস করব :
বন্যজন্তুই তাদের দীর্ণ-বিদীর্ণ করবে।

[৯] ইস্রায়েল, এই যে তোমার সর্বনাশ!
আমি ব্যতীত কেইবা তোমার পক্ষে সহায়করূপে দাঁড়াবে?
[১০] তোমার সেই রাজা কোথায়, সে যেন তোমাকে ত্রাণ করতে পারে?
তোমার সকল শহরে কোথায় তোমার নেতারা,
ও সেই গণশাসকেরা, যাদের বিষয়ে তুমি বলতে :
‘আমাকে রাজা ও জনপ্রধান দাও?’
[১১] ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তোমাকে এক রাজা দিলাম,
এবং কুপিত হয়ে এখন তাকে ফিরিয়ে নিলাম।
[১২] এফ্রাইমের অপরাধ ভাল করে আটকে আছে,
তার পাপ গচ্ছিত রাখা আছে।
[১৩] প্রসবিনী নারীর যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা তাকে ধরবে,
কিন্তু সে অবোধ সন্তান,
আসল সময়ে গর্ভের নির্গম-স্থানে উপস্থিত হয় না।

[১৪] আমি কি পাতালের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করব?
মৃত্যু থেকে কি তাদের আবার মুক্ত করব?
হে মৃত্যু, কোথায় তোমার মহামারী?
হে পাতাল, কোথায় তোমার হত্যাকাণ্ড?
দয়া আমার চোখ থেকে লুক্কায়িত হবে।
[১৫] এফ্রাইম তার ভাইদের মধ্যে সমৃদ্ধ হোক :
আসবেই সেই পুববাতাস,
প্রান্তর থেকে উঠে আসবেই প্রভুর ফুৎকার,

তা তার যত জলের উৎস শুষ্ক করবে,
তার যত ঝরনা শুকিয়ে দেবে,
তার ধনকোষের সমস্ত বহুমূল্য পাত্র কেড়ে নেবে।

১৪ [১] সামারিয়া তার নিজের দণ্ড বহন করবে,
কারণ সে তার আপন পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।
তারা খড়্গের আঘাতে পড়বে,
তাদের শিশুদের আছড়িয়ে টুকরো টুকরো করা হবে,
বিদীর্ণ করা হবে গর্ভবতী যত নারীর উদর।

জীবনদায়ী মনপরিবর্তন

[২] তবে, ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো;
কারণ তুমি তোমার নিজের শঠতায় হোঁচট খেয়েছ।
[৩] তোমাদের বক্তব্য প্রস্তুত করে প্রভুর কাছে ফিরে এসো;
তাঁকে বল: 'সমস্ত শঠতা দূর করে দাও;
যা ভাল, তাই গ্রহণ কর,
তবেই আমরা বৃষের চেয়ে আমাদের ওষ্ঠই তোমার কাছে নিবেদন করব।
[৪] আশুর আমাদের ত্রাণ করবে না,
আমরা ঘোড়ায় আর চড়ব না,
আমাদের আপন হাতের রচনাকে
আর কখনও 'আমাদের ঈশ্বর' বলব না,
কারণ তোমারই কাছে পিতৃহীন স্নেহ পায়।'

[৫] আমি তাদের অবিশ্বস্ততা থেকে তাদের নিরাময় করব,
সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাদের ভালবাসব,
কারণ আমার ক্রোধ তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে।
[৬] আমি ইস্রায়েলের পক্ষে হব শিশিরের মত,
সে লিলিফুলের মত ফুটবে,

লেবাননের গাছের মত শিকড় গাড়বে,
[৭] তার পল্লব ছড়িয়ে পড়বে,
জলপাইগাছের মত হবে তার শোভা,
লেবাননের মত হবে তার সৌরভ।
[৮] তারা আমার ছায়ায় বাস করতে ফিরে আসবে,
শস্য সঞ্জীবিত করে তুলবে,
আঙুরখেত ফলপ্রসূ করবে,
তাদের আঙুররস লেবাননের আঙুররসের মত সুখ্যাত হবে।

[৯] দেবমূর্তির সঙ্গে এফ্রাইমের এখন আর কী সম্পর্ক?
আমিই তো সাড়া দিচ্ছি, আমিই তার উপর দৃষ্টি রাখছি;
আমি সতেজ দেবদারুগাছের মত,
আমার দোহাইতে যে তুমি ফলবান!

[১০] কে এমন প্রজ্ঞাবান যে এই সমস্ত কথা বুঝতে পারবে?
কে এমন সুবিবেচক যে এই সমস্ত কিছুর অর্থ জানতে পারবে?
কেননা প্রভুর সমস্ত পথ সরল,
ধার্মিকেরাই সেই সকল পথে চলে,
কিন্তু দুর্জনেরা সেই সমস্ত পথে হোঁচট খায়।

---

১ [২] তারাই 'বেশ্যাচারের সন্তান' যারা মাতার বেশ্যাচারের ফলে জারজ সন্তান, কিংবা যারা মাতার কু-আদর্শ পালন করে। পরবর্তীকালীন নবীরা নবী হোশেয়ার এই ভাষা ব্যবহার করে ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততা চিহ্নিত করলেন।

[৪] 'যেস্রেয়েল' এর অর্থ: ঈশ্বর রোপণ করেন। ২ রাজাবলির ৯-১০ম অধ্যায় অনুসারে যেহু অম্রির কুলকে নিঃশেষে বিনাশ করেই রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন; নবীর ধারণায়, তেমন হত্যাকাণ্ডই ইস্রায়েলের পরবর্তী যত রাজদ্রোহের মূলকারণ, সুতরাং তা দণ্ডনীয়।

[৫] 'সেইদিন': তা হল সেদিন যেদিন ঈশ্বর মানব-ইতিহাসে প্রভাবের সঙ্গে প্রবেশ করবেন (পুরাতন নিয়মে ছাড়া নূতন নিয়মেও ধারণাটা বর্তমান: মথি ৭:২২; মার্ক ২:২০; লুক ৬:২৩; যোহন ১৪:২০; ইত্যাদি)।

[৬] ‘লো-রুহামা’ এর অর্থ : স্নেহের পাত্রী নয়।

[৭] ইস্রায়েলের প্রতি যে হুমকি, তা যুদার বেলায়ও খাটবে যদি যুদা সামারিয়ার দশা দেখে মন না ফেরায়।

[৯] ‘লো-আম্মি’ এর অর্থ : আমার জনগণ নয়। • ‘তোমাদের পক্ষে আমি নেই’ : যিনি তাদের বেছে নিয়েছিলেন, তাদের সেই একমাত্র প্রভুর কাছ থেকে সরে যাওয়ায় (২ পদ) তারা তাঁর অস্তিত্বও অস্বীকার করে।

২ [৩] ‘আম্মি’ এর অর্থ : আমার জনগণ ; ‘রুহামা’ এর অর্থ : স্নেহের পাত্রী।

[৮] ‘তোমার পথ’ : নবী হঠাৎ শ্রোতাদেরই উদ্দেশ করে বলেন যে, তারাই সেই অবিশ্বস্তা নারী !

[১৭] প্রভু আপন জনগণকে মিশর থেকে প্রান্তরে যাত্রাকালের অবস্থায়ই ফিরিয়ে আনেন : তিনি নতুন করে দেশ দান করবেন ও নতুন এক সন্ধি স্থির করবেন ; এক কথায়, প্রভু জনগণের নবায়ন সাধন করবেন।

[২২] সেকালে বাগবিবাহ সাময়িক ধরনেরই এক বিবাহ-বন্ধন ছিল না, বাগবিবাহের সময়েই বিবাহের শর্তগুলো স্থির করা হত যে শর্ত বর-কনেকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করত। এই পদে শর্তগুলো হল ঈশ্বরের নানা মঙ্গলদান, যেমন ধর্মময়তা, ন্যায়, কৃপা ও স্নেহ। তাতে বোঝা যায়, নবসন্ধি আন্তরিকতা দ্বারাই চিহ্নিত হবে (যেরে ৩১:৩১-৩৩)। আরও, বাগবিবাহ তখনই হত যখন কনে কুমারীই ছিল ; অথচ গোমের একজন বেশ্যা ছিল ! এর অর্থ : নবসন্ধিতে অতীতকাল মুছে দেওয়া হবে, পুরাতন জীবন একেবারে নতুন এক জীবনেই রূপান্তরিত হবে।

[২৫] প্রতীকমূলক নামের নেতিবাচক অর্থ ইতিবাচক অর্থে পাল্টিয়ে নবী হোশেয়া প্রথম অবস্থার আমূল পরিবর্তন দেখাতে অভিপ্রেত। যেহেতু যেস্রেয়েল নামের অর্থই ঈশ্বর রোপণ করেন, সেজন্য বোঝা যাচ্ছে যে, ঈশ্বর নিজেই আপন জনগণকে রোপণ করবেন, অর্থাৎ তিনি যে দেশ দান করবেন তারা সেই দেশে চিরকালের মত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

৩ [১] নবী অন্য এক স্ত্রীলোককে ভালবাসার আদেশ পান না ; এখানে সেই একই গোমেরের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

৪ [১] নবীদের প্রচারে ধর্ম ও নীতিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয় ; ঈশ্বরজ্ঞান বলতে বাহ্যিক ধরনের জ্ঞান বোঝায় না : ঈশ্বরের আদিষ্ট পথে চলে ন্যায় পালনে ও অত্যাচারিতকে সহায়তা দানেই ঈশ্বরজ্ঞান প্রকাশ পায় (যেরে ২২:১৬)।

[৩] মানুষের পাপের ফল সমস্ত সৃষ্টির উপরে পড়ে ; একই প্রকারে মানুষ যখন ঈশ্বরের কাছে ফেরে তখন সমস্ত সৃষ্টিও সেই পুনর্মিলনের অংশী হয়। মানুষ ও সৃষ্টির মধ্যকার ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক সমগ্র বাইবেলে পরিলক্ষিত (যেরে ১২:৪; ২৩:১০; ইশা ২৪:৪-৬; ৩৩:৮-৯; হগয়

১:১১; আদি ৩:১৭; ৬:৭)। এই ধারণার সর্বোচ্চ চূড়া রোমীয়দের কাছে পত্রেই ব্যক্ত (রো ৮:১৯-২২)।

[১৩)] ওক্, ঝাউ ইত্যাদি গাছ উচ্চস্থানগুলোতে স্থিত সেই সমস্ত বন নির্দেশ করত যেখানে দেব-দেবীর পূজা হত।

[১৫] গিলগালের পবিত্রধাম ছিল দূষিত ধর্মের এক স্থান; বেথ্-আবেন এর অর্থই শঠতার গৃহ; শপথ করার নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হচ্ছে, কেননা ধর্মীয় পরিস্থিতি এমন ছিল যে, প্রভু নামটি অন্যান্য দেবদের বেলায়ও ব্যবহৃত ছিল।

৬ [২] দু' দিন পরে … তৃতীয় দিনে: হিব্রু ভাষায় এর অর্থ হল 'অল্প সময়ের মধ্যে'। শুধু তের্তুল্লিয়ানুসের সময় থেকেই (মৃত্যু ২২০) এই পদ যিশুর পুনরুত্থানে আরোপ করা হয়।

[৫] ঈশ্বরের মুখের বচন বা বাণী ধারালো খড়্গের মত (ইশা ৪৯:২; হিব্রু ৪:১২)। আরও, নবী হোশেয়া সম্ভবত এলিয়ের মত নবীদেরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করছেন যাঁরা বাণী প্রচারে সর্বদাই সংগ্রামরত ছিলেন।

৮ [১] এখানে 'প্রভুর গৃহ' বলতে ইস্রায়েল দেশ বোঝায় (৯:১৫; যেরে ১২:৭; জাখা ৯:৮)।

১০ [১] আঙুরলতা বলে ইস্রায়েল ছিল ঈশ্বরের মনোনীত জনগণ (ইশা ৫; সাম ৮০; যেরে ২:২১; মথি ২০); কিন্তু অবাধ্যতার কারণে তারা বিচারাধীন হবে।

[৮] শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছই ছিল ঈশ্বরের অভিশাপের প্রতীক (আদি ৩:১৮)।

[১২] প্রভুর অন্বেষণ করা ও তাঁকে জানাই নবীদের প্রচারের মূলসুর; এর অর্থই নবীদের দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসন্ধান করা (১ রাজা ২২:৫; ইত্যাদি)।

১১ [১] কনের উপমার স্থানে নবী হোশেয়া এখানে পুত্রেরই উপমা ব্যবহার করেন। সাধু মথি নিজের সুসমাচারে এই পদ উল্লেখ করে যিশুকেই সেই পুত্র বলে চিহ্নিত করেন যাঁর মধ্যে ইস্রায়েলের আহ্বান পূর্ণতা লাভ করে (মথি ২:১৫)।

১২ [৫] পদের অর্থ অস্পষ্ট; এমনটি হতে পারে যে, স্বর্গদূতই কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করেছিলেন।

যোয়েল

নবী যোয়েল ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ বা ৪র্থ শতাব্দীর মানুষ। পুস্তকের প্রথম দুই অধ্যায় কেমন যেন সেকালের ইস্রায়েলের একটা মনপরিবর্তন-সভা যা সর্বকালের মানুষের জন্যও পালনীয়; তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় প্রতিশ্রুতিই যেন রচিত: প্রভুর শেষ দিনে সকল জাতি নবায়িত ও পরিত্রাণকৃত হবে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪

১ [১] প্রভুর বাণী, যা পেথুয়েলের সন্তান যোয়েলের কাছে এসে উপস্থিত হল।

বিনষ্ট দেশের উপরে বিলাপ

[২] হে প্রবীণ সকল, একথা শোন;
হে দেশবাসী সকলে, কান দাও।
তোমাদের দিনগুলিতে
কিংবা তোমাদের পিতৃপুরুষদের সময়ে কি তেমন কিছু ঘটেছে?
[৩] তোমরা তোমাদের সন্তানদের কাছে এর বর্ণনা দাও,
এবং তারা তাদের নিজ নিজ সন্তানদের কাছে,
আবার সেই সন্তানেরা আগামী প্রজন্মের কাছে এর বর্ণনা দিক।
[৪] শুঁয়াপোকা যা রেখে গেছে, পঙ্গপালে তা খেয়ে ফেলেছে;
পঙ্গপালে যা রেখে গেছে, তা পতঙ্গে খেয়ে ফেলেছে,
পতঙ্গে যা রেখে গেছে, তা ঘুরঘুরে খেয়ে ফেলেছে।

[৫] হে মাতাল সকল, জেগে ওঠ, চোখের জল ফেল;
হে আঙুররস পান কর যারা, তোমরা সকলে চিৎকার কর
সেই নতুন আঙুররসের জন্য,

যা তোমাদের মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।
[৬] কেননা আমার দেশ জুড়ে
এমন এক জাতি ছড়িয়ে পড়েছে, যা বলবান ও অগণন,
যার দাঁত সিংহের দাঁতের মত,
যার চোয়াল সিংহীর চোয়ালের মত।
[৭] সে আমার যত আঙুরলতা উৎসন্ন করেছে,
আমার যত ডুমুরগাছ ত্বকশূন্য করেছে,
সেগুলোর ছাল খুলে ফেলেছে, সবই ভেঙে ফেলেছে,
আর সেগুলোর শাখা সব সাদা হয়ে পড়েছে।
[৮] তুমি এমন কুমারীর মত বিলাপ কর,
যে যৌবনকালের বরের শোকে চটের কাপড় পরা।
[৯] প্রভুর গৃহ থেকে শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য
সবই কেড়ে নেওয়া হয়েছে,
প্রভুর সেবাকর্মে নিযুক্ত যারা,
সেই যাজকেরা শোকপালন করছে।
[১০] মাঠ বিধ্বস্ত,
ভূমি শোকার্ত,
কেননা শস্য বিধ্বস্ত,
নতুন আঙুররস বিফল,
তেল সমাপ্ত।
[১১] হে কৃষকেরা, দুশ্চিন্তায় পড়,
হে আঙুরখেতের পালকেরা,
গম ও যবের জন্য চিৎকার কর,
মাঠের ফসল যে নষ্ট হয়েছে!
[১২] আঙুরলতা এবার শুষ্ক,
ডুমুরগাছ ম্লান;

ডালিম, খেজুর, আপেল,
ও মাঠের সমস্ত গাছ শুষ্ক হয়েছে;
আদমসন্তানদের মধ্যে পুলক শুকিয়ে গেছে!

উপবাস ও প্রার্থনার জন্য আহ্বান

[১৩] যাজকেরা, চটের কাপড় কোমরে জড়িয়ে বিলাপ কর;
যজ্ঞবেদির সেবক যারা, তোমরাও চিৎকার কর;
এসো, আমার পরমেশ্বরের সেবক যারা,
চটের কাপড়ে সারারাত জেগে কাটাও,
কারণ তোমাদের পরমেশ্বরের গৃহ
শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য থেকে বঞ্চিত।
[১৪] উপবাস পালনে নিজেদের পবিত্র কর,
জনসভা আহ্বান কর,
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহে
প্রবীণদের ও দেশনিবাসী সকলকে সমবেত কর,
প্রভুর কাছে হাহাকার করে বল:

[১৫] হায় হায়, সেই দিন!
প্রভুর সেই দিন কাছেই এসে গেছে,
দিনটি যে বিনাশকের কাছ থেকে সর্বনাশের মতই আসছে!
[১৬] আমাদের চোখের সামনে থেকে কি খাদ্য মিলিয়ে যায়নি?
আমাদের পরমেশ্বরের গৃহ থেকে কি আনন্দ ও উল্লাস উচ্ছিন্ন হয়নি?
[১৭] যত বীজ ঢেলার নিচে পচে গেছে,
গোলাঘর সবই শূন্য,
শস্যাগার বিধ্বস্ত,
কারণ ফসল ম্লান হয়ে পড়েছে।
[১৮] গবাদি পশু কেমন ডাকছে!

বলদপাল সবই দিশেহারা হয়ে বেড়াচ্ছে,
কারণ তাদের জন্য আর চারণমাঠ নেই ;
মেষপালও একই দণ্ড বহন করছে।

[১৯] প্রভু, তোমার কাছেই আমি চিৎকার করি,
কারণ আগুন প্রান্তরের চারণভূমি গ্রাস করেছে,
তার শিখা মাঠের যত গাছপালা পুড়িয়ে ফেলেছে।
[২০] বন্যজন্তুরাও হাঁপাতে হাঁপাতে তোমার দিকে চেয়ে আছে,
কারণ জলস্রোত সবই শুষ্ক হয়েছে,
এবং আগুন প্রান্তরের চারণভূমি গ্রাস করেছে।

প্রভুর দিন আসন্ন

২ [১] সিয়োনে তুরি বাজাও,
আমার পবিত্র পর্বতে সিংহনাদ তোল!
দেশনিবাসী সকলে কম্পিত হোক,
কারণ প্রভুর দিন আসছে,
হ্যাঁ, সেই দিন কাছেই এসে গেছে:
[২] তমসা ও কালিমার দিন,
মেঘ ও অন্ধকারের দিন।
পাহাড়পর্বতের উপরে বলবান এক মহাজাতি
উষার মত ছড়িয়ে পড়ছে ;
তার মত জাতি অনাদিকাল থেকে কখনও হয়নি,
তার পরে পুরুষানুক্রমের ভাবী বছরগুলিতেও হবে না।
[৩] সেই জাতির আগে আগে আগুন সবই গ্রাস করে,
তার পিছু পিছু অগ্নিশিখা জ্বলতে থাকে ;
তার আগে দেশটি যেন এদেন বাগান,
তার পিছনে উৎসন্ন মরুপ্রান্তর,

কিছুই রেহাই পায় না।
[৪] তারা দেখতে ঘোড়ার মত,
দ্রুতগামী অশ্বের মত তারা ছুটে চলে,
[৫] বহু রথের আওয়াজের মত শব্দ ক'রে
তারা পর্বতচূড়ার উপরে লাফ দিতে দিতে ছোটে,
খড়কুটো পুড়িয়ে ফেলে এমন অগ্নিশিখার মতই তাদের শব্দ,
তারা যুদ্ধের জন্য শ্রেণিবদ্ধ বলবান জাতির মত।
[৬] তাদের দেখে জাতিসকল সন্ত্রাসিত,
সকলের মুখ ফেকাশে হয়ে পড়ে।
[৭] বীরের মতই তারা দৌড়ে আসে,
এমন যোদ্ধাদের মত যারা নগরপ্রাচীরে ওঠে ;
তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে এগিয়ে চলে,
এপাশ ওপাশ কেউই করে না।
[৮] তারা একে অন্যের উপরে চাপাচাপি করে না,
প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে সোজা এগিয়ে চলে ;
তীর-বর্ষণের মধ্যেও তাদের সারিবদ্ধতা ভাঙে না।
[৯] তারা নগরের উপরে লাফিয়ে পড়ে,
প্রাচীরের উপরে হঠাৎ দৌড়ে আসে,
ঘর-বাড়ির উপরে ওঠে,
জানালা দিয়ে প্রবেশ করে চোরের মত।
[১০] তাদের আগমনে পৃথিবী কম্পান্বিত,
আকাশমণ্ডল আলোড়িত,
সূর্য-চন্দ্র অন্ধকারময় হয়ে পড়ে
তারানক্ষত্রের বিভাও ম্লান হয়ে পড়ে।
[১১] সৈন্যশ্রেণির অগ্রভাগে প্রভু নিজ বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত করছেন,
তাঁর সেনাদল যে সত্যিই মহান,

তাঁর বাণীর সাধকও যে অধিক শক্তিশালী,
হ্যাঁ, প্রভুর দিন যে সত্যি মহান ও মহাভয়ঙ্কর :
তা সহ্য করবে এমন সাধ্য কার্?

মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান

[১২] 'তাই এখন—প্রভুর উক্তি—তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে,
এবং উপবাস, কান্না ও বিলাপ—তেমন সাধনা করেই
আমার কাছে ফিরে এসো।'
[১৩] তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল,
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো,
তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান ;
অমঙ্গল সাধন করে তিনি দুঃখ পান।
[১৪] কে জানে, হয় তো তিনি এবারও দুঃখ পেয়ে
পিছনে রেখে যাবেন একটা আশীর্বাদ,
অর্থাৎ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে
একটা শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য।

[১৫] সিয়োনে তুরি বাজাও,
উপবাস পালনে নিজেদের পবিত্র কর,
মহাসভা আহ্বান কর।
[১৬] গোটা জনগণকে সমবেত কর,
জনসমাবেশ আহ্বান কর,
বৃদ্ধদের একত্রে ডাক,
বালক ও দুধের শিশু সকলকেই জড় কর,
বর বাসর থেকে, কনেও মিলন-কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসুক।
[১৭] বারান্দার ও বেদির মাঝখানে দাঁড়িয়ে
প্রভুর পরিচারক যাজকেরা কাঁদতে কাঁদতে বলুক,

‘হে প্রভু, তোমার জনগণকে রেহাই দাও।
তোমার উত্তরাধিকার বিজাতীয়দের টিটকারি ও উপহাসের পাত্র হবে,
তেমন লজ্জায় তাকে ফেলে দিয়ো না।’
জাতিসকলের মধ্যে কেনই বা বলা হবে:
‘কোথায় ওদের পরমেশ্বর?’

জনগণের প্রার্থনায় প্রভুর সাড়া

[১৮] তখন প্রভু নিজের দেশের বিষয়ে উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় জ্বলে উঠে
তাঁর আপন জনগণের প্রতি দয়ায় বিগলিত হলেন।
[১৯] তাঁর আপন জনগণকে উত্তর দিয়ে প্রভু বললেন:
‘দেখ, আমি তোমাদের কাছে গম, আঙুররস ও তেল প্রেরণ করছি,
যতক্ষণ না তোমরা পরিতৃপ্ত হও;
না, তোমাদের আমি বিজাতীয়দের টিটকারির পাত্র আর কখনও করব না।
[২০] বরং আমি তোমাদের কাছ থেকে
সেই উত্তর দেশীয় শত্রুকে দূর করে দেব,
তাকে শুষ্ক ও উৎসন্ন দেশে তাড়িয়ে দেব:
তার অগ্রভাগ পুব সমুদ্রের দিকে
ও তার পশ্চাদ্ভাগ পশ্চিম সমুদ্রের দিকে ঠেলে দেব।
তখন তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে, তার পূতিগন্ধ উঠবে,
কারণ সে যথেষ্ট কুকর্ম সাধন করেছে।’
[২১] হে দেশভূমি, ভয় করো না,
উল্লাস কর, আনন্দিত হও,
কারণ প্রভু মহা মহা কাজ সাধন করেছেন।
[২২] হে বন্যজন্তু, ভয় করো না,
কারণ প্রান্তরের চারণভূমিতে ঘাস আবার গজিয়ে উঠল,
গাছপালা ফলবান হচ্ছে,
আঙুরলতা ও ডুমুরগাছ তেজ দেখাচ্ছে।

[২৩] হে সিয়োন-সন্তানেরা, উল্লসিত হও,
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আনন্দ কর,
কারণ তিনি ঠিক পরিমাণে তোমাদের বৃষ্টি দান করেন,
এবং আগের মত তোমাদের জন্য
প্রথম ও শেষ বর্ষার জল নামিয়ে আনেন।
[২৪] খামার শস্যে পরিপূর্ণ হবে,
মাড়াইকুন্ড আঙুররস ও তেলে উথলে উঠবে।
[২৫] আর পঙ্গপাল, পতঙ্গে, ঘুরঘুরে ও শুঁয়াপোকা—এই যে বিরাট বাহিনীকে
আমি তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম,
তারা যে যে বছরের ফসল গ্রাস করেছিল,
আমি তার ক্ষতিপূরণ করব।
[২৬] তোমরা প্রচুর খাদ্য খাবে, তৃপ্তির সঙ্গেই খাবে,
এবং তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর নামের প্রশংসা করবে,
যিনি তোমাদের মাঝে আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করেছেন;
আমার আপন জনগণের জন্য আর লজ্জা নয়!
[২৭] তখন তোমরা জানবে যে আমি ইস্রায়েলের মাঝে আছি:
আমিই, প্রভু তোমাদের সেই পরমেশ্বর, অন্য কেউ নয়।
আমার আপন জনগণের জন্য আর লজ্জা নয়!

আত্মা বর্ষণ

৩ [১] এরপর আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব;
তোমাদের ছেলেমেয়ে সকলেই নবী হয়ে উঠবে,
তোমাদের প্রবীণেরা স্বপ্ন দেখবে,
তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে;
[২] সেই দিনগুলিতে আমি দাস ও দাসীদের উপরেও
আমার আত্মা বর্ষণ করব;

[৩] আকাশে ও পৃথিবীতে অলৌকিক লক্ষণ দেখাব :
রক্ত, আগুন ও ধোঁয়া-স্তম্ভ।
[৪] প্রভুর দিনের আগমনের আগে,
সেই মহা ও ভয়ঙ্কর দিনের আগে
সূর্য অন্ধকারে, ও চাঁদ রক্তে পরিণত হবে।
[৫] যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে ;
কারণ প্রভুর বাণীমত
সিয়োন পর্বতে ও যেরুশালেমে এমন দল থাকবে যারা রেহাই পেয়েছে ;
এবং যারা বেঁচেছে,
তাদেরও মধ্যে এমন দল থাকবে, প্রভু যাদের আহ্বান করবেন।

বিশ্ববিচার

৪ [১] কেননা দেখ, সেই দিনগুলিতে ও সেই সময়ে,
যখন আমি যুদা ও যেরুশালেমের দশা ফেরাব,
[২] তখন সকল দেশ সংগ্রহ ক'রে
'প্রভুই বিচারকর্তা' নামে উপত্যকায় তাদের নামিয়ে আনব ;
সেখানে আমি আমার জনগণ ও আমার উত্তরাধিকার ইস্রায়েলের খাতিরে
তাদের বিচার সম্পাদন করব,
কারণ তারা জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছে,
এবং আমার দেশ ভাগ ভাগ করে নিয়েছে।
[৩] তারা আমার আপন জনগণের জন্য গুলিবাঁট করেছে,
বেশ্যার বিনিময়ে বালক দিয়েছে,
পান করার জন্য আঙুররসের বিনিময়ে বালিকা বিক্রি করেছে।
[৪] হে তুরস ও সিদোন,
এবং তোমরাও, হে ফিলিস্তিনিদের সমস্ত অঞ্চল,
আমার কাছে তোমরা বা কী?

তোমরা কি আমার উপর প্রতিশোধ নিতে পারবে?
তোমরা আমার উপর প্রতিশোধ নিলে
আমি দেরি না করে অকস্মাৎ সেই অপকর্মের ফল
তোমাদেরই মাথায় নামিয়ে আনব;
[৫] কারণ তোমরা আমার রুপো ও আমার সোনা কেড়ে নিয়েছ,
আমার বহুমূল্য ধন তোমাদের মন্দিরগুলিতে তুলে নিয়ে গেছ;
[৬] তোমরা যুদা-সন্তানদের ও যেরুশালেম-সন্তানদের
তাদের দেশের সীমানা থেকে দূর করে দেওয়ার জন্য
গ্রীসদেশের সন্তানদের কাছে বিক্রি করেছ।
[৭] তোমরা তাদের যেখানে বিক্রি করেছ,
দেখ, আমি সেখান থেকে তাদের জাগিয়ে তুলব;
তোমাদের অপকর্মের ফল তোমাদেরই মাথায় নামিয়ে আনব,
[৮] কারণ আমি তোমাদের ছেলেমেয়েদের
যুদা-সন্তানদের দ্বারা বিক্রি করব,
আর তারা শেবায়ীয়দের কাছে, দূরের এক জাতিরই কাছে
তাদের বিক্রি করবে।
স্বয়ং প্রভু একথা বলেছেন!

জাতিগুলোর কাছে আহ্বান

[৯] তোমরা জাতি-বিজাতির মাঝে একথা প্রচার কর:
যুদ্ধের জন্য নিজেদের পবিত্র কর!
যত বীরকে জাগিয়ে তোল!
সকল যোদ্ধা এগিয়ে আসুক, বেরিয়ে পড়ুক!
[১০] তোমাদের লাঙলের ফলা পিটিয়ে পিটিয়ে খড়্গ তৈরি কর,
তোমাদের কাস্তে ভেঙে বর্শা প্রস্তুত কর;
দুর্বল মানুষও বলে উঠুক: আমি বীর!
[১১] চারদিকের দেশগুলো, সকলে শীঘ্রই এসো,

সাহায্য দিতে এসো, সেখানে জড় হও!
প্রভু, তুমিও তোমার বীরের দল নামিয়ে আন!
[১২] জাতি-বিজাতি জেগে উঠুক,
‘প্রভুই বিচারকর্তা’ নামে উপত্যকায় আসুক,
কারণ সেইখানে আমি
চারদিকের সকল দেশের বিচার করতে আসন নেব।
[১৩] তোমরা কাস্তে চালাও, কারণ ফসল পেকেছে;
এসো, আঙুরফল মাড়াই কর, কারণ মাড়াইখানা পূর্ণ হয়েছে,
মাড়াইকুন্ড রসে উথলে উঠছে,
—তাদের অধর্ম এতই বিশাল!
[১৪] নিষ্পত্তির উপত্যকায় ভিড়ের পর ভিড় উপস্থিত!
কারণ নিষ্পত্তির উপত্যকায় প্রভুর দিন সন্নিকট।
[১৫] সূর্য ও চন্দ্র অন্ধকারময় হয়ে পড়ছে,
তারানক্ষত্রের বিভাও ম্লান হয়ে পড়ছে।
[১৬] প্রভু সিয়োন থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন,
যেরুশালেম থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন;
আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হচ্ছে।
কিন্তু তাঁর আপন জনগণের জন্য প্রভু আশ্রয়স্থল,
ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য তিনি দৃঢ়দুর্গ।
[১৭] তাতে তোমরা জানবে যে,
আমি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু,
আমি আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতে বসবাস করি।
তখন যেরুশালেম হয়ে উঠবে এক পবিত্রধাম,
কারণ ভিনদেশীরা তার মধ্য দিয়ে আর কখনও যাতায়াত করবে না।

ইস্রায়েলের ভাবী গৌরব

[১৮] সেইদিন এমনটি ঘটবে যে,

পাহাড়পর্বত বেয়ে নতুন আঙুররস ঝরে পড়বে,
উপপর্বত বেয়ে দুধ প্রবাহিত হবে,
ও যুদার সকল খরস্রোত বেয়ে জল প্রবাহিত হবে।
প্রভুর গৃহ থেকে একটা ঝরনা নির্গত হবে,
তা শিত্তিম-উপত্যকা জলসিক্ত করবে।
[১৯] যুদা-সন্তানদের প্রতি অত্যাচারের কারণে,
তাদের দেশে নির্দোষীর রক্তপাতের কারণে
মিশর উৎসন্নস্থান, ও এদোম মরুভূমি হবে;
[২০] কিন্তু যুদা বসতির স্থান হয়ে থাকবে চিরকালের মত,
যেরুশালেমও যুগ যুগ ধরে।
[২১] 'আমি তাদের রক্ত নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করি,
হ্যাঁ, তা নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করি!'
এবং প্রভু সিয়োনে বসবাস করবেন।

---

১ [৮] কষ্টভুক্ত জনসমাবেশকে একজন কুমারীর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে যার বর মারা গেছে: বিবাহ-অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়েছিল বটে কিন্তু মিলন হয়নি, এজন্য দুর্ভাগা কনের দুঃখ।

২ [১৩] অনুতাপ অনুষ্ঠান যাতে কার্যকর হয় প্রকৃত আমূল মনপরিবর্তন চাই; এ মনপরিবর্তন এমন যা সাময়িক নয়, বরং চিরকালীন।

৪ [২] 'প্রভুই বিচারকর্তা': উপত্যকার এই নাম প্রতীকমূলক এক নাম, অর্থাৎ তা কোন নির্দিষ্ট মর্ত স্থান নয়।

[৯] সেকালের ধারণায় পবিত্র যুদ্ধে স্বয়ং পবিত্র ঈশ্বরই যুদ্ধ করেন, এইজন্য নিজেদের পবিত্র করা দরকার।

[১৭] পবিত্র নগরীও পবিত্রধামের পবিত্রতার অংশী হবে (জাখা ৯:৮)।

[১৮] যুদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা চরমকালের বর্ণনা অনুসারে বর্ণিত যা মঙ্গলদানগুলোর প্রাচুর্যে চিহ্নিত (আমোস ৯:১৩)।

আমোস

নবী আমোস ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর মানুষ। অধিকাংশ নবীদের মত নবী আমোসও বাহ্যিক ধর্মপালন ও অন্যায্যতার বিরুদ্ধে বাণী দেন। প্রভুর শাস্তির দিন সন্নিকট, ইস্রায়েল দণ্ডভোগ করবে; কিন্তু অল্পসংখ্যক বিশ্বস্ত মানুষ রেহাই পাবে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

১ [১] আমোসের বাণী, যিনি তেকোয়ার রাখালদের একজন। তিনি যুদা-রাজ উজ্জিয়ার সময়ে এবং যোয়াশের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সময়ে, ভূমিকম্পের দু' বছর আগে, ইস্রায়েল সম্বন্ধে নানা দর্শন পান।

ভূমিকা

[২] তিনি বললেন:
প্রভু সিয়োন থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন,
যেরুশালেম থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন;
রাখালদের চারণভূমি উৎসন্ন হয়ে পড়েছে,
কার্মেল পর্বতচূড়া শুষ্ক হয়ে গেছে।

নিকটবর্তী দেশগুলো ও ইস্রায়েলেরও বিরুদ্ধে দৈববাণী

[৩] প্রভু একথা বলছেন:
দামাস্কের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা লোহার শস্যমাড়াইযন্ত্রে গিলেয়াদকে মাড়াই করেছে।
[৪] আমি হাজায়েল-কুলের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে বেন্-হাদাদের সমস্ত প্রাসাদ!

[৫] আমি দামাস্কের অর্গল ভেঙে ফেলব,
বিকাথ-আবেনের অধিবাসীকে উচ্ছেদ করব,
তাকেও উচ্ছেদ করব, যার হাতে রয়েছে বেথ্‌-এদেনের রাজদণ্ড,
এবং আরামের লোকদের কিরে দেশছাড়া করা হবে;
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

[৬] প্রভু একথা বলছেন:
গাজার তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা এদোমের হাতে তুলে দেবার জন্য
বহু বহু জাতিকে দেশছাড়া করেছে;
[৭] আমি গাজার নগরপ্রাচীরের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ!
[৮] আমি আসদোদের অধিবাসীকে উচ্ছেদ করব,
তাকেও উচ্ছেদ করব, যার হাতে রয়েছে আস্কেলোনের রাজদণ্ড;
আমি এক্রোনের বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়াব,
তখন ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যারা রক্ষা পেয়েছে,
তারাও বিনষ্ট হবে;—একথা বলছেন প্রভু পরমেশ্বর।

[৯] প্রভু একথা বলছেন:
তুরসের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা ভ্রাতৃসন্ধি স্মরণ না করে
এদোমের হাতে বহু বহু বন্দিকে তুলে দিয়েছে;
[১০] আমি তুরসের নগরপ্রাচীরের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ!

[১১] প্রভু একথা বলছেন :
এদোমের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ সে খড়্গ দ্বারা তার আপন ভাইয়ের পিছনে ধাওয়া করেছে,
তার প্রতি একটুও করুণা দেখাতে অস্বীকার করেছে;
বরং ক্রোধ নিত্যই জাগিয়ে রেখেছে,
অন্তরে কোপ নিরন্তর পোষণ করেছে;
[১২] আমি তেমানের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে বস্রার সমস্ত প্রাসাদ!

[১৩] প্রভু একথা বলছেন :
আম্মোনীয়দের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তাদের চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ নিজেদের সীমানা বিস্তারিত করার জন্য
তারা গিলেয়াদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করেছে;
[১৪] আমি রাব্বার নগরপ্রাচীরে আগুন ধরাব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ—
এমন শব্দের মধ্যে, যা যুদ্ধের দিনে রণনিনাদের মত,
যা ঝড়ো বাতাসের দিনে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মত;
[১৫] তাদের রাজা নির্বাসন-দেশে চলে যাবে,
সে ও তার সঙ্গে তার নেতা সকলেও চলে যাবে;
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

২ [১] প্রভু একথা বলছেন :
মোয়াবের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ এদোমের রাজার হাড় চুনে পুড়িয়ে দিয়েছে;

[২] আমি মোয়াবের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে কেরিয়োথের সমস্ত প্রাসাদ,
এবং রণনিনাদ ও তুরিধ্বনির মধ্যে
মোয়াব সেই কোলাহলে প্রাণ ত্যাগ করবে ;
[৩] তার মধ্য থেকে আমি বিচারকর্তাকে উচ্ছেদ করব,
তার সকল জনপ্রধানকেও সংহার করব তার সঙ্গে ;
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

[৪] প্রভু একথা বলছেন :
যুদার তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা প্রভুর নির্দেশবাণী অবজ্ঞা করেছে,
তাঁর বিধিগুলো পালন করেনি,
বরং তাদের পিতৃপুরুষেরা যার অনুগামী হয়েছিল,
তারাও সেই মিথ্যা দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ;
[৫] আমি যুদার উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে যেরুশালেমের সমস্ত প্রাসাদ!

[৬] প্রভু একথা বলছেন :
ইস্রায়েলের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা রুপোর বিনিময়ে ধার্মিককে,
ও এক জোড়া পাদুকার বিনিময়ে নিঃস্বকে বিক্রি করে দিয়েছে ;
[৭] তারা দুর্বলদের মাথা ধুলায় মাড়িয়ে দেয়,
ও বিনম্রদের পথ বাঁকায় ;
পিতা সন্তান দু'জনে একই যুবতীর কাছে যায়,
আর তাই করে আমার পবিত্র নাম কলুষিত করে।
[৮] বন্ধকী কাপড় পেতে তারা যত বেদির কাছে শুয়ে থাকে,

জরিমানা হিসাবে পাওয়া আঙুররস
নিজেদের পরমেশ্বরের গৃহেই পান করে।
[৯] অথচ আমিই তাদের সামনে সেই আমোরীয়কে উচ্ছেদ করেছিলাম,
যে এরসগাছের মত উচ্চ ছিল, যার শক্তি ছিল ওক্ গাছের মত;
আমিই ঊর্ধ্বে তার ফল ও নিচে তার মূল উচ্ছেদ করেছিলাম।
[১০] সেই আমোরীয়ের দেশ তোমাদের আপন অধিকারে দেবার জন্য
আমিই মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছিলাম,
ও চল্লিশ বছর ধরে মরুপ্রান্তরে চালনা করেছিলাম।
[১১] আমি তোমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে নবীর উদ্ভব ঘটিয়েছিলাম,
তোমাদের যুবকদের মধ্যে ঘটিয়েছিলাম নাজিরীয়দের উদ্ভব।
হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, এ কি সত্য নয়?—প্রভুর উক্তি।
[১২] কিন্তু তোমরা নাজিরীয়দের পান করিয়েছ আঙুররস,
নবীদের আজ্ঞা দিয়েছ: "নবীয় বাণী দিয়ো না।"
[১৩] দেখ, গমের আঁটির ভারে গাড়ি যেমন চেপটে যায়,
আমি তেমনি তোমাদের জায়গায়ই তোমাদের চেপটিয়ে দেব।
[১৪] তখন দ্রুতগামীর পালাবার উপায় ছিন্ন হবে,
শক্তিশালী নিজের শক্তি লাগাবার উপায় পাবে না,
বীরযোদ্ধা নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না,
[১৫] তীরন্দাজ দাঁড়াতে পারবে না,
দ্রুতগামী রক্ষা পাবে না,
অশ্বারোহীও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না।
[১৬] বীরযোদ্ধাদের মধ্যে যে সবচেয়ে সাহসী,
সেও সেইদিন উলঙ্গ হয়ে পালাবে!—প্রভুর উক্তি।

মনোনয়ন ও শাস্তি

৩ [১] হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, এই বাণী শোন,

যা প্রভু তোমাদেরই বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন,
—মিশর দেশ থেকে যাকে আমি বের করে এনেছি,
সেই গোটা গোত্রের বিরুদ্ধে যা উচ্চারণ করেছি— :
[২] পৃথিবীর সমস্ত গোত্রগুলোর মধ্যে
কেবল তোমাদেরই আমি ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি ;
এজন্য তোমাদের সমস্ত শঠতার জন্য তোমাদের যোগ্য শাস্তি দেব।

নবীয় ভূমিকা

[৩] একমত না হলে দু'জন কি একসঙ্গে চলে?
[৪] শিকার না থাকলে বনের মধ্যে সিংহ কি গর্জন করে?
কিছু না ধরলে আস্তানায় যুবসিংহ কি হুঙ্কার তোলে?
[৫] ফাঁদ না পাতলে পাখি কি ফাঁসে আবদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে?
কিছু ধরা না পড়লে মাটি থেকে কি ফাঁদ ছোটে?
[৬] শহরের মধ্যে তুরি বাজলে লোকেরা কি কম্পিত হয় না?
প্রভু না ঘটালে শহরের মধ্যে কি অমঙ্গল ঘটে?
[৭] সত্যি, তাঁর আপন দাস সেই নবীদের কাছে
নিজের রহস্যময় সুমন্ত্রণা প্রকাশ না করে
প্রভু পরমেশ্বর কিছুই করেন না।
[৮] সিংহ গর্জন করল : কে না ভয় পাবে?
প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন : কে না নবীয় বাণী দেবে?

সামারিয়ার বিরুদ্ধে বাণী

[৯] আসদোদের প্রাসাদগুলির ছাদ থেকে,
মিশর দেশের প্রাসাদগুলির ছাদ থেকে
তোমরা একথা স্পষ্ট করে শোনাও :
সামারিয়ার পাহাড়পর্বতের উপরে জড় হও,
আর লক্ষ কর, তার মধ্যে কেমন কোলাহল,

তার বুকে কেমন অত্যাচার!

[১০] ন্যায়াচরণ যে কি, ওদের তেমন বোধ নেই,

—প্রভুর উক্তি—

নিজেদের প্রাসাদগুলিতে তারা অত্যাচার ও শোষণ জমায়।

[১১] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

এক শত্রু উপস্থিত! দেশ চারদিকে ঘেরা!

তোমা থেকে তোমার প্রতাপ নামিয়ে দেওয়া হবে,

লুণ্ঠিত হবে তোমার সমস্ত প্রাসাদ।

[১২] প্রভু একথা বলছেন:

সিংহের মুখ থেকে যেমন রাখাল দু'টো পা

বা কানের লতি উদ্ধার করে,

তেমনি উদ্ধার পাবে সেই ইস্রায়েল সন্তানেরা,

যারা সামারিয়ায় শয্যার এক কোণে বা খাটের কম্বলে বসে আছে।

[১৩] তোমরা শোন, ও যাকোবকুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান কর,

—প্রভু ঈশ্বর, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বরের উক্তি—

[১৪] আমি যেদিন ইস্রায়েলকে তার সমস্ত বিদ্রোহ-কর্মের প্রতিফল দেব,

সেইদিন বেথেলের যত যজ্ঞবেদিকেও প্রতিফল দেব:

বেদির শিংগুলি ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়বে।

[১৫] আমি শীতকালীন আবাস ও গ্রীষ্মকালীন আবাস একসঙ্গেই আঘাত করব,

গজদন্তময় যত আবাস বিনষ্ট হবে,

বহু বহু বাসগৃহও মিলিয়ে যাবে—প্রভুর উক্তি।

সামারিয়ার স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে বাণী

৪ [১] এই বাণী শোন, হে বাশানের যত গাভী,

যারা সামারিয়ার পর্বতে চড়ে বেড়াও,

দুর্বলকে অত্যাচার কর, নিঃস্বকে চূর্ণ কর,

এবং তোমাদের স্বামীদের বল : ‘আন, পান করি।’
[২] প্রভু পরমেশ্বর তাঁর আপন পবিত্রতার দিব্যি দিয়ে শপথ করে বলেছেন :
দেখ, তোমাদের উপরে এমন দিনগুলি আসছে,
যে দিনগুলিতে আঁকড়া দিয়ে তোমাদের টেনে নেওয়া হবে,
ও তোমাদের মধ্যে বাকি সকলকে জেলের বড়শি দিয়ে ধরে টানা হবে।
[৩] তোমরা সারি বেঁধে নগরপ্রাচীরের গর্তের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাবে,
এবং হার্মোনের দিকে তাড়িত হবে—প্রভুর উক্তি।

অযথা ধর্মাগ্রহের বিরুদ্ধে বাণী

[৪] যাও তোমরা, বেথেলে গিয়ে পাপ কর!
গিল্লালে গিয়ে আরও পাপ কর!
প্রতি প্রভাতে তোমাদের বলি ও প্রতি তিন দিনান্তে
তোমাদের দশমাংশ আন।
[৫] খামিরযুক্ত খাদ্য দানে ধন্যবাদ-বলিও উৎসর্গ কর,
তোমাদের স্বেচ্ছাকৃত অর্ঘ্যও জোর গলায়ই ঘোষণা কর,
কেননা, হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, তা-ই করতে তোমরা ভালবাস
—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

জেদি ইস্রায়েল

[৬] অথচ আমি শহরে শহরে খালি মুখে,
ও গ্রামে গ্রামে বিনা রুটিতে তোমাদের ফেলে রেখেছি :
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
[৭] শস্যকাটার তিন মাস আগে তোমাদের বর্ষাও দিতে
আমি অস্বীকার করলাম ;
এক শহরে বৃষ্টি ও অন্য শহরে অনাবৃষ্টি ঘটালাম ;
এক জমি জলসিক্ত হত, অন্য জমি জলের অভাবে শুষ্ক হত ;
[৮] জল পান করার জন্য

দু’ তিন শহর টলতে টলতে অন্য শহরে যেত,
কিন্তু পিপাসা মেটাতে পারত না :
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
[৯] আমি শস্যের শোষ ও ম্লানি দ্বারা তোমাদের আঘাত করলাম ;
তোমাদের বাগান ও আঙুরখেত শুকিয়ে দিলাম,
শুঁয়াপোকা তোমাদের ডুমুরগাছ ও জলপাইগাছ সবই গ্রাস করল :
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
[১০] তোমাদের উপর এমন মহামারী প্রেরণ করলাম,
যা মিশরের সেই মহামারীর মত ;
তোমাদের যুবকদের খড়্গের আঘাতে সংহার করলাম,
আর সেইসঙ্গে তোমাদের যত ঘোড়াকেও কেড়ে নেওয়া হল ;
তোমাদের শিবিরের দুর্গন্ধ তোমাদের নাকে পর্যন্তই প্রবেশ করালাম :
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
[১১] পরমেশ্বর যেমন সদোম ও গমোরা উৎপাটন করেছিলেন,
তেমনি তোমাদেরও আমি উৎপাটন করলাম ;
তোমরা ছিলে যেন দাহ থেকে উদ্ধার করা আধপোড়া কাঠের মত :
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।

[১২] এজন্য, হে ইস্রায়েল, আমি ঠিক এইভাবে
তোমার প্রতি ব্যবহার করতে যাচ্ছি ;
আর যেহেতু তোমার প্রতি এভাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছি,
সেহেতু, হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত হও !
[১৩] কেননা দেখ, যিনি পাহাড়পর্বতের নির্মাতা ও বায়ুর স্রষ্টা ;
যিনি মানুষের কাছে তার চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করেন,
উষা অন্ধকার দু’টোই গড়ে তোলেন
ও পৃথিবীর উঁচুস্থানগুলির পথে পথে চলাচল করেন :
প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, এ-ই তাঁর নাম।

ইস্রায়েলের উপরে বিলাপ

৫ [১] এই বাণী শোন, যা আমি তোমাদের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করতে যাচ্ছি ;
হে ইস্রায়েলকুল, তা একটা বিলাপগান :
[২] ইস্রায়েল-কুমারী পড়েছে, সে আর কখনও উঠবে না,
সে মাটিতে পড়ে আছে, তাকে ওঠাবার মত কেউ নেই।
[৩] কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :
যে শহর যুদ্ধে হাজার লোক পাঠাত,
তার কেবল একশ'জন লোক থাকবে ;
আর যে শহর শতজন লোক পাঠাত,
তার কেবল দশজন লোক থাকবে
—ইস্রায়েলকুলের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য।

মনপরিবর্তন না থাকলে পরিত্রাণ নেই

[৪] কারণ প্রভু পরমেশ্বর ইস্রায়েলকুলকে একথা বলছেন :
আমার অন্বেষণ কর, তবে তোমরা বাঁচবে।
[৫] কিন্তু বেথেল অন্বেষণ করো না,
গিল্গালে যেয়ো না,
বের্শেবাতে তীর্থযাত্রা করো না ;
কেননা গিল্গাল নির্বাসিত হতে যাচ্ছে,
আর বেথেল তার নিজের শঠতায় পতিত হচ্ছে।
[৬] প্রভুর অন্বেষণ কর, তবে বাঁচবে,
নইলে তিনি যোসেফ-কুলে আগুনের মত নেমে পড়ে তা গ্রাস করবেন,
আর বেথেলে সেই অগ্নিশিখা নিভাবে এমন কেউই থাকবে না।
[৭] তারা সুবিচার সোমরাজে পরিণত করছে,
ধর্মিষ্ঠতা ভূমিসাৎ করছে।
[৮] যিনি কৃত্তিকা ও কালপুরুষের নির্মাতা,

যিনি মৃত্যু-ছায়া প্রভাতে
এবং দিন অন্ধকারময় রাত্রিতে পরিণত করেন;
যিনি সাগরের জল ডেকে পৃথিবীর বুকের উপরে ঢেলে দেন:
প্রভু, এ-ই তাঁর নাম।
[৯] তিনি দৃঢ়দুর্গের উপরে সর্বনাশ নামিয়ে আনেন,
সুরক্ষিত নগরীর উপরে সর্বনাশ ডেকে আনেন।

[১০] নগরদ্বারে যে সদুপদেশ দেয়, তাকে তারা ঘৃণা করে;
সত্য অনুযায়ী যে কথা বলে, সে তাদের বিতৃষ্ণার পাত্র!
[১১] যেহেতু তোমরা অভাবীকে পায়ে মাড়িয়ে দাও,
ও তার গমের একটা অংশ জোর করে আদায় কর,
সেজন্য তোমরা খোদাই-করা পাথরে বাড়ি গেঁথে থাকলেও
সেই বাড়িতে বাস করতে পারবে না;
উৎকৃষ্ট আঙুরখেত চাষ করে থাকলেও
তার আঙুররস ভোগ করতে পারবে না,
[১২] কারণ আমি জানি—তোমাদের অধর্ম-কাজ অসংখ্য,
তোমাদের পাপ গুরুতম:
তোমরা ধার্মিককে উৎপীড়ন কর,
উৎকোচ আদায় কর,
বিচারালয় থেকে নিঃস্বকে তাড়িয়ে দাও!

[১৩] এজন্য এমন সময়ে সুবিবেচক মানুষ নীরব থাকবে,
কেননা এ অমঙ্গলের সময়।

[১৪] মঙ্গলেরই সবকিছুর অন্বেষণ কর, অমঙ্গলের নয়,
যেন নিজেদের বাঁচাতে পার;
তবেই প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন,
যেমনটি তোমরা বলে থাক।

[১৫] অমঙ্গল ঘৃণা কর, মঙ্গল সবকিছু ভালবাস,
নগরদ্বারে ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর;
কি জানি, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর
যোসেফের অবশিষ্টাংশের প্রতি দয়া করবেন।

[১৬] এজন্য প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর যিনি,
সেই প্রভু, একথা বলছেন:
রাস্তা-ঘাটে বিলাপ হবে,
পথে পথে শোনা যাবে: হায় হায়!
কৃষককে শোক করতে ডাকা হবে,
বিলাপগানে যারা দক্ষ, তাদের বিলাপ করতে বলা হবে।
[১৭] সমস্ত আঙুরখেতে বিলাপ হবে,
কারণ আমি তোমার মধ্য দিয়ে পার হয়ে যাব
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

প্রভুর দিন

[১৮] তোমাদের ধিক্, যারা প্রভুর দিনের আকাঙ্ক্ষা কর!
তোমাদের পক্ষে প্রভুর দিন কী হবে?
তা অন্ধকার হবে, আলো নয়।
[১৯] ঠিক যেন একজন লোক সিংহ থেকে পালায়
কিন্তু ভালুকীর সামনে পড়ে;
কিংবা ঘরে ঢুকে দেওয়ালে হাত রাখলে সাপটা তাকে কামড়ায়।
[২০] তবে প্রভুর দিন কি আলো, অন্ধকার নয়?
তা কি এমন অন্ধকার নয়, যাতে দীপ্তির লেশমাত্র নেই?

ইস্রায়েলের উপাসনা আন্তরিক নয়

[২১] আমি তোমাদের সমস্ত পর্বোৎসব ঘৃণা করি, অগ্রাহ্যই করি,

তোমাদের ধর্মসভাও আমার গ্রহণীয় নয়।
[২২] তোমরা আমার কাছে আহুতি ও অর্ঘ্য নিবেদন করলে
আমি তা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রাহ্য করি না,
তোমাদের নধর পশুর মিলন-যজ্ঞের প্রতিও নজর দিই না।
[২৩] তোমার গানের কোলাহল আমার কাছ থেকে দূর কর,
আমি তোমার সেতারের সুর শুনতে পারি না।
[২৪] সুবিচারই বরং জলের মত প্রবাহিত হোক,
ধর্মিষ্ঠতাই চিরপ্রবাহী স্রোতের মত বয়ে চলুক।
[২৫] হে ইস্রায়েলকুল, মরুপ্রান্তরে তোমরা কি চল্লিশ বছর ধরে
আমার উদ্দেশে বলি ও অর্ঘ্য উৎসর্গ করেছিলে?
[২৬] কিন্তু তোমরা তোমাদের রাজা সাক্কুথকে
ও কিউন নামে তোমাদের সেই দেবমূর্তিকে,
তোমাদের নিজেদের জন্য গড়া সেই দেব-দেবীর তারাকেই
তোমরা কাঁধে তুলে বহন করে বেড়াচ্ছ!
[২৭] এখন আমি দামাস্কের ওপারে তোমাদের বন্দিদশায়ই তাড়িত করতে যাচ্ছি,
একথা বলছেন প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর যাঁর নাম।

নিশ্চিন্ত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বাণী

৬ [১] ধিক্ তাদের, যারা সিয়োনে নিশ্চিন্তেই বসে থাকে,
তাদেরও ধিক্, যারা সামারিয়ার পর্বতে নিজেদের নিরাপদ মনে করে,
জাতিসকলের এই প্রধানার মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ,
ইস্রায়েলকুল যাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়!
[২] তোমরা কাল্‌নেতে একবার গিয়ে দেখ,
সেখান থেকে মহতী হামাথে এগিয়ে যাও,
পরে ফিলিস্তিনিদের সেই গাথে নেমে যাও:
তারা কি তোমাদের দুই রাজ্যের চেয়ে শ্রেয়?

কিংবা তাদের অঞ্চল কি তোমাদের অঞ্চলের চেয়ে বড়?
[৩] তোমরা মনে করছ, অমঙ্গলের দিন দূরে রাখবে,
কিন্তু অত্যাচারের আসন ত্বরান্বিত করছ।
[৪] গজদন্তময় শয্যায় শুয়ে, নিজেদের খাটের উপরে গা ছড়িয়ে
ওরা মেষপালের শাবকদের
ও গোশালায় পুষ্ট করা বাছুরগুলোকে এনে খায়।
[৫] সেতারের ঝঙ্কারে জোর গলায় গান করে থাকে,
বাদ্যযন্ত্রে দাউদের সমকক্ষ হয়ে নতুন নতুন সুর বানায়;
[৬] বড় বড় পাত্রে আঙুররস পান করে,
সেরা তেল দেহে মাখায়,
কিন্তু যোসেফের দুর্দশার জন্য চিন্তাটুকুও করে না।
[৭] এইজন্য এখন তারা নির্বাসিতদের অগ্রভাগে নির্বাসনে চলে যাবে।
হ্যাঁ, দেহলালসদের হর্ষধ্বনি মিলিয়ে গেল।

নগরী বিনাশ

[৮] প্রভু পরমেশ্বর নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন: প্রভুর উক্তি!
সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর এই আমিই যাকোবের গর্ব,
কিন্তু তার যত প্রাসাদ ঘৃণা করি;
আমি নগরীকে ও তার মধ্যে যা কিছু আছে পরের হাতে তুলে দেব।
[৯] এক ঘরে যদি দশজন রেহাই পায়, তারা মরবে;
[১০] মৃতদেহ পোড়াবার জন্য যে জ্ঞাতি তা ঘর থেকে বের করে আনবে,
যে কেউ ঘরের শেষ কোণে রয়েছে, তাকে সে জিজ্ঞাসা করবে:
'ওখানে তোমার সঙ্গে কি আর কেউ আছে?'
সে উত্তর দেবে 'না!'
তাতে শোনা যাবে, 'চুপ!'
প্রভুর নাম করার জন্য আর কেউ নেই।
[১১] কেননা দেখ, প্রভু আজ্ঞা করেন,

আর তাঁর আঘাতে বড় বাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে,
ছোট বাড়িও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

[১২] ঘোড়া কি শৈলের উপরে দৌড়োতে পারে?
কিংবা পাথুরে জায়গায় কেউ কি বলদ দিয়ে লাঙল চালাবে?
অথচ তোমরা সুবিচার বিষগাছে
ও ধর্মিষ্ঠতার ফল সোমরাজে পরিণত করেছ।

[১৩] তোমরা তো লো-দেবারে আনন্দ করেছ,
বলেছ, 'আমরা কার্নাইমের উপরে কি নিজেদের বলেই জয়ী হইনি?'
[১৪] এখন দেখ, হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে
এক জাতির উদ্ভব ঘটাব,—সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
তারা হামাথের প্রবেশপথ থেকে আরাবার খরস্রোত পর্যন্ত
তোমাদের উৎপীড়ন করবে।

প্রথম দর্শন—পঙ্গপাল

৭ [১] প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ:
দ্বিতীয় ঘাস গজিয়ে ওঠার আরম্ভে,
রাজার ঘাস কাটবার পরে যে ঘাস হয়, সেই ঘাস বেড়ে ওঠার সময়ে
এক ঝাঁক পঙ্গপাল দেখা দিচ্ছিল।
[২] সেগুলো অঞ্চলের ঘাস নিঃশেষে গ্রাস করলে
আমি বললাম: 'প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
দোহাই তোমার, ক্ষমা কর;
যাকোব কেমন করে দাঁড়াতে পারবে? সে যে এত ছোট!'
[৩] এতে প্রভু দয়ায় বিগলিত হলেন;
প্রভু বললেন, 'এমনটি ঘটবে না!'

দ্বিতীয় দর্শন—আগুন

[৪] প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ :
প্রভু, আমার পরমেশ্বর, দণ্ডাজ্ঞার জন্য আগুন ডাকছিলেন,
তা অতল গহ্বর গ্রাস করেছিল, এবার দেশ গ্রাস করছিল ;
[৫] তখন আমি বললাম : প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
দোহাই তোমার, ক্ষান্ত হও,
যাকোব কেমন করে দাঁড়াতে পারবে? সে যে এত ছোট!'
[৬] এতে প্রভু দয়ায় বিগলিত হলেন ;
প্রভু, আমার পরমেশ্বর, বললেন, 'এমনটিও ঘটবে না।'

তৃতীয় দর্শন—ওলন

[৭] তিনি যা আমাকে দেখালেন, তা এ :
ওলন হাতে নিয়ে প্রভু ওলনের টানা তৈরী এক দেওয়ালের উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ;
[৮] প্রভু আমাকে বললেন, 'আমোস, কী দেখতে পাচ্ছ?'
আমি উত্তরে বললাম, 'একটা ওলন দেখতে পাচ্ছি।'
প্রভু আমাকে বললেন,
'আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের মধ্যে
একটা ওলন দিতে যাচ্ছি,
তাদের আর কখনও ক্ষমা করব না।
[৯] ইসহাকের উচ্চস্থানগুলো ধ্বংস করা হবে,
ইস্রায়েলের যত দেবালয় ভূমিসাৎ করা হবে,
আর তখন আমি খড়্গ ধারণ করে
যেরবোয়ামের কুলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব!'

বেথেল থেকে তাড়িত আমোস

[১০] বেথেলের যাজক আমাজিয়া ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের কাছে এই কথা বলে পাঠালেন : 'আমোস ইস্রায়েলকুলের মধ্যে আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে ; দেশ

তার বাণী আর সহ্য করতে পারে না, [১১] কারণ আমোস নাকি একথা বলছে:
যেরবোয়াম খড়্গের আঘাতে মারা পড়বেন ও ইস্রায়েল স্বদেশ থেকে দূরেই নির্বাসিত
হবে।' [১২] তখন আমাজিয়া আমোসকে বলল, 'হে দৈবদ্রষ্টা, চলে যাও, যুদা দেশে
গিয়ে আশ্রয় নাও: সেইখানে তোমার রুটি খেতে পারবে, সেইখানে ভাববাণী দিতে
পারবে; [১৩] কিন্তু বেথেলে আর ভাববাণী দিয়ো না, কারণ এ রাজকীয় পবিত্রধাম ও
রাজকীয় মন্দির।' [১৪] তখন আমোস উত্তরে আমাজিয়াকে বললেন, 'আমি তো নবী
ছিলাম না, কোন নবী-সঙ্ঘের সদস্যও ছিলাম না; আমি শুধু এক রাখাল ছিলাম, ও
ডুমুরগাছ চাষ করতাম। [১৫] কিন্তু প্রভু আমাকে গবাদি পশুর পিছন থেকে নিলেন,
এবং প্রভু আমাকে বললেন, যাও, আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের কাছে ভাববাণী
দাও।

[১৬] তাই এখন তুমি প্রভুর বাণী শোন:
তুমি নাকি বলছ, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ভাববাণী দিয়ো না,
ইসহাক-কুলের বিপক্ষে বাণীপ্রচার করো না।
[১৭] এজন্য প্রভু একথা বলছেন,
তোমার স্ত্রী শহরের মধ্যে বেশ্যাচার করবে,
তোমার পুত্রকন্যারা খড়্গের আঘাতে পড়বে,
তোমার জমিজমা দড়ি দিয়ে ভাগ ভাগ করা হবে,
তুমি নিজে অশুচি এক দেশভূমিতে মরবে,
এবং ইস্রায়েল স্বদেশ থেকে দূরেই নির্বাসিত হবে।'

চতুর্থ দর্শন—গ্রীষ্মের এক চুপড়ি ফল

৮ [১] প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ:
দেখ, শেষ গ্রীষ্মের এক চুপড়ি ফল।
[২] তিনি আমাকে বললেন, 'আমোস, কি দেখতে পাচ্ছ?'
আমি উত্তরে বললাম, 'শেষ গ্রীষ্মের এক চুপড়ি ফল।'
প্রভু আমাকে বললেন,

‘আমার জনগণ ইস্রায়েলের শেষ পরিণাম এসেছে;
তাকে আর কখনও ক্ষমা করব না।
[৩] সেইদিন প্রাসাদের গান হাহাকার হয়ে যাবে।
—আমার পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
মৃতদেহ বহু; সেইসব সব জায়গায় ফেলে দেওয়া হবে। চুপ!’

শোষক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বাণী

[৪] এই কথা শোন তোমরা,
যারা নিঃস্বকে গ্রাস করছ ও দেশের দীনহীনকে নিশ্চিহ্ন করছ;
[৫] যারা বলে থাক:
‘অমাবস্যা কখন পার হবে, যাতে শস্য বিক্রি করা যেতে পারে?
শাব্বাৎও কখন পার হবে, যাতে গমের ব্যবসা করা যেতে পারে?
তখন আমরা এফা লঘুভার করব ও শেকেল ভারী করব,
এবং চালাকির দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ঠকাতে পারব;
[৬] আমরা অর্থের বিনিময়ে অভাবীকে
ও এক জোড়া জুতোর বিনিময়ে নিঃস্বকে কিনতে পারব।
গমের ছাঁটও বিক্রি করতে পারব!’
[৭] প্রভু যাকোবের গর্বের দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন:
আমি তাদের কাজকর্ম কখনও ভুলব না।
[৮] এর জন্যই কি পৃথিবী কম্পান্বিত নয়?
তার অধিবাসী সকলে কি শোকার্ত নয়?
সমগ্র পৃথিবী কি নীল নদের মত ফেঁপে উঠছে,
ও মিশরের নদীর মত সংক্ষুব্ধ হয়ে আবার বসে যাচ্ছে?

প্রভুর দিন

[৯] সেইদিন—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—
আমি মধ্যাহ্নেই সূর্যাস্ত ঘটাব,

আলোর সময়েই দেশকে অন্ধকারময় করব।
[১০] তোমাদের সমস্ত উৎসব শোকে,
তোমাদের সমস্ত গান বিলাপে পরিণত করব;
সকলের কোমরে চটের কাপড় জড়াব,
সকলের মাথার চুল খেউরি করাব;
একমাত্র সন্তান-হারানোর শোকের মত দেশকে শোক করাব,
তার শেষকাল হবে তিক্ততার দিন!
[১১] দেখ, এমন দিনগুলি আসছে,
—আমার পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
যে দিনগুলিতে আমি দেশে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করব;
তা রুটির ক্ষুধা বা জলের তেষ্টা নয়,
কিন্তু প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা।
[১২] তখন লোকে টলতে টলতে এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে,
উত্তর থেকে পুবে ঘুরে বেড়াবে,
তারা তো প্রভুর বাণীর অন্বেষণ করবে,
কিন্তু তা পাবে না।
[১৩] সেইদিন সুন্দরী যুবতীরা ও যুবকেরা
তেষ্টায় মূর্ছাতুর হবে।
[১৪] যারা সামারিয়ার পাপের দিব্যি দিয়ে শপথ করে,
যারা বলে, 'দান! তোমার জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি!
বের্শেবা! তোমার প্রতাপময়ের জীবনের দিব্যি!'
তাদের সকলের পতন হবে, আর কখনও উঠতে পারবে না।

পঞ্চম দর্শন—মন্দির পতন

৯ [১] আমি প্রভুকে দেখলাম: তিনি যজ্ঞবেদির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন;
তিনি বললেন,

‘স্তম্ভের মাথায় এমন আঘাত হান,
যেন দরজার চৌকাটের নিম্ন অংশ কাঁপে;
সকলের মাথা ভেঙে ফেল,
আর আমি খড়্গের আঘাতে বাকি সকলকে বধ করব,
যে কেউ পালাবে, সে তত দূরে পালাবে না,
যে কেউ রেহাই পাবে, তাতে তার কোন উপকার হবে না।
[২] তারা খুঁড়ে খুঁড়ে পাতালে গেলেও
সেখান থেকে আমার হাত তাদের ছিনিয়ে আনবে;
তারা আকাশে উঠলেও
সেখান থেকে আমি তাদের টেনে আনব;
[৩] তারা কার্মেল পর্বতচূড়ায় গিয়ে লুকোলেও
সেখান থেকে আমি খুঁজে বের করে তাদের ধরব;
তারা আমার অগোচরে সমুদ্রতলেও গিয়ে লুকোলে
সেখানে আমি আজ্ঞা দিলেই সাপ তাদের কামড়াবে।
[৪] তারা শত্রুদের সামনে বন্দিদশায় গেলেও
সেখানে আমি আজ্ঞা দিলেই খড়্গ তাদের বধ করবে।
আমি তাদের দিকে লক্ষ রাখব,
কিন্তু অমঙ্গলেরই জন্য, মঙ্গলের জন্য নয়!’

প্রশংসাগান

[৫] প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
তিনিই পৃথিবীকে স্পর্শ করলেই তা গলে যায়,
ও তার অধিবাসী সকলে শোক পালন করে;
সমগ্র পৃথিবী নীল নদের মত ফেঁপে উঠছে,
মিশরের নদীর মত বসে যাচ্ছে।
[৬] যিনি আকাশে আপন উঁচু কক্ষ গেঁথে তোলেন
ও পৃথিবীর ঊর্ধ্বে তার চাঁদোয়া স্থাপন করেন;

যিনি সাগরের জল ডেকে পৃথিবীর বুকের উপরে ঢেলে দেন ;
প্রভু, এ-ই তাঁর নাম।

দোষীদের শাস্তি

[৭] হে ইস্রায়েল সন্তানেরা,
আমার কাছে তোমরা কি কুশীয়দের মত নও?—প্রভুর উক্তি।
আমি কি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েলকে,
কাপ্তোর থেকে ফিলিস্তিনিদের,
ও কির থেকে আরামীয়দের বের করে আনিনি?

[৮] দেখ, আমার পরমেশ্বর প্রভুর চোখ এই পাপিষ্ঠ রাজ্যের উপরে নিবদ্ধ :
আমি পৃথিবীর বুক থেকে তা উচ্ছেদ করব ;
কিন্তু তবুও যাকোবকুলকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করব না—প্রভুর উক্তি।
[৯] কারণ দেখ, আমি আজ্ঞা দেব,
আর যেমন চালনিতে গম চালা হয়,
আর একটা দানাও মাটিতে পড়ে না,
তেমনি আমি সকল দেশের মধ্যে ইস্রায়েলকুলকেই চালব।
[১০] আমার আপন জনগণের সেই সকল পাপীই
খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে,
যারা বলছিল, 'অমঙ্গল আমাদের কাছে কাছে আসবে না,
না, তা আমাদের নাগাল পাবেই না।'

দাউদের রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

[১১] সেইদিন আমি দাউদের খসে পড়া কুটির পুনরুত্তোলন করব,
তার সমস্ত ফাটল সংস্কার করব, তার ধ্বংসস্তূপ পুনরুত্তোলন করব,
এবং আগে যেমনটি ছিল, সেইমত তা পুনর্নির্মাণ করব,
[১২] যেন তারা এদোমের অবশিষ্ট মানুষের,

এবং যত দেশ আমার আপন নাম বহন করত,
তাদের সকলের উপরে জয়ী হতে পারে;
প্রভু, এসব কিছুর সাধক যিনি, তিনি একথা বলছেন।

[১৩] দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—
যে দিনগুলিতে হালবাহক শস্যকাটিয়ের সঙ্গে,
ও আঙুরপেষক বীজবুনিয়ের সঙ্গে মিলবে;
পর্বত বেয়ে নতুন আঙুররস ঝড়ে পড়বে,
উপপর্বত বেয়ে তা গড়িয়ে পড়বে।
[১৪] আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের ফিরিয়ে আনব;
তারা ধ্বংসিত যত শহর পুনর্নির্মাণ করে সেইখানে বাস করবে,
আঙুরখেত করে তার রস পান করবে,
বাগান চাষ করে তার ফল ভোগ করবে।
[১৫] আমি তাদের নিজেদের দেশভূমিতে তাদের রোপণ করব,
এবং আমি তাদের যে দেশভূমি মঞ্জুর করেছি,
তা থেকে তারা আর কখনও উৎপাটিত হবে না,
একথা বলছেন প্রভু, তোমার পরমেশ্বর।

---

১ [৩, ৬ …] '… তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য …': তেমন বিদ্রোহ-কর্ম কার্ বিরুদ্ধে সাধিত হল? (ক) হয় ইস্রায়েলকে নমিত করা হল, ফলে তার প্রভুকেই নমিত করা হল, (খ) না হয় মানবাধিকার বিরুদ্ধ কোন কর্মের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে: মানবমর্যাদার রক্ষক বলে প্রভু নিজেই প্রতিশোধ নেবেন (আদি ৪:১০)।

২ [৪] অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে যুদাও দণ্ডিত, কিন্তু দণ্ডের কারণ আলাদা, কেননা যুদা প্রভুর নির্দেশবাণী অবজ্ঞা করেছে অর্থাৎ প্রভুর সঙ্গে স্থিরীকৃত সন্ধি ভঙ্গ করেছে।

[৭] ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের বিদ্রোহ-কর্মই সামাজিক ন্যায্যতা-বিরুদ্ধ কর্ম: তেমন কাজ যে সাধন করে সে ঈশ্বরের নাম কলঙ্কিত করে (এজে ৩৬:২০-২১)।

৩ [২] '… ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি': 'জানা' শব্দটা বাইবেলের ভাষায় দুই ব্যক্তির মধ্যকার ব্যক্তিময় ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ককে লক্ষ করে, যেমনটি হওয়া উচিত দম্পতির সম্পর্ক (আদি ৪:১;

লুক ১:৩৪) কিংবা পিতা ও পুত্রের মধ্যকার সম্পর্ক (ইশা ৬৩:১৬) ইত্যাদি। ঈশ্বর মিশর থেকে ইস্রায়েলের মুক্তিকর্ম সাধন করে তাদের তাঁর আপন জনগণ বলে বেছে নিয়েছিলেন, একথা সত্য বটে, আর ঠিক একথার উপর ভিত্তি করে নবী আমোসের সমসাময়িক মানুষ মনে করছিল, সেই ভিত্তিতেই তাদের পরিত্রাণ সুনিশ্চিত; এব্যাপারে নবী আমোসের কথা এ: যিনি ইস্রায়েলকে মুক্ত ও মনোনীত করেছেন, এসব কিছুর জন্য ইস্রায়েল সেই ঈশ্বরের কাছে দায়ী, অর্থাৎ তাদের পক্ষে গর্ব করা নয়, বরং সেই মনোনয়ন ও মুক্তির প্রত্যাশিত ফল দেখানো প্রয়োজন (মথি ৭:২৩; ২৫:১২)।

[১৪] শিংগুলোই ছিল বেদির পবিত্রতম অংশ। অসচেতন হয়ে যে নরহত্যা করেছিল, সে বেদির শিং আঁকড়ে ধরলে রক্তের প্রতিফলদাতা তাকে স্পর্শ করতে পারত না। কিন্তু বিচারের দিনে এই সুবিধাও বাতিল করা হবে: ইস্রায়েলকে তার সমস্ত অপরাধের জন্য পূর্ণ দায়ী হতে হবে।

৫ [২] ইস্রায়েলকে এক কুমারীর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে যার কনে ও মাতা হওয়ার কথা; কিন্তু ইস্রায়েল যুবা ও নিঃসন্তান হয়ে মরবে। সহায়তা চাইলে কেবল প্রভুর উপরেই তাদের নির্ভর করতে হবে।

[৪] মানুষের জীবন, মঙ্গল ও সমৃদ্ধি প্রভুর অন্বেষার উপরেই নির্ভর করে; প্রভুর অন্বেষণ বলতে তাঁর বাণীর প্রতি বাধ্যতা বোঝায় (দ্বিঃবিঃ ৩০:১৫-১৬)।

[১৫] এমনটি মনে হচ্ছে, অপরাধী ও অনুতপ্ত ইস্রায়েলের পক্ষে সবকিছু গেল, কিন্তু প্রথমবারের মত এইখানে সকল নবীদের অপ্রত্যাশিত বাণী ধ্বনিত হচ্ছে: একটা অবশিষ্টাংশ রেহাই পাবে। পরিত্রাণলাভের তেমন আশা ও নিশ্চয়তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরেই মাত্র নির্ভর করবে, ও তাদেরই স্পর্শ করবে যারা মন ফিরিয়েছে।

[১৮] ইস্রায়েলীয়েরা এমন দিনের প্রতীক্ষায় ছিল যখন প্রভু নিজে এসে তাদের বিরোধীদের বশীভূত করবেন ও তাঁর আপন জনগণকে সার্বিক বিজয় দান করবেন। নবী আমোস এই দিনের কথা বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু সেই দিন ইস্রায়েলের পক্ষে পরিত্রাণের নয়, বিচারেরই দিন হবে, কেননা ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণকে তাদের অবিশ্বস্ততার জন্য শত্রু বলে গণ্য করবেন; তখনই প্রকাশ পাবে কারাই বা তাঁর প্রকৃত মনোনীতজন। তা সত্ত্বেও প্রভুর শেষ কর্ম বিচার নয়, দয়া ও পরিত্রাণ দ্বারাই চিহ্নিত হবে (৫:১৫; ৯:১১; ১৩)।

[২৩] বহ্যিক উপাসনা-কর্ম ঈশ্বরকে তুষ্ট করে না, তিনি তাঁর প্রকৃত ধর্মিষ্ঠতা-বিধানের প্রতি বাধ্যতাই দেখতে চান।

৭ [১ ...] এই অধ্যায় থেকে ৯ম অধ্যায় পর্যন্ত নবী নিজের কথা ব্যক্ত করেন, এজন্য বারবার 'আমার প্রভু' কথাটা ধ্বনিত করেন যা প্রভুর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করে।

[২] জনগণের কাছে ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা করা ছাড়া তাদের হয়ে প্রার্থনা করাও নবীর সেবাকর্ম (১ রাজা ১৮:৪২; ইশা ৩৭:৪; যেরে ১৪:৭-১২)। লক্ষণীয় বিষয় এ যে, শেষ

তিন দর্শনে (৭:৮; ৮:২; ৯:১) ঈশ্বর নবীকে পরের হয়ে প্রার্থনা করার সময়ও দেবেন না, কেননা প্রার্থনা করা ও ক্ষমা দেওয়ার ক্ষণ ফুরিয়ে গেল।

[৩] ঐশন্যায্যতা যা দাবি করে ঐশদয়া তা দূর করে দেয়, অর্থাৎ ঈশ্বর অনুগ্রহের খাতিরে ক্ষমা করার অধিকার রাখেন।

[১৪] আমোসের পক্ষে নবী হওয়া নিজ সিদ্ধান্তের নয়, বাধ্যতারই ব্যাপার: ঈশ্বর নিজে তেমন প্রেরণকর্মের জন্য তাঁকে বেছে নিলেন; এবং ঠিক একারণেই তিনি প্রকৃত নবী যেহেতু সেই ঈশ্বরের নামে বাণী দেন যিনি ইস্রায়েলের প্রভু।

৮ [১১] একদিকে দুর্ভিক্ষ ঈশ্বরের শাস্তির শামিল, অন্যদিকে ক্ষুধা ও তেষ্টা তাঁর অনুগ্রহের কথা তুলে ধরে; সুতরাং, শাস্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এমন অনুগ্রহ দান করেন যাতে তাঁর জনগণের অন্তরে ঐশবাণীর প্রতি বাসনা জাগে।

[১২] ঈশ্বরের শাস্তি ছাড়া ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততার সবচেয়ে ভারী ফল এটিই হবে: জনগণের মধ্য থেকে ঈশ্বরেরও অনুপস্থিতি, তাঁর বাণীরও অনুপস্থিতি (পরম গীত ৫:৬; দ্বিঃবিঃ ৮:৩; প্রবচন ১:২৮)।

৯ [১২] মালিক যেমন নিজের সম্পদ নিজ নাম দ্বারা চিহ্নিত করে, তেমনি ঈশ্বর ইস্রায়েলের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে নিজ নাম দ্বারা চিহ্নিত করেছিলেন, এজন্য সেই দেশগুলো দাউদের আমলে ইস্রায়েলের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। এই পদের দৃষ্টিকোণ কেবল ইস্রায়েলেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু পরবর্তীকালে (গ্রীক ভাষায় বাইবেল-অনুবাদের সময়) দৃষ্টিকোণটা সার্বজনীন দিক অর্জন করল, আর সেই অনুবাদ অনুসারেই পদটা প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে স্থান পেল (প্রেরিত ১৫:১৬-১৭)।

ওবাদিয়া

নবী ওবাদিয়া ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ। ওবাদিয়ো পুস্তকে ঈশ্বরের রাজ্য সংক্রান্ত এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যা অনুসারে বিধর্মী দেশগুলোর দুরভিসন্ধি শেষ করে দেওয়া হবে এবং ইস্রায়েলের এক অবশিষ্টাংশ ঐশরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

সূচীপত্র

[১] ওবাদিয়ার দর্শন।
প্রভু পরমেশ্বর এদোমের বিষয়ে একথা বলছেন :
আমরা প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী পেয়েছি,
দেশগুলোর কাছে এক দূত প্রেরিত হয়েছে :
‘ওঠ! এসো, আমরা এই জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামি।’

প্রভুর বাণী

[২] দেখ, আমি তোমাকে দেশগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতমই করেছি,
তুমি নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র।

[৩] হে তুমি, শৈলশিরার মধ্যে যার বাস,
তুমি যে উচ্চস্থানগুলিকে নিজের আবাস কর,
তোমার হৃদয়ের স্পর্ধা তোমাকে ভ্রষ্ট করেছে ;
তুমি মনে মনে বলছ,
‘কে আমাকে মাটিতে নামিয়ে দেবে?’

[৪] যদিও তুমি ঈগলের মত ঊর্ধ্বে গিয়ে ওঠ,
যদিও তারানক্ষত্রের মধ্যে নিজের বাসা বাঁধ,
তবু আমি তোমাকে সেখান থেকে নামিয়ে আনব—প্রভুর উক্তি।

[৫] তোমার কাছে যদি চোরেরা আসত,
কিংবা রাত্রিকালে যদি দস্যুরা আসত,
—আহা, তোমার কেমন সর্বনাশ হত!—
তবে তারা কি কেবল তাদের প্রয়োজনমতই চুরি করত?
যারা আঙুর সংগ্রহ করে, যদি তারা তোমার কাছে আসত,
তারা কি কিছুটা ফল রেখে যেত না?
[৬] আহা, এসৌয়ের সম্পত্তি কেমন লুট করা হয়েছে!
তার গুপ্ত ধন কেমন উৎপাটন করা হয়েছে!
[৭] তোমার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ যারা,
তারা সকলে তোমার সীমানা পর্যন্তই তোমার পিছু পিছু ধাওয়া করেছে;
তোমার মিত্র যারা,
তারাও প্রবঞ্চনা করে তোমার উপরে জয়ী হয়েছে;
তোমার সঙ্গে রুটি ভাগ করে খেত যারা,
তারা তোমার পায়ে ফাঁদ পেতেছে:
না, এদোমের বিচারবোধ নেই!

[৮] সেইদিন আমি কি এদোমের জ্ঞানবানদের উচ্ছেদ করব না?
—প্রভুর উক্তি—
আমি কি এসৌয়ের পর্বত থেকে সুবুদ্ধি নিশ্চিহ্ন করব না?
[৯] হে তেমান, তোমার বীরযোদ্ধারা বিহ্বল হবে,
এসৌয়ের পর্বত থেকে সকল মানুষ উচ্ছিন্ন হবে।

এদোমের দোষ

সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য,
[১০] তোমার ভাই যাকোবের প্রতি সাধিত অত্যাচারের জন্য
লজ্জা তোমাকে আচ্ছন্ন করবে,
তুমি চিরকালের মত উচ্ছিন্ন হবে।

[১১] কারণ যেদিন ভিনদেশীরা তার সম্পত্তি লুট করে নিচ্ছিল,
যেদিন বিজাতীয়রা তার নগরদ্বারে প্রবেশ করছিল
ও যেরুশালেমের উপরে গুলিবাঁট করছিল,
সেদিন তুমিও সেখানে উপস্থিত ছিলে,
এমনকি তাদের একজনেরই মত ব্যবহার করলে!

[১২] তোমার ভাইয়ের দিনে, তার ভীষণ দুর্দশার দিনে
তার দিকে আনন্দের সঙ্গে চোখ নিবদ্ধ রেখো না;
যুদা-সন্তানদের সর্বনাশের দিনে
তাদের দশায় আনন্দ করো না;
তাদের সঙ্কটের দিনে বড়াই করে কথা বলো না!

[১৩] আমার আপন জনগণের দুর্বিপাকের দিনে
তাদের নগরদ্বারে প্রবেশ করো না;
তাদের দুর্বিপাকের দিনে
তাদের অমঙ্গলের দিকে আনন্দিত মনে তাকিয়ো না;
তাদের দুর্বিপাকের দিনে
তাদের সম্পত্তির দিকে হাত বাড়িয়ো না।

[১৪] তাদের পলাতকদের বধ করার জন্য
চৌরাস্তায় ওত পেতে থেকো না;
তাদের সঙ্কটের দিনে,
তাদের রেহাই পাওয়া লোকদের শত্রুহাতে তুলে দিয়ো না।
[১৫] কারণ সকল দেশের বিরুদ্ধে প্রভুর দিন কাছে এসে গেছে।
তুমি যেমন করেছ, তোমার প্রতিও তেমনি করা হবে;
তোমার কুকর্ম তোমারই মাথায় নেমে পড়বে।

প্রভুর দিন হবে ইস্রায়েলের জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার দিন

[১৬] কেননা তোমরা যেমন আমার পবিত্র পর্বতে পান করেছ,
তেমনি সকল দেশ নিরন্তর পান করবে,
পান করতে করতে গিলে ফেলবে,
কিন্তু তারা অজাতের মত হবে।

[১৭] যারা রেহাই পেয়েছে, তারাই সিয়োন পর্বতে আশ্রয় পায়,
তাতে সিয়োন পর্বত আবার পবিত্র হয়ে ওঠে,
এবং যাকোবকুল আপন অপহারকদের কাছ থেকে
নিজের অধিকার ফিরে পাবে।

[১৮] তখন যাকোবকুল হবে আগুন,
যোসেফকুল হবে অগ্নিশিখা,
এসৌকুল হবে খড়কুটোর মত;
নিজেদের মধ্যে ওরা আগুন ধরিয়ে তা গ্রাস করবে;
ফলে এসৌকুলে কেউ রক্ষা পাবে না,
কারণ স্বয়ং প্রভু একথা বলেছেন।

নব ইস্রায়েল

[১৯] নেগেবের লোকেরা এসৌয়ের পর্বত অধিকার করে নেবে,
শেফেলার লোকেরা ফিলিস্তিনিদের দেশ দখল করবে;
তারা এফ্রাইম ও সামারিয়ার ভূমি অধিকার করবে,
এবং বেঞ্জামিন গিলেয়াদ দখল করবে।
[২০] ইস্রায়েল সন্তানদের এই নির্বাসিত সৈন্যদল
সারেপ্তা পর্যন্ত কানানীয়দের তাড়িয়ে দেবে,
এবং যেরুশালেমের যে নির্বাসিত লোকেরা সেফারাদে আছে,
তারা নেগেবের শহরগুলি অধিকার করে নেবে।
[২১] এসৌয়ের পর্বতের উপরে শাসন করার জন্য

তারা বিজয়ী হয়ে সিয়োন পর্বতে উঠবে ;

তখন রাজ্য প্রভুরই হবে।

---

[১৫] যেদিন প্রভু আত্মপ্রকাশ করে নিজ চরমকালীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন, সেদিনটিকে প্রভুর দিন বলে।

যোনা

যোনা পুস্তকটি একটি সদুপদেশ (মিদ্রাশ) যার মধ্য দিয়ে ইহুদীদের শেখানো হয় ঈশ্বর তাদের কাছ থেকে বিধর্মীদের প্রতি কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করেন। ‘যোনা’ শিরনাম পুস্তকের রচয়িতাকে নয়, কাহিনীর প্রধান চরিত্রকেই লক্ষ করে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪

প্রভুর বাণীর সামনে থেকে যোনার পলায়ন

১ [১] প্রভুর বাণী আমিত্তাইয়ের সন্তান যোনার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল,
[২] ‘ওঠ, ওই মহানগরী নিনেভেতে যাও, ও তার মধ্যে একথা ঘোষণা কর যে, তাদের
দুরাচার আমার চোখের সামনেও এসে উপস্থিত হয়েছে।’ [৩] কিন্তু যোনা প্রভুর কাছ
থেকে দূরে পালাবার চেষ্টায় তার্শিশে যাবার জন্য রওনা দিলেন; যাফা বন্দরে নেমে
গিয়ে তিনি একটা জাহাজ পেলেন, যা তার্শিশে যাবে; প্রভুর কাছ থেকে দূরে যাবার
চেষ্টায় তিনি যাত্রার ভাড়া দিয়ে নাবিকদের সঙ্গে তার্শিশের দিকে সেই জাহাজে গিয়ে
উঠলেন। [৪] কিন্তু প্রভু সমুদ্রের উপরে প্রচণ্ড বাতাস নিক্ষেপ করলেন; ফলে সমুদ্র
এমন সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যে, জাহাজটা ভেঙে যাবার উপক্রম হল। [৫] নাবিকেরা
অভিভূত হয়ে পড়ল, প্রত্যেকে নিজ নিজ দেবতার কাছে চিৎকার করতে লাগল, এবং
জাহাজ হালকা করে দেবার জন্য যত মালমত্র জলে ফেলে দিতে লাগল। এদিকে যোনা
জাহাজের খোলে নেমে গেছিলেন, আর সেখানে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। [৬] তখন
জাহাজের সারেঙ তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলল, ‘ওহে, ব্যাপারটা কি যে, তুমি এতই
ঘুমোচ্ছ? ওঠ, তোমার পরমেশ্বরকে ডাক; হয় তো পরমেশ্বর আমাদের কথা চিন্তা
করবেন আর আমাদের সর্বনাশ হবে না।’ [৭] পরে নাবিকেরা নিজেদের মধ্যে বলল,
‘এসো, কার্ দোষেই বা আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটছে, তা জানবার জন্য গুলিবাঁট
করি।’ তারা গুলিবাঁট করলে যোনার নামে গুলি উঠল; [৮] তাই তারা তাঁকে বলল,

‘আমাদের একটু বুঝিয়ে দাও, কার্ দোষে আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটছে? তোমার যাত্রার উদ্দেশ্য কী? কোথা থেকে আসছ? তোমার দেশ কোথায়? তুমি কোন্ জাতির মানুষ?’ [৯] উত্তরে তিনি বললেন, ‘আমি হিব্রু; আমি স্বর্গের পরমেশ্বর সেই প্রভুকে উপাসনা করি, যিনি সমুদ্র ও স্থলভূমির নির্মাণকর্তা।’ [১০] তখন সেই লোকেরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল, তাঁকে বলল, ‘তবে তুমি কেনই বা এমন কাজ করেছ?’ কেননা তিনি যে প্রভুর কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, একথা তারা জানতে পেরেছিল, যেহেতু তিনিই তাদের তা বলে দিয়েছিলেন। [১১] তারা তাঁকে বলল, ‘তবে সমুদ্র যেন আমাদের প্রতি আবার ক্ষান্ত হয়, বল, তোমাকে নিয়ে আমাদের কী করা উচিত?’ কারণ সমুদ্র উত্তরোত্তর ক্ষুব্ধ-সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। [১২] তিনি উত্তরে তাদের বললেন, ‘আমাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দাও, তবেই সমুদ্র, যা এখন তোমাদের বিপক্ষে, আবার ক্ষান্ত হবে; আমি তো জানি, আমারই দোষে এই ভীষণ ঝঞ্ঝা তোমাদের উপর নেমে পড়েছে।’ [১৩] সেই নাবিকেরা জাহাজটা ফিরিয়ে কূলে নিয়ে যাবার জন্য ঢেউ কাটতে খুবই চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না, কারণ সমুদ্র তাদের বিরুদ্ধে আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠছিল। [১৪] তাই তারা অবশেষে প্রভুকে ডাকতে লাগল; তারা বলল: ‘দোহাই তোমার, প্রভু, মিনতি করি, এই মানুষের প্রাণের কারণে আমাদের সর্বনাশ যেন না হয়; নির্দোষীর মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের দায়ী করো না; কেননা, হে প্রভু, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারেই তুমি কাজ করেছ।’ [১৫] এবং যোনাকে ধরে তারা তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিল, তাতে সমুদ্র ক্ষান্ত হল, আর ক্ষুব্ধ হল না। [১৬] তাই সেই লোকদের অন্তরে প্রভুর প্রতি ভীষণ ভয় জাগল: প্রভুর উদ্দেশে তারা বলি উৎসর্গ করল, নানা মানতও করল।

প্রভু যোনাকে উদ্ধার করেন

২ [১] এদিকে প্রভু এব্যাপারে স্থির করেছিলেন যে, প্রকাণ্ড একটা মাছ যোনাকে গিলে ফেলবে; তাই যোনা সেই মাছের পেটের মধ্যে তিন দিন তিন রাত ধরে রইলেন। [২] সেই মাছের পেটের ভিতর থেকে যোনা তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে [৩] বললেন:

‘আমার সঙ্কটে আমি প্রভুকে ডাকলাম,
আর তিনি সাড়া দিলেন আমায় ;
পাতালের গভীরতম স্থান থেকে চিৎকার করলাম,
আর তুমি শুনলে আমার কণ্ঠস্বর।

[৪] তুমি আমাকে অতল গহ্বরে, সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষেপ করলে,
আর জলস্রোত ঘিরে ফেলল আমায় ;
তোমার সকল ঢেউ, তোমার সকল তরঙ্গ
আমার উপর দিয়ে গেল।

[৫] আমি বলছিলাম : তোমার দৃষ্টি থেকে
আমি এখন দূরেই বিচ্যুত,
তবুও আমি তোমার পবিত্র মন্দিরের দিকে
দৃষ্টিপাত করতে থাকি।

[৬] জলরাশি আমাকে ঘিরল, গলা পর্যন্তই উঠল,
জলের অতল গহ্বর ঘিরে ফেলল আমায়,
শেয়ালা জড়াল আমার মাথায়।
[৭] আমি পাহাড়পর্বতের মূল পর্যন্ত নেমে গেলাম ;
আমার পিছনে পৃথিবীর অর্গলগুলো
রুদ্ধ হল—চিরকালের মত।
কিন্তু তুমি, হে প্রভু, আমার পরমেশ্বর,
তুমি কুয়ো থেকে উঠিয়ে আনবে আমার প্রাণ।
[৮] আমার মধ্যে যখন প্রাণ অবসন্ন হয়ে নিঃশেষিত ছিল,
তখন আমি প্রভুকে স্মরণ করলাম,
আর আমার প্রার্থনা তোমার নাগাল,
তোমার পবিত্র মন্দিরেরই নাগাল পেল।
[৯] যারা অলীক অসার বস্তু মানে,

তারা সেই কৃপা পরিত্যাগ করে, যা তাদের উপরে বিরাজ করার কথা।
[১০] কিন্তু আমি তোমার উদ্দেশে স্তবস্তুতির কণ্ঠে বলি উৎসর্গ করব;
আমি যে ব্রত নিয়েছি, তা উদ্‌যাপন করব;
পরিত্রাণ প্রভু থেকেই আসে।'

[১১] তাই প্রভু সেই মাছকে আজ্ঞা দিলেন, আর মাছ যোনাকে শুষ্ক চরের উপরে উদ্গিরণ করল।

নিনেভের মনপরিবর্তন ও প্রভুর ক্ষমা

৩ [১] প্রভুর বাণী দ্বিতীয়বারের মত যোনার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'ওঠ, ওই মহানগরী নিনেভেতে যাও, আর আমি তোমাকে যা ঘোষণা করতে বলব, তা সেই নগরীর কাছে ঘোষণা কর।' [৩] যোনা উঠে প্রভুর বাণীমত নিনেভের দিকে রওনা হলেন। সেই নিনেভে তুলনার অতীত এক বিরাট নগরী ছিল, নগরীকে পায়ে হেঁটে পার হতে তিন দিন লাগত! [৪] যোনা নগরীর মধ্যে প্রবেশ করে এক দিনের পথ এগিয়ে গেলেন; পরে একথা ঘোষণা করলেন, 'এখনও চল্লিশ দিন, তারপর নিনেভে উৎপাটিত হবে।' [৫] নিনেভের লোকেরা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করল; তারা উপবাস ঘোষণা করল, এবং মহামান্য ব্যক্তি থেকে সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই চটের কাপড় পরল। [৬] খবরটা নিনেভে-রাজের কাছে পৌঁছলে তিনি সিংহাসন থেকে উঠে ও রাজসজ্জা খুলে চটের কাপড় পরলেন ও ছাইয়ের উপরে বসলেন। [৭] পরে রাজার ও তাঁর পরিষদদের নির্দেশে নিনেভেতে একথা ঘোষণা করা হল: 'মানুষ ও পশু, গবাদি ও মেষ-ছাগ কেউই কিছু মুখে দেবে না, চরে বেড়াবে না, জল পান করবে না। [৮] মানুষ ও পশু চটের কাপড় পরে সমস্ত শক্তি দিয়ে পরমেশ্বরকে ডাকবে; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কুপথ ও হিংসার পথ ত্যাগ করুক। [৯] কি জানি, পরমেশ্বর হয় তো মন ফেরাবেন, এবং দয়া দেখিয়ে তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ প্রশমিত করবেন, যেন আমাদের বিনাশ না হয়।' [১০] পরমেশ্বর তাদের প্রচেষ্টা দেখলেন, হ্যাঁ, তিনি দেখলেন যে, তারা তাদের কুপথ ত্যাগ করছিল; তাই তিনি তাদের প্রতি যে অমঙ্গল ঘটাবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন, সেই বিষয়ে দয়াবোধ করে সেই অমঙ্গল ঘটালেন না।

নবীর ক্ষোভ ও প্রভুর উত্তর

৪ [১] এতে যোনা খুবই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। [২] তিনি এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, 'দোহাই তোমার, প্রভু; কিন্তু দেশে থাকতেই আমি কি ঠিক একথা বলছিলাম না? সেজন্যই শীঘ্র করে তার্শিশে পালাতে চেষ্টা করেছিলাম; কারণ আমি জানতাম, তুমি দয়াবান স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও কৃপায় ধনবান, এবং অমঙ্গল সাধন করে দুঃখই পাও। [৩] তাই এখন, প্রভু, দোহাই তোমার, আমার প্রাণ নাও, কারণ আমার পক্ষে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই ভাল!' [৪] উত্তরে প্রভু তাঁকে বললেন, 'এত ক্রোধ দেখানো তুমি কি ঠিক মনে করছ?'

[৫] তখন যোনা নগরীর বাইরে গিয়ে নগরীর পুবদিকে বসে রইলেন; সেখানে নিজের জন্য একটা কুটির বেঁধে তার নিচে ছায়াতে বসে বসে নগরীর কি দশা হয়, তা দেখবার অপেক্ষা করতে লাগলেন। [৬] তখন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞামত যোনার উপরে একটা রেড়িগাছ বেড়ে উঠতে লাগল, যেন তাঁর মাথার উপরে ছায়া পড়ে, ফলে তিনি যেন তাঁর অসন্তোষ থেকে উদ্ধার পান। সেই রেড়িগাছের জন্য যোনা বড়ই আনন্দ পেলেন; [৭] কিন্তু পরদিন ভোরে পরমেশ্বরের আজ্ঞামত একটা পোকা সেই রেড়িগাছে দাঁত বসালে গাছটা শুকিয়ে গেল। [৮] আর সূর্য উঠলে পরমেশ্বরের আজ্ঞামত পুব থেকে একটা উত্তপ্ত বাতাস বইতে লাগল; তখন যোনার মাথার উপরে রোদের এমন চাপ পড়ল যে, তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়ে এই বলে মৃত্যু প্রার্থনা করলেন, 'আমার পক্ষে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই ভাল!'

[৯] পরমেশ্বর যোনাকে বললেন, 'সেই রেড়িগাছের ব্যাপারে এত ক্রোধ দেখানো তুমি কি ঠিক মনে করছ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তা ঠিক মনে করছি। আমি এতই ক্রুদ্ধ যে, মৃত্যু প্রার্থনা করি!' [১০] প্রভু বললেন, 'তুমি এই রেড়িগাছের জন্য শ্রমও করনি, গাছটা বাড়াওওনি; গাছটা একরাতে উৎপন্ন হল, একরাতে উচ্ছিন্ন হল, তথাপি তুমি তার প্রতি দয়াবোধ করেছ। [১১] তবে আমি কি নিনেভের প্রতি, ওই মহানগরীর প্রতি দয়াবোধ করব না? সেখানে এমন এক লক্ষ বিশ হাজারের অধিক মানুষ আছে, যারা ডান হাত থেকে বাঁ হাতের প্রভেদ জানে না। তাছাড়া সেখানে পশুও আছে।'

১ [৩] তার্শিশ জায়গাটা কোথায় তা বলা কঠিন; যাই হোক, ইহুদীরা মনে করতেন তার্শিশ জগতের শেষ প্রান্তেই অবস্থিত এক স্থান; তাতে বোঝা যায়, যোনা নিজ প্রেরণকর্ম এড়াবার জন্য একেবারে দূরদূরান্তর দেশেই চলে যেতে চান।

৩ [৭] বাইবেল বারবার জীবজন্তুদেরও মানব-পরিত্রাণের অংশী করে; এজন্য জীবজন্তুরাও মানুষের সঙ্গে তপস্যা করতে ও মন ফেরাতে আমন্ত্রিত। ঈশ্বরের মত নিনেভের বিধর্মী রাজাও পশুদের মঙ্গলের জন্য চিন্তিত (৪:১১)।

৪ [১১] 'এক লক্ষ বিশ হাজার': অর্থাৎ অসংখ্য মানুষ। • 'ডান হাত থেকে …': ডান হাত ছিল মঙ্গল, ও বাঁ হাত ছিল অমঙ্গলের প্রতীক; সুতরাং পদের অর্থ এরূপ: … যারা মঙ্গলের পথ থেকে অমঙ্গলের পথ নির্ণয় করতে অক্ষম।

মিখা

নবী মিখা ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর মানুষ। নবী ইশাইয়ার মত নবী মিখাও দাউদকুলে স্থাপিত মশীহ-প্রত্যাশা তুলে ধরেন; তাছাড়া অন্যান্য নবীদের মত তিনিও সামাজিক অন্যায্যতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১ [১] যুদা-রাজ যোথাম, আহাজ ও হেজেকিয়ার সময়ে প্রভুর এই বাণী মোরেশেথ-বাসী মিখার কাছে এসে উপস্থিত হল। তিনি সামারিয়া ও যেরুশালেম সম্বন্ধে এই দর্শন পান।

দোষী বলে সাব্যস্ত ইস্রায়েল

[২] হে জাতিসকল, তোমরা সকলে শোন!
হে পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, মনোযোগ দাও!
প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হোন,
তাঁর পবিত্র মন্দির থেকেই প্রভু সাক্ষী হোন!

[৩] কেননা দেখ, প্রভু তাঁর আবাস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন,
তিনি নেমে দেশের উচ্চস্থানগুলির পথে পথে চলাচল করছেন;
[৪] তাঁর নিচে পর্বতমালা গলে যায়,
যত উপত্যকা ফেটে যায় আগুনের সামনে মোমের মত,
ঢালু স্থানের উপরে ঢালা জলের মত।

[৫] তেমন কিছু ঘটছে যাকোবের বিদ্রোহ-কর্মের কারণে,
ঘটছে ইস্রায়েলকুলের পাপকর্মের কারণে।
যাকোবের বিদ্রোহ-কর্ম কী? সামারিয়া কি নয়?

যুদার পাপ কী? যেরুশালেম কি নয়?
[৬] তাই আমি সামারিয়াকে খোলা মাঠে ফেলানো ধ্বংসস্তূপ করব,
আঙুরলতা পোঁতবার স্থান করব।
তার পাথরগুলো উপত্যকায় গড়িয়ে ফেলে দেব,
তার ভিত্তিমূল অনাবৃত করব।
[৭] তার যত প্রতিমা টুকরো টুকরো করা হবে,
তার যত উপহার আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে,
আমি তার সেই সকল দেবমূর্তি একেবারে বিধ্বস্ত করব,
কেননা বেশ্যাচারের মূল্যেই তা সঞ্চিত হয়েছে,
তাই আবার বেশ্যাচারের মূল্য হয়ে যাবে।

নবীর বিলাপ

[৮] এজন্য আমি গর্জন করব ও হাহাকার করব,
খালি পায়ে ও উলঙ্গ হয়েই আমি বেড়াব,
শিয়ালের মত গর্জন-তর্জন করব,
উটপাখির মত শোকার্ত স্বরধ্বনি তুলব;
[৯] কারণ তার ক্ষতস্থান নিরাময়ের অতীত,
তা যুদা পর্যন্তই বিস্তৃত,
আমার আপন জাতির নগরদ্বার পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত,
যেরুশালেমে পর্যন্তই বর্তমান!
[১০] তোমরা গাথে একথা জ্ঞাত করো না,
আক্রিতে কেঁদো না,
বেথ্-লে-আফ্রায় ধুলায় গড়াগড়ি দাও।
[১১] হে শাফির-নিবাসিনী,
তোমাদের লজ্জাকর উলঙ্গতায় চলে যাও;
সানান-নিবাসিনী বের হতে পারবে না।
বেথ্-এজেল শোকান্বিতা;

কেড়ে নেওয়া হল যত অবলম্বন তোমাদের কাছ থেকে!

[১২] মারোথ-নিবাসিনী মঙ্গলের ব্যাকুল প্রত্যাশায় ছিল,

কিন্তু যেরুশালেমের তোরণদ্বার পর্যন্ত

প্রভু থেকে অমঙ্গল নেমে পড়ল।

[১৩] হে লাখিশ-নিবাসিনী,

রথে দ্রুতগামী ঘোড়া জুড়ে দাও!

তা-ই হয়েছিল সিয়োন-কন্যার পাপের সূচনাস্বরূপ,

কেননা তোমাতেই পাওয়া যায় ইস্রায়েলের যত অপরাধ।

[১৪] এজন্য তুমি মোরেশেথ-গাথের জন্য বিবাহ-ত্যাগপত্র স্থির করবে,

ইস্রায়েলের রাজাদের পক্ষে

আক্‌জিবের ঘরগুলো হবে মরীচিকামাত্র।

[১৫] হে মারেশা-নিবাসিনী,

আমি তোমার বিরুদ্ধে আবার বিজয়ী এক নেতাকে আনব;

এবং ইস্রায়েলের গৌরব যিনি,

তিনি আদুল্লাম পর্যন্ত আসবেন।

[১৬] তোমার আনন্দের পাত্র সেই শিশুদের জন্য

চুল ফেলে দাও, মাথা মুণ্ডন কর;

শকুনীর মত তোমার মাথার টাক বাড়াও,

কেননা তারা তোমা থেকে দূরেই নির্বাসনের দিকে যাচ্ছে!

শোষকদের বিরুদ্ধে বাণী

২ [১] ধিক্ তাদের, যারা শয্যায় শুয়ে শুয়ে

অধর্মের কথা ভাবে ও দুরভিসন্ধি করে;

ভোরের প্রথম আলোয় তারা তা সাধন করে,

কারণ ক্ষমতা তাদেরই হাতে।

[২] তারা জমির প্রতি লোভ করে সবই জোর করে দখল করে,

বাড়ি-ঘরের প্রতিও লোভ করে সবই কেড়ে নেয়;
তাতে তারা মানুষ ও তার ঘরের উপর,
মালিক ও তার উত্তরাধিকারের উপর অত্যাচার চালায়।
[৩] এজন্য প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, এই বংশের মানুষদের বিরুদ্ধে আমি এমন অমঙ্গল কল্পনা করি,
যা থেকে তোমরা তোমাদের ঘাড়কেও রেহাই দিতে পারবে না,
মাথা উঁচু করেও হেঁটে বেড়াতে পারবে না,
কারণ সেই সময় অমঙ্গলের সময়।
[৪] সেইদিন তোমাদের বিষয়ে এক প্রবাদ রচিত হবে,
এবং এই বিলাপগান গাওয়া হবে:
'আমাদের নিতান্ত সর্বনাশ হয়েছে!
আমার জাতির অধিকার হস্তান্তর করা হচ্ছে;
আহা, তা আমার কাছ থেকে কেমন কেড়ে নেওয়া হয়েছে!—
আমাদের বিপক্ষদের মধ্যেই আমাদের জমি ভাগ ভাগ করা হচ্ছে।'

[৫] এজন্য প্রভুর জনসমাবেশে গুলিবাঁটের জন্য
দড়ি টানতে তোমার কেউ থাকবে না।

অমঙ্গলজনক বাণীর নবী

[৬] 'তোমরা প্রলাপ করো না!'—কিন্তু তারা প্রলাপ করে চলে;
'এবিষয়ে প্রলাপ করো না, দুর্নাম তো ঘুচবেই না।
[৭] হে যাকোবকুল, এমন কিছু কি আগে কখনও বলা হয়েছে?
প্রভুর ধৈর্য কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে?
তিনি এভাবেই কি কখনও ব্যবহার করেছেন?
সরল পথে যে চলে,
তার পক্ষে কি আমার সকল বাণী মঙ্গলকর নয়?'
[৮] গতকাল আমার জনগণ একটা শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছিল,

আজ তোমরা পোশাকের উপর থেকে তারই চাদর কেড়ে নিচ্ছ
যে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বেড়াচ্ছে।
[৯] তোমরা আমার জনগণের নারীদের
তাদের প্রীতির ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ,
তাদের শিশুদের কাছ থেকে
আমার দেওয়া সম্মান চিরকালের মত ছিনিয়ে নিচ্ছ।
[১০] ওঠ, চলে যাও,
কারণ এই স্থান বিশ্রামস্থান আর নয়;
তোমার অশুচিতার কারণে বিনাশ ডেকে আনছ,
আর সেই বিনাশ হবে ভয়ঙ্কর!
[১১] বাতাসের অনুগামী কোন মানুষ যদি এই মিথ্যাকথা বলত যে,
'আমি আঙুররস ও উগ্র পানীয় গুণে তোমার পক্ষে প্রলাপ করব,'
তবে এই জনগণের কাছে সে নবীই হত!

পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি

[১২] হে যাকোব, আমি নিশ্চয়ই তোমার সমস্ত লোকজনকে জড় করব;
হে ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে সংগ্রহ করব।
ঘেরিতে মেষগুলির মত,
চারণভূমিতে গবাদি পশুর মত আমি তাদের একত্রে মিলিত করব;
মানুষের ভিড় থেকে দূরেই ধ্বনিত হবে তাদের ডাক।
[১৩] তাদের নেতা সকলের আগে বেরিয়ে পড়বে,
পরে নগরদ্বার দিয়ে অন্য সকলে বলপ্রয়োগে বেরিয়ে যাবে;
তাদের রাজা তাদের আগে আগে চলবেন,
স্বয়ং প্রভুই থাকবেন তাদের মাথায়।

অপকর্মাদের বিরুদ্ধে বাণী

৩ [১] আমি বললাম :

‘হে যাকোবের নেতারা ও ইস্রায়েলকুলের গণশাসকেরা,
দোহাই তোমাদের, একটু শোন :
ন্যায়বিচার জানা কি তোমাদেরই ব্যাপার নয়?
[২] অথচ তোমরা সৎকর্ম ঘৃণা কর ও দুষ্কর্ম ভালবাস,
লোকদের দেহ থেকে চামড়া ও হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছ!’
[৩] এরা আমার জনগণের মাংস খাচ্ছে,
তাদের চামড়া খুলে হাড় ভেঙে ফেলছে;
যেমন হাঁড়ির জন্য খাদ্যদ্রব্য বা কড়াইয়ের জন্য মাংস,
তেমনি এরা তা কুচি কুচি করে কাটছে।
[৪] পরে তারা প্রভুর কাছে চিৎকার করবে,
কিন্তু তিনি সাড়া দেবেন না;
সেসময়ে তিনি তাদের কাছ থেকে আপন শ্রীমুখ লুকাবেন,
কারণ তারা দুষ্কর্ম সাধন করেছে।

[৫] যে নবীরা আমার আপন জনগণকে ভ্রান্ত করে,
তাদের বিরুদ্ধে প্রভু একথা বলছেন :
যতদিন তারা দাঁত দিয়ে কিছুতে কামড় দিতে পারে,
ততদিন তারা চিৎকার করে বলে, শান্তি!
কিন্তু তাদের মুখে কিছু দেওয়ার মত যার কিছু নেই,
তার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধই ঘোষণা করে।
[৬] এজন্য তোমাদের কাছে সবই রাত্রি হবে, কোন দর্শন থাকবে না;
তোমাদের কাছে সবই অন্ধকার হবে, কোন মন্ত্র থাকবে না।
তেমন নবীদের উপরে সূর্য অস্ত যাবে,
তাদের উপরে দিন তমসাপূর্ণ হবে।

[৭] তখন দৈবদ্রষ্টারা লজ্জায় আচ্ছন্ন হবে,
মন্ত্রপাঠকেরা লজ্জায় লাল হবে ;
তারা সকলে নিজ নিজ ওষ্ঠ ঢাকবে,
কেননা পরমেশ্বর থেকে কোন সাড়া নেই।
[৮] কিন্তু আমার বেলায় তেমন নয়,
যাকোবকে তার অপরাধ ও ইস্রায়েলকে তার পাপ জানাবার জন্য
আমি শক্তিতে পরিপূর্ণ, প্রভুর আত্মায়ই পরিপূর্ণ,
হ্যাঁ, আমি ন্যায়বোধ ও সৎসাহসে পরিপূর্ণ।

শাস্তি—যেরুশালেমের বিনাশ

[৯] হে যাকোবকুলের নেতারা ও ইস্রায়েলকুলের গণশাসকেরা,
তোমাদের দোহাই, একথা শোন,
তোমরাই, যারা ন্যায় ঘৃণা কর ও যা কিছু সরল তা বাঁকা কর,
[১০] যারা সিয়োনকে রক্তের উপরে,
ও যেরুশালেমকে অত্যাচারের উপরে গাঁথ!
[১১] তার নেতারা উপহারের আশাতেই বিচার সম্পাদন করে,
তার যাজকেরা অর্থলালসাতেই নির্দেশবাণী দেয়,
তার নবীরা টাকার লোভে দৈববাণী উচ্চারণ করে।
এমনকি প্রভুর উপর নির্ভর করে বলে :
‘আমাদের মধ্যে কি প্রভু নেই?
কোন অমঙ্গল আমাদের নাগাল পাবে না!’
[১২] এজন্য, তোমাদের কারণে,
সিয়োন লাঙল দ্বারা চাষ করা মাটির মত হবে,
যেরুশালেম ধ্বংসস্তূপের ঢিবি হবে,
এবং গৃহের পর্বত হবে ঝোপে ভরা উচ্চস্থান।

সিয়োনে প্রভুর ভাবী রাজ্য

৪ [১] সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে,
প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণির চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে,
উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে,
তখন সকল জাতি তার কাছে ভেসে আসবে।
[২] বহুদেশ এসে বলবে,
'চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে,
যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে,
তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,
আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।'
কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী,
যেরুশালেম থেকেই প্রভুর বাণী।
[৩] তিনি জাতিতে জাতিতে বিচার সম্পাদন করবেন,
বহু দূরের শক্তিশালী দেশের বিবাদ মিটিয়ে দেবেন।
তারা নিজেদের খড়্গা পিটিয়ে পিটিয়ে করবে লাঙলের ফলা,
নিজেদের বর্শাকে করবে কাস্তে।
এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে খড়্গা উঁচু করবে না,
তারা রণশিক্ষাও আর করবে না।
[৪] তারা বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ আঙুরলতা ও ডুমুরগাছের তলায় বসবে,
তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউই আর থাকবে না,
কারণ সেনাবাহিনীর প্রভুর আপন মুখ একথা উচ্চারণ করেছে!
[৫] অন্য সকল জাতি প্রত্যেকেই চলুক তাদের নিজ নিজ দেবতার নামে,
কিন্তু আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর নামেই চলব—
যুগে যুগে চিরকাল।

বিক্ষিপ্তদের পুনর্মিলন

[৬] ‘সেইদিন আমি—প্রভুর উক্তি—
খোঁড়া সকলকে জড় করব,
যে বিতাড়িত হয়েছে ও যার প্রতি আমি কঠোর ব্যবহার করেছি,
তাদের সকলকে একত্রে সংগ্রহ করব।
[৭] খোঁড়াকে নিয়ে আমি একটা অবশিষ্টাংশ করব,
বিতাড়িতকে নিয়ে করব শক্তিশালী এক জাতি।
তখন প্রভু সিয়োন পর্বতে তাদের উপর রাজত্ব করবেন
—তখন থেকে চিরকাল ধরে।
[৮] আর তোমার বিষয়ে, হে পালের দুর্গ,
হে সিয়োন-কন্যার গিরি,
তোমার কাছে আসবে,
হ্যাঁ, তোমার কাছে ফিরে আসবে আগেকার কর্তৃত্ব,
যেরুশালেম-কন্যার সেই রাজ-অধিকার।’

সিয়োনের অবরোধ, নির্বাসন ও মুক্তিলাভ

[৯] তুমি এখন এত জোরে চিৎকার করছ কেন?
তোমার মধ্যে কি রাজা নেই?
তোমার মন্ত্রীরা কি বিলুপ্ত হল?
কেন প্রসবিনীর যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা ধরেছে তোমায়?
[১০] হে সিয়োন-কন্যা, প্রসবিনীর মত
ব্যথা খাও, মোচড় খাও,
কেননা এখন তোমাকে নগরীকে ছেড়ে
খোলা মাঠেই বাস করতে হবে,
বাবিলন পর্যন্তই তোমাকে যেতে হবে।
সেইখানে তুমি উদ্ধার পাবে,

সেইখানে প্রভু তোমার শত্রুদের হাত থেকে
তোমার মুক্তি পুনঃসাধন করবেন।
[১১] এখন বহুজাতি
তোমার বিরুদ্ধে জড় হল ;
তারা বলে : 'সিয়োনকে অশুচি করা হোক!
সিয়োনের দশা দর্শনে
মেতে উঠুক আমাদের চোখ।'
[১২] কিন্তু তারা প্রভুর চিন্তা-ভাবনা জানে না,
তাঁর সুমন্ত্রণাও তারা বোঝে না,
বস্তুত তিনি তাদের কুড়িয়ে নিয়েছেন
খামারের আটার মত।
[১৩] হে সিয়োন-কন্যা, ওঠ, শস্য মাড়াই কর ;
কেননা আমি তোমার প্রতাপ-শৃঙ্গ লৌহময়
ও তোমার ক্ষুর ব্রঞ্জময় করে তুলব,
আর তুমি বহুজাতিকে চূর্ণবিচূর্ণ করবে :
তুমি তাদের লুটের মাল প্রভুর উদ্দেশে
ও তাদের ঐশ্বর্য সারা পৃথিবীর প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বস্তু করবে।

অবরুদ্ধ যেরুশালেম

[১৪] এখন, হে সৈন্যদল-কন্যা, এখন তুমি নিজের দেহে কাটাকাটি কর,
তারা চারদিকে আমাদের অবরোধ করছে,
লাঠি দিয়ে ইস্রায়েলের বিচারককে
গালে আঘাত মারছে।

মশীহ শাসনকর্তার আগমন

৫ [১] আর তুমি, হে বেথলেহেম-এফ্রাথা,

তুমি যে যুদা-গোত্রগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম,
তোমা থেকেই আমার উদ্দেশে বের হবেন তিনি,
যিনি হবেন ইস্রায়েলের শাসনকর্তা,
প্রাচীনকাল থেকে, অনাদিকাল থেকেই যাঁর উৎপত্তি।
[২] এজন্য যতদিন প্রসব-বেদনাগ্রস্ত নারীর প্রসব না হয়,
ততদিন ধরে প্রভু ইস্রায়েলকে পরিত্যাগ করবেন।
তখন তাঁর ভাইদের অবশিষ্ট অংশ
ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ফিরে আসবে।
[৩] তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর আপন মেষপালকে প্রভুর শক্তিতেই,
তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নামের মহিমায়ই পালন করবেন।
তারা তখন পূর্ণ ভরসায় বাস করবে,
কারণ তিনি মহান হবেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত।
[৪] আর তিনি নিজেই হবেন শান্তি।
আশুর যদি আমাদের দেশে প্রবেশ করে,
যদি আমাদের ভূমিতে পা বাড়ায়,
তার বিরুদ্ধে আমরা সাতজন মেষপালক
ও আটজন নরপতিকে দাঁড় করাব;
[৫] তারা খড়্গ দ্বারা আশুরের দেশ
ও নিম্রোদের দেশ নিষ্কোষিত তলোয়ার দ্বারা শাসন করবে।
আশুর আমাদের দেশে প্রবেশ ক'রে
আমাদের সীমানার মধ্যে পা বাড়ালে
তিনি তাদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন।

যাকোবের অবশিষ্টাংশের ভাবী ভূমিকা

[৬] আর বহু জাতির মধ্যে ঘেরা যাকোবের সেই অবশিষ্টাংশ
হবে শিশিরের মত,
যা প্রভুর কাছ থেকেই আগত,

হবে ঘাসের উপরে পতিত বৃষ্টির মত,
যা মানুষের উপর নির্ভরশীল নয়,
আদমসন্তানের উপর আস্থাশীল নয়।
[৭] তখন বহু বহু জাতির মধ্যে ঘেরা যাকোবের সেই অবশিষ্টাংশ
হবে বন্যজন্তুদের মধ্যে সিংহের মত,
মেষপালের মধ্যে এমন যুবসিংহের মত,
যা একবার পালের মধ্যে প্রবেশ করে সবই মাড়িয়ে দেয়,
সবই বিদীর্ণ করে,
—কিন্তু উদ্ধার করার মত কেউই থাকবে না!

প্রভু যত মানবিক অবলম্বন ধ্বংস করবেন

[৮] তোমার হাত তোমার বিরোধীদের উপর জয়ী হবে,
ও তোমার সকল শত্রু তখন উচ্ছিন্ন হবে।
[৯] সেইদিন এমনটি ঘটবে—প্রভুর উক্তি—
আমি তোমার মধ্য থেকে তোমার রণ-অশ্বগুলো উচ্ছেদ করব,
তোমার রথগুলো বিনাশ করব;
[১০] তোমার দেশের শহরগুলো উচ্ছেদ করব
ও তোমার যত দুর্গ ধ্বংস করব।
[১১] আমি তোমার হাতের মধ্য থেকে মায়া-মন্ত্র উচ্ছেদ করব,
গণকেরা তোমার মধ্যে আর থাকবে না।
[১২] আমি তোমার মধ্য থেকে
তোমার যত খোদাই-করা মূর্তি ও স্মৃতিস্তম্ভ উচ্ছেদ করব,
তুমি তোমার হাতে তৈরী কাজের উদ্দেশে
আর প্রণিপাত করবে না।
[১৩] আমি তোমার মধ্য থেকে তোমার সমস্ত পবিত্র দণ্ড উৎপাটন করব,
তোমার সমস্ত শহর বিনাশ করব।
[১৪] সক্রোধে ও জ্বলন্ত রোষে

আমি সেই দেশগুলোর উপরে প্রতিশোধ নেব,
যারা আমার প্রতি বাধ্য হয়নি।

আপন জনগণের বিরুদ্ধে প্রভুর বিবাদ

৬ [১] তোমরা এখন শোন, প্রভু কি বলছেন :

‘তুমি ওঠ, পাহাড়পর্বতের সামনে বিবাদ কর,
উপপর্বতগুলো তোমার বক্তব্য শুনুক!
[২] হে পাহাড়পর্বত, প্রভু যে বিবাদ উপস্থাপন করছেন, তা শোন;
হে পৃথিবীর সনাতন ভিত, কান দাও!
কারণ তাঁর আপন জনগণের সঙ্গে প্রভুর বিবাদ হচ্ছে,
তিনি ইস্রায়েলের সঙ্গে তর্ক করবেন।
[৩] হে আমার আপন জনগণ, আমি কী করেছি তোমার?
কিসেতেই বা তোমাকে ক্লান্ত করেছি? আমাকে সেই জবাব দাও।
[৪] আমি তো মিশর দেশ থেকে তোমাকে এখানে এনেছি,
দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমার মুক্তিকর্ম সাধন করেছি,
এবং তোমাকে চালনা করতে
মোশি, আরোন ও মরিয়মকে প্রেরণ করেছি!
[৫] হে আমার আপন জনগণ,
একবার স্মরণ কর মোয়াবের রাজা বালাকের সেই ষড়যন্ত্র,
স্মরণ কর তাকে কি উত্তর দিয়েছিল বেয়োরের সন্তান বালায়াক।
স্মরণ কর শিত্তিম থেকে গিল্গাল পর্যন্ত কী ঘটেছিল,
যেন তোমরা প্রভুর ধর্মময়তার সকল কাজ জানতে পার।’

[৬] আমি কি নিয়েই বা প্রভুর সাক্ষাতে এসে দাঁড়াব
ও সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের সামনে প্রণত হব?
আমি কি আহুতি নিয়ে,
একবছরের বাছুরদের নিয়েই কি তাঁর সাক্ষাতে এসে দাঁড়াব?

[৭] হাজার হাজার ভেড়া
ও লক্ষ লক্ষ তেলপ্রবাহেই কি প্রভু প্রসন্ন হবেন?
আমার অপরাধের জন্য
আমি কি আমার প্রথমজাত সন্তানকে নিবেদন করব?
আমার নিজের পাপের জন্য কি আমার ঔরসের ফল দান করব?
[৮] হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন,
তা তোমাকে বলাই হয়েছে;
শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে,
দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে,
ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

নগরীর শোষকদের বিরুদ্ধে বাণী

[৯] এই যে প্রভুর কণ্ঠস্বর! তিনি নগরীর কাছে চিৎকার করছেন,
যারা তাঁর নাম ভয় করে, তাদের তিনি পরিত্রাণ করবেন;
তোমরা, হে সকল গোষ্ঠী ও এখানে সমবেত নগরবাসী সকল, শোন:
[১০] দুর্জনের ঘরে কি এখনও আছে দুষ্কর্মের ভাণ্ডার?
এখনও আছে সেই ঘৃণ্য লঘুভার-করা এফা?
[১১] আমি কি সেই দুষ্কর্মের নিক্তি,
ও সেই ছলনার বাটখারা সহ্য করতে পারব?
[১২] নগরীর ধনীরা অত্যাচারে পরিপূর্ণ,
নগরবাসী সকলে শুধু মিথ্যা কথা বলে।
[১৩] তাই আমি নিজেই তোমাকে প্রহার করতে শুরু করেছি,
তোমার পাপের জন্য তোমাকে সংহার করতে আরম্ভ করেছি।
[১৪] তুমি খাবে, কিন্তু তৃপ্তি পাবে না,
তোমার ক্ষুধাও তোমার মধ্যে থাকবে;
তুমি জমিয়ে রাখবে, তবু কিছুই বাঁচাতে পারবে না;
যা বাঁচাবে, তা আমি খড়্গের হাতে তুলে দেব।

[১৫] তুমি বীজ বুনবে, তবু কিছুই কাটবে না,
জলপাই পেষাই করবে, তবু গায়ে তেল মাখাবে না,
আঙুরফল মাড়াই করবে, তবু আঙুররস পান করবে না।
[১৬] তুমি তো অম্রির বিধি ও আহাব-কুলের সমস্ত প্রথা পালন করে থাক,
তাদের মনের ভাব অনুসারে চল,
তাই আমি তোমাকে উৎসন্ন স্থান করব,
তোমার অধিবাসীদের করব তাচ্ছিল্যের বস্তু,
আর তুমি জাতিসকলের অবজ্ঞা বহন করবে।

সর্বস্থানে অন্যায্যতা বিরাজিত

৭ [১] হায়, আমার কেমন দশা!
আমি যে এমন একজনের মত হয়েছি,
গ্রীষ্মকালীন ফল যে পাড়ে
কিংবা আঙুর সংগ্রহের পরে আঙুরফল কুড়োয়!
খাবার যোগ্য একটা আঙুরগুচ্ছও নেই;
একটা কাঁচা ডুমুরফলও নেই—যা আকাঙ্ক্ষা করছে আমার প্রাণ।
[২] ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন হয়েছে,
মানুষদের মধ্যে ন্যায়বান ব্যক্তি একেবারে নেই:
সকলেই রক্তপাত করার জন্য ওত পেতে থাকে;
প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাইকে জাল দিয়ে শিকার করছে।
[৩] তাদের হাত দু'টো অন্যায়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত;
সমাজনেতা উপহার চায়,
বিচারক উৎকোচ নিতে উদ্‌গ্রীব,
ক্ষমতাশালী মানুষ নিজ অর্থলালসা মেটাবার জন্যই কথা বলে,
আর এইভাবে তারা সবকিছু বিকৃত করে।
[৪] তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল যে লোক, সে কাঁটাঝোপের মত;

সবচেয়ে ন্যায়বান যে লোক, সে কাঁটার বেড়ার চেয়েও খারাপ।
তোমার প্রহরীদের দ্বারা ঘোষিত সেই দিন,
তোমার কাছে প্রভুর আগমনের সেই দিন এসে গেছে,
এখনই তাদের সর্বনাশ!
[৫] তোমরা বন্ধুকে বিশ্বাস করো না,
প্রতিবেশীতেও ভরসা রেখো না।
তোমার কাছে যে শুয়ে থাকে,
তোমার সেই স্ত্রীর কাছেও তোমার মুখের দ্বার রক্ষা কর।
[৬] কেননা ছেলে পিতাকে অপমান করে,
মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে
ও পুত্রবধূ শাশুড়ীর বিরুদ্ধে ওঠে;
নিজ নিজ পরিবার-পরিজনই মানুষের শত্রু!
[৭] কিন্তু আমি প্রভুর প্রতি চেয়ে থাকব,
আমার ত্রাণেশ্বরে প্রত্যাশা রাখব,
আমার পরমেশ্বর আমাকে সাড়া দেবেন!

এখনও কিন্তু আশা আছে

[৮] হে আমার বিদ্বেষিণী, আমার দশায় আনন্দ করো না!
যদিও আমার পতন হয়েছে, তবু আমি আবার উঠব;
যদিও অন্ধকারে বসে আছি,
তবু স্বয়ং প্রভুই হবেন আমার আলো।
[৯] আমি প্রভুর ক্ষোভ সহ্য করব,
কারণ আমি তার বিরুদ্ধে পাপ করেছি,
শেষে তিনি আমার বিবাদে পক্ষসমর্থক হয়ে
আমার পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করবেন;
হ্যাঁ, শেষে তিনি আমাকে আলোয় বের করে আনবেন,
তখন আমি তাঁর ধর্মময়তা দেখতে পাব।

[১০] তা দেখে আমার সেই বিদ্বেষিণী লজ্জায় আচ্ছন্না হবে,
সে নাকি আমাকে বলছিল :
‘কোথায় তোমার সেই পরমেশ্বর প্রভু?’
নিজেরই চোখে আমি সেই বিদ্বেষিণীকে দেখতে পাব,
যখন সে পথের কাদার মত হবে পদদলিতা!

[১১] ওই-ই তো হবে সেই দিন,
যেদিনে পুনর্নির্মিত হবে তোমার নগরপ্রাচীর;
সেই দিনেই আরও প্রসারিত হবে তোমার সীমানা সকল;
[১২] সেই দিনেই আশুর থেকে ও মিশরের শহরগুলো থেকে,
মিশর থেকে সেই [ফোরাত] নদী পর্যন্ত,
এক সাগর থেকে অন্য সাগর ও এক পর্বত থেকে অন্য পর্বত পর্যন্ত
লোকেরা আসবে তোমার কাছে।
[১৩] তবু অধিবাসীদের দোষে ও তাদের কর্মকাণ্ডের ফলে
পৃথিবী মরুপ্রান্তর হয়ে যাবে।
[১৪] ওগো, তোমার পাচনি দিয়ে তোমার আপন জনগণকে,
তোমার আপন উত্তরাধিকার সেই মেষপালকে চরাও!
সে তো অরণ্যে একাকী রয়েছে,
তার চারদিকে উর্বর উর্বর মাঠ;
তারা পুরাকালের মত আবার বাশানে ও গিলেয়াদে চরে বেড়াক।

[১৫] মিশর দেশ থেকে তোমার বেরিয়ে আসার দিনের মত
আমি তাকে দেখাব আশ্চর্য কর্মকীর্তি।
[১৬] জাতি-বিজাতি তা দেখতে পাবে,
নিজেদের সমস্ত পরাক্রম সত্ত্বেও আশাভ্রষ্ট হবে;
তারা মুখে হাত দেবে,
বধির হয়ে আসবে তাদের কান।
[১৭] তারা সাপের মত, মাটির বুকে চরে এমন সরিসৃপের মত ধুলা চাটবে,

কাঁপতে কাঁপতে তাদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসবে
তোমার সম্মুখে আতঙ্কিত হয়ে।

[১৮] কেইবা তোমার মত ঈশ্বর,
যিনি শঠতা মার্জনা করেন,
ও আপন উত্তরাধিকারের অবশিষ্টাংশের পাপ ক্ষমা করেন?
তিনি তো ক্রোধ রাখেন না চিরকাল ধরে,
যেহেতু কৃপাই দেখাতে প্রীত।
[১৯] তিনি আমাদের প্রতি আবার তাঁর স্নেহ দেখাবেন,
আমাদের যত অপরাধ পদদলিত করবেন;
হ্যাঁ, আমাদের সমস্ত পাপ তুমি সমুদ্রতলেই ছুড়ে ফেলে দেবে।
[২০] যাকোবের প্রতি তোমার বিশ্বস্ততা,
আব্রাহামের প্রতি তোমার কৃপা মঞ্জুর কর,
যেমন পুরাকাল থেকে
আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছ।

---

১ [৫] দেব-দেবীর উপাসনাই ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততা ও পাপ।

[৭] দেব-দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত উপহার দ্বারা যা কিছু সঞ্চিত হয়েছে, তা-ই বেশ্যাচারের মূল্য।

[১৩] প্রভুতে নয়, যুদ্ধ-রথেই ভরসা রেখেছেন বলে রাজারা নবীর ভর্ৎসনা-বাণীর লক্ষ্য।

[১৪] মোসেরেৎ ছিল নবী মিখার জন্মস্থান, এজন্যই তিনি তার শোচনীয় দশার জন্য মনে কষ্ট পান।

২ [২] অন্যান্য নবীদের মত নবী মিখাও সামাজিক অন্যায্যতার বিষয়ে কঠোর কথা বলেন।

[৮] চাদর রাতে কম্বল হিসাবে ব্যবহার করা হত বিধায় তা বন্ধকী-দ্রব্য বলে রাখা নিষেধ ছিল (দ্বিঃবিঃ ২৪:১০)।

৩ [৮] প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ বলে প্রকৃত নবী সত্য কথা বলতে ভীত নন; ভণ্ড নবীরা ভীত বলে মিথ্যা বাণী দেয়।

৪ [২] চরমকালে নব সিনাই রূপে সিয়োন থেকেই নির্দেশবাণী বেরিয়ে আসবে; এর অর্থ: সিয়োনের মধ্যে যাজক ও নবীরা যেমন অতীতে নিজ নিজ ভূমিকা অনুশীলন করেছিলেন, তেমনি বিধর্মী দেশগুলোর মধ্যে সিয়োনকে সেই যাজকীয় ও নবীয় ভূমিকা অনুশীলন করতে হবে।

৫ [১] ইহুদী ও খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্য এই ভাববাণীকে মশীহমুখী বলে গণ্য করল; মশীহ-রাজ বেথলেহেমে জন্ম নেওয়ায় ও মশীহকালীন এক মেষপালের পালক হওয়ায় নব দাউদ বলে প্রতীয়মান (১ শামু ১৬; ২ শামু ৫:২; ৭:৮)। সাধু মথি যিশুর জন্মেই এই ভাববাণীর পূর্ণতা ঘোষণা করলেন (মথি ২:৬)।

৬ [৫] 'প্রভুর ধর্মময়তার সকল কাজ' হল সেই সমস্ত আশ্চর্য কাজ (মিশর থেকে মুক্তিদান, প্রান্তরে যাত্রা ও প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ) যা দ্বারা তিনি জনগণকে তাঁর ধর্মময়তা অর্থাৎ নিজ প্রতিশ্রুতির প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা প্রকাশ করেছেন।

[৮] এখানে প্রকৃত বিশ্বাসের ছবি অঙ্কিত যা সর্বকালের মানুষের জন্যও পালনীয়: উপাসনা-কর্ম তখনই ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য যখন উপাসক বাহ্যিক অর্ঘ্যের সঙ্গে নিজের সমস্ত জীবনকেও ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করে।

নাহুম

নবী নাহুম ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীর মানুষ। ঈশ্বরের পরাক্রম ইস্রায়েলের শত্রুদের চেয়ে পরাক্রমশালী: তিনি ইস্রায়েলের নির্বাসন-দেশ সেই নিনেভে ধ্বংস করবেন, এবং নিনেভে যার প্রতীক সেই সমস্ত অমঙ্গলও ধ্বংস করবেন; অতএব, নির্বাসিতেরা যেন নিরাশ না হয়, বরং প্রভুর অনিবার্য বিজয়লাভে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩

১ [১] নিনেভে সম্বন্ধে দৈববাণী।

এল্কোশ-নিবাসী নাহুমের দর্শন-পুস্তক।

ভয়ঙ্কর ও মঙ্গলময় প্রভুর স্তুতিগান

[২] প্রভু এমন ঈশ্বর, যিনি ভালবাসায় প্রতিযোগী সহ্য করেন না;
তিনি প্রতিফলদাতা ঈশ্বর;
প্রভু প্রতিফলদাতা, তিনি ক্রোধে মহান!
প্রভু তাঁর বিরোধীদের প্রতিফল দেন,
তাঁর শত্রুদের প্রতি আক্রোশ রাখেন।
[৩] প্রভু ক্রোধে ধীর, পরাক্রমে মহান,
তিনি অদণ্ডিত কিছুই রাখেন না।
ঝড়ো বাতাস ও ঝঞ্ঝাই প্রভুর পথ,
মেঘপুঞ্জ তাঁর পদধূলি।
[৪] তিনি সমুদ্রকে ধমক দেন, তা শুষ্ক হয়,
তিনি যত জলস্রোত শুকিয়ে দেন।
বাশান ও কার্মেল ম্লান হয়,
লেবাননের ফুলও নিস্তেজ হয়।

[৫] তাঁর সম্মুখে পাহাড়পর্বত কম্পিত হয়,
উপপর্বতগুলো টলমান হয় ;
পৃথিবী, জগৎ ও তার অধিবাসী সকলেই তাঁর সামনে উঠে দাঁড়ায়।
[৬] তাঁর কোপের সামনে কে দাঁড়াতে পারে?
কেইবা তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের সম্মুখীন হতে পারে?
তাঁর রোষ ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মত,
তাঁর উপস্থিতিতে শৈল ফেটে পড়ে।
[৭] প্রভু মঙ্গলময়,
সঙ্কটকালে দৃঢ়দুর্গই তিনি ;
যারা তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখে, তাদের তিনি জানেন,
[৮] যখন বন্যা এগিয়ে আসে, তখনও তিনি তাদের জানেন।
যারা তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তিনি তাদের সংহার করেন,
তাঁর শত্রুদের তিনি অন্ধকারে ধাওয়া করেন।

নানা দেশের উপরে নবীর বিচার

[৯] তোমরা প্রভুর বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র করছ?
তিনি তো একেবারেই ধ্বংস করেন,
দ্বিতীয়বার দুর্দশা এসে পড়বে না,
[১০] কেননা জড়ানো কাঁটার মত,
—তাদের মদ্যপানীয়তে মাতাল হয়ে—
তারা শুষ্ক খড়ের মত আগুনে নিঃশেষিত হবে।

[১১] হে নিনেভে, তোমা থেকে সেই একজন বেরিয়েছে,
যে প্রভুর বিরুদ্ধে অমঙ্গল ষড়যন্ত্র করছে :
সে ধূর্ত এক মন্ত্রণাদাতা।

[১২] প্রভু একথা বলছেন :
বলবান ও বহুসংখ্যক হলেও

তারা এমনি ছিন্ন হবে, আর সেও অতীত হবে।
আমি তোমাকে নত করেছি,
আর পুনরায় নত করব না।
[১৩] এখনই আমি তোমার ঘাড়ে চাপা তার সেই জোয়াল ভেঙে ফেলব,
তোমার বেড়ি ছিন্ন করব।

[১৪] কিন্তু তোমার বিষয়ে প্রভুর আজ্ঞা এই :
তোমার বংশধরদের মধ্যে কেউই তোমার নাম বহন করবে না,
তোমার দেবালয় থেকে
খোদাই করা ও ছাঁচে ঢালাই করা যত মূর্তি উচ্ছেদ করব,
আমি তোমার কবর প্রস্তুত করব, তুমি যে লঘুভার!

২ [১] ওই দেখ, পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে শুভসংবাদ প্রচার করে,
শান্তি ঘোষণা করে!
যুদা, তোমার সমস্ত পর্বোৎসব পালন কর,
তোমার সমস্ত ব্রত উদ্‌যাপন কর,
কেননা সেই ধূর্ত আর তোমার মধ্যে যাতায়াত করবে না :
সে এখন একেবারে উচ্ছিন্ন!
[২] তোমার বিরুদ্ধে ধ্বংসনকারী একজন উঠে আসছে :
দুর্গগুলো রক্ষা কর,
পথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ, কোমর কষে বাঁধ,
তোমার সমস্ত শক্তিদল জড় কর।

নিনেভের পতন

[৩] কারণ প্রভু যাকোবের দৃঢ়তা নিয়ে ফিরে আসছেন,
তিনিই ইস্রায়েলের দৃঢ়তা!
দস্যুরা তাদের তছনছ করে ফেলেছিল,

তাদের আঙুরলতাগুলো বিনাশ করেছিল।
[৪] ওর বীরদের ঢাল রক্তে মাখা,
যোদ্ধারা লাল পোশাকে পরিবৃত,
ওর সমস্ত রথের লোহা আগুনের মত দীপ্তিময়,
আক্রমণ করতে উদ্যত ;
বর্শাগুলোও তৈরী।
[৫] পথে পথে রথগুলো উন্মাদের মত চলে,
রাস্তা-ঘাটে দ্রুত হয়ে যাতায়াত করে,
তাদের চেহারা অগ্নিশিখার মত,
তারা বিদ্যুতের মত ছুটাছুটি করে।
[৬] আশুর-রাজ তাঁর সাহসী নেতাদের স্মরণ করেন,
তারা পায়ে হোঁচট খাচ্ছে!
প্রাচীরের দিকে দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে,
অবরোধ-যন্ত্র এবার জায়গায় বসানো হল।
[৭] নদী-বাঁধের দ্বারগুলো খোলা হয়,
রাজপ্রাসাদ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।
[৮] সেই পরমাসুন্দরীকে নির্বাসনের দেশে নেওয়া হয়,
তার দাসীরা কপোতের সুরে হাহাকার করে,
বুক চাপড়ায়।
[৯] নিনেভে ছিল জলে ভরা দিঘির মত ;
এখন কিন্তু সকলে পালাতক :
দাঁড়াও, দাঁড়াও!—কিন্তু কেউ মুখ ফেরায় না।
[১০] রুপো লুট কর, সোনা লুট কর,
কেননা এমন ধন রয়েছে যার সীমা নেই,
রাশি রাশি বহুমূল্য রত্নও রয়েছে।
[১১] ধ্বংস, বিনাশ, উৎসন্নতা!

হৃদয় বিগলিত হয়, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকাঠেকি হয়,
সকলের কোমর কাঁপে,
সকলের মুখ কালিবর্ণ।

নানা দেশের উপরে বিচারদণ্ড

[১২] কোথায় সিংহদের সেই আস্তানা,
কোথায় যুবসিংহদের সেই গুহা,
যেখানে সিংহ, সিংহী ও যুবসিংহেরা যেত
আর ভয় দেখাবার মত কেউই থাকত না?
[১৩] সিংহ তার শাবকদের জন্য যথেষ্ট পশু কেড়ে নিত,
তার সিংহীদের জন্য শিকারটির গলা চেপে মারত,
নিজের গর্ত যত মরা পশুতে
ও আস্তানায় দীর্ণ পশুতে পূর্ণ করত।
[১৪] দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে—বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—
আমি তোমার রথগুলো পুড়িয়ে ধূমে বিলীন করব,
এবং খড়্গ তোমার যুবসিংহদের গ্রাস করবে।
হ্যাঁ, পৃথিবীতে আমি তোমার জন্য লুটের বস্তু বলে কিছুই রাখব না,
তোমার দূতদের কণ্ঠস্বর আর শোনা যাবে না।

৩ [১] ওই রক্তপাতী নগরীকে ধিক্‌!
সে মিথ্যায় ভরা, অত্যাচারে পরিপূর্ণা,
লুট করতেও কখনও ক্ষান্ত নয়!
[২] চাবুকের আওয়াজ, চাকার ঘর্ঘর,
ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ, চলন্ত রথের আওয়াজ,
[৩] অশ্বারোহীর দলবদ্ধ আগমন, খড়্গের বিদ্যুৎ-ঝলক,
বর্শার উজ্জ্বল ঝলসানি, রাশি রাশি ক্ষতবিক্ষত মানুষ,
মৃতদেহের ঢিবি, লাশের শেষ নেই,

শবের উপরে লোকে হোঁচট খায়!
[৪] তেমনটি হচ্ছে সেই বেশ্যার অসংখ্য বেশ্যাগিরির ফলে,
সেই পরমাসুন্দরী মায়াবিনী নিজের বেশ্যাগিরিতে জাতিসকলকে,
নিজের মায়াতে গোষ্ঠীসকলকে নিজের অধীন করত।

[৫] দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে,
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
আমি তোমার সায়া তুলে তোমার মুখের উপরে টেনে দেব,
জাতিসকলের কাছে তোমার উলঙ্গতা,
ও রাজ্যসকলের কাছে তোমার লজ্জা দেখাব।
[৬] আমি তোমার গায়ে ময়লা ছুড়ে মারব,
তোমাকে লজ্জা দেব, তোমাকে করব ঘৃণ্য বস্তু।
[৭] তখন যে কেউ তোমাকে দেখবে,
সে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে;
সে বলবে: 'নিনেভে এবার বিলুপ্ত!'
কে তার জন্য শোক করবে?
কোথায় গিয়ে আমি এমন কাউকে পাব, যে তোমাকে সান্ত্বনা দেবে?

নো-আমোনের দৃষ্টান্ত

[৮] নো-আমোনের চেয়ে তুমি কি বলবান?
সে তো নীল নদের মধ্যে সুখে আসীন,
ও চারদিকে জলে ঘেরা;
জলরাশি ছিল তার প্রাকার,
সমুদ্র তার প্রাচীর।
[৯] ইথিওপিয়া ও মিশর ছিল তার বল,
এমন বল যা সীমাহীন;
পুৎ ও লিবীয়েরাও ছিল তার মিত্র;

[১০] অথচ সেও নির্বাসনের দেশে চলে গেল,
বন্দিদশার দেশে তাকে নেওয়া হল।
তার শিশুদেরও পথের মোড়ে মোড়ে
আছাড় মেরে খণ্ড খণ্ড করা হল।
শত্রুরা তার গণ্যমান্য লোকদের জন্য গুলিবাঁট করল,
এবং তার অমাত্যরা বেড়িতে আবদ্ধ হল।
[১১] তুমিও তলানি পর্যন্ত পান করে মূর্ছা যাবে;
তুমিও শত্রুর হাত থেকে রেহাই পেতে চেষ্টা করবে।

নিনেভের যত প্রস্তুতি বৃথা, সে হবে জনহীন

[১২] তোমার সমস্ত দৃঢ়দুর্গ আশুপক্ব ফলে ভরা ডুমুরগাছমাত্র;
গাছে ঝাঁকুনি দিলেই যত ফল পড়ে তার মুখে,
যে সেগুলো খেতে চায়।
[১৩] দেখ, তোমার মধ্যে প্রজারা কেবল স্ত্রীলোক,
তোমার দেশের নগরদ্বার তারা শত্রুদের জন্য খুলে রাখে,
আগুন তোমার যত অর্গল গ্রাস করে!
[১৪] অবরোধকালের জন্য জল তোল,
দৃঢ় কর তোমার যত দুর্গ,
কাদা ছান, ইটের পাঁজা সাজাও।

[১৫] কিন্তু তবুও আগুন তোমাকে গ্রাস করবে,
খড়্গ তোমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করবেই,
যদিও তুমি পতঙ্গের মত বড় ঝাঁক হও,
যদিও শুঁয়াপোকার মত বড় ঝাঁক হও
[১৬] ও আকাশের তারার চেয়েও
তোমার যোদ্ধাদের বহুসংখ্যক কর।
পতঙ্গ ঝাঁক বেঁধে তো উড়ে চলে যায়!

[১৭] তোমার নেতারা পঙ্গপালের মত,
তোমার অধিনায়কেরা ফড়িং ঝাঁকের মত ;
সেগুলো তো শীতের দিনে বেড়ায় বেড়ায় আশ্রয় নেয়,
কিন্তু সূর্য উদিত হলে উড়ে যায় ;
কোথায় গেল, তা জানা যায় না।
[১৮] হে আশুর-রাজ, তোমার রাখালেরা ঘুমোচ্ছে,
তোমার বীরযোদ্ধারা বিশ্রামে আছে !
তোমার প্রজারা পর্বতে পর্বতে ছত্রভঙ্গ রয়েছে,
তাদের সংগ্রহ করার মত কেউই নেই।

[১৯] তোমার আঘাতের প্রতিকার নেই,
তোমার ঘা নিরাময়ের অতীত।
যে কেউ তোমার খবর শুনবে, তারা হাততালি দেবে।
কেননা তোমার নিষ্ঠুরতা
কার্ উপরেই না অবিরত বর্ষিত হয়েছে ?

---

১ [২] যখন মানুষ ঈশ্বরের ভালবাসা তুচ্ছ করে, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নেন ; তারাই ঈশ্বরের বিরোধীরা যারা তাঁর দাসদের অধিকার অবজ্ঞা করে (দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৫-৩৬,৪১) কিংবা দুর্বল মানুষকে অত্যাচার করে (সাম ৯৪)।

[৩] এই পদে ঈশ্বর অদণ্ডিত কিছুই রাখেন না, কিন্তু নবসন্ধিতে আমরা শিখি, ঈশ্বর কিছু অদণ্ডিত রাখেন যাতে একসময়, যিশুর সাধিত মুক্তিকর্ম দ্বারা, সবকিছুই ক্ষমা করতে পারেন (রো ৩:২৪-২৬; হিব্রু ৯:১৫)।

[৪] প্রভু ধমক দিলে সাগর শুষ্ক হয়, কথাটা লোহিত সাগর-পারের কথা স্মরণ করায় যখন প্রভু ইস্রায়েলের মুক্তিকর্ম সাধন করেছিলেন (যাত্রা ১৪:২১), কিন্তু সেইসঙ্গে স্রষ্টার পরাক্রমও স্মরণ করায় যিনি বিদ্রোহী জলরাশি বশীভূত করে সৃষ্টিকর্ম সাধন করেছিলেন (ইশা ৫১:৯-১০; হাবা ৩:৮; সাম ৭৪:১২-১৫; ১০৪:৭; যোব ২৬:১২)। পরিত্রাণ সাধন করে তেমন সৃষ্টিশক্তিমণ্ডিত পরাক্রম যিশুতেই বিশেষভাবে লক্ষণীয় (মথি ৮:২৬-২৭)।

২ [৩] প্রভু যতবার ফিরে আসেন ততবার সঙ্গে নিয়ে আসেন পরিত্রাণ অর্থাৎ জনগণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (জেফা ৩:১৪-২০; সাম ৬:৩; ৭:৮; ৭১:২০; ৮০:১৫; তোবিত ১৩:৬;

ইত্যাদি)। • ‘আঙুরলতা’ : তা ছিল প্রতিশ্রুত দেশের সমৃদ্ধির, এমনকি জনগণেরই প্রতীক (গণনা ১৩:২৩; ইশা ৫:১)।

হাবাকুক

নবী হাবাকুক ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীর মানুষ। সমস্ত কিছু ঈশ্বরের হাতে: অবিশ্বস্ততার জন্য ইস্রায়েল (মানুষ) শাস্তিভোগ করবে, কিন্তু তাদের (মানুষের) অত্যাচারীরাও শাস্তিভোগ করবে, এ হল এই পুস্তকের সারকথা।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩

১ [১] নবী হাবাকুকের দৈববাণী, যা তিনি দর্শনযোগে পান।

মিনতি নিবেদন

[২] প্রভু, কতকাল আমি সাহায্যের জন্য ডাকব আর তুমি শুনবে না?
কতকাল তোমার কানে আমি চিৎকার করব, 'উৎপীড়ন!'
আর তুমি ত্রাণ করবে না?
[৩] কেন তুমি আমাকে দুষ্কর্ম দেখাচ্ছ,
কেন অত্যাচারের দিকে তাকিয়ে থাকছ?
আমার চোখের সামনে শুধু লুটপাট ও উৎপীড়ন;
বিচার হলে হুমকিই বিজয়ী।
[৪] বিধান এখন নিস্তেজ,
সুবিচার কখনও দেখা দেয় না;
কেননা দুর্জন ধার্মিককে যুক্তিতে ছাপিয়ে যায়,
তাতে বিচার বিকৃত হয়ে পড়ে।

দর্শন ও মিনতি নিবেদন

[৫] তোমরা জাতিসকলের মধ্যে একবার চেয়ে দেখ,
রোমাঞ্চিত হও, হতবুদ্ধি হও:

কারণ এমন কেউ আছেন
যিনি তোমাদের দিনগুলিতে এমন কিছু সাধন করবেন,
যা বর্ণনা করলে কেউই বিশ্বাস করবে না।
[৬] দেখ, আমি কাল্দীয়দের উত্তেজিত করছি,
তারা এমন নিষ্ঠুর ও দুঃসাহসী এক জাতি,
যারা পরের ঘর কেড়ে নেবার জন্য
বিস্তীর্ণ যত অঞ্চলও পার হয়ে যায়;
[৭] তারা হিংস্র ও ভয়ঙ্কর,
নিজেরাই নিজেদের অধিকার ও প্রাধান্য স্থাপন করে।
[৮] তাদের ঘোড়া চিতাবাঘের চেয়েও দ্রুতগামী,
সন্ধ্যাকালীন নেকড়ের চেয়েও উগ্র;
তাদের অশ্বারোহীরা লাফিয়ে লাফিয়ে চড়ে,
তাদের অশ্বারোহীরা দূর থেকে এগিয়ে আসে;
তারা ওড়ে শিকারের উপরে নেমে পড়া ঈগল পাখির মত।
[৯] তারা সকলে লুটপাটের জন্য এগিয়ে আসছে;
অগ্রসর হতে তারা উন্মুখ,
বন্দিদের জড় করে বালুকণার মত।
[১০] রাজাদের বিষয়ে সেই জাতি হাসে,
নেতারা তাদের কাছে উপহাসের পাত্র,
যত দৃঢ়দুর্গ তাদের কাছে তাচ্ছিল্যের বস্তু,
মাটি রাশি রাশি ক'রে তারা সেই দুর্গ কেড়ে নেয়।
[১১] কিন্তু বাতাস হঠাৎ অন্য দিকে বয়,
তখন দোষী হয়ে তারা গত হয় ...
এ তো তাদের দেবতার শক্তি!

[১২] হে প্রভু, পরমেশ্বর আমার, পবিত্রজন আমার,
তুমি কি অনাদিকাল থেকে নেই?

আমরা মরব না, প্রভু!
বিচার সম্পাদন করার জন্যই তুমি তাকে নিরূপণ করেছ,
হে শৈল, শাস্তি দেবার জন্যই তাকে শক্তিশালী করেছ।
[১৩] তোমার চোখ এমন নির্মল যে,
তুমি মন্দ দেখতে পার না,
দুষ্কর্মের প্রতিও তাকাতে পার না,
তবে দুর্জন যখন ধার্মিককে গ্রাস করে ফেলে,
তুমি কেন অপকর্মাদের দেখে নীরব থাক?
[১৪] মানুষকে তুমি কর সাগরের মাছের মত,
শাসকবিহীন সামুদ্রিক প্রাণীরই মত।
[১৫] সেই দুর্জন তার বড়শি দিয়ে সকলকে তুলে আনে,
জালে ধ'রে তাদের খালুইতে জড় করে,
পরে আনন্দোল্লাসে মেতে ওঠে!
[১৬] এজন্য সে তার জালের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করে,
তার খালুইয়ের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়,
কারণ তা দিয়েই তার ভাল খোরাক জোটে ও তার খাদ্য শাঁসাল হয়।
[১৭] তবে সে কি তার জালের মধ্য থেকে মাছ বের করতে থাকবে?
সে কি মমতা না দেখিয়ে জাতিসকলকে নিরন্তর বধ করে চলবে?

প্রহরীরূপে নিযুক্ত নবী

২ [১] আমি আমার প্রহরী-ঘাঁটিতে দাঁড়াব,
দুর্গমিনারে নিজেকে মোতায়েন রাখব;
তিনি আমাকে কী বলবেন, আমার অনুযোগে তিনি কী উত্তর দেবেন,
তা জানবার জন্য আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখব।

প্রভুর উত্তর—যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বস্ততা গুণে বাঁচবে

[২] তখন প্রভু উত্তর দিয়ে আমাকে বললেন,
'এই দর্শনের কথা লেখ,
লিপিফলকে তা স্পষ্ট অক্ষরে লেখ,
পাঠক যেন অনায়াসে তা পড়তে পারে।
[৩] কারণ এই দর্শন একটা নিরূপিত কাল লক্ষ করে,
তা সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, কোন মিথ্যা বলবে না ;
দেরি করলেও তুমি তার প্রতীক্ষায় থাক,
কারণ তার আগমন আবশ্যক, তত দেরি করবে না।'
[৪] দেখ, যার অন্তর সরল নয়, তার প্রাণের পতন হবে,
কিন্তু যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বস্ততা গুণে বাঁচবে।
[৫] আবার, ধনসম্পদ ভ্রান্তিজনক ;
সেই অভিমানী সংস্থিত হয়ে থাকবে না,
পাতালের মতই বিস্তীর্ণ তার মুখ,
মৃত্যুর মত তারও কখনও তৃপ্তি হয় না ;
সে সকল দেশ নিজের কাছে আকর্ষণ করে,
নিজের জন্য সকল জাতিকে জড় করে।
[৬] সকলে কি তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবে না?
তাকে নিয়ে কি হাস্যকর গল্প তৈরি করবে না?
লোকে বলবে :

পঞ্চ 'ধিক'

ধিক্ তাকে, যে এমন ধন জমিয়ে রাখে যা তার নয়,
—কতদিনের জন্য?—
যে বন্ধকী দ্রব্যের ভারে নিজেই ভারী হয়।
[৭] তোমার পাওনাদারেরা কি হঠাৎ উঠবে না?

তোমার কর-আদায়কারীরা জেগে উঠলেই
তুমি কি তাদের শিকার হবে না?
[৮] তুমি বহু বহু দেশের সম্পত্তি লুট করেছ,
তাই অন্য জাতিগুলি তোমার সম্পত্তি লুট করবে;
কারণ তুমি মানুষের রক্তপাত করেছ,
এবং দেশ, নগরী ও নগরবাসীদের উৎপীড়ন করেছ।

[৯] ধিক্ তাকে, যে নিজের কুলের জন্য অন্যায় অর্থ সংগ্রহ করে,
যেন নিজের নীড় উচ্চতে বাঁধতে পারে,
যেন অমঙ্গলের হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারে।
[১০] তোমার নিজের কুলকে লজ্জা দিতে তুমি ষড়যন্ত্র করেছ,
বহু দেশের উচ্ছেদ ঘটিয়েছ,
তুমি তাতে নিজেরই বিরুদ্ধে পাপ করেছ।
[১১] কেননা দেওয়াল থেকে পাথর নিজেই চিৎকার করবে,
ও কাঠামো থেকে কড়িকাঠ তার সঙ্গে পাল্লা দেবে।

[১২] ধিক্ তাকে, যে রক্তপাতের উপরে নগর নির্মাণ করে,
যে অন্যায়ের উপরে শহর সংস্থাপন করে।
[১৩] দেখ, এ কি সেনাবাহিনীর প্রভুর কাজ নয় যে,
আগুনের উদ্দেশেই জাতিগুলি পরিশ্রম করে,
ও অসারের উদ্দেশেই দেশগুলো শ্রান্ত হয়ে পড়ে?(ক)
[১৪] *কারণ সমুদ্র যেমন জলরাশিতে আচ্ছন্ন,*
তেমনি পৃথিবী হবে প্রভুর গৌরবজ্ঞানে পরিপূর্ণ (খ)।

[১৫] ধিক্ তাকে, যে নিজের প্রতিবেশীকে পান করায়,
তাদের মাতাল করার জন্য যে বিষ ঢালে,
যেন উলঙ্গ অবস্থায় তাদের দেখতে পারে।
[১৬] তুমি গৌরবে নয়, লজ্জায়ই পরিপূর্ণ;

এবার তোমারই পান করার পালা,
এবার তোমারই লিঙ্গের অগ্রচর্ম দেখাবার পালা।
প্রভুর ডান হাতের পানপাত্র তোমার দিকেই এবার ফিরছে,
হ্যাঁ, জঘন্য লজ্জা তোমার গৌরব আচ্ছাদিত করবে।
[১৭] কারণ লেবাননের প্রতি সাধিত উৎপীড়ন তোমাকেই আচ্ছন্ন করবে,
ও পশুদের হত্যাকাণ্ড তোমাকে সন্ত্রাসিত করবে;
কারণ তুমি মানুষের রক্তপাত করেছ,
এবং দেশ, নগরী ও নগরবাসীদের উৎপীড়ন করেছ।
[১৮] দেবমূর্তিতে এমন উপকার কি যে,
তার নির্মাতা তা খোদাই করবে?
তা তো প্রতিমা ও মিথ্যা মন্ত্র মাত্র!
তার নির্মাতাও কেন সেগুলিতে ভরসা রাখে,
যখন সেগুলি বোবা পুতুলমাত্র?

[১৯] ধিক্ তাকে, যে কাঠকে বলে, 'জাগ!'
যে বোবা পাথরকে বলে, 'পায়ে উঠে দাঁড়াও!'
(এ নবীয় বাণী!)
দেখ, তা সোনায় ও রুপোয় মোড়া,
কিন্তু তার মধ্যে প্রাণবায়ু নেই।
[২০] কিন্তু প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে বিরাজিত;
তাঁর সম্মুখে সমগ্র পৃথিবী থাকুক নিশ্চুপ!

সামসঙ্গীত

৩ [১] নবী হাবাকুকের প্রার্থনা; সুর: বিলাপগানের সুর।

[২] প্রভু, আমি শুনেছি তোমার যশের কথা,
প্রভু, তোমার কাজের জন্য আমি আতঙ্কিত,

আমাদের এই দিনগুলিতে তা পুনরুজ্জীবিত কর,
আমাদের এই দিনগুলিতে আবার তা জ্ঞাত কর,
তোমার ক্রোধে স্নেহ স্মরণ কর।
[৩] পরমেশ্বর তেমান থেকে আসছেন,
সেই পবিত্রজন পারান পর্বত থেকে আসছেন, *(বিরাম)*
আকাশমণ্ডল তাঁর প্রভায় আবৃত,
পৃথিবী তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ।
[৪] আলোর মতই তাঁর বিকিরণ,
তাঁর হাত থেকে দু'টো রশ্মি বহির্গত,
সেইখানে তাঁর শক্তি লুক্কায়িত।
[৫] তাঁর আগে আগে মহামারী চলে,
তাঁর পাদচিহ্নে মড়ক এগিয়ে যায়।
[৬] তিনি দাঁড়ালে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তোলেন,
তিনি লক্ষ করলে জাতিগুলিকে কম্পান্বিত করেন ;
সনাতন পর্বতমালা খণ্ড-বিখণ্ড হয়,
সনাতন গিরিমালা নত হয় :
অনাদিকালীন তাঁর গতি।
[৭] আমি দেখলাম, কুশানের যত তাঁবু আতঙ্কিত,
মিদিয়ান দেশের যত আবাস আলোড়িত।
[৮] প্রভু, তুমি কি নদনদীর প্রতি ক্ষুব্ধ?
তোমার ক্রোধ কি নদনদীর উপরে জ্বলে ওঠে?
কিংবা সমুদ্রের উপরেই তুমি কি কুপিত যে,
তোমার অশ্বগুলি ও তোমার জয়রথগুলিতে চড়?
[৯] তোমার ধনুক এখন একেবারে অনাবৃত,
তুমি বহু বহু তীর ছিলায় লাগাও। *(বিরাম)*
তুমি নদনদী দ্বারা পৃথিবীর বুক দীর্ণ-বিদীর্ণ কর ;

[১০] তোমাকে দেখে পাহাড়পর্বত কেঁপে ওঠে,
প্রচণ্ড জলরাশি ভেসে যায়,
অতল গহ্বর মহাগর্জন তোলে,
ও ঊর্ধ্বের দিকে হাত বাড়ায়।
[১১] সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ বাসস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে,
তোমার তীরগুলির দীপ্তিতে,
তোমার বর্শার উজ্জ্বল তেজে তারা পালায়।
[১২] সক্রোধে তুমি পৃথিবী পেরিয়ে গেছ,
সকোপে জাতিগুলিকে পায়ের নিচে মাড়িয়ে দিয়েছ।
[১৩] তুমি বেরিয়ে পড়েছ তোমার জনগণকে পরিত্রাণ করতে,
তোমার তৈলাভিষিক্তজনকে পরিত্রাণ করতে;
দুর্জন-কুলের নেতাকে তুমি চূর্ণ করেছ,
মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকে অনাবৃত করেছ; *(বিরাম)*
[১৪] তোমার তীর দ্বারা তুমি তার যোদ্ধাদের নেতাকে বিঁধিয়ে ফেলেছ,
যখন তারা ঘূর্ণিবায়ুর মত আমাকে ছত্রভঙ্গ করতে আসছিল;
তারা দুঃখীকে গোপনে গ্রাস করার জন্য কতই না আনন্দ করছিল!
[১৫] তোমার অশ্বগুলি চড়ে তুমি পথ চলেছ সাগরের মধ্য দিয়ে
ফুলন্ত জলরাশির মাঝে।
[১৬] আমি শুনলেই অন্তর কেঁপে উঠল,
সেই শব্দে আমার ওষ্ঠ হল শিহরিত,
ক্ষয় ধরল হাড়ে,
নিচে পা দু'টো হল কম্পান্বিত।
নিশ্চুপ হয়ে সেই সঙ্কটের দিনের অপেক্ষায় আছি,
যেদিন এসে পড়বে আমাদের আক্রমণকারী জাতির উপর।
[১৭] ডুমুরগাছ দেবে না মুকুল,
আঙুরলতায় ধরবে না ফল,

জলপাইয়ের ফসল হবে বিফল,
আমাদের খেত খাদ্য দেবে না,
ঘেরি থেকে বিলীন হবে মেষপাল,
গোয়ালে থাকবে না কোন গবাদি পশু।
[১৮] আমি কিন্তু প্রভুতে উল্লাস করব,
আমার ত্রাতা পরমেশ্বরে মেতে উঠব।
[১৯] পরমেশ্বর প্রভু আমার শক্তি,
তিনি হরিণীর মতই দ্রুত করেন আমার পা,
তিনি উঁচুস্থানে আমাকে চালনা করেন।

গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রগুলিতে।

---

২ [৪] ‘যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বস্ততা গুণে বাঁচবে’ বাক্যটা পূর্ববর্তী দর্শনের সারকথা: ঈশ্বরের ইচ্ছা ও বাণীর প্রতি বিশ্বস্ততাই ধার্মিকের বৈশিষ্ট্য, আবার এই বিশ্বস্ততাই এই মর্তজীবনে তার সমৃদ্ধির কারণ (সাম ৩৭:৩; প্রবচন ১০:২৫; ইশা ৩৩:৬); অপরদিকে দুর্জনেরা বিলুপ্তির পথে ছোটে। গ্রীক পাঠ্যে ‘বিশ্বস্ততার’ স্থানে রয়েছে ‘বিশ্বাস’, আর সাধু পল এই বাক্যেই বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা মূলসুর স্থাপন করেন।

২ [১৩ক] যেরে ৫১:৫৮।

[১৪খ] ইশা ১১:৯।

৩ [১৩] ‘তৈলাভিষিক্ত’ ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাজা, যাজক ও নবীগণ; এখানে জনগণই তৈলাভিষিক্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত বলে বর্ণিত।

জেফানিয়া

নবী জেফানিয়া ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীর মানুষ। পুস্তকটির মূলসুর হল প্রভুর দিন: সেদিনে যুদাকে ও সকল দেশ শোধন করা হবে। যারা রেহাই পাবে তারা প্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত এক অবশিষ্টাংশ বলে জীবনযাপন করবে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩

১ [১] আমোনের সন্তান যুদা-রাজ যোশিয়ার সময়ে প্রভুর এই বাণী জেফানিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল; জেফানিয়া কুশির সন্তান, কুশি গেদালিয়ার সন্তান, গেদালিয়া আমারিয়ার সন্তান, আমারিয়া হেজেকিয়ার সন্তান।

প্রভুর দিন

[২] আমি পৃথিবীর বুক থেকে সবকিছুই সংহার করব,
প্রভুর উক্তি।
[৩] আমি মানুষ ও পশু সবই সংহার করব,
আমি আকাশের পাখি ও সমুদ্রের মাছ সবই সংহার করব,
দুর্জনদের আমি ভূপাতিত করব।
হ্যাঁ, আমি পৃথিবীর বুক থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করব—প্রভুর উক্তি।
[৪] আমি যুদার বিরুদ্ধে
ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াব,
এই স্থান থেকে বায়াল-দেবের শেষাংশকে,
তার পূজারিদের নাম পর্যন্তই আমি উচ্ছেদ করব;
[৫] তাদেরও উচ্ছেদ করব,
যারা ছাদের উপরে আকাশ-বাহিনীর উদ্দেশে প্রণিপাত করে,

যারা প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করে
কিন্তু মিল্কমের দিব্যি দিয়ে শপথ করে,
[৬] যারা প্রভুর অনুগমন থেকে সরে যায়,
যারা প্রভুর অন্বেষণ করে না,
তাঁর অভিমতও অনুসন্ধান করে না।
[৭] প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে নীরব হও,
কারণ প্রভুর দিন কাছে এসে গেছে!
প্রভু এক যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন,
তাঁর নিমন্ত্রিতদের নিজের উদ্দেশে পবিত্র করেছেন।
[৮] প্রভুর সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের দিনে
আমি যত অমাত্য ও রাজপুত্রকে,
এবং যারা বিজাতীয় পোশাক পরে, তাদের সকলকে শাস্তি দেব;
[৯] যারা চৌকাটের নিম্ন অংশ ডিঙিয়ে যায়,
যারা তাদের দেবালয় শোষণে ও ছলনায় পূর্ণ করে,
সেইদিন আমি তাদের সকলকে শাস্তি দেব।
[১০] সেইদিন—প্রভুর উক্তি—
মৎস্যদ্বার থেকে হাহাকারের সুর,
নতুন বসতিস্থান থেকে গর্জনধ্বনি,
ও গিরিমালা থেকে মহা কোলাহলের শব্দ শোনা হবে।
[১১] তোমরা যারা বাজারের অধিবাসী, তোমরা চিৎকার কর,
কেননা ব্যবসায়ীর সেই ভিড় বিলুপ্ত হয়েছে,
সকল অর্থবাহক উচ্ছিন্ন হয়েছে।
[১২] সেসময়ে আমি প্রদীপ জ্বেলে
যেরুশালেমকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করব;
আর যত লোকে নিশ্চিন্ত হয়ে
নিজ নিজ গাদের উপরে নির্ভর ক'রে একথা ভাবে যে,

‘প্রভু মঙ্গল অমঙ্গল কিছুই ঘটাতে সক্ষম নন,’
আমি তাদের শাস্তি দেব।
[১৩] তাদের সম্পদ লুট করা হবে,
তাদের ঘর ধ্বংস করা হবে।
তারা বাড়ি গাঁথবে, কিন্তু সেগুলোতে বাস করবে না,
আঙুরলতা পুঁতবে, কিন্তু তার আঙুররস পান করবে না।

[১৪] প্রভুর মহাদিন কাছে এসে গেছে,
তা কাছে এসে গেছে, অতি দ্রুতপদেই এগিয়ে আসছে।
একটা কণ্ঠস্বর : প্রভুর দিন তিক্ততার দিন!
একজন বীরপুরুষও চিৎকার করে একথা বলছে।
[১৫] সেই দিন কোপেরই দিন,
সঙ্কট ও ক্লেশের দিন,
বিলোপ ও সর্বনাশের দিন,
তমসা ও কালিমার দিন,
মেঘ ও অন্ধকারের দিন,
[১৬] সিংহনাদ ও রণধ্বনির দিন,
যা যত সুরক্ষিত নগর ও উচ্চ দুর্গের বিরুদ্ধ।
[১৭] আমি মানুষকে এতই সঙ্কটাপন্ন করব যে,
তারা অন্ধের মতই হেঁটে বেড়াবে,
কারণ তারা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছে :
তাদের রক্ত কাদার মত ও তাদের অন্ত্ররাজি গোবরের মত ঢালা পড়বে।
[১৮] তাদের রুপো বা তাদের সোনাও তাদের বাঁচাতে পারবে না।
প্রভুর কোপের দিনে তাঁর উত্তপ্ত প্রেমের আগুনে
সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করা হবে,
কারণ তিনি পৃথিবীর সকল অধিবাসীর আকস্মিক সর্বনাশ ঘটাবেন।

২ [১] জড় হও, জড় হও,
হে নির্লজ্জ যত দেশ,
[২] পাছে একদিনেই মিলিয়ে যাওয়া তুষের মত ছড়িয়ে পড়,
পাছে তোমাদের নাগাল পায় প্রভুর জ্বলন্ত রোষ,
পাছে তোমাদের নাগাল পায় প্রভুর ক্রোধের দিন।
[৩] প্রভুর অন্বেষণ কর, হে পৃথিবীর সকল বিনম্র মানুষ,
যারা তাঁর আদেশগুলি পালন করে থাক।
ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, বিনম্রতার অন্বেষণ কর,
তবেই প্রভুর ক্রোধের দিনে হয় তো আশ্রয় পেতে পারবে।

ভর্ৎসনামূলক দৈববাণী

[৪] কারণ গাজা উৎসন্ন হবে,
ও আস্কেলোন ধ্বংসস্থান হবে;
আসদোদকে মধ্যাহ্নকালেই দেশছাড়া করা হবে,
ও এক্রোনকে সমূলে উচ্ছেদ করা হবে।
[৫] সমুদ্রের উপকূল-বাসীদের ধিক্!
কেরেথীয়দের জাতিকে ধিক্!
প্রভুর বাণী তোমারই বিরুদ্ধে,
ফিলিস্তিনিদের দেশ যে কানান!
'আমি তোমাকে এমনভাবে উচ্ছেদ করব যে,
তোমাতে আর কোন বাসিন্দা থাকবে না।'
[৬] সমুদ্রতীরে যে অঞ্চল, তা রাখালদের চারণভূমি
ও মেষঘেরিতে পরিণত হবে।
[৭] সেই অঞ্চল যুদাকুলের অবশিষ্টাংশের অধিকার হবে;
তারা সেখানে পাল চরাবে,
সন্ধ্যাবেলায় আস্কেলোনের ঘরে ঘরে বিশ্রাম নেবে,

কেননা তাদের পরমেশ্বর প্রভু তাদের দেখতে এসে
তাদের দশা ফেরাবেন।

[৮] 'আমি মোয়াবের অপমান
ও আম্মোনীয়দের টিটকারি শুনেছি;
তারা আমার আপন জনগণকে অপমান করেছে,
নিজেদের এলাকার বিষয়ে বড়াই করেছে।
[৯] এজন্য, আমার জীবনেরই দিব্যি,
—সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের উক্তি—
মোয়াব সদোমের মত ও আম্মোনীয়েরা গমোরার মত হবে:
হ্যাঁ, হবে কাঁটাঝোপের স্থান, লবণের ঢিবি, চিরন্তন ধ্বংসস্থান।
আমার জনগণের অবশিষ্টাংশ তাদের সম্পত্তি লুট করবে,
ও আমার আপন জাতির অবশিষ্ট লোকেরা তাদের অধিকার নেবে।'
[১০] এমনটি ঘটবে তাদের অহঙ্কারের ফলে,
কেননা তারা সেনাবাহিনীর প্রভুর আপন জনগণকে
অপমান করেছে ও টিটকারি দিয়েছে।
[১১] প্রভু ওদের প্রতি ভয়ঙ্কর হবেন,
কারণ তিনি পৃথিবীর সকল দেবতাকে ছড়িয়ে দেবেন;
তখন সারা বিশ্বের জাতিগুলি, প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশে,
তাঁর উদ্দেশে প্রণিপাত করবে।

[১২] 'হে ইথিওপীয়েরা,
তোমরাও আমার খড়্গ দ্বারা বিদ্ধ হবে।'

[১৩] তিনি উত্তরদিকের বিরুদ্ধেও হাত বাড়িয়ে
আশুরকে বিনাশ করবেন,
নিনেভেকে উৎসন্নস্থান করবেন,
মরুপ্রান্তরের মত জলহীন ভূমিই তা করবেন।

[১৪] উপত্যকার যত জন্তু তার মধ্যে
পাল পাল ধরে বাস করবে;
গগনভেলা ও শজারুও
তার স্তম্ভগুলোর মাথলার উপরে রাত কাটাবে;
জানালার মধ্য দিয়ে পেঁচার ডাক ধ্বনিত হবে;
দরজায় দরজায় উৎসন্নতা থাকবে,
কারণ এরসগাছ নামিয়ে দেওয়া হল।
[১৫] এই কি সেই উল্লাসিনী নগরী,
যা ভরসাভরে বাস করত,
যা মনে মনে বলত:
'আমিই আছি, আমি ব্যতীত আর কেউ নেই?'
কেমন করে সে মরুপ্রান্তর হয়ে গেছে,
হয়ে গেছে পশুদের শয়নস্থান?
যে কেউ তার কাছ দিয়ে যায়,
সে শিস দেয় ও হাত নাড়ায়।

৩ [১] সেই বিদ্রোহিণী ও কলুষিতা নগরীকে ধিক্!
সেই গর্বিতা নগরীকে ধিক্!
[২] সে বাধ্যতা স্বীকার করেনি,
শাসন মানেনি,
প্রভুতে ভরসা রাখেনি,
তার পরমেশ্বরের কাছে এগিয়ে আসেনি।
[৩] তার মধ্যে তার নেতারা
গর্জমান সিংহের মত,
তার বিচারকেরা এমন সন্ধ্যাকালীন নেকড়ের মত,
যেগুলো সকালের জন্য কিছুমাত্র বাকি রাখে না।
[৪] তার নবীরা দাম্ভিক,

ছলনাপূর্ণ মানুষ।
তার যাজকেরা যা কিছু পবিত্র তা অপবিত্র করে,
বিধান লঙ্ঘন করে।

[৫] তার মধ্যে প্রভু ধর্মশীল,
তিনি অন্যায় করেন না;
প্রতি সকালে তিনি তার বিচার সম্পাদন করেন,
হ্যাঁ, প্রতিদিন সকালে তাই করেন, ত্রুটি করেন না;
কিন্তু অন্যায়কারী লজ্জাবোধ করে না।
[৬] আমি জাতিগুলিকে উচ্ছেদ করেছি,
তাদের উচ্চ দুর্গগুলি বিধ্বস্ত হয়েছে;
আমি তাদের পথ জনশূন্য করেছি,
তা দিয়ে কেউ আর চলে না;
তাদের নগরগুলি লুপ্ত হয়েছে,
সেখানে আর কেউ বাস করে না।
[৭] আমি ভাবছিলাম: 'তুমি অন্তত এবার আমাকে ভয় করবে,
অন্তত এবার আমার শাসন মেনে নেবে।
যত শাস্তি আমি তাদের উপরে নামিয়ে আনলাম,
তাদের দৃষ্টি থেকে সেগুলোর একটাও মিলিয়ে যাবে না।'
কিন্তু আমি যতবার আমার যত্ন দেখিয়েছি,
ততবার তারা নিজেদের সকল কাজ বিকৃত করতে ব্যস্ত হল।
[৮] সুতরাং আমারই জন্য তোমরা অপেক্ষা কর—প্রভুর উক্তি—
সেই দিনেরই জন্য যখন আমি উঠে দাঁড়াব অভিযোগ তুলতে,
কারণ আমি সিদ্ধান্ত নিলাম:
বিজাতিদের সংগ্রহ করব,
রাজ্যসকলকে জড় করব;
তাদের উপর আমার রোষ,

আমার সমস্ত উত্তপ্ত ক্রোধ ঢেলে দেব,
কারণ আমার উত্তপ্ত প্রেমের আগুনে
সারা পৃথিবীকে গ্রাস করা হবে।

নানা প্রতিশ্রুতি

[৯] তখন আমি জাতিসকলকে দেব বিশুদ্ধ ওষ্ঠ,
সকলে যেন করে প্রভুর নাম,
যেন একই জোয়ালের অধীন হয়ে তাঁকে সেবা করে।
[১০] ইথিওপিয়ার নদনদীর ওপার থেকে
আমার উপাসকেরা, আমার সেই বিক্ষিপ্ত জনগণ
আমার কাছে আনবে উপহার।

[১১] সেদিন তুমি আর লজ্জা করবে না সেই সমস্ত অপকর্মের জন্য
যা তুমি সাধন করেছ আমার বিরুদ্ধে।
কারণ সেদিন আমি তোমার মধ্য থেকে
তোমার যত গর্বিত দর্পিত মানুষকে দূরে সরিয়ে দেব,
আর আমার পবিত্র পর্বতের উপর
তুমি উদ্ধতভাবে আর ব্যবহার করবে না।
[১২] তোমার মধ্যে আমি বিনম্র ও দীনহীন এক জাতিকে অবশিষ্ট রাখব,
ইস্রায়েলের এ অবশিষ্ট অংশ প্রভুর নামেই আশ্রয় নেবে।
[১৩] তারা অপকর্ম করবে না, বলবে না মিথ্যা কথা,
তাদের মুখে খুঁজে পাওয়া যাবে না প্রতারক জিহ্বা।
তারা চরে বেড়াবে, তারা বিশ্রাম করবে,
তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউ থাকবে না।

[১৪] সানন্দে চিৎকার কর, সিয়োন কন্যা!
জয়ধ্বনি তোল, ইস্রায়েল!
আনন্দ কর, সমস্ত হৃদয় দিয়ে উল্লাস কর, যেরুশালেম কন্যা!

[১৫] প্রভু তোমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নিয়েছেন,
তোমার শত্রুকে হটিয়ে দিয়েছেন।
প্রভুই তোমার অন্তঃস্থলে রাজা, হে ইস্রায়েল!
ভয় করার মত আর কোন অমঙ্গল থাকবে না।
[১৬] সেইদিন যেরুশালেমকে বলা হবে:
'সিয়োন, ভয় করো না,
তোমার হাত শিথিল না হোক!
[১৭] তোমার পরমেশ্বর প্রভু রয়েছেন তোমার অন্তঃস্থলে,
ত্রাণকর্তাই সেই বীর!
তিনি তোমাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠবেন,
তাঁর ভালবাসা দ্বারা তোমাকে নবীভূত করবেন,
তোমার জন্য আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়বেন।'
[১৮] যারা পর্বোৎসব-বঞ্চিত ছিল, তাদের আমি জড় করি,
তোমা থেকে অমঙ্গল দূর করে দিলাম,
যেন তোমাকে দুর্নামের বোঝা আর বহন করতে না হয়।
[১৯] দেখ, সেসময়ে আমি তোমার সকল অত্যাচারীকে উচ্ছেদ করব,
খোঁড়া মেষগুলোকে পরিত্রাণ করব,
বিক্ষিপ্ত মেষগুলোকে সংগ্রহ করব,
এবং সারা পৃথিবী জুড়ে যেখানে তারা ছিল লজ্জার বস্তু,
সেখানে তাদের আমি প্রশংসা ও সুনামেরই পাত্র করব।
[২০] সেসময়ে আমি নিজেই তোমাদের চালনা করব,
সেসময়ে তোমাদের সংগ্রহ করব,
পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে
তোমাদের করব সুনাম ও প্রশংসাবাদের পাত্র,
কারণ তখন আমি তোমাদের চোখের সামনে
তোমাদের দশা ফেরাব—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

১ [২-৩] যা কিছু যুদার পতনের কারণ হল, অর্থাৎ যুদার অধিবাসীরা যা কিছু দেবতা বলে আরাধনা করেছিল, ঈশ্বর সেই সবকিছু ধ্বংস করবেন।

[৪-৫] বায়াল-দেবের পূজারি ও যারা আকাশের গ্রহ-তারা দেবতা বলে মানে, তাদের বিরুদ্ধেই জেফানিয়ার বাণী।

[৮] বিজাতীয় পোশাক পরত যারা, তারা ইহুদী ঐতিহ্য ত্যাগ করে জীবনাচরণে ও উপাসনা-রীতিতেও বিজাতীয় প্রথা পালন করত (২ মাকা ৪:১৩-১৪)।

[৯] যারা চৌকাটের নিম্ন অংশ ডিঙিয়ে যেত তারা সম্ভবত বিজাতীয় কোন দেবতার উপাসক ছিল।

[১২] এই পদের অর্থ: কেউই রক্ষা পাবে না। • 'প্রভু মঙ্গল অমঙ্গল ...': যারা তেমন কথা বলে, তারা সেই সমস্ত মঙ্গলকর কাজ অস্বীকার করে যা ঈশ্বর ইস্রায়েলের জন্য সাধন করলেন, যেমন মিশর থেকে মুক্তি, বিধান-দান ও সন্ধি।

২ [৩] তারাই 'বিনম্র' যারা নিজেদের উপরে নয়, ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করে; মানুষ যাতে বাঁচে এর জন্য প্রভুর অন্বেষণ করা দরকার, অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা ও বাণী পালন করা দরকার।

[১৫] শিস দেওয়া ও হাত নাড়ানো বিদ্রূপ ও বিস্ময় বা ভয়ের চিহ্ন।

৩ [২] এই পদ বিশ্বাস-জীবনের চার দিক তুলে ধরে; 'পরমেশ্বরের কাছে এগিয়ে যাওয়া' বলতে উপাসনা নয়, বিনম্রচিত্তে তাঁর ইচ্ছার বশে চলাই বোঝায়।

[১৪] এই আনন্দ ক্ষমালাভ, ভালবাসা, ভয়-দূরীকরণ ও ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকেই উদ্গত (১৫-১৭ পদ)। আরও, মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষদের মহা আনন্দ ছাড়া মুক্তিদাতা ঈশ্বরের আনন্দও লক্ষণীয় (১৭ পদ)।

[১৮] 'পর্বোৎসব বঞ্চিত': নানা দেশে নির্বাসিত যারা, তারা যেরুশালেমের মন্দিরের পর্বোৎসব থেকে বঞ্চিত ছিল।

হগয়

নবী হগয় ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ। যেরুশালেমে ফিরে আসা নির্বাসিতদের জনমণ্ডলীর প্রথম নবী এই হগয়; মন্দির-পুনর্নির্মাণ ও বিশুদ্ধ উপাসনাই তাঁর বাণীর বিষয়বস্তু।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২

প্রভুর গৃহ পুনর্নির্মাণ করার সময় এসেছে!

১ [১] দারিউশ রাজার দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ মাসে, মাসের প্রথম দিনে নবী হগয়ের মধ্য দিয়ে প্রভুর বাণী শেয়াল্তিয়েলের সন্তান যুদা-প্রদেশপাল জেরুব্বাবেলের কাছে ও যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল।

[২] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'এই লোকেরা নাকি বলছে: প্রভুর মন্দির পুনর্নির্মাণ করার সময় এখনও আসেনি!' [৩] তখন নবী হগয়ের মধ্য দিয়ে প্রভুর বাণী এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৪] 'এ কি তোমাদের নিজেদের ছাদ-আঁটা গৃহে বাস করার সময়, যখন এই গৃহ উৎসন্ন অবস্থায়ই রয়েছে? [৫] তাই সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের ব্যবহার একটু লক্ষ কর! [৬] তোমরা অনেক বীজ বুনেছ কিন্তু অল্প সংগ্রহ করেছ; খেয়েছ কিন্তু তৃপ্তি পাওনি, পান করেছ কিন্তু পিপাসা মেটাওনি, পোশাক পরেছ কিন্তু গা গরম করনি; মজুরও মজুরি পেয়েছে কিন্তু তা ছিদ্র থলিতে রাখল। [৭] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের ব্যবহার একটু লক্ষ কর! [৮] তোমরা পর্বতে উঠে যাও, কাঠ আন, গৃহটি পুনর্নির্মাণ কর; তবেই আমি এই গৃহের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সেখানে আমার গৌরব প্রকাশ করব—একথা স্বয়ং প্রভু বলছেন। [৯] তোমরা প্রাচুর্যের প্রত্যাশায় ছিলে, আর দেখ, অল্প পেলে; যা কিছু তোমরা ঘরে এনেছ, তার উপর আমি ফুঁ দিলাম। এর কারণ কী?—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—কারণটা এই যে: আমার গৃহ উৎসন্ন অবস্থায় রয়েছে, অথচ তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ

গৃহের জন্য খুবই ব্যস্ত। [১০] এজন্য তোমাদের উপরে আকাশ শিশিরবর্ষণ বন্ধ করেছে, ও ভূমি ফসল দেওয়া বন্ধ করেছে। [১১] আমি দেশের ও পাহাড়পর্বতের উপরে, শস্য, আঙুররস, তেল ও ভূমির উৎপন্ন সমস্ত ফলের উপর, এবং মানুষ, পশু ও তোমাদের সমস্ত কর্মফলের উপরে অনাবৃষ্টি ডেকে আনলাম।'

[১২] শেয়াল্তিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেল, যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়া এবং জনগণের সেই গোটা অবশিষ্ট অংশ তাদের পরমেশ্বর প্রভুর কণ্ঠে এবং তাদের পরমেশ্বর প্রভুর ইচ্ছাক্রমে প্রেরিত সেই নবী হগয়ের সকল বাণীতে মনোযোগ দিলেন; আর লোকেরা প্রভুর সামনে ভয়ে পূর্ণ হল। [১৩] প্রভুর দূত হগয় প্রভুর দেওয়া দায়িত্বক্রমে লোকদের বললেন: 'আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—প্রভুর উক্তি।' [১৪] তখন প্রভু শেয়াল্তিয়েলের সন্তান যুদা-প্রদেশপাল জেরুব্বাবেলের আত্মা ও যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়ার আত্মা এবং জনগণের অবশিষ্টাংশের আত্মা জাগিয়ে তুললেন, আর তাঁরা এগিয়ে এসে তাঁদের পরমেশ্বর সেনাবাহিনীর প্রভুর গৃহ নির্মাণকাজে হাত দিতে লাগলেন। [১৫] তেমনটি ঘটল দারিউশ রাজার দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ মাসের চতুর্বিংশ দিনে।

প্রভুর গৃহের ভাবী গৌরব

২ [১] সপ্তম মাসের একবিংশ দিনে নবী হগয়ের মধ্য দিয়ে প্রভুর বাণী এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'তুমি এখন শেয়াল্তিয়েলের সন্তান যুদা-প্রদেশপাল জেরুব্বাবেলকে, যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়াকে ও জনগণের অবশিষ্ট অংশকে এই কথা বল: [৩] তোমাদের মধ্যে এখনও জীবিত এমন কে আছে যে, এই গৃহকে তার পূর্বগৌরবের অবস্থায় দেখেছিল? কিন্তু এখন তা কেমন অবস্থায় দেখছ? সেটার চেয়ে এই বর্তমান অবস্থা তোমাদের কি শূন্য মনে হয় না? [৪] তাই এখন সাহস ধর, হে জেরুব্বাবেল—প্রভুর উক্তি—তুমিও সাহস ধর, হে যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়া; হে দেশের সমস্ত লোক, তোমরাও সাহস ধর—প্রভুর উক্তি—কাজে হাত দাও; কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—[৫] সেই সন্ধির বাণী অনুসারে, যা আমি তোমাদের সঙ্গে স্থির করেছিলাম যখন মিশর

থেকে তোমাদের বের করে এনেছিলাম; হ্যাঁ, আমার আত্মা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তোমরা ভয় করো না।

[৬] কেননা সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: আর অল্পকাল, তারপর আমি আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও স্থলভূমি কাঁপিয়ে তুলব। [৭] আমি সকল দেশ কাঁপিয়ে তুলব, তখন সকল দেশের ঐশ্বর্য ভেসে আসবে, আর আমি এই গৃহ গৌরবে পরিপূর্ণ করব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। [৮] রুপোও আমারই, সোনাও আমারই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। [৯] এ গৃহের প্রাচীন গৌরবের চেয়ে ভাবী গৌরব মহৎ হবে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু; এই স্থানে আমি শান্তি মঞ্জুর করব—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি!'

বাধ্যতা না থাকলে সবই অশুচি

[১০] দারিউশের দ্বিতীয় বর্ষের নবম মাসের চতুর্বিংশ দিনে প্রভুর বাণী নবী হগয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১১] 'সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তুমি ঐশনির্দেশের বিষয়ে যাজকদের কাছে প্রশ্ন রাখ; তাদের জিজ্ঞাসা কর: [১২] কেউ যদি নিজের পোশাকের অঞ্চলে পবিত্রীকৃত মাংস বয়ে বেড়ায়, আর সেই অঞ্চলে রুটি, বা তরকারি, আঙুররস, তেল বা অন্য কোন খাবার স্পর্শ করা হয়, তবে সেই খাবার কি পবিত্র হবে?' যাজকেরা উত্তর দিল, 'না।' [১৩] তখন হগয় বললেন, 'মৃতদেহের স্পর্শে অশুচি কোন মানুষ যদি সেগুলোর মধ্যে কোন একটা স্পর্শ করে, তবে তা কি অশুচি হবে?' যাজকেরা উত্তর দিল, 'তা অশুচি হবে।' [১৪] তখন হগয় বলে চললেন, 'আমার সামনে এই জাতি ঠিক তাই, এই জনগণ ঠিক তাই—প্রভুর উক্তি—তাদের হাতের সমস্ত কাজও ঠিক তাই; এমনকি, তারা এখানে যা উৎসর্গ করে, তাও অশুচি।'

বাধ্যতা থাকলে সবই সাফল্যমণ্ডিত

[১৫] 'এখন, দোহাই তোমাদের, আজকের দিন থেকে এবং এর পরেও তোমরা ভেবে দেখ: প্রভুর মন্দিরে পাথরের উপরে পাথর বসাতে শুরু করার আগে [১৬] তোমরা কেমন অবস্থায় ছিলে? লোকে কুড়ি মণ গমরাশির কাছে এলে কেবল দশ মণ ছিল, এবং মাড়াইকুন্ড থেকে পঞ্চাশ পিপা আঙুররস নিতে এলে কেবল কুড়ি পিপা

ছিল। [১৭] আমি গমের শোষ, ম্লানি ও শিলাবৃষ্টির আঘাতে তোমাদের হাতের সমস্ত কাজে তোমাদের আঘাত করলাম, কিন্তু তবুও তোমরা আমার প্রতি ফিরলে না—প্রভুর উক্তি। [১৮] তোমরা আজকের দিন থেকে, অর্থাৎ নবম মাসের চতুর্বিংশ দিন থেকে, প্রভুর মন্দিরের ভিত স্থাপনের দিন থেকেই, এবং এর পরেও তোমরা ভেবে দেখ [১৯] গোলাঘরে গমের অভাব হবে কিনা, এবং আঙুরলতা, ডুমুর, ডালিম ও জলপাই গাছও ফলদানে ক্ষান্ত হবে কিনা। আজ থেকে আমি তোমাদের আশীর্বাদ করব!’

জেরুব্বাবেলের কাছে প্রতিশ্রুতি

[২০] মাসের চতুর্বিংশ দিনে প্রভুর বাণী দ্বিতীয়বারের মত হগয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২১] ‘তুমি যুদা-প্রদেশপাল জেরুব্বাবেলকে এই কথা বল, আমি আকাশ ও পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলব; [২২] যত রাজ্যের সিংহাসন উল্টিয়ে দেব, জাতি-বিজাতির সকল রাজ্যের পরাক্রম বিনষ্ট করব, রথ ও রথারোহীদের উল্টিয়ে ফেলব; অশ্ব ও অশ্বারোহী সকলেরই পতন হবে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাইয়ের খড়্গের আঘাতে পড়বে। [২৩] সেইদিনে—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি তোমাকে নেব, হে শেয়াল্তিয়েলের সন্তান আমার আপন দাস জেরুব্বাবেল—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু—এবং তোমাকে সীল-আঙটি স্বরূপ করব, কারণ আমি তোমাকে মনোনীত করেছি—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।’

---

১ [১১] অবিশ্বস্ত জনগণের পাপের ফল প্রকৃতিও ভোগ করে (আদি ৩:১৭-১৮; যেরে ৪:২৩-২৮); পাপের ফল মানুষের সমস্ত কাজকর্মও অনুর্বর করে (হো ৪:১-৩; যেরে ১২:৪; ১৪:২-৯)।

[১২] ‘অবশিষ্ট অংশ’ হল সেই সকল নির্বাসিত মানুষ যারা নির্বাসন-দেশ থেকে ফিরে এল; তারাই ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতির বাহক (এজরা ১:৪; ৯:৮,১৪; জাখা ৮:৬,১১)।

[১৪] মানুষের আত্মা-জাগরণ প্রভুরই দান; জাগরিত আত্মা যে মানুষ, সে প্রভুর প্রতি বাধ্যতা দেখাতে উদ্দীপিত হয়, এবং তার আদর্শ জনমণ্ডলীকেও সৎকর্ম সাধনে উদ্দীপিত করে (এজরা ১:৫)।

২ [৭] ‘সকল দেশের ঐশ্বর্য ভেসে আসবে’ : এখানে মশীহমুখী দিক লক্ষণীয় যা ভাবীকালের আনন্দ-সুখ বর্ণনা করে। লাতিন পাঠ্য : ‘সকল দেশের বাসনা যিনি, তিনি আসবেন’, এতে মশীহমুখী দিক আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

[৯] ‘শান্তি’ হল মশীহ-কালের মঙ্গলদানের পূর্ণতা, যথা সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এবং সকল সৃষ্টজীবদের মধ্যে মিল (ইশা ১১:৬-৯; যেরে ৬-৯; জাখা ৮:৪-৫,১২)।

[১৪] নবীর ধারণায়, মন্দির-পুনর্নির্মাণকাজে লোকদের দেখানো অবহেলা এমন অশুচিতার মত যা জনগণের বাহ্যিক ও ধর্মীয়ও কাজকর্ম কলুষিত করে (আমোস ৫:২১-২৪; ইশা ১:১৩)।

[১৯] মন্দিরের নির্মাণকাজে আবার হাত দিয়ে জনগণ মনপরিবর্তনের একটা উজ্জ্বল প্রমাণ দেয়; এর প্রতিদানে ঈশ্বর জনগণকে সমৃদ্ধি দান করবেন ও তাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন।

[২৩] এই পদে ব্যবহৃত শব্দগুলো মশীহমুখী; এই পরিস্থিতিতে দাউদের বংশধর জেরুব্বাবেলই প্রতীক্ষিত মশীহরূপে উপস্থাপিত।

জাখারিয়া

নবী জাখারিয়া ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ। পুস্তকটা দুই অংশে ভাগ করা যেতে পারে: (ক) মন্দির-পুনর্নির্মাণকাজ ও শুদ্ধ উপাসনা, এবং রাজ-মশীহমুখী প্রত্যাশাই প্রথম অংশের বিষয়বস্তু (১–৮ অধ্যায়); (খ) মশীহমুখী প্রত্যাশা (৯–১১ অধ্যায়) ও চরমকালে যেরুশালেমে প্রভুর মহাবিজয়ের ভাববাণী (১২–১৪ অধ্যায়) দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য বিষয়।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

১ [১] দারিউশের দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম মাসে প্রভুর বাণী ইদ্দোর পৌত্র বেরেখিয়ার সন্তান নবী জাখারিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:

মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান

[২] ‘প্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের উপর একসময় যথেষ্ট কুপিত ছিলেন।
[৩] তাই তুমি এই লোকদের বল: আমার কাছে ফিরে এসো—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমিও তোমাদের কাছে ফিরে আসব—সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভু একথা বলছেন।
[৪] হয়ো না তোমাদের পিতৃপুরুষদের মত, যাদের কাছে আগের নবীরা বলত: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, তোমাদের যত কুপথ, তোমাদের যত কুকর্ম ছেড়ে ফিরে এসো। কিন্তু তারা কান দিত না, আমার কথায় মনোযোগ দিত না—প্রভুর উক্তি।
[৫] তোমাদের পিতৃপুরুষেরা এখন কোথায়? এবং নবীরা, তারা কি চিরজীবী?
[৬] অথচ আমি আমার আপন দাস সেই নবীদের কাছে যা কিছু আজ্ঞা দিয়েছিলাম, আমার সেই সকল বাণী ও বিধিগুলো কি তোমাদের পিতৃপুরুষদের নাগাল পায়নি? তারা মন ফিরিয়ে বলল: সেনাবাহিনীর প্রভু আমাদের পথ ও কর্ম অনুসারে আমাদের প্রতি যেমন ব্যবহার করবেন বলে ধমক দিয়েছিলেন, আমাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার করেছেন।’

প্রথম দর্শন—অশ্বারোহীরা

[৭] দারিউশের দ্বিতীয় বর্ষের একাদশ মাসের, অর্থাৎ শেবাৎ মাসের চতুর্বিংশ দিনে প্রভুর বাণী ইদ্দোর পৌত্র বেরেখিয়ার সন্তান নবী জাখারিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৮] আমি রাত্রিবেলায় এক দর্শন পাই, আর দেখ, রক্তলাল এক ঘোড়ার পিঠে এক পুরুষ, তিনি গভীরতম এক উপত্যকার গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁর পিছনে আছে রক্তলাল, পাঁশুটে-সবুজ ও সাদা আরও আরও ঘোড়া। [৯] আমি বললাম, 'প্রভু আমার, এগুলি কী?' আমার সঙ্গে যে স্বর্গদূত কথা বলছিলেন, তিনি আমাকে উত্তরে বললেন, 'এগুলি যে কি, তা আমি তোমাকে জানাব।' [১০] তখন যে পুরুষ গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, 'এগুলিকেই প্রভু পৃথিবী জুড়ে ঘুরতে পাঠিয়েছেন।' [১১] আর তখন, গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই প্রভুর দূতকে উদ্দেশ করে তারা বলল, 'আমরা পৃথিবী থেকে ঘুরে এসেছি: আর দেখ, সমগ্র পৃথিবী শান্ত নিশ্চল।'

[১২] তখন প্রভুর দূত বললেন, 'হে সেনাবাহিনীর প্রভু, যাদের উপরে তুমি কুপিত, সেই যেরুশালেমের প্রতি ও যুদার শহরগুলির প্রতি আর কতকাল তোমার স্নেহ দেখাতে অপেক্ষা করবে? এর মধ্যে সত্তর বছর কেটে গেল!' [১৩] আর যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে উদ্দেশ করে প্রভু নানা মঙ্গলবাণী ও নানা সান্ত্বনাদায়ী বাণী উচ্চারণ করলেন।

[১৪] যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি পরে আমাকে বললেন:

'তুমি একথা ঘোষণা কর:
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
যেরুশালেমের পক্ষে ও সিয়োনের পক্ষে
আমি অধিক উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় জ্বলছি;
[১৫] কিন্তু নিশ্চিন্ত দেশগুলির প্রতি আমি কোপেই জ্বলছি;
আমি কিঞ্চিৎ মাত্রই কুপিত ছিলাম,
কিন্তু তারা সর্বনাশে সহযোগিতা দিল।
[১৬] এজন্য প্রভু একথা বলছেন:

আমি আবার স্নেহভরে যেরুশালেমের প্রতি মুখ তুলে চাইলাম,
সেখানে আমার গৃহ পুনর্নির্মিত হবে
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
এবং যেরুশালেমের উপর মাপার সুতো আবার টানা হবে।
[১৭] তুমি একথাও ঘোষণা কর :
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
আমার শহরগুলি আবার মঙ্গলদানে পরিপ্লুত হবে,
প্রভু সিয়োনকে আবার সান্ত্বনা দেবেন,
এবং যেরুশালেমকে আবার মনোনীত করবেন।'

দ্বিতীয় দর্শন—চারটে শিং ও চারজন কর্মকার

২ [১] পরে আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, চারটে শিং। [২] যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : 'এগুলি কী?' তিনি উত্তরে বললেন, 'এ সেই শিংগুলো, যেগুলো যুদা, ইস্রায়েল ও যেরুশালেমকে বিক্ষিপ্ত করেছে।'

[৩] পরে প্রভু আমাকে চারজন কর্মকার দেখালেন। [৪] আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরা কী করতে আসছে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'সেই শিংগুলো যুদাকে এমন বিক্ষিপ্ত করেছে যে, কেউই মাথা তুলতে সাহস করে না; তাই যে জাতিগুলি যুদা দেশ বিক্ষিপ্ত করার জন্য শিং উঠিয়েছে, তাদের সন্ত্রাসিত করতে ও সেই শিংগুলোকে নিপাত করতেই এরা আসছে।'

তৃতীয় দর্শন—মাপার সুতো

[৫] আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, মাপার সুতো হাতে এক পুরুষ। [৬] আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' তিনি উত্তরে আমাকে বললেন, 'যেরুশালেম মাপতে যাচ্ছি, তার প্রস্থ ও তার দৈর্ঘ্য কত, তা দেখতে যাচ্ছি।'

[৭] যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি বেরিয়ে গিয়ে আর এক স্বর্গদূতের দেখা পেলেন [৮] যিনি তাঁকে বললেন, 'দৌড়ে গিয়ে সেই যুবককে বল :

যেরুশালেমে মানুষ ও পশুদের অধিক প্রাচুর্যের ফলে তাকে প্রাচীরবিহীন থাকতে হবে।
[৯] আর “আমি-সেখানে-আছি” যে আমি, আমি নিজে—প্রভুর উক্তি—বাইরে তার
চারদিকে অগ্নিপ্রাচীর ও তার মধ্যে গৌরব হব।’

[১০] শীঘ্র, শীঘ্র! উত্তর দেশ থেকে পালিয়ে যাও তোমরা
—প্রভুর উক্তি—
যাদের আমি আকাশের চারবায়ুতে বিক্ষিপ্ত করেছি
—প্রভুর উক্তি।
[১১] শীঘ্রই ওঠ, হে সিয়োন, তুমি যে বাবিলন-কন্যার সঙ্গে বাস কর,
নিজেকে বাঁচাতে পালিয়ে যাও।
[১২] কারণ যিনি স্বয়ং গৌরব,
তিনিই আমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন,
আর যে সকল জাতি তোমার সবকিছু লুটপাট করেছে,
তাদের বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
যে কেউ তোমাকে স্পর্শ করে,
সে আমার চোখের মণি স্পর্শ করে!
[১৩] এখন দেখ, আমি তাদের উপরে হাত বাড়াব,
আর তারা তাদের নিজেদের দাসদের লুটের বস্তু হবে।
তাতে তোমরা জানবে যে,
সেনাবাহিনীর প্রভুই আমাকে প্রেরণ করেছেন।

[১৪] সানন্দে চিৎকার কর, মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা,
কারণ দেখ, আমি তোমার অন্তঃস্থলেই বাস করতে আসছি;
—প্রভুর উক্তি।
[১৫] সেদিন অনেক দেশ প্রভুতে যোগ দেবে;
তারা আমার আপন জনগণ হবে
আর আমি বাস করব তোমার অন্তঃস্থলে।
তখন তুমি জানবে যে,

সেনাবাহিনীর প্রভু আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন।
[১৬] প্রভু পবিত্র ভূমিতে
তাঁর আপন উত্তরাধিকার রূপে যুদাকে নিজের জন্য রাখবেন,
এবং পুনরায় যেরুশালেম বেছে নেবেন।
[১৭] প্রভুর সম্মুখে মানবকুল নীরব থাকুক!
কারণ তিনি তাঁর আপন পবিত্র আবাস থেকে জেগে উঠেছেন।

চতুর্থ দর্শন—মহাযাজক যোশুয়া

৩ [১] পরে তিনি আমাকে যোশুয়া মহাযাজককে দেখালেন; ইনি প্রভুর দূতের
সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য শয়তান তাঁর ডান
পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। [২] প্রভুর দূত শয়তানকে বললেন, 'শয়তান, প্রভু তোমাকে
ভর্ৎসনা করুন! যিনি যেরুশালেমকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন, সেই প্রভু
তোমাকে ভর্ৎসনা করুন! এ কি আগুন থেকে তুলে নেওয়া অর্ধেক পোড়া কাঠ নয়?'
[৩] বাস্তবিকই যোশুয়া নোংরা কাপড় পরে স্বর্গদূতের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন;
[৪] আর সেই স্বর্গদূত, তাঁর চারপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বললেন, 'তাঁর গা থেকে
ওই সব নোংরা কাপড় খুলে ফেল।' পরে তিনি যোশুয়াকে বললেন, 'দেখ, আমি তোমার
অপরাধ দূর করে দিয়েছি; এখন তোমাকে শুভ্র বসন পরানো হবে।' [৫] তিনি বলে
চললেন, 'তাঁর মাথায় শুদ্ধ শিরোভূষণ দাও।' তখন তাঁর মাথায় শুদ্ধ শিরোভূষণ দেওয়া
হল, এবং তাঁকে শুভ্র বসন পরানো হল; এতক্ষণে প্রভুর দূত পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
[৬] পরে প্রভুর দূত যোশুয়াকে বললেন: [৭] 'সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তুমি
যদি আমার সমস্ত পথে চল, ও আমার আদেশবাণী পালন কর, তবে তোমার উপরেই
থাকবে আমার গৃহের ভার, তুমিই আমার প্রাঙ্গণের উপরে লক্ষ রাখবে, আর যারা এখানে
সেবাকর্মে রত, আমি তোমাকে তাদের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেব।'
[৮] 'সুতরাং, হে যোশুয়া মহাযাজক, তুমি ও তোমার সেই সকল সঙ্গী যাদের
উপরে তোমার প্রাধান্য আছে—কারণ তারা ভাবী বিষয়ের পূর্বলক্ষণ—তোমরা সকলে
শোন: দেখ, আমি আমার দাস পল্লবকে আনব। [৯] দেখ এই পাথর, যা আমি যোশুয়ার

সামনে রাখছি; এই এক পাথরের উপরে সাত চোখ আছে; দেখ, আমি নিজেই তার লেখাটা খোদাই করে লিখব—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি এক দিনেই এই দেশের অপরাধ দূর করে দেব। [১০] সেইদিন—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—তোমরা প্রত্যেকে একে অন্যকে নিজ নিজ আঙুরলতা ও নিজ নিজ ডুমুরগাছের তলায় আমন্ত্রণ জানাবে।'

পঞ্চম দর্শন—দীপাধার ও দু'টো জলপাইগাছ

৪ [১] যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি আবার এসে আমাকে জাগালেন, ঠিক যেভাবে ঘুম থেকে একজনকে জাগানো হয়। [২] তিনি আমাকে বললেন, 'কী দেখতে পাচ্ছ?' আমি উত্তরে বললাম, 'আমি আসলে একটা দীপাধার দেখতে পাচ্ছি, তা সমস্তই সোনার; তার মাথার উপরে একটা পাত্র যার উপরে সাতটা প্রদীপ বসানো, আর প্রত্যেকটা প্রদীপের জন্য ওখানে তার সাতটা ক্ষুদ্র নলও রয়েছে; [৩] তার পাশে আছে দু'টো জলপাইগাছ, একটা তেলাধারের ডানে ও একটা তার বামে।'

[৪] তখন, যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: 'প্রভু আমার, এসব কিছু কী?' [৫] উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, 'তবে তুমি কি এর অর্থ বুঝতে পার না?' আমি বললাম, 'না, প্রভু আমার, বুঝতে পারি না।' [৬] তখন তিনি এই বলে আমাকে উত্তর দিলেন, 'জেরুব্বাবেলের প্রতি প্রভুর বাণী এ: পরাক্রম দ্বারা নয়, শক্তি দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারাই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু! [৭] হে মহাপর্বত, তুমি কে? জেরুব্বাবেলের সামনে তুমি সমভূমিই হবে! জয় জয় হর্ষধ্বনির মধ্যেই সে প্রধান প্রস্তরটা বের করে আনবে।' [৮] পরে প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৯] 'জেরুব্বাবেলের হাত এই গৃহের ভিত স্থাপন করেছে: আবার তারই হাত তা সম্পন্ন করবে; তাতে তোমরা জানবে যে, সেনাবাহিনীর প্রভু আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। [১০] এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রপাতের দিন কে অবজ্ঞা করতে সাহস করবে? জেরুব্বাবেলের হাতে সেই প্রধান প্রস্তর দে'খে, আহা, সকলের কেমন আনন্দ হবে! ওই সাত প্রদীপ হল প্রভুর চোখ, যা সমস্ত পৃথিবীর উপরে লক্ষ রাখে।' [১১] পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,

‘দীপাধারের ডানে ও বামে দু’দিকের ওই দু’টো জলপাইগাছের অর্থ কী?’ [১২] আমি আরও জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এবং সোনার যে দুই ক্ষুদ্র নল থেকে তেল গড়িয়ে পড়ে, তার পাশে এই যে দু’টো জলপাই শাখা আছে, এর অর্থ কি?’ [১৩] উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, ‘তবে তুমি কি এর অর্থ বুঝতে পার না?’ আমি বললাম, ‘না, প্রভু আমার, বুঝতে পারি না।’ [১৪] তিনি আমাকে বললেন, ‘এঁরা সেই দুই তৈলাভিষিক্ত ব্যক্তি, যাঁরা বিশ্বপতির পরিচর্যায় নিযুক্ত।’

ষষ্ঠ দর্শন—গোটানো পত্র

৫ [১] পরে আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, উড়ন্ত একখানি গোটানো পত্র।

[২] স্বর্গদূত আমাকে বললেন, ‘কী দেখতে পাচ্ছ?’ আমি উত্তরে বললাম, ‘আমি উড়ন্ত একখানি গোটানো পত্র দেখতে পাচ্ছি: তা কুড়ি হাত লম্বা ও দশ হাত চওড়া।’ [৩] তিনি বলে চললেন, ‘এ সেই অভিশাপ, যা সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে: সেই পত্রের এক পিঠ অনুসারে, যে কেউ চুরি করে, সে উচ্ছিন্ন হবে; আর পত্রের অপর পিঠ অনুসারে, যে কেউ মিথ্যাশপথ করে, সে উচ্ছিন্ন হবে। [৪] আমি সেই অভিশাপ ঝেড়ে দেব—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—যেন তা চোরের বাড়িতে ও আমার নামে যে মিথ্যাশপথ করে, তার বাড়িতে ঢোকে; তা সেই বাড়িতে থেকে কড়িকাঠ ও পাথরসুদ্ধ বাড়িটা বিনাশ করবে।’

সপ্তম দর্শন—এফাপাত্র

[৫] যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, পরে তিনি এগিয়ে এসে আমাকে বললেন, ‘চোখ তুলে দেখ, ওই কী দেখা দিচ্ছে?’ [৬] আর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘ওটা কী?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘ওটা হল একটা এফাপাত্র যা এগিয়ে আসছে।’ তিনি বলে চললেন, ‘এটা হল সারা দেশব্যাপী তাদের শঠতা।’

[৭] আর তখনই সীসার একটা ঢাকনা উচ্চ করা হল, আর দেখ, সেই এফাপাত্রের মধ্যে একটা স্ত্রীলোক বসে আছে। [৮] তিনি বললেন, ‘এটা হল দুষ্কর্ম!’ পরে তিনি স্ত্রীলোকটাকে এফাপাত্রের মধ্যে আবার ফেলে দিয়ে পাত্রের মুখে সীসার ঢাকনা দিলেন।

[৯] আমি আবার চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, দু'জন স্ত্রীলোক এগিয়ে আসছে: তাদের পাখায় বাতাস ছিল; তাদের সেই পাখা ছিল সারসের পাখার মত, আর তারা এফাপাত্রকে পৃথিবী ও আকাশের মাঝপথে উঠিয়ে নিয়ে গেল। [১০] তখন, যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা এফাপাত্রটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?' [১১] উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, 'ওরা শিনার দেশে যাচ্ছে, সেখানে তার জন্য এক গৃহ গেঁথে তুলবে। তা প্রস্তুত হলেই পাত্রটা তার নিজের স্তম্ভমূলের উপরে বসানো হবে।'

অষ্টম দর্শন—রথগুলো

৬ [১] আমি আবার চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, দু'টো পর্বতের মধ্য থেকে চারটে রথ বের হচ্ছে; পর্বত দু'টো ব্রঞ্জের পর্বত। [২] প্রথম রথে রক্তলাল ঘোড়াগুলো, দ্বিতীয় রথে কালো ঘোড়াগুলো, [৩] তৃতীয় রথে সাদা ঘোড়াগুলো ও চতুর্থ রথে রক্তলাল বিন্দুচিত্রিত বলবান ঘোড়াগুলো বাঁধা ছিল। [৪] যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'প্রভু আমার, এগুলোর অর্থ কী?' [৫] স্বর্গদূত উত্তরে আমাকে বললেন, 'এগুলো স্বর্গের চারবায়ু, সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে থাকবার পর বের হয়ে আসছে। [৬] কালো ঘোড়াগুলো উত্তর দেশের দিকে যাবে, ও তাদের পিছু পিছু সাদাগুলো চলবে, এবং রক্তলাল বিন্দুচিত্রিত ঘোড়াগুলো দক্ষিণ দেশের দিকে যাবে।' [৭] বলবান ঘোড়াগুলো বেরিয়ে গেল, সারা পৃথিবী জুড়ে ঘোরাফেরা করার জন্য খুবই ব্যস্ত ছিল। তিনি তাদের বললেন, 'যাও, পৃথিবীতে ঘোরাফেরা কর।' আর সেগুলো পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করার জন্য চলে গেল; [৮] পরে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'দেখ, যে ঘোড়াগুলো উত্তর দেশে যাচ্ছে, সেগুলো সেই দেশে আমার আত্মাকে বিশ্রাম করিয়েছে।'

[৯] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১০] 'তুমি নির্বাসিতদের কাছ থেকে, অর্থাৎ হেল্দাই, তোবিয়া ও যেদাইয়ার কাছ থেকে সোনা-রুপো সংগ্রহ করে সেই একই দিনে জেফানিয়ার সন্তান যোশিয়ার বাড়িতে যাও; সে বাবিলন থেকে ফিরে এসেছে। [১১] পরে সেই সোনা-রুপো নিয়ে একটা মুকুট তৈরি কর, এবং

যেহোসাদাকের সন্তান যোশুয়া মহাযাজকের মাথায় তা পরিয়ে দাও। [১২] তাকে বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: এই যে সেই পুরুষ যাঁর নাম পল্লব, তাঁর পদক্ষেপে সবকিছু পল্লবিত হবে; তিনি প্রভুর মন্দির পুনর্নির্মাণ করবেন। [১৩] হ্যাঁ, তিনিই প্রভুর মন্দির পুনর্নির্মাণ করবেন, তিনিই প্রভায় পরিবৃত হবেন, নিজ সিংহাসনে আসীন হয়ে কর্তৃত্ব করবেন। এক সিংহাসনে এক যাজক থাকবে; আর এই দুইয়ের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে। [১৪] আর এই মুকুট, তা হেল্দাই, তোবিয়া, যেদাইয়া, ও জেফানিয়ার সন্তান যোশিয়ার পক্ষে প্রভুর মন্দিরে স্মৃতিচিহ্নরূপে থাকবে। [১৫] দূর থেকেও লোকেরা এসে প্রভুর মন্দির পুনর্নির্মাণকাজে সহযোগিতা দেবে; এতে তোমরা জানবে যে, সেনাবাহিনীর প্রভুই তোমাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করেছেন। তোমরা যদি সযত্নে প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, তবে এই সমস্ত কিছু সিদ্ধিলাভ করবে।'

উপবাস সংক্রান্ত প্রশ্ন

৭ [১] দারিউশ রাজার চতুর্থ বর্ষে, নবম মাসের, অর্থাৎ কিস্লেব মাসের চতুর্থ দিনে, প্রভুর বাণী জাখারিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল। [২] সেসময়ে রাজার প্রধান কঞ্চুকী বেথেল-সারেজের ও তার লোকেরা প্রভুর শ্রীমুখ প্রশমিত করতে লোক পাঠাল, [৩] এবং সেনাবাহিনীর প্রভুর গৃহের যাজকদের এবং নবীদের কাছে একথা জিজ্ঞাসা করতে পাঠাল যে, 'আমি এত বছর ধরে যেভাবে করে আসছি, সেইমত পঞ্চম মাসে কি শোক ও উপবাস পালন করে চলব?'

অতীতকালের শিক্ষা

[৪] তখন সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৫] 'তুমি দেশের সকল লোককে ও যাজকদের একথা বল: তোমরা এই সত্তর বছর ধরে পঞ্চম ও সপ্তম মাসে যখন উপবাস ও বিলাপ করছিলে, তখন তা কি আমার, আমারই খাতিরে করছিলে? [৬] যখন খাওয়া-দাওয়া করছিলে, তখন তা কি নিজেদেরই খাতিরে করছিলে না? [৭] এ কি সেই বাণী নয়, যা প্রভু আগেকার নবীদের মধ্য দিয়ে

ঘোষণা করেছিলেন যখন যেরুশালেম ও তার চারদিকের শহরগুলো শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করছিল এবং নেগেব ও শেফেলাতে জনবসতি ছিল?’
[৮] প্রভুর বাণী আবার জাখারিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:
[৯] ‘সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তোমরা ন্যায়বিচার সম্পাদন কর, প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও; [১০] বিধবা, এতিম, প্রবাসী ও দুঃখীকে অত্যাচার করো না। একে অন্যের বিরুদ্ধে মনে মনে দুরভিসন্ধি করো না।
[১১] কিন্তু তারা মনোযোগ দিতে রাজি হল না, আমার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে দিল, এবং যেন শুনতে না পায়, সেজন্য নিজেদের কান রুদ্ধ করল। [১২] হ্যাঁ, তারা নিজেদের হৃদয় হীরকের মত কঠিন করল, যেন নির্দেশবাণী শুনতে না পায়, এবং সেই সকল বাণীও শুনতে না পায়, যা সেনাবাহিনীর প্রভু তাঁর আত্মা দ্বারা আগেকার নবীদের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করছিলেন; এতে সেনাবাহিনীর প্রভু মহা আক্রোশে জ্বলে উঠলেন।
[১৩] তাই যেমন তিনি ডাকলে তারা সাড়া দিল না, তেমনি তারা ডাকলে আমি কান দেব না—সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন। [১৪] আমি ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা সেই সকল জাতির মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করলাম যাদের তারা জানত না, এবং দেশ তাদের পরে এমন উৎসন্ন হয়ে পড়ল যে, তা দিয়ে কেউ আর যাতায়াত করতে পারেনি। হ্যাঁ, তারা মনোরম দেশকে উৎসন্ন করল।’

ভাবী পরিত্রাণ

৮ [১] সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণী আবার আমার কাছে এসে উপস্থিত হল।

[২] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
আমি সিয়োনের জন্য উত্তপ্ত প্রেমের মহাজ্বালায় জ্বলছি,
তার জন্য আমি উত্তপ্ত অন্তর্জ্বালায়ই জ্বলছি!

[৩] প্রভু একথা বলছেন:
আমি সিয়োনে ফিরে আসব,
ও যেরুশালেমের অন্তঃস্থলে বাস করব;

যেরুশালেম “বিশ্বস্ততার নগরী” ব’লে,
ও সেনাবাহিনীর প্রভুর পর্বত “পবিত্র পর্বত” ব’লে অভিহিত হবে।

[৪] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই আবার যেরুশালেমের খোলা জায়গায় আসন পাবে,
তাদের বৃদ্ধ বয়সের কারণে প্রত্যেকের হাতে লাঠি থাকবে।
[৫] নগরীর খোলা জায়গা বালক-বালিকায় পরিপূর্ণ হবে,
তারা সেইখানে আমোদপ্রমোদ করবে।

[৬] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
এই জনগণের অবশিষ্টাংশের চোখের কাছে
তা যদি সেইদিনে অসম্ভব মনে হয়,
তবে কি আমার চোখেও তা অসম্ভব মনে হবে?
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।

[৭] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, আমি পুব ও পশ্চিম দেশ থেকে
আমার আপন জনগণকে ত্রাণ করব:
[৮] আমি তাদের ফিরিয়ে আনব
আর তারা যেরুশালেমের অন্তঃস্থলে বাস করবে;
তারা হবে আমার আপন জনগণ,
আর আমি হব বিশ্বস্ততায় ও ধর্মময়তায় তাদের আপন পরমেশ্বর।

[৯] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: ‘তোমাদের হাত সবল হোক! কেননা এই দিনগুলিতে নবীদের মুখ দিয়ে একথা শোনা যাচ্ছে: আজ সেনাবাহিনীর প্রভুর গৃহের ভিত স্থাপন করা হচ্ছে, হ্যাঁ, মন্দির পুনর্নির্মিত হবে! [১০] কিন্তু এই দিনগুলির আগে মানুষের জন্য মজুরি ছিল না, পশুর জন্যও ভাড়া ছিল না; বিরোধীদের কারণে কেউই নিরাপদে ভিতরে আসতে বা বাইরে যেতে পারত না; আমি নিজেই মানুষকে একে অন্যের বিরুদ্ধে রেখেছিলাম। [১১] কিন্তু এখন থেকে আমি এই জনগণের

অবশিষ্টাংশের প্রতি আবার আগেকার দিনগুলির মত ব্যবহার করব—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি। [১২] কারণ এই বীজ শান্তিরই বীজ! আঙুরলতা ফলবতী হবে, ভূমি তার আপন ফসল দান করবে, আকাশ শিশির প্রদান করবে: এই জনগণের অবশিষ্টাংশকে আমি এই সবকিছুর অধিকারী করব। [১৩] হে যুদাকুল ও ইস্রায়েলকুল, জাতিসকলের মধ্যে তোমরা যেমন ছিলে অভিশাপ, তেমনি আমি তোমাদের ত্রাণ করব, তাতে তোমরা হবে আশীর্বাদ! তাই তোমরা ভয় করো না: তোমাদের হাত সবল হোক!'

উপবাস সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর

[১৪] কেননা সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার কোপ প্রজ্বলিত করায় আমি যেমন তোমাদের অমঙ্গল ঘটাতে স্থির করেছি আর রেহাই দিইনি—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভু— [১৫] তেমনি এখন আমি মন ফিরিয়েছি আর যেরুশালেম ও যুদাকুলের মঙ্গল সাধন করব বলে সঙ্কল্প নিয়েছি; তোমরা ভয় করো না। [১৬] তোমাদের যা করতে হবে, তা এ: তোমরা প্রত্যেকে একে অন্যের মধ্যে সততার সঙ্গে কথা বলবে, তোমাদের নগরদ্বারে শান্তিজনক ন্যায়বিচার সম্পাদন করবে। [১৭] একে অন্যের বিরুদ্ধে মনে মনে দুরভিসন্ধি করবে না, মিথ্যা শপথ ভালবাসবে না, যেহেতু এই সমস্ত কিছু আমি ঘৃণা করি।' প্রভুর উক্তি।

[১৮] সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণী আবার আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৯] 'সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম ও দশম মাসের যে উপবাস, তা যুদাকুলের জন্য আনন্দ, পুলক ও ফুর্তির উৎসব হয়ে উঠবে; তাই তোমরা সত্য ও শান্তি ভালবাস।'

[২০] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'ভাবীকালে বহুজাতি ও বহু শহরের অধিবাসীরা এখানে আসবে; [২১] এবং এক শহরের অধিবাসীরা অন্য শহরে গিয়ে বলবে: চল, আমরা প্রভুর প্রসন্নতা প্রার্থনা করতে ও সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ করতে যাই; আমি নিজেই যাব! [২২] এইভাবে বহুজাতির মানুষ ও শক্তিশালী দেশ সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ করতে ও প্রভুর প্রসন্নতা প্রার্থনা করতে যেরুশালেমে আসবে।'

[২৩] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: ‘সেই দিনগুলিতে সর্বজাতির সর্বভাষার দশ দশ পুরুষ এক এক ইহুদী পুরুষের পোশাকের অঞ্চল ধরে একথা বলবে: আমরা তোমার সঙ্গে যাব, কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি যে, পরমেশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।’

নতুন এক প্রতিশ্রুত দেশ

৯ [১] দৈববাণী।

প্রভুর বাণী হাদ্রাকের বিরুদ্ধে;
তা দামাস্কের উপরে অধিষ্ঠিত,
কারণ আরামের মণি প্রভুরই, ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীও তাঁরই;
[২] তার পার্শ্ববর্তী হামাথ
ও তত বুদ্ধিমতী সেই সিদোনও তাঁরই।
[৩] তুরস নিজের জন্য একটা দৃঢ়দুর্গ গাঁথছে,
সেখানে ধূলিকণার মত রুপো
ও পথের কাদামাটির মত সোনা জমিয়ে রেখেছে।
[৪] দেখ, প্রভু সেই সবকিছু থেকে তাকে অধিকারচ্যুত করতে যাচ্ছেন,
সমুদ্রে তার শক্তিতে আঘাত হানবেন,
আর সে আগুনে কবলিত হবে।
[৫] তা দেখে আস্কেলোন ভীত হবে,
গাজাও তা দেখে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করবে,
এক্রোনও সেইমত হবে, কারণ তার আশা মিলিয়ে যাবে;
গাজার রাজা নিশ্চিহ্ন হবে,
এবং আস্কেলোন জনহীন হয়ে পড়বে।
[৬] আসদোদ হবে জারজ বংশের বসতি,
এভাবে আমি ফিলিস্তিনিদের দর্প খর্ব করব।
[৭] আমি তার মুখ থেকে তার পানীয় রক্ত,

ও দাঁতের মধ্য থেকে তার যত ঘৃণ্য বস্তু ছিনিয়ে নেব ;
কিন্তু তার অবশিষ্ট অংশও আমাদের পরমেশ্বরেরই হবে,
যুদার মধ্যে সে গোত্র হয়ে উঠবে,
এবং এক্রোন হবে যেবুসীয়দের সদৃশ।
[৮] আমি নিজে আমার বাড়ির প্রহরীরূপে দাঁড়াব
যাতায়াত করে যারা, তাদের প্রতিরোধ করার জন্য ;
কোন অত্যাচারী তার মধ্যে আর পা বাড়াবে না,
কারণ আমি নিজের চোখেই লক্ষ রাখছি।

পরিত্রাতার আগমন ও ইস্রায়েলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

[৯] সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ ;
সানন্দে চিৎকার কর, যেরুশালেম কন্যা।
এই দেখ ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন।
তিনি ধর্মময়, তিনি বিজয়ভূষিত।
তিনি বিনম্র, একটা গাধার পিঠে আসীন,
একটা বাচ্চা, গাধীর একটা বাচ্চারই পিঠে আসীন।
[১০] তিনি এফ্রাইম থেকে যত রথ,
ও যেরুশালেম থেকে যত রণ-অশ্ব বাতিল করে দেবেন,
রণ-ধনুকও বাতিল করা হবে ;
তিনি সর্বদেশের কাছে বলবেন 'শান্তি !'
তাঁর কর্তৃত্ব এক সাগর থেকে অন্য সাগরে,
মহানদী থেকে পৃথিবীর প্রান্তসীমায় ব্যাপ্ত হবে।

[১১] আর তোমার বিষয়ে আমি বলছি :
তোমার সন্ধির রক্তের খাতিরে
আমি তোমার বন্দিদের জলহীন সেই কুয়ো থেকে মুক্ত করব।
[১২] হে আশায় ভরা বন্দিসকল, দৃঢ়দুর্গে ফিরে এসো,

আজই আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি :
আমি তোমাদের দ্বিগুণ প্রতিদান দেব ;
[১৩] কারণ আমি যুদাকে টেনে নিয়েছি আমার নিজের ধনুকরূপে,
এফ্রাইমকে ছিলায় লাগিয়েছি তীরেরই মত ;
আমি তোমার সন্তানদের, হে সিয়োন,
তোমার সন্তানদেরই বিরুদ্ধে, হে যাবান, উত্তেজিত করেছি,
তোমাকে করেছি বীরের খড়্গের মত !
[১৪] তখন প্রভু তাদের উপরে দেখা দেবেন,
তাঁর তীর বিদ্যুতের মত চারদিকে ছুটাছুটি করবে ;
স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর তুরি বাজাবেন,
দক্ষিণা ঝড়ো বাতাসের মধ্যে এগিয়ে আসবেন।
[১৫] সেনাবাহিনীর প্রভু তাদের রক্ষা করবেন ;
তারা সবই গ্রাস করবে,
ফিঙের পাথরগুলি পায়ের নিচে মাড়িয়ে দেবে ;
আঙুররসের মত রক্ত পান করবে,
ভরে উঠবে বড় পূর্ণ বাটির মত,
বেদির শিংগুলোর মত।
[১৬] সেইদিন তাদের পরমেশ্বর প্রভু তাদের সকলকে
নিজের জনগণ রূপে মেষপালেরই মত বিজয়ভূষিত করবেন,
হ্যাঁ, তাঁর দেশের মাটির উপরে
মুকুটের রত্নামণির মতই হবে তাদের উজ্জ্বল উদ্ভাস !
[১৭] আহা, কেমন মঙ্গল, কেমন শোভা !
গম যুবকদের, ও নতুন আঙুররস যুবতীদের সতেজ করে তুলবে।

প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা

১০ [১] তোমরা বসন্তকালেই প্রভুর কাছে বর্ষা যাচনা কর ;

প্রভুই তো মেঘপুঞ্জ গড়ে তোলেন।
তিনি প্রচুর বৃষ্টি মঞ্জুর করেন,
প্রত্যেকজনের জমিতে ঘাস দান করেন।
[২] যেহেতু গৃহদেবতারা অসার কথা বলে,
মন্ত্রপাঠকেরা মায়া-দর্শন পায়,
মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলে,
অসার সান্ত্বনা দেয়,
সেজন্যই লোকেরা মেষপালের মত উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়,
পালক না থাকায় তারা দুঃখার্ত।

নতুন মুক্তিকর্ম ও প্রত্যাগমন

[৩] আমার ক্রোধ পালকদের উপরেই প্রজ্বলিত,
আমি ছাগদের উপরেই বর্ষণ করব প্রতিফল,
কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু
তাঁর আপন পাল সেই যুদাকুলকে দেখতে আসবেন,
তিনি তাকে যেন নিজের রণ-অশ্বের মত করবেন।
[৪] যুদা থেকেই উদ্ভূত হবে সংযোগপ্রস্তর ও তাঁবুর গোঁজ,
তা থেকেই রণ-ধনু,
তা থেকে সমস্ত জননায়ক;
[৫] তারা মিলে হবে এমন বীরের মত,
যারা যুদ্ধে পথের কাদা মাড়ায়;
তারা যুদ্ধ করবে, কারণ প্রভু তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন,
আর তখন যত অশ্বারোহী লজ্জিত হয়ে পড়বে।
[৬] আমি যুদাকুলকে পরাক্রমী করব,
যোসেফকুলকে বিজয়ভূষিত করব;
তাদের আমি ফিরিয়ে আনব, কারণ তাদের স্নেহ করি;
তারা এমন হবে, যেন আমি তাদের কখনও ত্যাগ করিনি,

কারণ আমিই তাদের পরমেশ্বর প্রভু,
আর আমি তাদের সাড়া দেব।

[৭] এফ্রাইম হবে বীরযোদ্ধার মত,
তাদের হৃদয় যেন আঙুররসে মত্ত হয়ে আনন্দিত হবে,
তা দেখে তার সন্তানেরা আনন্দে মেতে উঠবে,
তাদের হৃদয় প্রভুতে উল্লাস করবে।
[৮] আমি শিস দিয়ে তাদের জড় করব,
কারণ তাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলাম,
আর তারা যেমন বহুসংখ্যক ছিল, তেমনি বহুসংখ্যক হবে।
[৯] আমি জাতিসকলের মাঝে তাদের বিক্ষিপ্ত করব,
কিন্তু নানা দূর দেশে থাকলেও তারা আমাকে স্মরণ করবে,
তারা তাদের সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করবে, পরে ফিরে আসবে।
[১০] আমি মিশর দেশ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব,
আশুর থেকে তাদের সংগ্রহ করব;
আমি গিলেয়াদ দেশে ও লেবাননে তাদের চালনা করব,
আর সেই স্থানও তাদের পক্ষে কুলোবে না।
[১১] তারা মিশরীয় সাগর পেরিয়ে যাবে,
তিনি সাগর-মাঝে আঘাত হানবেন,
তখন নীল নদের যত গভীর স্থান শুষ্ক হবে।
আশুরের গর্ব খর্ব হবে,
মিশরের রাজদণ্ড দূর করা হবে।
[১২] আমি তাদের সকলকে প্রভুতেই পরাক্রমী করব,
আর তারা তাঁর নামে এগিয়ে চলবে—প্রভুর উক্তি।

শত্রুদেশগুলোর বিরুদ্ধে বাণী

১১ [১] হে লেবানন, তোমার তোরণদ্বার খুলে দাও,

আগুন গ্রাস করুক তোমার যত এরসগাছ।
[২] হে দেবদারুগাছ, হাহাকার কর, কারণ এরসগাছ ভূপাতিত,
তরুরাজ সকল এখন বিধ্বস্ত।
হে বাশানের ওক্ গাছ, তোমরা হাহাকার কর,
কারণ ভূমিসাৎ হল অগম্য বন।
[৩] মেষপালদের হাহাকারের সুর!
বিধ্বস্ত হল তাদের গৌরব!
যুবসিংহদের গর্জনধ্বনি,
বিধ্বস্ত হল যর্দনের শোভা!

দুই পালকের রূপক-কাহিনী

[৪] আমার পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, 'তুমি জবাইয়ের জন্য রাখা এই মেষপাল চরাও, [৫] ক্রেতারা অদণ্ডিত হয়ে যা বধ করে ও যার বিক্রেতারা প্রত্যেকে বলে, "ধন্য প্রভু, আমি ধনী হলাম;" এবং পালকেরা যার প্রতি দয়াটুকুও দেখায় না। [৬] আমিও দেশবাসীদের প্রতি দয়াটুকু দেখাব না—প্রভুর উক্তি। বরং দেখ, প্রতিটি মানুষকে যার যার প্রতিবেশীর কবলে ও তার রাজার কবলে তুলে দেব; তারা দেশকে চূর্ণ করবে, কিন্তু আমি তাদের কবল থেকে কাউকে উদ্ধার করব না।'

[৭] তাই আমি মেষের ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সেই বধ্য মেষপালকে চরাতে লাগলাম। আমি দু'টো পাচনি নিলাম: তার একটার নাম মাধুরী, অন্যটার নাম মিলন রাখলাম, আর আমি নিজেই সেই মেষপালকে চরালাম। [৮] এক মাসের মধ্যে আমি তিনজন পালককে বাদ দিলাম; কিন্তু মেষগুলির প্রতি আমি অধৈর্য হলাম, মেষগুলিও আমাকে ঘৃণার চোখে দেখত। [৯] তখন আমি বললাম, 'আমি তোমাদের আর চরাব না; যার মরার কথা সে মরুক, যার উচ্ছিন্ন হওয়ার, সে উচ্ছিন্ন হোক; আর বাকিগুলো একটা অপরটাকে গ্রাস করুক।' [১০] পরে আমি 'মাধুরী' পাচনি নিয়ে তা দু' টুকরো করলাম, এভাবে সর্বজাতির সঙ্গে আমার সেই সন্ধি ভঙ্গ করলাম। [১১] যেদিন আমি তা ভেঙে ফেললাম, সেইদিন পালের ব্যবসায়ীরা—তারা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল—বুঝতে পারল যে, এ প্রভুরই বাণী।

[১২] পরে আমি তাদের বললাম: ‘তোমরা যদি ঠিক মনে কর, আমার মজুরি দাও; নইলে থাক্।’ তাই আমার মজুরি হিসাবে তারা ত্রিশটা রুপোর শেকেল ওজন করে দিল। [১৩] কিন্তু প্রভু আমাকে বললেন, ‘তা ঢালাইকরের কাছে ফেলে দাও; ওদের গণনায় আমার যে মূল্য, তা সত্যিই বিলক্ষণ!’ তাই আমি সেই ত্রিশটা রুপোর শেকেল প্রভুর মন্দিরে, ঢালাইকরের জন্য, ফেলে দিলাম। [১৪] পরে ‘মিলন’ সেই দ্বিতীয় পাচনি দু’ টুকরো করলাম, এভাবে যুদা ও ইস্রায়েলের ভ্রাতৃসম্পর্ক ভেঙে দিলাম।

[১৫] পরে প্রভু আমাকে বললেন, ‘এবার তুমি নির্বোধ এক মেষপালকের জিনিসপত্র নাও; [১৬] কেননা দেখ, আমি দেশে এমন এক মেষপালকের উদ্ভব ঘটাতে যাচ্ছি, যে পথভ্রষ্ট মেষগুলির প্রতি চিন্তাটুকু করবে না, বিক্ষিপ্ত মেষগুলির খোঁজে বেড়াবে না, অসুস্থ মেষগুলিকে যত্ন করবে না, ক্ষুধার্ত মেষগুলিকে খেতে দেবে না; কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট মেষগুলির মাংস খাবে, এমনকি তাদের ক্ষুরও ছিঁড়বে।

[১৭] ধিক্ সেই জ্ঞানহীন পালককে, যে পাল ত্যাগ করে!
তার বাহু ও ডান চোখের উপরে খড়্গ পড়ুক!
তার বাহু সম্পূর্ণই নুলো হয়ে যাক,
তার ডান চোখ সম্পূর্ণই অন্ধ হয়ে যাক!’

যেরুশালেমের মুক্তি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা

১২ [১] দৈববাণী। ইস্রায়েলের বিষয়ে প্রভুর বাণী। যিনি আকাশমণ্ডল বিছিয়ে দিলেন ও পৃথিবীর ভিত স্থাপন করলেন, যিনি মানুষের অন্তঃস্থলে আত্মা গড়ে তুললেন, সেই প্রভু একথা বলছেন: [২] ‘দেখ, আমি চারপাশের সকল জাতির পক্ষে যেরুশালেমকে এমন পানপাত্র করব যা মাথার টলন ঘটায়, এবং যেরুশালেমের অবরোধকালে যুদারও সঙ্কট হবে। [৩] সেইদিন আমি যেরুশালেমকে এমন পাথর করব যা জাগানো সর্বজাতির পক্ষে অধিক ভারী হবে; যত লোক তা জাগাতে চেষ্টা করবে, তারা সকলে ক্ষতবিক্ষত হবে; তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বজাতিকে জড় করা হবে। [৪] সেইদিন—প্রভুর উক্তি—আমি সমস্ত রণ-অশ্বকে স্তব্ধতায় ও সমস্ত অশ্বারোহীকে উন্মাদনে আহত করব; কিন্তু যুদাকুলের প্রতি আমার চোখ উন্মীলিত রাখব, সর্বদেশের রণ-অশ্বকে অন্ধতায় আহত

করব। [৫] তখন যুদার নেতারা মনে মনে বলবে: “তাদের পরমেশ্বর সেনাবাহিনীর প্রভুতেই রয়েছে যেরুশালেমের অধিবাসীদের শক্তি!” [৬] সেইদিন আমি যুদার নেতাদের করব কাঠরাশির মধ্যে আগুনের আঙড়ার মত, আঁটির মধ্যে জ্বলন্ত মশালের মত; তারা ডান দিকে ও বাঁ দিকে চারদিকেরই সকল জাতিকে গ্রাস করবে। কেবল যেরুশালেমই তার নিজের জায়গায়—সেই যেরুশালেমেই—অক্ষুণ্ন থাকবে।

[৭] প্রভু সর্বপ্রথমে যুদার তাঁবুগুলি ত্রাণ করবেন, যেন দাউদকুলের কান্তি ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের কান্তি যুদার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি না পায়। [৮] সেইদিন প্রভু যেরুশালেম-অধিবাসীদের রক্ষা করবেন; আর তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে দুর্বল, সে হবে দাউদেরই মত, এবং দাউদকুল হবে পরমেশ্বরেরই মত, প্রভুর যে দূত তাদের অগ্রগামী, তাঁরই মত!

[৯] যেরুশালেমের বিরুদ্ধে যত দেশ আসবে, সেইদিন আমি তাদের সকলকে বিনাশ করতে সচেষ্ট থাকব। [১০] কিন্তু আমি দাউদকুলের উপর ও যেরুশালেমের অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ ও মিনতির আত্মা বর্ষণ করব: তাই তারা তাকিয়ে দেখবে এই আমারই দিকে, যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে। তাঁর জন্য তারা বিলাপ করবে যেমন একমাত্র পুত্রের জন্য বিলাপ করা হয়; তাঁর জন্য তারা শোক করবে যেমন প্রথমজাত পুত্রসন্তানের জন্য শোক করা হয়। [১১] সেদিন যেরুশালেমে বিরাজ করবে মহা বিলাপ, যেমন মেগিদ্দো-সমতল ভূমিতে হাদাদ-রিম্মোনে মহাবিলাপ হয়েছিল। [১২] সমস্ত দেশ গোত্রে গোত্রে বিলাপ করবে:

দাউদকুলের গোত্র আলাদা ক'রে,
তাদের স্ত্রীলোকেরাও আলাদা ক'রে,
নাথান-কুলের গোত্র আলাদা ক'রে
তাদের স্ত্রীলোকেরাও আলাদা ক'রে,
[১৩] লেবিকুলের গোত্র আলাদা ক'রে,
তাদের স্ত্রীলোকেরাও আলাদা ক'রে,
শিমেইয়ের গোত্র আলাদা ক'রে,
তাদের স্ত্রীলোকেরাও আলাদা ক'রে,

[১৪] আর এইভাবে বাকি সকল গোত্র—প্রতিটি গোত্র আলাদা ক'রে,
তাদের স্ত্রীলোকেরাও আলাদা ক'রে বিলাপ করবে।'

১৩ [১] সেইদিন পাপ ও অশুচিতা মুছে ফেলার জন্য দাউদকুলের ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের জন্য একটা ঝরনা উন্মুক্ত হবে।

[২] সেইদিন—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি দেশ থেকে দেবমূর্তির যত নাম উচ্ছেদ করব, তাদের কথা আর কারও স্মরণে থাকবে না; নবীদের ও তাদের অশুচিতাজনক আত্মাকেও আমি দেশ থেকে দূর করে দেব। [৩] যদি কেউ দুঃসাহস দেখিয়ে নবীয় বাণী দেয়, তবে তার জন্মদাতা পিতামাতা তাকে বলবে: 'তুমি বাঁচবে না, কারণ তুমি প্রভুর নাম করে মিথ্যাই বলছ;' এবং সে নবীয় বাণী দিতে দিতেই তার জন্মদাতা পিতামাতা তাকে বিঁধিয়ে দেবে। [৪] সেইদিন এমনটি ঘটবে যে, নবীরা প্রত্যেকে ভাববাণী দেওয়ার সময়ে নিজ নিজ দর্শনের বর্ণনা দিতে লজ্জাবোধ করবে, প্রবঞ্চনা করার অভিপ্রায়ে তারা তাদের সেই লোমের আলোয়ানও আর পরবে না। [৫] কিন্তু তারা প্রত্যেকে বলবে: 'আমি নবী নই, আমি চাষী, ছেলেবেলা থেকেই আমি কেবল চাষবাদ করে আসছি।' [৬] আর যদি কেউ তাকে বলে, 'তবে তোমার দু'হাতে ওই সব কাটাকাটির দাগ কী?' তাহলে সে উত্তরে বলবে, 'আমার সেই প্রেমিকদের গৃহে থাকাকালে এই সমস্ত আঘাত পেয়েছি।'

[৭] হে খড়্গা, তুমি আমার পালকের বিরুদ্ধে,
আমার সখার বিরুদ্ধে জেগে ওঠ;
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
পালককে আঘাত কর, পালের মেষগুলো ছড়িয়ে পড়ুক,
তখন আমি ছোটদের বিরুদ্ধে হাত ফেরাব।
[৮] সমগ্র দেশ জুড়ে এমনটি ঘটবে—প্রভুর উক্তি—
তিন ভাগের দু'ভাগ লোক উচ্ছিন্ন হয়ে মারা পড়বে;
আর তৃতীয় ভাগ লোক অবশিষ্ট থাকবে।
[৯] আমি সেই তৃতীয় অংশকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার করাব,

যেমন রুপো শোধন করা হয়, তেমনি তাদের শোধন করব,
যেমন সোনা যাচাই করা হয়, তেমনি তাদের যাচাই করব।
সে আমার নাম করবে আর আমি তাকে সাড়া দেব ;
আমি তাকে বলব : ‘এ আমার আপন জনগণ ;’
আর সে বলবে, ‘প্রভুই আমার আপন পরমেশ্বর।’

ঈশ্বরের রাজ্যের চরম প্রতিষ্ঠা

১৪ [১] দেখ, প্রভুর দিন আসছে; তখন তোমারই মধ্যে, হে যেরুশালেম, তোমার
সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়ে ভাগ ভাগ করা হবে। [২] কেননা আমি যুদ্ধের জন্য সকল দেশকে
যেরুশালেমের বিরুদ্ধে জড় করব; তখন নগরীর পতন হবে, বাড়ি-ঘর লুণ্ঠিত হবে,
স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার চালানো হবে, নগরীর অর্ধেক লোক নির্বাসনের দিকে রওনা
হবে, কিন্তু জনগণের অবশিষ্ট অংশ নগরী থেকে বিচ্যুত হবে না। [৩] তখন স্বয়ং প্রভু
বেরিয়ে পড়বেন ও সংগ্রামের সেই দিনে যেমন যুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি ওই দেশগুলির
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। [৪] সেইদিন তাঁর পা দু’টো জৈতুন পর্বতের উপরে দাঁড়াবে, যা
যেরুশালেমের সামনাসামনি পুবদিকে রয়েছে; আর জৈতুন পর্বত পুবদিকে ও
পশ্চিমদিকে দু’ভাগে ফেটে গিয়ে গভীরতম এক উপত্যকা হয়ে যাবে; পর্বতের অর্ধেক
উত্তরদিকে ও অর্ধেক দক্ষিণদিকে সরে যাবে। [৫] পর্বতগুলির মধ্যে যে উপত্যকা, তা
ভরাট করা হবে; হ্যাঁ, পর্বতগুলির মধ্যে সেই উপত্যকা আৎসাল পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়ে
যাবে; যুদা-রাজ উজ্জিয়ার সময়ে ভূমিকম্পের ফলে তা যেভাবে অবরুদ্ধ হয়ে গেছিল,
ঠিক সেইভাবে এবারও অবরুদ্ধ হবে। তখন আমার পরমেশ্বর প্রভু নিজেই আসবেন,
আর তাঁর সঙ্গে আসবেন তাঁর সকল পবিত্রজন। [৬] সেইদিন আলো হবে না, শীত ও
বরফও হবে না: [৭] তা অখন্ড একটা দিন হবে, প্রভুই তার কথা জানেন; তাতে দিনও
থাকবে না, রাতও থাকবে না; সন্ধ্যাবেলায়ও আলোর উদ্ভাস থাকবে। [৮] সেইদিন
এমনটি হবে যে, যেরুশালেম থেকে জীবনময় জল নির্গত হয়ে তার অর্ধেক পুব-সাগরের
দিকে ও অর্ধেক পশ্চিম-সাগরের দিকে বইবে—গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল, সবসময়েই

বইবে। [৯] তখন প্রভু হবেন সমগ্র পৃথিবীর রাজা; সেইদিন প্রভু অনন্য হবেন এবং তাঁর নামও অনন্য হবে।

[১০] গেবা থেকে নেগেব-রিম্মোন পর্যন্ত সমস্ত দেশ সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত হবে, কিন্তু যেরুশালেম তার নিজের জায়গায় উচ্চ হয়ে দাঁড়াবে; এবং বেঞ্জামিন-দ্বার থেকে প্রথমদ্বারের জায়গা পর্যন্ত অর্থাৎ কোণ-দ্বার পর্যন্ত, এবং হানানেয়েল-দুর্গ থেকে রাজার আঙুরপেষাইযন্ত্র পর্যন্ত তা মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ হবে। [১১] তারা সেখানে বসতি করবে: বিনাশ-মানত আর হবে না, কিন্তু যেরুশালেম হবে নিরাপদ বাসস্থান।

[১২] আর যে সকল দেশ যেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, প্রভু এই মারাত্মক আঘাতে তাদের আহত করবেন: তারা পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেই পায়ের মাংস পচে যাবে, কোটরে চোখ দু'টো পচে যাবে, মুখে জিহ্বা পচে যাবে। [১৩] সেইদিন তাদের মধ্যে প্রভু দ্বারা ঘটিত এক মহাকোলাহল বাধবে; তারা প্রত্যেকে তাদের প্রতিবেশীর হাত ধরবে ও নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মারা পড়বে। [১৪] যুদাও যেরুশালেমে যুদ্ধ করবে, এবং চারপাশের সমস্ত দেশের ধন—প্রচুর সোনা, রুপো, বসন—সবই সেখানে রাশি রাশি করে সঞ্চিত হবে। [১৫] এবং সেই সকল শিবিরের যত ঘোড়া, খচ্চর, উট, গাধা ইত্যাদি সকল পশুও তেমন মারাত্মক আঘাতে আহত হবে।

[১৬] এই সমস্ত কিছুর পর, যে সকল দেশ যেরুশালেম আক্রমণ করল, সেগুলোর মধ্যে যারা রক্ষা পাবে, তারা বছরে বছরে সেনাবাহিনীর প্রভু রাজার কাছে প্রণিপাত করতে ও পর্ণকুটির পর্ব পালন করতে আসবে। [১৭] আর পৃথিবীর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোন গোষ্ঠী যদি সেনাবাহিনীর প্রভু রাজার উদ্দেশে প্রণিপাত করতে যেরুশালেমে না আসে, তাদের জন্য বৃষ্টি হবে না। [১৮] মিশরের গোষ্ঠী যদি না আসে বা হাজির হতে সম্মত না হয়, তবে তার উপরে সেই একই মারাত্মক আঘাত নেমে পড়বে যা প্রভু সেই সকল দেশের উপরে হানবেন, যেগুলো পর্ণকুটির পর্ব পালন করতে আসেনি। [১৯] মিশরের উপরে ও যে সকল দেশ পর্ণকুটির পর্ব পালন করতে আসবে না, সেগুলোর উপর তেমন শাস্তিই নেমে পড়বে।

[২০] সেইদিন ঘোড়াদের ঘণ্টীতেও একথা লেখা থাকবে: 'প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র'; এবং প্রভুর মন্দিরে সমস্ত হাঁড়ি হবে সেই পাত্রগুলির মত যা যজ্ঞবেদির সামনে রাখা।

[২১] এমনকি, যেরুশালেম ও যুদার সমস্ত হাঁড়িই সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হবে; এবং যারা বলি উৎসর্গ করতে চাইবে, তারা সকলে এসে পশুর মাংস রান্না করতে সেই সমস্ত হাঁড়ি ব্যবহার করবে। সেইদিন সেনাবাহিনীর প্রভুর মন্দিরে কোন ব্যবসায়ী আর থাকবে না।

---

১ [৫] অতীতকালের নবীগণ মারা গেছেন বইকি, কিন্তু তাঁদের উচ্চারিত বাণী কার্যকরই ছিল; সুতরাং আজও তাঁদের বাণী শুনে সেই অনুসারে মন ফেরানো দরকার।

[১৭] 'মনোনীত': ঈশ্বর যেরুশালেম বা ইস্রায়েলকে (বা মানুষকে) তাদের যোগ্যতার জন্য মনোনীত করেন এমন নয়; তাঁর মনোনয়ন তাঁর ভালবাসারই চিহ্ন (দ্বিঃবিঃ ৭:৭..; ১ রাজা ৩:৮; ১ বংশ ১৫:২)।

২ [২] 'শিংগুলো' হল সেই শত্রুসকল যারা ইস্রায়েলকে চারদিকে বিক্ষিপ্ত করে নির্বাসিত করেছিল।

[৬] যেরুশালেমকে মাপায় এমন আশা নিহিত যে, নগরীটা আগেকার চেয়ে অধিক বড় হবে।

[৯] "আমি-সেখানে-আছি" কথায় যাত্রাপুস্তকে ঈশ্বরের আত্মপরিচয় দানের কথা ধ্বনিত। ঈশ্বর যেখানে উপস্থিত সেখানে পরিত্রাণ করতেই উপস্থিত: সেকালে তিনি যেমন করেছিলেন, এবারও করবেন বলে নব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

[১৭] ঈশ্বর পরিত্রাণ কর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন, মানুষ নিশ্চুপ হয়ে সেই মহাকর্মের প্রতীক্ষায় থাকুক (জেফা ১:৭)।

৩ [৭] আগে রাজারা মাঝে মাঝে যাজকদের নিযুক্ত করতেন ও মন্দির সংক্রান্ত পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতেন; এখন সন্ধির প্রতি বিশ্বস্ততার খাতিরে যাজকত্ব প্রাধান্য পায়। ঈশ্বরের চারপাশে যে স্বর্গদূতেরা উপস্থিত, ঠিক তাঁদেরই মত যাজকেরা ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগ রাখবেন।

[৮] পরিশুদ্ধ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত যাজকত্ব এমন চিহ্ন যে পরিত্রাণ সন্নিকট। • 'পল্লব' মশীহমুখী এক নাম: এর দ্বারাও পরিশুদ্ধ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত যাজকত্ব মশীহের আসন্ন আগমনের বাস্তব চিহ্ন বলে উপস্থাপিত।

[৯] 'সাত চোখ' যাজকত্ব ও জনগণের উপরে ঈশ্বরের রক্ষাকারী সহায়তা নির্দেশ করে।

৪ [৬] জনগণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও মশীহের আগমন মানুষের কাজের ফল নয়, স্রষ্টার পরাক্রমই এই সমস্ত কিছুর সাধক।

[১৪] তৈলাভিষিক্ত বলে এই দুই ব্যক্তি মশীহ-মণ্ডলীর পরিচালক হিসাবে চিহ্নিত।

৫ [৩] পত্রের এক পিঠ প্রতিবেশীর প্রতি, অপর পিঠ ঈশ্বরের প্রতি অপরাধের কথা তুলে ধরে।

[৬] এক এফা পঁয়তাল্লিশ লিটারের সমান।

৭ [৭] জনগণ যদি নবীদের বাণী শুনত সমস্ত অমঙ্গল এড়াতে পারত।

৮ [২৩] 'দশ' সংখ্যাই বহুসংখ্যা ও দলবদ্ধতার প্রতীক: সর্বজাতির মানুষ বহুসংখ্যক ও দলবদ্ধভাবেই যোগ দিতে আসবে।

১১ [১২] ত্রিশটা রুপোর শেকেল ছিল একজন ক্রীতদাসের মূল্য, এজন্যই মূল্যটা ঈশ্বরের প্রতি অপমানজনক।

১২ [১০] '… যাঁকে তারা বিঁধিয়ে …': এই সমস্ত ঘটনা চরমকালীন এক পরিস্থিতিতে ঘটছে: যেরুশালেম-অবরোধের সমাপ্তি, সার্বজনীন শোকপ্রকাশ (১০-১৩ পদ), পরিত্রাণদায়ী ঝরনা (১৩:১); সুতরাং, মশীহ-কাল রহস্যময় এক যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর উপর নির্ভর করে; সাধু যোহন যিশুর যন্ত্রণাভোগ-মৃত্যুর সময়ে এই ভাববাণী উল্লেখ করেন।

১৩ [১] এই পাপশোধন সেই রহস্যময় ব্যক্তির মৃত্যুর ফল যাঁকে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল (১২:১০)।

[৬] সেসময়ের নবীরা নিজেদের দেহ কাটাকাটি করতেন বিধায় এই ব্যক্তি নবী বলে অভিযুক্ত।

১৪ [২১] মশীহ-কালে অপবিত্র কিছুই আর থাকবে না, সবই ও সকলে হবে ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র।

মালাখি

মালাখি পুস্তক খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর লেখা। ৩ অধ্যায় প্রথম পদে উল্লিখিত 'মালাখি' (আমার দূত) শব্দ থেকেই পুস্তকের অজানা লেখকের নাম ধরে নেওয়া হয়েছিল। পুস্তকের বিষয়বস্তু হল প্রভুর দিন ও শুদ্ধ উপাসনা।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩

ইস্রায়েলের প্রতি প্রভুর ভালবাসা

১ [১] দৈববাণী। মালাখির মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের প্রতি প্রভুর বাণী। [২] আমি তোমাদের ভালবেসেছি—স্বয়ং প্রভু একথা বলছেন। কিন্তু তোমরা বলে থাক: 'তুমি কিসেতেই বা তোমার ভালবাসা দেখিয়েছ?' এসৌ কি যাকোবের ভাই ছিল না?—প্রভুর উক্তি—তবু আমি যাকোবকে ভালবেসেছিলাম [৩] কিন্তু এসৌকে ঘৃণা করেছিলাম। আমি তার পর্বতগুলিকে ধ্বংসস্থান করেছি, ও তার উত্তরাধিকার প্রান্তরের শিয়ালদের বাসস্থান করেছি। [৪] এদোম যদিও বলে, 'আমরা চূর্ণ হয়েছি বটে, কিন্তু আমাদের ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করব,' তবু সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তারা পুনর্নির্মাণ করুক, কিন্তু আমি ভেঙে ফেলব; তারা 'অপকর্মের অঞ্চল' ও 'সেই দেশ, যার প্রতি প্রভু নিত্যই ক্রুদ্ধ' বলে পরিচিত হবে। [৫] তোমাদের চোখ তা দেখতে পাবে, তখন তোমরা বলবে, 'ইস্রায়েলের সীমানার বাইরেও প্রভু মহীয়ান!'

প্রকৃত উপাসনার জন্য অপরিহার্য শর্ত

[৬] ছেলে নিজ পিতাকে ও দাস নিজ প্রভুকে গৌরব আরোপ করে; আচ্ছা, আমি যদি পিতা হই, তবে আমার দেয় গৌরব কোথায়? আর আমি যদি প্রভু হই, তবে আমার দেয় সম্ভ্রম কোথায়? একথা সেনাবাহিনীর প্রভু বলছেন তোমাদেরই কাছে, হে যাজকেরা, যারা আমার নাম অবজ্ঞা কর। তোমরা নাকি জিজ্ঞাসা কর, 'আমরা কিসেতেই বা

তোমার নাম অবজ্ঞা করেছি?’ [৭] আমার যজ্ঞবেদির উপরে তোমরা তো অশুচি খাদ্য রাখ অথচ বল, ‘কিসেতেই বা তোমাকে অবজ্ঞা করেছি?’ তোমরা যখন বল, ‘প্রভুর ভোজনপাট তাচ্ছিল্যের বস্তু,’ একথা বলায়ই তোমরা তাই কর। [৮] আর যখন তোমরা যজ্ঞের জন্য অন্ধ পশু আন, তা কি অন্যায় নয়? যখন খোঁড়া ও পীড়িত পশু আন, তাও কি অন্যায় নয়? তোমাদের প্রদেশপালের উদ্দেশে তা নিবেদন কর দেখি; সে কি তাতে প্রসন্ন হবে? সে কি তোমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবে? একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

[৯] তবে ঈশ্বরের শ্রীমুখ প্রশমিত কর তিনি যেন তোমাদের প্রতি দয়া দেখান (আসলে তোমরা ঠিক তাই করেছ!); তিনি তোমাদের দিকে কি মুখ তুলে চাইবেন? একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। [১০] আহা, তোমাদের মধ্যে যদি একজন দরজা বন্ধ করত যেন আমার যজ্ঞবেদির উপরে আগুন বৃথাই না জ্বলে! না, তোমাদের নিয়ে আমি প্রীত নই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—তোমাদের হাত থেকে আমি কোন অর্ঘ্যই প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছি না। [১১] কেননা সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান, এবং সর্বত্রই ধূপ ও শুদ্ধ অর্ঘ্য আমার নামের উদ্দেশে নিবেদিত হয়; কারণ সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। [১২] কিন্তু তোমরা তা অপবিত্র কর, কারণ তোমরা বল, ‘প্রভুর ভোজনপাট কলুষিত, আর তার উপরে যা আছে, তাঁর সেই খাদ্য তাচ্ছিল্যের বস্তু।’ [১৩] আরও বল: ‘হায়, যন্ত্রণা!’ এবং আমার উপরে অবজ্ঞায় ফুৎকার দাও—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। তাছাড়া তোমরা লুট করা, খোঁড়া ও পীড়িত পশুকেই অর্ঘ্যরূপে আন; তোমাদের হাত থেকে আমি কি তেমন কিছু প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি? একথা বলছেন প্রভু। [১৪] অভিশপ্ত হোক সেই প্রবঞ্চক, পালের মধ্যে মদ্দা পশু থাকলেও যে মানত ক’রে প্রভুর উদ্দেশে নিখুঁত নয় এমন পশু বলি দেয়; কারণ আমি মহান রাজা—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—আর সর্বদেশের মাঝে আমার নাম ভয়ঙ্কর!

২ [১] এখন, হে যাজকেরা, তোমাদের প্রতিই এই সাবধান বাণী। [২] তোমরা যদি না শোন, ও আমার নাম গৌরবান্বিত করতে যদি দৃঢ়সঙ্কল্প না হও, তবে—সেনাবাহিনীর

প্রভু একথা বলছেন—আমি তোমাদের উপরে অভিশাপ প্রেরণ করব, ও তোমাদের যত আশীর্বাদ অভিশাপেই পরিণত করব। এমনকি, সেই সমস্ত আশীর্বাদ আমি অভিশপ্ত করেছি, কেননা তোমরা তেমন দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হওনি।

[৩] দেখ, আমি তোমাদের বংশধরদের বিরুদ্ধে ভর্ৎসনা আনছি, তোমাদের মুখে মল, অর্থাৎ তোমাদের উৎসবগুলিতে বলীকৃত পশুদের সেই মল ছড়াব, যেন তার সঙ্গে তোমাদেরও ফেলে দেওয়া হয়। [৪] তাতে তোমরা জানবে যে, লেবির সঙ্গে আমার সন্ধি বাঁচিয়ে রাখার জন্যই আমি এই সাবধান বাণী তোমাদের লক্ষ্য করে প্রেরণ করেছি—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। [৫] তার সঙ্গে আমার যে সন্ধি ছিল, তা ছিল জীবন ও শান্তিরই সন্ধি, আর আমি দু'টোই তাকে মঞ্জুর করেছি; এমন সন্ধি, যা প্রভুভয়-সংক্রান্ত, আর সে আমাকে ভয় করল ও আমার নামের প্রতি সম্ভ্রম দেখাল। [৬] তার মুখে বিশ্বাসযোগ্য নির্দেশবাণী ছিল, তার ওষ্ঠে মিথ্যা ছিল না; সে শান্তি ও সততায় আমার সামনে পথ চলল, এবং অনেককে অন্যায় থেকে ফিরিয়ে নিল। [৭] বস্তুত যাজকের ওষ্ঠ সদ্জ্ঞান রক্ষা করবে, এবং নির্দেশবাণীর অন্বেষণ তার মুখেই মিলবে, কেননা সে সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণীদূত। [৮] কিন্তু তোমরা পথ থেকে সরে পড়েছ, ও তোমাদের নির্দেশবাণী দ্বারা অনেককে হোঁচট খাইয়েছ; যেহেতু তোমরা লেবির সন্ধি ভঙ্গ করেছ—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু— [৯] সেজন্য আমিও গোটা জনগণের সাক্ষাতে তোমাদের তাচ্ছিল্যের বস্তু ও নীচু করলাম, কারণ তোমরা আমার সমস্ত পথ পালন করনি ও বিধান অনুশীলনে পক্ষপাত করেছ।

সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কে বিশ্বস্ততা

[১০] আমাদের সকলের কি এক পিতা নন? এক ঈশ্বর কি আমাদের সৃষ্টি করেননি? তবে আমরা কেন প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের সন্ধি অপবিত্র করি? [১১] যুদা অবিশ্বস্ত হয়েছে, এবং ইস্রায়েলে ও যেরুশালেমে জঘন্য কাজ সাধিত হয়েছে; কেননা যুদা প্রভুর সেই প্রিয় পবিত্রধাম অপবিত্র করেছে ও বিজাতীয় এক দেবের কন্যাকে বিবাহ করেছে। [১২] তেমন কর্ম যে সাধন করেছে, প্রভু যাকোবের তাঁবুগুলি থেকে তাকে উচ্ছেদ করুন; হ্যাঁ, তেমন ব্যাপারে

যে কেউ সাক্ষীরূপে দাঁড়ায় ও যে কেউ সহযোগিতা দেয়, এবং যে কেউ সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করে, তিনি তাকে উচ্ছিন্ন করুন!

[১৩] তাছাড়া তোমরা অন্য কিছুও সাধন করে থাক, যথা: তোমরা চোখের জলে, কান্নায় ও আর্তনাদে প্রভুর যজ্ঞবেদি আচ্ছাদিত করে থাক, কারণ তিনি অর্ঘ্যের দিকে নজর দেন না ও তোমাদের হাত থেকে তা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করেন না। [১৪] তখন তোমরা নাকি জিজ্ঞাসা কর, 'এর কারণ কী?' কারণটা এ, তোমার যৌবনকালের স্ত্রী ও তোমার মধ্যে প্রভু সাক্ষীরূপে দাঁড়াচ্ছেন—হ্যাঁ, তোমার সেই স্ত্রী, যে তোমার সখী ও চুক্তির জোরে তোমার স্ত্রী হলেও তার প্রতি তুমি বিশ্বস্ততা ভঙ্গ কর। [১৫] তিনি কি মাংস ও প্রাণবায়ু-বিশিষ্ট অনন্যই এক ব্যক্তিত্বকে গড়েননি? এই অনন্য ব্যক্তিত্ব পরমেশ্বরের কাছ থেকে একটা বংশ ছাড়া আর কিসের অন্বেষণ করে? সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রাণের প্রতি সম্মান দেখাও, এবং কেউই যেন তার যৌবনকালের স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততা ভঙ্গ না করে। [১৬] কারণ যে কেউ ঘৃণার ভিত্তিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—সে নিজের বসন অত্যাচারে আচ্ছাদিত করে—একথা বলছেন প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রাণের প্রতি সম্মান দেখাও, হিংসাভরে ব্যবহার করো না।

প্রভুর দিন

[১৭] তোমাদের বহু কথা দ্বারা তোমরা প্রভুকে ক্লান্তই করেছ; তবু বলে থাক: 'কিসেতেই বা তাঁকে ক্লান্ত করেছি?' তোমরা তখনই কর, যখন বল, 'প্রভুর দৃষ্টিতে অপকর্মাও ভাল, এমনকি তিনি তাকে নিয়ে প্রীত;' কিংবা যখন তোমরা বলে ওঠ, 'সুবিচারের পরমেশ্বর কোথায়?'

৩ [১] দেখ! আমি আমার দূত প্রেরণ করব, তিনি আমার সম্মুখে পথ প্রস্তুত করবেন। তখন সেই যে প্রভুকে তোমরা অন্বেষণ করছ, তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন; সেই যে সন্ধির দূতকে তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছ, দেখ! তিনি আসছেন—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। [২] কিন্তু তাঁর আগমনের দিন কে সহ্য করতে পারবে? তিনি দেখা দিলে কে দাঁড়াতে পারবে? কারণ তিনি ধাতুশোধকের আগুনের

মত, রজকের ক্ষারের মত। [৩] তিনি নিখাদ করতে ও শোধন করতে আসন নেবেন: তিনি লেবি-সন্তানদের পরিশুদ্ধ করবেন, এবং সোনা ও রুপোর মত তাদের বিশুদ্ধ করবেন, যেন তারা প্রভুর উদ্দেশে ধর্মিষ্ঠতার সঙ্গেই অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারে। [৪] তখন যুদার ও যেরুশালেমের অর্ঘ্য প্রভুর গ্রহণীয় হবে, যেমনটি পুরাকালে, প্রাচীনকালের বছরগুলিতে ছিল। [৫] আমি বিচার করতে তোমাদের কাছে এগিয়ে আসছি, এবং মায়াবীদের, ব্যভিচারীদের ও মিথ্যা-শপথকারীদের বিরুদ্ধে, এবং যারা মজুরি বিষয়ে মজুরকে, এবং বিধবা ও এতিমকে অত্যাচার করে, প্রবাসীকে মানবাধিকার-বিচ্যুত করে, ও আমাকে ভয় করে না, তাদের বিরুদ্ধে আমি সদিচ্ছুক সাক্ষী হব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

উপাসনা-কর্মে সকলেরই এক দায়িত্ব আছে

[৬] আমি প্রভু, আমাতে কোন পরিবর্তন নেই, কিন্তু যাকোবের সন্তান হওয়ায় তোমরা তো কখনও ক্ষান্ত হও না! [৭] তোমাদের পিতৃপুরুষদের সময় থেকে তোমরা আমার বিধিগুলো থেকে সরে পড়েছ, তা পালন করনি। আমার কাছে ফিরে এসো, আমিও তোমাদের কাছে ফিরে আসব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। কিন্তু তোমরা বলে থাক, 'আমরা কিভাবে ফিরব?' [৮] আদম কি পরমেশ্বরকে ঠকাবে? অথচ তোমরা আমাকে ঠকিয়ে থাক; আবার বলছ, 'কিসেতেই বা তোমাকে ঠকিয়েছি?' দশমাংশ ও প্রথমাংশের বিষয়েই ঠকিয়েছ। [৯] তোমরা অভিশাপের পাত্র হয়েছ অথচ আমাকে এখনও ঠকাচ্ছ, হ্যাঁ, তোমরা, এই গোটা জাতি! [১০] তোমরা পুরা দশমাংশই ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে, এরপর আমাকে পরীক্ষা কর—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—আমি তোমাদের জন্য আকাশের সকল বাঁধের দ্বার খুলে দিয়ে তোমাদের উপর অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষণ করি কি না। [১১] তোমাদের খাতিরে আমি সেই ধ্বংসনকারী পোকাকে তোমাদের ভূমির ফল বিনষ্ট করতে ও খেতে তোমাদের আঙুরলতা ফলহীন করতে নিষেধ করব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। [১২] জাতি-বিজাতি সকলে তোমাদের সুখী বলবে, কারণ তোমরা প্রীতি-দেশ হবে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

প্রভুর দিনে ধার্মিকদের বিজয়

[১৩] আমার বিরুদ্ধে তোমাদের সমস্ত কথা যথেষ্টই শক্ত—একথা বলছেন প্রভু—অথচ তোমরা বলে থাক, 'আমরা কিসেতেই বা তোমার বিরুদ্ধে কথা বলেছি?' [১৪] তোমরা বলেছ, 'পরমেশ্বরের সেবা করা অনর্থক: তাঁর সমস্ত আদেশ মেনে চলায় ও সেনাবাহিনীর প্রভুর সামনে শোকের সঙ্গে হেঁটে চলায় কী লাভ? [১৫] বরং সেই দর্পীদেরই আমাদের সুখী বলা উচিত, যারা অপকর্ম সাধন করেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরমেশ্বরকে যাচাই করেও নিষ্কৃতি পায়।'

[১৬] তখন যারা ঈশ্বরভীরু ছিল, তারা এপ্রসঙ্গে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করল, এবং প্রভু কান পেতে শুনলেন; তাই যারা প্রভুকে ভয় করত ও তাঁর নাম স্মরণে রাখত, তাদের বিষয়ে তাঁর সাক্ষাতে একটা স্মৃতি-পুস্তক লেখা হল। [১৭] যেদিন আমি আমার কাজ সাধন করব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—সেইদিন তারা হবে আমার নিজস্ব অধিকার, এবং আমি তাদের প্রতি মমতা দেখাব যেমনটি মানুষ সেই ছেলের প্রতি মমতা দেখায় যে তাকে সেবা করে। [১৮] তখন তোমরা মন ফেরাবে, এবং ধার্মিক ও দুর্জনের মধ্যে, পরমেশ্বরের যে সেবা করে ও তাঁর সেবা যে করে না, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখবে।

[১৯] কেননা দেখ, সেই দিনটি আসছে, তা হাপরের মতই জ্বলন্ত। দর্পী ও অন্যায়কারী সকলে খড়কুটোর মত হবে; আর সেই দিনটি যখন আসবে, তা তখন তাদের পুড়িয়ে দেবে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—আর তাদের মূল বা শাখা কিছুই বাকি রাখবে না। [২০] কিন্তু আমার নাম ভয় কর যে তোমরা, তোমাদের জন্য উদিত হবেন ধর্মময়তার সেই সূর্য, যাঁর রশ্মিতে থাকবে আরোগ্যদান। তোমরা তখন বেরিয়ে পড়ে গোশালার বাছুরের মত লাফ দিতে লাগবে, [২১] এবং সেই দুর্জনদের মাড়িয়ে দেবে, যারা আমার কাজ সাধনের দিনে তোমাদের পদতলে ছাইয়ের মত হবে! —একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

উপসংহার

[২২] তোমরা আমার দাস মোশির বিধান স্মরণ কর; তাকে আমি হোরেবে গোটা ইস্রায়েলের জন্য বিধিগুলো ও নিয়মনীতি আজ্ঞা করেছিলাম। [২৩] দেখ, প্রভুর সেই মহা ও ভয়ঙ্কর দিন আসবার আগে, আমি তোমাদের কাছে নবী এলিয়কে প্রেরণ করব; [২৪] সে পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি, এবং ছেলেদের হৃদয় পিতাদের প্রতি ফেরাবে —পাছে আমি এসে পৃথিবীকে বিনাশ-মানতে আঘাত করি।

---

১ [১১] নবী নবায়িত উপাসনার শর্ত ব্যক্ত করেন। মণ্ডলীর পিতৃগণ এপদে নবসন্ধির উপাসনার এক পূর্বলক্ষণ দেখলেন।

৩ [১] যিশু ঘোষণা করলেন, বাপ্তিস্মদাতা যোহনের আগমনেই এই ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করল (মথি ১১:১০)।

[২০] আরোগ্যদান হল আশ্বাস ও ধর্মময়তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা যা মশীহকালীন পরিত্রাণের চিহ্ন (যেরে ৩৩:৬)।

[২৩] নবসন্ধির প্রাক্কালে এলিয় মশীহের অগ্রদূত বলে গণ্য ছিলেন। যিশুর কথায়, এই ভূমিকা বাপ্তিস্মদাতাই অনুশীলন করলেন (মথি ১১:৯-১৩); রূপান্তরিত মশীহের পাশে এলিয়ের উপস্থিতি তাঁর এই গুরুত্ব প্রমাণ করে (মথি ১৭:৩)।

নূতন নিয়ম

নূতন নিয়মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নূতন নিয়ম বলতে পবিত্র বাইবেলের সেই সমস্ত লেখা বোঝায় যেগুলো খ্রিষ্টজন্মের পরবর্তী প্রথম শতাব্দীর মধ্যে লেখা হয়েছিল। পুরাতন নিয়মের সমস্ত লেখা যেমন, নূতন নিয়মের সমস্ত লেখাও তেমনি ঈশ্বরের বাণী বলে গৃহীত। নূতন নিয়মের সমস্ত পুস্তক গ্রীক ভাষায় লেখা।

সুসমাচার-চতুষ্টয় বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী হওয়ায় এখানে সেবিষয়ে সাধারণ একটা ভূমিকা উপস্থাপিত।

প্রেরিতদূত পলের পত্রাবলি সম্পর্কেও সাধারণ একটা ভূমিকা উপস্থাপিত যা পত্রগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমষ্টিগত ভাবেই তুলে ধরে।।

সুসমাচার

সুসমাচার বলতে কি বোঝায়? ঈশ্বরের চরম প্রকাশকর্তা রূপে যিশুখ্রিষ্ট মানবজাতির কাছে পরিত্রাণের যে শুভ সংবাদ ঘোষণা করেছেন, তা-ই সুসমাচার বলে। সুসমাচারের উৎপত্তির নেপথ্যে রয়েছে আদি খ্রিষ্টমণ্ডলীকালীন বাণীপ্রচার: বাস্তবিকই পুনরুত্থিত যিশুর আত্মার প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে মণ্ডলী শুরু থেকেই মানুষের কাছে ক্রুশবিদ্ধ, পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র, জগৎত্রাতা ও বিশ্বপ্রভু বলে ঘোষণা করতে লাগল।

তবে দেখা যাচ্ছে, যিশু নিজেই হলেন সেই সুসমাচার যা কালের পূর্ণতায় ঈশ্বর মানুষকে জানিয়েছেন; ফলত যিশু যে যে কাজ সাধন করলেন ও যে যে বাণী প্রচার করলেন তাও সুসমাচার বলে গ্রহণযোগ্য।

কথাটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সুসমাচারের উদ্দেশ্য পূরণ করতে গিয়ে পাঠক-পাঠিকা সর্বপ্রথমে ক্রুশবিদ্ধ, পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত যিশুকেই নিজ জীবনের ব্যক্তিময় সুসমাচার বলে গ্রহণ করতে আমন্ত্রিত, এবং পরে তাঁর বিষয়ে নানা কথা জানতে আহূত।

সুতরাং সুসমাচার পাঠ করার সময়ে যিশু নিজে সমগ্র মণ্ডলী ও প্রত্যেকজন পাঠক-পাঠিকার হৃদয়-দুয়ারে ঘা দেন; যারা দরজা খুলে দিয়ে তাঁকে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ

করে, তাদের কাছে নিজেকে ও পিতাকে প্রকাশ করে তিনি অমঙ্গল, পাপ ও মৃত্যু থেকে তাদের পরিত্রাণ করেন, অর্থাৎ তাদের কাছে নিজেকেই জীবন বলে দান করেন (যোহন ২০:৩০-৩১)।

কোন্ সুসমাচার প্রথম রচনা করা হয়েছে, তা সঠিক বলা যায় না। সুস্পষ্ট বিষয়ই যে মথি, মার্ক ও লুক এ তিনটে সুসমাচার অধিক সম্পর্কযুক্ত, যার জন্য এগুলো সদৃশ সুসমাচারত্রয় বলে পরিচিত। আজকালের প্রায়ই গৃহীত মত হলো যে, মার্ক-রচিত সুসমাচারই প্রথম রচিত সুসমাচার, এবং পরবর্তীকালে মথি ও লুক সেকালের মৌখিকভাবে সম্প্রদান করা যিশুর কথনমালা প্রয়োগ করে মার্কের রচনা সম্প্রসারণ করেছিলেন।

অন্যদিকে, আগেকার প্রচলিত অভিমত এ ছিল যে, মথিই প্রথম সুসমাচার, যার উপর লুক নির্ভর করেছিলেন, এবং অবশেষে মার্ক মথি ও লুকের রচনা দু'টোর সংক্ষিপ্ত সমন্বয় করেছিলেন। তাছাড়া, ২য় শতাব্দীর অভিমত অনুসারে মার্ক প্রেরিতদূত পিতরের বাণীপ্রচার, এবং লুক প্রেরিতদূত পলের বাণীপ্রচার নিজ নিজ রচনায় সম্বলিত করেছিলেন।

যাই হোক, অভিমত দু'টো তবু একই কথা ব্যক্ত করে যে, যিশু বিষয়ে যা যা রচনা করা হয়েছিল, তা অল্পদিনের কর্মফল নয়, বরং পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চালিত আদি খ্রিষ্টমণ্ডলীর দির্ঘ দিনের কর্মফল।

রচনাকাল সম্পর্কে সকলেই একমত যে, সুসমাচার চতুষ্টয় ৬০ থেকে ৯৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল।

প্রেরিতদূত পলের পত্রাবলি

প্রেরিতদূত পল কেমন করে যিশুখ্রিষ্টকে আপন প্রভু বলে গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁর বাণীর অদ্বিতীয় প্রচারক হয়ে উঠেছিলেন, এ সমস্ত বিষয় প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর জীবনের শেষাংশে তিনি সেই সকল মণ্ডলীর কাছে পত্র পাঠালেন যে যে মণ্ডলীকে তিনি স্থাপন করেছিলেন। পত্রগুলোতে তিনি এক এক মণ্ডলীর সমস্যা তুলে ধরে তা সমাধান করতে চেষ্টা করেন, এবং তা করতে গিয়ে এমন কতগুলো ঐশতাত্ত্বিক ও সামাজিক বিষয়ও তুলে ধরেন যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অবিরত কষ্ট ও নির্যাতন ভোগে

প্রভু যিশুর সঙ্গে ঐকান্তিক একাত্মতায় মিলিত হয়ে তিনি প্রাচীনকালের মত আজকালেও পাঠক-পাঠিকাকে যিশুর প্রকৃত শিষ্য হবার জন্য অনুপ্রাণিত করে থাকেন।

কাথলিক ওরফে বিশ্বজনীন সপ্তপত্র

সপ্তপত্র (যাকোব, পিতর ১ ও ২, যোহন ১, ২, ৩, ও যুদা) ‘কাথলিক’ বলে অভিহিত, কারণ পত্রগুলি খ্রিষ্টমণ্ডলীর সকল ভক্তকে উদ্দেশ করেই লেখা।

মথি-রচিত সুসমাচার

মথি-রচিত সুসমাচার ‘স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার’ বলে অভিহিত, কেননা প্রথম থেকেই যিশু এমন রাজারূপে উপস্থাপিত যিনি সমগ্র বিশ্বের সম্মানের পাত্র, এবং এমন স্বর্গরাজ্যের কথা প্রচার করেন যা তাঁর শিষ্যমণ্ডলী নিজ জীবনে যথাসাধ্য ব্যক্ত করতে চেষ্টা করবে। আরও, যিশু সনাতন শিক্ষাগুরু বলেও উপস্থাপিত, বাস্তবিকই এই পুস্তকে তাঁর পাঁচ উপদেশ রয়েছে (৫–৭ অধ্যায়: পর্বতে উপদেশ; ১০–১১ অধ্যায়: বাণীপ্রচার সংক্রান্ত উপদেশ; ১৩ অধ্যায়: নানা উপমা-কাহিনী; ১৮ অধ্যায়: মণ্ডলী সংক্রান্ত উপদেশ; ২৪–২৫ অধ্যায়: শেষ উপদেশ) যাতে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিধানের (অর্থাৎ পঞ্চপুস্তকের) লেখক হিসাবে মোশি যেমন হয়েছিলেন প্রাচীন ইস্রায়েলের বিধানকর্তা, তেমনি যিশুই এখন নব ইস্রায়েলের বিধানকর্তা। এক কথায়: যিশু মশীহ-রাজ ও চরম বিধানকর্তা।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮

যিশুর বংশতালিকা

১ [১] যিশুখ্রিষ্টের বংশাবলি-পুস্তক, যিনি দাউদসন্তান, আব্রাহামসন্তান।

[২] আব্রাহাম ইসহাকের পিতা,
ইসহাক যাকোবের পিতা,
যাকোব যুদা ও তাঁর ভাইদের পিতা,
[৩] যুদা পেরেস ও জেরাহ্‌র পিতা, যাঁদের মাতা তামার,
পেরেস হেস্রোনের পিতা,
হেস্রোন আরামের পিতা,
[৪] আরাম আম্মিনাদাবের পিতা,

আম্মিনাদাব নাহ্‌শোনের পিতা,
নাহ্‌শোন সাল্‌মোনের পিতা,
[৫] সাল্‌মোন বোয়াজের পিতা, যাঁর মাতা রাহাব,
বোয়াজ ওবেদের পিতা, যাঁর মাতা রুথ,
ওবেদ যেসের পিতা,
[৬] যেসে দাউদ রাজার পিতা।

দাউদ শলোমনের পিতা, যাঁর মাতা উরিয়ার আগেকার স্ত্রী,
[৭] শলোমন রেহোবোয়ামের পিতা,
রেহোবোয়াম আবিয়ার পিতা,
আবিয়া আসার পিতা,
[৮] আসা যেহোশাফাতের পিতা,
যেহোশাফাৎ যোরামের পিতা,
যোরাম উজ্জিয়ার পিতা,
[৯] উজ্জিয়া যোথামের পিতা,
যোথাম আহাজের পিতা,
আহাজ হেজেকিয়ার পিতা,
[১০] হেজেকিয়া মানাশের পিতা,
মানাশে আমোনের পিতা,
আমোন যোশিয়ার পিতা,
[১১] যোশিয়া যেকোনিয়া ও তাঁর ভাইদের পিতা।
সেসময়ে বাবিলনে নির্বাসন ঘটে।

[১২] বাবিলনে নির্বাসনের পরে :
যেকোনিয়া শেয়াল্তিয়েলের পিতা,
শেয়াল্তিয়েল জেরুব্বাবেলের পিতা,
[১৩] জেরুব্বাবেল আবিয়ুদের পিতা,
আবিয়ুদ এলিয়াকিমের পিতা,

এলিয়াকিম আজোরের পিতা,
[১৪] আজোর সাদোকের পিতা,
সাদোক আখিমের পিতা,
আখিম এলিয়ুদের পিতা,
[১৫] এলিয়ুদ এলেয়াজারের পিতা,
এলেয়াজার মাথানের পিতা,
মাথান যাকোবের পিতা,
[১৬] যাকোব মারীয়ার স্বামী যোসেফের পিতা।
এই মারীয়া থেকেই খ্রিষ্ট বলে অভিহিত যিশুর জন্ম হয়।

[১৭] সুতরাং আব্রাহাম থেকে দাউদ পর্যন্ত সবসমেত চৌদ্দ পুরুষ, দাউদ থেকে বাবিলনে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ, এবং বাবিলনে নির্বাসন থেকে খ্রিষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

যোসেফের কাছে দূত-সংবাদ

[১৮] যিশুখ্রিষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে।
[১৯] তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন।
[২০] তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; [২১] সে একটি
পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।' [২২] এই সমস্ত ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়:

[২৩] *দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,*
আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে (ক),

নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। [২৪] যোসেফ ঘুম থেকে জেগে উঠে, প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেইমত করলেন: তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন। [২৫] ইনি পুত্রকে প্রসব করার আগে যোসেফ তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন না; তিনি তাঁর নাম যিশু রাখলেন।

তিন পণ্ডিতের আগমন

২ [১] হেরোদ রাজার সময়ে যুদেয়ার বেথলেহেমে যিশুর জন্ম হওয়ার পর হঠাৎ প্রাচ্য দেশ থেকে কয়েকজন পণ্ডিত যেরুশালেমে এসে [২] জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইহুদীদের নবজাত রাজা কোথায়? আমরা পুবে তাঁর জ্যোতিষ্ক দেখেছি, ও তাঁর সামনে প্রণিপাত করতে এসেছি।’ [৩] একথা শুনে হেরোদ রাজা উদ্বিগ্ন হলেন, ও তাঁর সঙ্গে গোটা যেরুশালেমও উদ্বিগ্ন হল। [৪] সকল প্রধান যাজক ও জাতির শাস্ত্রীদের সমবেত করে তিনি তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন, সেই খ্রিষ্টের কোথায় জন্মাবার কথা। [৫] তাঁরা তাঁকে বললেন: ‘যুদেয়ার বেথলেহেমে, কেননা নবী যে কথা লিখেছিলেন, তা এ:

[৬] যুদা দেশের *হে বেথলেহেম,*
যুদার জননেতাদের মধ্যে তুমি আদৌ *হীনতম নও,*
কারণ তোমা থেকেই বের হবেন এক জননেতা,
যিনি আমার জনগণ ইস্রায়েলকে *প্রতিপালন করবেন।*’[ক]

[৭] তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতদের গোপনে ডেকে কোন্ সময়ে জ্যোতিষ্কটা দেখা দিয়েছিল, তাঁদের কাছ থেকে তা সঠিক ভাবে জেনে নিলেন, [৮] এবং এই বলে তাঁদের বেথলেহেমে পাঠিয়ে দিলেন, ‘আপনারা গিয়ে ভাল করেই সেই শিশুর খোঁজ নিন; খোঁজ পেলেই আমাকে সংবাদ দিন, যেন আমিও গিয়ে তাঁর সামনে প্রণিপাত করতে পারি।’

[৯] রাজার কথামত তাঁরা বিদায় নিলেন, আর দেখ, পুবে তাঁরা যে জ্যোতিষ্ক দেখেছিলেন, তা তাঁদের আগে আগে চলল, যতক্ষণ না সেই স্থানের উপর এসে থামল যেখানে শিশুটি ছিলেন। [১০] জ্যোতিষ্কটা দেখতে পেয়ে তাঁরা মহা আনন্দে অতিশয়

আনন্দিত হলেন; [১১] এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে শিশুটিকে তাঁর মা মারীয়ার সঙ্গে দেখতে পেলেন; তখন ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন; পরে নিজেদের রত্নপেটিকা খুলে তাঁকে উপহার দিলেন সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস। [১২] পরে যেন হেরোদের কাছে ফিরে না যান, স্বপ্নে তেমন আদেশ পেয়ে তাঁরা অন্য পথ দিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

মিশরে প্রবাস

নিরপরাধী শিশুদের হত্যা

মিশর থেকে প্রত্যাগমন

[১৩] তাঁরা চলে গেলে পর প্রভুর দূত হঠাৎ স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিয়ে বললেন, 'ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও; আর আমি তোমাকে না বলা পর্যন্ত তুমি সেখানে থাক; কেননা হেরোদ শিশুটিকে হত্যা করার জন্য খোঁজ করতে যাচ্ছে।' [১৪] তাই যোসেফ উঠে সেই রাতে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে চলে গেলেন, [১৫] এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকলেন, যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়:

আমি মিশর থেকে আমার পুত্রকে ডেকে আনলাম (খ)।

[১৬] পণ্ডিতেরা তাঁকে প্রবঞ্চনা করেছেন, তা বুঝতে পেরে হেরোদ অধিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, এবং সেই পণ্ডিতদের কাছ থেকে যে সময়ের কথা জেনে নিয়েছিলেন, সেই অনুসারে দু'বছর বা তার কম বয়সের যত ছেলে বেথলেহেমে ও তার সমস্ত অঞ্চলে ছিল, তাদের সকলকে হত্যা করালেন। [১৭] তখন নবী যেরেমিয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হল:

[১৮] *রামায় শোনা গেল এক সুর,*
বিলাপ ও তিক্ত কান্নার সুর:
রাখেল নিজ ছেলেদের জন্য কাঁদছেন;
কোন সান্ত্বনা মানছেন না,

কারণ তারা আর নেই!(গ)

[১৯] হেরোদের মৃত্যু হলে পর প্রভুর দূত মিশরে হঠাৎ যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে [২০] বললেন, 'ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে যাও, কারণ যারা শিশুটির প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল, তারা মারা গেছে।' [২১] আর তিনি উঠে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে গেলেন। [২২] কিন্তু যখন শুনতে পেলেন যে, আর্খেলাওস নিজ পিতা হেরোদের স্থানে যুদেয়ায় রাজত্ব করছেন, তখন সেখানে যেতে ভয় করলেন; পরে স্বপ্নে আদেশ পেয়ে তিনি গালিলেয়া প্রদেশে চলে গেলেন; [২৩] সেখানে নাজারেথ নামে এক শহরে বাস করতে গেলেন, যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়,

তিনি নাজারীয় বলে অভিহিত হবেন (ঘ)।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচার

৩ [১] নির্ধারিত সময়ে বাপ্তিস্মদাতা যোহন আবির্ভূত হলেন; তিনি যুদেয়ার মরুপ্রান্তরে প্রচার করতেন; [২] তিনি বলতেন: 'মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।' [৩] ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয়ে নবী ইশাইয়া বলেছিলেন,

এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
তাঁর রাস্তা সমতল কর (ক)।

[৪] এই যোহন উটের লোমের এক কাপড় পরতেন, তাঁর কোমরে চামড়ার বন্ধনী, ও তাঁর খাদ্য পঙ্গপাল ও বনের মধু ছিল। [৫] তখন যেরুশালেম, সমস্ত যুদেয়া ও যর্দনের নিকটবর্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক তাঁর কাছে যেতে লাগল, [৬] ও নিজেদের পাপ স্বীকার করে যর্দন নদীতে তাঁর হাতে বাপ্তিস্ম নিতে লাগল।

[৭] কিন্তু অনেক ফরিশী ও সাদ্দুকী বাপ্তিস্মের জন্য আসছে দেখে তিনি তাদের বললেন, 'হে সাপের বংশ, আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল?

[৮] অতএব এমন এক ফল দেখাও, যা তোমাদের মনপরিবর্তনের যোগ্য ফল। [৯] আর এমনটি ভাববে না যে তোমরা মনে মনে বলতে পার, আব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এ সমস্ত পাথর থেকে আব্রাহামের জন্য সন্তানদের উদ্ভব ঘটাতে পারেন। [১০] আর এখনই তো গাছগুলোর শিকড়ে কুড়ালটা লাগানো রয়েছে; অতএব, যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।

[১১] আমি মনপরিবর্তনের উদ্দেশে জলে তোমাদের বাপ্তিস্ম দিই বটে, কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি তাঁর জুতো খুলবার যোগ্য নই; তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন। [১২] তাঁর কুলো তাঁর হাতে রয়েছে, আর তিনি নিজের খামার পরিষ্কার করবেন, ও নিজের গম গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।'

যিশুর বাপ্তিস্ম ও প্রান্তরে পরীক্ষা

[১৩] পরে যিশু আবির্ভূত হলেন; তিনি যোহনের হাতে বাপ্তিস্ম নেবার জন্য গালিলেয়া থেকে যর্দনের ধারে তাঁর কাছে এলেন। [১৪] যোহন এই বলে তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন, 'আমারই তো আপনার হাতে বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার, আর আপনি নাকি আমার কাছে আসছেন!' [১৫] কিন্তু যিশু উত্তরে তাঁকে বললেন, 'এখনকার মত সম্মত হও, কেননা এভাবেই সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন।' তখন তিনি তাঁর কথায় সম্মত হলেন। [১৬] বাপ্তিস্ম নেওয়ামাত্র যিশু জল থেকে উঠে এলেন, আর হঠাৎ স্বর্গ উন্মুক্ত হল, আর তিনি দেখলেন, ঈশ্বরের আত্মা কপোতের মত নেমে এসে তাঁর উপরে পড়ছেন। [১৭] আর হঠাৎ স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'ইনিই আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন।'

৪ [১] তখন যিশু দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্য আত্মা দ্বারা প্রান্তরে চালিত হলেন; [২] চল্লিশদিন চল্লিশরাত অনাহারে থাকার পর তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। [৩] মানুষকে যে পরীক্ষা করে, সে তখন তাঁকে এসে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র

হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলো রুটি হয়ে যায়।' [৪] কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, 'লেখা আছে,

মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না,
কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রতিটি উক্তি নির্গত হয়,
তাতেই বাঁচবে।'(ক)

[৫] তখন দিয়াবল তাঁকে পবিত্র নগরীতে নিয়ে গেল, ও মন্দিরের চূড়ার উপরে দাঁড় করিয়ে তাঁকে [৬] বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়, কেননা লেখা আছে,

তোমার জন্যই আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দিলেন;
আর তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন,
পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।'(খ)

[৭] যিশু তাকে বললেন, 'আরও লেখা আছে:

তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তুমি পরীক্ষা করো না।'(গ)

[৮] আবার দিয়াবল তাঁকে অধিক উচ্চ এক পর্বতে নিয়ে গেল, ও জগতের সকল রাজ্য ও তাদের গৌরব দেখিয়ে [৯] তাঁকে বলল, 'তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার সামনে প্রণিপাত কর, তবে এই সমস্ত কিছু আমি তোমাকে দেব।' [১০] তখন যিশু তাকে বললেন, 'দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে,

তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে,
কেবল তাঁরই সেবা করবে।'(ঘ)

[১১] তখন দিয়াবল তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, আর হঠাৎ দূতেরা কাছে এসে তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

গালিলেয়ায় প্রত্যাগমন

[১২] যোহনকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে শুনে যিশু গালিলেয়ায় সরে গেলেন, [১৩] এবং নাজারা ছেড়ে সমুদ্রতীরে, জাবুলোন-নেফ্তালির অঞ্চলে অবস্থিত কাফার্নাউমে বাস করতে গেলেন, [১৪] যেন নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়:

[১৫] *জাবুলোন দেশ! নেফ্তালি দেশ!*
সমুদ্রপথের, যর্দনের ওপারের বিজাতীয়দের সেই গালিলেয়া!
[১৬] *যে জাতি অন্ধকারে বসে ছিল,*
তারা মহান এক আলো দেখতে পেল;
যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল,
তাদের উপর এক আলো উদিত হল (৬)।

[১৭] এসময় থেকেই যিশু প্রচার করতে শুরু করলেন; তিনি বলছিলেন: ‘মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।’

প্রথম শিষ্যদের আহ্বান

[১৮] তিনি গালিলেয়া সাগরের তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলেন, দুই ভাই—শিমোন ওরফে পিতর ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়—সমুদ্রে জাল ফেলছেন, কারণ তাঁরা জেলে ছিলেন। [১৯] তিনি তাঁদের বললেন, ‘আমার পিছনে এসো; আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।’ [২০] আর তখনই তাঁরা জাল ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন। [২১] আর সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন, অন্য দুই ভাই—জেবেদের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন—নিজেদের পিতা জেবেদের সঙ্গে নৌকায় নিজেদের জাল সারাচ্ছিলেন; তিনি তাঁদের ডাকলেন; [২২] আর তখনই তাঁরা নৌকা ও নিজেদের পিতাকে ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন।

শিক্ষাদাতা ও আরোগ্যদাতা যিশু

[২৩] তিনি সারা গালিলেয়া জুড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন: তাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন, রাজ্যের শুভসংবাদ প্রচার করতেন, ও জনগণের মধ্যে সব ধরনের

রোগ ও সব ধরনের ব্যাধি নিরাময় করতেন। [২৪] তাঁর নাম সমগ্র সিরিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল; এবং যত লোক নানা ধরনের রোগ ও পীড়ায় পীড়িত ছিল, যারা অপদূতগ্রস্ত কিংবা মৃগী বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ছিল, তাদের সকলকে তাঁর কাছে আনা হত, আর তিনি তাদের নিরাময় করতেন। [২৫] গালিলেয়া, দেকাপলিস, যেরুশালেম, যুদেয়া ও যর্দনের ওপার থেকে বহু বহু লোক তাঁর অনুসরণ করতে লাগল।

পর্বতে উপদেশ

৫ [১] তিনি লোকের ভিড় দেখে পর্বতে গিয়ে উঠলেন, এবং তিনি আসন নেবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। [২] তখন তিনি কথা বলতে শুরু করে তাঁদের এই উপদেশ দিতে লাগলেন—

যিশু আগমনে কার্ সুখী হওয়ার কথা?

[৩] ‘আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
[৪] শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে।
[৫] কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।
[৬] ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী,
কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।
[৭] দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।
[৮] শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।
[৯] শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী,
কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।
[১০] ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

[১১] তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যামিথ্যি সব ধরনের জঘন্য কথা বলে। [১২] আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর। বাস্তবিকই তোমাদের আগে তারা নবীদেরও এভাবেই নির্যাতন করল।’

উপদেশের অন্যান্য প্রসঙ্গ

[১৩] ‘তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা যাবে? তা আর কোন কাজে লাগে না; তা শুধু বাইরে ফেলে দেওয়া হবে যেন লোকে তা পায়ে মাড়িয়ে দেয়। [১৪] তোমরা জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না। [১৫] আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে। [১৬] তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।

[১৭] মনে করো না যে, আমি বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি; আমি বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি। [১৮] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না—যতদিন না সবই সম্পন্ন হয়। [১৯] অতএব যে কেউ এই সমস্ত আজ্ঞার মধ্যে ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলোর একটাও লঙ্ঘন করে ও মানুষকে সেইমত করতে শেখায়, তাকে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য করা হবে; কিন্তু যে কেউ সেগুলো পালন করে ও শিখিয়ে দেয়, তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য করা হবে। [২০] কেননা আমি তোমাদের বলছি, শাস্ত্রী ও ফরিশীদের চেয়ে তোমাদের ধর্মিষ্ঠতা যদি গভীরতর না হয়, তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে কখনও প্রবেশ করবে না।

[২১] তোমরা শুনেছ, প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে বলা হয়েছিল, *তুমি নরহত্যা করবে না* (ক), আর যে নরহত্যা করে, সে বিচারাধীন হবে। [২২] কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ নিজের ভাইয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, সে বিচারাধীন হবে; আর যে কেউ নিজের ভাইকে নির্বোধ বলে, সে বিচারসভার অধীন হবে; আর যে কেউ তাকে পাষণ্ড বলে, সে অগ্নিময় জাহান্নামের অধীন হবে। [২৩] তাই তুমি যখন যজ্ঞবেদির কাছে নিজ নৈবেদ্য উৎসর্গ করছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, [২৪] তবে সেই স্থানে বেদির সামনে তোমার সেই নৈবেদ্য ফেলে রেখে চলে যাও: প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। [২৫] প্রতিপক্ষের সঙ্গে পথে থাকতেই তুমি দেরি না করে

তার সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও, পাছে প্রতিপক্ষ তোমাকে বিচারকের হাতে তুলে দেয়, বিচারক তোমাকে প্রহরীর হাতে তুলে দেয়, ও তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হও। [২৬] আমি তোমাকে সত্যি বলছি, শেষ কড়িটা শোধ না করা পর্যন্ত তুমি কোনমতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

[২৭] *তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, তুমি ব্যভিচার করবে না* (খ)। [২৮] কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়, সে ইতিমধ্যেই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে ফেলেছে। [২৯] তোমার ডান চোখ যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা উপড়ে দূরে ফেলে দাও, কেননা তোমার গোটা শরীরটা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে একটা অঙ্গের বিনাশ হওয়াই বরং তোমার পক্ষে ভাল। [৩০] আর তোমার ডান হাত যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা কেটে দূরে ফেলে দাও, কেননা তোমার গোটা শরীরটা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে একটা অঙ্গের বিনাশ হওয়াই বরং তোমার পক্ষে ভাল।

[৩১] আরও বলা হয়েছিল, *যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তাকে ত্যাগপত্র দিয়ে দিক* (গ)। [৩২] কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ অবৈধ সম্পর্কের কারণ ছাড়া অন্য কারণেই নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তাকে ব্যভিচারিণী করে; এবং যে কেউ পরিত্যক্তা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে।

[৩৩] আবার তোমরা শুনেছ, প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে বলা হয়েছিল, *তুমি মিথ্যা শপথ করবে না; কিন্তু প্রভুর কাছে তোমার শপথ সকল রক্ষা কর* (ঘ)। [৩৪] কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, আদৌ শপথ করো না; স্বর্গের দিব্যি দিয়েও নয়, কেননা তা ঈশ্বরের সিংহাসন; [৩৫] পৃথিবীর দিব্যি দিয়েও নয়, কেননা তা তাঁর পাদপীঠ; যেরুশালেমের দিব্যি দিয়েও নয়, কেননা তা মহান রাজার নগরী; [৩৬] তোমার নিজের মাথার দিব্যি দিয়েও শপথ করো না, যেহেতু একগাছি চুল সাদা কি কালো করার সাধ্য তোমার নেই। [৩৭] কিন্তু তোমাদের কথা এ-ই হোক: হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না; এর অতিরিক্ত যা, তা সেই ধূর্তজন থেকেই আগত।

[৩৮] তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, *চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত* (ঙ)। [৩৯] কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, দুর্জনকে প্রতিরোধ করো না; বরং যে

কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে, অন্য গালও তার দিকে ফিরিয়ে দাও; [৪০] যে তোমার সঙ্গে বিচারালয়ে মামলা করে তোমার জামাটা নিতে চায়, তাকে চাদরও নিতে দাও। [৪১] যে কেউ এক মাইল যেতে তোমাকে বাধ্য করে, তার সঙ্গে দুই মাইল পথ চল। [৪২] যে কেউ তোমার কাছে যাচনা করে, তাকে দাও, আর কেউ তোমার কাছে ধার চাইলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

[৪৩] তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, *তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে* ও তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে। [৪৪] কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, ও যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর, [৪৫] যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার, কারণ তিনি মন্দ ও ভাল লোকদের উপরে নিজের সূর্য জাগান এবং ধার্মিক ও অধার্মিক লোকদের উপরে বৃষ্টি নামিয়ে আনেন। [৪৬] কেননা যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের কী মজুরি হবে? কর-আদায়কারীরাও কি সেইমত করে না? [৪৭] আর তোমরা যদি কেবল নিজ নিজ ভাইদের সঙ্গেই কুশল আলাপ কর, তবে অসাধারণ কীবা কর? বিজাতীয়রাও কি সেইমত করে না? [৪৮] অতএব এক্ষেত্রে তোমাদের যেন কোন সীমা না থাকে, যেমনটি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতারও কোন সীমা নেই।

৬ [১] সাবধান, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য লোকদের সামনে তোমাদের ধর্মকর্ম করো না, করলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে তোমাদের কোন মজুরি থাকবে না। [২] তাই তুমি যখন ভিক্ষা দাও, তখন তোমার সামনে তুরি বাজাবে না, যেমনটি ভণ্ডরা লোকদের কাছে গৌরব পাবার জন্য সমাজগৃহে ও রাস্তা-ঘাটে করে থাকে; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা নিজেদের মজুরি পেয়েই গেছে। [৩] কিন্তু তুমি যখন ভিক্ষা দাও, তখন তোমার ডান হাত যে কী করছে, তোমার বাঁ হাত যেন তা জানতে না পারে, [৪] যাতে তোমার ভিক্ষাদান গোপন থাকে; তবে যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তোমার সেই পিতা তোমাকে প্রতিদান দেবেন।

[৫] আর তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডদের মত হয়ো না; কারণ তারা সমাজগৃহে ও চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে পছন্দ করে, যেন লোকে তাদের দেখতে পায়; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা নিজেদের মজুরি পেয়েই

গেছে। [৬] কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার নিজের কক্ষে প্রবেশ কর, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতা, যিনি সেই গোপন স্থানে বিদ্যমান, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর; তবে যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তোমার সেই পিতা তোমাকে প্রতিদান দেবেন।

[৭] আর প্রার্থনাকালে তোমরা বেশি কথা ব্যবহার করো না, যেমনটি বিজাতিরা করে থাকে, কেননা তারা মনে করে, বহু কথার জোরেই তারা সাড়া পাবে। [৮] তাই তোমরা তাদের মত হয়ো না, কেননা তোমাদের কী কী প্রয়োজন, যাচনা করার আগে তোমাদের পিতা তা জানেন।

[৯] সুতরাং তোমাদের এভাবে প্রার্থনা করা উচিত:

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,
তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক,
[১০] তোমার রাজ্য আসুক,
তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক।
[১১] আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দাও;
[১২] এবং আমাদের ঋণ ক্ষমা কর,
যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি;
[১৩] আর আমাদের পরীক্ষায় এনো না,
কিন্তু সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার কর।

[১৪] তোমরা যদি পরের দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন; [১৫] কিন্তু তোমরা যদি পরকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন না।

[১৬] আর তোমরা যখন উপবাস কর, তখন ভণ্ডদের মত বিষণ্ন ভাব দেখিয়ো না; কেননা তারা যে উপবাস করছে, তা লোকদের দেখাবার জন্যই নিজেদের মুখ মলিন করে; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা নিজেদের মজুরি পেয়েই গেছে। [১৭] কিন্তু তুমি যখন উপবাস কর, তখন মাথায় তেল মাখ ও মুখ ধুয়ো, [১৮] যেন কেউই তোমার উপবাস না দেখতে পায়, কিন্তু তোমার পিতা, যিনি সেই গোপন স্থানে বিদ্যমান, কেবল

তিনিই যেন তা দেখতে পান; তবে যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তোমার সেই পিতা তোমাকে প্রতিদান দেবেন।

[১৯] তোমরা পৃথিবীতে নিজেদের জন্য ধন জমিয়ে রেখো না: এখানে তো পোকা ও মরচে ধরে তা ক্ষয় করে, এবং চোরে সিঁধ কেটে চুরি করে। [২০] স্বর্গেই নিজেদের জন্য ধন জমিয়ে রাখ: সেখানে পোকা ও মরচে ধরে তা ক্ষয় করে না, চোরেও সিঁধ কেটে চুরি করে না। [২১] কারণ যেখানে তোমার ধন রয়েছে, সেখানে তোমার হৃদয়ও থাকবে।

[২২] চোখ-ই দেহের প্রদীপ; সুতরাং তোমার চোখ সরল হলে তোমার গোটা দেহ আলোময় হবে; [২৩] কিন্তু তোমার চোখ খারাপ হলে তোমার গোটা দেহ অন্ধকারময় হবে। তাই তোমার অন্তরে যে আলো রয়েছে, তা অন্ধকার হলে সেই অন্ধকার কতই না বড় হবে!

[২৪] দুই মনিবের সেবায় থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়: সে হয় একজনকে ঘৃণা করবে আর অন্যজনকে ভালবাসবে, না হয় একজনের প্রতি আকৃষ্ট হবে আর অন্যজনকে উপেক্ষা করবে—ঈশ্বর ও ধন, উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

[২৫] এজন্য আমি তোমাদের বলছি, কী খাব, কী পান করব বলে প্রাণের বিষয়ে, কিংবা কী পরব বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না; খাদ্যের চেয়ে প্রাণ ও পোশাকের চেয়ে শরীর কি বড় ব্যাপার নয়? [২৬] আকাশের পাখিদের দিকে তাকাও; তারা বোনেও না, কাটেও না, গোলাঘরেও জমায় না, অথচ তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাদের খেতে দিয়ে থাকেন; তোমরা কি তাদের চেয়ে অধিক মূল্যবান নও? [২৭] আর তোমাদের মধ্যে কে চিন্তিত হয়ে নিজের আয়ুষ্কাল কিঞ্চিৎও বাড়াতে পারে? [২৮] আর পোশাকের জন্য কেন চিন্তিত হও? মাঠের লিলিফুলের কথা ভেবে দেখ তারা কেমন করে বেড়ে ওঠে: তারা তো শ্রম করে না, সুতোও কাটে না; [২৯] অথচ আমি তোমাদের বলছি, শলোমনও নিজের সমস্ত গৌরবে এগুলোর একটার মত সুসজ্জিত ছিলেন না। [৩০] আচ্ছা, মাঠের যে ঘাস আজ আছে ও কাল চুল্লিতে ফেলে দেওয়া হবে, ঈশ্বর যখন তা এভাবে বিভূষিত করেন, তখন হে অল্পবিশ্বাসী, তোমাদের জন্য তিনি কি

বেশি চিন্তা করবেন না? [৩১] অতএব, কী খাব বা কী পান করব বা কী পরব, এ বলে চিন্তিত হয়ো না। [৩২] বিজাতীয়রাই এই সকল বিষয়ে ব্যস্ত থাকে; বাস্তবিকই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে। [৩৩] তোমরা বরং প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে। [৩৪] সুতরাং আগামীকালের জন্য চিন্তিত হয়ো না: হ্যাঁ, আগামীকাল তার নিজের চিন্তায় নিজে চিন্তিত থাকবে; দিনের পক্ষে তার নিজের কষ্টই যথেষ্ট।

৭ [১] তোমরা বিচার করো না, যেন নিজেরা বিচারাধীন না হও; [২] কেননা যে বিচারে তোমরা বিচার কর, সেই একই বিচারে তোমাদেরও বিচার করা হবে; এবং যে মাপকাঠিতে পরিমাপ কর, সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে। [৩] তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে, তুমি কেন তা লক্ষ কর, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে, তা তুমি দেখ না? [৪] আবার, কেমন করে তুমি তোমার নিজের ভাইকে বলবে, এসো, আমি তোমার চোখ থেকে কুটোটুকুটা বের করে দিই, যখন তোমার নিজের চোখে একটা কড়িকাঠ রয়েছে? [৫] ভন্ড! আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটা বের করে ফেল, আর তখনই তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটোটুকুটা বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।

[৬] যা পবিত্র, তা কুকুরদের দিয়ো না, এবং তোমাদের মণিমুক্তা শূকরের সামনে ফেলো না; পাছে তারা পা দিয়ে তা মাড়িয়ে দেয়, পরে ফিরে তোমাদের ছিঁড়ে ফেলে।

[৭] যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। [৮] কেননা যে যাচনা করে, সে পায়; আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। [৯] তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে, নিজের ছেলে রুটি চাইলে তাকে পাথর দেবে, [১০] কিংবা সে মাছ চাইলে তাকে সাপ দেবে? [১১] সুতরাং তোমরা মন্দ হয়েও যখন তোমাদের ছেলেদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান, তখন যারা তাঁর কাছে যাচনা করে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যে তাদের ভাল ভাল জিনিস দেবেন তা আরও কতই না নিশ্চিত। [১২] অতএব সমস্ত বিষয়ে তোমরা লোকদের কাছ থেকে যেমন

ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তোমরাও তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার কর, কেননা এই তো বিধান-পুস্তক ও নবী-পুস্তকের সারকথা।

[১৩] সরু দরজা দিয়েই প্রবেশ কর, কেননা চওড়াই সেই দরজা ও প্রশস্তই সেই পথ, যা সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়; আর অনেকেই তা দিয়ে প্রবেশ করে। [১৪] কিন্তু সরুই সেই দরজা ও সঙ্কীর্ণই সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়; আর অল্পজনই তার সন্ধান পায়।

[১৫] নকল নবীদের বিষয়ে সাবধান! তারা মেষের বেশে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু অন্তরে তারা শিকার-ললুপ নেকড়ে। [১৬] তোমরা তাদের ফল দ্বারাই তাদের চিনতে পারবে। লোকে কি কাঁটাগাছ থেকে আঙুরফল, বা শেয়ালকাঁটা থেকে ডুমুরফল সংগ্রহ করে? [১৭] একই প্রকারে প্রতিটি ভাল গাছে ভাল ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে। [১৮] ভাল গাছে মন্দ ফল ধরতে পারে না, আর মন্দ গাছে ভাল ফল ধরতে পারে না। [১৯] যে কোন গাছে ভাল ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। [২০] সুতরাং তোমরা তাদের ফল দ্বারাই তাদের চিনতে পারবে।

[২১] যারা আমাকে "প্রভু, প্রভু" বলে, তারা সকলে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে এমন নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই প্রবেশ করবে। [২২] সেইদিন অনেকে আমাকে বলবে, "প্রভু, প্রভু, আপনার নামে আমরা কি ভাববাণী দিইনি? আপনার নামে কি অপদূত তাড়াইনি? আপনার নামে কি বহু পরাক্রম-কর্ম সাধন করিনি?" [২৩] তখন আমি তাদের স্পষ্ট বলব: আমি কখনও তোমাদের জানিনি। হে জঘন্য কর্মের সাধক, আমা থেকে দূর হও।

[২৪] অতএব যে কেউ আমার এই সকল বাণী শুনে তা পালন করে, সে তেমন এক বুদ্ধিমান লোকের মত, যে শৈলের উপরে নিজের ঘর গাঁথল। [২৫] বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, বাতাস বইল ও সেই ঘরে আঘাত হানল, তবু তা পড়ল না, কারণ তার ভিত শৈলের উপরেই স্থাপিত ছিল। [২৬] কিন্তু যে কেউ আমার এই সকল বাণী শুনে তা পালন করে না, সে তেমন এক নির্বোধ লোকের মত, যে বালুর উপরে নিজের ঘর গাঁথল। [২৭] বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, বাতাস বইল ও সেই ঘরে আঘাত হানল, আর তা পড়েই গেল—তার পতন কেমন সাংঘাতিক!'

[২৮] যখন যিশু এবিষয়ে তাঁর সমস্ত বক্তব্য শেষ করলেন, তখন তাঁর এই উপদেশে লোকে বিস্ময়মগ্ন হল, [২৯] কারণ তিনি অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির মতই তাদের উপদেশ দিতেন—তাদের শাস্ত্রীদের মত নয়।

যিশু-সাধিত নানা আরোগ্য-কাজ

৮ [১] তিনি পর্বত থেকে নেমে এলে পর বহু লোকের ভিড় তাঁর অনুসরণ করল।
[২] আর হঠাৎ সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত একজন লোক এগিয়ে এসে তাঁর সামনে প্রণিপাত করে বলল, 'প্রভু, আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে শুচীকৃত করতে পারেন।' [৩] হাত বাড়িয়ে তিনি এই বলে তাকে স্পর্শ করলেন, 'হ্যাঁ, আমি ইচ্ছা করি। শুচীকৃত হও।' আর তখনই সে চর্মরোগ থেকে শুচীকৃত হল। [৪] যিশু তাকে বললেন, 'দেখ, একথা কাউকে বলো না; কিন্তু গিয়ে যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও, ও মোশির নির্দেশ অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর যেন তাদের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।'

[৫] তিনি কাফার্নাউমে প্রবেশ করলে একজন শতপতি এসে তাঁকে অনুনয় করে
[৬] বললেন, 'প্রভু, আমার দাস পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে শুয়ে আছে, সে ভীষণ যন্ত্রণায় ভুগছে।' [৭] তিনি তাঁকে বললেন, 'নিজেই গিয়ে আমি তাকে নিরাময় করব।' [৮] শতপতি উত্তরে বললেন, 'প্রভু, আপনি যে আমার গৃহে পদধূলি দেন, আমি তার যোগ্য নই; আপনি কেবল বাণী দিন, তাতেই আমার দাস সুস্থ হয়ে উঠবে।
[৯] কেননা আমিও কর্তৃপক্ষের অধীন, আবার আমার সৈন্যরাও আমার অধীন; আমি একজনকে "যাও" বললে সে যায়, আর অন্যজনকে "এসো" বললে সে আসে, আর আমার দাসকে "একাজ কর" বললে সে তা করে।' [১০] তেমন কথা শুনে যিশুর আশ্চর্য লাগল, এবং যারা তাঁর অনুসরণ করছিল তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যে কারও এত গভীর বিশ্বাস দেখতে পাইনি। [১১] আর আমি তোমাদের বলছি, অনেকে পুব ও পশ্চিম থেকে আসবে, এবং আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের ভোজে একসাথে বসবে; [১২] কিন্তু রাজ্যের সন্তানেরা বাইরের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে: সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।' [১৩] আর সেই

শতপতিকে যিশু বললেন, 'আপনি বাড়ি যান, যেমন বিশ্বাস করলেন, আপনার প্রতি সেইমত হোক।' আর সেই মুহূর্তেই তাঁর দাস সুস্থ হয়ে উঠল।

[১৪] এবং পিতরের বাড়িতে ঢুকে যিশু দেখলেন, তাঁর শাশুড়ী বিছানায় শুয়ে আছেন, তাঁর জ্বর হয়েছে। [১৫] তিনি তাঁর হাত স্পর্শ করলেন, আর জ্বর ছেড়ে গেল; তখন তিনি উঠে যিশুর সেবাযত্ন করতে লাগলেন। [১৬] সন্ধ্যা হলে লোকেরা অপদূতগ্রস্ত বহু মানুষকে তাঁর কাছে আনল, আর তিনি বাণী দ্বারাই সেই অপদূতদের তাড়িয়ে দিলেন, ও সকল পীড়িত লোককে নিরাময় করলেন, [১৭] যেন নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়,

তিনি আমাদের অসুস্থতা তুলে বহন করলেন;
বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি।

আপন অনুগামীদের প্রতি যিশুর দাবি

[১৮] নিজের চারদিকে বহু লোকের ভিড় দেখে যিশু ওপারে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। [১৯] তখন একজন শাস্ত্রী কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'গুরু, আপনি যেইখানে যাবেন, আমি আপনার অনুসরণ করব।' [২০] যিশু তাঁকে বললেন, 'শিয়ালদের গর্ত আছে, আর আকাশের পাখিদের বাসা আছে; কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজবার কোথাও স্থান নেই।' [২১] শিষ্যদের আর একজন তাঁকে বললেন, 'প্রভু, অনুমতি দিন, আমি আগে আমার পিতাকে সমাধি দিয়ে আসি।' [২২] কিন্তু যিশু তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর; মৃতেরাই নিজ নিজ মৃতদের সমাধি দিক।'

যিশু ঝড় প্রশমিত করেন

[২৩] পরে তিনি নৌকায় উঠলে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর অনুসরণ করলেন। [২৪] আর হঠাৎ সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠল, এমনকি, ঢেউয়ের চাপে নৌকাটা প্রায় ডুবুডুবু হচ্ছিল; তবু তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। [২৫] তাই তাঁরা কাছে গিয়ে এই বলে তাঁকে জাগিয়ে তুললেন, 'প্রভু, ত্রাণ করুন, আমরা তো মরতে বসেছি!' [২৬] তিনি তাঁদের বললেন, 'হে অল্পবিশ্বাসী, তোমরা এত ভীত হচ্ছ কেন?' তখন তিনি উঠে বাতাস ও সমুদ্রকে ধমক

দিলেন; তাতে মহানিস্তব্ধতা নেমে এল। [২৭] সেই লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ইনি কেমন লোক! বাতাস ও সমুদ্রও যে তাঁর প্রতি বাধ্য হয়!'

দু'টো আরোগ্য-কাজ

[২৮] তিনি ওপারে গাদারীয়দের দেশে গিয়ে পৌঁছলে দু'জন অপদূতগ্রস্ত লোক সমাধিগুহাগুলোর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর দিকে এগিয়ে এল। তারা এতই হিংস্র ছিল যে, ওই পথ দিয়ে কেউই যেতে পারত না। [২৯] তারা হঠাৎ চিৎকার করে বলল, 'হে ঈশ্বরপুত্র, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী? আপনি কি আসল সময়ের আগেই আমাদের জ্বালাযন্ত্রণা দিতে এখানে এসেছেন?' [৩০] সেখান থেকে কিছু দূরে বিরাট এক পাল শূকর চরে বেড়াচ্ছিল, [৩১] আর অপদূতেরা মিনতি করে তাঁকে বলল, 'আমাদের যদি তাড়াতে যাচ্ছেন, তবে ওই শূকরের পালের মধ্যে আমাদের পাঠিয়ে দিন।' [৩২] তিনি তাদের বললেন, 'তবে যাও!' আর তারা বেরিয়ে এসে শূকরদের মধ্যে গেল; আর দেখ, গোটা পাল হঠাৎ ছুটে গিয়ে পাহাড়ের খাড়া ধার থেকে সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও জলে ডুবে মরল। [৩৩] তখন শূকরদের রাখালেরা পালিয়ে গেল, ও শহরে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার, বিশেষভাবে সেই অপদূতগ্রস্তদের কথা জানিয়ে দিল। [৩৪] আর দেখ, শহরের সমস্ত লোক যিশুর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়ল, ও তাঁকে দেখেই তাঁকে মিনতি করল, তিনি যেন তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যান।

৯ [১] তিনি নৌকায় উঠে পার হলেন এবং নিজ শহরে এলেন। [২] আর দেখ, কয়েকজন লোক তাঁর কাছে খাটিয়ায় শুয়ে থাকা একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে নিয়ে এল। তাদের বিশ্বাস দেখে যিশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বললেন, 'বৎস, সাহস কর, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।' [৩] এতে কয়েকজন শাস্ত্রী ভাবতে লাগলেন, 'এ ঈশ্বরনিন্দা করছে!' [৪] তাদের মনের কথা জানতেন বিধায় যিশু বললেন, 'আপনারা কেন মনে মনে তেমন মন্দ ভাবনা ভাবছেন? [৫] বাস্তবিকই কোন্‌টা বলা সহজ, "তোমার পাপ ক্ষমা করা হল", না "তুমি উঠে হেঁটে বেড়াও"? [৬] আচ্ছা, মানবপুত্রের যে পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার আছে, তা যেন আপনারা জানতে পারেন, এইজন্য—তিনি তখন সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন—ওঠ, তোমার খাটিয়া তুলে নাও

আর বাড়ি যাও।' [৭] আর সে উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ি চলে গেল। [৮] তা দেখে লোকের ভিড় ভয়ে অভিভূত হল, এবং ঈশ্বর মানুষকে এমন অধিকার দিয়েছেন বলে তারা তাঁর গৌরবকীর্তন করল।

মথিকে আহ্বান

[৯] সেখান থেকে এগিয়ে যেতে যেতে যিশু দেখলেন, মথি নামে একজন লোক শুল্কঘরে বসে আছেন; তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।' আর তিনি উঠে তাঁর অনুসরণ করলেন। [১০] তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি বাড়িতে ভোজে বসেছেন, সেসময় অনেক কর-আদায়কারী ও পাপী এসে যিশুর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসল। [১১] তা দেখে ফরিশীরা তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমাদের গুরু কেন কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছেন?' [১২] কথাটা শুনে তিনি বললেন, 'সুস্থ লোকদেরই যে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় এমন নয়, যারা পীড়িত, তাদেরই প্রয়োজন। [১৩] আপনারা গিয়ে এই বচনের অর্থ শিখে নিন: *আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়* (ক); কেননা আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি।'

উপবাস প্রসঙ্গ

[১৪] তখন যোহনের শিষ্যেরা তাঁকে এসে বলল, 'ফরিশীরা ও আমরা উপবাস পালন করি, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা তা করে না, এর কারণ কী?' [১৫] যিশু তাঁদের বললেন, 'বর সঙ্গে থাকতে কি বরযাত্রীরা বিলাপ করতে পারে? কিন্তু এমন দিনগুলি আসবে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে; তখন তারা উপবাস করবে। [১৬] পুরাতন পোশাকে কেউ কোরা কাপড়ের তালি দেয় না, কেননা তার তালিতে পোশাক ছিঁড়ে যায় ও ছেঁড়াটা আরও বড় হয়। [১৭] আরও, লোকে পুরাতন চামড়ার ভিস্তিতে নতুন আঙুররস রাখে না; রাখলে ভিস্তিগুলো ফেটে যায়, ফলে আঙুররসও পড়ে যায়, ভিস্তিগুলোও নষ্ট হয়; লোকে বরং নতুন আঙুররস নতুন চামড়ার ভিস্তিতেই রাখে, তাতে দুই-ই রক্ষা পায়।'

নানা আরোগ্য-কাজ

[১৮] তিনি তাদের এই সমস্ত কথা বলছেন, এমন সময় সমাজনেতাদের একজন হঠাৎ এসে তাঁর সামনে প্রণিপাত করে বললেন, 'আমার মেয়েটি এইমাত্র মারা গেছে; কিন্তু আপনি এসে তার উপরে হাত রাখুন, আর সে বেঁচে উঠবে।' [১৯] যিশু উঠে তাঁর সঙ্গে চললেন, তাঁর শিষ্যেরাও চললেন।

[২০] আর তখন বারো বছর ধরে রক্তস্রাবে আক্রান্ত একজন স্ত্রীলোক হঠাৎ তাঁর পিছন থেকে এসে তাঁর পোশাকের ধারটুকু স্পর্শ করল; [২১] কারণ সে মনে মনে ভাবছিল, 'তাঁর পোশাক-মাত্র স্পর্শ করতে পারলেই আমি পরিত্রাণ পাব।' [২২] তখন যিশু মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে বললেন, 'কন্যা, সাহস কর, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।' আর স্ত্রীলোকটি সেই ক্ষণেই পরিত্রাণ পেল।

[২৩] আর যিশু সেই সমাজনেতার বাড়িতে এসে যখন দেখলেন, বাঁশি-বাদকেরা রয়েছে ও লোকেরা কোলাহল করছে, [২৪] তখন বললেন, 'সরে যাও, বালিকাটি তো মারা যায়নি, ঘুমিয়ে রয়েছে।' আর তারা তাঁকে উপহাস করল; [২৫] কিন্তু লোকদের বের করে দেওয়া হলে তিনি ভিতরে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরলেন, আর সে উঠে দাঁড়াল। [২৬] আর এই ঘটনার কথা সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

[২৭] যিশু সেখান থেকে চলে যাচ্ছেন, সেসময় দু'জন অন্ধ চিৎকার করতে করতে এই বলে তাঁর অনুসরণ করছিল: 'দাউদসন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন।' [২৮] তিনি ঘরে প্রবেশ করার পর সেই অন্ধরা তাঁর কাছে এল; যিশু তাদের বললেন, 'তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আমি একাজ সাধন করতে পারি?' তারা তাঁকে বলল, 'হ্যাঁ, প্রভু।' [২৯] তখন তিনি এই বলে তাদের চোখ স্পর্শ করলেন, 'তোমাদের যেমন বিশ্বাস, তোমাদের তেমনটি হোক।' [৩০] তখন তাদের চোখ খুলে গেল। আর যিশু তাদের কঠোর ভাবে নির্দেশ করে বললেন, 'দেখ, কেউই যেন একথা জানতে না পারে।' [৩১] কিন্তু তারা বাইরে গিয়ে সারা অঞ্চল জুড়ে তাঁর কথা ছড়িয়ে দিল।

[৩২] তারা বাইরে যাচ্ছে, আর দেখ, লোকেরা অপদূতগ্রস্ত একজন বোবা মানুষকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল। [৩৩] অপদূতটাকে তাড়ানো হলে সেই বোবা কথা বলতে লাগল; আর লোকের ভিড় আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ইস্রায়েলের মধ্যে এমন ব্যাপার কখনও

দেখা যায়নি।' [৩৪] কিন্তু ফরিশীরা বললেন, 'অপদূতদের অধিপতির প্রভাবেই সে অপদূত তাড়ায়।'

[৩৫] যিশু সকল শহরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; তিনি তাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন ও রাজ্যের শুভসংবাদ প্রচার করতেন, এবং সব ধরনের রোগ ও সব ধরনের ব্যাধি নিরাময় করতেন। [৩৬] বহু লোকের ভিড় দেখে তিনি তাদের প্রতি দয়ায় বিগলিত হলেন, কেননা তারা ব্যাকুল ও পরিশ্রান্ত ছিল, যেন পালকবিহীন মেষপালেরই মত। [৩৭] তখন তিনি নিজের শিষ্যদের বললেন, 'ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; [৩৮] তাই ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন নিজ শস্যখেতে কর্মী পাঠান।'

সেই বারোজনকে প্রেরণ

তাঁদের কাছে নানা নির্দেশবাণী

১০ [১] তাঁর সেই বারোজন শিষ্যকে কাছে ডেকে তাঁদের তিনি অশুচি আত্মাদের তাড়িয়ে দেওয়া ও সব ধরনের রোগ ও সব ধরনের ব্যাধি নিরাময় করার অধিকার দিলেন।

[২] সেই বারোজন প্রেরিতদূতের নাম এই: প্রথম, শিমোন যাঁকে পিতর বলা হয়, ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, জেবেদের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন; [৩] ফিলিপ ও বার্থলমেয়; থোমাস ও কর-আদায়কারী মথি; আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব ও থাদেয়; [৪] উগ্রধর্মা শিমোন ও সেই যুদা ইস্কারিয়োৎ, যিনি তাঁর বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন।
[৫] এই বারোজনকে যিশু প্রেরণ করলেন, আর তাঁদের এই নির্দেশ দিলেন:

'তোমরা বিজাতীয়দের এলাকায় যেয়ো না, সামারীয়দের কোন শহরেও প্রবেশ করো না; [৬] বরং ইস্রায়েলকুলের হারানো মেষগুলোর কাছে যাও। [৭] পথে যেতে যেতে তোমরা একথা প্রচার কর, স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে। [৮] পীড়িতদের নিরাময় কর, মৃতদের পুনরুত্থিত কর, সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষকে শুচীকৃত কর, অপদূত তাড়াও; তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান কর। [৯] কোমরের কাপড়ে বেঁধে তোমরা সোনা-রুপো বা টাকা-কড়িও সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না, [১০] যাত্রাপথের জন্য

ঝুলিও নয়, দু'টো জামাও নয়, জুতো বা লাঠিও নয়; কেননা কর্মী নিজের অন্নবস্ত্র পাবার যোগ্য।

[১১] তোমরা যে শহরে বা গ্রামে প্রবেশ কর, অনুসন্ধান কর সেখানে যোগ্য ব্যক্তি কে আছে, আর অন্য স্থানে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সেইখানে থাক। [১২] তার বাড়িতে প্রবেশ করার সময়ে বাড়ির সকলের কুশল কামনা কর; [১৩] সেই বাড়ি যোগ্য হলে তোমাদের শান্তি তার উপর বিরাজ করুক; যোগ্য না হলে তবে তোমাদের শান্তি তোমাদের কাছে ফিরে আসুক। [১৪] যে কেউ তোমাদের গ্রহণ না করে ও তোমাদের বক্তব্যও না শোনে, সেই বাড়ি বা সেই শহর থেকে চলে যাওয়ার সময়ে তোমরা পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেল। [১৫] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, বিচারের দিনে সেই শহরের দশার চেয়ে সদোম ও গমোরা অঞ্চলের দশাই সহনীয় হবে। [১৬] দেখ, আমি নেকড়ের দলের মধ্যে মেষেরই মত তোমাদের প্রেরণ করছি; সুতরাং তোমরা সাপের মত সতর্ক ও কপোতের মত সরল হও।

[১৭] মানুষদের বিষয়ে সাবধান থাক, কেননা তোমাদের তারা বিচারসভায় তুলে দেবে, ও নিজেদের সমাজগৃহে তোমাদের কশাঘাত করবে; [১৮] আমার জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে, যেন তাদের কাছে ও বিজাতীয়দের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। [১৯] তবু যখন লোকেরা তোমাদের তুলে দেবে, তখন তোমরা কীভাবে কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, কারণ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে— [২০] বাস্তবিকই তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন।

[২১] আর ভাই ভাইকে ও পিতা ছেলেকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে; আবার, ছেলেরা মাতাপিতার বিপক্ষে উঠে তাঁদের হত্যা করাবে। [২২] আর আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র; কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে। [২৩] তারা যখন তোমাদের এক শহরে নির্যাতন করবে, তখন অন্য শহরে গিয়ে আশ্রয় নাও; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ইস্রায়েলের সকল শহরে তোমাদের যাওয়া শেষ হবার আগেই মানবপুত্র আগমন করবেন।

[২৪] শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়, দাসও প্রভুর চেয়ে বড় নয়। [২৫] শিষ্য নিজের গুরুর মত ও দাস নিজের প্রভুর মত হলেই তার পক্ষে যথেষ্ট। তারা যখন গৃহস্বামীকে বেয়েল্‌জেবুল বলেছে, তখন তাঁর বাড়ির লোকদের আরও কি না বলবে?

[২৬] তাই তোমরা তাদের ভয় পেয়ো না, কেননা ঢাকা এমন কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না, ও গুপ্ত এমন কিছুই নেই যা জানা যাবে না। [২৭] আমি অন্ধকারে তোমাদের যা বলি, তা তোমরা আলোতে বল, আর কানে কানে যা শোন, তা ছাদের উপরে প্রচার কর। [২৮] যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না, তাঁকেই বরং ভয় কর, যিনি প্রাণ ও দেহ দুই-ই জাহান্নামে বিনাশ করতে পারেন। [২৯] এক জোড়া চড়ুই পাখি কি এক টাকায় বিক্রি হয় না? অথচ তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না।

[৩০] তোমাদের মাথার চুলেরও একটা হিসাব রাখা আছে; [৩১] সুতরাং ভয় করো না, তোমরা অনেক চড়ুই পাখির চেয়ে অধিক মূল্যবান। [৩২] তাই যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব; [৩৩] কিন্তু যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব।

[৩৪] এমনটি মনে করো না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি আনবার জন্য এসেছি; শান্তি নয়, খড়্গই আনবার জন্য এসেছি; [৩৫] কেননা আমি *পিতা থেকে ছেলেকে, মা থেকে মেয়েকে, ও শাশুড়ী থেকে পুত্রবধূকে* বিচ্ছিন্ন করতে এসেছি; [৩৬] *আর নিজ নিজ পরিবার-পরিজনই হবে মানুষের শত্রু* (ক)।

[৩৭] যে কেউ নিজের পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়; যে কেউ ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়; [৩৮] যে কেউ নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ না করে, সে আমার যোগ্য নয়। [৩৯] যে কেউ নিজের প্রাণ খুঁজে পায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে।

[৪০] তোমাদের যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে, আমাকে যিনি প্রেরণ করেছেন। [৪১] নবীকে নবী বলে যে

গ্রহণ করে, সে নবীরই যোগ্য মজুরি পাবে; আর ধার্মিককে ধার্মিক বলে যে গ্রহণ করে, সে ধার্মিকেরই যোগ্য মজুরি পাবে। [৪২] যে কেউ এই ক্ষুদ্রজনদের মধ্যে কোন একজনকে শিষ্য বলে কেবল এক ঘটি ঠাণ্ডা জলও খেতে দেয়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোনমতে নিজের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না।’

স্বর্গরাজ্য

১১ [১] এভাবে নিজ বারোজন শিষ্যের কাছে এই সমস্ত নির্দেশ দেওয়া শেষ করার পর যিশু সেখান থেকে তাদের শহরে শহরে উপদেশ দিতে ও প্রচার করতে বেরিয়ে পড়লেন।

যোহনের প্রশ্ন ও যিশুর উত্তর

[২] এদিকে যোহন কারাগারে থেকে খ্রিষ্টের কর্মের কথা শুনে নিজের শিষ্যদের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, [৩] 'যিনি আসছেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?' [৪] উত্তরে যিশু তাদের বললেন, 'তোমরা যা কিছু শুনতে ও দেখতে পাচ্ছ, তা যোহনকে গিয়ে জানাও: [৫] *অন্ধ আবার দেখতে পায়* ও খোঁড়া হেঁটে বেড়ায়, সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষ শুচীকৃত হয় ও বধির শুনতে পায়, এবং মৃত পুনরুত্থিত হয় ও *দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করা হয়;* [৬] আর সুখী সেই জন, আমার কারণে যার পতন হবে না।' [৭] তারা চলে যাচ্ছে, সেসময় যিশু লোকদের কাছে যোহন বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন: 'তোমরা প্রান্তরে কী দেখতে গিয়েছিলে? বাতাসে দোলা একটা নলগাছ? [৮] তবে কি দেখতে গিয়েছিলে? মোলায়েম পোশাক-পরা কোন ব্যক্তিকে? দেখ, যারা মোলায়েম পোশাক পরে, তারা তো রাজপ্রাসাদেই থাকে। [৯] তবে কী দেখতে গিয়েছিলে? একজন নবীকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, নবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠই এক মানুষকে দেখতে গিয়েছিলে। [১০] ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে:

দেখ, আমি আমার দূত তোমার সামনে প্রেরণ করছি;
তোমার সামনে সে তোমার পথ প্রস্তুত করবে [ক]।

[১১] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি; তবু স্বর্গরাজ্যে যে ক্ষুদ্রতম, সে তাঁর চেয়ে মহান। [১২] বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত স্বর্গরাজ্য প্রবল চেষ্টার

অধীন, আর যারা প্রবল চেষ্টা করছে তারাই তা দখল করছে; [১৩] কেননা সমস্ত নবী ও বিধান যোহন পর্যন্তই ভাববাণী দিয়েছে; [১৪] আর তোমরা যদি কথাটা গ্রহণ করতে সম্মত হও, তবে তিনিই সেই এলিয়, যাঁর আসার কথা ছিল। [১৫] যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক!

[১৬] আমি কার্ সঙ্গেই বা এই প্রজন্মের মানুষদের তুলনা করব? তারা তো এমন ছেলেদের মত যারা বাজারে বসে নিজেদের বন্ধুদের উদ্দেশ করে বলে,

[১৭] আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম,
কিন্তু তোমরা নাচলে না;
বিলাপগান গাইলাম,
কিন্তু তোমরা বুক চাপড়াওনি।

[১৮] কারণ যোহন এসে আহার ও পান করলেন না, আর লোকে বলে, সে ভূতগ্রস্ত। [১৯] মানবপুত্র এসে আহার ও পান করেন, আর লোকে বলে, ওই দেখ, একজন পেটুক, একটা মাতাল, কর-আদায়কারী ও পাপীদের বন্ধু। কিন্তু প্রজ্ঞা নিজের কর্ম দ্বারা নির্দোষ বলে সাব্যস্ত হয়েছে!'

গালিলেয়ার শহরগুলোর উপরে যিশুর বিলাপ

[২০] যে যে শহরে তাঁর বেশির ভাগ পরাক্রম-কর্ম সাধন করা হয়েছিল, তিনি তখন সেই সকল শহরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, কেননা সেগুলো মনপরিবর্তন করেনি: [২১] 'খোরাজিন, ধিক্ তোমাকে! বেথ্সাইদা, ধিক্ তোমাকে! কেননা তোমাদের মধ্যে যে সকল পরাক্রম-কর্ম সাধন করা হয়েছে, তা যদি তুরস ও সিদোনেই সাধন করা হত, তবে বহুদিন আগেই তারা চটের কাপড়ে ছাইয়ে বসে মনপরিবর্তন করত। [২২] তবু আমি তোমাদের বলছি, বিচারের দিনে তোমাদের দশার চেয়ে তুরস ও সিদোনের দশাই সহনীয় হবে। [২৩] আর তুমি, হে কাফার্নাউম, তোমাকে নাকি *স্বর্গ পর্যন্ত উচ্চ করা হবে? পাতাল পর্যন্তই তোমাকে নামিয়ে দেওয়া হবে* [খ]; কেননা যে সকল পরাক্রম-কর্ম তোমার মধ্যে সাধন করা হয়েছে, তা যদি সদোমে সাধন করা হত,

তবে সদোম আজ পর্যন্ত থাকত। [২৪] তবু আমি তোমাদের বলছি, বিচারের দিনে তোমার দশার চেয়ে সদোম অঞ্চলের দশাই সহনীয় হবে।’

পিতা ও পুত্রের রহস্যময় কথা শিশুদেরই কাছে প্রকাশিত

[২৫] ঠিক সেসময় যিশু বলে উঠলেন, ‘হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্য বলি, কারণ তুমি প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমানদের কাছে এই সকল বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদেরই কাছে তা প্রকাশ করেছ; [২৬] হ্যাঁ, পিতা, তোমার প্রসন্নতায় তুমি তা-ই নিরূপণ করলে। [২৭] পিতা আমার হাতে সবই তুলে দিয়েছেন, এবং পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, পিতাকেও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।

[২৮] তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। [২৯] আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও, ও আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়; আর তোমরা নিজ নিজ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে; [৩০] হ্যাঁ, আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার।’

শাব্বাৎ দিনে শিষ ছিঁড়ে খাওয়া

১২ [১] সেসময় যিশু শাব্বাৎ দিনে শস্যখেতের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ও তাঁর শিষ্যেরা ক্ষুধার্ত হওয়ায় শিষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলেন। [২] ফরিশীরা তা লক্ষ করে তাঁকে বললেন, ‘দেখুন, শাব্বাৎ দিনে যা করা বিধেয় নয়, আপনার শিষ্যেরা তা-ই করছে।’ [৩] তিনি তাঁদের বললেন, ‘দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত হলে তিনি যা করেছিলেন, আপনারা কি তা পড়েননি? [৪] তিনি তো ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করলেন, আর সেই যে ভোগ-রুটি যা তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের পক্ষে খাওয়া বিধেয় ছিল না, কেবল যাজকদেরই পক্ষে বিধেয় ছিল, তাঁরা তা খেয়েছিলেন। [৫] আর আপনারা কি বিধানে একথা পড়েননি যে, শাব্বাৎ দিনে যাজকেরা মন্দিরে শাব্বাৎ লঙ্ঘন করলেও নির্দোষ থাকে? [৬] এখন আমি আপনাদের বলছি, মন্দিরের চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে।

[৭] কিন্তু *আমি দয়া চাই, বলিদান নয়* (ক) একথার অর্থ যে কি, তা যদি আপনারা জানতেন, তবে নির্দোষদের দোষী করতেন না। [৮] কেননা মানবপুত্র শাব্বাতের প্রভু।’

নুলো হাত মানুষের সুস্থতা-লাভ

[৯] সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি তাদের সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন। [১০] আর দেখ, একজন লোক ছিল যার একটা হাত নুলো। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘শাব্বাৎ দিনে কি নিরাময় করা বিধেয়?’ অভিপ্রায় ছিল, তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারবেন। [১১] তিনি তাঁদের বললেন, ‘আপনাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যাঁর একটা মেষ থাকলে আর সেটা শাব্বাৎ দিনে গর্তে পড়ে গেলে তিনি তা ধরে তুলবেন না? [১২] তবে মেষের চেয়ে মানুষের মূল্য অধিক বেশি! অতএব শাব্বাৎ দিনে সৎকর্ম করা বিধেয়।’ [১৩] তখন তিনি লোকটিকে বললেন, ‘তোমার হাত বাড়িয়ে দাও!’ সে হাত বাড়িয়ে দিল, আর তা আবার অন্যটার মত সুস্থ হয়ে উঠল। [১৪] এতে ফরিশীরা বাইরে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন কি ভাবে তাঁকে ধ্বংস করা যায়।

প্রভুর দাস যিশু

[১৫] তা জানতেন বিধায় যিশু সেখান থেকে চলে গেলেন। বহু লোক তাঁর অনুসরণ করত, আর তিনি সকলকে নিরাময় করতেন, [১৬] কিন্তু এই কড়া নির্দেশ দিতেন, তারা যেন তাঁর পরিচয় প্রকাশ না করে, [১৭] যাতে নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়:

[১৮] *এই যে আমার সেই দাস যাঁকে আমি বেছে নিয়েছি,*
আমার সেই প্রিয়জন যাঁতে আমার প্রাণ প্রসন্ন।
আমি তাঁর উপর আমার আত্মার অধিষ্ঠান ঘটাব;
সকল দেশের কাছে তিনি প্রচার করবেন ন্যায়বিচার।
[১৯] *তিনি জোরে কথা বলবেন না, চিৎকার করবেন না,*
রাস্তা-ঘাটে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে না;
[২০] তিনি দোমড়ানো নলগাছ ছিঁড়বেন না,
টিমটিমে সলতেও নিভিয়ে দেবেন না,

যতদিন না তাঁর দ্বারা ন্যায়বিচারের বিজয় ঘটে।

[২১] *বিজাতীয়রা তাঁর নামেই প্রত্যাশা রাখবে* (খ)।

যিশু ও বেয়েল্‌জেবুল

মানুষের মুখের কথায়ই তার হৃদয়ের পরিচয়

[২২] তখন অপদূতগ্রস্ত একজন লোককে তাঁর কাছে আনা হল—সে ছিল অন্ধ ও বোবা; আর তিনি তাকে নিরাময় করলেন যেন সেই বোবা কথা বলতে ও দেখতে পায়। [২৩] সমস্ত লোক স্তম্ভিত হয়ে বলতে লাগল, 'ইনি কি সেই দাউদসন্তান?' [২৪] কিন্তু ফরিশীরা তা শুনে বললেন, 'এ কেবল অপদূতদের অধিপতি সেই বেয়েল্‌জেবুলের প্রভাবেই অপদূত তাড়ায়।'

[২৫] তাঁদের চিন্তা-ভাবনা জানতেন বিধায় তিনি তাঁদের বললেন, 'বিবাদে বিভক্ত যে কোন রাজ্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী; বিবাদে বিভক্ত যে কোন শহর বা পরিবারও স্থির থাকতে পারে না। [২৬] আচ্ছা, শয়তান যদি শয়তানকে তাড়ায়, সে নিজেই বিবাদে বিভক্ত; তবে তার রাজ্য কেমন করে স্থির থাকবে? [২৭] আর আমি যদি বেয়েল্‌জেবুলের প্রভাবে অপদূত তাড়াই, তবে আপনাদের শিষ্যেরা কার্ প্রভাবেই বা তাদের তাড়ায়? এজন্য তারাই আপনাদের বিচারক হয়ে দাঁড়াবে! [২৮] কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবে অপদূত তাড়াই, তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের রাজ্য আপনাদের মাঝে এসেই পড়েছে। [২৯] একজন বলবান লোকের বাড়িতে ঢুকে কেমন করেই বা একজন তার জিনিসপত্র লুট করতে পারে, যদি না আগে সে সেই বলবান লোককে বেঁধে ফেলে? তবেই সে তার বাড়ির সবকিছু লুট করতে পারে। [৩০] যে আমার সপক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে, এবং আমার সঙ্গে যে কুড়োয় না, সে ছড়িয়ে ফেলে। [৩১] এজন্যই আমি আপনাদের বলছি, মানুষের যে কোন পাপ ও ঈশ্বরনিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মা-নিন্দার ক্ষমা হবে না। [৩২] আর যে কেউ মানবপুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, সে ক্ষমা পাবে; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধেই কথা বলে, সে ক্ষমা পাবে না—এই যুগেও নয়, ভাবী যুগেও নয়।

[৩৩] তোমরা যদি ভাল গাছের কথা ধর, তবে তার ফলও ভাল হবে, আর যদি মন্দ গাছের কথা ধর, তবে তার ফলও মন্দ হবে; কেননা ফল দ্বারাই গাছ চেনা যায়। [৩৪] হে সাপের বংশ, আপনারা মন্দ হয়ে কেমন করে ভাল কথা বলতে পারেন? কেননা হৃদয় থেকে যা ছেপে ওঠে, মুখ তা-ই বলে। [৩৫] ভাল মানুষ ভাল ভাণ্ডার থেকে ভাল জিনিস বের করে; মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার থেকে মন্দ জিনিস বের করে। [৩৬] আমি আপনাদের বলছি, মানুষ যত ভিত্তিহীন কথা বলে, বিচারের দিনে তার প্রত্যেকটার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে; [৩৭] কারণ আপনার মুখের কথার ভিত্তিতেই আপনাকে ধার্মিক বলে সাব্যস্ত করা হবে, আবার আপনার মুখের কথার ভিত্তিতেই আপনাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করা হবে।’

যোনার চিহ্ন

[৩৮] তখন কয়েকজন শাস্ত্রী ও ফরিশী তাঁকে বললেন, ‘গুরু, আমরা আপনার কাছে কোন একটা চিহ্ন দেখবার ইচ্ছা করি।’ [৩৯] তিনি উত্তরে তাঁদের বললেন, ‘এই প্রজন্মের অসৎ ও ব্যভিচারী মানুষ একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করে, কিন্তু নবী যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন এদের দেখানো হবে না। [৪০] কারণ *যোনা যেমন তিন দিন তিন রাত ধরে সেই অতিকায় মাছের পেটে থাকলেন,* তেমনি মানবপুত্রও তিন দিন তিন রাত ধরে পৃথিবী-গর্ভে থাকবেন। [৪১] নিনেভের লোকেরা বিচারে এই প্রজন্মের মানুষদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে এদের দোষী সাব্যস্ত করবে, কেননা যোনার প্রচারে তারা মনপরিবর্তন করেছিল; আর দেখ, যোনার চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে। [৪২] দক্ষিণ দেশের সেই রানী বিচারে এই প্রজন্মের মানুষদের বিপক্ষে উঠে এদের দোষী সাব্যস্ত করবেন, কেননা শলোমনের প্রজ্ঞার উক্তি শুনবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন; আর দেখ, শলোমনের চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে।

[৪৩] অশুচি আত্মা যখন কোন মানুষকে ছেড়ে বেরিয়ে যায়, তখন বিশ্রামের খোঁজে জলহীন নানা জায়গা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তা পায় না; [৪৪] তখন সে বলে, আমি যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি, আমার সেই ঘরেই ফিরে যাব; কিন্তু ফিরে এসে সে তা শূন্য, মার্জিত ও শ্রীমণ্ডিতই পায়; [৪৫] তখন সে গিয়ে নিজের চেয়ে দুষ্ট অপর সাতটা আত্মাকে সঙ্গে নিয়ে আসে, এবং ভিতরে ঢুকে তারা সেখানে বসতি স্থাপন করে; ফলে

সেই মানুষের প্রথম দশার চেয়ে শেষ দশা আরও খারাপ হয়। এই প্রজন্মের দুষ্ট মানুষদের বেলায় ঠিক তাই ঘটবে।'

যিশুর প্রকৃত পরিজন

[৪৬] তিনি তখনও লোকদের এই সমস্ত কথা বলছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। [৪৭] [৪৮] কিন্তু তাঁকে যে একথা বলল, তাকে তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার মা কে? আমার ভাইয়েরাই বা কারা?' [৪৯] এবং নিজের শিষ্যদের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'এই যে আমার মা; এই যে আমার ভাইয়েরা; [৫০] কেননা যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা।'

১৩ [১] সেদিন যিশু বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সমুদ্র-কূলে বসলেন, [২] কিন্তু এত বহুলোকের ভিড় তাঁর কাছে জমতে লাগল যে, তিনি একটা নৌকায় উঠে সেইখানে বসলেন। সমস্ত লোক তীরে দাঁড়িয়ে রইল, [৩] আর তিনি উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাদের অনেক কথা বলতে লাগলেন।

তিনি বললেন, 'দেখ, বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়ল। [৪] বোনার সময়ে কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল; তখন পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল। [৫] আবার কিছু বীজ পাথুরে জায়গায় পড়ল, যেখানে বেশি মাটি ছিল না; তাই মাটি গভীর না হওয়ায় তা শীঘ্র গজিয়ে উঠল, [৬] কিন্তু সূর্য উঠলেই তা পুড়ে গেল, ও তার শিকড় না থাকায় শুকিয়ে গেল। [৭] আবার কিছু বীজ কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল; তাই কাঁটাগাছ বেড়ে তা চেপে রাখল। [৮] আবার কিছু বীজ উত্তম মাটিতে পড়ল ও ফল দিল: কোনটায় একশ' গুণ, কোনটায় ষাট গুণ, ও কোনটায় ত্রিশ গুণ। [৯] যার কান আছে, সে শুনুক।'

[১০] তখন শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কেন উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাদের কাছে কথা বলেন?' [১১] তিনি উত্তরে বললেন, 'এর কারণ, স্বর্গরাজ্য সংক্রান্ত রহস্যগুলো তোমাদের বুঝতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের দেওয়া হয়নি; [১২] যার আছে তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে, আর সে প্রাচুর্যেই থাকবে; কিন্তু যার কিছু নেই, তার যেটুকু আছে তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া

হবে। [১৩] এজন্য আমি তাদের কাছে উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে কথা বলি, কারণ তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না ও বোঝেও না। [১৪] ফলে তাদের সম্বন্ধে নবী ইশাইয়ার এই বাণী পূর্ণ হয়:

তোমরা কান পেতে শুনবে, কিন্তু বুঝবে না;
তোমরা তাকিয়ে দেখবে, কিন্তু দেখতে পাবে না,
[১৫] *কেননা এই লোকদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে,*
তারা কানে খাটো হয়ে গেছে, চোখ বন্ধ করে দিয়েছে,
পাছে তারা চোখে দেখে ও কানে শোনে,
হৃদয়ে বোঝে ও পথ ফেরায়,
আর আমি তাদের সুস্থ করি (ক)।

[১৬] কিন্তু তোমাদের চোখ সুখী, কারণ দেখতে পায়; তোমাদের কান সুখী, কারণ শুনতে পায়; [১৭] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যা দেখছ, তা অনেক নবী ও ধার্মিক মানুষ দেখতে বাসনা করেও দেখতে পাননি; এবং তোমরা যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পাননি।

[১৮] তাই তোমরা বীজবুনিয়ের উপমা-কাহিনী মন দিয়ে শোন: [১৯] যখন কেউ সেই রাজ্যের বাণী শুনে তা বোঝে না, তখন সেই ধূর্তজন এসে তার হৃদয়ে যা বোনা হয়েছিল, তা কেড়ে নেয়; এ হল সেই মানুষ যে পথের ধারে বোনা। [২০] সেও আছে যে পাথুরে মাটিতে বোনা: এ এমন মানুষ যে সেই বাণী শুনতে না শুনতেই তা সানন্দে গ্রহণ করে, [২১] কিন্তু তার অন্তরে শিকড় নেই; সে তো ক্ষণস্থির মানুষ, ফলে বাণীর কারণে কোন ক্লেশ বা নির্যাতন দেখা দিলেই তার পতন হয়। [২২] সেও আছে যে কাঁটাঝোপের মধ্যে বোনা: এ এমন মানুষ যে সেই বাণী শোনে, কিন্তু এসংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া বাণীটা চেপে রাখে; তাই তা ফলহীন হয়। [২৩] সেও আছে যে উত্তম মাটিতে বোনা: এ এমন মানুষ যে সেই বাণী শুনে তা বোঝে; সে-ই বাস্তবিক ফলবান হয়: সে কখনও একশ' গুণ, কখনও ষাট গুণ, কখনও ত্রিশ গুণ ফল দেয়।'

[২৪] তিনি তাদের কাছে আর একটা উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করলেন; তিনি বললেন, 'স্বর্গরাজ্য তেমন এক লোকের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে নিজের জমিতে ভাল

বীজ বুনল। [২৫] সকলে যখন ঘুমোচ্ছিল, তখন তার শত্রু এসে ওই গমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বুনে চলে গেল। [২৬] পরে যখন বীজ গজিয়ে উঠে ফল দিল, তখন শ্যামাঘাসও দেখা দিল। [২৭] সেই গৃহস্বামীর দাসেরা এসে তাকে বলল, প্রভু, আপনি কি জমিতে ভাল বীজ বোনেননি? তবে শ্যামাঘাস এল কোথা থেকে? [২৮] সে তাদের বলল, কোন শত্রু এ কাজ করেছে। দাসেরা তাকে বলল, তবে আপনি কি চান, আমরা গিয়ে তা সংগ্রহ করব? [২৯] সে বলল, না, পাছে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করতে করতে তোমরা তার সঙ্গে গমও উপড়ে ফেল। [৩০] ফসল কাটার সময় পর্যন্ত তোমরা বরং দুই-ই একসঙ্গে বাড়তে দাও, আর ফসল কাটার সময়ে আমি কাটিয়েদের বলব, তোমরা আগে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে তা পোড়াবার জন্য আঁটি বেঁধে রাখ, কিন্তু গম আমার গোলায় এনে রেখে দাও।'

[৩১] তিনি তাদের কাছে আর একটা উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করলেন; তিনি বললেন, 'স্বর্গরাজ্য তেমন একটা সর্ষে-দানার মত, যা একজন লোক নিয়ে নিজের জমিতে বুনল। [৩২] সকল বীজের চেয়ে ওই বীজ ছোট, কিন্তু একবার বেড়ে উঠলে তা যত শাকের চেয়ে বড় হয়; আর এমন গাছ হয়ে উঠে যে, আকাশের পাখিরা এসে তার শাখায় বাসা বাঁধে।'

[৩৩] তিনি তাদের কাছে আর একটা উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করলেন: 'স্বর্গরাজ্য এমন খামিরের মত, যা একজন স্ত্রীলোক নিয়ে তিন পাল্লা ময়দার সঙ্গে মাখল, শেষে সমস্তই গেঁজে উঠল।'

[৩৪] যিশু উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়েই লোকদের কাছে এই সমস্ত কথা বলতেন; উপমা না দিয়ে তাদের কিছুই বলতেন না, [৩৫] যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়:

উপমা-কাহিনী বলার জন্যই আমি মুখ খুলব,
এমন কিছু উচ্চারণ করব,
যা জগৎপত্তনের সময় থেকে গুপ্ত (খ)।

[৩৬] পরে তিনি লোকের ভিড় ছেড়ে বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'জমির শ্যামাঘাসের উপমা-কাহিনীটার অর্থ বুঝিয়ে দিন।' [৩৭] উত্তরে

তিনি বললেন, ‘যিনি ভাল বীজ বোনেন, তিনি মানবপুত্র। [৩৮] জমি হল জগৎ, ভাল বীজ রাজ্যের সন্তানেরা, শ্যামাঘাস সেই ধূর্তজনের সন্তানেরা; [৩৯] যে শত্রু শ্যামাঘাস বুনেছিল, সে দিয়াবল, ফসল কাটার সময় হল অন্তিম কাল, কাটিয়েরা হলেন স্বর্গদূত। [৪০] সুতরাং যেমন শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে তা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, অন্তিম কালে তেমনি ঘটবে: [৪১] মানবপুত্র নিজ দূতদের প্রেরণ করবেন; যা যা পতন ঘটায় তাঁরা সেইসব কিছু ও যত জঘন্য কর্মের সাধককে তাঁর রাজ্য থেকে সংগ্রহ করবেন [৪২] ও তাদের সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন যেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি। [৪৩] তখন ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। যার কান আছে, সে শুনুক।

[৪৪] স্বর্গরাজ্য কোন জমিতে গুপ্ত এমন ধনের মত, যা খুঁজে পেয়ে একজন লোক আবার গোপন করে রাখে; পরে মনের আনন্দে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে সেই জমি কিনে নেয়। [৪৫] আবার, স্বর্গরাজ্য তেমন এক বণিকের মত যে উত্তম মুক্তার খোঁজে বেড়াচ্ছে; [৪৬] একটা মহামূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেয়ে সে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে তা কিনে নেয়।

[৪৭] আবার স্বর্গরাজ্য তেমন এক টানা জালের মত, যা সমুদ্রে ফেলা হলে সব ধরনের মাছ সংগ্রহ করে। [৪৮] জালটা ভর্তি হলে লোকে তা ডাঙায় টেনে তোলে, আর সেখানে বসে ভাল মাছগুলো সংগ্রহ করে ঝুড়িতে রাখে, ও মন্দগুলোকে ফেলে দেয়। [৪৯] অন্তিম কালে তেমনিই ঘটবে: দূতেরা এসে ধার্মিকদের মধ্য থেকে দুর্জনদের পৃথক করে দেবেন, [৫০] ও তাদের সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন যেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।

[৫১] তোমরা কি এই সমস্ত কিছু বুঝেছ?’ তাঁরা বললেন, ‘হ্যাঁ।’ [৫২] তখন তিনি তাঁদের বললেন, ‘এজন্য যে শাস্ত্রী স্বর্গরাজ্যের শিষ্য হয়েছেন, তিনি তেমন গৃহস্বামীর মত, যে নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু’ রকমেরই জিনিস বের করে আনে।’

[৫৩] এই সমস্ত উপমা-কাহিনী শেষ করার পর যিশু সেখান থেকে চলে গেলেন। [৫৪] নিজের দেশে এসে তিনি তাদের সমাজগৃহে লোকদের উপদেশ দিতে লাগলেন; আর লোকে বিস্ময়মগ্ন হয়ে বলছিল: ‘এমন প্রজ্ঞা ও এমন পরাক্রম-কর্মগুলো কোথা

থেকেই বা এর কাছে আসে? [৫৫] এ কি সেই ছুতোরের ছেলে নয়? এর মায়ের নাম কি মারীয়া নয়? এবং যাকোব, যোসেফ, শিমোন ও যুদা কি এর ভাই নয়? [৫৬] এর বোনেরাও কি সকলে আমাদের এখানে নেই? তবে এই সমস্ত কিছু কোথা থেকেই বা এর কাছে এল?' [৫৭] এতে তিনি তাদের পতনের কারণ ছিলেন। কিন্তু যিশু তাদের বললেন, 'নবী কেবল নিজের দেশে ও নিজের পরিবার-পরিজনদের মধ্যেই অসম্মানিত হন!' [৫৮] এবং তাদের অবিশ্বাসের কারণে তিনি সেখানে বহু পরাক্রম-কর্ম সাধন করলেন না।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যু

১৪ [১] সেসময় হেরোদ রাজা যিশুর খ্যাতির কথা শুনতে পেয়ে [২] নিজের পরিষদদের বললেন, 'ইনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন নিজেই; তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন আর এজন্য পরাক্রম-কর্ম সাধন করার শক্তি তাঁর মধ্যে সক্রিয়।' [৩] বস্তুতপক্ষে হেরোদ নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার কারণে যোহনকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করেছিলেন, [৪] কেননা যোহন তাঁকে বলেছিলেন, 'তাকে রাখা আপনার বিধেয় নয়।' [৫] আর তিনি তাঁকে হত্যা করতে চাইলেও লোকদের জন্য ভয় পাচ্ছিলেন, কারণ লোকে তাঁকে নবী বলে মানত।

[৬] পরে, হেরোদের জন্মদিনের উৎসবে, এমনটি ঘটল যে, হেরোদিয়ার মেয়ে সকলের মধ্যে নেচে হেরোদকে এতই পুলকিত করল যে, [৭] তিনি শপথ করে প্রতিজ্ঞা করলেন, সে যা যাচনা করবে, তিনি তা তাকে দেবেন। [৮] মায়ের প্ররোচনায় মেয়েটি বলল, 'বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা থালায় করে এখানে আমাকে দিন।' [৯] এতে রাজা মনঃক্ষুণ্ন হলেন, কিন্তু নিজের শপথের জোরে ও উপস্থিত অতিথিদের কারণে তিনি তাকে তা দিতে আদেশ করলেন: [১০] তিনি লোক পাঠিয়ে কারাগারে যোহনের শিরশ্ছেদ করালেন; [১১] আর তাঁর মাথা একটা থালায় করে এনে মেয়েটিকে দেওয়া হল; আর সে তা মায়ের কাছে নিয়ে গেল। [১২] তাঁর শিষ্যেরা এসে দেহটি নিয়ে গিয়ে তাঁর সমাধি দিল, পরে যিশুকে গিয়ে সংবাদ দিল।

যিশু পাঁচ হাজার পুরুষলোককে অলৌকিক ভাবে খাওয়ান

[১৩] তা শুনে যিশু নৌকায় করে সেখান থেকে এক নির্জন স্থানে চলে গেলেন যেখানে একাকী হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু লোকেরা তা শুনে নানা শহর থেকে এসে হাঁটা-পথে তাঁর পিছু পিছু সেখানে গেল। [১৪] তাই তিনি যখন নৌকা থেকে নেমে এলেন, তখন বিপুল এক জনতাকে দেখলেন। তাদের প্রতি তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন, ও তাদের পীড়িত লোকদের নিরাময় করলেন। [১৫] পরে, সন্ধ্যা হলে শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'জায়গাটা নির্জন, বেলাও গেছে; লোকদের বিদায় দিন, যেন তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার মত কিছু কিনতে পারে।' [১৬] যিশু তাঁদের বললেন, 'এদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই; তোমরাই এদের খেতে দাও।' [১৭] তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আমাদের এখানে কেবল পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই।' [১৮] তিনি বললেন, 'তা এখানে আমার কাছে নিয়ে এসো।' [১৯] তিনি লোকদের ঘাসের উপরে বসতে আদেশ করলে পর সেই পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ হাতে নিয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, এবং সেই ক'খানা রুটি ছিঁড়ে তা শিষ্যদের হাতে দিলেন ও শিষ্যেরা তা লোকদের দিয়ে দিলেন। [২০] সকলে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; এবং যতগুলো টুকরো পড়ে রইল, তাঁরা তা কুড়িয়ে নিলে বারোখানা ঝুড়ি ভরে গেল। [২১] যারা খেয়েছিল, তারা স্ত্রীলোক ও শিশু বাদে আনুমানিক পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।

যিশু জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলেন

[২২] আর যিশু তখনই শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে আগে ওপারে যান; এর মধ্যে তিনি লোকদের বিদায় দেবেন। [২৩] লোকদের বিদায় দেবার পর তিনি একাকী হয়ে প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে গিয়ে উঠলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি সেখানে একাই ছিলেন, [২৪] কিন্তু নৌকাটা ডাঙা থেকে বেশ দূরে গিয়ে পড়েছিল, ও বাতাস প্রতিকূল হওয়ায় প্রবল ঢেউয়ের আঘাতে টলমল করছিল। [২৫] রাত যখন চার প্রহর, তখন তিনি সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে এলেন। [২৬] তাঁকে সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে শিষ্যেরা আতঙ্কিত হলেন; তাঁরা

বললেন, ‘এ যে ভূত!’ এবং ভয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। [২৭] কিন্তু যিশু তখনই তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন, বললেন: ‘সাহস ধর, আমিই আছি, ভয় করো না।’ [২৮] তখন পিতর উত্তরে তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, যদি আপনি হন, তবে আদেশ করুন, আমি যেন জলের উপর দিয়ে হেঁটে আপনার কাছে আসতে পারি।’ [২৯] তিনি বললেন, ‘এসো।’ তাই পিতর নৌকা থেকে বের হয়ে জলের উপর দিয়ে যিশুর দিকে চলতে লাগলেন, [৩০] কিন্তু বাতাস দেখে ভয় পেলেন, ও ডুবে যেতে যেতে চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘প্রভু, আমাকে ত্রাণ করুন।’ [৩১] যিশু তখনই হাত বাড়িয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন, ও তাঁকে বললেন, ‘হে অল্পবিশ্বাসী, কেন সন্দেহ করলে?’ [৩২] আর তাঁরা নৌকায় ওঠামাত্র বাতাস পড়ে গেল। [৩৩] যাঁরা নৌকায় ছিলেন, তাঁরা তাঁর সামনে প্রণিপাত করে বললেন, ‘সত্যি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র।’

[৩৪] পার হয়ে তাঁরা গেন্নেসারেতের কাছাকাছি এসে ভিড়লেন। [৩৫] সেখানকার লোকেরা তাঁকে চিনতে পেরে চারদিকে সেই দেশের সকল স্থানে সংবাদ পাঠাল, তখন সকল পীড়িত লোককে তাঁর কাছে আনা হল; [৩৬] এবং তাঁকে তারা মিনতি করতে লাগল, যেন পীড়িতেরা তাঁর পোশাকের ধারটুকুই কমপক্ষে স্পর্শ করতে পারে; আর যত লোক তা স্পর্শ করল, সকলেই পরিত্রাণ পেল।

ফরিশীদের পরম্পরাগত শিক্ষা

১৫ [১] সেসময় যেরুশালেম থেকে ফরিশীরা ও শাস্ত্রীরা যিশুর কাছে এসে বললেন, [২] ‘আপনার শিষ্যেরা কেন প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করে? খেতে বসবার আগে তারা তো হাত ধুয়ে নেয় না।’ [৩] উত্তরে তিনি তাঁদের বললেন, ‘আপনারাও নিজেদের পরম্পরাগত বিধিনিয়মের খাতিরে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন কেন? [৪] কারণ ঈশ্বর বলেছেন, *তুমি আপন পিতাকে ও আপন মাতাকে সম্মান করবে*, এবং *যে কেউ তার পিতাকে বা তার মাতাকে অভিশাপ দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে* (ক)। [৫] কিন্তু আপনারা বলে থাকেন, পিতাকে বা মাতাকে যে বলে, আমার যা কিছু তোমার সাহায্যে লাগতে পারে তা পবিত্রীকৃত অর্ঘ্য, [৬] সে নিজের পিতা বা মাতাকে সম্মান করতে আর বাধ্য নয়; এভাবে আপনারা নিজেদের পরম্পরাগত বিধিনিয়মের খাতিরে

ঈশ্বরের বাণী নিষ্ফল করেছেন। [৭] ভণ্ড! আপনাদের বিষয়ে নবী ইশাইয়া এই বলে সঠিক বাণী দিয়েছিলেন:

[৮] এই জাতির মানুষেরা ওষ্ঠেই আমার সম্মান করে,
কিন্তু এদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে;
[৯] এরা বৃথাই আমাকে উপাসনা করে,
যে শিক্ষা দিয়ে থাকে তা মানুষের আদেশ মাত্র।'[খ]

শুচি-অশুচি প্রসঙ্গ

[১০] লোকদের কাছে ডেকে তিনি বললেন, 'তোমরা শোন ও বুঝে নাও: [১১] মুখের ভিতরে যা যায়, তা যে মানুষকে কলুষিত করে এমন নয়, কিন্তু মুখ থেকে যা বেরিয়ে আসে, তা-ই মানুষকে কলুষিত করে।' [১২] তখন শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'আপনি কি জানেন, একথা শুনে ফরিশীরা তা পতনের কারণ মনে করেছেন?' [১৩] উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার স্বর্গস্থ পিতা যে যে চারাগাছ পোঁতেননি, সেগুলো সবই উপড়ে ফেলা হবে। [১৪] তাঁদের কথা বাদ দাও, তাঁরা অন্ধদের অন্ধ পথপ্রদর্শক; যদি অন্ধ অন্ধকে পথে চালিত করে, দু'জনেই গর্তে পড়বে।' [১৫] এতে পিতর তাঁকে বললেন, 'এই রহস্যময় বাণীর অর্থ আমাদের বুঝিয়ে দিন।' [১৬] তিনি বললেন, 'তোমাদেরও কি এখনও বোধ হয়নি? [১৭] এ কি বোঝ না যে, যা কিছু মুখে প্রবেশ করে, তা পেটে যায় ও নর্দমায় নির্গত হয়? [১৮] কিন্তু যা কিছু মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, তা হৃদয় থেকেই আসে, আর তা-ই মানুষকে কলুষিত করে। [১৯] কেননা হৃদয় থেকেই দুরভিসন্ধি, নরহত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, চুরি, মিথ্যাসাক্ষ্য, পরনিন্দা বেরিয়ে আসে; [২০] এগুলিই মানুষকে কলুষিত করে, কিন্তু হাত না ধুয়ে খাবার খেলে মানুষ এতে কলুষিত হয় না।'

কানানীয় স্ত্রীলোকের বিশ্বাস

[২১] সেই জায়গা ছেড়ে যিশু তুরস ও সিদোন প্রদেশের দিকে চলে গেলেন। [২২] আর হঠাৎ ওই অঞ্চলের একজন কানানীয় স্ত্রীলোক এসে চিৎকার করতে লাগল,

‘প্রভু, দাউদসন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার মেয়েটি একটা অপদূত দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়িতা।’ [২৩] তিনি কিন্তু তাকে উত্তরে কিছুই বললেন না। তখন তাঁর শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, ‘একে বিদায় দিন, কেননা এ আমাদের পিছু পিছু চিৎকার করছে।’ [২৪] তিনি উত্তরে বললেন, ‘আমি কেবল ইস্রায়েলকুলের হারানো মেষগুলির কাছেই প্রেরিত হয়েছি।’ [২৫] কিন্তু স্ত্রীলোকটি এগিয়ে এসে তাঁর সামনে প্রণিপাত করে থাকল; বলল ‘প্রভু, আমাকে সাহায্য করুন।’ [২৬] তিনি উত্তরে বললেন, ‘সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরশাবকদের কাছে ফেলে দেওয়া মানায় না।’ [২৭] তাতে সে প্রতিবাদ করে বলল, ‘হ্যাঁ, প্রভু, তবু কুকুরশাবকেরাও নিজেদের মনিবের টেবিল থেকে যে খাবারের টুকরো পড়ে তা খায়।’ [২৮] তখন যিশু উত্তরে তাকে বললেন, ‘নারী, তোমার এ বিশ্বাস সত্যি গভীর: তোমার যা ইচ্ছা, তা-ই হোক।’ আর সেই মুহূর্ত থেকে তার মেয়েটি সুস্থ হল।

সমুদ্রের ধারে সাধিত নানা আরোগ্য-কাজ

[২৯] সেখান থেকে চলে গিয়ে যিশু গালিলেয়া সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছলেন, এবং পর্বতে উঠে সেইখানে আসন নিলেন। [৩০] আর বহু লোকের ভিড় তাঁর কাছে আসতে লাগল, তারা সঙ্গে করে পঙ্গু, খোঁড়া, অন্ধ, বোবা, ও আরও অনেক অসুস্থ লোককে নিয়ে তাঁর পায়ের কাছে এনে রাখল; আর তিনি তাদের নিরাময় করলেন। [৩১] বোবারা কথা বলছে, পঙ্গুরা সুস্থ হয়ে উঠছে, খোঁড়ারা হেঁটে বেড়াচ্ছে ও অন্ধরা দেখতে পাচ্ছে, এমনটি দেখে লোকেরা আশ্চর্য হল, ও ইস্রায়েলের ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে লাগল।

যিশু চার হাজার পুরুষলোককে অলৌকিক ভাবে খাওয়ান

[৩২] তখন যিশু শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, ‘এই লোকদের দেখে আমার মায়া লাগে; কেননা এরা আজ তিন দিন হল আমার সঙ্গে রয়েছে ও খাবারের মত এদের কিছু নেই; আমি এদের অনাহারে বিদায় দিতে চাই না, পাছে পথে এরা মূর্ছা পড়ে।’ [৩৩] শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, ‘এমন নির্জন স্থানে আমরা কোথায়ই বা এত রুটি পাব যেন এত লোকদের ক্ষুধা মেটাতে পারি?’ [৩৪] যিশু তাঁদের বললেন, ‘তোমাদের কাছে ক’খানা রুটি আছে?’ তাঁরা বললেন, ‘সাতখানা, আর কয়েকটা ছোট

মাছ।' [৩৫] তখন তিনি লোকদের মাটিতে বসতে আদেশ করলেন; [৩৬] ও সেই সাতখানা রুটি ও সেই ক'টা মাছ হাতে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়লেন, এবং তা শিষ্যদের হাতে দিলেন আর শিষ্যেরা তা লোকদের দিয়ে দিলেন। [৩৭] সকলে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; এবং যতগুলো টুকরো পড়ে রইল, তাঁরা তা কুড়িয়ে নিলে সাতখানা ঝুড়ি ভরে গেল। [৩৮] যারা খেয়েছিল, তারা স্ত্রীলোক ও শিশু বাদে চার হাজার পুরুষ ছিল। [৩৯] আর লোকদের বিদায় দেওয়ার পর তিনি নৌকায় উঠে মাগাদান এলাকায় গেলেন।

যুগলক্ষণ নির্ণয়বোধ

১৬ [১] ফরিশীরা ও সাদ্দুকীরা কাছে এসে তাঁকে যাচাই করার জন্য অনুরোধ জানালেন তিনি যেন স্বর্গ থেকে কোন একটা চিহ্ন তাঁদের দেখান। [২] উত্তরে তিনি তাঁদের বললেন, 'সন্ধ্যা হলে আপনারা বলে থাকেন, আকাশ লাল, তাই আবহাওয়া ভালই থাকবে; [৩] আর সকালে বলে থাকেন, আকাশ লাল ও ঘোর অন্ধকার, তাই আজ ঝড় হবেই। আপনারা আকাশের চেহারা চিনতে পারেন, কিন্তু যুগলক্ষণগুলো চিনতে পারেন না। [৪] এই প্রজন্মের অসৎ ও ব্যভিচারী মানুষ একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন এদের দেখানো হবে না।' এবং তাঁদের ছেড়ে তিনি চলে গেলেন।

ফরিশীদের খামির

[৫] ওপারে যাওয়ার সময়ে শিষ্যেরা সঙ্গে রুটি নিতে ভুলে গেছিলেন। [৬] যিশু তাঁদের বললেন, 'সতর্ক হও, ফরিশী ও সাদ্দুকীদের খামিরের ব্যাপারে সাবধান থাক।' [৭] তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে বললেন, 'আমরা তো রুটি আনিনি।' [৮] তা জানতেন বিধায় যিশু বললেন, 'হে অল্পবিশ্বাসী, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে কেন বলছ, আমাদের রুটি নেই? [৯] এখনও কি বুঝতে পার না, মনেও পড়ে না সেই পাঁচ হাজার লোকের জন্য সেই পাঁচখানা রুটির কথা, আর কতগুলো রুটির ডালা তোমরা তুলে নিয়েছিলে? [১০] আর সেই চার হাজার লোকের জন্য সেই সাতখানা রুটির কথা,

আর কতগুলো রুটির ঝুড়ি তোমরা তুলে নিয়েছিলে? [১১] তোমরা কেন বুঝতে পার না যে, আমি যখন বলেছি, ফরিশী ও সাদ্দুকীর খামিরের ব্যাপারে তোমরা সাবধান থাক, তখন রুটির ব্যাপারে তা বলিনি?' [১২] তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, রুটির খামির সম্বন্ধে নয়, ফরিশী ও সাদ্দুকীদের শিক্ষা সম্বন্ধেই তিনি তাঁদের সাবধান থাকতে বলেছিলেন।

পিতরের বিশ্বাস স্বীকার

[১৩] ফিলিপ-কায়েসারিয়া অঞ্চলে এসে যিশু নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'মানবপুত্র কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' [১৪] তাঁরা বললেন, 'কেউ কেউ বলে: বাপ্তিস্মদাতা যোহন; কেউ কেউ বলে: এলিয়; আবার কেউ কেউ বলে: যেরেমিয়া বা নবীদের কোন একজন।' [১৫] তিনি তাঁদের বললেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' [১৬] শিমোন পিতর এ বলে উত্তর দিলেন, 'আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।' [১৭] প্রত্যুত্তরে যিশু তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন। [১৮] তাই আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না। [১৯] স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।' [২০] তখন তিনি শিষ্যদের আদেশ দিলেন, তিনি যে খ্রিষ্ট, একথা তাঁরা যেন কাউকেই না বলেন।

যিশুর যন্ত্রণাভোগ—প্রথম পূর্বঘোষণা

[২১] সেসময় থেকেই যিশু নিজের শিষ্যদের স্পষ্টই বলতে লাগলেন যে, তাঁকে যেরুশালেমে যেতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে। [২২] এতে পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন, বললেন, 'দূরের কথা, প্রভু! অমনটি আপনার কখনও ঘটবে না।' [২৩] কিন্তু তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে

পিতরকে বললেন, 'আমার পিছনে চলে যাও, শয়তান! তুমি আমার পথের বাধা; কেননা যা ভাবছ, তা ঈশ্বরের নয়, মানুষেরই ভাবনা।'

আপন অনুগামীদের প্রতি যিশুর দাবি

[২৪] তখন যিশু নিজের শিষ্যদের বললেন, 'কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। [২৫] কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে। [২৬] বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারায়, তাতে তার কী লাভ হবে? কিংবা, মানুষ নিজের প্রাণের বিনিময়ে কী দিতে পারবে? [২৭] কেননা মানবপুত্র নিজের দূতদের সঙ্গে নিজ পিতার গৌরবে আসবেন, আর তখন প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন। [২৮] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে, যারা মানবপুত্রকে নিজের রাজ্যের প্রভাবে আসতে না দেখা পর্যন্ত কোনমতে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না।'

যিশুর দিব্য রূপান্তর

১৭ [১] ছ' দিন পর পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে করে যিশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; [২] এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান, ও তাঁর পোশাক আলোর মত নির্মল হয়ে উঠল। [৩] আর হঠাৎ মোশি ও এলিয় তাঁদের দেখা দিলেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন। [৪] তখন পিতর যিশুকে বললেন, 'প্রভু, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আপনি ইচ্ছা করলে আমি এখানে তিনটে কুটির তৈরি করব, আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' [৫] তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ, একটি উজ্জ্বল মেঘ নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর হঠাৎ সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন।' [৬] একথা শুনে শিষ্যেরা উপুড় হয়ে পড়লেন ও ভীষণ

ভয়ে অভিভূত হলেন। [৭] কিন্তু যিশু কাছে এসে তাঁদের এই বলে স্পর্শ করলেন, 'ওঠ, ভয় করো না।' [৮] তখন চোখ তুলে তাঁরা কেবল যিশুকেই ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না। [৯] পর্বত থেকে নামবার সময়ে যিশু তাঁদের এই আদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা এই দর্শনের কথা কাউকেই বলো না, যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন।'

[১০] তখন শিষ্যেরা তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'তবে শাস্ত্রীরা কেন একথা বলেন যে, আগে এলিয়কে আসতে হবে?' [১১] তিনি উত্তরে বললেন, 'এলিয় আসছেন বটে, এবং সবকিছুই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন; [১২] কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এলিয় এসেই গেছেন, এবং লোকেরা তাঁকে চেনেনি, বরং তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করল; তেমনি মানবপুত্রকেও তাদের হাতে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।' [১৩] তখন শিষ্যেরা বুঝলেন যে, তাঁদের তিনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা বলছিলেন।

মৃগীরোগীর সুস্থতা-লাভ

[১৪] তাঁরা লোকদের কাছে ফিরে এলেই একজন লোক তাঁর কাছে এসে হাঁটু পাত করে বলল, [১৫] 'প্রভু, আমার ছেলের প্রতি দয়া করুন, কেননা সে মৃগীরোগে আক্রান্ত, ও ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে; সে শুধু শুধু আগুনে বা জলে পড়ে যায়। [১৬] তাকে আমি আপনার শিষ্যদের কাছে এনেছিলাম, কিন্তু তাঁরা তাকে নিরাময় করতে সক্ষম হলেন না।' [১৭] যিশু উত্তরে বললেন, 'হে অবিশ্বাসী ও ভ্রষ্ট প্রজন্মের মানুষেরা, আমি আর কত দিন তোমাদের সঙ্গে থাকব? আর কত দিন তোমাদের সহ্য করব? তোমরা তাকে এখানে আমার কাছে নিয়ে এসো।' [১৮] আর যিশু তাকে ধমক দিলে সেই অপদূত ছেলেকে ছেড়ে গেল, আর ছেলেটি সেই মুহূর্ত থেকে নিরাময় হল। [১৯] তখন শিষ্যেরা আড়ালে এসে যিশুকে বললেন, 'আমরা কেন তা তাড়াতে পারলাম না?' [২০] তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদের অল্পবিশ্বাসের কারণে; কেননা আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি তোমাদের একটা সর্ষে-দানার মত বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্বতকে বলবে, এখান থেকে ওখানে সরে যাও, আর তা সরে যাবেই; তোমাদের পক্ষে অসাধ্য কিছুই থাকবে না।' [২১]

যিশুর যন্ত্রণাভোগ—দ্বিতীয় পূর্বঘোষণা

[২২] গালিলেয়ায় একসঙ্গে থাকাকালে যিশু তাঁদের বললেন, ‘মানবপুত্রকে মানুষের হাতে শীঘ্রই তুলে দেওয়া হবে; [২৩] তারা তাঁকে হত্যা করবে, এবং তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করবেন।’ এতে তাঁদের ভীষণ দুঃখ হল।

ঈশ্বরের পুত্র হয়েও যিশু মন্দিরের কর মিটিয়ে দেন

[২৪] পরে তাঁরা কাফার্নাউমে এলে, যারা মন্দিরের কর আদায় করত, তারা পিতরকে এসে বলল, ‘আপনাদের গুরু কি কর দেন না?’ [২৫] তিনি বললেন, ‘তিনি দিয়ে থাকেন।’ আর তিনি বাড়িতে ঢুকলে কথা বলার আগেই যিশু তাঁকে বললেন, ‘শিমোন, তুমি কি মনে কর? পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে কর বা রাজস্ব গ্রহণ করে থাকেন? কি নিজেদের ছেলেদের কাছ থেকে, না অন্য লোকদের কাছ থেকে?’ [২৬] পিতর বললেন, ‘অন্য লোকদের কাছ থেকে।’ যিশু তাঁকে বললেন, ‘তবে ছেলেরা করমুক্ত। [২৭] তবু আমরা যেন তাদের পতনের কারণ না হই, এজন্য তুমি সমুদ্রে গিয়ে বড়শি ফেল; যে মাছ প্রথমে ওঠে, সেইটা ধর; তার মুখ খুলে একটা টাকার মুদ্রা পাবে; সেইটা নিয়ে তুমি আমার ও তোমার জন্য তাদের হাতে তুলে দাও।’

নানা প্রসঙ্গে যিশুর বাণী

১৮ [১] ঠিক সেসময়ে শিষ্যেরা যিশুর কাছে এসে বললেন, ‘তবে স্বর্গরাজ্যে কে সবচেয়ে বড়?’ [২] তিনি একটি শিশুকে নিজের কাছে ডেকে তাকে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করালেন; [৩] পরে বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের যদি পরিবর্তন না হয় ও তোমরা শিশুদের মত না হয়ে ওঠ, তবে স্বর্গরাজ্যে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না। [৪] সুতরাং যে কেউ নিজেকে এই শিশুর মত ছোট করে, স্বর্গরাজ্যে সে-ই সবচেয়ে বড়।

[৫] যে কেউ এর মত একটিমাত্র শিশুকেও আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; [৬] কিন্তু এই যে ক্ষুদ্রজনেরা আমাতে বিশ্বাস রাখে, যে কেউ তাদের একজনেরও পতনের কারণ হয়, তার গলায় জাঁতাকলের বড় পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্র-

গর্তে ডুবিয়ে দেওয়াই বরং তার পক্ষে ভাল। [৭] তত পতনের জন্য জগৎকে ধিক্! পতন যে ঘটবে, তা তো অপরিহপর্য; কিন্তু ধিক্ সেই মানুষকে, যার কারণে পতন ঘটে। [৮] তোমার হাত বা পা যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা কেটে দূরে ফেলে দাও; দু'টো হাত বা দু'টো পা নিয়ে অনন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে নুলো বা খোঁড়া হয়ে জীবনে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল। [৯] আর তোমার চোখ যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা উপড়ে দূরে ফেলে দাও; সেই চোখ নিয়ে অগ্নিময় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে এক চোখ নিয়ে জীবনে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল।

[১০] দেখ, এই ক্ষুদ্রজনদের একজনকেও অবজ্ঞা করো না, কেননা আমি তোমাদের বলছি, তাদের দূতেরা স্বর্গে অনুক্ষণ আমার স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ দর্শন করেন। [১১] [১২] তোমরা কি মনে কর? কোন একজন লোকের যদি একশ'টা মেষ থাকে, আর সেগুলোর মধ্যে একটা পথভ্রষ্ট হয়, তবে সে কি বাকি নিরানব্বইটাকে ফেলে রেখে পর্বতে পর্বতে গিয়ে ভ্রষ্টটার খোঁজে বেড়াবে না? [১৩] আর আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে যদি তাকে কোনমতে খুঁজে পায়, তবে যে নিরানব্বইটা ভ্রষ্ট হয়নি, তাদের চেয়ে সেইটার জন্য সে বেশি আনন্দ করবে। [১৪] একই প্রকারে, এই ক্ষুদ্রজনদের একজনও বিনষ্ট হোক, তা কখনোই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা নয়।

[১৫] আর তোমার ভাই যদি কোন অন্যায় করে, তবে গিয়ে, যেখানে কেবল তুমি ও সে-ই আছ, সেইখানে তাকে অন্যায়টা বুঝিয়ে দাও; সে যদি তোমার কথা শোনে, তুমি নিজের ভাইকে জয় করেছ। [১৬] কিন্তু সে যদি না শোনে, তবে আর দু' একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাও, যেন দু' *তিনজন সাক্ষীর প্রমাণে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়* (ক)। [১৭] আর সে যদি তাদের কথা না শোনে, মণ্ডলীকে বল; আর যদি মণ্ডলীর কথাও না শোনে, তবে সে তোমার কাছে কোন বিজাতীয় বা কর-আদায়কারীর মত হোক। [১৮] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে, এবং পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু মুক্ত করবে, তা স্বর্গে মুক্ত হবে।

[১৯] আবার আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমাদের দু'জন কোন কিছু যাচনা করার জন্য যদি একমন হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা তাদের তা মঞ্জুর করবেন;

[২০] কেননা যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।'

[২১] তখন পিতর তাঁর কাছে এসে বললেন, 'প্রভু, আমার ভাই আমার প্রতি অন্যায় করলে আমি কতবার তাকে ক্ষমা করব? কি সাতবার পর্যন্ত?' [২২] যিশু তাঁকে বললেন, 'তোমাকে বলছি, সাতবার পর্যন্ত নয়, কিন্তু সত্তরগুণ সাতবার পর্যন্ত।

[২৩] এজন্য স্বর্গরাজ্য তেমন এক রাজার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যিনি নিজের কর্মচারীদের কাছ থেকে হিসাব নেবেন বলে মনস্থ করলেন। [২৪] তিনি হিসাব করতে বসেছেন, তখন একজনকে তাঁর কাছে আনা হল যার লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণ ছিল; [২৫] কিন্তু তার সেই ঋণ শোধ করার ক্ষমতা না থাকায় তার প্রভু আদেশ দিলেন, তাকে ও তার স্ত্রী-পুত্রকে ও তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে যেন ঋণটা শোধ করিয়ে নেওয়া হয়; [২৬] তাতে সেই কর্মচারী তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন, আমি সমস্তই শোধ করব। [২৭] তখন সেই কর্মচারীর প্রভু দয়ায় বিগলিত হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন ও তার ঋণ ক্ষমা করে দিলেন। [২৮] কিন্তু সেই কর্মচারী বাইরে গিয়ে তার সহকর্মীদের একজনের দেখা পেল যে তার কাছে একশ' টাকা ঋণী ছিল; সে তার গলা টিপে ধরে বলল, তোমার দেনাটা শোধ কর। [২৯] তখন তার সহকর্মী তার পায়ে পড়ে মিনতি জানাতে জানাতে বলল, আমার প্রতি ধৈর্য ধর, আমি ঋণটা শোধ করে দেব; [৩০] তবু সে রাজি হল না, বরং গিয়ে তাকে কারাগারে ফেলে রাখল যে পর্যন্ত ঋণটা শোধ না করে।

[৩১] ব্যাপারটা দেখে তার সহকর্মীরা খুবই দুঃখ পেল, আর নিজেদের প্রভুর কাছে গিয়ে কথাটা সবই বলে দিল। [৩২] তখন সেই প্রভু তাকে কাছে ডাকিয়ে এনে বললেন, ধূর্ত কর্মচারী! তুমি আমার কাছে মিনতি করলে আমি তোমার ওই সমস্ত ঋণ ক্ষমা করেছিলাম। [৩৩] আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া দেখিয়েছিলাম, তেমনি তোমার সহকর্মীর প্রতি দয়া দেখানো কি তোমারও উচিত ছিল না? [৩৪] আর সেই প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে পীড়কদের হাতে তুলে দিলেন যে পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ শোধ না করে। [৩৫] আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের প্রতি ঠিক এভাবেই ব্যবহার করবেন, তোমরা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ ভাইকে অন্তর থেকেই ক্ষমা না কর।'

বিবাহ-বন্ধন ও কৌমার্য সম্বন্ধে শিক্ষা

১৯ [১] এবিষয়ে তাঁর সমস্ত বক্তব্য শেষ করার পর যিশু গালিলেয়া ছেড়ে যুদার সেই অঞ্চলে এলেন যা যর্দনের ওপারে। [২] বহু লোকের ভিড় তাঁর অনুসরণ করছিল এবং তিনি সেখানে বহু লোককে নিরাময় করলেন।

[৩] তখন কয়েকজন ফরিশী কাছে এসে তাঁকে যাচাই করার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'মানুষের পক্ষে কি যে কোন কারণেই স্ত্রীকে ত্যাগ করা বিধেয়?' [৪] তিনি উত্তরে বললেন, 'আপনারা কি একথা পড়েননি যে, স্রষ্টা আদিতে *পুরুষ ও নারী করে তাদের গড়লেন* (ক); [৫] এবং তিনি বলেছিলেন, *এই কারণে মানুষ পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে?*(খ) [৬] সুতরাং তারা আর দু'জন নয়, কিন্তু একদেহ। অতএব ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা যেন বিযুক্ত না করে।' [৭] তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তবে মোশি কেন আদেশ দিলেন, *তাকে ত্যাগ করার সময়ে যেন তাকে ত্যাগপত্র দেওয়া হয়?*'(গ) [৮] তিনি তাঁদের বললেন, 'আপনাদের হৃদয় কঠিন ছিল বিধায়ই মোশি আপনাদের নিজ নিজ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু আদি থেকে এমনটি ছিল না। [৯] আর আমি আপনাদের বলছি, অবৈধ সম্পর্কের কারণে ছাড়া যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে।'

[১০] শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবস্থা তেমন হলে, তবে বিবাহ না করাই ভাল।' [১১] তিনি তাঁদের বললেন, 'একথা সকলে মেনে নিতে পারে এমন নয়, কেবল তারাই পারে মেনে নেবার ক্ষমতা যাদের দেওয়া হয়েছে। [১২] কারণ এমন নপুংসক আছে, যারা মাতৃগর্ভ থেকেই সেভাবে জন্মেছে; আর এমন নপুংসক আছে, মানুষই যাদের নপুংসক করেছে; আবার এমন নপুংসক আছে, যারা স্বর্গরাজ্যের জন্যই নিজেদের নপুংসক করেছে। কথাটা যে মেনে নিতে পারে, সে মেনে নিক!'

যিশু এবং শিশুরা

[১৩] তখন কয়েকটি শিশুকে তাঁর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের উপর হাত রেখে প্রার্থনা করেন। শিষ্যেরা তাদের ভর্ৎসনা করছিলেন, [১৪] কিন্তু যিশু বললেন,

‘শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, বাধা দিয়ো না, কেননা যারা এদের মত, স্বর্গরাজ্য তাদেরই।’ [১৫] আর তিনি তাদের উপরে হাত রাখলেন ও সেখান থেকে চলে গেলেন।

যিশুর অনুসরণ ও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য ধন বাধাস্বরূপ

[১৬] আর দেখ, একজন লোক এসে তাঁকে বলল, ‘গুরু, অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমাকে কোন্ মঙ্গলময় কাজ করতে হবে?’ [১৭] তিনি তাকে বললেন, ‘মঙ্গলময় সম্বন্ধে কেন জিজ্ঞাসা কর? মঙ্গলময় একজনমাত্র আছেন। তবু তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞাগুলো পালন কর।’ [১৮] সে বলল, ‘কোন্ কোন্ আজ্ঞা?’ যিশু বললেন, ‘*নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না* (ঘ), [১৯] *পিতামাতাকে সম্মান করবে, ও তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।*’(ঙ) [২০] সেই যুবক তাঁকে বলল, ‘আমি এ সমস্ত পালন করে আসছি, এখন আমার করার বাকি কী আছে?’ [২১] যিশু তাকে বললেন, ‘যদি সিদ্ধপুরুষ হতে ইচ্ছা কর, তবে যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দান কর, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর।’ [২২] কিন্তু একথা শুনে সেই যুবক মনের দুঃখে চলে গেল, কারণ তার বিপুল সম্পত্তি ছিল।

[২৩] তখন যিশু নিজ শিষ্যদের বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন। [২৪] তোমাদের আবার বলছি, ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ।’ [২৫] তেমন কথা শুনে শিষ্যেরা অধিক বিস্ময়বিহ্বল হলেন; তাঁরা বললেন, ‘তবে পরিত্রাণ পাওয়া কার্ পক্ষেই বা সাধ্য?’ [২৬] তাঁদের দিকে তাকিয়ে যিশু তাঁদের বললেন, ‘তা মানুষের পক্ষে অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সবই সাধ্য।’

[২৭] তখন পিতর তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি; তবে আমরা কী পাব?’ [২৮] যিশু তাঁদের বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা সকলে যারা আমার অনুগামী হয়েছ, নবসৃষ্টি-কালে যখন মানবপুত্র নিজের গৌরবের সিংহাসনে আসীন হবেন, তখন তোমরাও ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে। [২৯] আর যে কেউ আমার নামের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি পিতা, কি মাতা,

কি ছেলে, কি জমিজমা ত্যাগ করেছে, সে তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে। [৩০] যারা সবার আগে রয়েছে, তাদের অনেকে শেষে পড়বে; এবং যারা সবার শেষে রয়েছে, তারা সবার আগে দাঁড়াবে।'

প্রতিদান দানে ঈশ্বরের উদারতা

২০ [১] 'বাস্তবিকই স্বর্গরাজ্য তেমন এক গৃহস্বামীর মত, যিনি নিজের আঙুরখেতে মজুর লাগাবার জন্য খুব সকালে বেরিয়ে পড়লেন। [২] তিনি মজুরদের সঙ্গে দিনমজুরি হিসাবে একটা রুপোর টাকা স্থির করে তাদের নিজের আঙুরখেতে পাঠিয়ে দিলেন। [৩] পরে তিনি সকাল ন'টার দিকে বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন, চত্বরে অন্য কয়েকজন লোক বেকার দাঁড়িয়ে আছে; [৪] তাদের বললেন, তোমরাও আমার আঙুরখেতে যাও, তোমাদের ন্যায্য মজুরি দেব। [৫] তাতে তারা গেল। তিনি আবার দুপুরবেলা ও বেলা তিনটের দিকে বেরিয়ে গিয়ে তেমনি করলেন; [৬] পরে বিকেল পাঁচটার দিকে বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন, আর কয়েকজন সেখানে এমনি দাঁড়িয়ে আছে; তাদের বললেন, কেন সারাদিন এখানে বেকার দাঁড়িয়ে আছ? [৭] তারা তাঁকে বলল, কারণ কেউই আমাদের কাজে লাগায়নি। তাদের তিনি বললেন, তোমরাও আমার আঙুরখেতে যাও।

[৮] সন্ধ্যা হলে সেই আঙুরখেতের প্রভু তাঁর নায়েবকে বললেন, মজুরদের ডেকে শেষজন থেকে শুরু করে প্রথমজন পর্যন্ত সকলের মজুরি মিটিয়ে দাও। [৯] তাই যারা বিকেল পাঁচটার দিকে শুরু করেছিল, তারা এসে এক একজন একটা করে রুপোর টাকা পেল; [১০] পরে যারা প্রথমে শুরু করেছিল, তারা এসে বেশি পাবে বলে প্রত্যাশা করছিল, কিন্তু তারাও একটা করে রুপোর টাকা পেল। [১১] পেয়ে তারা সেই গৃহস্বামীর বিরুদ্ধে গজগজ করে বলতে লাগল: [১২] শেষে এসেছিল এই লোকেরা, এরা তো মাত্র এক ঘণ্টা খেটেছে, আর এদের আপনি আমাদেরই সমান করলেন যারা সারাদিন খেটেছি ও রোদে ভুগেছি। [১৩] তিনি উত্তরে তাদের একজনকে বললেন, বন্ধু, আমি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করছি না; আমার ও তোমার মধ্যে কি একটা রুপোর টাকার কথা হয়নি? [১৪] তোমার যা পাওনা, তা নিয়ে তুমি যাও; কিন্তু আমি তোমাকে যা দিয়েছি, শেষে যে এসেছে, তাকেও সেই একই মজুরি দিতে ইচ্ছা করি। [১৫] আমার নিজের যা,

তা নিয়ে আমার যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার কি আমার নেই? নাকি, আমি দানশীল বলে তোমার চোখ হিংসুক? [১৬] তেমনিভাবে যারা সবার আগে রয়েছে, তারা শেষে পড়বে; এবং যারা সবার শেষে রয়েছে, তারা সবার আগে দাঁড়াবে।'

যিশুর যন্ত্রণাভোগ—তৃতীয় পূর্বঘোষণা

[১৭] যিশু যেরুশালেমের দিকে এগিয়ে চলছেন, এমন সময় তিনি সেই বারোজনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে পথ চলতে চলতে বললেন: [১৮] 'দেখ, আমরা যেরুশালেমে যাচ্ছি; আর মানবপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তাঁরা তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন [১৯] ও বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেবেন তারা যেন তাঁকে বিদ্রূপ করে, কশাঘাত করে ও ক্রুশে দেয়; আর তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করবেন।'

উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা ও ভ্রাতৃসেবা

[২০] তখন জেবেদের ছেলেদের মা নিজের ছেলে দু'টোকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন ও কিছু যাচনা করার জন্য তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন। [২১] তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি কি চান?' তিনি বললেন, 'আদেশ করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলের একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারে।' [২২] যিশু উত্তরে বললেন, 'তোমরা কি যাচনা করছ, তা বোঝ না; আমি যে পাত্রে পান করতে যাচ্ছি, সেই পাত্রে তোমরা কি পান করতে পার?' তাঁরা বললেন, 'পারি।' [২৩] তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা সত্যিই আমার পাত্রে পান করবে, কিন্তু কাউকে আমার ডান পাশে ও বাঁ পাশে আসন মঞ্জুর করার অধিকার আমার নেই; তেমন আসন বরং তাদেরই হবে, আমার পিতা যাদের জন্য তা প্রস্তুত করেছেন।'

[২৪] একথা শুনে অন্য দশজন ওই দুই ভাইয়ের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। [২৫] কিন্তু যিশু তাঁদের কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা তো জান, বিজাতীয়দের শাসকেরা তাদের উপর প্রভুত্ব করে, এবং যারা বড়, তারাও তাদের উপর কর্তৃত্ব চালায়। [২৬] তোমাদের মধ্যে তেমনটি হবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে, [২৭] আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, তাকে হতে

হবে তোমাদের দাস, [২৮] ঠিক যেমনটি মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে।’

দু’জন অন্ধ মানুষের সুস্থতা-লাভ

[২৯] যেরিখো ত্যাগ করার সময় বহু লোক তাঁর অনুসরণ করছিল। [৩০] আর দেখ, দু’জন অন্ধ লোক পথের ধারে বসে আছে; সেই পথ দিয়ে যিশুই যাচ্ছেন শুনে তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘প্রভু, দাউদসন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন।’ [৩১] তারা যেন চুপ করে এজন্য লোকেরা তাদের ধমক দিচ্ছিল; কিন্তু তারা আরও জোর গলায় চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘প্রভু, দাউদসন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন।’ [৩২] যিশু থামলেন, ও কাছে ডেকে তাদের বললেন, ‘তোমরা কী চাও? আমি তোমাদের জন্য কী করব?’ [৩৩] তারা তাঁকে বলল, ‘প্রভু, আমাদের চোখ যেন খুলে যায়।’ [৩৪] দয়ায় বিগলিত হয়ে যিশু তাদের চোখ স্পর্শ করলেন, আর তখনই তারা চোখে দেখতে পেল ও তাঁর অনুসরণ করল।

যেরুশালেমে মশীহের প্রবেশ

২১ [১] পরে যেরুশালেমের কাছাকাছি এসে তাঁরা যখন জৈতুন পর্বতে বেথ্‌ফাগে গ্রামে এসে পৌঁছলেন, তখন যিশু দু’জন শিষ্যকে আগে পাঠিয়ে দিলেন; [২] তাঁদের বললেন, ‘তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও; গিয়ে দেখতে পাবে, একটা গাধা বাঁধা আছে, ও তার সঙ্গে তার বাচ্চা; বাঁধন খুলে ওগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো। [৩] আর যদি কেউ তোমাদের কিছু বলে, তোমরা বলবে, প্রভুর এগুলোর দরকার আছে; কিন্তু শীঘ্রই এগুলো ফিরিয়ে পাঠাবেন।’ [৪] তেমনটি ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়:

[৫] *তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল,*
দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন;
তিনি কোমল, ও একটা গাধার পিঠে আসীন,
ভারবাহী একটা পশুর বাচ্চারই পিঠে।

[৬] তাই ওই শিষ্যেরা গিয়ে যিশুর নির্দেশমত কাজ করলেন, [৭] আর গাধাকে ও বাচ্চাটাকে এনে তাদের পিঠের উপরে নিজেদের চাদর পেতে দিলেন, আর তিনি সেগুলোর উপরে গিয়ে আসন নিলেন। [৮] তখন ভিড়ের মধ্যে অধিকাংশ লোক নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিল, ও অন্যান্য লোক গাছের নানা ডাল কেটে পথে ছড়িয়ে দিল। [৯] ভিড়ের যে সকল লোক তাঁর আগে আগে চলছিল ও যারা পিছু পিছু আসছিল, তারা চিৎকার করে বলছিল :

> 'দাউদসন্তানের *হোশান্না ;*
> *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য ;*
> *ঊর্ধ্বলোকে হোশান্না !'*

[১০] আর তিনি যেরুশালেমে প্রবেশ করলে গোটা শহরটা টলমল হয়ে উঠল; [১১] সকলে বলতে লাগল, 'ইনি কে?' আর লোকেরা বলছিল, 'ইনি গালিলেয়ার নাজারেথের সেই নবী যিশু।'

মন্দির থেকে ব্যাপারীদের বিতাড়ন

[১২] পরে যিশু মন্দিরে প্রবেশ করলেন, আর যারা তার মধ্যে কেনা-বেচা করছিল তাদের সকলকে বের করে দিলেন, এবং পোদ্দারদের টেবিল ও যারা ঘুঘু বিক্রি করছিল, তাদের আসন উল্টিয়ে ফেলে [১৩] তাদের বললেন, 'শাস্ত্রে বলে : *আমার গৃহকে বলা হবে প্রার্থনা-গৃহ,* কিন্তু তোমরা তা *দস্যুদের আস্তানা* করছ।'(ক) [১৪] কয়েকজন অন্ধ ও খোঁড়া লোকও মন্দিরে তাঁর কাছে এল আর তিনি তাদের নিরাময় করলেন। [১৫] কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা তাঁর সাধিত আশ্চর্য কাজগুলো দে'খে, এবং বালকেরা যে 'দাউদসন্তানের হোশান্না' বলে মন্দিরে চিৎকার করছে তাও দে'খে ক্ষুব্ধ হলেন, [১৬] এবং তাঁকে বললেন, 'আপনি কি শুনছেন, এরা কি বলছে?' যিশু তাঁদের বললেন, 'হ্যাঁ, শুনছি। আপনারা কি কখনও একথা পড়েননি যে,

> *বালকদের ও দুধের শিশুদেরই মুখে*
> *তুমি নিজের জন্য স্তুতিবাদ যুগিয়েছ?'*(খ)

[১৭] আর তাঁদের ছেড়ে তিনি শহরের বাইরে বেথানিয়ায় গিয়ে সেইখানে রাত কাটালেন।

[১৮] সকালে শহরে ফিরে যাওয়ার সময়ে তাঁর ক্ষুধা পেল। [১৯] পথের ধারে একটা ডুমুরগাছ দেখে তিনি কাছাকাছি গিয়ে পাতা ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। তখন তিনি গাছটাকে বললেন, 'তোমাতে যেন আর কখনও ফল না ধরে!' আর সঙ্গে সঙ্গে ডুমুরগাছটা শুকিয়ে গেল। [২০] তা দেখে শিষ্যেরা আশ্চর্য হলেন; তাঁরা বললেন, 'কেনই বা ডুমুরগাছটা সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল?' [২১] উত্তরে যিশু তাঁদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের যদি বিশ্বাস থাকে ও সন্দেহ না কর, তবে তোমরা ডুমুরগাছের একই দশা ঘটাতে পারবে, আর শুধু তা নয়, এই পর্বতকেও যদি বল, উপড়ে যাও ও সমুদ্রে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হও, তা-ই হবে। [২২] প্রার্থনায় তোমরা বিশ্বাসের সঙ্গে যা কিছু যাচনা করবে, তা পাবে।'

যিশুর অধিকার প্রসঙ্গ ও সেবিষয়ে নানা উপমা-কাহিনী

[২৩] তিনি মন্দিরে এলে পর তাঁর উপদেশ দেওয়ার সময়ে প্রধান যাজকেরা ও জাতির প্রবীণবর্গ কাছে এসে বললেন, 'আপনি কোন্ অধিকারেই এই সমস্ত কিছু করছেন? আর কেইবা আপনাকে তেমন অধিকার দিয়েছে?' [২৪] উত্তরে যিশু তাঁদের বললেন, 'আমিও আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখব, মাত্র একটা; তার উত্তর যদি দিতে পারেন, তবে আমিও আপনাদের বলব কোন্ অধিকারে এই সমস্ত কিছু করছি। [২৫] যোহনের বাপ্তিস্ম কোথা থেকে আসছিল? স্বর্গ থেকে না মানুষ থেকে?' তাঁরা নিজেদের মধ্যে এভাবে বলাবলি করে বলছিলেন, 'যদি বলি স্বর্গ থেকে, তাহলে ইনি প্রতিবাদ করে আমাদের বলবেন, তবে আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করেননি কেন? [২৬] আর যদি বলি, মানুষ থেকে, আমরা তো লোকদের ভয় পাই, কারণ সকলে যোহনকে নবী বলে মানে।' [২৭] তাই তাঁরা এই বলে যিশুকে উত্তর দিলেন, 'আমরা জানি না।' আর তিনি প্রতিবাদ করে তাঁদের বললেন, 'তবে আমিও যে কোন্ অধিকারে এই সমস্ত কিছু করছি তা আপনাদের বলব না।

[২৮] কিন্তু আপনারা এ ব্যাপারে কী মনে করেন? একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল; তিনি প্রথমজনকে গিয়ে বললেন, বৎস, যাও, আজ আঙুরখেতে কাজ কর।

[২৯] সে উত্তর দিল, আমার ইচ্ছা নেই; কিন্তু শেষে অনুশোচনা করে গেল। [৩০] পরে তিনি দ্বিতীয়জনকে গিয়ে একই কথা বললেন; সে উত্তর দিল, প্রভু, আমি যাচ্ছি, কিন্তু গেল না। [৩১] সেই দু'জনের মধ্যে কে পিতার ইচ্ছা পালন করল?' তাঁরা বললেন, 'প্রথমজন।' যিশু তাঁদের বললেন, 'আমি আপনাদের সত্যি বলছি, কর-আদায়কারীরা ও বেশ্যারা আপনাদের আগে আগেই ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে চলছে; [৩২] কেননা যোহন ধর্মময়তার পথে আপনাদের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করলেন না; অথচ কর-আদায়কারীরা ও বেশ্যারা তাঁকে বিশ্বাস করল। আর তা দেখা সত্ত্বেও আপনারা এমন অনুশোচনা করলেন না যাতে তাঁকে বিশ্বাস করেন।

[৩৩] আর একটা উপমা-কাহিনী শুনুন: একজন গৃহস্বামী ছিলেন, *তিনি আঙুরখেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন, তার মধ্যে আঙুর পেষাইয়ের জন্য গর্ত কেটে নিলেন ও একটা উচ্চ ঘরও গাঁথলেন* (গ); পরে তা কৃষকদের কাছে ইজারা দিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। [৩৪] ফসল-সংগ্রহের সময় এলে তিনি নিজের অংশ সংগ্রহ করতে কৃষকদের কাছে নিজের কর্মচারীদের প্রেরণ করলেন। [৩৫] কিন্তু কৃষকেরা তাঁর কর্মচারীদের ধরে একজনকে মারধর করল, আর একজনকে হত্যা করল, আর একজনকে পাথর মারল। [৩৬] আবার তিনি আগের চেয়ে আরও বহু কর্মচারী প্রেরণ করলেন; কিন্তু তাদের প্রতিও তারা সেইমত ব্যবহার করল। [৩৭] পরিশেষে তিনি নিজের পুত্রকে তাঁদের কাছে প্রেরণ করলেন; ভাবছিলেন, তারা আমার পুত্রকে সম্মান দেখাবে। [৩৮] কিন্তু সেই কৃষকেরা পুত্রকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলল, এ উত্তরাধিকারী; এসো, আমরা একে হত্যা করে এর উত্তরাধিকার হাতিয়ে নিই। [৩৯] তাই তারা তাঁকে ধরে আঙুরখেতের বাইরে ফেলে দিল ও হত্যা করল। [৪০] আচ্ছা, আঙুরখেতের প্রভু যখন আসবেন, তখন সেই কৃষকদের কি করবেন?' [৪১] তাঁরা তাঁকে বললেন, 'সেই ধূর্তদের শোচনীয় মৃত্যু ঘটাবেন, এবং সেই খেত এমন অন্য কৃষকদের কাছে ইজারা দেবেন, যারা ফলের সময়ে তাঁকে ফল দেবে।' [৪২] যিশু তাঁদের বললেন, 'আপনারা কি শাস্ত্রে একথা কখনও পড়েননি,

গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল,
তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর;

এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ,

আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়!(ঘ)

[৪৩] এজন্য আমি আপনাদের বলছি, আপনাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তা ফলপ্রসূ করবে।' [৪৪]

[৪৫] তাঁর এই সমস্ত উপমা-কাহিনী শুনে প্রধান যাজকেরা ও ফরিশীরা বুঝলেন যে, তিনি তাঁদেরই কথা বলছেন; [৪৬] তাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইতেন বটে, কিন্তু লোকদের ভয় পেতেন, কারণ লোকে তাঁকে নবী বলে মানত।

২২ [১] যিশু আবার উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে কথা বলতে লাগলেন, [২] তিনি তাঁদের বললেন, 'স্বর্গরাজ্য তেমন এক রাজার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যিনি নিজের পুত্রের বিবাহভোজের আয়োজন করলেন। [৩] ভোজে নিমন্ত্রিতদের ডাকতে তিনি নিজ দাসদের পাঠালেন, কিন্তু তারা আসতে চাইল না। [৪] তিনি আবার অন্য দাসদের এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, তোমরা নিমন্ত্রিতদের বল, দেখ, আমার ভোজ প্রস্তুত করেছি: আমার নানা বলদ ও নধর পশুগুলো কাটা হয়েছে, সবই তৈরী; বিবাহভোজে এসো। [৫] কিন্তু তারা কোন আগ্রহ না দেখিয়ে কেউ নিজের জমিতে, কেউ বা নিজের ব্যবসায় চলে গেল; [৬] আর বাকি সকলে তাঁর দাসদের ধরে অপমান করল ও হত্যা করল।

[৭] তখন রাজা ক্রুদ্ধ হলেন, ও সৈন্যদল পাঠিয়ে সেই খুনীদের ধ্বংস করলেন ও তাদের শহর পুড়িয়ে দিলেন। [৮] পরে তিনি নিজ দাসদের বললেন, বিবাহভোজ তো তৈরী, কিন্তু ওই নিমন্ত্রিতেরা যোগ্য ছিল না; [৯] তাই তোমরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে গিয়ে যত লোকের দেখা পাও, সকলকেই বিবাহভোজে ডেকে আন। [১০] তাই ওই দাসেরা রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে ভাল মন্দ যত লোকের দেখা পেল সকলকেই জড় করে আনল, তাতে বিবাহ-বাড়ি সেই সকল অতিথিতে ভরে গেল। [১১] যখন রাজা অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে ভিতরে এলেন, তখন এমন একজনকে লক্ষ করলেন যে বিবাহ-পোশাক পরে ছিল না; [১২] তিনি তাকে বললেন, বন্ধু, কেমন করে তুমি বিবাহ-পোশাক ছাড়া এখানে প্রবেশ করেছ? সে কোন উত্তর দিতে পারল না। [১৩] তখন রাজা নিজের লোকদের এই হুকুম দিলেন, ওর হাত পা বেঁধে বাইরের

অন্ধকারে ফেলে দাও: সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি। [১৪] বাস্তবিক অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পজনই মনোনীত।'

কায়েসারকে কর দান

[১৫] তখন ফরিশীরা চলে গিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন, কীভাবে তাঁকে তাঁর নিজের কথার ফাঁদে ফেলা যায়: [১৬] হেরোদের সমর্থকদের সঙ্গে নিজেদের কয়েকজন শিষ্যের মাধ্যমে তাঁরা তাঁকে বলে পাঠালেন, 'গুরু, আমরা জানি, আপনি সত্যাশ্রয়ী, এবং ঈশ্বরের পথ সম্বন্ধে সত্য শিক্ষা দেন ও কারও সামনে ভয় পান না, কেননা আপনি মানুষের চেহারার দিকে তাকান না। [১৭] তবে আমাদের বলুন, এবিষয়ে আপনার মত কী: কায়েসারকে কর দেওয়া বিধেয় কিনা।' [১৮] কিন্তু তাদের শঠতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বিধায় যিশু বললেন, 'ভণ্ড, আমাকে যাচাই করছ কেন? [১৯] সেই করের মুদ্রা আমাকে দেখাও।' তারা তাঁকে একটা রুপোর টাকা এনে দিল। [২০] তিনি তাদের বললেন, 'এই প্রতিকৃতি ও এই নাম কার্?' [২১] তারা বলল, 'কায়েসারের।' তখন তিনি তাদের বললেন, 'তবে কায়েসারের যা, তা কায়েসারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও।' [২২] একথা শুনে তারা আশ্চর্য হল, ও তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

মৃতদের পুনরুত্থান

[২৩] সেইদিনে কয়েকজন সাদ্দুকী তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন—তাঁদের মতে পুনরুত্থান নেই। তাঁরা তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, [২৪] 'গুরু, মোশি বলেছেন, কেউ *যদি নিঃসন্তান হয়ে মরে, তবে তার ভাই তার স্ত্রীকে বিবাহ করে নিজের ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করবে* (ক)। [২৫] আচ্ছা, আমাদের মধ্যে সাত ভাই ছিল, আর বড় ভাই বিবাহের পর মারা গেল ও বংশধর না থাকায় নিজের ভাইয়ের জন্য নিজের স্ত্রীকে রেখে গেল। [২৬] দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি সপ্তম ভাই পর্যন্ত সেভাবে ঘটল। [২৭] সবার শেষে সেই স্ত্রী মারা গেল। [২৮] তাই পুনরুত্থানের সময়ে ওই সাতজনের মধ্যে সে কার্ স্ত্রী হবে? সকলেই তো তাকে বিবাহ করেছিল!' [২৯] উত্তরে যিশু তাঁদের বললেন, 'আপনারা শাস্ত্রও জানেন না ও ঈশ্বরের পরাক্রমও জানেন না বিধায় নিজেদের ভোলাচ্ছেন, [৩০] কেননা পুনরুত্থানের সময়ে কেউ বিবাহও করে না, কারও বিবাহও

দেওয়া হয় না, বরং স্বর্গে সকলে ঈশ্বরের দূতদের মত। [৩১] কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে ঈশ্বর নিজে আপনাদের যা বলেছেন, তা কি আপনারা পড়েননি? তিনি তো বলেন, [৩২] *আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর* (খ); তিনি তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর।' [৩৩] একথা শুনে লোকে তাঁর শিক্ষায় বিস্ময়মগ্ন হয়ে গেল।

শাস্ত্র সম্বন্ধে যিশুর নানা উক্তি

[৩৪] কিন্তু ফরিশীরা যখন শুনতে পেলেন, তিনি সাদ্দুকীদের নিরুত্তর করেছেন, তখন দল বেঁধে একজোট হলেন, [৩৫] এবং তাঁদের মধ্যে একজন—তিনি ছিলেন বিধানপণ্ডিত—যাচাই করার অভিপ্রায়ে তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, [৩৬] 'গুরু, বিধানের মধ্যে কোন্ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ?' [৩৭] তিনি তাঁকে বললেন, '*তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে* (গ), [৩৮] এ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আজ্ঞা। [৩৯] আর দ্বিতীয়টা এটার সদৃশ: *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে* (ঘ)। [৪০] এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তক ভর করে আছে।'

[৪১] ফরিশীরা সমবেত হওয়ায় যিশু তাঁদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, [৪২] 'খ্রিষ্ট বিষয়ে আপনাদের মত কি, তিনি কার্ সন্তান?' তাঁরা বললেন, 'দাউদের।' [৪৩] তিনি তাঁদের বললেন, 'তবে দাউদ কীভাবেই বা আত্মার আবেশে তাঁকে প্রভু বলেন? তিনি তো বলেন,

[৪৪] *প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,*
আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,
যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের
আমি করি তোমার পাদপীঠ (ঙ)।

[৪৫] তাই দাউদ যখন তাঁকে প্রভু বলেন, তখন নিজে কীভাবেই বা তাঁর সন্তান হতে পারেন?' [৪৬] কেউই তাঁকে কিছুই উত্তর দিতে পারলেন না; আর সেইদিন থেকে তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন রাখার সাহস আর কারও হল না।

ফরিশীদের প্রতি যিশুর ধিক্কার-বাণী

২৩ [১] তখন যিশু ভিড়-করা লোকদের ও শিষ্যদের উদ্দেশ করে বললেন, [২] 'মোশির আসনে শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা আসীন; [৩] সুতরাং তাঁরা তোমাদের যা কিছু বলেন, তা পালন কর ও মেনে চল, কিন্তু নিজেরা যা করেন তা করো না, যেহেতু তাঁরা কথা বলেন, কিন্তু কিছুই করেন না। [৪] তাঁরা ভারী ভারী বোঝা বেঁধে লোকদের কাঁধে চাপিয়ে দেন, কিন্তু নিজেরা একটা আঙুল দিয়েও তা সরাতে ইচ্ছুক নন। [৫] তাঁরা যা কিছু করেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই তা করেন: নিজেদের কবচগুলো ফাঁপিয়ে তোলেন, নিজেদের কাপড়ের ঝালর লম্বা করেন; [৬] ভোজে প্রধান স্থান, সমাজগৃহে প্রধান আসন, [৭] হাটে-বাজারে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন, ও লোকদের ওষ্ঠে "রাব্বি" সম্বোধন শুনতে ভালবাসেন। [৮] কিন্তু তোমরা নিজেদের "রাব্বি" বলে ডাকতে দিয়ো না, কারণ তোমাদের গুরু একজনমাত্র, আর তোমরা সকলে ভাই; [৯] আর পৃথিবীতে কাউকে "পিতা" বলে সম্বোধন করো না, কারণ তোমাদের পিতা একজনমাত্র, আর তিনি স্বর্গে রয়েছেন; [১০] তোমরা নিজেদের "পথদিশারী" বলে ডাকতে দিয়ো না, কারণ তোমাদের পথদিশারী একজনমাত্র, তিনি খ্রিষ্ট। [১১] কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে বড়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে; [১২] আর যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।

[১৩] হে শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্! আপনারা যে মানুষের সামনে স্বর্গরাজ্য বন্ধ করে থাকেন; আপনারাও সেখানে প্রবেশ করেন না, এবং যারা প্রবেশ করতে আসে, তাদেরও প্রবেশ করতে দেন না। [১৪]

[১৫] হে শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্! আপনারা যে মাত্র একজনকেও ইহুদীধর্মাবলম্বী করার জন্য জলে স্থলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; আর কেউ তা হলে তাকে নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ জাহান্নাম-সন্তান করে তোলেন।

[১৬] হে অন্ধ পথপ্রদর্শক, আপনাদের ধিক্! আপনারা নাকি বলে থাকেন, কেউ মন্দিরের দিব্যি দিলে সেই দিব্যির কোন জোর নেই, কিন্তু কেউ মন্দিরের সোনার দিব্যি দিলে সে আবদ্ধ হয়ে থাকে। [১৭] নির্বোধ ও অন্ধ! বলুন দেখি, কোন্‌টা বড়? সোনা, না সেই মন্দির যা সোনাকে পবিত্র করে? [১৮] আপনারা আরও বলে থাকেন, কেউ

যজ্ঞবেদির দিব্যি দিলে সেই দিব্যির জোর নেই, কিন্তু কেউ যজ্ঞবেদির উপরে রাখা নৈবেদ্যের দিব্যি দিলে সে আবদ্ধ হয়ে থাকে। [১৯] হে অন্ধরা, বলুন দেখি, কোন্‌টা বড়? নৈবেদ্য, না সেই যজ্ঞবেদি যা নৈবেদ্যটাকে পবিত্র করে? [২০] যে যজ্ঞবেদির দিব্যি দেয়, সে তো বেদির ও তার উপরে রাখা সমস্ত কিছুরই দিব্যি দেয়; [২১] আর যে মন্দিরের দিব্যি দেয়, সে মন্দিরের ও যিনি সেখানে বাস করেন তাঁরও দিব্যি দেয়। [২২] আর যে স্বর্গের দিব্যি দেয়, সে ঈশ্বরের সিংহাসনের ও যিনি তাতে আসীন তাঁরও দিব্যি দেয়।

[২৩] হে শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্‌! আপনারা যে পুদিনা, মৌরী ও জিরের দশমাংশ দিয়ে থাকেন, আর বিধানের মধ্যে গুরুতর যে নিয়ম—ন্যায়বিচার, দয়া ও বিশ্বস্ততা—তা লঙ্ঘন করেন। কিন্তু আপনাদের উচিত ছিল এগুলি পালন করা ও সেগুলিও লঙ্ঘন না করা। [২৪] অন্ধ পথপ্রদর্শক যে আপনারা, আপনারা তো মশা-ই ছেঁকে ফেলেন, কিন্তু উট গিলে থাকেন!

[২৫] হে শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্‌! আপনারা যে থালা-বাটির বাইরের দিক পরিষ্কার করে থাকেন, কিন্তু সেগুলির ভিতরটা শোষণ ও অসংযমের ফলগুলিতে ভরা। [২৬] হে অন্ধ ফরিশী, আগে থালা-বাটির ভিতরটা পরিষ্কার করুন, যেন তার বাইরের দিকটাও পরিষ্কার হয়।

[২৭] হে শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্‌! আপনারা যে চুনকাম করা সমাধিমন্দিরের মত তা বাইরে দেখতে সুন্দর বটে, কিন্তু ভিতরটা মরা মানুষের হাড়ে ও যত পচা জিনিসে ভরা। [২৮] তেমনি লোকদের চোখে আপনাদেরও বাইরে ধার্মিক দেখায়, কিন্তু ভিতরে আপনারা ভণ্ডামি ও জঘন্য কর্মে পরিপূর্ণ।

[২৯] হে শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্‌! আপনারা যে নবীদের সমাধিমন্দির গেঁথে থাকেন, ও ধার্মিকদের কবর অলঙ্কৃত করে থাকেন, [৩০] আর বলে থাকেন, আমরা যদি আমাদের পিতৃপুরুষদের সময়ে থাকতাম, তবে নবীদের রক্তপাতে তাদের অংশী হতাম না। [৩১] এতে আপনারা নিজেদের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, যারা নবীদের হত্যা করেছিল, আপনারা তাদের সন্তান। [৩২] তবে আপনাদের পিতৃপুরুষদের মাত্রা পূর্ণই করুন। [৩৩] সাপ! কালসাপের বংশ! আপনারা

কেমন করে বিচারে জাহান্নামদণ্ড এড়াবেন? [৩৪] এজন্যই দেখুন, আমি আপনাদের কাছে নবী, প্রজ্ঞাবান, ও শাস্ত্রীদের প্রেরণ করছি; তাদের কাউকে আপনারা হত্যা করবেন ও ক্রুশে দেবেন, কাউকে আপনাদের সমাজগৃহে কশাঘাত করবেন, ও এক শহর থেকে আর এক শহরে ধাওয়া করবেন, [৩৫] পৃথিবীতে যত ধার্মিক মানুষের রক্ত ঝরানো হয়েছে, সেই সমস্ত যেন আপনাদের উপরেই এসে পড়ে,—ধার্মিক আবেলের রক্ত থেকে শুরু ক'রে বারাখিয়ার সন্তান সেই জাখারিয়ারই রক্ত পর্যন্ত যাঁকে আপনারা পবিত্রস্থান ও যজ্ঞবেদির মাঝখানে হত্যা করেছিলেন। [৩৬] আমি আপনাদের সত্যি বলছি, এই প্রজন্মের মানুষের উপরে এই সমস্তই এসে পড়বে!

[৩৭] হায় যেরুশালেম, যেরুশালেম, তুমি যে নবীদের মেরে ফেল ও তোমার কাছে যারা প্রেরিত তাদের পাথর ছুড়ে মার! মুরগি যেমন নিজের বাচ্চাদের ডানার নিচে জড় করে, তেমনি আমিও কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না। [৩৮] দেখ, *তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য উৎসন্ন হয়ে পড়বে!*(ক) [৩৯] কেননা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না, যতদিন না বল,

যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য।'(খ)

মানবপুত্রের পুনরাগমন ও তার নানা লক্ষণ

শেষ বিচার

২৪ [১] যিশু মন্দির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, সেসময়ে তাঁর শিষ্যেরা মন্দির-নির্মাণকাজের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কাছে এলেন। [২] তিনি কিন্তু তাঁদের বললেন, 'তোমরা এই সমস্ত কিছু দেখতে পাচ্ছ, তাই না? আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই স্থানের একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না—সবই ভূমিসাৎ করা হবে।' [৩] পরে তিনি যখন জৈতুন পর্বতের উপরে বসে ছিলেন, তখন শিষ্যেরা কাছে এগিয়ে এসে সকলের আড়ালে তাঁকে বললেন, 'আমাদের বলে দিন, এই সমস্ত ঘটনা কবে ঘটবে? আর আপনার আগমন ও জগতের শেষ পরিণামের লক্ষণ কী?'

[৪] যিশু তাঁদের এই উত্তর দিলেন, 'দেখ, কেউ যেন তোমাদের না ভোলায়, [৫] কেননা আমার নাম নিয়ে অনেকে এসে বলবে, আমিই সেই খ্রিষ্ট, আর তারা অনেককে ভোলাবে। [৬] তোমরা নানা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনবে; দেখ, তাতে উদ্বিগ্ন হয়ো না, কেননা এই সমস্ত অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনই তা শেষ নয়; [৭] কারণ জাতির বিরুদ্ধে জাতি ও রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য উঠবে, ও নানা জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প দেখা দেবে; [৮] কিন্তু এইসব প্রসবযন্ত্রণার সূত্রপাতমাত্র। [৯] তখন তোমাদের ক্লেশের হাতে তুলে দেওয়া হবে ও তোমাদের হত্যা করা হবে, আর আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকল জাতির ঘৃণার পাত্র। [১০] সেসময় অনেকের পতন হবে, একে অন্যকে ধরিয়ে দেবে ও একে অন্যকে ঘৃণা করবে; [১১] আর বহু নকল নবী উঠে অনেককে ভোলাবে। [১২] জঘন্য কর্ম-বৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ লোকের ভালবাসা নিস্তেজ হয়ে যাবে; [১৩] কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে। [১৪] রাজ্যের এই শুভসংবাদ গোটা বিশ্বজগতে প্রচার করা হবে যেন সকল জাতির কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়—তবেই শেষ পরিণাম এসে উপস্থিত হবে।

[১৫] সুতরাং যখন তোমরা দেখবে, নবী দানিয়েল যে *সর্বনাশা জঘন্য বস্তুর* কথা বলেছিলেন তা *পবিত্র স্থানটিতে* (ক) প্রতিষ্ঠিত আছে—পাঠক ব্যাপারটা বুঝে নিক!—[১৬] তখন যারা যুদেয়ায় থাকে, তারা পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যাক; [১৭] যে কেউ ছাদের উপরে থাকে, সে ঘর থেকে জিনিসপত্র জড় করার জন্য নিচে না নেমে আসুক; [১৮] আর যে কেউ মাঠে থাকে, সে পোশাক নেবার জন্য পিছনে না ফিরে যাক। [১৯] হায় সেই মায়েরা, যারা সেই দিনগুলিতে গর্ভবতী ও যাদের বুকে দুধের শিশু থাকবে! [২০] প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের এই পালিয়ে যাওয়াটা শীতকালে বা শাব্বাৎ দিনে না ঘটে, [২১] কেননা সেসময়ে এমন *মহাক্লেশ দেখা দেবে, যা জগতের আদি থেকে এ পর্যন্ত কখনও হয়নি* (খ), কখনও হবেও না। [২২] আর সেই দিনগুলোর সংখ্যা যদি কমিয়ে দেওয়া না হত, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পেত না; কিন্তু মনোনীতদের খাতিরে সেই দিনগুলোর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে। [২৩] তখন যদি কেউ তোমাদের বলে, দেখ, সেই খ্রিষ্ট এখানে, কিংবা ওখানে, তোমরা তা বিশ্বাস করো না,

[২৪] কেননা নকল খ্রিষ্টেরা ও নকল নবীরা উঠবে, আর তারা এমন মহা মহাচিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখাবে যে,—এমনটি সম্ভব হলে—তবে মনোনীতদেরও ভোলাবে। [২৫] দেখ, আমি আগে থেকেই তোমাদের কথাটা বললাম।

[২৬] তাই লোকে যদি বলে, দেখ, তিনি প্রান্তরে, তোমরা বেরিয়ে পড়ো না; দেখ, তিনি বাড়ির ভিতরে, তোমরা তা বিশ্বাস করো না। [২৭] কারণ বিদ্যুৎ-ঝলক যেমন পুবদিক থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিমদিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, মানবপুত্রের আগমন ঠিক তেমনি হবে। [২৮] মরা যেইখানে থাকুক না কেন, শকুন সেইখানে জড় হবে।

[২৯] আর সেই দিনগুলির ক্লেশের পরে *সূর্য অন্ধকারময় হবে, চাঁদও নিজের জ্যোৎস্না আর ছড়িয়ে দেবে না, আকাশ থেকে তারাগুলোর পতন হবে ও নভোমণ্ডলের পরাক্রমগুলো আলোড়িত হবে* (গ)। [৩০] আর তখন মানবপুত্রের চিহ্নটা আকাশে দেখা দেবে; তখন *পৃথিবীর সমস্ত গোষ্ঠী বুক চাপড়াবে* (ঘ), ও দেখতে পাবে, *মানবপুত্র আকাশের মেঘে করে* সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে *আসছেন* (ঙ)। [৩১] মহা তুরির সঙ্গে তিনি নিজ দূতদের প্রেরণ করবেন, আর তাঁরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।

[৩২] ডুমুরগাছের কথাই উপমা হিসাবে ধর: যখন তার শাখা কোমল হয়ে পাতা বের করে, তখন তোমরা বুঝতে পার, গ্রীষ্মকাল কাছে এসে গেছে; [৩৩] তেমনি তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখলেই বুঝবে, তিনি কাছে এসে গেছেন, এমনকি, তিনি নগরদ্বারেই উপস্থিত। [৩৪] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এসব কিছু সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত এই প্রজন্ম লোপ পাবে না। [৩৫] আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না।

[৩৬] কিন্তু সেদিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না, স্বর্গের দূতেরাও জানেন না, পুত্রও জানেন না—কেবল পিতাই জানেন। [৩৭] বাস্তবিক নোয়ার সেই দিনগুলিতে যেমন ঘটেছিল, মানবপুত্রের আগমনেও সেইমত ঘটবে; [৩৮] কারণ জলপ্লাবনের আগের দিনগুলিতে, জাহাজে নোয়ার প্রবেশ দিন পর্যন্ত লোকদের যেমন খাওয়া-দাওয়া ও বিয়ে করা-বিয়ে দেওয়া চলছিল, [৩৯] ও তারা কিছুরই আঁচ পেল না যতক্ষণ না বন্যা এসে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, মানবপুত্রের আগমনে সেইমত ঘটবে।

[৪০] তখন দু'জন লোক মাঠে থাকবে: একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে আর একজনকে ফেলে রাখা হবে; [৪১] দু'জন স্ত্রীলোক জাঁতা ঘোরাবে: একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে আর একজনকে ফেলে রাখা হবে।

[৪২] অতএব জেগে থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসবেন, তা তোমরা জান না। [৪৩] কিন্তু এবিষয়ে নিশ্চিত হও যে, চোর রাতের কোন্ প্রহরে আসবে, গৃহকর্তা যদি তা জানত, তবে জেগে থাকত, নিজের ঘরে সিঁধ কাটতে দিত না। [৪৪] এজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে ক্ষণ তোমরা কল্পনা করবে না, সেই ক্ষণে মানবপুত্র আসবেন।

[৪৫] তবে, কে সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস, যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করেছেন, উপযুক্ত সময়ে সে যেন তাদের খাদ্য দান করে? [৪৬] সুখী সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন। [৪৭] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাকে নিজের সবকিছুর অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করবেন। [৪৮] কিন্তু সেই ধূর্ত দাস যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভু দেরি করছেন, [৪৯] আর যদি নিজের সহকর্মীদের মারতে শুরু করে ও যত মাতালের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে বসে, [৫০] তবে যেদিন সে প্রত্যাশা করে না ও যে ক্ষণ সে জানে না, সে-দিন সে-ক্ষণেই সেই দাসের প্রভু আসবেন, [৫১] এবং টুকরো টুকরো করে তাকে ভণ্ডদের ভাগ্যের সহভাগী করবেন: সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।

২৫ [১] তবে স্বর্গরাজ্যের ভাবী অবস্থা এমন দশজন যুবতী কুমারীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, যারা নিজ নিজ প্রদীপ নিয়ে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়ল। [২] তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল নির্বোধ ও পাঁচজন ছিল বুদ্ধিমতী। [৩] নির্বোধ যারা, তারা নিজ নিজ প্রদীপ নিল বটে, কিন্তু সঙ্গে করে তেল নিল না; [৪] অপরদিকে বুদ্ধিমতী যারা, তারা নিজ নিজ প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে করে তেলও নিল। [৫] বর দেরি করায় সকলের ঝিমুনি ধরল ও তারা ঘুমিয়ে পড়ল। [৬] কিন্তু মাঝরাতে রব উঠল, দেখ, বর! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়! [৭] তখন সেই যুবতীরা সকলে জেগে উঠল, ও নিজ নিজ প্রদীপ ঠিক ঠাক করল। [৮] আর নির্বোধেরা বুদ্ধিমতীদের বলল, তোমাদের তেল থেকে আমাদের খানিকটা দাও, আমাদের প্রদীপ যে নিভে যাচ্ছে। [৯] কিন্তু বুদ্ধিমতীরা উত্তরে

বলল, হয় তো তোমাদের ও আমাদের জন্য কুলোবে না; তোমরা বরং দোকানদারদের কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য তেল কিনে নাও। [১০] তারা কিনতে গিয়েছিল, এর মধ্যে বর এসে উপস্থিত হলেন। যারা প্রস্তুত ছিল, তারা তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বাড়িতে প্রবেশ করল, আর দরজা বন্ধ করা হল। [১১] শেষে অন্য সকল যুবতীরাও এল। তারা বলতে লাগল, প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন। [১২] কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, তোমাদের সত্যি বলছি, আমি তোমাদের চিনি না। [১৩] সুতরাং জেগে থাক, কেননা তোমরা সেই দিন বা সেই ক্ষণ জান না।

[১৪] ব্যাপারটা এমনটি হবে, বিদেশ যাত্রা করতে যাচ্ছেন ঠিক যেন এমন লোকের মত, যিনি নিজের দাসদের ডেকে নিজ বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিলেন। [১৫] একজনকে তিনি পাঁচশ' মোহর, অন্যজনকে দু'শো মোহর, ও আর একজনকে একশ' মোহর—যার যে কার্যক্ষমতা, তাকে সেই অনুসারে দিলেন; পরে বিদেশ যাত্রা করলেন। [১৬] যে পাঁচশ' মোহর পেয়েছিল, সে তখনই গিয়ে তা দ্বারা ব্যবসা করল, এবং আরও পাঁচশ' মোহর লাভ করল। [১৭] যে দু'শো মোহর পেয়েছিল, সেও সেইমত করে আরও দু'শো মোহর লাভ করল। [১৮] কিন্তু যে একশ' মোহর পেয়েছিল, সে গিয়ে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে তাঁর প্রভুর টাকা সেখানে লুকিয়ে রাখল। [১৯] দীর্ঘদিন পর সেই দাসদের প্রভু এসে তাদের কাছ থেকে কৈফিয়ত নিলেন। [২০] যে পাঁচশ' মোহর পেয়েছিল, সে এগিয়ে এসে আরও পাঁচশ' মোহর এনে বলল, প্রভু, আপনি আমার হাতে পাঁচশ' মোহর তুলে দিয়েছিলেন; এই দেখুন, আরও পাঁচশ' মোহর লাভ করেছি। [২১] তার প্রভু তাকে বললেন, বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর। [২২] তারপর যে দু'শো মোহর পেয়েছিল, সে এগিয়ে এসে বলল, প্রভু, আপনি আমার হাতে দু'শো মোহর তুলে দিয়েছিলেন; এই দেখুন, আরও দু'শো মোহর লাভ করেছি। [২৩] তার প্রভু তাকে বললেন, বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর। [২৪] শেষে যে একশ' মোহর পেয়েছিল, সে এগিয়ে এসে বলল, প্রভু, আমি তো জানতাম, আপনি কঠিন মানুষ: যেখানে বোনেননি, সেইখানে কেটে থাকেন,

ও যেখানে ছড়াননি, সেখান থেকেই কুড়িয়ে আনেন। [২৫] তাই ভয়ে আমি গিয়ে আপনার মোহরটা মাটিতে লুকিয়ে রাখলাম; দেখুন, আপনার যা, আপনি তা ফিরে পাচ্ছেন। [২৬] কিন্তু তার প্রভু উত্তরে তাকে বললেন, ধূর্ত অলস দাস, তুমি নাকি জানতে, আমি যেখানে বুনিনি সেইখানে কাটি, ও যেখানে ছড়াইনি সেখান থেকেই কুড়িয়ে আনি! [২৭] তবে তোমার উচিত ছিল, পোদ্দারদের হাতে আমার টাকা রেখে দেওয়া; তাহলে আমি ফিরে এসে আমার যা তা সুদ-সমেত ফিরে পেতাম। [২৮] সুতরাং তোমরা এর কাছ থেকে ওই মোহরগুলো নিয়ে নাও আর তাকেই দাও যার এক হাজার মোহর আছে; [২৯] কেননা যার আছে তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে, আর সে প্রাচুর্যেই থাকবে; কিন্তু যার কিছু নেই, তার যেটুকু আছে তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। [৩০] আর ওই অপদার্থ দাসকে তোমরা বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও—সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।

[৩১] মানবপুত্র যখন তাঁর সকল দূতকে সঙ্গে করে নিজের গৌরবে আসবেন, তখন তিনি নিজের গৌরবময় সিংহাসনে আসন নেবেন। [৩২] তাঁর সামনে সকল জাতিকে জড় করা হবে; আর তিনি তাদের একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক পৃথক করে দেবেন, যেমন মেষপালক ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে দেয়; [৩৩] পরে তিনি মেষগুলোকে নিজের ডান পাশে ও ছাগগুলোকে বাঁ পাশে রাখবেন। [৩৪] তখন রাজা নিজের ডান পাশের লোকদের বলবেন, এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর। [৩৫] কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে; [৩৬] বস্ত্রহীন ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; পীড়িত ছিলাম আর আমার সেবাযত্ন করেছিলে; কারারুদ্ধ ছিলাম আর আমাকে দেখতে এসেছিলে। [৩৭] তখন ধার্মিকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে: প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম, বা তৃষ্ণার্ত দেখে জল দিয়েছিলাম? [৩৮] কবেই বা আপনাকে প্রবাসী দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, বা বস্ত্রহীন দেখে পোশাক পরিয়েছিলাম? [৩৯] কবেই বা আপনাকে পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম? [৪০] উত্তরে

রাজা তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ। [৪১] পরে তিনি বাঁ পাশের লোকদেরও বলবেন, আমার কাছ থেকে দূর হও, অভিশাপের পাত্র যে তোমরা! দিয়াবলের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও। [৪২] কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দাওনি; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দাওনি; [৪৩] প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দাওনি; বস্ত্রহীন ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরাওনি; পীড়িত ও কারারুদ্ধ ছিলাম আর আমাকে দেখতে আসনি। [৪৪] তখন তারাও উত্তরে বলবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত বা প্রবাসী বা বস্ত্রহীন বা পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনার সেবাযত্ন করিনি? [৪৫] তখন তিনি উত্তরে তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতম মানুষদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করনি, তা আমারই প্রতি করনি। [৪৬] আর এরা অনন্ত দণ্ডে চলে যাবে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে।’

যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান

যিশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

২৬ [১] যিশু এবিষয়ে তাঁর সমস্ত বক্তব্য শেষ করলেন; নিজ শিষ্যদের তিনি বললেন, [২] 'তোমরা জান, দু' দিন পর পাস্কা হবে, আর মানবপুত্রকে ক্রুশে দেবার জন্য তুলে দেওয়া হচ্ছে।' [৩] তখন প্রধান যাজকেরা ও জাতির প্রবীণবর্গ কাইয়াফা নামে প্রধান যাজকের প্রাসাদে সমবেত হলেন, [৪] এবং যিশুকে কৌশলে গ্রেপ্তার করে তাঁর প্রাণদণ্ড ঘটাবার জন্য ষড়যন্ত্র করলেন। [৫] তবু তাঁরা বললেন, 'পর্বের সময়ে নয়, পাছে জনগণের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি হয়।'

বেথানিয়ায় তৈললেপন

[৬] যিশু বেথানিয়ায় চর্মরোগী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন, [৭] সেসময় একজন স্ত্রীলোক সাদা ফটিকের একটা পাত্রে বহুমূল্য সুগন্ধি তেল নিয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এল, ও তিনি ভোজে থাকাকালে তা তাঁর মাথায় ঢেলে দিল। [৮] তা দেখে শিষ্যেরা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'অমন অপচয় কেন? [৯] এই তেল অনেক টাকায় বিক্রি করে তা গরিবদের দিয়ে দেওয়া যেত!' [১০] কিন্তু যিশু ব্যাপারটা লক্ষ করে তাঁদের বললেন, 'স্ত্রীলোকটিকে কষ্ট দিচ্ছ কেন? এ আমার প্রতি যা করল, তা উত্তম কাজ। [১১] গরিবেরা তো তোমাদের কাছে সর্বদাই রয়েছে, কিন্তু তোমরা আমাকে সর্বদা কাছে পাচ্ছ না। [১২] বাস্তবিকই আমার দেহে এই সুগন্ধি তেল ঢেলে সে আমার সমাধির লক্ষ্যেই একাজ করল। [১৩] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সমগ্র জগতে যেইখানে এই সুসমাচার প্রচারিত হবে, সেখানে এর এই কাজের কথাও এর স্মরণে বলা হবে।'

যুদার বিশ্বাসঘাতকতা

[১৪] তখন বারোজনের মধ্যে একজন, যাঁর নাম যুদা ইস্কারিয়োৎ, তিনি প্রধান যাজকদের গিয়ে বললেন, [১৫] 'বলুন, আপনারা আমাকে কত দিতে ইচ্ছুক যদি আমি

তাঁকে আপনাদের হাতে তুলে দিই?' তাঁরা তাঁকে ত্রিশটা রুপোর টাকা ওজন করে দিলেন। [১৬] সেসময় থেকে যুদা তাঁকে তুলে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

অন্তিম ভোজ

[১৭] খামিরবিহীন রুটি পর্বের প্রথম দিন শিষ্যেরা যিশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কোথায় আপনার জন্য পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করব? আপনার ইচ্ছা কী?' [১৮] তিনি বললেন, 'তোমরা শহরে অমুক লোককে গিয়ে বল, গুরু একথা বলছেন, আমার সময় এসে গেছে; তোমারই বাড়িতে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে পাস্কা পালন করব।' [১৯] যিশু যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন, শিষ্যেরা সেই অনুসারে পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করলেন।

[২০] সন্ধ্যা হলে তিনি সেই বারোজন শিষ্যের সঙ্গে ভোজে বসলেন। [২১] তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময় তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের একজন আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে।' [২২] তাঁরা অধিক দুঃখক্লিষ্ট হয়ে প্রত্যেকে তাঁকে বলতে লাগলেন, 'প্রভু, সে কি আমি?' [২৩] উত্তরে তিনি বললেন, 'এমন একজন যে আমার সঙ্গে বাটিতে হাত ডুবিয়ে রাখল, সে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে। [২৪] মানবপুত্রের বিষয়ে যেমন লেখা আছে, তিনি চলেই যাচ্ছেন, কিন্তু ধিক্ সেই মানুষকে, যার দ্বারা মানবপুত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়; সে যদি না জন্মাত, তার পক্ষে ভালই হত।' [২৫] তাঁর প্রতি যিনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছিলেন, সেই যুদা তখন বললেন, 'রাব্বি, সে কি আমি?' তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি নিজেই কথাটা বললে।'

[২৬] পরে, তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময়ে যিশু রুটি গ্রহণ করে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করে তা ছিঁড়লেন, ও শিষ্যদের দিয়ে বললেন, 'গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ।' [২৭] পরে তিনি একটা পানপাত্র গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা এই বলে তাঁদের তুলে দিলেন, 'তোমরা সকলে এ থেকে পান কর, [২৮] কারণ এ আমার রক্ত, সন্ধিরই রক্ত, যা পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে অনেকের জন্য পাতিত। [২৯] আমি তোমাদের বলছি, যে দিনে আমার পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে এই রস নতুন পান করব, এখন থেকে সেইদিন পর্যন্ত আমি এই আঙুরফলের রস আর

কখনও পান করব না।’ [৩০] এবং সামসঙ্গীত গান করে তাঁরা জৈতুন পর্বতের দিকে বেরিয়ে পড়লেন।

[৩১] তখন যিশু তাঁদের বললেন, ‘এই রাত্রে আমার কারণে তোমাদের সকলের পতন হবে, কেননা লেখা আছে, *আমি মেষপালককে আঘাত করব, তাতে পালের মেষগুলোকে বিক্ষিপ্ত করা হবে।* [৩২] কিন্তু আমার পুনরুত্থানের পর আমি তোমাদের আগে আগে গালিলেয়ায় যাব।’ [৩৩] এতে পিতর তাঁকে বললেন, ‘আপনার কারণে যদি সকলেরও পতন হয়, আমার কখনও পতন হবে না।’ [৩৪] যিশু তাঁকে বললেন, ‘আমি তোমাকে সত্যি বলছি: এই রাত্রেই মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে।’ [৩৫] পিতর তাঁকে বললেন, ‘যদি আপনার সঙ্গে মরতেও হয়, আমি আপনাকে কখনও অস্বীকার করব না।’ অন্য সকল শিষ্যও একই কথা বললেন।

গেথসেমানিতে যিশু

[৩৬] তখন যিশু তাঁদের সঙ্গে গেথসেমানি নামে একখণ্ড জমিতে গেলেন; তিনি নিজ শিষ্যদের বললেন, ‘তোমরা এখানে বস, আর আমি ওখানে গিয়ে প্রার্থনা করি।’ [৩৭] পিতরকে ও জেবেদের সেই ছেলে দু’জনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তিনি দুঃখক্লিষ্ট ও উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন।

[৩৮] তখন তিনি তাঁদের বললেন, ‘আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জেগে থাক।’ [৩৯] আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তিনি উপুড় হয়ে পড়ে প্রার্থনা করে বললেন, ‘হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক; তথাপি আমার যেমন ইচ্ছা সেইমত নয়, তোমার যেমন ইচ্ছা সেইমতই হোক।’ [৪০] সেই শিষ্যদের কাছে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন; তিনি পিতরকে বললেন, ‘তবে এক ঘণ্টাও কি আমার সঙ্গে জেগে থাকবার শক্তি তোমাদের হয়নি? [৪১] জেগে থাক ও প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল।’ [৪২] আবার তিনি দ্বিতীয়বারের মত গিয়ে প্রার্থনা করলেন, ‘হে আমার পিতা, আমি পান না করলে এ পাত্র যদি সরে যেতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।’ [৪৩] তিনি আবার ফিরে এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, কেননা তাঁদের চোখ ভারী হয়ে পড়েছিল। [৪৪] তাঁদের সেখানে ছেড়ে তিনি আবার

চলে গেলেন, এবং আগের মত একই কথা বলে তৃতীয়বারের মত প্রার্থনা করলেন। [৪৫] পরে শিষ্যদের কাছে ফিরে এসে তিনি বললেন, 'এবার ঘুমাও ও বিশ্রাম কর; দেখ, ক্ষণটা এসে গেছে, মানবপুত্রকে পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। [৪৬] ওঠ! এবার যাই; দেখ, আমার প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে, সে কাছে আসছে।'

যিশুকে গ্রেপ্তার

[৪৭] তিনি তখনও কথা বলছেন, হঠাৎ যুদা, সেই বারোজনের একজন, এসে পড়লেন, ও তাঁর সঙ্গে এল খড়্গ ও লাঠি নিয়ে প্রধান যাজকদের ও জাতির প্রবীণবর্গের পাঠানো বহু বহু লোক। [৪৮] ওই বিশ্বাসঘাতক তাদের এই সঙ্কেত দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি যাকে চুম্বন করব, লোকটি সে-ই; তাকে গ্রেপ্তার কর।' [৪৯] তিনি তখনই যিশুর কাছে গেলেন; তাঁকে বললেন, 'মঙ্গল হোক, রাব্বি!' এবং তাঁকে চুম্বন করলেন। [৫০] যিশু তাঁকে বললেন, 'বন্ধু, যা করতে এসেছ, তা কর।' তখন তারা এগিয়ে এসে যিশুকে ধরে গ্রেপ্তার করল। [৫১] আর হঠাৎ যিশুর সঙ্গীদের একজন খড়্গে হাত দিয়ে তা বের করলেন; তিনি মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার একটা কান কেটে ফেললেন। [৫২] তখন যিশু তাঁকে বললেন, 'তোমার খড়্গ আবার তার নিজের স্থানে রেখে দাও, কেননা যারা খড়্গ ধরে, তারা সকলে খড়্গের আঘাতে মরবে। [৫৩] নাকি তুমি মনে কর যে, আমি আমার পিতাকে ডাকতে পারি না? ডাকলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে বারোটিরও বেশি দূতবাহিনী পাঠিয়ে দেবেন! [৫৪] কিন্তু তাহলে কী করেই বা সেই শাস্ত্রবাণী পূর্ণ হবে যা অনুসারে এসব কিছু এইভাবেই হওয়া আবশ্যক?' [৫৫] এসময়েই যিশু লোকদের বললেন, 'তোমরা কি আমাকে ঠিক যেন একটা দস্যুরই মত খড়্গ ও লাঠি নিয়ে ধরতে বেরিয়েছ? আমি প্রতিদিন মন্দিরে বসে উপদেশ দিয়েছি, তখন তো আমাকে গ্রেপ্তার করলে না! [৫৬] কিন্তু এ সমস্ত কিছু ঘটল যেন নবীদের শাস্ত্রবাণী পূর্ণ হয়।' তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন।

যিশুকে বিচার

[৫৭] আর যারা যিশুকে গ্রেপ্তার করেছিল, তারা তাঁকে মহাযাজক কাইয়াফার কাছে নিয়ে গেল; সেখানে শাস্ত্রীরা ও প্রবীণবর্গ সমবেত ছিলেন। [৫৮] পিতর দূরে থেকে মহাযাজকের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত তাঁর পিছু পিছু গেলেন, এবং ভিতরে প্রবেশ করে, শেষে কী হয়, তা দেখবার জন্য অনুচারীদের সঙ্গে বসলেন।

[৫৯] প্রধান যাজকেরা ও সমস্ত মহাসভা যিশুকে প্রাণদন্ড দেবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কোন একটা মিথ্যাসাক্ষ্য খুঁজছিলেন, [৬০] কিন্তু বহু মিথ্যাসাক্ষী এগিয়ে এলেও তা পেলেন না। শেষে দু'জন এগিয়ে এসে বলল, [৬১] 'এই লোক বলেছিল, আমি ঈশ্বরের পবিত্রধাম ভেঙে আবার তিন দিনের মধ্যে গেঁথে তুলতে পারি।' [৬২] তখন মহাযাজক উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন, 'তোমার বিরুদ্ধে এরা যে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাতে তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না?' [৬৩] কিন্তু যিশু নীরব ছিলেন। মহাযাজক তাঁকে বললেন, 'জীবনময় ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে আমি তোমাকে বলছি, আমাদের বল: তুমি কি সেই খ্রিষ্ট, সেই ঈশ্বরপুত্র?' [৬৪] উত্তরে যিশু তাঁকে বললেন, 'আপনি নিজেই কথাটা বললেন; এমনকি আমি আপনাদের বলছি, এখন থেকে আপনারা *মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে* ও *আকাশের মেঘে করে আসতে* দেখবেন।'(ক) [৬৫] তখন মহাযাজক নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন; বললেন, 'এ ঈশ্বরনিন্দা করল! সাক্ষীতে আমাদের আর কী দরকার? দেখুন, আপনারা এইমাত্র ঈশ্বরনিন্দা শুনলেন; [৬৬] আপনাদের মত কী?' তাঁরা উত্তরে বললেন, 'এ মৃত্যুর যোগ্য!'

[৬৭] তখন তাঁরা তাঁর মুখে থুথু দিলেন ও তাঁকে ঘুষি মারতে লাগলেন; অন্য কেউ তাঁকে চপেটাঘাত করতে করতে বললেন, [৬৮] 'হে খ্রিষ্ট, দিব্যজ্ঞান দেখাও দেখি, কে তোমাকে মারল?'

[৬৯] এদিকে পিতর বাইরে প্রাঙ্গণে বসে ছিলেন; এক দাসী তাঁকে এসে বলল, 'তুমিও সেই গালিলেয় যিশুর সঙ্গে ছিলে।' [৭০] কিন্তু তিনি সকলের সামনে অস্বীকার করে বললেন, 'তুমি যে কী বলছ, আমি তা জানি না।' [৭১] তিনি ফটকের কাছে গেলে আর এক দাসী তাঁকে দে'খে, যারা সেখানে ছিল, তাদের বলল, 'এই লোক নাজারেথীয় যিশুর সঙ্গে ছিল।' [৭২] আর তিনি আবার অস্বীকার করলেন, ও শপথ করে বললেন,

‘আমি লোকটাকে চিনি না।’ [৭৩] কিছুক্ষণ পরে, যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা এগিয়ে এসে পিতরকে বলল, ‘তুমিও নিশ্চয় তাদের একজন, তোমার বলার ভঙ্গিতেই তা বোঝা যাচ্ছে।’ [৭৪] তখন তিনি অভিশাপ ও শপথ করে বলতে লাগলেন, ‘আমি লোকটাকে চিনি না।’ আর তখনই মোরগটা ডেকে উঠল, [৭৫] এবং এই যে কথা যিশু বলেছিলেন, ‘মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে’, তা পিতরের মনে পড়ল; এবং বাইরে গিয়ে মনের তিক্ততায় কেঁদে ফেললেন।

২৭ [১] সকাল হলে প্রধান যাজকেরা ও জাতির প্রবীণবর্গ সকলে যিশুর মৃত্যু ঘটাবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মন্ত্রণাসভায় বসলেন। [২] তাঁকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে প্রদেশপাল পিলাতের হাতে তুলে দিলেন।

যুদার মৃত্যু

[৩] যখন যুদা—তাঁর সেই বিশ্বাসঘাতক—দেখলেন যে, যিশুকে দণ্ডিত করা হয়েছে, তখন অনুশোচনা করে সেই ত্রিশটা রুপোর টাকা প্রধান যাজকদের ও প্রবীণদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, [৪] ‘নির্দোষী রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমি পাপ করেছি।’ তাঁরা বললেন, ‘আমাদের কি! এই চিন্তা তোমারই।’ [৫] তখন তিনি ওই টাকাগুলো পবিত্রধামের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন, এবং এক জায়গায় গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরলেন। [৬] প্রধান যাজকেরা সেই রুপোর টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, ‘এ টাকাগুলো ভাণ্ডারে রাখা বিধেয় নয়, কারণ এ রক্তের মূল্য।’ [৭] এবং মন্ত্রণা করে তাঁরা বিদেশীদের সমাধি দেবার জন্য ওই টাকায় কুমোরের জমি কিনলেন। [৮] এজন্য সেই জমিটাকে এখনও রক্তের জমি বলা হয়। [৯] তখন নবী যেরেমিয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হল, *আর তারা সেই ত্রিশটা রুপোর টাকা নিল; তা সেই অমূল্যজনের মূল্য, যে মূল্য ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁর জন্য স্থির করেছিল;* [১০] *তারা তা কুমোরের জমির জন্য দিয়ে দিল, যেমনটি প্রভু আমার কাছে আদেশ করেছিলেন* (ক)।

পিলাতের সামনে যিশু

[১১] পরে যিশুকে প্রদেশপালের সামনে এনে দাঁড় করানো হল। প্রদেশপাল তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' যিশু তাঁকে বললেন, 'আপনি নিজেই কথাটা বললেন।' [১২] কিন্তু যখন প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণেরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন, তখন তিনি কোন উত্তর দিলেন না। [১৩] তাই পিলাত তাঁকে বললেন, 'তুমি কি শুনছ না, ওঁরা তোমার বিরুদ্ধে কত কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন?' [১৪] তাঁকে তিনি উত্তরে এক কথাও বললেন না; এতে প্রদেশপাল খুবই আশ্চর্য হলেন।

[১৫] প্রদেশপালের এই প্রথা ছিল, পর্বের সময়ে তিনি জনগণের জন্য এমন এক বন্দিকে মুক্ত করতেন যাকে তারা চাইত। [১৬] সেসময়ে তাদের একজন নাম-করা বন্দি ছিল, তার নাম (যিশু-)বারাব্বাস। [১৭] তাই তারা সমবেত হলে পিলাত তাদের বললেন, 'তোমাদের ইচ্ছা কি, আমি তোমাদের জন্য কাকে মুক্ত করে দেব? (যিশু-)বারাব্বাসকে, না খ্রিষ্ট বলে অভিহিত যিশুকে?' [১৮] তিনি তো জানতেন যে, তাঁরা হিংসার জোরেই তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন।

[১৯] তিনি বিচারাসনে বসে আছেন, এমন সময়ে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলে পাঠালেন, 'সেই ধার্মিকের ব্যাপারে তুমি নিজেকে জড়িয়ো না, কারণ আমি আজ তাঁর বিষয়ে এক স্বপ্নে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েছি।' [২০] কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণেরা জনতাকে প্ররোচিত করলেন, তারা যেন বারাব্বাসকে চেয়ে নেয় ও যিশুর মৃত্যু দাবি করে। [২১] তাই যখন প্রদেশপাল তাদের উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের ইচ্ছা কি? সেই দু'জনের মধ্যে কাকে মুক্ত করে দেব?' তখন তারা বলল, 'বারাব্বাসকে।' [২২] পিলাত তাদের বললেন, 'তবে খ্রিষ্ট বলে অভিহিত যিশুকে নিয়ে কী করব?' তারা সকলে বলল, 'ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক।' [২৩] তিনি বললেন, 'কেন? সে কী অপরাধ করেছে?' কিন্তু তারা আরও জোরে চিৎকার করে বলল, 'ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক।'

[২৪] পিলাত যখন দেখলেন, তাঁর প্রচেষ্টা নিষ্ফল, এমনকি আরও গোলমাল হচ্ছে, তখন কিছু জল নিয়ে লোকদের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, 'এই ধার্মিক মানুষের রক্তপাতের বিষয়ে আমি দায়ী নই; এ চিন্তা তোমাদেরই।' [২৫] প্রতিবাদ করে সমস্ত

জনগণ বলল, ‘ওর রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের উপরেই পড়ুক।’ [২৬] তখন তিনি তাদের জন্য বারাব্বাসকে মুক্ত করে দিলেন, ও যিশুকে কশাঘাত করিয়ে ক্রুশে দেবার জন্য তুলে দিলেন।

[২৭] তখন প্রদেশপালের সৈন্যেরা যিশুকে শাসক-ভবনে নিয়ে গিয়ে তাঁর চারপাশে গোটা সেনাদলকে জড় করল। [২৮] আর তাঁর জামাকাপড় খুলে নিয়ে তারা তাঁর গায়ে সিঁদুরে-লাল একটা আলোয়ান দিল; এবং কাঁটা দিয়ে একটা মুকুট গেঁথে তা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল ও তাঁর ডান হাতে একটা নলডাঁটা রাখল; [২৯] পরে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে তাঁকে বিদ্রূপ করে বলতে লাগল, ‘মঙ্গল হোক, ইহুদীরাজ!’ [৩০] আর তারা তাঁর গায়ে থুথু দিল ও সেই নলডাঁটা দিয়ে তাঁর মাথায় মারতে লাগল। [৩১] তাঁকে এইভাবে বিদ্রূপ করার পর আলোয়ানটা খুলে ফেলে তারা আবার তাঁর নিজের পোশাক তাঁকে পরিয়ে দিল ও তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য সেখান থেকে নিয়ে চলল।

যিশুকে ক্রুশারোপণ,
তাঁর মৃত্যু ও সমাধিদান

[৩২] বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে তারা শিমোন নামে কিরেনের একজন লোকের দেখা পেল; তাকে তাঁর ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করল। [৩৩] পরে গলগথা নামে স্থানে—যার অর্থ হল খুলিতলা—এসে পৌঁছে [৩৪] তারা তাঁকে পান করার মত পিত্ত-মেশানো আঙুররস দিল; তিনি তা আস্বাদ করে পান করতে চাইলেন না। [৩৫] তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার পর তারা গুলিবাঁট করে তাঁর জামাকাপড় ভাগ করে নিল; [৩৬] পরে সেখানে বসে তাঁকে পাহারা দিতে লাগল। [৩৭] তাঁর মাথার উপরে তারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের লিপিফলকটা লাগিয়ে দিল: এ যিশু - ইহুদীরাজ।

[৩৮] তখন তাঁর সঙ্গে দু’জন দস্যুকে ক্রুশে দেওয়া হল, একজনকে ডান পাশে, আর একজনকে বাঁ পাশে। [৩৯] আর যে সকল লোক সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা মাথা নেড়ে তাঁকে টিটকারি দিয়ে বলছিল, [৪০] ‘তুমি যে পবিত্রধামটা ভেঙে ফেল ও তিন দিনের মধ্যে গেঁথে তোল, নিজেকে ত্রাণ কর যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ও ক্রুশ থেকে নেমে এসো।’ [৪১] শাস্ত্রীদের ও প্রবীণদের সঙ্গে প্রধান যাজকেরাও তাঁকে

এইভাবে বিদ্রূপ করছিলেন; [৪২] তাঁরা বলছিলেন, ‘ও অপরকে ত্রাণ করেছে, নিজেকে ত্রাণ করতে সক্ষম নয়। ও তো ইস্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, আর আমরা ওকে বিশ্বাস করব। [৪৩] ও *ঈশ্বরে ভরসা রেখেছে*, এখন তিনিই ওকে নিস্তার করুন *যদি ওতে প্রীত* (খ); কেননা ও নিজেই বলেছে, আমি ঈশ্বরের পুত্র।’ [৪৪] এবং যে দু’জন দস্যুকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারাও সেইভাবে তাঁকে অপমান করছিল।

[৪৫] বেলা বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার হয়ে রইল; [৪৬] আর বেলা তিনটের দিকে যিশু এই বলে জোর গলায় চিৎকার করলেন, ‘*এলি, এলি, লেমা শাবাখ্‌থানি?*’ অর্থাৎ ‘*ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমায় ত্যাগ করেছ কেন?*’ [৪৭] যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেকথা শুনে বলল, ‘সে এলিয়কে ডাকছে।’ [৪৮] আর তাদের একজন শীঘ্রই ছুটে গিয়ে একটা স্পঞ্জ নিয়ে তা সির্কায় ভিজিয়ে দিল ও একটা নলডাঁটার আগায় লাগিয়ে তাঁকে পান করতে দিল। [৪৯] কিন্তু অন্য সকলে বলল, ‘দাঁড়াও, দেখি, এলিয় তাকে ত্রাণ করতে আসেন কিনা।’ [৫০] কিন্তু যিশু আর একবার জোর গলায় চিৎকার করে আত্মা ত্যাগ করলেন।

[৫১] আর হঠাৎ পবিত্রধামের পরদাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়ে দু’ভাগ হল, পৃথিবী কাঁপতে লাগল, পাহাড়ের শৈলরাজি ফেটে গেল, [৫২] কবরগুলো খুলে গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্রজনের দেহ পুনরুত্থিত হল; [৫৩] ও তাঁর পুনরুত্থানের পর তাঁরা কবর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করলেন ও বহু লোককে দেখা দিলেন। [৫৪] শতপতি ও যারা তাঁর সঙ্গে যিশুকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা ভূমিকম্প ও যা যা ঘটছিল তা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বলে উঠল, ‘ইনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন!’

[৫৫] আর সেখানে বহু স্ত্রীলোক ছিলেন, দূর থেকেই দেখছিলেন: তাঁরা যিশুর সেবা করতে করতে গালিলেয়া থেকে তাঁর অনুসরণ করেছিলেন; [৫৬] তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাগ্দালার মারীয়া, যাকোব ও যোসেফের মা মারীয়া, ও জেবেদের ছেলেদের মা।

[৫৭] পরে, সন্ধ্যা হলে, আরিমাথেয়া-বাসী যোসেফ নামে একজন ধনবান লোক এলেন; তিনি নিজেও যিশুর শিষ্য হয়েছিলেন। [৫৮] তিনি পিলাতের কাছে গিয়ে যিশুর

দেহ চাইলেন। তখন পিলাত তা দিয়ে দিতে আদেশ করলেন; [৫৯] আর যোসেফ দেহটি নিয়ে নির্মল একটা ক্ষোম-কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন, [৬০] ও নিজের নতুন সমাধিগুহার মধ্যে রাখলেন, যা তিনি পাথরের গায়ে কাটিয়ে রেখেছিলেন; পরে সমাধিগুহার মুখে একটা বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন। [৬১] মাগ্দালার মারীয়া ও অন্য মারীয়া সেখানে ছিলেন, তাঁরা সমাধিগুহার সামনে বসে রইলেন।

[৬২] পরদিন, অর্থাৎ প্রস্তুতি-দিবস অবসান হলে, প্রধান যাজকেরা ও ফরিশীরা সকলে মিলে পিলাতকে গিয়ে [৬৩] বললেন, 'মহাশয়, আমাদের মনে পড়ছে, সেই প্রতারক জীবিত থাকতে বলেছিল, তিন দিন পরে আমি পুনরুত্থিত হব। [৬৪] সুতরাং তৃতীয় দিন পর্যন্ত তার সমাধিগুহাটা পাহারা দিতে আদেশ করুন, পাছে তার শিষ্যেরা এসে তাকে চুরি করে নিয়ে যায়, আর জনগণকে বলে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন; তাহলে প্রথম প্রতারণার চেয়ে শেষ প্রতারণা আরও খারাপ হবে।' [৬৫] পিলাত তাদের বললেন, 'আপনাদের নিজেদের প্রহরী দল আছে: আপনারা গিয়ে যেভাবে ভাল মনে করেন সেভাবে সমস্ত কিছু সুরক্ষিত করুন।' [৬৬] তখন তাঁরা গিয়ে সেই পাথরের উপরে সীলমোহর করে ও একদল প্রহরী মোতায়েন রেখে সমাধিগুহাটা সুরক্ষিত করলেন।

কবর শূন্য!

২৮ [১] শাব্বাৎ অতিবাহিত হলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের আলোর আবির্ভাবে মাগ্দালার মারীয়া ও অন্য মারীয়া সমাধিগুহা দেখতে এলেন। [২] আর হঠাৎ প্রবল ভূমিকম্প হল, কেননা প্রভুর দূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন ও তার উপরে বসলেন। [৩] দেখতে তিনি ছিলেন বিদ্যুৎ-ঝলকের মত, ও তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। [৪] তাঁর ভয়ে প্রহরীরা এতই কম্পিত হল যে, জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল! [৫] কিন্তু সেই দূত নারীদের বললেন, 'তোমরা ভয় করো না; আমি জানি, তোমরা সেই যিশুকে খুঁজছ যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। [৬] তিনি এখানে নেই, কেননা তিনি পুনরুত্থান করেছেন, যেমনটি করবেন বলে বলেছিলেন। এসো, প্রভু যেখানে শুয়েছিলেন, সেই স্থান দেখে যাও। [৭] পরে শীঘ্রই গিয়ে তাঁর

শিষ্যদের বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন; আর এখন তোমাদের আগে আগে গালিলেয়ায় যাচ্ছেন; সেইখানে তাঁকে দেখতে পাবে। দেখ, আমি তোমাদের কথাটা বললাম।' [৮] তখন তাঁরা সভয়ে ও মহা আনন্দে শীঘ্রই সমাধিস্থান ছেড়ে তাঁর শিষ্যদের সংবাদটি দেবার জন্য দৌড়ে গেলেন।

[৯] আর হঠাৎ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে স্বয়ং যিশু এসে উপস্থিত; তিনি বললেন, 'মঙ্গল হোক!' আর তাঁরা কাছে এসে তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন। [১০] তখন যিশু তাঁদের বললেন, 'ভয় করো না; তোমরা যাও, আমার ভাইদের এই সংবাদ জানাও, যেন গালিলেয়ায় যায়; সেইখানে তারা আমাকে দেখতে পাবে।'

[১১] তাঁরা পথে চলছেন, সেসময় প্রহরী দলের কয়েকজন শহরে গিয়ে, যা যা ঘটেছিল, সেই সমস্ত কথা প্রধান যাজকদের জানাল। [১২] তাঁরা প্রবীণবর্গের সঙ্গে সমবেত হয়ে ও নিজেদের মধ্যে মন্ত্রণা করে ওই সৈন্যদের যথেষ্ট টাকা দিয়ে [১৩] বললেন, 'তোমরা একথা বলবে, তার শিষ্যেরা রাত্রিকালে এসে আমরা যখন ঘুমোচ্ছিলাম, তখন তাকে চুরি করে নিয়ে গেল। [১৪] আর যদিই বা একথা প্রদেশপালের কানে যায়, তবে আমরাই তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব ও যত সমস্যা থেকে তোমাদের মুক্ত করব।' [১৫] তাই তারা সেই টাকা নিল ও সেই নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করল। আর আজ পর্যন্ত এটিই হল ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত গল্প।

পুনরুত্থিত যিশুর শেষ বাণী

[১৬] এদিকে সেই এগারোজন শিষ্য গালিলেয়ার দিকে, সেই পর্বতেরই দিকে রওনা হলেন, যে স্থান যিশু তাঁদের জন্য স্থির করেছিলেন। [১৭] তাঁকে দেখে তাঁরা তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন, কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ করছিলেন। [১৮] যিশু কাছে এসে তাঁদের বললেন, 'স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। [১৯] সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। [২০] আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি— যুগান্ত পর্যন্ত।'

১ [১] ‘বংশাবলি-পুস্তক’ : এ বাক্য-বিশেষে নানা ঐশতাত্ত্বিক ধারণা নিহিত :
(ক) বংশতালিকা দেখায় যে ঈশ্বর নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণে অবহেলা করেননি, বরং প্রতিশ্রুতির বাহক সেই আব্রাহাম ও দাউদের বংশধর যিশুখ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে তিনি যত আশীর্বাদ ও চিরস্থায়ী রাজবংশ দানের প্রতিশ্রুতির সিদ্ধি ঘটিয়েছেন ;
(খ) পুরাতন নিয়ম বরাবর যত বংশতালিকা রয়েছে এবং নূতন নিয়মের শুরুতে যিশুর এই যে বংশতালিকা দেওয়া আছে, সেগুলোর মাধ্যমে নিয়ম দু'টোর মধ্যকার অবিচ্ছেদ্যই এক ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, আব্রাহামকে আহ্বান করে ঈশ্বর যা করবেন বলে স্থির করেছিলেন, তা যিশুর আগমনে প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত।

[৩…] ‘তামার, …রাহাব, … রুথ, … ও উরিয়ার স্ত্রী’ : এ চারজন নারীর মধ্যে তিনজন বিদেশিনী, এবং তামার ও রুথ ছাড়া বাকি দু'জন আদর্শবতী নারী ছিলেন না ; এর অর্থই, যিশুর জন্মে সকল জাতিরও একটা অবদান রয়েছে, এবং মানুষের দুর্বলতা ও পাপময়তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বাস্তবায়নে বাধা দিতে পারেনি।

[১৬] বংশতালিকায় মারীয়ার স্বামী যোসেফ উল্লিখিত : যোসেফ যিশুকে নিজ বংশধারায় গ্রহণ করেন যেন তিনি দাউদসন্তান বলে অভিহিত হতে পারেন।

[১৯] ইহুদী সমাজে বাগদান ছিল প্রকৃত বিবাহ ; সুতরাং যোসেফ ও মারীয়া আইনের চোখে প্রকৃত স্বামী-স্ত্রী ছিলেন। এজন্যই যোসেফ স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে না চাইলে ত্যাগ-পত্র দিতে বাধ্য ছিলেন।

[২০] পুরাতন নিয়মে যেমন, এখানেও তেমনি ‘ঈশ্বরের দূত’ বলতে বহুবার ঈশ্বরের নিজের নেতৃত্ব বোঝায় (আদি ১৬:৭,১৩; যাত্রা ৩:২)। তাই ঈশ্বরের সাহায্যে যোসেফ মারীয়ার গর্ভধারণের রহস্য উপলব্ধি করলেন ও যিশুর পালক-পিতা হতে সম্মত হলেন।

[২১] যিশু নামের অর্থই ‘প্রভু ত্রাণ করেন’।

[২২] এই সুসমাচার পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতির উপরে যথেষ্ট নির্ভর করে, কেননা আদি খ্রিষ্টমণ্ডলী কালে যিশু-রহস্য ও নিজের আধ্যাত্মিকতা প্রকাশে বাইবেল-ব্যাখ্যার পদ্ধতি অনুসারে পুরাতন নিয়ম যদি নূতন নিয়মের কোন উক্তি প্রমাণসিদ্ধ করতে না পারে, তবে নূতন নিয়মের সেই উক্তির যোগ্যতা হ্রাস পায়।

[২৩ক] ইশা ৭:১৪।

[২৫] ধন্যা মারীয়ার প্রসবের পরবর্তীকাল এই পদের আলোচ্য বিষয় নয় ; পদটা বরং এ সত্যের উপর জোর দিতে চায় যে, যিশুর জন্মের সময়ে মারীয়া কুমারী ছিলেন, ও সেই জন্ম পুরুষের সহায়তা ছাড়া অর্থাৎ কেবল পবিত্র আত্মার প্রভাবেই ঘটেছে। তথাপি একথাও বলা বাঞ্ছনীয় যে, পদটা এমন কোন ইঙ্গিতও দেয় না যা হাতিয়ার করে বলা যেতে পারে যে, ধন্যা

মারীয়া পরবর্তীকালে আরও সন্তান প্রসব করেছিলেন। অপর দিকে মণ্ডলী যুগ যুগ ধরে ধন্যা মারীয়ার চিরকুমারীত্ব সকলের দ্বারা গৃহীত সত্য বলে গ্রহণ করে আসছে।

২ [১] হেরোদ রাজার কথা তুলে ধরে সুসমাচার দেখাতে চায় যে, ইহুদী জননেতারা যাঁকে প্রকৃত রাজা ও ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করতে অসম্মত, তাঁকে বিজাতীয়েরাই তা-ই বলে গ্রহণ করে।

[৬ক] মিখা ৫:১।

[১৫খ] গণনা ২৩:২২।

[১৮গ] যেরে ৩১:১৫।

[২৩ঘ] এই পদে কোন নবীর উক্তি নির্দেশ করা হচ্ছে তা বলা কঠিন। হয়তো 'নাজিরীয়' উক্তি (বিচারক ১৩:৫)।

৩ [২] 'মনপরিবর্তন' : পুরাতন নিয়মে নবী যেরেমিয়াই বিশেষভাবে এই ধারণার উপর জোর দিয়েছিলেন; সেই অনুসারে, কোন শর্ত না রেখেই পাপ-পথ ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে ফিরে যাওয়াটাই মনপরিবর্তনের অর্থ। • 'স্বর্গরাজ্য' : সেসময়ে 'ঈশ্বর' পবিত্রতম নাম উচ্চারণ না করে ইহুদীরা 'স্বর্গ' কথাটা ব্যবহার করত; সুতরাং স্বর্গরাজ্য শব্দটা স্বর্গলোকে স্থিত কোন রাজ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে না, বরং তার অর্থ হল: স্বর্গস্থ ঈশ্বর রাজত্ব করেন। উপরন্তু, 'স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে', কেননা তা যিশুর জীবনে ও কার্যকলাপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সবার কাছে দৃষ্টিগোচর হতে যাচ্ছে।

[৩ক] ইশা ৪০:৩।

[৭] লক্ষণীয়, যোহন ক্রুদ্ধ ঈশ্বরের আগমনের কথা প্রচার করেন, কিন্তু যিশু এমন বিনম্র ও দয়াবান দাস রূপেই নিজের পরিচয় দেন যিনি ঐশ ক্রোধ থেকে মানুষকে ত্রাণ করেন (১২:১৮-২১; ১ থে ১:১০)।

[১১] পবিত্র আত্মা ও আগুনে কিংবা পবিত্র আত্মা ও আগুন দ্বারা তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন, অর্থ দু'টোই গ্রহণযোগ্য। পুরাতন নিয়মে আগুন ছিল মানুষের হৃদয় শোধনকারী ঐশ আত্মার প্রতীক (সিরা ২:৫; ইশা ১:২৫)।

[১৫] ধর্মময়তা সাধন করার অর্থই ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা: যোহন ও যিশু উভয়েই ঈশ্বরের গুপ্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যা সুসমাচারের পরবর্তী ঘটনাগুলোতে আরও বোধগম্য হবে, কেননা ঈশ্বরপুত্র হয়েও নিজেকে পাপীদের মত করায় যিশু দেখান, তিনি মানবপরিত্রাণের জন্য কোষ্টভোগীই এক মশীহ হবেন (৪:১-১১; ১১:২-৬; ১৬:১৩-২৩)।

[১৭] পিতা যিশুকে তাঁর আপন তৈলাভিষিক্ত (মশীহ) পুত্র বলে ঘোষণা করেন; পবিত্র আত্মা তাঁকে তাঁর মশীহ-ভূমিকায় চালিত করার জন্য তাঁর উপর নিত্য অধিষ্ঠান করবেন। • 'এঁতে আমি প্রসন্ন' : পিতা বিশেষ এক প্রেরণকর্মের উদ্দেশ্যেই যিশুকে মনোনীত করেন।

৪ [১…] এই অধ্যায় যিশুকে প্রান্তরে পরীক্ষিত নব ইস্রায়েল রূপে উপস্থাপন করে: যিশু জাগতিক উদ্দেশ্যের জন্য আত্মিক শক্তি ব্যবহার করতে, অলৌকিক সহায়তা পাবার জন্য ঈশ্বরকে যাচাই করতে, ও জগতের উপর রাজনৈতিক প্রভাব অনুশীলন করার জন্য শয়তানের অধীন হতে সম্মত নন। তেমন সংগ্রামে যিশু নব ইস্রায়েল রূপে বিজয়ী হয়ে উত্তীর্ণ হন, কেননা কেউ তাঁকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করবে এমনটি হতে দেননি; সেই অনুসারে, বাপ্তিস্ম গ্রহণের ফলে দীক্ষিত সকলেও যিশুর সঙ্গে ঐক্য গুণে শয়তানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। লক্ষণীয়, শয়তান আক্ষরিক ভাবে, কিন্তু যিশু গভীরতম অর্থ অনুযায়ীই ঐশবাণী উচ্চারণ করেন।

[৪ক] দ্বিঃবিঃ ৮:৩।

[৬খ] সাম ৯১:১০-১২।

[৭গ] দ্বিঃবিঃ ৬:১৬।

[১০ঘ] দ্বিঃবিঃ ৬:১৩।

[১২] 'নাজারা', অর্থাৎ নাজারেথ।

[১৪] নবী ইশাইয়ার এই উক্তি যিশুর কর্মজীবনকে নবীয় অর্থে চিহ্নিত করে: ইস্রায়েল জনগণের নির্বাসনের সময় বিধর্মীরাও গালিলেয়ায় বসতি করেছিল বিধায় গালিলেয়া অন্ধকারময় স্থান বলে গণ্য ছিল। সেইখানে বাণীপ্রচার-কর্ম শুরু করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে যিশু দেখান, তিনি সকল জাতির মানুষের সংস্পর্শেই আসতে চান।

[১৬ঙ] ইশা ৮:২৩–৯:১।

[১৮] সেসময় শিষ্যই কোন না কোন রাব্বিকে বেছে নিয়ে তাঁর অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিত। এখন কিন্তু এ নিয়ম আর চলবে না: যিশুই শিষ্যকে আহ্বান করেন, আর শিষ্য শর্তহীন বাধ্যতা দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিতে বাধ্য।

৫ [৩] অপ্রত্যাশিত উপহার পেয়ে মানুষ যেমন সুখী, সেই অনুসারে যিশু দেখান কে কে সেই সুখী ব্যক্তি যারা তাদের জীবনাবস্থার কারণে অন্য সকলের চেয়ে ঈশ্বরের রাজ্য পাবার ব্যাপারে অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত (গ্রীক মূলপাঠ্য অনুসারে এই অনুবাদে 'ধন্য' শব্দটা সাধারণত ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত)। • 'আত্মায় দীনহীন': তারাই আত্মায় দীনহীন যারা জাগতিক বা আধ্যাত্মিক পরীক্ষার চাপে মনে প্রাণে কেবল ঈশ্বরের উপরেই ভরসা রাখতে অভ্যস্ত; যিশু এদেরই কাছে শুভ সংবাদ জানাতে এসেছেন: সত্যিই, এদের অপ্রত্যাশিত সুখের দিন এসেছে।

[৪] মানুষকে যিনি দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত করবেন (ইশা ৬১:২), সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে যারা সান্ত্বনা পাবার প্রতীক্ষায় আছে, মশীহ খ্রিষ্ট সেই সান্ত্বনা দিতে এসেছেন বলে তাদেরও সুখের দিন এসেছে।

[৫] কোমলপ্রাণ যিশু এসেছেন বলে কোমলপ্রাণ সকলে কি আনন্দে মেতে উঠবে না?

[৮] তারাই শুদ্ধহৃদয়, যাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের কাছে লুকাবার মত কিছুই নেই, যারা মনে প্রাণে ঈশ্বরের আপনজন।

[২১ক] যাত্রা ২০:১৩।

[২২] 'জাহান্নাম': সেকালের প্রকৃত শব্দই 'গেহেন্না'। জাহান্নাম (গেহেন্না) ছিল যেরুশালেমের বাইরে অবস্থিত একটা উপত্যকা। সেখানে শহরের আবর্জনা ফেলে দেওয়া হত, ও তা নিঃশেষ করার জন্য দিন রাত আগুন জ্বলত। যেহেতু সেখানে তাদেরও লাশ ফেলে দেওয়া হত যারা কবরস্থানের অযোগ্য ছিল, সেজন্য স্থানটা অভিশপ্ত বলে গণ্য ছিল। পুরাতন নিয়মকালে স্থানের নাম ছিল বেন্-হিন্নোম উপত্যকা (যেরে ১৯:২-৬ ইত্যাদি)।

[২৭খ] যাত্রা ২০:১৪।

[২৯] 'জাহান্নাম': সেকালের প্রকৃত শব্দই 'গেহেন্না'। জাহান্নাম (গেহেন্না) ছিল যেরুশালেমের বাইরে অবস্থিত একটা উপত্যকা। সেখানে শহরের আবর্জনা ফেলে দেওয়া হত, ও তা নিঃশেষ করার জন্য দিন রাত আগুন জ্বলত। যেহেতু সেখানে তাদেরও লাশ ফেলে দেওয়া হত যারা কবরস্থানের অযোগ্য ছিল, সেজন্য স্থানটা অভিশপ্ত বলে গণ্য ছিল। পুরাতন নিয়মকালে স্থানের নাম ছিল বেন্-হিন্নোম উপত্যকা (যেরে ১৯:২-৬ ইত্যাদি)।

[৩০] 'জাহান্নাম': সেকালের প্রকৃত শব্দই 'গেহেন্না'। জাহান্নাম (গেহেন্না) ছিল যেরুশালেমের বাইরে অবস্থিত একটা উপত্যকা। সেখানে শহরের আবর্জনা ফেলে দেওয়া হত, ও তা নিঃশেষ করার জন্য দিন রাত আগুন জ্বলত। যেহেতু সেখানে তাদেরও লাশ ফেলে দেওয়া হত যারা কবরস্থানের অযোগ্য ছিল, সেজন্য স্থানটা অভিশপ্ত বলে গণ্য ছিল। পুরাতন নিয়মকালে স্থানের নাম ছিল বেন্-হিন্নোম উপত্যকা (যেরে ১৯:২-৬ ইত্যাদি)।

[৩১গ] দ্বিঃবিঃ ২৪:১।

[৩২] 'অবৈধ সম্পর্ক': সম্ভবত যিশু লেবীয় ১৮ অধ্যায়ে সঙ্কলিত নিয়মবিধির কথা ইঙ্গিত করেন; তবু বিবাহ-বন্ধন ক্ষেত্রে যিশু অবিচ্ছেদ্যতাই যে সমর্থন করেন তা সন্দেহের অতীত।

[৩৩ঘ] লেবীয় ১৯:১২।

[৩৮ঙ] যাত্রা ২১:২৪।

[৪৩] (লেবীয় ১৯:১৮) পুরাতন নিয়মে কোথাও শত্রুকে ঘৃণার কথা নেই; কথাটা আরামীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুসারে বোঝা উচিত যা অনুসারে অর্থ এরূপ: 'তোমরা শত্রুদের ভালবাসতে বাধ্য নও'।

[৪৬] রোমীয়দের অধীনে কাজ করত বলে কর-আদায়কারীরা জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র ছিল।

৬ [৯] মণ্ডলী আদি থেকে যুগ যুগ ধরে যিশুর শেখানো প্রার্থনার উপর যথেষ্ট মর্যাদা আরোপ করে এসেছে একথা সত্য; কিন্তু যে বিষয় মনে রাখা দরকার তা হল এ: যেমন যিশুর শেখানো প্রার্থনার বিষয়বস্তু ছিল তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও কার্যক্রমের বস্তু, তেমনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীও যেন প্রার্থনাটার সেই বিষয়বস্তু নিজের জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও কার্যক্রমের বস্তু করে। বাস্তবিকই যিশু সারা জীবন ধরে পিতার নামের পবিত্রতা প্রকাশ করলেন, সারা দেশ জুড়ে ঐশরাজ্যের আগমনের কথা প্রচার করলেন, স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালনে প্রীত ছিলেন, নিজেকেই খাদ্যরূপে দান করলেন, ক্রুশের উপরে অপরাধীদের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ও সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন: তাতে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যিশুর প্রার্থনা এবং তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও কার্যক্রমের বস্তু এক ছিল, সুতরাং এক্ষেত্রে শিষ্য সকলের পক্ষেও গুরুর আদর্শ অনুকরণ করা বাঞ্ছনীয়। • 'তোমার নাম পবিত্র বলে ...': পুরাতন নিয়মের নবীদের বাণী অনুসারে, ঈশ্বর সকল জাতির দৃষ্টিগোচরে ধর্মময় বিচারক ও ত্রাণকর্তা রূপে নিজেকে দেখিয়েই নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করবেন (ইশা ৫:১৬; এজে ২০:৪১; ২৮:২২,২৫; ইত্যাদি); প্রার্থী ঈশ্বরের তেমন পবিত্রতা প্রকাশের জন্য প্রার্থনা করে; আরও, বাইবেল একথা বলে যে, মানুষ ঈশ্বরের দেওয়া আজ্ঞা পালনে ও নিজ জীবনে তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নিয়েই তাঁর পবিত্রতার উপর যথার্থ মর্যাদা আরোপ করবে (লেবীয় ২২:৩২; গণনা ২৭:১৪; দ্বিঃবিঃ ৩২:৫১; ইশা ৮:১৩; ইত্যাদি)। স্মরণযোগ্য, 'তোমার নাম পবিত্র' বলতে 'তুমি নিজে যে পবিত্র' তা-ই বোঝায়।

[১০] 'তোমার রাজ্য আসুক': যিশু যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন (৩:২, টীকা দ্রঃ), তা সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত হোক।

[১১] 'দৈনিক'; গ্রীক শব্দের অর্থ অস্পষ্ট। প্রাচীনকাল থেকে পাশ্চাত্য মণ্ডলীতে প্রচলিত অনুবাদ হল 'দৈনিক রুটি' ও প্রাচ্য মণ্ডলীতে 'সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি'। কিন্তু সেই রুটি কি? সেকালের ব্যাখ্যা অনুসারে, যে 'সত্যকার রুটি' যাচনা করা হয় তা হলো ঈশ্বরের বাণী-খ্রিষ্ট, এমনকি তাঁর নিজের মাংস যা খেলে মানুষ 'অনন্তকাল জীবিত থাকবে' (যোহন ৬:৩১-৫৮); সেই যে রুটি তিনি অন্তিম ভোজে 'এ আমার দেহ' বলে শিষ্যদের খেতে বলেছিলেন (মথি ২৬:২৬; মার্ক ১৪:২২; লুক ২২:১৯; ১ করি ১১:২৪)।

[১৩] 'সেই ধূর্তজন থেকে ...'; অনুবাদান্তরে: 'অনিষ্ট থেকে'। • কোন কোন পাণ্ডুলিপি প্রাচীন খ্রিষ্টীয় উপাসনায় প্রচলিত এ বাণীও প্রার্থনা শেষে যোগ দেয়: 'কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও গৌরব যুগে যুগে তোমারই। আমেন।'

৭ [১২] এই 'স্বর্ণ নিয়ম' প্রাচীন জগতেও পরিচিত ছিল (তোবিত ৪:১৫), কিন্তু যিশুর ওষ্ঠে তা নতুন এক দিক অর্জন করে: পুরস্কার বা প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখেই পরের মঙ্গল সাধনে রত থাকা দরকার।

৮ [২] ইহুদী ঐতিহ্যে সংক্রামক চর্মরোগ ঐশ শাস্তি বলে (দ্বিঃবিঃ ২৮:২৭,৩৫) ও এমন পাপের চিহ্ন বলে গণ্য ছিল যা ভক্তমণ্ডলী থেকে রোগীকে বিচ্ছিন্ন করে (লেবীয় ১৩–১৪);

চর্মরোগীকে শুচীকৃত করে যিশু শুচি-অশুচি প্রভেদ বাতিল করে নিজ প্রেরণকর্মের স্পষ্টই এক চিহ্ন দেন (১১:৫; মার্ক ১:৪০)।

[১০] শতপতির বিশ্বাস এতেই বিশেষভাবে প্রকাশিত যে, তিনি যিশুকে ঈশ্বরের কর্তৃপক্ষের অধীন বলে স্বীকার করে তাঁর বাণীকেও ঈশ্বরেরই নিজের বাণী বলে বিশ্বাস করেন।

[১২] 'রাজ্যের সন্তানেরা' অর্থাৎ ঈশ্বরের মনোনীত জাতির মানুষ।

[১৬] লক্ষণীয়, নিরাময়-কর্ম সাধন করার সময় যিশু অদ্ভুত মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহার করেন না, নিজের বাণী দ্বারাই কাজ সাধন করেন, কেননা ঈশ্বরের বাণী যেমন জীবন্ত ও কার্যকর (হিব্রু ৪:১২), তেমনি যিশুর বাণীও যা ব্যক্ত করে তা সাধন করে। যিশুর সকল নিরাময়-কর্মে মানুষের সুস্থতা ও পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের নিজের হাত প্রকাশিত।

[১৭] নবীর বাণী অনুসারে (ইশা ৫৩:৪) যিশু মানুষের পাপের জন্য শুধু প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করেন না, তাদের নিরাময় করে নিজেকে সেই ত্রাণকর্তা বলেও প্রকাশ করেন পাপীদের মুক্তিকর্ম যাঁর সাধন করার কথা।

[২০] 'মানবপুত্র': ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে, অন্তিমকালে যিনি পাপীদের বিচার ও ধার্মিকদের ত্রাণ করতে আসবেন, তিনি মানবপুত্র বলে অভিহিত (দা ৭:১৩)। সুতরাং, যিশুর আগমনে অন্তিমকাল ও মশীহ-কাল উপস্থিত, তবু তিনি এমন মানবপুত্র যিনি পাপীদের বিচার নয়, পরিত্রাণই করেন; আবার, যুদ্ধ নয়, ক্রুশ দ্বারাই তেমন কাজ সাধন করেন।

৯ [১৩ক] হো ৬:৬।

[২৪] লক্ষণীয়, সুস্থতালাভ পরিত্রাণলাভেরই চিহ্ন। বিস্তারিত ব্যাখ্যা: (ক) তোমার বিশ্বাস গুণে তুমি পরিত্রাণ পেয়েছ; (খ) তোমার বিশ্বাস অনন্য পরিত্রাতার সঙ্গে তোমাকে সম্পর্কযুক্ত করেছে বিধায় তোমার বিশ্বাস তোমাকে ত্রাণ করেছে; (গ) যেহেতু মানুষের কাছ থেকে আমি বিশ্বাস প্রত্যাশা করি, সেজন্য তোমার যাচনা পূরণ করি।

১০ [৫] ঐশবাণী-প্রচারের পাত্র বলে ইস্রায়েলীয়েরাই প্রাধান্য পায়, কেননা মনোনীত জাতি রূপে ও ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির পাত্র বলে তাদেরই সকলের আগে মশীহের পরিত্রাণকর্মের উপকার গ্রহণ করার কথা।

[২৮] 'জাহান্নাম': সেকালের প্রকৃত শব্দই 'গেহেন্না'। জাহান্নাম (গেহেন্না) ছিল যেরুশালেমের বাইরে অবস্থিত একটা উপত্যকা। সেখানে শহরের আবর্জনা ফেলে দেওয়া হত, ও তা নিঃশেষ করার জন্য দিন রাত আগুন জ্বলত। যেহেতু সেখানে তাদেরও লাশ ফেলে দেওয়া হত যারা কবরস্থানের অযোগ্য ছিল, সেজন্য স্থানটা অভিশপ্ত বলে গণ্য ছিল। পুরাতন নিয়মকালে স্থানের নাম ছিল বেন্-হিন্নোম উপত্যকা (যেরে ১৯:২-৬ ইত্যাদি)।

[৩৬ক] মিখা ৭:৬।

[৩৭] যিশুর এবাণী যত কঠিন তত বাস্তব: প্রভুর কাজে নিযুক্ত মানুষের পক্ষে আত্মীয়স্বজনেরাই বাধাবিঘ্ন হতে পারে।

[৪২] 'ক্ষুদ্রজনেরা': প্রেরিতদূতগণ, শিষ্যেরা, মণ্ডলীর মধ্যে ছোটজনেরা—কথাটা তাদের সকলকেই লক্ষ করতে পারে।

১১ [৩] সেইকালে, 'যিনি আসছেন' বাক্য-বিশেষ আসন্ন মশীহকে লক্ষ করত।

[৫] নবী ইশাইয়ার বাণীর মধ্য দিয়ে (ইশা ৩৫:৫; ৬১:১) যিশুর উত্তর দানে মথি দেখান যে, সেই বাণী যিশুতে পূর্ণ হয়েছে: সত্যি, ঈশ্বরের পরিত্রাণ এসেছে।

[১০ক] মালা ৩:১।

[২৩খ] ইশা ১৪:১৩,১৫।

১২ [৭ক] হো ৬:৬।

[২১খ] ইশা ৪২:১-৪।

[২৮] অপদূত তাড়িয়ে যিশু প্রকাশ করেন, ঐশরাজ্যের আগমনে নতুন এক কাল শুরু হয়েছে: তা হল ঈশ্বরের রাজত্বকাল, যা যিশুর আশ্চর্য কর্মসাধনে প্রকাশ পায়, কেননা যিশু শয়তানের কর্তৃত্ব শেষ করে দেন।

[৩১-৩২] মশীহ সাধারণ মানুষের বেশে উপস্থিত বলে তাঁকে চিনে না নেওয়া মার্জনীয়; কিন্তু পবিত্র আত্মার শুভ কাজ দেখে তা অশুভ বলে ঘোষণা করায় মানুষ দণ্ডনীয়, কেননা পরিত্রাণ দিতে ইচ্ছুক ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে সে অস্বীকার করে।

[৪০] (যোনা ২:১) 'যোনার চিহ্ন': হয় যিশুর মৃত্যু-পুনরুত্থান, না হয় যিশুর প্রচারকর্মকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে (যোনাও প্রচার করেছিলেন)।

[৪৬] যিশুর ভাইয়েরা: বাংলা কৃষ্টির মত ইহুদী কৃষ্টিতেও একই গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক রাখত।

[৪৭] কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এবাক্যও রয়েছে: তখন একজন লোক তাঁকে বলল, 'দেখুন, আপনার মা ও ভাইয়েরা আপনার সঙ্গে কথা বলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।'

১৩ [১৫ক] ইশা ৬:৯-১০।

[৩৫খ] সাম ৭৮:২।

১৪ [১৯] এই বর্ণনা যিশুর শেষ ভোজের বর্ণনা অনুসারে বর্ণিত। • 'ধন্য স্তুতিবাদ': খাদ্যগ্রহণের আগে ইহুদীরা 'ধন্য প্রভু' বলে প্রার্থনাটা শুরু করত।

১৫ [৪ক] যাত্রা ২০:১২ ও ২১:১৭।

[৯খ] ইশা ২৯:১৩।

১৬ [১] ‘স্বর্গ থেকে’ বলতে ঈশ্বর থেকেই বোঝায়: ঈশ্বর চিহ্ন দিলেই ফরিশীরা যিশুতে বিশ্বাস রাখতে সম্মত।

[৪] ‘যোনার চিহ্ন’: হয় যিশুর মৃত্যু-পুনরুত্থান, না হয় যিশুর প্রচারকর্মকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে (যোনাও প্রচার করেছিলেন)।

[১৬] পিতর যিশুকে মশীহ ও ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করেন, এতে খ্রিষ্টবিশ্বাস পূর্ণ অর্থ অর্জন করে।

[১৭] ‘রক্তমাংস’: পিতর মানুষ হিসাবে সঠিক উত্তর দিয়েছেন এমন নয়; স্বয়ং পিতাই তাঁকে এসত্য প্রকাশ করেছেন।

[১৮] ‘এই শৈলের উপরে’:
(ক) প্রাচীনতম ব্যাখ্যা অনুসারে শৈল হল পিতরের বিশ্বাস স্বীকার, যেমনটি মণ্ডলীর এই প্রার্থনায়ও ব্যক্ত হয়: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি প্রৈরিতিক বিশ্বাস স্বীকার-শৈলের উপরেই আমাদের দৃঢ়মূল করেছ (২২শে ফেব্রুয়ারী, উদ্বোধন প্রার্থনা);
(খ) আবার, শৈল হলেন খ্রিষ্ট: শিমোনকে নতুন নাম দেওয়ায় তিনি তাঁকে তাঁর নিজের শৈল-ভূমিকার অংশী করেন;
(গ) অবশেষে শৈল হলেন স্বয়ং পিতর: আসলে পিতর আদি খ্রিষ্টমণ্ডলীতে নেতা-ভূমিকা অনুশীলন করেছিলেন (৪:১৮; ১৭:১; প্রেরিত ১:১৩,১৫; ইত্যাদি); একথার উপর ভিত্তি করে কাথলিক মণ্ডলী পিতরের উত্তরসূরীদেরও পিতরের প্রাধান্যের অধিকারী বলে সমর্থন করে।
• ‘মণ্ডলী’: এই বিশেষ শব্দ পুরাতন নিয়মে আনুষ্ঠানিক ইস্রায়েল-মণ্ডলীকেই নির্দেশ করত; তাতে বোঝা যায়, যিশু এক নতুন জনমণ্ডলীকে স্থাপন করতে যাচ্ছেন। • ‘পাতালের দ্বার’: খ্রিষ্টমণ্ডলী আপন সন্তানদের পাপ-মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করবে।

[১৯] ‘স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি’: ইহুদী ধর্মে এ শব্দ দ্বারা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের অধিকার বোঝানো হত যা অনুসারে তাঁরা মানুষকে মণ্ডলীচ্যুত করা বা মণ্ডলীচ্যুতকে পুনরায় গ্রহণ করার অধিকার রাখতেন। শব্দটা দ্বারা চূড়ান্ত ধর্মশিক্ষা দেওয়ার অধিকারও বোঝাত: অধিকার দু’টো পিতরকে দেওয়া হল; প্রথমটা পাপ ক্ষমা করা বা না করার অধিকারে প্রকাশিত।

১৭ [১ …] যিশুর দিব্য রূপান্তর যেরুশালেম অভিমুখে মানবপুত্রের আরোহণ আলোকিত করে: গুরু যে পথ পালন করতে যাচ্ছেন, শিষ্যেরা সেই পথ বুঝতে অক্ষম, এজন্য ঈশ্বর তাঁদের তাঁর আপন পুত্রের রহস্যময় গৌরব দেখবার সুযোগ দেন, আর সেইসঙ্গে এ দাবি রাখেন তাঁরা যেন তাঁর বাণী মেনে চলেন।

[৩] ‘মোশি ও এলিয়’: উভয় মহাব্যক্তিত্ব সিনাই পর্বতে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন; একদিকে মোশি ছিলেন প্রাক্তন সন্ধির ঐশবিধানকর্তা, অপরদিকে লোকে

মশীহের অগ্রদূত হিসাবে এলিয়ের প্রতীক্ষায় ছিল; তাতে বর্ণনার লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে: যিশুই নবসন্ধির চরম বিধানকর্তা ও প্রতীক্ষিত মশীহ, এজন্যই তাঁর বাণী পালনীয়।

[৫] মেঘ ঈশ্বরের উপস্থিতির চিহ্ন (যাত্রা ১৯:১৬; ২৪:১৫-১৬; ৪০:৩৪,৩৫; ১ রাজা ৮:১০-১২; ইত্যাদি)।

[২১] কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এবাক্যও রয়েছে: এই ধরনের অপদূত কেবল প্রার্থনা ও উপবাস দ্বারাই তাড়িত হয়।

১৮ [৩] তাদের সরলতা ও পবিত্রতার জন্য নয়, পরের উপর তাদের আদর্শ নির্ভরশীলতার জন্যই শিশুরা উপস্থাপিত।

[৯] 'জাহান্নাম': সেকালের প্রকৃত শব্দই 'গেহেন্না'। জাহান্নাম (গেহেন্না) ছিল যেরুশালেমের বাইরে অবস্থিত একটা উপত্যকা। সেখানে শহরের আবর্জনা ফেলে দেওয়া হত, ও তা নিঃশেষ করার জন্য দিন রাত আগুন জ্বলত। যেহেতু সেখানে তাদেরও লাশ ফেলে দেওয়া হত যারা কবরস্থানের অযোগ্য ছিল, সেজন্য স্থানটা অভিশপ্ত বলে গণ্য ছিল। পুরাতন নিয়মকালে স্থানের নাম ছিল বেন্-হিন্নোম উপত্যকা (যেরে ১৯:২-৬ ইত্যাদি)।

[১১] কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এবাক্যও রয়েছে: বাস্তবিক যা হারানো ছিল, তা পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।

[১৫] '... ভাইকে জয় করেছ': যে ভাই মণ্ডলীকে ত্যাগ করতে যাচ্ছিল বা মণ্ডলীচ্যুত হতে যাচ্ছিল তাকে রক্ষা করেছ।

[১৬ক] দ্বিঃবিঃ ১৯:১৫।

[১৭] 'মণ্ডলীকে বল': যে 'চাবিকাঠির' অধিকার ১৬:১৯ পদে পিতরকে দেওয়া হয়েছিল, তা এখন এই বাণীর শ্রোতাদের অর্থাৎ সকল প্রেরিতদূতকেও দেওয়া হয়।

[২০] এবাণী দলাদলি-বিভক্ত কোন মণ্ডলীকে সমর্থন করে না; সমস্ত অধ্যায়ের বক্তব্য এক মণ্ডলীরই কথার উপর জোর দেয়; সুতরাং সেই দু' তিনজন যাদের কথা বলা হচ্ছে তারা অনন্য মণ্ডলীতেই সম্মিলিত; তাই সংশোধন ও পুনর্মিলনের উদ্দেশে প্রার্থনারত ভক্তদের সম্মেলনেরই কথা এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে; তেমন পরিস্থিতে যিশু নিজের বিশেষ উপস্থিতি প্রতিশ্রুত হন। কেননা একজনমাত্রও প্রার্থনা করলে ঈশ্বর যে তার যাচনা পূরণ করবেন তা বলা বাহুল্য।

১৯ [৪ক] আদি ১:২৭।

[৫খ] আদি ২:২৪।

[৭গ] দ্বিঃবিঃ ২৪:১।

[১২] বিবাহ-বন্ধনের অবিচ্ছেদ্যতার উপর জোর দেওয়ার পর যিশু এমন রহস্যময় বাণী উচ্চারণ করেন যা কেবল ঈশ্বরের সহায়তায় বোঝা সম্ভব। তিনি বিবাহ-ব্যবস্থার বিপক্ষে কথা বলেন না বইকি, তিনি শুধু বলেন যে, এমন কোন মানুষ আছে যারা ঐশ রাজ্যের ব্যাপারে এতই ব্যস্ত যে বিবাহ পর্যন্তও করে না। বাণীটা সকলের অবশ্যপালনীয় নয়।

[১৮ঘ] যাত্রা ২০:১২-১৬।

[১৯ঙ] দ্বিঃবিঃ ৫:১৬-২০।

২০ [১৬] এপদ শেষে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এই বাক্যও রয়েছে: বাস্তবিক অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পজনই মনোনীত।

২১ [৫] নবীর বচন অনুসারে (জাখা ৯:৯) যিশু মশীহরূপে যেরুশালেমে প্রবেশ করেন: তিনি ধনী ও প্রভাবশালীদের মত ঘোড়ার পিঠে নয়, ইস্রায়েলের পিতৃপুরুষদের বাহন সেই গাধারই পিঠে বসে প্রবেশ করেন (আদি ৪৯:১১; বিচারক ৫:১০)।

[৯] (সাম ১১৮:২৫); ’হোশান্না’ এর অর্থই ‘কর গো ত্রাণ’ বা ‘কর গো জয়দান’। জয়ধ্বনিটা রাজাকে উদ্দেশ করেই দেওয়া হত।

[১৩ক] ইশা ৫৬:৭; যেরে ৭:১১।

[১৬খ] সাম ৮:৩।

[১৯] ডুমুরগাছটা যে কোন্ কারণেই বা যিশু দ্বারা দণ্ডিত তা বলা কঠিন; হয় তো গাছটার সুন্দর পাতা সেই মন্দিরের বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতীক যা ধর্মীয় অনুর্বরতার কারণে দণ্ডনীয়।

[২৫] ‘স্বর্গ থেকে’ অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে।

[৩৩গ] সত্তরী পাঠ্য অনুযায়ী ইশা ৫:২।

[৪২ঘ] সাম ১১৮:২২-২৩।

[৪৪] কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এবাক্যও রয়েছে: আর এই প্রস্তরের উপরে যে পড়বে, সে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আর এই প্রস্তর যার উপরে পড়বে, সে চূর্ণবিচূর্ণ হবে।

২২ [১১] বিবাহ-পোশাক হল বিশ্বাস, কিংবা পরিত্রাণের আনন্দ, বা ধর্মময়তার (অর্থাৎ শুভ কর্মের) প্রতীক; সুসমাচারের কথা স্পষ্ট: ঈশ্বর সকলকেই নিমন্ত্রণ করেন বটে, কিন্তু তাঁর নিমন্ত্রণ হেয়জ্ঞান করতে নেই।

[২৪ক] দ্বিঃবিঃ ২৫:৫-৬।

[৩২খ] যাত্রা ৩:৬।

[৩৭গ] দ্বিঃবিঃ ৬:৫।

[৩৯ঘ] লেবীয় ১৯:১৮।

[৪৪ঙ] সাম ১১০:১।

২৩ [১৪] কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এবাক্যও রয়েছে: হে শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্! আপনারা যে বিধবাদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করেন ও ভান করে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করেন! এজন্য আপনাদের শাস্তি গুরুতর হবে।

[১৫] 'জাহান্নাম': সেকালের প্রকৃত শব্দই 'গেহেন্না'। জাহান্নাম (গেহেন্না) ছিল যেরুশালেমের বাইরে অবস্থিত একটা উপত্যকা। সেখানে শহরের আবর্জনা ফেলে দেওয়া হত, ও তা নিঃশেষ করার জন্য দিন রাত আগুন জ্বলত। যেহেতু সেখানে তাদেরও লাশ ফেলে দেওয়া হত যারা কবরস্থানের অযোগ্য ছিল, সেজন্য স্থানটা অভিশপ্ত বলে গণ্য ছিল। পুরাতন নিয়মকালে স্থানের নাম ছিল বেন্-হিন্নোম উপত্যকা (যেরে ১৯:২-৬ ইত্যাদি)।

[৩৩] 'জাহান্নাম': সেকালের প্রকৃত শব্দই 'গেহেন্না'। জাহান্নাম (গেহেন্না) ছিল যেরুশালেমের বাইরে অবস্থিত একটা উপত্যকা। সেখানে শহরের আবর্জনা ফেলে দেওয়া হত, ও তা নিঃশেষ করার জন্য দিন রাত আগুন জ্বলত। যেহেতু সেখানে তাদেরও লাশ ফেলে দেওয়া হত যারা কবরস্থানের অযোগ্য ছিল, সেজন্য স্থানটা অভিশপ্ত বলে গণ্য ছিল। পুরাতন নিয়মকালে স্থানের নাম ছিল বেন্-হিন্নোম উপত্যকা (যেরে ১৯:২-৬ ইত্যাদি)।

[৩৮ক] যেরে ১২:৭।

[৩৯খ] সাম ১১৮:২৬।

২৪ [১৫ক] দা ৯:২৭; ১১:৩১; ১২:১১; ১ মাকা ১:৫৪।

[২১খ] দা ২১:১।

[২৯গ] এজে ৩২:৭; যোয়েল ২:১০।

[৩০ঘ] জাখা ১২:১০।

[৩০ঙ] দা ৭:১৩-১৪।

২৬ [২৬] 'ধন্য' স্তুতিবাদ: ১৪:১৯, টীকা দ্রঃ। • 'গ্রহণ করে নাও': সেই পবিত্রতম রুটি যিশুর হাত থেকেই গ্রহণ করে নেওয়া দরকার; সবসময় তিনিই দাতা।

[২৭] ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে নিজ রক্ত ঝরিয়ে যিশু সেই সন্ধির সিদ্ধি ঘটান যা একসময় সিনাই পর্বতে পশুদের রক্ত দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল (যাত্রা ২৪:৪-৮)। একইসঙ্গে তিনি বোঝাতে চান যে, নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষিত নবসন্ধিও তাঁর নিজের রক্তেই সম্পাদিত হচ্ছে (যেরে ৩১:৩১-৩৪), এবং নিজ আত্মবলিদানকে 'অনেকের জন্য' অর্থাৎ মানবজাতির সকলেরই জন্য ফলপ্রসূ বলে ঘোষণা করেন (ইশা ৫৩:১২)।

[৩০] 'সামসঙ্গীত': সাম ১১৩–১১৮। এ সামসঙ্গীতগুলো গান করে পাস্কা-ভোজের সমাপ্তি ঘোষণা করা হত।

[৩১] (জাখা ১৩:৭); মশীহের মৃত্যু সেই সকলের পক্ষে হোঁচট-প্রস্তর যারা রাজনৈতিক মর্যাদায় ভূষিত মশীহের প্রত্যাশী।

[৩৬…] প্রার্থনার কথা তিনবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুসমাচার দেখাতে চায়, পরীক্ষার সময়ে যিশু প্রার্থনার আদর্শ।

[৩৭] 'উপুড় হয়ে পড়লেন': মর্মবেদনায় জর্জরিত হয়ে নয়, পিতার আরাধনায় প্রণত হয়েই যিশু প্রার্থনা করলেন।

[৪২] মশীহ যিশু সিদ্ধ বাধ্যতার আদর্শ।

[৬৪ক] সাম ১১০:১ ও দা ৭:১৩।

২৭ [১০ক] জাখা ১১:১২-১৩।

[১৬] প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলো অনুসারে বারাব্বাসের নাম যিশু (অর্থাৎ, আব্বার ছেলে যিশু); তৃতীয় শতাব্দী থেকে অনেক পাণ্ডুলিপিতে বারাব্বাসকে 'যিশু' নাম আর দেওয়া হয় না, হয় তো যিশু নামের প্রতি সম্মানের খাতিরে। আজকালের শাস্ত্রবিদ্‌গণ এব্যাপারে একমত নন বিধায় বারাব্বাসের আগে যিশু নামটি ব্রেকেটের মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

[১৭] প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলো অনুসারে বারাব্বাসের নাম যিশু (অর্থাৎ, আব্বার ছেলে যিশু); তৃতীয় শতাব্দী থেকে অনেক পাণ্ডুলিপিতে বারাব্বাসকে 'যিশু' নাম আর দেওয়া হয় না, হয় তো যিশু নামের প্রতি সম্মানের খাতিরে। আজকালের শাস্ত্রবিদ্‌গণ এব্যাপারে একমত নন বিধায় বারাব্বাসের আগে যিশু নামটি ব্রেকেটের মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

[৪৩খ] সাম ২২:৯।

[৪৫] এই অন্ধকার (যাত্রা ১০:২২; আমোস ৮:৯-১০ দ্রঃ) সম্ভবত ঈশ্বরের বিচারের প্রতীক যা ক্রুশ থেকে সারা পৃথিবীর উপর ব্যাপ্ত হয়। • 'সারা পৃথিবী জুড়ে', অনুবাদান্তরে: 'সারা দেশ জুড়ে'।

[৪৬] বিকল্পে, 'লামা শাবাখ্‌থানি'। এই চিৎকারে যিশুর গভীর মর্মবেদনাই প্রকাশিত, তাঁর হতাশা নয়, কেননা ২২ নং সামসঙ্গীতের পরবর্তী কয়েক পদ দুঃখীর ভরসা ব্যক্ত করে।

২৮ [২] 'প্রভুর দূত' বলতে প্রভু নিজেই যে এ ব্যাপারে নেতৃত্ব নিয়েছেন তা-ই বোঝায় (আদি ২২:১১-১৫; যাত্রা ৩:২-৬)।

[৪] সুসমাচার যিশুর পুনরুত্থান বর্ণনা করে না; তাঁর পুনরুত্থানের ফলই বর্ণনা করে।

[১৮] পরীক্ষার পর্বতে (৪:৯-১০) যিনি দিয়াবলের কাছ থেকে বিশ্বের যত রাজ্যের উপর অধিকার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তিনি এখন বলেন, তেমন অধিকার ঈশ্বরের কাছ থেকেই পেয়েছেন।

[১৯] দীক্ষিত মানুষ 'পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে' অর্থাৎ পরম ত্রিত্বের আপন জীবনেই প্রবেশ করে; পরম ত্রিত্বের সঙ্গে তার ব্যক্তিময় ও চিরস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয় (১ করি ১:৩; ১০:২)।

[২০] 'আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত': এবাণী দ্বারা পুনরুত্থিত যিশু ঈশ্বরের উপস্থিতি বিষয়ক পুরাতন নিয়মের প্রতিশ্রুতি সিদ্ধ করেন (যাত্রা ৩:১২; যেরে ১:৮; ইশা ৪১:১০; ৪৩:৫; মথি ১:২৩)। তিনি নানা আত্মিক দানের নয়, দীর্ঘদিনের উপস্থিতিরও নয়, বরং প্রতিদিনেরই (অর্থাৎ নির্যাতনের দিনেরও) নিত্য উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি দেন।

মার্ক-রচিত সুসমাচার

সম্ভবত মার্ক-রচিত সুসমাচারই প্রথম লিখিত সুসমাচার। অন্যান্য সুসমাচারের তুলনায় এই সুসমাচার যিশুর বিশেষ কোন শিক্ষা উপস্থাপন করে না। তার একমাত্র আলোচ্য বিষয় হল স্বয়ং যিশুর রহস্যাবৃত ব্যক্তিত্ব। এ ব্যক্তিত্ব এমন যা পিতা ও শয়তান দ্বারা স্বীকৃত, অথচ ইহুদী ধর্মনেতারা তেমন রহস্যাবৃত ব্যক্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করেন, শিষ্যেরা নিজেরাও তা ভুল বোঝেন। পাঠক-পাঠিকা অবশ্যই সাধু মার্কের রচনা-রীতির এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবেন: যিশু কেমন যেন সবসময় ত্বরা করেই সবকিছু করেন (উদাহরণ স্বরূপ: তিনি 'তখনই' গেলেন, 'তখনই' প্রবেশ করলেন, ইত্যাদি); এই রচনা-রীতির মধ্য দিয়ে সাধু মার্ক পাঠক-পাঠিকাকে বোঝাতে চান যে, যিশু অবিরত ক্রুশের দিকেই ছুটে চলেন, কোথাও থামতে চান না; আর পাঠক-পাঠিকাকেও তিনি আমন্ত্রণ জানান যেন যিশুর অনুসরণে তাঁরাও কোথাও না থেমে অবিরত সেই ক্রুশের দিকে ছুটে চলেন, কেননা শুধু সেইখানে, সেই ক্রুশবিদ্ধ যিশু-দর্শনেই, তাঁর সেই রহস্যাবৃত ব্যক্তিত্ব অনাবৃত হবে; তখনই তাঁরা তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করতে পারবেন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচার

১ [১] ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রিষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ। [২] নবী ইশাইয়ার পুস্তকে
যেমনটি লেখা আছে,

দেখ, আমি আমার দূত তোমার সামনে প্রেরণ করছি;
সে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে (ক);
[৩] *এমন একজনের কণ্ঠস্বর*
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,

তাঁর রাস্তা সমতল কর (খ),

[৪] সেই অনুসারে বাপ্তিস্মদাতা সেই যোহন মরুপ্রান্তরে আবির্ভূত হলেন; তিনি পাপক্ষমার উদ্দেশে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করতেন। [৫] সমস্ত যুদেয়া অঞ্চল ও যেরুশালেম-বাসী সকলে তাঁর কাছে যেতে লাগল, ও নিজেদের পাপ স্বীকার করে যর্দনে তাঁর হাতে বাপ্তিস্ম নিতে লাগল। [৬] এই যোহন উটের লোমের এক কাপড় পরতেন, তাঁর কোমরে চামড়ার বন্ধনী ছিল, ও তিনি পঙ্গপাল ও বনের মধু খেতেন। [৭] তিনি প্রচার করে বলতেন, 'আমার পরে এমন একজন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি নিচু হয়ে তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই। [৮] আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিলাম, তিনি কিন্তু পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন।'

যিশুর বাপ্তিস্ম ও প্রান্তরে পরীক্ষা

গালিলেয়ায় সুসমাচার প্রচার

[৯] নির্ধারিত সময় যিশু গালিলেয়ার নাজারেথ থেকে এসে যোহনের হাতে যর্দনে বাপ্তিস্ম নিলেন। [১০] আর জলের মধ্য থেকে উঠে আসামাত্র তিনি দেখলেন, আকাশ দু'ভাগ হল ও আত্মা কপোতের মত তাঁর উপর নেমে আসছেন; [১১] এবং স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, আমি তোমাতে প্রসন্ন।' [১২] আর তখনই আত্মা তাঁকে প্রান্তরে টেনে নিলেন, [১৩] এবং তিনি চল্লিশদিন সেই প্রান্তরে থেকে শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হলেন; তিনি বন্যজন্তুদের সঙ্গে ছিলেন, ও স্বর্গদূতেরা তাঁর সেবা করতেন।

[১৪] যোহনকে ধরিয়ে দেওয়া হলে পর যিশু ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করতে করতে গালিলেয়ায় গেলেন; [১৫] তিনি বলছিলেন, 'কাল পূর্ণ হল, ও ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে: মনপরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।'

প্রথম শিষ্যদের আহ্বান

[১৬] তিনি গালিলেয়া সাগরের তীর দিয়ে চলতে চলতে দেখতে পেলেন, শিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয় সমুদ্রে জাল ফেলছেন, কারণ তাঁরা জেলে ছিলেন। [১৭] যিশু

তাঁদের বললেন, ‘আমার পিছনে এসো; আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।’ [১৮] আর তখনই তাঁরা জাল ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন। [১৯] কিছু দূরে এগিয়ে গিয়ে তিনি জেবেদের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে দেখতে পেলেন: তাঁরাও নৌকায় ছিলেন, জাল সারাচ্ছিলেন। [২০] তিনি তখনই তাঁদের ডাকলেন, আর তাঁরা নিজেদের পিতা জেবেদকে মজুরদের সঙ্গে নৌকায় ফেলে রেখে তাঁর পিছনে গেলেন।

শিক্ষাদাতা ও আরোগ্যদাতা যিশু

[২১] তাঁরা কাফার্নাউম পর্যন্ত গেলেন, এবং তখনই, শাব্বাৎ দিনে, তিনি সমাজগৃহে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন; [২২] তাঁর এই উপদেশে লোকে বিস্ময়মগ্ন হল, কারণ তিনি অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির মতই তাদের উপদেশ দিতেন— শাস্ত্রীদের মত নয়। [২৩] আর তখনই তাদের সমাজগৃহে অশুচি আত্মাগ্রস্ত একজন লোক উপস্থিত হল; সে চিৎকার করে [২৪] বলে উঠল: ‘হে নাজারেথের যিশু, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী? আপনি কি আমাদের বিনাশ করতে এসেছেন? আমি জানি, আপনি কে: আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন।’ [২৫] কিন্তু যিশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন: ‘চুপ কর, ওর মধ্য থেকে বের হও।’ [২৬] আর সেই অশুচি আত্মা তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জোর গলায় চিৎকার করে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে গেল। [২৭] সকলে বিস্মিত হল, এমনকি একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, ‘এ আবার কী! এ যে অধিকারে পূর্ণ নতুন শিক্ষা! উনি অশুচি আত্মাগুলোকেও আদেশ দিচ্ছেন, আর তারা তাঁর কথা মেনে নিচ্ছে!’ [২৮] আর তখনই তাঁর নাম সমগ্র গালিলেয়া প্রদেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

[২৯] আর তখনই সমাজগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যাকোব ও যোহনের সঙ্গে শিমোন ও আন্দ্রিয়ের বাড়িতে গেলেন; [৩০] শিমোনের শাশুড়ী তখন জ্বরে পড়ে শুয়ে ছিলেন, আর তাঁরা তখনই তাঁকে তাঁর কথা বললেন; [৩১] তিনি কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে তাঁকে ওঠালেন; তখন তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল আর তিনি তাঁদের সেবাযত্ন করতে লাগলেন।

[৩২] সন্ধ্যা হলে, সূর্য অস্ত গেলে লোকেরা সমস্ত পীড়িত ও অপদূতগ্রস্ত মানুষকে তাঁর কাছে আনল; [৩৩] আর সমস্ত শহর দরজার সামনে জড় হয়ে ভিড় করল। [৩৪] তিনি নানা প্রকার রোগে পীড়িত বহু মানুষকে নিরাময় করলেন ও অনেক অপদূত তাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু অপদূতদের কথা বলতে দিতেন না, কারণ তারা তাঁর পরিচয় জানত।

[৩৫] পরে, ভোরে, বেশ অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে তিনি বেরিয়ে গেলেন ও নির্জন এক স্থানে গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করতে লাগলেন; [৩৬] তবে শিমোন ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁর খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন, [৩৭] এবং তাঁকে খুঁজে পেয়ে তাঁকে বললেন, 'সকলে আপনার সন্ধান করছে।' [৩৮] তিনি তাঁদের বললেন, 'চল, আমরা অন্য কোথাও, আশেপাশের সকল গ্রামে যাই, যেন আমি সেখানেও প্রচার করতে পারি, কেননা সেজন্যই আমি বেরিয়েছি।' [৩৯] আর তিনি সমস্ত গালিলেয়ায় ঘুরে ঘুরে তাদের সমাজগৃহে গিয়ে প্রচার করতে ও অপদূত তাড়াতে লাগলেন।

[৪০] সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত একজন লোক এসে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে মিনতি ক'রে বলল, 'আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে শুচীকৃত করতে পারেন।' [৪১] দয়ায় বিগলিত হয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ইচ্ছা করি। শুচীকৃত হও।' [৪২] আর তখনই চর্মরোগ তাকে ছেড়ে গেল আর সে শুচীকৃত হল। [৪৩] আর তিনি তখনই কঠোরভাবে সতর্ক করে তাকে বিদায় দিয়ে বললেন, [৪৪] 'দেখ, একথা কাউকেই বলো না; কিন্তু গিয়ে যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও, ও তোমার শুচিতা-লাভের জন্য মোশির নির্দেশ অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর যেন তাদের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।' [৪৫] কিন্তু সে বেরিয়ে গিয়ে কথাটা প্রচার করে চারদিকে বলে দিল, যার ফলে যিশু কোন শহরে প্রকাশ্যে প্রবেশ করতে পারলেন না, কিন্তু বাইরে নির্জন নির্জন স্থানে থাকতে লাগলেন; তা সত্ত্বেও লোকেরা সবদিক থেকে তাঁর কাছে আসতে থাকল।

২ [১] কয়েক দিন পর তিনি আবার কাফার্নাউমে চলে এলে শোনা গেল যে, তিনি বাড়িতে আছেন; [২] আর এত লোক এসে জমা হল যে, দরজার সামনেও আর জায়গা রইল না। তিনি তাদের কাছে বাণী প্রচার করছিলেন, [৩] সেসময়ে কয়েকজন লোক

এসে উপস্থিত হল; তারা চারজন লোকের সাহায্যে তাঁর কাছে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বহন করে নিয়ে এল; [৪] কিন্তু ভিড়ের কারণে তাঁর কাছে আসতে না পারায়, তিনি যেখানে ছিলেন, সেই জায়গার ছাদ খুলে ফেলে ছিদ্র করে মাদুরটা নামিয়ে দিল যার উপরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি শুয়ে ছিল। [৫] তাদের বিশ্বাস দেখে যিশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বললেন, 'বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।'

[৬] সেসময়ে সেখানে কয়েকজন শাস্ত্রী বসে ছিলেন; তাঁরা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, [৭] 'এ এমন কথা কেন বলছে? ঈশ্বরনিন্দাই করছে। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেইবা পাপ ক্ষমা করতে পারে?' [৮] তাঁরা মনে মনে একথা ভাবছেন, যিশু তখনই এবিষয়ে আত্মায় সচেতন হয়ে তাঁদের বললেন, 'আপনারা কেন মনে মনে এমন কথা ভাবছেন? [৯] পক্ষাঘাতগ্রস্তকে কোন্‌টা বলা সহজ, "তোমার পাপ ক্ষমা করা হল", না "ওঠ, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও"? [১০] আচ্ছা, মানবপুত্রের যে পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার আছে, তা যেন আপনারা জানতে পারেন, এইজন্য —তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন— [১১] তোমাকে বলছি, ওঠ, তোমার মাদুর তুলে নাও আর বাড়ি যাও।' [১২] আর সে উঠে দাঁড়িয়ে তখনই মাদুর তুলে নিয়ে সকলের সামনে বাইরে চলে গেল; এতে সকলে খুবই স্তম্ভিত হল, এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, 'এমন কিছু আমরা কখনও দেখিনি।'

লেবিকে আহ্বান

[১৩] তিনি বেরিয়ে গিয়ে আবার সমুদ্রের ধারে গেলেন, এবং সমস্ত লোক তাঁর কাছে এল আর তিনি তাদের উপদেশ দিলেন। [১৪] সেখান থেকে এগিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন, আল্‌ফেয়ের ছেলে লেবি শুল্কঘরে বসে আছেন; তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।' আর তিনি উঠে তাঁর অনুসরণ করলেন। [১৫] তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি যখন তাঁর বাড়িতে ভোজে বসে ছিলেন, তখন অনেক কর-আদায়কারী ও পাপী এসে যিশুর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসল; কেননা যারা তাঁর অনুসরণ করত, তারা অনেকেই ছিল। [১৬] তিনি পাপী ও কর-আদায়কারীদের সঙ্গে ভোজে বসছেন দেখে ফরিশী সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীরা তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'উনি কেন কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছেন?' [১৭] কথাটা শুনে তিনি তাঁদের বললেন, 'সুস্থ

লোকদেরই যে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় এমন নয়, যারা পীড়িত, তাদেরই প্রয়োজন। আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি।’

উপবাস প্রসঙ্গ

[১৮] সেসময় যোহনের শিষ্যেরা ও ফরিশীরা উপবাস করছিলেন; তাঁরা তাঁকে এসে বললেন, ‘যোহনের শিষ্যেরা ও ফরিশীদের শিষ্যেরা উপবাস পালন করে, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা তা করে না, এর কারণ কী?’ [১৯] যিশু তাঁদের বললেন, ‘বর সঙ্গে থাকতে কি বরযাত্রীরা উপবাস করতে পারে? বর যতদিন তাদের সঙ্গে থাকেন, তারা ততদিন উপবাস করতে পারে না। [২০] কিন্তু এমন দিনগুলি আসবে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে; তখন, সেই দিনেই, তারা উপবাস করবে। [২১] পুরাতন পোশাকে কেউ কোরা কাপড়ের তালি দেয় না; দিলে সেই নতুন তালিতে ওই পুরাতন পোশাক ছিঁড়ে যায় ও ছেঁড়াটা আরও বড় হয়। [২২] আরও, কেউ পুরাতন চামড়ার ভিস্তিতে নতুন আঙুররস রাখে না; রাখলে আঙুররসে ভিস্তিগুলো ফেটে যায়, ফলে আঙুররসও নষ্ট হয়, ভিস্তিগুলোও নষ্ট হয়; নতুন আঙুররস বরং নতুন চামড়ার ভিস্তিতেই রাখা চাই।’

শাব্বাৎ দিনে শিষ ছিঁড়ে খাওয়া

[২৩] তিনি শাব্বাৎ দিনে শস্যখেতের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ও তাঁর শিষ্যেরা চলতে চলতে শিষ ছিঁড়তে লাগলেন। [২৪] এতে ফরিশীরা তাঁকে বললেন, ‘দেখুন, শাব্বাৎ দিনে যা বিধেয় নয়, ওরা তা কেন করছে?’ [২৫] তিনি তাঁদের বললেন, ‘দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার্ত হলে তিনি যা করেছিলেন, আপনারা কি তা কখনও পড়েননি? [২৬] তিনি তো মহাযাজক আবিয়াথারের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করলেন, আর যে ভোগ-রুটি যাজকেরাই ছাড়া আর কারও পক্ষে খাওয়া বিধেয় নয়, তিনি তা খেয়েছিলেন ও তাঁর সঙ্গীদেরও দিয়েছিলেন।’ [২৭] তিনি তাঁদের আরও বললেন, ‘শাব্বাৎ মানুষের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, মানুষ শাব্বাতের জন্য সৃষ্ট হয়নি; [২৮] তাই মানবপুত্র শাব্বাতেরও প্রভু।’

নুলো হাত মানুষের সুস্থতা-লাভ

৩ [১] তিনি আবার সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন; সেখানে একজন লোক ছিল যার একটা হাত নুলো। [২] তিনি শাব্বাৎ দিনে তাকে নিরাময় করেন কিনা, তা দেখবার জন্য তাঁরা তাঁর দিকে লক্ষ রাখছিলেন, যেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেন। [৩] তিনি নুলো লোকটিকে বললেন, 'মাঝখানে এসে দাঁড়াও।' [৪] পরে তাঁদের বললেন, 'শাব্বাৎ দিনে কী করা বিধেয়? উপকার করা না অপকার করা? প্রাণ রক্ষা করা না হত্যা করা?' কিন্তু তাঁরা চুপ করে রইলেন। [৫] তখন তিনি তাঁদের হৃদয় কঠিন দেখে দুঃখিত হয়ে চারদিকে তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটিকে বললেন, 'হাত বাড়িয়ে দাও!' সে তা বাড়িয়ে দিল, আর তার হাত সুস্থ হয়ে উঠল। [৬] এতে ফরিশীরা বাইরে গিয়ে তখনই হেরোদের লোকদের দলের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন কি ভাবে তাঁর বিনাশ ঘটানো যায়।

[৭] যিশু নিজের শিষ্যদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে চলে গেলেন; আর গালিলেয়া থেকে বহু লোক তাঁর অনুসরণ করল। [৮] যুদেয়া, যেরুশালেম, ইদুমেয়া, যর্দন নদীর ওপারের দেশ এবং তুরস ও সিদোন অঞ্চল থেকে বহু বহু লোক, তিনি যে মহা মহা কাজ সাধন করছেন, তা শুনে তাঁর কাছে এল। [৯] তখন তিনি নিজের শিষ্যদের এমনটি বললেন যেন ভিড়ের কারণে তাঁর জন্য একটা নৌকার ব্যবস্থা করা হয়, পাছে লোকে তাঁর উপর চাপাচাপি করে পড়ে। [১০] কেননা তিনি এত বহু লোককে নিরাময় করেছিলেন যে, অসুস্থ সকলে তাঁকে স্পর্শ করার চেষ্টায় তাঁর গায়ের উপরে পড়ছিল। [১১] এবং অশুচি আত্মাগুলো তাঁকে দেখলেই তাঁর সামনে পড়ে চিৎকার করে বলত, 'আপনি ঈশ্বরের পুত্র।' [১২] কিন্তু তিনি তাদের কঠোরভাবেই নিষেধ করে দিতেন, যেন তারা তাঁর পরিচয় প্রকাশ না করে।

সেই বারোজনকে নিয়োগ

[১৩] সেসময় তিনি পর্বতে গিয়ে উঠে, নিজেই যাঁদের ইচ্ছা করলেন তাঁদের কাছে ডাকলেন; তাই তাঁরা তাঁর কাছে এলেন; [১৪] আর তিনি বারোজনকে এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করলেন: তাঁরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, তিনি তাঁদের প্রচার করতে প্রেরণ

করবেন, [১৫] এবং তাঁরা অপদূত তাড়াবার অধিকার পাবেন। [১৬] তাই তিনি সেই বারোজনকে নিযুক্ত করলেন, তথা : শিমোন, যাঁকে তিনি পিতর নাম দিলেন, [১৭] এবং জেবেদের ছেলে যাকোব ও সেই যাকোবের ভাই যোহন—এই দু'জনকে বোয়ানের্গেস অর্থাৎ বজ্র-সন্তান এই নাম দিলেন,— [১৮] আর আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বার্থলমেয়, মথি, থোমাস, আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব, থাদেয়, উগ্রধর্মা শিমোন [১৯] ও সেই যুদা ইস্কারিয়োৎ যিনি পরে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

যিশু ও বেয়েল্‌জেবুল

[২০] তিনি বাড়ি ফিরে গেলে আবার এত লোকের ভিড় জমে গেল যে, তাঁরা খেতেও পারছিলেন না। [২১] তা শুনে তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে ধরে নিতে বেরিয়ে পড়ল, কেননা তারা বলছিল, তাঁর মাথা ঠিক নেই।

[২২] আর যে শাস্ত্রীরা যেরুশালেম থেকে এসেছিলেন, তাঁরা বলছিলেন, 'একে বেয়েল্‌জেবুলে পেয়েছে'; আরও বলছিলেন, 'এ তো অপদূতদের অধিপতির প্রভাবেই অপদূত তাড়ায়।' [২৩] তাই তিনি তাঁদের কাছে ডেকে উপমাচ্ছলে বললেন, 'শয়তান কেমন করে শয়তানকে তাড়াতে পারে? [২৪] কেননা কোন রাজ্য যদি বিবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে সে রাজ্য স্থির থাকতে পারে না; [২৫] আর কোন পরিবার যদি বিবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে, সেই পরিবার স্থির থাকতে পারে না। [২৬] আচ্ছা, শয়তান যদি নিজের বিপক্ষে ওঠে ও বিভক্ত হয়, তবে সেও স্থির থাকতে পারে না, কিন্তু তার শেষ হয়। [২৭] একজন বলবান লোকের বাড়িতে ঢুকে কেউই তার জিনিসপত্র লুট করতে পারে না, যদি না আগে সে সেই বলবান লোককে বেঁধে ফেলে; তবেই সে তার বাড়ির সবকিছু লুট করতে পারে। [২৮] আমি আপনাদের সত্যি বলছি, মানবসন্তানেরা যে সমস্ত পাপকর্ম ও ঈশ্বরনিন্দা করে, তার ক্ষমা হবে; [২৯] কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে অনন্তকালেও ক্ষমা পাবে না, বরং হবে অনন্ত পাপের অধীন।' [৩০] তিনি একথা বললেন, কারণ তাঁরা বলেছিলেন, 'ওকে অশুচি আত্মায় পেয়েছে।'

যিশুর প্রকৃত পরিজন

[৩১] সেসময় তাঁর মা ও তাঁর ভাইয়েরা এলেন, এবং বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। [৩২] তখন তাঁর চারপাশে বহু লোক বসে ছিল; তারা তাঁকে বলল, 'দেখুন, বাইরে আপনার মা ও ভাইবোনেরা আপনাকে খুঁজছেন।' [৩৩] তিনি তাদের বললেন, 'আমার মা কে? আমার ভাইয়েরাও বা কারা?' [৩৪] এবং যারা তাঁর চারপাশে বসে ছিল, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে আমার মা, এই যে আমার ভাইয়েরা; [৩৫] কেননা যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা।'

নানা উপমা-কাহিনী

৪ [১] তিনি আবার সমুদ্রের ধারে উপদেশ দিতে লাগলেন, কিন্তু এত লোকের ভিড় তাঁর কাছে জমতে লাগল যে, তিনি একটা নৌকায় উঠে সেখানে, সমুদ্রে, বসলেন ও সমস্ত লোক সমুদ্রতীরে স্থলে থাকল। [২] আর তিনি উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাদের অনেক উপদেশ দিলেন, ও উপদেশ দানকালে তাদের বললেন, [৩] 'শোন: ধর, বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়ল। [৪] বোনার সময়ে কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল; তখন পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল। [৫] আবার কিছু বীজ পাথুরে জায়গায় পড়ল, যেখানে বেশি মাটি ছিল না; তাই মাটি গভীর না হওয়ায় তা শীঘ্র গজিয়ে উঠল, [৬] কিন্তু যখন সূর্য উঠল তখন তা পুড়ে গেল, ও তার শিকড় না থাকায় শুকিয়ে গেল। [৭] আবার কিছু বীজ কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল; তাই কাঁটাগাছ বেড়ে তা চেপে রাখল, তাতে ফল ধরল না। [৮] আবার কিছু বীজ উত্তম মাটিতে পড়ল: তা গজিয়ে উঠে ও বেড়ে উঠে ফল দিল: কোনটায় ত্রিশ গুণ, কোনটায় ষাট গুণ, ও কোনটায় একশ' গুণ।' [৯] তখন তিনি বললেন, 'যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক।'

[১০] আর যখন তিনি একাকী হলেন, তখন তাঁর সঙ্গীরা সেই বারোজনের সঙ্গে সেই সমস্ত উপমা-কাহিনীর বিষয়ে তাঁর কাছে ক'টা প্রশ্ন রাখলেন, [১১] তিনি তাঁদের বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য সংক্রান্ত রহস্যটি তোমাদের মঞ্জুর করা হয়েছে, কিন্তু ওই বাইরের লোকদের কাছে সবকিছু রহস্যময় হয়ে ওঠে, [১২] যেন

তারা তাকিয়ে দেখেও দেখতে না পায়,
ও কান পেতে শুনেও বুঝতে না পারে,
পাছে তারা পথ ফেরায় ও তাদের ক্ষমা করা হয়।’

[১৩] তিনি তাঁদের বললেন, ‘তোমরা কি এই উপমা-কাহিনী বুঝতে পার না? তবে কেমন করে অন্য কোন উপমা-কাহিনী বুঝতে পারবে? [১৪] সেই বীজবুনিয়ে বাণীকেই বোনে। [১৫] তারাই আছে যারা সেই পথের ধারে রয়েছে যেখানে বাণী বোনা হয়: এরা যখন শোনে, তখনই শয়তান এসে এদের মধ্যে যে বাণী বোনা হয়েছিল, তা কেড়ে নিয়ে যায়। [১৬] তারাও আছে যারা পাথুরে মাটিতে বোনা: এরা এমন মানুষ যারা বাণী শুনতে না শুনতেই তা সানন্দে গ্রহণ করে; [১৭] কিন্তু তাদের অন্তরে শিকড় নেই; তারা তো ক্ষণস্থির মানুষ, ফলে বাণীর কারণে কোন ক্লেশ বা নির্যাতন দেখা দিলেই তাদের পতন হয়। [১৮] তারাও আছে যারা কাঁটাঝোপের মধ্যে বোনা: এরা এমন মানুষ যারা সেই বাণী শোনে, [১৯] কিন্তু এসংসারের চিন্তা, ধনের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ ভিতরে গিয়ে বাণীটা চেপে রাখে; তাই তা ফলহীন হয়। [২০] আবার অন্যরাও আছে যারা উত্তম মাটিতে বোনা: এরা এমন মানুষ যারা সেই বাণী শুনে গ্রহণও করে, এবং কেউ কেউ একশ’ গুণ, কেউ কেউ ষাট গুণ, কেউ কেউ ত্রিশ গুণ ফল দেয়।’

[২১] তিনি তাঁদের আরও বললেন, ‘প্রদীপ কি আসে যাতে তা ধামার নিচে বা খাটের তলায় রাখা হয়? না কি যাতে তা দীপাধারের উপরেই রাখা হয়? [২২] কেননা গুপ্ত এমন কিছুই নেই, যা প্রকাশিত হবে না; লুক্কায়িত এমন কিছুই নেই, যা প্রকাশ পাবে না। [২৩] যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক।’ [২৪] তিনি তাঁদের আরও বললেন, ‘তোমরা যা শুনছ, তা ভেবে দেখ: তোমরা যে মাপকাঠিতে পরিমাপ কর, সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে, এমনকি তোমাদের আরও দেওয়া হবে; [২৫] কেননা যার আছে তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে; কিন্তু যার কিছু নেই, তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।’

[২৬] তিনি আরও বললেন, ‘ঈশ্বরের রাজ্য হল এই রকম: ঠিক যেন একজন লোক মাটিতে বীজ বোনে; [২৭] রাতে বা দিনে, সে ঘুমোক বা জেগে থাকুক, সেই

বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়েই ওঠে—কীভাবে, তা সে জানে না। [২৮] মাটি আপনা থেকেই ফল উৎপন্ন করে: আগে অঙ্কুর, পরে শিষ, পরে শিষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। [২৯] আর ফসল পেকে গেলে সে তখনই কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটার সময় এসেছে।'

[৩০] তিনি আরও বললেন, 'আমরা কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করব? বা কোন্ উপমার মধ্য দিয়েই বা তা বর্ণনা করব? [৩১] তা একটা সর্ষে-দানার মত: সেই বীজ মাটিতে বোনার সময়ে মাটির সকল বীজের চেয়ে ছোট, [৩২] কিন্তু একবার বোনা হলে তা অঙ্কুরিত হয়ে সকল শাকের চেয়ে বড় হয় ও এমন বড় বড় শাখা মেলে যে, আকাশের পাখিরা তার ছায়ায় বাসা বাঁধতে পারে।'

[৩৩] এধরনের বহু উপমা দিয়ে তিনি তাদের শুনবার ক্ষমতা অনুসারে তাদের কাছে বাণী প্রচার করতেন; [৩৪] উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে ছাড়া তাদের কিছুই বলতেন না; পরে, যখন একাকী হতেন, তখন নিজ শিষ্যদের কাছে সমস্ত বুঝিয়ে দিতেন।

যিশু ঝড় প্রশমিত করেন

[৩৫] একই দিন সন্ধ্যা হলে তিনি তাঁদের বললেন, 'চল, আমরা ওপারে যাই।' [৩৬] তখন তাঁরা লোকদের বিদায় দিয়ে, তিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায়ই তাঁকে নৌকায় করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন; আরও আরও নৌকাও তাঁর সঙ্গে ছিল। [৩৭] পরে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় উঠল, ও ঢেউ নৌকার গায়ে এমনভাবে আছড়িয়ে পড়তে লাগল যে, নৌকাটা জলে ভরে যাচ্ছিল— [৩৮] অথচ তিনি পশ্চাদ্ভাগে বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন; তাঁরা তাঁকে জাগিয়ে তুলে বললেন, 'গুরু, আমরা যে মরতে বসেছি, এতে আপনার কি কোন চিন্তা নেই?' [৩৯] আর তিনি জেগে উঠে বাতাসকে ধমক দিলেন, ও সমুদ্রকে বললেন, 'শান্ত হও, স্থির হও;' তাতে বাতাস পড়ল ও মহানিস্তব্ধতা নেমে এল। [৪০] পরে তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা এত ভীত হচ্ছ কেন? তোমাদের কি এখনও বিশ্বাস হয়নি?' [৪১] তাঁরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে একে অন্যকে বলতে লাগলেন, 'তবে ইনি কে যে, বাতাস ও সমুদ্রও তাঁর প্রতি বাধ্য হয়?'

নানা আরোগ্য-কাজ

৫ [১] এর মধ্যে তাঁরা সমুদ্রের ওপারে গেরাসেনীয়দের দেশে এসে পৌঁছলেন। [২] তিনি নৌকা থেকে নেমে গেলে তখনই অশুচি আত্মায়-পাওয়া একজন লোক সমাধিগুহাগুলোর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর দিকে এগিয়ে এল। [৩] সে সমাধিগুহাগুলোর মধ্যে বাস করত, এবং কেউই শেকল দিয়েও তাকে আর বাঁধতে পারত না, [৪] কেননা লোকে বারবার তাকে বেড়ি ও শেকল দিয়ে বেঁধেছিল, কিন্তু সে শেকল ছিঁড়ে ফেলেছিল ও বেড়ি ভেঙে ফেলেছিল—কেউই তাকে আর বশীভূত করতে পারত না। [৫] সে দিনরাত সর্বদাই সমাধিগুহাতে ও পর্বতে পর্বতে থেকে চিৎকার করত ও পাথর দিয়ে নিজে নিজের দেহ কাটাকাটি করত। [৬] দূর থেকে যিশুকে দেখতে পেয়ে সে দৌড়ে এসে তাঁর সামনে প্রণিপাত করল [৭] ও জোর গলায় চিৎকার করে বলল, 'হে যিশু, পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র, আমার সঙ্গে আপনার আবার কী? ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাকে জ্বালাযন্ত্রণা দেবেন না!' [৮] কেননা তিনি তাকে বলছিলেন, 'হে অশুচি আত্মা, এই লোক থেকে বেরিয়ে যাও।' [৯] পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী?' সে উত্তর দিল, 'আমার নাম বাহিনী, কারণ আমরা অনেকেই আছি।' [১০] এবং সে বারবার মিনতি জানাতে লাগল, যেন তিনি সেই অঞ্চল থেকে তাদের দূর করে না দেন।

[১১] সেই জায়গায় পর্বতের পাশে বিরাট এক পাল শূকর চরে বেড়াচ্ছিল। [১২] তাই তারা মিনতি করে তাঁকে বলল, 'ওই শূকরদের মধ্যে আমাদের পাঠিয়ে দিন, আমরা যেন সেগুলোর মধ্যে ঢুকতে পারি।' [১৩] তিনি তাদের অনুমতি দিলে পর সেই অশুচি আত্মাগুলো বেরিয়ে এসে সেই শূকরদের মধ্যে ঢুকল, আর সেই পাল—আনুমানিক দু'হাজার শূকর—ছুটে গিয়ে পাহাড়ের খাড়া ধার থেকে সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও সমুদ্রে ডুবে গেল। [১৪] রাখালেরা পালিয়ে গেল, এবং শহরে ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে কথাটা জানিয়ে দিল। তখন ব্যাপারটা কী, তা দেখবার জন্য লোকেরা এল, [১৫] ও যিশুর কাছে এসে দেখল, যাকে বাহিনী-অপদূতে পেয়েছিল, সেই অপদূতগ্রস্ত লোক বসে আছে—সে জামাকাপড় পরে আছে ও প্রকৃতস্থ অবস্থায় রয়েছে; তাতে তারা ভয় পেল। [১৬] আর অপদূতগ্রস্ত লোকটির ও শূকরপালের ঘটনা যারা দেখেছিল, তারা

তাদের কাছে সমস্তই বর্ণনা করল। [১৭] তখন তারা তাঁকে মিনতি করতে লাগল, তিনি যেন তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যান। [১৮] আর তিনি নৌকায় উঠছেন, সেসময়ে যে লোককে অপদূতে পেয়েছিল, সে তাঁকে মিনতি করল, যেন তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে। [১৯] তিনি তাকে অনুমতি দিলেন না, কিন্তু বললেন, 'তোমার আত্মীয়স্বজনদের কাছে বাড়ি চলে যাও, ও প্রভু তোমার জন্য যা কিছু করেছেন, ও তোমার প্রতি যে কৃপা দেখিয়েছেন, তা তাদের জানাও।' [২০] তাই সে চলে গিয়ে, যিশু তার জন্য যা কিছু করেছিলেন, তা দেকাপলিস অঞ্চলে প্রচার করতে লাগল। আর সকলেই আশ্চর্য হল।

[২১] পরে যিশু আবার পার হয়ে এলে তাঁর চারপাশে বহু লোকের ভিড় জমতে লাগল; আর তিনি সমুদ্রতীরে থাকলেন। [২২] তখন যাইরুস নামে সমাজগৃহের একজন অধ্যক্ষ এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে [২৩] বহু মিনতি করে বললেন, 'আমার মেয়েটি মরণাপন্ন অবস্থায়, আপনি এসে তার উপর হাত রাখুন, যেন সে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচে।' [২৪] তিনি তাঁর সঙ্গে চললেন; বহু লোকও তাঁর পিছু পিছু চলল ও তাঁর চারপাশে ভিড়ের চাপ সৃষ্টি হল।

[২৫] তখন বারো বছর ধরে রক্তস্রাবে আক্রান্ত এমন একজন স্ত্রীলোক ছিল [২৬] যে অনেক চিকিৎসকের বহু যন্ত্রণাময় চিকিৎসার অধীন হয়েছিল, এবং তার সর্বস্ব ব্যয় করেও তার কোন উপকার হয়নি, বরং আরও অধিক পীড়িত হয়েছিল। [২৭] সে যিশুর কথা শুনে ভিড়ের মধ্য দিয়ে তাঁর পিছন থেকে এসে তাঁর পোশাক স্পর্শ করল; [২৮] কারণ সে ভাবছিল, 'তাঁর পোশাক-মাত্র স্পর্শ করলেই আমি পরিত্রাণ পাব।' [২৯] আর তখনই তার রক্তস্রাব শুকিয়ে গেল, আর সে যে ওই রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে, তা নিজের শরীরে টের পেল। [৩০] যিশু তখনই অন্তরে জানতে পারলেন যে, তাঁর মধ্য থেকে একটা শক্তি বেরিয়ে গেছে, তাই ভিড়ের মধ্যে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কে আমার পোশাক স্পর্শ করল?' [৩১] তাঁর শিষ্যেরা বললেন, 'আপনি তো দেখছেন, আপনার চারপাশে লোকদের কী চাপ, তবু বলছেন, কে আমাকে স্পর্শ করল?' [৩২] কিন্তু তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকলেন, কেইবা তেমনটি করল। [৩৩] পরে সেই স্ত্রীলোক তার কী ঘটেছে বুঝতে পেরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সামনে এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে পড়ল ও সমস্ত সত্য বলে ফেলল। [৩৪] তিনি তাকে

বললেন, ‘কন্যা, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে; শান্তিতে যাও, ও তোমার রোগ থেকে মুক্ত হয়ে থাক।’

[৩৫] তিনি তখনও কথা বলছেন, সেসময় সমাজগৃহের অধ্যক্ষের বাড়ি থেকে লোক এসে বলল, ‘আপনার মেয়েটি মারা গেছে, গুরুকে আর কেন কষ্ট দিচ্ছেন?’ [৩৬] কিন্তু যিশু সেকথা শুনতে পেয়ে সমাজগৃহের অধ্যক্ষকে বললেন, ‘ভয় করবেন না, কেবল বিশ্বাস করুন।’ [৩৭] এবং পিতর, যাকোব ও যাকোবের ভাই যোহনকে ছাড়া তিনি আর কাউকেই নিজের সঙ্গে যেতে দিলেন না; [৩৮] তাই তাঁরা সমাজগৃহের অধ্যক্ষের বাড়িতে এলে তিনি দেখলেন, কোলাহল হচ্ছে ও লোকেরা কাঁদছে ও হাহাকার করছে। [৩৯] ভিতরে গিয়ে তিনি তাদের বললেন, ‘তোমরা এত কোলাহল ও কান্নাকাটি করছ কেন? মেয়েটি তো মারা যায়নি, ঘুমিয়ে রয়েছে।’ [৪০] কিন্তু তারা তাঁকে উপহাস করল; তাই তিনি সকলকে বের করে দিয়ে মেয়েটির পিতামাতাকে ও নিজের সঙ্গীদের নিয়ে, মেয়েটি যেখানে ছিল, সেই স্থানে প্রবেশ করলেন; [৪১] এবং মেয়েটির হাত ধরে তাকে বললেন, ‘তালিথা কুম্, যার অর্থ দাঁড়ায়: খুকি, তোমাকে বলছি, উঠে দাঁড়াও।’ [৪২] মেয়েটি তখনই উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল—তার বয়স বারো বছর ছিল। তারা তখনই গভীর বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল; [৪৩] আর তিনি তাদের কড়া আদেশ দিলেন, কেউই যেন ঘটনাটা জানতে না পারে, আর মেয়েটিকে কিছু খাবার দিতে বললেন।

নাজারেথে যিশু

৬ [১] সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি নিজের দেশে এলেন ও তাঁর শিষ্যেরা তাঁর অনুসরণ করলেন। [২] শাব্বাৎ দিন এলে তিনি সমাজগৃহে উপদেশ দিতে লাগলেন, আর অনেকে তাঁর কথা শুনে বিস্ময়মগ্ন হয়ে বলছিল, ‘এসব কিছু কোথা থেকেই বা এর কাছে আসে? এই যে প্রজ্ঞা একে দেওয়া হয়েছে ও এর হাত দিয়ে এই যে পরাক্রম-কর্মগুলো সাধিত হয়ে থাকে, এই সব আবার কী? [৩] এ কি সেই ছুতোর নয় যে মারীয়ার ছেলে, যাকোব, যোসেস, যুদা ও শিমোনের ভাই? এর বোনেরাও কি আমাদের এখানে নেই?’ এতে তিনি তাদের পতনের কারণ ছিলেন। [৪] যিশু তাদের বললেন,

‘নবী কেবল নিজের দেশে, নিজের আপনজন ও পরিবার-পরিজনদের মধ্যেই অসম্মানিত!’ [৫] আর তিনি সেখানে কোন পরাক্রম-কর্ম সাধন করতে পারলেন না, কেবল কয়েকজন পীড়িত লোকের উপরে হাত রেখে তাদের নিরাময় করলেন। [৬] তাদের অবিশ্বাসের জন্য তিনি আশ্চর্য হলেন।

সেই বারোজনকে প্রেরণ

তাঁদের কাছে নানা নির্দেশবাণী

তিনি চারদিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে উপদেশ দিতেন। [৭] পরে সেই বারোজনকে কাছে ডেকে তিনি দু'জন দু'জন করে তাঁদের প্রেরণ করতে শুরু করলেন ও তাঁদের অশুচি আত্মাদের উপরে অধিকার দিলেন; [৮] এবং এই নির্দেশ দিলেন তাঁরা যেন পথের জন্য লাঠি ছাড়া আর কিছু না নেন: রুটিও নয়, ঝুলিও নয়, কোমরের কাপড়ে পয়সা-কড়িও নয়; [৯] তবে তাঁদের পায়ে থাকবে জুতো, কিন্তু পরনের জন্য দু'টো জামা সঙ্গে নেবেন না। [১০] তিনি তাঁদের আরও বললেন, ‘তোমরা যে কোন স্থানে যে বাড়িতে প্রবেশ কর, সেই স্থান থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সেই বাড়িতে থাক। [১১] আর যেখানে লোকে তোমাদের গ্রহণ না করে ও তোমাদের কথাও না শোনে, সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময়ে তাদের উদ্দেশে সাক্ষ্যস্বরূপ তোমরা পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেল।’ [১২] তাই তাঁরা রওনা হয়ে এমন কথা প্রচার করছিলেন যেন লোকে মনপরিবর্তন করে। [১৩] আর তাঁরা বহু অপদূত তাড়াতেন ও অনেক পীড়িত লোককে তেল মাখিয়ে নিরাময় করতেন।

হেরোদ ও যিশু

[১৪] হেরোদ রাজা তাঁর কথা শুনতে পেয়েছিলেন, কারণ তাঁর নামের খ্যাতি তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ বলছিল, ‘বাপ্তিস্মদাতা সেই যোহন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন আর এজন্য পরাক্রম-কর্ম সাধন করার শক্তি তাঁর মধ্যে সক্রিয়।’ [১৫] কেউ বলছিল, ‘উনি এলিয়’, আবার কেউ বলছিল, ‘উনি একজন নবী, নবীদের মধ্যে কোন একজনের মত।’ [১৬] কিন্তু হেরোদ একথা শুনে বললেন, ‘যাঁর শিরশ্ছেদ করেছি, সেই যোহনই পুনরুত্থান করেছেন।’

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যু

[১৭] বস্তুতপক্ষে হেরোদ নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার কারণে নিজেই যোহনকে গ্রেপ্তার করিয়ে কারারুদ্ধ করেছিলেন, কেননা তিনি সেই হেরোদিয়াকে বিবাহ করেছিলেন। [১৮] কারণ যোহন হেরোদকে বলেছিলেন, 'ভাইয়ের স্ত্রীকে রাখা আপনার বিধেয় নয়।' [১৯] তাই যোহনের উপর হেরোদিয়ার একটা আক্রোশ ছিল ও তাঁকে হত্যা করতেও চাচ্ছিল, কিন্তু পেরে উঠছিল না, [২০] কারণ হেরোদ যোহনকে ধার্মিক ও পবিত্র মানুষ জেনে তাঁকে ভয় করছিলেন ও তাঁর উপর নজর রাখছিলেন। তাঁর মুখের কথা শুনে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হতেন, তবু তাঁর কথা শুনতে ভালবাসতেন।

[২১] কিন্তু এমন সুবিধার দিন এসে গেল, যখন হেরোদ নিজের জন্মদিনে নিজের যত পদস্থ সভাসদ, সহস্রপতি ও গালিলেয়ার গণ্যমান্য লোকদের জন্য এক ভোজসভার আয়োজন করলেন; [২২] তখন হেরোদিয়ার মেয়ে ভিতরে এসে নাচ দেখিয়ে হেরোদকে ও তাঁর অতিথিদের পুলকিত করল। তাই রাজা মেয়েটিকে বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা আমার কাছে যাচনা কর, তোমাকে তা-ই দেব।' [২৩] এবং তিনি শপথ করে তাকে বললেন, 'অর্ধেক রাজ্য পর্যন্তও হোক, তুমি যা যাচনা করবে, তা তোমাকে দেব।' [২৪] সে বাইরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী যাচনা করব?' সে বলল, 'বাপ্তিস্মদাতা সেই যোহনের মাথা।' [২৫] সে তখনই রাজার কাছে শীঘ্রই ফিরে এসে নিজের যাচনা নিবেদন করল; বলল, 'আমার ইচ্ছা, আপনি এখনই বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা থালায় করে আমাকে দিন।' [২৬] এতে রাজা মনঃক্ষুণ্ন হলেন, কিন্তু নিজের শপথের জোরে এবং উপস্থিত অতিথিদের কারণে তাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন না। [২৭] রাজা তখনই একজন সৈন্যকে পাঠিয়ে যোহনের মাথা আনতে আদেশ করলেন; সে গিয়ে কারাগারে তাঁর শিরশ্ছেদ করল, [২৮] আর তাঁর মাথাটা একটা থালায় করে এনে মেয়েটিকে দিল, আর মেয়েটি মাকে দিল। [২৯] এই সংবাদ পেয়ে তাঁর শিষ্যেরা এসে তাঁর দেহটিকে নিয়ে গিয়ে একটা সমাধিমন্দিরে রাখল।

যিশু পাঁচ হাজার পুরুষলোককে অলৌকিক ভাবে খাওয়ান

[৩০] প্রেরিতদূতেরা যিশুর কাছে ফিরে এসে সমবেত হলেন: তাঁরা যা কিছু করেছিলেন ও শিখিয়েছিলেন তা সবই তাঁকে জানালেন। [৩১] তিনি তাঁদের বললেন, 'একাকী হয়ে থাকবার জন্য তোমরা নির্জন এক স্থানে এসে কিছুকালের মত বিশ্রাম কর।' কারণ এত লোক আসা-যাওয়া করছিল যে, তাঁরা খাওয়ার সময় পর্যন্ত পাচ্ছিলেন না। [৩২] তাই তাঁরা নৌকায় করে একটা নির্জন স্থানে রওনা হলেন যেখানে একাকী হয়ে থাকতে পারেন, [৩৩] কিন্তু লোকেরা তাঁদের যেতে দেখল, ও অনেকে তাঁদের চিনতেও পারল, এবং হাঁটা-পথে নানা শহর থেকে সেখানে ছুটে তাঁদের আগে এসে পৌঁছল। [৩৪] তাই তিনি যখন নৌকা থেকে নেমে এলেন, তখন বিপুল এক জনতাকে দেখলেন; তাদের প্রতি তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন, কেননা তারা পালকবিহীন মেষপালের মত ছিল; তিনি অনেক বিষয়ে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। [৩৫] পরে, বেশ বেলা হয়েছিল বিধায় শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'জায়গাটা নির্জন, বেলাও অনেক হয়েছে; [৩৬] এদের বিদায় দিন, যেন এরা পল্লিতে পল্লিতে ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার মত কিছু কিনতে পারে।' [৩৭] উত্তরে তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরাই এদের খেতে দাও।' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আমরা গিয়ে কি দু'শো রুপোর টাকার রুটি কিনে নিয়ে এদের খেতে দেব?' [৩৮] তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের কাছে ক'খানা রুটি আছে? গিয়ে দেখ।' তাঁরা জেনে নিয়ে বললেন, 'পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ।' [৩৯] তখন তিনি সকলকে সবুজ ঘাসের উপরে দলে দলে বসিয়ে দিতে আদেশ করলেন। [৪০] তারা শত শতজন ও পঞ্চাশ পঞ্চাশজন করে সারি সারি বসে গেল। [৪১] আর তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ হাতে নিয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, এবং সেই ক'খানা রুটি ছিঁড়ে লোকদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য তা শিষ্যদের দিলেন; সেই দু'টো মাছও সকলকে ভাগ করে দিলেন। [৪২] সকলে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; [৪৩] আর তাঁরা বারোখানা ঝুড়ি ভরা টুকরো রুটি আর কিছু মাছও কুড়িয়ে নিলেন। [৪৪] যারা সেই রুটি খেয়েছিল, তারা ছিল পাঁচ হাজার পুরুষ।

যিশু জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলেন

[৪৫] আর যিশু তখনই শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে আগে ওপারে বেথ্‌সাইদায় যান; এর মধ্যে তিনি লোকদের বিদায় করে দেবেন। [৪৬] লোকদের বিদায় দেবার পর তিনি প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে গিয়ে উঠলেন। [৪৭] সন্ধ্যা হলে নৌকাটা গভীর সমুদ্রে ছিল, আর তিনি স্থলে একাই ছিলেন। [৪৮] বাতাস প্রতিকূল হওয়ায় তাঁরা নৌকা বাইতে বাইতে কষ্ট পাচ্ছেন দে'খে, তিনি রাত যখন আনুমানিক চার প্রহর, তখন সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে এলেন, ও তাঁদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। [৪৯] তাঁকে সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে তাঁরা ভাবছিলেন, 'এ যে ভূত!' এবং চিৎকার করতে লাগলেন; [৫০] কারণ সকলেই তাঁকে দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তখনই তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন, বললেন: 'সাহস ধর, আমিই আছি, ভয় করো না।' [৫১] আর তিনি নৌকায় উঠলেই বাতাস পড়ে গেল; তাতে তাঁরা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। [৫২] কেননা রুটির ব্যাপারটা তাঁরা বুঝতে পারেননি; হ্যাঁ, তাঁদের হৃদয় কঠিন হয়ে পড়েছিল।

গেন্নেসারেতে সাধিত নানা আরোগ্য-কাজ

[৫৩] পার হয়ে তাঁরা গেন্নেসারেতের তীরে এসে ভিড়লেন। [৫৪] নৌকা থেকে নেমে এলে লোকেরা তখনই তাঁকে চিনতে পেরে [৫৫] আশেপাশের গোটা অঞ্চল জুড়ে ছুটতে লাগল, আর যিশু যেইখানে আছেন বলে শুনতে পাচ্ছিল, সেইখানে পীড়িত লোকদের বিছানায় করে নিয়ে আসতে লাগল। [৫৬] আর গ্রামে বা শহরে বা পল্লিতে যে কোন স্থানে তিনি প্রবেশ করতেন, তারা সেখানে, খোলা জায়গায়, পীড়িতদের শুইয়ে রাখত; এবং তাঁকে তারা মিনতি করত, যেন পীড়িতেরা তাঁর পোশাকের ধারটুকুই কমপক্ষে স্পর্শ করতে পারে; আর যত লোক তা স্পর্শ করত, তারা সকলে পরিত্রাণ পেত।

ফরিশীদের পরম্পরাগত শিক্ষা

৭ [১] তখন ফরিশীরা ও কয়েকজন শাস্ত্রী যেরুশালেম থেকে এসে তাঁর কাছে
সমবেত হলেন। [২] তাঁরা লক্ষ করলেন, তাঁর কয়েকজন শিষ্য অশুচি হাতে অর্থাৎ হাত
না ধুয়ে খাবার খাচ্ছেন— [৩] ফরিশী ও ইহুদীরা সকলে প্রাচীনদের পরম্পরাগত
বিধিনিয়ম পালন করায় ভাল করে হাত না ধুয়ে খেতে বসে না; [৪] আর বাজার থেকে
এলে তারা নিজের গায়ে জল না ছিটিয়ে খেতে বসে না; এবং আরও অনেক পালনীয়
নিয়ম পালন করে থাকে, যথা, ঘটিবাটি ও পেতলের বাসনপত্র ধুয়ে নেবার রীতি—
[৫] তবে সেই ফরিশীরা ও শাস্ত্রীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন আপনার শিষ্যেরা
প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম অনুসারে চলে না, কিন্তু অশুচি হাতে খেতে
বসে?' [৬] আর তিনি তাঁদের বললেন, 'ভণ্ড এই আপনাদের বিষয়ে নবী ইশাইয়া
সঠিক বাণীই দিয়েছিলেন, যেমনটি লেখা আছে:

এই জাতির মানুষেরা ওষ্ঠেই আমার সম্মান করে,
কিন্তু এদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে;
[৭] *এরা বৃথাই আমাকে উপাসনা করে,*
যে শিক্ষা দিয়ে থাকে তা মানুষের আদেশ মাত্র [ক]।

[৮] আপনারা ঈশ্বরের আজ্ঞা সরিয়ে দিয়ে মানুষের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম ধরে
রয়েছেন।' [৯] তিনি তাঁদের আরও বললেন, 'আপনাদের পরম্পরাগত বিধি পালনের
জন্য আপনারা কতই না সুন্দর ভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞা এড়াতে পারেন! [১০] কেননা
মোশি বলেছেন, *তুমি আপন পিতাকে ও আপন মাতাকে সম্মান করবে*, এবং *যে কেউ
তার পিতাকে বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে* [খ]। [১১] কিন্তু আপনারা
বলে থাকেন, কোন মানুষ যদি পিতাকে বা মাতাকে বলে, আমার যা কিছু তোমার
সাহায্যে লাগতে পারে তা কোরবান, অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত অর্ঘ্য,
[১২] আপনারা তাকে পিতার বা মাতার জন্য আর কিছুই করতে দেন না;
[১৩] এভাবে আপনারা যে পরম্পরাগত বিধিনিয়ম নিজেরা সম্প্রদান করে আসছেন, তা
দ্বারা ঈশ্বরের বাণী নিষ্ফল করছেন; আর এধরনের আরও অনেক কিছু করে থাকেন।'

[১৪] লোকদের আবার কাছে ডেকে তিনি বললেন, ‘তোমরা সকলে আমার কথা শোন ও বুঝে নাও : [১৫] মানুষের বাইরে এমন কিছুই নেই যা তার ভিতরে গিয়ে তাকে কলুষিত করতে পারে ; কিন্তু যা কিছু মানুষ থেকে বের হয়, সেই সবই মানুষকে কলুষিত করে।’ [১৬]

[১৭] আর যখন তিনি লোকদের ছেড়ে বাড়ি গেলেন, তখন তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে সেই রহস্যময় বাণীর অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। [১৮] তিনি তাঁদের বললেন, ‘তোমাদেরও কি এখনও বোধ হয়নি ? এ কি বোঝ না যে, যা কিছু বাইরে থেকে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, তা তাকে কলুষিত করতে পারে না ? [১৯] তা তো তার হৃদয়েই প্রবেশ করে না, কিন্তু পেটে প্রবেশ করে ও নর্দমায় বেরিয়ে যায়।’ এভাবে তিনি সমস্ত খাদ্য-দ্রব্যকে শুচি বলে ঘোষণা করলেন। [২০] তিনি আরও বললেন, ‘মানুষ থেকে যা কিছু বেরিয়ে আসে, তা-ই মানুষকে কলুষিত করে। [২১] কেননা ভিতর থেকে, মানুষের হৃদয় থেকেই যত দুরভিসন্ধি বেরিয়ে আসে : বেশ্যাগমন, চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, [২২] লোভ, দুষ্টতা, প্রতারণা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, ঈর্ষা, পরনিন্দা, অহঙ্কার ও মতিভ্রম ; [২৩] এসব দুষ্টতাই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে ও মানুষকে কলুষিত করে।’

গালিলেয়ার বাইরে যিশুর প্রচারকর্ম

নানা আরোগ্য-কাজ

৭ [২৪] তিনি উঠে সেই জায়গা ছেড়ে তুরস অঞ্চলের দিকে চলে গেলেন। এক বাড়িতে প্রবেশ করে তিনি এমনটি ইচ্ছা করতেন না যে, কেউ তা জানতে পারে; কিন্তু লোকের দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারতেন না। [২৫] তখনই একজন স্ত্রীলোক যার একটি মেয়ে ছিল আর সেটিকে অশুচি আত্মায় পেয়েছিল, কথাটা শুনে এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। [২৬] স্ত্রীলোকটি গ্রীকভাষী, জাতিতে সিরীয়-ফৈনিকীয়। সে তাঁকে মিনতি করতে লাগল, তিনি যেন তার মেয়েটি থেকে অপদূত তাড়িয়ে দেন। [২৭] তিনি তাকে বললেন, 'আগে ছেলেরা খেয়ে পরিতৃপ্ত হোক, কেননা ছেলেদের খাদ্য নিয়ে কুকুরশাবকদের কাছে ফেলে দেওয়া মানায় না।' [২৮] তাতে স্ত্রীলোকটি প্রতিবাদ করে বলল, 'প্রভু, টেবিলের নিচে কুকুরশাবকেরাও কিন্তু ছেলেদের খাবারের টুকরো খায়।' [২৯] তখন তিনি তাকে বললেন, 'তোমার এই কথার জন্য চলে যেতে পার, অপদূতটা তোমার মেয়েকে ছেড়ে গেছে।' [৩০] আর বাড়ি গিয়ে সে দেখতে পেল, মেয়েটি খাটের উপরে শুয়ে আছে, ও অপদূতটা তাকে ছেড়ে চলে গেছিল।

[৩১] তুরস অঞ্চল থেকে ফেরার সময়ে তিনি সিদোন হয়ে দেকাপলিস অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গালিলেয়া সাগরের কাছে এলেন। [৩২] আর লোকেরা তাঁর কাছে একজন বধির ও তোতলা মানুষকে নিয়ে এসে তাঁকে তার উপর হাত রাখতে মিনতি করল। [৩৩] তিনি তাকে ভিড়ের মধ্য থেকে একাকী এক পাশে এনে তার দু'কানে নিজের আঙুল দিলেন, ও থুথু দিয়ে তার জিহ্বা স্পর্শ করলেন। [৩৪] পরে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকে বললেন, 'এফফাথা, অর্থাৎ খুলে যাও।' [৩৫] তাতে তার কান খুলে গেল, জিহ্বার জড়তা কেটে গেল, আর সে স্পষ্ট কথা বলতে লাগল। [৩৬] তিনি একথা কাউকে জানাতে তাদের নিষেধ করলেন, কিন্তু তিনি যত নিষেধ করলেন, ততই তারা কথাটা রটাতে থাকল। [৩৭] তাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না, তারা বলছিল, 'ইনি সবই উত্তমরূপে করেছেন, ইনি বধিরকে শ্রবণশক্তি, ও বোবাকে বাক্‌শক্তি দান করেন।'

যিশু চার হাজার পুরুষলোককে অলৌকিক ভাবে খাওয়ান

৮ [১] আর সেসময়, যখন আবার লোকের ভিড় হল ও তাদের কাছে খাবারের মত কিছুই ছিল না, তখন তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, [২] 'এই লোকদের দেখে আমার মায়া লাগে, কেননা এরা আজ তিন দিন হল আমার সঙ্গে রয়েছে ও খাবারের মত এদের কিছু নেই; [৩] যদি আমি এদের অনাহারে বাড়ি ফিরে পাঠাই, পথে এরা মূর্ছা পড়বে; আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ দূর থেকে এসেছে।' [৪] শিষ্যেরা উত্তরে তাঁকে বললেন, 'এখানে এই প্রান্তরের মধ্যে কে কোথা থেকে রুটি দিয়ে এই সকল লোকের ক্ষুধা মেটাতে পারবে?' [৫] তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের কাছে ক'খানা রুটি আছে?' তাঁরা বললেন, 'সাতখানা।' [৬] তখন তিনি লোকদের মাটিতে বসতে আদেশ করলেন; এবং সেই সাতখানা রুটি হাতে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়লেন, ও লোকদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য তা শিষ্যদের দিলেন; আর তাঁরা তা লোকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। [৭] তাঁদের কাছে কয়েকটা ছোট ছোট মাছও ছিল, তিনি সেগুলির উপরে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করে সেগুলিও লোকদের মধ্যে বিতরণ করতে বললেন; আর তাঁরা তা লোকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। [৮] লোকে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; এবং যতগুলো টুকরো পড়ে রইল, তাতে তাঁরা সাতখানা ঝুড়ি তুলে নিলেন। [৯] লোকদের সংখ্যা ছিল চার হাজারের মত; [১০] তিনি তাদের বিদায় দিলেন; এবং তখনই শিষ্যদের সঙ্গে নৌকায় উঠে দাল্মানুথা অঞ্চলে গেলেন।

চিহ্ন দেখবার ফরিশীদের দাবি

[১১] ফরিশীরা এসে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে লাগলেন; তাঁকে যাচাই করার জন্য তাঁর কাছে স্বর্গ থেকে কোন একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করলেন। [১২] আর তিনি আত্মায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই প্রজন্মের মানুষ কেন একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করে? আমি আপনাদের সত্যি বলছি, এই মানুষদের কোন চিহ্ন দেখানো হবে না।' [১৩] আর তিনি তাঁদের ছেড়ে আবার নৌকায় উঠে ওপারে গেলেন।

ফরিশীদের খামির

[১৪] শিষ্যেরা সঙ্গে রুটি নিতে ভুলে গেছিলেন, নৌকায় তাঁদের কাছে শুধু একখানা ছাড়া আর কোন রুটি ছিল না। [১৫] তখন তিনি তাঁদের বললেন, 'সতর্ক হও, ফরিশীদের খামির ও হেরোদের খামিরের ব্যাপারে সাবধান থাক।' [১৬] তখন তাঁরা একে অন্যকে বলতে লাগলেন, 'আমাদের কাছে তো রুটি নেই।' [১৭] তা জানতেন বিধায় তিনি তাঁদের বললেন, 'বলাবলি করে কেন বলছ, আমাদের রুটি নেই? এখনও কি বুঝতে পার না? ব্যাপারটা ধরতে পার না? তোমাদের হৃদয় কি কঠিন হয়ে গেছে? [১৮] চোখ থাকতে কি দেখতে পাও না? কান থাকতে কি শুনতে পাও না? মনেও পড়ে না যে [১৯] আমি যখন সেই পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে পাঁচখানা রুটি ছিঁড়ে দিয়েছিলাম, তখন তোমরা টুকরোগুলোয় ভরা কতগুলো ডালা তুলে নিয়েছিলে?' তাঁরা বললেন, 'বারোখানা।' [২০] 'আর যখন চার হাজার লোকের মধ্যে সাতখানা রুটি ছিঁড়ে দিয়েছিলাম, তখন তোমরা টুকরোগুলোয় ভরা কতগুলো ঝুড়ি তুলে নিয়েছিলে?' তাঁরা বললেন, 'সাতখানা।' [২১] তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা কি এখনও বুঝতে পারছ না?'

একজন অন্ধ মানুষের সুস্থতা-লাভ

[২২] তাঁরা বেথ্‌সাইদায় এসে পৌঁছলে লোকেরা তাঁর কাছে একজন অন্ধকে এনে তাঁকে মিনতি করল, তিনি যেন তাকে স্পর্শ করেন। [২৩] সেই অন্ধের হাত ধরে তিনি তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন; পরে তার চোখে থুথু দিয়ে ও তার উপরে হাত রেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ?' [২৪] সে চোখ খুলে বলল, 'মানুষ দেখতে পাচ্ছি: দেখতে তারা এমন গাছের মত যা হেঁটে বেড়াচ্ছে।' [২৫] তখন তিনি তার চোখের উপরে আবার হাত রাখলেন; এবার সে ঠিকমত দেখতে পেল ও সুস্থ হয়ে উঠল—সবকিছুই স্পষ্ট ও সূক্ষ্মভাবে দেখতে পেল। [২৬] আর তিনি এই বলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, 'এই গ্রামে আদৌ প্রবেশ করো না।'

পিতরের বিশ্বাস স্বীকার

যিশুর যন্ত্রণাভোগ—প্রথম পূর্বঘোষণা

[২৭] যিশু ও তাঁর শিষ্যেরা ফিলিপ-কায়েসারিয়া অঞ্চলের গ্রামগুলোর দিকে রওনা হলেন। পথে চলতে চলতে তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'আমি কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' [২৮] তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তারা বলে: বাপ্তিস্মদাতা যোহন; অন্য কেউ বলে: এলিয়; আবার অন্য কেউ বলে: নবীদের কোন একজন।' [২৯] তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'আপনি সেই খ্রিষ্ট।' [৩০] তখন তিনি আজ্ঞা করলেন তাঁরা যেন তাঁর বিষয়ে কাউকে কিছুই না বলেন।

[৩১] তখন তিনি তাঁদের একথা শেখাতে লাগলেন যে, মানবপুত্রকে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তিন দিন পরে তাঁকে পুনরুত্থান করতে হবে। [৩২] একথা তিনি স্পষ্টভাবেই বললেন। এতে পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। [৩৩] কিন্তু তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে নিজের শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে পিতরকে ধমক দিলেন, বললেন, 'আমার পিছনে চলে যাও, শয়তান! কেননা যা ভাবছ, তা ঈশ্বরের নয়, মানুষেরই ভাবনা।'

আপন অনুগামীদের প্রতি যিশুর দাবি

[৩৪] নিজের শিষ্যদের সঙ্গে তিনি লোকদেরও ডেকে বললেন, 'কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। [৩৫] কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা বাঁচাবে। [৩৬] বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারিয়ে ফেলে, তাতে তার কী লাভ হবে? [৩৭] কিংবা, মানুষ নিজের প্রাণের বিনিময়ে কী দিতে পারবে? [৩৮] কেননা যে কেউ এই প্রজন্মের ব্যভিচারী ও পাপিষ্ঠ মানুষদের মধ্যে

আমার ও আমার বাণীর বিষয়ে লজ্জাবোধ করে, মানবপুত্র যখন পবিত্র দূতবাহিনীর সঙ্গে
নিজের পিতার গৌরবে আসবেন, তখন তার বিষয়ে লজ্জাবোধ করবেন।'

৯ [১] এবং তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে
উপস্থিত রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে, যারা ঈশ্বরের রাজ্য সপরাক্রমে
আসতে না দেখা পর্যন্ত কোনমতে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না।'

যিশুর দিব্য রূপান্তর

[২] ছ' দিন পর, কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে যিশু নিজেদের
মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং
তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: [৩] তাঁর পোশাক উজ্জ্বল ও অধিক নির্মল হয়ে
উঠল, পৃথিবীতে কোন রজক তা এত নির্মল করতে পারে না। [৪] আর এলিয় ও মোশি
তাঁদের দেখা দিলেন: তাঁরা যিশুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। [৫] তখন পিতর যিশুকে
বললেন, 'রাব্বি, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আসুন, তিনটে কুটির তৈরি করি,
আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' [৬] কারণ কী
বলতে হবে, তা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না, যেহেতু তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে
পড়েছিলেন। [৭] তখন একটি মেঘ এসে নিজের ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর সেই
মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র; তাঁর কথা
শোন।' [৮] পরে তাঁরা হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে তাঁদের সঙ্গে আর কাউকে দেখতে
পেলেন না, কেবল যিশুকেই দেখলেন।

[৯] পর্বত থেকে নামবার সময়ে তিনি তাঁদের কড়া আদেশ দিলেন: তাঁরা যা
দেখেছিলেন, তা যেন কাউকেই না বলেন, যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে
পুনরুত্থান করেন। [১০] তাঁরা আদেশটা মেনে নিলেন, তবু 'মৃতদের মধ্য থেকে
পুনরুত্থান' কথাটার অর্থ নিয়ে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন; [১১] তাই
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে শাস্ত্রীরা কেন একথা বলেন যে, আগে এলিয়কে আসতে
হবে?' [১২] তিনি তাঁদের বললেন, 'এলিয় আগে এসে সবকিছুই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন
বটে; অথচ মানবপুত্র বিষয়ে কেনই বা একথা লেখা আছে যে, তাঁকে বহু যন্ত্রণা ভোগ

করতে হবে ও অবজ্ঞাতও হতে হবে? [১৩] আচ্ছা, আমি তোমাদের বলছি, এলিয় এসেই গেছেন আর লোকেরা তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করল, যেমনটি তাঁর বিষয়ে লেখা আছে।'

বোবা আত্মাগ্রস্ত ছেলের সুস্থতা-লাভ

[১৪] তাঁরা শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন, তাঁদের চারদিকে বহু লোকের ভিড় জমেছে, আর শাস্ত্রীরা তাঁদের সঙ্গে তর্ক করছেন। [১৫] তাঁকে দেখামাত্র সমস্ত লোক অবাক হল ও তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাল। [১৬] তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাঁদের সঙ্গে তোমাদের কোন্ বিষয়ে তর্ক হচ্ছে?' [১৭] ভিড়ের মধ্য থেকে একজন উত্তর দিল, 'গুরু, আমার ছেলেকে আপনার কাছে নিয়ে এলাম, তাকে বোবা আত্মায় পেয়েছে; [১৮] আর সেটা তাকে যেখানে ধরে, সেইখানে আছাড় মারে; তখন তার মুখে ফেনা ওঠে আর সে দাঁতে দাঁত ঘষে ও তার শরীর শক্ত হয়ে যায়। আমি আপনার শিষ্যদের সেই আত্মাকে তাড়াতে বললাম, কিন্তু তাঁদের তেমন শক্তি হল না।' [১৯] তিনি এ বলে তাদের উত্তর দিলেন, 'হে অবিশ্বাসী প্রজন্মের মানুষেরা, আমি আর কত দিন তোমাদের মধ্যে থাকব? আর কত দিন তোমাদের সহ্য করব? তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' [২০] তারা তাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল; তাঁকে দেখামাত্র সেই আত্মা তাকে তীব্রভাবে মুচড়িয়ে ধরল, আর সে মাটিতে পড়ে ফেনা তুলে গড়াগড়ি দিতে লাগল। [২১] তখন তিনি তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর এমন অবস্থা কতদিন ধরে চলছে?' সে বলল, 'ছেলেবেলা থেকে; [২২] আর সেই আত্মা একে মেরে ফেলার জন্য বহুবার জলে ফেলে দিয়েছে; কিন্তু আপনি যদি কিছু না কিছু করতে পারেন, তবে আমাদের প্রতি দয়া করে সাহায্য করুন।' [২৩] যিশু তাকে বললেন, 'যদি পারেন! বিশ্বাসীর পক্ষে সবই সাধ্য।' [২৪] তখনই ছেলেটির পিতা জোর গলায় বলে উঠল, 'বিশ্বাস করি: আমার অবিশ্বাসে আমাকে সাহায্য করুন।' [২৫] তখন লোকের ভিড় একসঙ্গে ছুটে আসছে দেখে যিশু সেই অশুচি আত্মাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'হে বধির বোবা আত্মা, আমিই তোমাকে আদেশ করছি, একে ছেড়ে বের হও, আর কখনও এর মধ্যে প্রবেশ করো না।' [২৬] তখন সেই আত্মা তাকে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে বেরিয়ে গেল; আর ছেলেটি মরার মত অবস্থায় পড়ল, এমনকি বেশির ভাগ লোক

বলল, 'সে মারা গেছে।' [২৭] কিন্তু যিশু তার হাত ধরে তাকে তুললে সে উঠে দাঁড়াতে পারল। [২৮] আর তিনি বাড়ি এলে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে আড়ালে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কেন তা তাড়াতে পারলাম না?' [২৯] তিনি তাঁদের বললেন, 'প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায়ে এই ধরনের অশুচি আত্মাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

যিশুর যন্ত্রণাভোগ—দ্বিতীয় পূর্বঘোষণা

[৩০] সেখান থেকে চলে গিয়ে তাঁরা গালিলেয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন, আর তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, কেউ তা জানতে পারে। [৩১] কেননা তিনি নিজের শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছিলেন; তাঁদের বলছিলেন, 'মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তারা তাঁকে হত্যা করবে, আর তিনি নিহত হলে পর তিন দিন পরে পুনরুত্থান করবেন।' [৩২] তাঁরা কিন্তু সেকথা বুঝলেন না, এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করলেন।

নানা প্রসঙ্গে যিশুর বাণী

[৩৩] তাঁরা কাফার্নাউমে এলেন; আর বাড়ি আসার পর তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'পথে তোমাদের মধ্যে কোন্ বিষয়ে তর্কাতর্কি হচ্ছিল?' [৩৪] তাঁরা চুপ করে রইলেন, কারণ কে বড়, পথে নিজেদের মধ্যে এবিষয়েই বলাবলি করেছিলেন। [৩৫] তাই তিনি বসে সেই বারোজনকে ডেকে বললেন, 'কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে যেন সকলের শেষে থাকে ও সকলের সেবক হয়।' [৩৬] তখন তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন ও তাকে কোলে তুলে তাঁদের বললেন, [৩৭] 'যে কেউ এর মত কোন শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; এবং যে কেউ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, তাঁকেই গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।'

[৩৮] যোহন তাঁকে বললেন, 'গুরু, আমরা একজনকে আপনার নামে অপদূত তাড়াতে দেখেছিলাম, আর তাকে বারণ করতে চেষ্টা করেছিলাম, কারণ সে আমাদের অনুগামী নয়।' [৩৯] কিন্তু যিশু বললেন, 'তাকে বারণ করো না, কারণ এমন কেউ নেই যে আমার নামে একটা পরাক্রম-কর্ম সাধন করে সহজে আমার নিন্দা করতে পারে।

[৪০] যে আমাদের বিপক্ষে নয়, সে আমাদের সপক্ষে। [৪১] বাস্তবিকই যে কেউ তোমাদের খ্রিষ্টের লোক বলে এক ঘটি জল খেতে দেয়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোনমতে নিজের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না।

[৪২] আর এই যে ক্ষুদ্রজনেরা বিশ্বাস করে, যে কেউ তাদের একজনেরও পতনের কারণ হয়, তার গলায় জাঁতাকলের বড় পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই বরং তার পক্ষে ভাল। [৪৩] তোমার হাত যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা কেটে ফেল; দু'টো হাত নিয়ে জাহান্নামে, সেই অনির্বাণ আগুনে যাওয়ার চেয়ে নুলো হয়ে জীবনে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল। [৪৪] [৪৫] আর তোমার পা যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা কেটে ফেল; দু'টো পা নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে খোঁড়া হয়ে জীবনে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল। [৪৬] [৪৭] আর তোমার চোখ যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা উপড়ে ফেল; দু'টো চোখ নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে এক চোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল: [৪৮] সেই জাহান্নামে *তাদের কীট মরে না, আর আগুনও কখনও নেভে না* [ক]। [৪৯] বস্তুত প্রত্যেক মানুষকে অগ্নিময় লবণে লবণাক্ত করা হবে। [৫০] লবণ তো ভাল, কিন্তু লবণ যদি লবণের গুণ হারিয়ে ফেলে, তবে তোমরা কি করেই বা তার স্বাদ ফিরিয়ে দেবে? তোমরা নিজ নিজ অন্তরে লবণ রাখ, এবং পরস্পরের মধ্যে শান্তি বজায় রাখ।'

বিবাহ-বন্ধন সম্বন্ধে শিক্ষা

১০ [১] সেখান থেকে উঠে তিনি যুদার অঞ্চলে ও যর্দনের ওপারে এলেন; আর তাঁর কাছে আবার লোকের ভিড় জমতে লাগল, এবং তিনি তাঁর অভ্যাসমত আবার তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। [২] কয়েকজন ফরিশীরা কাছে এসে তাঁকে যাচাই করার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুরুষের পক্ষে কি স্ত্রীকে ত্যাগ করা বিধেয়?' [৩] তিনি এই বলে তাঁদের উত্তর দিলেন, 'মোশি আপনাদের কী আদেশ দিয়েছেন?' [৪] তাঁরা বললেন, 'মোশি ত্যাগপত্র লিখতে ও নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ করতে অনুমতি দিয়েছেন।' [৫] যিশু তাঁদের বললেন, 'আপনাদের হৃদয় কঠিন ছিল বলেই তিনি এই বিধি লিখেছিলেন,

[৬] কিন্তু সৃষ্টির আদি থেকে *ঈশ্বর পুরুষ ও নারী করে তাদের গড়লেন,* [৭] *এই কারণে মানুষ পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে,* [৮] *এবং সেই দু'জন একদেহ হবে* (ক); সুতরাং তারা আর দু'জন নয়, কিন্তু একদেহ। [৯] অতএব ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা যেন বিযুক্ত না করে।' [১০] পরে শিষ্যেরা বাড়িতে আবার সেই বিষয়ে তাঁর কাছে নানা প্রশ্ন রাখলেন। [১১] তিনি তাঁদের বললেন, 'যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য একজনকে বিবাহ করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; [১২] এবং কোন স্ত্রীলোক যদি নিজের স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য একজনকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।'

যিশু এবং শিশুরা

[১৩] তখন কয়েকটি শিশুকে তাঁর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন। শিষ্যেরা তাদের ভর্ৎসনা করছিলেন, [১৪] কিন্তু যিশু তা দেখে অসন্তুষ্ট হলেন, ও তাঁদের বললেন, 'শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিয়ো না, কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই। [১৫] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ শিশুরই মত ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে তার মধ্যে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না।' [১৬] আর তিনি তাদের কোলে তুললেন, তাদের উপর হাত রাখলেন ও আশীর্বাদ করলেন।

যিশুর অনুসরণ ও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য ধন বাধাস্বরূপ

[১৭] তিনি বেরিয়ে পড়ে পথে চলতে উদ্যত হচ্ছেন, সেসময় একজন লোক ছুটে এসে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে এই প্রশ্ন রাখল, 'মঙ্গলময় গুরু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' [১৮] যিশু তাকে বললেন, 'আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন? একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, তিনি ঈশ্বর। [১৯] তুমি তো আজ্ঞাগুলো জান, *নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না,* প্রতারণা করবে না, *তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে।'*(খ) [২০] লোকটি বলল, 'গুরু, ছেলেবেলা থেকেই আমি এই সমস্ত পালন করে আসছি।' [২১] যিশু তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাকে ভালবাসলেন, এবং বললেন,

‘তোমার একটা বিষয় বাকি আছে: যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দাও, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর।’ [২২] কিন্তু একথায় বিষণ্ন হয়ে সে মনের দুঃখে চলে গেল, কারণ তার বিপুল সম্পত্তি ছিল।

[২৩] তখন যিশু চারদিকে তাকিয়ে নিজ শিষ্যদের বললেন, ‘যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন!’ [২৪] তাঁর কথায় শিষ্যেরা অবাক হলেন, কিন্তু যিশু তাঁদের আবার বললেন, ‘বৎসেরা, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন! [২৫] ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ।’ [২৬] তেমন কথা শুনে তাঁরা অধিক বিস্ময়বিহ্বল হলেন; তাঁরা বললেন, ‘তবে পরিত্রাণ পাওয়া কার্ পক্ষেই বা সাধ্য?’ [২৭] তাঁদের দিকে তাকিয়ে যিশু তাঁদের বললেন, ‘তা মানুষের পক্ষে অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের পক্ষে সবই সাধ্য।’

[২৮] তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, ‘দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি।’ [২৯] যিশু বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই যে আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি মাতা, কি পিতা, কি ছেলেমেয়ে, কি জমিজমা ত্যাগ করলে [৩০] এখন, এই যুগেই, তার একশ’ গুণ পাবে না; সে বাড়ি, ভাই, বোন, মাতা, পিতা, ছেলে ও জমিজমা পাবে—নির্যাতনের সঙ্গেই এসব পাবে, আর ভাবী যুগে অনন্ত জীবন পাবে। [৩১] যারা সবার আগে রয়েছে, তাদের অনেকে শেষে পড়বে; এবং যারা সবার শেষে রয়েছে, তারা সবার আগে দাঁড়াবে।’

যিশুর যন্ত্রণাভোগ—তৃতীয় পূর্বঘোষণা

[৩২] তাঁরা পথে ছিলেন, যেরুশালেমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন: যিশু তাঁদের আগে আগেই চলছিলেন আর তাঁরা স্তম্ভিত ছিলেন; এবং যাঁরা পিছু পিছু চলছিলেন তাঁরা ভয়ে অভিভূত ছিলেন। সেই বারোজনকে আবার আড়ালে নিয়ে গিয়ে তিনি নিজের প্রতি যা কিছু শীঘ্রই ঘটবে, তা তাঁদের বলতে লাগলেন: [৩৩] ‘দেখ, আমরা যেরুশালেমে যাচ্ছি, আর মানবপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তাঁরা তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন ও বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেবেন। [৩৪] তারা তাঁকে

বিদ্রূপ করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে কশাঘাত করবে ও হত্যা করবে; আর তিন দিন পরে তিনি পুনরুত্থান করবেন।'

উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা ও ভ্রাতৃসেবা

[৩৫] তখন জেবেদের দুই ছেলে, যাকোব ও যোহন, তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'গুরু, আমরা চাই যে, আপনার কাছে যা যাচনা করব, আপনি তা আমাদের জন্য করবেন।' [৩৬] তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা কী চাও? তোমাদের জন্য আমি কী করব?' [৩৭] তাঁরা বললেন, 'এমনটি করুন, যেন আপনার গৌরবে আমরা একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারি।' [৩৮] যিশু তাঁদের বললেন, 'তোমরা কি যাচনা করছ, তা বোঝ না; আমি যে পাত্রে পান করি, সেই পাত্রে তোমরা কি পান করতে পার? আর আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিই, সেই বাপ্তিস্মে তোমরা কি বাপ্তিস্ম নিতে পার?' [৩৯] তাঁরা বললেন, 'পারি।' যিশু তাঁদের বললেন, 'আমি যে পাত্রে পান করি, সেই পাত্রে তোমরা অবশ্যই পান করবে; আর আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিই, সেই বাপ্তিস্মে তোমরাও বাপ্তিস্ম নেবে; [৪০] কিন্তু কাউকে আমার ডান পাশে ও বাঁ পাশে আসন মঞ্জুর করার অধিকার আমার নেই; তেমন আসন বরং তাদেরই হবে, যাদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে।'

[৪১] একথা শুনে অন্য দশজন যাকোব ও যোহনের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। [৪২] কিন্তু যিশু তাঁদের কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা তো জান, বিজাতীয়দের মধ্যে যারা শাসক বলে গণ্য, তারা তাদের উপর প্রভুত্ব করে, এবং তাদের মধ্যে যারা বড়, তারা তাদের উপর কর্তৃত্ব চালায়। [৪৩] তোমাদের মধ্যে তেমনটি হবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে, [৪৪] আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে সকলের দাস; [৪৫] কারণ মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে।'

একজন অন্ধ মানুষের সুস্থতা-লাভ

[৪৬] তাঁরা যেরিখোতে এসে পৌঁছলেন; তিনি যখন নিজের শিষ্যদের ও বহুলোকের সঙ্গে যেরিখো ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিমেয়ের ছেলে অন্ধ বার্তিমেয় পথের ধারে ভিক্ষা করছিল। [৪৭] সে যখন শুনতে পেল, তিনি নাজারেথের যিশু, তখন চিৎকার করে বলতে লাগল, 'যিশু, দাউদসন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।' [৪৮] তখন অনেকে ধমক দিয়ে তাকে চুপ করতে বলল, কিন্তু সে আরও জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'দাউদসন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।' [৪৯] যিশু থেমে বললেন, 'তাকে ডাক।' তাই লোকে সেই অন্ধকে ডেকে বলল, 'সাহস কর, ওঠ, উনি তোমাকে ডাকছেন।' [৫০] তখন সে চাদর ফেলে লাফ দিয়ে উঠে যিশুর কাছে গেল। [৫১] যিশু তাকে বললেন, 'তুমি কী চাও? আমি তোমার জন্য কী করব?' অন্ধটি তাঁকে বলল, 'রাব্বুনি, আমি যেন চোখে দেখতে পাই!' [৫২] যিশু তাকে বললেন, 'যাও, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।' আর তখনই সে চোখে দেখতে পেল, ও তাঁর অনুসরণে পথ চলতে লাগল।

যেরুশালেমে যিশুর প্রচারকর্ম

যেরুশালেমে মশীহের প্রবেশ

১১ [১] পরে যেরুশালেমের কাছাকাছি এসে তাঁরা যখন জৈতুন পর্বতে বেথ্‌ফাগে ও বেথানিয়া গ্রামে এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি নিজের শিষ্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে পাঠিয়ে দিলেন; [২] তাঁদের বললেন, 'তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও; সেখানে প্রবেশ করামাত্র দেখতে পাবে, একটা গাধা বাঁধা আছে যার উপরে কোন মানুষ কখনও বসেনি; তার বাঁধন খুলে নিয়ে এসো। [৩] আর যদি কেউ তোমাদের বলে, তোমরা এ করছ কেন? তোমরা বলবে, প্রভুর এর দরকার আছে; কিন্তু শীঘ্রই এটাকে এখানে ফিরিয়ে পাঠাবেন।' [৪] তাঁরা গিয়ে দেখতে পেলেন, একটা গাধার বাচ্চা একটা দরজার কাছে, রাস্তার উপরেই, বাঁধা রয়েছে, তখন তার বাঁধন খুলতে লাগলেন। [৫] সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, 'গাধার বাচ্চার বাঁধন খুলে কি করছ?' [৬] তখন যিশু যেমন বলেছিলেন, তাঁরা তাদের সেইমত বললেন, আর তারা তাঁদের বাচ্চাটা নিয়ে যেতে দিল। [৭] পরে যিশুর কাছে গাধার বাচ্চাটাকে এনে তার পিঠের উপরে নিজেদের চাদর পেতে দিলেন, আর তিনি তার উপরে আসন নিলেন। [৮] তখন অনেকে নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিল, ও অন্যান্য লোক মাঠ থেকে ডালপালা কেটে পথে ছড়িয়ে দিল। [৯] যে সকল লোক আগে আগে চলছিল আর যারা পিছু পিছু আসছিল, তারা চিৎকার করে বলছিল: '*হোশান্না; যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য;* [১০] ধন্য আমাদের পিতা দাউদের আসন্ন রাজ্য; ঊর্ধ্বলোকে *হোশান্না!*' [১১] আর তিনি যেরুশালেমে প্রবেশ করে মন্দিরে গেলেন, আর চারদিকে তাকিয়ে সবই দে'খে, বেলা পড়ে এসেছে বিধায় বারোজনের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে বেথানিয়ায় চলে গেলেন।

[১২] পরদিন তাঁরা বেথানিয়া ছেড়ে চলে আসার সময়ে তাঁর ক্ষুধা পেল; [১৩] তিনি দূর থেকে পাতায় ভরা এক ডুমুরগাছ দে'খে, তা থেকে কিছু ফল পাওয়া যায় কিনা তা দেখবার জন্য কাছাকাছি গেলেন; কিন্তু কাছে গিয়ে পাতা ছাড়া আর কিছুই পেলেন না; কেননা তখন ডুমুরফলের সময় ছিল না। [১৪] তিনি গাছটাকে বললেন,

‘কেউই যেন তোমার ফল আর কখনও না খেতে পারে।’ কথাটা শিষ্যেরা শুনতে পেলেন।

মন্দির থেকে ব্যাপারীদের বিতাড়ন

[১৫] পরে তাঁরা যেরুশালেমে এসে পোঁছলেন; তিনি মন্দিরে প্রবেশ করে, যারা তার মধ্যে কেনা-বেচা করছিল তাদের বের করে দিতে লাগলেন, এবং পোদ্দারদের টেবিল ও যারা ঘুঘু বিক্রি করছিল, তাদের আসন উল্টিয়ে ফেললেন। [১৬] আর মন্দিরের মধ্য দিয়ে কাউকে কোন কিছুই বয়ে নিয়ে যেতে দিলেন না। [১৭] এবং তিনি উপদেশ দিয়ে তাদের বললেন, ‘একথা কি লেখা নেই, *আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ?* কিন্তু তোমরা *তা দস্যুদের আস্তানা* করেছ।’(ক) [১৮] একথা শুনে প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা কীভাবে তাঁকে ধ্বংস করবেন তারই চেষ্টা করতে লাগলেন; বাস্তবিকই তাঁরা তাঁকে ভয় করতেন, কারণ সমস্ত লোক তাঁর উপদেশে বিস্ময়মগ্ন হয়ে যেত। [১৯] আর সন্ধ্যা হলে তাঁরা শহরের বাইরে গেলেন।

বিশ্বাস ও প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা

[২০] সকালে তাঁরা যেতে যেতে দেখলেন, সেই ডুমুরগাছ সমূলে শুকিয়ে গেছে। [২১] পিতর আগের ঘটনা স্মরণ করে তাঁকে বললেন, ‘রাব্বি, দেখুন, আপনি যে ডুমুরগাছটাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তা শুকিয়ে গেছে।’ [২২] যিশু উত্তরে তাঁদের বললেন, ‘ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। [২৩] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ এই পর্বতকে বলে, উপড়ে যাও ও সমুদ্রে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হও, এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, সে যা বলে তা ঘটবেই, তবে তার জন্য তা-ই হবে। [২৪] এইজন্য আমি তোমাদের বলি, তোমরা যা কিছু প্রার্থনা ও যাচনা কর, বিশ্বাস কর যে, ইতিমধ্যে তা পেয়ে গেছ; তবে তোমাদের জন্য তা-ই হবে। [২৫] আর যখন তোমরা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর, যদি কারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর, যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের নিজেদের দোষত্রুটি ক্ষমা করেন।’ [২৬]

যিশুর অধিকার প্রসঙ্গ ও সেবিষয়ে একটা উপমা-কাহিনী

[২৭] তাঁরা আবার যেরুশালেমে এলেন; তিনি মন্দিরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন, সেসময়ে প্রধান যাজকেরা, শাস্ত্রীরা ও প্রবীণেরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, [২৮] ‘আপনি কোন্ অধিকারেই এই সমস্ত কিছু করছেন? এই সমস্ত কিছু করতে কেইবা আপনাকে তেমন অধিকার দিয়েছে?’ [২৯] যিশু তাঁদের বললেন, ‘আমি আপনাদের কাছে একটামাত্র প্রশ্ন রাখব; আপনারা আমাকে উত্তর দিলে তবে আমি আপনাদের বলব কোন্ অধিকারে এই সমস্ত কিছু করছি। [৩০] যোহনের বাপ্তিস্ম স্বর্গ থেকে না মানুষ থেকে আসছিল? আমাকে উত্তর দিন।’ [৩১] তাঁরা নিজেদের মধ্যে এভাবে বলাবলি করে বলছিলেন, ‘যদি বলি স্বর্গ থেকে, তাহলে ইনি বলবেন, তবে আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করেননি কেন? [৩২] তবে আমরা কি একথা বলব যে, মানুষ থেকে?’ তাঁরা তো জনগণকে ভয় পেতেন, কারণ সকলে যোহনকে নবী বলে মানত। [৩৩] তাই তাঁরা এই বলে যিশুকে উত্তর দিলেন, ‘আমরা জানি না।’ তখন যিশু তাঁদের বললেন, ‘তবে আমিও যে কোন্ অধিকারে এই সমস্ত কিছু করছি তা আপনাদের বলব না।’

১২ [১] তিনি উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাঁদের কাছে কথা বলতে লাগলেন: *‘একজন লোক আঙুরখেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন, ও তার মধ্যে আঙুর পেষাইয়ের জন্য গর্ত কেটে নিলেন ও একটা উচ্চ ঘরও গাঁথলেন*; পরে তা কৃষকদের কাছে ইজারা দিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। [২] কৃষকদের কাছে আঙুরখেতের ফলের অংশ সংগ্রহ করার জন্য তিনি উপযুক্ত সময়ে তাদের কাছে এক কর্মচারীকে প্রেরণ করলেন। [৩] তারা তাকে ধরে মারধর করে খালি হাতেই বিদায় করে দিল। [৪] আবার তিনি তাদের কাছে আর এক কর্মচারীকে প্রেরণ করলেন; তারা তার মাথা ভেঙে দিল ও অপমান করল। [৫] পরে তিনি আর একজনকে প্রেরণ করলেন; তারা তাকে হত্যা করল; পরে আরও আরও অনেককে তিনি প্রেরণ করলেন; তাদের কাউকে তারা পাথর মারল, আর কাউকে হত্যা করল। [৬] তাঁর তখনও একজন ছিলেন, তাঁর প্রিয়তম পুত্র; সবার শেষে তিনি তাদের কাছে তাঁকেই প্রেরণ করলেন; ভাবছিলেন, তারা আমার পুত্রকে সম্মান দেখাবে। [৭] কিন্তু সেই কৃষকেরা একে অন্যকে বলল, এ উত্তরাধিকারী; এসো, আমরা একে হত্যা করি, তাহলে উত্তরাধিকার আমাদেরই হবে।

[৮] তাই তারা তাঁকে ধরে হত্যা করল ও আঙুরখেতের বাইরে ফেলে দিল। [৯] আচ্ছা, আঙুরখেতের প্রভু কি করবেন? তিনি নিজে এসে সেই কৃষকদের ধ্বংস করবেন ও সেই খেত অন্য কৃষকদের কাছে দেবেন। [১০] আপনারা কি এই শাস্ত্রবচনও পড়েননি,

গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল,
তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর;
[১১] *এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ,*
আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়?'(ক)

[১২] আর তাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইলেন, কারণ বুঝেছিলেন যে, তিনি তাঁদেরই লক্ষ করে সেই উপমা-কাহিনী বলেছিলেন, কিন্তু লোকদের ভয় পেতেন; তাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন।

কায়েসারকে কর দান

[১৩] পরে তাঁরা কয়েকজন ফরিশী ও হেরোদের সমর্থককে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যেন তারা তাঁকে তাঁর নিজের কথার ফাঁদে ফেলতে পারে। [১৪] তারা এসে তাঁকে বলল, 'গুরু, আমরা জানি, আপনি সত্যাশ্রয়ী ও কারও সামনে ভয় পান না কেননা আপনি মানুষের চেহারার দিকে তাকান না, কিন্তু সত্য অনুসারে ঈশ্বরের পথ সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। কায়েসারকে কর দেওয়া বিধেয় না কি? আমরা দেব, না দেব না?' [১৫] কিন্তু তাদের শঠতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বিধায় তিনি বললেন, 'আমাকে যাচাই করছ কেন? একটা রুপোর টাকা এনে দাও; আমি একটু দেখতে চাই।' [১৬] তারা একটা রুপোর টাকা এনে দিল। তিনি তাদের বললেন, 'এই প্রতিকৃতি ও এই নাম কার্?' তারা বলল, 'কায়েসারের।' [১৭] যিশু তাদের বললেন, 'তবে কায়েসারের যা, তা কায়েসারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও।' আর তারা তাঁর বিষয়ে অবাক হল।

মৃতদের পুনরুত্থান

[১৮] পরে কয়েকজন সাদ্দুকী তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন—তাঁদের মতে পুনরুত্থান নেই। তাঁরা তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, [১৯] 'গুরু, মোশি আমাদের জন্য লিখেছেন, *কারও ভাই যদি স্ত্রী রেখে নিঃসন্তান হয়ে মরে, তবে তার ভাই সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিজের ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করবে* (খ)। [২০] আচ্ছা, সাত ভাই ছিল: বড় ভাই একটি স্ত্রী নিল, পরে বংশধর না রেখে মারা গেল। [২১] পরে দ্বিতীয় ভাই তাকে গ্রহণ করল, কিন্তু সেও বংশধর না রেখে মারা গেল। তৃতীয় ভাইও একই রকম; [২২] এভাবে সাত ভাই কোন বংশধর রেখে যায়নি; সবার শেষে সেই স্ত্রীও মারা গেল। [২৩] পুনরুত্থানের সময়ে যখন তারা পুনরুত্থান করবে, তখন তাদের মধ্যে সে কার্ স্ত্রী হবে? তারা সাতজনেই তো তাকে বিবাহ করেছিল।'

[২৪] যিশু তাঁদের বললেন, 'শাস্ত্রও জানেন না ও ঈশ্বরের পরাক্রমও জানেন না বিধায় আপনারা কি নিজেদের ভোলাচ্ছেন না? [২৫] কেননা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলে পর কেউ বিবাহও করে না, কারও বিবাহও দেওয়া হয় না, বরং স্বর্গে সকলে ঈশ্বরের দূতদের মত। [২৬] কিন্তু মৃতেরা যে পুনরুত্থান করে, এবিষয়ে মোশির পুস্তকে ঝোপের কাহিনীতে ঈশ্বর তাঁকে কেমন কথা বলেছিলেন, তা কি আপনারা পড়েননি? তিনি তো বলেছিলেন, *আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর* (গ); [২৭] তিনি তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর। আপনারা বড়ই ভ্রান্তিতে পড়ে আছেন!'

শাস্ত্র সম্বন্ধে যিশুর নানা উক্তি

[২৮] পরে শাস্ত্রীদের একজন কাছে এলেন; তিনি তাঁদের আলোচনা করতে শুনেছিলেন, লক্ষও করেছিলেন যিশু কেমন সুন্দরভাবেই তাঁদের উত্তর দিয়েছিলেন; তিনি তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'সকল আজ্ঞার মধ্যে কোন্‌টা প্রথম?' [২৯] তিনি তাঁকে বললেন, '*প্রথমটা এই: হে ইস্রায়েল, শোন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু;* [৩০] *আর তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে* (ঘ); [৩১] আর

দ্বিতীয়টা এ : *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে* (ঙ)। এই আজ্ঞা দু'টোর চেয়ে বড় আর কোন আজ্ঞা নেই।' [৩২] সেই শাস্ত্রী তাঁকে বললেন, 'ঠিক কথা, গুরু, আপনি যা বলেছেন তা সত্য : তিনি এক, এবং তিনি ছাড়া অন্য দেবতা নেই; [৩৩] তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা সমস্ত আহুতি ও বলিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' [৩৪] তিনি সুবিবেচিত উত্তর দিয়েছেন দেখে যিশু তাঁকে বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য থেকে আপনি দূরে নন।' এরপরে তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন রাখার সাহস আর কারও হল না।

[৩৫] মন্দিরে উপদেশ দানকালে যিশু কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'শাস্ত্রীরা কেমন করে বলতে পারেন যে, খ্রিষ্ট দাউদের সন্তান? [৩৬] দাউদ নিজেই তো পবিত্র আত্মার আবেশে একথা বলেছেন,

প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,
যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের
আমি করি তোমার পাদপীঠ (চ)।

[৩৭] দাউদ নিজেই তাঁকে প্রভু বলেন, তবে নিজে কীভাবেই বা তাঁর সন্তান হতে পারেন?' আর সেই বহুলোকের ভিড় আনন্দের সঙ্গেই তাঁর কথা শুনছিল।

শাস্ত্রীদের বিষয়ে সাবধান বাণী

[৩৮] উপদেশ দানকালে তিনি তাদের বললেন, 'শাস্ত্রীদের বিষয়ে সাবধান : তাঁরা লম্বা লম্বা পোশাকে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন, হাটে-বাজারে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন, [৩৯] সমাজগৃহে প্রধান আসন ও ভোজসভায় প্রধান স্থান পেতে ভালবাসেন। [৪০] তাঁরা বিধবাদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করেন, আর ভান করে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করেন—তাঁরা বিচারে গুরুতর শাস্তি পাবেন।'

দরিদ্র বিধবার অর্থদান

[৪১] কোষাগারের সামনে বসে তিনি লক্ষ করছিলেন, লোকে বাক্সে কীভাবে টাকাপয়সা দিয়ে যাচ্ছে; অনেক ধনী লোক তার মধ্যে যথেষ্ট টাকা ফেলে যাচ্ছিল। [৪২] পরে গরিব একটি বিধবা এসে দু'টো ক্ষুদ্র মুদ্রা বাক্সে ফেলল যার মূল্য দশ পয়সার মত। [৪৩] তখন তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাদের সকলের চেয়ে এই গরিব বিধবাই বেশি দিল; [৪৪] কেননা অন্য সকলে নিজ নিজ বাড়তি ধন থেকে কিছু কিছু দিয়েছে, কিন্তু সে নিজের চরম দরিদ্রতায় তার যা কিছু ছিল, তার জীবন সর্বস্বই দিয়ে দিল।'

মানবপুত্রের পুনরাগমন ও তার নানা লক্ষণ

১৩ [১] মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে তাঁর শিষ্যদের একজন তাঁকে বললেন, 'গুরু, দেখুন, কেমন পাথর ও কেমন নির্মাণকাজ!' [২] যিশু তাঁকে বললেন, 'তুমি কি এই সমস্ত বড় বড় নির্মাণকাজ দেখতে পাচ্ছ? এর একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না—সবই ভূমিসাৎ হবে।'

[৩] পরে তিনি যখন জৈতুন পর্বতে মন্দিরের উল্টো দিকে বসে ছিলেন, তখন পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রিয় সকলের আড়ালে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, [৪] 'আমাদের বলে দিন, এই সমস্ত ঘটনা কবে ঘটবে? আর এই সবকিছুর শেষ পরিণাম যে কাছে এসে গেছে তার লক্ষণ কী?'

[৫] যিশু তাঁদের বলতে লাগলেন, 'দেখ, কেউ যেন তোমাদের না ভোলায়, [৬] কেননা আমার নাম নিয়ে অনেকে এসে বলবে, আমিই সে-ই, আর তারা অনেককে ভোলাবে। [৭] যখন তোমরা নানা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনবে, তখন চিন্তিত হয়ো না; এই সমস্ত অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনই তা শেষ নয়; [৮] কারণ জাতির বিরুদ্ধে জাতি ও রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য উঠবে; নানা জায়গায় ভূমিকম্প দেখা দেবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে: এইসব প্রসবযন্ত্রণার সূত্রপাতমাত্র।

[৯] তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে সাবধান! লোকে তোমাদের বিচারসভায় তুলে দেবে ও সমাজগৃহে তোমাদের কশাঘাত করা হবে; আমার জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের

সামনে তোমাদের দাঁড়াতে হবে, যেন তাদের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। [১০] কিন্তু এর আগে সকল জাতির কাছে সুসমাচার প্রচারিত হতেই হবে। [১১] আর লোকেরা যখন তোমাদের নিয়ে গিয়ে তুলে দেবে, তখন তোমরা কী বলবে, তা নিয়ে আগে থেকে চিন্তিত হয়ো না; বরং সেই ক্ষণে যে কথা তোমাদের দেওয়া হবে, তা-ই বলবে—বাস্তবিকই তোমরা কথা বলবে এমন নয়, পবিত্র আত্মাই কথা বলবেন। [১২] তখন ভাই ভাইকে ও পিতা ছেলেকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে; আবার, ছেলেরা মাতাপিতার বিপক্ষে উঠে তাঁদের হত্যা করাবে। [১৩] আর আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র; কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

[১৪] যখন তোমরা দেখবে, *সর্বনাশা সেই জঘন্য বস্তু* (ক) যেখানে দাঁড়াবার নয় সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে—পাঠক ব্যাপারটা বুঝে নিক!—তখন যারা যুদেয়ায় থাকে, তারা পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যাক; [১৫] যে কেউ ছাদের উপরে থাকে, সে ঘর থেকে জিনিসপত্র জড় করার জন্য নিচে না নেমে আসুক ও তার মধ্যে প্রবেশ না করুক; [১৬] আর যে কেউ মাঠে থাকে, সে পোশাক নেবার জন্য পিছনে না ফিরে যাক। [১৭] হায় সেই মায়েরা, যারা সেই দিনগুলিতে গর্ভবতী ও যাদের বুকে দুধের শিশু থাকবে! [১৮] প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের এই সমস্ত কিছু শীতকালে না ঘটে, [১৯] কেননা সেসময়ে এমন *ক্লেশ দেখা দেবে, যা ঈশ্বরের সৃষ্টি এই জগতের আদি থেকে এ পর্যন্ত কখনও হয়নি* (খ), কখনও হবেও না। [২০] এবং প্রভু যদি সেই দিনগুলোর সংখ্যা কমিয়ে না দিতেন, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পেত না; কিন্তু তিনি যাদের বেছে নিয়েছেন, সেই মনোনীতদের খাতিরে সেই দিনগুলোর সংখ্যা কমিয়ে দিলেন।

[২১] তখন যদি কেউ তোমাদের বলে, দেখ, সেই খ্রিষ্ট এখানে, কিংবা, দেখ, ওখানে, তোমরা তা বিশ্বাস করো না, [২২] কেননা নকল খ্রিষ্টেরা ও নকল নবীরা উঠবে, আর তারা এমন চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখাবে যে,—এমনটি সম্ভব হলে—তবে মনোনীতদেরও ভোলাবে। [২৩] সুতরাং তোমরা সাবধান থাক। দেখ, আমি আগে থেকেই তোমাদের কথাটা বললাম।

[২৪] আর সেই দিনগুলিতে, সেই ক্লেশের পরে *সূর্য অন্ধকারময় হবে, চাঁদও নিজের জ্যোৎস্না আর ছড়িয়ে দেবে না,* [২৫] *আকাশ থেকে তারাগুলোর পতন হবে ও নভোমণ্ডলের পরাক্রমগুলো আলোড়িত হবে* (গ)। [২৬] আর তখন লোকেরা দেখতে পাবে, *মানবপুত্র* সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে *মেঘের মধ্যে আসছেন* (ঘ)। [২৭] তিনি দূতদের প্রেরণ করবেন, আর তাঁরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।

[২৮] ডুমুরগাছের কথাই উপমা হিসাবে ধর: যখন তার শাখা কোমল হয়ে পাতা বের করে, তখন তোমরা বুঝতে পার, গ্রীষ্মকাল কাছে এসে গেছে; [২৯] তেমনি তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখলেই বুঝবে, তিনি কাছে এসে গেছেন, এমনকি, তিনি দরজায়ই উপস্থিত। [৩০] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এসব কিছু সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত এই প্রজন্ম লোপ পাবে না। [৩১] আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না। [৩২] কিন্তু সেদিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না, স্বর্গের দূতেরাও জানেন না, পুত্রও জানেন না—কেবল পিতাই জানেন।

[৩৩] সাবধান থাক, জেগে থাক, কেননা সে সময় কবে হবে, তা জান না। [৩৪] এমনটি হবে, বিদেশ যাত্রা করতে যাচ্ছেন ঠিক যেন এমন লোকের মত, যিনি নিজের দাসদের হাতে সবকিছুর ভার দিয়ে গেছেন, প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ দিয়েছেন, ও দারোয়ানকে জেগে থাকতে আদেশ করেছেন। [৩৫] তাই তোমরা জেগে থাক, কেননা গৃহকর্তা যে কবে এসে পড়বেন—সন্ধ্যাকালে বা রাতদুপুরে বা মোরগ ডাকবার সময়ে কিংবা সকালবেলায়—তোমরা তা জান না; [৩৬] তিনি হঠাৎ এসে যেন তোমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় না পান। [৩৭] আর আমি তোমাদের যা বলছি, তা সকলকেই বলছি: জেগে থাক।’

যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান

যিশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

১৪ [১] দু’ দিন পর পাস্কাপর্ব ও খামিরবিহীন রুটি পর্ব: সেসময়ে প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা কীভাবে তাঁকে কৌশলে গ্রেপ্তার করে তাঁর প্রাণদণ্ড ঘটানো যায় তেমন পথ খোঁজ করছিলেন; [২] কেননা তাঁরা বললেন, ‘পর্বের সময়ে নয়, পাছে লোকদের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি হয়।’

বেথানিয়ায় তৈললেপন

[৩] যিশু বেথানিয়ায় চর্মরোগী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন, এমন সময় তিনি ভোজে বসলে একজন স্ত্রীলোক সাদা ফটিকের একটা পাত্রে বিশুদ্ধ বহুমূল্য সুগন্ধি জটামাংসীর তেল নিয়ে এল; সে পাত্রটা ভেঙে তাঁর মাথায় তেল ঢেলে দিল। [৪] সেখানে কয়েকজন লোক ক্ষুব্ধ হয়ে একে অন্যকে বলল, ‘তেলের অমন অপচয় কেন? [৫] এই তেল বিক্রি করলে তিনশ’ রুপোর টাকার চেয়ে বেশিই পাওয়া যেত, আর তা গরিবদের দিয়ে দেওয়া যেত!’ আর তারা সেই স্ত্রীলোকের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করল। [৬] কিন্তু যিশু বললেন, ‘একে ছাড়; একে কষ্ট দিচ্ছ কেন? এ আমার প্রতি যা করল, তা উত্তম কাজ। [৭] গরিবেরা তো তোমাদের কাছে সর্বদাই রয়েছে; তোমরা যখন ইচ্ছা কর, তাদের উপকার করতে পার; কিন্তু আমাকে সর্বদা কাছে পাচ্ছ না। [৮] সে যা করতে পারত, তা করেছে; আগে এসে সমাধির লক্ষ্যেই আমার দেহে সুগন্ধি তেল ঢেলে দিল। [৯] আর আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সমগ্র জগতে যেইখানে সুসমাচার প্রচারিত হবে, সেখানে এর এই কাজের কথাও এর স্মরণে বলা হবে।’

যুদার বিশ্বাসঘাতকতা

[১০] যুদা ইস্কারিয়োৎ, বারোজনের মধ্যে একজন, যিশুকে প্রধান যাজকদের হাতে তুলে দেবার অভিপ্রায়ে তাঁদের কাছে গেলেন। [১১] তাঁরা শুনে আনন্দিত হলেন, এবং

তাঁকে টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন; আর তিনি তাঁকে তুলে দেবার জন্য উপযুক্ত সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

অন্তিম ভোজ

[১২] খামিরবিহীন রুটি পর্বের প্রথম দিন, যেদিন পাস্কা-মেষশাবক বলি দেওয়া হত, সেদিন শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'আমরা কোথায় গিয়ে আপনার পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করব? আপনার ইচ্ছা কী?' [১৩] তাই তিনি নিজের শিষ্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে পাঠিয়ে দিলেন; তাঁদের বললেন, 'তোমরা শহরে গেলে এমন একজন লোক তোমাদের সামনে পড়বে, যে এক কলসি জল বয়ে নিয়ে আসছে; তোমরা তার অনুসরণ কর; [১৪] আর সে যে বাড়িতে প্রবেশ করে, সেই বাড়ির মালিককে গিয়ে বল, গুরু একথা বলছেন, আমি যেখানে আমার শিষ্যদের সঙ্গে পাস্কাভোজ পালন করব, আমার সেই ঘর কোথায়? [১৫] তখন সেই লোক উপরতলায় একটা বড় সাজানো ঘর তোমাদের দেখিয়ে দেবে—ঘরটা প্রস্তুত; তোমরা সেইখানে আমাদের জন্য ব্যবস্থা কর।' [১৬] শিষ্যেরা রওনা হলেন, ও শহরে গিয়ে, তাঁর কথামত সবকিছু পেলেন, ও পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করলেন।

[১৭] পরে, সন্ধ্যা হলে তিনি সেই বারোজন শিষ্যের সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। [১৮] তাঁরা বসেছেন ও খাচ্ছেন, এমন সময়ে যিশু বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের এমন একজন আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে, যে আমার সঙ্গে খাচ্ছে!' [১৯] তখন তাঁরা দুঃখক্লিষ্ট হলেন ও একে একে তাঁকে বলতে লাগলেন, 'সে কি আমি?' [২০] তাঁদের তিনি বললেন, 'সে এই বারোজনের মধ্যে একজন; সে আমার সঙ্গে বাটিতে হাত ডুবিয়ে রাখছে। [২১] হ্যাঁ, মানবপুত্রের বিষয়ে যেমন লেখা আছে, তিনি চলেই যাচ্ছেন, কিন্তু ধিক্ সেই মানুষকে, যার দ্বারা মানবপুত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়; সে যদি না জন্মাত, তার পক্ষে ভালই হত।'

[২২] পরে, তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময়ে তিনি রুটি গ্রহণ করে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে তাঁদের দিলেন, এবং বললেন, 'গ্রহণ করে নাও, এ আমার দেহ।' [২৩] পরে তিনি একটা পানপাত্র গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা তাঁদের দিলেন, আর তাঁরা সকলেই তা থেকে পান করলেন; [২৪] আর তিনি

তাঁদের বললেন, ‘এ আমার রক্ত, সন্ধিরই রক্ত, যা অনেকের জন্য পাতিত। [২৫] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে দিনে ঈশ্বরের রাজ্যে এই রস নতুন পান করব, সেইদিন পর্যন্ত আমি আঙুরফলের রস আর কখনও পান করব না।’ [২৬] এবং সামসঙ্গীত গান করে তাঁরা জৈতুন পর্বতের দিকে বেরিয়ে পড়লেন।

[২৭] তখন যিশু তাঁদের বললেন, ‘তোমাদের সকলের পতন হবে, কেননা লেখা আছে, *আমি মেষপালককে আঘাত করব, তাতে মেষগুলোকে বিক্ষিপ্ত করা হবে* (ক)। [২৮] কিন্তু আমার পুনরুত্থানের পর আমি তোমাদের আগে আগে গালিলেয়ায় যাব।’ [২৯] এতে পিতর তাঁকে বললেন, ‘আপনার জন্য যদিও সকলের পতন হয়, তবু আমার পতন হবে না।’ [৩০] যিশু তাঁকে বললেন, ‘আমি তোমাকে সত্যি বলছি: আজ, এই রাত্রে, মোরগ দু’বার ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে।’ [৩১] কিন্তু তিনি আরও অধিক জোরে বলে উঠলেন, ‘যদি আপনার সঙ্গে মরতেও হয়, আমি আপনাকে কখনও অস্বীকার করব না।’ অন্য সকলেও একই কথা বললেন।

গেথসেমানিতে যিশু

[৩২] তাঁরা গেথসেমানি নামে একখণ্ড জমিতে গিয়ে পৌঁছলেন; তিনি নিজ শিষ্যদের বললেন, ‘তোমরা এখানে বস, আর আমি প্রার্থনা করি।’ [৩৩] তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, এবং আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন। [৩৪] তখন তিনি তাঁদের বললেন, ‘আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন; তোমরা এখানে থাক ও জেগে থাক।’ [৩৫] আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তিনি মাটিতে পড়ে প্রার্থনা করলেন, সম্ভব হলে যেন সেই ক্ষণ তাঁর কাছ থেকে চলে যায়। [৩৬] তিনি বললেন: ‘আব্বা, পিতা, সবই তোমার সাধ্য; আমা থেকে এই পানপাত্র দূর করে দাও, কিন্তু আমার যা ইচ্ছা তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা তা-ই হোক।’ [৩৭] ফিরে এসে তিনি দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন; তবে তিনি পিতরকে বললেন, ‘শিমোন, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ? এক ঘণ্টাও কি জেগে থাকবার শক্তি হয়নি? [৩৮] জেগে থাক ও প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল।’ [৩৯] আর তিনি আবার গিয়ে সেই একই কথা বলে প্রার্থনা করলেন। [৪০] তিনি আবার ফিরে এসে

দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, কেননা তাঁদের চোখ ভারী হয়ে পড়েছিল; তাছাড়া তাঁরা জানতেন না, উত্তরে তাঁকে কী বলবেন। [৪১] তৃতীয়বারের মত ফিরে এসে তিনি তাঁদের বললেন, 'এবার ঘুমাও ও বিশ্রাম কর; যা হওয়ার হয়েছে! ক্ষণটা এসে গেছে; দেখ, মানবপুত্রকে পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। [৪২] ওঠ! এবার যাই; দেখ, আমার প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে, সে কাছে আসছে।'

যিশুকে গ্রেপ্তার

[৪৩] তিনি তখনও কথা বলছেন, তখনই যুদা, সেই বারোজনের একজন, এসে পড়লেন, ও তাঁর সঙ্গে এল খড়্গ ও লাঠি নিয়ে প্রধান যাজকদের, শাস্ত্রীদের ও জাতির প্রবীণবর্গের কাছ থেকে আসা বহু লোক। [৪৪] ওই বিশ্বাসঘাতক তাদের এই সঙ্কেত দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি যাকে চুম্বন করব, লোকটি সে-ই; তাকে গ্রেপ্তার করে সাবধানে নিয়ে যাও।' [৪৫] তাই তিনি এসে তখনই তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'রাব্বি!' এবং তাঁকে চুম্বন করলেন। [৪৬] তখন তারা তাঁকে ধরে গ্রেপ্তার করল। [৪৭] কিন্তু যাঁরা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের একজন খড়্গ বের করে মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার একটা কান কেটে ফেললেন। [৪৮] তখন যিশু তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা কি আমাকে ঠিক যেন একটা দস্যুরই মত খড়্গ ও লাঠি নিয়ে ধরতে বেরিয়েছ? [৪৯] আমি প্রতিদিন মন্দিরে তোমাদের মধ্যে থেকে উপদেশ দিয়েছি, তখন তো আমাকে গ্রেপ্তার করলে না! কিন্তু শাস্ত্রবাণী পূর্ণ হওয়া চাই।' [৫০] তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। [৫১] একটি তরুণ, গায়ে শুধু একটা চাদর জড়িয়ে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল; তারা তাকে ধরল, [৫২] কিন্তু সে চাদরটা ফেলে উলঙ্গ হয়েই পালিয়ে গেল।

যিশুকে বিচার

[৫৩] তখন তারা যিশুকে মহাযাজকের কাছে নিয়ে গেল; তাঁর সঙ্গে প্রধান যাজকেরা, প্রবীণবর্গ ও শাস্ত্রীরা সমবেত ছিলেন। [৫৪] পিতর দূরে থেকে মহাযাজকের প্রাঙ্গণের ভিতর পর্যন্ত তাঁর পিছু পিছু গেলেন, এবং অনুচারীদের সঙ্গে বসে আগুন পোহাতে লাগলেন।

[৫৫] প্রধান যাজকেরা ও সমস্ত মহাসভা যিশুকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কোন একটা সাক্ষ্য খুঁজছিলেন, কিন্তু পেলেন না। [৫৬] অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিল বটে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য মিলছিল না। [৫৭] তখন কয়েকজন দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়ে বলল, [৫৮] 'আমরা ওকে একথা বলতে শুনেছি, আমি মানুষের হাতে তৈরী এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেলব, আর তিন দিনের মধ্যে আর একটা গেঁথে তুলব যা মানুষের হাতে তৈরী নয়।' [৫৯] কিন্তু এতেও তাদের সাক্ষ্য মিলল না। [৬০] তখন মহাযাজক সভার মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে যিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বিরুদ্ধে এরা যে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাতে তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না?' [৬১] কিন্তু তিনি নীরব ছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। মহাযাজক তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি সেই খ্রিষ্ট? ধন্য যিনি, তুমি কি তাঁর পুত্র?' [৬২] যিশু বললেন, 'আমিই আছি! আর আপনারা *মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে ও আকাশের মেঘের সঙ্গে আসতে* দেখবেন।' [৬৩] তখন মহাযাজক নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন; বললেন, 'সাক্ষীতে আমাদের আর কী দরকার? [৬৪] আপনারা তো ঈশ্বরনিন্দা শুনলেন; আপনাদের ধারণা কী?' তাঁরা সকলে তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিলেন যে, তিনি মৃত্যুর যোগ্য।

[৬৫] তখন কেউ কেউ তাঁর গায়ে থুথু দিতে লাগলেন ও তাঁর মুখ ঢেকে তাঁকে ঘুষি মারতে লাগলেন, এবং বলতে লাগলেন, 'দিব্যজ্ঞান দেখাও দেখি!' যত অনুচারীরাও তাঁকে চপেটাঘাত করতে লাগল।

[৬৬] এদিকে পিতর তখন নিচে প্রাঙ্গণে রয়েছেন, এমন সময়ে এক দাসী এল; [৬৭] পিতরকে আগুন পোহাতে দেখে সে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমিও তো সেই নাজারেথের যিশুর সঙ্গে ছিলে।' [৬৮] কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, 'তুমি যে কী বলছ, আমি তা জানিও না, বুঝিও না।' পরে তিনি বের হয়ে ফটকের কাছে গেলেন, [৬৯] আর সেই দাসী তাঁকে দে'খে, যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদেরও বলতে লাগল, 'এই লোক তাদের একজন।' [৭০] কিন্তু তিনি আবার অস্বীকার করলেন। কিছুক্ষণ পরে, যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা পিতরকে আবার বলল, 'সত্যিই তুমি তাদের একজন, কেননা তুমি গালিলেয়ার মানুষ।' [৭১] কিন্তু তিনি অভিশাপ ও শপথ করে বলতে লাগলেন, 'তোমরা যে লোকের কথা বলছ, তাকে আমি চিনি না।' [৭২] আর তখনই

মোরগটা দ্বিতীয়বার ডেকে উঠল, এবং এই যে কথা যিশু তাঁকে বলেছিলেন, 'মোরগ দু'বার ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে', তা পিতরের মনে পড়ল; এবং শীঘ্রই বাইরে গিয়ে কেঁদে ফেললেন।

১৫ [১] সকাল হতে না হতেই প্রবীণবর্গ ও শাস্ত্রীদের সঙ্গে প্রধান যাজকেরা ও সমস্ত মহাসভা মন্ত্রণা করে যিশুকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে পিলাতের হাতে তুলে দিলেন। [২] পিলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' উত্তরে তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি নিজেই কথাটা বললেন।' [৩] তখন প্রধান যাজকেরা তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনতে লাগলেন। [৪] পিলাত তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না? দেখ, ওঁরা তোমার বিরুদ্ধে কত কি অভিযোগ আনছেন!' [৫] কিন্তু যিশু আর কোন উত্তর দিলেন না; এতে পিলাত খুবই আশ্চর্য হলেন।

[৬] পর্বের সময়ে তিনি লোকদের জন্য এমন এক বন্দিকে মুক্ত করতেন যাকে তারা চাইত। [৭] সেসময়ে বারাব্বাস নামে একজন লোক বিদ্রোহীদের সঙ্গে কারারুদ্ধ ছিল, তারা বিদ্রোহের সময়ে নরহত্যাও করেছিল। [৮] লোকদের জন্য পিলাতের যা করার প্রথা ছিল, জনতা এসে তা দাবি করতে লাগল। [৯] পিলাত তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমাদের ইচ্ছা কি, আমি তোমাদের জন্য ইহুদীদের রাজাকে মুক্ত করে দেব?' [১০] তিনি তো জানতেন যে, প্রধান যাজকেরা হিংসার জোরেই তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন। [১১] কিন্তু প্রধান যাজকেরা জনতাকে প্ররোচিত করলেন, তারা যেন বরং বারাব্বাসেরই মুক্তি চেয়ে নেয়। [১২] তখন পিলাত আবার তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'তবে তোমরা যাকে ইহুদীদের রাজা বলে ডাক, তাকে কী করব?' [১৩] উত্তরে তারা চিৎকার করে বলে উঠল, 'ওকে ক্রুশে দাও।' [১৪] তিনি তাদের বললেন, 'কেন? সে কী অপরাধ করেছে?' কিন্তু তারা আরও জোরে চিৎকার করে বলল, 'ওকে ক্রুশে দাও।' [১৫] তখন পিলাত জনতাকে খুশি করার জন্য তাদের জন্য বারাব্বাসকে মুক্ত করে দিলেন, ও যিশুকে কশাঘাত করিয়ে ক্রুশে দেবার জন্য তুলে দিলেন।

[১৬] আর সৈন্যেরা তাঁকে প্রাঙ্গণের মধ্যে, অর্থাৎ শাসক-ভবনের ভিতরে নিয়ে গিয়ে গোটা সেনাদলকে ডেকে জড় করল; [১৭] আর তাঁকে বেগুনি রঙের পোশাক পরিয়ে দিল, এবং একটা কাঁটার মুকুট গেঁথে তা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল [১৮] ও তাঁকে এই বলে অভিনন্দন জানাতে লাগল, 'প্রণাম, ইহুদীরাজ!' [১৯] আর তারা একটা নলডাঁটা দিয়ে তাঁর মাথায় মারতে লাগল, তাঁর গায়ে থুথু দিল, ও হাঁটু পেতে তাঁর সামনে প্রণিপাত করল। [২০] তাঁকে এইভাবে বিদ্রূপ করার পর বেগুনি রঙের পোশাকটা খুলে ফেলে তারা তাঁর নিজের পোশাক তাঁকে পরিয়ে দিল ও ক্রুশে দেবার জন্য তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল।

যিশুকে ক্রুশারোপণ,
তাঁর মৃত্যু ও সমাধিদান

[২১] তখন শিমোন নামে কিরেনের একজন লোক খোলা মাঠ থেকে সেই পথ দিয়ে আসছিল—সে আলেক্সান্দার ও রূফুসের পিতা,—তাকেই তারা যিশুর ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করল। [২২] পরে তারা তাঁকে গলগথা নামে স্থানে নিয়ে গেল; এই নামের অর্থ খুলিতলা; [২৩] তারা তাঁকে গন্ধনির্যাস-মেশানো আঙুররস দিতে চাইল, তিনি কিন্তু তা নিলেন না। [২৪] পরে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল ও তাঁর জামাকাপড় ভাগ করে নিল: কে কি পাবে, তা গুলিবাঁট করেই স্থির করল। [২৫] তারা যখন তাঁকে ক্রুশে দিল, সময় তখন সকাল ন'টা। [২৬] তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের লিপিটা এ ছিল: ইহুদীদের রাজা। [২৭] তারা তাঁর সঙ্গে দু'জন দস্যুকে ক্রুশে দিল, একজনকে তাঁর ডান পাশে, আর একজনকে তাঁর বাঁ পাশে। [২৮]

[২৯] আর যে সকল লোক সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা মাথা নেড়ে তাঁকে টিটকারি দিয়ে বলছিল, 'তুমি যে পবিত্রধামটা ভেঙে ফেল ও তিন দিনের মধ্যে গেঁথে তোল, [৩০] ক্রুশ থেকে নেমে এসে নিজেকে ত্রাণ কর।' [৩১] শাস্ত্রীদের সঙ্গে প্রধান যাজকেরাও নিজেদের মধ্যে তাঁকে এভাবে বিদ্রূপ করছিলেন, তাঁরা বলছিলেন, 'সে অপরকে ত্রাণ করেছে, নিজেকে ত্রাণ করতে সক্ষম নয়! [৩২] খ্রিষ্ট, ইস্রায়েলের

রাজা, এখন ক্রুশ থেকে নেমে এসো, যেন তা দেখে আমরা বিশ্বাস করি।' এবং তাঁর সঙ্গে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারাও তাঁকে অপমান করছিল।

[৩৩] বেলা বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার হয়ে রইল; [৩৪] আর বেলা তিনটের সময়ে যিশু এই বলে জোর গলায় চিৎকার করলেন, 'এলোই, এলোই, লেমা শাবাখ্থানি?' তার অর্থ, 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমায় ত্যাগ করেছ কেন?' [৩৫] যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেকথা শুনে বলল, 'দেখ, সে এলিয়কে ডাকছে।' [৩৬] তখন একজন ছুটে গিয়ে একটা স্পঞ্জ সির্কায় ভিজিয়ে দিয়ে তা একটা নলডাঁটার আগায় লাগিয়ে তাঁকে পান করতে দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, দেখি, এলিয় তাকে নামাতে আসেন কিনা।' [৩৭] কিন্তু যিশু তীব্র চিৎকার দিয়ে আত্মা বিসর্জন দিলেন। [৩৮] তখন পবিত্রধামের পরদাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়ে দু'ভাগ হল। [৩৯] আর যে শতপতি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি যখন দেখলেন যিশু কেমন করে প্রাণত্যাগ করলেন, তখন বললেন, 'ইনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন!'

[৪০] কয়েকজন স্ত্রীলোকও দূরে থেকে দেখছিলেন: তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাগ্দালার মারীয়া, ছোট যাকোবের ও যোসেসের মা মারীয়া, এবং সালোমে; [৪১] যখন তিনি গালিলেয়ায় ছিলেন, তখন তাঁরা তাঁর অনুসরণ করে তাঁর সেবা করতেন। আরও বহু স্ত্রীলোক সেখানে ছিলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে যেরুশালেমে এসেছিলেন।

[৪২] পরে, সন্ধ্যা হলে, সেই দিনটি প্রস্তুতি-দিবস অর্থাৎ শাব্বাৎ দিনের আগের দিন হওয়ায় [৪৩] আরিমাথেয়ার সেই যোসেফ এলেন, যিনি মহাসভার গণ্যমান্য সদস্য; তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি সাহসের সঙ্গে পিলাতের কাছে গিয়ে যিশুর দেহ চাইলেন। [৪৪] যিশু যে এত শীঘ্রই মারা গেছেন, এতে পিলাত আশ্চর্য হলেন, এবং সেই শতপতিকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি এর মধ্যে মারা গেছেন কিনা। [৪৫] শতপতির কাছ থেকে কথাটা নিশ্চিত বলে জেনে তিনি যোসেফকে দেহটি দিলেন; [৪৬] আর তিনি একটা চাদর কিনে তাঁকে নামিয়ে ওই চাদরে জড়ালেন ও পাথরের গায়ে কাটা একটা সমাধিগুহার মধ্যে রাখলেন; পরে সমাধিগুহার মুখে

একটা পাথর গড়িয়ে দিলেন। [৪৭] তাঁকে যে স্থানে রাখা হচ্ছিল, তা মাগ্দালার মারীয়া ও যোসেসের মা মারীয়া লক্ষ করলেন।

কবর শূন্য!

১৬ [১] শাব্বাৎ অতিবাহিত হলে মাগ্দালার মারীয়া, যাকোবের মা মারীয়া ও সালোমে তাঁকে লেপন করার জন্য গন্ধদ্রব্য-সামগ্রী কিনলেন। [২] এবং সপ্তাহের প্রথম দিন তাঁরা খুব সকালে, সূর্য উঠতেই, সমাধিগুহায় এলেন। [৩] তাঁরা এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন, 'কে আমাদের জন্য সমাধিগুহার মুখ থেকে পাথরখানা গড়িয়ে সরিয়ে দেবে?' [৪] এমন সময়ে তাঁরা তাকিয়ে দেখলেন, পাথরখানা গড়িয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ পাথরটা খুবই বড় ছিল। [৫] সমাধিগুহার ভিতরে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, শুভ্র পোশাক-পরা একটি যুবক ডান পাশে বসে আছেন; এতে তাঁরা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। [৬] কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'বিহ্বল হয়ো না। তোমরা নাজারেথীয় সেই যিশুকে খুঁজছ, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তিনি এখানে নেই; দেখ, তাঁকে এইখানে রাখা হয়েছিল; [৭] কিন্তু তোমরা গিয়ে তাঁর শিষ্যদের ও পিতরকে বল যে, তিনি তোমাদের আগে আগে গালিলেয়ায় যাচ্ছেন, যেমনটি তিনি তোমাদের বলেছিলেন; সেইখানে তাঁকে দেখতে পাবে।' [৮] তখন তাঁরা বেরিয়ে পড়ে সমাধিস্থান থেকে পালিয়ে গেলেন, কারণ তাঁরা ভয়ে কাঁপছিলেন ও আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। আর তাঁরা কাউকেই কিছু বললেন না, কেননা ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

পুনরুত্থিত যিশুর নানা দর্শনদান

[৯] সপ্তাহের প্রথম দিন সকালে পুনরুত্থান করে তিনি প্রথমে সেই মাগ্দালার মারীয়াকে দেখা দিলেন, যাঁর মধ্য থেকে সাতটা অপদূতকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। [১০] ইনিই যিশুর সঙ্গীদের গিয়ে সংবাদ দিলেন; তখন তাঁরা শোকাচ্ছন্ন ছিলেন ও কাঁদছিলেন। [১১] যখন তাঁরা শুনলেন যে, তিনি জীবিত আছেন, ও তাঁকে দেখা দিয়েছেন, তখন তাঁদের বিশ্বাস হল না। [১২] তারপরে তাঁদের দু'জন যখন গ্রামাঞ্চলে

যাচ্ছিলেন, তখন তিনি অন্য রূপ ধরে তাঁদের দেখা দিলেন। [১৩] তাঁরা ফিরে গিয়ে অন্য সকলকে কথাটা জানালেন, কিন্তু তাঁদের কথায়ও তাঁদের বিশ্বাস হল না।

[১৪] শেষে, সেই এগারোজন যখন ভোজে বসে ছিলেন, তখন তিনি তাঁদের দেখা দিলেন, ও তাঁদের অবিশ্বাস ও মনের কঠিনতার জন্য তাঁদের ভর্ৎসনা করলেন; কেননা তিনি পুনরুত্থান করলে পর যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁদের কথায় তাঁরা বিশ্বাস করেননি। [১৫] আর তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর। [১৬] যে বিশ্বাস করবে ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে, সে পরিত্রাণ পাবে; যে বিশ্বাস করবে না, তাকে বিচারাধীন করা হবে: [১৭] যারা বিশ্বাস করবে, তাদের পাশেপাশে এই চিহ্নগুলো থাকবে: তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, [১৮] হাতে করে সাপ তুলবে, ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; তারা পীড়িতদের উপর হাত রাখবে আর তারা সুস্থ হবে।'

[১৯] আর তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রভু যিশুকে ঊর্ধ্বে, স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, এবং তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আসন নিলেন। [২০] আর তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও সর্বত্র প্রচার করলেন; আর একইসময় প্রভু তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন ও বাণীর সহগামী চিহ্নগুলো দ্বারা সেই বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন।

---

১ [১] 'যিশুখ্রিষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ': নূতন নিয়মে সুসমাচার বলতে সাধারণত ঈশ্বরেরই সুসমাচার বোঝায় (১:১৪; রো ১:১) যিনি পরিত্রাণের ও পরিত্রাণ-প্রচারের উৎস; কিন্তু সেই সুসমাচার আবার হল যিশুখ্রিষ্টেরই সুসমাচার (১:১; রো ১৫:১৯) যিনি তা প্রচার করলেন ও পুনরুত্থানের পর নিজেই প্রচারের বিষয় হয়ে উঠলেন। যিশু যেমন ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করতেন আর তাঁর প্রচারে ঈশ্বরের পরিত্রাণ-শক্তি প্রকাশ পেত, তেমনি তাঁর শিষ্যেরাও তা প্রচার করবেন যেন সেই প্রচারের মধ্য দিয়ে ঐশপরিত্রাণ এখনও ধ্বনিত শুধু নয়, কার্যকরও হয়, কেননা বাণীপ্রচারক সকলেই হলেন বাণী-বাহক অর্থাৎ খ্রিষ্ট-বাহক। সাধু মার্কের উদ্দেশ্যই এই অধ্যায়ে তেমন সুসমাচারের 'আরম্ভ-ই' বর্ণনা করা, অর্থাৎ এই সুসমাচার-রহস্য মানবেতিহাসে কীভাবে বিকশিত হতে শুরু করেছে তা-ই বর্ণনা করা: বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচারে ঈশ্বরের পরিত্রাণকর্মের সূচনা প্রকাশিত, কারণ ঈশ্বর সমস্ত প্রতিশ্রুতি সিদ্ধ করতে যাচ্ছেন, আবার ত্রাণকর্তার উপস্থিতিও ঘোষণা করা হচ্ছে। • 'খ্রিষ্ট' নামের অর্থই তৈলাভিষিক্ত (অর্থাৎ মশীহ): এ নাম দ্বারা সেকালের ইহুদীরা প্রত্যাশিত ত্রাণকর্তাকে চিহ্নিত করত: সত্যিই, ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশিত মশীহের আগমনে পূর্ণতা লাভ করেছে।

[২ক] মালা ৩:১।

[৩খ] ইশা ৪০:৩।

[১০] যিশুর উপরে নেমে এসে পবিত্র আত্মা তাঁকে প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা বলে ঘোষণা করেন।

[১১] পিতা যিশুকে তাঁর আপন তৈলাভিষিক্ত (মশীহ) পুত্র বলে ঘোষণা করেন; পবিত্র আত্মা তাঁকে তাঁর মশীহ-ভূমিকায় চালিত করার জন্য তাঁর উপর নিত্য অধিষ্ঠান করবেন। • 'এঁতে আমি প্রসন্ন' : পিতা বিশেষ এক প্রেরণকর্মের উদ্দেশ্যেই যিশুকে মনোনীত করেন।

[১২] 'তখনই' : আগেও বলা হয়েছে, এই সুসমাচার ক্রুশের দিকে ছুটে চলে। • 'টেনে নিলেন' : পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে যিশু আত্মার প্রবল চালনা মেনে নিতে বাধ্য; বলা বাহুল্য, তাঁর শিষ্যদের বেলায়ও তেমনটি হওয়া উচিত।

[১৪] ঈশ্বরের সুসমাচারে ঐশবাণী ছাড়া ঐশশক্তিও উপস্থিত যা মানুষের পরিত্রাণ সাধন করে। যিশু যেমন প্রচার করেছিলেন, তাঁর ভক্তমণ্ডলীও তেমনি সুসমাচার প্রচার করে চলবে।

[১৫] 'কাল পূর্ণ হল' : ঈশ্বরের সকল প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় এসেছে।

[১৬] যিশু যেমন 'তখনই' (সঙ্গে সঙ্গেই) পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েছিলেন, যাঁদের তিনি ডাকেন তাঁরাও 'তখনই' (সঙ্গে সঙ্গেই) সাড়া দেন : শিষ্যের আচরণ গুরুর আচরণের অনুরূপ হওয়া চাই • সেসময় শিষ্যই কোন না কোন রাব্বিকে বেছে নিয়ে তাঁর অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিত। এখন কিন্তু এ নিয়ম আর চলবে না : যিশুই শিষ্যকে আহ্বান করেন, আর শিষ্য শর্তহীন বাধ্যতা দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিতে বাধ্য।

[২৩] 'অশুচি আত্মা' বলতে অপদূত বোঝায়; তেমন আত্মা এই অর্থেই অশুচি যে, তার কাজ পবিত্রতম ঈশ্বরের ও তাঁর পবিত্র জনগণের বিরুদ্ধ কাজ। এই বর্ণনায় অশুচি আত্মা যিশুর পবিত্রতার সম্মুখীন হয়ে প্রবলভাবে প্রতিক্রিয়া করে।

[২৪] 'আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী' বাক্যটার অর্থই যিশুর সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করা : শয়তান বুঝতে পেরেছে, পবিত্রতম যিশুর আগমনে তার সময় (অর্থাৎ অশুচিতার সময়) ফুরিয়ে গিয়েছে।

[৩৪] নিজের রহস্যময় পরিচয় ক্রুশ-ক্ষণের আগেই ব্যক্ত হবে তা যিশু চান না; আগে ব্যক্ত হলে মানুষ তা ভুল বুঝবে।

[৪০] 'সংক্রামক চর্মরোগ', মথি ৮:২, টীকা দ্রঃ। সেসময় সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষকে নিরাময় করাই ছিল মৃতদের পুনরুত্থিত করার শামিল। তাছাড়া তেমন নিরাময় কাজ ছিল ঐশরাজ্যের আগমন ও মশীহ-কালের মঙ্গলদানগুলোর চিহ্ন।

[৪৫] ‘কথাটা প্রচার করে …’, আক্ষরিক অনুবাদ: বাণী প্রচার করে … : জন্মসূত্রে কোন মানুষ খ্রিষ্টিয়ান নয়, এমনকি সকল মানুষ অসুস্থ; যিশুর কাছে পরিত্রাণ যাচনা করেই মানুষ সুস্থ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাতার বাণীপ্রচারক হয়ে ওঠে।

২ [২২] যিশুর সম্মুখীন হয়ে মানুষ কঠিন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য, কেননা তাঁকে বেছে নিয়ে আগেকার ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথাও ত্যাগ করা দরকার। মানুষ পুরাতন সবকিছু বের করে না দিলে কেমন করে যিশুর নতুনত্ব তার জীবনে স্থান পাবে?

[২৭] ‘মানবপুত্র’: ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে, অন্তিমকালে যিনি পাপীদের বিচার ও ধার্মিকদের ত্রাণ করতে আসবেন, তিনি মানবপুত্র বলে অভিহিত (দা ৭:১৩)। সুতরাং, যিশুর আগমনে অন্তিমকাল ও মশীহ-কাল উপস্থিত, তবু তিনি এমন মানবপুত্র যিনি পাপীদের বিচার নয়, পরিত্রাণই করেন; আবার, যুদ্ধ নয়, ক্রুশ দ্বারাই তেমন কাজ সাধন করেন।

৩ [১৩] ‘তিনি … ডাকলেন; … তাঁরা এলেন’: আহ্বানে যিশুর নেতৃত্ব, ও সাড়া দেওয়ায় শিষ্যদের বাধ্যতা লক্ষণীয়।

[২৩] ‘উপমা’: সাধু মার্কের ভাষায় উপমাটা বাইরের লোকদের কাছে (অবিশ্বাসীদের কাছে) ঐশরাজ্য-রহস্যটা আবৃতই করে (৪:১০), কিন্তু যারা উপলব্ধি করতে সক্ষম (৪:১০), তারা বোঝে যে ইতিমধ্যে ঈশ্বর রাজ্যভার নিয়েছেন।

[২৯] মশীহ সাধারণ মানুষের বেশে উপস্থিত বলে তাঁকে চিনে না নেওয়া মার্জনীয়; কিন্তু পবিত্র আত্মার শুভ কাজ দেখে তা অশুভ বলে ঘোষণা করায় মানুষ দণ্ডনীয়, কেননা পরিত্রাণ দিতে ইচ্ছুক ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে সে অস্বীকার করে।

[৩১] যিশুর ভাইয়েরা: বাংলা কৃষ্টির মত ইহুদী কৃষ্টিতেও একই গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক রাখত।

৪ [১২] ইশা ৬:৯-১০: যিশুর সময়ে, নবী ইশাইয়ার ব্যাখ্যা অনুসারে, বাণীপ্রচারে নবী ব্যর্থ হবেন, তাতে জেদি জনগণের পাপ আরও গুরুতর হবে; সেই অনুসারে সাধু মার্কও বলতে চান যে, ইহুদী জনগণ সেই ভাববাণী অনুসারে জেদি এক জনগণ যারা চরম নবীর বাণী অগ্রাহ্য করে; তবু তা কেনই বা ঘটবে এবিষয়ে তিনি কোন কথা বলেন না।

[২১] ‘প্রদীপ … আসে’: বর্ণনা একটু অসাধারণ; হয় তো জগতের আলো খ্রিষ্টের আগমনেরই কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে (মার্ক ১:৭; ২:১৭; ১০:৪৫)।

৫ [৯] ‘বাহিনী’: মূল শব্দ অনুসারে তা ছ’ হাজার সৈন্য বিশিষ্ট বাহিনী: শয়তানের প্রভাব সত্যি ভয়ঙ্কর, কিন্তু যিশু এক নিমেষেই তার বিনাশ ঘটাতে পারেন।

[১১] শূকর ছিল অশুচি পশুদের একটা, তাতে সাধু মার্ক বলতে চান, বিধর্মী সেই অঞ্চল অশুচি ছিল।

[১৩] শূকরের পাল ডুবে মারা গেল, অর্থাৎ সেই অঞ্চলের উপরে শয়তানের কর্তৃত্ব গেল, অঞ্চলটা আর অশুচি নয়।

[২০] 'কথাটা প্রচার করে …', আক্ষরিক অনুবাদ : বাণী প্রচার করে …।

৬ [৫] লোকদের বিশ্বাসের অভাবেই যিশু কোন পরাক্রম-কর্ম সাধন করলেন না; বিশ্বাস-পরিবেশ না থাকলে পরাক্রম-কর্মের অর্থ শূন্য : যে কোন পরাক্রম-কর্ম যিশু বা ঈশ্বর বা ঐশরাজ্য সংক্রান্ত একটা দিক তুলে ধরতে চায়।

[৩৪] জনগণ পালকবিহীন অবস্থায় রয়েছে বিধায়ই যিশু দয়ায় বিগলিত; এর অর্থ : যিশু মশীহকালীন পালকের মত (এজে ৩৪:২৩; ৩৭:২৪), মোশির মত (গণনা ২৭:১৫-১৭; সাম ৭৭:২১)। দাউদের মত (সাম ৭৮:৭০-৭২), এমনকি প্রান্তরে আপন জনগণের মেষপালক ঈশ্বরেরই মত ব্যবহার করছেন (সাম ৭৮:৫২-৫৩; ২৩:১; ৮০:১; এজে ৩৪:১৫)।

[৩৫-৪৪] এই সমস্ত পদে প্রভুর ভোজ-অনুষ্ঠানের কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে; আবার, এলিশেয়ের সাধিত অলৌকিক কাজ (২ রাজা ৪:৪২-৪৪) ও প্রান্তরে আপন জনগণের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া মান্নার অলৌকিক কাজেরও যথেষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। যিশুই সেই প্রত্যাশিত মশীহ যিনি চরমকালে ঈশ্বরের মহাকীর্তিকলাপ পুনঃসাধন করেন। নবী ইশাইয়ার পূর্বঘোষিত মশীহকালীন মহাভোজের কথাও এখানে ধ্বনিত (ইশা ২৫:৬-৮)।

[৩৭] যিশু মানুষের ভাবনা শুধু নয়, নিজের কাজে তাদের বাস্তব সহযোগিতাই প্রত্যাশা করেন।

[৩৯] যিশু সাম ২১শে বর্ণিত রাখালের মত ব্যবহার করে নিজের জনগণের প্রাণ জুড়িয়ে দেন।

[৪১] 'ধন্য স্তুতিবাদ' : খাদ্যগ্রহণের আগে ইহুদীরা 'ধন্য প্রভু' বলে প্রার্থনাটা শুরু করত।

[৪৮] পুরাতন নিয়মে, সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চলা ও তা প্রশমিত করাই ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য (সাম ৭৭:১৭; ৬৫:৮)।

[৫০] 'আমিই আছি' : এবাক্য দ্বারাই ঈশ্বর পুরাতন নিয়মকালে নিজেকে প্রকাশ করতেন (যাত্রা ৩:১৪; দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৯; ইশা ৪১:৪; ৪৩:১০,১৩); সুতরাং, এখানে যিশু নিজের ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করতে চান (যোহন ৮:২৪,২৮,৫৮)।

৭ [৭ক] ইশা ২৯:১৩।

[১০খ] যাত্রা ২০:১২; ২১:১৭।

[১৬] কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এবাক্যও রয়েছে : যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক।

[১৯] সমস্ত খাদ্য-দ্রব্য যখন শুচি, তখন ইহুদীরা ছাড়া বিধর্মীরাই বিশেষভাবে খ্রিষ্টীয় প্রেম-ভোজে অংশ নিতে পারে।

৮ [৩] 'দূর থেকে এসেছে' : তাদেরই কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যারা বিধর্মী ছিল কিন্তু এখন প্রভুর ভোজে অংশী হয়েছে।

[১১] 'স্বর্গ থেকে' বলতে ঈশ্বর থেকেই বোঝায়: ঈশ্বর চিহ্ন দিলেই ফরিশীরা যিশুতে বিশ্বাস রাখতে সম্মত।

[১৫] সেসময় খামির ছিল যত অশুচিতা ও ক্ষয়ের প্রতীক (১ করি ৫:৬-৮; গা ৫:৯); উপরন্তু, রাব্বিদের ভাষায় তা ছিল মানুষের দুরভিসন্ধির প্রতীক; সম্ভবত সাধু মার্ক একথা বলতে চান: যে ফরিশীদের ও হেরোদের সঙ্গে মেলা-মেশা করে সে যিশুর প্রতি তাদের দুরভিসন্ধির অংশী হবে। সেজন্য তাদের 'খামির' বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

[২২] এই বিশেষ বর্ণনার মধ্য দিয়ে যিশু দেখান, তিনি উপলব্ধিতে ধীর শিষ্যদের মন ক্রমে ক্রমে আলোকিত করেন।

[২৯] যিশুর এই প্রশ্ন সর্বকালের বিশ্বাসীদেরও উদ্দেশ করে: আমার কাছে যিশু আসলে কে? • 'আপনি সেই খ্রিস্ট' অর্থাৎ সেই মশীহ প্রাচীনকালের নবীরা ও বাপ্তিস্মদাতা যোহন যাঁর আসবার কথা বলেছিলেন।

[৩৩] 'পিছনে চলে যাও': যিশুর যন্ত্রণাভোগে বাধা দিয়ে পিতর সেই শয়তানেরই ভূমিকা পালন করে যে শয়তান যিশুকে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা থেকে ফেরাতে সচেষ্ট। শিষ্য হিসাবে পিতরের উচিত ছিল যিশুর পিছনেই চলা।

[৩৪] প্রকৃত শিষ্যের জীবন যিশুর জীবনের প্রতিবিম্ব হওয়া চাই: তিনি যেমন আত্মত্যাগ করেছেন, শিষ্য তেমনি যিশু ও সুসমাচারের জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নেবে।

৯ [১…] সাধু মার্কের বিশেষ দৃষ্টিকোণ অনুসারে, যিশুর দিব্য রূপান্তর তাঁর গৌরবময় পুনরুত্থানেরই পূর্বদর্শন। যিশুর দিব্য রূপান্তর যেরুশালেম অভিমুখে মানবপুত্রের আরোহণ আলোকিত করে: গুরু যে পথ পালন করতে যাচ্ছেন, শিষ্যেরা সেই পথ বুঝতে অক্ষম, এজন্য ঈশ্বর তাঁদের তাঁর আপন পুত্রের রহস্যময় গৌরব দেখবার সুযোগ দেন, আর সেইসঙ্গে এ দাবি রাখেন তাঁরা যেন তাঁর বাণী মেনে চলেন।

[৪] 'মোশি ও এলিয়': উভয় মহাব্যক্তিত্ব সিনাই পর্বতে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন; একদিকে মোশি ছিলেন প্রাক্তন সন্ধির ঐশবিধানকর্তা, অপরদিকে লোকে মশীহের অগ্রদূত হিসাবে এলিয়ের প্রতীক্ষায় ছিল; তাতে বর্ণনার লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে: যিশুই নবসন্ধির চরম বিধানকর্তা ও প্রতীক্ষিত মশীহ, এজন্যই তাঁর বাণী পালনীয়।

[৭] মেঘ ঈশ্বরের উপস্থিতির চিহ্ন (যাত্রা ১৯:১৬; ২৪:১৫-১৬; ৪০:৩৪,৩৫; ১ রাজা ৮:১০-১২; ইত্যাদি)।

[৯] সাধু মার্ক বলতে চান, এই আশ্চর্য ঘটনার অর্থ কেবল যিশুর পুনরুত্থানের পরেই উপলব্ধি করা যাবে।

[৪৩] ‘জাহান্নাম’: সেকালের প্রকৃত শব্দই ‘গেহেন্না’। জাহান্নাম (গেহেন্না) ছিল যেরুশালেমের বাইরে অবস্থিত একটা উপত্যকা। সেখানে শহরের আবর্জনা ফেলে দেওয়া হত, ও তা নিঃশেষ করার জন্য দিন রাত আগুন জ্বলত। যেহেতু সেখানে তাদেরও লাশ ফেলে দেওয়া হত যারা কবরস্থানের অযোগ্য ছিল, সেজন্য স্থানটা অভিশপ্ত বলে গণ্য ছিল। পুরাতন নিয়মকালে স্থানের নাম ছিল বেন্-হিন্নোম উপত্যকা (যেরে ১৯:২-৬ ইত্যাদি)।

[৪৪] কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এবাক্যও রয়েছে: সেই জাহান্নামে তাদের কীট মরে না, আর আগুনও কখনও নেভে না।

[৪৫] ‘জাহান্নাম’: সেকালের প্রকৃত শব্দই ‘গেহেন্না’। জাহান্নাম (গেহেন্না) ছিল যেরুশালেমের বাইরে অবস্থিত একটা উপত্যকা। সেখানে শহরের আবর্জনা ফেলে দেওয়া হত, ও তা নিঃশেষ করার জন্য দিন রাত আগুন জ্বলত। যেহেতু সেখানে তাদেরও লাশ ফেলে দেওয়া হত যারা কবরস্থানের অযোগ্য ছিল, সেজন্য স্থানটা অভিশপ্ত বলে গণ্য ছিল। পুরাতন নিয়মকালে স্থানের নাম ছিল বেন্-হিন্নোম উপত্যকা (যেরে ১৯:২-৬ ইত্যাদি)।

[৪৬] কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এবাক্যও রয়েছে: সেই জাহান্নামে তাদের কীট মরে না, আর আগুনও কখনও নেভে না।

[৪৭] ‘জাহান্নাম’: সেকালের প্রকৃত শব্দই ‘গেহেন্না’। জাহান্নাম (গেহেন্না) ছিল যেরুশালেমের বাইরে অবস্থিত একটা উপত্যকা। সেখানে শহরের আবর্জনা ফেলে দেওয়া হত, ও তা নিঃশেষ করার জন্য দিন রাত আগুন জ্বলত। যেহেতু সেখানে তাদেরও লাশ ফেলে দেওয়া হত যারা কবরস্থানের অযোগ্য ছিল, সেজন্য স্থানটা অভিশপ্ত বলে গণ্য ছিল। পুরাতন নিয়মকালে স্থানের নাম ছিল বেন্-হিন্নোম উপত্যকা (যেরে ১৯:২-৬ ইত্যাদি)।

[৪৮ক] ইশা ৬৬:২৪।

১০ [৮ক] আদি ১:২৭; ১:২৪।

[১৫] তাদের সরলতা ও পবিত্রতার জন্য নয়, পরের উপর তাদের আদর্শ নির্ভরশীলতার জন্যই শিশুরা উপস্থাপিত।

[১৯খ] যাত্রা ২০:১২-১৬।

[৩০] সাধু মার্কের আর এক বৈশিষ্ট্য: যিশুর অনুসরণে শিষ্য নিজ গুরুর মত নির্যাতনের সম্মুখীন হবেই।

[৩৮] পুরাতন নিয়মে ‘পানপাত্র’ যন্ত্রণাভোগের প্রতীক (সাম ৭৫:৯; ইশা ৫১:১৭-২২; যেরে ২৫:২৫; এজে ২৩:৩১-৩৪)। এই প্রতীক ছাড়া সাধু মার্ক বাপ্তিস্মের কথাও বলেন যা এক্ষেত্রে ধর্মীয় বিরোধিতা-জনিত দুঃখক্লেশ ও সাক্ষ্যমরণেরই প্রতীক।

[৪৫] ‘অনেকের মুক্তিমূল্য’ : যিশু সকলের জন্য ও সকলের হয়েই মরলেন (তাঁর ভাষায় অনেক বলতে সকল-ও বোঝায়।

১১ [৯] সাম ১১৮:২৫-২৬। ‘হোশান্না’ এর অর্থই ‘কর গো ত্রাণ’ বা ‘কর গো জয়দান’। জয়ধ্বনিটা রাজাকে উদ্দেশ করেই দেওয়া হত।

[১৭ক] ইশা ৫৬:৭; যেরে ৭:১১।

[২৬] কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এ বাক্যও রয়েছে: কিন্তু তোমরা যদি পরকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন না।

[৩০] ‘স্বর্গ থেকে’ অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে।

১২ [১] ‘আঙুরখেত’ হল ইস্রায়েল জনগণের প্রতীক যারা ঈশ্বরের প্রত্যাশিত ফল দেখাতে পারেনি (ইশা ৫:১); তেমন ব্যর্থতার কারণ সাধু মার্ক কৃষকদের উপরে, অর্থাৎ মহাযাজক, শাস্ত্রী ও প্রবীণদের উপরেই আরোপ করেন।

[৬] ‘প্রিয়তম পুত্র’ : একথার মধ্য দিয়ে, যা যিশুর বাপ্তিস্ম-লগ্নে ও দিব্য রূপান্তরেও ব্যবহৃত, উপমাটা যিশুর দিকে অঙুলি নির্দেশ করে; তাতে মশীহমুখী অর্থও প্রকাশিত।

[১১ক] সাম ১১৮:২২-২৩।

[১৯খ] দ্বিঃবিঃ ২৫:৫-১০।

[২৬গ] যাত্রা ৩:৬।

[৩০ঘ] দ্বিঃবিঃ ৬:৪-৫।

[৩১ঙ] লেবীয় ১৯:১৮।

[৩৬চ] সাম ১১০:১।

১৩ [১৪ক] দা ৯:২৭; ১১:৩১; ১২:১১; ১ মাকা ১:৫৪; ৬:৭।

[১৯খ] দা ১২:১।

[২৫গ] এজে ৩২:৭-৮; যোয়েল ২:১০।

[২৬ঘ] দা ৭:১৩-১৪।

১৪ [২২-২৪] ‘ধন্য স্তুতিবাদ’ : খাদ্যগ্রহণের আগে ইহুদীরা ‘ধন্য প্রভু’ বলে প্রার্থনাটা শুরু করত। • ‘গ্রহণ করে নাও’ : সেই পবিত্রতম রুটি যিশুর হাত থেকেই গ্রহণ করে নেওয়া দরকার; সবসময় তিনিই দাতা।

[২৩] ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে নিজ রক্ত ঝরিয়ে যিশু সেই সন্ধির সিদ্ধি ঘটান যা একসময় সিনাই পর্বতে পশুদের রক্ত দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল (যাত্রা ২৪:৪-৮)। একইসঙ্গে তিনি বোঝাতে চান যে, নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষিত নবসন্ধিও তাঁর নিজের রক্তেই সম্পাদিত হচ্ছে (যেরে ৩১:৩১-৩৪), এবং নিজ আত্মবলিদানকে 'অনেকের জন্য' অর্থাৎ মানবজাতির সকলেরই জন্য ফলপ্রসূ বলে ঘোষণা করেন (ইশা ৫৩:১২)।

[২৫] 'যে দিনে … ': দিনটি হল শেষ দিন। ঈশ্বরের রাজ্য এখানে মশীহ-ভোজ বলে বর্ণিত (ইশা ২৫:৬)।

[২৬] পাস্কা-ভোজ শেষে ইহুদীরা 'হাল্লেল' সামসঙ্গীত-মালার দ্বিতীয় অংশ গাইত (সাম ১১৫–১১৮): এ সামসঙ্গীতগুলো 'হাল্লেল' বলে পরিচিত যেহেতু 'আল্লেলুইয়া' (প্রভুর প্রশংসা কর) জয়ধ্বনি দিয়ে শুরু করে।

[২৭ক] জাখা ১৩:৭।

[৫১-৫২] এই ঘটনা কেবল মার্ক দ্বারা উল্লিখিত বিধায় অনেকে মনে করেন, তরুণটি স্বয়ং সাধু মার্ক।

[৬২] 'আমিই আছি' বাক্যটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: একদিকে যিশু ঈশ্বরের নিজের আত্মপরিচয়-দানের বাক্যটা নিজের বেলায়ই ব্যবহার করেন, অন্য দিকে এইখানে প্রথমবারের মত স্বীকার করেন তিনিই মশীহ ও ঈশ্বরের পুত্র, ঠিক যেমনটি সুসমাচারের সূচনায় ঘোষণা করা হয়েছিল (১:১)। পরবর্তী অংশ সাম১১০:১; দা ৭:১৩ দ্রঃ।

১৫ [১৭] লক্ষণীয়, সৈন্যেরা যিশুকে তাচ্ছিল্যের রাজা বলে উপহাস করে; কিন্তু তাঁর এই মর্মান্তিক অবস্থায়ই বিশ্বাসী মণ্ডলী তাঁকে প্রকৃত বিশ্বরাজ বলে পূজা করে।

[২৫, ৩৩] প্রার্থনার তিনটে প্রহর উল্লিখিত; আদি থেকে মণ্ডলী নিজ প্রাহরিক উপাসনায় এই তিনটে প্রহরে যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করে আসছে।

[২৮] কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এ বাক্যও রয়েছে: আর শাস্ত্রের এই যে বচন আছে, তাঁকে অপকর্মাদের সঙ্গে গণ্য করা হল, তা পূর্ণ হল।

[৩৩] এই অন্ধকার (যাত্রা ১০:২২; আমোস ৮:৯-১০ দ্রঃ) সম্ভবত ঈশ্বরের বিচারের প্রতীক যা ক্রুশ থেকে সারা পৃথিবীর উপর ব্যাপ্ত হয়। • 'সারা পৃথিবী জুড়ে', অনুবাদান্তরে: 'সারা দেশ জুড়ে'।

[৩৪] বিকল্পে, 'লামা শাবাখ্‌থানি'। এই চিৎকারে যিশুর গভীর মর্মবেদনাই প্রকাশিত, তাঁর হতাশা নয়, কেননা ২২ নং সামসঙ্গীতের পরবর্তী কয়েক পদ দুঃখীর ভরসা ব্যক্ত করে।

[৩৮-৩৯] এই দুই পদ পরিত্রাণের ইতিহাসে যিশুর মৃত্যুর গুরুত্ব তুলে ধরতে চায়: যে পরদা জনগণকে পরমপবিত্র স্থান থেকে পৃথক রাখত (যাত্রা ২৬:৩৩) পাছে তারা সেখানে গিয়ে মারা পড়ে, তা দু' ভাগ হওয়ায় ঈশ্বরের কাছে জনগণের প্রবেশাধিকার প্রকাশ করে (হিব্রু

৬:১৯-২০; ৯:৩,৬-১২); সেইসঙ্গে বিধর্মী শতপতি সকল বিধর্মীদের হয়ে যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করেন; সাধু মার্ক এই সুসমাচার বিধর্মী অবস্থা থেকে আগত বিশ্বাসীদের উদ্দেশ করেই লিখেছিলেন, এপদ পাঠ করে তারা অবশ্যই শতপতির বিশ্বাস-ঘোষণা নিজেদেরই বিশ্বাস-ঘোষণা বলে গ্রহণ করেছিল, এবং এতে গর্ববোধ করছিল যে, বিধর্মী একজনই প্রথম হয়ে যিশুর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেছিলেন।

১৬ [৫] 'শুভ্র পোশাক-পরা একটি যুবক': শুভ্র পোশাক পরে আছেন বলে যুবকটি স্ত্রীলোকদের ধারণায় স্বর্গীয়ই এক জীব, এজন্যই তাঁকে দেখে স্ত্রীলোকেরা বিহ্বল হয়ে পড়েন।

[৬] 'তাঁকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে': অর্থাৎ পিতা ঈশ্বরের প্রভাবেই যিশু পুনরুত্থান করেছেন।

[৮] 'ভীত হয়ে পড়েছিলেন': যিশুর পুনরুত্থানের আশ্চর্য সংবাদ এমন যা নারীদের বিহ্বল করেছিল; সেজন্যই তাঁরা পালিয়ে গিয়ে কাউকে কিছুই বললেন না। তাঁরা অবশ্যই দেখেছিলেন যে কবরটি শুন্য, কিন্তু শুন্য কবরটি যিশুর পুনরুত্থানের প্রমাণ বলে উপস্থাপিত নয়, বরং একথার উপর জোর দিতে চায় যে, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে খোঁজ করাই বৃথা কাজ, যেহেতু তিনি এখন পুনরুত্থিত।

[৯-২০] সম্ভবত সাধু মার্ক অষ্টম পদেই নিজ লেখা শেষ করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে মণ্ডলীতে প্রচলিত অন্যান্য সুসমাচার দেখে প্রথম প্রজন্মের আদি-খ্রিষ্টভক্তগণ বিবেচনা করলেন, সাধু মার্কের লেখায় পুনরুত্থিত যিশুর আত্মপ্রকাশের বিবরণীও দেওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘতম বলে পরিচিত এই বিবরণী ছাড়া (অর্থাৎ ১৬:৯-২০), ক্ষুদ্রতম আর একটি বিবরণীও রয়েছে যা একটিমাত্র পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়; বিবরণী এরূপ: 'তাঁদের যা যা জানানো হয়েছিল, তাঁরা, পিতরের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সকলকে তা সবই সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন। তারপর যিশু নিজেই তাঁদের মাধ্যমে পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত চিরন্তন পরিত্রাণের পবিত্র ও অবিনশ্বর বাণী প্রচার করেছিলেন। আমেন' পরবর্তীকালীন কোনও কোনও পাণ্ডুলিপি দীর্ঘতম ও ক্ষুদ্রতম বিবরণী দু'টোই উল্লেখ করে। তা ছাড়া, এমন পাণ্ডুলিপিও রয়েছে যেগুলো আলাদা সমাপ্তি-বিবরণী উপস্থাপন করে।

লুক-রচিত সুসমাচার

সাধু লুকের লেখায় যিশু বিশেষভাবে গরিব ও সমাজে ছোট বলে পরিগণিত যারা তাদেরই উদ্দেশ করে ইহুদী-অনিহুদী সকলকেই পরিত্রাণ গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ করেন; হয় তো এই কারণেই এই সুসমাচার গরিব, কম-শিক্ষিত ও সামাজিক দিক থেকে মানবাধিকার-বঞ্চিত মানুষের হৃদয় জয় করেছে ও করে থাকে। যে বিষয়ের উপর সাধু লুক বিশেষ জোর দেন তা হল ভক্তজনের জীবনে পবিত্র আত্মার ভূমিকা যা প্রার্থনা, আনন্দ, ও ঈশ্বরের স্তুতিগানে ব্যক্ত হয়; ধনসম্পদের বিষয়েও তিনি ভক্তজনকে সতর্ক থাকতে বলেন। তাঁর লেখা সুসমাচারের প্রথম ও শেষ দৃশ্য যেরুশালেমকেই কেন্দ্র করে: সেখান থেকেই পরিত্রাণ-সংবাদ বিস্তার লাভ করতে শুরু করে, সেইখানে যিশুর পরিত্রাণকর্মের গন্তব্যস্থল, আবার সেখান থেকেই প্রেরিতদূতদের প্রেরণকর্ম বিস্তার লাভ করতে শুরু করবে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪

মুখবন্ধ

১ [১] যেহেতু আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা পূর্ণতা লাভ করেছে অনেকেই তার বিবরণ রচনা-কাজে হাত দিয়েছেন— [২] ঠিক সেইভাবে, যাঁরা প্রথম থেকে প্রত্যক্ষদর্শী ও বাণীর সেবাকর্মী ছিলেন তাঁরা যেভাবে তা আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন— [৩] সেজন্য, হে মহামান্য থেওফিল, আমিও প্রথম থেকে সকল বিষয় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করার পর, আপনার জন্য তার একটি সূক্ষ্ম বৃত্তান্ত লিখব বলে স্থির করেছি; [৪] আপনি যে ধর্মশিক্ষা পেয়েছেন, তা যে নিশ্চিত, একথা যেন অবগত হতে পারেন।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মসংবাদ

[৫] যুদেয়ার রাজা হেরোদের আমলে আবিয়ার যাজক-শ্রেণির একজন যাজক ছিলেন যাঁর নাম জাখারিয়া; তাঁর স্ত্রী ছিলেন আরোন-বংশীয়া, তাঁর নাম এলিশাবেথ। [৬] তাঁরা দু'জনে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক ছিলেন, ও প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও নিয়ম-বিধি নিখুঁতভাবে মেনে চলতেন। [৭] কিন্তু তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন, কারণ এলিশাবেথ বন্ধ্যা ছিলেন, তাছাড়া দু'জনেরই বেশ বয়স হয়েছিল।

[৮] একদিন এমনটি ঘটল যে, তিনি নিজ পালা অনুক্রমে ঈশ্বরের সামনে যজনকর্ম পালন করছিলেন, [৯] তখন যজনকর্মের প্রথা অনুসারে গুলিবাঁটক্রমে তাঁকেই প্রভুর পবিত্রধামে প্রবেশ করে ধূপ-আহুতি দিতে হল। [১০] ধূপ-আহুতির সময়ে সমস্ত জনগণ বাইরে থেকে প্রার্থনা করছিল।

[১১] তখন প্রভুর দূত ধূপবেদির ডান পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখা দিলেন। [১২] দেখে জাখারিয়া বিচলিত হলেন, ভয়ে অভিভূত হলেন; [১৩] কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, 'জাখারিয়া, ভয় করো না, কারণ তোমার মিনতি গ্রাহ্য হয়েছে: তোমার স্ত্রী এলিশাবেথ তোমার ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তুমি তার নাম যোহন রাখবে। [১৪] তুমি আনন্দিত ও উল্লসিত হবে, ও তার জন্মে আরও অনেকে আনন্দিত হবে, [১৫] কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হবে। সে আঙুররস বা উগ্র পানীয় পান করবে না, মাতৃগর্ভ থেকেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবে, [১৬] ও অনেক ইস্রায়েল সন্তানকে তাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে ফিরিয়ে আনবে। [১৭] *পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি*, ও বিদ্রোহীদের ধার্মিকদের সদ্বিবেচনায় *ফেরাবার জন্য* (ক), প্রভুর যোগ্য এক জনগণকেই প্রস্তুত করার জন্য সে তাঁর সামনে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে এগিয়ে চলবে।' [১৮] জাখারিয়া দূতকে বললেন, 'আমি কী করে একথা জানব? আমি তো বৃদ্ধ, ও আমার স্ত্রীর বেশ বয়স হয়েছে।' [১৯] উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, 'আমি গাব্রিয়েল; আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে নিত্যই দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ও তোমাকে এই শুভসংবাদ জানাতে প্রেরিত হয়েছি। [২০] দেখ, যতদিন এই সমস্ত কিছু না ঘটে, ততদিন তুমি বোবা হয়ে থাকবে, কথা বলতে পারবে না, কারণ আমার এই যে সকল কথা যথাসময়ে পূর্ণ হবে, তা তুমি বিশ্বাস করলে না।' [২১] এদিকে জনগণ

জাখারিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল, এবং তিনি যে এতক্ষণ ধরে পবিত্রধামে থাকছেন, তাতে তারা আশ্চর্য হল। [২২] আর যখন তিনি বেরিয়ে এসে তাদের কাছে কথা বলতে পারলেন না, তখন তারা বুঝল যে, পবিত্রধামে তিনি কোন একটা দর্শন পেয়েছেন। তাদের কাছে তিনি নানা সঙ্কেত দিলেন, কিন্তু বোবা হয়ে রইলেন।

[২৩] পরে, তাঁর সেবার সময় পূর্ণ হলে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন। [২৪] এই দিনগুলির পরে তাঁর স্ত্রী এলিশাবেথ গর্ভধারণ করলেন, ও পাঁচ মাস ধরে আড়ালে থাকলেন; তিনি বলছিলেন, [২৫] 'লোকদের মধ্যে আমার যে কলঙ্ক ছিল, তা দূর করে দিয়ে এবার প্রভু প্রসন্ন হয়ে আমার প্রতি তেমন কাজই সাধন করেছেন!'

যিশুর জন্মসংবাদ

[২৬-২৭] ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বর দ্বারা গালিলেয়ার নাজারেথ নামে শহরে এমন একজন যুবতী কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন যিনি দাউদকুলের যোসেফ নামে একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন—কুমারীটির নাম মারীয়া। [২৮] প্রবেশ করে দূত তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।' [২৯] এই কথায় তিনি অধিক বিচলিতা হলেন, ও ভাবতে লাগলেন তেমন অভিবাদনের অর্থ কী! [৩০] কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, 'ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। [৩১] দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যিশু রাখবে। [৩২] তিনি মহান হবেন, ও পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন; এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন; [৩৩] তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।' [৩৪] মারীয়া দূতকে বললেন, 'এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না?' [৩৫] উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, 'পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন। [৩৬] আর দেখ, তোমার আত্মীয়া এলিশাবেথ, সেও বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে; লোকে যাকে বন্ধ্যা বলে ডাকত, তার ছ'মাস চলছে; [৩৭] কারণ *ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।*'[খ] [৩৮] মারীয়া বললেন, 'এই যে! আমি প্রভুর

দাসী; আপনি যেমন বলেছেন, আমার প্রতি সেইমত হোক।' তখন দূত তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

এলিশাবেথের কাছে মারীয়ার শুভাগমন

[৩৯] সেসময়ে মারীয়া সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে যুদার একটা শহরের দিকে যত শীঘ্রই যাত্রা করলেন। [৪০] জাখারিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে এলিশাবেথকে অভিবাদন জানালেন। [৪১] তখন এমনটি ঘটল যে, এলিশাবেথ মারীয়ার অভিবাদন শোনামাত্র তাঁর গর্ভে শিশুটি লাফিয়ে উঠল; এলিশাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন [৪২] ও উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল। [৪৩] আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে? [৪৪] দেখ, তোমার অভিবাদন আমার কানে ধ্বনিত হওয়ামাত্র শিশুটি আমার গর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠল; [৪৫] আহা, সুখী সেই জন যে বিশ্বাস করেছে! কারণ প্রভু দ্বারা তাকে যা বলা হয়েছে, তা সিদ্ধিলাভ করবে।' [৪৬] তখন মারীয়া বললেন:

'প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ,
[৪৭] *আমার ত্রাতা ঈশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস,*
[৪৮] কারণ *তাঁর দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি,*
কেননা দেখ, এখন থেকে যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে;
[৪৯] কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান
—*পবিত্রই তাঁর নাম;*
[৫০] আর *যারা তাঁকে ভয় করে,*
তাদের প্রতি তাঁর দয়া যুগযুগস্থায়ী।
[৫১] তিনি পরাক্রম সাধন করেছেন আপন বাহুবলে,
গর্বিতদের বিক্ষিপ্ত করেছেন তাদের হৃদয়ের মতলবে;
[৫২] *ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন* সিংহাসন থেকে,
নিম্নাবস্থার মানুষকে করেছেন উন্নীত;
[৫৩] *ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত করেছেন মঙ্গলদানে,*

ধনীদের ফিরিয়ে দিয়েছেন শূন্য হাতে।

[৫৪] *আপন দয়া স্মরণ ক'রে*

তাঁর দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন তিনি,

[৫৫] যেমনটি বলেছিলেন *আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে,*

আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে, চিরকাল।'

[৫৬] মারীয়া তাঁর সঙ্গে প্রায় তিন মাস থাকলেন, পরে বাড়ি ফিরে গেলেন।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্ম ও তাঁর পরিচ্ছেদন

[৫৭] প্রসবকাল পূর্ণ হলে এলিশাবেথ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। [৫৮] প্রভু তাঁর প্রতি মহা কৃপা দেখিয়েছেন শুনে তাঁর প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করল।

[৫৯] অষ্টম দিনে তারা শিশুটিকে পরিচ্ছেদিত করতে এল; তারা তার পিতার নাম অনুসারে তার নাম জাখারিয়া রাখতে যাচ্ছিল, [৬০] কিন্তু তার মা প্রতিবাদ করে বললেন, 'না, ওর নাম হবে যোহন।' [৬১] তারা তাঁকে বলল, 'আপনার গোত্রের মধ্যে তেমন নাম কারও নেই।' [৬২] তখন তারা তার পিতাকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কী নাম রাখতে চান। [৬৩] একটা লিপিফলক চেয়ে নিয়ে তিনি লিখলেন, 'এর নাম যোহন।' এতে সকলে আশ্চর্য হল; [৬৪] আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর মুখ খুলে গেল, তাঁর জিহ্বার জড়তাও ঘুচে গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করতে করতে কথা বলতে লাগলেন। [৬৫] তাঁর প্রতিবেশী সকলে ভয়ে অভিভূত হল, ও যুদেয়ার গোটা পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে এই সমস্ত বিষয়ে বলাবলি হতে লাগল। [৬৬] যারা শুনত, সকলেই তা হৃদয়ে গেঁথে রেখে বলত: 'এই বালকটি তবে কী হবে?' বাস্তবিকই প্রভুর হাত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিল।

[৬৭] তার পিতা জাখারিয়া পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে নবীয় প্রেরণায় বলে উঠলেন:

[৬৮] '*ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর,*

কারণ আপন জনগণকে দেখতে এসেছেন,

সাধন করেছেন তাদের মুক্তিকর্ম,

[৬৯] এবং তাঁর দাস দাউদের কুলে
আমাদের জন্য ঘটিয়েছেন এক ত্রাণশক্তির জাগরণ,
[৭০] যেমনটি তাঁর প্রাচীনকালের পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে বলেছিলেন,
[৭১] আমাদের *শত্রুদের ও সকল বিদ্বেষীদের হাত থেকে পরিত্রাণের কথা :*
[৭২] *আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি দয়া করবেন*
ও তাঁর পবিত্র সন্ধির কথা স্মরণে রাখবেন,
[৭৩] *সেই যে শপথ তিনি উচ্চারণ করেছিলেন*
আমাদের পিতা *আব্রাহামের প্রতি :*
[৭৪] আমাদের শত্রুদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে
আমরা যেন নির্ভয়ে
[৭৫] পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে
তাঁর সাক্ষাতে তাঁর সেবা করতে পারি আমাদের সমস্ত দিন।
[৭৬] আর তুমি, শিশু, পরাৎপরের নবী বলে অভিহিত হবে,
কারণ *প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে,*
[৭৭] তাঁর জনগণকে জানিয়ে দিতে
তাদের পাপক্ষমায় সাধিত পরিত্রাণের কথা।
[৭৮] আমাদের ঈশ্বরের স্নেহময় দয়ায়,
যে দয়ায় উদীয়মান সূর্য ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন
[৭৯] *তাদেরই আলো দিতে, যারা বসে আছে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়,*
আমাদের চরণ চালিত করতে শান্তির পথে।'

[৮০] ইতিমধ্যে বালকটি বেড়ে উঠল ও আত্মায় বলবান হল। ইস্রায়েলের কাছে তার আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত সে মরুপ্রান্তরে থাকল।

যিশুর জন্ম ও তাঁর পরিচ্ছেদন

২ [১] সেসময় আউগুস্তুস কায়েসারের একটা রাজাজ্ঞা জারি হল, যা অনুসারে সারা পৃথিবী জুড়ে লোকগণনা করা হবে। [২] এই প্রথম লোকগণনা করা হয়েছিল যখন

কুইরিনুস ছিলেন সিরিয়ার প্রদেশপাল। [৩] নাম লেখাবার জন্য সকলে নিজ নিজ শহরে গেল; [৪-৫] তাই যোসেফও দাউদের কুল ও গোত্রের মানুষ হওয়ায় নিজের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী মারীয়ার সঙ্গে নাম লেখাবার জন্য গালিলেয়ার নাজারেথ শহর থেকে যুদেয়ার সেই দাউদ-নগরীতে গেলেন যার নাম বেথলেহেম। মারীয়া তখন গর্ভবতী। [৬] তখন এমনটি ঘটল যে, তাঁরা সেখানে থাকতেই মারীয়ার প্রসবকাল পূর্ণ হল, [৭] আর তিনি নিজের প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব করলেন। কাপড়ে জড়িয়ে তিনি তাঁকে একটা জাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ সেই বাড়ির অতিথিশালায় তাঁদের জন্য স্থান ছিল না।

[৮] একই অঞ্চলে একদল রাখাল ছিল, যারা রাতের প্রহরে প্রহরে নিজ নিজ পাল পাহারা দিচ্ছিল। [৯] প্রভুর এক দূত তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন, এবং প্রভুর গৌরব তাদের চারপাশে ঘিরে রাখল। তারা ভীষণ ভয় পেল, [১০] কিন্তু সেই দূত তাদের বললেন, 'ভয় করো না, কেননা দেখ, আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে: [১১] আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রিষ্ট প্রভু। [১২] তোমাদের জন্য চিহ্ন এ, তোমরা কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে পাবে।' [১৩] আর হঠাৎ ওই দূতের সঙ্গে স্বর্গীয় এক বিশাল দূতবাহিনী আবির্ভূত হয়ে এই বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল,

[১৪] 'ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব,
মর্তলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!'

[১৫] দূতেরা তাদের কাছ থেকে স্বর্গে চলে গেলেই রাখালেরা একে অন্যকে বলল, 'চল, আমরা বেথলেহেম পর্যন্ত যাই, এবং এই যে ঘটনার কথা প্রভু আমাদের জানালেন, তা গিয়ে দেখি।' [১৬] তাই তারা ইতস্তত না করেই গিয়ে মারীয়া ও যোসেফ ও জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে খুঁজে পেল। [১৭] দে'খে, বালকটির বিষয়ে তাদের যা বলা হয়েছিল তা তারা প্রকাশ করল; [১৮] এবং রাখালেরা যাদের কাছে কথাটা বলত, তারা সকলে তা শুনে আশ্চর্য হত। [১৯] কিন্তু মারীয়া এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে হৃদয়গভীরে তার অর্থ বিবেচনা করতেন। [২০] আর রাখালদের যেভাবে বলা হয়েছিল,

তারা সেভাবে সবই দেখতে ও শুনতে পেল বিধায় ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন ও তাঁর প্রশংসাবাদ করতে করতে ফিরে গেল।

[২১] যখন বালকটির পরিচ্ছেদনের জন্য আট দিন পূর্ণ হল, তখন তাঁর নাম যিশু রাখা হল, ঠিক যেভাবে তাঁর গর্ভাগমনের আগে দূত দ্বারা রাখা হয়েছিল।

প্রভুর সামনে হাজির করা যিশু

শিমেয়োন ও আন্নার ভাববাণী

[২২] আর যখন মোশির বিধান অনুসারে তাঁদের শুচীকরণ-কাল পূর্ণ হল, তখন তাঁরা তাঁকে যেরুশালেমে নিয়ে গেলেন যেন প্রভুর সামনে তাঁকে হাজির করেন,—
[২৩] যেমনটি প্রভুর বিধানে লেখা আছে, *প্রথমজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করা হবে* (ক);— [২৪] আর যেন প্রভুর বিধানের নির্দেশমত *একজোড়া ঘুঘু কিংবা দু'টো পায়রার ছানা* বলিরূপে উৎসর্গ করেন। [২৫] সেসময়ে যেরুশালেমে শিমেয়োন নামে একজন ছিলেন, যিনি ধার্মিক ও ভক্তপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ইস্রায়েলের সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় থাকতেন, ও পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে ছিলেন।
[২৬] পবিত্র আত্মা তাঁকে একথা জানিয়েছিলেন যে, প্রভুর সেই খ্রিষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না। [২৭] সেই আত্মার আবেশে তিনি মন্দিরে এলেন, এবং যিশুর পিতামাতা যখন বিধানের নিয়ম-বিধি সম্পাদন করার জন্য শিশুটিকে ভিতরে নিয়ে আসছিলেন, [২৮] তখন তিনি তাঁকে কোলে নিলেন, ও ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন:

[২৯] 'হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত
এখন তোমার এই দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও;
[৩০] কারণ আমার চোখ দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ
[৩১] যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে:
[৩২] ঐশপ্রকাশে বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার আলো
ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের গৌরব।'

[৩৩] শিশুটি সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা শুনে তাঁর পিতামাতা আশ্চর্য হলেন। [৩৪] শিমেয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করলেন, এবং তাঁর মা মারীয়াকে বললেন, 'দেখ, ইনি ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য নিরূপিত; ইনি হবেন অস্বীকৃত এমন এক চিহ্ন— [৩৫] হ্যাঁ, তোমার নিজের প্রাণও এক খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে —যেন অনেক হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হয়।'

[৩৬] আন্না নামে এক নারী-নবীও ছিলেন: তিনি আশের গোষ্ঠীর ফানুয়েলের কন্যা। তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল; কুমারী অবস্থার পর সাত বছর স্বামীর ঘর করে [৩৭] তিনি বিধবা হয়েছিলেন; এখন তাঁর বয়স চুরাশি বছর হয়েছে। তিনি মন্দির থেকে কখনও দূরে না গিয়ে উপবাস ও প্রার্থনায় রত থেকে রাত-দিন উপাসনা করে চলতেন। [৩৮] সেই ক্ষণে এসে উপস্থিত হয়ে তিনিও ঈশ্বরের বন্দনা করতে লাগলেন, এবং যত লোক যেরুশালেমের মুক্তিকর্মের প্রতীক্ষায় ছিল, তাদের কাছে যিশুর কথা বলতে লাগলেন।

[৩৯] প্রভুর বিধান অনুসারে সবকিছু সমাধা করার পর তাঁরা গালিলেয়ায়, তাঁদের নিজেদের শহর নাজারেথে ফিরে গেলেন। [৪০] বালকটি বেড়ে উঠলেন ও বলবান হতে লাগলেন, প্রজ্ঞায় পূর্ণ হয়ে। এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর উপর ছিল।

মন্দিরে যিশুর প্রথম বাণী

[৪১] তাঁর পিতামাতা প্রতি বছর পাস্কাপর্ব উপলক্ষে যেরুশালেমে যেতেন। [৪২] তাঁর বারো বছর বয়স হলে তাঁরা প্রথা অনুসারে পর্বে যোগ দিতে গেলেন। [৪৩] পর্বকাল শেষে যখন ফিরে আসার জন্য রওনা হলেন, তখন বালক যিশু যেরুশালেমে রয়ে গেলেন, আর তাঁর পিতামাতা তা জানতেন না। [৪৪] তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন মনে করে তাঁরা এক দিনের পথ এগিয়ে গেলেন, পরে আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত লোকদের মধ্যে তাঁকে খোঁজ করতে লাগলেন; [৪৫] তাঁকে না পেয়ে তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

[৪৬] তিন দিন পর তাঁরা মন্দিরেই তাঁর খোঁজ পেলেন: তিনি শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন। [৪৭] আর যারা তাঁর কথা শুনছিল, তারা সকলে তাঁর বুদ্ধিতে ও তাঁর উত্তরগুলিতে খুবই স্তম্ভিত হচ্ছিল।

[৪৮] তাঁকে দেখে তাঁরা বিস্ময়বিহ্বল হলেন: তাঁর মা তাঁকে বললেন, 'বৎস, আমাদের প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার? দেখ, তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম।' [৪৯] তিনি তাঁদের বললেন, 'কেন আমাকে খুঁজছিলে? তোমরা কি জানতে না যে, আমাকে আমার পিতার গৃহেই থাকতে হবে?' [৫০] কিন্তু তিনি তাঁদের যে কথা বললেন, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না।

[৫১] তিনি তাঁদের সঙ্গে রওনা হয়ে নাজারেথে চলে গেলেন, ও তাঁদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকলেন। তাঁর মা এই সকল ঘটনা হৃদয়গভীরে গেঁথে রাখতেন। [৫২] এবং যিশু প্রজ্ঞায় ও বয়সে, এবং *ঈশ্বর ও মানুষের সামনে অনুগ্রহে বেড়ে উঠতে লাগলেন* (খ)।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচার

৩ [১] তিবেরিউস কায়েসারের রাজত্বকালের পঞ্চদশ বর্ষে যখন পন্তিউস পিলাত যুদেয়ার প্রদেশপাল, হেরোদ গালিলেয়ার সামন্তরাজ, তাঁর ভাই ফিলিপ ইতুরেয়া ও ত্রাখনিতিস প্রদেশের সামন্তরাজ, এবং লিসানিয়াস আবিলেনের সামন্তরাজ ছিলেন, [২] তখন, আন্না ও কাইয়াফার মহাযাজকত্ব-কালে, ঈশ্বরের আহ্বান মরুপ্রান্তরে জাখারিয়ার সন্তান যোহনের কাছে উপস্থিত হল। [৩] তিনি যর্দনের সমস্ত অঞ্চলে এসে পাপক্ষমার উদ্দেশে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করতে লাগলেন, [৪] যেমনটি নবী ইশাইয়ার বাণীগ্রন্থে লেখা আছে:

এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
তাঁর রাস্তা সমতল কর।
[৫] *উঁচু করা হোক সকল উপত্যকা,*
নিচু করা হোক সকল পর্বত, সকল উপপর্বত।
অসমতল ভূমি হোক সমতল,
শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি;
[৬] *এবং সমস্ত মানবকুল*

প্রভুর পরিত্রাণ দেখতে পাবে।

[৭] তাই যে সকল লোক বেরিয়ে পড়ে তাঁর হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার জন্য আসছিল, তিনি তাদের বলতেন, 'হে সাপের বংশ, আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল? [৮] অতএব এমন ফল দেখাও, যা তোমাদের মনপরিবর্তনের যোগ্য ফল। আর এমনটি ভাববে না যে তোমরা মনে মনে বলতে পার, আব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এ সমস্ত পাথর থেকে আব্রাহামের জন্য সন্তানের উদ্ভব ঘটাতে পারেন। [৯] আর এখনই তো গাছগুলোর শিকড়ে কুড়ালটা লাগানো রয়েছে; অতএব, যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।'

[১০] যখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করত, 'তাহলে আমাদের কী করতে হবে?' [১১] তখন তিনি উত্তরে তাদের বলতেন, 'যার দু'টো জামা আছে, সে, যার নেই, তার সঙ্গে সহভাগিতা করুক; আর যার খাবার আছে, সেও তেমনি করুক।' [১২] বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার জন্য কর-আদায়কারীরাও এল; তাঁকে বলল, 'গুরু, আমাদের কী করতে হবে?' [১৩] তিনি তাদের বললেন, 'যে কর ধার্য আছে, তার বেশি আদায় করো না।' [১৪] সৈন্যরাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আর আমরা? আমাদের কী করতে হবে?' তিনি তাদের বললেন, 'বলপ্রয়োগে কিছু দাবি করো না, অন্যায়ভাবে কিছু আদায়ও করো না, কিন্তু তোমাদের মাইনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাক।'

[১৫] আর যেহেতু জনগণ প্রতীক্ষায় ছিল, ও যোহনের বিষয়ে সকলে মনে মনে ভাবছিল তিনিই সেই খ্রিষ্ট কিনা, [১৬] সেজন্য যোহন সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিই বটে, কিন্তু এমন একজন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই; তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন। [১৭] তাঁর কুলো তাঁর হাতে রয়েছে: তিনি নিজের খামার পরিষ্কার করবেন, ও গম নিজের গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।' [১৮] এবং আরও অনেক উপদেশ দিয়ে তিনি জনগণের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতেন।

কারারুদ্ধ যোহন

যিশুর বাপ্তিস্ম

[১৯] কিন্তু যেহেতু যোহন সামন্তরাজ হেরোদকে তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়ার ব্যাপারে ও তাঁর সমস্ত দুষ্কর্মের ব্যাপারে ভর্ৎসনা করেছিলেন, [২০] সেজন্য হেরোদ নিজের যত দুষ্কর্মের সঙ্গে এটাও যোগ করলেন যে, যোহনকে কারারুদ্ধ করলেন।

[২১] তখন এমনটি ঘটল যে, যখন সমস্ত জনগণ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল এবং যিশু নিজেও বাপ্তিস্ম গ্রহণ ক'রে প্রার্থনা করছিলেন, তখন স্বর্গ উন্মুক্ত হল, [২২] এবং পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে, কপোতের মত, তাঁর উপরে নেমে এলেন; এবং স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।'

যিশুর বংশতালিকা

[২৩] যখন যিশু নিজ কাজ আরম্ভ করেন, তখন তাঁর বয়স আনুমানিক ত্রিশ বছর; তিনি, লোকদের ধারণায়, যোসেফের সন্তান—ইনি হেলির সন্তান, [২৪] ইনি মাথ্যাতের সন্তান, ইনি লেবির সন্তান, ইনি মেল্কির সন্তান, ইনি যান্নাইয়ের সন্তান, ইনি যোসেফের সন্তান, [২৫] ইনি মাত্তাথিয়াসের সন্তান, ইনি আমোসের সন্তান, ইনি নাহুমের সন্তান, ইনি এস্লির সন্তান, ইনি নাগ্গাইয়ের সন্তান, [২৬] ইনি মাআথের সন্তান, ইনি মাত্তাথিয়াসের সন্তান, ইনি সেমেইনের সন্তান, ইনি যোসেখের সন্তান, ইনি যোদার সন্তান, [২৭] ইনি যোয়ানানের সন্তান, ইনি রেসার সন্তান, ইনি জেরুব্বাবেলের সন্তান, ইনি শেয়াল্তিয়েলের সন্তান, ইনি নেরির সন্তান, [২৮] ইনি মেল্কির সন্তান, ইনি আদ্দির সন্তান, ইনি কোসামের সন্তান, ইনি এল্মাদামের সন্তান, ইনি এরের সন্তান, [২৯] ইনি যিশুর সন্তান, ইনি এলিয়েজেরের সন্তান, ইনি যোরিমের সন্তান, ইনি মাথ্যাতের সন্তান, ইনি লেবির সন্তান, [৩০] ইনি শিমেয়োনের সন্তান, ইনি যুদার সন্তান, ইনি যোসেফের সন্তান, ইনি যোনামের সন্তান, ইনি এলিয়াকিমের সন্তান, [৩১] ইনি মেলেয়ার সন্তান, ইনি মেন্নার সন্তান, ইনি মাত্তাথার সন্তান, ইনি নাথানের সন্তান, ইনি দাউদের সন্তান, [৩২] ইনি যেসের সন্তান, ইনি ওবেদের সন্তান, ইনি বোয়াজের সন্তান, ইনি সালার সন্তান, ইনি নাহ্শোনের সন্তান, [৩৩] ইনি আম্মিনাদাবের সন্তান, ইনি আদ্মিনের সন্তান,

ইনি আর্নির সন্তান, ইনি হেস্রোনের সন্তান, ইনি পেরেসের সন্তান, ইনি যুদার সন্তান,
[৩৪] ইনি যাকোবের সন্তান, ইনি ইসহাকের সন্তান, ইনি আব্রাহামের সন্তান, ইনি
তেরাহ্‌র সন্তান, ইনি নাহোরের সন্তান, [৩৫] ইনি সেরুগের সন্তান, ইনি রেউয়ের
সন্তান, ইনি পেলেগের সন্তান, ইনি এবেরের সন্তান, ইনি শেলাহ্‌র সন্তান, [৩৬] ইনি
কাইনানের সন্তান, ইনি আর্ফাক্সাদের সন্তান, ইনি শেমের সন্তান, ইনি নোয়ার সন্তান,
ইনি লামেখের সন্তান, [৩৭] ইনি মেথুশেলাহ্‌র সন্তান, ইনি এনোখের সন্তান, ইনি
যারেদের সন্তান, ইনি মাহালালেলের সন্তান, ইনি কাইনামের সন্তান, [৩৮] ইনি
এনোশের সন্তান, ইনি সেথের সন্তান, ইনি আদমের সন্তান, ইনি ঈশ্বরের সন্তান।

প্রান্তরে পরীক্ষা

৪ [১-২] যিশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে যর্দন থেকে সরে গেলেন, এবং সেই
আত্মার আবেশে প্রান্তরে চালিত হলেন; সেখানে চল্লিশদিন ধরে দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত
হলেন। সেই সমস্ত দিন ধরে তিনি কিছুই খেলেন না; পরে, সেই দিনগুলি অতিবাহিত
হলে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। [৩] তখন দিয়াবল তাঁকে বলল, ‘তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র
হও, তবে এই পাথরগুলোকে বল, তা যেন রুটি হয়ে যায়।’ [৪] উত্তরে যিশু তাকে
বললেন, ‘লেখা আছে, *মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না।*’(ক) [৫] তাঁকে একটা উচ্চ
জায়গায় নিয়ে গিয়ে দিয়াবল মুহূর্তকালের মধ্যে জগতের সকল রাজ্য দেখিয়ে
[৬] তাঁকে বলল, ‘আমি তোমাকে এই সমস্ত অধিকার ও এই সবকিছুর গৌরব দেব,
কারণ তা আমার হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে, আর আমার যাকে ইচ্ছা তাকে দান করি;
[৭] তাই তুমি যদি আমার সামনে প্রণিপাত কর, তবে এই সব তোমারই
হবে।’ [৮] যিশু উত্তরে তাকে বললেন, ‘লেখা আছে, *তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম
করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।*’(খ) [৯] সে তাঁকে যেরুশালেমে নিয়ে গেল, ও
মন্দিরের চূড়ার উপরে দাঁড় করিয়ে তাঁকে বলল, ‘তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে
এখান থেকে নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়, [১০] কেননা লেখা আছে,

তোমার জন্যই আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দিলেন,
তাঁরা যেন তোমায় রক্ষা করেন;

[১১] আরও,

তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন,
পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।'[গ]

[১২] যিশু উত্তরে তাকে বললেন, 'লেখা আছে: *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে পরীক্ষা করো না।*'[ঘ] [১৩] সব ধরনের পরীক্ষা শেষ করে দিয়াবল উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

গালিলেয়ায় যিশুর প্রচারকর্ম

যিশুর বাণীপ্রচারকর্মের সূচনা

৪ [১৪] তখন যিশু পবিত্র আত্মার পরাক্রমে গালিলেয়ায় ফিরে গেলেন, ও তাঁর নাম চারপাশের সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। [১৫] তিনি তাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন, ও সকলে তাঁর গৌরবকীর্তন করত।

[১৬] তিনি যেখানে মানুষ হয়েছিলেন, সেই নাজারায় গেলেন, এবং তাঁর অভ্যাসমত শাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন। পাঠ করার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন, [১৭] আর তাঁর হাতে নবী ইশাইয়ার পাকানো পুঁথি তুলে দেওয়া হল; পুঁথিটা খুলে তিনি সেই স্থান পেলেন, যেখানে লেখা আছে:

[১৮] *প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত,*
কেননা তিনি দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দেবার জন্য
আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন।
বন্দিদের কাছে মুক্তি ও অন্ধদের কাছে দৃষ্টিলাভের কথা প্রচার করতে,
পদদলিতদের নিস্তার করে বিদায় করতে,
[১৯] *প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ ঘোষণা করতে আমাকে প্রেরণ করেছেন।*

[২০] পুঁথিটা গুটিয়ে নিয়ে তিনি তা সেবকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আসন নিলেন। সমাজগৃহে সকলের চোখ তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়ে রইল; [২১] তখন তিনি তাদের কাছে কথা বলতে লাগলেন, 'আজই, তোমরা একথা শুনতে শুনতেই, শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণতা লাভ করেছে।' [২২] তিনি সকলের মন জয় করলেন, ও তাঁর মুখ থেকে তেমন মধুর কথা শুনে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল; তারা বলছিল, 'এ কি যোসেফের ছেলে নয়?' [২৩] তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে এই প্রবাদ শুনিয়ে বলবে, চিকিৎসক, নিজেকেই নিরাময় কর; কাফার্নাউমে যা যা সাধন করা হয়েছে বলে শুনেছি, এখানে, নিজের দেশেও তা সাধন কর।' [২৪] আরও বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কোন নবী নিজের দেশে স্বীকৃতি পান না। [২৫] আমি তোমাদের সত্যি বলছি,

এলিয়ের সময় যখন তিন বছর ছয় মাস ধরে আকাশ রুদ্ধ থাকল, ও সারা দেশ জুড়ে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তখন ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক বিধবা ছিল, [২৬] কিন্তু এলিয় তাদের কারও কাছে নয়, কেবল সিদোন অঞ্চলের সারেপ্তায় একজন বিধবার কাছেই প্রেরিত হয়েছিলেন। [২৭] এবং নবী এলিশেয়ের সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক চর্মরোগী ছিল, কিন্তু তাদের কেউই শুচীকৃত হয়নি, কেবল সিরিয়ার সেই নামান-ই হয়েছিল।'

[২৮] একথা শুনে সমাজগৃহে সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল: [২৯] তারা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে শহরের বাইরে ঠেলে দিল; তাদের শহরটা যে পর্বতের উপরে গড়া ছিল, তারা তার খাড়া ধার পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তাঁকে নিচে ফেলে দিতে চাচ্ছিল। [৩০] কিন্তু তিনি তাদের মধ্য দিয়ে নিজ পথে এগিয়ে চলে গেলেন।

শিক্ষাদাতা ও আরোগ্যদাতা যিশু

[৩১] তিনি গালিলেয়ার কাফার্নাউম শহরে নেমে এলেন, এবং শাব্বাৎ দিনে উপদেশ দিতে লাগলেন; [৩২] তাঁর এই উপদেশে লোকে বিস্ময়মগ্ন হল, কারণ তাঁর বাণী অধিকারের সঙ্গেই উপস্থাপিত ছিল।

[৩৩] সমাজগৃহে একজন লোক ছিল, যাকে অশুচি অপদূতের আত্মায় পেয়েছিল; সে জোর গলায় চিৎকার করে বলল: [৩৪] 'হে নাজারেথের যিশু, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী? আপনি কি আমাদের বিনাশ করতে এসেছেন? আমি জানি, আপনি কে: আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন।' [৩৫] কিন্তু যিশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন: 'চুপ কর, ওর মধ্য থেকে বের হও।' আর সেই অপদূত তাকে তাদের সামনে মাটিতে ফেলে দিল, ও তাকে কোন ক্ষতি না করে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে গেল। [৩৬] সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হল, ও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'এ কেমন কথা! ইনি অধিকার ও পরাক্রমের সঙ্গেই অশুচি আত্মাগুলোকে আদেশ দিচ্ছেন, আর তারা বেরিয়ে যাচ্ছে!' [৩৭] আর তাঁর খ্যাতি আশেপাশের অঞ্চলের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল।

[৩৮] সমাজগৃহ ছেড়ে তিনি শিমোনের বাড়িতে গেলেন; শিমোনের শাশুড়ী তখন তীব্র জ্বরে ভুগছিলেন, আর তাঁরা তাঁর জন্য তাঁকে মিনতি করলেন; [৩৯] তিনি তাঁর

দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জ্বরকে ধমক দিলেন; তখন তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সেবাযত্ন করতে লাগলেন।

[৪০] সূর্য অস্ত গেলে নানা রোগে পীড়িত লোক যাদের ছিল, তারা সকলে তাদের তাঁর কাছে আনল; তিনি প্রত্যেকজনের উপরে হাত রেখে তাদের নিরাময় করলেন। [৪১] আর বহু লোক থেকে অপদূতও বের করে দিলেন, তারা চিৎকার করে বলত, 'আপনি ঈশ্বরের পুত্র।' তিনি কিন্তু তাদের ধমক দিতেন, তাদের কথা বলতে দিতেন না, কারণ তারা জানত যে, তিনিই সেই খ্রিষ্ট।

[৪২] পরে, সকাল হলে তিনি বেরিয়ে গিয়ে নির্জন এক স্থানে গেলেন; কিন্তু লোকেরা তাঁকে খুঁজছিল, এবং একবার তাঁর কাছে এসে তাঁকে ধরে রাখতে চাচ্ছিল, যেন তাদের কাছ থেকে তিনি চলে না যান। [৪৩] কিন্তু তিনি তাদের বললেন, 'অন্যান্য শহরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের শুভসংবাদ জানাতে হবে; কেননা এজন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।' [৪৪] আর তিনি যুদেয়ার নানা সমাজগৃহে গিয়ে তাঁর প্রচারকর্ম সাধন করে চললেন।

প্রথম শিষ্যদের আহ্বান

৫ [১] একদিন বহু লোকের ভিড় ঈশ্বরের বাণী শুনবার জন্য তাঁর উপর চাপাচাপি করছিল ও তিনি নিজে গেন্নেসারেৎ হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, [২] এমন সময়ে দেখলেন, তীরের কাছাকাছি দু'টো নৌকা রয়েছে; জেলেরা নৌকা থেকে নেমে গিয়ে জাল ধুচ্ছিল। [৩] তখন তিনি ওই দু'টোর মধ্যে একটায়, শিমোনের নৌকায়ই, উঠে ডাঙা থেকে একটু দূরে যেতে তাঁকে অনুরোধ করলেন, এবং সেখানে আসন নিয়ে নৌকা থেকে লোকদের উপদেশ দিতে লাগলেন।

[৪] কথা শেষ করে তিনি শিমোনকে বললেন, 'গভীর জলে নৌকা নিয়ে যাও ও মাছ ধরবার জন্য তোমাদের জাল ফেল।' [৫] শিমোন উত্তর দিলেন, 'গুরুদেব, আমরা সারারাত ধরে পরিশ্রম করে কিছুই পাইনি, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলব।' [৬] তাঁরা তেমনটি করলে মাছের এত বড় ঝাঁক ধরা পড়ল যে, তাঁদের জাল ছিঁড়ে যেতে লাগল; [৭] তাই তাঁদের যে ভাগীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁদের

তাঁরা সঙ্কেত করলেন তাঁরা যেন তাঁদের সাহায্য করতে আসেন। ওঁরা এলে তাঁরা দু'টো নৌকা এমনভাবে ভরে দিলেন যে, নৌকা দু'টো প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। [৮] তা দেখে শিমোন পিতর যিশুর হাঁটুতে পড়ে বললেন, 'প্রভু, আমার কাছ থেকে চলে যান, আমি যে পাপী!' [৯] কেননা জালে এত মাছ ধরা পড়েছিল বিধায় তিনি ও তাঁর সকল সঙ্গী স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন; [১০] আর শিমোনের ভাগীদারেরা, জেবেদের ছেলে সেই যাকোব ও যোহনও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যিশু শিমোনকে বললেন, 'ভয় করো না, এখন থেকে তুমি মানুষই ধরবে।' [১১] পরে, নৌকা কিনারায় এনে তাঁরা সবকিছু ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করলেন।

নানা আরোগ্য-কাজ

[১২] একদিন তিনি কোন এক শহরে আছেন, এমন সময়ে দেখ, সর্বাঙ্গে চর্মরোগে ভরা একজন লোক যিশুকে দেখে উপুড় হয়ে পড়ে মিনতি জানাল, 'প্রভু, আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে শুচীকৃত করতে পারেন।' [১৩] হাত বাড়িয়ে তিনি এই বলে তাকে স্পর্শ করলেন, 'হ্যাঁ, আমি ইচ্ছা করি। শুচীকৃত হও।' আর তখনই চর্মরোগ তাকে ছেড়ে গেল। [১৪] তিনি তাকে আদেশ করলেন যেন একথা কাউকে না বলে, 'কিন্তু গিয়ে যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও, ও তোমার শুচিতা-লাভের জন্য মোশির নির্দেশ অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর যেন তাদের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।' [১৫] কিন্তু তাঁর খ্যাতির কথা আরও ছড়িয়ে পড়তে থাকল; এবং তাঁকে শুনবার জন্য ও নিরাময় হবার জন্য বহু লোক আসতে লাগল। [১৬] তিনি কিন্তু কোন না কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে প্রার্থনা করতেন।

[১৭] একদিন তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন। ফরিশীরা ও বিধানাচার্যরাও কাছে বসে ছিলেন: তাঁরা গালিলেয়া ও যুদেয়ার সমস্ত গ্রাম এবং যেরুশালেম থেকে এসেছিলেন। আর প্রভুর পরাক্রম সেখানে উপস্থিত ছিল, যেন তিনি সুস্থতা দান করেন। [১৮] এমন সময়ে দেখ, কয়েকজন লোক একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষকে খাটিয়ায় করে নিয়ে এল। তারা তাকে ভিতরে এনে তাঁর সামনে রাখতে চেষ্টা করছিল, [১৯] কিন্তু ভিড়ের কারণে ভিতরে আনবার জন্য পথ না পাওয়ায় ঘরের ছাদে উঠল, এবং টালির মধ্য দিয়ে তাকে খাটিয়া সমেত মাঝখানে যিশুর সামনে নামিয়ে দিল। [২০] তাদের বিশ্বাস দেখে তিনি

বললেন, ‘মানুষ, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।’ [২১] এতে শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা এই বলে ভাবতে লাগল, ‘এ কে যে ঈশ্বরনিন্দা করছে? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেইবা পাপ ক্ষমা করতে পারে?’ [২২] তাঁদের ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বিধায় যিশু তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, ‘আপনারা কেন মনে মনে এমন কথা ভাবছেন? [২৩] কোন্‌টা বলা সহজ, “তোমার পাপ ক্ষমা করা হল”, না “ওঠ, হেঁটে বেড়াও”? [২৪] আচ্ছা, মানবপুত্রের যে পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার আছে, তা যেন আপনারা জানতে পারেন, এইজন্য—তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন—তোমাকে বলছি, ওঠ, তোমার খাটিয়া তুলে নিয়ে বাড়ি যাও।’ [২৫] আর সেই মুহূর্তেই সে তাদের সামনে উঠে দাঁড়াল, এবং নিজের খাটিয়া তুলে নিয়ে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে করতে বাড়ি চলে গেল; [২৬] সকলে একেবারে বিস্মিত হল ও ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে লাগল। ভয়ে অভিভূত হয়ে তারা বলছিল, ‘আজ আমরা অপরূপ ব্যাপার দেখেছি।’

লেবিকে আহ্বান

[২৭] এরপরে তিনি বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন, লেবি নামে একজন কর-আদায়কারী শুল্কঘরে বসে আছেন; তিনি তাঁকে বললেন, ‘আমার অনুসরণ কর।’ [২৮] সবকিছু ত্যাগ করে তিনি উঠে তাঁর অনুসরণ করলেন। [২৯] পরে লেবি নিজের বাড়িতে তাঁর জন্য এক মহাভোজের আয়োজন করলেন; বহু কর-আদায়কারী ও অন্যান্য লোক তাঁদের সঙ্গে ভোজে বসে ছিল; [৩০] ফরিশীরা ও তাঁদের সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীরা অভিযোগ জানিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘তোমরা কেন কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া কর?’ [৩১] যিশু উত্তরে তাঁদের বললেন, ‘সুস্থ লোকদেরই চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় এমন নয়, যারা পীড়িত, তাদেরই প্রয়োজন। [৩২] আমি ধার্মিকদের কাছে নয়, পাপীদেরই কাছে মনপরিবর্তনের আহ্বান জানাতে এসেছি।’

উপবাস প্রসঙ্গ

[৩৩] তখন তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘যোহনের শিষ্যেরা বারবার উপবাস করে ও প্রার্থনা করে, ফরিশীদের শিষ্যেরাও তেমনি করে; কিন্তু আপনার শিষ্যেরা শুধু খাওয়া-দাওয়া করে থাকে!’ [৩৪] যিশু তাঁদের বললেন, ‘বর সঙ্গে থাকতে আপনারা কি

বরযাত্রীদের উপবাস করাতে পারেন? [৩৫] কিন্তু এমন দিনগুলি আসবে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে; তখন, সেই দিনগুলিতেই, তারা উপবাস করবে।'

[৩৬] তিনি তাঁদের একটা উপমা-কাহিনীও শোনালেন: 'নতুন পোশাক থেকে এক টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে কেউই পুরাতন পোশাকে তালি দেয় না; দিলে নতুনটাও ছিঁড়ে যাবে, তাছাড়া পুরাতন পোশাকে নতুনটার তালি মিলবে না।

[৩৭] আরও, কেউ পুরাতন চামড়ার ভিস্তিতে নতুন আঙুররস রাখে না; রাখলে নতুন আঙুররসে ভিস্তিগুলো ফেটে যাবে, ফলে আঙুররসও পড়ে যাবে, ভিস্তিগুলোও নষ্ট হবে; [৩৮] বরং নতুন আঙুররস নতুন চামড়ার ভিস্তিতেই রাখা চাই। [৩৯] আরও, পুরাতন আঙুররস পান করে কেউ নতুনটা চায় না, কেননা সে বলে, পুরাতনটাই ভাল।'

শাব্বাৎ দিনে শিষ ছিঁড়ে খাওয়া

৬ [১] একদিন, শাব্বাৎ দিনেই, তিনি শস্যখেতের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ও তাঁর শিষ্যেরা শিষ ছিঁড়ছিলেন ও হাতের মধ্যে তা ঘষে নিয়ে খাচ্ছিলেন। [২] কয়েকজন ফরিশী বললেন, 'শাব্বাৎ দিনে যা বিধেয় নয়, আপনারা তা কেন করছেন?' [৩] উত্তরে তিনি তাঁদের বললেন, 'দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত হলে তিনি যা করেছিলেন, আপনারা কি তাহলে তা পড়েননি? [৪] তিনি তো ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করলেন, আর যে ভোগ-রুটি কেবল যাজকেরাই ছাড়া আর কারও পক্ষে খাওয়া বিধেয় নয়, তিনি তা নিয়ে খেয়েছিলেন ও সঙ্গীদেরও দিয়েছিলেন।' [৫] তিনি তাঁদের আরও বললেন, 'মানবপুত্র শাব্বাতের প্রভু।'

নুলো হাত মানুষের সুস্থতা-লাভ

[৬] আর এক শাব্বাৎ দিনে তিনি সমাজগৃহে প্রবেশ করে উপদেশ দিলেন; সেখানে একজন লোক ছিল যার ডান হাত নুলো। [৭] তিনি শাব্বাৎ দিনে তাকে নিরাময় করেন কিনা, তা দেখবার জন্য শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা তাঁর দিকে লক্ষ রাখছিলেন, যেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার কোন সূত্র পেতে পারেন। [৮] তিনি কিন্তু তাঁদের ভাবনা জানতেন, তাই নুলো লোকটিকে বললেন, 'ওঠ, মাঝখানে এসে দাঁড়াও।' আর লোকটি

উঠে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। [৯] তখন যিশু তাঁদের বললেন, 'আপনাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে, শাব্বাৎ দিনে কী করা বিধেয়? উপকার করা না অপকার করা? প্রাণ রক্ষা করা না নষ্ট করা?' [১০] আর চারদিকে তাঁদের সকলের দিকে তাকিয়ে তিনি লোকটিকে বললেন, 'তোমার হাত বাড়িয়ে দাও!' সে তাই করল, আর তার হাত সুস্থ হয়ে উঠল। [১১] কিন্তু তাঁরা অধিক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, ও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, যিশুকে কী করা যায়।

সেই বারোজনকে মনোনয়ন

[১২] সেসময়ে তিনি একদিন প্রার্থনা করার জন্য বেরিয়ে পর্বতে গেলেন, ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সারারাত কাটালেন। [১৩] সকাল হলে তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে ডাকলেন, ও তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের 'প্রেরিতদূত' নাম দিলেন। [১৪] এঁরা হলেন: শিমোন, যাঁকে তিনি পিতর নামও দিলেন, ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়; এবং যাকোব, যোহন, ফিলিপ, বার্থলমেয়, [১৫] মথি, থোমাস, আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব, উগ্রধর্মা বলে পরিচিত শিমোন, [১৬] যাকোবের ছেলে যুদা ও সেই যুদা ইস্কারিয়োৎ, যিনি বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন।

[১৭] পরে তিনি তাঁদের সঙ্গে নেমে গিয়ে একটা সমতল জায়গায় দাঁড়ালেন; সেখানে তাঁর অনেক শিষ্য উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত যুদেয়া ও যেরুশালেম থেকে ও তুরস ও সিদোনের উপকূল-অঞ্চল থেকে আসা বহু লোকও উপস্থিত ছিল; তারা তাঁর বাণী শুনবার জন্য ও নিজেদের রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাময় হবার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল; [১৮] যারা অশুচি আত্মা দ্বারা উৎপীড়িত ছিল, তারাও নিরাময় হয়ে উঠছিল। [১৯] তাছাড়া, সমস্ত লোক তাঁকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করছিল, কেননা তাঁর মধ্য থেকে এমন শক্তি বের হত যা সকলকে সুস্থ করত।

যিশুর প্রথম উপদেশ—যিশুর আগমনে কার সুখী হওয়ার কথা?

[২০] তখন তিনি নিজ শিষ্যদের উপরে চোখ নিবদ্ধ রেখে বললেন,

‘দীনহীন যারা, তোমরাই সুখী, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।
[২১] এখন ক্ষুধার্ত যারা, তোমরাই সুখী, কারণ পরিতৃপ্ত হবে।
এখন কাঁদছ যারা, তোমরাই সুখী, কারণ হাসবে।

[২২] তোমরাই সুখী, লোকে যখন মানবপুত্রের জন্য তোমাদের ঘৃণা করে, যখন তোমাদের সমাজচ্যুত করে ও অপমান করে, এবং তোমাদের নাম জঘন্য বলে অগ্রাহ্য করে। [২৩] সেসময়েই আনন্দ কর ও নেচে ওঠ, কেননা দেখ, স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর হবে। বাস্তবিকই তাদের পিতৃপুরুষেরা নবীদের প্রতি এইভাবেই ব্যবহার করছিল। [২৪] কিন্তু,

ধনী যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ তোমাদের সান্ত্বনা তোমরা এর মধ্যেই পেয়ে গেছ।
[২৫] এখন পরিতৃপ্ত যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ ক্ষুধার্ত হবে।
এখন হাসছ যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ বিলাপ করবে ও কাঁদবে।

[২৬] তোমাদের ধিক্, লোকে যখন তোমাদের বিষয়ে ভাল বলে। বাস্তবিকই তাদের পিতৃপুরুষেরা ভণ্ড নবীদের প্রতি এইভাবেই ব্যবহার করছিল।’

উপদেশের অন্যান্য প্রসঙ্গ

[২৭] ‘কিন্তু তোমরা যারা শুনছ, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর; [২৮] যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ কর; যারা তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। [২৯] যে তোমার এক গালে চড় মারে, অন্য গালও তার দিকে পেতে দাও; যে তোমার চাদর কেড়ে নেয়, তাকে জামাও নিতে বারণ করো না। [৩০] যে কেউ তোমার কাছে যাচনা করে, তাকে দাও; আর তোমার নিজের জিনিস যে কেড়ে নেয়, তার কাছে তা আর ফিরিয়ে চেয়ো না। [৩১] তোমরা লোকদের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তোমরা তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার কর। [৩২] যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমরা কী অনুগ্রহ পাবে? পাপীরাও তাদের

ভালবাসে যারা তাদের ভালবাসে। [৩৩] আর যারা তোমাদের উপকার করে, তাদেরই উপকার করলে তোমরা কী অনুগ্রহ পাবে? পাপীরাও সেইমত করে। [৩৪] আর যাদের কাছ থেকে পাবার আশা থাকে, তাদেরই ধার দিলে তোমরা কী অনুগ্রহ পাবে? পাপীরাও পাপীদের ধার দেয় যেন সেই পরিমাণে আবার পেতে পারে। [৩৫] তোমরা কিন্তু তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, তাদের উপকার কর, ও ফেরত পাবার কোন আশা না রেখেই ধার দাও, তাহলেই তোমাদের মজুরি প্রচুর হবে, ও তোমরা পরাৎপরের সন্তান হবে, কেননা তিনি অকৃতজ্ঞ ও দুর্জনদের প্রতিও কৃপাময়।

[৩৬] তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও। [৩৭] তোমরা বিচার করো না, তবে বিচারাধীন হবে না; কাউকে দোষী করো না, তবে তোমাদের দোষী করা হবে না; ক্ষমা কর, তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে; [৩৮] দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে—উত্তম পরিমাপে, ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া পরিমাপেই তোমাদের কোলে ফেলে দেওয়া হবে; কারণ যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে।'

[৩৯] তিনি তাঁদের একটা উপমা-কাহিনীও শোনালেন, 'অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? দু'জনেই কি গর্তে পড়বে না? [৪০] শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়, কিন্তু যে কেউ পরিপক্ব, সে-ই নিজের গুরুর মত হবে। [৪১] তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে, তুমি কেন তা লক্ষ কর, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে, কেন তা তুমি দেখ না? [৪২] কেমন করে তুমি তোমার নিজের ভাইকে বলতে পার, ভাই, এসো, তোমার চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে, তা আমি বের করে দিই, যখন তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে তা দেখছ না? ভণ্ড, আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটা বের করে ফেল, আর তখনই তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটোটুকুটা বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।

[৪৩] কেননা এমন ভাল গাছ নেই যাতে মন্দ ফল ধরে, এবং এমন মন্দ গাছও নেই যাতে ভাল ফল ধরে; [৪৪] নিজ নিজ ফল দ্বারাই প্রতিটি গাছ চেনা যায়। লোকে তো কাঁটাগাছ থেকে ডুমুরফল পাড়ে না, শেয়ালকাঁটা থেকেও আঙুর তোলে না। [৪৫] ভাল মানুষ নিজের হৃদয়ের ভাল ভাণ্ডার থেকে ভাল জিনিস বের করে, ও মন্দ মানুষ মন্দ

ভাণ্ডার থেকে মন্দ জিনিস বের করে; কেননা হৃদয় থেকে যা ছেপে ওঠে, তার মুখ তা-ই বলে।

[৪৬] তোমরা আমাকে কেন "প্রভু! প্রভু!" বলে ডাক, অথচ আমি যা বলি তা কর না?

[৪৭] যে কেউ আমার কাছে এসে আমার বাণীগুলো শুনে তা পালন করে, সে কেমন লোক, তা আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি: [৪৮] সে তেমন এক লোকের মত, যে ঘর গাঁথতে গিয়ে গভীরেই মাটি খুঁড়ে নিল ও শৈলের উপরে ভিত স্থাপন করল। পরে বন্যা এলে সেই ঘরে জলস্রোত জোরে বইল, তবু তা টলাতে পারল না, কারণ তা উত্তমরূপেই গাঁথা ছিল। [৪৯] কিন্তু যে শুনে তা পালন করে না, সে তেমন এক লোকের মত, যে বিনা ভিতে মাটির উপরে ঘর গাঁথল। জলস্রোত জোরে বয়ে সেই ঘরে আঘাত হানল, আর তা তখনই পড়ে গেল—সেই ঘরের ধ্বংস কেমন সাংঘাতিক!'

নানা আরোগ্য-কাজ

৭ [১] তিনি যা চাচ্ছিলেন জনগণ শুনবে, সেই সমস্ত কথা বলা শেষ করে তিনি কাফার্নাউমে প্রবেশ করলেন। [২] একজন শতপতির একটি দাস পীড়িত হয়ে প্রায় মৃত অবস্থায় ছিল; দাসটি শতপতির খুবই প্রিয় ছিল। [৩] যিশুর কথা শুনে তিনি ইহুদীদের কয়েকজন প্রবীণকে পাঠিয়ে তাঁর কাছে মিনতি জানালেন যেন তিনি এসে তাঁর দাসকে ত্রাণ করেন। [৪] যিশুর কাছে এসে তাঁরা ব্যাকুল মিনতি জানাতে লাগলেন, বললেন, 'আপনি যে তাঁর উপকার করবেন, লোকটি তার যোগ্য, [৫] কেননা তিনি আমাদের জাতিকে ভালবাসেন; আমাদের সমাজগৃহ নিজেই নির্মাণ করে দিয়েছেন।' [৬] তাই যিশু তাঁদের সঙ্গে রওনা হলেন। তিনি বাড়ি থেকে আর তত দূরে নন, সেসময়ে শতপতি কয়েকজন বন্ধুর মধ্য দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন, 'প্রভু, কষ্ট করবেন না; আপনি যে আমার গৃহে পদধূলি দেবেন, আমি তার যোগ্য নই; [৭] এজন্যই আপনার কাছে আসব তেমন যোগ্যও নিজেকে মনে করলাম না। কিন্তু আপনি একটা বাণী দিন আর আমার দাস সুস্থ হয়ে উঠুক। [৮] কেননা আমিও কর্তৃপক্ষের অধীনে নিযুক্ত লোক, আবার আমার সৈন্যরাও আমার অধীন; আমি একজনকে "যাও" বললে সে যায়, আর

অন্যজনকে “এসো” বললে সে আসে, আর আমার দাসকে “একাজ কর” বললে সে তা করে।’ [৯] এই সকল কথা শুনে, লোকটির বিষয়ে যিশুর আশ্চর্য লাগল, এবং যে লোকের ভিড় তাঁর অনুসরণ করছিল তাদের দিকে ফিরে বললেন, ‘আমি তোমাদের বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যে এত গভীর বিশ্বাস দেখতে পাইনি।’ [১০] পরে যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা বাড়ি ফিরে গিয়ে দাসকে সুস্থ অবস্থায় পেলেন।

[১১] কিছু দিন পর তিনি নাইন নামে এক শহরে গেলেন; তাঁর শিষ্যেরা ও বহু লোক তাঁর সঙ্গে পথ চলছিলেন। [১২] তিনি নগরদ্বারের কাছে এসেছেন, এমন সময়ে দেখ, লোকেরা একটা মৃত লোককে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল: সে নিজের মায়ের একমাত্র ছেলে, আর তার মা বিধবা; শহরের অনেক লোক তার সঙ্গে ছিল। [১৩] তাকে দেখে যিশু দয়ায় বিগলিত হয়ে তাকে বললেন, ‘কেঁদো না।’ [১৪] পরে কাছে গিয়ে খাটুলি স্পর্শ করলেন, তখন বাহকেরা থামল। তিনি বললেন, ‘তরুণ, তোমাকে বলছি, ওঠ।’ [১৫] আর সেই মৃত মানুষটি উঠে বসল ও কথা বলতে লাগল। আর তিনি তাকে তার মায়ের হাতে তুলে দিলেন। [১৬] সকলে ভয়ে অভিভূত হল এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, ‘আমাদের মধ্যে এক মহানবীর উদ্ভব হয়েছে; ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণকে দেখতে এসেছেন।’ [১৭] আর সমগ্র যুদেয়ায় ও চারদিকের সারা অঞ্চল জুড়ে তাঁর সম্বন্ধে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল।

যোহনের প্রশ্ন ও যিশুর উত্তর

[১৮] যোহনের শিষ্যেরা তাঁকে এই সকল ঘটনার কথা জানাল, এবং যোহন নিজের দু’জন শিষ্যকে কাছে ডেকে [১৯] তাদের মধ্য দিয়ে প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, ‘যিনি আসছেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?’ [২০] তাঁর কাছে এসে সেই দু’জন বলল, ‘বাপ্তিস্মদাতা যোহন আমাদের আপনার কাছে একথা জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন: যিনি আসছেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?’ [২১] সেই ক্ষণেই তিনি অনেক লোককে রোগ-ব্যাধি ও মন্দাত্মা থেকে নিরাময় করলেন, ও অনেক অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিলেন; [২২] পরে তিনি তাদের এই উত্তর দিলেন, ‘তোমরা যা কিছু শুনেছ ও দেখেছ, তা যোহনকে গিয়ে জানাও: *অন্ধ দেখতে পায়*, খোঁড়া হেঁটে বেড়ায়, সংক্রামক চর্মরোগে

আক্রান্ত মানুষ শুচীকৃত হয়, বধির শুনতে পায়, মৃত পুনরুত্থিত হয়, *দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করা হয়*; [২৩] আর সুখী সেই জন, আমার কারণে যার পতন হবে না।’

[২৪] যোহনের দূতেরা বিদায় নিলে তিনি লোকদের কাছে যোহনের বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন: ‘তোমরা প্রান্তরে কী দেখতে গিয়েছিলে? বাতাসে দোলা নলগাছ? [২৫] তবে কি দেখতে গিয়েছিলে? মোলায়েম পোশাক-পরা কোন ব্যক্তিকে? দেখ, যারা জমকালো পোশাক পরে ও ভোগবিলাসিতায় দিন কাটায়, তারা তো রাজপ্রাসাদেই থাকে। [২৬] তবে কী দেখতে গিয়েছিলে? একজন নবীকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, নবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠই এক মানুষকে দেখতে গিয়েছিলে। [২৭] ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে: *দেখ, আমি আমার দূত তোমার সামনে প্রেরণ করছি; তোমার সামনে সে তোমার পথ প্রস্তুত করবে* (ক)।

[২৮] আমি তোমাদের বলছি, নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে যোহনের চেয়ে মহান কেউ নেই; তবু ঈশ্বরের রাজ্যে যে ক্ষুদ্রতম, সে তাঁর চেয়ে মহান।’ [২৯] যে সমস্ত জনগণ তাঁর কথা শুনল, তারা এবং কর-আদায়কারীরাও যোহনের বাপ্তিস্ম গ্রহণ ক’রে ঈশ্বরকে ধর্মময় বলে স্বীকার করল; [৩০] কিন্তু ফরিশীরা ও বিধানপণ্ডিতেরা তাঁর হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ না করে নিজেদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিলেন। [৩১] তাই আমি কার্ সঙ্গেই বা এই প্রজন্মের মানুষদের তুলনা করব? তারা কিসের মত? [৩২] তারা এমন ছেলেদের মত যারা বাজারে বসে একজন আর একজনকে চিৎকার করে বলে,

আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম,
কিন্তু তোমরা নাচলে না;
বিলাপগান গাইলাম,
কিন্তু তোমরা কাঁদলে না।

[৩৩] কারণ বাপ্তিস্মদাতা যোহন এসে রুটি খান না ও আঙুররস পান করেন না, আর তোমরা বল, সে ভূতগ্রস্ত। [৩৪] মানবপুত্র এসে আহার ও পান করেন, আর

তোমরা বল, ওই দেখ, একজন পেটুক, একটা মাতাল, কর-আদায়কারী ও পাপীদের বন্ধু। [৩৫] কিন্তু প্রজ্ঞা নিজের সকল সন্তান দ্বারা নির্দোষ বলে সাব্যস্ত হয়েছে!'

যিশু ও সেই পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক

[৩৬] ফরিশীদের একজন তাঁকে নিজের বাড়িতে ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। যখন তিনি সেই ফরিশীর বাড়িতে প্রবেশ করে ভোজে বসলেন, [৩৭] তখন সেই শহরের এক পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক হঠাৎ এসে উপস্থিত হল; সে শুনতে পেয়েছিল যে, তিনি সেই ফরিশীর বাড়িতে খেতে বসেছেন, তাই সাদা ফটিকের একটা পাত্রে করে সুগন্ধি তেল নিয়ে এসেছিল। [৩৮] তাঁর পিছনে তাঁর পায়ের কাছে বসে কাঁদতে কাঁদতে সে চোখের জলে তাঁর পা ভিজাতে লাগল; পরে নিজের মাথার চুল দিয়ে তা মুছে দিল, ও সেই পা দু'টো চুম্বন করতে করতে সুগন্ধি তেল মাখাতে লাগল।

[৩৯] তা দেখে, যে ফরিশী তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি মনে মনে বললেন, 'লোকটা নবী হলে তবে জানতে পারত, তাকে যে স্পর্শ করছে সে কে ও কেমন স্ত্রীলোক, কারণ সে পাপিষ্ঠা।' [৪০] তখন যিশু তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'শিমোন, আপনাকে আমার কিছু বলার আছে।' তিনি বললেন, 'বলুন, গুরু।' [৪১] 'এক মহাজনের কাছে দু'জন লোক ঋণী ছিল; তার কাছে একজন ছিল পাঁচশ' রুপোর টাকা ঋণী, আর একজন পঞ্চাশ রুপোর টাকা ঋণী। [৪২] তাদের শোধ করার মত সামর্থ্য না থাকায় তিনি দু'জনের ঋণ মাপ করে দিলেন। আচ্ছা, তাদের মধ্যে কে তাঁকে বেশি ভালবাসবে?' [৪৩] শিমোন উত্তর দিলেন, 'আমি মনে করি, তিনি যার বেশি ঋণ মাপ করলেন, সে-ই।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনার বিচার ঠিক।' [৪৪] এবং স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে তিনি শিমোনকে বললেন, 'এই স্ত্রীলোককে দেখছেন? আমি আপনার বাড়িতে প্রবেশ করলাম, আপনি আমার পা ধোবার জল দিলেন না, কিন্তু এই স্ত্রীলোক চোখের জলে আমার পা ভিজিয়ে দিল ও নিজের চুল দিয়ে তা মুছে দিল। [৪৫] আপনি আমাকে চুম্বন করলেন না, এ কিন্তু আমি ভিতরে আসবার সময় থেকে আমার পা চুম্বন করায় ক্ষান্ত হয়নি। [৪৬] আপনি আমার মাথায় তেল মাখিয়ে দিলেন না, কিন্তু এ আমার পায়ে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দিল। [৪৭] এজন্য আপনাকে বলছি, এর যে বহু পাপ, তা ক্ষমা করা হয়েছে, কারণ এ বেশি ভালবাসা দেখিয়েছে। কিন্তু যাকে অল্প ক্ষমা

করা হয়, সে অল্প ভালবাসে।' [৪৮] পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে বললেন, 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।' [৪৯] যারা তাঁর সঙ্গে ভোজে বসে ছিল, তারা মনে মনে বলতে লাগল, 'এ কে, যে পাপও ক্ষমা করে?' [৫০] তিনি কিন্তু সেই স্ত্রীলোককে বললেন, 'তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে: শান্তিতে যাও।'

যিশুর সেবাকারিণীর দল

৮ [১] এরপর তিনি প্রচার করতে করতে ও ঈশ্বরের রাজ্যের শুভসংবাদ ঘোষণা করতে করতে এক শহর থেকে অন্য শহরে ও এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেই বারোজন [২] ও এমন কয়েকজন স্ত্রীলোক যাঁরা মন্দাত্মা বা রোগ থেকে নিরাময় হয়েছিলেন, যথা, মাগ্দালেনা নামে পরিচিতা সেই মারীয়া, যাঁর মধ্য থেকে সাতটা অপদূত বেরিয়ে গেছিল; [৩] আবার ছিলেন হেরোদের দেওয়ান খুজার স্ত্রী যোহানা, সুসান্না ও আরও অনেকে। তাঁরা নিজ নিজ সম্পত্তি দ্বারা তাঁদের সেবা করতেন।

নানা উপমা-কাহিনী

[৪] যেহেতু বহু লোকের ভিড় জমে যাচ্ছিল ও নানা শহর থেকে লোকেরা তাঁর কাছে আসছিল, সেজন্য তিনি উপমাচ্ছলে বললেন, [৫] 'বীজবুনিয়ে নিজ বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়ল। বোনার সময়ে কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল, তা লোকেরা পায়ে মাড়িয়ে গেল ও আকাশের পাখিরা তা খেয়ে ফেলল। [৬] আবার কিছু বীজ পাথরের উপরে পড়ল; আর তা অঙ্কুরিত হলে রস না পাওয়ায় শুকিয়ে গেল। [৭] আবার কিছু বীজ কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল; আর কাঁটাগাছ সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হয়ে তা চেপে রাখল। [৮] আবার কিছু বীজ উত্তম মাটিতে পড়ল; আর তা অঙ্কুরিত হয়ে শতগুণ ফল দিল।' একথা বলে তিনি জোর গলায় বললেন, 'যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক।'

[৯] পরে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন এই উপমা-কাহিনীর অর্থ কী হতে পারে। [১০] তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য সংক্রান্ত রহস্যগুলো তোমাদের বুঝতে

দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অন্য সকলের কাছে রহস্যময় উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে,

যেন তারা তাকিয়ে দেখেও দেখতে না পায়,
ও কান পেতে শুনেও বুঝতে না পারে (ক)।

[১১] উপমা-কাহিনীর অর্থ এ: সেই বীজ হল ঈশ্বরের বাণী; [১২] তারাই পথের ধারের লোক, যারা শুনেছে; পরে দিয়াবল এসে তাদের হৃদয় থেকে সেই বাণী কেড়ে নিয়ে যায়, পাছে তারা বিশ্বাস করে পরিত্রাণ পায়। [১৩] তারাই পাথরের উপরের লোক, যারা শুনে আনন্দের সঙ্গেই সেই বাণী গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের শিকড় নেই: এরা মাত্র ক্ষণিকের জন্যই বিশ্বাস করে, ও পরীক্ষার সময়ে সরে পড়ে। [১৪] যা কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল, তা এমন লোকদের ইঙ্গিত করে, যারা শুনেছে, কিন্তু চলতে চলতে জীবনের চিন্তা, ধন ও ভোগবিলাসিতার চাপে চাপা পড়ে: এরা কোন পাকা ফল কখনও দেয় না। [১৫] আর যা উত্তম মাটিতে পড়ল, তা এমন লোক, যারা সুন্দর ও উদার মনে বাণী শুনে তা আঁকড়ে ধরে রাখে: এরা [ধর্ম]নিষ্ঠা দ্বারাই ফল দেয়।

[১৬] প্রদীপ জ্বালিয়ে কেউই তা পাত্রের নিচে ঢেকে রাখে না, কিংবা খাটের তলায় রেখে দেয় না, দীপাধারের উপরেই রাখে, যারা ভিতরে যায়, তারা যেন আলো দেখতে পায়। [১৭] কেননা গুপ্ত এমন কিছুই নেই, যা প্রকাশিত হবে না; লুক্কায়িত এমন কিছুই নেই, যা জানা যাবে না ও আলোয় বেরিয়ে আসবে না। [১৮] তাই তোমরা কেমন শুনছ, তা ভেবে দেখ; কেননা যার আছে তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে; আর যার কিছু নেই, তার যা আছে ব'লে সে মনে করে, তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।'

যিশুর প্রকৃত পরিজন

[১৯] তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁকে দেখতে এলেন, কিন্তু ভিড়ের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। [২০] তাঁকে জানানো হল, 'আপনার মা ও আপনার ভাইয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনাকে দেখতে চান।' [২১] তিনি এই বলে তাদের উত্তর দিলেন, 'এরা, যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে, এরাই আমার মা, এরাই আমার ভাই।'

যিশু ঝড় প্রশমিত করেন

[২২] একদিন তিনি নিজে ও তাঁর শিষ্যেরা একটা নৌকায় উঠলেন; তিনি তাঁদের বললেন, 'এসো, হ্রদের ওপারে যাই।' তাই তাঁরা রওনা হলেন। [২৩] আর তাঁরা নৌকা ছেড়ে দিলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন; তখন হ্রদের উপর ঝড় এসে পড়ল, নৌকাটা জলে ভরে যেতে লাগল, ও তাঁরা বিপদে পড়লেন। [২৪] তাই তাঁরা কাছে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে তুলে বললেন, 'গুরুদেব, গুরুদেব, আমরা মরতে বসেছি!' তখন তিনি জেগে উঠে বাতাসকে ও সেই সংক্ষুব্ধ ঢেউকে ধমক দিলেন, আর দু'টোই থেমে গেল, তাতে নিস্তব্ধতা নেমে এল। [২৫] তাঁদের তিনি বললেন, 'তোমাদের বিশ্বাস কোথায়?' তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে আশ্চর্য হলেন, একে অন্যকে বললেন, 'তবে ইনি কে যে, বাতাস ও সমুদ্রকে আদেশ দেন, আর দু'টোই তাঁর প্রতি বাধ্য হয়?'

নানা আরোগ্য-কাজ

[২৬] তাঁরা গেরাসেনীয়দের দেশে এসে ভিড়লেন; এ অঞ্চলটা হ্রদের ওপারে গালিলেয়ার সামনাসামনিতে অবস্থিত। [২৭] তিনি ডাঙায় উঠলেই সেই শহরের অপদূতগ্রস্ত একজন লোক তাঁর সামনে এগিয়ে এল। সে অনেক দিন থেকে গায়ে কোন জামাকাপড় দিত না, বাড়িতেও বাস করত না, সমাধিগুহাতেই থাকত। [২৮] যিশুকে দেখামাত্র সে চিৎকার করতে লাগল, ও তাঁর সামনে পড়ে জোর গলায় বলল, 'হে যিশু, পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র, আমার সঙ্গে আপনার আবার কী? মিনতি করি, আমাকে জ্বালাযন্ত্রণা দেবেন না!' [২৯] কেননা তিনি সেই অশুচি আত্মাকে লোকটির মধ্য থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করেছিলেন; বাস্তবিকই সেই আত্মা বহুবার লোকটিকে ধরেছিল; তখন তাকে শেকল ও বেড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হত ও তাকে পাহারাও দেওয়া হত, কিন্তু সে যত বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে অপদূতের তাড়নায় নির্জন জায়গায় চলে যেত। [৩০] তাকে যিশু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী?' সে বলল, 'বাহিনী', কেননা অনেক অপদূত তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। [৩১] তখন তারা তাঁকে মিনতি জানাতে লাগল, যেন তিনি অতল গহ্বরে চলে যেতে তাদের আজ্ঞা না দেন।

[৩২] সেই জায়গায় পর্বতের উপরে বিরাট এক পাল শূকর চরে বেড়াচ্ছিল। তাই অপদূতেরা তাঁকে মিনতি করল, যেন তিনি তাদের ওই শূকরদের মধ্যে ঢুকতে অনুমতি দেন। তিনি তাদের অনুমতি দিলে পর [৩৩] অপদূতেরা লোকটির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে শূকরদের মধ্যে ঢুকল, আর সেই পাল ছুটে গিয়ে পাহাড়ের খাড়া ধার থেকে হ্রদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে গেল। [৩৪] ব্যাপারটা দেখে রাখালেরা পালিয়ে গেল, এবং শহরে ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে কথাটা জানিয়ে দিল। [৩৫] তখন ব্যাপারটা দেখবার জন্য লোকেরা বেরিয়ে পড়ল, ও যিশুর কাছে এসে দেখতে পেল, যার মধ্য থেকে অপদূতেরা বেরিয়ে গেছিল, সেই লোক যিশুর পায়ের কাছে বসে আছে—সে জামাকাপড় পরে আছে ও প্রকৃতস্থ অবস্থায় রয়েছে; তাতে তারা ভয় পেল। [৩৬] আর যারা সবকিছু দেখেছিল, তারা সেই অপদূতগ্রস্ত লোক কীভাবে পরিত্রাণ পেয়েছিল, তা তাদের জানিয়ে দিল। [৩৭] তখন গেরাসেনীয় এলাকার সমস্ত লোক তাঁকে মিনতি করল, তিনি যেন তাদের ছেড়ে চলে যান; বাস্তবিকই তারা ভীষণ ভয়ে আক্রান্ত হয়েছিল। তখন তিনি নৌকায় উঠে ফিরে এলেন। [৩৮] যার মধ্য থেকে অপদূতেরা বেরিয়ে গেছিল, সেই লোক তাঁর সঙ্গে থাকবার জন্য মিনতি করল, কিন্তু তিনি তাকে বিদায় দিয়ে বললেন, [৩৯] 'বাড়ি ফিরে যাও, ও প্রভু তোমার জন্য যা কিছু করেছেন, তা লোকদের জানাও।' তাই সে চলে গিয়ে, যিশু তার জন্য যা কিছু করেছিলেন, তা শহরের সর্বত্রই প্রচার করল।

[৪০] যিশু ফিরে এলে লোকেরা তাঁকে স্বাগত জানাল, কারণ সকলে তাঁর অপেক্ষা করছিল। [৪১] আর হঠাৎ যাইরুস নামে একজন লোক এলেন, তিনি সমাজগৃহের একজন অধ্যক্ষ। যিশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে আসতে তাঁকে মিনতি করতে লাগলেন, [৪২] কারণ তাঁর একমাত্র মেয়েটি—বয়স আনুমানিক বারো বছর—মরণাপন্ন অবস্থায় ছিল। যিশু চলতে চলতে তাঁর চারপাশে ভিড়ের চাপ সৃষ্টি হতে লাগল।

[৪৩] তখন বারো বছর ধরে রক্তস্রাবে আক্রান্ত এমন একজন স্ত্রীলোক ছিল যে ডাক্তারদের পিছনে তার সর্বস্ব ব্যয় করেও কারও হাতে নিরাময় হতে পারেনি। [৪৪] সে পিছন থেকে এসে তাঁর পোশাকের ধারটুকু স্পর্শ করল, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেল। [৪৫] তখন যিশু বললেন, 'কে আমাকে স্পর্শ করল?' সকলে

অস্বীকার করলে পিতর ও তাঁর সঙ্গীরা বললেন, 'গুরুদেব, আপনার চারপাশে কতই না লোকের ভিড়, আর কী চাপাচাপি!' [৪৬] কিন্তু যিশু বললেন, 'আমাকে কেউ স্পর্শ করেইছে, কেননা আমি টের পেয়েছি আমার মধ্য থেকে শক্তি বেরিয়ে গেছে।' [৪৭] স্ত্রীলোকটি যখন দেখল, সে ধরা পড়েছে, তখন কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল ও তাঁর পায়ে প'ড়ে, কীজন্য তাঁকে স্পর্শ করেছিল ও কীভাবে ঠিক সেই মুহূর্তেই সুস্থ হয়েছিল, তা সকল লোকের সামনে বুঝিয়ে দিল। [৪৮] তিনি তাকে বললেন, 'কন্যা, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে; শান্তিতে যাও।'

[৪৯] তিনি তখনও কথা বলছেন, সেসময় সমাজগৃহের অধ্যক্ষের বাড়ি থেকে লোক এসে বলল, 'আপনার মেয়েটি মারা গেছে, গুরুকে আর কষ্ট দেবেন না।' [৫০] কিন্তু যিশু সেকথা শুনতে পেয়ে তাঁকে বললেন, 'ভয় করবেন না, কেবল বিশ্বাস করুন, তাতেই সে পরিত্রাণ পাবে।' [৫১] পরে তিনি সেই বাড়িতে এসে পৌঁছলে, পিতর, যাকোব ও যোহন এবং মেয়েটির পিতামাতাকে ছাড়া আর কাউকেই ভিতরে যেতে দিলেন না। [৫২] সেসময় সকলে তার জন্য কাঁদছিল ও বিলাপ করছিল। তিনি বললেন, 'কেঁদো না; সে তো মারা যায়নি, ঘুমিয়ে রয়েছে।' [৫৩] কিন্তু তারা তাঁকে উপহাস করল, কারণ তারা জানত, সে মারা গেছে। [৫৪] কিন্তু তিনি তার হাত ধরে এই বলে তাকে ডাকলেন, 'মেয়ে, উঠে দাঁড়াও।' [৫৫] আর তার আত্মা ফিরে এল, ও সে সেই মুহূর্তেই উঠে দাঁড়াল। পরে তিনি তাকে কিছু খাবার দিতে আদেশ করলেন। [৫৬] তার পিতামাতা স্তম্ভিত হলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন, যেন এই ঘটনার কথা কাউকে না জানান।

যিশুর যেরুশালেম-যাত্রা

সেই বারোজনকে প্রেরণ

তাঁদের কাছে নির্দেশবাণী

৯ [১] তিনি সেই বারোজনকে একত্রে ডাকলেন, এবং তাঁদের তিনি সমস্ত অপদূত তাড়াবার জন্য ও রোগ-ব্যাধি নিরাময় করার জন্য পরাক্রম ও অধিকার দিলেন; [২] এবং ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করতে ও পীড়িতদের সুস্থ করতে তাঁদের প্রেরণ করলেন; [৩] তাঁদের বললেন: 'পথের জন্য তোমরা কিছুই নিয়ো না, লাঠিও নয়, ঝুলিও নয়, রুটিও নয়, পয়সা-কড়িও নয়, দু'টো জামাও নয়। [৪] তোমরা যে কোন বাড়িতে প্রবেশ কর, সেইখানে থাক, ও সেখান থেকেই আবার যাত্রা কর। [৫] যে সকল লোক তোমাদের গ্রহণ না করে, সেই শহর থেকে চলে যাওয়ার সময়ে তোমরা পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেল, যেন তাদের বিরুদ্ধে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।' [৬] তখন তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন: গ্রামে গ্রামে সর্বত্রই শুভসংবাদ প্রচার করতে ও মানুষকে নিরাময় করতে লাগলেন।

হেরোদ ও যিশু

[৭] এর মধ্যে সামন্তরাজ হেরোদ এই সমস্ত ঘটনার কথা শুনতে পেয়েছিলেন; তিনি খুবই অস্থির হলেন, কারণ কেউ কেউ বলছিল, 'যোহন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন'; [৮] আবার কেউ কেউ বলছিল, 'এলিয় দেখা দিয়েছেন'; অন্য কেউ আবার বলছিল, 'আগেকার নবীদের একজন পুনরুত্থান করেছেন।' [৯] কিন্তু হেরোদ বললেন, 'যোহন? আমিই তো তাঁর শিরশ্ছেদ করেছি; তাহলে ইনি কে, যাঁর বিষয়ে তেমন কথা শুনতে পাচ্ছি?' তাই তিনি তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন।

যিশু বহু লোককে অলৌকিক ভাবে খাওয়ান

[১০] প্রেরিতদূতেরা ফিরে এসে, যা কিছু করেছিলেন, তার বিবরণ যিশুকে দিলেন। তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য বেথ্‌সাইদা

নামে একটা শহরে সরে গেলেন; [১১] কিন্তু লোকেরা তা জানতে পেরে তাঁর পিছু পিছু চলল, আর তিনি খুশি মনে তাদের গ্রহণ করে তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বলতে লাগলেন, এবং যাদের সুস্থ হওয়ার প্রয়োজন ছিল তাদের সুস্থ করলেন।

[১২] পরে, যখন বেলা প্রায় পড়ে আসছে, তখন সেই বারোজন কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'লোকদের বিদায় দিন, যেন তারা আশেপাশের গ্রামে ও পল্লিতে পল্লিতে গিয়ে রাত কাটাবার জন্য স্থান পেতে পারে ও কিছু খাবারও পেতে পারে, কেননা এখানে আমরা নির্জন জায়গায় রয়েছি।' [১৩] তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরাই এদের খেতে দাও।' তাঁরা বললেন, 'পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছের বেশি কিছু আমাদের কাছে নেই; তবে কি আমরা নিজেরাই এই সমস্ত লোকের জন্য খাবার কিনতে যাব?' [১৪] বাস্তবিকই তারা আনুমানিক পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল। কিন্তু তিনি নিজ শিষ্যদের বললেন, 'পঞ্চাশ পঞ্চাশজন করে এদের সারি সারি বসিয়ে দাও।' [১৫] তাঁরা সেইমত করলেন, সকলকে বসিয়ে দিলেন। [১৬] পরে তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ হাতে নিয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে সেগুলোর উপর 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, সেগুলো ছিঁড়লেন, এবং লোকদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য তা শিষ্যদের দিলেন। [১৭] সকলে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; এবং যতগুলো টুকরো পড়ে রইল, তাঁরা তা কুড়িয়ে নিলে বারোখানা ডালা হল।

পিতরের বিশ্বাস স্বীকার

যিশুর যন্ত্রণাভোগ—প্রথম পূর্বঘোষণা

[১৮] একদিন তিনি একা এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন, শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন; তখন তিনি তাঁদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'আমি কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' [১৯] তাঁরা উত্তরে বললেন, 'কেউ কেউ বলে: বাপ্তিস্মদাতা যোহন; কেউ কেউ বলে: এলিয়, আবার অন্য কেউ বলে: আগেকার নবীদের একজন পুনরুত্থান করেছেন।' [২০] তিনি তাঁদের বললেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' পিতর উত্তর দিয়ে বললেন, 'আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রিষ্ট।' [২১] কিন্তু তিনি দৃঢ় নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তাঁদের আদেশ করলেন, একথা তাঁরা যেন কাউকে না বলেন;

[২২] তিনি বললেন, ‘মানবপুত্রকে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে।’

আপন অনুগামীদের প্রতি যিশুর দাবি

[২৩] পরে তিনি সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, এবং প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। [২৪] কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে-ই তা বাঁচাবে। [২৫] বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় করে নিজেকে হারায় বা নিজের বিনাশ ঘটায়, তাতে তার কী লাভ হবে? [২৬] কেননা যে কেউ আমার ও আমার বাণীর বিষয়ে লজ্জাবোধ করে, মানবপুত্র যখন নিজের গৌরবে ও পিতার ও পবিত্র দূতবাহিনীর গৌরবে আসবেন, তখন তার বিষয়ে লজ্জাবোধ করবেন। [২৭] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে, যারা ঈশ্বরের রাজ্য না দেখা পর্যন্ত কোনমতে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না।’

ঈশ্বরের পুত্রের গৌরব

[২৮] এই সকল কথা বলবার আনুমানিক আট দিন পর তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে প্রার্থনা করতে পর্বতে গিয়ে উঠলেন। [২৯] তিনি প্রার্থনা করছেন, এমন সময়ে তাঁর মুখের চেহারার অন্য রূপ হল, ও তাঁর পোশাক অধিক নির্মল-উজ্জ্বল হয়ে উঠল। [৩০] আর দেখ, দু’জন পুরুষ তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন—তাঁরা ছিলেন মোশি ও এলিয়। [৩১] গৌরবে আবির্ভূত হয়ে তাঁরা তাঁর সেই প্রস্থানের বিষয়ে কথা বলছিলেন, যা তিনি যেরুশালেমে সমাধা করতে যাচ্ছিলেন। [৩২] পিতর ও তাঁর সঙ্গীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু জেগে উঠে তাঁর গৌরব ও সেই দু’জনকে দেখলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। [৩৩] তাঁরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, সেসময়ে পিতর যিশুকে বললেন, ‘গুরুদেব, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আসুন, তিনটে কুটির তৈরি করি, আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য

একটা।’ তিনি কী বলছিলেন, তা তো জানতেন না; [৩৪] তিনি একথা বলছেন, সেসময়ে একটি মেঘ এসে নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘের মধ্যে প্রবেশ করার সময়ে তাঁরা ভয় পেলেন। [৩৫] আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: ‘ইনি আমার পুত্র, সেই মনোনীতজন; তাঁর কথা শোন।’ [৩৬] এই কণ্ঠ ধ্বনিত হওয়ামাত্র দেখা গেল, যিশু একাই আছেন। তাঁরা নীরব রইলেন; এবং যা দেখেছিলেন, সেবিষয়ে তাঁরা তখন কাউকে কিছুই বললেন না।

অশুচি আত্মাগ্রস্ত ছেলের সুস্থতা-লাভ

[৩৭] পরদিন তাঁরা সেই পর্বত থেকে নেমে এলে বহু লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে এল। [৩৮] আর হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে বলল, ‘গুরু, মিনতি করি, আমার ছেলেকে একটু দেখুন, কারণ সে আমার একমাত্র সন্তান। [৩৯] একটা আত্মা তাকে হঠাৎ আঁকড়ে ধরে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চিৎকার দিয়ে একে ঝাঁকুনি দেয়, তাতে ছেলেটি মুখ থেকে ফেনা বের করে; একে সে সহজে ছাড়ে না, আর যখন ছাড়ে, তখন ছেলেটি একেবারে পরিশ্রান্ত। [৪০] আমি আপনার শিষ্যদের তাকে তাড়াতে মিনতি করলাম, কিন্তু তাঁরা পারলেন না।’ [৪১] তখন যিশু উত্তরে বললেন, ‘হে অবিশ্বাসী ও ভ্রষ্ট প্রজন্মের মানুষেরা, আমি আর কত দিন তোমাদের মধ্যে থাকব ও তোমাদের সহ্য করব? তোমার ছেলেকে এখানে নিয়ে এসো।’ [৪২] সে এগিয়ে আসছে, সেসময়ে সেই অপদূত তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তীব্রভাবে মুচড়ে ধরল। কিন্তু যিশু সেই অশুচি আত্মাকে ধমক দিলেন, বালকটিকে সুস্থ করলেন, ও তার পিতার হাতে তাকে তুলে দিলেন। [৪৩] আর সকলে ঈশ্বরের মহিমায় অবাক হল।

যিশুর যন্ত্রণাভোগ—দ্বিতীয় পূর্বঘোষণা

তিনি যে সমস্ত কাজ সাধন করছিলেন, তার জন্য সকলে বিস্ময়বিহ্বল হলে তিনি নিজের শিষ্যদের বললেন, [৪৪] ‘তোমরা এই সকল কথা মনোযোগ দিয়ে মনে রাখ: মানবপুত্রকে মানুষের হাতে শীঘ্রই তুলে দেওয়া হবে।’ [৪৫] কিন্তু তাঁরা একথা বুঝলেন না, কথাটার অর্থ তাঁদের কাছে গুপ্তই থাকল, ফলে তাঁরা বুঝে উঠতে পারলেন না; এমনকি, তাঁর কাছে একথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করছিলেন।

স্বর্গরাজ্যে কে সবচেয়ে বড়?

[৪৬] এর মধ্যে তাঁদের অন্তরে এই তর্ক দেখা দিল, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে? [৪৭] যিশু তাঁদের অন্তরের ভাবনা জেনে একটি শিশুকে নিয়ে নিজের পাশে দাঁড় করালেন; [৪৮] পরে তাঁদের বললেন, 'যে কেউ এই শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; এবং যে কেউ আমাকে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে, আমাকে যিনি প্রেরণ করেছেন; কারণ তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট, সে-ই বড়।' [৪৯] যোহন তাঁকে বললেন, 'গুরুদেব, আমরা একজনকে আপনার নামে অপদূত তাড়াতে দেখেছিলাম, আর তাকে বারণ করতে চেষ্টা করেছিলাম, কারণ সে আমাদের সঙ্গে আপনার অনুগামী নয়।' [৫০] কিন্তু যিশু তাঁকে বললেন, 'বারণ করো না, কারণ যে তোমাদের বিপক্ষে নয়, সে তোমাদের সপক্ষে।'

যেরুশালেম-যাত্রার সূচনা

[৫১] যখন তাঁকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়ার দিনগুলি পূর্ণ হয়ে আসছিল, তখন তিনি যেরুশালেমের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য দৃঢ়মুখ হলেন। [৫২] তাঁর আগে আগে তিনি কয়েকজন দূতকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা রওনা হলেন, ও তাঁর জন্য সব ব্যবস্থা করার জন্য সামারীয়দের একটা গ্রামে প্রবেশ করলেন, [৫৩] কিন্তু লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করে নিতে রাজি ছিল না, কারণ তাঁর গন্তব্যস্থান ছিল যেরুশালেম। [৫৪] তা দেখে তাঁর শিষ্য যাকোব ও যোহন বললেন, 'প্রভু, আপনি কি চান, এলিয় যেমন করেছিলেন, তেমনি আমরা বলি যেন আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে এদের ছাই করে ফেলে?' [৫৫] কিন্তু তিনি তাঁদের দিকে ফিরে তাঁদের ধমক দিলেন, [৫৬] আর তাঁরা অন্য গ্রামের দিকে এগিয়ে চললেন।

[৫৭] তাঁরা তাঁদের সেই পথে এগিয়ে চলছেন, এমন সময় একজন লোক তাঁকে বলল, 'আপনি যেইখানে যাবেন, আমি আপনার অনুসরণ করব।' [৫৮] যিশু তাঁকে বললেন, 'শিয়ালদের গর্ত আছে, আর আকাশের পাখিদের বাসা আছে; কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজবার কোন স্থান নেই।'

[৫৯] অন্য একজনকে তিনি বললেন, ‘আমার অনুসরণ কর।’ কিন্তু সে বলল, ‘প্রভু, অনুমতি দিন, আমি আগে আমার পিতাকে সমাধি দিয়ে আসি।’ [৬০] তিনি তাকে বললেন, ‘মৃতেরাই নিজ নিজ মৃতদের সমাধি দিক। কিন্তু তুমি গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের সংবাদ ঘোষণা কর।’ [৬১] আর একজন বলল, ‘প্রভু, আমি আপনার অনুসরণ করব, কিন্তু অনুমতি দিন, আমি আগে নিজের বাড়ির লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।’ [৬২] যিশু তাকে বললেন, ‘যে কেউ লাঙলে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।’

বাহাত্তরজন শিষ্যকে প্রেরণ

তাঁদের কাছে নানা নির্দেশবাণী

১০ [১] এই সমস্ত ঘটনার পর প্রভু আরও বাহাত্তরজনকে নিযুক্ত করলেন, ও নিজে যেখানে শীঘ্রই যাবেন, সেই সমস্ত শহরে ও জায়গায় নিজের আগে আগে দু’জন দু’জন করে তাদের প্রেরণ করলেন। [২] তিনি তাদের বললেন, ‘ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; অতএব ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান। [৩] রওনা হও: কিন্তু দেখ, আমি নেকড়ের দলের মধ্যে মেষেরই মত তোমাদের প্রেরণ করছি; [৪] তোমরা থলি বা ঝুলি বা জুতো সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না; পথে কারও সঙ্গে কুশল আলাপ করো না। [৫] যে কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে, প্রথমে বল, এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক। [৬] সেখানে যদি শান্তির সন্তান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার উপরে থাকবে, অন্যথা তোমাদের কাছে ফিরে আসবে। [৭] তোমরা সেই বাড়িতেই থাক: তারা যা দেয়, তা-ই খাও, তা-ই পান কর, কেননা কর্মী নিজের মজুরির যোগ্য! এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেয়ো না। [৮] তোমরা যে কোন শহরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ করে, তবে তোমাদের সামনে যা রাখা হবে, তা-ই খাও; [৯] এবং সেখানকার পীড়িতদের নিরাময় কর, ও তাদের বল, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে গেছে। [১০] কিন্তু যে কোন শহরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ না করে, তবে বেরিয়ে গিয়ে সেই শহরের পথে পথে গিয়ে একথা বল, [১১] তোমাদের শহরের যে ধুলো আমাদের পায়ে লেগেছে, তাও তোমাদের বিরুদ্ধে

ঝেড়ে দিই। তবু একথা জেনে রাখ, ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে। [১২] আমি তোমাদের বলছি, সেই দিনটিতে সেই শহরের দশার চেয়ে সদোমের দশাই সহনীয় হবে। [১৩] খোরাজিন, ধিক্ তোমাকে! বেথ্সাইদা, ধিক্ তোমাকে! কেননা তোমাদের মধ্যে যে সকল পরাক্রম-কর্ম সাধন করা হয়েছে, তা যদি তুরস ও সিদোনেই সাধন করা হত, তবে বহুদিন আগেই তারা চটের কাপড়ে ছাইয়ে বসে মনপরিবর্তন করত। [১৪] তবু বিচারে তোমাদের দশার চেয়ে তুরস ও সিদোনের দশাই সহনীয় হবে। [১৫] আর তুমি, হে কাফার্নাউম, তোমাকে নাকি *স্বর্গ পর্যন্ত উচ্চ করা হবে? পাতাল পর্যন্তই তোমাকে নামিয়ে দেওয়া হবে!*(ক)

[১৬] যে তোমাদের কথা শোনে, সে আমারই কথা শোনে; এবং যে তোমাদের প্রত্যাখ্যান করে, সে আমাকেই প্রত্যাখ্যান করে; আর যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, সে তাঁকেই প্রত্যাখ্যান করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।'

[১৭] পরে সেই বাহাত্তরজন সানন্দে ফিরে এসে বললেন, 'প্রভু, আপনার নামে অপদূতেরাও আমাদের বশীভূত হয়।' [১৮] তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি শয়তানকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত স্বর্গ থেকে পড়তে দেখলাম। [১৯] দেখ, আমি তোমাদের সাপ ও বিছে পায়ের নিচে মাড়াবার, ও সেই শত্রুর সমস্ত পরাক্রমের উপরে কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়েছি। কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করবে না; [২০] তবু আত্মাগুলো যে তোমাদের বশীভূত হয়, এতে আনন্দ করো না, এতেই বরং আনন্দ কর যে, তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে।'

[২১] ঠিক সেই ক্ষণে তিনি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্য বলি, কেননা তুমি প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমানদের কাছে এই সকল বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদেরই কাছে তা প্রকাশ করেছ; হ্যাঁ, পিতা, তোমার প্রসন্নতায় তুমি তা-ই নিরূপণ করলে। [২২] পিতা আমার হাতে সবই তুলে দিয়েছেন, এবং পুত্র যে কে, পিতা ছাড়া আর কেউই তা জানে না, পিতা যে কে, তাও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও সে-ই ছাড়া, যার কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।'

[২৩] এবং শিষ্যদের দিকে ফিরে তিনি, সকলের আড়ালে, তাঁদের বললেন, 'সুখী সেই সকল চোখ, যে চোখ, তোমরা যা দেখছ, তা দেখতে পায়! [২৪] আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যা দেখছ, তা অনেক নবী ও রাজা দেখতে বাসনা করেও দেখতে পাননি; এবং তোমরা যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পাননি।'

ভালবাসার মহান আজ্ঞা

দয়ালু সামারীয়ের আদর্শ

[২৫] আর দেখ, যাচাই করার অভিপ্রায়ে একজন বিধানপণ্ডিত উঠে তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'গুরু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' [২৬] তিনি তাঁকে বললেন, 'বিধানে কী লেখা আছে? তাতে কী পড়ছেন?' [২৭] তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, '*তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে, এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।*'(খ) [২৮] তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন; তা-ই করুন, তবে জীবন পাবেন।'

[২৯] কিন্তু তিনি নিজেকে নির্দোষী দেখাবার ইচ্ছায় যিশুকে বললেন, 'কিন্তু আমার প্রতিবেশী কে?' [৩০] যিশু এই বলে উত্তর দিলেন, 'একজন লোক যেরুশালেম থেকে যেরিখোতে নেমে যাচ্ছিল, এমন সময়ে সে একদল দস্যুর হাতে পড়ল; তারা তার পোশাক খুলে নিল ও তাকে মেরে আধমরা অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল। [৩১] দৈবাৎ একজন যাজক সেই পথ দিয়ে নেমে যাচ্ছিল; তাকে দেখে সে পাশ কেটে চলে গেল। [৩২] তেমনি একজন লেবীয়ও সেই জায়গায় এসে পড়ে তাকে দেখে পাশ কেটে চলে গেল। [৩৩] কিন্তু একজন সামারীয় সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তার কাছে এসে পড়ল, ও তাকে দেখে দয়ায় বিগলিত হল; [৩৪] কাছে এগিয়ে এসে সে তেল ও আঙুররস ঢেলে তার সমস্ত ঘা বেঁধে দিল; পরে তাকে নিজের বাহনের উপরে বসিয়ে একটা সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে তাকে যত্ন করল। [৩৫] পরদিন দু'টো রুপোর টাকা বের করে সরাইখানার মালিককে দিয়ে বলল, একে যত্ন করুন, ফেরার পথে আমি আপনার অতিরিক্ত যত খরচ মিটিয়ে দেব। [৩৬] আপনি কি মনে করেন, এই

তিনজনের মধ্যে কে দস্যুদের হাতে পড়া লোকটির প্রতিবেশী হয়ে উঠল?' [৩৭] তিনি বললেন, 'যে তার প্রতি দয়া দেখাল, সে-ই।' যিশু তাঁকে বললেন, 'এবার যান, আপনিও সেইমত কাজ করুন।'

মার্থা ও মারীয়া

[৩৮] তাঁরা পথে এগিয়ে চলতে চলতে তিনি একটা গ্রামে প্রবেশ করলেন, আর মার্থা নামে একজন স্ত্রীলোক নিজের বাড়িতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। [৩৯] মারীয়া নামে তাঁর একটি বোন ছিলেন, তিনি প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর বাণী শুনছিলেন। [৪০] কিন্তু মার্থা সেবার ব্যাপারে খুবই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন: কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনার কি কোন চিন্তা নেই যে, আমার বোন সেবাকর্মের ভার আমার একার উপরেই ফেলে রেখেছে? তাকে আমাকে সাহায্য করতে বলুন।' [৪১] কিন্তু প্রভু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; [৪২] কিন্তু আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে; উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না।'

প্রার্থনা প্রসঙ্গ

১১ [১] একদিন তিনি এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন; যখন প্রার্থনা শেষ করলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের একজন তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান, যেমন যোহনও নিজের শিষ্যদের শেখালেন।' [২] তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বল:

পিতা,
তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক,
তোমার রাজ্য আসুক।
[৩] আমাদের দৈনিক রুটি প্রতিদিন আমাদের দাও;
[৪] এবং আমাদের পাপ ক্ষমা কর,
কারণ আমরা নিজেরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করি;

আর আমাদের পরীক্ষায় এনো না।’

[৫] তিনি তাঁদের বলে চললেন, ‘তোমাদের মধ্যে কারও যদি বন্ধু থাকে, আর সে যদি মাঝরাতে তাকে গিয়ে বলে, বন্ধু, আমাকে তিনখানা রুটি ধার দাও, [৬] কারণ আমার এক বন্ধু পথে যেতে যেতে আমার কাছে এসে পড়েছে, ও তাকে খাবার মত দিতে আমার কিছু নেই; [৭] আর সেই লোক ভিতর থেকে যদি এই বলে উত্তর দেয়, আমাকে বিরক্ত করো না, এখন তো দরজা বন্ধ, ও আমার ছেলেরা আমার পাশে শুয়ে আছে; তাই আমি উঠে তোমাকে কিছু দিতে পারি না, [৮] তাহলে আমি তোমাদের বলছি, সে যদিও বন্ধুত্বের খাতিরে উঠে তা না দেয়, তবু ওর পীড়াপীড়ির জন্যই সে উঠে ওর যত প্রয়োজন তা দিয়ে দেবে।

[৯] তাই আমি তোমাদের বলছি: যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। [১০] কেননা যে যাচনা করে, সে পায়; আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। [১১] তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কি আছে যে নিজের ছেলে মাছ চাইলে মাছের বদলে তাকে সাপ দেবে, [১২] কিংবা সে ডিম চাইলে তাকে কাঁকড়া বিছে দেবে? [১৩] সুতরাং তোমরা মন্দ হয়েও যখন তোমাদের ছেলেদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান, তখন যারা তাঁর কাছে যাচনা করে, স্বর্গস্থ পিতা যে তাদের পবিত্র আত্মাকে দেবেন তা আরও কতই না নিশ্চিত।’

যিশু ও বেয়েল্‌জেবুল

[১৪] তিনি একটা অপদূত তাড়াচ্ছিলেন, তা ছিল বোবা। অপদূত বেরিয়ে গেলে সেই বোবা কথা বলতে লাগল; আর লোকেরা আশ্চর্য হল। [১৫] কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, ‘এ অপদূতদের অধিপতি সেই বেয়েল্‌জেবুলের প্রভাবেই অপদূত তাড়ায়।’ [১৬] আবার কেউ কেউ তাঁকে যাচাই করার জন্য তাঁর কাছে স্বর্গ থেকে কোন একটা চিহ্ন দেখার দাবি করল। [১৭] তাদের চিন্তা-ভাবনা জানতেন বিধায় তিনি তাদের বললেন, ‘বিবাদে বিভক্ত যে কোন রাজ্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, ও এক একটা বাড়ি অন্য বাড়ির উপরে পড়ে যায়। [১৮] আচ্ছা, শয়তানও যদি বিবাদে বিভক্ত হয়,

তবে তার রাজ্য কেমন করে স্থির থাকবে? তোমরা তো বলছ, আমি বেয়েল্‌জেবুলের প্রভাবে অপদূত তাড়াই! [১৯] আর আমি যদি বেয়েল্‌জেবুলের প্রভাবে অপদূত তাড়াই, তবে তোমাদের শিষ্যেরা কার্‌ প্রভাবেই বা তাদের তাড়ায়? এজন্য তারাই তোমাদের বিচারক হয়ে দাঁড়াবে! [২০] কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আঙুলের প্রভাবেই অপদূত তাড়াই, তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মাঝে এসেই পড়েছে। [২১] একজন বলবান লোক যখন অস্ত্রসজ্জিত হয়ে নিজের বাড়ি রক্ষা করে, তখন তার বিষয়-সম্পত্তি নিরাপদে থাকে; [২২] কিন্তু তার চেয়ে বলবান কেউ যদি এসে তাকে পরাজিত করে, তাহলে যে সমস্ত অস্ত্রের উপরে তার এত ভরসা ছিল, সে তা কেড়ে নেয়, ও তার কাছ থেকে লুট করা মাল ভাগ করে দেয়।

[২৩] যে আমার সপক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে, এবং আমার সঙ্গে যে কুড়োয় না, সে ছড়িয়ে ফেলে।

[২৪] অশুচি আত্মা যখন কোন মানুষকে ছেড়ে বেরিয়ে যায়, তখন বিশ্রামের খোঁজে জলহীন নানা জায়গা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তা পায় না; তখন সে বলে, আমি যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি, আমার সেই ঘরেই ফিরে যাব; [২৫] কিন্তু ফিরে এসে সে তা মার্জিত ও শ্রীমন্ডিতই পায়; [২৬] তখন সে গিয়ে নিজের চেয়ে দুষ্ট অপর সাতটা আত্মাকে সঙ্গে নিয়ে আসে, এবং ভিতরে ঢুকে তারা সেখানে বসতি স্থাপন করে; ফলে সেই মানুষের প্রথম দশার চেয়ে শেষ দশা আরও খারাপ হয়।’

[২৭] তিনি এই সকল কথা বলছেন, এমন সময়ে ভিড়ের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোক জোর গলায় বলে উঠল: ‘সুখী সেই গর্ভ, যা আপনাকে ধারণ করেছে; সুখী সেই বুক, যা আপনাকে লালন-পালন করেছে।’ [২৮] কিন্তু তিনি বললেন, ‘এর চেয়ে তারাই সুখী, যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে।’

যোনার চিহ্ন

[২৯] বহু লোকের ভিড় তাঁর চারপাশে জমছিল, সেসময়ে তিনি বলতে লাগলেন, ‘এই প্রজন্মের মানুষ অসৎ: এরা একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন এদের দেখানো হবে না। [৩০] কারণ যোনা যেমন নিনেভে-বাসীদের কাছে চিহ্নস্বরূপ হয়েছিলেন, তেমনি মানবপুত্রও এই প্রজন্মের মানুষদের কাছে চিহ্নস্বরূপ

হবেন। [৩১] দক্ষিণ দেশের সেই রানী বিচারে এই প্রজন্মের মানুষদের বিপক্ষে উঠে এদের দোষী সাব্যস্ত করবেন, কেননা শলোমনের প্রজ্ঞার উক্তি শুনবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন; আর দেখ, শলোমনের চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে। [৩২] নিনেভের লোকেরা বিচারে এই প্রজন্মের মানুষদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে এদের দোষী সাব্যস্ত করবে, কেননা যোনার প্রচারে তারা মনপরিবর্তন করেছিল; আর দেখ, যোনার চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে।

[৩৩] প্রদীপ জ্বালিয়ে কেউ তা গুপ্ত জায়গায় বা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে, যারা ভিতরে আসে তারা যেন আলো দেখতে পায়। [৩৪] তোমার চোখ-ই দেহের প্রদীপ; তোমার চোখ সরল হলে তোমার গোটা দেহও আলোময় হয়; কিন্তু চোখ খারাপ হলে তোমার দেহও অন্ধকারময় হয়। [৩৫] অতএব দেখ, তোমার অন্তরে যে আলো রয়েছে, তা যেন অন্ধকার না হয়। [৩৬] তোমার গোটা দেহ আলোময় হলে, তার কোনও অংশও অন্ধকারে না থাকলে, তবে তোমার দেহ সম্পূর্ণরূপেই আলোময় হবে, ঠিক যেমন যখন প্রদীপ নিজের তেজে তোমাকে আলোকিত করে।'

ফরিশী ও বিধানপণ্ডিতদের প্রতি যিশুর ধিক্কার-বাণী

[৩৭] তিনি কথা বলা শেষ করলেই একজন ফরিশী তাঁকে ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন; তিনি ভিতরে গিয়ে ভোজে আসন নিলেন। [৩৮] ফরিশী আশ্চর্য হয়ে গেলেন যখন দেখলেন যে, খাওয়া-দাওয়ার আগে তিনি হাত-মুখ ধুয়ে নেননি। [৩৯] কিন্তু প্রভু তাঁকে বললেন, 'আপনারা ফরিশী তো থালা-বাটির বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে থাকেন, কিন্তু আপনাদের ভিতরটা শোষণ ও দুষ্টতায় ভরা। [৪০] নির্বোধ! যিনি বাইরের দিকটা গড়েছেন, তিনি কি ভিতরটাও গড়েননি? [৪১] ভিতরে যা আছে, তা-ই বরং অভাবীদের দান করুন, তবেই আপনাদের পক্ষে সবই শুচি হবে। [৪২] কিন্তু হায় ফরিশীরা! আপনাদের ধিক্! আপনারা যে পুদিনা, তেজপাতা ও সব রকম শাকের দশমাংশ দিয়ে থাকেন, আর ন্যায়বিচার ও ঈশ্বর-প্রেম উপেক্ষা করেন; কিন্তু আপনাদের উচিত ছিল এগুলি পালন করা ও সেগুলিও অবহেলা না করা। [৪৩] হায় ফরিশীরা! আপনাদের ধিক্! আপনারা যে সমাজগৃহে প্রধান আসন, ও হাটে-বাজারে লোকদের

শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন ভালবাসেন। [৪৪] আপনাদের ধিক্! আপনারা যে অচিহ্নিত কবরের মত, যার উপর দিয়ে লোকে অজান্তে যাতায়াত করে।'

[৪৫] তখন বিধানপণ্ডিতদের একজন তাঁকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'গুরু, তেমন কথা বলে আপনি আমাদেরও অপমান করছেন।' [৪৬] কিন্তু তিনি বললেন, 'হায় বিধানপণ্ডিতেরা! আপনাদেরও ধিক্! আপনারা যে লোকদের মাথায় দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দিয়ে থাকেন, কিন্তু নিজেরা একটা আঙুল দিয়েও সেই সব বোঝা স্পর্শ করেন না।

[৪৭] আপনাদের ধিক্! আপনারা যে সেই নবীদের সমাধিমন্দির গেঁথে থাকেন, আপনাদের পিতৃপুরুষেরাই যাঁদের হত্যা করেছিল। [৪৮] এতে আপনারা সাক্ষ্যদান করছেন যে আপনাদের পিতৃপুরুষদের কর্মে আপনাদের সম্মতি আছে: তারা তাঁদের হত্যা করেছিল, আপনারা তাঁদের সমাধিমন্দির গেঁথে তুলছেন!

[৪৯] এজন্যই ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও বললেন, আমি তাদের কাছে নবী ও প্রেরিতদূতদের প্রেরণ করব; আর তাদের কাউকে তারা হত্যা করবে ও নির্যাতন করবে, [৫০] যেন জগৎপত্তন থেকে যে সকল নবীর রক্ত ঝরানো হয়েছে, তার হিসাব এই প্রজন্মের মানুষদের কাছে চেয়ে নেওয়া হয়,— [৫১] আবেলের রক্ত থেকে শুরু ক'রে সেই জাখারিয়ারই রক্ত পর্যন্ত যাঁকে যজ্ঞবেদি ও গৃহের মাঝখানে হত্যা করা হয়েছিল। হ্যাঁ, আমি আপনাদের বলছি, এই প্রজন্মের মানুষদের কাছে এই সমস্ত কিছুর হিসাব চেয়ে নেওয়া হবে।

[৫২] হায় বিধানপণ্ডিতেরা! আপনাদের ধিক্! আপনারা যে জ্ঞানলাভের চাবি সরিয়ে নিয়েছেন: আপনারা নিজেরাও প্রবেশ করলেন না, এবং যারা প্রবেশ করছিল, তাদেরও বাধা দিলেন!'

[৫৩] তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এলে শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা তাঁকে উগ্রতার সঙ্গে প্রতিরোধ করতে ও বহু বহু বিষয়ে তাঁকে কথা বলাতে লাগলেন— [৫৪] তাঁর মুখের কোন একটা কথা ধরবার জন্য তাঁরা ওত পেতে রইলেন।

অকপট ও মুক্তকণ্ঠ কথন

১২ [১] এর মধ্যে হাজার হাজার লোকের এমন ভিড় জমে গেছিল যে, একজন অন্যের উপরে পড়তে লাগল; তিনি নিজ শিষ্যদের বলতে লাগলেন, 'তোমরা সর্বপ্রথমে ফরিশীদের খামিরের ব্যাপারে, তাদের ভণ্ডামিরই ব্যাপারে সাবধান থাক। [২] ঢাকা এমন কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না, ও গুপ্ত এমন কিছুই নেই যা জানা যাবে না। [৩] তাই তোমরা অন্ধকারে যা কিছু বলেছ, তা আলোতে শোনা যাবে, আর ভিতরের ঘরে কানে কানে যা বলেছ, তা ছাদের উপরে প্রচার করা হবে।

[৪] আর তোমরা যারা আমার বন্ধু, আমি তোমাদের বলছি, যারা দেহ মেরে ফেলার পর আর কিছুই করতে পারে না, তাদের ভয় করো না। [৫] আমি তোমাদের দেখাচ্ছি কাকে ভয় করতে হবে: তাঁকেই ভয় কর, মেরে ফেলার পর জাহান্নামে নিক্ষেপ করার যাঁর অধিকার আছে। হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, তাঁকেই ভয় কর। [৬] পাঁচটা চড়ুই পাখি কি দু' টাকায় বিক্রি হয় না? অথচ তাদের একটাকেও ঈশ্বর ভুলে যান না। [৭] এমনকি, তোমাদের মাথার চুলের হিসাবও রাখা আছে; ভয় করো না, তোমরা অনেক চড়ুই পাখির চেয়ে মূল্যবান।

[৮] আর আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, মানবপুত্রও ঈশ্বরের দূতদের সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করবেন; [৯] কিন্তু যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে অস্বীকার করে, ঈশ্বরের দূতদের সামনে তাকে অস্বীকার করা হবে। [১০] আর যে কেউ মানবপুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, সে ক্ষমা পাবে; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে ক্ষমা পাবে না। [১১] লোকেরা যখন সমাজগৃহে এবং শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষের সামনে তোমাদের নিয়ে যাবে, তখন তোমরা কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, কিংবা কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, [১২] কারণ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণে পবিত্র আত্মাই তোমাদের শেখাবেন।'

এসংসারের ধনসম্পদ

মানুষের জন্য ঈশ্বরের চিন্তা

প্রভুর পুনরাগমন

[১৩] ভিড়ের মধ্য থেকে একজন তাঁকে বলল, ‘গুরু, আমার ভাইকে বলুন, সে যেন আমার সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করে।’ [১৪] তিনি তাকে বললেন, ‘হে মানুষ, তোমাদের উপরে বিচারকর্তা বা মধ্যস্থ করে আমাকে কে নিযুক্ত করেছে?’ [১৫] পরে তিনি তাদের বললেন, ‘সাবধান, সব ধরনের লোভ থেকে দূরে থাক, কারণ প্রাচুর্যে থাকলেও মানুষের জীবন তার সম্পত্তির উপর নির্ভর করে না।’

[১৬] আর তিনি তাদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন, ‘একজন ধনী লোকের জমিতে প্রচুর ফসল হয়েছিল। [১৭] তাই সে মনে মনে ভাবতে লাগল, কী করি? আমার ফসল রাখবার স্থান নেই! [১৮] পরে বলল, আমি এ করব: আমার যত গোলাঘর ভেঙে ফেলে বড় বড় গোলাঘর তৈরি করব, এবং তার মধ্যে আমার সমস্ত শস্য ও আমার সমস্ত সম্পদ জমিয়ে রাখব। [১৯] তারপর আমার প্রাণকে বলব, প্রাণ, বহু বছরের মত তোমার জন্য অনেক সম্পদ জমা আছে: বিশ্রাম কর, খাও দাও, ফুর্তি কর। [২০] কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন, হে নির্বোধ, আজ এই রাতেই তোমার প্রাণ তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া হবে, তবে তুমি এই যা কিছু প্রস্তুত করেছ, তা কার্ হবে? [২১] তেমনটি তারই ঘটে, যে নিজের জন্য সম্পদ জমিয়ে রাখে কিন্তু ঈশ্বরের সামনে ধনবান হয় না!’

[২২] পরে তিনি নিজের শিষ্যদের বললেন, ‘এজন্যই আমি তোমাদের বলছি, কী খাব বলে প্রাণের বিষয়ে, কিংবা কী পরব বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না; [২৩] কারণ খাদ্যের চেয়ে প্রাণ ও পোশাকের চেয়ে শরীর-ই বড় ব্যাপার। [২৪] দাঁড়কাকদের কথা ভাব: তারা বোনেও না, কাটেও না, তাদের ভাণ্ডারও নেই, গোলাঘরও নেই, অথচ ঈশ্বর তাদের খেতে দিয়ে থাকেন; পাখিদের চেয়ে তোমরা কতই না বেশি মূল্যবান! [২৫] আর তোমাদের মধ্যে কে চিন্তিত হয়ে নিজের আয়ু কিঞ্চিৎও বাড়াতে পারে? [২৬] তাই যখন এত সামান্য কাজের উপরেও তোমাদের কোন ক্ষমতা নেই, তখন অন্যান্য বিষয়ে কেন চিন্তিত হও? [২৭] লিলিফুলের কথা ভাব: তারা তো

শ্রম করে না, সুতোও কাটে না; অথচ আমি তোমাদের বলছি, শলোমনও নিজের সমস্ত গৌরবে এগুলোর একটার মত সুসজ্জিত ছিলেন না। [২৮] আচ্ছা, মাঠের যে ঘাস আজ আছে ও কাল চুল্লিতে ফেলে দেওয়া হবে, ঈশ্বর যখন তা এভাবে বিভূষিত করেন, তখন হে অল্পবিশ্বাসী, তোমাদের জন্য তিনি কি বেশি চিন্তা করবেন না? [২৯] তাই তোমরা কী খাবে বা কী পান করবে, এই বিষয়ের তত অন্বেষা করো না, ব্যস্তও হয়ো না, [৩০] কেননা এই সংসারের বিজাতীয়রাই এই সকল বিষয়ে ব্যস্ত থাকে; বাস্তবিকই তোমাদের পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে। [৩১] তোমরা বরং তাঁর রাজ্যের অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে। [৩২] হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করো না, কারণ সেই রাজ্য তোমাদেরই দিতে তোমাদের পিতা প্রসন্ন হয়েছেন।

[৩৩] তোমাদের যা যা আছে, তা বিক্রি করে অভাবীদের দান কর। নিজেদের জন্য এমন থলি তৈরি কর, যা জীর্ণ হয় না; স্বর্গে অক্ষয় ধন জমিয়ে রাখ, যেখানে চোর কাছে আসে না, পোকাতেও ধরে ক্ষয় করে না; [৩৪] কেননা যেখানে তোমাদের ধন, সেইখানে তোমাদের হৃদয়ও থাকবে।

[৩৫] তোমরা কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক; [৩৬] এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন, যেন তিনি এসে দরজায় আঘাত করলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্য দরজা খুলে দিতে পারে। [৩৭] সুখী সেই দাসেরা, প্রভু এসে যাদের জাগ্রত পাবেন। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি কোমর বেঁধে তাদের ভোজে আসন দেবেন, ও ঘুরে ঘুরে তাদের পরিবেশন করবেন। [৩৮] যদি রাতদুপুরে কিংবা ভোরের আগে এসে তিনি তাদের এভাবেই পান, তবে তারা সুখী। [৩৯] এবিষয়ে নিশ্চিত হও যে, চোর কোন্ সময় আসবে, গৃহকর্তা যদি তা জানত, তবে জেগে থাকত, নিজের ঘরে সিঁধ কাটতে দিত না। [৪০] তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে ক্ষণ তোমরা কল্পনা করবে না, সেই ক্ষণে মানবপুত্র আসবেন।’

[৪১] পিতর বললেন, ‘প্রভু, আপনি কি আমাদের, না সকলকেই লক্ষ করে এই উপমা-কাহিনী শোনাচ্ছেন?’ [৪২] প্রভু বললেন, ‘কে সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ,

যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন, উপযুক্ত সময়ে সে যেন তাদের খোরাকের ব্যবস্থা করে? [৪৩] সুখী সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন। [৪৪] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাকে নিজের সবকিছুর অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করবেন। [৪৫] কিন্তু সেই দাস যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভুর আসতে আরও দেরি আছে, আর যদি দাসদাসীকে মারতে, খাওয়া-দাওয়া করতে ও মাতাল হতে শুরু করে, [৪৬] তবে যেদিন সে প্রত্যাশা করে না ও যে ক্ষণ সে কল্পনা করে না, সে-দিন সে-ক্ষণেই সেই দাসের প্রভু আসবেন, এবং টুকরো টুকরো করে তাকে অবিশ্বস্তদের ভাগ্যের সহভাগী করবেন।

[৪৭] আর সেই দাস, যে নিজের প্রভুর ইচ্ছা জেনেও অপ্রস্তুত হয় ও তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কাজ করেনি, সে যথেষ্ট পরিমাণেই মার খাবে; [৪৮] অপরদিকে যে দাস না জেনে মার খাবার যোগ্য কোন কাজ করেছে, সে কম পরিমাণে মার খাবে। যাকে বেশি দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি দাবি করা হবে; যাকে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি চেয়ে নেওয়া হবে।

[৪৯] আমি পৃথিবীতে আগুন আনবার জন্য এসেছি; আমার কতই না ইচ্ছে, তা যদি এর মধ্যে জ্বলতে থাকত! [৫০] এমন বাপ্তিস্ম আছে, যে-বাপ্তিস্মে আমাকে বাপ্তিস্ম নিতে হবে, আর তা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমার কী সঙ্কোচ!

[৫১] তোমরা কি মনে করছ, আমি পৃথিবীতে শান্তি আনবার জন্যই এসেছি? আমি তোমাদের বলছি, তা নয়, বরং বিভেদ! [৫২] কেননা এখন থেকে, পাঁচজনকে নিয়ে যে সংসার, তাতে বিভেদ দেখা দেবে: তিনজন দু'জনের বিরুদ্ধে ও দু'জন তিনজনের বিরুদ্ধে; [৫৩] *পিতা ছেলের বিরুদ্ধে*, ও ছেলে পিতার বিরুদ্ধে; মা মেয়ের বিরুদ্ধে, ও *মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে* (ক); শাশুড়ী পুত্রবধূর বিরুদ্ধে, ও পুত্রবধূ শাশুড়ীর বিরুদ্ধে।'

[৫৪] তিনি ভিড়-করা লোকদের আরও বললেন, 'তোমরা যখন পশ্চিমে মেঘ উঠতে দেখ, তখন সঙ্গে সঙ্গে বলে থাক, বৃষ্টি আসছে, আর তা-ই ঘটে। [৫৫] যখন দক্ষিণা বাতাস বইতে দেখ, তখন বলে থাক, কড়া রোদ হবে, আর তা-ই ঘটে। [৫৬] ভণ্ড! তোমরা ভূমি ও আকাশের চেহারা বুঝতে পার, তবে কেমন করেই বা এই যুগ বুঝতে পার না?

[৫৭] আর কেনই বা নিজেরাই যা ন্যায্য তা বিচার কর না? [৫৮] ধর: তুমি যখন প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রশাসনের কাছে যাবে, পথে থাকতেই ব্যাপারটা মেটাতে চেষ্টা কর, পাছে সে তোমাকে বিচারকের সামনে টেনে নিয়ে যায়, বিচারক তোমাকে প্রহরীর হাতে তুলে দেয়, ও প্রহরী তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। [৫৯] আমি তোমাকে বলছি, শেষ কড়িটা শোধ না করা পর্যন্ত তুমি কোনমতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।'

মনপরিবর্তন প্রসঙ্গ

১৩ [১] ঠিক সেসময়েই কয়েকজন লোক এসে তাঁকে সেই গালিলেয়দের কথা জানাল যাদের রক্ত পিলাত তাদের বলির রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। [২] তিনি এই বলে তাদের উত্তর দিলেন, 'তোমরা কি মনে করছ, সেই গালিলেয়দের তেমন দুর্গতি হয়েছে বিধায় তারা অন্য সকল গালিলেয়দের চেয়ে বেশি পাপী ছিল? [৩] আমি তোমাদের বলছি, তা নয়; বরং মনপরিবর্তন না করলে তোমরা সকলেই সেভাবে বিনষ্ট হবে। [৪] অথবা, সেই আঠারোজন লোক, যাদের উপরে সিলোয়ামের মিনার পড়ে গিয়ে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছিল, তোমরা কি তাদের বিষয়ে মনে করছ যে, তারা যেরুশালেম-বাসী অন্য সকল লোকের চেয়ে বেশি অপরাধী ছিল? [৫] আমি তোমাদের বলছি, তা নয়; বরং মনপরিবর্তন না করলে তোমরা সকলেই সেভাবে বিনষ্ট হবে।'

[৬] তিনি এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: 'একজন লোকের আঙুরখেতে একটা ডুমুরগাছ পোঁতা ছিল; তিনি এসে সেই গাছে ফল খোঁজ করলেন, কিন্তু পেলেন না। [৭] তিনি আঙুরখেতের মালীকে বললেন, দেখ, তিন বছর ধরেই আমি ডুমুরগাছে ফল খোঁজ করছি, কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না; গাছটা কেটে ফেল, এটা কেন মাটির রস এমনি খাবে? [৮] সে উত্তরে তাঁকে বলল, প্রভু, এই বছরের মতও ওটা থাকতে দিন, আমি ওটার চারদিকে মাটি খুঁড়ে সার দেব, [৯] আগামী বছর গাছে ফল ধরলে ভাল, না হলে ওটা কেটে ফেলবেন।'

শাব্বাৎ দিনে একজন কুব্জা স্ত্রীলোকের সুস্থতা-লাভ

[১০] একসময় তিনি শাব্বাৎ দিনে একটা সমাজগৃহে উপদেশ দিচ্ছিলেন; [১১] আর দেখ, একটি স্ত্রীলোক: তাকে একটা মন্দাত্মা আঠারো বছর ধরে দুর্বল করে রাখছিল; স্ত্রীলোকটি কুব্জা, কোনমতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। [১২] তাকে দেখে যিশু কাছে ডাকলেন, তাকে বললেন, 'নারী, তোমার দুর্বলতা থেকে তুমি মুক্তা;' [১৩] আর তিনি তার উপরে হাত রাখলে সে ঠিক সেই মুহূর্তেই সোজা হয়ে দাঁড়াল ও ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে লাগল।

[১৪] কিন্তু শাব্বাৎ দিনেই যিশু নিরাময় করেছেন বিধায় সমাজগৃহের অধ্যক্ষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, এবং লোকদের উদ্দেশ করে বললেন, 'ছ'দিন আছে, যে সকল দিনে কাজ করা উচিত; সুতরাং ওই সকল দিনেই তোমরা সুস্থতা পেতে এসো, শাব্বাৎ দিনে নয়।' [১৫] কিন্তু প্রভু তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'ভণ্ড, আপনারা প্রত্যেকজন কি শাব্বাৎ দিনে নিজ নিজ বলদ বা গাধা বাঁধন থেকে মুক্ত করে গোশালা থেকে তাদের জল খাওয়াতে বাইরে নিয়ে যান না? [১৬] তবে এই স্ত্রীলোক, আব্রাহামের এই কন্যাই, যাকে শয়তান, দেখ, আঠারো বছর ধরেই বেঁধে রেখেছিল, এর এই বাঁধন থেকে শাব্বাৎ দিনে মুক্তি পাওয়া কি উচিত নয়?' [১৭] তিনি এই সকল কথা বললে তাঁর প্রতিপক্ষেরা সকলে লজ্জায় অভিভূত হল; কিন্তু সকল সাধারণ লোক তাঁর সাধিত অপরূপ কীর্তির জন্য আনন্দিত ছিল।

দু'টো উপমা-কাহিনী ও অন্যান্য বাণী

[১৮] তিনি বলে চললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য কিসের মত? আমি কিসের সঙ্গে তার তুলনা করব? [১৯] তা তেমন একটা সর্ষে-দানার মত, যা একজন লোক নিয়ে নিজের বাগানে বুনল। তা বাড়তে বাড়তে গাছ হয়ে উঠল, ও আকাশের পাখিরা এসে তার শাখায় বাসা বাঁধল।' [২০] আবার তিনি বললেন, 'আমি কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করব? [২১] তা এমন খামিরের মত, যা একজন স্ত্রীলোক নিয়ে তিন পাল্লা ময়দার সঙ্গে মাখল, শেষে সমস্তই গেঁজে উঠল।'

[২২] তিনি শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে উপদেশ দিতে দিতে যেরুশালেমের দিকে তাঁর সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

[২৩] একজন লোক তাঁকে বলল, 'প্রভু, যারা পরিত্রাণ পায়, তারা কি অল্পজন?' তিনি তাদের বললেন, [২৪] 'তোমরা সরু দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর, কেননা আমি তোমাদের বলছি, অনেকে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু অক্ষম হবে। [২৫] গৃহস্বামী উঠে একবার দরজা বন্ধ করলে, তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় ঘা দিতে শুরু করবে, বলবে, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন; কিন্তু তিনি উত্তরে তোমাদের বলবেন, আমি তোমাদের চিনি না; আমি জানি না, তোমরা কোথাকার লোক। [২৬] তখন তোমরা একথা বলতে শুরু করবে, আমরা আপনার সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করেছি, আপনিও আমাদের রাস্তা-ঘাটে উপদেশ দিয়েছেন। [২৭] কিন্তু তিনি আবার বলবেন, আমি তোমাদের চিনি না; আমি জানি না, তোমরা কোথাকার লোক। হে অপকর্মা সকল, আমা থেকে দূর হও! আর তখন সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি, [২৮] যখন তোমরা দেখতে পাবে: আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোব এবং নবীরা সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে রয়েছেন, আর তোমাদের বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। [২৯] এবং পুব ও পশ্চিম থেকে, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে লোকেরা এসে ঈশ্বরের রাজ্যের ভোজে আসন পাবে। [৩০] দেখ, যারা সবার শেষে রয়েছে, তাদের কেউ কেউ সবার আগে দাঁড়াবে; এবং যারা সবার আগে রয়েছে, তাদের কেউ কেউ সবার শেষে পড়বে।'

[৩১] সেই ক্ষণে কয়েকজন ফরিশী কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'বেরিয়ে যান, এখান থেকে চলে যান; কারণ হেরোদ আপনাকে হত্যা করতে চাচ্ছেন।' [৩২] তিনি তাঁদের বললেন, 'আপনারা গিয়ে সেই শিয়ালকে বলুন: দেখুন, আজ ও কাল আমি অপদূত তাড়াই ও রোগ-নিরাময় করি, এবং তৃতীয় দিনে আমার লক্ষ্যে পৌঁছব। [৩৩] যাই হোক, আজ, কাল ও পরশু আমাকে পথে এগিয়ে যেতেই হবে, কারণ এমনটি হতে পারে না যে, কোন নবী যেরুশালেমের বাইরে মরে।

[৩৪] হায় যেরুশালেম, যেরুশালেম, তুমি যে নবীদের মেরে ফেল ও তোমার কাছে যারা প্রেরিত তাদের পাথর ছুড়ে মার! মুরগি যেমন নিজের বাচ্চাদের ডানার নিচে জড় করে, তেমনি আমিও কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা

সম্মত হলে না। [৩৫] দেখ, *তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য পড়ে থাকবে!* আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না, যতদিন না বল, *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য।*'(ক)

শাব্বাৎ দিনে একজন উদরীরোগী মানুষের সুস্থতা-লাভ

১৪ [১] তিনি এক শাব্বাৎ দিনে প্রধান ফরিশীদের একজন অধ্যক্ষের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন, এবং লোকে তাঁকে লক্ষ করছিল। [২] আর দেখ, একটি লোক তাঁর সামনে ছিল যে উদরীরোগে ভুগছিল। [৩] যিশু বিধানপণ্ডিত ও ফরিশীদের উদ্দেশ করে বললেন, 'শাব্বাৎ দিনে নিরাময় করা বিধেয় না কি?' [৪] কিন্তু তাঁরা চুপ করে রইলেন। তাই তিনি লোকটিকে কাছে নিয়ে এলেন, ও তাকে সুস্থ করে বিদায় দিলেন। [৫] তারপর তাঁদের বললেন, 'আপনাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যাঁর ছেলে বা বলদ কুয়োতে পড়লে তিনি শাব্বাৎ দিনেও চিন্তা না করেই তাকে টেনে তুলবেন না?' [৬] তাঁরা এই সকল কথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

শেষ স্থানেই আসন নেওয়া
গরিবদেরই নিমন্ত্রণ করা উচিত

[৭] আর নিমন্ত্রিত লোকেরা কীভাবে প্রধান প্রধান আসন বেছে নিচ্ছেন, তা লক্ষ করে তিনি তাঁদের একটা উপমা-কাহিনী শোনালেন; তাঁদের বললেন, [৮] 'যখন কেউ আপনাকে বিবাহভোজে নিমন্ত্রণ করেন, তখন প্রধান স্থানে গিয়ে বসবেন না; হয় তো আপনার চেয়ে সম্মানিত কোন লোক নিমন্ত্রিত হয়েছেন, [৯] তবে যিনি আপনাকে ও তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি এসে আপনাকে বলবেন, এঁকে স্থান দিন; আর তখন আপনি লজ্জার সঙ্গে শেষ স্থান নিতে বাধ্য হবেন। [১০] বরং আপনি নিমন্ত্রিত হলে শেষ স্থানে গিয়ে বসবেন; তাহলে যিনি আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি যখন এসে আপনাকে বলবেন, বন্ধু, এগিয়ে আসুন, ভাল আসনে বসুন, তখন সকল নিমন্ত্রিতদের সামনে আপনার গৌরব হবে। [১১] কেননা যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।'

[১২] পরে, যিনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁকে তিনি বললেন, 'আপনি যখন দুপুরে বা রাতে ভোজের আয়োজন করেন, তখন আপনার বন্ধুদের বা আপনার ভাইদের বা আপনার আত্মীয়স্বজনদের কিংবা ধনী প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করবেন না; হয় তো তাঁরাও আপনাকে পাল্টা নিমন্ত্রণ করবেন, এতে আপনি আপনার প্রতিদান পাবেন। [১৩] বরং আপনি যখন ভোজের আয়োজন করেন, তখন গরিব, পঙ্গু, খোঁড়া ও অন্ধদেরই নিমন্ত্রণ করুন; [১৪] এতে আপনি সুখী হবেন, কেননা আপনাকে প্রতিদানে দেওয়ার মত তাদের কিছু নেই, তাই ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময়ে আপনি প্রতিদান পাবেন।'

নিমন্ত্রিতদের উপমা-কাহিনী

[১৫] এই সকল কথা শুনে, যাঁরা ভোজে বসে ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে একজন বললেন, 'সুখী সেই জন, ঈশ্বরের রাজ্যে যে ভোজের অংশী হবে!' [১৬] কিন্তু তাঁকে তিনি বললেন, 'একজন লোক এক বিরাট ভোজের আয়োজন করে বহু বহু লোককে নিমন্ত্রণ করলেন। [১৭] ভোজের সময়ে নিজ দাস দ্বারা নিমন্ত্রিতদের বলে পাঠালেন, এসো, সবই প্রস্তুত। [১৮] কিন্তু তারা সবাই একসুরেই যেন অজুহাত দেখাতে লাগল। প্রথমজন তাঁকে বলল, আমি একখন্ড জমি কিনেছি, আমি তা দেখতে যেতে বাধ্য; মিনতি করি, আমাকে মাপ করুন। [১৯] আর একজন বলল, আমি পাঁচ জোড়া বলদ কিনেছি, তাদের যাচাই করতে যাচ্ছি; মিনতি করি, আমাকে মাপ করুন। [২০] আর একজন বলল, আমি এইমাত্র বিবাহ করেছি, তাই যেতে পারছি না। [২১] দাস ফিরে এসে প্রভুকে এই সমস্ত কথা জানাল। তখন সেই গৃহস্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ দাসকে বললেন, শীঘ্রই বেরিয়ে গিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ও গলিতে গলিতে যাও: গরিব, পঙ্গু, খোঁড়া ও অন্ধদের এখানে নিয়ে এসো। [২২] পরে সেই দাস বলল, প্রভু, আপনি যা করতে আদেশ করেছেন, তা করা হয়েছে, কিন্তু তবু এখনও জায়গা খালি রয়েছে। [২৩] তখন প্রভু দাসকে বললেন, বেরিয়ে গিয়ে [শহরের বাইরে] যত পথে ও ঝোপঝাড়ে যাও, এবং আসবার জন্য লোকদের পীড়াপীড়ি কর, যেন আমার বাড়ি ভর্তি হয়ে যায়। [২৪] কেননা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, ওই নিমন্ত্রিতদের মধ্য থেকে একজনও আমার ভোজের আস্বাদ পাবে না।'

যিশুর অনুসরণ করতে হলে সবকিছু ত্যাগ করা প্রয়োজন

[২৫] বহু লোকের ভিড় তাঁর সঙ্গে পথ চলছিল; তখন তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, [২৬] 'কেউ যদি আমার কাছে আসে ও নিজের পিতা, মাতা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, এমনকি নিজের প্রাণ পর্যন্ত ঘৃণা না করে, তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না। [২৭] নিজের ক্রুশ যে বহন করে না ও আমার পিছনে আসে না, সে আমার শিষ্য হতে পারে না। [২৮] তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে যে উচ্চ ঘর গাঁথতে অভিপ্রায় করলে আগে বসে খরচ হিসাব করে দেখে না, কাজ সেরে নেবার মত তার সামর্থ্য আছে কিনা? [২৯] হয় তো ভিত বসাবার পর যদি সে কাজটা সেরে নিতে না পারে, তবে যত লোক তা দেখবে, সকলেই তো তাকে ঠাট্টা করতে শুরু করে বলবে, [৩০] এ গাঁথতে শুরু করল, কিন্তু সেরে নিতে সক্ষম হল না। [৩১] অথবা কোন্ রাজা অন্য রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে প'ড়ে, আগে বসে বিবেচনা করেন না, যিনি কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে আসছেন, দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি তাঁর সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন কিনা? [৩২] না পারলে, তবে শত্রু দূরে থাকতেই তিনি দূত পাঠিয়ে সন্ধির শর্ত জানতে চাইবেন। [৩৩] তাই একই প্রকারে তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের সবকিছু ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।

[৩৪] লবণ তো ভাল, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা যাবে? [৩৫] তেমন লবণ মাটির জন্যও উপযোগী নয়, গোবরগাদার জন্যও নয়; লোকে তা বাইরে ফেলে দেয়। যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক!'

ঈশ্বরের দয়া বিষয়ক তিনটে উপমা-কাহিনী—

হারানো মেষ

হারানো টাকা

হারানো ছেলে

১৫ [১] আর কর-আদায়কারী ও পাপীরা সকলেই তাঁর বাণী শুনবার জন্য দলে দলে তাঁর কাছে আসছিল; [২] এতে ফরিশীরা ও শাস্ত্রীরা গজগজ করে বলতে লাগলেন, 'লোকটা পাপীদের গ্রহণ করে নেয়, তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করে!' [৩] তাই তিনি

তাঁদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: [৪] ‘আপনাদের মধ্যে কোন্ লোক, যার একশ’টা মেষ আছে, তাদের মধ্যে একটা হারিয়ে গেলে সে বাকি নিরানব্বইটাকে প্রান্তরে ফেলে রেখে যায় না, ও হারানোটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার খোঁজে বেড়ায় না? [৫] খুঁজে পেলে সে মনের আনন্দে তা কাঁধে তুলে নেয়, [৬] এবং বাড়ি গিয়ে বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার যে মেষ হারানো ছিল, তা খুঁজে পেয়েছি। [৭] আমি তোমাদের বলছি, তেমনি ভাবে, যাদের মনপরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে স্বর্গে যত আনন্দ হয়, তার চেয়ে বেশি আনন্দ হবে যখন একজন পাপী মনপরিবর্তন করে।

[৮] অথবা, কোন্ স্ত্রীলোক, যার দশটা রুপোর টাকা আছে, সে যদি একটা হারিয়ে ফেলে, তবে বাতি জ্বেলে ঘর ঝাঁট দিয়ে টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত ভাল করে খুঁজে দেখে না? [৯] তা পেলে সে বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমি যে টাকাটা হারিয়ে ফেলেছিলাম, তা খুঁজে পেয়েছি। [১০] তেমনি ভাবে—আমি তোমাদের বলছি—একজন পাপী মনপরিবর্তন করলে ঈশ্বরের দূতদের সামনে আনন্দ হয়।’

[১১] তিনি আরও বললেন, ‘একজন লোকের দু’টি ছেলে ছিল। [১২] ছোটজন পিতাকে বলল, পিতা, আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দাও। তাই তিনি তাদের মধ্যে ধন-সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। [১৩] অল্প দিন পর ছোট ছেলেটি নিজের সবকিছু সংগ্রহ করে নিয়ে দূরদেশে চলে গেল, আর সেখানে উচ্ছৃঙ্খলের মত নিজ সম্পত্তি উড়িয়ে দিল।

[১৪] সে সবকিছু ব্যয় করে ফেললে পর সেই দেশে করাল দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তাতে সে কষ্টে পড়তে লাগল। [১৫] তাই সে গিয়ে সেই দেশের এক অধিবাসীর কাছে চাকরের কাজ নিল, আর সে তাকে শূকর চরাতে নিজের মাঠে পাঠিয়ে দিল। [১৬] তার খুবই ইচ্ছে হত, শূকরে যে শুঁটি খায়, তা খেয়ে সে পেট ভরাবে, কিন্তু কেউই তা তাকে দিত না। [১৭] তখন তার চেতনা হল, বলল, আমার পিতার কত মজুর প্রচুর খাবার পাচ্ছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরছি। [১৮] আমি উঠে আমার পিতার কাছে যাব, তাঁকে বলব, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সামনে পাপ করেছি; [১৯] আমি

তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই। তোমার একজন মজুরের মত আমার প্রতি ব্যবহার কর। [২০] তখন সে উঠে নিজের পিতার কাছে যাবার জন্য রওনা হল।

সে বহুদূরে থাকতেই তার পিতা তাকে দেখতে পেলেন, ও দয়ায় বিগলিত হয়ে ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বন করতে লাগলেন। [২১] তখন ছেলেটি তাঁকে বলল, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সামনে পাপ করেছি, আমি তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই। [২২] কিন্তু পিতা নিজ দাসদের বললেন, শীঘ্র যাও, সবচেয়ে ভাল পোশাক এনে একে পরিয়ে দাও, এর আঙুলে আঙটি পরাও ও পায়ে জুতো দাও; [২৩] এবং নধর বাছুরটা এনে কাট; আর এসো, ভোজ করে ফুর্তি করি, [২৪] কারণ আমার এই ছেলে মৃতই ছিল, আর এখন বেঁচে উঠেছে; হারানোই ছিল, আর এখন তাকে পাওয়া গেছে। তাই তারা ফুর্তি করতে লাগল।

[২৫] তাঁর বড় ছেলে তখন মাঠে ছিল; ফেরার পথে সে যখন বাড়ির কাছে পৌঁছল, তখন গানবাজনা ও নাচের শব্দ শুনতে পেল। [২৬] সে একজন দাসকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, এসব কি? [২৭] সে তাকে বলল, আপনার ভাই ফিরে এসেছে, এবং আপনার পিতা নধর বাছুরটা কেটে দিয়েছেন, কারণ তিনি তাকে সুস্থ শরীরে ফিরে পেয়েছেন। [২৮] তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, ভিতরে যেতে রাজি হল না; এতে তার পিতা বাইরে এসে তাকে সাধাসাধি করতে লাগলেন, [২৯] কিন্তু সে পিতাকে বলল, দেখ, এত বছর ধরে আমি তোমার সেবা করে আসছি, কখনও তোমার কোন আজ্ঞায় অবাধ্য হইনি, অথচ আমার বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি করার জন্য তুমি আমাকে একটা ছাগছানাও কখনও দাওনি; [৩০] কিন্তু তোমার এই যে ছেলে বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার ধন-সম্পত্তি গ্রাস করেছে, সে এলেই তুমি তার জন্য নধর বাছুরটা কাটলে। [৩১] তিনি তাকে বললেন, বৎস, তুমি সবসময়েই আমার সঙ্গে আছ, আর যা কিছু আমার, তা সবই তোমার। [৩২] কিন্তু আমাদের ফুর্তি ও আনন্দ করা সমীচীন হয়েছে, কারণ তোমার এই ভাই মৃতই ছিল, আর এখন বেঁচে উঠেছে; হারানোই ছিল, আর এখন তাকে পাওয়া গেছে।’

রাজ্য-সেবায় অধিক বুদ্ধি প্রয়োগ করা প্রয়োজন

১৬ [১] তিনি শিষ্যদের আরও বললেন, 'একজন ধনী লোক ছিল; তার যে গৃহাধ্যক্ষ ছিল, তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হল যে, সে মনিবের ধন নষ্ট করে দিচ্ছে। [২] সে তাকে ডাকিয়ে বলল, তোমার সম্পর্কে এ কি কথা শুনছি? তোমার কাজের হিসাব দাও, কারণ তুমি গৃহাধ্যক্ষ-পদে আর থাকতে পারবে না। [৩] তখন সেই গৃহাধ্যক্ষ মনে মনে বলল, এখন আমি কী করব? আমার প্রভু তো আমার কাছ থেকে হিসাব চেয়ে নিচ্ছেন। আমি কি মাটি কাটব? সেই বল আমার নেই; ভিক্ষা করব? লজ্জা করে। [৪] আমার পদ গেলে লোকে যেন তাদের ঘরে আমাকে আশ্রয় দেয়, তার জন্য যা করা দরকার, তা আমি বুঝলাম। [৫] যারা তার প্রভুর কাছে ঋণী ছিল, তাদের সে এক একজন করে ডাকল। প্রথমজনকে সে বলল, আমার প্রভুর কাছে তোমার দেনা কত? [৬] সে বলল, তিন টন তেল। সে তাকে বলল, তোমার ধারপত্র নাও, শীঘ্র বসে দেড় টন লেখ। [৭] আর একজনকে সে বলল, তোমার দেনা কত? সে বলল, চার টন গম। সে তাকে বলল, তোমার ধারপত্র নিয়ে তিন টন লেখ। [৮] সেই প্রভু সেই অসৎ গৃহাধ্যক্ষের প্রশংসা করল, কারণ সে বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছিল। বাস্তবিকই এই সংসারের সন্তানেরা নিজেদের জাতের লোকদের সঙ্গে চলাফেরার ব্যাপারে, যারা আলোর সন্তান, তাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি দেখায়।

[৯] তাই আমি তোমাদের বলছি, অসৎ ধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের জন্য মানুষকে বন্ধু করে নাও, যেন তা শেষ হলে তারা সেই অনন্ত তাঁবুতে তোমাদের গ্রহণ করে নেয়। [১০] সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বস্ত, সে বড় ব্যাপারেও বিশ্বস্ত; আর সামান্য ব্যাপারে যে অসৎ, সে বড় ব্যাপারেও অসৎ। [১১] সুতরাং তোমরা যদি অসৎ ধনের ব্যাপারে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে বিশ্বাস করে তোমাদের হাতে প্রকৃত ধন ন্যস্ত করবে? [১২] আর যদি পরের জিনিসের ব্যাপারে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের নিজেদের জিনিস তোমাদের দেবে?

[১৩] দুই মনিবের সেবায় থাকা কোন চাকরের পক্ষে সম্ভব নয়: সে হয় একজনকে ঘৃণা করবে আর অন্যজনকে ভালবাসবে, না হয় একজনের প্রতি আকৃষ্ট হবে আর

অন্যজনকে উপেক্ষা করবে—ঈশ্বর ও ধন, উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।’

মনপরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

[১৪] তখন ফরিশীরা—তাঁরা তো টাকা ভালইবাসতেন—এই সকল কথা শুনে তাঁকে উপহাস করতে লাগলেন। [১৫] তিনি তাঁদের বললেন, ‘আপনারাই তো মানুষের সামনে নিজেদের ধার্মিক দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের হৃদয় জানেন; কেননা মানুষের দৃষ্টিতে যা মর্যাদার বিষয়, তা ঈশ্বরের চোখে ঘৃণার বস্তু। [১৬] যোহন পর্যন্ত বিধান ও নবীদের সময় ছিল; সেসময় থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের শুভসংবাদ প্রচারিত হচ্ছে, এবং তার মধ্যে প্রবেশ করতে প্রত্যেকে সচেষ্ট আছে। [১৭] কিন্তু বিধানের এক বিন্দু পড়ে যাওয়ার চেয়ে আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাওয়াই বরং সহজ। [১৮] যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে আর একজনকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে কেউ স্বামীর কোন পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে।

[১৯] এক ধনী লোক ছিল, সে দামী রঙিন ক্ষোমের পোশাক পরত, ও প্রতিদিন জাঁকজমকের মধ্যে ভোজসভার আয়োজন করত। [২০] তার বাড়ির ফটকের পাশে লাজার নামে এক ভিখারী পড়ে থাকত; তার শরীর ঘায়ে ভরা ছিল, [২১] এবং সেই ধনীর টেবিল থেকে খাবারের যে টুকরোগুলো পড়ত, তা খেতে আকাঙ্ক্ষা করত; কুকুরেরা পর্যন্তও এসে তার ঘা চেটে খেত।

[২২] একসময় সেই ভিখারী মারা গেল, আর স্বর্গদূতেরা তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে আব্রাহামের কোলে রাখলেন। সেই ধনীও মরল, এবং তাকে কবর দেওয়া হল। [২৩] পাতালে ভীষণ যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে সে চোখ তুলে বহুদূর থেকে আব্রাহামকে ও তাঁর কোলে লাজারকে দেখতে পেল। [২৪] তাই জোর গলায় বলে উঠল, পিতা আব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন, লাজারকে পাঠিয়ে দিন, যেন সে আঙুলের ডগাটুকু জলে ডুবিয়ে আমার জিহ্বা জুড়িয়ে দেয়, কারণ এই আগুনের শিখায় আমি ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছি। [২৫] আব্রাহাম বললেন, বৎস, মনে রাখ: তোমার মঙ্গল তুমি জীবনকালেই পেয়েছ, আর লাজার তেমনি অমঙ্গল পেয়েছে; এখন সে এখানে সান্ত্বনা পাচ্ছে, আর তুমি ভীষণ যন্ত্রণায় ভুগছ। [২৬] তাছাড়া, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিশাল গহ্বরের

ব্যবধান রাখা আছে, তাই যারা এখান থেকে তোমাদের কাছে যেতে চায়, তারা পারে না ; আবার ওখান থেকে আমাদের কাছে কেউই পার হয়ে আসতে পারে না।

[২৭] তখন সে বলল, তবে, পিতা, আমি আপনাকে অনুনয় করি, তাকে আমার পিতার ঘরে পাঠিয়ে দিন, [২৮] কেননা আমার পাঁচজন ভাই আছে; সে গিয়ে তাদের চেতনা দিক, যেন তারাও এই যন্ত্রণার জায়গায় না আসে। [২৯] আব্রাহাম বললেন, তাদের তো মোশি ও নবীরা আছেন : তাঁদেরই কথা তারা শুনুক। [৩০] তখন সে বলল, তা নয়, পিতা আব্রাহাম, কিন্তু মৃতদের মধ্য থেকে যদি কেউ তাদের কাছে যায়, তাহলেই তারা মনপরিবর্তন করবে। [৩১] তিনি বললেন, তারা যদি মোশি ও নবীদের কথায় কান না দেয়, তাহলে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ পুনরুত্থান করলেও সে তাদের মন জয় করতে পারবে না।'

শিষ্যদের প্রতি নানা সাবধান বাণী

১৭ [১] যিশু নিজের শিষ্যদের আরও বললেন, 'পতন যে ঘটবে না, তা তো সম্ভব নয় ; কিন্তু ধিক্ তাকে, যার কারণে পতন ঘটে। [২] তেমন লোকের গলায় জাঁতাকলের পাথর বেঁধে যদি তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হত, তাহলে এই ক্ষুদ্রজনদের একজনেরও পতনের কারণ হওয়ার চেয়ে তা-ই বরং তার পক্ষে ভাল হত। [৩] তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে সাবধান থাক। তোমার ভাই যদি কোন অন্যায় করে, তাকে তিরস্কার কর ; কিন্তু সে যদি মনপরিবর্তন করে, তাকে ক্ষমা কর। [৪] আর সে যদি দিনে সাতবার তোমার প্রতি অন্যায় করে আর সাতবার তোমার কাছে ফিরে এসে বলে, আমি মনপরিবর্তন করছি, তাকে ক্ষমা করবে।'

[৫] প্রেরিতদূতেরা প্রভুকে বললেন, 'আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন।' [৬] প্রভু বললেন, 'একটা সর্ষে-দানার মত বিশ্বাস যদি তোমাদের থাকত, তবে তোমরা এই তুঁত গাছটাকে বলতে পারতে, সমূলে উপড়ে গিয়ে সমুদ্রে নিজেকে বসাও ; আর গাছটা তোমাদের কথা মেনে নিত।

[৭] তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যার দাস হাল চাষ করে বা মেষ চরিয়ে মাঠ থেকে ঘরে ফিরে এলে সে তাকে বলবে, এসো, এখনই খেতে বস! [৮] বরং তাকে কি

একথা বলবে না, আমার খাওয়ার ব্যবস্থা কর, এবং কোমর বেঁধে আমার খাবার পরিবেশন কর, তারপর তুমি নিজে খাওয়া-দাওয়া করতে পার। [৯] দাস যে তার কথামত কাজ করল, সে কি এজন্য তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাবে? [১০] তেমনি ভাবে তোমাদের যা করতে আদেশ করা হয়েছে, তা পালন করার পর তোমরাও বল, আমরা অনুপযোগী দাস মাত্র, যা করতে বাধ্য ছিলাম, তা-ই করলাম।'

দশজন চর্মরোগীর সুস্থতা-লাভ

[১১] যেরুশালেমের দিকে তাঁর সেই পথে এগিয়ে যাওয়ার সময়ে তিনি সামারিয়া ও গালিলেয়ার সীমানা-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। [১২] তিনি একটা গ্রামে প্রবেশ করছেন, এমন সময়ে সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত দশজন লোক তাঁকে দেখা করতে সামনে এসে পড়ল; দূরে দাঁড়িয়ে [১৩] তারা জোর গলায় বলতে লাগল, 'যিশু, গুরুদেব, আমাদের প্রতি দয়া করুন!' [১৪] তাদের দেখে তিনি বললেন, 'যাও, যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও।' আর যাওয়ার পথে তারা শুচীকৃত হল। [১৫] তখন তাদের একজন নিজেকে সুস্থ দেখে জোর গলায় ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে করতে ফিরে এল, [১৬] এবং যিশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে লাগল: লোকটি ছিল সামারীয়। [১৭] তাই যিশু বললেন, 'দশজনেই কি শুচীকৃত হয়নি? তবে অপর ন'জন কোথায়? [১৮] এই বিজাতীয় লোকটি ছাড়া আর এমন কাউকেই কি পাওয়া গেল না যে, ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করার জন্য ফিরে আসবে?' [১৯] তখন তিনি তাকে বললেন, 'ওঠ, এখন যাও; তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।'

ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন

মানবপুত্রের আগমন

[২০] ঈশ্বরের রাজ্য কবে আসবে, ফরিশীরা তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলে তিনি উত্তরে তাঁদের বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য এমনভাবে আসে না যে চোখে পড়বে। [২১] আর এমন কেউই থাকবে না যে বলবে, দেখ, এখানে! কিংবা, ওখানে! কারণ দেখ, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মাঝেই উপস্থিত।'

[২২] তিনি শিষ্যদের আরও বললেন, ‘এমন সময় আসবে, যখন তোমরা মানবপুত্রের দিনগুলোর একটা দিন মাত্রও দেখতে বাসনা করবে, কিন্তু দেখতে পাবে না। [২৩] তখন লোকেরা তোমাদের বলবে, দেখ, ওখানে! দেখ, এখানে! যেয়ো না, তাদের পিছু পিছু যেয়ো না; [২৪] কারণ বিদ্যুৎ-ঝলক যেমন আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত হঠাৎ জ্বলে ওঠে, মানবপুত্র নিজের দিনে ঠিক তেমনি হবেন। [২৫] কিন্তু আগে তাঁকে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে ও এই প্রজন্মের মানুষদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে।

[২৬] কিংবা, নোয়ার সেই দিনগুলিতে যেমন ঘটেছিল, মানবপুত্রের দিনগুলিতেও সেইমত ঘটবে; [২৭] জাহাজে নোয়ার প্রবেশ দিন পর্যন্ত লোকদের খাওয়া-দাওয়া ও বিয়ে করা-বিয়ে দেওয়া চলছিল; পরে বন্যা এসে সকলকে ধ্বংস করে ফেলল। [২৮] কিংবা লোটের সেই দিনগুলিতেও যেমন ঘটেছিল: লোকদের খাওয়া-দাওয়া, কেনা-বেচা, গাছ পোঁতা ও বাড়ি গড়া চলছিল; [২৯] কিন্তু যেদিন লোট সদোম ছেড়ে চলে গেলেন, সেদিন স্বর্গ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষিত হয়ে সকলকে ধ্বংস করে ফেলল।

[৩০] আচ্ছা, মানবপুত্র যেদিন আত্মপ্রকাশ করবেন, সেদিনেও ঠিক সেইমত ঘটবে। [৩১] সেদিন যে কেউ ছাদের উপরে থাকবে ও তার জিনিসপত্র ঘরে থাকবে, সে তা জড় করার জন্য নিচে না নেমে আসুক; তেমনি যে কেউ মাঠে থাকবে, সেও পিছনে না ফিরে যাক। [৩২] লোটের স্ত্রীর কথা মনে রেখ! [৩৩] যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, সে তা হারাবে; আর যে কেউ প্রাণ হারায়, সে তা বাঁচিয়ে রাখবে। [৩৪] আমি তোমাদের বলছি, সেই রাতে দু'জন লোক এক বিছানায় থাকবে: একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে আর একজনকে ফেলে রাখা হবে। [৩৫] দু'জন স্ত্রীলোক একইসময়ে জাঁতা ঘোরাবে: একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে আর একজনকে ফেলে রাখা হবে।' [৩৬] [৩৭] তাঁরা তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘প্রভু, কোথায়?' তিনি তাঁদের বললেন, ‘যেখানে দেহ থাকে, সেখানে শকুনও জড় হবে।'

প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ও বিনম্র হওয়া দরকার—

নিষ্ঠাবতী বিধবার উপমা

ফরিশী ও কর-আদায়কারীর উপমা

১৮ [১] নিরাশ না হয়ে যে সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, এপ্রসঙ্গে তিনি শিষ্যদের কাছে এই উপমা-কাহিনী শোনালেন; [২] বললেন, 'এক শহরে একজন বিচারক ছিল: সে ঈশ্বরকেও ভয় করত না, মানুষকেও মানত না। [৩] একই শহরে এক বিধবাও ছিল: সে তার কাছে এসে বলত, আমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমার সুবিচার করুন। [৪] বেশ কিছুকাল ধরে বিচারকটা সম্মত হল না; কিন্তু শেষে মনে মনে বলল, যদিও ঈশ্বরকেও ভয় করি না, মানুষকেও মানি না, [৫] তবু এই বিধবা আমাকে এতই বিরক্ত করছে যে তার সুবিচার করব, পাছে এ সবসময়ে এসে আমার মাথা ভেঙে ফেলে।' [৬] প্রভু বলে চললেন, 'তোমরা তো শুনেছ, সেই অসৎ বিচারক কী বলে। [৭] তবে ঈশ্বর কি নিজের সেই মনোনীতদের পক্ষে সুবিচার করবেন না? তারা তো দিনরাত তাঁর কাছে চিৎকার করে থাকে, যদিও তিনি তাদের বহুক্ষণ অপেক্ষা করান। [৮] আমি তোমাদের বলছি, তিনি শীঘ্রই তাদের সুবিচার করবেন। কিন্তু মানবপুত্র যখন আসবেন, তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাবেন?'

[৯] যারা নিজেদের উপর নির্ভর করে মনে করত যে, তারাই ধার্মিক, ও অন্য সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করত, এমন কয়েকজনকে উদ্দেশ করে তিনি এই উপমা-কাহিনী শোনালেন। [১০] 'দু'জন লোক প্রার্থনা করতে মন্দিরে গেল: একজন ফরিশী, আর একজন কর-আদায়কারী। [১১] ফরিশী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে এভাবেই প্রার্থনা করছিলেন, ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমি অন্য সকল লোকের মত নই—ওরা যে চোর, অসৎ, ব্যভিচারী;—কিংবা ওই কর-আদায়কারীর মতও নই। [১২] আমি সপ্তাহে দু'বার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি। [১৩] অপরদিকে কর-আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলতেও সাহস পাচ্ছিল না, বরং বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলছিল, ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, আমি যে পাপী। [১৪] আমি তোমাদের বলছি, এই লোক ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে

গেল, ওই লোকটা নয়; কেননা যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।'

যিশু এবং শিশুরা

[১৫] কয়েকটি শিশুকেও তাঁর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন। তা দেখে শিষ্যেরা তাদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। [১৬] কিন্তু যিশু তাদের কাছে ডাকলেন, বললেন, 'শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিয়ো না, কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই।' [১৭] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ শিশুরই মত ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে তার মধ্যে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না।'

যিশুর অনুসরণ ও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য ধন বাধাস্বরূপ

[১৮] একজন সমাজনেতা তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'মঙ্গলময় গুরু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' [১৯] যিশু তাঁকে বললেন, 'আমাকে মঙ্গলময় বলছেন কেন? একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, তিনি ঈশ্বর। [২০] আপনি তো আজ্ঞাগুলো জানেন, *ব্যভিচার করবে না, নরহত্যা করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না, তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে।*'[ক] [২১] লোকটি বললেন, 'ছেলেবেলা থেকেই আমি এই সমস্ত পালন করে আসছি।' [২২] একথা শুনে যিশু তাঁকে বললেন, 'আপনার এখনও একটা বিষয় বাকি আছে: আপনার যা কিছু আছে তা সবই বিক্রি করে গরিবদের দিন, তাতে স্বর্গে ধন পাবেন; তারপর আসুন, আমার অনুসরণ করুন।' [২৩] কিন্তু একথা শুনে লোকটি খুবই দুঃখিত হলেন, কারণ তিনি খুবই ধনী ছিলেন।

[২৪] তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে যিশু বললেন, 'যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন! [২৫] হ্যাঁ, ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ।' [২৬] যারা শুনল, তারা বলল, 'তবে পরিত্রাণ পাওয়া কার্ পক্ষেই বা সাধ্য?' [২৭] তিনি বললেন, 'যা মানুষের পক্ষে অসাধ্য, তা ঈশ্বরের পক্ষে সাধ্য।'

[২৮] তখন পিতর বললেন, 'দেখুন, আমাদের যা ছিল, তা ত্যাগ করে আমরা আপনার অনুসরণ করেছি।' [২৯] তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই যে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বাড়ি, কি স্ত্রী, কি ভাই, কি পিতামাতা, কি ছেলেমেয়ে ত্যাগ করলে [৩০] এই যুগে তার বহুগুণ ও ভাবী যুগে অনন্ত জীবন পাবে না।'

যিশুর যন্ত্রণাভোগ—তৃতীয় পূর্বঘোষণা

[৩১] পরে তিনি সেই বারোজনকে কাছে নিয়ে তাঁদের বললেন, 'দেখ, আমরা যেরুশালেমে যাচ্ছি, এবং মানবপুত্র সম্বন্ধে নবীদের দ্বারা যা কিছু লেখা হয়েছে, সেই সমস্ত সিদ্ধিলাভ করবে। [৩২] কারণ তাঁকে বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তাঁকে বিদ্রূপ করা হবে, অপমান করা হবে, তাঁর গায়ে থুথু দেওয়া হবে, [৩৩] এবং তাঁকে কশাঘাত করার পর তারা তাঁকে হত্যা করবে; আর তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করবেন।' [৩৪] কিন্তু এই সবকিছু তাঁরা বুঝলেন না, একথা তাঁদের কাছে গুপ্তই হয়ে রইল, এবং তিনি যা বলছিলেন, তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

একজন অন্ধ মানুষের সুস্থতা-লাভ

[৩৫] তিনি যেরিখোর কাছাকাছি এসে পড়েছেন, সেসময়ে একজন অন্ধ পথের ধারে বসে ভিক্ষা করছে; [৩৬] সে বহু লোকের যাতায়াতের শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপারটা কী?' [৩৭] লোকে তাকে বলল, 'নাজারেথীয় যিশু এখান দিয়ে যাচ্ছেন।' [৩৮] সে তখন জোর গলায় বলতে লাগল, 'যিশু, দাউদসন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।' [৩৯] যারা আগে আগে যাচ্ছিল, তারা ধমক দিয়ে তাকে চুপ করতে বলল, কিন্তু সে আরও জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'দাউদসন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।' [৪০] যিশু থামলেন, ও তাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে আদেশ করলেন; পরে সে কাছে এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, [৪১] 'তুমি কী চাও? আমি তোমার জন্য কী করব?' সে বলল, 'প্রভু, আমি যেন চোখে দেখতে পাই!' [৪২] যিশু তাকে বললেন, 'দৃষ্টিশক্তি পাও! তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।' [৪৩] সে সেই

মুহূর্তেই চোখে দেখতে পেল, ও ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে করতে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল। তা দেখে সমস্ত জনগণ ঈশ্বরের বন্দনা করল।

যেরুশালেমে যিশুর প্রচারকর্ম

জাখেয়

১৯ [১] যেরিখোতে প্রবেশ করে তিনি শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, [২] আর হঠাৎ জাখেয় নামে একজন লোক—সে ছিল প্রধান কর-আদায়কারী ও নিজে ধনী লোক—[৩] যিশু কে তা দেখবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভিড়ের কারণে পারছিল না, কেননা খাটো মানুষ ছিল। [৪] তাই আগে ছুটে গিয়ে সে তাঁকে দেখবার জন্য একটা ডুমুরগাছে উঠল, কারণ তাঁকে ওই পথ দিয়ে যেতে হচ্ছিল। [৫] যিশু যখন সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে বললেন, 'জাখেয়, শীঘ্র নেমে এসো, কারণ আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।' [৬] সে শীঘ্র নেমে এল, এবং সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। [৭] তা দেখে সকলে গজগজ করে বলতে লাগল, 'ইনি একটা পাপীর ঘরে উঠলেন!' [৮] কিন্তু জাখেয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রভুকে বলল, 'প্রভু, দেখুন, আমার অর্ধেক সম্পত্তি আমি গরিবদের দিয়ে দিচ্ছি; আর যদি কখনও ঠকিয়ে কারও কিছু নিয়ে থাকি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।' [৯] তখন যিশু তার বিষয়ে বললেন, 'আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে, কারণ এই লোকটিও আব্রাহামের সন্তান। [১০] বাস্তবিকই, যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।'

মোহরের উপমা-কাহিনী

[১১] লোকে এই সমস্ত কথা শুনতে শুনতেই তিনি আর একটা উপমা-কাহিনী শোনালেন, কারণ তিনি যেরুশালেমের কাছে এসে গেছিলেন, আর তারা মনে করছিল, ঈশ্বরের রাজ্য মুহূর্তের মধ্যেই প্রকাশ পাবার কথা। [১২] তাই তিনি বললেন, 'একজন সম্ভ্রান্ত লোক দূর দেশে গেলেন: লক্ষ্য ছিল, রাজমর্যাদা পেয়ে তিনি ফিরে আসবেন। [১৩] তিনি নিজের দাসদের মধ্য থেকে দশজনকে ডেকে তাদের প্রত্যেককে একটা করে মোহর দিয়ে বললেন, আমি যতদিন না ফিরে আসি, তোমরা ততদিন ব্যবসা কর। [১৪] কিন্তু তাঁর প্রজারা তাঁকে ঘৃণা করত, তাই তাঁর পিছনে একদল দূত পাঠিয়ে জানাল, আমরা চাই না যে, এই লোক আমাদের উপর রাজত্ব করবে।

[১৫] পরে তিনি সেই রাজমর্যাদা পেয়ে যখন ফিরে এলেন, তখন যাদের কাছে টাকা দিয়েছিলেন সেই দাসদের কাছে ডেকে আনতে বললেন, যেন জানতে পারেন, তারা প্রত্যেকে ব্যবসায় কত লাভ করেছে। [১৬] প্রথমজন এগিয়ে এসে বলল, প্রভু, আপনার মোহর আরও দশটা মোহর এনে দিয়েছে। [১৭] তিনি তাকে বললেন, ভাল! উত্তম দাস, তুমি সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হলে বলে দশ শহরের শাসনভার পাবে। [১৮] দ্বিতীয়জন এসে বলল, প্রভু, আপনার মোহর আরও পাঁচটা মোহর এনে দিয়েছে। [১৯] তিনি তাকেও বললেন, তুমিও পাঁচ শহরের শাসক হবে। [২০] পরে আর একজন এসে বলল, প্রভু, এই যে আপনার মোহর; আমি তা রুমালে বেঁধে রেখেছিলাম। [২১] আমি তো আপনাকে ভয় করছিলাম, কারণ আপনি কঠিন মানুষ: নিজে যা জমাননি, তা তুলে নেন, ও যা বোনেননি, তা কেটে থাকেন। [২২] তিনি তাকে বললেন, ধূর্ত দাস, তোমার নিজের কথার জোরেই আমি তোমার বিচার করব: তুমি নাকি জানতে, আমি কঠিন মানুষ: নিজে যা জমাইনি তা-ই তুলে নিই, ও যা বুনিনি তা-ই কাটি! [২৩] তবে আমার টাকা পোদ্দারদের হাতে রাখনি কেন? তাহলে আমি ফিরে এসে তা সুদ-সমেত আদায় করে নিতাম। [২৪] যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের তিনি বললেন, এর কাছ থেকে ওই মোহরটা নিয়ে নাও, ও যার দশ মোহর আছে, তাকেই দাও। [২৫] তারা তাঁকে বলল, প্রভু তার তো দশটা মোহর আছে! [২৬] আমি তোমাদের বলছি, যার আছে তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে; কিন্তু যার কিছু নেই, তার যেটুকু আছে তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। [২৭] আর আমার এই সমস্ত শত্রু যারা চাচ্ছিল না যে, আমি তাদের উপর রাজত্ব করব, তাদের এখানে এনে আমার সামনে হত্যা কর।’

[২৮] এই সকল কথা বলে তিনি তাঁদের আগে আগে যেরুশালেমের দিকে এগিয়ে চললেন।

যেরুশালেমে মশীহের প্রবেশ

[২৯] যখন জৈতুন বলে পরিচিত পর্বতের পাশে, বেথ্‌ফাগে ও বেথানিয়ার কাছে, এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি দু’জন শিষ্যকে পাঠিয়ে দিলেন; [৩০] বললেন, ‘তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও; সেখানে প্রবেশ করামাত্র দেখতে পাবে, একটা গাধার বাচ্চা

বাঁধা আছে যার উপরে কোন মানুষ কখনও বসেনি; তার বাঁধন খুলে নিয়ে এসো। [৩১] আর যদি কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা এর বাঁধন খুলছ কেন? তবে তোমরা একথা বলবে, প্রভুর এর দরকার আছে।’

[৩২] তখন যাঁদের পাঠানো হল, তাঁরা গিয়ে, তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনই দেখতে পেলেন। [৩৩] যখন তাঁরা গাধার বাচ্চার বাঁধন খুলছিলেন, তখন মালিকেরা তাঁদের বলল, ‘গাধার বাচ্চার বাঁধন খুলছ কেন?’ [৩৪] তাঁরা বললেন, ‘প্রভুর এর দরকার আছে।’ [৩৫] পরে তাঁরা সেটাকে যিশুর কাছে এনে তার পিঠের উপরে নিজেদের চাদর পেতে দিয়ে তার উপরে যিশুকে বসালেন। [৩৬] আর তিনি রওনা হলে লোকেরা নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিতে লাগল। [৩৭] তিনি জৈতুন পর্বত থেকে নামার পথের কাছাকাছি এসে গেছেন, এমন সময়ে গোটা শিষ্যদল যে সকল পরাক্রম-কর্ম দেখেছিলেন, তার জন্য মনের আনন্দে জোর গলায় ঈশ্বরের প্রশংসা ক’রে [৩৮] বলতে লাগলেন,

‘*যিনি প্রভুর নামে আসছেন,*
যিনি রাজা, *তিনি ধন্য* (ক) ;
স্বর্গলোকে শান্তি! ঊর্ধ্বলোকে গৌরব!’

[৩৯] ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন ফরিশী তাঁকে বললেন, ‘গুরু, আপনার শিষ্যদের ধমক দিন।’ [৪০] কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, ‘আমি আপনাদের বলছি, এরা যদি চুপ করে থাকে, পাথরগুলোই চিৎকার করবে।’

যেরুশালেমের উপরে বিলাপ

[৪১] যখন তিনি কাছে এলেন, তখন নগরী দেখে তার জন্য কাঁদলেন; [৪২] তিনি বলে উঠলেন, ‘হায় তুমি, তুমিও যদি আজকের এই দিনে, যা শান্তিজনক তা বুঝতে পারতে! কিন্তু এখন সেইসব তোমার দৃষ্টি থেকে লুকনোই রয়েছে। [৪৩] কারণ তোমার উপর এমন দিনগুলো এসে পড়ছে, যখন তোমার শত্রুরা তোমাকে চারদিকে অবরোধের বেষ্টনীতে বেঁধে রাখবে, তোমাকে ঘিরে ফেলবে, তোমাকে সব দিক দিয়ে চেপে রাখবে, [৪৪] এবং তোমাকে ও তোমার মধ্যে তোমার যত সন্তানকে

মাটিতে আছাড় মারবে, তোমার অন্তঃস্থলে পাথরের উপরে পাথর থাকতে দেবে না, কারণ তোমার কাছে ঐশআগমনের সময়টা তুমি চিনলে না!'

মন্দির থেকে ব্যাপারীদের বিতাড়ন

মন্দিরে উপদেশ দান

[৪৫] পরে মন্দিরে প্রবেশ করে তিনি যত ব্যাপারীদের বের করে দিতে লাগলেন; [৪৬] তাদের বললেন, 'লেখা আছে, *আমার গৃহ হবে প্রার্থনা-গৃহ*, কিন্তু তোমরা তা *দস্যুদের আস্তানা* করেছ।'[খ]

[৪৭] তিনি প্রতিদিন মন্দিরে উপদেশ দিতেন। প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা এবং জাতির প্রধান নেতারাও তাঁকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করতে লাগলেন, [৪৮] কিন্তু তা কীভাবে করতে পারেন, তা জানতেন না, কেননা সমস্ত জনগণ তাঁর উপদেশ শুনে তাঁর প্রতি আসক্ত ছিল।

যিশুর অধিকার প্রসঙ্গ ও সেবিষয়ে একটা উপমা-কাহিনী

২০ [১] একদিন তিনি মন্দিরে জনগণকে উপদেশ দিচ্ছেন ও শুভসংবাদ প্রচার করছেন, এমন সময়ে প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা প্রবীণদের সঙ্গে এসে পড়লেন; [২] তাঁকে বললেন, 'আমাদের বলুন, আপনি কোন্ অধিকারেই এই সমস্ত কিছু করছেন? কেইবা আপনাকে তেমন অধিকার দিয়েছে?' [৩] উত্তরে তিনি তাঁদের বললেন, 'আমিও আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখব; [৪] আমাকে বলুন: যোহনের বাপ্তিস্ম স্বর্গ থেকে না মানুষ থেকে আসছিল?' [৫] তাঁরা নিজেদের মধ্যে এভাবে বলাবলি করে বলছিলেন, 'যদি বলি স্বর্গ থেকে, তাহলে ইনি প্রতিবাদ করে বলবেন, তবে আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করেননি কেন? [৬] আর যদি বলি, মানুষ থেকে, তবে সমস্ত জনগণ আমাদের পাথর ছুড়ে মারবে, কারণ তাদের দৃঢ় ধারণাই যে, যোহন নবী ছিলেন।' [৭] তাই তাঁরা এই বলে উত্তর দিলেন যে, তাঁরা জানতেন না তা কোথা থেকে আসছিল। [৮] আর যিশু তাঁদের বললেন, 'তবে আমিও যে কোন্ অধিকারে এই সমস্ত কিছু করছি তা আপনাদের বলব না।'

[৯] পরে তিনি জনগণকে এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: 'একজন লোক আঙুরখেত করে তা কৃষকদের কাছে ইজারা দিয়ে বহুদিনের জন্য অন্য দেশে চলে গেলেন। [১০] উপযুক্ত সময়ে তিনি কৃষকদের কাছে এক কর্মচারীকে প্রেরণ করলেন, তারা যেন আঙুরখেতের ফলের অংশ তাঁকে দেয়। কিন্তু সেই কৃষকেরা তাকে মারধর করে খালি হাতেই বিদায় করে দিল। [১১] পরে তিনি আর এক কর্মচারীকে পাঠালেন; তারা একেও মারধর করে ও অপমান করে খালি হাতেই বিদায় করে দিল। [১২] পরে তিনি তৃতীয় একজনকে পাঠালেন; তারা একেও ক্ষতবিক্ষত করে বাইরে ফেলে দিল। [১৩] তখন আঙুরখেতের প্রভু বললেন, আমি কী করব? আমার প্রিয়তম পুত্রকে পাঠাব; হয় তো তারা তাঁকে সম্মান দেখাবে। [১৪] কিন্তু সেই কৃষকেরা তাঁকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল: এ উত্তরাধিকারী; এসো, আমরা একে হত্যা করি, তাহলে উত্তরাধিকার আমাদেরই হবে। [১৫] তাই তারা তাঁকে আঙুরখেতের বাইরে ফেলে দিয়ে হত্যা করল। আচ্ছা, আঙুরখেতের প্রভু তাদের কি করবেন? [১৬] তিনি নিজে এসে সেই কৃষকদের ধ্বংস করবেন ও সেই খেত অন্য লোকদের কাছে দেবেন।' একথা শুনে তাঁরা বললেন, 'এমনটি না হোক!' [১৭] কিন্তু তিনি তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তবে শাস্ত্রের এই কথার কী হবে,

গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল,
তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর?(ক)

[১৮] আর এই প্রস্তরের উপরে যে পড়বে, সে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আর এই প্রস্তর যার উপরে পড়বে, সে চূর্ণবিচূর্ণ হবে।' [১৯] শাস্ত্রীরা ও প্রধান যাজকেরা সেই ক্ষণেই যিশুকে গ্রেপ্তার করতে চাইলেন কারণ বুঝেছিলেন যে, তিনি তাঁদেরই লক্ষ করে সেই উপমা-কাহিনী বলেছিলেন, কিন্তু জনগণের জন্য ভয় পেলেন।

কায়েসারকে কর দান

[২০] তখন তীক্ষ্ণ নজর রেখে তাঁরা গুপ্ত অভিপ্রায়ে কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিলেন যারা ধার্মিক মানুষ সেজে তাঁকে তাঁর নিজের কথার ফাঁদে ধরতে পারেন, যেন তাঁরা প্রদেশপালের প্রশাসন ও কর্তৃত্বের হাতে তাঁকে তুলে দিতে পারেন। [২১] সেই লোকেরা

তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখল, 'গুরু, আমরা জানি, আপনি যথার্থ কথা বলেন ও শিক্ষা দেন, এবং কারও চেহারার দিকে তাকান না, কিন্তু সত্য অনুসারে ঈশ্বরের পথ সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। [২২] কায়েসারকে কর দেওয়া আমাদের বিধেয় না কি?' [২৩] কিন্তু তাদের শঠতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বিধায় তিনি বললেন, [২৪] 'আমাকে একটা রুপোর টাকা দেখাও; এই টাকার উপরে কার্ প্রতিকৃতি ও কার্ নাম রয়েছে?' তারা বলল, 'কায়েসারের।' [২৫] আর তিনি তাদের বললেন, 'তবে কায়েসারের যা, তা কায়েসারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও।' [২৬] তাই তারা জনগণের সামনে তাঁর কথার মধ্যে দোষ ধরার মত কিছুই পেতে পারল না, ও তাঁর উত্তরে আশ্চর্য হয়ে চুপ করে রইল।

মৃতদের পুনরুত্থান

[২৭] কয়েকজন সাদ্দুকী তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন—তাঁদের মতে পুনরুত্থান নেই। [২৮] তাঁরা তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'গুরু, মোশি আমাদের জন্য লিখেছেন, *কারও ভাই যদি স্ত্রী রেখে নিঃসন্তান হয়ে মরে, তবে তার ভাই সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিজের ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করবে* [খ]। [২৯] আচ্ছা, সাত ভাই ছিল: বড় ভাই একটি স্ত্রী নিল, এবং সন্তান না রেখে মারা গেল। [৩০] পরে দ্বিতীয় [৩১] ও তৃতীয় ভাই সেই স্ত্রীকে নিল; এভাবে সাত ভাই কোন সন্তান না রেখে মরল; [৩২] শেষে সেই স্ত্রীও মারা গেল। [৩৩] তাই পুনরুত্থানের সময়ে তাদের মধ্যে সে কার্ স্ত্রী হবে? তারা সাতজনেই তো তাকে বিবাহ করেছিল।'

[৩৪] যিশু তাঁদের বললেন, 'এই সংসারের মানুষেরা বিবাহও করে, আবার তাদের বিবাহ দেওয়া হয়। [৩৫] কিন্তু যারা সেই পরলোকের যোগ্য ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানেরও যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে, তারা বিবাহও করে না, তাদের বিবাহও দেওয়া হয় না। [৩৬] তাদের আর মৃত্যু হতে পারে না, কেননা তারা দূতদের মত, এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়ায় তারা ঈশ্বরের সন্তান। [৩৭] আরও, মৃতেরা যে পুনরুত্থান করে, তা মোশিও ঝোপের কাহিনীতে দেখিয়েছিলেন; কারণ তিনি প্রভুকে *আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর* [গ] বলে ডাকেন: [৩৮] ঈশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর; কেননা তাঁর কাছে সকলেই জীবিত।' [৩৯] তখন

কয়েকজন শাস্ত্রী বললেন, 'গুরু, আপনি ঠিক বলেছেন।' [৪০] এরপরে তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন রাখার সাহস আর কারও হল না।

শাস্ত্র সম্বন্ধে যিশুর একটা উক্তি

শাস্ত্রীদের বিষয়ে সাবধান বাণী

[৪১] পরে তিনি তাঁদের বললেন, 'লোকে কেমন করে খ্রিষ্টকে দাউদের সন্তান বলে ডাকতে পারে? [৪২] দাউদ নিজেই তো সামসঙ্গীত-পুস্তকে বলেন,

প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,
[৪৩] *যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের*
আমি করি তোমার পাদপীঠ (ঘ)।

[৪৪] অতএব দাউদ যখন তাঁকে প্রভু বলেন, তখন নিজে কীভাবেই বা তাঁর সন্তান হতে পারেন?' [৪৫] পরে, যখন সমস্ত জনগণ শুনছিল, তখন তিনি নিজের শিষ্যদের উদ্দেশ করে বললেন, [৪৬] 'শাস্ত্রীদের বিষয়ে সাবধান: তাঁরা লম্বা লম্বা পোশাকে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন, এবং হাটে-বাজারে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন, সমাজগৃহে প্রধান আসন ও ভোজসভায় প্রধান স্থান পেতে ভালবাসেন। [৪৭] তাঁরা বিধবাদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করেন, আর ভান করে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করেন—এঁরা বিচারে গুরুতর শাস্তি পাবেন।'

দরিদ্র বিধবার অর্থদান

২১ [১] তিনি চোখ তুলে দেখলেন, ধনীরা কোষাগারের বাক্সে তাদের প্রণামী দিয়ে যাচ্ছিল। [২] এবং দেখলেন, একটি গরিব বিধবা সেই বাক্সে দু'টো ক্ষুদ্র মুদ্রা দিচ্ছে। [৩] তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সকলের চেয়ে এই গরিব বিধবাই বেশি দিল; [৪] কেননা এরা সকলে প্রণামীর বাক্সে নিজ নিজ বাড়তি ধন থেকে কিছু কিছু দিয়েছে, কিন্তু সে নিজের চরম দরিদ্রতায় তার যা কিছু ছিল, তার জীবন সর্বস্বই দিয়ে দিল।'

মানবপুত্রের পুনরাগমন ও তার নানা লক্ষণ

[৫] আর যখন কেউ কেউ মন্দিরের বিষয়ে বলছিল, ওটা কেমন সুন্দর সুন্দর পাথরে ও মানত-দেওয়া নানা জিনিসে সাজানো, তখন তিনি বললেন, [৬] 'তোমরা এই যে সমস্ত কিছু দেখছ, এমন সময় আসছে, যখন এর একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না—সবই ভূমিসাৎ হবে।' [৭] তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুরু, তবে এই সমস্ত ঘটনা কবে ঘটবে? আর এই সবকিছু যে ঘটতে যাচ্ছে তার লক্ষণ কী?'

[৮] তিনি বললেন, 'দেখ, কারও কথায় ভুলো না! কেননা আমার নাম নিয়ে অনেকে এসে বলবে, আমিই সে-ই, এবং, সময় কাছে এসে গেছে; তোমরা তাদের পিছনে যেয়ো না। [৯] আর যখন নানা যুদ্ধের ও গোলমালের কথা শুনবে, তখন আতঙ্কিত হয়ো না; কেননা আগে এই সমস্ত অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনই তা শেষ নয়।' [১০] পরে তিনি তাঁদের বললেন, 'জাতির বিরুদ্ধে জাতি ও রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য উঠবে; [১১] ভীষণ ভূমিকম্প ও নানা জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেবে; এবং আকাশ থেকে নানা ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও মহা চিহ্নও দেখা দেবে।

[১২] কিন্তু এসবকিছুর আগে লোকে তোমাদের গ্রেপ্তার করবে, নির্যাতন করবে, সমাজগৃহে ও কারাগারে তুলে দেবে; আমার নামের জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের টেনে নেওয়া হবে; [১৩] এর ফলে তোমরা সাক্ষ্য দান করতে সুযোগ পেয়ে যাবে। [১৪] তাই মনে মনে এই সঙ্কল্প নাও যে, নিজেদের পক্ষসমর্থনে কী বলতে হবে, তার জন্য আগে থেকে চিন্তা করতে হবে না; [১৫] কেননা আমি তোমাদের এমন মুখ ও প্রজ্ঞা দেব যে, তোমাদের বিপক্ষেরা কেউই প্রতিরোধ করতে পারবে না, উল্ট যুক্তিও দেখাতে পারবে না। [১৬] তখন তোমাদের পিতামাতা, ভাইয়েরা, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা নিজেরাই তোমাদের তুলে দেবে, ও তোমাদের কয়েকজনকে মৃত্যুর হাতেও তুলে দেবে; [১৭] এবং আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র; [১৮] কিন্তু তোমাদের মাথার একগাছি চুলও নষ্ট হবে না। [১৯] তোমাদের [ধর্ম]নিষ্ঠাই তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে!

[২০] কিন্তু যখন তোমরা দেখবে, সৈন্যদল যেরুশালেম ঘিরে ফেলেছে, তখন জানবে যে, তার ধ্বংস কাছে এসে গেছে। [২১] তখন যারা যুদেয়ায় থাকে, তারা

পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যাক; যারা শহরের মধ্যে থাকে, তারা বাইরে যাক; যারা গ্রামাঞ্চলে থাকে, তারা শহরে প্রবেশ না করুক। [২২] কেননা সেই দিনগুলো হবে প্রতিশোধের দিন, যা কিছু লেখা হয়েছে, তা যেন পূর্ণ হতে পারে। [২৩] হায় সেই মায়েরা, যারা সেই দিনগুলিতে গর্ভবতী ও যাদের বুকে দুধের শিশু থাকবে! কেননা দেশ জুড়ে চরম দুর্দশা দেখা দেবে, এবং এই জাতির উপরে ক্রোধ নেমে আসবে। [২৪] লোকেরা খড়্গের আঘাতে পড়বে, এবং সকল জাতির মধ্যে তাদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হবে: বিজাতীয়দের সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যেরুশালেম বিজাতীয়দের পায়ের নিচে পদদলিত হবে।

[২৫] তখন সূর্যে, চাঁদে ও আকাশের তারায় নানা চিহ্ন দেখা দেবে, এবং পৃথিবী জুড়ে জাতিগুলো দুঃখক্লিষ্ট হবে, সমুদ্র ও তরঙ্গের গর্জনে উদ্বিগ্ন হবে। [২৬] লোকে ভয়ে, ও বিশ্বজগতে যা যা ঘটবে তার আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে; কেননা *নভোমন্ডলের পরাক্রমগুলো আলোড়িত হবে* (ক)। [২৭] আর তখন তারা দেখতে পাবে, *মানবপুত্র* সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে *মেঘের মধ্যে আসছেন* (খ)। [২৮] কিন্তু এই সকল ঘটনা শুরু হলে তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, মাথা উঁচু কর, কেননা তোমাদের মুক্তি কাছে এসে গেছে।'

[২৯] তখন তিনি তাদের একটা উপমা-কাহিনী শোনালেন, 'ডুমুরগাছ ও অন্য যত গাছ দেখ! [৩০] যখন সেগুলোতে নতুন পাতা গজায়, তখন তা দেখে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পার, গ্রীষ্মকাল এবার কাছে এসে গেছে; [৩১] তেমনি তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখলেই বুঝবে, ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে। [৩২] আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এসব কিছু সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত এই প্রজন্ম লোপ পাবে না। [৩৩] আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না।

[৩৪] কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে সাবধান থাক, যেন তোমাদের হৃদয় ভোজনে অমিতাচারে ও মাতলামিতে এবং জীবনের চিন্তা-ভাবনায় স্থূল হয়ে না পড়ে; আবার যেন সেই দিনটা হঠাৎ ফাঁদের মত তোমাদের উপরে না এসে পড়ে; [৩৫] কেননা সেই দিনটা সারা পৃথিবীর সকল মানুষের উপরে নেমে আসবে। [৩৬] তোমরা জেগে থাক,

সবসময় মিনতি জানাও, যেন যা শীঘ্রই ঘটবার কথা তা এড়াবার, ও মানবপুত্রের সামনে দাঁড়াবার শক্তি পেতে পার।’

[৩৭] তিনি মন্দিরে উপদেশ দিয়ে দিন কাটাতেন; পরে বের হয়ে জৈতুন নামে পরিচিত পর্বতে গিয়ে রাত যাপন করতেন। [৩৮] সমস্ত জনগণ ভোরে উঠে তাঁর কথা শুনবার জন্য মন্দিরে তাঁর কাছে আসত।

যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান

যিশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

২২ [১] সেসময় খামিরবিহীন রুটি পর্ব, যাকে পাস্কা বলে, কাছে এসে যাচ্ছিল, [২] আর প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা কীভাবে তাঁকে মেরে ফেলা যায় তেমন পথ খোঁজ করছিলেন, কেননা তাঁরা জনগণকে ভয় করছিলেন। [৩] তখন শয়তান ইস্কারিয়োৎ নামে সেই যুদারই অন্তরে প্রবেশ করল, যিনি সেই বারোজনের একজন ছিলেন। [৪] তিনি প্রধান যাজকদের ও মন্দির-রক্ষীদের অধিনায়কদের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলতে গেলেন, কীভাবে তাঁকে তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারেন। [৫] তাঁরা আনন্দিত হলেন, এবং তাঁকে টাকা দেবেন বলে সম্মত হলেন। [৬] তিনি রাজি হলেন, এবং লোকদের অগোচরে তাঁকে তাঁদের হাতে তুলে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

নতুন পাস্কাভোজ

[৭] সেই খামিরবিহীন রুটি পর্বদিন এল, যেদিন পাস্কা-মেষশাবক বলি দেওয়ার নিয়ম ছিল। [৮] তখন তিনি এই বলে পিতর ও যোহনকে পাঠালেন, 'তোমরা গিয়ে আমাদের জন্য পাস্কাভোজের ব্যবস্থা কর।' [৯] তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় ব্যবস্থা করব? আপনার ইচ্ছা কী?' [১০] তিনি তাঁদের বললেন, 'দেখ, তোমরা শহরে প্রবেশ করলে এমন একজন লোক তোমাদের সামনে পড়বে, যে এক কলসি জল বয়ে নিয়ে আসছে; সে যে বাড়িতে প্রবেশ করবে, তোমরা সেখানে তার অনুসরণ কর; [১১] এবং সেই বাড়ির মালিককে বল, গুরু আপনাকে বলছেন, আমি যেখানে আমার শিষ্যদের সঙ্গে পাস্কাভোজ পালন করব, সেই ঘর কোথায়? [১২] তখন সেই লোক উপরতলায় একটা বড় সাজানো ঘর তোমাদের দেখিয়ে দেবে; তোমরা সেইখানে ব্যবস্থা কর।' [১৩] তাঁরা গিয়ে তাঁর কথামত সবকিছু পেলেন, ও পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করলেন।

[১৪] পরে, সময় এলে, তিনি ভোজে আসন নিলেন, এবং প্রেরিতদূতেরা তাঁর সঙ্গে। [১৫] তখন তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি একান্তই বাসনা করেছি, আমার

যন্ত্রণাভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে এই পাস্কাভোজে বসব; [১৬] কেননা আমি তোমাদের বলছি, যতদিন না এই ভোজ ঈশ্বরের রাজ্যে পূর্ণতা লাভ করে, ততদিন আমি এই ভোজে আর বসব না।' [১৭] তারপর তিনি একটা পানপাত্র গ্রহণ করে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে বললেন, 'এ গ্রহণ করে নাও, নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও; [১৮] কেননা আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য না আসা পর্যন্ত আমি এখন থেকে আঙুরফলের রস আর পান করব না।'

[১৯] পরে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে এই বলে তাঁদের দিলেন, 'এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।' [২০] ভোজনের শেষে তিনি তেমনটি করেই পানপাত্রটি তাঁদের দিয়ে বললেন, 'এই পানপাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি, যে রক্ত তোমাদের জন্য পাতিত।

[২১] কিন্তু দেখ, যে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে, আমার সঙ্গে টেবিলের উপরে তার হাত রয়েছে। [২২] কেননা যেমন নিরূপিত হয়েছে, সেই অনুসারে মানবপুত্র চলেই যাচ্ছেন, কিন্তু ধিক্ সেই মানুষকে, যার দ্বারা মানবপুত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।' [২৩] তখন তাঁরা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তাঁদের মধ্যে কেইবা এমন কাজ করবেন।

বিদায় উপদেশ

[২৪] তাঁদের মধ্যে এই তর্কও উঠল যে, তাঁদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড় বলে গণ্য হবার যোগ্য। [২৫] কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'জাতিগুলোর রাজারাই তাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং তাদের শাসকেরাই "উপকর্তা" বলে নিজেদের অভিহিত করায়। [২৬] কিন্তু তোমরা সেরকম হয়ো না; বরং তোমাদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ, সে কনিষ্ঠেরই মত হোক; এবং যে প্রধান, সে এমন একজনেরই মত হোক যে সেবাই করে। [২৭] কারণ, কে বড়? যে ভোজে বসে, না যে সেবা করে? যে ভোজে বসে, সে-ই কি নয়? অথচ আমি তোমাদের মধ্যে এমন একজনেরই মত উপস্থিত, যে সেবাই করে।

[২৮] আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে তোমরাই তো বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ; [২৯] আর আমার পিতা যেমন আমার জন্য রাজ্যের ব্যবস্থা করেছেন, আমিও তেমনি

তোমাদের জন্য রাজ্যের ব্যবস্থা করছি, [৩০] যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করতে পার; আর তোমরা সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করবে।'

[৩১] প্রভু আরো বললেন, 'শিমোন, শিমোন, দেখ, গমের মত তোমাদের চেলে নেবার জন্য শয়তান তোমাদের সন্ধান করেছে; [৩২] কিন্তু আমি তোমার জন্য মিনতি করেছি, যেন তোমার বিশ্বাস লোপ না পায়; এবং তুমিও যখন আবার ফিরবে, তখন যেন তোমার ভাইদের সুস্থির কর।' [৩৩] তিনি তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনার সঙ্গে আমি কারাগারে যেতে ও মরতেও প্রস্তুত আছি।' [৩৪] তিনি বললেন, 'পিতর, আমি তোমাকে বলছি, তুমি যে আমাকে চেন, একথা তুমি তিনবার অস্বীকার না করার আগে আজ মোরগ ডাকবে না।'

[৩৫] তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি যখন থলি, ঝুড়ি ও জুতো ছাড়া তোমাদের প্রেরণ করেছিলাম, তখন তোমাদের কি কোন কিছুর অভাব হয়েছিল?' তাঁরা বললেন, 'না, কিছুরই নয়।' [৩৬] তিনি তাঁদের বললেন, 'এখন কিন্তু যার থলি আছে, সে তা সঙ্গে নিক, তেমনি ঝুলিও সঙ্গে নিক; এবং যার খড়্গ নেই, সে নিজের চাদর বিক্রি করে একটা কিনে নিক। [৩৭] কেননা আমি তোমাদের বলছি, শাস্ত্রের এই যে বচন আছে, *তাঁকে অপকর্মাদের সঙ্গে গণ্য করা হল*, তা আমাতেই পূর্ণ হতে হবে (ক)। হ্যাঁ, আমার সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে, তা পূর্ণতা লাভ করছে।' [৩৮] তাঁরা বললেন, 'প্রভু, এই যে, দু'টো খড়্গ।' তিনি তাঁদের বললেন, 'আর নয়!'

জৈতুন পর্বতে যিশু

[৩৯] পরে তিনি বেরিয়ে গিয়ে অভ্যাসমত জৈতুন পর্বতে গেলেন; শিষ্যেরাও তাঁর অনুসরণ করলেন। [৪০] সেখানে গিয়ে পৌঁছে তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়।' [৪১] পরে তিনি তাঁদের কাছ থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলেন—একটা পাথর ছুড়লে যতদূর যায়, মোটামুটি তত দূরে—এবং হাঁটু পেতে এই বলে প্রার্থনা করলেন, [৪২] 'পিতা, তুমি ইচ্ছা করলে, আমা থেকে এই পানপাত্র দূর করে দাও, তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' [৪৩] তখন স্বর্গ থেকে এক দূত তাঁকে শক্তি যোগাবার জন্য তাঁকে দেখা দিলেন। [৪৪] মর্মযন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে

তিনি আরও একাগ্রতর ভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন; তাঁর ঘাম যেন বড় বড় রক্তের ফোঁটা হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল। [৪৫] প্রার্থনা শেষে তিনি উঠে শিষ্যদের কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁরা দুঃখের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছেন; [৪৬] তাঁদের বললেন, 'কেন ঘুমাচ্ছ? ওঠ, প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়।'

যিশুকে গ্রেপ্তার

[৪৭] তিনি তখনও কথা বলছেন, সেসময়ে বহু লোক হঠাৎ উপস্থিত; এবং যাঁর নাম যুদা, সেই বারোজনের একজন, সে তাদের আগে আগে এগিয়ে আসছেন; তিনি যিশুকে চুম্বন করার জন্য তাঁর কাছে এলেন। [৪৮] যিশু তাঁকে বললেন, 'যুদা, চুম্বন দিয়েই কি মানবপুত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছ?' [৪৯] কি কি ঘটতে যাচ্ছে দেখে তাঁর সঙ্গীরা বললেন, 'প্রভু, আমরা কি খড়্গের আঘাতে মারব?' [৫০] আর তাঁদের একজন মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। [৫১] কিন্তু যিশু বললেন, 'আর নয়! যা ঘটবার ঘটুক।' পরে তিনি তার কান স্পর্শ করে তাকে সুস্থ করলেন। [৫২] তারপর যে যে প্রধান যাজকেরা, মন্দির-রক্ষীদের যে যে অধিনায়ক ও যে যে প্রবীণেরা তাঁর জন্য এসেছিলেন, যিশু তাঁদের বললেন, 'আপনারা কি ঠিক যেন একটা দস্যুরই বিরুদ্ধে খড়্গ ও লাঠি নিয়ে বেরিয়েছেন? [৫৩] আমি যখন প্রতিদিন মন্দিরে আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন আমার বিরুদ্ধে হাত বাড়াননি; কিন্তু এ আপনাদেরই ক্ষণ; এ অন্ধকারের অধিকার!'

[৫৪] যিশুকে ধরে তাঁরা তাঁকে মহাযাজকের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পিতর দূরে থেকে অনুসরণ করলেন। [৫৫] প্রাঙ্গণের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে লোকজনেরা একত্র হয়ে বসলে পিতরও তাদের মধ্যে বসলেন। [৫৬] তাঁকে সেই আলোর কাছে বসে থাকতে দেখে এক দাসী তাঁর দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে বলল, 'এ লোকটাও ওর সঙ্গে ছিল।' [৫৭] কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, 'না, মেয়ে; আমি তাকে চিনি না।' [৫৮] কিছুক্ষণ পরে আর একজন তাঁকে দেখে বলল, 'তুমিও তাদের একজন।' কিন্তু পিতর বললেন, 'মানুষ, আমি নই।' [৫৯] ঘণ্টাখানেক পরে আর একজন জোর দিয়ে বলল, 'এ লোকটাও নিশ্চয়ই তার সঙ্গে ছিল, কারণ এ গালিলেয়ার লোক।' [৬০] পিতর বললেন, 'মানুষ, তুমি কি বলছ, তা আমি বুঝতে পারি না।' আর

ঠিক সেই মুহূর্তেই, তিনি কথা বলতে বলতেই, মোরগ ডেকে উঠল [৬১] এবং প্রভু মুখ ফিরিয়ে পিতরের দিকে তাকালেন; এতে এই যে কথা প্রভু তাঁকে বলেছিলেন, 'আজ মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে', তা পিতরের মনে পড়ল; [৬২] এবং বাইরে গিয়ে মনের তিক্ততায় কেঁদে ফেললেন।

[৬৩] যারা যিশুকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা সেই সময়ে তাঁকে বিদ্রূপ ও মারধর করছিল। [৬৪] তাঁর চোখ বেঁধে জিজ্ঞাসা করছিল, 'দিব্যজ্ঞান দেখাও দেখি, কে তোমাকে মারল?' [৬৫] আর তারা তাঁর বিরুদ্ধে আরও অনেক অপমানজনক কথা বলতে লাগল।

যিশুকে বিচার

[৬৬] সকাল হলেই জাতির প্রবীণবর্গ, প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা সভায় সমবেত হলেন, এবং নিজেদের বিচারসভার মধ্যে তাঁকে আনলেন; [৬৭] তাঁকে বললেন, 'তুমি যদি সেই খ্রিষ্ট হও, তবে আমাদের বল।' তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি আপনাদের বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না; [৬৮] আর আপনাদের প্রশ্ন করলে উত্তর দেবেন না; [৬৯] কিন্তু এখন থেকে *মানবপুত্র ঈশ্বরের পরাক্রমের ডান পাশে আসীন থাকবেন*।'(খ) [৭০] তাঁরা সকলে বললেন, 'তবে তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র?' তিনি তাঁদের বললেন, 'আপনারাই তো বলছেন: আমি আছি।' [৭১] তখন তাঁরা বললেন, 'সাক্ষীতে আমাদের আর কী দরকার? আমরা নিজেরাই তো এর মুখ থেকে কথাটা শুনলাম।'

২৩ [১] তখন তাঁরা সকলে উঠে তাঁকে পিলাতের কাছে নিয়ে গেলেন। [২] তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলতে লাগলেন, 'আমরা দেখতে পেলাম, এ লোকটা আমাদের জনগণকে বিপ্লব করতে উসকানি দেয়, কায়েসারের রাজস্ব দিতে বাধা দেয়, আর বলে যে, আমিই খ্রিষ্টরাজ।' [৩] পিলাত তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' উত্তরে তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি নিজেই কথাটা বললেন।' [৪] তখন পিলাত প্রধান যাজকদের ও সমবেত লোকদের বললেন, 'আমি এর বিরুদ্ধে দণ্ডনীয় কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।' [৫] তাঁরা কিন্তু আরও জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, 'এই লোকটা সমগ্র যুদেয়ায় এবং গালিলেয়া থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত তার

শিক্ষা দিয়ে জনগণকে উত্তেজিত করে।’ [৬] একথা শুনে পিলাত জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি গালিলেয় কিনা; [৭] আর যখন জানতে পারলেন, ইনি হেরোদের অধিকারের মানুষ, তখন তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, কেননা সেসময়ে তিনিও যেরুশালেমে ছিলেন।

[৮] যিশুকে দেখে হেরোদ খুবই আনন্দিত হলেন; তিনি তাঁর সম্বন্ধে বেশ কিছু শুনেছিলেন বিধায় অনেক দিন থেকে তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করছিলেন, এবং আশা রাখছিলেন, তাঁর সাধিত কোন একটা চিহ্নকর্ম দেখতে পাবেন। [৯] তিনি তাঁকে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, কিন্তু যিশু তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। [১০] এদিকে প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে জোর অভিযোগ আনছিলেন। [১১] তখন হেরোদ ও তাঁর সঙ্গে তাঁর সৈন্যেরাও তাঁকে ঠাট্টা করলেন ও বিদ্রূপ করলেন, এবং জমকালো পোশাক পরিয়ে তিনি তাঁকে পিলাতের কাছে ফেরত পাঠালেন। [১২] সেদিন হেরোদ ও পিলাত বন্ধু হয়ে উঠলেন; বস্তুত তাঁদের মধ্যে আগে শত্রুতাই ছিল।

[১৩] পরে পিলাত প্রধান যাজকদের, সমাজনেতাদের ও জনসাধারণকে একত্রে ডাকিয়ে [১৪] তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, ‘তোমরা এই লোকটাকে আমার কাছে এই বলে এনেছ যে, এ লোকদের বিদ্রোহের উসকানি দেয়; আর দেখ, আমি তোমাদের সামনে তদন্ত করলেও তোমরা এর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ এনেছ, তার মধ্যে এই মানুষের বিরুদ্ধে দণ্ডনীয় কিছুই খুঁজে পেলাম না। [১৫] হেরোদও পাননি, যেহেতু একে আমাদের কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন। দেখ, এ লোকটা প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছুই করেনি। [১৬] সুতরাং আমি একে শাস্তি দিয়ে মুক্ত করে দেব।’ [১৭] [১৮] কিন্তু তারা সকলে এককণ্ঠে চিৎকার করে বলল, ‘একে দূর কর! আমাদের জন্য বারাব্বাসকে মুক্ত করে দাও।’ [১৯] একসময় শহরে একটা বিদ্রোহ ঘটেছিল; তেমন ঘটনার জন্য ও নরহত্যার জন্যই লোকটা কারারুদ্ধ হয়েছিল।

[২০] পিলাত যিশুকে মুক্ত করে দেবার ইচ্ছায় আবার তাদের উদ্দেশ করে কথা বললেন; [২১] কিন্তু তারা চিৎকার করে বলল, ‘ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও।’ [২২] তিনি তৃতীয়বারের মত তাদের বললেন, ‘কেন? এ কী অপরাধ করেছে?

এর মধ্যে আমি প্রাণদণ্ড দেওয়ার মত কোন দোষই পাইনি; তাই একে কঠোর শাস্তি দিয়ে মুক্ত করে দেব।’ [২৩] কিন্তু তারা জোর গলায় চিৎকার করতে করতে দাবি জানাতে থাকল, যেন তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়; আর তাদের সেই চিৎকারই জয়ী হল! [২৪] তখন পিলাত রায় দিলেন: তাদের দাবি মেনে নেওয়া হবে। [২৫] বিদ্রোহ ও নরহত্যার জন্য কারারুদ্ধ সেই যে লোকটাকে তারা চাইল, তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন, এবং যিশুকে তাদের ইচ্ছার হাতে তুলে দিলেন।

গলগথার পথে যিশু

[২৬] তারা যখন তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন শিমোন নামে কিরেনের একজন লোক খোলা মাঠ থেকে আসছিল; তারা তাকে ধরে তার কাঁধে ক্রুশটা চাপিয়ে দিল, যেন সে যিশুর পিছু পিছু তা বয়ে নিয়ে যায়। [২৭] বহু লোক তাঁর পিছনে চলছিল, এবং বহু স্ত্রীলোকও ছিল যারা তাঁর জন্য হাহাকার ও বিলাপ করছিল। [২৮] কিন্তু যিশু তাদের দিকে ফিরে বললেন, ‘যেরুশালেমের কন্যারা, আমার জন্য কেঁদো না, নিজেদের ও নিজ নিজ ছেলেদের জন্যই বরং কাঁদ। [২৯] কেননা দেখ, এমন দিনগুলো আসছে, যখন লোকে বলবে, সুখী সেই নারীরা, যারা বন্ধ্যা, যাদের গর্ভ কখনও প্রসব করেনি, যাদের বুক কখনও দুধ দেয়নি। [৩০] তখন লোকে পর্বতগুলোকে বলতে শুরু করবে, *আমাদের উপরে পড়; এবং উপপর্বতগুলোকে বলবে, আমাদের ঢেকে ফেল!*(ক) [৩১] কারণ সজীব গাছের যদি অমন দশা হয়, তাহলে শুকনা গাছের কি না দশা হবে!’ [৩২] একই সময়ে, নিহত হবার জন্য, আরও দু’জন অপকর্মাকেও তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

যিশুকে ক্রুশারোপণ,
তাঁর মৃত্যু ও সমাধিদান

[৩৩] খুলিতলা বলে অভিহিত স্থানে এসে পৌঁছে তারা সেখানে তাঁকে ও সেই দু’জন অপকর্মাকেও ক্রুশে দিল, একজনকে তাঁর ডান পাশে, আর একজনকে বাঁ পাশে। [৩৪] যিশু বললেন, ‘পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।’ পরে *তারা তাঁর জামাকাপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করার জন্য গুলিবাঁট করল* (খ)।

[৩৫] জনগণ সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সমাজনেতারাও তাঁকে উপহাস করে বলতে লাগলেন, 'ও অপরকে ত্রাণ করেছে; ও যদি ঈশ্বরের সেই খ্রিষ্ট, যদি তাঁর সেই মনোনীতজন হয়, নিজেকেই ত্রাণ করুক।' [৩৬] সৈন্যেরাও তাঁকে বিদ্রূপ করছিল, তাঁকে সির্কা দেবার জন্য কাছে গিয়ে [৩৭] বলছিল, 'তুমি যদি ইহুদীদের রাজা হও, তবে নিজেকে ত্রাণ কর।' [৩৮] তাঁর মাথার উপরে একটা লিপিফলক ছিল: এ ইহুদীদের রাজা।

[৩৯] যে দু'জন অপকর্মা ক্রুশে ঝুলে ছিল, তাদের একজন তাঁকে এই বলে টিটকারি দিচ্ছিল, 'তুমি কি সেই খ্রিষ্ট নও? নিজেকে ও আমাদের ত্রাণ কর।' [৪০] কিন্তু অপর একজন ভর্ৎসনা করে তাকে বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর না? তুমিও তো একই দণ্ড ভোগ করছ; [৪১] কিন্তু আমরা ন্যায়সঙ্গতই দণ্ড পাচ্ছি, কারণ আমরা যা যা করেছি, তার যোগ্য প্রতিফল পাচ্ছি, কিন্তু এ কোন দোষ করেনি।' [৪২] পরে সে বলল, 'যিশু, তুমি যখন রাজমহিমায় আসবে, তখন আমার কথা মনে রেখ।' [৪৩] তিনি তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে পরমদেশে থাকবে।'

[৪৪-৪৫] তখন প্রায় বেলা বারোটা, আর সূর্যের আলো মিলিয়ে যাওয়ায় বেলা তিনটে পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার হয়ে রইল। পবিত্রধামের পরদাটা মাঝামাঝি ছিঁড়ে গেল। [৪৬] যিশু জোর গলায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই।' আর এই বলে তিনি আত্মা বিসর্জন দিলেন।

[৪৭] যা ঘটল, তা দেখে শতপতি ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে বললেন, 'ইনি সত্যিই ধার্মিক ছিলেন।' [৪৮] এবং যে সমস্ত লোক এই দৃশ্য দেখবার জন্য সেখানে এসে জড় হয়েছিল, তারা যা কিছু ঘটল, তা দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বাড়ি ফিরে গেল। [৪৯] তাঁর বন্ধুরা সকলে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন; যে স্ত্রীলোকেরা গালিলেয়া থেকে তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরাও দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ও এই সমস্ত ঘটনা দেখছিলেন।

[৫০] যোসেফ নামে একজন লোক ছিলেন, যিনি মহাসভার গণ্যমান্য সদস্য ও সৎ ধার্মিক মানুষ; [৫১] তিনি তাঁদের সেই সিদ্ধান্তে ও কর্মকাণ্ডে সম্মতি দেননি। তিনি ইহুদীদের শহর আরিমাথেয়ার মানুষ, ও ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন। [৫২] তিনি

পিলাতের কাছে গিয়ে যিশুর দেহ চাইলেন; [৫৩] পরে তা নামিয়ে একটা ক্ষোম-কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন, এবং পাথরের গায়ে কাটা এমন সমাধিগুহার মধ্যে তাঁকে রাখলেন, যার মধ্যে কখনও কাউকে রাখা হয়নি। [৫৪] সেই দিনটি প্রস্তুতি-দিবস, এবং শাব্বাৎ দিনের প্রদীপগুলো এর মধ্যে জ্বলতে শুরু করছিল। [৫৫] যে স্ত্রীলোকেরা গালিলেয়া থেকে তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা তাঁর পিছু পিছু গিয়ে সেই সমাধিগুহা, ও কেমন করে তাঁর দেহ রাখা হয়েছে, তা সবই লক্ষ করলেন; [৫৬] পরে ফিরে গিয়ে গন্ধদ্রব্য-সামগ্রী ও সুগন্ধি তেল প্রস্তুত করতে লাগলেন। শাব্বাৎ দিনে তাঁরা আজ্ঞামত কর্ম-বিরতি পালন করলেন।

কবর শূন্য!

২৪ [১] সপ্তাহের প্রথম দিনে, বেশ ভোরেই, তাঁরা তাঁদের প্রস্তুত করা গন্ধদ্রব্যগুলো সঙ্গে নিয়ে সমাধিস্থানে গেলেন। [২] তাঁরা দেখলেন, সমাধিগুহা থেকে পাথরখানা গড়িয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, [৩] কিন্তু ভিতরে গিয়ে প্রভু যিশুর দেহ পেলেন না। [৪] তাঁরা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময়ে উজ্জ্বল পোশাক-পরা দু'জন পুরুষ হঠাৎ তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। [৫] তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে মাটির দিকে মুখ নত করলেন; কিন্তু সেই দু'জন তাঁদের বললেন, 'যিনি জীবিত, তাঁকে তোমরা মৃতদের মধ্যে কেন খুঁজছ? [৬] তিনি এখানে নেই, পুনরুত্থানই করেছেন। গালিলেয়ায় থাকতে তিনি তোমাদের যা বলেছিলেন, তা মনে করে দেখ; [৭] তিনি তো বলেছিলেন, মানবপুত্রকে পাপী মানুষদের হাতে সমর্পিত হতে হবে, ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে, এবং তৃতীয় দিনে তাঁকে পুনরুত্থান করতে হবে।' [৮] তখন তাঁর সেই কথা তাঁদের মনে পড়ল, [৯] এবং সমাধিস্থান থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগারোজনকে ও অন্য সকলকে এই সমস্ত কথা জানালেন। [১০] তাঁরা ছিলেন মাগ্দালার মারীয়া, যোহানা ও যাকোবের মা মারীয়া; তাঁদের সঙ্গে অন্য যে সকল স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁরাও প্রেরিতদূতদের কাছে একই কথা বললেন। [১১] কিন্তু এঁদের কাছে এই সমস্ত কথা প্রলাপ বলেই মনে হল, আর তাঁদের বিশ্বাস করলেন না। [১২] তবু পিতর উঠে সমাধিগুহায় ছুটে গেলেন, এবং নিচু হয়ে

তাকিয়ে কেবল ক্ষোম-কাপড়ের সেই ফালিগুলো দেখতে পেলেন। তখন তেমন ঘটনায় আশ্চর্য হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

এম্মাউসের পথে যিশুর দর্শনদান

[১৩] আর দেখ, সেই একই দিনে তাঁদের মধ্যে দু'জন এম্মাউস নামে একটা গ্রামের দিকে পথে চলছিলেন—গ্রামটা যেরুশালেম থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে। [১৪] যা কিছু ঘটেছিল, তাঁরা তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। [১৫] তাঁরা আলাপ-আলোচনা করছিলেন, সেসময়ে যিশু নিজেই এগিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন; [১৬] কিন্তু তাঁকে চিনতে তাঁদের চোখ বাধা পাচ্ছিল। [১৭] তিনি তাঁদের বললেন, 'চলতে চলতে তোমরা নিজেদের মধ্যে যা যা বলাবলি করছ, সেই সমস্ত কথার বিষয়টা কী?' তাঁরা বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন; [১৮] পরে ক্লেওপাস নামে তাঁদের একজন উত্তরে তাঁকে বললেন, 'আপনি কি যেরুশালেমে একাই প্রবাসী যে, এই কয়েক দিনে যা যা ঘটেছে তা জানেন না?' [১৯] তিনি তাঁদের বললেন, 'কী ঘটেছে?' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'সেইসব কিছু, যা নাজারেথের সেই যিশুকে নিয়ে ঘটেছে, ঈশ্বরের ও সমস্ত জনগণের সামনে যিনি কাজে ও কথায় পরাক্রমী নবী ছিলেন! [২০] আর কীভাবেই না প্রধান যাজকেরা ও আমাদের সমাজনেতারা তাঁকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তুলে দিলেন ও ক্রুশবিদ্ধ করালেন! [২১] আমরা আশা করছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলের মুক্তিকর্ম সাধন করবেন। সর্বোপরি, আজ তিন দিন হল এসব ঘটনা ঘটেছে। [২২] আমাদের দলের কয়েকজন স্ত্রীলোক আবার আমাদের স্তম্ভিত করল: সকালবেলায় তারা তাঁর সমাধিগুহায় গিয়েছিল, [২৩] কিন্তু তাঁর দেহ না পেয়ে ফিরে এসে বলল, এমন স্বর্গদূতদেরও তারা দর্শন পেয়েছে যাঁরা বলেন, তিনি জীবিত আছেন। [২৪] আমাদের কয়েকজন সঙ্গীও সমাধিগুহায় গিয়ে, সেই স্ত্রীলোকেরা যেমন বলেছিল, তেমনি দেখতে পেল, কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি।'

[২৫] তখন তিনি তাঁদের বললেন, 'কেমন নির্বোধ! নবীরা যা কিছু বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথা বিশ্বাস করায় তোমরা অন্তরে কেমন ধীর! [২৬] এ কি অবধারিত ছিল না যে, আপন গৌরবে প্রবেশ করার আগে খ্রিষ্টকে এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে?' [২৭] তখন মোশি ও সকল নবী থেকে শুরু করে তিনি সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর নিজের

বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তার অর্থ তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন। [২৮] তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন, সেই গ্রামের কাছে যখন এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি আরও অধিক এগিয়ে যাবার ভান করলেন। [২৯] কিন্তু তাঁরা জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমাদের সঙ্গে থাকুন; সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বেলা প্রায় গেছে।' তাই তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকবার জন্য ভিতরে গেলেন। [৩০] পরে, যখন তিনি তাঁদের সঙ্গে ভোজে বসে ছিলেন, তখন রুটি নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, এবং তা ছিঁড়ে তাঁদের দিলেন। [৩১] তখন তাঁদের চোখ খুলে গেল আর তাঁরা তাঁকে চিনলেন, তিনি কিন্তু তাঁদের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেন। [৩২] তাঁরা একে অন্যকে বললেন, 'পথে তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যখন আমাদের কাছে শাস্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের বুকে হৃদয় কি জ্বলে জ্বলে উঠছিল না?' [৩৩] সেই ক্ষণেই উঠে তাঁরা যেরুশালেমে ফিরে গেলেন; সেখানে দেখতে পেলেন, সেই এগারোজন ও তাঁদের সঙ্গীরা সমবেত আছেন। [৩৪] তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যি, প্রভু পুনরুত্থান করেছেন, ও শিমোনকে দেখা দিয়েছেন।' [৩৫] পরে সেই দু'জন, পথে যা ঘটেছিল ও কেমন করে রুটি-ছেঁড়ায়ই তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, এই সমস্ত কথা শোনাতে লাগলেন।

সেই এগারোজনের কাছে যিশুর দর্শনদান

[৩৬] তাঁরা তখনও এবিষয়ে কথা বলছেন, এমন সময়ে স্বয়ং তিনিই তাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন; তাঁদের বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক।' [৩৭] এতে তাঁরা আতঙ্কিত ও সন্ত্রাসিত হয়ে মনে করছিলেন, তাঁরা যেন ভূত দেখছেন। [৩৮] কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা এত কম্পিত কেন? তোমাদের হৃদয়ে সন্দেহ জাগছে কেন? [৩৯] আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি নিজেই; আমাকে স্পর্শ কর, নিজেরা দেখ। ভূতের তো হাড়-মাংস নেই, অথচ তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তা আমার আছে।' [৪০] একথা বলে তিনি তাঁর নিজের হাত-পা তাঁদের দেখালেন। [৪১] কিন্তু তাঁরা আনন্দের আতিশয্যে তখনও বিশ্বাস করছিলেন না ও আশ্চর্যান্বিত ছিলেন বিধায় তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদের কাছে এখানে কি খাবার মত কিছু আছে?' [৪২] তাঁরা তাঁকে একখানা ভাজা মাছ দিলেন। [৪৩] তা নিয়ে তিনি তাঁদের সামনে খেলেন।

[৪৪] পরে তাঁদের বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে থাকাকালে আমি তোমাদের যা বলেছিলাম, আমার সেই বাণীর অর্থ এ: মোশির বিধানে, নবী-পুস্তকাবলিতে এবং সামসঙ্গীত-মালায় আমার সম্বন্ধে যা কিছু লেখা আছে, সেই সমস্ত কিছু পূর্ণতা লাভ করা প্রয়োজন।' [৪৫] তখন তিনি তাঁদের মনের দ্বার খুলে দিলেন, তাঁরা যেন শাস্ত্র বুঝতে পারেন; [৪৬] তাঁদের বললেন, 'এ কথাই তো লেখা আছে: খ্রিষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে ও তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করতে হবে; [৪৭] এবং যেরুশালেম থেকেই শুরু ক'রে তাঁর নামে পাপক্ষমার উদ্দেশে মনপরিবর্তনের কথা সকল জাতির কাছে প্রচারিত হবে। [৪৮] তোমরাই এসব কিছুর সাক্ষী। [৪৯] আর দেখ, আমার পিতার প্রতিশ্রুত দান তোমাদের উপর প্রেরণ করছি; তাই তোমরা ঊর্ধ্ব থেকে আগত পরাক্রমে যতদিন না পরিবৃত হও, ততদিন এই শহরে থাক।'

[৫০] পরে তিনি তাঁদের বেথানিয়ার কাছাকাছি নিয়ে গেলেন, এবং দু'হাত তুলে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। [৫১] তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন, এবং ঊর্ধ্বে, স্বর্গেই তাঁকে বহন করা হল। [৫২] তাঁরা তাঁকে আরাধনা করে মহা আনন্দে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন, [৫৩] এবং সবসময় মন্দিরে থেকে ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করতেন। [আমেন।]

---

১ [৫-২৫] মন্দিরের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত: সুসমাচারের প্রথম দৃশ্য (স্বর্গদূতের প্রত্রিত্রাণ সংবাদ) মন্দিরকেই কেন্দ্র করে, সুসমাচারের শেষ দৃশ্যও (প্রেরিতদূতেরা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করেন) মন্দিরকে কেন্দ্র করে।

[৬] 'ধার্মিক', অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্বাসী এবং বিধান ও উপাসনা-কর্ম পালনে আদর্শবান।

[৭] ইসহাক, যাকোব, যোসেফ, বেঞ্জামিন, শামশোন ও শামুয়েলের জননীদের মত এলিশাবেথও বন্ধ্যা; কেবল ঈশ্বরের দয়ায় জননী হবেন। আবার, আব্রাহাম ও সারার মত জাখারিয়া ও এলিশাবেথের বেশ বয়স হয়েছে, সন্তান পাবার আর কোন আশা নেই। এলিশাবেথ নামের অর্থই 'ঈশ্বর শপথ করেছেন'।

[১০] 'জনগণ': এই মর্যাদাপূর্ণ নাম ঈশ্বরেরই জনগণকে চিহ্নিত করে।

[১৩] এই জন্মসংবাদ পুরাতন নিয়মের কতগুলো জন্মসংবাদের মত বর্ণিত (আদি ১৬:১১; ১৭:১৯; বিচারক ১৩:৩,৫; ইশা ৭:১৪; ইত্যাদি); 'যোহন' নামের অর্থই প্রভু অনুগ্রহ করেন; তাতে উপলব্ধি করা যায়, শিশুটি মশীহের আগমনের প্রথম চিহ্ন।

[১৪] ‘আনন্দ’ ছিল মশীহ-কালের বিশিষ্ট চিহ্ন।

[১৭ক] মালা ৩:২৩-৪।

[১৮] আব্রাহামের বৈপরীত্যে জাখারিয়া সন্দেহ পোষণ করেন; তিনি একটা চিহ্নই পেতে চান।

[১৯] গাব্রিয়েল দূতই পরিত্রাণ-সংবাদের বাহক (দা ৮:১৬-১৭; ৯:২১-২৭)।

[২৬-৩৮] যিশুর জন্মসংবাদ যোহনের জন্মসংবাদের মত বর্ণিত; দুই বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে, তবু কয়েকটা বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয় যা টীকায় তুলে ধরা হবে।

[২৬-২৭] ‘যুবতী কুমারী’: ধন্যা মারীয়ার কুমারীত্বের উপর জোর দেওয়া সাধু লুকের উদ্দেশ্যই, পাঠক-পাঠিকা যেন যিশুর অলৌকিক জন্ম বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ না করেন। • ‘বাগ্‌দত্তা বধূ’: ইহুদী আইন অনুসারে, মারীয়া ও যোসেফ প্রকৃত স্বামী-স্ত্রী, তবু বিবাহ আনুষ্ঠানিক হয়নি বলে তাঁরা এখনও একসঙ্গে ঘর করতে পারেন না।

[২৮] ‘আনন্দিতা হও’: যিশুর জন্মসংবাদ আনন্দেরই বিষয়, যেহেতু তাঁর আগমনে মশীহকাল শুরু হবে।

[২৯] দূত-সংবাদে জাখারিয়া বিচলিত হয়ে ভয়ে অভিভূত হয়েছিলেন, কিন্তু ধন্যা মারীয়া অধিক বিচলিতা হয়েও ভয় করেন না, বরং রহস্যময় ব্যাপারের অর্থ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন।

[৩৪] জাখারিয়ার প্রশ্ন অবিশ্বাস-জনিত ছিল, ধন্যা মারীয়ার প্রশ্ন এমন বিশ্বাসের চিহ্ন যে বিশ্বাস ঈশ্বর দ্বারা আলোকিত হতে চায়। • ‘কোন পুরুষকে জানি না’: ধন্যা মারীয়ার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ।

[৩৫] যোহন এলিয়ের আত্মা ও পরাক্রমে আবিষ্ট হবেন (১:১৭), ধন্যা মারীয়ার উপর পবিত্র আত্মাই অধিষ্ঠান করবেন; এজন্য তাঁর পুত্রসন্তান ঈশ্বরের পুত্র হবেন।

[৩৭খ] আদি ১৮:১৪।

[৩৮] ‘প্রভুর দাসী’: বিনম্রতার চেয়ে এখানে ধন্যা মারীয়ার বিশ্বাস ও আনন্দই লক্ষণীয়, কেননা বাইবেল অনুসারে ঈশ্বরের দাসদাসী হওয়া গৌরবেরই ব্যাপার।

[৪১] শিশু যোহন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ বলে (১:১৫) মাতৃগর্ভে থাকতেই মশীহের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে মাতার মুখ দিয়ে নিজের প্রেরণকর্ম শুরু করেন।

[৪৫] জাখারিয়ার বৈষম্যে মারীয়া বিশ্বাসের আদর্শ বলে উপস্থাপিতা।

[৪৬-৫৫] লক্ষণীয়, ধন্যা মারীয়ার মহিমাকীর্তন পুরাতন নিয়মের নানা উদ্ধৃতি দ্বারা গঠিত: প্রথম অংশে ধন্যা মারীয়ার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা (৪৬-৫০), দ্বিতীয় অংশে জনগণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত (৫১-৫৫)। মহিমাকীর্তনটি পুরাতন নিয়মের নানা উক্তি ব্যবহার করে, যেমন ১

শামু ২:১-১১, সাম ১০৩:১৭; ১১১:৯; ৮৯:১১; ৯৮:৩; ১১৩:৭; ইশা ৫৭:১৫; ৪১:৮-৯ ইত্যাদি।

[৫৪] ঈশ্বর স্মরণ করলেন, অর্থাৎ নিজ যত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে বাস্তবায়িতই করলেন।

[৬৮-৭৯] ধন্যা মারীয়ার মহিমাকীর্তনের মত এই গীতিকাও পুরাতন নিয়মের নানা উদ্ধৃতি দ্বারা গঠিত: তাতে মশীহের পরিত্রাণদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত।

[৬৮] পুরাতন নিয়মের ভাষায় ঈশ্বর অনুগ্রহ (আদি ২১:১; যাত্রা ৩:১৬; যেরে ২৯:১০; ইত্যাদি) বা শাস্তি (যাত্রা ৩২:৩৪; ইশা ১০:১২; ইত্যাদি) দানের জন্যই তাঁর আপনজনদের দেখতে আসেন। • 'মুক্তিকর্ম': পুরাতন নিয়ম তা-ই মুক্তিকর্ম বলত, বিপদাপন্ন ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি তার প্রতি যা সাধন করতে বাধ্য ছিল; সুতরাং যিশু মাংসধারণ করে তাঁর আপন জনগণের ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতির পরিচয় দান করেন।

[৭৮] পুরাতন নিয়ম মশীহের 'সূর্য' ও তারার উদয় উল্লেখ করেছিল (মালা ৩:২০; গণনা ২৪:১৭)।

[৭৯] 'শান্তি' হল জীবন-পূর্ণতা ও মশীহ-রাজের আনা শ্রেষ্ঠ দান (ইশা ৯:৫-৬; মিখা ৫:৪)।

২ [৭] অতিথিশালায় বেশি লোক থাকায় মাতা মারীয়া বাড়ির একটা নির্জন স্থানে যিশুকে জন্ম দিলেন। কেবল পরবর্তীকালে, ২য় শতাব্দীতে, সাধু ইউস্তিনুস গুহার কথা উল্লেখ করেন।

[৮] 'রাখালেরা': সমাজের চোখে যারা অল্প মূল্যের মানুষ তারাই যিশুর জন্মসংবাদের প্রথম পাত্র হওয়ার যোগ্য হল।

[১৪] ঈশ্বর যিশুতে মানবজাতিকে পরিত্রাণ অর্পণ করেন বিধায় স্বর্গবাহিনী তাঁর গৌরবকীর্তন করেন। • 'শান্তি': যিশুর জন্মে মশীহের উপহার সেই শান্তি এই মর্তের অধিকার হয়েছে।

[১৯] পাস্কার আলোতে যার অর্থ স্পষ্ট হবে, সেই বিষয়ে ধন্যা মারীয়া এখন থেকেই ধ্যানরতা থাকেন।

[২৩ক] যাত্রা ১৩:২।

[২৪-২৫] লেবীয় ১২:৮; যিশুর সম্মুখীন হয়ে মানুষ হয় তাঁকে গ্রহণ করতে না হয় অগ্রাহ্য করতে বাধ্য; বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তেমন দ্বন্দ্বের কারণেই ধন্যা মারীয়ার প্রাণ বিদীর্ণ হবে।

[৪১-৫০] অগ্রদূত যোহনের বাণী শোনার আগে পাঠক-পাঠিকা যেন ত্রাণকর্তারই প্রথম বাণী শুনতে পান, সম্ভবত এটিই এই বর্ণনার উদ্দেশ্য।

[৫০] যিশু যে ঈশ্বরেরই পুত্র একথা বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে সকলে আহূত, তথাপি রহস্যটা মানব-জ্ঞানের অতীত।

[৫২খ] ১ শামু ২:২৬ দ্রঃ।

৩ [৬] ইশা ৪০:৩-৫। সাধু লুক একথার উপর জোর দিতে চান যে, যিশুর দেওয়া পরিত্রাণ বিশিষ্ট কোন জাতির জন্য নয়, সকলেরই জন্য।

[২১] যোহন দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে যিশু তাঁর আপন জনগণের মনপরিবর্তন-আন্দোলনে যোগ দেন; প্রকাশ্য এই পরিস্থিতিতে যিশু পুরাতন নিয়মের নবীদের মত রহস্যময় এক অভিজ্ঞতার পাত্র হন যা তাঁর প্রেরণকর্মের সূচনা ঘটায়: তিনি সেই নবী যাঁর উপর পবিত্র আত্মা অধিষ্ঠিত, তিনি আবার ঈশ্বরের পুত্র ও প্রতিশ্রুত মশীহ। লক্ষণীয়, গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনাকালে যিশু প্রার্থনারত: প্রার্থনাই পিতার সঙ্গে যিশুর মিলন-স্থান (১০:২১; ২২:৪২; ২৩:৩৪,৪৬)।

[২৩] যিশুর বংশতালিকা যোসেফেরই বংশধারার উপর নির্ভর করে, কেননা ইহুদী আইন মাতার নয়, পিতারই বংশধারা মেনে নিত। লক্ষণীয়, যিশু যে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের পুত্র (১:৩৫; ৩:২২), শুধু একথা ঘোষিত হওয়ার পরেই যিশুর মানব-বংশধারা উল্লিখিত; আরও, সাধু মথি যিশুর আদি বংশধর হিসাবে আব্রাহামকে, কিন্তু সাধু লুক প্রথম সৃষ্ট মানুষ আদমকেই উপস্থাপন করেন যিনি যিশুর মত মানব-পিতার সন্তান নন; এর উদ্দেশ্যই যেন যিশুতে নতুন এক মানবজাতিরই সূচনা ঘোষিত হয় যেখানে মানবজাতির প্রতিটি গোষ্ঠী আনন্দের সঙ্গে নব আদম যিশুর সঙ্গে নিজ সম্পর্ক চিনতে পারে।

৪ [১-২] বাপ্তিস্ম-ক্ষণে পাওয়া পবিত্র আত্মার পরিচালনায় যিশু নিজের প্রেরণকর্মের প্রথম কাজ হিসাবে অনিষ্টের সাধক শয়তানকে আক্রমণ করতে যান। এই ঘটনার আগে আদমের কথা উল্লেখ করে সাধু লুক হয় তো এসত্য বোঝাতে চান যে, প্রথম আদম যেমন সাপ (শয়তান) দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিলেন, তেমনি নব আদম যিশুও দিয়াবল (শয়তান) দ্বারা পরীক্ষিত হতে যাচ্ছেন। অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য মথি ৪:১-১১, টীকা দ্রঃ।

[৪ক] দ্বিঃবিঃ ৮:৩।

[৪খ] দ্বিঃবিঃ ৬:১৩।

[১১গ] সাম ৯১:১১-১২।

[১২ঘ] দ্বিঃবিঃ ৬:১৬।

[১৮] 'তিনি আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন': যিশু সেই আত্মারই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন যাঁকে বাপ্তিস্ম-ক্ষণে গ্রহণ করেছিলেন। এই পবিত্র আত্মাকেই তিনি নিজের প্রচার-বাণী ও পরিত্রাণকর্মের উৎস বলে ঘোষণা করেন। ইশা ৬১:১-২; ৫৮:৬।

[১৯] 'প্রসন্নতা-বর্ষ' বলতে বিধানের আদিষ্ট জুবিলী-বর্ষ বোঝায় (লেবীয় ২৫:১০-১৩)।

[২১] যিশু নিজের আগমন নবীর পূর্বপ্রচারিত অনুগ্রহ-কালের আগমন বলে উপস্থাপন করেন। সাধু লুক পরিত্রাণের 'আজ' এর উপর জোর দেন: শুধু সেকালে নয়, আজও, প্রতিদিন, বিশ্বাসী মানুষ যিশুর পরিত্রাণের পাত্র হতে পারে।

[৩০] ‘তিনি নিজ পথে’ : পরিত্রাণের কেন্দ্রস্থল সেই যেরুশালেমের দিকে যিশুর পরিত্রাণ-যাত্রা কোন বাধাবিঘ্ন মানে না।

[৩৪] নিজের রহস্যময় পরিচয় ক্রুশ-ক্ষণের আগেই ব্যক্ত হবে তা যিশু চান না; আগে ব্যক্ত হলে মানুষ তা ভুল বুঝবে।

[৪৩] ‘ঈশ্বরের রাজ্য’ বলতে স্বয়ং ঈশ্বর রাজ্যভার নিয়েছেন বোঝায়: রাজারূপে ঈশ্বর গরিব ও অত্যাচারিতের পক্ষ সমর্থন করবেন; একথাই যিশু, শিষ্যদের ও মণ্ডলীর প্রচারের বিষয়বস্তু (৮:১; ৯:২,৬০; প্রেরিত ১:৩)।

৫ [৫] ‘গুরুদেব’ : সাধু লুকের সুসমাচারে শুধু যিশুর প্রেরিতদূত, শিষ্য ও অনুসারীরাই তাঁকে ‘গুরুদেব’ বলে সম্বোধন করতেন (৫:৫; ৮:২৪, ৪৫; ৯:৩৩, ৪৯; ১৭:১৩)। অন্যান্যরা তাঁকে ‘গুরু’ বলে সম্বোধন করত।

[১১] যিশুর শিষ্য হতে হলে সবকিছুই ত্যাগ করা দরকার, একথার উপর সাধু লুক বিশেষ জোর দেন (৫:২৮; ১২:৩৩; ১৪:৩৩; ১৮:২২)।

[১২-১৬] ইহুদী ঐতিহ্যে সংক্রামক চর্মরোগ ঐশ শাস্তি বলে (দ্বিঃবিঃ ২৮:২৭,৩৫) ও এমন পাপের চিহ্ন বলে গণ্য ছিল যা ভক্তমণ্ডলী থেকে রোগীকে বিচ্ছিন্ন করে (লেবীয় ১৩–১৪); চর্মরোগীকে শুচীকৃত করে যিশু শুচি-অশুচি প্রভেদ বাতিল করে নিজ প্রেরণকর্মের স্পষ্টই এক চিহ্ন দেন (১১:৫; মার্ক ১:৪০)।

[৩২] যখন যিশু মনপরিবর্তনেরই আহ্বান জানাতে এসেছেন, তখন যে কেউ নিজেকে ধার্মিক মনে করে সে নির্বোধ।

[৩৬] যিশুর সম্মুখীন হয়ে মানুষ কঠিন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য, কেননা তাঁকে বেছে নিয়ে আগেকার ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথাও ত্যাগ করা দরকার। মানুষ পুরাতন সবকিছু বের করে না দিলে কেমন করে যিশুর নতুনত্ব তার জীবনে স্থান পাবে?

৬ [১৪] ইহুদী ঐতিহ্যে মানুষের নাম তার নিয়তি নির্দেশ করে; সুতরাং পিতরকে নতুন নাম দেওয়ায় যিশু তাঁর নিয়তির পরিবর্তন ঘটান: তাঁকে শৈলের মত শক্ত ও অবিচল হতে হবে (পিতর নামের অর্থই শৈল)।

[২০-২১] মথি ৫:৩-১০, টীকা দ্রঃ। সাধু মথির সুসমাচারের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যাচ্ছে, সাধু লুকের বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। • ‘দীনহীন যারা …’: যারা সামাজিক দিক দিয়েই গরিব ও মানবাধিকার-বঞ্চিত, তাদেরই মধ্যে ও তাদেরই মত গরিব অবস্থার মানুষ হয়ে যে ত্রাণকর্তা জন্ম নিয়েছিলেন তিনি এখন তাদের মাঝে উপস্থিত বলে তারা সুখী। আরও, দীনহীনেরা যেমন যিশুর বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র ছিলেন, তেমনি তারা যেন তাঁর ভক্তমণ্ডলীতেও বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হয়।

৭ [১-১০] শতপতির বিশ্বাস এতেই বিশেষভাবে প্রকাশিত যে, তিনি যিশুকে ঈশ্বরের কর্তৃপক্ষের অধীন বলে স্বীকার করে তাঁর বাণীকেও ঈশ্বরেরই নিজের বাণী বলে বিশ্বাস করেন; একথা মথি-সসমাচারেও সমর্থন করা হয়। তাছাড়া, এই সুসমাচার শতপতির বিনম্রতা ও ইহুদীদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করে। আরও, শতপতির বিশ্বাস এতে প্রকাশ পায় যে, তিনি বিনা আপত্তিতেই যিশুর অধিকার মেনে নেন।

[১৬] পুরাতন নিয়মে নবী এলিয় (১ রাজা ১৭:১৭-২৪) ও এলিশেয় (২ রাজা ৪:১৮-৩৭; ১৩:২০-২১) মৃত মানুষকে পুনরুত্থিত করেছিলেন। • 'ঈশ্বর … দেখতে এসেছেন', ১:৬৮, টীকা দ্রঃ।

[১৯] 'যিনি আসছেন': সুসমাচারে এই বাক্য-বিশেষ মশীহকে লক্ষ করে। – 'অন্যের অপেক্ষায় থাকব': যোহন তো লক্ষ করেছেন যে, তিনি যে বিচারক-মশীহের অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁর তুলনায় যিশু ভিন্ন, অর্থাৎ দয়াবান। এবিষয়ে সচেতন বলেই যিশু যোহনকে (ও সকলকে) তাঁকে দয়াবান মশীহ বলে গ্রহণ করতে আহ্বান করেন (২৩ পদ)।

[২২] নবী ইশাইয়ার বাণীর মধ্য দিয়ে (ইশা ২৬:১৯; ৬১:১) যিশুর উত্তর দানে মথি দেখান যে, সেই বাণী যিশুতে পূর্ণ হয়েছে: সত্যি, ঈশ্বরের পরিত্রাণ এসেছে।

[২৭ক] মালা ৩:১।

[২৯] '… ঈশ্বরকে ধর্মময় বলে স্বীকার করল': তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারল ও পূরণ করল।

[৩৬] বর্তমানকালের সাধারণ ধারণাই যে ফরিশীরা ভণ্ড ও যিশুর বিরোধী; তেমন ভুল ধারণার বিপক্ষে সাধু লুকের এই বর্ণনা উল্টো ধারণা দেয়; ফরিশীদের মধ্যে ছিল যিশুর পন্থী আবার তাঁর পরিপন্থী। ফরিশী বলে সাধু পলও কোন লজ্জাবোধ করেননি।

৮ [১০ক] ইশা ৬:৯।

[১২] কেবল এই সুসমাচারই এবিষয়ের উপর জোর দেয় যে, ঈশ্বরের বাণীকে বিশ্বাসের সঙ্গেই গ্রহণ করা দরকার।

[১৯] যিশুর ভাইয়েরা: বাংলা কৃষ্টির মত ইহুদী কৃষ্টিতেও একই গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক রাখত।

[২৪] 'গুরুদেব': সাধু লুকের সুসমাচারে শুধু যিশুর প্রেরিতদূত, শিষ্য ও অনুসারীরাই তাঁকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করতেন (৫:৫; ৪৫; ৯:৩৩, ৪৯; ১৭:১৩ দ্রঃ)। অন্যান্যরা তাঁকে 'গুরু' বলে সম্বোধন করত।

[৩০] 'বাহিনী': মূল শব্দ অনুসারে তা ছ' হাজার সৈন্য বিশিষ্ট বাহিনী: শয়তানের প্রভাব সত্যি ভয়ঙ্কর, কিন্তু যিশু এক নিমেষেই তার বিনাশ ঘটাতে পারেন।

[৩২] শূকর ছিল অশুচি পশুদের একটা, তাতে সাধু মার্ক বলতে চান, বিধর্মী সেই অঞ্চল অশুচি ছিল।

[৩৩] শূকরের পাল ডুবে মারা গেল, অর্থাৎ সেই অঞ্চলের উপরে শয়তানের কর্তৃত্ব গেল, অঞ্চলটা আর অশুচি নয়।

[৩৫] 'যিশুর পায়ে বসে থাকা': এটিই যিশুর প্রতি শিষ্যের প্রত্যাশিত ব্যবহার (১০:৩৯; প্রেরিত ২২:৩)।

[৪৫] 'গুরুদেব': সাধু লুকের সুসমাচারে শুধু যিশুর প্রেরিতদূত, শিষ্য ও অনুসারীরাই তাঁকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করতেন (৫:৫; ৮:২৪; ৯:৩৩, ৪৯; ১৭:১৩ দ্রঃ)। অন্যান্যরা তাঁকে 'গুরু' বলে সম্বোধন করত।

৯ [১০-১৭] এই সমস্ত পদে প্রভুর ভোজ-অনুষ্ঠানের কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে; আবার, এলিশেয়ের সাধিত অলৌকিক কাজ (২ রাজা ৪:৪২-৪৪) ও প্রান্তরে আপন জনগণের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া মান্নার অলৌকিক কাজেরও যথেষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। যিশুই সেই প্রত্যাশিত মশীহ যিনি চরমকালে ঈশ্বরের মহাকীর্তিকলাপ পুনঃসাধন করেন। নবী ইশাইয়ার পূর্বঘোষিত মশীহকালীন মহাভোজের কথাও এখানে ধ্বনিত (ইশা ২৫:৬-৮)।

[২০] যিশুর এই প্রশ্ন সর্বকালের বিশ্বাসীদেরও উদ্দেশ করে: আমার কাছে যিশু আসলে কে? • 'আপনি সেই খ্রিষ্ট' অর্থাৎ সেই মশীহ প্রাচীনকালের নবীরা ও বাপ্তিস্মদাতা যোহন যাঁর আসবার কথা বলেছিলেন।

[২৩] লক্ষণীয়, যিশু কেবল বারোজন প্রেরিতদূতকে নয়, সকল শিষ্যদেরই উদ্দেশ করে একথা বলেন। • 'প্রতিদিন': সাধু লুক এবিষয়ে জোর দেন যে, খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনে এ নিত্যই এক নিয়ম।

[২৮-৩৬] যিশুর দিব্য রূপান্তর তাঁর গৌরবময় পুনরুত্থানেরই পূর্বদর্শন। যিশুর দিব্য রূপান্তর যেরুশালেম অভিমুখে মানবপুত্রের আরোহণ আলোকিত করে: গুরু যে পথ পালন করতে যাচ্ছেন, শিষ্যেরা সেই পথ বুঝতে অক্ষম, এজন্য ঈশ্বর তাঁদের তাঁর আপন পুত্রের রহস্যময় গৌরব দেখবার সুযোগ দেন, আর সেইসঙ্গে এ দাবি রাখেন তাঁরা যেন তাঁর বাণী মেনে চলেন।

[৩১] মোশি ও এলিয় গৌরবে মণ্ডিত, কেননা ঈশ্বরের কাজে সহযোগী হয়েছিলেন (যাত্রা ৩৪:২৯-৩৫; ২ করি ৩:৭-১১) ও তাঁর কাছে রহস্যময় ভাবেই ফিরে গিয়েছিলেন (দ্বিঃবিঃ ৩৪:৫-৬; ২ রাজা ২:১১-১২)। তেমন গৌরব তারা সকলেও পাবে যারা স্বর্গে অংশ নিতে যোগ্য বলে গণ্য হবে (১ থে ২:১২; ২ থে ২:১৪; ১ করি ২:৭; ১৫:৪৩; ২ করি ৩:১৮; ৪:১৭; ফিলি ৩:২১; রো ৫:২; ৮:১৮,২১; কল ১:২৭; ৩:৪)। কিন্তু যিশু এই মর্তে থেকেও সেই গৌরবের অধিকারী (৩২ পদ)। • 'প্রস্থান' বলতে যিশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

বোঝায় যা দ্বারা তাঁর আপনজনেরা তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে প্রবেশাধিকার পাবে; লক্ষণীয়, রহস্যময় এই ঘটনা পরিত্রাণের কেন্দ্রস্থল যেরুশালেমেই ঘটবার কথা।

[৩৩] 'গুরুদেব': সাধু লুকের সুসমাচারে শুধু যিশুর প্রেরিতদূত, শিষ্য ও অনুসারীরাই তাঁকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করতেন (৫:৫; ৮:২৪, ৪৫; ৯:৪৯; ১৭:১৩ দ্রঃ)। অন্যান্যরা তাঁকে 'গুরু' বলে সম্বোধন করত।

[৪৯] 'গুরুদেব': সাধু লুকের সুসমাচারে শুধু যিশুর প্রেরিতদূত, শিষ্য ও অনুসারীরাই তাঁকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করতেন (৫:৫; ৮:২৪, ৪৫; ৯:৩৩; ১৭:১৩ দ্রঃ)। অন্যান্যরা তাঁকে 'গুরু' বলে সম্বোধন করত।

[৫১] এই ক্ষণ থেকেই যেরুশালেম অভিমুখে যিশুর যাত্রা শুরু হয়; যেরুশালেমে গিয়ে পৌঁছে যিশু নিজের প্রেরণকর্ম সমাপ্ত করবেন; ইতিমধ্যে তিনি নিজের শিষ্যদের প্রস্তুত করেন, যেন তাঁর চলে যাওয়ার পর তাঁরা তাঁর প্রেরণকর্ম চালিয়ে যান। এপদ থেকে ১৯:২৮ পদ পর্যন্ত মুখ্য শব্দ হল 'পথ'; তা তো রাস্তা নয়, ক্রুশের দিকে তাঁর জন্য পিতার নিরূপিত নিয়তিই বোঝায়: এপথ ছেড়ে যিশু আর কিছুই করেন না, তাঁর একমাত্র চিন্তাই সেই পথে চলে পরিত্রাণকর্ম সম্পন্ন করা। • 'ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া': এ বাক্য-বিশেষ যিশুর মৃত্যু আবার তাঁর স্বর্গারোহণকেও লক্ষ করে।

১০ [১] সাধু লুক বলতে চান, বারোজন প্রেরিতদূত শুধু নয়, যিশুর সকল শিষ্যও বাণীপ্রচার-কাজে নিয়োজিত থাকবে।

[৭] 'এক বাড়ি থেকে …': বাণীপ্রচারকেরা যে প্রেরণকর্মে নিয়োজিত তা-ই হোক তাঁদের একমাত্র চিন্তা, লোকদের দেখানো কম-বেশি আতিথেয়তা নয়।

[১৫ক] ইশা ১৪:১৩-১৫।

[১৬] এবাক্যে বাণীপ্রচার-কর্মের উত্তম মর্যাদা প্রকাশিত; তেমন কাজে নিযুক্ত যারা, তারা যিশুর প্রেরণকর্মের সহভাগী।

[২৭খ] দ্বিঃবিঃ ৬:৫; লেবীয় ১৯:১৮।

[২৯] 'আমার প্রতিবেশী কে': ইহুদীদের কাছে উত্তর খুবই সহজ ছিল: সে-ই তাদের একমাত্র প্রতিবেশী যে ইহুদী।

[৩৭] লক্ষণীয়, যিশু বিধানপন্ডিতের প্রশ্ন উল্টিয়ে বোঝাতে চান যে তাঁর শিষ্যেরা আর কখনও বলবে না, আমার প্রতিবেশী কে, বরং বলবে: আমাকেই প্রতিটি মানুষের প্রতিবেশী হতে হয়।

[৪২] জাগতিক যত চিন্তা-দুশ্চিন্তার মধ্যে যিশুর বাণীকেই অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। লক্ষণীয়, এখানে ধ্যানী ও কর্মী জীবনের কথা বলা হচ্ছে না, বরং ঐশবাণী-শ্রবণই প্রকৃত লক্ষ্য, যেহেতু বাণীই বিশ্বাস ও কর্মের দিকে আহ্বান করে।

১১ [২] মণ্ডলী আদি থেকে যুগ যুগ ধরে যিশুর শেখানো প্রার্থনার উপর যথেষ্ট মর্যাদা আরোপ করে এসেছে একথা সত্য; কিন্তু যে বিষয় মনে রাখা দরকার তা হল এ: যেমন যিশুর শেখানো প্রার্থনার বিষয়বস্তু ছিল তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও কার্যক্রমের বস্তু, তেমনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীও যেন প্রার্থনাটার সেই বিষয়বস্তু নিজের জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও কার্যক্রমের বস্তু করে। বাস্তবিকই যিশু সারা জীবন ধরে পিতার নামের পবিত্রতা প্রকাশ করলেন, সারা দেশ জুড়ে ঐশরাজ্যের আগমনের কথা প্রচার করলেন, স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালনে প্রীত ছিলেন, নিজেকেই খাদ্যরূপে দান করলেন, ক্রুশের উপরে অপরাধীদের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ও সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন: তাতে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যিশুর প্রার্থনা এবং তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও কার্যক্রমের বস্তু এক ছিল, সুতরাং এক্ষেত্রে শিষ্য সকলের পক্ষেও গুরুর আদর্শ অনুকরণ করা বাঞ্ছনীয়। • 'তোমার নাম পবিত্র বলে …': পুরাতন নিয়মের নবীদের বাণী অনুসারে, ঈশ্বর সকল জাতির দৃষ্টিগোচরে ধর্মময় বিচারক ও ত্রাণকর্তা রূপে নিজেকে দেখিয়েই নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করবেন (ইশা ৫:১৬; এজে ২০:৪১; ২৮:২২,২৫; ইত্যাদি); প্রার্থী ঈশ্বরের তেমন পবিত্রতা প্রকাশের জন্য প্রার্থনা করে; আরও, বাইবেল একথা বলে যে, মানুষ ঈশ্বরের দেওয়া আজ্ঞা পালনে ও নিজ জীবনে তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নিয়েই তাঁর পবিত্রতার উপর যথার্থ মর্যাদা আরোপ করবে (লেবীয় ২২:৩২; গণনা ২৭:১৪; দ্বিঃবিঃ ৩২:৫১; ইশা ৮:১৩; ইত্যাদি)। স্মরণযোগ্য, 'তোমার নাম পবিত্র' বলতে 'তুমি নিজে যে পবিত্র' তা-ই বোঝায়। • 'তোমার রাজ্য আসুক': যিশু যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন, তা সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত হোক।

[৩] 'দৈনিক'; গ্রীক শব্দের অর্থ অস্পষ্ট। প্রাচীনকাল থেকে পাশ্চাত্য মণ্ডলীতে প্রচলিত অনুবাদ হল 'দৈনিক রুটি' ও প্রাচ্য মণ্ডলীতে 'সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি'। কিন্তু সেই রুটি কি? সেকালের ব্যাখ্যা অনুসারে, যে 'সত্যকার রুটি' যাচনা করা হয় তা হলো ঈশ্বরের বাণী-খ্রিষ্ট, এমনকি তাঁর নিজের মাংস যা খেলে মানুষ 'অনন্তকাল জীবিত থাকবে' (যোহন ৬:৩১-৫৮); সেই যে রুটি তিনি অন্তিম ভোজে 'এ আমার দেহ' বলে শিষ্যদের খেতে বলেছিলেন (মথি ২৬:২৬; মার্ক ১৪:২২; লুক ২২:১৯; ১ করি ১১:২৪)।

[১৩] পবিত্র আত্মাই প্রার্থীর কাছে পরমপিতার শ্রেষ্ঠ দান।

[১৬] 'স্বর্গ থেকে' বলতে ঈশ্বর থেকেই বোঝায়: ঈশ্বর চিহ্ন দিলেই ফরিশীরা যিশুতে বিশ্বাস রাখতে সম্মত।

[২০] নব মোশি রূপে যিশু নিজ ক্ষমতা-বলেই অপদূত তাড়ান।

[২৮] দৈহিক মাতৃত্বের চেয়ে বিশ্বাসই অধিক মহান।

[২৯] যিশু কোন চিহ্ন দেখাবেন না, কেননা নিজ ব্যক্তিত্ব প্রকাশে ও বাণীপ্রচারে তিনি নিজেই সর্বোত্তম চিহ্ন।

[৩২] যোনার চিহ্ন যেমন তাঁর মনপরিবর্তন বিষয়ক বাণীপ্রচারে ব্যক্ত ছিল, তেমনি মানবপুত্রের চিহ্নকেও সেই অনুসারে বুঝতে হবে। তবু তাঁর পুনরুত্থানই হবে মানবপুত্রের প্রকৃত চিহ্ন।

১২ [৫] 'জাহান্নাম': সেকালের প্রকৃত শব্দই 'গেহেন্না'। জাহান্নাম (গেহেন্না) ছিল যেরুশালেমের বাইরে অবস্থিত একটা উপত্যকা। সেখানে শহরের আবর্জনা ফেলে দেওয়া হত, ও তা নিঃশেষ করার জন্য দিন রাত আগুন জ্বলত। যেহেতু সেখানে তাদেরও লাশ ফেলে দেওয়া হত যারা কবরস্থানের অযোগ্য ছিল, সেজন্য স্থানটা অভিশপ্ত বলে গণ্য ছিল। পুরাতন নিয়মকালে স্থানের নাম ছিল বেন্-হিন্নোম উপত্যকা (যেরে ১৯:২-৬ ইত্যাদি)।

[১০] মশীহ সাধারণ মানুষের বেশে উপস্থিত বলে তাঁকে চিনে না নেওয়া মার্জনীয়; কিন্তু পবিত্র আত্মার শুভ কাজ দেখে তা অশুভ বলে ঘোষণা করায় মানুষ দণ্ডনীয়, কেননা পরিত্রাণ দিতে ইচ্ছুক ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে সে অস্বীকার করে।

[৪৯] সাধু লুকের দৃষ্টিকোণে, পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনের সেই আত্মা ও আগুনের বাপ্তিস্মের কথাই এখানে পরিলক্ষিত।

[৫০] 'এমন বাপ্তিস্ম আছে': যিশু নিজের মৃত্যুর কথা বলছেন যা তাঁর আপন জনগণকে পাপ থেকে শোধন করবে। সাধু লুকের ধারণা অনুসারে, যিশুর তেমন বাপ্তিস্মই খ্রিষ্টমণ্ডলীর সম্পাদিত পাপক্ষমার উদ্দেশে বাপ্তিস্মের উৎস।

[৫৩ক] মিখা ৭:৬।

১৩ [৩৫ক] যেরে ১২:৭; সাম ১১৮:২৬।

১৪ [২৪] 'শহরের বাইরে যত পথে ও ঝোপঝাড়ে যাও': সম্ভবত সাধু লুক সেই শ্রেণির মানুষের দিকে অঙুলি নির্দেশ করছেন যারা সামাজিক বা ধর্মীয় ভিত্তিতে অশুচি বলে গণ্য ছিল। মণ্ডলীতে প্রবেশ অধিকার সকলেরই।

[২৬] যিশুর এবাণী যত কঠিন তত বাস্তব: প্রভুর কাজে নিযুক্ত মানুষের পক্ষে আত্মীয়স্বজনেরাই বাধাবিঘ্ন হতে পারে।

১৫ [১১-৩২] দয়াবান পিতা যেমন ফিরে আসা সকল পাপী সন্তানকে গ্রহণ করতে আনন্দিত, ফরিশীরাও যেন পাপীদের আপন ভাই বলে গ্রহণ করতে আনন্দিত হয়। এক্ষেত্রে খ্রিষ্টমণ্ডলীর নিয়ম হল: পাপকে ঘৃণা, পাপীকে নয়।

১৬ [১-৮] যিশু অসৎ মানুষের প্রশংসা করেন না বইকি; তাঁর বক্তব্য এ: সৎকর্ম সাধনে কেনই বা তাঁর শিষ্যেরা এতই নিষ্ক্রিয়, যখন অসৎকর্ম সাধনে সংসারের লোক যথাসাধ্য বুদ্ধি খাটায়?

[১২] শিষ্যের যোগ্যতা অর্থ-ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততায় প্রকাশিত।

[১৬] খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনে অধ্যাত্ম সাধনা থাকা দরকার।

[৩১] বিশ্বাস-জাগরণের উদ্দেশ্যে অলৌকিক কাজ নয়, শাস্ত্র-বাণীই কার্যকর। যাদের বিশ্বাস নেই তাদের পক্ষে শত অলৌকিক কাজও যথেষ্ট হবে না।

১৭ [১৩] 'গুরুদেব': সাধু লুকের সুসমাচারে শুধু যিশুর প্রেরিতদূত, শিষ্য ও অনুসারীরাই তাঁকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করতেন (৫:৫; ৮:২৪, ৪৫; ৯:৩৩, ৪৯ দ্রঃ)। অন্যান্যরা তাঁকে 'গুরু' বলে সম্বোধন করত।

[২৯] 'স্বর্গ থেকে' বলতে এখানে ঈশ্বর থেকে বোঝায়; সুতরাং, সেই আগুন ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত হয়েছিল (আদি ১৯:২৪)।

[৩৬] কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এবাক্যও রয়েছে: দু'জন লোক মাঠে থাকবে: একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে আর একজনকে ফেলে রাখা হবে।

১৮ [১৭] তাদের সরলতা ও পবিত্রতার জন্য নয়, পরের উপর তাদের আদর্শ নির্ভরশীলতার জন্যই শিশুরা উপস্থাপিত।

[২০ক] যাত্রা ২০:১২-১৬।

[২৫] ধনী ও গরিব উভয়ের পরিত্রাণ ঈশ্বরের অনুগ্রহদান; কিন্তু ধনীর পক্ষে এই পরিত্রাণ পাওয়া আরও কঠিন।

১৯ [৩৮ক] সাম ১১৮:২৬।

[৪৬খ] ইশা ৫৬:৭; যেরে ৭:১১।

২০ [১৭ক] সাম ১১৮:২২।

[২৮খ] দ্বিঃবিঃ ২৫:৫-৬।

[৩৭গ] যাত্রা ৩:৬।

[৪৩ঘ] সাম ১১০:১।

২১ [১২] নিজের গৌরবে প্রবেশ করার জন্য যেমন খ্রিষ্টকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, তেমনি মণ্ডলীকে নির্যাতনেই ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন দেখতে হবে।

[২৬ক] এজে ৩২:৭।

[২৭খ] দা ৭:১৩-১৪।

২২ [৩] শয়তান প্রাথমিক সেই পরীক্ষার পরে যিশুকে ছেড়ে সরে গেছিল (৪:১৩); শেষ আক্রমণের জন্য এখন আবার ফিরে আসছে (যোহন ১৩:২,২৭; লুক ২২:৫৩)।

[১৬] মিশর থেকে ইস্রায়েলের স্মরণ-চিহ্ন সেই পাস্কা-ভোজ (যাত্রা ১২) এখানে চরম পরিত্রাণ-প্রাপ্ত ঈশ্বরের জনগণের মশীহ-ভোজ হিসাবে উপস্থাপিত।

[১৭, ১৯] 'গ্রহণ করে নাও': সেই পবিত্রতম রুটি যিশুর হাত থেকেই গ্রহণ করে নেওয়া দরকার; সবসময় তিনিই দাতা।

[২০] কেবল সাধু লুক ও পল সন্ধিকে নতুন বলে চিহ্নিত করেন: প্রতিশ্রুত সন্ধির বাস্তবায়ন বলেই এই সন্ধি নতুন (যেরে ৩১:৩১-৩৪)। যিশুর রক্তই (অর্থাৎ তাঁর আত্মবলিদান) পরিত্রাণ-কালের সূচনা ঘোষণা করে (যাত্রা ২৪:৮)।

[৩২] 'তুমি যখন ফিরবে': হয় যখন ঈশ্বরের কাছে ফিরবে (অর্থাৎ মনপরিবর্তন করবে), না হয় যখন যেরুশালেমে ফিরবে—এই অস্পষ্ট বাক্যটার উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য। সাধু লুক (২৪:৩৪) ও সাধু পল (১ করি ১৫:৫) অনুসারে পুনরুত্থিত যিশু সকলের আগে পিতরকেই দেখা দিয়েছিলেন। মথি ১৬:১৫-১৯ এর মত এখানেও পিতরের বিশ্বাসই আদিমণ্ডলীর গঠনের জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

[৩৭ক] ইশা ৫৩:১২।

[৫৩] 'এ অন্ধকারের অধিকার': অর্থাৎ শয়তানের ক্ষণিকের বিজয়।

[৬৯খ] সাম ১১০:১ দ্রঃ।

[৭০] 'আমি আছি' বাক্যটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: একদিকে যিশু ঈশ্বরের নিজের আত্মপরিচয়-দানের বাক্যটা নিজের বেলায়ই ব্যবহার করেন, অন্য দিকে এইখানে প্রথমবারের মত স্বীকার করেন তিনিই মশীহ ও ঈশ্বরের পুত্র।

২৩ [১৭] কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এবাক্যও রয়েছে: প্রতিটি পর্বদিনে তিনি তাদের জন্য একজনকে মুক্ত করে দিতে বাধ্য ছিলেন।

[৩০ক] হো ১০:৮।

[৩৪খ] সাম ২২:৮।

[৪৩] 'পরমদেশ': সেকালে ইহুদীদের মধ্যে এ ধারণাও প্রচলিত ছিল যে, মৃত ধার্মিকেরা যে বিশেষ স্থানে পুনরুত্থানের অপেক্ষায় থাকে, তা-ই পরমদেশ।

[৪৬] সাম ৩১:৬। এই সুসমাচারে যিশুর প্রথম ও শেষ বাণী পিতাকেই উদ্দেশ করে (২:৪৯)।

[৪৭] যিশুকে ধার্মিক বলে ঘোষণা করে শতপতি তাঁকে নিরপরাধী বলে স্বীকার করেন।

২৪ [৫] 'জীবিত': যিশুর নতুন নামই 'জীবিত' (বা জীবনময়), ঠিক যেভাবে পুরাতন নিয়ম ঈশ্বরকে সম্বোধন করত (আদি ৩:১০; বিচারক ৮:১৯; ১ শামু ১৪:৩৯; ইত্যাদি)।

[১৩-৩৫] যিশু ক্রুশে মারা গেছিলেন, তাতে আশাভ্রষ্ট হয়ে যে দু'জন শিষ্য বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, তাঁরা যিশুর পরিচালনায় শাস্ত্র-বাণী গভীর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আবার বিশ্বাস খুঁজে পান।

[১৬] খ্রিষ্টবিশ্বাস দর্শনের উপরে নয়, শ্রবণের উপরেই নির্ভর করে: শাস্ত্র-বাণীর মধ্য দিয়ে যিশু শিষ্য দু'জনকে নিজ মৃত্যু ও পুনরুত্থান-রহস্যে প্রবেশ না করানো পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে চিনতে অক্ষম।

[৩৫] 'রুটি-ছেঁড়ায়': সাধারণ অর্থ ছাড়া 'রুটি-ছেঁড়া গুণেই' অর্থও সমর্থনযোগ্য। সাধু লুকের মর্মকথা অধিক স্পষ্ট: পুনরুত্থিত খ্রিষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে রবিবাসরীয় রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া দরকার (৩০ পদও দ্রঃ)।

[৪৪] 'মোশির বিধানে ...': মোশির বিধানই বাইবেলের প্রথম অংশ; নবী-পুস্তকাবলি তার দ্বিতীয় অংশ; এবং সামসঙ্গীত-মালা তার তৃতীয় অংশের প্রথম পুস্তক যা তৃতীয় অংশেরও শিরনাম। সুতরাং এই অধ্যায়ে স্বয়ং যিশু দু'বার (২৪:২৭, ৪৪) বাইবেল পাঠ করার পদ্ধতি শেখান: পুরাতন নিয়ম তাঁর কথা বলে বিধায় তাতে তাঁকে খুঁজে বের করা দরকার, না করলে পুরাতন নিয়মের বাস্তব উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। নূতন নিয়মের লেখকগণ এ পদ্ধতি পালন করলেন।

[৪৭] 'যেরুশালেম থেকে': যেরুশালেম যেমন পরিত্রাণ-সংবাদের সূচনা-স্থান (১:৫-১৫), তেমনি যেরুশালেম আবার যিশুর প্রেরণকর্মের সমাপ্তি-স্থান। আবার যেরুশালেম হবে প্রেরিতদূতদের প্রেরণকর্মের সূচনা-স্থান (প্রেরিত ১:৮)।

[৫০] প্রেরিতদূতেরা তাঁকে প্রভু বলে স্বীকার করতে করতে ও ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করতে করতে পুনরুত্থিত যিশু তাঁদের আশীর্বাদ করেন।

[৫৩] এই সুসমাচারের শুরু যেমন মন্দিরেই হয়েছিল, তেমনি মন্দিরেই তার সমাপ্তি ঘটে।

যোহন-রচিত সুসমাচার

অন্যান্য সুসমাচারের তুলনায় যোহন সুসমাচার ভিন্ন ধরনেরই লেখা বলে প্রতীয়মান, কেননা বহু বহু পরাক্রম-কর্ম ও উপমা-কাহিনী বর্ণনা না করে কয়েকটা চিহ্নকর্ম ও ঘটনা উপস্থাপন করে সেগুলোর অর্থ সুদীর্ঘ ঐশতাত্ত্বিক নানা উপদেশে ব্যক্ত করে; আর উপদেশের আলোচ্য বিষয় সবসময়ই এক, তথা: যিশুই পরমপিতাকে প্রকাশ করেন ও যিশুতে পরমপিতা প্রকাশিত। এই সুসমাচারের আর একটা দিক লক্ষণীয়: সমস্ত ঘটনা এক ক্ষণেরই দিকে ধাবিত, ক্ষণটা হল যিশুর মৃত্যু-পুনরুত্থান-স্বর্গারোহণের একক ক্ষণ যা মশীহ-রাজের গৌরব-ক্ষণ বলেও অভিহিত। এই সুসমাচারের গভীর ঐশতত্ত্ব অধিক বিস্তারিত ব্যাখ্যা দাবি করে; প্রত্যাশা রাখি, পাঠক-পাঠিকা অনুভব করবেন যে, আমাদের সংক্ষিপ্ত টীকা-টিপ্পনিতে তেমন বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১

বাণী-বন্দনা

১ [১] আদিতে ছিলেন বাণী:

বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী,

বাণী ছিলেন ঈশ্বর।

[২] আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী।

[৩] সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল,

আর যা কিছু হয়েছে,

তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি।

[৪] তাঁর মধ্যে ছিল জীবন,

আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো;

[৫] অন্ধকারে সেই আলোর উদ্ভাস,
অথচ অন্ধকার তা ধারণ করেনি!
[৬] ঈশ্বর-প্রেরিত একজন মানুষ আবির্ভূত হলেন;
তাঁর নাম যোহন;
[৭] তিনি এলেন সাক্ষ্য দিতে,
আলোরই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে,
যেন তাঁর দ্বারা সকলে বিশ্বাস করতে পারে।
[৮] তিনি তো সেই আলো ছিলেন না,
আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেই তিনি ছিলেন।
[৯] বাণীই ছিলেন সেই সত্যকার আলো,
যা জগতে এসে প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে।
[১০] তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন,
আর জগৎ তাঁরই দ্বারা হয়েছিল,
অথচ জগৎ তাঁকে চিনল না।
[১১] তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন,
অথচ তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না।
[১২] কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করল,
সেই সকলকে, তাঁর নামে বিশ্বাসী যারা,
তাদের তিনি ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন:
[১৩] তারা রক্ত থেকে নয়,
মাংসের বাসনা থেকেও নয়,
পুরুষের বাসনা থেকেও নয়,
ঈশ্বর থেকেই জনিত।

[১৪] এবং বাণী হলেন মাংস,
ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন।

আর আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম :
এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব,
যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

[১৫] তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে যোহন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর সম্বন্ধে বলেছিলাম : যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ ইনি আমার আগেও ছিলেন।’

[১৬] সত্যিই আমরা সকলে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি : লাভ করেছি অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ। [১৭] মোশি দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে। [১৮] ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সামনে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্যদান

[১৯] এ হল যোহনের সাক্ষ্য, যখন যেরুশালেম থেকে ইহুদীরা তাঁর কাছে কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি কে?’ [২০] তিনি তখন স্বীকার করলেন, অস্বীকার করলেন না; বরং স্বীকার করলেন যে, ‘আমি খ্রিষ্ট নই।’ [২১] তাই তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তবে কী? আপনি কি এলিয়?’ তিনি বললেন, ‘না, আমি নই।’ ‘আপনি কি সেই নবী?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘না।’ [২২] তাই তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘আপনি কে? যাঁরা আমাদের পাঠিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমাদের একটা উত্তর দিতে হবে। নিজের বিষয়ে আপনি কী বলেন?’ [২৩] তিনি বললেন, ‘নবী ইশাইয়া যেমন বলেছিলেন,

আমি এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ সরল কর।’(ক)

[২৪] যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা ফরিশী ছিলেন। [২৫] তাঁরা আরও প্রশ্ন করে তাঁকে বললেন, ‘আপনি যদি খ্রিষ্ট নন, এলিয় বা সেই নবীও নন, তবে কেন বাপ্তিস্ম দেন?’ [২৬] উত্তরে যোহন তাঁদের বললেন, ‘আমি জলে বাপ্তিস্ম দিই, কিন্তু আপনাদের

মধ্যে এমন একজন আছেন যাঁকে আপনারা জানেন না, [২৭] যিনি আমার পরেই আসছেন। আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই।’ [২৮] এই সমস্ত ঘটেছিল যর্দন নদীর ওপারে, বেথানিয়াতে; সেইখানে যোহন বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন।

[২৯] পরদিন তিনি যিশুকে নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, ‘ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন! [৩০] তাঁরই সম্বন্ধে বলেছিলাম: আমার পরে এমন একজন আসছেন, যিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ আমার আগেও ছিলেন। [৩১] আমিও তাঁকে জানতাম না, কিন্তু ইস্রায়েলের কাছে তিনি যেন প্রকাশিত হন, এজন্যই আমি এসে জলে বাপ্তিস্ম দিই।’ [৩২] আর যোহন এই বলে সাক্ষ্য দিলেন, ‘আমি দেখেছি, আত্মা কপোতের মত স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপর থাকলেন। [৩৩] আমিও তাঁকে জানতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে বললেন, “যাঁর উপরে আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন।” [৩৪] আর আমি দেখেছি, এবং এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, ইনিই ঈশ্বরের সেই মনোনীতজন।’

যিশুর প্রথম শিষ্যেরা

[৩৫] পরদিন যোহন ও তাঁর দু’জন শিষ্য আবার সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। [৩৬] যিশু সেখান দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন; তাঁর দিকে তাকিয়ে যোহন বললেন, ‘ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক!’ [৩৭] তিনি এই যে কথা বললেন, সেই দু’জন শিষ্য তা শুনে তাঁর অনুসরণ করলেন। [৩৮] যিশু ফিরে দাঁড়ালেন, এবং সেই দু’জনকে তাঁর অনুসরণ করতে দেখে বললেন, ‘তোমরা কী অনুসন্ধান করছ?’ তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘রাব্বি (অর্থাৎ, গুরু), আপনি কোথায় বাস করেন?’ [৩৯] তিনি তাঁদের বললেন, ‘এসো, দেখে যাবে।’ তাই তাঁরা গেলেন, ও দেখলেন, তিনি কোথায় বাস করেন, এবং সেই দিন তাঁর সঙ্গে থাকলেন। তখন প্রায় বিকাল চারটে। [৪০] যে দু’জন শিষ্য যোহনের সেই কথা শুনে যিশুর অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়। [৪১] তিনি প্রথমে তাঁর ভাই শিমোনকে খুঁজে পেলেন; তাঁকে বললেন, ‘আমরা মশীহের সন্ধান পেয়েছি!’ মশীহ কথাটার অর্থ হল খ্রিষ্ট। [৪২] তিনি তাঁকে

যিশুর কাছে নিয়ে গেলেন। যিশু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি তো যোহনের ছেলে শিমোন; তুমি কেফাস নামে অভিহিত হবে।' কেফাস কথাটার অর্থ শৈল।

[৪৩] পরদিন তিনি গালিলেয়ায় যাবেন বলে স্থির করলেন; ফিলিপের দেখা পেয়ে যিশু তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।' [৪৪] ফিলিপ ছিলেন আন্দ্রিয় ও পিতরের একই শহর সেই বেথ্‌সাইদার মানুষ। [৪৫] ফিলিপ নাথানায়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন; তাঁকে বললেন, 'মোশি বিধান-পুস্তকে যাঁর কথা লিখেছিলেন, নবীরাও যাঁর কথা লিখেছিলেন, আমরা তাঁর সন্ধান পেয়েছি: তিনি যোসেফের ছেলে নাজারেথের সেই যিশু।' [৪৬] নাথানায়েল তাঁকে বললেন, 'নাজারেথ থেকে! সেখান থেকে ভাল কিছু কি আসতে পারে?' ফিলিপ তাঁকে বললেন, 'এসো, দেখে যাও।' [৪৭] নাথানায়েলকে তাঁর দিকে আসতে দেখে যিশু তাঁর সম্বন্ধে বললেন, 'ওই দেখ, একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যার মধ্যে ছলনা নেই।' [৪৮] নাথানায়েল তাঁকে বললেন, 'আপনি কী করে আমাকে চেনেন?' উত্তরে যিশু তাঁকে বললেন, 'ফিলিপ তোমাকে ডাকবার আগে, তুমি যখন সেই ডুমুরগাছের তলায় ছিলে, আমি তোমাকে দেখলাম।' [৪৯] নাথানায়েল উত্তর দিলেন, 'রাব্বি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রায়েলের রাজা।' [৫০] যিশু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'সেই ডুমুরগাছের তলায় তোমাকে দেখেছি, একথা বলেছি বিধায় তুমি কি বিশ্বাস কর? এর চেয়ে অনেক বড় কিছু দেখতে পাবে!' [৫১] তিনি বলে চললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা দেখতে পাবে, স্বর্গলোক উন্মুক্ত, এবং ঈশ্বরের দূতেরা মানবপুত্রের উপরে উঠে যাচ্ছেন ও নেমে আসছেন।'

কানা গ্রামে সাধিত প্রথম চিহ্নকর্ম

২ [১] তিন দিন পর গালিলেয়ার কানা গ্রামে এক বিবাহোৎসব হল। যিশুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। [২] যিশু ও তাঁর শিষ্যেরাও উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। [৩] আঙুররস ফুরিয়ে যাওয়ায় যিশুর মা তাঁকে বললেন, 'ওদের আঙুররস নেই।' [৪] যিশু তাঁকে বললেন, 'নারী, তুমি আমার কাছে কী চাও? আমার ক্ষণ এখনও আসেনি।' [৫] তাঁর মা চাকরদের বললেন, 'উনি তোমাদের যা কিছু বলেন, তোমরা তা-ই কর।' [৬] ইহুদীদের প্রথা অনুসারে শুচীকরণের জন্য সেখানে পাথরের ছ'টা

জালা রাখা ছিল, প্রত্যেকটিতে দু' তিন মণ জল ধরত। [৭] যিশু চাকরদের বললেন, 'জালাগুলো জলে ভর্তি কর।' তারা সেগুলোকে কানায় কানায় ভর্তি করে দিল। [৮] পরে তিনি তাদের বললেন, 'এখন তোমরা কিছুটা তুলে ভোজকর্তার কাছে নিয়ে যাও।' তারা তাই করল। [৯] কিন্তু যখন ভোজকর্তা আঙুররস হওয়া সেই জল আস্বাদ করল—সে তো জানত না, তা কোথা থেকে এসেছে, কিন্তু যে চাকরেরা জল তুলেছিল তারাই জানত—তখন বরকে ডেকে [১০] বলল, 'সবাই প্রথমে ভাল আঙুররস পরিবেশন করে, আর অতিথিরা বেশ কিছু খাওয়ার পরে কম ভালটা দেয়; আপনি কিন্তু ভাল আঙুররস এখন পর্যন্তই রেখেছেন।'

[১১] এ হল যিশুর চিহ্নকর্মগুলির প্রথম চিহ্নকর্ম: তা তিনি গালিলেয়ার কানা গ্রামে সাধন করলেন: এতে নিজের গৌরব প্রকাশ করলেন, ও তাঁর শিষ্যেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলেন। [১২] তারপর তিনি, তাঁর মা, তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর শিষ্যেরা কাফার্নাউমে নেমে গেলেন; কিন্তু সেখানে শুধু কিছু দিন থাকলেন।

প্রথম পাস্কা-পর্ব

[১৩] ইহুদীদের পাস্কা সন্নিকট ছিল, তাই যিশু যেরুশালেমে গেলেন। [১৪] মন্দিরের মধ্যে তিনি দেখলেন, লোকে বলদ, মেষ ও পায়রা বিক্রি করছে, পোদ্দারেরাও সেখানে বসে আছে। [১৫] দড়ি দিয়ে একগাছা চাবুক বানিয়ে তিনি তাদের সকলকে মন্দির থেকে বের করে দিলেন: বলদ ও মেষ তাড়ালেন, পোদ্দারদের টাকা-কড়ি ছড়িয়ে তাদের টেবিল উল্টিয়ে দিলেন, [১৬] এবং যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের বললেন, 'এখান থেকে ওই সমস্ত সরিয়ে নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে একটা ব্যবসার ঘর করো না।' [১৭] তাঁর শিষ্যদের শাস্ত্রের এই বচন মনে পড়ল, '*তোমার গৃহের প্রতি আগ্রহের আগুন আমাকে গ্রাস করবে।*'(ক) [১৮] ইহুদীরা তখন তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এই যা আপনি করছেন, তার জন্য আমাদের কী চিহ্ন দেখাতে পারেন?' [১৯] যিশু এই বলে তাঁদের উত্তর দিলেন, 'এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেলুন, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।' [২০] তখন ইহুদীরা বলে উঠলেন, 'এই পবিত্রধাম নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল, আর আপনি নাকি তিন দিনের মধ্যে তা উত্তোলন করবেন?' [২১] তিনি কিন্তু তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের

কথাই বলছিলেন। [২২] তাই যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে, তিনি এই কথা বলেছিলেন; এবং তাঁরা শাস্ত্রে ও যিশু যা বলেছিলেন, সেই কথায় বিশ্বাস করলেন।

[২৩] পাস্কাপর্ব উপলক্ষে তিনি যখন যেরুশালেমে ছিলেন, তখন যে সকল চিহ্নকর্ম সাধন করছিলেন, তা দেখে অনেকে তাঁর নামে বিশ্বাস রাখল; [২৪] কিন্তু যিশু নিজে তাদের উপর আস্থা রাখতেন না, কারণ তিনি সকলকে জানতেন; [২৫] তাছাড়া মানুষের বিষয়ে কারও সাক্ষ্যের প্রয়োজন তাঁর ছিল না: মানুষের অন্তরে কী আছে, তা নিজেই জানতেন।

নিকোদেমের সঙ্গে যিশুর সংলাপ

৩ [১] ফরিশীদের মধ্যে নিকোদেম নামে একজন ছিলেন; তিনি ছিলেন ইহুদীদের প্রধানদের একজন। [২] যিশুর কাছে রাতের বেলায় এসে তিনি তাঁকে বললেন, 'রাব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বর থেকে আগত একজন ধর্মগুরু; কারণ আপনি যে সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করেন, তা কেউই করতে পারে না, যদি না ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে থাকেন।' [৩] যিশু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আমি আপনাকে সত্যি সত্যি বলছি, ঊর্ধ্বলোক থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পারে না।' [৪] নিকোদেম তাঁকে বললেন, 'মানুষ বৃদ্ধ হলে কেমন করে জন্ম নিতে পারে? দ্বিতীয়বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নেওয়া তার পক্ষে কি সম্ভব?' [৫] যিশু উত্তর দিলেন, 'আমি আপনাকে সত্যি সত্যি বলছি, জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। [৬] মাংস থেকে যা জন্মায়, তা মাংসই, আর আত্মা থেকে যা জন্মায় তা আত্মাই। [৭] আমি যে আপনাকে বললাম, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাদের জন্ম নিতে হবে, তাতে আপনি আশ্চর্য হবেন না। [৮] বাতাস যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে যায়; আপনি তার শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা থেকে আসছে আর কোথায়ই বা যায়, তা আপনি জানেন না। তেমনি প্রত্যেকে যে আত্মা থেকে জনিত, তার ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই।' [৯] নিকোদেম প্রতিবাদ করে তাঁকে বললেন, 'এই সমস্ত কেমন করে সম্ভব?' [১০] যিশু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আপনি ইস্রায়েলের ধর্মগুরু, অথচ

এই সমস্ত বোঝেন না? [১১] আমি আপনাকে সত্যি সত্যি বলছি, আমরা যা জানি, তা-ই বলি; যা দেখেছি, তারই বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, কিন্তু আপনারা আমাদের সাক্ষ্য মেনে নেন না। [১২] আমি আপনাদের কাছে পার্থিব বিষয়ে কথা বললে আপনারা যখন বিশ্বাস করেন না, আমি স্বর্গীয় বিষয়ে কথা বললে আপনারা তখন কেমন করে বিশ্বাস করবেন?

[১৩] আর স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি মানবপুত্র। [১৪] এবং মোশি যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে, [১৫] যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে। [১৬] কেননা ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। [১৭] কেননা ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে। [১৮] তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসী, তার বিচার হয় না; কিন্তু যে অবিশ্বাসী, তার বিচার হয়েই গেছে, যেহেতু ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনি। [১৯] আর এই তো সেই বিচার: জগতের মধ্যে আলো আসা সত্ত্বেও মানুষ সেই আলোর চেয়ে অন্ধকার ভালবেসেছে, কেননা তাদের কর্ম অসৎ ছিল। [২০] বাস্তবিক, যে অপকর্মের সাধক, সে আলোকে ঘৃণা করে, ও আলোর দিকে সে আসে-ই না, পাছে তার কর্ম ব্যক্ত হয়; [২১] কিন্তু যে সত্যের সাধক, সে আলোর দিকে এগিয়ে আসে, তার সমস্ত কর্ম যে ঈশ্বরে সাধিত তা যেন প্রকাশিত হয়।’

যোহন ও যিশু

[২২] তারপর যিশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যুদেয়া অঞ্চলে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকলেন ও বাপ্তিস্ম দিলেন। [২৩] যোহনও সালিমের কাছে অবস্থিত আইনোনে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, কারণ সেখানে প্রচুর জল ছিল, এবং লোকে সেখানে যেত ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করত। [২৪] কেননা যোহন তখনও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হননি। [২৫] তখন এমনটি ঘটল যে, শুচীকরণ সম্বন্ধে একজন ইহুদীর সঙ্গে যোহনের কয়েকজন শিষ্যের তর্ক হল; [২৬] তাই যোহনকে গিয়ে তারা বলল, ‘রাব্বি, যর্দনের

ওপারে যিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন, আপনি যাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, দেখুন, তিনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন আর সকলে তাঁর কাছে যাচ্ছে।' [২৭] যোহন উত্তরে বললেন, 'মানুষ কিছুই পেতে পারে না, যদি না তা স্বর্গ থেকে দেওয়া হয়। [২৮] তোমরা নিজেরাই তো আমার সাক্ষী যে, আমি বলেছিলাম, আমি খ্রিষ্ট নই, কেবল তাঁর আগে আগে প্রেরিত। [২৯] কনেকে যে পায়, সে-ই বর; তবু বরের বন্ধু, যে সেখানে উপস্থিত ও তার কথা শোনে, সে বরের কণ্ঠস্বরে খুবই আনন্দ পায়। তাই আমার এই আনন্দ এখন পরিপূর্ণ। [৩০] তাঁকে উত্তরোত্তর বড় হতে হবে আর আমাকে উত্তরোত্তর ছোট হতে হবে।

[৩১] ঊর্ধ্বলোক থেকে যিনি আসেন, তিনি সবার ঊর্ধ্বে; পৃথিবী থেকে যে আসে, সে তো পার্থিব আর পার্থিব কথা বলে। স্বর্গ থেকে যিনি আসেন, তিনি সবার ঊর্ধ্বে। [৩২] তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন, সেবিষয়েই সাক্ষ্য দেন, অথচ তাঁর সাক্ষ্য কেউ মেনে নেয় না। [৩৩] কিন্তু যে কেউ তার সাক্ষ্য মেনে নেয়, সে সপ্রমাণ করে যে, ঈশ্বর সত্যবাদী; [৩৪] কারণ ঈশ্বর যাঁকে প্রেরণ করেছেন, তিনি ঈশ্বরেরই কথা বলেন, কেননা তিনি কোন সীমা না রেখেই আত্মাকে দান করে থাকেন। [৩৫] পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, ও তাঁর হাতে সমস্তই তুলে দিয়েছেন। [৩৬] পুত্রের প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে; অপর দিকে পুত্রের প্রতি যে অবিশ্বাসী, সে জীবন দেখতে পাবে না। কিন্তু তার উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে যাচ্ছে।'

সামারীয় নারীর সঙ্গে যিশুর সংলাপ

৪ [১] যিশু যখন জানতে পারলেন, ফরিশীরা শুনতে পেয়েছিলেন যে তিনি যোহনের চেয়ে বেশি শিষ্য করেন ও বাপ্তিস্ম দেন [২] —যদিও যিশু নিজে কাউকে বাপ্তিস্ম দিতেন না, তাঁর শিষ্যেরাই দিতেন,— [৩] তখন তিনি যুদেয়া ছেড়ে আবার গালিলেয়ার দিকে চলে গেলেন। [৪] তাঁকে সামারিয়ার ভিতর দিয়েই যেতে হল। [৫] যেতে যেতে তিনি শিখার নামে সামারিয়ার একটা শহরে এলেন; যাকোব তাঁর সন্তান যোসেফকে যে জমিটা দিয়েছিলেন, সেই শহর তারই কাছাকাছি। [৬] যাকোবের কুয়োটা সেইখানে ছিল, আর যিশু যাত্রার জন্য ক্লান্ত হওয়ায় সেই কুয়োর ধারে বসে পড়লেন। তখন প্রায় বেলা বারোটা। [৭] সামারীয় একজন স্ত্রীলোক জল তুলতে এল;

যিশু তাকে বললেন, ‘আমাকে একটু জল খেতে দাও।’ [৮] তাঁর শিষ্যেরা তখন খাবার কিনতে শহরে গিয়েছিলেন। [৯] সামারীয় স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, ‘ইহুদী হয়ে আপনি কেমন করে সামারীয় স্ত্রীলোক এই আমারই কাছে জল চাইতে পারেন?’ বাস্তবিকই সামারীয়দের সঙ্গে ইহুদীরা কোন মেলামেশাই করে না। [১০] উত্তরে যিশু তাকে বললেন, ‘তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান আর কেইবা তোমাকে বলছেন, আমাকে একটু জল খেতে দাও, তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে, আর তিনি তোমাকে জীবনময় জল দিতেন!’ [১১] স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, ‘প্রভু, জল তোলার মত আপনার কিছু নেই, আর কুয়োটা গভীর; আপনি কোথা থেকে সেই জীবনময় জল পাবেন? [১২] যিনি এই কুয়োটা আমাদের দিয়ে গেছিলেন, এর জল নিজেও খেয়েছিলেন আর যাঁর সন্তানেরা ও পশুপালও খেয়েছিল, আপনি কি আমাদের পিতৃপুরুষ সেই যাকোবের চেয়েও মহান?’ [১৩] যিশু তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, ‘যে কেউ এই জল খায়, তার আবার তেষ্টা পাবে; [১৪] কিন্তু আমি যে জল দেব, সেই জল যে খাবে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না; আমি তাকে যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।’ [১৫] স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, ‘প্রভু, তেমন জল আমাকে দিন, আমার যেন আর তেষ্টা না পায়, এখানে জল তুলতেও যেন আর আসতে না হয়।’ [১৬] যিশু তাঁকে বললেন, ‘যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এখানে ফিরে এসো।’ [১৭] স্ত্রীলোকটি উত্তরে তাঁকে বলল, ‘আমার স্বামী নেই।’ যিশু তাঁকে বললেন, ‘ঠিকই বলেছ, আমার স্বামী নেই; [১৮] কেননা তোমার পাঁচটা স্বামী হয়েছিল আর এখন যার সঙ্গে আছ, সে তোমার স্বামী নয়। হ্যাঁ, তুমি সত্যকথা বলেছ।’ [১৯] স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, ‘প্রভু, দেখতে পাচ্ছি, আপনি একজন নবী। [২০] আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পর্বতে উপাসনা করতেন, আর আপনারা কিনা বলে থাকেন, উপাসনা করার স্থান যেরুশালেমেই আছে।’ [২১] যিশু তাঁকে বললেন, ‘নারী, আমাকে বিশ্বাস কর, সেই ক্ষণ আসছে, যখন তোমরা পিতার উপাসনা করবে এই পর্বতেও নয়, যেরুশালেমেও নয়। [২২] তোমরা যা জান না, তার উপাসনা করে থাক; আমরা যা জানি, তারই উপাসনা করি, কেননা পরিত্রাণ ইহুদীদের মধ্য থেকেই আসে। [২৩] কিন্তু সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত উপাসকেরা

আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে, কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন। [২৪] ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়।' [২৫] স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমি জানি যে, খ্রিষ্ট বলে অভিহিত মশীহ আসছেন; তিনি যখন আসবেন, তখন সমস্তই আমাদের জানাবেন।' [২৬] যিশু তাকে বললেন, 'আমি-ই আছি, এই আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।'

[২৭] ঠিক এসময়ে তাঁর শিষ্যেরা ফিরে এলেন। তাঁকে একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে তাঁরা আশ্চর্য হলেন, তবু কেউ জিজ্ঞাসা করলেন না, 'আপনি কী চাচ্ছেন?' বা 'ওর সঙ্গে কেন কথা বলছেন?' [২৮] স্ত্রীলোকটি কলসিটা ফেলে রেখে শহরের দিকে চলে গেল আর লোকদের বলল, [২৯] 'এসো, একজন মানুষকে দেখে যাও, জীবনে আমি যা কিছু করেছি, যিনি তা সবই আমাকে বলে দিয়েছেন। হয় তো কি উনিই সেই খ্রিষ্ট?' [৩০] তারা শহর থেকে বেরিয়ে তাঁর কাছে যাবার জন্য রওনা হল।

[৩১] এদিকে শিষ্যেরা তাঁকে অনুরোধ করে বলছিলেন, 'রাব্বি, কিছুটা খেয়ে নিন।' [৩২] কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'আমার এমন খাদ্য আছে, যার কথা তোমরা জান না।' [৩৩] তাই শিষ্যেরা এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, 'হয় তো কেউ কি তাঁকে খাবার এনে দিয়েছে?' [৩৪] যিশু তাঁদের বললেন, 'যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করা ও তাঁর কাজ সম্পন্ন করাই আমার খাদ্য। [৩৫] তোমরা কি একথা বলে থাক না যে, আর চার মাস বাকি, তারপর ফসল হবে? দেখ, আমি তোমাদের একটা কথা বলি: চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সোনালী হয়ে কাটার অপেক্ষায় আছে; [৩৬] এর মধ্যে ফসলকাটিয়ে মজুরি পাচ্ছে, ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফসল সংগ্রহ করে যাচ্ছে, যেন ফসলকাটিয়ে ও বীজবুনিয়ে দু'জনে একসঙ্গেই আনন্দ পায়। [৩৭] কেননা এক্ষেত্রে প্রবাদটা যথার্থ হয়ে ওঠে, একজন বোনে, আর একজন কাটে। [৩৮] আমি তোমাদের এমন ফসল কাটতে প্রেরণ করলাম, যার জন্য তোমরা শ্রম করনি; অন্যেরা শ্রম করেছে, আর তোমরা তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে এসেছ।'

[৩৯] সেই শহরের অনেক সামারীয় যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল স্ত্রীলোকটির এই সাক্ষ্যদানের জন্য, 'জীবনে আমি যা কিছু করেছি, তিনি তা সবই আমাকে বলে দিয়েছেন।' [৪০] তাই সামারীয় লোকেরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে তাদের সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করল, আর তিনি সেখানে দু' দিন থাকলেন। [৪১] আরও অনেকে তাঁর বাণীগুণেই বিশ্বাসী হল; [৪২] তারা স্ত্রীলোকটিকে বলছিল, 'এখন তোমার সেই সমস্ত কথার জন্য আর বিশ্বাস করি না। আমরা নিজেরাই শুনেছি, আর আমরা জানি যে, তিনি সত্যিই জগতের ত্রাণকর্তা।'

কানা গ্রামে সাধিত দ্বিতীয় চিহ্নকর্ম

[৪৩] সেই দু' দিন পর তিনি সেখান থেকে গালিলেয়ার দিকে রওনা হলেন, [৪৪] কারণ যিশু নিজে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন যে, নবী নিজের দেশে সম্মান পান না। [৪৫] তিনি যখন গালিলেয়ায় এসে পৌঁছলেন, তখন গালিলেয়ার লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল, কেননা পর্বের সময়ে তিনি যেরুশালেমে যা কিছু সাধন করেছিলেন, তারা তা দেখেছিল, যেহেতু তারাও সেই উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিল।

[৪৬] তিনি গালিলেয়ার সেই কানা গ্রামে আবার গেলেন, যেখানে জলকে আঙুররস করেছিলেন: সেখানে একজন রাজকর্মচারী ছিলেন, যাঁর ছেলে কাফার্নাউমে অসুস্থ ছিল। [৪৭] যিশু যুদেয়া থেকে গালিলেয়ায় এসেছেন শুনে তিনি তাঁর কাছে এসে তাঁকে মিনতি করলেন, তিনি যেন কাফার্নাউমে গিয়ে তাঁর ছেলেকে সুস্থ করেন, কারণ ছেলেটি মরণাপন্ন অবস্থায় ছিল। [৪৮] যিশু তাঁকে বললেন, 'চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ না দেখে তোমরা বিশ্বাস করবে না!' [৪৯] রাজকর্মচারী তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমার ছেলেটি মরবার আগেই ওখানে চলুন।' [৫০] যিশু তাঁকে বললেন, 'বাড়ি যান, আপনার ছেলে বেঁচে থাকবে।' যিশু যা বললেন, লোকটি তা বিশ্বাস করে চলে গেলেন। [৫১] তিনি পথে আছেন, সেসময় তাঁর দাসেরা তাঁর দেখা পেয়ে খবর জানাল যে, তাঁর ছেলে বেঁচে গেছে। [৫২] তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোন সময়ে ছেলেটি সুস্থ হতে লাগল। তারা তাঁকে বলল, 'কাল দুপুর একটায় তার জ্বর ছাড়ল।' [৫৩] তখন পিতা বুঝতে পারলেন যে, ঠিক সেই সময়েই যিশু তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনার ছেলে বেঁচে থাকবে।'

আর তিনি নিজে ও তাঁর সমস্ত পরিবার-পরিজনেরা বিশ্বাসী হলেন। [৫৪] যুদেয়া থেকে গালিলেয়ায় ফিরে আসার পর, এটি হল যিশুর সাধিত দ্বিতীয় চিহ্নকর্ম।

যেরুশালেমে একজন রোগীর সুস্থতা-লাভ

৫ [১] এরপর ইহুদীদের এক পর্বের সময় এল, আর যিশু যেরুশালেমে গেলেন। [২] যেরুশালেমে মেষ-জলকুন্ডের কাছাকাছি একটা জলকুন্ড আছে, হিব্রু ভাষায় যার নাম বেথ্‌সাথা; তার পাঁচটা চাতাল আছে। [৩] সেই সব চাতালে বহু রোগী, অন্ধ, খোঁড়া আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষ ভিড় করে শুয়ে থাকত। [৪] [৫] সেখানে একজন লোক ছিল যে আটত্রিশ বছর ধরে রোগে ভুগছিল। [৬] যখন যিশু তাকে সেখানে শুয়ে থাকতে দেখলেন ও তার সেই বহুদিনের অসুখের কথা জানতে পারলেন, তখন তাকে বললেন, 'তুমি কি সুস্থ হতে চাও?' [৭] রোগী উত্তরে তাঁকে বলল, 'প্রভু, আমার এমন কেউ নেই যে, জল কেঁপে উঠলেই আমাকে কুন্ডে নামায়। আমি যেতে যেতেই অন্য কেউ আমার আগে নেমে পড়ে।' [৮] যিশু তাঁকে বললেন, 'উত্থিত হও, তোমার মাদুর তুলে নাও আর হেঁটে চল।' [৯] লোকটি তখনই সুস্থ হয়ে উঠল, ও মাদুর তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল।

দিনটি ছিল শাব্বাৎ; [১০] তাই যাকে নিরাময় করা হয়েছিল, তাকে ইহুদীরা বললেন, 'আজ শাব্বাৎ দিন, মাদুর তোলা তোমার পক্ষে বিধেয় নয়।' [১১] কিন্তু সে তাঁদের উত্তর দিল, 'যিনি আমাকে সুস্থ করেছেন, তিনিই আমাকে বলেছেন, তোমার মাদুর তুলে নাও আর হেঁটে চল।' [১২] তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে তোমাকে বলেছে, মাদুর তুলে নাও আর হেঁটে চল, সেই লোকটা কে?' [১৩] কিন্তু যে সুস্থ হয়েছিল, সে জানত না, তিনি কে, কারণ সেই জায়গায় অনেক ভিড় থাকায় যিশু সরে গেছিলেন। [১৪] কিছুক্ষণ পরে যিশু মন্দিরে তার দেখা পেয়ে তাকে বললেন, 'দেখ, তুমি সুস্থ হয়েছ; আর পাপ করো না, পাছে তোমার আরও খারাপ কিছু ঘটে।' [১৫] লোকটি গিয়ে ইহুদীদের জানাল, যিশুই তাকে সুস্থ করেছেন।

যিশুই জীবনদাতা ও বিচারকর্তা

[১৬] এজন্যই ইহুদীরা যিশুকে নিপীড়ন করতে লাগলেন, কেননা তিনি শাব্বাৎ দিনে এই সমস্ত করছিলেন। [১৭] যিশু প্রত্যুত্তরে তাঁদের বললেন, ‘আমার পিতা এখনও কাজে রত আছেন, আর আমিও কাজে রত আছি।’ [১৮] এজন্যই ইহুদীরা আরও প্রবল ভাবে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন, কারণ তিনি যে শাব্বাৎ দিন লঙ্ঘন করতেন, তা শুধু নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে নিজের পিতা বলতেন ও নিজেকেই ঈশ্বরের সমান করতেন। [১৯] যিশু এই বলে তাঁদের উত্তর দিলেন, ‘আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না; তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন; কারণ তিনি যা কিছু করেন, পুত্রও তেমনি তা-ই করেন। [২০] কেননা পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, ও নিজে যা কিছু করেন, তা সমস্তই তাঁকে দেখান, এবং এর চেয়ে মহত্তর কাজও তাঁকে দেখাবেন, যেন আপনারা আশ্চর্য হন। [২১] পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করে তাদের জীবন দান করেন, তেমনি পুত্র যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই জীবন দান করেন। [২২] কারণ পিতা নিজে কারও বিচার না করে সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন, [২৩] যেন সকলে যেমন পিতাকে সম্মান দিয়ে থাকে, তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে। পুত্রকে যে সম্মান করে না, যিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন, সে সেই পিতাকেও সম্মান করে না। [২৪] আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে আমার বাণী শোনে, ও যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, সে বিচারের সম্মুখীন হয় না, বরং সে মৃত্যু থেকে জীবনেই উত্তীর্ণ হয়েছে। [২৫] আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এখনই উপস্থিত, যখন মৃতেরা ঈশ্বরপুত্রের কণ্ঠস্বর শুনবে, এবং যারা তা শুনবে তারা জীবিত হবে। [২৬] কেননা পিতার যেমন নিজের মধ্যে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও নিজের মধ্যে জীবন রাখতে দিয়েছেন; [২৭] এবং তিনি তাঁকে বিচার করার অধিকার দিয়েছেন, কারণ তিনি মানবপুত্র! [২৮] এতে আপনারা আশ্চর্য হবেন না, কারণ সেই ক্ষণ আসছে, যখন যারা সমাধিতে রয়েছে, তারা সকলে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে কবর থেকে বের হবে: [২৯] যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে জীবনের উদ্দেশে, কিন্তু যারা অসৎ কর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে বিচারের উদ্দেশে।

[৩০] নিজে থেকে আমি কিছুই করতে পারি না : আমি যেমন শুনি তেমনি বিচারও করি, আর আমার বিচার ন্যায্য, কারণ আমি নিজের ইচ্ছা নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করি।

[৩১] নিজের বিষয়ে আমি যদি নিজে সাক্ষ্য দিই, তবে আমার সাক্ষ্য যথার্থ নয়। [৩২] অন্য একজনই আছেন, যিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আর আমি জানি : আমার বিষয়ে তিনি যে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সেই সাক্ষ্য যথার্থ। [৩৩] আপনারা যোহনের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন, আর তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। [৩৪] আমি যে মানুষেরই সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভর করি এমন নয়, কিন্তু এই সমস্ত কথা বলি যেন আপনারা পরিত্রাণ পেতে পারেন। [৩৫] তিনি ছিলেন এক জ্বলন্ত ও দীপ্তিমান প্রদীপ ; আর তাঁর আলোতে আপনারা কেবল কিছুক্ষণ ধরেই উল্লাস করতে চেয়েছেন।

[৩৬] কিন্তু যোহনের সাক্ষ্যদানের চেয়ে আমার মহত্তর সাক্ষ্যদান রয়েছে : যে কাজ সম্পাদনের ভার পিতা আমার হাতে ন্যস্ত করেছেন, আমার দ্বারা সাধিত এই সমস্ত কাজই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পিতাই আমাকে প্রেরণ করেছেন। [৩৭] তাছাড়া, পিতা নিজে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্যদান করছেন ; তাঁর কণ্ঠস্বর আপনারা কখনও শোনেননি, তাঁর চেহারাও কখনও দেখেননি, [৩৮] তাঁর বাণীও আপনাদের অন্তরে স্থান পাচ্ছে না, কারণ তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন, তাঁকে আপনারা বিশ্বাস করেন না। [৩৯] আপনারা তো তন্ন তন্ন করে শাস্ত্রের অনুসন্ধান করে থাকেন, কারণ মনে করছেন, তার মধ্যেই অনন্ত জীবন পাবেন, কিন্তু এই সমস্ত শাস্ত্র আমারই বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে, [৪০] অথচ আপনারা জীবন পাবার জন্য আমার কাছে আসতে সম্মত নন।

[৪১] মানব গৌরব আমি গ্রাহ্য করি না ; [৪২] তাছাড়া আপনাদের জানি : আপনাদের অন্তরে ঈশ্বর-প্রেম নেই। [৪৩] আমি আমার পিতার নামে এসেছি, তবু আপনারা আমাকে গ্রহণ করতে সম্মত নন ; অন্য কেউ নিজের নামে এলে তাকেই বরং গ্রহণ করবেন। [৪৪] আপনারা কেমন করেই বা বিশ্বাস করতে পারেন, যখন পারস্পরিক গৌরব গ্রাহ্য করতে করতে অনন্য ঈশ্বর থেকে আগত যে গৌরব, তার অন্বেষণ করেন না? [৪৫] মনে করবেন না যে, পিতার কাছে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে

অভিযোগ আনব; বরং যাঁর উপরে আপনারা আশা রেখে আসছেন, সেই মোশি নিজেই আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন। [৪৬] কারণ আপনারা যদি মোশিকে বিশ্বাস করতেন, তবে আমাকেও বিশ্বাস করতেন, যেহেতু তিনি আমারই বিষয়ে লিখেছিলেন। [৪৭] কিন্তু তিনি যা লিখলেন, তা যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে আমি যা বলছি, আপনারা কেমন করে তা বিশ্বাস করবেন?'

রুটির চিহ্ন

৬ [১] এর পর যিশু গালিলেয়া-সাগরের, অর্থাৎ তিবেরিয়াস সাগরের ওপারে গেলেন। [২] রোগীদের সুস্থ করে তুলে তিনি যে সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন, তা দেখেছিল বিধায় বহু লোক তাঁর অনুসরণ করছিল। [৩] কিন্তু যিশু পর্বতে উঠলেন আর সেখানে নিজ শিষ্যদের সঙ্গে বসলেন। [৪] ইহুদীদের পাস্কাপর্ব সন্নিকট ছিল। [৫] চোখ তুলে যিশু যখন দেখতে পেলেন অনেক লোক তাঁর দিকে আসছে, তখন ফিলিপকে বললেন, 'এই সমস্ত লোকদের খেতে দেবার জন্য আমরা কোথা থেকে রুটি কিনতে পারব?' [৬] তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যই তিনি একথা বলেছিলেন, তিনি তো জানতেন, তিনি কী করতে যাচ্ছিলেন। [৭] ফিলিপ তাঁকে উত্তর দিলেন, 'এদের প্রত্যেককে সামান্য কিছু দিতে হলে দু'শো রুপোর টাকার রুটিতেও কুলোবে না।' [৮] তাঁর শিষ্যদের একজন, শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়, তাঁকে বললেন, [৯] 'এখানে একটি ছেলে আছে, তার কাছে পাঁচখানা যবের রুটি ও দু'টো মাছ আছে; কিন্তু তাতে এত লোকের কী হবে?' [১০] যিশু বললেন, 'এদের বসিয়ে দাও।' সেখানে প্রচুর ঘাস ছিল। লোকেরা বসে পড়ল, পুরুষদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক পাঁচ হাজার। [১১] তখন যিশু সেই রুটি ক'খানা নিলেন, ও ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে, যারা সেখানে বসে ছিল, তাদের মধ্যে তা বিতরণ করলেন; মাছ নিয়েও তা-ই করলেন—সকলে যতখানি চাইল, ততখানি দিলেন। [১২] সবাই তৃপ্ত হলে তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'পড়ে থাকা টুকরোগুলো জড় কর, কিছুই যেন নষ্ট না হয়।' [১৩] তাই তাঁরা তা জড় করলেন, এবং সকলে খাওয়ার পরেও সেই পাঁচখানা যবের রুটি থেকে পড়ে থাকা টুকরোগুলোতে তাঁরা বারোখানা ঝুড়ি ভর্তি করলেন।

[১৪] যিশুর সাধিত এই চিহ্নকর্ম দেখে লোকেরা বলতে লাগল, 'ইনি সত্যিই সেই নবী, জগতে যিনি আসছেন।' [১৫] যিশু যখন বুঝতে পারলেন যে, তারা তাঁকে রাজা করার অভিপ্রায়ে জোর করে ধরতে আসছে, তখন একা আবার পর্বতে সরে গেলেন।

'আমিই আছি' বলে যিশুর আত্মপ্রকাশ

[১৬] সন্ধ্যা হলে তাঁর শিষ্যেরা সাগর-তীরে নেমে গেলেন; [১৭] এবং নৌকায় উঠে সাগরের ওপারের দিকে, কাফার্নাউমের দিকে, রওনা হলেন। ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছিল, আর যিশু তখনও তাঁদের কাছে আসেননি। [১৮] প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়ায় সাগর ফুলে উঠছিল। [১৯] তাঁরা চার-পাঁচ কিলোমিটার বেয়ে এসেছিলেন, এমন সময়ে দেখলেন, যিশু সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, নৌকার দিকেই আসছেন। তাঁরা ভয় পেলেন, [২০] কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'আমিই আছি! ভয় করো না।' [২১] তাই তাঁরা তাঁকে নৌকায় তুলে নিতে চাইলেন, আর নৌকাটা তখনই গন্তব্য স্থানে এসে ভিড়ল।

'জীবনের রুটি' বলে যিশুর আত্মপ্রকাশ

[২২] পরদিন যে সমস্ত লোক তখনও সাগরের ওপারে থেকে গেছিল, তারা দেখল যে, একটামাত্র নৌকা সেখানে রয়ে গেছিল, এবং যিশু সেই নৌকায় তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে ওঠেননি, কেবল শিষ্যেরাই গিয়েছিলেন। [২৩] যেখানে প্রভু ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করার পর লোকে রুটি খেয়েছিল, সেই জায়গার কাছে তখন অন্য কতগুলো নৌকা তিবেরিয়াস থেকে এসেছিল। [২৪] যিশু কিংবা তাঁর শিষ্যেরা সেখানে আর কেউই ছিলেন না, লোকে তা বুঝতে পেরে সেই সব নৌকায় উঠে যিশুর অনুসন্ধানে কাফার্নাউমে চলল। [২৫] তাঁকে সাগরের ওপারে খুঁজে পেয়ে তারা তাঁকে বলল, 'রাব্বি, এখানে কবে এলেন?'

[২৬] যিশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা চিহ্নগুলো দেখেছ বলেই যে আমাকে খুঁজছ তা নয়, সেই রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছ বলেই আমাকে খুঁজছ। [২৭] নশ্বর খাদ্যের জন্য কাজ করো না, বরং সেই খাদ্যেরই জন্য কাজ কর, যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে থেকে যায়, যা মানবপুত্রই

তোমাদের দান করবেন; কারণ পিতা ঈশ্বর তাঁকেই নিজের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন।' [২৮] তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা যেন ঈশ্বরের কাজ করতে পারি, তবে আমাদের কী করতে হবে?' [২৯] যিশু তাদের এই উত্তর দিলেন, 'তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা, এটিই ঈশ্বরের কাজ।'

[৩০] তাই তারা তাঁকে বলল, 'আপনি এমন কী চিহ্নকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন, যেন তা দেখতে পেয়ে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি? আপনি কী কাজ সাধন করতে যাচ্ছেন? [৩১] আমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, যেমনটি লেখা আছে, *তিনি স্বর্গ থেকে রুটি তাদের খেতে দিলেন।*'(ক) [৩২] যিশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি: মোশিই যে স্বর্গ থেকে রুটি তোমাদের দান করেছেন তা নয়, আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি তোমাদের দান করছেন; [৩৩] কারণ যে রুটি স্বর্গ থেকে নেমে আসে ও জগৎকে জীবন দান করে, সেটিই ঈশ্বরের দেওয়া রুটি।' [৩৪] তখন তারা তাঁকে বলল, 'প্রভু, তেমন রুটি আমাদের সর্বদাই দান করুন!' [৩৫] যিশু তাদের বললেন, 'আমিই সেই জীবন-রুটি: যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না। [৩৬] কিন্তু আমি তোমাদের বলেছি, তোমরা দেখেছ, অথচ এখনও বিশ্বাস কর না। [৩৭] পিতা আমাকে যা কিছু দান করেন, তা আমার কাছে আসবে, এবং যে কেউ আমার কাছে আসে, তাকে আমি কখনও ফিরিয়ে দেব না, [৩৮] কারণ আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালন করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি। [৩৯] আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা এ: তিনি যা কিছু আমাকে দিয়েছেন, আমি তার কিছুই না হারিয়ে বরং সমস্তই যেন শেষ দিনে পুনরুত্থিত করি। [৪০] এটিই আমার পিতার ইচ্ছা: যে কেউ পুত্রকে দেখে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়, এবং আমি যেন শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করি।'

[৪১] তখন ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে গজগজ করতে লাগল, যেহেতু তিনি বলেছিলেন, আমিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে; [৪২] তারা বলছিল, 'লোকটা কি

যোসেফের ছেলে সেই যিশু নয়, যার মাতাপিতাকে আমরা জানি? তাহলে সে কেমন করে বলতে পারে, আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি?’

[৪৩] উত্তরে যিশু তাদের একথা বললেন, ‘নিজেদের মধ্যে গজগজ করো না। [৪৪] পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না, আর তাকেই আমি শেষ দিনে পুনরুত্থিত করব। [৪৫] নবীদের পুস্তকে লেখা আছে, *তারা সকলে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা পাবে* (খ)। যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিক্ষা পেয়েছে, সে-ই আমার কাছে আসে। [৪৬] কেউ যে পিতাকে দেখেছে, তা নয়, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত, কেবল তিনিই পিতাকে দেখেছেন। [৪৭] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে।

[৪৮] আমিই সেই জীবন-রুটি। [৪৯] তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, তবুও তাঁরা মারা গেছেন। [৫০] এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পারে আর মরে না যায়। [৫১] আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য!’

[৫২] এতে ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে লাগল; তারা বলছিল, ‘লোকটা কী করে তার নিজের মাংসটা আমাদের খেতে দিতে পারে?’ [৫৩] যিশু তাদের বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই। [৫৪] যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, আর আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব; [৫৫] কারণ আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। [৫৬] যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি। [৫৭] যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে। [৫৮] এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে

—পিতৃপুরুষেরা যা খেয়েছিলেন, এই রুটি সেই রুটির মত নয়, তাঁরা তো মারা গেছেন; যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।’ [৫৯] এই সমস্ত কথা তিনি কাফার্নাউমে সমাজগৃহে উপদেশ দানকালে বলেছিলেন।

বিশ্বাস-সিদ্ধান্ত

[৬০] এই উপদেশ শোনার পর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে বললেন, ‘এ কথা কঠিন! তা কে শুনতে পারে?’ [৬১] কিন্তু যিশু মনে মনে জানতেন, তাঁর শিষ্যেরা নিজেদের মধ্যে এবিষয়ে গজগজ করছিলেন; তাঁদের বললেন, ‘এ কি তোমাদের পতনের কারণ? [৬২] তবে মানবপুত্র আগে যেখানে ছিলেন, তোমরা যখন তাঁকে সেখানে আরোহণ করতে দেখবে, তখন কীবা বলবে? [৬৩] আত্মাই জীবনদায়ী, মাংস কোন কাজের নয়। যে সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি, সেই কথাই আত্মা, সেই কথাই জীবন। [৬৪] কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে না।’ কেননা যিশু প্রথম থেকেই জানতেন, কারা বিশ্বাসহীন এবং তাঁর প্রতি কে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। [৬৫] তিনি আরও বললেন, ‘এজন্যই আমি তোমাদের বলেছি, কেউই আমার কাছে আসতে পারে না, যদি পিতার কাছ থেকেই তাকে এমনটি দেওয়া না হয়।’

[৬৬] এরপর থেকে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে পিছিয়ে পড়ে চলে গেলেন, তাঁর সঙ্গে আর যেতেন না। [৬৭] তখন যিশু সেই বারোজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরাও কি চলে যেতে চাও?’ [৬৮] শিমোন পিতর তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, ‘প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে। [৬৯] আর আমরা বিশ্বাস করেছি, জানতেও পেরেছি, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন।’ [৭০] উত্তরে যিশু তাঁদের বললেন, ‘আমি কি তোমাদের, এই বারোজনকেই বেছে নিইনি? তবু তোমাদের মধ্যে একজন একটা দিয়াবল।’ [৭১] একথা তিনি শিমোন ইস্কারিয়োতের ছেলে যুদাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন; এই যুদা—বারোজনের একজন—তিনিই তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন।

যিশুর ভাইদের অবিশ্বাস

৭ [১] তারপর যিশু গালিলেয়ায় ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল বিধায় তিনি যুদেয়ায় চলাফেরা করতে চাচ্ছিলেন না।

[২] ইহুদীদের পর্ণকুটির-পর্ব সন্নিকট ছিল; [৩] তাই তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বললেন, এখান থেকে রওনা হয়ে তুমি বরং যুদেয়ায় চলে যাও, তুমি যে সমস্ত কাজ সাধন করছ, তোমার সেই শিষ্যেরাও যেন তা দেখতে পায়। [৪] কেউ তো গোপনে কাজ করে না, সে যদি স্পষ্টই প্রকাশ পেতে ইচ্ছা করে। তুমি যখন এই সমস্ত কাজ করে থাক, জগতের সামনেই নিজেকে প্রকাশ কর।' [৫] আসলে তাঁর ভাইয়েরাও তাঁর প্রতি কোন বিশ্বাস রাখছিলেন না। [৬] যিশু তাঁদের বললেন, 'আমার সময় এখনও আসেনি, কিন্তু তোমাদের সময় সর্বদাই উপস্থিত। [৭] জগৎ তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না, কিন্তু আমার প্রতি তার ঘৃণা আছে, কারণ আমি তার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, তার কর্ম অসৎ। [৮] তোমরাই পর্বের উৎসবে যাও, আমি এই পর্বে যাচ্ছি না, কারণ আমার সময় এখনও পূর্ণ হয়নি।' [৯] তাঁদের এই কথা বলে তিনি গালিলেয়ায় থেকে গেলেন। [১০] কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা পর্বে চলে যাওয়ার পর তিনিও তখন—প্রকাশ্যে নয়, গোপনেই—সেখানে গেলেন।

[১১] পর্বের সময়ে ইহুদীরা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে বলছিল, 'সে কোথায়?' [১২] আর লোকদের মধ্যে তাঁর বিষয়ে ফিসফিস করে অনেক কথা বলাবলি হচ্ছিল; কেউ কেউ বলছিল, 'তিনি সৎ লোক'; আবার কেউ কেউ বলছিল, 'তা নয়; সে লোকদের ভ্রষ্ট করে।' [১৩] কিন্তু ইহুদীদের ভয়ে কেউ তাঁর সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কথা বলত না।

পর্বকালে নানা উপদেশ

[১৪] পর্বকালের মাঝামাঝি সময়ে যিশু মন্দিরে গিয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। [১৫] ইহুদীরা আশ্চর্য হয়ে বলছিল: 'শিক্ষা-দীক্ষা না পেয়ে লোকটা কী করে শাস্ত্র বিষয়ে এত বিজ্ঞ?' [১৬] উত্তরে যিশু বললেন, 'আমি যে শিক্ষা দিচ্ছি, তা আমার নয়; যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই। [১৭] কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছুক হলে,

তবে সে জানতে পারবে, এই শিক্ষা ঈশ্বর থেকে উদ্গত, নাকি আমি নিজে থেকে কথা বলি। [১৮] যে নিজে থেকে কথা বলে, সে নিজের গৌরবের অন্বেষণ করে; কিন্তু তাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তাঁরই গৌরবের যে অন্বেষণ করে, সে সত্যাশ্রয়ী, তার মধ্যে মিথ্যা নেই। [১৯] মোশি কি তোমাদের বিধান দিয়ে যাননি? অথচ তোমরা কেউই সেই বিধান পালন কর না। কেন আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছ?' [২০] সমবেত লোকেরা উত্তর দিল, 'আপনাকে একটা অপদূতে পেয়েছে! আপনাকে হত্যা করতে কে চেষ্টা করছে?' [২১] উত্তরে যিশু তাদের বললেন, 'আমি একটা কাজ করেছিলাম, আর তোমরা সকলে আশ্চর্য হচ্ছ। [২২] মোশি পরিচ্ছেদন করার নির্দেশ দিয়েছেন—অবশ্য এই প্রথার উৎপত্তি মোশির কাছ থেকে নয়, পিতৃপুরুষদেরই কাছ থেকে—আর তোমরা শাব্বাৎ দিনেও মানুষকে পরিচ্ছেদিত করে থাক। [২৩] মোশির বিধান যেন লঙ্ঘন না হয়, তার জন্য মানুষ যদি শাব্বাৎ দিনেও পরিচ্ছেদিত হয়, তবে আমি যে শাব্বাৎ দিনে একটি মানুষকে সর্বাঙ্গীণ সুস্থ করে তুলেছি, তাতে আমার উপর তোমাদের এত ক্ষোভ কেন? [২৪] বাইরের চেহারা দেখে বিচার না করে তোমরা বরং ন্যায় অনুসারেই বিচার কর!'

[২৫] তখন যেরুশালেমের কয়েকজন লোক বলতে লাগল, 'এ কি সেই লোক নয়, যাকে তারা হত্যা করতে চেষ্টা করছে? [২৬] দেখ, সে প্রকাশ্যেই কথা বলছে, আর তারা একে কিছুই বলছে না। তবে এ যে সেই খ্রিষ্ট, সমাজনেতারা কি সত্যিই তা জানতে পেরেছেন? [২৭] কিন্তু এ যে কোথা থেকে এসেছে, আমরা তা জানি; আর খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন, তখন কেউ জানতে পারবে না, তিনি কোথা থেকে আসেন।' [২৮] তাই যিশু মন্দিরে উপদেশ দিতে দিতে জোর গলায় বলে উঠলেন, 'তোমরা আমাকে জান বটে, আর আমি যে কোথা থেকে এসেছি, তাও জান। কিন্তু আমি নিজে থেকে আসিনি, বরং সত্যকার যিনি, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন; তাঁকেই তোমরা জান না। [২৯] কিন্তু আমি তাঁকে জানি, যেহেতু আমি তাঁরই কাছ থেকে আগত আর তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন।' [৩০] তারা তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ তাঁর গায়ে হাত দিল না, কারণ তাঁর ক্ষণ তখনও উপস্থিত হয়নি। [৩১] তথাপি ভিড় করা লোকদের মধ্যে অনেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখল; তারা

বলছিল, 'ইনি যে সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করেছেন, খ্রিষ্ট যখন আসবেন, তখন তিনি কি তার চেয়ে বেশিই করবেন?'

[৩২] ফরিশীরা তাঁর সম্বন্ধে লোকদের এই সমস্ত বলাবলি শুনতে পেলেন, তাই প্রধান যাজকেরা ও ফরিশীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এক দল প্রহরীকে পাঠালেন। [৩৩] তখন যিশু বললেন, 'আমি কিছুকাল তোমাদের সঙ্গে আছি, পরে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে ফিরে যাব। [৩৪] তোমরা আমাকে খুঁজবে, কিন্তু আমার সন্ধান পাবে না; আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরা আসতে পার না।' [৩৫] তখন ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, 'সে এমন কোথায় যাবার অভিপ্রায় করছে যে, আমরা তাঁকে খুঁজে পাব না? সে কি গ্রীকদের মধ্যে সেই প্রবাসী ইহুদীদের কাছে গিয়ে গ্রীকদের ধর্মশিক্ষা দিতে চায়? [৩৬] তোমরা আমাকে খুঁজবে, কিন্তু আমার সন্ধান পাবে না—এই যে কথা সে বলল, তার অর্থ কী?'

জীবনময় জলের উৎস যিশু

[৩৭] পর্বের শেষ দিনে, অর্থাৎ উৎসবের প্রধান দিনে, যিশু দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক; [৩৮] যে আমার প্রতি বিশ্বাসী—শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে—জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে।' [৩৯] তিনি আত্মা সম্বন্ধেই একথা বলেছিলেন, সেই যে আত্মাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের পাবার কথা; কারণ আত্মা তখনও ছিলেন না, যেহেতু যিশু তখনও গৌরবান্বিত হননি।

[৪০] এই সকল কথা শুনে ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগল, 'ইনি সত্যিই সেই নবী!' [৪১] কেউ কেউ আবার বলল, 'ইনিই সেই খ্রিষ্ট।' কিন্তু কেউ কেউ বলল, 'তবে খ্রিষ্ট কি গালিলেয়া থেকে আসবেন? [৪২] শাস্ত্রে কি একথা নেই যে, খ্রিষ্ট দাউদের বংশধর; এবং দাউদের আদি বাসস্থান সেই বেথলেহেম গ্রাম থেকেই তিনি আসবেন?' [৪৩] এভাবে ভিড়ের মধ্যে তাঁর কথা নিয়ে মতভেদ দেখা দিল।

[৪৪] তাদের কয়েকজন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইল, কিন্তু কেউই তাঁর গায়ে হাত দিল না। [৪৫] তখন সেই প্রহরীরা প্রধান যাজকদের ও ফরিশীদের কাছে ফিরে গেল; তাঁরা ওদের বললেন, 'তোমরা তাকে আননি কেন?' [৪৬] তারা উত্তর দিল, 'উনি

যেভাবে কথা বলেন, কোনও মানুষ কখনও সেভাবে কথা বলেনি।' [৪৭] তাতে ফরিশীরা তাদের বললেন, 'তোমাদেরও ভ্রষ্ট করা হয়েছে নাকি? [৪৮] সমাজনেতাদের মধ্যে কিংবা ফরিশীদের মধ্যে কেউ কি তাঁকে বিশ্বাস করেছেন? [৪৯] সেই সাধারণ লোকেরা কিন্তু, যারা বিধান জানে না, তারা তো অভিশপ্ত!' [৫০] নিকোদেম, যিনি আগে তাঁর কাছে এসেছিলেন ও তাঁদের একজন ছিলেন, তাঁদের বললেন, [৫১] 'কারও বক্তব্য আগে না শুনে ও সে যে কী করে, তা না জেনে নিয়ে, আমাদের বিধান কি কোনও মানুষের বিচার করে?' [৫২] তাঁরা এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আপনিও কি গালিলেয়ার মানুষ নাকি? অনুসন্ধান করুন! দেখবেন, গালিলেয়া থেকে কোন নবীর আবির্ভূত হওয়ার কথা নয়।'

ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক

[৫৩] তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেল,

৮ [১] কিন্তু যিশু জৈতুন পর্বতে গেলেন। [২] ভোরবেলায় তিনি আবার মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন, আর সমস্ত জনগণ তাঁর কাছে আসতে লাগল; তিনি সেখানে আসন নিয়ে তাঁদের উপদেশ দিতেন। [৩] শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা একজন স্ত্রীলোককে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন, যাকে ব্যভিচারের ব্যাপারে ধরা হয়েছিল। তাকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে [৪] তাঁরা তাঁকে বললেন, 'গুরু, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করার সময়ে ধরা পড়েছে; [৫] এবং বিধানে মোশি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, এই ধরনের মেয়েদের পাথর ছুড়ে মারা হবে। তবে আপনি কী বলেন?' [৬] তাঁকে যাচাই করার জন্যই তো তাঁরা একথা বলেছিলেন, যেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার মত কোন একটা সূত্র পেতে পারেন। কিন্তু যিশু নিচু হয়ে মাটিতে আঙুল দিয়ে লিখতে লাগলেন। [৭] আর যেহেতু তাঁরা কথাটা বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন, সেজন্য তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের বললেন, 'আপনাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ, তিনি-ই প্রথমে একে পাথর ছুড়ে মারুন।' [৮] আবার নিচু হয়ে তিনি আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। [৯] তাঁর একথা শুনে তাঁরা বৃদ্ধ থেকে শুরু করে শেষজন পর্যন্ত একে একে চলে গেলেন। তখন মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির সঙ্গে কেবল যিশু একা রইলেন। [১০] যিশু মাথা

তুলে তাকে বললেন, ‘নারী, ওঁরা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দণ্ডিত করেনি?’ [১১] সে বলল, ‘না, প্রভু, কেউ করেনি।’ আর যিশু বললেন, ‘আমিও তোমাকে দণ্ডিত করব না। এবার যাও; এখন থেকে আর পাপ করো না।’

যিশুই জগতের আলো

[১২] আবার যিশু তাদের উদ্দেশ করে বললেন, ‘আমিই জগতের আলো: যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে।’ [১৩] তাতে ফরিশীরা তাঁকে বললেন, ‘আপনি নিজের বিষয়ে নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন; আপনার সাক্ষ্য যথার্থ নয়।’ [১৪] যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, ‘যদিও আমি নিজের বিষয়ে নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, তবু আমার সাক্ষ্য যথার্থ, কারণ আমি জানি কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি, কিন্তু আপনারাই জানেন না আমি কোথা থেকে আগত আর কোথায় যাচ্ছি। [১৫] আপনাদের বিচার মাংস অনুসারেই বিচার; আমি কারও বিচার করি না, [১৬] আর যদিও বা বিচার করি, আমার বিচার যথার্থ, কারণ আমি একা নই: যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে আছেন। [১৭] আপনাদের বিধানে লেখা আছে যে, দু’জনের সাক্ষ্য যথার্থ সাক্ষ্য। [১৮] আমি নিজের বিষয়ে নিজেই সাক্ষ্য দিই, আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই পিতাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।’ [১৯] তাই তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘আপনার পিতা কোথায়?’ যিশু উত্তর দিলেন, ‘আপনারা আমাকেও জানেন না, আমার পিতাকেও জানেন না। যদি আমাকে জানতেন, তবে আমার পিতাকেও জানতেন।’ [২০] মন্দিরে উপদেশ দানকালে যিশু কোষাগার-মহলে এই সমস্ত কথা বলেছিলেন। কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করল না, কারণ তাঁর ক্ষণ তখনও উপস্থিত হয়নি।

ইহুদীদের সঙ্গে তর্ক

[২১] তিনি আবার তাঁদের বললেন, ‘আমি চলে যাচ্ছি, আর আপনারা আমাকে খুঁজবেন ও আপনাদের নিজেদের পাপে থেকে মরবেন। আমি যেখানে যাচ্ছি, আপনারা সেখানে আসতে পারেন না।’ [২২] তখন ইহুদীরা বললেন: ‘ও কি আত্মহত্যা করবে? ও যে বলছে, আমি যেখানে যাচ্ছি, আপনারা সেখানে আসতে পারেন না।’ [২৩] তিনি

তাঁদের বললেন, 'আপনারা নিম্নলোকের, আমি ঊর্ধ্বলোকের; আপনারা এই জগতের, আমি এই জগতের নই। [২৪] আমি তো আপনাদের বলেছি, আপনাদের নিজেদের পাপে থেকেই মরবেন, কারণ আপনারা যদি না বিশ্বাস করেন যে, আমিই আছি, তবে আপনাদের নিজেদের পাপে থেকে মরবেন।' [২৫] তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আপনি কে?' যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'আপনাদের যা বলে আসছি, তা-ই। [২৬] আপনাদের বিষয়ে আমার অনেক কিছু বলার ও বিচার করার আছে। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি সত্যময়, ও তাঁরই কাছে আমি যা কিছু শুনেছি, জগতের সামনে তা-ই বলে থাকি।' [২৭] তাঁরা বুঝতে পারলেন না যে, তিনি পিতারই সম্বন্ধে তাঁদের কাছে কথা বলছিলেন। [২৮] তাই যিশু বললেন, 'আপনারা যখন মানবপুত্রকে উত্তোলন করবেন, তখন জানতে পারবেন যে, আমিই আছি, আর আমি নিজে থেকে কিছুই করি না, কিন্তু পিতা যা আমাকে শিখিয়েছেন, আমি ঠিক তা-ই বলি। [২৯] যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; আমাকে একা রেখে যাননি, কেননা আমি সর্বদাই তাঁর মনোমত কাজ করে থাকি।'

যিশুর দেওয়া মুক্তি ও ইহুদীদের দাসত্ব

[৩০] তিনি এই সমস্ত কথা বলায় অনেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হলেন। [৩১] যিশু তখন নিজের প্রতি বিশ্বাসী এই ইহুদীদের বললেন, 'তোমরা যদি আমার বাণীতে স্থিতমূল থাক, তবেই তোমরা সত্যি আমার শিষ্য; [৩২] আর তোমরা সত্যকে জানতে পারবে, ও সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।' [৩৩] তারা তাঁকে উত্তর দিল, 'আমরা তো আব্রাহামের বংশ, কখনও কারও দাসত্বে থাকিনি। তোমরা মুক্ত হবে, এই কথা আপনি কেমন করে বলতে পারেন?' [৩৪] যিশু তাদের উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে কেউ পাপ করে, সে পাপের ক্রীতদাস। [৩৫] ক্রীতদাস তো চিরকাল ধরে ঘরে থাকে না, পুত্রই চিরকাল ধরে থাকেন। [৩৬] সুতরাং পুত্রই যদি তোমাদের মুক্ত করে দেন, তবে তোমরা প্রকৃতভাবে মুক্ত হবে। [৩৭] তোমরা যে আব্রাহামের বংশ, তা জানি; তবুও তোমরা আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছ, কারণ আমার বাণী তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না। [৩৮] আমার পিতার কাছে যা দেখেছি, আমি সেই সমস্ত বলে থাকি; আর তোমরা তোমাদের পিতার কাছে যা কিছু শুনেছ, তা-ই বলে

থাক।’ [৩৯] তারা এই বলে তাঁকে উত্তর দিল, ‘আব্রাহামই আমাদের পিতা।’ যিশু তাদের বললেন, ‘তোমরা যদি আব্রাহামের সন্তান হতে, তাহলে আব্রাহামেরই কাজ অনুসারে কাজ করতে। [৪০] কিন্তু যে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্য শুনে তোমাদের কাছে তা প্রকাশ করেছে, সেই আমাকেই তোমরা এখন হত্যা করতে চেষ্টা করছ। আব্রাহাম তেমন কাজ করেননি! [৪১] না, তোমাদের পিতার কাজ অনুসারেই তোমরা কাজ করছ।’ তারা তাঁকে বলল, ‘আমরা তো জারজ সন্তান নই, আমাদের একজন মাত্র পিতা আছেন, সেই ঈশ্বর।’ [৪২] যিশু তাদের বললেন, ‘ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হতেন, তাহলে তোমরা আমাকে ভালবাসতে, যেহেতু আমি ঈশ্বর থেকে উদ্গত হয়েই এসেছি—আমি তো নিজে থেকে আসিনি, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। [৪৩] আমি যা বলছি, তোমরা তা বোঝ না কেন? কারণটা এ, আমার বাণী শুনবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। [৪৪] তোমরা তোমাদের পিতা সেই দিয়াবল থেকেই উদ্গত, ও তোমাদের সেই পিতার অভিলাষ পূরণ করতেই ইচ্ছা কর। সে আদি থেকেই ছিল নরঘাতক, সত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই, কারণ তার নিজের মধ্যেই যে সত্য নেই! সে যখন মিথ্যা বলে, তখন নিজের স্বভাবমতই সে কথা বলে, কারণ সে নিজে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার জনক। [৪৫] আমি কিন্তু সত্য বলি বিধায় তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না। [৪৬] তোমাদের মধ্যে কে পাপের বিষয়ে আমাকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করতে পারে? আমি যদি সত্য বলি, তবে কেন তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না? [৪৭] যে কেউ ঈশ্বর থেকে উদ্গত, সে ঈশ্বরের সমস্ত কথা শোনে; তোমরা যে শোন না, এর কারণ এই, তোমরা ঈশ্বর থেকে নও।’

[৪৮] উত্তরে ইহুদীরা তাঁকে বলল, ‘আমরা কি ঠিক বলি না যে, আপনাকে একটা অপদূতে পেয়েছে, আপনি সামারীয়!’ [৪৯] যিশু উত্তর দিলেন, ‘আমাকে কোন অপদূতে পায়নি, আমি বরং আমার পিতাকে সম্মান করি আর তোমরা আমাকে অসম্মান কর। [৫০] আমি নিজের গৌরবের অন্বেষণ করি না; তেমন অন্বেষণ করার জন্য একজন আছেন, আর তিনিই বিচার করবেন। [৫১] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, কেউ যদি আমার বাণী মেনে চলে, সে কখনও মৃত্যুকে দেখবে না।’ [৫২] ইহুদীরা তাঁকে বলল, ‘এইবার জানতে পারলাম, আপনাকে অপদূতে পেয়েছে! আব্রাহাম মারা গেছেন,

নবীরাও তাই; আর আপনি বলছেন, যদি কেউ আমার বাণী মেনে চলে, সে কখনও মৃত্যু ভোগ করবে না। [৫৩] আপনি কি আমাদের পিতা আব্রাহামের চেয়েও বড়? তিনি তো মারা গেছেন, নবীরাও মারা গেছেন। আপনি কে? নিজের পরিচয় বলে কী দাবি করছেন?' [৫৪] যিশু উত্তর দিলেন, 'আমি যদি নিজে নিজেতে গৌরব আরোপ করি, তবে আমার সেই গৌরব কিছুই নয়; আমার সেই পিতাই আমাতে গৌরব আরোপ করেন, যাঁর বিষয়ে তোমরা বল, তিনি আমাদের ঈশ্বর। [৫৫] অথচ তোমরা তাঁকে জান না, কিন্তু আমি তাঁকে জানি। আর যদি বলতাম, তাঁকে জানি না, তবে তোমাদের মত মিথ্যাবাদী হতাম। কিন্তু আমি তাঁকে জানি ও তাঁর বাণী মেনে চলি। [৫৬] তোমাদের পিতা আব্রাহাম আমার দিন দেখবার আশায় উল্লসিত হয়েছিলেন; তা দেখতেই পেয়েছেন, আনন্দও করেছেন।' [৫৭] তখন ইহুদীরা তাঁকে বলল, 'আপনার বয়স এখনও পঞ্চাশ হয়নি আর আপনি নাকি আব্রাহামকে দেখেছেন?' [৫৮] যিশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি: আব্রাহাম জন্মাবার আগে আমিই আছি।' [৫৯] তাই তারা তাঁকে মারবার জন্য পাথর হাতে তুলে নিল, কিন্তু যিশু আড়ালে গিয়ে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

জন্মান্ধকে আরোগ্যদান

৯ [১] পথে যেতে যেতে তিনি একজন লোককে দেখতে পেলেন যে জন্ম থেকে অন্ধ। [২] তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাব্বি, কে পাপ করেছে, এই লোকটা, না তার পিতামাতা, যার ফলে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে?' [৩] যিশু উত্তর দিলেন, 'নিজেরও পাপের ফলে নয়, পিতামাতারও পাপের ফলে নয়, বরং এমনটি ঘটেছে যেন ঈশ্বরের কর্মকীর্তি তার মধ্যে প্রকাশ পায়। [৪] যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, দিনের আলো যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আমাদের তাঁরই কাজ সাধন করতে হবে; রাত আসছে, তখন কেউ কাজ করতে পারবে না। [৫] যতদিন জগতে আছি, আমিই জগতের আলো।' [৬] একথা বলার পর তিনি মাটিতে থুথু ফেললেন, আর সেই থুথু দিয়ে কাদা তৈরি করে লোকটির চোখে তা মাখিয়ে দিলেন [৭] এবং তাকে বললেন, 'সিলোয়াম

জলকুণ্ডে গিয়ে ধুয়ে ফেল’—সিলোয়াম কথাটার অর্থ ‘প্রেরিত’। সে তখন চলে গিয়ে ধুয়ে ফেলল ও চোখে দেখতে দেখতে ফিরে এল।

[৮] প্রতিবেশীরা ও যারা আগে তাকে ভিক্ষুক অবস্থায় দেখেছিল, তারা বলতে লাগল, ‘এ কি সেই লোক নয়, যে বসে বসে ভিক্ষা করত?’ [৯] কেউ কেউ বলল, ‘সে-ই বটে।’ আবার কেউ কেউ বলল, ‘না, সে নয়, কিন্তু দেখতে তারই মত।’ তখন লোকটি নিজে বলল, ‘আমিই সে।’ [১০] তাই তারা তাকে বলল, ‘তবে কেমন করে তোমার চোখ খুলে গেল?’ [১১] সে উত্তর দিল, ‘যিশু নামে সেই মানুষ কাদা তৈরি করে আমার চোখে তা মাখিয়ে দিলেন এবং আমাকে বললেন, সিলোয়াম জলকুণ্ডে গিয়ে ধুয়ে ফেল; তাই আমি গেলাম, আর ধোয়ামাত্র চোখে দেখতে পেলাম।’ [১২] তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘লোকটা কোথায়?’ সে বলল, ‘জানি না।’ [১৩] যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল, তাকে তারা ফরিশীদের কাছে নিয়ে গেল। [১৪] যিশু যেদিন কাদা তৈরি করে তার চোখ খুলে দিয়েছিলেন, সেদিনটি শাব্বাৎ ছিল। [১৫] তাই ফরিশীরা তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সে কেমন করে চোখে দেখতে পেয়েছে। সে তাঁদের বলল, ‘তিনি আমার চোখের উপরে কাদা লাগিয়ে দিলেন, পরে ধুয়ে ফেললাম, আর এখন দেখতে পাচ্ছি।’ [১৬] তখন কয়েকজন ফরিশী বললেন, ‘ওই লোকটা ঈশ্বর থেকে আসে না, কারণ সে শাব্বাৎ দিন মানে না।’ কিন্তু অন্য কেউ বললেন, ‘পাপী মানুষ কেমন করে তেমন চিহ্নকর্ম সাধন করতে পারে?’ তাই তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। [১৭] তখন তাঁরা অন্ধটিকে আবার বললেন, ‘তার সম্বন্ধে তুমি কী বল? তোমার চোখ তো সে-ই খুলে দিয়েছে!’ সে বলল, ‘তিনি একজন নবী।’

[১৮] সে যে অন্ধ ছিল আর এখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে, তা ইহুদীরা বিশ্বাস করলেন না, যতক্ষণ না দৃষ্টিশক্তি-পাওয়া লোকটির পিতামাতাকে ডাকিয়ে এনে [১৯] জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ কি তোমাদের ছেলে, যার বিষয়ে তোমরা নাকি বলছ যে, অন্ধ হয়ে জন্মেছিল? তবে সে কেমন করে এখন চোখে দেখতে পাচ্ছে?’ [২০] তার পিতামাতা উত্তরে তাঁদের বলল, ‘এ যে আমাদের ছেলে আর অন্ধ হয়ে জন্মেছিল, আমরা তা জানি। [২১] কিন্তু কেমন করে যে এখন চোখে দেখতে পাচ্ছে, তা জানি না, আর কেইবা এর চোখ খুলে দিয়েছে, তাও জানি না। আপনারা একেই জিজ্ঞাসা করুন, এর

তো বয়স হয়েছে। নিজের কথা নিজেই বলবে।' [২২] ইহুদীদের ভয় করত বিধায়ই তার পিতামাতা তেমন উত্তর দিয়েছিল, কারণ এর মধ্যে ইহুদীরা এতে সম্মত হয়েছিলেন যে, যদি কেউ তাঁকে খ্রিষ্ট বলে স্বীকার করে, সে সমাজগৃহ থেকে বিচ্যুত হবে। [২৩] এজন্যই তার পিতামাতা বলেছিল, 'এর বয়স হয়েছে, একেই জিজ্ঞাসা করুন।'

[২৪] সুতরাং ইহুদীরা, যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল, তাকে দ্বিতীয়বার ডাকিয়ে এনে বললেন, 'ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ কর! আমরা জানি যে, ওই লোকটা একজন পাপী।' [২৫] সে উত্তর দিল, 'তিনি একজন পাপী কিনা, জানি না; একটা কথা আমি জানি, অন্ধ ছিলাম, আর এখন চোখে দেখতে পাচ্ছি।' [২৬] তাঁরা তাকে বললেন, 'সে তোমাকে কী করেছিল? কেমন করে তোমার চোখ খুলে দিয়েছিল?' [২৭] সে তাঁদের উত্তর দিল, 'আগেও তো আপনাদের বলেছি, আর আপনারা শোনেননি। আবার শুনতে চাচ্ছেন কেন? আপনারাও কি তাঁর শিষ্য হতে চান?' [২৮] তাকে ভর্ৎসনা করে তাঁরা বললেন, 'তুমিই ওর শিষ্য, আমরা মোশিরই শিষ্য। [২৯] আমরা জানি যে, ঈশ্বর মোশির সঙ্গেই কথা বলেছিলেন, কিন্তু ও যে কোথা থেকে এসেছে, আমরা তা জানি না।' [৩০] লোকটি তাঁদের উত্তর দিল, 'এই তো আশ্চর্যের ব্যাপার: তিনি যে কোথা থেকে আসেন, তা আপনারা জানেন না; অথচ তিনিই আমার চোখ খুলে দিলেন। [৩১] আমরা জানি যে, ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না, কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরভক্ত হয় ও তাঁর ইচ্ছা পালন করে, তবে তিনি তার কথা শোনেন। [৩২] জগতের আদি থেকে এমন কথা কখনও শোনা যায়নি যে, জন্মান্ধ মানুষের চোখ কেউ খুলে দিয়েছে। [৩৩] তিনি যদি ঈশ্বর থেকে আগত না হতেন, তাহলে কিছুই করতে পারতেন না।' [৩৪] তাঁরা প্রতিবাদ করে তাকে বললেন, 'তুমি একেবারে পাপের মধ্যেই জন্মেছ আর আমাদের শিক্ষা দেবে?' আর তাকে বের করে দিলেন।

[৩৫] তাঁরা তাকে বের করে দিয়েছেন, কথাটা শুনে যিশু লোকটিকে খুঁজে পেয়ে তাকে বললেন, 'মানবপুত্রের প্রতি তোমার কি বিশ্বাস আছে?' [৩৬] উত্তরে সে বলল, 'প্রভু, তিনি কে, আমি যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারি।' [৩৭] যিশু তাকে বললেন, 'তুমি তো তাঁকে দেখেছ; যিনি তোমার সঙ্গে কথা বলছেন, তিনিই।' [৩৮] সে বলল, 'প্রভু, আমি বিশ্বাস করি!' এবং তাঁর সামনে প্রণিপাত করল।

[৩৯] তখন যিশু বললেন, 'আমি এই জগতে এসেছি এক বিচারের জন্য—যারা দেখতে পায় না, তারা যেন দেখতে পায়, এবং যারা দেখতে পায়, তারা যেন অন্ধ হয়ে যায়।' [৪০] যে কয়েকজন ফরিশী তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা এই সমস্ত কথা শুনে তাঁকে বললেন, 'আমরাও কি অন্ধ?' [৪১] যিশু তাঁদের বললেন, 'যদি অন্ধ হতেন, তাহলে আপনাদের পাপ থাকত না, কিন্তু এখন যে আপনারা বলছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের পাপ রয়ে গেছে।'

পালকের রূপক-কাহিনী

১০ [১] 'আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, দরজা দিয়ে মেষঘেরিতে না ঢুকে যে কেউ অন্য দিক দিয়ে বেয়ে ওঠে, সে তো চোর ও দস্যু; [২] দরজা দিয়ে যে ঢোকে, সে-ই মেষগুলির পালক। [৩] দারোয়ান তারই জন্য দরজা খুলে দেয়; মেষগুলি তার কণ্ঠস্বর শোনে, ও সে নিজের মেষগুলিকে এক একটা নাম ধরে ডাকে ও তাদের বাইরে নিয়ে যায়। [৪] নিজের সমস্ত মেষ বাইরে আনবার পর সে তাদের আগে আগে চলতে থাকে, আর মেষগুলি তার কণ্ঠ চেনে বিধায় তার পিছু পিছু চলে। [৫] অচেনা লোকের পিছনে তারা চলে না, বরং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, কারণ অচেনা লোকের কণ্ঠ তারা চেনে না।' [৬] যিশু এই রূপকটা তাঁদেরই জন্য বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন না তিনি তাঁদের কী বলতে চাচ্ছিলেন।

[৭] তাই যিশু আবার তাঁদের বললেন, 'আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমিই মেষগুলির দরজা। [৮] আমার আগে যারা এসেছিল, তারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু মেষগুলি তাদের দিকে কান দেয়নি। [৯] আমিই দরজা: কেউ যদি আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে, সে পরিত্রাণ পাবে, সে ভিতরে যাবে আবার বাইরে আসবে এবং চারণভূমির সন্ধান পাবে। [১০] চোর আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস করার জন্য; আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়।

[১১] আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয়। [১২] যে শুধু বেতনভোগী, যে নিজে মেষপালক নয়, মেষগুলি যার নিজের নয়, নেকড়েবাঘ আসতে দেখলেই সে মেষগুলিকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়;

আর নেকড়েবাঘ সেগুলিকে ছিনিয়ে নেয় ও ছড়িয়ে ফেলে। [১৩] বেতনভোগী বলেই সে পালিয়ে যায়, এবং মেষগুলির জন্য তার কোন চিন্তা নেই। [১৪] আমিই উত্তম মেষপালক: যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে, [১৫] যেমনটি পিতা আমাকে জানেন আর আমি পিতাকে জানি, এবং মেষগুলির জন্য আমার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই। [১৬] আর আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে, আর তারা আমার কণ্ঠে কান দেবে; তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক। [১৭] পিতা এজন্যই আমাকে ভালবাসেন যে, আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দিই, তা যেন ফিরিয়ে নিতে পারি। [১৮] কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই। তা বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে: তেমন আজ্ঞা আমি আমার পিতা থেকেই পেয়েছি।' [১৯] এই সমস্ত কথার জন্য ইহুদীদের মধ্যে আবার মতভেদ দেখা দিল: [২০] তাদের মধ্যে অনেকে বলছিল, 'ওকে অপদূতে পেয়েছে; লোকটা উন্মাদ। ওর কথা শুনছ কেন!' [২১] অন্যেরা বলছিল, 'তেমন কথা অপদূতে পাওয়া লোকের কথা নয়; অপদূত কি অন্ধদের চোখ খুলে দিতে পারে?'

মন্দির উৎসর্গীকরণ পর্ব

[২২] যেরুশালেমে [মন্দির] উৎসর্গীকরণ পর্ব চলছিল; [২৩] তখন শীতকাল। যিশু মন্দিরের মধ্যে শলোমন-অলিন্দে পায়চারি করছিলেন। [২৪] তাই ইহুদীরা তাঁর চারপাশে জড় হয়ে তাঁকে বললেন, 'আর কত দিন আমাদের তেমন সংশয়ের মধ্যে রাখবেন? আপনি যদি সেই খ্রিষ্টই হন, তবে আমাদের স্পষ্টভাবে বলুন।' [২৫] যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'আমি তো আপনাদের বলেছি, আপনারাই বিশ্বাস করছেন না। আমার পিতার নামে যে সমস্ত কাজ সাধন করি, সেগুলিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। [২৬] কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করছেন না, কারণ আপনারা আমার পালের মেষ নন। [২৭] যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়; তাদের আমি জানি আর তারা আমার অনুসরণ করে; [২৮] এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি: তাদের কখনও বিনাশ হবে না, আমার হাত থেকেও কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না।

[২৯] আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান, আর কেউ আমার পিতার হাত থেকে তাদের ছিনিয়ে নিতে পারে না। [৩০] আমি এবং পিতা, আমরা এক।'

[৩১] ইহুদীরা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর হাতে তুলে নিলেন। [৩২] যিশু তাঁদের বললেন, 'পিতার পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অনেক ভাল কাজ দেখিয়েছি; কোন্ কাজের জন্য আপনারা আমাকে পাথর মারতে যাচ্ছেন?' [৩৩] ইহুদীরা তাঁকে উত্তর দিলেন, 'ভাল কাজের জন্য আমরা আপনাকে পাথর মারছি না, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য, কারণ আপনি মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর করে তুলছেন।' [৩৪] যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'আপনাদের বিধানে কি একথা লেখা নেই, "*আমি বললাম: তোমরা ঈশ্বর!*"(ক) [৩৫] ঈশ্বরের বাণী যাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল, পিতা যদি তাদের ঈশ্বর বলেন —আর শাস্ত্র তো খণ্ড করা যায় না!— [৩৬] তবে তিনি যাঁকে পবিত্রীকৃত করলেন ও জগতে প্রেরণ করলেন, তাঁকে আপনারা কেমন করে বলতে পারেন, আপনি ঈশ্বরনিন্দা করছেন, কারণ আমি বললাম যে, আমি ঈশ্বরের পুত্র? [৩৭] আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবেই আমাকে বিশ্বাস করবেন না; [৩৮] কিন্তু যদি করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখুন; তাতেই আপনারা জানবেন ও বুঝবেন যে, পিতা আমাতে, আর আমি পিতাতে আছি।' [৩৯] তাঁরা আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের হাত এড়িয়ে চলে গেলেন।

[৪০] তিনি আবার যর্দনের ওপারে ফিরে গেলেন, যেখানে যোহন প্রথমে বাপ্তিস্ম দিতেন; আর সেইখানে থাকলেন। [৪১] অনেকে তাঁর কাছে এল; তারা বলছিল, 'যোহন কোনও চিহ্নকর্ম সাধন করেননি, কিন্তু এঁর সম্বন্ধে যা কিছু যোহন বলেছিলেন, তা সমস্তই সত্য ছিল।' [৪২] আর সেখানে অনেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখল।

যিশুই পুনরুত্থান ও জীবন

১১ [১] একজন লোক অসুস্থ ছিলেন, তিনি বেথানিয়ার লাজার; মারীয়া ও তাঁর বোন মার্থা সেই গ্রামেই বাস করতেন। [২] ইনি সেই মারীয়া, যিনি প্রভুকে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দিয়েছিলেন ও নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিয়েছিলেন; এঁরই ভাই লাজার

অসুস্থ ছিলেন। [৩] তাই তাঁর বোনেরা তাঁকে বলে পাঠালেন, 'প্রভু, আপনি যাকে ভালবাসেন, সে অসুস্থ।' [৪] কিন্তু যিশু এই সংবাদ পেয়ে বললেন, 'এই অসুস্থতা মৃত্যুর উদ্দেশে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবার্থে, তা দ্বারা যেন ঈশ্বরপুত্র গৌরবান্বিত হন।' [৫] যিশু মার্থাকে ও তাঁর বোনকে এবং লাজারকে ভালবাসতেন।

[৬] তাই লাজার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে তিনি যেখানে ছিলেন সেইখানে আরও দু' দিন থেকে গেলেন। [৭] তারপর শিষ্যদের বললেন, 'চল, আমরা যুদেয়ায় ফিরে যাই।' [৮] শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'রাব্বি, এই সেদিন মাত্র যে ইহুদীরা আপনাকে পাথর ছুড়ে মারতে চেয়েছিল, আর আপনি নাকি আবার সেখানে যাচ্ছেন?' [৯] যিশু উত্তর দিলেন, 'দিনে কি বারো ঘণ্টা নেই? দিন থাকতেই যদি কেউ চলাফেরা করে, তবে সে হোঁচট খায় না, কারণ সে এই জগতের আলো দেখতে পায়। [১০] কিন্তু রাতের বেলায় যদি কেউ চলাফেরা করে, তবেই সে হোঁচট খায়, কারণ আলো তার মধ্যে নেই।' [১১] একথা বলার পর তিনি বলে চললেন, 'আমাদের বন্ধু লাজার ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি কিন্তু তাকে জাগিয়ে তুলতে যাচ্ছি।' [১২] শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'প্রভু, সে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে সুস্থ হয়ে যাবে।' [১৩] যিশু লাজারের মৃত্যুরই কথা বলছিলেন, কিন্তু তাঁরা মনে করছিলেন যে, তিনি সাধারণ ঘুমের কথা বলছেন। [১৪] তাই যিশু তাঁদের স্পষ্টই বললেন, 'লাজার মারা গেছে, [১৫] এবং সেখানে ছিলাম না বলে আমি তোমাদের জন্য খুশি, যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার। কিন্তু এখন চল, তার কাছে যাই।' [১৬] তখন থোমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—অন্যান্য শিষ্যদের বললেন, 'চল, আমরাও যাই, যেন তাঁর সঙ্গে মরতে পারি।'

[১৭] যিশু এসে দেখলেন, চারদিন হল লাজারকে সমাধি দেওয়া হয়েছে। [১৮] বেথানিয়া ছিল যেরুশালেমের কাছাকাছি—আনুমানিক তিন কিলোমিটার। [১৯] ভাইয়ের জন্য মার্থা ও মারীয়াকে সান্ত্বনা দিতে ইহুদীদের অনেকে তাঁদের কাছে এসেছিল। [২০] যখন মার্থা শুনতে পেলেন, যিশু আসছেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চললেন; মারীয়া বাড়িতে বসে রইলেন। [২১] মার্থা যিশুকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তবে আমার ভাই মারা যেত না। [২২] তবু এখনও জানি যে, ঈশ্বরের কাছে আপনি যা কিছু যাচনা করবেন, ঈশ্বর তা আপনাকে মঞ্জুর

করবেন।’ [২৩] যিশু তাঁকে বললেন, ‘তোমার ভাই পুনরুত্থান করবে।’ [২৪] মার্থা তাঁকে বললেন, ‘আমি জানি, শেষ দিনে পুনরুত্থানের সময়ে সে পুনরুত্থান করবে।’ [২৫] যিশু তাঁকে বললেন, ‘আমিই পুনরুত্থান ও জীবন: আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। [২৬] আর জীবিত যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে কখনও মরবে না। তুমি কি তা বিশ্বাস কর?’ [২৭] মার্থা তাঁকে বললেন, ‘হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, আপনিই সেই খ্রিষ্ট, সেই ঈশ্বরপুত্র, সেই ব্যক্তি জগতে যিনি আসছেন।’

[২৮] একথা বলার পর তাঁর বোন মারীয়াকে ডাকতে গেলেন; তাঁকে নিচু গলায় বললেন, ‘গুরু উপস্থিত, তোমাকে ডাকছেন।’ [২৯] কথাটা শোনামাত্র মারীয়া শীঘ্রই উঠে তাঁর কাছে গেলেন। [৩০] যিশু তখনও গ্রামের মধ্যে আসেননি, কিন্তু মার্থা যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তিনি সেইখানে রয়ে গেছিলেন। [৩১] বাড়ির মধ্যে যে ইহুদীরা মারীয়ার সঙ্গে ছিল ও তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তাঁকে হঠাৎ উঠে বাইরে যেতে দেখে তাঁর পিছু পিছু গেল; মনে করছিল, তিনি সমাধিস্থানে চোখের জল ফেলার জন্য সেখানে যাচ্ছেন। [৩২] যিশু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মারীয়া সেখানে এসে তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তবে আমার ভাই মারা যেত না।’ [৩৩] যিশু যখন দেখলেন, মারীয়া চোখের জল ফেলছেন, এবং তাঁর সঙ্গে যে ইহুদীরা এসেছিল তারাও চোখের জল ফেলছে, তখন আত্মায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ও কম্পিত হলেন। [৩৪] তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তাকে কোথায় রেখেছ?’ তারা বলল, ‘আসুন, প্রভু! দেখে যান।’ [৩৫] যিশু কেঁদে উঠলেন; [৩৬] আর ইহুদীরা বলতে লাগল, ‘দেখ, ইনি তাঁকে কতই না ভালবাসতেন!’ [৩৭] কিন্তু তাদের কয়েকজন বলল, ‘ইনি যখন সেই অন্ধের চোখ খুলে দিলেন, তখন কি এমন কিছু করতে পারতেন না, যেন এঁর মৃত্যু না হয়?’ [৩৮] যিশু পুনরায় আত্মায় উত্তেজিত হয়ে সমাধির কাছে এসে পৌঁছলেন। সমাধিটা ছিল একটা গুহা, আর তার মুখে একখানা পাথর দেওয়া ছিল।

[৩৯] যিশু বললেন, ‘পাথরখানা সরাও।’ মৃত লোকটির বোন মার্থা তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, আজ তো চারদিন হল, এতক্ষণে দুর্গন্ধ হয়ে থাকবেই।’ [৪০] যিশু তাঁকে

বললেন, ‘আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি বিশ্বাস করলে তবে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পাবে?’ [৪১] তাই তারা পাথরখানা সরিয়ে দিল। তখন যিশু ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলে বললেন, ‘পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ বলে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। [৪২] আমি তো জানতাম, তুমি সর্বদাই আমার কথা শোন, কিন্তু এখানে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদেরই জন্য কথাটা বললাম, তারা যেন বিশ্বাস করে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ।’ [৪৩] একথা বলার পর তিনি জোর গলায় চিৎকার করে বললেন, ‘লাজার, বেরিয়ে এসো!’ [৪৪] মৃত লোকটি বেরিয়ে এলেন—তাঁর হাত-পা তখনও কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধা ও তাঁর মুখ একটা রুমালে জড়ানো। যিশু তাদের বললেন, ‘ওঁর বাঁধন খুলে দিয়ে ওঁকে যেতে দাও।’

[৪৫] যে ইহুদীরা মারীয়ার কাছে এসেছিল, এবং যিশু যা সাধন করেছিলেন তা দেখতে পেয়েছিল, তাদের অনেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল, [৪৬] কিন্তু তাদের মধ্যে অন্য কয়েকজন ফরিশীদের কাছে গিয়ে যিশু যা যা করেছিলেন, সমস্তই তাদের জানিয়ে দিল। [৪৭] তখন প্রধান যাজকেরা ও ফরিশীরা সভা ডাকলেন; তাঁরা বললেন, ‘আমরা কী করি? ওই লোকটা তো বহু চিহ্নকর্ম সাধন করছে। [৪৮] আমরা যদি তাকে এভাবে চলতে দিই, তবে সকলে তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠবে, এবং রোমীয়েরা এসে আমাদের পুণ্যস্থান ও জাতি দু’টোই ধ্বংস করবে।’ [৪৯] কিন্তু তাঁদের মধ্যে কাইয়াফা নামে একজন—তিনি ওই বছরের মহাযাজক ছিলেন—তাঁদের বললেন, ‘আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না! [৫০] আপনারা তো বিবেচনা করে বোঝেন না যে, গোটা জাতির বিনাশ ঘটবার চেয়ে জনগণের জন্য মাত্র একজন মানুষের মৃত্যু হওয়াই আপনাদের পক্ষে সুবিধাজনক।’ [৫১] তেমন কথা তিনি নিজে থেকে বললেন না; কিন্তু ওই বছরের মহাযাজক হওয়ায় তিনি একটা নবীয় বাণী দিলেন—যিশুর মৃত্যু হবে জাতির জন্য, [৫২] আর কেবল জাতির জন্য নয়, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের সকল সন্তানকে একত্রে জড় করার জন্য। [৫৩] সুতরাং সেদিন থেকে তাঁরা তাঁর মৃত্যু ঘটাবার জন্য মন্ত্রণা করতে লাগলেন।

[৫৪] ফলে যিশু আর প্রকাশ্যে ইহুদীদের মধ্যে চলাফেরা করতেন না; তিনি সেখান থেকে মরুপ্রান্তরের কাছাকাছি এফ্রাইম নামে একটা শহরে চলে গেলেন, এবং শিষ্যদের সঙ্গে সেখানে থাকলেন।

বেথানিয়ায় তৈললেপন

[৫৫] ইহুদীদের পাস্কা সন্নিকট ছিল। আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া সেরে নেবার জন্য অনেকে পাস্কার আগে গ্রামাঞ্চল থেকে যেরুশালেমে গেল। [৫৬] তারা যিশুকে খুঁজছিল, আর মন্দিরে দাঁড়িয়ে এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল: 'তোমরা কি মনে কর? তিনি কি পর্বে আসবেন না?' [৫৭] এর মধ্যে প্রধান যাজকেরা ও ফরিশীরা আজ্ঞা দিয়েছিলেন যে, তিনি কোথায় আছেন, কেউ তা জানতে পারলে যেন খবরটা জানিয়ে দেয়, যাতে তাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

১২ [১] পাস্কার ছ' দিন আগে যিশু বেথানিয়ায় এলেন। যে লাজারকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন, সেই লাজার সেখানে থাকতেন। [২] সেখানে যিশুর জন্য এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল, আর মার্থা পরিচর্যা করছিলেন, এবং যারা যিশুর সঙ্গে খেতে বসেছিল, তাদের মধ্যে লাজারও ছিলেন। [৩] মারীয়া আধ কিলো বিশুদ্ধ বহুমূল্য সুগন্ধি জটামাংসী তেল নিয়ে এসে যিশুর পায়ে তা মাখিয়ে দিলেন, ও নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিলেন। তেলের সুগন্ধে সারা বাড়িটা ভরে গেল। [৪] তখন শিষ্যদের মধ্যে একজন—সেই যুদা ইস্কারিয়োৎ যিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন—বলে উঠলেন, [৫] 'এই সুগন্ধি তেল তিনশ' রুপোর টাকায় বিক্রি ক'রে টাকাটা গরিবদের দেওয়া হয়নি কেন?' [৬] গরিবদের জন্য তাঁর চিন্তা ছিল বিধায় কথাটা বলেছিলেন, তা নয়, কিন্তু তিনি চোর ছিলেন ও টাকার বাক্স তাঁরই কাছে থাকায় গচ্ছিত টাকা চুরি করতেন। [৭] যিশু বললেন, 'একে ছাড়; এই সুগন্ধি তেল এ আমার সমাধির দিনের জন্য এভাবে রেখে দিক। [৮] গরিবেরা তো তোমাদের কাছে সর্বদাই রয়েছে, কিন্তু আমাকে সর্বদা কাছে পাচ্ছ না।'

[৯] ইহুদীদের মধ্যে অনেকে যখন জানতে পারল যে, তিনি সেইখানে আছেন, তখন তারা এল—শুধু তাঁর খাতিরে নয়, সেই লাজারকেও দেখবার জন্য যাঁকে তিনি

মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন। [১০] তাই প্রধান যাজকেরা স্থির করলেন যে, লাজারকেও তাঁদের হত্যা করতে হবে, [১১] কারণ তাঁর কারণে বহু ইহুদী চলে গিয়ে যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখছিল।

যেরুশালেমে প্রবেশ

[১২] পরদিন, পর্ব উপলক্ষে যে বহু লোক এসেছিল, তারা যখন শুনল, যিশু যেরুশালেমের দিকে আসছেন, [১৩] তখন খেজুরপাতা নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে গেল। তারা চিৎকার করে বলছিল,

'হোশান্না; যিনি প্রভুর নামে আসছেন,
যিনি ইস্রায়েলের রাজা, *তিনি ধন্য।'*(ক)

[১৪] যিশু একটা গাধার বাচ্চা খুঁজে পেয়ে তার পিঠে আসন নিলেন, যেমনটি লেখা আছে,

[১৫] *সিয়োন-কন্যা, ভয় করো না:*
দেখ, তোমার রাজা আসছেন;
তিনি গাধীর একটা বাচ্চার পিঠে আসীন।(খ)

[১৬] তাঁর শিষ্যেরা প্রথমে এই সমস্ত বুঝতে পারলেন না, কিন্তু পরবর্তীকালে যখন যিশু গৌরবান্বিত হলেন, তখন তাঁদের মনে পড়ল যে, এই সমস্ত কিছু তাঁরই বিষয়ে লেখা হয়েছিল ও তাঁর প্রতি ঘটেছিল।

[১৭] তিনি যখন লাজারকে সমাধি থেকে বেরিয়ে আসতে ডেকেছিলেন ও তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন, তখন যে সমস্ত লোক তাঁর সঙ্গে ছিল, তারা সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিল। [১৮] আর এজন্যও লোকের ভিড় তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গেল, কারণ তারা শুনেছিল যে, তিনি সেই চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন। [১৯] তখন ফরিশীরা একে অন্যকে বলতে লাগলেন: 'আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন যে কিছুই করে উঠতে পারছেন না। এবার জগৎসংসারই ওর পিছনে চলল!'

গৌরব-ক্ষণের পূর্বঘোষণা

[২০] পর্ব উপলক্ষে উপাসনা করার জন্য যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীক ছিল। [২১] তারা ফিলিপের কাছে এল—তিনি গালিলেয়ার বেথ্‌সাইদার মানুষ ছিলেন—এবং তাঁর কাছে এই অনুরোধ রাখল, 'মহাশয়, আমরা যিশুকে দেখতে ইচ্ছা করি।' [২২] ফিলিপ গিয়ে আন্দ্রিয়কে বললেন, এবং আন্দ্রিয় ও ফিলিপ যিশুর কাছে এসে কথাটা জানালেন। [২৩] যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'মানবপুত্রের গৌরবান্বিত হওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। [২৪] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। [২৫] নিজের প্রাণকে যে ভালবাসে, সে তা হারিয়ে ফেলে, আর এই জগতে নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে। [২৬] কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক, যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন।

[২৭] এখন আমার প্রাণ কম্পিত; তবে কী বলব? পিতা, এই আসন্ন ক্ষণ থেকে আমাকে ত্রাণ কর? কিন্তু এর জন্যই আমি এই ক্ষণ পর্যন্ত এসেছি! [২৮] পিতা, তোমার আপন নাম গৌরবান্বিত কর।' তখন স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'তা গৌরবান্বিত করেছি, আবার তা গৌরবান্বিত করব।' [২৯] সেখানে উপস্থিত লোকেরা তা শুনতে পেয়ে বলল, 'এ একটা বজ্রধ্বনি।' অন্যেরা বলল, 'এক স্বর্গদূত তাঁর সঙ্গে কথা বললেন।' [৩০] যিশু উত্তরে বললেন, 'এই কণ্ঠস্বর আমার জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য ধ্বনিত হল। [৩১] এখন এই জগতের বিচার উপস্থিত, এখন এই জগতের অধিপতিকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। [৩২] আর আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব।' [৩৩] তিনি যে কী ধরনের মৃত্যুতে মারা যাবেন, এই কথায় তার ইঙ্গিত দিলেন। [৩৪] লোকেরা তাঁকে উদ্দেশ করে বলল, 'বিধান থেকে আমরা শিখেছি যে, যিনি খ্রিষ্ট, তিনি চিরকালস্থায়ী। তবে আপনি কেমন করে বলতে পারেন যে, মানবপুত্রকে উত্তোলিত হতে হবে? এই মানবপুত্র কে?' [৩৫] যিশু এই বলে উত্তর দিলেন, 'আর অল্পকাল মাত্র আলো তোমাদের মাঝে

আছে; যতক্ষণ আলো তোমাদের থাকে, ততক্ষণ চলতে থাক, পাছে অন্ধকার তোমাদের নাগাল পায়। যে অন্ধকারে চলে, সে কোথায় যাচ্ছে জানে না। [৩৬] আলো যতক্ষণ তোমাদের থাকে, ততক্ষণ তোমরা আলোতে বিশ্বাস রাখ, যেন আলোর সন্তান হতে পার।'

এই সমস্ত কথা বলার পর যিশু চলে গেলেন ও তাদের চোখের আড়ালে থাকলেন।

যিশুর ঐশ প্রকাশকর্মের মূল্যায়ন ও সমাপ্তি

[৩৭] যদিও তিনি তাদের সামনে এতগুলো চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন, তবু তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হল না। [৩৮] এমনটি ঘটল যেন নবী ইশাইয়ার এই বাণী পূর্ণ হয়:

প্রভু, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে?
আর প্রভুর বাহু কার্ কাছে প্রকাশিত হয়েছে?(গ)

[৩৯] এজন্যই তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না, কারণ ইশাইয়া আবার বলেছিলেন,

[৪০] *তিনি তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন,*
তাদের হৃদয় কঠিন করেছেন;
পাছে তারা চোখে দেখতে পায়,
অন্তরে বুঝতে পারে,
ও আমার দিকে ফেরে যেন আমি তাদের সুস্থ করি (ঘ)।

[৪১] ইশাইয়া এই কথা বলেছিলেন, কেননা তিনি তাঁরই গৌরব দেখতে পেয়েছিলেন ও তাঁরই কথা বলেছিলেন। [৪২] তা সত্ত্বেও সমাজনেতাদের মধ্যেও অনেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলেন, কিন্তু ফরিশীদের ভয়ে তাঁরা তা স্বীকার করতেন না, পাছে সমাজগৃহ থেকে তাঁদের বের করে দেওয়া হয়; [৪৩] হ্যাঁ, ঈশ্বরের গৌরবের চেয়ে তাঁরা মানব গৌরব বেশি ভালবাসতেন।

[৪৪] যিশু জোর গলায় বলে উঠলেন, 'যে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে আমার প্রতি নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই প্রতি বিশ্বাস রাখে; [৪৫] আর যে আমাকে

দেখতে পায়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সে তাঁকেই দেখতে পায়। [৪৬] আমি আলো হিসাবেই এই জগতে এসেছি, যারা আমার প্রতি বিশ্বাসী, তারা যেন অন্ধকারে আর না থাকে। [৪৭] আর কেউ যদি আমার কথা শুনেও পালন না করে, তাহলে আমি নিজে তার বিচার করব এমন নয়, কারণ জগতের বিচার করার জন্য নয়, জগৎকে পরিত্রাণ করার জন্যই আমি এসেছি। [৪৮] যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে আর আমার কথা অগ্রাহ্য করে, তার এক বিচারক আছে: যে বাণী প্রচার করেছি, শেষ দিনে সেই বাণীই তার বিচারক হবে। [৪৯] কেননা আমি নিজে থেকে কথা বলিনি; যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার সেই পিতাই আমাকে আজ্ঞা দিয়েছেন, আমি কী বলব, কী প্রচার করব। [৫০] আর আমি জানি, তাঁরই আজ্ঞা অনন্ত জীবন! অতএব আমি যা কিছু বলি, পিতা আমাকে যেমন বলেছেন, তা তেমনিই বলি।’

যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান

বিদায়-ভোজ ও পাদপ্রক্ষালন

১৩ [১] পাস্কাপর্বের আগে, এজগৎ ছেড়ে পিতার কাছে চলে যাওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে জেনে, যিশু, তাঁর যে আপনজনেরা এই জগতে ছিলেন, তাঁদের অবিরতই ভালবেসে শেষ পর্যন্তই তাঁদের ভালবেসে গেলেন। [২] সান্ধ্যভোজ তখন চলছে; দিয়াবল ইতিমধ্যে শিমোনের ছেলে যুদা ইস্কারিয়োতের হৃদয়ে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার সঙ্কল্প অনুপ্রবেশ করিয়েছিল।

[৩] একথা জেনে যে, পিতা তাঁরই হাতে সমস্তই তুলে দিয়েছেন, এবং তিনি যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন আর ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাচ্ছেন এও জেনে, [৪] যিশু ভোজ থেকে উঠলেন, জামা খুলে রাখলেন, এবং একটা গামছা নিয়ে তা কোমরে জড়ালেন; [৫] তারপর একটা পাত্রে জল ঢেলে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিতে শুরু করলেন, আর কোমরের গামছা দিয়ে তা মুছে দিতে লাগলেন। [৬] তিনি শিমোন পিতরের কাছে এলেন, আর ইনি তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি কি আমার পা ধুতে যাচ্ছেন?' [৭] যিশু তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আমি যা করছি, তা তুমি এখন জান না, কিন্তু পরে বুঝতে পারবে।' [৮] পিতর তাঁকে বললেন, 'আপনি আমার পা কখনও ধুয়ে দেবেন না!' যিশু তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাকে ধৌত না করলে আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ নেই।' [৯] শিমোন পিতর বললেন, 'প্রভু, আমার পা শুধু নয়, হাত ও মাথাও ধুয়ে দিন।' [১০] যিশু তাঁকে বললেন, 'যে স্নান করেছে, তার ধৌত হওয়ার আর প্রয়োজন নেই, সে সর্বাঙ্গেই শুদ্ধ। তোমরা তো শুদ্ধ, তবু সকলে নও।' [১১] কেননা তিনি জানতেন, কে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন; এজন্যই তিনি বললেন, 'তোমরা সকলে শুদ্ধ নও।'

[১২] তাঁদের পা ধুয়ে দেবার পর, নিজের জামা পরে আবার আসন নেবার পর তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি তোমাদের প্রতি যা করলাম, তোমরা কি তা বুঝতে পার? [১৩] তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলে ডাক, আর ঠিকই বল, কারণ আমি তা-ই। [১৪] তবে, প্রভু ও গুরু হয়ে আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন তোমাদেরও

পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত। [১৫] আমি তোমাদের একটা আদর্শ দিলাম, আমি তোমাদের জন্য যেমনটি করলাম, তোমরাও যেন তেমনটি কর। [১৬] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, দাস নিজের প্রভুর চেয়ে বড় নয়, নিজের প্রেরণকর্তার চেয়ে প্রেরিতজনও বড় নয়। [১৭] এ সমস্ত জেনে যদি তোমরা তা পালন কর, তবে তোমরা সুখী।'

বিশ্বাসঘাতকের পরিচয়দান

[১৮] 'তোমাদের সকলের বিষয়ে আমি কথা বলছি না; আমি জানি কাকে বেছে নিয়েছি। কিন্তু শাস্ত্রের এই বচনটা পূর্ণ হওয়া চাই: *যে আমার রুটি খেত, সে আমার বিরুদ্ধে পা বাড়িয়েছে* (ক)। [১৯] তা ঘটবার আগেই আমি এখন তোমাদের বলে রাখছি, তা যখন ঘটবে, তখন তোমরা যেন বিশ্বাস কর যে, আমিই আছি। [২০] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমি যাকে পাঠাই, তাকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, এবং আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।'

[২১] এই সমস্ত কথা বলার পর যিশু আত্মায় কম্পিত হলেন, এবং সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে।' [২২] তিনি যে কার্ কথা বলছেন, শিষ্যেরা তা সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন। [২৩] তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন—যিশু যাঁকে ভালবাসতেন—যিশুর কোলে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন; [২৪] শিমোন পিতর তাঁকে ইশারা করে বললেন, 'বল, তিনি যার কথা বলছেন, সে কে?' [২৫] তাই শিষ্যটি সেভাবে বসে থেকে যিশুর বুকের দিকে মাথা কাত হয়ে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, সে কে?' [২৬] যিশু উত্তর দিলেন, 'রুটির টুকরোটা ডুবিয়ে আমি যাকে দেব, সে-ই।' আর তখন তিনি রুটির টুকরোটা ডুবিয়ে নিয়ে তা শিমোন ইস্কারিয়োতের ছেলে যুদাকে দিলেন। [২৭] আর সেই রুটি-টুকরোর সাথে সাথেই শয়তান তাঁর অন্তরে ঢুকল। তখন যিশু তাঁকে বললেন, 'তুমি যা করতে যাচ্ছ, তা শীঘ্রই করে ফেল।' [২৮] যাঁরা ভোজে বসে ছিলেন, তাঁদের কেউই বুঝতে পারলেন না যে, তিনি কিসের জন্য এই কথা বলেছিলেন; [২৯] টাকার বাক্স যুদার কাছে থাকত বিধায় কেউ

কেউ মনে করলেন, যিশু তাঁকে বলেছিলেন, ‘পর্ব উপলক্ষে আমাদের যা কিছু দরকার, তা কিনে আন।’ কিংবা তাঁকে গরিবদের কিছু দিতে বলেছিলেন। [৩০] রুটির টুকরোটা গ্রহণ করে নিয়ে তিনি তখনই বেরিয়ে গেলেন—আর রাত্রি হল!

যিশুর বিদায়-সংবাদ

[৩১] তিনি চলে গেলে যিশু বললেন, ‘এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন, এবং ঈশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন। [৩২] ঈশ্বর যখন তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন, তখন ঈশ্বরও নিজের মধ্যে তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন, আর তাঁকে এখনই গৌরবান্বিত করবেন। [৩৩] বৎসেরা, আমি এখন আর অল্পকালের মত তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা আমাকে খুঁজবে, আর আমি ইহুদীদের যেমন বলেছিলাম, এখন তেমনি তোমাদেরও বলছি, আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পার না।

[৩৪] এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাস। [৩৫] তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।’ [৩৬] শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’ যিশু তাঁকে উত্তর দিলেন, ‘আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তুমি এখন আমার অনুসরণ করতে পার না, পরেই অনুসরণ করবে।’ [৩৭] পিতর তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, আপনাকে এখনই অনুসরণ করতে পারি না কেন? আপনার জন্য আমি তো প্রাণ দেব!’ [৩৮] যিশু উত্তর দিলেন, ‘তুমি কি আমার জন্য প্রাণ দেবে? আমি তোমাকে সত্যি সত্যি বলছি, তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার না করা পর্যন্ত মোরগ ডাকবে না।’

বিদায় উপদেশ

যিশু পিতার কাছে যাচ্ছেন, আবার ফিরে আসবেন

১৪ [১] ‘তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখ, আমার প্রতিও বিশ্বাস রাখ। [২] আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে; যদি না থাকত, তবে তোমাদের বলেই দিতাম; আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি।

[৩] আর চলে গিয়ে তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করার পর আমি আবার আসব এবং তোমাদের নিজের কাছে নিয়ে যাব, আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরাও যেন থাকতে পার। [৪] আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা তো তার পথ জান।'

[৫] থোমাস তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন আমরা তা জানি না, তবে কেমন করে পথটা জানতে পারি?' [৬] যিশু তাঁকে বললেন, 'আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন! পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়। [৭] তোমরা যদি আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে। তোমরা তো তাঁকে এখন জান, দেখতেও পেয়েছ তাঁকে।' [৮] ফিলিপ তাঁকে বললেন, 'প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন, তাতে আমরা তুষ্ট হব।' [৯] যিশু তাঁকে বললেন, 'ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তুমি আমাকে জান না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে; কেমন করে তুমি বলছ, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন? [১০] তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন? আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না, কিন্তু যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন। [১১] তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর: আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন; অন্তত, এই সমস্ত কাজের খাতিরেই বিশ্বাস কর।

[১২] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, আমি যে সমস্ত কাজ করি, তা সেও করবে, এবং তার চেয়ে মহত্তর কাজও করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। [১৩] তোমরা আমার নামে যা কিছু যাচনা করবে, আমি তা পূরণ করব, পিতা যেন পুত্রেতে গৌরবান্বিত হন। [১৪] তোমরা যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচনা কর, তবে আমিই তা পূরণ করব।

[১৫] তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। [১৬] আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন: [১৭] সেই সত্যময় আত্মাকেই দেবেন, জগৎ যাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায়

না, জানেও না। তোমরা তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের কাছে কাছে থাকেন ও তোমাদের অন্তরে থাকবেন।

[১৮] আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না; তোমাদের কাছে আসব। [১৯] আর অল্পকাল, পরে জগৎ আমাকে আর দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, কারণ আমি জীবিত আছি, তোমরাও জীবিত থাকবে। [২০] সেদিন তোমরা জানবে যে, আমি আমার পিতাতে আছি, এবং তোমরা আমাতে আছ আর আমি তোমাদের অন্তরে আছি। [২১] আমার আজ্ঞাগুলো গ্রহণ করে নিয়ে যে তা পালন করে, সে-ই আমাকে ভালবাসে; আর যে আমাকে ভালবাসে, সে হবে আমার পিতার ভালবাসার পাত্র, আমিও তাকে ভালবাসব, এবং তার কাছে আত্মপ্রকাশ করব।'

[২২] যুদা—ইস্কারিয়োৎ নন, অন্য যুদা—তাঁকে বললেন, 'প্রভু, এ কেমনটি হয় যে, আপনি শুধু আমাদেরই কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন, জগতের কাছে নয়?' [২৩] যিশু তাঁকে উত্তর দিলেন, 'যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান। [২৪] যে আমাকে ভালবাসে না, সে আমার বাণী মেনে চলে না; আর এই যে বাণী তোমরা শুনছ, তা আমার নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তা সেই পিতারই বাণী।

[২৫] এখনও তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের বলেছি, [২৬] কিন্তু সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে পিতা পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যা কিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন। [২৭] তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি—জগৎ যেভাবে তা দান করে থাকে, আমি সেভাবে তা তোমাদের দান করি না। তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়, যেন ভীত না হয়। [২৮] তোমরা শুনেছ, আমি তোমাদের বলেছি, চলে যাচ্ছি, আবার তোমাদের কাছে আসব। তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে পিতার কাছে যাচ্ছি বলে তোমাদের আনন্দ হত, কেননা পিতা আমার চেয়ে মহান। [২৯] তা ঘটবার আগেই আমি এখন তোমাদের বলে দিলাম, তা যখন ঘটবে, তখন যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার।

[৩০] আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশিক্ষণ কথা বলব না, কারণ এই জগতের অধিপতি আসছে। আমার উপর তার কোন অধিকার নেই, [৩১] কিন্তু জগৎকে এ জানতে হবে যে, আমি পিতাকে ভালবাসি, এবং পিতা আমাকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছেন, আমি সেইমত করি। তবে ওঠ, এখান থেকে চলে যাই।'

বিদায় উপদেশ

সত্যকার আঙুরলতা যিশু

জগতের নির্যাতন

পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যদান

১৫ [১] 'আমিই সত্যকার আঙুরলতা, আর কৃষক হলেন আমার পিতা। [২] আমার যে শাখায় ফল ধরে না, তা তিনি ফেলে দেন, আর যে সব শাখায় ফল ধরে, সেগুলিকে তিনি পরিশুদ্ধ করেন, যেন তাতে আরও বেশি ফল ধরে। [৩] আমি যে বাণী তোমাদের শুনিয়েছি, সেই বাণী গুণে তোমরা এর মধ্যে পরিশুদ্ধ হয়েছ। [৪] আমি যেমন তোমাদের অন্তরে রয়েছি, তেমনি তোমরা আমাতে থাক। আঙুরলতায় না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল ফলাতে পারে না, তেমনি আমাতে না থাকলে তোমরাও ফলশালী হতে পার না।

[৫] আমি হলাম আঙুরলতা, তোমরা হলে শাখা: যে আমাতে থাকে আর আমি যার অন্তরে থাকি, সে-ই প্রচুর ফলে ফলশালী হয়, কেননা আমার বাইরে [থাকলে] তোমরা কিছুই করতে পার না। [৬] কেউ যদি আমাতে না থাকে, তবে সে শাখার মত বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় আর শুকিয়ে যায়; সেই শাখাগুলি জড় করে আগুনে ফেলা হয় ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। [৭] তোমরা যদি আমাতে থাক ও আমার সমস্ত কথা তোমাদের অন্তরে থাকে, তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা যাচনা কর, তোমাদের জন্য তা-ই করা হবে। [৮] তোমরা যদি প্রচুর ফলে ফলশালী হও এবং আমার শিষ্য রূপে দাঁড়াও, তবে আমার পিতা তাতেই গৌরবান্বিত হন। [৯] পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি; আমার ভালবাসায় স্থিতমূল থাক। [১০] যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আজ্ঞা

পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় থাকি। [১১] এই সমস্ত তোমাদের বলেছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে এবং তোমাদের সেই আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হয়।

[১২] আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি। [১৩] আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই। [১৪] আমি তোমাদের যা আজ্ঞা করি, তোমরা যদি তা পালন কর, তবেই তোমরা আমার বন্ধু। [১৫] আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ দাস নিজের প্রভু কী করেন তা জানে না; তোমাদের আমি বন্ধু বলছি, কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি। [১৬] তোমরা যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়, আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে, যাতে তোমরা পিতার কাছে যা কিছু আমার নামে যাচনা কর, তিনি তা তোমাদের দেন। [১৭] আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।

[১৮] জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে জেনে রাখ, তোমাদের ঘৃণা করার আগে আমাকেই ঘৃণা করেছে। [১৯] তোমরা যদি জগতেরই হতে, তবে জগৎ তার আপনজনদের ভালবাসত; কিন্তু যেহেতু তোমরা জগতের নও, বরং আমি জগতের মধ্য থেকে তোমাদের বেছে নিয়েছি, এজন্য জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে। [২০] যে কথা তোমাদের বলেছিলাম, তা মনে রাখ: দাস নিজের প্রভুর চেয়ে বড় নয়। তারা যখন আমাকে নির্যাতন করেছে, তখন তোমাদেরও নির্যাতন করবে; যখন আমার কথা মেনে নিয়েছে, তখন তোমাদের কথাও মেনে নেবে। [২১] কিন্তু তারা আমার নামের জন্যই তোমাদের প্রতি সেই সমস্ত করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তারা তাঁকে জানে না। [২২] আমি যদি না আসতাম, তাদের সঙ্গে যদি কথা না বলতাম, তাহলে তাদের পাপ হত না; এখন কিন্তু তাদের পাপ ঢাকবার উপায় নেই।

[২৩] আমাকে যে ঘৃণা করে, সে পিতাকেও ঘৃণা করে। [২৪] আর যদি তাদের মধ্যে সেই সমস্ত কাজ না করতাম যা অন্য কেউ করেনি, তাহলে তাদের পাপ হত না; এখন কিন্তু তারা দেখেইছে, অথচ আমাকে ও আমার পিতাকে ঘৃণা করেছে।

[২৫] এমনটি ঘটছে যেন তাদের বিধান-পুস্তকে লেখা এই বাণী পূর্ণ হয়: *তারা অকারণে আমাকে ঘৃণা করল* (ক)। [২৬] কিন্তু সেই সহায়ক, যাঁকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠাব,—সেই সত্যময় আত্মা, যিনি পিতার কাছ থেকে আসেন—তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি নিজে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন; [২৭] আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ প্রথম থেকে তোমরা আমার সঙ্গে আছ।

১৬ [১] আমি তোমাদের এই সমস্ত বলেছি যেন [পরীক্ষার দিনে] তোমাদের পতন না হয়। [২] তারা সমাজগৃহ থেকে তোমাদের বের করে দেবে; এমনকি, সেই ক্ষণ আসছে, যখন কেউ তোমাদের হত্যা করলে সে মনে করবে, ঈশ্বরের পুণ্য সেবা করছে। [৩] আর তারা এই সমস্ত করবে কারণ পিতাকেও জানেনি, আমাকেও জানেনি। [৪] কিন্তু আমি তোমাদের এই সমস্ত বলছি, যখন তাদের সেই ক্ষণ আসবে, তখন তোমরা যেন স্মরণ কর যে, আমি তোমাদের তা-ই বলেছিলাম। আমি প্রথম থেকে তোমাদের এই সমস্ত বলিনি, কারণ তখন নিজেই তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।’

বিদায় উপদেশ

সহায়ক পবিত্র আত্মার আগমন, শিষ্যদের আনন্দ

[৫] ‘এখন কিন্তু আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, অথচ তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করছে না, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? [৬] কিন্তু এই সমস্ত তোমাদের বলেছি বিধায়ই তোমাদের মন দুঃখে ভরে গেছে। [৭] তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের সত্যকথা বলছি: আমার চলে যাওয়াটা তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না; বরং যদি যাই, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব; [৮] আর তিনি এসে জগৎকে পাপের বিষয়ে দোষী বলে সাব্যস্ত করবেন, [এবং ব্যক্ত করবেন] ধর্মময়তা ও বিচার কী। [৯] পাপের বিষয়ে: তারা আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে না; [১০] ধর্মময়তার বিষয়ে: আমি পিতার কাছে যাচ্ছি এবং তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; [১১] বিচারের বিষয়ে: এই জগতের অধিপতির বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েই গেছে।

[১২] তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না। [১৩] তবে তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যময় আত্মা, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন। [১৪] তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। [১৫] যা কিছু পিতার, তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন।

[১৬] আর অল্পকাল, পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; আবার অল্পকাল, পরে আমাকে দেখতে পাবে।' [১৭] তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, 'এই যে তিনি আমাদের বলছেন, আর অল্পকাল, পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; আবার অল্পকাল, পরে আমাকে দেখতে পাবে, এবং, আমি পিতার কাছে যাচ্ছি—তাঁর এই সমস্ত কথার অর্থ কী?' [১৮] তাঁরা বলছিলেন, 'অল্পকাল বলতে উনি কী বোঝাতে চান? উনি যে কী বলতে চাচ্ছেন, তা আমরা জানি না।' [১৯] যিশু জানতেন যে, তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করতে চান, তাই তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি যে বলেছিলাম: আর অল্পকাল, পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; আবার অল্পকাল, পরে আমাকে দেখতে পাবে, তোমরা এবিষয়ে কী নিজেদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করছ? [২০] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা কাঁদবে ও বিলাপ করবে, কিন্তু জগৎ আনন্দ করবে। তোমাদের দুঃখ হবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে।

[২১] নারী প্রসবকালে কষ্ট পায়, কারণ তার ক্ষণ এসে গেছে; কিন্তু শিশুকে জন্ম দেওয়ার পর তার যন্ত্রণার কথা আর মনে থাকে না, এই আনন্দে যে, জগতে একটি মানুষ জন্মেছে। [২২] তেমনি তোমরাও এখন মনে কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমাদের আবার দেখব, এবং তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে, আর তোমাদের সেই আনন্দ কেউ তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। [২৩] সেদিন তোমরা আমাকে আর অনুরোধ করবে না।

আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, পিতার কাছে তোমরা যদি কিছু যাচনা কর, তিনি আমার নামে তোমাদের তা-ই দেবেন। [২৪] এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচনা করনি; যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হতে পারে।

[২৫] আমি তোমাদের এই সমস্ত কথা রূপকের মধ্য দিয়েই বললাম; সেই ক্ষণ আসছে, যখন রূপকের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে আর কথা বলব না, স্পষ্টভাবেই আমি পিতার বিষয় তোমাদের জানাব। [২৬] সেদিন তোমরা আমার নামে যাচনা করবে, আর আমি যে তোমাদের জন্য পিতাকে অনুরোধ করব, একথা তোমাদের বলছি না; [২৭] কেননা পিতা নিজেই তোমাদের ভালবাসেন, যেহেতু তোমরা আমাকে ভালবেসেছ, ও বিশ্বাস করেছ যে, আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি। [২৮] আমি পিতার কাছ থেকে এসেছি এবং জগতের কাছে এসেছি; আবার জগৎকে ত্যাগ করছি এবং পিতার কাছে যাচ্ছি।' [২৯] তাঁর শিষ্যেরা বললেন, 'এই যে এখন আপনি স্পষ্টভাবেই কথা বলছেন, কোন রূপক ব্যবহার করছেন না! [৩০] এখন আমরা জানি যে, আপনি সবই জানেন ও কারও প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকা আপনার দরকার হয় না। এতেই আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন।' [৩১] যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'তোমরা কি এখন বিশ্বাস করছ? [৩২] দেখ, সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এসেই গেছে, যখন তোমরা প্রত্যেকে যে যার পথে ছড়িয়ে পড়বে আর আমাকে একাই রেখে যাবে। আমি কিন্তু একা নই, কারণ পিতা আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

[৩৩] আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের বলেছি, তোমরা যেন আমাতে শান্তি পেতে পার। এই জগতে তোমাদের নানা ক্লেশ আছে, কিন্তু সাহস ধর, আমি জগৎকে জয় করেছি।'

বিদায় উপদেশ

যিশুর প্রার্থনা

১৭ [১] এই সমস্ত কথা বলার পর যিশু স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বললেন, 'পিতা, সেই ক্ষণ এসেছে: তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারেন, [২] কারণ তুমি তাঁকে যাদের দিয়েছ, তাদের সকলকেই অনন্ত জীবন

দান করার জন্য তুমি তাঁকে সমস্ত মর্তমানুষের উপর অধিকার দিয়েছ। [৩] এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশুখ্রিষ্টকে জানবে। [৪] তুমি আমাকে যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলে, তা সম্পন্ন করায় আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি। [৫] পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর।

[৬] জগতের মধ্য থেকে যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই সকল মানুষের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল, তাদের তুমি আমাকেই দিয়েছ, আর তারা তোমার বাণী পালন করেছে। [৭] তারা এখন জানে যে, তুমি আমাকে যা কিছু দিয়েছ, সবই তোমা থেকে এসেছে; [৮] কারণ যে সমস্ত কথা তুমি আমাকে দিয়েছিলে, তা আমি তাদের দিয়েছি, আর তারা তা গ্রহণ করেছে, এবং সত্যি জানে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি, এবং বিশ্বাসও করেছে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ। [৯] আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করছি; জগতের জন্য প্রার্থনা করছি না, কিন্তু যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদেরই জন্য প্রার্থনা করছি, কারণ তারা তোমারই। [১০] যা কিছু আমার, তা সমস্তই তোমার; এবং যা তোমার, তা আমার, এবং এইভাবেই আমি তাদের অন্তরে গৌরবান্বিত। [১১] আমি এজগতে আর থাকছি না, তারা কিন্তু এজগতে থাকছে, আর আমি তোমার কাছে আসছি।

পবিত্র পিতা, তোমার যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে তাদের রক্ষা কর: আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনি এক হয়। [১২] যতদিন আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, তুমি যে নাম আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে আমি তাদের রক্ষা করে এসেছি, তাদের নিরাপদে রেখেছি, এবং সেই বিনাশ-পুত্র ছাড়া তাদের মধ্যে কেউই বিনষ্ট হয়নি, যেন শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হয়। [১৩] কিন্তু আমি এখন তোমার কাছে আসছি; এবং জগতে থাকতেই এই সমস্ত কথা বলছি যেন তারা আমার আনন্দ পরিপূর্ণভাবে নিজেদের অন্তরে পেতে পারে। [১৪] আমি তাদের তোমার বাণী দিয়েছি, আর জগৎ তাদের ঘৃণা করল, কেননা তারা জগতের নয়, আমিও যেমন জগতের নই। [১৫] আমি তো এমন প্রার্থনা করছি না, তুমি যেন জগতের মধ্য থেকে তাদের তুলে নাও, কিন্তু তুমি

যেন সেই ধূর্তজন থেকে তাদের রক্ষা কর। [১৬] তারা তো জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।

[১৭] সত্যে তাদের পবিত্রীকৃত কর, তোমার বাণীই সত্যস্বরূপ। [১৮] তুমি যেমন আমাকে জগতের মধ্যে প্রেরণ করেছিলে, আমিও তেমনি তাদের জগতের মধ্যে প্রেরণ করলাম, [১৯] আর তাদেরই খাতিরে আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি, তারাও যেন সত্যে পবিত্রীকৃত হতে পারে। [২০] আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, [২১] সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে। [২২] তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি, তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক: [২৩] আমি তাদের অন্তরে আর তুমি আমাতে, তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ এবং আমাকে যেমন ভালবেসেছ, তেমনি তাদেরও ভালবেসেছ।

[২৪] পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার সেই গৌরব দেখতে পায়, সেই যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছ; কেননা জগৎপত্তনের আগেই তুমি আমাকে ভালবেসেছ। [২৫] হে ধর্মময় পিতা, জগৎ তোমাকে জানেনি, কিন্তু আমি তোমাকে জেনেছি, এরাও জেনেছে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ। [২৬] আমি তোমার নাম তাদের জানিয়েছি আর জানাতে থাকব; যে ভালবাসায় তুমি আমাকে ভালবেসেছ, সেই ভালবাসা যেন তাদের অন্তরে থাকে, এবং আমিও যেন তাদের অন্তরে থাকি।’

যিশুকে গ্রেপ্তার

১৮ [১] এই সমস্ত কথা বলার পর যিশু নিজের শিষ্যদের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে কিদ্রোন খরস্রোতের ওপারে গেলেন; সেখানে একটা বাগান ছিল; তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা সেই বাগানে প্রবেশ করলেন। [২] জায়গাটা বিশ্বাসঘাতক সেই যুদারও পরিচিত ছিল, কারণ যিশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে প্রায়ই সেখানে মিলিত হতেন। [৩] যুদা সৈন্যদলকে এবং

প্রধান যাজকদের ও ফরিশীদের কাছ থেকে জড় করা অনুচারীদের সঙ্গে ক'রে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন; তাদের হাতে ছিল লণ্ঠন, মশাল আর নানা অস্ত্র। [৪] নিজের কী কী ঘটবে, সে সমস্তই জেনে যিশু এগিয়ে এলেন ও তাদের বললেন, 'তোমরা কাকে খুঁজছ?' [৫] তারা তাঁকে উত্তর দিল, 'নাজারেথীয় যিশুকে।' যিশু তাদের বললেন, 'আমিই সে।' বিশ্বাসঘাতক যুদাও তাদের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। [৬] 'আমিই সে', তিনি তাদের এই কথা বলামাত্র তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। [৭] তিনি তাদের আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কাকে খুঁজছ?' তারা বলল, 'নাজারেথীয় যিশুকে।' [৮] যিশু উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাদের বললাম যে, আমিই সে। তোমরা যদি আমাকেই খুঁজছ, তবে এদের যেতে দাও।' [৯] এমনটি ঘটল, যিশু যে কথা বলেছিলেন তা যেন পূর্ণ হয়: 'যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদের মধ্যে একজনকেও হারাইনি।' [১০] শিমোন পিতরের একটা খড়্গ ছিল, তা বের করে তিনি তখন মহাযাজকের চাকরকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন—চাকরের নাম ছিল মাল্কস। [১১] যিশু পিতরকে বললেন, 'তোমার খড়্গ কোষে রেখে দাও; এই যে পাত্র পিতা আমাকে দিয়েছেন, আমি কি তা পান করব না?'

যিশুকে বিচার

[১২] তাই সৈন্যদল ও তাদের সহস্রপতি এবং ইহুদীদের অনুচারীরা যিশুকে ধরে তাঁকে বেঁধে ফেলল এবং [১৩] প্রথমে তাঁকে আন্নার কাছে নিয়ে গেল, কারণ তিনি ছিলেন ওই বছরের মহাযাজক কাইয়াফার শ্বশুর। [১৪] এই কাইয়াফাই ইহুদীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, জনগণের জন্য মাত্র একটি মানুষের মৃত্যু হওয়াই সুবিধাজনক।

[১৫] এদিকে শিমোন পিতর আর অন্য এক শিষ্য যিশুর অনুসরণ করেছিলেন; এই শিষ্য মহাযাজকের পরিচিত ছিলেন বলে যিশুর সঙ্গে মহাযাজকের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন। [১৬] পিতর কিন্তু বাইরে থেকে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাই মহাযাজকের পরিচিত ওই শিষ্য বেরিয়ে এসে দ্বাররক্ষিকাকে বলে পিতরকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। [১৭] দ্বাররক্ষিকা দাসীটি পিতরকে বলল, 'তুমিও কি ওই লোকটার শিষ্যদের একজন নও?' তিনি বললেন, 'না, আমি তো নই।' [১৮] চাকরেরা আর

অনুচারীরা শীতের জন্য কাঠকয়লার আগুন জ্বালিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে তাপ পোহাচ্ছিল। পিতরও দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে আগুন পোহাচ্ছিলেন।

[১৯] তখন মহাযাজক যিশুকে তাঁর শিষ্যদের বিষয় এবং তাঁর শিক্ষা বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। [২০] যিশু তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আমি জগতের কাছে প্রকাশ্যেই কথা বলেছি, সবসময়ই সমাজগৃহে ও মন্দিরে শিক্ষা দিয়েছি, যেখানে সকল ইহুদী সম্মিলিত হয়। গোপনে তো আমি কিছুই বলিনি। [২১] আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? যারা আমার কথা শুনেছে, তাদেরই জিজ্ঞাসা করুন; আমি তাদের কী কী বলেছি, তারা তা জানে।' [২২] তিনি একথা বললে সেখানে উপস্থিত প্রহরীদের একজন যিশুকে চড় মেরে বলল, 'মহাযাজককে এইভাবে উত্তর দিচ্ছ?' [২৩] যিশু তাকে উত্তর দিলেন, 'অন্যায় যদি বলে থাকি, তবে অন্যায় কোথায়, তার সাক্ষ্য দাও; কিন্তু যদি ন্যায্য কথা বলে থাকি, তবে আমাকে কেন মারছ?' [২৪] আন্না তখন মহাযাজক কাইয়াফার কাছে তাঁকে বাঁধা অবস্থায় পাঠিয়ে দিলেন।

[২৫] সেসময়ে শিমোন পিতর এমনি দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন। লোকে তাঁকে বলল, 'তুমিও কি ওর শিষ্যদের একজন নও?' তিনি এই বলে তা অস্বীকার করলেন, 'আমি নই।' [২৬] মহাযাজকের চাকরদের একজন—পিতর যার কান কেটে ফেলেছিলেন তারই এক আত্মীয়—তখন জিজ্ঞাসা করল, 'ওই বাগানে আমি কি তোমাকে ওর সঙ্গে দেখিনি?' [২৭] পিতর আবার তা অস্বীকার করলেন, আর তখনই মোরগ ডেকে উঠল।

[২৮] পরে তাঁরা যিশুকে কাইয়াফার কাছ থেকে শাসক-ভবনে নিয়ে গেলেন। তখন ভোর হয়েছে। তাঁরা নিজেরা শাসক-ভবনে প্রবেশ করলেন না, পাছে অশুচি হন, কিন্তু পাস্কাভোজে যেন বসতে পারেন। [২৯] তাই পিলাত তাঁদের কাছে বেরিয়ে গিয়ে বললেন, 'এই লোকের বিরুদ্ধে আপনাদের কী অভিযোগ?' [৩০] তাঁরা তাঁকে উত্তর দিলেন, 'অপকর্মা না হলে ওকে আপনার হাতে তুলে দিতাম না।' [৩১] পিলাত তাঁদের বললেন, 'আপনারাই ওকে নিয়ে যান ও আপনাদের বিধানমতে ওর বিচার করুন।' ইহুদীরা তাঁকে বললেন, 'আমাদের পক্ষে কারও প্রাণদণ্ড দেওয়া বিধেয়

নয়।’ [৩২] এমনটি ঘটল, নিজের যে কীভাবে মৃত্যু হবে, সেবিষয়ে যিশু যা বলেছিলেন, তাঁর সেই কথা যেন পূর্ণ হতে পারে।

[৩৩] তখন পিলাত আবার শাসক-ভবনে প্রবেশ করে যিশুকে কাছে ডেকে বললেন, ‘তুমি কি ইহুদীদের রাজা?’ [৩৪] যিশু উত্তর দিলেন, ‘আপনি কি নিজে থেকেই একথা বলছেন, না অন্যেরা আমার বিষয়ে আপনাকে বলেছে?’ [৩৫] পিলাত উত্তর দিলেন, ‘আমি কি ইহুদী? তোমার স্বজাতিরা ও প্রধান যাজকেরাই তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন—তুমি কী করেছ?’ [৩৬] যিশু উত্তর দিলেন, ‘আমার রাজ্য ইহলোকের নয়। যদি আমার রাজ্য ইহলোকের হত, তাহলে ইহুদীদের হাতে আমাকে যেন তুলে দেওয়া না হয়, তার জন্য আমার লোকজন লড়াই করত; কিন্তু, না, আমার রাজ্য ইহলোকের নয়।’ [৩৭] পিলাত তাঁকে বললেন, ‘তাহলে তুমি কি একজন রাজা?’ যিশু উত্তর দিলেন, ‘আপনিই তো বলছেন, আমি রাজা। সত্যের বিষয়ে যেন সাক্ষ্য দিতে পারি, এজন্যই আমি জন্মেছি, এজন্যই জগতে এসেছি। যে কেউ সত্যের মানুষ, সে আমার কথায় কান দেয়।’ [৩৮] পিলাত তাঁকে বললেন, ‘সত্য! তা আবার কী?’

একথা বলার পর তিনি আবার ইহুদীদের কাছে বেরিয়ে গিয়ে বললেন, ‘ওর মধ্যে কোন অপরাধ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। [৩৯] আপনাদের জন্য কিন্তু একটা প্রথা আছে যে, পাস্কা উপলক্ষে আমি আপনাদের জন্য একজনকে মুক্ত করে দিই। তবে আপনারা কি চান যে, আমি ইহুদীদের রাজাকে আপনাদের জন্য মুক্ত করে দিই?’ [৪০] তাঁরা আবার চিৎকার করে বললেন, ‘একে নয়, বারাব্বাসকে।’—বারাব্বাস ছিল এক দস্যু!

১৯ [১] তখন পিলাত যিশুকে নিয়ে গিয়ে কশাঘাত করালেন। [২] এবং সৈন্যেরা কাঁটা দিয়ে একটা মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল, ও তাঁর গায়ে বেগুনি রঙের একটা চাদর দিল; [৩] তাঁর সামনে এসে তারা বলছিল, ‘মঙ্গল হোক, ইহুদীরাজ!’ আর তাঁকে চড় দিতে লাগল।

[৪] পিলাত আবার বেরিয়ে গিয়ে তাদের বললেন, ‘দেখ, ওকে তোমাদের কাছে বের করে আনছি, তোমরা যেন জানতে পার যে, আমি ওর মধ্যে কোনও অপরাধ খুঁজে পাচ্ছি না।’ [৫] তাই যিশু বেরিয়ে এলেন—সেই কাঁটার মুকুট আর বেগুনি রঙের চাদর পরিবৃত হয়ে। পিলাত তাদের বললেন, ‘এই সেই মানুষটি!’ [৬] প্রধান যাজকেরা ও

প্রহরীরা তাঁকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলল, 'ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও!' পিলাত তাদের বললেন, 'তোমরা নিজেরা ওকে নিয়ে যাও ও ক্রুশে দাও, কেননা আমি ওর মধ্যে কোন অপরাধ খুঁজে পাচ্ছি না।' [৭] ইহুদীরা তাঁকে উত্তর দিল, 'আমাদের এক বিধান আছে, আর সেই বিধান অনুসারে ওর মৃত্যু হওয়া উচিত, কেননা সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র করে তুলেছে।'

[৮] একথা শুনে পিলাত আরও ভীত হলেন। [৯] শাসক-ভবনে আবার প্রবেশ করে তিনি যিশুকে বললেন, 'তুমি কোথাকার মানুষ?' কিন্তু যিশু তাঁকে কোনও উত্তর দিলেন না। [১০] তাই পিলাত তাঁকে বললেন, 'আমার সঙ্গে কথা বলছ না? তুমি কি জান না, তোমাকে মুক্তি দেওয়ার অধিকার আমার আছে, আবার তোমাকে ক্রুশে দেওয়ার অধিকারও আমার আছে?' [১১] যিশু উত্তর দিলেন, 'আমার উপর আপনার কোনও অধিকারই থাকত না, ঊর্ধ্বলোক থেকে যদি না আপনাকে দেওয়া হত। তাই আমাকে যে আপনার হাতে তুলে দিয়েছে, তারই পাপ আরও গুরুতর।' [১২] ফলত পিলাত তাঁকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু ইহুদীরা চিৎকার করে বললেন, 'ওকে যদি মুক্তি দেন, তাহলে আপনি কায়েসারের বন্ধু নন। যে কেউ নিজেকে রাজা করে তোলে, সে কায়েসারের বিরোধিতা করে।'

[১৩] একথা শুনে পিলাত যিশুকে বাইরে নিয়ে এলেন আর শাণের চাতাল—হিব্রু ভাষায় গাব্বাথা—নামে স্থানে এক মঞ্চে আসন নিলেন। [১৪] সে দিনটি ছিল পাস্কার প্রস্তুতি-দিবস, সময় প্রায় দুপুর বারোটা। তিনি ইহুদীদের বললেন, 'এই যে তোমাদের রাজা!' [১৫] তারা চিৎকার করে বলল, 'দূর কর, দূর কর, ওকে ক্রুশে দাও!' পিলাত তাদের বললেন, 'আমি কি তোমাদের রাজাকে ক্রুশে দেব?' প্রধান যাজকেরা উত্তর দিলেন, 'কায়েসার ছাড়া আমাদের কোনও রাজা নেই।' [১৬] তিনি তখন ক্রুশে দেওয়ার জন্য তাঁকে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন।

যিশুর গৌরবের ক্ষণ

ক্রুশে উত্তোলিত যিশু

যিশুর মৃত্যু

তাই তাঁরা যিশুকে নিলেন, [১৭] আর তিনি নিজের ক্রুশ নিজে বহন করে বেরিয়ে পড়লেন খুলিতলা নামে স্থানে—হিব্রু ভাষায় যার নাম গলগথা। [১৮] সেখানে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল, আর তাঁর সঙ্গে অন্য দু'জনকে—দু'জনকে দু'পাশে, কিন্তু যিশুকেই মাঝখানে। [১৯] পিলাত একটা দোষনামাও লিখিয়ে রেখেছিলেন, তারা তা ক্রুশের উপরে লাগিয়ে দিল; তাতে লেখা ছিল, 'যিশু - নাজারেথীয় - ইহুদীদের রাজা।' [২০] বহু ইহুদী ওই দোষনামাটা পড়ল, যেহেতু যেখানে যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, স্থানটি ছিল শহরের কাছাকাছি, আর কথাগুলো হিব্রু, লাতিন ও গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল। [২১] তখন ইহুদীদের প্রধান যাজকেরা পিলাতকে বললেন, 'আপনি ইহুদীদের রাজা লিখবেন না, বরং লিখুন, লোকটা বলেছে, আমি ইহুদীদের রাজা।' [২২] পিলাত উত্তর দিলেন, 'যা লিখেছি, লিখেছি।'

[২৩] যিশুকে ক্রুশে দেবার পর সৈন্যেরা তাঁর জামাকাপড় নিয়ে চার ভাগ করল, প্রত্যেক সৈন্যের জন্য এক একটা ভাগ; ভিতরের জামাটাও তারা নিল, কিন্তু জামায় কোন সেলাই ছিল না, উপর থেকে সমস্তই একটানা বোনা ছিল। [২৪] তাই তারা একে অন্যকে বলল, 'এটা ছিঁড়ব না; এসো, গুলিবাঁট করে দেখি, কার্ ভাগে পড়ে।' এমনটি ঘটল যেন শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হয়,

ওরা নিজেদের মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করে নিল,
আমার পোশাক নিয়ে গুলিবাঁট করল (ক)।

তাই সৈন্যেরা সেইমত করল; [২৫] কিন্তু ক্রুশের ধারে দাঁড়িয়ে যিশুর মা এবং তাঁর মায়ের বোন, ক্লোপাসের স্ত্রী মারীয়া আর মাগ্দালার মারীয়া ছিলেন। [২৬] নিজের মাকে ও তাঁর পাশে যে শিষ্যকে তিনি ভালবাসতেন তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যিশু মাকে বললেন, 'নারী, ওই দেখ, তোমার ছেলে।' [২৭] তারপর তিনি শিষ্যটিকে বললেন,

‘ওই দেখ, তোমার মা।’ আর সেই ক্ষণ থেকে শিষ্যটি তাঁকে নিজের ঘরে গ্রহণ করে নিলেন।

[২৮] তারপর যিশু, সমস্তই এখন সিদ্ধিলাভ করেছে জেনে, শাস্ত্রবাণী যেন সিদ্ধিলাভ করে এজন্য বললেন, ‘*আমার তেষ্টা পেয়েছে।*’[খ] [২৯] সেখানে সির্কায় ভরা একটা পাত্র ছিল; তাই তারা সির্কায় ভেজানো একটা স্পঞ্জ একটা হিসোপ-ডাঁটার আগায় লাগিয়ে তাঁর মুখের কাছে ধরল। [৩০] সির্কা গ্রহণ করে যিশু বললেন, ‘সিদ্ধি হয়েছে’ এবং মাথা নত করে আত্মা সঁপে দিলেন।

[৩১] সেই দিনটি প্রস্তুতি-দিবস ছিল বিধায়, যেন দেহগুলি শাব্বাৎ দিনে ক্রুশে না থেকে যায়,—সেই শাব্বাৎ তো মহা একটা দিবস ছিল,—ইহুদীরা পিলাতের কাছে আবেদন জানাল, তিনজনের পা ভেঙে দিয়ে তাদের যেন তুলে নেওয়া হয়। [৩২] তাই সৈন্যেরা এল, এবং যিশুর সঙ্গে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, প্রথম আর দ্বিতীয়জনের পা ভেঙে দিল। [৩৩] কিন্তু যিশুর কাছে এসে যখন দেখল, ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তখন তারা তাঁর পা আর ভাঙল না। [৩৪] কিন্তু সৈন্যদের একজন তাঁর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল আর তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল। [৩৫] এবিষয়ে, স্বচক্ষে যিনি দেখেছেন, তিনিই সাক্ষ্য দিয়েছেন, আর তাঁর সাক্ষ্য যথার্থ, এবং তিনি জানেন, তাঁর কথা সত্য, যেন তোমরাও বিশ্বাস করতে পার। [৩৬] কেননা এ সমস্ত ঘটেছিল যেন শাস্ত্রবাণী পূর্ণতা লাভ করে: *তাঁর একটা হাড়ও ভগ্ন হবে না।* [৩৭] আর একটি শাস্ত্রবচন আছে, *যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে, তাঁরই দিকে তারা চেয়ে থাকবে!*

যিশুকে সমাধিদান

[৩৮] এর পরে আরিমাথেয়ার যোসেফ—তিনি যিশুর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু ইহুদীদের ভয়ে গোপন শিষ্য—যিশুর দেহটি নিয়ে যাবার জন্য পিলাতের কাছে আবেদন জানালেন। পিলাত অনুমতি দিলেন। তাই তিনি এসে দেহটিকে নিয়ে গেলেন। [৩৯] সেই নিকোদেমও এলেন, যিনি যিশুর কাছে প্রথমে রাতের বেলায় গিয়েছিলেন; তিনি প্রায় তেত্রিশ কিলো গন্ধনির্যাস-মেশানো অগুরু নিয়ে এলেন। [৪০] তাঁরা যিশুর দেহ নিয়ে ইহুদীদের সমাধি-প্রথা অনুসারে সেই গন্ধদ্রব্য-মেশানো ক্ষোম-কাপড়ের ফালি দিয়ে তা জড়িয়ে নিলেন। [৪১] যে স্থানে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ছিল

একটা বাগান, আর বাগানের মধ্যে একটা নতুন সমাধিগুহা যেখানে আগে কারও সমাধি দেওয়া হয়নি। [৪২] সেই দিনটি ইহুদীদের পর্বের প্রস্তুতি-দিবস ছিল বিধায় সমাধিগুহাটা কাছাকাছি হওয়ায় তাঁরা যিশুকে সেইখানে শুইয়ে রাখলেন।

সমাধিস্থানে উপস্থিত শিষ্যেরা

২০ [১] সপ্তাহের প্রথম দিন সকালের দিকে, অন্ধকার থাকতেই মাগ্দালার মারীয়া যিশুর সমাধিগুহায় এলেন। তিনি দেখতে পেলেন, সমাধিগুহা থেকে পাথরখানা সরানো হয়েছে। [২] তাই তিনি দৌড়ে গেলেন শিমোন পিতর আর সেই অন্য শিষ্যের কাছে যাঁকে যিশু ভালবাসতেন। তাঁদের তিনি বললেন, 'তারা প্রভুকে কবর থেকে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না, তাঁকে কোথায় রেখেছে।' [৩] তাই পিতর ও অন্য শিষ্যটি বেরিয়ে পড়ে সমাধিগুহার দিকে রওনা হলেন। [৪] দু'জনে একসঙ্গে দৌড়াতে লাগলেন, কিন্তু দ্বিতীয় শিষ্যটি পিতরের চেয়ে দ্রুত ছুটে তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন আর সমাধিগুহায় আগে পৌঁছলেন; [৫] নিচু হয়ে তিনি ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলেন, ক্ষোম-কাপড়ের সেই ফালিগুলো সেখানে পড়ে রয়েছে, তবুও তিনি ভিতরে ঢুকলেন না। [৬] তাঁর পিছু পিছু শিমোন পিতরও তখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, এবং সমাধিগুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, ফালিগুলো পড়ে রয়েছে, [৭] আর যে রুমালটা যিশুর মাথার উপর ছিল, সেটা ফালিগুলির সঙ্গে নয়, আলাদা ভাবে অন্য এক স্থানে রয়েছে, গোটানো অবস্থায়। [৮] তখন যে অন্য শিষ্যটি সমাধিগুহায় প্রথম এসেছিলেন, তিনিও ভিতরে গেলেন: তিনি দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন। [৯] কেননা মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে যে পুনরুত্থান করতে হবে, শাস্ত্রের এই বচনটি তাঁরা তখনও জানতেন না। [১০] পরে শিষ্যেরা ঘরে ফিরে গেলেন।

মাগ্দালার মারীয়াকে যিশুর দর্শনদান

[১১] মারীয়া কিন্তু সমাধিগুহার কাছে বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি নিচু হয়ে সমাধিগুহার ভিতরে তাকিয়ে দেখলেন; [১২] দেখতে পেলেন, যিশুর দেহ যেখানে শুইয়ে রাখা ছিল, সেখানে সাদা পোশাক-পরা দু'জন স্বর্গদূত বসে আছেন,

একজন মাথার দিকে, আর একজন পায়ের দিকে। [১৩] তাঁরা তাঁকে বললেন, 'নারী, কেন কাঁদছ?' তিনি তাঁদের বললেন, 'কারণ ওরা আমার প্রভুকে তুলে নিয়ে গেছে, আর তাঁকে কোথায় রেখেছে জানি না।' [১৪] একথা বলতে বলতে তিনি পিছনের দিকে ফিরলেন, আর দেখতে পেলেন, যিশু দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু মারীয়া জানতেন না যে, উনিই যিশু। [১৫] যিশু তাঁকে বললেন, 'নারী, কেন কাঁদছ? কাকে খুঁজছ?' তাঁকে বাগানের মালী মনে করে মারীয়া বললেন, 'মহাশয়, আপনি যদি তাঁকে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে আমাকে বলুন তাঁকে কোথায় রেখেছেন, আর আমি তাঁকে নিয়ে যাব।' [১৬] যিশু তাঁকে বললেন, 'মারীয়া!' ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁকে হিব্রু ভাষায় বললেন, 'রাব্বুনি', যার অর্থ 'গুরুজী'। [১৭] যিশু তাঁকে বললেন, 'আমাকে আঁকড়ে ধরো না, কেননা আমি পিতার কাছে এখনও আরোহণ করিনি, বরং আমার ভাইদের গিয়ে বল, আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর।' [১৮] মাগ্দালার মারীয়া শিষ্যদের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন: 'আমি প্রভুকে দেখেছি!' এবং তাঁদের বললেন যে, তিনি তাঁকে এই সমস্ত কথা বলেছিলেন।

শিষ্যদের কাছে যিশুর দর্শনদান

[১৯] সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যাবেলায়, শিষ্যেরা যেখানে ছিলেন, ইহুদীদের ভয়ে সেখানকার সমস্ত দরজা বন্ধ থাকতেই যিশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক!' [২০] এবং এই কথা বলে তিনি নিজের দু'হাত আর নিজের পাশটি তাঁদের দেখালেন। প্রভুকে দেখে শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। [২১] যিশু তাঁদের আবার বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি।' [২২] এবং একথা বলার পর তিনি তাঁদের উপরে ফুঁ দিলেন, ও তাঁদের বললেন, 'পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। [২৩] তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে।'

[২৪] যিশু যখন এসেছিলেন, বারোজনের অন্যতম থোমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—তিনি তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। [২৫] তাই অন্য শিষ্যেরা তাঁকে

বললেন, 'আমরা প্রভুকে দেখেছি।' কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'তাঁর দু'টো হাতে যদি পেরেকের দাগ না দেখি, ও পেরেকের স্থানে যদি আমার আঙুল না রাখি, আর তাঁর বুকের পাশটিতে যদি আমার হাত দিতে না পারি, তবে আমি বিশ্বাস করব না।'

[২৬] আট দিন পর তাঁর শিষ্যেরা আবার ঘরে ছিলেন, থোমাসও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু যিশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক!' [২৭] পরে থোমাসকে বললেন, 'তোমার আঙুলটা এখানে রাখ, আর আমার হাত দু'টো দেখ; তোমার হাত বাড়াও, আমার বুকের পাশটিতে তা দাও। অবিশ্বাসী হয়ো না, বিশ্বাসীই হও।' [২৮] থোমাস তাঁকে উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!' [২৯] যিশু তাঁকে বললেন, 'আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী।'

[৩০] যিশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও বহু চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন এই পুস্তকে যেগুলোর উল্লেখ নেই। [৩১] তবে এগুলো লেখা হয়েছে যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, যিশুই খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, এবং বিশ্বাস করে যেন তোমরা তাঁর নামে জীবন পেতে পার।

তিবেরিয়াস সাগরের তীরে যিশুর দর্শনদান

২১ [১] পরবর্তীকালে যিশু শিষ্যদের কাছে আর একবার আত্মপ্রকাশ করলেন, তিবেরিয়াস সাগরের তীরে। তিনি এভাবেই আত্মপ্রকাশ করলেন: [২] শিমোন পিতর, যমজ বলে পরিচিত থোমাস, গালিলেয়ার কানা গ্রামের নাথানায়েল, জেবেদের ছেলেরা ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্য দু'জন একসঙ্গে ছিলেন। [৩] শিমোন পিতর তাঁদের বললেন, 'আমি মাছ ধরতে যাব।' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।' তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও নৌকায় উঠলেন। কিন্তু সেই রাতে কিছুই ধরতে পারলেন না।

[৪] তখন সবে ভোর হয়েছে, এমন সময়ে সাগর-তীরে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন। তবু শিষ্যেরা বুঝতে পারলেন না যে, তিনি যিশু। [৫] যিশু তাঁদের বললেন, 'বৎস, তোমরা কিছু ধরেছ কি?' তাঁরা তাঁকে উত্তর দিলেন, 'না।' [৬] তিনি তাঁদের বললেন, 'নৌকার ডান দিকে জাল ফেল, মাছ পাবে।' তাই তাঁরা জাল ফেললেন এবং প্রচুর মাছের কারণে

জালটা আর টেনে তুলতে পারছিলেন না। [৭] যে শিষ্যকে যিশু ভালবাসতেন, তিনি পিতরকে বললেন, 'উনি প্রভু!' শিমোন পিতর যখন শুনলেন যে, উনি প্রভু, তখন গায়ে কাপড় জড়ালেন—তিনি তো খালি গায়ে ছিলেন—আর সাগরে ঝাঁপ দিলেন। [৮] কিন্তু অন্যান্য শিষ্যেরা নৌকায় করে এলেন মাছে ভরা জালটা টানতে টানতে; ডাঙা থেকে তাঁরা দূরে ছিলেন না, আনুমানিক দু'শো হাত।

[৯] ডাঙায় উঠলে তাঁরা দেখলেন, সেখানে কাঠকয়লার আগুন, তার উপর চাপানো কয়েকটা মাছ, পাশে কিছু রুটি। [১০] যিশু তাঁদের বললেন, 'যে মাছ তোমরা এইমাত্র ধরেছ, তার কয়েকটা নিয়ে এসো।' [১১] তাই শিমোন পিতর নৌকায় উঠে জালটা ডাঙায় টেনে তুললেন: জাল একশ' তিপ্পান্নটা বড় বড় মাছে ভরা ছিল, অথচ এত মাছেও জালটা ছিঁড়ল না। [১২] যিশু তাঁদের বললেন: 'এসো, খেতে বস।' শিষ্যদের মধ্যে কেউই তাঁকে জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছিলেন না, 'আপনি কে?' কারণ তাঁরা জানতেন যে, তিনি প্রভু।

[১৩] যিশু কাছে এগিয়ে এলেন, এবং রুটি নিয়ে তাদের দিলেন, মাছও সেইভাবে দিলেন। [১৪] মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার পর এ-ই হয়েছিল যিশুর তৃতীয় আত্মপ্রকাশ।

যিশু ও পিতর

[১৫] তাঁরা খাওয়া শেষ করলে পর যিশু শিমোন পিতরকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, এদের চেয়ে তুমি আমাকে কি বেশি ভালবাস?' তিনি তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' যিশু তাঁকে বললেন, 'আমার মেষশাবকদের যত্ন নাও।' [১৬] দ্বিতীয়বার তিনি পুনরায় তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?' তিনি তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার মেষগুলি পালন কর।' [১৭] তৃতীয়বার তিনি তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?' যিশু যে তৃতীয়বার 'তুমি কি আমাকে ভালবাস?' এই কথা তাঁকে বলেছিলেন, তাতে পিতর দুঃখ পেলেন; তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি সবই জানেন; আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' যিশু তাঁকে বললেন, 'আমার মেষগুলির

যত্ন নাও। [১৮] আমি তোমাকে সত্যি সত্যি বলছি, তুমি যখন যুবক ছিলে, তখন তোমার যেখানে ইচ্ছে নিজেই কোমর বেঁধে চলাফেরা করতে; কিন্তু তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তোমার হাত দু'টো বাড়িয়ে দেবে, এবং অন্য একজন তোমার কোমর বেঁধে তোমার যেখানে ইচ্ছা নেই সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে।' [১৯] পিতর যে কী ধরনের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবেন, এই কথায় যিশু তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।'

প্রিয় শিষ্য ও তাঁর চিরস্থায়ী সাক্ষ্যদান

[২০] ফিরে তাকিয়ে পিতর দেখলেন, যে শিষ্যকে যিশু ভালবাসতেন, সান্ধ্যভোজের সময়ে যিশুর বুকের দিকে মাথা কাত হয়ে যিনি বলেছিলেন, 'প্রভু, কে আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে?' তিনি তাঁদের পিছু পিছু আসছেন। [২১] তাঁকে দেখে পিতর যিশুকে বললেন, 'প্রভু, এর কী হবে?' [২২] যিশু তাঁকে বললেন, 'আমার যদি ইচ্ছা হয় যে, আমি না আসা পর্যন্ত সে থাকবে, তাতে তোমার কী? তুমি আমার অনুসরণ কর!' [২৩] তাই ভাইদের মধ্যে কথাটা রটে গেল যে, সেই শিষ্যের মৃত্যু হবে না; আসলে যিশু পিতরকে বলেননি: সেই শিষ্যের মৃত্যু হবে না, কিন্তু বলেছিলেন, 'আমার যদি ইচ্ছা হয় যে, আমি না আসা পর্যন্ত সে থাকবে, তাতে তোমার কী?'

[২৪] ইনিই সেই শিষ্য, যিনি এই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন ও তা লিপিবদ্ধ করেছেন; আর আমরা জানি, তাঁর সাক্ষ্য সত্য। [২৫] কিন্তু আরও অনেক কিছু আছে যা যিশু সাধন করলেন; প্রত্যেকটার কথা বিস্তারিত ভাবে লিখতে হলে আমি মনে করি না যে, তা-ই নিয়ে লেখা পুস্তকগুলো সমগ্র জগতেও ধরত।

---

১ [১] 'আদিতে': সুসমাচারের এই প্রথম বাণী গ্রীক ও আরামীয় ভাষায় অনূদিত আদিপুস্তকের প্রথম বাণী ধ্বনিত করে বটে, কিন্তু কিছুটা নতুনত্বও লক্ষণীয়: আদিপুস্তকের বক্তব্যের বিষয়ই বিশ্বসৃষ্টি, এখানে বাণীর সনাতন পূর্বাস্তিত্বই ঘোষিত: বাণী অসৃষ্ট, অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির আদিলগ্নের আগেও বাণী ছিলেন। • 'ঈশ্বরমুখী': বাণীর মুখ্য পরিচয় দেওয়া হচ্ছে; বাণী নিয়তই পিতামুখী (এখানে ঈশ্বর বলতে পিতা ঈশ্বর বোঝায়), কেননা পিতামুখীই তাঁর সমস্ত কাজের একমাত্র গতি, পিতাকে প্রীত করাই তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, ফলত পিতার ইচ্ছা

বাস্তবায়নই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। অনুবাদান্তরে: বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে; তাতে পিতার সঙ্গে বাণীর ঐক্য ঘোষিত।

[৩] পুরাতন নিয়মও জগৎকে ঐশবাণীর সৃষ্টি-ক্ষমতার ফল বলে বর্ণনা করেছিল (সাম ৩৩:৬; আদি ১:১-২, টীকা দ্রঃ)।

[৪] জীবন বলে ঐশবাণী মানুষকে জীবন, এমনকি অনন্ত জীবনও দান করতে পারেন; আলো বলে ঐশবাণী জীবন পাবার পথ দেখান (৮:১২)।

[৫] ঐশবাণী প্রথমবারের মত সৃষ্টিতেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন (রো ১:১৯-২৩; প্রজ্ঞা ১৩:১-৯), কিন্তু অন্ধকারর্ভুক্ত মানুষ তা গ্রহণ করল না। অন্য অর্থে, অন্ধকার আলোকে জয় করার চেষ্টা করল, কিন্তু তার যত প্রচেষ্টা বৃথা হল।

[৭] ঈশ্বর-প্রেরিত সেই মানুষ হলেন বাপ্তিস্মদাতা যোহন (মার্ক ১:৪; ইত্যাদি)।

[১০] ‘জগৎ’ বলতে বিশ্বও বোঝায় মানবজাতিও বোঝায়; এই সুসমাচারের ভাষায়, জগৎ যখন ঈশ্বরকে গ্রহণ করে তখন তাঁর ভালবাসার পাত্র, যখন তাঁকে অগ্রাহ্য করে তখন তাঁর বিচারাধীন।

[১১] ‘তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে’ তথা ঈশ্বরের সম্পদ সেই ইস্রায়েলের মধ্যে এলেন; সেকালের ধারণায়, যেহেতু ইস্রায়েল মানবজাতির প্রতীক, সেজন্য অনুমান করতে হবে, মানবজাতিও ‘তাঁর নিজের অধিকার’।

[১২] ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার মানুষ থেকে নয়, ঈশ্বর থেকেই আগত (৩:৩-৭; ১১:৫২; ১ যোহন ৩:১-২,১০; …)। • তারাই ‘তাঁর নামে বিশ্বাসী’ যারা পুত্রকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে ও তাঁর ঐশপ্রকাশ কর্ম মেনে নেয়।

[১৩] ‘রক্ত, মাংস, পুরুস’: এককথায়, মানুষ ঈশ্বরেরর কর্ম সম্পাদন করতে ও তাঁর মন বুঝতে অক্ষম।

[১৪] ‘বাণী হলেন মাংস’: এটিই প্রকৃত সুসমাচার যা মানবজাতিকে আনন্দিত করে তোলার কথা (রো ১:৩; গা ৪:৪; ফিলি ২:৭; ১ তি ৩:১৬)। মাংস হয়েছেন বলেই ঐশবাণী নিজেকে খাদ্যরূপে দান করবেন (৬:৫৬) ও জগতের জীবনের জন্য ক্রুশের উপরে বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করবেন (৬:৫১)। • ‘তাঁবু খাটালেন’: এ বাক্য-বিশেষের মধ্য দিয়ে সাধু যোহন পুরাতন নিয়মকালের মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন যা ছিল ঈশ্বরের উপস্থিতি ও তাঁর গৌরবের অভিব্যক্তির স্থান (যাত্রা ৪০:৩৪-৩৫; ১ রাজা ৮:১০-১৩; ইশা ৬:১-৪; ইত্যাদি)। • ‘গৌরব’ পুরাতন নিয়মের আর একটা শব্দ-বিশেষ যা ঈশ্বরের অবর্ণনীয় মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা ব্যক্ত করার জন্য ব্যবহৃত ছিল। সাধারণ মানুষ সেই যিশুতে সাধু যোহন যে ঐশগৌরব দেখতে পেয়েছিলেন, তা হল পাস্কা-ক্ষণে প্রকাশিত তাঁর ত্রাণকারী ক্ষমতা।

[১৮] পুত্র পিতার জীবনের সহভাগী, সুতরাং শুধু তিনিই নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে স্বর্গীয় পিতার প্রকৃত বর্ণনা দিতে পারেন ও তাঁকে জানবার পথে মানুষকে চালনা করতে পারেন।

[২৩ক] ইশা ৪০:৩।

[২৯] 'ঈশ্বরের মেষশাবক': এই বাক্য-বিশেষ দ্বিবিধ অর্থ বহন করে: যিশু হলেন কষ্টভোগী দাস যিনি মানবজাতির পাপ নিজের উপর তুলে নেন (ইশা ৫২:১৩–৫৩:১২), আর সেইসঙ্গে তিনি হলেন পাস্কা-মেষশাবক যা ইস্রায়েলের মুক্তির প্রতীক (যাত্রা ১২:১-২৮; যোহন ১৯:১৪,৩৬; ১ করি ৫:৭; প্রকাশ ৫:৭,১২)।

[৩২] 'তাঁর উপর থাকলেন': যিশুর উপরে পবিত্র আত্মার অধিষ্ঠান নিত্যস্থায়ী; আবার, যিশু পবিত্র আত্মাকে সীমিত নয়, পূর্ণ মাত্রায়ই গ্রহণ করেছেন (৩:৩৪)।

[৩৪] পাঠ্যান্তরে: ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।

[৪২] ইহুদী ঐতিহ্যে নাম ছিল মানুষের নিয়তি বা ভূমিকার চিহ্ন: শিমোনের নাম পাল্টিয়ে যিশু তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যও পাল্টান; নতুন নাম গ্রহণ করে পিতরকে হতে হবে মণ্ডলীর শৈল (মথি ১৬:১৮)।

[৫১] ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ যা যাকোবের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রতিশ্রুত হয়েছিল (আদি ২৮:১৭), বিশ্বাসীদের কাছে তা সত্য ও বাস্তব হয়ে উঠেছে।

২ [৪] 'আমার ক্ষণ এখনও আসেনি': সেটাই যিশুর ক্ষণ যে-ক্ষণে তিনি ক্রুশের উপর গৌরবান্বিত হবেন; এখন থেকে পিতামুখী যিশু পিতার ইচ্ছা ছাড়া আর কারও ইচ্ছা অনুসারে চলবেন না।

[১১] 'চিহ্নকর্ম': সুসমাচারের এই শব্দ-বিশেষ বোঝাতে চায় যে, যিশুর সকল অলৌকিক কাজের উদ্দেশ্যই তাঁর রহস্যময় ব্যক্তিত্ব ও ত্রাণকারী ক্ষমতা (গৌরব) প্রকাশ করা।

[১২] যিশুর ভাইয়েরা: বাংলা কৃষ্টির মত ইহুদী কৃষ্টিতেও একই গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক রাখত।

[১৭ক] সাম ৬৯:১০।

[২১] 'দেহ-পবিত্রধাম': লক্ষণীয়, এই সুসমাচারে যিশুর দেহ বলতে তাঁর মৃতদেহ বোঝায়; সুতরাং, যিশুর সাধিত পরিত্রাণের পর মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতির একমাত্র স্থান হল যিশুর উৎসর্গীকৃত দেহ।

৩ [৩] 'ঊর্ধ্বলোক থেকে'; অনুবাদান্তরে 'পুনরায়'। উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য, যেহেতু উভয় শব্দই সেই নব-জন্মের ঐশ উৎপত্তি তুলে ধরে। লক্ষণীয়, সংলাপের মধ্য দিয়ে যিশু নিকোদেমকে ক্রমে ক্রমেই পূর্ণ সত্যে চালিত করেন।

[৯] নিজে থেকে মানুষ পবিত্র আত্মার বিষয় জানতে অক্ষম; পূর্ণ উপলব্ধির জন্য যিশুর বাণী একান্ত প্রয়োজন, কেননা ঐশবিষয়ের অভিজ্ঞতা কেবল যিশুরই আছে (৬:৬৩; ১:১৮)।

[১৪] এখানে সেই ব্রঞ্জের সাপের কথা স্মরণ করা হচ্ছে যা মোশি মরুপ্রান্তরে উত্তোলন করেছিলেন; পীড়িত মানুষ তার দিকে তাকালে সুস্থতা পেত (গণনা ২১:৪-৯; প্রজ্ঞা ১৬:৬-১০)। যে ক্রুশের উপরে যিশু উত্তোলিত হবেন তা হয়ে উঠবে ঐশগৌরবে তাঁর উন্নয়নের চিহ্ন, অর্থাৎ সার্বজনীন পরিত্রাণের চিহ্ন (৮:২৮-৩০; ১২:৩২-৩৪; ১৮:৩২)।

[৩৬] বিশ্বাস বলতে পুত্রের সঙ্গে ভরসাপূর্ণ সংযোগ বোঝায়; তেমন বিশ্বাস হল সেই একমাত্র শর্ত যাতে মানুষ অনন্ত জীবন পেতে পারে; যার বিশ্বাস নেই, ঈশ্বরের বিচারমঞ্চে সে একাই হয়ে দাঁড়ায়; কে তাকে রক্ষা করবে?

৪ [৯] অতীতকালের নানা ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কারণে ইহুদী ও সামারীয়দের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না; এমনকি ইহুদীদের কাছে সামারীয়েরা অশুচি ও অস্পৃশ্যই ছিল। লক্ষণীয়, যিশু নারীকে ক্রমে ক্রমেই পূর্ণ সত্যে চালনা করবেন।

[২৩] পবিত্র আত্মাকে পেয়ে মানুষ ঈশ্বরকে পিতা বলে জানতে ও উপাসনা করতে পারে; এটিই প্রকৃত উপাসনা।

[২৪] 'ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ', অর্থাৎ ঈশ্বর আত্মিক যত মঙ্গলদানের উৎস।

[২৬] 'আমি-ই আছি': বাক্যটার প্রথম অর্থ অনুসারে, যিশু নিজেকে মশীহ বলে স্বীকার করেন; গভীরতর অর্থ অনুসারে, প্রাক্তন সন্ধিকালে নিজ আত্মপরিচয় দানের সময় ঈশ্বর যে বাক্য-বিশেষ ব্যবহার করতেন (যাত্রা ৩:১৪-১৫; হো ১:৯; ইত্যাদি), যিশু ঠিক সেই বাক্য নিজের বেলায় ব্যবহার করেন; এক কথায়, তিনি বলেন, আমি স্বয়ং ঈশ্বর।

[৪২] মানুষের সাক্ষ্য বিশ্বাস-যাত্রার প্রথম ধাপ চিহ্নিত করে; যাত্রা তখনই শেষ হয় যখন শ্রোতা স্বয়ং প্রকাশকর্তার বাণী গ্রহণ করে।

৫ [৪] কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এবাক্যও রয়েছে: কারণ বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রভুর দূত জলকুণ্ডে নেমে এসে জলে কাঁপন জাগাতেন; জল কেঁপে ওঠার পর যে কেউ প্রথম জলে নামত, সে যে রোগে-ই ভুগত না কেন, তা থেকে মুক্তি পেত।

[১৪] যারা যিশু দ্বারা উপকৃত হয়েছে, তারা যেন সেই উপকারের ভিত্তিতেই জীবন যাপন করে।

[২০] যিশুর প্রকাশ্য জীবনের সমস্ত কাজ মহৎ বটে, কিন্তু পাস্কা-রহস্য সংক্রান্ত কাজগুলো অর্থাৎ বিশ্ববিচার, অনন্ত জীবন-দান ও মৃতদের পুনরুত্থান এগুলোর চেয়ে আরও মহৎ।

[২১] 'পুত্র যাকে ইচ্ছা করেন …': ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র হওয়া মানুষের যোগ্যতা বা প্রচেষ্টার উপরে নয়, ঐশপ্রসন্নতার উপরেই নির্ভর করে।

৬ [১২] সাধু যোহন বর্ণনাটির খ্রিষ্টদেহ-সাক্রামেন্তীয় দিকের উপর জোর দেন: প্রভুর ভোজে যোগদান করে ভক্তমণ্ডলী যিশুর স্বর্গীয় দানগুলোতে পরিতৃপ্ত হয়।

[১৩] চিহ্নকর্ম দেখে লোকে অনুমান করে, যিশুই সেই নবী চরমকালে যাঁর আসার কথা ছিল ও ইহুদী জাতিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিকে চালনা করার কথা ছিল। পরবর্তী পদে (২৬) যিশু তাদের এধারণা অগ্রাহ্য করেন।

[২০] যিশু শিষ্যদের কাছে 'আমি আছি' স্বয়ং ঈশ্বরের নাম-বিশেষ দ্বারা আত্মপরিচয় দেন (৮:২৮,৫৮; ইত্যাদি)।

[২২-৫৯] এই দীর্ঘ উপদেশে যিশু 'জীবনের রুটি' বলে আত্মপ্রকাশ করেন: উপদেশের প্রথম অংশে 'জীবনের রুটি' হলেন বাণীরূপেই যিশু, শুধু উপদেশের দ্বিতীয় অংশেই (৫১-৫৯) 'জীবনের রুটি' বাক্যটা খ্রিষ্টদেহের সাক্রামেন্তীয় অর্থ বহন করে; সুতরাং: যিশুর মাংস খাবার আগে যিশুর বাণীকেই খাওয়া প্রয়োজন (ঠিক যেভাবে ঘটে প্রভুর ভোজ-অনুষ্ঠানে যেখানে ভক্তজন আগে ঐশবাণীর ভোজনপাট থেকে, এবং পরে ভোজের ভোজনপাট থেকে আত্মিক খাদ্য হিসাবে যিশুকে গ্রহণ করে)।

[৩১ক] সাম ৭৮:২৪।

[৪৫খ] ইশা ৫৪:১৩।

[৫১] সাধু যোহনের ঐশতত্ত্ব অনুসারে, বাণীর মাংসধারণ পরিত্রাণ সাধন করে; অন্য কথায়, বাণী হলেন মাংস যেন সেই মাংস ভক্তজনের খাদ্য হয় আর তাতে ভক্তজন পরিত্রাণ পায়। খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণের ভাষায়, মানবপরিত্রাণ বাণীর মাংসধারণের উপর নির্ভর করে, কেননা যিশুর মাংস যা কিছু গ্রহণ করে তা পরিত্রাণকৃত হয়, এবং যে কেউ সেই মাংস গ্রহণ করে সে বাণীর ঈশ্বরত্বকে গ্রহণ করে, তাতে ঈশ্বরের সহভাগী হয়। 'অনন্ত জীবন' বলতেও সনাতন জীবনেশ্বরের সহভাগী হওয়া বোঝায়।

[৫৪] আক্ষরিক অনুবাদ: 'যে কেউ আমার মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে খায়, …'। কথাটা আমাদের কানে একটু অদ্ভুত লাগে বইকি, তবু যিশুর উদ্দেশ্যটাই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সাক্রামেন্ত গ্রহণে ভক্তজন সত্যিই খ্রিষ্টকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। • '… তাকে পুনরুত্থিত করব': মানবপুত্র স্বর্গ থেকে আসেন, আবার স্বর্গে যান, আর যারা বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে তারা তাঁর নিজের ঐশজীবনের সহভাগী হয়। এজন্যই খ্রিষ্টের দেহ পুনরুত্থানদায়ী খামির বলেও অভিহিত: তা গ্রহণ করে মানুষ পুনরুত্থানে উত্তীর্ণ হয়।

[৫৫] প্রভুর ভোজ-অনুষ্ঠানে রুটি ও আঙুররসের আকারে সেই খ্রিষ্টের দেহ-রক্ত এমন খাদ্য ও পানীয় যা ভক্তজনকে জীবিত রাখে।

৭ [৩] তাঁর ভাইয়েরা: বাংলা কৃষ্টির মত ইহুদী কৃষ্টিতেও একই গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক রাখত।

[২৭] একদিকে খ্রিষ্ট প্রকৃত মানুষ যাঁর জন্মস্থান ও ইত্যাদি বিষয় জানা; অপরদিকে তিনি ঈশ্বরের পুত্র যাঁর দিব্য ‘জন্ম’ মানব-জ্ঞানের অতীত: বিষয়টা যুগ যুগ ধরে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে মতভেদের কারণ হল ও হয়ে থাকবে।

[৩৯] যিশু যা দ্বারা ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র ও পিতার প্রেরিতজন বলে প্রকাশিত, তা-ই তাঁর গৌরব বলে (১:১৪)। তেমন গৌরব তিনি বিশ্বসৃষ্টির আগেই পেয়েছিলেন (১৭:৫), কিন্তু মানুষের কাছ থেকে নয় (৫:৪১), ঈশ্বরেরই কাছ থেকে তা পেয়েছিলেন (১:১৪; ৮:৫৪)। এই পৃথিবীতে তিনি নিজ সেবাকর্ম অনুশীলন করতে করতে তাঁর গৌরব প্রকাশ পাচ্ছিল (১:১৪; ২:১১; ১১:৪); কিন্তু তাঁর গৌরব-প্রকাশের আসল ক্ষণ হল সেই গৌরব-ক্ষণ যখন তিনি মৃত্যু ও পুনরুত্থান করলেন, কেননা বাহ্যিক দিক দিয়ে ক্রুশে উত্তোলিত হয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে গৌরবেই উন্নীত হলেন। ঠিক সেই ক্ষণেই তিনি পবিত্র আত্মাকে দান করলেন (১৯:৩০)।

৮ [২৪] যিশু যে প্রকৃত ঈশ্বর (‘আমিই আছি’ বলতে ঠিক তা-ই বোঝায়) একথা বিশ্বাস করেই মানুষ পাপ ও মৃত্যু থেকে মুক্তি পায়।

[২৮] যিশু মানুষ দ্বারা ক্রুশে উত্তোলিত হবেন, কিন্তু ঈশ্বর দ্বারা গৌরবেই উন্নীত হবেন (৩:১৪-১৫; ১২:৩২,৩৪); তখন তাঁর ঐশস্বরূপ সকলের দৃষ্টিগোচর হবে, তাঁর সমস্ত বাণী যে সত্যময় তাও প্রকাশ পাবে।

[৩২] মিথ্যা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি এমন যা পিতা ও পুত্রের সহভাগিতায় জীবনযাপন করারও পূর্ণ অধিকার দেয়। তেমন মুক্তি শুধু যিশুতে বিশ্বাস রাখলেই তাঁর কাছ থেকে উপহার রূপে পাওয়া যায়।

৯ [১…] জন্মান্ধের বিশ্বাস-যাত্রা লক্ষণীয় যা ক্রমে ক্রমেই যিশুর পূর্ণ রহস্য স্বীকার করে; কিন্তু সেই জন্মান্ধ যিশুকে মানবপুত্র অর্থাৎ স্বর্গ থেকে আগত পরিত্রাতা বলে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নির্যাতনও ভোগ করতে হচ্ছে। সুতরাং, যে অন্ধরা যিশুতে বিশ্বাস রাখে তারা সুস্থতা পায় ও যিশু-রহস্য স্বীকার করে, অপরদিকে যারা নিজেদের সুস্থ মনে করে তারা পরিত্রাণের আলো-বহনকারীকেও দেখতে পায় না, ও সবসময়ের মত অন্ধকারে থাকবে।

১০ [৯] যিশুই দরজা, কেননা তাঁর মাংসধারণের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসী মানুষ ঐশ যত মঙ্গলদান আবিষ্কার ও গ্রহণও করে; যারা সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তারা মৃত্যু থেকে ও মৃত্যুজনক সবকিছু থেকে রক্ষা পেয়ে পূর্ণ মুক্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করে (৮:৩২,৩৬)।

[১১] পুরাতন নিয়মকালে জননেতারা পালক বলে অভিহিত ছিলেন, কিন্তু যিশুই উত্তম পালক কেননা ঈশ্বরপুত্র ও মানবপুত্র বলে তিনি মানুষকে অনন্ত (ঐশ্বরিক) জীবনের দিকে চালনা করেন। আক্ষরিক (ও শ্রেয়) অনুবাদ: আমিই মঙ্গলময় পালক।

[১৫] যে ভালবাসা পিতা ও পুত্রকে ঐক্য-বন্ধনে মিলিত করে, সেই ভালবাসা যিশুর সঙ্গে শিষ্যকে মিলিত করে, এবং সেই ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ যিশুর মৃত্যুতেই প্রকাশিত (১৩:১; ১৫:৩)।

[১৬] যিশু জানেন, একসময় সকল জাতির মানুষ তাঁর দ্বারা ও তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হবে (গা ৩:২৮; কল ৩:১১)।

[১৭] মানুষকে যিশুর নিজের জীবনদান ও তাঁর পুনরুত্থান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়েই তিনি নিজের জীবন দান করেন ও নতুন জীবনে উত্তীর্ণ হন।

[৩৪ক] সাম ৮২:৬।

১১ [৪] যিশুর আগমনে মৃত্যু আর ভয়ঙ্কর ব্যাপার নয়, বরং পুনরুত্থানের দিকে ধাপমাত্র, তাতে চিহ্নকর্মের সাধক খ্রিষ্টের ও পিতারও গৌরব প্রকাশিত হবে। লক্ষণীয়, যিশু লাজারকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করার ফলে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দিকে স্বয়ং যিশুর যাত্রা শুরু হয় যার শেষ পরিণাম হবে সকল বিশ্বাসীদের পুনরুত্থান: তখনই ঈশ্বরের গৌরব পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হবে (১২:১৬,২৩,২৮; ১৩:৩১-৩২; ১৭:১-৫)।

[২৭] যিশুকে মশীহ (খ্রিষ্ট ও ‘যিনি আসছেন’) ও ঈশ্বরপুত্র স্বীকার করে মার্থা এই কথাও স্বীকার করেন যে, যিশুতেই মানুষ পুনরুত্থান পায়, যিশুর বাইরে আছে শুধু মৃত্যু।

১২ [১৩ক] সাম ১১৮:২৫-২৬।

[১৫খ] জাখা ৯:৯-১০।

[১৯] ফরিশীরা নিজেরাই স্বীকার করছে যে, সারা জগৎ যিশুর অনুগামী হয়েছে।

[২৩] যিশুর গৌরব-ক্ষণ হল তাঁর জীবনের আসল ক্ষণ যখন তিনি গৌরবে প্রবেশ করেন ও নিজ গৌরবে শিষ্যদেরও সহভাগী করেন (১৭:১-৫,২২,২৪; ১:১৪,১৬)। তেমন গৌরব জগতের চোখে রহস্যময়, কেননা যিশুর অবমাননা ও ক্রুশীয় মৃত্যুতে প্রকাশিত।

[২৫] নিজের প্রাণ ‘ঘৃণা’ করা বলতে এখানে নিজের প্রাণ সর্বোত্তম মঙ্গল বলে গণ্য না করাই বোঝায়।

[২৮] ‘তোমার আপন নাম গৌরবান্বিত কর’, ঈশ্বর এতেই নিজেকে গৌরবান্বিত করেন যখন বিশ্বপরিত্রাণের জন্য নিজ পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থান-কর্ম সম্পন্ন করে নিজেকে মানবজাতির প্রেমময় পিতা বলে প্রকাশ করেন।

[৩২] অবমাননার চিহ্ন সেই ক্রুশে উত্তোলিত হয়ে যিশু প্রকৃতপক্ষে গৌরবেই উন্নীত হন (৩:১৪-১৫; ৮:২৮)।

[৩৮গ] ইশা ৫৩:১।

[৪০ঘ] ইশা ৬:১০।

[৪২] বিশ্বাস তখনই যথার্থ যখন মানুষ অত্যাচারের মধ্যেও প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করে (৯:২২; ১৬:১-৪)।

১৩ [১] যিশুর জীবন এক কথায় বর্ণনা করা যেতে পারে: তা হল মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালবাসা; সুসমাচারের এই শেষ ঘটনাগুলোতেই বিশেষভাবে যিশুর অসীম ভালবাসা প্রকাশিত।

[১২] প্রশ্ন রাখায় যিশু নিশ্চিত হতে চান শিষ্যেরা তাঁর চিহ্ন বুঝতে পেরেছেন কিনা; পাদপ্রক্ষালনে এসত্য ব্যক্ত হয় যে, যিশুর সমস্ত জীবন (মাংসধারণ-লগ্ন থেকে তাঁর মৃত্যু-পুনরুত্থান পর্যন্ত) বিনম্র মানবসেবার আলোতে যাপিত হল। তাঁর শিষ্যেরা যেন ভুলে না যান যে, মানবসেবা যাতে যিশুর দেখানো সেবা অনুযায়ী হয় তা বিনম্রই সেবা হওয়া চাই।

[১৮ক] সাম ৪১:১০।

[২৩] যিশু যে শিষ্যকে বেশি ভালবাসতেন, তিনি সম্ভবত এই সুসমাচারের রচয়িতা সাধু যোহন।

[৩১-৩২] যিশু মৃত্যু পর্যন্ত বিনম্র সেবায় তাঁর পূর্ণ বাধ্যতার মধ্য দিয়েই পিতাকে গৌরবান্বিত করেছেন; এজন্য পিতা তাঁর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের মধ্য দিয়েই তাঁকে নিজ সনাতন গৌরবে গ্রহণ করেন।

[৩৪-৩৬] যিশুর শিষ্য হবার জন্য ভালবাসাই অপরিহার্য শর্ত, এবং পরের হয়ে মৃত্যুবরণ পর্যন্তই এই ভালবাসা ব্যক্ত হওয়ার কথা বলেই এই আজ্ঞা নতুন; যিশুর ভালবাসা যেমন অভিনব ও কল্পনার অতীত ছিল, তেমনি শিষ্যের ভালবাসাও যেন জগতের কাছে অভিনব ও সীমাহীন বলে প্রকাশ পায়। এক কথায়, শিষ্যের ভালবাসাকে হতে হবে যিশুর ভালবাসার প্রতিবিম্ব; তাতে সেই ভালবাসা হবে মানবজীবনে ঈশ্বর ও যিশুরই ভালবাসার উপস্থিতি স্বরূপ।

১৪ [৫] যিশু নিজেই সত্য, কেননা মাংসধারী পুত্র হিসাবে তাঁর মধ্যে পিতা সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত, এবং সত্যময় বাণী প্রচারে শিষ্যদের পিতার সহভাগিতায় চালনা করেন যেখানে রয়েছে পূর্ণ জীবন। তাঁর এই ভূমিকার ভিত্তিতেই যিশু পথ।

[২৩] যে কেউ যিশুর বাণী পালনেই নিজ বাস্তব ভালবাসা প্রকাশ করে, তার কাছে যিশু ও পিতা নিয়তই বাস করবেন।

[২৬] যে শিষ্যেরা যিশুর সঙ্গে জীবন কাটিয়েছিলেন, পবিত্র আত্মা তাঁদের সাহায্য করবেন যেন তাঁরা যিশুর রহস্যময় জীবনের অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন। পবিত্র আত্মার তেমন সহায়তা যদি না থাকত আমরা সুসমাচারের মত সত্যাশ্রয়ী কোন লেখা পেতাম না, যিশু সংক্রান্ত রূপকথাই পেতাম।

১৫ [১ …] আঙুরলতার উপমা যিশুর সঙ্গে বিশ্বাসীর সম্পর্ক ব্যক্ত করে: যিশুতে থাকার ফলে বিশ্বাসী যিশুর নিজের জীবন ভোগ করে, যিশুর বাইরে থাকলে সংযোগটা ছিন্ন হয়, তাতে বিশ্বাসীর জীবনে যিশুর জীবন-প্রবাহও ছিন্ন হয়।

[১০] আগের অধ্যায় অনুসারে যিশুর প্রতি ভালবাসা তাঁর আজ্ঞাপালনে প্রকাশ পায়; এই অধ্যায়ের গভীরতর বাণী অনুসারে, যিশু প্রত্যাশা করেন, তাঁর শিষ্যদের ভালবাসা ফলপ্রসূই হবে: তা মানবসেবায় সৃজনশীল হওয়া চাই।

[২৫ক] সাম ৩৫:১৯; ৬৯:৪।

১৬ [৯] যিশুতে বিশ্বাস রাখতে অস্বীকার করাই জগতের পাপ; ফলে জগৎ অন্ধকারে থাকবে (৩:১৯-২১; ৮:২১ …)।

[১৩] পূর্ণ সত্য যিশুতেই নিহিত: পুত্র সবসময় পিতা থেকে যা শুনতেন তা প্রকাশ করতেন, পবিত্র আত্মা শিষ্যকে পুত্রের সঙ্গে সংযুক্ত রাখবেন, কেননা কেবল পুত্রের বাণীতেই রয়েছে প্রকৃত ঐশপ্রকাশ যা সত্যাশ্রয়ী ও পরিত্রাণদায়ী।

[১৪] সাধু যোহনের ধারণা খুবই গভীর: পবিত্র আত্মার পরিচালনায় শিষ্যেরা যিশু-রহস্য বিষয়ে জ্ঞান পাবে, কিন্তু যেহেতু যিশু-রহস্য বলতে যিশু পিতাকে প্রকাশ করেন বোঝায়, সেজন্য একথা দাঁড়ায় যে: আত্মার পরিচালনায় শিষ্যেরা যখন যিশু-রহস্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, তখন স্বয়ং যিশুই পিতাকে প্রকাশ করেন। আরও, যেমন পিতাকে প্রকাশ করায় যিশু পিতাকে গৌরবান্বিত করলেন, তেমনি পবিত্র আত্মা যিশু-রহস্য প্রকাশ করায় তাঁকে গৌরবান্বিত করেন।

[২৪] ‘আমার নামে কিছু যাচনা করনি’: গৌরবে উন্নীত হওয়ার পরেই যিশু মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করবেন।

[২৫] শুধু পাস্কার আলোতে ও পবিত্র আত্মার অবতরণের পরেই শিষ্যেরা যিশুর বাণীর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারবেন (২:১৯,২২; ১২:১৪,১৬; ১৩:৪-৭)। লক্ষণীয়, যিশুর আসল বাণী পিতা সংক্রান্ত; তিনি পিতাকে প্রকাশ করতেই এজগতে এসেছেন, এবং পিতাকে জেনেই বিশ্বাসী পরিত্রাণ পায়।

১৭ [১ …] যিশু আপনজনদের হয়ে প্রার্থনা করেন বিধায় এই প্রার্থনা যিশুর যাজকীয় প্রার্থনা বলে অভিহিত।

[১] যে ক্ষণের জন্য যিশু এজগতে এসেছেন, সেই ক্ষণ এবার উপস্থিত। সেই ক্ষণে যিশু গৌরবান্বিত হবেন বটে, কিন্তু নিখুঁত ও প্রেমপূর্ণ বাধ্যতা দেখিয়ে ও ক্রুশীয় অবমাননা মেনে নিয়েই তিনি সেই গৌরব পাবেন।

[৩] অনন্ত জীবন তখনই উপস্থিত, যখন যিশুজ্ঞানের মধ্য দিয়ে মানুষ পিতাকে জানে (৪:১৪,৩৬; ৬:২৭; ইত্যাদি)।

[৬] যিশুর প্রেরণকর্মের উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাঁর সমস্ত কাজ ও বাণীর উদ্দেশ্যই ছিল পিতাকে প্রকাশ করা।

[১১] 'পবিত্র পিতা': পিতার পবিত্রতাই যিশুর পবিত্রতা ও শিষ্যদেরও পবিত্রতার উৎস (লক্ষণীয়, ১৭:১৯)। • 'রক্ষা কর': পিতার নাম যিনি প্রকাশ করেন, সেই যিশুকে গ্রহণ করে শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে এমন ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে যা জগতের কোন শক্তিও তা ছিন্ন করতে পারবে না।

[১৭-১৮] ঈশ্বরের সত্যই সেই মাধ্যম যা দ্বারা শিষ্যেরা পবিত্রীকৃত; তেমন সত্য যিশুর বাণীতে নিহিত, এবং তা পাবার জন্য যিশুতে বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন। তাই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যিশুর বাণীতে নিহিত সত্য গ্রহণ করে শিষ্যেরা পিতা দ্বারা পবিত্রীকৃত হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের পরিবেশেই উত্তীর্ণ হয়। একবার পবিত্রীকৃত হয়ে তারা পবিত্র আত্মাজনিত সাক্ষ্যদান বহন করে জগতের মধ্যে যিশুর বাণী প্রচার করার মাধ্যমে জগতের পরিত্রাণ-কর্মে সহযোগিতা দান করবে।

[২১] যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত বিশ্বাসীরা পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঐক্যের সহভাগী; এই ঐক্য জগতের বিশ্বাস জাগাবে।

১৯ [২-৩] সাধু যোহনের বর্ণনা অধিক নাটকীয়: একটা কাঁটার মুকুট, বেগুনি রঙের একটা চাদর যা রাজমহিমার প্রতীক, জয়ধ্বনি, এবং উপহার হিসাবে চপেটাঘাত, যিশু-রাজকে সমুচিত সম্মান দেখাতে মানুষ কিছুই ত্রুটি করেনি।

[৫] 'এই সেই মানুষটি': কথাটা সত্য: মানুষের পরিত্রাণের জন্য অবনমিত যিশু-রাজই প্রকৃত মানুষ।

[১৪] যে সময় নব-ঘোষিত রাজা যিশু ক্রুশদণ্ডে দণ্ডিত হতে যাচ্ছেন, ঠিক সেসময়ই ইহুদী পাস্কা-ভোজের মেষশাবক জবাই করা হত।

[১৭] রাজারূপে যিশু নিজ জয়ধ্বজা নিজেই তুলে নিয়ে তাঁর গৌরব-আসনের দিকে যাত্রা করেন।

[১৯-২০] যিশু যে প্রতীক্ষিত মশীহ-রাজ, একথা রোমীয় সরকার নিজেই লিখিত আকারে প্রচার করল, এমনকি তিন ভাষায়ই তা লিপিবদ্ধ করল যাতে জগতের সকল মানুষের কাছে তা প্রচারিত হয়।

[২৪ক] সাম ২২:১৯।

[২৮খ] সাম ৬৯:২১।

[৩০] নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যিশু পবিত্র আত্মাকে জগতের হাতে সঁপে দেন।

[৩৪] যিশুর পাশ থেকে যে রক্ত নিঃসৃত, তাতে প্রমাণিত হয় যে, মেষশাবককে বিশ্বপরিত্রাণের জন্য সত্যি বলি দেওয়া হল; জল পবিত্র আত্মারই প্রতীক, তাতে উপলব্ধি করা যায় যে, তেমন বলিদান অশেষ আশীর্বাদের উৎস। মণ্ডলীর পিতৃগণ রক্ত ও জলকে বাপ্তিস্ম ও খ্রিষ্টদেহ সাক্রামেন্ত দু'টোর প্রতীক বলে গণ্য করতেন; এ এমন আত্মিক খাদ্য যা নব-হবা মণ্ডলীর জন্য প্রয়োজনীয়, যে-মণ্ডলী সুপ্ত নব-আদমের বুক থেকে জন্ম নেয়।

[৩৬] পুরাতন নিয়ম থেকে এই উদ্ধৃত অংশ (যাত্রা ১২:৪৬; সাম ৩৪:২০) যিশুর প্রতীক মেষশাবকেরই কথা তুলে ধরে এবং সেইসঙ্গে ঘোষণা করে যে, পরীক্ষার সময় ঈশ্বর ধার্মিকজনকে রক্ষা করেন।

[৩৭] জাখা ১২:১০; 'চেয়ে থাকবে' অর্থাৎ, তারা যিশুর দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করবে যে, তিনি মশীহ-রাজ, তাতে ধার্মিকেরা আশান্বিত হবে কেননা মশীহ-কাল শুরু হয়েছে।

২০ [৮] 'তিনি দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন': মাগ্দালার মারীয়া ও পিতর যা দেখলেন, দ্বিতীয় শিষ্য তার চেয়ে বেশি কিছুই দেখলেন না, কিন্তু প্রভুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখলেন। কথাটা এ: বিশ্বাস দর্শনের উপর নির্ভর করে না।

[১১-১৮] মাগ্দালার মারীয়া অধিক পরিচিত প্রভুকে দেখা সত্ত্বেও তাঁকে চিনতে অক্ষম; কেন? কারণ বিশ্বাস দর্শনের উপর নয়, শ্রবণের উপরেই নির্ভর করে; বাস্তবিকই তিনি তখনই প্রভুকে চিনতে পারেন যখন প্রভু তাঁকে নাম ধরে ডাকেন। পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে এই নতুন সম্পর্কই স্থাপন করা প্রয়োজন। • 'রাব্বুনি': মারীয়া তাঁকে 'রাব্বি' [গুরু] বলে নয়, 'রাব্বুনি' [গুরুজী] বলে সম্বোধন করায় প্রভুর প্রতি নিজের গভীরতম ও আন্তরিক ভক্তি ব্যক্ত করেন।

[২১] যারা বিশ্বাসেরই চোখে পুনরুত্থিত প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তারাই বাণীপ্রচারক পদে নিযুক্ত, কেননা বাণীপ্রচারের প্রকৃত বাণীই 'প্রভু পুনরুত্থান করেছেন, আমরা তাঁর সাক্ষী'।

[২২] 'ফুঁ দিলেন': প্রথম সৃষ্টি-লগ্নে ঈশ্বর মানুষের অন্তরে নিজ প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেই মানুষ সজীব হয়ে উঠেছিল (আদি ২:৭); এই পদের বর্ণনা অনুসারে, যিশু শিষ্যদের উপর ফুঁ দিয়ে তাঁদের নবসৃষ্ট করেন, অর্থাৎ তাঁদের পুনরুত্থিতই করেন (এজে ৩৭:৯; রো ৪:১৭)। এই ক্ষণ থেকে পবিত্র আত্মা শিষ্যদেরও যিশুর পরিত্রাণ-শক্তির সহভাগী করে তোলেন।

২১ [১৫…] যিশুই পিতার প্রেরিতজন আর সেইসঙ্গে একমাত্র পালক (১০:১৪-১৬); পিতরের ভালবাসা-স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে তিনি নিজের মেষপাল চালনার ভার তাঁর হাতে ন্যস্ত করেন; এই পালকীয় কাজের জন্য অন্য প্রেরিতদূতদের চেয়ে যে পিতরকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তা সন্দেহের অতীত। আরও, পিতর যেমন, যিশুর পালের সেবাযত্ন করার জন্য ভাবী পালকদেরও তেমনি যিশুর প্রতি শর্তহীন ভালবাসা দেখাতে হবে।

[১৮-১৯] যিশুর মত পিতরও নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবেন। খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাসে বহু নর-নারী যিশু-নামের জন্য নিষ্ঠুর মৃত্যু ভোগ করাই সর্বোত্তম গৌরব জ্ঞান করলেন ও করে থাকেন।

প্রেরিতদের কার্যবিবরণী

খ্রিষ্টবিশ্বাস যুদেয়া অঞ্চল থেকে নানা দেশে বিস্তার লাভ করে অবশেষে রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী রোমে পৌঁছে, এ হল প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর আলোচ্য বিষয়। পুস্তকের প্রধান মানব-চরিত্র হলেন প্রেরিতদূতদের প্রধান সাধু পিতর ও বিজাতীয়দের প্রেরিতদূত সাধু পল। তথাপি সাধু লুক এই কথাও দেখাবার জন্য খুবই সচেষ্ট যে, পবিত্র আত্মাই মণ্ডলীর জীবনে প্রধান চরিত্র; বাস্তবিকই ভক্তমণ্ডলী পুনরুত্থিত যিশুর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ, তিনি সদা নতুন কাজে প্রেরণা দান করেন, আবার তিনিই মণ্ডলীর প্রার্থনা-জীবন, তাদের আনন্দ ও স্তুতিগান উদ্দীপিত করেন, তিনিই নির্যাতনের দিনে ভক্তদের সুস্থির করেন ও দানশীলতা-মনোভাব দানে তাদের হৃদয় উদার করেন। এই সমস্ত ঐশতাত্ত্বিক দিকগুলোর জন্য পুস্তকটা খ্রিষ্টমণ্ডলীর নবায়ন ক্ষেত্রে এখনও অধিক চেতনা প্রদান করে থাকে। পুস্তকের রচয়িতা সেই সাধু লুক যিনি তৃতীয় সুসমাচারেরও রচয়িতা; প্রেরিতদের কার্যবিবরণী তৃতীয় সুসমাচারের ধারাবাহিকতার দ্বিতীয় অংশ বলে গণ্য করা উচিত।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮

মুখবন্ধ

১ [১] থেওফিল, প্রথম পুস্তকে আমি সেই সকল বিষয়ে লিখেছিলাম, যা যিশু শুরু থেকে সেদিন পর্যন্তই সাধন করেছিলেন ও শিখিয়েছিলেন, [২] যেদিন, পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে যাঁদের তিনি বেছে নিয়েছিলেন, সেই প্রেরিতদূতদের নির্দেশ দেওয়ার পর তাঁকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া হয়েছিল। [৩] নিজের যন্ত্রণাভোগের পরে তিনি অনেক প্রমাণের মধ্য দিয়ে তাঁদের কাছে নিজেকে জীবিত বলে দেখিয়েছিলেন: চল্লিশদিন ধরে তাঁদের দেখা দিয়েছিলেন ও ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে নানা কথা বলেছিলেন। [৪] তাঁদের সঙ্গে ভোজে বসে তিনি আদেশ করেছিলেন, তাঁরা যেরুশালেম থেকে চলে না গিয়ে বরং

যেন পিতার সেই প্রতিশ্রুতি-পূরণের অপেক্ষায় থাকেন, ‘যে প্রতিশ্রুতির কথা তোমরা আমার কাছ থেকে শুনেছ, তথা: [৫] যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিলেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের বাপ্তিস্ম হবে।’

প্রভুর স্বর্গারোহণ

[৬] তাই তাঁরা একত্রে মিলিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘প্রভু, আপনি কি এই সময়েই ইস্রায়েলের জন্য রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন?’ [৭] তিনি তাঁদের বললেন, ‘পিতা যে সকল কাল বা লগ্ন নিজেরই অধিকারের অধীনে রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার নয়; [৮] কিন্তু তোমরা পরাক্রম লাভ করবে—সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম, যিনি তোমাদের উপরে নেমে আসবেন; তখন যেরুশালেমে, সমস্ত যুদেয়া ও সামারিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।’

[৯] তিনি একথা বলার পর তাঁরা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তাঁকে ঊর্ধ্বে তোলা হল, এবং একটি মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। [১০] তিনি চলে যাচ্ছেন আর তাঁরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, এমন সময় হঠাৎ সাদা পোশাক-পরা দু’জন পুরুষ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন; [১১] তাঁরা বললেন, ‘হে গালিলেয়ার মানুষ, তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই যে যিশুকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন।’

প্রেরিতদূতের দল

[১২] তখন তাঁরা জৈতুন নামে পর্বত থেকে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন; সেই পর্বত যেরুশালেম থেকে তত দূরে নয়—শাব্বাৎ দিনে যত দূরে যাওয়া যায়, ততদূরে। [১৩] শহরে প্রবেশ করে তাঁরা সেই উপরতলার ঘরে গেলেন যেখানে সেসময়ে বাস করতেন। তাঁরা ছিলেন: পিতর ও যোহন, যাকোব ও আন্দ্রিয়, ফিলিপ ও থোমাস, বার্থলমেয় ও মথি, আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব ও উগ্রধর্মা শিমোন এবং যাকোবের ছেলে যুদা। [১৪] এঁরা সকলে, ও তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন নারী, যিশুর মা মারীয়া ও তাঁর ভাইয়েরা, একমন হয়ে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন।

যুদার স্থানে মাথিয়াস

[১৫] একদিন, যখন সমবেত লোকদের সংখ্যা প্রায় একশ’ কুড়িজন, পিতর ভাইদের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, [১৬] ‘ভাইয়েরা, যিশুকে যারা গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের যে পথপ্রদর্শক হয়েছিল, সেই যুদা সম্বন্ধে পবিত্র আত্মা দাউদের মুখ দিয়ে আগে থেকে যা বলে দিয়েছিলেন, সেই শাস্ত্রবচন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। [১৭] সে তো আমাদেরই একজন ছিল, এবং তাকেও এই সেবাদায়িত্বের সহভাগী হতে দেওয়া হয়েছিল। [১৮] অপকর্ম ক’রে যে টাকা পেয়েছিল, তা দিয়ে সে একখন্ড জমি কিনেছিল, এবং উচু থেকে সে উল্টে পড়ে গেলে তার পেট ফেটে গেছিল আর নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছিল। [১৯] যেরুশালেম-বাসী সকলের কাছে কথাটা এত জানাজানি হয়েছিল যে, তাদের ভাষায় সেই জমিটা আকেল্দামা, অর্থাৎ রক্তের জমি বলে ডাকা হল। [২০] বাস্তবিকই সামসঙ্গীত-পুস্তকে লেখা আছে,

তার বাসা জনহীন হোক,
তার মধ্যে বাস করার মত যেন কেউ না থাকে (ক) ;

এবং,

অন্য একজন তার কর্মভার গ্রহণ করুক (খ)।

[২১-২২] সুতরাং, যোহন যে সময় বাপ্তিস্ম দিতেন, তখন থেকে আরম্ভ ক’রে যেদিন প্রভু যিশুকে আমাদের কাছ থেকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া হল সেদিন পর্যন্ত, যতদিন তিনি আমাদের মাঝে বসবাস করলেন, ততদিন যারা আমাদের সঙ্গে ছিল, তাদেরই একজনকে আমাদের সঙ্গে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে।’ [২৩] তখন এই দু’জনের নাম প্রস্তাব করা হল: ইউস্তুস নামে পরিচিত যোসেফ, যাঁকে বার্সাব্বাস বলে ডাকা হত, এবং মাথিয়াস। [২৪-২৫] তখন তাঁরা এই বলে প্রার্থনা করলেন, ‘প্রভু, তুমি সকলের অন্তরই জান; নিজের স্থানে যাবার জন্য যুদা যে সেবাদায়িত্ব ও প্রেরিতিক ভূমিকা ত্যাগ করেছে, তার স্থান গ্রহণ করার জন্য তুমি এই দু’জনের মধ্যে কাকে বেছে নিয়েছ, তা আমাদের দেখাও।’ [২৬] পরে তাঁরা এই দু’জনের নামে গুলিবাঁট করলেন; মাথিয়াসের নামে গুলি পড়ল বিধায় তিনিই এগারোজন প্রেরিতদূতের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

পবিত্র আত্মার আগমন

২ [১] যখন পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এল, তখন তাঁরা সকলে এক স্থানে একত্রে মিলিত হয়েছিলেন; [২] এমন সময়ে হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচন্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মত একটা শব্দ এল, এবং তাঁরা যে বাড়িতে বসে ছিলেন, গোটা বাড়িটা সেই শব্দে ভরে গেল; [৩] আর তাঁরা দেখতে পেলেন, আগুনের মতই যেন কতগুলো জিহ্বা ভাগ ভাগ করে পড়ে তাঁদের প্রত্যেকজনের উপরে বসল, [৪] এবং তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন, ও আত্মা তাঁদের যেভাবে বাক্‌শক্তি দিলেন, তাঁরা সেই অনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। [৫] সেসময়ে, আকাশের নিচের সমস্ত দেশের বহু ভক্ত ইহুদী যেরুশালেমে ছিল। [৬] সেই শব্দ ধ্বনিত হলে ভিড় জমে গেল: তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, যেহেতু প্রত্যেকজন নিজ নিজ ভাষায় তাঁদের কথা বলতে শুনতে পাচ্ছিল। [৭] খুবই স্তম্ভিত ও আশ্চর্য হয়ে তারা তখন বলল, 'দেখ, এরা যারা কথা বলছে, এরা সকলে কি গালিলেয়ার মানুষ নয়? [৮] তবে আমরা কেমন করে প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় এদের কথা বলতে শুনছি? [৯] এই আমরা, যারা পার্থিয়া, মেদিয়া এবং এলামের মানুষ আছি, আবার মেসোপতামিয়া, যুদেয়া ও কাপ্পাদকিয়া, পন্তস ও এশিয়া, [১০] ফ্রিগিয়া ও পাম্ফিলিয়া, মিশর ও লিবিয়ার কিরেনে অঞ্চলের মানুষ এবং রোম-অধিবাসী— [১১] ইহুদী ও ইহুদীধর্মাবলম্বী, উভয়েই—এবং ক্রীট ও আরব দেশের মানুষ, এই আমরা শুনতে পাচ্ছি, ওরা আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ঈশ্বরের মহাকীর্তির কথা বলছে।' [১২] তারা স্তম্ভিত হল এবং বিমূঢ় হয়ে একে অন্যকে বলতে লাগল, 'এর অর্থ কি?' [১৩] তবু কেউ কেউ বিদ্রূপ করে বলছিল, 'নতুন আঙুররস খেয়ে ওরা মাতাল হয়েছে।'

পিতরের উপদেশ

[১৪] কিন্তু পিতর সেই এগারোজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে জোর গলায় তাদের উদ্দেশ করে একথা বললেন: 'যুদেয়ার মানুষেরা! তোমরাও, হে যেরুশালেম-বাসী সকলে! তোমাদের কাছে একথা স্পষ্ট হোক, এবং আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন।

[১৫] তোমরা যে ভাবছ এরা মাতাল, তা নয়; বাস্তবিকই এখন সবে সকাল ন'টা! [১৬] বরং তা-ই ঘটছে, যে-বিষয়ে নবী [যোয়েল] বলেছিলেন:

[১৭] *সেই শেষ দিনগুলিতে—ঈশ্বর একথা বলছেন—*
আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব।
তোমাদের ছেলেমেয়েরা নবীয় বাণী দেবে,
তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে,
আর তোমাদের প্রবীণেরা স্বপ্ন দেখবে।
[১৮] *সেই দিনগুলিতে আমার দাস ও দাসীদের উপরেও*
আমার আত্মা বর্ষণ করব।
[আর তারা নবীয় বাণী দেবে।]
[১৯] *আমি ঊর্ধ্বে আকাশে নানা অলৌকিক লক্ষণ,*
এবং নিচে পৃথিবীতে নানা চিহ্ন দেখাব।
[রক্ত, আগুন ও ধোঁয়ার মেঘ।]
[২০] *প্রভুর দিনের আগমনের আগে,*
সেই মহা ও উজ্জ্বল দিনের আগমনের আগে
সূর্য অন্ধকারে,
ও চাঁদ রক্তে পরিণত হবে।
[২১] *এবং এমনটি ঘটবে যে,*
যে কেউ প্রভুর নাম করবে,
সে পরিত্রাণ পাবে (ক)।

[২২] ইস্রায়েলের মানুষেরা, এই সমস্ত কথা শোন: নাজারেথীয় যিশু, যিনি ঈশ্বর দ্বারা তোমাদের কাছে এমন পরাক্রম-কর্ম, অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম দ্বারাই প্রমাণসিদ্ধ মানুষ ছিলেন, যা—তোমরা নিজেরাই যেমনটি জান—ঈশ্বর নিজে তাঁরই দ্বারা তোমাদের মধ্যে সাধন করেছেন, [২৩] সেই যিশুকে ঈশ্বরের নিরূপিত পরিকল্পনা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হলে পর তোমরা তাঁকে ধর্মহীনদের হাত দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ করিয়ে হত্যা করেছ। [২৪] কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত

করে পুনরুত্থিত করেছেন, কারণ মৃত্যু যে তাঁকে নিজের বশ্যতায় ধরে রাখবে, তা সম্ভব ছিল না; [২৫] বস্তুত দাউদ তাঁর সম্বন্ধে বলেন:

আমার সামনে প্রভুকে অনুক্ষণ রাখলাম,
কারণ তিনি আমার ডান পাশে থাকেন
আমি যেন বিচলিত না হই।
[২৬] *তাই আমার অন্তর আনন্দ করল,*
আমার জিহ্বা মেতে উঠল;
আমার দেহও প্রত্যাশায় বিশ্রাম পাবে,
[২৭] *তুমি যে আমার প্রাণ বিসর্জন দেবে না পাতালের হাতে,*
তোমার পুণ্যজনকেও তুমি অবক্ষয় দেখতে দেবে না।
[২৮] *তুমি আমাকে জানিয়ে দিয়েছ জীবনের পথ,*
তোমার শ্রীমুখ দ্বারা আমাকে আনন্দে পূর্ণ করবে (খ)।

[২৯] ভাইয়েরা, সেই পিতৃকুলপতি দাউদ সম্বন্ধে আমি তোমাদের মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তাঁকে সমাধিও দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁর সমাধিমন্দির আজও পর্যন্ত আমাদের মাঝে রয়েছে। [৩০] কিন্তু, যেহেতু তিনি নবী ছিলেন, এবং জানতেন যে, ঈশ্বর *তাঁর ঔরসের এক ফল তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন* (গ) বলে দিব্যি দিয়ে তাঁর কাছে শপথ করেছিলেন, [৩১] সেজন্য খ্রিষ্টের পুনরুত্থান আগে থেকে দেখে তিনি সেবিষয়ে একথা বলেছিলেন যে, তাঁকে পাতালে বিসর্জনও দেওয়া হয়নি, তাঁর মাংসও অবক্ষয় দেখেনি। [৩২] এই যিশুকেই ঈশ্বর পুনরুত্থিত করেছেন, আর আমরা সকলেই তার সাক্ষী। [৩৩] অতএব ঈশ্বরের ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত হয়ে তিনি পিতার কাছ থেকে সেই প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে তাঁকে বর্ষণ করেছেন, যেমনটি তোমরা আজ দেখতে ও শুনতে পাচ্ছ। [৩৪] বস্তুত দাউদ স্বর্গে আরোহণ করেননি, তবু নিজেই একথা বলেন:

প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,
[৩৫] *যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের*

আমি করি তোমার পাদপীঠ[ঘ]।

[৩৬] অতএব সমগ্র ইস্রায়েলকুল নিশ্চিত হয়ে একথা জানুক যে, ঈশ্বর যাঁকে প্রভু ও খ্রিষ্ট করে তুলেছেন, তিনি হলেন সেই যিশু যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে।'

বিশ্বাসীর দলে বহু লোক যোগদান

[৩৭] তেমন কথা শুনে তাদের হৃদয় কেমন যেন বিদ্ধই হল, এবং পিতরকে ও অন্য প্রেরিতদূতদের বলল, 'ভাইয়েরা, আমাদের কী করা উচিত?' [৩৮] পিতর তাদের বললেন, 'মনপরিবর্তন কর, এবং তোমাদের পাপক্ষমার উদ্দেশে তোমরা প্রত্যেকে যিশুখ্রিষ্ট-নামের খাতিরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর: তবেই সেই দান, সেই পবিত্র আত্মাকেই পাবে। [৩৯] কেননা এই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য, তোমাদের সন্তানদের জন্য, ও সেই সকলেরই জন্য দেওয়া *যারা দূরে আছে—সেই সকলেরই জন্য আমাদের ঈশ্বর প্রভু যাদের ডেকে আনবেন।*'[ঙ] [৪০] আরও বহু বহু যুক্তি দেখিয়ে তিনি তাদের উদ্দেশ করে কথা বললেন, এবং এই বলে তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানালেন: 'এই প্রজন্মের কুটিল মানুষের হাত থেকে নিজেদের ত্রাণ কর।' [৪১] তখন যারা তাঁর কথা গ্রহণ করল, তাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া হল। সেদিন আনুমানিক তিন হাজার লোক তাঁদের সংখ্যায় যুক্ত হল।

আদিমণ্ডলীর জীবন-সহভাগিতা

[৪২] তারা সকলে প্রেরিতদূতদের শিক্ষা গ্রহণে, জীবন-সহভাগিতায়, রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠার সঙ্গে যোগ দিত। [৪৩] সকলের অন্তরে সম্ভ্রম বিরাজ করত, এবং প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে বহু অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম ঘটত। [৪৪] যারা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা সকলে একসঙ্গে থাকত, এবং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল; [৪৫] তারা নিজেদের বিষয়সম্পদ বিক্রি করত এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিত। [৪৬] তারা প্রতিদিন একমন হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে মন্দিরে যেত, আবার ঘরে রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠান করত; সানন্দে ও সরলহৃদয় হয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত, [৪৭] ঈশ্বরের প্রশংসা করত, ও

নিজেরাই ছিল জনগণের অনুগ্রহের পাত্র। যারা পরিত্রাণ পাচ্ছিল, প্রভু দিনে দিনে তাদের সংখ্যায় তাদের যুক্ত করতেন।

খোঁড়া একজন মানুষের সুস্থতা-লাভ

৩ [১] একদিন পিতর ও যোহন যখন বিকেল তিনটের প্রার্থনার জন্য মন্দিরে যাচ্ছিলেন, [২] তখন একটি মানুষকে বয়ে আনা হচ্ছিল; সে মাতৃগর্ভ থেকে খোঁড়া ছিল, তাকে প্রতিদিন মন্দিরের 'সুন্দর তোরণ' নামে পরিচিত মন্দিরদ্বারে বসিয়ে রাখা হত, যারা মন্দিরে ঢুকত, সে যেন তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে পারে। [৩] পিতর ও যোহন মন্দিরে ঢুকতে যাচ্ছেন দেখে সে তাঁদের কাছে ভিক্ষা চাইল। [৪] পিতর, ও তাঁর সঙ্গে যোহনও, তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের দিকে তাকাও।' [৫] আর সে তাঁদের কাছ থেকে কিছু পাবার আশায় তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। [৬] কিন্তু পিতর বললেন, 'রুপো বা সোনা আমার নেই, কিন্তু আমার যা আছে তা তোমাকে দিচ্ছি: নাজারেথীয় সেই যিশুখ্রিষ্টের নামে, হেঁটে বেড়াও।' [৭] আর তার ডান হাত ধরে তিনি তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন; ঠিক সেই মুহূর্তেই তার পায়ে ও গোড়ালিতে বল এল, [৮] আর সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও হেঁটে বেড়াতে লাগল; এবং হেঁটে হেঁটে, লাফ দিতে দিতে ও ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ করতে করতে তাঁদের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করল। [৯] সমস্ত জনগণ দেখতে পেল, সে হেঁটে বেড়াচ্ছে ও ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ করছে; [১০] আর তারা চিনতে পারল যে, এ ছিল সেই লোক, যে মন্দিরের 'সুন্দর তোরণে' বসে ভিক্ষা করত। তার যা ঘটেছিল, তার জন্য তারা স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হল।

পিতরের উপদেশ

[১১] আর সেই লোকটি পিতরকে ও যোহনকে তখনও ধরে রাখছে, সেসময়ে সমস্ত জনগণ অত্যন্ত অবাক হয়ে শলোমন-অলিন্দে তাঁদের দিকে ছুটে এল। [১২] তা দেখে পিতর জনগণকে বললেন, 'ইস্রায়েলের মানুষেরা, এতে তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ কেন? আমরাই যে নিজের পরাক্রম বা ভক্তি গুণে একে হাঁটবার ক্ষমতা দিয়েছি, এমনটি মনে ক'রে কেনই বা তোমরা আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছ? [১৩] যিনি *আব্রাহাম*, *ইসহাক*

ও *যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর* (ক), তিনিই নিজের দাস সেই যিশুকে গৌরবান্বিত করেছেন, তোমরা যাঁকে তুলে দিয়েছিলে, ও পিলাত তাঁকে মুক্ত করে দেওয়ার পক্ষে রায় দিলে তোমরা তাঁর সামনে যাঁকে অস্বীকার করেছিলে। [১৪] তোমরাই সেই পবিত্র ও ধর্মময় মানুষকে অস্বীকার করেছিলে, তোমরাই চেয়েছিলে, তোমাদের জন্য একজন নরঘাতককে দেওয়া হোক, [১৫] কিন্তু জীবনের প্রণেতাকে তোমরা হত্যা করেছিলে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন: আমরা নিজেরাই তার সাক্ষী! [১৬] আর এই যে মানুষকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ও ভালোমত চেন, তাঁর নামে বিশ্বাসের খাতিরেই তাঁর নাম তাকে বল দিয়েছে; তাঁর খাতিরে বিশ্বাস-ই তোমাদের সকলের সাক্ষাতে তাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে তুলেছে।

[১৭] এখন, ভাইয়েরা, আমি জানি, তোমরা যা করেছিলে, তোমাদের জননেতারাও যা করেছিলেন, তা অজ্ঞতা বশতই করেছিলে। [১৮] কিন্তু ঈশ্বর খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা সকল নবীর মুখ দিয়ে আগে থেকে বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথা এভাবেই পূর্ণ করেছেন। [১৯] সুতরাং মনপরিবর্তন কর, নিজেরাই ফের, যেন তোমাদের পাপ মুছে দেওয়া হয়, [২০] এবং প্রভুর সম্মুখ থেকে স্বস্তির কাল আসতে পারে, ও তিনি যাঁকে আগে থেকে খ্রিষ্ট বলে নিরূপিত করেছিলেন, তাঁকে, অর্থাৎ সেই যিশুকেই তোমাদের কাছে প্রেরণ করেন, [২১] যাঁকে স্বর্গ অবশ্যই গ্রহণ করে রাখবে যে পর্যন্ত সমস্ত কিছুর পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাল এসে উপস্থিত না হয়; এই কালের কথা ঈশ্বর প্রাচীনকাল থেকেই নিজের পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন। [২২] মোশি তো বলেছিলেন, *প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন; তিনি তোমাদের যা কিছু বলবেন, তোমরা তা শুনবে।* [২৩] *যে কেউ সেই নবীর কথা শুনবে না, তাকে জাতির মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে* (খ)। [২৪] আর শামুয়েল থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে যত নবী কথা বললেন, তাঁরাও সকলে এই কালের কথা বলে দিলেন।

[২৫] তোমরা নবীদের সন্তান, আর সেই সন্ধিরও সন্তান, যে সন্ধি ঈশ্বর তোমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন যখন আব্রাহামকে বলেছিলেন, *তোমার বংশে*

পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে (গ)। [২৬] তোমাদেরই খাতিরে ঈশ্বর তোমাদের সমস্ত অধর্ম থেকে তোমাদের প্রত্যেককে ফিরিয়ে নিয়ে আশিসপ্রাপ্ত করার জন্য, আগে নিজের দাসের উদ্ভব ঘটালেন ও পরে তাঁকে প্রেরণ করলেন।'

ইহুদী মহাসভার সামনে পিতর ও যোহন

৪ [১] তাঁরা জনগণের কাছে তখনও কথা বলছেন, এমন সময়ে যাজকেরা, মন্দিরপাল ও সাদ্দুকীরা তাঁদের কাছে এসে পড়লেন; [২] তাঁরা এব্যাপারে খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তাঁরা জনগণকে উপদেশ দিচ্ছিলেন ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান যিশুতেই সাধিত বলে প্রচার করছিলেন। [৩] তাঁদের গ্রেপ্তার করে তাঁরা পরদিন পর্যন্ত তাঁদের কারাগারে আটকে রাখলেন, যেহেতু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। [৪] তথাপি যে সকল লোক সেই বাণী শুনেছিল, তাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাসী হল, এবং পুরুষদের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচ হাজার হল।

[৫] পরদিন ইহুদীদের সমাজনেতারা, প্রবীণবর্গ ও শাস্ত্রীরা যেরুশালেমে সভায় সমবেত হলেন; [৬] তাঁদের সঙ্গে মহাযাজক আন্না, কাইয়াফা, যোহন, আলেক্সান্দার, ও মহাযাজক-বংশের সমস্ত লোকও উপস্থিত ছিলেন। [৭] তাঁরা মাঝখানে দাঁড় করিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোন্ পরাক্রমগুণে কিংবা কার্ নামে এ কাজ করেছ?' [৮] তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, 'জাতির নেতৃবৃন্দ ও প্রবীণবর্গ! [৯] আমরা একটি পঙ্গু মানুষের যে উপকার করেছি, সেই সম্বন্ধে, এবং সে কেমন করে পরিত্রাণ পেয়েছে, তা সম্বন্ধেও যখন আজ আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, [১০] তখন আপনারা সকলে ও ইস্রায়েলের সকল মানুষ একথা জেনে নিন: নাজারেথীয় সেই যিশুখ্রিষ্টেরই নামগুণে, যাঁকে আপনারা ক্রুশে দিয়েছিলেন, যাঁকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই নামগুণেই এই লোকটি আপনাদের সামনে সুস্থ দেহে দাঁড়িয়ে আছে। [১১] তিনিই *সেই প্রস্তর, যা গৃহনির্মাতা এই আপনাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে* (ক)। [১২] আর অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই! কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া

থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।’

[১৩] পিতর ও যোহনের তেমন সৎসাহস দেখে, এবং তাঁরা যে অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষ, তা বিবেচনা করে তাঁরা আশ্চর্য হলেন; আবার এও চিনতে পারলেন যে, এঁরা যিশুর সঙ্গী হয়েছিলেন। [১৪] আর যখন দেখতে পেলেন, ওই সারিয়ে তোলা লোকটি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তখন প্রতিবাদ করার মত আর কোন কথা পেলেন না। [১৫] সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে তাঁদের আদেশ দিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলেন; [১৬] তাঁরা বলছিলেন: ‘এই লোকদের নিয়ে আমরা কী করব? কেননা ওদের দ্বারা প্রকাশ্যই একটা চিহ্নকর্ম সাধিত হয়েছে; আর তা যেরুশালেমের সমস্ত অধিবাসীদের কাছে এতই জানাজানি হয়েছে যে, আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। [১৭] তবু কথাটা যেন জনগণের মধ্যে আরও অধিক রটে না যায়, এজন্য, আসুন, ওদের ভয় দেখাই, যেন আর কারও কাছে এই নামটা উল্লেখ না করে।’ [১৮] তাই তাঁরা তাঁদের ভিতরে ডেকে এই কড়া আদেশ দিলেন, যেন তাঁরা যিশুর নাম উল্লেখ না করেন, আবার সেই নামকে কেন্দ্র করে যেন কোন উপদেশ না দেন। [১৯] কিন্তু পিতর ও যোহন প্রতিবাদ করে বললেন, ‘ঈশ্বরের কথার চেয়ে আপনাদেরই কথা শোনা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উচিত কিনা, তা আপনারা নিজেরা বিচার করুন; [২০] কারণ আমরা যা নিজেরাই দেখেছি ও শুনেছি, তা না বলে থাকতে পারি না।’ [২১] তখন তাঁরা আরও ভয় দেখাবার পর তাঁদের ছেড়ে দিলেন; জনগণের কারণে তাঁরা তাঁদের শাস্তি দেওয়ার কোন উপায় পাচ্ছিলেন না, যেহেতু সকল লোকে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করছিল। [২২] আসলে, যে লোকটিকে অলৌকিক ভাবে সুস্থ করা হয়েছিল, তার বয়স ছিল চল্লিশের বেশি।

প্রার্থনায় রত ভক্তমণ্ডলী

[২৩] মুক্তি পাওয়ামাত্র তাঁরা নিজেদের সঙ্গীদের কাছে গেলেন; এবং প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণেরা তাঁদের যা কিছু বলেছিলেন, তা সবই জানালেন। [২৪] তা শুনে সকলে একমন হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে কণ্ঠ উত্তোলন করে বলল, ‘হে মহাপ্রভু, *আকাশ,*

পৃথিবী, সমুদ্র ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে, তুমিই সেই সবকিছুর নির্মাণকর্তা [খ];
[২৫] পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমিই তোমার দাস দাউদের মুখ দিয়ে একথা বলেছ:

বিজাতিরা কোলাহল করল কেন?
কেনই বা মানুষেরা অনর্থক ষড়যন্ত্র করল?
[২৬] *প্রভু ও তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে*
রুখে দাঁড়াল পৃথিবীর রাজা সকল,
নেতৃবৃন্দ একযোগে সজ্ঘবদ্ধ হল [গ]।

[২৭] আর আসলে, যাঁকে তুমি তৈলাভিষিক্ত করেছ, তোমার পবিত্র দাস সেই যিশুর বিরুদ্ধে হেরোদ ও পন্তিউস পিলাত বিজাতিদের ও ইস্রায়েলের মানুষদের সঙ্গে এই নগরীতে একযোগে সজ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, [২৮] তোমার হাত ও তোমার ইচ্ছা দ্বারা যা কিছু আগে থেকে নিরূপিত হয়েছিল, তারা যেন তার সিদ্ধি ঘটায়। [২৯] এখন, প্রভু, ওদের হুমকির দিকে তাকাও, এবং এমনটি দাও, যেন তোমার এই সকল দাস সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে তোমার বাণী প্রচার করতে পারে; [৩০] তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, যেন তোমার পবিত্র দাস যিশুর নাম দ্বারা আরোগ্য, চিহ্নকর্ম ও অলৌকিক লক্ষণ ঘটে।' [৩১] তাঁরা প্রার্থনা করতে করতে, যে স্থানে সমবেত ছিলেন, তা কেঁপে উঠল; এবং তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন ও সৎসাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

আদিমণ্ডলীর আদর্শ জীবনধারণ

[৩২] যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা ছিল একমন একপ্রাণ; তাদের কেউই নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছু নিজেরই বলত না, বরং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল। [৩৩] প্রেরিতদূতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকতেন, এবং তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। [৩৪] তাদের মধ্যে কেউই অভাবে ভুগছিল না, কারণ যারা জমি বা বাড়ির মালিক ছিল, তারা তা বিক্রি করে দিত, ও বিক্রি করে যে টাকা পেত, তা প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে এনে রাখত; [৩৫] পরে তা প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে দেওয়া হত।

বার্নাবাসের দানশীলতা

[৩৬] যোসেফ নামে একজন লেবীয় ছিলেন, যিনি জন্মসূত্রে সাইপ্রাসের মানুষ; প্রেরিতদূতেরা তাঁকে আবার বার্নাবাস, অর্থাৎ 'উদ্দীপনা-সন্তান' নাম দিয়েছিলেন: [৩৭] একখণ্ড জমির মালিক হওয়ায় তিনি তা বিক্রি করে টাকাটা এনে প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে রেখে দিলেন।

আনানিয়াস ও সাফীরার প্রতারণা

৫ [১] আনানিয়াস নামে একজন লোক ছিল; তার স্ত্রী সাফীরার সঙ্গে সে একটা সম্পত্তি বিক্রি করল, [২] এবং স্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়ে টাকার কিছুটা অংশ রেখে দিল, আর বাকি অংশটা এনে প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে রাখল। [৩] পিতর বললেন, 'আনানিয়াস, শয়তান কেমন করে তোমার হৃদয় এতই দখল করেছে যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলেছ ও জমির টাকার কিছুটা রেখেছ? [৪] জমিটা বিক্রি করার আগে তা কি তোমারই ছিল না? বিক্রি করার পরেও সেই টাকার উপরে তোমার কি পুরো অধিকার ছিল না? তবে এমন কাজ করার ভাব তোমার হৃদয়ে স্থান পেল কেন? তুমি তো মানুষের কাছে নয়, ঈশ্বরেরই কাছে মিথ্যা বলেছ।' [৫] এই সমস্ত কথা শোনামাত্র আনানিয়াস মাটিতে পড়ে মারা গেল; আর যারা শুনছিল, তারা সকলেই ভীষণ ভয়ে অভিভূত হল। [৬] তখন যুবকেরা উঠে তাকে কাপড়ে জড়াল ও বাইরে নিয়ে গিয়ে তার কবর দিল।

[৭] প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তার স্ত্রীও এসে উপস্থিত হল; কিন্তু কী ঘটেছে, সে তা জানত না। [৮] পিতর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল দেখি, তোমরা সেই জমি এই দামেই কি বিক্রি করেছিলে?' সে বলল, 'হ্যাঁ, এই দামে।' [৯] তখন পিতর তাকে বললেন, 'তোমরা কেন প্রভুর আত্মাকে যাচাই করার জন্য একমত হয়েছিলে? এই যে, যারা তোমার স্বামীর কবর দিয়েছে, তাদের পায়ের শব্দ দরজায় শোনা যাচ্ছে; তারা তোমাকেও বাইরে নিয়ে যাবে।' [১০] সে ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে মারা গেল। আর সেই যুবকেরা যখন ভিতরে এল, তখন তাকে মৃত অবস্থায় পেল,

এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে তার কবর দিল। [১১] তখন গোটা মণ্ডলী, আর যারা একথা শুনতে পেল, সকলেই ভীষণ ভয়ে অভিভূত হল।

প্রেরিতদূতদের সাধিত আশ্চর্য কাজ

[১২] প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত; তারা সকলে একমন হয়ে শলোমন-অলিন্দে মিলিত হত। [১৩] তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অন্য কেউ সাহস করত না, কিন্তু জনগণ তাদের ভাল বলত। [১৪] দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত; [১৫] এমনকি লোকেরা রাস্তার ধারে ধারে অসুস্থদের এনে খাটিয়ায় বা বিছানায় শুইয়ে রাখত, যেন পিতর সেদিকে যাওয়ার সময়ে কমপক্ষে তাঁর ছায়াই কারও কারও গায়ে পড়ে। [১৬] আর যেরুশালেমের আশেপাশের শহরগুলো থেকেও বহু লোক জড় হতে লাগল, তারা অসুস্থদের ও অশুচি আত্মায় নিপীড়িত মানুষকে নিয়ে আসত, আর তারা সকলেই সুস্থ হয়ে উঠত।

প্রেরিতদূতদের গ্রেপ্তার ও অলৌকিক মুক্তিদান

[১৭] তখন মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা, অর্থাৎ সাদ্দুকী সম্প্রদায়ের লোকেরা উঠলেন; ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে [১৮] তাঁরা প্রেরিতদূতদের গ্রেপ্তার করে হাজতখানায় আটকে রাখলেন। [১৯] কিন্তু রাতের বেলায় প্রভুর দূত কারাগারের দরজাগুলো খুলে দিলেন, ও সকলকে বাইরে চালিত করে বললেন, [২০] 'যাও, মন্দিরে দাঁড়িয়ে জনগণের কাছে এই জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কথা প্রচার কর।' [২১] তা শুনে তাঁরা সকালবেলায় মন্দিরে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন। এদিকে মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা এসে মহাসভা, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের প্রবীণবর্গের সভা ডেকে সমবেত করলেন, এবং তাঁদের আনবার জন্য কারাগারে লোক পাঠালেন।

[২২] কিন্তু নিযুক্ত সেই লোকেরা কারাগারে গিয়ে সেখানে তাঁদের পেল না; তাই ফিরে এসে জানাল, [২৩] 'আমরা দেখলাম, কারাগার একেবারে ভাল করে বন্ধ করা আছে, দরজায় দরজায় প্রহরীরাও পাহারা দিচ্ছে, অথচ দরজা খুলে ভিতরে কাউকে পেলাম না।' [২৪] তেমন কথা শুনে মন্দিরপাল ও প্রধান যাজকেরা দিশেহারা হয়ে

ভাবতে লাগলেন, এই সমস্ত কিছুর অর্থ কী; [২৫] আর ঠিক তখনই কে যেন একজন এসে তাঁদের জানাল, ‘দেখুন, আপনারা যাদের কারাগারে রেখেছিলেন, সেই লোকেরা মন্দিরে দাঁড়িয়ে সকলকে উপদেশ শোনাচ্ছে।’

[২৬] মন্দিরপাল প্রহরীদের সঙ্গে করে সেখানে গিয়ে তাঁদের নিয়ে এলেন, কিন্তু বল প্রয়োগে নয়, কারণ তারা ভয় করছিল হয় তো জনগণ তাদের পাথর ছুড়ে মারবে। [২৭] তারা তাঁদের নিয়ে এসে মহাসভার সামনে দাঁড় করালে মহাযাজক তাঁদের জেরা করতে লাগলেন; তিনি বললেন, [২৮] ‘আমরা এই নামকে কেন্দ্র করে উপদেশ দিতে তোমাদের স্পষ্টভাবেই নিষেধ করেছিলাম; তবু দেখ, তোমরা নিজেদের উপদেশে যেরুশালেমকে পূর্ণ করেছ, এবং সেই লোকটার রক্তপাতের দায়িত্ব আমাদের উপরে চাপাতে চাচ্ছ।’ [২৯] পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদূতেরা উত্তরে বললেন, ‘মানুষের প্রতি বাধ্য হওয়ার চেয়ে বরং ঈশ্বরেরই প্রতি বাধ্য হওয়া উচিত। [৩০] একটা গাছে ঝুলিয়ে আপনারা যাঁকে হত্যা করেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরই সেই যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন। [৩১] তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও ত্রাণকর্তা ক’রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপমুক্তি দান করতে পারেন। [৩২] আমরা নিজেরাই এই সবকিছুর সাক্ষী; আর সাক্ষী আছেন সেই পবিত্র আত্মাও, যাঁকে ঈশ্বর তাদেরই কাছে দান করেছেন, যারা তাঁর প্রতি বাধ্য।’

[৩৩] একথা শুনে তাঁরা অধিক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, এবং তাঁদের হত্যা করতে চাচ্ছিলেন। [৩৪] কিন্তু গামালিয়েল নামে মহাসভার একজন ফরিশী সদস্য তখন উঠে দাঁড়ালেন; তিনি ছিলেন একজন বিধানাচার্য, তাছাড়া সমস্ত জনগণের সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি প্রেরিতদূতদের কিছুক্ষণ বাইরে রাখতে নির্দেশ দিলেন। [৩৫] পরে মহাসভার সদস্যদের উদ্দেশ করে একথা বললেন, ‘ইস্রায়েলের মানুষেরা, এই লোকদের বিষয়ে আপনারা কী করতে যাচ্ছেন, তা নিয়ে সাবধান হোন। [৩৬] কেননা কিছু দিন আগে থেউদাস উঠে নিজেকে বিশেষ ব্যক্তিত্ব বলে দাবি করেছিল, এবং আনুমানিক চারশ’ লোক তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল; কিন্তু সে নিহত হওয়ার পর যত লোক তার অনুসরণ করেছিল, সকলেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তাদের দলের কিছুই রইল না। [৩৭] সেই লোকটার পরে লোকগণনার সময়ে গালিলেয়ার যুদা উঠে কতগুলো লোককে

নিজের পিছনে আকর্ষণ করেছিল; কিন্তু সেও বিনষ্ট হল, আর যত লোক তার অনুসরণ করেছিল, সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। [৩৮] এখন আমি আপনাদের একথা বলছি, আপনারা এই লোকদের ব্যাপার নিয়ে ক্ষান্ত হোন, তাদের যেতে দিন; কারণ এই আন্দোলন বা এই প্রচেষ্টা যদি মানুষ থেকে আসে, তবে এমনিই বিলুপ্ত হবে; [৩৯] কিন্তু যদি ঈশ্বর থেকে আসে, তাহলে তাদের বিলুপ্ত করতে আপনারা সক্ষম হবেন না। এমনটি যেন না ঘটে যে, আপনারা ঈশ্বরের সঙ্গেই সংগ্রাম করছেন!'

[৪০] তাঁরা তাঁর কথায় সম্মতি দিলেন, এবং প্রেরিতদূতদের ভিতরে ডাকিয়ে এনে তাঁদের কশাঘাত করালেন, এবং যিশুর নামকে কেন্দ্র করে কোন কিছু বলতে নিষেধ করে তাঁদের মুক্ত করে দিলেন। [৪১] সেই নামের খাতিরে অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। [৪২] প্রতিদিন তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মশীহ যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন—একাজে তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

স্তেফান ও পল

সেই সাতজন নিয়োগ

৬ [১] সেই দিনগুলিতে, যখন শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন স্থানীয় নয় এমন গ্রীকভাষী ইহুদীরা স্থানীয় হিব্রুদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ তুলল, কারণ দৈনিক সাহায্যদানে তাদের বিধবাদের অবহেলা করা হচ্ছিল। [২] তখন সেই বারোজন সকল শিষ্যের একটা সভা ডেকে বললেন 'খাদ্য-পরিবেশনে সেবার জন্য ঈশ্বরের বাণী অবহেলা করা আমাদের উচিত নয়। [৩] ভাই, তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা এমন সাতজনকে দেখে নাও, যাদের সুনাম আছে, যারা ঐশআত্মা ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি। তাদেরই হাতে আমরা এই কাজের ভার তুলে দেব; [৪] আর আমরা প্রার্থনা-সভায় ও বাণী-সেবায় নিবিষ্ট থাকব।' [৫] এই প্রস্তাব সমবেত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হল, আর তারা এই কয়েকজনকে বেছে নিল: স্তেফান—ইনি ছিলেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি—এবং ফিলিপ, প্রখরস, নিকানোর, তিমন, পার্মেনাস ও আন্তিওখিয়ার নিকোলাস—ইনি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। [৬] তারা এঁদের প্রেরিতদূতদের সামনে হাজির করল ও প্রার্থনা করার পর তাঁদের উপরে হাত রাখল।

[৭] এদিকে ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে পড়ছিল, এবং যেরুশালেমে শিষ্যদের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছিল; যাজকবর্গের মধ্যেও অনেকে বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেন।

স্তেফানকে গ্রেপ্তার

[৮] স্তেফান অনুগ্রহ ও পরাক্রমে পরিপূর্ণ হয়ে জনগণের মধ্যে অলৌকিক লক্ষণ ও মহা মহা চিহ্নকর্ম সাধন করছিলেন। [৯] পরে, যাকে বিমুক্তদের সমাজগৃহ বলে, তার কয়েকজন সদস্য এবং কিরেনে ও আলেক্সান্দ্রিয়ার কয়েকজন লোক এবং কিলিকিয়া ও এশিয়ার অন্য কয়েকজন লোক স্তেফানের সঙ্গে তর্ক করার জন্য উঠে দাঁড়াল; [১০] কিন্তু তিনি যে প্রজ্ঞায় ও আত্মায় কথা বলছিলেন, তা প্রতিরোধ করতে তারা সক্ষম ছিল না; [১১] তাই তারা কয়েকজন লোককে এই কথা বলতে প্ররোচিত করল,

‘আমরা একে মোশি ও ঈশ্বরের নিন্দা করতে শুনেছি।’ [১২] জনগণকে এবং প্রবীণদের ও শাস্ত্রীদের উত্তেজিত করে তুলে তারা স্তেফানের উপর এসে পড়ল, এবং গ্রেপ্তার করে তাঁকে মহাসভায় নিয়ে গেল। [১৩] পরে এমন মিথ্যাসাক্ষী দাঁড় করিয়ে দিল যারা বলল, ‘এই লোক অবিরতই এই পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে ও বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলে। [১৪] আমরা নিজেরা একে একথা বলতে শুনেছি যে, নাজারেথীয় এই যিশু এই স্থান ভেঙে ফেলবে, এবং মোশি যে সকল নিয়ম-প্রথা আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন, সে তার পরিবর্তন ঘটাবে।’

[১৫] যাঁরা বিচারসভায় বসছিলেন, তাঁরা সকলে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকালেন, দেখলেন, তাঁর মুখ স্বর্গদূতেরই মুখের মত।

স্তেফানের উপদেশ

৭ [১] মহাযাজক জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এই সমস্ত কথা কি সত্য?’ [২] উত্তরে তিনি বললেন: ‘ভাই ও পিতা সকল, শুনুন! আমাদের পিতা আব্রাহাম হারানে বসতি করার আগে যখন মেসোপতামিয়ায় বাস করতেন, তখন গৌরবের ঈশ্বর তাঁকে দেখা দিয়ে [৩] বললেন, *তোমার দেশ ও তোমার জ্ঞাতিকুটুম্বকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়, এবং সেই দেশের দিকেই যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব* (ক)। [৪] তখন তিনি কাল্দীয়দের দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে হারানে গিয়ে বসতি করলেন, আর তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে ঈশ্বর সেখান থেকে তাঁর বাস উঠিয়ে তাঁকে এই দেশেই নিয়ে এলেন, যে দেশে আপনারা এখন বাস করছেন, [৫] কিন্তু তাঁকে তিনি এই দেশে কোন কিছু নিজের অধিকার বলে দিলেন না, এক পা জমিও নয়, তবু প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি *তাঁকে ও তাঁর পরে তাঁর বংশধরদের এই দেশ নিজস্ব অধিকার বলে দেবেন*—যদিও আব্রাহাম তখনও নিঃসন্তান ছিলেন! [৬] ঈশ্বর যখন তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, তখন তাঁর প্রকৃত কথা এ ছিল: *তাঁর বংশধরেরা বিদেশে প্রবাসী হবে, এবং সেখানকার লোকেরা চারশ’ বছর ধরে তাদের নিজেদের দাসত্বে রাখবে ও অত্যাচার করবে। [৭] কিন্তু তারা যে জাতির দাস হবে, আমিই সেই জাতির বিচার করব।* ঈশ্বর আরও বললেন, *তারপরে তারা বেরিয়ে আসবে, এবং এই স্থানে আমার উপাসনা করবে।* [৮] তাঁকে তিনি পরিচ্ছেদন-সন্ধিও দিলেন:

তাই আব্রাহামের সন্তান ইসহাকের জন্ম হলে *তিনি অষ্টম দিনে তাঁকে পরিচ্ছেদিত করলেন;* একই প্রকারে ইসহাক যাকোবকে, ও যাকোব সেই বারোজন পিতৃকুলপতিকে পরিচ্ছেদিত করলেন। [৯] কিন্তু পিতৃকুলপতিরা *যোসেফকে ঈর্ষা করে তাঁকে মিশরে দাস হিসাবে বিক্রি করলেন। তবু ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন,* [১০] এবং তাঁর সমস্ত ক্লেশ থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন ও *মিশর-রাজ ফারাওর সামনে তাঁকে এতই অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞা দান করলেন যে, ফারাও তাঁকে মিশরের ও নিজের সমস্ত গৃহের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করলেন।* [১১] *পরে সারা মিশর* জুড়ে *ও কানান দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল,* ভীষণ ক্লেশ ঘটল, আর আমাদের পিতৃপুরুষদের খাদ্যের অভাব হল। [১২] *মিশরে খাদ্য-সামগ্রী আছে শুনে* যাকোব আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রথমবার পাঠালেন; [১৩] দ্বিতীয়বার *যোসেফ ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন,* এবং ফারাওর কাছে যোসেফের জাতির পরিচয় প্রকাশ পেল। [১৪] তখন যোসেফ নিজের পিতা যাকোবকে ও নিজের গোটা পরিবার-পরিজনদের—মোট পঁচাত্তরজন লোককে—নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। [১৫] যাকোব মিশরে গেলেন; এবং সেখানে তাঁর ও আমাদের পিতৃপুরুষদের মৃত্যু হওয়ার পর [১৬] *তাঁদের দেহ শিখেমে আনা হল ও সেই সমাধিগুহায় তাঁদের সমাধি দেওয়া হল, যা আব্রাহাম শিখেমের পিতা সেই হামোরের সন্তানদের কাছ থেকে* টাকার বিনিময়ে *কিনেছিলেন।*

[১৭] আব্রাহামের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণের সময় যখন কাছে আসছে, তখন মিশরে *জাতি বৃদ্ধি পেতে পেতে বিপুল হয়ে উঠল।* [১৮] শেষে *মিশরের রাজপদে এমন এক রাজা আবির্ভূত হলেন, যিনি যোসেফ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।* [১৯] তিনি *আমাদের জাতির সঙ্গে ছলচাতুরি করলেন,* ও *আমাদের পিতৃপুরুষদের এমনভাবেই অত্যাচার করলেন* তাঁরা যেন নিজেদের শিশুদের বাইরে ফেলে রাখতে বাধ্য হন, যাতে তারা না বাঁচে। [২০] সেসময়েই মোশির জন্ম হয়। তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন; তিন মাস ধরে তাঁকে নিজের পিতার ঘরে লালন-পালন করা হল। [২১] পরে, যখন তাঁকে বাইরে ফেলে রাখা হল, তখন ফারাওর কন্যা তাঁকে দত্তক রূপে গ্রহণ করলেন ও নিজের সন্তান বলে লালন-পালন করলেন। [২২] এভাবে মোশিকে মিশরীয়দের সমস্ত জ্ঞান-বিদ্যা শেখানো হল; এবং তিনি কথা-কর্মে পরাক্রমী

হয়ে উঠলেন। [২৩] যখন তাঁর প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হয়, তখন তিনি নিজের ভাই সেই ইস্রায়েল সন্তানদের দেখতে যাবেন বলে স্থির করলেন। [২৪] একজনের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে দেখে তিনি তার পক্ষে দাঁড়িয়ে সেই মিশরীয়কে আঘাত করায় অত্যাচারিত মানুষের পক্ষে প্রতিশোধ নিলেন। [২৫] তিনি মনে করছিলেন, তাঁর ভাইয়েরা বুঝবে যে, ঈশ্বর তাঁর হাত দিয়ে তাদের পরিত্রাণ সাধন করছেন, কিন্তু তারা বুঝল না। [২৬] পরদিন তারা যখন মারামারি করছিল, তখন তিনি সেখানে দেখা দিয়ে মিল ঘটাতে চেষ্টা করলেন; বললেন, তোমরা তো পরস্পরের ভাই! এত হানাহানি কেন? [২৭] কিন্তু *নিজের প্রতিবেশীকে যে আক্রমণ করেছিল*, সে ধাক্কা মেরে এই বলে তাঁকে সরিয়ে দিল, *আমাদের উপরে কে তোমাকে জননায়ক ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে?* [২৮] *গতকাল তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে হত্যা করেছিলে, তেমনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও?* [২৯] এই কথায় মোশি পালিয়ে গিয়ে *মিদিয়ান দেশে প্রবাসী হয়ে থাকলেন*; সেখানে দুই পুত্রসন্তানের পিতা হলেন।

[৩০] চল্লিশ বছর অতিবাহিত হলে সিনাই পর্বতের প্রান্তরে এক দূত জ্বলন্ত *এক ঝোপে অগ্নিশিখার মধ্যে তাঁকে দেখা দিলেন।* [৩১] মোশি এই দৃশ্যে আশ্চর্য হয়ে রইলেন, এবং *ভাল করে দেখবার জন্য কাছে এগিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময়ে প্রভুর কণ্ঠস্বর* ধ্বনিত হল: [৩২] *আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর: আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের ঈশ্বর!* মোশি কম্পিত হয়ে সেদিকে তাকাতে সাহস করলেন না। [৩৩] প্রভু তাঁকে বললেন, *পা থেকে জুতো খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তা পবিত্র ভূমি।* [৩৪] *মিশরে আমার আপন জনগণের দুর্দশা আমি দেখেছি, তাদের হাহাকার শুনেছি, আর তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি; এখন এসো, আমি তোমাকে মিশরে প্রেরণ করছি।*

[৩৫] এই যে মোশিকে তারা এই ব'লে অস্বীকার করেছিল, কে তোমাকে জননায়ক ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে, সেই মোশিকেই ঈশ্বর ঝোপের মধ্যে-দেখা-দেওয়া সেই দূত দ্বারা জননায়ক ও মুক্তিসাধক করে প্রেরণ করলেন। [৩৬] ইনিই মিশরে, লোহিত সাগরে ও চল্লিশ বছর ধরে প্রান্তরে নানা অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম সাধন করে তাদের বের করে আনলেন। [৩৭] এই মোশিই ইস্রায়েল সন্তানদের এই কথা

বললেন, *ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন।* [৩৮] প্রান্তরে সেই জনসমাবেশের দিনে তিনিই তো উপস্থিত ছিলেন: যে দূত সিনাই পর্বতে তাঁর কাছে কথা বলেছিলেন, তিনিই সেই দূত এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে মধ্যস্থ ছিলেন। তিনিই সেই জীবন-বাণী পেলেন যেন সেই বাণী আমাদের দান করেন। [৩৯] অথচ আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁর প্রতি বাধ্য হতে চাইলেন না, বরং তাঁকে সরিয়ে দিলেন, মনে মনে মিশরে ফিরে গেলেন, [৪০] এবং আরোনকে বললেন, *আমাদের জন্য এমন দেবতাদের তৈরি কর যাঁরা আমাদের আগে আগে চলবেন, কেননা এই যে মোশি মিশর দেশ থেকে আমাদের এখানে এনেছেন, তাঁর কি ঘটল তা আমরা জানি না।* [৪১] সেসময়ে তাঁরা একটা বাছুর তৈরি করে সেই প্রতিমার প্রতি বলি উৎসর্গ করলেন, ও নিজেদের হাতে গড়া বস্তুর জন্য ফুর্তি করলেন। [৪২] কিন্তু ঈশ্বর তাঁদের প্রতি বিমুখ হলেন, আকাশের তারকা-বাহিনীকে উপাসনায় তাঁদের ছেড়ে দিলেন, ঠিক যেমনটি নবীদের পুস্তকে লেখা আছে:

হে ইস্রায়েলকুল, প্রান্তরে সেই চল্লিশ বছর ধরে
তোমরা কি আমার প্রতি কোন বলি বা অর্ঘ্য উৎসর্গ করলে?
[৪৩] *তোমরা বরং মোলখ দেবের তাঁবু*
ও রেফান দেবের তারাটা তুলে বহন করলে,
সেই প্রতিমাগুলো যা পূজা করার জন্য তোমরা গড়েছিলে!
তাই আমি তোমাদের বাবিলনের ওপার দেশে দেশছাড়া করতে যাচ্ছি (খ)।

[৪৪] যেমন তিনি আদেশ দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে প্রান্তরে আমাদের পিতৃপুরুষদের সেই সাক্ষ্য-তাঁবু ছিল; মোশি তাঁবুর যে নমুনা দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁকে তিনি সেই নমুনা অনুসারেই তাঁবুটা তৈরি করতে বলেছিলেন। [৪৫] আর সেই তাঁবু গ্রহণ করে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যোশুয়ার সঙ্গে তা সঙ্গে করে বহন ক'রে সেই জাতিগুলির অধিকার-ভূমিতে প্রবেশ করলেন যাদের ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁবুটা দাউদের সময় পর্যন্ত রইল। [৪৬] ইনি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ পেলেন, এবং *যাকোবের ঈশ্বরের জন্য একটি তাঁবু প্রস্তুত করার অনুমতি যাচনা করলেন;* [৪৭] *শলোমনই কিন্তু তাঁর জন্য একটি গৃহ গেঁথে তুললেন।*

[৪৮] তবু পরাৎপর যিনি, তিনি তো হাতে গড়া এক গৃহে বাস করেন না, যেমনটি নবী বলেন:

> [৪৯] *যখন স্বর্গ আমার সিংহাসন*
> *ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ,*
> *তখন—প্রভু বলছেন—*
> *আমার জন্য তোমরা কেমন গৃহ গেঁথে তুলবে?*
> *কিংবা কোথায় হবে আমার বিশ্রামস্থান?*
> [৫০] *আমারই হাত কি এই সবকিছু গড়েনি?*(গ)

[৫১] হে জেদি মানুষ! আপনাদের কান ও হৃদয়ই অপরিচ্ছেদিত! আপনারা সবসময় পবিত্র আত্মাকে প্রতিরোধ করে থাকেন: আপনাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন, আপনারাও তেমন। [৫২] আপনাদের পিতৃপুরুষেরা নবীদের মধ্যে কাকেই বা নির্যাতন করেননি? যাঁরা সেই ধর্মাত্মারই আগমন-সংবাদ দিতেন যাঁর প্রতি আপনারা কিছু দিন আগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ও হত্যা করেছেন, তাঁদেরই তাঁরা হত্যা করতেন; [৫৩] হ্যাঁ, সেই আপনারাই, যাঁরা দূতদের হাত দিয়ে বিধান পাওয়া সত্ত্বেও তা পালন করেননি!'

স্তেফানের মৃত্যু

ভক্তমণ্ডলীর নির্যাতক শৌল

[৫৪] এই কথা শুনে তাঁরা অন্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, তাঁর দিকে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। [৫৫] কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেলেন; এও দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের ডান পাশে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন; [৫৬] তিনি বলে উঠলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গ উন্মুক্ত, এবং মানবপুত্র ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।' [৫৭] তাঁরা কানে আঙুল দিয়ে জোর গলায় চিৎকার করতে লাগলেন আর সবাই মিলে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন; [৫৮] এবং তাঁকে শহর থেকে বের করে এনে পাথর ছুড়ে মারতে লাগলেন; সাক্ষীরা নিজেদের জামাকাপড় শৌল নামে একটি যুবকের পায়ের কাছে রাখল। [৫৯] তারা স্তেফানকে

পাথর মারতে মারতেই তিনি এই মিনতি নিবেদন করলেন, ‘প্রভু যিশু, আমার আত্মা গ্রহণ কর।’ [৬০] পরে নতজানু হয়ে জোর গলায় বলে উঠলেন, ‘প্রভু, এই পাপের জন্য এদের দায়ী করো না।’ এবং এ বলে নিদ্রা গেলেন।

৮ [১] তাঁর হত্যায় শৌলের সম্মতি ছিল।

সেদিন যেরুশালেমের মণ্ডলীর উপর তীব্র নির্যাতন শুরু হল; প্রেরিতদূতেরা ছাড়া অন্য সকলে যুদা ও সামারিয়ার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। [২] ভক্তপ্রাণ কয়েকজন মানুষ স্তেফানের সমাধি দিল ও তাঁর জন্য মহাশোক পালন করল। [৩] এদিকে শৌল মণ্ডলীকে উচ্ছেদ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন: ঘরে ঘরে ঢুকে তিনি পুরুষ-নারী সকলকেই টেনে নিয়ে কারাগারে তুলে দিচ্ছিলেন।

সামারিয়ায় ঈশ্বরের বাণী

[৪] যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা তখন স্থানে স্থানে ঘুরে ঘুরে শুভসংবাদের বাণী প্রচার করছিল। [৫] আর ফিলিপ সামারিয়ার এক শহরে গিয়ে লোকদের কাছে সেই খ্রিষ্টের কথা প্রচার করতে লাগলেন। [৬] লোকেরা ফিলিপের কথা শুনে ও তাঁর সাধিত চিহ্নকর্মগুলো দেখে একমন হয়ে তাঁর কথায় মনোযোগ দিত। [৭] কারণ অশুচি আত্মাগ্রস্ত অনেক লোক থেকে সেই সকল আত্মা জোর গলায় চিৎকার করে বের হচ্ছিল, এবং অনেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও খোঁড়া মানুষ সুস্থ হচ্ছিল। [৮] তাতে সেই শহরে বড়ই আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

[৯] শিমোন নামে একটি লোক সেই শহরে বেশ কিছু দিন ধরে তন্ত্রমন্ত্র সাধনে সামারিয়ার লোকদের মুগ্ধ করছিল; সে নিজেকে একটা মহা ব্যক্তিত্ব বলে দাবি করত; [১০] তার কথায় ছোট বড় সকলে কান দিত; তারা বলত: ‘ইনি তো ঈশ্বরের সেই পরাক্রম, যা মহাপরাক্রম বলা হয়।’ [১১] তারা এজন্যই তার কথায় কান দিত, কারণ বহুদিন থেকে লোকটা নিজের তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা তাদের মুগ্ধ করে আসছিল। [১২] কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য ও যিশুখ্রিষ্টের নাম বিষয়ে শুভসংবাদ প্রচার করতে লাগলে তারা যখন তাঁর কথায় বিশ্বাস করল, তখন পুরুষ ও নারীও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে লাগল; [১৩] এমনকি, শিমোন নিজেও বিশ্বাসী হল, এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর ফিলিপের

সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে লাগল; অনেক চিহ্ন ও মহা মহা পরাক্রম-কর্ম ঘটছে দেখে সে একেবারে মুগ্ধ হল।

[১৪] যেরুশালেমে প্রেরিতদূতেরা যখন শুনতে পেলেন যে, সামারিয়া ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করে নিয়েছে, তখন তাঁরা পিতর ও যোহনকে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন। [১৫] এসে তাঁরা তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা পবিত্র আত্মাকে পায়; [১৬] কেননা পবিত্র আত্মা তাদের কারও উপরে তখনও আসেননি; বাস্তবিকই কেবল প্রভু যিশু-নামের উদ্দেশেই তাদের বাপ্তিস্ম হয়েছিল। [১৭] তখন তাঁরা তাদের উপর হাত রাখলেন, আর তারা পবিত্র আত্মাকে পেল।

[১৮] শিমোন যখন দেখল, প্রেরিতদূতেরা হাত রাখার ফলে পবিত্র আত্মাকে দেওয়া হচ্ছে, তখন তাঁদের কাছে টাকা এনে [১৯] বলল, 'আমাকেও এই অধিকার দিন, আমি যার উপর হাত রাখব, সে যেন পবিত্র আত্মাকে পায়।' [২০] পিতর তাকে বললেন, 'তোমার টাকা তোমার সঙ্গে নষ্ট হোক, তুমি যে ভেবেছ, ঈশ্বর যা বিনামূল্যে দান করেছেন তা তুমি টাকা দিয়ে কিনতে পারবে! [২১] এই ব্যাপারে তোমার কোন ভূমিকা নেই, কোন অংশও নেই, কারণ *ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমার হৃদয় সরল নয়* (ক)। [২২] তোমার এই শঠতা থেকে মন ফেরাও, এবং প্রভুর কাছে মিনতি কর, যেন তোমার হৃদয়ের এই মতলবের ক্ষমা হতে পারে। [২৩] কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি তিক্ত পিত্তে ও অধর্মের বাঁধনে পড়ে রয়েছ।' [২৪] শিমোন উত্তরে বলল, 'আপনারাই আমার জন্য প্রভুর কাছে মিনতি করুন, আপনারা যা কিছু বললেন, তার কিছুই যেন আমার উপর না নেমে আসে।' [২৫] আর তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে ও প্রভুর বাণী প্রচার করে যেরুশালেমে ফিরে যেতে যেতে সামারীয়দের অনেক গ্রামে শুভসংবাদ প্রচার করলেন।

ফিলিপ ও সেই ইথিওপীয় রাজকর্মচারী

[২৬] প্রভুর দূত ফিলিপকে একথা বললেন, 'ওঠ, যে পথ যেরুশালেম থেকে গাজা শহরের দিকে নেমে গেছে, সেই পথ ধরে দক্ষিণ দিকে যাও; পথটা জনশূন্য।' [২৭] তিনি উঠে রওনা হলেন। আর দেখ, একজন ইথিওপীয় যেরুশালেমে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন; তিনি ছিলেন কান্দাকের অর্থাৎ ইথিওপিয়ার রানীর একজন উচ্চপদস্থ কঞ্চুকী, তাঁর সমস্ত ধনাগারের অধ্যক্ষ। [২৮] সেসময়ে তিনি ফিরে

আসছিলেন, এবং রথে বসে নবী ইশাইয়ার পুস্তক পড়ছিলেন। [২৯] আত্মা ফিলিপকে বললেন, 'কাছে এগিয়ে যাও, সেই রথের সঙ্গে সঙ্গে চল।' [৩০] ফিলিপ দৌড় দিয়ে কাছে গিয়ে শুনতে পেলেন, তিনি নবী ইশাইয়ার পুস্তক পড়ছেন। ফিলিপ বললেন, 'আপনি যা পড়ছেন, তা কি বুঝতে পারছেন?' [৩১] তিনি উত্তর দিলেন, 'কেউই আমাকে বুঝিয়ে না দিলে আমি কেমন করে বুঝতে সক্ষম হয়ে উঠব?' আর তিনি ফিলিপকে নিজের কাছে উঠে বসতে অনুরোধ করলেন। [৩২] শাস্ত্রের যে বচন তিনি পড়ছিলেন, তা এ :

তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন,
ও লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে,
তিনি তেমনি মুখ খোলেন না।
[৩৩] *তাঁর অবমাননায় তিনি ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হলেন,*
কিন্তু তাঁর বংশধরদের কাহিনী কেইবা বর্ণনা করতে পারবে?
কেননা তাঁর জীবন পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করা হল (খ)।

[৩৪] ফিলিপকে উদ্দেশ করে কঞ্চুকী বললেন, 'আপনার দোহাই, নবী কার্ বিষয়ে একথা বলেন? নিজের বিষয়ে, না অন্য কারও বিষয়ে?' [৩৫] তখন ফিলিপ শাস্ত্রের সেই বচন থেকে শুরু করে তাঁর কাছে যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করতে লাগলেন। [৩৬] পথে যেতে যেতে তাঁরা এক জলাশয়ের কাছে এসে উপস্থিত হলেন; কঞ্চুকী বললেন, 'এই যে, এখানে জল আছে; আমার বাপ্তিস্ম গ্রহণে বাধা কী?' [৩৭] ফিলিপ তাঁকে বললেন, 'আপনি যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেন, তবে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারেন।' কঞ্চুকী উত্তরে বললেন, 'যিশুখ্রিষ্ট যে ঈশ্বরপুত্র, একথা আমি বিশ্বাস করি।' [৩৮] তিনি রথ থামাতে বললেন, আর ফিলিপ ও কঞ্চুকী দু'জনে জলের মধ্যে নামলেন এবং ফিলিপ তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন। [৩৯] তাঁরা জল থেকে উঠে এলে প্রভুর আত্মা ফিলিপকে তুলে নিয়ে গেলেন, আর সেই কঞ্চুকী তাঁকে আর দেখতে পেলেন না; আর তিনি আনন্দিত মনে নিজ পথে এগিয়ে চললেন। [৪০] কিন্তু ফিলিপ হঠাৎ আজোতাসে দেখা দিলেন; তিনি শহরে শহরে ঘুরে শুভসংবাদ প্রচার করতে করতে শেষে কায়েসারিয়াতে এসে উপস্থিত হলেন।

স্বয়ং খ্রিষ্ট দ্বারা আহূত শৌল

৯ [১] সেই সময়ে শৌল প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে নিশ্বাসে নিশ্বাসে হুমকি ও হত্যাকাণ্ডের কথা ব্যক্ত করতে করতে মহাযাজকের কাছে গেলেন [২] ও দামাস্কের সমাজগৃহগুলির জন্য পত্র চাইলেন, যেন সেই পথাবলম্বী পুরুষ ও নারী যাকেই পান, তাদের বেঁধে যেরুশালেমে নিয়ে আসতে পারেন। [৩] আর এমনটি ঘটল যে, তিনি যেতে যেতে দামাস্কের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ আকাশ থেকে আলো তাঁর চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল। [৪] তিনি মাটিতে পড়ে শুনতে পেলেন, এক কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছে, 'শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ?' [৫] তিনি বললেন, 'প্রভু, আপনি কে?' আর উত্তর হল এ, 'আমি যিশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। [৬] এবার ওঠ, শহরে প্রবেশ কর; আর তোমাকে কী করতে হবে, তা তোমাকে বলা হবে।' [৭] তাঁর সহযাত্রীরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল: কণ্ঠটি তারা শুনেছিল বটে, অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। [৮] শৌল মাটি থেকে উঠলেন, কিন্তু চোখ খুলে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না; তাই তারা তাঁকে হাত ধরে দামাস্কে চালিত করল। [৯] তিন দিন ধরে তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে থাকলেন; খাদ্য বা পানীয় কিছুই স্পর্শ করলেন না।

[১০] দামাস্কে আনানিয়াস নামে একজন শিষ্য ছিলেন। দর্শনযোগে প্রভু তাঁকে বললেন, 'আনানিয়াস!' তিনি বললেন, 'প্রভু, এই যে আমি।' [১১] প্রভু তাঁকে বললেন, 'ওঠ, "সরল সরণি" নামে রাস্তায় গিয়ে যুদার বাড়িতে তার্সসের শৌল নামে মানুষের সন্ধান কর; এ মুহূর্তে সে প্রার্থনা করছে; [১২] এবং দেখতে পেয়েছে, আনানিয়াস নামে একজন মানুষ এসে তার উপর হাত রাখছে সে যেন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।' [১৩] কিন্তু আনানিয়াস প্রতিবাদ করে বললেন, 'প্রভু, আমি অনেকের কাছে এই লোকটার বিষয় শুনেছি, সে যেরুশালেমে তোমার পবিত্রজনদের কত ক্ষতিই না করেছে; [১৪] তাছাড়া, যত লোক তোমার নাম করে, তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রধান যাজকদের কাছে ক্ষমতা পেয়েছে।' [১৫] প্রভু তাঁকে বললেন, 'তুমি যাও, কারণ জাতিগুলোর ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে আমার নামের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার উদ্দেশ্যে সে আমার মনোনীত পাত্র; [১৬] আমি নিজেই তাকে দেখাব আমার নামের

জন্য তাকে কত ক্লেশ ভোগ করতে হবে।' [১৭] তখন আনানিয়াস চলে গিয়ে সেই বাড়িতে প্রবেশ করলেন, এবং তাঁর উপর হাত রেখে বললেন, 'ভাই শৌল, প্রভু আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন—সেই যিশুই, যিনি তোমার আসার পথে তোমাকে দেখা দিলেন—যেন তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পার ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও।' [১৮] আর তখনই তাঁর চোখ থেকে আঁশের মত কী যেন পড়ে গেল আর তিনি আবার চোখে দেখতে পেলেন; তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন, [১৯] তারপর কিছুটা খেয়ে শক্তি ফিরে পেলেন।

দামাস্কে শৌলের বাণীপ্রচার

কিছু দিনের মত তিনি দামাস্কে শিষ্যদের সঙ্গে থেকে গেলেন, [২০] এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজগৃহগুলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, 'যিশুই ঈশ্বরের পুত্র।' [২১] যারা তাঁর কথা শুনত, তারা সকলে স্তম্ভিত হত; তারা বলত, 'এ কি সেই লোকটা নয় যে, যারা এ নাম করে, তাদের যেরুশালেমে তীব্রভাবে অত্যাচার করত, এবং তাদের গ্রেপ্তার করে প্রধান যাজকদের কাছে নিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেছিল?' [২২] শৌলের ক্ষমতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল, এবং দামাস্কের ইহুদী উপনিবেশের লোকদের তিনি দিশেহারা করে দিতেন: তাদের প্রমাণ দিতেন যে, যিশুই সেই খ্রিষ্ট। [২৩] এভাবে বেশ কয়েক দিন কেটে গেল, পরে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করল; [২৪] কিন্তু শৌল তাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারলেন; তাঁকে হত্যা করার লক্ষ্যে তারা নগরদ্বারগুলিতে দিনরাত পাহারা দিতে লাগল, [২৫] কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে রাতে নিয়ে একটা ঝুড়িতে করে নগরপ্রাচীর দিয়ে নামিয়ে দিল।

যেরুশালেমে শৌল

[২৬] যেরুশালেমে এসে উপস্থিত হয়ে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু সকলে তাঁকে ভয় করত—তিনি যে শিষ্য, একথা কেউই বিশ্বাস করত না। [২৭] তবু বার্নাবাস তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে প্রেরিতদূতদের সামনে হাজির করলেন; এবং তাঁর সেই যাত্রাকালে তিনি কীভাবে প্রভুকে দেখতে পেয়েছিলেন, ও প্রভু যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, এবং কীভাবে তিনি দামাস্কে যিশুর নামে সৎসাহসের সঙ্গে প্রচার

করেছিলেন, এই সমস্ত কথা তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন। [২৮] তাই শৌল তাঁদের সঙ্গে থেকে যেরুশালেমের এখানে ওখানে যেতে লাগলেন; তিনি প্রভুর নামে সৎসাহসের সঙ্গে প্রচার করতেন। [২৯] কিন্তু তিনি গ্রীকভাষী ইহুদীদের সঙ্গে আলোচনা ও তর্ক করার পর তারা তাঁকে হত্যা করবে বলে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হল। [৩০] কথাটা জানতে পেরে ভাইয়েরা তাঁকে কায়েসারিয়ায় নিয়ে গেলেন, এবং সেখান থেকে তার্সসের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

[৩১] সেসময় যুদেয়া, গালিলেয়া ও সামারিয়ায় মণ্ডলী শান্তি ভোগ করছিল, নিজেকে গেঁথে তুলছিল, এবং প্রভুভয়ে ও পবিত্র আত্মার সহায়তায় চলতে চলতে বৃদ্ধি লাভ করছিল।

এনেয়াসের সুস্থতা-লাভ

[৩২] তখন এমনটি ঘটল যে, পিতর অবিরত ঘুরতে ঘুরতে লিদ্দা-নিবাসী পবিত্রজনদের কাছেও গেলেন। [৩৩] সেখানে তিনি এনেয়াস নামে একজনের দেখা পেলেন, যে আট বছর ধরে বিছানায় পড়ে ছিল: তার পক্ষাঘাত হয়েছিল। [৩৪] পিতর তাকে বললেন, 'এনেয়াস, যিশুখ্রিষ্ট তোমাকে সুস্থ করলেন: ওঠ, তোমার বিছানা ঠিক কর।' আর সে তখনই উঠে দাঁড়াল। [৩৫] লিদ্দা ও শারোনের অধিবাসীরা সকলেই তাকে দেখতে পেল ও প্রভুর দিকে ফিরল।

তাবিথার পুনর্জীবনলাভ

[৩৬] যাফায় একজন শিষ্যা ছিলেন যাঁর নাম তাবিথা, অর্থাৎ হরিণী। তিনি নানা সৎকর্ম সাধনে ও অর্থদানে সবসময় ব্যস্ত থাকতেন। [৩৭] ঠিক এসময়ে তিনি পীড়িতা হয়ে পড়ে মারা গেছিলেন। লোকেরা তাঁর মৃতদেহ ধৌত করে উপরতলার একটা কক্ষে শুইয়ে রেখেছিল। [৩৮] লিদ্দা যাফার কাছাকাছি হওয়ায়, পিতর লিদ্দায় আছেন শুনে শিষ্যেরা তাঁর কাছে দু'জন লোক পাঠিয়ে অনুরোধ করল, 'দেরি না করে আমাদের কাছে আসুন।' [৩৯] পিতর উঠে তাদের কাছে চললেন। তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হলে তারা তাঁকে সেই উপরতলার কক্ষে নিয়ে গেল, আর বিধবারা সকলে চোখের জল ফেলতে ফেলতে এগিয়ে এসে তাঁকে সেই সব জামাকাপড় দেখাতে লাগল যা হরিণী

তাদের মধ্যে বেঁচে থাকার সময়ে নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। [৪০] পিতর সকলকে বের করে দিয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন; পরে সেই মৃতদেহের দিকে ফিরে বললেন, 'তাবিথা, ওঠ।' তিনি চোখ খুললেন, পিতরকে দেখলেন, ও উঠে বসলেন। [৪১] পিতর তাঁকে পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন; পরে পবিত্রজনদের ও বিধবাদের ডেকে তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখালেন।

[৪২] একথা যাফার সব জায়গায় জানা হল, এবং অনেক লোক প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী হল। [৪৩] পিতর অনেক দিন যাফায় থেকে গেলেন; তিনি শিমোন নামে একজন চামারের বাড়িতে ছিলেন।

কর্নেলিউসের দর্শন-লাভ

১০ [১] কায়েসারিয়াতে কর্নেলিউস নামে একজন লোক ছিলেন, যিনি 'ইতালীয়' সৈন্যদলের একজন শতপতি। [২] তিনি ও তাঁর বাড়ির সকলে ছিলেন ভক্তপ্রাণ ও ঈশ্বরভীরু। তিনি ইহুদী জনগণের প্রতি যথেষ্ট দানশীল ছিলেন এবং রীতিমত ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করতেন। [৩] একদিন বেলা তিনটের দিকে তিনি দর্শনযোগে স্পষ্ট দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের দূত তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলছেন, 'কর্নেলিউস।' [৪] তাঁর দিকে তাকিয়ে ভয়ে অভিভূত হয়ে তিনি বললেন, 'প্রভু, এ কী?' দূত তাঁকে বললেন, 'তোমার প্রার্থনা ও তোমার অর্থদান সবই স্মৃতিচিহ্ন রূপে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের চরণে পৌঁছেছে। [৫] তুমি এখন যাফায় কয়েকজন লোক পাঠিয়ে শিমোন নামে একজনকে—যে পিতর বলেও পরিচিত—এখানে ডাকিয়ে আন; [৬] সে শিমোন নামে একজন চামারের বাড়িতে বাস করছে, তার ঘর সমুদ্রের ধারে।' [৭] কর্নেলিউসের সঙ্গে যে দূত কথা বললেন, তিনি চলে গেলে কর্নেলিউস নিজের দু'জন দাসকে ও তাঁর খাস সৈন্যদের এমন একজনকে ডেকে পাঠালেন যে ধর্মপ্রাণ, [৮] আর তাদের কাছে এই সমস্ত কথা বলে যাফায় পাঠিয়ে দিলেন।

পিতরের দর্শন-লাভ

[৯] পরদিন তারা পথে যেতে যেতে যখন শহরের কাছে এসে উপস্থিত হল, তখন পিতর আনুমানিক বারোটায় সেই সময়ের প্রার্থনা সেরে নেবার জন্য ছাদের উপরে উঠলেন। [১০] তাঁর ক্ষুধা পেলে তিনি কিছুটা খেতে ইচ্ছা করলেন; কিন্তু লোকেরা খাবারের ব্যবস্থা করার আগে তাঁর ভাবসমাধি হল। [১১] তিনি দেখতে পেলেন, আকাশ উন্মুক্ত, এবং বড় চাদরের মত কী যেন একটা জিনিস নেমে আসছে, তার চার কোণ ধরে তা পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে; [১২] আর তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর সব ধরনের চতুষ্পদ প্রাণী ও সরিসৃপ এবং আকাশের পাখি। [১৩] তারপর তাঁর কাছে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'ওঠ, পিতর; ওগুলো মেরে খাও।' [১৪] কিন্তু পিতর বললেন, 'প্রভু, এমনটি না হোক! আমি কখনও অপবিত্র বা অশুচি কিছু খাই না।' [১৫] তখন, দ্বিতীয়বারের মত, তাঁর কাছে সেই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'ঈশ্বর যা শুচি করেছেন, তা তুমি অপবিত্র বলো না।' [১৬] এভাবে তিনবার হল, পরে হঠাৎ সেই জিনিসটা আবার আকাশে তুলে নেওয়া হল। [১৭] পিতর এই যে দর্শন পেয়েছিলেন, তার কী অর্থ হতে পারে, এবিষয়ে মনে মনে ভাবছিলেন, সেসময়ে কর্নেলিউসের পাঠানো লোকেরা শিমোনের বাড়ি খোঁজ করার পর ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল; [১৮] তারা ডেকে জিজ্ঞাসা করছিল, শিমোন যাঁকে পিতর বলে, তিনি সেখানে ছিলেন কিনা। [১৯] পিতর তখনও দর্শনের কথা ভাবছেন, সেসময়ে আত্মা বললেন, 'দেখ, কয়েকজন লোক তোমাকে খুঁজছে। [২০] ওঠ, নিচে নাম, দ্বিধা না করে তাদের সঙ্গে যাও, কারণ আমিই তাদের পাঠিয়েছি।' [২১] পিতর নেমে গিয়ে সেই লোকদের বললেন, 'দেখ, তোমরা যাকে খুঁজছ, আমিই সে; কিসের জন্য এসেছ?' [২২] তারা বলল, 'শতপতি কর্নেলিউস, যিনি একজন ধার্মিক ও ঈশ্বরভীরু ব্যক্তি, ও সমস্ত ইহুদী জাতি যাঁর সুখ্যাতি করে, তিনি পবিত্র দূতের মধ্য দিয়ে এমন আদেশ পেয়েছেন, যেন আপনাকে নিজের বাড়িতে আনবার ব্যবস্থা ক'রে আপনার নিজেরই মুখ থেকে কথা শোনেন।' [২৩] তাই পিতর তাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে তাদের প্রতি আতিথেয়তা দেখালেন।

পরদিন উঠে তিনি তাদের সঙ্গে চললেন, যাফার ভাইদের মধ্যে কয়েকজনও তার সঙ্গে গেল। [২৪] পরদিন তাঁরা কায়েসারিয়ায় এসে পৌঁছলেন; কর্নেলিউস তাঁর

আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সমবেত করে তাঁদের অপেক্ষায় ছিলেন। [২৫] পিতর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করার সময়ে কর্নেলিউস এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে পড়ে প্রণিপাত করলেন। [২৬] কিন্তু পিতর তাঁকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে বললেন, 'উঠুন; আমি নিজেও মানুষ।' [২৭] তারপর তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে করতে প্রবেশ করে দেখলেন, অনেক লোক সমবেত আছে। [২৮] তখন তিনি তাদের বললেন, 'আপনারা তো জানেন, অন্য জাতির কোন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা কিংবা তার কাছে যাওয়া ইহুদীর পক্ষে বিধেয় নয়; কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মানুষকে অপবিত্র বা অশুচি বলা উচিত নয়। [২৯] এজন্য আমাকে ডেকে পাঠানো হলে আমি কোন আপত্তি না করে এসেছি। তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে, আপনারা কোন্ উদ্দেশ্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?' [৩০] কর্নেলিউস উত্তরে বললেন, 'আজ চার দিন হল, আমি এই সময়ের দিকে ঘরের মধ্যে বিকেল তিনটের প্রার্থনা সেরে নিচ্ছিলাম, এমন সময়ে উজ্জ্বল পোশাক পরা এক পুরুষ হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন; [৩১] তিনি বললেন, কর্নেলিউস, তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে, এবং তোমার অর্থদান সবই ঈশ্বরের চরণে স্মরণ করা হয়েছে। [৩২] সুতরাং যাফায় লোক পাঠিয়ে শিমোন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডাকিয়ে আন; সে সমুদ্রের ধারে শিমোন চামারের বাড়িতে থাকছে। [৩৩] এজন্য আমি দেরি না করে আপনার কাছে লোক পাঠিয়ে দিলাম। আপনি এসেছেন, ভালই করেছেন। তাই এখন আমরা সকলে আপনার সামনে সমবেত আছি। প্রভু আপনাকে যা কিছু আদেশ করেছেন, আমরা তা শুনব।'

কর্নেলিউসের বাড়িতে পিতরের উপদেশ

[৩৪] তখন পিতর কথা বলতে লাগলেন, 'আমি সত্যিই বুঝতে পারছি, ঈশ্বর কারও পক্ষপাত করেন না; [৩৫] কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেউ তাঁকে ভয় করে ও ন্যায় পালন করে, সে তাঁর গ্রহণীয় হয়। [৩৬] তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে বাণী প্রেরণ করলেন, এবং তাদেরই কাছে যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা এই শান্তির শুভসংবাদ বহন করা হল যে, ইনিই সকলের প্রভু।

[৩৭] যোহন-প্রচারিত বাপ্তিস্মের পর থেকে গালিলেয়াতে আরম্ভ ক'রে সমস্ত যুদেয়ায় সম্প্রতি কী ঘটেছে, আপনারা তা জানেন: [৩৮] অর্থাৎ, কেমন করে ঈশ্বর

নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি মানুষের মঙ্গল সাধন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং দিয়াবলের শক্তির অধীনে থাকা যত মানুষকে সুস্থ করে তুলছিলেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। [৩৯] আর তিনি ইহুদীদের সারা দেশে ও যেরুশালেমে যা করেছেন, আমরা নিজেরাই সেই সবকিছুর সাক্ষী; আবার, তারা তাঁকে এক গাছে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে, [৪০] কিন্তু তৃতীয় দিনে ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন ও এমনটি দিলেন তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করতে পারেন— [৪১] জাতির সকলের কাছে কিন্তু নয়, বরং ঈশ্বর আগে যাদের নিযুক্ত করেছিলেন, সেই সাক্ষীদেরই কাছে, অর্থাৎ এ আমাদেরই কাছে যারা, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পর, তাঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি। [৪২] আর তিনি আদেশ করলেন, আমরা যেন জনগণের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। [৪৩] তাঁর বিষয়ে সকল নবী এ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তাঁর নাম দ্বারা সে পাপক্ষমা লাভ করবে।’

বিজাতীয়দের উপরে আত্মার আগমন

[৪৪] পিতর তখনও কথা বলছেন, সেসময়ে যত লোক বাণী শুনছিল, সকলের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। [৪৫] পিতরের সঙ্গে পরিচ্ছেদিত যে সকল বিশ্বাসী লোক এসেছিল, তারা এতে স্তম্ভিত ছিল যে, বিজাতীয়দের উপরেও সেই দান, পবিত্র আত্মাকেই বর্ষণ করা হচ্ছে; [৪৬] বাস্তবিকই তারা শুনতে পাচ্ছিল, তাঁরা নানা ভাষায় কথা বলছেন ও ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করছেন। [৪৭] তখন পিতর বললেন, ‘কেউ কি জল আটকাতে পারে যেন এই লোকদের বাপ্তিস্ম দেওয়া না হয়? তাঁরা তো আমাদেরই মত পবিত্র আত্মাকে পেয়েছেন।’ [৪৮] আর তিনি যিশুখ্রিষ্ট-নামে তাঁদের বাপ্তিস্ম দিতে আদেশ দিলেন। সবকিছু শেষে তাঁরা কয়েক দিন সেখানে থাকবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন।

যেরুশালেমে পিতরের আত্মপক্ষসমর্থন

১১ [১] প্রেরিতদূতেরা ও যুদেয়াবাসী ভাইয়েরা শুনতে পেলেন, বিজাতীয়রা ঈশ্বরের
বাণী গ্রহণ করেছে; [২] আর যখন পিতর যেরুশালেমে গেলেন, তখন পরিচ্ছেদিত
লোকেরা এই বলে তাঁকে সমালোচনা করল, [৩] 'আপনি অপরিচ্ছেদিত লোকদের
বাড়িতে প্রবেশ করেছেন, ও তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছেন।'

[৪] তাই পিতর পর পর সমস্ত ঘটনা তাদের কাছে বর্ণনা করলেন; তিনি বললেন:
[৫] 'আমি যাফা শহরে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময়ে আমার ভাবসমাধি হল; তখন
দর্শনযোগে আমি দেখতে পেলাম, বড় চাদরের মত কী যেন একটা জিনিস নেমে
আসছে, তার চার কোণ ধরে তা আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর তা আমার
কাছে পর্যন্ত এল; [৬] তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, তখন
দেখলাম, তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর চতুষ্পদ জন্তু, বন্যজন্তু, সরিসৃপ ও আকাশের যত
পাখি। [৭] তারপর শুনতে পেলাম, এক কণ্ঠস্বর আমাকে বলছে, ওঠ, পিতর; ওগুলো
মেরে খাও। [৮] কিন্তু আমি বললাম, প্রভু, এমনটি না হোক! অপবিত্র বা অশুচি কোন
কিছু কখনও আমার মুখের ভিতরে যায়নি। [৯] তখন, দ্বিতীয়বারের মত, আকাশ থেকে
সেই কণ্ঠস্বর এই উত্তর দিল: ঈশ্বর যা শুচি করেছেন, তা তুমি অপবিত্র বলো না।
[১০] এভাবে তিনবার ঘটল; তারপর সেই সবকিছু আবার আকাশে টেনে নেওয়া হল।
[১১] আর দেখ, আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, ঠিক তখনই তিনজন পুরুষ সেখানে এসে
দাঁড়াল; তাদের কায়েসারিয়া থেকে আমাকে খোঁজ করতে পাঠানো হয়েছিল। [১২] আর
আত্মা আমাকে দ্বিধা না করেই তাদের সঙ্গে যেতে বললেন। এই ছ'জন ভাইও আমার
সঙ্গে গেলেন; আর আমরা সেই বাড়িতে প্রবেশ করলাম। [১৩] তিনি আমাদের বললেন
যে, তিনি এক দূতের দর্শন পেয়েছিলেন, সেই দূত তাঁর বাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন,
যাফায় লোক পাঠিয়ে শিমোন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডাকিয়ে আন; [১৪] সে
তোমাকে এমন কথা বলবে, যা দ্বারা তুমি ও তোমার বাড়ির সকলে পরিত্রাণ পাবে।
[১৫] আমি কথা বলতে শুরু করলেই পবিত্র আত্মা তাঁদের উপরে নেমে এলেন, ঠিক
যেভাবে শুরুতে আমাদের উপর নেমে এসেছিলেন, [১৬] আর আমার প্রভুর কথা মনে
পড়ল, যখন তিনি বলেছিলেন, *যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিলেন, কিন্তু পবিত্র আত্মায়ই*

তোমাদের বাপ্তিস্ম হবে (ক)। [১৭] তাই আমরা প্রভু যিশুখ্রিষ্টে বিশ্বাসী হলে পর ঈশ্বর যেমন আমাদের, তেমনি যখন তাঁদেরও সমান অনুগ্রহ দান করলেন, তখন আমি কি এমন একজন যে ঈশ্বরকে বাধা দিতে সক্ষম?'

[১৮] এই সকল কথা শুনে তারা তুষ্ট হল এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, 'তবে ঈশ্বর বিজাতীয়দের কাছেও সেই মনপরিবর্তন দান করেছেন যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়।'

আন্তিওখিয়ায় মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা

[১৯] এদিকে স্তেফানকে কেন্দ্র করে যে উৎপীড়ন ঘটেছিল, তার ফলে যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা ফৈনিকিয়া, সাইপ্রাস ও আন্তিওখিয়া পর্যন্তই গিয়েছিল, কিন্তু কেবল ইহুদীদেরই কাছে সেই বাণী প্রচার করছিল। [২০] তবু তাদের মধ্যে সাইপ্রাস ও কিরেনের কয়েকজন লোক ছিল, যারা আন্তিওখিয়ায় গিয়ে গ্রীকদের কাছেও কথা বলতে গিয়ে প্রভু যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করল। [২১] প্রভুর হাত তাদের সঙ্গে ছিল, তাই বহু বহু লোক বিশ্বাসী হয়ে প্রভুর দিকে ফিরল। [২২] তেমন কথা যেরুশালেমের মণ্ডলীর কাছে গিয়ে পৌঁছল; আর তাঁরা বার্নাবাসকে আন্তিওখিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। [২৩] তিনি সেখানে এসে পৌঁছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখে আনন্দিত হলেন, এবং সকলকে আশ্বাসজনক কথা বলতে লাগলেন, যেন তারা একাগ্র অন্তরে প্রভুতে স্থিতমূল থাকে; [২৪] কেননা তিনি ছিলেন সৎলোক এবং পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তি। তখন বহু বহু লোক প্রভুতে যুক্ত হল। [২৫] পরে তিনি শৌলকে খোঁজ করতে তার্সসে গেলেন, এবং তাঁকে পেয়ে আন্তিওখিয়ায় নিয়ে এলেন। [২৬] তাঁরা পুরো এক বছর ধরে সেই মণ্ডলীতে একসঙ্গে থাকলেন, এবং অনেক লোককে ধর্মশিক্ষা দিলেন। আন্তিওখিয়ায়ই প্রথমে শিষ্যদের 'খ্রিষ্টিয়ান' নামে অভিহিত করা হল।

শৌল ও বার্নাবাসের যেরুশালেম-যাত্রা

[২৭] সেসময় কয়েকজন নবী যেরুশালেম থেকে আন্তিওখিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। [২৮] তাঁদের মধ্যে আগাবস নামে একজন ছিলেন; তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আত্মার

আবেশে বলে দিলেন যে, সারা পৃথিবী জুড়ে মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে—পরে তা ক্লাউদিউসের আমলেই দেখা দিল। [২৯] শিষ্যেরা স্থির করল, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সঙ্গতি অনুসারে যুদেয়াবাসী ভাইদের কাছে সাহায্য পাঠিয়ে দেবে; [৩০] আর সেইমত কাজ করল: বার্নাবাস ও শৌলের হাত দিয়ে তারা প্রবীণবর্গের কাছে তা পাঠিয়ে দিল।

যাকোবকে হত্যা

পিতরকে গ্রেপ্তার ও অলৌকিক মুক্তিদান

১২ [১] প্রায় সেই একই সময় হেরোদ রাজা মণ্ডলীর কয়েকজন সদস্যকে উৎপীড়ন করতে শুরু করলেন: [২] তিনি যোহনের ভাই যাকোবকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করালেন। [৩] এতে ইহুদীরা খুশি হল দেখে তিনি পিতরকেও গ্রেপ্তার করালেন। তখন খামিরবিহীন রুটি পর্বের সময় ছিল। [৪] তিনি তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটকে রাখলেন, এবং তাঁকে পাহারা দেবার দায়িত্ব চার প্রহরী দলের উপর তুলে দিলেন: প্রতিটি দলে থাকবে চারজন সৈন্য। তিনি মনে করছিলেন, পাস্কার পরেই তাঁকে জনগণের সামনে এনে দাঁড় করাবেন। [৫] যত সময় পিতর কারারুদ্ধ ছিলেন, তত সময় ধরে মণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে বিরামহীন প্রার্থনা করতে থাকল। [৬] যেদিন তাঁর বিচার হেরোদের করার কথা, তার আগের রাতে পিতর দু'জন সৈন্যের মাঝখানে দু'টো শেকলে আবদ্ধ হয়ে ঘুমাচ্ছিলেন ও কয়েকজন প্রহরী দরজায় পাহারা দিচ্ছিল, [৭] হঠাৎ প্রভুর এক দূত এসে দাঁড়ালেন, আর কারাকক্ষটা আলোয় ভরে উঠল। দূত পিতরের কাঁধে নাড়া দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, 'শীঘ্রই ওঠ!' আর পিতরের হাত থেকে শেকল খসে পড়ল। [৮] দূত আবার তাঁকে বললেন, 'কোমরে বন্ধনী বেঁধে নাও, জুতো পর।' তিনি তা করলে পর দূত তাঁকে বললেন, 'গায়ে চাদর জড়িয়ে নাও, আমার পিছু পিছু এসো।' [৯] তিনি বেরিয়ে গিয়ে তাঁর পিছু পিছু যেতে লাগলেন; দূত যা কিছু করছেন, তা যে বাস্তব, তিনি তখনও তা বুঝতে পারেননি, ভাবছিলেন, তিনি কোন এক দর্শনই পাচ্ছেন।

[১০] তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরী দলকে অতিক্রম ক'রে শহরে যাওয়ার লোহার ফটকের কাছে এলেন; ফটকটা আপনা থেকেই তাঁদের সামনে খুলে গেল, আর তাঁরা

বেরিয়ে গিয়ে একটা রাস্তার শেষ মাথায় যাওয়ার পর হঠাৎ দূত তাঁর কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। [১১] তখন পিতরের চেতনা এল, তিনি বললেন, ‘এখন আমি নিশ্চিত জানি, প্রভু নিজের দূত পাঠিয়ে হেরোদের হাত থেকে ও ইহুদী জাতির সমস্ত প্রত্যাশা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন।’ [১২] ব্যাপারটা বিবেচনা করার পর তিনি মারীয়ার বাড়ির দিকে চলে গেলেন, ইনি মার্ক বলে পরিচিত সেই যোহনেরই মা। সেখানে অনেকে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করছিল। [১৩] তিনি বাইরের দরজায় ঘা দিলে রোদা নামে একজন দাসী শুনতে এল, [১৪] এবং পিতরের গলা চিনে সে আনন্দে দরজা না খুলে বরং ভিতরে ছুটে গিয়ে সংবাদ জানাল, দরজার বাইরে পিতর দাঁড়িয়ে আছেন। তারা তাকে বলল, ‘পাগল না কি?’ কিন্তু সে জোর দিয়ে বলতে থাকল যে কথাটা সত্য। [১৫] তখন তারা বলল, ‘উনি পিতরের [রক্ষী] দূত।’ [১৬] এদিকে পিতর দরজায় ঘা দিতে থাকছিলেন; আর যখন তারা দরজা খুলে তাঁকে দেখতে পেল, তখন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। [১৭] তিনি হাত তুলে চুপ করার জন্য ইশারা দিলেন, এবং প্রভু কীভাবে তাঁকে কারাগার থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তাদের কাছে তার বর্ণনা দিলেন; শেষে বললেন, ‘তোমরা যাকোবকে ও সমস্ত ভাইকে সংবাদ দাও।’ পরে বাইরে গিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

[১৮] সকাল হতে না হতেই সৈন্যদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দিল: পিতরের কী হল? [১৯] হেরোদ তাঁর খোঁজাখুঁজি করানোর পরেও যখন তাঁকে পাওয়া গেল না, তখন কারারক্ষীদের জেরা করে হুকুম দিলেন, তাদের মেরে ফেলা হোক; তারপর যুদেয়া ছেড়ে কায়েসারিয়ায় গিয়ে সেইখানে থাকলেন।

হেরোদের মৃত্যু

[২০] তিনি তুরস ও সিদোনের লোকদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। তারা কিন্তু একমত হয়ে তাঁর কাছে এল, এবং রাজভবনের অধ্যক্ষ ব্লাস্তসের সমর্থন জয় ক’রে তাঁরই দ্বারা শান্তিস্থাপনের জন্য আবেদন জানাল, কারণ সমস্ত খাদ্য-সামগ্রীর জন্য তাদের অঞ্চল রাজার এলাকার উপরেই নির্ভর করত। [২১] নির্ধারিত দিনে হেরোদ রাজপোশাক পরে ও রাজমঞ্চে আসীন হয়ে তাদের কাছে একটা ভাষণ দিলেন। [২২] তখন লোকেরা জয়ধ্বনি তুলে বলতে লাগল, ‘এ দেবতারই কণ্ঠ, মানুষের

নয়!' [২৩] আর প্রভুর দূত ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁকে আঘাত হানলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করলেন না; আর তিনি কৃমি-বিকারে মারা গেলেন।

[২৪] এদিকে ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে পড়ছিল ও খুবই বৃদ্ধিশীল ছিল। [২৫] বার্নাবাস ও শৌল নিজেদের সেবাকর্ম সেরে নিয়ে যেরুশালেম থেকে ফিরে এলেন; তাঁরা মার্ক বলে পরিচিত সেই যোহনকে সঙ্গে নিলেন।

বার্নাবাস ও পলের প্রচার-যাত্রা এবং যেরুশালেম-মহাসভা

বাণীপ্রচারে প্রেরিত শৌল ও বার্নাবাস

১৩ [১] আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে কয়েকজন নবী ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, এঁরা ছিলেন বার্নাবাস, নীগের নামে পরিচিত শিমোন, কিরেনীয় লুকিউস, সামন্তরাজ হেরোদের সহপালিত মানায়েন এবং শৌল। [২] একদিন তাঁরা প্রভুর উপাসনা ও উপবাস করছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা বললেন, 'আমি বার্নাবাস ও শৌলকে যে কাজে আহ্বান করেছি, সেই কাজের উদ্দেশ্যে আমার জন্য তাদের স্বতন্ত্র করে রাখ।' [৩] তখন তাঁরা উপবাস ও প্রার্থনা করার পর এবং তাঁদের উপর হাত রাখার পর তাঁদের বিদায় দিলেন।

সাইপ্রাসে বাণীপ্রচার

[৪] এভাবে তাঁরা পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রেরিত হয়ে সেলেউসিয়ায় গেলেন ও সেখান থেকে জাহাজে করে সাইপ্রাসের দিকে যাত্রা করলেন। [৫] তাঁরা সালামিসে এসে ইহুদীদের বিভিন্ন সমাজগৃহে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে লাগলেন; সহকারী রূপে সেই যোহনও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। [৬] তাঁরা সারা দ্বীপ পেরিয়ে পাফোসে এসে পৌঁছলে সেখানে বার্-যিশু নামে একজন ইহুদী মন্ত্রজালিক ও নকল নবীর দেখা পেলেন; [৭] সে প্রদেশপাল সের্গিউস পাউলুসের অনুচারী ছিল; এই সের্গিউস ছিলেন বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি বার্নাবাস ও শৌলকে ডাকিয়ে এনে ঈশ্বরের বাণী শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। [৮] কিন্তু এলিমাস, অর্থাৎ সেই মন্ত্রজালিক—অনুবাদ করলে এ-ই হল তার নামের অর্থ—প্রদেশপালকে বিশ্বাস থেকে ফেরাবার চেষ্টায় তাঁদের প্রতিরোধ করতে লাগল। [৯] তখন শৌল—যাঁকে পলও বলে—পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, [১০] 'যত ছলনা ও শঠতায় ভরা মানুষ, দিয়াবলের সন্তান, যত প্রকার ধর্মময়তার শত্রু! প্রভুর সোজা পথ বাঁকাতে তুমি কি কখনও ক্ষান্ত হবে না? [১১] দেখ, প্রভুর হাত তোমার উপরে রয়েছে: তুমি অন্ধ হবে, ও কিছুকাল ধরে সূর্য দেখতে পাবে না।' ঠিক সেই মুহূর্তেই তার উপর কুয়াশা ও অন্ধকার নেমে পড়ল, আর

সে হাতড়ে বেড়াতে লাগল, ও খুঁজতে লাগল কে তাকে হাত ধরে চালিত করবে। [১২] তেমন ঘটনা দেখে প্রদেশপাল প্রভুর বিষয়ে যা শিখতে পেরেছিলেন, তাতে বিস্ময়মগ্ন হয়ে বিশ্বাসী হলেন।

পিসিদিয়ার আন্তিওখিয়ায় ইহুদীদের কাছে পলের বাণীপ্রচার

[১৩] পাফোস থেকে জলপথে যাত্রা করে পল ও তাঁর সঙ্গীরা পাম্ফিলিয়া প্রদেশের পের্গায় এসে পৌঁছলেন; সেখানে যোহন তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন। [১৪] কিন্তু তাঁরা পের্গা থেকে এগিয়ে গিয়ে পিসিদিয়া প্রদেশের আন্তিওখিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন, এবং শাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহে প্রবেশ করে আসন নিলেন। [১৫] বিধান ও নবী-পুস্তকের পাঠ শেষ হলে সমাজগৃহের অধ্যক্ষেরা তাঁদের বলে পাঠালেন: 'ভাই, উপস্থিত জনগণের কাছে যদি আপনাদের কোন আশ্বাসজনক বক্তব্য থাকে, এসে বলুন।'

[১৬] পল উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে কথা বলতে লাগলেন: 'ইস্রায়েলের মানুষেরা ও এখানকার ঈশ্বরভীরু সকলে, শুনুন। [১৭] এই ইস্রায়েল জাতির ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের বেছে নিলেন, এবং এই জাতি যখন মিশরদেশে প্রবাসী ছিল, তখন তাদের উন্নীত করলেন, এবং *সেখান থেকে শক্ত বাহুতে তাদের বের করে আনলেন*, [১৮] এবং আনুমানিক চল্লিশ বছর ধরে *মরুপ্রান্তরে তাদের প্রতিপালন ক'রে* [১৯] *কানান দেশে সাতটি জাতিকে ধ্বংস করে সেই জাতির দেশটিকে তাদেরই উত্তরাধিকার রূপে দান করলেন* (ক)। [২০] এভাবে আনুমানিক সাড়ে চারশ' বছর কেটে গেল। তারপর তিনি নবী শামুয়েলের সময় পর্যন্ত তাদের জন্য বিচারকদের ব্যবস্থা করলেন। [২১] তখন তারা একজন রাজা চাইল, তাই ঈশ্বর তাদের চল্লিশ বছরের জন্য বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীর কীশের সন্তান শৌলকে দিলেন। [২২] তারপর তিনি তাঁকে পদচ্যুত করে তাদের রাজারূপে সেই দাউদের উদ্ভব ঘটালেন, যাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, *আমি যেসের সন্তান দাউদকে পেয়েছি, সে আমার মনের মত মানুষ, সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করবে* (খ)।

[২৩] তাঁরই বংশ থেকে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি-মত ইস্রায়েলের ত্রাণকর্তা সেই যিশুর উদ্ভব ঘটিয়েছেন, [২৪] যাঁর আগমনের আগে যোহন গোটা ইস্রায়েল জাতির কাছে

মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করেছিলেন। [২৫] জীবনযাত্রার শেষ পর্যায়ে যোহন একথা বলছিলেন: তোমরা আমাকে যাকে ভাব, আমি সে নই। দেখ, আমার পরে এমনই একজন আসছেন, যাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য আমি নই।

[২৬] হে ভাই, হে আব্রাহাম-বংশের সন্তানেরা! আপনারাও, হে ঈশ্বরভীরু সকলে! পরিত্রাণের এই বাণী আমাদেরই কাছে প্রেরিত হয়েছে। [২৭] কেননা যেরুশালেমের অধিবাসীরা ও তাদের সমাজনেতারা তাঁকে না জানায়, এবং প্রতি শাব্বাৎ দিনে নবীদের যে বাণী পাঠ করা হয় তাও না জানায়, তাঁকে দন্ডিত ক'রে সেই সমস্ত বাণী পূর্ণ করে তুলেছে। [২৮] প্রাণদন্ড দেওয়ার মত কোন দোষ না পেয়েও তারা পিলাতের কাছে তাঁকে হত্যা করার আবেদন জানাল। [২৯] তারপর, তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু লেখা ছিল, তা সিদ্ধ করার পর তারা সেই গাছ থেকে নামিয়ে তাঁকে এক সমাধির মধ্যে রেখে দিল। [৩০] কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন। [৩১] আর যাঁরা গালিলেয়া থেকে তাঁর সঙ্গে যেরুশালেমে এসেছিলেন, তিনি অনেক দিন ধরে তাঁদের দেখা দিলেন; ঠিক তাঁরাই এখন জনগণের সামনে তাঁর সাক্ষী।

[৩২] আর আমরা নিজেরা আপনাদের কাছে এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যে, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, [৩৩] তিনি যিশুকে পুনরুত্থিত করায় তাঁদের বংশধর আমাদের জন্যই তা পূর্ণ করেছেন, যেমন দ্বিতীয় সামসঙ্গীতে লেখা আছে: *তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম* (গ)। [৩৪] আর তিনি যে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, এবং তাঁকে যে আর অবক্ষয়ে ফিরে যেতে হবে না, তা তিনি এভাবেই ঘোষণা করেছিলেন, *দাউদের কাছে পবিত্র যা কিছু, নিশ্চিত যা কিছু দেব বলে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা তোমাদেরই দেব* (ঘ)। [৩৫] এজন্যও তিনি অন্য সামসঙ্গীতে বলেন, *তোমার পুণ্যজনকে তুমি অবক্ষয় দেখতে দেবে না* (ঙ)।

[৩৬] বাস্তবিক দাউদ তাঁর নিজের যুগের মানুষদের মধ্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা পালন করার পর নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর নিজের পিতৃপুরুষদের কাছে গ্রহণ করা হল, ও তিনি সেই অবক্ষয় দেখলেন। [৩৭] কিন্তু ঈশ্বর যাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি সেই অবক্ষয় দেখেননি। [৩৮] সুতরাং, ভাই, আপনারা জেনে নিন, পাপক্ষমার কথা

আপনাদের কাছে তাঁরই দ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে; আর মোশির বিধানের মধ্য দিয়ে যে সকল বিষয়ে আপনারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারতেন না, [৩৯] যে কেউ বিশ্বাস করে, তাকে সেই সকল বিষয়ে তাঁরই দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়। [৪০] সুতরাং সতর্ক থাকুন: নবীদের পুস্তকে যা বলা হয়েছে, তা যেন আপনাদের বেলায় না ঘটে, অর্থাৎ,

[৪১] *হে বিদ্রূপকারী সকল, চেয়ে দেখ,*
আশ্চর্য হও, লুকিয়ে থাক;
কারণ তোমাদের দিনগুলিতে
আমি এমন এক কাজ সাধন করতে চলেছি,
যা কেউ তোমাদের কাছে তা বর্ণনা করলে
তোমরা বিশ্বাস করতেই না।’(চ)

[৪২] তাঁরা বেরিয়ে যাবার সময়ে লোকেরা অনুরোধ জানাল, যেন পর শাব্বাৎ দিনেও তাঁরা সেই সমস্ত বিষয়ে কথা বলেন। [৪৩] সভা ভেঙে যাওয়ার পর ইহুদী ও ইহুদীধর্মাবলম্বী অনেক ভক্তপ্রাণ মানুষ পল ও বার্নাবাসের অনুসরণ করল; তাঁরা তাদের সঙ্গে কথা বললেন ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থির থাকতে তাদের আবেদন জানালেন।

বিজাতীয়দের কাছে পল ও বার্নাবাসের বাণীপ্রচার

[৪৪] পরবর্তী শাব্বাৎ দিনে শহরের প্রায় সমস্ত লোক ঈশ্বরের বাণী শুনবার জন্য সমবেত হল। [৪৫] কিন্তু ইহুদীরা এত বিপুল জনতাকে দেখে ঈর্ষায় ভরে উঠল, এবং নিন্দা করতে করতে পলের প্রতিটি কথার প্রতিবাদ করতে লাগল। [৪৬] তখন পল ও বার্নাবাস সৎসাহসের সঙ্গে একথা বললেন: ‘প্রথমে আপনাদেরই কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য ছিল; কিন্তু আপনারা যখন তা সরিয়ে দিচ্ছেন এবং নিজেদের অনন্ত জীবনের অযোগ্য বলে বিবেচনা করছেন, তখন দেখুন, আমরা বিজাতীয়দের দিকেই চোখ ফেরাচ্ছি; [৪৭] কারণ প্রভু আমাদের ঠিক এই আজ্ঞা দিলেন:

আমি তোমাকে বিজাতীয়দের জন্য আলোরূপে রেখেছি
তুমি যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বহন কর আমার পরিত্রাণ।’[ছ]

[৪৮] তা শুনে বিজাতীয়রা আনন্দিত হল ও প্রভুর বাণীর গৌরবকীর্তন করতে লাগল ; এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল। [৪৯] প্রভুর বাণী সেই দেশের সর্বস্থানেই পরিব্যাপ্তি লাভ করল। [৫০] কিন্তু ইহুদীরা সম্ভ্রান্ত ঘরের ভক্তপ্রাণ মহিলাদের ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উত্তেজিত করে তুলল, পল ও বার্নাবাসের বিরুদ্ধে নির্যাতন শুরু করে দিল, এবং নিজেদের এলাকা থেকে তাঁদের তাড়িয়ে বের করে দিল। [৫১] তখন তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে ইকোনিয়মের দিকে গেলেন। [৫২] কিন্তু নতুন শিষ্যেরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল।

ইকোনিয়মে বাণীপ্রচার

১৪ [১] ইকোনিয়মেও তাঁরা ইহুদীদের সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন, এবং এমনভাবে কথা বললেন যে, ইহুদী ও গ্রীক বহু লোক বিশ্বাসী হল। [২] কিন্তু যে ইহুদীরা বিশ্বাস করতে সম্মত হল না, তারা ভাইদের বিরুদ্ধে বিজাতীয়দের মন উত্তেজিত করে বিষিয়ে তুলল। [৩] তবু তাঁরা সেখানে অনেক দিন কাটালেন ও প্রভুতে সাহস রেখে প্রচার করলেন, আর তিনিও, তাঁদের হাত দ্বারা নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ ঘটতে দেওয়ায়, নিজের অনুগ্রহের বাণীর পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। [৪] তখন শহরের অধিবাসীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল : এক দল ইহুদীদের পক্ষে, আর এক দল প্রেরিতদূতদের পক্ষে। [৫] কিন্তু বিজাতীয়রা ও ইহুদীরা তাদের সমাজনেতাদের সমর্থনে একদিন তাঁদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে ও পাথর মারতে চেষ্টা করল, [৬] তখন সংবাদ পেয়ে তাঁরা লিকাওনিয়া প্রদেশের লিস্ত্রা ও দের্বা শহরে ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে পেরিয়ে গেলেন ; [৭] আর সেখানে শুভসংবাদ প্রচার করতে লাগলেন।

লিস্ত্রায় বাণীপ্রচার

[৮] লিস্ত্রায় একজন লোক ছিল, যে জীবনে কখনও হাঁটতে পারেনি, কারণ তার পায়ে বল ছিল না, মাতৃগর্ভ থেকেই সে খোঁড়া ছিল। [৯] লোকটি পলের কথা শুনছিল; আর তিনি তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, সুস্থ হতে পারবে বলে তার বিশ্বাস আছে দেখে [১০] জোর গলায় বললেন, 'পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও।' আর লোকটি লাফ দিয়ে উঠল ও হাঁটতে লাগল। [১১] পল যা করেছেন, তা দেখে জনতা লিকাওনীয় ভাষায় চিৎকার করে বলতে লাগল, 'দেবতারা মানুষ রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন!' [১২] আর তারা বার্নাবাসকে জেউস আর প্রধান বক্তা বলে পলকে হের্মেস বলল।

[১৩] তারপর নগরপ্রাচীরের বাইরে জেউসের যে মন্দির ছিল, তার যাজক কতগুলো বৃষ ও মালা মন্দিরদ্বারে এনে লোকদের সঙ্গে একটা যজ্ঞ দিতে চাচ্ছিল। [১৪] তা শুনে প্রেরিতদূত বার্নাবাস ও পল নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন ও লোকদের মধ্যে ছুটে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, [১৫] 'বন্ধু সকল! এসব কেন করছ? আমরাও তোমাদের মত সাধারণ মানুষমাত্র; আমরা তোমাদের এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যেন এই সমস্ত অসার বস্তু ত্যাগ করে সেই জীবনময় ঈশ্বরেরই দিকে ফের, *যিনি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সবকিছুর মধ্যে যা কিছু আছে নির্মাণ করলেন* (ক)। [১৬] তিনি অতীতকালে যুগের পর যুগ সমস্ত জাতিকে নিজ নিজ পথে চলতে দিলেন; [১৭] তবু তিনি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হননি, কেননা তিনি মঙ্গল সাধন করে এসেছেন; হ্যাঁ, তিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে ঋতুতে ঋতুতে তোমাদের ফসল উৎপাদন করে এসেছেন, আর খাদ্য দানে তোমাদের দেহ ও আনন্দ দানে তোমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত করে এসেছেন।' [১৮] এই সকল কথা বলে তাঁরা কষ্ট করে জনতাকে থামাতে পারলেন যেন তারা তাঁদের উদ্দেশে সেই যজ্ঞ না দেয়।

প্রথম প্রচার-যাত্রার সমাপ্তি

[১৯] কিন্তু আন্তিওখিয়া ও ইকোনিয়ম থেকে কয়েকজন ইহুদী এসে জনতাকে নিজেদের পক্ষে জয় ক'রে পলকে পাথর ছুড়ে মারল ও শহরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল;

মনে করছিল, তিনি মারা গেছেন। [২০] শিষ্যেরা এসে তাঁর চারপাশে জড় হল, তিনি কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে শহরে ফিরে গেলেন। পরদিন বার্নাবাসের সঙ্গে তিনি দের্বার দিকে রওনা হলেন।

[২১] সেই শহরে শুভসংবাদ প্রচার করে ও অনেককে শিষ্য করে তাঁরা লিস্ত্রা, ইকোনিয়ম ও আন্তিওখিয়া হয়ে ফিরে গেলেন; [২২] যেতে যেতে তাঁরা শিষ্যদের মন সুস্থির করতেন, এবং তাদের আশ্বাস দিতেন, তারা যেন বিশ্বাসে স্থিতমূল থাকে; তাঁরা বলতেন, 'ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আমাদের বহু ক্লেশ পেরিয়ে যেতে হবে।' [২৩] তাঁরা তাদের জন্য প্রতিটি মণ্ডলীতে প্রবীণবর্গ নিযুক্ত করলেন, এবং উপবাস ও প্রার্থনা করে সেই প্রভুরই হাতে তাদের সঁপে দিলেন যাঁর প্রতি তারা বিশ্বাস রেখেছিল। [২৪] পরে পিসিদিয়া পেরিয়ে তাঁরা পাম্ফিলিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। [২৫] তাঁরা পের্গায় বাণী প্রচার করে আত্তালিয়ায় গেলেন; [২৬] এবং সেখান থেকে জাহাজে করে সেই আন্তিওখিয়ারই দিকে যাত্রা করলেন, যেখানে তাঁরা, এই যে কাজ পূর্ণ করে এসেছিলেন, তা করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের হাতে সমর্পিত হয়েছিলেন।

[২৭] একবার এসে উপস্থিত হয়ে তাঁরা জনমণ্ডলীকে সমবেত করলেন, এবং ঈশ্বর তাঁদের মধ্য দিয়ে যে কত কাজ সাধন করেছিলেন ও তিনি যে বিজাতীয়দের জন্য বিশ্বাসের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত কিছুর বিবরণ দিলেন। [২৮] সেখানে তাঁরা শিষ্যদের সঙ্গে বেশ কয়েক দিন কাটালেন।

আন্তিওখিয়ায় মতভেদ

১৫ [১] একসময় যুদেয়া থেকে কয়েকজন লোক এসে ভাইদের এই শিক্ষা দিতে লাগল যে, 'তোমরা যদি মোশির পরম্পরাগত প্রথা অনুসারে পরিচ্ছেদিত না হও, তবে পরিত্রাণ পেতে পারবে না।' [২] এতে মতভেদ সৃষ্টি হল, এবং পল ও বার্নাবাস তাদের সঙ্গে যথেষ্ট তর্কবিতর্ক করলে পর এ স্থির করা হল যে, সেই সমস্যার মীমাংসার জন্য পল, বার্নাবাস আর তাঁদের আরও কয়েকজন যেরুশালেমে প্রেরিতদূতদের ও প্রবীণবর্গের কাছে যাবেন। [৩] জনমণ্ডলী খানিকটা পথ তাঁদের এগিয়ে দিয়ে এল, আর তাঁরা ফৈনিকিয়া ও সামারিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে করতে সকলের কাছে বর্ণনা করছিলেন

কেমন করে বিজাতীয়রা বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল; এতে সমস্ত ভাইদের মধ্যে বড়ই আনন্দ জাগিয়ে তুললেন। [৪] তাঁরা যেরুশালেমে এসে পৌঁছলে জনমণ্ডলী, প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন; এবং ঈশ্বর তাঁদের মধ্য দিয়ে যে সকল কাজ সাধন করেছিলেন, সেই সমস্ত কিছুর বিবরণ দিলেন।

যেরুশালেমের মহাসভায় সেই সমস্যার আলোচনা ও সমাধান

[৫] কিন্তু ফরিশী সম্প্রদায়ের কয়েকজন—তাঁরা এর মধ্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন—তখন প্রতিবাদ করে একথা বললেন যে, সেই লোকদের পক্ষে পরিচ্ছেদিত হওয়া আবশ্যক, মোশির বিধান পালন করতে তাদের আদেশ দেওয়াও আবশ্যক।

[৬] বিষয়টা বিচার-বিবেচনা করার জন্য প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ সমবেত হলেন। [৭] দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর পিতর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: ‘ভাইয়েরা, তোমরা জান, অনেক দিন আগেই ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে এমনটি বেছে নিয়েছিলেন যেন বিজাতীয়রা আমার মুখ থেকে শুভসংবাদের বাণী শুনে বিশ্বাসী হয়। [৮] অন্তর্যামী ঈশ্বর, যেমন আমাদের কাছে, তেমনি তাদেরও কাছে পবিত্র আত্মাকে দান ক’রে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন; [৯] তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি, বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন। [১০] তাই, যে জোয়ালের ভার আমাদের পিতৃপুরুষেরা আর আমরাও বহন করতে সক্ষম হইনি, শিষ্যদের ঘাড়ে সেই জোয়াল চাপিয়ে তোমরা এখন কেনই বা ঈশ্বরকে যাচাই করছ? [১১] বরং আমরা বিশ্বাস করি, ওরা যেমন, আমরাও তেমনি প্রভু যিশুর অনুগ্রহ গুণেই পরিত্রাণ পাব!’

[১২] গোটা জনসমাবেশ নীরব হয়ে পড়ল, আর বার্নাবাস ও পলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বিজাতীয়দের মধ্যে কি কি চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে তার বর্ণনা শুনল। [১৩] তাঁদের কথা শেষ হলে যাকোব এই বলে কথা বলতে লাগলেন, [১৪] ‘ভাইয়েরা, আমার কথা শোন। শিমোন এইমাত্র জানিয়েছেন, কীভাবে ঈশ্বর বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আপন নামের জন্য এক জাতিকে নেবেন বলে আগে থেকে স্থির করেছিলেন। [১৫] একথার সঙ্গে নবীদের বাণী মেলে, যেহেতু লেখা আছে:

[১৬] এরপরে আমি ফিরে আসব,
দাউদের পড়ে থাকা তাঁবুটা পুনর্নির্মাণ করব,
তার ভগ্নস্তূপ পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করব,
[১৭] যেন বাকি মানুষেরা,
এবং যে সকল জাতির উপরে আমার নাম আহ্বান করা হয়েছে,
তারা প্রভুর অন্বেষণ করে।
একথা প্রভুই বলছেন, যিনি [১৮] অনাদিকাল থেকে
এই সমস্ত কথা জানিয়ে আসছেন (ক)।

[১৯] সুতরাং আমার অভিমত এ, বিজাতীয়দের মধ্যে যারা ঈশ্বরের দিকে ফেরে, তাদের আমরা বিরক্ত করব না, [২০] তাদের কাছে শুধু লিখে পাঠাব, যেন তারা প্রতিমা-জনিত কলুষ থেকে, অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে, গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার থেকে, এবং রক্ত-আহার থেকে বিরত থাকে। [২১] কেননা প্রাচীন কাল থেকেই প্রতিটি শহরে মোশির এমন লোক আছে যারা তাঁর কথা প্রচার করে; বাস্তবিকই প্রতিটি শাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহগুলিতে তাঁর পুস্তক পাঠ করা হয়।'

[২২] তখন প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ গোটা জনমণ্ডলীর সঙ্গে স্থির করলেন, নিজেদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে পল ও বার্নাবাসের সঙ্গে তাঁদের আন্তিওখিয়ায় পাঠিয়ে দেবেন: এঁরা হলেন সেই যুদা, যিনি বার্সাব্বাস নামে পরিচিত, এবং সিলাস—ভাইদের মধ্যে দু'জনেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। [২৩] তাঁদের হাতে এই পত্র লিখে পাঠালেন: 'প্রেরিতদূতদের, প্রবীণবর্গের ও ভাইদের পক্ষ থেকে, আন্তিওখিয়া, সিরিয়া ও কিলিকিয়ার অধিবাসী বিজাতীয় ভাইদের সমীপে: শুভেচ্ছা! [২৪] আমরা শুনতে পেয়েছি যে, আমাদের কাছ থেকে কোন নির্দেশ না পেয়েও এখানকার কয়েকজন লোক তোমাদের কাছে গিয়ে নানা দাবি রেখে তোমাদের প্রাণ অস্থির করে তোমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। [২৫] এজন্য আমরা একমত হয়ে স্থির করেছি যে, [২৬] কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তোমাদের কাছে তাদের পাঠিয়ে দেব আমাদের সেই প্রিয় বার্নাবাস ও পলের সঙ্গে, যাঁরা আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের নামের জন্য নিজেদের প্রাণ নিবেদন করেছেন। [২৭] সুতরাং যুদা ও সিলাসকে প্রেরণ

করলাম: এঁরা নিজেরাও তোমাদের কাছে এই একই কথা মুখে জানাবেন। [২৮] পবিত্র আত্মা ও আমরা স্থির করেছি, যেন এই কয়েকটা অবশ্যপালনীয় বিষয় ছাড়া তোমাদের উপরে আর কোন ভার না দেওয়া হয়, যথা: [২৯] তোমাদের উচিত, প্রতিমার প্রতি উৎসর্গ করা খাদ্য, রক্ত-আহার, গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার ও অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা; এসব কিছু এড়িয়ে চললে তোমরা ঠিকই করবে। তোমাদের মঙ্গল হোক।'

[৩০] তাঁরা বিদায় নিয়ে আন্তিওখিয়ায় ফিরে এলেন, এবং মণ্ডলীর সকলকে সমবেত করে পত্রটা তাদের হাতে তুলে দিলেন। [৩১] তা পড়ে তারা পত্রটার আশ্বাসপূর্ণ কথায় আনন্দিত হল। [৩২] তখন যুদা ও সিলাস, নিজেরাই নবী হওয়ায়, অনেক কথার মধ্য দিয়ে ভাইদের আশ্বাস দিলেন ও সুস্থির করলেন। [৩৩] সেখানে কিছু দিন কাটাবার পর তাঁরা ভাইদের শান্তি-শুভেচ্ছা গ্রহণ করে বিদায় নিলেন, ও তাঁদের কাছে ফিরে গেলেন, যাঁরা তাঁদের প্রেরণ করেছিলেন। [৩৪] কিন্তু সিলাস সেখানে থাকবেন বলে মনস্থ করলেন। [৩৫] কিন্তু পল ও বার্নাবাস আন্তিওখিয়ায় থেকে গেলেন, এবং আরও অনেকের সঙ্গে শুভসংবাদ, অর্থাৎ প্রভুর বাণীর প্রসঙ্গে শিক্ষা দিতে ও প্রচার করতে লাগলেন।

পলের প্রচারকর্ম

পলের নতুন সহযাত্রী সিলাস

১৫ [৩৬] কয়েক দিন পর পল বার্নাবাসকে বললেন, 'চল, ফিরে যাই! যে সকল শহরে আমরা প্রভুর বাণী প্রচার করেছিলাম, সেখানকার ভাইদের দেখতে যাই, যেন দেখতে পারি তারা কেমন চলছে।' [৩৭] বার্নাবাস মার্ক বলে পরিচিত সেই যোহনকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, [৩৮] কিন্তু পল মনে করছিলেন, যে ব্যক্তি পাম্ফিলিয়ায় তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেছিলেন ও তাঁদের কাজে অংশ নিতে অসম্মত হয়েছিলেন, এমন ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নেওয়া উচিত নয়। [৩৯] মনের অমিল এমন হল যে, তাঁরা দু'জনে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেন: একদিকে বার্নাবাস মার্ককে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে সাইপ্রাসে গেলেন, [৪০] অপরদিকে পল সিলাসকে বেছে নিলেন; এবং ভাইয়েরা তাঁকে প্রভুর অনুগ্রহের হাতে সঁপে দেওয়ার পর তিনি রওনা হলেন।

পলের নতুন সহকর্মী তিমথি

[৪১] সিরিয়া ও কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে করতে তিনি মণ্ডলীগুলিকে সুস্থির করতেন।

১৬ [১] তিনি দের্বা, এবং পরে লিস্ত্রায় গেলেন। আর দেখ, সেখানে তিমথি নামে একজন শিষ্য ছিলেন; তিনি বিশ্বাসী একজন ইহুদী মহিলার সন্তান, কিন্তু তাঁর পিতা গ্রীক। [২] লিস্ত্রা ও ইকোনিয়মের ভাইয়েরা তাঁর সুখ্যাতি করত। [৩] পল চাইলেন, এঁকে যাত্রাসঙ্গী করে নিয়ে যাবেন; তাই সেই অঞ্চলের ইহুদীদের কথা ভেবে তিনি তাঁকে পরিচ্ছেদিত করালেন, কারণ সকলেই জানত যে তাঁর পিতা গ্রীক। [৪] শহরে শহরে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা সেখানকার ভাইদের কাছে প্রেরিতদূতদের ও যেরুশালেমের প্রবীণবর্গের নির্দেশগুলি জানিয়ে তাদের তা পালন করতে বলতেন। [৫] এভাবে মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, এবং দিনে দিনে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল।

মাকিদনিয়ায় যাবার জন্য দিব্য আহ্বান

[৬] তাঁরা ফ্রিগিয়া ও গালাতিয়া অঞ্চল পেরিয়ে গেলেন, কারণ পবিত্র আত্মা এশিয়ায় বাণী প্রচার করতে তাঁদের নিষেধ করেছিলেন; [৭] মিসিয়ার সীমানায় পৌঁছে তাঁরা বিথিনিয়ায় যাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু যিশুর আত্মা তাঁদের যেতে দিলেন না। [৮] তাই মিসিয়া পেরিয়ে তাঁরা ত্রোয়াসে চলে গেলেন। [৯] রাতে পল একটা দর্শন পেলেন: একজন মাকিদনীয় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করে বলছে, 'মাকিদনিয়াতে এসে আমাদের সাহায্য কর!' [১০] তিনি সেই দর্শন পেলে আমরা বিলম্ব না করে মাকিদনিয়াতে যেতে চেষ্টা করলাম, কারণ বুঝেছিলাম, স্বয়ং ঈশ্বর সেখানকার লোকদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে আমাদের আহ্বান করেছিলেন।

ফিলিপ্পিতে বাণীপ্রচার

[১১] ত্রোয়াস থেকে আমরা সরাসরি জলপথে সামোথ্রাকিয়ার দিকে গেলাম, পরদিন নেয়াপলিসের দিকে, [১২] আর সেখান থেকে ফিলিপ্পির দিকে; শহরটা রোমীয় একটা উপনিবেশ ও মাকিদনিয়ার সেই জেলার প্রধান শহর। সেই শহরে আমরা কয়েকদিন থাকলাম। [১৩] শাব্বাৎ দিনে নগরদ্বারের বাইরে নদীকূলে গেলাম; মনে করছিলাম, সেখানে প্রার্থনা-স্থান আছে। আমরা আসন নিয়ে সমবেত নারীদের কাছে উপদেশ দিতে লাগলাম। [১৪] তাদের মধ্যে লিদিয়া নামে একজন ঈশ্বরভক্তা নারী ছিলেন; তিনি থিয়াতিরার একজন দামী বেগুনি কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন; তিনি আমাদের কথা শুনছিলেন, আর প্রভু তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন, তাই তিনি পলের কথা গ্রহণ করলেন। [১৫] তিনি ও তাঁর বাড়ির সকলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলে পর তিনি এই অনুরোধ রাখলেন, 'আপনারা যদি মনে করেন আমি প্রভুর প্রকৃত বিশ্বাসী, তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন।' আর তিনি আমাদের কোন আপত্তি শুনতে চাইলেন না।

পল ও সিলাসকে গ্রেপ্তার ও অলৌকিক মুক্তিদান

[১৬] একদিন আমরা প্রার্থনা-সভায় যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমাদের সামনে একটি তরুণী দাসী এগিয়ে এল; তার উপর দৈবজ্ঞ এক আত্মা ভর করে ছিল। সে লোকদের ভাগ্য গণনা করে তার মনিবদের বহু টাকা লাভ করাত। [১৭] সে পলের ও আমাদের

পিছনে চলতে চলতে চিৎকার করে বলছিল, ‘এঁরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস, এঁরা তোমাদের পরিত্রাণের পথ জানাচ্ছেন।’ [১৮] আর সে অনেক দিন ধরে এভাবে করতে থাকল। কিন্তু পল বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে সেই আত্মাকে বললেন, ‘যিশুখ্রিষ্টের নামে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হও।’ আর সেই ক্ষণেই সে বেরিয়ে গেল। [১৯] তার মনিবেরা যখন দেখল, তাদের অর্থলাভের আশাও বেরিয়ে গেল, তখন পলকে ও সিলাসকে ধরে শহরের সভাকেন্দ্রে সমাজনেতাদের সামনে টেনে নিয়ে গেল; [২০] এবং বিচারকদের কাছে তাঁদের নিয়ে এসে বলল, ‘এরা আমাদের শহরে যথেষ্ট অশান্তি ছড়াচ্ছে; এরা ইহুদী, [২১] এবং রোমীয় হয়ে আমাদের যে ধরনের রীতিনীতি গ্রহণ বা পালন করা উচিত নয়, এরা তা-ই প্রচার করছে।’ [২২] জনতাও তাঁদের বিরুদ্ধে উঠল, এবং বিচারকেরা তাঁদের পোশাক খুলে দিয়ে তাঁদের বেত মারতে আদেশ দিলেন, [২৩] এবং প্রচুর প্রহারের পর তাঁদের কারাগারে ফেলে দিলেন; কারারক্ষীকে তাঁদের কড়া পাহারা দিতে আদেশ দিলেন। [২৪] তেমন আদেশ পেয়ে সে তাঁদের ভিতরের কারাকক্ষে নিয়ে গেল, এবং কাঠের বেড়ির মধ্যে তাঁদের পা আটকে রাখল।

[২৫] মাঝরাতে পল ও সিলাস প্রার্থনা করতে করতে ঈশ্বরের স্তুতিগান করছিলেন, এবং বন্দিরা তাঁদের গান কান পেতে শুনছিল। [২৬] হঠাৎ এমন প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল যে, কারাগারের ভিত কেঁপে উঠল; তখনই সমস্ত দরজা খুলে গেল, ও সকলের শেকল খসে পড়ল। [২৭] ঘুম থেকে জেগে উঠে, ও কারাগারের সমস্ত দরজা খোলা দেখে কারারক্ষী খড়্গ খুলে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল; সে মনে করছিল, বন্দিরা পালিয়ে গেছে। [২৮] কিন্তু পল জোর গলায় ডেকে বললেন, ‘নিজের ক্ষতি করো না! আমরা সকলে এখানে আছি।’ [২৯] তখন সে আলো আনিয়ে ভিতরে দৌড়ে গেল ও আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে পল ও সিলাসের সামনে লুটিয়ে পড়ল; [৩০] এবং তাঁদের বাইরে এনে বলল, ‘মহাশয়, পরিত্রাণ পাবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?’ [৩১] তাঁরা বললেন, ‘তুমি ও তোমার বাড়ির সকলে প্রভু যিশুতে বিশ্বাস কর, তবেই পরিত্রাণ পাবে।’ [৩২] পরে তাঁরা তার কাছে ও তার বাড়িতে উপস্থিত সকল মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা করলেন। [৩৩] রাতের সেই ক্ষণেই সে তাঁদের নিয়ে গিয়ে তাঁদের সমস্ত ক্ষত ধুয়ে দিল, এবং সে নিজে ও তার সকল লোক দেরি না করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল।

[৩৪] তারপর সে তাঁদের দু'জনকে উপরে নিজের বাসস্থানে নিয়ে গিয়ে তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পেরেছেন বিধায় সে ও বাড়ির সকলে খুবই আনন্দ ভোগ করল।

[৩৫] সকাল হলে বিচারকেরা বেত্রধরদের দ্বারা বলে পাঠালেন, 'ওই লোকদের মুক্ত করে দাও।' [৩৬] কারারক্ষী পলকে খবর দিল যে, 'বিচারকেরা বলে পাঠিয়েছেন, যেন আপনাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়; তাই আপনারা এখন শান্তিতে বিদায় নিতে পারেন।' [৩৭] কিন্তু পল বললেন, 'আমরা রোমীয় নাগরিক হলেও তাঁরা বিচার না করে সকলের সামনে আমাদের বেত মারিয়েছেন, কারাগারেও নিক্ষেপ করেছেন! আর এখন কি গোপনেই আমাদের বের করে দিচ্ছেন? তা হবে না; তাঁরা নিজেরা এসে আমাদের বাইরে নিয়ে যান।' [৩৮] বেত্রধরেরা বিচারকদের কাছে গিয়ে কথাটা জানাল। তাঁরা যে রোমীয় নাগরিক, একথা শুনে বিচারকেরা ভয়ে অভিভূত হলেন; [৩৯] এবং এসে তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইলেন; তারপর তাঁদের বাইরে নিয়ে গিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাবার জন্য তাঁদের কাছে অনুরোধ রাখলেন। [৪০] তাঁরা কারাগার থেকে বেরিয়ে লিদিয়ার বাড়িতে গেলেন; সেখানে ভাইদের সঙ্গে দেখা করে ও তাঁদের আশ্বাস দেওয়ার পর রওনা হলেন।

থেসালোনিকিতে ইহুদীদের বিরোধিতা

১৭ [১] আম্ফিপলিস ও আপল্লোনিয়ার পথ ধরে তাঁরা থেসালোনিকিতে এসে পৌঁছলেন। সেখানে ইহুদীদের একটা সমাজগৃহ ছিল। [২] অভ্যাসমত পল তাদের কাছে গেলেন, এবং তিনটে শাব্বাৎ দিন ধরে তাদের সঙ্গে শাস্ত্র ভিত্তিক আলোচনা করলেন; [৩] তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, খ্রিষ্টের পক্ষে যন্ত্রণাভোগ করা ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করা অবধারিতই ছিল; তিনি বলছিলেন: 'যে যিশুকে আমি আপনাদের কাছে প্রচার করছি, তিনিই সেই খ্রিষ্ট।' [৪] তাদের কয়েকজন তাঁর কথা মেনে নিল এবং পল ও সিলাসের সঙ্গে যোগ দিল; তেমনিভাবে ভক্তপ্রাণ গ্রীকদের মধ্যে বহু লোক ও সেখানকার গণ্যমান্য বেশ কয়েকজন মহিলাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। [৫] কিন্তু ইহুদীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে বাজারের কয়েকটা দুষ্ট লোককে সঙ্গে নিয়ে

এসে একটা ভিড় জমিয়ে শহরে একটা গোলমাল বাধিয়ে দিল। যাসোনের বাড়ির সামনে গিয়ে তারা গণসভায় দাঁড় করাবার জন্য তাঁদের খোঁজ করছিল। [৬] কিন্তু তাঁদের খুঁজে না পাওয়ায় তারা যাসোন ও কয়েকজন ভাইকে নগর-প্রশাসকদের সামনে টেনে নিয়ে গেল, ও চিৎকার করে বলতে লাগল, 'এই যে লোকেরা জগৎসংসার উলট-পালট করে দিচ্ছে, এরা এবার এখানেও এসে উপস্থিত হল! [৭] যাসোন এদের নিজের ঘরে উঠিয়েছে। এরা সকলে কায়েসারের রাজাজ্ঞা অমান্য করে, কেননা বলে: যিশু নামে আর একজন রাজা আছেন।' [৮] এই সমস্ত কথা শুনে লোকের ভিড় ও নগর-প্রশাসকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। [৯] তখন তাঁরা যাসোনের ও বাকি সকলের কাছ থেকে জামিন নিলেন; তারপর তাঁদের ছেড়ে দিলেন।

বেরেয়ায় ইহুদীদের বিরোধিতা

[১০] কিন্তু ভাইয়েরা দেরি না করে পল ও সিলাসকে রাতের বেলায় বেরেয়ায় পাঠিয়ে দিল। সেখানে এসে পৌঁছেই তাঁরা ইহুদীদের সমাজগৃহে গেলেন। [১১] থেসালোনিকির ইহুদীদের চেয়ে এরা উদারমনা ছিল, এবং গভীর আগ্রহ দেখিয়ে বাণী গ্রহণ করল; সেই সমস্ত কথা ঠিক তা-ই কিনা, তা জানবার জন্য তারা প্রতিদিন শাস্ত্র তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতে লাগল। [১২] তাদের অনেকে, এবং গ্রীকদেরও অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা ও পুরুষ বিশ্বাসী হলেন। [১৩] কিন্তু থেসালোনিকির ইহুদীরা যখন জানতে পারল যে বেরেয়াতেও পল দ্বারা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা হচ্ছে, তখন সেখানেও এসে জনগণকে অস্থির ও উত্তেজিত করতে লাগল। [১৪] তাই ভাইয়েরা দেরি না করে পলকে সমুদ্রের দিকের পথে পাঠিয়ে দিল; তবু সিলাস ও তিমথি সেখানে রইলেন। [১৫] যারা পলকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল, তারা তাঁকে এথেন্স পর্যন্ত পৌঁছে দিল, এবং সিলাস ও তিমথি যেন যত শীঘ্রই তাঁর কাছে চলে আসেন, পলের এই নির্দেশ নিয়ে তারা আবার বেরেয়ায় ফিরে গেল।

এথেন্সে পলের বাণীপ্রচার

[১৬] এথেন্সে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সেই শহরকে প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখে পলের অন্তরে তাঁর আত্মা বিষিয়ে উঠছিল। [১৭] তিনি সমাজগৃহে ইহুদীদের সঙ্গে

ও ঈশ্বরভক্ত মানুষদের সঙ্গে, এমনকি প্রতিদিন শহরের সভাকেন্দ্রে যাদের দেখা পেতেন, তাদেরও সঙ্গে ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করতে লাগলেন। [১৮] এমনকি, এপিকুরীয় ও স্তোইকীয় কয়েকজন দার্শনিকও তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। কেউ কেউ বলছিল, 'এই তোতাপাখি কি বকছে?' আবার কেউ কেউ বলছিল, 'মনে হচ্ছে, লোকটা ভিনদেশী কোন না কোন দেবতার প্রচারক।' কেননা তিনি যিশু ও পুনরুত্থান সংক্রান্ত শুভসংবাদ প্রচার করছিলেন। [১৯] তাঁকে হাত ধরে তারা আরেওপাগসে নিয়ে গেল, ও সেখানে গিয়ে তাঁকে বলল, 'আমরা কি জানতে পারি, এই যে নতুন ধর্মতত্ত্ব আপনি প্রচার করছেন, তা কী? [২০] কারণ আপনি আমাদের যথেষ্ট অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছেন, তাই আমাদের জানবার ইচ্ছা আছে, এসব কিছুর অর্থ কী।' [২১] বাস্তবিকই এমনটি মনে হয় যে, এথেন্সের সকল লোক ও সেখানে যে সকল বিদেশীরা বাস করে, তারা সকলে নতুন কোন বিষয়ে কথা বলা বা শোনা ছাড়া অন্য কিছুতেই সময় ব্যয় করতে পারে না।

[২২] তখন পল আরেওপাগসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এথেন্সের মানুষেরা, আমি দেখতে পাচ্ছি, সব দিক দিয়ে আপনারা বড়ই দেবতাভক্ত; [২৩] কেননা শহরে ঘুরতে ঘুরতে ও আপনাদের পুণ্যনির্মিতি লক্ষ করতে করতে আমি একটা বেদি দেখতে পেলাম যার উপরে লেখা আছে, "অজ্ঞাত দেবের উদ্দেশে।" সুতরাং আপনারা যাঁকে না জেনে ভক্তি করেন, তাঁরই কথা আমি আপনাদের কাছে প্রচার করি। [২৪] *ঈশ্বর, যিনি নির্মাণ করেছেন জগৎ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে* (ক), তিনিই স্বর্গমর্তের প্রভু, ফলে মানুষের হাতে গড়া মন্দিরে তিনি বাস করেন না। [২৫] আরও, তিনি এমন কোন কিছুর অভাবে ভুগছেন না যে, মানুষের হাতের সেবার উপরেই তাঁকে নির্ভর করতে হবে, কেননা তিনিই সকলকে জীবন ও প্রাণবায়ু ও সমস্ত কিছুই দান করে থাকেন। [২৬] তিনি একটি মানুষ থেকে সমগ্র মানবজাতির উদ্ভব ঘটালেন, যেন তারা সারা পৃথিবী জুড়ে বাস করে; আর শুধু তা নয়, তাদের অস্তিত্বকাল ও বসবাসের সীমাও স্থির করেছেন। [২৭] তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এ: মানুষ ঈশ্বরের অন্বেষণ করবে, যেন তারা, কেমন যেন হাতড়ে হাতড়েই তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে কোনমতে তাঁর সন্ধান পায়; বাস্তবিকই তিনি আমাদের কারও কাছ থেকে দূরে নন; [২৮] কারণ তাঁরই মধ্যে আমরা

জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত, ঠিক যেমনটি আপনাদের নিজেদের কয়েকজন কবিও বলেছেন,

“আমরা তাঁরই বংশ”।

[২৯] সুতরাং, আমরা যখন ঈশ্বরের বংশ, তখন আমাদের পক্ষে ঈশ্বরত্বকে মানুষের শিল্প ও কল্পনা অনুসারে গড়া সোনা, রুপো বা পাথরের মূর্তির মত বিবেচনা করা উচিত নয়। [৩০] সেই অজ্ঞতার কালের দিকে আর লক্ষ না করে ঈশ্বর এখন সকল স্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বলছেন। [৩১] কেননা তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে নিজের নিযুক্ত একটি মানুষ দ্বারা জগতের ন্যায়বিচার করবেন। এবিষয়ে সকলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়ে তিনি সেই মানুষকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।’

[৩২] মৃতদের পুনরুত্থানের কথা শুনে কেউ কেউ হাসাহাসি করতে লাগল; অন্য কেউ বলল, ‘আচ্ছা, আপনার কাছে এবিষয় আর একদিন শুনব।’ [৩৩] এভাবে পল সেই বৈঠক থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। [৩৪] কিন্তু তবু কোন কোন মানুষ তাঁর সঙ্গে যোগ দিল ও বিশ্বাসী হল; এদের মধ্যে ছিলেন নগরপরিষদের সদস্য দিওনিসিওস ও দামারিস নামে একজন মহিলা, এবং এঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন।

করিন্থে মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা

১৮ [১] এরপর পল এথেন্স ছেড়ে করিন্থে গেলেন। [২] সেখানে আকুইলা নামে একজন ইহুদীর দেখা পেলেন: ইনি জাতিতে পন্তীয়, অল্প দিন আগে নিজের স্ত্রী প্রিস্কিল্লাকে নিয়ে ইতালি থেকে এসেছিলেন, কারণ ক্লাউদিউসের রাজাজ্ঞা অনুসারে সমস্ত ইহুদীকে রোম ছেড়ে চলে যেতে হল। পল তাঁদের কাছে গেলেন; [৩] একই পেশার মানুষ হওয়ায় তিনি তাঁদের বাড়িতে উঠলেন ও তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। [৪] প্রতিটি শাব্বাৎ দিনে তিনি সমাজগৃহে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, এবং ইহুদীদের ও গ্রীকদের মন জয় করতে চেষ্টা করতেন।

[৫] সিলাস ও তিমথি মাকিদনিয়া থেকে আসবার পর পল বাণীপ্রচারেই সমস্ত সময় দিতে লাগলেন, ইহুদীদের প্রমাণ দিচ্ছিলেন যে, যিশুই সেই খ্রিষ্ট। [৬] কিন্তু তারা প্রতিরোধ করছিল ও অপমানজনক কথা বলছিল বিধায় তিনি চাদর ঝেড়ে ফেলে তাদের বললেন, 'তোমাদের রক্ত তোমাদেরই মাথায় পড়ুক, এতে আমি নির্দোষ! এখন থেকে আমি বিজাতীয়দের কাছে চললাম।' [৭] আর সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি তিতিউস ইউস্তুস নামে একজন ঈশ্বরভক্তের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন; তার বাড়ি ছিল সমাজগৃহের পাশাপাশি। [৮] সমাজগৃহের অধ্যক্ষ ক্রিস্পস তাঁর বাড়ির সকলের সঙ্গে প্রভুতে বিশ্বাসী হলেন; এবং করিন্থীয়দের অনেকে পলকে শুনে বিশ্বাসী হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল।

[৯] একদিন, রাতের বেলায় প্রভু দর্শনযোগে পলকে বললেন, 'ভয় করো না, বরং কথা বলতে থাক, নীরব থেকো না; [১০] কারণ আমি নিজেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; কেউই তোমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে না, কারণ এই শহরে আমার লোক অনেকেই আছে।' [১১] তাই তিনি আঠারো মাস ওখানে থেকে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী শিখিয়ে দিলেন।

[১২] গাল্লিও যে সময় আখাইয়ার প্রদেশপাল, সেসময় ইহুদীরা একজোট হয়ে পলকে আক্রমণ করল, ও তাঁকে প্রদেশপালের দরবারে নিয়ে গেল। [১৩] তারা বলল, 'এই লোকটা জনগণকে ঈশ্বরের এমনভাবে উপাসনা করতে প্ররোচিত করে যা বিধান বিরুদ্ধ।' [১৪] পল তখনও মুখ খোলেননি, সেসময়ে গাল্লিও ইহুদীদের বললেন, 'ইহুদী সকল! ব্যাপারটা যদি কোন অন্যায় বা জঘন্য কাজ সংক্রান্ত হত, তবে তোমাদের অভিযোগ শোনা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হত; [১৫] কিন্তু সমস্যা যদি কোন কথা বা নাম বা তোমাদের নিজেদের বিধান সংক্রান্ত হয়, তবে তোমরা নিজেরাই সেইসব বুঝে নাও। আমি সেই সব ব্যাপারের বিচারক হতে রাজি নই।' [১৬] আর তিনি দরবার থেকে তাদের বের করে দিলেন। [১৭] তাই সকলে সমাজগৃহের অধ্যক্ষ সোস্থেনেসকে ধরে দরবারের সামনে মারতে লাগল; কিন্তু গাল্লিও সেই সব ব্যাপারে কিছুই মনোযোগ দিতে সম্মত হলেন না।

আন্তিওখিয়ায় প্রত্যাবর্তন

তৃতীয় প্রচার-যাত্রার সূচনা

[১৮] পল আরও কয়েক দিন সেখানে থাকার পর ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে করে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন; তাঁর সঙ্গে প্রিস্কিল্লা ও আকুইলাও গেলেন; তাঁর একটা মানত ছিল বিধায় তিনি কেংক্রেয়া বন্দরে মাথা মুড়িয়ে নিলেন। [১৯] পরে তাঁরা এফেসসে এসে পৌঁছলে তিনি সেই দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন; আগে কিন্তু একাকী সমাজগৃহে গিয়ে ইহুদীদের সঙ্গে ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনা করলেন। [২০] তারা তাঁকে তাদের মধ্যে আর কিছু দিন থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। [২১] তথাপি তাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি আর এক সময় তোমাদের কাছে ফিরে আসব।' পরে তিনি জলপথে এফেসস ছেড়ে চলে গেলেন। [২২] কায়েসারিয়ায় এসে পৌঁছলে তিনি মণ্ডলীকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাতে গেলেন; পরে আন্তিওখিয়ায় গেলেন।

[২৩] সেখানে কিছুদিন কাটাবার পর তিনি আবার যাত্রা করলেন; এবং পর পর গালাতিয়া অঞ্চল ও ফ্রিগিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে শিষ্যদের সুস্থির করছিলেন।

আপল্লোস

[২৪] সেসময়ে আপল্লোস নামে একজন ইহুদী এফেসসে এসে উপস্থিত হলেন, যিনি জন্মসূত্রে আলেক্সান্দ্রিয়ার মানুষ। তিনি ছিলেন সুবক্তা, এবং শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল। [২৫] তিনি প্রভুর পথ সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়েছিলেন, এবং ভক্তপ্রাণ হওয়ায় যিশু সম্বন্ধে সূক্ষ্মরূপেই কথা বলতেন ও শিক্ষা দিতেন; কিন্তু কেবল যোহনের বাপ্তিস্মের কথা জানতেন। [২৬] ইতিমধ্যে তিনি সৎসাহসের সঙ্গে সমাজগৃহে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। যখন প্রিস্কিল্লা ও আকুইলা তাঁর উপদেশ শুনলেন, তখন তাঁকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন, এবং ঈশ্বরের পথের কথা আরও গভীরতরভাবে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। [২৭] যেহেতু তিনি আখাইয়ায় যেতে অভিপ্রেত ছিলেন, সেজন্য ভাইয়েরা তাঁকে উৎসাহ দিলেন, এবং শিষ্যদের কাছে পত্র লিখলেন, তারা যেন তাঁকে সমাদরে

গ্রহণ করে। আর তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে, যারা অনুগ্রহ-গুণে বিশ্বাসী হয়েছিল, তাদের যথেষ্ট উপকার করলেন, [২৮] কারণ যিশুই যে সেই খ্রিষ্ট, একথা শাস্ত্রবাণীর মধ্য দিয়ে প্রমাণ ক'রে অধিকারের সঙ্গে সকলের সামনে ইহুদীদের একেবারে নিরুত্তর করতেন।

এফেসসে যোহনের শিষ্যেরা

১৯ [১] আপল্লোস যে সময়ে করিন্থে ছিলেন, সেসময়ে পল উত্তর অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এফেসসে এসে পৌঁছলেন; সেখানে বেশ কয়েকজন শিষ্যকে পেলেন। [২] তাদের বললেন, 'বিশ্বাসী হওয়ার সময়ে তোমরা কি পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিলে?' তারা তাঁকে বলল, 'পবিত্র আত্মা বলতে যে কিছু আছে, আমরা তাও শুনিনি।' [৩] তিনি বললেন, 'তবে কোন বাপ্তিস্ম পেয়েছিলে?' তারা বলল, 'যোহনের বাপ্তিস্ম।' [৪] পল বললেন, 'যোহন মনপরিবর্তনেরই বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম দিতেন; কিন্তু জনগণকে বলতেন, যিনি তাঁর পরে আসবেন, তাঁতেই, অর্থাৎ যিশুতেই তাদের বিশ্বাস করতে হবে।' [৫] একথা শুনে তারা প্রভু যিশু-নামের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল। [৬] আর পল তাদের উপর হাত রাখলেই পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে এলেন, আর তারা নানা ভাষায় কথা বলতে ও নবীয় বাণী দিতে লাগল। [৭] তাদের মোট সংখ্যা ছিল আনুমানিক বারোজন পুরুষলোক।

এফেসসে মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা

[৮] পরে তিনি সমাজগৃহে যেতে লাগলেন; তিন মাস ধরে সৎসাহসের সঙ্গে কথা বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেন ও যুক্তি দেখালেন। [৯] কিন্তু যখন কয়েকজন জেদ দেখিয়ে ও বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে সকলের সামনে সেই পথের নিন্দা করতে লাগল, তখন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি নিজের শিষ্যদের আলাদা করে নিয়ে প্রতিদিন তিরান্নসের সভাগৃহে নিজের ধর্মালোচনা চালাতে লাগলেন। [১০] এভাবে দু'বছর চলল; ফলে এশিয়ার অধিবাসী ইহুদী ও গ্রীক সকলেই প্রভুর বাণী শুনতে পেল।

ইহুদী ওঝারা

[১১] পলের হাত দ্বারা ঈশ্বর এমন অভিনব পরাক্রম-কর্ম সাধন করতেন যে, [১২] তাঁর স্পর্শ-পাওয়া রুমাল বা তোয়ালে রোগীদের কাছে নিয়ে গেলে তাদের অসুখ ছাড়ত ও মন্দাত্মাগুলো বেরিয়ে যেত। [১৩] কিন্তু ভ্রাম্যমাণ কয়েকজন ইহুদী ওঝাও মন্দাত্মাগ্রস্ত লোকদের উপরে প্রভু যিশুর নাম করতে চেষ্টা করছিল, তারা বলছিল, 'পল যাঁর কথা প্রচার করেন, সেই যিশুর দিব্যি!' [১৪] স্কেভা নামে ইহুদী একজন প্রধান যাজক ছিলেন, যাঁর সাত সন্তান ঠিক এভাবেই কাজ করছিল। [১৫] মন্দাত্মা উত্তরে তাদের বলল, 'যিশুকে আমি জানি, পলকেও চিনি, কিন্তু তোমরা কে?' [১৬] আর মন্দাত্মাগ্রস্ত লোকটা তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং দু'জনকে কাবু করে ফেলে তাদের এতই প্রচণ্ডভাবে মারতে লাগল যে, তারা উলঙ্গ ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। [১৭] ঘটনা এফেসস-অধিবাসী ইহুদী ও গ্রীক সকলেরই কাছে জানাজানি হল, ফলে সকলে ভয়ে অভিভূত হল, এবং প্রভু যিশুর নাম মহিমান্বিত হতে লাগল। [১৮] আর যারা বিশ্বাসী হয়েছিল, তাদের অনেকে এসে নিজেদের কুকাজ খোলাখুলি স্বীকার করল, [১৯] ও যারা আগে তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা করেছিল, তাদের অনেকেও নিজেদের পুঁথিপত্র নিয়ে এল, ও জড় করে সকলের সামনে তা পুড়িয়ে ফেলল; হিসাব করলে দেখা গেল, সেই সব পুঁথিপত্রের মূল্য পঞ্চাশ হাজার রুপোর টাকা। [২০] এভাবে প্রভুর বাণী বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও প্রবল হয়ে উঠছিল।

এফেসসে রৌপ্যকারিগরদের দাঙ্গা

[২১] এই সমস্ত ঘটনার পর পল আত্মায় স্থির করলেন, তিনি মাকিদনিয়া ও আখাইয়া পার হয়ে যেরুশালেমে যাবেন; তিনি বলছিলেন, 'সেখানে যাবার পর আমাকে রোমও দেখতে হবে।' [২২] তাঁর সহকারীদের দু'জনকে—তিমথি ও এরাস্তসকে—মাকিদনিয়াতে পাঠিয়ে তিনি নিজে আর কিছু দিন এশিয়ায় রইলেন।

[২৩] সেসময়েই এই পথকে কেন্দ্র করে বড় গোলযোগ বেধে গেল; [২৪] কারণ দেমেত্রিওস নামে একজন রৌপ্যকার ছিল, যে আর্তেমিস দেবীর ছোট্ট ছোট্ট রুপোর মন্দির গড়ায় কারিগরদের যথেষ্ট কাজ যোগাত। [২৫] লোকটা এদের, এবং যারা একই

ধরনের পেশার মানুষ, তাদেরও ডেকে বলল, ‘বন্ধু সকল, আপনারা জানেন, এই কাজের উপরেই নির্ভর করে আমাদের সমৃদ্ধি! [২৬] আর আপনারা নিজেরা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছেন যে, শুধু এই এফেসসে নয়, প্রায় সমস্ত এশিয়াতেও এই পল বহু বহু লোকের মন জয় করে বিপথে ফিরিয়েছে; সে নাকি বলে বেড়ায় যে, মানুষের হাতে গড়া দেবতাগুলো আসলে ঈশ্বর নয়। [২৭] ফলে শুধু যে আমাদের এই ব্যবসার দুর্নাম হওয়ার আশঙ্কা আছে, তা নয়, কিন্তু লোকে মহাদেবী আর্তেমিসের মন্দিরটাও মূল্যহীন বলে গণ্য করবে, এবং যাঁকে সমস্ত এশিয়া, এমনকি বিশ্বজগৎও পূজা করে, তাঁকেও তাঁর নিজের মহত্ত্ব হারাতে হবে।’

[২৮] একথা শুনে তারা ক্রোধে জ্বলে উঠে জোর গলায় চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘এফেসীয়দের আর্তেমিসই মহাদেবী!’ [২৯] তখন শহরে বিরাট গণ্ডগোল বেধে গেল; সকলে মিলে সজোরে রঙ্গভূমির দিকে ছুটে চলল এবং পলের দু’জন মাকিদনীয় সহযাত্রী সেই গাইউস ও আরিস্তার্খসকে টানতে টানতে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। [৩০] পল নিজে জনতার কাছে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু শিষ্যেরা তাঁকে যেতে দিল না। [৩১] তখন প্রদেশের কয়েকজন কর্তা-ব্যক্তি পলের বন্ধু ছিলেন বিধায় তাঁকে অনুরোধ করে পাঠালেন, তিনি যেন রঙ্গভূমিতে গিয়ে নিজের বিপদ না ঘটান। [৩২] এদিকে নানা লোকে নানা কথা বলে চেঁচাচ্ছে, সভায় দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে, বেশির ভাগ লোকের জানা নেই তারা কিজন্য এসেছে।

[৩৩] তখন ইহুদীরা আলেক্সান্দারকে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য ঠেলছিল, আর ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন তাঁকে বাইরে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দিল, আর হাত দিয়ে ইশারা করে সে জনগণের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ভাষণ দিতে চাচ্ছিল। [৩৪] কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল, সে ইহুদী, তখন সকলে প্রায় দু’ঘণ্টা ধরে একসুরে চিৎকার করতে থাকল, ‘এফেসীয়দের আর্তেমিসই মহাদেবী!’ [৩৫] শেষে নগরসচিব জনতাকে ক্ষান্ত করতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, ‘এফেসীয় সকল, বল দেখি, এফেসস নগরীই যে মহাদেবী আর্তেমিস-মন্দিরের ও আকাশ থেকে পতিত তাঁর প্রতিমার রক্ষিকা, মানুষদের মধ্যে কে একথা না জানে? [৩৬] সুতরাং, একথা যখন খণ্ডনের অতীত, তখন তোমাদের ক্ষান্ত থাকা উচিত, ও অবিবেচিত কোন কাজ না

করাও উচিত। [৩৭] কারণ এই যে লোকদের তোমরা এখানে নিয়ে এসেছ, তারা তো মন্দিরের পবিত্রতাও নষ্ট করেনি, দেবীর নিন্দাও করেনি; [৩৮] সুতরাং, যদি কারও বিরুদ্ধে দেমেত্রিওসের ও তার সঙ্গী কারিগরদের কোন অভিযোগ থাকে, তবে এর জন্য আদালত আছে, প্রদেশপালেরাও আছেন: যে যার অভিযোগ আদালতেই পেশ করুক। [৩৯] আর যদি তোমাদের অন্য কোন দাবি থাকে, তবে নিয়মিত সভায়ই তার নিষ্পত্তি হবে। [৪০] বস্তুতপক্ষে, আজকের ঘটনার জন্য দাঙ্গার দায়ে আমাদের অভিযুক্ত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কাও আছে, যেহেতু এমন কোন কারণ নেই যার জোরে এই বিশৃঙ্খল জনসমাবেশের বিষয়ে আমরা যুক্তি দেখাতে পারি।' [৪১] আর একথা বলে তিনি সভা ভেঙে দিলেন।

এফেসস থেকে ত্রোয়াসে

২০ [১] সেই হাঙ্গামা থেমে যাওয়ামাত্র পল শিষ্যদের ডেকে পাঠালেন, এবং তাদের উৎসাহ দেওয়ার পর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাকিদনিয়ার দিকে রওনা হলেন। [২] সেই নানা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি অনেক উপদেশ দানে শিষ্যদের উৎসাহ দিয়ে গ্রীসে এসে পৌঁছলেন। [৩] সেখানে তিন মাস কাটাবার পর তিনি যখন জলপথে সিরিয়ায় যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, তখন ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল বিধায় তিনি মাকিদনিয়া হয়েই ফিরে যেতে স্থির করলেন। [৪] তাঁর সঙ্গে চললেন বেরেয়ার পিরসের ছেলে সোপাত্রস, থেসালোনিকির আরিস্তার্খস ও সেকুন্দুস, দের্বার গাইউস, তিমথি ও এশিয়ার তিখিকস ও ত্রফিমস। [৫] তাঁরা আমাদের আগে গিয়ে ত্রোয়াসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করলেন। [৬] আমরা কিন্তু খামিরবিহীন রুটি পর্বের দিনগুলির পরে ফিলিপ্পি থেকে জলপথে রওনা হলাম আর পাঁচ দিন পর ত্রোয়াসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলাম; সেখানে সাত দিন কাটালাম।

ত্রোয়াসে একটি যুবকের পুনর্জীবনলাভ

[৭] সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত ছিলাম, এবং পল তাদের উপদেশ দিতে শুরু করলেন; পরদিন তাঁকে চলে যেতে হবে বিধায় তিনি

মাঝরাত পর্যন্ত কথা বলে চললেন। [৮] উপরতলার যে কক্ষে আমরা সমবেত ছিলাম, সেখানে অনেকগুলো বাতি জ্বলছিল। [৯] এউতিখস নামে একটি যুবক জানালার ধারে বসে ছিল; পল আরও কথা বলে চলছেন, এমন সময়ে তার ভীষণ ঘুম পাওয়ায় ঘুমের ঘোরে সেই যুবক তিনতালা থেকে নিচে পড়ে গেল। যখন লোকে তাকে তুলে নিল, সে তখন মৃত। [১০] পল নেমে গিয়ে তার দেহের উপরে পড়লেন, ও তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোমরা ব্যস্ত হয়ো না; তার মধ্যে এখনও প্রাণ আছে।' [১১] পরে আবার উপরে গিয়ে রুটি ছিঁড়ে খেয়ে আরও বহুক্ষণ ধরে, এমনকি প্রভাত পর্যন্ত কথা বললেন, আর শেষে বিদায় নিলেন। [১২] আর তারা সেই ছেলেটিকে জীবিত অবস্থায় নিয়ে এসে যথেষ্ট স্বস্তি পেল।

ত্রোয়াস থেকে মিলেতসে

[১৩] আর আমরা, আগে আগে জাহাজে করে যাদের রওনা হওয়ার কথা ছিল, আসোসের দিকে যাত্রা করলাম; কথা ছিল, সেইখানে পলকে তুলে নেব, কারণ তিনি স্থলপথে যেতে স্থির করেছিলেন। [১৪] তিনি আসোসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে আমরা তাঁকে তুলে নিয়ে মিতিলেনের দিকে গেলাম। [১৫] পরদিন সেখান থেকে জাহাজে করে আমরা খিয়সের সামনে পর্যন্ত গেলাম; দ্বিতীয় দিন সামোস দ্বীপে ভিড়লাম, এবং ত্রোগিলিওনে থাকবার পর পরদিন মিলেতসে গিয়ে পৌঁছলাম। [১৬] পল স্থির করেছিলেন, এশিয়ায় যেন তাঁর বেশি দেরি না হয়, এফেসসের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবেন; সম্ভব হলে পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে যেরুশালেমে উপস্থিত থাকবার জন্য তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন।

এফেসস মণ্ডলীর প্রবীণবর্গের কাছে পলের বিদায়বাণী

[১৭] মিলেতস থেকে তিনি এফেসসে লোক পাঠিয়ে মণ্ডলীর প্রবীণবর্গকে ডাকিয়ে আনলেন। [১৮] তাঁরা এসে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের উদ্দেশ করে একথা বললেন, 'আপনারা জানেন, এশিয়ায় আমার আসার প্রথম দিন থেকে আমি কিভাবে আপনাদের মধ্যে বরাবর দিন কাটিয়েছি: [১৯] আমি সম্পূর্ণ মনের বিনম্রতায় ও চোখের জল ফেলতে ফেলতে, ইহুদীদের পাতা ষড়যন্ত্রের নানা পরীক্ষার মধ্য থেকে প্রভুর সেবা করে

এসেছি। [২০] আপনারা জানেন, যেন সকলের উপকার হয় আমি কোন কিছু করতে কখনও দ্বিধা করিনি; সকলের সামনে ও ঘরে ঘরে আমি প্রচার করেছি ও সদুপদেশ দিয়েছি; [২১] ইহুদী ও গ্রীক উভয়েরই কাছে আমি ঈশ্বরের দিকে মনপরিবর্তন এবং আমাদের প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাস বিষয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ রেখেছি। [২২] এখন দেখুন, আমি আত্মা দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যেরুশালেমে যাচ্ছি; সেখানে আমার কি কি ঘটবে, তা জানি না। [২৩] একথাই মাত্র জানি: পবিত্র আত্মা প্রতিটি শহরে আমার কাছে এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, শেকল ও উৎপীড়ন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। [২৪] কিন্তু আমি যদি নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়োতে পারি, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার যে সেবাদায়িত্ব প্রভু যিশু থেকে পেয়েছি, তা যদি সম্পন্ন করতে পারি, তবে আমার নিজের প্রাণেরও কোন মূল্য দেব না।

[২৫] দেখুন, আমি জানি, যাদের মধ্যে আমি ঘুরে ঘুরে রাজ্যের কথা প্রচার করে এসেছি, সেই আপনারা সকলে আমার মুখ আর দেখতে পাবেন না; [২৬] এজন্য আমি আজ ঘোষণা করছি যে, কারও বিনাশের জন্য আমি দায়ী হব না, [২৭] কারণ আপনাদের কাছে ঈশ্বরের গোটা সঙ্কল্প জ্ঞাত করায় আমি কখনও পিছিয়ে যাইনি। [২৮] আপনারা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকুন, এবং সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন। [২৯] আমি জানি, আমার চলে যাওয়ার পর শিকার-ললুপ নেকড়ে আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, তারা পালকে রেহাই দেবে না। [৩০] আপনাদের মধ্য থেকেও কয়েকটা লোক উঠে শিষ্যদের নিজেদের পিছনে আকর্ষণ করার জন্য নানা বিরোধী কথা প্রচার করবে। [৩১] সুতরাং জেগে থাকুন; মনে রাখুন, আমি তিন বছর ধরে দিনরাত প্রত্যেককে চোখের জল ফেলতে ফেলতে চেতনা দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হইনি।

[৩২] এখন আমি প্রভুর কাছে ও তাঁর অনুগ্রহের বাণীর কাছে আপনাদের সঁপে দিচ্ছি; তাঁর অনুগ্রহই তো আপনাদের গেঁথে তুলতে সক্ষম, ও সকল পবিত্রিতজনের মধ্যে উত্তরাধিকার মঞ্জুর করতেও সক্ষম। [৩৩] আমি কারও রুপো বা সোনা বা

পোশাক পেতে কখনও আকাঙ্ক্ষা করিনি। [৩৪] আপনারা নিজেরাই তো জানেন, আমার নিজের এবং আমার সঙ্গীদের নানা প্রয়োজন মেটাতে আমার এই দু'টো হাত কাজ করেছে। [৩৫] আমি যে কোন উপায়ে আপনাদের দেখিয়েছি যে, এভাবে পরিশ্রম করেই দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে—সেই প্রভু যিশুর বাণী মনে রেখে, যিনি নিজে বলেছেন, পাওয়ার চেয়ে দেওয়ারই মধ্যে বেশি সুখ।'

[৩৬] একথা বলে তিনি সকলের সঙ্গে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন। [৩৭] সকলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, এবং পলের গলা ধরে তাঁকে চুম্বন করতে লাগলেন; [৩৮] তাঁরা এজন্যই বিশেষভাবে দুঃখ পাচ্ছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন, তাঁরা তাঁর মুখ আর দেখতে পাবেন না। পরে জাহাজ পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

খ্রিষ্টের খাতিরে বন্দি পল

পলের যেরুশালেমে যাত্রা

২১ [১] তাঁদের কাছ থেকে মর্মভেদী বিদায় নেওয়ার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে জলপথে রওনা হয়ে সোজা চলে এলাম কোস দ্বীপে, পরদিন রোদ দ্বীপে, এবং সেখান থেকে পাতারায় এসে পৌঁছলাম। [২] এখানে এমন একটা জাহাজ পেলাম, যা পার হয়ে ফৈনিকিয়ায় যাবে; তাই সেই জাহাজে উঠে আমরা যাত্রা করলাম। [৩] দূর থেকে সাইপ্রাস দ্বীপ দেখে তা বাঁ দিকে ফেলে আমরা সিরিয়ার দিকে তুরসে এসে পৌঁছলাম; সেখানে জাহাজের মালপত্র নামিয়ে দেওয়ার কথা। [৪] সেখানকার শিষ্যদের খুঁজে বের করে আমরা সাত দিন তাদের সঙ্গে থেকে গেলাম। তারা আত্মার আবেশে পলকে শুধু শুধু বলছিলেন, তিনি যেন যেরুশালেমে না যান। [৫] কিন্তু সেই কয়েক দিন কেটে গেলে আমরা বেরিয়ে পড়ে রওনা হলাম; তখন তারা সকলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে শহরের বাইরে পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল। সেখানে, সমুদ্রের ধারে নতজানু হয়ে আমরা প্রার্থনা করলাম, [৬] এবং পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর আমরা জাহাজে উঠলাম ও তারা বাড়ি ফিরে গেল।

[৭] তুরস ছেড়ে তলেমাইসে এসেই আমরা আমাদের জলযাত্রা শেষ করলাম; ভাইদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের সঙ্গে এক দিন থাকলাম; [৮] পরদিন আবার রওনা হয়ে কায়েসারিয়ায় এসে পৌঁছলাম, এবং সুসমাচার-প্রচারক ফিলিপের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকলাম—এই ফিলিপ হলেন সেই সাতজনের একজন। [৯] তাঁর চারজন অবিবাহিতা মেয়ে ছিল, তাঁরা সকলে নবী ছিলেন। [১০] আমরা সেখানে কয়েক দিন ধরে ছিলাম, সেসময়ে যুদেয়া থেকে আগাবস নামে একজন নবী এসে উপস্থিত হলেন। [১১] তিনি আমাদের কাছে এসে পলের কোমর-বন্ধনী নিয়ে তা দিয়ে নিজের হাত-পা বেঁধে বললেন, 'পবিত্র আত্মা একথা বলছেন, এই কোমর-বন্ধনী যার, ইহুদীরা তাকে যেরুশালেমে এভাবেই বেঁধে বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেবে।' [১২] তা শুনে সেখানকার ভাইয়েরা ও আমরা পলকে অনুরোধ করলাম, যেন তিনি যেরুশালেমে না যান। [১৩] উত্তরে পল বললেন, 'এত চোখের জল ফেলে ও আমার হৃদয় ভেঙে তোমরা

এ কি করছ? প্রভুর নামের জন্য আমি তো যেরুশালেমে শুধু বন্দি হতে নয়, মরতেও প্রস্তুত আছি।' [১৪] এভাবে তিনি আমাদের অনুরোধ মেনে নিতে সম্মত না হলে আমরা শেষে ক্ষান্ত হয়ে বললাম, 'প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!'

[১৫] এই সকল দিন শেষে আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যেরুশালেমের দিকে রওনা হলাম। [১৬] কায়েসারিয়া থেকে কয়েকজন শিষ্য আমাদের সঙ্গে চললেন; তাঁরা সাইপ্রাস দ্বীপের ম্নাসোন নামে একজনকে সঙ্গে করে এনেছিলেন যিনি পুরনো একজন শিষ্য; তাঁরই বাড়িতে আমাদের গিয়ে ওঠার কথা।

যেরুশালেমে পলের আগমন

[১৭] যেরুশালেমে এসে পৌঁছলে পর ভাইয়েরা আমাদের আনন্দপূর্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। [১৮] পরদিন পল আমাদের সঙ্গে যাকোবকে দেখতে গেলেন; সেখানে প্রবীণবর্গও সকলে উপস্থিত ছিলেন। [১৯] তাঁদের সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানানোর পর তিনি তাঁদের কাছে তন্ন তন্ন করে সেই সমস্ত কর্মের বর্ণনা দিলেন, যা ঈশ্বর তাঁর সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়দের মধ্যে সাধন করেছিলেন। [২০] তা শুনে তাঁরা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করলেন, পরে তাঁকে বললেন, 'ভাই, তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, ইহুদীদের মধ্যে কত হাজার হাজার লোক বিশ্বাসী হয়েছে, আর তারা সকলে বিধানের প্রতি খুবই অনুরক্ত। [২১] তোমার বিষয়ে তারা এমন কথা শুনেছে যে, বিজাতীয়দের মধ্যে যে ইহুদীরা বাস করে, তুমি নাকি তাদের সকলকে মোশির পথ ত্যাগ করতে শিক্ষা দিয়ে বলে থাক, তারা যেন শিশুদের পরিচ্ছেদিত না করে ও যথারীতি পথে না চলে। [২২] এখন কী করা যায়? তারা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে যে, তুমি এসেছ। [২৩] তাই আমরা যা বলি, তুমি তা কর: আমাদের এমন চারজন পুরুষ আছে, যাদের মানত রয়েছে; [২৪] তাদের নিয়ে গিয়ে তুমিও তাদের সঙ্গে আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন কর, এবং তারা যেন মাথা মুড়িয়ে নিতে পারে সেই সব খরচ তুমিই বহন কর। এমনটি করলে, তবে সকলেই জানতে পারবে যে, তোমার সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনেছে, তাতে সত্য কিছু নেই, তুমি নিজেও বরং নিজের আচার-আচরণে বিধান পালন করছ। [২৫] কিন্তু যে বিজাতীয়রা বিশ্বাসী হয়েছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের কাছে আগে লিখে জানিয়ে

দিয়েছি যেন প্রতিমার প্রতি উৎসর্গ করা খাদ্য, রক্ত-আহার, গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার এবং অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকে।'

[২৬] তাই পরদিন পল সেই কয়েকজনকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন, এবং তাদের সঙ্গে নিজেও শুদ্ধিক্রিয়ার অনুষ্ঠান শুরু করার পর মন্দিরে প্রবেশ করলেন, আর সেখানে সেই তারিখ জানিয়ে দিলেন, যে তারিখে আত্মশুদ্ধি-কাল শেষ হলে তাদের প্রত্যেকের জন্য অর্ঘ্য উৎসর্গ করা হবে।

পলকে গ্রেপ্তার

[২৭] সেই সাত দিন প্রায় শেষ হতে যাচ্ছিল এমন সময় এশিয়ার ইহুদীরা মন্দিরের মধ্যে তাঁর দেখা পেয়ে লোকদের উত্তেজিত করে তুলল, এবং তাঁকে ধরে [২৮] চিৎকার করে বলতে লাগল: 'ইস্রায়েলের মানুষেরা, সাহায্য কর! এই সেই লোক, যে সব জায়গায় সকলের কাছে আমাদের জাতির ও বিধানের আর এই স্থানের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এখন গ্রীকদেরও মন্দিরের মধ্যে এনেছে, আর এই পবিত্র স্থান কলুষিত করেছে।' [২৯] বস্তুত তারা আগে শহরের মধ্যে পলের সঙ্গে এফেসীয় ত্রফিমসকে দেখেছিল; মনে করেছিল, তাকেই পল মন্দিরের মধ্যে এনেছে। [৩০] এতে সমগ্র শহরটা কেঁপে উঠল, জনগণ চতুর্দিক থেকে ছুটে এল, এবং পলকে ধরে মন্দিরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল; আর তখনই সমস্ত দরজা বন্ধ করা হল। [৩১] তারা তাঁকে হত্যা করতেও চেষ্টা করছিল, সেসময় সৈন্যদলের সহস্রপতির কাছে এই খবর এল যে, সমগ্র যেরুশালেমে গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছে। [৩২] তিনি সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা সৈন্য ও শতপতিকে সঙ্গে করে তাদের দিকে ছুটে এলেন; আর লোকেরা সহস্রপতি ও সৈন্যদের দেখতে পেয়ে পলকে মারা বন্ধ করে দিল। [৩৩] তখন সহস্রপতি কাছে এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে হুকুম দিলেন যেন তাঁকে দু'টো শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়; তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটা কে ও কী করেছে। [৩৪] লোকদের মধ্য থেকে চেঁচিয়ে কেউ কেউ এক ধরনের কথা বলছিল, কেউ কেউ অন্য ধরনের কথা; তাই তেমন গণ্ডগোলের কারণে কিছুই বুঝতে না পারায় তিনি তাঁকে দুর্গে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। [৩৫] পল যখন সিঁড়ির কাছে এসেছেন, তখন জনতার এত হিংস্রতার জন্য সৈন্যেরা পলকে কাঁধে

করে বহন করতে বাধ্য হল, [৩৬] কারণ লোকের ভিড় পিছু পিছু আসছিল আর জোর গলায় বলছিল, 'ওকে শেষ করে ফেল!'

ইহুদীদের সামনে পলের আত্মপক্ষসমর্থন

[৩৭] তারা পলকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যেতে যাচ্ছে, সেসময় পল সহস্রপতিকে বললেন, 'আপনাকে কি কিছু বলতে পারি?' [৩৮] তিনি বললেন, 'তুমি কী গ্রীক ভাষা জান? তবে তুমি কি সেই মিশরীয় নও, যে কিছুদিন আগে বিদ্রোহ শুরু করে দিল ও সেই চার হাজার খুনী মানুষকে সঙ্গে করে মরুপ্রান্তরে নিয়ে গেছিল?' [৩৯] পল বললেন, 'আমি ইহুদী, কিলিকিয়া প্রদেশের তার্সসের মানুষ; এমন শহরেরই মানুষ যা তত অপরিচিত নয়। আপনাকে মিনতি করি: জনগণের কাছে আমাকে কথা বলতে অনুমতি দিন।' [৪০] তিনি অনুমতি দিলে পল সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে জনগণের দিকে হাত দিয়ে ইশারা দিলেন; তখন মহা নিস্তব্ধতা নেমে এল, আর তিনি হিব্রু ভাষায় তাদের কাছে একথা বলতে শুরু করলেন:

২২ [১] 'ভাই ও পিতা সকল, আপনাদের কাছে আমার এই আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা শুনুন।' [২] যখন তারা শুনল, তিনি তাদের কাছে হিব্রু ভাষায়ই কথা বলছেন, তখন নিস্তব্ধতা আরও গভীরতর হল। [৩] তিনি বলে চললেন, 'আমি ইহুদী, কিলিকিয়া প্রদেশের তার্সসে আমার জন্ম, কিন্তু এই নগরীতেই মানুষ হয়েছি; গামালিয়েলের পায়ের কাছে বসে আমি পিতৃবিধানের সূক্ষ্মতম নিয়ম অনুসারেই শিক্ষা পেয়েছি; ঈশ্বরের প্রতি আমারও গভীর আগ্রহ ছিল, যেমন আপনাদের সকলের আজ রয়েছে। [৪] আমি প্রাণনাশ পর্যন্তই এই পথ নির্যাতন করতাম, পুরুষ-মহিলাদের বেঁধে কারাগারে তুলে দিতাম। [৫] এবিষয়ে স্বয়ং মহাযাজক ও সমস্ত প্রবীণবর্গও আমার সাক্ষী। তাঁদের কাছ থেকে ভাইদের জন্য পত্র নিয়ে আমি দামাস্কে যাচ্ছিলাম, যারা সেখানে ছিল, দণ্ডিত হবার জন্য তাদেরও যেন বেঁধে যেরুশালেমে নিয়ে আসতে পারি।

[৬] তখন এমনটি ঘটল যে, যেতে যেতে আমি দামাস্কের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি, এমন সময় হঠাৎ দুপুর বারোটায় আকাশ থেকে একটা তীব্র আলো আমার চারদিকে জ্বলতে লাগল। [৭] আমি মাটিতে পড়ে গেলাম, এবং শুনতে পেলাম, এক কণ্ঠস্বর

আমাকে বলছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ? [৮] আমি উত্তর দিলাম, প্রভু, আপনি কে? তিনি আমাকে বললেন, আমি নাজারেথীয় যিশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। [৯] আমার সঙ্গীরা সেই আলো দেখতে পেল বটে, অথচ যে কণ্ঠস্বর আমার সঙ্গে কথা বলছিল, তা তারা শুনতে পেল না। [১০] পরে আমি বললাম, প্রভু, আমি কী করব? প্রভু আমাকে বললেন, ওঠ, দামাস্কে যাও; আর তোমাকে কী করতে হবে বলে নিরূপিত আছে, সেই সমস্ত তোমাকে বলা হবে। [১১] আর যেহেতু সেই আলোর তেজে আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, সেজন্য আমার সঙ্গীরা আমাকে হাত ধরে চালিত করতে করতেই আমি দামাস্কে এসে পৌঁছলাম।

[১২] আনানিয়াস নামে কোন একজন লোক, যিনি ভক্তপ্রাণ বিধান-পরায়ণ ও সেখানকার অধিবাসী সকল ইহুদী যাঁর সুখ্যাতি করত, [১৩] তিনি আমার কাছে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই শৌল, দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও! আর সেই ক্ষণেই আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলাম। [১৪] পরে তিনি বললেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা জানবার জন্য এবং সেই ধর্মাত্মাকে দেখবার ও তাঁর মুখের কণ্ঠস্বর শুনবার জন্য আগে থেকে তোমাকে নিযুক্ত করেছেন; [১৫] কারণ তুমি যা দেখতে ও শুনতে পেয়েছ, সকল মানুষের কাছে সেই সমস্ত বিষয়ে তোমাকে তাঁর সাক্ষী হতে হবে। [১৬] আর এখন তুমি কেন দেরি করছ? ওঠ, তাঁর নাম করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর ও তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেল।

[১৭] এমনটি ঘটল যে, আমি যেরুশালেমে ফিরে এসে মন্দিরে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময়ে আমার ভাবসমাধি হল, [১৮] তখন তাঁকে দেখতে পেলাম; তিনি আমাকে বললেন, দেরি না করে শীঘ্রই যেরুশালেম ছেড়ে চলে যাও, কারণ এই লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। [১৯] আমি বললাম, প্রভু, তারা তো জানে যে, যারা তোমার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠছিল, আমিই তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করতাম ও প্রতিটি সমাজগৃহে তাদের বেত মারতাম। [২০] আর যখন তোমার সাক্ষী সেই স্তেফানের রক্তপাত হয়, তখন আমি নিজেই পাশে দাঁড়িয়ে সম্মতি দিচ্ছিলাম, আর যারা তাঁকে হত্যা করছিল, তাদের জামাকাপড় পাহারা দিচ্ছিলাম। [২১] তিনি আমাকে বললেন, যাও, কারণ আমি তোমাকে দূরে, বিজাতীয়দেরই কাছে, প্রেরণ করতে যাচ্ছি।’

[২২] লোকেরা এপর্যন্ত তাঁর কথা শুনেছিল, কিন্তু তাঁর এই কথায় জোর গলায় বলতে লাগল, 'ওকে পৃথিবী থেকে দূর করে দাও! ও বেঁচে থাকার যোগ্য নয়!' [২৩] এবং চিৎকার করতে করতে নিজেদের চাদর ফেলে দিচ্ছিল ও ধুলো আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছিল, [২৪] তাই সহস্রপতি পলকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন, এবং লোকেরা কোন্ দোষের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এতই চিৎকার করছে, তা জানবার জন্য কড়া বেত মেরে তাঁকে জেরা করতে নির্দেশ দিলেন।

[২৫] কিন্তু তারা যখন তাঁকে কশা দিয়ে বাঁধল, তখন যে শতপতি কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পল তাঁকে বললেন, 'একজন রোমীয় নাগরিককে বিচার না করেই বেত মারা আপনাদের পক্ষে কি বিধেয়?' [২৬] কথাটা শুনে শতপতি সহস্রপতিকে গিয়ে বললেন, 'আপনি কী করতে যাচ্ছেন? লোকটা তো রোমীয় নাগরিক!' [২৭] তাই সহস্রপতি তাঁকে এসে বললেন, 'আমাকে বল, তুমি কি রোমীয় নাগরিক?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' [২৮] সহস্রপতি প্রতিবাদ করে বললেন, 'এই নাগরিকত্ব আমি বহু অর্থের বিনিময়েই পেয়েছি।' পল বললেন, 'আমি জন্মসূত্রেই তা-ই।' [২৯] তাই যাদের তাঁকে জেরা করার কথা ছিল, তারা তখনই পিছিয়ে গেল; সহস্রপতিও ভয় পেলেন, কেননা বুঝতে পারলেন যে পল ছিলেন রোমীয় নাগরিক, আর তিনি তাঁকে শেকল দিয়েই বেঁধে রেখেছিলেন।

ইহুদী মহাসভার সামনে পল

[৩০] পরদিন, ইহুদীরা কিজন্যই বা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে, তা সঠিকভাবে জানবার ইচ্ছায় সহস্রপতি তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন, ও প্রধান যাজকদের ও গোটা মহাসভাকে সমবেত হবার জন্য আদেশ দিলেন; পরে পলকে এনে তাঁদের সামনে দাঁড় করালেন।

২৩ [১] মহাসভার দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে পল বললেন, 'ভাইয়েরা, আজ পর্যন্ত আমি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সবসময় সদ্বিবেকেই আচরণ করেছি।' [২] এতে মহাযাজক আনানিয়াস তাঁর মুখে আঘাত করতে নিজ অনুচারীদের আজ্ঞা দিলেন। [৩] তখন পল তাঁকে বললেন, 'চুনকাম-করা দেওয়াল! একদিন ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন; তুমি

বিধান অনুসারেই আমার বিচার করতে আসন নিয়েছ, অথচ বিধানের বিরুদ্ধেই কি আমাকে আঘাত করতে আজ্ঞা দিয়েছ?' [৪] অনুচারীরা বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরের মহাযাজককে অপমান করছ?' [৫] পল বললেন, 'ভাইয়েরা, আমি তো জানতাম না যে, উনি মহাযাজক; কেননা লেখা আছে, *তোমার জাতির কোন নেতাকে তুমি অভিশাপ দেবে না।*'(ক)

[৬] কিন্তু পল ভালই জানতেন যে, তাদের একটা অংশ সাদ্দুকী ও একটা অংশ ফরিশী, তাই মহাসভার মধ্যে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভাই, আমি ফরিশী ও ফরিশীর সন্তান! মৃতদের প্রত্যাশা ও পুনরুত্থান সম্বন্ধেই আমার বিচার করা হচ্ছে।' [৭] তিনি কথাটা বলতে না বলতেই ফরিশী ও সাদ্দুকীদের মধ্যে বিবাদ বেধে গেল, সভার সদস্যেরা দু' দলে বিভক্ত হলেন। [৮] কারণ সাদ্দুকীরা বলেন, পুনরুত্থান নেই, স্বর্গদূত ও আত্মাও নেই; অপরদিকে ফরিশীরা দু'টোই স্বীকার করে। [৯] তখন বড় কোলাহল শুরু হয়ে গেল, এবং ফরিশী সম্প্রদায়ের কয়েকজন শাস্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে করতে বললেন, 'আমরা এর কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না। হতেও পারে যে, কোন আত্মা বা কোন দূত এর কাছে কথা বলেছেন!' [১০] বিবাদ এতই তীব্র হয়ে উঠছিল যে, পাছে তারা পলকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, এই ভয়ে সহস্রপতি আদেশ দিলেন, যেন সৈন্যেরা নেমে এসে তাদের মধ্য থেকে পলকে কেড়ে নিয়ে দুর্গে নিয়ে যায়। [১১] পর রাতে প্রভু পলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাহস ধর, কারণ আমার বিষয়ে যেমন যেরুশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি রোমেও দিতে হবে।'

ইহুদীদের ষড়যন্ত্র

[১২] সকাল হলে ইহুদীরা গোপন মন্ত্রণাসভায় বসল, এবং বিনাশ-মানতে নিজেদেরই আবদ্ধ করে শপথ করল, যে পর্যন্ত তারা পলকে হত্যা না করে, সেপর্যন্ত খাদ্য-পানীয় কিছুই স্পর্শ করবে না। [১৩] যারা এই ষড়যন্ত্রে অংশ নিল, সংখ্যায় তারা চল্লিশজনের বেশি। [১৪] তারা প্রধান যাজকদের ও প্রবীণবর্গকে গিয়ে বলল, 'আমরা এক মহা বিনাশ-মানতে নিজেদের আবদ্ধ করেছি: যে পর্যন্ত পলকে হত্যা না করি, সেপর্যন্ত আমরা কিছুই মুখে দেব না। [১৫] তাই আপনারা এখন মহাসভার সঙ্গে সহস্রপতির কাছে এই আবেদন জানান, তিনি যেন তাকে আপনাদের সামনে এনে হাজির

করান; আপনারা এমনি বলবেন যে, আপনারা আরও সূক্ষ্মতররূপে তার বিষয়ে বিচার করতে যাচ্ছেন। আর সে এসে পৌঁছবার আগে আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হব।’

[১৬] কিন্তু পলের বোনের ছেলে তাদের এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরে দুর্গে চলে গেল, এবং প্রবেশ করে পলকে কথাটা জানাল, [১৭] আর পল একজন শতপতিকে ডাকিয়ে এনে বললেন, ‘এই যুবকটিকে সহস্রপতির কাছে নিয়ে যান, কারণ তাঁর কাছে এর কিছু বলার আছে।’ [১৮] তিনি যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে সহস্রপতিকে গিয়ে বললেন, ‘বন্দি পল আমাকে ডাকিয়ে এনে এই যুবকটিকে আপনার কাছে নিয়ে আসতে অনুরোধ করল, কারণ আপনার কাছে এর কিছু বলার আছে।’ [১৯] সহস্রপতি তাকে হাত ধরে এক পাশে নিয়ে গিয়ে সকলের আড়ালে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমার কাছে তোমার কী বলার আছে?’ [২০] সে বলল, ‘ইহুদীরা একমত হয়ে এ স্থির করেছে যে, পলের বিষয়ে আরও সূক্ষ্মতররূপে তদন্ত করার সূত্রে তারা আগামীকাল তাঁকে মহাসভায় নিয়ে যাবার জন্য আপনার কাছে অনুরোধ রাখবে। [২১] আপনি তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, কারণ তাদের মধ্যে চল্লিশজনের বেশি লোক তাঁর জন্য ওত পেতে আছে; তারা এমন বিনাশ-মানতে নিজেদের আবদ্ধ করেছে যে, যে পর্যন্ত তাঁকে হত্যা না করে, সেপর্যন্ত তারা খাদ্য-পানীয় কিছুই স্পর্শ করবে না; এখন তারা প্রস্তুত হয়ে আছে, কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছে।’ [২২] সহস্রপতি যুবকটিকে এই আদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন, ‘তুমি যে আমাকে এই খবর দিয়েছ, তা কাউকে বলবে না।’

কায়েসারিয়াতে পলকে স্থানান্তর

[২৩] পরে দু’জন শতপতিকে ডাকিয়ে এনে তিনি বললেন, ‘ব্যবস্থা কর, যেন রাত ন’টার মধ্যে কায়েসারিয়া পর্যন্ত যাবার জন্য দু’শোজন পদাতিক, সত্তরজন অশ্বারোহী ও দু’শোজন বর্শাধারী প্রহরী প্রস্তুত থাকে। [২৪] তাছাড়া পলের জন্যও বাহন প্রস্তুত করা হোক, যেন তাকে অক্ষত অবস্থায় প্রদেশপাল ফেলিক্সের কাছে পৌঁছে দিতে পার।’ [২৫] তারপর তিনি এই মর্মে একটা পত্রও লিখে দিলেন: [২৬] ‘আমি ক্লাউদিউস লিসিয়াস, মহামান্য প্রদেশপাল ফেলিক্সের সমীপে: মঙ্গলবাদ! [২৭] ইহুদীরা একে ধরে হত্যা করতে যাচ্ছিল বিধায় আমি সৈন্যদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে তার প্রাণ বাঁচালাম, কেননা জানতে পারলাম যে, এ রোমীয় নাগরিক। [২৮] তারা এর

বিরুদ্ধে কোন্ অভিযোগ আনছে, তা জানবার ইচ্ছায় আমি তাদের মহাসভায় একে নিয়ে গেলাম। [২৯] আর বুঝতে পারলাম, অভিযোগটা তাদের বিধান সংক্রান্ত কোন না কোন বিবাদে কেন্দ্রীভূত, কিন্তু এমন কোন অভিযোগ পেলাম না, যার ভিত্তিতে তাকে প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড দেওয়া চলে। [৩০] উপরন্তু, খবর পেলাম যে, এর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে, তাই দেরি না করে একে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। এর বিরুদ্ধে যাদের অভিযোগ আছে, তাদেরও নোটিস দিয়েছি, যেন এর বিরুদ্ধে তাদের যা বলার আছে, আপনার সাক্ষাতেই তা পেশ করে।'

[৩১] আদেশ অনুসারে সৈন্যেরা সেই রাতে পলকে আন্তিপাত্রিসে নিয়ে গেল। [৩২] পরদিন পলের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার ভার অশ্বারোহীদের হাতে তুলে দিয়ে তারা দুর্গে ফিরে এল। [৩৩] অশ্বারোহীরা কায়েসারিয়ায় এসে পৌঁছে প্রদেশপালের হাতে পত্রটা তুলে দিয়ে পলকেও তাঁর সামনে হাজির করল। [৩৪] পত্রটা পড়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পল কোন্ প্রদেশের মানুষ, এবং তিনি যে কিলিকিয়ার মানুষ, একথা জানতে পেরে বললেন, [৩৫] 'তোমার বিরুদ্ধে যাদের অভিযোগ আছে, তারা যখন আসবে, তখন তোমার ব্যাপার শুনব।' এবং আজ্ঞা দিলেন, যেন তাঁকে হেরোদের প্রাসাদে আটক রাখা হয়।

প্রদেশপালের দরবারে উপস্থিত পল

২৪ [১] পাঁচ দিন পর মহাযাজক আনানিয়াস কয়েকজন প্রবীণকে ও তের্তুলুস নামে একজন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন, এবং তাঁরা প্রদেশপালের কাছে পলের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযোগ জানালেন। [২] পলকে ডাকা হলে তের্তুলুস এই বলে অভিযোগ পেশ করতে শুরু করলেন: 'মহামান্য ফেলিক্স, আপনারই জন্য আমরা মহাশান্তি ভোগ করছি, আবার আপনার দূরদৃষ্টি গুণেই এই জাতি নানা উন্নয়নের কাজ দেখতে পেয়েছে— [৩] একথা আমরা সর্বতভাবে সর্বত্রই সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। [৪] তবু আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করতে চাই না বিধায় মিনতি করি, আপনি নিজের দয়া গুণে আমাদের স্বল্প কথা শুনুন; [৫] কারণ আমরা দেখতে পেলাম, এই লোকটা মহামারীর মত! এ তো জগতের সমস্ত ইহুদীর মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে, ও

নাজারীয় দলের একটা প্রধান নেতা; [৬] এমনকি এ তো মন্দিরও কলুষিত করতে চেষ্টা করেছিল, আর আমরা একে গ্রেপ্তার করেছি। [৭] কিন্তু সহস্রপতি লিসিয়াস এসে পড়ে একে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। [৮] আপনি একে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, নিজেই বুঝতে পারবেন, এর বিরুদ্ধে আমরা যে সমস্ত অভিযোগ এনেছি, তা সত্য কিনা।' [৯] ইহুদীরাও সমর্থন জানিয়ে বলল যে, এই সমস্ত কথা ঠিক।

পলের আত্মপক্ষসমর্থন

[১০] প্রদেশপাল কথা বলার জন্য পলকে ইশারা দিলে তিনি এই উত্তর দিলেন, 'আপনি বহু বছর ধরে এই জাতির উপর বিচার অনুশীলন করে আসছেন, একথা জেনে আমি যথেষ্ট আস্থা নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। [১১] আপনি নিজে জেনে নিতে পারবেন যে, এখনও বারো দিনের বেশি হয়নি, যখন আমি উপাসনার উদ্দেশ্যে যেরুশালেমে গিয়েছিলাম। [১২] এরা মন্দিরে আমাকে কারও সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে বা জনতাকে উত্তেজিত করতে কখনও দেখেনি—কোন সমাজগৃহেও নয়, শহরেও নয়; [১৩] আর এইমাত্র এরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনছে, তার কোনও প্রমাণও আপনার সামনে দিতে পারে না। [১৪] কিন্তু আমি আপনার কাছে একথা স্বীকার করি: এরা যাকে "দল" বলে, সেই পথ অনুসারে আমি পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকি; যা কিছু বিধান অনুযায়ী এবং যা কিছু নবী-পুস্তকে লেখা আছে, তা সবই বিশ্বাস করি; [১৫] আর এদের নিজেদেরও যেমন, আমারও তেমনি ঈশ্বরের কাছে এই প্রত্যাশা আছে যে, ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই পুনরুত্থান হবে। [১৬] আর এজন্য আমি ঈশ্বরের সামনে ও মানুষের সামনে আমার বিবেককে অনিন্দনীয় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি। [১৭] বেশ কয়েক বছর পরে আমি এবার সাহায্যদান অর্পণ করতে ও অর্ঘ্য উৎসর্গ করতে এসেছিলাম; [১৮] এই উপলক্ষে লোকেরা আমাকে শুদ্ধিক্রিয়া পালন করার পরেই মন্দিরে দেখতে পেল। কোন ভিড়ও জমেনি, কোন গণ্ডগোলও হয়নি; [১৯] বরং এশিয়ার কয়েকজন ইহুদীই উপস্থিত ছিল, সুতরাং তাদেরই এখানে উপস্থিত হওয়া উচিত, যেন আমার বিরুদ্ধে যদি তাদের কোন কথা থাকে, আপনার কাছে তা বলে অভিযোগ উপস্থাপন করে। [২০] এরা যারা উপস্থিত, কমপক্ষে এরাই বলুক, আমি মহাসভার সামনে দাঁড়ালে এরা আমার বিষয়ে কী অপরাধ

পেয়েছে। [২১] কেবল এই একটি কথা, যা আমি তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলাম, অর্থাৎ: মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়েই আজ আপনাদের সামনে আমার বিচার হচ্ছে।'

কারাবাসে পল

[২২] সেই পথ সম্বন্ধে ফেলিক্সের সূক্ষ্ম জানা ছিল; তিনি বিচার স্থগিত করে তাদের বললেন, 'যখন সহস্রপতি লিসিয়াস আসবেন, তখন আমি তোমাদের বিচারের রায় দেব।' [২৩] আর তিনি শতপতিকে আদেশ দিলেন, যেন পলকে আটকে রাখা হয়, কিন্তু তাঁকে যেন একপ্রকার স্বাধীনতাও দেওয়া হয়, এবং তাঁর কোন বন্ধুকে যেন তাঁর সেবা করতে কোন প্রকার বাধা দেওয়া না হয়।

[২৪] কয়েক দিন পর ফেলিক্স দ্রুসিল্লা নামে নিজের ইহুদী স্ত্রীর সঙ্গে এসে পলকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁরই মুখে খ্রিষ্টযিশুতে বিশ্বাসের কথা শুনলেন। [২৫] কিন্তু যখন পল ন্যায়নীতি, আত্মসংযম ও ভাবী বিচারের কথা বলতে লাগলেন, তখন ফেলিক্স ভয় পেলেন; বললেন, 'আচ্ছা, এখনকার মত যেতে পার, উপযুক্ত সময় পেলে আবার তোমাকে ডেকে পাঠাব।' [২৬] তাঁর এই আশাও ছিল, পল তাঁকে টাকা দেবেন, এজন্য তাঁকে প্রায়ই ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

[২৭] কিন্তু দু'বছর অতিবাহিত হলে ফেলিক্সের স্থানে পর্কিউস ফেস্তুস এলেন, আর ফেলিক্স ইহুদীদের খুশি করার ইচ্ছায় পলকে বন্দিদশায় রেখে গেলেন।

কায়েসারের কাছে পলের আপীল

২৫ [১] ফেস্তুস সেই প্রদেশে আসার তিন দিন পর কায়েসারিয়া থেকে যেরুশালেমে গেলেন। [২] প্রধান যাজকেরা ও ইহুদীদের জননেতারা তাঁর কাছে এসে পলের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা তুললেন, [৩] এবং তাঁর বিরুদ্ধে এই আবেদনও জানালেন, যেন ফেস্তুস অনুগ্রহ করে পলকে যেরুশালেমে আনার ব্যবস্থা করেন। আসলে তাঁরা পথে তাঁকে হত্যা করার জন্য চক্রান্ত আঁটছিলেন। [৪] কিন্তু ফেস্তুস উত্তরে বললেন যে, পল কায়েসারিয়ায় আটকে ছিলেন, ও তিনি নিজেই বেশি দেরি না করে সেখানে ফিরে

যাবেন। [৫] তিনি বললেন, 'আপনাদের মধ্যে যাঁদের অধিকার আছে, তাঁরা আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে সেই লোকটার যদি কোন অপরাধ থাকে, সেখানেই তাকে অভিযুক্ত করুন।'

[৬] আর তাঁদের কাছে আট-দশ দিনের বেশি না থেকে কায়েসারিয়ায় চলে গেলেন, এবং পরদিন বিচারাসনে আসন নিয়ে পলকে সামনে আনবার হুকুম দিলেন। [৭] তিনি যখন এসে উপস্থিত হলেন, তখন যে ইহুদীরা যেরুশালেম থেকে এসেছিল, তারা তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করতে লাগল, কিন্তু তার কোন প্রমাণ দেখাতে পারল না। [৮] পল আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন, 'ইহুদীদের বিধানের বিরুদ্ধে, বা মন্দিরের বিরুদ্ধে, কিংবা কায়েসারের বিরুদ্ধে আমি কোন অপরাধ করিনি।' [৯] কিন্তু ফেস্তুস ইহুদীদের খুশি করার ইচ্ছায় পলকে এই বলে উত্তর দিলেন, 'তুমি কি যেরুশালেমে গিয়ে সেখানে আমার সামনে এই সব বিষয়ে বিচারাধীন হতে সম্মত?' [১০] পল বললেন, 'আমি কায়েসারের বিচারাসনের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি, এইখানে আমার বিচার হওয়া উচিত। ইহুদীদের বিরুদ্ধে আমি তো কোন অন্যায় করিনি, একথা আপনিও ভাল ভাবেই জানেন। [১১] যদি আমি অপরাধী হই, এবং প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছু করে থাকি, তাহলে মরতে অস্বীকার করি না। কিন্তু এরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনছে, তাতে যদি সত্য বলতে কিছু না থাকে, তবে এদের হাতে আমাকে তুলে দেওয়া কারও অধিকার নেই। আমি কায়েসারের কাছেই আপীল করি!' [১২] তখন ফেস্তুস পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর উত্তরে বললেন, 'তুমি কায়েসারের কাছে আপীল করেছ, কায়েসারের কাছেই যাবে।'

আগ্রিপ্পার সামনে পল

[১৩] কয়েক দিন পর রাজা আগ্রিপ্পা ও তাঁর বোন বের্নিকা ফেস্তুসকে অভিনন্দন জানাতে এলেন। [১৪] আর যেহেতু তাঁরা সেখানে বেশ কিছুদিন থাকলেন, সেজন্য ফেস্তুস রাজার কাছে পলের কথা উত্থাপন করে বললেন, 'ফেলিক্স একটা লোককে বন্দিদশায় রেখে গেছেন; [১৫] আর আমি যেরুশালেমে থাকতে ইহুদীদের প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণবর্গ তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ পেশ করে তার দণ্ডাজ্ঞার জন্য আবেদন জানালেন। [১৬] আমি তাঁদের এই উত্তর দিলাম যে, আসামী যে পর্যন্ত

ফরিয়াদী পক্ষের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে অভিযোগের উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থনের অবকাশ না পায়, সে পর্যন্ত তাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া রোমীয়দের নীতি নয়। [১৭] আর যখন তাঁরা এখানে একসঙ্গে এলেন, তখন আমি দেরি না করে পরদিন বিচারাসনে বসে সেই লোকটাকে আনতে হুকুম দিলাম। [১৮] ফরিয়াদী পক্ষ তার পাশে দাঁড়িয়ে, আমি যে ধরনের অপরাধ অনুমান করেছিলাম, তারা সেই ধরনের কোন অপরাধ তার বিষয়ে উত্থাপন করল না; [১৯] তার বিরুদ্ধে যা উপস্থাপন করল, তা ছিল কেবল তাদের নিজেদের ধর্মীয় ব্যাপার সংক্রান্ত, ও যিশু নামে মৃত কোন্ একটা লোকের ব্যাপার সংক্রান্ত, যার বিষয়ে কিন্তু পল বলছিল, লোকটা এখনও জীবিত। [২০] কীভাবে ব্যাপারটা তদন্ত করব, তা আদৌ বুঝতে না পেরে আমি পলকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে যেরুশালেমে গিয়ে সেইখানে বিচারাধীন হতে সম্মত কিনা। [২১] কিন্তু পল আপীল করল, যেন তার মামলাটা সম্রাটেরই বিচারের জন্য রেখে দেওয়া হয়; তাই আমি কায়েসারের কাছে না পাঠানো পর্যন্ত তাকে বন্দিদশায় রাখতে হুকুম দিলাম।' [২২] আগ্রিপ্পা ফেস্তুসকে বললেন, 'আমিও সেই লোকের কাছে কিছু কথা শুনতে চাচ্ছিলাম।' ফেস্তুস বললেন, 'আগামী কাল তাঁকে শুনতে পাবেন।'

[২৩] তাই পরদিন আগ্রিপ্পা ও বের্নিকা ঘটা করে এলেন, এবং সহস্রপতিদের ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে দরবার-কক্ষে প্রবেশ করলেন; ফেস্তুসের হুকুমে পলকেও আনা হল। [২৪] তখন ফেস্তুস বললেন, 'রাজা আগ্রিপ্পা, এবং আমাদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত সকলে, আপনারা তাকেই দেখতে পাচ্ছেন, যার বিরুদ্ধে গোটা ইহুদী জাতি আমার কাছে যেরুশালেমে এবং এই স্থানে আবেদন জানাল, ও উচ্চকণ্ঠে বলল যে, এর আর বেঁচে থাকা উচিত নয়। [২৫] কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, প্রাণদণ্ডের যোগ্য হওয়ার জন্য এ কিছুই করেনি, তথাপি এ নিজেই সম্রাটের কাছে আপীল করায় একে পাঠাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। [২৬] কিন্তু রাজাধিরাজের কাছে এর বিষয়ে লিখে জানাবার মত নিশ্চিত কিছুই পাচ্ছি না। সেজন্য আপনাদের সাক্ষাতে, বিশেষভাবে হে রাজা আগ্রিপ্পা, আপনারই সাক্ষাতে একে হাজির করেছি, যেন জিজ্ঞাসাবাদের পর আমি লিখবার কিছু সূত্র পাই। [২৭] কেননা বন্দির বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ রয়েছে, তা স্পষ্টভাবে না জানিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া আমি তো বৃথাই বলে মনে করি।'

২৬ [১] আগ্রিপ্পা তখন পলকে বললেন, ‘তোমার নিজের পক্ষে যা বলার আছে, তা বলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।’ এবং পল হাত বাড়িয়ে দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন :

আগ্রিপ্পার সামনে পলের আত্মপক্ষসমর্থন

[২] ‘রাজা আগ্রিপ্পা, ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনে, তা সম্বন্ধে আজ আপনার সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পেরেছি বিধায় আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি, [৩] বিশেষভাবে এই কারণে যে, ইহুদীদের সমস্ত রীতিনীতি ও সমস্যা সম্বন্ধে আপনি ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। সুতরাং, আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনি ধৈর্যের সঙ্গে আমার কথা শুনুন। [৪] যৌবনকাল থেকে আমার জীবন—যা আমি প্রথম থেকেই আমার নিজের জাতির মধ্যে ও যেরুশালেমে কাটিয়েছি—তা ইহুদীরা সকলেই জানে। [৫] প্রথম থেকেই তো তারা আমাকে জানে বিধায় ইচ্ছা করলে সাক্ষ্যও দিতে পারে যে, ফরিশী বলে আমি আমাদের ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে নিয়মপরায়ণ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য পালন করেছি। [৬] আর আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যাশা রাখি বিধায়ই আমি এখন বিচারিত হবার জন্য দাঁড়াচ্ছি— [৭] সেই যে প্রতিশ্রুতির ফল পাবার প্রত্যাশায়ই আমাদের বারো গোষ্ঠী দিনরাত একাগ্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের সেবা করে চলছে। মহারাজ, সেই প্রত্যাশার বিষয়েই ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে। [৮] ঈশ্বর যে মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন, একথা কেনই বা আপনাদের কাছে অচিন্তনীয় মনে হচ্ছে?

[৯] আমিই তো মনে করতাম যে, নাজারেথীয় যিশুর নামের বিরুদ্ধে যা কিছু করা যায়, তা আমারই কর্তব্য। [১০] আর আমি আসলে যেরুশালেমে তা-ই করতাম ; প্রধান যাজকদের কাছ থেকে অধিকার পেয়ে পবিত্রজনদের অনেককেই আমি কারাগারে নিক্ষেপ করতাম ও তাঁদের প্রাণদণ্ডের সময়ে সম্মতি প্রকাশ করতাম, [১১] আর সমস্ত সমাজগৃহে বারবার তাদের শাস্তি দিয়ে বলপ্রয়োগে ধর্মনিন্দা করাতে চেষ্টা করতাম, এবং তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে বিদেশের শহরে পর্যন্তও তাদের পিছনে ধাওয়া করতাম।

[১২] এই উদ্দেশ্যে প্রধান যাজকদের কাছ থেকে অধিকার ও দায়িত্বভার নিয়ে আমি একদিন দামাস্কে যাচ্ছিলাম, [১৩] এমন সময়ে, হে মহারাজ, দুপুরের দিকে আমি পথিমধ্যে দেখতে পেলাম, আকাশ থেকে সূর্যের তেজের চেয়েও তেজময় এক আলো আমার ও আমার সহযাত্রীদের চারদিকে জ্বলতে লাগল। [১৪] আমরা সকলে মাটিতে পড়ে গেলাম, আর আমি শুনতে পেলাম এক কণ্ঠস্বর হিব্রু ভাষায় আমাকে বলছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ? হুলের মুখে লাথি মারা তোমার কেমন কষ্টকর! [১৫] তখন আমি বললাম, প্রভু, আপনি কে? প্রভু বললেন, আমি যিশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। [১৬] এবার ওঠ, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। তোমাকে আমার সেবক ও সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তো আমি আজ তোমাকে দেখা দিয়েছি: তুমি যে আমার এই দেখা পেলে এবং পরেও আমি যে আবার তোমাকে দেখা দেব, এরই বিষয়ে তোমাকে সাক্ষী হতে হবে। [১৭] *আমি তোমাকে উদ্ধার করব* এই জাতির মানুষের হাত থেকে আর *সেই বিজাতিদেরও হাত থেকে, যাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করছি* (ক) [১৮] *তুমি যেন তাদের চোখ খুলে দাও*, ফলে তারা যেন *অন্ধকার থেকে আলোর দিকে* (খ), শয়তানের আধিপত্য থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরতে পারে, আমাতে বিশ্বাস রেখে তারা যেন পাপক্ষমা পেতে পারে এবং পবিত্রিতজনদের মধ্যে উত্তরাধিকার পেতে পারে।

[১৯] এজন্য, রাজা আগ্রিপ্পা, আমি সেই স্বর্গীয় দর্শনের প্রতি অবাধ্য হইনি; [২০] বরং প্রথমে দামাস্কের লোকদের কাছে, পরে যেরুশালেমের লোকদের কাছে ও সারা যুদেয়া অঞ্চলে, এবং বিজাতীয়দেরও কাছে আমি প্রচার করতে লাগলাম, তারা যেন মনপরিবর্তনের যোগ্য কাজ সাধন ক'রে মনপরিবর্তন করে ও ঈশ্বরের দিকে ফেরে। [২১] এই সমস্ত কারণেই ইহুদীরা মন্দিরে আমাকে ধরে হত্যা করতে চেষ্টা করল। [২২] কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে আমি আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছি ও ছোট বড় সকলেরই কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি। নবীরা ও মোশিও যা ঘটবে বলে গেছেন, তা ছাড়া আমি আর কিছুই বলছি না; তাঁরা বলেছিলেন, [২৩] খ্রিষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে, এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতদের প্রথম হওয়ায় তাঁকে আমাদের জাতির কাছে ও বিজাতীয়দের কাছে আলো প্রচার করতে হবে।'

[২৪] তিনি এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন, এমন সময়ে ফেস্তুস উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘পল, তুমি উন্মাদ! অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য তোমাকে উন্মাদ করে তুলেছে।’ [২৫] পল বললেন, ‘মহামান্য ফেস্তুস, আমি উন্মাদ নই, বরং যে কথা বলছি, তা সত্য ও সুবিবেচিত কথা! [২৬] বাস্তবিকই স্বয়ং রাজা এই সকল বিষয় বোঝেন, আর তাঁরই সামনে আমি সৎসাহসের সঙ্গে কথা বলছি, কারণ আমার ধারণাই যে এর কিছুই রাজার অজানা নয়, কেননা এই যা ঘটেছে, তা এক কোণে ঘটেনি। [২৭] রাজা আগ্রিপ্পা, আপনি কি নবীদের বিশ্বাস করেন? আমি জানি, আপনি বিশ্বাস করেন।’ [২৮] এতে আগ্রিপ্পা পলকে বললেন, ‘আর একটু সময়, আর তুমি প্রমাণ দেবে যে আমি নিজেও খ্রিষ্টিয়ান!’ [২৯] পল বললেন, ‘ঈশ্বরের কাছে এই নিবেদন রাখছি, একটু হোক বা বেশি হোক, আপনিই শুধু নন, কিন্তু অন্য যত লোক আজ যাঁরা আমাকে শুনছেন, সকলেই যেন—এই শেকল ছাড়া—আমি যেমন তাঁরাও তেমনি হন।’

[৩০] তখন রাজা, প্রদেশপাল ও বের্নিকা এবং তাঁদের সঙ্গে যাঁরা সেখানে বসে ছিলেন, সকলে উঠে দাঁড়ালেন; [৩১] এবং অন্য জায়গায় গিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে বলতে লাগলেন, ‘লোকটা প্রাণদণ্ডের বা শেকলের যোগ্য কিছুই করেনি।’ [৩২] আগ্রিপ্পা ফেস্তুসকে বললেন, ‘এ যদি কায়েসারের কাছে আপীল না করত, তবে তাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারত।’

রোম যাত্রা

২৭ [১] যখন স্থির করা হল যে, আমরা জাহাজে করে ইতালি অভিমুখে যাত্রা করব, তখন পলকে এবং আরও কয়েকজন বন্দিকে আউগুস্তা সেনাদলের একজন শতপতির হাতে তুলে দেওয়া হল, যাঁর নাম যুলিউস। [২] আদ্রামিত্তিয়ামের এমন একটা জাহাজে উঠলাম, যা এশিয়ার নানা জায়গায় যাওয়ার কথা। মাকিদনিয়ার থেসালোনিকীয় আরিস্তার্খসও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। [৩] পরদিন আমরা সিদোনে এসে ভিড়লাম; আর যুলিউস পলের প্রতি যথেষ্ট দয়া দেখিয়ে তাঁকে বন্ধুবান্ধবদের কাছে গিয়ে তাদের কাছ থেকে একটু সেবাযত্ন পাবার অনুমতি দিলেন। [৪] সেখান থেকে আমরা আবার জলপথে রওনা হলাম; বাতাস উল্টো হওয়ায় আমরা সাইপ্রাস দ্বীপের আড়ালে থেকে

এগিয়ে চললাম। [৫] পরে কিলিকিয়া ও পাম্ফিলিয়ার সামনে দিয়ে সাগর পার হয়ে লিকিয়া প্রদেশের মিরায় নামলাম।

[৬] সেখানে আলেক্সান্দ্রিয়ার একটা জাহাজ ইতালিতে যাচ্ছে দেখে শতপতি আমাদের সেই জাহাজে তুলে নিলেন। [৭] বেশ কিছুদিন ধরে আস্তে আস্তে চলে কষ্ট করে ক্নিদসের সামনাসামনি এসে পৌঁছলাম; কিন্তু বাতাসে আর এগিয়ে যেতে না পারায় আমরা সাল্‌মোনী অন্তরীপের পাশ দিয়ে গিয়ে ক্রীট দ্বীপের আড়ালে থেকে এগিয়ে চললাম। [৮] পরে কষ্ট করে উপকূলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে গিয়ে 'শুভ বন্দর' নামে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম, যা লাসাইয়া শহরের কাছাকাছি।

[৯] বহুদিন নষ্ট হয়েছিল বিধায়, এবং উপবাস-পর্ব অতীত হয়েছিল বিধায় জলযাত্রা বিপজ্জনক হওয়ায় পল তাদের সতর্ক করে বলছিলেন, [১০] 'মানুষ, আমি দেখতে পাচ্ছি, এই যাত্রায় অমঙ্গল ও যথেষ্ট ক্ষতি হবে—শুধু মালপত্র বা জাহাজের নয়, আমাদের প্রাণেরও ক্ষতি হবে।' [১১] কিন্তু শতপতি পলের কথার চেয়ে জাহাজের সারেঙ ও মালিকের কথায় বেশি কান দিলেন। [১২] সেই 'শুভ বন্দর' শীতকাল কাটানোর উপযুক্ত জায়গা না হওয়ায় বেশির ভাগ লোক সেখান থেকে এগিয়ে যাবার মত প্রকাশ করল, যেন কোন রকমে ফৈনিক্সে পৌঁছে সেইখানে শীতকাল কাটাতে পারে। ফৈনিক্স হচ্ছে ক্রীটের একটি বন্দর, যার দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক খোলা।

প্রচণ্ড ঝড় ও জাহাজডুবি থেকে উদ্ধার

[১৩] যখন মৃদু দক্ষিণা বাতাস বইতে লাগল, তখন তারা, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে মনে ক'রে নোঙ্গর তুলে ক্রীটের ধার ঘেঁষে এগিয়ে যেতে লাগল। [১৪] কিন্তু অল্পকাল পরে দ্বীপের ভিতর থেকে তুফানের মত প্রচণ্ড এক বাতাস ছুটে এল, যার নাম ঈশান-বায়ু। [১৫] তখন জাহাজ ঝড়ের মধ্যে পড়ে বাতাসের মুখোমুখি আর দাঁড়াতে না পারায় আমরা তা ভেসে যেতে দিলাম। [১৬] কাউদা নামে একটা ছোট দ্বীপের আড়ালে থেকে চলে বহু কষ্ট করে জাহাজের ডিঙিটা সামনে নিতে পারলাম। [১৭] তখন নাবিকেরা তা তুলে নেওয়ার পর মোটা কাছি জাহাজের চারপাশে জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে নিল। পরে, পাছে সির্তিসের চরে ঠেকে যাই, এই ভয়ে তারা ভাসা নোঙ্গরটা জলে নামিয়ে দিল; আর এভাবে জাহাজটা এমনিই ভেসে যেতে লাগল।

[১৮] ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কা খাচ্ছিলাম বিধায় পরদিন তারা মালপত্র জলে ফেলে দিতে লাগল। [১৯] তৃতীয় দিনে তারা নিজেদের হাতেই জাহাজের সরঞ্জামও ফেলে দিল। [২০] আর অনেক দিন পর্যন্ত সূর্য কি তারা মুখ দেখাচ্ছিল না বিধায়, এবং ঝড়ের তাণ্ডব অবিরতই চলছিল বিধায় আমরা শেষে মনে করছিলাম, এবার রক্ষা পাবার আর কোন আশা নেই।

[২১] সকলে অনেক দিন না খেয়ে থাকার পর, পল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মানুষ, তোমাদের উচিত ছিল, আমার কথা মেনে নিয়ে ক্রীট থেকে জাহাজ না ছাড়া; তবেই এই অমঙ্গল ও ক্ষতি এড়াতে পারতে। [২২] যাই হোক, এখন আমার পরামর্শ এ: ভেঙে পড়ো না, কারণ কারও প্রাণের হানি হবেই না, কেবল জাহাজেরই হবে। [২৩] কেননা আমি যে ঈশ্বরের মানুষ ও যাঁর সেবা করি, তাঁর এক দূত গত রাতে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে [২৪] বললেন, পল, ভয় করো না, কায়েসারের সামনে তোমাকে দাঁড়াতেই হবে। আর দেখ, তোমার জন্যই ঈশ্বর তোমার সকল সহযাত্রীর প্রাণ রক্ষা করবেন। [২৫] তাই, হে মানুষেরা, ভেঙে পড়ো না, কারণ ঈশ্বরে আমার এমন আস্থা আছে যে, আমার কাছে যেমনটি বলা হয়েছে, তেমনিই ঘটবে। [২৬] তবে কোন একটা দ্বীপে গিয়ে আমাদের পড়তেই হবে।'

[২৭] এভাবে আমরা আদ্রিয়া সাগরে ভেসে যেতে যেতে যখন চৌদ্দ দিনের রাত এল, তখন মাঝরাতের দিকে নাবিকেরা অনুমান করতে লাগল যে, তারা কোন একটা দেশের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। [২৮] ওলনদড়ি ফেলে মেপে দেখা গেল, সেখানে জলের গভীরতা বিশ বাঁও। একটু পরে আবার দড়ি ফেলে মাপা হল: দেখা গেল, পনেরো বাঁও। [২৯] তখন পাছে আমরা কোন পাথুরে উপকূলে গিয়ে পড়ি, এই ভয়ে জাহাজের পিছন দিক থেকে চারটে নোঙ্গর নামিয়ে দিয়ে তারা উন্মুখ হয়ে সকালের অপেক্ষায় বসে থাকল। [৩০] নাবিকেরা জাহাজ থেকে একবার পালাতে চেষ্টা করেছিল; গলুইয়ের দিক থেকে কয়েকটা নোঙ্গর ফেলবার ছল করে তারা ডিঙিটা সমুদ্রে নামিয়ে দিয়েছিল; এজন্য পল শতপতিকে ও সৈন্যদের বললেন, [৩১] 'ওরা জাহাজে না থাকলে আপনারা রক্ষা পেতে পারবেন না।' [৩২] তাই সৈন্যেরা ডিঙির দড়ি কেটে তা জলে পড়তে দিল।

[৩৩] সকাল হয়ে আসছে, সেসময় পল সকল লোককে কিছু খেতে অনুরোধ করতে লাগলেন; বললেন, 'আজ চৌদ্দ দিন হল, আপনারা কিছু না খেয়ে অনাহারে অপেক্ষা করতে করতে বসে আছেন; [৩৪] তাই আমার অনুরোধ: কিছু খেয়ে নিন, নিজেদের বাঁচানোর জন্য কিছুটা খাওয়া দরকার! আপনাদের কারও মাথার এক গাছি চুলও নষ্ট হবে না।' [৩৫] তা বলে পল রুটি নিয়ে সকলের চোখের সামনে ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করলেন, এবং তা ছিঁড়ে খেতে শুরু করলেন। [৩৬] তখন সকলে সাহস পেল, এবং তারাও খেতে লাগল। [৩৭] সেই জাহাজে আমরা মোট দু'শো ছিয়াত্তরজন লোক ছিলাম, [৩৮] সকলে খেয়ে তৃপ্ত হলে পর তারা সমস্ত গম সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজটা হালকা করে দিল।

[৩৯] সকাল হলে তারা বুঝতে পারছিল না, সেটা কোন্ জায়গা। কিন্তু তারা লক্ষ করল, সামনে বালুতটে ঘেরা একটা উপসাগর আছে; পরামর্শ করল, সম্ভব হলে সেই বালুতটের উপরে জাহাজটা তুলে দেবে। [৪০] তারা নোঙ্গরগুলো কেটে সমুদ্রে ছেড়ে দিল, এবং একই সময়ে হালগুলোর বাঁধনও খুলে দিল; পরে সামনের দিকের পাল বাতাসের মুখে তুলে দিয়ে বালুতটের দিকে চলতে লাগল। [৪১] কিন্তু একটা চরে হঠাৎ ঠেকে গিয়ে জাহাজটা আটকে গেল, আর জাহাজের সামনের দিক আটকে গিয়ে অচল হয়ে রইল, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে ভেঙে যেতে লাগল। [৪২] বন্দিরা পাছে সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায়, সেই ভয়ে সৈন্যেরা তাদের মেরে ফেলতে চাচ্ছিল, [৪৩] কিন্তু শতপতি পলকে রক্ষা করার ইচ্ছায় তাদের সেই সঙ্কল্প থেকে ক্ষান্ত করলেন। তিনি হুকুম দিলেন, যারা সাঁতার জানে, তারা আগে ঝাঁপ দিয়ে ডাঙায় উঠবে, [৪৪] আর বাকি সকলে তক্তা কিংবা জাহাজের যা কিছু পায়, তা ধরে ডাঙায় উঠবে। এভাবে সকলে ডাঙায় উঠে রক্ষা পেল।

মাল্টায় পল

২৮ [১] একবার রক্ষা পেয়ে আমরা জানতে পারলাম, সেই দ্বীপের নাম মাল্টা। [২] সেখানকার অধিবাসীরা আমাদের প্রতি অসাধারণ আন্তরিকতা প্রকাশ করল: তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল এবং যথেষ্ট শীত করছিল বিধায় তারাই আগুন জ্বালিয়ে

আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানাল। [৩] পল এক গাদা জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে সেই আগুনের উপরে ফেলে দিতে দিতে আগুনের তাপে একটা বিষাক্ত সাপ বের হয়ে তাঁর হাত কামড়ে ধরল। [৪] তখন সেই অধিবাসীরা তাঁর হাতে সেই জন্তুটা ঝুলছে দেখে এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'লোকটা নিশ্চয়ই একটা খুনী; সমুদ্র থেকে রক্ষা পেলেও ন্যায়দেবী একে বাঁচতে দিলেন না।' [৫] কিন্তু তিনি হাত ঝেড়ে জন্তুটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন, ও তাঁর কিছুই ক্ষতি হল না। [৬] তখন তারা অপেক্ষা করতে লাগল, তাঁর দেহ ফুলে উঠবে, বা তিনি হঠাৎ মরে মাটিতে পড়ে যাবেন; কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন দেখল, অস্বাভাবিক কিছুই তাঁর ঘটছে না, তখন তাদের মত পাল্টে গেল, আর বলতে লাগল, উনি দেবতা!

[৭] সেই জায়গার কাছাকাছি অঞ্চলে ওই দ্বীপের প্রশাসক পুব্লিউসের নিজের জমিদারি ছিল; তিনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করে আন্তরিকতার সঙ্গে তিন দিন ধরে আমাদের প্রতি আতিথেয়তা দেখালেন। [৮] সেসময় পুব্লিউসের পিতা জ্বর ও আমাশায় শয্যাশায়ী ছিলেন। পল ভিতরে তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করার পর তাঁর উপর হাত রেখে তাঁকে সুস্থ করে তুললেন। [৯] এই ঘটনার পর অন্য যত রোগী সেই দ্বীপে ছিল, সকলে এসে সুস্থ হয়ে উঠল। [১০] আর তারা খুব আদরের সঙ্গে আমাদের সমাদর করল, এবং আমাদের চলে যাওয়ার সময়ে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী জাহাজে এনে দিল।

মাল্টা থেকে রোমে

[১১] তিন মাস পর আমরা আলেক্সান্দ্রিয়ার একটা জাহাজে উঠে রওনা হলাম; জাহাজটা ওই দ্বীপেই শীতকাল কাটিয়েছিল, এর গলুইয়ে ছিল যমজ-দেবের মূর্তি। [১২] আমরা সিরাকিউজে এসে ভিড়লাম, আর সেখানে তিন দিন থাকলাম। [১৩] সেখান থেকে তীর ঘেঁষে ঘুরে গিয়ে রেগিউমে এসে পৌঁছলাম; এক দিন পর দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু হল আর আমরা দ্বিতীয় দিনে পুতেওলিতে এসে পৌঁছলাম। [১৪] সেখানে কয়েকজন ভাইদের পেলাম; তাঁরা অনুনয়-বিনয় করলে আমরা এক সপ্তাহ তাঁদের সঙ্গে থেকে গেলাম; আর এভাবে রোমে এসে পৌঁছলাম। [১৫] সেখানকার ভাইয়েরা আমাদের সংবাদ পেয়ে আমাদের বরণ করার জন্য আপ্পিউস-হাট ও তিন-সরাই পর্যন্তই এগিয়ে এসেছিলেন; তাঁদের দেখে পল ঈশ্বরকে

ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন উৎসাহ পেলেন। [১৬] রোমে এসে উপস্থিত হওয়ার পর পল নিজের প্রহরী সৈন্যের সঙ্গে একটা বাড়িতে আলাদা করে বাস করার অনুমতি পেলেন।

রোমে পল

[১৭] তিন দিন পর তিনি ইহুদীদের গণ্যমান্য সকল লোককে ডাকিয়ে সেখানে সমবেত করলেন। তাঁরা সমবেত হলে তিনি তাঁদের বললেন, 'ভাইয়েরা, আমি স্বজাতির বিরুদ্ধে বা আমাদের পিতৃপুরুষদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে যদিও কোন কিছু করিনি, তবু যেরুশালেমে গ্রেপ্তার করে আমাকে রোমীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। [১৮] আমাকে জেরা করার পরে প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধ না পাওয়ায় তারা আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল; [১৯] কিন্তু ইহুদীরা যখন আপত্তি করতে থাকল, তখন আমি কায়েসারের কাছে আপীল করতে বাধ্য হলাম; আমি যে স্বজাতিদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে চাচ্ছিলাম, এমন নয়। [২০] সেই কারণে আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য ও কথা বলার জন্য আপনাদের এখানে ডেকেছি; কারণ ইস্রায়েলের প্রত্যাশার জন্যই আমি এই শেকলে আবদ্ধ হয়ে আছি।' [২১] তারা তাঁকে বলল, 'যুদেয়া থেকে আমরা আপনার বিষয়ে কোন চিঠিপত্র পাইনি; ভাইদের মধ্যেও কেউই এখানে এসে আপনার বিষয়ে খারাপ সংবাদ দেননি বা নিন্দাজনক কথা বলেননি। [২২] কিন্তু আপনার মনের কথা আমরা আপনার নিজের মুখেই শুনতে ইচ্ছা করি; কারণ এই দলের বিষয়ে আমরা জানি যে, সব জায়গায় লোকে এর বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে।'

[২৩] তাঁরা একটা দিন স্থির করে সেই দিনে অনেকে তাঁর ভাড়াটে বাড়িতে তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁদের কাছে তিনি ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বুঝিয়ে দিলেন ও সেই বিষয়ে নিজের সাক্ষ্য দান করলেন; এবং মোশির বিধান ও নবীদের পুস্তক ভিত্তি করে যিশুর বিষয়ে তাঁদের মন জয় করতে চেষ্টা করলেন। [২৪] কেউ কেউ তাঁর কথা গ্রহণ করলেন, কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করলেন না। [২৫] তাই তাঁরা নিজেদের মধ্যে একমত হতে পারলেন না, আর যখন বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন পল তাঁদের এই একটি শেষ কথা বলে দিলেন: 'পবিত্র আত্মা নবী

ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে আপনাদের পিতৃপুরুষদের যা বলেছিলেন, কেমন যথার্থই সেই কথা :

> [২৬] *যাও, এই জনগণকে বল :*
> *তোমরা শুনতে থাক, কিন্তু কখনও বুঝবে না!*
> *তোমরা দেখতে থাক, কিন্তু কখনও উদ্বুদ্ধ হবে না!*
> [২৭] *কেননা এই লোকদের হৃদয় স্থূল হয়ে গেছে,*
> *তারা কানে খাটো হয়ে গেছে, চোখ বন্ধ করে দিয়েছে,*
> *পাছে তারা চোখে দেখতে পায় ও কানে শুনতে পায়,*
> *হৃদয়ে বোঝে ও পথ ফেরায়,*
> *আর আমি তাদের সুস্থ করি* (ক)।

[২৮] সুতরাং আপনারা জেনে রাখুন, বিজাতীয়দের কাছে ঈশ্বরের এই পরিত্রাণ প্রেরিত হল, আর তারা শুনবে!’ [২৯] তিনি একথা বলার পর ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে তীব্রভাবে তর্ক করতে করতে চলে গেলেন।

[৩০] তিনি পুরো দু’বছর ধরে নিজের ভাড়াটে বাড়িতে থাকলেন; যত লোক তাঁর কাছে যেত, তিনি সকলকে গ্রহণ করে [৩১] সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে ও অবাধে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করতেন, এবং প্রভু যিশুখ্রিষ্ট সংক্রান্ত কথা শিখিয়ে দিতেন।

---

১ [১] ‘প্রথম পুস্তক’, অর্থাৎ তাঁর লেখা সুসমাচার।

[৩] ‘চল্লিশদিন’ : বিশেষ কোন দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে নিযুক্ত ব্যক্তি চল্লিশদিন প্রস্তুতি নিতেন (যিশুও নিজ প্রকাশ্য প্রেরণকর্মের শুরুতে চল্লিশদিন প্রান্তরে কাটালেন)।

[৮] মন্ডলীর যে কোন প্রৈরিতিক কাজের সূচনায় পবিত্র আত্মা উপস্থিত : যেমন যিশুর বেলায়, তেমনি তাঁর মন্ডলীর বেলায় পবিত্র আত্মাই সমস্ত কাজের আন্তর শক্তি।

[৯] পুরাতন নিয়মে ‘মেঘ’ ছিল ঈশ্বরের ও মানবপুত্রেরও অভিব্যক্তির এক চিহ্ন (যাত্রা ১৩:২১-২২; দা ৭:১৩)।

[১১] এখন থেকে যিশু শারীরিক দিক দিয়ে অনুপস্থিত হবেন, কিন্তু মন্ডলীর জীবনে তিনি নিত্যই উপস্থিত।

[১৪] ‘তাঁর ভাইয়েরা’: বাংলা কৃষ্টির মত ইহুদী কৃষ্টিতেও একই গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক রাখত।

[২০ক] সাম ৬৯:২৬।

[২০খ] সাম ১০৯:৮।

২ [১] ‘পঞ্চাশত্তমী পর্ব’: পাস্কা-পর্বের পরবর্তী পঞ্চাশত্তম দিনেই এই পর্ব উদ্‌যাপিত হত; এই পর্বে ইহুদীরা ঈশ্বর ও ইস্রায়েলের মধ্যে সিনাই পর্বতে সম্পাদিত সন্ধির কথা স্মরণ করত; এই উপলক্ষে বিদেশ থেকে যত ইহুদী আসত তারা অবশ্যই যে যার দেশের ভাষায়ই কথা বলত।

[২-৩] প্রচণ্ড বাতাস ও অগ্নিময় জিহ্বা এমন প্রতাপেরই চিহ্ন যা প্রেরিতদূতদের নানা ভাষায় কথা বলতে সক্ষম করে।

[৪] বাহ্যিক দিক থেকে প্রেরিতদূতেরা নানা অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলতে লাগলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুস্তকের বক্তব্য এই: পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে প্রেরিতদূতেরা এমন নতুন ভাষায় কথা বলেন যা বিশ্বেরই সকল মানুষের কাছে বোধগম্য; তাই বাবেলের সময় মানবজাতি যে ভাষার এককত্ব হারিয়ে ফেলেছিল (আদি ১১:১-৯), পবিত্র আত্মার অবতরণে সেই এককত্ব এখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত: প্রেরিতদূতদের প্রেরণকর্ম সার্বজনীন, কেননা সকলেই তাঁদের কথা বুঝতে পারে। মণ্ডলীর পিতৃগণের ব্যাখ্যা অনুসারে, জগতের কাছে মণ্ডলীর সেই বোধগম্য ভাষা হল ভালবাসার ভাষা।

[১৮, ১৯] সম্ভবত এই পদের শেষাংশ সাধু লুকের মূল রচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

[২১ক] যোয়েল ৩:১-৫।

[২৮খ] সাম ১৬:৮-১১।

[৩০গ] সাম ১৩২:১১।

[৩৫ঘ] সাম ১১০:১।

[৩৮] প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত পরিভাষা লক্ষণীয়: সাক্রামেন্ত ‘যিশুখ্রিষ্ট-নামের খাতিরে (বা উদ্দেশে)’ দেওয়া হয় ও ‘প্রভু যিশু-নাম করেই গ্রহণ করা হয় (৮:১৬; ১০:৪৮; ১৯:৫; ২২:১৬)। ‘যিশুখ্রিষ্ট-নামের খাতিরে’ বাক্যটার প্রকৃত অর্থ এ, দীক্ষিত ব্যক্তি ‘নামেরই’ সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়, আর যেহেতু এই পুস্তক বহুবার পুনরুত্থিত যিশুকে ‘নাম’ বলে অভিহিত করে সেজন্য দীক্ষিত ব্যক্তি স্বয়ং পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অর্জন করে।

[৩৯ঙ] ইশা ৫৭:১৯।

[৪২] প্রেরিতদূতদের শিক্ষা-গ্রহণ ও জীবন-সহভাগিতাই ভক্তমণ্ডলীর জীবনের মুখ্য স্তম্ভ: তেমন পরিবেশেই মণ্ডলীর উপাসনা যথা রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা-সভা পালিত। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর এই বর্ণনার উদ্দেশ্যই যেন ভাবীকালের মণ্ডলীগুলো এই আদর্শ অনুসারে গঠিত হয়।

৩ [১০] যিশুর সাধিত পরাক্রম-কর্মের মত প্রেরিতদূতদের সাধিত অলৌকিক কাজও দর্শকদের স্তম্ভিত ও বিমূঢ় করে; অলৌকিক কাজের উদ্দেশ্যই যেন মানুষের মনে এমন প্রশ্নের উদয় হয় যা কেবল বিশ্বাসের আলোয় উত্তর পাবে, কেননা কেবল বিশ্বাসই অলৌকিক কাজের প্রকৃত অর্থ বোঝাতে পারে (২:১১ ···,৪১; ৯:৩৫,৪২; ১৩:১২; ১৯:১৭); আর যখন মানুষ যিশু-নামে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে তখন ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে। বিশ্বাস না থাকলে প্রশ্নটা কোন উত্তর পায় না (২:১৩; ৮:১৩; ১৪:১১,১৮; ২৮:৬)।

[১৩ক] যাত্রা ৩:৬,১৫।

[২৩খ] দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫,১৯।

[২৫গ] আদি ২২:১৮।

৪ [১১ক] সাম ১১৮:২২।

[১৩] 'সৎসাহস': প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে সৎসাহসই পরীক্ষার সময়ে প্রেরিতদূতদের বৈশিষ্ট্য; তেমন সৎসাহস মানুষের উপরে নয়, ঈশ্বরের, বা সেই 'নামের' কিংবা প্রভুর উপরেই স্থাপিত; সৎসাহস প্রকৃত বিশ্বাসের এক বিশেষ দিক।

[২৪খ] সাম ১৪৬:৬ দ্রঃ।

[২৬গ] সাম ২:১-২।

[৩১] পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে যে পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন, তিনি মণ্ডলীর জীবনে সর্বদাই উপস্থিত: মণ্ডলী সবসময়ই পঞ্চাশত্তমী পর্বের নতুন অভিজ্ঞতা করতে পারে।

[৩৩] 'মহাপরাক্রমে': সম্ভবত এই মহাপরাক্রম প্রেরিতদূতদের নয়, ঈশ্বরেরই মহাপরাক্রম যিনি তাঁদের মধ্য দিয়ে মহাকাজ সাধন করেন।

৫ [১১] 'মণ্ডলী': প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে এইখানে প্রথমবারের মত মণ্ডলী শব্দ ব্যবহৃত: বিশ্বাসীর যে দল ঐক্যবদ্ধ জীবনে জীবনযাপন করে, প্রেরিতদূতদের সাক্ষ্যদান থেকেই যার উদ্ভব, যার বিশ্বাস পুনরুত্থিত যিশুতে স্থাপিত ও যার যত কর্ম পবিত্র আত্মার প্রেরণা দ্বারা উদ্দীপ্ত, প্রেরিতদের কার্যবিবরণী তা-ই মণ্ডলী বলে বর্ণনা করে।

[১৯] 'প্রভুর দূত': পুরাতন নিয়মে এই বাক্য-বিশেষ তাঁর আপন জনগণের পক্ষে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব বোঝাত।

৭ [৩ক] আদি ১১: ৩১। সমস্ত উপদশে আদিপুস্তক ও যাত্রাপুস্তকের নানা উক্তি নিয়ে গঠিত।

[৪৩খ] আমোস ৫:২৫-২৭।

[৫০গ] ইশা ৬৬:১-২।

৮ [১-৪] প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর ধারণাই যে, যখন মণ্ডলীর নির্যাতন ঘটে, তখন মন্ডলী সজীব হয়ে উঠে বাণীপ্রচার কাজ আরও দৃঢ়তার সঙ্গে চালিয়ে যায়। অন্যত্র এই ধারণাও ভেসে ওঠে যে, নির্যাতন না থাকাই এমন লক্ষণ হতে পারে যে মণ্ডলী জগতেরই মূল্যবোধের সঙ্গে তাল রেখে চলে।

[২১ক] দ্বিঃবিঃ ১২:১২।

[৩৩খ] ইশা ৫৩:৭-৮।

[৩৭] প্রামাণিক পাণ্ডুলিপিতে এবাক্য উল্লিখিত নয়।

৯ [১৩] 'পবিত্রজনেরা' : ইহুদী ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুসারে, যাদের একদিন মশীহ-মণ্ডলীর সদস্য হওয়ার কথা, তারা পবিত্রজন বলে অভিহিত। যিশুই সেই মশীহ যাঁর আসার কথা ছিল, খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা এবিষয়ে সচেতন হয়ে নিজেদের 'পবিত্রজন' বলে অভিহিত করল।

১০ [২৮] সকল পশুই যে ঈশ্বরের চোখে শুচি, তা শুধু নয়, সকল মানুষই শুচি, এটিই দর্শনের আসল বাণী যা অবশেষে সাধু পিতর বুঝতে পারলেন। নৈতিক আচরণই ঈশ্বরের কাছে মানুষকে কম বেশি গ্রহণযোগ্য করে।

[৪৪] এই পদ দেখাতে চায় যে, প্রৈরিতিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বটে, কেননা সাধু পিতর প্রচার না করলে বিজাতীয়েরা ঐশবাণী গ্রহণ করতে পারত না; কিন্তু সাধু পিতর উপদেশ শেষ করার আগেই যে পবিত্র আত্মা নেমে এলেন এতে বুঝতে হবে যে, এই সমস্ত ঘটনা যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি স্বয়ং পবিত্র আত্মা: পবিত্র আত্মাই বিজাতীয়দের মন ঐশবাণীর প্রতি আকর্ষণ করেন, আবার তিনিই সাধু পিতরের মন উদার করে তাঁকে তাদের কাছে প্রেরণ করেন, আবার তিনিই যখন ইচ্ছে তখনই নেমে আসেন। এক কথায়, পবিত্র আত্মা শুধু চান, মানুষ তাঁর দ্বারা নিজেকে চালিত হতে দিক, তিনিই সবকিছুই ব্যবস্থা করবেন। প্রচারক বা শ্রোতার যোগ্যতা নয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহই সব।

[৪৬] যেহেতু এই পদের বর্ণনা পঞ্চাশত্তমী পর্বের ঘটনা মনে করিয়ে দেয়, সেজন্য তা 'বিজাতীয়দের পঞ্চাশত্তমী পর্ব' বলেও অভিহিত।

১১ [১৬ক] প্রেরিত ১:৫।

[২৪] 'পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ' : এই বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রেরিতদের কার্যবিবরণী বলতে চায় যে প্রকৃতপক্ষে বার্নাবাসের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাই বিজাতীয়দের মাঝে বাণীপ্রচার-যাত্রা কার্যকর ও সাফল্যমণ্ডিত করেন। নিজ পরাক্রম দেখাবার জন্য পবিত্র আত্মা শুধু বাধ্য মাধ্যমেরই অপেক্ষায় আছেন; বিশ্বাসী এগিয়ে আসুক, তিনিই কাজ সম্পন্ন করবেন।

১৩ [২] বাণীপ্রচার সংক্রান্ত খ্রিষ্টমণ্ডলীর সমস্ত প্রচেষ্টায় যিনি প্রেরণা দান করে থাকেন তিনি পবিত্র আত্মা: তিনিই প্রচার-যাত্রার জন্য মানুষকে বেছে নেন এবং প্রচারের সময় প্রচারকের বাণী সফল করার জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন; তবু এই কথাও লক্ষণীয়: প্রার্থনারত মণ্ডলীর মধ্য থেকেই তিনি মানুষকে বেছে নেন: প্রার্থনা ও বাণীপ্রচার অবিচ্ছেদ্য।

[১৯ক] যাত্রা ৬:১-৬; দ্বিঃবিঃ ১:৩১; যাত্রা ১৬:৩৫; দ্বিঃবিঃ ৭:১।

[২২খ] সাম ৮৯:২১।

[৩৩গ] সাম ২:৭।

[৩৪ঘ] ইশা ৫৫:৩।

[৩৫ঙ] সাম ১৬:১০।

[৪১চ] হাবা ১:৫।

[৪৭ছ] ইশা ৪৯:৬।

১৪ [১৫ক] সাম ১৪৬:৬ দ্রঃ।

১৫ [১৮ক] আমোস ৯:১১-১২।

[৩৪] প্রামাণিক পাণ্ডুলিপিতে এবাক্য উল্লিখিত নয়।

১৭ [৪] পুস্তকটি ঐশবাণী-বিস্তারে নারীদের আদর্শ ভূমিকা বারবার তুলে ধরে (১৩:৫০; ১৭:১২; ইত্যাদি)।

[২৪ক] সাম ১৪৬:৬।

[২৮] সাধু পল আরাতুস নামক একজন কবির কবিতার একটা ছত্র উল্লেখ করেন।

[৩৩] শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করার জন্য সাধু পল এই বক্তৃতায় খ্রিষ্টীয় বিশেষ কোন ধর্মতত্ত্বের উপরে নয়, গ্রীক দর্শনবাদের উপরেই নির্ভর করেছিলেন; কিন্তু দেখা গেল, তাঁর প্রচেষ্টা তত সফল হয়নি; তিনি নিজে পরবর্তীকালে এই প্রচার-পদ্ধতি বাতিল করে যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা সরাসরিই প্রচার করলেন (১ করি ২:১-৫)।

১৮ [৩] এপদের শেষাংশে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এ বাক্যও রয়েছে: কেননা তাঁদের পেশা ছিল তাঁবু-নির্মাণ।

২০ [২৮-৩৫] সাধু পলের এই বিদায় বাণী মর্মস্পর্শী বটে, আবার তাঁর আদর্শ খুবই উপযোগী; প্রকৃতপক্ষে প্রেরিতদের কার্যবিবরণী বিশেষ একটা বিপদের বিষয়ে ভাবী মণ্ডলীকে সতর্ক করতে চায়: মণ্ডলীর সেবাকর্মীবৃন্দ যেন অর্থলালসায় লিপ্ত না হন।

২৩ [৫ক] যাত্রা ২২:২৭।

২৪ [৭] প্রামাণিক পাণ্ডুলিপিতে ৭ পদ আদৌ উল্লিখিত নয়। এমনকি, কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ৬ পদ থেকে ৮ পদ পর্যন্ত লেখাটায় যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়, তথা: ৬ পদের পর পর এ বাক্যও রয়েছে: অভিপ্রায় ছিল, আমরা আমাদের বিধান অনুসারে এর বিচার করব, (৭) কিন্তু সহস্রপতি লিসিয়াস এসে পড়ে একে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন, (৮) এবং অভিযোগকারীদের আপনার দরবারে দাঁড়াতে হুকুম দিলেন।

২৬ [১৭ক] যেরে ১:৫-৮।

[১৮খ] ইশা ৪২:১৬।

২৮ [২৭ক] ইশা ৬:৯-১০।

[২৮] ইহুদীরা জেদি বিধায় ঈশ্বরের পরিত্রাণের কথা বিজাতীয়দের কাছে প্রচারিত হবে, আর তারা তা গ্রহণ করবে।

[২৯] প্রামাণিক পাণ্ডুলিপিতে এ পদ উল্লিখিত নয়।

[৩১] প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর বর্ণনার উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করেছে (পুস্তকের ভূমিকা দ্রঃ): যেরুশালেম থেকে যাত্রা শুরু করে ঈশ্বরের বাণী অবশেষে রোমে পৌঁছেছে, আর সেখানে তা সৎসাহসের সঙ্গেই ঘোষিত বিধায় রোম-সাম্রাজ্যে থাকবার অধিকারও পেল; সুতরাং তার আগামী যাত্রাই সমগ্র বিশ্বের দিকে, যেন খ্রিষ্টের পরিত্রাণ থেকে কেউ বঞ্চিত না থাকে।

রোমীয়দের কাছে পত্র

পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষের পক্ষে খ্রিষ্টযিশুতে বিশ্বাস রাখা দরকার; খ্রিষ্টে বিশ্বাস ছাড়া পরিত্রাণ পাবার আর কোন উপায় নেই; প্রাক্তন সন্ধির বিধানেরও সেই ক্ষমতা নেই, কেননা বিধান ছিল একপ্রকার অগ্রদূত: আসল ব্যক্তি একবার উপস্থিত হলে অগ্রদূত সরে যায়। মানবপরিত্রাণের জন্য খ্রিষ্ট যে কী না সহ্য করেছিলেন, একথা উপলব্ধি করে সাধু পল তাঁকে নিজের জীবনের একমাত্র প্রভু বলে গ্রহণ করলেন, এবং নিজ পত্রের মধ্য দিয়ে এখনও মানুষকে আহ্বান করে থাকেন যেন তারাও যিশুকে জীবনস্বামী বলে গ্রহণ ক'রে কেবল তাঁর উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। খ্রিষ্টের প্রতি সাধু পলের অসাধারণ অনুরাগ তাঁর লেখার ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়; এই পত্রে শুধু নয়, তাঁর সকল পত্রেই অধিক গভীরতম ঐশতাত্ত্বিক ধারণা উপস্থিত বলে তাঁর বক্তব্যের অর্থ বোঝা সবসময় সহজ ব্যাপার নয়।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

১ [১] আমি পল, খ্রিষ্টযিশুর দাস, প্রেরিতদূত হতে আহূত। আমাকে ঈশ্বরের
সুসমাচারের উদ্দেশে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে, [২] যে সুসমাচার দেবেন বলে ঈশ্বর
পবিত্র শাস্ত্রবাণীতে তাঁর নবীদের মধ্য দিয়ে আগে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। [৩] এই
সুসমাচার তাঁর আপন পুত্রেরই বিষয়ে, যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত,
[৪] পবিত্রতার আত্মা অনুসারে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে সপরাক্রমেই
ঈশ্বরের পুত্র বলে নিযুক্ত, [৫] তিনি আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা আমরা,
তাঁর নামের উদ্দেশে, প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছি, যেন সকল জাতিকে বিশ্বাসের
বাধ্যতার কাছে চালিত করি; [৬] তাদের মধ্যে তোমরাও আছ, যারা যিশুখ্রিষ্টেরই হবার
জন্য আহূত। [৭] রোমে ঈশ্বরের প্রিয়জন যারা, পবিত্রজন হতে আহূত যারা, তোমাদের
সকলের সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশুখ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্যবাদ-স্তুতি ও প্রার্থনা

[৮] প্রথমে আমি তোমাদের সকলের জন্য যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তোমাদের বিশ্বাসের কথা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়ছে। [৯] তাঁর পুত্রের সুসমাচার প্রচার করে আমি নিজের আত্মায় যাঁর আরাধনা করে থাকি, সেই ঈশ্বর নিজেই আমার সাক্ষী যে, আমার প্রার্থনাকালে আমি তোমাদের কথা নিরন্তর স্মরণে রাখি, [১০] সবসময় যাচনা করে থাকি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি কোন প্রকারে তোমাদের কাছে যেতে অবশেষে সুযোগ পেতে পারি। [১১] কেননা তোমাদের দেখতে আমি বড়ই আকাঙ্ক্ষী, যাতে এমন আত্মিক অনুগ্রহদান তোমাদের প্রদান করতে পারি যেন তোমরা সুস্থির হয়ে উঠতে পার; [১২] এমনকি, তোমাদের ও আমার যে পারস্পরিক বিশ্বাস আছে, তা দ্বারা তোমাদের মধ্যে আমি নিজেও যেন তোমাদের সঙ্গে দৃঢ়মূল হয়ে উঠতে পারি। [১৩] ভাই, আমি চাই না, একথা তোমাদের অজানা থাকবে যে, যদিও এতক্ষণে বাধা পেয়েছি, তবু আমি তোমাদের কাছে আসবার জন্য বারবার সঙ্কল্প নিয়েছি, বিজাতীয় অন্য সকল মানুষের মধ্যে যেমন ফল পেয়েছি, তেমনি তোমাদের মধ্যেও যেন কোন ফল পেতে পারি। [১৪] হ্যাঁ, আমি গ্রীক ও ভিনভাষীদের কাছে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের কাছে—সকলেরই কাছে আমি ঋণী; [১৫] সেইজন্য আমার পক্ষ থেকে আমি রোম-নিবাসী তোমাদেরও কাছে সুসমাচার প্রচার করতে আগ্রহী।

ঈশ্বরের ধর্মময়তা

[১৬] কেননা সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না, কারণ প্রথমে ইহুদী এবং তারপরে গ্রীক—যে কেউ বিশ্বাস করে, তার পরিত্রাণের জন্য এ সুসমাচার হল স্বয়ং ঈশ্বরের পরাক্রম, [১৭] কারণ সুসমাচারেই প্রকাশিত আছে ঈশ্বরের ধর্মময়তা যা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমনটি লেখা আছে: *বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে।*

বিজাতীয়দের পাপ

[১৮] বাস্তবিকই, যারা অধর্মের মধ্যে সত্যকে প্রতিরোধ করে, ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে সেই মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপরে প্রকাশিত হচ্ছে, [১৯] কারণ ঈশ্বরের বিষয়ে যা জানা যেতে পারে, তা তাদের কাছে প্রকাশ্য, যেহেতু ঈশ্বর নিজে তাদের কাছে

তা প্রকাশ করেছেন: [২০] তাঁর অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁর সনাতন পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে; ফলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলার মত সেই মানুষদের কিছু নেই, [২১] কারণ ঈশ্বরকে জেনেও তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে গৌরব আরোপ করেনি, ধন্যবাদও জানায়নি; বরং তাদের ধ্যানধারণা অসার হয়ে গেছে, তাদের অবোধ মনও অন্ধকারময় হয়ে গেছে। [২২] নিজেদের প্রজ্ঞাবান বলতে বলতে তারা মূর্খ হয়েছে, [২৩] এবং অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরবকে ক্ষয়শীল মানুষের, পাখির, চতুষ্পদের ও সরিসৃপের সাদৃশ্যে গড়া প্রতিমূর্তির সঙ্গে বিনিময় করেছে। [২৪] এজন্য ঈশ্বর তাদের নিজেদের মনের নানা অভিলাষ অনুসারে এমন অশুচিতার হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই নিজেদের দেহের অসম্মান ঘটায়, [২৫] কারণ তারা ঈশ্বরের সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে বিনিময় করেছে, এবং সৃষ্টবস্তুকেই পূজা ও আরাধনা করেছে—সেই সৃষ্টিকর্তাকে নয়, যিনি যুগে যুগে ধন্য। আমেন।

[২৬] তাই ঈশ্বর জঘন্য রিপুর হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন: তাদের স্ত্রীলোকেরা প্রাকৃতিক যৌন সম্পর্ককে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সম্পর্কের সঙ্গে বিনিময় করেছে; [২৭] তেমনিভাবে পুরুষেরাও প্রাকৃতিক নারী-সম্পর্ক ত্যাগ করে একে অন্যের কামনায় জ্বলে পুড়েছে—পুরুষে পুরুষে তারা কুৎসিত কর্ম সাধন করেছে, ফলে নিজেরাই নিজেদের ভ্রান্তির যোগ্য প্রতিফল পেয়েছে। [২৮] আর যেহেতু তারা নিজেদের জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করতে সম্মত হয়নি, সেজন্য ঈশ্বর ভ্রষ্ট মনের হাতেই তাদের ছেড়ে দিয়েছেন; ফলে যা অনুচিত, তারা তা-ই করে থাকে। [২৯] তারা সব রকম অধর্ম, দুষ্টতা, লোলুপতা ও শঠতায় পরিপূর্ণ; হিংসা, নরহত্যা, বিবাদ, ছলনা ও অনিষ্ট কামনায় ভরা; তারা পরনিন্দুক, [৩০] পরচর্চা-প্রিয়, ঈশ্বরের শত্রু, উদ্ধত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক, অপকর্মে মেধাবী, [৩১] পিতামাতার অবাধ্য, নির্বোধ, অবিশ্বস্ত, হৃদয়হীন, মমতাহীন। [৩২] তারা ঈশ্বরের সেই বিচার জানেই বটে, যা অনুসারে যারা তেমন কাজ করে তারা মৃত্যুর যোগ্য, কিন্তু তবু তারা সেইসব করতে থাকে; আর শুধু তা নয়, যারা সেইসব করে, তাদের সমর্থনও তারা করে।

ঈশ্বরের ন্যায়বিচার

২ [১] সুতরাং, হে মানুষ, তুমি যেই হও না কেন, যদি বিচার কর, তাহলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলার মত তোমার আর কিছু নেই; কারণ পরের বিচার করে তুমি নিজেকেই দোষী করে থাক; কেননা যাদের বিচার করছ, তুমি তাদেরই মত সেইসব করে থাক। [২] অথচ আমরা জানি, যারা তেমন কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার সত্যসম্মত। [৩] হে মানুষ, যারা তেমন কাজ করে, তুমি যখন তাদের বিচার করে থাক ও সেইসঙ্গে নিজেও তেমন কাজ করে থাক, তখন তুমি কি ভাবছ, তুমি ঈশ্বরের বিচার এড়াবে? [৪] না কি তাঁর মহা মঙ্গলময়তা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তুচ্ছ করে তুমি বুঝে উঠতে পার না যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকেই নিয়ে যেতে চায়? [৫] কিন্তু তোমার জেদ ও মনপরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি ক্রোধের দিনের জন্য, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশেরই সেই দিনের জন্য নিজের উপরে ক্রোধ জমিয়ে তুলছ: [৬] *তিনি তো প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন* [ক]: [৭] যারা সৎকর্ম সাধনে নিষ্ঠাবান হয়ে গৌরব, সম্মান ও অক্ষয়শীলতার অন্বেষণ করে, তাদের জন্য থাকবে অনন্ত জীবন; [৮] কিন্তু যারা ঈর্ষাভরে সত্যের প্রতি অবাধ্য ও অধর্মের প্রতি বাধ্য, তাদের উপরে ক্রোধ ও রোষ নেমে আসবে। [৯] প্রথমে ইহুদী, তারপরে গ্রীক—যে কেউ অপকর্ম করে, তেমন মানুষের উপরে ক্লেশ ও মর্মযন্ত্রণা নেমে আসবে। [১০] কিন্তু প্রথমে ইহুদী, তারপরে গ্রীক—যে কেউ সৎকর্ম করে, তার উপর নেমে আসবে গৌরব, সম্মান ও শান্তি। [১১] কেননা ঈশ্বরের কাছে পক্ষপাত নেই। [১২] যত মানুষ বিধানবিহীন অবস্থায় পাপ করেছে, বিধানবিহীন অবস্থায় তাদের বিনাশ হবে; আর বিধানের অধীনে থেকে যত মানুষ পাপ করেছে, বিধান দ্বারাই তাদের বিচার করা হবে। [১৩] কারণ যারা বিধান কানে শোনে, তারা যে ঈশ্বরের কাছে ধর্মময় এমন নয়; যারা বিধান পালন করে, তাদেরই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হবে। [১৪] তাই যে বিজাতীয়রা কোন বিধান পায়নি, তারা যখন সহজাত বিচারবোধ দ্বারা বিধান অনুসারে আচরণ করে, তখন বিধান না পাওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেরাই নিজেদের বিধান হয়ে ওঠে। [১৫] তারা দেখায় যে, বিধান যা যা দাবি করে, তা তাদের হৃদয়ে খোদাই করে লেখা আছে; তাদের বিবেকও একই বিষয়ে সাক্ষ্য

দেয়, এবং একই প্রকারে তাদের নিজেদের চিন্তা-ধারণাই হয় তাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, না হয় তাদের পক্ষ সমর্থন করে। [১৬] তেমনি ঘটবে সেই দিনে, যেদিন ঈশ্বর—আমার সুসমাচারের কথা অনুসারে—যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা মানুষের গোপন সবকিছু বিচার করবেন।

ইস্রায়েলের অবাধ্যতা

[১৭] আচ্ছা, তুমি যদি নিজেকে ইহুদী বলে অভিহিত কর, বিধানের উপর ভরসা রাখ, ঈশ্বরে গর্ব করে থাক, [১৮] ও বিধানের শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা জান ও যা কিছু শ্রেয় তা নির্ণয় করতে পার, [১৯] এবং নিশ্চিত আছ যে, তুমিই অন্ধদের পথপ্রদর্শক, ও যারা অন্ধকারে বসে আছে তুমিই তাদের আলো, [২০] তুমিই বুদ্ধিহীনদের গুরু ও সরলদের শিক্ষক কারণ বিধানে তুমি জ্ঞান ও সত্যের মূর্ত পরিচয় পেয়েছ, [২১] তাহলে তুমি যে পরকে শিক্ষা দিচ্ছ, কেনই বা নিজেকে শিক্ষা দাও না? তুমি যে প্রচার করছ, চুরি করতে নেই, তুমি কি চুরি কর? [২২] তুমি যে বলছ, ব্যভিচার করা নিষেধ, তুমি কি ব্যভিচার কর? তুমি যে প্রতিমাগুলো জঘন্যই মনে করছ, তুমি কি দেবালয়ের সবকিছু লুট কর? [২৩] তুমি যে বিধানে গর্ব করছ, তুমি কি বিধান লঙ্ঘন করে ঈশ্বরকে উপেক্ষা কর? [২৪] বাস্তবিকই যেমনটি লেখা আছে, *তোমাদের কারণেই ঈশ্বরের নাম জাতিগুলির মধ্যে নিন্দার বস্তু হচ্ছে!*(খ)

[২৫] পরিচ্ছেদন তো ভাল জিনিস বটে—যদি তুমি বিধান পালন কর! কিন্তু তুমি যদি বিধান লঙ্ঘন কর, তবে তোমার পরিচ্ছেদন নিয়ে তুমি অপরিচ্ছেদিতেরই মত। [২৬] সুতরাং অপরিচ্ছেদিত একটি মানুষ যদি বিধানের বিধিনিয়ম পালন করে, তাহলে তার সেই অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়ও সে কি পরিচ্ছেদিত মানুষ বলে পরিগণিত হবে না? [২৭] এমনকি, দৈহিক ভাবে অপরিচ্ছেদিত হয়েও যে কেউ বিধান পালন করে, সে-ই তোমার বিচার করবে—তুমি যে বিধানের অক্ষর ও পরিচ্ছেদন নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও বিধান লঙ্ঘন করছ। [২৮] কেননা বাইরে দেখতে যে ইহুদী, সে-ই যে ইহুদী এমন নয়, এবং বাইরে দেখতে দেহেই যে পরিচ্ছেদন, সেটাই যে পরিচ্ছেদন এমন নয়। [২৯] সে-ই বরং ইহুদী, অন্তরে যে ইহুদী; এবং সেটাই পরিচ্ছেদন, হৃদয়ের যে পরিচ্ছেদন—যা অক্ষরের নয়, আত্মারই ব্যাপার! তার প্রশংসা মানুষ থেকে নয়, ঈশ্বর থেকেই আসে।

সার্বজনীন অবাধ্যতা

৩ [১] তবে ইহুদী হওয়ায় কী লাভ? পরিচ্ছেদনের কী মূল্য? [২] তা মহান—সবদিক দিয়েই! প্রথমে এই কারণে যে, তাদেরই হাতে ঈশ্বরের দৈববাণী সকল তুলে দেওয়া হয়েছে। [৩] তাদের কেউ কেউ যে অবিশ্বস্ত হয়েছে, তাতে কী? তাদের অবিশ্বস্ততা কি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা বাতিল করতে পারে? [৪] দূরের কথা! একথাই বরং স্বীকার করা হোক যে, ঈশ্বর সত্যনিষ্ঠ, প্রতিটি মানুষ মিথ্যাচারী, যেমনটি লেখা আছে, *তুমি যেন তোমার বাণীতে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন হও, এবং তোমার বিচারালয়ে বিজয়ী হয়ে দাঁড়াতে পার* (ক)। [৫] কিন্তু আমাদের অধর্মময়তা যদি ঈশ্বরের ধর্মময়তা স্পষ্ট করে তোলে, তবে কী বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের উপর তাঁর ক্রোধ নামিয়ে আনেন, তখন—আমি তো মানুষেরই মত কথা বলছি—তিনি কি ধর্মময় নন? [৬] দূরের কথা! কারণ তাহলে ঈশ্বর কেমন করেই বা জগতের বিচার করবেন? [৭] কিন্তু আমার মিথ্যাচারিতায় যদি ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠা তাঁর গৌরবার্থে উপচে পড়ে, তবে আমি কেনই বা এখনও পাপী বলে বিচারিত হচ্ছি? [৮] তবে কেনই বা আমরা বলব না, 'এসো, অপকর্ম করি যেন উত্তম ফল ফলে', ঠিক যেভাবে নিন্দা করে কেউ কেউ বলে, আমরাই নাকি এমন কথা বলে থাকি? তেমন লোকদের শাস্তি সত্যিই ন্যায্য! [৯] তবে কী? আমরাই কী শ্রেষ্ঠ? দূরের কথা! কারণ আমরা একটু আগে ইহুদী বা গ্রীক সকলেরই বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছি যে, সকলেই পাপের অধীন, [১০] যেমনটি লেখা আছে:

ধার্মিক কেউ নেই, একজনও নেই।
[১১] *সুবুদ্ধিসম্পন্ন কেউ নেই, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ নেই।*
[১২] *সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার;*
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই (খ)।
[১৩] *ওদের গলদেশ খোলা কবরেরই মত,*
ওদের জিহ্বা তোষামোদে পটু;
ওদের ঠোঁটের পিছনে কেউটের বিষ (গ),
[১৪] *ওদের মুখ অভিশাপে ও তিক্ততায় পূর্ণ* (ঘ),

[১৫] *ওদের পা রক্তপাতের দিকে ছুটতে ব্যস্ত,*

[১৬] *ওরা যেই পথে যায়, সেখানে ধ্বংস ও বিনাশ,*

[১৭] *শান্তির পথ ওরা জানে না* (ঙ) ;

[১৮] *ঈশ্বরভয় নেই ওদের চোখের সামনে* (চ)।

[১৯] এখন তো আমরা জানি, বিধান যা কিছু বলে, তা তাদেরই জন্য বলে যারা বিধানের অধীন, যেন প্রতিটি মুখ বন্ধ করা হয় ও সমস্ত জগৎকে ঈশ্বরের বিচারের অধীনে আনা হয়। [২০] এজন্য বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা *কোন মানুষ তাঁর সম্মুখে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবে না* (ছ), কারণ বিধান দ্বারা মানুষ কি কি পাপ, তা-ই মাত্র জানতে পারে।

ধর্মময়তা-লাভ বিশ্বাস থেকে আগত

[২১] কিন্তু এখন বিধানের ভূমিকা বাদে ঈশ্বরের দেওয়া ধর্মময়তা প্রকাশিত হয়েছে, আর সেই বিষয়ে বিধান ও নবীদের সাক্ষ্যও রয়েছে: [২২] ঈশ্বরের দেওয়া এই ধর্মময়তা যিশুখ্রিষ্টে স্থাপিত বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাদের সকলেরই জন্য, যারা বিশ্বাস করে; আর কোন প্রভেদ নেই: [২৩] যেহেতু সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত, [২৪] কিন্তু তাঁরই অনুগ্রহে বিনামূল্যে সকলকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে খ্রিষ্টযিশুর সাধিত মুক্তিকর্ম দ্বারা। [২৫] তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন, যেন তিনি তাঁর আপন ধর্মময়তা দেখাতে পারেন—কেননা প্রাচীনকালে ঈশ্বর পাপের প্রতি সহিষ্ণুতাই দেখিয়েছিলেন, [২৬] আর এখন, এই বর্তমানকালে, তিনি তাঁর নিজের ধর্মময়তা দেখাচ্ছেন, যেন নিজেই ধর্মময় হয়ে থাকেন ও তাকেও ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করতে পারেন যে যিশুতে-বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত।

[২৭] তবে আমাদের সেই গর্বের আর কী হল? তা দূর করে দেওয়া হয়েছে! কোন্ বিধান দ্বারা? কর্মের বিধান দ্বারা? না; বিশ্বাসেরই বিধান দ্বারা। [২৮] কেননা আমাদের বিবেচনায় বিধানের আদিষ্ট কর্ম ছাড়া বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়। [২৯] হয় তো কি ঈশ্বর শুধু ইহুদীদেরই ঈশ্বর? তিনি কি বিজাতীয়দেরও ঈশ্বর

নন? নিশ্চয়ই তিনি বিজাতীয়দেরও ঈশ্বর! [৩০] কারণ ঈশ্বর এক, আর তিনি বিশ্বাসের ফলে পরিচ্ছেদিতদের, এবং বিশ্বাস দ্বারা অপরিচ্ছেদিতদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করবেন। [৩১] তবে আমরা কি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বিধান বাতিল করছি? দূরের কথা! বরং বিধানকে তার আসল স্থানেই বসাচ্ছি।

সেই বিশ্বাসী আব্রাহাম

৪ [১] তবে আমাদের পূর্বপুরুষ সেই আব্রাহামের বিষয়ে কী বলব? দৈহিক সূত্রে তিনি কিবা পেলেন? [২] কারণ তাঁকে যদি কর্মের খাতিরেই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে, তবে গর্ব করার মত তাঁর কিছু আছে—তবু ঈশ্বরের সামনে নয়। [৩] আসলে শাস্ত্র কী বলে? *আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল* (ক)। [৪] যে কাজ করে, তার মজুরি তো তার পক্ষে অনুগ্রহের বিষয় বলে নয়, প্রাপ্য বিষয়ই বলে পরিগণিত। [৫] কিন্তু যে কেউ কাজ না ক'রে বরং তাঁরই উপরে বিশ্বাস রাখে যিনি ভক্তিহীনকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেন, তার এই বিশ্বাসই ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হয়। [৬] এই মর্মে দাউদও তাকে সুখী বলে ঘোষণা করেন, যার পক্ষে ঈশ্বর তার কাজের কথা বাদেই ধর্মময়তা আরোপ করেন, যথা:

> [৭] *সুখী তারা, যাদের অন্যায় হরণ করা হল,*
> *আবৃত হল যাদের পাপ।*
> [৮] *সুখী সেই মানুষ, যার পাপ প্রভু গণ্য করেন না* (খ)।

[৯] আচ্ছা, এই 'সুখী' শব্দটা কি পরিচ্ছেদিতদের বেলায় খাটে, না অপরিচ্ছেদিতদের বেলায়ও খাটে? আমরা তো বলি, আব্রাহামের পক্ষে তাঁর বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হয়েছে। [১০] তবে কোন্ অবস্থায় পরিগণিত হয়েছে? তাঁর পরিচ্ছেদিত অবস্থায় না অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়? পরিচ্ছেদিত অবস্থায় নয়, কিন্তু অপরিচ্ছেদিতই অবস্থায়। [১১] বাস্তবিকই তিনি যে পরিচ্ছেদনের প্রতীক-চিহ্ন পেয়েছিলেন, তা সেই বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তার মুদ্রাঙ্কন হিসাবেই পেয়েছিলেন, সেই যে বিশ্বাস তখনও তাঁর

ছিল, যখন তিনি অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় ছিলেন; উদ্দেশ্য এই, অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় যারা বিশ্বাসী, তিনি যেন তাদের সকলের পিতা হন ও তাদেরও যেন ধর্মময় বলে গণ্য করা হয়; [১২] আর একইসঙ্গে তিনি যেন পরিচ্ছেদিতদেরও পিতা হন; অর্থাৎ তাদেরও পিতা, যারা শুধুমাত্র পরিচ্ছেদিত নয়, কিন্তু অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় আমাদের পিতা আব্রাহামের যে বিশ্বাস ছিল, তাঁর সেই বিশ্বাসের পদচিহ্নে চলে যারা। [১৩] কারণ বিধান গুণে নয়, কিন্তু বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা গুণেই আব্রাহামের বা তাঁর বংশের প্রতি জগতের উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। [১৪] কেননা যারা বিধান অবলম্বন করে, তারাই যদি উত্তরাধিকারী হয়, তবে বিশ্বাস অর্থশূন্য, সেই প্রতিশ্রুতিও বৃথাই হয়ে যায়। [১৫] বিধান তো ক্রোধ নামিয়ে আনে, কিন্তু যেখানে বিধান নেই, সেখানে বিধান-লঙ্ঘনও নেই। [১৬] এজন্য প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস দ্বারা সাধিত, যেন সেই প্রতিশ্রুতি অনুগ্রহ রূপেই উপস্থিত হয় এবং এর ফলে যেন সেই প্রতিশ্রুতি সমস্ত বংশের পক্ষে অটল হয়, যারা বিধান অবলম্বন করে কেবল তাদেরই পক্ষে নয়, কিন্তু যে বংশ আব্রাহামের বিশ্বাস থেকে নির্গত, তাদেরও পক্ষে অটল থাকে। হ্যাঁ, তিনি আমাদের সকলের পিতা,— [১৭] যেমন লেখা আছে, *আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করেছি* (গ)—সেই ঈশ্বরেরই দৃষ্টিতে পিতা, যাঁর উপর তিনি বিশ্বাস রাখলেন, যিনি মৃতদের জীবন দান করেন, এবং যা অস্তিত্ববিহীন তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন।

[১৮] আশা না থাকলেও আশা রেখে আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে, তিনি বহুজাতির পিতা হবেন—যেমনটি তাঁকে বলা হয়েছিল: *তোমার বংশ এরূপ হবে* (ঘ)। [১৯] আর যদিও তিনি তাঁর নিজের মৃতকল্প শরীর—তাঁর বয়স তখন প্রায় একশ’ বছর!—ও সারার গর্ভকেও মৃতকল্প টের পাচ্ছিলেন, তবু বিশ্বাসে টলমান হননি। [২০] ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে তিনি কোন প্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করলেন না, বরং ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করে বিশ্বাসে বলবান হলেন, [২১] তিনি নিশ্চিত হয়ে জানতেন, ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা সফল করবারও সামর্থ্য তাঁর আছে। [২২] এজন্যই *তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল* (ঙ)। [২৩] ‘তাঁর পক্ষে পরিগণিত হল’ কথাটা যে কেবল তাঁর জন্য লেখা হয়েছে এমন নয়, [২৪] কিন্তু

আমাদেরও জন্য,—এই আমাদেরও পক্ষে তা পরিগণিত হবে, যারা তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, [২৫] সেই যে যিশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।

ধর্মময়তা-প্রাপ্ত, পুনর্মিলিত ও পরিত্রাণকৃত মানুষ

৫ [১] সুতরাং, বিশ্বাসগুণে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি; [২] তাঁর দ্বারা আমরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এই অনুগ্রহেই প্রবেশাধিকার লাভ করেছি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এবং ঈশ্বরের গৌরবলাভের প্রত্যাশায় গর্ববোধ করি। [৩] শুধু তা নয়, কিন্তু নানা রকম ক্লেশের মধ্যেও গর্ববোধ করে থাকি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ নিষ্ঠাকে, [৪] আর নিষ্ঠা যাচাইকৃত চরিত্রকে, ও যাচাইকৃত চরিত্র প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে; [৫] আর এই প্রত্যাশা তো আশাভ্রষ্ট করে না, কেননা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে। [৬] কেননা আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের জন্য মরলেন। [৭] বস্তুত ধার্মিকের জন্য প্রায় কেউই মরতে সম্মত নয়, হয় তো এমন কেউ থাকতে পারে, যে সৎমানুষের জন্যই মরতে সাহস করে। [৮] কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন। [৯] সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমাদের যখন ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে আমরা তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত। [১০] কেননা আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন যদি তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম, তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত! [১১] শুধু তাই নয়: যাঁর দ্বারা পুনর্মিলন পেয়ে গেছি, আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্টের মাধ্যমে আমরা এখন ঈশ্বরে গর্ববোধও করে থাকি।

আদম ও যিশুখ্রিষ্ট

[১২] সুতরাং যেমন একজনের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল, তেমনি মৃত্যু সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, যেহেতু সকলেই পাপ করেছে। [১৩] বাস্তবিকই বিধানের আগেও পাপ জগতে উপস্থিত ছিল; এবং বিধান না থাকলে যদিও পাপ গণ্য করা না যায়, [১৪] কিন্তু তবুও আদম থেকে মোশি পর্যন্ত মৃত্যু রাজত্ব করল, এমনকি তাদের উপরেও রাজত্ব করল যারা আদমের আজ্ঞা-লঙ্ঘনের মত কোন পাপ করেনি; আদম তাঁরই পূর্বচ্ছবি, যাঁর আসার কথা ছিল। [১৫] কিন্তু অপরাধ যেমন, অনুগ্রহদানও তেমন—এমন তুলনা চলেই না! কেননা সেই একজনের অপরাধের ফলে যখন বহুজন মৃত্যু ভোগ করল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং সেই একজনমাত্র মানুষের—যিশুখ্রিষ্টেরই—অনুগ্রহে দেওয়া দান বহুজনেরই প্রতি আরও বেশি উপচে পড়ল। [১৬] আরও, সেই একজনের পাপ ও সেই দানের মধ্যেও তুলনা নেই; কেননা একটামাত্র পাপের ফলে বিচার দণ্ডাজ্ঞা এনে দিয়েছিল, কিন্তু এখন বহু অপরাধের ফলে অনুগ্রহদান ধর্মময়তা-লাভ এনে দিয়েছে। [১৭] কারণ সেই একজনের অপরাধের ফলে যখন সেই একজন দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করল, তখন সেই আর একজন দ্বারা—যিশুখ্রিষ্টই দ্বারা—যারা অনুগ্রহের ও ধর্মময়তা-দানের প্রাচুর্য পায়, তারা যে জীবনে রাজত্ব করবে, তা আরও কতই না নিশ্চিত। [১৮] এক কথায়, যেমন একজনের অপরাধ সকল মানুষের উপরে দণ্ডাজ্ঞা বর্ষণ করেছিল, তেমনি একজনের ধর্মময়তা-কর্ম সকল মানুষের উপর জীবনদায়ী ধর্মময়তা বর্ষণ করেছে। [১৯] কেননা যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে। [২০] আর যখন বিধান এসে উপস্থিত হল, তখন পাপ বৃদ্ধি পেল; কিন্তু যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল, [২১] যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে—আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা।

বাপ্তিস্ম—খ্রিষ্টের সঙ্গে মৃত্যু ও জীবন

৬ [১] তবে কী বলব? অনুগ্রহ যেন বৃদ্ধি পায় এজন্য কি পাপে থাকব? [২] দূরের কথা! আমরা তো পাপের কাছে মরেছি, তবে কেমন করে আবার পাপে জীবন যাপন করব? [৩] অথবা তোমরা কি জান না যে, আমরা যারা খ্রিষ্টযিশুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি? [৪] সুতরাং মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি। [৫] কেননা আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন একথা নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে। [৬] আমরা তো ভালই জানি যে, আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে যেন পাপদেহ বিনষ্ট হয় ও আমরা পাপের সেবায় আর না থাকি। [৭] কেননা যার মৃত্যু হয়েছে, সে পাপ থেকে [মুক্ত হয়ে] ধর্মময়তা-প্রাপ্ত হয়েছে। [৮] কিন্তু খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব। [৯] কারণ আমরা জানি, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রিষ্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই। [১০] বস্তুত তিনি যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন; কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন। [১১] একই প্রকারে, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রিষ্টযিশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।

[১২] সুতরাং পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে—করলে তোমরা তার সমস্ত অভিলাষের বশীভূত হয়ে পড়বে; [১৩] তোমাদের নিজেদের অঙ্গগুলিকেও অধর্মের অস্ত্র হিসাবে পাপের কাছে অর্পণ করো না, কিন্তু মৃতদের মধ্য থেকে ফিরে আসা জীবিত ব্যক্তি রূপে তোমরা ঈশ্বরের কাছেই নিজেদের অর্পণ কর, এবং নিজেদের অঙ্গগুলিকে ধর্মময়তার অস্ত্র হিসাবে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ কর। [১৪] কেননা পাপ তোমাদের উপর আর কর্তৃত্ব করবে না, কারণ তোমরা বিধানের অধীন নও, অনুগ্রহেরই অধীন!

ধর্মময়তার সেবায় পাপমুক্ত মানুষ

[১৫] তবে কী? যেহেতু আমরা বিধানের অধীন নই, অনুগ্রহেরই অধীন, সেজন্য কি পাপ করব? দূরের কথা! [১৬] তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা যার কাছে বাধ্য হবার জন্য দাস হিসাবে নিজেদের সঁপে দাও, যার প্রতি বাধ্য, তোমরা তারই দাস? হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, না হয় ধর্মময়তাজনক বাধ্যতার দাস। [১৭] ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কেননা তোমরা পাপের দাস ছিলে বটে, কিন্তু ধর্মশিক্ষার যে আদর্শে তোমরা দীক্ষিত হয়েছ, তোমরা তার প্রতি হৃদয় দিয়ে বাধ্য হয়েছ; [১৮] আর এভাবে পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা ধর্মময়তার সেবায় উত্তীর্ণ হয়েছ। [১৯] তোমাদের মাংসের দুর্বলতার জন্য আমি মানুষের মত কথা বলছি; কারণ তোমরা যেমন আগে জঘন্য কর্মের লক্ষ্যে নিজেদের অঙ্গগুলিকে অশুচিতা ও জঘন্য কর্মের কাছে দাস হিসাবে সঁপে দিয়েছিলে, তেমনি এখন পবিত্রীকরণের লক্ষ্যে নিজেদের অঙ্গগুলিকে ধর্মময়তার কাছেই দাস হিসাবে সঁপে দাও। [২০] বাস্তবিকই যখন তোমরা পাপের দাস ছিলে, তখন ধর্মময়তার কাছে স্বাধীন ছিলে। [২১] কিন্তু তাতে তোমরা কী ফল পেতে? এমন ফল যার কথা ভেবে এখন তোমরা লজ্জাবোধ করছ। আর আসলে সেই সমস্ত ফলের শেষ পরিণাম মৃত্যু! [২২] কিন্তু এখন, পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ও ঈশ্বরের সেবায় উত্তীর্ণ হয়ে তোমরা পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর শেষ পরিণাম অনন্ত জীবন। [২৩] কারণ পাপের মজুরি মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টে অনন্ত জীবন।

খ্রিষ্টবিশ্বাসী বিধান থেকে মুক্ত

৭ [১] তবে ভাই,—বিধানে দক্ষ মানুষদের কাছেই তো আমি কথা বলছি!—তোমরা কি একথা জান না যে, মানুষ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন মাত্রই বিধান তার উপর কর্তৃত্ব করে? [২] কারণ যতদিন স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন মাত্রই সধবা স্ত্রী বিধানের জোরে তার কাছে আবদ্ধ থাকে; কিন্তু স্বামী মরলে সে সেই বিধান থেকে মুক্ত যা তাকে স্বামীর কাছে আবদ্ধ রাখে। [৩] সুতরাং স্বামী জীবিত থাকাকালে সে যদি অন্য পুরুষের হয়, তবে ব্যভিচারিণী বলে অভিহিতা হয়; কিন্তু স্বামী মরলে সে সেই বিধান

থেকে মুক্তি পায়, অন্য পুরুষের হলেও সে ব্যভিচারিণী হবে না। [৪] একই প্রকারে, হে আমার ভাই, খ্রিষ্টের দেহের মধ্য দিয়ে বিধানের কাছে তোমাদেরও মৃত্যু হয়েছে, যেন তোমরা অন্যজনের হও—তাঁরই হও, যাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে, যেন আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করি। [৫] কেননা আমরা যখন মাংসের বশে ছিলাম, তখন পাপের কামনা-বাসনা বিধানকে সুযোগ ক'রে মৃত্যুর উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করার জন্য আমাদের অঙ্গগুলিতে সক্রিয় ছিল; [৬] কিন্তু এখন আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

বিধানের ভূমিকা

[৭] তবে আমরা কী বলব? বিধান কি নিজেই পাপ? দূরের কথা! তবু আমি কেবল বিধানের মধ্য দিয়েই জানতে পারলাম, পাপ কি; কেননা 'লোভ করো না', একথা যদি বিধান না বলত, তবে লোভ কি, তা জানতে পারতাম না; [৮] কিন্তু পাপ সুযোগ পেয়ে সেই আজ্ঞা দ্বারা আমার অন্তরে সব রকম লোভ সক্রিয় করল। সত্যি, বিধান না থাকলে পাপ মৃত। [৯] আর আমি একসময় বিধান ছাড়াই জীবিত ছিলাম, কিন্তু আজ্ঞা এলে পাপ জীবিত হয়ে উঠল [১০] আর আমি মরলাম; এবং যে আজ্ঞা জীবনের উদ্দেশে ছিল, তা আমার মৃত্যুর উদ্দেশে কাজ করল। [১১] কেননা পাপ সুযোগ পেয়ে সেই আজ্ঞা দ্বারা আমাকে ভোলাল আর সেই আজ্ঞা দ্বারা আমার মৃত্যু ঘটাল। [১২] সুতরাং, বিধান পবিত্র, এবং তার আজ্ঞা পবিত্র, ন্যায্য ও মঙ্গলকর।

পাপের অধীনে মানুষের অবস্থা

[১৩] তবে যা মঙ্গলকর, তা কি আমার পক্ষে মৃত্যু হল? দূরের কথা! পাপই বরং সেই রকম হল: নিজেকে পাপ বলে প্রকাশ করার জন্য পাপ যা মঙ্গলকর, তা দ্বারাই আমার মৃত্যু ঘটাল, যেন আজ্ঞা দ্বারা পাপ তার নিজের পূর্ণ পাপময়তায় প্রকাশিত হয়। [১৪] বস্তুত আমরা জানি, বিধান আত্মিক, কিন্তু আমি মাংসময়, পাপের ক্রীতদাস। [১৫] আমি আমার নিজের আচরণ পর্যন্তও বুঝতে পারছি না; কেননা আমি যা ইচ্ছা করি, তা-ই যে করি এমন নয়, বরং যা ঘৃণা করি, তা-ই করে বসি। [১৬] তাহলে আমি

যা ইচ্ছা করি না, তা-ই যখন করি, তখন স্বীকার করি, বিধান মঙ্গলকর। [১৭] তবে সেই কাজটা আমি নিজে আর করি না, আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে, সেটাই তা করে। [১৮] কেননা আমি জানি, আমার মধ্যে—অর্থাৎ আমার মাংসে—মঙ্গল বাস করে এমন নয়; আমার অন্তরে সদিচ্ছাই আছে বটে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা নেই; [১৯] বাস্তবিকই আমি যা ইচ্ছা করি, সেই মঙ্গলকর কাজ করি না; কিন্তু যা ইচ্ছা করি না, সেই মন্দই করে বসি। [২০] আচ্ছা, আমি যা ইচ্ছা করি না, তা যদি করি, তাহলে আমি নিজে আর তা করি না, আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে, সেটাই তা করে। [২১] এক কথায়, আমার মধ্যে আমি এই নিয়ম দেখতে পাচ্ছি: মঙ্গল সাধন করতে ইচ্ছা করলেও মন্দতা আমার পাশাপাশি উপস্থিত। [২২] আর আসলে আন্তরিক মানুষ হিসাবে আমি ঈশ্বরের বিধানে প্রীত; [২৩] কিন্তু আমার অঙ্গগুলিতে অন্য ধরনের এক বিধান দেখতে পাচ্ছি: তা আমার মনের বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পাপের যে বিধান আমার অঙ্গগুলিতে রয়েছে, তা আমাকে তার বন্দি করে ফেলে। [২৪] দুর্ভাগা যে আমি! মৃত্যু-পরিণামী এই দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার করবে? [২৫] ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট দ্বারাই! এক কথায়, আমি মন দিয়ে ঈশ্বরের বিধানের সেবা করি, কিন্তু রক্তমাংস দিয়ে পাপের বিধানের সেবা করি।

মুক্তি পবিত্র আত্মা দ্বারাই দেওয়া

৮ [১] সুতরাং, যারা খ্রিষ্টযিশুতে আছে, তাদের বিরুদ্ধে আর কোন দণ্ডাজ্ঞা নেই। [২] কেননা খ্রিষ্টযিশুতে জীবনদায়ী সেই আত্মার বিধান পাপ ও মৃত্যুর বিধান থেকে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছে। [৩] কারণ বিধান মাংসের কারণে শক্তিহীন হওয়ায় যা করতে পারেনি, ঈশ্বর তা করেছেন: তিনি পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করেছেন, [৪] যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে, যারা মাংসের বশে নয়, বরং আত্মারই বশে চলি। [৫] কেননা মাংসের বশে থেকে মানুষ মাংসময় চিন্তার দিকে আকৃষ্ট; কিন্তু আত্মার বশে থেকে মানুষ আত্মিক চিন্তার দিকেই আকৃষ্ট; [৬] আর মাংসের আকর্ষণ মৃত্যুর দিকে, কিন্তু আত্মার আকর্ষণ জীবন ও শান্তিরই দিকে।

[৭] বাস্তবিকই মাংসের গতি ঈশ্বর-বিরোধী, যেহেতু তা ঈশ্বরের বিধানের বশীভূত নয়, আর আসলে তেমনটি হতেও পারে না। [৮] না, মাংসের অধীনে থেকে মানুষ ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হতে পারে না। [৯] তোমরা কিন্তু মাংসের অধীনে নয়, আত্মার অধীনেই রয়েছ, যেহেতু ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিজের আবাস করেছেন। কিন্তু খ্রিষ্টের আত্মা যার নেই, সে খ্রিষ্টের নয়। [১০] আর যদি খ্রিষ্ট তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে পাপের কারণে দেহ মৃতই বটে, কিন্তু ধর্মময়তা লাভের ফলে স্বয়ং আত্মাই জীবন। [১১] আর যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রিষ্টযিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন।

[১২] সুতরাং ভাই, আমরা ঋণী বটে, কিন্তু মাংসের কাছে নয় যে, মাংসময় ভাবে জীবনযাপন করব; [১৩] কারণ যদি তোমরা মাংসময় ভাবে জীবনযাপন কর, তবে নিশ্চয় তোমাদের মৃত্যু ঘটবে, কিন্তু যদি আত্মা গুণে দৈহিক আচরণের মৃত্যু ঘটাও, তবে জীবন পাবে; [১৪] কেননা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। [১৫] বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি। [১৬] স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। [১৭] আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে: ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী—অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

ভাবী গৌরব

[১৮] আসলে আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়। [১৯] বিশ্বসৃষ্টি নিজেই তো ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে ঈশ্বরসন্তানদের [গৌরব] প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে; [২০] কারণ বিশ্বসৃষ্টিকে অসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে—তার নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং যিনি তা তুলে দিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছায়। আর বিশ্বসৃষ্টির

প্রত্যাশা এই, [২১] সেও অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য। [২২] কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি আজ পর্যন্তও আর্তনাদ করে আসছে, প্রসব-বেদনা ভোগ করছে; [২৩] শুধু বিশ্বসৃষ্টি নয়, আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি, আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি। [২৪] কারণ প্রত্যাশায় আমরা এর মধ্যে পরিত্রাণ পেয়েই গেছি, কিন্তু যে প্রত্যাশা দৃষ্টিগোচর, তা আর প্রত্যাশা নয়; কেননা একজন যা দেখতে পায়, সে তার প্রত্যাশা করবে কেন? [২৫] আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি।

[২৬] একই প্রকারে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন। [২৭] আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী, যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ করেন।

[২৮] আর আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, [২৯] কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। [৩০] আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

ঈশ্বরের ভালবাসার উদ্দেশে স্তুতিগান

[৩১] তবে এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা কী বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে? [৩২] যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না? [৩৩] ঈশ্বরের মনোনীতজনদের বিপক্ষে কে অভিযোগ আনবে?

ঈশ্বর যখন তাদের ধর্মময় করে তোলেন, [৩৪] তখন কেইবা অভিযোগ উত্থাপন করবে? খ্রিষ্টযিশু তো মরলেন, এমনকি পুনরুত্থানও করলেন, তিনিই তো ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন। [৩৫] তাই খ্রিষ্টের তেমন ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? [৩৬] যেমনটি লেখা আছে:

তোমার খাতিরেই আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে;
আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য!(ক)

[৩৭] কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই, [৩৮] কেননা আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, মৃত্যু বা জীবন, স্বর্গদূত, আধিপত্য বা শক্তিবৃন্দ, বর্তমান বা ভাবীকালের কোন-কিছু, ঊর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, [৩৯] কিংবা কোন সৃষ্টবস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রিষ্টযিশুতে নিহিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না।

ইস্রায়েলকে মনোনয়ন ও তার পাপ

৯ [১] আমি খ্রিষ্টে সত্যকথা বলছি, মিথ্যা বলছি না, আমার বিবেকও পবিত্র আত্মায় আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, [২] আমার হৃদয়ে ভারী দুঃখ ও নিরন্তর বেদনা রয়েছে; [৩] আহা, নিজেই এই ভিক্ষা রাখতাম, আমার ভাইদের খাতিরে—জন্মসূত্রে যারা আমার স্বজাতি, তাদের খাতিরে—আমি নিজেই যেন বিনাশ-মানতের বস্তু হয়ে খ্রিষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হই! [৪] তারা ইস্রায়েলীয়; সেই দত্তকপুত্রত্ব, সেই গৌরব, সেই বিভিন্ন সন্ধি, সেই বিধান, সেই উপাসনা-রীতি এবং যত প্রতিশ্রুতি, সব তাদেরই, [৫] পিতৃপুরুষেরা তাদেরই, মানবস্বরূপের দিক দিয়ে তাদেরই মধ্য থেকে আগত সেই খ্রিষ্ট, যিনি সবার উপরে, ধন্য ঈশ্বর, যুগে যুগান্তরে, আমেন।

[৬] তথাপি, ঈশ্বরের বাণী যে ব্যর্থ হয়েছে এমন নয়; কারণ ইস্রায়েল থেকে যাদের উদ্ভব, তারা সকলেই যে ইস্রায়েল, তা নয়; [৭] আরও, আব্রাহামের বংশের মানুষ

যারা, তারা সকলেই যে সন্তান, তাও নয়, কিন্তু *ইসহাকেই তোমার নামে একটি বংশের উদ্ভব হবে* [ক]। [৮] তার অর্থ এ, যারা রক্তমাংসের সন্তান, তারা যে ঈশ্বরের সন্তান এমন নয়, প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বরং বংশধর বলে গণ্য হবে; [৯] কেননা প্রতিশ্রুতির প্রকৃত বাণী এ ছিল: *আমি বছরের এই সময়ে ফিরে আসব, তখন সারার একটি পুত্রসন্তান হবে।* [১০] শুধু তাই নয়, সেই রেবেকাও রয়েছেন, যাঁর সন্তানদের পিতা মাত্র একজন, আমাদের পিতৃপুরুষ সেই ইসহাক: [১১] সেই সন্তানদের তখনও জন্ম হয়নি, তখনও তাঁরা ভাল-মন্দ কিছু করেননি, এমন সময়—যেন মনোনয়ন অনুযায়ী ঈশ্বরের সঙ্কল্প স্থিতমূল থাকে, [১২] [অর্থাৎ, যেন] কর্মের ভিত্তিতে নয়, বরং আহ্বান করেন যিনি তাঁর ইচ্ছারই ভিত্তিতে [সেই সঙ্কল্প স্থিতমূল থাকে]—সেই রেবেকাকে বলা হয়েছিল, *জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের সেবা করবে* [খ], [১৩] যেমনটি লেখা আছে: *আমি যাকোবকে ভালবেসেছি, কিন্তু এসৌকে ঘৃণা করেছি।*

[১৪] তবে আমরা কী বলব? ঈশ্বর কি তাহলে অন্যায় করেন? দূরের কথা! [১৫] কারণ মোশিকে তিনি বললেন, *আমি যাকে দয়া দেখাতে চাই, তাকেই দয়া দেখাব; ও যাকে করুণা দেখাতে চাই, তাকেই করুণা দেখাব* [গ]। [১৬] এক কথায়, ব্যাপারটা মানুষের ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার উপরে নয়, দয়া দেখান যিনি, সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করে; [১৭] কেননা শাস্ত্র ফারাওকে বলে: *আমি এজন্যই তোমাকে উন্নীত করেছি, যেন তোমাতে আমার পরাক্রম দেখাই, এবং সারা পৃথিবীতে যেন আমার নাম ঘোষণা করা হয়* [ঘ]। [১৮] এক কথায়: তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দয়া দেখান; আবার যাকে ইচ্ছা তার অন্তর কঠিন করে তোলেন।

ঈশ্বরের পূর্ণ স্বাধীনতা

[১৯] কিন্তু তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে: তবে তিনি আবার অসন্তুষ্ট কেন, যখন তাঁর ইচ্ছা প্রতিরোধ করতে পারে এমন কেউ নেই? [২০] হে মানুষ, তুমিই বরং কে যে ঈশ্বরকে প্রতিবাদ করছ? *কুমোরের গড়া পাত্র কি কুমোরকে বলতে পারে, আমাকে কেন এভাবে গড়েছ?* [ঙ] [২১] মাটির উপরে কি কুমোরের এমন কোন অধিকার নেই যে, একই মাটির তাল থেকে সে একটা পাত্র বিশেষ ব্যবহারের জন্য, ও একটা পাত্র সাধারণ ব্যবহারের জন্য গড়তে পারে? [২২] তবে নিজের ক্রোধ দেখাবার ইচ্ছায় ও নিজের

পরাক্রম জানাবার ইচ্ছায় ঈশ্বর যখন ক্রোধের এমন পাত্রগুলিকে অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করেছেন যেগুলি এর মধ্যে বিনাশের জন্য প্রস্তুত ছিল, [২৩] এবং তেমনটি করেছেন যেন দয়ার এমন পাত্রগুলির উপর তাঁর নিজের গৌরবের ঐশ্বর্য জ্ঞাত করতে পারেন, গৌরবের উদ্দেশেই যেগুলি তিনি আগে থেকে প্রস্তুত করেছিলেন, তখন আমাদের কি বলার আছে? [২৪] হ্যাঁ, আমরাই এই পাত্রগুলি; আমাদেরই তিনি আহ্বান করেছেন, ইহুদীদের মধ্য থেকে শুধু নয়, বিজাতীয়দেরও মধ্য থেকে আমাদের আহ্বান করেছেন; [২৫] ঠিক যেমনটি হোশেয়া বলেন: *যে জনগণ আমার আপন জনগণ ছিল না, আমি তাদের আমার আপন জনগণ বলে ডাকব; আর যে প্রিয়তমা ছিল না, তাকে আমার প্রিয়তমা বলে ডাকব* (চ)। [২৬] *আর এমনটি ঘটবে যে, যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার আপন জনগণ নও', সেখানে তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে* (ছ)। [২৭] আর ইস্রায়েলের বিষয়ে ইশাইয়া একথা ঘোষণা করেন: *ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকণার মত হয়েও তবু কেবল একটা অবশিষ্টাংশ পরিত্রাণ পাবে; [২৮] কারণ প্রভু পৃথিবী জুড়ে নিজের বাণীর সিদ্ধি ঘটাবেন, সম্পূর্ণরূপে ও নির্দ্বিধায়ই তাই করবেন* (জ)। [২৯] আবার ইশাইয়া যেমন আগে থেকে বলেছিলেন, *সেনাবাহিনীর প্রভু যদি আমাদের জন্য একটা বংশ অবশিষ্ট না রাখতেন, তবে আমরা সদোমের মত হতাম, ও গমোরার সদৃশ হতাম* (ঝ)।

[৩০] তবে আমরা কী বলব? সেই বিজাতীয়রা, যারা ধর্মময়তা পাবার জন্য চেষ্টা করছিল না, তারাই ধর্মময়তা পেল: বিশ্বাস থেকেই আগত ধর্মময়তা পেল; [৩১] কিন্তু ইস্রায়েল ধর্মময়তা-দানকারী এমন একটা বিধান পাবার জন্য চেষ্টা করেও সেই বিধানের নাগাল পায়নি। [৩২] এর কারণ কী? কারণ তারা বিশ্বাসের মধ্য থেকে তা পাবার চেষ্টা করছিল না, কিন্তু মনে করছিল, কর্মের মধ্য থেকেই তা পাবে। আসলে তারা সেই প্রস্তরেই হোঁচট খেয়েছে যা মানুষের হোঁচট ঘটায়, [৩৩] যেমন লেখা আছে,

দেখ, আমি সিয়োনে এমন প্রস্তর স্থাপন করেছি যাতে লোকে হোঁচট খাবে,
এমন শৈল স্থাপন করেছি যা মানুষের পতন ঘটাবে;
কিন্তু যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না (ঞ)।

ইহুদী ও বিজাতীয়, সকলের প্রভু এক

১০ [১] ভাই, আমার হৃদয়ের একান্ত কামনা ও ঈশ্বরের কাছে আমার মিনতি তাদেরই খাতিরে, তারা যেন পরিত্রাণ পেতে পারে। [২] তাদের পক্ষে আমি স্বীকার করি, ঈশ্বরের প্রতি তাদের গভীর আগ্রহ আছে, কিন্তু তা যথার্থ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত নয়। [৩] কেননা ঈশ্বরের ধর্মময়তা বুঝতে চেষ্টা না করে বরং নিজেদেরই ধর্মময়তা স্থাপন করতে চেষ্টা করায় তারা ঈশ্বরের ধর্মময়তার বশে নিজেদের বশীভূত করেনি; [৪] অথচ খ্রিষ্টই বিধানের লক্ষ্য, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন ধর্মময়তা লাভ করতে পারে। [৫] বিধানজনিত ধর্মময়তা বিষয়ে মোশি একথা বলেন, *যে মানুষ তা পালন করে, সে তাতে জীবন পাবে* (ক); [৬] কিন্তু বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা বিষয়ে তিনি এ ধরনেরই কথা বলেন, *মনে মনে বলো না, কে স্বর্গে গিয়ে উঠবে?* (খ) অর্থাৎ, খ্রিষ্টকে নামিয়ে আনবার জন্য কে স্বর্গে গিয়ে উঠবে? [৭] একথাও বলো না, *কে অতল গহ্বরে নেমে যাবে?* অর্থাৎ, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে উঠিয়ে আনবার জন্য কে অতল গহ্বরে নেমে যাবে? [৮] আসলে শাস্ত্র কী বলে? *সেই বাণী তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়েই রয়েছে* (গ)। অর্থাৎ, এ হলো বিশ্বাসের বাণী, যে বিশ্বাস আমরা প্রচার করি; [৯] কেননা মুখে তুমি যদি যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং হৃদয়ে যদি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে। [১০] কেননা ধর্মময়তা লাভের জন্য মানুষ হৃদয়ে বিশ্বাস করে ও পরিত্রাণ লাভের জন্য সে মুখে স্বীকার করে। [১১] কেননা শাস্ত্র বলে, *যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না* (ঘ), [১২] কারণ ইহুদী ও গ্রীকের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, যেহেতু তিনিই সকলের প্রভু, আর যারা তাঁকে ডাকে, তাদের সকলের পক্ষে তিনি ধনবান। [১৩] বাস্তবিকই *যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে পরিত্রাণ পাবে* (ঙ)। [১৪] তবে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখেনি, তারা কেমন করে তাঁকে ডাকবে? আর যাঁর কথা তারা কখনও শোনেনি, কেমন করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে? আরও, প্রচারক না থাকলে, তারা কেমন করে শুনবে? [১৫] আর প্রেরিত না হলে তারা কেমন করে প্রচার করবে? যেমনটি লেখা আছে, *আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে শুভসংবাদ প্রচার করে!* (চ) [১৬] কিন্তু সকলেই যে সেই শুভসংবাদে সাড়া দিয়েছে

এমন নয়; ইশাইয়া যেমনটি বলেন, *প্রভু, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে?*(ছ)
[১৭] এক কথায়: বিশ্বাস প্রচারের উপর নির্ভর করে, আবার প্রচার খ্রিষ্টের বচন দ্বারাই
সাধিত। [১৮] কিন্তু আমি বলি: তবে তারা কি শুনতে পায়নি? নিশ্চয়ই পেয়েছে!

সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কণ্ঠ,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাদের বচন (জ)।

[১৯] তবু আমি আবার বলি: ইস্রায়েল কি বুঝতে পারেনি? এবিষয়ে মোশি প্রথমে
বলেন,

যে জাতি জাতি নয়,
আমি তেমন জাতির প্রতিই তোমাদের ঈর্ষাতুর করব;
মূর্খ এক জাতির প্রতি তোমাদের ক্ষুব্ধ করে তুলব (ঝ)।

[২০] আর ইশাইয়া অধিক সাহসের সঙ্গে বলেন,

যারা আমার খোঁজ করত না,
তাদের আমি নিজেকে খুঁজে পেতে দিয়েছি;
যারা আমার কাছে কোন যাচনা রাখত না,
তাদের কাছে আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি (ঞ)।

[২১] কিন্তু ইস্রায়েলের বিষয়ে তিনি বলেন, *আমি সারাদিন ধরে অবাধ্য ও বিদ্রোহী এক
জনগণের প্রতি হাত বাড়িয়ে ছিলাম* (ট)।

ইস্রায়েল ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত নয়

১১ [১] তবে আমি বলি, ঈশ্বর কি তাঁর আপন জনগণকে পরিত্যাগ করেছেন? দূরের
কথা! আমিও একজন ইস্রায়েলীয়, আব্রাহাম-বংশের ও বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীর মানুষ।
[২] ঈশ্বর যে জনগণকে আগে থেকেই জানতেন, তাদের পরিত্যাগ করেননি। নাকি,
এলিয়ের কাহিনীতে শাস্ত্র যা বলে তোমরা কি তা জান না? তিনি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে
ঈশ্বরের কাছে এই অভিযোগ রেখেছিলেন:

[৩] প্রভু, তারা তোমার নবীদের হত্যা করেছে,
তোমার সমস্ত যজ্ঞবেদি উপড়ে ফেলে দিয়েছে ;
আর আমি, একা আমিই অবশিষ্ট রইলাম,
আর তারা এখন আমার প্রাণ নেবার জন্য সচেষ্ট আছে (ক)।

[৪] কিন্তু দৈববাণী তাঁকে কী উত্তর দেয়?

বায়ালের সামনে যারা নতজানু হয়নি,
এমন সাত হাজার মানুষকে আমি নিজের জন্য অবশিষ্ট রেখেছি (খ)।

[৫] তেমনি বর্তমানকালেও অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে যা অনুগ্রহজনিত মনোনয়ন অনুযায়ী। [৬] আর সেটি যখন অনুগ্রহজনিত, তখন আদৌ কর্মজনিত হতে পারে না; নতুবা অনুগ্রহ আর অনুগ্রহই রইল না।

[৭] তবে কী? ইস্রায়েল যা সন্ধান করছিল, তা পায়নি, কিন্তু সেই মনোনয়নের পাত্র যারা, কেবল তারাই তা পেয়েছে; আর বাকি সকলের অন্তরকে কঠিন করা হয়েছে, [৮] যেমনটি লেখা আছে,

ঈশ্বর তাদের জড়তার আত্মা দিয়েছেন:
এমন চোখ দিয়েছেন, যা দেখতে পায় না;
এমন কান দিয়েছেন, যা শুনতে পায় না—আজও পর্যন্ত! (গ)

[৯] আর দাউদ বলেন:

ওদের ভোজনপাট ওদের জন্য ফাঁদ, ফাঁস ও পতনের কারণ হোক;
হোক ওদের নিজেদের যোগ্য প্রতিফল।
[১০] ওদের চোখ অন্ধ হোক ওরা যেন না দেখতে পায়,
ওদের পিঠ তুমি সবসময়ের মত কুব্জ করে রাখ (ঘ)।

[১১] তবে আমি বলি, তারা কি হোঁচট খেয়েছে যেন তাদের শেষ পতন ঘটে? দূরের কথা! বরং তাদের প্রায়-পতনের ফলে বিজাতীয়দের কাছে পরিত্রাণ এসেছে, যেন তাদের অন্তরে ঈর্ষার ভাব জেগে ওঠে। [১২] আচ্ছা, তাদের প্রায়-পতন যখন হল

জগতের ঐশ্বর্য, ও তাদের কমতি হল বিজাতীয়দের ঐশ্বর্য, তখন তাদের পূর্ণ বাড়তি আর কি না হবে!

[১৩] তাই, হে বিজাতীয়রা, আমি তোমাদের একথা বলছি: বিজাতীয়দের কাছে প্রেরিতদূত বলে আমি আমার সেবাদায়িত্বের গৌরব প্রকাশ করি, [১৪] এই আশায় যে, আমার স্বজাতিদের অন্তরে কোন প্রকার ঈর্ষার ভাব জাগিয়ে তুলে তাদের কারও কারও পরিত্রাণ সাধন করতে পারব। [১৫] কারণ তাদের দূরে রাখাটা যখন হল জগতের পুনর্মিলন, তখন তাদের ফিরিয়ে নেওয়াটা মৃতদের মধ্য থেকে পুনর্জীবন লাভ ছাড়া আর কীবা হতে পারবে?

[১৬] প্রথমফসল যদি পবিত্র, তবে বাকি ময়দার তালও পবিত্র; শিকড়টা যদি পবিত্র, তবে শাখাগুলোও পবিত্র। [১৭] কিন্তু কয়েকটা শাখা যদি ভেঙে ফেলা হয়ে থাকে, এবং তুমি বন্য জলপাইগাছের চারা হলেও যদি সেগুলির সঙ্গে জোড়-কলম করে লাগিয়ে দেওয়া হয়ে থাক, যার ফলে তুমি জলপাইগাছের শিকড়ের ও তার রসের অংশী হলে, [১৮] তবে সেই শাখাগুলির বিরুদ্ধে তত গর্ব করো না; আর যদি গর্ব করতে চাও, তবে জেনে রাখ, তুমি শিকড় ধারণ করছ এমন নয়, শিকড়টাই তোমাকে ধারণ করছে।

[১৯] এতে তুমি বলবে, আমাকে যেন জোড়-কলম করে লাগানো হয়, এজন্যই শাখাগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। [২০] ঠিক! সেগুলিকে অবিশ্বাসের জন্যই ভেঙে ফেলা হয়েছে, তুমি কিন্তু বিশ্বাসের জন্যই দাঁড়াতে পারছ। [২১] এই ব্যাপারে অহঙ্কারের ভাব এনো না, বরং ভয় কর, কেননা ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলোকে রেহাই দেননি, তখন তোমাকেও রেহাই দেবেন না। [২২] সুতরাং ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও তাঁর কঠোরতা লক্ষ কর: যাদের পতন ঘটল, তাদের প্রতি কঠোরতা, এবং তোমার প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা—অবশ্য, যতদিন তুমি সেই মঙ্গলময়তায় নিষ্ঠাবান থাক। নতুবা তোমাকেও ছিন্ন করা হবে। [২৩] আর ওরা যদি নিজেদের অবিশ্বাসে না টিকে থাকে, তবে ওদেরও জোড়-কলম করে লাগানো হবে, কারণ ওদের পুনরায় জোড়-কলম করে লাগানোর ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে। [২৪] বস্তুত যেটা প্রকৃতিগত ভাবে ছিল বন্য জলপাইগাছ, তা থেকে তোমাকে কেটে নিয়ে যখন প্রকৃতিগত ভাবে নয় এমন ভাবেই

উত্তম গাছে জোড়-কলম করে লাগানো হয়েছে, তখন একথা আর কতই না নিশ্চিত যে, প্রকৃত শাখা হওয়ায় ওদের নিজেদের জলপাইগাছে জোড়-কলম করে লাগানো হবে।

ইস্রায়েলের পরিত্রাণ

[২৫] ভাই, নিজেদের জ্ঞানী মনে করে পাছে তোমরা গর্ব কর, এজন্য আমি চাই না, এই রহস্যটা তোমাদের অজানা থাকবে: ইস্রায়েলের একটা অংশ কঠিনতার হাতে বসে রয়েছে যতদিন না বিজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবেশ করে; [২৬] তখনই গোটা ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবে; যেমনটি লেখা আছে:

সিয়োন থেকে নিস্তারকর্তা আসবেন;
তিনি যাকোব থেকে অভক্তি দূর করে দেবেন;
[২৭] *এ-ই হবে তাদের পক্ষে আমার সন্ধি*
যখন আমি তাদের সমস্ত পাপ হরণ করব (ঙ)।

[২৮] সুসমাচারের কথা ধরে নিলে, ওরা শত্রু—তোমাদের ভালোর খাতিরে; অপরদিকে মনোনয়নের কথা ধরে নিলে, ওরা প্রিয়জন—তাদের পিতৃপুরুষদেরই খাতিরে; [২৯] কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহদানগুলো ও তাঁর আহ্বান অপরিবর্তনশীল। [৩০] ফলে তোমরা যেমন আগে ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে কিন্তু ওদের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে এখন দয়া পেয়েছ, [৩১] তেমনি এরাও এখন অবাধ্য হয়েছে যেন তোমাদের দয়া লাভের ফলে তারাও একসময় দয়া পেতে পারে। [৩২] বাস্তবিকই ঈশ্বর সকলকেই অবাধ্যতার মধ্যে আবদ্ধ করেছেন, যেন সকলকেই দয়া দেখাতে পারেন।

[৩৩] আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ। [৩৪] *আসলে কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?* [৩৫] *আর কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান?* (চ) [৩৬] কেননা সমস্ত কিছু তাঁরই কাছ থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য। তাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন।

আত্মিক উপাসনা—আমাদের নব জীবন

১২ [১] অতএব, ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে —এই তো তোমাদের আত্মিক (ক) উপাসনা। [২] তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

[৩] বস্তুত আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, তা গুণে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি: নিজেদের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত, তার চেয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করো না; কিন্তু ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন, তোমরা সেই অনুসারে নিজেদের সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পোষণ কর। [৪] কেননা যেমন আমাদের একদেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়, [৫] তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রিষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। [৬] তাই আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী, তখন তা যদি নবীয় অনুগ্রহদান হয়, তবে এসো, বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারে নবী-ভূমিকা অনুশীলন করি; [৭] তা যদি সেবাকর্মের অনুগ্রহদান হয়, তবে সেই সেবাকর্মে নিবিষ্ট থাকি; তা যদি শিক্ষাদান হয়, তবে শিক্ষাদানে, [৮] তা যদি উপদেশ-দান হয়, তবে উপদেশ দানে নিবিষ্ট থাকি। যে দান করে, সে সরলভাবে, যার কর্তৃত্ব আছে, সে সযত্নে, যে দয়াকর্ম পালন করে, সে মনের আনন্দেই তা করুক।

[৯] ভালবাসা অকপট হোক: যা মন্দ তোমরা তা ঘৃণা কর, যা মঙ্গলকর তা আঁকড়ে ধরে থাক; [১০] পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও, পরস্পরের সম্মান দানে প্রতিযোগিতা কর। [১১] সদাগ্রহ ক্ষেত্রে শিথিল হয়ো না, আত্মায় উদ্দীপ্ত হও, প্রভুর সেবা করে চল। [১২] আশায় আনন্দিত হও, দুঃখকষ্টে সহিষ্ণু হও, প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠাবান থাক, [১৩] পবিত্রজনদের অভাবের সহভাগী হও, অতিথিসেবায় রত থাক। [১৪] যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর, অভিশাপ দিয়ো না; [১৫] যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ কর; যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে

কাঁদ। [১৬] তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হও; অতি উঁচু বিষয়ে মন দিয়ো না, বরং সরল বিষয়ে মন নমিত কর; নিজেদের তত জ্ঞানী মনে করো না।

[১৭] অন্যায়ের প্রতিদানে কারও অন্যায় করো না। *সকল মানুষের চোখে যা উত্তম, তোমরা তাই করতে সচেষ্ট থাক* (খ)। [১৮] সম্ভব হলে, যতটা পার, সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাক। [১৯] প্রিয়জনেরা, কখনও প্রতিশোধ নিয়ো না, বরং সেবিষয়ে [ঐশ] ক্রোধকেই স্থান দাও, কারণ লেখা আছে, *প্রতিশোধ আমারই হাতে, আমিই প্রতিফল দেব—একথা বলছেন প্রভু*। [২০] বরং *তোমার শত্রুর যদি ক্ষুধা পায়, তাকে কিছু খেতে দাও, যদি তার পিপাসা পায়, তাকে জল দাও। কেননা তাই করলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি করে রাখবে* (গ)। [২১] অন্যায়ের কাছে পরাজয় মেনো না, কিন্তু সদাচরণ দ্বারা অন্যায় জয় কর।

কর্তৃপক্ষের প্রতি আচরণ

১৩ [১] প্রত্যেকে যেন অধিকারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত হয়ে থাকে, কারণ ঈশ্বরের দেওয়া অধিকার ছাড়া অন্য অধিকার নেই, আর যত অধিকার রয়েছে, সবগুলো ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত। [২] সুতরাং, যে কেউ অধিকারের বিরোধিতা করে, সে কিন্তু, ঈশ্বর যা নিয়োগ করেছেন, তারই বিরোধিতা করে; আর যারা তেমন বিরোধিতা করে, তারা নিজেদের উপরে শাস্তি ডেকে আনবে। [৩] কেননা যখন সৎকর্ম করা হয়, তখন নয়, কিন্তু যখন অসৎ কাজ করা হয়, তখনই শাসনকর্তাদের ভয় করা হয়। আর তুমি কি কর্তৃপক্ষের কাউকে ভয় পেতে চাও না? সৎকাজ কর, করলে তাঁর কাছ থেকে প্রশংসাই পাবে, [৪] কেননা তিনি তোমার ও তোমার কল্যাণের জন্যই ঈশ্বরের সেবক। কিন্তু যদি অসৎ কাজ কর, তবে ভীত হও, কারণ তিনি এমনিই খড়্গ ধারণ করেন এমন নয়; বাস্তবিকই তিনি ঈশ্বরের সেবক—যে অসৎ কাজ করে, তাকে যোগ্য প্রতিফল দেবার জন্য। [৫] সুতরাং কেবল শাস্তির ভয়ে শুধু নয়, কিন্তু সদ্বিবেকের খাতিরেই অনুগত থাকা আবশ্যক। [৬] আর এই কারণেই তো তোমরা করও দিয়ে থাক: তাঁরা ঈশ্বরের নিযুক্ত মানুষ, তাঁদের উপরে দেওয়া কাজই তাঁরা করে যান। [৭] যার যা প্রাপ্য, তা তাকে দাও: যাঁকে কর দিতে হয়, তাঁকে কর দাও; যাঁকে শুল্ক দিতে হয়, তাঁকে শুল্ক

দাও; যাঁকে ভয় করতে হয়, তাঁকে ভয় কর; যাঁকে সম্মান করতে হয়, তাঁকে সম্মান কর।

পারস্পরিক ভালবাসা

[৮] পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না; কারণ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে। [৯] বাস্তবিকই তেমন আজ্ঞা যেমন, *ব্যভিচার করো না, নরহত্যা করো না, চুরি করো না, লোভ করো না,* আর যে কোন আজ্ঞা থাকুক না কেন, সেই সকল আজ্ঞা এই একটা বচনেই সঙ্কলিত হয়েছে: *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাস* (ক)। [১০] ভালবাসা প্রতিবেশীর কোন অনিষ্ট ঘটায় না; অতএব ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

আলোর সন্তানের মত আচরণ

[১১] তাছাড়া, এখন কোন্ সময়, সে কথা তোমাদের তো জানাই আছে; এখন তো তোমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠারই লগ্ন; কেননা সেই যেদিন আমরা প্রথমে বিশ্বাস করেছিলাম, তখনকার চেয়ে আমাদের পরিত্রাণ এখন কাছেই এসে গেছে। [১২] রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে। তাই অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে, এসো, আলোরই উপযোগী রণসজ্জা পরিধান করি। [১৩] এসো, দিনমানের মত উজ্জ্বলভাবে চলাফেরা করি: বেসামাল ভোজ-উৎসব বা মাতলামি নয়, যৌন অনাচার বা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, বিবাদ বা ঈর্ষাও নয়; [১৪] তোমরা বরং স্বয়ং প্রভু যিশুখ্রিষ্টকেই পরিধান কর; মাংস ও তার যত কামনা-বাসনার চিন্তায় আর সময় ব্যয় করো না।

বিশ্বাসে দুর্বলদের প্রতি উদার মনোভাব

১৪ [১] বিশ্বাসে যে দুর্বল, তাকে সাদরে গ্রহণ করে নাও; কিন্তু তার ব্যক্তিগত দুর্বল ধারণার বিচার করো না। [২] একজন বিশ্বাস করে, সে সবরকম খাবার খেতে পারে, কিন্তু যে দুর্বল, সে শুধু শাক খায়। [৩] যে যা খায়, সে যেন, যে তা খায় না, তাকে অবজ্ঞা না করে; এবং যে যা খায় না, সে যেন, যে যা খায়, তার বিচার না করে; কারণ

ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। [৪] তুমি কে যে অপরের দাসের বিচার কর? সে সোজা দাঁড়িয়ে থাকুক বা পড়ে যাক, তা তার প্রভুরই ব্যাপার; সে কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তাকে সোজা করে দাঁড়িয়ে রাখার ক্ষমতা প্রভুর আছে।

[৫] একজন একটা দিনের চেয়ে অন্য দিনকে অধিক পালনীয় বলে মনে করে; আর একজন সকল দিনকে সমান মনে করে; তবু প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ ধারণায় দৃঢ়নিশ্চিত থাকে। [৬] দিনটা নিয়ে যে ব্যস্ত, সে প্রভুর সম্মানার্থেই তাতে ব্যস্ত; যে খায়, সে প্রভুর সম্মানার্থেই খায়, কারণ সে ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি করে; এবং যে খায় না, সেও প্রভুর সম্মানার্থেই খায় না, সেও ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি করে। [৭] কেননা আমরা কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। [৮] যদি জীবিত থাকি, প্রভুর জন্যই জীবিত থাকি; আর যদি মরি, প্রভুর জন্যই মরি। সুতরাং জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই। [৯] কারণ এ উদ্দেশ্যেই খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন। [১০] তবে তুমি কেন তোমার ভাইয়ের বিচার কর? কেনই বা তাকে অবজ্ঞা কর? আমাদের সকলকেই তো ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে! [১১] কেননা লেখা আছে:

আমার জীবনের দিব্যি—একথা বলছেন প্রভু—
প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে,
ও প্রতিটি জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করবে (ক)।

[১২] এক কথায়, আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজ নিজ হিসাব দিতে হবে।

[১৩] তাই এসো, আমরা পরস্পরকে আর বিচার না করি; বরং ভাইয়ের হোঁচট বা পতনের কারণ না হওয়া, এ হোক তোমাদের বিচার-বিবেচনা। [১৪] আমি জানি, এবং প্রভু যিশুতে নিশ্চিত আছি: কোন কিছুই প্রকৃতপক্ষে অশুচি নয়; কিন্তু যে যা অশুচি বলে মনে করে, তারই পক্ষে তা অশুচি। [১৫] তাহলে তোমার খাদ্যের ব্যাপারে যদি তোমার ভাইয়ের মনে আঘাত লাগে, তবে তুমি আর ভালবাসার নিয়ম অনুসারে চলছ না। খ্রিষ্ট যার জন্য মরলেন, তোমার খাবার দ্বারা তার বিনাশের কারণ হতে যেয়ো না।

[১৬] সুতরাং যে মঙ্গল তোমরা ভোগ কর, তা যেন নিন্দার বিষয় না হয়। [১৭] কেননা ঈশ্বরের রাজ্য পানাহারের ব্যাপার নয়, বরং এমন ধর্মময়তা, শান্তি ও আনন্দ, যা পবিত্র আত্মারই দান। [১৮] এভাবে যে খ্রিষ্টের সেবা করে, সে পায় ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও মানুষের স্বীকৃতি। [১৯] সুতরাং এসো, সেই ধরনেরই কাজে নিবিষ্ট থাকি, যা শান্তি এনে দেয় ও পরস্পরকে গেঁথে তোলে। [২০] খাদ্যের খাতিরে ঈশ্বরের কাজ ভেঙে ফেলো না! সব কিছুই শুচি বটে, কিন্তু যে যা খেলে হোঁচট খায়, তার পক্ষে তা মন্দ। [২১] মাংস খাওয়াই হোক বা আঙুররস পান করাই হোক বা সেই যাই কিছু হোক না কেন যার কারণে তোমার ভাই হোঁচট খায় বা তার পতন হয় বা দুর্বল হয়, তেমন কিছু থেকে নিজেকে সংযত রাখাই উত্তম। [২২] তোমার যে বিশ্বাস আছে, তা নিজেরই জন্য ঈশ্বরের সামনে অক্ষুণ্ন রাখ। সুখী সেই জন, যে, যা সমর্থন করে, তাতে নিজের দণ্ডবিচার না করে। [২৩] কিন্তু যে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, সে যদি খায়, তবে সে নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে, কারণ তার কাজটা বিশ্বাসজনিত নয়; আর যা কিছু বিশ্বাসজনিত নয়, তা পাপ।

১৫ [১] আমাদের মধ্যে যারা বলবান, তাদের উচিত নিজেদের তুষ্ট করা নয়, কিন্তু দুর্বলদের দুর্বলতা তাদের সঙ্গে বহন করা। [২] আমরা প্রত্যেকেই যেন মঙ্গল সাধনেই প্রতিবেশীকে তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাকি, যেন পরস্পরকে গেঁথে তুলতে পারি। [৩] বাস্তবিকই খ্রিষ্ট নিজেকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেননি; বরং যেমন লেখা আছে: *যারা তোমাকে অপবাদ দেয়, তাদের সেই অপবাদ আমার উপরেই এসে পড়েছে* (ক)। [৪] কারণ আমাদের আগে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা সবই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশেই লেখা হয়েছে, শাস্ত্র যে নিষ্ঠা ও আশ্বাস জাগিয়ে তোলে, তা দ্বারা আমরা যেন আমাদের প্রত্যাশা উদ্দীপিত করে রাখি। [৫] নিষ্ঠা ও আশ্বাস দানকারী ঈশ্বর তোমাদের এই বর প্রদান করুন, যিশুখ্রিষ্টের আদর্শ অনুসারে তোমরা যেন পরস্পর একমন হতে পার, [৬] যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে তোমরা আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতার গৌরবকীর্তন করতে পার। [৭] তাই ঈশ্বরের গৌরবের খাতিরে তোমরা পরস্পরকে সাদরে গ্রহণ কর, স্বয়ং খ্রিষ্ট যেইভাবে তোমাদের গ্রহণ করেছেন। [৮] কেননা আমার কথা এ: খ্রিষ্ট পরিচ্ছেদিতদের সেবক হলেন ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্যতার উদ্দেশেই, অর্থাৎ

তিনি যেন পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি সার্থক করতে পারেন, [৯] এবং বিজাতীয়রাও যেন ঈশ্বরের দয়ার জন্য তাঁর গৌরবকীর্তন করে; যেমনটি লেখা আছে: *এইজন্য আমি বিজাতীয়দের মধ্যে তোমার গৌরব স্বীকার করব, তোমার নামের উদ্দেশে স্তবগান করব* (খ)। [১০] আরও: *বিজাতি সকল, তাঁর আপন জনগণের সঙ্গে হর্ষধ্বনি তোল* (গ)। [১১] আরও: *সকল বিজাতি, প্রভুর প্রশংসা কর, সকল জাতি তাঁর প্রশংসা করুক* (ঘ)। [১২] আরও, ইশাইয়া বলেন, *যিনি যেসে বংশের শিকড়, তিনি আবির্ভূত হবেন; তিনিই জাতি-বিজাতির উপরে কর্তৃত্ব করতে উঠে দাঁড়াবেন; তাঁর উপরেই বিজাতীয়রা প্রত্যাশা রাখবে* (ঙ)। [১৩] প্রত্যাশা-দানকারী ঈশ্বর বিশ্বাস-যাত্রায় সমস্ত আনন্দ ও শান্তি দানে তোমাদের পরিপূর্ণ করুন, যেন পবিত্র আত্মার পরাক্রম গুণে তোমরা প্রত্যাশায় ধনবান হও।

পলের সেবাকর্ম

[১৪] হে আমার ভাইয়েরা, এবিষয়ে আমি নিজেও সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, তোমরা নিজেরা মঙ্গলময়তায় পূর্ণ, সমস্ত সদ্‌জ্ঞানে পরিপূর্ণ, ও পরস্পরকে চেতনাদানেও সক্ষম। [১৫] তথাপি আমি কয়েকটা বিষয়ে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গেই লিখেছি, কেমন যেন তোমাদের কাছে কিছু স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। কারণটা হল সেই অনুগ্রহ যা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছে, [১৬] আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রিষ্টযিশুর সেবাকর্মী হয়ে ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্র ভূমিকা অনুশীলন করি, যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। [১৭] বস্তুত এটিই ঈশ্বরের সামনে খ্রিষ্টযিশুতে আমার গর্ব; [১৮] কেননা বাধ্যতার কাছে বিজাতীয়দের আনবার জন্য খ্রিষ্ট আমার দ্বারা যা সাধন করেছেন, আমি কেবল সেই বিষয়েই কিছু কথা বলার সাহস করতে পারি: [১৯] তিনি তো কাজে ও কথা-কর্মে, নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণের পরাক্রমে এবং আত্মার পরাক্রমে এমন কিছু সাধন করলেন যে, যেরুশালেম থেকে ইল্লিরিকম পর্যন্ত চতুর্দিকেই আমি খ্রিষ্টের সুসমাচার প্রচারকর্ম সম্পন্ন করতে পেরেছি। [২০] এমনকি, এক্ষেত্রে আমার বিশেষ নিয়ম ছিল এ: খ্রিষ্ট-নাম যেখানে কখনও পৌঁছেনি, এমন জায়গায়ই আমি যেন সুসমাচার প্রচার করি, পরের স্থাপিত ভিত্তির উপরে যেন না গাঁথি; [২১] বরং যেমনটি লেখা আছে: *তাঁর সংবাদ যাদের*

দেওয়া হয়নি, তারা তাঁকে দেখতে পাবে; এবং যারা তাঁর বিষয়ে কিছু শোনেনি, তারা বুঝতে পারবে (চ)।

পলের নানা পরিকল্পনা

[২২] ঠিক এই কারণে আমি তোমাদের কাছে যেতে অনেকবার বাধা পেয়েছি। [২৩] কিন্তু এখন এই সমস্ত অঞ্চলে আমি আর কর্মক্ষেত্র না পাওয়ায় ও বহু বছর ধরে তোমাদের কাছে যেতে গভীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করায়, [২৪] আমি আশা করি, স্পেনে যাওয়ার পথে তোমাদের ওইখানে গিয়ে তোমাদের দেখতে পাব; এবং তোমাদের সঙ্গ যথেষ্টই ভোগ করার পর, সেই অঞ্চলে যাওয়ার পথে তোমাদের সহায়তা লাভে ধন্য হব। [২৫] কিন্তু আপাতত যেরুশালেমের পবিত্রজনদের সেবার উদ্দেশ্যে আমি সেখানেই যাচ্ছি; [২৬] কারণ মাকিদনিয়া ও আখাইয়ার মানুষেরা সহভাগিতা স্বরূপ যেরুশালেমের অভাবী পবিত্রজনদের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে চেয়েছে। [২৭] তারা এমনটি চেয়েছে, কারণ তাদের কাছে তারা ঋণী, কেননা যখন বিজাতীয়রা আত্মিক সম্পদে তাদের সহভাগী হয়েছে, তখন এরাও তাদের পার্থিব অভাবে তাদের কাছে এক পবিত্র-সেবা-ঋণী। [২৮] সুতরাং একাজ সম্পন্ন করার পর এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফসল তাদের হাতে দেওয়ার পর আমি তোমাদের ওখান হয়ে স্পেনে রওনা হব। [২৯] আমি জানি, যখন তোমাদের কাছে এসে পৌঁছব, তখন খ্রিষ্টের আশীর্বাদের পূর্ণতায় আসব।

[৩০] ভাই, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের দোহাই এবং আত্মার ভালবাসার দোহাই আমি তোমাদের অনুরোধ করি: ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করে তোমরা আমার সংগ্রামে আমার পাশে দাঁড়াও, [৩১] যেন আমি যুদেয়ার অবিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা পাই, এবং যেরুশালেমের জন্য আমার যে সেবাদায়িত্ব, তা যেন পবিত্রজনদের গ্রহণীয় হয়। [৩২] তবেই, ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে, আমি তোমাদের কাছে মনের আনন্দেই যেতে পারব ও তোমাদের সঙ্গে থেকে প্রাণ জুড়িয়ে নিতে পারব। শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন। আমেন।

প্রীতি-শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

১৬ [১] আমাদের বোন ফৈবে, যিনি কেংক্রেয়া মণ্ডলীর একজন ধর্মসেবিকা, তাঁর জন্য আমি তোমাদের কাছে সুপারিশ রাখছি: [২] তোমরা তাঁকে প্রভুতে—পবিত্রজনদের যথোচিত আচরণে—সাদরে গ্রহণ কর, এবং তোমাদের কাছ থেকে তাঁর যা কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে, তাঁকে সাহায্য কর; তিনিও অনেককে সাহায্য করেছেন, তাদের মধ্যে আমিও একজন।

[৩] খ্রিষ্টযিশুতে আমার সহকর্মী প্রিস্কা ও আকুইলাকে আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; [৪] আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁরা নিজেদের মাথা বিপন্ন করেছিলেন; শুধু আমি নই, বিজাতীয়দের সকল মণ্ডলীও তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ; [৫] তাঁদের বাড়িতে যারা সমবেত হয়, সেই জনমণ্ডলীকেও আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার প্রিয় এপাইনেতসকেও প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও: খ্রিষ্টের উদ্দেশে তিনিই এশিয়ার প্রথমফল। [৬] যিনি তোমাদের জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন, সেই মারীয়াকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [৭] আমার জ্ঞাতিভাই ও কারাসঙ্গী আন্দ্রনিকস ও যুনিয়াসকে আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; তাঁরা প্রেরিতদূতদের মধ্যে সুপরিচিত, ও আমার আগে খ্রিষ্টে আশ্রয় নিয়েছিলেন। [৮] যিনি প্রভুতে আমার প্রিয়জন, সেই আম্প্লিয়াতুসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [৯] খ্রিষ্টে আমার সহকর্মী উর্বানুস ও আমার প্রিয় স্তাখিসকেও প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [১০] খ্রিষ্টের যোগ্য সেবক আপেল্লেসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আরিস্তবুলসের বাড়ির সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [১১] আমার জ্ঞাতিভাই হেরোদিওনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। নার্কিসুসের বাড়ির যে সকল মানুষ প্রভুতে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [১২] প্রভুর জন্য যাঁরা পরিশ্রম করে থাকেন, সেই ত্রিফাইনা ও ত্রিফোসাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার প্রিয়তমা পের্সিসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; তিনিও প্রভুর জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন। [১৩] প্রভুর বিশিষ্ট সেবক রূফুসকে ও তাঁর মাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও—তিনি তো আমারও মা। [১৪] আসিংক্রিতস, ফ্লেগোন, হের্মেস, পাত্রবাস, হের্মাস এবং এঁদের সঙ্গী সমস্ত ভাইদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [১৫] ফিলোলোগোস ও যুলিয়াকে, নেরেউস ও তাঁর বোনকে এবং অলিম্পাসকে, এবং এঁদের সঙ্গী সমস্ত পবিত্রজনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা

জানাও। [১৬] তোমরা পবিত্র চুম্বনে একে অন্যকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। খ্রিষ্টের সমস্ত মণ্ডলীগুলো তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

[১৭] ভাই, তোমাদের অনুরোধ করি: যে শিক্ষা পেয়েছ, তার বিরুদ্ধে যারা বিভেদ ও বাধাবিঘ্ন ঘটায়, তাদের চিনে রেখে তাদের কাছ থেকে দূরে থাক। [১৮] কেননা এই ধরনের মানুষেরা আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের প্রকৃত দাসের পরিচয় দেয় না, তারা নিজেদেরই পেটের দাস, এবং মিষ্টি কথা ব'লে ও তোষামোদ ক'রে সরল মানুষদের মন ভোলায়। [১৯] তোমাদের বাধ্যতার কথা সকলের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে; তাই আমি তোমাদের জন্য আনন্দ করতে করতে এও চাচ্ছি: তোমরা মঙ্গলের উদ্দেশে প্রজ্ঞাবান হও, মন্দ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাক। [২০] শান্তিবিধাতা ঈশ্বর শীঘ্রই শয়তানকে তোমাদের পায়ের নিচে চূর্ণবিচূর্ণ করবেন। আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

[২১] আমার সহকর্মী তিমথি ও আমার জ্ঞাতিভাই লুকিউস, যাসোন ও সোসিপাত্রস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। [২২] এই পত্রটির লিপিকার যে আমি—তের্তিউস—আমিও আপনাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। [২৩] আমার এবং সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি যিনি নিজের বাড়িতে আজ আমাদের আতিথেয়তা দান করছেন, সেই গাইউস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এই শহরের কোষাধ্যক্ষ এরাস্তস আর আমাদের ভাই কুয়ার্তুস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। [২৪]

স্তুতিবাদ

[২৫] যিনি তোমাদের সুস্থির করতে সক্ষম
আমার প্রচারিত সুসমাচার অনুসারে
ও যিশুখ্রিষ্টের বাণী-ঘোষণা অনুসারে,
সেই রহস্যেরই প্রকাশ অনুসারে,
যা অনাদিকাল থেকে অকথিত ছিল,
[২৬] কিন্তু এখন প্রকাশিত হয়েছে,
ও নবীদের পুস্তকগুলোর মাধ্যমে
সনাতন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে

সকল জাতির কাছে ঘোষিত হয়েছে

তারা যেন বিশ্বাসে বাধ্যতা স্বীকার করে,

[২৭] যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা

সেই অনন্য প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের গৌরব হোক

যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

১ [১] ‘ঈশ্বরের সুসমাচার’ হল সেই শুভসংবাদ যা ঈশ্বর নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যিশুখ্রিষ্টকে প্রেরণ করে জগতের কাছে জ্ঞাত করেন। এই সুসমাচারের নবীনতা স্বয়ং যিশুকেই লক্ষ করে, কেননা পুরাতন নিয়মকালে নবীরা ঈশ্বরের ভালবাসা ও ক্ষমাদানের যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি যিশুতেই সিদ্ধিলাভ করেছে। বিজাতীয় ও ইহুদী সকলেরই কাছে তেমন সুসমাচার প্রচার করার জন্য ঈশ্বর সাধু পলকেই স্বতন্ত্র করে রেখেছেন।

[৪] ‘সপরাক্রমেই …’: এই পদের অর্থ এই নয় যে, পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যিশুকে ঈশ্বরপুত্র করে তুলেছেন, বরং পুনরুত্থানের সময়ে ঈশ্বর যিশুর উপর অসীম গৌরব ও পরাক্রম আরোপ করেছেন (ফিলি ২:৯; এফে ১:২০ …)।

[৫] ‘বিশ্বাসের বাধ্যতা’: ঈশ্বর সুসমাচার ঘোষণা করলে মানুষ বিশ্বাস দ্বারা সাড়া দেয়; কিন্তু তেমন বিশ্বাস তাত্ত্বিক পর্যায়ের ব্যাপার নয়, সদাচরণেরই ব্যাপার, এমন সদাচরণ যা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতায়ই প্রকাশ পায়। লক্ষণীয়, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা ঈশ্বরের একটা অনুগ্রহ, কেননা ঈশ্বর মানুষকে নতুন মানুষে রূপান্তরিত না করলে নিজে থেকে মানুষ তাঁর প্রতি বাধ্য হতে অক্ষম (রো ৬:১৫-২০)।

[৭] ‘পবিত্রজন হতে আহূত’: বাইবেলের ভাষায় তারাই পবিত্রজন, ঈশ্বর নিজ জনগণের অংশী হতে ও বিশেষ প্রেরণকর্ম সাধন করতে যাদের আহ্বান করেন (১ করি ১:২)। খ্রিষ্টবিশ্বাসীও এই অর্থ অনুসারে ‘পবিত্র’ হতে আহূত; অবশ্যই, তার জীবনাচরণেও তেমন পবিত্রতা প্রকাশ পাবে (রো ৬:১৯,২২; ২ করি ১:১২; ৭:১; ইত্যাদি)।

[১৭] সত্তরী পাঠ্য অনুযায়ী হাবা ২:৪; ’ঈশ্বরের ধর্মময়তা’ বলতে ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী ইচ্ছা বোঝায়; প্রতিশ্রুত পরিত্রাণ দান করেন বলে ঈশ্বর ধর্মময়।

[২৪] স্রষ্টা ঈশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করে সৃষ্টবস্তুর পূজায় লিপ্ত হওয়ার ফলে মানুষ বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত হয়।

২ [৬ক] সাম ৬২:১৩।

[২৪খ] এজে ৩৬:২০।

৩ [৪ক] সাম ৫১:৬।

[১২খ] সাম ১৪:১-৩।

[১৩গ] সাম ৫:১০; ১৪০:৪।

[১৪ঘ] সাম ১০:৭।

[১৭ঙ] ইশা ৫৯:৭-৮।

[১৮চ] সাম ৩৬:১।

[২০ছ] সাম১৪৩:২।

[২৪] ‘ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হওয়া’: ধর্মময়তা ও ধর্মময় শব্দ দু’টো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হোক:

(ক) ঈশ্বর ধর্মময়, কেননা মানবপরিত্রাণের জন্য যে সঙ্কল্প নিয়েছিলেন তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন; তাঁর এই ধর্মময়তা মানব-যিশুতে প্রকাশিত হয়েছিল ও সুসমাচারের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয় (রো ১:১৭; ৩:৫,২১,২৬; ১০:৩; ২ করি ৫:২১);

(খ) ঈশ্বরের এই ধর্মময়তা পাপী মানুষকেই লক্ষ করে: মানুষ ঐশক্রোধের পাত্র হলেও ঐশঅনুগ্রহ তাকে বাঁচায় (অর্থাৎ ‘ধর্মময়’ বলে সাব্যস্ত করে); তবু একটা শর্ত রয়েছে: মানুষ বিনম্র বাধ্যতা দেখিয়ে কেবল বিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করবে, নিজের কোন যোগ্যতার উপরে নয় (রো ৩:১৯-৩০; ৪:২-১০; ৯:৩০-৩১; ১০:৩-৪; গা ২:১৬);

(গ) ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ মানুষকে ধর্মময় করে তোলে তা মানুষের মধ্যে নতুন জীবন সৃষ্টি করে; অন্য কথায়, বিনামূল্যে দেওয়া ধর্মময়তা মানুষকে দান ক’রে খ্রিষ্ট মানুষের অন্তরে পবিত্র আত্মার জীবন (বা পবিত্রীকরণ) প্রতিষ্ঠা করেন (রো ৮:২; ১ করি ১:৩০); তাই ধর্মময়তা-প্রাপ্ত মানুষ ধর্মময়তার উদ্দেশে (অর্থাৎ ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য জীবনের উদ্দেশে) জীবনযাপন করবে (রো ৬:১৩-২০) ও ঈশ্বরের গৌরবার্থে শুভকর্ম সাধন করবে (রো ৭:৪; ফিলি ১:১১);

(ঘ) একদিকে ঈশ্বরের বিধানের প্রতি বাধ্যতা দেখাতে হয় (রো ২:৫-৬; ইত্যাদি), অন্যদিকে একথা সমর্থন করতে হবে যে, ঈশ্বরের বিচারালয়ে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবার জন্য নিজেদের সৎকর্মের উপরে নয়, ধর্মময়তা-দানকারী ঈশ্বরের উপরে ও সেই খ্রিষ্টের উপরেই নির্ভর করতে হয় যিনি আমাদের জন্য মরলেন ও আমাদের হয়ে প্রার্থনা করে থাকেন (রো ৮:৩০-৩৯; ফিলি ৩:৮-১৪)।

আর এখানে ‘যিশুর সাধিত মুক্তিকর্মের’ কথাও ব্যাখ্যা করা দরকার: পুরাতন নিয়মে ‘মুক্তিকর্ম’ শব্দটা মিশর, বাবিলন, ও পাপ থেকে ঈশ্বরের সাধিত মুক্তিকর্মকে লক্ষ করে। মশীহ খ্রিষ্ট এসে যে চরম মুক্তিকর্ম সাধন করলেন তা পাপমুক্তিতে প্রকাশিত (কল ১:১৪,৩০; এফে ১:৭), এবং তেমন মুক্তির উদ্দেশ্যই যেন এমন নতুন জনগণ গঠিত হয় যারা পাপ ও মৃত্যু থেকে মুক্ত, ও ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ সম্পদ (রো ৬:৬,২০-২১)। ধর্মময়তার মত এই মুক্তিও ঈশ্বরের অনুগ্রহদান যা আমাদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। যেহেতু খ্রিষ্ট মরলেন ও

পুনরুত্থান করলেন, সেজন্য মানুষ এর মধ্যেই সেই মুক্তি ভোগ করে, যদিও মনে রাখা দরকার যে, কেবল চরমকালেই তা সম্পূর্ণরূপে ভোগ করবে (রো ৩:২৪; কল ১:১৪; এফে ১:৭; ১ করি ১:৩০); তখন গোটা সৃষ্টিও এই মুক্তির অংশী হবে (রো ৮:২২,২৪)। মুক্তিকর্মের একটা বৈশিষ্ট্যই যে মুক্তিমূল্যও দেওয়া দরকার: এবিষয়ে একথা যথেষ্ট হোক: খ্রিষ্টের রক্তই আমাদের মুক্তিমূল্য; এতে আমাদের প্রতি ঈশ্বর ও খ্রিষ্টের ভালবাসা উত্তমভাবে প্রমাণিত (১ করি ৬:২০; ৭:২৩; গা ৩:১৩; ৪:৫; এফে ১:৭)।

[২৫] 'প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ': পুরাতন নিয়মে বছরে একবার, বিশেষ অনুষ্ঠানেই, প্রায়শ্চিত্ত-রীতির মাধ্যমে ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা করা হত; সাধু পল এই প্রাক্তন প্রায়শ্চিত্ত-রীতি খ্রিষ্টের আত্মবলিদানের পূর্বচিহ্ন বলে গণ্য করেন: পশুর রক্তে নয়, নিজের রক্তে (অর্থাৎ নিজেকে উৎসর্গ করেই) খ্রিষ্ট আমাদের কাছে ঈশ্বরের ক্ষমা প্রদান করলেন; তেমন ক্ষমা ও পরিত্রাণের পাত্র হবার জন্য বিশ্বাস প্রয়োজন।

৪ [৩ক] আদি ১৫:৬।

[৮খ] সাম ৩২:১-২।

[১৭গ] আদি ১৭:৫; দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৯; এজে ৩৭:১ ··· ; হিব্রু ১১:১৯।

[১৮ঘ] আদি ১৫:৫।

[২২ঙ] আদি ১৫:৬।

৮ [২৯] খ্রিষ্ট হলেন পিতার সূক্ষ্ম প্রতিমূর্তি (কল ১:১৫)। যে সকল মানুষ ঈশ্বরের দত্তকপুত্রত্বের অংশী, পিতা ঈশ্বর এমনটি করেন যাতে তারা তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তিতে গঠিত হয় (রো ৮:১৬-১৭)। মানুষ আন্তরিক ও ক্রম-বৃদ্ধিশীল এক রূপান্তরের মধ্য দিয়েই পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপে গঠিত হয় (২ করি ৩:১৮), এবং তেমন রূপান্তর প্রক্রিয়া কেবল খ্রিষ্টের আগমনেই পূর্ণ হবে (১ করি ১৫:৪৯)।

[৩৬ক] সাম ৪৪:২৩।

৯ [৩] 'বিনাশ-মানতের বস্তু': পুরাতন নিয়মে একথা বলতে যুদ্ধকালে বন্দি-শত্রুসকলকে বিনাশ করাই বোঝাত (দ্বিঃবিঃ ৭:২৬); নূতন নিয়মে বাক্য-বিশেষের অর্থই অভিশাপ; তাই বিনাশ-মানতের বস্তু বলে একজন ব্যক্তি মণ্ডলী থেকে ছিন্ন হয় এবং অভিশাপের পাত্রও হয় (প্রেরিত ২৩:১২; গা ১:৮; ১ করি ১২:৩; ১৬:২২); অত্যুক্তিটা স্বজাতি-মানুষের প্রতি সাধু পলের ভালবাসা প্রকাশ করে।

[৭ক] আদি ১৮:১০ ··· ।

[১২খ] আদি ২৫:২৩।

[১৩] মালা ১:২-৩; বাক্যটার অর্থই, এসৌয়ের চেয়ে আমি যাকোবকেই বেশি ভালবেসেছি।

[১৫গ] যাত্রা ৩৩:১৯।

[১৭ঘ] যাত্রা ৯:১৬।

[২০ঙ] ইশা ২৯:১৬।

[২৫চ] হো ২:২৫।

[২৬ছ] হো ২:১।

[২৮জ] ইশা ১০:২২-২৩।

[২৯ঝ] ইশা ১:৯।

[৩৩ঞ] ইশা ৮:১৪; ১ পি ২:৬।

১০ [৫ক] লেবীয় ১৮:৫।

[৬খ] দ্বিঃবিঃ ৩০:১২-১৩।

[৮গ] দ্বঃবিঃ ৩০:১৪।

[১১ঘ] ইশা ২৮:১৬।

[১৩ঙ] যোয়েল ৩:৫।

[১৫চ] ইশা ৫২:৭।

[১৬ছ] ইশা ৫৩:১।

[১৮জ] সাম ১৯:৫।

[১৯ঝ] দ্বিঃবিঃ ৩২:২১।

[২০ঞ] ইশা ৬৫:১।

[২১ট] ইশা ৬৫:২।

১১ [৩ক] ১ রাজা ১৯:১০,১৪।

[৪খ] ১ রাজা ১৯:১৮।

[৮গ] দ্বিঃবিঃ ২৯:৩।

[১০ঘ] সাম ৬৯:২৩-২৪।

[২৭ঙ] ইশা ৫৯:২০-২১।

[৩৫চ] ইশা ৪০:১৩; যেরে ২৩:১৮; যোব ৪১:৩।

১২ [১ক] ‘আত্মিক’ : অনুবাদান্তরে, ‘যুক্তিসঙ্গত’।

[১৭খ] প্রবচন ৩:৪।

[২০গ] প্রবচন ২৫:২১-২২।

১৩ [৯ক] যাত্রা ২০:১৩··· ; দ্বিঃবিঃ ৫:১৭ ··· ; লেবীয় ১৯:১৮।

১৪ [১১ক] ইশা ৪৯:১৮; ৪৫:২৩।

[১৯] ‘গেঁথে তোলা’: আদর্শবান হয়ে পরস্পরকে সাহায্য করা ছাড়া খ্রিষ্টের দেহ সেই মন্ডলীকে গেঁথে তোলাই এর অর্থ (রো ১৫:২; ১ করি ৩:৯; ১৪:৫,১২,২৬; ২ করি ১৩:১০; এফে ২:২১; ৪:১২,১৬,২৯)।

১৫ [৩ক] সাম ৬৯:১০।

[৯খ] ২ শামু ২২:৫০।

[১০গ] দ্বিঃবিঃ ৩২:৪৩।

[১১ঘ] সাম ১১৭:১।

[১২ঙ] ইশা ১১:১০।

[২১চ] ইশা ৫২:১৫।

১৬ [২৪] কোন কোন পান্ডুলিপিতে এবাক্যও রয়েছে: আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

[২৬] ‘এখন প্রকাশিত হয়েছে’: অতীতের দিকে তাকিয়ে মন্ডলী এতেই উল্লসিত যে, সে সেই যুগেই জীবনযাপন করে যে-যুগে খ্রিষ্ট-রহস্য প্রকাশিত হয়েছে: খ্রিষ্ট-রহস্যই মানবজাতি ও প্রতিটি মানুষের জীবন ও নিয়তিকে অর্থপূর্ণ করেছে।

করিন্থীয়দের কাছে ১ম পত্র

করিন্থ-মণ্ডলীতে যে নানা সমস্যা উঠেছিল, পত্রটির মধ্য দিয়ে সাধু পল সেই সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে মৃতদের (ও খ্রিষ্টের) পুনরুত্থান, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা বলে খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টের দেহ বলে মণ্ডলী ও পবিত্র আত্মার দেওয়া অনুগ্রহদানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

১ [১] আমি পল, ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রিষ্টযিশুর প্রেরিতদূত হতে আহূত, এবং
ভাই সোস্থেনেস, [২] করিন্থে ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে; তাদেরও সমীপে, যারা
খ্রিষ্টযিশুতে পবিত্রীকৃত হয়ে তাদের সকলেরই সঙ্গে পবিত্রজন হতে আহূত হয়েছে যারা
সর্বত্র আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্টের নাম করে যিনি তাদের ও আমাদের প্রভু:
[৩] আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশুখ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর
বর্ষিত হোক।

[৪] ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ খ্রিষ্টযিশুতে তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তার জন্য আমি
তোমাদের বিষয়ে নিয়তই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, [৫] কারণ তাঁরই মধ্যে তোমরা
সব দিক দিয়ে—বচনে জ্ঞানে সব দিক দিয়েই ধনবান হয়ে উঠেছ; [৬] তাই খ্রিষ্টের
সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে স্থান পেয়েছে যে, [৭] আমাদের প্রভু
যিশুখ্রিষ্টের আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের কোন অনুগ্রহদানের অভাব
পড়ে না; [৮] তিনিই তোমাদের শেষ পর্যন্ত সুস্থির করে রাখবেন, যেন তোমরা
আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের দিনে অনিন্দ্য হতে পার। [৯] যিনি তাঁর আপন পুত্র যিশুখ্রিষ্ট
আমাদের সেই প্রভুর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন,
সেই ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত।

ভক্তদের মধ্যে বিবাদ

[১০] ভাই, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের নামের দোহাই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে যেন কোন বিভেদ না থাকে, বরং এক মনোভাবে ও এক বিচারে সম্পূর্ণরূপে এক হও। [১১] কেননা, হে আমার ভাইয়েরা, আমি খ্লয়ের লোকজনদের কাছ থেকে তোমাদের বিষয়ে একথা জানতে পেরেছি যে, তোমাদের মধ্যে নাকি যথেষ্ট বিবাদ দেখা দিচ্ছে। [১২] আমি যে ব্যাপার ইঙ্গিত করে কথা বলছি, তা হল এ: তোমরা নাকি এক একজন বলে থাক, আমি পলের, আমি কিন্তু আপল্লোসের, আমি আবার কেফাসের, আর আমি খ্রিস্টের। [১৩] খ্রিস্টকে বিভক্ত করা হয়েছে নাকি? পলকে কি তোমাদের জন্য ক্রুশে দেওয়া হয়েছে? পলের নামের উদ্দেশেই কি তোমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ? [১৪] ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ক্রিস্পস ও গাইউসকে ছাড়া তোমাদের আর কাউকেই আমি বাপ্তিস্ম দিইনি, [১৫] যেন কেউ না বলতে পারে, তোমরা আমার নামের উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ। [১৬] অবশ্যই, স্তেফানাসের বাড়ির লোকদেরও আমি বাপ্তিস্ম দিয়েছি, তবু জানি না, এদের কথা বাদে অন্য কাউকেও বাপ্তিস্ম দিয়েছি কিনা। [১৭] কারণ খ্রিষ্ট বাপ্তিস্ম দিতে নয়, সুসমাচার প্রচার করতেই আমাকে প্রেরণ করেছেন; তাও এমন প্রজ্ঞার ভাষায় নয়, যা খ্রিস্টের ক্রুশ ব্যর্থ করতে পারে।

সত্যকার ও মিথ্যা প্রজ্ঞা

[১৮] কেননা যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম। [১৯] কারণ লেখা আছে: *আমি ধ্বংস করে দেব প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, ব্যর্থ করে দেব বুদ্ধিমানের বুদ্ধি* (ক)। [২০] প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়? এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খ বলে দেখাননি? [২১] কেননা যেহেতু ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানল না, সেজন্য ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন। [২২] তাই ইহুদীরা নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করতে করতে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করতে করতে

[২৩] আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; [২৪] কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। [২৫] কারণ যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী।

[২৬] ভাই, একটু বিচার-বিবেচনা কর, তোমরা নিজেরা কেমন ভাবে আহূত হয়েছ: আসলে—জাগতিক বিচার অনুসারে—তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান বলতে বেশি কেউ নেই, ক্ষমতাশালী বলতে বেশি কেউ নেই, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলতে বেশি কেউ নেই; [২৭] কিন্তু জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; [২৮] এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, [২৯] যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে। [৩০] তাঁরই জন্যে তোমাদের সেই খ্রিষ্টযিশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি; [৩১] যেমনটি লেখা আছে: *যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক* (খ)।

২ [১] ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; [২] কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যিশুখ্রিষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যিশুখ্রিষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। [৩] আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, [৪] আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, [৫] যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

[৬] আমরা সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে প্রজ্ঞার কথা বলছি বটে, তবু সেই প্রজ্ঞা এই যুগের নয়, এই যুগের শাসনকর্তাদেরও নয়: এরা তো নস্যাৎ হয়ে পড়ছে। [৭] কিন্তু আমরা

এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন। [৮] এ যুগের শাসনকর্তাদের মধ্যে কেউই তার কথা জানত না, কেননা যদি জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিত না। [৯] কিন্তু যেমন লেখা আছে, *কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন* (ক)। [১০] আমাদের কাছে কিন্তু ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন, কারণ আত্মা সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন। [১১] বস্তুত, মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না। [১২] আর আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বর থেকে নির্গত আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি। [১৩] এই সকল বিষয়ে আমরা তো মানবীয় প্রজ্ঞার শেখানো ভাষায় নয়, আত্মার শেখানো ভাষাতেই কথা বলি: আত্মিক বিষয়ের জন্য আত্মিক ভাষাই ব্যবহার করি। [১৪] অপরদিকে প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি সাদরে গ্রহণ করে নেয় না, সেই সব তার কাছে মূর্খতা; সেই সব সে বুঝতে অক্ষম, যেহেতু তা আত্মিক ভাবেই বিচার্য। [১৫] কিন্তু আত্মিক মানুষ সেই সমস্ত বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম, আর সে অন্য কারও বিচারাধীন নয়। [১৬] *কেননা কেইবা প্রভুর মন জেনেছে যেন তাঁকে নির্দেশ দিতে পারে?* (খ) কিন্তু আমরাই তারা, খ্রিস্টের মন যাদের আছে!

৩ [১] ভাই, আমি সেসময় তোমাদের কাছে আত্মিক মানুষদের কাছে যেন কথা বলতে পারিনি, মাংসময় মানুষদের কাছে যেন, খ্রিস্টে এখনও শিশুদেরই কাছে যেন কথা বলেছি। [২] আমি তোমাদের দুধ খাইয়েছি, শক্ত খাবার দিইনি, কারণ সেসময়ে তেমন শক্তি তোমাদের তখনও হয়নি। এমনকি, এখনও তোমাদের শক্তি হয়নি, [৩] কারণ এখনও তোমরা মাংসাধীন হয়ে আছ। যতদিন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ দেখা দেয়, ততদিন তোমরা কি মাংসাধীন নও? তোমরা কি সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার

করছ না? [৪] আসলে, যখন তোমাদের একজন বলে, আমি পলের, আর একজন, আমি আপল্লোসের, তখন তোমরা কি সাধারণ মানুষমাত্র নও?

প্রচারকদের কর্তব্য

[৫] আচ্ছা, আপল্লোসই বা কী? পলও বা কী? তারা তো সেই সেবাকর্মী মাত্র, যাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী হয়েছ; আর এক একজন ততটুকু করল, এক একজনকে প্রভু যতটুকু করতে দিয়েছেন। [৬] আমি পুঁতে দিলাম, আপল্লোস জল দিলেন, কিন্তু ঈশ্বরই বৃদ্ধি ঘটালেন। [৭] সুতরাং যে পোঁতে সে কিছু নয়, যে জল দেয় সেও কিছু নয়, যিনি বৃদ্ধি ঘটান, কেবল সেই ঈশ্বরই সব। [৮] যে পোঁতে ও যে জল দেয়, তারা দু'জনে সমান, এবং এক একজন তার নিজের পরিশ্রমের যোগ্য মজুরি পাবে, [৯] যেহেতু আমরা ঈশ্বরের কাজে সহকর্মী: তোমরা ঈশ্বরেরই খেত, ঈশ্বরেরই গাঁথনি।

[১০] ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমি অভিজ্ঞ স্থপতির মত ভিত্তি স্থাপন করেছি, আর অন্য কেউ সেটার উপরে গাঁথছে; তবু তারা প্রত্যেকে সতর্ক থাকুক, সেটার উপর তারা কেমন গাঁথছে; [১১] কারণ যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যিশুখ্রিষ্ট। [১২] আর এই ভিত্তির উপরে নানা লোক যদি সোনা, রুপো, মণিমুক্তা, কাঠ, ঘাস, খড় দিয়ে গাঁথে, তবে এক একজনের কাজ স্পষ্ট প্রকাশ পাবে; [১৩] সেই দিনটিই তা ব্যক্ত করবে, যে দিনটি আগুনে প্রকাশিত হবে, আর তখন সেই আগুন যাচাই করবে প্রত্যেকের কাজের গুণাগুণ: [১৪] যে যা গেঁথেছে, তার সেই কাজ যদি টিকে থাকে, সে মজুরি পাবে; [১৫] কিন্তু যার কাজ পুড়ে যায়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বটে, তবু নিজে পরিত্রাণ পাবে; তথাপি এমনভাবে পরিত্রাণ পাবে, কেমন যেন আগুনের মধ্য থেকে।

[১৬] তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন? [১৭] কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন; কারণ পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির!

[১৮] কেউ যেন নিজেকে না ভোলায়। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে এই যুগের আদর্শে প্রজ্ঞাবান বলে মনে করে, সে প্রজ্ঞাবান হবার জন্য মূর্খ হোক;

[১৯] কারণ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা; কেননা লেখা আছে, *তিনি প্রজ্ঞাবানদের তাদের নিজেদের কুটিলতার ফাঁদে ধরে ফেলেন* (ক)। [২০] আরও, *প্রভু তো জানেন, প্রজ্ঞাবানদের ধ্যানধারণা অসার* (খ)। [২১] তাই কেউ যেন নিজের গর্ব মানুষেই না রাখে, কারণ সবই তোমাদের: [২২] পল হোক, আপল্লোস বা কেফাস হোক, জগৎ বা জীবন বা মৃত্যু হোক, বর্তমানকালীন বা আসন্ন যাই কিছু হোক—সবই তোমাদের; [২৩] তোমরা কিন্তু খ্রিষ্টেরই, ও খ্রিষ্ট ঈশ্বরেরই!

৪ [১] লোকে আমাদের যেন খ্রিষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির গৃহাধ্যক্ষ বলে মনে করে। [২] এখন, গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। [৩] কিন্তু আমি যে তোমাদের দ্বারা বা মানবীয় কোন বিচারসভা দ্বারা বিচারিত হই, তা আমার কাছে অতি সামান্য ব্যাপার; এমনকি আমি নিজেও নিজের বিচার করি না; [৪] আমার বিবেক আমাকে ভর্ৎসনা করছে না, একথা সত্য; কিন্তু এতে যে আমি নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে দাঁড়াই, তা নয়: প্রভুই আমার বিচারকর্তা। [৫] তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগে তোমরা কোন-কিছু বিচার করো না, যতদিন না প্রভু আসেন। তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সবকিছুই আলোতে উদ্ঘাটিত করবেন ও হৃদয়ের যত অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন। আর তখনই প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ প্রশংসা পাবে।

[৬] ভাইয়েরা, এই সমস্ত কিছু আমি তোমাদের খাতিরেই আমার নিজের ও আপল্লোসের উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছি, যেন আমাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত থেকে তোমরা এই শিক্ষা পেতে পার যে, যা লেখা আছে, তার বাইরে যেতে নেই, এবং তোমরা প্রত্যেকে যেন একজনের বিপক্ষে অপরজনের পক্ষ হয়ে গর্বে স্ফীত না হও। [৭] কারণ কে তোমাকে এত অসাধারণ মানুষ করেছে? আর তোমার এমন কীবা আছে, যা পাওনি? আর যখন পেয়েছ, তখন কেন এমন দম্ভ কর ঠিক যেন তা পাওনি? [৮] তোমরা, বুঝি, এর মধ্যে পরিতৃপ্ত, এর মধ্যে ধনী হয়েছ! আমাদের সহযোগিতা ছাড়া রাজাই হয়ে গেছ! আহা, তোমরা যদি সত্যিই রাজা হতে! তবে তোমাদের সঙ্গে আমরাও রাজা হতাম। [৯] আসলে আমি মনে করি, প্রেরিতদূত যে আমরা, ঈশ্বর আমাদের মৃত্যুদণ্ডিত লোকদের মত সবার শেষে দাঁড় করিয়েছেন: হ্যাঁ, আমরা জগতের ও স্বর্গদূতদের ও

মানুষদের সামনে দর্শনীয় একটা দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছি। [১০] এই যে আমরা, খ্রিষ্টের জন্য মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রিষ্টে বুদ্ধিমান; আমরা দুর্বল, তোমরা বলবান; তোমরা সম্মানের পাত্র, আমরা অসম্মানের বস্তু। [১১] এই ক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত, পিপাসিত, বস্ত্রহীন হয়ে কষ্টে ভুগছি, আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, যাযাবরের মত এদিক ওদিক ঘুরতে হচ্ছে, [১২] নিজ হাতে কাজ করে পরিশ্রম করছি; অপমান পেয়ে আশীর্বাদ করছি, নির্যাতিত হয়ে সহ্য করছি, [১৩] অভদ্র কথার বিপক্ষে শালীনতা দেখাচ্ছি: আমরা যেন জগতের আবর্জনা, বিশ্বের জঞ্জালই হয়ে রয়েছি—আজও পর্যন্ত!

পলের চিন্তা

[১৪] তোমাদের লজ্জা দেবার জন্য নয়, আমার প্রিয় সন্তান বলে তোমাদের চেতনা দেবার জন্যই আমি এই সমস্ত কিছু লিখছি। [১৫] কেননা যদিও খ্রিষ্টে তোমাদের দশ হাজার অবধায়ক থাকে, তবু পিতা অনেক নয়, কারণ আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রিষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি। [১৬] সুতরাং তোমাদের অনুনয় করি, তোমরা আমার অনুকারী হও! [১৭] এজন্যই আমি তিমথিকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি: তিনি প্রভুতে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সন্তান; তিনি তোমাদের কাছে সেই সমস্ত পথ স্মরণ করিয়ে দেবেন যা আমি খ্রিষ্টে তোমাদের শিখিয়েছিলাম ও সর্বত্রই প্রতিটি মণ্ডলীতে শিখিয়ে থাকি।

[১৮] আমি তোমাদের কাছে আর আসব না, তা ভেবে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দম্ভ করতে শুরু করেছে। [১৯] কিন্তু, প্রভু ইচ্ছা করলে, আমি বেশি দেরি না করে তোমাদের কাছে আসব; তখন যারা দম্ভ করছে, তাদের কথা নয়, তাদের আসল পরাক্রম বুঝে নেব। [২০] কেননা ঈশ্বরের রাজ্য কথার ব্যাপার নয়, পরাক্রমেরই ব্যাপার। [২১] তোমরা কী চাও? বেত হাতে নিয়ে, না ভালবাসা ও কোমলতা নিয়ে তোমাদের কাছে আসব?

যৌন অনাচার

৫ [১] আসলে চারদিকে শোনা যাচ্ছে, তোমাদের মধ্যে নাকি যৌন অনাচার দেখা দিয়েছে, আর সেই অনাচার এমন, যা বিজাতীয়দের মধ্যেও দেখা যায় না; এমনকি

তোমাদের একজন নিজের সৎমায়ের সঙ্গে ঘর করছে। [২] আর তোমরা দম্ভই করছ! বরং দুঃখ কর না কেন, যেন যে লোক এমন কাজ করেছে, তাকে তোমাদের মধ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়? [৩] সশরীরে অনুপস্থিত হলেও আত্মায় উপস্থিত হয়ে আমি, যে লোকটা তেমন কাজ করেছে, উপস্থিত হয়েই যেন তার বিচার করেছি: [৪] আমাদের প্রভু যিশুর নামে তোমরা ও আমার আত্মা আমাদের প্রভু যিশুর পরাক্রম সঙ্গে সমবেত হলে, [৫] তেমন লোকটাকে তার দেহের বিনাশের উদ্দেশ্যে শয়তানের হাতে তুলে দিতে হবে, যেন প্রভু যিশুর দিনে তার আত্মা পরিত্রাণ পেতে পারে।

[৬] তোমাদের আত্মগর্ব আদৌ ভাল না। তোমরা কি একথা জান না যে, অল্প খামির সমস্ত ময়দার পিণ্ড গাঁজিয়ে তোলে? [৭] তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে পার, যেহেতু তোমরা খামিরবিহীন। কেননা আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন। [৮] সুতরাং এসো, পুরনো খামির নিয়ে নয়, দুষ্টতা ও অধর্মের খামির নিয়ে নয়, বরং আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়েই আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি।

[৯] আগের পত্রে আমি তোমাদের লিখেছিলাম, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে নেই; [১০] এজগতের তেমন দুশ্চরিত্র লোকদের কথা, বা লোভী, প্রবঞ্চক ও পৌত্তলিক লোকদের কথা বলতে অভিপ্রেত ছিলাম না, তাহলে তোমাদের তো এই জগতের বাইরে চলে যেতে হত। [১১] আমি আসলে লিখেছিলাম: ভাই নামে অভিহিত যে কেউ যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, কিংবা লোভী, পৌত্তলিক, পরনিন্দুক, মদ্যপায়ী বা প্রবঞ্চক, তারই সঙ্গে মেলামেশা করতে নেই; তেমন মানুষেরই সঙ্গে ভোজসভায় বসতে নেই। [১২] বস্তুত বাইরের লোকদের বিচারে আমার দায়িত্ব কি? ভিতরের যারা, তাদের বিচার করার দায়িত্ব তোমাদের তো আছেই, নয় কি? [১৩] বাইরের লোকদের বিচার ঈশ্বরই করবেন। *তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে সেই দুর্জনকে বের করে দাও* (ক)।

বিধর্মীদের আদালতে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা

৬ [১] তোমাদের মধ্যে কি কারও সাহস আছে যে, আর একজনের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকলে তার বিচার পবিত্রজনদের কাছে না নিয়ে গিয়ে বিধর্মীদেরই কাছে নিয়ে যায়? [২] নাকি তোমরা একথা জান না যে, পবিত্রজনেরাই জগতের বিচার করবে? আর জগতের বিচার যখন তোমাদের দ্বারা হয়, তখন অতি সামান্য ব্যাপারের বিচার করবার যোগ্যতা কি তোমাদের নেই? [৩] তোমরা কি একথা জান না যে, আমরা স্বর্গদূতদের বিচার করব? তবে বলা বাহুল্য, এই পার্থিব জীবনের ব্যাপারেও আমাদের যোগ্যতা আছে। [৪] সুতরাং, তোমাদের বিচার যখন পার্থিব ব্যাপার-সংক্রান্ত, তখন মণ্ডলীর চোখে যাদের কোন অধিকার নেই, তাদেরই কি বিচারাসনে বসাতে যাও? [৫] তোমাদের লজ্জার জন্যই আমি এই কথা বলছি! এ কেমন? তোমাদের মধ্যে কি প্রজ্ঞাবান এমন একজনও নেই যে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ হলে তার নিষ্পত্তি করে দিতে পারে? [৬] অথচ ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা চালায়, তা আবার অবিশ্বাসীদেরই আদালতে! [৭] এমনকি, নিজেদের মধ্যে মামলা চালানোটাও তোমাদের পক্ষে পরাজয়! এর চেয়ে বরং অন্যায়টা সহ্য কর না কেন? এর চেয়ে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হতে দাও না কেন? [৮] অথচ তোমরাই অন্যায় করছ, তোমরাই ক্ষতি করছ—আর তা নিজ ভাইদের প্রতিই করছ। [৯] নাকি তোমরা একথা জান না যে, দুর্জনেরা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না? নিজেদের ভুলিয়ো না: যারা যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, পৌত্তলিক, ব্যভিচারী, [১০] সব প্রকার সমকামী, চোর, কৃপণ, মদ্যপায়ী, পরনিন্দুক, প্রবঞ্চক, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। [১১] আর তোমরা কেউ কেউ তেমন লোক ছিলে; কিন্তু প্রভু যিশুখ্রিষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় তোমরা ধৌত হয়েছ, পবিত্রিত হয়েছ, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

‘আমার পক্ষে সবই বিধেয়!’

[১২] ‘আমার পক্ষে সবই বিধেয়!’ তা হতেও পারে, কিন্তু সবই যে মঙ্গলজনক, তা নয়। হ্যাঁ, আমার পক্ষে সবই বিধেয়, কিন্তু আমি কোন কিছুর অধীনে থাকতে সম্মত নই। [১৩] খাদ্য পেটের উদ্দেশ্যে, আবার পেট খাদ্যের উদ্দেশ্যে, কিন্তু ঈশ্বর দুইয়েরই

বিলোপ ঘটাবেন। দেহ যৌন অনাচারের উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশ্যে, এবং প্রভু
দেহের উদ্দেশ্যে। [১৪] আর ঈশ্বর প্রভুকে পুনরুত্থিত করেছেন, নিজ পরাক্রম দ্বারা
আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন। [১৫] তোমরা কি একথা জান না যে, তোমাদের দেহ
খ্রিষ্টের অঙ্গ? তাহলে আমি কি খ্রিষ্টের অঙ্গ নিয়ে গিয়ে তা বেশ্যার অঙ্গ করে তুলব?
দূরের কথা! [১৬] নাকি তোমরা জান না যে, বেশ্যার সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে তার
সঙ্গে একদেহ হয়? বাস্তবিকই লেখা আছে: *সেই দু'জন একদেহ হবে* (ক)। [১৭] কিন্তু
প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে একাত্মা হয়। [১৮] যৌন অনাচার এড়িয়ে
চল: মানুষ আর যে কোন পাপ করে না কেন, তা তার দেহের বাইরে ঘটে; কিন্তু যৌন-
ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র যে মানুষ, সে তার নিজের দেহের বিরুদ্ধেই পাপ করে। [১৯] নাকি
তোমরা জান না যে, তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে
বিদ্যমান ও যাঁকে তোমরা ঈশ্বর থেকেই পেয়েছ? [২০] আর তোমরা নিজেদের নও,
মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে
গৌরবান্বিত কর!

বিবাহ ও কৌমার্য

৭ [১] আবার তোমরা আমার কাছে যে সমস্ত কথা লিখেছ, সেই প্রসঙ্গে: হ্যাঁ,
নারীকে স্পর্শ না করা মানুষের পক্ষে ভাল; [২] কিন্তু যৌন দুর্নীতির আশঙ্কায় প্রত্যেক
পুরুষের নিজ নিজ স্ত্রী থাকুক, প্রত্যেক নারীরও নিজ নিজ স্বামী থাকুক। [৩] স্বামী
নিজের স্ত্রীর দাবি মেনে নিক; তেমনি স্ত্রীও স্বামীর দাবি মেনে নিক। [৪] স্ত্রীর দেহ স্ত্রীর
অধিকারে নয়, তার স্বামীরই; তেমনি স্বামীর দেহ স্বামীর অধিকারে নয়, তার স্ত্রীরই।
[৫] তোমরা একে অন্যকে বঞ্চিত করো না; কেবল প্রার্থনায় সময় দেবার জন্য
পারস্পরিক সম্মতি ক্রমে সীমিত কালের মত পৃথক থাকতে পার; পরে আবার মিলিত
হও, পাছে শয়তান তোমাদের দুর্বল আত্মসংযমের সুযোগ নিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করে।
[৬] তবু আমি আজ্ঞা হিসাবে নয়, অনুমতি হিসাবেই একথা বলছি। [৭] আসলে আমার
ইচ্ছা এ, আমি যেভাবে আছি, সকলে যেন সেইভাবে থাকে; কিন্তু প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছ
থেকে নিজ নিজ অনুগ্রহদান পেয়েছে, একজন এক প্রকার, অন্যজন অন্য প্রকার।

[৮] অবিবাহিত মানুষের ও বিধবার কাছে আমার কথা এ: আমি যেভাবে আছি, তাদের পক্ষে সেইভাবে থাকা ভাল; [৯] কিন্তু তারা যদি নিজেদের সংযত রাখতে না পারে, তাহলে যেন বিবাহ করে; কারণ আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে বরং বিবাহ করাই ভাল। [১০] আর যারা বিবাহিত, তাদের কাছে এই আজ্ঞা দিচ্ছি—আমিই যে দিচ্ছি তা নয়, প্রভুই দিচ্ছেন!—স্ত্রী স্বামী থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়; [১১] বিচ্ছেদ ঘটলে সে আবার বিবাহ না করেই যেন থাকে, কিংবা স্বামীর সঙ্গে যেন পুনর্মিলিতা হয়; স্বামীও কিন্তু যেন স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করে।

[১২] অন্য সকলকে আমি বলছি—প্রভু নয়!—যদি কোন ভাইয়ের স্ত্রী থাকে যে বিশ্বাসী নয়, আর সেই নারী তার সঙ্গে ঘর করতে রাজি, তবে সে যেন তাকে পরিত্যাগ না করে। [১৩] তেমনি যে স্ত্রীর স্বামী বিশ্বাসী নয়, আর সেই লোক তার সঙ্গে ঘর করতে রাজি, তবে সে যেন স্বামীকে পরিত্যাগ না করে। [১৪] কারণ অবিশ্বাসী স্বামী সেই স্ত্রীর মধ্য দিয়ে পবিত্রিত হয়ে ওঠে, এবং অবিশ্বাসী স্ত্রী সেই ভাইয়ের মধ্য দিয়ে পবিত্রিতা হয়ে ওঠে; অন্যথা, তোমাদের সন্তানেরা অশুচি হত! কিন্তু তারা আসলে পবিত্র। [১৫] তবু অবিশ্বাসী যদি চলে যেতে চায়, চলে যাক; তেমন অবস্থায় সেই ভাই বা সেই বোন দাসত্বে আর আবদ্ধ নয়: ঈশ্বর শান্তি ভোগ করতেই তোমাদের আহ্বান করেছেন। [১৬] আসলে তুমি, হে স্ত্রী, তুমি কী করে জান যে, তুমি তোমার স্বামীকে ত্রাণ করবে না? কিংবা, হে স্বামী, তুমি কী করে জান যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্রাণ করবে না? [১৭] যাই হোক, প্রভু যাকে যেমন অবস্থায় রেখেছেন, সে সেই অনুসারে চলুক—ঈশ্বর তাকে যেমন আহ্বান করেছেন, সেইমত। আসলে এই নিয়মটা আমি সকল মণ্ডলীতেই স্থির করে থাকি। [১৮] কেউ কি পরিচ্ছেদিত অবস্থায় আহূত হয়েছে? সে তার পরিচ্ছেদনের চিহ্ন মুছে দিতে চেষ্টা না করুক। কেউ কি অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় আহূত হয়েছে? সে পরিচ্ছেদিত না হোক। [১৯] পরিচ্ছেদন কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাই সব! [২০] আহ্বানের সময়ে যে যেমন অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থায়ই থাকুক। [২১] আহ্বানের সময়ে তুমি কি ক্রীতদাস ছিলে? চিন্তা করো না; কিন্তু যদিও স্বাধীন হতে পার, তবু বরং তোমার দাসত্বকেই সার্থক কর। [২২] কারণ প্রভুতে আহূত যে ক্রীতদাস, সে আসলে প্রভু দ্বারা স্বাধীনকৃত মানুষ;

তেমনি আহূত যে স্বাধীন মানুষ, সে খ্রিষ্টের ক্রীতদাস। [২৩] মহামূল্য দিয়েই তোমাদের কেনা হয়েছে, মানুষদের ক্রীতদাস হয়ো না! [২৪] ভাই, প্রত্যেকে যে যে অবস্থায় আহূত হয়েছিল, সে যেন সেই সেই অবস্থায়ই ঈশ্বরের সামনে থাকে।

[২৫] কৌমার্য-পালন বিষয়ে আমি প্রভুর কাছ থেকে কোন নির্দেশ পাইনি। তবে প্রভুর কৃপায় বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে আমি আমার নিজের অভিমত জানাচ্ছি। [২৬] তাই আমি মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এ ভাল, অর্থাৎ মানুষ যে অবস্থায় আছে, তার পক্ষে সেই অবস্থায় থাকা ভাল। [২৭] তুমি কি কোন স্ত্রীতে আবদ্ধ? নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করো না। তুমি কি কোন স্ত্রী থেকে মুক্ত? স্ত্রী নিতে চেষ্টা করো না। [২৮] তবু বিবাহ করলেও তোমার পাপ হবে না; আর কুমারী যদি বিবাহ করে, তারও পাপ হবে না। তথাপি তেমন বিবাহিত লোকেরা সংসারে যথেষ্ট জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করবে; আর আমি তোমাদের রেহাই দিতে চাচ্ছি!

[২৯] ভাই, তোমাদের আমি যা বলতে চাচ্ছি, তা এ: সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যাদের স্ত্রী আছে, তারা এমনভাবে চলুক তাদের যেন স্ত্রী নেই; [৩০] এবং যারা শোকার্ত, তারা যেন শোকার্ত নয়; যারা আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা কেনে, তারা যেন কিছুর মালিক নয়; [৩১] যারা সংসারের বিষয়ে জড়িত, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়, কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে। [৩২] কিন্তু আমি ইচ্ছা করি, তোমরা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। যে অবিবাহিত, সে চিন্তা করে প্রভুরই কাজের কথা, কি ক'রে সে প্রভুকে তুষ্ট করতে পারে। [৩৩] কিন্তু যে বিবাহিত, সে চিন্তা করে এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্ত্রীকে তুষ্ট করতে পারে; [৩৪] এতে সে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তেমনিভাবে অবিবাহিতা নারী কিংবা কুমারীও চিন্তা করে প্রভুর কাজের কথা, সে যেন দেহে ও আত্মায় নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে; কিন্তু বিবাহিতা নারী চিন্তা করে এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্বামীকে তুষ্ট করতে পারে। [৩৫] তোমাদের ভালোর জন্যই আমি এই কথা বলছি; গলায় দড়ি দিয়ে তোমাদের বেঁধে রাখবার জন্য নয়, কিন্তু যা সমীচীন, তোমরা যেন তাই করে একাগ্র মনে প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট থাক।

[৩৬] কিন্তু অধিক যৌন প্রবণতার কারণে কেউ যদি মনে করে, সে নিজ বাগ্‌দত্তা বধূর কুমারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে না, সুতরাং যা করার তা করা-ই উচিত, তাহলে সে যা ভাল মনে করে তা-ই করুক; তার পাপ হবে না—অর্থাৎ তারা বিবাহ করুক। [৩৭] কিন্তু নিজের মনে যে মানুষ স্থিরসঙ্কল্পবদ্ধ—সে তো কোন দিকে বাধ্যও নয়, তার ইচ্ছাও তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে—সে যদি নিজের মনে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয় যে, সে তার নিজের বাগ্‌দত্তা বধূর কুমারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে, তাহলে সে ভালই করে। [৩৮] এক কথায়, যে নিজের বাগ্‌দত্তা বধূকে বিবাহ করে, সে ভাল করে; এবং যে তাকে বিবাহ করে না, সে আরও ভাল করে।

[৩৯] যতদিন স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন স্ত্রী আবদ্ধা থাকে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে, সে যাকে ইচ্ছা করে তার সঙ্গে বিবাহ করতে স্বাধীনা: কিন্তু এ যেন প্রভুতেই ঘটে। [৪০] তবু আমার মতে, সে যদি সেই অবস্থায় থাকে, তবে আরও সুখী হবে। আর আমি মনে করি, আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে পেয়েছি।

প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যকে প্রসাদ বলে গ্রহণ করা উচিত কিনা

৮ [১] এবার প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যের বিষয়: আমরা জানি যে, আমাদের সকলের জ্ঞান আছে। কিন্তু জ্ঞান [গর্বে] স্ফীত করে, অপরদিকে ভালবাসা গেঁথে তোলে। [২] কেউ যদি মনে করে, সে কিছু জানে, তবে যেভাবে জানা উচিত, সেইভাবে সে এখনও কিছুই জানতে পারেনি। [৩] কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরকে ভালবাসে, সে তাঁর কাছে পরিচিত। [৪] প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য খাওয়া প্রসঙ্গে আমরা তো জানি: প্রতিমা বলতে জগতে এমন কিছু নেই, এবং এক ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নেই। [৫] কেননা স্বর্গে বা পৃথিবীতে যাদের দেবতা বলা হয়, এমন কতগুলি যদিও থাকে—আর আসলে বহু দেবতা ও বহু প্রভু আছে!— [৬] তবু আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা, যাঁর কাছ থেকে সমস্ত কিছুই আগত, ও আমরা যাঁরই জন্য; এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশুখ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত।

[৭] তবু তেমন জ্ঞান সকলের নেই; কিন্তু অনেক লোক আছে, যারা কিছু দিন আগে পর্যন্ত প্রতিমা-পূজা করতে অভ্যস্ত ছিল বিধায় প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যকে প্রসাদ বলে গ্রহণ করে; এবং তাদের বিবেক দুর্বল হওয়ায় কলুষিত হয়। [৮] কিন্তু কোন খাদ্য আমাদের জন্য ঈশ্বরের সান্নিধ্য জয় করতে পারে না; তা না খেলেও আমাদের কোন ক্ষতি হয় না, আবার খেলেও আমাদের কোন লাভ হয় না। [৯] কিন্তু সাবধান থাক, তোমাদের এই যোগ্যতা যেন দুর্বলদের হোঁচটের কারণ না হয়ে ওঠে। [১০] কারণ, কেউ যদি তোমার মত জ্ঞানী মানুষকে দেবমন্দিরে কিছু খেতে দেখে, তবে দুর্বল মানুষ হওয়ায় তার বিবেক কি প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য খেতে আকর্ষিত হবে না? [১১] বস্তুত তোমার জ্ঞানের কারণে সেই দুর্বল মানুষ, তোমার সেই ভাই যার জন্য খ্রিষ্ট মরেছেন, তার বিনাশ ঘটে। [১২] ভাইদের বিরুদ্ধে তেমন পাপ করলে, ও তাদের দুর্বল বিবেকে তেমন আঘাত করলে তোমরা খ্রিষ্টেরই বিরুদ্ধে পাপ কর। [১৩] সুতরাং কোন খাদ্য যদি আমার ভাইয়ের পতনের কারণ হয়, তাহলে আমি আর কখনও মাংস খাব না, পাছে আমার ভাইয়ের পতনের কারণ হই।

এক্ষেত্রে পলের নিজের দৃষ্টান্ত

৯ [১] আমি কি স্বাধীন নই? আমি কি প্রেরিতদূত নই? আমাদের প্রভু যিশুকে আমি কি দেখিনি? তোমরা কি প্রভুতে আমার কাজের ফল নও? [২] যদিও অন্যান্যদের কাছে আমি প্রেরিতদূত নই, তবু তোমাদের কাছে আমি তাই বটে, কারণ প্রভুতে তোমরাই প্রেরিতদূত এই আমারই কাজের সীলমোহর। [৩] যারা আমার বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে এ-ই আমার উত্তর। [৪] খোরাক পাবার অধিকার কি আমাদের নেই? [৫] জায়গায় জায়গায় একজন ধর্মবোনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অধিকার কি আমাদের নেই? অন্যান্য প্রেরিতদূত ও প্রভুর ভাইয়েরা ও কেফাসও কি তাই করেন না? [৬] কিংবা কাজ না করার অধিকার কি শুধু আমার ও বার্নাবাসের নেই? [৭] কোন্ সৈন্য নিজের খরচে সৈনিকের কাজ করে? আর কেইবা আঙুরখেত চাষ করে কিন্তু তার ফল খায় না? আবার, কে পাল চরায়, কিন্তু পালের দুধ খায় না? [৮] একথা কি মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমার নিজেরই কথা, না বিধানেরও

নিজেরই কথা? [৯] কেননা মোশির বিধানে লেখা আছে, *যে বলদ শস্য মাড়াই করছে, তার মুখে জালতি বাঁধবে না* (ক)। বলদকে নিয়েই কি ঈশ্বরের চিন্তা? [১০] নাকি তিনি ঠিক আমাদেরই লক্ষ্য করে কথাটা বললেন? বস্তুত আমাদেরই খাতিরে কথাটা লেখা হয়েছে, কারণ যে চাষ করে, তার উচিত, প্রত্যাশাতেই চাষ করা, যেভাবে যে শস্য মাড়াই করে, তার উচিত, নিজের অংশ পাবার প্রত্যাশাতেই শস্য মাড়াই করা। [১১] আমরা যখন তোমাদের মধ্যে আত্মিক বীজ বুনেছি, তখন যদি তোমাদের কাছ থেকে পার্থিব ফসল সংগ্রহ করি, তবে তা কি তত বিরাট দাবি? [১২] যখন তোমাদের উপরে তেমন অধিকার অন্যান্যদেরই আছে, তখন কি আমাদের বেশি অধিকার নেই? অথচ আমরা এই অধিকার অনুশীলন করি না, সমস্ত কিছুই বরং সহ্য করি, যেন খ্রিষ্টের সুসমাচারের কোন বাধা সৃষ্টি না করি। [১৩] তোমরা কি জান না যে, যারা মন্দিরে কাজ করে, তারা মন্দির থেকেই খাবার পায়, আর যারা যজ্ঞবেদিতে যজনকর্ম করে, তারা যজ্ঞবেদিতে উৎসর্গ-করা বলির অংশ পায়? [১৪] তেমনি প্রভু সুসমাচার-প্রচারকদের জন্য এই নিয়ম দিয়েছিলেন যে, সুসমাচার-প্রচারই হবে তাদের জীবিকা। [১৫] আমি কিন্তু এই সমস্ত অধিকারের একটাও অনুশীলন করিনি; আর যেন আমার সম্বন্ধে সেইমত ব্যবহার করা হয়, এজন্যই যে এই সমস্ত কথা লিখছি, তা নয়; এর চেয়ে আমি বরং মরতাম। কিন্তু কেউই আমার এই গর্ব নস্যাৎ করতে পারবে না! [১৬] কেননা আমি যদিও সুসমাচার প্রচার করি, তবু আমার পক্ষে তাতে গর্ব করার কিছু নেই, কারণ তা করতে আমি নিজেকে বাধ্যই মনে করি; ধিক্ আমাকে, যদি সুসমাচার প্রচার না করতাম! [১৭] বস্তুত আমি যদি নিজে থেকেই তা করতাম, তবে আমার মজুরি পাবার অধিকার থাকত; কিন্তু যদি নিজে থেকেই না করি, তবে তা এমন কর্তব্য যা আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। [১৮] তাহলে আমার মজুরি কী? মজুরি এই যে, সুসমাচার প্রচার কাজে আমার যা পাবার অধিকার আছে, তা অনুশীলন না করে আমি কোন মজুরিই প্রত্যাশা না রেখে সুসমাচার প্রচার করে চলি। [১৯] কারণ কারও অধীন না হয়েও আমি সকলের কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছি, যেন বহু মানুষকে জয় করতে পারি। [২০] ইহুদীদের কাছে আমি একজন ইহুদীর মত হয়েছি; যেন ইহুদীদের জয় করতে পারি; নিজে [ঈশ্বরের] বিধান-অধীন না হয়েও আমি বিধান-অধীনদের কাছে বিধান-

অধীন একজনের মত হয়েছি, যেন বিধান-অধীনদের জয় করতে পারি। [২১] [ঈশ্বরের] বিধান-বিহীন না হয়েও, বরং খ্রিষ্টের বিধান-বাসী হয়েও আমি বিধান-বিহীন একজনের মত হয়েছি, যেন বিধান-বিহীনদের জয় করতে পারি। [২২] দুর্বলদের কাছে হয়েছি দুর্বল, যেন দুর্বলদের জয় করতে পারি; সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি। [২৩] সুসমাচারের জন্য আমি সবই করি, যেন তাদের সঙ্গে তার সহভাগী হতে পারি। [২৪] তোমরা কি এই কথা জান না যে, ক্রীড়াঙ্গনে যারা দৌড়োয়, তারা সকলেই দৌড়োয় বটে, কিন্তু মাত্র একজন পুরস্কার পায়? তোমরা এমনভাবেই দৌড়োও যেন সেই পুরস্কার পাও। [২৫] প্রত্যেক প্রতিযোগী সবরকম আত্মসংযম অভ্যাস করে থাকে; তারা তা করে একটা ক্ষয়শীল মুকুট পাবার জন্য, আমরা কিন্তু অক্ষয়শীল একটা মুকুট পাবার জন্য। [২৬] আমি তো দৌড়োই বটে, কিন্তু লক্ষ্যহীন ভাবে নয়! মুষ্টিযুদ্ধ করি, কিন্তু শূন্যে আঘাত ক'রে নয়! [২৭] আমি বরং আমার দেহ কঠোরভাবে শাসন ক'রে নিয়ন্ত্রণেই রাখি, পাছে অন্যের কাছে প্রচার করার পর নিজেই বাদ হয়ে পড়ি।

ইস্রায়েলের ইতিহাস থেকে আগত শিক্ষা

১০ [১] কারণ, ভাই, আমি চাই না, একথা তোমাদের অজানা থাকবে যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, [২] মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে সকলের বাপ্তিস্ম হয়েছিল, [৩] সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন, [৪] সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন; বাস্তবিকই তাঁরা এমন এক আত্মিক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা সেই খ্রিষ্ট! [৫] কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন হননি, ফলে তাঁদের মৃতদেহ প্রান্তরে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেওয়া হল।

[৬] এই সমস্ত কিছু আমাদের খাতিরেই দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটেছিল, আমরা যেন মন্দ কিছু বাসনা না করি, তাঁরাই যেভাবে করেছিলেন। [৭] তেমনি তোমরা যেন কোন দেবমূর্তি পূজা না কর, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন; এবিষয়ে লেখা আছে: *লোকেরা পান-ভোজন করতে বসল, তারপর উঠে আমোদ করতে লাগল* (ক)।

[৮] আবার, আমরা যেন যৌন অনাচারে লিপ্ত না থাকি, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে হয়েছিলেন, যার ফলে তেইশ হাজার লোক এক দিনেই প্রাণ হারিয়েছিল। [৯] আরও, আমরা যেন প্রভুকে যাচাই না করি, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন, যার ফলে সাপের কামড়ে তাঁদের বিনাশ হয়েছিল। [১০] অবশেষে তোমরা যেন গজগজ না কর, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন, যার ফলে সেই সংহারকের হাতে তাঁদের বিনাশ হয়েছিল। [১১] এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য তা লিখে রাখা হল—এই আমাদের, যাদের পক্ষে যুগের সমাপ্তি লগ্ন কাছে এসে পড়েছে। [১২] সুতরাং, যে মনে করে, সে সোজা দাঁড়িয়ে আছে, সে সাবধান থাকুক, পাছে তার পতন হয়। [১৩] এতক্ষণে তোমাদের প্রতি এমন পরীক্ষা ঘটেনি, যা জয় করা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। এবং ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা সহ্য করার শক্তি দেওয়ায় রেহাই পাবার উপায়ও দেবেন।

অপদূতদের সঙ্গে সহভাগিতা বর্জন

[১৪] এজন্য, হে আমার প্রিয়জনেরা, প্রতিমা-পূজা এড়িয়ে চল। [১৫] আমি তোমাদের বুদ্ধিমান জেনেই বলছি; আমি যা বলছি, তোমরাই তা বিচার কর। [১৬] সেই যে স্তুতিবাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করি, তা কি খ্রিষ্টের রক্তে সহভাগিতা নয়? আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রিষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়? [১৭] অতএব, যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী। [১৮] যারা রক্তমাংস অনুসারে ইস্রায়েলীয়, তাদের লক্ষ কর: যারা বলির মাংস খায়, তারা কি যজ্ঞবেদির সহভাগী নয়? [১৯] তবে আমি কী বলতে চাই? প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা যে খাদ্য, তা কি বিশেষ কিছু? কিংবা প্রতিমাটাই বিশেষ কিছু? [২০] মোটেই না, আমি বলছি: বিধর্মীদের যত বলিদান অপদূতদের উদ্দেশেই বলিদান, ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়; আর আমি চাই না, তোমরা অপদূতদের সহভাগী হও। [২১] প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করবে, আবার অপদূতদের পাত্র থেকেও পান করবে, তা হতে পারে না। প্রভুর ভোজনপাটের অংশভাগী হবে, আবার অপদূতদের ভোজনপাটেরও অংশভাগী হবে, তা

হতে পারে না। [২২] নাকি আমরা প্রভুর উত্তপ্ত প্রেমের আগুন জাগিয়ে তুলতে চাই? আমরা কি তাঁর চেয়ে বলবান?

সমস্যার সমাধান

[২৩] 'সবই বিধেয়!' তা হতেও পারে, কিন্তু সবই যে মঙ্গলজনক, তা নয়। হ্যাঁ, সবই বিধেয় বটে, কিন্তু সবই যে মানুষকে গেঁথে তোলে, তা নয়। [২৪] কেউই যেন নিজের নয়, পরেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকে। [২৫] বাজারে যে মাংস বিক্রি হয়, বিবেকের খাতিরে কোন সন্দেহ না রেখেই তা খাও, [২৬] কারণ *প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু* (খ)।

[২৭] অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ তোমাদের নিমন্ত্রণ করলে, যা কিছু তোমাদের সামনে পরিবেশন করা হয়, বিবেকের খাতিরে কোন সন্দেহ না রেখেই তা খাও। [২৮] কিন্তু যদি কেউ তোমাদের বলে, এ বলি-দেওয়া-পশুর মাংস, তবে যে কথা জানাল, তার খাতিরে, এবং বিবেকের খাতিরে তা খেয়ো না— [২৯] যে বিবেকের কথা আমি বললাম, তা তোমার নয়, কিন্তু সেই অপর একজনের। কারণ আমার স্বাধীনতা কেন পরের বিবেকের বিচার-বিবেচনার অধীন হবে? [৩০] আমি যদি ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করেই ভোজে বসি, তবে যে খাদ্যের জন্য আমি ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করি, তার জন্য আমি কেন নিন্দার পাত্র হব? [৩১] সুতরাং তোমরা আহার কর, পান কর বা যাই কর, সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য। [৩২] ইহুদী হোক, গ্রীক হোক, বা ঈশ্বরের মণ্ডলী হোক, তোমরা কারও বিঘ্ন ঘটিয়ো না, [৩৩] যেমন আমিও সবকিছুতে সকলের প্রীতিকর হতে চেষ্টা করি, ও নিজের নয়, অনেকেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকি তারা যেন পরিত্রাণ পায়।

১১ [১] তোমরা আমার অনুকারী হও, আমিও যেমন খ্রিষ্টের।

ঈশ্বরের সামনে পুরুষ ও নারী

[২] আমি এবিষয়ে তোমাদের প্রশংসা করছি যে, তোমরা সবকিছুতে আমাকে স্মরণ করে থাক, এবং তোমাদের কাছে যে পরম্পরাগত শিক্ষা যেরূপে সম্প্রদান করেছিলাম,

সেইরূপেই তা আঁকড়ে ধরে থাক। [৩] কিন্তু আমি চাই, তোমরা যেন একথা জান যে, প্রত্যেক পুরুষের মাথা স্বয়ং খ্রিষ্ট, আবার স্ত্রীর মাথা হল পুরুষ, এবং খ্রিষ্টের মাথা স্বয়ং ঈশ্বর। [৪] যে পুরুষ প্রার্থনাকালে কিংবা নবীয় বাণী দেওয়ার সময়ে মাথা ঢেকে রাখে না, সে তাঁর সেই মাথার অসম্মান করে না; [৫] কিন্তু যে নারী প্রার্থনাকালে কিংবা নবীয় বাণী দেওয়ার সময়ে মাথা ঢেকে রাখে না, সে তাঁর সেই মাথার অসম্মান করে, কারণ সে একপ্রকারে মাথা মোড়ানো অবস্থাতেই রয়েছে। [৬] তবে নারী যদি মাথা ঢেকে রাখতে না-ই চায়, সে চুলও কেটে ফেলুক! কিন্তু চুল কেটে ফেলা অবস্থায় বা মাথা মোড়ানো অবস্থায় থাকা যদি নারীর পক্ষে লজ্জার ব্যাপার হয়, তবে সে মাথা ঢেকে রাখুক। [৭] কেননা মাথা ঢেকে রাখা পুরুষের উচিত নয়, কারণ সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও তাঁর গৌরব; কিন্তু নারী পুরুষেরই গৌরব। [৮] কারণ পুরুষ নারী থেকে নয়, নারীই পুরুষ থেকে উদ্গত। [৯] এবং পুরুষ নারীর খাতিরে সৃষ্ট হয়নি, নারীই পুরুষের খাতিরে সৃষ্ট হয়েছে। [১০] এজন্য, স্বর্গদূতদের কারণেই, নারীর মাথায় কোন একজনের অধিকারের চিহ্ন রাখা দরকার। [১১] তবু প্রভুতে নারীও পুরুষ ছাড়া নয়, পুরুষও নারী ছাড়া নয়; [১২] কারণ যেমন পুরুষ থেকেই নারীর উদ্ভব, তেমনি আবার নারীর মধ্য থেকেই পুরুষের উদ্ভব; আবার, সবই ঈশ্বর থেকেই উদ্গত। [১৩] তোমরা নিজেরাই বিচার কর: মাথা ঢেকে না রেখে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা কি নারীর পক্ষে শোভা পায়? [১৪] প্রকৃতি নিজেও কি তোমাদের শেখায় না যে, চুল লম্বা রাখা পুরুষের পক্ষে অসম্মানের বিষয়, [১৫] কিন্তু চুল লম্বা রাখা নারীর গৌরব? কারণ সেই চুল আবরণ হিসাবেই তাকে দেওয়া হয়েছে। [১৬] আর কেউ যদি মনে করে, সে তর্ক করতে পছন্দ করে, আচ্ছা, তেমন অভ্যাস আমাদের নেই, ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলোরও নেই।

প্রভুর ভোজ

[১৭] কিন্তু তবু এই সমস্ত নির্দেশ দিতে দিতে আমি একটা বিষয়ে তোমাদের প্রশংসা করতে পারি না, কেননা তোমাদের ধর্মীয় সভার ফলে তোমাদের উপকার হয় না, অপকারই হয়। [১৮] প্রথম কথা: আমি শুনতে পেয়েছি, তোমরা যখন জনসমাবেশে সমবেত হও, তখন তোমাদের মধ্যে নাকি দলাদলি দেখা দেয়, আর একথা আমি কিছুটা বিশ্বাস করি। [১৯] আর বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যে দলাদলি দেখা

দেওয়া আবশ্যক, যেন প্রকাশ পায়, তোমাদের মধ্যে কে কে পরীক্ষাসিদ্ধ মানুষ। [২০] তাই যখন তোমরা সকলে মিলে সমবেত হও, তখন তো প্রভুর ভোজে বসই না; [২১] কারণ ভোজের সময়ে প্রত্যেকে আগে নিজ নিজ খাবার খেয়ে নেয়, তাতে একজন ক্ষুধিত হয়, আর একজন মাতাল হয়। [২২] এ কেমন? খাওয়া-দাওয়ার জন্য কি তোমাদের নিজ নিজ বাড়ি নেই? নাকি তোমরা ঈশ্বরের জনসমাবেশ তুচ্ছ করতে চাও, এবং যাদের কিছু নেই তাদের লজ্জা দিতে চাও? তোমাদের আমি কী বলব? তোমাদের কি প্রশংসাই করব? না, এই ব্যাপারে প্রশংসা করি না!

[২৩] কারণ আমি প্রভুর কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি, এই শিক্ষা তোমাদের কাছে সম্প্রদানও করেছি যে: যে রাত্রিতে প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিলেন; [২৪] এবং ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে বললেন: ‘এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্য; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।’ [২৫] ভোজনের শেষে তিনি তেমনটি করেই পানপাত্রটি তাঁদের দিয়ে বললেন: ‘এই পানপাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি। যতবার এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।’ [২৬] কারণ যতবার তোমরা এই রুটি খাও ও এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতদিন না তিনি আসেন। [২৭] সুতরাং যে কেউ অযোগ্যভাবে এই রুটি খায় বা প্রভুর এই পানপাত্র থেকে পান করে, সে প্রভুর দেহ ও রক্তের জন্য দায়ী হবে। [২৮] তাই প্রত্যেকে নিজেকে পরীক্ষা করুক, তারপরেই সেই রুটি গ্রহণ করুক ও সেই পানপাত্র থেকে পান করুক। [২৯] কেননা তাঁর দেহের কথা বিচার-বিবেচনা না করে যে মানুষ খায় ও পান করে, সে নিজের বিচার খায়, নিজের বিচার পান করে। [৩০] এজন্যই তোমাদের মধ্যে দুর্বল ও পীড়িত বহু লোক রয়েছে, এবং বেশ কয়েকজন মৃত্যুনিদ্রায় নিদ্রাগত হয়েছে। [৩১] আমরা যদি নিজেদের নিজেরাই ঠিক মত বিচার করতাম, তবে বিচারাধীন হতাম না; [৩২] কিন্তু প্রভু যখন আমাদের বিচার করেন, তখন আমাদের শাসন করেন, যেন আমরা জগতের সঙ্গে বিচারাধীন না হই। [৩৩] সুতরাং, হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা যখন ভোজে অংশ নেবার জন্য সমবেত হও, তখন এক একজন অন্য অন্যের প্রতীক্ষায় থাক। [৩৪] যদি কারও ক্ষুধা পায়, সে

নিজের বাড়িতেই খেতে পারবে, যেন তোমাদের সমবেত হওয়াটা বিচারের কারণ না হয়। বাকি সকল বিষয়, যখন আমি আসব, তখনই তা ব্যবস্থা করব।

পবিত্র আত্মার বিবিধ দান

১২ [১] ভাই, আমি চাই না, আত্মার দানগুলির বিষয়ে তোমরা অজ্ঞতায় থাকবে। [২] তোমরা তো জান, যখন তোমরা বিধর্মী ছিলে, তখন এক একটা ক্ষণের প্রভাবেই বোবা দেবমূর্তির দিকে নিজেদের আকর্ষিত হতে দিতে। [৩] এজন্য আমি তোমাদের স্পষ্ট বলছি, ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণায় কথা বলতে বলতে যেমন কেউ বলে না 'যিশু বিনাশ-মানতের বস্তু', তেমনি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউ বলতে পারে না 'যিশু প্রভু।'

[৪] বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক; [৫] বহুবিধ সেবাকর্ম আছে, প্রভু কিন্তু এক; [৬] বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক। [৭] কিন্তু প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া। [৮] সেই আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা, অন্য একজনকে—সেই আত্মা অনুসারে—দেওয়া হয় জ্ঞানের ভাষা, [৯] অন্য একজনকে সেই আত্মা থেকে দেওয়া হয় বিশ্বাস, অন্য একজনকে—সেই এক আত্মা থেকে—দেওয়া হয় আরোগ্যদানের ক্ষমতা, [১০] অন্য একজনকে পরাক্রম-কর্ম সাধন করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নবীর ভাষা, অন্য একজনকে আত্মাগুলোকে নির্ণয় করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, এবং অন্য একজনকে সেই সব ভাষার অর্থ বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা। [১১] কিন্তু এই সকল কর্মক্রিয়া সেই একমাত্র ও একই আত্মাই সাধন করেন, আর তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন।

দেহের সঙ্গে তুলনা

[১২] কেননা দেহ যেমন এক, অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সব ক'টি মিলে একদেহ হয়, খ্রিষ্টও সেইরূপ। [১৩] প্রকৃতপক্ষে

আমাদের সকলেরই এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হয়েছে একদেহ হবার জন্য—তা আমরা ইহুদী বা গ্রীক, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ যাই হই না কেন; এবং পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে। [১৪] আর বাস্তবিক দেহ একটা অঙ্গ নয়, অনেক। [১৫] পা যদি বলত, আমি তো হাত নই, তাই দেহের অঙ্গ নই, তবে কি পা দেহের অঙ্গ আর হত না? [১৬] আর কান যদি বলত, আমি তো চোখ নই, তাই দেহের অঙ্গ নই, তবে কি কান দেহের অঙ্গ আর হত না? [১৭] গোটা দেহটা যদি চোখ হত, তবে শ্রবণশক্তি কোথায় থাকত? আবার সমস্তই যদি শ্রবণশক্তি হত, তবে ঘ্রাণশক্তি কোথায় থাকত? [১৮] কিন্তু ঈশ্বর আসলে অঙ্গগুলোকে এক একটা করে যেমন ইচ্ছা করেছেন, সেভাবেই বসিয়েছেন। [১৯] নইলে সমস্তই যদি একটা অঙ্গ হত, তবে দেহ কোথায় থাকত? [২০] কিন্তু অঙ্গ আসলে অনেকগুলো, দেহ কিন্তু এক। [২১] চোখ হাতকে বলতে পারে না, তোমাকে আমার দরকার নেই; আবার মাথাও পা দু'টোকে বলতে পারে না, তোমাদের আমার দরকার নেই; [২২] আরও, দেহের যে সকল অঙ্গকে দেখতে বেশি দুর্বল, সেগুলোই নিতান্ত দরকারী। [২৩] আর আমরা দেহের যে সকল অঙ্গকে কম সম্মানের বলে মনে করি, সেগুলোকেই বিশেষ সম্মান দিয়ে ঘিরে রাখি, এবং আমাদের যে অঙ্গগুলোকে দেখানো শোভা পায় না, সেগুলো বিশেষ যত্ন পেয়ে থাকে; [২৪] কিন্তু যে সকল অঙ্গকে দেখানো শোভা পায়, সেগুলোর তত যত্ন দরকার হয় না। বাস্তবিকই ঈশ্বর নিজেই মানবদেহ সংগঠিত করেছেন; যে অঙ্গের মর্যাদা কম, তিনি সেটাকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন, [২৫] যেন দেহের মধ্যে কোন অনৈক্য না থাকে, বরং সকল অঙ্গ যেন একে অন্যের প্রতি সমান যত্নবান হয়। [২৬] তাই একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটা অঙ্গ সমাদর পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে আনন্দ করে। [২৭] এখন, তোমরা নিজেরাই খ্রিষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো। [২৮] এজন্য ঈশ্বর মণ্ডলীতে যাঁদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমত আছেন প্রেরিতদূতেরা, দ্বিতীয়ত নবীরা, তৃতীয়ত শিক্ষাগুরুরা; তারপরে আসে পরাক্রম-কর্ম, তারপর আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান, এবং উপকারিতার, শাসনের, ও নানা ভাষায় কথা বলার অনুগ্রহদান। [২৯] তবে এরা সকলেই কি প্রেরিতদূত? সকলেই কি নবী?

সকলেই কি শিক্ষাগুরু? সকলেই কি পরাক্রম-কর্মের সাধক? [৩০] সকলেই কি আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান পেয়েছে? সকলেই কি নানা ধরনের ভাষায় কথা বলে? সকলেই কি সেই ভাষাগুলোর অর্থ বুঝিয়ে দেয়? [৩১] তোমরা সবচেয়ে মহত্তর দানগুলির জন্যই আগ্রহী হও! আর আমি তোমাদের এমন পথ দেখাব, যা সবগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ভ্রাতৃপ্রেম

১৩ [১] আমি মানুষের ও স্বর্গদূতের ভাষায় কথা বলতে পারলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতালমাত্র। [২] আমি নবীয় বাণীর অধিকারী হলেও, ও সমস্ত রহস্য ও সমস্ত ধর্মজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারলেও, আমার পর্বত সরিয়ে দেবার মত পূর্ণ বিশ্বাস থাকলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি কিছুই নই। [৩] আর আমি আমার সমস্ত সম্পদ ক্ষুধার্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেও, এবং নিজের দেহকে পোড়াবার জন্যও নিবেদন করলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে তা আমার কোন উপকারে আসে না।

[৪] ভালবাসা সহিষ্ণু, মধুর তো ভালবাসা; ভালবাসা ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না, গর্বে স্ফীত হয় না, [৫] রুক্ষ হয় না, স্বার্থপর নয়, বদমেজাজী নয়, পরের অপকার ধরে না, [৬] অধর্মে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ; [৭] ভালবাসা সবই ক্ষমার চোখে দেখে, সবই বিশ্বাস করে, সবই আশা করে, সবই ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে। [৮] ভালবাসার কখনও শেষ হবে না। নবীয় বাণীর কথা ধরি, তা লোপ পাবে; নানা ভাষার কথা ধরি, তা শেষ হয়ে যাবে; জ্ঞানের কথা ধরি, তা লোপ পাবে। [৯] কারণ আমাদের জানাটা অসম্পূর্ণ, আমাদের নবীয় বাণী দেওয়াটাও অসম্পূর্ণ; [১০] কিন্তু যা পূর্ণ তা এলে, যা অসম্পূর্ণ তা লোপ পাবে। [১১] আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন শিশুর মত কথা বলতাম, শিশুর মত চিন্তা করতাম, শিশুর মত বিচার করতাম; এখন যে মানুষ হয়েছি, শিশুর সেই সবকিছু বাদ দিয়েছি। [১২] এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব। এখন আমার জানাটা অসম্পূর্ণ, কিন্তু তখন সম্পূর্ণ হবে—আমি নিজেও যেভাবে এখন পরিচিত। [১৩] তবে

এখন তিনটে জিনিস থেকে যাচ্ছে—বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা; এগুলির মধ্যে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ।

পবিত্র আত্মার দানগুলি সকলের উপকারিতার জন্যই দেওয়া

১৪ [১] তোমরা ভালবাসার পিছু পিছু চল; কিন্তু আত্মিক দানগুলি পাবার জন্যও আগ্রহী হও, বিশেষভাবে যেন নবীয় বাণী দিতে পার। [২] বস্তুত নানা ভাষায় যে কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়, ঈশ্বরেরই কাছে কথা বলে, কারণ কেউ তা বোঝে না; সে তা আত্মার আবেশে রহস্যময় কথা বলে। [৩] কিন্তু নবীয় বাণী যে দেয়, সে মানুষের কাছে এমন কথা বলে, যা তাদের গেঁথে তোলে, ও তাদের উৎসাহ ও আশ্বাস দেয়। [৪] নানা ভাষায় যে কথা বলে, সে নিজেকেই গেঁথে তোলে, কিন্তু নবীয় বাণী যে দেয়, সে মণ্ডলীকেই গেঁথে তোলে। [৫] আমি তোমাদের সকলকে নানা ভাষায় কথা বলতে দেখতে ইচ্ছা করি বটে, কিন্তু তোমাদের সকলকে নবীয় বাণী দিতে দেখতে আরও অধিক ইচ্ছা করি; কেননা নানা ভাষায় যে কথা বলে, মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য সে যদি কথার অর্থ বুঝিয়ে না দেয়, তবে যে নবীয় বাণী দেয়, তার চেয়ে এ-ই মহান।

[৬] এখন ধর, ভাই, আমি তোমাদের কাছে এসে নানা ভাষায় কথা বলি; কিন্তু যদি তোমাদের কাছে ঐশপ্রকাশ বা জ্ঞান বা নবীয় বাণী বা শিক্ষামূলক কথা অনুসারেই কথা না বলি, তবে তাতে তোমাদের কী উপকার হবে? [৭] বাঁশি হোক, বীণা হোক, বাদ্যযন্ত্রের মত নিষ্প্রাণ যত বস্তুও যদি তাল না রেখে বাজে, তবে বাঁশিতে বা বীণাতে কী বাজানো হচ্ছে, তা কেমন করে বোঝা যাবে? [৮] আর তুরিও যদি অস্পষ্ট শব্দ ছাড়ে, তবে কে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেবে? [৯] তেমনি তোমরা যদি জিহ্বা দিয়ে স্পষ্ট শব্দগুলো ফুটিয়ে না তোল, তবে যা বলা হচ্ছে, তা কেমন করে বোঝা যাবে? তোমাদের সব কথা শূন্যেই বলা হবে! [১০] জগতে যত প্রকার ভাষা রয়েছে, সবগুলো শব্দ ব্যবহার করে; [১১] কিন্তু আমি যদি শব্দগুলোর বিশেষ অর্থ না জানি, তবে যে কথা বলছে, তার কাছে আমি ভিনভাষী হব, আর আমার কাছে সেই বক্তা ভিনভাষী। [১২] তেমনি তোমরাও; যেহেতু তোমরা আত্মিক দানগুলি পাবার জন্য আগ্রহী, সেজন্য সেগুলোতেই ধনবান হতে চেষ্টা কর, যেগুলো মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে। [১৩] এজন্য

নানা ভাষায় যে কথা বলে, সে প্রার্থনা করুক, যেন অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারে; [১৪] কারণ যদি আমি নানা ভাষায় প্রার্থনা করি, আমার আত্মা প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন হয়ে থেকে যায়। [১৫] তাহলে কী দাঁড়াল? আমি আত্মা দিয়ে প্রার্থনা করব, বুদ্ধি দিয়েও প্রার্থনা করব; আত্মা দিয়ে সামগান গাইব, বুদ্ধি দিয়েও সামগান গাইব। [১৬] অন্যথা, তুমি যদি আত্মা দিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদটি উচ্চারণ কর, তাহলে তোমাদের মধ্যে নানা ভাষার তত জ্ঞান যার নেই, সে কেমন করে তোমার ধন্যবাদ-স্তুতিতে 'আমেন' বলবে? তুমি যে কি বলছ, তা তো সে বোঝে না। [১৭] তুমি তো সুন্দরভাবেই ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করছ বটে, কিন্তু সেই লোকটিকে গেঁথে তোলা হচ্ছে না। [১৮] ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রে তোমাদের সকলের চেয়ে আমার বেশি অধিকার আছে, [১৯] কিন্তু জনসমাবেশে থাকাকালে নানা ভাষায় দশ হাজার কথার চেয়ে বরং বোধগম্য পাঁচটি কথা বলতে পছন্দ করি, যেন অন্য সকলকেও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারি।

[২০] ভাই, বিচারবুদ্ধির দিক দিয়ে তোমরা বালক হয়ো না; শঠতার দিক দিয়ে শিশুরই মত হও, কিন্তু বিচারবুদ্ধির দিক দিয়ে পরিপক্ক মানুষ হও। [২১] বিধানে লেখা আছে: *ভিনভাষীদের মধ্য দিয়ে ও ভিনদেশীদের মুখ দিয়ে আমি এই জনগণের কাছে কথা বলব, কিন্তু তা করলেও তারা আমার কথায় কান দেবে না—একথা বলছেন প্রভু* (ক)। [২২] সুতরাং সেই নানা ভাষা বিশ্বাসীদের জন্য নয়, অবিশ্বাসীদেরই জন্য চিহ্নস্বরূপ; কিন্তু নবীয় বাণী অবিশ্বাসীদের জন্য নয়, বিশ্বাসীদেরই জন্য। [২৩] তাই, উদাহরণস্বরূপ, গোটা জনসমাবেশ সমবেত হলে সকলে নানা ভাষায় কথা বলছে, এমন সময়ে দীক্ষাপ্রাপ্ত নয় এমন মানুষ বা অবিশ্বাসীদের কয়েকজন প্রবেশ করছে, আচ্ছা, তারা কি বলবে না যে, তোমরা প্রলাপ বকছ? [২৪] অপরদিকে সকলে নবীয় বাণী দিচ্ছে, এমন সময়ে অবিশ্বাসী বা দীক্ষাপ্রাপ্ত নয় এমন একজন প্রবেশ করছে, তবে সে দেখবে যে, সে সকলেরই দ্বারা যাচাইকৃত, সকলেরই দ্বারা বিচারিত, [২৫] তার হৃদয়ের গোপন ভাবনা প্রকাশ পাবে; এবং এর ফলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঈশ্বরের আরাধনা করবে, বলবে: সত্যিই, ঈশ্বর তোমাদের মাঝে উপস্থিত!

জনসভায় শৃঙ্খলা

[২৬] ভাইয়েরা, তবে এব্যাপারে কী করা উচিত? তোমরা যখন এসে সমবেত হও, তখন তোমাদের প্রত্যেকেরই কিছু থাকে—হোক একটা গান, বা কোন ধর্মশিক্ষা, বা ঐশপ্রকাশ, বা নানা ভাষায় ভাষণ, বা তার ব্যাখ্যা; সবই কিন্তু যেন মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য হয়। [২৭] কেউ যদি নানা ভাষায় কথা বলে, তাহলে কেবল দু'জন, বা অতিরিক্ত তিনজন, কথা বলুক, পালাক্রমেই তারা কথা বলুক, এবং তাদের একজন অর্থ বুঝিয়ে দিক। [২৮] কিন্তু অর্থ বোঝাবার জন্য কেউই না থাকলে তারা জনসমাবেশে নিশ্চুপ থাকুক, কেবল নিজের কাছে ও ঈশ্বরের কাছে কথা বলুক। [২৯] নবীরা কেবল দু' তিনজন করে কথা বলুক, অন্যেরা বিচার করুক। [৩০] উপস্থিত কারও কাছে যদি কোন কিছু প্রকাশিত হয়, যে কথা বলছে, সে তখন নীরব থাকুক; [৩১] কারণ তোমরা সকলে নবীয় বাণী দিতে পার, কিন্তু পালাক্রমেই, যেন সকলে শিক্ষা ও উৎসাহ পেতে পারে। [৩২] কিন্তু নবীদের আত্মিক প্রেরণা নবীদের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে, [৩৩] কারণ ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার নয়, শান্তিরই ঈশ্বর।

পবিত্রজনদের সকল মণ্ডলীর প্রথা অনুযায়ী [৩৪] নারীরা জনসমাবেশে নীরব থাকবে, কারণ কথা বলার অনুমতি তাদের নেই, কিন্তু বিধানেরও কথা অনুসারে তারা অনুগত হয়ে থাকুক। [৩৫] তাদের যদি জিজ্ঞাস্য কিছু থাকে, বাড়িতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুক, কারণ নারীর পক্ষে জনসমাবেশে কথা বলা লজ্জাকর ব্যাপার। [৩৬] নাকি ঈশ্বরের বাণী তোমাদের মধ্য থেকেই প্রথমে ধ্বনিত হয়েছে? কিংবা কেবল তোমাদেরই কাছে পৌঁছে গেছে?

[৩৭] কেউ যদি নিজেকে নবী বা আত্মিক দানের অধিকারী বলে মনে করে, তাকে মেনে নিতে হবে যে, আমি যা যা বলছি, তা প্রভুরই আজ্ঞা; [৩৮] কেউ যদি তাতে স্বীকৃতি না দেয়, সেও স্বীকৃতি পায় না। [৩৯] সুতরাং, হে আমার ভাই, তোমরা নবীয় বাণী দেবার জন্য আগ্রহী হও, এবং নানা ভাষায় কথা বলার ব্যাপারে, তা বারণ করো না। [৪০] কিন্তু সবই যেন শালীনতা ও সুশৃঙ্খলা বজায় রেখে করা হয়।

খ্রিষ্টের ও মৃতদের পুনরুত্থান

১৫ [১] ভাই, আমি যে সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, যা তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, যার উপর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, তারই কথা আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। [২] আমি তোমাদের কাছে সেই সুসমাচার যে রূপে প্রচার করেছি, সেই রূপে তা যদি আঁকড়ে ধরে থাক, তবে তা দ্বারা তোমরা পরিত্রাণও পাচ্ছ, অন্যথা, তোমরা বৃথাই বিশ্বাসী হয়েছ! [৩] তোমাদের কাছে আমি সর্বপ্রথমে তা-ই সম্প্রদান করেছি, যা আমার নিজেরই কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল, তথা: খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, [৪] তাঁকে সমাধি দেওয়া হল; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন; [৫] এবং তিনি কেফাসকে এবং পরে সেই বারোজনকে দেখা দিলেন; [৬] পরে তিনি একইসময়ে পাঁচশ'র বেশি ভাইকেও দেখা দিলেন: এদের অধিকাংশ এখনও আছে, কেউ কেউ কিন্তু এর মধ্যে নিদ্রাগত হয়েছে; [৭] তারপর তিনি যাকোবকে এবং পরে সকল প্রেরিতদূতকে দেখা দিলেন। [৮] সবার শেষে তিনি আমাকেও—যেন এক অকালজাতককেই—দেখা দিলেন। [৯] সত্যিই প্রেরিতদূতদের মধ্যে আমি সবচেয়ে নগণ্য; এমনকি প্রেরিতদূত নামেরও যোগ্য নই, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করেছি। [১০] কিন্তু আমি যা আছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি; আমার প্রতি তাঁর সেই অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি, বরং তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি—আসলে আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে আছে। [১১] যাই হোক, আমিই হই বা তাঁরাই হোন, আমরা এভাবেই প্রচার করেছি আর তোমরা এভাবেই বিশ্বাস করেছ।

[১২] সুতরাং, খ্রিষ্ট বিষয়ে যখন একথা প্রচার করা হয় যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, তখন তোমাদের কেউ কেউ কেমন করে বলতে পারে, মৃতদের পুনরুত্থান বলে কিছু নেই? [১৩] মৃতদের পুনরুত্থান যদি না-ই হয়, তবে খ্রিষ্টও তো পুনরুত্থিত হননি। [১৪] আর খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। [১৫] আবার, আমরা যে ঈশ্বর সম্বন্ধে মিথ্যাসাক্ষী, একথাই প্রকাশ পাচ্ছে, কারণ আমরা ঈশ্বরের বিপক্ষে এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, তিনি খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত করেছেন যখন আসলে তাঁকে পুনরুত্থিত করেননি—

অবশ্য, যদি একথা সত্য যে, মৃতদের পুনরুত্থান হয় না। [১৬] কেননা মৃতদের পুনরুত্থান যদি না হয়, খ্রিষ্টও পুনরুত্থিত হননি। [১৭] আর খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস অসার, এখনও তোমরা তোমাদের সেই পাপ-অবস্থায় রয়েছ। [১৮] আর যারা খ্রিষ্টে নিদ্রা গেছে, তারাও একেবারে বিলুপ্ত। [১৯] আমরা যদি কেবল এজীবনেই খ্রিষ্টে প্রত্যাশা করে থাকি, তাহলে সকল মানুষের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে দুর্ভাগা।

[২০] আসলে খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে। [২১] কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান— [২২] আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে— [২৩] অবশ্য যার যেমন স্থান, সেই অনুসারে: সকলের আগে সেই খ্রিষ্ট, প্রথমফসল যিনি, তারপর, খ্রিষ্টের আগমনের সময়ে, তারা, যারা তাঁরই। [২৪] এরপর সমাপ্তি আসবে; তখন তিনি সমস্ত আধিপত্য ও সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম বিলুপ্ত করে দেওয়ার পর পিতা ঈশ্বরের হাতে রাজ্য সঁপে দেবেন। [২৫] কেননা যতদিন না *তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন* (ক), ততদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে। [২৬] সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে, [২৭] কারণ *তিনি সবকিছুই বশীভূত করে রেখেছেন তাঁর পদতলে* (খ)। কিন্তু যখন শাস্ত্রে বলে যে, সবকিছু বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু। [২৮] আর সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে।

[২৯] অন্যথা, মৃতদের হয়ে যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, তারা কী করবে? মৃতেরা যদি আদৌ পুনরুত্থিত না হয়, তাহলে ওদের হয়ে তারা আবার কেন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে? [৩০] আর আমরাই বা কেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিপদের সামনে দাঁড়াব? [৩১] ভাই, আমাদের প্রভু খ্রিষ্টযিশুতে তোমাদের নিয়ে আমার যে গর্ব, তারই দোহাই দিয়ে বলছি: আমি প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন! [৩২] এফেসসে যদি মানব উদ্দেশ্য নিয়েই হিংস্র জন্তুগুলোর সঙ্গে লড়াই করে থাকতাম, তবে তাতে আমার কী লাভ হত? মৃতেরা যদি

পুনরুত্থিত না হয়, তাহলে *এসো, খাওয়া-দাওয়া করি, কারণ আগামীকাল মরব!*(গ) [৩৩] নিজেদের ভোলাতে দিয়ো না, 'কুসংসর্গ সৎচরিত্রকে নষ্ট করে।' [৩৪] সজ্ঞান হও, যেমন উচিত! আর পাপ নয়। আসলে তোমাদের কেউ কেউ ঈশ্বর বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে থাকতে চায়; তোমাদের লজ্জা দেবার জন্যই আমি কথাটা বললাম।

পুনরুত্থিতদের দেহ

[৩৫] হয় তো কেউ বলবে: মৃতেরা কীভাবে পুনরুত্থিত হয়? কীভাবেই বা দেহে ফিরে আসে? [৩৬] নির্বোধ! তুমি নিজে যা বোন, তা না মরলে তাতে জীবন আসে না। [৩৭] আর যা বোন, যে গাছ উৎপন্ন হবে তা তো তুমি বোন না; বরং গমেরই হোক বা অন্য কোন কিছুরই হোক, তুমি নিতান্ত একটা দানাই মাত্র বুনেছ; [৩৮] আর ঈশ্বর তাকে যে দেহ দেবেন বলে স্থির করলেন, তা-ই দেন; প্রতিটি জীবকে তিনি তার নিজ নিজ দেহ দেন। [৩৯] সব মাংস একই মাংস নয়; মানুষের এক রকম, পশুর মাংস অন্য রকম, পাখির মাংস অন্য রকম, ও মাছের মাংস অন্য রকম। [৪০] আছে স্বর্গীয় দেহ, আবার আছে পার্থিব দেহ; কিন্তু স্বর্গীয় দেহগুলোর দীপ্তি এক রকম, ও পার্থিব দেহগুলোর দীপ্তি অন্য রকম। [৪১] সূর্যের দীপ্তি এক রকম, চাঁদের দীপ্তি আর এক রকম, ও তারাগুলোর দীপ্তি আর এক রকম, কারণ দীপ্তির দিক দিয়ে একটা তারার চেয়ে অন্য তারা ভিন্ন। [৪২] তেমনি মৃতদের পুনরুত্থান: ক্ষয়শীলতায় বোনা হয়, অক্ষয়শীলতায় পুনরুত্থান হয়; [৪৩] হীনতায় বোনা হয়, গৌরবে পুনরুত্থান হয়; দুর্বলতায় বোনা হয়, পরাক্রমে পুনরুত্থান হয়; [৪৪] প্রাণিক এক দেহকে বোনা হয়, আত্মিক এক দেহ পুনরুত্থিত হয়। যখন প্রাণিক দেহ আছে, তখন আত্মিক দেহও আছে, [৪৫] কেননা লেখা আছে, প্রথম মানুষ সেই আদম *সজীব এক প্রাণী হয়ে উঠল* (ঘ); কিন্তু শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হয়ে উঠলেন। [৪৬] যা আত্মিক, তা প্রথম নয়, বরং যা প্রাণিক, তা-ই প্রথম; যা আত্মিক, তা পরেই এল। [৪৭] প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত। [৪৮] মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়জনের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত। [৪৯] আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়জনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।

[৫০] ভাই, আমি তোমাদের যা বলছি, তা এ: রক্তমাংস ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে সক্ষম নয়; ক্ষয়শীলতা যে অক্ষয়শীলতার উত্তরাধিকারী হবে, তাও সম্ভব নয়। [৫১] দেখ, আমি তোমাদের এক রহস্য জানাচ্ছি: আমরা সকলে নিদ্রাগত হব এমন নয়, কিন্তু সকলে রূপান্তরিত হব [৫২] এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের নিমেষে, সেই শেষ তুরির ডাকে। হ্যাঁ, তুরি বাজবেই, আর তখন মৃতেরা অক্ষয়শীল হয়ে পুনরুত্থিত হবে, এবং আমরা রূপান্তরিত হব; [৫৩] কারণ এই ক্ষয়শীল দেহকে অক্ষয়শীলতা পরিধান করতে হবে, এবং এই মরণশীল দেহকে অমরতা পরিধান করতে হবে। [৫৪] আর এই ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতাকে পরিধান করার পর, এবং এই মরণশীল দেহ অমরতাকে পরিধান করার পর, তখনই শাস্ত্রের এই বাণী সার্থক হবে: *মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে* [ঙ]। [৫৫] *ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?* [চ] [৫৬] পাপই তো মৃত্যুর হুল, এবং বিধান পাপের শক্তি। [৫৭] তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন! [৫৮] তাই, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, সুস্থির হও, অটল হয়ে থাক, সর্বদাই সক্রিয় হয়েই প্রভুর কাজ করে চল, একথা জেনে যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নয়।

নানা বাণী, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

১৬ [১] পবিত্রজনদের জন্য সেই চাঁদা তোলা প্রসঙ্গে: আমি গালাতিয়ার মণ্ডলীগুলোকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, সেই অনুসারে তোমরাও কর। [২] তোমাদের আয় থেকে যা কিছু কেটে নিতে পেরেছ, সপ্তাহের প্রথম দিনে তা জমাতে থাক; আমি যখন আসব, তখনই যেন চাঁদা তোলা না হয়। [৩] আর আমি এসে উপস্থিত হলে, তোমরা সেই অর্থদান বহন করতে যাদের যোগ্য মনে করবে, আমি তাদের একটা চিঠি দিয়ে যেরুশালেমে পাঠিয়ে দেব। [৪] আর যদি আমারও যাওয়া উচিত হয়, তবে তারা আমার সঙ্গে যেতে পারবে।

[৫] মাকিদনিয়া হয়ে আমার যাত্রা শেষ হলেই আমি তোমাদের ওখানে যাব, কারণ আমাকে মাকিদনিয়া হয়ে যেতেই হবে। [৬] হয় তো তোমাদের ওখানে বেশ কয়েক দিন

থাকব ; কি জানি, সারা শীতকালও থেকে যেতে পারব, আমি যেই দিকে যাত্রায় এগিয়ে যাব না কেন, তার জন্য যেন তোমরাই ব্যবস্থা কর। [৭] আমি চাচ্ছি না, তোমাদের সঙ্গে আমার এই দেখা-সাক্ষাৎ চলতি-পথের দেখা-সাক্ষাতের মত হোক, কারণ আমার প্রত্যাশাই, আমি তোমাদের কাছে বেশ কিছু দিন থাকব—প্রভু যদি তেমনটি হতে দেন। [৮] কিন্তু পঞ্চাশত্তমী পর্ব পর্যন্ত আমি এখানে, এই এফেসসে, থাকব, [৯] কারণ আমার সামনে বড় ও ফলপ্রসূ একটা দরজা খোলা রয়েছে, যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী অনেকে আছে।

[১০] তিমথি যদি আসেন, তবে দেখ, তিনি যেন তোমাদের কাছে নির্ভয়ে থাকতে পারেন, কারণ আমি যেমন, তিনিও তেমনি প্রভুর কাজ করে যাচ্ছেন। [১১] তাই কেউই যেন তাঁকে কম মূল্য না দেয়, বরং তাঁকে শান্তিতে বিদায় দাও, তিনি যেন আমার কাছে আসতে পারেন, কারণ ভাইদের সঙ্গে আমি তাঁর আসার অপেক্ষায় আছি।

[১২] এখন ভাই আপল্লোসের কথা বলতে যাচ্ছি: আমি তাঁকে যথেষ্ট অনুরোধ করেছিলাম যেন তিনি ভাইদের সঙ্গে তোমাদের কাছে যান; কিন্তু এখনই রওনা হতে আদৌ চাইলেন না; সুযোগ পেলে যাবেন।

[১৩] তোমরা জেগে থাক, বিশ্বাসে অটল হয়ে থাক, বীর্য দেখাও, বলবান হও। [১৪] তোমাদের সকল কাজ ভালবাসায় সাধিত হোক। [১৫] ভাই, তোমাদের কাছে আর একটা অনুরোধ: তোমরা তো জান, স্তেফানাসের বাড়ির লোকেরাই আখাইয়ার প্রথমফসল; তাছাড়া তাঁরা পবিত্রজনদের সেবায় নিজেদের নিবেদিত করেছেন; [১৬] তোমরাও এঁদের মত মানুষকে, এবং যত সহকর্মী এঁদের সঙ্গে পরিশ্রম করে, তাদের মান্য করে চল। [১৭] স্তেফানাস, ফর্তুনাতুস ও আখাইকস দেখা-সাক্ষাৎ করতে এসেছেন বলে আমি আনন্দিত, কারণ তোমাদের উপস্থিতির অভাব তাঁরাই পূরণ করেছেন; [১৮] তাঁরা আমার এবং তোমাদেরও মন শান্তিতে জুড়িয়ে দিয়েছেন। তাই তোমরা এঁদের মত মানুষদের যোগ্য স্বীকৃতি দাও। [১৯] এশিয়ার মণ্ডলীগুলো তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আকুইলা ও প্রিস্কা এবং তাঁদের বাড়িতে যে জনমণ্ডলী সমবেত হয়, তাঁরাও প্রভুতে তোমাদের আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। [২০] ভাইয়েরা সকলেই তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও।

[২১] “পল”, এই প্রীতি-শুভেচ্ছা আমার নিজেরই হাতে লেখা। [২২] কেউ যদি প্রভুকে ভাল না বাসে, সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক। মারানা থা! [২৩] প্রভু যিশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক। [২৪] খ্রিষ্টযিশুতে আমার ভালবাসা তোমাদের সকলের সঙ্গে রইল।

---

১ [৯] ‘ঈশ্বর বিশ্বস্ত’: পুরাতন নিয়মে, নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন বলেই ঈশ্বর বিশ্বস্ত বলে সঙ্কীর্তিত; একই ধারণা অনুসারে সাধু পলও তাঁকে বিশ্বস্ত বলেন কেননা সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করে ঈশ্বর সকল মানুষকে খ্রিষ্টের সহভাগী হতে, তাঁর নিজের ঐশ পুত্রত্বে যোগ দিতে ও তাঁর নিজের ঐশজীবনের অংশী হতে আহ্বান করেন।

[১২-১৭] সাক্রামেন্ত গ্রহণের সময়ে তিন বিষয় স্মরণযোগ্য: (ক) পিতার দয়ায়ই আমরা সাক্রামেন্ত গ্রহণ করি; (খ) মানুষ নয়, যিশু নিজেই সাক্রামেন্ত সম্পাদন করেন; (গ) পবিত্র আত্মাই সাক্রামেন্ত কার্যকর করেন। সুতরাং সাক্রামেন্ত গ্রহণটা এক ঐশরহস্য; এজন্যই আদিমণ্ডলী ও মণ্ডলীর পিতৃগণ সকল সাক্রামেন্ত ‘রহস্য’ নামে অভিহিত করতেন।

[১৮-৩১] ঈশ্বরের সৃষ্টবস্তু হিসাবে মানব-প্রজ্ঞা নিন্দনীয় নয় বইকি; তা তখনই নিন্দনীয়, যখন খ্রিষ্ট বা ঈশ্বর-রহস্য সংক্রান্ত বিষয়ে শেষ উত্তর দিতে দাবি করে।

[১৯ক] ইশা ২৯:১৪।

[২৪] আপাত দৃষ্টিতে ক্রুশের কথা এমন যা মানুষের প্রত্যাশিত জিজ্ঞাসা পূরণ করে না, এমনকি তা প্রজ্ঞা বা পরাক্রম নয়, দুর্বলতা ও মূর্খতাই বলে পরিগণিত; কিন্তু মানুষ যখন বিশ্বাস দ্বারা তা গ্রহণ করে, তখন সেই ক্রুশ মানুষের সবচেয়ে প্রত্যাশিত বাসনার পূর্ণতা বলেই প্রকাশ পায়, কেননা তার মধ্যে সে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও পরাক্রম দেখতে পায়।

[৩০] জগতের চোখে যাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তারা এখন যিশুতে অস্তিত্বের অধিকারী। • ‘ধর্মময়তা, … মুক্তি’: ধর্মময়তা ও ধর্মময় শব্দ দু’টো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হোক:

(ক) ঈশ্বর ধর্মময়, কেননা মানবপরিত্রাণের জন্য যে সঙ্কল্প নিয়েছিলেন তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন; তাঁর এই ধর্মময়তা মানব-যিশুতে প্রকাশিত হয়েছিল ও সুসমাচারের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয় (রো ১:১৭; ৩:৫,২১,২৬; ১০:৩; ২ করি ৫:২১);
(খ) ঈশ্বরের এই ধর্মময়তা পাপী মানুষকেই লক্ষ করে: মানুষ ঐশক্রোধের পাত্র হলেও ঐশঅনুগ্রহ তাকে বাঁচায় (অর্থাৎ ‘ধর্মময়’ বলে সাব্যস্ত করে); তবু একটা শর্ত রয়েছে: মানুষ বিনম্র বাধ্যতা দেখিয়ে কেবল বিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করবে, নিজের কোন যোগ্যতার উপরে নয় (রো ৩:১৯-৩০; ৪:২-১০; ৯:৩০-৩১; ১০:৩-৪; গা ২:১৬);

(গ) ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ মানুষকে ধর্মময় করে তোলে তা মানুষের মধ্যে নতুন জীবন সৃষ্টি করে; অন্য কথায়, বিনামূল্যে দেওয়া ধর্মময়তা মানুষকে দান ক'রে খ্রিষ্ট মানুষের অন্তরে পবিত্র আত্মার জীবন (বা পবিত্রীকরণ) প্রতিষ্ঠা করেন (রো ৮:২; ১ করি ১:৩০); তাই ধর্মময়তা-প্রাপ্ত মানুষ ধর্মময়তার উদ্দেশে (অর্থাৎ ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য জীবনের উদ্দেশে) জীবনযাপন করবে (রো ৬:১৩-২০) ও ঈশ্বরের গৌরবার্থে শুভকর্ম সাধন করবে (রো ৭:৪; ফিলি ১:১১);
(ঘ) একদিকে ঈশ্বরের বিধানের প্রতি বাধ্যতা দেখাতে হয় (রো ২:৫-৬; ইত্যাদি), অন্যদিকে একথা সমর্থন করতে হবে যে, ঈশ্বরের বিচারালয়ে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবার জন্য নিজেদের সৎকর্মের উপরে নয়, ধর্মময়তা-দানকারী ঈশ্বরের উপরে ও সেই খ্রিষ্টের উপরেই নির্ভর করতে হয় যিনি আমাদের জন্য মরলেন ও আমাদের হয়ে প্রার্থনা করে থাকেন (রো ৮:৩০-৩৯; ফিলি ৩:৮-১৪)।
আর এখানে 'যিশুর সাধিত মুক্তিকর্মের' কথাও ব্যাখ্যা করা দরকার: পুরাতন নিয়মে 'মুক্তিকর্ম' শব্দটা মিশর, বাবিলন, ও পাপ থেকে ঈশ্বরের সাধিত মুক্তিকর্মকে লক্ষ করে। মশীহ খ্রিষ্ট এসে যে চরম মুক্তিকর্ম সাধন করলেন তা পাপমুক্তিতে প্রকাশিত (কল ১:১৪,৩০; এফে ১:৭), এবং তেমন মুক্তির উদ্দেশ্যেই যেন এমন নতুন জনগণ গঠিত হয় যারা পাপ ও মৃত্যু থেকে মুক্ত, ও ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ সম্পদ (রো ৬:৬,২০-২১)। ধর্মময়তার মত এই মুক্তিও ঈশ্বরের অনুগ্রহদান যা আমাদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। যেহেতু খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুত্থান করলেন, সেজন্য মানুষ এর মধ্যেই সেই মুক্তি ভোগ করে, যদিও মনে রাখা দরকার যে, কেবল চরমকালেই তা সম্পূর্ণরূপে ভোগ করবে (রো ৩:২৪; কল ১:১৪; এফে ১:৭; ১ করি ১:৩০); তখন গোটা সৃষ্টিও এই মুক্তির অংশী হবে (রো ৮:২২,২৪)। মুক্তিকর্মের একটা বৈশিষ্ট্যই যে মুক্তিমূল্যও দেওয়া দরকার: এবিষয়ে একথা যথেষ্ট হোক: খ্রিষ্টের রক্তই আমাদের মুক্তিমূল্য; এতে আমাদের প্রতি ঈশ্বর ও খ্রিষ্টের ভালবাসা উত্তমভাবে প্রমাণিত (১ করি ৬:২০; ৭:২৩; গা ৩:১৩; ৪:৫; এফে ১:৭)।

[৩১খ] যেরে ৯:২২-২৩ দ্রঃ।

২ [৪] আত্মার পরাক্রম বলতে এখানে অলৌকিক কাজ নয়, পল ও ভক্তদের জীবনে প্রতীয়মান আত্মার কাজই বোঝায়।

[৬] 'সিদ্ধপুরুষ' বলতে এখানে খ্রিষ্টীয় জীবনধারণে অভিজ্ঞ ও পরিপক্ক মানুষ বোঝায়।

[৭] 'ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞা': এই বাক্য ঈশ্বরের মুক্তি-পরিকল্পনা লক্ষ করে যা খ্রিষ্টে বাস্তব হয়ে উঠেছে (রো ১৬:২৫-২৭)।

[৯ক] ইশা ৬৪:৩; যেরে ৩:১৬ দ্রঃ।

[১০-১৬] এই অনুচ্ছেদে যে প্রজ্ঞার কথা বলা হচ্ছে, ঈশ্বরের আত্মায়ই তার উৎস (১০-১১ পদ); সুতরাং যারা সেই ঐশআত্মাকে পেয়েছে কেবল তারাই তা অপরকে দিতে পারে

(১২-১৩ পদ), এবং তারাই শুধু তা উপলব্ধি করতে পারে যারা ঐশআত্মার অধিকারী; অন্য সকলের কাছে তা মূর্খতা মাত্র (১৪-১৬ পদ)।

[১৬খ] ইশা ৪০:১৩।

৩ [১৬] ভক্তমণ্ডলীই নবসন্ধির মন্দির যা প্রাক্তন সন্ধির মন্দিরের স্থান পেয়েছে; একসময় মন্দিরে ঈশ্বরের গৌরবই ছিল তাঁর উপস্থিতির চিহ্ন, এখন স্বয়ং পবিত্র আত্মাই এই নব-মন্দিরে বিরাজমান, আর তাঁর উপস্থিতি অধিক কার্যকর।

[১৭] 'পবিত্রই সেই মন্দির': ভক্তমণ্ডলী পবিত্র শুধু নয়, ঈশ্বরের কাছে পবিত্রীকৃতই এক মন্দির; এজন্য ভক্তমণ্ডলীকে যে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে, সে ঈশ্বরকেই ধ্বংস করতে চেষ্টা করে, আর তেমন অপরাধের দণ্ড মৃত্যু।

[১৯ক] যোব ৫:১৩।

[২০খ] সাম ৯৪:১১।

৪ [১] 'ঈশ্বরের রহস্যগুলি' বলতে ঈশ্বরের সেই সকল রহস্যাবৃত সঙ্কল্প বোঝায় যা পবিত্র আত্মা অনাবৃত করেছেন।

৫ [৫] অপরাধীকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়া হয় যেহেতু মণ্ডলী তাকে সমস্ত রক্ষার উপায় থেকে বঞ্চিত করেছে; মণ্ডলীর উদ্দেশ্য, শয়তানের নিপীড়নের অভিজ্ঞতা করে অপরাধী মনপরিবর্তন করবে ও পুনরায় পরিত্রাণ পাবে।

[৭] খামির ছিল অপবিত্রতা ও পাপের প্রতীক, সেজন্য পাস্কা-পর্বের আগে ঘর থেকে যত পুরাতন খামির ফেলে দেওয়া হত; নবসন্ধিতে স্বয়ং খ্রিষ্টই পাস্কা-মেষশাবক যাঁর দ্বারা পাপ-খামির বিনাশ করা হয়েছে, এজন্য খ্রিষ্টবিশ্বাসী খামিরবিহীন রুটি হতে পারে অর্থাৎ পবিত্রতায় এমন জীবন যাপন করতে পারে যাতে পাস্কা-রহস্য প্রকাশিত।

[১৩ক] দ্বিঃবিঃ ১৭:৭।

৬ [১] 'বিধর্মীদের': আক্ষরিক অনুবাদ, অধার্মিকদের। তারাই অধার্মিক, খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা যাদের ধর্মময় করা হয়নি।

[১২] 'সবই যে মঙ্গলজনক, তা নয়': এই বাক্যে সাধু পলের নৈতিক শিক্ষা নিহিত: খ্রিষ্টবিশ্বাসীর পক্ষে নতুন চেতনা অর্জন করা উচিত, কেননা পবিত্র আত্মা দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে তার পক্ষে তা-ই জিজ্ঞাসা বা অন্বেষণ করা উচিত যা তার নতুন জীবন অনুযায়ী; সুতরাং তা-ই বিধেয় যা সেই নতুন জীবনের পক্ষে মঙ্গলজনক।

[১৬ক] আদি ২:২৪।

৭ [৩৬] সাধু পলের এই কথার অর্থ বেশি স্পষ্ট নয়। বাগবিবাহে আবদ্ধ যারা, তাদের তিনি বিবাহ করার অনুমতি দেন, কিন্তু তারা বিবাহ না করলে তাদের পক্ষে আরও ভাল হবে,

সম্ভবত এ-ই সাধু পলের মন। তিনি যে বিবাহের বিপক্ষে তা নয়, শুধু মনে করছিলেন, যিশুর আগমন সন্নিকট, তাই মানুষ কেবল সেই চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকুক।

৯ [৯ক] দ্বিঃবিঃ ২৫:৪।

১০ [২] 'মোশির উদ্দেশে': মোশি হলেন খ্রিষ্টের প্রতীক, এবং লোহিত সাগর-পার হল বাপ্তিস্মের প্রতীক ('মোশির উদ্দেশে' বাক্যটা 'যিশুর উদ্দেশে' বাক্যটাই লক্ষ করে যা বাপ্তিস্মের সময় ব্যবহৃত)।

[৩] মান্না (যাত্রা ১৬:৪-৩৫) ও শৈল থেকে নির্গত জল (যাত্রা ১৭:৫-৬; গণনা ২০:৭-১১) হল খ্রিষ্টদেহ সাক্রামেন্তের প্রতীক। প্রান্তরে ইস্রায়েলীয়েরা প্রতীকমূলক ভাবে সেই একই মঙ্গলদান ভোগ করেছিল যা বর্তমান কালে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা ভোগ করে থাকে; তা সত্ত্বেও তারা পরিত্যক্ত হয়েছিল।

[৪] ইহুদী ঐতিহ্যে, যে শৈল থেকে জল নির্গত হয়েছিল, তা ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তরে পথ চলেছিল। সাধু পলের ধারণাই, সেই শৈল খ্রিষ্টের প্রতীক যিনি ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে সেসময়ও উপস্থিত থেকে তাদের প্রেরণা দিতেন।

[৬] সাধু পলের ব্যাখ্যা-রীতি প্রতীকমূলক, যা অনুসারে পুরাতন নিয়মের নানা ঘটনা দৃষ্টান্ত বা প্রতীক হিসাবে খ্রিষ্টীয় রহস্যের নানা দিক তুলে ধরে। খ্রিষ্টমণ্ডলীতে এধরনের ব্যাখ্যা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করল।

[৭ক] যাত্রা ৩২:৬।

[১৬] 'ধন্য স্তুতিবাদ': খাদ্যগ্রহণের আগে ইহুদীরা 'ধন্য প্রভু' বলে প্রার্থনাটা শুরু করত।

[২৬খ] সাম ২৪:১।

১১ [২৯] সাক্রামেন্তের দাবি বিচার-বিবেচনা না ক'রে তা গ্রহণ করে এমন ব্যক্তিরই কথা বলা হচ্ছে।

১২ [১০] অজ্ঞাত নানা বিদেশী ভাষায় কথা বলাই নয়, কারও বোধগম্য নয় এমন ভাষায়ই কথা বলা যা পবিত্র আত্মার অভিব্যক্তির লক্ষণ, এটিই 'নানা ভাষায় কথা বলা' এর অর্থ হতে পারে।

১৪ [১] 'নবীয় বাণী': প্রাক্তন সন্ধিতে যমন, নবসন্ধিতেও তেমনি তিনিই নবী যিনি পবিত্র আত্মার আবেশেই ঈশ্বরের নামে কথা বলেন: তাঁর মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের রহস্যাবৃত সঙ্কল্প ও নানা পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনাবৃত করেন; এই অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে, নবীর বাণী মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে, উদ্দীপিত করে, সান্ত্বনা ও আশ্বাস দান করে, এবং হৃদয়ের গোপন ভাবনা প্রকাশ করে। নারীরাও নবী হতে পারেন (১ করি ৫)। 'নবী' হিব্রু একটা শব্দ।

[২১ক] ইশা ২৮:১১-১২।

[৩২] এই আদেশের অর্থই যেন নির্ণয় করা যেতে পারে কোনটা প্রকৃত নবীয় বাণী ও কোনটা অসার প্রলাপ।

১৫ [১৩] সাধু পলের যুক্তি এ: মৃতদের পুনরুত্থান যদি অসম্ভব ব্যাপার, তবে খ্রিষ্টেরও পুনরুত্থান অসম্ভব ব্যাপার।

[১৪] যেহেতু খ্রিষ্টবিশ্বাস ও বাণীপ্রচারের বিষয়বস্তু হল খ্রিষ্টের পুনরুত্থান, সেজন্য পুনরুত্থান অস্বীকার করলে সেই সমস্ত কিছুও অসার হয়।

[১৫] পুনরুত্থিত খ্রিষ্টের জীবনে সহভাগিতা ভক্তজনের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে (রো ৭:৪); ভালবাসাপূর্ণ তেমন জীবনধারণই পাপকে বাতিল করে দেয়। সুতরাং, যদি খ্রিষ্ট পুনরুত্থান না করে থাকেন, তবে পাপটাও থেকে যায়, পাপের ফল সেই অনন্ত বিনাশও থেকে যায় (১৮ পদ)।

[২৫ক] সাম ১১০:১।

[২৭খ] সাম ৮:৭।

[৩২গ] ইশা ২২:১৩।

[৪৫ঘ] আদি ২:৭।

[৫২] সাধু পল এধরনের কথা বলেন কেননা মনে করেন, যিশুর আগমন আসন্ন, আর তিনি তা দেখতে পাবেন।

[৫৪ঙ] ইশা ২৫:৮।

[৫৫চ] হো ১৩:১৪।

১৬ [১] যে চাঁদার কথা বলা হচ্ছে, তা ছিল যেরুশালেমের অভাবী মণ্ডলীর জন্য।

[২২] 'বিনাশ-মানতের বস্তু': রো ৯:৩, টীকা দ্রঃ। • 'মারানা থা': আরামীয় বাক্য-বিশেষ যার অর্থই, 'এসো, আমাদের প্রভু'। এই উক্তি আদিমণ্ডলীতে প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠানেও ব্যবহৃত ছিল (দিদাখে ১০:৬; প্রকাশ ২২:২০); অনুবাদান্তরে: মারান্ আথা, যার অর্থ দাঁড়ায়, 'প্রভু আসছেন'।

করিন্থীয়দের কাছে ২য় পত্র

করিন্থ মণ্ডলীর সঙ্গে সাধু পলের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কঠিন হয়ে উঠেছিল, এব্যাপারে যত সমস্যার সমাধান করার জন্যই তাঁর এই পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। তবু কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজের প্রৈরিতিক কাজ ও খ্রিষ্টের গৌরবময় আলো সম্বন্ধেও কথা বলেন, যে আলো দ্বারা আমরা যিশুর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হই। যেরুশালেমের অভাবী মণ্ডলীর জন্য চাঁদা তোলার বিষয়েও তিনি যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেন, কেননা তেমন দানশীলতা প্রকাশে করিন্থীয়েরা যিশুর নিজের উদার দানশীলতার আদর্শ পালন করবে। পত্রের শেষাংশে সাধু পলের নিজস্ব কথা ব্যক্ত, তাতে জানা যায় খ্রিষ্টপ্রেমের খাতিরে তাঁকে কতই না প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হল।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১ [১] আমি পল, ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রিষ্টযিশুর প্রেরিতদূত, এবং ভাই তিমথি,
করিন্থে ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে; তাদের সকলেরও সমীপে, সমগ্র আখাইয়ায় পবিত্রজন
যারা: [২] আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশুখ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের
উপর বর্ষিত হোক।

ধন্যবাদ-স্তুতি

[৩] ধন্য আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, করুণাধারার সেই পিতা, সমস্ত
সান্ত্বনার সেই ঈশ্বর, [৪] যিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে
থাকেন, যে সান্ত্বনায় আমরা নিজেরা ঈশ্বর দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয়েছি, তা দ্বারা যেন
তাদেরই সান্ত্বনা দিতে পারি, যারা কোন ক্লেশের মধ্যে রয়েছে; [৫] কেননা খ্রিষ্টের
যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে
পড়ে। [৬] আমরা যখন ক্লেশ ভোগ করি, তখন সেই ক্লেশ তোমাদের সান্ত্বনা ও
পরিত্রাণের জন্যই; তেমনি যখন সান্ত্বনা পাই, তখন সেই সান্ত্বনাও তোমাদেরই সান্ত্বনার

জন্য, আর সেই সান্ত্বনা গুণে তোমরা নিষ্ঠার সঙ্গে সেই একই যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হয়ে ওঠ, যা আমরা নিজেরাই সহ্য করি। [৭] তোমাদের বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশা বেশ দৃঢ়, কেননা আমরা জানি, তোমরা যেমন যন্ত্রণার, তেমনি সান্ত্বনারও সহভাগী।

[৮] কেননা, ভাইয়েরা, এশিয়ায় আমাদের যে ক্লেশ ঘটেছিল, সেই কথা তোমাদের অজানা থাকবে তা আমরা চাই না। অতিমাত্রায় ও আমাদের শক্তির উর্ধ্বে এমন চাপ আমাদের উপরে পড়েছিল যে, জীবনের আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। [৯] বস্তুত আমরা নিজেদের অন্তরে এমন প্রাণদণ্ড বহন করছিলাম, যেন নিজেদের উপরে নির্ভর না করে সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করতে শিখি, যিনি মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন। [১০] হ্যাঁ, তিনিই তেমন মৃত্যু থেকে আমাদের নিস্তার করেছেন ও নিস্তার করে থাকবেন, যেহেতু আমরা তাঁরই উপর এই প্রত্যাশা রেখেছি যে, ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের নিস্তার করবেন। [১১] আমাদের জন্য তোমাদের মিনতি এতে যথেষ্ট সহায়তা রাখবে, যেন অনেকের মিনতির ফলে যে অনুগ্রহদান আমাদের মঞ্জুর করা হয়েছে, তার জন্য অনেকেই আমাদের হয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।

পলের যাত্রা-পরিকল্পনার পরিবর্তনের কারণ

[১২] কেননা আমাদের গর্ব এ: আমাদের বিবেক সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, জগতের সকলের প্রতি ও বিশেষভাবে তোমাদেরই প্রতি আমরা ঈশ্বরের দেওয়া পবিত্রতা ও আন্তরিকতার সঙ্গেই আচরণ করেছি—মানবীয় প্রজ্ঞা দ্বারা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা। [১৩] তোমাদের কাছে যা স্পষ্ট লিখছি, তাছাড়া আর এমন কিছু লিখছি না যা পড়ে তোমরা নিজেরা তা বুঝতে পারবে না; আশা রাখি, তোমরা যেমন এর মধ্যে আংশিকভাবে আমাদের চিনতে পেরেছ, [১৪] তেমনি একদিন পরিপূর্ণভাবেই বুঝতে পারবে যে, আমরা যেমন তোমাদের গর্বের কারণ, আমাদের প্রভু যিশুর দিনে তোমরাও তেমনি হবে আমাদের গর্বের কারণ।

[১৫] এই দৃঢ় ভরসা নিয়ে আমি আগে সঙ্কল্প করেছিলাম, তোমাদের কাছে যাব, যেন তোমরা দ্বিতীয় একটা অনুগ্রহ পেতে পার; [১৬] এবং তোমাদের হয়ে মাকিদনিয়াতে এগিয়ে যাব; পরে মাকিদনিয়া থেকে আবার তোমাদের কাছে ফিরে যাব ও তোমরা যুদেয়ায় যাবার জন্য আমার জন্য সব ব্যবস্থা করবে। [১৭] আচ্ছা, তেমন

সঙ্কল্পে আমি কি চাঞ্চল্য দেখিয়েছি? কিংবা আমি যা যা সঙ্কল্প করি, সেই সকল সঙ্কল্প কি এত মানবীয় মন নিয়েই করে থাকি যে, একই সময়ে হ্যাঁ হ্যাঁ ও না না বলি? [১৮] বিশ্বাসযোগ্য ঈশ্বর সাক্ষ্য দিন যে, তোমাদের প্রতি আমাদের কথা একই সময়ে 'হ্যাঁ' ও 'না' হয় না। [১৯] ঈশ্বরের পুত্র যিশুখ্রিষ্ট, যাঁর কথা আমরা, অর্থাৎ আমি নিজে, সিল্ভানুস ও তিমথি তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, তিনি 'হ্যাঁ' আবার 'না' হননি, কিন্তু তাঁর মধ্যে 'হ্যাঁ' হয়েছে; [২০] বস্তুত ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি তাঁর মধ্যে 'হ্যাঁ' হয়েছে, আর এজন্য আমাদের 'আমেন' তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরবার্থে ধ্বনিত। [২১] স্বয়ং ঈশ্বরই খ্রিষ্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় করে রাখেন; তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, [২২] আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

[২৩] নিজের প্রাণের দিব্যি দিয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমি বলছি: কেবল তোমাদের রেহাই দেবার জন্যই আমি করিন্থে আর কখনও ফিরে আসিনি। [২৪] আমরা তোমাদের বিশ্বাসের উপর আদৌ কর্তৃত্ব ফলাতে চাই না; আমরা বরং তোমাদের আনন্দের সহযোগী; বাস্তবিকই তোমরা বিশ্বাসে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছ।

২ [১] তাই আমি স্থির করেছিলাম, তোমাদের কাছে আমার আগামী দেখা-সাক্ষাৎ দুঃখজনক হবে না; [২] কেননা আমি যদি তোমাদের দুঃখের কারণ হই, তবে আমার দ্বারা যে দুঃখ পেয়েছে, সে ছাড়া কে আমাকে আনন্দ দেবে? [৩] এজন্যই আমি এভাবে তোমাদের লিখেছিলাম, যেন আমি এলে, যারা আমাকে আনন্দ দেওয়ার কথা, তাদের কাছ থেকে আমাকে যেন দুঃখ পেতে না হয়; কেননা তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এই দৃঢ় ভরসা আছে, আমার আনন্দ তোমাদেরও সকলের আনন্দ। [৪] আমি গভীর দুঃখ ও মনোবেদনার মধ্যে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তোমাদের লিখেছিলাম; কিন্তু তোমাদের দুঃখ দেবার জন্য নয়, বরং তোমরা যেন জানতে পার, তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা কতই না সীমাহীন।

[৫] কেউ যদি দুঃখ দিয়ে থাকে, সে শুধু আমাকেই দুঃখ দেয়নি; ব্যাপারটা বাড়াতে চাই না, কিন্তু অন্তত কিছু পরিমাণে সে তোমাদের সকলকেই দুঃখ দিয়েছে। [৬] যাই হোক, অধিকাংশ লোকদের হাতে সেই লোকটা যে শাস্তি পেয়েছে, তা-ই তার পক্ষে

যথেষ্ট। [৭] সুতরাং তোমরা বরং তাকে ক্ষমা করলে ও সান্ত্বনা দিলে ভাল, পাছে অতিরিক্ত দুঃখের ভারে সে একেবারে ভেঙে পড়ে। [৮] এজন্য আমার এই অনুরোধ, তোমরা তাকে দেখাও যে, তার প্রতি ভালবাসা ছাড়া তোমাদের অন্তরে আর কিছু নেই। [৯] উপরন্তু আমি এজন্যই তোমাদের লিখেছিলাম, কারণ প্রমাণযোগে দেখতে চাচ্ছিলাম, তোমরা সত্যিই সব দিক দিয়ে বাধ্য কিনা। [১০] যাকে তোমরা ক্ষমা কর, আমিও তাকে ক্ষমা করি; কেননা আমি যা ক্ষমা করেছি—যদি আমার এমন কিছু ঘটে থাকে যা আমার ক্ষমার যোগ্য—তোমাদের খাতিরেই, খ্রিষ্টকে সামনে রেখেই, তা করেছি [১১] যেন আমরা শয়তানের প্রবঞ্চনার হাতে না পড়ি; কেননা তার মতলব আমাদের অজানা নয়।

পলের জীবনে বাণীপ্রচারের গুরুত্ব

[১২] তাই খ্রিষ্টের সুসমাচারের খাতিরে আমি ত্রোয়াসে এসে পৌঁছে, প্রভুতে আমার সামনে দরজা খোলা হলেও [১৩] আমার ভাই তীতকে সেখানে না পাওয়ায় আমি মনে কিছু শান্তি পাইনি; ফলে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাকিদনিয়ার দিকে রওনা হলাম। [১৪] কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যিনি সবসময় খ্রিষ্টে আমাদের তাঁর জয়যাত্রায় স্থান দেন, ও আমাদের মধ্য দিয়ে তাঁকে জ্ঞানলাভের সুগন্ধ সর্বস্থানে ছড়িয়ে দেন! [১৫] কারণ যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে ও যারা বিনাশের দিকে চলছে, সকলেরই কাছে আমরা ঈশ্বরের পক্ষে খ্রিষ্টের সৌরভ। [১৬] এক পক্ষের বেলায় আমরা মৃত্যুমূলক মৃত্যুজনক গন্ধ, কিন্তু অন্য পক্ষের বেলায় জীবনমূলক জীবনদায়ী গন্ধ। কিন্তু তেমন কাজের জন্য কেইবা উপযুক্ত? [১৭] অন্ততপক্ষে আমরা সেই অনেকের মত নই, যারা ঈশ্বরের বাণীকে অপমিশ্রিত করে; বরং সততার সঙ্গে, এমনকি যেন স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারাই চালিত হয়ে আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে খ্রিষ্টে কথা বলি।

৩ [১] তবে আমরা আবার নিজেদের পক্ষে সুপারিশ করতে আরম্ভ করছি নাকি? কারও কারও মত আমাদেরও কি তোমাদের জন্য কিংবা তোমাদের পক্ষ থেকে সুপারিশপত্রের প্রয়োজন আছে? [২] তোমরাই আমাদের সেই পত্র, এমন পত্র যা আমাদের হৃদয়ে লেখা, যা সকলে পড়তে ও বুঝতে পারে; [৩] তাই একথা স্পষ্ট যে,

তোমরা খ্রিষ্টের একটি পত্র যা আমাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে; আর এই পত্রের লেখা কালির নয়, জীবনময় ঈশ্বরের আত্মারই লেখা, পাথরফলকে নয়, মাংসময় হৃদয়-ফলকেই লেখা।

[৪] ঈশ্বরের সামনে খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের তেমন ভরসা আছে! [৫] আমরা যে নিজেরাই কিছু ধারণা করতে নিজেদেরই গুণে উপযুক্ত, তা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই উৎপন্ন; [৬] তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি, কারণ অক্ষর মৃত্যু ঘটায়, কিন্তু আত্মা জীবন দান করেন। [৭] মৃত্যুর সেই যে সেবাকর্ম যা পাথরে লেখা ও খোদাই-করা, তা যদি এমন গৌরবের মধ্যে ঘটেছিল যে, ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশির মুখের গৌরবের কারণে—সেই গৌরব ক্ষণস্থায়ী হলেও—তাঁর মুখের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারল না, [৮] তবে আত্মার সেবাকর্ম আর কত উজ্জ্বলতর গৌরবেই না মণ্ডিত হবে! [৯] কেননা দণ্ডের সেবা-পদ যখন গৌরবময় হল, তখন ধর্মময়তার সেবা-পদ গৌরবে আরও বেশি উপচে পড়ে। [১০] এমনকি, সেদিক থেকে যা একসময় গৌরবময় ছিল, এই সন্ধির উজ্জ্বলতম গৌরবের তুলনায় তা গৌরবময় আর নয়। [১১] কারণ যা ক্ষণস্থায়ী ছিল, তা যদি গৌরবময় হল, তবে যা নিত্যস্থায়ী, তার আরও কতই না গৌরবময় হওয়ার কথা।

[১২] সুতরাং আমাদের তেমন প্রত্যাশা থাকায় আমরা অধিক সৎসাহসের সঙ্গে কথা বলি; [১৩] এবং মোশির মত করি না: তিনি তো নিজের মুখ একটা আবরণ দিয়ে আবৃত রাখতেন, যেন ইস্রায়েল সন্তানেরা তাকিয়ে সেই ক্ষণস্থায়ী গৌরবের শেষ পরিণাম না দেখে। [১৪] কিন্তু তাদের মন রুদ্ধ ছিল; বস্তুত আজও পর্যন্ত পুরাতন নিয়ম পাঠ করার সময়ে সেই আবরণ থেকে যাচ্ছে, তা সরানোও যাচ্ছে না, কেননা সেই আবরণ খ্রিষ্টেই লোপ পায়; [১৫] আজও পর্যন্ত যখন মোশি-পাঠ হয়, তখন তাদের হৃদয়ের উপরে একটা আবরণ পাতা থাকে। [১৬] কিন্তু তারা যখন প্রভুর দিকে ফিরবে, তখন আবরণটা উঠিয়ে ফেলা হবে। [১৭] প্রভুই সেই আত্মা; এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা। [১৮] আর অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন আয়নারই মত

প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।

৪ [১] এজন্য ঈশ্বরের দয়ায় এই সেবাদায়িত্বে নিযুক্ত হয়ে আমরা নিরুৎসাহ হই না; [২] বরং লজ্জাকর যত গোপনীয়তা পরিহার ক'রে, এবং ধূর্ততায় না চলে, ঈশ্বরের বাণীকেও বিকৃত না করে আমরা বরং প্রকাশ্যেই সত্য ব্যক্ত করতে করতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রত্যেকটি মানুষের বিবেকের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াই। [৩] আর যদি আমাদের সুসমাচার আবৃত হয়ে থাকে, তবে যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদেরই কাছে আবৃত থাকে। [৪] তাদের মধ্যে এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসী মনকে অন্ধ করে দিয়েছে, যেন তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সেই স্বয়ং খ্রিষ্টেরই গৌরবময় সুসমাচারের দীপ্তি না দেখতে পায়। [৫] বস্তুত আমরা নিজেদের নয়, খ্রিষ্টযিশুকেই প্রভু বলে প্রচার করছি, এবং আমাদের নিজেদের বেলায়, যিশুর খাতিরে আমরা তোমাদের দাস। [৬] আর যিনি বলেছেন, *অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক* (ক), সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। [৭] কিন্তু এই ধন আমরা মাটির পাত্রেই যেন বহন করছি; ফলে এই অসাধারণ পরাক্রম আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই পরাক্রম। [৮] পদে পদে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা চূর্ণ হই না; আমরা দিশেহারা বোধ করছি, কিন্তু নিরাশ হই না; [৯] নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা বিনষ্ট হই না। [১০] আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়। [১১] কেননা আমরা জীবিত হয়েও যিশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। [১২] ফলে আমাদের মধ্যে মৃত্যুই সক্রিয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন।

[১৩] তথাপি আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যে বিশ্বাসের বিষয়ে লেখা আছে: *আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি* (খ), আমরাও বিশ্বাস করি আর তাই কথা বলি, [১৪] সচেতন হয়ে যে, প্রভু যিশুকে যিনি পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যিশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন ও তোমাদের সঙ্গে নিজের কাছে স্থান

দেবেন। [১৫] হ্যাঁ, সবই তোমাদের জন্য, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ আরও অপর্যাপ্ত হয়ে উঠে বেশি বেশি মানুষের মুখে আরও বেশি ধন্যবাদ-স্তুতির কারণ হয়ে ওঠে—ঈশ্বরের গৌরবার্থে।

আমাদের পুনরুত্থানের বিষয়ে নিশ্চয়তা

[১৬] এজন্যই আমরা নিরুৎসাহ হই না; আর যদিও আমাদের বাইরের মানুষ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, তবু অন্তরের মানুষ দিনে দিনে নবীকৃত হয়ে উঠছে। [১৭] বস্তুত আমাদের এই ক্লেশের ক্ষণস্থায়ী ও লঘু ভার আমাদের জন্য গৌরবের অপরিমেয় ও চিরস্থায়ী অতি গুরুতর ভার অর্জন করছে, [১৮] যেহেতু আমরা দৃশ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ না রেখে অদৃশ্য বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখছি, কারণ যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী।

৫ [১] আমরা তো জানি, আমাদের পার্থিব দেহ-আবাসের তাঁবু যখন গুটিয়ে নেওয়া হবে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং চিরস্থায়ী, যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত। [২] বাস্তবিকই আমরা এই তাঁবুতে থেকে আর্তনাদ করছি; আকাঙ্ক্ষাই করছি, যেন এই বর্তমান দেহের উপরে স্বর্গীয় সেই দেহ পরিধান করতে পারি— [৩] অবশ্য যদি দেখা যায় যে, আমরা এর মধ্যে একেবারে বস্ত্রহীন না হয়ে বরং পরিবৃত অবস্থায়ই আছি। [৪] আর আসলে এই তাঁবুতে থেকে আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে আর্তনাদ করছি, কারণ চাচ্ছি না, আমাদের এই সজ্জা ফেলে দেওয়া হোক, কিন্তু চাচ্ছি, তার উপরে ওই অন্য সজ্জাটা পরিয়ে দেওয়া হোক, যেন যা মরণশীল তা জীবন দ্বারা কবলিত হয়। [৫] এমনটি হবার জন্য ঈশ্বর নিজেই আমাদের প্রস্তুত করেছেন; তিনি অগ্রিম হিসাবে সেই আত্মাকে আমাদের দান করেছেন। [৬] তাই সর্বদাই গভীর ভরসা রেখে এবং একথা জেনে যে, যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, [৭] আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়। [৮] আমরা গভীর ভরসা রাখি, এবং দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সঙ্গে বসবাস করা-ই বরং বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। [৯] এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের

উচ্চাকাঙ্ক্ষা। [১০] কারণ আমাদের সকলকেই খ্রিষ্টের বিচারাসনের সামনে এসে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়াতে হবে, যেন প্রত্যেকে দেহে থাকাকালে যা কিছু করেছে, তা ভাল হোক কি মন্দ হোক, সেই অনুসারে প্রতিফল পায়।

পুনর্মিলনের সেবাকর্ম

[১১] তাই প্রভুভয় সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমরা মানুষের মন জয় করতে সচেষ্ট থাকি; একইসময় ঈশ্বর আমাদের পরিচয় ভালই জানেন, আর আমি প্রত্যাশা রাখি, তোমাদের বিবেকও তা ভালই জানে। [১২] না, আমরা আবার তোমাদের কাছে নিজেদের পক্ষে সুপারিশ উপস্থাপন করতে যাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের পক্ষে গর্ব করার সুযোগ তোমাদের দিতে চাচ্ছি, যেন যাদের গর্ব অন্তরের নয়, বাইরেরই গর্ব, তোমরা তাদের উপযুক্ত উত্তর দিতে পার। [১৩] কেননা আমরা যদি কোন সময় উন্মাদের মত হয়ে থাকি, এমনটি ঈশ্বরের জন্য হয়েছিল; আর এখন যদি আমাদের সুবোধ থাকে, এমনটি হচ্ছে তোমাদের জন্য। [১৪] কারণ খ্রিষ্টের ভালবাসা আমাদের চাপ দিচ্ছে, যখন ভাবি যে, সকলের জন্য একজন মৃত্যু বরণ করেছেন, ফলে সকলেরই মৃত্যু হয়েছে; [১৫] আর তিনি সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন। [১৬] সুতরাং এখন থেকে আমরা আর কাউকেও মানবীয় জ্ঞান অনুসারে চিনি না; আর যদিও একসময়ে আমরা খ্রিষ্টকে মানবীয় জ্ঞান অনুসারে চিনতাম, তবু এখন সেভাবে আর চিনি না। [১৭] ফলে কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে! [১৮] তবু এসব কিছু সেই ঈশ্বর থেকেই আগত, যিনি খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে নিজের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন, এবং পুনর্মিলনের সেবাদায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন। [১৯] হ্যাঁ, ঈশ্বরই খ্রিষ্টে নিজের সঙ্গে জগতের পুনর্মিলন সাধন করলেন: তিনি মানুষদের অন্যায়-অপরাধ তাদেরই বলে গণ্য করলেন না, এবং সেই পুনর্মিলনের বাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। [২০] তাই আমরা খ্রিষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রিষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও। [২১] যিনি পাপ জানেননি,

তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন, যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি।

৬ [১] আর যেহেতু আমরা তাঁর সহকর্মী, সেজন্য আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ গ্রহণ করেছ, তোমাদের সেই গ্রহণটা যেন বৃথাই না হয়ে যায়। [২] কারণ তিনি একথা বলছেন, *তোমাকে সাড়া দিয়েছি প্রসন্নতার সময়ে; তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে* (ক)। আর এখন তো সেই প্রসন্নতার সময়, এখন তো সেই পরিত্রাণের দিন। [৩] আমরা কারও পথে কোন বিঘ্ন ঘটাই না, যেন আমাদের সেবাকর্মের কোন নিন্দা না হয়; [৪] আমরা বরং সবকিছুতেই নিজেদের ঈশ্বরের সেবাকর্মী বলে দেখাই, মহা নিষ্ঠার সঙ্গে: ক্লেশ, দুর্গতি ও সঙ্কটে; [৫] প্রহার, কারাবাস, যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পরিশ্রম, অনিদ্রা ও অনাহারে; [৬] শুচিতা, সদ্‌জ্ঞান, সহিষ্ণুতা, কোমলতায়; আত্মার পবিত্রতা ও অকপট ভালবাসায়; [৭] সত্যবাণী প্রচারে ও ঈশ্বরের পরাক্রমে; ডান ও বাঁ হাতে ধর্মময়তার অস্ত্র ধারণে; [৮] গৌরবে ও অপমানে, দুর্নামের দিনে ও সুনামের দিনে। আমরা নাকি প্রবঞ্চক, অথচ সত্যবাদী; [৯] আমরা নাকি অপরিচিত, অথচ সুপরিচিত; আমরা নাকি মৃতপ্রায়, অথচ দেখ, জীবিত আছি; আমরা নাকি দণ্ডিত, অথচ নিহত নই; [১০] আমরা নাকি দুঃখান্বিত, অথচ সর্বদাই আনন্দিত; আমরা নাকি নির্ধন, অথচ অনেককে ধনবান করি; আমরা নাকি নিঃস্ব, অথচ সবকিছুর অধিকারী।

[১১] হে করিন্থীয়েরা, তোমাদের কাছে আমাদের মনের কথা প্রকাশ করেছি, তোমাদের সামনে আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণই খোলা রয়েছে। [১২] আমাদের অন্তরে তোমরা তো সঙ্কুচিত নও, নিজেদের অন্তরেই তোমরা সঙ্কুচিত রয়েছ। [১৩] তোমরা আমার সন্তান বলেই আমি কথা বলছি; প্রতিদানে তোমরাও হৃদয় খুলে দাও।

বেছে নেওয়া প্রয়োজন

[১৪] তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে অসঙ্গত সংসর্গের জোয়ালে নিজেদের আবদ্ধ হতে দিয়ো না। ধর্মে অধর্মে পরস্পর কী সহযোগিতা আছে? অন্ধকারের সঙ্গে আলোরই বা কী সহভাগিতা? [১৫] বেলিয়ারের সঙ্গে খ্রিষ্টের কী মিল? অবিশ্বাসীর সঙ্গে বিশ্বাসীর

বা কী যোগাযোগ? [১৬] দেবমূর্তিগুলোর সঙ্গে ঈশ্বরের মন্দিরের কী আপস? আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো বলেছেন, *আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব। আমি হব তাদের আপন ঈশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ* (খ)। [১৭] সুতরাং *তোমরা ওদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো, তাদের কাছ থেকে আলাদা থাক—একথা বলছেন প্রভু—এবং অশুচি কিছুই স্পর্শ করো না। তবে আমিই তোমাদের গ্রহণ করে নেব* (গ), [১৮] *এবং আমি তোমাদের কাছে হব পিতার মত ও তোমরা আমার কাছে হবে পুত্রকন্যার মত—সর্বশক্তিমান প্রভু একথা বলছেন* (ঘ)।

৭ [১] অতএব, প্রিয়জনেরা, তেমন প্রতিশ্রুতি পেয়ে, এসো, দেহ ও আত্মার যত কালিমা থেকে নিজেদের পরিশুদ্ধ করি, প্রভুভয়ের সঙ্গে আমাদের পবিত্রীকরণের পূর্ণতা সাধনা করি।

করিন্থীয়দের অনুতাপের জন্য পলের আনন্দ

[২] তোমাদের হৃদয়ে আমাদের জন্য একটু স্থান রাখ; আমরা তো কারও প্রতি অন্যায় করিনি, কারও সর্বনাশ ঘটাইনি, কাউকেও ঠকাইনি। [৩] কাউকে দোষী করতে চাচ্ছি বলে একথা বলছি, তা নয়; আগেও তোমাদের বলেছি, তোমরা আমাদের হৃদয়ে রয়েছ—জীবনে-মরণে তোমরা ও আমরা এক হয়ে থাকব। [৪] তোমাদের কাছে আমি সম্পূর্ণ মুক্তকণ্ঠেই কথা বলছি, তোমাদের নিয়ে আমি যথেষ্টই গর্ব করছি; আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমি সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ, আনন্দে উথলে পড়ছি। [৫] কারণ আমরা যখন মাকিদনিয়াতে এসে পৌঁছেছিলাম, তখন থেকে আমাদের প্রাণের একটুও স্বস্তি হল না; কিন্তু সব দিক দিয়ে আমরা ক্লেশের মধ্যে রয়েছি: বাইরে নানা যুদ্ধ, অন্তরে নানা ভয়। [৬] তথাপি সেই ঈশ্বর, যিনি অবনতকে সান্ত্বনা দেন, তিনি তীতের আগমনে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন; [৭] শুধু তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন, সেই সান্ত্বনার মধ্য দিয়েও আমাদের সান্ত্বনা দিলেন; কেননা তিনি আমাকে জানালেন আমাকে দেখবার জন্য তোমরা কত আকাঙ্ক্ষিত, আমাকে নিয়ে কত দুঃখিত, ও আমার জন্য কত উৎকণ্ঠিত; তাতে আমি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলাম।

[৮] আমার পত্র দিয়ে যদিও আমি তোমাদের দুঃখ দিয়েছিলাম, তবুও এ নিয়ে আপসোস করি না। আর যদিই বা আপসোস করে থাকি—আসলে আমি দেখতে পাচ্ছি, সেই পত্র অন্তত কিছু সময়ের জন্য তোমাদের মনে দুঃখ দিয়েইছে— [৯] এখন আমি আনন্দ বোধ করছি। তোমরা মনে দুঃখ পেয়েছিলে, সেজন্য নয় বটে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ যে মনপরিবর্তনের ভাব জাগিয়েছে, সেইজন্য। কারণ তোমাদের যে দুঃখ হয়েছিল, তা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী, ফলে আমাদের দ্বারা তোমরা কোন দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হওনি। [১০] কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী যে দুঃখ, তা অপরিবর্তনশীল এমন মনপরিবর্তন ঘটায় যা পরিত্রাণজনক; অপরদিকে জগতের দুঃখ মৃত্যুজনক। [১১] বাস্তবিকই দেখ, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী এই যে দুঃখ তোমরা পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে কেমন উদ্যম সাধন করেছে! হ্যাঁ, আত্মরক্ষার মনোভাবে কেমন ব্যাকুলতা, কেমন ক্ষোভ, কেমন ভয়, কেমন আকাঙ্ক্ষা, কেমন উদ্যোগ, শাস্তির কেমন প্রতিকার! এই ব্যাপারে তোমরা সব দিক দিয়ে নির্দোষী বলে দাঁড়িয়েছ। [১২] সুতরাং যদিও আমি তোমাদের কাছে লিখেছিলাম, তবু অপরাধীর জন্য লিখিনি, যার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয়েছিল, তার জন্যও নয়, কিন্তু এজন্যই লিখেছিলাম, আমাদের জন্য তোমাদের যে উৎকণ্ঠা, তা যেন ঈশ্বরের সামনে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। [১৩] এই কারণেই আমরা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম।

আর আমাদের এই সান্ত্বনার উপরে তীতের আনন্দে আমি আরও গভীরতর আনন্দ বোধ করলাম, কারণ তোমরা সকলেই তাঁর প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছ। [১৪] তাই তাঁর কাছে আমি কোন বিষয়ে যদি তোমাদের নিয়ে গর্ব করে থাকি, তাতে আমাকে লজ্জিত হতে হল না; কিন্তু আমরা যেমন তোমাদের কাছে সবই সত্যভাবে বলেছি, তেমনি তীতের কাছে ব্যক্ত আমাদের সেই গর্বও সত্য বলে প্রমাণিত হল। [১৫] আর তোমরা সকলে তাঁর প্রতি কেমন বাধ্য ছিলে, কেমন সম্ভ্রমে ও কম্পিত অন্তরে তাঁকে গ্রহণ করেছিলে, তা স্মরণ করতে করতে তোমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। [১৬] সমস্ত ব্যাপারে আমি যে তোমাদের উপরে ভরসা রাখতে পারি, এজন্য আমি সত্যি আনন্দিত।

দানশীল হতে আহ্বান

৮ [১] তাছাড়া, ভাই, আমরা তোমাদের কাছে জানাতে চাচ্ছি, মাকিদনিয়ার মণ্ডলীগুলিকে কেমন ঐশঅনুগ্রহ দান করা হয়েছে: [২] ক্লেশের দীর্ঘ পরীক্ষার মধ্যেও তাদের আনন্দের আতিশয্য, এবং চরম দরিদ্রতা তাদের দানশীলতার ঐশ্বর্যে উপচে পড়েছে। [৩] হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তারা সাধ্যমত, এমনকি সাধ্যের অতীতেই স্বেচ্ছায় দান করেছে; [৪] আমাদের সাধাসাধি করে বারংবার মিনতি করেছ আমরা যেন পবিত্রজনদের সেবায় অংশ নেবার সুযোগ তাদের দিই। [৫] এমনকি আমাদের নিজেদের প্রত্যাশা অতিক্রম করে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সর্বপ্রথমে প্রভুর হাতে, তারপর আমাদের হাতে নিজেদের অর্পণ করেছে। [৬] সেজন্য আমরা তীতকে অনুরোধ করলাম, যেন তিনি তোমাদের মধ্যে সেই দানশীলতা-কর্ম সেরে নেন—যেহেতু তিনি নিজেই তা শুরু করে দিয়েছিলেন। [৭] আরও, তোমরা নিজেরাই যেহেতু সবকিছুতে শ্রেষ্ঠ—বিশ্বাসে, বচনে, জ্ঞানে, সব ধরনের যত্নশীলতায়, ও আমাদের প্রতি তোমাদের ভালবাসায় শ্রেষ্ঠ—সেজন্য এই দানশীলতা-কর্মেও শ্রেষ্ঠ হও। [৮] আমি আদেশ হিসাবে একথা বলছি না, কিন্তু অন্যের প্রতি তোমাদের যত্নের মধ্য দিয়ে আমি এমনি যাচাই করতে চাই তোমাদের ভালবাসা যথার্থ কিনা। [৯] কেননা তোমরা আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহের কথা জান: ধনবান হয়েও তোমাদের জন্য তিনি নিজেকে দরিদ্র করেছিলেন, যেন তাঁর সেই দরিদ্রতায়ই তোমরা ধনবান হয়ে উঠতে পার। [১০] আর এবিষয়ে আমি তোমাদের কাছে আমার অভিমত জানাচ্ছি; তেমন কাজ তোমাদের পক্ষে সুবিধাজনক, এই কারণে যে, গত বছর থেকে তোমরাই এ কাজটা সাধন করতে শুধু নয়, তা কল্পনা করতেও প্রথম হয়ে শুরু করেছিলে! [১১] তবে এখন তা সেরেই ফেল, কারণ কল্পনা করায় যেমন আগ্রহ ছিল, তেমনি তোমাদের সাধ্যমত যেন সমাপ্তিও হয়। [১২] আসলে যদি আগ্রহ থাকে, তবে যার যা আছে, সেই অনুসারেই তা গ্রহণীয় হয়, যার যা নেই, সেই অনুসারে নয়। [১৩] ব্যাপারটা তো এই নয় যে, অন্য সকলের আরাম হোক ও তোমাদের কষ্ট হোক, বরং সমতাই চাই। [১৪] আজকের মত তোমাদের প্রাচুর্যে তাদের অভাব পূরণ করা হোক, যেন আবার তাদের প্রাচুর্যে তোমাদের অভাব পূরণ করা হয়, ফলে যেন সমতা হয়, [১৫] যেমনটি লেখা আছে: *বেশি যে*

সংগ্রহ করল, তার অতিরিক্ত কিছু হল না; এবং অল্প যে সংগ্রহ করল, তার অভাব হল না (ক)।

[১৬] তাহলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তিনি যে তীতের হৃদয়ে তোমাদের জন্য তেমন যত্নশীলতা সঞ্চার করেছেন; [১৭] তীত আমাদের অনুরোধ গ্রহণ করেছেন বটে, এবং অধিক গভীরতর সদাগ্রহের সঙ্গে নিজেই স্বেচ্ছায় তোমাদের দিকে রওনা হলেন। [১৮] তাঁর সঙ্গে আমরা সেই ভাইকে পাঠালাম, সুসমাচার প্রচারের জন্য যাঁর সুনাম সকল মণ্ডলীগুলিতে কীর্তিত; [১৯] শুধু তা নয়, প্রভুর গৌরব ও আমাদের আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য আমরা যে দানশীলতা-কর্মের দায়িত্ব পালন করতে চলেছি, সেই কাজের উদ্দেশ্যে সকল মণ্ডলীগুলি তাঁকেই আমাদের যাত্রাসঙ্গী বলে বেছে নিয়েছে। [২০] আমরা সতর্ক হয়ে চলছি, এই বড় তহবিলের ব্যাপারে আমাদের যে দায়িত্ব আছে, সেবিষয়ে কেউ যেন আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না তুলতে পারে। [২১] আসলে আমরা কেবল *প্রভুর দৃষ্টিতে নয়, মানুষের দৃষ্টিতেও যা সঠিক, তা করতে বিশেষ যত্নবান হলাম* (খ)। [২২] তাঁদের সঙ্গে আমাদের সেই ভাইকে পাঠালাম, যাঁর সদাগ্রহের প্রমাণ আমরা বহুবার বহু বিষয়ে পেয়েছি; তোমাদের উপরে তাঁর গভীর আস্থার জন্য তিনি এবার আরও অধিক আগ্রহ দেখাচ্ছেন। [২৩] এবার তীতের কথা: তিনি তো আমার সহভাগী ও তোমাদের ওখানে আমার সহকর্মী; আর আমাদের ভাইদের কথা বলতে গেলে, তাঁরা মণ্ডলীগুলির প্রতিনিধি, খ্রিষ্টের গৌরব। [২৪] সুতরাং তোমাদের ভালবাসা ও তোমাদের নিয়ে আমাদের গর্ব, এই দুইয়ের প্রমাণ মণ্ডলীগুলির সামনে তোমরা তাঁদের কাছে দেখাও।

পরিকল্পিত অর্থদান বাস্তব করা দরকার

৯ [১] পবিত্রজনদের জন্য সেবাকর্মের বিষয়ে তোমাদের কাছে আমার লেখা আসলে নিষ্প্রয়োজন; [২] কারণ আমি তোমাদের আগ্রহ জানি, এবং মাকিদনিয়ার লোকদের কাছে তোমাদের নিয়ে গর্ব করে বলে থাকি যে, গত বছর থেকেই আখাইয়া প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, ফলে তোমাদের সদাগ্রহ তাদের অনেককেই এর মধ্যে উৎসাহিত করে তুলেছে। [৩] কিন্তু তবুও আমি সেই ভাইদের পাঠিয়েছি, যেন তোমাদের নিয়ে

আমাদের গর্ব এই বিষয়ে ফাঁপা গর্ব বলে প্রমাণিত না হয়, বরং তোমরা যেন সত্যিই প্রস্তুত হও, যেভাবে আমি অন্যদের বলেছি। [৪] নইলে কি জানি, মাকিদনিয়ার কোন একটা লোক আমার সঙ্গে এসে যদি দেখে, তোমরা অপ্রস্তুত, তবে সেই ভরসার জন্য আমাদেরই—বলতে চাই না, তোমাদেরও—লজ্জা বোধ করতে হবে। [৫] এজন্য আমি প্রয়োজন মনে করলাম, সেই ভাইদের অনুরোধ করব, যেন তাঁরা আগে তোমাদের কাছে যান, এবং তোমরা আগে যা দেবে বলে অঙ্গীকার করেছিলে, তাঁরা যেন সেইসব ব্যবস্থা করেন, যেন তোমাদের সেই অর্থদান তোমাদের সত্যকার উদার দানশীলতা হিসাবেই প্রস্তুত থাকে, জোর করে আদায় করা চাঁদা হিসাবে নয়। [৬] কিন্তু মনে রেখ, কৃপণতার সঙ্গে যে বোনে, সে কৃপণতার ফসল কাটবে, কিন্তু উদারতার সঙ্গে যে বোনে, সে উদারতার ফসল কাটবে। [৭] প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ে যেভাবে সঙ্কল্প নিয়েছে, সেইমত দান করুক, মনের অসন্তোষে কিংবা বাধ্য হয়ে নয়; কেননা *প্রফুল্লচিত্তে যে দান করে, তাকেই ঈশ্বর ভালবাসেন* (ক)। [৮] তাছাড়া ঈশ্বর তোমাদের সব ধরনের অনুগ্রহে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম, যেন সবকিছুতে সবসময় সব ধরনের প্রাচুর্য থাকায় তোমরা সব ধরনের সৎকর্মে উদারতা দেখাতে পার। [৯] যেমনটি লেখা আছে:

সে ছড়িয়ে দিয়েছে, নিঃস্বদের দান করেছে;
তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী (খ)।

[১০] যিনি বীজবুনিয়েকে বীজ, ও খাদ্যের জন্য অন্ন যুগিয়ে থাকেন, তিনি তোমাদের বপনের বীজও যোগাবেন এবং তা প্রচুর করবেন, আর তোমাদের ধর্মময়তা-ফসল বৃদ্ধিশীল করবেন। [১১] এভাবে তোমরা সব ধরনের দানশীলতার জন্য সবকিছুতে ধনবান হবে, আর এই দানশীলতা আমাদের মুখে ঈশ্বরের ধন্যবাদ-স্তুতি জাগাবে। [১২] কেননা এই পুণ্য সেবাকর্ম যে পবিত্রজনদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে, তা শুধু নয়, বরং অনেকেই ঈশ্বরের ধন্যবাদ-স্তুতি করবে, এজন্যও তা অধিক মূল্যবান। [১৩] তোমাদের এই সেবাকর্মে তোমাদের যোগ্যতার প্রমাণ পেয়ে তারা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করবে, এবং তোমরা খ্রিষ্টের সুসমাচারের প্রতি যে স্বীকৃতি ও বাধ্যতা দেখাচ্ছ এবং তাদের ও সকলের সঙ্গে সহভাগী হয়ে যে দানশীলতা দেখাচ্ছ তার জন্যও তারা তাঁর গৌরবকীর্তন করবে; [১৪] এবং তোমাদের উপরে ঈশ্বরের অতিমহান অনুগ্রহ দেখে তারা তোমাদের

মঙ্গল প্রার্থনা করায় তোমাদের প্রতি নিজেদের অনুরাগ প্রকাশ করবে। [১৫] তাঁর এই অবর্ণনীয় দানের জন্য, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

নানা অভিযোগে পলের উত্তর

১০ [১] আর আমি পল নিজে খ্রিষ্টের কোমলতা ও সহিষ্ণুতার দোহাই দিয়ে তোমাদের অনুরোধ করছি—সেই আমি নাকি যে তোমাদের সামনে বিনয়ী, কিন্তু দূরে থাকলে তোমাদের প্রতি এত উগ্রতা দেখাচ্ছি। [২] আমার মিনতি এ: যারা মনে করে আমরা মাংসের বশে চলি, তোমাদের ওখানে গিয়ে সেই কয়েকজনের প্রতি আমাকে যেন তেমন উগ্রতা দেখাতে না হয় যা মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে আমি দেখানো দরকার বলে মনে করছি। [৩] আমরা এই রক্তমাংসে চলছি বটে, কিন্তু মাংসের বশে সংগ্রাম করছি না; [৪] আমাদের সংগ্রামের অস্ত্রপাতি মাংসিক নয় বটে, তবু এই অস্ত্রপাতির এমন ঐশপরাক্রম আছে যে, তা যত দুর্গও ভেঙে দিতে পারে। [৫] আমরা যত ধ্যানধারণা ও ঈশ্বরজ্ঞানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যত প্রাকার ভেঙে ফেলছি, এবং যত বিচারবুদ্ধি বন্দি করে তা খ্রিষ্টের প্রতি বাধ্য করে দিচ্ছি। [৬] তাই তোমাদের বাধ্যতা নিখুঁত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে কোন প্রকার অবাধ্যতার সমুচিত শাস্তি দিতে প্রস্তুত আছি।

[৭] যা সামনে আছে, তা স্পষ্ট করে দেখ! কেউ যদি মনে মনে বিশ্বাস করে, সে খ্রিষ্টেরই, তবে তাকে ভেবে ভেবে একথাও বুঝতে হবে যে, সে যেমন, আমরাও তেমনি খ্রিষ্টেরই। [৮] আমাদের দেওয়া যে অধিকার, তা নিয়ে আমি যদিও একটু বেশি গর্ব করে থাকি, তবু লজ্জা করব না; প্রভু তো তোমাদের ভেঙে ফেলার জন্য নয়, গেঁথে তোলারই জন্য সেই অধিকার আমাদের দিয়েছেন। [৯] এমনটি মনে করো না, আমি পত্রগুলির মধ্য দিয়ে তোমাদের ভয় দেখাতে চাচ্ছি। [১০] কেউ কেউ বলে, 'ওর পত্রগুলোর জোর আছে, তেজ আছে বটে, কিন্তু ওর শরীর দেখতে দুর্বল, ওর বলারও তত ক্ষমতা নেই।' [১১] তেমন লোক বুঝুক যে, আমরা অনুপস্থিত হলে পত্রের মধ্য দিয়ে কথায় যেমন, উপস্থিত হলে কর্মেও তেমন। [১২] নিজেরাই নিজেদের প্রশংসা করে বেড়ায় এমন কোন কোন লোকদের সঙ্গে নিজেদের পরিগণিত করার বা তুলনা করার স্পর্ধা আমাদের অবশ্য নেই; ওরা তো নির্বোধ মানুষ: নিজেদের মাত্রা অনুসারেই

নিজেদের মেপে নেয়, এবং নিজেদের সঙ্গেই নিজেদের তুলনা করে। [১৩] আমরা কিন্তু অতিমাত্রা গর্ব করব না, বরং ঈশ্বর মাত্রা বলে আমাদের পক্ষে যে সীমা নিরূপণ করেছেন, সেই অনুসারে গর্ব করব; তেমন সীমানা তোমাদের ওখানে পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত। [১৪] আবার, আমাদের সীমানা যদি তোমাদের ওখানে পর্যন্ত ব্যাপ্ত না হত, তবে আমরা নিশ্চয় সীমা অতিক্রম করতাম, কিন্তু আসলে এমন নয়, কারণ খ্রিষ্টের সুসমাচার নিয়ে আমরা তোমাদের ওখানে পর্যন্তও প্রথমে এসে উপস্থিত হয়েছি। [১৫] আমরা মাত্রা না মেনে যে পরের পরিশ্রম নিয়ে গর্ব করি এমন নয়; কিন্তু এই প্রত্যাশা রাখি যে, তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পেতে আমাদের সীমা অনুসারে তোমাদের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে বিস্তারিত হব; [১৬] তাতে পাশাপাশি অঞ্চলেও সুসমাচার প্রচার করতে পারব; পরের সীমানার মধ্যে যা প্রস্তুত করা হয়েছে, তা নিয়ে আমাদের গর্ব করতে হবে না। [১৭] সুতরাং, *যে গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক* (ক); [১৮] কারণ যে নিজের পক্ষে সুপারিশ করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যার পক্ষে সুপারিশ করেন, সে-ই যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।

পল নিজের প্রশংসা করতে বাধ্য

১১ [১] আহা, তোমরা যদি আমার এটুকু নির্বুদ্ধিতা সহ্য করতে! কিন্তু অবশ্যই তোমরা সহ্য করছ। [২] আসলে তোমাদের প্রতি আমার অন্তরে ঐশ্বরিক প্রেমের জ্বালার মত জ্বালা জ্বলছে, কারণ আমি তোমাদের সুচরিত্রা কুমারী বলে সেই একমাত্র বর খ্রিষ্টের কাছে উপস্থিত করার জন্য বাগদান করেছি। [৩] কিন্তু ভয় হচ্ছে, পাছে সাপ নিজের ধূর্ততায় যেমন হবাকে প্রবঞ্চিত করেছিল, তেমনি তোমাদের মন খ্রিষ্টের প্রতি একাগ্রতা থেকে ভ্রষ্ট হয়। [৪] বস্তুত কেউ যদি হঠাৎ এসে এমন আর এক যিশুকে প্রচার করে যাকে আমরা প্রচার করিনি, কিংবা তোমরা যদি এমন এক আত্মা পাও যা পাওয়া আত্মা থেকে ভিন্ন, বা এমন ভিন্ন এক সুসমাচার শোন যা এখনও শোননি, তবে এসব কিছু মেনে নিতে তোমরা খুবই ইচ্ছুক! [৫] আচ্ছা, আমি মনে করি না, ওই যে সব মহা মহা প্রেরিতদূতদের চেয়ে আমি তত পিছনে রয়েছি। [৬] আর যদিও কথা বলার

ব্যাপারে আমি সামান্য, তবু ধর্মজ্ঞানে সামান্য নই; তা আমরা সব দিক দিয়ে সকলের সামনে তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি।

[৭] নাকি আমি পাপ করেছি যে, বিনামূল্যেই তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করায় তোমাদের উন্নীত করার জন্য নিজেকে নমিত করেছি? [৮] তোমাদের সেবা করার জন্য আমি অন্য মণ্ডলীগুলোর সবকিছু লুট করেই যেন তাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেছি; [৯] এবং যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম, তখন আমার অভাব হলেও কারও বোঝা হইনি, কারণ মাকিদনিয়া থেকে ভাইয়েরা এসে আমার যত প্রয়োজন মিটিয়ে দিল। হ্যাঁ, কোন ব্যাপারে তোমাদের বোঝা না হবার জন্য আমি যথাসাধ্য সচেষ্ট হয়েছি, আর সচেষ্ট হয়ে চলব। [১০] আমার অন্তরে উপস্থিত খ্রিষ্টের সেই সত্যের দিব্যি দিয়ে বলছি, আখাইয়ার কোন অঞ্চলে কেউই আমার এই গর্ব থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না! [১১] কেন? আমি তোমাদের ভালবাসি না, এজন্যই কি? ঈশ্বর জানেন! [১২] কিন্তু আমি যা করছি, তা করতে থাকব, যেন সেই সকল লোকদের সুযোগ খণ্ডন করতে পারি যারা এমন সুযোগ খোঁজ করে, যেন তারা যে বিষয়ে গর্ব করে, সেই বিষয়ে আমার সমান বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। [১৩] কারণ তেমন লোকেরা নকল প্রেরিতদূত, অসৎ প্রচারকর্মী, খ্রিষ্টের প্রেরিতদূতদের বেশ ধারণ করে। [১৪] কথাটা তত আশ্চর্যের নয়, কারণ শয়তান নিজে আলোময় দূতের বেশ ধারণ করে। [১৫] সুতরাং তার সেবাকর্মীরাও যে ধর্মময়তার সেবাকর্মীদের বেশ ধারণ করে, এতে বড় কিছু নেই। কিন্তু তাদের যেমন কাজকর্ম, তেমন পরিণাম হবে!

[১৬] আমি আবার বলছি, কেউ যেন আমাকে নির্বোধ মনে না করে! কিন্তু তোমরা যদিই তাই মনে কর, তবে আমাকে নির্বোধ বলে মেনে নাও, যেন আমিও একটু গর্ব করতে পারি। [১৭] তবু আমি যা বলছি, তা প্রভুর মত অনুসারে বলছি না বটে, নির্বোধের মতই বলছি, কারণ আমার গর্ব করার বিষয়ে আমার নিশ্চিত ধারণা আছে। [১৮] অনেকেই যখন মানবীয় দিক দিয়ে গর্ব করে, তখন আমিও গর্ব করব। [১৯] এত বুদ্ধিমান হওয়ায় তোমরা নির্বোধদের কথা সহজেই সহ্য করতে পার; [২০] কিন্তু আসলে তোমরা তাকেই সহ্য কর, যে তোমাদের দাস করে, যে তোমাদের গ্রাস করে, যে তোমাদের সুবিধা কেড়ে নেয়, যে উদ্ধত কথা বলে, যে তোমাদের গালে চড় মারে!

[২১] আহা, আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি: আমরা কতই না দুর্বল হয়েছি! কিন্তু তবুও যে বিষয়ে অন্য কেউ গর্ব করতে সাহস করে—নির্বোধেরই মত কথা বলছি—সেই বিষয়ে আমিও গর্ব করতে সাহস করব।

[২২] ওরা কি হিব্রু? আমিও তাই। ওরা কি ইস্রায়েলীয়? আমিও তাই। ওরা কি আব্রাহামের বংশ? আমিও তাই। [২৩] ওরা কি খ্রিষ্টের সেবাকর্মী?—উন্মাদের মত কথা বলছি—ওদের চেয়ে আমি বেশি: আমি পরিশ্রমে অনেক বেশি, কারাবন্ধনে অনেক বেশি, প্রহারে অনেক বেশি, প্রাণ-সঙ্কটে অনেকবার। [২৪] ইহুদীদের হাতে আমি পাঁচবার ঊনচল্লিশ কশাঘাত-দণ্ড ভোগ করেছি। [২৫] তিনবার বেত্রাঘাত, একবার পাথর ছুড়ে মারা, তিনবার নৌকাডুবি সহ্য করেছি, অতল গহ্বরের উপর এক দিন এক রাত কাটিয়েছি; [২৬] পথযাত্রায় বহুবার, নদীসঙ্কটে, দস্যু-সঙ্কটে, স্বজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, বিজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে, সমুদ্রসঙ্কটে, ভণ্ড ভাইদের হাতে ঘটিত সঙ্কটে; [২৭] পরিশ্রমে ও ক্লেশে, বহুবার নিদ্রার অভাবে, ক্ষুধায় ও পিপাসায়, বহুবার অনাহারে, শীতে ও বস্ত্রাভাবে। [২৮] আর এই সবকিছু ছাড়া একটা বিষয় প্রতিদিন আমার মাথায় চেপে রয়েছে,—সকল মণ্ডলীর চিন্তা। [২৯] কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না? [৩০] যদি গর্ব করতে হয়, তবে আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়ে গর্ব করব। [৩১] প্রভু যিশুর ঈশ্বর ও পিতা, যুগে যুগে ধন্য যিনি, তিনি জানেন, আমি মিথ্যা বলছি না। [৩২] দামাস্কে আরেতাস রাজার অধিনস্থ শাসনকর্তা আমাকে ধরবার জন্য দামাস্ক শহরের চারদিকে প্রহরী দল মোতায়েন রেখেছিলেন; [৩৩] কিন্তু একটা ঝুড়িতে করে নগরপ্রাচীরের একটা জানালা দিয়ে আমাকে বাইরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর এভাবে তাঁর হাত এড়িয়েছিলাম।

১২ [১] বাধ্য হয়েই আমি গর্ব করছি। এতে কিন্তু কোন লাভ নেই বটে, কিন্তু এবার প্রভুর নানা দর্শন ও নানা ঐশপ্রকাশের কথা বলব। [২] আমি খ্রিষ্টে আশ্রিত একটা মানুষকে চিনি: চৌদ্দ বছর আগে—শরীরে কিনা, জানি না; অশরীরে কিনা, জানি না; ঈশ্বর জানেন—তেমন মানুষকে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। [৩] আর তেমন মানুষের বিষয়ে আমি জানি—শরীরে কি অশরীরে, তা জানি না; ঈশ্বর জানেন— [৪] পরমদেশে কেড়ে নেওয়া হওয়ার পর সেই মানুষ অকথনীয় এমন কথা শুনেছিল

যা মানুষের উচ্চারণ করতে নেই। [৫] আমি তেমন মানুষেরই বিষয়ে গর্ব করব; কিন্তু নিজের বিষয়ে গর্ব করব না; শুধু নিজের সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই গর্ব করব। [৬] বাস্তবিক গর্ব করতে চাইলেও আমি নির্বোধ হব না, কারণ সত্য ছাড়া কিছু বলব না। তবু নীরব থাকব, পাছে আমাকে দেখে ও আমার কথা শুনে এমন কেউ থাকতে পারে যে আমার বিষয়ে বেশি উচ্চ ধারণা করে।

[৭] আর সেই ঐশপ্রকাশের মহত্ত্বের জন্য আমি যেন দর্প না করি সেজন্য আমার মাংসে একটা কাঁটা রাখা হয়েছে—তা শয়তানের এক দূত, সে যেন আমাকে ঘুষি মারতে থাকে পাছে আমি দর্প করি। [৮] এবিষয় নিয়ে আমি তিন তিনবারই প্রভুকে মিনতি করেছি, সে যেন আমাকে ছেড়ে যায়। [৯] কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট! আমার পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।' তাই আমি বরং আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই সানন্দে গর্ব করব, যেন খ্রিষ্টের পরাক্রম আমার উপর অধিষ্ঠান করতে পারে। [১০] এজন্যই খ্রিষ্টের খাতিরে আমি সমস্ত দুর্বলতা, অপমান, দুর্গতি, নির্যাতন ও সঙ্কটের মধ্যে তৃপ্তিই পাই, কেননা যখন আমি দুর্বল, তখনই পরাক্রমী!

[১১] আমি নির্বোধ হয়েছি; তোমরাই আমাকে বাধ্য করেছ; আসলে আমার পক্ষে সুপারিশ করা তোমাদেরই উচিত ছিল, কারণ যদিও আমি কিছুই নই, তবু ওই মহা মহা প্রেরিতদূতদের চেয়ে আদৌ পিছনে পড়িনি। [১২] অবশ্য, প্রকৃত প্রেরিতদূতের যত লক্ষণ তোমাদের মধ্যে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্মের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়েছে। [১৩] বল দেখি, কোন্ ব্যাপারে তোমরা অন্য সকল মণ্ডলীর তুলনায় কম পেয়েছ, কেবল এই ব্যাপারে ছাড়া যে, তোমাদের পক্ষে আমি কখনও বোঝা হইনি? আমার এই অন্যায় ক্ষমা কর!

[১৪] দেখ, এবার তৃতীয়বারের মত আমি তোমাদের কাছে যাবার জন্য তৈরী: তোমাদের পক্ষে বোঝা হব না; কারণ আমি তোমাদের কোন জিনিস চাচ্ছি না, তোমাদেরই চাচ্ছি। বস্তুত পিতামাতার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্তব্য নয়, বরং সন্তানদের জন্য পিতামাতারই কর্তব্য, [১৫] আর আমি গভীর আনন্দের সঙ্গে ব্যয়

করব, এমনকি, তোমাদের আত্মাদের জন্য নিজেকেই ব্যয় করব। কিন্তু তোমাদের বেশি ভালবাসি বিধায় কি আমাকে কম ভালবাসা পেতে হবে?

[১৬] আচ্ছা, তবে আমি তোমাদের পক্ষে বোঝা হইনি, কিন্তু ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ যে আমি, চালাকি করে তোমাদের ধরেছি! [১৭] আমি তোমাদের কাছে যাঁদের পাঠিয়েছিলাম, তাঁদের কারও দ্বারা কি তোমাদের ঠকিয়েছি? [১৮] তীত আমারই অনুরোধে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে আমি সেই ভাইকেও পাঠিয়েছিলাম; তীত কি তোমাদের ঠকিয়েছেন? আমরা দু'জনে কি একই আত্মায়, একই পদচিহ্নে চলিনি?

পলের চিন্তা ও আশঙ্কা

[১৯] নিশ্চয় তোমরা এতক্ষণ ধরে মনে করে আসছ, আমরা তোমাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। তা নয়, আমরা ঈশ্বরেরই সাক্ষাতে খ্রিষ্টে কথা বলছি; এবং, প্রিয়জনেরা, এই সমস্ত কথা তোমাদের গেঁথে তোলার জন্যই বলছি। [২০] আসলে আমার ভয় হচ্ছে, পাছে এসে উপস্থিত হলে আমি তোমাদের যেভাবে দেখতে চাই সেভাবে না দেখি, তোমরাও আমাকে যেভাবে দেখতে চাও না সেভাবেই দেখ; ভয় হচ্ছে, পাছে দৈবাৎ বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, পরনিন্দা, কানাঘুষা, দর্প, গণ্ডগোল বেধে যায়। [২১] ভয় হচ্ছে, পাছে আমি আবার এলে আমার ঈশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে অবনমিত করেন, এবং যারা আগে পাপ করেছিল, তাদের অনেকে যে তাদের সেই অশুচিতা, যৌন অনাচার বা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয়ে এখনও মনপরিবর্তন করেনি, এ নিয়ে তখন আমাকে দুঃখ পেতে হয়।

শেষ বাণী, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

১৩ [১] এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছি। *দু' তিনজন সাক্ষীর প্রমাণে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে* (ক)। [২] দ্বিতীয়বার আমি যখন উপস্থিত ছিলাম, যারা আগে পাপ করেছিল, তাদের ও অন্য সকলকে আমি যেমন আগে বলেছিলাম, তেমনি এখন উপস্থিত না হয়েও তাদের আবার বলছি: যদি আবার আসি, আমি আর রেহাই দেব না, [৩] যেহেতু তোমরা একটা প্রমাণ পেতে চাচ্ছ খ্রিষ্টই আমার অন্তরে কথা বলেন কিনা;

আর তিনি তো তোমাদের পক্ষে দুর্বল নন, বরং তাঁর পরাক্রম তোমাদের মধ্যে সক্রিয়। [৪] তাঁর মানবীয় দুর্বলতার জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রমে তিনি তো জীবিত হয়ে আছেন। তেমনি তাঁর মধ্যে আমরাও দুর্বল বটে, কিন্তু তোমাদের পক্ষে ঈশ্বরের পরাক্রমে তাঁর সঙ্গে জীবন যাপন করব। [৫] নিজেদের পরীক্ষা করে দেখ তোমরা বিশ্বাসে আছ কিনা; নিজেদের যাচাই কর। তোমরা কি বুঝতে পার না যে, যিশুখ্রিষ্ট তোমাদের অন্তরে আছেন? অবশ্য, যদি তেমন পরীক্ষা তোমাদের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়! [৬] তথাপি আশা করি, তোমরা মেনে নেবে যে সেই পরীক্ষা আমাদের বিরুদ্ধে নয়। [৭] আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তোমরা কোন প্রকার অন্যায় না কর; পরীক্ষায় আমাদের যোগ্যতা যেন প্রমাণিত হয়, এজন্য নয়; বরং এজন্য, আমাদের যোগ্যতা অপ্রমাণিত থাকলেও যেন তোমরা সৎকাজ কর। [৮] কারণ সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল সত্য সমর্থন করাই সম্ভব। [৯] বাস্তবিক আমরা যখন দুর্বল ও তোমরা বলবান, তখন আমরা আনন্দিত। আর আমাদের প্রার্থনা এ, যেন তোমরা পরমসিদ্ধি লাভে উত্তীর্ণ হতে পার। [১০] এই কারণেই আমি দূরে থাকতেই এই সমস্ত কথা লিখলাম, যেন উপস্থিত হলে আমাকে প্রভুর দেওয়া অধিকার কঠোর ভাবে প্রয়োগ করতে না হয়; সেই অধিকার তিনি ভেঙে ফেলার জন্য নয়, গেঁথে তোলারই জন্য আমাকে দিয়েছেন।

[১১] শেষ কথা: ভাই, আনন্দ কর; পরমসিদ্ধিই হোক তোমাদের লক্ষ্য, পরস্পরের অন্তরে সৎসাহস যোগাও, একমন হও, শান্তিতে থাক; তাহলে ভালবাসা ও শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। [১২] পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। সকল পবিত্রজন তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

[১৩] প্রভু যিশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের ভালবাসা, ও পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

---

১ [৫] ‘সান্ত্বনা’: পুরাতন নিয়মে (ইশা ৪০:১) ইস্রায়েলীয়েরা ঈশ্বরের সান্ত্বনা বলে রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় থাকত, নূতন নিয়মে সান্ত্বনা বলতে সেই আনন্দ ও আশ্বাস বোঝায় যা সুসমাচার ও পবিত্র আত্মা দ্বারা ভক্তদের দেওয়া হয়েছে।

[১৪] ‘প্রভু যিশুর দিন’: পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলীয়েরা প্রভুর দিনের অপেক্ষায় থাকত, নূতন নিয়মে বাক্যটা খ্রিষ্টের দিন কিংবা তাঁর উপস্থিতি বা আগমনের দিন লক্ষ করে; দিনটি হবে পুনরুত্থান ও বিচারের দিন (১ করি ১:৮; ৫:৫)।

[২০] ‘আমেন’: এই হিব্রু শব্দ (যার ধাতুর অর্থই ‘স্তম্ভ’) ঈশ্বরের অবিচল বিশ্বস্ততা ও মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করে।

[২১-২২] তৈলাভিষেক ও মুদ্রাঙ্কন ছিল পবিত্র আত্মা দানের প্রতীক: খ্রিষ্টে ভক্তজন পবিত্র আত্মাকে পেয়ে গেছে।

[২২] ‘অগ্রিম’: পবিত্র আত্মাকে পেয়েছে বলে ভক্তজন জানে, সে অবশ্যই স্বর্গীয় গৌরবেরও অংশীদার হবে।

২ [২] সাধু পল ভীষণ অপমানের পাত্র হয়েছেন; তিনি ক্ষমা করতে প্রস্তুত, কিন্তু ব্যাপারটা আগে স্পষ্ট করা হোক।

[৮] গুরুতর অপরাধে অপরাধীর সম্মুখীন হয়ে মণ্ডলী শাসনমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য বইকি, কিন্তু ভ্রাতৃপ্রেম যেন শাসনটা কোমল করে।

৩ [৬] ‘অক্ষর’ বলতে প্রাক্তন সন্ধির বিধান বোঝায় যা অক্ষরে অক্ষরে পালন না করলে মানুষ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্তও দণ্ডনীয় হয়; অপরদিকে নবসন্ধির মানুষ জীবনদানকারী পবিত্র আত্মাকে পেয়ে হৃদয়েই লেখা বিধান পালন করে। পবিত্র আত্মা বিনা ‘অক্ষর’ মৃত্যু ঘটায়, কিন্তু অক্ষর ছাড়া পবিত্র আত্মাও বাক্হীন হন (অন্য কথায়, একটা না একটা বিধান থাকা চাই, না থাকলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়)। পরবর্তী পদগুলোও নবসন্ধির ব্যবস্থার উৎকৃষ্টতা তুলে ধরে।

[১৬] ‘প্রভুর দিকে ফিরবে’: মনপরিবর্তন করে মানুষ খ্রিষ্টেতে ঈশ্বরের গৌরবদর্শনে উন্নীত; আবার, পবিত্র আত্মা দ্বারা মানুষ সেই গৌরব নিজেই প্রতিফলিত করে (২ করি ৪:৪-৬)।

[১৭] প্রভু ‘অক্ষর’ এর দাসত্ব থেকে মানুষকে স্বাধীন ক’রে তাকে শাস্ত্রের আত্মিক অর্থ বোঝার ক্ষমতা দেন।

[১৮] মোশির পক্ষে যা সম্ভব ছিল না, তা খ্রিষ্টে সম্ভব হয়েছে: ভক্তজন ঐশগৌরব দেখে আর তা প্রতিফলিতও করে।

৪ [৬ক] আদি ১:৩; ইশা ৯:১ দ্রঃ।

[১৩খ] সাম ১১৬:১০।

৫ [২১] ঈশ্বর খ্রিষ্টকে পাপী মানবজাতির সঙ্গে এক করেছিলেন যেন পাপার্থে খ্রিষ্টের উৎকৃষ্ট আত্মবলিদান পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত যত পাপার্থে যজ্ঞ নিষ্প্রয়োজন করতে পারে (রো ৮:৩; গা ৩:১৩)।

৬ [২ক] ইশা ৪৯:৮।

[১৬খ] লেবীয় ২৬:১১-১২; এজে ৩৭:২৭।

[১৭গ] ইশা ৫২:১১; যেরে ৫১:৪৫।

[১৮ঘ] ২ শামু ৭:১৪; ইশা ৪৩:৬; যেরে ৩১:৯; হো ২:১।

৮ [১৫ক] যাত্রা ১৬:১৮।

[২১খ] প্রবচন ৩:৪।

৯ [১] এখানে যেরুশালেম-মণ্ডলীর ভক্তজনদের কথা বলা হচ্ছে।

[৭ক] প্রবচন ২২:৮।

[৯খ] সাম ১১২:৯।

১০ [১৭ক] যেরে ৯:২২-২৩ দ্রঃ।

১১ [৩] কোন কোন পাণ্ডুলিপি ‘একাগ্রতা’ এর পরে ‘ও শুচিতা’ কথাটাও যোগ দেয়।

১২ [১] দামাস্কের পথে সাধু খ্রিষ্টকে দেখেছিলেন; এখানে পরবর্তীকালীন দর্শন ও ঐশপ্রকাশেরই কথা বলেন।

[৭] সেসময় মানুষ সীসা-ভরা দস্তানা দিয়েই ঘুষি মারত।

১৩ [১ক] দ্বিঃবিঃ ১৯:১৫।

গালাতীয়দের কাছে পত্র

খ্রিষ্টবিশ্বাসে দীক্ষিতদের পক্ষে ইহুদী ধর্মীয় ঐতিহ্য কতখানি পালন করা আবশ্যক, আদিমণ্ডলী-কালে এ-ই ছিল নানা ঐশতাত্ত্বিক সমস্যার মধ্যে একটা। এবিষয়ে সাধু পলের কথা এ : যিশুর আগমনে প্রাক্তন বিধানের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, খ্রিষ্টভক্তদের পক্ষে খ্রিষ্টের ক্রুশ ও বিশ্বাসই হল পরিত্রাণলাভের একমাত্র উপায়। পত্রটির আলোচ্য বিষয় রোমীয়দের কাছে পত্রেও বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

১ [১] আমি পল—মানুষের পক্ষ থেকে নয়, মানুষ দ্বারাও নয়, কিন্তু যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা, এবং যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই পিতা ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত প্রেরিতদূত—সেই পল, [২] এবং যে সকল ভাই আমার সঙ্গে রয়েছে, তারাও, গালাতিয়ার মণ্ডলীগুলোর সমীপে : [৩] আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশুখ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক; [৪] এই খ্রিষ্ট এ বর্তমান ধূর্ত যুগের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দান করলেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছা অনুসারে, [৫] যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

সাবধান বাণী

[৬] আমি এতে আশ্চর্যান্বিত যে, খ্রিষ্টের অনুগ্রহে যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা এত শীঘ্রই তাঁকে ছেড়ে অন্য এক সুসমাচারের দিকে ফিরে যাচ্ছ। [৭] আসলে অন্য সুসমাচার বলতে কিছু নেই; শুধু এমন কয়েকজন আছে, যারা তোমাদের অস্থির করছে, এবং খ্রিষ্টের সুসমাচার বিকৃত করতে অভিপ্রেত। [৮] আচ্ছা, আমরা তোমাদের কাছে যে সুসমাচার প্রচার করেছি, সেটি ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেউ প্রচার করে—আমরা নিজেরাই করি, কিংবা স্বর্গ থেকে আগত কোন দূতই করুন—তবে সে বিনাশ-

মানতের বস্তু হোক! [৯] আমরা আগে বলেছিলাম, আমি এখনও আবার বলছি, তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তা ছাড়া আর কোন সুসমাচার যদি কেউ তোমাদের কাছে প্রচার করে, সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক! [১০] আমি কি মানুষের প্রসন্নতা জয় করতে সচেষ্ট, না ঈশ্বরের? আমি কি মানুষকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করছি? যদি এখনও মানুষকে তুষ্ট করতে চাইতাম, তবে খ্রিষ্টের দাস হতাম না।

ঈশ্বরের আহ্বান

[১১] ভাই, আমি তোমাদের স্পষ্টই বলছি, আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে, তা মানবীয় বাণী নয়, [১২] কেননা আমি মানুষের কাছ থেকে তা পাইনি, মানুষের কাছে শিখিওনি; কিন্তু যিশুখ্রিষ্টেরই ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়ে পেয়েছি। [১৩] আমি যখন ইহুদী ধর্ম পালন করতাম, তখন কেমন জীবনযাপন করতাম একথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ; আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নিতান্তই নির্যাতন ও ধ্বংসও করতাম; [১৪] আর যেহেতু পিতৃপুরুষদের পরম্পরাগত রীতিনীতি সমর্থনে অধিক উৎসাহী ছিলাম, সেজন্য ইহুদী ধর্ম পালনে আমার সমকালীন অধিকাংশ সমবয়সী লোকদের চেয়ে যথেষ্টই আগে ছিলাম। [১৫] কিন্তু আমি মাতৃগর্ভে থাকতে যিনি আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে আমাকে আহ্বান করেছিলেন, [১৬] তিনি যখন স্থির করলেন তাঁর পুত্রকে আমার অন্তরে প্রকাশ করবেন আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর কথা প্রচার করি, তখনই, কোন মানুষের পরামর্শ না নিয়ে, [১৭] যেরুশালেমে যাঁরা আমার আগে প্রেরিতদূত ছিলেন তাঁদের কাছেও না গিয়ে, আমি আরবে চলে গেলাম, এবং পরবর্তীকালে দামাস্কে ফিরে গেলাম। [১৮] কেবল তিন বছর পরেই কেফাসের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য যেরুশালেমে গেলাম, এবং সেখানে পনেরো দিন তাঁর সঙ্গে রইলাম; [১৯] প্রভুর ভাই যাকোবকে ছাড়া প্রেরিতদূতদের আর কারও সঙ্গে আমার দেখা হল না। [২০] এপ্রসঙ্গে তোমাদের কাছে যা লিখছি, দেখ, ঈশ্বরের সামনেই বলছি: মিথ্যা বলছি না। [২১] তারপর আমি সিরিয়া ও কিলিকিয়ার নানা স্থানে গেলাম। [২২] কিন্তু সেসময় আমি যুদেয়ার খ্রিষ্টেতে আশ্রিত মণ্ডলীগুলোর কাছে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলাম না, [২৩] তারা শুধু শুধু একথা শুনত, ‘আগে আমাদের যে

নির্যাতন করত, সে এখন সেই বিশ্বাস প্রচার করছে যা আগে ধ্বংস করতে চাইত।' [২৪] আর আমার জন্য তারা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করত।

যেরুশালেমের মহাসভা

২ [১] কেবল চৌদ্দ বছর পরেই আমি বার্নাবাসের সঙ্গে আবার যেরুশালেমে গেলাম; তখন তীতকেও সঙ্গে নিলাম; [২] আমি তো ঐশপ্রকাশ পাবার ফলেই সেখানে গিয়েছিলাম। তখন, যে সুসমাচার আমি বিজাতীয়দের মধ্যে প্রচার করে থাকি, তা সেখানকার ভাইদের কাছে ব্যক্ত করলাম, কিন্তু ঘরোয়া এক বৈঠকে, যাঁরা গণ্যমান্য, তাঁদেরই কাছে, পাছে এমনটি ঘটে যে, আমি বৃথা দৌড়োচ্ছি বা দৌড়িয়েছি। [৩] এমনকি, সেই তীত, যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি গ্রীক হলেও তাঁকে পরিচ্ছেদিত করার কোন দাবি করা হল না, [৪] তাও ঘটল সেই ভণ্ড ভাইদের কারণে, যারা আমাদের মধ্যে গোপনে ঢুকে পড়েছিল; তাদের অভিপ্রায় ছিল এ, খ্রিষ্টযিশুতে আমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করি, সেদিকে গোপন নজর রাখবে, যেন আমাদের দাস করে তুলতে পারে। [৫] কিন্তু আমরা এক মুহূর্ত মাত্রও তাদের কাছে নত হইনি, যেন সুসমাচারের সত্য তোমাদের মধ্যে অটল থাকতে পারে। [৬] কিন্তু যাঁরা গণ্যমান্য বলে গণ্য ছিলেন—তাঁরা আসলে গণ্যমান্য ছিলেন বা ছিলেন না, এতে আমার কিছু আসে যায় না, ঈশ্বর তো মানুষের মুখাপেক্ষা করেন না!—সেই গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরাও আমাকে নতুন কোন বাণী যোগ করতে আদেশ করেননি; [৭] তাঁরা বরং যখন দেখলেন, অপরিচ্ছেদিতদের মধ্যে সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল, যেভাবে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে প্রচারের ভার পিতরের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল,—[৮] কারণ পিতরকে পরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে যিনি তাঁর অন্তরে সক্রিয় হয়েছিলেন, আমাকে অপরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে সেই তিনি আমার অন্তরেও সক্রিয় হয়েছিলেন— [৯] এবং তাঁরা যখন আমার কাছে দেওয়া অনুগ্রহ স্বীকার করলেন, তখন যাকোব, কেফাস ও যোহন—তাঁরা তো স্তম্ভ বলে স্বীকৃত—সহভাগিতার চিহ্নরূপে আমাকে ও বার্নাবাসকে ডান হাত দিলেন, যেন আমরা

বিজাতীয়দের কাছে যাই, আর তাঁরা পরিচ্ছেদিতদের কাছে যান; [১০] শুধু চাইলেন, আমরা যেন গরিবদের কথা স্মরণ করি: আর আমি তা করতে খুবই যত্নবান ছিলাম।

আন্তিওখিয়ায় পিতর ও পল

[১১] কিন্তু কেফাস যখন আন্তিওখিয়ায় এলেন, তখন আমি মুখের উপরেই তাঁকে প্রতিরোধ করলাম, কারণ তিনি স্পষ্টই দোষী ছিলেন। [১২] কেননা যাকোবের কাছ থেকে কয়েকজন আসবার আগে তিনি বিজাতীয়দের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন, কিন্তু ওদের আসার পর তিনি পরিচ্ছেদিতদের ভয়ে পিছিয়ে পড়তে ও নিজেকে পৃথক রাখতে লাগলেন। [১৩] তাঁর সঙ্গে অন্য সকল ইহুদীও তেমন কপটতায় যোগ দিল, এমনকি বার্নাবাসকেও তাদের সেই কপটতার টানে নিজেকে টানতে দিলেন। [১৪] কিন্তু আমি যখন দেখলাম, তাঁরা সুসমাচারের সত্য অনুসারে সঠিকভাবে চলছেন না, তখন তাঁদের সকলের সামনে কেফাসকে বললাম, 'আপনি নিজে ইহুদী হয়ে যখন ইহুদীদের মত নয়, বিজাতীয়দেরই মত আচরণ করেন, তখন কেমন করে বিজাতীয়দের ইহুদীদের মত আচরণ করতে বাধ্য করতে পারেন? [১৫] আমরা তো জন্মসূত্রে ইহুদী, বিজাতীয় পাপী মানুষ নই, [১৬] তবু ভালই জানি, বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কেবল যিশুখ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়; আর সেজন্য আমরাও খ্রিষ্টযিশুতে বিশ্বাসী হয়েছি, যেন বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কিন্তু খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই, যেহেতু বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা *কোন মানুষ ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবে না* (ক)। [১৭] কিন্তু খ্রিষ্টে যেন আমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয় এমন চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেরাও যদি পাপী বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকি, তবে এর অর্থ কি খ্রিষ্টই পাপের অনুচারী? দূরের কথা! [১৮] কেননা আমি যা ভেঙে ফেলেছি, তা-ই যদি আবার গাঁথি, তাহলে নিজেকেই অপরাধী বলে দাঁড় করাই। [১৯] আসলে আমি বিধান দ্বারা বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি। আমাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, [২০] অথচ আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন। এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও

আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন। [২১] আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যর্থ করি না; বাস্তবিক বিধান দ্বারা যদি ধর্মময়তা হয়, তাহলে খ্রিষ্ট বৃথাই মরেছেন।

খ্রিষ্টীয় অভিজ্ঞতা

৩ [১] হে নির্বোধ গালাতীয়েরা, কেইবা তোমাদের যাদু করেছে? অথচ তোমাদেরই চোখের সামনে সেই যিশুখ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধ ছবি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছিল। [২] আমি তোমাদের কাছ থেকে কেবল এই কথা জানতে চাই, তোমরা কি বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারাই আত্মাকে পেয়েছ? নাকি যা শুনেছিলে তাতে বিশ্বাস দ্বারা? [৩] তোমরা কি সত্যিই এমন নির্বোধ যে, আত্মায় আরম্ভ করে এখন শেষ লক্ষ্যের দিকে মাংস দ্বারাই চালিত হতে চাচ্ছ? [৪] তাই তোমরা যা যা অভিজ্ঞতা করেছিলে, তা কি সব বৃথা গেল? —অন্তত তা যদি বৃথা যেত! [৫] তবে কি, যিনি আত্মাকে তোমাদের মঞ্জুর করেন ও তোমাদের মধ্যে পরাক্রম-কর্ম সাধন করেন, তিনি কি বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারাই তা করেন? নাকি তোমরা যা শুনেছিলে তাতে বিশ্বাস দ্বারা?

বিশ্বাসী আব্রাহামকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি
বিধান ছাড়া বিধর্মীদের ধর্মময়তা-লাভ

[৬] এভাবেই তো আব্রাহাম *ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল* (ক)। [৭] সুতরাং জেনে রাখ, যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারাই আব্রাহামের সন্তান। [৮] আর বিশ্বাস দ্বারাই যে ঈশ্বর বিজাতীয়দের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করবেন, শাস্ত্র তা আগে থেকে দেখে আব্রাহামের কাছে এই শুভসংবাদ পূর্বঘোষণা করেছিলেন, যথা: *সমস্ত জাতি তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে* (খ)। [৯] সুতরাং যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারা বিশ্বাসী আব্রাহামের সঙ্গে সেই আশীর্বাদের পাত্র। [১০] বাস্তবিক যারা বিধানের আদিষ্ট কর্মের উপর নির্ভর করে, তারা সকলে অভিশাপের অধীন, কারণ লেখা আছে, *যে কেউ বিধান-পুস্তকে লেখা সমস্ত কথা পালন করার জন্য তাতে স্থিতমূল থাকে না, সে অভিশপ্ত* (গ)। [১১] তাছাড়া, বিধান দ্বারা কেউই যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয় না, একথা সুস্পষ্ট, কারণ *বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে।*

[১২] কিন্তু বিধান বিশ্বাসমূলক নয়, বরং *যে কেউ এই সমস্ত পালন করবে, সে সেগুলোতে জীবন পাবে* (ঘ)। [১৩] খ্রিষ্টই মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন, কেননা লেখা আছে, *যাকেই গাছে ঝুলানো হয়, সে অভিশপ্ত*, [১৪] যেন আব্রাহামের সেই পাওয়া আশীর্বাদ খ্রিষ্টযিশুতে বিজাতীয়দের কাছে যায়, আর আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা সেই প্রতিশ্রুত আত্মাকে পেতে পারি।

আব্রাহামের বংশ—খ্রিষ্ট ও বিশ্বাসীরা

[১৫] ভাইয়েরা, সাধারণ একটা উদাহরণ দিচ্ছি: একটা উইলপত্র মানবীয় হলেও তা যখন স্থিরীকৃত হয়, তখন কেউ তা বিফল করতে পারে না, তাতে নতুন কোন কথাও যোগ করতে পারে না। [১৬] আচ্ছা, আব্রাহামের প্রতি ও তাঁর *বংশধরের প্রতিই* (ঙ) তো সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হয়েছিল। শাস্ত্র বহুবচনে 'আর তোমার বংশধরদের প্রতি' না ব'লে একবচনে বলে, *আর তোমার বংশধরের প্রতি*, যে বংশধর স্বয়ং খ্রিষ্ট। [১৭] এখন আমি বলছি, যে উইলপত্র ঈশ্বর দ্বারা আগে স্থিরীকৃত হয়েছিল, চারশ' তিরিশ বছর পরে আগত একটা বিধান সেই উইলপত্রকে বাতিল করতে পারে না, ফলে প্রতিশ্রুতিকেও বাতিল করতে পারে না! [১৮] কেননা উত্তরাধিকার যদি বিধানমূলক হয়, তবে আর প্রতিশ্রুতিমূলক হতে পারে না; কিন্তু আব্রাহামকে ঈশ্বর সেই প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়েই তা দান করেছিলেন।

[১৯] তবে বিধান কেন? অপরাধ লক্ষ ক'রেই তা যোগ করা হয়েছিল, যতদিন সেই 'বংশধর' না আসেন যাঁর জন্য সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; আর বিধান স্বর্গদূতদের দ্বারা, একজন মধ্যস্থ দ্বারাই জারি করা হয়েছিল। [২০] মধ্যস্থ তো একজনের জন্য হয় না, অপরদিকে ঈশ্বর এক। [২১] তবে বিধান কি ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি-বিরুদ্ধ? দূরের কথা! কেননা যদি এমন বিধান দেওয়া হত যা জীবন দান করতে সক্ষম, তবে ধর্মময়তা নিশ্চয়ই বিধানমূলক হত। [২২] কিন্তু শাস্ত্র সবকিছুই পাপের অধীনে রুদ্ধ করেছে, যেন সেই প্রতিশ্রুতি যিশুখ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই বিশ্বাসীদের দেওয়া হয়।

[২৩] কিন্তু বিশ্বাস আসবার আগে আমরা বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম, সেই বিশ্বাসেরই অপেক্ষায় রুদ্ধ ছিলাম, যা পরে প্রকাশিত হওয়ার কথা। [২৪] তাই বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রিষ্টের কাছে আমাদের নিয়ে গেল, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারি। [২৫] কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই; [২৬] বাস্তবিকই তোমরা সকলেই খ্রিষ্টযিশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান, [২৭] কারণ তোমাদের যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ। [২৮] এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; দাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই; কারণ খ্রিষ্টযিশুতে এখন তোমরা সকলেই এক। [২৯] আর তোমরা যখন খ্রিষ্টেরই, তখন তোমরাই আব্রাহামের বংশ, সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে উত্তরাধিকারী!

ঈশ্বরের সন্তান আমরা

৪ [১] শোন, আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি: উত্তরাধিকারী যতদিন নাবালক থাকে, ততদিন সবকিছুর মালিক হলেও তবু দাসের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থাকে না; [২] কিন্তু পিতার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সে অভিভাবক ও গৃহাধ্যক্ষদের অধীন থাকে। [৩] তেমনি আমরাও যখন নাবালক ছিলাম, তখন জগতের আদিম শক্তির অধীনস্থ দাসের মত ছিলাম। [৪] কিন্তু যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, [৫] যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি। [৬] আর তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, ‘আব্বা, পিতা!’ [৭] সুতরাং তুমি আর দাস নও, বরং পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় উত্তরাধিকারীও।

[৮] কিন্তু সেসময় তোমরা ঈশ্বরকে না জেনে এমন দেবতাদেরই দাস ছিলে, যারা আসলে দেবতাও নয়; [৯] তোমরা এখন যে ঈশ্বরের পরিচয় পেয়েছ, এমনকি ঈশ্বর দ্বারা পরিচিত হয়েছ, কেমন করে আবার ওই বলহীন সামান্য আদিম শক্তিগুলোর দিকে

ফিরছ? কেমন করে সেসময়ের মত আবার তাদের দাস হতে চাচ্ছ? [১০] তোমরা তো বিশেষ বিশেষ দিন, মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ; [১১] তোমাদের বিষয়ে আমার ভয় হচ্ছে; কি জানি, তোমাদের মধ্যে বৃথা পরিশ্রম করেছি!

সনির্বন্ধ আবেদন

[১২] ভাই, তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ: আমার মত হও, কারণ আমিও তোমাদের মত হলাম। তোমরা আমার প্রতি আদৌ কোন অপরাধ করনি; [১৩] আর তোমরা জান, আমি শারীরিক একটা দুর্বলতার কারণেই প্রথমবার তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলাম; [১৪] আর শারীরিক আমার সেই দুর্বলতা তোমাদের পক্ষে পরীক্ষা হলেও তা তোমরা তুচ্ছ করনি, ঘৃণাও বোধ করনি, বরং আমাকে ঈশ্বরের এক দূতের মত, খ্রিষ্টযিশুর মতই যেন সাদরে গ্রহণ করেছিলে। [১৫] তবে তোমাদের সেই প্রীতির মনোভাব কোথায় গেল? আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি, সম্ভব হলে তোমরা নিজ নিজ চোখ উপড়ে ফেলে আমাকে দিতে। [১৬] তবে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলায় কি তোমাদের শত্রু হয়েছি? [১৭] এরা তোমাদের প্রতি অনেক যত্ন দেখাচ্ছে, কিন্তু সরল মনে নয়; এরা বরং তোমাদের সরাতেই চায়, যেন তাদেরই প্রতি তোমরা যত্ন দেখাও। [১৮] আমি যখন তোমাদের কাছে উপস্থিত, তখন শুধু নয়, উদ্দেশ্যটা উত্তম হলে তবে সবসময়ই যত্নের পাত্র হওয়া ভাল। [১৯] তোমরা তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন; [২০] এখন আমি তোমাদের কাছে কাছে থাকতে বাসনা করছি, কণ্ঠের সুরও পাল্টাতে বাসনা করছি, কেননা তোমাদের বিষয়ে আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

সেই দুই সন্ধি—আগার ও সারা

[২১] তোমরা যারা বিধানের অধীনে থাকতে এত ইচ্ছা কর, একটু বল দেখি, বিধান যা বলে, তা তোমরা কি শুনছ না? [২২] কেননা লেখা আছে, আব্রাহামের দু'সন্তান হল, একজন ছিল ওই দাসীর সন্তান, একজন ছিল ওই স্বাধীনার সন্তান। [২৩] কিন্তু ওই দাসীর সন্তান মাংস অনুসারে জন্মেছিল; ওই স্বাধীনার সন্তান প্রতিশ্রুতি গুণে। [২৪] আচ্ছা, এই সমস্ত কথা রূপক অর্থেই লেখা: আসলে ওই দুই নারী দুই

সন্ধির প্রতীক; একটা, সিনাই পর্বতের যে সন্ধি, দাসত্বের উদ্দেশে প্রসব করে—সে আগার; [২৫] কেননা এই 'আগার' নামটি আরব দেশের সিনাই পর্বত লক্ষ করে; এবং নারীটি এই বর্তমান যেরুশালেমের একই ভূমিকা বহন করে, কেননা বর্তমান যেরুশালেমও নিজ সন্তানদের সঙ্গে দাসত্বে রয়েছে। [২৬] কিন্তু ঊর্ধ্বলোকের যে যেরুশালেম, সে তো স্বাধীনা, আর সে-ই আমাদের জননী। [২৭] কেননা লেখা আছে,

হে বন্ধ্যা, তুমি যে প্রসব কর না, আনন্দিত হও,
তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা জান না, আনন্দ চিৎকারে ফেটে পড়,
কারণ সধবার চেয়ে বরং পরিত্যক্তা নারীরই সন্তান বেশি (ক)।

[২৮] ভাই, ইসহাকের মত তোমরা প্রতিশ্রুতির সন্তান। [২৯] কিন্তু মাংস অনুসারে জন্ম নেওয়া সেই সন্তান যেমন সেসময় আত্মা অনুসারে জন্ম নেওয়া সন্তানকে অত্যাচার করেছিল, তেমনি এখনও ঘটছে। [৩০] তবু শাস্ত্র কী বলে? *ওই দাসীকে ও ওর সন্তানকে দূর করে দাও, কারণ ওই দাসীর সন্তান স্বাধীনার সন্তানের সঙ্গে উত্তরাধিকারের সহভাগী হবে না* (খ)। [৩১] সুতরাং, ভাই, আমরা ওই দাসীর সন্তান নই, ওই স্বাধীনারই সন্তান।

খ্রিষ্টীয় স্বাধীনতা

৫ [১] স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই খ্রিষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন; সুতরাং তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, এবং দাসত্বের জোয়াল তোমাদের ঘাড়ে দিতে আর দিয়ো না। [২] দেখ, আমি পল তোমাদের নিজেই বলছি, তোমরা যদি পরিচ্ছেদন গ্রহণ করে নাও, তবে খ্রিষ্টকে নিয়ে তোমাদের কিছুতেই উপকার হবে না। [৩] যে কেউ পরিচ্ছেদন গ্রহণ করে নেয়, তাকে আমি আবার স্পষ্ট বলছি, সে সমস্ত বিধান পালন করতে বাধ্য। [৪] তোমরা যারা বিধানে ধর্মময়তা পেতে চেষ্টা করছ, খ্রিষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ, অনুগ্রহ থেকে পতিত হয়েছ। [৫] কেননা আমরা আত্মা দ্বারা বিশ্বাসগুণেই ধর্মময়তা-লাভের প্রত্যাশার ফল প্রতীক্ষা করছি; [৬] কারণ খ্রিষ্টযিশুতে পরিচ্ছেদনেরও কোন

মূল্য নেই, অপরিচ্ছেদনেরও কোন মূল্য নেই, কিন্তু ভালবাসা দ্বারা কার্যকর বিশ্বাসই মূল্যবান।

[৭] আহা, তোমরা সুন্দরভাবেই দৌড়োচ্ছিলে; কে তোমাদের বাধা দিল যে, তোমরা সত্যের প্রতি আর বাধ্য নও? [৮] যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তাঁর কাছ থেকে তেমন প্ররোচনা আসেইনি। [৯] সামান্য একটু খামির ময়দার পিণ্ডটা সবই গাঁজিয়ে তোলে। [১০] তোমাদের বিষয়ে প্রভুতে আমার এমন দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তোমাদের ধারণা আমার ধারণা থেকে ভিন্ন হবে না; কিন্তু তোমাদের যে অস্থির করে, সে যেই হোক না কেন তার যোগ্য শাস্তি ভোগ করবে। [১১] ভাই, যদি এখনও পরিচ্ছেদনের কথা প্রচার করি, তবে আমি কেন এতক্ষণে নির্যাতিত হচ্ছি? তবে ক্রুশ যে বাধাস্বরূপ, সেই বাধা কি বাতিল হয়েছে? [১২] যারা তোমাদের অস্থির করে তুলছে, তারা আরও বেশি এগিয়ে যাক, অর্থাৎ, নিজেদের সেই সবই ছেটে ফেলুক!

স্বাধীনতা ও ভালবাসা

[১৩] কেননা, হে ভাই, তোমরা স্বাধীনতার জন্যই আহূত হয়েছ। শুধু দেখ, তেমন স্বাধীনতাকে মাংসের পক্ষে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করো না। বরং ভালবাসার মাধ্যমে পরস্পরের সেবা কর। [১৪] কারণ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, *তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে* (ক)। [১৫] কিন্তু তোমরা যদি একে অন্যকে কামড়াও ও দীর্ণ-বিদীর্ণ কর, তাহলে সাবধান, পাছে একে অন্যের দ্বারা কবলিত হও।

[১৬] তাই আমি বলছি, তোমরা আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চল, তাহলেই মাংসের কামনা আর মেটাতে হবে না; [১৭] কারণ মাংসের যা কাম্য, তা আত্মার বিরোধী এবং আত্মার যা কাম্য, তা মাংসের বিরোধী। আসলে এই দুই পক্ষ তো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, ফলে তোমরা যা করতে চাও, তা করতে পার না। [১৮] অপরদিকে যদি আত্মা দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দাও, তবে তোমরা বিধানের অধীনস্থ নও। [১৯] মাংসের যত কর্মফল তো স্পষ্ট: যৌন অনাচার, অশুচিতা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, [২০] পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, [২১] হিংসা, মাতলামি, পানোন্মত্ত হইচইপূর্ণ ভোজ-উৎসব আর ওই ধরনের সমস্ত

কিছু। আগে যেমন এই বিষয়ে আমি বলেছিলাম, এখনও তোমাদের সতর্ক করে বলছি: যারা তেমন আচরণ করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। [২২] অপরদিকে আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, [২৩] কোমলতা, আত্মসংযম; এই সবকিছুর বিরুদ্ধে কোন বিধান নেই। [২৪] আর যারা খ্রিষ্টযিশুরই, তারা নিজ মাংসকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশে দিয়েছে।

খ্রিষ্টের বিধান

[২৫] আমরা যখন আত্মা গুণে জীবিত আছি, তখন এসো, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চলি। [২৬] এসো, আমরা যেন অসার অহঙ্কার না করি, পরস্পরকে জ্বালাতন না করি, পরস্পরকে ঈর্ষা না করি।

৬ [১] ভাই, যদিও কেউ কোন অপরাধে ধরা পড়ে, তবে তোমরা আত্মিক হয়ে উঠেছ যখন, তখন কোমলতা দেখিয়ে তার সংস্কার কর। তুমিও নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, পাছে তোমাকেও পরীক্ষিত হতে হয়। [২] তোমরা একে অন্যের বোঝা বহনে সাহায্য কর, এভাবেই খ্রিষ্টের বিধান পূরণ করবে। [৩] কেননা কেউ যদি মনে করে, তার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে, কিন্তু আসলে সে কিছুই নয়, তবে সে নিজেকেই ভোলায়। [৪] প্রত্যেকে বরং নিজ নিজ আচরণ পরীক্ষা করুক, তাহলে গর্ব করার মত যদি কিছু পায়, তা নিজেরই বিষয়ে হবে, পরের সঙ্গে তুলনা ক'রে নয়। [৫] কেননা প্রত্যেককে নিজ নিজ বোঝা বহন করতে হয়।

[৬] যাকে ঐশবাণী শিক্ষা দেওয়া হয়, তার নিজের যা কিছু আছে, সে শিক্ষকের সঙ্গে তার সহভাগিতা করুক। [৭] নিজেদের ভুলিয়ো না, ঈশ্বরের সঙ্গে চালাকি করা চলে না। আসলে মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। [৮] নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে; তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল। [৯] আর এসো, সৎকাজ করায় আমরা যেন কখনও ক্লান্তি না মানি! কেননা ক্ষান্ত না হলে আমরা যথাসময় ফসল পাব। [১০] সুতরাং

যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, এসো, সকলের মঙ্গল সাধন করি, বিশেষভাবে তাদেরই, যারা বিশ্বাস সূত্রে আমাদের আপনজন।

খ্রিষ্টের ক্রুশ ও নবসৃষ্টি

[১১] দেখ কত বড় অক্ষরেই না আমি এখন নিজ হাতে তোমাদের লিখছি। [১২] যারা মানবীয় মাত্রা অনুসারে নিজেদের খুব সুন্দর দেখাতে চায়, তারাই তোমাদের পরিচ্ছেদন গ্রহণ করতে বাধ্য করছে; ওদের একমাত্র অভিপ্রায়, যেন তারা খ্রিষ্টের ক্রুশের জন্য নির্যাতিত না হয়। [১৩] আসলে পরিচ্ছেদিতরা নিজেরাও বিধান পালন করে না; কিন্তু তোমাদের পরিচ্ছেদন গ্রহণ করাতে চায়, যেন তারা তোমাদের বাহ্যিক চেহারা নিয়ে গর্ব করতে পারে। [১৪] কিন্তু আমার বেলায়, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি, যা দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ। [১৫] কারণ আসলে পরিচ্ছেদনও কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়, কিন্তু এক নবসৃষ্টিই সব। [১৬] আর যারা এই সূত্র অনুসারে চলবে, তাদের সকলের উপরে ও ঈশ্বরের ইস্রায়েলের উপরে শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক।

[১৭] এখন থেকে কেউ যেন আমাকে দুঃখকষ্ট না দেয়, কারণ আমি যিশুর সমস্ত যন্ত্রণার চিহ্ন নিজের দেহে বহন করি।

[১৮] ভাই, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক। আমেন।

---

১ [৬-৭] সুসমাচার একটামাত্র; তার মধ্যে সেই অনন্য খ্রিষ্টের কথা ঘোষিত যাঁর দ্বারা মানুষ নতুন জীবন পায়। বিনামূল্যেই দেওয়া পরিত্রাণ ও তেমন পরিত্রাণের নবীনতার গুরুত্বের বিরুদ্ধে যা কিছু দাঁড়ায়, তা সুসমাচার নামের যোগ্য নয়।

[৮] 'বিনাশ-মানতের বস্তু': পুরাতন নিয়মে একথা বলতে যুদ্ধকালে বন্দি-শত্রুসকলকে বিনাশ করাই বোঝাত (দ্বিঃবিঃ ৭:২৬); নূতন নিয়মে বাক্য-বিশেষের অর্থই অভিশাপ; তাই বিনাশ-মানতের বস্তু বলে একজন ব্যক্তি মণ্ডলী থেকে ছিন্ন হয় এবং অভিশাপের পাত্রও হয় (প্রেরিত ২৩:১২; গা ১:৮; ১ করি ১২:৩; ১৬:২২); অত্যুক্তিটা স্বজাতি-মানুষের প্রতি সাধু পলের ভালবাসা প্রকাশ করে।

২ [১৪] ‘সুসমাচারের সত্য’ : যে সত্য-বাণীতে সুসমাচার ব্যক্ত তা-ই সুসমাচারের সত্য বলা হয়।

[১৬ক] সাম ১৪৩:২।

[১৯] অনুচ্ছেদের অর্থ একটু অস্পষ্ট; সাধু পলের বক্তব্য এ: খ্রিষ্টের মৃত্যুর কারণ ছিল সেই বিধান যা অনুসারে তিনি দণ্ডিত হয়েছিলেন; আবার তাঁর মৃত্যুর ফল হল বিধানের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করা; তাই ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টের সঙ্গে নিজ সংযোগ গুণে সাধু পল বলেন, তিনিও বিধানের কারণে মৃত, সুতরাং বিধানের কাছেও মৃত। স্মরণযোগ্য, ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযোগের উদ্দেশ্যই যেন মানুষ তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগী হয়: এই সহভাগিতা গুণেই সাধু পল ঈশ্বরের ও তাঁর সেবার উদ্দেশে জীবনযাপন করেন।

[২০] এখানে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবন-রহস্য প্রকাশিত: একদিকে বিশ্বাসীর পাপমুখী পুরাতন অস্তিত্ব মৃত, অন্যদিকে এমর্তে থাকাকাল পর্যন্ত তার সেই অস্তিত্ব এখনও জীবিত, কিন্তু বিশ্বাসীর জীবনে গৌরবময় খ্রিষ্টের জীবনই প্রকৃতপক্ষে বর্তমান: এই রহস্যময় অবস্থা মানুষ ভোগ করে ঈশ্বরপুত্রের বিশ্বাস দ্বারা। • ‘ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই’ : সাধু পলের ঐশতত্ত্ব এরূপ: পুরাতন বিধান মানুষকে ঈশ্বরের দরবারে ধর্মময় করে তুলতে অক্ষম, কেবল ঈশ্বরের প্রেরিত পুত্র সেই খ্রিষ্টই নিজ মৃত্যু ও পুনরুত্থান গুণে মানুষকে ধর্মময় করে তুলতে পারেন। সুতরাং খ্রিষ্টের প্রতি বিশ্বাস হল ধর্মময়তা লাভের জন্য মানুষের একমাত্র আশা।

৩ [৪] মণ্ডলীর জীবনে পবিত্র আত্মার কাজ সম্বন্ধে গালাতীয়দের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা-ই সাধু পল তাদের স্মরণ করান।

[৬ক] আদি ১৫:৬।

[৮খ] আদি ১২:৩।

[১০গ] দ্বিঃবিঃ ২৭:২৬।

[১১] ‘বিশ্বাসগুণে …’: নবী হাবাকুকের উক্তি দ্বারা (হাবা ২:৪) সাধু পল নিজের বক্তব্যের সারকথা উপস্থাপন করেন: খ্রিষ্টে যে জীবন, তা পাবার একমাত্র উপায়ই বিশ্বাস; বিধান মানুষকে পাপের অধীনে রাখে, ফলত অভিশাপেরও অধীনে রাখে। • ‘ধর্মময়’ : ধর্মময়তা ও ধর্মময় শব্দ দু’টো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হোক:

(ক) ঈশ্বর ধর্মময়, কেননা মানবপরিত্রাণের জন্য যে সঙ্কল্প নিয়েছিলেন তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন; তাঁর এই ধর্মময়তা মানব-যিশুতে প্রকাশিত হয়েছিল ও সুসমাচারের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয় (রো ১:১৭; ৩:৫,২১,২৬; ১০:৩; ২ করি ৫:২১);
(খ) ঈশ্বরের এই ধর্মময়তা পাপী মানুষকেই লক্ষ করে: মানুষ ঐশক্রোধের পাত্র হলেও ঐশঅনুগ্রহ তাকে বাঁচায় (অর্থাৎ ‘ধর্মময়’ বলে সাব্যস্ত করে); তবু একটা শর্ত রয়েছে: মানুষ বিনম্র বাধ্যতা দেখিয়ে কেবল বিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করবে, নিজের কোন যোগ্যতার উপরে নয় (রো ৩:১৯-৩০; ৪:২-১০; ৯:৩০-৩১; ১০:৩-৪; গা ২:১৬);

(গ) ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ মানুষকে ধর্মময় করে তোলে তা মানুষের মধ্যে নতুন জীবন সৃষ্টি করে; অন্য কথায়, বিনামূল্যে দেওয়া ধর্মময়তা মানুষকে দান ক'রে খ্রিষ্ট মানুষের অন্তরে পবিত্র আত্মার জীবন (বা পবিত্রীকরণ) প্রতিষ্ঠা করেন (রো ৮:২; ১ করি ১:৩০); তাই ধর্মময়তা-প্রাপ্ত মানুষ ধর্মময়তার উদ্দেশে (অর্থাৎ ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য জীবনের উদ্দেশে) জীবনযাপন করবে (রো ৬:১৩-২০) ও ঈশ্বরের গৌরবার্থে শুভকর্ম সাধন করবে (রো ৭:৪; ফিলি ১:১১);

(ঘ) একদিকে ঈশ্বরের বিধানের প্রতি বাধ্যতা দেখাতে হয় (রো ২:৫-৬; ইত্যাদি), অন্যদিকে একথা সমর্থন করতে হবে যে, ঈশ্বরের বিচারালয়ে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবার জন্য নিজেদের সৎকর্মের উপরে নয়, ধর্মময়তা-দানকারী ঈশ্বরের উপরে ও সেই খ্রিষ্টের উপরেই নির্ভর করতে হয় যিনি আমাদের জন্য মরলেন ও আমাদের হয়ে প্রার্থনা করে থাকেন (রো ৮:৩০-৩৯; ফিলি ৩:৮-১৪)।

আর এখানে 'যিশুর সাধিত মুক্তিকর্মের' কথাও ব্যাখ্যা করা দরকার: পুরাতন নিয়মে 'মুক্তিকর্ম' শব্দটা মিশর, বাবিলন, ও পাপ থেকে ঈশ্বরের সাধিত মুক্তিকর্মকে লক্ষ করে। মশীহ খ্রিষ্ট এসে যে চরম মুক্তিকর্ম সাধন করলেন তা পাপমুক্তিতে প্রকাশিত (কল ১:১৪,৩০; এফে ১:৭), এবং তেমন মুক্তির উদ্দেশ্যই যেন এমন নতুন জনগণ গঠিত হয় যারা পাপ ও মৃত্যু থেকে মুক্ত, ও ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ সম্পদ (রো ৬:৬,২০-২১)। ধর্মময়তার মত এই মুক্তিও ঈশ্বরের অনুগ্রহদান যা আমাদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। যেহেতু খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুত্থান করলেন, সেজন্য মানুষ এর মধ্যেই সেই মুক্তি ভোগ করে, যদিও মনে রাখা দরকার যে, কেবল চরমকালেই তা সম্পূর্ণরূপে ভোগ করবে (রো ৩:২৪; কল ১:১৪; এফে ১:৭; ১ করি ১:৩০); তখন গোটা সৃষ্টিও এই মুক্তির অংশী হবে (রো ৮:২২,২৪)। মুক্তিকর্মের একটা বৈশিষ্ট্যই যে মুক্তিমূল্যও দেওয়া দরকার: এবিষয়ে একথা যথেষ্ট হোক: খ্রিষ্টের রক্তই আমাদের মুক্তিমূল্য; এতে আমাদের প্রতি ঈশ্বর ও খ্রিষ্টের ভালবাসা উত্তমভাবে প্রমাণিত (১ করি ৬:২০; ৭:২৩; গা ৩:১৩; ৪:৫; এফে ১:৭)।

[১২ঘ] লেবীয় ১৮:৫।

[১৩] দ্বিঃবিঃ ২১:২৩, 'মূল্য দিয়ে …': উপরে ৩:১১ টীকা দ্রঃ।

[১৬ঙ] আদি ১২:৭; যাত্রা ১২:৪০।

[১৯] বিধান মানুষকে পাপ-শক্তি বিষয়ে সচেতন করে, সুতরাং বিধানাধীন মানুষের উচিত, এক মুক্তিসাধকের প্রত্যাশায় থাকা।

[২৭] উপমার অর্থ যেন সঠিক ভাবে বুঝি: বাপ্তিস্ম গ্রহণ ক'রে মানুষ খ্রিষ্টের পূর্ণ সম্পদ হয়ে উঠে তাঁর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হয়; এবং বাপ্তিস্মে দীক্ষিত সকলের মধ্যে আর কোন ব্যবধানই থাকে না, কেননা যারা খ্রিষ্টের জীবনে সংযুক্ত তিনি তাদের সকলকেও পরস্পরের মধ্যে ও তাঁর নিজের সঙ্গে মিলিত করেন।

৪ [৪] এই উক্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ: খ্রিষ্ট মাংসে জীবনযাপন ও মৃত্যুবরণ করার জন্যই এজগতে এলেন, কেননা পিতা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তাঁকে প্রেরণ করলেন; পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করে দিয়ে তিনি বিধান থেকেও আমাদের মুক্ত করলেন, কেননা বিধান পাপীর উপর কর্তৃত্ব রাখছিল বইকি, কিন্তু খ্রিষ্টের উপর তার কোন কর্তৃত্বই ছিল না যেহেতু খ্রিষ্ট এমন জীবনে পরিপূর্ণ ছিলেন যা পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরপুত্রেরই জীবন। • 'দত্তকপুত্রত্ব': এই শব্দ-বিশেষের মধ্য দিয়ে সাধু পল বলতে চান, আমরা কেবল ঐশঅনুগ্রহ গুণেই ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্রের জীবনের সহভাগী (রো ৮:১৫)।

[১২] যিশু যেমন মানবপরিত্রাণের জন্য পাপী মানবদশার অংশী হলেন, সাধু পলও তেমনি যাদের কাছে পরিত্রাণের বাণী প্রচার করেন তাদের দশার অংশী হন; এইজন্য তিনি অনুকরণের যোগ্য।

[১৪] সাধু পলের দুর্বলতায় যিশু নিজে উপস্থিত ছিলেন বিধায় গালাতীয়েরা সাধুকে গ্রহণ করে জীবনময় যিশুকেই গ্রহণ করেছিলেন।

[২০] সুসমাচারের প্রচারক বলেই সাধু পল গালাতীয় মণ্ডলীকে জন্ম দিয়েছিলেন; এবং সেই সুসমাচারের সত্য সমর্থন করার জন্য তিনি এখনও কষ্টভোগ করেন।

[২৭ক] ইশা ৫৪:১।

[৩০খ] আদি ২১:১০।

৫ [১১] ক্রুশে বিধানপন্থী মনে বাধা পায় কেননা বিধান পালনে তার যে গর্ব, ক্রুশ তা ধ্বংস করে। আবার, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ায় যাঁকে বিধান অভিশাপের বস্তু বলে চিহ্নিত করে, বিধানপন্থী কেমন করে তাঁর উপরে পরিত্রাণলাভের প্রত্যাশা রাখবে? আরও, কেনই বা সেই ক্রুশের পিছনে ছুটব যখন দেখতে পাই যে ক্রুশভক্তরা জগৎ দ্বারা নির্যাতিত?

[১৩] প্রকৃত স্বাধীনতার উদ্দেশ্যই মানুষকে রিপুর দাসত্ব থেকে স্বাধীন করা যাতে উজ্জ্বল ভ্রাতৃপ্রেম রাজত্ব করে।

[১৪ক] লেবীয় ১৯:১৮।

[১৭] মানুষ হিসাবে মানুষ মঙ্গলের বাসনা করে বইকি, কিন্তু সেই বাসনা কাজে বাস্তবায়িত করার জন্য পবিত্র আত্মার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

৬ [১৫] খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ায় যে মানুষ জগতের কাছে মৃত কিন্তু এমর্তে থাকাকালে তার প্রতি এখনও আকৃষ্ট, সেই মানুষকে ক্রুশই এমন প্রভাব দান করে যাতে সে সেই আকর্ষণ এড়াতে পারে ও নিজের পরিত্রাণের জন্য বাহ্যিক কোন ধর্মীয় প্রথার উপর আর নির্ভর না করে। খ্রিষ্টের অনুগ্রহ লাভে মানুষ নবসৃষ্টিতে প্রবেশ করে পুনরুত্থিত খ্রিষ্টের সংযোগে ঈশ্বরের উদ্দেশে নবসৃষ্টিরূপে জীবনযাপন করে, আর তাতেই নিজ জীবনের বাসনা পূরণ করে।

এফেসীয়দের কাছে পত্র

সেসময় এক দল খ্রিষ্টবিশ্বাসী ছিল যারা সমর্থন করত, আদিম কতগুলো শক্তিই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাদের বিপক্ষে পত্রটি বলে: খ্রিষ্টই সার্বিক ক্ষমতা রাখেন: তিনিই বিশ্বসৃষ্টি ও মণ্ডলীর শীর্ষপদে রয়েছেন, এবং মণ্ডলী তাঁর দেহ।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

১ [১] ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রিষ্টযিশুর প্রেরিতদূত আমি, পল, পবিত্রজন ও
খ্রিষ্টযিশুতে বিশ্বস্ত যারা, তাদের সমীপে: [২] আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশুখ্রিষ্ট
থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ঈশ্বরের মুক্তি-পরিকল্পনা

[৩] ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের পিতা,
যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে
খ্রিষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
[৪] জগৎপত্তনের আগেই
তিনি খ্রিষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায়
তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি;
[৫] তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যিশুখ্রিষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব;
এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে,
[৬] তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে
তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,

[৭] যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি,
অর্থাৎ অপরাধের ক্ষমা,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
[৮] যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে
আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।
[৯] তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই
তিনি খ্রিষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
[১০] কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে :
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে,
সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত করবেন।
[১১] তাঁর মধ্যে আমরা আমাদের উত্তরাধিকারের অংশ পেয়েছি,
কারণ যিনি নিজের ইচ্ছার সঙ্কল্প অনুসারেই
সমস্ত কিছু সক্রিয়ভাবে ঘটিয়ে থাকেন,
তাঁর পরিকল্পনামত
আমরা আগে থেকে নিরূপিত হয়েছিলাম,
[১২] যেন, তাঁর গৌরবের প্রশংসায়,
খ্রিষ্টের আগমনের আগে আমরাই সেই জনগণ হয়ে উঠি
তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখি যারা।
[১৩] তাঁর মধ্যে তোমরাও সত্যের সেই বাণী,
তোমাদের পরিত্রাণের সেই সুসমাচার শুনে,
এবং তাঁর উপর বিশ্বাসও রেখে
প্রতিশ্রুতির সেই পবিত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ
[১৪] যিনি আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিম দানস্বরূপ,
তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন,
নিজের গৌরবের প্রশংসায়।

উদ্বুদ্ধ হবার জন্য প্রার্থনা

[১৫] এজন্য প্রভু যিশুতে তোমাদের বিশ্বাস ও সকল পবিত্রজনের প্রতি তোমাদের ভালবাসার কথা শুনে [১৬] আমিও তোমাদের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করায় ক্ষান্ত হই না, এবং আমার প্রার্থনায় তোমাদের কথা স্মরণ করি, [১৭] যেন আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করেন। [১৮] তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী, [১৯] এবং বিশ্বাসী এই আমাদের প্রতি তাঁর পরাক্রমের সীমাহীন মহত্ত্ব কী—এই সমস্ত কিছু তাঁর সেই শক্তির পরাক্রান্ত কর্মক্ষমতা অনুসারে [২০] যা দ্বারা তিনি খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে স্বর্গলোকে আপন ডান পাশে আসন দিয়েছেন। [২১] তিনি তাঁকে সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের ঊর্ধ্বে—শুধু বর্তমানকালে নয়, ভাবীকালেও উল্লেখযোগ্য সমস্ত নামেরই ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত করেছেন। [২২] তিনি সমস্ত কিছু তাঁর পদতলে রেখেছেন [ক] এবং তাঁকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সেই মণ্ডলীর মাথায়, প্রতিষ্ঠিত করেছেন, [২৩] যে মণ্ডলী তাঁর দেহ, তাঁরই পরিপূর্ণতা যিনি সবকিছুতে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ।

মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তরণ

২ [১] তোমরাও নিজেদের অপরাধ ও পাপের ফলে মৃত ছিলে:— [২] বিদ্রোহের সন্তানদের মধ্যে এখন সক্রিয় যে আত্মা, বায়ুলোকের কর্তৃত্ব-রাজ্যের সেই অপরাজের অনুসরণে চলে তোমরা তো এই জগতের যুগধর্ম পালনে একসময় সেই সব অপরাধ ও পাপের মধ্যে চলতে। [৩] সেই বিদ্রোহীদের মধ্যে আমরাও সকলে মাংস ও মনের যত কামনা-বাসনা পূরণ করে একসময় মাংসের সমস্ত অভিলাষ অনুসারে জীবনযাপন করতাম, এবং অন্যান্য সকলের মত আমরাও স্বভাবত ঐশক্রোধের পাত্র ছিলাম। [৪] কিন্তু ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, [৫] অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবিত

করে তুললেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত!— [৬] এবং আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রিষ্টযিশুতে। [৭] তিনি তেমনটি করলেন যেন আসন্ন যুগগুলোতে তিনি, খ্রিষ্টযিশুতে আমাদের প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তার মাধ্যমে, তাঁর সেই অসীম অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দেখাতে পারেন। [৮] কেননা এই অনুগ্রহেই তোমরা বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছ; এবং তা তোমাদের কাজ নয়, ঈশ্বরেরই দান; [৯] তা কর্মের ফলও নয়, কেউই যেন গর্ব না করতে পারে। [১০] কারণ আমরা তাঁরই শিল্পকর্ম, খ্রিষ্টযিশুতে সেই সমস্ত সৎকর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, যা ঈশ্বর আগে থেকে স্থিরীকৃত করেছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।

খ্রিষ্টে সকলে পুনর্মিলিত

[১১] এজন্য মনে রেখ, একসময় তোমরা যারা জন্মসূত্রে বিজাতি—সেই তোমরা যারা অপরিচ্ছেদিত বলে অভিহিত তাদেরই দ্বারা যারা মানুষের হাতে মাংসে পরিচ্ছেদিত — [১২] সেই তোমরাও একসময় ছিলে খ্রিষ্ট-বিহীন, ইস্রায়েল-নাগরিকত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রতিশ্রুতি-বাহী সেই নানা সন্ধির সঙ্গে সম্পর্কহীন বিজাতি, আশাবিহীন এবং এই জগতে ঈশ্বরও-বিহীন। [১৩] কিন্তু এখন, খ্রিষ্টযিশুতে, তোমরা যারা আগে দূরবর্তী ছিলে, খ্রিষ্টের রক্তগুণে নিকটবর্তী হয়েছ, [১৪-১৫] কেননা তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি বিধিনির্দেশের সেই বিধান আপন মাংসে বাতিল করায় সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন এবং বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর অর্থাৎ শত্রুতা ভেঙে ফেলেছেন, যেন সেই দুইকে নিয়ে তিনি নিজেতে এক-ই নতুন মানুষকে সৃষ্টি ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন; [১৬] এবং ক্রুশ দ্বারা নিজেতে সেই শত্রুতা ধ্বংস করায় তিনি যেন ঈশ্বরের সঙ্গে উভয়কে একদেহে পুনর্মিলিত করতে পারেন। [১৭] তিনি এসে *দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির, এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন* (ক)। [১৮] তাঁরই মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের মানুষ এই আমরা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি।

[১৯] তাই তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। [২০] তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্টযিশু। [২১] তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি

সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে; [২২] তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

খ্রিষ্ট-রহস্যের মানুষ পল

৩ [১] এজন্য আমি, পল, তোমাদের, অর্থাৎ বিজাতীয়দের জন্য খ্রিষ্টযিশুর বন্দি…।

[২] ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-ব্যবস্থা তোমাদের খাতিরে আমাকে দেওয়া হয়েছে, তার কথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ; [৩] একথাও শুনেছ যে, ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই রহস্য আমাকে জানানো হয়েছে, যা প্রসঙ্গে আমি একটু আগে সংক্ষেপে লিখেছি। [৪] তা পড়লে তোমরা বুঝতে পারবে খ্রিষ্ট-রহস্য সম্বন্ধে আমি কি বুঝি। [৫] সেই রহস্যকে পূর্বযুগের মানুষের কাছে সেইভাবে প্রকাশ করা হয়নি, যেভাবে এই বর্তমানকালে আত্মায় তাঁর পবিত্র প্রেরিতদূতদের ও নবীদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, [৬] যথা, সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়রা একই উত্তরাধিকারের সহভাগী হতে, একই দেহের অঙ্গ হতে, ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে খ্রিষ্টযিশুতে আহূত হয়েছে। [৭] ঈশ্বরের অনুগ্রহের যে দান তাঁর পরাক্রমের কর্মশক্তি গুণে আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমাকে সেই সুসমাচারের সেবাকর্মী করে তোলা হয়েছে। [৮] আমি সমস্ত পবিত্রজনদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হয়েও আমাকেই এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রিষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করি, [৯] এবং আদি থেকে নিখিলের স্রষ্টা ঈশ্বরে যা গুপ্ত ছিল, সেই রহস্য-ব্যবস্থা যে কি, তাও যেন তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত করি, [১০] এর ফলে যেন মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এখন স্বর্গীয় স্থানে যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের কাছে ঈশ্বরের বহুবিচিত্র প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়, [১১] সেই অনাদিকালীন সঙ্কল্প অনুসারে যা তিনি আমাদের প্রভু খ্রিষ্টযিশুতে কল্পনা করেছিলেন: [১২] সেই খ্রিষ্টেই আমরা সৎসাহস এবং, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, পূর্ণ ভরসার সঙ্গে [ঈশ্বরের কাছে] প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি। [১৩] এজন্য আমার অনুরোধ: তোমাদের খাতিরে আমার যে সকল ক্লেশ ঘটছে, তার জন্য ভেঙে পড়ো না; সেই সব তোমাদেরই গৌরব।

খ্রিষ্টের ভালবাসাকে জানা

[১৪-১৫] এজন্য স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত পিতৃকুল যাঁর নাম অনুসারে পিতৃকুল বলে অভিহিত, সেই পিতার সামনে আমি জানু পাতছি, [১৬] তাঁর ঐশ্বর্যময় গৌরব অনুসারে তিনি এমনটি হতে দিন, যেন তোমরা তাঁর আত্মা দ্বারা তোমাদের আন্তরিক মানুষে পরাক্রমে বলীয়ান হয়ে ওঠ, [১৭] যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রিষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বসবাস করতে পারেন, যার ফলে ভালবাসায় দৃঢ়রোপিত ও দৃঢ়স্থাপিত হয়ে [১৮] তোমরা যেন সকল পবিত্রজনের সঙ্গে সেই বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে ওঠ; [১৯] এবং খ্রিষ্টের জ্ঞানাতীত ভালবাসাও জানতে পার, ফলে ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠ।

[২০] যে পরাক্রম আমাদের অন্তরে নিত্য ক্রিয়াশীল, সেই পরাক্রম অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচনা ও ধারণার চেয়েও অধিক বেশি কিছু আমাদের জন্য করতে পারেন, [২১] মণ্ডলীতে ও খ্রিষ্টযিশুতে তাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে চিরদিন চিরকাল। আমেন।

একদেহ হবার জন্য আহ্বান

৪ [১] অতএব, প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: [২] সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও, [৩] শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। [৪] দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। [৫] প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; [৬] সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। [৭] তথাপি খ্রিষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। [৮] এজন্য লেখা আছে:

তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,
মানুষের হাতে দিলেন যত দান।

[৯] কিন্তু, তিনি ‘আরোহণ করলেন’, এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? [১০] যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। [১১] আর সেই ‘দেওয়াটা’ অনুসারে তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, [১২] যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন— [১৩] যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরপুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি, [১৪] যেন আমরা আর শিশু না থাকি, এবং মানুষের চতুরতা এবং কুটিল ও ভ্রান্তিজনক ছলনার হাতে পড়ে আমরা যেন তরঙ্গমালার আঘাতে আলোড়িত না হই ও যে কোন মতবাদের বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত না হই; [১৫] বরং ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রিষ্ট, [১৬] যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

খ্রিষ্টে যাপিত নবজীবন

[১৭] সুতরাং আমি বলছি, প্রভুতেই জোর দিয়ে বলছি: তোমরা বিধর্মীদের মত আর চলো না: তারা তো শুধু নিজ নিজ অসার ধ্যানধারণায় চালিত, [১৮] তাদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাদের অন্তরের অজ্ঞতার দরুন ও তাদের হৃদয়ের কঠিনতার দরুন তারা ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। [১৯] বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তারা নিতান্ত লোলুপতার সঙ্গে সব ধরনের অশুচি কাজ করার জন্য অতৃপ্তিকর লোভের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। [২০] কিন্তু তোমরা খ্রিষ্টের বিষয়ে তেমন শিক্ষা পাওনি— [২১] অবশ্য যদি তাঁর কথা সত্যি শুনে থাক, ও তাঁর মধ্যে দীক্ষিত হয়ে থাক সেই সত্য অনুসারে যা যিশুতে নিহিত। [২২] সেই শিক্ষা অনুসারে, আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে; [২৩] মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে,

[২৪] এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

[২৫] এজন্য, যা মিথ্যা, তা ত্যাগ ক'রে *তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর সঙ্গে সত্যকথা বল* [ক], কারণ আমরা পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। [২৬] *ক্রুদ্ধ হয়েও পাপ করো না* [খ]; তোমরা ক্রুদ্ধ থাকতে যেন সূর্যাস্ত না হয়; [২৭] দিয়াবলকেও সুযোগ দিয়ো না; [২৮] চুরি করা যার অভ্যাস, সে আর চুরি না করুক, বরং নিজের দু'হাত দিয়ে ভাল একটা কিছু করুক, যেন অভাবীদের সঙ্গে সহভাগিতা করার মত তার কিছু থাকে; [২৯] তোমাদের মুখ থেকে যেন কোন খারাপ কথা না বের হয়, বরং প্রয়োজনমত যা কিছু গঠনমূলক হতে পারে, তোমরা তেমন কথাই বল, যারা শোনে তাদের যেন উপকার হয়। [৩০] আর তোমরা মুক্তিলাভের দিনের উদ্দেশ্যে যাঁর দ্বারা মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ, ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে তোমরা দুঃখ দিয়ো না। [৩১] যত অনিষ্টের সঙ্গে যত তিক্ততা, রোষ, ক্রোধ, কোলাহল ও নিন্দাও তোমাদের মধ্য থেকে দূর করা হোক। [৩২] পরস্পরের প্রতি উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রিষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন।

৫ [১] অতএব, প্রিয় সন্তানের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও। [২] ভালবাসায় চল, যেইভাবে খ্রিষ্টও আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

[৩] যৌন অনাচার ও যে কোন ধরনের অশুচিতা বা লোলুপতার বিষয়ে, পবিত্রজনদের যেমন শোভা পায়, সেগুলোর নামও যেন তোমাদের মধ্যে উচ্চারিত না হয়। [৪] একই কথা প্রযোজ্য অশ্লীলতা, স্থূলতা বা অনুচিত রসিকতার বিষয়ে—এসব কিছু অনুচিত। তোমাদের ধন্যবাদ-স্তুতিই বরং বিরাজ করুক। [৫] কেননা এবিষয়ে নিশ্চিত থাক যে, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র কিংবা অশুচি বা লোভী মানুষ—তেমন কিছু তো পৌত্তলিকতার নামান্তর!—কেউই খ্রিষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। [৬] অসার যুক্তি দেখিয়ে কেউ যেন তোমাদের না ভোলায়, কেননা এই সকল দোষের কারণেই বিদ্রোহ-সন্তানদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে পড়ে। [৭] সুতরাং তোমরা ওদের ভাগ্যের সহভাগী হতে যেয়ো না, [৮] কারণ তোমরা একসময় অন্ধকার ছিলে,

কিন্তু প্রভুতে তোমরা এখন আলো: আলোর সন্তানদের মত চল; [৯] বস্তুত আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়। [১০] প্রভুর কি কি প্রীতিজনক, তা-ই জানতে সচেষ্ট থাক। [১১] অন্ধকারের ফলশূন্য যত কর্মের সহভাগী হয়ো না, বরং সেগুলোর আসল পরিচয় প্রকাশ্যে তুলে ধর, [১২] কেননা ওরা গোপনে যা কিছু করে, তা উচ্চারণ করা পর্যন্তও লজ্জার বিষয়। [১৩] কিন্তু যা কিছু প্রকাশ্যে তুলে ধরা হয়, তা আলো দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, [১৪] কারণ যা কিছু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা নিজে-ই আলো। এজন্য লেখা আছে:

ঘুমিয়ে রয়েছ যে তুমি, জেগে ওঠ,
মৃতদের মধ্য থেকে নিদ্রাভঙ্গ হও,
আর খ্রিষ্ট তোমাকে উদ্ভাসিত করবেন।

[১৫] সুতরাং, নিজেদের আচরণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ; নির্বোধের মত নয়, সুবোধেরই মতই চল। [১৬] বর্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার কর, কারণ আজকের দিনগুলি অমঙ্গলকর। [১৭] এই কারণেই অবোধ হয়ো না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কী, তা বুঝতে চেষ্টা কর। [১৮] আঙুররস পানে মাতাল হয়ো না, কেননা আঙুররসে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত; কিন্তু আত্মায় পরিপূর্ণ হও; [১৯] সবাই মিলে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও অধ্যাত্ম বন্দনাগান গেয়ে চল, সমস্ত হৃদয় দিয়ে বাদ্যের ঝঙ্কারে প্রভুর স্তুতিগান কর; [২০] সবসময় সবকিছুর জন্য আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও।

নতুন সম্পর্ক-মালা

[২১] খ্রিষ্টভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুগত হও।

[২২] বধূরা প্রভুর প্রতি যেমন, তেমনি তাদের স্বামীর প্রতি যেন অনুগত হয়; [২৩] কারণ স্বামী স্ত্রীর মাথা, খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীর মাথা—তিনিই তার দেহের পরিত্রাতা। [২৪] এবং মণ্ডলী যেমন খ্রিষ্টের অনুগত, বধূরাও তেমনি সব ক্ষেত্রে যেন তাদের স্বামীর অনুগত হয়। [২৫] স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাস, খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন

[২৬] জলপ্রক্ষালনে বচন দ্বারা পরিশুদ্ধ ক'রে তাকে পবিত্র করে তোলার জন্য, [২৭] যেন নিজের সামনে গৌরবে বিভূষিতা এমন মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই, বরং পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কই এক মণ্ডলী। [২৮] তেমনিভাবে স্বামীদেরও তাদের স্ত্রীকে নিজেদের দেহ বলে ভালবাসা কর্তব্য, কেননা স্ত্রীকে যে ভালবাসে, সে নিজেকেই ভালবাসে। [২৯] কেউই তো কখনও নিজের দেহকে ঘৃণা করে না, বরং সকলে তার পুষ্টিসাধন করে, তার প্রতি যত্নবান থাকে—খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীর প্রতি করে থাকেন, [৩০] কারণ আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ। [৩১] *এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে* (ক)। [৩২] এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম। [৩৩] তবে তোমরাও প্রত্যেকে তোমাদের স্ত্রীকে নিজেরই মত ভালবাস; এবং স্ত্রী যেন স্বামীকে শ্রদ্ধা করে।

৬ [১] সন্তানেরা, প্রভুতে তোমরা পিতামাতার বাধ্য হও, কারণ তা ধর্মসম্মত। [২] *তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সম্মান কর* (ক), এটিই সেই প্রথম আজ্ঞা যার সঙ্গে একটা প্রতিশ্রুতি যুক্ত আছে: [৩] *যেন তোমার মঙ্গল হয়, ও তুমি দেশে দীর্ঘজীবী হও* (খ)। [৪] আর তোমরা, পিতারা, তোমাদের সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না, বরং প্রভুর শিক্ষা ও শাসনের পথে তাদের মানুষ কর।

[৫] ক্রীতদাসেরা, তোমরা যেমন খ্রিষ্টের প্রতি বাধ্য, তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে সভয়ে ও কম্পিত অন্তরে তোমাদের পার্থিব প্রভুদের প্রতি বাধ্য হও; [৬] যখন তাদের চোখের সামনে আছ, তখন শুধু নয়, এমনি মানুষকে খুশি করার জন্যও নয়, বরং খ্রিষ্টেরই ক্রীতদাসের মত প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার জন্য; [৭] আগ্রহের সঙ্গে কাজ কর, প্রভুরই খাতিরে, মানুষের খাতিরে নয়। [৮] জেনে রাখ, যে কেউ সৎকর্ম করে—ক্রীতদাসই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক—প্রভুর কাছ থেকে সে তার ফল পাবে। [৯] আর তোমরা, মনিব-প্রভু যারা, তোমরাও তাদের প্রতি তেমনি ব্যবহার কর; শাসানি পরিহার কর, এবং জেনে রাখ, তাদের ও তোমাদেরও প্রভু স্বর্গে আছেন, আর তাঁর কাছে পক্ষপাত নেই।

অধ্যাত্ম সংগ্রাম

[১০] শেষ কথা, প্রভুতে ও তাঁর শক্তির প্রতাপে বলবান হও। [১১] ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার। [১২] কেননা আমাদের সংগ্রাম রক্তমাংসের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, এই অন্ধকারময় জগতের অধিপতিদের বিরুদ্ধে, স্বর্গীয় স্থানে আত্মাগুলোর বিরুদ্ধে। [১৩] এজন্য ঈশ্বরের রণসজ্জা হাতে তুলে নাও, যেন সেই অধর্মের দিনে প্রতিরোধ করার মত শক্তি পাও ও সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার। [১৪] তাই *সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে, ধর্মময়তার বর্ম প'রে* (গ), [১৫] এবং *শান্তির সুসমাচার-প্রচারের উদ্যমকে জুতো করে পায়ে দিয়ে* (ঘ) সোজা হয়ে দাঁড়াও; [১৬] বিশ্বাসের ঢাল সবসময় হাতে ধরে রাখ, যা দ্বারা তোমরা সেই ধূর্তজনের সমস্ত অগ্নিবাণ নিভিয়ে দিতে পার; [১৭] এবং *পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গা,* অর্থাৎ *ঈশ্বরের বাণী ধারণ কর* (ঙ)। [১৮] যত প্রার্থনা ও মিনতির সঙ্গে আত্মায় অবিরত প্রার্থনা কর, আর এর জন্য অবিরাম নিষ্ঠার সঙ্গে জেগে থাক ও সকল পবিত্রজনদের জন্য মিনতি কর, [১৯] আমার জন্যও মিনতি কর, যেন আমার ওষ্ঠে উপযুক্ত কথা রাখা হয়, আমি যেন সৎসাহসের সঙ্গে সেই সুসমাচারের রহস্য জ্ঞাত করতে পারি, [২০] আমি যার শেকলাবদ্ধই এক বাণীদূত; ফলে আমি যেন মুক্তকণ্ঠেই তা ঘোষণা করতে পারি—ঠিক যেমনটি করা আমার কর্তব্য।

ব্যক্তিগত বাণী ও আশীর্বাদ

[২১] আমার প্রিয় ভাই ও প্রভুতে বিশ্বস্ত সহকর্মী তিখিকস আমার সব খবর তোমাদের দেবেন, এভাবে তোমরাও জানতে পারবে আমি কেমন আছি ও কি কি কাজ করছি। [২২] আমি তাঁকে ঠিক এজন্যই পাঠাচ্ছি, যেন তোমরা আমাদের সমস্ত খবর জানতে পার, ও তিনি যেন তোমাদের হৃদয়ে আশ্বাস সঞ্চার করেন।

[২৩] পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যিশুখ্রিষ্টের শান্তি, আর সেইসঙ্গে ভালবাসা ও বিশ্বাস ভাইদের মাঝে বিরাজ করুক। [২৪] আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টকে যারা অক্ষয়শীল ভালবাসায় ভালবাসে, সেই সকলের সঙ্গে অনুগ্রহ থাকুক।

১ [১০] 'কাল পূর্ণ হলে' : এই বাক্য-বিশেষের দুই অর্থ গ্রহণযোগ্য : (ক) তখনই কাল পূর্ণ হল যখন ঈশ্বর নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন (গা ৪:৪); (খ) তখনই কাল পূর্ণ হল যখন খ্রিষ্টের পুনরুত্থানে মণ্ডলীর কাল শুরু হল। • 'এক মাথায় … সম্মিলিত করলেন' : এখানেও দুই অর্থ গ্রহণযোগ্য : (ক) যা কিছু বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, তা খ্রিষ্টে পুনর্মিলিত হল; (খ) সমস্ত কিছুকে খ্রিষ্টের অধীন করা হল; সাধু ইরেনেউসের সময় থেকে এই দ্বিতীয় অর্থই খ্রিষ্টীয় ঐশতত্ত্বে যথেষ্ট প্রাধান্যের অধিকারী হল।

[১৩-১৪] 'মুদ্রাঙ্কন' ছিল পবিত্র আত্মা দানের প্রতীক : খ্রিষ্টে ভক্তজন পবিত্র আত্মাকে পেয়ে গেছে।

[২২ক] সাম ৮:৭।

[২৩] মণ্ডলী খ্রিষ্টের পরিপূর্ণতা বলে অভিহিত, কেননা মণ্ডলী সেই খ্রিষ্ট দ্বারাই ঐশজীবনের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ যিনি স্বয়ং ঈশ্বর থেকে পরিপূর্ণতা-প্রাপ্ত।

২ [১৭ক] ইশা ৫২:৫৭; জাখা ৯:১০।

৩ [৩] 'সেই রহস্য' বলতে এখানে ঈশ্বরের সনাতন পরিকল্পনা বোঝায় যা মানুষের কাছে গুপ্ত ছিল কিন্তু যিশুতে প্রকাশিত হয়েছে; রহস্যটা এ : পরিত্রাণ লাভের জন্য বিজাতীয়দের আহ্বান, একদেহে ইহুদী জাতি ও বিজাতীয়দের পুনর্মিলন, বর-খ্রিষ্ট ও কনে-মণ্ডলীর মিলন, খ্রিষ্টের প্রতি সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির বশ্যতা স্বীকার। ঠিক এই রহস্যই সাধু পলের প্রচারিত সুসমাচারের বিষয়-বস্তু।

[১৭] 'আন্তরিক মানুষ' বলতে মানুষের সেই অংশ বোঝায় যা অক্ষয়; তার বিপরীত হল মানুষের শরীর যা ক্ষয়শীল।

[১৯] খ্রিষ্ট ঈশ্বর থেকে যে পরিপূর্ণতা-প্রাপ্ত, বিশ্বাসী-মণ্ডলী সেই পরিপূর্ণতার অংশী।

৪ [৮] সেকালে এই সামসঙ্গীতের (সাম ৬৮:১৯) ব্যাখ্যা অনুসারে, মোশি স্বর্গে আরোহণ করে সেখানে ঐশবিধান জানতে পেরে তা মানুষের কাছে উপহার হিসাবে এনেছিলেন (তারগুম, সাম ৬৮)। এই ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে সাধু পল বলেন, পাস্কার গৌরব-ক্ষণে স্বর্গে আরোহণ করে খ্রিষ্ট পবিত্র আত্মাকে প্রদান করলেন।

[১১…] লক্ষণীয়, নানা সেবাকর্ম উল্লেখ করে সাধু পল প্রৈরিতিক সেবাকর্মের প্রাধান্য রেখে বাণীপ্রচার সংক্রান্ত সেবাকর্মের উপরেও যথেষ্ট জোর দেন।

[২১] যিশুতে নিহিত সত্য হল তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা।

[২৫ক] জাখা ৮:১৬।

[২৬খ] সাম ৪:৫।

৫ [২২-৩৩] দাম্পত্য-জীবনে স্বামী-স্ত্রীর যে সম্পর্ক, তা বর-খ্রিষ্ট ও কনে-মণ্ডলীর উপরেই স্থাপিত ; বলা বাহুল্য, দাম্পত্য-জীবনের ফলপ্রসূ আধ্যাত্মিকতা গড়ে তোলার জন্য সাধু পলের এই বাণীর গুরুত্ব অপরিহার্য।

[৩১ক] আদি ২:২৪।

৬ [২ক] মথি ১৫:৪।

[৩খ] যাত্রা ২০:১২।

[১৪গ] ইশা ১১:৫।

[১৫ঘ] ইশা ৫৯:১৭।

[১৭ঙ] ইশা ১১:৪; ৪৯:২; হো ৬:৫।

ফিলিপ্পীয়দের কাছে পত্র

ফিলিপ্পি-মণ্ডলীই ছিল সাধু পলের প্রিয় মণ্ডলী; তাদের কাছ থেকে ছাড়া তিনি অন্য কারও কাছ থেকে কখনও সাহায্য গ্রহণ করে নেননি। খ্রিষ্টের অবমাননা ও গৌরবোন্নয়ন এবং কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে সাধু পলের জীবনময় সংযোগই পত্রের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সুন্দরতম অংশ।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪

১ [১] আমরা, খ্রিষ্টযিশুর দাস পল ও তিমথি, খ্রিষ্টযিশুতে যে সকল পবিত্রজন
ফিলিপ্পিতে আছে, তাদের সমীপে, এবং ধর্মাধ্যক্ষদের ও পরিসেবকদের সমীপে:
[২] আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশুখ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর
বর্ষিত হোক।

ধন্যবাদ-স্তুতি ও প্রার্থনা

[৩] তোমাদের কথা স্মরণ করলেই আমি আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই,
[৪] এবং সবসময় আমার সমস্ত প্রার্থনায় তোমাদের সকলের জন্য মনের আনন্দেই
প্রার্থনা করে থাকি; [৫] কারণ প্রথম দিনগুলি থেকে আজ পর্যন্ত তোমরা সুসমাচার
প্রচারকাজে সহভাগী। [৬] আর এতে আমার দৃঢ় ভরসা আছে, তোমাদের অন্তরে যিনি
এই উত্তম কাজ আরম্ভ করেছেন, তিনি যিশুখ্রিষ্টের দিন পর্যন্তই তা সম্পন্ন করে যাবেন।
[৭] তোমাদের সকলের সম্বন্ধে আমার তেমন মনোভাব থাকা সমীচীন, কেননা তোমরা
আমার হৃদয়ে স্থান পেয়েছ—সেই তোমরা সকলে, যারা আমার শেকলাবদ্ধ অবস্থায় ও
সুসমাচারের পক্ষসমর্থনে ও স্থাপনে আমার কাজে আমার অনুগ্রহের সহভাগী হয়েছ।
[৮] স্বয়ং ঈশ্বর আমার সাক্ষী যে, খ্রিষ্টযিশুর স্নেহে আমি তোমাদের সকলের প্রতি গভীর
আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। [৯] তাই প্রার্থনাও করে থাকি, তোমাদের ভালবাসা যেন জ্ঞানে
ও সম্পূর্ণ ধীশক্তিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে, [১০] যেন তোমরা যা যা উত্তম তা-ই

সবসময় নির্ণয় করতে পার এবং খ্রিষ্টের দিন পর্যন্ত নিখুঁত ও অনিন্দ্য হয়ে থাকতে পার, [১১] এবং ধর্মময়তার সেই ফলে পরিপূর্ণ হতে পার, যা ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসার উদ্দেশে যিশুখ্রিষ্ট দ্বারাই প্রাপ্য।

পলের কারারুদ্ধ অবস্থা ও সুসমাচারের অগ্রগতি

[১২] ভাই, তোমাদের আমি একটা কথা জানাতে ইচ্ছা করি: আমার সম্বন্ধে সম্প্রতি যা কিছু ঘটেছে, তা আসলে সুসমাচারের অগ্রগতির পক্ষেই দাঁড়িয়েছে, [১৩] যার ফলে খ্রিষ্টে আমার শেকলাবদ্ধ অবস্থা গোটা শাসক-ভবনের কাছে ও অন্যান্য সকলের কাছে জানা কথা হয়েছে; [১৪] তাই আমার অধিকাংশ ভাই আমার শেকলের কারণে খ্রিষ্টের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে নির্ভয়ে ও আরও অধিক সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করছে। [১৫] এদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ ঈর্ষা ও রেষারেষির মনোভাবে চালিত হয়েই খ্রিষ্টকে প্রচার করছে, কিন্তু তবু বেশ কয়েকজনও আছে, যারা সৎ মনোভাব নিয়ে করছে। [১৬] এরা ভালবাসার খাতিরে করছে, কেননা জানে, আমি সুসমাচারের পক্ষসমর্থন করতে নিযুক্ত হয়েছি। [১৭] সেই অন্যেরা কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতারই খাতিরে খ্রিষ্টকে প্রচার করছে, তাদের মনোভাব বিশুদ্ধ নয়, তারা মনে করছে, আমার শেকলে আরও অধিক দুঃখজ্বালা যোগ করবে। [১৮] কিন্তু তাতে কী? কপটতায় বা সত্যের আশ্রয়ে যে কোন প্রকারেই হোক, আসল কথা হল: খ্রিষ্ট প্রচারিত হচ্ছেন, আর এতেই আমি আনন্দ করছি আর আনন্দ করতে থাকব; [১৯] কেননা আমি জানি, তোমাদের প্রার্থনা এবং যিশুখ্রিষ্টের আত্মার সহায়তা দ্বারা *তা আমার পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠবে* [ক]। [২০] আমার একান্ত প্রত্যাশা ও ভরসাই যে আমাকে কিছুতেই আশাভ্রষ্ট হতে হবে না, আমি বরং পূর্ণ প্রত্যয়ী যে, সবসময়ের মত এখনও খ্রিষ্ট আমার দেহে মহিমান্বিত হবেন—তা জীবনে হোক, বা মৃত্যুতে হোক।

[২১] কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ। [২২] কিন্তু দেহে জীবন বলতে যদি ফলপ্রসূ হয়ে কাজ করা বোঝায়, তবে কোনটা আমাকে বেছে নেওয়া উচিত, তা জানি না। [২৩] আসলে আমি সেই দুইয়ের মধ্যে সঙ্কুচিত হচ্ছি: একদিকে আমার এই বাসনা যে, বিদায় নিয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকি, কারণ এই তো বহুগুণে শ্রেয়; [২৪] অপরদিকে দেহে থাকা তোমাদের জন্য আরও বেশি প্রয়োজনীয়। [২৫] এই

বিষয়ে আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি থাকব, ও বিশ্বাসে তোমাদের সেই অগ্রগতি ও আনন্দের জন্য তোমাদের সকলের পাশেপাশে দাঁড়াব, [২৬] যেন তোমাদের কাছে আমার এই ফিরে আসার ফলে খ্রিষ্টযিশুতে তোমাদের গর্ব আমার মধ্য দিয়ে অধিক উপচে পড়ে।

বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম

[২৭] শুধু একটা কথা, খ্রিষ্টের সুসমাচারের যোগ্য নাগরিকদের মত আচরণ কর; আমি এসে তোমাদের নিজেই দেখি বা দূরে থেকে তোমাদের বিষয়ে কথা শুনি, আমি যেন জানতে পারি যে তোমরা এক আত্মায় স্থির আছ, এক প্রাণে সুসমাচারের বিশ্বাসের পক্ষে সংগ্রাম করছ, [২৮] এবং কোন কিছুতেই বিরোধীদের ভয় পাচ্ছ না। তা ওদের পক্ষে বিনাশের লক্ষণ, তোমাদের পক্ষে কিন্তু পরিত্রাণের প্রমাণ। [২৯] তেমনটি ঈশ্বর থেকেই আসে, কারণ খ্রিষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর; [৩০] কেননা তোমরা সেই একই সংগ্রাম বহন করছ যা আমাকে বহন করতে দেখেছ, ও যা বিষয়ে এখনও শুনছ, আমি তা বহন করছি।

একাত্মতা ও বিনম্রতা

২ [১] সুতরাং, খ্রিষ্টে যদি কোন প্রেরণা, যদি ভালবাসার কোন সান্ত্বনা, যদি আত্মার কোন সহভাগিতা, যদি কোন স্নেহ ও করুণা থাকে, [২] তবে আমার আনন্দ পূর্ণ কর, অর্থাৎ তোমরা হয়ে ওঠ একমন, একপ্রেম, একপ্রাণ, একচিত্ত। [৩] প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা অসার অহঙ্কারের বশে কিছুই করো না; বরং বিনম্রভাবে একে অন্যকে নিজের চেয়ে ভাল বলেই মনে কর। [৪] তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ। [৫] খ্রিষ্টযিশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে:

[৬] অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও
তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে

আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না ;

[৭] বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে
ও মানুষের সাদৃশ্য আপন করে
তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন ;
আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে
[৮] তিনি মৃত্যু পর্যন্ত,
এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায়
নিজেকে অবনমিত করলেন।

[৯] আর এইজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন,
ও তাঁকে দিলেন সেই নাম,
সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে নাম,

[১০] যেন যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে
প্রতিটি জানু আনত হয়,
[১১] ও পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে
প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করে (ক), 'যিশুখ্রিষ্টই প্রভু'।

ভক্তদের কর্তব্য

[১২] সুতরাং, হে আমার প্রিয়জনেরা, তোমরা সবসময় যেমন বাধ্য হয়ে আসছ, তেমনি আমি তোমাদের মধ্যে থাকাকালেই তোমরা যেভাবে ছিলে শুধু সেভাবে নয়, বরং এখন আমি যে দূরে আছি আরও বেশিই ক'রে তোমরা সভয়ে ও সকম্পে তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল। [১৩] কেননা তিনি নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন। [১৪] গজগজ না ক'রে, কোন তর্ক না করেই সবকিছু কর [১৫] যেন নিখুঁত ও সরল মানুষ হতে পার ; *কুটিল ও ভ্রষ্ট এক প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে* (খ) যেন হতে পার ঈশ্বরের অনিন্দনীয় সন্তান ; ওদের মধ্যে তোমরা জগতে জ্যোতিষ্কেরই মত উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত হও, [১৬] ওদের সামনে জীবনের বাণী উচ্চ করে ধরে রাখ। তবেই খ্রিষ্টের দিনে আমি গর্ব করতে পারব

যে, বৃথা দৌড়োইনি, বৃথা পরিশ্রমও করিনি। [১৭] আর যদিও তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞ ও সেবাকর্মের উপর আমার রক্ত পানীয়-নৈবেদ্য রূপে ঢালতে হয়, তবুও আমি আনন্দিত, আর তোমাদের সকলের সঙ্গে আনন্দ করছি। [১৮] তেমনি তোমরাও আনন্দিত হও, আর আমার সঙ্গে আনন্দ কর।

তিমথি ও এপাফ্রদিতসের কথা

[১৯] প্রভু যিশুতে আমার এই প্রত্যাশা আছে, তিমথিকে শীঘ্রই তোমাদের কাছে পাঠাব, যেন তোমাদের খবরাখবর জেনে আমারও প্রাণ জুড়িয়ে যায়। [২০] আসলে, তোমাদের কাছে পাঠানোর মত আমার আর এমন কেউ নেই যার প্রাণ তাঁরই মত, আর যে তাঁর মত সত্যিকারে তোমাদের প্রতি যত্নবান। [২১] কেননা ওরা সকলে নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, যিশুখ্রিষ্টের স্বার্থ নিয়ে নয়। [২২] কিন্তু তোমরা তাঁর পক্ষে এই প্রমাণ পেয়েছ যে, পিতার সঙ্গে সন্তান যেমন, সেইমত ইনি আমার সঙ্গে সুসমাচারের খাতিরে পরিশ্রম করেছেন। [২৩] সুতরাং আশা করি, আমার অবস্থা-পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়ামাত্র তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। [২৪] কিন্তু প্রভুতে আমার দৃঢ় ভরসা এই, আমি নিজেই শীঘ্র এসে উপস্থিত হব।

[২৫] আমার ভাই ও আমার কাজের ও সংগ্রামের সঙ্গী এপাফ্রদিতস, যাঁকে তোমরা আমার সমস্ত প্রয়োজনে সাহায্য করতে পাঠিয়েছিলে, তাঁকে আপাতত তোমাদের কাছে পাঠানো প্রয়োজন মনে করলাম; [২৬] আসলে তোমাদের সকলকে দেখবার তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল, এবং তোমরা তাঁর অসুস্থতার কথা শুনেছিলে বলে তিনি চিন্তিত ছিলেন। [২৭] আর বাস্তবিক তিনি অসুস্থ হয়ে প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায়ই পড়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁর প্রতি দয়া করলেন; তাঁর প্রতি শুধু নয়, আমারও প্রতি দয়া করলেন, পাছে দুঃখের উপর আমার আরও বেশি দুঃখ হয়।

[২৮] তাই আমি তাঁকে যথেষ্ট যত্ন সহকারেই পাঠালাম, যেন তোমরা তাঁকে দেখে আবার আনন্দিত হও, আমারও যেন সেদিকে আর কোন চিন্তা না থাকে। [২৯] তাই তোমরা তাঁকে প্রভুতে সম্পূর্ণ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে নাও, এবং তাঁর মত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান দেখাও; [৩০] কেননা, তোমাদের স্থানে আমার প্রতি করণীয় দায়িত্ব

পূরণের জন্য নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তিনিই খ্রিষ্টের কর্মের খাতিরে প্রায় মরতে বসেছিলেন।

খ্রিষ্টীয় পরিত্রাণের প্রকৃত পথ

৩ [১] শেষ কথা, হে আমার ভাই, তোমরা প্রভুতে আনন্দে থাক। একই কথা বারবার তোমাদের লিখতে আমি একটুও ক্লান্তি বোধ করছি না, অপরদিকে তাতে তোমাদের উপকার হয়। [২] সেই কুকুরদের সম্বন্ধে সাবধান, সেই দুষ্ট কর্মীদের সম্বন্ধে সাবধান, সেই ছেদনপন্থীদের সম্বন্ধে সাবধান। [৩] আমরাই তো পরিচ্ছেদিত মানুষ, এই আমরা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে উপাসনা করি, এবং মাংসে আস্থা না রেখেই খ্রিষ্টযিশুতে গর্ব করি, [৪] যদিও আমি নিজেই মাংসেও আস্থা রাখতে পারতাম। যদি কেউ মনে করে, সে মাংসে আস্থা রাখতে পারে, তার চেয়ে আমি বেশি করতে পারি। [৫] আমি অষ্টম দিনে পরিচ্ছেদিত, আমি ইস্রায়েল জাতির, বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর মানুষ, হিব্রু বংশের হিব্রু সন্তান, আমি বিধান পালনের দিক থেকে ফরিশী, [৬] ধর্মাগ্রহের দিক থেকে মণ্ডলীর নির্যাতনকারী, বিধান ভিত্তিক ধর্মময়তার দিক থেকে অনিন্দনীয়! [৭] কিন্তু আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রিষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম। [৮] এমনকি, আমার প্রভু খ্রিষ্টযিশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি। তাঁরই খাতিরে আমি ওই সবকিছু ছেড়ে দিতে সহ্য করেছি, আবর্জনা বলেই তা গণ্য করছি, খ্রিষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি, [৯] ও শেষে তাঁরই মধ্যে একটা স্থান পেতে পারি—কিন্তু আমার নিজের ধর্মময়তার ফলে যা বিধান থেকে আগত, তা নয়, বরং এমন ধর্মময়তার ফলে, যা খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা পাওয়া, বিশ্বাসমূলক সেই ধর্মময়তা যা ঈশ্বরেরই দেওয়া। [১০] ফলে আমি যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি, এভাবে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারি, [১১] এই প্রত্যাশায় যে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের নাগাল পেতে পারব। [১২] আমি যে ইতিমধ্যে তেমন পুরস্কার জয় করেছি কিংবা ইতিমধ্যে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি, তা নয়; কিন্তু তা জয় করার জন্য দৌড়োতে আপ্রাণ চেষ্টা করি, কারণ আমাকেও খ্রিষ্টযিশু দ্বারা

জয় করা হয়েছে। [১৩] ভাই, আমি নিজের বেলায় মনে করি না, ইতিমধ্যে তা জয় করেছি; কিন্তু এটুকু জানি, পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে [১৪] শেষ সীমার দিকে ছুটে দৌড়োতে থাকি যেন খ্রিষ্টযিশুতে ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার জয় করতে পারি। [১৫] সুতরাং এসো, আমাদের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ যারা, তাদের সকলের যেন এই ধারণা থাকে; আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের অন্য ধারণা থাকে, তবে তোমাদের জন্য ঈশ্বর তাও স্পষ্ট করবেন। [১৬] আপাততঃ এসো, আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি, সেখান থেকে একই ধারায় চলতে থাকি।

[১৭] ভাই, সকলে মিলে তোমরা আমার অনুকারী হও, এবং আমাতে তোমাদের যে আদর্শ আছে, যারা সেইমত চলে, তাদেরই দিকে তোমাদের চোখ নিবদ্ধ রাখ; [১৮] কেননা অনেকে আছে—তাদের বিষয়ে তোমাদের বারবার বলেছি, এখনও চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলছি—যারা খ্রিষ্টের ক্রুশের শত্রুর মত চলছে: [১৯] তাদের শেষ পরিণাম কিন্তু বিনাশ, কেননা পেটকেই নিজেদের ঈশ্বর ব'লে মেনে তারা যা তাদের লজ্জা পাবার বিষয় তা-ই নিয়ে গর্ব করে; তারা পার্থিব চিন্তায়ই ব্যস্ত। [২০] কিন্তু আমাদের নাগরিকত্ব স্বর্গেই রয়েছে, এবং সেই স্বর্গ থেকেই পরিত্রাতারূপে প্রভু যিশুখ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা। [২১] যে পরাক্রম গুণে তিনি সমস্ত কিছুই নিজের অধীনে বশীভূত করতে পারেন, তিনি সেই পরাক্রম দ্বারাই আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

৪ [১] তাই, হে আমার প্রিয় ভাই যাদের দেখতে আমি একান্ত বাসনা করছি, তোমরাই যে আমার আনন্দ ও আমার মুকুট, তোমরা এইভাবেই প্রভুতে স্থিতমূল থাক।

শেষ বাণী

[২] এভোদিয়াকে আবেদন জানাচ্ছি, সিন্তিখেকেও আবেদন জানাচ্ছি, যেন প্রভুতে একমন হয়। [৩] তোমাকেও, হে আমার যথার্থ সহকর্মী, অনুরোধ করছি, এঁদের সাহায্য কর, কারণ এঁরা সুসমাচারের জন্য আমার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন, যেমনটি ক্লেমেণ্টও এবং আমার আরও আরও সহকর্মীও করেছিলেন, যাঁদের নাম জীবনগ্রন্থে লেখা আছে।

[৪] তোমরা প্রভুতে নিত্য আনন্দেই থাক; আবার বলছি, আনন্দেই থাক। [৫] তোমাদের অমায়িকতা সকল মানুষের কাছে জ্ঞাত হোক। প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন। [৬] কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা ও মিনতি দ্বারা ধন্যবাদ-স্তুতি করে তোমাদের সকল যাচনা ঈশ্বরের কাছে জানাও। [৭] তবে ঈশ্বরের সেই শান্তি, যা সমস্ত ধারণার অতীত, তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রিষ্টযিশুতে রক্ষা করবে।

[৮] শেষ কথা, ভাই: যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর, শুভদায়ক, সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর। [৯] আমার কাছে যা কিছু শিখেছ, গ্রহণ করেছ, শুনেছ ও দেখেছ, সেই সবই কর; তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

উপহারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন

[১০] আমি প্রভুতে গভীর আনন্দ পেলাম, কারণ এত দিনের পর এখন তোমরা আমার প্রতি তোমাদের মনোভাব নতুন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করেছ; তেমন মনোভাব তোমাদের আগেও ছিল বটে, কিন্তু সুযোগটাই তোমরা পাচ্ছিলে না। [১১] আমার কোন অভাবের জন্য একথা বলছি এমন নয়, আমি তো যেই অবস্থায় থাকি না কেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছি: [১২] অভাবও ভোগ করতে শিখেছি, প্রাচুর্যও ভোগ করতে শিখেছি; সবকিছুতে সব দিক দিয়ে আমি দীক্ষিত: তৃপ্তি বা ক্ষুধা, প্রাচুর্য বা অভাব ভোগ করতে আমি দীক্ষিত। [১৩] যিনি আমাকে শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আমি সবই করতে সক্ষম। [১৪] তবু তোমরা ক্লেশের সহভাগী হওয়ায় ভালই করেছ। [১৫] হে ফিলিপ্পীয়েরা, তোমরা, তোমরাই জান, সুসমাচার প্রচারের প্রথম লগ্নে, যখন আমি মাকিদনিয়া ছেড়ে গেছিলাম, তখন কোন মণ্ডলী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার সঙ্গে যৌথ তহবিল গঠন করেনি, কেবল তোমরাই করেছিলে। [১৬] থেসালোনিকিতেও তোমরা একবার নয়, দু'বার আমার প্রয়োজনীয় যা-কিছু পাঠিয়েছিলে। [১৭] তোমাদের দান যে আমি খোঁজ করছি তা নয়, আমি বরং খোঁজ করছি সেই ফল যা তোমাদেরই পক্ষে লাভজনক হবে। [১৮] যা প্রয়োজন, আমার সবই আছে, এমনকি বেশিই আছে; আমি তোমাদের কাছ থেকে এপাফ্রদিতসের মাধ্যমে যা যা পেয়েছি, তাতে আমার চাহিদা পরিপূর্ণ হয়েছে: সেই দান যেন এক *সৌরভ* (ক), ঈশ্বরের গ্রহণীয় এক প্রীতিকর

যজ্ঞবলি। [১৯] আর আমার ঈশ্বর বদান্যতা দেখিয়ে খ্রিষ্টযিশুতে তাঁর ঐশ্বর্য অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করবেন। [২০] আমাদের পিতা ঈশ্বরের গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন!

প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

[২১] তোমরা খ্রিষ্টযিশুতে প্রত্যেক পবিত্রজনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। যে সকল ভাই আমার সঙ্গে রয়েছেন, তাঁরা তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। [২২] সকল পবিত্রজন, বিশেষভাবে যাঁরা কায়েসারের বাড়ির লোকজন, তাঁরা তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

[২৩] প্রভু যিশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক।

---

১ [৪] সাধু পল কারাগারে রুদ্ধ, সম্ভবত তাঁর প্রাণদণ্ড হবে, অথচ এই পত্রের মূলসুর হচ্ছে আনন্দ; এর কারণ, খ্রিষ্টই তাঁর সেই আনন্দের উৎস (১:১৮,২৫; ২:২,১৭,১৮,২৮-২৯; ৩:১; ৪:১,৪,১০)।

[৬] ‘খ্রিষ্টযিশুর দিন’ হল শেষ বিচারের দিন যখন ঈশ্বর ও খ্রিষ্টের কাজ সিদ্ধিলাভ করবে; পত্রটি লেখার সময়ে সাধু পল মনে করছিলেন, দিনটা সন্নিকট, তাই বৃদ্ধিশীল ভালবাসা দেখিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করা দরকার (৯-১০)।

[১১] ‘ধর্মময়তার ফল’: ইহুদী ঐতিহ্যে এই বাক্য-বিশেষ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী যাপিত জীবন লক্ষ করে, খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যে তা যিশুখ্রিষ্টের কাজের ফল হিসাবে বিশ্বাসীর জীবনই লক্ষ করে।

[১২] ‘যা কিছু ঘটেছে’: সাধুর গ্রেপ্তার ও কারা-জীবন।

[১৯ক] যোব ১৩:১৬।

[২০] ভক্তজনের পবিত্রিত দেহ খ্রিষ্টেরই অধিকার; তা খ্রিষ্টের কষ্টভোগেরও অংশী, তাঁর পুনরুত্থানেরও অংশী।

[২৭] খ্রিষ্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিক (এফে ২:১৯) যার প্রভু হলেন যিশু (ফিলি ৩:২০) ও যার সংবিধান হল সুসমাচার। সে সম্মতি জানালে ঐশঅনুগ্রহ তাকে সুসমাচারের যোগ্য জীবন যাপন করতে সক্ষম করবে।

২ [৬] আদম ঈশ্বরের সদৃশ হতে চেষ্টা করে গর্ব দেখিয়েছিলেন, ঈশ্বর হয়েও খ্রিষ্ট বিনম্রতা ও বাধ্যতাই দেখালেন।

[১০-১১ক] ইশা ৪৫:২৩।

[১৫খ] দ্বিঃবিঃ ৩২:৫।

৩ [৭] দামাস্কের পথে যিশুর সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে সাধু পল উপলব্ধি করেন যে, জাগতিক দিক দিয়ে যা কিছু ছিল তাঁর গর্বের কারণ, তা আধ্যাত্মিক গর্ব ছাড়া আর কিছুই নয়, সুতরাং যিশুকে অর্জন করার জন্য তা বর্জনীয়।

[৮] 'জানা' : এই জানাটা তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, বরং অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিময় সম্পর্ক (৪:১০-১১)।

[৯] 'ধর্মময়তা' : রো ৩:২৪, টীকা দ্রঃ।

৪ [১৮ক] আদি ৮:২১।

কলসীয়দের কাছে পত্র

ইহুদী ধর্ম থেকে আগত কোন কোন খ্রিষ্টভক্ত স্বর্গদূত ও আদিম শক্তিবৃন্দের প্রতি বেশি সম্ভ্রম দেখাতে প্রবণ ছিল বিধায় সাধু পল এই পত্র লিখে এমন খ্রিষ্টকে উপস্থাপন করেন যিনি সমস্ত শক্তির ঊর্ধ্বে। রোমীয়দের কাছে পত্রের নানা প্রসঙ্গও এখানে উল্লিখিত।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪

১ [১] ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রিষ্টযিশুর প্রেরিতদূত আমি পল এবং ভাই তিমথি, [২] কলসী-নিবাসী সকল পবিত্রজন ও খ্রিষ্টে বিশ্বস্ত ভাইদের সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্যবাদ-স্তুতি ও প্রার্থনা

[৩] তোমাদের জন্য যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের পিতা ঈশ্বরকে অবিরত ধন্যবাদ জানাই, [৪] কারণ আমরা শুনেছি খ্রিষ্টযিশুর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস ও সকল পবিত্রজনের প্রতি তোমাদের ভালবাসার কথা, [৫] কেননা এর মূল হল তোমাদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত সেই প্রত্যাশা যার কথা তোমরা তখনই শুনেছিলে, [৬] যখন সুসমাচারের সত্যের বাণী তোমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল—সেই যে সুসমাচার সারা জগতেও ফলশালী হয়ে উঠছে ও বৃদ্ধিলাভ করছে; এইভাবে তোমাদের মধ্যেও ঘটছে সেই দিন থেকে, যেদিন থেকে তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা শুনে তা সত্য বলে উপলব্ধি করেছিলে। [৭] সেসময় তোমরা আমাদের প্রিয় সেবাসঙ্গী এপাফ্রাসের কাছেই এই সবকিছু শিখেছিলে; তিনি তোমাদের মধ্যে আমাদের হয়ে খ্রিষ্টের এক বিশ্বস্ত সেবক; [৮] আত্মায় তোমাদের ভালবাসার কথাও তিনি আমাদের জানিয়েছেন।

[৯] এজন্য আমরাও, যেদিন তোমাদের খবর পেয়েছি, সেদিন থেকে তোমাদের জন্য অবিরত প্রার্থনা ও মিনতি করে আসছি: ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, তোমরা যেন পূর্ণ প্রজ্ঞা ও আত্মিক বোধশক্তিগুণে তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পার। [১০] আর এর ফলে তোমরা যেন প্রভুরই যোগ্য এমন জীবনাচরণ করতে পার যে, সবরকম সৎকর্মে ফলবান ও ঈশ্বরজ্ঞানে বৃদ্ধিশীল হয়ে, [১১-১২] সবকিছুতে সহিষ্ণু ও নিষ্ঠাবান হবার জন্য তাঁর গৌরবের প্রতাপ অনুসারে সমস্ত পরাক্রমে পরাক্রমী হয়ে, যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন, আনন্দের সঙ্গে সেই পিতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তোমরা সবকিছুতে তাঁর প্রীতিকর হও। [১৩] তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয়তম পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন, [১৪] যাঁর দ্বারা আমরা ভোগ করি মুক্তি, অর্থাৎ পাপের ক্ষমা।

খ্রিষ্ট সমস্ত সৃষ্টির মাথা

[১৫] তিনি তো অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি,
তিনি তো নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত,
[১৬] কারণ স্বর্গলোকে ও পৃথিবীতে
দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে
—যত সিংহাসন, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব—
সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে।
সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা
এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য ক'রে;
[১৭] সমস্ত কিছুর আগেই তিনি আছেন,
সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ।
[১৮] তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা;
তিনি তো আদি,
তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত,
সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন।
[১৯] এটি ছিল ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা:

তাঁর আপন পরিপূর্ণতা তাঁর মধ্যে বসবাস করবে,
[২০] এবং তাঁর ক্রুশীয় রক্তের মধ্য দিয়ে শান্তি আনায়
তাঁরই দ্বারা পৃথিবীতে ও স্বর্গলোকে
সমস্তই তিনি নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করবেন।

[২১] তোমরাও একসময় দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু,
[২২] এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত
করেছেন, যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে
পারেন— [২৩] অবশ্য তোমরা যদি বিশ্বাসে স্থিতমূল ও অবিচল থাক; এবং যে
সুসমাচার আকাশের নিচের যত সৃষ্টজীবদের কাছে প্রচারিত হয়েছে,—আর আমি পল
যার প্রচারকর্মী—তার প্রত্যাশা থেকে নিজেদের বিচলিত হতে না দাও।

প্রেরিতদূত পলের সংগ্রাম

[২৪] এখন তোমাদের জন্য আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত,
এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে
পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী। [২৫] তোমাদের পক্ষে ঈশ্বর থেকে
যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমি সেই মণ্ডলীর সেবক হয়েছি যেন
ঈশ্বরের বাণীকে পূর্ণ করতে পারি, [২৬] অর্থাৎ যেন সেই বাণী-রহস্যকে পূর্ণ করতে
পারি যা কত কাল কত যুগ ধরে গুপ্ত ছিল কিন্তু এখন তাঁর পবিত্রজনদের কাছে প্রকাশিত
হল। [২৭] সেই পবিত্রজনদের কাছেই তো ঈশ্বর জানাতে চাইলেন বিজাতীয়দের মধ্যে
সেই রহস্যের গৌরবের ঐশ্বর্য কী; রহস্যটি হল তোমাদের-মাঝে-খ্রিষ্ট, গৌরবের আশা
যিনি। [২৮] তাঁকেই আমরা ঘোষণা করছি, সমস্ত প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যেক মানুষকে সচেতন
করছি ও প্রত্যেক মানুষকে শিক্ষা দান করছি, যেন প্রত্যেক মানুষকে খ্রিষ্টে সিদ্ধপুরুষ
করে তুলতে পারি। [২৯] এজন্যই আমি পরিশ্রম করি, এবং তাঁর যে কর্মশক্তি আমার
অন্তরে সপরাক্রমে সক্রিয়, সেই শক্তি দ্বারা আমার সংগ্রাম করে চলি।

২ [১] কেননা আমার ইচ্ছাই, যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমাদের খাতিরে,
লাওদিকেয়ার ভাইদের খাতিরে এবং যত ভাই আজও আমার চেহারা দেখেনি, তাদেরও

খাতিরে আমি কী সংগ্রামই না করে চলছি; [২] যেন তাদের হৃদয় আশ্বাস পায়, ফলে ভালবাসায় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে তারা যেন অধ্যাত্ম ধীশক্তির পূর্ণ ঐশ্বর্য লাভে ধনবান হয়ে ওঠে ও ঈশ্বরের রহস্যকে তথা সেই খ্রিষ্টকেই উপলব্ধি করতে পারে, [৩] যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত। [৪] একথা বলছি, যেন কেউ বাইরে-উজ্জ্বল যুক্তি দেখিয়ে তোমাদের না ভোলায়, [৫] কেননা যদিও আমি সশরীরে দূরে আছি, তবু আত্মায় তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, এবং তোমাদের সুশৃঙ্খলা ও খ্রিষ্টে তোমাদের বিশ্বাসের সুদৃঢ় গাঁথনি দেখে আনন্দ বোধ করছি।

প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাস অনুযায়ী জীবনধারণ

[৬] সুতরাং খ্রিষ্টযিশুকে, সেই প্রভুকে যেভাবে তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, সেভাবে তাঁর মধ্যে চল; [৭] তাঁরই মধ্যে স্থিতমূল ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়ে পাওয়া-ধর্মশিক্ষা অনুসারে বিশ্বাসে অটল হও, এবং ধন্যবাদ-স্তুতিতে উপচে পড়। [৮] দেখ, নিজ নিজ তত্ত্ববিদ্যার অসার প্রতারণা দিয়ে কেউ যেন তোমাদের মন জয় না করে: তা মানবীয় ঐতিহ্য-ভিত্তিক, জগতের আদিম শক্তিগুলোর অনুরূপ, খ্রিষ্টের অনুরূপ নয়; [৯] কেননা তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে, [১০] আর তোমরা তো তাঁরই মধ্যে তোমাদের নিজেদের পরিপূর্ণতা লাভ কর, যিনি সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের মাথা। [১১] তাঁর মধ্যে তোমরা পরিচ্ছেদিতও হয়েছ, কিন্তু এমন পরিচ্ছেদন যা মানুষের হাতে সম্পাদিত নয়, যা মাংসময় দেহ ত্যাগের মধ্য দিয়ে সাধিত নয়, কিন্তু খ্রিষ্টেরই প্রকৃত পরিচ্ছেদন গ্রহণ করেছ: [১২] কেননা বাপ্তিস্মে তোমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ, এবং যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা সেই বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ। [১৩] এবং অপরাধের কারণে ও আমাদের দেহ পরিচ্ছেদিত না হওয়ার কারণে মৃত অবস্থায় এই তোমাদের ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছেন; [১৪] সেই লিখিত ঋণপত্র যা বিধিবিধানের জোরে আমাদের প্রতিকূল ছিল, তা মুছে ফেলেছেন, এবং ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে তা বাতিল করেছেন; [১৫] যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে ক্ষমতা-বঞ্চিত করে তিনি ক্রুশের জয়যাত্রায় সকলের চোখের সামনে তাদের শেষ দশা দেখিয়েছেন।

[১৬] ফলে খাদ্য বা পানীয়, পর্ব বা অমাবস্যা বা শাব্বাৎ, এসব সম্বন্ধে কেউই যেন তোমাদের আর বিচার না করে: [১৭] এসব কিছু তো আসন্ন বিষয়ের ছায়ামাত্র, আসল বস্তু খ্রিষ্টের দেহই! [১৮] যে কেউ মূল্যহীন ধর্মক্রিয়া পালনে ও স্বর্গদূতদের পূজায়ই তৃপ্তি পায়, সে যেন জয়মুকুট পাওয়া থেকে তোমাদের বঞ্চিত না করে; সে যে যে দর্শন পেয়েছে বলে মনে করে, সেগুলি অনুসারেই চলে, নিজের মানবীয় মনের গর্বে স্ফীত হয়, [১৯] অথচ সে সেই মাথাকে আঁকড়ে ধরে না, যাঁ থেকে গোটা দেহটা গ্রন্থি ও বন্ধনের মধ্য দিয়ে পুষ্ট ও সুসংহত হয়ে ঈশ্বর দ্বারা নিরূপিত বৃদ্ধিক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে যারা, তাদের স্বাধীনতা

[২০] জগতের আদিম শক্তিগুলোকে ত্যাগ করে তোমাদের যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে, তখন কেন তোমরা সেই সমস্ত নিয়ম-বিধিকেই নিজেদের উপর শাসন চালাতে দিচ্ছ ঠিক যেন এখনও জগতে জীবনযাপন করছ? [২১] কেন 'এটা ধরো না; ওটা মুখে দিয়ো না, সেটা স্পর্শ করো না' তেমন বিধিনিষেধের অধীন হতে চাও? [২২] এমনি ব্যবহার করলে যে সেগুলো ক্ষয় হয়, সেটাই তো সেই সবিকছুর নিয়তি: কেননা সেগুলো *মানুষেরই বিধিনিয়ম ও নীতিকথা* (ক)। [২৩] সেগুলো দেখতে ইচ্ছাশক্তি-গঠন, বিনম্রতা-অর্জন ও কঠোর দেহদমন ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপূর্ণ মনে হয়, কিন্তু রক্তমাংসগত ভোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে সেগুলো একেবারে মূল্যহীন।

খ্রিষ্টীয় জীবনের সাধারণ নিয়মাবলি

৩ [১] সুতরাং, তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন। [২] ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। [৩] কেননা তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। [৪] কিন্তু খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে।

[৫] অতএব, সেই সবকিছু নিপাত কর যা তোমাদের মধ্যে পার্থিব, যথা, যৌন অনাচার, অশুচিতা, দেহলালসা, অসৎ কামনা আর সেই লোলুপতা যা পৌত্তলিকতার নামান্তর; [৬] এসব কিছু এমন, যা অবাধ্যতার সন্তানদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ ডেকে আনে। [৭] একসময় তোমরা যখন তেমন লোকদের সঙ্গে জীবনযাপন করতে, তখন তোমরাও এসব কিছুতে নিমজ্জিত ছিলে। [৮] কিন্তু এখন তোমরাও ত্যাগ কর এই সবকিছু, যথা, ক্রোধ, রোষ, শঠতা, পরচর্চা ও অশ্লীল ভাষা; [৯] পরস্পরের কাছে মিথ্যা কথা বলো না, কেননা তোমরা সেই পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম জীর্ণ পোশাকের মত ত্যাগ করেছ, [১০] এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করেছ, যে মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হচ্ছে। [১১] এখানে আর গ্রীক বা ইহুদী, পরিচ্ছেদিত বা অপরিচ্ছেদিত, ভিনভাষী বা স্কুথীয়, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ আর নেই, কিন্তু খ্রিষ্টই সব, আর তিনি সবকিছুর মধ্যে।

[১২] তাই ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর। [১৩] একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও। আর কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে একে অন্যকে ক্ষমা কর। প্রভু যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তোমরাও তেমনি সেইমত কর। [১৪] আর সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন। [১৫] এবং খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। তোমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো।

[১৬] খ্রিষ্টের বাণী তার পূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে তোমাদের অন্তরে বসবাস করুক; তোমরা পূর্ণ প্রজ্ঞায় পরস্পরকে শিক্ষা ও চেতনা দান কর; কৃতজ্ঞচিত্তে ও মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও ঐশপ্রেরণাজনিত বন্দনাগান গেয়ে চল। [১৭] কথায় বা কাজে তোমরা যা কিছু কর, সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

নতুন সম্পর্ক-মালা

[১৮] বধূরা, তোমরা তোমাদের স্বামীর অনুগত থাক, যেমন প্রভুতে থাকা সমীচীন। [১৯] স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ভালবাস, তাদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করো না।

[২০] সন্তানেরা, তোমরা সবকিছুতে পিতামাতার বাধ্য হও; তা ঈশ্বরের সন্তোষজনক। [২১] পিতারা, তোমরা তোমাদের সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না, পাছে তাদের মন ভেঙে পড়ে। [২২] ক্রীতদাসেরা, তোমরা তোমাদের পার্থিব প্রভুদের প্রতি বাধ্যতা দেখাও, তাদের চোখের সামনে শুধু নয়—যেইভাবে মানুষকে তুষ্ট করার জন্য লোকে করে—কিন্তু আন্তরিক সরলতায় প্রভুকে ভয় করেই তাদের বাধ্য হও। [২৩] যা কিছু কর না কেন, মনপ্রাণ দিয়ে প্রভুরই জন্য তা কর, মানুষের জন্য নয়, [২৪] একথা জেনে যে, প্রভুর কাছ থেকে তোমরা মজুরি হিসাবে সেই উত্তরাধিকার পাবে। খ্রিষ্টই সেই প্রভু যাঁর সেবায় তোমরা নিযুক্ত। [২৫] কেননা যে অন্যায় করে, সে নিজের অন্যায়ের প্রতিফল পাবে—পক্ষপাত বলতে এমন কিছু নেই!

৪ [১] তোমরা প্রভু যারা, ক্রীতদাসদের প্রতি ন্যায্যতা ও সমতার সঙ্গে ব্যবহার কর, একথা জেনে যে, তোমাদেরও এক প্রভু স্বর্গে আছেন।

প্রৈরিতিক প্রেরণা

[২] তোমরা প্রার্থনা-সভায় নিবিষ্ট থাক, ধন্যবাদ-স্তুতি করে প্রার্থনায় জেগে থাক। [৩] আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর, যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাণী প্রচারের দরজা খুলে দেন, যেন সেই খ্রিষ্ট-রহস্য ঘোষণা করতে পারি যার জন্য আমি শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আছি; [৪] প্রার্থনা কর, যেন আমি তা সেইভাবে প্রকাশ করতে পারি ঠিক যেইভাবে আমার উচিত।

[৫] বাইরের লোকদের সঙ্গে তোমরা সুবুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার কর; যত সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। [৬] তোমাদের কথাবার্তায় যেন সবসময় শালীনতা থাকে, সুবোধেরই স্বাদ থাকে, যেন প্রত্যেককে সমুচিত উত্তর দিতে পার।

নানা ব্যক্তিগত সংবাদ

[৭] আমার প্রিয় ভাই, বিশ্বস্ত সহকারী ও প্রভুর সেবায় আমার সহকর্মী যে তিখিকস, তিনি তোমাদের কাছে আমার বিষয়ে সমস্ত খবরাখবর জানিয়ে দেবেন। [৮] তোমাদের কাছে আমি তাঁকে এজন্যই পাঠাচ্ছি, যেন তোমরা আমাদের সমস্ত খবর

জানতে পার, এবং তিনি যেন তোমাদের হৃদয়ে আশ্বাস সঞ্চার করেন। [৯] তাঁর সঙ্গে বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভাই সেই অনেসিমকেও পাঠাচ্ছি, যিনি তোমাদের সহনাগরিক। এঁরা এখানকার সমস্ত খবরাখবর তোমাদের জানাবেন।

[১০] আমার কারাসঙ্গী আরিস্তার্খস ও বার্নাবাসের জ্ঞাতিভাই মার্ক তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন; এই মার্ক সম্বন্ধে তোমরা নির্দেশ পেয়েছিলে, তিনি তোমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলে তোমরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবে; [১১] ইউস্তুস বলে অভিহিত যিশুও তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। পরিচ্ছেদিতদের মধ্য থেকে কেবল এই কয়েকজনই ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আমার সহযোগী হয়েছেন, এঁদের সাহচর্যেই আমি সান্ত্বনা পেয়েছি। [১২] খ্রিষ্টযিশুর দাস এপাফ্রাস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন; তিনি তোমাদের সহনাগরিক; তাঁর প্রার্থনায় তিনি তোমাদের জন্য লড়াইতে রত থাকেন, যেন তোমরা স্থির অন্তরে ঈশ্বরের সমস্ত ইচ্ছা পালনে সিদ্ধপুরুষ ও সুনিশ্চিত হয়ে দাঁড়াও; [১৩] তাঁর বিষয়ে আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমাদের জন্য এবং যাঁরা লাওদিকেয়া ও হিয়েরাপলিসে নিবাসী, তাঁদেরও জন্য তাঁর গভীর আগ্রহ আছে। [১৪] সেই প্রিয় ভাই চিকিৎসক লুক, এবং দেমাস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

[১৫] তোমরা লাওদিকেয়ার ভাইদের, এবং নিম্ফাকে ও তাঁর বাড়িতে যে জনমণ্ডলী সমবেত হয়, তাদের সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [১৬] আর এই পত্র তোমাদের নিজেদের মধ্যে পাঠ করে শোনানোর পর, এমনটি কর যেন লাওদিকেয়ার মণ্ডলীগুলিতেও তা পাঠ করে শোনানো হয়; আবার, লাওদিকেয়া থেকে যে পত্র পাবে, তোমরাও যেন তা পড়। [১৭] আর্খিপ্পসকে বল, 'তুমি প্রভুতে যে সেবাদায়িত্ব পেয়েছ, তা উত্তমরূপে পালন করে চল।'

[১৮] "পল", এই প্রীতি-শুভেচ্ছা আমার নিজেরই হাতে লেখা। আমার শেকলের কথা মনে রাখ। অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

---

১ [১২] 'পবিত্রজনদের স্বত্বাংশ': পুরাতন নিয়মে স্বত্বাংশ ছিল ইস্রায়েলের প্রতিটি গোত্রের জন্য নিজস্ব অধিকার রূপে বণ্টন করা প্রতিশ্রুত দেশের একটা অংশ। নূতন নিয়মে ইস্রায়েল শুধু নয়, বিজাতীয়েরাও ঐশরাজ্যের উত্তরাধিকারী। এবং তারাই পবিত্রজন, যারা ঈশ্বরের জনগণের সদস্য, অর্থাৎ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে যারা।

[১৫] প্রথমজাত বলে খ্রিষ্ট সকলের মধ্যে প্রাধান্যের অধিকারী ও ঈশ্বরের কাছে পবিত্রীকৃত পুত্র (যাত্রা ১৩:১১-১৬)।

[১৬-১৭] কলসীয়দের সম্মানের পাত্র সেই সমস্ত অদৃশ্য শক্তিবৃন্দও খ্রিষ্টের পাস্কা-বিজয়ের দিনে পরাজিত হয়েছে।

[২৭] বিজাতীয়দের মাঝে খ্রিষ্টের উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে ঈশ্বরের রহস্যময় সঙ্কল্প পূর্ণতা লাভ করেছে।

২ [১২] বাপ্তিস্ম-রহস্য গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য এই উক্তি গুরুত্বপূর্ণ: বাপ্তিস্মে মানুষ খ্রিষ্টের সঙ্গে মরে ও পুনরুত্থান করে; পুনরুত্থিত ব্যক্তি বলে বিশ্বাসী কেমন করে সেই সমস্ত শক্তিবৃন্দের অধীন হবে?

[২০] বাপ্তিস্মে পুনরুত্থিত ও নব মানুষ হয়ে বিশ্বাসী কেমন করে আবার পুরাতন মানুষের অভ্যাস পালন করে চলবে?

[২২ক] ইশা ২৯:১৩।

৩ [১০] ‘নতুন মানুষ’ বলতে মানুষের সেই আমূল পরিবর্তন বোঝায় যা বাপ্তিস্ম ব্যক্ত করে। পুরাতন নিয়ম মানুষের এমন নবায়নের কথা পূর্বঘোষণা করেছিল যা ঐশআত্মারই কাজ: ঐশআত্মা মানুষকে নতুন হৃদয় দেবেন যেন মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারে (এজে ৩৬:২৬-২৭; সাম ৫১:১২)। নূতন নিয়মে, দ্বিতীয় আদম ও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সেই খ্রিষ্টেতে সাধিত নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষ তার প্রকৃত মানবতায় চালিত হয় (১ করি ১৫:৪৫; কল ১:১৫); তাতে মানুষ ধর্মময়তা ও পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয় (এফে ৪:২৪) এবং বাধ্যতার মধ্য দিয়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের দিকে এগিয়ে চলে (কল ৩:১০)। তেমন নতুন মানুষই নতুন মানবতার অঙ্গ, যে-মানবতা জাতি-ধর্ম-কৃষ্টি-সামাজিক শ্রেণি ইত্যাদি ব্যবধান মানে না (কল ৩:১১), আর তেমন মানবতা মণ্ডলীতে ও প্রতিটি বিশ্বাসীতেই প্রকাশ পাবার কথা।

থেসালোনিকীয়দের কাছে ১ম পত্র

থেসালোনিকীয়দের কাছে প্রথম পত্রই হল সাধু পলের লেখা প্রথম পত্র। তার আলোচ্য বিষয় হল খ্রিষ্টের পুনরাগমন, যা তাঁর মতে খুবই সন্নিকট; এই প্রসঙ্গের উপর তিনি যে জোর দিয়েছিলেন তার ফলে থেসালোনিকীয়েরা এতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, তিনি তাদের উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য তাদের কাছে আর একটা পত্র লিখতে বাধ্য হলেন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫

১ [১] আমরা, পল, সিল্ভানুস ও তিমথি, আমরা পিতা ঈশ্বরে ও প্রভু যিশুখ্রিষ্টে
আশ্রিত থেসালোনিকীয় মণ্ডলীর সমীপে: অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্যবাদ-স্তুতি

[২] আমাদের প্রার্থনায় তোমাদের কথা স্মরণ করে আমরা তোমাদের সকলের জন্য
সর্বদাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই; [৩] আমরা তোমাদের সক্রিয় বিশ্বাস, তোমাদের
পরিশ্রমী ভালবাসা ও আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টে তোমাদের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রত্যাশার কথা
আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে অবিরত স্মরণ করে থাকি; [৪] কেননা, ভাই, তোমরা
যারা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র, সেই তোমাদের সম্বন্ধে আমরা জানি, তোমরা তাঁর
মনোনীতজন, [৫] কারণ আমাদের সুসমাচার কথার মধ্য দিয়ে শুধু নয়, কিন্তু পরাক্রমে
ও পবিত্র আত্মায় ও গভীরতম প্রত্যয়েও তোমাদের কাছে ব্যাপ্ত হয়েছিল; এবং তোমরা
তো ভালই জান, তোমাদের খাতিরে আমরা তোমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিলাম।
[৬] আর তোমরা বহু ক্লেশের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও পবিত্র আত্মার আনন্দে বাণী সাদরে
গ্রহণ করে আমাদের ও প্রভুর অনুকারী হয়েছ; [৭] এতে তোমরা মাকিদনিয়া ও
আখাইয়ার সমস্ত বিশ্বাসীদের কাছে একটা আদর্শ হয়ে উঠেছ; [৮] কেননা তোমাদের
মধ্য দিয়ে প্রভুর বাণী ধ্বনিত হয়েছে, আর শুধুমাত্র মাকিদনিয়াতে ও আখাইয়ায় নয়,

কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের কথা সর্বস্থানেই ছড়িয়ে পড়েছে; তাই সেকথা উল্লেখ করা আমাদের আর প্রয়োজন নেই; [৯] তারা নিজেরাই তো আমাদের বিষয়ে এই কথা বলে যে, আমরা কেমন করে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম, আর কেমন করে তোমরা দেবমূর্তিগুলো ত্যাগ করে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছিলে, যেন সেই জীবনময় প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা করতে পার [১০] এবং যাঁকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, স্বর্গ থেকে তাঁর পুত্রের প্রতীক্ষায় থাক—সেই খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় থাক, যিনি আসন্ন ক্রোধ থেকে আমাদের নিস্তারকর্তা।

পলের প্রৈরিতিক আদর্শ

২ [১] কেননা, ভাই, তোমরা নিজেরাই ভাল জান, তোমাদের মধ্যে আমাদের সেই যাওয়াটা ব্যর্থ হয়নি; [২] বরং ফিলিপ্পিতে আগে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার ও অপমান ভোগ করার পর—কথাটা তোমরা জান—আমরা আমাদের ঈশ্বরেই সাহস পেয়ে বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম। [৩] আমাদের আবেদন ভ্রান্তি বা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, ছলনায় আশ্রিতও নয়। [৪] কিন্তু ঈশ্বর নিজেই আমাদের যোগ্য বলে বিচার-বিবেচনা করে যেমন আমাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছেন, তেমনি আমরা প্রচার করি; মানুষকে নয়, *যিনি আমাদের হৃদয় যাচাই করেন* (ক), সেই ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি। [৫] তোমরা তো জান, আমরা তোষামোদের কোন কথা কখনও উচ্চারণ করিনি, স্বার্থপর লোভের চিন্তায়ও কখনও লিপ্ত হইনি—স্বয়ং ঈশ্বর একথার সাক্ষী। [৬] মানুষের কাছ থেকে মর্যাদা পাবার চেষ্টাও করিনি, তোমাদের কাছ থেকেও নয়, অন্যদের কাছ থেকেও নয়, যদিও খ্রিষ্টের প্রেরিতদূত হিসাবে আমাদের অধিকারের ভার প্রয়োগ করতে পারতাম। [৭] বরং মা যেমন নিজ শিশুদের লালন-পালন করেন, তোমাদের মধ্যে আমরা তেমনি স্নেহ-মমতা দেখিয়েছিলাম; [৮] তোমাদের প্রতি তেমন স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমরা ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম, কারণ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে!

[৯] ভাই, তোমাদের অবশ্যই মনে আছে আমাদের পরিশ্রম ও কষ্টের ভার: তোমাদের কারও বোঝা যেন না হই, আমরা দিনরাত কাজ করতে করতে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম। [১০] তোমরা নিজেরা ও স্বয়ং ঈশ্বরও এবিষয়ে সাক্ষী যে, বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার কেমন পুণ্যময়, ধর্মসম্মত ও অনিন্দনীয় ছিল। [১১] তোমরা তো জান, পিতা যেমন নিজের সন্তানদের প্রতি করেন, তেমনি আমরা তোমাদের প্রত্যেককে চেতনা দিয়েছি, [১২] উৎসাহ দিয়েছি, সনির্বন্ধ আবেদনও জানিয়েছি, যেন তোমরা ঈশ্বরেরই যোগ্য জীবন আচরণ কর, যিনি নিজের রাজ্যে ও গৌরবে তোমাদের আহ্বান করছেন।

থেসালোনিকীয়দের বিশ্বাসের জন্য পলের প্রশংসা

[১৩] আর এজন্যই আমরা অবিরত ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে থাকি, কেননা আমাদের মুখ থেকে ঈশ্বরের বাণী শুনে তোমরা মানুষের বাণী বলে নয়, ঈশ্বরেরই বাণী বলে তা গ্রহণ করেছিলে; তা ঈশ্বরেরই বাণী বটে, যে বাণী, বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে সক্রিয়। [১৪] কেননা, ভাই, যুদেয়ায় খ্রিষ্টযিশুতে ঈশ্বরের যে সকল মণ্ডলী আছে, তোমরা তাদের অনুকারী হয়েছ, যেহেতু তোমরাও তোমাদের স্বজাতি মানুষদের হাতে দুঃখকষ্ট ভোগ করে এসেছ, তারাও যেমন দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে সেই ইহুদীদের হাতে [১৫] যারা প্রভু যিশু ও নবীদেরও মৃত্যু ঘটিয়েছিল, আমাদেরও নির্যাতন করেছিল; তারা ঈশ্বরেরও প্রীতিকর নয়, আবার সকল মানুষেরও বিরোধী বলে দাঁড়ায়, [১৬] কারণ বিজাতীয়দের পরিত্রাণের জন্য প্রচারকর্ম চালাতে তারা আমাদের বাধা দিচ্ছে; এভাবে *তারা নিজেদের পাপের মাত্রা পূরণ করে দিচ্ছে* [খ], কিন্তু ঐশক্রোধ অবশেষে তাদের নাগাল পেয়েছে।

পলের চিন্তা

[১৭] ভাই, কিছু কালের মত তোমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর—শারীরিক দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন, হৃদয়ে নয়—আমরা তোমাদের শ্রীমুখ দেখবার জন্য মনের গভীর আকাঙ্ক্ষায় কতই না ব্যাকুল ছিলাম; [১৮] কারণ আমরা, বিশেষভাবে আমিই পল, একবার, এমনকি দু'বার তোমাদের কাছে যেতে বাসনা করেছিলাম, কিন্তু শয়তান

আমাদের বাধা দিল। [১৯] আসলে, আমাদের প্রভু যিশুর আগমনের সময়ে, তাঁর সাক্ষাতে, তোমরাই ছাড়া আমাদের আর কী প্রত্যাশা, কী আনন্দ, কী গর্বের মুকুট (গ) হতে পারবে? [২০] হ্যাঁ, তোমরাই আমাদের গৌরব ও আনন্দ।

তিমথির কথা

৩ [১] এজন্য, নিজেদের আর সামলাতে না পারায় আমরা স্থির করেছিলাম, এথেন্সে একা হয়ে থাকব, [২] এবং আমাদের ভাই ও খ্রিষ্টের সুসমাচার প্রচারকাজে ঈশ্বরের সহকর্মী সেই তিমথিকে পাঠিয়েছিলাম, যেন তিনি তোমাদের সুস্থির করেন ও বিশ্বাস পালনে তোমাদের নব চেতনা দান করেন, [৩] যেন এই সমস্ত ক্লেশের মধ্যে তোমরা কেউই বিচলিত না হও। তোমরা তো জান, এই সমস্ত কিছু আমাদের প্রতি ঘটবে বলে অবধারিত। [৪] আর আসলে তোমাদের মধ্যে থাকাকালেও আমরা আগে থেকে তোমাদের বলেছিলাম, আমাদের ক্লেশ ভোগ করতেই হবে; আর ঠিক তাই ঘটেছে, এবং তোমরা তা ভালই জান। [৫] তাই নিজেকে আর সামলাতে না পেরে আমি তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য ওঁকে পাঠিয়েছিলাম; আমাদের ভয় ছিল, মানুষকে যে লোভ দেখায় সে হয় তো তোমাদের লোভ দেখিয়েছে, ফলে আমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হবে।

[৬] কিন্তু এখন তিমথি তোমাদের কাছ থেকে আমাদের কাছে ফিরে এসে তোমাদের বিশ্বাস ও ভালবাসা সম্বন্ধে সুখবর নিয়ে এসেছেন; তিনি বলেছেন, আমাদের বিষয়ে তোমরা শুভস্মৃতি রাখছ, আমাদের দেখবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত, ঠিক যেমনটি আমরাও তোমাদের দেখতে ইচ্ছা করছি। [৭] এজন্য, ভাই, আমরা যে তোমাদের বিশ্বাসের কারণে উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার মধ্যে ছিলাম, এখন তোমাদের বিষয়ে যথেষ্ট সান্ত্বনা পেয়েছি; [৮] হ্যাঁ, আমরা এখন বাঁচি, যেহেতু তোমরা প্রভুতে স্থিতমূল। [৯] তোমাদের কারণে আমরা আমাদের ঈশ্বরের সামনে যে গভীরতম আনন্দ বোধ করছি, তার প্রতিদানে তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাতে পারি? [১০] তোমাদের মুখ দেখবার জন্য ও তোমাদের বিশ্বাসের যতটুকু অভাব এখনও রয়েছে, তা পূরণ করার জন্য আমরা দিনরাত সনির্বন্ধ মিনতি করে আসছি।

[১১] আহা, আমাদের ঈশ্বর ও পিতা নিজেই এবং আমাদের প্রভু যিশু যদি তোমাদের কাছে আমাদের পথ সুগম করতেন! [১২] প্রভুর অনুগ্রহে, তোমাদের পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি তোমাদের ভালবাসা যেন বেড়ে ওঠে, উথলে ওঠে, তোমাদের প্রতি আমাদের ভালবাসাও যেমনটি উথলে ওঠে, [১৩] আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট যখন তাঁর *সকল পবিত্রজনের সঙ্গে* (ক) আসবেন, তখন তিনি যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় সুস্থির ও অনিন্দনীয় করে তোলেন।

পবিত্রতা ও ভ্রাতৃপ্রেমে যাপিত জীবন

৪ [১] শেষ কথা, ভাই: আমরা মিনতি করি, ও প্রভু যিশুতে তোমাদের অনুরোধ করি: তোমরা আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছ ঈশ্বরকে প্রসন্ন করার জন্য তোমাদের কীভাবে চলা উচিত—তোমরা সেইভাবেই তো চলছ; তবু এবিষয়ে আরও বেশি উন্নতিশীল হও। [২] তোমরা তো জান, প্রভু যিশুর পক্ষ থেকে আমরা তোমাদের কি কি আদেশ দিয়েছি। [৩] কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এ, তোমরা পবিত্র হবে; অর্থাৎ, তোমরা যেন যৌন অনাচার থেকে দূরে থাক, [৪] তোমরা প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ দেহকে পবিত্রতা ও মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা কর— [৫] নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল কামনা-বাসনার বস্তু ব'লে নয়, যেভাবে *সেই বিধর্মীরা করে যারা ঈশ্বরকে জানে না* (ক); [৬] এই ক্ষেত্রে কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রতি অন্যায় না করে, তাকে না ভোলায়, কারণ প্রভু এই সমস্ত ব্যাপারের *প্রতিফলদাতা* (খ); একথা আমরা আগে তোমাদের বলেছিলাম, জোর দিয়েই বলেছিলাম। [৭] কারণ ঈশ্বর অশুচি হবার জন্য নয়, পবিত্র হবার জন্যই আমাদের আহ্বান করেছেন। [৮] তাই যে কেউ এই সমস্ত কথা অবজ্ঞা করে, সে মানুষকে নয়, সেই ঈশ্বরকেই অবজ্ঞা করে *যিনি নিজের পবিত্র আত্মাকে তোমাদের দান করেন* (গ)।

[৯] ভ্রাতৃপ্রেম সম্বন্ধে তোমাদের কিছু লিখব তেমন প্রয়োজন নেই, যেহেতু তোমরা নিজেরা ঈশ্বরের কাছ থেকেই পরস্পরকে ভালবাসতে শিখেছ, [১০] আর আসলে গোটা মাকিদনিয়ার সকল ভাইদের প্রতি ঠিক এভাবেই ব্যবহার করছ; তবু তোমাদের অনুরোধ করে বলছি, ভাই, আরও বেশি কর; [১১] এবং এ বিষয়েই বিশেষভাবে যত্নবান হও: শান্ত জীবন যাপন করা, নিজ নিজ কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকা, ও নিজেরাই কাজ করে

জীবিকা অর্জন করা, যেমনটি তোমাদের বলেছিলাম। [১২] এর ফলে তোমরা বাইরের লোকদের শ্রদ্ধা জয় করবে ও তোমাদের পরনির্ভরশীল হতে হবে না।

মৃতদের পুনরুত্থান ও প্রভুর দিনের আগমনের প্রতীক্ষা

[১৩] ভাই, যারা শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে আছে, তাদের সম্বন্ধে তোমরা যে অজ্ঞ হবে, তা আমরা চাচ্ছি না; অন্যথা, সেই অন্যান্যদেরই মত তোমরা শোকার্ত হয়ে পড়বে, যারা আশাবিহীন মানুষ। [১৪] আসলে আমরা বিশ্বাস করি যে, যিশু মরেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন; তাই ঈশ্বর যিশুর মাধ্যমে নিদ্রাগত সকলকেও তাঁর সঙ্গে কাছে আনবেন। [১৫] প্রভুর বাণীকে ভিত্তি করে আমরা তোমাদের একথা বলছি যে, আমরা যারা জীবিত আছি, যারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত থেকে যাব, নিদ্রাগতদের চেয়ে আমাদের কোন অগ্রাধিকার থাকবে না; [১৬] কারণ মহাদূতের কণ্ঠের সঙ্কেতে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, এবং খ্রিস্টে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারাই প্রথমে পুনরুত্থান করবে; [১৭] পরে, তখনও জীবিত আছি এই আমরা, তখনও বেঁচে আছি এই আমরা, এই আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব। [১৮] সুতরাং তোমরা এই ধরনের কথা চিন্তা করতে করতে পরস্পরকে আশ্বাস দাও।

৫ [১] ভাই, বিশেষ বিশেষ কাল ও লগ্ন সম্বন্ধে তোমাদের কিছু লিখব তেমন প্রয়োজন নেই, [২] যেহেতু তোমরা নিজেরা ভালই জান যে, চোর যেমন রাত্রিবেলায় আসে, প্রভুর দিন ঠিক সেইভাবে আসবে। [৩] লোকে যখন বলবে, 'এবার শান্তি ও নিরাপত্তা' তখনই গর্ভবতী নারীর প্রসবযন্ত্রণার মত বিনাশ তাদের উপর হঠাৎ নেমে পড়বে; আর তারা কেউই তা এড়াতে পারবে না। [৪] কিন্তু, ভাই, তোমরা অন্ধকারে নও যে, সেই দিন চোরের মত তোমাদের উপর এসে পড়বে। [৫] তোমরা তো সকলে আলোরই সন্তান, দিনেরই সন্তান; আমরা তো রাত্রিরও নই, অন্ধকারেরও নই। [৬] তাই আমরা যেন অন্য সকলের মত ঘুমিয়ে না থাকি, বরং জেগেই থাকি ও মিতাচারী হই; [৭] কারণ যারা ঘুমোয়, তারা রাতেই ঘুমোয়, এবং যারা মদ খায়, তারা

রাতেই মাতাল হয়। [৮] কিন্তু আমরা যেহেতু দিনেরই, সেজন্য আমাদের মিতাচারী হওয়া চাই, এবং বিশ্বাস ও ভালবাসার *বর্মে সজ্জিত* হওয়া ও পরিত্রাণদায়ী *আশার শিরস্ত্রাণ* (ক) মাথায় রাখা চাই; [৯] কেননা ঈশ্বর আমাদের জন্য ক্রোধ স্থির করে রাখেননি, কিন্তু এ স্থির করে রেখেছেন, আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করি আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা, [১০] যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন আমরা যেন, সেসময় জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁর সঙ্গে জীবিতই থাকি। [১১] সুতরাং তোমরা পরস্পরকে আশ্বাস দাও, এবং একে অন্যকে গেঁথে তোল, যেইভাবে করে আসছ।

শেষ বাণী, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

[১২] এখন, ভাই, আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি; যাঁরা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন, প্রভুতে তোমাদের পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন ও তোমাদের সদুপদেশ দেন, তাঁদের প্রতি যত্নশীল হও, [১৩] তাঁদের কাজের কথা ভেবে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাও। নিজেদের মধ্যে শান্তিতে থাক। [১৪] ভাই, তোমাদের অনুরোধ করছি: যারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলে, তাদের সাবধান কর; যারা ভীরু, তাদের উৎসাহিত কর; যারা দুর্বল, তাদের সুস্থির কর; সকলের প্রতি ধৈর্যশীল হও। [১৫] দেখ, যেন অপকারের প্রতিদানে কেউ কারও অপকার না করে; কিন্তু সবসময় পরস্পরের ও সকলের মঙ্গল অন্বেষণ কর। [১৬] নিত্যই আনন্দে থাক; [১৭] অবিরত প্রার্থনা কর; [১৮] সবকিছুতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর—খ্রিষ্টযিশুতে এই তো তোমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা। [১৯] আত্মাকে নিভিয়ে দিয়ো না। [২০] নবীদের বাণী অবজ্ঞা করো না; [২১] সবকিছু যাচাই কর, যা মঙ্গলজনক, তা-ই ধরে রাখ; [২২] যত ধরনের অনিষ্ট থেকে দূরে থাক।

[২৩] স্বয়ং শান্তিবিধাতা ঈশ্বর পূর্ণমাত্রায় তোমাদের পবিত্র করে তুলুন। তোমাদের সমস্ত আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের সেই আগমনের জন্য অনিন্দনীয় হয়ে রক্ষিত হোক। [২৪] যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, যা করবেন বলে বললেন, তা অবশ্যই করবেন।

[২৫] ভাই, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর।

[২৬] সকল ভাইকে পবিত্র চুম্বনে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [২৭] প্রভুর দোহাই দিয়ে বলছি, এই পত্র যেন সকল ভাইয়ের কাছে পড়ে শোনানো হয়।

[২৮] আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

---

১ [৪] 'মনোনীতজন': পুরাতন নিয়মে, ইস্রায়েল জানত তারা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র কেননা তিনি অন্যান্য জাতির মধ্য থেকে তাদেরই বেছে নিয়েছিলেন; যিশুতে বিশ্বাস রাখে যারা, সেই সকল বিজাতীয়েরাও এখন ঈশ্বরের ভালবাসা অনুভব করতে পারে কেননা তাদেরও ঈশ্বর বেছে নিয়েছেন।

[৫] যখন বাণীপ্রচারক সুসমাচার প্রচার করে, তখন প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের পরাক্রম ও পবিত্র আত্মাই সক্রিয়ভাবে উপস্থিত।

২ [৪ক] যেরে ১১:২০।

[১৪-১৬] সাধু পল সাধারণত নিজ ইহুদী জাতীয়তা বিষয়ে লজ্জাবোধ করেন না, এমনকি গর্বই করেন; অথচ এই অনুচ্ছেদে তিনি ইহুদীদের যথেষ্ট কঠিন বিচারেই বিচার করেন; এর কারণ, তারা সুসমাচার-বিস্তারে অংশ না নিয়ে বাধাবিঘ্নই ঘটায়।

[১৬খ] আদি ১৫:১৬।

[১৯গ] প্রবচন ১৬:৩১।

৩ [১৩ক] জাখা ১৪:৫।

৪ [৫ক] যেরে ১০:২৫।

[৬খ] সাম ৯৪:১-২।

[৮গ] এজে ৩৭:১৪।

৪ [১৬-১৭] এই অনুচ্ছেদ সেকালে ইহুদী ঐতিহ্যে প্রচলিত বর্ণনার উপর নির্ভর করে। সাধু পলের ঐশতাত্ত্বিক ভাষা লক্ষণীয়: এমর্তে থাকাকালে বিশ্বাসীরা 'খ্রিষ্টেতে' জীবনযাপন করে, কিন্তু তাঁর আগমনের পর 'তাঁর সঙ্গে' জীবনযাপন করবে; সুতরাং সাধু পলের ধারণায়, 'খ্রিষ্টেতে' যাপিত এজীবনে 'তাঁর সঙ্গে' বিশ্বাসীর একাত্মতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় যেন পরজীবনেই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসীর পূর্ণ সহভাগিতা সিদ্ধিলাভ করে।

৫ [৮ক] ইশা ৫৯:১৭; যোব ১:৮।

থেসালোনিকীয়দের কাছে ২য় পত্র

পত্রটির আলোচ্য বিষয় হল খ্রিষ্টের পুনরাগমন, যা তাঁর মতে খুবই সন্নিকট; এই প্রসঙ্গের উপর তিনি যে জোর দিয়েছিলেন তার ফলে থেসালোনিকীয়েরা এতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, তিনি তাদের উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য তাদের কাছে আর একটা পত্র লিখতে বাধ্য হলেন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩

১ [১] আমরা, পল, সিল্ভানুস ও তিমথি, আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশুখ্রিষ্টে আশ্রিত থেসালোনিকীয় মণ্ডলীর সমীপে: [২] পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশুখ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্যবাদ-স্তুতি ও আশ্বাসজনক বাণী

শেষ বিচারের কথা

[৩] ভাই, আমরা তোমাদের জন্য সবসময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য; আর তেমনটি করা সমীচীন বটে, কেননা তোমাদের বিশ্বাস খুবই বৃদ্ধিশীল, এবং পরস্পরের প্রতি তোমাদের প্রত্যেকের ভালবাসা উপচে পড়ছে। [৪] তাই, তোমরা যে সমস্ত নির্যাতন ও ক্লেশ সহ্য করছ, তার মধ্যে এমন নিষ্ঠা ও বিশ্বাস দেখাচ্ছ যে, আমরা ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলোর মধ্যে তোমাদের নিয়ে গর্ববোধ করছি। [৫] তেমন কিছু ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের স্পষ্ট একটা লক্ষণ; হ্যাঁ, তোমরা যে রাজ্যের খাতিরে দুঃখকষ্ট ভোগ করছ, ঈশ্বরের সেই রাজ্যের যোগ্য বলে গণ্য হবেই। [৬] কেননা এতে ঈশ্বরের ন্যায্যতাই প্রকাশ পাচ্ছে: যারা তোমাদের ক্লেশ দিচ্ছে, প্রতিফলে তিনি তাদের ক্লেশ দেবেন, [৭] এবং তোমরা যারা এখন এত ক্লেশ ভোগ করছ, তিনি আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও আরাম দেবেন সেইদিনে, যেদিন প্রভু যিশু তাঁর পরাক্রান্ত দূতবাহিনীর সঙ্গে স্বর্গ থেকে *জ্বলন্ত অগ্নিশিখায়* আবির্ভূত হবেন, [৮] এবং *যারা ঈশ্বরকে মানে না* ও

আমাদের প্রভু যিশুর সুসমাচারের প্রতি বাধ্য হয় না, *তাদের যোগ্য দণ্ড দেবেন* (ক)। [৯] *তারা প্রভুর শ্রীমুখ থেকে ও তাঁর শক্তির গৌরব থেকে দূরে বঞ্চিত হয়ে* (খ) চিরন্তন বিনাশে দণ্ডিত হবে; [১০] তেমনটি সেইদিনে ঘটবে, যেদিন *তাঁর পবিত্রজনদের মধ্যে গৌরবান্বিত হবার জন্য* ও তাঁর সকল বিশ্বাসীর মধ্যে *বিস্ময়ের পাত্র হবার জন্য* (গ) তিনি আসবেন, যেহেতু আমাদের সাক্ষ্যদান তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে। [১১] এই কারণেও আমরা তোমাদের জন্য সবসময় প্রার্থনা করে থাকি, যেন আমাদের ঈশ্বর তোমাদের তাঁর আহ্বানের যোগ্য করে তোলেন ও তাঁর পরাক্রম গুণে তোমাদের মঙ্গলকর যত সদিচ্ছা ও বিশ্বাসের যত কর্মপ্রচেষ্টা সুসম্পন্ন করে তোলেন; [১২] যেন আমাদের ঈশ্বরের ও প্রভু যিশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহ অনুসারে আমাদের প্রভু যিশুর নাম তোমাদের মধ্যে গৌরবান্বিত হয়—তোমরাও তাঁর মধ্যে।

প্রভুর আগমনের আগে যা যা ঘটবে, তার কথা

২ [১] ভাই, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের আগমন সম্বন্ধে ও তাঁর কাছে আমাদের সম্মিলিত হওয়া সম্বন্ধে আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি, [২] তোমরা কোন আত্মিক প্রেরণা দ্বারা বা কোন বিশেষ বাণী দ্বারা বা আমাদেরই বলে ধরে নেওয়া এমন কোন পত্রও দ্বারা তত সহজে নিজেদের প্রবঞ্চিত হতে দিয়ো না, অস্থিরও হয়ে উঠো না, কেমন যেন প্রভুর দিন এসেই গেছে; [৩] কেউ আদৌ যেন তোমাদের না ভোলায়, কেননা প্রথমে সেই মহাবিদ্রোহ দেখা দেবে, এবং জঘন্য কর্মের সেই পুরুষ, সেই বিনাশ-সন্তানও আবির্ভূত হবে, [৪] সেই যে পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, এবং *যা কিছু ঈশ্বর ব'লে অভিহিত বা যা কিছু আরাধনার পাত্র, সেইসব কিছুর উপরে নিজেকে উন্নীত করবে*, এমনকি ঈশ্বরের পবিত্রধামে *আসন নিয়ে নিজেকেই ঈশ্বর বলে* (ক) দাবি করবে।

[৫] তোমাদের কি মনে পড়ে না, আমি আগে যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখনও এই সমস্ত কথা তোমাদের বলছিলাম? [৬] আর সে যেন নির্ধারিত লগ্নের আগে আবির্ভূত না হয়, এর জন্য যে কী তাকে বাধা দিয়ে রাখছে, তাও তোমরা জান। [৭] এর মধ্যে অধর্মের রহস্য বাস্তব রূপ পাচ্ছে বটে, কিন্তু এ আবশ্যক যে, তাকে যে বাধা দিয়ে রাখছে, তাকেই আগে দূর করে দেওয়া হবে; [৮] তখনই সেই জঘন্য কর্মের

সাধক আবির্ভূত হবে, এবং প্রভু যিশু *নিজের মুখের এক ফুঁ দিয়ে* (খ) তাকে ধ্বংস করবেন ও নিজের আগমনের গৌরবময় আবির্ভাবে তাকে নস্যাৎ করে দেবেন। [৯] সেই জঘন্য কর্মের সাধকের আগমন শয়তানের কর্মশক্তি অনুসারে সাধিত সব ধরনের মিথ্যা পরাক্রম-কর্ম, চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত হবে; [১০] আবার চিহ্নিত হবে অধর্মশক্তির যত ধরনের প্রতারণা দ্বারা, যা তাদেরই লক্ষ করবে যারা বিনাশের দিকে চলছে; কারণ তারা পরিত্রাণ পাবার জন্য সত্যের ভালবাসা গ্রহণ করেনি। [১১] এজন্য ঈশ্বর তাদের উপর ভ্রান্তিময় কর্মশক্তি পাঠান, যেন তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে, [১২] এর ফলে যেন সেই সকলেই বিচারিত হয়, যারা সত্যে বিশ্বাস না রেখে শঠতায় প্রসন্ন ছিল।

বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান থাকা

[১৩] কিন্তু, হে ভাই, হে প্রভুর ভালবাসার পাত্র, আমরা তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে সবসময় ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য, কারণ ঈশ্বর আত্মার পবিত্রীকরণের মাধ্যমে ও সত্যের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে প্রথমফসলস্বরূপ তোমাদেরই বেছে নিয়েছেন; [১৪] এবং সেইজন্য আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সুসমাচারের মাধ্যমে তোমাদের আহ্বানও করেছেন। [১৫] সুতরাং, ভাই, স্থিতমূল থাক, এবং সেই পরম্পরাগত শিক্ষা আঁকড়ে ধরে থাক, যা আমাদের মুখ বা পত্র থেকে পেয়েছ। [১৬] আর আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট নিজে, এবং যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, এবং অনুগ্রহ ক'রে আমাদের চিরন্তন আশ্বাস ও শুভ প্রত্যাশা দিয়েছেন, আমাদের সেই পিতা ঈশ্বর [১৭] তোমাদের হৃদয়ে আশ্বাস সঞ্চার করুন, এবং শুভ যত কর্মে ও কথায় সুস্থির করুন।

৩ [১] শেষ কথা: ভাই, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন প্রভুর বাণী দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে ও মানুষের কাছে গৌরবের পাত্র হয়ে ওঠে, ঠিক যেমনটি তোমাদের মধ্যে ঘটেছিল; [২] আরও, প্রার্থনা কর, যেন আমরা দুর্জন ও মন্দ লোকদের হাত থেকে নিস্তার পাই; আসলে বিশ্বাস যে সকলের, তা নয়। [৩] কিন্তু প্রভু বিশ্বস্ত: তিনিই তোমাদের সুস্থির করবেন ও সেই ধূর্তজন থেকে রক্ষা করবেন। [৪] আর তোমাদের সম্বন্ধে প্রভুতে আমাদের এই দৃঢ় ভরসা আছে যে, আমরা যা কিছু আদেশ করি, তা

তোমরা পালন করে আসছ, ও তা করতে থাকবে। [৫] প্রভু তোমাদের হৃদয় ঈশ্বরের ভালবাসার দিকে ও খ্রিষ্টের সহিষ্ণুতার দিকে চালিত করুন।

অলসতা ও অমিল

[৬] অতএব, ভাই, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের নামে আমরা তোমাদের আদেশ দিচ্ছি: যে কোন ভাই কোন শৃঙ্খলা না মেনে জীবন কাটায়, এবং তোমরা আমাদের কাছ থেকে যে পরম্পরাগত শিক্ষা পেয়েছ, সেই অনুসারে চলে না, তেমন ভাইয়ের সাহচর্য এড়িয়ে চল; [৭] কারণ তোমরা নিজেরাই জান, কেমন ভাবে আমাদের অনুকরণ করতে হবে: আসলে আমরা তোমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খল জীবনধারণ আদৌ দেখাইনি; [৮] কারও অন্নও বিনামূল্যে খাইনি, বরং পরিশ্রম ও বহু কষ্ট স্বীকার করে দিনরাত কাজ করতাম যেন তোমাদের কারও বোঝা না হই। [৯] আমাদের যে তেমন অধিকার ছিল না, তা নয়; কিন্তু আমরা নিজেরাই তোমাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত হতে চাচ্ছিলাম, যা তোমরা অনুকরণ করতে পারবে। [১০] আর আসলে তোমাদের মধ্যে থাকাকালে আমরা তোমাদের এই আদেশ দিয়েছিলাম: যে কাজ করতে চাইবে না, সে খেতেও পাবে না! [১১] আমরা আসলে শুনতে পেলাম, তোমাদের মধ্যে নাকি কেউ কেউ কোন শৃঙ্খলা না মেনে জীবন কাটাচ্ছে; কিছুতেই ব্যাপৃত না হয়ে এমনি অতিব্যস্ত দেখাচ্ছে। [১২] তেমন লোকদের আমরা প্রভু যিশুখ্রিষ্টের নামে অনুরোধ করে আদেশ দিচ্ছি, তারা যেন শান্ত স্থির হয়ে নিজেদের কাজকর্ম ক'রে নিজেদের অন্নসংস্থান নিজেরাই করে। [১৩] আর ভাই, শুভকর্ম সাধনে কখনও নিরুৎসাহ হয়ো না। [১৪] আর আমরা এই পত্র দ্বারা যা বলি, কেউ যদি তা না মানে, তবে তাকে চিহ্নিত করে রাখ, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কর, সে যেন লজ্জা পেতে পারে; [১৫] তবু তাকে শত্রু বলে জ্ঞান করো না, কিন্তু ভাই বলে তাকে সাবধান বাণী শোনাও।

প্রার্থনা, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

[১৬] শান্তিবিধাতা প্রভু নিজেই সবসময় সবকিছুতে তোমাদের শান্তি দান করুন। প্রভু তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন।

[১৭] “পল”, এই প্রীতি-শুভেচ্ছা আমার নিজেরই হাতে লেখা। প্রতিটি পত্রে এটিই পরিচয়-চিহ্ন; এ আমার হাতের লেখা। [১৮] আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

———————————

১ [৫] ঐশরাজ্যের খাতিরে ও তার কারণে বিশ্বাসী যত ক্লেশ ভোগ করে, ঈশ্বরের বিচারের দিনে তা তার পক্ষে স্মরণ করা হবে। পরবর্তী পদগুলোতে সাধু পল নিজে এই ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন।

[৮ক] যাত্রা ৩:২; যেরে ১০:২৫।

[৯খ] ইশা ২:১০,১৯।

[১০গ] সত্তরী পাঠ্য অনুযায়ী (সাম ৮৯:৮; ৬৮:৩৫)।

২ [৪ক] দা ১১:৩৬; এজে ২৮:২।

[৮খ] ইশা ১১:৪; সাম ৩৩:৬।

তিমথির কাছে ১ম পত্র

১ম ও ২য় তিমমথি এবং তীত: এই তিন পত্র পালকীয় পত্র বলে পরিচিত, কেননা সাধু পল আপন শিষ্যদের মণ্ডলীর পালকীয় কাজ পালনের বিষয়ে পরামর্শ দেন। এই পত্রগুলোর মধ্য দিয়ে সেকালের মণ্ডলীগুলোর কাঠামো ও নানা সেবাকর্ম সম্বন্ধীয় তথ্যও জানা যায়।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

১ [১] আমি পল, আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের ও আমাদের প্রত্যাশা সেই খ্রিষ্টযিশুর আদেশ অনুসারে খ্রিষ্টযিশুর প্রেরিতদূত, [২] বিশ্বাসে আমার যথার্থ সন্তান তিমথির সমীপে: পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রিষ্টযিশু থেকে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক।

নকল শিক্ষাগুরুদের উচ্ছেদ করা দরকার

[৩] মাকিদনিয়ার দিকে রওনা হওয়ার সময়ে আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম, তুমি এফেসসে থেকে সেখানকার কয়েকজন লোককে আদেশ দিয়ে বলবে, যেন তারা ভিন্ন ধর্মশিক্ষা ছড়িয়ে না দেয়, [৪] এবং রূপকথা ও সীমাহীন বংশতালিকায় মন দেওয়ায় ব্যস্ত না থাকে; কেননা বিশ্বাসে প্রকাশিত ঐশসঙ্কল্পের চেয়ে সেগুলো বরং অসার তর্কাতর্কিই পোষণ করে। [৫] তবু এই আদেশের শেষ লক্ষ্য হল ভালবাসা, যে ভালবাসা শুদ্ধ হৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন। [৬] ঠিক এই পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েই কয়েকজন লোক ফাঁপা ধ্যানধারণার দিকে ফিরেছে। [৭] নিজেদের বিষয়ে তাদের দাবি, তারা নাকি বিধানপণ্ডিত, অথচ যা বলে ও যা জোর দিয়ে সমর্থন করে, তা নিজেরাও বোঝে না।

বিধানের প্রকৃত ভূমিকা

[৮] আমরা তো ভালই জানি, বিধান উত্তম—অবশ্য কেউ যদি তা বিধিমতে ব্যবহার করে; [৯] এবিষয়ে নিশ্চিত আছি যে, বিধান ধার্মিকের জন্য স্থাপিত হয়নি, কিন্তু যারা জঘন্য কর্মের সাধক ও বিদ্রোহী, ভক্তিহীন ও পাপী, অধার্মিক ও নাস্তিক, পিতৃঘাতক ও মাতৃঘাতক, খুনী, [১০] যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, সমকামী, ছিনতাইকারী, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাসাক্ষী, তাদেরই জন্য স্থাপিত হয়েছে; বিধান সেসব কিছুর জন্যও স্থাপিত হয়েছে যা যথার্থ ধর্মশিক্ষা-বিরুদ্ধ, [১১] সেই যে ধর্মশিক্ষা ধন্য ঈশ্বরের গৌরবের সেই সুসমাচার অনুযায়ী, যা আমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

নিজের আহ্বান বিষয়ে পলের কথা

[১২] আমাকে শক্তি দিয়েছেন যিনি, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টযিশুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তিনি তাঁর সেবাকর্মের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন। [১৩] অথচ আগে আমি তাঁকে নিন্দা, নির্যাতন ও অপমান করতাম! আমি কিন্তু দয়া পেয়েছি, কেননা বিশ্বাসের অভাবে অজ্ঞ হয়েই সেইসব করতাম। [১৪] কিন্তু খ্রিষ্টযিশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের প্রভুর অনুগ্রহও অজস্রভাবে উপচে পড়েছে। [১৫] একথা বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য যে, খ্রিষ্টযিশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে; আর তাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড়! [১৬] কিন্তু এজন্যই আমাকে দয়া করা হয়েছে, যেন খ্রিষ্টযিশু প্রথমে আমারই মধ্য দিয়ে তাঁর চরম সহিষ্ণুতা দেখাতে পারেন, এবং এর ফলে আমি তাদের আদর্শ হতে পারি যারা অনন্ত জীবন পাবার জন্য তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে। [১৭] যিনি সর্বযুগের রাজা, অক্ষয় অদৃশ্য অনন্য ঈশ্বর, তাঁর সম্মান ও গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

তিমথির দায়িত্ব

[১৮] সন্তান তিমথি, তোমার বিষয়ে আগেকার সকল নবীয় বাণী অনুসারে আমি তোমার কাছে এই নির্দেশ তুলে দিচ্ছি, যেন তুমি সেই সমস্ত নবীয় বাণী গুণে [১৯] বিশ্বাস ও সদ্বিবেক হাতিয়ার করে শুভ সংগ্রাম চালাতে পার; আসলে সদ্বিবেক বর্জন করার ফলে বিশ্বাস-ক্ষেত্রে কারও কারও নৌকাডুবি হয়েছে। [২০] তাদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হিমেনেওস ও আলেক্সান্দার; তাদের আমি শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছি, যেন তারা শিখতে পারে যে, ধর্মনিন্দা করতে নেই।

উপাসনাকালে প্রার্থনা

২ [১-২] তাই আমার সর্বপ্রথম বাণী এই, যেন সকল মানুষের জন্য, রাজা ও কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় সকলের জন্য মিনতি, প্রার্থনা, আবেদন ও ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা হয়, যেন আমরা সম্পূর্ণ ভক্তি ও ধর্মীয় মর্যাদায় শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করতে পারি। [৩] আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তেমন কিছু উত্তম ও গ্রহণীয়; [৪] তিনি চান, সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায় ও সত্যের পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছতে পারে। [৫] কেননা ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ এক—তিনি সেই মানুষ যিশুখ্রিষ্ট [৬] যিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করলেন। এই সাক্ষ্য তিনি নির্ধারিত সময়েই দান করলেন; [৭] আর এই উদ্দেশ্যেই আমি প্রচারক ও প্রেরিতদূত বলে নিযুক্ত হয়েছি—সত্য বলছি, মিথ্যা বলছি না—বিশ্বাসে ও সত্যে আমি বিজাতীয়দের শিক্ষাদাতা।

প্রার্থনা-সভায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের উচিত আচরণ

[৮] তাই আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন ক'রে শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক। [৯] একই প্রকারে নারীরাও দৃষ্টি-শোভন পোশাক প'রে, শালীনতা ও সংযমে ভূষিতা হোক; চুল বাঁধার কায়দায় নয়, সোনা-মুক্তায় নয়, দামী কাপড়েও নয়, [১০] কিন্তু—ভক্তি-ব্রতিনী নারীদের যেমন শোভা পায়—শুভকর্মেই সজ্জিতা হোক।

[১১] নারী সম্পূর্ণরূপে অনুগতা হয়ে নীরব থেকেই ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করুক। [১২] উপদেশ দেবার বা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করার অনুমতি আমি কোন নারীকে দিই না; তার নীরব থাকা উচিত। [১৩] কেননা প্রথমে আদমকে, পরে হবাকে গড়া হয়েছিল। [১৪] আর আদম যে প্রবঞ্চিত হয়েছিল, তা নয়, নারীই প্রবঞ্চিতা হয়ে অপরাধে পতিতা হল। [১৫] তবু যদি আত্মসংযমী হয়ে বিশ্বাসে, ভালবাসায় ও পবিত্রতায় নিষ্ঠাবতী থাকে, তবে নারী সন্তান-প্রসবের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাবে।

ধর্মাধ্যক্ষদের কথা

৩ [১] আমার একথা বিশ্বাস্য: যদি কেউ ধর্মাধ্যক্ষ হতে চায়, সে সত্যিই মহান একটা কর্মদায়িত্ব বাসনা করছে। [২] কিন্তু ধর্মাধ্যক্ষের পক্ষে এ আবশ্যক যে, তিনি হবেন অনিন্দনীয় ব্যক্তি, মাত্র এক বধূর স্বামী, মিতাচারী, আত্মসংযমী, ভদ্র, অতিথিপরায়ণ, উত্তম ধর্মশিক্ষাদাতা; [৩] তিনি পানাসক্ত হবেন না, উগ্রপ্রকৃতির মানুষ হবেন না, কিন্তু হবেন কোমলপ্রাণ, নির্বিরোধী ও অর্থলোভ-শূন্য। [৪] তিনি যেন নিজের ঘর উত্তমরূপে চালাতে পারেন, এবং সম্পূর্ণরূপে সশ্রদ্ধ ও বাধ্য সন্তানদের পালন করতে পারেন; [৫] কেননা কেউ যদি নিজের ঘর চালাতে না জানে, সে কেমন করে ঈশ্বরের মণ্ডলীকে প্রতিপালন করতে পারবে? [৬] তাছাড়া তিনি যেন নবদীক্ষিত কোন মানুষ না হন, পাছে দৈবাৎ গর্বোদ্ধত হয়ে দিয়াবলের একই দণ্ডে পতিত হন। [৭] এও আবশ্যক যে, বাইরের লোকদের কাছে তাঁর সুনাম থাকবে, পাছে নিন্দার পাত্র হন ও দিয়াবলের জালে পতিত হন।

পরিসেবকদের কথা

[৮] একই প্রকারে, পরিসেবকদের পক্ষেও ভদ্র ও এক কথার মানুষ হওয়া আবশ্যক; তাঁরা যেন অতিপান-প্রবণ বা অসৎ ধনের আকাঙ্ক্ষী না হন; [৯] তাঁরা যেন শুদ্ধ বিবেকে বিশ্বাসের রহস্য রক্ষা করেন। [১০] এজন্য আগে তাঁদের পরীক্ষাধীন করা হোক: অনিন্দনীয় বলে প্রতিপন্ন হলে তবে তাঁদের হাতে সেবাদায়িত্ব ন্যস্ত করা হোক। [১১] একই প্রকারে, নারীদেরও হতে হবে ভদ্র, পরচর্চায় প্রবণ নয়, মিতাচারিণী, ও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্তা। [১২] পরিসেবকদের পক্ষে এ প্রয়োজন যে, তাঁরা হবেন মাত্র এক বধূর স্বামী; উপরন্তু তাঁরা যেন নিজেদের সন্তানদের ও ঘরের সকলকে উত্তমরূপে চালনা করতে পারেন। [১৩] যাঁরা ধর্মসেবার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করবেন, তাঁরা নিজেদের জন্য সম্মানের উচ্চ আসন লাভ করবেন ও খ্রিষ্টযিশুর বিশ্বাস-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সৎসাহস লাভ করবেন।

ধর্মভক্তির রহস্য

[১৪] আমি তোমার কাছে এইসব কিছু লিখছি, এই আশা রেখে যে, শীঘ্রই তোমার ওখানে যাব। [১৫] তবু আমি দেরি করলে, তুমি যেন জানতে পার ঈশ্বরের গৃহের মধ্যে তোমার কেমন আচার-আচরণ করতে হয়, কেননা সেই গৃহ হল জীবনময় ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি। [১৬] আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, ধর্মভক্তির রহস্য সত্যিই মহান:

তিনি মাংসে হলেন আবির্ভূত,
আত্মায় ধর্মময় বলে হলেন প্রতিপন্ন,
স্বর্গদূতদের দ্বারা হলেন দৃষ্ট,
বিজাতীয়দের মধ্যে হলেন ঘোষিত,
জগতে বিশ্বাস দ্বারা হলেন গৃহীত,
সগৌরবে হলেন ঊর্ধ্বে উপনীত।

নকল শিক্ষাগুরুদের কথা

৪ [১] আত্মা স্পষ্টই বলছেন, চরমকালে কেউ কেউ বিশ্বাস থেকে সরে পড়বে: তারা ভ্রান্তিজনক আত্মাগুলিতে ও শয়তানীয় নানা মতবাদে সায় দেবে, [২] এমন মিথ্যাবাদীদের কপটতায় প্রবঞ্চিত হবে যাদের বিবেক এর মধ্যে জ্বলন্ত লোহার শিক দিয়ে চিহ্নিত। [৩] এরা বিবাহ নিষেধ করবে, কোন না কোন খাদ্য না খেতে আদেশ করবে—অথচ সেই খাদ্য ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন, যেন যারা বিশ্বাসী ও সত্যকে জানে, তারা ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করে। [৪] বাস্তবিক ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা মঙ্গলময়; তাই ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে গ্রহণ করলে কিছুই বর্জনীয় নয়, [৫] কারণ ঈশ্বরের বাণী ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তা পবিত্র হয়ে ওঠে।

[৬] ভাইদের কাছে এই সমস্ত কথা উপস্থাপন করলে তুমি খ্রিষ্টযিশুর উত্তম সেবক হবে, এমন এক সেবকেরই পরিচয় দেবে, যে বিশ্বাসের বাণী ও উত্তম ধর্মশিক্ষার অনুসরণ করে তাতে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। [৭] কিন্তু পৌরাণিক যত রূপকথা অগ্রাহ্য

কর—তা বুড়ীদের গল্পমাত্র; তুমি বরং ভক্তিতেই দক্ষ হবার জন্য চর্চা কর; [৮] কেননা শরীর-চর্চা কিছুটার জন্যই মাত্র উপকারী, কিন্তু ভক্তি সবকিছুতেই উপকারী, কারণ তা সঙ্গে করে বহন করে বর্তমান ও ভাবী জীবনের প্রতিশ্রুতি। [৯] একথা বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য; [১০] আসলে আমরা পরিশ্রম ও সংগ্রাম করছি এই কারণে যে, সেই জীবনময় ঈশ্বরেই প্রত্যাশা রেখেছি, যিনি সকল মানুষের, বিশেষভাবে বিশ্বাসীদেরই ত্রাণকর্তা। [১১] তেমন কথাই তোমার প্রচারের ও শিক্ষার বিষয়বস্তু হওয়া চাই।

[১২] তুমি যুবক মানুষ বলে কেউ যেন তোমাকে উপেক্ষা না করে; তুমিও কিন্তু কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে, এবং ভালবাসা, বিশ্বাস ও শুচিতায় সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও। [১৩] আমি যতদিন না আসি, তুমি শাস্ত্রপাঠে, উপদেশ দানে ও ধর্মশিক্ষা সম্পাদনে নিবিষ্ট থাক। [১৪] তোমার অন্তরে যে অনুগ্রহদান রয়েছে, তা অবহেলা করো না, কেননা তা নবীদের বাণী অনুসারে প্রবীণবর্গের হস্তার্পণে তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। [১৫] এই সমস্ত বিষয়ে যত্নবান হও, তাতে নিষ্ঠাবান হও, যেন তোমার অগ্রগতি সকলের কাছে প্রকাশ্য হয়। [১৬] নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, তোমার ধর্মশিক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাক। এসব কিছু তুমি পালন করে চল, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

ভক্তদের নানা শ্রেণি

৫ [১] তোমার চেয়ে বৃদ্ধ কোন মানুষকে কখনও কঠোরভাবে তিরস্কার করো না, কিন্তু তাঁকে চেতনা-বাণী দান কর তিনি ঠিক যেন তোমার নিজের পিতা; তোমার চেয়ে যুবক যারা, তাদের সঙ্গে ব্যবহার কর তারা যেন তোমার নিজের ভাই, [২] বৃদ্ধাদের সঙ্গে, তাঁরা যেন তোমার নিজের মাতা, যুবতীদের সঙ্গে, তারা যেন তোমার নিজের বোন—সম্পূর্ণ পবিত্রতার সঙ্গে।

বিধবারা

[৩] যারা প্রকৃতভাবেই বিধবা, তাদের প্রতি চিন্তাশীল হও; [৪] কিন্তু কোন বিধবার যদি সন্তান বা নাতিনাতনি থাকে, তবে এরা প্রথমে নিজ ঘরের লোকদের প্রতি

দেয় ভক্তি দেখাতে ও পিতামাতার প্রতি স্নেহের প্রতিদান দিতে শিখুক, কেননা ঈশ্বরের তা-ই গ্রহণীয়। [৫] যে স্ত্রীলোক প্রকৃতভাবেই বিধবা ও নিঃসঙ্গা, সে ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখে, ও দিনরাত মিনতি ও প্রার্থনায় রতা থাকে। [৬] কিন্তু যে বিধবা ভোগবিলাসিতায় দিন কাটায়, সে জীবিত হয়েও আসলে মৃত। [৭] একথাই তুমি মনে করিয়ে দাও, যেন তারা নিন্দার পাত্র না হয়। [৮] আর যদি কেউ আত্মীয়স্বজন ও বিশেষভাবে তার নিজের ঘরের লোকদের প্রতি উপযুক্ত সেবাযত্ন না দেখায়, তাহলে সে বিশ্বাস অস্বীকার করেছে, এবং অবিশ্বাসীর চেয়েও অধম।

[৯] বিধবাদের তালিকায় কেবল তেমন বিধবাকেই তালিকাভুক্ত করা হবে, যার বয়স ষাট বছরের নিচে নয়, যার একটামাত্র বিবাহ হয়েছে, [১০] যার পক্ষে নানা সৎকর্মের প্রমাণ আছে, যেমন: সে নিজ সন্তানদের মানুষ করেছে, অতিথিসেবা করেছে, পবিত্রজনদের পা ধুয়েছে, দুঃখার্তদের সহায়তা করেছে, সমস্ত সৎকর্মের অনুশীলন করেছে। [১১] কোন যুবতী বিধবাকে তুমি কিন্তু তালিকাভুক্ত করবে না, কারণ খ্রিষ্টের অযোগ্য বাসনায় আকর্ষিতা হওয়ামাত্র তারা আবার বিবাহ করতে চায়, [১২] আর এমনটি ক'রে তারা প্রথম বিশ্বাস অবহেলা করেছে বলে নিজেদের উপর বিচার ডেকে আনে। [১৩] তাছাড়া, তাদের আর কোন কাজ না থাকায় তারা এঘর ওঘর করতে শেখে; আর তারা অলস শুধু নয়, গল্পগুজব ও পরচর্চায় প্রবণ হয়ে অনুচিত কথাও বলে বেড়ায়। [১৪] সুতরাং আমি চাই, যারা যুবতী, তারা আবার বিবাহ করুক, সন্তানোৎপাদন করুক, গৃহকর্ম পালন করুক, এবং সেই বিরোধীকে তাদের নিন্দা করার কোন সূত্র না দিক; [১৫] আসলে কেউ কেউ ইতিমধ্যে শয়তানের পিছনে চলে গেছে। [১৬] বিশ্বাসী কোন নারীর ঘরে যদি কয়েকজন আত্মীয়-বিধবা থাকে, সে নিজেই তাদের দেখাশোনা করুক, সেই ভার যেন মণ্ডলীর উপরে চাপিয়ে দেওয়া না হয়, যেন মণ্ডলী প্রকৃত বিধবাদেরই সাহায্য করতে পারে।

প্রবীণবর্গ

[১৭] যে প্রবীণেরা নিজেদের অনুষ্ঠাতা-ভূমিকা উত্তমরূপে অনুশীলন করেন, বিশেষভাবে যাঁরা বাণীপ্রচারে ও ধর্মশিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁদের প্রতি দ্বিগুণ সম্মান দেখানো উচিত; [১৮] কারণ শাস্ত্র বলে, *যে বলদ শস্য মাড়াই করছে, তার মুখে*

জালতি বাঁধবে না, আরও, *যে কর্মী, সে নিজের মজুরির যোগ্য* (ক)। [১৯] *দু'জন বা তিনজন সাক্ষী* (খ) না থাকলে তুমি কোন প্রবীণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য করো না। [২০] যাঁরা অপরাধী বলে প্রমাণিত, সকলের সামনে তাঁদের ভর্ৎসনা কর, যেন অন্য সকলেও ভয় পান। [২১] ঈশ্বরের, খ্রিষ্টযিশুর ও তাঁর মনোনীত দূতদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, তুমি এই সকল নিয়ম-বিধি নিরপেক্ষ ভাবেই পালন কর, পক্ষপাতের বশে কিছুই করো না।

[২২] কারও উপরে হাত রাখতে বেশি ব্যস্ত হয়ো না, যেন পরের পাপের অংশী না হও। নিজের পুণ্যময়তা রক্ষা কর।

[২৩] তোমার যে বারবার অসুখ হয়, এবং হজমের দিক দিয়ে যে তোমার অসুবিধা আছে, এজন্য এখন থেকে শুধু জল আর না খেয়ে একটু আঙুররসও খাও।

[২৪] কারও কারও পাপ বিচারের আগেও সুস্পষ্ট, আবার কারও কারও পাপ কেবল বিচারের পরেই প্রকাশ পায়; [২৫] তেমনি সৎকর্মও সুস্পষ্ট, এবং যা কিছু অন্য প্রকার, তা গুপ্ত থাকতে পারে না।

ক্রীতদাসেরা

৬ [১] যারা দাসত্বের জোয়ালের অধীন, তারা তাদের মনিবদের প্রতি গভীর সম্মান দেখাবে, যেন ঈশ্বরের নাম ও আমাদের ধর্মশিক্ষা নিন্দার বস্তু না হয়। [২] আর যাদের মনিব বিশ্বাসী, ধর্মভাই বলে সেই সকল মনিবের প্রতি তারা যেন কম সম্মান না দেখায়; বরং আরও অধিক যত্নের সঙ্গে তাদের সেবা করুক, যেহেতু যারা তাদের সেবার ফলে উপকৃত হয়, তারাও বিশ্বাসী ও প্রিয় ধর্মভাই।

সত্যকার ও মিথ্যা শিক্ষাগুরুদের কথা

এই সব কিছু প্রসঙ্গেই তুমি শিক্ষা ও চেতনা দান কর। [৩] যদি কেউ ভিন্ন শিক্ষা দেয়, এবং আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের যথার্থ বাণী ও আমাদের ধর্মসম্মত শিক্ষা মেনে না নেয়, [৪] তবে সে আত্মগর্বে অন্ধ হয়েছে, কিছুই জানে না, এবং কেমন যেন তর্কবিতর্ক ও অসার প্রশ্নের রোগে আক্রান্ত হয়েছে; এসব কিছুর ফলে শুরু হয় ঈর্ষা, রেষারেষি,

অপবাদ, হীন সন্দেহ, [৫] এবং সেই লোকদের মনকষাকষি, যাদের বিবেক বিকৃত, যারা সত্যবিহীন: এদের বিবেচনায় ধর্ম একটা লাভের উপায়। [৬] ধর্ম নিশ্চয়ই মহালাভের উপায়, কিন্তু একটা মাত্রা থাকা চাই! [৭] আসলে আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করে আনিনি, তা থেকে কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না; [৮] তাই অন্নবস্ত্র যখন থাকে, এসো, তাতেই তুষ্ট হই। [৯] কিন্তু যারা ধনী হতে আকাঙ্ক্ষা করে, তারা প্রলোভনের হাতে পড়ে, তারা ফাঁদে ও নানা ধরনের বোধশূন্য ও ক্ষতিকর কামনার হাতে পড়ে, যা মানুষকে ধ্বংস ও বিনাশের গভীরে নিমজ্জিত করে। [১০] কেননা অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল; তাতে আসক্ত হওয়ায় কেউ কেউ বিশ্বাস ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, এবং নিজেরাই বহু যন্ত্রণায় নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছে।

তিমথির আহ্বানের কথা

[১১] কিন্তু তুমি ঈশ্বরের মানুষ বলে এই সবকিছু থেকে দূরে পালাও। ধর্মময়তা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য। [১২] বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর; সেই অনন্ত জীবন জয় করতে সচেষ্ট থাক, যা পেতে তুমি আহূত হয়েছ ও যার খাতিরে অনেক সাক্ষীর সামনে সেই উত্তম স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করেছিলে। [১৩] সবকিছুর জীবনদাতা সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে, এবং যিনি পন্তিউস পিলাতের সাক্ষাতে সেই উত্তম স্বীকারোক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সেই খ্রিষ্টযিশুর সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি: [১৪] প্রভু যিশুখ্রিষ্টের আবির্ভাবের দিন পর্যন্ত তুমি আজ্ঞাটি কলঙ্কহীন ও অনিন্দনীয় রক্ষা কর; [১৫] নির্ধারিত সময়ে তিনি নিজেই সেই আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি স্বয়ং ধন্য ও অনন্য ভগবান, রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু, [১৬] যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, যিনি অগম্য আলো-নিবাসী, মানুষদের মধ্যে যাঁকে কেউ কখনও দেখতে পায়নি, দেখতেও সক্ষম নয়—তাঁর সম্মান ও চিরকালীন প্রতাপ হোক। আমেন!

ধনবানদের কাছে নানা পরামর্শ

[১৭] যারা এই যুগে ধনবান, তাদের এই চেতনা দাও, যেন অহঙ্কারী না হয়, এবং ধনের অনিশ্চয়তার উপরে নয়, বরং যিনি বদান্যতার সঙ্গে আমাদের উপভোগের

উদ্দেশ্যে সবই যুগিয়ে দেন, সেই ঈশ্বরের উপরেই ভরসা রাখে; [১৮] অতএব তাদের বল, যেন তারা হয়ে ওঠে পরোপকারী, শুভকর্ম-ধনে ধনবান, দানশীলতায় উৎসুক ও সহভাগিতায় তৎপর; [১৯] এভাবে তারা নিজ ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট পুঁজি সঞ্চয় করতে পারবে, যেন প্রকৃত জীবন লাভ করতে পারে।

শেষ বাণী ও আশীর্বাদ

[২০] হে তিমথি, তোমার কাছে যা গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তা সযত্নে রক্ষা কর; লৌকিক সমস্ত প্রলাপ এড়াও; তথাকথিত জ্ঞানের স্ববিরোধী যত যুক্তিও এড়াও; [২১] তার পন্থী হয়ে কেউ কেউ বিশ্বাস ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

[২২] অনুগ্রহ তোমার সঙ্গে থাকুক।

---

২ [১-২] মণ্ডলী যেমন, তার প্রার্থনাও তেমনি সার্বজনীন: মণ্ডলীর ভাবনা থেকে কেউই বঞ্চিত নয়। স্মরণযোগ্য, সেসময়ে রাজা ছিলেন নিষ্ঠুর নেরো যিনি খ্রিষ্টভক্তদের নির্মম ভাবে নির্যাতন করছিলেন।

[৬] নিজেকে মুক্তিপণ হিসাবে দান করেই যিশু ঈশ্বরের বিশ্বপরিত্রাণদায়ী পরিকল্পনা বিষয়ে সাক্ষ্যদান করলেন; আর এজন্য তিনি পিতার বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যদাতা বলে নিজেকে প্রকাশ করেন (প্রকাশ ১:৫; ৩:১৪)। • 'নির্ধারিত সময়' হল ঈশ্বরের সেই স্থিরীকৃত সময় যখন ঈশ্বরের ভালবাসা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেল (রো ৫:৬-৮)।

[১০] পরামর্শের আসল কথাই শুভকর্ম সাধনের মধ্য দিয়ে ভক্তি প্রদর্শন করা।

[১১-১৫] সেকালের সামাজিক প্রথা ধ্বনিত; সাধুর মূল কথা: অতিমাত্রায় স্বাধীনতা অনুশীলন করা ভাল নয়।

৩ [২] 'মাত্র এক বধূর স্বামী': বিবিধ অর্থ গ্রহণযোগ্য: (ক) সেই ব্যক্তি বিপত্নীক হয়ে দ্বিতীয়বারের মত বিবাহ করবেন না; (খ) অন্য বধূ নেবার জন্য তিনি প্রথমাকে ত্যাগ করবেন না; (গ) সেকালে প্রচলিত এক বাক্য-বিশেষ অনুসারে, দাম্পত্য-জীবনে তিনি উজ্জ্বলতম ভালবাসার আদর্শ হবেন।

৫ [১৮ক] দ্বিঃবিঃ ২৫:৪।

[১৯খ] দ্বিঃবিঃ ১৭:৬।

[২২] 'কারও উপরে হাত রাখা': এপদ দুই অর্থ বহন করতে পারে, (ক) ক্ষমা দানে অনুতপ্ত পাপীকে পুনরায় গ্রহণ করা; (খ) কোন ব্যক্তিকে মণ্ডলীর কোন সেবাপদে নিযুক্ত করা।

৬ [১২] ‘উত্তম স্বীকারোক্তি’ : সম্ভবত সেই বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি যা তিমথি বাপ্তিস্ম গ্রহণের দিনে উচ্চারণ করেছিলেন।

[১৮] ‘সহভাগিতায় তৎপর’ বলতে দানশীল হওয়া বোঝায়।

[২০] ‘যা গচ্ছিত রাখা আছে’ বলতে সুসমাচার ও খ্রিষ্টবিশ্বাস সংক্রান্ত ধর্মতত্ত্ব বোঝায়।

তিমথির কাছে ২য় পত্র

১ম ও ২য় তিমমথি এবং তীত: এই তিন পত্র পালকীয় পত্র বলে পরিচিত, কেননা সাধু পল আপন শিষ্যদের মণ্ডলীর পালকীয় কাজ পালনের বিষয়ে পরামর্শ দেন। এই পত্রগুলোর মধ্য দিয়ে সেকালের মণ্ডলীগুলোর কাঠামো ও নানা সেবাকর্ম সম্বন্ধীয় তথ্যও জানা যায়।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪

১ [১] আমি পল, খ্রিষ্টযিশুতে জীবনের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রিষ্টযিশুর প্রেরিতদূত, আমার প্রিয় সন্তান তিমথির সমীপে: [২] পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রিষ্টযিশু থেকে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক।

ধন্যবাদ-স্তুতি

[৩] আমার পূর্বপুরুষদের মত আমি শুদ্ধ বিবেকে যাঁর সেবা করি, সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি; দিনরাত আমার মিনতিতে তোমার কথা স্মরণ করি: [৪] তোমার চোখের জল স্মরণ করে আমি তোমাকে আবার দেখবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত, তবেই আমার আনন্দ পূর্ণ হবে। [৫] তোমার আন্তরিক বিশ্বাসের কথাও স্মরণ করি, যা প্রথমে তোমার দিদিমা লোইস ও তোমার মা এউনিকের অন্তরে বসবাস করত, এবং—এতে আমি সুনিশ্চিত—তোমার অন্তরেও এখন বসবাস করছে।

সুসমাচারের জন্য সংগ্রাম করতে পলের আবেদন

[৬] এজন্য আমি তোমাকে একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার হস্তার্পণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহদান তোমার অন্তরে আছে, তা উদ্দীপ্ত করে তোল; [৭] কেননা ঈশ্বর আমাদের ভীরুতার আত্মাকে দেননি, পরাক্রম, ভালবাসা ও সুবুদ্ধিরই আত্মাকে দিয়েছেন। [৮] সুতরাং আমাদের প্রভুর পক্ষে যে সাক্ষ্য তোমাকে দিতে হয়, তার

বিষয়ে, বা তাঁর জন্য কারারুদ্ধ এই আমারও বিষয়ে কখনও লজ্জাবোধ করো না, বরং ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরে নির্ভর ক'রে আমার সঙ্গে তুমিও সুসমাচারের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ কর। [৯] তিনি আমাদের পরিত্রাণ করেছেন এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বানও করেছেন—আমাদের কোন সৎকর্ম দেখে নয়, বরং তাঁর সঙ্কল্প ও তাঁর সেই অনুগ্রহ অনুসারে, যে অনুগ্রহ অনাদিকাল থেকেই খ্রিষ্টযিশুতে আমাদের দেওয়া হয়েছিল, [১০] কিন্তু কেবল এখনই প্রকাশ পেয়েছে আমাদের পরিত্রাতা খ্রিষ্টযিশুর আবির্ভাবের ফলে: মৃত্যু বিনষ্ট ক'রে তিনি সুসমাচারের মাধ্যমে জীবন ও অমরতা উদ্ভাসিত করেছেন। [১১] আর সেই সুসমাচারের আমি ঘোষক, প্রেরিতদূত ও শিক্ষাদাতা বলে নিযুক্ত হয়েছি। [১২] এজন্যই আমি এত দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তবু আমি লজ্জা বোধ করি না, কেননা যাঁর উপর বিশ্বাস রেখেছি, তাঁকে জানি, আর এতে আমি নিশ্চিত যে, তাঁর হাতে যা গচ্ছিত রেখেছি, তিনি সেই দিন পর্যন্ত তা রক্ষা করতে সমর্থ। [১৩] তুমি আমার কাছে যে সমস্ত যথার্থ বাণী শুনেছ, খ্রিষ্টযিশুতে আশ্রিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে সেই সমস্ত বাণীকেই আদর্শ বলে ধারণ কর। [১৪] মূল্যবান যা কিছু তোমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, আমাদের অন্তরে নিবাসী পবিত্র আত্মার সাহায্যে তা রক্ষা কর।

[১৫] তুমি তো জান, এশিয়ার সবাই আমার কাছ থেকে সরে পড়েছে—তাদের মধ্যে ফিগেলস ও হের্মগেনেসও সরে পড়েছে। [১৬] প্রভু অনেসিফরসের বাড়ির সকলের প্রতি দয়া করুন, কারণ তিনি বারবার আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছেন, আমার শেকলের জন্যও কখনও লজ্জা বোধ করেননি; [১৭] বরং রোমে এসে পৌঁছনোমাত্র তিনি তৎপরতার সঙ্গে আমার অনুসন্ধান করে চললেন, এবং শেষে আমাকে খুঁজে বের করলেন। [১৮] প্রভু করুন, যেন সেই দিনটিতে তিনি প্রভুর কাছে দয়া পেতে পারেন। তাছাড়া তিনি এফেসসে যে কতই না সেবাকাজ সম্পাদন করেছিলেন, একথা আমার চেয়ে তুমিই ভাল জান।

দুঃখকষ্ট স্বীকার করা প্রয়োজন

২ [১] সুতরাং, হে আমার সন্তান, খ্রিষ্টযিশুতে যে অনুগ্রহ আশ্রিত, সেই অনুগ্রহ থেকেই শক্তি যোগাও; [২] আর অনেক সাক্ষীর মুখ দিয়ে যে সকল কথা আমার কাছ

থেকে শুনেছ, তা এমন বিশ্বস্ত লোকদের কাছে সম্প্রদান কর, যারা অন্যান্যদেরও শিক্ষা দিতে উপযুক্ত।

[৩] খ্রিষ্টযিশুর উত্তম সৈন্যের মত তুমিও আমার সঙ্গে দুঃখকষ্ট স্বীকার কর। [৪] সৈনিক জীবনে কেউই সাংসারিক ব্যাপারে নিজেকে জড়িত করে না, কারণ তাকে তাঁকেই সন্তুষ্ট করতে হয়, যিনি সৈন্য হিসাবে তাকে নিযুক্ত করেছেন। [৫] তেমনি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় ঘটে: সে-ই মাত্র জয়মুকুট পায়, সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েই যে প্রতিযোগিতা করেছে। [৬] আর যে কৃষক পরিশ্রম করে, প্রথমে তারই তো ফসলের ভাগী হওয়ার কথা। [৭] আমি যা বলছি, তা বুঝতে চেষ্টা কর; সমস্ত কিছুর জন্য প্রভু নিশ্চয় তোমাকে বুদ্ধি দেবেন।

[৮] মনে রেখ যে দাউদের বংশধর যিশুখ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন—আমার [প্রচারিত] সুসমাচার অনুসারে। [৯] আর এই সুসমাচারের কারণেই আমি দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, এমনকি, একটা অপকর্মার মত এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আছি। কিন্তু ঈশ্বরের বাণী শেকলে আবদ্ধ করা যায় না। [১০] এজন্য মনোনীতজনদের খাতিরে আমি সবকিছুই সহ্য করি যেন তারাও চিরস্থায়ী গৌরবের সঙ্গে খ্রিষ্টযিশুতে আশ্রিত পরিত্রাণও লাভ করে। [১১] একথা বিশ্বাস্য যে,

আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মরি,
তবে জীবিতও থাকব তাঁর সঙ্গে;
[১২] যদি কষ্ট সহ্য করি,
তবে রাজত্বও করব তাঁর সঙ্গে;
যদি তাঁকে অস্বীকার করি,
তবে তিনিও আমাদের অস্বীকার করবেন;
[১৩] যদি অবিশ্বস্ত হই,
তবু তিনি বিশ্বস্ত থাকেন,
কারণ তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না।

সততার সঙ্গে সত্যের বাণী ঘোষণা করা

[১৪] এই সমস্ত কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দাও, ঈশ্বরের সামনে তাদের এই কথাও বল, যেন তারা অনর্থক তর্কাতর্কি এড়ায়, কেননা এতে কারও লাভ হয় না, বরং শ্রোতার সর্বনাশ ঘটে। [১৫] তুমি আপ্রাণ চেষ্টা কর, যেন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এমন মানুষের মত দাঁড়াতে পার যার যোগ্যতা প্রমাণিত, যেন এমন কর্মীর মত দাঁড়াতে পার যার লজ্জা করার কিছু নেই, বরং সত্যের বাণী যে যথার্থভাবেই প্রচার করেছে। [১৬] যত লৌকিক প্রলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাক, কেননা সেগুলো আস্তে আস্তে মানুষকে ভক্তি থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়; [১৭] এমনকি, যারা সেই ধরনের আলোচনায় প্রবণ, তাদের কথা দুষ্ট ক্ষতের মত ছড়িয়ে পড়তে থাকে: তেমন লোকদের মধ্যে আছে হিমেনেওস ও ফিলেতস; [১৮] তারা সত্য ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, তারা নাকি বলে, পুনরুত্থান এর মধ্যে ঘটেছে! আর এভাবে কারও কারও বিশ্বাস আলোড়িত করে। [১৯] তথাপি ঈশ্বর যে ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তা স্থিতমূল থাকছে; তার উপরে খোদাই করে লেখা আছে: *প্রভু জানেন, কে কে তাঁর আপনজন।* আরও, *যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে অধর্ম থেকে দূরে থাকুক* (ক)। [২০] কিন্তু মস্ত বড় বাড়িতে শুধু সোনা ও রুপোর পাত্র নয়, কাঠ ও মাটির পাত্রও থাকে: কয়েকটা বিশেষ ব্যবহারের জন্য, আবার কয়েকটা সাধারণ ব্যবহারের জন্য। [২১] তাই যে কেউ তেমন সবকিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করে, সে বিশেষ ব্যবহারের পাত্র, পবিত্রীকৃতই একটা পাত্র, প্রভুর কাজে উপযোগী একটা পাত্র, সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত একটা পাত্র।

[২২] যৌবনের যত দুর্মতি এড়িয়ে চল; যারা শুদ্ধ হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ধর্মময়তা, বিশ্বাস, ভালবাসা ও শান্তির অন্বেষণ কর। [২৩] তাছাড়া অসার ও গঠনমূলক নয় এমন আলাপ-আলোচনা থেকে দূরে থাক; তুমি তো জান, এসব কিছু বিবাদ সৃষ্টি করে; [২৪] কিন্তু বিবাদে জড়িয়ে থাকা প্রভুর দাসের উচিত নয়; তাকে বরং হতে হবে সকলের প্রতি বিনয়ী, ধর্মশিক্ষাদানে নিপুণ, ও সহিষ্ণু; [২৫] বিরোধীদের ভর্ৎসনা কালে কোমল—এই আশায় যে, হয় তো ঈশ্বর তাদের মনপরিবর্তন করার সুযোগ দেবেন, তারা যেন সত্যকে চিনতে পারে, [২৬] এবং চেতনা

ফিরে পেয়ে তারা যেন দিয়াবলের ফাঁদ থেকে মুক্তি পায়; কারণ আসলে দিয়াবলই নিজের ইচ্ছার দাস করার জন্য নিজের জালে তাদের ধরে ফেলেছে।

শেষ দিনগুলির কঠিন সময়

৩ [১] এই কথাও জেনে রাখ, শেষ দিনগুলিতে কঠিন সময় দেখা দেবে। [২] মানুষ হবে স্বার্থপর, অর্থলোভী, দাম্ভিক, অহঙ্কারী, পরনিন্দুক, পিতামাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অধার্মিক, [৩] হৃদয়হীন, রুক্ষ, অপবাদী, উচ্ছৃঙ্খল, প্রচণ্ড, মঙ্গলের শত্রু, [৪] বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, আত্মগর্বে অন্ধ, ঈশ্বরপ্রিয় নয়, বরং বিলাসপ্রিয়; [৫] তাদের ভক্তির চেহারা থাকবে বটে, কিন্তু তার আন্তর শক্তি অস্বীকার করবে; তেমন লোকদের সম্বন্ধে সাবধান থাক। [৬] ঠিক এই দলের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে, যারা ঘরে ঘরে প্রবেশ ক'রে তেমন স্ত্রীলোকদের মন বশ করে ফেলে, যারা নিজ পাপে ভারাক্রান্ত ও নানা ধরনের কামনা-বাসনায় চালিতা, [৭] যারা সবসময় সবকিছু শিখতে আগ্রহী, কিন্তু সত্যের পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছতে অক্ষমা। [৮] যান্নেস ও যাম্ব্রেস যেভাবে মোশির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি এরা সত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে: এরা এমন মানুষ, যাদের বিবেক বিকৃত ও যাদের বিশ্বাস অসঙ্গত। [৯] কিন্তু এরা বেশি দূরে এগিয়ে যাবে না, কারণ ওদের যেমন ঘটেছিল, তেমনি এদেরও নির্বুদ্ধিতা সকলের কাছে ব্যক্ত হবে।

[১০] তুমি কিন্তু আমার শিক্ষা, আচার-ব্যবহার, সঙ্কল্প, বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা, ভালবাসা, নিষ্ঠায় আমার অনুসরণ করেছ; [১১] আন্তিওখিয়া, ইকোনিয়ম ও লিস্ত্রার মত যত জায়গায় নির্যাতন ও দুঃখকষ্ট আমার প্রতি ঘটেছিল, তখনও তুমি আমার অনুসরণ করেছিলে; কত নির্যাতন আমি সহ্য করেছি, তা তুমি ভালই জান। কিন্তু সেই সমস্ত নির্যাতন থেকে প্রভু আমাকে নিস্তার করলেন। [১২] আসলে যারা খ্রিষ্টযিশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে নির্যাতন ভোগ করতেই হবে। [১৩] কিন্তু যারা দুর্জন ও প্রবঞ্চক মানুষ, তারা পরের ভ্রান্তি ঘটাতে ঘটাতে আর একই সময়ে নিজেদেরও ভ্রান্তি ঘটিয়ে শোচনীয় দশা থেকে অধিকতর শোচনীয় দশার পথে এগিয়ে যাবে।

[১৪] তুমি কিন্তু যা কিছু শিখেছ ও যা কিছু সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছ, তাতেই স্থিতমূল থাক; তুমি তো জান কাদের কাছে তা শিখেছ! [১৫] আরও, ছেলেবেলা থেকেই তুমি পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচিত: শাস্ত্রই তোমাকে সেই পরিত্রাণে প্রবুদ্ধ করার পরাক্রমের অধিকারী, যা খ্রিষ্টযিশুতে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়। [১৬] কেননা গোটা শাস্ত্রবাণী ঈশ্বরের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, এবং ধর্মশিক্ষার জন্য, ভুল দেখাবার জন্য, ত্রুটি সংশোধনের জন্য, ও ধর্মময়তায় দীক্ষাদানের জন্য তার উপযোগিতা আছে, [১৭] যেন ঈশ্বরের মানুষ পূর্ণগঠিত ও সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

বাণী প্রচার কর!

৪ [১] ঈশ্বরের সামনে, এবং জীবিত ও মৃতদের যাঁর বিচার করার কথা, সেই খ্রিষ্টযিশুর সামনে, তাঁর আবির্ভাব ও তাঁর রাজ্যের দোহাই দিয়ে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি: [২] বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। অনুযোগ কর, তিরস্কার কর, আশ্বাস দান কর, কিন্তু সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্য করেই এসব কিছু কর। [৩] কারণ এমন সময় আসবে, যখন লোকেরা যথার্থ ধর্মশিক্ষা আর সহ্য করবে না, কিন্তু নতুন নতুন কিছু শুনবার জন্য তাদের কান চুলকাবে, এবং তাদের নিজ নিজ রুচি অনুসারে নিজেদের চারপাশে রাশি রাশি গুরু জমিয়ে রাখবে; [৪] এবং রূপকথার দিকে ফেরার জন্য সত্যের দিকে কান দিতে আর চাইবে না। [৫] তুমি কিন্তু সবকিছুতে পূর্ণ সচেতন থাক, দুঃখকষ্ট সহ্য কর, সুসমাচার প্রচারকাজ চালিয়ে যাও, তোমার সেবাদায়িত্ব সম্পন্ন কর।

পলের মৃত্যুর দিন সন্নিকট

[৬] আর আমি, আমার রক্ত তো এর মধ্যে পানীয়-নৈবেদ্য রূপে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে, এবং আমার বিদায়ের সময় এসে গেছে। [৭] আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি। [৮] এখন আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে, যা প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, সেই দিনটিতে

আমাকে দেবেন—আমাকে শুধু নয়, সেই সকলকেও দেবেন, যারা তাঁর আবির্ভাবের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা করছে।

শেষ বাণী

[৯] তুমি যত শীঘ্রই আমার কাছে আসতে চেষ্টা কর, [১০] কারণ দেমাস এই বর্তমান যুগের আসক্তিতে আমাকে ত্যাগ করে থেসালোনিকিতে চলে গেছে; ক্রেসেন্স গালাতিয়ায় গিয়েছেন, আর তীত দাল্‌মাতিয়ায়। [১১] একমাত্র লুক আমার সঙ্গে আছেন। তুমি মার্ককে সঙ্গে করে এসো, কারণ ধর্মসেবা কাজের উদ্দেশ্যে সে আমার উপযোগী হবে। [১২] তিখিকসকে এফেসসে পাঠিয়েছি। [১৩] ত্রোয়াসে কার্পসের কাছে যে আলোয়ানটা রেখে এসেছি, আসবার সময়ে তা এখানে নিয়ে এসো; সব পুঁথিপত্রও সঙ্গে করে নিয়ে এসো, বিশেষভাবে নোটখাতাগুলো। [১৪] কাঁসারী আলেক্সান্দার আমার অনেক ক্ষতি করেছে; *প্রভু তাকে তার কাজের যোগ্য প্রতিফল দেবেন* [ক]। [১৫] লোকটার বিষয়ে তুমিও সাবধান থাক, কারণ সে আমাদের বাণীপ্রচারের উগ্র বিরোধী হয়েছে।

[১৬] আমার প্রথম পক্ষসমর্থনের সময়ে আমাকে সহায়তা করতে কেউই এগিয়ে আসেনি; সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছে; ওদের এই দোষ গণ্য করা না হোক। [১৭] কিন্তু তবু প্রভুই আমার পাশে দাঁড়ালেন এবং আমার অন্তরে পরাক্রম যোগালেন, যার ফলে সেদিন আমার মধ্য দিয়ে বাণী-ঘোষণা সম্পূর্ণরূপে সাধিত হল এবং বিজাতীয়রা সকলে তা শুনতে পেল, আর আমি *সিংহের মুখ থেকে নিস্তার পেলাম* [খ]। [১৮] প্রভু সমস্ত অনিষ্ট থেকে আমাকে নিস্তার করবেন এবং তাঁর স্বর্গীয় রাজ্যের জন্য আমাকে নিরাপদে রাখবেন। তাঁর গৌরব হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

[১৯] প্রিস্কা ও আকুইলাকে এবং অনেসিফরসের বাড়ির সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [২০] এরাস্তস করিন্থে রয়ে গেছেন, এবং ত্রফিমসকে অসুস্থ অবস্থায় মিলেতসে রেখে এসেছি। [২১] তুমি শীতকালের আগেই এখানে আসতে চেষ্টা কর। এউবুলস,

পুদেন্স, লিনুস, ক্লাউদিয়া এবং এখানকার সকল ভাই তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

[২২] প্রভু তোমার আত্মার সঙ্গে থাকুন। অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

---

১ [৯] 'পবিত্র আহ্বান': আহ্বান পবিত্র এই অর্থে যে, তা পবিত্র ঈশ্বর থেকে আগত, এবং ঈশ্বরের সেবার উদ্দেশে বিশ্বাসীকে পবিত্রীকৃত অর্থাৎ স্বতন্ত্র করে রাখে।

[১২] 'যা গচ্ছিত রাখা আছে' বলতে সুসমাচার ও খ্রিষ্টবিশ্বাস সংক্রান্ত ধর্মতত্ত্ব বোঝায়; উক্তিটা সাধু পলের কাছে গচ্ছিত যিশুর শিক্ষাবাণীও বোঝাতে পারে।

২ [১৯ক] গণনা ১৬:৫; ইশা ২৬:১৩।

৪ [১৪ক] সাম ২৮:৪।

[১৬-১৭] যিশুর বেলায় যেমন ঘটেছিল, তেমনি সাধু পলের বেলায়ও আসল মুহূর্তে কেউই তাঁর পাশে দাঁড়াল না; কিন্তু এই নিঃসঙ্গতায় সাধু অনুভব করলেন, ঈশ্বর তাঁকে একা ফেলে রাখেননি, তাতে ঈশ্বরের উপস্থিতিই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হল।

[১৭খ] দা ৬:২১।

[২২] এই পদের বাণীই সাধু পলের লেখা সর্বশেষ বাণী।

তীতের কাছে পত্র

১ম ও ২য় তিমথি এবং তীত: এই তিন পত্র পালকীয় পত্র বলে পরিচিত, কেননা সাধু পল আপন শিষ্যদের মণ্ডলীর পালকীয় কাজ পালনের বিষয়ে পরামর্শ দেন। এই পত্রগুলোর মধ্য দিয়ে সেকালের মণ্ডলীগুলোর কাঠামো ও নানা সেবাকর্ম সম্বন্ধীয় তথ্যও জানা যায়।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩

১ [১] আমি পল, ঈশ্বরের দাস ও এই উদ্দেশ্যেই যিশুখ্রিষ্টের প্রেরিতদূত, যেন, ঈশ্বর যাদের বেছে নিয়েছেন, সেই সকল মানুষকে বিশ্বাসে আনতে পারি ও সেই সত্যের জ্ঞান তাদের দিতে পারি, যে সত্য মানুষকে ভক্তির কাছে চালিত করে, [২] যে সত্য সেই অনন্ত জীবনেই স্থাপিত, যা ঈশ্বর বহু যুগ আগে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; তিনি তো মিথ্যা বলেন না, [৩] এজন্য নির্ধারিত সময়ে তাঁর আপন বাণীকে এমন ঘোষণা-কাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন, যা আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে আমার হাতে ন্যস্ত হয়েছে। তীত ও আমার যে সাধারণ বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসে আমার যথার্থ সন্তান তীতের সমীপে: [৪] পিতা ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টযিশু থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক।

প্রবীণবর্গ নিয়োগ

[৫] আমি তোমাকে এই কারণেই ক্রীট দ্বীপে রেখে এসেছি, যেন যা কিছু বাকি রয়েছে, তুমি তার সুব্যবস্থা করতে পার, এবং প্রতিটি শহরে প্রবীণবর্গ নিযুক্ত কর। এই বিষয়ে আমি তোমাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলাম: [৬] তাঁদের হতে হবে চরিত্রে অনিন্দনীয়, ও মাত্র এক বধূর স্বামী; তাঁদের সন্তানদেরও বিশ্বাসী হতে হবে, আবার এই সন্তানদের এমন হতে হবে, যাদের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খলতা বা অবাধ্যতার কোন অভিযোগ তোলা না যেতে পারে। [৭] আসলে, ঈশ্বরের গৃহাধ্যক্ষ ব'লে ধর্মাধ্যক্ষের পক্ষে

অনিন্দনীয় হওয়া আবশ্যক; আর এও আবশ্যক, তিনি যেন উদ্ধত স্বভাবের মানুষ না হন, উগ্র প্রকৃতির মানুষও নন, পানাসক্তও নন, হিংসাপরায়ণও নন, অর্থলোভীও নন; [৮] তাঁকে বরং হতে হবে অতিথিপরায়ণ, যা কিছু মঙ্গলকর তার সমর্থক, আত্মসংযমী, ধর্মপরায়ণ, পুণ্যবান, জীতেন্দ্রিয়; [৯] তাঁকে এমন ব্যক্তি হতে হবে, যিনি সেই বিশ্বাসযোগ্য বাণী আঁকড়ে ধরে থাকেন যা পরম্পরাগত ধর্মশিক্ষার অনুরূপ, যেন তিনি উপদেশে যথার্থ শিক্ষা দিতে ও প্রতিবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে সক্ষম হন।

নকল শিক্ষাগুরুদের কথা

[১০] কেননা অনেকে আছে, বিশেষভাবে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে, যারা অদম্য ও বাচাল স্বভাবের মানুষ, এবং লোকদের মনও ভোলাতে সচেষ্ট। [১১] তেমন লোকদের মুখ বন্ধ করা চাই! কারণ হীন লাভের খাতিরে তারা অনুচিত শিক্ষা দিতে দিতে কতগুলো ঘর না একেবারে দিশেহারা করে তোলে। [১২] তাদের একজন—আর তিনি তাদের একজন নবীই—আগে বলেছিলেন, 'ক্রীটের লোকেরা সবসময় মিথ্যাবাদী, হিংস্র জন্তু, অলস পেটুক'। [১৩] এ সাক্ষ্যবাণী সত্য! তাই তুমি কঠোরতার সঙ্গে তাদের তিরস্কার কর, তারা যেন যথার্থ ধর্মবিশ্বাসে থাকে [১৪] এবং কোন ইহুদীয় রূপকথায় বা সেই সমস্ত লোকদের বিধিনিষেধেও মন না দেয়, যারা সত্য অগ্রাহ্য করে। [১৫] যারা শুচি, তাদের পক্ষে সবই শুচি; কিন্তু যারা কলুষিত, তাদের পক্ষে ও অবিশ্বাসীদের পক্ষে কিছুই শুচি নয়; তাদের মন ও বিবেক দু'টোই কলুষিত।

[১৬] তারা স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু কাজে তাঁকে অস্বীকার করে; তারা ঘৃণ্য ও বিদ্রোহী মানুষ, কোন সৎকর্মের জন্য উপযোগী নয়।

নানা নীতি-কথা

২ [১] তুমি কিন্তু যা যথার্থ ধর্মশিক্ষা অনুযায়ী, তা-ই শেখাও। [২] বৃদ্ধদের মিতাচারী, শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য, আত্মসংযমী, ও বিশ্বাস, ভালবাসা ও নিষ্ঠায় স্থিতমূল হওয়া উচিত। [৩] তেমনি বৃদ্ধাদের আচার-ব্যবহার যেন ভক্তজনের যোগ্য হয়; তাঁরা যেন পরচর্চা না করেন, পানাসক্তির দাসী না হন, বরং সদাচরণ শেখাতে যোগ্য,

[৪] যুবতী বধূদের যেন স্বামী ও সন্তানদের ভালবাসায় গড়ে তুলতে পারেন; [৫] আরও, বধূদের আত্মসংযতা, সচ্চরিত্রা, গৃহকর্মে নিষ্ঠাবতী, সহৃদয়া ও স্বামীর অনুগতা হতে শেখান, এভাবে যেন ঈশ্বরের বাণী নিন্দার বস্তু না হয়।

[৬] তেমনি যুবকদেরও আত্মসংযত হতে চেতনা দাও; [৭] সবকিছুতে নিজেকেই সৎকর্মে আদর্শবান দেখাও; ধর্মশিক্ষা দানে সত্যনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধার যোগ্য হও; [৮] তোমার ভাষাও যেন যথার্থ ও অনিন্দনীয় হয়, যেন যারা আমাদের বিপক্ষে, তারা সকলেই আমাদের নামে অপবাদ দেওয়ার মত কিছু না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

[৯] ক্রীতদাসেরা যেন সবকিছুতে তাদের মনিবদের অনুগত থাকে, প্রতিবাদ না করে তাদের সন্তুষ্ট করে, [১০] কিছুই আত্মসাৎ না করে; বরং সম্পূর্ণ সততা দেখায়; যেন তা-ই ক'রে তারা সবকিছুতেই আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের ধর্মশিক্ষা মর্যাদায় ভূষিত করতে পারে।

খ্রিষ্টীয় নৈতিকতার ভিত্তি

[১১] কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। [১২] এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি, [১৩] এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যিশুখ্রিষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি, [১৪] যিনি আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন, যেন সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, এবং *নিজের জন্য এমন জনগণকে শুচিশুদ্ধ করে তুলতে পারেন* (ক), যারা তাঁরই নিজস্ব ও সৎকর্ম সাধনে আগ্রহী।

[১৫] পূর্ণ অধিকারের সঙ্গে এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলা, চেতনা দান করা ও তিরস্কার করা তোমার কর্তব্য। দেখ, কেউ যেন তোমাকে অবজ্ঞা করতে সাহস না করে।

ভক্তদের কর্তব্য

৩ [১] সকলকে স্মরণ করিয়ে দাও, যেন তারা শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষের অনুগত থাকে, বাধ্য হয়, যে কোন সৎকর্ম সাধন করতে প্রস্তুত হয়, [২] কারও নিন্দা না করে, ঝগড়া এড়িয়ে চলে, সহনশীলতা দেখায়, সকল মানুষের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে।

[৩] একসময় আমরাও ছিলাম নির্বোধ, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট, যত কামনা-বাসনা ও আমোদপ্রমোদের দাস; হিংসা ও শঠতার মধ্যে জীবনযাপন করে নিজেরাই ঘৃণ্য ছিলাম, ও পরস্পরকেও ঘৃণা করতাম। [৪] কিন্তু যখন আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের করুণা ও মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশিত হল, [৫] তখন তা যে আমাদের নিজেদের কোন সৎকর্মের ফলে ঘটেছে, তেমন নয়, বরং নিজ দয়া গুণেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন সেই জলপ্রক্ষালন দ্বারা যা নবজন্ম ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দান করে। [৬] এই আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিষ্টের মাধ্যমে, [৭] যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে আমরা প্রত্যাশা অনুসারে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি (ক)। [৮] একথা বিশ্বাস্য; সুতরাং আমি চাই, তুমি এই সমস্ত বিষয়ের উপর জোর দেবে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, তারা যেন সৎকর্ম সাধনে নিত্যই সচেষ্ট থাকে। মানুষের পক্ষে এই সবকিছু উত্তম ও উপযোগী। [৯] কিন্তু তুমি যত নির্বোধ প্রশ্ন, সেই সব বংশতালিকা, ও বিধান-সম্বন্ধীয় যে কোন আলোচনা ও তর্কাতর্কি এড়িয়ে চল; কেননা তেমন কিছু অর্থশূন্য ও মূল্যহীন। [১০] ভ্রান্তমত যে অবলম্বন করে, তাকে একবার, দরকার হলে দু'বার সতর্ক করে দেওয়ার পর তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রেখো না; [১১] তোমাকে বুঝতে হবে যে, তেমন লোক ধর্মভ্রষ্ট, এবং পাপ করতে করতে নিজেই নিজেকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে।

শেষ বাণী, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

[১২] আমি যখন তোমার কাছে আর্তেমাস বা তিখিকসকে পাঠাব, তখনই তুমি আমার সঙ্গে যোগ দিতে নিকোপলিসে আসতে চেষ্টা কর; সেইখানে আমি শীতকাল

কাটাতে স্থির করেছি। [১৩] আইনজ্ঞ জেনাস ও আপল্লোসের যাত্রার জন্য সুব্যবস্থা কর; এমনটি কর, প্রয়োজনীয় কোন কিছুর যেন তাঁদের অভাব না হয়। [১৪] এভাবে আমাদের লোকেরাও জরুরী প্রয়োজনের জন্য সৎকর্মে উদ্যোগী হতে শিখুক, যেন এমনি অর্থশূন্য জীবন যাপন না করে।

[১৫] যাঁরা এখানে আমার সঙ্গে রয়েছেন, তাঁরা সকলে তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। বিশ্বাসী হিসাবে যাঁরা আমাদের ভালবাসেন, তাঁদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

---

১ [৩] ‘নির্ধারিত সময়’: ঈশ্বর নবীদের মধ্য দিয়ে বারবার কথা বলেছিলেন (হিব্রু ১:১), কিন্তু তাঁর বাণী তাঁর আপন পুত্রের বাণীপ্রচারেই সিদ্ধি লাভ করল (১ করি ২:৭-৯; রো ১৬:২৫-২৬; কল ১:২৬; এফে ৩:৫-৯)। আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের কথা অনুসারে: খ্রিষ্ট হলেন নিস্তব্ধতা থেকে উদ্গত ঈশ্বরের আপন বাণী (মাগ্নেশীয়দের কাছে পত্র, ৮:১)।

[৫] সাধু পল ‘পুঁততেন’ (১ করি ৩:৬) অর্থাৎ শুভসংবাদ প্রচার করে একটা মণ্ডলীর ভিত স্থাপন করতেন, কিন্তু পরবর্তী যত কাজের দায়িত্ব তিনি তাঁর সহকর্মীদের হাতে তুলে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতেন।

২ [১৪ক] যাত্রা ১৯:৫।

৩ [৪-৭] জলপ্রক্ষালনের তথা বাপ্তিস্মের ফলগুলো লক্ষণীয়: নবজন্ম, খ্রিষ্টের বিনামূল্যে দেওয়া পাপের ক্ষমা, পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ (রো ৫:৫ দ্রঃ), এবং অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকার যা অগ্রিম হল আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি (২ করি ১:২৩ দ্রঃ)।

ফিলেমনের কাছে পত্র

ফিলেমনের কাছে পত্রে সাধু পলের খ্রিষ্টীয় উজ্জ্বল মনোভাব প্রকাশিত।

সূচীপত্র

[১] খ্রিষ্টযিশুর এক বন্দি এই আমি পল, এবং ভাই তিমথি, আমাদের প্রিয় সহকর্মী ফিলেমনের সমীপে, [২] আমাদের বোন আপ্পিয়া ও আমাদের সংগ্রামের সঙ্গী আর্খিপ্পসের সমীপে, এবং, হে ফিলেমন, তোমার বাড়িতে যে জনমণ্ডলী সমবেত হয়, তাদের সকলের সমীপে: [৩] আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশুখ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

[৪] আমি যখন প্রার্থনা করি, তখন তোমার নাম স্মরণ করে আমার ঈশ্বরকে অবিরত ধন্যবাদ জানাই, [৫] কারণ আমি শুনতে পাই প্রভু যিশুর প্রতি ও সকল পবিত্রজনের প্রতি তোমার ভালবাসা ও বিশ্বাসের কথা। [৬] বিশ্বাসে তোমার সহভাগিতা কার্যকর হোক: তাই খ্রিষ্টের পক্ষে আমরা যে সমস্ত সৎকাজ সাধন করতে পারি, তা তুমি জ্ঞাত কর। [৭] তোমার ভালবাসায় আমি যথেষ্ট আনন্দ ও আশ্বাস পেয়েছি, কারণ, হে ভাই, তুমিই পবিত্রজনদের প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছ।

[৮] সুতরাং, তোমার যা করণীয়, সে বিষয়ে তোমাকে আদেশ দেওয়ার মত যদিও খ্রিষ্টে আমার সম্পূর্ণ সাহস আছে, [৯] তবু আমি ভালবাসার খাতিরেই বরং তোমাকে মিনতি করছি—আমি যে অবস্থায় আছি, এই বৃদ্ধ পল, এখন আবার খ্রিষ্টযিশুর বন্দি—[১০] আমি আমার নিজের সন্তানের বিষয়ে, এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় যাকে জন্ম দিয়েছি, সেই অনেসিমেরই বিষয়ে তোমাকে মিনতি করছি। [১১] সে আগে তোমার কোন উপকারে ছিল না, কিন্তু এখন তোমার ও আমার দু'জনেরই উপকারী। [১২] তাকে, অর্থাৎ আমার সেই প্রাণের প্রাণ, তোমার কাছে ফিরে পাঠালাম। [১৩] আমি তাকে নিজের কাছে রাখতে চাচ্ছিলাম, যেন সুসমাচারের কারণে আমার এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় সে তোমার হয়ে আমার সেবা করে। [১৪] কিন্তু তোমার সম্মতি ছাড়া আমি কিছু করতে চাইলাম না, তুমি যে মঙ্গলকর কাজ করতে যাচ্ছ, তা যেন বাধ্য হয়ে নয়,

স্ব-ইচ্ছায়ই কর। [১৫] হয় তো তাকে এই কারণেই কিছু কালের মত তোমার কাছ থেকে পৃথক করে রাখা হল, যেন তুমি চিরকালের মত তাকে ফিরে পেতে পার, [১৬] আর ক্রীতদাসের মত নয়, কিন্তু ক্রীতদাসের চেয়ে শ্রেয়তর পর্যায়ে, অর্থাৎ কিনা প্রিয় ভাইয়ের মত, বিশেষভাবে আমারই প্রিয়জন, কিন্তু মানুষ হিসাবে ও প্রভুতে ভাই হিসাবে উভয় ক্ষেত্রে তোমারই কাছে বেশি প্রিয়জন। [১৭] তাই যদি আমাকে বিশেষ সম্পর্কের পাত্র মনে কর, তবে তাকে আমারই মত বলে গ্রহণ কর। [১৮] আর সে যদি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করে থাকে, কিংবা তার যদি তোমার কাছে কোন ঋণ থাকে, তা আমার দেনা বলে ধরে নাও; [১৯] আমি পল নিজেরই হাতে একথা লিখছি; আমিই তা শোধ করে দেব—অবশ্য আমি আমার কাছে তোমারই ঋণের কথা এখন উল্লেখ করছি না, আর সেই অনুসারে আমার কাছে তোমার সেই ঋণ তুমি নিজেই। [২০] সুতরাং, ভাই, প্রভুতে তোমার কাছ থেকে আমি যেন এই উপকার পেতে পারি; খ্রিষ্টে আমার প্রাণ জুড়িয়ে দাও!

[২১] তোমার বাধ্যতায় পূর্ণ ভরসা রেখেই আমি তোমাকে লিখলাম; আমি জানি, আমি যা বললাম, তুমি তার চেয়েও বেশি করবে। [২২] আর একটা কথা, আমার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা কর, কারণ আশা করি, তোমাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাকে তোমাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

[২৩] খ্রিষ্টযিশুতে আমার সহ-কারাবন্দি এপাফ্রাস তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে; [২৪] আমার সহকর্মীরা সেই মার্ক, আরিস্তার্খস, দেমাস ও লুকও জানাচ্ছেন।

[২৫] প্রভু যিশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক। আমেন।

---

[১১] ‘উপকারিতা … উপকারী’: লক্ষণীয়, অনেসিম নামের অর্থই উপকারী।

হিব্রুদের কাছে পত্র

প্রাক্তন সন্ধিকালীন ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি খ্রিষ্টের আত্মবলিদানে ও তাঁর রক্তে সাধিত সন্ধিতে পূর্ণতা লাভ করেছে: লেবীয় যাজকত্ব যা সাধন করতে অক্ষম ছিল, খ্রিষ্টই তা সাধন করতে সক্ষম হলেন বিধায় তিনি লেবীয় যাজকত্বের স্থান পেয়েছেন, এমনকি তিনিই বিশ্বজগতের অনন্য যাজক ও মধ্যস্থ। এই মুখ্য বিষয় ছাড়া পত্রে আলোচিত অন্য বিষয়ও উল্লেখযোগ্য যেমন, মণ্ডলী স্বর্গ-তীর্থের দিকে যাত্রী, এই দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যাত্রাপথে যেন ভেঙে না পড়ে সে প্রাক্তন সন্ধিকালের প্রধান প্রধান ব্যক্তিত্বের আদর্শের দিকে চোখ তুলে বিশ্বাসে নিজেকে বলবান করে তোলে। দিশেহারা ভক্তজনকে খ্রিষ্টীয় জীবনে উৎসাহিত ও পরিপক্ব করে তোলার জন্য পত্র প্রতিকার হিসাবে এমন পদ্ধতি উপস্থাপন করে যা সর্বকালোপযোগী: নৈতিক উপদেশ যথেষ্ট নয়, খ্রিষ্ট-রহস্য সংক্রান্ত গভীর ধ্যানমূলক শিক্ষাই একান্ত প্রয়োজন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

ঈশ্বরের পুত্রের মাহাত্ম্য

১ [১] ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্যে
কথা বলেছিলেন, [২] শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে সেই পুত্রে কথা
বলেছেন যাঁকে তিনি সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করলেন ও যাঁর দ্বারা
যুগগুলো রচনা করলেন। [৩] এই পুত্র, যিনি তাঁর গৌরবের প্রভা ও তাঁর স্বরূপের
মুদ্রাঙ্কন, এবং নিজের পরাক্রান্ত বচনে সবকিছু ধারণ করে আছেন, তিনি সমস্ত পাপের
পরিশুদ্ধি সাধন করার পর ঊর্ধ্বলোকে ঐশমহিমার ডান পাশে আসন নিয়েছেন;
[৪] বস্তুত তিনি স্বর্গদূতদের তুলনায় তত মহান হয়ে উঠেছেন, তাঁদের নামের তুলনায়
যত মহান সেই নাম, যা তিনি উত্তরাধিকার রূপে পেয়েছেন।

ঈশ্বরের পুত্র স্বর্গদূতদের চেয়ে অনেক মহান

[৫] কারণ ঈশ্বর স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকেই বা কখনও বললেন,

তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম?

কিংবা:

তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র?

[৬] আবার, যখন তিনি সেই প্রথমজাতককে বিশ্বজগতে আনেন, তখন বলেন,

ঈশ্বরের সকল দূত তাঁর চরণে প্রণিপাত করুন।

[৭] স্বর্গদূতদের তিনি বলেন:

আপন দূতদের তিনি বায়ুর মত করে তোলেন,
আপন সেবকদের করে তোলেন অগ্নিশিখার মত [ক]।

[৮] কিন্তু পুত্র সম্বন্ধে তিনি বলেন,

হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী।

আরও বলেন,

তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড।
[৯] *তুমি ধর্মময়তা ভালবাস কিন্তু অধর্ম ঘৃণা কর,*
এজন্য ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর তোমার সাথীদের চেয়ে
তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করেছেন [খ]।

[১০] তিনি আরও বলেন,

আদিতে তুমি পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করলে,
আকাশমণ্ডলও তোমারই আপন হাতের কাজ।
[১১] *সেগুলি বিলুপ্ত হবে, তুমি কিন্তু নিত্যস্থায়ী;*
সেই সবকিছু জীর্ণ হবে একটা বস্ত্রের মত;

[১২] *সেগুলি তুমি একটা আলোয়ানের মত গুটিয়ে নেবে,*
হ্যাঁ, একটা পোশাকের মত,
তখন সেগুলি বদলে নেওয়া হবে;
তুমি কিন্তু অভিন্ন হয়ে থাক,
তোমার বছরপরম্পরার সমাপ্তি হবে না (গ)।

[১৩] কিন্তু তিনি স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকে কখনও বলেছেন:

তুমি আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,
যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ? (ঘ)

[১৪] সেই স্বর্গদূতেরা সকলে কি সেবায় নিযুক্ত আত্মা নন? পরিত্রাণের উত্তরাধিকারী যাদের হওয়ার কথা, তাঁরা কি তাদের খাতিরে সেবা করতে প্রেরিত নন?

ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করার জন্য আবেদন

২ [১] এজন্য, আমরা যা কিছু শুনেছি, তাতে অধিক আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগ দেওয়া উচিত, পাছে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ভেসে চলে যাই। [২] কেননা স্বর্গদূতদের মধ্য দিয়ে ঘোষিত বাণী যখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিতই ছিল, ও যে কেউ যে কোন প্রকারে তা লঙ্ঘন করল বা তার প্রতি অবাধ্য হল সে যোগ্য প্রতিফল পেল, [৩] তখন এমন মহাপরিত্রাণ অবহেলা করলে আমরা কেমন করে রেহাই পাব? প্রভু নিজেই তো প্রথমে সেই বাণী ঘোষণা করেছিলেন, এবং যাঁরা শুনেছিলেন, তাঁরা যখন আমাদের মাঝে তা সুনিশ্চিত বলে জানাচ্ছিলেন, [৪] তখন ঈশ্বর নিজেই নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্ম সাধন করতে করতে ও পবিত্র আত্মার দানগুলি তাঁর ইচ্ছামত বিতরণ করতে করতে তাঁদের সাক্ষ্যবাণী সমর্থন করছিলেন।

মানুষদের সঙ্গে খ্রিষ্টের সম্পর্ক

[৫] আসলে, আমরা যে আসন্ন জগতের কথা বলছি, তা তিনি স্বর্গদূতদের অধীন করেননি; [৬] এমনকি কোন এক পদে কে যেন সাক্ষ্য দিলেন যে,

মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ,

কীইবা মানবসন্তান যে তুমি তার যত্ন নাও?

[৭] *অল্পক্ষণের মত তাকে দূতদের চেয়ে নিচু করেছ তুমি,*

তাকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট:

[৮] *সবকিছু তার পদতলে অধীনস্থ করেছ* (ক)।

কেননা সবকিছু তার অধীন করায় তিনি বাকি এমন কিছু রাখেননি, যা তার অধীন নয়; তথাপি আমরা আপাতত এমনটি দেখতে পাচ্ছি না যে, সবকিছু তার অধীন। [৯] কিন্তু যাঁকে *অল্পক্ষণের মত দূতদের চেয়ে নিচু করা হয়েছে*, আমরা দেখছি যে, সেই যিশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন *গৌরব ও মহিমার মুকুটে পরিবৃত* (খ), যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে মৃত্যুকে আস্বাদ করেন।

[১০] যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন গৌরবে আনতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন। [১১] কারণ যিনি পবিত্রীকৃত করেন ও যাদের পবিত্রীকৃত করা হয়, সকলেই একজন থেকে উদ্গত; ফলে তিনি তাদের আপন ভাই বলে ডাকতে লজ্জা বোধ করেন না; [১২] তিনি বলেন:

আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব,

তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে (গ)।

[১৩] আরও:

আমি তাঁর উপরে ভরসা রাখব;

আরও:

এই যে আমি ও সেই সন্তানেরা, ঈশ্বর যাদের আমাকে দিয়েছেন (ঘ)।

[১৪] যেহেতু সেই সন্তানেরা সকলে একই রক্তমাংসের অধিকারী, সেহেতু তিনি নিজেও সেই রক্তমাংসের সহভাগী হলেন, যেন মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই

তিনি তাকে, অর্থাৎ সেই দিয়াবলকে শক্তিহীন করতে পারেন, [১৫] এবং যারা মৃত্যুর ভয়ে সারা জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাদের তিনি যেন উদ্ধার করতে পারেন। [১৬] আসলে তিনি তো স্বর্গদূতদের আপন করে নিচ্ছেন না, *আব্রাহামের বংশকেই নিচ্ছেন* [ঙ]। [১৭] এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, যেন জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি ঈশ্বর-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে দয়াবান ও বিশ্বাসযোগ্য এক মহাযাজক হয়ে উঠতে পারেন। [১৮] বাস্তবিক তিনি নিজে পরীক্ষিত হয়েছেন ও দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন বিধায়ই, যারা এখন পরীক্ষিত, তাদের তিনি সাহায্য করতে সক্ষম।

মোশির সঙ্গে যিশুর তুলনা

৩ [১] এজন্য, হে পবিত্র ভাইয়েরা, তোমরা যারা স্বর্গীয় এক আহ্বানেরই অংশীদার, আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির প্রেরিতদূত ও মহাযাজকের প্রতি, সেই যিশুরই প্রতি মন নিবদ্ধ রাখ; [২] তাঁকে যিনি নিযুক্ত করেছেন, তাঁর কাছে তিনি বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, মোশিও যেমন *তাঁর সমস্ত গৃহের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য* ছিলেন [ক]। [৩] তবে নির্মাতা যেমন গৃহের চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী, তেমনি তিনিও মোশির চেয়ে বেশি গৌরব পাবার যোগ্য; [৪] কেননা প্রতিটি গৃহের একজন না একজন নির্মাতা থাকে, কিন্তু যিনি সবকিছুর নির্মাতা, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। [৫] মোশি আসলে তাঁর সমস্ত গৃহের মধ্যে সেবকরূপেই বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, পরবর্তীকালে যা কিছু ঘোষিত হওয়ার কথা, যেন সেই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন; [৬] কিন্তু খ্রিষ্ট তাঁর সমস্ত গৃহের উপরে পুত্ররূপেই বিশ্বাসযোগ্য; আর আমরা, এই আমরা নিজেরাই তাঁর সেই গৃহ—অবশ্য যদি আমাদের গর্বের বস্তু সেই প্রত্যাশা সৎসাহসের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকি।

বিশ্বাস গুণেই ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ

[৭] এজন্য, পবিত্র আত্মা যেমন বলেন:

তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন,
[৮] *তবে হৃদয় কঠিন করো না, যেমনটি ঘটেছিল সেই বিদ্রোহের দিনে,*

মরুদেশে সেই যাচাইয়ের দিনে;
[৯] *সেখানে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমায় যাচাই করল,*
চল্লিশ বছর ধরে আমার কাজ দেখেও আমায় পরীক্ষা করল।
[১০] *তাই আমি অতিষ্ঠ হলাম সেই প্রজন্মের মানুষকে নিয়ে,*
শেষে বললাম, তারা ভ্রষ্টহৃদয়ের মানুষ,
তারা জানে না আমার কোন পথ।
[১১] *তাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি শপথ করলাম,*
তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না (খ)।

[১২] ভাই, দেখ, পাছে তোমাদের কারও মধ্যে এমন অবিশ্বাসী অসৎ হৃদয় থাকে যা জীবনময় ঈশ্বর থেকে সরে পড়ে; [১৩] বরং দিনের পর দিন—সেই 'আজ' কথাটা যতদিন ঘোষিত, ততদিন—তোমরা একে অন্যকে উদ্দীপিত করে তোল, যেন পাপের প্রতারণা দ্বারা তোমাদের মধ্যে কেউই কঠিন হয়ে না ওঠে; [১৪] আমরা তো খ্রিষ্টের সহভাগী হয়ে উঠেছি—অবশ্য যদি আমাদের আদি ভরসা শেষ পর্যন্ত দৃঢ় করে রাখি। [১৫] সুতরাং, যখন বলা হয়, *তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তবে হৃদয় কঠিন করো না, যেমনটি ঘটেছিল সেই বিদ্রোহের দিনে,* [১৬] তখন যারা শুনে বিদ্রোহ করেছিল, তারা আসলে কারা? তারা সেই লোক নয় কি, মোশির চালনায় যারা মিশর ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল? [১৭] আরও, কাদের প্রতিই বা *তিনি চল্লিশ বছর ধরে অতিষ্ঠ ছিলেন?* তাদের প্রতি নয় কি, যারা পাপ করেছিল, যাদের *মৃতদেহ প্রান্তরে পড়ে থেকেছিল?* [১৮] কাদের কাছেই বা তিনি শপথ করেছিলেন, *তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না?* তাদের কাছে নয় কি, যারা অবিশ্বাসী হয়েছিল? [১৯] তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অবিশ্বাসের কারণেই তাদের পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব হল না।

৪ [১] সুতরাং আমাদের মনে এমন ভয় থাকা উচিত, যেন তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করার প্রতিশ্রুতিটা বলবৎ থাকলেও আমাদের মধ্যে কেউ বঞ্চিত বলে সাব্যস্ত না হয়; [২] কেননা শুভসংবাদ তাদের কাছে যেমন, তেমনি আমাদেরও কাছে জানানো হয়েছে; কিন্তু তারা যে বাণী শুনেছিল, তাতে তাদের কোন উপকারই হল না, যেহেতু যারা বিশ্বাসেরই সঙ্গে শুনেছিল, তেমন শ্রোতাদের সঙ্গে তারা সংযুক্ত থাকেনি। [৩] কেননা

আমরা যারা বিশ্বাস করেছি, এই আমরাই সেই *বিশ্রামে প্রবেশ* করছি, যার কথা এই বচনে ব্যক্ত, *তাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি শপথ করলাম, তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।* তাঁর সমস্ত কাজ অবশ্য জগৎপত্তনের সময় থেকেই সমাপ্ত ছিল; [৪] শাস্ত্র কোন এক পদে সেই সপ্তম দিনের বিষয়ে একথা বলে, *এবং সপ্তম দিনে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিলেন* (ক)। [৫] আবার উপরের পদটি বলে, *তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।* [৬] তাই যেহেতু এই অবস্থা দাঁড়াচ্ছে যে, এখনও কয়েকজন মানুষের সেই বিশ্রামে প্রবেশ করার কথা আছে, এবং শুভসংবাদ যাদের কাছে আগে জানানো হয়েছিল, তারা অবাধ্যতার দরুন প্রবেশ করতে পারেনি, [৭] সেজন্য তিনি আর একটা দিন, একটা 'আজ' নিরূপণ করে বহু দিন পরে দাউদের মধ্য দিয়ে সেই কথা বললেন, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে: *তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তবে হৃদয় কঠিন করো না।* [৮] যোশুয়াই যদি তাদের সেই বিশ্রামে চালনা করতেন, তবে পরবর্তীকালে ঈশ্বর অন্য একটা দিনের কথা বলতেন না। [৯] তাই ঈশ্বরের জনগণের জন্য নিরূপিত একটা বিশ্রামকাল এখনও বাকি রয়েছে, [১০] কেননা তাঁর বিশ্রামে যে কেউ প্রবেশ করে থাকে, সেও নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নেয়, যেমন ঈশ্বর নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

[১১] সুতরাং এসো, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করি, যেন কেউ সেই একই ধরনের অবাধ্যতায় পতিত না হয়; [১২] কেননা ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও কার্যকর; যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ: তা প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সমস্তের বিভেদ পর্যন্ত ভেদ করে পৌঁছয়, এবং হৃদয়ের বাসনা ও ভাবনার সূক্ষ্ম বিচার করে। [১৩] তাঁর সামনে থেকে কোন সৃষ্টবস্তু অগোচর নয়; তার দৃষ্টিতে সবই নগ্ন ও অনাবৃত; আর তাঁরই কাছে আমাদের হিসাব দিতে হয়।

মহাযাজক খ্রিষ্ট

[১৪] সুতরাং, যেহেতু আমাদের এমন পরম মহাযাজ আছেন যিনি স্বর্গসকলেন মধ্য দিয়ে গমন করেছেন—সেই ঈশ্বরপুত্র যিশু—সেজন্য এসো, আমরা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকি। [১৫] কেননা আমাদের যে মহাযাজক আছেন, তিনি এমন কেউ নন যিনি আমাদের দুর্বলতার সমব্যথী হতে অক্ষম, তিনি বরং পাপ

ছাড়া আমাদের মতই সবদিক দিয়ে পরীক্ষিত হয়েছেন। [১৬] সুতরাং এসো, সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই, যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।

৫ [১] মানুষের মধ্য থেকে নেওয়া প্রতিটি মহাযাজককে মানুষদের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই নিযুক্ত করা হয়, যেন তিনি পাপের জন্য অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করেন: [২] যারা অজ্ঞ ও পথভ্রান্ত, তিনি তাদের প্রতি যথার্থ সহানুভূতি দেখাতে সক্ষম, কারণ তিনি নিজেও দুর্বলতায় পরিবেষ্টিত; [৩] আর সেই দুর্বলতার কারণে তাঁকে যেমন জনগণের জন্য, তেমনি নিজেরও জন্য পাপের ব্যাপারে বলি উৎসর্গ করতে হয়।

[৪] কেউই তেমন সম্মান নিজের উপর আরোপ করে না, ঈশ্বর দ্বারা আহূত হওয়ায়ই সে তা পায়, যেমনটি আরোন পেয়েছিলেন। [৫] তেমনি খ্রিষ্টও মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর আরোপ করেননি, কিন্তু যিনি তাঁকে বলেছিলেন, *তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম* (ক), [৬] [তিনিই তা তাঁকে দিলেন] যেমন আর একটা সামসঙ্গীতে তিনি বলেন, *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক* (খ)। [৭] সেই খ্রিষ্ট তাঁর পার্থিব জীবনকালে, একটা তীব্র আর্তনাদে ও চোখের জলে তাঁরই কাছে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ ক'রে যিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে ত্রাণ করতে সক্ষম, ও তাঁর এই ভক্তি-সম্ভ্রমের জন্য সাড়া পেয়ে, [৮] পুত্র হয়েও নিজের দুঃখকষ্ট থেকে বাধ্যতা শিখেছিলেন, [৯] এবং নিজ সিদ্ধতায় চালিত হয়ে তিনি, তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন, [১০] যেহেতু স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারাই তিনি *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে মহাযাজক* বলে অভিহিত হলেন।

খ্রিষ্টীয় জীবন ও অধ্যাত্ম সাধনা

[১১] এবিষয়ে আমাদের বলার অনেক কথা আছে, কিন্তু তা ব্যাখ্যা করা কঠিন, কারণ তোমরা বুঝতে ধীর হয়েছ। [১২] আসলে এতদিনে তোমাদের শিক্ষাগুরুই হয়ে ওঠা উচিত ছিল, অথচ তোমাদের পক্ষে এখনও প্রয়োজন রয়েছে, কেউ ঐশবচনের

প্রাথমিক কথাগুলো তোমাদের নতুন করে শেখাবে; তোমরা এমন পর্যায়ে পিছিয়ে গেছ যে, তোমাদের দুধই প্রয়োজন, গুরুপাক খাদ্য নয়। [১৩] সত্যি, শুধু দুধ যার খাদ্য, এখনও শিশু হওয়ায় ধর্মময়তার তত্ত্বকথা হজম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। [১৪] কিন্তু গুরুপাক খাদ্য সিদ্ধতা-প্রাপ্ত সেই মানুষদের জন্য, সাধনার ফলে যাদের মন মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে অভ্যস্ত।

৬ [১] সুতরাং এসো, খ্রিষ্ট বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষা পাশে রেখে আমরা সিদ্ধতর কথার দিকে এগিয়ে যাই; অর্থাৎ পুনরায় সেই ভিত্তি আর স্থাপন করব না, যথা মৃত কাজকর্মকে অস্বীকার, ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস স্থাপন, [২] নানা বাপ্তিস্ম ও হস্তার্পণের শিক্ষা, মৃতদের পুনরুত্থান, ও অনন্তকালীন বিচার। [৩] ঈশ্বর সম্মতি দিলে আমরা তা-ই করতে অভিপ্রেত।

[৪] বস্তুতপক্ষে, যারা একবার আলোপ্রাপ্ত হয়েছে, স্বর্গীয় দানের স্বাদ পেয়েছে, পবিত্র আত্মার অংশভাগী হয়েছে, [৫] এবং ঈশ্বরের মঙ্গলবাণীর ও আসন্ন যুগের নানা পরাক্রমের স্বাদ পেয়েছে, [৬] আর তা সত্ত্বেও সরে পড়েছে, মনপরিবর্তনের দিকে চালিত ক'রে তাদের দ্বিতীয়বারের মত নবীকৃত করা সম্ভব নয়, কেননা নিজেদের বেলায় তারা তো ঈশ্বরপুত্রকে আবার ক্রুশে দিচ্ছে ও তাঁকে সকলের নিন্দার বস্তু করছে। [৭] যে মাটি ঘন ঘন নেমে-আসা বৃষ্টির জল পান করে ও যারা তা চাষ করেছে তাদের জন্য উপযুক্ত উদ্ভিদ উৎপন্ন করে, সেই মাটি ঈশ্বরের আশীর্বাদের পাত্র হয়; [৮] কিন্তু তা যদি কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন করে, তাহলে তা মূল্যহীন, ও অভিশাপের পাত্র হওয়ার কাছাকাছি হয়ে আসছে: আগুনে পুড়ে যাওয়াই তার শেষ পরিণাম!

[৯] কিন্তু, প্রিয়জনেরা, আমরা যদিও এই ধরনের কথা বলি, তবু তোমাদের বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত যে, তোমাদের অবস্থা এর চেয়ে ভাল ও পরিত্রাণের দিকে চলছে; [১০] কেননা ঈশ্বর অন্যায্য নন, তাই তোমাদের কাজকর্ম, এবং তোমরা পবিত্রজনদের যে সেবা করেছ ও করছ, তার মধ্য দিয়ে তাঁর নামের প্রতি যে ভালবাসা দেখিয়েছ, এই সমস্ত কিছু তিনি ভুলে যাবেন না। [১১] আমাদের বাসনা শুধু এই, যেন তোমরা প্রত্যেকে একই আগ্রহ দেখাও যাতে তোমাদের প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করে,

[১২] আরও, তোমরা যেন শিথিল না হও, বরং যারা বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে, তাদের অনুকারী হও।

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে স্থাপিত আমাদের প্রত্যাশা

[১৩] আসলে যখন ঈশ্বর আব্রাহামের কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন নিজের চেয়ে মহত্তর কারও দিব্যি দিয়ে শপথ করতে না পারায় *নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করলেন* (ক), [১৪] তিনি বললেন, *আমি শত আশিসে তোমাকে ধন্য করব, এবং তোমার বংশের বিপুল বৃদ্ধি ঘটাব।* [১৫] আর তাই তিনি নিষ্ঠা দেখালেন বিধায় প্রতিশ্রুতির ফল দেখতে পেলেন। [১৬] মানুষ তো নিজের চেয়ে মহত্তর কারও দিব্যি দিয়েই শপথ করে, এবং মানবসমাজে শপথটা এমন বিষয়, যা নিজেদের মধ্যে যত বিবাদের সমাপ্তি ঘটায়। [১৭] একই প্রকারে, ঈশ্বর প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারীদের কাছে নিজের সিদ্ধান্তের অপরিবর্তনীয়তাকে আরও স্পষ্টভাবে দেখাবার ইচ্ছায় একটা শপথ উপস্থাপন করলেন; [১৮] তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর এই দুই অপরিবর্তনীয় উক্তি, যার মধ্যে মিথ্যাকথা বলা ঈশ্বরের অসাধ্য, সেই দুই উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা—যারা তাঁর কাছে আশ্রয় পাবার জন্য পালিয়েছি—যেন যে প্রত্যাশা আমাদের সামনে ফেলা হচ্ছিল, তা আঁকড়ে ধরার জন্য প্রবল উৎসাহ পেতে পারি। [১৯] এই প্রত্যাশায়ই আমরা কেমন যেন প্রাণের অটল ও দৃঢ় একটা নোঙ্গর পাচ্ছি যা [পবিত্রধামের] *পরদার ভিতরে* (খ) পর্যন্ত যায়, [২০] যেখানে *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে মহাযাজক হবার পর* (গ) যিশু আমাদের হয়ে অগ্রগামী রূপে প্রবেশ করেছেন—চিরকালের মত।

মেল্কিসেদেক

৭ [১] *শালেম-রাজ ও পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক* এই মেল্কিসেদেক, যিনি, *আব্রাহাম যখন রাজাদের সংহার করার পর ফিরে আসছিলেন, তখন পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে এলেন ও তাঁকে আশীর্বাদ করলেন,* [২] এবং যাঁকে আব্রাহাম *সবকিছুর দশমাংশ* দিলেন, —যিনি, তাঁর নামের অর্থ অনুবাদ করলে, প্রথমে 'ধর্মরাজ', এবং পরে *শালেম-রাজ* অর্থাৎ 'শান্তিরাজ' বলে অভিহিত, [৩] যাঁর পিতা নেই, মাতা নেই, বংশতালিকাও

নেই, যেহেতু তাঁর জীবনের আরম্ভও নেই, জীবনের অন্তও নেই, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের সাদৃশ্যে উন্নীত হলেন, সেজন্য সর্বকালের মত যাজক হয়ে থাকেন।

[৪] বিবেচনা করে দেখ তিনি কেমন মহান, যাঁকে পিতৃকুলপতি আব্রাহামও লুটের মালের দশমাংশ দিয়েছিলেন। [৫] লেবি-সন্তানদের মধ্যে যারা যাজকত্ব বরণ করে, তারাও বিধান অনুসারে জনগণের কাছ থেকে, অর্থাৎ নিজেদের ভাইদের কাছ থেকে দশমাংশ আদায় করার আদেশ পেয়েছে, যদিও তাদের সেই ভাইয়েরাও আব্রাহামের বংশধর। [৬] অথচ তাদের বংশের মানুষ না হয়েও ইনি আব্রাহামের কাছ থেকে দশমাংশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁকেই আশীর্বাদ করেছিলেন, যিনি প্রতিশ্রুতিগুলির বাহক। [৭] এখন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে বড়, সে-ই ছোটজনকে আশীর্বাদ করে থাকে। [৮] আরও, এখানে, যারা দশমাংশ পায়, তারা মরণশীল মানুষ, কিন্তু সেখানে, আমাদের এমন একজন আছেন, যাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া আছে যে, তিনি জীবিত আছেন। [৯] এমনকি, বলতে গেলে, সেই লেবি—যিনি দশমাংশ পান—তিনিও আব্রাহামের মধ্য দিয়ে নিজের দশমাংশ দিয়েছেন, [১০] কারণ যখন *মেল্কিসেদেক তাঁর পিতৃপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে এলেন* (ক), লেবি তখনও পিতৃপুরুষের দেহে একপ্রকারে উপস্থিত ছিলেন।

লেবীয় যাজকত্ব ও মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে যাজকত্ব

[১১] সুতরাং সিদ্ধীকরণ যদি লেবীয় যাজকত্বের মধ্য দিয়েই হত—সেই যাজকত্বের অধীনেই তো জনগণ বিধান পেয়েছিল—তবে আবার কি প্রয়োজন ছিল যে, *মেল্কিসেদেকের রীতির* ভিন্ন ধরনের এক যাজকের উদ্ভব হবে ও তাঁকে আরোনেরই রীতি অনুসারে যাজক বলে অভিহিত করা হবে না? [১২] আসলে যদি যাজকত্বের পরিবর্তন ঘটে, তবে বিধানেরও পরিবর্তন ঘটে, ব্যাপারটা আবশ্যক। [১৩] এখন, যাঁর বিষয়ে এই সমস্ত কথা বলা হয়, তিনি তো অন্য গোষ্ঠীর মানুষ, আর সেই গোষ্ঠীর মধ্যে কেউই কখনও যজ্ঞবেদিতে সেবাকর্ম পালন করেনি। [১৪] আর আমাদের প্রভু যে যুদার মধ্য থেকেই উদ্গত, তা জানা কথা; মোশিও সেই গোষ্ঠীকে লক্ষ করে যাজকত্বের বিষয়ে কিছুই বলেননি। [১৫] ব্যাপারটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যদি *মেল্কিসেদেকেরই সাদৃশ্য অনুসারে* আর এক যাজকের উদ্ভব হয়, [১৬] যিনি দেহগত জন্ম ভিত্তিক কোন

বিধিনিয়ম গুণে নয়, অবিনশ্বর জীবনের পরাক্রম গুণেই যাজক; [১৭] প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য রয়েছে: *তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক* (খ)।

[১৮] তাহলে এক দিকে আগেকার বিধি দুর্বল ও অক্ষম হওয়ায় বাতিল করা হচ্ছে — [১৯] বিধান তো কিছুরই সিদ্ধতা সাধন করেনি!—অপর দিকে শ্রেয়তর এমন এক প্রত্যাশা উপস্থাপন করা হচ্ছে, যার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যাই।

[২০] উপরন্তু, তেমন কিছু বিনা শপথে ঘটেনি। তারাই তো বিনা শপথে যাজক হচ্ছিল, [২১] কিন্তু ইনি শপথের সঙ্গে তাঁরই দ্বারা নিযুক্ত, যিনি তাঁকে বললেন, *প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না—তুমি চিরকালের মত যাজক* (গ)। [২২] এজন্য খ্রিষ্ট শ্রেয়তর এক সন্ধির নিশ্চয়তা স্বরূপ হলেন।

[২৩] তাছাড়া তারা সংখ্যায় অনেক যাজক হচ্ছিল, কারণ মৃত্যু তাদের বেশি দিন থাকতে দিচ্ছিল না। [২৪] কিন্তু তিনি 'চিরকালের মত' থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়। [২৫] এজন্য যারা তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম; কেননা তাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন।

[২৬] সত্যি, তেমনই এক মহাযাজক আমাদের পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পুণ্যবান, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পাপী মানুষের কাছ থেকে পৃথক, স্বর্গের ঊর্ধ্বেই উন্নীত। [২৭] অন্যান্য মহাযাজকদের মত প্রতিদিন তাঁর পক্ষে এমন প্রয়োজন নেই যে, আগে নিজের এবং তারপরে জনগণের পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করবেন, কেননা নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে তিনি সেই কাজ একবার চিরকালের মতই সম্পন্ন করলেন। [২৮] বিধান যজন-পদে তেমন মানুষ নিযুক্ত করে যারা দুর্বলতাগ্রস্ত; অপরদিকে বিধানের পরে উচ্চারিত সেই শপথের বাণী একজনকে নিযুক্ত করে যিনি পুত্র, যাঁকে 'চিরকালের মত' নিজ সিদ্ধতায় চালনা করা হয়েছে।

নব যাজকত্ব ও নব পবিত্রধাম

৮ [১] আমাদের বক্তব্যের মুখ্য বিষয়বস্তু এই, আমাদের এমনই এক মহাযাজক আছেন যিনি স্বর্গলোকে ঐশমহিমার সিংহাসনের *ডান পাশে আসন নিয়েছেন* (ক): [২] তিনি পবিত্রধাম ও সত্যকার তাঁবুর সেবাকর্মী—যে তাঁবু স্বয়ং প্রভুই স্থাপন করেছেন, কোন মানুষ নয়। [৩] প্রতিটি মহাযাজক অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করতেই নিযুক্ত হন, তাই এঁরও পক্ষে এ আবশ্যক যে, উৎসর্গ করার মত তাঁর কিছু থাকবে। [৪] ইনি যদি পৃথিবীতে থাকতেন, তবে যাজক হতেনই না, কারণ বিধান অনুসারে অর্ঘ্য উৎসর্গ করার মত লোক আছে। [৫] এরা কিন্তু তেমন উপাসনার কাজ করে যা স্বর্গীয় বিষয়ের নকশা ও ছায়া মাত্র—সেই আদেশ অনুসারে যা মোশি পেয়েছিলেন যখন তাঁবু নির্মাণ করতে যাচ্ছিলেন; ঈশ্বর বলেছিলেন, *দেখ, সবকিছু কর সেই নমুনা অনুসারে, যা পর্বতে তোমাকে দেখানো হয়েছে* (খ)। [৬] কিন্তু এখন তিনি যে উপাসনা-কর্মের ভার পেয়েছেন, তা ততই মহত্তর, যত শ্রেয়তর সেই সন্ধি তিনি নিজে যার মধ্যস্থ হয়ে উঠেছেন, যেহেতু সেই সন্ধি শ্রেয়তর প্রতিশ্রুতিগুলোর উপরেই স্থাপিত।

খ্রিষ্ট নতুন এক সন্ধির মধ্যস্থ

[৭] আসলে, প্রথম সন্ধি যদি নিখুঁত হত, তবে তার স্থানে দ্বিতীয় এক সন্ধি স্থাপন করার প্রশ্নও উঠত না। [৮] বাস্তবিক ঈশ্বর তাঁর জনগণকে দোষী করে বলেন:

দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—একথা বলছেন প্রভু—
যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে
এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব;
[৯] *মিশর দেশ থেকে তাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার জন্য*
যখন আমি তাদের হাত ধরেছিলাম,
তখন আমি তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলাম,
এই সন্ধি সেই অনুসারে নয়;
তারা তো আমার সেই সন্ধির প্রতি বিশ্বস্ত থাকল না,
তখন আমিও তাদের অবহেলা করলাম—একথা বলছেন প্রভু।

[১০] কিন্তু এটি হবে সেই সন্ধি
যা আমি সেই দিনগুলির পরে ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব
—একথা বলছেন প্রভু:
আমি আমার বিধিবিধান তাদের মনের মধ্যে রাখব,
তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব।
তখন আমি হব তাদের আপন ঈশ্বর
আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।
[১১] 'প্রভুকে জান!' একথা ব'লে
আপন প্রতিবেশীকে ও ভাইকে উপদেশ দেওয়া
আর কারও প্রয়োজন হবে না,
কারণ ছোট-বড় সকলেই তারা আমাকে জানবে।
[১২] কেননা আমি তাদের শঠতা ক্ষমা করব,
তাদের পাপও আর স্মরণে আনব না (গ)।

[১৩] 'নতুন' বলায় তিনি প্রথমটা পুরাতন বলে ঘোষণা করেছেন; আর যা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ হচ্ছে, তা শীঘ্রই মিলিয়ে যাবে।

স্বর্গীয় পবিত্রধামে খ্রিষ্টের প্রবেশ

৯ [১] অতএব, সেই প্রথম সন্ধিরও ছিল উপাসনার নানা নিয়ম-বিধি ও একটা পবিত্রধাম, যা ছিল পার্থিব; [২] আসলে একটা তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল: সেই প্রথমটা, যার মধ্যে সেই দীপাধার, সেই ভোজনপাট ও সেই ভোগ-রুটি ছিল; এটার নাম ছিল পবিত্রস্থান। [৩] আর দ্বিতীয় পরদার পিছনে আর একটা তাঁবু ছিল, যার নাম পরম পবিত্রস্থান; [৪] সেখানে ছিল সোনার ধূপবেদি ও চারদিকে সোনায় মোড়া সেই সন্ধি-মঞ্জুষা, যার মধ্যে আবার রাখা ছিল মান্নায় ভরা একটা সোনার বয়েম, আরোনের সেই যষ্টি যা পল্লবিত হয়েছিল, ও সন্ধির সেই লিপিফলক দু'টো; [৫] এবং মঞ্জুষার উপরে গৌরবের সেই খেরুবমূর্তি দু'টো বসানো ছিল, যা প্রায়শ্চিত্তাসনটা ঢেকে রাখছিল। এই সবকিছুর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া এখন তত প্রয়োজন নেই।

[৬] তেমন ব্যবস্থা অনুসারে, যাজকেরা নিজেদের উপাসনা-কর্ম পালন করার জন্য সেই প্রথম তাঁবুতে নিত্যই প্রবেশ করে থাকে; [৭] কিন্তু দ্বিতীয়টার ভিতরে কেবল মহাযাজকই প্রবেশ করেন, বছরে একবার মাত্র, এবং রক্ত সঙ্গে না নিয়ে প্রবেশ করেন না: তা তিনি নিজের জন্য ও জনগণের অজ্ঞতাজনিত পাপের জন্য উৎসর্গ করেন। [৮] এভাবে পবিত্র আত্মা আমাদের স্পষ্ট দেখাচ্ছিলেন যে, যতদিন সেই প্রথম তাঁবু দাঁড়িয়ে ছিল, ততদিন পবিত্রধামে যাবার পথ জ্ঞাত করা হয়নি; [৯] তা হল এই বর্তমান কালের জন্য একটা প্রতীক: সেই অনুসারে এমন অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করা হয়, যা উপাসককে—তার নিজের বিবেকে—সিদ্ধতায় চালিত করতে অক্ষম: [১০] সেইসব কিছু কেবল খাদ্য, পানীয় ও নানা শুদ্ধি-প্রক্ষালন সম্বন্ধে এমন মানবীয় নিয়ম-বিধি মাত্র, যা পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকার কথা।

খ্রিষ্টের আত্মবলিদান

[১১] কিন্তু খ্রিষ্ট আসন্ন মঙ্গলদানগুলির মহাযাজকরূপেই আবির্ভূত হয়ে, মহত্তর ও সিদ্ধতর তাঁবুটির মধ্য দিয়ে—যা মানুষের হাতে গড়া নয়, অর্থাৎ যা এই পার্থিব সৃষ্টির অঙ্গ নয়— [১২] ছাগ বা বাছুরের রক্তের মধ্য দিয়েও নয়, বরং নিজেরই রক্তের মধ্য দিয়ে, একবারই, চিরকালের মত, পবিত্রধামে প্রবেশ করেছেন, যেহেতু তিনি [আমাদের জন্য] চিরকালীন মুক্তির সন্ধান পেলেন। [১৩] কেননা ছাগ ও ষাঁড়ের রক্ত কিংবা বকনা বাছুরের দেহভস্ম যদি কলুষিতদের উপরে ছিটানো হলে দেহের শুচিতার জন্য পবিত্রতা এনে দেয়, [১৪] তাহলে যিনি সনাতন আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিজেকেই নিষ্কলঙ্ক রূপে উৎসর্গ করেছেন, সেই খ্রিষ্টের রক্ত আমাদের বিবেককে মৃত কাজকর্ম থেকে আরও কত বিশুদ্ধই না করবে, যেন আমরা জীবনময় ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।

[১৫] এজন্যই তিনি এক নতুন সন্ধি-উইলপত্রের মধ্যস্থ, যেন, প্রথম সন্ধিকালে সাধিত যত অপরাধ থেকে মুক্তি দেবার জন্য তাঁর মৃত্যু ঘটেছে বিধায়, যারা আহূত হয়েছে, তারা এখন প্রতিশ্রুত সেই অনন্তকালীন উত্তরাধিকার গ্রহণ করে নিতে পারে। [১৬] কেননা যেখানে উইলপত্র থাকে, সেখানে উইলপত্র যে লিখেছে তার মৃত্যু প্রমাণিত

হওয়া চাই, [১৭] কারণ মৃত্যু হলেই উইলপত্র কার্যকর হয়, আর উইলপত্র যে লিখেছে, যতদিন সে জীবিত থাকে, ততদিন উইলপত্র বহাল হয় না।

[১৮] এইজন্য সেই প্রথম সন্ধিও বিনা রক্তে প্রবর্তিত হয়নি; [১৯] বাস্তবিক সেদিন বিধান অনুসারে প্রতিটি আজ্ঞা গোটা জনগণের কাছে ঘোষণা করার পর মোশি বাছুর ও ছাগের রক্তের সঙ্গে জল, সিঁদুরে-লাল পশম আর হিসোপ হাতে নিয়ে সেই রক্ত পুস্তকটির উপর ও গোটা জনগণের উপর ছিটিয়ে দিলেন, [২০] তা করতে করতে তিনি বললেন, *এ সেই সন্ধির রক্ত, যে সন্ধি ঈশ্বর তোমাদের জন্য জারি করলেন* [ক]। [২১] তেমনি ভাবে তিনি তাঁবুর উপরে ও উপাসনার সমস্ত জিনিসপত্রের উপরেও সেই রক্ত ছিটিয়ে দিলেন। [২২] কেননা বিধান অনুসারে প্রায় সবকিছুই রক্তের স্পর্শে শুদ্ধ করা হয়, এবং রক্ত না ঝরালে ক্ষমা হয় না।

[২৩] সুতরাং, স্বর্গীয় বিষয়গুলির নকশাগুলোর পক্ষে এ আবশ্যক ছিল যে, এইভাবেই সেগুলোকে শুদ্ধ করা হবে; কিন্তু যা কিছু প্রকৃতপক্ষেই স্বর্গীয়, তার জন্য এ আবশ্যক যে, এর চেয়ে শ্রেয়তর যজ্ঞ দ্বারাই তা শুদ্ধ করা হবে। [২৪] আর আসলে খ্রিষ্ট মানুষের হাতে গড়া পবিত্রধামে প্রবেশ করেননি—এ তো প্রকৃত পবিত্রধামের প্রতিরূপমাত্র!—তিনি তো স্বর্গধামেই প্রবেশ করেছেন, যেন এখন আমাদের সপক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন। [২৫] আর মহাযাজক যেমন প্রতিটি বছর পরের রক্ত নিয়ে পবিত্রধামে প্রবেশ করেন, সেইভাবে খ্রিষ্ট যে অনেক বার নিজেকে উৎসর্গ করবেন, তাও নয়; [২৬] অন্যথা, জগৎপত্তনের সময় থেকে তাঁকে বারবার যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। বরং তিনি একবার মাত্র, এখন, সকল যুগের এই সিদ্ধিকালেই আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে পাপ বিনাশ করার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। [২৭] আর যেমনটি নিরূপিত আছে যে, মানুষ একবার মাত্র মৃত্যুভোগ করবে আর তারপর বিচার হবে, [২৮] তেমনি বহুমানুষের পাপ বহন করার জন্য খ্রিষ্টও কেবল একবার, চিরকালের মত, নিজেকে উৎসর্গ করার পর, পাপের কথা বাদে আর একবার তাদের জন্য আবির্ভূত হবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।

খ্রিষ্টের আত্মবলিদান একমাত্র কার্যকারী বলিদান

১০ [১] কারণ বিধান কেবল আসন্ন মঙ্গলদানগুলির ছায়ারই অধিকারী, আর সেগুলোর প্রকৃত রূপ তার নেই বিধায় বছরের পর বছর ধরে যে যজ্ঞগুলো নিত্য উৎসর্গ করা হয়, বিধান সেগুলোর মধ্য দিয়ে উপাসকদের তাদের সিদ্ধতায় চালিত করতে সবসময়ের মতই অক্ষম। [২] যদি তার তেমন ক্ষমতা থাকত, তবে সেই সমস্ত যজ্ঞ কি শেষ হত না? কেননা উপাসকেরা একবার, চিরকালের মত, শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠলে পাপ সম্বন্ধে তাদের আর চেতনা থাকত না। [৩] কিন্তু সেই সমস্ত যজ্ঞে বছরের পর বছর নতুন করে পাপ স্মরণ করা হয়, [৪] কারণ ষাঁড় বা ছাগের রক্ত যে পাপ হরণ করবে, তা সম্ভব নয়। [৫] এজন্যই এই জগতে প্রবেশ করার সময়ে খ্রিষ্ট এই কথা বলেন:

যজ্ঞ ও নৈবেদ্য তুমি ইচ্ছা করনি,
বরং আমার জন্য একটি দেহ গড়ে তুলেছ;
[৬] *আহুতি ও পাপার্থে বলিদানে তুমি প্রসন্ন হওনি,*
[৭] *তাই আমি বলেছি: এই যে, আমি এসেছি,*
—শাস্ত্রগ্রন্থে আমার বিষয়ে লেখা আছে—
হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে (ক)।

[৮] তিনি প্রথমে বলেন, যজ্ঞ, *নৈবেদ্য, আহুতি ও পাপার্থে বলিদান তুমি ইচ্ছা করনি, এবং এগুলিতে প্রসন্নও হওনি*—এই সবকিছু এমন, যা বিধান অনুসারে উৎসর্গ করা হয় — [৯] পরে তিনি বলে চলেন, *এই যে, আমি এসেছি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে।* এভাবে তিনি প্রথম ব্যবস্থা বাতিল করছেন, যেন দ্বিতীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেন। [১০] আর ঠিক সেই 'ইচ্ছা' গুণেই, যিশুখ্রিষ্টের সেই একবার চিরকালের মত দেহ-নৈবেদ্য গুণেই আমাদের পবিত্র করে তোলা হল।

[১১] প্রতিটি যাজক দিনের পর দিন সেবাকর্ম সম্পাদন করার জন্য ও সেই একই যজ্ঞ বারবার উৎসর্গ করার জন্য এসে দাঁড়ায়, কারণ সেই সকল যজ্ঞ কখনও পাপ হরণ করতে সক্ষম নয়। [১২] কিন্তু খ্রিষ্ট পাপের জন্য কেবল একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক'রে *ঈশ্বরের ডান পাশে চিরকালের মতই আসন নিয়েছেন* (খ); [১৩] আর সেখানে অপেক্ষা

করছেন যতক্ষণ তাঁর শত্রুদের তাঁর পাদপীঠ করা না হয়। [১৪] কেননা যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন। [১৫] পবিত্র আত্মাও এবিষয়ে সাক্ষ্য দেন, কারণ প্রথমে তিনি বলেন,

[১৬] *এটি হবে সেই সন্ধি*
যা আমি সেই দিনগুলির পরে
ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব
—একথা বলছেন প্রভু:
আমি আমার বিধান তাদের হৃদয়ে রাখব,
তাদের মনের মধ্যেই তা লিখে রাখব।

[১৭] [পরে তিনি বলে চলেন]
এবং তাদের যত জঘন্য কর্ম আর কখনও মনে আনব না (গ)।

[১৮] যেখানে এইসব কিছুর ক্ষমা হয়, সেখানে পাপের জন্য নৈবেদ্য আর প্রয়োজন হয় না।

সক্রিয় খ্রিষ্টীয় জীবনধারণের জন্য আহ্বান

[১৯] অতএব, ভাই, আমরা যখন যিশুর রক্তগুণে পবিত্রধামে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার পেয়ে আছি, [২০] যখন তেমন নতুন ও জীবন্ত পথ পেয়েছি, যা তিনি নিজেই পরদার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ নিজের মাংসেরই মধ্য দিয়ে প্রবর্তন করেছেন, [২১] যখন ঈশ্বরের গৃহের উপরে নিযুক্ত মহান এক যাজক আমাদের আছেন, [২২] তখন এসো, আমরা অকপট হৃদয়ে ও বিশ্বাসের পূর্ণতায় এগিয়ে যাই—দোষী বিবেক থেকে মুক্ত করা হয়েছে এমন হৃদয় নিয়ে, শুদ্ধ জলে ধৌত হয়েছে এমন দেহ নিয়ে এগিয়ে যাই। [২৩] এসো, অটল হয়ে আমাদের প্রত্যাশার স্বীকারোক্তি আঁকড়ে ধরে রাখি, কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত; [২৪] এবং এসো, ভালবাসা ও সৎকর্ম সাধনে পরস্পরকে উদ্দীপিত করার জন্য সচেষ্ট থাকি: [২৫] আমাদের জনসমাবেশ থেকে যেন দূরে না থাকি—ঠিক যেভাবে কেউ কেউ তা করতে অভ্যস্ত—বরং একে অন্যকে চেতনা

দিই, আর তোমরা সেই দিনটি যত বেশি এগিয়ে আসতে দেখ, তত বেশি এই সকল বিষয়ে তৎপর হও।

[২৬] কেননা সত্যের পূর্ণ জ্ঞান পাবার পর যদি আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে পাপ করি, তবে সেই পাপের জন্য কোন যজ্ঞ আর থাকেই না, [২৭] শুধু থাকে বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা ও বিদ্রোহীদের গ্রাসোদ্যত আগুনের দহন। [২৮] যে কেউ মোশির বিধান অমান্য করলে যখন *দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর কথার প্রমাণে* বিনা করুণায় *তার প্রাণদণ্ড হয়* (ঘ), [২৯] তখন ভেবে দেখ, যে কেউ ঈশ্বরপুত্রকে পায়ে মাড়িয়ে দেয়, সন্ধির যে রক্ত দিয়ে তাকে পবিত্র করে তোলা হল, তা অপবিত্র বস্তু বলে গণ্য করে, এবং অনুগ্রহ-দানকারী আত্মাকে অবজ্ঞা করে, সেই মানুষ আরও কত কঠিন শাস্তির যোগ্যই না হবে! [৩০] কেননা যিনি বলেছেন, *প্রতিশোধ আমারই হাতে! আমিই প্রতিফল দেব!* আরও বলেছেন, *প্রভু নিজের জনগণের বিচার করবেন* (ঙ), তাঁকে আমরা জানি। [৩১] জীবনময় ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

[৩২] তোমরা বরং আগেকার সেই দিনগুলির কথা স্মরণ কর, যখন আলোপ্রাপ্ত হওয়ার পর তোমাদের যন্ত্রণাময় ও ভারী সংগ্রাম সহ্য করতে হয়েছিল— [৩৩] কখনও কখনও সকলের চোখের সামনে নিজেরাই নানা অত্যাচারে ও ক্লেশের হাতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে, কখনও কখনও তাদেরই পাশে দাঁড়িয়েছিলে, যারা এই ধরনের দুর্দশা ভোগ করছিল। [৩৪] কেননা তোমরা বন্দিদের দুঃখকষ্টের সহভাগী হয়েছিলে, এবং তোমাদের যত সম্পদ যে কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল, তা মনের আনন্দেই মেনে নিয়েছিলে, কারণ তোমরা জানতে, তোমরা শ্রেয়তর সম্পদের অধিকারী, আর সেই সম্পদ নিত্যস্থায়ী। [৩৫] তাই তোমাদের সেই সৎসাহস হারিয়ে ফেলো না, যেহেতু তা মহাপুরস্কার বহন করে। [৩৬] তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার। [৩৭] কারণ

আর কিছুক্ষণ মাত্র, অতি অল্পক্ষণ:
যিনি আসছেন, তিনি আসবেন, দেরি করবেন না।
[৩৮] *আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে;*
কিন্তু সে যদি পিছিয়ে যায়,

তাহলে আমার প্রাণ তার প্রতি প্রসন্ন হবে না (চ)।

[৩৯] আমরা কিন্তু নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই, বরং প্রাণ-রক্ষার জন্য বিশ্বাসেরই মানুষ।

আমাদের পিতৃপুরুষদের আদর্শ বিশ্বাস

১১ [১] বিশ্বাস হল প্রত্যাশিত বিষয়গুলো পাবার ভিত্তি, অদৃশ্য বিষয়গুলোর প্রমাণ-প্রাপ্তি। [২] তেমন বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই প্রাচীনেরা স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। [৩] বিশ্বাসে আমরা বুঝতে পারি যে, যুগগুলো ঈশ্বরের এক বচন দ্বারা রচিত হয়েছে, সুতরাং অদৃশ্য বস্তু থেকেই দৃশ্য বস্তু উদ্গত হয়েছে।

[৪] বিশ্বাসে আবেল ঈশ্বরের কাছে কাইনের বলির চেয়ে শ্রেয়তর বলি উৎসর্গ করলেন, এবং এই ভিত্তিতে তিনি ধার্মিক বলে স্বীকৃতি পেলেন; ঈশ্বর নিজেই তাঁর অর্ঘ্য গ্রহণীয় বলে সপ্রমাণ করলেন; আবার এই ভিত্তিতে তিনি মৃত হলেও এখনও কথা বলেন।

[৫] বিশ্বাসে এনোখকে [স্বর্গে] স্থানান্তর করা হল, যেন তাঁকে মৃত্যু না দেখতে হয়; *তাঁর কোন সন্ধান আর পাওয়া গেল না, কারণ ঈশ্বর তাঁকে [স্বর্গে] স্থানান্তর করলেন* (ক)। আসলে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে তাঁর পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হয়েছিলেন। [৬] কিন্তু বিনা বিশ্বাসে তাঁর প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বরের কাছে যে এগিয়ে যায়, তার বিশ্বাস করা দরকার যে, ঈশ্বর আছেন, এবং যারা তাঁর অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কার দান করেন।

[৭] বিশ্বাসে নোয়া, যা কিছু তখনও দেখা যাচ্ছিল না, এমন বিষয়ে ঐশআদেশ পেয়ে ভক্তি-সম্ভ্রমে নিজের ঘরের লোকজনকে ত্রাণ করার জন্য একটা জাহাজ তৈরি করেছিলেন, এবং তেমন বিশ্বাসের ভিত্তিতে জগৎকে দোষী বলে সাব্যস্ত করলেন ও সেই ধর্মময়তার অধিকারী হলেন যা বিশ্বাসজনিত।

[৮] বিশ্বাসে আব্রাহাম, যখন আহূত হলেন, তখন বাধ্যতা দেখিয়ে সেই দেশে যাত্রা করলেন, যে দেশকে উত্তরাধিকার রূপে তার পাবার কথা ছিল, এবং কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনে রওনা হলেন।

[৯] বিশ্বাসে তিনি সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবাসীর মত বাস করলেন; তাঁবুতেই বাস করছিলেন; প্রতিশ্রুতির বিষয়ে তাঁর সহউত্তরাধিকারী সেই ইসহাক ও যাকোবও তেমনি করছিলেন; [১০] কারণ সেই দৃঢ় ভিত্তি-নগরীর প্রতীক্ষায় ছিলেন, ঈশ্বর নিজেই যার স্থপতি ও নির্মাতা।

[১১] বিশ্বাসে সারাকেও, তাঁর অতিরিক্ত বয়স হলেও, বংশোৎপাদন করতে সক্ষম করা হল, কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছিলেন। [১২] এজন্যই একজনমাত্র মানুষ থেকে, এমনকি মৃতই যেন একজন মানুষ থেকে এমন বিপুল বংশধর জন্ম নিল, যারা *সংখ্যায় আকাশের তারকারাজির মত ও সমুদ্রতীরের অগণন বালুকণার মত* (খ)।

[১৩] তাঁরা সকলে বিশ্বাস নিয়ে মরলেন; তাঁরা নিজেরা তো প্রতিশ্রুতির কোন ফল পেলেন না, কিন্তু দূর থেকে তা দেখতে পেলেন, স্বাগতও জানালেন, আসলে তাঁরা স্বীকার করছিলেন, *পৃথিবীতে তাঁরা বিদেশী ও প্রবাসী* (গ)। [১৪] আর যাঁরা এধরনের কথা বলেন, তাঁরা স্পষ্টই দেখান যে, তাঁরা একটি মাতৃভূমির অন্বেষণ করছেন। [১৫] আর যে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা যদি সেই দেশেরই কথা বলতেন, তবে সেখানে ফিরে যাবার সুযোগও পেতেন। [১৬] কিন্তু তাঁরা এখন শ্রেয়তর একটা দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় সেই দেশের আকাঙ্ক্ষা করছেন। এজন্য ঈশ্বর তাঁদেরই ঈশ্বর বলে অভিহিত হতে লজ্জা বোধ করেন না; বস্তুত তিনি তাঁদের জন্য একটা নগর প্রস্তুত করেছেন।

[১৭] বিশ্বাসে আব্রাহাম *পরীক্ষিত হয়ে ইসহাককে উৎসর্গ করেছিলেন* (ঘ); এমনকি, যিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের সেই একমাত্র সন্তানকেই উৎসর্গ করেছিলেন, [১৮] যাঁর বিষয়ে তাঁকে বলা হয়েছিল, *ইসহাকেই তোমার বংশধরেরা তোমার নাম বহন করবে* (ঙ)। [১৯] তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম; আর এজন্যই তাঁকে দৃষ্টান্ত রূপে ফিরে পেলেন।

[২০] বিশ্বাসে ইসহাক তখনও ভাবী বিষয় সম্বন্ধে যাকোবকে ও এসৌকে আশীর্বাদ করলেন। [২১] বিশ্বাসে যাকোব মৃত্যুলগ্নে যোসেফের পুত্র দু'জনকে আশীর্বাদ করলেন, এবং *নিজের লাঠির মাথায় ভর করে প্রণিপাত করলেন* (চ)। [২২] বিশ্বাসে যোসেফ

জীবনের শেষ দিনগুলিতে ইস্রায়েল সন্তানদের চলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করলেন, এবং নিজের হাড়ের বিষয়ে নির্দেশ দিলেন।

[২৩] বিশ্বাসে মোশির পিতামাতা তাঁর জন্মের পর *তিন মাস ধরে তাঁকে গোপনে রাখলেন*, কেননা তাঁরা দেখলেন, *শিশুটি সুন্দর* (ছ); তাঁরা রাজাজ্ঞায় ভীত হলেন না। [২৪] বিশ্বাসে মোশি বড় হওয়ার পর ফারাওর কন্যার পুত্র বলে পরিচিত হতে অস্বীকার করলেন; [২৫] পাপে ক্ষণিক সুখ-ভোগের চেয়ে তিনি বরং ঈশ্বরের জনগণের সঙ্গে নিপীড়ন ভোগ করা শ্রেয় মনে করলেন; [২৬] মিশরের সমস্ত ধন-ঐশ্বর্যের চেয়ে তিনি খ্রিষ্টের দুর্নামকেই মহা ঐশ্বর্য বলে মনে করলেন, কারণ পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন। [২৭] বিশ্বাসে তিনি মিশর ছেড়ে চলে গেলেন: রাজার রোষে ভীত হলেন না। তিনি অটল থাকলেন; অদৃশ্যমান যিনি, ঠিক যেন তাঁকেই দেখতে পাচ্ছিলেন। [২৮] বিশ্বাসে তিনি সেই পাস্কা ও সেই রক্ত-সিঞ্চন প্রবর্তন করলেন, যেন প্রথমজাতদের সেই সংহারক তাদের শিশুদের না স্পর্শ করেন। [২৯] বিশ্বাসে তারা লোহিত সাগর শুষ্ক ভূমির মতই যেন পার হল; কিন্তু মিশরীয়েরা তেমন চেষ্টা করতে গিয়ে কবলিত হল।

[৩০] বিশ্বাসে যেরিখোর নগরপ্রাচীর—তারা সাত দিন তা প্রদক্ষিণ করলে পর—পড়ে গেল। [৩১] বিশ্বাসে বেশ্যা রাহাবকে অবাধ্যদের সঙ্গে প্রাণ হারাতে হল না; সহৃদয়তার খাতিরে সে তো গুপ্তচরদের নিজের ঘরে গ্রহণ করেছিল।

[৩২] এর চেয়ে বেশি আর কি বলব? আমি যে সেই গিদিয়োন, বারাক, শামশোন, যেপ্তা, দাউদ, শামুয়েল ও নবীদের কাহিনী বলে যাব, সেই সময় এখন আমার নেই। [৩৩] তাঁরা বিশ্বাসগুণে নানা রাজ্য জয় করলেন, ধর্মময়তা অনুশীলন করলেন, সমস্ত প্রতিশ্রুতির ফল পেলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ করলেন, [৩৪] আগুনের তেজ প্রশমিত করলেন, খড়্গের মুখ এড়ালেন, নিজেদের দুর্বলতা থেকে পরাক্রম বের করলেন, যুদ্ধে বলবান হলেন, বিদেশী সেনাবাহিনীকে তাড়িয়ে দিলেন। [৩৫] কোন কোন নারী তাঁদের মৃত প্রিয়জনকে পুনরুত্থান গুণে ফিরে পেলেন। অন্যেরা আবার শ্রেয়তর পুনরুত্থান পাবার জন্য কারামুক্তি অস্বীকার করে পীড়নযন্ত্রে নিজেদের সঁপে দিলেন। [৩৬] অন্য কেউ আবার বিদ্রূপ ও কশাঘাত, এমনকি শেকল ও কারাগার ভোগ করলেন: [৩৭] তাঁদের পাথর ছুড়ে মারা হল, করাত দিয়ে কেটে ফেলা হল, খড়্গের আঘাতে বধ

করা হল; তাঁরা মেষ বা ছাগের চামড়া পরে অভাবী নিপীড়িত অত্যাচারিত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন; [৩৮] এই জগৎ তাঁদের যোগ্য ছিল না, আর তাঁরা প্রান্তরে প্রান্তরে, পাহাড়ে পাহাড়ে, গুহায় গুহায় ও পৃথিবীর গহ্বরে গহ্বরে গৃহহীন অবস্থায় পরিভ্রমণ করতেন। [৩৯] অথচ তাঁরা সকলে তাঁদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে উত্তম সাক্ষ্য পাওয়া সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতির ফল পেলেন না, [৪০] যেহেতু ঈশ্বর আমাদের জন্য শ্রেয়তর এমন কিছু স্থির করে রেখেছিলেন, যেন তাঁরা আমাদের ছাড়া সিদ্ধতা না পান।

স্বয়ং খ্রিষ্টের আদর্শ

পরীক্ষায় নিষ্ঠতা

১২ [১] তেমন বহুসংখ্যক সাক্ষীর বেষ্টনে পরিবেষ্টিত হয়ে, এসো, আমরাও যা কিছু বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, সহজে বাধা সৃষ্টি করে সেই পাপও নামিয়ে দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সেই দৌড় দৌড়োই। [২] এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যিশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি, যিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক'রে ক্রুশ সহ্য করলেন ও ঈশ্বরের সিংহাসনের *ডান পাশে আসন নিয়েছেন* (ক)। [৩] ভাল করে বিবেচনা করে দেখ তাঁরই কথা, যিনি পাপীদের তত বড় বিরোধিতা সহ্য করলেন, যেন তোমরা নিরাশার ফলে ভেঙে না পড়।

[৪] পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে তোমরা এখনও রক্তদান পর্যন্ত প্রতিরোধ করনি, [৫] সেই চেতনা-বাণীও ভুলে গেছ, যা সন্তান বলে উদ্দেশ ক'রে তোমাদের বলা হয়েছিল: *সন্তান আমার, প্রভুর শাসন তুচ্ছ করো না, তিনি তোমাকে ভর্ৎসনা করলে তুমি নিরাশ হয়ো না;* [৬] *কারণ প্রভু যাকে ভালবাসেন, তাকে শাসন করেন, সন্তান বলে যাকে গ্রহণ করেন, তাকে শাস্তি দেন* (খ)। [৭] তোমাদের শাসনের উদ্দেশ্যেই তোমরা কষ্ট পাচ্ছ! ঈশ্বর নিজের সন্তান বলেই তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করছেন; এমন কোন্ সন্তান আছে, পিতা যাকে শাসন করেন না? [৮] কিন্তু যে শাসন সকলে পাচ্ছে, তোমরা যদি তা না পাও, তবে তোমরা জারজ, সন্তান নও। [৯] তাছাড়া দেহগত দিক থেকে যাঁরা আমাদের পিতা, আমরা তাঁদের শাসনে ছিলাম, অথচ তাঁদের সম্মান করতাম; তবে যিনি আত্মাদের পিতা, আমরা কি আরও বেশি করে তাঁর অনুগত হব না,

যেন জীবন পেতে পারি? [১০] ওঁরা তো অল্পদিনের জন্য আমাদের শাসন করতেন—ওঁদের যেভাবে ভাল মনে হত সেভাবে; কিন্তু ইনি মঙ্গলেরই জন্য, আমাদের তাঁর নিজের পবিত্রতার অংশী করার জন্যই তা করছেন। [১১] অবশ্য, কোন শাসন শাসনের সময়ে আনন্দের বিষয় নয়, দুঃখেরই বিষয় মনে হয়; তবু যারা তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা পেয়েছে, পরে সেই শাসন তাদের এনে দেয় শান্তি ও ধর্মময়তার ফল। [১২] তাই *তোমরা শ্রান্ত যত হাত ও অবশ যত হাঁটু সবল কর* (গ), [১৩] এবং *তোমাদের পায় চলার পথ সরল কর* (ঘ), যেন ক্ষতগ্রস্ত অঙ্গ গ্রন্থিচ্যুত না হয়ে বরং সেরেই ওঠে।

খ্রিষ্টীয় আহ্বানের প্রতি বিশ্বস্ততা

[১৪] সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে চেষ্টা কর; পবিত্রতারও অন্বেষণ কর, কেননা তা ছাড়া কেউই প্রভুকে দেখতে পাবে না; [১৫] সতর্ক হয়ে দেখ, কেউই যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না হয়, *তিক্ততার কোন শিকড় গজিয়ে উঠে তা যেন অমিলের কারণ না হয়* (ঙ), যার ফলে অনেকে দূষিত হয়ে পড়ে; [১৬] সাবধান, যেন দুশ্চরিত্র বা ধর্মহীন কেউ না থাকে, ঠিক সেই এসৌয়ের মত, যে এক থালা খাবারের জন্য *জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করেছিল* (চ)। [১৭] তোমরা তো জান, এর পরে যখন সে আশীর্বাদের অধিকারী হতে চাইল, তখন তাকে অগ্রাহ্য করা হল, আর চোখের জলে মিনতি করলেও সে সেই সিদ্ধান্ত ফেরাবার কোন উপায় পেল না।

[১৮] আসলে তোমরা এমন কিছুর কাছে এগিয়ে আসনি, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য: সেই *জ্বলন্ত আগুনের* কাছেও নয়, সেই *অন্ধকার*, সেই ঘন *তমসা* বা সেই *ঘূর্ণিঝড়ের* কাছেও নয়, [১৯] সেই *তুরিধ্বনি* ও সেই *কণ্ঠের শব্দের* কাছেও নয়, যা শুনে সেই লোকেরা সকলে অনুরোধ করল, যেন তাদের কাছে আর কোন কথা শোনানো না হয়, [২০] কারণ এই দেওয়া আদেশ তারা সহ্য করতে পারছিল না, যা অনুসারে কোন পশু যদি পর্বত স্পর্শ করে, তাকেও পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হবে! [২১] আর সেই দৃশ্য সত্যিই এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, মোশি বললেন, *আমার ভয় করছে!* (ছ) আমি কাঁপছি। [২২] কিন্তু তোমরা এগিয়ে গিয়ে যার সম্মুখীন হয়েছ, তা হল সেই সিয়োন পর্বত, জীবনময় ঈশ্বরের সেই নগরী, সেই স্বর্গীয় যেরুশালেম, লক্ষ লক্ষ দূতবাহিনীর সেই উৎসব-সমাবেশ, [২৩] স্বর্গীয় তালিকাভুক্ত সেই প্রথমজাতদের মণ্ডলী, সকলের

বিচারকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর, সিদ্ধতায় উন্নীত ধার্মিকদের আত্মা, [২৪] নবীন এক সন্ধির সেই মধ্যস্থ স্বয়ং যিশু এবং সিঞ্চনের সেই রক্ত, যা আবেলের রক্তের চেয়ে মহত্তর বাণী ঘোষণা করে থাকে।

[২৫] সুতরাং দেখ, তিনি কথা বললে তোমরা যেন শুনতে অস্বীকার না কর, কারণ যিনি পৃথিবীতে আদেশবাণী জারি করছিলেন, তাঁর কথা শুনতে অস্বীকার করার ফলে যখন ওই লোকেরা রেহাই পেল না, তখন যিনি স্বর্গ থেকে কথা বলছেন, তাঁর প্রতি পিঠ ফেরালে আমরা যে রেহাই পাব না, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত। [২৬] সেসময় তাঁর কণ্ঠস্বর পৃথিবীকে কম্পান্বিত করেছিল, কিন্তু এখন তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, *আমি আর একবার শুধু পৃথিবীকে নয়, আকাশমণ্ডলকেও কম্পান্বিত করব* (জ)। [২৭] এখানে 'আর একবার' বলতে এই কথা বোঝায় যে, যা কিছু কম্পমান, তা নির্মিত বিধায় একসময় সরিয়ে ফেলা হবে, যা কিছু কম্পমান নয়, তা-ই যেন স্থায়ী থাকে। [২৮] সুতরাং, যেহেতু আমরা উত্তরাধিকার রূপে এমন রাজ্য পাচ্ছি যা কম্পমান নয়, সেজন্য এসো, কৃতজ্ঞতা দেখাই ও তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে এমন উপাসনা-কর্ম অর্পণ করি, যা তাঁর গ্রহণীয়; [২৯] কেননা আমাদের ঈশ্বর *সর্বগ্রাসী আগুনস্বরূপ* (ঝ)।

শেষ বাণী

১৩ [১] ভ্রাতৃপ্রেম সাধনা করে চল। [২] অতিথিসেবা ভুলে যেয়ো না; কেননা তা পালন ক'রে কেউ কেউ না জেনে স্বর্গদূতদেরও প্রতি আতিথেয়তা করেছেন। [৩] কারারুদ্ধদের কথা মনে রেখ, তোমরাও ঠিক যেন তাদের সঙ্গে কারারুদ্ধ; নিপীড়িতদের কথাও মনে রেখ, যেহেতু তোমরা নিজেরাও মরদেহে আছ। [৪] সকলে যেন বিবাহবন্ধন সম্মান করে, বিবাহ-শয্যা যেন কোন কলঙ্কে কলুষিত না হয়; কেননা ঈশ্বর নিজেই দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারীদের বিচার করবেন। [৫] তোমাদের আচার-আচরণে যেন কৃপণতা দেখা না দেয়; তোমাদের যা কিছু আছে, তা নিয়ে তুষ্ট থাক, কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, *আমি তোমাকে কখনও একা ফেলে রাখব না, তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করব না* (ক)। [৬] তাই আমরা ভরসার সঙ্গে বলতে পারি: *প্রভু আমার সহায়, আমি ভয় করব না, মানুষ আমাকে কীবা করতে পারে?* (খ)

[৭] যারা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন, তোমাদের সেই ধর্মনেতাদের কথা মনে রেখ। তাঁদের জীবনের পরিণাম চিন্তা ক'রে তাঁদের বিশ্বাস অনুকরণ কর। [৮] যিশুখ্রিষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল। [৯] নানা ধরনের বিচিত্র মতবাদের আকর্ষণে পথভ্রান্ত হয়ো না, কেননা শক্তি যোগাবার জন্য খাদ্যের চেয়ে অনুগ্রহের উপরেই অবলম্বন করা হৃদয়ের পক্ষে ভাল; বস্তুত খাদ্য সংক্রান্ত বিধিনিয়ম যারা পালন করেছে, তাদের কোন উপকার হলই না। [১০] আমাদের এক যজ্ঞবেদি আছে, আর যারা তাঁবুর সেবক, আমাদের যজ্ঞপ্রসাদ খাবার অধিকার তাদের নেই; [১১] কারণ মহাযাজক যে সব প্রাণীর রক্ত প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্রধামের ভিতরে নিয়ে যান, সেইসব প্রাণীর দেহ শিবিরের বাইরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। [১২] এজন্য, নিজের রক্ত দ্বারা জনগণকে পবিত্রিত করার জন্য যিশুও নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন। [১৩] সুতরাং এসো, আমরা তাঁর সেই দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরেই তাঁর কাছে যাই। [১৪] কেননা এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা। [১৫] অতএব এসো, আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে *ঈশ্বরের কাছে* নিত্যই *উৎসর্গ করি স্তুতি-যজ্ঞ*, অর্থাৎ *সেই ওষ্ঠেরই ফল* (গ), যে ওষ্ঠ স্বীকার করে তাঁর নাম।

[১৬] দয়াকর্ম ভুলে যেয়ো না, পরকে তোমাদের সম্পদের সহভাগী করতেও ভুলে যেয়ো না, কারণ তেমন যজ্ঞেই ঈশ্বর প্রীত। [১৭] তোমরা তোমাদের ধর্মনেতাদের প্রতি বাধ্য থাক, তাঁদের অনুগত থাক, কারণ হিসাব দিতে হবে বিধায়ই তাঁরা তোমাদের প্রাণের রক্ষার জন্য সজাগ থাকেন; সুতরাং বাধ্য থাক, যেন তাঁরা মনের আনন্দেই এই কাজ করতে পারেন, দুঃখের সঙ্গে নয়; নইলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে।

[১৮] আমাদের জন্য প্রার্থনা কর; আমরা এতে নিশ্চিত আছি যে, আমাদের বিবেক নির্মল, কারণ সব দিক দিয়ে সদাচরণ করতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ। [১৯] বিশেষভাবে এবিষয়েই প্রার্থনা করতে তোমাদের অনুরোধ করেছি, যেন আমাকে আরও শীঘ্রই তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

[২০] শান্তিবিধাতা ঈশ্বর, যিনি চিরন্তন সন্ধির রক্তগুণে মেষগুলির সেই মহান পালককে, আমাদের প্রভু যিশুকে, মৃতদের মধ্য থেকে ফিরিয়ে আনলেন, [২১] তিনি

মঙ্গলকর সবকিছুতে তাঁর ইচ্ছা পালন করতে তোমাদের দীক্ষিত করে তুলুন; তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

বিদায় ও আশীর্বাদ

[২২] ভাই, তোমাদের অনুরোধ করছি, এই চেতনা-বাণী স্বচ্ছন্দে গ্রহণ কর; এজন্যই আমি তোমাদের সংক্ষেপে কিছু লিখলাম। [২৩] জেনে নাও, আমাদের ভাই তিমথি কারামুক্তি পেয়েছেন; তিনি শীঘ্র এলে তবে আমি যখন তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, তখন তিনিও সাথে থাকবেন।

[২৪] তোমাদের সকল ধর্মনেতাকে ও সকল পবিত্রজনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। ইতালির সকলে তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

[২৫] অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক। আমেন।

---

১ [১] ‘নবীদের মধ্যে’: বাইবেলের ভাষায় এই উক্তি অসাধারণ; সাধারণত ‘নবীদের মধ্য দিয়ে’ই বলা হয়।

[২] ‘শেষযুগের এই দিনগুলি’: খ্রিষ্টের আগমনে বিশ্বের প্রত্যাশিত সেই চরমকাল প্রতিষ্ঠিত যে-কালে ঈশ্বর মানবজাতির পরিত্রাণ সাধন করবেন (এজে ৩৮:১৬; দা ২:২৮; ১০:৪; মিখা ৪:১; প্রেরিত ২:১৭; ১ করি ১০:১১; ১ পি ১:২০)। • ‘সেই পুত্রে’: পদমর্যাদাই লক্ষণীয়: আগেকার সেই নবীগণ ছিলেন মানুষ মাত্র, কিন্তু যিশু হলেন স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র; সুতরাং তাঁর বাণী অধিক বিশ্বাসযোগ্য। • ‘উত্তরাধিকারী’: ঈশ্বর সেই খ্রিষ্টেই নিজ নানা প্রতিশ্রুতি সিদ্ধ করেছেন যিনি ‘পুত্র’ ছাড়া কুলপতিদের ও দাউদের শ্রেষ্ঠ বংশধর ও যাঁরই কাছে বিশ্বরাজ্য প্রতিশ্রুত হয়েছিল (আদি ১৫:৩-৪; সাম ২:৮; সিরা ৪৪:২১; রো ৪:১৩; দা ২:৪৪; ৭:১৪)।

[৪] ‘মহান সেই নাম’: ইহুদী ঐতিহ্যে ব্যক্তির নাম তার মর্যাদা ও সমাজে তার ভূমিকা নির্ধারণ করে; তাই যিশুর সাধিত মুক্তিকর্মের ভিত্তিতে তাঁর অর্জিত মর্যাদা ব্যক্ত করার জন্য পত্রটি স্বর্গদূতদের সঙ্গেই তাঁর তুলনা করে, কেননা সেকালের ধারণায় মানবপরিত্রাণ ক্ষেত্রে স্বর্গদূতেরাই প্রধান ভূমিকার অধিকারী। তুলনাটা পরবর্তী পদগুলোতে বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপিত।

[৫] সামসঙ্গীত দু’টোর মধ্য দিয়ে (সাম ২:৭; ২ শামু ৭:১৪) পত্রটি যিশুকে ঈশ্বরপুত্র ও মশীহরাজ বলে ঘোষণা করে (রো ১:৩-৪; প্রেরিত ১৩:৩৩)।

[৬] এই পদ (দ্বিঃবিঃ ৩২:৪৩) খ্রিষ্ট-রহস্য সংক্রান্ত কোন্ দিক তুলে ধরে? এবিষয়ে তিনটে উত্তর দেওয়া যায়: পদটি খ্রিষ্টের মাংসধারণ, অথবা তাঁর পুনরাগমন, বা পাস্কা-ক্ষণে স্বর্গীয় নগরীতে তাঁর গৌরবারোপণের কথা তুলে ধরে (এফে ১:২০-২১; ফিলি ২:৯-১০)। সম্ভবত তৃতীয় অর্থই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত, কেননা পূর্ববর্তী পদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতর সংযোজন রয়েছে (রাজপদে পুত্রকে উন্নয়ন), এবং 'বিশ্বজগৎ' বলতে এখানে স্বর্গীয় নগরী বোঝায় (গ্রীক অনুবাদে ইশা ৬২:৪; সাম ৯৬:৯-১১)। তাছাড়া পত্রও ২ অধ্যায় ৫ পদে এই অর্থ সমর্থন করে।

[৭ক] সাম ১০৪:৪।

[৮খ] সাম ৪৫:৭; সাম ৪৫:৭-৮।

[১২গ] সাম ১০২:২৬-২৮।

[১৩ঘ] সাম ১১০:১।

[১৪] ৭ পদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে পত্রটি দেখায় খ্রিষ্ট ও স্বর্গদূতদের মধ্যকার ব্যবধান একেবারে অচিন্তনীয়, কেননা খ্রিষ্ট গৌরবাসনে অধিষ্ঠিত, কিন্তু স্বর্গদূতেরা সেবা করতেই প্রেরিত। লক্ষণীয়, প্রাক্তন সন্ধিতে ইস্রায়েলীয়েরা ছিল মর্ত-বস্তুর উত্তরাধিকারী, নবসন্ধিতে খ্রিষ্টবিশ্বাসী আত্মিক বস্তু অর্থাৎ পরিত্রাণেরই উত্তরাধিকারী।

২ [৮ক] সাম ৮:৫-৬, ৭খ।

[৯খ] ফিলি ২:৮-৯।

[১০] 'সিদ্ধতায় চালিত করবেন': এই সিদ্ধতা নৈতিক উন্নয়ন নয়, বরং যিশুর এমন আমূল রূপান্তর যা তাঁকে ঈশ্বর পর্যন্তই উন্নীত করে; এই সিদ্ধতা-রূপান্তর ঐশ্বরিক এক কাজ যা খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুতে সাধিত হয়েছিল (২:১০; ৫:৮-৯): যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ করেই খ্রিষ্ট সিদ্ধতায় চালিত হলেন অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর দ্বারা মহাযাজকেই রূপান্তরিত হলেন।

[১২গ] সাম ২২:২৩।

[১৩ঘ] ২ শামু ২২:৩; ইশা ৮:১৮।

[১৬ঙ] ইশা ৪১:৮-৯।

[১৭] 'প্রায়শ্চিত্ত': গৌরবান্বিত খ্রিষ্ট মানুষকে পাপমুক্ত করার ক্ষমতার অধিকারী (৭:২৫; ৯:১৪; ১ যোহন ২:১-২)।

৩ [১] 'মহাযাজক': মহাযাজক হলেন ঈশ্বরের কাছে মানুষের মধ্যস্থ ও মানুষের কাছে ঈশ্বরের মধ্যস্থ। সুতরাং 'আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির মহাযাজক' উক্তির অর্থ এ: খ্রিষ্টের মধ্য দিয়েই আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতি কার্যকর হয়, অর্থাৎ তাঁরই মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বাস গুণে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হই (১২:২; ১৩:১৫; ১ পি ১:২১)।

[২ক] গণনা ১২:৭।

[১১খ] সাম ৯৫:৭-১১।

৪ [৪ক] আদি ২:২।

[১৫] এই পৃথিবীতে যিশু যে পরীক্ষিত হলেন, তাতে মানুষের সঙ্গে তাঁর একতা প্রমাণিত; কিন্তু সেই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা তিনি ঈশ্বর থেকে নিজেকে দূরে চালিত হতে দেননি, বরং পাপে সায় না দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঈশ্বর পর্যন্ত উন্নীত হলেন (৭:২৬; ৯:১৪; যোহন ৮:৪৬; ২ করি ৫:২১; ১ যোহন ৩:৫)। তাতে মানুষের কাছে থেকে আবার ঈশ্বরের কাছে উন্নীত হয়ে গৌরবান্বিত খ্রিষ্ট সত্যকার মহাযাজক।

৫ [৫ক] সাম ২:৭।

[৬খ] সাম ১১০:৪।

[৭-১০] এই অনুচ্ছেদে খ্রিষ্ট-তত্ত্ব সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যক্ত: খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ এমন মিনতিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ বলে উপস্থাপিত যাতে পিতার প্রতি তাঁর ভক্তি-সম্ভ্রম প্রকাশিত (মথি ২৬:৩৯), তাঁর মিনতিতে সাড়া দিতে পিতা সম্মত হলেন কিন্তু সেইসঙ্গে খ্রিষ্টও যন্ত্রণাভোগ করতে ও বাধ্যতা দেখাতে সম্মতি জানালেন; পিতার সম্মতি এতে প্রকাশ পায় যে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের সিদ্ধতা-রূপান্তর ঘটল: তিনি পরিত্রাতা ও মহাযাজক পদে উন্নীত হলেন। সুতরাং বাধ্যতাপূর্ণ মনোভাবে যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ করাই হল সেই অপরিহার্য শর্ত যা মেনে নিয়ে যিশু মহাযাজকত্ব অর্জন করলেন।

৬ [৪] ‘আলোপ্রাপ্ত’ বলতে সম্ভবত বাপ্তিস্ম-প্রাপ্ত বোঝায় (এফে ১:১৮; ৩:৯; ৫:১৩-১৪), ও ‘স্বর্গীয় দানের স্বাদ পেয়েছে’ উক্তিটা তাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যারা প্রভুর ভোজে অংশ নেয়।

[১০] ‘পবিত্রজন’ বলতে সকল বিশ্বাসীদের বোঝায়, বিশেষভাবে যেরুশালেমেরই বিশ্বাসীমণ্ডলী (রো ১২:১৩)।

[১৩ক] আদি ২২:১৬।

[১৯খ] লেবীয় ১৬:২।

[২০গ] সাম ১১০:৪।

৭ [১] সমস্ত অধ্যায় আদি ১৪:১৭-২০ এর ব্যাখ্যা।

[১০ক] আদি ১৪:৭।

[১১] সাম ১১০:৪; ’সিদ্ধিকরণ’: লেবীয় যাজকত্ব সিদ্ধ যাজকত্ব নামের যোগ্য নয়; যোগ্য হলে তবে শাস্ত্র শ্রেয়তর এক যাজকত্বের কথা উত্থাপন করত না; খ্রিষ্টের যাজকত্বই সেই শ্রেয়তর ও সিদ্ধ যাজকত্ব যা লেবীয় যাজকত্বের স্থান দখল করে।

[১৭খ] সাম ১১০:৪।

[২১গ] সাম ১১০:৪।

[২২] স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীত হওয়ায় যিশুই ঈশ্বরের ও মানুষের মধ্যকার এমন সন্ধির নিশ্চয়তা স্বরূপ যে সন্ধি চূড়ান্ত।

[২৫] মর্তে থাকাকালে খ্রিষ্ট বিনীত মিনতি অর্পণ করেছিলেন (৫:৭), কিন্তু এখন তিনি চিরকালের মত ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন, তাই আমাদের হয়ে প্রার্থনা করার জন্য তাঁর চেয়ে ঈশ্বরের বেশি কাছাকাছি এমন কেউ নেই।

৮ [১ক] সাম ১১০:১।

[৫খ] যাত্রা ২৫:৪০।

[১২গ] যেরে ৩১:৩১-৩৪।

৯ [১-২] ‘পবিত্রধাম, তাঁবু’: পবিত্রধামে পৌঁছবার জন্য তাঁবুর মধ্য দিয়েই ছাড়া যাওয়া যেত না; এর অর্থ ১১-১২ পদে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

[১১-১২] খ্রিষ্টের দেহই সেই তাঁবু যার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্ট একবার চিরকালের মত পবিত্রধামে প্রবেশ করেছেন: তিনি নিজ মানবদেহে, তাঁর নিজের রক্তের মধ্য দিয়েই এমন যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন যা আগেকার যত যাজকেরা সম্পন্ন করতে পারেনি। বাস্তবিকই আগেকার যাজকেরা নিজেদের নয়, পশুকেই বলি হিসাবে উৎসর্গ করত, কিন্তু খ্রিষ্ট নিজেকেই নিষ্কলঙ্ক ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে উৎসর্গ করলেন, আর তা-ই করে যাজক হয়ে উঠলেন। এজন্য মণ্ডলী যুগ যুগ ধরে তাঁর আত্মোৎসর্গকে প্রকৃত যজ্ঞ বলে ঘোষণা করে আসছে, কেননা তেমন যজ্ঞে খ্রিষ্ট নিজেই যাজক ও একাধারে বলি।

[২০ক] যাত্রা ২৪:৮।

১০ [৭ক] সাম ৪০:৭-৯।

[১২খ] সাম ১১০:১।

[১৭গ] যেরে ৩১:৩৩-৩৪।

[২৮ঘ] গণনা ১৫:৩০।

[৩০ঙ] দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৫-৩৬।

[৩৮চ] ইশা ২৬:২০; হাবা ২:৩-৪।

১১ [৫ক] আদি ৫:২৪।

[১২খ] আদি ১৫:৫।

[১৩গ] আদি ২৩:৪।

[১৭ঘ] আদি ২২:১-১৪।

[১৮ঙ] আদি ২১:১২।

[২১চ] আদি ৪৮:১৫; ৪৭:৩১।

[২৩ছ] যাত্রা ২:২, ২২।

১২ [২ক] সাম ১১০:১।

[৬খ] প্রবচন ৩:১১-১২।

[১২গ] ইশা ৫৩:৩।

[১৩ঘ] প্রবচন ৪:২৬।

[১৫ঙ] দ্বিঃবিঃ ২৯:১৭।

[১৬চ] আদি ২৫:৩৩।

[১৮-১৯] যাত্রা ১৯–২০ অধ্যায়; দ্বিঃবিঃ ৯:১৯; হগয় ২:৬; দ্বিঃবিঃ ৪:২৪।

[২১ছ] যাত্রা ১৯:১২… ।

[২৬জ] হগয় ২:৬।

[২৯ঝ] দ্বিঃবিঃ ৪:২৪।

১৩ [৫ক] দ্বিঃবিঃ ৩১:৬।

[৬খ] সাম ১১৮:৬।

[১০] এখানে বেদি বলতে, হয় সেই ক্রুশ বোঝায় যেটার উপর খ্রিষ্ট বলীকৃত হলেন, না হয় স্বয়ং খ্রিষ্টকে বোঝায় যাঁর মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের কাছে স্তুতি-যজ্ঞ (প্রার্থনা) নিবেদন করার অধিকার রাখে।

[১৫গ] সাম ৫০:১৪.ও হো ১৪:৩ এর সমন্বয়।

যাকোবের পত্র

যাকোবের পত্র একথার উপর জোর দেয় যে, খ্রিষ্টবিশ্বাস সৎকর্মেই প্রকাশ পাবার কথা, না হলে তা বিশ্বাস নামের যোগ্য নয়। পত্রটি সদাচরণ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েও উপযোগী পরামর্শ দেয়।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫

১ [১] ঈশ্বরের ও প্রভু যিশুখ্রিষ্টের দাস আমি, যাকোব, বিদেশে ছড়িয়ে পড়া বারোটি গোষ্ঠীর কাছে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সমস্ত পরীক্ষা প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধিলাভের সুযোগ

[২] হে আমার ভাই, তোমরা যখন নানা ধরনের পরীক্ষায় পরীক্ষিত হও, তখন তা
পরম আনন্দের বিষয় মনে কর, [৩] একথা জেনে যে, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা হল
নিষ্ঠার উৎস। [৪] তবে নিষ্ঠা নিজের কাজে সিদ্ধি লাভ করুক, যেন তোমরা এমন সিদ্ধ
ও পূর্ণ-পরিণত মানুষ হয়ে উঠতে পার, যাদের কোন কিছুর অভাব থাকে না।

বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা

[৫] তোমাদের কারও যদি প্রজ্ঞার অভাব থাকে, তবে সে সেই ঈশ্বরের কাছে যাচনা
করুক, যিনি সকলকে উদারভাবে ও তিরস্কার না করেই দান করেন; আর তাকে তা
দেওয়া হবে। [৬] কিন্তু যাচনাটা বিশ্বাসেরই সঙ্গে করা চাই, সন্দেহের লেশমাত্রও যেন
না থাকে; কেননা যে সন্দেহ করে, সে সমুদ্রের সেই ঢেউয়ের মত যা বাতাসে তাড়িত ও
আলোড়িত। [৭] তেমন মানুষ যেন প্রভুর কাছ থেকে কিছু পাবার প্রত্যাশা না করে;
[৮] সে তো দোমনা, তার সমস্ত আচরণে সে অস্থির।

ধনীর শেষ পরিণাম

[৯] যে ভাই নিম্নাবস্থার মানুষ, তাকে যে উন্নীত করা হয়েছে, সে তাতে গর্ববোধ করুক; [১০] আর যে ধনী, তাকে যে অবনত করা হয়েছে, সে তাতে গর্ববোধ করুক; কেননা সে *ঘাসফুলেরই* মত মিলিয়ে যাবে। [১১] তেজময় হয়ে সূর্য ওঠে ও *ঘাস* শুষ্ক হয়, তাতে *তার ফুল ঝরে পড়ে* (ক) আর তার রূপের সৌন্দর্য বিলীন হয়; তেমনি ধনীও তার সমস্ত কাজকর্মে ম্লান হয়ে পড়বে।

পরীক্ষা ও প্রলোভন

[১২] *সুখী সেই মানুষ,* পরীক্ষার দিনে *যে নিষ্ঠাবান থাকে* (খ); কারণ নিজের যোগ্যতা দেখানোর পর সে সেই জীবনমুকুট পাবে যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা তাঁকে ভালবাসে। [১৩] পরীক্ষার সময়ে কেউ যেন না বলে, 'ঈশ্বর আমাকে লোভ দেখাচ্ছেন'; কেননা মন্দ বিষয়ে ঈশ্বর লোভের অধীন হতে পারেন না, আর তিনি তেমন পরীক্ষায় কাউকে পরীক্ষা করেন না; [১৪] বরং প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ কামনা-বাসনায় আকর্ষিত ও প্রবঞ্চিত হওয়ার ফলেই পরীক্ষিত হয়; [১৫] এরপর কামনা-বাসনা গর্ভস্থ হয়ে পাপ প্রসব করে, এবং পাপ, একবার সাধিত হলে, মৃত্যুকে জন্মায়।

[১৬] হে আমার প্রিয় ভাই, তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ো না। [১৭] উত্তম যত উপহার এবং নিখুঁত যত দান ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে, জ্যোতির্মণ্ডলের সেই পিতা থেকেই নেমে আসে, যাঁর মধ্যে কোন রূপান্তর নেই, পরিবর্তনের ছায়াও নেই। [১৮] নিজের ইচ্ছায় তিনি বাণী দ্বারা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর সমস্ত সৃষ্টবস্তুর এক প্রকার প্রথমফসল হতে পারি।

ঈশ্বরের বাণীর প্রকৃত শ্রোতা

[১৯] হে আমার প্রিয় ভাই, তোমরা তো একথা জান: *শুনতে সবাই তৎপর থাকুক,* কথা বলতে কিন্তু সবাই *যেন ধীর হয়* (গ), ক্রোধে ধীর হয়, [২০] কেননা মানুষের ক্রোধের ফলে ঈশ্বরের ধর্মময়তা অনুযায়ী কোন কাজ হতে পারে না।

[২১] তাই তোমাদের মধ্যে যা কিছু অশুচিতা ও শঠতা এখনও থাকতে পারে, তা বর্জন করে তোমাদের অন্তরে সেই রোপিত বাণীকে সাদরে গ্রহণ কর, যা তোমাদের

প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে সক্ষম। [২২] তোমরা বাণীর সাধক হও, নিজেদের প্রবঞ্চনা করে শ্রোতামাত্র হয়ো না। [২৩] কেননা যে কেউ বাণীর শ্রোতামাত্র, ও তার সাধক নয়, সে এমন একজনের মত, যে আয়নায় নিজের মুখ লক্ষ করে: [২৪] নিজেকে লক্ষ করামাত্র সে চলে যায় আর সে কীরূপ লোক, তা তখনই ভুলে যায়। [২৫] কিন্তু যে কেউ মুক্তির সেই সিদ্ধ বিধানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সেইখানে অবিচল থাকে—ভুলে যাওয়ার শ্রোতা না হয়ে বরং তার সাধক হয়ে,—সে যা কিছু করে তাতে সুখী হবে।

[২৬] কেউ যদি নিজেকে ধার্মিক বলে মনে করে, অথচ নিজের জিহ্বা লাগাম দিয়ে সামলাতে না পারে, তাহলে সে নিজের হৃদয়কে ভোলায়, তার ধর্মাচরণ অসার। [২৭] আমাদের পিতা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক ধর্মাচরণ এ: এতিম ও বিধবাদের দুঃখকষ্টের দিনে তাদের সহায়তা করা এবং সংসারের কলুষ থেকে নিজেকে অকলুষিত রক্ষা করা।

ধনীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব বিধান-লঙ্ঘন

২ [১] হে আমার ভাই, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের, সেই গৌরবের প্রভুরই বিশ্বাসে পক্ষপাতিত্ব স্থান পেতে দিয়ো না।

[২] ধর, একজন লোক হাতে সোনার আঙটি ও গায়ে শুভ্র পোশাক প'রে তোমাদের সমাজগৃহে প্রবেশ করে, আবার জীর্ণ পোশাক পরা একটি গরিবও প্রবেশ করে। [৩] তোমরা যদি শুভ্র পোশাক পরা লোকটির মুখ চেয়ে তাকে বল, 'আপনি এখানে উত্তম জায়গায় আসন নিন', কিন্তু গরিব লোকটিকে যদি বল, 'তুমি ওখানে দাঁড়াও' কিংবা 'আমার পাদপীঠের গায়ে বস', [৪] তাহলে নিজেদের মধ্যে তেমন বাছবিচার করায় তোমরা কি অন্যায়-বিচারের বিচারক নও?

[৫] হে আমার প্রিয় ভাই, শোন, জগতে যারা গরিব, ঈশ্বর কি তাদের বেছে নেননি, যেন তারা বিশ্বাসে ধনবান হয় ও সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়, যা তিনি তাদেরই দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাঁকে ভালবাসে? [৬] অথচ তোমরা সেই গরিবকে অসম্মান করেছ! আসলে কে তোমাদের অত্যাচার করে, সেই ধনীরা নয় কি?

তারাই কি তোমাদের জোর প্রয়োগে আদালতে টেনে নিয়ে যায় না? [৭] যে শুভ নাম তোমাদের উপরে আহ্বান করা হয়েছিল, তারাই কি সেই নামের নিন্দা করে না? [৮] নিশ্চয়, *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসবে* (ক), শাস্ত্রের এই রাজকীয় বিধান যদি পালন কর, তবে ভালই করছ। [৯] কিন্তু যদি পক্ষপাতিত্ব দেখাও, তাহলে পাপ করছ, এবং বিধান তোমাদের অপরাধী বলে প্রতিপন্ন করছে। [১০] কারণ যে কেউ সমস্ত বিধান পালন করে, কিন্তু কেবল একটা বিষয়েও হোঁচট খায়, সে সমস্তই বিধান লঙ্ঘন করার দায়ে দায়ী হয়। [১১] কেননা যিনি বলেছেন, *তুমি ব্যভিচার করবে না*, তিনি এও বলেছেন, *তুমি নরহত্যা করবে না* (খ)।

ব্যভিচার না করেও তুমি কিন্তু যদি নরহত্যা কর, তাহলে বিধান-লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী। [১২] স্বাধীনতার বিধান দ্বারা যখন তোমাদের বিচার হওয়ার কথা, তোমরা তখন সেইমত কথা বল ও কাজ কর। [১৩] কারণ যে দয়া করবে না, তার বিচার নির্দয় হবে; কিন্তু দয়া বিচারকে হেয়জ্ঞান করে।

বিশ্বাস ও সৎকর্ম

[১৪] হে আমার ভাই, কেউ যদি বলে, তার বিশ্বাস আছে, অথচ তার যদি কর্ম না থাকে, তাহলে তাতে কী লাভ? তেমন বিশ্বাস কি তাকে ত্রাণ করতে পারবে? [১৫] কোন ভাই বা বোন যদি বস্ত্রহীন, ও দৈনিক খাদ্যের মতও তার কিছু না থাকে, [১৬] আর তোমাদের একজন তাদের বলে, 'সুখে থাক, গা গরম কর, তৃপ্তির সঙ্গে খাও', কিন্তু তোমরা তাদের সেই শারীরিক প্রয়োজন না মেটাও, তাহলে তাতে কী লাভ? [১৭] তেমনি বিশ্বাসও: তার যদি কর্ম না থাকে, তা একেবারে মৃত। [১৮] অপরদিকে একজন বলতে পারবে: তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমার কর্ম আছে; আমাকে দেখাও কর্মহীন তোমার সেই বিশ্বাস, আর আমি আমার কর্মের মধ্য দিয়ে তোমাকে আমার বিশ্বাস দেখাব। [১৯] ঈশ্বর এক, একথা তুমি তো বিশ্বাস কর, তাই না? ভালই কর, অপদূতেরাও তা বিশ্বাস করে, এমনকি ভয়ে কাঁপে! [২০] কিন্তু, হে নির্বোধ, বিশ্বাস কর্মহীন হলে যে মূল্যহীন, তুমি কি একথা জানতে চাও? [২১] আমাদের পিতা আব্রাহাম যখন *যজ্ঞবেদির উপরে নিজের সন্তান ইসহাককে উৎসর্গ করলেন* (গ), তখন কি এই কর্মের জন্যই তাঁকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়নি? [২২] তবে তুমি দেখতে

পাচ্ছ, বিশ্বাস তাঁর কর্মের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করছিল, এবং সেই কর্মের মধ্য দিয়েই সেই বিশ্বাস সিদ্ধিলাভ করল, [২৩] আর এইভাবে শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণতা লাভ করল: *আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল* (ঘ), এবং তাঁকে ঈশ্বরবন্ধু বলেও ডাকা হল। [২৪] তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, মানুষকে কর্মের ভিত্তিতে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়, কেবল বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। [২৫] একই প্রকারে সেই বেশ্যা রাহাবকেও (ঙ) কি কর্মের ভিত্তিতে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়নি? সে তো সেই দূতদের প্রতি আতিথেয়তা দেখিয়েছিল, এবং অন্য পথ দিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল। [২৬] বাস্তবিক যেমন আত্মাহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্মহীন বিশ্বাসও মৃত।

বাকসংযম উত্তম সাধনা

৩ [১] হে আমার ভাই, এমনটি যেন না হয় যে তোমরা সকলেই শিক্ষাগুরু হতে চাও; কেননা তোমরা জান যে, অন্যদের চেয়ে আমরা কঠোরতর বিচারের বিচারাধীন হব; [২] কারণ আমরা সকলে নানাভাবে হোঁচট খাই। কেউ যদি কথাবার্তায় হোঁচট না খায়, তবে সে সিদ্ধপুরুষ, গোটা দেহকে সে লাগাম দিয়ে সামলাতে সক্ষম। [৩] ঘোড়া যেন বাধ্য হয় আমরা যখন তাদের মুখে লাগাম দিই, তখন গোটা ঘোড়াটাকে চালাতে পারি। [৪] দেখ, জাহাজও অধিক প্রকান্ড হলেও ও প্রচন্ড বাতাসে চালিত হলেও তবু ছোট্টই একটা হাল দিয়ে চালকের ইচ্ছামত এদিক ওদিক চালানো যেতে পারে। [৫] তেমনি জিহ্বাও ক্ষুদ্র একটা অঙ্গ বটে, কিন্তু মহা মহা বিষয়ে বড়াই করতে পারে। দেখ, সামান্য আগুন কেমন বিরাট বনকে জ্বালিয়ে দেয়! [৬] জিহ্বাও আগুন; জিহ্বা অধর্মেরই আপন জগৎ! তা আমাদের অঙ্গগুলির মধ্যে নিজের স্থানে বসে থেকে গোটা দেহকে কলুষিত করে, এবং জাহান্নামের আগুনেই নিজে জ্বলে ওঠে ব'লে জীবন-চক্রকে জ্বালিয়ে দেয়। [৭] হ্যাঁ, পশু ও পাখি, সরিসৃপ ও সমুদ্রের মধ্যে চরে যত প্রাণী—সবরকম জন্তুকে মানুষ দমন করে ও দমন করেছে, [৮] কিন্তু জিহ্বাকে দমন করা কোন মানুষের সাধ্য নেই: জিহ্বা অস্থির একটা অমঙ্গলকর বস্তু, মারাত্মক বিষে পরিপূর্ণ। [৯] তা দিয়েই আমরা প্রভু সেই পিতাকে ধন্য বলি, আবার তা দিয়েই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে

গড়া মানুষকে অভিশাপ দিই। [১০] একই মুখ থেকেই ধন্য-স্তুতিবাদ ও অভিশাপ বের হয়। হে আমার ভাই, এমনটি হতে পারে না! [১১] কোন জলভাণ্ডারের একই মুখ থেকে কি মিষ্টি ও তেতো জল একসাথে নির্গত হয়? [১২] হে আমার ভাই, ডুমুরগাছ কি জলপাই ফলাতে পারে? কিংবা আঙুরলতায় কি ডুমুরফল ধরতে পারে? নোনা উৎসও মিষ্টি জল দিতে পারে না।

প্রকৃত প্রজ্ঞা ও তার বিপরীত

[১৩] তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ কে আছে? সে নিজের সদাচরণের মধ্য দিয়ে এমন কর্ম দেখিয়ে দিক, যা প্রজ্ঞাবান-সুলভ কোমলতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত।

[১৪] কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে যদি তিক্ত ঈর্ষা ও রেষারেষি থাকে, তবে দম্ভ করো না ও সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলো না। [১৫] তেমন প্রজ্ঞা ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে আসা সেই প্রজ্ঞা নয়, বরং এ পার্থিব, জৈব, শয়তানিক প্রজ্ঞা। [১৬] কেননা যেখানে ঈর্ষা ও রেষারেষি, সেখানে অমিল ও সবরকম দুষ্কর্ম থাকে। [১৭] কিন্তু যে প্রজ্ঞা ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে, প্রথমত তা নির্মল; তাছাড়া তা শান্তিপ্রিয়, সহিষ্ণু, সুবিবেচক, দয়া ও শুভফলে পূর্ণ, পক্ষপাত ও কপটতা থেকে মুক্ত। [১৮] শান্তির সাধক যে বীজ শান্তিতে বোনে, তা ধর্মময়তা-ফসল উৎপন্ন করে।

জগতের বন্ধু ঈশ্বরের শত্রু

৪ [১] তোমাদের মধ্যে এমন যুদ্ধ-সংগ্রাম কোথা থেকে আসে? তোমাদের অঙ্গগুলিতে যে সমস্ত কামনা-বাসনা সংগ্রামরত, তা থেকে নয় কি? [২] তোমরা লোভ করছ, কিন্তু কিছুই পেতে পারছ না বিধায় হত্যাই কর; তোমরা ঈর্ষা করছ, কিন্তু কিছুই পেতে পারছ না বিধায় সংগ্রাম ও যুদ্ধ কর! তোমরা কিছুই পাচ্ছ না, এর কারণ হচ্ছে, তোমরা তো যাচনাই কর না। [৩] যাচনা করছ, কিন্তু কোন ফল পাচ্ছ না, এর কারণ হচ্ছে, অসৎ মনোভাবে যাচনা করছ; অর্থাৎ নিজ সুখ-অভিলাষকেই আপ্যায়িত করতে চাচ্ছ। [৪] হায়, অবিশ্বস্তা স্ত্রীলোক সকল! তোমরা কি জান না যে, জগতের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা? তাই যে কেউ জগতের বন্ধু হতে চায়, সে নিজেকে ঈশ্বরের

শত্রু করে তোলে। [৫] নাকি, তোমরা মনে কর যে, শাস্ত্র বৃথাই বলে, ‘তিনি যে আত্মা আমাদের অন্তরে বাস করিয়েছেন, তাকে উত্তপ্ত ভালবাসায় ভালবাসেন?’ [৬] এমনকি, তিনি মহত্তর অনুগ্রহও দান করেন; এজন্য শাস্ত্র বলে: *ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন* (ক)।

[৭] তাই তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হও; দিয়াবলকে প্রতিরোধ কর, তবে সে তোমাদের কাছ থেকে দূরে পালাবে। [৮] তোমরা ঈশ্বরের কাছে এসো, তিনিও তোমাদের কাছে কাছে আসবেন। হে পাপী সকল, হাত শুদ্ধ কর; হে দোমনা সকল, হৃদয় নির্মল কর। [৯] তোমাদের হীনাবস্থা স্বীকার কর, শোকার্ত হয়ে চোখের জল ফেল; তোমাদের হাসি শোকে, ও তোমাদের আনন্দ বিষণ্নতায় পরিণত হোক। [১০] প্রভুর সম্মুখে নিজেদের নমিত কর, আর তিনি তোমাদের উন্নীত করবেন।

[১১] ভাই, পরস্পরের নিন্দা করো না। ভাইয়ের যে নিন্দা করে, কিংবা ভাইয়ের যে বিচার করে, সে বিধানেরই নিন্দা করে, বিধানেরই বিচার করে। আর তুমি যদি বিধানের বিচার কর, তাহলে তুমি বিধানের সাধক আর নও, তার বিচারক হয়েছ। [১২] বিধানকর্তা ও বিচারক একজনই মাত্র আছেন, পরিত্রাণ করা ও ধ্বংস করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। কিন্তু তুমি কে যে প্রতিবেশীর বিচার কর?

ব্যবসায়ী ও ধনীর প্রতি বাণী

[১৩] এখন তোমাদেরই পালা, যারা বলে থাক, ‘আজ বা কাল আমরা অমুক শহরে যাব, সেখানে এক বছর কাটাব, ব্যবসা করব, টাকাপয়সা করব।’ [১৪] অথচ আগামীকাল কী ঘটবে, তা জানই না! তোমাদের জীবন আবার কী? তোমরা তো বাষ্পের মত, যা ক্ষণিকের মত দেখা দেয়, তারপর মিলিয়ে যায়। [১৫] তোমাদের বরং একথা বলা উচিত: ‘প্রভুর ইচ্ছা হলে আমরা বেঁচে থাকব আর এটা সেটা করব।’ [১৬] এখন কিন্তু তোমরা নিজেদের দম্ভে বড়াই করছ: তেমন বড়াই করা আদৌ ভাল নয়। [১৭] তাই যে কেউ সৎকর্ম সাধন করতে জানে, কিন্তু তা করে না, সে পাপ করে।

৫ [১] এখন তোমাদেরই পালা, যারা ধনী মানুষ: তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দশা আসছে, তার জন্য চোখের জল ফেল, হাহাকার কর। [২] তোমাদের যত ধন পচে গেছে, তোমাদের যত পোশাককে পোকায় কেটে ফেলেছে; তোমাদের যত সোনা-রুপোতে মরচে ধরেছে; [৩] আর সেই মরচে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এবং আগুনের মত তোমাদের সর্বাঙ্গ গ্রাস করবে। তোমরা তো চরম দিনগুলির জন্যই রাশি রাশি ধন জমিয়ে রেখেছ! [৪] দেখ, যে কর্মীরা তোমাদের জমির ফসল কেটেছে, তোমরা যে মজুরি থেকে তাদের বঞ্চিত করেছ, সেই মজুরি চিৎকার করছে, এবং সেই ফসলকাটিয়েদের আর্তনাদ সেনাবাহিনীর প্রভুর কানে এসে পৌঁছেছে। [৫] পৃথিবীতে তোমরা যত ভোগবিলাসিতায় জীবন কাটিয়েছ; মহাসংহারের দিনে তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খেয়েছ। [৬] তোমরা ধার্মিককে দণ্ডিত করেছ, বধ করেছ, আর সে তোমাদের প্রতিরোধ করতে অক্ষম!

প্রভুর আগমন

[৭] সুতরাং, ভাই, প্রভুর আগমনের দিন পর্যন্ত ধৈর্য ধর। দেখ, কৃষক ভূমির মূল্যবান ফসলের প্রতীক্ষায় থাকে, এই ব্যাপারে সে অধৈর্য হয় না, যে পর্যন্ত আশুপক্ব ও শেষপক্ব সবই ফল সংগ্রহ না করে। [৮] তোমরাও তেমনি ধৈর্যশীল হও, অন্তর সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমনের দিন সন্নিকট; [৯] ভাই, তোমরা একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলো না, যেন তোমাদের নিজেদের বিচারাধীন না হতে হয়: দেখ, বিচারকর্তা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। [১০] ভাই, কষ্টভোগ ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমরা চোখের সামনে সেই নবীদের রাখ, যাঁরা প্রভুর নামে কথা বলেছিলেন। [১১] দেখ, যারা নিষ্ঠাবান হয়ে থেকেছে, তাদেরই আমরা সুখী বলি। তোমরা যোবের নিষ্ঠার কথা শুনেছ, এবং প্রভুর শেষ লক্ষ্যও জানতে পেরেছ, অর্থাৎ প্রভু *স্নেহময় দয়াবান* (ক)।

[১২] সর্বোপরি, ভাই, তোমরা দিব্যি দিয়ো না, স্বর্গ বা পৃথিবী বা অন্য কিছুরই দিব্যি দিয়ো না। কিন্তু তোমরা ‘হ্যাঁ’ বললে তা হ্যাঁ হোক; ‘না’ বললে, তা না হোক, পাছে বিচারে তোমাদের পতন হয়।

[১৩] তোমাদের মধ্যে যে দুঃখভোগ করছে, সে প্রার্থনা করুক। যে প্রফুল্ল মনে আছে, সে সামগান করুক। [১৪] তোমাদের মধ্যে যে রোগপীড়িত, সে মণ্ডলীর প্রবীণদের ডাকুক; এবং তাঁরা প্রভুর নামে তাকে তৈললেপন করে তার উপর প্রার্থনা করুন। [১৫] বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই রোগীকে ত্রাণ করবে: প্রভু তাকে উত্তোলন করবেন; আর সে যদি কোন পাপ করে থাকে, তাকে ক্ষমা করা হবে। [১৬] তোমরা পরস্পরের কাছে পাপ স্বীকার কর এবং পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর যেন রোগমুক্তি পাও। ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মণ্ডিত। [১৭] এলিয় আমাদের মত দুর্বল রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন; তিনি মনপ্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করলেন যেন বৃষ্টি না হয়, এবং তিন বছর ছ'মাস ধরে পৃথিবীতে বৃষ্টি হল না। [১৮] পরে তিনি আবার প্রার্থনা করলেন; আর আকাশ জল মঞ্জুর করল ও মাটি তার আপন ফসল দান করল।

[১৯] হে আমার ভাই, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যভ্রষ্ট হয় আর তাকে যদি কেউ ফিরিয়ে আনে, [২০] তাহলে জেনে রাখ, যে কেউ কোন পাপীকে ভ্রান্তির পথ থেকে ফিরিয়ে আনে, সে তার প্রাণকে মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণ করবে ও *অসংখ্য পাপ ঢেকে দেবে*।

---

১ [২,১২,১৩,১৪] 'পরীক্ষা, প্রলোভন': ২ ও ১২ পদে শব্দ দু'টো বাইরে থেকে আগত এমন পরীক্ষা লক্ষ করে যা বিশ্বাসের যথার্থতা যাচাই করে; ১৩ ও ১৪ পদে শব্দ দু'টো মানুষের কুপ্রবৃত্তি থেকেই নির্গত প্রলোভন লক্ষ করে, এইজন্য কেউ বলতে পারে না, প্রভু আমাকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন।

[১১ক] ইশা ৪০:৬-৭।

[১২খ] দা ১২:১২।

[১৯গ] সিরা ৫:১১,১৩।

২ [৮ক] লেবীয় ১৯:১৮।

[১১খ] যাত্রা ২০:১৩-১৪।

[১৪-২৬] এই অনুচ্ছেদ বারবার এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা যেন রোমীয় ও গালাতীয়দের কাছে সাধু পলের পত্রের বিপরীত কথা বলে; প্রকৃতপক্ষে সাধু যাকোবের দৃষ্টিকোণ সাধু পলের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন: তিনি এবিষয়ের উপর জোর দিতে চান যে,

বিশ্বাসের ফল হিসাবে সৎকর্ম না থাকলে সেই বিশ্বাস যথার্থ নয়; খ্রিষ্টবিশ্বাসী সৎকর্ম সাধনে অলসতা দেখাতে পারে না; অন্য দৃষ্টিকোণ অনুসারে সাধু পল বলছিলেন, মানবপরিত্রাণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও ভক্তজনের বিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করে; নিজ সৎকর্ম দ্বারা মানুষ পরিত্রাণ পাবার দাবি রাখতে পারে না।

[২১গ] আদি ২২:৯।

[২৩ঘ] আদি ১৫:৬।

[২৫ঙ] যোশুয়া ২:৪,১৫; ৬:১৭।

৩ [৬] 'জাহান্নাম': সেকালের প্রকৃত শব্দই 'গেহেন্না'। জাহান্নাম (গেহেন্না) ছিল যেরুশালেমের বাইরে অবস্থিত একটা উপত্যকা। সেখানে শহরের আবর্জনা ফেলে দেওয়া হত, ও তা নিঃশেষ করার জন্য দিন রাত আগুন জ্বলত। যেহেতু সেখানে তাদেরও লাশ ফেলে দেওয়া হত যারা কবরস্থানের অযোগ্য ছিল, সেজন্য স্থানটা অভিশপ্ত বলে গণ্য ছিল। পুরাতন নিয়মকালে স্থানের নাম ছিল বেন্-হিন্নোম উপত্যকা (যেরে ১৯:২-৬ ইত্যাদি)।

৪ [৬ক] প্রবচন ৩:৩৪।

৫ [১১ক] সাম ১০৩:৮।

[২০] পথভ্রান্ত ভাই-বোনকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভ্রাতৃপ্রেম ও ক্ষমাই অধিক কার্যকর উপায়।
• সে 'অসংখ্য পাপ ঢেকে দেবে' (প্রবচন ১০:১২): কার্ পাপ ঢাকা হবে? ১ পিতর ৪:৮ অনুসারে তারই পাপ ঢাকা হবে যে পথভ্রান্ত হয়েছিল; ১ তি ৪:১৬ অনুসারে তারই পাপ ঢাকা হবে, পথভ্রান্তকে যে ফিরিয়ে এনেছে; 'অসংখ্য' বলায় সাধু যাকোব সম্ভবত উভয় ব্যক্তিরই কথা ইঙ্গিত করেন: যে পথভ্রান্ত ও তাকে যে ফিরিয়ে আনে সেই দু'জনেরই পাপ মার্জনা করা হবে।

পিতরের ১ম পত্র

এশিয়া প্রদেশের নির্যাতিত মণ্ডলীগুলোকে সাহস ও আশ্বাস দেওয়াই এই পত্রের উদ্দেশ্য; পত্রটির বক্তব্য এ: খ্রিষ্টবিশ্বাসী ক্লেশের দিনে খ্রিষ্টের কষ্টভোগের সহভাগী হয়েই নিজের যথার্থতা প্রমাণ করবে। এবিষয় ছাড়া বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত খুবই ব্যবহারিক পরামর্শ দানে সাধু পিতর নবদীক্ষিতদের উদ্বুদ্ধ করতে চান: বাপ্তিস্মে মানুষ এমন নতুন জীবনে প্রবেশ করেছে যা পবিত্রতাই দাবি করে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫

১ [১-২] যিশুখ্রিষ্টের প্রেরিতদূত আমি, পিতর, যিশুখ্রিষ্টের প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করার জন্য ও তাঁর রক্তে সিঞ্চিত হবার জন্য পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে আত্মার পবিত্রীকরণের মধ্য দিয়ে যাদের মনোনীত করা হয়েছে, পন্তস, গালাতিয়া, কাপ্পাদকিয়া, এশিয়া ও বিথিনিয়ায় প্রবাসী হিসাবে ছড়িয়ে পড়া সেই ভাইদের সমীপে: অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের উত্তরাধিকার

[৩] ধন্য আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, আপন মহাকরুণাগুণে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে যিশুখ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা এক জীবন্ত আশার উদ্দেশে, [৪] অক্ষয়শীল, অকলঙ্ক ও অম্লান এক উত্তরাধিকারের উদ্দেশেই আমাদের নবজন্ম দান করেছেন। সেই উত্তরাধিকার স্বর্গে তোমাদেরই জন্য সঞ্চিত রয়েছে, [৫] যারা ঈশ্বরের পরাক্রমে বিশ্বাসগুণে সংরক্ষিত রয়েছ সেই পরিত্রাণের উদ্দেশে যা অন্তিমকালে প্রকাশিত হবার জন্য প্রস্তুত।

[৬] এ তোমাদের জন্য মহা আনন্দের বিষয়, যদিও এখন কিছুকালের মত তোমাদের নানা পরীক্ষায় দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে [৭] যেন তোমাদের বিশ্বাস, যা নশ্বর সোনার চেয়ে এমনকি আগুন দ্বারা যাচাইকৃত সোনার চেয়েও অনেক মূল্যবান, সেই

বিশ্বাসের যোগ্যতা যেন যিশুখ্রিষ্টের আত্মপ্রকাশের দিনে প্রশংসা, গৌরব ও সম্মানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। [৮] তোমরা তো তাঁকে দেখনি, তা সত্ত্বেও তাঁকে ভালবাস, আর এখনও তাঁকে না দেখা সত্ত্বেও তাঁকে বিশ্বাস করে অনির্বচনীয় ও গৌরবময় আনন্দে মেতে উঠছ; [৯] আর তোমাদের সেই বিশ্বাসের লক্ষ্য, অর্থাৎ তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ, তোমরা এর মধ্যে জয় করে নিচ্ছ।

[১০] তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহ সম্পর্কে যে নবীরা ভাববাণী দিয়ে গেছিলেন, তাঁরা তেমন পরিত্রাণের প্রসঙ্গেই অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করেছিলেন; [১১] তাঁদের অন্তরে নিবাসী খ্রিষ্টের সেই আত্মা যখন খ্রিষ্টের জন্য নিরূপিত নানা যন্ত্রণা ও তার পরবর্তী গৌরবকীর্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন, তখন তাঁরা অনুসন্ধান করছিলেন তিনি কোন্ সময় ও কোন্ পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। [১২] তাঁদের কাছে একথা প্রকাশিত হয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য সেই সকল বিষয়ের সেবক ছিলেন, যা এখন তোমাদের কাছে তাঁরাই জানিয়েছেন, যাঁরা স্বর্গ থেকে প্রেরিত পবিত্র আত্মা গুণে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছেন; আর সেই সকল বিষয় এমন, যা স্বর্গদূতেরা তার উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য আকাঙ্ক্ষী!

নবজীবনের দাবি—পবিত্রতা

[১৩] সুতরাং তোমরা কাজের জন্য নিজ নিজ মন প্রস্তুত করে মিতাচারী হও, একান্তভাবে প্রত্যাশা রাখ সেই অনুগ্রহে যা যিশুখ্রিষ্টের আত্মপ্রকাশে তোমাদের দেওয়া হবে। [১৪] বাধ্যতার সন্তানের মত তোমরা তোমাদের আগেকার অজ্ঞতার কামনা-বাসনা অনুসারে আর চলো না, [১৫] কিন্তু যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, সেই পবিত্রজনের আদর্শ অনুসারে তোমরাও তোমাদের জীবনাচরণে পবিত্র হও। [১৬] কারণ লেখা আছে: *তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র* (ক)। [১৭] আর যিনি কোন পক্ষপাতিত্ব না করে প্রত্যেকের কর্ম অনুযায়ী বিচার করেন, তাঁকে যখন পিতা বলে ডাক, তখন তোমরা যতদিন এ জগতে প্রবাসী হয়ে থাক, ততদিন সভয়েই জীবনযাপন কর, [১৮] একথা জেনে যে, তোমাদের সেই পিতৃপরম্পরাগত অসার জীবনধারণের হাত থেকে তোমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, [১৯] বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে

মুক্ত করা হয়েছে। [২০] তিনি জগৎপত্তনের আগেই চিহ্নিত হয়েছিলেন, কিন্তু এই অন্তিমকালে তোমাদের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন! [২১] তাঁর দ্বারা তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছ যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে তাঁকে গৌরব দান করেছেন, যেন তোমাদের বিশ্বাস ও আশা ঈশ্বরেই থাকে।

বাণী দ্বারা নবজন্ম

[২২] সত্যের প্রতি বাধ্যতা গুণে অকপট ভ্রাতৃপ্রেমের উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাণ নির্মল করেছ বলে তোমরা শুদ্ধ হৃদয়ে পরস্পরকে মনে প্রাণে ভালবাস; [২৩] কারণ তোমরা ক্ষয়শীল কোন বীজ থেকে নয়, বরং অক্ষয়শীল এক বীজ থেকে, অর্থাৎ ঈশ্বরের জীবন্ত ও নিত্যস্থায়ী বাণীগুণেই নবজন্ম লাভ করেছ। [২৪] কেননা *মর্তমানুষ ঘাসের মত, আর তার সমস্ত কান্তি ঘাসফুলের মত। শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,* [২৫] *কিন্তু প্রভুর বচন চিরস্থায়ী* (খ)। আর এই বচন হল সেই শুভসংবাদ, যা তোমাদের জানানো হয়েছে।

২ [১] অতএব, তোমরা সমস্ত শঠতা ও সমস্ত ছলনা এবং কপটতা, যত ঈর্ষা ও যত পরনিন্দা ত্যাগ করে [২] নবজাত শিশুর মত সেই অমিশ্রিত দুধের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হও যা বাণীরই দুধ, যেন তা গুণে পরিত্রাণের উদ্দেশে বৃদ্ধি পেতে পার, [৩] অবশ্য তোমরা যদি এর মধ্যে *আস্বাদন করে থাক, প্রভু কত মঙ্গলময়* (ক)।

ভক্তমণ্ডলীর ভিত ও তার উদ্দেশ্য

[৪] মানুষের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোনীত ও মহামূল্যবান জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে তোমরাও, [৫] জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশুখ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার। [৬] কেননা শাস্ত্রে আমরা একথা পড়তে পারি যে, *দেখ, আমি সিয়োনে মনোনীত মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি; যে কেউ তার উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না* (খ)। [৭] তাই বিশ্বাসী যে তোমরা, সেই প্রস্তর তোমাদের মূল্যবান করে তোলে, কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তাদের

পক্ষে *যে প্রস্তরটি গৃহনির্মাতারা প্রত্যাখ্যান করল, তা হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর* (গ), [৮] *এমন প্রস্তর যাতে লোকে হোঁচট খাবে, ও এমন শৈল যা মানুষের পতন ঘটাবে।* সেই বাণীতে বিশ্বাস না রাখায় তারা হোঁচট খায়; এ ছিল তাদের জন্য পূর্বনিরূপিত দশা!

[৯] কিন্তু তোমরা, *যারা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে* যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন, [১০] তোমরা তো এককালে ছিলে '*জনগণ-নয়*', এখন কিন্তু *ঈশ্বরের আপন জনগণ*; তোমরা ছিলে *দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন*, এখন কিন্তু *দয়া পেয়েই গেছ*।

খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন জনসমাজের মধ্যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনধারণ

[১১] প্রিয়জনেরা, আমার একান্ত আবেদন: *বিদেশী ও প্রবাসী* (ঘ) ব'লে তোমরা মাংসের সেই সমস্ত কামনা-বাসনা থেকে নিজেদের মুক্ত করে রাখ, যা প্রাণকে আক্রমণ করে। [১২] বিধর্মীদের মধ্যে তোমাদের আচার-ব্যবহার উত্তম হোক, যারা এখন অপকর্মা বলে তোমাদের নিন্দা করছে, তোমাদের সৎকর্ম দে'খে তারা যেন প্রতিদানের দিনে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে।

পৌর কর্তৃপক্ষের প্রতি কর্তব্য

[১৩] প্রভুর খাতিরে তোমরা সমস্ত মানবীয় কর্তৃপক্ষের অনুগত থাক: প্রধান বলে রাজারই অনুগত হও, [১৪] অপকর্মাদের শাস্তি দিতে ও সৎমানুষদের প্রশংসা করতে তাঁর প্রেরিতজন ব'লে প্রদেশপালদেরও অনুগত হও। [১৫] কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এ: সদাচরণ করতে করতে তোমরা নির্বোধ মানুষদের অজ্ঞতা স্তব্ধ করে দেবে। [১৬] স্বাধীন মানুষের মতই ব্যবহার কর; কিন্তু শঠতা ঢেকে রাখার জন্য সেই স্বাধীনতা ব্যবহার করো না, বরং ঈশ্বরের দাস বলে আচরণ কর। [১৭] সকলকে সম্মান দেখাও, ভ্রাতৃমণ্ডলীকে ভালবাস, ঈশ্বরকে ভয় কর, রাজাকে সম্মান কর।

মনিবদের প্রতি দাসের কর্তব্য

[১৮] তোমরা যারা দাস, গভীর সম্ভ্রম দেখিয়ে তোমাদের মনিবদের প্রতি বাধ্য হও; যারা দরদী বিবেচক, কেবল তাদেরই প্রতি নয়, যাদের তুষ্ট করা কঠিন, তাদেরও প্রতি। [১৯] কেননা অন্যায়-শাস্তি ভোগ ক'রে যন্ত্রণা সহ্য করা, তা ঈশ্বরের প্রতি সদ্বিবেকের খাতিরে একটা অনুগ্রহ; [২০] বস্তুত তোমাদের নিজেদের অপরাধের ফলেই শাস্তি সহ্য করায় গৌরব কী? কিন্তু সদাচরণ ক'রে সহিষ্ণুতার সঙ্গে যন্ত্রণা সহ্য করা, তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ। [২১] আর আসলে তোমরা এই উদ্দেশ্যেই আহূত হয়েছ, কারণ খ্রিষ্টও তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর। [২২] *তিনি কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা।* [২৩] অপমানিত হলে তিনি প্রত্যুত্তরে অপমান করতেন না; যন্ত্রণার সময়ে হুমকি দিতেন না, বরং ন্যায় অনুসারে বিচার করেন যিনি, তাঁরই হাতে তিনি নিজেকে সঁপে দিলেন। [২৪] তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি। *তাঁরই ক্ষতগুণে তোমরা সুস্থ হয়ে উঠেছ* (ঙ)। [২৫] তোমরা *মেষের মত পথভ্রষ্ট হয়েছিলে* (চ), কিন্তু এখন তোমাদের প্রাণের পালক ও অধ্যক্ষের কাছে ফিরে এসেছ।

খ্রিষ্টীয় দাম্পত্য-জীবন

৩ [১] তেমনি ভাবে, বধূরা, তোমরাও তোমাদের স্বামীর অনুগত হও; তাদের কেউ কেউ যদিও বাণীর প্রতি বিশ্বাসী হতে অসম্মত হয়, [২] তবু যখন বধূর নির্মল ও সম্ভ্রমশীল আচার-ব্যবহার দেখবে, তখন ঠিক সেই আচার-ব্যবহার, বিনা কথায়, তার মন জয় করবে। [৩] তোমাদের ভূষণ যেন চুল বাঁধার কায়দা, সোনার গয়না বা সাজসজ্জার মত বাহ্যিক ব্যাপার না হয়, [৪] কিন্তু কোমলতা ও শান্তিতে পূর্ণ আত্মার অক্ষয় শোভায় হৃদয়ের গুপ্ত স্থান ভূষিত কর: ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এ-ই মহামূল্যবান। [৫] কেননা আগেকার যে পবিত্রা নারীরা ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখতেন, তাঁরাও সেইভাবে নিজেদের ভূষিতা করতেন; তাঁরা স্বামীদের অনুগত ছিলেন; [৬] যেমন সেই সারা,

যিনি আব্রাহামকে প্রভু (ক) বলে সম্বোধন করে তাঁর প্রতি বাধ্য ছিলেন। তোমরা তো সেই সারার সন্তান হয়ে উঠেছ—অবশ্য যদি সদাচরণ কর ও কোন ভয়ে ভীত না হও। [৭] তেমনি ভাবে, স্বামীরা, নারীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব'লে তাদের সঙ্গে সদ্বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার কর; তাদের সম্মান কর, যেহেতু তারাও তোমাদের সঙ্গে জীবনের অনুগ্রহের উত্তরাধিকারিণী। তবেই তোমাদের প্রার্থনার পথে কোন বাধা দেখা দিতে পারবে না।

পারস্পরিক ভালবাসা

[৮] শেষ কথা: তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত; [৯] অমঙ্গলের প্রতিদানে অমঙ্গল করো না, কটুবাক্যের প্রতিদানে কটুবাক্য ব্যবহার করো না; বরং আশীর্বাদ কর, কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ। [১০] কারণ: *জীবনই যার অভিলাষ, মঙ্গল দেখতে চায় ব'লে দীর্ঘায়ু যার আকাঙ্ক্ষা, সে কুকর্ম থেকে নিজের জিহ্বা ও ছলনার কথা থেকে নিজের ওষ্ঠ মুক্ত রাখুক,* [১১] *পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম করুক, শান্তির অন্বেষণ ক'রে করুক অনুসরণ।* [১২] *কেননা ধার্মিকদের উপর নিবদ্ধ প্রভুর চোখ, তাদের মিনতির প্রতি তাঁর কান; কিন্তু প্রভুর মুখ অপকর্মাদের প্রতিকূল* (খ)।

নির্যাতনের দিনে আস্থা

[১৩] আর যদি তোমরা সদাচরণে তৎপর হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের অমঙ্গল করতে পারবে? [১৪] কিন্তু যদিও ধর্মময়তার খাতিরে তোমাদের দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তোমরা সুখী! *ওদের ভয়ে ভীত হয়ো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না,* [১৫] বরং হৃদয়ে খ্রিষ্ট প্রভুকে পবিত্র বলে ঘোষণা কর; এবং যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাকে উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক। [১৬] তথাপি কোমলতা ও সম্ভ্রম বজায় রেখে ও সদ্বিবেকেই উত্তর দাও, যেন যারা তোমাদের খ্রিষ্টীয় সদাচরণের নিন্দা করে, তোমাদের নিন্দা করতে করতে তারা নিজেরাই লজ্জায় পড়ে। [১৭] কেননা, ঈশ্বর যদি এমনটি ইচ্ছা করেন, তবে অসদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করার চেয়ে সদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করাই শ্রেয়।

খ্রিষ্টের বিজয় সকলের কাছেই প্রকাশ্য

[১৮] খ্রিষ্ট নিজেও তো পাপের জন্য একবার, চিরকালের মত মরলেন—যিনি ধর্মময়, তিনি অধার্মিকদের জন্য মরলেন, যেন ঈশ্বরের কাছে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন; মাংসে তিনি নিহত হয়েছিলেন, আত্মায় কিন্তু তাঁকে জীবিত করা হয়েছে। [১৯] এবং আত্মায় তিনি কারারুদ্ধ সেই আত্মাদেরও কাছে গিয়ে বাণীপ্রচার করলেন; [২০] এককালে, সেই নোয়ার সময়ে, জাহাজ নির্মাণের সেই দিনগুলিতে যখন ঈশ্বর সহিষ্ণুতার সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন, তখন সেই সমস্ত আত্মা অবাধ্য হয়েছিল। সেই জাহাজে অল্প লোক—মোট আটজন লোক—জলের মধ্য দিয়ে ত্রাণ পেয়েছিল। [২১] এখন, সেই প্রতীকের বাস্তবতা অর্থাৎ বাপ্তিস্ম আমাদের ত্রাণ করে; বাপ্তিস্ম তো দেহের মলিনতা মোচনের ব্যাপার নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে সদ্বিবেকের অঙ্গীকার—সেই যিশুখ্রিষ্টের পুনরুত্থান গুণে, [২২] যিনি স্বর্গে গমন ক'রে ও সমস্ত স্বর্গদূত, কর্তৃত্ব ও শক্তির বশ্যতা গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন।

পাপের সঙ্গে বিশ্বাসীর সম্পর্ক ছিন্ন

৪ [১] খ্রিষ্ট মাংসে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বিধায় তোমরাও সেই একই মনোভাব হাতিয়ার করে নিজেদের সজ্জিত কর; কেননা যে কেউ মাংসে দুঃখযন্ত্রণা স্বীকার করেছে, পাপের সঙ্গে তার সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়েছে, [২] এই মরদেহে তার বাকি জীবন ধরে সে যেন মানবীয় কামনা-বাসনার নয়, ঈশ্বরেরই সেবা করে যেতে পারে। [৩] বিধর্মীদের দুর্মতি মিটিয়ে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, যত কামনা-বাসনা, পানোন্মত্ত হইচইপূর্ণ ভোজ-উৎসব, মদ্যপান, মাতলামি ও নীতিহীন মূর্তিপূজায় পথ চলে যত কাল কেটেছে, আর নয়! [৪] তেমন ব্যাপারে তোমরা ওদের সঙ্গে একই সর্বনাশের স্রোতের দিকে ছুটে যাচ্ছ না দে'খে তারা এজন্যই আশ্চর্য হয়ে তোমাদের নিন্দা করে। [৫] কিন্তু যিনি মৃত ও জীবিতদের বিচার করতে উদ্যত, তাঁরই কাছে ওদের হিসাব দিতে হবে; [৬] এজন্যই মৃতদের কাছেও শুভসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে, যেন তারা মরদেহে মানুষ অনুসারে বিচারিত হওয়ার পর ঈশ্বর অনুসারে আত্মায় জীবিত থাকতে পারে।

শেষ পরিণাম সন্নিকট

[৭] সবকিছুর শেষ পরিণাম কাছে এসে গেছে। সুতরাং প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সুবিবেচক ও মিতাচারী হও। [৮] সর্বোপরি পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাস, কারণ *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়* (ক)। [৯] গজগজ না করে পরস্পরের প্রতি অতিথিপরায়ণ হও, [১০] তোমরা যে যেমন অনুগ্রহদান পেয়েছ, ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহের উত্তম গৃহাধ্যক্ষের মত সেই অনুসারে পরস্পরের সেবা কর। [১১] যার কথা বলার, সে এমনভাবেই বলুক যেন ঈশ্বরের বাণী ব্যক্ত করে; যার সেবা করার, সে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তি অনুসারেই সেবা করুক, যেন সবকিছুতে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন যিশুখ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁরই গৌরব ও প্রতাপ যুগে যুগান্তরে। আমেন।

খ্রিষ্টের জন্য কষ্টভোগ

[১২] প্রিয়জনেরা, তোমাদের যাচাই করার জন্য যে অগ্নিকাণ্ড তোমাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে, তাতে আশ্চর্য হয়ো না কেমন যেন তোমাদের অদ্ভুত কিছু ঘটছে; [১৩] বরং যতখানি তোমরা খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী হচ্ছ, ততখানি আনন্দিত হও, যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। [১৪] খ্রিষ্টের নামের জন্য যদি তোমাদের অপমান করা হয়, তাহলে তোমরা সুখী, কারণ তখন ঈশ্বরেরই আত্মা, *গৌরবের সেই আত্মা তোমাদের উপরে অধিষ্ঠিত* (খ)। [১৫] তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন নরঘাতক বা চোর বা অপকর্মা বা পরাধিকারচর্চী বলেই দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়। [১৬] কিন্তু কাউকে যদি খ্রিষ্টিয়ান বলে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তবে লজ্জাবোধ না করে সে বরং যেন এই নামের জন্য ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে। [১৭] কেননা এমন সময় এসেছে, যখন বিচার ঈশ্বরের গৃহ নিয়েই শুরু হচ্ছে; আর তা যখন আমাদের নিয়ে শুরু হয়, তখন যারা সুসমাচারে বিশ্বাস করতে অসম্মত, তাদের শেষ পরিণাম কী হবে? [১৮] আর *ধার্মিকের পক্ষে যখন পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন, তখন ভক্তিহীন ও পাপীর দশা কীবা হবে?* (গ)

[১৯] সুতরাং যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে দুঃখযন্ত্রণা পায়, তারাও সদাচরণ করতে করতে বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তার হাতে নিজেদের প্রাণ সঁপে দিক।

প্রবীণবর্গের প্রতি বাণী

৫ [১] তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণবর্গ, তাদের আমি অনুরোধ করছি—যেহেতু আমি নিজে একজন প্রবীণ, ও খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের একজন সাক্ষী এবং সেই গৌরবের সহভাগী যা প্রকাশিত হওয়ার কথা: [২] ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালন কর; তাদের উপরে লক্ষ রাখ, বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়, ঈশ্বরের মন অনুসারে; হীন লাভের জন্যও নয়, বরং আগ্রহের সঙ্গে, [৩] তোমাদের দায়িত্বে ন্যস্ত লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়েও নয়, কিন্তু পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়িয়ে। [৪] তাহলে প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

সকল বিশ্বাসীর প্রতি বাণী

[৫] তেমনি ভাবে, হে যুবকেরা, তোমরা প্রবীণদের অনুগত হও। তোমরা সবাই পরস্পরের সেবায় বিনম্রতায় পরিবৃত হও, কারণ *ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন* (ক)।

[৬] তাই ঈশ্বরের পরাক্রান্ত বাহুর অধীনে নিজেদের নমিত রাখ, যেন যথাসময় তিনি তোমাদের উন্নীত করেন। [৭] *তোমাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার ভার তাঁর উপরেই ছেড়ে দাও* (খ), কারণ তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন। [৮] মিতাচারী হও, জাগ্রত থাক; তোমাদের শত্রু, সেই দিয়াবল, *গর্জমান সিংহের মত* (গ) এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করছে কাকে গ্রাস করবে। [৯] বিশ্বাসে অটল থেকে তোমরা তাকে প্রতিরোধ কর, একথা জেনে যে, জগৎসংসার জুড়ে তোমাদের ভ্রাতৃসজ্ঘও একই রকম দুঃখযন্ত্রণা বহন করছে।

[১০] আর সকল অনুগ্রহ দানকারী ঈশ্বর, যিনি খ্রিষ্টে আপন চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। [১১] প্রতাপ তাঁরই, চিরদিন চিরকাল। আমেন।

শেষ বাণী, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

[১২] আমি এই স্বল্প কথা—আশা করি তা স্বল্পই বটে—বিশ্বস্ত ভাই সিল্ভানুসের মধ্য দিয়ে লিখে পাঠালাম তোমাদের আশ্বাস দেবার জন্য ও এই সাক্ষ্যও দেবার জন্য যে, এ ঈশ্বরের প্রকৃত অনুগ্রহ। তাতে স্থিতমূল থাক।

[১৩] বাবিলনে অবস্থিত তোমাদের এই সহমনোনীতা [মণ্ডলী] তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে; আমার সন্তান মার্কও তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। [১৪] তোমরা প্রীতিচুম্বনে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাও। তোমরা যারা খ্রিষ্টে আছ, তোমাদের সকলের শান্তি হোক।

———————

১ [১-২] পরমত্রিত্ব মানবেতিহাসে কীভাবে সক্রিয় তা এপদে সুন্দরভাবে ব্যক্ত: মানবপরিত্রাণ সাধন করার সঙ্কল্প পিতারই, তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারাই সঙ্কল্পটা বাস্তবায়িত করেন, এবং পবিত্র আত্মা ভক্তদের খ্রিষ্টের কাছে চালিত করেন।

[৪] 'উত্তরাধিকার' বলতে পুরাতন নিয়মে প্রতিশ্রুত দেশ, কিন্তু নূতন নিয়মে বিশ্বাসীর কাছে প্রতিশ্রুত রাজ্যই বোঝায়। 'নবজন্ম': ভক্তের নবজন্ম খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কেননা পুনরুত্থিত খ্রিষ্টই নব-জগতের ভিত্তি।

[৭] বিশ্বাসীর পরিত্রাণ স্বয়ং ঈশ্বরের গৌরবের কারণ, কেননা পরিত্রাণকৃত ব্যক্তিতে ঐশঅনুগ্রহের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে।

[১১] লক্ষণীয়, প্রাক্তন সন্ধিকালেও খ্রিষ্টের আত্মা সক্রিয় ছিলেন, কেননা নবীগণ তাঁরই আত্মা দ্বারা প্রেরণা পেতেন।

[১২] ইহুদী ঐতিহ্যে স্বর্গদূতেরাই ছিলেন ঐশপ্রকাশের মাধ্যম; নবসন্ধিতে মণ্ডলীই ঈশ্বরের পরিত্রাণকর্ম ব্যক্ত করে।

[১৬ক] লেবীয় ১১:৪৪; ১৯:২।

[১৮] ইশা ৫২:৩; 'রক্তমূল্য': রোমীয় ৩:২৪, মুক্তিমূল্য, টীকা দ্রঃ।

[২২] 'সত্যের প্রতি বাধ্যতা' বলতে এখানে ঈশ্বরের প্রকাশিত বাণীর প্রতি বাধ্যতা বোঝায়।

[২৫খ] ইশা ৪০:৬-৮।

২ [২] দুধের কথা তুলে ধরে সাধু পিতর বলতে চান যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাণীই ভক্তজনের খাদ্য।

[৩ক] সাম ৩৪:৯।

[৫] ‘পবিত্র যাজকত্ব’: বিজাতীয়দের মাঝে ইস্রায়েল জাতির ভূমিকা যেমন যাজকীয় ছিল, তেমনি খ্রিষ্টমণ্ডলীও যাজকীয় ভূমিকা অনুশীলন করার জন্য গঠিত। • ‘আত্মিক গৃহ’: গৃহটা এই কারণেই আত্মিক যে, পবিত্র আত্মাই তার নির্মাতা, আবার পবিত্র আত্মাই তার বাসিন্দা।

[৬খ] ইশা ২৮:১৬।

[৭গ] সাম ১১৮:২২।

[৮] ইশা ৮:১৪; খ্রিষ্টের সম্মুখীন হয়ে মানুষ হয় তাঁকে বেছে নিতে না হয় তাঁকে অস্বীকার করতে বাধ্য। লক্ষণীয়, যারা বিশ্বাস করতে সম্মত নয়, ঈশ্বরই যে তাদের সেই অবিশ্বাস স্থির করেছিলেন তা নয়, কিন্তু ঈশ্বর এ স্থির করেছেন যে, তারা তাদের সেই অবিশ্বাসে জেদি থাকলে তবে তাদের পতন হবে।

[৯] ইশা ৪৩:২০-২১; যাত্রা ১৯:৫-৬; খ্রিষ্টমণ্ডলীকে বর্ণনা করার জন্য সাধু পিতর সেই একই বাক্য-বিশেষ ব্যবহার করেন যা দ্বারা প্রাক্তন সন্ধির মনোনীত জাতিকে বর্ণনা করা হয়েছিল। • ‘যাজক-সমাজ’: যখন হিব্রুদের কাছে পত্র-বরাবর খ্রিষ্টকেই অনন্য যাজক বলে ঘোষণা করা হয়, তখন কেমন করে মণ্ডলীও এক যাজক-সমাজ হতে পারে? প্রভুর ভোজে খ্রিষ্টের আত্মোৎসর্গে একীভূত হয়ে ভক্তমণ্ডলী এমন যাজকত্ব অনুশীলন করার জন্য সক্ষম হয়ে ওঠে যাতে ঈশ্বরের ভালবাসা দ্বারা ও নিজের সাক্ষ্যদান দ্বারা মানব-জীবনকে রূপান্তরিত করতে পারে; কিন্তু খ্রিষ্টের মধ্যস্থ-ভূমিকা (ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে অনন্য মধ্যস্থ বলে খ্রিষ্টের যে ভূমিকা) মণ্ডলী আপন করতে পারে না, তা শুধু ব্যক্তই করতে পারে।

[১০] হো ১:৬, ৯; ২:১, ২৫; ’জনগণ-নয়’ ও ‘ঈশ্বরের আপন জনগণ’ ছিল নবী হোশেয়ার দুই সন্তানের প্রতীকমূলক নাম।

[১১ঘ] সাম ৩৯:১৩।

[১৬] ঈশ্বরের সেবা করার সুযোগ: এটিই খ্রিষ্টীয় স্বাধীনতার সারকথা (গা ৫:১৩)।

[২২-২৫] নূতন নিয়মের বাণীপ্রচারে মণ্ডলী নবী ইশাইয়ার বাণী অনুসারে (ইশা ৫৩:৪-৯, ১২) খ্রিষ্টকে কষ্টভোগী দাস বলেই উপস্থাপন করত (প্রেরিত ৮:৩২; রো ৪:২৫; ইত্যাদি)। নিজের মৃত্যুর অর্থ বোঝাবার জন্য যিশু নিজেই নবীর এবাণী ব্যবহার করেছিলেন (মার্ক ১০:৪৫)।

[২৪ঙ] এজে ৩৪:৫, ৬।

[২৫চ] মথি ৯:৩৬।

৩ [৬ক] আদি ১৮:২।

[১২খ] সাম ৩৪:১৩-১৭।

[১৪] (ইশা ৮:১২, ১৩); 'ধর্মময়তা' বলতে এখানে খ্রিষ্টের শিক্ষা অনুযায়ী যাপিত জীবন বা সদাচরণ বোঝায়।

[১৯] পদ গ্রহণযোগ্য দু'টো অর্থ বহন করতে পারে: (ক) খ্রিষ্ট গিয়ে মৃতদের কাছে পরিত্রাণের সংবাদ দিলেন; (খ) তিনি গিয়ে পাতালের শক্তিবৃন্দের কাছে নিজ বিজয়ের সংবাদ দিলেন (১ পি ৩:২২; এফে ১:২০-২১)।

[২১] বাপ্তিস্মে প্রার্থী অকপটতার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে শপথের জোরে বলে, সে তাঁর উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করবে। অনুবাদান্তরে: 'ঈশ্বরের কাছে সদ্বিবেকের মিনতি': এই অর্থ অনুসারে প্রার্থী সদ্বিবেক অর্জনের জন্য ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানায়। • 'যিশুখ্রিষ্টের পুনরুত্থান গুণে': বাপ্তিস্মে খ্রিষ্টের পুনরুত্থান (পবিত্র আত্মার প্রভাবে) প্রার্থীর কাছে বর্তমান, বাস্তব ও সক্রিয়—তার উপর নির্ভর করেই প্রার্থী শপথ নেবার সাহস রাখে।

৪ [৮ক] প্রবচন ১০:১২।

[১৩] খ্রিষ্টের অনুকরণ করা যথেষ্ট নয়, তাঁর কষ্টভোগে সহভাগিতাই প্রকৃত খ্রিষ্টভক্তকে চিহ্নিত করে।

[১৪খ] ইশা ১১:২।

[১৮গ] সত্তরী পাঠ্য অনুযায়ী প্রবচন ১১:৩১।

৫ [১] 'সাক্ষী' শব্দটা এখানে দুই অর্থ বহন করতে পারে: (ক) পিতর খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের সাক্ষী এবং এর মধ্যেই তাঁর গৌরবের অংশী (মথি ১৩:১৬; ২ পি ১:১৬-১৭); (খ) তিনি এমন সাক্ষী যিনি খ্রিষ্টকে প্রচার করার জন্য যন্ত্রণাভোগ করতে সম্মতি জানিয়েছেন।

[৫ক] সত্তরী পাঠ্য অনুযায়ী প্রবচন ৩:৩৪।

[৭খ] সাম ৫৫:২৩।

[৮গ] সাম ২২:১৪।

[৯] 'ভ্রাতৃসঙ্ঘ': বিশ্বজগতের সর্বস্থানে বিস্তৃত হয়েও খ্রিষ্টভক্তগণ এক পরিবার।

[১৩] 'বাবিলন' বলতে এখানে প্রতীকমূলক অর্থে রোম নগরী বোঝায় যেখানে পত্র লেখার সময়ে সাধু পিতর নিজ প্রৈরিতিক কাজ চালাচ্ছিলেন।

পিতরের ২য় পত্র

যিশুর পুনরাগমন সন্নিকট, তাই ভক্তজন ধৈর্য ও জাগ্রত নিষ্ঠার সঙ্গে সেদিনের অপেক্ষায় থাকুক: এটিই পত্রের বাণী। ১:৩-৪ অনুচ্ছেদটা ঐশতাত্ত্বিক ধারণায় পূর্ণ, কিন্তু ভাষাগত দিক দিয়ে তা বোঝা খুবই কঠিন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩

১ [১] যিশুখ্রিষ্টের দাস ও প্রেরিতদূত আমি, শিমোন পিতর, যারা আমাদের ঈশ্বরের ও ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিষ্টের ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে একই মহামূল্যবান বিশ্বাস পেয়েছে, তাদের সমীপে: [২] ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যিশু সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

খ্রিষ্টীয় আহ্বান

[৩] তাঁর ঐশপরাক্রম গুণে তিনি আমাদের জীবন ও ভক্তি সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই দান করেছেন; তা করেছেন তাঁরই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভ দ্বারা, যিনি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমাদের আহ্বান করেছেন। [৪] এ দ্বারাই তাঁর মহামূল্যবান ও সুমহান যত প্রতিশ্রুতি আমাদের দান করা হয়েছে, উচ্ছৃঙ্খল দুর্মতির কারণে জগতে উপস্থিত সেই অবক্ষয় এড়িয়ে তোমরা যেন তোমাদের পাওয়া সেই প্রতিশ্রুতি দ্বারা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার। [৫] এজন্যই তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সচ্চরিত্রতা, সচ্চরিত্রতার সঙ্গে সদ্‌জ্ঞান, [৬] সদ্‌জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসংযম, আত্মসংযমের সঙ্গে নিষ্ঠা, নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তি, [৭] ভক্তির সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রেম, ও ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে ভালবাসা যুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা কর। [৮] এই সমস্ত সদ্‌গুণ যদি তোমাদের অন্তরে থাকে ও উপচে পড়ে, তবে এগুলো আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভের উদ্দেশে তোমাদের অলস ও নিষ্ফল রাখবে না। [৯] কিন্তু এই সমস্ত কিছু যার নেই, সে অন্ধ, ও তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ; সে ভুলেই গেছে যে, তার প্রাচীন সমস্ত পাপ থেকে তাকে পরিশুদ্ধ করা হয়েছে।

[১০] সুতরাং ভাই, তোমাদের তেমন আহ্বান ও মনোনয়ন উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করার জন্য আরও বেশি সচেষ্ট থাক; তেমন চেষ্টা করলে তোমাদের কখনও হোঁচট খেতে হবে না, [১১] কেননা এভাবে চললেই তোমাদের দেওয়া হবে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিষ্টের চিরন্তন রাজ্যে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার।

প্রেরিতদূত ও নবীদের বাণীর প্রতি বিশ্বস্ততা

[১২] এজন্য তোমরা যদিও এই সমস্ত কিছু জান এবং তোমাদের পাওয়া সত্যে সুস্থিরও আছ, আমি তোমাদের কাছে এই সমস্ত কথা সবসময় মনে করিয়ে দিয়ে যাব। [১৩] আর আমি মনে করি, যতদিন এই তাঁবুতে থাকি, ততদিন ধরে এই সমস্ত কথা মনে করিয়ে দিয়ে তোমাদের সজাগ রাখা আমার কর্তব্য, [১৪] একথা জেনে যে, আমাকে শীঘ্রই এই তাঁবু ত্যাগ করতে হবে—কথাটা আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টই আমাকে জানিয়েছেন। [১৫] আর আমি এমন চেষ্টা করব, যেন আমার চলে যাওয়ার পরেও তোমরা এই সমস্ত কথা সবসময় মনে রাখতে পার।

[১৬] কারণ নিপুণভাবে কল্পিত রূপকথার অনুসারী হয়ে আমরা আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের পরাক্রম ও আগমনের কথা তোমাদের জানিয়েছিলাম এমন নয়; আমরা বরং নিজেদের চোখেই তাঁর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম। [১৭] বস্তুত তিনি পিতা ঈশ্বর থেকে সম্মান ও গৌরব পেয়েছিলেন, যখন সেই ঐশমহিমময় গৌরব দ্বারা তাঁর কাছে এই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল: *ইনি আমার পুত্র, আমার প্রিয়তম, এঁতে আমি প্রসন্ন* (ক)। [১৮] স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই কণ্ঠ আমরাই শুনেছিলাম, যখন তাঁর সঙ্গে সেই পবিত্র পর্বতে ছিলাম।

[১৯] তাছাড়া নবীদের বাণীও আমাদের আছে, আর সেই বাণী অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত; তোমরা ঠিকই করবে যদি সেই বাণীর প্রতি, যা অন্ধকার স্থানে জ্বলন্ত প্রদীপেরই মত, মনোযোগী থাক—যতক্ষণ না দিনের আলো ফুটে ওঠে এবং তোমাদের অন্তরে প্রভাতী তারা উদিত না হয়। [২০] সর্বপ্রথমে একথা জেনে রাখ যে, শাস্ত্রের কোন নবীয় বাণী ব্যক্তিবিশেষের ব্যাখ্যার বিষয় নয়, [২১] কারণ নবীয় বাণী মানুষের ইচ্ছাক্রমে কখনও উপনীত হয়নি, বরং পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েই সেই সকল মানুষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কথা বললেন।

নকল শিক্ষাগুরু

২ [১] জনগণের মধ্যে নকল নবীরাও ছিল; তেমনি ভাবে তোমাদের মধ্যেও নকল শিক্ষাগুরু থাকবে, যারা তোমাদের মধ্যে গোপনে গোপনে সর্বনাশী ভ্রান্তমত অনুপ্রবেশ করাবে, এবং তাদের মুক্তির জন্য যিনি মূল্য দিয়েছেন, সেই অধিপতিকে অস্বীকার করে নিজেদের উপরে দ্রুত বিনাশ ডেকে আনবে। [২] অনেকে তাদের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্তের অনুগামী হবে, আর তাদের কারণে সত্যের পথ নিন্দার বিষয় হয়ে উঠবে। [৩] অর্থের লোভে তারা মিথ্যা গল্প শুনিয়ে তোমাদের শোষণ করবে; কিন্তু যে বিচারদণ্ড বহুদিন থেকে তাদের জন্য নিরূপিত হয়ে আছে, তা নিষ্ক্রিয় থাকছে না, তাদের বিনাশও ওত পেতে রয়েছে।

[৪] কেননা ঈশ্বর, যে স্বর্গদূতেরা পাপে পতিত হয়েছিল, তাদের রেহাই না দিয়ে বরং নরকেই ঠেলে দিয়ে বিচারের জন্য তাদের সংরক্ষিত হবার জন্য সেই অন্ধকারময় গহ্বরের মধ্যে ফেলে রাখলেন। [৫] প্রাচীন জগৎকেও তিনি রেহাই দেননি; কিন্তু ভক্তিহীনদের জগতে জলপ্লাবন আনার সময়ে তিনি তবু অন্য সাতজনের সঙ্গে নোয়াকে রক্ষা করলেন। [৬] আর ভাবীকালের ভক্তিহীনদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি সদোম ও গমোরা নগর দু'টোকে ধ্বংসদণ্ডে দণ্ডিত করে ছাই করে দিলেন; [৭] কিন্তু সেই ধার্মিক লোটকে নিস্তার করলেন, কেননা তিনি সেই ধর্মহীনদের নীতিহীন ব্যবহারে অবসন্ন হয়েছিলেন। [৮] বস্তুত সেই ধার্মিক মানুষ তাদের মধ্যে বাস করার সময়ে যত জঘন্য কর্ম দেখতেন ও শুনতেন, তার জন্য নিজের ধর্মশীল প্রাণে প্রতিদিন বড় কষ্ট পেতেন। [৯] হ্যাঁ, প্রভু ভক্তপ্রাণকে পরীক্ষা থেকে নিস্তার করতে ও ধর্মহীনকে বিচারের দিনের দণ্ডের জন্য নিজ হাতে রাখতে জানেন— [১০] বিশেষ করে তাদেরই নিজ হাতে রাখবেন, যারা অশুচি দুর্মতিতে সায় দিয়ে দেহের পিছনে চলে ও তাঁর প্রভুত্ব অবজ্ঞা করে।

দুঃসাহসী ও দাম্ভিক তেমন মানুষেরা, গৌরবের পাত্র ছিল যারা, তাদের নিন্দা করতে ভয় করে না, [১১] অথচ স্বর্গদূতেরা শক্তিতে ও পরাক্রমে মহত্তর হলেও তবু প্রভুর সাক্ষাতে তাঁরাও তাঁদের বিরুদ্ধে নিন্দাজনক কোন অভিযোগ উপস্থিত করেন না। [১২] কিন্তু এরা, এমন বুদ্ধিহীন প্রাণীর মত যেগুলো ধরা পড়ে নিহত হবার জন্যই

জন্মায়, এরা যা বোঝে না তা নিন্দা করতে করতে তাদের নিজেদের অবক্ষয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে; [১৩] তাদের অন্যায়ের মজুরি ব'লে তাদের সেই অন্যায় ভোগ করতে হবে। তারা একদিনের আমোদপ্রমোদকে সুখ মনে করে; তারা সবই কলঙ্ক, সবই কলুষ; তোমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে করতে নিজেদের ফন্দি-ফিকিরে আনন্দ পায়। [১৪] তাদের চোখ ব্যভিচারে ভরা, পাপ করায় কখনও তৃপ্ত হয় না; অস্থির মতিগতির মানুষকে ভোলায়; তাদের হৃদয় অর্থলালসায় অভ্যস্ত—তারা অভিশাপের সন্তান! [১৫] সোজা পথ ত্যাগ করে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, কেননা সেই বেয়োরের সন্তান বালায়ামের পথ ধরেছে, যে অন্যায়ের মজুরি ভালবাসল, [১৬] কিন্তু তার নিজের শঠতার জন্য তিরস্কারও পেল: বোবা একটা গাধা মানুষের গলায় কথা ব'লে নবীর নির্বুদ্ধিতায় বাধা দিয়েছিল। [১৭] এই লোকেরা জলহীন উৎসের মত, ঝড়ো বাতাসে চালিত কুয়াশার মত: তাদের জন্য ঘোরতম অন্ধকার সঞ্চিত রয়েছে। [১৮] কারণ তারা অসার বড় বড় কথা শুনিয়ে দেহের যৌন-উচ্ছৃঙ্খল কামনা-বাসনার মধ্য দিয়ে তাদেরই ভোলায়, যারা সম্প্রতিই মাত্র ভ্রান্তমতের লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে আসছে। [১৯] তারা তাদের কাছে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়, অথচ নিজেরাই অবক্ষয়ের ক্রীতদাস; কেননা যে যা দ্বারা বশীভূত, সে তারই ক্রীতদাস।

[২০] আর আসলে, আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিষ্ট সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভের মধ্য দিয়ে জগতের অশুচিতা এড়াবার পর তারা যদি পুনরায় তার জালে জড়িয়ে প'ড়ে বশীভূত হয়, তবে তাদের প্রথম দশার চেয়ে শেষ দশা আরও বেশি শোচনীয় হয়ে পড়ে। [২১] ধর্মময়তার পথ জানবার পর, তাদের কাছে সম্প্রদান-করা সেই পবিত্র আজ্ঞা থেকে সরে যাওয়ার চেয়ে সেই পথ অজানা থাকাই বরং তাদের পক্ষে আরও ভাল হত। [২২] তাদের ক্ষেত্রে এই প্রবাদের যথার্থতা একেবারে প্রমাণসিদ্ধ হয়েছে: *কুকুর ফিরে গেল তার নিজের বমির দিকে* (ক); আর স্নান-করানো শূকর ফিরে গেল কাদায় গড়াগড়ি দিতে।

প্রভুর দিন আসতে আর দেরি নেই

৩ [১] প্রিয়জনেরা, তোমাদের কাছে এ আমার দ্বিতীয় পত্র। এই দুই পত্রে আমি কিছু কিছু স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমাদের সদ্বিবেচনা জাগিয়ে তুলতে অভিপ্রেত, [২] পবিত্র নবীরা আগে থেকে যা কিছু বলেছিলেন, তোমরা যেন তাঁদের সেই সকল কথা স্মরণে রাখ, এবং ত্রাণকর্তা প্রভুর সেই আজ্ঞাও স্মরণে রাখ, যা প্রেরিতদূতেরা তোমাদের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। [৩] সর্বপ্রথমে তোমাদের একথা জানতে হবে যে, অন্তিমকালের সেই দিনগুলিতে এমন দাম্ভিক বিদ্রূপকারী মানুষেরা আসবে, যারা তাদের নিজেদের দুর্মতি অনুসারে চলবে; [৪] তারা বলবে, 'তাঁর আগমনের প্রতিশ্রুতি কোথায়? যে দিন থেকে আমাদের পিতৃপুরুষেরা নিদ্রাগত হয়েছেন, সেই দিন থেকে সৃষ্টির আরম্ভের দিনের মতই সমস্ত কিছু রয়েছে।' [৫] কিন্তু তেমন লোকেরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই একথা ভুলে যায় যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী বহুদিন থেকেই ছিল, দু'টোই জলের মধ্য থেকে ও জলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাণী গুণেই গঠিত হয়েছিল; [৬] এবং সেই একই মাধ্যম দ্বারা তখনকার জগৎ জলে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। [৭] সেই একই বাণী গুণেই এখনকার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী আগুনের জন্য রাখা হচ্ছে—ভক্তিহীন যত মানুষের বিচার ও বিনাশের দিন পর্যন্তই রাখা হচ্ছে।

[৮] প্রিয়জনেরা, তোমরা কিন্তু এই এক কথা কখনও বিস্মৃত হয়ো না যে, প্রভুর কাছে একটি দিন হাজার বছরেরই সমান, এবং *হাজার বছর একটি দিনেরই সমান* (ক)। [৯] প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে প্রভু দেরি করেন না—যদিও কেউ কেউ মনে করে, তিনি দেরি করছেন। আসলে তোমাদের প্রতি তিনি অসীম সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছেন: কেননা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা এই নয় যে, কেউ বিনষ্ট হবে, বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন করার একটা সুযোগ পায়। [১০] প্রভুর দিন চোরের মত আসবে; তখন আকাশমণ্ডল প্রচণ্ড হুহুঙ্কারে মিলিয়ে যাবে, যত মৌল উপাদান পুড়ে গিয়ে বিলীন হবে, এবং পৃথিবী ও তার যত কর্ম বিচারিত হবে।

[১১] যখন এই সমস্ত কিছু এইভাবে বিলীন হওয়ার কথা, তখন তোমাদের পক্ষে পবিত্র আচার-ব্যবহারে ও ভক্তিতে কী ধরনের মানুষই না হওয়া উচিত! [১২] তোমরা ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের প্রতীক্ষা কর! সেই দিনের আগমন ত্বরান্বিত করতে চেষ্টা

কর! সেই দিনটিতে আকাশমণ্ডল জ্বলে উঠে বিলীন হবে, এবং মৌল যত উপাদান পুড়ে গিয়ে গলে যাবে। [১৩] তাছাড়া, তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা এমন এক *নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর* (খ) প্রতীক্ষায় রয়েছি, যেখানে ধর্মময়তা নিত্যই বসবাস করে।

জাগ্রত থাকা প্রয়োজন

[১৪] এজন্য, প্রিয়জনেরা, তোমরা যখন এসব কিছুর প্রতীক্ষায় রয়েছ, তখন তাঁর সম্মুখে নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয় হয়ে, শান্তিতে দাঁড়াবার জন্য সচেষ্ট থাক। [১৫] আমাদের প্রভুর সেই অসীম সহিষ্ণুতাকে তোমরা পরিত্রাণ বলে মনে কর, যেমন আমাদের প্রিয় ভাই পলও তাঁর দেওয়া প্রজ্ঞা অনুসারে তোমাদের কাছে লিখেছেন: [১৬] তাঁর সকল পত্রে এপ্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি একথা বলে থাকেন; তাঁর পত্রগুলিতে এমন কিছু কিছু কথা রয়েছে যা বোঝা কষ্টকর বটে; এবং জ্ঞান নেই, স্থিরতাও নেই, এমন মানুষেরা যেমন অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের কথার অর্থ বিকৃত করে, তেমনি তাঁর বক্তব্যের অর্থও বিকৃত করে—কিন্তু তাদের নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশে।

[১৭] সুতরাং, প্রিয়জনেরা, তোমরা এই সবকিছু আগে থেকে জেনে সাবধান থাক, পাছে ধর্মহীনদের ভুলভ্রান্তির স্রোতে ভেসে গিয়ে তোমরা নিজেদের স্থিরতা থেকে সরে পড়; [১৮] তোমরা বরং আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানলাভে বৃদ্ধিশীল হও। গৌরব তাঁরই—এখন ও অন্তিমকাল পর্যন্ত! আমেন।

---

১ [১৭ক] মথি ১৭:৫।

২ [২] ‘সত্যের পথ’ বলতে খ্রিষ্টবিশ্বাস ও খ্রিষ্টবিশ্বাসী বোঝায়।

[২২ক] প্রবচন ২৬:১১।

৩ [৪] ‘পিতৃপুরুষেরা’ বলতে সাধারণত ইস্রায়েল জাতির কুলপতিদের বোঝায়; কিন্তু এখানে সম্ভবত খ্রিষ্টভক্তদের প্রথম প্রজন্মের মানুষদের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করা হচ্ছে।

[৭] সেকালের ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে, যেমন নোয়ার সময়ে ভক্তিহীনদের জগৎ জলপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়েছিল, তেমনি ভক্তিহীনদের বর্তমান জগৎ আগুন দ্বারাই বিচারিত হবে; এবং নোয়ার সময়ে যেমন ধার্মিকেরা রেহাই পেয়েছিলেন, তেমনি আজকের ধার্মিকেরাও রেহাই পেয়ে সেই নতুন জগতে বসবাস করবেন যেখানে ধর্মময়তাই রাজত্ব করে।

[৮ক] সাম ৯০:৪।

[১৩খ] ইশা ৬৫:১৭; প্রকাশ ২১:১।

যোহনের ১ম পত্র

যোহন-রচিত সুসমাচার যত বিষয়-বস্তু গভীরতম ভাষায় ব্যক্ত করে, এই পত্র সহজ ভাষায় সেই বিষয়-বস্তু পুনরুত্থাপন করে, যেমন পিতার প্রকাশকারী ব্যক্তি হিসাবে খ্রিষ্ট; আলো, ভালবাসা ও সত্যের উৎস খ্রিষ্ট, ইত্যাদি। খ্রিষ্টীয় জীবন বিশ্বাস ও ভালবাসার দুই আজ্ঞা অনুযায়ী যাপিত হওয়া চাই: ঈশ্বরের পুত্র সেই যিশুখ্রিষ্টে বিশ্বাস ও ভাই-বোনদের প্রতি ভালবাসা। তেমন জীবন যাপন করলে ভক্তজন খ্রিষ্টের সেই জীবনের সহভাগী হবে খ্রিষ্ট নিজে পিতার সঙ্গে যে জীবনের সহভাগী।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫

বাণী-বন্দনা

ঈশ্বরের সঙ্গে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবন-সহভাগিতা

১ [১] যা আদি থেকে ছিল,
যা আমরা শুনেছি,
যা নিজেদের চোখেই দেখেছি,
যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি
ও আমাদের হাত সেই জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে,
আমরা তারই বিষয়ে কথা বলছি।

[২] কেননা সেই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ করেছিল;
আমরা তা দেখেছি,
তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি
আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি
যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে—

[৩] যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি,
তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,
তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার ;
পিতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র যিশুখ্রিষ্টের সঙ্গেই
আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা।
[৪] আর আমরা এই সমস্ত কথা লিখছি,
আমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয়।

ঈশ্বর আলো

আলোতে আচরণ ও পাপ-ত্যাগ

[৫] আর যে সংবাদ তাঁর কাছ থেকে শুনেছি
ও তোমাদের কাছে জানাচ্ছি, তা এ :
ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই।
[৬] আমরা যদি বলি তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে,
অথচ অন্ধকারে চলি,
তাহলে মিথ্যা বলি, আমরা সত্যের সাধক নই।
[৭] কিন্তু আমরা যদি আলোতে চলি
—আলোতেই আছেন তিনি!—
তাহলে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে
আর তাঁর পুত্র যিশুর রক্ত
সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে।

[৮] আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই,
তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি
এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই।
[৯] আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি

—বিশ্বস্ত ও ধর্মময় তিনি!—
তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন
ও সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের শোধন করবেন।
[১০] আমরা যদি বলি পাপ করিনি,
তাহলে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করি,
এবং তাঁর বাণী আমাদের অন্তরে নেই।

২ [১] বৎস আমার, এ সমস্ত তোমাদের লিখছি,
তোমরা যেন পাপ না কর।
কিন্তু যদি কেউ পাপ করে,
পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন:
সেই যিশুখ্রিষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি।
[২] তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ
—আমাদের পাপের শুধু নয়,
সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য!

আজ্ঞাপালন

[৩] এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রিষ্টকে জেনেছি,
আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
[৪] যে বলে, 'আমি তাঁকে জানি,'
অথচ তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করে না,
সে মিথ্যাবাদী, তার অন্তরে সত্য নেই।
[৫] কিন্তু যে কেউ তাঁর বাণী পালন করে,
ঈশ্বরের ভালবাসা তার অন্তরে সত্যি সিদ্ধি লাভ করেছে।
এতেই জানতে পারি যে আমরা তাঁর মধ্যে আছি।
[৬] যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে,
তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন।

[৭] প্রিয়জনেরা, তোমাদের কাছে আমি নতুন কোন আজ্ঞার কথা নয়,
সেই পুরাতন আজ্ঞারই কথা লিখছি,
আদি থেকে যা তোমরা পেয়েছ:
যে বাণী তোমরা শুনেছ, তা-ই সেই পুরাতন আজ্ঞা।
[৮] তবু একদিকে নতুন এক আজ্ঞার কথা তোমাদের লিখছি,
আর তা তাঁর মধ্যে ও তোমাদের অন্তরে সত্যিই রয়েছে,
কারণ অন্ধকার ঘুচে যাচ্ছে
ও সত্যকার আলো এর মধ্যেই দেদীপ্যমান।
[৯] যে বলে সে আলোতে আছে অথচ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে,
সে এখনও অন্ধকারে রয়েছে।
[১০] নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে,
আর তার অন্তরে পরস্পর বিরোধী বলতে কিছুই থাকে না।
[১১] কিন্তু নিজের ভাইকে যে ঘৃণা করে,
সে অন্ধকারে রয়েছে ও অন্ধকারে চলে;
কোথায় যাচ্ছে তা জানে না,
কারণ অন্ধকার তার চোখ অন্ধ করেছে।

জগৎ ও খ্রিষ্টবৈরী থেকে সাবধান

[১২] বৎসেরা, আমি তোমাদের লিখছি:
তাঁর নাম গুণে তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।
[১৩] পিতারা, তোমাদের লিখছি:
আদি থেকে বিদ্যমান যিনি, তাঁকে তোমরা তো জান।
তরুণেরা, তোমাদের লিখছি:
তোমরা সেই ধূর্তজনকে জয় করেছ!
[১৪] বৎসেরা, তোমাদের লিখেছি:
তোমরা তো পিতাকে জান।
পিতারা, তোমাদের লিখেছি:

আদি থেকে বিদ্যমান যিনি, তাঁকে তোমরা তো জান।
তরুণেরা, তোমাদের লিখেছি:
তোমরা তো বলবান,
ঈশ্বরের বাণী তোমাদের অন্তরে বসবাস করে,
এবং সেই ধূর্তজনকে তোমরা জয়ই করেছ।
[১৫] জগৎ বা জগতের কোন কিছুই তোমরা ভালবেসো না!
কেউ যদি জগৎকে ভালবাসে,
তাহলে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই।
[১৬] কেননা জগতের যা কিছু আছে
—দেহলালসা, চক্ষুলালসা, ঐশ্বর্যের দম্ভ—
এ সমস্ত পিতা থেকে নয়, জগৎ থেকেই উদ্গত।
[১৭] আর জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে,
তার লালসাও তাই,
কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী।
[১৮] বৎসেরা, এই তো অন্তিম ক্ষণ!
তোমরা শুনেছিলে যে, খ্রিষ্টবৈরী আসছে।
দেখ, এর মধ্যে বহু খ্রিষ্টবৈরী আবির্ভূত হয়েছে;
এতে আমরা জানতে পারি যে, এটি অন্তিম ক্ষণ।
[১৯] তারা আমাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে গেছে,
অথচ তারা আমাদেরই ছিল না;
কারণ যদি আমাদেরই হত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকত;
কিন্তু এমনটি ঘটেছে যেন প্রকাশিত হয় যে, সকলে আমাদের নয়।
[২০] তোমাদের কিন্তু এমন তৈলাভিষেক আছে,
যা সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে পেয়েছ
—হ্যাঁ, তোমরা সকলেই একথা জান।
[২১] আমি তোমাদের এমনটি লিখিনি যে তোমরা সত্য জান না,

বরং, তোমরা তা জান, এবং এও জান যে,
সত্য থেকে কোন মিথ্যা আসে না।
[২২] যিশু যে সেই খ্রিষ্ট, একথা যে অস্বীকার করে,
সে ছাড়া আর মিথ্যাবাদী কে?
সে-ই খ্রিষ্টবৈরী, পিতা ও পুত্রকে যে অস্বীকার করে।
[২৩] পুত্রকে যে কেউ অস্বীকার করে, পিতাকেও সে পায়নি;
পুত্রকে যে স্বীকার করে, পিতাকেও সে পেয়েছে।
[২৪] যা তোমরা আদি থেকে শুনেছ,
তা যেন তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে;
যা আদি থেকে শুনেছ, তা যদি তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে,
তবে তোমরাও পুত্রেতে ও পিতাতে স্থিতমূল থাকবে।
[২৫] আর যা তিনি নিজে আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছেন,
সেই প্রতিশ্রুতি এ—অনন্ত জীবন।
[২৬] যারা তোমাদের প্রতারণা করতে চায়,
তাদেরই বিষয়ে তোমাদের এই সমস্ত লিখেছি।
[২৭] তোমরা কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যে তৈলাভিষেক পেয়েছ,
তা তোমাদের অন্তরে রয়েছে,
আর তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে,
কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে।
কিন্তু যেহেতু তাঁর সেই তৈলাভিষেক
সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে
—আর সেই তৈলাভিষেক সত্য, মিথ্যা নয়!—
এজন্য তা যেমন তোমাদের শিক্ষা দিয়েছে,
তেমনি তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক।
[২৮] তাই এখন, বৎস, তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক,
তিনি যখন আবির্ভূত হবেন,

তখন আমরা যেন সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি,
এবং তাঁর আগমনে
আমাদের যেন তাঁর কাছ থেকে লজ্জায় দূরে সরে যেতে না হয়।
[২৯] তোমরা যদি জান, তিনি ধর্মময়,
তবে এও জেনে নাও যে,
যে কেউ ধর্মাচরণ করে, সে তাঁরই থেকে জনিত।

আমরা ঈশ্বরের সন্তান

ঈশ্বরের সন্তানদের আচরণ

৩ [১] দেখ, পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন,
যার জন্য আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত,
আর আমরা তো তাই!
এজন্যই জগৎ আমাদের জানে না,
কারণ তাঁকেই সে জানেনি।
[২] প্রিয়জনেরা, এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান;
আর কী হয়ে উঠব, এখনও তা প্রকাশিত হয়নি।
আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব,
কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।
[৩] তাঁর প্রতি যার এই প্রত্যাশা আছে,
সে নিজেকে পুণ্যবান করে তোলে, তিনি নিজেই যেমন পুণ্যবান।

পাপাচরণ-ত্যাগ

[৪] কেউ যদি পাপ করে, সে জঘন্য কাজ করে,
আর পাপটা হল এ জঘন্য কাজ।
[৫] আর তোমরা তো জান যে,
পাপ হরণ করতেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন,

আর তাঁর মধ্যে কোন পাপ নেই।
[৬] যে কেউ তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাকে,
সে পাপ করে না।
যে কেউ পাপ করে,
সে তাঁকে দেখেওনি, তাঁকে জানেওনি।
[৭] বৎস, কেউ যেন তোমাদের প্রতারণা না করে :
যে ধর্মাচরণ করে, সে ধর্মময়, তিনি নিজে যেমন ধর্মময়।
[৮] যে পাপ করে, সে দিয়াবল থেকে উদ্গত,
কারণ আদি থেকেই দিয়াবল পাপ করে এসেছে।
দিয়াবলের কর্ম বিনাশ করার জন্যই
ঈশ্বরের পুত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন।
[৯] যে কেউ ঈশ্বর থেকে জনিত, সে পাপ করে না,
কারণ তাঁর বীজ তার অন্তরে থাকে ;
পাপ করার শক্তি তার নেই, কারণ সে ঈশ্বর থেকে জনিত।
[১০] এতেই ঈশ্বরের সন্তান ও দিয়াবলের সন্তান নির্ণীত হয় :
যে কেউ ধর্মাচরণ করে না, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয় ;
আর নিজের ভাইকে যে ভালবাসে না, সেও নয়।

আজ্ঞাপালন

[১১] কেননা যে সংবাদ তোমরা আদি থেকে শুনে এসেছ, তা এ :
আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।
[১২] কাইনের মত যেন না হই : সে ছিল সেই ধূর্তজন থেকে উদ্গত,
এবং নিজের ভাইকে বধ করেছিল।
আর তাকে কেন বধ করেছিল ?
কারণ তার নিজের কাজকর্ম ছিল পাপময়,
কিন্তু ভাইয়ের কর্ম ছিল ধর্মসম্মত।
[১৩] সুতরাং ভাই, জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে,

এতে আশ্চর্য হয়ো না।
[১৪] আমরা জানি যে,
মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি ভাইদের ভালবাসি বিধায়।
যে ভালবাসে না, সে মৃত্যুতে বসবাস করে।
[১৫] যে কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক;
আর তোমরা তো জান, যে কেউ নরঘাতক,
তার অন্তরে অনন্ত জীবন থাকে না।
[১৬] এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম,
কারণ তিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন:
সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।
[১৭] কিন্তু কারও পার্থিব সম্পদ থাকলে
সে যদি নিজ ভাইকে অভাবগ্রস্ত দেখেও
তার জন্য নিজের হৃদয় রুদ্ধ করে রাখে,
তাহলে ঈশ্বরের ভালবাসা কেমন করে তার অন্তরে থাকবে?
[১৮] বৎস, এসো, আমরা কথায় নয়, মুখেও নয়,
বরং কাজে ও সত্যিকারে ভালবাসি।
[১৯] এতেই বুঝতে পারব, আমরা সত্য থেকে উদ্গত,
এবং তাই তাঁর সম্মুখে আমাদের হৃদয়কে আশ্বস্ত করতে পারব
[২০] —আমাদের হৃদয় যে বিষয়ে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করুক না কেন—
কারণ ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের চেয়ে মহান, আর তিনি সবই জানেন।
[২১] প্রিয়জনেরা, হৃদয় যদি আমাদের দোষী সাব্যস্ত না করে,
তাহলে ঈশ্বরের সামনে আমরা সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি,
[২২] আর যা কিছু যাচনা করি, তাঁর কাছ থেকে তাই পাই,
কারণ আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি
ও তাঁর মনোমত কাজ সাধন করি।
[২৩] আর এই তো তাঁর আজ্ঞা:

আমরা যেন তাঁর পুত্র যিশুখ্রিষ্টের নামে বিশ্বাস রাখি
ও পরস্পরকে ভালবাসি, তিনি যেমন আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন।
[২৪] আর তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে,
সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন।
আর এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন :
যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা।

জগৎ ও খ্রিষ্টবৈরী থেকে সাবধান

৪ [১] প্রিয়জনেরা, তোমরা যে কোন আত্মাকেই বিশ্বাস করো না ;
কিন্তু আত্মাগুলোকে যাচাই করে দেখ, সেগুলো ঈশ্বর থেকে উদ্গত কিনা,
কারণ অনেক নকল নবী জগতে বেরিয়েছে।
[২] এতেই তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানতে পার :
যে কোন আত্মা যিশুখ্রিষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে,
তা ঈশ্বর থেকে ;
[৩] এবং যে কোন আত্মা যিশুকে বিলুপ্ত করে, তা ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়,
এমনকি এটা হল সেই খ্রিষ্টবৈরীর আত্মা,
যার বিষয়ে তোমরা শুনেছ, সে আসছে,
এমনকি এর মধ্যে সে জগতে উপস্থিত।
[৪] তোমরা, হে বৎস,
তোমরাই ঈশ্বর থেকে উদ্গত, আর তাদের জয় করেছ ;
কারণ জগতে যা আছে,
তার চেয়ে মহত্তর তিনি, যিনি তোমাদের অন্তরে আছেন।
[৫] তারা জগৎ থেকে উদ্গত, তাই জগতের ভাষা বলে
এবং জগৎ তাদের কথা শোনে।
[৬] আমরাই ঈশ্বর থেকে উদ্গত :
ঈশ্বরজ্ঞান যে লাভ করে, সে আমাদের শোনে ;

ঈশ্বর থেকে যে উদ্গত নয়, সে আমাদের শোনে না।

এতেই আমরা সত্যময় আত্মা ও ভ্রান্তিময় আত্মাকে নির্ণয় করতে পারি।

ঈশ্বর ভালবাসা

ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত ও বিশ্বাসে স্থাপিত

[৭] প্রিয়জনেরা, এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি,

কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত,

এবং যে কেউ ভালবাসে,

সে ঈশ্বর থেকে জনিত আর ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে।

[৮] যে ভালবাসে না, সে ঈশ্বরকে জানল না, কারণ ঈশ্বর ভালবাসা।

[৯] এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে:

ঈশ্বর তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন

তাঁর দ্বারাই আমরা যেন জীবন পাই।

[১০] আর এতেই ভালবাসার অর্থ:

আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম এমন নয়,

কিন্তু তিনি আমাদের ভালবাসলেন

এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।

[১১] প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন,

তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।

[১২] ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি;

আমরা যদি পরস্পরকে ভালবাসি,

তাহলে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে রয়েছেন

এবং তাঁর ভালবাসা আমাদের অন্তরে সিদ্ধি লাভ করে।

[১৩] এতেই আমরা জানি যে,

আমরা তাঁর মধ্যে রয়েছি আর তিনিও আমাদের অন্তরে রয়েছেন,

কারণ তিনি তাঁর আত্মাকে আমাদের দান করেছেন।

[১৪] আর আমরা দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করেছিলেন।
[১৫] যে কেউ স্বীকার করে, 'যিশু ঈশ্বরের পুত্র',
ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন, সেও ঈশ্বরে বসবাস করে।
[১৬] আর আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি,
—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।
ঈশ্বর ভালবাসা; ভালবাসায় যার আবাস,
সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।
[১৭] এতেই আমাদের অন্তরে ভালবাসা সিদ্ধিলাভ করে:
বিচারের দিনে আমরা সৎসাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে পারব,
কারণ তিনি যেভাবে আছেন, আমরাও সেইভাবে আছি, এই জগতে।
[১৮] ভালবাসায় কোন ভয় নেই,
বরং সিদ্ধ ভালবাসা ভয়কে দূরে সরিয়ে দেয়,
কারণ ভয় বলতে শাস্তি বোঝায়,
আর যে ভয় করে, ভালবাসায় সে এখনও সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হয়নি।
[১৯] আমরা ভালবাসি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন।
[২০] যদি কেউ বলে,
আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, আর তবু নিজের ভাইকে ঘৃণা করে,
তবে সে মিথ্যাবাদী।
বাস্তবিক, নিজের ভাইকে—যাকে সে দেখেছে—যে ভালবাসে না,
সেই ঈশ্বরকে—যাঁকে সে দেখেনি—তাঁকে ভালবাসতে পারে না।
[২১] আর আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আজ্ঞা পেয়েছি:
ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, তাকে নিজের ভাইকেও ভালবাসতে হবে।

ভালবাসা খ্রিষ্টবিশ্বাসের ফল

৫ [১] যে কেউ বিশ্বাস করে যে যিশুই সেই খ্রিষ্ট, সে ঈশ্বর থেকে জনিত;

আর যে কেউ জন্মদাতাকে ভালবাসে, তাঁর কাছ থেকে যে জনিত,
সে তাকেও ভালবাসে।
[২] এতেই আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বরের সন্তানদের ভালবাসি :
যখন ঈশ্বরকে ভালবাসি ও তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
[৩] কেননা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এ : আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
আর তাঁর আজ্ঞাগুলি দুর্বহ নয়।
[৪] কারণ ঈশ্বর থেকে যা কিছু জনিত, তা-ই জগৎকে জয় করে।
আর যে বিজয় জগৎকে জয় করে, তা এ : আমাদের বিশ্বাস।
[৫] বস্তুত, কেবা জগৎকে জয় করতে পারে,
সে-ই ছাড়া যে বিশ্বাস করে, যিশু ঈশ্বরের পুত্র?
[৬] তিনিই জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন : সেই যিশুখ্রিষ্ট!
শুধু জলে নয়, জলে ও রক্তে।
আর আত্মা হলেন এর সাক্ষী, কারণ আত্মাই তো সত্য।
[৭] বস্তুত সাক্ষী আছে তিনটি,
[৮] আত্মা, জল ও রক্ত, এবং এ তিনটির সাক্ষ্য এক।
[৯] মানুষের সাক্ষ্য আমরা যদি গ্রহণ করি,
ঈশ্বরের সাক্ষ্য তবে আরও মহান,
কারণ ঈশ্বরের সাক্ষ্য এ : তিনি আপন পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।
[১০] ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি যে বিশ্বাসী, সাক্ষ্যটি তার অন্তরে বিদ্যমান;
ঈশ্বরে যে বিশ্বাসী নয়, সে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছে,
কেননা আপন পুত্রের বিষয়ে স্বয়ং ঈশ্বর যে সাক্ষ্য দিয়েছেন,
তা সে বিশ্বাস করেনি।
[১১] আর সেই সাক্ষ্য এ :
অনন্ত জীবনকেই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন,
এবং তাঁর পুত্রেই সেই জীবন।
[১২] পুত্রকে যে পেয়েছে, সে পেয়েছে জীবন;

ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায়নি, জীবনকেও সে পায়নি।
[১৩] তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামের প্রতি বিশ্বাসী,
আমি তোমাদের কাছে এ সমস্ত লিখেছি
যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।

উপসংহার

প্রার্থনা ও বিশ্বস্ততার প্রয়োজনীয়তা

[১৪] আর তাঁর কাছে আমাদের যে দৃঢ় প্রত্যয় আছে, তা এ:
আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কোন যাচনা করলে তিনি আমাদের কথা শোনেন।
[১৫] আর যদি জানি, যা কিছু আমরা যাচনা করি,
তিনি আমাদের কথা শোনেন,
তবে এও জানি যে, আমরা যা যাচনা করি, সেই সমস্ত পেয়ে গেছি।
[১৬] যদি কেউ নিজ ভাইকে এমন পাপ করতে দেখে যা মৃত্যুজনক নয়,
তবে সে যাচনা করুক, আর তিনি তাকে জীবন দান করবেন
—অবশ্য তাদেরই, যাদের পাপ মৃত্যুজনক নয়।
কেননা মৃত্যুজনক একটা পাপ আছে,
সেটার বিষয়ে তো আমি অনুরোধ রাখতে বলছি না।
[১৭] যে কোন অধর্মই পাপ,
কিন্তু এমন পাপ আছে, যা মৃত্যুজনক নয়।

[১৮] আমরা জানি: যে কেউ ঈশ্বর থেকে জনিত, সে পাপ করে না;
বরং ঈশ্বর থেকে যে জনিত, তাকে তিনি রক্ষা করেন,
আর সেই ধূর্তজন তাকে স্পর্শ করে না।
[১৯] আমরা জানি: আমরা ঈশ্বর থেকে উদ্গত,
এবং সমগ্র জগৎ সেই ধূর্তজনের অধীন।
[২০] এও আমরা জানি: ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন

এবং সেই সত্যময়কে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন।
আর আমরা সেই সত্যময়ে আছি, তাঁর পুত্র সেই যিশুখ্রিষ্টে আছি ব'লে।
তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।
[২১] বৎস, তোমরা দেবমূর্তীগুলো থেকে দূরে থাক।

---

১ [১] 'আদি' শব্দটা এখানে দুই অর্থ বহন করতে পারে: (ক) যোহন-রচিত সুসমাচার যেমন, পত্রও তেমনি সৃষ্টিকাজের আগেকার আদিলগ্ন লক্ষ করে, যোহন ১:১, 'আদিতে' টীকা দ্রঃ; (খ) পত্র সুসমাচার-প্রচারেরই সেই আদিলগ্ন লক্ষ করে, তবে পত্রটার উদ্দেশ্যই পাঠক-পাঠিকাকে খ্রিষ্টীয় আদি শুভসংবাদ ধ্যান করতে আমন্ত্রণ করে। • 'আমাদের হাত … যা স্পর্শ করেছে': সাধু যোহন যাঁকে স্পর্শ করেছিলেন, তিনি প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত মানুষও ছিলেন; সাধু যোহন খ্রিষ্টের মানবতার উপরেই জোর দেন কেননা সেসময়ে এমন ভ্রান্তমত প্রচলিত ছিল যা খ্রিষ্টের মানবতার গুরুত্ব অস্বীকার করত। সেইসঙ্গে সাধু যোহন বলতে চান যে, তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গী ছিলেন বলে তাঁর সাক্ষ্য যথার্থ।

[২] এই পদ আগেকার পদের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে জীবন-বাণী বিষয়ক গভীর ঐশতত্ত্ব উপস্থাপন করে। 'অনন্ত জীবন' বলতে ঈশ্বরের নিজের জীবন বোঝায় যা কালের কোন গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় ও অমঙ্গলের আক্রমণ থেকেও মুক্ত। এই জীবন ঈশ্বরপুত্র যিশুতেই আমাদের দান করা হয়েছে (৫:১১), সুসমাচার-ঘোষণা সেই জীবন দান করে, আর মানুষ যিশু নামে বিশ্বাস রেখেই তা পায় (৫:১৩)। • 'পিতামুখী': বাণীর মুখ্য পরিচয় দেওয়া হচ্ছে; বাণী নিয়তই পিতামুখী, কেননা পিতামুখীই তাঁর সমস্ত কাজের একমাত্র গতি, পিতাকে প্রীত করাই তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, ফলত পিতার ইচ্ছা বাস্তবায়নই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। অনুবাদান্তরে: বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে; তাতে পিতার সঙ্গে বাণীর ঐক্য ঘোষিত।

[৩] যে সংযোগ-সূত্র পিতার সঙ্গে পুত্রকে সহভাগিতা ও ভালাবাসায় সংযুক্ত করে, সেই একই সূত্র খ্রিষ্টকে তাঁর প্রথম সাক্ষীদের সঙ্গে, প্রথম সাক্ষীদের মন্ডলীভুক্তদের সঙ্গে, ও মন্ডলীভুক্ত সকলকে একে অন্যের মধ্যে সংযুক্ত করে: সংযোগ-সূত্রটা অবিচ্ছিন্ন।

[৪] সুসমাচারের প্রথম অধ্যায় জগতে যিশুর প্রবেশ ও যিশুর প্রতি জগতের অস্বীকৃতি তুলে ধরে, কিন্তু পত্রটার সুর আনন্দপূর্ণ, কেননা তাঁর আপনজন তাঁকে গ্রহণ করে গৌরবান্বিতও করে।

[৫] সুসমাচারের বাণী মুখস্থ করাই সহজ, তার দাবি মেনে চলাই কঠিন; সুসমাচারের অবিরত ঘোষণার উদ্দেশ্যই যেন ভক্তজন সেই দাবি ভুলে না যায়।

[৬] সে-ই 'সত্যের সাধক' যে যিশু দ্বারা প্রচারিত ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করে তা দ্বারা নিজেকে রূপান্তরিত হতে দেয়।

[৯] পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন বিধায়ই ঈশ্বর বিশ্বস্ত; পিতৃস্নেহে পাপীকে ক্ষমা করেন বিধায়ই তিনি ধর্মময়। • 'অধর্ম' বলতে পাপের শিকড় বোঝায়; তাই ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করে পাপের শিকড় থেকেও আমাদের মুক্ত করেন।

২ [১] 'সহায়ক': চতুর্থ সুসমাচারে পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক যিনি মর্তবাসী বিশ্বাসীদের সাহায্যে আসেন; এই পত্রে যিশুই সেই সহায়ক যিনি ঈশ্বরের সম্মুখে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।

[২] ক্রুশের উপরে যিশু হলেন মানুষের পক্ষে পাপার্থে বলি; সেই অনুসারে তিনি মানুষের হয়ে পিতার কাছে প্রার্থনা করেন, আর পিতা তেমন পাপার্থে বলির মিনতি ফিরিয়ে দিতে পারেন না (প্রকাশ ৫:৯-১০)।

[৪] 'আমি তাঁকে জানি': বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানুষ যিশুকে জানতে পারে বটে, কিন্তু পত্র অনুসারে প্রকৃত 'জানা' তাত্ত্বিক নয়, বরং যিশুর সঙ্গে ব্যক্তিময় সম্পর্ক ও পূর্ণ জীবন-সহভাগিতায়ই প্রকাশ পাবার কথা।

[৮] খ্রিষ্টযিশুতে প্রকাশিত পিতার ভালবাসা খ্রিষ্টমণ্ডলীতে আলোর মতই উজ্জ্বল, আর তেমন আলোর উদ্ভাস জগতের সকল মানুষের কাছেও দৃষ্টিগোচর।

[১৬] মানুষের উচ্ছৃঙ্খল কুপ্রবৃত্তিই হল 'দেহলালসা'; যা কিছু চোখে পড়ে তা পাবার বাসনাই হল 'চক্ষুলালসা'; এবং ঈশ্বরে ভরসা রাখে না এমন সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষের অন্যায়-আত্মনির্ভরশীলতার মনোভাবই হল 'ঐশ্বর্যের দম্ভ'।

[১৮] আদিমণ্ডলীর সময়ে বিশ্বাসীরা এবিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন, জগতের শেষ ক্ষণ ও যিশুর পুনরাগমন-ক্ষণ আসন্ন।

[২০] 'তৈলাভিষেক' বলতে ঈশ্বরের বাণী বোঝায় যা মানুষ খ্রিষ্ট থেকে পেয়েছে ও পবিত্র আত্মার নিজের কাজের ফলে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। চতুর্থ সুসমাচারের ঐশতত্ত্ব অনুসারেই পবিত্র আত্মার এই ভূমিকা; সেখানে যিশু বলেন যে, পবিত্র আত্মা এসে বিশ্বাসীকে পূর্ণ সত্যের মধ্যে চালনা করবেন (যোহন ১৪:২৬; ১৬:১৩)।

[২২] সেকালের ভ্রান্তমত অনুসারে স্বর্গীয় খ্রিষ্ট মানব-ছদ্মবেশেই শুধু যিশুতে উপস্থিত ছিলেন।

৩ [৬] 'সে পাপ করে না': এই উক্তি কি ১:৮-১০ এর উক্তির বিপরীত কথা বলে না? না, কেননা ১ম অধ্যায়ে সাধু যোহন দৈনন্দিনেরই কথা বলছিলেন, অপরদিকে এখানে তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীর রহস্যময় পরিস্থিতি তুলে ধরছেন যা অনুসারে যিশুর পরিত্রাণদায়ী কাজের ফলে মানুষ পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং 'যতক্ষণ যিশুতে স্থিতমূল থাকে পাপ করতে পারে না' (সাধু আগস্তিন)। যিশুতে স্থিতমূল থাকা বলতে যিশুতে অবিচল বিশ্বাস রাখাই বোঝায়।

[৯] ‘সে পাপ করে না’ : ৬ পদ, টীকা দ্রঃ। ● ‘তাঁর বীজ’ : তা হল ঈশ্বরের বাণী যা আমাদের অন্তরে বসবাস ক’রে (২:১৪) আমাদের পবিত্রীকরণের কারণ হয় ; আবার তা হতে পারে আদি থেকে শোনা ধর্মশিক্ষা (২:২৪) কিংবা খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস (২ যোহন ২)।

৪ [৩] সাধু যোহন এখানেও সেই ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে কথা বলেন যা স্বর্গীয় খ্রিষ্ট ও মানুষ-যিশুকে ভিন্ন বলে সমর্থন করত, অর্থাৎ মাংসধারণ-রহস্য অস্বীকার করত।

[৮] ‘ঈশ্বর ভালবাসা’ এই অর্থে যে, তিনি তাঁর আপন পুত্রে ভালবাসার ঈশ্বর বলে আত্মপ্রকাশ করলেন ; মানুষের প্রতি সেই ভালবাসা তাঁর আপন পুত্রের প্রতি পিতার ভালবাসাও প্রকাশ করল (যোহন ৩:৩৫; ৫:২০; ১০:১৭; ১৫:৯; ১৭:২৬)। ঈশ্বরই ভালবাসার উৎস ; মানব-জগতে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যকার ভালবাসাই প্রতিবিম্বিত।

[১৩] পবিত্র আত্মা ও বিশ্বাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কেননা পবিত্র আত্মাই সাক্ষ্যদান করতে প্রেরিতদূতদের প্রেরণা দেন (১৪ পদ), মণ্ডলীর অভ্যন্তরে বিশ্বাস-স্বীকৃতির জন্য ভক্তদের প্রেরণা দেন (১৫ পদ) এবং বিশ্বাসের কথা উপলব্ধি করার জন্য সকল বিশ্বাসীকে প্রেরণা দেন (১৬ক পদ) ; এজন্য খ্রিষ্টভক্তদের অন্তরে পবিত্র আত্মার এই প্রেরণা-কর্ম ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সহভাগিতার বিচার-মান (১৫ ও ১৬খ,গ পদ)।

[২০] ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা যদি আমাদের প্রতি তাঁর নিজেরই ভালবাসার সহভাগিতা না হয় (৪:৮) এবং তা যদি মানব-সেবায় ব্যক্ত না হয়, তাহলে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সেই ভালবাসা মরীচিকামাত্র।

৫ [২] এই পদে এসত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত যে, ভাই-বোনদের প্রতি ভালবাসা ও ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত : ভাই-বোনদের প্রতি ভালবাসা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা থেকেই আসে ও সেই ভালবাসার অভিব্যক্তি। খ্রিষ্টীয় ভালবাসা বাহ্যিক ও ক্ষণিক অনুভূতি নয়, বরং তা বিশ্বাসেই স্থাপিত, সুতরাং তা বিশ্বাসের মত স্থায়ী। আবার, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা তাঁর আজ্ঞা পালনেই প্রকাশ পাবার কথা, আর আজ্ঞাগুলোর মধ্যে প্রধান আজ্ঞাই ঠিক ভাই-বোনদের প্রতি ভালবাসা।

[৬-৭] এই পদ ক্রুশোত্তোলিত যিশুর পাশ থেকে নির্গত সেই জল ও রক্তের কথা স্মরণ করায় যা বাপ্তিস্ম ও খ্রিষ্টদেহের প্রতীক বলে গ্রহণযোগ্য। জল ও রক্তের সাক্ষ্যদানে পবিত্র আত্মাও যোগ দেন, তাই প্রাক্তন সন্ধির বিধান অনুসারে তিন সাক্ষী থাকায় সাক্ষ্যদান যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য (দ্বিঃবিঃ ১৯:১৫; গণনা ৩৫:৩০)।

[১৬] তা-ই ‘মৃত্যুজনক পাপ’ যে-পাপ স্বর্গীয় খ্রিষ্ট ও নাজারেথীয় যিশুকে এক বলে অস্বীকার করে ঈশ্বরের সহভাগিতা থেকে মানুষকে দূর করে দেয় ও মানুষের নিজের আধ্যাত্মিক সর্বনাশ ঘটায়।

[১৮] ‘সে পাপ করে না’ : এই উক্তি কি ১:৮-১০ এর উক্তির বিপরীত কথা বলে না? না, কেননা ১ম অধ্যায়ে সাধু যোহন দৈনন্দিনেরই কথা বলছিলেন, অপরদিকে এখানে তিনি

খ্রিষ্টবিশ্বাসীর রহস্যময় পরিস্থিতি তুলে ধরছেন যা অনুসারে যিশুর পরিত্রাণদায়ী কাজের ফলে মানুষ পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং 'যতক্ষণ যিশুতে স্থিতমূল থাকে পাপ করতে পারে না' (সাধু আগস্তিন)। যিশুতে স্থিতমূল থাকা বলতে যিশুতে অবিচল বিশ্বাস রাখাই বোঝায়।

[২১] নবী এজেকিয়েলও (১১:১৯-২১; ৩৬:২৫-২৬) বলেছিলেন, ঈশ্বরের দেওয়া নতুন হৃদয় পাবার জন্য যত পুতুল ও দেবমূর্তী দূর করা দরকার; ঈশ্বরের আত্মাই নব ইস্রায়েলকে শুদ্ধ করে তুলবেন। প্রতিমা-পূজার কথা ছাড়া পত্রটি সেই নকল নবীদের দিকেও অঙুলি নির্দেশ করে, যাদের শিক্ষা গ্রহণে বিশ্বাসী মানুষ নিজের হৃদয়কে মিথ্যার পিছনে যেতে দিয়ে (এজে ১১:২১) নিজের বিশ্বাস ও ঐশভালবাসাকেও দূষিত করে।

যোহনের ২য় পত্র

২য় পত্রে সাধু যোহন সতর্ক বাণী দেন যেন প্রকৃত বিশ্বাসী সেই ভ্রান্তমত থেকে দূরে থাকে যা স্বর্গীয় খ্রিষ্ট ও নাজারেথীয় যিশুকে এক বলে না মানায় মাংসধারণ-রহস্য অস্বীকার করত।

সূচীপত্র

[১-২] প্রবীণ এই আমি, যাদের সত্যিই ভালবাসি—আর শুধু আমি নয়, যারা সত্য জেনেছে, তারা সকলেও—সেই সত্যের কারণে যা আমাদের অন্তরে বসবাস করছে এবং আমাদের সঙ্গে অনন্তকাল থাকবে, সেই মনোনীতা ভদ্রজনা ও তার সন্তানদের সমীপে:
[৩] পিতা ঈশ্বর ও পিতার পুত্র সেই যিশুখ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি আমাদের সঙ্গে থাকুক—সত্যে ও ভালবাসায়।

[৪] আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি, কেননা দেখতে পেয়েছি, আমরা পিতা থেকে যেভাবে আজ্ঞা পেয়েছি, তোমার কয়েকজন সন্তান সেইভাবে সত্যে চলছে।
[৫] আর এখন, ভদ্রে, তোমার কাছে অনুরোধ রাখি: নতুন আজ্ঞা নয়, আদি থেকে যা পেয়েছি, সেই আজ্ঞার কথাই লিখছি—আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসি।

[৬] আর ভালবাসা এ: আমরা যেন তাঁর আজ্ঞাগুলি অনুসারে চলি; তোমরা আদি থেকে যেভাবে শুনে আসছ, আজ্ঞাটি এ: ভালবাসায় চল।
[৭] কেননা অনেক প্রতারক জগতে বেরিয়েছে; তারা যিশুখ্রিষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে না—এ-ই তো প্রতারক ও খ্রিষ্টবৈরী!
[৮] সতর্ক হও, তোমরা যা সাধন করেছ, তার ফল না হারিয়ে বরং যেন পূর্ণ পুরস্কার পাও।
[৯] যে কেউ মাত্রা অতিক্রম করে ও খ্রিষ্টের শিক্ষায় স্থিতমূল থাকে না, সে ঈশ্বরকে পায়নি; এ শিক্ষায় যে স্থিতমূল থাকে, সে পিতাকেও পেয়ে গেছে, পুত্রকেও পেয়ে গেছে।
[১০] যদি কেউ এ শিক্ষা বহন না করে তোমাদের কাছে আসে, তোমরা তাকে ঘরে গ্রহণ করো না, তাকে স্বাগতও জানিয়ো না।
[১১] বস্তুত, তাকে যে স্বাগত জানায়, সে তার সমস্ত দুষ্কর্মের সহভাগী হয়।

[১২] তোমাদের কাছে অনেক কথা লেখার ছিল; কাগজে-কালিতে তা করতে চাচ্ছি না। কিন্তু আশা রাখি, তোমাদের কাছে আসব ও তোমাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে সব কথা বলব, যেন আমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

[১৩] তোমার মনোনীতা ভগিনীর সন্তানেরা তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

যোহনের ৩য় পত্র

একজন ধর্মনেতা ভক্তদের মধ্যে অমিল সৃষ্টি করছেন বিধায় সাধু যোহন নিজ বাণী শোনান।

সূচীপত্র

[১] প্রবীণ এই আমি, প্রিয় গাইউসের সমীপে, যাঁকে আমি সত্যিই ভালবাসি।

[২] প্রিয়তম, আধ্যাত্মিক জীবনে তুমি যেমন কুশলে আছ, প্রার্থনা করি, সব দিক দিয়ে তুমি যেন কুশলে থাক, তোমার শরীর যেন সুস্থ থাকে। [৩] আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যখন কয়েকজন ভাই এসে তোমার সত্যের বিষয়ে—তুমি কী ভাবে সত্যে চল—সাক্ষ্য দিয়েছেন। [৪] আমার সন্তানেরা সত্যে চলে, একথা শুনতে পাওয়ার চেয়ে বড় আনন্দ আমার আর নেই।

[৫] প্রিয়তম, ভাইদের জন্য, এমনকি তাঁরা বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের জন্য তুমি যা কিছু করছ, তাতে তোমার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত। [৬] তাঁরা মন্ডলীর কাছে তোমার ভালবাসার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর তুমি যদি তাঁদের যাত্রার এমন ব্যবস্থা কর যা ঈশ্বরের যোগ্য, তবে ভালই করবে। [৭] তাঁরা তো নামের খাতিরেই বেরিয়েছেন, বিধর্মীদের কাছ থেকে কিছুই দাবি করেননি। [৮] তাই তেমন মানুষদের সাদরে গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য, যেন সত্য-সাধনে তাঁদের সহযোগী হতে পারি।

[৯] মন্ডলীর কাছে কিছু লিখেছিলাম, কিন্তু সেখানকার মাতব্বরিপ্রিয় দিওত্রেফেস আমাদের গ্রাহ্যই করছেন না। [১০] তাই যখন আমি আসব, তখন তিনি বাজে কথা ব'লে আমার নিন্দা ক'রে যে সমস্ত কাজ করছেন, তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেব। আর তিনি তাতেও তুষ্ট নন; তিনি নিজেই ভাইদের গ্রাহ্য করতে চাচ্ছেন না, আর যারা তাঁদের গ্রাহ্য করতে ইচ্ছুক, তাদেরও তিনি বাধা দিচ্ছেন, এমনকি মন্ডলী থেকে তাদের বের করে দিচ্ছেন। [১১] প্রিয়তম, যা অমঙ্গল, তা নয়, যা ভাল, তারই অনুকারী হও। যে সৎকর্ম করে, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত; যে অসৎ কর্ম করে, সে ঈশ্বরকে দেখেনি।

[১২] দেমেত্রিওসের পক্ষে সকলে, এমনকি স্বয়ং সত্য সাক্ষ্য দিয়েছেন; আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি; এবং তুমি জান, আমাদের সাক্ষ্য সত্য।

[১৩] তোমার কাছে অনেক কথা লেখার ছিল, কিন্তু কালি-কলমে তা করতে চাচ্ছি না। [১৪] আশা রাখি, শীঘ্রই তোমার সঙ্গে দেখা হবে; তখন মুখোমুখি হয়ে সব কথা বলব। [১৫] তোমার শান্তি হোক! বন্ধুরা তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। প্রত্যেকের নাম করে তুমিও বন্ধুদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও।

যুদার পত্র

যুদার পত্র মিথ্যা ধর্মগুরুদের বিষয়ে ভক্তজনদের সতর্ক করে, এবং খ্রিষ্টের দয়া ও রক্ষায় আশ্রয় নিতে তাদের আহ্বান করে।

সূচীপত্র

[১] আমি যিশুখ্রিষ্টের দাস, যাকোবের ভাই যুদা। যারা পিতা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র ও যিশুখ্রিষ্টের জন্য সংরক্ষিত, সেই আহূতজনদের সমীপে: [২] দয়া, শান্তি ও ভালবাসা প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

নকল শিক্ষাগুরুরা ইতিমধ্যেই বিচারাধীন

[৩] প্রিয়জনেরা, আমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমাদের সকলের পরিত্রাণ প্রসঙ্গে তোমাদের কাছে কিছু লিখব; কিন্তু অনুভব করলাম, তোমাদের উৎসাহিত করার জন্য এই বিষয়ে কিছুটা লেখা আমার কর্তব্য, তথা, পবিত্রজনদের কাছে একবার চিরকালের মত সম্প্রদান-করা সেই বিশ্বাসের প্রসঙ্গে। [৪] কেননা তোমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন ভক্তিহীন মানুষ গোপনে গোপনে অনুপ্রবেশ করেছে,—এই বিষয়ে দণ্ডের পাত্র হবার জন্য তারা তো বহুদিন থেকেই চিহ্নিত—যারা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় বিকৃত করে, এবং আমাদের একমাত্র অধিপতি ও প্রভু যিশুখ্রিষ্টকে অস্বীকার করে।

[৫] এখন, যদিও তোমরা এই সবকিছু ভালই জান, তবু আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, প্রভু মিশর দেশ থেকে জনগণকে ত্রাণ করে পরবর্তীতে কিন্তু, যারা বিশ্বাস করতে অসম্মত ছিল, তাদের ধ্বংস করেছিলেন। [৬] আর যে স্বর্গদূতেরা তাদের দেওয়া অধিকার রক্ষা না করে বরং তাদের নির্ধারিত এলাকা ত্যাগ করেছিল, তাদের তিনি মহাদিনের সেই বিচারের জন্য ঘোর অন্ধকারের গভীরে চিরশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছেন। [৭] সদোম, গমোরা আর আশেপাশের শহরগুলোও পথভ্রষ্ট হয়ে একই

প্রকারে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিকৃত যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছিল; এখন তারা চিরন্তন অগ্নিদণ্ড ভোগ করতে করতে আমাদের চোখের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

[৮] তা সত্ত্বেও এই লোকেরা সেইসব কিছু করে চলছে: তাদের নিজেদের মরীচিকায় চালিত হয়ে তারা দেহকে কলুষিত করে, কর্তৃত্বকে অমান্য করে, এবং গৌরবের পাত্র যাঁরা, তাঁদের নিন্দা করে। [৯] কিন্তু মহাদূত মিখায়েল, যখন মোশির মৃতদেহের বিষয়ে দিয়াবলের সঙ্গে বাদানুবাদ করলেন, তখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে গিয়ে নিন্দাজনক কথা প্রয়োগ করতে সাহস করলেন না, তিনি বললেন, '*প্রভু তোমাকে তিরস্কার করুন।*'(ক) [১০] কিন্তু এই লোকেরা যা বোঝে না, তা-ই নিন্দা করে; এবং বুদ্ধিহীন প্রাণীর মত যা কিছু স্বভাবতই বোঝে, সেই সব কিছু তাদের বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। [১১] তাদের ধিক্! কারণ তারা কাইনের পথ ধরেছে (খ), অর্থের লোভে বালায়ামের ভুলভ্রান্তির জালে পা বাড়িয়েছে (গ), এবং কোরাহ্‌র একই বিদ্রোহে বিনষ্ট হয়েছে (ঘ)। [১২] তারা তোমাদের প্রীতিভোজের কলঙ্ক: সকলের মধ্যে বসে নির্লজ্জ হয়ে পেট ভরায়, কেবল নিজেদেরই লালন-পালন করে; তারা বাতাসে ভেসে যাওয়া জলহীন মেঘের মত; ফসলের সময়ে ফলহীন গাছের মত—দু'বারই মৃত গাছের মত, শিকড় উপড়ে ফেলা গাছের মত! [১৩] তারা সমুদ্রের এমন উৎক্ষিপ্ত ঢেউয়ের মত, যা নিজ নির্লজ্জতার ফেনা ছড়িয়ে ফেলে; তারা লক্ষ্যহীন ভাবে ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিষ্কের মত, যেগুলোর জন্য ঘোরতম অন্ধকার চিরকালের মত সঞ্চিত আছে।

[১৪] ওদের লক্ষ ক'রে আদমবংশের সপ্তম প্রজন্মের মানুষ এনোখও ভাববাণী দিয়ে বলেছিলেন, 'দেখ, নিজ লক্ষ লক্ষ পবিত্রজনদের সঙ্গে নিয়ে প্রভু এলেন (ঙ): [১৫] তিনি সকলের বিচার করেন; ভক্তিহীন সকল মানুষ ভক্তিহীনতা দেখিয়ে যা কিছু অধর্ম করেছে, এবং ভক্তিহীন যত পাপী মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে যা কিছু অপমানজনক কথা উচ্চারণ করেছে, সেই সবকিছুর জন্য তাদের বিষয়ে রায় দেবেন।' [১৬] ওরা অসন্তোষ ভরে পরের মন উত্তেজিত করে, নিজেদের কামনা-বাসনার পিছনে ছোটে; *ওদের মুখ দম্ভের কথায় পরিপূর্ণ* (চ); ওরা স্বার্থের জন্য পরের তোষামোদ করে।

বিবিধ বাণী

[১৭] কিন্তু, প্রিয়জনেরা, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের প্রেরিতদূতেরা যে সকল কথা আগে থেকে বলেছিলেন, তোমরা তা মনে রেখ; [১৮] তাঁরা তোমাদের বলতেন, 'অন্তিমকালে এমন বিদ্রূপকারী মানুষের উদ্ভব হবে, যারা তাদের নিজেদের ভক্তিবিরুদ্ধ দুর্মতি অনুসারে চলবে।' [১৯] তারাই তো বিভেদ ঘটায়—পার্থিব মনের মানুষ; আত্মাবিহীন মানুষ!

[২০] কিন্তু, প্রিয়জনেরা, তোমরা তোমাদের পবিত্রতম বিশ্বাসের উপরে নিজেদের গেঁথে তোল, পবিত্র আত্মার প্রেরণায়ই প্রার্থনা কর, [২১] ঈশ্বরের ভালবাসায় নিজেদের রক্ষা কর, এবং অনন্ত জীবনলাভের জন্য আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের দয়ার প্রতীক্ষায় থাক। [২২] এমন কয়েকজনের প্রতি—যারা টলমান—তোমরা মমতা দেখাও; [২৩] অন্যজনকে তোমরা আগুন থেকে টেনে বের করে বাঁচাও; আবার অন্যজনদের প্রতি মমতা দেখাও, কিন্তু ভয়ের সঙ্গে!—তাদের দেহলালসায় কলঙ্কিত পোশাকও ঘৃণা কর।

স্তুতিবাদ

[২৪] যিনি হোঁচট খাওয়া থেকে তোমাদের রক্ষা করতে ও নিজের গৌরবের সাক্ষাতে অনিন্দনীয় অবস্থায় আনন্দের মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম, [২৫] অনন্য ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্তা যিনি, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা তাঁরই গৌরব, মহিমা, প্রতাপ ও কর্তৃত্ব হোক সর্বকালের আগে, এখন ও সর্বকাল ধরে। আমেন।

[৯ক] জাখা ৩:২।

[১১খ] আদি ৪:৮।

[১১গ] গণনা ২২:২।

[১১ঘ] গণনা ১৬।

[১৪ঙ] জাখা ১৪:৫।

[১৬চ] লেবীয় ১৯:১৫।

যোহনের কাছে ঐশপ্রকাশ

বর্তমানকালে ঐশপ্রকাশ পুস্তকের দু'টো দৃষ্টিকোণই বিশেষভাবে প্রচলিত: প্রথম দৃষ্টিকোণ অনুসারে পুস্তকটি খ্রিস্টের পুনরাগমন সম্বন্ধেই কথা বলে; দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ অনুসারে, মানব-জগতে খ্রিস্টের সনাতন ও অবিরত আত্মপ্রকাশই পুস্তকের বিষয়-বস্তু, যে-আত্মপ্রকাশ তাঁর মৃত্যু-পুনরুত্থান-স্বর্গারোহণ-একক ক্ষণেই সাধিত হয়েছিল। প্রথম দৃষ্টিকোণ খুব প্রচলিত, ঐশতাত্ত্বিক দিক থেকেও খুব সহজে বোধগম্য, কিন্তু চতুর্থ সুসমাচারের সঙ্গে তার কোন মিল নেই; দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ চতুর্থ সুসমাচারের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, এবং চতুর্থ সুসমাচারের ঐশতত্ত্ব যেমন, এর ঐশতাত্ত্বিক নানা দিকও তেমনি যথেষ্ট কঠিন। নানা অনুচ্ছেদের শিরনাম ও নিম্নলিখিত টীকা-টিপ্পনি দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, যদিও একথা স্বীকার্য যে, স্থানাভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা না দেওয়ার ফলে নানা প্রতীকের অর্থ অপূর্ণাঙ্গই থেকে যাবে, আর সেইসঙ্গে দৃষ্টিকোণটাও অস্পষ্ট থেকে যাবে; প্রকৃত ব্যাখ্যা পাবার জন্য অন্য পুস্তকের উপর নির্ভর করা দরকার যেখানে প্রতিটি পদের বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার সাহায্যে সাধু যোহনের এই লেখার অচিন্তনীয় গভীরতা প্রকাশ পায়।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২

মুখবন্ধ ও আশীর্বাদ

১ [১] যিশুখ্রিস্টের ঐশপ্রকাশ, যা স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে দান করেছেন, তিনি যেন, যা
শীঘ্র অবশ্যই ঘটবার কথা, তা তাঁর আপন দাসদের কাছে ব্যক্ত করেন। এবং তাঁর দাস
যোহনকে এই সমস্ত জানাবার জন্য তিনি নিজের দূত প্রেরণ করলেন, [২] আর যোহন
ঈশ্বরের বাণী ও যিশুখ্রিস্টের সাক্ষ্য সম্বন্ধে যা দেখেছিলেন, সেই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য
দিলেন। [৩] সুখী সেই জন, এই নবীয় বাণীর বচনগুলো যে পাঠ করে; আর সুখী

তারা, যারা তা শোনে, এবং এখানে যা কিছু লেখা আছে তা পালন করে; কেননা সেই
কাল সন্নিকট।
[৪] আমি, যোহন, এশিয়ার সপ্ত মণ্ডলীর সমীপে: যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি
আসছেন, তাঁর কাছ থেকে, তাঁর সিংহাসনের সম্মুখীন সপ্ত আত্মার কাছ থেকে [৫] এবং
বিশ্বস্ত সাক্ষ্যদাতা যিনি, মৃতদের মধ্য থেকে *প্রথমজাত* ও *পৃথিবীর রাজাদের
অধিরাজ* [ক] সেই যিশুখ্রিষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক!
যিনি আমাদের ভালবাসেন, যিনি নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত
করেছেন, [৬] এবং আমাদের করে তুলেছেন *রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার
উদ্দেশে যাজক* [খ], তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আমেন।
[৭] *দেখ, তিনি মেঘের সঙ্গে আসছেন,* আর প্রতিটি চোখ তাঁকে দেখতে পাবে;
তারাও তাঁকে দেখতে পাবে, *যারা তাঁকে বিঁধিয়ে দিয়েছিল; আর পৃথিবীর সকল জাতি
তাঁর জন্য নিজেদের বুক চাপড়াবে।* হ্যাঁ, আমেন!
[৮] আমি আল্ফা ও ওমেগা, একথা প্রভু ঈশ্বর বলছেন, যিনি আছেন, যিনি ছিলেন,
যিনি আসছেন, যিনি সর্বশক্তিমান।

সপ্ত পত্র

ভূমিকা—মানবপুত্রের দর্শন

১ [৯] আমি যোহন, তোমাদের ভাই, এবং যিশুতে দুঃখকষ্টে, রাজমর্যাদায় ও
নিষ্ঠায় তোমাদের সহভাগী, ঈশ্বরের বাণী ও যিশুর সাক্ষ্যের খাতিরে একসময় পাৎমস
দ্বীপে ছিলাম। [১০] প্রভুর দিনে আমি আত্মায় আবিষ্ট হলাম; তখন আমার পিছনে
তুরিধ্বনির মত উদাত্ত এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম; [১১] কণ্ঠটি বলল: ‘তুমি যা
দেখছ, তা একটা পুস্তকে লিখে রাখ, এবং এফেসস, স্মির্না, পের্গামন, থিয়াতিরা, সার্দিস,
ফিলাদেল্ফিয়া ও লাওদিকেয়া এই সাতটা মণ্ডলীর কাছে পাঠিয়ে দাও।’ [১২] কার্ কণ্ঠ
আমাকে উদ্দেশ করে কথা বলছে, তা দেখবার জন্য আমি ফিরে দাঁড়ালাম; তখন ফিরে
দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, সাতটা সুবর্ণ দীপাধার, [১৩] আর সেই দীপাধারগুলির
মাঝখানে *মানবপুত্রের সদৃশ কে যেন একজন রয়েছেন:* তিনি দীর্ঘ পোশাক পরে
আছেন, *তাঁর বুকে সুবর্ণ একটা বন্ধনী বাঁধা* [গ]; [১৪] *তাঁর মাথার চুল শুভ্র পশমের
মত, তুষারেরই মত; তাঁর চোখ দু'টো জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত* [ঘ]; [১৫] *তাঁর পা দু'টো
যেন আগুনে যাচাই করা উজ্জ্বল ব্রঞ্জের মত; তাঁর কণ্ঠস্বর জলরাশির ধ্বনির মত* [ঙ];
[১৬] তিনি ডান হাতে সাতটা তারা ধরে আছেন, তাঁর মুখ থেকে তীক্ষ্ণ একটা দুধারী
খড়্গা নির্গত, ও তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের মত—পূর্ণ তেজেই দীপ্তিমান সূর্যের মত।

[১৭] তাঁকে দেখামাত্র আমি কেমন যেন মৃত হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম, কিন্তু
তিনি এই বলে আমার উপর ডান হাত রাখলেন, ‘ভয় করো না, *আমি প্রথম ও শেষ* [চ]
[১৮] ও সেই জীবনময়। আমি ছিলাম মৃত, আর দেখ, সেই আমি আজ জীবিত
চিরকালের মত, আর আমার হাতে রয়েছে মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যের চাবিকাঠি।
[১৯] সুতরাং তুমি যা কিছু দেখতে পেলে, এবং যা কিছু ঘটছে, এবং *এরপরে যা কিছু
ঘটবে, সেই সমস্ত কিছু লিখে রাখ* [ছ]। [২০] আমার ডান হাতে যে সাতটা তারা দেখেছ
এবং সেই যে সাতটা সুবর্ণ দীপাধার, সেগুলির রহস্য এ: সেই সাতটা তারা হল ওই সপ্ত
মণ্ডলীর দূত, এবং সেই সাতটা দীপাধার হল ওই সপ্ত মণ্ডলী।’

২ [১] ‘এফেসস মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: যিনি ডান হাতে সেই সাতটা তারা ধরে আছেন, যিনি সেই সাতটা সুবর্ণ দীপাধারের মাঝখানে বিচরণ করেন, তিনি একথা বলছেন: [২] তোমার কাজকর্ম, তোমার পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কথা আমি জানি; এও জানি যে, তুমি দুর্জনদের সহ্য করতে পার না; যারা নিজেদের প্রেরিতদূত বলে কিন্তু আসলে প্রেরিতদূত নয়, তাদের তুমি পরীক্ষা করেছ ও মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করেছ। [৩] আরও জানি যে, তুমি নিষ্ঠাবান, এবং ক্লান্তি বোধ না করে আমার নামের খাতিরে অনেক কিছু সহ্য করেছ। [৪] তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার এই অভিযোগ আছে: তুমি তোমার প্রথম ভালবাসা ত্যাগ করেছ। [৫] সুতরাং স্মরণ কর কোথা থেকে তুমি পতিত হয়েছ; মনপরিবর্তন কর, আর সেই আগের কাজকর্ম সাধন কর; নইলে—তুমি মনপরিবর্তন না করলে—আমি তোমার কাছে আসব ও তোমার দীপাধার তার স্থান থেকে সরিয়ে দেব। [৬] তবু তোমার একটা গুণ আছে: তুমি নিকোলাসপন্থীদের কাজকর্ম ঘৃণা কর, আমিও যেমন তা ঘৃণা করি। [৭] যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন। যে বিজয়ী, তাকে আমি খেতে দেব *জীবনবৃক্ষের ফল—ঈশ্বরের পরমদেশে রয়েছে যে বৃক্ষ* (ক)।

[৮] স্মির্না মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মৃত ছিলেন ও জীবনে ফিরে এসেছেন, তিনি একথা বলছেন: [৯] তোমার ক্লেশ ও দরিদ্রতার কথা আমি জানি; তথাপি তুমি ধনবান। আর তাদের নিন্দাজনক কথাও জানি, যারা নিজেদের ইহুদী বললেও আসলে ইহুদী নয়, বরং শয়তানেরই সমাজগৃহ। [১০] তোমাকে যে সমস্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে, তাতে ভয় পেয়ো না! দেখ, *তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য* দিয়াবল তোমাদের কয়েকজনকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে উদ্যত—তোমাদের ক্লেশ *দশ দিন ধরেই* (খ) চলবে। তুমি মৃত্যুভোগ পর্যন্তই বিশ্বস্ত হয়ে থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনের বিজয়মুকুট দান করব। [১১] যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন। যে বিজয়ী, দ্বিতীয় মৃত্যুর হাতে তার কোন ক্ষতি হবে না।

[১২] পের্গামন মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: তীক্ষ্ণ দুধারী খড়্গের অধিকারী যিনি, তিনি একথা বলছেন: [১৩] আমি জানি, তুমি কোথায় বাস করছ: সেখানে তো শয়তানের সিংহাসন রয়েছে; তবু তুমি আমার নাম শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছ; এবং আমার বিশ্বাস তখনও অস্বীকার করনি যখন আমার বিশ্বস্ত সাক্ষী সেই আন্তিপাসকে শয়তানের বাসস্থান তোমাদের সেই শহরে হত্যা করা হয়েছে। [১৪] কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু অভিযোগও আছে: তোমার ওখানে বালায়ামের শিক্ষাপন্থী কয়েকজন আছে—সেই বালায়াম তো বালাককে ইস্রায়েল সন্তানদের পথে ফাঁদ পাততে শেখাত, যেন তারা প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য গ্রহণ করায় ব্যভিচার করে। [১৫] তেমনি তোমার ওখানে কয়েকজন আছে, যারা নিকোলাসপন্থীদের শিক্ষা সমর্থন করে। [১৬] তাই মনপরিবর্তন কর, নইলে আমি শীঘ্রই তোমার কাছে আসব, এবং আমার মুখের খড়্গ দ্বারা তাদের আক্রমণ করব। [১৭] যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন। যে বিজয়ী, তাকে আমি গুপ্ত একটা মান্না দেব, একটা সাদা পাথরও দেব, যার উপরে নতুন এক নাম লেখা আছে: এমন নাম যা কেউই জানে না; সে-ই মাত্র জানে, নামটিকে যে গ্রহণ করে।

[১৮] থিয়াতিরা মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: ঈশ্বরপুত্র যিনি, যাঁর চোখ দু'টো *জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত, ও যাঁর পা দু'টো যেন উজ্জ্বল ব্রঞ্জের মত* (গ), তিনি একথা বলছেন: [১৯] তোমার সমস্ত কাজকর্ম, তোমার ভালবাসা, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠার কথা সবই আমি জানি। তোমার প্রথম কর্মের চেয়ে তোমার শেষ কর্ম যে শ্রেয়, একথাও জানি। [২০] কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার এ অভিযোগ আছে: যেসাবেল (ঘ) নামে যে নারী নিজেকে নবী বলে দাবি করে, তাকে তুমি থাকতে দিয়েছ; আর সে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য গ্রহণ করায় ব্যভিচার করতে শিখিয়ে আমার দাসদের ভোলাচ্ছে। [২১] আমি তাকে মনপরিবর্তন করার জন্য সময় দিয়েছি, কিন্তু সে মনপরিবর্তন না করে ব্যভিচার করে চলছে। [২২] দেখ, আমি তাকে রোগ-শয্যায় ফেলে দিচ্ছি, আর তার সঙ্গে যারা ব্যভিচার করে, তারা যদি তার শেখানো কর্মের ব্যাপারে মনপরিবর্তন না করে, তবে তাদের মহাক্লেশের মধ্যে ফেলে দেব। [২৩] আমি তার যত সন্তানকে মারণ-আঘাতে আঘাত করব; তাতে সকল মণ্ডলী জানতে পারবে, আমিই *মানুষের*

অন্তর ও হৃদয় তলিয়ে দেখি, আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব[ঙ]। [২৪] কিন্তু থিয়াতিরায় তোমাদের মধ্যে যে বাকি লোকজন সেই শিক্ষা গ্রহণ করনি ও শয়তানের তথাকথিত গভীর তত্ত্বগুলো শেখনি, সেই তোমাদের আমি বলছি: তোমাদের উপরে আমি অন্য কোন ভার চেপে দেব না; [২৫] কিন্তু তোমাদের যা আছে, তা আমার আগমন পর্যন্ত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাক। [২৬] যে বিজয়ী আমার আদিষ্ট কর্ম সাধনে শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকে, তাকে আমি *জাতিগুলির উপরে অধিকার দেব*; [২৭] *সে লৌহদণ্ড দ্বারা তাদের পালন করবে, কুমোরের পাত্রের মতই তাদের টুকরো টুকরো করবে*[চ]— [২৮] সেই একই অধিকার দেব, যা আমি নিজে পিতা থেকে পেয়েছি। আর আমি তাকে প্রভাতী তারা দান করব। [২৯] যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

৩ [১] সার্দিস মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা ও সপ্ত তারা ধরে আছেন যিনি, তিনি একথা বলছেন: তোমার কাজকর্ম আমি জানি; মানুষের ধারণায় তুমি জীবিত, কিন্তু আসলে তুমি মৃত। [২] জেগে ওঠ; আর বাকি যা কিছু মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তার মধ্যে নতুন উদ্দীপনা জাগাও, কেননা তোমার কর্মের মধ্যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সিদ্ধ বলার মত আমি কিছুই পাইনি। [৩] সুতরাং তুমি যা গ্রহণ করেছিলে ও শুনেছিলে, তা স্মরণ কর; হ্যাঁ, তা পালন কর: মনপরিবর্তন কর। কেননা তুমি জেগে না উঠলে আমি চোরের মত আসব, আর তুমি জানতে পারবে না আমি কোন্ ক্ষণে আসব। [৪] তথাপি সার্দিসে তোমার এমন কয়েকজন লোক আছে, যারা নিজেদের পোশাক কলঙ্কিত করেনি; তারা শুভ্র বসনে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলবে, কারণ তারা যোগ্য। [৫] যে বিজয়ী, তাকে তেমন শুভ্র পোশাক পরানো হবে; আমি তার নাম জীবন-পুস্তক থেকে আদৌ মুছে ফেলব না, বরং আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁর স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে তার নাম স্বীকার করব। [৬] যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

[৭] ফিলাদেল্ফিয়া মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: পবিত্রজন যিনি, সত্যময় যিনি, যাঁর হাতে রয়েছে *দাউদের চাবিকাঠি, যিনি খুলে দিলে কেউ বন্ধ করে না, ও বন্ধ*

করলে কেউ খুলে দেয় না (ক), তিনি একথা বলছেন: [৮] তোমার কাজকর্ম আমি জানি; দেখ, তোমার সামনে আমি একটা দরজা খুলে রেখেছি, যা বন্ধ করার সাধ্য কারও নেই। এও জানি যে, তোমার বেশি শক্তি না থাকলেও তুমি বাণী পালন করেছ, আমার নাম অস্বীকার করনি। [৯] দেখ, শয়তানের সমাজগৃহের যে লোকেরা নিজেদের ইহুদী বলে কিন্তু ইহুদী না হওয়ায় মিথ্যাই বলে, তাদের কয়েকজনকে আমি তোমাকে দেব; দেখ, ওদের এনে আমি *তোমার পায়ের সামনে প্রণিপাত করতে* বাধ্য করব, তাতে তারা জানতে পারবে যে, *আমি তোমাকে ভালবেসেছি* (খ)। [১০] তুমি নিষ্ঠাবান হয়ে আমার বাণী পালন করেছ বিধায় আমিও তোমাকে রক্ষা করব সেই পরীক্ষার ক্ষণ থেকে যা পৃথিবীর অধিবাসীদের পরীক্ষা করার জন্য সমস্ত জগতের উপর এগিয়ে আসছে। [১১] আমি শীঘ্রই আসছি! তোমার যা আছে, তা তুমি আঁকড়ে ধরে থাক, কেউ যেন তোমার বিজয়মুকুট কেড়ে না নেয়। [১২] যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে একটা স্তম্ভেরই মত করব, এবং সে আর কখনও সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে না। তার উপরে আমি আমার ঈশ্বরের নাম লিখে দেব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী সেই যে নতুন যেরুশালেম স্বর্গ থেকে, আমার ঈশ্বরেরই কাছ থেকে নেমে আসছে, তার নাম ও আমার নতুন নাম লিখে দেব। [১৩] যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

[১৪] লাওদিকেয়া মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: আমেন যিনি, বিশ্বস্ত ও সত্যময় সাক্ষ্যদাতা যিনি, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি, তিনি একথা বলছেন: [১৫] তোমার কাজকর্ম আমি জানি—তুমি শীতলও নও, উষ্ণও নও। আহা, তুমি যদি হয় শীতল, না হয় উষ্ণ হতে! [১৬] কিন্তু তুমি যে ঈষদুষ্ণ—উষ্ণও নও, শীতলও নও—এজন্য আমি আমার মুখ থেকে তোমাকে উগরে ফেলতে যাচ্ছি। [১৭] তুমি নাকি বলছ, আমি ধনবান, ধনসম্পদ জমিয়েছি, আমার কোন কিছুরই অভাব নেই; অথচ জান না তুমি কেমন দুর্ভাগা, তোমার কেমন হীনাবস্থা: তুমি তো নিঃস্ব, অন্ধ ও উলঙ্গ। [১৮] তোমার কাছে আমার পরামর্শ এ: আগুনে নিখাদ-করা সোনাটা তুমি আমারই কাছ থেকে কিনে নাও, যেন ধনবান হতে পার; শুভ্র বস্ত্রও কিনে নাও, যেন তুমি পরিবৃত হলে তোমার উলঙ্গতার লজ্জা দৃষ্টিগোচর না হয়; আমার কাছ থেকে চোখের মলমও কিনে

নাও, যেন দৃষ্টিশক্তি পেতে পার। [১৯] *যাদের স্নেহ করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি* [গ]। তাই তুমি আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর। [২০] দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে। [২১] যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার পাশে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমন আমি নিজেই বিজয়ী হয়েছি ও আমার পিতার পাশে তাঁর সিংহাসনে আসন নিয়েছি। [২২] যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।'

সপ্ত সীলমোহর

সিংহাসনের দর্শন—সৃষ্টি

৪ [১] এরপর আমার দর্শনে আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গে একটা দরজা খোলা রয়েছে, এবং তুরিধ্বনির মত ধ্বনিত সেই যে কণ্ঠ আগে আমার কাছে কথা বলতে শুনেছিলাম, সেই কণ্ঠ বলল: ‘এখানে উঠে এসো; আমি সেই সবকিছু দেখাব, পরবর্তীতে যা অবশ্যই ঘটবার কথা।’ [২] তখনই আমি আত্মায় আবিষ্ট হলাম; আর দেখ, স্বর্গে একটা সিংহাসন বসানো রয়েছে, আর *সেই সিংহাসনে কে যেন একজন সমাসীন* (ক)। [৩] যিনি সমাসীন, তিনি দেখতে সূর্যকান্ত বা রুধিরাখ্য মণির মত; আর সেই সিংহাসনের চারদিকে পান্নার মত দেখতে এক রঙধনু। [৪] আর সিংহাসনটির চারদিকে চব্বিশটা সিংহাসন, ও সেই সকল সিংহাসনে চব্বিশজন প্রবীণ আসীন: তাঁরা শুভ্র বসনে পরিবৃত, এবং তাঁদের মাথায় সোনার মুকুট। [৫] সেই সিংহাসন থেকে বিদ্যুৎ-ঝলক, নানা স্বরধ্বনি ও বজ্রনাদ নির্গত হচ্ছে; এবং সিংহাসনের সামনে জ্বলছে অগ্নিময় সাতটা প্রদীপ—ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। [৬] আর সেই সিংহাসনের সামনে রয়েছে যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ কাঁচের এক সমুদ্র। *সিংহাসনের মাঝখানে* ও সিংহাসনের চারদিকে *চার প্রাণী; সামনে পিছনে তাঁরা চোখে পরিপূর্ণ।* [৭] *প্রথম প্রাণী সিংহের* মত, *দ্বিতীয় প্রাণী বৃষের* মত, *তৃতীয় প্রাণীর মানুষের* মত মুখ, *চতুর্থ প্রাণী* উড়ন্ত *ঈগলের* মত (খ)। [৮] *সেই চার প্রাণীর প্রত্যেকেরই ছ'টা করে পাখা আছে, তাঁরা চারদিকে* ও *ভিতরে চোখে পরিপূর্ণ;* তাঁরা দিনরাত অবিরাম বলতে থাকেন: ‘*পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু ঈশ্বর, সেই সর্বশক্তিমান* (গ), যিনি ছিলেন, যিনি আছেন, যিনি আসছেন!’

[৯] আর যিনি সিংহাসনে সমাসীন, *যিনি চিরদিন চিরকাল জীবিত থাকেন* (ঘ), তাঁর উদ্দেশে সেই প্রাণীরা যখন তাঁর গৌরব, সম্মান ও ধন্যবাদ-স্তুতি গান করেন, [১০] তখন যিনি সিংহাসনে সমাসীন, তাঁর সামনে ওই চব্বিশজন প্রবীণ প্রণিপাত করেন, এবং যিনি চিরদিন চিরকাল জীবিত থাকেন, তাঁরা তাঁর আরাধনা করেন, ও নিজ নিজ মুকুট সিংহাসনের সামনে ফেলে বলেন:

[১১] ‘প্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তুমি গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য ;
কারণ তুমিই সমস্ত সৃষ্টি করেছ,
তোমার ইচ্ছায়ই সেই সমস্ত কিছু হয়েছে, সৃষ্ট হয়েছে।’

মেষশাবকের দর্শন—মুক্তিকর্ম

৫ [১] আর আমি তখন দেখতে পেলাম, সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর ডান হাতে একটা পাকানো পুঁথি রয়েছে, *তা ভিতরে বাইরে দু'দিকেই লেখা*, ও সাতটা সীল দিয়ে মোহরযুক্ত। [২] পরে আমি দেখতে পেলাম, শক্তিশালী এক স্বর্গদূত উদাত্ত কণ্ঠে একথা ঘোষণা করছেন : ‘ওই পুঁথি খুলে দেবার ও তার সীলমোহরগুলি খুলে ফেলার যোগ্য কে?’ [৩] কিন্তু স্বর্গে কি পৃথিবীতে কি পৃথিবীর নিচে, পুঁথিটিকে খুলতে বা পড়তে সক্ষম এমন কেউই ছিল না। [৪] তখন আমি তিক্ত কান্নায় কাঁদতে লাগলাম, কারণ এমন কাউকেও পাওয়া গেল না যে সেই পুঁথি খুলতে ও পড়তে যোগ্য। [৫] সেই প্রবীণদের একজন আমাকে বললেন, ‘কেঁদো না! দেখ, *যুদা* গোষ্ঠীর *সিংহ যিনি*, দাউদ বংশের *মূল শিকড় যিনি* (ক), তিনি বিজয়ী হয়েছেন, তাই তিনি পুঁথিটিকে ও তার সাতটা সীলমোহর খুলবেন।’

[৬] পরে আমি দেখতে পেলাম, সেই চার প্রাণী ও সেই প্রবীণদের মাঝখানে যেখানে সিংহাসনটি রয়েছে, সেখানে এক মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে যেন বধ করা হয়েছে। তাঁর সাতটা শিং ও সাতটা চোখ, অর্থাৎ কিনা সারা পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। [৭] আর মেষশাবকটি এগিয়ে এলেন, এবং, সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর ডান হাত থেকে পুঁথিটিকে নিলেন। [৮] আর তিনি পুঁথিটিকে গ্রহণ করলে ওই চার প্রাণী ও চব্বিশজন প্রবীণ মেষশাবকের সামনে প্রণিপাত করলেন ; তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটা বীণা ও সুগন্ধি ধূপধুনোয় পূর্ণ একটা সোনার পাত্র ; ধূপধুনো হল পবিত্রজনদের প্রার্থনা। [৯] তাঁরা এক নতুন বন্দনাগান গাইতেন :

‘তুমি পুঁথিটি গ্রহণের,
ও তার সমস্ত সীলমোহর খুলবার যোগ্য,

কারণ তোমাকে বধ করা হয়েছিল,
এবং তোমার রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য
প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশের মানুষকে কিনেছ,
[১০] এবং তাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে *রাজ্য ও যাজক* (খ),
আর তারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবে।'

[১১] তেমন দর্শনের সময়ে আমি সিংহাসন ও প্রাণীদের ও প্রবীণদের চারপাশে বহু স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। *সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি* (গ); [১২] তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে বলছিলেন,

'যাঁকে বধ করা হয়েছিল,
সেই মেষশাবক পরাক্রম ও ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও শক্তি,
সম্মান, গৌরব ও "ধন্য" স্তুতিবাদ গ্রহণের যোগ্য!'

[১৩] পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গে ও পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর নিচে ও সমুদ্র-গর্ভে জগৎসৃষ্টির সবকিছু ও যেখানে যা কিছু আছে, সবই বলে উঠল:

'সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর উদ্দেশে ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রশংসা,
সম্মান, গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল।'

[১৪] আর সেই চার প্রাণী বললেন, 'আমেন।' আর সেই প্রবীণেরা লুটিয়ে পড়ে প্রণিপাত করলেন।

প্রথম চার সীলমোহর—মানুষের সৃষ্টি ও তার পতন

৬ [১] পরে আমি দেখতে পেলাম, মেষশাবকটি সেই সাতটা সীলমোহরের প্রথমটা খুললেন; আর সেসময়ে শুনতে পেলাম, সেই চার প্রাণীর একটি বজ্রধ্বনির মত কণ্ঠস্বরে চিৎকার করে বললেন: 'এসো।' [২] আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, একটা সাদা ঘোড়া (ক), আর তার পিঠে যে বসে আছে, তার হাতে একটা ধনু: তাকে একটা বিজয়মুকুট দেওয়া হল, এবং সে বিজয়ী হয়ে আরও অধিক জয় করতে বেরিয়ে পড়ল।

[৩] যখন মেষশাবকটি দ্বিতীয় সীলমোহর খুললেন, তখন আমি শুনতে পেলাম, দ্বিতীয় প্রাণী চিৎকার করে বললেন: 'এসো।' [৪] তখন আর একটা ঘোড়া বেরিয়ে পড়ল, আগুনে-লাল একটা ঘোড়া, এবং তার পিঠে যে বসে আছে, তাকে পৃথিবী থেকে শান্তি কেড়ে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হল, যেন মানুষেরা পরস্পরকে বধ করে; আর তাকে বিশাল একটা খড়্গ দেওয়া হল।

[৫] যখন মেষশাবকটি তৃতীয় সীলমোহর খুললেন, তখন আমি শুনতে পেলাম, তৃতীয় প্রাণী চিৎকার করে বললেন: 'এসো।' আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, একটা কালো ঘোড়া, এবং তার পিঠে যে বসে আছে, তার হাতে একটা দাঁড়িপাল্লা। [৬] আর আমি শুনতে পেলাম, চার প্রাণীর মাঝখান থেকে এক কণ্ঠ বলে উঠল: 'এক দিনের খোরাকি গমের দাম একটা রুপোর টাকা; তিন দিনের খোরাকি যবের দাম একটা রুপোর টাকা। কিন্তু তেল ও আঙুররসের কোন ক্ষতি করো না!'

[৭] যখন মেষশাবকটি চতুর্থ সীলমোহর খুললেন, তখন আমি শুনতে পেলাম, চতুর্থ প্রাণী চিৎকার করে বললেন: 'এসো।' [৮] আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, পাঁশুটে-সবুজ একটা ঘোড়া, এবং তার পিঠে যে বসে আছে, তার নাম মৃত্যু, আর মৃত্যু-রাজ্য তার পিছু পিছু চলছিল। পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগের উপরে এমন দায়িত্ব তাদের দেওয়া হল, যেন *খড়্গ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বন্যজন্তু দ্বারা মানুষকে সংহার* করে (খ)।

পঞ্চম সীলমোহর—অতীতকালের ধার্মিকদের পরিত্রাণ

[৯] যখন মেষশাবকটি পঞ্চম সীলমোহর খুললেন, তখন আমি দেখতে পেলাম, যজ্ঞবেদির তলায় তাঁদেরই প্রাণ রয়েছে, ঈশ্বরের বাণীর জন্য ও নিজেদের সাক্ষ্যদানের জন্য যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল; [১০] তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন: 'হে পবিত্র সত্যময় অধিপতি, আর কতকাল দেরি করবে? কবে বিচার সম্পন্ন করবে? কবে পৃথিবীর সকল অধিবাসীকে আমাদের রক্তপাতের যোগ্য প্রতিফল দেবে?' [১১] তখন তাঁদের প্রত্যেককে একটা করে শুভ্র পোশাক দেওয়া হল; তাঁদের আরও কিছু দিন বিরাম করতে বলা হল, যতদিন না তাঁদের সেই সেবাসঙ্গী ও ভাইদের সংখ্যা পূর্ণ হয়, তাঁদের মত যাঁদের নিহত হওয়ার কথা।

ষষ্ঠ সীলমোহর—মানবপরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের দু'টো মহাকাজ

মিশর থেকে মুক্তি ও খ্রিষ্ট-সাধিত মুক্তি

[১২] যখন মেষশাবকটি ষষ্ঠ সীলমোহর খুললেন, তখন আমি দেখতে পেলাম, এক প্রবল ভূমিকম্প হল; এবং সূর্য লোমের তৈরী একটা কালো কাপড়ের মত কালো, ও চাঁদ সমস্তই রক্তের মত হল; [১৩] আর ডুমুরগাছ প্রচণ্ড বাতাসের আঘাতে যেমন কাঁচা ফলগুলো ছেড়ে দেয়, তেমনি *আকাশমণ্ডলের তারাগুলো পৃথিবীর উপরে খসে পড়তে লাগল* [গ]। [১৪] আকাশমণ্ডল অদৃশ্য হয়ে গেল, এমন একটা পাকানো পুঁথির মত যা গুটিয়ে নেওয়া হয়; এবং যত পর্বত ও যত দ্বীপ নিজ নিজ জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। [১৫] তখন পৃথিবীর রাজারা, শাসনকর্তারা, সেনাপতিরা, ধনীরা ও পরাক্রান্তরা, এবং সমস্ত দাস ও স্বাধীন মানুষ *গুহায় গুহায় ও পাহাড়পর্বতের শৈলশিলার আড়ালে লুকোতে লাগল* [ঘ]; [১৬] *তারা পাহাড়পর্বত ও শৈলশিলাকে বলছিল: 'আমাদের উপরে ভেঙে পড়* [ঙ]; সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর সামনে থেকে ও মেষশাবকের ক্রোধ থেকে আমাদের লুকিয়ে রাখ; [১৭] কারণ *তাঁদের ক্রোধের সেই মহাদিন এসে পড়ল: কে দাঁড়াতে সক্ষম?'*[চ]

৭ [১] এরপর আমি দেখতে পেলাম, *পৃথিবীর চার কোণে চার স্বর্গদূত* দাঁড়িয়ে আছেন: *তাঁরা পৃথিবীর চার বায়ুকে ধরে রাখছেন* [ক], যেন পৃথিবী বা সমুদ্র বা কোন গাছের উপরে বাতাস না বয়। [২] পরে আমি দেখতে পেলাম, আর এক স্বর্গদূত সূর্যের উদয়-স্থান থেকে উঠে আসছেন, তাঁর হাতে রয়েছে জীবনময় ঈশ্বরের সীলমোহর। যে চার স্বর্গদূতকে পৃথিবী ও সমুদ্রকে আঘাত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তাঁদের ডেকে [৩] বললেন, 'তোমরা পৃথিবী বা সমুদ্র বা গাছপালা কিছুই আঘাত করো না, যতক্ষণ না আমরা আমাদের ঈশ্বরের দাসদের *কপাল সীলমোহরে* [খ] চিহ্নিত করি।' [৪] আর আমি সীলমোহরে চিহ্নিত মানুষের সংখ্যা শুনতে পেলাম: ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে মোট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার [গ] মানুষ চিহ্নিত:

[৫] যুদা গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার চিহ্নিত,
রূবেন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,

গাদ গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
[৬] আশের গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
নেফ্তালি গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
মানাশে গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
[৭] শিমেয়োন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
লেবি গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
ইসাখার গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
[৮] জাবুলোন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
যোসেফ গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
বেঞ্জামিন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার।

[৯] তারপর আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠী, দেশ ও ভাষার বিরাট এক জনতা যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুভ্র পোশাকে পরিবৃত হয়ে ও খেজুরপাতা হাতে করে তারা সকলে সিংহাসনের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে। [১০] তারা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলছে: 'সিংহাসনে সমাসীন আমাদের ঈশ্বর এবং মেষশাবকেরই তো পরিত্রাণ।'

[১১] তখন যে সকল স্বর্গদূত সিংহাসন ঘিরে প্রবীণদের ও চার প্রাণীর চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা সিংহাসনের সামনে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করে এই বলে ঈশ্বরের আরাধনা করতে লাগলেন: [১২] 'আমেন! প্রশংসা, গৌরব, প্রজ্ঞা ও ধন্যবাদ-স্তুতি, সম্মান, পরাক্রম ও শক্তি আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন!'

[১৩] তখন প্রবীণদের একজন আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'শুভ্র পোশাক-পরা এই মানুষেরা কারা, এবং তারা কোথা থেকে এল?' [১৪] আমি তাঁকে বললাম: 'প্রভু আমার, আপনিই তা জানেন।' তখন তিনি আমাকে বললেন: 'এরা তারাই, যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে। [১৫] এজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে আছে আর দিনরাত তাঁর পবিত্রধামে তাঁর সেবা করে; আর সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তিনি নিজের তাঁবু তাদের

উপরে বিছিয়ে দেবেন। [১৬] *তারা আর কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্তও হবে না; রোদ বা কোন কিছুর উত্তাপ তাদের আর কখনও আঘাত করবে না* [ঘ], [১৭] কেননা যিনি সিংহাসনের মাঝখানে রয়েছেন, সেই মেষশাবক *নিজেই হবেন তাদের পালক, তিনি নিজেই তাদের চালনা করবেন জীবন-জলের* উৎসভূমিতে। *আর স্বয়ং ঈশ্বর তাদের মুখ থেকে মুছে দেবেন সমস্ত অশ্রুজল।*’[ঙ]

সপ্তম সীলমোহর—প্রাক্তন ব্যবস্থার সমাপ্তি

৮ [১] যখন মেষশাবকটি সপ্তম সীলমোহর খুললেন, তখন স্বর্গে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে নীরবতা বিরাজ করল।

সপ্ত তুরি

স্বর্গদূতদের উপাসনা-কর্ম

৮ [২] আর আমি দেখতে পেলাম, যে সপ্ত স্বর্গদূত ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁদের সাতটা তুরি দেওয়া হল। [৩] পরে আর এক স্বর্গদূত বেদির পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর হাতে একটা সোনার ধূপদানি ছিল; এবং তাঁকে প্রচুর ধূপধুনো দেওয়া হল, তিনি যেন সিংহাসনের সামনে বসানো সেই সোনার বেদির উপরে তা নিবেদন করেন সকল পবিত্রজনদের প্রার্থনার সঙ্গে। [৪] তাই স্বর্গদূতের হাত থেকে পবিত্রজনদের প্রার্থনার সঙ্গে ধূপধুনোর ধোঁয়া ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল। [৫] তারপর ওই স্বর্গদূত ধূপদানি নিয়ে *তা বেদির আগুনে পূর্ণ করে* (ক) পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বজ্রনাদ ও নানা স্বরধ্বনি, দেখা দিল বিদ্যুৎ-ঝলক ও ভূমিকম্প।

[৬] আর সেই সপ্ত স্বর্গদূত, যাঁদের হাতে সাতটা তুরি ছিল, তাঁরা তুরি বাজানোর জন্য তৈরী হলেন।

প্রথম চার তুরি—স্বর্গদূতদের পতন

[৭] প্রথম স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ রক্ত-মেশানো শিলা ও অগ্নিবৃষ্টি পৃথিবীর উপরে ঝরে পড়তে লাগল; তখন পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ পুড়ে গেল, গাছপালার তিন ভাগের এক ভাগ পুড়ে গেল, যত সবুজ ঘাস পুড়ে গেল।

[৮] দ্বিতীয় স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ এমনটি ঘটল, যেন আগুনে জ্বলন্ত একটা মহাপর্বত সমুদ্রের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল; তখন সমুদ্রের তিন ভাগের এক ভাগ রক্ত হয়ে গেল, [৯] সমুদ্রে বাঁচে যত প্রাণীর তিন ভাগের এক ভাগ মারা গেল, ও যত জাহাজের তিন ভাগের এক ভাগ ধ্বংস হল।

[১০] তৃতীয় স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ মশালের মত জ্বলন্ত এক বিশাল তারা আকাশ থেকে খসে পড়ে গেল, তা নদনদীর তিন ভাগের এক ভাগের উপরে ও সমস্ত জলের উৎসের উপরে খসে পড়ল; [১১] তারাটার নাম সোমরাজ; তখন জলের

তিন ভাগের এক ভাগ সোমরাজ হয়ে গেল, ও জল তেতো হয়ে যাওয়ার ফলে বহু মানুষ মারা গেল।

[১২] চতুর্থ স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ সূর্যের তিন ভাগের এক ভাগ, চাঁদের তিন ভাগের এক ভাগ, ও জ্যোতিষ্করাজির তিন ভাগের এক ভাগ আঘাতগ্রস্ত হয়ে অন্ধকারময় হল, এবং দিন তিন ভাগের এক ভাগ নিজ নিজ আলো হারাল, রাতেরও তেমনি হল।

[১৩] পরে আমার দর্শনে আমি শুনতে পেলাম, মাঝ-আকাশে একটা উড়ন্ত ঈগল উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলল: 'সর্বনাশ, সর্বনাশ, সর্বনাশ! বাকি তিন স্বর্গদূত তুরি বাজাতে উদ্যত—সেই তুরিধ্বনিতে পৃথিবীর অধিবাসীদের পক্ষে সর্বনাশ!'

পঞ্চম তুরি—মানুষের পতন

৯ [১] পঞ্চম স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর আমি আকাশ থেকে পৃথিবীর উপরে খসে পড়া একটা তারা দেখতে পেলাম। সেই তারা-অপদূতকে অতল গহ্বরের সুড়ঙ্গের চাবি দেওয়া হল; [২] সে তখন অতল গহ্বরের সুড়ঙ্গটা খুলে দিল, আর ওই সুড়ঙ্গ থেকে বিরাট *চুল্লির ধোঁয়ার মত এমন ধোঁয়া বের হতে লাগল* (ক) যে, সূর্য ও আকাশ সুড়ঙ্গ থেকে বের হওয়া সেই ধোঁয়াতে অন্ধকারাচ্ছন্ন হল। [৩] সেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে এক ঝাঁক পঙ্গপাল বেরিয়ে এসে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল; সেগুলোকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হল, যা পৃথিবীতে কাঁকড়া-বিছের ক্ষমতার মত; [৪] তাদের বলা হল, যেন পৃথিবীর কোন ঘাস বা উদ্ভিদ বা গাছপালার ক্ষতি না করে, কেবল সেই মানুষদেরই ক্ষতি করবে, যাদের কপালে ঈশ্বরের সীলমোহর নেই। [৫] কিন্তু তাদের এমনটি দেওয়া হয়নি যে, তারা ওদের হত্যা করবে, ওদের শুধু পাঁচ মাস ধরে জ্বালাযন্ত্রণা দিতে পারবে; এই জ্বালাযন্ত্রণা ঠিক সেই জ্বালাযন্ত্রণার মত যখন কাঁকড়া-বিছে মানুষকে কামড়ায়। [৬] সেই দিনগুলিতে *মানুষ মৃত্যুর অন্বেষণ করবে, কিন্তু তার সন্ধান আদৌ পাবে না* (খ); তারা মরবার আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু মৃত্যু তাদের এড়িয়ে যাবে।

[৭] দেখতে ওই পঙ্গপাল ছিল যুদ্ধের জন্য সজ্জিত ঘোড়ার মত, তাদের মাথায় সোনার মত মুকুট, চেহারায় ছিল মানুষের মত; [৮] তাদের চুল স্ত্রীলোকের চুলের মত,

তাদের দাঁত সিংহের দাঁতের মত। [৯] তাদের বুকে যে বর্ম, তা লোহার বর্মের মত, বহু ঘোড়া যুদ্ধে ছুটে গেলে রথের যে শব্দ, তাদের পাখার শব্দ ঠিক সেইমত ছিল। [১০] তাদের এমন লেজ ছিল যা কাঁকড়া-বিছের লেজের মত, তেমনি হুলও তাদের ছিল: আর সেই লেজে এমন শক্তি ছিল, যা মানুষকে পাঁচ মাস ধরে কষ্ট দিতে সক্ষম। [১১] তাদের রাজা হল অতল গহ্বরের অপদূত, হিব্রু ভাষায় তার নাম আবাদ্দোন, আর গ্রীক ভাষায় আপল্লিয়োন [অর্থাৎ, বিনাশক]।

[১২] প্রথম 'সর্বনাশ' গেল; এটার পরে আরও দু'টো 'সর্বনাশ' বাকি আছে।

ষষ্ঠ তুরি—প্রাক্তন ব্যবস্থার মূল্য ও সীমা

আদিপাপের ফল: যুদ্ধ

[১৩] ষষ্ঠ স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর তখন আমি শুনতে পেলাম, ঈশ্বরের সামনে বসানো সেই সোনার বেদির চার শিং থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল; [১৪] যে ষষ্ঠ স্বর্গদূতের হাতে একটা তুরি ছিল, কণ্ঠটি তাঁকে বলল: 'ফোরাত মহানদীর ধারে যে চার অপদূত বাঁধা অবস্থায় আছে, তাদের ছেড়ে দাও।' [১৫] তখন মানবজাতির তিন ভাগের এক ভাগকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ক'রে যে চার অপদূতকে সেই বিশেষ মুহূর্ত, দিন, মাস ও বছরের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল, তাদের ছেড়ে দেওয়া হল। [১৬] অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল বিশ কোটি: সংখ্যাটা নিজেই শুনতে পেলাম। [১৭] আমার দর্শনে আমি সেই ঘোড়াগুলোকে ও তাদের পিঠে যারা বসে আছে, তাদের এভাবেই দেখতে পেলাম: তাদের বুকে যে বর্ম, তা কতগুলো আগুনের, কতগুলো নীলকান্তমণির, আবার কতগুলো গন্ধকের; এবং ঘোড়াগুলোর মাথা সিংহের মাথার মত, ও তাদের মুখ থেকে আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক নির্গত হয়। [১৮] এই ত্রিবিধ আঘাতে, তথা তাদের মুখ থেকে নির্গত আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধকের স্পর্শে মানবজাতির তিন ভাগের এক ভাগ মারা গেল; [১৯] আসলে সেই ঘোড়াগুলোর শক্তি তাদের মুখে ও তাদের লেজে রয়েছে; কারণ তাদের লেজ সাপের মত, লেজের মাথাও আছে, আর সেটা দিয়েই তারা ক্ষতি ঘটায়। [২০] তেমন আঘাত তিনটের ফলে যারা মারা যায়নি, মানবজাতির সেই বাকি অংশ মনপরিবর্তন করল না সেই সমস্ত কিছু বিষয়ে যা ছিল তাদের নিজেদেরই হাতের কাজ,

অর্থাৎ অপদূত-পূজা করায় তারা ক্ষান্ত হল না, আর *সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ ও কাঠের সেই দেবমূর্তিগুলোকে* (গ) পূজা করায়ও ক্ষান্ত হল না, যেগুলো দেখতে, শুনতে ও চলতেও সক্ষম নয়; [২১] তাদের যত নরহত্যা, তন্ত্রমন্ত্র-সাধন, যৌন অনাচার ও চুরি-অভ্যাসের বিষয়েও মনপরিবর্তন করল না।

প্রাচীন ও নব ঐশপ্রকাশ

১০ [১] পরে আমি আর এক শক্তিশালী স্বর্গদূতকে দেখতে পেলাম: তিনি স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন, তাঁর বসন মেঘ, তাঁর মাথার উপরে রঙধনু, তাঁর মুখ সূর্যের মত, তাঁর পা অগ্নিস্তম্ভের মত; [২] তাঁর হাতে রয়েছে খোলা একটা ক্ষুদ্র পাকানো পুঁথি। ডান পা সমুদ্রের উপরে, ও বাঁ পা স্থলভূমির উপরে রেখে [৩] তিনি এমন উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করলেন, যা *সিংহের গর্জনের মত* (ক)। তিনি চিৎকার করলে সেই সাতটা বজ্রনাদ নিজ নিজ কণ্ঠ শোনাল। [৪] আর সেই সাতটা বজ্রনাদ কণ্ঠ শোনালে পর আমি যখন লিখতে যাচ্ছি, তখন শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর আমাকে বলল, 'সাতটা বজ্রনাদ যা কিছু বলল, তার উপর তুমি সীলমোহর মার, তা লিখে নিয়ো না।' [৫] আর তখন সেই যে স্বর্গদূত, যাঁকে আমি সমুদ্রের উপরে ও স্থলভূমির উপরে দাঁড়াতে দেখেছিলাম, তিনি *ডান হাত স্বর্গের দিকে বাড়ালেন* (খ), [৬] আর যিনি চিরদিন চিরকাল জীবিত থাকেন, *যিনি আকাশ ও আকাশের মধ্যে যত কিছু এবং পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যে যত কিছু এবং সমুদ্র ও সমুদ্রের মধ্যে যত কিছু সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর দিব্যি দিয়ে শপথ করে* (গ) সেই স্বর্গদূত বললেন, 'আর দেরি হবে না! [৭] যে দিনগুলিতে সপ্তম স্বর্গদূত নিজ কণ্ঠ শোনাবেন ও তুরি বাজাবেন, সেই দিনগুলিতে ঈশ্বরের রহস্য সিদ্ধি লাভ করবে, যেমনটি তিনি নিজ দাস সেই নবীদের কাছে শুভসংবাদ দিয়েছিলেন।'

[৮] পরে, স্বর্গ থেকে আমি যে কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম, তা আবার আমাকে উদ্দেশ করে বলল: 'যাও, সমুদ্র ও স্থলভূমির উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ওই স্বর্গদূতের হাত থেকে সেই খোলা পাকানো পুঁথি নাও।' [৯] সেই স্বর্গদূতকে গিয়ে আমি বললাম, 'ক্ষুদ্র পুঁথিটিকে আমাকে দিন।' তিনি আমাকে বললেন, 'এ গ্রহণ করে নিয়ে খাও; এ তোমার অন্ত্ররাজি তিক্ত করে তুলবে, কিন্তু মুখে মধুর মত মিষ্টি লাগবে।' [১০] তাই স্বর্গদূতের হাত থেকে

ক্ষুদ্র পুঁথিটিকে গ্রহণ করে নিয়ে *আমি তা খেলাম: মুখে তা মধুর মত মিষ্টি লাগল* (ঘ), কিন্তু তা গিলে ফেলার পর আমার অন্তররাজিতে তার তিক্ততার স্বাদ পেলাম। [১১] তখন আমাকে বলা হল: ‘বহু জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ সম্বন্ধে ও বহু রাজা সম্বন্ধে তোমাকে আবার নবীয় বাণী ঘোষণা করতে হবে।’

পবিত্রধাম-মাপ:
ইহুদী-কালীন উপাসনা-রীতিতে ঈশ্বর প্রীত ছিলেন

১১ [১] পরে লম্বা লাঠির মত দেখতে একটা নল আমার হাতে দেওয়া হল, আর আমাকে বলা হল: ‘ওঠ, ঈশ্বরের পবিত্রধাম ও যজ্ঞবেদি ও যারা তার মধ্যে উপাসনা করে, সেই সমস্ত মেপে নাও। [২] কিন্তু পবিত্রধামের বাইরের প্রাঙ্গণ বাদ দাও, তার মাপও নিয়ো না, কারণ তা বিধর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে: তারা বিয়াল্লিশ মাস ধরে পবিত্র নগরীকে পায়ে মাড়িয়ে দেবে।

দুই সাক্ষী:
যিশুখ্রিষ্টের বিষয়ে প্রাক্তন সন্ধির বিধান ও নবীকুলের সাক্ষ্যদান

[৩] কিন্তু আমি এমনটি করব, যেন আমার দুই সাক্ষী চটের কাপড় প’রে এক হাজার দু’শো ষাট দিন ধরে নিজেদের নবীয় ভূমিকা পালন করতে পারেন।’ [৪] এঁরা হলেন *সেই দুই জলপাইগাছ* (ক) ও দুই দীপাধার যা *পৃথিবীর প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে* (খ)। [৫] কেউ যদি তাঁদের ক্ষতি ঘটাতে চায়, তাঁদের মুখ থেকে এমন আগুন নির্গত হবে, যা তাঁদের শত্রুদের গ্রাস করবে। যে কেউ তাঁদের ক্ষতি ঘটাতে চাইবে, তাকে এভাবেই মরতে হবে। [৬] তাঁদের হাতে রয়েছে আকাশ রুদ্ধ করার ক্ষমতা, যেন তাঁদের নবীয় সেবাকর্মের দিনগুলিতে বৃষ্টি না পড়ে; আবার তাঁদের হাতে রয়েছে জল রক্তে পরিণত করার, এবং যতবার ইচ্ছা, পৃথিবীকে ততবার সবরকম আঘাতে আঘাত করার ক্ষমতা। [৭] তাঁরা নিজেদের সাক্ষ্যদান সমাপ্ত করার পর, অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা সেই পশুটা *তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এবং তাঁদের পরাস্ত করে* (গ) হত্যাও করবে। [৮] তাঁদের মৃতদেহ এখন সেই মহানগরীর সদর রাস্তায় পড়ে আছে, যে নগরীর

সঙ্কেত-নাম হল সদোম বা মিশর—তাঁদের প্রভুকে সেইখানে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। [৯] যত জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা ও দেশের মানুষ সাড়ে তিন দিন ধরে তাঁদের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে, আর তাঁদের মৃতদেহের সমাধি দিতে দেয় না। [১০] পৃথিবীর অধিবাসীরা তাঁদের দশায় আনন্দিত, ফুর্তি করে, একে অন্যের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান করে, কারণ এই দুই নবী পৃথিবীর অধিবাসীদের পক্ষে ছিলেন জ্বালাযন্ত্রণা স্বরূপ।

[১১] কিন্তু সেই সাড়ে তিন দিন পর *ঈশ্বর থেকে নির্গত এক প্রাণবায়ু তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করল, তখন তাঁরা নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন* (ঘ); আর যারা তাঁদের দেখতে পেল, তাদের উপরে ভীষণ আতঙ্ক নেমে এল। [১২] তখন তাঁরা শুনতে পেলেন, স্বর্গ থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠ তাঁদের বলছে, 'এখানে উঠে এসো'; আর তাঁদের শত্রুরা তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁরা মেঘে করে স্বর্গে উঠে গেলেন।

যেরুশালেম ও ইহুদীধর্মের প্রয়োজনীয়তার সমাপ্তি

[১৩] একই ক্ষণে এমন মহাভূমিকম্প হল, যা নগরীর দশ ভাগের এক ভাগের পতন ঘটাল: সেই ভূমিকম্পে সাত হাজার মানুষ মারা পড়ল, আর বাকি সকলে ভয়ে অভিভূত হয়ে স্বর্গেশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে লাগল।

[১৪] দ্বিতীয় 'সর্বনাশ' গেল; দেখ, তৃতীয় 'সর্বনাশ' শীঘ্রই আসছে।

সপ্তম তুরি—ঈশ্বরের রহস্যময় পরিকল্পনার সিদ্ধি

[১৫] সপ্তম স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ স্বর্গে উদাত্ত নানা কণ্ঠ চিৎকার করে বলল:

'জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রিষ্টেরই রাজ্য হল:
তিনি রাজত্ব করবেন যুগে যুগে চিরকাল!'

[১৬] তখন সেই চব্বিশজন প্রবীণ, যাঁরা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে নিজ নিজ সিংহাসনে আসীন, তাঁরা উপুড় হয়ে প্রণিপাত করে এই বলে ঈশ্বরের আরাধনা করলেন:

[১৭] 'প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যে তুমি আছ, যে তুমি ছিলে,
আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি,

কারণ তুমি তোমার মহাপরাক্রম ধারণ করে
রাজ্যভার গ্রহণ করলে।
[১৮] *বিজাতি সকল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল,*
কিন্তু তোমারই ক্রোধ এসে গেছে,
এসে গেছে মৃতদের বিচারিত হওয়ার সময়,
তোমার দাস সেই নবী ও পবিত্রজন যারা,
ছোট-বড় যারা ভয় করে তোমার নাম [ঙ],
তাদের সকলকে মজুরি দেওয়ার সময়,
এবং পৃথিবীকে যারা বিনাশ করছে,
তাদের বিনাশ করার সময় এসে গেছে।'

[১৯] তখন ঈশ্বরের স্বর্গীয় পবিত্রধাম উন্মুক্ত হল, আর তাঁর মন্দিরের মধ্যে তাঁর সন্ধি-মঞ্জুষা দেখা গেল; এবং বিদ্যুৎ-ঝলক, নানা স্বরধ্বনি, বজ্রনাদ, ভূমিকম্প ও প্রচন্ড শিলাবৃষ্টি দেখা দিতে লাগল।

সপ্ত বাটি

নারী ও নাগদানবের মহাচিহ্ন—মানুষের সৃষ্টি ও তার পতন

১২ [১] এবার স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যার বসন, চন্দ্র যার পদতলে, যার মাথায় বারোটা তারার মুকুট। [২] সে গর্ভবতী, ব্যথায় ও প্রসবযন্ত্রণায় জোর গলায় চিৎকার করছে। [৩] তখন স্বর্গে আর এক চিহ্ন দেখা গেল: দেখ, আগুনে-লাল রঙের বিরাট একটা নাগদানব—তার সাতটা মাথা, দশটা শিং ও সাতটা মাথায় একটা করে কিরীট; [৪] তার লেজ আকাশের তিন ভাগের এক ভাগ *তারানক্ষত্র টেনে নিয়ে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দিল* (ক)। নাগদানবটা আসন্ন-প্রসবা সেই নারীর সামনে এসে দাঁড়াল; অভিপ্রায় ছিল, নারী প্রসব করামাত্র সে তার সন্তানকে গ্রাস করবে। [৫] নারী *একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, লৌহদণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে যাঁর শাসন করার কথা* (খ); আর তার সেই পুত্রসন্তানকে ঈশ্বর ও তাঁর সিংহাসনের কাছে কেড়ে নেওয়া হল; [৬] কিন্তু নারী মরুপ্রান্তরে পালিয়ে গেল, যেখানে ঈশ্বর তার জন্য একটা আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করেছিলেন, যেন এক হাজার দু'শো ষাট দিন ধরে তাকে যত্ন করা হয়।

[৭] তখন স্বর্গলোকে একটা যুদ্ধ বেধে গেল; মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী নাগদানবকে আক্রমণ করলেন। নাগদানবটাও তার নিজের দূতবাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধ করল, [৮] কিন্তু জিততে পারল না; এমনকি স্বর্গে তাদের জন্য কোন স্থান আর রইল না। [৯] সেই বিরাট নাগদানব—সেই যে আদিম সাপ, যাকে দিয়াবল ও শয়তান বলা হয়, গোটা জগৎকে যে ভোলায়—তাকে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, এবং তার সঙ্গে তার দূতবাহিনীকেও ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল। [১০] তখন আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলল:

'আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে,
তাঁর খ্রিষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে;
কারণ ঈশ্বরের সামনে যে দিনরাত আমাদের ভাইদের অভিযুক্ত করত,
সেই অভিযোক্তাকে নিচে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল।

[১১] তারা তার উপরে জয়ী হয়েছে মেষশাবকের রক্ত দ্বারা
ও তাদের আপন সাক্ষ্যদানের বাণী দ্বারা,
কারণ মৃত্যুভোগ পর্যন্তই নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেছে তারা!
[১২] তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!
কিন্তু তোমরা, হে পৃথিবী ও সমুদ্র, তোমাদের সর্বনাশ আসন্ন,
কারণ দিয়াবল তোমাদের ওখানেই নেমে গেছে;
সে মহা রোষে রুষ্ট,
কেননা সে জানে, তার সময় আর বেশি নেই।'

[১৩] নাগদানবটা যখন দেখল, তাকে পৃথিবীতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, তখন, পুত্রসন্তানকে প্রসব করেছিল যে নারী, সে তার পিছু পিছু ছুটে গেল। [১৪] কিন্তু সেই নারীকে বিরাট সেই ঈগলের পাখা দেওয়া হল, যেন সে মরুপ্রান্তরে সেই আশ্রয়স্থলেই উড়ে যায়, যেখানে সাপের দৃষ্টির আড়ালে তাকে 'এক কাল ও দুই কাল ও অর্ধেক কাল' ধরে যত্ন করা হবে। [১৫] তখন সাপটা মুখ থেকে নারীর পিছনে নদীর মত জলধারা উগরে দিল, যেন তাকে সেই জলস্রোতে ভাসিয়ে নিতে পারে। [১৬] কিন্তু পৃথিবী নারীর সাহায্যে এল; নিজের মুখ খুলে নাগদানবের মুখ থেকে উগরে দেওয়া নদী গিলে ফেলল। [১৭] তখন নাগদানব নারীটির উপরে আরও বেশি ক্রুদ্ধ হল, ও তার বংশের সেই বাকি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করে ও যিশুর সাক্ষ্য যাদের অধিকৃত সম্পদ।

[১৮] তখন নাগদানবটা গিয়ে সমুদ্রের ধারে দাঁড়াল।

সমুদ্র থেকে উঠে আসা পশু—দূষিত রাজনৈতিক ক্ষমতা

১৩ [১] আর আমি দেখতে পেলাম, *সমুদ্রের মধ্য থেকে একটা পশু উঠছে*: তার দশটা শিং ও সাতটা মাথা; শিংগুলিতে দশটা কিরীট, এবং এক একটা মাথায় একটা করে ঈশ্বরনিন্দাজনক একটা নাম। [২] সেই যে পশুকে আমি দেখতে পেলাম, সে *চিতাবাঘের* মত, তার পা *ভালুকের* পায়ের মত, ও মুখ *সিংহের* মুখের মত (ক)। নাগদানবটা তার নিজের পরাক্রম, সিংহাসন ও মহা অধিকার তাকেই দিয়ে দিল।

[৩] মনে হচ্ছিল, তার মাথাগুলোর একটা যেন মারাত্মক আঘাতে আঘাতগ্রস্ত, কিন্তু তার সেই মারাত্মক ঘা সেরে গেছিল। গোটা পৃথিবী আশ্চর্য হয়ে তার পিছু পিছু চলতে লাগল; [৪] আর মানুষেরা নাগদানবের সামনে প্রণিপাত করল, কারণ সে তার নিজের অধিকার সেই পশুকে দিয়েছিল; তারা এই বলে পশুটার সামনে প্রণিপাত করল: 'কে পশুটার মত? আর তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাধ্য কার্?' [৫] পশুটাকে এমন এক মুখ দেওয়া হল, যা উদ্ধত কথা ও ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা উচ্চারণ করে; তাকে বিয়াল্লিশ মাস ধরে কাজ চালাবার অধিকারও দেওয়া হল। [৬] আর সে ঈশ্বরকে নিন্দা করার জন্য মুখ খুলল, তাঁর নাম ও তাঁর তাঁবু নিন্দা করতে লাগল, তাঁদেরও নিন্দা করতে লাগল, স্বর্গে যাঁদের তাঁবু। [৭] *তাকে এমনটি দেওয়া হল, সে যেন পবিত্রজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে, তাদের জয়ও করতে পারে* [খ]; প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা ও দেশের মানুষের উপরে কর্তৃত্বও তাকে দেওয়া হল। [৮] আর পৃথিবীর সকল অধিবাসী তাকে পূজা করবে, অর্থাৎ তারাই, জগৎপত্তনের সময় থেকে যাদের নাম বলীকৃত সেই মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে লেখা নেই। [৯] যার কান আছে, সে শুনুক: [১০] *বন্দিদশার পাত্র বন্দিদশার হাতে, খড়্গজনিত মৃত্যুর পাত্র খড়্গজনিত মৃত্যুর হাতে* [গ]: এজন্যই পবিত্রজনদের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকা চাই!

স্থলভূমির মধ্য থেকে উঠে আসা পশু—দূষিত ধর্মীয় ক্ষমতা

[১১] পরে আমি দেখতে পেলাম, আর একটা পশু স্থলভূমির মধ্য থেকে উঠে আসছে: মেষশাবকের মত তার দু'টো শিং, কিন্তু নাগদানবের মত কথা বলত। [১২] সে ওই প্রথম পশুর সমস্ত কর্তৃত্ব তার সাক্ষাতে অনুশীলন করে; এবং সেই যে প্রথম পশু, যার মারাত্মক ঘা সেরে গেছিল, এই পশুটা পৃথিবীকে ও তার অধিবাসীদের তাকে পূজা করতে বাধ্য করে। [১৩] সে মহা মহা চিহ্নকর্ম সাধন করে; এমনকি মানুষের চোখের সামনে স্বর্গ থেকে পৃথিবীর উপরে আগুন নামায়। [১৪] এইভাবে সেই পশুর সামনে যে সকল চিহ্নকর্ম সাধনের ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে সে পৃথিবীর অধিবাসীদের ভোলায়; পৃথিবীর অধিবাসীদের সে এমনটি বলে, খড়্গের আঘাতে আহত হয়েও যে পশু বেঁচেছিল, তারা যেন তার উদ্দেশে একটা মূর্তি দাঁড় করায়। [১৫] শুধু তা নয়: ওই পশুর মূর্তির মধ্যে প্রাণবায়ু দিতেও তাকে দেওয়া হল,

যেন ওই পশুর মূর্তি কথাও বলতে পারে, এবং *যারা ওই পশুর মূর্তির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না* (ঘ), তাদের সকলের মৃত্যুদণ্ডও ঘটাতে পারে। [১৬] সে এমনটি করত, যেন ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, স্বাধীন-দাস সকলেই ডান হাতে বা কপালে একটা প্রতীক-চিহ্নে চিহ্নিত হয়; [১৭] আরও, তেমন প্রতীক-চিহ্ন অর্থাৎ ওই পশুটার নাম কিংবা তার নামের সংখ্যা যে কেউ ধারণ না করে, তারা যেন কিছু কিনতেও না পারে, কিছু বেচতেও না পারে। [১৮] এইখানে প্রজ্ঞা বিরাজ করে! যার জ্ঞান আছে, সে ওই পশুর সংখ্যা গণনা করুক; কেননা তা একটা মানুষের সংখ্যা—সংখ্যাটা হচ্ছে ছ'শো ছেষট্টি।

প্রাক্তন সন্ধির ধর্মশহীদদের সাক্ষ্যদানে খ্রিষ্টের মৃত্যু পূর্বপ্রদর্শিত

১৪ [১] পরে আমার দর্শনে আমি দেখতে পেলাম, সেই মেষশাবক সিয়োন পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর সঙ্গে আছে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ, যাদের কপালে লেখা রয়েছে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম। [২] আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর ধ্বনিত হচ্ছে, তা যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি ও প্রচণ্ড এক বজ্রধ্বনি। যে স্বর আমি শুনলাম, তা যেন এক দল বীণকার যারা নিজেদের বীণা বাজাচ্ছে। [৩] তারা সিংহাসনের সাক্ষাতে ও সেই চার প্রাণী ও প্রবীণদের সাক্ষাতে এক নতুন বন্দনাগান গাইছিল; আর সেই বন্দনাগান শেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ পারে, পৃথিবী থেকে যাদের মূল্য দিয়ে মুক্ত করা হয়েছে। [৪] এরা নারীদের সংসর্গে কলুষিত হয়নি—বস্তুত এরা চিরকৌমার্য বজায় রেখেছে, আর মেষশাবক যেইখানে যান, সেখানে তারা তাঁর অনুসরণ করতে থাকে। মানবজাতির মধ্য থেকে, *ঈশ্বর* ও মেষশাবকের *উদ্দেশে প্রথমফসল রূপে* (ক) তাদের মূল্য দিয়ে মুক্ত করা হয়েছে। [৫] তাদের মুখে *কোন মিথ্যা কখনও শোনা যায়নি* (খ)—তারা কলঙ্কহীন।

বিধান ও নবীকুলের সাক্ষ্যদানে খ্রিষ্টের মৃত্যু পূর্বপ্রদর্শিত

[৬] পরে আমি আর এক স্বর্গদূতকে দেখতে পেলাম: তিনি আকাশের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন; সঙ্গে করে সনাতন সুসমাচার বহন করছেন, যেন পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে, প্রতিটি দেশ, জাতি, গোষ্ঠী ও ভাষার মানুষের কাছে সেই সুসমাচার

জানান। [৭] তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন: ‘ঈশ্বরকে ভয় কর, তাঁকে গৌরব আরোপ কর; কেননা তাঁর বিচার-ক্ষণ এসে গেছে। *স্বর্গ, মর্ত, সমুদ্র ও জলের উৎসধারার নির্মাণকর্তার* (গ) উদ্দেশে প্রণিপাত কর।’

[৮] তাঁর পিছু পিছু দ্বিতীয় এক স্বর্গদূত এগিয়ে এলেন; তিনি বললেন, ‘*পতন হয়েছে, হ্যাঁ, মহতী সেই বাবিলনের পতন হয়েছে,* যে বাবিলন সমস্ত জাতিকে নিজ যৌন অনাচারের *রোষের আঙুররস* (ঘ) পান করিয়েছে।’

[৯] পরে, তৃতীয় এক স্বর্গদূত ওঁদের পিছু পিছু এগিয়ে এলেন; তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন: ‘যে কেউ সেই পশু ও তার মূর্তি পূজা করে, আর নিজের কপালে বা হাতে প্রতীক-চিহ্ন ধারণ করে, [১০] তাকেও ঈশ্বরের সেই রোষের আঙুররস পান করতে হবে, যে আঙুররস অমিশ্রিত অবস্থায় তাঁর ক্রোধের পানপাত্রে ঢেলে রাখা হয়েছে; এবং তাকে পবিত্র স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে *আগুনে ও গন্ধকে* (ঙ) যন্ত্রণা পেতে হবে। [১১] তাদের জ্বালাযন্ত্রণার *ধোঁয়া ঊর্ধ্বে উঠবে চিরদিন চিরকাল* (চ)। যারা সেই পশু ও তার মূর্তি পূজা করে, এবং যে কেউ তার নামের প্রতীক-চিহ্ন ধারণ করে, তাদের জন্য দিনরাত কখনও বিরাম হবে না।’ [১২] এইখানে বিরাজ করে সেই পবিত্রজনদের নিষ্ঠা, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি ও যিশুর বিশ্বাস পালন করে।

[১৩] পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে: ‘তুমি লেখ: যারা প্রভুতে মৃত্যুভোগ করে, সেই সকল মৃতেরাই এখন থেকে সুখী! হ্যাঁ, তারা সুখী—আত্মা একথা বলছেন—কারণ তাদের সমস্ত পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম পাবে, যেহেতু তাদের কাজকর্ম তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে।’

[১৪] পরে আমার দর্শনে আমি দেখতে পেলাম, একটা সাদা মেঘ, *আর সেই মেঘের উপরে মানবপুত্রের মত কে যেন একজন আসীন* (ছ): তাঁর মাথায় সোনার মুকুট ও তাঁর হাতে ধারালো একটা কাস্তে। [১৫] পবিত্রধাম থেকে আর এক স্বর্গদূত বেরিয়ে এসে, যিনি মেঘের উপরে আসীন, তাঁকে উদ্দেশ করে উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন: ‘*কাস্তে চালান,* ফসল কেটে নিন; ফসল কাটার ক্ষণ এসেছে, কারণ *পৃথিবীর ফসল পেকে গেছে।*’(জ) [১৬] তখন মেঘের উপরে যিনি আসীন, তিনি তাঁর কাস্তে পৃথিবীতে চালালেন, ও পৃথিবীর ফসল কাটা হল।

[১৭] পরে স্বর্গীয় পবিত্রধাম থেকে আর এক স্বর্গদূত বেরিয়ে এলেন; তাঁরও হাতে ধারালো একটা কাস্তে ছিল। [১৮] আর যজ্ঞবেদি থেকে অন্য এক স্বর্গদূত বেরিয়ে এলেন, আগুনের উপরেই যাঁর অধিকার; এবং সেই ধারালো কাস্তে যাঁর ছিল, তাঁকে উদ্দেশ করে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন: 'তোমার ধারালো কাস্তে চালাও, পৃথিবীর আঙুরলতার যত গুচ্ছ কেটে নাও, কারণ তার ফল পেকেছে।' [১৯] তাই ওই স্বর্গদূত পৃথিবীতে তাঁর কাস্তে চালিয়ে পৃথিবীর যত আঙুরগুচ্ছ কেটে নিলেন, আর ঈশ্বরের রোষের বিশাল মাড়াইকুণ্ডে তা ফেলে দিলেন। [২০] মাড়াইকুণ্ডের আঙুরফল নগরদ্বারের বাইরে মাড়াই করা হল, আর তখন মাড়াইকুণ্ড থেকে রক্ত বেরিয়ে পড়তে লাগল—ঘোড়ার বল্গা পর্যন্ত উচ্চ হয়ে তিনশ' কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

তৃতীয় চিহ্ন: মহান ও আশ্চর্যই একটা চিহ্ন

সপ্ত আঘাত ও সপ্ত বাটি—খ্রিষ্টের মৃত্যু আদিপাপের যত ফলের বিচারস্বরূপ

১৫ [১] পরে আমি স্বর্গলোকে আর একটা চিহ্ন দেখতে পেলাম—মহান ও আশ্চর্য একটা চিহ্ন: সপ্ত স্বর্গদূত সাতটা আঘাত নিয়ে আসছেন—এগুলো শেষ আঘাত, কারণ সেগুলোর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের ক্রোধ সিদ্ধি লাভ করার কথা।

[২] আমি এও দেখতে পেলাম: যেন আগুনে মেশানো একটা গনগনে কাঁচের সমুদ্র; এবং যারা সেই পশু ও তার মূর্তি ও তার নামের প্রতীক-সংখ্যার উপর বিজয়ী হয়েছিল, তারা সেই কাঁচের সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের হাতে ঈশ্বর থেকে আগত বীণা। [৩] তারা ঈশ্বরের দাস মোশির বন্দনাগান (ক) ও মেষশাবকের বন্দনাগান গাইছে:

'মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর!
ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ, হে সর্বজাতির রাজা!
[৪] *কেইবা ভীত হবে না, প্রভু?*
কেইবা করবে না তোমার নামের গৌরবগান?
কারণ একমাত্র তুমিই পবিত্র!
সর্বজাতি এসে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে (খ),

কারণ ধর্মময়তায় সাধিত তোমার যত কাজ প্রকাশিত হয়েছে।’

[৫] এরপর আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গলোকে সাক্ষ্য-তাঁবুর পবিত্রধাম খুলে দেওয়া হল; [৬] আর যে সপ্ত স্বর্গদূত সেই সাতটা আঘাত বহন করেন, তাঁরা পবিত্রধাম থেকে বেরিয়ে এলেন: তাঁরা বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ক্ষোম-বসনে পরিবৃত; তাঁদের বুকে সোনার বন্ধনী বাঁধা। [৭] চার প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণী সেই সপ্ত স্বর্গদূতকে সাতটা সোনার বাটি দিলেন—সেগুলি তাঁরই রোষে পরিপূর্ণ, যিনি যুগে যুগে চিরকাল জীবনময় ঈশ্বর। [৮] তখন *পবিত্রধামটি ঈশ্বরের গৌরব থেকে* ও তাঁর পরাক্রম থেকে *নির্গত ধোঁয়াতে পরিপূর্ণ* হল [গ]; এবং সেই সপ্ত স্বর্গদূতের সাতটা আঘাত সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত কারও পক্ষে পবিত্রধামে প্রবেশ করা সম্ভব হল না।

১৬ [১] পরে আমি শুনতে পেলাম, পবিত্রধাম থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর সেই সপ্ত স্বর্গদূতকে উদ্দেশ করে বলল, ‘যাও, ঈশ্বরের রোষের সেই সাতটা বাটি পৃথিবীর উপরে ঢেলে দাও।’

[২] প্রথম স্বর্গদূত গিয়ে পৃথিবীর উপরে নিজ বাটি ঢেলে দিলেন, আর তখনই, যত মানুষ সেই পশুর প্রতীক-চিহ্নে চিহ্নিত ছিল ও তার মূর্তির সামনে প্রণিপাত করছিল, তাদের সর্বাঙ্গে ব্যথাজনক ও বিষাক্ত ঘা ফুটে উঠল।

[৩] দ্বিতীয় স্বর্গদূত নিজ বাটি সমুদ্রের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন সমুদ্র মৃতলোকের রক্তের মত হল, এবং জীবিত যত প্রাণী সমুদ্রে ছিল, সবই মারা গেল।

[৪] তৃতীয় স্বর্গদূত নিজ বাটি নদনদী ও জলের উৎসধারার উপরে ঢেলে দিলেন, তখন সেই সব রক্ত হয়ে গেল। [৫] তখন আমি শুনতে পেলাম, জলাশয়ের স্বর্গদূত একথা বলছেন: ‘তুমি ধর্মময়—যে-তুমি আছ, যে-তুমি ছিলে, হে পবিত্রজন! কারণ তেমন বিচার সম্পন্ন করেছ: [৬] ওরাই পবিত্রজনদের ও নবীদের রক্ত ঝরিয়েছিল, আর ওদের তুমি পান করার মত রক্ত দিয়েছ—তেমন পানীয়ের তারা সত্যি যোগ্য!’ [৭] আর আমি শুনতে পেলাম, যজ্ঞবেদিটা নিজেই একথা বলছে: ‘হ্যাঁ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! সত্যময় ও ন্যায্যই তোমার বিচারগুলি।’

[৮] চতুর্থ স্বর্গদূত নিজ বাটি সূর্যের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন সূর্যকে এমনটি দেওয়া হল, সে যেন আগুনের উত্তাপে মানুষকে দগ্ধ করে। [৯] তখন মানুষেরা সেই মহা উত্তাপে দগ্ধ হতে লাগল, এবং সেই ঈশ্বরের নামের নিন্দা করল, এই সমস্ত আঘাতের উপর যাঁর ক্ষমতা আছে; তাঁকে গৌরব আরোপ করার জন্য তারা মনপরিবর্তন করল না!

[১০] পঞ্চম স্বর্গদূত নিজ বাটি সেই পশুর সিংহাসনের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন তার রাজ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল, এবং লোকেরা যন্ত্রণায় নিজেদের জিভ কামড়াতে লাগল, [১১] এবং তাদের যন্ত্রণা ও ঘায়ের জন্য স্বর্গেশ্বরের নিন্দা করতে লাগল: নিজেদের কাজকর্মের বিষয়ে মনপরিবর্তন করল না!

[১২] ষষ্ঠ স্বর্গদূত নিজ বাটি ফোরাত মহানদীর উপরে ঢেলে দিলেন, তখন নদীর জল শুকিয়ে গেল, ফলে প্রাচ্যদেশের রাজাদের জন্য আসার পথ প্রস্তুত হল। [১৩] পরে আমি দেখতে পেলাম, সেই নাগদানবের মুখ থেকে, পশুর মুখ থেকে, ও নকল নবীদের মুখ থেকে বেঙের মত দেখতে তিনটে অশুচি আত্মা বেরিয়ে গেল। [১৪] তারা অপদূতদেরই আত্মা, নানা চিহ্নকর্মের সাধক; তারা সারা জগতের রাজাদের কাছে যায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই মহাদিনের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাদের জড় করার জন্য।— [১৫] দেখ, আমি চোরের মতই আসছি! সুখী সেই জন, যে জেগে আছে, এবং নিজের পোশাক পরে আছে, যেন তাকে উলঙ্গ হয়ে না বেড়াতে হয়, এবং নিজের লজ্জা না দেখাতে হয়।— [১৬] এবং সেই রাজারা এমন স্থানে জড় হল, হিব্রু ভাষায় যার নাম হার্মাগেদোন।

[১৭] সপ্তম স্বর্গদূত নিজ বাটি আকাশের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন পবিত্রধামের মধ্য থেকে, সিংহাসনের দিক থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'যা ঘটবার ঘটেছে!' [১৮] তখন দেখা গেল বিদ্যুৎ-ঝলক, শোনা গেল নানা স্বরধ্বনি ও বজ্রনাদ, এবং এক মহাভূমিকম্প দেখা দিল—এমন প্রচন্ড ভূমিকম্প, *পৃথিবীতে মানুষ অস্তিত্ব পাবার সময় থেকে যার সমান কখনও ঘটেনি* [ক]। [১৯] মহানগরীটা তিন ভাগে ফেটে গেল, জাতিগুলির সকল নগরেরও পতন ঘটল। মহতী বাবিলনের কথা ঈশ্বরের স্মরণ হল, যেন তাকে সেই পানপাত্র পান করানো হয়, যা তাঁর জ্বলন্ত রোষের আঙুররসে

পরিপূর্ণ। [২০] প্রতিটি দ্বীপ তখন পালিয়ে গেল, কোন পাহাড়পর্বতের উদ্দেশও আর পাওয়া গেল না। [২১] আর আকাশ থেকে বড় এক শিলাবৃষ্টি হল—এক একটা শিলার ভার এক মণ! শিলাবৃষ্টির তেমন আঘাতের জন্য মানুষেরা ঈশ্বরের নিন্দা করল, কারণ সেই আঘাত সত্যিই মস্ত বড় এক আঘাত।

বেশ্যাকে বিচার ও বাবিলনের পতন

খ্রিষ্টের মৃত্যু মানব-ইতিহাসের বিচারস্বরূপ

১৭ [১] তখন যে সপ্ত স্বর্গদূতদের হাতে সেই সাতটা বাটি ছিল, তাঁদের একজন এগিয়ে এসে আমাকে উদ্দেশ করে বললেন: 'কাছে এসো, আমি তোমাকে দেখাব সেই মহাবেশ্যার বিচারদণ্ড, *যে বেশ্যা বিপুল জলরাশির উপরে আসীনা*, [২] পৃথিবীর রাজারা যার ব্যভিচারের সঙ্গী হয়েছে, এবং পৃথিবীর অধিবাসীরা যার বেশ্যাচারের আঙুররসে মত্ত হয়েছে।' [৩] স্বর্গদূত আত্মায় আমাকে এক মরুপ্রান্তরে তুলে নিয়ে গেলেন, আর সেখানে আমি এক নারীকে দেখলাম, যে সিঁদুরে-লাল রঙের এমন পশুর পিঠে আসীনা যার সাতটা মাথা ও দশটা শিং ও যার সারা গায়ে ঈশ্বরনিন্দাজনক যত নাম লেখা আছে। [৪] নারী নিজেও বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল রঙের পোশাক পরে আছে, সোনার ও মণিমুক্তার গয়নায় ভূষিতা, এবং তার হাতে রয়েছে একটা সোনার পানপাত্র, যা তার যত জঘন্য কর্ম ও তার বেশ্যাচারের যত মলিনতায় ভরা; [৫] তার কপালে একটা নাম লেখা আছে: রহস্য, অর্থাৎ মহতী বাবিলন, বেশ্যাদের জননী ও পৃথিবীর যত জঘন্য কর্মের জননী। [৬] আমি লক্ষ করলাম, নারীটা মাতাল—পবিত্রজনদের রক্তে ও যিশুর সাক্ষ্যমরদের রক্তেই মাতাল। তাকে দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হলাম। [৭] সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন: 'আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? আমি সেই নারীর ও তার বাহনের, অর্থাৎ সেই পশু যার সাতটা মাথা ও দশটা শিং আছে, ওদের রহস্য তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

[৮] যে পশুকে তুমি দেখলে, সে ছিল, কিন্তু এখন আর নেই; সে অতল গহ্বর থেকে উঠে আসবে, কিন্তু সর্বনাশের দিকেই যাবে। আর পৃথিবীর অধিবাসী যত লোকের নাম জগৎপত্তনের সময় থেকে জীবন-পুস্তকে লেখা নেই, তারা যখন দেখবে সেই পশুকে যা আগে ছিল, এখন আর নেই, কিন্তু পরে আবার হাজির হবে, তখন তারা আশ্চর্য হবে।

[৯] এইখানে এমন মন থাকা চাই যা প্রজ্ঞাময়! সেই সপ্ত মাথা হল সেই সাতটা পর্বত যার উপরে নারীটা আসীনা; [১০] সেই সপ্ত মাথা আবার হল সাত রাজা: তাদের পাঁচজনের এরই মধ্যে পতন হয়েছে, এখনও একজন বাকি রয়েছে, অপর একজন এখনও আসেনি; যখন আসবে তখন তাকে অল্পকাল থাকতে হবে। [১১] আর যে পশু ছিল, এখন আর নেই, সে নিজেও এক রাজা—একইসঙ্গে সেই অষ্টম রাজা ও সেই সাতজনের একজন; সে কিন্তু সর্বনাশের দিকে যাচ্ছে।

[১২] *যে দশটা শিং* তুমি দেখলে, *সেগুলো হল দশ রাজা* (ক); তারা এখনও রাজ্যভার নেয়নি, কিন্তু এক ঘণ্টার জন্য তারা সেই পশুর সঙ্গে রাজ-অধিকার পাবে; [১৩] তাদের নিজেদের পরাক্রম ও কর্তৃত্ব পশুর হাতে তুলে দেবার জন্য তারা একমত। [১৪] তারা মেষশাবকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু মেষশাবক তাদের উপর বিজয়ী হবেন, কারণ তিনি *প্রভুর প্রভু ও রাজার রাজা* (খ); আর তাঁর অনুগামী যাঁরা, সেই আহূত, মনোনীত ও বিশ্বস্ত জনেরাও বিজয়ী হবেন।'

[১৫] স্বর্গদূত বলে চললেন, 'সেই যে জলরাশি তুমি দেখলে, যার উপরে বেশ্যাটা আসীনা ছিল, সেই জলরাশি হল সমস্ত জাতি, জনগোষ্ঠী, দেশ ও ভাষার মানুষের প্রতীক। [১৬] যে দশটা শিং তুমি দেখলে, সেগুলো বেশ্যাটাকে ঘৃণাই করবে: *তাকে বিবস্ত্রা করবে* (গ) ও উলঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখবে, পরে তার মাংস খাবে ও তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। [১৭] কেননা ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে এমন প্রেরণা দিলেন, যেন তারা তাঁরই নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে, এবং ঈশ্বরের বাণীগুলো যতদিন সিদ্ধি লাভ না করে, ততদিন তারা যেন তাদের নিজেদের রাজ্য সেই পশুর হাতে তুলে দেয়। [১৮] আর যে নারীকে তুমি দেখলে, সে হল সেই মহানগরী, পৃথিবীর রাজাদের উপরে যার রাজ-অধিকার আছে।'

১৮ [১] এই সমস্ত কিছুর পর আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর্গদূত নেমে আসছেন; তিনি মহাক্ষমতার অধিকারী; তাঁর গৌরবে পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠল। [২] তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠলেন, '*পতন হয়েছে*, হ্যাঁ, মহতী *বাবিলনের পতন হয়েছে; সে অপদূতদের আস্তানা* (ক), সমস্ত অশুচি আত্মার কারাগার, ও সমস্ত অশুচি ও জঘন্য পাখির কারাগার হয়ে পড়েছে! [৩] কেননা সকল দেশ তার

উন্মত্ত বেশ্যাচারের আঙুররস পান করেছে, পৃথিবীর রাজারা তার ব্যভিচারের সঙ্গী হয়েছে, এবং পৃথিবীর বণিকেরা তার উচ্ছৃঙ্খল ভোগবিলাসের উপরেই ধনী হয়েছে।'

[৪] পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে অন্য এক কণ্ঠ বলে উঠল: 'হে আমার আপন জনগণ, বাবিলন ছেড়ে বেরিয়ে এসো, যেন তোমাদের তার পাপকর্মের অংশী না হতে হয়, এবং তার সমস্ত আঘাত ভোগ করতে না হয়; [৫] কেননা *তার পাপ আকাশ পর্যন্তই রাশি রাশি হয়ে জমে গেছে* (খ) এবং ঈশ্বর তার যত অপরাধ স্মরণ করেছেন। [৬] *সে যেমন ব্যবহার করত, তোমরাও তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার কর* (গ); সে যা কিছু করেছে, তার দ্বিগুণ প্রতিফল তাকে দাও; যে পাত্রে সে নিজের পানীয় মিশিয়ে দিত, সেই পাত্রে দ্বিগুণ পরিমাণ পানীয় মেশাও; [৭] সে যত গরিমা ও বিলাসিতা ভোগ করত, তত যন্ত্রণা ও শোক তাকে ফিরিয়ে দাও, কেননা সে মনে মনে বলত, *আমি রানীর মত সিংহাসনে আসীনা; বিধবা? আমি তো নই; শোক? তা আমি কখনও দেখব না* (ঘ)। [৮] এজন্য এক দিনেই যত আঘাত তার উপর এসে পড়বে—মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ! এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে, কারণ শক্তিমান প্রভুই সেই ঈশ্বর, যিনি তার বিচার করেছেন।'

[৯] পৃথিবীর যে সকল রাজা তার বেশ্যাচার ও বিলাসিতার সঙ্গী হয়েছে, তারা তার দহনের ধোঁয়া দেখে তার জন্য কাঁদবে ও বুক চাপড়াবে; [১০] এবং তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তারা বলবে: 'হায়, হায়! হে মহানগরী, হে বাবিলন, হে পরাক্রমী নগরী, এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার বিচার এল!'

[১১] পৃথিবীর বণিকেরাও তার জন্য কাঁদছে ও বিলাপ করছে, কারণ তাদের ব্যবসার মাল কেউই আর কিনছে না— [১২] তত সোনা-রুপো, বহুমূল্য মণিমুক্তা, ক্ষোমের কাপড়, দামী বেগুনি ও রেশমের কাপড় ও সিঁদুরে-লাল কাপড়, সবরকম সুগন্ধি কাঠ, সবরকম গজদন্তময় বস্তু, মূল্যবান কাঠ, ব্রঞ্জ, লোহা বা শ্বেতপাথরের সবরকম জিনিস; [১৩] দারুচিনি ও এলাচ, ধূপধুনো, গন্ধনির্যাস ও শ্বেত-কুন্দুরু, আঙুররস, তেল, সেরা ময়দা ও শস্য; গবাদি পশু ও মেষের পাল, ঘোড়া ও রথ, দাস ও বন্দি মানুষ—এসব মাল কেউই আর কিনছে না। [১৪] 'যত ফল ছিল তোমার প্রাণের অভিলাষ, সবই তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে; তোমার যত শোভা ও বেশভূষা—সবই তোমার পক্ষে

নষ্ট হয়েছে; সেসব কিছুর উদ্দেশ আর পাওয়া যাবে না।' [১৫] সেসব মালের ব্যবসায়ী, যারা তার ধনে ধনী হয়েছিল, তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তারা কাঁদতে কাঁদতে ও বিলাপ করতে করতে [১৬] বলবে: 'হায়, হায়, হে মহানগরী! তুমি যে সর্বাঙ্গে ছিলে ক্ষোম-বসন, দামী বেগুনি বসন ও লাল-উজ্জ্বল বসনে ভূষিতা এবং সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তায় অলঙ্কৃতা! [১৭] এক ঘণ্টার মধ্যেই তেমন বিপুল ঐশ্বর্য মরুপ্রান্তর হয়ে গেল!'

জাহাজের যত সারেঙ ও যত নাবিক, জলপথে যত লোক আনাগোনা করে ও সমুদ্রে যাদের জীবিকা, সকলে দূরে দাঁড়ায়, [১৮] এবং তার দহনের ধোঁয়া দেখে চিৎকার করে বলে: 'সেই মহানগরীর মত আর কোন্ নগরী ছিল?' [১৯] মাথায় ধুলো মেখে কাঁদতে কাঁদতে ও বিলাপ করতে করতে চিৎকার করে বলে: 'হায়, হায়! হে মহানগরী, যার ঐশ্বর্যে তারা সবাই ধনী হল, সমুদ্রে যাদের জাহাজ ছিল! এক ঘণ্টার মধ্যেই সে মরুপ্রান্তর হয়ে গেল!

[২০] হে স্বর্গ, তার উপরে মেতে ওঠ; তোমরাও মেতে ওঠ, হে পবিত্রজন, প্রেরিতদূত ও নবী সকল! কারণ তাকে শাস্তি দেওয়ায় ঈশ্বর তোমাদের সপক্ষেই রায় দিয়েছেন।'

[২১] তখন শক্তিশালী এক স্বর্গদূত জাঁতার মত বিশাল একটা পাথর তুলে এই বলে তা সমুদ্রে ছুড়ে ফেললেন: 'এভাবেই মহানগরী বাবিলনকে সজোরে আছড়ে ফেলা হবে, তার উদ্দেশ আর পাওয়া যাবে না! [২২] তোমার মধ্যে কোন বীণকার, গায়ক, বাঁশিবাদক ও তুরিবাদকের স্বরধ্বনি আর কখনও শোনা যাবে না; তোমার মধ্যে কোন শিল্পের কোন কারিগরও আর কখনও পাওয়া যাবে না; *তোমার মধ্যে কোন জাঁতার শব্দও আর কখনও শোনা যাবে না* (ঙ); [২৩] *তোমার মধ্যে কোন প্রদীপের শিখাও আর কখনও জ্বলবে না; তোমার মধ্যে কোন বর-কনের কণ্ঠও আর কখনও শোনা যাবে না*; কারণ *তোমার বণিকেরা ছিল পৃথিবীর ক্ষমতাশালীরা* (চ); কারণ তোমার জাদুতে সকল জাতি ভ্রান্ত হল। [২৪] তারই মধ্যে পাওয়া গেল নবীদের ও পবিত্রজনদের রক্ত, তাদের সকলেরও রক্ত, পৃথিবীতে যাদের হত্যা করা হল।'

১৯ [১] এই সমস্ত কিছুর পরে আমি যেন স্বর্গে বিরাট এক জনতার উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: তারা বলছিল:

‘আল্লেলুইয়া! পরিত্রাণ, গৌরব ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই;
[২] কেননা সত্যময়, ন্যায্যই তাঁর বিচারসকল।
যে মহাবেশ্যা নিজের বেশ্যাচারে পৃথিবীকে ভ্রষ্ট করছিল,
তিনি তার বিচার সম্পন্ন করেছেন,
তার হাত থেকে
তাঁর নিজের দাসদের রক্তপাতের যোগ্য পরিশোধ নিয়েছেন।’

[৩] দ্বিতীয়বারের মত তারা বলে উঠল,

‘আল্লেলুইয়া! *তার ধোঁয়া উর্ধ্বে ওঠে যুগে যুগে চিরকাল!*’(ক)

[৪] তখন সেই চব্বিশজন প্রবীণ ও চার প্রাণী প্রণিপাত করে এই বলে সিংহাসনে সমাসীন ঈশ্বরের সামনে প্রণিপাত করলেন: ‘আমেন, আল্লেলুইয়া!’

[৫] সিংহাসন থেকে জেগে উঠে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল:

‘আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস,
তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা।’(খ)

[৬] আর আমি শুনতে পেলাম যেন বিরাট এক জনতার কণ্ঠস্বর, যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি ও প্রকাণ্ড বজ্রনাদ ঘোষণা করছে:

‘আল্লেলুইয়া!
আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।
[৭] এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি তাঁর গৌরবগান।
কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে,
তাঁর নববধূ নিজেকে সজ্জিতা করেছে।
[৮] তাকে বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ক্ষোম-বসন পরিধান করতে দেওয়া হয়েছে।’

আসলে ক্ষোম-বসন হল পবিত্রজনদের সৎকর্ম।

[৯] তখন স্বর্গদূত আমাকে বললেন: 'লেখ, সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত!' তিনি এও বললেন, 'এই সমস্ত কিছু স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রকৃত বাণী।' [১০] তখন আমি তাঁর আরাধনা করার জন্য তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম; কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'সাবধান, এমনটি করো না; আমি তোমার সহদাস, ও তোমার সেই ভাইদের সহদাস, যারা যিশুর সাক্ষ্য বহন করে। ঈশ্বরেরই সম্মুখে প্রণিপাত কর।' যিশুর যে সাক্ষ্য, তা হল নবীয় বাণীর প্রেরণা।

খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা সমস্ত অপশক্তি ধ্বংসিত

[১১] আর আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গলোক উন্মুক্ত; আর দেখ, সাদা একটা ঘোড়া; যিনি তার পিঠে আসীন, তিনি বিশ্বস্ত ও সত্যময় নামে অভিহিত; *তিনি ধর্মময়তার সঙ্গে বিচার করেন* ও যুদ্ধ করেন। [১২] তাঁর চোখ দু'টো অগ্নিশিখা, তাঁর মাথায় অনেক কিরীট, এবং নিজ দেহে তিনি এমন এক নামে চিহ্নিত, যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। [১৩] *তিনি রক্তে ভেজানো এক আলোয়ানে জড়ানো*; তাঁর নাম: ঈশ্বরের বাণী! [১৪] স্বর্গীয় যত সেনাদল শুচিশুভ্র ক্ষোমের কাপড়ে সজ্জিত হয়ে সাদা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর অনুসরণ করে। [১৫] তাঁর মুখ থেকে তীক্ষ্ণ একটা খড়্গ নির্গত, যেন তা দ্বারা তিনি জাতিগুলিকে আঘাত করেন। *তিনি লৌহদণ্ড দ্বারা তাদের শাসন করবেন* (গ), ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের আঙুররস মাড়াইকুণ্ডে মাড়াই করবেন। [১৬] তাঁর আলোয়ানে ও তাঁর উরুতে এই নাম লেখা আছে: *রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু* (ঘ)। [১৭] পরে আমি দেখতে পেলাম, এক স্বর্গদূত সূর্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন; মাঝ-আকাশে যে সকল পাখি উড়ে যাচ্ছে, তিনি উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার ক'রে সেগুলোকে উদ্দেশ করে বললেন, '*এসো, ঈশ্বরের* মহাভোজে জড় হও (ঙ): [১৮] *তোমরা রাজাদের মাংস,* সেনাপতিদের মাংস, মহাবীরদের মাংস, অশ্ব ও অশ্বারোহীদের মাংস, এবং স্বাধীন ও দাসদের, ছোট-বড় সব মানুষের মাংস খেতে পারবে।'(চ)

[১৯] তখন আমি দেখতে পেলাম, ঘোড়ার পিঠে যিনি আসীন, তাঁর বিরুদ্ধে ও তাঁর সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেই পশু ও পৃথিবীর রাজারা ও তাদের সেনাদল জড় আছে। [২০] কিন্তু পশুটা ধরা পড়ল, আর তার সঙ্গে ধরা পড়ল সেই নকল নবী,

যে তার সামনে সেই সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করে সেই সকল মানুষকে ভুলিয়েছিল, যারা পশুর প্রতীক-চিহ্ন ধারণ করেছিল ও তার মূর্তির সামনে প্রণিপাত করেছিল; পশু ও নকল নবী, দু'জনকেই জিয়ন্তে গন্ধক-জ্বলা আগুনের হ্রদে ছুড়ে ফেলা হল। [২১] বাকি সকলকে সেই অশ্বারোহীর মুখ থেকে নির্গত খড়্গ দ্বারা সংহার করা হল; এবং *সকল পাখি তৃপ্তির সঙ্গে তাদের মাংস খেল* (ছ)।

২০ [১] পরে আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর্গদূত নেমে আসছেন, তাঁর হাতে অতল গহ্বরের চাবি ও মস্ত বড় একটা শেকল। [২] তিনি আদিম সাপ সেই নাগদানবকে—অর্থাৎ সেই দিয়াবল বা শয়তানকে—ধরে ফেললেন, ও তাকে এক হাজার বছরের মত শেকলে বেঁধে রাখলেন; [৩] তাকে অতল গহ্বরের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে জায়গাটার মুখ বন্ধ করে সীলমোহরের ছাপ মেরে দিলেন, যেন সেই এক হাজার বছর-কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে জাতিগুলিকে আর ভোলাতে না পারে; সেই এক হাজার বছর পর তাকে মুক্ত হতে হবে, কিন্তু অল্পকালের মত।

[৪] পরে আমি কয়েকটা সিংহাসন দেখতে পেলাম: *সেগুলির উপরে যাঁরা বসলেন, তাঁদের বিচার করার ভার দেওয়া হল* (ক)। আমি তাদেরও প্রাণ দেখতে পেলাম, যিশুর সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের বাণীর জন্য যাদের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল, এবং যারা সেই পশুকে ও তার মূর্তিকে পূজা করেনি, কপালে ও হাতে যারা তার প্রতীক-চিহ্নও ধারণ করেনি। তারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে এক হাজার বছরের মত রাজত্ব করল। [৫] সেই এক হাজার বছর-কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাকি যত মৃতজন পুনরুজ্জীবিত হল না। এ হল প্রথম পুনরুত্থান। [৬] সুখী ও পবিত্রই সেই জন, যে এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী! তাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নেই; তারা বরং ঈশ্বর ও খ্রিষ্টের যাজক হবে, ও তাঁর সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করবে।

[৭] সেই এক হাজার বছর-কাল পূর্ণ হলে শয়তানকে তার কারাগার থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে, [৮] আর সে *সেই গোগ ও মাগোগকে* (খ), অর্থাৎ পৃথিবীর চারপ্রান্তের যত জাতির মানুষকে ভোলাবার জন্য ও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জড় করার জন্য বের হবে: তাদের সংখ্যা সমুদ্রতীরের বালুকণার মত!

[৯] তারা রণ-অভিযানে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, ও পবিত্রজনদের শিবির ও সেই প্রিয় নগরী ঘিরে অবরোধ করল; *কিন্তু স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসে তাদের গ্রাস করল* (গ)। [১০] এবং তাদের যে ভুলিয়েছিল, সেই দিয়াবলকে আগুন ও গন্ধকের হ্রদে ছুড়ে ফেলা হল, যেখানে ওই পশু ও নকল নবীও রয়েছে; আর যুগে যুগে চিরকাল দিনরাত তাদের নিপীড়ন করা হবে।

[১১] পরে আমি বিশাল একটি সাদা সিংহাসন দেখতে পেলাম, তাঁকে দেখতে পেলাম, যিনি তার উপরে সমাসীন; তাঁর সম্মুখ থেকে পৃথিবী ও আকাশ মিলিয়ে গেল, তাদের আর কোন চিহ্ন রইল না। [১২] আমি দেখতে পেলাম, ছোট বড় সকল মৃতজন সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; *কয়েকটা পুস্তক খোলা হল* (ঘ); পরে আর একটা পুস্তক খোলা হল, যা জীবন-পুস্তক, এবং সেই পুস্তকগুলিতে লেখা প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের কর্ম অনুসারে মৃতদের বিচার হল।

[১৩] সমুদ্রে যারা পড়ে ছিল, সমুদ্র তেমন মৃতদের ফিরিয়ে দিল; মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যও, নিজেদের মধ্যে যারা ছিল, তাদের ফিরিয়ে দিল; এবং নিজ নিজ কর্ম অনুসারে তাদের প্রত্যেকের বিচার হল। [১৪] এরপর মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যকে আগুনের হ্রদে ছুড়ে ফেলা হল—এই আগুনের হ্রদ-ই তো দ্বিতীয় মৃত্যু। [১৫] আর জীবন-পুস্তকে যাদের নাম পাওয়া গেল না, তাদের সেই আগুনের হ্রদে ছুড়ে ফেলা হল।

স্বর্গীয় যেরুশালেম

খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা মশীহ-রাজ্যে (স্বর্গীয় যেরুশালেমে) মনোনীতদের সংগ্রহ সাধিত

২১ [১] পরে আমি *এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী* দেখতে পেলাম (ক), কারণ প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী মিলিয়ে গেছিল; সমুদ্রও আর ছিল না।

[২] আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন যেরুশালেম: সে আপন বরের জন্য সজ্জিতা কনের মত প্রস্তুত। [৩] তখন আমি শুনতে পেলাম, সিংহাসনের ভিতর থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। *তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন, তারা হবে তাঁর আপন জনগণ, আর তিনি হবেন তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর* (খ)। [৪] *স্বয়ং তিনি তাদের মুখ থেকে প্রতিটি অশ্রুজল মুছে দেবেন* (গ); মৃত্যু আর থাকবে না, শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না, কারণ আগের সবকিছু গত হল।'

[৫] আর সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তিনি বললেন, 'দেখ, আমি সমস্ত কিছু নতুন করে তুলছি।' এবং বলে চললেন, 'একথা লেখ যে, এই সমস্ত বাণী বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য।' [৬] এবং আমাকে বললেন: 'যা ঘটবার ঘটেছে! আমিই আল্ফা ও ওমেগা, আদি ও অন্ত; যে তৃষ্ণার্ত, আমিই তাকে জীবন-জলের উৎস থেকে বিনামূল্যে জল দেব। [৭] যে বিজয়ী, সে এই সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী হবে; এবং *আমি হব তার আপন ঈশ্বর, ও সে হবে আমার আপন পুত্র* (ঘ)। [৮] কিন্তু যারা ভীরু, অবিশ্বাসী, ঘৃণ্য, নরঘাতক, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, মন্ত্রজালিক ও পৌত্তলিক, তাদের ও সব ধরনের মিথ্যাবাদীর স্বত্বাংশ হবে আগুনে ও গন্ধকে জ্বলন্ত সেই হ্রদের মধ্যে—এই তো দ্বিতীয় মৃত্যু।'

[৯] পরে, যে সপ্ত স্বর্গদূতের হাতে সাতটা শেষ আঘাতে পরিপূর্ণ সেই সাতটা বাটি ছিল, তাঁদের একজন এগিয়ে এসে আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কাছে এসো, আমি তোমাকে সেই কনেকে দেখাব যে মেষশাবকের নববধূ।' [১০] *সেই স্বর্গদূত আমাকে আত্মায় নিয়ে গেলেন উচ্চ একটা মহাপর্বতের উপর* (ঙ), এবং আমাকে দেখালেন, স্বর্গ

থেকে, ঈশ্বর থেকেই ঈশ্বরের গৌরবে মণ্ডিতা হয়ে নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী যেরুশালেম। [১১] *তার প্রভা যেন বহুমূল্য কোন রত্নেরই মত* (চ), যেন স্ফটিক-স্বচ্ছ কোন সূর্যকান্ত মণিরই মত! [১২] নগরীটি বিশাল ও উচ্চ একটা প্রাচীরে ঘেরা; প্রাচীরে রয়েছে বারোটা তোরণদ্বার; দ্বারগুলোর উপরে বারোজন স্বর্গদূত থাকেন, এবং সেগুলোর উপরে কয়েকটা নাম লেখা আছে—*ইস্রায়েল সন্তানদের বারোটা গোষ্ঠীর নাম।* [১৩] *পুব দিকে তিন দ্বার, উত্তর দিকে তিন দ্বার, দক্ষিণ দিকে তিন দ্বার, ও পশ্চিম দিকে তিন দ্বার* (ছ)। [১৪] নগরীর প্রাচীরটা বারোটা ভিত্তিপ্রস্তরের উপরে বসানো, সেগুলির উপরে রয়েছে মেষশাবকের সেই বারোজন প্রেরিতদূতের বারোটা নাম।

[১৫] আমার সঙ্গে যিনি কথা বলছিলেন, তাঁর হাতে নগরটি ও তার দ্বারগুলি ও তার প্রাচীর মাপার জন্য সোনার একটা নল ছিল। [১৬] নগরটি চতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে সমান। সেই স্বর্গদূত সেই নল দিয়ে নগরটিকে মেপে দেখলেন: বারো হাজার তীর—দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতা, সবই সমান। [১৭] তার প্রাচীরও তিনি মেপে দেখলেন: মানবীয়, অর্থাৎ স্বর্গদূতীয় মাপকাঠি অনুযায়ী একশ' চুয়াল্লিশ হাত উচ্চ। [১৮] প্রাচীরের গাঁথনি সূর্যকান্ত পাথরের, এবং নগরী নির্মল কাঁচের মত দেখতে নিখাদ সোনার। [১৯] নগরীর প্রাচীরের সমস্ত ভিত্তিপ্রস্তর সবরকম মণিমাণিক্যে অলঙ্কৃত: প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর সূর্যকান্তমণির, দ্বিতীয়টা নীলকান্তমণির, তৃতীয়টা তাম্রমণির, চতুর্থটা মরকতমণির, [২০] পঞ্চমটা বৈদূর্যমণির, ষষ্ঠটা রুধিরাখ্যমণির, সপ্তমটা হেমকান্তিমণির, অষ্টমটা ফিরোজা মণির, নবমটা পোখরাজমণির, দশমটা হেমহরিৎ মণির, একাদশটা গোমেদ মণির আর দ্বাদশটা রাজাবর্তমণির। [২১] বারোটা তোরণদ্বার ছিল বারোটা মুক্তা: এক একটা তোরণদ্বার এক একটা গোটা মুক্তা দিয়ে তৈরী; এবং নগরীর সদর রাস্তা স্বচ্ছ কাঁচের মত দেখতে নিখাদ সোনা দিয়ে তৈরী। [২২] সেই নগরীতে আমি কোন মন্দির দেখতে পেলাম না; কেননা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু ও সেই মেষশাবক, তাঁরাই তার মন্দির। [২৩] তার মধ্যে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের দরকার হয় না, কেননা স্বয়ং ঈশ্বরের গৌরব নগরীকে উদ্ভাসিত করে রাখে এবং স্বয়ং মেষশাবকই তার প্রদীপ। [২৪] *নগরীর সেই আলোতে সর্বজাতি চলতে থাকবে* (জ), এবং পৃথিবীর রাজারা নিজেদের ঐশ্বর্য নিয়ে আসবেন। [২৫] *নগরদ্বারগুলি দিনের*

বেলায় কখনও বন্ধ হবে না (ঋ), কেননা সেখানে রাত আর কখনও নামবে না। [২৬] আর জাতিসকলের ঐশ্বর্য ও ধন তার মধ্যে আনা হবে। [২৭] অশুচি কোন কিছু, কিংবা যারা ঘৃণ্য কাজ করে বা মিথ্যা-প্রতারণা করে, তারা তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তারাই শুধু পারবে, যারা মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে তালিকাভুক্ত।

২২ [১] পরে তিনি আমাকে জীবন-জলের নদী দেখালেন—তা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকেই উৎসারিত। [২] নগরীর সদর রাস্তার মাঝখানে, ও *নদীর দুই শাখার মাঝখানে এমন জীবনবৃক্ষ রয়েছে, যা বারো বার ফল উৎপন্ন করে, প্রতিটি মাসে একবার করে; আর তার পাতা জাতিসকলকে আরোগ্য দান করে* (ক)। [৩] তখন *কোন বিনাশ-মানত আর থাকবে না* (খ); তার মধ্যে থাকবে ঈশ্বর ও মেষশাবকের সিংহাসন, এবং তাঁর দাস সকল তাঁর উপাসনা করবে; [৪] তারা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে, তাদের কপালে লেখা থাকবে তাঁর নাম। [৫] রাত আর থাকবে না; কোন প্রদীপের আলো কিংবা সূর্যের আলোও তাদের আর প্রয়োজন হবে না; কারণ প্রভু ঈশ্বর তাদের উপর নিজের আলো ছড়িয়ে দেবেন আর তারা রাজত্ব করবে চিরদিন চিরকাল।

সমাপ্তি

যিশুখ্রিস্টের আত্মপ্রকাশ আদিলগ্ন থেকে অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত সদাই সক্রিয়

[৬] পরে তিনি আমাকে বললেন, 'এই সমস্ত বাণী বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য। সেই ঈশ্বর, যিনি নবীদের প্রেরণা দেন, সেই স্বয়ং প্রভুই তাঁর আপন দূতকে প্রেরণ করেছেন, তিনি যেন, যা শীঘ্র অবশ্যই ঘটবার কথা, তা তাঁর দাসদের কাছে ব্যক্ত করেন। [৭] দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; সুখী সেই জন, যে এই পুস্তকের নবীয় বাণীর বচনগুলো পালন করে!'

[৮] আমি, যোহন, আমি নিজেই এই সমস্ত কিছু শুনলাম ও দেখলাম। এই সমস্ত শুনবার ও দেখবার পরে, আমাকে যিনি এই সমস্ত কিছু দেখিয়েছিলেন, প্রণিপাত করার জন্য আমি সেই স্বর্গদূতের পায়ের সামনে লুটিয়ে পড়লাম; [৯] কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'সাবধান, এমনটি করো না; আমি তোমার, তোমার ভাই সেই নবীদের, ও

তাদেরই সহদাস, যারা এই পুস্তকের বাণীগুলো পালন করে। ঈশ্বরের উদ্দেশেই প্রণিপাত কর।’

[১০] তিনি আরও বললেন, ‘এই পুস্তকের নবীয় বাণীর বচনগুলো সীল দিয়ে মোহরযুক্ত করো না, কেননা কাল সন্নিকট। [১১] যে অধর্মাচরণ করে, সে নিজের অধর্মাচরণ করে চলুক; যে কলুষিত, সে নিজের কলুষে চলুক; যে ধার্মিক, সে নিজের ধর্মাচরণ করে চলুক; যে পবিত্র, সে নিজের পবিত্রতায় চলুক।

[১২] *দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব* (গ)। [১৩] আমিই আল্ফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত। [১৪] সুখী তারা, যারা নিজেদের পোশাক ধৌত করে, কারণ জীবনবৃক্ষে তাদের অধিকার থাকবে, ও তোরণদ্বারগুলো দিয়ে নগরীতে প্রবেশাধিকার পাবে। [১৫] যত কুকুর, মন্ত্রজালিক, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, নরঘাতক ও পৌত্তলিক, এবং মিথ্যা ভালবেসে যারা মিথ্যার সাধক, তারা সকলে বাইরে থাকুক!

[১৬] আমিই, যিশু, মণ্ডলীগুলির খাতিরে তোমাদের কাছে এই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আমার দূতকে পাঠালাম। আমিই দাউদ বংশের মূল-শিকড় ও উজ্জ্বল প্রভাতী তারা।’

[১৭] আত্মা ও কনে বলছেন: ‘এসো!’ আর যে শোনে, সেও বলুক, ‘এসো!’ আর *যে তৃষ্ণার্ত, সে আসুক; যে চায়, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক* (ঘ)।

[১৮] যারা এই পুস্তকের নবীয় বাণীর বচনগুলো শোনে, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি নিজেই গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে: কেউ যদি এতে কোন কিছু যোগ দেয়, তবে এই পুস্তকে যে সমস্ত আঘাতের বর্ণনা দেওয়া আছে, ঈশ্বর তার উপর তেমন আঘাত যোগ দেবেন; [১৯] তেমনি কেউ যদি এই নবীয় বাণী-পুস্তকের বচনগুলো থেকে কোন কিছু বাদ দেয়, তবে এই পুস্তকে যে জীবনবৃক্ষ ও পবিত্র নগরীর কথা লেখা আছে, ঈশ্বর তেমন প্রাপ্য থেকে তাকে বাদ দেবেন।

[২০] এই সমস্ত বিষয়ে যিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি বলছেন, ‘হ্যাঁ, আমি শীঘ্রই আসছি।’

আমেন; এসো, প্রভু যিশু!

[২১] প্রভু যিশুর অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক। আমেন।

---

১ [১] 'যিশুখ্রিষ্টের ঐশপ্রকাশ' : তা হল খ্রিষ্টের সনাতন ও অবিরত আত্মপ্রকাশ যাতে ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী সঙ্কল্প চরম ও বাস্তব রূপ লাভ করল; এজন্য তেমন ঐশপ্রকাশ মানবজাতির কাছে মধ্যস্থ খ্রিষ্ট দ্বারাই পিতা ঈশ্বরের একটি দান। • 'যা শীঘ্র অবশ্যই ঘটবার কথা' : প্রাক্তন সন্ধির মানুষ সহস্র সহস্র বছর ধরে যার ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছিল, তা এবার ঘটতে যাচ্ছে : ঈশ্বরের মুক্তি-পরিকল্পনা খ্রিষ্টের সাধিত ত্রাণকর্মে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

[৪] 'সপ্ত মণ্ডলী' : 'সাত' সংখ্যা পূর্ণতার প্রতীক বিধায় সপ্ত মণ্ডলী বলতে সমগ্র মণ্ডলী বোঝায়। • 'যিনি আছেন …' এই বাক্য-বিশেষ পিতা ঈশ্বরকে লক্ষ করে। • 'সপ্ত আত্মা' অর্থাৎ সেই পবিত্র আত্মা যিনি সম্পূর্ণরূপেই স্বয়ং আত্মা। • 'সাক্ষ্যদাতা যিনি' তিনি হলেন খ্রিষ্ট : সুতরাং ৪ ও ৫ পদে ত্রিত্বের তিন ব্যক্তিত্বই উল্লিখিত।

[৫ক] সাম ৮৯:৩৮, ২৮; ইশা ৫৫:৪।

[৬খ] যাত্রা ১৯:৬।

[৭] 'দেখ, তিনি মেঘের সঙ্গে আসছেন' : নবী দানিয়েলের এই ভাববাণী (দা ৭:১৩) মানবপুত্র-খ্রিষ্টের গৌরব-ক্ষণেই (তাঁর মৃত্যু-পুনরুত্থান-স্বর্গারোহণ-একক ক্ষণেই) সিদ্ধি লাভ করল যখন খ্রিষ্ট পরিত্রাতা রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। পদের পরবর্তী কথাও (নবী জাখারিয়ার বাণী, জাখা ১২:১০, ১৪) খ্রিষ্টের গৌরব-ক্ষণ লক্ষ করে।

[৮] 'আল্ফা, ওমেগা' হল গ্রীক বর্ণমালার প্রথম ও শেষ অক্ষর; সুতরাং ঈশ্বর প্রভু হলেন আদি ও অন্ত।

[১০] 'প্রভুর দিন' : প্রভুর দিনে মণ্ডলী খ্রিষ্টের পাস্কা-রহস্য (অর্থাৎ খ্রিষ্টের গৌরব-ক্ষণ) স্মরণ করে।

[১২] 'সাতটা .. দীপাধার' : তেমন দীপাধার যেরুশালেমের পবিত্রধামে থাকত বিধায় তা হয়ে ওঠে প্রাক্তন সন্ধির প্রতীক; আর প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী পদগুলোতে মানবপুত্রের যে বর্ণনা দেওয়া হয়, তা প্রাক্তন সন্ধি থেকে উদ্ধৃত নানা উক্তি অনুযায়ী; তাই খ্রিষ্টের যে আত্মপ্রকাশ প্রাক্তন সন্ধিকালে ঘটতে শুরু করেছিল তা নবসন্ধিতে পূর্ণতা লাভ করেছে।

[১৩গ] দা ৭:১৩; ১০:৫।

[১৪ঘ] দা ৭:৯।

[১৫ঙ] দা ১০:৬।

[১৭চ] দা ৮:১৮; এজে ১:২৮; ইশা ৪৪:৬; ৪৮:১২।

[১৯ছ] দা ২:২৮, ২৯, ৪৫।

[২০] 'রহস্য' : এই পুস্তকে ও নূতন নিয়মে রহস্য বলতে ঈশ্বরের সনাতন পরিত্রাণদায়ী সঙ্কল্প বোঝায়। • 'সেই সাতটা তারা … সপ্ত মণ্ডলীর দূত' : প্রাক্তন সন্ধিতে দূতেরাই ছিলেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার মধ্যস্থ, কিন্তু খ্রিষ্টের গৌরব-ক্ষণের পর তিনিই অনন্য মধ্যস্থ (হিব্রুদের কাছে পত্র দ্রঃ)। সুতরাং রহস্যের অর্থ এ: প্রাক্তন সন্ধিকালে দূতদের ভূমিকা ছিল নবসন্ধিকালের মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দান করা; এখন তাঁদের সেই ভূমিকা শেষ হয়েছে, এইজন্য তাঁরা খ্রিষ্টের ডান হাতে রয়েছেন। • 'সাতটা দীপাধার হল সপ্ত মণ্ডলী' : বাক্যটার অর্থ এ : দীপাধার যার প্রতীক, যিশুর আগমনে ও তাঁর মশীহ-কাজের ফলে সেই ইহুদীধর্ম সপ্ত মণ্ডলীতে অর্থাৎ পূর্ণ খ্রিষ্টমণ্ডলীতেই রূপান্তরিত হয়েছে, আর এটি শুধু এই অনুচ্ছেদের নয়, ঐশপ্রকাশ-পুস্তকেরই সর্বোচ্চ অর্থ।

২ [১–৩ অধ্যায়] এই দুই অধ্যায় প্রাক্তন সন্ধির ইতিহাস সম্বন্ধীয় মূল্যায়ন অর্পণ করে; প্রতিটি পত্রে খ্রিষ্টের বৃদ্ধিশীল আত্মপ্রকাশ ও তাঁর প্রতিশ্রুতি লক্ষণীয়: উভয়েই তাঁর আত্মপ্রকাশের সর্বোচ্চ-ক্ষণে (তাঁর গৌরব-ক্ষণেই) বাস্তব রূপ লাভ করল। এই আলোতে মণ্ডলী নিজেকে মূল্যায়ন করবে এবং অনুভব করবে যে, সে-ই এর মধ্যে প্রতিশ্রুত বিষয়ের পাত্র হয়েছে।

[১-৭] এখানে আদিপুস্তকে বর্ণিত আদম-হবার পতনের কথা স্মরণ করা হয়।

[৭ক] আদি ২:৯।

[৮-১১] এখানে মিশরে ইহুদীদের অবস্থা স্মরণ করা হয়: দশ দিন ক্লেশের পর (দশ আঘাতের পর) মুক্তি আসবে।

[১০খ] দা ১:১২,১৪।

[১২-১৭] এখানে মিশর থেকে মুক্তিলাভের পরে ইস্রায়েলীয়দের প্রান্তর-যাত্রা স্মরণ করা হয়।

[১৮-২৯] এখানে ইস্রায়েল-রাজ্যের ঐশ্বর্যকালের কথা স্মরণ করা হয় যখন ধর্মীয় শিথিলতা দেখা দিল।

[১৮গ] দা ১০:৬।

[২০ঘ] ২ রাজা ৯:২২ দ্রঃ।

[২৩ঙ] সাম ৭:১০; সাম ৬২:১৩; যেরে ১১:২০; ১৭:১০।

[২৭চ] সাম ২:৮-৯।

৩ [১-৬] এখানে সেই অবস্থা স্মরণ করা হয় যখন রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হলে ইস্রায়েলীয়েরা দুর্দশায় ভুগছিল।

[৭-১৩] এখানে ইস্রায়েলীয়দের নির্বাসনের পরবর্তী কালের কথা বর্ণিত।

[৭ক] ইশা ২২:২২।

[৯খ] ইশা ৪৫:১৪; ৪৯:২৩; ৬০:১৪; ৬৬:২৩; ৪৩:৪।

[১৪-২১] এখানে যিশুকালীন ইহুদী ধর্মের সেই অবস্থা স্মরণ করা হয় যখন যিশুকে চিনে তারা তাঁকে অস্বীকার করল। যিশুর কাছ থেকে চোখের মলম পেয়ে মণ্ডলী তাঁকে মশীহ বলে চিনতে পারল, তাই তাঁর প্রতিশ্রুতির পাত্র হল।

[১৯গ] প্রবচন ৩:১২।

৪ [১ …] সাধু যোহন প্রতীকমূলক ভাষায় সৃষ্টিলগ্নের কথা স্মরণ করান: একই প্রতীকমূলক ভাষায় ঈশ্বরও বর্ণিত। এই অধ্যায়ের বর্ণনা এজে ১, এজে ১০ ও ইশা ৬ এর উপর নির্ভর করে।

[২ক] এজে ১:২৬; ১০:১; ইশা ৬:১।

[৪] ‘চব্বিশজন প্রবীণ’: তাঁরা সেই স্বর্গদূত-শ্রেণির প্রতীক যাঁদের ভূমিকা ছিল জগৎ-নিয়ন্ত্রণ করা।

[৬] এজে ১:২২; ’চার প্রাণী’: তাঁরা উত্তর-দক্ষিণ-পুব-পশ্চিম এর প্রতীক অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত কিছুর প্রতীক। পরবর্তী বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কেবল ঈশ্বরই আরাধনার যোগ্য, কেননা স্বর্গ ও মর্ত উভয়েই তাঁর সামনে প্রণিপাত করে।

[৭খ] এজে ১:৫-২১।

[৮গ] ইশা ৬:২-৩।

[৯ঘ] দা ৪:৩১; ৬:২৭।

৫ [১] এজে ২:৯; ’পাকানো পুঁথি’ হল জীবন-পুস্তক; তা সৃষ্টিলগ্ন থেকেই পিতা ঈশ্বর মেষশাবককে দিয়েছেন, কেননা মেষশাবকও সনাতন ঈশ্বর, কিন্তু গৌরব-ক্ষণেই মেষশাবক সেই জীবন দেওয়ার অধিকার অনুশীলন করলেন।

[৫ক] আদি ৪৯:৯; ইশা ১১:১০।

[১০খ] যাত্রা ১৯:৬; ইশা ৬১:৬।

[১১গ] দা ৭:১০।

৬ [১ …] এই অধ্যায় থেকে ৮:১ পর্যন্ত পুনরায় প্রাক্তন সন্ধির ইতিহাস উপস্থাপিত; নানা অনুচ্ছেদের অর্থ নানা শিরনামের সাহায্যেই উপলব্ধি করা যাবে।

[২ক] জাখা ১:৮-১০; ৬:১-৩ দ্রঃ।

[৮খ] এজে ১৪:২১।

[১৩গ] ইশা ৩৪:৪।

[১৫ঘ] হো ১০:৮।

[১৬ঙ] ইশা ২:১০, ১৮, ১৯।

[১৭চ] যোয়েল ২:১, ১১; ৩:৪।

৭ [১ক] এজে ৭:২; জাখা ৬:৫; যেরে ৪৯:৩৬।

[৩খ] এজে ৯:৪,৬।

[৪গ] '১২' সংখ্যা পবিত্র হওয়ায় ১২ x ১২ x ১০০০ = ১৪৪০০০ বলতে সকল পরিত্রাণকৃতদের বোঝায়।

[১৬ঘ] ইশা ৪৯:১০।

[১৭ঙ] ইশা ৪৯:১০; ইশা ২৫:৮।

৮ [১] এখানে খ্রিষ্টের মৃত্যুর কথা ইঙ্গিত করা হয়; তার কোন বর্ণনা দেওয়া হয় না, তার ফলাফলই প্রকাশিত।

[২] সাধু যোহন খ্রিষ্টের ঐশপ্রকাশের ইতিহাসকে ধ্যানের বিষয়-বস্তু বলে তুলে ধরার জন্য পুনরায় অতীতকাল থেকে শুরু করেন; এবার কিন্তু মানুষের সৃষ্টি ও তার পতন থেকে নয়, এর চেয়ে আরও পিছনের দিকে গিয়ে স্বর্গদূতদের পতন থেকেই বর্ণনাটা শুরু করেন। তিনি ১২ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর এই ধ্যান-যাত্রায় আমাদের ধাপে ধাপে চালনা করেন। এবারও নানা শিরনাম নানা অনুচ্ছেদের প্রাথমিক অর্থ উপলব্ধিতে সহায়তা দান করতে পারে।
• বাইবেলে 'সপ্ত দূত' এর কেবল তিনটি নাম উল্লিখিত, মিখায়েল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েল। বাকি চারটি নামের জন্য প্রাচীন নানা ঐতিহ্যে নানা নাম প্রস্তাবিত যেমন, উরিয়েল, কামায়েল, যোফিয়েল ও জাদকিয়েল; অথবা উরিয়েল, রাগুয়েল, জারাখিয়েল ও রেমিয়েল; অথবা উরিয়েল, সেলাথিয়েল, যেহুদিয়েল ও বারাখিয়েল।

[৫ক] লেবীয় ১৬:১২; এজে ১০:২।

৯ [২ক] যাত্রা ১৯:১৮।

[৬খ] যোব ৩:২১।

[২০গ] দা ৫:৪, ২৩।

১০ [৩ক] আমোস ১:২; ৩:৮।

[৫খ] দ্বিঃবিঃ ৩২:৪০।

[৬গ] নেহেমিয়া ৯:৬।

[১০ঘ] এজে ৩:১-১৩।

১১ [৪ক] জাখা ৪:৩,১৪।

[৪খ] ২ রাজা ১:১০।

[৭গ] দা ৭:৩, ২৯।

[১১ঘ] এজে ৩৭:৫, ১০।

[১৮ঙ] সাম ২:১,৫; আমোস ৩:৭; দা ৯:৬,১০; জাখা ১:৬; সাম ১১৫:১৩।

১২ [১…] এই অধ্যায় থেকে পুস্তকের সমাপ্তি পর্যন্ত সাধু যোহন পুনরায় খ্রিষ্টের মৃত্যুর কথা উপস্থাপন করার জন্য মানবেতিহাসের প্রথম লগ্নে ফিরে যান, এবং দেখান কেমন করে সেই মৃত্যু জগতের ইতিহাসকে চিহ্নিত করল: একদিকে যত অমঙ্গল প্রভাবের বিনাশ ঘটল, অপরদিকে খ্রিষ্টে সেই সকল মানুষের সম্মেলন ঘটল যারা ঈশ্বরের নতুন জনগণ হবার জন্য মনোনীত।

[১-৩] কে সেই নারী? আর কে সেই নাগদানব? আরও, নারী ও নাগদানবের চিহ্ন স্বর্গেই ঘটে, এর অর্থ কি? নারী হল মানবজাতির প্রতীক যা আদিলগ্নে ঈশ্বরের গৌরবময় সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছিল, আর নাগদানব হল আদিপুস্তকের সেই সাপ যা এদেন বাগানে (অর্থাৎ স্বর্গে) আদি থেকে মানুষের সর্বনাশ ঘটাতে ব্যস্ত। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে মানবজাতি প্রান্তরে (অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরেই) কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য; কিন্তু তবুও ঈশ্বর মানুষকে রক্ষা করেন যাতে শয়তান তার চরম সর্বনাশ না ঘটায়।

[৪ক] দা ৮, ১০।

[৫খ] ইশা ৬৬:৭; সাম ২:৯।

[৭…] এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মিখায়েল ও শয়তান, অর্থাৎ ঈশ্বরের পক্ষের ও তাঁর বিপক্ষের স্বর্গদূত।

[১৩…] যুদ্ধে পরাজিত হলেও শয়তান মরেনি, এমনকি মানবজাতিকে আক্রমণ করে চলল: এই নতুন আক্রমণ মিশরে ইস্রায়েল জাতির দিকে লক্ষ করে যেখানে শয়তান (ফারাও) মনোনীত জাতিকে নিঃশেষ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা করলেন: যাত্রাপুস্তক অনুসারে লোহিত সাগরে যা কিছু ঘটেছিল, এখানে তার স্পষ্ট কয়েকটা ইঙ্গিত দেওয়া হল। ঈগলের যে দুই বিরাট পাখা নারীর রক্ষায় দেওয়া হল, তা হল বিধান ও নবী-পুস্তকাবলি।

[১৭] 'তার বংশের বাকি লোক' অর্থাৎ তাঁরা যাঁরা বিশ্বস্ত থেকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রতীক্ষায় থাকলেন।

১৩ [১] দা ৭:৩, ৮; যারা মশীহের প্রতীক্ষায় রয়েছে, তাদের ভোলাবার জন্য শয়তান নানা উপায় (পশু) ব্যবহার করে।

[২ক] দা ৭:৪-৬।

[৭খ] দা ৭:৬-২১।

[১০গ] যেরে ১৫:২।

[১৫ঘ] দা ৩:৫-৭, ১৫।

[১৮] সংখ্যাটা রোমীয় রাজনৈতিক ও ইহুদী ধর্মীয় ক্ষমতার মধ্যে সাধিত সেই সন্ধি লক্ষ করে যা যিশুর মৃত্যু ঘটাল।

১৪ [৪ক] যেরে ২:২-৩।

[৫খ] জেফা ৩:১৩।

[৭গ] যাত্রা ২০:১১।

[৮ঘ]] ইশা ২১:৯; ৫১:১৭।

[১০ঙ] আদি ১৯:২৪।

[১১চ] ইশা ৩৪:৯-১০।

[১৪ছ] দা ৭:১৩।

[১৫জ] যোয়েল ৪:১৩।

[২০] ‘নগরদ্বারের বাইরে’ বাক্য-বিশেষ গলগথার কথা স্মরণ করায়; সুতরাং খ্রিষ্টের বুক থেকে যে রক্ত নির্গত হল, তাতে সাধু যোহন এক নতুন লোহিত-সাগর দেখেন যা অমঙ্গল (ঘোড়া) প্রভাবের আক্রমণ রোধ করল।

১৫ [১–১৬ অধ্যায়] এই দুই অধ্যায় ১১:১৫-১৯ এর প্রসঙ্গটা (যিশুর মৃত্যু) অন্য প্রতীক দ্বারা পুনরায় উপস্থাপন ক’রে তাতে নতুন একটা অর্থও যোগ দেয়: যিশুর মৃত্যু এমন যুদ্ধ বলে বর্ণিত যে যুদ্ধে মানবজাতির বিরুদ্ধ যত অমঙ্গলের শক্তি খ্রিষ্টের মৃত্যু-ক্ষণে পরাজিত।

[৩ক] মোশির বন্দনাগান হল যাত্রা ১৫:২-১৯।

[৪খ] যেরে ১০:৭; সাম ৮৬:৯।

[৮গ] যাত্রা ৪০:৩৪।

১৬ [১৮ক] দা ১২:১।

১৭ [১…] যেরে ৫১:১৩; কে সেই মহাবেশ্যা? এখান পর্যন্ত উপস্থাপিত ব্যাখ্যা অনুসারে একথা অনুমান করা যায় যে, মহাবেশ্যাটা হল যেরুশালেম ও ইহুদী দূষিত ধর্মীয় ক্ষমতা যা খ্রিষ্টকে অস্বীকার করল; প্রাক্তন সন্ধিকালে একাধিক বার ইস্রায়েল জাতিকে বেশ্যাচার-অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল; এখন তারা বেশ্যা শুধু নয়, মহাবেশ্যাই নামে চিহ্নিত কেননা তাদের মধ্যে উপস্থিত মশীহকে ত্যাগ করে মনোনীত জাতি হিসাবে তাদের আহ্বান অর্থাৎ সকল জাতির মাঝে ঈশ্বরের দেওয়া যাজকীয় অধিকার অনুশীলন করতে অবহেলা করল ও খ্রিষ্টের বিষয়ে যাঁরা সাক্ষ্য বহন করছিলেন সেই সকল ধার্মিক ব্যক্তি ও নবীদের হত্যাই করল (মথি ২৩:৩৭; লুক ১৩:৩৪)।

[১২ক] দা ৭:২৪।

[১৪খ] দা ১০:১৭।

[১৬গ] এজে ১৬:৩৯-৪১।

১৮ [২ক] ইশা ২১:৯; ইশা ১৩:২১।

[৫খ] আদি ১৮:২০।

[৬গ] যেরে ৫০:১৫, ২৯।

[৭ঘ] ইশা ৪৭:৮, ৯।

[২২ঙ] ইশা ২৫:১০।

[২৩চ] ইশা ২৫:১০; যেরে ৭:৩৪; ২৫:১০; ইশা ২৩:৮।

১৯ [১-১০] এই অনুচ্ছেদ প্রাক্তন সন্ধির উপাসনা-রীতি ও তার সার্বিক ব্যবস্থা সমাপ্ত বলে ঘোষণা করে, আর সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টের রাজ্য-প্রতিষ্ঠার গুণকীর্তন করে: এই সমস্ত কিছু হল মেষশাবকের মৃত্যুর ফল।

[৩ক] ইশা ৩৪:১০।

[৫খ] সাম ১১৫:১৩।

[১১…] ইশা ১১:৩-৪; সাদা ঘোড়ার পিঠে আসীন ঈশ্বরের বাণী: এই দৃশ্যে ঐশবাণীর মাংসধারণ-রহস্য অঙ্কিত যা দ্বারা অমঙ্গলের যত শক্তি পরাজিত হওয়ার কথা।

[১৩] ইশা ৬৩:১-৩; খ্রিষ্ট রক্তে ভেজানো এক আলোয়ানে জড়ানো: এ কার্ রক্ত? যাদের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করতে এলেন, এ কি তাঁর সেই শত্রুদেরই রক্ত? পাঠক-পাঠিকা অবশ্যই ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন যে, সেই রক্ত হল তাঁর নিজের রক্ত যা ক্রুশবিদ্ধ ঈশ্বরের বাণীর বুক থেকে নিঃসৃত হল; নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের বাণী সংগ্রামে জয়ী হলেন।

[১৫গ] সাম ২:৯।

[১৬ঘ] দ্বিঃবিঃ ১০:১৭।

[১৭ঙ] এজে ৩৯:১৭।

[১৮চ] এজে ৩৯:১৮-২০ দ্রঃ।

[২১ছ] এজে ৩৯:১৯।

২০ [৪ক] দা ৭:৯, ২২, ২৭।

[৮খ] এজে ৩৮:২; এজে ৩৮—৩৯ অধ্যায়।

[৯গ] এজে ৩৮:২২; ২ রাজা ১:১০।

[১২ঘ] দা ৭:১০।

২১ [১—২২:৫] খ্রিষ্টের মৃত্যু-ক্ষণে মশীহ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত; লক্ষণীয়, এই অধ্যায়ের সমস্ত ঘটনাগুলো এদেন বাগানের বর্ণনা অনুসারেই বর্ণিত, তাতে সাধু যোহনের লেখার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে: খ্রিষ্টের মৃত্যুর ফলে মানুষ সৃষ্টিলগ্নের সেই আদি ও পবিত্র অবস্থায় ফিরে গেছে যেখানে ঈশ্বর সবই, সবার মধ্যে, চিরকাল ধরে।

[১ক] ইশা ৬৫:১৭।

[৩খ] লেবীয় ২৬:১১-২৬; এজে ৩৭:২৭।

[৪গ] ইশা ৮:৮; ২৫:৮; ৩৩:১০; ৬৫:১৯।

[৭ঘ] ২ শামু ৭:১৪; সাম ২:৭; ৮৯:২৭-২৮।

[১০ঙ] এজে ৪০:২।

[১১চ] ইশা ৬০:১-২।

[১৩ছ] এজে ৪৮:৩১-৩৫।

[২৪জ] ইশা ৬০:৩।

[২৫ঝ] ইশা ৬০:১১।

২২ [২ক] এজে ৪৭:১২।

[৩খ] জাখা ১৪:১১।

[৬…] উপাসনা-রত মণ্ডলী খ্রিষ্টের সনাতন ঐশপ্রকাশ ধ্যান করে তাঁর অবিরত আগমনের জন্য প্রার্থনা করে।

[১২গ] ইশা ৪০:১০; সাম ৬২:১৩।

[১৭ঘ] ইশা ৫৫:১।

পরিশিষ্ট

সূচীপত্র

ঐশতাত্ত্বিক শব্দকোষ

অধিকার, ক্ষমতা, শাসনক্ষমতা

যে কোন অধিকার ঈশ্বর থেকেই আগত; আর তিনি অধিকারপ্রাপ্ত সকল মানুষকে পরীক্ষা করবেন তারা সেই অধিকার ভাল মত অনুশীলন করেছে কিনা। স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত অধিকার পুনরুত্থিত খ্রিষ্টতেই আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু মণ্ডলীগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার পিতরকে ও স্বয়ং ভক্তমণ্ডলীকেও দেওয়া আছে; তেমন অধিকার প্রভুত্ব চালানো নয়, সেবা করায়ই প্রকাশ পাবার কথা (প্রজ্ঞা ৬:৩; মথি ১৬:১৯; ১৮:১৮; ২৮:১৮; মার্ক ১০:৪২-৪৩)।

অনন্ত জীবন

খ্রিষ্ট নিজেই জীবন; যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী, তাদের তিনি জীবন দান করেন। তেমন জীবন এজন্যই অনন্ত যে, বিশ্বাসী ইতিমধ্যে ঈশ্বরের সনাতন-অনন্ত পরিবেশে প্রবেশ করেছে। অনন্ত জীবনের পরম সিদ্ধি শেষ পুনরুত্থান কালেই ঘটবে (যোহন ১:৪; ৩:১৫, ৩৬; ৬:৪০, ৫৪; ১ করি ১৫:৪২; ২ করি ৪:১৭)।

অনুগ্রহ

মঙ্গলময় বলে ঈশ্বর মানুষের উপর আপন অনুগ্রহ বর্ষণ করেন; তেমন অনুগ্রহ পাপী মানুষের পক্ষে অপ্রত্যাশিত; এজন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র হওয়ায়ই মানুষের

আনন্দ। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ-দানগুলিও তাঁর মঙ্গলময়তার পরম প্রকাশ (যোহন ১:১৪, ১৭; ১ করি ১২; ফিলি ১:২; প্রকাশ ২২:২১)।

অন্ধকার

'আলো' দ্রঃ।

অপদূত

'আত্মা' (গ) দ্রঃ।

অবশিষ্টাংশ

নবীদের লেখায় গুরুত্বপূর্ণ এই নতুন ধারণা ভেসে ওঠে যে, নিজ অবিশ্বস্ততার কারণে ইস্রায়েলকে শাস্তিভোগ করতে হবেই, তবু তার একটা অবশিষ্টাংশ রেহাই পাবে যারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রেখে চলবে; মশীহকালের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তেমন অবশিষ্টাংশের মানুষেরাই বিশেষ ভূমিকা অনুশীলন করবে (ইশা ১০:১৯-২১; এজে ৬:৮-১০; আমোস ৯:৮-১০; জাখা ১৩:৮-৯)।

অমরতা

'মৃত্যু' দ্রঃ।

অর্থদান (ভিক্ষা, দয়াধর্ম, দানশীলতা)

প্রার্থনা ও উপবাসের সঙ্গে অর্থদানই ইহুদীধর্মের তিন প্রধান সৎকর্মের একটা। এবিষয়ে যিশু মানুষকে সতর্ক করেন যেন অর্থদান অনুশীলনে ভণ্ডামি না দেখা দেয়; কিন্তু সাধু লুকই বিশেষভাবে গরিবদের প্রতি দানশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। অর্থদান অনুশীলনে সাধু পল উপযুক্ত নির্দেশাবলি জারি করেন (মথি ৬:২-৪; মার্ক ১২:৪১-৪৪; লুক ১৮:২২; ২ করি ৮:৭-১৫)।

অলৌকিক কাজ

শব্দটা তত বাইবেল ভিত্তিক নয়; বাইবেল সাধারণত ঈশ্বরের ‘আশ্চর্য কর্মকীর্তির’ কথা বলে; এগুলো এমন চিহ্নকর্ম যা তিনি আপন জনগণের খাতিরে সাধন করলেন, বিশেষভাবে মিশর থেকে মুক্তিসাধনের সময়ে। একই প্রকারে যিশুর ‘পরাক্রম-কর্ম’ ও ‘আশ্চর্য কাজ’ এমন ‘চিহ্নকর্ম’ যা পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব উপস্থিত বলে প্রকাশ করে (যোশুয়া ৩:৫; সাম ৯:২; ১০৭:২৪; মথি ১২:৩৮-৩৯; মার্ক ৬:২, ৫, ১৪; যোহন ২:১১, ১৮, ২৩; প্রেরিত ৪:২২)।

আগুন

আগুন হল ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতীক; আগুন যেমন অগম্য, ঈশ্বরের পবিত্রতাও তেমনি ঈশ্বরকে অগম্য করে। আরও, যেহেতু শোধন করার জন্য আগুনের মত আর কিছুই নেই, সেজন্য মানুষের মন বা হৃদয় শোধন বা নিখাদ করার ব্যাপারে আগুন বারবার উল্লিখিত; বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাণী অনুসারেও, মশীহ যখন আসবেন তখন সঙ্গে নিয়ে আসবেন শোধনকারী আগুন (যাত্রা ১৩:২২; ইশা ৬:৭; মথি ৩:১১-১২; মার্ক ৯:৪৩)।

আঙুরলতা

পুরাতন নিয়মে আঙুরলতার দৃষ্টান্ত ইস্রায়েল জাতিকে লক্ষ করে: ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরেরই পোঁতা একটি সেরা আঙুরলতা তিনি যার অবিরত যত্ন নেন। ঈশ্বর প্রত্যাশা করছিলেন, তেমন মনোনীত আঙুরলতা পবিত্রতা ও ধর্মময়তা-ফল উৎপন্ন করবে। নূতন নিয়মে স্বয়ং যিশুই সেই সত্যকার আঙুরলতা যা প্রত্যাশিত ফল উৎপন্ন করল। আঙুরলতা-খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত বিশ্বাসী-মণ্ডলীর উচিত ভ্রাতৃপ্রেম-ফলদানে ফলসালী হওয়া (ইশা ৫:১-৭; যেরে ২:২১; এজে ১৫:১-৮; ১৯:১০-১৪; মথি ২০:১-১৬; ২১:২৮-৪১; মার্ক ১২:১-৯; লুক ১৩:৬-৯; ২০:৯-১৬; যোহন ১৫:১)।

আজ্ঞা

দশ আজ্ঞা হল ঐশবিধানের ভিত্তি; ইহুদী ঐতিহ্যে দশ আজ্ঞা ছিল জীবন-বাণীর শামিল। যিশু এই শিক্ষা দিলেন যে, প্রধান আজ্ঞা হল ঈশ্বরকে ভালবাসা ও প্রতিবেশী মানুষকেও ভালবাসা। সাধু যোহনের লেখায়ই বিশেষভাবে ভালবাসা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলোর প্রতি বাধ্যতার ভিত্তি বলে উপস্থাপিত (যাত্রা ২০; দ্বিঃবিঃ ৮:৩; মার্ক ১২:২৮-৩৪; যোহন ১৩:৩৪; ১ যোহন ২:৮)।

আত্মা

(ক) হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় এই শব্দ নানা অর্থ বহন করে যেমন নিশ্বাস, বাতাস, প্রাণবায়ু, আত্মা, আত্মিক প্রেরণা, ঈশ্বরের দেওয়া বা ফিরিয়ে নেওয়া জীবনী-শক্তি ও প্রাণ-শক্তি। নবীগণ ও কোন কোন জননায়ক বিশিষ্ট ভূমিকা অনুশীলনের জন্য ঈশ্বরের আত্মাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন। বাইবেলের কথা অনুসারে, শেষ দিনগুলিতে এই আত্মা গোটা জনগণের উপরে ও ব্যক্তি-বিশেষের উপরেই বর্ষিত হবে; তাতে আত্মায় সাধিত এক নবসন্ধির অভিব্যক্তি ঘটবে (আদি ১:২; গণনা ১১:১৭; বিচারক ৩:১০; ৬:৩৪; ইশা ১১:২; এজে ৩৭:১-১৪; যোয়েল ৩:১-২)।

(খ) নূতন নিয়মে ঐশআত্মা যিশুর উপরে বাপ্তিস্মের দিনে, এবং প্রেরিতদূতদের উপরে পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে নেমে আসেন; এ সময় থেকে আদি খ্রিষ্টমণ্ডলীর যত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ পবিত্র আত্মার চালনা দ্বারাই চিহ্নিত বলে বর্ণিত। সাধু পলের ঐশতত্ত্বে, আত্মা—ঈশ্বরের বা খ্রিষ্টের আত্মাই খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ঈশ্বরের সন্তান করে তোলেন ও খ্রিষ্টীয় সমস্ত কর্ম সাধনে, বিশেষভাবে প্রার্থনা ও ভ্রাতৃপ্রেম ক্ষেত্রে, তাদের শক্তিমণ্ডিত করেন। সাধু যোহনের ঐশতত্ত্বে, সহায়ক পবিত্র আত্মাই বিশ্বাসী মণ্ডলীর মাঝে যিশুর অবিরত উপস্থিতি বর্তমান করেন। ফলপ্রসূ খ্রিষ্টীয় জীবনধারণে অগ্রগতির জন্য পবিত্র আত্মার প্রেরণা একান্ত প্রয়োজন (মার্ক ১:১০; যোহন ১:৩৩; ১৪:১৬; প্রেরিত ১:৮; ১৫:২৮; রো ৫:৫; ১ করি ১৪:১৪-১৬; ২ করি ১৩:১৩; গা ৫:১৩-১৬)।

(গ) পুরাতন ও নূতন নিয়মে মন্দাত্মাদের কথাও বারবার উল্লিখিত, যেগুলো অপদূত বা অশুচি আত্মা বলেও বর্ণিত। এদের তাড়িয়ে দিয়ে যিশু দেখান তিনি অমঙ্গল-রাজ্যের উপরে বিজয়ী; খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে যারা, তারা তেমন মন্দাত্মাদের স্পর্শ থেকে মুক্ত (মার্ক ১:২৩, ৩২; প্রেরিত ১৬:১৬; গা ৪:৩; এফে ১:২১)।

আত্মিক

যা পবিত্র আত্মার প্রভাব দ্বারা চিহ্নিত ও প্রভাবান্বিত, তা আত্মিক বলে। একই প্রকারে, যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার প্রেরণা বা প্রভাব দ্বারা চিহ্নিত ও প্রভাবান্বিত, তাকে আত্মিক বলে।

আদম

'দ্বিতীয় আদম' দ্রঃ।

আব্বা

আরামীয় শব্দ যার অর্থ 'পিতা'; ইহুদী প্রার্থনায় ঈশ্বরকে কখনও আব্বা বলে সম্বোধন করা হয় না; কিন্তু যিশু তাঁর পিতাকে আব্বা বলেই ডাকতেন (মার্ক ১৪:৩৬); তাঁর আদর্শে খ্রিষ্টভক্তরাও স্বর্গীয় পিতাকে সাহসের সঙ্গে আব্বা বলে সম্বোধন করেন (রো ৮:১৫; গা ৪:৬)।

আমেন

হিব্রু একটা শব্দ 'সত্য' থেকে যার উৎপত্তি; 'আমেন' বলে মানুষ প্রার্থনা বা শপথে নিজ পূর্ণ সম্মতি জানায়, কিংবা কোন ঘোষণায় নিজ পক্ষসমর্থন ব্যক্ত করে। যিশু হলেন পিতার 'আমেন' যেহেতু যিশুতেই পিতার সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করল। (নেহে ৮:৬; সাম ৪১:১৪; ২ করি ১:২০; প্রকাশ ৩:১৪)।

আল্লেলুইয়া

হিব্রু শব্দ যার অর্থই 'প্রভুর প্রশংসা কর' (নানা সামসঙ্গীত)।

আলো

আলো হল ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের প্রথম সৃষ্ট বস্তু। বাইবেল অনুসারে, আলো কেবল সেই উপাদান নয় যা দ্বারা দেখতে পাই, বরং পূর্ণ আলো হল জীবনদায়ী আলো, আনন্দদায়ী আলো, পরিত্রাণদায়ী আলো (ইশা ৯:১; ৪২:৬; ৬০:১, ১৯-২০)। আলো হল ঐশঅভিব্যক্তির একটা দিক; আরও, আলো হল মশীহসূচক একটা উপাধি। স্বয়ং ঈশ্বরই আলো, এবং তাঁর দাস (খ্রিষ্ট) হলেন বিজাতীয়দের জন্য আলো। ঈশ্বরের বিধান হল মানব-পদক্ষেপের আলো। নূতন নিয়মে স্বয়ং যিশুই আলো। আলোর বিপরীতে রয়েছে অন্ধকার, যা অমঙ্গল-রাজ্যের প্রতীক (সাম ২৭:১; ১০৪:২; যোহন ১:৪-৫; ৮:১২)।

আশা

'প্রত্যাশা' দ্রঃ।

আশীর্বাদ

ঈশ্বর জীবন, সমৃদ্ধি, উর্বরতা ও আনন্দ দানেই আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। ঈশ্বরের প্রতিনিধি কার্যমণ্ডিত একটা আশীর্বচন উচ্চারণ করার মাধ্যমে ঈশ্বরের তেমন দান উপস্থিত বলে ঘোষণা করতে পারে; একবার উচ্চারিত হলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। ঈশ্বরের আশীর্বাদ অর্থাৎ তাঁর মঙ্গলদানগুলি গ্রহণ করে মানুষ ঈশ্বরকে ধন্য বলে কৃতজ্ঞতা দেখায় ও নতুন নতুন আশীর্বাদ পাবার জন্য প্রার্থনা করে (আদি ১২:২; ২৭; সাম ৬৭:৭-৮; এফে ১:৩)।

আশ্চর্য কাজ

'অলৌকিক কাজ' দ্রঃ।

ঈশ্বরের পুত্র

‘ঈশ্বরের পুত্র’ নামটা ঈশ্বরের এক বিশেষ মনোনয়ন, ঈশ্বরের দেওয়া বিশেষ ভূমিকা, বা ঈশ্বরের বিশেষ রক্ষা তুলে ধরে। পুরাতন নিয়মে ‘ঈশ্বরের পুত্র’ নামটা স্বর্গদূত, ইস্রায়েল, ইস্রায়েলের জননায়ক কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিত্বের উপরে আরোপিত। শয়তান ও অপদূতেরা, বাপ্তিস্ম-লগ্নে ও দিব্য রূপান্তরের দিনে স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর, এবং তাঁর মৃত্যুক্ষণে শতপতি ঠিক এ নাম দ্বারাই যিশুকে সম্বোধন করে। সাধু যোহন ও সাধু পলই বিশেষভাবে যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে উপস্থাপন করেন (যাত্রা ৪:২২; সাম ২:৭; প্রজ্ঞা ১৮:১৩; হো ১১:১; মথি ৩:১৭; ৪:৩, ৬; ৮:২৯; ১১:২৭; ১৭:৫; ২৬:৬৩; ২৭:৫৪; যোহন ১:৩৪; ১১:৪, ২৭; ১৭:১; রো ১:৩-৪; গা ২:২০)।

এউখারিস্তিয়া (প্রভুর ভোজ, মিসা)

নূতন নিয়মে এ হল সেই ধন্যবাদসূচক অনুষ্ঠান-রীতি যা যিশু অন্তিম ভোজে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং মণ্ডলী তাঁর নির্দেশমত পুনঃ পুনঃ উদ্‌যাপন করে থাকে। এ হল খ্রিষ্টের নব পাস্কা যেখানে তিনি পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে পাতিত আপন রক্তে নবসন্ধির সিদ্ধি ঘটান। খ্রিষ্টের দেহ (অর্থাৎ তাঁর অঙ্গগুলো) তাঁর এউখারিস্তীয় দেহে সহভাগিতায় প্রকাশ পায় ও পরিপুষ্ট হয়; তাই তাঁর এউখারিস্তীয় দেহ হল সেই স্বর্গীয় সত্যকার রুটি যা অনন্ত জীবন দান করে; তাতে পরিপুষ্ট হয়ে বিশ্বাসীবর্গ খ্রিষ্টের দেহের অঙ্গ হয়ে ওঠে, ও তাতেই মণ্ডলীর ঐক্যের পূর্ণ প্রকাশ (মথি ২৬:২৬; মার্ক ১৪:১২; লুক ২২:১৯; যোহন ৬:৩১-৫৮; ১ করি ১১:১৭-৩৪)। ‘দেহ’ দ্রঃ।

কনে

নবী হোশেয়ার ধারণা অনুসারে ইস্রায়েল হল প্রভুর কনে; ইস্রায়েল-কনে সময় সময় তাঁর প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখায়, কিন্তু পরিশেষে তাঁর সঙ্গে মিলিতা হয়। একই প্রকারে যিশু নিজের আগমনকে এমন বিবাহ-ভোজের সঙ্গে তুলনা করেন যেখানে তিনি নিজেই বর। আপন কনে-মণ্ডলীর জন্য বর-খ্রিষ্ট বলিরূপে আত্মোৎসর্গ করলেন (এজে ১৬; হো ১:২; মথি ৯:১৫; ২২:২; যোহন ৩:২৯; এফে ৫:২২)।

কষ্টভোগ/যন্ত্রণাভোগ

ঈশ্বর কষ্ট দ্বারাই তাঁর ভক্তজনদের যাচাই করেন। ইশাইয়া পুস্তকে প্রভুর দাস আপন কষ্টভোগের মধ্য দিয়েই পরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন, এবং কষ্টভোগী যোবের সহিষ্ণুতা তাঁর নিজের প্রার্থনাকে প্রভাবশালী করে। খ্রিষ্ট এশিক্ষা দেন যে, নির্যাতনই হবে প্রেরিতদূতদের সেবাকর্মের একটা অপরিহার্য অংশ, এবং সাধু পল কষ্টকে তাঁর নিজের সেবাকর্মের চিহ্নরূপে গণ্য করেন। তিনি বলেন, নিজে যে কষ্ট ভোগ করেন, তা তাঁর অন্তরে নিবাসী খ্রিষ্টেরই আপন কষ্ট (যোব ৪২:৮; ইশা ৫৩:৪-৭; মার্ক ১৩:৯-১৩; ২ করি ১১:২৩; কল ১:২৪)।

কুমারী

(ক) পুরাতন নিয়মে কুমারী সিয়োন-কন্যা হল ইস্রায়েলের প্রতীক। নিজ কুমারীত্ব রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ইস্রায়েলের পক্ষে সবসময়ই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হবে (বিলাপ ১:৬; ২:১; আমোস ৮:২)।

(খ) সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে যিশুর মাতা মারীয়া যিশুকে প্রসব করার সময় কুমারী ছিলেন। আরও, যিশুর জন্মের পরে তিনি যোসেফের সঙ্গে স্ত্রীরূপে মিলিতা হলেন, সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে তেমন কথা সমর্থন করা যায় না (মথি ১:২৫)।

(গ) সাধু পল চরম কাল প্রায়ই আসন্ন বলে মনে করে কৌমার্য বজায় রাখতে পরামর্শ দেন (১ করি ৭:২৫)। অবিবাহিত পুরুষ এবং অবিবাহিতা নারী প্রভুর কাজের কথা ভাবে বলে প্রশংসনীয় (১ করি ৭:৩২-৩৫)।

কোরবান

শব্দটির অর্থই ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত বস্তু। ইহুদী রাব্বিগণ এই শিক্ষা দিতেন যে, যে অর্ঘ্য এইভাবে উৎসর্গীকৃত, তা কোন কারণেই কাউকে দেওয়া যাবে না। ফলে অর্ঘ্যের মালিক নিজ অর্ঘ্যটা নিজে ব্যবহার করতে পারত (মথি ১৫:১৫; মার্ক ৭:১১)।

ক্রুশ

যিশুর অবমাননাপূর্ণ ও যন্ত্রণাপূর্ণ ক্রুশ-মৃত্যুই সেই সমস্ত দাবি মিটিয়ে দিল যা মোশির বিধান মেটাতে অক্ষম ছিল। তাঁর বাধ্যতা আদমের অবাধ্যতার স্থান নিল। নিজ নিজ ক্রুশ তুলে বহন করায় খ্রিষ্টভক্তগণ যিশুর আত্মোৎসর্গের সহভাগী হতে পারে (মার্ক ৮:৩৪; রো ৫:৮-১৮; গা ৬:১৪; হিব্রু ৭:২৭)।

ক্ষণ (যিশুর ক্ষণ)

যিশুর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ক্ষণকে 'যিশুর ক্ষণ' বলে—সেই ক্ষণেই তিনি উন্নীত ও গৌরবান্বিত হলেন। কানা গ্রামে সাধিত প্রথম চিহ্নকর্মের সময় থেকেই যিশু ও সুসমাচার-পাঠকগণ এই বিষয়ে অধিক সচেতন যে, সেই ক্ষণের দিকেই যিশুর সমস্ত জীবন ধাবিত (যোহন ২:৪; ৭:৩০; ১২:২৩, ২৭; ১৬:২২)।

ক্ষমা

ঈশ্বরের সবচেয়ে বিশিষ্ট গুণাবলির মধ্যে ক্ষমাই অন্যতম। ইহুদীদের ধারণায়, মশীহ-কালে ক্ষমা-ই যথেষ্ট প্রাধান্যের অধিকারী হওয়ার কথা। পাপক্ষমা মঞ্জুর যেহেতু ঈশ্বরেরই অধিকার, সেজন্য যিশু যখন পাপীদের পাপ ক্ষমা করলেন, তখন লোকে মনে করল তিনি ঈশ্বরেরই একটা অধিকার নিজের উপরে আরোপ করছেন। খ্রিষ্টীয় শিক্ষা অনুসারে, ক্ষমাশীল হওয়াই খ্রিষ্টবিশ্বাসীর মুখ্য বৈশিষ্ট্য : ক্ষমাশীল হওয়ায় মানুষ আপন পরমপিতার সদৃশ হয়ে ওঠে (আদি ১৮:২৬-৩২; যাত্রা ৩৪:৭; মথি ৬:১৪; ৯:২-৬; ১৮:২৩-৩৫; লুক ৭:৩৬-৫০)।

খেরুব

তা ছিল পাখাবিশিষ্ট দু'টো প্রাণীর মূর্তি যা শলোমনের নির্মিত মন্দিরে মঞ্জুষার দু' পাশে বসানো ছিল। নির্বাসনের পরে নির্মিত মন্দিরে, আগেকার চেয়ে ছোটই আকারের সেই ধরনের প্রাণী দু'টো প্রায়শ্চিত্তাসনের উপরে রাখা হল (যাত্রা ২৫:১৮; ২ রাজা ১৯:১৫; সাম ৯৯:১)।

খ্রিষ্ট

‘মশীহ’ দ্রঃ।

খ্রিষ্টবৈরী

খ্রিষ্টের যা কিছু সম্পূর্ণরূপে বিপরীত তা-ই খ্রিষ্টবৈরী; তার অন্য নাম হল ‘গোগ’, ‘সেই শত্রু’, ও ‘সেই পশু’ (এজে ৩৮; ২ থে ২:৩-১২; ১ যোহন ২:১৮, ২২; প্রকাশ ১১:৭; ১৩:১)।

গৌরব

ঈশ্বর যে মানুষের পক্ষে অগম্য, অবর্ণনীয় ও রহস্যময়, তা প্রকাশ করার জন্য ‘গৌরব’ শব্দ ব্যবহৃত। ঈশ্বরের গৌরব যে ইস্রায়েল জাতির মাঝে বিরাজ করত, তা ছিল পুরাতন নিয়মকালের মানুষের গর্ব (যাত্রা ৪০:৩৪-৩৫; ১ রাজা ৮:১১)। কিন্তু পাপের কারণে ঈশ্বরের গৌরব মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করেছিল (এজে ১০:১৮-১৯; ১১:২২-২৩); তারা মনে করছিল, মশীহের আগমনকালে তা আবার আসবে (এজে ৪৩:১-৯), এবং তার সেই পুনরাগমনের ফলে সকল জাতি তা দেখবার জন্য যেরুশালেমের দিকে রওনা হবে (ইশা ৬০:১)। নূতন নিয়মে ঈশ্বরের গৌরব যিশুতে প্রকাশিত, তিনিই গৌরবের প্রভু (১ করি ২:৮) অর্থাৎ যিশুতে ঈশ্বরত্ব বিরাজিত, যিশু স্বয়ং ঈশ্বর। উপরন্তু, যেহেতু যিশুর গৌরব তখনই প্রকাশ পেল যখন তিনি ক্রুশে উত্তোলিত-উন্নীত হলেন, সেজন্য এই কথাও অনুমেয় যে, যিশুর গৌরব হল তাঁর ত্রাণ-ক্ষমতার নামান্তর—মানুষকে ত্রাণ করায়ই ঈশ্বর আপন গৌরব প্রকাশ করেন (যাত্রা ২৪:১৬; লুক ২:১৪; ১৯:৩৮; যোহন ১:১৪; ১২:২৩; ১৭:২২-২৪)।

চিহ্নকর্ম

যিশুর সাধিত সমস্ত আশ্চর্য কাজ এমন চিহ্নকর্ম যা তাঁর মশীহ ভূমিকা ও পিতার গৌরব প্রকাশ করার কথা (মথি ১২:৩৮; যোহন ২:১১; ৪:৪৮-৫৪; ১০:৩২-৩৮; ১ করি ১:২২)। ‘অলৌকিক-কাজ’ দ্রঃ।

জীবন

জীবন ঈশ্বরের দান, সুতরাং তা ঈশ্বরের; কেবল তিনিই জীবনের প্রভু। জীবন-পূর্ণতা হল সেই অনন্ত জীবন যা জীবন-যিশু আমাদের ঘরে আনলেন। বিশ্বাসীর জীবন যিশুতে নিহিত; তেমন জীবন পবিত্রতা দাবি করে, আত্মায় ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করাও দাবি করে (আদি ২:৭; ৯:৪; সাম ১০৪:২৯; যোহন ১০:১০; রো ৮:১; ফিলি ১:২১; কল ৩:৩)।

তৈলাভিষেক

প্রাচীন ইস্রায়েলে রাজাকে তৈলাভিষিক্ত করেই পবিত্রিত ব্যক্তি করা হত; ভাবী পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ে ঈশ্বরের মনোনীত রাজাকে 'সেই তৈলাভিষিক্ত' (অর্থাৎ 'মশীহ' কিংবা 'খ্রিষ্ট') হওয়ার কথা ছিল। পরবর্তীকালে মহাযাজককেও তৈলাভিষিক্ত করা হত, এবং নির্বাসনের পরে সকল যাজককেও তৈলাভিষিক্ত করার প্রথা প্রচলিত হল (যাত্রা ২৯:৭; ১ শামু ১০:১; ১৬:১; ২ শামু ১৯:২২; সাম ১৩২:১০; প্রেরিত ২:৩৬)।

দাউদ-সন্তান

ঈশ্বর দাউদের কাছে যে চিরস্থায়ী রাজ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা যিশুতে সিদ্ধিলাভ করল: যিশুই দাউদ-সন্তান সেই মশীহ-রাজ যাঁর রাজ্য যুগযুগস্থায়ী (২ শামু ৭:৮-১৬; সাম ৮৯; ইশা ১১:১-৫; এজে ৩৪:২৩-২৪;মথি ১; ৯:২৩; মার্ক ১২:৩৫; লুক ১:৩২; যোহন ৭:৪২; প্রেরিত ২:৩০; রো ১:৪)।

দ্বিতীয় আদম

একটি ইহুদী রূপকথা অনুসারে, আদিপুস্তকে বর্ণিত আদম ছিলেন দ্বিতীয়ই আদম, যেহেতু তাঁর আগে স্বর্গীয়ই এক প্রথম আদম সৃষ্ট হয়েছিলেন। সাধু পল এই রূপকথার পরিবর্তন ঘটিয়ে শেখান যে, মানবজাতির প্রথম পুরুষ ছিলেন প্রথম সেই মর্ত আদম, এবং যিশু হলেন স্বর্গীয়ই দ্বিতীয় আদম। প্রথম আদম গর্ব ও অবাধ্যতা-পাপে পতিত হয়েছিলেন, আর তাঁর সেই পতনে সমস্ত মানবগোষ্ঠী পতিত হয়েছিল। দ্বিতীয় আদম

নিজ বিনম্রতা ও বাধ্যতা গুণেই পতিত মানবগোষ্ঠীকে পুনরুত্থিত করে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন করেন (রো ৫:১২-২১; ১ করি ১৫:২১, ৪৫; ফিলি ২:৬-১১)।

দূত, স্বর্গদূত

ইহুদী ঐতিহ্যে দূতগণ হলেন ঈশ্বরের বিশেষ কর্মীবৃন্দ, যাঁরা তাঁর ইচ্ছা পালনে সর্বদাই প্রস্তুত (সাম ১০৩:২০); তাঁরা ঈশ্বরের বন্ধুদের রক্ষা করতে, কিংবা ঈশ্বরের বিশেষ বাণী জ্ঞাত করতে প্রেরিত (১ রাজা ২২:১৯; যোব ১:৬; তোবিত ৫:৪; মথি ২৮:২; লুক ১—২)। ‘প্রভুর দূত’ দ্রঃ।

দেহ

হিব্রু কৃষ্টিতে, আত্মার বিপরীত বস্তু না হলেও দেহটা হল জীবিত মানুষের বস্তুগত আকার। সাধু পলের ঐশতত্ত্ব অনুসারে, খ্রিষ্টবিশ্বাসী বাপ্তিস্মে খ্রিষ্টের দেহের অঙ্গ হয়ে উঠে খ্রিষ্টের দেহে একীভূত হয়; তেমন খ্রিষ্ট-অঙ্গগুলোই খ্রিষ্টের দেহ; আবার, তারাই সেই দেহ খ্রিষ্ট নিজেই যার মাথা। খ্রিষ্টের এউখারিস্তীয় দেহ (তথা রুটি) গ্রহণের ফলে খ্রিষ্ট-দেহের অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ও ঘোষিত। অবশেষে, দেহটা খ্রিষ্টে রূপান্তরিত হয়ে একদিন পুনরুত্থান করবে (দা ১২:৩; রো ৭:২৪; ১ করি ১২:১২; ১৫:৪৪; এফে ১:২৩; কল ২:১০)। ‘মাথা’ দ্রঃ।

ধর্মময়তা

ঈশ্বরের ধর্মময়তা পাপীকে শাস্তি দেওয়ায় ও অনুতপ্ত পাপীকে ক্ষমা করায় প্রকাশ পায়, কেননা তিনি এই অর্থেই ধর্মময় যে, তিনি আপন পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত। মানুষও ধর্মময় বা ধার্মিক হয়ে ওঠে যখন যিশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের তেমন পরিত্রাণদায়ী প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে (ইশা ৫:১৬; হো ২:২১; রো ৩:২১; ৪:১-২৫; গা ৩:৮; রো ৩:২৪ টীকা দ্রঃ)।

নবী

এই হিব্রু শব্দ এমন ব্যক্তিদের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যাঁদের কাছে ঈশ্বরের বাণী এসে উপস্থিত হয়; ঈশ্বর নিজের বাণী তাঁদের মুখে রেখে দেন, তাতে তাঁরা ঈশ্বরের মুখপাত্র হন। তাঁদের সমস্ত জীবনে তাঁরা ঈশ্বরের বাণীর দাসরূপে ব্যবহার করেন, মুখের মধ্য দিয়ে শুধু নয়, জীবনের মধ্য দিয়েই বিশেষভাবে ঈশ্বরের বাণী ও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহুদীরা এমন এক চরম নবীর প্রতীক্ষায় ছিলেন, যিনি এসে নিখিলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন করবেন। যিশুতে এই সমস্ত নবীয় ভূমিকা পূর্ণতা লাভ করল বটে, তবু তিনি নিজেকে নবী বলে অভিহিত করলেন না, যেহেতু তিনি নিজেই ঈশ্বরের বাণী! তাঁর প্রতি বিশ্বাসী যারা, তারাও জগতের মধ্যে নবীয় ভূমিকা অনুশীলন করতে আহূত (দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫-১৮; ১ রাজা ১৮:২২; ১৯:১৬; ২২:৬; যেরে ১: ৯; এজে ১:৩ … ; লুক ৪:১৬-২৪; ৭:১৫; প্রেরিত ১১:২৭)।

নাম

বাইবেলের ঐতিহ্যে নামই ব্যক্তি বা বস্তুর প্রকৃত সত্তা প্রকাশ করে। যখন আদম প্রতিটি প্রাণীকে একটা নাম দিলেন, তিনি তাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বা সত্তা নিরূপণ করলেন। একই প্রকারে, একজন ব্যক্তিকে নতুন নাম দেওয়ায় সেই ব্যক্তিকে নতুন দায়িত্ব ও নতুন অধিকার দেওয়া হয় (যেমন ইস্রায়েল, ইম্মানুয়েল, পিতর)। ঈশ্বরের নাম ঈশ্বরের নিজের প্রতাপ বহন করে, অন্য কথায়, ঈশ্বরের নাম করাই হল ঈশ্বরের প্রতাপ আহ্বান করার শামিল, তাঁর নাম প্রচার করাই হল তাঁর প্রতাপ ব্যক্ত করা। একই প্রকারে, যিশু-নামে বা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করাই মানে স্বয়ং যিশুর বা পরমত্রিত্বের জীবনেই প্রবেশ করা। যারা যিশুর নাম করে তারা যিশুতে একীভূত হয় (আদি ২:১৯; ৩২:২৯; সাম ৫৪:২; মথি ১:২৩; ১৬:১৮; প্রেরিত ২:৩৮; ১০:৪৩; ফিলি ২:৯)। ‘বাপ্তিস্ম’ দ্রঃ।

নিরাময়

প্রাচীনকালের ধারণায় অসুস্থতা ছিল অমঙ্গলের বহিঃপ্রকাশ, অর্থাৎ অসুস্থ মানুষ ছিল অমঙ্গল-প্রভাবের অধীন। পীড়িত মানুষকে নিরাময় করায় যিশু দেখাতে চান তিনি সেই প্রতীক্ষিত মশীহ যিনি জগৎকে অমঙ্গল-প্রভাব থেকে মুক্ত করতে এসেছেন (মথি ৪:২৩; ৮:১৬; ১১:২-৫; ১ যোহন ৫:১৪)।

পবিত্রতা

হিব্রু ঐতিহ্যে, অন্য সবকিছু থেকে যা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও পৃথক, তা-ই পবিত্র। ঈশ্বরের পবিত্রতা এমন যে মানুষ তাঁকে দেখলে আর বাঁচতে পারে না। কিন্তু, যেহেতু মানুষ তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আহূত, সেজন্য তার পক্ষেও তাঁর পবিত্রতার অংশী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে; এবিষয়ে প্রাক্তন সন্ধি নানা বিধি-নিয়ম জারি করে। ঈশ্বর আপন পবিত্রতাকে শত্রু থেকে আপন জনগণকে রক্ষা করায় প্রকাশ করেন। পাপকর্ম করে মানুষ ঈশ্বরের পবিত্রতার অবমাননা করে (যাত্রা ৩:৫; লেবীয় ১৯:২; ইশা ৫:১৬; ৬:৩; এজে ৩৬:২৩; প্রকাশ ৪:৮)।

পরাক্রম-কর্ম

‘অলৌকিক কাজ’ দ্রঃ।

পরিচ্ছেদন

এই সামাজিক প্রথা সেই সন্ধির স্মারক চিহ্ন হয়ে উঠল, যে সন্ধি এককালে ঈশ্বর ও তাঁর জনগণের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। পরিচ্ছেদন গ্রহণের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলীয়েরা প্রকৃত ইস্রায়েলীয় বলে নিজেদের গণ্য করত, কিন্তু নবীগণ বাহ্যিক পরিচ্ছেদনের চেয়ে হৃদয়েরই পরিচ্ছেদনের কথা সমর্থন করেন (আদি ৩৪:১৫; যাত্রা ১২:৪৪; যেরে ৪:৪; ১ মাকা ১:৬০)।

পাতাল

হিব্রু ঐতিহ্যে পাতাল এমন স্থান যেখানে মৃতেরা অন্ধকারের মধ্যে জীবন যাপন করে; তেমন জীবন একেবারে অসার ও শূন্যময়, যেহেতু পাতালে থেকে তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারে না (যোব ১৭:১৩-১৬; সাম ৮৮:৪-১৩; ইশা ১৪:৯-১১; প্রকাশ ২০:১৪)।

পাতালে অবরোহণ

নূতন নিয়মের নানা পদ অনুসারে খ্রিষ্ট পাতালে অবরোহণ করলেন; সেখানে তিনি যে কী করলেন, তার কোন উল্লেখ নেই (প্রেরিত ২:৩১; রো ১০:৭; এফে ৪:৮-১০)। কিন্তু ১ পিতর ৩:১৯ অনুসারে 'খ্রিষ্ট কারারুদ্ধ সেই আত্মাদেরও কাছে গিয়ে বাণীপ্রচার করলেন।' এর অর্থ হতে পারে যে, তিনি গিয়ে মৃতদের কাছে পরিত্রাণের সংবাদ দিলেন; আবার এই অর্থও সমর্থন করা যায় যে, তিনি গিয়ে পাতালের শক্তিবৃন্দের কাছে নিজ বিজয়ের সংবাদ দিলেন (এফে ১:২০-২১; ১ পি ৩:২২)।

পানপাত্র

পুরাতন নিয়মে পানপাত্র বলতে সাধারণত যন্ত্রণা বোঝায়। পাপী মানুষকে ঈশ্বরের ক্রোধের পানপাত্র থেকে পান করতে হবে, অর্থাৎ তাকে ঈশ্বরের যন্ত্রণাময় শাস্তি ভোগ করতে হবে (সাম ১১:৬; ৭৫:৯; ইশা ৫১:১৭-২২; যেরে ২৫:১৫; এজে ২৩:৩১-৩৪)। নূতন নিয়মে পানপাত্র হল যিশুর যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হওয়ার নামান্তর (মার্ক ১০:৩৮)।

পাপ

পাপ ও ব্যর্থতা বিষয়ে সচেতনতা ইস্রায়েলকে চিহ্নিত করে; কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করার ফলে মানুষ সবসময়ই ঈশ্বরের ক্ষমার উপর নির্ভর করতে পারে; অপরদিকে, যতক্ষণ মানুষ নিজের দোষ স্বীকার না করে সে ততক্ষণ পরের উপর দোষারোপ করে ও ঈশ্বরের ক্ষমা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে; এবিষয়ে আদম-হবার

দৃষ্টান্ত অধিক স্পষ্ট। সাধু পলের ঐশতত্ত্বে, আদমের পাপের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে পাপ সকল মানুষের উপরে রাজত্ব করে এসেছিল; বিশ্বাস দ্বারা খ্রিষ্টের আত্মোৎসর্গের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে মানুষ প্রাচীন পাপ জয় করতে পারে (আদি ৩; সাম ৩২:৫; ৫১; বারুক ১:১৫-২২; রো ১:১৮—৩:২০; ৫:৮-১১; ৬:১৭-২৩)।

পাস্কা

পাস্কা পর্বে ইস্রায়েলীয়েরা মিশর দেশ থেকে মুক্তিলাভের কথা স্মরণ করত। পরবর্তীকালে এই পর্বের সঙ্গে আর একটা পর্ব যোগ দেওয়া হল যার নাম খামিরবিহীন রুটির পর্ব; এই উপলক্ষে ইস্রায়েলীয়েরা পুরানো যত খামির ফেলে দিত; তার মানে, পাপময় আচরণ বর্জন করে তারা খাঁটি মানুষের মত জীবনযাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করত। যিশু সম্ভবত পাস্কা-ভোজেই নিজ নবসন্ধি স্থির করলেন। 'পাস্কা' শব্দের সম্ভাব্য অর্থই পাশ কাটিয়ে যাওয়া, ডিঙিয়ে যাওয়া, পার হওয়া, উত্তরণ (যাত্রা ১২; ২ বংশ ৩৫:১৮; মথি ২৬:২৬; ১ করি ৫:৮)।

পিতা

'আব্বা' দ্রঃ।

পুনরাগমন

'প্রভুর দিন' দ্রঃ।

পুনরুত্থান

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এই ধারণা ভেসে ওঠে যে, জগৎ শেষে মানুষ পুনরুত্থান করবে, হয় গৌরবলাভের উদ্দেশে, না হয় শাস্তিভোগের উদ্দেশে। জগৎ শেষের আগে ঘটেছে বিধায় যিশুর পুনরুত্থান এই সাধারণ পুনরুত্থান থেকে ভিন্ন ধরনের। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর যিশুকে গৌরবময় প্রভুরূপেই পুনরুত্থিত করে তুললেন, তাঁকে দিলেন স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত অধিকার, তাঁকে করলেন মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত

ও নতুন এক মানবজাতির অগ্রনেতা। যারা বাপ্তিস্ম দ্বারা যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে প্রবেশ করেছে, তারা ঐশজীবনে রূপান্তরিত হয়ে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছে (দা ২:১২; মথি ২৮:১৮; মার্ক ১৬; প্রেরিত ২৩:৬; রো ১:৪; ১ করি ১৫; ফিলি ২:৯-১১; হিব্রু ২:১০)।

পূর্ণতা

যিশুই প্রাক্তন সন্ধির সমস্ত ঐশপ্রতিশ্রুতির পূর্ণতা; ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের সমস্ত পরিকল্পনা যিশুতেই সিদ্ধিলাভ করে। উপরন্তু, নতুন নতুন বাণী দ্বারা তিনি প্রাচীন বিধানেরও পূর্ণতা সাধন করেন। এই ধারণা বিশেষভাবে মথি-রচিত সুসমাচারেই পরিলক্ষিত (মথি ১:২২; ৫:১৭-৪৮; হিব্রু ১১:৪০)।

প্রতিমূর্তি/সাদৃশ্য

'এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি ...' আদিপুস্তকে (আদি ১:২৬-২৭) ঈশ্বরের এই বাণীর অর্থ এরূপ: (ক) স্রষ্টা ঈশ্বরের 'সাদৃশ্যে' মানুষও সৃষ্টিকর্মকে রক্ষা করবে ও সৃষ্টিকর্মের উন্নয়নের জন্য যত্নবান থাকবে; (খ) সৃষ্টিকর্মের মধ্যে মানুষকে হতে হবে ঈশ্বরের জীবন্তই এক প্রতিমূর্তি। 'প্রতিমূর্তির' কথা সঠিকভাবে বুঝবার জন্য সেকালের মধ্যপ্রাচ্যের ধারণার উপর আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয়: 'প্রতিমূর্তি' এমন স্থান যেখান থেকে ঈশ্বর নিজ প্রভাব বিস্তার করেন; অন্য কথায়, প্রতিমূর্তি এমন এক দেহের মত যার মধ্যে অদৃশ্যমান ঈশ্বর প্রবেশ করেন যাতে সেই দেহ থেকে জগতের কাছে ইন্দ্রিয়গোচর ও ক্রিয়াশীল হতে পারেন। সুতরাং এই ধারণা অনুসারে, স্রষ্টা ঈশ্বরের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হিসাবে মানুষকে হতে হবে জগতে ঐশজীবনী শক্তির মাধ্যম; ফলত অন্য মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মানুষ স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করবে, ভাই-মানুষকে ভালবেসে ঈশ্বরকে ভালবাসবে, মানুষকে সম্মান দেখিয়ে ঈশ্বরকে সম্মান দেখাবে, মানুষকে সাহায্য করে মানুষের কাছে ঈশ্বরের সাহায্য অর্পণ করবে। অতএব, মানুষ এই অর্থেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, যাতে অদৃশ্যমান ঈশ্বরকে একপ্রকারে ইন্দ্রিয়গোচর করতে পারে: ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে

এ-ই হল মানবস্বরূপের মর্যাদা। তাতে স্পষ্টই দাঁড়ায় যে, ঐশমর্যাদা-মণ্ডিত তেমন মানবসমাজের মধ্যে লিঙ্গ বা বর্ণের ভেদাভেদ স্থান পেতে পারে না, সকলেই সমান, সকলেই ঈশ্বরবাহক।

প্রতিশোধ

প্রাচীন ইস্রায়েলের মত এমন দেশে যেখানে আইন-আদালতের মত কিছুই ছিল না, সেখানে প্রতিশোধ বলতে এমন ব্যবস্থা বোঝাত যাতে ক্ষতির বদলে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি না রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'দাঁতের বদলে দাঁত' উক্তির অর্থই, যেন এক দাঁতের বদলে এক দাঁতের চেয়ে বেশিই দাবি করা না হয়। কিন্তু শাস্তি দিতে গিয়ে ঈশ্বর অপরাধের অনুপাতে শাস্তি দাবি করেন না; তিনি বরং ক্ষমাদানেই প্রীত, আপন জনগণকেও নিজের মত ক্ষমাশীল দেখতে চান। যিশুও জোরের সঙ্গে পারস্পরিক ক্ষমাদানের কথা প্রচার করলেন (গণনা ৩৫:৩৩; লেবীয় ১৯:১৭; মথি ৫:৩৮; ১৮:২১)।

প্রত্যাশা

মানুষ তখনই নিজ আশা/প্রত্যাশা ব্যক্ত করে যখন বিশ্বস্ত ঈশ্বরের ভালবাসার উপরে নির্ভর করে এবং এই দৃঢ় আস্থা রাখে যে তাঁর সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করবে। আব্রাহামের প্রত্যাশা খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রত্যাশার আদর্শ, যেহেতু তিনি কোন মানব উপায়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না (যেরে ১৭:৫-৮; হো ২:১৭; রো ৪:১৮—৫:১১; হিব্রু ১১:১)।

প্রবীণবর্গ

আদি খ্রিষ্টমণ্ডলী সম্ভবত ইহুদী ঐতিহ্য থেকেই প্রবীণবর্গ-প্রথা গ্রহণ করল। প্রবীণবর্গের ভূমিকা পবিত্র আত্মার উপর নির্ভরশীল বলে গণ্য হত। মণ্ডলীর অধ্যক্ষকে সম্ভবত এঁদেরই মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হত (যাত্রা ১৮:২১-২৬; প্রেরিত ১১:৩০; ১৪:২৩; ২০:২৮; তীত ১:৫-৯)।

প্রভু

পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোতে ঈশ্বরের পবিত্রতম নাম চার অক্ষর-বিশিষ্ট (יהוה যার সম্ভাব্য উচ্চারণ ইয়াভে বা ইয়াভো); তেমন নাম কেবল বছরে একবার, প্রায়শ্চিত্ত-দিবসে, মহাযাজক উচ্চারণ করতে পারতেন। কিন্তু এমন সময় এল যখন তার পবিত্রতার খাতিরে সেই নাম আর কেউই উচ্চারণ করতে সাহস করল না। যিশু নিজে জীবনকালে নামটা উচ্চারণ করেননি। প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করে এই অনুবাদে তেমন নাম 'প্রভু' নাম দ্বারা অনূদিত। আদি খ্রিষ্টমণ্ডলীর সময় যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার করাই ছিল বিশ্বাস-পরীক্ষা, এবং তারাই খ্রিষ্টিয়ান ছিল, যারা প্রভুর নাম করত, অর্থাৎ খ্রিষ্টকে ঈশ্বর প্রভু বলে ডাকত (মার্ক ৭:২৮; লুক ১০:৪০; প্রেরিত ২:২১; ৯:১৪; ১ করি ১২:৩; ফিলি ২:১১)।

প্রভুভয়

ঈশ্বরের পরম পবিত্রতা ও নিজের অযোগ্যতার কথা ভেবে মানুষ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে বইকি; এক্ষেত্রে শাস্তির কথা ভেবেই মানুষ ঈশ্বরকে ভয় করে। কিন্তু আর এক ধরনের ভয় আছে যা সম্মানের শামিল, যেমন ছেলে বাবাকে ভয় করে, অর্থাৎ বাবাকে সমুচিত সম্মান দেখায়; ঠিক এই উদাহরণ অনুসারে মানুষ ঈশ্বরকে ভয় করবে, অর্থাৎ তাঁকে সমুচিত সম্মান দেখাবে (দ্বিঃবিঃ ৬:২; সাম ১১২:১; ইশা ২:৬-২১; এজে ১:২৮; প্রকাশ ১:১৭)।

প্রভুর ক্রোধ

মানুষের পাপ ও অবিশ্বস্ততার সামনে ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়াকেই 'প্রভুর ক্রোধ' বলে। তেমন ক্রোধ নানা ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক ঘটনায় এবং অপরাধীদের শাস্তিদানেই প্রকাশ পায়। প্রভুর ক্রোধ বিশেষভাবে শেষ বিচারের দিনেই ব্যক্ত হবে (গণনা ১১:১; ১ রাজা ১৪:১৫; ইশা ৯:১১–১০:৪; নাহুম ১; প্রকাশ ১৬:১)।

প্রভুর দাস

ইশাইয়া পুস্তকে 'প্রভুর দাস' হলেন এমন মুক্তিসাধক যাঁর ভূমিকা হল, স্বেচ্ছায় কষ্টভোগ করে মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করা ও সকল মানুষের কাছে ঈশ্বরের পরিত্রাণ এনে দেওয়া। নূতন নিয়মে যিশু প্রভুর দাস রূপে উপস্থাপিত (ইশা ৪২:১-৪; ৪৯:১-৬; ৫০:৪-৯; ৫২:১৩–৫৩:১২; মথি ৩:১৭; ৮:১৭; ২৬:২৮; ফিলি ২:৬-১১; ১ পি ২:২১-২৫)।

প্রভুর দিন

পুরাতন নিয়মকালের ধারণায়, ইস্রায়েল জাতি তার অবিরত পাপাচারের কারণে প্রভুর দিনেই শাস্তি ভোগ করবে। যেরুশালেমের পতনের পর ধারণাটার পরিবর্তন ঘটে; তাতে ইস্রায়েলের অত্যাচারীরাই প্রভুর দিনে শাস্তি ভোগ করবে। নূতন নিয়মকালে খ্রিষ্টের দিন হল সেই দিন যখন খ্রিষ্ট প্রভু জগতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, দুর্জনদের শাস্তি ও ভক্তপ্রাণদের পুরস্কার দেবার জন্য ও পিতার হাতে রাজ্য তুলে দেবার জন্য বিচারকরূপে পুনরাগমন করবেন (যোয়েল ২; আমোস ৫:১৮; ৮:৯; মথি ২৪:২৯-৩১; ২৫:৩১-৪৬; ১ করি ১৫:২৪; ১ থে ৪:১৫-১৭)।

প্রভুর দূত

হিব্রু ঐতিহ্যে 'প্রভুর দূত' জগতে ঈশ্বরের নিজের সক্রিয়তা প্রকাশ করে; সম্মানের খাতিরে 'ঈশ্বর' নামটি সরাসরিই উচ্চারণ করতে চাইতেন না বিধায় তাঁরা 'প্রভুর দূত' বলতেন। আরও, যখন ঈশ্বরকে দৃশ্যগতভাবে উপস্থিত বলে বর্ণনা করা হয়, তখনও 'প্রভুর দূত' কথাটা ব্যবহৃত, কেউই যেন না বলতে পারে সে ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে (আদি ২১:১৭; যাত্রা ১৪:১৯; ২৩:২০-২১)। 'দূত, স্বর্গদূত' দ্রঃ।

প্রান্তর

ইস্রায়েলীয়দের ধারণায়, প্রান্তর অপদূতদের বাসস্থান; প্রায়শ্চিত্ত দিবসে একটা ছাগ মরুপ্রান্তরেই পাঠানো হত যাতে সেইখানে মরে (লেবীয় ১৬:৭-১০)। কিন্তু বাইবেল এই

কথাও বলে যে, প্রান্তর হল সেই স্থান যেখানে ইস্রায়েল প্রভুর আপন জনগণ হয়ে উঠেছিল ও তাঁর সঙ্গে বিশ্বস্ত প্রেমের বন্ধনে জীবনযাপন করেছিল। মশীহের আগমনকালে যখন জগতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে, তখন প্রান্তরের অনুর্বরতা উজ্জ্বল উর্বরতায় পরিণত হবে (ইশা ৩৫:১; হো ২:১৬; আমোস ৫:২৫)।

প্রায়শ্চিত্ত

প্রায়শ্চিত্ত-রীতির মধ্য দিয়ে পাপের ক্ষমা ঘটে, তাতে মানুষ ঈশ্বরের ও প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তি-সম্পর্কে পুনর্মিলিত হয়। প্রাক্তন সন্ধিকালে প্রায়শ্চিত্ত দিবস বছরে একবার পালিত হত: সেই উপলক্ষে একটা ছাগ প্রান্তরে পাঠানো হত, এবং মহাযাজক জনগণের জন্য পাপার্থে বলি উৎসর্গ করতেন। যিশুর সাধিত প্রায়শ্চিত্তমূলক যজ্ঞ প্রাক্তন সন্ধির যজ্ঞের পরম সিদ্ধি বলে প্রতীয়মান (লেবীয় ১৬; ২ করি ৫:১৮-১৯; হিব্রু ৯:১১-১৪; ১৩:১১-১২; ১ যোহন ২:২)।

প্রার্থনা

সামসঙ্গীত-মালাই পুরাতন নিয়ম ও আদি খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত প্রার্থনা-পুস্তক। সুসমাচারে বার বার দেখতে পাই, যিশু পিতার কাছে অবিরত প্রার্থনা করেন, আর তাই করতে আপন অনুগামীদের শেখান। সাধু পলের পত্রাবলিতে ও প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতেই বিশেষভাবে আদি খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রার্থনা-জীবন সুন্দরভাবে অঙ্কিত। তাদের প্রার্থনার মুখ্য বৈশিষ্ট্যই পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় ঈশ্বরের প্রশংসা করা ও তাঁকে ধন্যবাদ-স্তুতি অর্পণ করা (যেরে ১৫:১০-২১; মথি ৬:৫-১৩; লুক ২২:৩৯-৪৬; যোহন ১৭; প্রেরিত ২:৪২; ৪:২৪; রো ৮:২৬-২৭)।

প্রেরিত

সাধারণ অর্থে ‘প্রেরিত’ তাদের সকলকে বলা হয় যারা সুসমাচার প্রচার করতে প্রেরিত; কিন্তু বিশেষ অর্থে সেই বারোজনকেই ‘প্রেরিতদূত’ বলা হয় যাঁরা যিশু দ্বারা তাঁর সাক্ষী হতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পবিত্র আত্মার প্রভাবে তাঁরা নবজাত মণ্ডলীগুলোর

সর্বপ্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব; তাঁদের কর্তব্যই যিশুর কাজ চালিয়ে যাওয়া। যাকোবের বারোজন সন্তান যেমন ছিলেন ইস্রায়েল জনগণের ভিত্তি-প্রস্তর স্বরূপ, তেমনি বারোজন প্রেরিতদূতগণও হলেন নতুন যেরুশালেমের বারোটা ভিত্তি-প্রস্তর স্বরূপ (মথি ২৮:১৬; মার্ক ৩:১৬-১৯; প্রেরিত ১:২১; ৬:২; প্রকাশ ২১:১৪)।

বংশতালিকা

বংশতালিকায় নানা ঐশতাত্ত্বিক ধারণা নিহিত:

(ক) বংশতালিকা দেখায় যে ঈশ্বর মানবজীবনধারা কখনও ছিন্ন করেননি, বরং শাস্তি দেওয়ার পরেও তিনি মানবজীবনের রক্ষার লক্ষ্যে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন (আদি ৪:১৭-২২; ৫:১-৩২; ১০:১-৩২);

(খ) পুরাতন নিয়ম বরাবর যত বংশতালিকা রয়েছে এবং নূতন নিয়মের শুরুতে যিশুর যে বংশতালিকা দেওয়া আছে, সেগুলোর মাধ্যমে নিয়ম দু'টোর মধ্যকার অবিচ্ছেদ্যই এক ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত।

(গ) মানুষের বংশতালিকা ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীরও একটা বংশতালিকা ('জন্মকাহিনী') আছে (আদি ২:৪): মানব-ইতিহাস ও বিশ্বজগতের ইতিহাস দু'টোই ঈশ্বরের অনন্য পরিকল্পনার পাত্র, মানুষের নিয়তি ও বিশ্বজগতের নিয়তি এক (রো ৮:১৯-২৩)।

বাণী

ঈশ্বর বাণী দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করলেন, আবার বাণী দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন; বাণী নিজেই ঈশ্বর, সর্বদাই ঈশ্বরমুখী, তাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। ঈশ্বর তাঁর বাণীকে এই জগতে প্রেরণ করলেন, যেন বাণী মাংস হয়ে জগতের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন ও মানুষের পরিত্রাণ সাধন করেন (সিরা ৪২:১৫; ইশা ৫৫:১; যোহন ১:১; প্রকাশ ১৯:১৩)।

বাপ্তিস্ম

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সম্পাদিত বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে মানুষ এমন ধর্মান্দোলনে যোগ দিত যারা পাপক্ষমা লাভ করে ও মনপরিবর্তন করে মশীহের আগমনের অপেক্ষায় থাকবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পরবর্তীকালে এই অনুষ্ঠান খ্রিষ্টীয় সঙ্ঘে প্রবেশ-রীতি হয়। বাপ্তিস্ম দীক্ষিত মানুষকে পরিশুদ্ধ করে, এবং খ্রিষ্টের সঙ্গে একীভূত ক'রে (বিশেষভাবে তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সঙ্গে একীভূত ক'রে) ও পবিত্র আত্মা দান ক'রে তাকে নব মানুষ করে তোলে (মথি ৩:৬, ১৫; প্রেরিত ২:৩৮; রো ৬:৪; এফে ৫:২৬)। সাধু মথির ঐশতত্ত্ব অনুসারে, দীক্ষিত মানুষ 'পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে' অর্থাৎ পরম ত্রিত্বের আপন জীবনেই প্রবেশ করে (মথি ২৮:১৯); সাধু যোহনের ঐশতত্ত্ব অনুসারে, দীক্ষাপ্রার্থী 'ঊর্ধ্ব থেকে জন্ম' লাভ করে 'ঈশ্বর থেকে জনিত' হয়ে 'ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার' পায় (যোহন ১:১২-১৩; ৩:৩-২১); সাধু লুকের ঐশতত্ত্ব অনুসারে, মানুষ 'পবিত্র আত্মা ও আগুনেই' দীক্ষিত হয়, যেমনটি ঘটল পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে যখন পবিত্র আত্মা 'আগুনের মতই যেন কতগুলো জিহ্বার' আকারে প্রেরিতদূতদের উপরে নেমে এলেন (লুক ৩:১৬; প্রেরিত ২:৩); আবার, মানুষ 'যিশুখ্রিষ্ট-নামের খাতিরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে', অর্থাৎ বাপ্তিস্মে দীক্ষিত মানুষ খ্রিষ্ট-নামের সঙ্গে, স্বয়ং খ্রিষ্টের সঙ্গেই একতাবদ্ধ হয় (প্রেরিত ২:৩৮)। 'নাম' দ্রঃ।

বায়াল

হিব্রু শব্দ যার অর্থ হল 'প্রভু'। বায়াল-দেব কানানীয় একটা দেবতা-বিশেষ; শব্দটা আবার কানানীয় সকল দেবতাকেও নির্দেশ করতে পারে। বায়াল-দেব সাধারণত উর্বরতা ক্ষেত্রে পুরুষত্বের ভূমিকা লক্ষ করে (বিচারক ২:১১-১৩; ১ রাজা ১৮:১৮; হো ২:১০-১৫)।

বিচারক

বিচারকগণ পুস্তক দু' শ্রেণি বিচারক উপস্থাপন করে: প্রথম শ্রেণির বিচারকগণ হলেন এমন মহাব্যক্তিত্ব যাঁরা সঙ্কটের সময়ে যুদ্ধ চালিয়ে জনগণের মুক্তি সাধন করেন;

দ্বিতীয় শ্রেণির বিচারকগণ হলেন এমন অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব যাঁদের কাছে জনগণ বিচার প্রার্থনা করে (বিচারক ৩:৯; ১০:২; ১২:৭)। কিন্তু পুরাতন নিয়মের ঐতিহ্য অনুসারে, ঈশ্বর নিজেই সকল জাতির সর্বোচ্চ বিচারক; তিনি এই অর্থেও বিচারক যে, অত্যাচারিতের পক্ষ সমর্থন করেন (দ্বিঃবিঃ ১০:১৮; সাম ৯:৮-৯; ইশা ২:৪; যোয়েল ৪:১২)। নূতন নিয়ম এই নতুন কথা উপস্থাপন করে যে, পিতা সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের উপরেই আরোপ করেছেন (মথি ২৫:৩২; যোহন ৫:২২; প্রকাশ ১০:৪২)।

বিধান

বাইবেলের প্রথম পাঁচ পুস্তকই ছিল ইস্রায়েলের লিপিবদ্ধ বিধান (হিব্রু ভাষায় 'তোরাহ্' ও গ্রীক ভাষায় 'পেন্তাতেউখস' অর্থাৎ পুস্তকগুলোর 'পঞ্চখাপ')। তেমন বিধান অধিক সম্মানের বস্তু ছিল যেহেতু তাতে ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধির শর্তসমূহ নিহিত ছিল; ফলে ইস্রায়েলের কাছে বিধান ছিল জীবনের উৎস। এই লিপিবদ্ধ বিধানের পাশে পাশে আর একটা পরম্পরাগত শিক্ষার উদয় হয়েছিল যা একই সম্মানের বস্তু ছিল; তার নাম 'মৌখিক বিধান'। যিশু আপন শিক্ষা ও জীবনে বিধানের পূর্ণতা সাধন করেন। খ্রিষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর বিধানপণ্ডিত সাধু পল বিধানের অস্থায়ী দিক তুলে ধরেন: বিধানে আর নয়, যিশুতেই মানুষ ধর্মময়তাপ্রাপ্ত (দ্বিঃবিঃ ৮:৩; সাম ১১৯; মথি ৫:১৭; ১৫:১-৯; রো ৭:৭; গা ৩)।

বিনম্রতা

যারা নিজের নিম্নাবস্থা বিষয়ে সচেতন, তারাই ঈশ্বরের কৃপা ও অনুগ্রহের পাত্র হয়ে ওঠে, যেহেতু তারা নিজেদের নিরুপায় বলে স্বীকার করে ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করে। যিশুর সময়ে বিনম্রতা ছিল ইহুদী আধ্যাত্মিকতার অপরিহার্য অঙ্গ (১ শামু ২:১; সাম ১১৩:৭-৯; লুক ১:৪৬-৫৫; ৬:২০-২৩; ১ করি ১১:১)।

বিনাশ-মানত

পুরাতন নিয়মকালে, ইস্রায়েল যুদ্ধে জয়ী হলে সকল বন্দিকে ও সমস্ত লুটের মাল বিনাশ করা হত যাতে এ সত্য প্রকাশ পায় যে, ঈশ্বরই বিজয় দান করেছেন, ফলে শত্রুপক্ষের সমস্ত কিছু ঈশ্বরেরই প্রাপ্য (যোশুয়া ৬:১৬-২১; দ্বিঃবিঃ ৭:২; ১ শামু ১৫)। নূতন নিয়মে বিনাশ-মানত বলতে অভিশাপ বোঝায়।

বিবাহ

বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতা বাইবেলের শুরুতেই ঘোষিত; স্রষ্টা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পুরুষ-নারী অবিচ্ছেদ্য মিলন-বন্ধনেই জীবনযাপন করবে; সন্তানোৎপাদনের মধ্য দিয়ে মানুষ স্বয়ং স্রষ্টার সৃষ্টিকাজে অংশ নেয়। পুরাতন নিয়মের নানা স্থানে বিশ্বস্ত দাম্পত্য-জীবনের সৌন্দর্য কীর্তিত (আদি ১:২৮; ২:২৪; প্রবচন ৫:১৫-২০; ১৮:২২; ৩১:১০-৩১; উপ ৯:৯; মালা ২:১৪-১৬)। সুসমাচারও অবিচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধনের কথা তুলে ধরে (মথি ১৯:১-৯; ৫:৩২)।

বিবেক

ধারণাটা কেবল বাইবেলের গ্রীক পুস্তকগুলোর সময়েই প্রবেশ করে, যেমন প্রজ্ঞা ১৭:১১; কিন্তু সাধু পল বারবার এই ধারণা ব্যবহার করেন: সদ্বিবেক বিশ্বাসের উপরেই স্থাপিত; তবু সদ্বিবেকের মধ্য দিয়ে বিধর্মীরাও নিজেদের দোষ-ত্রুটি বুঝতে পারে। বলিষ্ঠ বিবেকের মানুষ যারা, তারা যেন দুর্বল বিবেকের মানুষদের মনে কষ্ট না দেয় (রো ২:৮; ১ করি ৪:৪; ৮:৭-১২; ১ তি ১:৫, ১৯)।

বিশ্বাস

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি যথার্থ বলে গ্রহণ করায় মানুষ ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখে—এ হল বিশ্বাসের সাধারণ অর্থ। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের বিশেষত্ব এই যে, মানুষ খ্রিষ্টকে প্রভু ও ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করে। তেমন বিশ্বাস বিশ্বাসী মানুষকে খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলিত করে ও তাকে ঈশ্বরের সন্তান করে তোলে, এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষকে পবিত্র আত্মাকে দান

করেন। বিশ্বাস সাধারণত বাপ্তিস্মে ও পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত সৎকর্ম সাধনে ব্যক্ত হয়। বিশ্বাস দ্বারা মানুষ স্বীকার করে, সে নিজের সৎকর্মের উপরে নয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর করে; কিন্তু তবুও সৎকর্ম সাধনও গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু কর্মহীন বিশ্বাস মৃত (রো ৩:২১–৫:১১; গা ৩:২-৯; যাকোব ২:১৪-২৬)।

বেশ্যাচার

ঈশ্বরের কনে সেই ইস্রায়েল জাতি যখন আপন বর-প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখায়, তখন বাইবেলে তেমন আচরণ 'বেশ্যাচার' বলা হয় (যাত্রা ৩৪:১৬; এজে ১৬; হো ১:২)।

ভালবাসা

হিব্রু ঐতিহ্যে মানব-ভালবাসা হওয়া উচিত ঈশ্বরেরই ভালবাসার প্রতিবিম্ব; সুতরাং ভালবাসাকে হতে হবে গভীর, অকপট, বিশ্বস্ততাপূর্ণ, নিস্বার্থ ও আত্মোৎসর্গ করতে প্রীত। ঈশ্বর যেমন অন্তরঙ্গ প্রেমে ইস্রায়েলকে ভালবাসেন, তেমনি ইস্রায়েল তার সমস্ত সত্তা দিয়েই ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীকে ভালবাসবে। যিশুর আগমনে ঈশ্বরের ভালবাসার দৃষ্টান্ত মূর্ত হল; তিনি সকলকে, এমনকি শত্রুদেরও ভালবাসতে আজ্ঞা দিলেন (দ্বিঃবিঃ ৬:৫; এজে ১৬; হো ২:২১; মার্ক ১২:২৮-৩৪; যোহন ১৩:৩৪; ১ করি ১৩; ১ যোহন ৪:৭–৫:৪)।

ভাষা

'নানা ভাষায় কথা বলার' মধ্য দিয়ে প্রেরিতদূতগণ পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে নানা দেশের মানুষের কাছে বাণীপ্রচার করলেন। নানা ভাষায় কথা বলাটা পবিত্র আত্মারই দেওয়া এক বিশেষ অনুগ্রহ বইকি, তবু সাধু পল চান সকলে যেন একসঙ্গে কথা না বলে, এবং প্রয়োজনবোধে যেন একজন ব্যাখ্যাতা সেই সমস্ত কথার অর্থ উপস্থিত সকলকে বুঝিয়ে দেন (প্রেরিত ২:৪; ১ করি ১৪:১-২৫)। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর

মণ্ডলীর পিতৃগণ বলেন যে, যে ভাষায় মণ্ডলী সকল দেশের মানুষের কাছে বোধগম্য কথা বলে, তা হল ভালবাসা।

ভোগ-রুটি

(যাত্রা ২৫:৩০; ১ শামু ২১:৭; মথি ১২:৪; হিব্রু ৯:২; এবং অন্যত্র) এর আক্ষরিক অনুবাদ হল 'মুখের রুটি' বা 'উপস্থিতির রুটি'; তেমন রুটি প্রভুর সম্মুখে অনবরত রেখে ইস্রায়েলীয়েরা স্বীকার করত যে, সমস্ত খাদ্য, ফলত মানুষের জীবন প্রভুরই দান; সপ্তাহ-শেষে জনগণের হয়ে যাজকেরা এ পবিত্র রুটি খেত, অর্থাৎ মানুষ প্রভুর কাছে উৎসর্গীকৃত খাদ্য ভোগ করত, তাতে প্রভুর সঙ্গে মানুষের পূর্ণ সহভাগিতা প্রকাশ পেত; আর এজন্যই এই অনুবাদে 'মুখের রুটি' অস্পষ্ট বাক্যটা 'ভোগ-রুটি' বলে অনূদিত। লক্ষণীয়, আজকালের শাস্ত্রবিদ্যা 'দর্শন-রুটি' প্রাচীন অনুবাদটা সমর্থন করে না।

মণ্ডলী

শব্দটা প্রথমত ইস্রায়েলের ধর্মীয় সমাবেশ ইঙ্গিত করে; পরবর্তীকালে ইহুদী স্থানীয় যে কোন বসতিকে লক্ষ করে; একই প্রকারে শব্দটা শুরুতে যে কোন খ্রিষ্টীয় বসতি লক্ষ করে (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ও সাধু পলের প্রথম পত্রগুলি), পরিশেষে গোটা খ্রিষ্ট-জনগণের জন্য ব্যবহৃত হয় (এফে, কল)। সাধু পলের প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীগুলো ইহুদী মণ্ডলীগুলোর কাঠামো অনুসারে গঠিত ছিল: সেখানে থাকতেন প্রবীণবর্গ ও অধ্যক্ষগণ, কিন্তু পবিত্র আত্মা জনগণের মধ্যে নানা সেবাকাজের প্রেরণা দিতেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ সুগঠিত হয়। নূতন নিয়মে আরও কতগুলো ধারণা রয়েছে যেগুলো খ্রিষ্টমণ্ডলীর উপরে আরোপিত, যেমন: ঈশ্বরের কনে, মেষপাল, গাঁথনি, আঙুরলতা, নব যেরুশালেম (যোহন ১০:১; ১৫:১; প্রেরিত ১৫:৪; ২০:১৭; গা ১:২; এফে ২:১৯; প্রকাশ ২১–২২)।

মধ্যস্থ

প্রাক্তন সন্ধিতে কতিপয় ব্যক্তিত্ব মধ্যস্থ বলে উপস্থাপিত (যেমন আব্রাহাম, মোশি, যোব, যেরেমিয়া) যাঁরা মানুষের আধ্যাত্মিক কিংবা সাধারণ প্রয়োজনে তাদের হয়ে প্রার্থনা করেন (আদি ১৮:২৪; যোব ৪২:৮; ২ মাকা ১২:৩৮; যেরে ৪২:২)। কিন্তু নবসন্ধিতে খ্রিষ্টই একমাত্র মধ্যস্থ, যেহেতু তাঁর মধ্যে বিরাজ করে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা আর তিনি আবার দেহ-মণ্ডলীর মাথা; অর্থাৎ তিনি মানবেশ্বর। তাঁর মধ্য দিয়েই অনুগ্রহ ও সত্য আমাদের কাছে আসে। তিনিই নবসন্ধির মধ্যস্থ (যোহন ১:১৬-১৭; যোহন ১৭; কল ২:৯; ১ তি ২:৫; হিব্রু ৮:৬)।

মনপরিবর্তন

হিব্রু ভাষায় লেখা পুরাতন নিয়ম ‘পথ ফেরানো’ বা ‘মন ফেরানো’ শব্দটা ব্যবহার করে; গ্রীক ভাষায় লেখা নূতন নিয়ম ‘মনপরিবর্তন’ শব্দটা ব্যবহার করে। শব্দ ভিন্ন হয়েও ধারণাটা একই থেকে যায়: পাপ বর্জন করে নতুন জীবন-পথে বা জীবনধারণে প্রবেশ করা প্রয়োজন। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ধর্মান্দোলনে যোগ দেবার জন্য যেমন, তেমনি যিশুর ভক্তমণ্ডলীতে প্রবেশ করার জন্যও মনপরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। খ্রিষ্টীয় মনপরিবর্তনের দাবিতে রয়েছে যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার করা ও পবিত্র আত্মার দানও স্বীকার করা (মথি ৩:২; প্রেরিত ৩:১৯; ৯:৩৫; ১ পি ২:২৫)।

মন্দির

আপন জনগণের মাঝে ঈশ্বরের বাসস্থান ছিল বলেই যেরুশালেমের মন্দির গুরুত্বপূর্ণ। নবীগণ এশিক্ষা দিতে লাগলেন যে, নবসন্ধির সময়ে ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের হৃদয়েই বসবাস করবেন, এবং সাধু পল এশিক্ষা দেন যে, খ্রিষ্টবিশ্বাসী নিজেই আত্মার মন্দির। ঐশপ্রকাশ পুস্তকের শেষ দর্শনে আর কোন মন্দির নেই, কেননা স্বয়ং ঈশ্বর ও মেষশাবকই প্রকৃত মন্দির যেখানে ঈশ্বরের জনগণ বসবাস করে (১ রাজা ৮:১০; যেরে ৩১:৩৩; এজে ৯–১১; যোহন ২:২১; ১ করি ৩:১৬; প্রকাশ ২১:২২)।

মশীহ

হিব্রু শব্দ যার অর্থ তৈলাভিষিক্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ রাজ-মর্যাদায় ভূষিত ব্যক্তি। ইহুদীদের প্রত্যাশায়, কালের পূর্ণতায় ইস্রায়েল রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে মশীহ আসবেন। আদি খ্রিষ্টমণ্ডলী যিশুকে ঈশ্বরের তৈলাভিষিক্তজন বলে স্বীকার করল (২ শামু ৭:১২-১৬; সাম ২; ইশা ৬—৯; মার্ক ৮:২৯; ১২:৩৫; ১৪:৬১; ১৫:৩২; প্রেরিত ২:৩৬)।

মহাযাজক

মহাযাজকত্ব সম্ভবত কেবল নির্বাসনকালের পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়; মহাযাজকগণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব অনুশীলন করতেন। নূতন নিয়মে (হিব্রুদের কাছে পত্রে) কেবল যিশুই 'মহাযাজক' বলে অভিহিত। পত্রটি এই সত্য সমর্থন করে যে, তিনিই মাত্র প্রকৃত মহাযাজক, যেহেতু শুধু তাঁরই যজ্ঞ ফলপ্রসূ হল, শুধু তিনিই স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে প্রবেশাধিকার-প্রাপ্ত, শুধু তিনিই মধ্যস্থ; বস্তুতপক্ষে তিনি নিজেকেই উৎসর্গ করলেন (২ মাকা ৩:১; যোহন ১৮:১৩; হিব্রু ২:১৭; ৭:২৬-২৮; ৯:১১-২৮)।

মাংস

মাংস বলতে বহুবার মানবস্বরূপ বোঝায়, বিশেষভাবে মানবস্বরূপের মধ্যে যা কিছু দুর্বল ও ক্ষয়শীল, তা-ই। 'মাংস' হিসাবে সৃষ্টবস্তু জীবনবিহীন, কেবল প্রাণ বা আত্মার উপস্থিতিতেই তা জীবনময় হয়ে ওঠে (আদি ২:২৩; ৬:১৭; ইশা ৪০:৬; যোহন ৩:৬; ৬:৬৩; রো ৮)।

মাথা

নূতন নিয়মকালের ধারণায়, মাথাটাই ছিল দেহের জীবনের উৎস, আবার মাথায়ই বিরাজ করত মানুষের মন। এজন্য খ্রিষ্ট নিজ দেহ-মণ্ডলীর মাথা বলে অভিহিত: তিনি মণ্ডলীর জীবনের উৎস, তাঁর মন অনুসারেই মণ্ডলীর চলা উচিত (এফে ১:২২; ৪:১৬; ৫:২৩; কল ১:১৮; ২:১৯)।

মানবপুত্র/মানবসন্তান

এ আরামীয় ভাষার এমন বলার ভঙ্গি যা দ্বারা বক্তা জোর দিয়ে নিজের কথা তুলে ধরতে চান। যিশু নিজের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রায়ই এই নাম ব্যবহার করেন। আরও, দানিয়েল পুস্তকের উপর ভিত্তি করে সুসমাচার নামটাকে যিশুর গৌরবেরই এক নাম বলে ব্যবহার করে (দা ৭:১৩; মথি ৮:২০; ১৩:১৩; ২৫:৩১; ২৬:৬৪; প্রেরিত ৭:৫৬; প্রকাশ ১:১৩)।

মুক্তিকর্ম

পুরাতন নিয়মে, জ্ঞাতি-সম্পর্কের জোরে মুক্তিসাধক যে কর্ম সাধন করতে বাধ্য, তা-ই মুক্তিকর্ম বলে (রুথ পুস্তক দ্রঃ)। মিশর ও বাবিলন থেকে ইস্রায়েলের মুক্তি এই ধারণা অনুসারেই বর্ণিত। নূতন নিয়মে খ্রিষ্ট নব-ইস্রায়েলের মুক্তিকর্ম সাধন করে প্রাচীন বিধানের জোয়াল থেকে ও পাপ থেকেই মানুষকে মুক্ত করেন। মানবজাতির তেমন মুক্তিকর্ম সাধন করায় যিশু দেখান তিনি সকল মানুষের ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি (দ্বিঃবিঃ ৭:৬-৮; সাম ৪৪:২৭; যেরে ৩১:১১; মার্ক ১০:৪৫; লুক ১:৬৮; রো ৩:২৪; ১ করি ৬:২০; কল ১:১৩; ১ পি ১:১৮)।

মুক্তিসাধক

হিব্রু শব্দটা এমন ব্যক্তির কথা ইঙ্গিত করে, যে ব্যক্তি ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি-সম্পর্কের জোরে বিপদাপন্ন আপন যে কোন আত্মীয়ের মুক্তি আদায় করতে বাধ্য (রুথ পুস্তক দ্রঃ)। ঈশ্বর ঠিক এই অর্থেই ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক, অর্থাৎ ইস্রায়েলের ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি বলে তার মুক্তি আদায় করা তাঁরই দায়িত্ব (যোব ১৯:২৫; সাম ১৯:১৫; ইশা ৪১:১৪)।

মৃত্যু

প্রাচীনকালে ইস্রায়েলীয়দের কাছে মৃত্যু ছিল ‘পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার’ শামিল। মৃতদের স্থান ছিল পাতাল, আর সেখানে তারা ছায়াময় জীবন যাপন করত। কিন্তু আস্তে আস্তে এই ধারণার উদয় হল যে, যেহেতু ঈশ্বর আপন ভক্তজনদের একা

ফেলে রাখতে পারেন না, সেহেতু মৃত্যুর পরে নতুন ধরনের এক জীবন থাকবেই যেখানে দুর্জনেরা শাস্তি পাবে ও ধার্মিকেরা পুরস্কার ভোগ করবে। সাধু পলের ধারণায়, মৃত্যু হল খ্রিষ্টের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষণ (আদি ২৫:৮; যোব ১৯:২৫-২৬; সাম ৬:৬; ১৬:১১; ইশা ৫৩; দা ১২:২; মার্ক ১২:২৭; ফিলি ১:২১-২৩)।

মেষপালক

মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোতে রাজারা ও জননায়কেরা ‘মেষপালক’ বলে অভিহিত ছিলেন। নবী এজেকিয়েল এমন মেষপালকের কথা তুলে ধরেন, যিনি মশীহকালে আপন মেষপাল প্রভুর নামেই পালন করবেন ও সন্ধি নবায়ন করবেন। যিশু বারবার মেষপালকের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেন, এমনকি তাঁর দাবি তিনি নিজেই উত্তম মেষপালক (যেরে ২৩:১-৬; এজে ৩৪; জাখা ১১:৪-১৭; মথি ১৮:১২-১৪; মার্ক ৬:৩৪; যোহন ১০)।

মেষশাবক

যোহন-রচিত সুসমাচারে খ্রিষ্ট ঈশ্বরের মেষশাবক বলে উপস্থাপিত; সুতরাং যিশু হলেন পাস্কা-মেষশাবক যা মানবমুক্তির জন্য বলীকৃত; আবার তিনি হলেন সেই প্রভুর দাস যিনি মেষশাবকের মত জবাইখানায় চালিত হলেন (যাত্রা ১২:৫; লেবীয় ১৪:১০; ইশা ৫৩:৭; যোহন ১:২৯; ১৯:৩৬; ১ পি ১:১৯)। ঐশপ্রকাশ পুস্তকও এমন মেষশাবকের কথা উল্লেখ করে, যে মেষশাবক বলীকৃত কিন্তু একাধারে জীবিত ও সিংহাসনে আসীন; কিন্তু এখানে ব্যবহৃত গ্রীক শব্দটা সুসমাচারে ব্যবহৃত শব্দের চেয়ে ভিন্ন (প্রকাশ ৫:৬; ১৭:১৪; ২১:২৭)।

যজ্ঞ

প্রাক্তন সন্ধির যজ্ঞ-সংক্রান্ত বিধান ও বিধিনিয়ম লেবীয় পুস্তকে সঙ্কলিত (লেবীয় ১—৭)। পরবর্তীকালে নবীগণ ভণ্ডামি ও অন্যায্যতার প্রতি অন্ধতার ভিত্তিতে যজ্ঞ-প্রথার সমালোচনা করেন। যিশু যজ্ঞবলি রূপে নিজেকে উৎসর্গ করলেন ও নিজ রক্তক্ষরণে নবসন্ধি স্থির করলেন; এভাবে তিনি প্রাক্তন সন্ধির যজ্ঞ-রীতির উদ্দেশ্যের সিদ্ধি ঘটান ও

সেই যজ্ঞ-প্রথার সমাপ্তি ঘোষণা করেন (সাম ৫০; ইশা ১:১০-১৭; হো ৬:৪-৫; মথি ২৬:২৬-২৯; এফে ৫:২, ২৫; হিব্রু ৭—১০)।

যাজক

প্রাক্তন সন্ধিতে যাজকত্বের তিনটে দিক উপস্থাপিত: যাজক হল ঈশ্বরের গৃহের মানুষ, সে পরাৎপরের কাছে এগিয়ে যেতে অধিকারপ্রাপ্ত (যাত্রা ২৮:৪৩; ২৯:৩০; গণনা ১৮:১-৭); যাজক ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসন্ধান করে ও তাঁর সিদ্ধান্ত ও বিধিনিয়ম ঘোষণা করে (দ্বিঃবিঃ ৩৩:৮; লেবীয় ১০:১১; মালা ২:৭); যাজক যজ্ঞবলি উৎসর্গ করে (লেবীয় ১; ৪; ৯; প্রভৃতি)। প্রাক্তন সন্ধির যাজকত্ব নবসন্ধিতে আর স্থান পায় না, কেবল যিশু ও খ্রিষ্টীয় জনগণই 'যাজক' বলে অভিহিত (হিব্রু ৫:৬; ৭:১৬; ১০:২১; প্রকাশ ১:৬; ৫:১০)। মণ্ডলীর পরিচালনায় নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ নূতন নিয়মে প্রবীণবর্গ বলে অভিহিত।

রক্ত

রক্ত প্রাণের শামিল বিধায় তা ঈশ্বরেরই; ফলত তা খাওয়া যাবে না। তেমন রহস্যময় অর্থের কারণেই শপথ, সন্ধি-সম্পাদনে ও শুচীকরণের সময়ে রক্ত ব্যবহৃত। ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধিই বিশেষভাবে রক্তে সম্পাদিত; এবং নবসন্ধিও খ্রিষ্টের রক্তে সাধিত। তাছাড়া খ্রিষ্টের রক্ত পাপ থেকে শোধন করে; এমনকি সেই রক্ত হল মানবজাতির মুক্তিমূল্য (আদি ৯:৬; যাত্রা ২৪:৮; লেবীয় ১:৫; মথি ২৬:২৮; এফে ১:৭; হিব্রু ৯:১২-১৫)।

রহস্য

শব্দটা সাধু পল দ্বারাই বিশেষভাবে ব্যবহৃত। তাঁর ধারণায়, রহস্য হল ঈশ্বরের সেই গুপ্ত ও সনাতন পরিকল্পনা যা চরমকালে প্রকাশিত হওয়ার কথা। রহস্যটি খ্রিষ্টেই বাস্তব রূপ প্রকাশ পেয়েছে, এবং তা খ্রিষ্ট-সংক্রান্ত সমস্ত কিছুতেও বিদ্যমান, যেমন যিশুর ক্রুশ, তাঁর পুনরুত্থান, বর-খ্রিষ্ট ও কনে-মণ্ডলীর মধ্যকার মিলন, সকল জাতির কাছে

প্রচারিত পরিত্রাণের বাণী, খ্রিস্টের প্রতি নিখিল বিশ্বের আনুগত্য-স্বীকার ইত্যাদি প্রসঙ্গ (রো ১৬:২৫; ১ করি ২:৮; এফে ১:৯-১০; ৩:৩-১২)।

রাজা/রাজ্য

ঈশ্বরের আপন জনগণ সেই ইস্রায়েলের প্রকৃত রাজা একজনমাত্র, তিনি ঈশ্বর প্রভু। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে এমনটি ঘটল যে, তাদের মধ্যে মর্ত-রাজাও দেখা দিলেন। ঈশ্বরের মনোনীত রাজা দাউদ হলেন এমন ভাবী রাজার দৃষ্টান্তস্বরূপ যিনি একদিন ইস্রায়েলে, এবং সমগ্র জগতেও, ঈশ্বরের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। আপন বাণীপ্রচারে এবং পীড়িত ও অপদূতগ্রস্ত মানুষকে নিরাময় করে যিশু দেখালেন ঈশ্বরের সেই রাজত্ব উপস্থিত। সুতরাং নূতন নিয়মের 'ঈশ্বরের রাজ্য' শব্দটা কোন স্থান নয়, বরং ঈশ্বর নিজে রাজত্ব করেন তেমন ধারণার দিকেই অঙুলি নির্দেশ করে (১ শামু ৮:১-৯; সাম ৯৩; ৯৭; ইশা ১১:১-৯; এজে ৩৪:২৩; মথি ২৫:৩১; মার্ক ১:১৫; ৪:২৬-৩২; ১১:১০)।

শয়তান

হিব্রু শব্দটার সাধারণ অর্থই 'বিপক্ষ' বা 'প্রতিদ্বন্দ্বী'; তাকেও 'শয়তান' বলে, ঈশ্বরের পক্ষ থেকে যে মানুষকে পরীক্ষা করে। বাইবেলে প্রথমবারের মত ১ বংশ ২১ অধ্যায় এক পদে শব্দটা ব্যক্তি-বিশেষের একটা নাম বলে উপস্থাপিত। নূতন নিয়মে শয়তানকে 'দিয়াবল' নামেও ডাকা হয় (দিয়াবল শব্দের অর্থই অভিযোগকারী); শয়তান-দিয়াবল অসতের দিকে উসকানি দেয় ও এমন দাবি রাখে, সে নিজেই জগতের অধিপতি (১ রাজা ৫:১৮; যোব ১:৬; ২:১; জাখা ৩:১-২; মথি ৪:১; ১৩:১৯; ২৫:৪১; যোহন ৮:৪৪; ১ যোহন ৩:৮-১০)।

শান্তি

বাইবেলে শান্তি হল জীবন-পূর্ণতা, মশীহের শ্রেষ্ঠ দান। এই অর্থেই খ্রিস্ট হলেন ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তির বন্ধন, এবং সুসমাচার হল শান্তির বাণী (সাম

১২২:৬-৮; ইশা ৯:৫-৬; ৪৮:১৮; মিখা ৫:৪; লুক ১:৭৯; ২:১৪, ২৯; ৭:৫০; ২৪:৩৬; যোহন ১৪:২৭; এফে ২:১৪-১৬)।

শাব্বাৎ

প্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত সাপ্তাহিক বিশ্রামবার; তেমন দিনে মানুষ অন্য যে কোন কর্ম বা সামাজিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত; শাব্বাৎ দিনের এই পবিত্রতার উদ্দেশ্য, মানুষ যেন নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত করতে পারে (আদি ২:২; যাত্রা ২৩:১২; নেহে ১৩:১৫; মথি ১২:১)।

শাস্তি

'প্রভুর ক্রোধ' দ্রঃ।

শুচিতা

পুরাতন নিয়মের ধর্মানুষ্ঠান-রীতিতে শুচিতা-অশুচিতা সংক্রান্ত সমস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অশুচি মানুষ নৈতিক দিক দিয়ে অপরাধী না হলেও তবু তার সেই অশুচিতার কারণে যে কোন ধর্মানুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত ছিল। দৈহিক কোন দুর্বলতা নয়, নৈতিক দুরাচারই মানুষকে ঈশ্বর থেকে বঞ্চিত করে, এই ভিত্তিতে যিশু তেমন নিষেধাজ্ঞা বাতিল করলেন, আর আদি খ্রিষ্টমণ্ডলী এই ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করল (লেবীয় ১১–২২; মার্ক ৭:১২-২৩; প্রেরিত ১০:৯-১৬; ১৫:১৯-২৯; রো ১৪:১৪)।

শৈল

শৈলের দৃষ্টান্ত অবিচল ও বিশ্বাসযোগ্য অবলম্বনের কথা তুলে ধরে, সুতরাং স্বয়ং ঈশ্বরই শৈল (সাম ১৮:৩; ৯৫:১); খ্রিষ্টও শৈল (১ করি ১০:৪); পিতরের স্বীকারোক্তিও (কিংবা পিতরও) সেই শৈল যার উপরে খ্রিষ্ট আপন মণ্ডলী গেঁথে তুললেন (মথি ১৬:১৮)।

সত্য

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর নানা দৃষ্টান্তে যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা যিশুতে সিদ্ধিলাভ করল: যিশুই সত্যকার আঙুরলতা, স্বর্গ থেকে আগত সত্যকার রুটি, সত্যকার মেষপালক, সত্যকার আলো; এমনকি তিনি নিজেই সত্য, এবং তাঁর আত্মা তাঁর সকল অনুগামীদের পূর্ণ সত্যের মধ্যে চালনা করবেন, আর তখন সত্য তাদের পবিত্রিত ও মুক্ত করবে (যোহন ৮; ১৪:৬; ১৭:১৭-১৯; ২ করি ৬:৭; এফে ৪:২১)।

সন্ধি

সন্ধির মধ্য দিয়ে দু' পক্ষ নানা শর্ত মেনে নেবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। পুরাতন নিয়মকালে সন্ধিটা শপথ বা রক্ত দ্বারা স্থির করা হত। আব্রাহামের সঙ্গে সন্ধি স্থির করার সময়ে ঈশ্বর যে যে শর্ত মেনে নেবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই শর্তগুলো হল ইস্রায়েলের সমস্ত প্রত্যাশার ভিত্তি; সিনাই পর্বতেও রক্তক্ষরণে সাধিত একটা সন্ধি স্থির করা হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল হয়ে উঠেছিল ঈশ্বরের আপন জনগণ; নবীদের ভাষায় ঈশ্বরের সঙ্গে সন্ধি হল বিবাহ-বন্ধনের শামিল; কিন্তু ইস্রায়েল শর্তগুলো না মেনে সন্ধি ভঙ্গ করল; নবী যেরেমিয়াই বিশেষভাবে নতুন এক সন্ধির কথা উত্থাপন করেন, যে সন্ধি পাথরে নয়, মানুষের হৃদয়েই লিপিবদ্ধ হবে। ক্রুশে নিজ রক্তক্ষরণেই যিশু সিনাই পর্বতের সন্ধির পরম সিদ্ধি ঘটান, এবং একাধারে নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষিত নবসন্ধিও উপস্থিত করেন (আদি ১৫:১; যাত্রা ১৯:৫; ২৪:৪-৮; যেরে ৩১:৩১; এজে ৩৬:২৭; মথি ২৬:২৮; মার্ক ১৪:২৪; হিব্রু ৮:৬)।

সন্ধি-মঞ্জুষা

তা ছিল একটা কাঠের বাক্স যার মধ্যে সাক্ষ্যলিপি রাখা হত; মরুপ্রান্তরে যাত্রাকালে ইস্রায়েলীয়েরা তা সঙ্গে করে বহন করত, তা ছিল তাঁর আপন জনগণের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতীক। মঞ্জুষাটির উপরে বসানো ছিল সোনার 'প্রায়শ্চিত্তাসন', আর সেইখানে, তাদের ধারণায়, ঈশ্বর সমাসীন থাকতেন। মঞ্জুষাটি ছিল যুদ্ধকালে ঈশ্বরের

রক্ষার নিশ্চয়তা-স্বরূপ। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে সন্ধি-মঞ্জুষাটি হারিয়ে যায় (যাত্রা ২৫:১০; লেবীয় ১৬:১৩; গণনা ১০:৩৩; ১ শামু ৪:১১; ২ শামু ৬; ১ রাজা ৮:৬)।

সিদ্ধি

'পূর্ণতা' দ্রঃ।

সুসমাচার

সুসমাচার বলতে কি বোঝায়? ঈশ্বরের চরম প্রকাশকর্তা রূপে যিশুখ্রিষ্ট মানবজাতির কাছে পরিত্রাণের যে শুভ সংবাদ ঘোষণা করেছেন, তা-ই সুসমাচার বলে। সুসমাচারের উৎপত্তির নেপথ্যে রয়েছে আদি খ্রিষ্টমণ্ডলীকালীন বাণী-প্রচার: বাস্তবিকই পুনরুত্থিত যিশুর আত্মার প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে মণ্ডলী শুরু থেকেই মানুষের কাছে ক্রুশবিদ্ধ, পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র, জগৎত্রাতা ও বিশ্বপ্রভু বলে ঘোষণা করতে লাগল। তবে দেখা যাচ্ছে, যিশু নিজেই সেই সুসমাচার যা কালের পূর্ণতায় ঈশ্বর মানুষকে জানিয়েছেন; ফলত যিশু যে যে কাজ সাধন করলেন ও যে যে বাণী প্রচার করলেন তাও সুসমাচার বলে গ্রহণযোগ্য। কথাটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সুসমাচারের উদ্দেশ্য পূরণ করতে গিয়ে পাঠক-পাঠিকা সর্বপ্রথমে ক্রুশবিদ্ধ, পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত যিশুকেই নিজ জীবনের ব্যক্তিময় সুসমাচার বলে গ্রহণ করতে আমন্ত্রিত, এবং পরে তাঁর বিষয়ে নানা কথা জানতে আহূত। সুতরাং সুসমাচার পাঠ করার সময়ে যিশু নিজে সমগ্র মণ্ডলী ও প্রত্যেকজন পাঠক-পাঠিকার হৃদয়-দুয়ারে ঘা দেন; যারা দরজা খুলে দিয়ে তাঁকে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে, তাদের কাছে নিজেকে ও পিতাকে প্রকাশ করে তিনি অমঙ্গল, পাপ ও মৃত্যু থেকে তাদের পরিত্রাণ করেন, অর্থাৎ তাদের কাছে নিজেকেই জীবন বলে দান করেন (যোহন ২০:৩০-৩১)।

সৃষ্টি

বাইবেলে 'সৃষ্টি' শব্দটা কেবল ঈশ্বরের বেলায় ব্যবহৃত; অর্থাৎ কোন মানুষ কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, কেবল ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা; অন্য কথায়, মানুষ কিছুটা তৈরি বা

নির্মাণ করতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিশক্তি তার নেই, যেহেতু সৃষ্টি বলতে জীবনমণ্ডিত করাই বোঝায়, আর মানুষের নির্মিত বস্তু জীবনমণ্ডিত নয়। অতএব স্রষ্টা বলে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট বস্তুকে জীবনমণ্ডিত করে তার যত্নও নেন, পাছে সৃষ্টবস্তুর মৃত্যু ঘটে। একথা ছাড়া বাইবেল এ সত্যও স্মরণ করায় যে, স্রষ্টা হওয়ায় কেবল ঈশ্বরই আরাধনার যোগ্য, কোন সৃষ্টবস্তু আরাধনার যোগ্য নয়। পুরাতন নিয়মের পরবর্তীকালীন পুস্তকগুলোতে আমরা দেখি যে ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞা বা বাণী দ্বারাই নিখিল সৃষ্টি করলেন। খ্রিষ্টই সেই স্রষ্টা-বাণী; আরও, পুনরুত্থান করে তিনিই নবসৃষ্টির আদর্শ (আদি ১–২; সাম ১০৪; প্রবচন ৮:২২; যেরে ১৮:৬;যোহন ১:৩; কল ১:১৫-১৮)।

স্বর্গ

প্রাচীন হিব্রু ঐতিহ্য অনুসারে স্বর্গ ছিল ঈশ্বরের বাসস্থান। পরবর্তীকালে, সম্মানের খাতিরে 'ঈশ্বর' পবিত্রতম নামটি উচ্চারণ না করার জন্য তারা 'স্বর্গ' শব্দটি ব্যবহার করতে লাগল ('যাজকেরা … স্বর্গেরই কাছে মিনতি জানাচ্ছিল' ২ মাকা ৩:১৫)। হিব্রুভাষী বিশ্বাসীদের কাছে 'স্বর্গরাজ্য' কথাটা যথেষ্ট বোধগম্য ছিল, কিন্তু ভিন্ন ঐতিহ্যের মানুষের জন্য সুসমাচার লিখতে গিয়ে সাধু লুক 'ঈশ্বরের রাজ্য' কথাটাই প্রয়োগ করেন, পাছে শ্রোতারা মনে করে রাজ্যটি এমন স্থান যা স্বর্গে, ঊর্ধ্বাকাশেই স্থিত (আদি ১:৬-৮; যোব ২২:১২-১৩; সাম ১১:৪; মথি ৩:২, ১৬; ৬:২০; ফিলি ৩:২০)।

স্বাধীনতা

খ্রিষ্ট মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্যই এলেন। খ্রিষ্টবিশ্বাসী স্বাধীনতার জন্যই আহূত, যাতে সেই একমাত্র প্রভুরই সেবা করে যিনি ঈশ্বর (রো ৬:১৫-২২; ১ করি ৭:২১-২২; এফে ৬:৫-৯)।

হৃদয়

বাইবেলের ভাষায় হৃদয় হল মানুষের যত চিন্তা, অনুভূতি, সিদ্ধান্ত ও ধর্মীয় সচেতনতার উৎস ; সুতরাং মানুষ হৃদয়-গভীরেই ঈশ্বরকে অনুভব ও অন্বেষণ করে, তাঁর বাণী শোনে, তাঁর প্রশংসা করে ও তাঁকে ভালবাসে (দ্বিঃবিঃ ৬:৫; সাম ৫১:১২; যেরে ৩১:৩১; এজে ৩৬:২৬)।

নামসূচী

এখানে কেবল প্রধান ব্যক্তিদের নাম-ই উল্লিখিত।
মাঝে মাঝে অনুচ্ছেদের প্রথম পদ-ই শুধু দেওয়া হয়।

অনেসিম	কল ৪:৯; ফিলে ১০
অম্রি	১ রাজা ১৬:২৩; মিখা ৬:১৬
আউগুস্তুস	লুক ২:১
আকুইলা	প্রেরিত ১৮:১; রো ১৬:৩
আগাবস	প্রেরিত ১১:২৪; ২১:১০
আগার	আদি ১৬; ২১:৯; গা ৪:২৪
আগ্রিপ্পা	হেরোদ দ্রঃ
আদম	আদি ১:২৬–৫:৫; রো ৫:১২; ১ করি ১৫:২২
আদোনিয়া	২ শামু ৩:৪; ১ রাজা ১–২
আনানিয়াস	• ও সাফীরা, প্রেরিত ৫:১
	• দামাস্ক-বাসী, প্রেরিত ৯:১০
	• মহাযাজক, প্রেরিত ২৩
আন্তিওখস	• ৩য়, দা ১১:১০
	• ৪র্থ, ১ মাকা ১–৬; ২ মাকা ৪–৯
	• ৫ম, ১ মাকা ৬–৭
	• ৬ষ্ঠ, ১ মাকা ১১; ১৩
	• ৭ম, ১ মাকা ১৫
আন্দ্রিয়	মথি ৪:১৮; মার্ক ৩:১৮; যোহন ১:৪০

আন্না	• শামুয়েলের মাতা, ১ শামু ১–২
	• বিধবা, লুক ২:৩৬
	• মহাযাজক, লুক ৩:২; যোহন ১৮:১৩; প্রেরিত ৪:৬
আপল্লোস	প্রেরিত ১৮:২৪; ১৯:১; ১ করি ১:১২; ২ করি ৩:৪
আবিগাইল	• দাউদের স্ত্রী, ১ শামু ২৫
	• দাউদের বোন, ২ শামু ১৭:২৪
আবিমেলেখ	• রাজা, আদি ২০
	• গিদিয়োনের ছেলে, বিচারক ৯
আবিশাগ	১ রাজা ১:৩; ২:১৩
আবেল	আদি ৪; মথি ২৩:৩৫; লুক ১১:৫১; হিব্রু ১১:৪; ১২:২৪
আব্নের	২ শামু ২–৩
আব্বা	মার্ক ১৪:৩৬; রো ৮:১৫; গা ৪:৬
আব্রাহাম	• কুলপতি, আদি ১১:২৯–২৫:১১; রো ৪:২; গা ৩:৬; হিব্রু ১১:৮;
	• আব্রাহামের বংশ, মথি ৩:৯; লুক ১৯:৯; যোহন ৮:৩৩
আব্‌শালোম	২ শামু ৩:৩; ১৩:২২–১৮:৩২
আরোন	• মোশির মুখপাত্র, যাত্রা ৪
	• সিনাই পর্বতে, যাত্রা ১৯:২৪
	• তাঁর পোশাক, যাত্রা ২৮–২৯
	• তাঁর যাজকীয় দায়িত্ব, লেবীয় ৮
	• মরুপ্রান্তরে, গণনা ১২
	• তাঁর সমাধি, দ্বিঃবিঃ ১০:৬
	• (অন্যান্য), প্রেরিত ৭:৪০; হিব্রু ৫:৪; ৭:১১
আর্তাক্সারক্সিস	এজরা ৪:৭; নেহেমিয়া ২:১; ৫:১৪
আর্তেমিস	প্রেরিত ১৯:২৪–৩৫

আল্ফেয় মার্ক ২:১৪; ৩:১৮

আশের আদি ৩০:১৩; ৪৯:২০; বিচারক ৫:১৭

আশেরা বিচারক ৩:৭; ২ রাজা ২৩:৪

আস্তার্তীস বিচারক ২:১৩; ১ শামু ৭:৪; ১ রাজা ১১:৫

আহাজ ২ রাজা ১৬; ২০:১১; ইশা ৭:৩

আহাব ১ রাজা ১৬:২৮–২২:৪০

আহাশুয়েরুশ এজরা ৪:৬; এস্থার (একাধিকবার)

ইম্মানুয়েল ইশা ৭:১৪; মথি ১:২১

ইশাইয়া ২ রাজা ১৯–২০; বেন-সিরা ৪৮:২২

ইশ্মায়েল আদি ১৬:১৫; ১৭:২৫; ২১:৯

ইসহাক আদি ১৭:১৯; ২১–২২; ২৪–২৭; রো ৯:৭; গা ৪:২৮; হিব্রু ১১

ইসাখার আদি ৩০:১৮; ৪৯:১৪; যোশুয়া ১৭:১১; ১৯:৭; বিচারক ৫:১৫

ইস্কারিয়োৎ যুদা দ্রঃ

ইস্রায়েল

- ওরফে যাকোব, আদি ৩২:৩৩
- মনোনীত জাতি, দ্বিঃবিঃ ৭:৬
- রাজ্য, ১ রাজা ১২:৩
- ঈশ্বরের কনে, হোশেয়া ১:২
- দাস, ইশা ৪১:৮
- প্রকৃত ইস্রায়েল, রো ৯–১১; হিব্রু ৮:৮; প্রকাশ ২১:১২

উজ্জিয়া ২ রাজা ১৪:২১–১৫:৮

উরিয়া

- হিত্তীয়, ২ শামু ১১; ২৩:৩৯
- যাজক, ২ রাজা ১৬:১০

এজরা	এজরা ৭—১০; নেহে ৮; ১২:২৬

এনোখ	আদি ৪:১৭; ৫:১৮; বেন-সিরা ৪৪:১৬; হিব্রু ১১:৫; যুদা ১৪

এফ্রাইম	আদি ৪৮:১৭; গণনা ২৬:৩৫

এলি	১ শামু ১; ৪:১২—১৮

এলিয়	১ রাজা ১৭—১৯; ২ রাজা ১—২; মালা ৩:২৩; বেন-সিরা ৪৮:১; মথি ১১:১৪; ১৭:৩; ২৭:৪৭; যোহন ১:২১; রো ১১:২

এলিশাবেথ	লুক ১:৫—৫৭

এলিশেয়	১ রাজা ১৯:১৯; ২ রাজা ২—৯

এসৌ	আদি ২৫:২৫; ২৭; ৩২—৩৩; মালা ১:২; রো ৯:১৩; হিব্রু ১১:২০

ওগ্‌	গণনা ২১:৩৩; সাম ১৩৫:১১

ওনিয়াস
- ১ম ওনিয়াস, ১ মাকা ১২:৭
- ৩য় ওনিয়াস, ২ মাকা ৩—৪; বেন-সিরা ৫০:১

কর্নেলিউস	প্রেরিত ১০

কাইন	আদি ৪; হিব্রু ১১:৪; ১ যোহন ৩:১২

কাইয়াফা	মথি ২৬:৩, ৫৭; যোহন ১১:৪৯

কুইরিনুস	লুক ২:২

কুরোশ (ওরফে সাইরাস) এজরা ৬:৩; ইশা ৪৫:১

কেফাস	পিতর দ্রঃ

ক্লাউদিউস	প্রেরিত ১৮:২

ক্লেওপাস	লুক ২৪:১৮

ক্লোপাস	যোহন ১৯:২৫

গলিয়াথ	১ শামু ১৭; ২১:১০; ২২:১০

গাদ	আদি ৩০:১১; ৪৯:১৯; দ্বিঃবিঃ ৩৩:২০; যোশুয়া ১৩:২৪

গাব্রিয়েল	দা ৮:১৬; ৯:২১; লুক ১:১১

গামালিয়েল	প্রেরিত ৫:৩৪; ২২:৩

গিদিয়োন	বিচারক ৬–৮

জাখারিয়া
- যেরবোয়ামের সন্তান, ২ রাজা ১৫:৮
- যেহোইয়াদার সন্তান, ২ বংশ ২৪:২০
- ইদ্দোর সন্তান, এজরা ৫:১; ৬:১৪
- বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পিতা, লুক ১:৫

জাখেয়	লুক ১৯:১

জাবুলোন	আদি ৩০:২০; যোশুয়া ১৯:১০; বিচারক ৪:৬

জিম্রি	১ রাজা ১৬:৯; ২ রাজা ৯:৩১

জেবেদে	মথি ৪:২১; ২০:২০; যোহন ২১:২

জেরুব্বাবেল	এজরা ৩:২; হগয় ১–২; জাখা ৪:৬

তাবিথা	প্রেরিত ৯:৩৬

তামার
- এবং যুদা, আদি ৩৮; মথি ১:৩
- দাউদের কন্যা, ২ শামু ১৩

তিগ্লাথ-পিলেজার ২ রাজা ১৫–১৬; (ইশা ৭:১০)

তিবেরিউস	লুক ৩:১

তিমথি	প্রেরিত ১৬:১; ১৭:১৪; রো ১৬:২১; ১ করি ৪:১৭; ১৬:১০; ফিলি ২:১৯; ১ থে ৩:২

তীত	২ করি ৭:৬; ৮:৬; গা ২:১

ত্রফিমস	প্রেরিত ২০:৪; ২১:২৯; ২ থে ৪:২০

ত্রিফো	১ মাকা ১১–১৫

থাদেয়	মথি ১০:৩
থেওফিল	লুক ১:৩; প্রেরিত ১:১
থোমাস	যোহন ১১:১৬; ১৪:৫; ২০:২৪

দাউদ	১ শামু ১৬–১ রাজা ২; ১ বংশ ১১–২২; সাম ৭৮:৭০; এজে ৩৪:২৩
দাগোন	বিচারক ১৬:২৩; ১ শামু ৫:২
দান	আদি ৩০:৬; যোশুয়া ১৯:৪০; বিচারক ১৮
দানেল	এজে ১৪:১৪
দারিউশ	• পারস্য রাজা, এজরা ৪–৬
	• মেদীয় রাজা, দা ৬; ৯:১
দালিলা	কিচারক ১৬:৪–২০
দীণা	আদি ৩৪
দেবোরা	বিচারক ৪–৫
দেমাস	কল ৪:১৪; ফিলে ২৪
দেমেত্রিওস	• ১ম দেমেত্রিওস, ১ মাকা ৭; ৯–১০; ২ মাকা ১৪–১৫
	• ২য় দেমেত্রিওস, ১ মাকা ১০:৬৭–১১:৭৪; ১৩–১৪
	• এফেসস-নিবাসী, প্রেরিত ১৯:২৪–৪১

নয়েমি	রুথ (একাধিকবার)
নাথান	২ শামু ৭; ১২:১–২৫; ১ রাজা ১:৮
নাথানায়েল	যোহন ১:৪৫; ২১:২
নামান	২ রাজা ৫; লুক ৪:২৭
নাবোথ	১ রাজা ২১; ২ রাজা ৯:২৫
নিকানোর	১ মাকা ৩–৪; ৭:২৬; ২ মাকা ৮; ১৪
নিকোদেম	যোহন ৩; ৭:৫০; ১৯:৩৯

নেফ্তালি	আদি ৩০:৮; ৪৯:২১; যোশুয়া ১৯:৩২; বিচারক ৫:১৮
নেবুকাদ্নেজার	২ রাজা ২৪–২৫; যেরে ২১:৭; ৩৯:১; ৪৬; ৫২; এজে ২৯:১৮; দা ২–৪
নোয়া	আদি ৫–৯; মথি ২৪:৩৭; হিব্রু ১১:৭
পল	প্রেরিত ৭:৫৮; ৯–২৮
পিতর	• আহ্বান, মথি ৪:১৮; লুক ৫:১; যোহন ১:৪০ • প্রেরিতদূতদের প্রধান, মথি ১৬:১৬; লুক ২২:৩৪; যোহন ৬:৬৮; প্রেরিত ১–১২; ১৫:৭; গা ১:১৮; ২:৭ • সাক্ষী, যোহন ২০:২; ২১; ১ করি ১৫:৫ • যিশুকে অস্বীকার করেন, মথি ২৬:৬৯
পিলাত	মথি ২৭; লুক ৩:১; যোহন ১৮–১৯
পোতিফার	আদি ৩৭:৩৬
প্রিস্কা	রো ১৬:৩; ১ করি ১৬:১৯; ২ তিমথি ৪:১৯
প্রিস্কিল্লা	প্রেরিত ১৮:২
ফিলিপ	• হেরোদ রাজা ও ক্লেওপাত্রার সন্তান, লুক ৩:১ • হেরোদ রাজা ও মারিয়াম্নের সন্তান, মথি ১৪:৩ • প্রেরিতদূত, মথি ১০:৩; যোহন ১:৪৩; ৬:৫; ১২:২১; ১৪:৮ • পরিসেবক, প্রেরিত ৬:৫; ৮
ফেলিক্স	প্রেরিত ২৩:২৪–২৪:২৭
ফেস্তুস	প্রেরিত ২৪:২৭–২৬:৩২
বায়াল	• পেওরের একটা দেবতা, গণনা ২৫:৩ • কানান দেশে বায়াল-দেবের পূজা, বিচারক ২:১১; ৬:২৫

	• বায়াল-দেবের নবীরা, ১ রাজা ১৮:১৮
	• যেরুশালেমে বায়াল-দেবের পূজা, যেরে ২:২৩
	• (অন্যান্য), হোশেয়া ২:১০-১৮; রো ১১:৪
বারাব্বাস	মথি ২৭:১৬; যোহন ১৮:৪০
বারুক	যেরে ৩২:১১; ৩৬:৪; ৪৫
বার্তিমেয়	মার্ক ১০:৪৬
বার্থলমেয়	মথি ১০:৩; প্রেরিত ১:১৩
বার্নাবাস	প্রেরিত ১১:২২; ১৩:১; ১ করি ৯:৬; গা ২:১
বালায়াম	গণনা ২২–২৪; ৩১:৮; মিখা ৬:৫; ২ পি ২:১৫; যুদা ১১
বেঞ্জামিন	আদি ৩৫:১৯; ৪২–৪৫; ৪৯:২৭; যোশুয়া ২–৯
বেথশেবা	২ শামু ১১–১২; ১ রাজা ১:১৫
বেন্‌-হাদাদ	• তাব্‌-রিম্মোনের সন্তান, ১ রাজা ১৫:১৮; ২ রাজা ৮:৭
	• হাজায়েলের সন্তান, ২ রাজা ১৩:২৪
বেয়েল্‌জেবুল	মথি ১০:২৫; ১২:২৪; মার্ক ৩:২২
বের্নিকা	প্রেরিত ২৫–২৬
বেল	ইশা ৪৬:১; যেরে ৫০:২
বেলিয়ার	২ করি ৬:১৫
বেল্শাজার	দা ৫; ৭:১; ৮:১
বোয়াজ	রুথ ২–৪; মথি ১:৫
মথি	মথি ৯:৯
মরিয়ম	যাত্রা ১৫:২০; গণনা ১২:১; ২০:১
মাখির	আদি ৫০:২৩; গণনা ৩২:৩৯; বিচারক ৫:১৪
মাত্তাথিয়াস	১ মাকা ২
মাথিয়াস	প্রেরিত ১:২৩

মানাশে	• **যোসেফের সন্তান,** আদি ৪১:৫১; ৪৮:; দ্বিঃবিঃ ৩:১৩; যোশুয়া ১৩:২৯; ১৭:১; ২২; সাম ৬০:৭
	• **হেজেকিয়ার সন্তান,** ২ রাজা ২০:২১; ২১:১–১৮; যেরে ১৫:৪
মার্দুক	যেরে ৫০:২
মারীয়া	• **যিশুর মাতা,** মথি ১–২; ১৩:৫৫; লুক ১–২; যোহন ২:১; প্রেরিত ১:১৪
	• **মাগ্দালার মারীয়া,** মথি ২৭:৫৬; ২৮:১; লুক ৮:২; ২৪:১০; যোহন ২০:১
	• **যাকোব ও যোসেফের মাতা,** মথি ২৭:৫৬; ২৮:১; লুক ২৪:১০
	• **লাজারের বোন,** লুক ১০:৩৯; যোহন ১১
মার্ক	যোহন দ্রঃ
মার্থা	লুক ১০:৩৮; যোহন ১১
মাল্কস	যোহন ১৮:১০
মিখায়েল	দা ১০:১৩; ১২:১; প্রকাশ ১২:৭
মিখাল	১ শামু ১৮:২০; ২৫:৪৩; ২ শামু ৩:১৩; ৬:২০
মেথুশেলাহ্	আদি ৫:২১
মেল্কিসেদেক	আদি ১৪:১৮; সাম ১১০:৪; হিব্রু ৫:৬; ৬:২০; ৭:১
মোরদেকাই	এস্থার (একাধিকবার); ২ মাকা ১৫:৩৬
মোলখ	লেবীয় ২০:২; ২ রাজা ২৩:১০; প্রেরিত ৭:৪৩
মোশি	যাত্রা (একাধিকবার); দ্বিঃবিঃ (একাধিকবার); সাম ৭৭:২০; ১০৩:৭; যোহন ১:১৪; প্রেরিত ৭:২০; হিব্রু ১১:২৩; প্রকাশ ১৫:৩
যাইরুস	মার্ক ৫:২২; লুক ৮:৪১
যাকোব	• **কুলপতি,** আদি ২৫–৩৫; ৪৬–৫০; প্রজ্ঞা ১০:৯; যোহন ১:৫১; প্রেরিত ৭:৮

- **জেবেদের সন্তান,** মথি ৪:২১; ১৭:১; লুক ৫:১০
- **আল্ফেয়ের সন্তান,** মথি ১০:৩; প্রেরিত ১:১৩
- **প্রভুর ভাই,** মথি ১৩:৫৫; প্রেরিত ১৫:১৩
- **যাকোবের পত্রের লেখক,** ১:১; যুদা ১

যাফেথ আদি ৬:১০; ৭:১৩; ৯:২৭

যাসোন
- **লেখক,** ২ মাকা ২:১৯
- **প্রতিনিধি,** ১ মাকা ৮:১৭; ১২:১৬
- **যাজক,** ২ মাকা ৪

যুদা
- **যাকোবের সন্তান,** আদি ২৯:৩৫; ৩৭–৩৮; ৪৩–৪৪; ৪৯:৮; যোশুয়া ১৫; বিচারক ১:২
- **মাকাবীয়,** ১ মাকা ২–৯
- **বিপ্লবী,** প্রেরিত ৫:৩৭
- **ইস্কারিয়োৎ,** মথি ২৬; যোহন ৬:৭১; ১৩:২,২৬; প্রেরিত ১:১৬
- **যিশুর ভাই,** মথি ১৩:৫৫; যুদা ১
- **প্রেরিতদূত,** যোহন ১৪:২২
- **দামাস্ক-নিবাসী,** প্রেরিত ৯:১১
- **ওরফে বার্সাব্বাস,** প্রেরিত ১৫:২২

যেফ্তা বিচারক ১০:৬–১২:৭

যেরবোয়াম
- **১ম যেরবোয়াম,** ১ রাজা ১১:২৬–১৪:২০
- **২য় যেরবোয়াম,** ২ রাজা ১৪:২৩–২৯

যেরেমিয়া ২ বংশ ৩৫:২৫; ৩৬:১২; দা ৯:২; বেন-সিরা ৪৯:৭; ২ মাকা ২:১

যেসাবেল ১ রাজা ১৬:৩১; ১৯; ২১; ২ রাজা ৯; প্রকাশ ২:২০

যেসে ১ শামু ১৬–১৭; ইশা ১১:১; রুথ ৪:১৮; মথি ১:৫; রো ১৫:১২

যেহু ১ রাজা ১৯:১৬; ২ রাজা ৯–১০

যেহোয়াহাজ • ইস্রায়েল-রাজ, ২ রাজা ১৩

• যুদা-রাজ, ২ রাজা ২৩:৩০

যোথাম • গিদিয়োনের সন্তান, বিচারক ৯:৫

• উজ্জিয়ার সন্তান, ২ রাজা ১৫

যোনা ২ রাজা ১৪:২৫

যোনাথান • শৌলের সন্তান, ১ শামু ১৩–২৩

• মাকাবীয়, ১ মাকা ৯–১৩

যোব এজে ১৪:১৪

যোয়াব ২ শামু ২–৩; ১১; ১৪; ১৮; ২০; ১ রাজা ২:২৮–৩৪

যোয়াশ • গিদিয়োনের পিতা, বিচারক ৬:১১

• যুদা-রাজ, ২ রাজা ১১–১২

• ইস্রায়েল-রাজ, ২ রাজা ১৩–১৪

যোশিয়া ২ রাজা ২১–২৩; ২ বংশ ৩৩–৩৫

যোশুয়া যাত্রা ১৭:৯; গণনা ১৩–১৪; ২৭:১৮

যোসেফ • যাকোবের সন্তান, আদি ৩৭–৫০; ৪৯:২২; দ্বিঃবিঃ ৩৩:১৩; সাম ৭৭:১৫; ১০৫:১৭; আমোস ৫:৬

• মারীয়ার স্বামী, মথি ১–২; লুক ১–২

• যিশুর ভাই, মথি ১৩:৫৫

• যাকোবের ভাই, মথি ২৭:৫৭

• আরিমাথেয়া-নিবাসী, মথি ২৭:৫৭

• ওরফে বার্সাব্বাস, প্রেরিত ১:২৩

• ওরফে বার্নাবাস, প্রেরিত ৪:৩৩

যোহন • বাপ্তিস্মদাতা, মথি ৩:১; ১১:২; ১৪:২; ২১:২৫; যোহন ৩:২৩

• প্রেরিতদূত, মথি ৪:২১; প্রেরিত ৩:১; ৪:১৩; ৮:১৪; গা ২:৯

	• যোহন মার্ক, প্রেরিত ১২–১৩
	• ঐশপ্রকাশ পুস্তকের রচয়িতা, ১:১; ২২:৮
	• শিমোনের পিতা, যোহন ১:৪২
যোহানা	লুক ৮:৩; ২৪:১০
রাখেল	আদি ২৯–৩৩; ৩৫; মথি ২:১৮
রাফায়েল	তোবিত ৫–৮; ১২:১৫
রাহাব	• বেশ্যা, যোশুয়া ২; ৬:১৭; মথি ১:৫; হিব্রু ১১:৩১
	• ভয়ঙ্কর প্রাণী, ইশা ৩০:৭; ৫১:৯; যোব ৯:১৩; সাম ৮৭:৪
রূফুস	মার্ক ১৫:২১; রো ১৬:১৩
রূবেন	আদি ৩০:১৪; ৩৭:২১; ৪২:২২; দ্বিঃবিঃ ৩:১২; যোশুয়া ১৩:১৫
রেজিন	২ রাজা ১৫:৩৭; ১৬:৫; ইশা ৭:১
রেজোন	১ রাজা ১১:২৩
রেবেকা	আদি ২৪–২৮; রো ৯:১০
রোদা	প্রেরিত ১২:১৩
লাজার	• বেথানিয়া-নিবাসী, যোহন ১১–১২
	• উপমা-কাহিনীর চরিত্র, লুক ১৬:১৯
লাবান	আদি ২৪:২৯; ২৮:৫; ২৯–৩১
লিদিয়া	প্রেরিত ১৬:১৪, ৪০
লিয়া	আদি ২৯:১৬–৩৩:৭; ৪৯:৩১
লুক	কল ৪:১৪; ২ তিমথি ৪:১১
লুকিউস	প্রেরিত ১৩:১; রো ১৬:২১

লেবি

- **যাকোবের সন্তান,** আদি ২৯:৩৪; ৩৪:২৫; ৪৯:৫; দ্বিঃবিঃ ১৮:১; ৩৩:৮
- **প্রেরিতদূত,** মার্ক ২:১৪

লোট আদি ১৩:৫; ১৪:১২; ১৯

শয়তান যোব ১–২; জাখা ৩; মথি ৪:১; ১২:২৬; ১৬:২৩; লুক ২২:৩, ৩১; যোহন ১৩:২৭; রো ১৬:২০; প্রকাশ ২:৯, ১৩, ২৪; ১২:৯

শলোমন ২ শামু ৫:১৪; ১২:২৪; ১ রাজা ১–১১

শামশোন বিচারক ১৩–১৬; হিব্রু ১১:৩২

শামুয়েল ১ শামু ১–১৬; ২৮:৩; বেন-সিরা ৪৬:১৩

শিমেয়োন

- **যাকোবের সন্তান,** আদি ২৯:৩৩; ৩৪:২৫; ৪৯:৫
- **যেরুশালেম-বাসী,** লুক ২:২৫

শিমোন

- **মাকাবীয়,** ১ মাকা ৯–১৬
- **মন্দিরের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক,** ২ মাকা ৩:৪; ৪:১
- **মহাযাজক,** বেন-সিরা ৫০:১
- **পিতর,** পিতর দ্রঃ
- **প্রেরিতদূত,** মথি ১০:৪; প্রেরিত ১:১৩
- **যিশুর ভাই,** মথি ১৩:৫৫
- **কিরেনের শিমোন,** মথি ২৭:৩২
- **বেথানিয়া-নিবাসী,** মথি ২৬:৬
- **ফরিশী,** লুক ৭:৩৬
- **মন্ত্রজালিক,** প্রেরিত ৮:৯
- **যাফা-নিবাসী,** প্রেরিত ১০:৬

শেব্না ২ রাজা ১৮–১৯; ইশা ২২:১৫

শেম আদি ৬:১০; ৭:১৩; ৯:১৮

শেশ্‌বাসার এজরা ১:৮; ৫:১৪

শৌল
- কীশের সন্তান, ১ শামু ৯–২ শামু ১; প্রেরিত ১৩:২১
- প্রেরিতদূত, পল দ্রঃ

সাদোক ২ শামু ১৫:২৪; ১৮:১৯; ১ রাজা ১:৮

সাফীরা প্রেরিত ৫:১–১১

সারা আদি ১২:১১; ১৬:১; ১৮:৯; ২১:১; রো ৪:১৯; ৯:৯

সালোমে
- জেবেদের ছেলেদের মাতা, মথি ২০:২০; মার্ক ১৫:৪০; ১৬:১
- হেরোদিয়ার মেয়ে, মথি ১৪:৬

সিল্‌ভানুস ২ করি ১:১৯; ১ পি ৫:১২

সিলাস প্রেরিত ১৫:২২–১৮:৫

সিহোন গণনা ২১:২১; বিচারক ১১:১৯

সুসান্না দা ১৩

সেথ আদি ৪:২৫

সেন্নাখেরিব ২ রাজা ১৮:১৩–১৯:৩৭; ইশা ৩৬–৩৭

সেফোরা যাত্রা ২:২১; ৪:২৫; ১৮:২

সের্গিউস পাউলুস প্রেরিত ১৩:৭

স্তেফান প্রেরিত ৬–৮; ২২:২০

হবা আদি ৩:২০; ২ বংশ ১১:৩

হলোফের্নেস যুদিথ (একাধিকবার)

হাজায়েল ১ রাজা ১৯:১৫; ২ রাজা ৮–১২

হাবাকুক দা ১৪:৩৩; হাবা ১:১

হাম আদি ৬:১০; ৭:১৩; ৯:২২

হামান এস্থার ৩–৭

হিরাম	২ শামু ৫:১০; ১ রাজা ৫:১৫; ৯:১০
হিল্কিয়া	২ রাজা ২২:৪
হেজেকিয়া	২ রাজা ১৮–২০; ইশা ৩৬–৩৯
হেরোদ	• মথি ২; লুক ১ • আন্তিপাস, মথি ১৪:১; লুক ২৩:৭; প্রেরিত ৪:২৭; ১৩:১ • ১ম আগ্রিপ্পা, প্রেরিত ১২ • ২য় আগ্রিপ্পা, প্রেরিত ২৩–২৬
হেরোদিয়া	মথি ১৪:৩; লুক ৩:১৯
হেলিওদরস	২ মাকা ৩

সূচীপত্র

কালানুক্রমিক ঘটনাসূচী

(ছবিটা বৃহত্তর আকারে দেখবার জন্য তা ডবল-ক্লিক করুন (বা সফটওয়্যার অনুযায়ী নির্দেশ অনুসরণ করুন)

পুরাতন নিয়মের ইতিহাস

(খ্রিষ্টপূর্ব)

৩০০০ *মেসোপতামিয়ায় আব্রাহামের যাযাবর পূর্বপুরুষগণ*

২০০০

১৮৫০ (আনুমানিক) কানান দেশে আব্রাহাম

১৮০০ মিশরে কুলপতিগণ

১৩০০

১২৫০ (আনুমানিক) মিশর থেকে যাত্রা – মোশি – সিনাই পর্বতে সন্ধি

১২২০ (আনুমানিক) প্রতিশ্রুত দেশে যোশুয়ার প্রবেশ

১২০০

১২০০–১০২৫ বিচারকগণ

১০৪০ (আনুমানিক) শামুয়েল

১০৩০–১০১০ শৌল

১০১০–৯৭০ দাউদ

৯৭০–৯৩১ শলোমন

ইস্রায়েল রাজ্য			যুদা রাজ্য	
৯৩১–৯১০	১ম যেরবোয়াম		৯৩১–৯১৩	রেহোবোয়াম
৮৮৫–৮৭৪	অম্রি			
			৮৭০–৮৪৮	যেহোশাফাৎ
৮৪১–৮১৪	যেহু		৮৪১–৮৩৫	আথালিয়া
৭৯৮–৭৮৩	যোয়াশ	এলিয়		
৭৮৩–৭৪৩	যেরবোয়াম	এলিশেয়	৭৮১–৭৪০	উজ্জিয়া
		আমোস, হোশেয়া		
		ইশাইয়া, মিখা	৭৪০–৭৩৬	যোথাম

৭২১ *সামারিয়া হস্তগত; অনেক ইহুদী আশুর দেশে নির্বাসিত*

	৭১৬–৬৮৭	হেজেকিয়া
জেফানিয়া, যেরেমিয়া, নাহুম, দ্বিতীয় বিবরণ-ইতিহাস সম্পাদিত	৭৪০-৬০৯	যোশিয়া
হাবাকুক, যেরেমিয়া	৬০৯–৫৯৮	যেহোইয়াকিম

৫৯৭ *যেরুশালেম অবরুদ্ধ – বাবিলনে বন্দিদশা – এজেকিয়েল*

৫৮৬ *যেরুশালেম লুণ্ঠিত – আরও ইহুদী নির্বাসিত*

এজেকিয়েল, দ্বিতীয় ইশাইয়া

৫৩৮ *কুরোশের রাজাজ্ঞা ক্রমে ইহুদীরা স্বদেশে ফিরে যায়*

৫২০ *মন্দির পুনর্নির্মিত* – যুদা-প্রদেশপাল জেরুব্বাবেল
হগয়, জাখারিয়া, পঞ্চপুস্তকের শেষ সংস্করণ
(?)যোব, প্রবচনমালা, পরম গীত, রুথ

৪৪৫ নেহেমিয়ার প্রথম যেরুশালেম যাত্রা **মালাখি, ওবাদিয়া**

৩৯৮ এজরার যেরুশালেম যাত্রা **(?)যোয়েল, যোনা, তোবিত, ১ম-২য় বংশাবলি, এজরা, নেহেমিয়া, (?)উপদেশক**

৩০০–২০০ *ইস্রায়েলের উপর মিশরের শাসন*

২০০–১৬৭ *ইস্রায়েলের উপর সিরিয়ার শাসন*

(?)এস্থার,
(?)বেন-সিরা

১৬৭ *মাকাবীয়দের নেতৃত্বে সিরিয়ার বিরুদ্ধে ইহুদীদের বিপ্লব*

১৬৬–১৬০ মাকাবীয় যুদা

দানিয়েল

১৬০–১৪৩ মাকাবীয় যোনাথান

১৪৩–১৩৪ মাকাবীয় শিমোন

যুদিথ, ১ম-২য় মাকাবীয় বংশচরিত

১৩৪–৬৩ যুদেয়ায় হাস্মনীয় রাজবংশের শাসনকাল

৬৩ *যেরুশালেম রোম-সেনাপতি পম্পেইউস দ্বারা হস্তগত*

(?)প্রজ্ঞা পুস্তক

নূতন নিয়মের ইতিহাস

খ্রিস্টপূর্ব ৪০–৪ যুদেয়ায় হেরোদ রাজার শাসনকাল

খ্রিস্টপূর্ব (?)৬–(?)৩০ খ্রিস্টাব্দ: *যিশু*

খ্রিস্টপূর্ব ৪–৬ খ্রিস্টাব্দ: যুদেয়া-রাজ আর্খেলাওসের শাসনকাল

৪ খ্রিস্টপূর্ব –৩৯ খ্রিস্টাব্দ: গালিলেয়ায় সামন্তরাজ হেরোদ আন্তিপাসের শাসনকাল

৬–৪১ যুদেয়া রোমীয় প্রদেশ

২৬–৩৬ প্রদেশপাল পন্তিউস পিলাত

৬–১৫ মহাযাজক আন্না

১৮–৩৬ মহাযাজক কাইয়াফা

প্রেরিতদূত পলের পত্রাবলি

৬৬–৭০ *যেরুশালেম-অবরোধ* **মথি, মার্ক, লুক রচিত সুসমাচার**

৮১–৯৬ **যোহন-রচিত সুসমাচার**

সূচীপত্র

পুরাতন নিয়মে মাসের নাম

পুরাতন নিয়ম কালে মাসগুলির সাধারণত নির্দিষ্ট কোন নাম ছিল না। সেগুলোকে বলা হত 'বছরের' প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি 'মাস'। বাবিলনে নির্বাসনের আগে, পুরাতন নিয়মে শুধুমাত্র চার মাসেরই ছিল নির্দিষ্ট একটা নাম :

১। আবিব ['বসন্তকাল'] -- ৩০ দিন : মার্চ-এপ্রিল (যাত্রা ১৩:৪; ২৩:১৫; ৩৪:১৮; দ্বিঃবিঃ ১৬:১) ;

২। জিব ['আলো'] -- ২৯ দিন : এপ্রিল-মে (১ রাজা ৬:১; ৬:৩৭) ;

৭। এথানিম ['প্রবল', অর্থাৎ মুষলধারায় বৃষ্টি] -- ৩০ দিন : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (১ রাজা ৮:২) ;

৮। বুল -- ২৯ বা ৩০ দিন : অক্টোবর-নভেম্বর (১ রাজা ৬:৩৪)।

বাবিলনে নির্বাসনের সময় থেকে (খ্রিঃপূঃ ৬০৫) বাবিলন ও মধ্যপ্রাচ্যে মাসগুলির প্রচলিত নাম গৃহীত হতে লাগে ও সেগুলোর কয়েকটা বাইবেলে উল্লেখ করা রয়েছে :

১। আবিব নিসান হয়ে গেল -- ৩০ দিন : মার্চ-এপ্রিল (এস্থার ৩:৭; নেহে ২:১) ;

২। জিব ইয়ার হয়ে গেল -- ২৯ দিন : এপ্রিল-মে ;

৩। সিবান -- ৩০ দিন : মে-জুন (এস্থার ৮:৯ ইত্যাদি) ;

৪। তাম্মুজ -- ২৯ দিন : জুন-জুলাই ;

৫। আব -- ৩০ দিন : জুলাই-আগষ্ট ;

৬। এলুল -- ২৯ দিন : আগষ্ট-সেপ্টেম্বর (নেহে ৬:১৫; ১ মাকা ১৪:২৭) ;

৭। এথানিম তিশ্‌রি হয়ে গেল -- ৩০ দিন : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ;

৮। বুল হেশ্‌বান হয়ে গেল -- ২৯ বা ৩০ দিন : অক্টোবর-নভেম্বর ;

৯। কিস্লেব -- ৩০ বা ২৯ দিন: নভেম্বর-ডিসেম্বর (নেহে ১:১; ১ মাকা ১:৫৪ ইত্যাদি; ২ মাকা ১:৯ ইত্যাদি; জাখা ৭:১);

১০। তেবেথ -- ২৯ দিন: ডিসেম্বর-জানুয়ারি (এস্থার ২:১৬);

১১। শেবাৎ -- ৩০ দিন: জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি (১ মাকা ১৬:১৪; জাখা ১:৭);

১২। আদার -- ২৯ দিন: ফেব্রুয়ারি-মার্চ (এজরা ৬:১৫; এস্থার ৩:৭ ইত্যাদি; ১ মাকা ৭:৪৩, ৪৯; ২ মাকা ১৫:৩৬)।

প্রথম মাস (আবিব বা নিসান) ৩০ দিনেরই মাস। মাসটা ১২ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিলের মধ্যে শুরু হয় এবং আজকালের বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে মাসের শেষ দিন ১০ এপ্রিল থেকে ১০ মে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অধিবর্ষগুলোতে মাসগুলোর দিনের সংখ্যা উপযোগিভাবে বাড়ানো হত।

সপ্তাহ সম্পর্কে

পুরাতন ও নূতন নিয়ম উভয় ক্ষেত্রেই দিনগুলিকে ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি “সপ্তাহের দিন” বলা হত। শুধুমাত্র ৭ম দিন (অর্থাৎ শনিবার) একটা নির্দিষ্ট নাম দ্বারা চিহ্নিত ছিল তথা “শাব্বাৎ” যার অর্থ কর্মবিরতি ও বিশ্রাম (যাত্রা ১৬:২৬, ২৩ ইত্যাদি পদ)।

পৌত্তলিক রোম সাম্রাজ্যে, সপ্তাহের প্রথম দিনটিকে (অর্থাৎ রবিবারকে) বলা হত “Dies Solis” (দিয়েস সলিস) অর্থাৎ “সূর্যদেবের দিন”, কিন্তু আনুমানিক ২০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে খ্রিষ্টিয়ানগণ দিনটিকে “Dies Dominicus” (দিয়েস দমিনিকুস) বা “Dies Dominica” (দিয়েস দমিনিকা) অর্থাৎ “প্রভুর দিন” বলতে শুরু করে।

সূচীপত্র

পরিমাপ ও অর্থ

হোমর/কোর	=	৪৫০ লিটার
লেতেক	=	২২৫ লিটার
এফা/বাৎ	=	৪৫ লিটার
সেয়া	=	১৫ লিটার
হিন	=	৭.৫ লিটার
কাব	=	২.৫ লিটার
লোগ	=	০.৬ লিটার
তলন্ত	=	৩০ কিলো
মিনা	=	৫০ গ্রাম
শেকেল	=	১ গ্রাম
দ্রাক্মা	=	সাধারণ শ্রমিকের এক দিনের মজুরি

মানচিত্র ও ছবি

সূচীপত্র

পুরাতন নিয়ম কালে মধ্যপ্রাচ্য

নিচের স্থানগুলোর নাম ক্লিক করলে স্থানগুলো Maps অ্যাপ-এ প্রদর্শিত হবে।

কোনো না কোনো স্থানের জন্য ‘Map’ নয়, ‘Satellite’ বোতাম ক্লিক করাই বাঞ্ছনীয়।

উর, তুরস, দজলা নদী, দামাস্ক, নিনেভে, ফোরাত নদী, বাবিলন, যেরুশালেম, শুশান, সিদোন, সিরিয়া

বিচারকদের সময়ে ইস্রায়েল দেশ

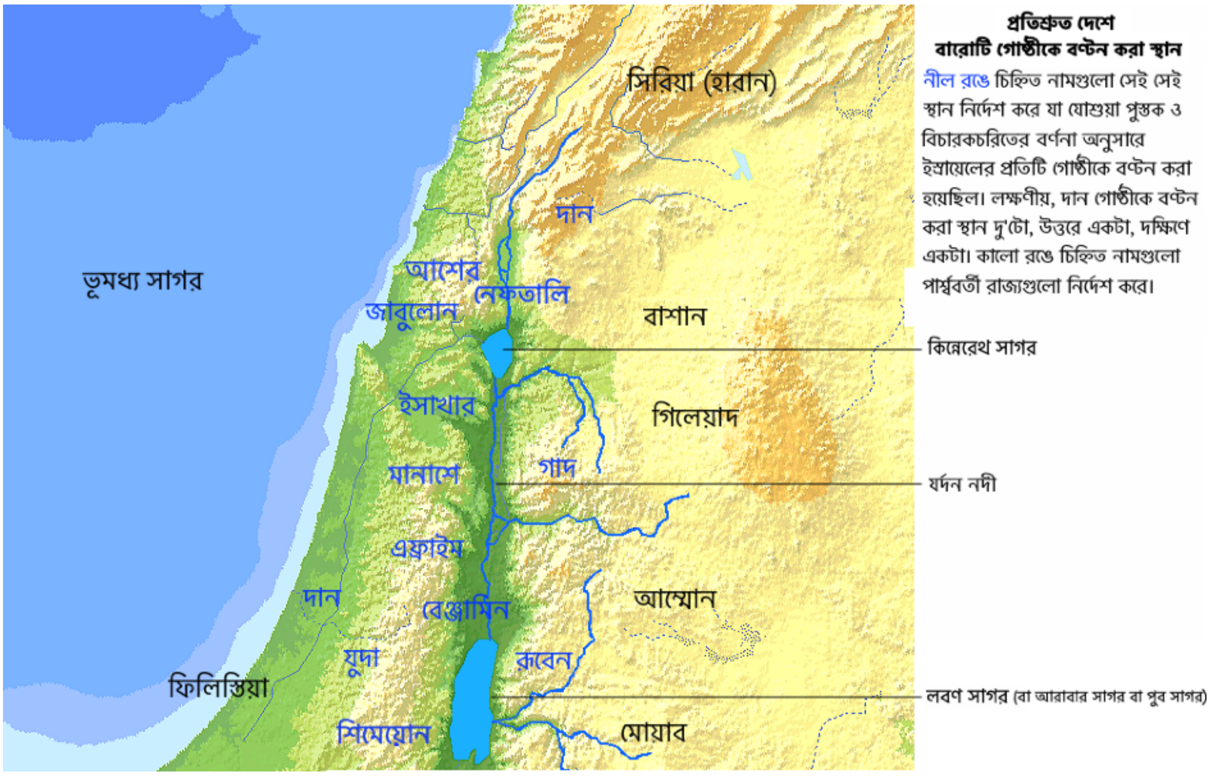

পুরাতন নিয়ম কালে ইস্রায়েল দেশ

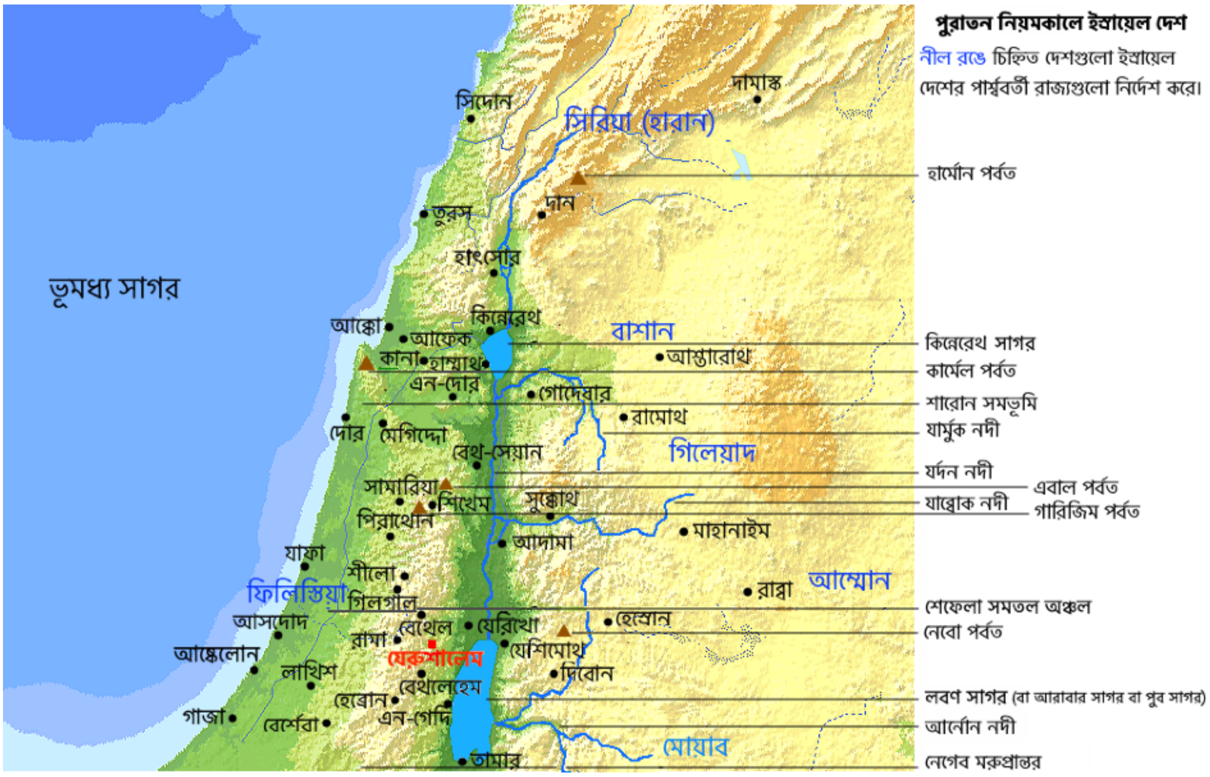

নিচের স্থানগুলোর নাম ক্লিক করলে স্থানগুলো Maps অ্যাপ-এ প্রদর্শিত হবে।
কোনো না কোনো স্থানের জন্য ‘Map’ নয়, ‘Satellite’ বোতাম ক্লিক করাই বাঞ্ছনীয়।

আক্কো, আফেক, আস্কেলোন, আসদোদ, এন-গেদি, এন-দোর, এবাল পর্বত, কার্মেল পর্বত, কিন্নেরেথ সাগর, গাজা, গারিজিম পর্বত, গিলগাল, তুরস, দান, দামাস্ক, দিবোন, দোর, বেথলেহেম, বেথেল, বেথ্-সেয়ান, বের্শেবা, মাহানাইম, মেগিদ্দো, যর্দন নদী, যাফা, যেরিখো, যেরুশালেম, রাব্বা, রামা, রামোথ, লাখিশ, শারোন সমভূমি, শিখেম, শীলো, শেফেলা সমতল অঞ্চল, সামারিয়া, সিদোন, সিরিয়া, সুক্কোথ, হাৎসোর, হাম্মাথ, হার্মোন পর্বত, হেব্রোন

যেরুশালেমের পবিত্রধাম

শলোমন-নির্মিত পবিত্রধাম
খ্রীঃপূঃ ৯৫৭ (১ রাজা ৬–৭)
যা বাবিলনীয়দের দ্বারা
খ্রীঃপূঃ ৫৮৬ সনে ধ্বংস করা হয়।

পবিত্রধামটি পুনর্নির্মিত হয় খ্রীঃপূঃ ৫১৫ সনে
এবং খ্রীঃপূঃ ২০ সনে হেরোদ দ্বারা
সংস্কার করা হয়।

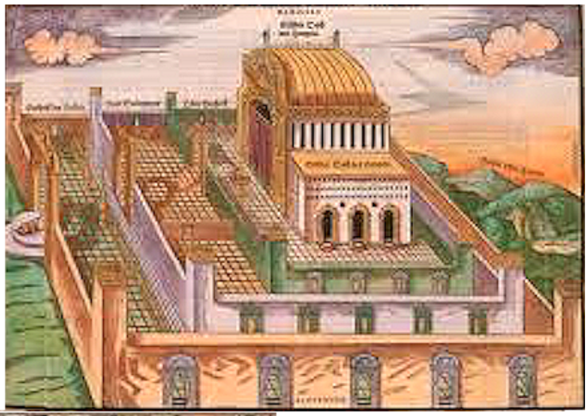

হেরোদ-সংস্কৃত পবিত্রধাম
যা রোমীয়দের দ্বারা
৭০ খ্রীষ্টাব্দে
ধ্বংস করা হয় (মথি ২৮:২)।

পরমপবিত্রধাম
যা পবিত্রধামের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

তার ভিতরে ছিল মঞ্জুষা, দুটো খেরুবমূর্তিও ছিল,
যেগুলোর একটা পাখা মঞ্জুষার উপর মেলানো ছিল।
একটা পরদা পরমপবিত্রধামকে পবিত্রধাম থেকে পৃথক রাখত,
তা যীশুর মৃত্যুক্ষণে
উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে দু'ভাগ হল (মথি ২৭:৫১)।

নূতন নিয়ম কালে ইস্রায়েল দেশ

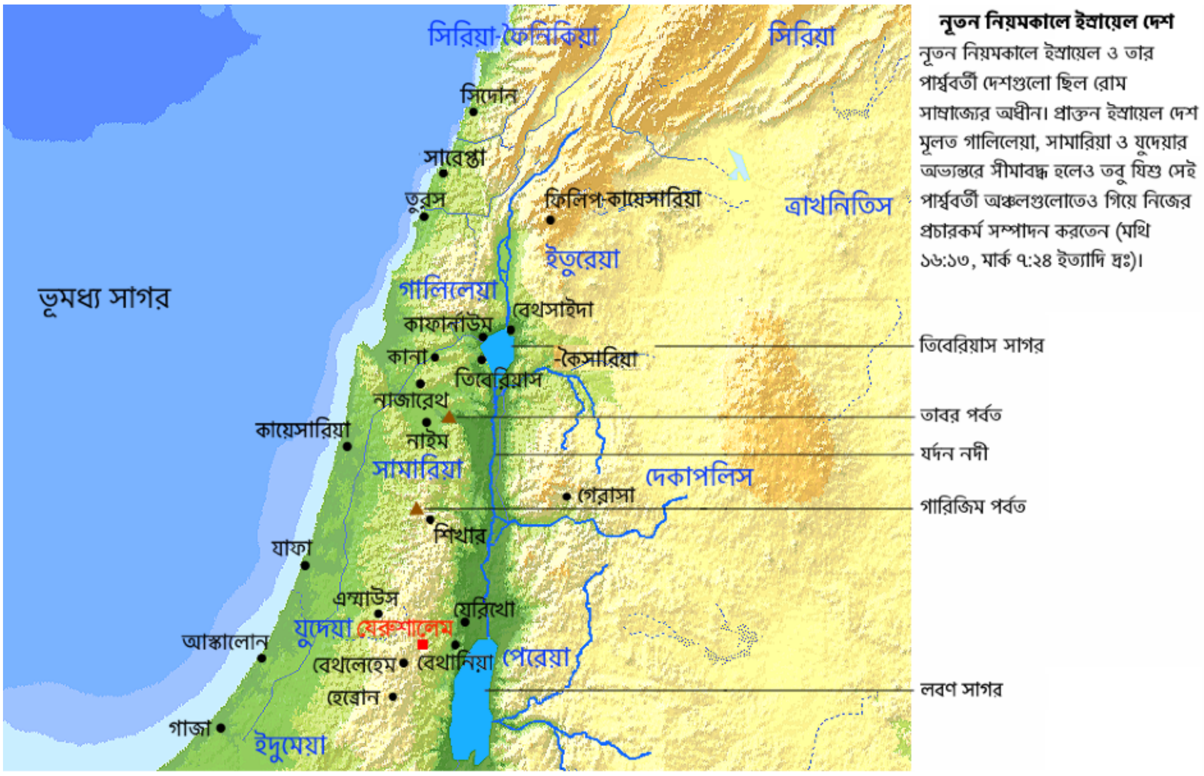

নিচের স্থানগুলোর নাম ক্লিক করলে স্থানগুলো Maps অ্যাপ-এ প্রদর্শিত হবে।

কোনো না কোনো স্থানের জন্য ‘Map’ নয়, ‘Satellite’ বোতাম ক্লিক করাই বাঞ্ছনীয়।

কানা গ্রাম সম্পর্কে তিনটে স্থান উপস্থাপিত যা প্রাচীনকাল থেকে সমর্থিত: ‘কানা ১’ (কানা), ‘কানা ২’ (কাফ্র্ কান্না) ও ‘কানা ৩’ (খির্বেৎ কানা অর্থাৎ কানার ধ্বংসাবেশষ), যদিও ম্যাপে নাম তিনটা উল্লিখিত নাও থাকতে পারে।

এম্মাউস, কানা ১, কানা ২, কানা ৩, কাফার্নাউম, কায়েসারিয়া, গারিজিম পর্বত, তিবেরিয়াস, তুরস, নাইম, নাজারেথ, ফিলিপ-কায়েসারিয়া, বেথলেহেম, যর্দন নদীর ওপারে অবস্থিত বেথানিয়া, যেরুশালেমের নিকটস্থ গ্রাম বেথানিয়া, যর্দন নদী, যেরিখো, যেরুশালেম, শিখার, সিদোন, সিরিয়া

আদিমণ্ডলীকালীন জগৎ

নিচের স্থানগুলোর নাম ক্লিক করলে স্থানগুলো Maps অ্যাপ-এ প্রদর্শিত হবে।

কোনো না কোনো স্থানের জন্য ‘Map’ নয়, ‘Satellite’ বোতাম ক্লিক করাই বাঞ্ছনীয়।

আন্তিওখিয়া (পিসিদিয়া), আন্তিওখিয়া (সিরিয়া), আলেক্সান্দ্রিয়া, ইকোনিয়ম, ইতালি, এথেন্স, এফেসস, করিন্থ, ক্রীট দ্বীপ, কলসী, কায়েসারিয়া, কোস, তলেমাইস, তার্সস, ত্রোয়াস, দামাস্ক, পাফোস, পুতেওলি, পের্গা, পের্গামন, ফিলিপ্পি, ফ্রিগিয়া, মাল্টা দ্বীপ, মিরা, মিলেতস, যেরুশালেম, রেগিউম, রোদ দ্বীপ, রোম, লিস্ত্রা, সাইপ্রাস দ্বীপ, সার্দিস, সালামিস, সিরিয়া

প্রেরিতদূত পলের প্রচার যাত্রা

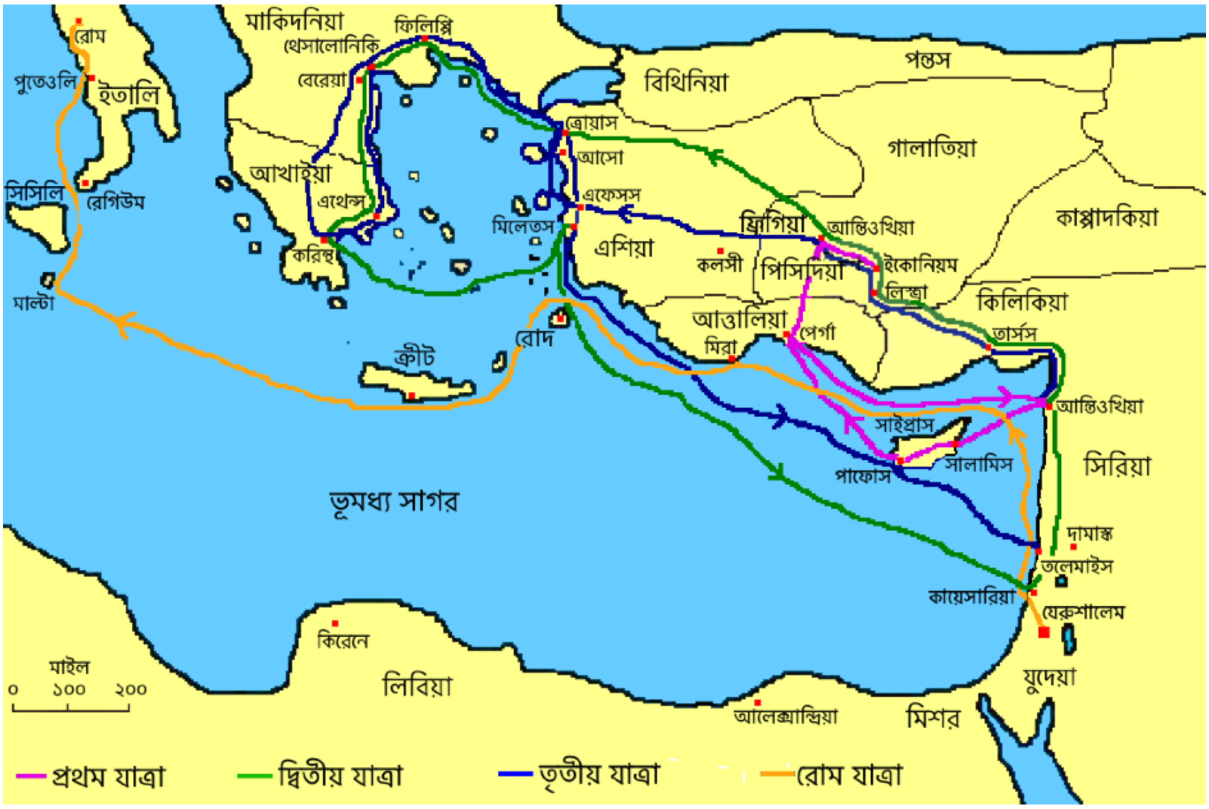

নিচের স্থানগুলোর নাম ক্লিক করলে স্থানগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে। কোনো না কোনো স্থানের জন্য ‘Map’ নয়, ‘Satellite’ বোতাম ক্লিক করাই বাঞ্ছনীয়।

আন্তিওখিয়া (পিসিদিয়া), আন্তিওখিয়া (সিরিয়া), আলেক্সান্দ্রিয়া, ইকোনিয়ম, ইতালি, এথেন্স, এফেসস, করিন্থ, ক্রীট দ্বীপ, কলসী, কায়েসারিয়া, তলেমাইস, তার্সস, ত্রোয়াস, দামাস্ক, পাফোস, পুতেওলি, পের্গা, ফিলিপ্পি, ফ্রিগিয়া, মাল্টা দ্বীপ, মিরা, মিলেতস, যেরুশালেম, রেগিউম, রোদ দ্বীপ, রোম, লিস্ত্রা, সাইপ্রাস দ্বীপ, সালামিস, সিরিয়া